



বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা

অভিধান



- বাংলা ভাষার সব শব্দ একই সময়ে জন্ম নেয়নি অথবা একই সময়ে সেসব শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। কোন শব্দ প্রথম কখন ব্যবহৃত হলো, এবং তারপর ধীরে ধীরে তার অর্থ কিভাবে বদলে গেলো, এ অভিধানে প্রধানত তা-ই দেখা যাবে। কেবল অর্থের বিবর্তন নয়, শব্দের বানান কিভাবে বদলে গেলো, সে ইতিহাসও জানা যাবে এই অভিধান থেকে।
- এই অভিধানে ভুক্তি অর্থাৎ মূলশব্দ আছে প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। আর, এসব মূলশব্দের রূপান্তরগুলো হিসেব করলে মূলশব্দের সংখ্যা হবে প্রায় দেড় লাখ। এ ছাড়া, অর্থান্তর বোঝানোর জন্যে প্রয়োগবাক্য আছে এক লাখ ষাট হাজারের বেশি।
- আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রচিত নানা ধরনের পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ, বই, পত্র-পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই অভিধানে শব্দ গৃহীত হয়েছে।
- শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই অভিধানে যেসব প্রয়োগবাক্য দেওয়া হয়েছে, তার অনেকগুলোর কালই আনুমানিক। তবে ১৭৪৩ সালের পর থেকে বেশির ভাগ প্রয়োগবাক্যের সময় সুনির্দিষ্ট।
- প্রতিটি মূলশব্দের অর্থ এবং অর্থান্তর নির্ণয় করা হয়েছে প্রয়োগবাক্য থেকে।
- প্রয়োগবাক্যগুলোর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে কখনো গ্রন্থ, কখনো লেখক, কখনো পত্রিকা, এমনকি কখনো দিগ্বরের নাম দিয়ে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাঁকা হরফে।
- সাধারণভাবে ক্রিয়াপদের রূপান্তর এই অভিধানে নেই। তবে আঠারো শতকের আগেকার ক্রিয়াপদের রূপান্তরের কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি মূলশব্দের পাশে সে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, তা বন্ধনী [] চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো শব্দের বেলায় তা আনুমানিক। আর, আদৌ জানা না-গেলে, সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। যেসব শব্দের শেষে [সি] লেখা আছে, সেসব শব্দ যে সবই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিলো, তা নয়। বরং সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলে [সি] লেখা হয়েছে।
- শব্দের অর্থ যদুরসম্ভব সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা বানান-অভিধান
- ছোটদের অভিধান
- সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- আরবি-বাংলা অভিধান
- চরিতাভিধান (তৃতীয় সংস্করণ)
- বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
- শাহনামা
- English-Bangla Dictionary
- Bengali-English Dictionary

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
প্রথম খণ্ড (অ-এঃ)

বাংলা একাডেমি
বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
প্রথম খণ্ড (অ-এও)

সম্পাদক
মোলাম মুরশিদ

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার



বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচি
জুলাই ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৩

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/ জুন ২০১৩

বাই ৫০৬৬

মুদ্রণসংখ্যা
৬০০০ কপি

প্রকাশক
শাহিদা খাতুন
পরিচালক
প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
এক হাজার টাকা মাত্র

BIBARTANMULAK BANGLA ABHIDHAN, PRATHAM KHANDA [A Diachronic Dictionary of Bangla Language, First Volume]. Editor: Ghulam Murshid. Associate Editor: Swarochish Sarker. Publisher: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition: June 2013. Price : Taka 1000.00 only, US \$ 100.00

ISBN 984-07-5085-2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবায়ক
শাখসুজ্জামান খান

কর্মসূচি পরিচালক
শাহিদা ঝাটুন

সমন্বয়কারী
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

সংকলক
আসিক আজিজ কল্পনা ভৌমিক
জামাল উদ্দিন জাহেদি ফারহান ইশরাক
মতিন রায়হান মাহমুজ্জা হিলালী
মোঃ আমিরুল ইসলাম মোঃ মাইনুল ইসলাম
রাজীব কুমার সাহা শামস্ নূর

প্রকাশনা সহযোগী
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

মহাপরিচালকের কথা

বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমি কয়েকটি বড়ো মাপের কাজে হাত দিই। এর মধ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দুটি কাজ হলো: ১. প্রমিত বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন; এবং ২. বিবর্তনমূলক একটি বাংলা অভিধান সংকলন। এ দুটি কাজ এখন পর্যন্ত গোটা বাংলাভাষী অঞ্চলে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা এককভাবে কোনো পণ্ডিত সম্পন্ন করেননি। সুখের কথা, ‘প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ (২০১২) গ্রন্থটি ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এর পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছে। বর্তমান অভিধানটিতে বাংলা ভাষার কোন শব্দ আমাদের সাহিত্যে প্রথমে কোথায়, কী অর্থে, কোন লেখকের লেখায়, কোন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে তার উল্লেখ এবং পরবর্তী কালে নানা লেখকের লেখায় কীভাবে এর বিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ তার অর্থান্তর, অর্থ-সম্প্রসারণ বা সংকোচন বা একেবারে বিপরীত বা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কাজটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পন্ন করা গেলে অভিধানখানি বাংলা অভিধানের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

অত্যন্ত আনন্দের কথা, তিন বছর মেয়াদি (২০১০-১৩) অভিধানখানির প্রতিটি খণ্ড এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি পৃষ্ঠা সংবলিত হওয়ায় তিন খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা তিন হাজার একশো ছাড়িয়ে গেছে। এদিক থেকে দেখলে বিপুলায়তনের এই গ্রন্থখানি এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা ভাষার সর্ববৃহৎ কলেবরের অভিধান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। আর কাজটি যে-আঙ্গিক ও পদ্ধতিতে করা হয়েছে তা বাংলা অভিধান রচনার ক্ষেত্রেও পথিকৃতির মর্যাদা পাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের সৌধ-প্রতিম অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ-সংকলকদের সীমাহীন ধৈর্য-নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও অনুসন্ধিৎসা যেমন আবশ্যিক শর্ত, তেমনি বছরের পর বছর ধরে ভুক্তি সংকলন, আভিনুসন্ধান, কার্ডে তা-ক্লিপবিদ্ধকরণ, বানান পরীক্ষা, উদাহরণ চয়ন এবং গ্রন্থ সংশোধন ইত্যাদি জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সাধনার বিষয়। আমার অনুরোধে বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন বিপুল শ্রমসাধ্য ব্যতিক্রমী এবং প্রায় দুঃসাধ্য এ-কাজের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন ডক্টর গোলাম মুরশিদ। কাজটি জটিল, ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং একদল দক্ষ, মেধাবী এবং একান্ত শ্রমসিঁহিষ্ণু গবেষণা-সহকারীর সমন্বয়েই যে-করা সম্ভব, সে-বিষয় নিয়ে ডক্টর মুরশিদের সঙ্গে আমার বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তৃত আলোচনার পর আমরা কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করি। বড় ধরনের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য যথাসময়ে পাওয়া যাবে কি-না, সে-বিষয়ে প্রধান সম্পাদককে নিশ্চিত করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আলোচনা করে আশ্বস্ত হই।

কাজ শুরু করার আগে ডক্টর স্বরোচিষ সরকারকে সহযোগী সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সম্পাদক ও সংকলকদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলা একাডেমির সহপরিচালক ডক্টর মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে।

সংকলক হিসেবে কাজ করেন ডক্টর কল্পনা ভৌমিক, ডক্টর মোঃ আমিরুল ইসলাম, মতিন রায়হান, মাহফুজা হিলালী, জামাল উদ্দিন জাহেদি, আসিফ আজিজ, মোঃ মাইনুল ইসলাম, রাজীব কুমার সাহা, ফারহান ইশরাক এবং শামস নূর। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক-সংকলকগণ মাত্র

তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক অভিধানের কাজটি যে তাঁরা সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন, তা তাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও অপরিসীম ধৈর্যের ফল।

শব্দসংগ্রহের কাজ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অভিধানটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি আমরা একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করি। এই সেমিনারে যোগ দেন বিশিষ্ট অভিধানিক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক, অভিধান-বিশেষজ্ঞ জামিল চৌধুরী, বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ব্রিটেনের কবি ও গবেষক ডক্টর কেতকী কুশারী ডাইসন, পশ্চিমবঙ্গের ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার, ডক্টর হায়াৎ মামুদ, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক শফি আহমেদ, ডক্টর ফিরোজ মাহমুদ, ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী, ডক্টর মাহবুবুল হক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ডক্টর জীনাৎ ইমতিয়াজ আলী প্রমুখ। অভিধানটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক পরামর্শ দেন।

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচির প্রকল্প-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলা একাডেমির অন্যতম পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কর্মসূচিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সব ধরনের সহযোগিতা দান করেন বাংলা একাডেমির সচিব জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন। প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগের জনাব এ কে এম মাহবুবুল আলম, পরিকল্পনা উপবিভাগের সহপরিচালক জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার, এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপবিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ খোরশেদ আলম প্রাসঙ্গিক দাপ্তরিক কাজ গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

এই প্রথম একটি অভিধান, যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হলো। হাসিব ইসতিয়াকুর রহমানের পরিচালনায় অভিধান সংকলনের জন্য নির্ধারিত কক্ষটিকে আমরা অত্যাধুনিক ডিজিটাল যন্ত্রে সজ্জিত করি।

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত অভিধানসমূহের প্রতি দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান আগ্রহ বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কাজে আমাদের অনুপ্রেরণা। সেই অনুপ্রেরণায় এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় অভিধানের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলা একাডেমির প্রস্তাবিত বিধিমালায় অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য আলাদা বিভাগের সংস্থান রাখা হয়েছে। এটি কার্যকর করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন বাংলা একাডেমি প্রকাশিত অভিধানসমূহ হালনাগাদ করা সম্ভব হবে, পাশাপাশি সমকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী নানা ধরনের নতুন অভিধান প্রকাশ করা যাবে। বিভাগটি যাতে যথাসময়ে যথাযথভাবে হয় এবং প্রাসঙ্গিক কাজ অব্যাহত থাকে, সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ও বাংলা একাডেমির ভবিষ্যৎ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাই।

অভিধানটির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনাসহ যাবতীয় কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

ভূমিকা

বাংলায় লেখা প্রথম বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছিলো প্রায় দু শো বছর আগে - ১৮১৭ সালে। রচয়িতা - রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তারপর গত দু শতাব্দীতে ছোটোবড়ো বহু অভিধানই প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যা জানা নেই, কিন্তু কয়েক শো হওয়া অসম্ভব নয়। এসব অভিধান কমবেশি একই ধাঁচের। এগুলোতে আছে প্রচলিত-অপ্রচলিত এবং প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক শব্দ, শব্দের এক বা একাধিক অর্থ, আর শব্দগুলোর পদ-পরিচয়। অনেক অভিধানে শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তিও দেওয়া আছে। শব্দগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা হয়, তার দৃষ্টান্তও দেওয়া আছে কোনো কোনো অভিধানে - যেমন, রাজশেখর বসুর *চলন্তিকায়*। কোনো কোনো অভিধানে আবার লেখকরা এসব শব্দ কিভাবে ব্যবহার করেছেন, তারও উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। শুধুমাত্র তৎসম শব্দের অভিধান, অ-তৎসম শব্দের অভিধান, ব্যুৎপত্তির অভিধান, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অভিধান, স্রাং-এর অভিধান ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের অভিধানও প্রকাশিত হয়েছে।

এই তাবৎ অভিধান-প্রণেতার এই বিপুল অবদান সত্ত্বেও, বাংলা ভাষায় *Oxford English Dictionary*-র মতো অভিধান আজও রচিত হয়নি। অক্সফোর্ড-অভিধানে শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি এবং প্রথম ব্যবহারের তারিখ ও দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। এ ছাড়া দেওয়া আছে দৃষ্টান্ত-সহ তাদের পরবর্তী অর্থাভ্রাস্তরসমূহ এবং রূপান্তরসমূহ। অর্থাৎ বহু শতাব্দীর পথ বেয়ে ইংরেজি শব্দ কিভাবে বর্তমান রূপ এবং অর্থ লাভ করেছে এ অভিধান ব্যবহার করে তা জানা যায়।

Oxford English Dictionary (ওইডি) প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯২৮ সালে। তার আগেই প্রকাশিত হয়েছিলো সুবল মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান* (১৯০৩) এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১৯১৭)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর অভিধানের কাজ শুরু করেছিলেন ওইডি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দু দশক আগে। সাতাশ বছর কাজ করার পরে তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। ভূমিকায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা লিখেছেন তা থেকে মনে হয়, ১৯০৫ সাল থেকে আরম্ভ করে বাকি জীবন তিনি তাঁর অভিধান প্রণয়ন ও সংশোধনের কাজেই ব্যয় করেছিলেন। তাঁদের সামনে ওইডির আদর্শ না-থাকলেও, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরণ - উভয়েই শব্দগুলোর সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি ও যদুন্নয়ন সম্বন্ধে অর্থান্তর দিয়েছিলেন। শব্দও সংগ্রহ করেছিলেন প্রচুর। সর্ববৃহৎ অভিধান - জ্ঞানেন্দ্রমোহনে - শব্দের সংখ্যা প্রায় এক লাখ পনেরো হাজার। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরণের প্রভূত পরিশ্রম এবং আন্তরিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও তাঁদের অভিধানে অনেক অপূর্ণতাই থেকে গিয়েছিলো।

অপূর্ণতা ছাড়া, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রায় এক শো বছর এবং হরিচরণের অভিধান প্রকাশিত হওয়ার পরে আশি বছর চলে গেছে। ইতিমধ্যে হাজার হাজার নতুন শব্দ, বিশেষ করে যৌগিক শব্দ তৈরি হয়েছে এবং অন্যান্য ভাষা থেকে নতুন শব্দ আমদানি হয়েছে বাংলা ভাষায়। বিচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দের অর্থান্তরও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলভাবে। হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার শব্দও আবিষ্কৃত হয়েছে অজানা ভাষার থেকে। গত এক শো বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর গবেষণা করে পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের বিপুল কাব্যসাহিত্য এবং আঠারো শতকের ক্রমবিকাশশীল বাংলা গদ্যের প্রচুর উপাদান আবিষ্কার করেছেন। যেমন, এক সময়ে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের রচনার কথাও তেমন জানা ছিলো না। কিন্তু আবদুল করিম সাহিত্যবিদ্যারদ থেকে আরম্ভ করে অধুনাতন গবেষকের কল্যাণে বহু মুসলিম কবির কথা জানা গেছে - যারা ইংরেজ-পূর্ব আমলে তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। বোধগম্য কারণেই, তাঁদের সাহিত্যে এমনসব আরবী-ফারসী-তুর্কি উপাদান পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে

আগেকার অভিধানকারদের পরিচয় ছিলো না। মোট কথা, গত এক শতাব্দীতে বাংলা শব্দসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেসব শব্দের হিন্দি ও বিচিত্র অর্থ আমাদের অজ্ঞাত ছিলো এবং অভিধানে যাদের ঠাই ছিলো না, তেমন বহু শব্দের সঙ্গে আমাদের এখন বিলক্ষণ পরিচয় হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও বাংলা ভাষার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে লাখ লাখ লোক স্থায়ীভাবে চলে যান পশ্চিমবঙ্গে। এর ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক প্রামাণ্য ভাষার ওপর বাস্তবহারীদের প্রভাব পড়েছিলো নানাভাবে। বহু পূর্ববঙ্গীয় শব্দ গৃহীত হয়েছে। শব্দের অভিধাও বদলেছে। এমন কি, ব্যাকরণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে ত্রিয়ার্যবিভক্তিতে, সর্বনামে, অভিশ্রুতি/অপিনিহিতিতে। অপর পক্ষে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং তাঁদের রচনা প্রকাশের ফলে পূর্ববাংলার ভাষায় এসেছে প্রভূত মুসলিম এবং আঞ্চলিক উপাদান, যা এর আগে প্রামাণ্য বাংলা ভাষায় অপাঙ্ক্রেয় ছিলো। কেবল তাই নয় পাকিস্তানীকরণের সচেতন প্রয়াসের ফলেও বহু আরবী-ফারসী শব্দ মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে পুনরুদ্ধার করা হয় এবং সরকারী ভাষা উর্দু থেকে অনেক নতুন শব্দ বাংলা ভাষায় আমদানি করা হয়। এক কথায় বলা যায়, দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের ভাষায় নতুন শব্দ ও তাদের ব্যবহারে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছিলো।

এখানেই শেষ নয়, দেশবিভাগের চরিত্র বহরের মধ্যে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ফলে, বাংলা ভাষা এই প্রথম একটা দেশের সরকারী ভাষায় পরিণত হলো। সেন আমল, পাঠান আমল, মোগল আমল, ইংরেজ আমল – এক হাজার বছরের মধ্যে – কোনো সময়েই বাংলা ভাষা বঙ্গদেশের সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করেনি অথবা যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী আনুকূল্যও পায়নি, পাঠান এবং ইংরেজ আমলে সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় কিছু অনুবাদ-কর্ম ছাড়া। ১৯৭১ সালের পূর্বে বাংলা ভাষার একটা সার্বভৌম স্বদেশ গঠিত হলো। সে দেশের লেখাপড়া এবং সরকারী কাজকর্ম সবই হতে আরম্ভ করলো বাংলা ভাষায়। এর ফলে বাংলা ভাষার পালে রাতারাতি একটা হাওয়া ব্লাগলো। শতাধিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো, হাজার হাজার বই প্রকাশিত হলো, লাখ লাখ নথি লেখা হলো বাংলায়, এবং বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে এমন সরকারী পৃষ্ঠপোষণা পাওয়া গেলো, বাংলা ভাষার জন্মের পর থেকে কখনোই যা দেখা যায়নি।

বস্তুত, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাংলা ভাষার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলো। দেশবিভাগের পরে পূর্ব বাংলার ভাষায় আরবী-ফারসী এবং আঞ্চলিক ভাষার উপকরণ আসতে আরম্ভ করার যে-প্রবণতা দেখা গিয়েছিলো, সেই প্রবণতা বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেলে। বাংলাদেশের কথ্য বাংলা প্রামাণ্য কথ্য বাংলার সীমানা লঙ্ঘন করলো। প্রামাণ্য কথ্য ভাষা, সাধু ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা মিশে সেখানে একটা জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরি হলো এবং শিক্ষিত লোকেরা তা নিঃসংকোচে, এমন কি, সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এর উটোটা পিঠে লক্ষ করি, সরকারী কাজকর্ম এবং পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে বাংলাদেশের ভাষায় অসংখ্য সংস্কৃতভিত্তিক পারিভাষিক শব্দের অনুপ্রবেশ।

এক কথায় বলা যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরণ যে-ভাষার অভিধান রচনা করেছিলেন, সেই বাংলা ভাষা আর এখনকার বাংলা ভাষা ঠিক এক নয় – বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও নয়। হরিচরণ তাঁর শব্দকোষে সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বাংলা ভাষার চর্চায় তার প্রাসঙ্গিকতাও এখন অনেকটা হারিয়ে গেছে – উভয় বাংলাতেই। বস্তুত, নতুন অভিধান তৈরি করা এ জন্যে একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো।

কেবল নতুন নয়, নতুন ধরনের অভিধান রচনারই আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছিলো। ওইডির আদলে এমন একটি অভিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, যাতে প্রতিটি শব্দের কেবল সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তিই নয়, শব্দগুলো প্রথমবারের মতো কখন ব্যবহৃত হয়েছিলো, সে তথ্যও থাকবে। থাকবে শব্দগুলোর অর্থান্তর কিভাবে তৈরি হলো, তারও দৃষ্টান্ত। (ওইডি-তে শব্দসংখ্যা এখন ছ লাখ; উদ্ধৃতির সংখ্যা তিরিশ লাখ।)

শব্দের প্রথম ব্যবহারের সময় এবং তার উদাহরণ ভাষার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা দিয়ে ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস, এমন কি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসও মূর্ত হয়ে ওঠে। ভাষার বিবর্তন রীতিমতো চোখে দেখতে পাওয়া যায়। কেবল তাই নয়, এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো, একটি শব্দ প্রথমবার ব্যবহারের পর সেই শব্দের বানান এবং অর্থ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কিভাবে ধীরে ধীরে বদলে গেলো, সেই ইতিহাস। যেমন, ‘অনুবাদ’ বললে আমরা এখন প্রথমেই বুঝি ‘তরজমা’। অথচ মধ্যযুগে ‘অনুবাদ’ কথাটা নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও, উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত তার অর্থ ‘তরজমা’ কখনো ছিলো না। এমন কি, এই শব্দের যে-ব্যুৎপত্তি, তাতে তার অর্থ তরজমা হওয়ার কোনো যুক্তিও নেই।

‘গুরুত্বপূর্ণ’ শব্দটা এখন এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে ছাড়া আমাদের জীবন চলে না। এর প্রতিশব্দ কী? ‘জরুরী’? মনে হয় না। বলতে গেলে এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। অথচ শব্দ-গড়ার জাদুকর, রবীন্দ্রনাথের লেখায় এতো গুরুত্বপূর্ণ ঐ শব্দটা কোথাও নেই। ‘জিঙ্গোবাদের’ প্রবল প্রভাবে ‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দটি এখন অতদূর প্রহরীর সজিনের মতো সর্বক্ষণ মাথা উঠিয়ে থাকে, এবং তার নামে থেকে থেকে সারা বিশ্বে রক্তাক্তি হয়ে যায়। অথচ বিশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় এ শব্দের অস্তিত্ব ছিলো না। এমন কি, ‘নেশন’, ‘ন্যাশনালিজম’ ইত্যাদি ধার-করা শব্দ দিয়ে কাজ চালিয়েছেন, ‘নেশন-স্টাটস্’র মতো শব্দ তৈরি করেছেন, তবু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দটা ব্যবহার করেননি অথবা ব্যবহারের সুপারিশ করেননি। ‘ইজ্জম্’-এর বদলে ‘-বাদ’কে অন্তর্ভুক্ত-শব্দ হিসেবে ব্যবহারেও তাঁর সায় ছিলো না। ‘বাধ্যবাধকতা’ শব্দটাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গমিশ্রিত তিরস্কার সত্ত্বেও, ‘জাতীয়তাবাদ’, ‘-বাদ’ এবং ‘বাধ্যবাধকতা’ বাংলা ভাষার মঞ্চে রীতিমতো পাকাপাকি আসন করে বসেছে। কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা অথবা প্রভাবশালী শব্দশিল্পীর প্রভাবে ভাষায় পরিবর্তন আসে ঠিকই, কিন্তু ভাষা চলে আসলে নদীর মতো আপন গতিতে।

এই অভিধান রচনা করার সময়ে আমরা বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারায় কয়েকটি তরঙ্গ লক্ষ করেছি। যেমন, চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা সংস্কৃতানুগ নয়। সে ভাষা সংস্কৃতের বন্দর ছেড়ে অগ্রসর হাচ্ছিলো স্বাধীন পশুবোর দিকে। ফলে সংস্কৃত থেকে সে ভাষা অনেক দূরে সরে গিয়েছিলো। অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অব্যবহিত পরে – ষোড়শ শতাব্দীতে – যে-বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়, তা সংস্কৃত ও সংস্কৃত থেকে আগত শব্দবহুল। এর কারণ চৈতন্যদেব সর্বজনবোধ্য বাংলায় তাঁর ধর্ম প্রচার করলেও, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগতরা, বিশেষ করে গোষাামীরা সংস্কৃত দিয়ে তাঁদের ভাষা এবং অংশত ধর্মকে জাতে তোলার সজ্ঞান প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা তাই সংস্কৃতের সম্ভান হিসেবেই তার পরিচয় ধরে রাখলো। মঙ্গলকাব্য খানিকটা ভিন্না ভিন্না প্রবাহিত হলো বটে, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষা তার ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলো কমবেশি।

মোট কথা, মোগল-শাসিত সুবেহ বাঙ্গালার রাজভাষা হলেও, ফারসীর প্রভাব বাংলা ভাষায় পড়েছিলো সীমিত পরিমাণে, তার প্রধান কারণ জনপ্রিয় বৈষ্ণব সাহিত্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা ভাষাকে ফারসীর হামলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রায় পাঁচ শো বছরের দীর্ঘ পাঠান- এবং মোগল-আমলে মাত্র আট-দশ হাজার ফারসী, এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছিলো; আর বহুবচনীয় প্রত্যয়ের মতো দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যাকরণকেও সামান্য প্রভাবিত করেছিলো। কিন্তু বাংলা বাক্যের কাঠামো অথবা পদক্রমে ফারসী তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সুতরাং বলা যায়, মধ্যযুগে বাংলা ভাষায়, বিশেষ করে সরকারী কাজের ভাষায়, মুসলমানী ভাষার যথেষ্ট প্রভাব পড়লেও, সে প্রভাব বহিরঙ্গের অর্থাৎ শব্দের, অন্তরঙ্গের অর্থাৎ বাক্যকাঠামোর নয়।

এর পরের তরঙ্গ এসে বাংলা ভাষাকে আঘাত করে আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে – প্রধানত শাসনকর্তা বদলে যাওয়ায়। যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন সেই মুসলমান-শাসকদের সরকারী ভাষা ফারসীকে দূর করার একটা বিকল্প হিসেবে ইংরেজরা বাংলা ভাষাকে পৃষ্ঠপোষণ দিতে আরম্ভ করেছিলেন ১৭৭০-এর দশকেই। তা ছাড়া, সরকারী কাজকর্ম ক্রমবর্ধমান মাত্রায় কাগজভিত্তিক হওয়ায় নতুন নতুন শব্দ আমদানি করার এবং সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক পরিভাষা সৃষ্টি করার প্রয়োজনও দেখা

দিয়েছিলো। এভাবে উন্মেষশীল বাংলা ভাষা আরও একবার সংস্কৃত ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়লো। বিশেষ করে সদ্যোজাত লিখিত গদ্যে কেবল সরকারী নয়, ব্যক্তিগতভাবে প্রভাব পড়েছিলো সংস্কৃত-ভক্ত ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড এবং হেনরি পিটস ফরস্টারের। আরও পরে মুক্তাঞ্জন বিদ্যালঙ্কারের।

তা ছাড়া, ইংরেজ আমলে কলকাতায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় প্রামাণ্য বাংলা ভাষাটাও ধীরে ধীরে মহীরূপে পরিণত হলো তারই মাটিতে, যদিও সে ভাষার উপকরণ এসেছিলো বঙ্গদেশের অন্য অঞ্চল থেকেও। ইংরেজ আমল স্থাপিত হওয়ার প্রথম ষাট-সত্তর বছরের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক বাংলা ভাষা এবং কথ্যভাষার মাধ্যমিককার দেয়ালটা শক্ত করে নির্মিত হয়। হ্যালহেড আর ফরস্টারের সংস্কৃত-প্রীতির কাছে আনুগত্য বজায় রেখে উইলিয়াম কেরী তাঁর সহযোগীদের নিয়ে সাধুগদ্যের স্থায়ী বেদী বেঁধে দিলেন। রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিলে বাংলা গদ্যের সেই মঞ্চটাকে আরও সুন্দর এবং প্রশস্ত করলেন।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না – রবীন্দ্রনাথ এসে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে নতুন শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং পূর্ববর্তী লেখকদের ব্যবহৃত শব্দগুলোর সঙ্গে লেজ জুড়ে দিয়ে হাজার হাজার সমাসবদ্ধ নতুন শব্দ গঠন করলেন। তদুপরি, অল্পবয়সে বিলেতে গিয়ে জ্যাত ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে আসায়, স্বেচ্ছ প্রভাব অর্থাৎ ইংরেজি বাক্যকাঠামো এবং পদক্রমের প্রভাবও নিয়ে এলেন বাংলা ভাষার অভিধায়। বর্তমান অভিধান রচনা করতে গিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ নতুন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন পঁচিশ হাজার বা তার থেকেও বেশি। আর তিনি শব্দের যেসব অর্থান্তর করেছেন, তার সংখ্যা আমরা কেবল অনুমানই করতে পারি। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি বাংলা ভাষার গলুটীকে আরও একবার ঘুরিয়ে দিলেন যদুদেব সম্ভবতঃ – বাংলার দিকে। সাধুত্ব সবটা ত্যাগ করা গেলো না, বিষয়বস্তুর কারণেই সম্ভব ছিলো না, এমন কি, বাঙ্কনীয়ও ছিলো না, কিন্তু বাংলা ভাষা অনেকটাই নতুন চেহারা পেলে। পুরোপুরি প্রামাণ্য কথ্য ভাষাকে বরণ করার আগেই ক্রিয়াবিভক্তি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা মুখের ভাষার দিকে ঝুঁকি বাড়ালো। প্রথম চৌধুরীর উৎসাহে যে দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ছিলো, তাও অতিক্রম করে প্রামাণ্য কথ্য ভাষাকে লেখার ভাষার আসনে বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাষাটাকেও লেখ্য ভাষার দিকে খানিকটা টেনে নিলেন। তাঁর দৌলতে বাংলা ভাষা প্রকাশক্ষম হলো, সহজ হলো, সুন্দর হলো, সাবলীল হয়ে উঠলো।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার শেষ দু দশকে নজরুল ইসলামও একটা নতুন শব্দভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিলেন – আরবী-ফারসীর। তাঁর ব্যবহৃত সব শব্দ বাংলা ভাষা গ্রহণ করেনি, কিন্তু বদ্ধ ভাণ্ডারটার দরজাটা তিনি খুলে ধরলেন। সেটাই শেষ নয়, বাংলা ভাষার আরও একটা বড়ো ভাণ্ডার ছিলো, যার খবর জানা থাকলেও, যাকে আমরা অবজ্ঞা করেছি। সেই ভাণ্ডারের বাপ খুলে দিলেন জসীমউদ্দীন। অযত্নের ধুলোয় চাপা-পড়া পল্লীর অন্তহীন উপকরণ ব্যবহারের পথটা খুলে গেলো। সেখানেই শেষ হলো না – দেশবিভাগ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ও আর-এক দফা পরিবর্তন আনলো, আগেই যে কথা উল্লেখ করেছি।

বেশির ভাগ অভিধানকারই অভিধান তৈরি করেন তাঁদের পূর্ববর্তী অভিধানসমূহের ওপর ভিত্তি করে। নতুন কিছু শব্দ আসে, পুরোনো কিছু শব্দ বর্জিত হয়। অনেক সময়ে শব্দের অর্থও একই থেকে যায়। 'ক্যান্সার' মানে জঙ্ঘবিশেষ; 'কাঁচি' হাতিয়ারবিশেষ; 'কফি' পানীয়বিশেষ। আমরা যে এসব সংজ্ঞার ব্যাপক পরিবর্তন করতে পেরেছি, তা নয়; কিন্তু অনেক শব্দের বেলায় চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া, শব্দের অর্থগুলো যদুদেব সম্ভব সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। কুকুরের মানে 'সারমেয়' লিখে কোনো লাভ নেই। যে কুকুর চেনে না, তার কাছে কুকুর অজ্ঞাতই থেকে যাবে। শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া থাকলে, সে শব্দটা কার রচনা থেকে নেওয়া আগের অভিধানগুলোতে তা অতিসংক্ষেপে লেখা হয়েছে – যেমন, 'বচ' মানে বঙ্কিমচন্দ্র। প্রত্যেক বার পাঠকের যাতে সারলী দেখতে না-হয়, তার জন্যে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র না-লিখি, অন্তত 'বঙ্কিম' রেখেছি; অক্ষয়কুমার দত্ত, সংক্ষিপ্ত হয়েছেন, কিন্তু অন্তত 'অক্ষয়' থেকে গেছেন।

বহু শব্দের সংজ্ঞা নতুন করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, আমরা সব শব্দের ক্ষেত্রে তা করতে পারিনি। এমন কি, যেসব সংজ্ঞা দিয়েছি, সেগুলো যে নিখুঁত হয়েছে, সে দাবিও করবো না। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ যাবৎ যেসব অভিধান রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আমরা সজ্ঞানে সবার আগে আমাদের অভিধানটি যাতে বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ, হিন্দু-মুসলমান – সবাই ব্যবহার করতে পারেন, সেদিকে সংকল্পিত প্রয়াস রেখেছিলাম। এ অভিধানের অন্য সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু এটি কোনো অঞ্চলের নয়, কোনো সম্প্রদায়েরও নয়।

আমরা যেহেতু শব্দের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছি প্রথম ব্যবহার এবং পরবর্তী ব্যবহারসমূহের দৃষ্টান্ত খুঁজে, সে জন্যে শব্দগুলো অন্য অভিধান থেকে কাট আন্ড পেইস্ট করার সহজ – চোরাই পথ অনুসরণ করিনি। বরং বই এবং পত্রপত্রিকা পড়ে আমাদের শব্দগুলো খুঁজে বের করতে হয়েছে। আমাদের যাত্রা শুরু চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে। চর্যাপদের সব শব্দ বাংলা ভাষায় টিকে থাকেনি, তবু তার সব শব্দই আমরা নিয়েছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব শব্দও নিতে চেষ্টা করেছি। এভাবে যদি পুরো বাংলা পুথিগুলো এবং ছাপানো বইগুলো ব্যবহার করতে পারতাম, তা হলে বাংলা ভাষার তাবৎ শব্দ আমাদের জালে ধরা পড়তো। কিন্তু সেভাবে করতে গেলে তার জন্যে বিশ-তিরিশ বছর সময় লেগে যেতো হয়তো। আমাদের হাতে তেমন অটেল সময় ছিলো না। তা ছাড়া, বই জটোনোও সম্ভব ছিলো না। তাই আমরা কেবল নির্বাচিত কিছু বইপত্রই ব্যবহার করেছি। অনেক ক্ষেত্রে একজন লেখকের সবগুলো বইও ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি। এর ফলে যে-শব্দটা প্রথমে ব্যবহার করেছেন, ধরা যাক, আলাওল, সেটা আমরা হয়তো পেয়েছি ভারতচন্দ্রে। ভারতচন্দ্রের শব্দ হয়তো ধরা পড়েছে ঈশ্বর গুপ্তে। কাজেই আমরা প্রথম ব্যবহারের যে সময় এবং দৃষ্টান্ত দিয়েছি, সেটা সব ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহারের হলপ-করা উদাহরণ নয়।

সংবাদপত্র নতুন শব্দের একটা বড়ো উৎস। কিন্তু আমরা সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের নির্বাচিত সংকলন ছাড়া, মূল পত্রিকা ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি। ফলে বহু শব্দ হাস্যকর রকমের এ যুগের বলে আমরা শনাক্ত করেছি। আসলে তা হয়তো ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধশতাব্দী আগেই। ‘শুরুতুপূর্ণ’ শব্দটা যেমন আমরা নিয়েছি ১৯৪০-এর দশকের ‘জাগ্রদ’ পত্রিকা থেকে। অথচ তার আগেই সম্ভবত এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে। ঢাকার প্রায় অজ্ঞাত বেগম পত্রিকা থেকেও আমরা বেশ কিছু শব্দ নিয়েছি, যা নিশ্চিতভাবে অনেক আগেই ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। ‘আনন্দবাজার’, ‘যুগান্তর’, ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘ইন্ডোফান’, ‘সংবাদ’ ইত্যাদি পত্রিকার পুরোনো ফাইল আমরা ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি বলে বহু শব্দই আমাদের ফুটো জালের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমরা উপকরণ ও সময়ের যে-সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেছি, তা বিবেচনা করলে আমাদের এই ব্যর্থতা এবং অপূর্ণতা সমালোচনার যোগ্য নয়।

যেখানটায় আমরা কৃতিত্ব দাবি করতে পারি, তা হলো আঠারো শতকের উপাদানে। ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী গিসবন থেকে রোমান হরফে ছাপা যে-বাংলা অভিধান ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো, তার শব্দগুলো অন্য কোনো অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা এই বইগুলো থেকে বহু শব্দ নিয়েছি। এর থেকেও মূল্যবান আমরা যা ব্যবহার করেছি, তা এর আগে কেউই ব্যবহার করেননি। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে কলকাতার মেয়র্স কোর্টের কাগজপত্র। ১৭২৬ সালে কলকাতায় এই কোর্ট স্থাপিত হয়েছিলো। ১৭৫৬ সাল থেকে সেই আদালতের কাগজপত্রের মধ্যে অনেকগুলো বাংলা দলিল আমার গবেষণার সময়ে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। ন্যাথানিয়েল হ্যালহেডের সংগৃহীত ১৭৭০-এর দশকের কাগজপত্র সবার আগে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই কাগজপত্রে যেসব শব্দ আছে, তা কোনো অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। জর্জ বোগল্, জঁ ভের্লি এবং ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক ও অনুবাদক ওগুস্ত ওসাঁর কাগজপত্র আমার গবেষণাকালে পেয়েছিলাম। এসব কাগজপত্র থেকে অভিধানে অসংখ্য শব্দ নিয়েছি। বিশেষ করে ওসাঁর তিনটি (সম্ভাব্য বিষয়ক অভিধানটি ধরলে চারটি) অভিধান এবং চিঠিপত্রের সংগ্রহকে অত্যন্ত মূল্যবান সূত্র বলে বিবেচনা করেছি।

আমার গবেষণাকালে ১৭৮৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় দু হাজার বাংলা বিজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞাপন খুঁজে পেয়েছিলাম। ১৭৮৪ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে প্রকাশিত জোনাথান ডানকান, জর্জ মেয়ার, নীল এডমন্সটোন এবং হেনরি পিটস ফরস্টারের অনূদিত উনিশটি আইনের বই এ যাবৎ অব্যবহৃত থাকলেও উৎস হিসেবে সেগুলো অমূল্য। চারটি বাদে আইনের অনুবাদগুলো আবিষ্কার করেন গ্রাহাম শ আর প্রথম ব্যবহার করি আমার কালান্তরে বাংলা গদ্য (১৯৯২) গ্রন্থে। এ ছাড়া, ইন্সটি ভিডিয়া কম্পেনির সঙ্গে যুক্ত তাঁতিদের চিঠিপত্র (১৮৯০-৯২) খুঁজে পান এবং তার তালিকা করেন আনিমুজ্জামান। এসব কাগজপত্র থেকে আমরা অসংখ্য শব্দ উদ্ধার করেছি। তার থেকেও মূল্যবান – আবিষ্কার করেছি, আঠারো শতকের শেষ দুই দশকে বাংলা ভাষা কিভাবে সংস্কৃতের দিকে হাত বাড়িয়ে যাতে ওঠার চেষ্টা করে, অনেকের মতে, রীতিমতো জ্বাতে ওঠে।

চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে আমরা যেসব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় উপাদান ব্যবহার করেছি, সেগুলোর মুদ্রিত সংস্করণের ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে। কারণ, মূল পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ এবং সময় আমরা পাইনি। এসব পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো সম্পাদক যে-পাঠ নির্ণয় করেছেন তার সঙ্গে মূলের হুবহু মিল সর্বত্র নেই। এমন কি, তাঁদের অনেকে মূলের বানানও অক্ষুণ্ণ রাখেননি। সত্যি বলতে কি, অনেক সম্পাদক সজ্ঞানে বানান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষাও পরিবর্তন করেছেন। মধ্যযুগের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সঙ্গীর রচনা আমরা ব্যবহার করিনি – এ কথা বিবেচনা করেই। সম্পাদকরা হয়তো পঠনীয়তা ও বোধগম্যতা বিবেচনা করে এ ধরনের পরিবর্তন এনে থাকবেন। কিন্তু ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে এর থেকে বিভ্রান্তিকর উপাদান আর কিছু হতে পারে না। কারণ এর ফলে ইতিহাস বিকৃত হতে বাধ্য। তবু আমরা জেনেগুনেই মধ্যযুগের সম্পাদিত অনেকগুলো পুঁথি ব্যবহার করেছি। তার ফলে দারুণ অসুবিধিত ভেজাল মিশেছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিলো না।

চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ করে আঠারো শতক পর্যন্ত যেসব পুঁথি আমরা ব্যবহার করেছি, সেগুলো ঠিক কখন রচিত এবং লিপিকৃত হয়েছিলো, তা সুনির্দিষ্ট করে আমাদের জানা নেই। এ নিয়ে নানা মূনির নানা মত প্রচলিত আছে। পুঁথিভাষার ইতিহাসে অন্তহীন বিতর্ক রয়েছে এ বিষয়ে। এমন কি, শুধু কালক্রম নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চর্যাপদের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদকে যেখানে একেবারে অষ্টম-নবম শতাব্দীর বলে দাবি করেছেন, সুকুমার সেন সেখানে এর কালসীমাকে টেনেছেন ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। আমরা চর্যাপদে উল্লিখিত কয়েকটি সম্ভবত অনৈতিহাসিক নাম দিয়ে এর সময় নির্ধারণ না-করে অন্য একাধিক বিষয় বিবেচনা করেছি। আমাদের মতে, চর্যাপদকে মোটামুটি ১২০০ সালের বললে সেটা এমন কিছু ভুল হবে না। কারণ যখনই রচিত হয়ে থাক, চর্যাপদের যে-পুঁথি পাওয়া গেছে, তা এর কয়েক শতাব্দী পরের। ততোদিনে ভাষার বিবর্তন হয়েছিলো যথেষ্ট পরিমাণে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। এর বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। চৈতন্যদেব এর প্রশংসা করেছেন বলে জানা যায়। অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের যে-দেহঘন প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার সঙ্গে চৈতন্যদেবের দ্বৈতাত্মবাদী প্রেমের সাদৃশ্য আছে সামান্যই। এ থেকে এই ইতিহাস পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যদেব রচিত দর্শন প্রচার করার আগে। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মীয় দর্শন প্রচার করেন ১৫০০ সালের পরে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তাই ১৫০০ সালের আগেকার। মধ্যযুগের অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে তুলনা করলেও ভাষিক কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে যথেষ্ট পুরোনো বলে মনে হয়। আমরা একে তাই পনেরো শতকের মাঝামাঝি বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের নামেই কিছু সূচক পদ পাওয়া গেছে, যেগুলোর ভাষা তুলনামূলক অত্যন্ত আধুনিক। ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে একে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিককার বলে অনুমান করেছি। চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ইত্যাদি নানা ডনিতায় বিভিন্ন চণ্ডীদাসের আরও শতাধিক পদ পাওয়া গেছে। এদের যে সময় আমরা ধরে নিয়েছি, সবই আনুমানিক – নির্দিষ্ট করে এদের জন্মমৃত্যুর সময় জানা যায় না বলে। সত্যি বলতে কি, চণ্ডীদাস কজন ছিলেন, সেটাও আমাদের সঠিক জানা নেই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যোলা শতকের মাঝামাঝি চৈতন্যচরিতামৃত লিখলেও, আমরা তাকে ১৫৮০ বলে ধরে নিয়েছি। অপর পক্ষে, বিজয়গুপ্তকে যতো প্রাচীন বলেই দাবি করা হোক, তাঁর ভাষার অর্বাচীনতা বিবেচনা করে আমরা মনসামঙ্গলকে ১৬৫০ সালের আপেকার বলে মেনে নিতে পারিনি। আসলে এ হয়তো আরও পরের পাণ্ডুলিপি।

বস্তুত, মধ্যযুগের সমস্ত বাংলা কাব্যই কমবেশি প্রক্ষিপ্ত ও বিবর্তিত উপকরণে ভরা। এ অবস্থার পরিশ্রেক্ষিতে কোনো শব্দের প্রথম অথবা তার পরবর্তী ব্যবহার সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব। বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী এবং কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত তাদের জনপ্রিয়তার কারণে পুরোনো পাঠ বজায় রাখতে পারেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাঠ পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা বরং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারত থেকে বেশি উপাদান নিয়েছি। বৈষ্ণব পদাবলীর মতো মঙ্গলকাব্যও গাওয়া হতো। তারও পাঠ লিপিকার আর গায়কদের কল্যাণে ব্যাপকভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো। এমন কি, আঠারো শতকের উপকরণ সম্পর্কেও এ মন্তব্য অন্যায্য হবে না। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন এবং গরীবুল্লাহর যে-পাঠ এখন পাওয়া যায়, তা কি অবিকৃত? ভারতচন্দ্র রায় প্রায় বিশ বছর ধরে তাঁর কাব্যগুলো লিখেছিলেন। অনুদামঙ্গল তিনি লিখেছিলেন ১৭৫২ কি ১৭৫৩ সালে। কিন্তু আমরা ভারতচন্দ্রের তাবৎ রচনার জন্যে একটাই সময় ধরে নিয়েছি – ১৭৬০ সাল। লালন ফকিরের সমস্ত গানের রচনা কালও ধরা হয়েছে ১৮৯০ – তাঁর মৃত্যুর সময়। মোটকথা, প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে আমরা কেবল একটা আনুমানিক সময় দিতে চেষ্টা করেছি, যদিও তা করেছি যদ্বদর সম্ভব নিরাশঙ্কভাবে। এই সময়ের সঙ্গে অনেকেরই একমত নাও হতে পারেন।

ছাপানো সূত্রগুলো এবং আঠারো শতকের পাণ্ডুলিপি ছাড়া, এই অভিধানে অন্যান্য উপকরণের যে-কাল দেওয়া হয়েছে, তা আনুমানিক হলেও ১৭৪৩ সাল থেকে আমরা যে-সময় দিয়েছি, তা মোটামুটি সঠিক। তবে, ছাপানো সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে চেষ্টা করেছি, রচনার তারিখ বের করতে; সেটা না পেলে, নিয়েছি গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ; তাও না পেলে নেওয়া হয়েছে লেখকের মৃত্যুর বছর। নজরুল ইসলামের যেসব রচনার সময় জানা যায় না, সেগুলোকে ১৯৪২ বলে ধরে নিয়েছি, যদিও তারপর তিনি আরও ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও কোনো কোনো রচনার তারিখ জানা যায় না, যেমন স্কুলিকা। সেসব রচনার সময় ১৯৪১ সাল বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে কিছু কফিয়ত আছে। বানানের সঙ্গে ব্যুৎপত্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। সে জন্যে বানানে প্রধানত মূলের প্রতিফলন পড়ে। কিন্তু বানান তৈরি হয় শত শত বছরের ট্র্যাডিশন থেকে। এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে-বানান গঠিত হয়, তা গড়-ষড় এবং অন্যান্য নিয়মের ধার ধারে না। এই বানান অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক হলেও, দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে যে-বানান তৈরি হয়েছে, ব্যাকরণ-সম্মত করার নামে তার সংস্কার করা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এই সংস্কৃত বানান শাস্ত্রসিদ্ধ হতে পারে কিন্তু তা আত্মঘাতী। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে একটা শব্দের যে-ছবি পাঠকের মনের চোখে তৈরি হয়, তাকে পরিবর্তন করলে পড়ার এবং লেখার সময়ে হোঁচট খেতে হয়। লোকসান ছাড়া, তা থেকে কোনো লাভ হয় না। ইংরেজি বানান অতি অবৈজ্ঞানিক। তাকে সংস্কার করার অনেক চেষ্টাও হয়েছে। এমন কি, আইনও প্রণীত হয়েছিলো। বার্নার্ড শ-তো তাঁর টাকাপয়সাও রেখে গেলেন এই সংস্কার কাজে। তবু ইংরেজি বানান যেমন ছিলো এখনো তেমনিই আছে – গত দু শো বছরে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে মার্কিন বানানকে ভিন্ন রীতির মনে হয়, কিন্তু সে প্রধানত ‘ওইউআর’ যেসব শব্দের শেষে আছে, তেমন শ তিনেক শব্দের ক্ষেত্রে।

অপর পক্ষে, বানান-বিপ্লবের বন্যায় বাংলা ভাষার পুরোনো নিয়ম-রীতির অনেক বেড়া, অনেক সাজসজ্জা সম্পৃতি ভেসে গেছে। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-করা বানান পদ্ধতি দিয়ে কাজকর্ম বেশ চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু বানান-বিশেষজ্ঞরা বিষয়টা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তারই ভিত্তিতে তাঁরা কয়েকখানি বই প্রকাশ করেন বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। তাতে তাঁরা ঝুঁজে ঝুঁজে বের করেছেন, ১৯৩৬ সালের সুপারিশের ওপর তাঁরা নতুন আর কী কী সুপারিশ করতে পারেন।

অসংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে সমস্ত দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ উ আর ণ-এর ব্যবহার, তাঁদের মতে, অবান্তর হয়ে গেলো। তার থেকেও বৈপ্রবিক তাঁরা যা করলেন, তা হলো: তাঁরা ঝুঁজে বের করলেন, কোন কোন সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ – উভয় স্বর ব্যবহার করা যায়। যেমন, এই ভূমিকায় আমি লিখেছি ‘সারলী’, তাঁদের মতে এটা লেখা উচিত ‘সারণি।’ ‘শ্রেণী’ এবং ‘শ্রেণি’ উভয় নাকি শুদ্ধ। অভিসাম্প্রতিক কালের আগে পর্যন্ত শ্রেণীই লেখা হয়েছে। এখন ‘শ্রেণী’র বদলে ‘শ্রেণি’ লিখলে যে-বিত্রাশ্রিত তৈরি হবে, তা বিবেচনা না-করেই অনেকে নতুনদের কেতন ওড়ানোর আনন্দেই নতুন বানানে ‘শ্রেণি’ লিখতে চান। সুগন্ধী, তাঁদের মতে, সুগন্ধি। রচনাবলী, রচনাবলি। দেশী, দেশি। সার্বজনীন, সর্বজনীন। আমরা এ অভিধানে অতোটা আধুনিক হতে পারিনি। তাই বলে আমি এই ভূমিকা বিশ শতকের প্রথমার্ধের যে-বানান রীতিতে লিখেছি, তাও এ অভিধানে অনুসরণ করিনি।

নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমাদের এই অভিধানে বানানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাবে। মূলের বানান আমরা বজায় রেখেছি। কিন্তু মূলের যে-পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ আমরা ব্যবহার করেছি, তাতেই মূল বানান রক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এর বড়ো একটা দৃষ্টান্ত। তাঁর দীর্ঘ লেখক-জীবনে বানানে অনেক বৈচিত্র্য ও বিবর্তন লক্ষ করা যায়। যখন ছাপা হয়েছে, তখন কোথাও কোথাও তিনি নিজেই বানান পরিবর্তন করেছেন, কোথাও করেছেন তাঁর সম্পাদকরা। বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণ গ্রন্থাবলী এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাবলীর বানান আলাদা। আমরা কোনটা গ্রহণ করবো? আমরা তাই যেখানে যে-বানান ছাপানো দেখেছি, সেই বানানই গ্রহণ করেছি। এর ফলে আমাদের অভিধানে চর্যাপদ থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত নানা ধরনের বানান চোখে পড়বে। আর, আমরা শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে-বানান ব্যবহার করেছি, তা আবার খানিকটা আলাদা রকমের। তবে সে বানানটাকেও আমরা বৈপ্রবিক করিনি, কারণ তা হলে অভিধানের পংক্তিতে পংক্তিতে একাধিক রীতির বানান চোখে পড়তো।

উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত করতে হয়েছে দারুণ সীমাবদ্ধতার মধ্যে। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি দুইরকম কথা, আমরা বহু লেখকের ছাপানো রচনাও ব্যবহার করতে পারিনি। কারণ, সেগুলো জোটানো সম্ভব হয়নি। এমন কি, বাংলা একাডেমির লাইব্রেরির দ্বারও কার্যকারণে আমাদের কাছে বন্ধ ছিলো। শুনে মনে হতে পারে, এর থেকে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে! বাংলা একাডেমির কাজেও বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি ব্যবহার করা যাবে না! কিন্তু গল্পের থেকেও বাস্তব অনেক সময়ে বেশি অদ্ভুত। কাজ যখন শুরু হয় তখন বাংলা একাডেমির লাইব্রেরি বন্ধ ছিলো। কারণ, অন্য ভবনে স্থানান্তরের জন্যে এর গ্রন্থাগারের বই এবং পত্রপত্রিকা স্থানান্তরের অনেক আগে থেকেই বাকসোবন্দী করে রাখা হয়েছিলো। সেই বাকসোবন্দী যখন খোলা হলো, তখন আর তা আমাদের পক্ষে ব্যবহার করার সময় ছিলো না। তবে শেষ দিকে অল্প কিছু বই আমরা ধার করতে পেরেছিলাম। অবস্থা এমনই হয়েছিলো যে, অভিধান যারা সংকলন করেছিলাম, তাঁদের নিজেদের সংগ্রহ থেকেও বইপত্র এবং পাণ্ডুলিপি ধার দিয়ে প্রকল্পকে সাহায্য করতে হয়েছে। এ বিষয়ে স্বরোচিস সরকার এবং মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম অশেষ সহযোগিতা করেছিলেন। আমার সংগ্রহে আঠারো শতকের যেসব উপাদান ছিলো, তার সবটাই খুব কাজে লেগেছিলো।

ইংরেজি ভাষায় ছাপার কাজ শুরু হয়েছিলো ১৪৫০-এর দশকে। ব্রিটেনের আবহাওয়াও বইপত্রের সংরক্ষণের পক্ষে খুব অনুকূল। তার মানে, ওইডির সম্পাদকরা সাড়ে চার শো বছরের ছাপানো উপাদান ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ছাপানো উপাদান থাকায় তারিখ নির্ণয়ে ভ্রান্তির আশঙ্কাও ছিলো অনেক কম। অন্যদিকে, রোম্যান হরফে একাধিক বাংলা বই পত্রুগালের রাজধানী লিসবন থেকে (১৪৪৩) ছাপা হলেও, সত্যিকারের বাংলা ছাপার কাজ শুরু হয় ১৮০০ সাল থেকে। অবশ্য তার আগে, হ্যালাহেড, ডানকান, ফরস্টার প্রমুখের অনূদিত আইনের বইগুলো আঠারো শতকের শেষ বাইশ বছরে প্রকাশিত হয়েছিলো। এসব ছাপানো উপাদান থেকে যেসব শব্দ গৃহীত হয়েছে, সেগুলো কবোঁকার, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তা সঠিকভাবে জানি। কিন্তু হাতের লেখা উপাদান ঠিক কবেকার, তা আমাদের জানা নেই। মধ্যযুগের যেসব উপাদান আমরা ব্যবহার করেছি, সেগুলোর সময়, আগেই বলেছি, আনুমানিক।

শব্দের বিবর্তন খুঁজতে গিয়ে আমরা যে অভিধান তৈরি করেছি, ওইডি-র সঙ্গে তার তুলনা করা হয়তো হাস্যকর। হাস্যকর নানা কারণে। আমরা কেবল ওইডির – আরও খোলাশা করে বললে – শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির মডেলটা নিয়েছি, তার বিশালতা এবং সূক্ষ্মতা নেওয়ার সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। মনে রাখা দরকার, ওইডির কাজ শুরু হয়েছিলো ১৮৭৯ সালে আর কাজটি শেষ হয় তার ৪৯ বছর পরে – ১৯২৮ সালে। ইতিমধ্যে, তার প্রধান সম্পাদক জেমস মারে কাজ শেষ হবার ১৩ বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো সময়ের অভাব। আমরা সর্বসাকুল্যে সময় পেয়েছিলাম আড়াই বছর। এতো বড়ো একটা কাজের জন্যে এই সময় নিতান্তই অপ্রতুল। তা সত্ত্বেও, আমরা এ পর্যন্ত সংকলিত বাংলা ভাষার সবচেয়ে বৃহৎ অভিধান রচনা করেছি। এই অভিধানের তিন খণ্ডের প্রথম খণ্ডে ভুক্তি এবং উপভুক্তি মিলে শব্দ আছে ৪০ হাজার ৮০৪টি আর প্রয়োগবাক্য আছে ৫৬ হাজার ৬১০টি। এই সংখ্যার মধ্যে অর্ধান্তরকে আলাদা শব্দ হিসেবে গণনা করা হয়নি। এমন কি, ক্রিয়াপদগুলোর বিরাট সংখ্যক রূপান্তরকেও ধরা হয়নি। অনুমান করছি, তিন খণ্ডে মোট শব্দ সংখ্যা হবে সওয়া লাখ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। এসব শব্দ ১৯৭২/৭৩ সাল পর্যন্ত। তারপরে যে-হাজার হাজার শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করেছে, আমরা তা গ্রহণ করিনি।

ওইডির সম্পাদক জেমস মারে স্কুলের সীমানা অতিক্রম না করেই তেইশটি ভাষা জানতেন খুব ভালো করে। এ ছাড়া, আরও আট-নটা ভাষা জানতেন কম। জাতিতে নেবার মতো। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বহুভাষাবিদ। অপর পক্ষে, বিবর্তনমূলক অভিধান তৈরি করতে গিয়ে আমরা প্রতি পদে আমাদের ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুভব করেছি। স্বরোচিষ সরকারের সংস্কৃত এবং পালি ভাষার জ্ঞান আমাদের খুব কাজে লেগেছিলো। স্বরোচিষ এবং আমি দুজনেই এর আগেও অভিধান রচনা করেছি। কিন্তু আমাদের অন্য সহকর্মীরা কাজ শিখেছিলেন একেবারে অ আ ক খ থেকে। তবে আমি এগারোজন কর্মীর যে-দলটি পেয়েছিলাম, তাঁদের মতো নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী এবং উদ্বুদ্ধ কর্মী আমি কমই দেখেছি। অকাতরে এবং আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে তাঁরা মাত্র আড়াই বছরে যে এতো বড়ো কাজ করতে পেরেছেন, এ কৃতিত্ব অশেষ প্রশংসার দাবিদার।

ওইডির আদলে একটি বাংলা অভিধান রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের কাছে বলি ২০১০ সালের অগস্ট মাসে। তারপর এ বিষয়ে যা যা করার তিনিই করেছেন। তাঁর বিপুল উৎসাহে সেই প্রস্তাবিত অভিধান ২০১৩ সালে দিনের আলো দেখতে যাচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিগত অগ্রহ ছাড়া এ অভিধান রচিত হতো না। অভিধান-রচয়িতাদের নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক পরিশ্রমের থেকে তাঁর উৎসাহ এবং সহযোগিতা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। বাংলা একাডেমির অন্য কর্মকর্তারাও অকুণ্ঠ সহায়তা দিয়েছেন।

অভিধান কখনো শেষ হয় না। শব্দের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। তা ছাড়া, নিত্যনতুন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্ধান্তরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রকাশিত হওয়ার পরের দিন থেকেই আমাদের এই অভিধান পুরোনো হতে আরম্ভ করবে। এই অভিধানের অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি দূর করে এর মান আরও উন্নত করার জন্যে উচিত হবে অবিলম্বে একটি স্থায়ী অভিধান বিভাগ গঠন করা। যে বিভাগের কর্মীরা এই অসম্পূর্ণ অভিধানটিকে নিরন্তর পূর্ণতা দান করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

ব্যবহারবিধি

১. ভুক্তির পরিচয়

সাধারণভাবে প্রতিটি ভুক্তিতে আছে: শব্দ, শব্দের উৎস, পদপরিচয়, অর্থ, প্রথম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, ব্যবহারকারী এবং কাল। যেমন নীচের ভুক্তির মূলশব্দ ‘অন্দর’। এর উপভুক্তি ‘অন্দর ঘর’। সহজে চোখে পড়ানোর জন্য মূলশব্দ ‘অন্দর’কে ছাপানো হয়েছে ১৩ পয়েন্ট বোল্ড হরফে এবং তার মার্জিন মূলপাঠ থেকে ঋনিকটা কম। আর, উপভুক্তি ‘অন্দর ঘর’ ছাপানো হয়েছে ১২ পয়েন্ট বোল্ড হরফে। এর বা দিকের মার্জিন মূলপাঠের সমান।

অন্দর [ফা] ১ বি অন্তঃপুর। ‘রহিল বছর এক অন্দর ভেতরে।’

গরীব, ১৭৬৫। ২ বি পরিশ্রান্ত। ‘তাহারদিগের দাবির
অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট।’ দর্পণ,
১৮২৭।

অন্দর ঘর [ফা অন্দর+পা ঘর] বি অন্তঃপুর। ‘বাহির ঘর,
অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আঙলা-ঘর।’ ওয়ালী, ১৯৪৮।

- মূলশব্দ একাধিক হলে সাধারণত তা অকারাদিক্রমে সাহচর্য হয়েছিল। যেমন: অন্তরিক্ক, অন্তরীক্ক [স]।
- শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে বা কিভাবে গঠিত হয়েছে, মূল শব্দের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সে তথ্য তিনভাবে দেওয়া হয়েছে। যেমন: অসিন [স], আসমান [ফা]; কড়াকিআ [স কপর্দক]+স ক্রিয়া>]; এবং অন্দরমহল [ফা অন্দর+পা মহল]।
- মূলশব্দের পরবর্তী তৃতীয় বন্ধনী প্রার্থ হওয়ার পর বাঁকা বা আইটালিক্স হরফে দেওয়া হয়েছে বি (বিশেষ্য), বিণ (বিশেষণ), ক্রি (ক্রিয়া), ক্রিবিণ (ক্রিয়াবিশেষণ), সর্ব (সর্বনাম) ও অব্য (অব্যয়) ইত্যাদি পদ-পরিচয় এবং তার পরপরই সোজা হরফে দেওয়া হয়েছে শব্দের অর্থ। যেমন: ‘ঝালাই বি জোড়া লাগানোর কাজ।’ এখানে বি হলো বিশেষ্য এবং ‘জোড়া লাগানোর কাজ’ হলো ‘ঝালাই’-এর অর্থ।
- অর্থের বিবর্তন থাকলে বোল্ড হরফে সংখ্যা দিয়ে অর্থান্তর দেখানো হয়েছে, উপরের অন্দর ভুক্তিতে ১ ও ২ হলো এই অর্থান্তর নির্দেশকারী সংখ্যা এবং ‘অন্তঃপুর’ ও ‘পরিশ্রান্ত’ হলো অর্থান্তর।
- অর্থের পরে একক উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে প্রয়োগবাক্য দেখানো হয়েছে। যেমন উপরের অন্দর ভুক্তিতে ‘রহিল বছর এক অন্দর ভেতরে’ ও ‘তাহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট’; এবং অন্দর ঘর উপভুক্তিতে ‘বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আঙলা-ঘর’ – এগুলো হলো প্রয়োগবাক্য।
- প্রয়োগবাক্যের পরে বাঁকা হরফে শব্দটির প্রয়োগকারীর নামসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে। উপরের ভুক্তি ও উপভুক্তিতে গরীব মানে হলো ফকির গরীবুল্লাহ, দর্পণ মানে হলো সমাচার-দর্পণ পত্রিকা, এবং ওয়ালী মানে হলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।
- প্রয়োগকারীর পরে দেওয়া হয়েছে মূলশব্দটি ব্যবহারের আনুমানিক কাল অথবা সুনির্দিষ্ট সাল।

এখানে ফকির গরীবুল্লাহর কালটি আনুমানিক, তবে সমাচার-দর্পণ পত্রিকা এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে দেওয়া কালটি সুনির্দিষ্ট।

- কোনো কোনো ভুক্তির শেষে দ্রষ্টব্য (দ্র) লিখে অন্য ভুক্তি দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

২. ভুক্তির ধরন

মূলশব্দের প্রকৃতি নানা রকম হওয়ায় ভুক্তি নানা রকমের হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত চারটি ধরন লক্ষ করা যায়:

- প্রথম ধরনে রয়েছে একটি মূলশব্দ, একটি অর্থ, এবং একটি প্রয়োগবাক্য। যেমন:

কবিয়াল [স কবি+হি ওয়ালা] বি কবিগান রচয়িতা ও গায়ক।

'ভোলা ময়রা কবিয়াল।' তারা, ১৯৪০।

- দ্বিতীয় ধরনে রয়েছে একাধিক বানানের মূলশব্দ, একাধিক অর্থ, ও একাধিক প্রয়োগবাক্য। যেমন:

আচর্য, আচর্য্য [স] ১ বি বিস্ময়। 'তনি দেখি সর্বলোক আচর্য্য মানিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ বিস্ময়কর। 'তঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আচর্য্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ অদ্ভুত। 'ঠাকুরানী দক্ষিণে তার বড়ই আচর্য্য।' মন্দিরাম, ১৭৮১; 'তঁহার আচর্য্য কার্যের বিষয় পর্যালোচনা করিবার ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিণ অশ্রুভাবিক। 'আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আচর্য্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ অবাক। 'মম্বকে আচর্য্য করে দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

- যেসব ক্ষেত্রে মূলশব্দ ক্রিয়াপদ, সেখানে তৈরি হয়েছে তৃতীয় ধরন। এই জাতীয় ভুক্তিতে ক্রিয়াপদের কিছু রূপ মূল অনুচ্ছেদের মধ্যেই অকারাদিক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন:

কণ্ডয়া' ক্রি করা। 'চিঅরাঅ মই অহার কএলা।' চর্য্য ৩৫, ১২০০। কইল ১ ক্রি করলো। 'সুনিএরা চিন্তিত কৃষ্ণ ব্যাজ না কইল।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি সৃষ্টি করলো। 'কে কইল কে ডাঙ্গিল কই সিসুগন।' মালাধর, ১৫০০। কইলি ক্রি করলি। 'দ্বুত দধি নঠ কইলি।' বড়ু, ১৪৫০। কইলে ক্রি করলে। 'তোম্কে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' বড়ু, ১৪৫০। কইলৌ ক্রি করলাম। 'কইলৌ খণ্ডব্রত আর জরমত তেঁ বা দুখিনী মোএ।' বড়ু, ১৪৫০। কএ ক্রি করে। 'সজলী ডল কএ পেউন ন ডেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। কএল ক্রি করলো। 'ধমিলে কএল তাকুর অবসাদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। কএলহ ক্রি করলে। 'হেরিতহু কএলহ নয়ন নিরোধ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। কএলা ক্রি করলো। 'চিঅরাঅ মই অহার কএলা।' চর্য্য ৩৫, ১২০০। কটিস ক্রি করছি। 'তুই মাগি ভারি দুষ্ট, আমার অখ্যাত কটিস।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। কচে ১ ক্রি লাগছে। 'আমার বড় শীত কচে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ ক্রি করছে। 'কচে লোকে কাণাকাণি।' গিরিশ, ১৮৮৭। কচ্ছেন ক্রি করছেন। 'আপনি কি কিছু দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোন কচ্ছেন?' গিরিশ, ১৮৮৬। **করিলে** ক্রি করলে। 'লাজ করিলে কাহাঞি হারায়বে কাজ।' বড়ু, ১৪৫০। **কৈলো** ক্রি করলো। 'কিবা তার কৈলো অন্তঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

- অর্থ আছে অথচ প্রয়োগবাক্য নেই, এমন উদাহরণ নিয়ে তৈরি হয়েছে চতুর্থ ধরন। আঠারো ও উনিশ শতকের একাধিক অভিধান থেকে শব্দ নেওয়ার ফলে এই ধরনের ভুক্তি তৈরি হয়েছে। যেমন:

আস্তা^১ [স অস্তি] বিণ সম্পূর্ণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আরমাদ [প আরমাদা] বি নৌবহর। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

৩. মূলশব্দের বহুরূপতা

মূলশব্দ কখনো একটি, কখনো একাধিক। একাধিক হলে ভুক্তির শুরুতে তা কমা দিয়ে পাশাপাশি বসানো হয়েছে। আবার অনেক সময়ে একই বানানের শব্দ একাধিক ভুক্তির মূলশব্দ হয়েছে। মূলশব্দের এই বহুরূপতা ও এর কারণ নিম্নরূপ:

- কোনো শব্দের বানানে (হ্রস্ব) ই-কার ও (দীর্ঘ) ঈ-কার দুটো রূপ চালু থাকলে, মূলশব্দ হিসেবে উভয় রূপকে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন: **অনাবাদি**, **অনাবাদী**; **গণি**, **গণী**। তবে দুই রূপের কোনো একটি ব্যাকরণগতভাবে **অনুজ্ঞা** বিধেষ্টিত হলে, দুটো রূপকে আলাদা মূলশব্দ ধরা হয়েছে। যেমন: **কামিনি** [স কামিনী] এবং **কামিনী** [স]।
- বাংলা ভাষার বিভিন্ন কালপর্বে জ, ত, দ, ধ, ঙ, ভ, ম, য প্রভৃতি যুক্তবর্ণের পরিবর্তে জ্জ, ত্ত, দ্দ, ধ্ধ, ম্ম, য়় প্রভৃতি রূপ প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। প্রয়োগবাক্যে এর যে রূপই থাক না কেন, মূলশব্দের ক্ষেত্রে প্রথমেই এর বর্ণদ্বিত্বহীন রূপ রাখা হয়েছে। যেমন:

কার্যকর্ম, **কার্যকর্ম্ম** [স] বি দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ। 'আপন বাপের প্রাণে কার্যকর্ম্ম করিতেছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

এখানকার প্রয়োগবাক্যে শব্দের বর্ণদ্বিত্ব রূপটি শুধু পাওয়া যায়, কিন্তু মূলশব্দটি শুরু করা হয়েছে বর্ণদ্বিত্বহীন রূপ দিয়ে। আবার যেসব ভুক্তিতে একাধিক প্রয়োগবাক্য আছে, সেসব ভুক্তিতে উভয় রূপ পাওয়া যেতে পারে। যেমন:

অনিবার্য, **অনিবার্য্য** [স] ১ **বিণ** অপ্রতিরোধ্য। 'অনিবার্য্য রূপে ইংগ্ৰেজেরদের তদ্রূপে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম্ম চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ **বিণ** অবহারিত। 'সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ **বিণ** নিবারণ করা যায় না এমন। 'অম্বিবেদনের অনিবার্য্য ফল দ্বারা ব্যভিচার, জপহত্যা ... হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৪ **বিণ** উপেক্ষা করা যায় না এমন। 'মনের মধ্যে একটা অনিবার্য্য আস্থান নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ **বি** অপরিহার্য বিষয়। 'অনিবার্য্যকে তিনি অস্বীকার করেননি।' *শিব*, ১৯৫৬।

লক্ষণীয়, এই ভুক্তির মোট পাঁচটি প্রয়োগবাক্যের মধ্যে প্রথম তিনটিতে বর্ণদ্বিত্ব থাকলেও শেষের দুটিতে বর্ণদ্বিত্ব নেই।

- যুক্তবর্ণ লেখার শৈলীগত কারণেও ভুক্তিতে একাধিক মূলশব্দ তৈরি হয়। যেমন ‘অনুদম্বাতিনী ও অনুদম্বাতিনী’। এই ভুক্তির প্রয়োগবাক্যে দ্বিতীয় রূপটি নেই। ‘উদ্দম্বা, উদ্দম্বা’ ভুক্তিতে মূলশব্দের প্রথম রূপটি নেই। আবার ‘উদ্দম্বাটন, উদ্দম্বাটন’ ভুক্তিতে মূলশব্দের দুটো রূপেরই প্রয়োগ দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের পুরোনো রূপকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই হিসেবে প্রায় ক্ষেত্রে বর্ণমুদ্রা রূপটি পরে জায়গা পেয়েছে। এ জাতীয় মূলশব্দের আরো দুটি উদাহরণ: ‘উদ্দম্বিত, উদ্দম্বিত’ এবং ‘উদ্দম্বা, উদ্দম্বা’। এইভাবে ভেঙে লেখার ফলে কোনো কোনো শব্দের ই-কারের (ি) বা এ-কারের (ে) অবস্থান যুক্তবর্ণটির মাঝখানে জায়গা পেয়েছে, সেটিও লক্ষণীয়, যেমন: উদ্দগার কিন্তু উদ্দগিরণ; একইভাবে গব্বত কিন্তু গব্বর্তের।
- ও এবং ঙ দিয়ে লেখা যায়, এমন মূলশব্দকে পাশাপাশি সাজানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমে ও-যুক্ত রূপ এবং পরে ঙ-যুক্ত রূপ স্থান পেয়েছে। যেমন: অবাত্তালি, অবাত্তালি, অবাত্তালি।
- অনেক সময়ে একই বানানের মূলশব্দ দিয়ে তৈরি আলাদা ভুক্তি সুপারস্ক্রিপ্ট সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। শব্দের উৎস আলাদা হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হলে এমনটা করা হয়েছে। এ ধরনের মূলশব্দের একটি উদাহরণ অশোক^১ এবং অশোক^২ – এখানে উৎস এক হলেও অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অশোক^১ সুখী, শোকহীন, আনন্দময় ইত্যাদি চারটি অর্থ ধারণ করে; অন্যদিকে অশোক^২ কোনো একটি গাছের নাম। আবার অহম^১ এবং অহম^২ – এই মূলশব্দ দুটির প্রথমটি অহমিয়া ভাষার শব্দ, দ্বিতীয় সংস্কৃত উৎসের শব্দ – অর্থাৎ এখানকার তফাত উৎসগত।

৪. উপভুক্তির গঠন ও ধরন

মূলশব্দ থেকে নতুন আর একটি শব্দ তৈরি হলে সেই নতুন শব্দ দিয়ে তৈরি ভুক্তিকে উপভুক্তি বলা হয়েছে। উপভুক্তি বিভিন্ন ধরনের। এগুলো আলাদা অনুচ্ছেদের আকারে মূল ভুক্তির নীচে অকারাদিক্রমে সাজানো রয়েছে। নিম্নে উপভুক্তির সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- বেশিরভাগ উপভুক্তি মূলশব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সমাস হওয়ার ফলে গঠিত। ধরা যাক মূলশব্দ ‘চন্দ্র’। এই নামের ভুক্তি মাত্র দুই লাইনের। কিন্তু চন্দ্র দিয়ে গঠিত শব্দের উপভুক্তি মোট ৬৬টি, যেমন: চন্দ্রকর, চন্দ্রকরোছায়া, চন্দ্রকরোজ্জ্বল, চন্দ্রকলা, চন্দ্রকলাপ, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রকান্তমণি, চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রকীট, চন্দ্রকণ্ড ইত্যাদি।
- মূলশব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েও বহু উপভুক্তি রচিত হয়েছে। যেমন, মূলশব্দ ‘গ্রাহক’-এর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে তৈরি হওয়া গ্রাহকতা, গ্রাহকত্ব প্রভৃতি উপভুক্তি।
- কিছু মূলশব্দের বানান কালের ব্যবধানে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ভিন্ন রূপ পাওয়া এসব শব্দ দিয়ে উপভুক্তি করা হয়েছে। যেমন ‘তেতুল’-এর দুটি উপভুক্তি:

তেতুল [স তিভিড়ী] বি টক ফলবিশেষ। ‘তেতুল পত্রের কর এমত
ব্যঞ্জন’ বৃন্দা, ১৫৮০।

তেতইল [স তিভিড়ী] বি তেতুল। মানোএল, ১৭৪৩।

তেতলী [স তিভিড়ী] বি তেতুল গাছ। ‘তেতলীর তলে বাস
কৈলা গৌরহরি’ বৃন্দা, ১৫৮০।

- ভুক্তির মূলশব্দ দিয়ে গঠিত বাগ্‌ধারা, প্রবাদ ও প্রবচন দিয়ে উপভুক্তি করা হয়েছে। যেমন ‘কড়া’ ভুক্তির অধীনে উপভুক্তি করা হয়েছে ‘কড়ায় গজায়’ বাগ্‌ধারা এবং ‘কড়ায় কড়া কাহনে কানা’ প্রবাদ।

৫. ক্রিয়াজাতীয় শব্দ

পুরুষভেদে, কালভেদে, অঞ্চলভেদে, সাধু-চলিত রীতিভেদে, সাধারণ-প্রযোজক অবস্থাভেদে একটি ক্রিয়ার রূপ পাঁচশা ছাড়িয়ে যেতে পারে। উনিশ শতকের পরে ক্রিয়াপদের এই বৈচিত্র্য খুব বেশি। তবে আশার কথা, এই বৈচিত্র্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে। সে কথা মনে রেখে, উনিশ শতকের পরে তৈরি-হওয়া ক্রিয়ার রূপান্তরগুলোকে আলাদাভাবে সংকলন করা হয়নি। তবে আঠারো শতকের আগেকার সাহিত্য থেকে ক্রিয়ার রূপান্তরের কিছু নমুনা ক্রিয়া-জাতীয় মূলশব্দের অধীনে একই অনুচ্ছেদের মধ্যে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

- ক্রিয়া জাতীয় মূলশব্দের বেলায় উপভুক্তি দুই ধরনের। এক ধরনের উপভুক্তি মূল ভুক্তির মধ্যে জায়গা পেয়েছে এবং অন্য ধরনের কিছু উপভুক্তি আলাদা অনুচ্ছেদ হিসেবে জায়গা পেয়েছে। মূল অনুচ্ছেদের মধ্যে জায়গা পাওয়া উপভুক্তিগুলো আসলে ক্রিয়াশব্দগুলোর বিভক্তিমুক্ত রূপ। সেগুলো আবার প্রধানত উনিশ শতকের পূর্বকার। ‘করা’ ভুক্তির মধ্যে এসব উপভুক্তি জায়গা পেয়েছে এভাবে:

করা ১ ক্রি সম্পাদন করা। ‘বাংধিসুআ জিম কেলি করই খেলই
বহবিহ খেড়া।’ চর্যা ৪১, ১২০০। ২ ক্রি নেওয়া। ‘বসুল
চলিলা তব্বে কারু করি কোলো।’ বড়ু, ১৪৫০। ... করা ক্রি
করো। ‘উমত সবরো পাগল শবরো মা করুতলী গুহাডা
তোহৌরী।’ চর্যা ২৮, ১২০০। করঅ ক্রি করে। ‘অমিঅ
ভবঅ মুসা করঅ আহারা।’ চর্যা ২১, ১২০০। করই ক্রি
করে। ‘বাংধিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহবিহ খেড়া।’
চর্যা ৪১, ১২০০। করউ ক্রি করুক। ‘সো করউ রস
রসাপেরে কথা।’ চর্যা ৪১, ১২০০। করউক ক্রি করুক।
‘সে নিন্দা না করউক গুজারে।’ সুলতান, ১৬৫০। করএ ক্রি
করে। ‘পুনরপি ডুম্যে পড়া করএ কন্দন।’ মালাধর, ১৫০০।
করঙ ক্রি করে। ‘তবে সুবাসিত করঙ গুজরাটের ধরা।’
মুকুন্দ, ১৬০০। ...

- বহু ক্ষেত্রে সাধারণ ও প্রযোজক রূপের ক্রিয়াবিশেষ্য আলাদা ভুক্তির মর্যাদা পেয়েছে। যেমন ‘গড়া’ ও ‘গড়ানো’ আলাদা মূলশব্দ হিসেবে আলাদা ভুক্তি গঠন করেছে।
- কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ রূপের ক্রিয়াবিশেষ্যকে মূলশব্দ ধরে নিয়ে ভুক্তি রচনা করা হয়েছে, প্রযোজক রূপের ক্রিয়াবিশেষ্যকে করা হয়েছে উপভুক্তি। এর উদাহরণ পাওয়া যাবে ‘করা’ ভুক্তিতে। ‘করানো’ এখানে ‘করা’ মূলশব্দের উপভুক্তি।
- নামধাতুর বেলায় বিশেষ্য পদের পরে -আ যোগ করে মূলশব্দ গঠন করা হয়েছে। যেমন: ‘আরম্ব’ থেকে ‘আরম্বা’, ‘আলিঙ্গন’ থেকে ‘আলিঙ্গনা’, বা ‘আশ্বাদ’ থেকে ‘আশ্বাদা’।
- বিশেষ্য জাতীয় মূলশব্দের সঙ্গে ‘করা’, ‘হওয়া’ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যেসব সংযোগমূলক ক্রিয়া তৈরি হয়, সেগুলো ঐ শব্দের উপভুক্তি করা হয়েছে। যেমন: ‘কর্তৃত্ব’ একটি মূলশব্দ, এটি নিয়ে একটি ভুক্তি রচনা করা হয়েছে, এর সঙ্গে ‘করা’ যোগ করার ফলে ‘কর্তৃত্ব করা’ নামে যে সংযোগমূলক ক্রিয়াটি তৈরি হলো, সেটাকে করা হলো ‘কর্তৃত্ব’ ভুক্তির উপভুক্তি। একইভাবে ‘কথাস্তর’ একটি বিশেষ্য শব্দ, এর সঙ্গে ‘হওয়া’ যুক্ত হয়ে হলো ‘কথাস্তর হওয়া’। এই ‘কথাস্তর হওয়া’-কে মূলশব্দ ‘কথাস্তর’-এর উপভুক্তি করা হয়েছে।
- ক্রিয়াশব্দ দিয়ে তৈরি করা ভুক্তির অধীনে নানা ধরনের যৌগিক ক্রিয়া উপভুক্তির মর্যাদা পায়। এমন দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মূলশব্দ ‘কাটা’। এ অভিধানে এই মূলশব্দ দিয়ে তৈরি ভুক্তির মধ্যে ‘কেটে পড়া’, ‘কেটে বসা’, ‘কেটে যাওয়া’ ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়া উপভুক্তি হয়েছে।

৬. বর্ণানুক্রম বা অকারাদিক্রম

বর্ণের বিন্যাস এবং কার-ফলা-যুক্তবর্ণ ইত্যাদি বাংলা বর্ণানুক্রম তথা অকারাদিক্রমকে জটিল করে তোলে। তা সত্ত্বেও অভিধান থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য এই বর্ণানুক্রমের বিকল্প নেই।

- এই অভিধানে অনুসৃত বর্ণানুক্রম নিম্নরূপ:

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ঁ ং ঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ঢ় ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ।

- স্বরবর্ণ, স্বরচিহ্ন (কার), ব্যঞ্জনবর্ণ, ফলা ও কয়েকটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের ক্রম:

অ আ [i] ই [i] ঈ [i:] উ [u] (ঔ রু ত হ) ঊ [u:] (জ রু) ঋ [ɔ] (হ) এ [e] ঐ [e:] ও [o] ঔ [o:] ঁ ং ঃ ক (ক ণ্ট ত্র ক্র) খ গ (ঙ) ঘ ঙ (ঙ) চ ছ জ (জ) ঝ ঞ (ঞ) ট (ট) ঠ ড (ড) ঢ ঢ় ত (ত) থ দ (ধ) ন (ন) প (প) ফ ব (ব) ভ ম (ম) য [j] র [r] ল (ল) শ (শ) ষ (ষ) স (স) হ (হ)।

- এই বিন্যাস অনুযায়ী ‘ক’ বর্ণ দিয়ে শুরু হওয়া কয়েকটি শব্দের অনুক্রম হবে এমন:

কণ্ড কংক্রস কঁকানো কক্ষ কঙ্কাল কচুরি করুণ কৃত্তব্য

কাওয়াগি কাংস্য কাঁকড়া কাগজ কানন কাকি

কিছর কীট কীর্তন

কুঁড়েমি কুকুর কুক্ষি কুখ্যাত কুখর কুচক্র কুজো কুজুটি কুজ্ঞান কুজ কুস্তা কুশিত কুদরত কুমুতি কুয়াশা কুলহীন

কৃতবিদ্য কৃষিজীবী কৃষ্ণ

কেশর কেট কেস কৈশোর

কোতোয়াল কোথরং কোরমা কোর্স কৌতুক

কুচিং ক্যান্ট ক্যাক কাশ ক্রন্দন ক্রিয়া ক্রীড়া ক্রেংকার ক্রেডিট ক্রান্তি ক্রমিক ক্রমতা কোভ

- বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ ব বর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় এই বর্ণানুক্রমে ব-ফলাকে বর্ণীয় ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ‘জ্বলন্ত’ এবং ‘জ্যামিতি’ শব্দ দুটির মধ্যে ‘জ্বলন্ত’ প্রথমে এবং ‘জ্যামিতি’ পরে বসেছে।
- স্বরান্তহীন বা ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত ত এই অভিধানে ৎ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই হিসেবে এই শব্দগুলোর বিন্যাস হবে এমন: উৎকর্ষা উৎখাত উত্তম উত্তাপ উত্থান উৎপন্ন উৎপীড়ন উৎসব
- অকারাদিক্রম করার সময়ে সমাসবদ্ধ মূলশব্দের হাইফেন, এবং অসংলগ্ন সমাসের ফাঁককে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। এর ফলে প্রধান মন্ত্রী, প্রধান-মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী – এই তিন রূপই এই অভিধানে অভিন্ন বিবেচিত। একইভাবে পরবর্তী শব্দ তিনটির বর্ণানুক্রম এমন: আমোদ-আহ্লাদ, আমোদ করা, এবং আমোদক্ষেত্র।

৭. উৎস-ভাষা ও ব্যুৎপত্তি

উৎস-ভাষা ও বিবর্তন দেখানোটা অভিধানতত্ত্বের একটা পুরোনো রেওয়াজমাত্র। কোনো ভাষায় অন্য ভাষার শব্দ ঠিক কিভাবে প্রবেশ করে ও বিবর্তিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে না। শব্দটি লিখিত রূপ পাওয়ার পরে একটা প্রমাণ তৈরি হয় বটে, তবে শব্দটি প্রবেশের মূল সময়কে তা খুব কম ক্ষেত্রে প্রতিনিয়িত্ব করে।

বাংলা ভাষার বহু শব্দের উৎস হিসেবে ‘স’ বা সংস্কৃত দেখানোর বিষয়টি আর এক ধরনের রেওয়াজ এবং সে রেওয়াজের ভিত্তি আরো দুর্বল। যেমন এই অভিধানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি শব্দ ‘সংস্কৃত’ নামে চিহ্নিত, কিন্তু তাবৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বা ‘শব্দকল্পদ্রুম’ নামক সর্ববৃহৎ সংস্কৃত অভিধানে এর বেশির ভাগ শব্দ নেই। শব্দগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের হাতে তৈরি হয়েছে। তৈরি হওয়ার সময়ে তা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেছে, শুধু এটুকুই সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক। তাছাড়া উচ্চারণের কথা ভাবলে সংস্কৃত মনে হওয়া এসব শব্দের সিংহভাগকেই সংস্কৃত ভাষার শব্দ মনে হবে না। ‘অধ্যাক্ষ’, ‘মন’, ‘লক্ষ’, ‘সূর্য’ ইত্যাদি সুপরিচিত শব্দগুলো এর প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষায় এর উচ্চারণ যথাক্রমে: /ad^hyakʃa/, /mana/, /lakʃa/, /su:rya/ (আধুইআক্শা, মানা, লাক্শা, সূরীয়া); অন্যদিকে বাংলা ভাষায় শব্দগুলোর উচ্চারণ যথাক্রমে: /odd^hokk^ho/, /mon/, /lokk^ho/, /ʃurjo/ (ওদধোক্খো, মোন্, লোক্খো, সুরজো)। এই বিবেচনায় ‘স’ নির্দেশিত বাংলা শব্দগুলোকে শুধু লিখিত চেষ্টার দিক দিয়ে সংস্কৃত ভাষার শব্দের অনুরূপ বলা যায়, এর বেশি নয়।

উৎস হিসেবে প্রতিবেশী ভাষাগুলোর উল্লেখও প্রশংসনীয় নয়। আপাত দৃষ্টিতে অনেক শব্দের উৎস হিন্দি-উর্দু, অহমিয়া, ওড়িয়া বা নেপালি মনে হয়। কিন্তু বেশির ভাগই হওয়া অসম্ভব নয় যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো উৎস থেকে শব্দটি অভিন্ন কালে উভয় ভাষায় জন্ম নিয়েছে। হিন্দি-উর্দুর সঙ্গে বাংলা শব্দের এমন সম্পর্ক খুব বেশি।

উৎস ও বিবর্তন নির্দেশের তুলনায় শব্দের ব্যুৎপত্তি বা গঠন দেখানোর কাজ অধিক যুক্তিসঙ্গত, পাশাপাশি তা সহজও বটে। তাই ব্যুৎপত্তির অংশ হিসেবে যেসব জায়গায় সমাসবদ্ধতা ভেঙে দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে বলে মনে হয় না।

মূলশব্দের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে এই ধরনের আনুমানিক ও যৌক্তিক যেসব তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, নীচে একে একে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও ধরন তুলে ধরা হলো:

- উৎস ভাষার শব্দ এবং এই অভিধানের মূলশব্দ যেখানে খুব নিকটবর্তী, সেখানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুধুমাত্র উৎস-ভাষার শব্দসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। যেমন কবিতা [স], কবুল [আ], কম [ফা], কমিশন [ই], গামলা [পা], ঘর [পা] ইত্যাদি।
- কখনো শব্দের সম্ভাব্য বিবর্তন দেখানো হয়েছে, যেমন: অকন্মা [স অকর্ম>], অকাট [স অকাট>], তিষ্কারিনী [স তিষ্কারিণী>], কড়াকিআ [স কর্দক>+স ক্রিয়া>] ইত্যাদি। অন্যান্য অভিধানের মতো এখানেও এইসব বিবর্তন দেখানোর সময়ে উৎস-শব্দের পরে একটা ‘থেকে’ (>) সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে।
- কখনো মূলশব্দের সমাসবদ্ধতা বা প্রত্যয়যুক্ততা ভেঙে দেখানো হয়েছে, যেমন: অগ্নি-নিশান [স অগ্নি+ফা নিশান], অন্ধারূঢ় [স অন্ধ+আরূঢ়], অচপল-আঁখি [স অচপল+আঁখি], অচলায়তন [স অচল-আয়তন], অটেল [অ+নেপালি ধের/হি ঢেরা], অন্দরমহল [ফা অন্দর+আ মহল], জঘন্য [স জঘন+যা], জনমজুর [স জন+ফা মজদুর] ইত্যাদি। সমাসবদ্ধতা ভাঙার সময়ে যেসব শব্দ নিয়ে সমাস হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলোর উৎস-পরিচয় দেওয়া হয়নি। সেগুলোর উৎস-পরিচয় ঐ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামের মূলশব্দ নিয়ে রচিত ভুক্তিতে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ অঙ্করূঢ় মূলশব্দের ‘আরুঢ়’ অংশ, অচপল-জাঁখি মূলশব্দের ‘জাঁখি’ অংশ বা অচলায়তন মূলশব্দের ‘আয়তন’ অংশের উৎস দেখার জন্য আশ্রয়ী পাঠককে তাই যথাক্রমে আরুঢ়, জাঁখি এবং আয়তন ভুক্তি দেখতে হবে।

- শব্দের মূল নিশ্চিতভাবে জানা না গেলে সাধারণত কোনো উৎস নির্দেশ করা হয়নি। অনুমান খুব নিকটবর্তী, অথচ সন্দেহমুক্ত নয়, এমন ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নচিহ্ন (?) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, জগাতি [আ জকাত>?]। উৎস-ভাষার শব্দরূপ অনুমাননির্ভর হলে, সেক্ষেত্রে তা তার্যচিহ্ন (*) দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। যেমন: অঙ্কউড়ি [স *অঙ্কঃপুটিক]।
- ধন্যাত্মক বোঝাতে বহু মূলশব্দের পরে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে শুধু ‘ধন্যা’ লিখে রাখা হয়েছে। এই ধরনের কিছু শব্দ বাংলা ভাষার একেবারেই নিজস্ব, এর মানে এগুলোর সঙ্গে সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।
- উৎস-ভাষার শব্দরূপ দেখাতে গিয়ে প্রতিবর্ণীকরণের সরল পদ্ধতি অনুসৃত এবং (রোমান বর্ণমালার) দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্র বাংলা বর্ণমালা ব্যবহৃত। যেমন অদলবদল [আ উদল>], অক্কা [ফা আকা], জাঁদরেল [হি জেনারেল], জানলাস্ [প জানেলা] ইত্যাদি।

৮. পদপরিচয়

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা শব্দকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া) বিভক্ত করা হলেও এই অভিধানে শব্দগুলোকে মোট দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে, যথা: বিশেষ্য (বি), বিশেষণ (বিণ), সর্বনাম (সর্ব), ক্রিয়া (ক্রি), ক্রিয়াবিশেষণ (ক্রিবিণ), এবং অব্যয় (অব্য)। পদনির্দেশক এই শব্দসংক্ষেপগুলো সমস্ত আইটালিক্স বা বাকী হরফে দেখানো হয়েছে।

- পদপরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে শব্দটির শব্দভান্ডারের দিকে যতো মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বাক্যের মধ্যে শব্দটি কী পদ হিসেবে কাজ করছে, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। নীচের ভুক্তি তিনটির দিকে তাকালে বিষয়টা বোঝা যাবে:

কাজল [স কজ্জল] ১ বি অজ্ঞন। ‘আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কাজলের রংবিশিষ্ট। ‘কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া।’ জসীম, ১৯২৯। ৩ বিণ শ্যামল। ‘যাবে মোর সাথে, ছোট সে কাজল গায়।’ জসীম, ১৯৩১।

কুড়ানো ১ ক্রি সংগ্রহ করা। ‘দেখিল ছাওল তাল কুড়াইয়া খাই।’ মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি তোলা। ‘একে এক কুড়াইয়া, আবার পুটুলি বাঁধিল।’ বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ ক্রি পাওয়া। ‘না হলে, ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।’ রবীন্দ্র, ১৯২১।

মাফিক [আ মাওয়াক্ফিক] ১ ক্রিবিণ অনুযায়ী। ‘আমী হকুম মাফিক দিয়াছি।’ মেয়র্স, ১৭৫৭; ‘তাহা তোমাকে ইজারা দিলাম মাফিক পরগনা মালজারি করিয়া আমার মুনাফা দিয়া ... ভোগ করহ।’ হ্যালহেড, ১৭৭২; ‘আইন মাফিক নিরিখ দে না তাতে কেন তোর ইত্তরপনা।’ লালন, ১৮৯০। ২ বিণ পরিমিত। ‘মাফিক বরওয়ার্দ খোরাক পায় না।’ কেবি, ১৮০২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরের প্রথম ভুক্তিতে ‘কাজল’ শব্দটি গঠনগতভাবে বিশেষণ। ১ নং প্রয়োগবাক্যে সেই অর্থ আছে, তাই ১ নং পদপরিচয় বিশেষ্য। কিন্তু ২ নং ও ৩ নং প্রয়োগবাক্যে ‘কাজল’ শব্দ বিশেষণ, তাই এই দুই ক্ষেত্রে ‘কাজল’কে বিশেষণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। ‘কুড়ানো’ শীর্ষক দ্বিতীয় ভুক্তিতে তিনটি অর্থই ক্রিয়াবাচক, তাই তিনটি পদই ক্রিয়া হিসেবে নির্দেশিত। অন্যদিকে তৃতীয় ভুক্তি ‘মাফিক’-এ মোট চারটি বাক্য আছে। এগুলোতে মাফিক-এর অর্থ দুই ধরনের: প্রথম তিনটি বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণ এবং শেষ বাক্যটিতে বিশেষণ বোঝায়, পদপরিচয়গুলো তাই সেভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

- অধিকাংশ বাংলা অভিধানে ধন্যাত্মক মূলশব্দগুলো অব্যয় শব্দ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে ধন্যাত্মক শব্দগুলো কখনো বিশেষ্য (যেমন ঝটঝট [ধন্য] বি দাঁড় পতনের শব্দ। ‘ঘন কেরয়াল পড়ে সুনি ঝটঝট।’ মুকুন্দ, ১৬০০), কখনো বিশেষণ (ঝগঝগ [ধন্য] বিণ প্রদীপ্ত। ‘পীন তার মনোভব ঝগঝগ অধিক বিরাজ।’ বাহরাম, ১৬৫০), এবং কখনো ক্রিয়াবিশেষণ (ঝপঝপ ক্রিবিণ ঝপঝপ শব্দে। ‘ঝুমঝুম ঝপঝপ বৃষ্টি পড়ছে।’ কায়সার, ১৯৬২) হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই অভিধানের ধন্যাত্মক শব্দগুলো বাক্যে প্রতিকূলিত অর্থ অনুযায়ী বিশেষ্য (বি), বিশেষণ (বিণ) বা ক্রিয়াবিশেষণ (ক্রিবিণ) হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। ধন্যাত্মক মূলশব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অনেক সময়ে আলাদা বিশেষণ বা আলাদা ক্রিয়া তৈরি হয়ে থাকে, যেমন ঝকঝক থেকে ক্রিয়া ঝকঝকা, আবার ঝকঝক থেকে বিশেষণ ঝকঝকায়মান, এগুলো অন্যান্য অভিধানে যেমন আছে, এই অভিধানেও তেমন।
- বাংলা একাডেমির সম্প্রতি প্রকাশিত ব্যাকরণ অনুযায়ী যেগুলো অনুসর্গ (যেমন: চেয়ে অব্য হতে; থেকে। ‘কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯), যোজক (যেমন: এবং [স এবং] অব্য ও; এবং। ‘লঘু ১৮ কলা পরে গুরু এবং সকলে ৬৫ পয়ষষ্টি কলা।’ বড়ু, ১৫৭০; ‘টাকা দিবার বিষয় নাই এবং জীনিষ দিবার বিষয় নাই।’ মের্স, ১৭৫৭), এবং আবেগ (যেমন: আঃ [ধন্য] অব্য বিরক্তিসূচক ধনিবিশেষ। ‘আঃ কিছু আর ভাল লাগতেছে না কেন?’ উমেশ, ১৮৫৭। ২ অব্য বিস্ময়, সুখ ইত্যাদি সূচক ধনিবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১) – এই অভিধানে সেগুলোকে অব্যয় (অব্য) হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

৯. অর্থ-অর্থান্তর

অভিধানের অর্থ অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন প্রমিত ভাষায়, যথাসম্ভব সমকালীন বানানে এবং যথাসাধ্য সরল বাক্যে এইসব অর্থ লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অর্থ কখনো বর্ণনামূলক বা ব্যাখ্যামূলক বাক্যে, আবার কখনো প্রতিশব্দে প্রদান করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ভাবেও অর্থ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ব্যাখ্যামূলক বাক্য ও প্রতিশব্দে একাধিক অর্থ দেওয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে দুই অর্থের মধ্যে সেমিকোলন (;) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন:

চেরেটা [হি চ্যারিটি] বিণ দাতব্য; বিনাবেতনে পড়ানো হয় এমন।

‘চেরেটা স্কুল।’ দর্পণ, ১৮৩৭।

জানলা [প জানেলা] বি বাতায়ন; খিড়কি। ‘শেষরাত্রে এই জানলা

দিয়ে নেবে যাবেন।’ উমেশ, ১৮৫৭।

- মূলশব্দের অর্থ একাধিক হলে কালানুক্রম অনুযায়ী অর্থান্তর সংখ্যা দিয়ে তা পর পর সাজানো হয়েছে। যেমন:

জান^১ [ফা] ১ বি প্রাণ। ‘যাহা পার কর হেরা জানের তালাশ।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরীব, ১৭৬৫। ২ বি আত্ম। 'অঙ্গ ভেঙ্গে করলেন ছয়খান
পাঁচ তনেতে বসালেন জান।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি হৃদয়।
'বিরহের ব্যথায় জানটা যখন পিয়া পিয়া বলে ফরিয়াদ করে
মরে।' নজরুল, ১৯২২।

উপরের অনুচ্ছেদে মূলশব্দ 'জান'-এর প্রথম অর্থ হলো 'প্রাণ', দ্বিতীয় অর্থ বা অর্থান্তর হলো 'আত্মা' এবং তৃতীয় অর্থ বা অর্থান্তর হলো 'হৃদয়'। লক্ষণীয়, প্রতিটি অর্থ বা অর্থান্তর এখানে প্রয়োগবাক্য দিয়ে সমর্থিত। তাই অর্থ লিখতে কোথাও ভুল হয়ে থাকলে প্রয়োজনে ব্যবহারকারী নিজেই তা ঠিক করে নিতে পারবেন।

- অর্থবিভ্রান্তির আশঙ্কা দূর করতে অর্থ ও অর্থান্তরের ভাষায় শব্দশেষে উচ্চারিত ও-ধ্বনির লিখিত রূপকে সমর্থন করা হয়েছে। তাই 'কও' শব্দের অর্থ হিসেবে লেখা হয়েছে 'বলো'। ও-কারান্ত না লিখলে এর প্রয়োগবাক্য ('আপনে দাঁড়াইয়া কও।' বিজয়, ১৬৫০) থেকে সত্যিকার অর্থে বোঝা মুশকিল, লেখক এখানে তুচ্ছার্থক অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ 'বল', নাকি সাধারণ অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপ 'বলো' বোঝাতে চেয়েছিলেন। এর সঙ্গে সমরূপতা বজায় রাখতে গিয়ে বহু ক্রিয়াপদের শেষের উচ্চারিত ও-কে ও-কার দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির বানানের নিয়মের সর্বশেষ সংস্করণের ২.৩ ধারায় এই নীতির আংশিক সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলা একাডেমির উক্ত বানানের নিয়মে উর্ধ্বকমা বর্জনের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থের ভাষায় আমরা তা চেষ্টা করেছি, তবে কিছু অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উর্ধ্বকমা ব্যবহারকে প্রয়োজন হয়েছে। কেননা অর্থ লেখার সময়ে আমাদের মনে হয়েছে: "ক্ষতবিক্ষত ক'রে" এবং "ক্ষতবিক্ষত করে" – এই দুটি বাক্যাংশে অর্থগত তফাত প্রচুর।

১০. প্রয়োগবাক্য

এই অভিধানে যেগুলোকে প্রয়োগবাক্য বলা হচ্ছে, আসলে প্রায় ক্ষেত্রেই তা অপূর্ণ বাক্য। কবিতার ক্ষেত্রে চরণ বা চরণের অংশ এবং গদ্যের ক্ষেত্রে খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ এখানে প্রয়োগবাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অভিধানের পরিসরের কথা বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বাক্যের যে অংশটুকু না থাকলে ওর মধ্যকার মূলশব্দের অর্থ বোঝা যায় না, ঠিক সেই অংশটুকুকেই প্রয়োগবাক্য হিসেবে রাখা হবে। তবে যেসব ক্ষেত্রে কবিতার একাধিক চরণ না নিলে অর্থবিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে মনে হয়, সেসব ক্ষেত্রে বিকল্পচিহ্ন (/) দিয়ে চরণান্তরকে নির্দেশ করা হয়েছে। আবার বাক্য বা চরণের শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে কিছু বাদ দেওয়া হলে ত্রিবিন্দু (...) দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে। এই অভিধানের প্রয়োগবাক্যের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- প্রয়োগবাক্যগুলোকে একক উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে। মূল বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন বা বিস্ময়চিহ্ন না থাকলে প্রয়োগবাক্য সবসময়ে দাঁড়ি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ঐ দাঁড়ি মূল প্রয়োগবাক্যের। এটা আসলে প্রয়োগবাক্য সমাপ্তির যতি। যেমন একটি প্রয়োগবাক্য: 'পাণ্ডব বংশের চূড়ামণি।' এটি একটি বাক্যাংশমাত্র, তারপরও এটি দাঁড়ি দিয়ে শেষ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নচিহ্নসহ বাক্যে ক্ষেত্রে প্রশ্নচিহ্ন দিয়েই শেষ করা হয়েছে, যেমন: 'কোথায় চূতকায়কর্ত কৌকিলের কুহকালি?' বিস্ময়চিহ্নের বেলাতেও এই নিয়ম।
- প্রয়োগবাক্য যে উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানকার বানান হুবহু রাখা হয়েছে। এই উৎসের মূল কখনো পুথি, কখনো রচনাবলি। পুথির পাঠ যিনি উদ্ধার করেছেন, অথবা রচনাবলি যিনি সম্পাদনা করেছেন, মূলশব্দসহ বাক্যগুলোকে তিনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, সংকলনের সময়ে তার কোনোরকম পরিবর্তন করা হয়নি।

১১. প্রয়োগকারী

প্রয়োগবাক্যের রচয়িতাই প্রয়োগকারী। প্রয়োগকারী হিসেবে কখনো গ্রন্থের নাম, কখনো লেখকের নাম, কখনো পত্রিকার নাম, কখনো অভিধান-সংকলকের নাম, এমনকি কখনো দপ্তরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাঁকা হরফে। এ ব্যাপারে আমাদের নীতি নিম্নরূপ:

- শব্দসংক্ষেপ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তালিকা না দেখেও লেখকের নাম বা গ্রন্থের নাম সহজে অনুমান করা যায়। লেখকের বেলায় এতে কখনো লেখকের মূল নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন মীর মশাররফ হোসেনের বদলে লেখা হয়েছে ‘মশাররফ’ বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বদলে লেখা হয়েছে ‘বঙ্কিম’; কখনো লেখকের পদবি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন অগুস্তা ওসার জায়গায় ‘ওসার’ বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জায়গায় ‘গুপ্ত’। গ্রন্থের বেলায় ‘চর্যাপদ’ না লিখে লেখা হয়েছে ‘চর্যা’ বা ‘চিঠিপত্র সমাজচিত্র’ না লিখে লেখা হয়েছে ‘চিঠিপত্র’। একই মূল নাম একাধিক লেখকের থাকলে সেক্ষেত্রে নামের দ্বিতীয় অংশ থেকেও কিছুটা যোগ করা হয়েছে, যেমন ‘সুনীল’ মানে হলো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্যদিকে ‘সুনীলমুখো’ মানে হলো সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

১২. প্রয়োগবাক্যের কাল

প্রয়োগকারীর পরে কমা (,) তারপরে খ্রিস্টাব্দের অব্দসংখ্যা দিয়ে প্রয়োগকাল বসানো হয়েছে। এই কাল ব্যবহারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- মূলশব্দ সংকলনের সময়ে মূল রচনার কাল নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে। উৎস উপকরণে রচনার কাল খ্রিস্টাব্দে না থাকলে তা খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। হয়তো উৎস উপকরণের রচনাকাল পাওয়া গেছে ১২১৮ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি মাস, সেখানে আমাদের লিখতে হয়েছে ১৮১২।
- আঠারো শতকের আগেকার কাল নির্ণয়ের সময়ে প্রয়োগবাক্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য এবং প্রাণ্ড পাণ্ডুলিপি কাল বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ফলে বহু সাহিত্যের রচনাকাল এবং এই অভিধানে গৃহীত কালের মধ্যে মিল নাও থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বড় চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রসঙ্গ তোলা যায়। বড় চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচনাকাল ১৪৫০ সালের বহু আগেকার, কেননা চৈতন্যদেব তা উপভোগ করতেন বলে বলা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার রচনাকাল ১৪৫০ সালের আগেকার নয়। এই বিবেচনায় এর কাল ধরা হয়েছে ১৪৫০। কিন্তু বড় চণ্ডীদাসের বিচ্ছিন্ন কিছু পদও পাওয়া গেছে এবং সেখান থেকেও কিছু মূলশব্দ এই অভিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলোর ভাষা অনেক আধুনিক। তাই সেগুলোর রচনাকাল ধরা হয়েছে ১৫৭০। অভিন্ন লেখকের রচনাও এভাবে একাধিক শতাব্দী অতিক্রম করে গেছে।
- আঠারো শতকের পরবর্তী কালের যেসব উৎস থেকে বাক্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর রচনাকাল পাওয়া গেলে তা হুবহু লেখা হয়েছে, যেমন মেয়র্স কোর্টের কাগজপত্র। রচনাকাল পাওয়া না গেলে রচনাটির মুদ্রণকাল বা প্রকাশকালকে প্রয়োগবাক্যের কাল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন মানোএলের অভিধান। এছাড়া উনিশ শতকের পরবর্তী বিখ্যাত লেখকদের যেসব রচনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার অনেকগুলোর সুনির্দিষ্ট রচনাকাল পাওয়া যায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের গান বা ছোটগল্প। এগুলোর রচনার তারিখ দেওয়া হয়েছে।

শব্দসংক্ষেপ

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| অ | অসমিয়া | একব | একবচন |
| অক্ষয় | অক্ষয়কুমার দত্ত | একাডেমি | বাংলা একাডেমির নথি |
| অচিন্ত্য | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | এডমন | নীল এডমনস্টোন |
| অতুল | অতুলপ্রসাদ সেন | এডুকেশন | এডুকেশন গেজেট |
| অন্নদা | অন্নদাশঙ্কর রায় | এনামুল | মুহম্মদ এনামুল হক |
| অবন | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | এসলাম | শরিয়তে-এসলাম পত্রিকা |
| অবোধবন্ধু | অবোধবন্ধু পত্রিকা | ও | ওড়িয়া |
| অমিয় | অমিয় চক্রবর্তী | ওদুদ | কাঞ্জী আবদুল ওদুদ |
| অমৃত | অমৃতলাল বসু | ওবায়দুল্লাহ | আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ |
| অমৃতবাজার | অমৃতবাজার পত্রিকা | ওয়াজেদ | এস ওয়াজেদ আলি |
| অযোধ্যা | অযোধ্যানাথ পাকড়াশি | ওয়ালী | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ |
| অখিনী | অখিনীকুমার দত্ত | ওরাও | ওরাও |
| আ | আরবি | ওল | ওলন্দাজ |
| আইয়ুব | আবু সয়ীদ আইয়ুব | ওর্সা | অগুস্তা ওর্সা |
| আকরম | মোহাম্মদ আকরম খাঁ | কবীন্দ্র | কবীন্দ্র পরমেশ্বর |
| আখবার | মহাম্মদি আখবার পত্রিকা | কর্মবিজ্ঞান | গোবিন্দ অধিকারী |
| আজাদ | আজাদ পত্রিকা | কায়সার | শহীদুল্লা কায়সার |
| আনটুনি | হেন্সম্যান আনটুনি | কালান্তর | কালান্তর পত্রিকা |
| আনিস | আনিসজ্জামান | কালীপ্র | কালীপ্রসন্ন সিংহ |
| আনোয়ার | আলী আনোয়ার | কাশীরাম | কাশীরাম দাস |
| আন্তোনিয়ো | দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো | কৃত্তিবাস | কৃত্তিবাস ওঝা |
| আলাউদ্দিন | আলাউদ্দিন আল আজাদ | কৃষ্ণকমল | কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য |
| আলাওল | সৈয়দ আলাওল | কৃষ্ণচন্দ্র | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার |
| আহমদী | আহমদী পত্রিকা | কৃষ্ণদাস | কৃষ্ণদাস কবিরাজ |
| ই | ইংরেজি | কৃষ্ণভাবিনী | কৃষ্ণভাবিনী দাস |
| ইংলিশম্যান | ইংলিশম্যান পত্রিকা | কৃষ্ণরাম | কৃষ্ণরাম দাস |
| ইচ্ছলাম | নেদায়ে-ইচ্ছলাম পত্রিকা | কেতকা | কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ |
| ইব্রাহীম | ইব্রাহীম খাঁ | কেরি | উইলিয়ম কেরি |
| ইমদাদুল | কাঞ্জী ইমদাদুল হক | কেল্লাস | কৈলাসবাসিনী দেবী |
| ইমান | নূর-অল-ইমান পত্রিকা | কোহিনুর | কোহিনুর পত্রিকা |
| ইমাম | ইমাম পত্রিকা | কৌমুদী | সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা |
| ইলিয়াস | আখতারুজ্জামান ইলিয়াস | ক্যালগে | ক্যালকাটা গেজেট |
| ইসলামিয়া | আখবারে ইসলামিয়া পত্রিকা | ক্রি | ক্রিয়া |
| ইসলাহ | আল-ইসলাহ পত্রিকা | ক্রিবিণ | ক্রিয়াবিশেষণ |
| ইসহাক | আবু ইসহাক | ক্ষীরোদপ্রসাদ | ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ |
| ঈশান | ঈশানচন্দ্র ঘোষ | গণবাণী | গণবাণী পত্রিকা |
| উপ | উপসর্গ | গরীব | ফকির গরীবুল্লাহ |
| উমর | বদরুদ্দীন উমর | গিরিশ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ |
| উমেশ | উমেশচন্দ্র মিত্র | গুণ্ড | ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ড |
| | | গুলিষ্ঠা | গুলিষ্ঠা পত্রিকা |

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| গোপাল | গোপাল হালদার | দিক্‌প্রকাশ | দিক্‌প্রকাশ পত্রিকা |
| গোবিন্দ | গোবিন্দদাস | দীচণ্ডী | দীন চণ্ডীদাস |
| গোরেসিও | গাসপেল গোরেসিও | দীনবন্ধু | দীনবন্ধু মিত্র |
| গোলক | গোলকচরণ শর্মা | দীপিকা | দীপিকা পত্রিকা |
| গৌর | গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার | ঘিচণ্ডী | ঘিঞ্জ চণ্ডীদাস |
| গ্রামবার্তা | গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকা | ঘিজেন্দ্র | ঘিজেন্দ্রলাল রায় |
| গ্রী | গ্রীক | ধুমকেতু | ধুমকেতু পত্রিকা |
| ঘনরাম | ঘনরাম চক্রবর্তী | ধুজ্জি | ধুজ্জিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় |
| চণ্ডী | চণ্ডীদাস | ধন্যাত্মক | ধন্যাত্মক |
| চণ্ডীচরণ | চণ্ডীচরণ মুনশী | নওরোজ | নওরোজ পত্রিকা |
| চন্দ্রিকা | সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা | নজরুল | কাঙ্গী নজরুল ইসলাম |
| চর্যা | চর্যাপদ | নজিবর | মোহাম্মদ নজিবর রহমান |
| চাষী | চাষী পত্রিকা | নবনূর | নবনূর পত্রিকা |
| চিঠিপত্রে | চিঠিপত্রে সমাজচিত্র | নবযুগ | নবযুগ পত্রিকা |
| চী | চীনা | নরেন্দ্র | নরেন্দ্রনাথ মিত্র |
| চেবী | জর্জ ফ্রেডারিক চেবী | নীরেন | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী |
| ছায়াবীথি | ছায়াবীথি পত্রিকা | প | পর্ভুগিঞ্জ |
| ছোলতান | ছোলতান পত্রিকা | পরশু | রাজশেখর বসু |
| জ | জর্মন | পা | পালি |
| জগদীশ | জগদীশচন্দ্র বসু | পাশা | আনোয়ার পাশা |
| জয়ন্তী | জয়ন্তী পত্রিকা | পৃথি | সংবাদ পৃথচন্দ্রোদয় পত্রিকা |
| জয়বাংলা | জয়বাংলা পত্রিকা | পূর্ণিমা | পূর্ণিমা পত্রিকা |
| জয়ানন্দ | জয়ানন্দ | প্যারী | প্যারীচাঁদ মিত্র |
| জসীম | জসীমউদ্দীন | প্রচারক | প্রচারক পত্রিকা |
| জহির | জহির রায়হান | প্রভাকর | সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা |
| জা | জাপানি | প্রভাত | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় |
| জামায়াত | হুমত অল-জামায়াত পত্রিকা | প্রমথ | প্রমথ চৌধুরী |
| জিন্দুর | জিন্দুর রহমান সিদ্দিকী | প্রা | প্রাকৃত |
| জীবন | জীবনানন্দ দাশ | প্রেমেন্দ্র | প্রেমেন্দ্র মিত্র |
| জ্ঞান | জ্ঞানদাস | ফ | ফরাসি |
| জ্ঞানাবেষণ | জ্ঞানাবেষণ পত্রিকা | ফজলুল | শেখ ফজলুল করিম |
| জ্ঞানারূপোদয় | জ্ঞানারূপোদয় পত্রিকা | ফয়জুল্লাহ | ফয়জুল্লাহ চৌধুরানী |
| জ্যোতির্বিদ্র | জ্যোতির্বিদ্রনাথ ঠাকুর | ফয়জুল্লাহ | মীর ফয়জুল্লাহ |
| ডানকান | জ্ঞানানথান ডানকান | ফররুখ | ফররুখ আহমদ |
| ঢাকাপ্রকাশ | ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা | ফরস্টার | হেনরি পিটস ফরস্টার |
| তবলীগ | তবলীগ পত্রিকা | ফা | ফরাসি |
| তমোলুক | তমোলুক পত্রিকা | ফোর্ট | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ |
| তা | তামিল | বঙ্কিম | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| তাঁতি | তাঁতিদের চিঠিপত্র | বঙ্গদর্শন | বঙ্গদর্শন পত্রিকা |
| তারকচন্দ্র | তারকচন্দ্র সরকার | বঙ্গদূত | বঙ্গদূত পত্রিকা |
| তারার | তারারছত্র বন্দ্যোপাধ্যায় | বঙ্গনূর | বঙ্গনূর পত্রিকা |
| তারিখী | তারিখীচরণ মিত্র | বঙ্গীয় | বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য |
| তু | তুরকি | | পত্রিকা |
| দক্ষিণা | দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার | বড় | বড় চণ্ডীদাস |
| দর্পণ | সমাচার দর্পণ পত্রিকা | বনফুল | বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় |
| দর্শন | ইসলাম দর্শন পত্রিকা | বন্দে | বন্দে আলী মিয়া |
| দাশরথি | দাশরথি রায় | বল্লভ | কবি বল্লভ |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| বাংলার মুখ | বাংলার মুখ পত্রিকা | মিহির | মিহির পত্রিকা |
| বাহুব | বাহুব পত্রিকা | মু | মুগ্ধারি, অস্বিক |
| বামাবোধিনী | বামাবোধিনী পত্রিকা | মুকুন্দ | মুকুন্দরাম চক্রবর্তী |
| বাসনা | বাসনা পত্রিকা | মুক্তিমুদ্র | মুক্তিমুদ্র পত্রিকা |
| বাহরাম | দৌলত উজির বাহরাম খান | মুখলেস | মুখলেসুর রহমান |
| বি | বিশেষ্য | মুজতবা | সৈয়দ মুজতবা আলী |
| বিজয় | বিজয় গুপ্ত | মুজিব | শেখ মুজিবুর রহমান |
| বিশ | বিশেষণ | মুনীর | মুনীর চৌধুরী |
| বিদ্যা | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | মুরশিদ | গোলাম মুরশিদ |
| বিদ্যাপতি | বিদ্যাপতি | মুরারী | মুরারী গুপ্ত |
| বিনোদিনী | বিনোদিনী পত্রিকা | মুসলমান | মুসলমান পত্রিকা |
| বিপ্লবী বাংলাদেশ | বিপ্লবী বাংলাদেশ পত্রিকা | মৃত্যঞ্জয় | মৃত্যঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার |
| বিভূতি | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | মেয়র | জর্জ মেয়র |
| বিমল | বিমল মিত্র | মেয়র্স | মেয়র্স কোর্ট |
| বিষ্ণু | বিষ্ণু দে | মোজাম্মেল | মোজাম্মেল হোসেন |
| বীরেন্দ্র | বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | মোতাহার | কাজী মোতাহার হোসেন |
| বুদ্ধ | বুদ্ধদেব বসু | মোতাহের | মোতাহের হোসেন চৌধুরী |
| বুলবুল | বুলবুল পত্রিকা | মোয়াজ্জিন | মোয়াজ্জিন পত্রিকা |
| বৃন্দা | বৃন্দাবন দাস | মোসলেম | মোসলেম ভারত পত্রিকা |
| বেগম | বেগম পত্রিকা | মোস্তফা | গোলাম মোস্তফা |
| বেনজীর | বেনজীর আহমদ | মোহাম্মদী | মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা |
| বোগল | জর্জ বোগল | মোহিত | মোহিতলাল মজুমদার |
| ব্র | ব্রজবুলি | যোগীন্দ্র | যোগীন্দ্রনাথ সরকার |
| ভবানন্দ | ভবানন্দ | রওশন | রওশন হেন্দায়েৎ পত্রিকা |
| ভবানী | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | রঙ্গ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ভারত | ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর | রবীন্দ্র | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ভারত সংস্কারক | ভারত সংস্কারক পত্রিকা | রমেন্দ্র | রমেন্দ্রনাথ ঘোষ |
| ভেরলি | জর্জ ভেরলি | রশীদ | রশীদ করীম |
| মণীশ | মণীশ ঘটক | রসরাজ | সম্মদ রসরাজ পত্রিকা |
| মদনমোহন | মদনমোহন তর্কালঙ্কার | রাজ | রাজনারায়ণ বসু |
| মধু | মধুসূদন মুখোপাধ্যায় | রাজীব | রাজীবলাচন মুখোপাধ্যায় |
| মধ্যস্থ | মধ্যস্থ পত্রিকা | রামনারায়ণ | রামনারায়ণ তর্করত্ন |
| মনসুর | আবুল মনসুর আহমদ | রামপ্রসাদ | রামপ্রসাদ সেন |
| মনোজ | মনোজ বসু | রামমোহন | রামমোহন রায় |
| মশাররফ | মীর মশাররফ হোসেন | রামরাম | রামরাম বসু |
| মহাশ্বেতা | মহাশ্বেতা দেবী | রামাই | রামাই পণ্ডিত |
| মা | মারাঠি | রূপরাম | রূপরাম চক্রবর্তী |
| মাইকেল | মাইকেল মধুসূদন দত্ত | রোকেয়া | রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন |
| মানিক | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | লালন | লালন শাহ |
| মানিকরাম | মানিকরাম গাঙ্গুলি | শওকত | শওকত ওসমান |
| মানোএল | মানোএল দা আসসুপ্পাসাও | শক্তি | শক্তি চট্টোপাধ্যায় |
| মান্নান | সৈয়দ আবদুল মান্নান | শঙ্খ | শঙ্খ ঘোষ |
| মালাধর | মালাধর বসু | শরৎ | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| মাহমুদ | আল মাহমুদ | শরিয়ত | শরিয়ত পত্রিকা |
| মাহেনও | মাহেনও পত্রিকা | শরীফ | আহমদ শরীফ |
| মিত্রপ্রকাশ | মিত্রপ্রকাশ পত্রিকা | শহীদুল্লাহ | মুহম্মদ শহীদুল্লাহ |
| মিলার | জন মিলার | শামসুদ্দীন | শামসুদ্দীন আবুল কালাম |

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| শামসুর | শামসুর রাহমান | সুধাবর্ষণ | সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকা |
| শামসুল | সৈয়দ শামসুল হক | সুধীন্দ্র | সুধীন্দ্রনাথ দত্ত |
| শাহাদাত | শাহাদাত হোসেন | সুনীল | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় |
| শিখা | শিখা পত্রিকা | সুনীলমুখো | সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় |
| শিব | শিবনারায়ণ রায় | সুবল | সুবলচন্দ্র মিত্র |
| শিবরাম | শিবরাম চক্রবর্তী | সুভাষ | সুভাষ মুখোপাধ্যায় |
| শেখর | রায় শেখর/কবি শেখর | সুলতান | সৈয়দ সুলতান |
| শৌভে | জন লুই শৌভে | সুলভ | সুলভ সমাচার পত্রিকা |
| শ্যামল | শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | সেবধি | শিভসেবধি পত্রিকা |
| স | সংস্কৃত | সোমপ্রকাশ | সোমপ্রকাশ পত্রিকা |
| সওগাত | সওগাত পত্রিকা | স্ত্রী | স্ত্রীলিঙ্গ |
| সংগ্রহ | বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা | স্ত্রীশিক্ষা | স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পত্রিকা |
| সংবিধান | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | স্বপ্নো | স্বপ্নোদয় পত্রিকা |
| সখা | সখা পত্রিকা | হরপ্রসাদ | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী |
| সত্যার্থব | সত্যার্থব পত্রিকা | হরপ্রসাদ রায় | মুহম্মদ আবদুল হাই |
| সত্যেন্দ্র | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | হাই | আবদুল হাকিম |
| সৎসঙ্গ | সৎসঙ্গ পত্রিকা | হাকিম | হানাফী পত্রিকা |
| সনৎ | সনৎকুমার সাহা | হানাফী | হাসান হাফিজুর রহমান |
| সবুজ | সবুজপত্র পত্রিকা | হাফিজুর | হাফেজ পত্রিকা |
| সখো | সখোদন | হাফেজ | আহসান হাবীব |
| সাঁ | সাঁওতালি, অস্তিত্বিক | হাবীব | সৈয়দ হামজা |
| সাদত | সাদত আলী আবদ | হামজা | হালিসহর পত্রিকা |
| সাধনা | সাধনা পত্রিকা | হালিসহর | হাসান আজিজুল হক |
| সাধারণী | সাধারণী পত্রিকা | হাসান | হিন্দ |
| সাপ্তাহিক বাংলা | সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা | হি | হিতৈষী পত্রিকা |
| সাম্যবাদী | সাম্যবাদী পত্রিকা | হিতৈষী | হিস্পানি |
| সাহিত্যিক | সাহিত্যিক পত্রিকা | হিস্পা | কালীপ্রসন্ন সিংহ |
| সিকান্দার | সিকান্দার আবু জাফর | হুতোম | ছায়ায়ন আহমেদ |
| সিরাজী | ইসমাইল হোসেন সিরাজী | হুমায়ুন | হোয়ায়াত পত্রিকা |
| সুকাণ্ড | সুকাণ্ড ভট্টাচার্য | হেদায়াত | হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সুকুমার | সুকুমার রায় | হেম | হোয়াত মামুদ |
| সুধাকর | মিহির ও সুধাকর পত্রিকা | হোয়াত | আবুল হোসেন |
| | | হোসেন | ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড |
| | | হ্যালহেড | |

অ' বি বাংলা স্বরবর্ষের প্রথম বর্ষ। 'অকার হকার বর্ষে আকার সংযুক্ত।' রামত্ৰাসাদ, ১৭৮০। **অ' আকার**

অ' [ক্ষনা] অব্য সমোদন নির্দেশক। 'অ গ্রাণ সৃষ্টিয়া কি বুলিহে বলজন্তু ভাই।' বড়ু, ১৪৫০।

অ' বিণ এই। 'সরিষার রূপ হয়্যা দুবায় লুকাইল/ অ কারণে খেতু কান্দিবার লাগিল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অ- বাংলা বিভক্তিবিশেষ। 'সুখ মায় যশোদাঅ তোমারে বুঝাও।' বড়ু, ১৪৫০।

অই ১ সর্ব সে। 'জ্ঞানে জন্মিল অই বাগের ভবনে।' মালাধর, ১৫০০।
২ বিণ ওই। 'অই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।
৩ সর্ব সেই। 'অই নিমিতে সদাই কলি মোর কর্মের ফল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অইকর [স অক্ষর] বি বর্ণ; হরফ। 'রাধা নাম অইকর লেখএ নিজ অঙ্গে।' মালাধর, ১৫০০।

অইপন [স আলিঙ্গন] বি আলপনা। 'পঁউঅ নাল অইপন ভাল ভেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অইস [স ইদৃশ] বিণ এমন। 'রাউতু ভগাই কট ভুসুতু ভগাই কট সঅলা অইস সহাব।' চর্যা, ১২০০।

অইসন [স ইদৃশ] বিণ এমন। 'অইসন চর্যা কুকুরীপাঈ পাইড়।' চর্যা, ২, ১২০০।

অইসা ক্রি আসা। 'অইসসি জািসি ডোথি কাহরি নারে।' চর্যা, ১২০০।

অঈদ [আ ঈদ] বি ঈদের অভাব। 'ঈদের আনন্দ হয় না মূর্ত্ত অঈদয়ে দেদনা।' হাই, ১৯৪৭।

অউপকারী [অ+স উপকারী] বিণ উপকার করে না এমন; অনুপকারী। 'তোমা প্রতি উপকারী কিবা অউপকারী।' সুলতান, ১৬৫০।

অখণ্ডী [স] বিণ স্বর্ণী নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪; 'ভিনিও মনুষ্য জাতির নিকট অখণ্ডী হইতে পারেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অ-এছলামী [অ+আ ইসলাম] বিণ ইসলাম-বিরোধী। 'অ-এছলামী কার্য।' মোয়াক্কিন, ১৯৩০।

অএলা [ব্র] ক্রি আসা। 'চোরাবএ অএলাহ অনুচিত মোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। অএলাহ, অএলাই ক্রি এসেছিলাম। 'এহনা তেজি অএলাই নিঅ গেহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। অএলিহ, অএলিই ক্রি এলাম। 'বারিস নিসা মএএ চলি অএলিই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'কতনে জতনে বহু অএলিই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অও অব্য আর। 'অও অতি সুললিত বানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অওকা বিণ অন্য। 'অওকা দিস নবরস সুগুরুস পেম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অওকে সর্ব অন্যকে। 'একক হৃদয় অওকে না পাওল তেঁ নহি ফাউলি কেনী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অকুশ [স অকুশ] বি হাতি চালানোর লৌহদণ্ড। 'অকুশ হস্তে প্যারীজান হস্তীর খাড়ের উপর বসিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

অকুশ তাড়না [স অকুশ+তাড়না] বি অকুশ দিয়ে তাড়না। 'মুসলিম

বিহেঘের অকুশ তাড়না দেখতে পাওয়া যায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অংগরাখা [স অঙ্গরক্ষিকা] বি টিলা লম্বা জামাবিশেষ। 'সুধার কাফনে তার সর্বমাসী মৃত্যু অংগরাখা।' ফরকুখ, ১৯৪৩।

অংরাখা [স অঙ্গরক্ষিকা] বি টিলা লম্বা জামাবিশেষ। 'ছেলে পিলার কাপড় খান চোপড় খান ও টুপিটা অংরাখা ...।' জীশিকা, ১৮২২।

অংশ [স] ১ বি অবতার। 'অবনী মণ্ডলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হয়্যা।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি মূর্তি। 'এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ।' কৃত্তিবাস, ১৬৫০। ৩ বি ভাগ। 'অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা অংশ করিয়া লইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি প্রকার। 'অপত্যসংস্কারবিধি যথাবিধি সমাহিত হইবেক, কোনও অংশে অঙ্গনী হইবেক না।' বিদ্যা, ১৮৬০।

অংশ-অবতার [স] বি গৌণ দৃষ্টান্ত। 'বাস্তবসিকের যত অংশ-অবতার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অংশগ্রহণ [স] বি যোগদান। 'অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

অংশগ্রহণকারী [স] বিণ যোগদানকারী। 'কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।' বেগম, ১৯৬৩।

অংশু [স] বি স্বগংশ। 'ভকত ঈশ্বরের অংশতু পাইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অংশন [স] বি অংশ। 'তুমি নরায়ণি হও বিষ্ণু অংশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অংশনির্দেশ, অংশনির্দেশ [স] বি অংশ বস্তু। 'ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলকে নিয়ম বিশেষের বশবর্তী করিয়া অংশনির্দেশ করিয়া দেওয়া হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অংশপ্রত্যংশ [স] বি ভাগ-উপভাগ। 'আপন বিপুল অংশপ্রত্যংশ নিয়ে কেবলই নড়নড় করছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অংশবিভূতি [স] বি অংশাবতার। 'আত্মা অন্তর্ময়ী যারে যোগশাস্ত্রে কয় সেই গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অংশবিশেষ [স] বি স্বগংশ। 'কন্যার পত্রের অংশবিশেষ ওনায়া ভর্ৎসনা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অংশভাক [স] বিণ অংশের অধিকারী। 'সঙ্কল্পি মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাঁকে ফাঁকে অংশভাক হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

অংশভাগিনী [স] বিণ স্ত্রী অংশীদার। 'তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন?' বঙ্গদূত, ১৯০৬।

অংশভাগী [স] বি অংশীদার। 'তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে যাওয়া অন্যায্য।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অংশভূত [স] বিণ অন্তর্ভুক্ত। 'প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ।' প্রমথ, ১৯১৩।

অংশা অংশী [স অংশ+স অংশী] ১ বি অবতারের অংশ। 'অংশা অংশী গোপীশ। কহিতে অপার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ভাগ্যভাগি। 'বাকীর ঢাকাটি দেওয়ায় প্রভৃতি কৃত্রীর যাকতীয় কর্মকারক অংশা-অংশী করিয়া লইত।' সোহ্র, ১৮৮৮।

অংশাংশ [স অংশ-অংশ] বি ভাগ ভাগ। 'অংশের অংশাংশ যেই কলা তার

অংশাবতার

নাম' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অংশাবতার [স অংশে-অবতার] বি প্রতিনিধি। 'সে তখন তারই অংশাবতার'। যুক্তবাব, ১৯৬০।

অংশিত্ব [স] বি অংশীদারত্ব। 'পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে'। দর্পণ, ১৮৩৫।

অংশিত্বকরণ [স] বি অংশীদারত্ব প্রদান। 'পুস্তকালয়ের অংশিত্বকরণেতে আপত্তি আছে'। দর্পণ, ১৮৩৫।

অংশিদার [স অংশী+দা দার] বি অংশের মালিক। '... সংবাদ সুখাকর নামক এক অধর্ম্যপত্রের অংশিদার হইয়াছেন।' প্রভাকর, ১৮৩১।

অংশিনী [স] ১ বিদ্যে ক্রী অবতারের অংশ রয়েছে এমন। 'অংশিনী রাখার হেতে তিন গণের বিস্তার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ক্রী অংশীদার। 'ইরাজী ভাষায় কথায় কথায় ক্রীকে অংশিনী উত্তমার্ক ইত্যাদি বলে।' বোকা, ১৯২১।

অংশী [স, সমাসবন্ধতায় ও প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ততায় 'অংশি'] ১ বি অবতারের উৎস। 'কৃষ্ণ যদি অংশে হইত অংশী নারায়ণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অংশীদার। 'অকৃত সিংহদার কৃতি সহোদরের শ্রমার্জিত ধনের অংশী হইলেন।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯; 'ব্যবস্থের সহীকারি অংশীরা একত্র হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

অংশীদার [স অংশী+দা দার] ১ বি ভাগী। 'আমার গুণ নেই, অখণ্ড কেবল টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি কারবারে অংশে আছে যার। 'অংশীদারেরা শতকরা পঞ্চাশ টাকা লাভ ...'। নজরুল, ১৯২২। ৩ বি অংশ। 'যেমন উচ্চ তেমনি গড়ানো নাকটা, সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অংশীবাদ [স] বি সৃষ্টিকর্তার অংশীদার করা। 'শিরক বা অংশীবাদের একটা বড় অংশ হইতেছে নরপঞ্জী।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

অংশীবাদিতা [স] বি বহুদেবতাবাদ। 'দুর্গার আরামনা, শিবকর্তার বন্দনা প্রভৃতি অংশীবাদিতায় তাহার লেখা ভরপুর।' দর্পণ, ১৯২৬।

অংশ [স] ১ বি কিরণ। 'অর্ধো পূর্বস্ব মানিঞা পরম অংশ পুষ্যা কৈল অনেক পালন।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি অংশ। 'নূর মুহম্মদ হোজ্জে কিছু এক অংশ'। সুলতান, ১৯০০। ৩ বি দীপ্তি। 'তিনি কথা কহিবার সময়ে মুখপদ্মের নিকটবর্তী অমরগণকে দশনাগে [দিশন-অংশ] দ্বারা চক্ৰবর্তী করিয়া কথা কহিয়া ছিলেন।' কাদম্বরী, ১৮৫৩।

অংশক [স] বি সূক্ষ্ম বস্তু। 'চীনাংশক'। বিদ্যা, ১৮৫৪; 'কম্পিত অংশক-কেতন-অঙ্কন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অংশুময়ী [স] বিণ উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট। 'উজ্জ্বল অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গমাকে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অংশুমালী [স] বি সূর্য। 'দিবামুখে এক-চক্রে দিলা দরশন/ অংশুমালী গড়ে।' মাইকেল, ১৮৬৫।

অংশুমালী [স] ১ বিণ প্রদীপ্ত। 'দিনমণি যেন অংশুমালী।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি সূর্য। 'তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী।' মাইকেল, ১৮৬১।

অংশ [স অংশে] বি ভাগ। 'একা প্রভু চারি অংশে অবতার করে।' মালধর, ১৫০০।

অংশতেজ [স অংশতেজ] বি অংশের প্রভা। 'নারায়ণ অংশতেজ জগত দিগদান।' মালধর, ১৫০০।

অংশাংশ [স অংশাংশ] বি ভাগ ভাগ। ডানকান, ১৭৮৫।

অংশ [স] বি কাঁধ। 'আসন করিলা তার অংশ'। কেতক, ১৬৫০।

অংশসংবলধী [স] বিণ কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। 'তাঁহার অংশসংবলধী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

অংশোদ্ধ [স] বিণ কাঁধে ব্যবহৃত। 'তিলাত্তমার ... অংশোদ্ধ চাকরবাস কপিত করিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

অগ্নিসিয়ান [স অ-সজ্ঞান] বিণ নির্বোধ। 'আমি নিতান্ত অগ্নিসিয়ান ছোকরা নই।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ঔগনা [স অগ্না বি আত্মনা। 'মোরাহি রে ঔগনা চাঁদনকেরি গছিয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঔগিরা [স অগ্নীকার] ক্রি যীকার করা। 'দসমি দসা পথ ঔগিরঞো।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঔধার [স অন্ধকার] বিণ অন্ধকারময়। 'জামিনি আশ ঔধার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঔধারা [স অন্ধকার] বিণ মলিন। 'জন্ম মুখসি তরে রোএ ঔধারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঔধারী [স অন্ধকার] বিণ অন্ধকারময়। 'এক রাত ঔধারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অকংক্সেণী [অ+ই কংক্সেণ] বিণ কংক্সেণ দলের নিয়ন্ত্রিত নয় এমন। 'বহুনিমিত্ত অকংক্সেণী প্রদেশগুলি হইতে দাস্যার কোন খবর পাওয়া যায় নাই।' মোহাম্মদী, ১৯৩৭।

অকট [পা] ১ বিণ বিমুখকর। 'অকট করুণা ভরুণি বাজঅ।' চণ্ডী ৩১, ১৯০০। ২ বিণ আচর্য। 'অকট হু ভব ইঅণা।' চণ্ডী ৩৯, ১২০০। ৩ বিণ অকট (মূর্খ)। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহা।' চণ্ডী ৪১, ১২০০।

অকটবিকট [পা অকট] বি ছটফট। 'অকটবিকট করে পড়িয়া তারাসে।' কৃষ্ণদাস, ১৬৫০।

অকটোর [স] বিণ সহজ ও স্বাভাবিক। 'বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকটোর হইয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অকটক [স] ১ বিণ কাটা নেই এমন। 'অকটক হইল বিষ্ণু অতি যুগসং', মালধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ নির্বিঘ্নে। 'পুনর্বীর অকটক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৬৪। ৩ বিণ নিরাপদ। 'গ্রাম অকটক হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৬৪।

অকটকে ক্রিবিণ নির্বিঘ্নে; নিরাপদে। 'বহুকাল অকটকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অকখন [স] বিণ কথায় প্রকাশ করা যায় না এমন। 'অকখন বেয়াধি এ কথা নাহি যায়।' চণ্ডী, ১৫৫০।

অকখনীয় [স] ১ বিণ বর্ণনাতীত। 'বালকদিগের আশনন্দ ভাষা শিখিবার জন্য অকখনীয় উপকার হয়।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ অকথা। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অকথিত [স] ১ বিণ না-বলা। 'অকথিত বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ বলা যায় না এতো খারাপ। 'সর্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথা গালি দিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ অনুক্ত। 'শরম দিবে কি তাহারে/ অকথিত নিবেদনে/ যা আছে আমার মনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অকথা [স] বি কুথ্য; কুসংসৃত কথা। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অকথ্য [স] ১ বিণ অবর্ণনীয়। 'অত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ অনুভূতি। 'একি অকথ্য কথা কথা সম্বন্ধে।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বিণ অশালীন। 'তাঁহার অকথনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি ... অকথ্য আশ্রয় শব্দসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪;

'অকথা-উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিংশ শতাব্দীর 'যেসব অকথা আত্মচার গত কথার বংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।' আল্লাদ, ১৯৪০। ৫ বিংশ শতাব্দীর প্রকাশ করা যায় না এমন। 'সহসা অকথা আওয়াজ হয়।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

অকথ্যকথন [স] ১ বি বলা যায় না এমন কথা। 'চৈতন্যের ভক্তাংশল্য অকথ্যকথন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বলার মতো নয় এমন কথা। 'উচিত কহিতে লাজ অকথ্য কথন।' আল্লাদ, ১৬৫১।

অকথ্য কথা [স] বি বলার মতো নয় এমন কথা। দর্পণ, ১৮৩৮।

অকন [স] কণ্ণ>। ক্রিবিধ এখন; এই সময়ে। 'বী সাহেবের কাছে এই সতীপণার যা শুনাতে হয় তা হবে অকন।' মণ্ডারক, ১৮৬৯।

অকপট [স] ১ বিণ সঠিক। 'সুনত উদ্ধব কহে অকপট বানি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ সরল। 'অকপট মুরারির কহেন আপনে।' বৃন্দা, ১৮০০। ৩ বিণ ভগ্নাবির্ভিত। 'প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট অসাধুরা অকপট।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ নিরপেক্ষ। 'আমাদের অজ্ঞানতা ব্যাপারে অপকপট সমালোচনা করিয়া অকপট চিন্তে বলন দেখি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অকপটচিন্তা [স] বিণ সরলমনা। 'পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিন্তা।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

অকপটে [স] ১ ক্রিবিধ বিনা দ্বিগত। 'আচার্য বলে অকপটে করহ আহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অকপটে দিব পরিচয়।' মুহুদ, ১৬০০। ২ ক্রিবিধ আন্তরিকভাবে। 'তুমি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করে অকপটে বল, ইনি কে?' মাইকেল, ১৮৭৩।

অকবি [স] বি কবি নয় এমন ব্যক্তি। 'কবি হোক, অকবি হোক, কারো সঙ্গে তরকারি করার চেয়ে ... একটা গান লেখা ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'কবি ও অকবি যাহা বলো মাঝে।' নজরুল, ১৯২৬।

অকবিনোটিত [স] বিণ রসবোধহীন। 'একটা অকবিনোটিত কথা শ্রীকার করতে শঙ্কা বোধ হত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অকস্মাৎ [স] বিণ কাঁপে না এমন। 'অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অকস্মে, অকস্ম চামর শিরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অকস্পিত [স] ১ বিণ কাঁপে না এমন। 'বহু সর্বোবরে অকস্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ ভয়ে কাঁপেনা এমন। 'অকস্পিত বক্ষ প্রসারিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অকস্প্র [স] বিণ হিরণ্যভবে জ্বলে এমন। 'এ দায়িত্ব সেই শিল্পী এবং মনীষীরই পালন করতে পারবেন যাদের আত্মদীপ অকস্প্র।' শিব, ১৯৫০।

অকস্মা [স] অকস্ম>। বি কুঁড়ে। 'অকস্মা খালি ভাড়ি গিলচে।' হাসান, ১৯৬০।

অকস্মানিষ্ট [স] বিণ কমিউনিষ্ট নয় এমন। 'অকস্মানিষ্ট দেশের আক্রমণ।' আল্লাদ, ১৯৬২।

অকর [স] বিণ নিষ্কর। 'অকর ভূমিকে সক্র করত সহস্রকর সূর্যের ন্যায় কর শোষণ করিয়াছিলেন।' প্রভাকর, ১৮৫২।

অকরমণীয় [স] বিণ করা উচিত নয় এমন; অকর্তব্য। বিদ্যা, ১৮৬৪; 'প্রভুর অকরমণীয় সমুদায় কার্য ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অকরুণ [স] ১ বিণ নিষ্ঠুর। 'কিবা তুমি কর ভয় বঁধু তোরা নহে অকরুণ।' দ্বিজী, ১৬০০। ২ বিণ অসহবদনশীল। 'আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন ...।' প্রমথ, ১৯২৮।

অকরুণা [স] বি ক্রী করুণাহীন যে। 'অকরুণা! প্রাণ নিয়ে এ কি মিথ্যা অকরুণ খেলা।' নজরুল, ১৯২৩।

অকরুণ [স] বিণ করুণ নয় এমন। 'প্রসন্নভাবে অকরুণ মুদ্র বচনে করাই বৈয়াকরণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অকর্ণ [স] বি যে কানে শোনে না। 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ তনিতে পান অপদ সর্বত্র গতাগতি।' ভারত, ১৭৬০।

অকর্তব্য, অকর্তব্যতা [স] ১ বিণ অনুচিত। 'তাহার রাজ্যে আমার কর্তৃত্ব করিয়া কার্য করা অকর্তব্য।' রামরাম, ১৮০১; 'অকর্তব্য।' বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বিণ অপারগ। 'করিতে অকর্তব্য।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি অমোচিত। 'কর্তব্যানীতির সঙ্গে ধর্মীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অকর্তব্যতা, অকর্তব্যতা [স] বি ন্যায়বিরুদ্ধতা। 'বহুবিবাহের অকর্তব্যতা বিষয়ে ... এক পত্র লিখিয়াছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

অকর্তব্যবৃত্তি [স] বি করা অনুচিত এমন বিবেচনা-বৃত্তি। 'অকর্তব্যবৃত্তি মানুষের একটা মহৎগুণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অকর্তৃত্ব [স] অকর্তৃত্ব বিণ কর্তৃত্বহীন। 'তিনি কি প্রথিবীর রাজ্যের করিতে ও অধোম, অকর্তৃত্ব ...।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

অকর্তৃক [স] বিণ অক্রিয়। 'সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অকর্ম, অকর্ম্য [স] ১ বি অবৈধ কর্ম। 'অকর্ম জাহিলি কার্যে নরকেত ...।' আল্লাদ, ১৬৮০; 'কোন অকর্ম করিলে তাহার দণ্ড ... নাই।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি খারাপ কাজ। 'এমত অকর্ম মাও কৈলা কি কারণ।' সুলতান, ১৭০০।

অকর্মক [স] ১ বি কর্ম নেই এমন ব্যক্তি। 'আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিণ সক্রিয় নয় এমন। 'এ ঐক্য বড় অকর্মক, ইহা সজীব সর্মক নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অকর্ম্য, অকর্ম্য [স] বিণ কর্মকর্ম নয় এমন। 'কৈশরী দশাগ্রাণ্ড ইয়াশা শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অকর্মণ্য, অকর্মণ্য [স] ১ বিণ সক্রিয় নয় এমন। 'অকর্মণ্য মধুমক্ষিকা সম্ময় মক্ষিকার সহিত চাক্রে থাকিয়া ...।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বিণ অনর্থক। 'জ্ঞানসৌন্দর্যের দ্বারা অকর্মণ্য ভূমিকে কর্মণ্যকরণ।' দর্পণ, ১৮৫৫। ৩ বিণ বিকল। 'ও জাহাজ এইক্ষণে অকর্মণ্য হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বিণ ব্যবহারের অযোগ্য। 'তন্ত্রিণ, গণিতবিদ্যা-সংক্রান্ত আর যে সকল যন্ত্র ছিল, তাহাও অত্যন্ত অপ্রকৃষ্ট ও অকর্মণ্য।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৫ বিণ কর্মকর্ম নয় এমন। 'আমরা শূন্য বসন দুই, তেমনই সুন্দর; কিন্তু, আমার পা দেখিতে অতি করণ্য ও অকর্মণ্য।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৬ বিণ কর্তব্যকর্ম করতে অক্ষম। 'দুই শত অহিফেনেসের অকর্মণ্য সৈন্য ফেরত পাঠাইতে ইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বিণ উপযোগিতাবর্জিত। 'একটা অকর্মণ্য কারখানা পাইলে আর কিছু চাহে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৮ বিণ কর্মবিমুখ। 'আমরা কুনো অকর্মণ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৯ বিণ অলসাপূর্ণ। 'এরকম অকর্মণ্য দশা ভালো লাগে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অকর্মণ্যতা [স] ১ বি অকর্মতা। 'আমাদের অহংকার আমাদের অকর্মণ্যতার পূর্ণপ্রকাশক।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি কর্মহীনতা। 'অলস অকর্মণ্যতার অতিরিক্ত ভ্রম পেশা যাদের আছে আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়।' মানিক, ১৯৩৬।

অকর্মণ্যভাবে [স] ক্রিবিধ কর্মহীন অবস্থায়। 'অকর্মণ্যভাবে কেবল

অকর্মণ্য

দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অকর্মণ্য [স] *বিণ* ক্রী কর্মে অলস। 'ক্রীলোক শিক্ষিতা হইলে অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্মণ্য হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অকর্মণ্য [স] *বি* কর্মহীনতা। 'পুণ্য কর্ম অকর্মণ্ড প্রাপ্ত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অকর্মী, অকর্ম্মী [স] ১ *বিণ* নিরুদ্যম। *বিদ্যা*, ১৮৬৪: 'বগিলেন, মুখ, অকর্ম্মী।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ *বি* ভীকৃ স্বভাবের লোক। 'এ দেশীয় ভাষায়, "ভালো মানুষ" শব্দের অর্থ ভীকৃ-স্বভাবের লোক - অকর্ম্মী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অকর্মার ধাড়ি, অকর্মার ধাড়ী *বি* নিতান্ত অলস ব্যক্তি। 'আন্ত একটা অকর্মার ধাড়ী।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

অকর্মিত, অকর্মিত [স] *বিণ* কর্মনিষ্ঠ নয় এমন। 'কর্মিত এবং অকর্মিত ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অকর্মিত [স] *বিণ* চাষ করা হয়নি এমন; অনাবাদি। 'এক বিঘা জমিও ধীরে কনোনায়ে অকর্মিত নাই।' মালিক, ১৯৩৬।

অকলঙ্ক [স] ১ *বিণ* নিষ্পাপ। 'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দীলা দরশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিণ* দাগশূন্য। 'স্বপ্নন গল্পন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অকলুষা [স] *বিণ* ক্রী নির্দোষ। 'যেমন সে অকলুষা শিশিরনির্মল উষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অকলা [স] *বি* জ্যোত্স্না। 'এই নীল অকলায় নিজব্যক্তিবিশ্ব দেখো নাকাল নাচার।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

অকল্পনীয় [স] *বিণ* কল্পনা করা যায় না এমন। 'দুলিহীন জীবন ... অকল্পনীয়।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৮।

অকল্পিত [স] *বিণ* কাল্পনিক নয় এমন; বাস্তবিক। *বিদ্যা*, ১৮৬৬।

অকল্পেয় [স] *বিণ* অকল্পনীয়। 'শ্রেয় মেনে নিল ইতিহাস/ অকল্পেয় পরিহাস।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

অকল্যাণ [স] ১ *বি* অমঙ্গল। *বিদ্যা*, ১৮৬৪: 'উপবাসী থাকিবেন? অকল্যাণ হবে যে।' বঙ্কিম, ১৮৮৩: 'মেয়ের দিদিমা অকল্যাণশঙ্কাসন্তোষে ও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ *বি* অনিষ্ট। 'প্রিয়তমে, প্রেম করে অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ দূর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অকল্যাণকর [স] *বিণ* অমঙ্গলজনক; ক্ষতিকর। 'বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অকল্যাণকরী [স] *বিণ* ক্রী অত্যাচারী। 'কে তুমি গো যশধিনি! আশোঁকিত করি রূপে অকল্যাণকরী দিকে লয়েছ আশয়?' ঈশান, ১৯৫৮।

অকল্যাণকারিণী [স] *বিণ* ক্রী অত্যাচারী। 'অতি ভীষণ, অকল্যাণ-কারিণী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অকল্যাণময় [স] *বিণ* অত্যাচারী। 'অনেক ভূগোদর্শনাভিজ্ঞ জ্ঞানী মন্থী ভূমিকম্পকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অকল্যাণময়ী [স] *বিণ* ক্রী অত্যাচারী। 'তাহারা অকল্যাণময়ী হইয়া পড়িলে।' সওগাত, ১৯২৯।

কটসাধ্য। 'সাধুবাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি অকটবদ্ধ।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

অকস্মাৎ [স অকস্মাৎ] ১ *ক্রিবিণ* হঠাৎ। 'অকস্মাৎ আইল বৃষ্টি দক্ষিণ মসানে।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'অকস্মাৎ মীন দেখা দিল গান্ধাড়া।' রূপগঙ্গা, ১৭৫০। ২ *ক্রিবিণ* আকস্মিকভাবে। 'অকস্মাৎ শবটের তলে পেল পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৩ *ক্রিবিণ* অবাচ্যবিক্রম। 'যদি ব্যাঘ্রিণীর মতো অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিঁসে লােত যত মানবপুত্রের কর স্নেহের লেহন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ *বি* আকস্মিক ঘটনা। 'ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৫ *বিণ* অচল। 'কোমরটা একেবারে ভেঙে জন্মের মতো অকস্মাৎ করে দিলেই হয়।' কায়সার, ১৯৬২।

অকাজ [স অকাজ] ১ *বি* অনায়াস। 'না তনিলে মোর বোল হইব অকাজ।' বড়ু, ১৫৭০। ২ *বি* অনর্থ। 'দেখিয়া অকাজ হল, না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বি* অর্থহীন কাজ। 'আমার দিন অকাজেই গেল।' লালন, ১৮৯০। ৪ *বি* ফালতু কাজ। 'সহিত্য রচনা করা তাঁদের মতেই অকাজ।' প্রমথ, ১৯১৭। ৫ *বি* কর্মহীনতা। 'কেউ দেখছে অকাজকে সুন্দর।' অবন, ১৯২৫।

অকাজুয়া [স অকাজুয়া] *বিণ* কাজের অনুপযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অকাট [স অকাট] *বিণ* অবশেষী। 'অকাট সত্য।' সত্যেন্দ্র, ১৯২০।

অকাট্য [স অকাট্য] *বি* মুখ্যত। 'অকাট্য করিস তুই অপজসি হইব মুই।' কীর্তী, ১৬৮৯।

অকট্য [স] ১ *বিণ* অবশেষী। 'উপযুক্ত মনীষিগণের ... অকট্যমুক্তি-সংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত।' বঙ্কিম, ১৮৫৪। ২ *বিণ* দৃঢ়। 'ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে যে রূপ অকট্য পঙ্ক কল্পনা ও কাজের মধ্যে কি ঠিক তেমনি নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ *বিণ* কাটা যায় না এমন। 'খর মাঞ্জার বোতলচুর কটটা মেশালে সুতো অকাটা হয়।' প্রমথ, ১৯৩১। ৪ *বিণ* মুক্তিপূর্ণ। 'আপাতবাহাদুর্য্য ও একটা অকট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

অকাতর [স] ১ *বিণ* অকৃত। 'জরাসন্ধ রাজা বড় দানে অকাতর।' মালাধর, ১৫০০। ২ *বিণ* সুস্থ। 'অকাতর দেখে আস্থিন মগন সুখনিদার ঘোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অকাতরচিত্ত [স] *বি* নিশ্চিন্ত মন। 'প্রসন্নমুখ নাই কোনো দুখ অতি অকাতরচিত্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অকাতরচিত্তে [স] *ক্রিবিণ* অবলীলায়। 'বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিত্তে আমি হুলায় দিতে পারিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অকাতরে [স] ১ *ক্রিবিণ* দ্বিধাহীনভাবে। 'বীরবর, অকাতরে, পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *ক্রিবিণ* অনায়াসে। 'বলদের ভারের অনেক লাঘব হইল; তখন সে, অকাতরে চলিয়া যাইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৩ *ক্রিবিণ* আরামে। 'মেঘাররা রূপালের উপর টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অকাব্য [স] *বি* কাব্যভঙ্গের অভাব আছে এমন রচনা। 'বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও যেহেতু থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অকাম্য [স অকাম্য] *বি* অপকর্ম। 'যুগ্মি পাণি করিঁ অকাম্য।' সুলতান, ১৭০০।

অকাম্য [স] *বি* কামহীনতা। 'অকাম্য নিম্প্রহ, হায় রম্যায়নী তরল মুকুট।' শক্তি, ১৯৬১।

অকামিক [স আকামিক] ১ *ক্রিবিণ* অকস্মাৎ। 'অকামিক মন্দির ভেলি বহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রিবিণ* অকারণে। 'অতি পুলকিত

তনু বিহীন অকামিক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অকায় [স] ১ *বিশ* দেহহীন। 'যিনি অকায় তিনি কায়ের কায়রচনা করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিশ* আকারহীন। 'অকায়, অকাল কলকাতা ছায়াময়।' *বুদ্ধ*, ১৯৪০।

অ-কায়ী [স] *বিশ* অশরীরী। 'স্বপনের মত - অস্পষ্ট, অ-কায়ী' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

অকার [স] *বি* 'অ'-বর্ধ বা 'অ'-ধ্বনি। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অকারাদিক্রম [স] *বি* বর্ণানুক্রম - 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত ক্রমানুসারে বর্ণ বা শব্দসমূহ সাজানোর পদ্ধতি। **অকারাদিক্রম** [স] *ক্রিবিগ* বর্ণমালার পরম্পরা অনুসারে। 'অমর সিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে ...।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

অকারান্ত [স] *বিশ* শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনিত। 'সমভাবে উচ্চারিত অকারান্ত শব্দের একত্রে ...।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

অকারণ [স] ১ *বি* বিনা কারণ। 'তোকে মোর নাহি কাজ মোর পাশ আইস অকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিশ* বিফল। 'ভূমি বিনে অকারণ জীবন যৌবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ *ক্রিবিগ* উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'অপর জন্তুদের ন্যায় অকারণ জীবপ্রাণহরণ করে না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৪ *বিশ* ভিত্তিহীন। 'অনর্থক অনুয়া ও অকারণ সন্দেহে তিনি আপনাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৫ *বিশ* অর্থহীন। 'ওষু অকারণ পূনকে ক্ষণিকের গান পা রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অকারণজাত [স] *বিশ* অহেতুক তৈরি হয়েছে এমন। 'এরূপ পার্থক্য যে সকল সময়েই অকারণজাত, তাহা নহে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অকারণসজ্জাত [স] *বিশ* অহেতুক সৃষ্ট। 'অকারণসজ্জাত উচ্ছ্বাস হাসিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অকারণে [স] ১ *ক্রিবিগ* বিনা কারণে। 'তোকে মোর সাহি কাজ মোর পাশ আইস অকারণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিগ* বিনা প্রয়োজনে। 'তাহার অন্তরুণ অকারণে শব্দিত ও সঙ্কুচিত ইহবার নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অকারত [অ+কা+কার+স+ত] *বিশ* অনর্থক। 'হামজা বলে সব অকারত।' *হামজা*, ১৮০৭।

অকারী [স] *বিশ* অক্রিয়। 'সে মুজিরাম আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকারী (passive) নয়, সকারী (active)।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অকার্জ, **অকার্জ** [স অকার্জ] *বি* বাজে কাজ। 'প্রবাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্জ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অকার্য, **অকার্য** [স] ১ *বি* অনেতিক কাজ। 'শান্তকারণের গর্হিত অকার্য ঘারা সুস্থদের প্রাণরক্ষা কর্তব্য বলিয়া থাকেন।' *কাদম্বরী*, ১৮৫৩। ২ *বি* নিরর্থক কাজ। 'তড়িৎ আর সকল ধর্মই কালক্রমিক, আর সকল কার্যই অকার্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অসৎ কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৬৮।

অকার্যকর, **অকার্যকর** [স] ১ *বিশ* কার্যকর নয় এমন। 'অকার্যকর গ্রন্থ সকল অপেক্ষার অনেক ভাল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বিশ* বার্থ। 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাও অকার্যকর হইয়া পড়িত।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

অকাল [স] ১ *বি* অসময়। 'ধর্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিশ* অসময়োচিত। 'তেই ওকালি জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদায়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অকাল-অপকু [স] *বিশ* বয়স হওয়ার পরও অপকু আছে এমন। 'হয় সে অকাল-অপকু নয় সে অকালপকু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অকাল-অবসান [স] *বি* সময় হওয়ার আগেই শেষ। 'অকাল-অবসানের অবসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অকাল-কাব্যানুরাগ [স] *বি* অসময়ে কাব্যের প্রতি অনুরাগ। 'এই অকাল-কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অকালকুমাণ্ড [স] *বিশ* অকেজো। 'ও অকালকুমাণ্ড পীতাম্বরও হোর আহাম্যক।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অকালপকু [স] ১ *বিশ* ইচ্ছা পাকা। 'হয় সে অকাল-অপকু নয় সে অকালপকু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিশ* অকালে পাকা। 'বাজলির মন এমন অর্ধেক অকালপকু এবং অর্ধেক অঘা-কটি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অকালপকুতা [স] *বি* অকালে পরিপকুতা। 'অকালপকুতার দরুণ গভীর বিরহের কথা ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

অকালপ্রয়াতা [স] *বিশ* স্রী অকালে মারা গেছে এমন। 'কল্যাণ যুগের লেখিকা এবং অকালপ্রয়াতা ...।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অকালবসন্ত [স] *বি* অসময়ে আসা বসন্ত। 'সেখানে হঠাৎ অকাল-বসন্তের সমাগম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অকালবুদ্ধ [স] *বিশ* পরিণত বয়সের আগেই জরামুক্ত। 'থেকো না অকালবুদ্ধ বসিয়া একেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অকালবার্ঘ্য [স] *বি* অসময়ে আগত বৃষ্টিবাহা। '... অনেকের প্রিয়নে অকালবার্ঘ্য এনে দিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অকালবৃদ্ধতা [স] *বি* অসময়ে আগত বৃষ্টিবাহা। 'তার পক্ষে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অকালবৃদ্ধতা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অকালবৃষ্টি [স] *বি* অসময়ের বৃষ্টি। 'অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

অকালবৈধব্য [স] *বি* অসময়ে বিধবার অবস্থা। 'কন্যার কুটিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অকাল-বৈশাখী [স] *বি* বৈশাখি ঝড়ের অনুরূপ ঝড়। 'আমি মূর্খটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর' *নজরুল*, ১৯২২।

অকালবোধন [স] *বি* অসময়ে আহ্বান। 'প্রবৃত্তির অকালবোধন ও বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অকাল-ব্যাহাত [স] *বি* অসময়ে বাধা। 'এ কী অকাল-ব্যাহাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অকালমরণ [স] *বি* পরিণত বয়সের আগেই মৃত্যু। 'দূর কর দুর্গা মোর অকালমরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অকালমাতৃত্ব [স] *বি* ঠিক বয়সের আগেই মা হওয়া। 'অকালমাতৃত্ব সমাজ হইতে যত শীঘ্র উদ্ধিষ্ট হয় ...।' *সওগাত*, ১৯২৬।

অকালমৃত [স] *বিশ* পরিণত বয়সের আগে মারা গেছে এমন। 'আনবারজীর রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অকালমৃত্যু [স] *বি* পরিণত বয়সের আগেই মৃত্যু। 'আমার নিমিত্তই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকাললুপ্ত [স] *বিশ* অসময়ে বিলীন। 'নদীর শীর্ণ সুবাস, জলের অন্তর্যাস থেকে উঠে আসা নিরৈত ভাষা গন্ধের মধ্যে অকাললুপ্ত হয়ে গেলো।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

অকালসন্ধ্যা [স] *বি* অসময়ে সন্ধ্যা। 'বর্ষার অকালসন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অকালে [স] ১ *ক্রিবিণ* অসময়ে। 'ধর্ম্য হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* অত্যন্ত সময়ে। 'অকালে শরতে কৈল চতীর বোধন।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০। ৩ *ক্রিবিণ* অপরিতত বয়সে। 'বীরচূড়ামণি বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অকালে জাত [স] *বিণ* অসময়ে জন্ম নিয়েছে এমন। 'ডিঘ হইতে অকালে জাত অরুণের মতো পশু হইয়াই থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অকাল্লনিক [স] *বিণ* অকল্পিত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ *বিণ* বাস্তবিক। 'সে যে অকাল্লনিক, সে যে সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অকাশ [স] আকাশ। *বি* আকাশ। 'ফিটেলি আকাশী রে অকাশ ফুলিআ।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

আকাশ [স] আকাশ। *বি* আকাশ। 'কবরীভয়ে শিখি গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাশে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অকিঞ্চন [স] ১ *বিণ* দরিদ্র। 'ভাট অকিঞ্চন জন।' *কৃত্তদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দীনহীন ব্যক্তি। 'তন অকিঞ্চনের গোহারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* অভাব। 'আমার ধনের কিছু অধিক অকিঞ্চন নাই।' *রামরাম*, ১৮০১। ৪ *বি* অতি সাধারণ ব্যক্তি। 'অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে ... অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৫ *বি* ন্যূনতা। 'এতদধ্ব এই অকিঞ্চনের বোধে এই দুই নিয়মের অধিক আবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৬ *বি* ভক্ত। 'কর দুঃখমোচন অকিঞ্চনের আকিঞ্চন।' *দাশরথি*, ১৮৪০। ৭ *বিণ* অধম। 'জনগণের মধ্যে আমি অতি হেয়ে ও অকিঞ্চন।' *পায়ী*, ১৮৫৮। ৮ *বি* নগণ্যজন। 'কৃপা প্রভু কর অকিঞ্চনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৯ *বিণ* নিম্ন। 'হিন্দু আমি অকিঞ্চন।' *সত্যপ্র*, ১৯১০।

অকিঞ্চনতা [স] ১ *বি* দীনতা; দরিদ্রতা। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ *বি* অনারোগ্য অকিঞ্চনতার স্যাকরা পাড়িতে ওর চরুমাসটারের জুড়ি হইতে পারত। *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ *বি* দারিদ্র্যের লক্ষণ। 'যশস্বানন্দাচার্য ও ছিন্নবস্ত্র অকিঞ্চনতা যেন কেবল একটা মন্ত বয়োদায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বি* তুচ্ছতা। 'বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস করে ধরা পড়ে গেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অকিঞ্চিৎকর [স] ১ *বিণ* নিফল। 'ভক্তি বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অমূলক। 'তাক্ষরতবর্ষীয় লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেন্ট হইবেন এই অনুভব নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বিণ* তুচ্ছ। 'সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৪ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বিণ* খেলা। 'সংস্কৃত কাব্য বাংলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* অতিসামান্য। '... অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অকিঞ্চিৎকরতা [স] *বি* সামান্যতা। 'বুদ্ধির অতি ক্ষুদ্রতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া ... স্তুতি' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অকিঞ্চিৎকরত্ব [স] *বি* অভাব; দীনতা। 'ভোজাসামগ্রীর অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে ... বলিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অকীর্তি, অকীর্ষি [স] অকীর্তি। *বি* কুখ্যাতি। 'অকীর্ষির ভএ পুত্র এড়িবারে চাহে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অকিলেস [স] অক্লেস। *বি* ক্লেসহীনতা। 'বিদ্যা করি দমকু অকিলেসে।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

অকিলেসে [স] অক্লেস। *ক্রিবিণ* বিনা বাধায়। 'বিদ্যা করি দমকু

অকিলেসে।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

অকীর্তি [স] *বি* কুখ্যাতি। 'রশক্কেই হইতে পলায়ন করিলে, ইহলোকে অকীর্তি ও পরলোকে নরকপাত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকীর্তিকর [স] *বিণ* নিন্দাকর। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অকীর্ষিত, অকীর্ষিত [স] ১ *বিণ* কীর্ষি বলে বিবেচিত হয় না এমন। 'অকীর্ষিত, অকীর্ষিত/ কর্ম মোদের যেমতি হোক।' *সত্যপ্র*, ১৯০৮। ২ *বিণ* অপ্রশংসিত। 'অকীর্ষিত সেবার কাজে অঙ্গ হবে ক্ষীণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অকৃষ্ট [স] ১ *বিণ* কৃষ্ঠাহীন। 'যে দস্যুরা বিজ্ঞানের মহৎ ত্রুটকে অকৃষ্ট বরফার্য পর্যবসিত করিতেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ২ *বিণ* উদার। 'ইহাকে অকৃষ্ট প্রশংসা করতে হয়।' *বেগম*, ১৯৫২।

অকৃষ্টচিত্ত [স] *বি* কৃষ্ঠাহীন মন। 'জনসাধারণ অকৃষ্টচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অকৃষ্টচিত্তে *ক্রিবিণ* নির্বিধায়। 'জনসাধারণ অকৃষ্টচিত্তে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ করতে পারে।' *নজরুল*, ১৯২৪; 'আমিও একে অকৃষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অকৃষ্ঠা [স] *বি* একনিষ্ঠতা। 'শ্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকৃষ্ঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অকৃষ্টিত [স] *বিণ* কৃষ্ঠাহীন; বিধাহীন। 'যে পুরুষ অসংশয়ে অকৃষ্টিতভাবে নিজেই প্রচার করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'অকৃষ্টিত চিত্ত।' *বনবর*, ১৯০৩।

অকৃষ্টিতচিত্ত [স] *বি* সংশয়হীন মন। 'নীলবে অকৃষ্টিতচিত্তে মানিয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অকৃষ্টিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* বিধাহীনভাবে; জড়তাহীনভাবে। 'যে পুরুষ অসংশয়ে অকৃষ্টিতভাবে নিজেই প্রচার করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অকৃষ্টিতা [স] *বিণ* কৃষ্টিহীনতা। 'উষার উদয়-সম অনবগৃহীত তুমি অকৃষ্টিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অকুতোভয়া [স] *বি* নির্ভীকতা। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'আমি অকুতোভয়ে কহিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অকুতোভয়তা [স] *বি* একান্ত ভয়শূন্যতা। 'তঁহার দয়া, সৌজন্য, অকুতোভয়তা দর্পনে, ব্যক্তিমাত্রই মোহিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অকুতোভয়ে [স] *ক্রিবিণ* নির্ভীকভাবে। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অকুফ [আ ওয়াকুফ] *বি* কাওজান। 'তোমার বেটার নহে আক্কেল অকুফ।' *গরীব*, ১৭৬৫।

অকুম [আ হকুম] *বি* আদেশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অকুমার [স] *বি* বৃকক। 'আমার বংশের ভাগ্য বিশ্বরূপ পুত্র যোগ্য অকুমার করিল সন্ধ্যা।' *জয়নন্দ*, ১৬৫০।

অকুমারধর্ম [স] *বি* ব্রহ্মচর্য। 'বৃথা অকুমার ধর্মে শরীর শেষের।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অকুমারী [স] ১ *বিণ* স্ত্রী অবিবাহিত। 'অকুমারীকালে জন্ম হইল নন্দনে।' *কাশীদাস*, ১৬৫০। ২ *বিণ* স্ত্রী প্রান্তবয়স্ক। 'তুমি অকুমারী সতী অবশ্য চাহি তোমার পতি।' *বিজয়*, ১৬৫০। ৩ *বিণ* তরুণ বয়স্ক। 'অকুমারী রামা আশি বান্ধববর্জিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি*

নিম্পাণ কুমারী। 'সে অতি উত্তম নির্মল সম্পূর্ণে দয়াএ বরুপাতে অকুমারীর উদরে পরমেশ্বর ওমত।' *আত্মনিয়োগ*, ১৭৪৩।

অকুল [স অকুল] বি বিপদ। 'সখি হে অব অকুল শত নাহি মানি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

অকুল [স] *বিণ* অকুলীন। 'কেহো কুল অকুল কেহো বড় বেহাল।' *কৃষ্ণবাস*, ১৬৫০।

অকুলান [স অকুলান] *বি* অভাব; টানাটানি। 'যে তিন হাজার টাকার অকুলান হইয়াছে ইহা দিতে অকীতক হন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অকুলিষ্ট [ই oculist] *বি* চক্ষুবিজ্ঞানী। 'অকুলিষ্ট – বিলেত থেকে পাশ করে এসেছেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

অকুলীন [স] ১ *বি* কুলীন বংশে জাত নয় এমন ব্যক্তি। 'অকুলীনে দিলে সুতা সভামাঝে হেটমাখা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিণ* অখ্যাত। 'ভিকের মধ্যে একটা ছোটো রক্ত দিয়ে রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অকুলোন [স অকুলোন] *বি* অভাব। 'পাতে যদি কিছু হত অকুলোন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অকুলশ [স] ১ *বি* বিপদ। 'কিয়ে অকুলশ কহ মোয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* অমরল। 'আকাশে যখন গনি অকুলশ হেন জানি।' *সুলতান*, ১৭০০।

অকুলস্থল [আ ওয়াকুয়াত+স স্থল] *বি* ঘটনাস্থান। 'দারোগা সাহেব একপাল পুলিশসহ অকুলস্থলে হাজির হইলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অকুলস্থান [আ ওয়াকুয়াত+স স্থান] *বি* ঘটনাস্থল। 'অকুলস্থানে গমন করিয়া রিলিফের কাজ করিতে লাগিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অকুপার [স] *ক্রিঃ* অপরিসীমভাবে; উত্তরাধারে। 'দুর্দহ বাড় বহি বকু অকুপার।' *কুমার*, ১৭২০।

অকুল [স] ১ *বিণ* ভীরহীন। 'দৌকা লয় অকুল সাগরে।' *কুমার*, ১৭২০। ২ *বি* সমুদ্র। 'চেউ দেখে যে ভয় পানে না, অকুল পারে নে যাই তারে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৩ *বি* অশ্রয়হীন অবস্থা। 'কুল ভাঙ্গে হে অকুলে ভাসি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। 'আমার দিন কি যাবে এই হালে আমি পড়ে আছি অকুলে।' *লালন*, ১৮৯০। ৪ *বি* যার কোনো অশ্রয় নেই। 'সুখ দুঃখ মাঝে দোহো, নিবিড় আঁধারে, অকুলে না কুল পায়, দারুণ শঙ্কল পায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৫ *বিণ* সীমাহীন। 'গাও রে অজি নির্দীপ্ত-রাত্রে অকুল পাড়ির আনন্দগান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৬ *বি* অপার শূন্য জগৎ। 'চলবি ছুটে অকুল পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৭ *বি* অপার শূন্য জগৎ। 'আশমানে তারা চায় – চলে আয় এক অকুল।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৮ *বি* জানা নেই এমন স্থান। 'সকালের রূপ রৌদ্রে ডুবে যেত কোন অকুলে।' *জীবন*, ১৯৪২।

অকুলতা [স] *বি* কুলহীনতা। 'দৃশ্যবিহীন অকুলতায় খোলে জালের জটা।' *শঙ্কর*, ১৯৬৬।

অকুলপাথার [স অকুল+স প্রান্তর] ১ *বি* মহাবিপদ। 'অবশেষে অকুলপাথারে পড়িয়া দুকূল হারান।' *ডাবানী*, ১৮২৮। ২ *বি* অসীম সমুদ্র। 'মক্কাটা মস্কক ডুবে অকুল পাথারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অকুলসমুদ্র [স] *বি* মহাসমুদ্র। 'বহুহস্তপদ হইয়া একেবারে অকুলসমুদ্রে নিম্গত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অকুলের পতি [স অকুল+স পতি] *বি* বিপদে প্রাণকর্তা। 'লালন কয় অকুলের পতি কে বলবে তোমায়।' *লালন*, ১৮৯০।

অকৃত [স] *বিণ* অনিষ্পন্ন। 'তাহাতে কোন প্রকার দুর্ভর্য অকৃত থাকিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

অকৃতকর্ম [স] *বি* করা হয়নি এমন কাজ। 'প্রথম বয়সের সমস্ত অকৃতকর্মের বকেয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অকৃতকর্মী [স] *বিণ* অপটু। 'ছেলেটা অকৃতকর্মী।' *অবন*, ১৯২৫।

অকৃতকাম [স] *বিণ* অসফল। 'ম্যাতারিনরাও এ প্রভাবেব অনতিক্রমতা অধীকারে অকৃতকাম।' *শিব*, ১৯৭৩।

অকৃতকার্য [স] *বিণ* বার্থ। 'বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাড়ি রাখিয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অকৃতকার্যতা [স] *বি* বার্থতা। 'ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অকৃতকীর্তি [স] *বিণ* কৃতী নয় এমন। 'সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অকৃতদার [স] *বিণ* অবিবাহিত। 'আমি অকৃতদার।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অকৃতবিদ্যা [স] *বিণ* অশিক্ষিত। *দর্পণ*, ১৮২০।

অকৃতবেশা [স] *বিণ* স্ত্রী সুসজ্জিত নয় এমন। 'অকৃতবেশা, অসংকৃতা মেয়েলি ছড়াগুলি দাঁড় করাইয়া দিলে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অকৃতাপরাধ [স অকৃত-অপরাধ] *বি* করা হয়নি এমন অপরাধ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। 'ভাষেলা অকৃতাপরাধে তাহার কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন।' *বহিঃ*, ১৮৮৭।

অকৃতার্থ [স অকৃত-অর্থ] ১ *বিণ* অসফল। 'পৃথিবীতে শত শত অকৃতার্থ জীবন পরম দুঃখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিণ* বার্থ। 'এইজন্য পৃথিবীতে অনেক পুরুষ অকৃতার্থ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৩ *বিণ* অকৃতার্থ। 'নিজন্তেই অকৃতার্থ হতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

অকৃতার্থতা [স] *বি* অসফল্য। 'আমাদের দেশে এই অকৃতার্থতার কি একটা কারণ নয় মেরোরা?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অকৃতজ্ঞ [স] *বিণ* উপকারীর উপকার স্বীকার করে না এমন। 'আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকৃতজ্ঞতা [স] *বি* কৃতজ্ঞতাহীনতা। 'তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছে, এবং ... অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অকৃতি [স অকৃতি] ১ *বিণ* অযোগ্য। 'অকৃতি অবেদ্য অতি নাই কিছু জ্ঞান।' *মানিকময়*, ১৭৮১। ২ *বিণ* অসমর্থ। 'অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের প্রশমার্জিত ধনের অংশী হয়েন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অকৃতিভূত [স] *বি* কৃতিভূত। 'এই এমন অবস্থা; অযোগ্যতা।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪। 'স্ত্রী এই উক্তিভে তাহার অকৃতিভূতের প্রতি লক্ষ্য করিলেন।' *প্রভাত*, ১৮৬৭।

অকৃতী [স] *বিণ* অযোগ্য। 'ঐ অকৃতী ভ্রাতা যদিও কোন বিষয়কর্ত্তে প্রবৃত্ত থাকিতেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অকৃত্রিম [স] ১ *বিণ* বাট। 'চতুর্দিকে অকৃত্রিম সর্বগরিষ্ঠ ঝাল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* আকৃত্রিক। 'অকৃত্রিম অনুপ্রাণের দুঃতর প্রমাণস্বরূপ তাহার চরণে সমর্পণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অকৃত্রিমতা [স] *বি* বাট। 'আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শঙ্কা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অকুপণ [স] ১ *বিণ* উদার। 'অনেক দেখেন যিনি মানবের অকুপণ করে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিণ* পর্যাপ্ত। 'শিক্ষাবিহিত্যের ... অকুপণ

অকুপণবর্ষণ

অধ্যবসায়। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অকুপণবর্ষণ। [সি] বি অধাবে বর্ষণ। 'অকুপণবর্ষণ রুপাঘন হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

অকুপণা। [সি] ১ বিণী ঠাট্টা উদার। 'অকুপণা কবিত্রিভা তাহার প্রতিও অজ্ঞত কল্পনাবর্ষণ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণী ঠাট্টা কম প্রতিভা। 'যেসব দেশে প্রকৃতি ইউরোপের চেয়ে অকুপণা ...।' সবুল, ১৯২০।

অকুপা। [সি] বি নির্দায় ব্যবহার। 'বসিল রুঘিয়া তাহারে অকুপা করি।' ভারত, ১৭৬০।

অকৃষক। [সি] ১ বি যে কৃষিকাজের সাথে জড়িত নয়। 'কৃষকের জ্যোত অকৃষকে কিনতে পারবে কি না।' প্রমথ, ১৯১৯। ২ বিণী কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত নয় এমন। 'লক্ষ লক্ষ দরিদ্র অকৃষক পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়াছি।' সত্যগাত, ১৯৬৬।

অকৃষ্ট। [সি] বিণ চাষ করা হয়নি এমন। 'এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র।' দর্পণ, ১৮০১।

অকৃষ্ণ। [সি] ১ বিণ কালো নয় এমন। 'দেহকান্তো হয় তিহো অকৃষ্ণবর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ হলুদ। 'অকৃষ্ণ বরণে কহি নীতবর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ নিহলুদ। 'অকৃষ্ণ শান্তনুভয়।' কাশীপ্র, ১৮৬৬।

অকেক্সিয়া। [সি] অকাক্ষ। বিণ অকাজের। 'এমন স্থূল ও অলস উদয়, যে নিতান্ত অকেক্সিয়া।' তারিণী, ১৮০০।

অকেজো। [সি] অকাজ। ১ বিণ কাজে লাগে না এমন। 'ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো।' মশাররস, ১৮৬৯। ২ বিণ অকর্মণ্য। 'কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পশিদিব্রের পাশ চোলে।' নজরুল, ১৯২৬।

অ-কেতাবী। [সি] অ+আ কিতাব। বিণ পুঁথিগত নয় এমন। 'বলবীর কায়দাও অ-কেতাবী।' প্রমথ, ১৯৩১।

অকৌতব। [সি] বিণ অকপট। 'অকৌতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জায়দ হেম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অকোপ। [সি] বিণ শান্ত। 'অকোপ হুঁসি মোর আবখা দেখ।' বড়ু, ১৪৫০।

অকোপন। [সি] বিণ সহসা ক্রুদ্ধ হয় না এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অকৌশল। [সি] ১ বি বিবাদ। 'এইরূপে দুইজনে হল অকৌশল।' কাশীয়ার, ১৬০০। ২ বি অদক্ষতা। 'এই অকৌশলের সত্বর সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক।' এডুকেশন, ১৮৭০।

অক্কা। [সি] আ আকা। বি মৃত্যু। অক্কা পাওয়া কি মারা যাওয়া। 'ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে, যেতে হবে কলের ঘাটে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

অক্টেভ। [সি] বি (সংগীত) অষ্টম; এক 'সা' থেকে আরেক 'সা' পর্যন্ত আটটি স্বর। 'আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কতদূর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অক্টোপাশ, অক্টোপাস। [সি] ১ বি আট বাহুওয়ালা সামুদ্রিক প্রাণীবিষয়। 'ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুসিৎ অক্টোপাস জন্তুর মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। 'চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাশের পঞ্চপাশ খসে গেল।' মুক্তভাষা, ১৯৪১। ২ বি দুই বন্ধন। 'কী ভীষণ অক্টোপাশে মনে হয় গিয়েছি জড়িয়ে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

অক্টোপাশ-বন্ধন। [সি] অক্টোপাশ+স বন্ধন। বি সহজে মুক্ত হওয়া যায় না এমন বন্ধন। 'বেশী করে অক্টোপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।' মাহেনব, ১৯৪৯।

অক্টোবর, অক্টোবর। [সি] বি খ্রিস্টাব্দের দশম মাস। '২১ অক্টোবর ১৮২০।' দর্পণ, ১৮২০; '১ অক্টোবর তারিখে এক বৈঠক হইবে।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ অক্টোবর

অক্ট। [সি] আ ওয়াক্ত। বি বেলা। 'ইচ্ছাগতে পঞ্চ অক্ট নামাজ তরফে।' আলোচন, ১৬৮০।

-অক্ট। [সি] বিণ শিশু। 'তৈলাক্ত তৈল-অক্ট।' বিদ্যা, ১৮৬৪।

অক্টিস। [সি] বিণ নিক্রিয়। 'পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্টিস অর্থাৎ প্যাসিভভাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অক্টুর। [সি] বিণ সরল; অকুটিল। 'অক্টুর-যানের ভাগবত' গ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া। বৃন্দা, ১৫৮০।

অক্টুরযান। [সি] বি ভাগবত (সোজা পথ অর্থে)। 'অক্টুরযানের গ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অক্ট্রের। [সি] বিণ দুর্গা; মহার্ঘ। 'যখন যে বস্ত্র অধিক মূল্যে কিনিতে হয়, তখন তাহাকে মহার্ঘ বা অক্ট্রের বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অক্ট্রোশ। [সি] ১ বিণ ক্রোধহীন। 'অক্ট্রোশ পরমানন্দ মোর গৌর হরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ক্রোধহীনতা। 'অক্ট্রোশে যে স্বামী সেবা করে, সেই ক্রী ভর্তার ধর্মভাগিনী ও হৃদয়ঙ্গমা হয়।' শ্রীশিক্ষা, ১৮২২।

অক্ট্রোশন। [সি] বিণ ক্রুদ্ধস্বভাব নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অক্ট্রোশী। [সি] ১ বিণ ক্রান্ত নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪; 'তোমারে প্রণমি আমি হে ভীষণ, সুসিদ্ধ শ্যামল, অক্ট্রোশ অম্মান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ অপার। 'তোমা-মাঝে অনন্তের অক্ট্রোশ বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ বিণ বিরতিহীন। 'দেহমাংসের অক্ট্রোশ সৌন্দর্য্যতাকে দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ অসীম। 'অক্ট্রোশ বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'সর্বত্র অক্ট্রোশ প্রয়ে। স্বপ্নের মৃণালে মুখ তার।' শামসুর, ১৯৪৯। ৫ বিণ নিরলস। 'ভাই নিয়ে গবেষণা চলে অক্ট্রোশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অক্ট্রোশকর্ম। [সি] বিণ পরিশ্রমে ক্রান্তি নেই এমন। 'একজন ধীর অক্ট্রোশকর্ম্য সোক চাই।' তারা, ১৯৫৩।

অক্ট্রোশকর্মী। [সি] বিণ নিরলস কর্মদক্ষ। 'প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুঃসাহসী, অক্ট্রোশকর্মী সর্বভাগ্যী সঙ্গ্রামী মানুষ বিদ্যাসাগরের।' শরীফ, ১৯৭০।

অক্ট্রোশভাবে। [সি] ক্রিবিণ ক্রান্তিহীনভাবে। 'অক্ট্রোশভাবে প্রভুর গৃহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল।' স্বপ্নক, ১৮৯৮।

অক্ট্রিট। [সি] বিণ ক্রান্তিহীন। 'তিনি অক্ট্রিট অধাবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অক্ট্রিটকর্মী, অক্ট্রিটকর্মী। [সি] বিণ অনায়াসে কর্মসম্পাদনকারী। 'সেই মহাবল পরাক্রান্ত অক্ট্রিটকর্মী কৃষ্ণকে অবগত হইতে সমর্থ হও নাই।' কাশীপ্র, ১৮৬৬।

অক্ট্রেশ। [সি] বি অনায়াস। অক্ট্রেশে ক্রিবিণ অনায়াসে। 'দাদনীর টাকা অক্ট্রেশে ফিরিয়া দিতে পারে।' বরদূত, ১৮২৯।

অক্কা। [সি] ১ বি চক্ষু। 'কৃষ্ণকার চক্ষু খেল ঘুরে দুই অক্কা।' কাশীয়ার, ১৬০০; ২ বি কল্পাক্ষের মালা। 'অক্কাসুর কমণ্ডলুধারী।' ভারত, ১৭৬০; 'দেবিরে তাহার অক্কাখচিত তোমারি সে নামমালা।' মোহিত, ১৯৪০। ৩ বি পাশাখেলা। 'পশ্চিমবঙ্গের সহিত অক্কাখেলা করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ বি বিশ্বব্রহ্মা থেকে মেকের দিকে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব। 'ম্যাপে ... অক্কা ও দ্রাঘিমা দেওয়া

আছে।' বিভূতি, ১৯৩৭।

অক্ষত্রীড়া [স] বি পাশাখেলা। 'পটমহিষীর সহিত অক্ষত্রীড়া করেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অক্ষবাট [স] বি কুস্তির আখড়া। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্ষবিদ্যা [স] বি পাশাখেলা। 'কৃষ্ণে শিখিণা পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে শাণীর কাছে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

অক্ষবিন্দু [স] বি চোখের তারা। 'সেই অক্ষবিন্দুতে দেখলুম প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বহুজনের মুখ।' *মুক্ততাবা*, ১৯৬০।

অক্ষমালা [স] বি রত্নাক্ষের মালা। 'বাছছাল, অক্ষমালা, বিভূতি কলাপ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অক্ষসূত্র [স] বি রত্নাক্ষের মালা। 'অক্ষসূত্র কমতুলধারী' *ভারত*, ১৭৬০।

অক্ষহার [স] বি রত্নাক্ষের মালা। 'অঙ্গে পরিব গৈরিক বাস, গলায় অক্ষহার।' *জসীম*, ১৯২৯।

অক্ষটি [স] আবেষ্টকা বি ব্যাধ; শিকারি। 'ধরিয়া অক্ষটি তার বখিল জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অক্ষণ [স] বি অসময়। 'অদ্য অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যাচুড়ঙ্গ প্রদান করিবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

অক্ষত [স] ১ বি পূর্ণ। 'অক্ষত যৌবন মোর বধু রূপবতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ বিণ কোনো রকম ক্ষত নেই এমন। 'বালক অক্ষত শরীরে গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ বি আতপ চাল। 'দমিগাড়া, ফল, পুষ্প ও অক্ষত ইত্যাদি বাবড়ীর মঙ্গলজনক দ্রব্যসামগ্রী হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন।' *কালীপ্র*, ১৮৬৬।

অক্ষতদেহ [স] বিণ অবিকৃত অবস্থা এমন। 'তোমার ইচ্ছাকৃত অক্ষতদেহে উন্নত-শির করে রাখে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অক্ষতমুনি [স] অক্ষতযোনি। বিণ ত্রী যৌনসঙ্গম হয়নি এমন। 'পূর্বে অক্ষত মুনি আছিল জে মত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অক্ষতযোনি [স] ১ বি ত্রী যৌনসঙ্গম হয়নি এমন শারীরিক অবস্থা। 'হইল অক্ষত যোনি খবির বচনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ বিণ যে বিবাহিত নারীর যৌনসঙ্গম হয়নি। 'অক্ষতযোনি।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অক্ষবাট দ্র অক্ষ

অক্ষবিদ্যা দ্র অক্ষ

অক্ষম [স] ১ বিণ অসমর্থ। 'তাৎব বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ বিণ কর্মক্ষমতাহীন। 'যৎকালে সন্তান নিত্যক নিরুপায় ও অত্যন্ত অক্ষম থাকে ...' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৩ বিণ অনুপযুক্ত। 'অসুগম্যন ছাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে অক্ষম।' *প্রচারক*, ১৯০৩। ৪ বিণ অদক্ষ। 'অক্ষম কেরানী বা চাকুরিয়া সৃষ্টি।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪। ৫ বিণ চলাচলের অযোগ্য। 'সেই দেশে অক্ষম জাহাজ ...' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অক্ষমতম [স] বিণ অতি অক্ষম। 'সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অক্ষমগীষ [স] বিণ ক্ষমার অযোগ্য। 'বাইরে প্রকাশ রূরে দেওয়ার যে দুর্বীর লঙ্কা আর অক্ষমগীষ অপমান ...' *নজরুল*, ১৯২২।

অক্ষমতা [স] ১ বি অসামর্থ্য। 'বাবুর অক্ষমতা প্রকৃত ইহাদের উপকার করিলেন না।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ বি অযোগ্যতা। 'দাক্ষ্যগী মনে

করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অক্ষমতাবশত [স] ক্রিবিণ অপারগতাবশত। 'রচনার অক্ষমতাবশত লোকসাধারণের চটক লাগাইবার অভিপ্রায়ে ...' *প্রমথ*, ১৮৯০।

অক্ষমা [স] ক্ষমা> ১ বি ক্ষমা। 'না কর অক্ষমা দূত হির কর মন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি অসহিষ্ণুতা। 'আট মাসে রামা মনেতে অক্ষমা।' *কেতক*, ১৬৫০।

অক্ষমা [স] ক্ষম> বিণ ত্রী অপটু। '... নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অক্ষমালা দ্র অক্ষ

অক্ষয় [স] ১ বিণ ক্ষয়হীন। 'বিষ্ণুভক্তি-আলীর্বাদ অক্ষয় অব্যয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বিণ চিরস্থায়ী। 'চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অক্ষয়তৃতীয়া [স] বি হিন্দুদের ব্রতবিশেষ। 'অক্ষয়তৃতীয়া, অরোচতুর্থনী ... ব্রত তিথিমাধ্যমা প্রচারের জন্য।' *অবন*, ১৯১৯।

অক্ষয়বট [স] বি বহুকাল বেঁচে থাকে এমন বটবৃক্ষ। 'তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপন করিয়া গিয়াছেন ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। 'এইসব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অক্ষয়ভাগার [স] অক্ষয়+স ভাগাণার। বি অক্ষুণ্ণ ভাগার। 'প্রকৃতির অক্ষয়ভাগার হইতেই ... আহরিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অক্ষয়মালা [স] বি রত্নাক্ষের মালা। 'দিল দক্ষ অক্ষয়মালা হাতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অক্ষর [স] ১ বি বর্ণ। 'অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি কথা। 'অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ বি হাতের লেখা। 'বলে প্রিয়ে নখে পত্র আমার অক্ষর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বি রচনা। 'সামুদ্র অক্ষর ভিনত্রি হৃদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৫ বি চিঠি। *ওগা*, ১৭৮৫। ৬ বি ছাপার হরফ; টাইপ। 'এভক্ষেণীয় ভাষা ও অক্ষরে প্রকৃত করা' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৭ বি আত্মা। 'যখন প্রাকৃত গুণ সকলকে নিন্দা করিয়া পরব্রহ্মের অনুসরণ পূর্বক পরমাভ্যন্তে মিলিত করেন, তখনই তাকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়।' *কালীপ্র*, ১৮৬৬। ৮ বি জিভের এক প্রাঙ্গণ যে ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়; মাত্রা। 'বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের হৃদয়েও আটটির অধিক অক্ষর নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অক্ষরচিহ্নিত [স] বিণ যে ধ্বনির লিখিত বর্ণ আছে; লিখিত ধ্বনি। 'কানে শোনার দিক থেকে প্রতিটি অক্ষরচিহ্নিত ধ্বনি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট।' *শিব*, ১৯২০।

অক্ষরচ্ছন্দ [স] বি শব্দ বিন্যাসের রীতি। 'এ পদের অক্ষরচ্ছন্দ এবং উদ্ভব বিন্যাস দ্বারা বোধ হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অক্ষরজীবী [স] বি লিপিকর; হরফ-সংযোজনকারী; কম্পোজিটর। 'একজন অক্ষরজীবীর আবশ্যক স্থলে সহস্র ব্যক্তি আনিয়া আবেদন পত্র অর্পণ করেন।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

অক্ষরজ্ঞানহীন [স] বিণ নিরক্ষর। 'অনেক অক্ষরজ্ঞানহীন মেয়েও বেশ দু'পয়সা আয় করতে পারে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অক্ষরভবন [স] বিণ আড়ম্বরপূর্ণ হৃদয়বিশিষ্ট। 'তার অভিভাবকের ভাষা যে অক্ষর-ভবন এ কথা ... স্বয়ং বাণভট্ট-বীকার করতেন।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অক্ষরতত্ত্ব [স] বি লিখনপদ্ধতি। 'অক্ষরহীন মনুষ্য-প্রজাতি ...

অক্ষর-তন্ত্রের উদ্ভাবন করল।' শিব, ১৯৫৬।

অক্ষর-পরিচয় [স] বি বর্ণজ্ঞান। 'যাহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'অক্ষরপরিচয়ের ছাত্রী/ অভিমানে তাই ফোলে।' সভ্যতাস্ত্র, ১৯১৬।

অক্ষরপরিচয়প্রাণ্ড [স] বিণ সাক্ষর। 'অক্ষরপরিচয়প্রাণ্ড পাঠক-পাঠিকার অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের স্তরে নেমে এসে ...।' শিব, ১৯৭৩।

অক্ষরবিন্যাস [স] বি সুন্দরভাবে বর্ণ সাজিয়ে লেখা। 'এ ভূজঙ্গ-নির্ঘোঁক নহে, ভূজঙ্গপত্রগত অক্ষরবিন্যাস।' কালীপ্র, ১৮৫৭।

অক্ষরমূর্তি [স] বি অক্ষররূপ মূর্তি। 'বাতার রেখাগুলো তারা চাইছে অক্ষরমূর্তিকে পেতে।' অবন, ১৯২৫।

অক্ষর-সংযোজন [স] বি ছাপার হরফ সাজানো; কম্পোজ করা। 'তিনি অক্ষর-সংযোজন ... হস্তে স্পন্দন করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অক্ষরহীন [স] বিণ অমুদ্রিত। 'অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় তরু শ্বেতবর্ণ মাসিক পত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অক্ষর-অর্থ [স] অক্ষর-অর্থ বি তাৎপর্য। 'বাতার যখন জিজ্ঞাসা করিল, এই গানটির অক্ষরার্থ বুঝিলে কি?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অক্ষরে অক্ষরে ১ ক্রিবিণ পুরোপুরি। 'সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিণ বর্ণে বর্ণে। 'এমন লেখা লেখাবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগনের ফোয়ারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ বিণ হুবহু। 'ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে পঙ্কজিও চিহ্নের বিকার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অক্ষাংশ [স] অক্ষ+স অংশ। বি বিদ্যুৎ রেখা থেকে মেরু পর্যন্ত কোণিক দূরত্ব, যা সমান দূরত্ব জ্ঞাপক কল্পিত ৯০টি সমান্তরাল রেখা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। 'পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পরিমাণকে অক্ষাংশ কথা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

অক্ষার লবণ [স] বি সৈন্ধব লবণ। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অক্ষি [স] বি চক্ষু। 'আপন২ অক্ষিপাত ধারা তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

অক্ষিপোষক [স] বি যে গোলাকার প্রত্যঙ্গ নিয়ে চোখ গঠিত। 'অক্ষিপোষকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অক্ষিপদ্ম [স] বি চোখের পাতার লোম। 'তবু অক্ষিপদ্ম নিরুদাম।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৪।

অক্ষিপাত [স] বি দৃষ্টিক্ষেপ। 'আপন২ অক্ষিপাত দ্বারা তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে সক্ষম হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

অক্ষিহাস বি অক্ষিরূপ হাস। 'হাস করো হে ক্ষীরোদা অক্ষিহাস আঁধারে সরসী।' শক্তি, ১৯৬১।

অক্ষীণ [স] বিণ সল। 'অক্ষীণ গোত্রের রাজা পিতা মের মহাতেজা।' যুতুঙ্গ, ১৬০০।

অক্ষুণ্ণ [স] ১ বিণ অচর্চিত। 'জ্ঞানমহার্ষব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ অটুট। 'তবু অবিরত ... অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৩ বিণ বজায়; অব্যাহত। 'হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ...'।

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অক্ষুট [স] ১ বিণ কোভশূন্য। 'সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অক্ষুটিতে বলিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বিণ নিস্তরঙ্গ। 'অবকাশ এবং অক্ষুট শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ... পরিণত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অক্ষুটচিত্ত [স] বি কোভহীন হৃদয়। অক্ষুটচিত্তে ক্রিবিণ কোভশূন্য হৃদয়ে। 'সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া অক্ষুটচিত্তে বলিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৪; 'একদিন স্থিরভাবে অক্ষুটচিত্তে ভালোমদ-বিচারের সময় আসিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অক্ষো [স] ১ বি অধৈর্য। 'অষ্টমাসে রামা মনোতে অক্ষো ঘন মুখে উঠে হাই।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বিণ বিষণ্ণ। 'তোমাকে অক্ষো দেখি চিত্ত স্থির নাই।' হোয়াত, ১৮০০।

অক্ষোভ [স] বিণ কোভহীন। 'বৃক্ষে বৃক্ষ নিবারণ অক্ষোভ বরির।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অক্ষোভা [স] বিণ নিস্তরঙ্গ। 'অক্ষোভা জলধি।' বিদ্যা, ১৮৬৪।

অক্ষোহিণী [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) ২,১৮,৭০০ জন সৈন্যের দল। 'মহা সাহসিক মণি পঞ্চদশ অক্ষোহিণী।' আলোচন, ১৬৮০। ২ বিণ অসংখ্য। 'ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্করুল ছিল সদা শত্রু অক্ষোহিণী।' হেম, ১৮৭০।

অগ্নিজেন [স] বি একটি মৌলিক গ্যাস; অম্লজান। 'অগ্নিজেন বাষ্প গুণযোগে দেহের উত্তাপ রক্ষা করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অগ্নিজেন বাষ্প বি অগ্নিজেন নামক গ্যাস। 'বাতাসে অগ্নিজেন বাষ্প যে আছে এ তাঁরা জানতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অখণ্ড [স] ১ বিণ গোটা। 'পঞ্চম শোভে মধুক অখণ্ড।' বহু, ১৪৫০। ২ বিণ প্রবল। 'কামরস অখণ্ডরস কর অনুমান।' মাদ্যাদল, ১৫০০। ৩ বিণ অপরিবর্তিত। 'যেদেশের যেই সীতি অখণ্ড রাখিলা।' আলোচন, ১৬৮০। ৪ বিণ প্রত্যক্ষ। 'তাহার ভূরি ভূরি অখণ্ড নিদর্শন অস্বাপি দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বিণ ভাঙা নয় এমন। 'বোতলের মধ্যে অখণ্ড অণু প্রবেশিত করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বিণ পুরোপুরি। 'সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৭ বিণ সম্মিলিত। 'যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৮ বিণ নিখুঁত। 'নির্বাসের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৯ বিণ পরিপূর্ণ। 'মানসিকতা বাহ্যতে পূর্ণ মর্যাদা ও অখণ্ড শান্তির সহিত বদশে সন্মুখে বাস করিতে পারেন।' আজাদ, ১৯৬৪।

অখণ্ডতা [স] বি সমগ্রতা। 'পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অখণ্ডত্ব [স] বি সমগ্রতা। 'আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে।' দর্পণ, ১৮২১।

অখণ্ডন [স] বিণ রচিত। 'হাসিয়া কহেন রায় মধুর বচন আমার কৃপায় গীত হবে অখণ্ডন।' কুজরাম, ১৭২০।

অখণ্ডনীয় [স] ১ বিণ অপরিবর্তনীয়। 'এই অখণ্ডনীয় নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে ... কত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ অকাটা। 'আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অখণ্ডসত্য [স] বি পূর্ণসত্য। 'যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ডসত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান।' প্রমথ, ১৯১৪।

অখণ্ডিত [স] ১ *বিণ* অকটা। 'কখন কখন অখণ্ডিত প্রমাণের দ্বারা লজ্জাতে পড়ে।' *ভার্মিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* জোড়া লাগেনো। 'কোনও কোনও পতর পুর অখণ্ডিত অর্থাৎ জোড়া।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বিণ* অটুট। 'বাঁশঝাড়ের নীরবতা এবার অখণ্ডিত থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

অখন [স *ক্ষণ*] *ক্রিবিণ* এখন। 'মনের বাঞ্ছিত মোর পুরি অখন।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অখন তাগাতে *ক্রিবিণ* এখন থেকে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অখনে *ক্রিবিণ* এক্ষণে। 'অখনে হইল পথার অষ্ট যে কুমার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অখনেহ *ক্রিবিণ* এখনও। 'অখনেহ গুণী বিচারিলে জ্ঞান পাএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অখল [স] ১ *বি* সরল যে। 'না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ *বিণ* অকপট। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'বালকের অখল হৃদয়ে আমিও করেছি আরাধন।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অখলা [স] *বিণ* স্ত্রী সরল। 'হাম সে অবলা হৃদয় অখলা।' *চিচি*, ১৬০০।

অখাত [স] *বি* উপসাগর। 'যে সাগরের অংশ ভূমির মধ্যে অধিক দূরে প্রবেশ করে তাহাকে অখাত কথা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

অখাদ্য [স] ১ *বি* খাদ্যের উপযোগী নয় এমন দ্রব্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। 'অন্যের অখাদ্য, বা ভোজ্যবশেষ যাহা কিছু থাকিত বউ তাহাই খাইবে।' *একুশের*, ১৮৭৩। ২ *বি* নিষিদ্ধ খাবার। 'বরং যাহা অখাদ্য, যথা বরাহ।' *মহারক্ষ*, ১৮৮৯।

অখাদ্যি [স অখাদ্য] *বি* কুখাদ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অখিল [স] ১ *বিণ* সমগ্র। 'সকল স্ত্রীজাতি তুমি অখিল সংসার।' *মহারক্ষ*, ১৫০০। ২ *বি* জগৎ। 'অখিলের সার প্রভু গৌর চিত্তামণি জ্ঞান, ১৬০০। ৩ *বি* আকাঙ্ক্ষা। 'অকিমন অনেক অখিল চিরে দি।' *দিবায়ন*, ১৭৫০। ৪ *বিণ* প্রচণ্ড। 'অখিল ক্ষুধার শেষে কি নিজেকে খাবে?' *স্বীকৃত*, ১৯৩৪।

অখিলপতি [স] *বি* ঈশ্বর। 'সৃজিল অখিলপতি, যত ইতি নারী জাতি।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

অখিলপ্রিয় [স] *বিণ* সর্বজনপ্রিয়। 'কৌকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর তানে।' *কুসুমভূষণ*, ১৮৬১।

অখুস্ট [অ+ই ক্রাইস্ট] *বিণ* খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারী। 'অখুস্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অখুস্টান, **অখুস্টান** [অ+ই ক্রিচ্চিয়ান] *বিণ* খ্রিস্টধর্মের অনুসারী নয় এমন। 'তাঁরাই অখুস্টান দেশবাসীদের পরিচালিত করছেন।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

অখেম [স অক্ষম] *বিণ* অক্ষম। 'এ জন্য শ্রীচরন দরসন করিতে জাইতে অখেম হইলাম।' *চিঠিপত্র*, ১৮৪৫।

অখোমা [স অক্ষমা] *বিণ* অক্লান্ত। 'ক্ষমশীল চিত্ত ধর্ম কর্মেত অখোমা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অখোলাফতি, **অখোলাফতী** [অ+আ খিলাফত] *বিণ* খোলাফত চায় না এমন; খোলাফত আন্দোলনের সমর্থক নয় এমন। 'অখোলাফতী নেতৃবৃন্দের এক সভা আহুত হইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

অখোশা [অ+ক্ষা খুশহাল] *বিণ* অসন্তুষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অখ্যাত [স] ১ *বি* নিন্দা। 'ভরুদ দোহাই স্বরে না কর অখ্যাত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* প্রসিদ্ধ নয় এমন। 'অজ্ঞাত জীবনওলা, অখ্যাত কীর্তির ধূলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* অজ্ঞাত। 'মম অখ্যাত ভিমিরতলে এসো পৌরব নিশীথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অখ্যাতকুলশীল [স] *বি* সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি। 'অখ্যাতকুলশীলের ভাণ্যে দেখা ছাপানোর সুযোগ আসত কালে-ভদ্রে।' *স্বীকৃত*, ১৯৫৩।

অখ্যাতনামা [স] *বিণ* খ্যাতি নেই এমন। 'সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অখ্যাতি [স] *বি* দুর্নাম। 'কর কৃপাবলোকনে যেন লোকে না হয় অখ্যাতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অগ [স অগ্র] *বি* অগ্র। 'অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভত্তি ন পুছসি নাহা।' *চণ্ডী*, ১৫, ১২০০।

অগঙ্গ [স] *বিণ* গঙ্গাহীন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগচ্ছিত [স] *বিণ* অন্যের উপর ন্যস্ত নয় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অগঠিত [স] *বিণ* গঠিত হয়নি এমন। 'কত অসংখ্য গ্রন্থনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থাংশমধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অগড় [স আগার] *বি* বহন করার জন্য ব্যবহৃত খাটায়িবিষয়। 'অগড়ে করিয়া গল্প আনা গেল।' *চিঠিপত্র*, ১৭২২।

অগণতন্ত্র [স] *বি* গণতন্ত্রহীন অবস্থা। 'এখানে আসল প্রশ্ন হইতেছে গণতন্ত্রের সহিত অগণতন্ত্রের বিরোধ।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অগণতাত্ত্বিক [স] *বিণ* গণতন্ত্রবিরুদ্ধ। 'অগণতাত্ত্বিক ও সাধারণ বুদ্ধিবৈহিত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১।

অগণন [স] *বি* গণনে শেষ করা যায় না এমন; অসংখ্য। 'বহিঃ পতঙ্গ অগণন।' *ভক্ত*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* অপরিমেয়। 'গুরুগণ অগণন দুষ্ক দান করবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অগণনীয় [স] *বিণ* অসংখ্য। 'গমন করিয়াছিলেন ... বহুতর অন্য অগণনীয় মহাশয়েরা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

অগণিত [স] *বিণ* অসংখ্য। 'প্রতিশৃঙ্গপক্ষ মৃগ লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ অগণিত।' *কাশীরাম*, ১৬৫০।

অগণ্য [স] ১ *বিণ* অবজ্ঞাত। 'কুরুক্ষত্রিয়া অগণ্য না হইয়া বরং মান্য হইতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ *বিণ* অপেশ। 'অস্বদেশীয় বিচক্ষণগ্রাণ্যগণ মান্য মহাপ্রয়োগে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* অনেক। 'অতিশীঘ্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্যবাদ।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ৪ *বিণ* অত্যন্ত সাধারণ। 'লিনিয়ন, অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও, অলোকসামান্য।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অগতি [স] ১ *বি* কোনো অবলম্বন নেই এমন ব্যক্তি। 'ভূমি অগতির গতি বদলে বলে বিদ্যার বিধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* গতিহীন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগত্যা [স] ১ *ক্রিবিণ* বাধ্য হয়ে। 'ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্য কেহ না ডাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *ক্রিবিণ* উপায়হীন হয়ে। 'তাঁহারদিগের মনোযোগাভাবে অগত্যা গ্রার্থনা ...।' *জ্ঞানবোধ*, ১৮৩৭। ৩ *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'সে পাথরের মতো অগত্যা গড়াইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অগত্যাশ্রেণিত [স] *বিণ* বাধ্যতাব্যবহাবে শ্রেণিত। 'আনন্দহীন অগত্যাশ্রেণিত খাটনিতে নিমুক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অগণ্য [স অগুণ্য] *বি* বরফুল গাছ। 'রকত চন্দন বন অগণ্য কপিথ সুন্দরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অগ্নতি

অগ্নতি [স অগ্নতি] বিণ অসংখ্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

অগ্নতীর [স] বিণ কম গভীর। 'অগ্নতীর একটা গোল জলাধার ধার করে আনতে হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অগম্য [স] ১ বিণ প্রবেশ-অসাধ্য। 'সকলেরি অগম্য - দুর্গম দুর্গ যেন।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ গমন করা যায় না এমন। 'অদৃশ্য অগম্য হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অগমতা [স] বি অর্ঘ্যাদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

অগমরুদ্ধ [স] বিণ ভেদ করা যায় না এমন; দুর্গম। 'সে তব অগমরুদ্ধ অনন্ত নীরব।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অগম্য [স] ১ বিণ বোধের অতীত। 'অচিন্ত্য অগম্য নিত্যনন্দের মহিমা।' বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বিণ বহির্ভূত। 'চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অগম্য [স] বি যে নারীর সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ বিহিত নয়। অগম্যগমন [স] বি যৌনসম্বন্ধ বিহিত নয় এমন নারীর সঙ্গে সম্বন্ধ। 'অগম্যগমন মিথ্যাবাদন পরকীয়া রমণী সংঘটনকারি ডাডামি রাজ্যবন্দ্য দাস্য।' ভবানী, ১৮২৫।

অগুরু

অগন্ত্য [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) জনৈক ঐরাবত মূনি। 'শ্রীবেকুন্ঠে বিষ্ণু আসি লৈল দরশন মলয়পর্বতে কৈল অগন্ত্য বন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'কলিকালে অগন্ত্য মূনি করিতেছেন কী?' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিণ শেষ। 'সে ভাবে যে এই আমার অগন্ত্যাত্মা ...।' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বিণ অনির্দেশ্য। 'অনন্ত অগন্ত্য-তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার।' নরকল, ১৯২০। ৪ বি নক্ষত্রবিশেষ। 'অগন্ত্য নক্ষত্রের উদয়ে শরৎ ঋতুর শুরু হয়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

অগন্ত্যাত্মা [স] বি যে যাত্রা থেকে কৈ ফিরে আসে না। 'সে ভাবে যে এই আমার অগন্ত্যাত্মা ...।' দর্পণ, ১৮২৫।

অগাঁ [স অজ্ঞ] বিণ নির্বোধ। 'বাবুরাম অগা অতি হইয়াছে ভীমরথী।' প্যারী, ১৮৫৮। 'অগা চুপিয়ালাও বুঝতে পারত এতলোর মালিক বাস্তবতার তোয়াক্কা করে না।' মুক্তবাবু, ১৯৫৮।

অগাদ [স অগাধ] বিণ অতল। 'অগাদ সগিলে ভাসে বিচিত্র কানন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অগাধ [স] ১ বিণ গভীর। 'পড়ি'ন অগাধ জলে।' চন্দ্রী, ১৫৫০। ২ বিণ অসীম। 'চেতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গভীর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ বিশাল। 'অগার সমুদ্র দেখি তরঙ্গ অগাধ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বিণ অপরিমেয়। 'যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৫ বিণ গাঢ়। 'তুই বিছানার মধ্যে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৬ বিণ অন্তহীন। 'যেখানেতে অগাধ ছুটি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অগাধ জলে পড়া ক্রি ভীষণ বিপদে পড়া। 'পড়ি'ন অগাধ জলে।' জ্ঞানদাস, ১৬০০। 'সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অগাধ জলের মকর বি অতিশয় চালাক ব্যক্তি। 'রাই আমার চলে যেতে চলে পড়ে, অগাধ জলের মকর যেমন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অগান [অ+গান] বি সুর তাল লয় ঠিক নেই এমন গান; যা গান হয়নি। 'তা' সে গান অগান যাই হোক।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

অগার [স অগার] বি ঘর। 'দোহাই রাজার, লুটিল অগার, ধরিয়া খাইলি জাতি।' ভারত, ১৭৬০।

অগিহর [স অগ্নিহর] বি আগুনের আধার। 'বিনতি করুণো সহিলোগিনি রে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbo.com ~

মোহি দেহে অগিহর সাজি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অগীত [স] বিণ গাওয়া হয়নি এমন। 'তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি সকল অগীত সংগীতগুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অগুণ [স] ১ বি ক্ষতি। 'কিবা তার কৈলো অগুণ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অকলাপ। 'বিদ্যার দ্বারা অর্জিত গুণ কদাপি অগুণ কারক নহে।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বিণ গুণহীন। বিদ্যা, ১৮৬৪। ৪ বি দোষ। 'এমন কুলদ্বার জনহৃদয় করেছে যে তাহারা ... অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

অগুণকারক [স] বিণ অকলাপকারক। 'বিদ্যার দ্বারা অর্জিত গুণ কদাপি অগুণকারক নহে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অগুণকারী [স] বিণ অকলাপকারক। 'সামুদ্র যেমন গুণকারী, আসামুদ্রক তেমনি অগুণকারী।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অগুণিত [স অগুণিত] বিণ গুণে শেষ করা যায় না এমন। 'পৃথিবীতে রেজু বুদ্ধি অগুণিত ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে।' মানিক, ১৯৩৫।

অগুণ্তি [স অগুণিত] বিণ অসংখ্য; গুণে শেষ করা যায় না এমন। 'হুড়ি ভরে জন্মা হল ভোজ্য অগুণ্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অগুরু, অগুরু, অগুরা, অগোর, অগৌর [স অগুরু] বি সুগন্ধিবিশেষ; কৃষ্ণচন্দন কাঠ। 'লক্ষনা পেগিছে গায় অগোর চন্দন।' মালধর, ১৫০০। 'অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।' ঘিচন্দ্রী, ১৬০০। 'সেখানি অগুরুপ সুগন্ধি অগৌর ধূপ।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'অগুরুচন্দন চুয়া আছে কি পাইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। 'জায়কল অগুরা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

অগুরু [স] বিণ গুরুত্বহীন। 'সেখা কি অগুরু গর্তে সুকুমারী কোনও নীহারিকা ... আগন্তুক সেবেরে বহে না।' সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

অগুসার [স অগুসর] ক্রি উঠানে। 'বাম চরন অগুসারল দাহিন তন্তাইতে লাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অগে [ধন্য] অব্য ওগো। 'কি কহব অগে সবি মোর অগোয়ানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অগেয় [স] বিণ গাওয়া হয় না এমন। 'অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অগোয়ান [স অজ্ঞান] ১ বিণ মোহাচ্ছন্ন। 'চাঁচর চিকুর কিছু না স্বধর কেনে হইলে অগোয়ান।' চন্দ্রী, ১৫৫০। ২ বিণ অভ্যাহার। 'কুটিল প্রেমা অগোয়ান নাই জানে স্থানাহাজ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অগোয়ানি [স অজ্ঞানী] বিণ জ্ঞানহীন। 'বিদ্যাপতি কহ তুহু অগোয়ানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অগো [ধন্য] সর্ব হে। 'তন গুন অগো কুলবালা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অগোচর [স] ১ বিণ অজ্ঞান। 'সজ্ঞা অজ্ঞানে নহে কাহে অগোচর।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ অদৃশ্য। 'ব্রহ্মা অগোচর নাম সভাকার কানে।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বিণ ইন্দ্রিয়ের অতীত। 'অনেকের বুদ্ধির অগোচর যে ব্রহ্মজ্ঞান ...।' গৌর, ১৮২২। ৪ বিণ বহির্ভূত। 'আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অগোচরতা [স] বি অপ্রকাশ্যতা। 'তার আশোকহীন প্রদেশে বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অগোচরা [স] বি ক্রী ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধগম্য নয় যে। 'ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

অগোচরে [স] ক্রিণ অজ্ঞান; গোপনে। 'অগোচরে দূরে থাকি

মেলি দশে পাঁচে । বৃন্দা, ১৫৮০ ।

অগোহাল, অগোহালা [অ+স গুহ্‌জ্‌] ১ বিণ এলোমেলো । ‘ঘর যদি অগোহাল রাখ ... সুখ লাভে সমর্থ হবে না ।’ প্রমথ, ১৯০৫ । ২ বিণ অবিনাস্ত । ‘অগোহালা তার কুন্তলে যেন কাশো মেঘ নামিয়াছে ।’ আহসান, ১৯৫০ ।

অগোনা [স অগনদীয়া বিণ অপরমেয় । ‘অরুণের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায় ।’ রবীন্দ্র, ১৯২৬ ।

অগোর [স অঘোর] ১ বিণ মোহিত । ‘হেরইতে গো ধনী মোর/ অব তিন ছুবন অগোর ।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০ । ২ বিণ অচেতন । ‘দিবানিশি রহত অগোর ।’ গোবিন্দ, ১৬০০ ।

অগোরা [স অঘোর] ক্রি আচ্ছন্ন করা । ‘পহিল বদরিসয় পুন নবরঙ্গ/ দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০ ।

অগৌণ [স] ১ বি অবিলম্ব । বঙ্গদূত, ১৮২৯ । ২ বিণ মুখ্য; প্রধান । বিদ্যা, ১৮৯১ ।

অগৌণে [স] ক্রিণিণ অবিলম্বে । ‘অনুমান করিতেছি পাঠশালা অগৌণেই খুলিবেন ।’ বঙ্গদূত, ১৮২৯ ।

অগৌর [স] বিণ গৌরবর্ণ বা ফর্সা নয় এমন । ‘একবস্ত্রপরিহিতা অবতষ্ঠনবস্ত্রী অগৌরবর্ণী স্ত্রী ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

অগৌরবর্ণী [স] বিণ স্ত্রী চেহারা গৌরবর্ণ বা ফর্সা নয় এমন । ‘অবতষ্ঠনবস্ত্রী অগৌরবর্ণী স্ত্রীকে কোনো অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

অগৌরব [স] বি অধ্যাত্তি । ‘বাসাসীজ্ঞাতির অগৌরব করা হইল ।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫ । ‘মুগ্ধ হলেম আনন্দময় অগাধ অগৌরবে ।’ রবীন্দ্র, ১৯০৬ ।

অগৌরবকারক [স] বিণ অগৌরবের । ‘অগৌরবকারক কার্যের বারণ ।’ কাব্যপে, ১৭৯৪ ।

অগৌরবজনক [স] বিণ অমর্যাদাকর । ‘জীবাআর এত ক্ষেপে পীড়া নিতান্ত অন্যায্য অসঙ্গত এবং অগৌরবজনক বলে মনে হয় ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১ ।

অগৌরবা [স] বি স্ত্রী গৌরব নেই যার । ‘অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি ।’ রবীন্দ্র, ১৯১৬ ।

অগুণরাদানি [স অগ্রদানী] বি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ । ‘অগুণরাদানি ভিকিরির হত প্যালা আদার করে ভবে ছাড়লেন ।’ হেতুম, ১৮৬১ ।

অগ্নি [স] ১ বি আত্মন । ‘হরি হরে মহাভুক্ত অগ্নি উপজিল ।’ মালাধর, ১৫০০ । ২ বি (বাউল) কাম । ‘হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর ।’ লালন, ১৮৯০ । ৩ বি নক্ষত্রবিশেষ । ‘অর্দ্রা – অগ্নি – সরমা – রেহিণী – বাশরাজা ... ।’ জীবন, ১৯০০ ।

অগ্নিআভা [স] বি আত্মনের দীপ্তি । ‘অগ্নিআভার আকাশে বিচিত্র বর্ণোৎসব ।’ মাহেনও, ১৯৪৯ ।

অগ্নি-উচ্ছ্বাস [স] বি অগ্ন্যুৎপাত । ‘ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস জলপ্রাবন তুষারসংহতি কালে কালে ... ।’ রবীন্দ্র, ১৯০২ ।

অগ্নি-উৎস [স] বি আত্মনের উৎপত্তিস্থল । ‘অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮২ ।

অগ্নি-উৎসব [স] বি হিন্দু সমাজে দোল-উৎসবের আগের রাতে আগুন নিয়ে পাণিত আচার । ‘আজ আমাদের অগ্নি-উৎসবের রাত্রি ।’ নজরুল, ১৯৩১ ।

অগ্নি-উদ্গারী [স] বিণ আত্মন বের করে এমন । ‘এই অগ্নি-উদ্গারী

নয়নেই যেন স্নেহের সুরধুনী ।’ নজরুল, ১৯২২ ।

অগ্নি-উজ্জা [স] বি আত্মনের গোলা । ‘অগ্নি-উজ্জা মোর মুখে লাগে আচ্ছিতে ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

অগ্নি-খষি [স] বি আত্মনতুল্য বাণী নিয়ে এসেছেন এমন স্বধি । ‘অগ্নি-খষি । অগ্নি-বাণী তোমায় শুধু সাজে ।’ নজরুল, ১৯২২ ।

অগ্নিকটাক [স] বি তীক্ষ্ণ কটাক । ‘ননির দিকে অগ্নি-কটাক ফেলিয়া চলিয়া গেল ।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

অগ্নিকটাহ [স] বি অগ্নিকুণ্ড । ‘দিপন্ত লাল হয়ে উঠেছে পর্বতের অগ্নিকটাহের আত্মনে ।’ বিভূতি, ১৯৩৭ ।

অগ্নিকণা [স] বি আত্মনের ফুলকি । ‘সূচাক শমীকৃকের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা ।’ মাইকেল, ১৮৫৯ ।

অগ্নিকবচ [স] বি অগ্নিরূপ কবচ । ‘উগরিবে অগ্নি বিজয়বেণু/ অগ্নিকবচে আবরি তনু ।’ অশ্বিনী, ১৯২০ ।

অগ্নিকর [স] বিণ ক্ষুধাবর্ধক । ‘শীতল সুবাদু অতি ফল অগ্নিকর ।’ গুণ, ১৮৫৮ ।

অগ্নিকাণ্ড [স] বি ধ্বংসলীলা । ‘ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে ।’ রবীন্দ্র, ১৯০২ ।

অগ্নিকার্য [স] বি আত্মন সংক্রান্ত কাজ । বিদ্যা, ১৮৬৪ ।

অগ্নিকুণ্ড [স] ১ বি আত্মনের কুণ্ডলী । ‘অগ্নিকুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চুপে ভারত, ১৭৬০ । ২ বি জ্বলন্ত আত্মনের গহবর । ‘দেদীপ্যমান অগ্নিকুণ্ডে যত্নাহুতি অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন ।’ অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

অগ্নিকেতন [স] ১ বি লাল পতাকা । ‘আমি অগ্নিকেতন উড়াই ।’ নজরুল, ১৯২২ । ২ বি আত্মন রূপ পতাকা । ‘কেহ এসেছিল পতঙ্গসম অগ্নিকেতন ঘেরি ।’ নজরুল, ১৯৩৭ ।

অগ্নিকোণ [স] বি পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ । ‘অগ্নিকোণে অঙ্গ, বদ্র, উপবদ্র, ... ইত্যাদি দেশ ।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০ ।

অগ্নিকোণ [স অগ্নিকোণ] বি পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ । ‘তপুকোণ পূর্বকোণ এবং অগ্নিকোণ ।’ ওর্সি, ১৭৮৪ ।

অগ্নিকোষ [স] বি আত্মনরূপ কোষ । ‘উর্ধ্বের ডাক আনে/ স্পর্শের বেগ/ মোর অগ্নিকোষে ।’ অমিয়, ১৯৩৮ ।

অগ্নিক্রীড়া [স] বি আত্মনবাজি পোড়ানোর অনুষ্ঠান । ‘অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল ।’ দর্পণ, ১৮২৬ ।

অগ্নিগর্ভ [স] ১ বিণ ভিতরে আত্মন আছে এমন । ‘অগ্নিগর্ভ দীপশালকা এতৎপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন ।’ বঙ্কিম, ১৮৭৮ । ২ বিণ বিস্কৃক; বিক্ষোবণোন্মূহ । ‘সর্বত্র পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে ।’ আজাদ, ১৯৭১ ।

অগ্নিগিরি [স] বি আগ্নেয়গিরি । ‘এ হৃদয় অগ্নিগিরি দহিতেছে ধীরি ধীরি ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৪ ।

অগ্নিগৃহ [স] বি যে গৃহে যজ্ঞানুষ্ঠান হয় । ‘অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রী, ডাকো পুরোহিতে ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯ ।

অগ্নিঘোড়া [স অগ্নি+ঘোড়া] বি অগ্নিরূপ ঘোড়া । ‘অগ্নিঘোড়ার খুরে যে পরায় জলের মতন নাল ।’ জীবন, ১৯৪৪ ।

অগ্নিচক্র [স] বি অগ্নিকুণ্ড । ‘রবি আজ মধ্যাহ্নমার্গতলের মতো অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

অগ্নিচক্রাংশি [স] বি চাকার মতো আত্মনের পিণ্ডসমূহ । ‘দিবানিশি

যার চারিপাশে ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর।' মাইকেল, ১৮৬০।

অগ্নিচক্ষু [স] ১ বিণ রোষদুষ্টকৃ। 'অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মুর্ছি বৃষি পড়ে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বি অগ্নিময় চোখ। 'ইন্ড্রিনের অগ্নিচক্ষুর মতোই অদূরে দৃষ্টি চক্ষু জ্বলছে।' নজরুল, ১৯৩০।

অগ্নিচাকা [স] অগ্নিচক্র। বি আতনের বৃত্ত। 'চক্ষু দৃষ্টি কাঁপছে রাগে যেমন দৃষ্টি অগ্নিচাকা।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

অগ্নি-চোখ [স] অগ্নি-চক্ষু। বি রাগাগ্নিত চোখ। 'ব্যাধু-কপিশ অগ্নি-চোখের স্বাগদ চাউনি আমাকে দাও।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

অগ্নিজঠর [স] বি অগ্নিগর্ভ। 'সূর্যের অগ্নিজঠরে পুনঃপ্রবেশ করে আত্মহত্যা করতে চাইবেন।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অগ্নিজিতা [স] বিণ আতনের মতো লেলিহান। 'অপমানে যার সাজায় চিতা, সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অগ্নিজিতা [স] অগ্নিজিহ্বা। বি অগ্নিশিখা। মানোএল, ১৭৪৩।

অগ্নিজিহ্বা [স] বিণ আতনের মতো লেলিহান। 'ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্বা নবেরে কীট।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অগ্নিজ্বালা [স] বি আতনের মতো যন্ত্রণা। 'হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিবে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অগ্নিজ্বালাময়ী [স] বিণ ঐ আতনের মতো জ্বালাময়। 'চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অগ্নিঝংকার [স] বি তীব্র অনুরণন। 'সূর্যের অগ্নিঝংকার যেন অবিরাম করাত চলার মতো শব্দ করতে লাগল।' নজরুল, ১৯২৬।

অগ্নিঝরা [স] অগ্নি+ঝরা। বিণ প্রত্য তাপ বর্ষণকারী। 'এখানে অগ্নিঝরা বৈশাখ শিড়ানী।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

অগ্নিতালা [স] অগ্নি+তালা। বিণ আতন চলে দিচ্ছে এমন। 'দীপ্তজ্বালা অগ্নিতালা সুখা জ্বরস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অগ্নিতন্তু [স] বিণ আতনে উত্তপ্ত। বিদ্যা, ১৮৬৪; 'কিছুকাল অগ্নিতন্তু ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অগ্নিতুল্য [স] বিণ আতনের মতো। 'রেশমের মূল্য অগ্নিতুল্য হইয়া উঠিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অগ্নিতেজ [স] বি আতনের শক্তি। 'যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অগ্নিতেজা [স] বিণ ঐ আতনের মতো তেজপূর্ণ। 'আতনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিছলুখ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অগ্নিদম্ভ [স] বিণ অগ্নিতে দম্ভ। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অগ্নিদর [স] অগ্নি+ফা দর। বি চড়া দাম। 'জিনিসের অগ্নিদর।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

অগ্নি-দহন [স] বিণ আতনে দম্ভ। 'পার হয়েছি অগ্নিদহন জ্বালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অগ্নিদান [স] বি মূতের অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ায় অগ্নি প্রকালন। 'জননীর অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানার্থ অগ্নিদান করে নাই।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অগ্নিদাহ [স] ১ বিণ আতনে পোড়া। 'অগ্নিদাহ ঘাএ যেন লাগিল লবণ।' আলোএল, ১৮৬০। ২ বি অগ্নিকাণ্ড। 'অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অগ্নিদীক্ষা [স] বি কঠোর প্রতিজ্ঞা। 'সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অগ্নিদীর্ঘি [স] বি আতনের শিখা। 'আরো দূরে বনের তিমির দহিতেছে অগ্নিদীর্ঘি দিপদ-মাঝারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অগ্নিদৃষ্টি [স] বি ত্রুক্ষ চাহনি। 'মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অগ্নিদেবতা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মা। 'আঁকো যমরাজ, অগ্নিদেবতা।' অবন, ১৯৪১।

অগ্নিদ্রব [স] বিণ আতনে-গলানো। 'চাই না তোমার হাতে নির্দেশের অগ্নিদ্রব হয়ে/মূল্যবান অশ্রুতার হতে।' সিকান্দার, ১৯৪৭।

অগ্নিধনু [স] বি অগ্নিরূপ ধনু। 'করতে লইব অগ্নিধনু মাথায় মা তোর পা।' অশ্বিনী, ১৯২০।

অগ্নিধারা [স] বি আতনের প্রবাহ। 'বান্ধবে যে সুর তারায় তারায় অন্তবহীন অগ্নিধারায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অগ্নিনাগ [স] বি অগ্নিনিসারক কল্পিত সাপ। 'দলে দলে অগ্নিনাগ-নাগিনীর দল।' নজরুল, ১৯৩২।

অগ্নিনাগিনী [স] অগ্নি+হি নাগিন। বি ঐ অগ্নিনিসারক কল্পিত সাপ। 'তোমানের আদিমতা অগ্নিনাগিনী আজ গগনতলে বেরিয়ে এসেছে।' নজরুল, ১৯২৬।

অগ্নিনির্গম [স] বি আতনের উদ্গরণ। 'অগ্নিনির্গমের পূর্বে ত্রুক্ষপনের ন্যায়।' সংসার, ১৮৮৮।

অগ্নিনির্বাণী [স] বিণ আতন নেভায় এমন। 'অগ্নিনির্বাণী শতসহস্র স্ত্রীর মতো পানির ধারা ...' কাশ্যপ, ১৯৬২।

অগ্নি-নিশান [স] অগ্নি+ফা নিশান। বি অগ্নিময় পতাকা। 'আমার হাতের ধুমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল।' নজরুল, ১৯২৩।

অগ্নিনিশাস [স] বি উচ্চ নিশাস। 'কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশাস, কখনো ঝরায়ে জলপ্রপাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অগ্নিপকু [স] বিণ আতনে সিদ্ধ করা হয়েছে এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অগ্নিপহী [স] অগ্নি+হি পহী। বিণ বিগ্নবের মস্ত্র দীক্ষিত। 'অগ্নিপহী দলেরই নামকরা দু-চার জনকে জানি।' নজরুল, ১৯৩১।

অগ্নিপরিধি [স] বি অগ্নিকুণ্ড। 'অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে তনেছি কিম্বদন্তি দেবদারু গাছে।' জীবন, ১৯৪২।

অগ্নিপরাীক্ষা [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে বর্ণিত আতনের সাহায্যে সীতার সত্যত্ব পরীক্ষা। 'অগ্নিপরাীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কঠিন পরীক্ষা। 'সমাজস্বজল ছিন্ন হয়ে ... ভারতবর্ষে থাকা উন্নত ভদ্র মনের একপ্রকার অগ্নিপরাীক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অগ্নিপাথর [স] অগ্নিপ্রস্তর। বি ত্রুক্ষে আতন জ্বালানো যায় এমন পাথর; চকমকি। ওর্গা, ১৭৮৫।

অগ্নি পালানো [স] অগ্নি+পালানো। ক্রি আতন পোহানো। 'অগ্নি পালাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

অগ্নিপিত্ত [স] বি আতনের দলা। 'সূর্যকে যাহারা অগ্নিপিত্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অগ্নিপুরুষ [স] বি বীরপুরুষ। 'দেশ আজ অগ্নিপুরুষের অহমিকা দেখিয়া ভুল করিতে চাচ্ছে না।' আজাদ, ১৯৬৪।

অগ্নিপূজা [স] বি আতনের উপাসনা। 'সে কেবলই অগ্নিপূজা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অগ্নিপ্রবেশ [স] ১ বি চিতায় আরোহণ। 'অগ্নিপ্রবেশ করিয়া

বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখভোগ করিতে গেলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি আত্মনে জীবন বিসর্জন। 'জনপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ ও উদ্ধবনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অগ্নিফণা [স] বিণ অগ্নিরূপ ফণা তুলে আছে এমন। 'অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদ।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

অগ্নিবরন [স] অগ্নিবর্ণী বিণ আত্মনের মতো লাল। 'গগনতলে ... অগ্নিবরন নাগনাগিনী ছুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

অগ্নিবর্ণ [স] বিণ আত্মনের মতো লাল বর্ণবিশিষ্ট। 'নৌকার মাস্তুল অগ্নিবর্ণ আকাশের গায়ে কালো আঁচড় কাটিয়া দাঁড়াইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অগ্নিবর্ণণ [স] বি ক্রোধ প্রকাশ। 'মেয়েটি দুই চক্ষে অগ্নিবর্ণণ করিয়া বলিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অগ্নিবর্ষী [স] বিণ অগ্নিবর্ণণ করে এমন। 'অগ্নিবর্ষী বরষৌন্দ্রে কল্মাশন উভাপতরঙ্গ।' বিভূতি, ১৯৩১।

অগ্নিবলয় [স] বি অগ্নিকূণ। 'অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

অগ্নিবাণ [স] ১ বি আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ। 'অগ্নিবাণ বৃষ্টিবাণ শিখাইলা বহুত।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি আত্মনের মতো যন্ত্রণাদায়ক আঘাত। 'তন্তু বালু অগ্নিবাণ হানে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অগ্নিবাহী [স] বি আত্মনের মতো তেজোময় কথা। 'সে অগ্নিবাহী যে ভারতবাসীর হৃদয়ে দাহিকা-শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে নাই।' অজ্ঞান, ১৯৪০।

অগ্নিবান্ধ [স] বি অগ্নিময় ধোঁয়া। 'পাকা শিমুলফলের মতো ফেটে গিয়ে ... পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবান্ধ ছড়িয়ে ফেলে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অগ্নিবাসর [স] বি অগ্নি-উৎসবের রাত। 'আয়, আজ যে স্বাভাবিক অগ্নিবাসর।' নজরুল, ১৯৩১।

অগ্নিবাহী [স] বিণ আত্মনের উত্তাপ বহন করে এমন। 'মেখানে পরেছি আমি অগ্নিবাহী বৈশাখের আলিঙ্গন-মালা।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

অগ্নিবিপ্রব [স] বি অগ্নিহুপাত। 'বিসিউবিয়ানের অগ্নিবিপ্রব।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অগ্নিবিধ [স] বি আত্মনের ফুলকি। 'আর বজ্র, জ্বলে ওঠে আচাখিতে অগ্নিবিধ যাবে।' মোহিত, ১৯৪০।

অগ্নিবীণা [স] ১ বি অগ্নির মতো উত্তেজক সুব বঁরায যে বীণা। 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'অগ্নি-খন্দি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে।' নজরুল, ১৯২২।

অগ্নিভুজঙ্গম [স] বি আত্মনের সাপ। 'হোক জটানিঃসূত অগ্নিভুজঙ্গম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অগ্নিমএ [স] অগ্নিময়। বিণ অগ্নিতে পূর্ণ। 'অগ্নিমএ স্রোত উঠে দেখে তটতক্ষন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অগ্নিমন্ত্র [স] বি কঠিন বাক্য। 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিম্ন।' নজরুল, ১৯৩১।

অগ্নিময় [স] ১ বিণ অত্যন্ত তপ্ত। 'অগ্নিময় মরুভূমির উপর যাতায়াত।' অক্ষয়, ১৮৮৮। ২ বিণ বিদ্যুৎ-গতি। 'অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অধরে, অকস্ম চামর শিরে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বিণ

আত্মনপূর্ণ। 'যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে, অগ্নিময় দশ দিশ।' মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বিণ কাঁকালো। 'ব্রাহ্মরূপ অগ্নিময় পানীয় ঘারা এ দেশের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে।' রাজ, ১৮৭৪। ৫ বিণ আত্মনযুক্ত। 'উজ্জ্বল অগ্নিময় বিশ্বের নির্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বিণ বীরত্ববাহক। 'তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অগ্নিমরী [স] বিণ ক্রী বীরত্ববাহক। 'বাহিরল অগ্নিমরী বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অগ্নিমান্দ্য [স] বি হ্রাস শক্তি দুর্বল হয় এমন রোগ। 'অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, বাত ও ছুর রোগের স্পষ্ট চিহ্ন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অগ্নিমালা [স] বি আত্মনের মালা। 'এই তো দুখের, অগ্নিমালা, এই তো মুক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অগ্নিমুখা, অগ্নিমুখো [স] অগ্নিমুখ- ১ বিণ মুখে অগ্নি এমন। 'অগ্নিমুখা হর বন্দো বাসি পলাসন।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ ত্রিবিণ আত্মনের দিকে। 'শালন তেমনি পতঙ্গের ধারা অগ্নিমুখো খেয়ে যায়।' লালন, ১৮৯০।

অগ্নিমূর্তি, অগ্নিমূর্তি [স] বিণ অত্যন্ত ক্রোধাবিত। 'কৃষ্ণ রাজা তখন অগ্নিমূর্তি হইয়া মেঘশরীরধরে চণ্ডালকে আত্মা করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪; 'পিতার দাস উদ্ধার করিতে একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তি হইয়া দাঁড়াইবে।' মশাররফ, ১৮৮৫; 'মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অগ্নিমুখ্য [স] বি চড়া দাম। 'তধু চাল বঁলে নয়, দ্রব্য সমুদয়, বিকাতচেহে সব অগ্নিমুখ্য।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

অগ্নিমূর্তা [স] বি আত্মনে পড়ে মুর্তা। 'হিন্দুশাস্ত্রেই অগ্নিমূর্তার ব্যবস্থা আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অগ্নিমুগ [স] বি বিপ্রবী আদোলন বা বিদ্রোহের যুগ। 'বাঙলার অগ্নিমুগের আদি পুরোহিত, সান্নিক বীর ... শ্রীশ্রীচরণাবিবেদন্য।' নজরুল, ১৯২২।

অগ্নির ডিঙা বি ফায়ার শিপ; এক রকমের রণতরী। ওসী, ১৭৮৫।

অগ্নিরথ [স] বি অগ্নিময় রথ। 'আকাশ থেকে অগ্নিরথ নেমে এল।' নজরুল, ১৯২৬।

অগ্নি-রাগ [স] বি আত্মনের রং। 'পূর্বতোরণে অগ্নি-রাগে লেখা রহিয়াছে নবযুগ।' নজরুল, ১৯২২।

অগ্নিরাশি [স] বি অগ্নিকূণ। 'ধূম্রাক; সমর-ক্ষেত্রে ধূম্রকটু-সম অগ্নিরাশি।' মাইকেল, ১৮৬১।

অগ্নিরূক্ষ [স] বিণ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ফলে রূক্ষ। 'অগ্নিরূক্ষ জীবনের নিয়ম দহনে।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

অগ্নিলেখা [স] বি অগ্নিরূপ লেখা। 'আঁকিল আমার অতত ধূম্রমণি অগ্নিলেখা।' নজরুল, ১৯৩৭।

অগ্নিশর [স] বি আত্মনের তির; অগ্নিবাণ। 'অগ্নিদাহন তোমার কোমল তনুতে হানে সে অগ্নিশর।' ফরুক, ১৯৪৬।

অগ্নিশর্ম [স] অগ্নিশর্ম। বিণ অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'প্রশ্রমর্ষি অগ্নিশর্ম ছাত্র মরে আতঙ্কত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অগ্নিশর্মী, অগ্নিশর্মী [স] বিণ অত্যন্ত উত্তেজিত। 'সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি অগ্নিশর্মী হইয়া উঠিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৭; 'অগ্নিশর্মী হইয়া উঠিলেন।' শরৎ, ১৯১৭।

অগ্নিশিখা [স] বি আত্মনের শিখা। 'আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম, ভষ্ম,

অগ্নি-শিখাদি নির্গত ... ।' অক্ষয়, ১৮৫২ ।

অগ্নিত্তিকি [স] বি আতনের দ্বারা শোধান । 'ওর অগ্নিত্তিকি হয়ে গেছে ।' নজরুল, ১৯৩১ ।

অগ্নিশোধন [স] বি নরকের অগ্নিতে শোধান । মানোএল, ১৭৪৩ ।

অগ্নিশাসিত [স] বিণ অগ্নিময় শ্বাস ফেলছে এমন । 'অগ্নিশাসিত সহস্রবাহু লৌহদানবের কাগারায় ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

অগ্নিখেত [স] বিণ আগুনের আলোর মতো সাদা । 'অগ্নিখেত নারীর মতো জেগে উঠছে স্কুলিঙ্গের সংঘর্ষে ।' জীবন, ১৯৪০ ।

অগ্নিসংযুক্ত [স] বিণ আগুনযুক্ত । 'অগ্নিসংযুক্ত হইলে তাহা সহসা এত বিস্তৃত হয় ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

অগ্নি-সংযোগ [স] বি আতন লাগানো । 'অস্ত্রারের কৃষ্ণবর্ণকৃ অগ্নি-সংযোগেই নিরাকৃত হয় ।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'অগ্নি সংযোগ দ্বারা ক্রমে ডগনাস করত ... ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২ ।

অগ্নিসংস্কার [স] বি শবদাহ । 'অগ্নিসংস্কারার্থ গ্রামের উপাস্তবর্তী শূশানে লইয়া ... ।' বিদ্যা, ১৮৪৭ ।

অগ্নি-সংস্কৃত [স] বিণ আগুন দিয়ে পরিষ্কৃত-করা । 'সেই শূকরনিবাস অগ্নি-সংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া সেই ।' রক্তিম, ১৮৮২ ।

অগ্নিসংস্কার [স] বি শবদাহ । 'এবার অগ্নিসংস্কার করিতে হইবে ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪ ।

অগ্নিসম [স] বিণ আগুনের মতো উত্তপ্ত । 'মধ্যাহ্নে সমুদ্রে বালু হগ্রাহে অগ্নিসম ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

অগ্নি-সমুদ্র [স] বি আতনের সাগর । 'চতুঃপার্শ্বে রক্ত-সমুদ্রের ন্যায় ঘোর লালবর্ণ অগ্নি-সমুদ্র দেখিতাম ।' মোহনাব, ১৯৩৭ ।

অগ্নিসাং [স] বিণ ভস্মে পরিণত । 'বিরিয়োগপত্র অনুসারে আপনাদের হস্তগত ও অগ্নিসাং হইতে পারে ।' বিদ্যা, ১৮৬৩ ।

অগ্নিসিন্ধু [স] বি আতনের সাগর । 'অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে উঠে ... ।' নজরুল, ১৯২৩ ।

অগ্নিসুর [স] বি আতনের মতো উত্তাপ ছড়ানো তীব্র সুর । 'অগ্নিসুরেও রক্ত-শিখা বাজে ।' নজরুল, ১৯২২ ।

অগ্নি-সেবন [স] বি আতন পোহানো । 'ঘার রোধ করিয়া অগ্নি-সেবন করাই পরমপ্রীতিকর বোধ হয় ।' অক্ষয়, ১৮৪৫ ।

অগ্নিগন্ত [স] বি আতনের শিখা । 'তমোময়, যমদেশে অগ্নিগন্তসম জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ ।' মাইকেল, ১৮৬১ ।

অগ্নিস্নাত [স] বিণ আগুনে পুড়েছে এমন । 'দাউ দাউ অগ্নিস্নাত ঘরবাড়ি ... ।' শওকত, ১৯৭২ ।

অগ্নিমান [স] বি দহন । 'অগ্নিমানে দেহে প্রাণে তচি হোক ধরা ।' রবীন্দ্র, ১৯২৪; 'অগ্নিমানে তচি হোক ধরা ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬ ।

অগ্নিস্কুলিঙ্গ [স] বি আতনের স্কুলকি । 'চক্ষু হইতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল ।' রক্তিম, ১৮৬৫ ।

অগ্নিস্রাব [স] ১ বি আগুনে লাভা । 'বিশ্রোহের অগ্নিস্রাব উদগিরিত হইল ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭ । ২ বি তীব্র সমালোচনা । 'অতি সংকোচে ও সাক্ষেপে সোটি প্রকাশ করতেন যে অগ্নিস্রাব, তরু হল ।' জিহ্মর, ১৯৭০ ।

অগ্নিস্রোত [স] বি আতনের শিখা । 'অগ্নিস্রোতের ন্যায় তাহা অবিলম্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকে ।' অক্ষয়, ১৮৪৫ ।

অগ্নিহলক [স] অগ্নি+আ হলাকাহ বি আতনের হলাক । 'অগ্নিহলক দেশের আশ আকাঙ্ক্ষাকে জ্বালাইয়া ... ।' মোহাম্মদী, ১৯৩০ ।

অগ্নিহাসি [স] বি আতনের খিলিক । 'অগ্নিহাসি উপহাসি উজ্জ্বা অভিষাপশিখা পড়িছে খসিয়া ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩ ।

অগ্নিহোত্র [স] বি বেদবিধি অনুযায়ী প্রতিদিনের যজ্ঞ । 'আদ্য ও অন্ত্যভাগে অগ্নিহোত্র করিবেন ।' স্মৃতিসংগ্রহ, ১৮৫২ ।

অগ্নিহোত্রী [স] বিণ প্রতিদিন করতে হয় এমন । 'মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন ।' রাজীব, ১৮০৫ ।

অগ্ন্যাধান [স] অগ্নি-আধান বি বেদযজ্ঞ পাঠের মাধ্যমে অগ্নিহোতন । 'পূর্বমুখা স্ত্রীর যথাবিধি অস্তোষ্টিক্রিয়া নির্বাহ করিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ ও পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবেন ।' বিদ্যা, ১৮৫৫ ।

অগ্ন্যুত্তাপ [স] অগ্নি-উত্তাপ বি আতনের উত্তাপ । 'অগ্ন্যুত্তাপ বাঁচাইয়া সবাই গিয়া যেখানে বসিয়াছিল ... ।' শরৎ, ১৯১৬ ।

অগ্ন্যুৎপাত [স] অগ্নি-উৎপাত বি আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি ও লাভা নির্গমন । 'আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নি-শিখাদি নির্গত হওয়াতে অগ্ন্যুৎপাত বলে ।' অক্ষয়, ১৮৫২ ।

অগ্ন্যুদগার [স] অগ্নি-উদগার ১ বিণ আগুন উদগিরণের মতো । 'ওই অগ্ন্যুদগার-উল্লাসে ... আর শুষ্ক বজ্র-মাঝে ।' নজরুল, ১৯২৪ । ২ বি আতনের নিঃসরণ । 'ইহাদের অগ্ন্যুদগারে সকল আবর্জনা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে ।' আজাদ, ১৯৭০ ।

অগ্ন্যুদগারী [স] অগ্নি-উদগারী বিণ অগ্নিময় পদার্থ নিঃসরণকারী । 'আগ্নেয় পর্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদগারী বিশাল ... ।' রক্তিম, ১৮৭৫ ।

অগ্ন্যুদগিরণ [স] অগ্নি-উদগিরণ বি আতন উৎক্ষেপণ । 'নিতান্ত উত্তেজিত না হলে অগ্ন্যুদগিরণ করে না ।' নজরুল, ১৯২৭ ।

অগ্যান [স] অজ্ঞান বিণ অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট । 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহস্তো বীরের শরীর নানী ।' অস্তোনিয়া, ১৭৪৩ ।

অগ্র [স] ১ বি প্রথম । 'অগ্রে দিলা নিত্যনন্দনরূপের প্রতি ।' বৃন্দা, ১৫৮০ । ২ বি পুরোভাগ । 'রথের অগ্রেতে বৈসে বীর হনুমান ।' কালীদাস, ১৬৫০ । ৩ বি উপরিভাগ । 'গৃহাঘ্রে উড়িছে ধ্বজ ।' মাইকেল, ১৮৬১ ।

অগ্রক্রয় [স] বি আগে ক্রয় করার অধিকার । 'জমিদারের অগ্রক্রয় ও নজরানা সম্পর্কিত বিধান দুটি বাতিল করিয়া ... ।' বুলবুল, ১৯৩৭ ।

অগ্রণ [স] বিণ অগ্রে গমন করে এমন । বিদ্যা, ১৮৬৪; 'মগধরাজ সেনাপতির অগ্রণ হইয়া কহিলেন ... ।' কালীদাস, ১৮৬৬ ।

অগ্রগণ্য [স] ১ বিণ প্রথমেই গণ্য করতে হয় এমন । 'বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ।' বৃন্দা, ১৫৮০ । ২ বি দলপতি । 'বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থান দলপতি ।' দর্পণ, ১৮২৯ । ৩ বিণ সবার আগে উল্লেখযোগ্য । 'তাহারা ভুলোকেও গভাকাজ্ঞী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

অগ্রগণ্য [স] বিণ স্ত্রী অন্য সকলের আগে বিবেচিত হয় এমন । 'বেশ্যমহলে খ্যাতিপন্ন্য মান্য্য ধন্য্য অগ্রগণ্য ছিলেন ।' ভবানী, ১৮২৮ ।

অগ্রগতি [স] ১ বি সামনে এগিয়ে যাওয়া । 'আমার তরফের এক পা অগ্রগতি ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০ । ২ বি উন্নতি । 'পুরুষেরা বাধার সৃষ্টি করছে মোয়েদের অগ্রগতির পথে ।' বেগম, ১৯৪৭ ।

অগ্রগতিশীল [স] বিণ প্রগতিশীল । 'এছলাম একটি অগ্রগতিশীল ... ধর্ম ।' আজাদ, ১৯৬০ ।

অগ্রগতিশীলা [স] *বিণ* *স্ত্রী* প্রগতিশীল। 'এই সব অগ্রগতিশীলা মহিলাদের কাণ্ডাকাঙ্ক্ষান একেবারে নাই।' *বনকল*, ১৯৩৬।

অগ্রগমন [স] *বি* অগ্রগতি। 'মুছলমানের অগ্রগমনের পথে কেবল বিঘ্ন।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩০।

অগ্রগামী [স] অগ্রগামী। *বিণ* অগ্রসর। 'এ কথা তিনয় কিঞ্চিত অগ্রগামী হইয়া ...' *রামরাম*, ১৮০১।

অগ্রগামিনী [স] *বিণ* *স্ত্রী* সামনে এগিয়ে যায় এমন। 'রাজ্ঞী, সেই শিতকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্রগামিনী হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অগ্রগামিনীত্ব [স] *বি* আগে বা সামনে যাওয়ার প্রবণতা। 'একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অগ্রগামী [স] ১ *বিণ* আগে গমনকারী। 'অগ্রগামী সাত্তরএ মধ্যমে কর্দম হএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *কিণ* সম্মুখবর্তী। 'তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আন্দেই সে কর্ম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৩ *বিণ* অগ্রসরগাম। 'কুলের যত ব্যাপারে তারা হত যুগপৎ অগ্রগামী ও অগ্রগী' *প্রমথ*, ১৯১৮। ৪ *বিণ* প্রাচীনতম। 'সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ *বিণ* উন্নত। 'প্রাণবয়স্কদের শিক্ষা সমস্যা পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলোর কাছে অবাস্তর।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অগ্রজ [স] ১ *বি* বড়ো ভাই। 'তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *কিণ* অগ্রে জন্মগ্রহণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগ্রজনা [স] *বিণ* অগ্রে জন্মগ্রহণকারী। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অগ্রজপ্রতিম [স] *কিণ* বড়ো ভাইয়ের মতো। 'অগ্রজপ্রতিম কোনো কবি-বন্ধু।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অগ্রগী [স] ১ *কিণ* মুখ্য; প্রধান। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'আমাদের এই নবীন ইতিহাস চর্চায় যারা অগ্রগী ...' *সবুজ*, ১৯১৭। ২ *কিণ* শ্রেষ্ঠ। 'গুরুব সৌরসেন সুরলাকের সংগীতসভায় কলানায়কদের অগ্রগী' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *বি* সবার আগে গমন করে যে। 'মনে হয় অগ্রগীর পদস্রাবী পথ।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৪০।

অগ্রগীশোভন [স] *বিণ* অগ্রগীদের উপযুক্ত। 'অগ্রগীশোভন অধাবসায়ের ফলাফল।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অগ্রদানী, **অগ্রদানি** [স] অগ্রদানী, সন্ধিতে ই-কার। *বি* এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। 'বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিশণ।' *যুক্রন্দ*, ১৬০০; 'বাটীর বাহিরে অগ্রদানী ... কাঙালীতে পরিপূর্ণ।' *গ্যারী*, ১৮৫৮।

অগ্রদূত [স] *বি* পথপ্রদর্শক। 'তিনি যাত্রীদের অগ্রদূত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অগ্রদূতী [স] *কিণ* *স্ত্রী* পথপ্রদর্শক। 'প্রগতির অগ্রদূতী মেয়েরা।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অগ্রনায়ক [স] ১ *কিণ* অগ্রবর্তী নেতা। 'দেশের অগ্রনায়ক বীর।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* প্রধান নেতা। 'তুরস্কের অগ্রনায়ক গণবিচার করিয়া দেখিয়াছেন।' *ছায়াবীথি*, ১৯৩৩।

অগ্রনায়িকা [স] *কিণ* *স্ত্রী* অগ্রবর্তী নেত্রী। 'এই আন্দোলনের অগ্রনায়িকা হবেন এ যুগের শিক্ষিতা মহিলারা।' *বেগম*, ১৯৪৭।

অগ্রপথিক [স] ১ *বি* সৈন্যদলের অগ্রদূত। 'অগ্রপথিক হে সৈন্যদল।' *নজরুল*, ১৯২৮। ২ *বি* অগ্রবর্তী লোক। 'মোরা অগ্রপথিক।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অগ্রপথ্য [স] ১ *কিণ* *পূর্ণাপর*। 'ইউ ইথিয়া কোম্পানি অগ্রপথ্য অনেক কারণ বিবেচনা করিয়া ...' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *কিণ* *বিণ* আগামোড়া। 'বিদ্যা সন্নিধানে পরাভূত হইয়া কালের করাল গ্রাসে

অগ্রপথ্য প্রবেশ করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অগ্রবর্তিনী, **অগ্রবর্তিনী** [স] *কিণ* *স্ত্রী* পুরোগামী। 'সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্তিনী হইতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২; 'সখিনাও অগ্রবর্তিনী হইয়া স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন।' *মশারুফ*, ১৮৮৫।

অগ্রবর্তী, **অগ্রবর্তী** [স] *কিণ* অগ্রগামী। 'যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'সহৃদয়তা, সদাশোচনা ... প্রভৃতি উন্নতিকর বিষয়ে অগ্রবর্তী' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

অগ্রবাক [স] উগ্রবাক। *বিণ* অগ্রিম। 'অহ হল্য অতীত অতিথি অগ্রবাক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অগ্রবাহিনী [স] *কিণ* অগ্রগামী। 'অগ্রবাহিনী পথিক-দল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অগ্রভাগ [স] ১ *বি* প্রথম ভাগ। 'অগ্রভাগ লয়ে ভবানীর নামে দিলা একতাব হয়ে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* সম্মুখ। 'লঙ্কর অগ্রভাগে তাই করিয়া আপনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ *বি* প্রান্ত। 'অশ্লির অগ্রভাগ চুষিতে চুষিতে।' *তপ*, ১৮৫৮।

অগ্রভাগে [স] *কিণ* *বিণ* সামনাসামনি। 'আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অগ্রভাগে ডাঙাইয়া বরাবরি করিতে ...' *রামরাম*, ১৮০১।

অগ্রমাংস [স] অগ্রমাংস। *বি* যতকের মাংসবৃদ্ধির গোপবিশেষ। 'পিলে অগ্রমাংসে মলো।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

অগ্রমুখ [স] *বি* সবচেয়ে উঁচু চূড়া। 'প্রভূ বলে দেখ প্রাসাদের অগ্রমুখ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অগ্রযাত্রী [স] *কিণ* সম্মুখে গমনকারী; অগ্রপথিক। 'অগ্রযাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল।' *নজরুল*, ১৯২২।

অগ্রশাখা [স] *বি* আগাডাল। 'ওঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অগ্রসর [স] ১ *কিণ* অগ্রগামী। 'অগ্রসর হএ জ্ঞাপ কহিলেন হেসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *কিণ* উৎসাহী। 'শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অগ্রসর করা *কি* এগিয়ে দেওয়া। 'বাতা অগ্রসর করিয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অগ্রসরণগতি [স] *বি* অগ্রগতি। 'সেই অগ্রসরণগতিতে পাঠকের মন আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিচয়ের দিকে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অগ্রসরণ্য [স] *কিণ* বেড়ে উঠছে এমন। 'সন্তান যে তার অত্যন্ত অগ্রসরণ্য।' *জীবন*, ১৯৩১।

অগ্রসরণ [স] *বি* অগ্রগমন। 'মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুরণন করে পিছনের ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অগ্রসরতা [স] *বি* অগ্রগমনের অবস্থা; সম্মুখবর্তিতা। 'সেবানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোম্পেস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অগ্রসরা [স] অগ্রসর। 'অগ্রসর হওয়া।' *ভবিষ্যৎ* *সুরসেনানী* *সুমধুর* *স্বরে অগ্রসরি*। *মাইকেল*, ১৮৬০।

অগ্রসারী [স] *কিণ* অগ্রগামী। 'সুবাকে শিক্ষায়িত্ত করার ব্যাপারে হবে অগ্রসারী।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অগ্রসূত [স] *কিণ* এগিয়ে গেছে এমন। 'দুই পা অগ্রসূত করিয়া যেভাবে ...' *শরৎ*, ১৯১৭।

অঙ্গসূতি [স] বি অঙ্গপতি; উন্নতি। 'অতি ধীরে মুখশ্রীর অঙ্গসূতি।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

অঙ্গসৈনিক [স] বি সেনাপতি; পুরোগামী। 'দেখেছি উমর ফারুককে বিখ্যাজায় বাহিনীর অঙ্গসৈনিকরূপে।' নজরুল, ১৯৩৬।

অঙ্গস্থান [স] বি প্রাধান্য। 'নিজেই সংশয়পিপাচকে অঙ্গস্থান দেন।' প্রমথ, ১৯২৭।

অঙ্গাধিকার [স অঙ্গ-অধিকার] বি প্রাধান্য। 'সরকার দুঃস্থ নারীদের বিষয়টিকেই অঙ্গাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।' আজাদ, ১৯৬২।

অঙ্গে [স] ১ **ক্রিবিণ** সামনের ভাগে। 'রথ-অঙ্গে গ্রন্থ তৈছে করিল নর্ত্তণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **ক্রিবিণ** পূর্বে। 'তব অঙ্গে তারা সব গেছে কর্ণলোকে।' কাশীরাম, ১৬৫০। ৩ **ক্রিবিণ** নিকটে। 'প্রাণ-তরুণ-অঙ্গে কহে করিয়া রোদন।' কাশীরাম, ১৬৫০। ৪ **ক্রিবিণ** দ্রুত। 'তিনি না পাহাওয়া অঙ্গে বেগে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে।' রামরাম, ১৮০১। ৫ **বিণ** আগে। 'তিন মাস অঙ্গে বাড়ে সমায়ার দিবকে।' দর্পণ, ১৮১৯।

অগ্রহণীয় [স] **বিণ** অগ্রহযোগ্য। 'মুসলমান বা খ্রিস্টানের পক্ষে অগ্রহণীয় বা আশক্তজনক।' বৃন্দাবন, ১৯৩৬।

অগ্রহণীয়তা [স] বি অগ্রহযোগ্যতা। 'দলতলির গ্রহণীয়তা বা অগ্রহণীয়তা বিচারপূর্বক ...।' ৩৭গাথ, ১৯৪৫।

অগ্রহায়ণ [স অগ্র+স হায়ন] বি বাংলা সনের অষ্টম মাস। 'সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অগ্রহায়ন [স অগ্র+স হায়ন] বি বাংলা মাসের নামবিশেষ; অগ্রহায়ণ। '১৯ অগ্রহায়ন বঙ্গলা ১১৬৪ সাল।' মের্স, ১৭৫৭।

অগ্রাণ [অগ্রহায়ণ+] বি বাংলা মাসের নামবিশেষ; অগ্রহায়ণ। 'অগ্রাণ মাসে পৃথিবী নবীন শস্য ধরে।' বিজয়, ১৬৫০।

অগ্রাধিকার **দ্র অগ্র**

অগ্রাম্য [স] **বিণ** মার্জিত। 'অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই ...।' প্রমথ, ১৯২৯।

অগ্রাম্যতা [স] বি মার্জিত ভাব। 'অগ্রাম্যতাযি এ ভাব বিশেষরূপে বহন করে।' প্রমথ, ১৯২৯।

অগ্রাহ্য [স] ১ বি উপেক্ষা। 'ভাঁহাদমিলের জাতীয় ধর্ম উগ্র স্বভাব হেতুক এদোষ অগ্রাহ্য করিতেই হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ **বিণ** অপছন্দ। 'সমাসনুত দারশ সংকৃত্ত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতংগ অনেকের অগ্রাহ্য হইল।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ **বিণ** গ্রহণ করার অনুমুক্ত। 'সংসার সুখার মতে চলিতে পারে না, এ জন্যে শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য।' গ্যারী, ১৮৫৮।

অগ্রিম [স] **ক্রিবিণ** প্রথমে। 'পাদবষ চাপিয়া বসিয়া অগ্রিম দক্ষিণ চরণ ভূয়া ভূয়া লাড়িয়া ...।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০।

অঘটন [স] ১ **বিণ** অপ্রত্যাশিত। 'রাজা, এবশ্পকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অবেদন হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি বিপত্তি। 'অত কাহে গিয়া আর যদি কোনো প্রকার অঘটন সংঘটন হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি প্রতিকূলতা। 'ধর্মব্যবসারে ইহাতে বড়োই অঘটন ঘটাইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ **বিণ** অবাঞ্ছনীয়। 'কোন অঘটন দেশে তার সাথে গেছে ভেসে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অঘটনঘটনপটীয়া [স] **বিণ** স্ত্রী অসম্ভব সাধনে সুনিপুণ। 'লোককণের অঘটনঘটনপটীয়া অসাধারণ প্রতিভা।' আকরম,

১৯২৩; 'অঘটন-ঘটনপটীয়ায় মায়ামূলক।' অবন, ১৯২৫।

অঘটনঘটনা [স] ১ বি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 'রাজা, এবশ্পকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অবেদন হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি অসাধ্যসাধন। 'ঈদৃশ অঘটন-ঘটনা ভ্রমণে অতীব বিরল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অঘটনঘটনাপটী [স] **বিণ** অসাধ্য সাধনে দক্ষ। 'আমি, বহু দিন ইহা, যে অঘটন-ঘটনা-পটী ঘটকল্পকে ঐ উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলাম।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অঘটনপটীয়া [স] **বিণ** অসাধ্যসাধন ঘটনা ঘটতে সক্ষম। 'উজ্জট অঘটনপটীয়ায় পেট্রিয়টিজমের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র বটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অঘটনা [স] বি অসাধ্যসাধন ঘটনা। 'ঘরের টেকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটনা।' গুরু, ১৮৫৮।

অঘটনীয়া [স] **বিণ** ঘটনা সম্ভব নয় এমন। 'তাহাদিপকে তাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয়া।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অঘমর্ষী [স] **বিণ** দুঃখ ও ধ্বংস পছন্দ করে এমন। 'অঘমর্ষী জনতার উদ্গীত-মুখর।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

অঘর [অ+পা ঘর] বি অযোগ্য ঘর বা বংশ। বিদ্যা, ১৮৯১।

অঘর পড়া **ক্রি** অযোগ্য পায়ে পাত্রহ হওয়া। 'তার বিবাহ না হইলে অঘর পড়িবে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অঘ্রী [স] **বিণ** নির্বোধ। 'বাবুরাম অঘ্রী অতি।' গ্যারী, ১৮৫৮।

অঘ্রা [স] অঘাতা বি অঘাত। 'মানিনি মান পিবি ও ন অঘ্রাএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অঘাটা [অ+স ঘট+] বি তাঁরে গঠার পথ নেই এমন জায়গা। 'অঘাটায় মরণ হল আমারে।' লালন, ১৮৯০।

অঘাটি [অ+হি ঘাটি] **বিণ** নির্দোষ। 'কুলে শীলে রূপে গুণে সকলি অঘাটি।' শিবায়ন, ১৭৫০।

অঘান [অগ্রহায়ণ+] বি অগ্রহায়ণ। 'কাতিক গেলে অঘান মাস বিছা রাসি।' রামাই, ১৭১০।

অঘাসি [স অঘাস+] বি নিষ্ঠুর বাস। 'অনাদরে অঘাসি ইশান মুখে যায়।' ঘনরাম, ১৭১১।

অঘুম বি ঘুমহীনতা। 'বাগের ছিল অঘুমের অসুখ।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

অঘোর [স] ১ **বিণ** অন্ধকার। 'অঘোর নরকতুল্য অধিক দুঃখর' বাহরাম, ১৬৫০। ২ **বিণ** অতি ভয়ানক। 'তাহারে মারিব কোন অঘোর পাতক।' আলগল, ১৬৮০। ৩ বি হিন্দু দেবতা শিব। 'অঘোর মন্ড্রেতে শিবা বাঁধে ততক্ষণ।' রামধন্য, ১৭৮০। ৪ **বিণ** বিচোর। 'অঘরে অধিকা রথে আনন্দে অঘোর।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৫ **ক্রিবিণ** অচেতনভাবে। 'মাতা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন।' নজরুল, ১৯০১।

অঘোরচতুর্দশী [স] বি ব্রতবিশেষ। 'অক্ষয়চতুর্দশী, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী ... ব্রত।' অবন, ১৯১৯।

অঘোরপঙ্খ [স] বি শিবোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'অঘোরপঙ্খ সে যে শবাসন-সাধনায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অঘোরপঙ্হা [স অঘোরপঙ্হা] বি তান্ত্রিকপঙ্হা। 'তন্ময়ের অঘোরপঙ্হা কবিত্তে মৃতিমান হইয়া উঠিয়াছে।' সর্বজ, ১৯২১।

অঘোরপঙ্খী [স অঘোরপঙ্খ] বি শিবের উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'অঘোরপঙ্খী সম্প্রদায়ের বিবরণ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া করা যাইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অঘোরমন্ত্র [স বি শিবমন্ত্র] 'অঘোরমন্ত্রেতে শিখা বাঁধে ততক্ষণ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

অঘোরী [স বি শৈব সন্ন্যাসীবিশেষ] 'অঘোরী হইতে হইলে, প্রথমে যথানিয়মে সন্ন্যাস লইয়া পচাৎ অঘোরমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অঘোষ [স] বি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি; যে সকল বর্ণ ঘোষহীন (ক, খ, ও...)। জ্ঞানেন্দ্র, ১৯১৭।

অঘোষিত [স] বিণ ঘোষণা করা হয়নি এমন। 'একটা অঘোষিত যুদ্ধ।' গাশা, ১৯৭১।

অগ্রান, অগ্রাণ [অগ্রহায়ণ] বি অগ্রহায়ণ মাস। ওর্গা, ১৭৮৫; 'ও যা, অগ্রানে তোর ডরা খেতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'নবীন ধানের অগ্রানে আজি অগ্রান হল মাত।' নজরুল, ১৯২৮।

অঙ্ক [স] ১ বি হিসাব; গণনা। 'দশ মাসায় তোলা হয় অঙ্ক মাজাকসা।' ওর্গা, ১৭৮৪; 'তাঁহাকে নীচের লিখিত অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।' পৌর, ১৮২২। ২ বি বিন্দু; নোখতা। ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বি সংখ্যা। 'এই দুই অঙ্কের একো কলির প্রথমাবধি এ পর্যন্ত ৪,৯০৫ বৎসর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বি গণিতশাস্ত্র। 'কষ্টচিত্ত হইয়া অঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বি কলঙ্ক। 'সতীত্ব ফটিককুণ্ডে অঙ্ক প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৬ বি চিহ্ন। বিদ্যা, ১৮৬৪; 'রূপট অঙ্ক হুটার আমার কত কলঙ্ক।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

অঙ্ক কষা ক্রি গণিত শিক্ষা করা। 'অঙ্কিতপঙ্কর পর্যন্ত অঙ্ক কষা শেষ করিয়াছিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

অঙ্কগণিত শাস্ত্র [স] বি গণিতশাস্ত্র। 'ছেলে ইসরেঞ্জী অঙ্কগণিত শাস্ত্র ... পড়ে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

অঙ্কপাত [স] ১ বি অর্থের সংখ্যা। 'উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বিদায়ের অঙ্কপাত করিয়া দেন।' ভবানী, ১৮২৩; 'যখন গুণত্বে অথবা অন্য কোনও স্থানে, কেহ কোনও বস্তুর অঙ্কপাত করে ...।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি হিসাব-নিকাশ। 'বাজেট সমালোচনা লইয়া বড়ো বড়ো অঙ্কপাত করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অঙ্কফল [স] বি হিসাবের ফলাফল। 'যোগবিয়োগের বিতক্ক অঙ্কফলটি উদ্ধার করিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

অঙ্কবিদ্যা [স] বি গণিতশাস্ত্র। 'অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা ... অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

অঙ্কমূর্তি [স] বি সংখ্যা প্রতীক। '১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্কমূর্তি ... ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অঙ্কশাস্ত্র [স] বি গণিত শাস্ত্র। 'অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না।' দর্পণ, ১৮২২।

অঙ্কশাস্ত্রী [স] বি গণিতে পারদর্শী ব্যক্তি। 'নারী কোনো অঙ্কশাস্ত্রীর কবলে পড়েছে।' নজরুল, ১৯২৮।

অঙ্কাক্ষর [স অঙ্ক-অক্ষর] বি সংখ্যাব্যবচক শব্দ। 'নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অঙ্কাক্ষর ...।' ভবানী, ১৮২৫।

অঙ্কাতঙ্ক [স অঙ্ক-আতঙ্ক] বি অকৃত্যবিত্তি। 'ল আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।' নজরুল, ১৯২৭।

অঙ্ক [স] বি কোল। 'তিঅঙ্কতা চাপী জোইনি দে অঙ্কবাণী।' চর্যা ৪, ১২০০; 'শৈশবকালে বীণার ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে যাইতাম।' কাদম্বরী, ১৮৫৩।

অঙ্কবাণী [স অঙ্কপালিকা] বি আলিসন। 'তিঅঙ্কতা চাপী জোইনি দে অঙ্কবাণী।' চর্যা ৪, ১২০০।

অঙ্কবিহারিণী [স] বিণ স্ত্রী কোলে বিহার করে এমন। 'অঙ্কবিহারিণী বীণা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অঙ্কবিহারী [স] বিণ কোলে কোলে থাকে এমন। 'আমার অঙ্কবিহারী সেই আট মাসের শিশুটির খেলা দেখে আমার অনেকটা সময় কাটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অঙ্কলক্ষ্মী [স] বি পত্নী; স্ত্রী। 'সুকুমারের অঙ্কলক্ষ্মী না হইয়া বরং যথাসকল হরগুণপূর্বক হইাকে বিপদে পাতিত করিবে।' মশাররক্ষ, ১৮৬৯।

অঙ্কলালিত [স] বিণ স্নেহসিক্ত। 'বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয়-গুলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অঙ্কলীন [স] বিণ ক্ষেত্রহ। 'তোমার অঙ্কলীন বীণাতে উন্মাদনা তুলে।' মণীশ, ১৯৩৯।

অঙ্কশায়ী [স] বিণ শায়িত। 'পারেনি তাহারে আজো অঙ্কশায়ী করিতে ধূলায়।' মণীশ, ১৯৩১।

অঙ্কহুগী [স] বি কোল; আশ্রয়। 'পিতামাতার অঙ্কহুগীর একটি স্থানিক ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অঙ্কগত [স অঙ্ক-আগত] ক্রিবিণ কাছে। 'দেবেশ্রুকে অঙ্কগত প্রাণ হইয়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

অঙ্কান্তর [স অঙ্ক-অন্তর] বি অন্য কোল। 'শৈশবকালে বীণার ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে যাইতাম।' কাদম্বরী, ১৮৫৩।

অঙ্কান্ধ [স অঙ্ক-আন্ধ] বি অস্তবুদ্ধ। 'এর পরের ঘটনা আর ইতিহাসের অঙ্কান্ধ নয়।' সুশীল, ১৯৩৩।

অঙ্কোপরে [স অঙ্ক-উপরি] ক্রিবিণ কোলের উপরে। 'এত দিন ছিলে, বৎস, মম অঙ্কোপরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

অঙ্ক [স] ১ বি নাট্যাভিনয়। 'আজি নৃত্য করিবও অঙ্কের বন্ধানে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নাটকের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ। 'প্রথম অঙ্ক।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অঙ্ক [স অঙ্ক] বি অঙ্ক। 'বেদি বনাবও হম অণন অঙ্কমে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অঙ্কা [স অঙ্কন] ক্রি চিত্রিত করা। 'তত-আলিঙ্গনে প্রতাহ রাখিব অঙ্কি ক্রমে চন্দনে কল্পনার লেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অঙ্কাক্ষর অঙ্ক

অঙ্কগত অঙ্ক

অঙ্কাতঙ্ক অঙ্ক

অঙ্কান্ধ অঙ্ক

অঙ্কিত [স] ১ বি মুদ্রিত। 'আমারদিগের বংশপরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিতকরণের প্রার্থনা করি।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ চিত্রিত। '... অতি সামান্য রূপে নির্মিত ও পরিমাণচিহ্নস্বলে মসীরেখায় অঙ্কিত।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বিণ চিহ্নিত। 'সেই দণ্ডের শিরোভাগে "ন্যায়"

অঙ্কিতকরণ

এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অঙ্কিতকরণ [স] বি লিখে রাখার কাজ। 'আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিতকরণের প্রার্থনা করি।' দর্পণ, ১৮২২।

অঙ্কী [স] বিণ কলঙ্কী। 'অঙ্কী কলানিধি।' কাশীরাম, ১৬৫০।

অঙ্কুট [স] বি চাবি। 'সিঙ্কির অঙ্কুটে সোনার বর্ণের ধার খুলিত না তবু।' সুপ্রসূ, ১৯৩৩।

অঙ্কুর [স] ১ বি মুকুল; নবোদগত উদ্ভিদ। 'রোপিয়া প্রেমক বীজ অঙ্কুরে মোড়লি, বাঁচব কোন উপাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ভক্তিচক্কতরু তেহো প্রথম অঙ্কুর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উন্মেষ। 'কিছু কিছু উৎপত্তি অঙ্কুর ভেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি বি কলা। 'ক্ষীর ইক্ষু অঙ্কুরের সনে কত মৃদগ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অঙ্কুর জন্মানো কি সূচনা হওয়া। 'এই স্থানে মাত্র সাহিত্যের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

অঙ্কুরসেচন [স] বি অঙ্কুরে পানি দেওয়ার কাজ। 'এবশ্যকার মিট বসনে বিবিক্রপ অঙ্কুরসেচনে সযত্ন হইল।' ভবানী, ১৮২৮।

অঙ্কুরা [স] অঙ্কুর। কি অঙ্কুরিত হওয়া। 'মৃণাল পরশে রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মম্বাঙ হরষে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অঙ্কুরিত [স] ১ বিণ অঙ্কুর নির্গত হয়েছে এমন। 'চূতকলিকা অঙ্কুরিত ...।' রাসদলী, ১৮৫৩। ২ বিণ উদ্ভূত। 'যাতে প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ প্রকাশিত। 'মানুষের বহুদিনের আনন্দালোক ও অশ্রুজলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অঙ্কুরেই বিনাল [স] বি সূচনাতেই বিনষ্ট হওয়া। 'শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাল করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়া, অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হওয়া কি সূচনাতেই ধ্বংস হওয়া। 'জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল।' নজরুল, ১৯২২; 'পূর্বরাগটা অধিকাংশ সময় অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।' নজরুল, ১৯২৭।

অঙ্কুরোৎপাদন [স] অঙ্কুর-উৎপাদন। বি অঙ্কুরের উদ্ভব। 'প্রথমে তাহার অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তি থাকে না।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অঙ্কুশ [স] বি হাতি চালানার লোহার দণ্ড। 'অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মন মাতা হাতি ছোটো দিবা রাত্তি নিবারি শান্তি অঙ্কুশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঙ্কুশাহতচিহ্ন [স] অঙ্কুশ-আহত-চিহ্ন। বি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি চিহ্ন। 'নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অঙ্কুশাহতচিহ্নে উপরে চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অঙ্কুশি [স] অঙ্কুশ। বিণ বিরোধী। 'স্বরাঞ্জীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি।' নজরুল, ১৯২৬।

অঙ্কোপরে গ্র অঙ্ক

অঙ্ক [স] ১ বি শরীর। 'বতিস যোইনী তসু অঙ্ক উইসিউ।' চর্যা ২৭, ১২০০। ২ বি অবতার। 'অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আকৃতি। 'অনঙ্গের অঙ্ক দিলি।' ভারত, ১৭৬০। ৪ বি বিষয়। 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রকৃতিত উৎসাহের সহিত এই উত্তম অঙ্গ সুসঙ্গীর্ণ করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বি অপরিহার্য অংশ। 'সমাজের সহিত তাহাদের সর্বপ্রকার বিচ্ছেদ দূর হইয়া তাহারা সমাজের অঙ্গ হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'বিরাম কাজেরই অঙ্গ

একসাথে গাঁথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৬ বি ভাগ। 'যেলার এটা একটা প্রধান অঙ্গ।' মানিক, ১৯৩৬।

অঙ্গকল্মুষ [স] বি অঙ্গ চুলকানির কাজ। 'সুস্থ হইয়া প্রভু করে অঙ্গকল্মুষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গগন্ধা [স] বি দেহ থেকে উৎপন্ন ঘ্রাণ। 'তাহার অঙ্গগন্ধে দশদিক আমোদিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গগ্রহ [স] বি গায়ের ব্যথা। 'কঠিন অঙ্গগ্রহ ও বাম বাহু এবং বামপদের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪২।

অঙ্গচিহ্ন [স] বি দেহের চিহ্ন। 'স্ত্রীপুরুষের অঙ্গচিহ্ন ঘারা ... শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

অঙ্গছেটা [স] বি দেহের রূপ-লাবণ্য। 'করে বলমলী শোভিছে অঙ্গছেটায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঙ্গচ্ছেদ [স] বি দেহের অংশ কেটে বাদ দেওয়া। 'অঙ্গচ্ছেদের ক্রমানুসারে করিতে হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অঙ্গছটা [স] বি শরীরের লাবণ্য। 'শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মণিময় হার গলে অঙ্গছটা উদয় ভরণি।' রূপরাম, ১৭৫০।

অঙ্গজ [স] ১ বি কেয়ুর ইত্যাদি অঙ্গভূষণ। 'নানারত্ন অঙ্গজ বলয়া দুই করে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ শরীর হতে উৎপন্ন। 'জোমার অঙ্গজ তনু রাখিব না আর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি পুত্র। 'রমুজ অঙ্গ অঙ্গজ বিখ্যাত ভুবনে।' মাইকেল, ১৮১১।

অঙ্গজন্ম [স] ১ বিণ অঙ্গজাত। 'গিরিসূতা-অঙ্গজন্ম খর্ব-পীবরতন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পুত্র ও কন্যা। 'ভরবাজ অঙ্গজন্ম।' কাশীরাম, ১৫৮০।

অঙ্গজ্ঞা [স] বি জ্ঞী কন্যা। 'কমলে কামিনী ব্রহ্মরাজের অঙ্গজ্ঞা।' গীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অঙ্গতরঙ্গ [স] বি দেহের কম্পন। 'তাহার অঙ্গতরঙ্গ বিভসে/ কূলে কূলে নদীরল উৎথায়।' নজরুল, ১৯৩৫।

অঙ্গ-দর্শন [স] বি শরীরের বিশেষ অংশ দেখা। 'ছুতানাতায় সে শুদামে ঢোকে রমণীদের বিশিষ্ট অঙ্গ-দর্শনের লোভে।' শওকত, ১৯৭২।

অঙ্গদল [স] বি মূল দলের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দল; উপদল। 'পাঁচটি অঙ্গদল গঠন করেছে।' বেগম, ১৯৭৫।

অঙ্গদেশ [স] বি কৌশিকী নদীর দক্ষিণে ও গঙ্গানদীর পূর্বতীরস্থ দেশ। 'বঙ্গদেশের সহিত সেই অঙ্গদেশের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অঙ্গধাবন [স] বি শরীর ধোয়া। 'শিশিরে অঙ্গধাবন করিব।' প্রভাত, ১৮৯৬।

অঙ্গধারণ করা কি আকারবদ্ধ হওয়া। 'কোনো না কোনো মহন্ত অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অঙ্গপীড়া [স] বি অঙ্গহানি। 'কাহারও অঙ্গপীড়া ও প্রাণবধ হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ [স] বি দেহের বিভিন্ন অংশ। 'তাহারদিগকে পাক্ষেপকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাইতে হইবেক।' ভবানী, ১৮২৮।

অঙ্গপ্রভা [স] বি শরীরের দৃষ্টি। 'ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন অঙ্গপ্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয়-চিহ্ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গবদ্ধ [স] বিণ ঐক্যবদ্ধ। 'সেই সময়ে দেশের লোকে যে আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্ট সত্তা অনুভব করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অঙ্গবিক্ষেপ [স] বি দেহের নড়াচড়া। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'নেশা ধরা পড়ে দুই জিনিসে - অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্যবিপর্যয়ে।' প্রমথ, ১৯০৫।

অঙ্গবিন্যাস [স] বি আঙ্গিকগত সজ্জা। 'বস্ত্রবিশেষের অঙ্গবিন্যাস বা রূপ-সংস্থান।' অবন, ১৯২৫।

অঙ্গবিভাজ [স] বি দেহের উজ্জ্বল্য। 'তত্ৰ তোমার অঙ্গবিভা অগাধ শুন্যে মুচ্ছা পায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অঙ্গবিভাগহীন [স] বিণ একশা; একাকার। 'ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অঙ্গবিহীন [স] বিণ শারীরিক নয় এমন। 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

অঙ্গভঙ্গ [স] ১ বি দেহভঙ্গিমা। 'নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ শরীরের অংশ ভেঙে গেছে এমন। 'অন্যান্য দেশে অনেক লোকের অঙ্গভঙ্গ ও প্রাণসংহার হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অঙ্গভঙ্গি, **অঙ্গভঙ্গী** [স] ১ বি অঙ্গ সঞ্চালন। 'হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে পৌরচন্দ্র।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অঙ্গচালনার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ। 'অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল।' দর্পণ, ১৮২১।

অঙ্গভাঙ্গ [স অঙ্গভঙ্গ] বি অঙ্গহানি। 'দৈব কর্ণের অঙ্গভাঙ্গ ফল গত তারতম্য হয়।' চিঠিপত্রে, ১৮১০।

অঙ্গচূষণ [স] বি অঙ্গে পরিহিত অলংকার। 'সমাজের নিন্দা-গল্পনাকে করেছিলেন অঙ্গচূষণ।' শরীফ, ১৯৭০।

অঙ্গচুষা [স] বি দেহসজ্জা। 'মালা আনি অঙ্গচুষা কৈলেন শূন্যর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অঙ্গমহিমা [স] বি দেহের গৌরব। 'মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অঙ্গমোড়া [স অঙ্গ] বি গা মোড়া। 'অঙ্গমোড়া দিখা দেই উলটীয়া পাশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঙ্গরক্ষক [স] বিণ দেহরক্ষী। 'অঙ্গরক্ষক সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান।' প্রভাত, ১৮৮৫।

অঙ্গরক্ষা [স] বি আংরাখা; চাপকান জাতীয় লম্বা কুলের জামাবিশেষ। 'আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস চিঠি বের করে।' মুক্তভাব, ১৯৬৬।

অঙ্গরক্ষিণী [স] বি স্ত্রী ঝুলওয়ালা জামাবিশেষ। 'তাহাদিশের কেবল অঙ্গে এক অঙ্গরক্ষিণী ও সঙ্গে জলপাত্র থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অঙ্গরক্ষি [স অঙ্গরক্ষিকা] বি বর্ম। 'গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরক্ষি সেল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঙ্গরাখা [স অঙ্গরক্ষিকা] বি ঝুলওয়ালা জামাবিশেষ। ওয়া, ১৭৮৫; 'ওড়ানখানি উড়িয়ে দেব অঙ্গরাখার পর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অঙ্গরাগ [স] ১ বি দেহের প্রসাধন। 'কি কহিব রূপ গুন অঙ্গরাগ লোভে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি শারীরিক সৌন্দর্য। 'বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গরাগ বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি।' এসলাম, ১৯১৯।

অঙ্গশোভা [স] বি দেহের সৌন্দর্য। 'আজ রাতি-অবসানে তব

অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের অক্ষয় ভাঙারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অঙ্গসংলগ্ন [স] বিণ দেহের সঙ্গে যুক্ত। 'বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অঙ্গসংস্থানশাস্ত্র [স] বি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থাননির্দেশ সংক্রান্ত বিদ্যা; আনন্দিম। 'উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং অঙ্গসংস্থানশাস্ত্রে তাঁর ব্যবেষণা সমকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।' শিব, ১৯৫০।

অঙ্গসঙ্গ [স] বি সহচর। 'অতি প্রিয় পারিষদ শব্দর তরঙ্গ/হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ।' ভারত, ১৭৬০।

অঙ্গ-সঞ্চালন [স] ১ বি ব্যায়াম। 'অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুর্ত্তিলাভ ও হৃদযন্ত্র হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি অঙ্গ-চালনা। 'নৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অঙ্গসঞ্চালন এবং পদবিন্যাস।' মুক্তভাব, ১৯৫৮।

অঙ্গসন্ধিক্ষেপ [স] বি যৌন-সঙ্গমকাল। 'অঙ্গসন্ধিক্ষেপে আনন্দ আহরণ আমার কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়।' শতকৃত, ১৯৬২।

অঙ্গ-সেবা [স] বি দেহের পরিচর্যা। 'তার সব অঙ্গ-সেবা করেন আপনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গ-সৌরভ [স] বি অঙ্গের সুগন্ধ। 'আমার মনের মোহের মাধুরী মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো তোমার অঙ্গ-সৌরভে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অঙ্গসৌষ্টব [স] ১ বি অঙ্গের সৌন্দর্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'অঙ্গসৌষ্টব বলেছে বোঝায় তার কোথাও কিছুমাত্র নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ২ বি সৌন্দর্য গঠন। 'প্রকৃতির রূপে অঙ্গসৌষ্টবের, রেখার-সুধমার যে প্রভাব ...' প্রমথ, ১৯১৫।

অঙ্গস্পন্দন [স] বি শরীরের কম্পন। 'তাহার অঙ্গস্পন্দনও ইহল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল।' দর্পণ, ১৮২১।

অঙ্গস্পর্শ [স] বি শরীরের স্পর্শ। 'জাল বসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গহানি [স] বি অঙ্গের ক্ষতি হওয়া। 'মানুষের অঙ্গহানি বা গাঙ্গীর্ঘ-হানির যে আশঙ্কা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অঙ্গহীন [স] ১ বিণ অপূর্ণ। 'আকুল হইলে গুণ্ডা হয় অঙ্গহীন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ অনশ্রীরা। 'অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দক্ষ করে অঙ্গ।' রামহ্রাসদ, ১৭৮০। ৩ বিণ দেহের কোনো এক বা একাধিক অঙ্গ নেই এমন। 'কানা খোঁড়া অঙ্গহীন, যে হয় কামাধীন।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বিণ মানসমত্ত নয় এমন। 'তাহাদের আবৃত্তি ও অভিনয় এমন অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বিণ ক্রটিযুক্ত। 'একটা সঙ্গীর্ঘ নীরস অঙ্গহীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব - এ হতেই পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অঙ্গাপেক্ষা [স অঙ্গ-অপেক্ষা] ক্রিণ অঙ্গের তুলনায়। 'অঙ্গরাগের অঙ্গাপেক্ষা চরণের অধিকতর গৌরব।' জ্ঞানকমোদয়, ১৮৫২।

অঙ্গাবরণ [স অঙ্গ-আবরণ] ১ বি অঙ্গের আবরণবস্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৬৪। ২ বি দেহের আবরণ। 'অঙ্গারোহী সৈন্যধ্যক্ষগণ পরিহিত অঙ্গাবরণ।' মশাররক্ষ, ১৯০৮।

অঙ্গীকরণ [স] বি স্বীকারকরণ। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অঙ্গীভূত [স] ১ বিণ অংশ করে নেওয়া হয়েছে এমন। 'নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ অন্তর্ভুক্ত। 'যাহা প্রতিকূল ভাবেকও অঙ্গীভূত করিবার জন্য ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিণ অভ্যন্তরে অবস্থিত। 'শকুন্তলা তপোবনের অঙ্গীভূত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অঙ্গ [স] বি প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ। 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুবাস্ট্র মগধ দ্রবিড় গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জাদি ...'। গৌর, ১৮২২।

অঙ্গপতি [স] বি অঙ্গরাজ্যের প্রধান। 'হেনমতে কর্ণবীর হইল অঙ্গপতি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অঙ্গরাজ্য [স] বি প্রাচীন ভারতের জনপদবিশেষ। 'অঙ্গরাজ্য না হএ তোকার উপভোগ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অঙ্গদ [স] ১ বি অঙ্গকার। 'চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বাজু। 'অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অঙ্গন [স] বি আঙিনা। 'অঙ্গনে আসিয়া হেঁতো না কৈল সম্ভায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গনসীমা [স] বি চেনা গম্বী। 'যে মহিমা ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অঙ্গনা [স] বি নারী। 'কাশিদনের জলে কুমারী কমলদলে গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঙ্গনাকুল [স] বি রমণীকুল। 'গড় বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অঙ্গনাদেহ [স] বি নারীর শরীর। 'অঙ্গনাদেহে অবয়বের অন্তরিক্ত এক লাবণ্য উজাসিত হয়...'। শিব, ১৯৭৩।

অঙ্গাঙ্গীভাব [স অঙ্গ+স অঙ্গী+স ভাব]। ক্রিবিণ গুতপ্রোতভাবে। '... প্রতিষ্ঠা ও অধিকারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত।' আজাদ, ১৯৪৫।

অঙ্গাদি, **অঙ্গাদী** [স অঙ্গাঙ্গ]। ১ বি ন-ব পক্ষীয় লোকের প্রতি পক্ষপাত। 'তাহারা বড় অঙ্গাদি করে।' বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ ক্রিবিণ পারস্পরিকভাবে। 'সুষ্টি ধ্বংস এতে অঙ্গাঙ্গিজড়িত।' ফকরুদ্দীন, ১৯১৮। ৩ বিণ ঘনিষ্ঠ। 'রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের অঙ্গাদী সম্পর্ক রূপা কি বর্তমান যুগে বাস্তবীয়?' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

অঙ্গাদিভাষা [স অঙ্গাদী+স ভাষা] বি আপন আপন পক্ষীয় লোকের ঘনিষ্ঠতা। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অঙ্গাদীভাষে [স] ক্রিবিণ গুতপ্রোতভাবে। 'রূপচর্চা স্বাস্থ্য চর্চার সঙ্গেও অঙ্গাদীভাষে জড়িত।' বেগম, ১৯৪৮।

অঙ্গার [স] ১ বিণ কালো। 'অর্ধ অঙ্গ অর্ধ মুখ অঙ্গার বরণ।' বাহরায়, ১৬৫০। ২ বি কয়লা। 'কুলজাগ্রি অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'অঙ্গার করে রেখে যায় সেখা কোনো ফল নাহি ফলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বি কলঙ্ক। 'ওরে দুরাচার হিন্দুকলার হিন্দু-কুল-অঙ্গার। এই কি তোদের দয়া সদাচার।' হেম, ১৮৭০।

অঙ্গারক [স] বি কার্বন। 'বায়ুস্থিত অঙ্গারক অনুলুপি বিচলিত করিয়া বৃন্দেহে গঠিত করে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

অঙ্গারখণ্ড [স] বি কয়লার টুকরা। 'চকু দুইটি যেন দুইটি কুলন্ত অঙ্গারখণ্ড।' বনমূল, ১৯৩৬।

অঙ্গারজান [স] বি কার্বন। 'তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অঙ্গারবাশ্প [স] বি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'বাতাসে যে অঙ্গারবাশ্প সাধারণভাবে আছে গাছ তাকে আশ্রাণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অঙ্গারমলিন [স] বিণ কয়লার মতো মলিন। 'হিংসানলশিখা আনি এ কন্যাগুপ্তি শংকর, করিতে চাস অঙ্গারমলিন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অঙ্গাররাশি [স] বি কয়লার তুপ। 'কুলজাগ্রি অঙ্গাররাশিতে পরিণত

হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অঙ্গারাক্সিজেনী [স অঙ্গার+ই অক্সিজেন]। বি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'পৃথিবীর বাতাসে আছে অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস সামান্য পরিমাণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অঙ্গারায় গ্যাস [স অঙ্গারায়+ই গ্যাস] বি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'বাতাসের অঙ্গারায় গ্যাসের থেকে নিজের প্রয়োজনে অঙ্গার আদায় করে নিয়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অঙ্গারেন [স অঙ্গার]। ক্রিবিণ কয়লার দ্বারা। 'পুরানো রাতের চাঁদ ক্ষয়ে উঠেছে আকাশে নতুন চাঁদ, সে চাঁদই নিভেছে কালো অঙ্গারেন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

অঙ্গি [স অঙ্গ]। বিণ দেহবিশিষ্ট। 'অনঙ্গেরে করে অঙ্গি।' ভবানী, ১৮২৫।

অঙ্গিনি [স অঙ্গ]। বি স্ত্রী দেহধারী। 'লালমুণ্ড হাড়িসার অঙ্গিনি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

অঙ্গিকর [স অঙ্গীকার] বি প্রতিশ্রুতি। 'জে হোএত সে হোএও বরস হবে হমে অঙ্গিকর।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

অঙ্গীকার [স অঙ্গীকার] বি প্রতিশ্রুতি। 'অঙ্গীকার করি ওঝা চলিলা বৈরাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঙ্গী [স] ১ বি অংশবিশেষ। 'দৃশ্যসুখের জীবন মোদের তাঁরি খেলার অঙ্গী।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বি দেহধারী। 'যে পৃথুল অঙ্গী।' অন্ননা, ১৯৫৬।

অঙ্গীকরণ

অঙ্গীকার [স] ১ বি প্রতিজ্ঞা। 'অতএব সেই সব অঙ্গীকার করি সাধিলেন নিজ বাহ্মা গৌরার শ্রীহরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অঙ্গীকার কইল শিব নিল দুর্গা পান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রতিশ্রুতি। 'তৈছে এই সব সবাকার অঙ্গীকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি স্বীকার। 'বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি গ্রহণ। 'ভক্ত-সঙ্গে গ্রহু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি সম্মতি; আদেশ। 'নৃপতির অঙ্গীকার সুদৃঢ় বুলিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

অঙ্গীকার করা ক্রি পূর্বে যা ছিল না, তা গীয়া অঙ্গীভূত করা। 'পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতরি/ রাখিকার ভাব বর্ষ অঙ্গীকার করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গীকারপত্র [স] বি স্বীকৃতিপত্র। 'অনুমতি পেলেই ... অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়ে দেবে।' নজরুল, ১৯৩৬।

অঙ্গীকারবদ্ধ [স অঙ্গীকার-আবদ্ধ] বিণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'তোমার কাছে ধর্মকে সাক্ষী করে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

অঙ্গীকৃত [স] বিণ অঙ্গীকার করা হয়েছে এমন; প্রতিশ্রুত। 'কোন প্রজা অঙ্গীকৃত কর না দিলে ...'। দর্শণ, ১৮৩০।

অঙ্গীকৃতপত্র [স] বি প্রতিজ্ঞাপত্র। 'এইমত অঙ্গীকৃতপত্র লওয়া যাইবেক।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

অঙ্গীভূত

অঙ্গু [স অঙ্গ] বি শরীরের অংশ। 'অঙ্গু অঙ্গু পরশ তোর।' জ্ঞানদাস, ১৬৭০।

অঙ্গুর [ফা আঙ্গুর] বি আঙ্গুর। 'মানোএল, ১৭৪০।

অঙ্গুরী, **অঙ্গুরী** [স অঙ্গুরী] বি আংটি। 'অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরী।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০; 'সুবল্ল অঙ্গুরী সোড়ে বলয়া দুই করে।' মালাধর, ১৫০০।

অঙ্গুরীখচিত [স অঙ্গুরীখচিত] বিণ আংটিসজ্জিত। 'অঙ্গুরীখচিত পাচ অঙ্গুরি ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অঙ্গুরীয় [স] ১ বি আংটি। 'দুশন্ত রাজা যে নামাঙ্করের সহিত অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন।' গৌর, ১৮২২। ২ বি বলর। 'এক্ষণে অঙ্গুরীয় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অঙ্গুরীয়ক [স] বি আংটি। 'এক২ যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক ...'। দর্পণ, ১৮২৬।

অঙ্গুল [স] বি আঙুল। 'করের অঙ্গুল লখিত বহল।' সুলতান, ১৭০০।

অঙ্গুলী [স অঙ্গুল] ক্রি আঙুল ব্যবহার করা। 'গলাএ অঙ্গুলীআ উদগারিল জল।' মালাধর, ১৫০০।

অঙ্গুলি, **অঙ্গুলী** [স] ১ বি আঙুল। 'জত পড়ি আনে অঙ্গুলি দুই নাখি আটে।' মালাধর, ১৫০০। 'সর্ব অঙ্গে ধূলা চারি অঙ্গুলী প্রমাণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পাতা। 'কী ভাঙ ভাঙে বনের পাতাগুলি, কার ইশারা - ত্বণের অঙ্গুলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

অঙ্গুলিকণ্ঠন [স] বি মনের ভাব প্রকাশের জন্যে আঙুলের অঙ্গিরতা। 'যখন অঙ্গুলি-কণ্ঠন উপস্থিত হয়, তখন না লিখিয়াও থাকিতে পারি না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

অঙ্গুলিতর্জন [স] বি আঙুল তুলে শাসন। 'সহস্রের অঙ্গুলিতর্জন।' জীবন, ১৯২৭।

অঙ্গুলিতাড়ন [স] বি আঙুলের স্পর্শ। 'সেতারের তার অঙ্গুলিতাড়নে হংকার দিয়া উঠে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

অঙ্গুলিগ্র [স] বি চামড়ার তৈরি আঙুলের আবরণবিশেষ। 'অর্জুন অঙ্গুলিগ্র ধারণ ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন।' কাশীরাম, ১৮৬৬।

অঙ্গুলিনির্দেশ [স] ১ বি আঙুল দিয়ে নির্দেশ। 'সে কেবল-কুমারকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ইঙ্গিত। 'সে যেন মরশের অঙ্গুলিনির্দেশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অঙ্গুলিনৃত্য [স] বি আঙুল চালনা। 'তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ণন হইতে থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অঙ্গুলিপ্রয়োগ [স] বি আঙুল দ্বারা ইশারাকরণ। 'যোগী, আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অঙ্গুলি-সংকেত, **অঙ্গুলিসংকেত** [স] বি আঙুলের ইশারা। 'তিনি দূর হইতে অঙ্গুলিসংকেতে দেখাইয়া দিয়াছেন।' সবুজ, ১৯২০। 'আমি শুধু সংকেত অঙ্গুলি-সংকেতে তাহাকে নির্দেশ করিয়া দিলাম।' নজরুল, ১৯০০।

অঙ্গুলিহীন [স] বিণ আঙুলহীন। 'ভিখারী কুঠব্যাক্ষিত - হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।' বনফুল, ১৯৩৬।

অঙ্গুষ্ঠ [স] বি বুড়ো আঙুল। 'শত খণ্ড করিলেক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অঙ্গোপাঙ্গ [স অঙ্গ-উপাঙ্গ] বি অঙ্গ ও উপাঙ্গ। 'অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অঙ্গ প্রভুর সহিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গি [স] বি পা। 'বিকর কমল কমলাস্ত্রিতল [কমল-অঙ্গি-তল] ভুজ কমলের দণ্ড।' কাশীরাম, ১৬৫০।

অচকু [স] বি দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি। 'অচকু সর্বত্র চান অর্কণ স্তনিতে পান অগদ সর্বত্র গতাগতি।' ভারত, ১৭৬০।

অচঞ্চল [স] বিণ স্থির। 'তিমির করয়ে দূর অচঞ্চল বিজুলি কপালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অচঞ্চলমন [স] বিণ স্থিরচিত্ত। 'রিপুনমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অচঞ্চলা [স] ১ বিণ ক্রী স্থির। 'অচঞ্চলা বিজুলী কপালে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ক্রী অবচল। 'অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অচতুরা [স] বিণ ক্রী চালাক নয় এমন। 'বালা অচতুরা সরলতাময়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

অচন্দ্রচেতন [স] বিণ চন্দ্রালোকের প্রতি বেধেযালি। 'ইলেকট্রিক আলো জ্বলে অচন্দ্রচেতন যুবা ঘণ্টা দুই ব্যাডমিটন খেলে।' বুদ্ধ, ১৯৪৪।

অচপল [স] বিণ স্থির। 'হাজার হাজার সোনার প্রদীপ জ্বলে অচপল অনশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অচপল-আঁধি [স অচপল-আঁধি] বি স্থির দৃষ্টি; অচঞ্চল চোখ। 'অচপল-আঁধি আনত তোমার চাহিয়া পথ।' নজরুল, ১৯২২।

অচপলা [স] বিণ স্থির। 'অচপলা যেন রত্নকান্তিছটা।' মাইকেল, ১৮৬০।

অচ্যুত [স আচর্য্যাদিত] ক্রিণিণ হঠাৎ। 'অচ্যুত ঝড়বৃষ্টি দিব চণ্ডা কৃপাদষ্টি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অচর [স] বি স্থাবর। 'বিশ্বচরাচর [বিশ্ব-চর-অচর] যেন একতন্ত্র হইয়া প্রমার ক্ষুদ্র অপর্য্যটকে মুহূর্তে বিপণে লইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

অচরিত [স] বিণ অপূর্ব। 'অচরিত কাহিনী।' গীতিকার, ১৯০০।

অচরিতার্থ [স] ১ বিণ অসফল। 'সেই জন্য সে সমাজ এমন নিরানন্দ, এমন অচরিতার্থ।' অন্নদা, ১৯২৮। ২ বিণ ব্যর্থ। 'আর-এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অচরিতার্থতা [স] বি বিফলতা। 'একটি মহান অচরিতার্থতার ছায়া মেলেছে চারপাশে।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অচল [স] ১ বি পর্বত। 'উচল বলিয়া অচলে চড়ি।' চণ্ডী, ১৫৫০। 'অচল অবরোহে আবদ্ধ পৃথিবী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বিণ গতিহীন। 'একপদ না চলে রথ হইল অচল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ স্থায়ী। 'রাজার দীর্ঘ আয়ু ও অচল রাজা হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ বিণ নিরুপায়। 'সম্ভাব্যলোয় কর্ম হইতে ফিরিয়া আসিয়া পল-অভাবে হরকুমারের অবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৫ বিণ অপ্রাকৃতিক। 'একদিনে অস্পৃশ্যতাচল অচল করিয়া ও অস্পৃশ্যদিগকে সচল করিয়া লও।' আজাদ, ১৯৩৬। ৬ বিণ নির্দিষ্ট। 'মানুষের ভাষা বঁধা পড়ে যায় না একই অচল ঠাঁটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৭ বি স্থবির। 'মুদ্র যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৮ বিণ হুগতি। 'কংঘন কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্ত্র অচল করিয়া রাখিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪১। ৯ বিণ কাটতে চায় না এমন। 'অচল দিনকে প্রাণপলে টেলিতে হয়।' শওকত, ১৯৫৮।

অচলকূল [স] বি পর্বতসমূহ। 'পক্ষহীন অচলকূল আবার সপক্ষ হয়েছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

অচলচূড় [স] বি পাহাড়ের শিখর। 'বর্বর বায়ু চিরাঁয় অচলচূড় ...।' সূর্য্যদেব, ১৯৩৩।

অচলশিখর [স] বি পর্বতশৃঙ্গ। 'রামমোহন রায় ... অত্রভৌ অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অচলতা [স] ১ বি স্থিরতা। 'বীরবরের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া....'। বিদ্যা, ১৮৭৭। ২ বি জড়ত্ব। 'তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো শহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অচলপ্রতিষ্ঠা [স] বি স্থিরভাবে স্থাপিত। 'অতীতকাল ধরণীর মতো আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাখা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

অচলশরণ [স] বি স্থির অবস্থান। 'কান্তনে যখন নাই, তখন নোঙরের অচলশরণ অবলম্বন করাই প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অচলা [স] ১ বিণ স্ত্রী স্থির। 'ভকতি অচলা করা পূজ নিরঞ্জন।' রামাই, ১৭১০। ২ বি পৃথিবী। 'ধার্ম্যার দেবী বন্দো লোটায়া অচলা।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বিণ অচঞ্চল। 'রাখিলে রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।' ভারত, ১৭৬০। ৪ বিণ প্রশ্নাতীত। 'ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সুদ্রাবাদিদগের উপর অচলা ভক্তি।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৫ বিণ স্ত্রী অটল। 'যারা গড়তে জানে না, লেখার উপর তাদের ভক্তি যেমন অথবা তেমনি অচলা।' প্রমথ, ১৯১৭।

অচলাবস্থা [স] ১ বি কাজ চালানে প্রায় অসম্ভব হওয়ার মতো পরিস্থিতি। 'রাজনৈতিক অচলাবস্থা, বিশেষভাবে ক্রোড়সী মতিগতি সম্পর্কে অনেকটা ওয়াকিফহাল।' আজাদ, ১৯৪১। ২ বি অপরিবর্তনশীল অবস্থা। 'দেশের অচলাবস্থা অবমানের ইচ্ছা ভিন্ন আর কোনো বিজ্ঞানসম্মত উপায় নাই।' আজাদ, ১৯৪২। ৩ বি স্থির অবস্থা। 'শাসনতান্ত্রিক প্রভাব লইয়া বিতর্ক ও অচলাবস্থার পুনরাবৃত্তিতে....' আজাদ, ১৯৫৬।

অচলায়তন [স] অচল-আয়তন। বি রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান। 'এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

অচলায়তনী [স] অচল-আয়তনী। বিণ প্রগতিহীন। 'সব সমস্ত নব্যগৃহী, অচলায়তনী নন।' অচিরা, ১৯৫০।

অচলিত [স] ১ বিণ বিচলিত। 'নতুবা আমার কেন অচলিত মন।' মীনমুখ, ১৮৬৭। ২ বিণ অপ্রচলিত। 'কোন ভাষা চলিত কোন ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

অচাক নির্মাণ [স] অচক্রনির্মাণ। বিণ কুমারের চক্রে নির্মিত নয় এমন। 'আজ হাড়ি আনিবে এক অচাক নির্মাণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অচার [স] আচরণ। ১ বি আচার। 'কল্পে কাপালী যোগী পইঠ অচারে।' চর্যা ১১, ১২০০। ২ বি চঞ্চলতা। 'জর্বে মুখের অচার তুটাই।' চর্যা ২১, ১২০০।

অচিকিৎসা [স] ১ বি কুচিকিৎসা। বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বি চিকিৎসাহীন অবস্থা। 'নিজের মেয়ে হলে এমনি অচিকিৎসাতে ফেলে রাখতে পারতিস?' তারা, ১৯৫৩।

অচিকিৎসনীয় [স] বিণ চিকিৎসা নেই এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অচিকিৎসিত [স] বিণ চিকিৎসাব্যাস দেওয়া হয়নি এমন। 'অসহায় নারী... অচিকিৎসিত অবস্থায় বিদায় নেয়।' বেঙ্গল, ১৯৪৪।

অচিকিৎস্য [স] বিণ চিকিৎসা দ্বারা যার প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অচিন [স] অচিন্ত্য। ১ বিণ বহিরাগত। 'দেবিলে অচিন গজ পলায়ন্ত ডরে।' জালাওল, ১৬৮০। ২ বিণ অজানা। 'ঘোঁচর ভিতর অচিন পাখি কখন আসে যায়।' লালন, ১৮৯০। ৩ বিণ পরিচয় জানা হয়নি এমন। 'ভাঁর অচিন প্রিয়তম তাকে ত্যাগ করে গেলেন।' নজরুল, ১৯২৭।

অচিনপুর [স] অচির-স পুরা বি অচেনা জগৎ। 'তবু যেতে হবে তায়

অসহায় - অচিনপুরে।' নজরুল, ১৯৩১।

অচিনা [স] অচিন্ত্য। বিণ অপরিচিত। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ভিতামটি ছাইড়া... অচিনা দেশের দিকে রওনা হইছে?' মনসুর, ১৯৫৫।

অচিন্ত [স] অচিন্ত্য। বিণ অচিন্তনীয়। 'অন্তে ন জাহ্নু অচিন্ত জোই।' চর্যা ২২, ১২০০।

অচিন্তনীয় [স] ১ বিণ চিন্তার অতীত। বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বিণ অত্যাধিক। 'অচিন্তনীয় শক্তিবর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বিণ বিশ্ময়কর। 'তপিসালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

অচিন্তিত [স] ১ বিণ চিন্তা করা হয়নি এমন। 'কত অসম্ভাবিত ও অচিন্তিত বিষয় স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় সহসা উপস্থিত হয়।' কাদম্বরী, ১৮৫৩। ২ বিণ ভাবা যায় না এমন। 'বিজ্ঞানের নামের মস্ত উচ্চারণ করিলে এই দুই কাজই অনেক সময়ে কি যেন একটা শক্তির বলে অচিন্তিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়া যায়।' সবুজ, ১৯১৭। ৩ বিণ চিন্তাহীন। 'সাপের মতো তদন্ত নিয়ে অচিন্তিত।' আহসান, ১৯৫৮।

অচিন্তিতপূর্ব, অচিন্তিতপূর্ব [স] বিণ পূর্বে চিন্তা করা হয়নি এমন। 'প্রকৃতির সরল চোঁচর শক্তি ও নিয়মের জ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব প্রসার...।' সবুজ, ১৯২০।

অচিন্ত্য [স] ১ বিণ অভাবনীয়। 'কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝেন না যায়।' বৃন্দ, ১৮৮০। ২ বিণ কল্পনাহীন। 'অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের মৌলিকাকান্তের অনন্ত শাসন যার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অচিন্ত্যজ্ঞান [স] বি চিন্তা করা যায় না এমন জ্ঞান। 'অপরিসীম বিশ্বকার্যে যাহার অচিন্ত্যজ্ঞান, মহীয়সী শক্তি...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অচিন্ত্যনীয় [স] বিণ অভাবনীয়। 'বহু উর্ধ্বে তাদের অচিন্ত্যনীয় চিন্তালোকে অধিষ্ঠিত।' মোতাহার, ১৯৩৭।

অচিন্ত্যপূর্ব [স] বিণ অভাবিত: আগে চিন্তা করা হয়নি এমন। 'সমস্ত নিষিদ্ধটাকে মোটের উপর আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অচির [স] বিণ সাময়িক। 'অচিরকালের বিদ্যামানিভজ্ঞা সুখপ্রদ দেনীপামনা হইবে।' দর্পণ, ১৮২২।

অচিরকাল [স] বি ক্ষণকাল। 'অচিরকালের বিদ্যামানিভজ্ঞা সুখপ্রদ দেনীপামনা হইবে।' দর্পণ, ১৮২২।

অচিরজাত [স] বিণ সদ্যপ্রসূত। 'তাহার অচিরজাত কুকুর-শাবকটাকে বুকে চাপিয়া...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অচিরতা [স] বি ক্ষণস্থায়িত্ব। 'থাক না তাতে তৃষিত অচিরতা।' সূর্যসুত, ১৯৩৩।

অচিরপ্রসূতা [স] বিণ স্ত্রী সদ্য প্রসবকারী। 'রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা অবধ গাভীপণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অচিরপ্রাণীভাব [স] বি ক্ষণস্থায়িত্ব। 'নূতনত্বের অচিরপ্রাণীভাব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অচিরস্থায়িত্ব [স] বি ক্ষণস্থায়িত্ব। 'সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অচিরস্থায়িত্ব সন্ধান হইয়াছে।' পৃথচন্দ্র, ১৮৩৫।

অচিরস্থায়ী [স] বিণ ক্ষণস্থায়ী। 'নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।' প্রমথ, ১৯১৯।

অচিরে [স] ক্রিবিণ অনতিবিলম্বে। 'কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে।' মাইকেল, ১৮৭২।

অচিরাৎ [স] ১ **বিণ** অবিলম্বে। 'অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ২ **ক্রিবিণ** শিগগির; অবিলম্বে। 'ঐরিন্দু অচিরাৎ কঠিন কামান হাত তরকচ পরিপূর্ণ বাপে।' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০।

অচিরাতে [স] **অচিরাৎ** **ক্রিবিণ** ক্ষণকালের মধ্যে। 'অচিরাতে হবে পৌরী শিবের ঘরনি।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

অচিরাতে [স] **ক্রিবিণ** অচিরে; অবিলম্বে। 'অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

অচিহ্নিত [স] ১ **বিণ** চিহ্নমুক্ত নয় এমন; অযোজিত। 'ও আছে আনাদের অচিহ্নিত স্বাধীনতায়।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৫। ২ **বি** অপরিচিত স্থান। 'সে আজি কোথায় নিয়ে যেতে চায়/ অচিহ্নিতের পারে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৮।

অচীনধারিণী [স] **বিণ** চীনা অর্থাৎ রেশম বস্ত্র পরে না এমন। 'অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্রে দেখিবেন।' **জগদীশ**, ১৮৯৫।

অচূষিত [স] **বিণ** চুষন করা হয়নি এমন। 'অচূষিত কুমারীগালের ...' **সুশীল**, ১৯৩৩।

অচেত [স] **অচেতন** **বি** অচেতন। **মানোএল**, ১৭৪৩।

অচেত [স] ১ **বিণ** জ্ঞানহীন; তত্ত্বজ্ঞানহীন। 'যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী/ যে জন অচেত-চিন্ত সেই সদা দুঃখী।' **ভারত**, ১৭৬০। ২ **বিণ** চেতনহীন। 'বারবার ডাকো মন অচেত চিত্তে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২।

অচেতচিন্ত [স] **বিণ** তত্ত্বজ্ঞানহীন। 'যেজন অচেতচিন্ত সেই সদা দুঃখী।' **ভারত**, ১৭৬০।

অচেতন [স] ১ **বিণ** চেতনহীন। 'অচেতন হৈয়া দেবি পৃথিবিতে পড়ে।' **মালাধর**, ১৫০০। ২ **বিণ** বাহ্যজ্ঞানশূন্য। 'অচেতন হয়্যা কান্দে হারায়্যা সর্বশী।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ৩ **বিণ** জড়। 'বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় ... নির্দায়চারণ করিতেছেন।' **দর্পণ**, ১৮৩৫। ৪ **ক্রিবিণ** মোহহস্ত। 'তখন আপনার ক্ষুদ্র দুঃখে থাকি অচেতন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১। ৫ **বিণ** অতুলনীয়। 'অচেতন সুখে চেতনা হারায়্যা করিবি রে মধুপান।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩।

অচেতনতা [স] **বি** অচেতন্য। 'তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

অচেতনভাবে [স] **ক্রিবিণ** অজ্ঞাতসারে। 'ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতনভাবে সঞ্চয় করতে থাকে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

অচেতনা [স] ১ **বিণ** স্ত্রী বিচারবুদ্ধিশূন্য। 'হইআ অচেতনা কান্দেন খুশনা।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ২ **বিণ** চেতনাশূন্য। 'দুমাইছে পণ্ডপাখি, বসুন্ধরা অচেতনা -।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩।

অচেনা [অ+স চিহ্ন] ১ **বিণ** অপরিচিত। 'আজকে রে তুই অজানা অচেনা।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩। ২ **বি** যার পরিচয় জানা নেই। 'অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৪।

অচেট [স] ১ **বিণ** অসাড়। 'কোণ দিয়া পড়ে কেহ অচেট হইয়া।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **বিণ** নির্গন্ত; চেষ্টা করে না এমন। 'আমলারা এ বিষয়ের নিবারণে অচেট।' **দর্পণ**, ১৮০৪।

অচেটপরতা [স] **বি** নির্গতিয়া। 'এই অচেটপরতা সর্বত্র বিদ্যমান।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭২।

অচেতন [স] **অচেতন্য** **বিণ** চেতনহীন। 'তিন দিন তিন রাতি অচেতন হৈআ।' **বাহরাম**, ১৬৫০।

অচেতন্য [স] **বিণ** অচেতন। 'অচেতন্য নিন্দা যাএ ভ্রান্তি মহাবল।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

অচেতন্যাবস্থা [স] **অচেতন্য-অবস্থা** **বি** চেতনহীন অবস্থা। 'অচেতন্যাবস্থায় মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিলেন।' **এডুকেশন**, ১৮৮৬।

অচৌর্ষ [স] **বি** খারাপ কাজ বা চুরি না করা। 'অচৌর্ষ ও সভ্যপরাধশতাও পুষ্য।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

অচনা [স] **অর্চনা** **বি** বন্দনা। 'অচনা করিয়া মনে ডাবি পূজ নিরঞ্জে।' **রামাই**, ১৭১০।

অচ্ছ [স] **বিণ** নির্মল। **বিদ্যা**, ১৮৬৪।

অচ্ছর [পা] **বিণ** দুই আঙুল দিয়ে যতটুকু তোলা যায়, সেই পরিমাণ। 'এক অচ্ছর চিনি।' **ইশান**, ১৯৫৮।

অচ্ছা [পা] **অচ্ছ** **ক্রি** থাকা। 'কাহেরি যিগি মেলি অচ্ছহ কীস।' **চর্যা** ৬, ১২০০। **অচ্ছহে** **ক্রি** থাকতে। 'মুচা অচ্ছহে লোঅ ন পেখই।' **চর্যা** ৪২, ১২০০। **অচ্ছম** **ক্রি** আছি। 'জা লই অচ্ছম তাহের উহ ন দিস।' **চর্যা** ২৯, ১২০০। **অচ্ছসি** **ক্রি** থাকিস। 'জই তো মুচা অচ্ছসি ভাটী পুচ্ছহু সদত্তর পাব।' **চর্যা** ৪১, ১২০০। **অচ্ছহ** **ক্রি** আছো। 'কাহেরি যিগি মেলি অচ্ছহ কীস।' **চর্যা** ৬, ১২০০। **অচ্ছিলে** **ক্রি** ছিলাম। 'এত কাল হাঁট অচ্ছিলে' **বমোহে**।' **চর্যা** ৩৫, ১২০০।

অচ্ছায় [স] **বিণ** ছায়াহীন। 'মুক্ত নীলাধরে অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১।

অচ্ছিদ [স] **অচ্ছিন্ন** **বিণ** নিশ্চিন্ন। **বিদ্যা**, ১৮৬৪।

অচ্ছিন্ন [স] **বিণ** নিশ্চিন্ন। 'কিন্ত এক প্রমাণ অচ্ছিন্ন, অখণ্ডনীয় সুখই।' **বঙ্কিম**, ১৮৯২।

অচ্ছিন্ন [স] **বিণ** খণ্ডিত নয় এমন। 'পদতলে অচ্ছিন্ন ... মেঘজাল বিকৃত।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৫।

অচ্ছিন্নপ্রবাহ [স] **বিণ** স্ত্রী নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'অচ্ছিন্নপ্রবাহ গঙ্গার মত তাঁর কবিতা।' **অভিভূত**, ১৯৫০।

অচ্ছিন্না [স] **বিণ** স্ত্রী যৌনসম্মত হয়নি এমন। 'একজন অচ্ছিন্না কুমারী ময়লা নীল শাড়ির সৌরভে গীথা।' **মাল্লান**, ১৯৬৮।

অচ্ছহ [স] **অস্পৃশ্য** **বিণ** সামাজিকভাবে স্পর্শের অযোগ্য। 'লম্ব ডেকে আনিল অচ্ছহ নরসুন্দে।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

অচ্ছেদ [স] **অচ্ছেদ্য** **বিণ** ছেদনীয়। 'অজ্ঞেয় অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুদগর।' **মালাধর**, ১৫০০।

অচ্ছেদ্য [স] ১ **বিণ** যা ছেদ করা যায় না। **বিদ্যা**, ১৮৬৪। ২ **বিণ** ছিন্ন করা যায় না এমন। 'শান্তার অচ্ছেদ্য গৃহ বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৮।

অচ্ছেদ্যসূত্র [স] **বি** অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। 'সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

অচ্ছোদ [স] **বিণ** স্বচ্ছ। 'অচ্ছোদসরসীনারে রমণী যেদিন নামিলা স্নানের তরে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

অচ্ছদ [অ+স ছদ] **বি** ছন্দহীনতা। 'অচ্ছদে কাব্যরচনার ভুক্ত করলেই ... হাততালি পাওয়ার আশা আছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৮।

অছা [পা] **অচ্ছ**, **স** অসু। **ক্রি** থাকা। 'জইসনে অচ্ছিলেস তইসনে অছ।' **চর্যা** ৩৭, ১২০০। **অছ** **ক্রি** আছো। 'ভনই বিদ্যাপতি অছ পরকার।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। **অছইতে** **ক্রি** থাকতে। 'অছইতে বধু নহি করিঅ উদাস।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। **অছলিহ** **ক্রি** ছিলাম। 'এতদিন অছলিহ অপনে গেয়ানে।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। **অচ্ছিলেস** **ক্রি** ছিলে। 'জইসনে অচ্ছিলেস তইসনে অছ।' **চর্যা** ৩৭, ১২০০।

অছি [আ ওয়াসি] বি নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক। 'হাজার টাকার জমায়নি দিয়া অছি মোকরর হইয়া সন্দন প্রাপ্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অছিয়তনামা [আ ওয়াসিয়ত+ফা নামাহ] বি অস্তিম ইচ্ছাপত্র; উইল। 'অছিয়তনামা এবং অন্যান্য দলিল মীর সাহেব নিকট আছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

অছিলা [আ ওয়াসিল্যু] বি অজুহাত। 'তোমার তবু একটা অছিলা আছে।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

অছিলা-অজুহাত [আ ওয়াসিলিহ+আ ওয়াজুহাত] বি ওজর-অজুহাত। 'সামান্য অছিলা-অজুহাতে সে ফোনের পর ফোন করতে লাগল।' নবরত্ন, ১৯৪৮।

অজ [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) স্বয়ম্ভু। 'অজ হইয়া জন্ম হইল দেব চক্রগানি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ছাগল। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অজ-জন্ননী [স] বি ছাগ-মাতা। 'তারবরে আপন অজ-জন্ননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অজদেব [স] বি ঈশ্বর। 'অজদেব রক্ষা করু।' মালাধর, ১৫০০।

অজপুত্র [স] বি ছাগল-ছানা। 'অজপুত্র পেয়েছ অজের সহবাসে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

অজমুগ [স] বি ছাগলের মাথা। 'হই অজমুগ আমি তবু দক্ষ রাজা।' নজরুল, ১৯২৯।

অজা [স] বি ছাগল। 'অজা লগ্না আইল রামা দিন অবশেষে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অজাকার [স অজ-আকার] বি ছাগলের আকারবিশিষ্ট। 'খচ্চর সদৃশ কেহ কেহ অজাকার।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

অজাগলন্তন [স অজা-গলন্তন] বি ছাগলের গলায় স্তনের মুহূর্তে ঘাসপাণ্ড। 'অজাগলন্তন-গ্রায় অন্য সাধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অজাচার [স অজ-আচার] বি কপটতা। 'ভক্তিক্ষেত্রে অজাচার ছদ্ম উচান।' বিষ্ণু, ১৯৩৩।

অজাশাল [স অজাশালা] বি ছাগলের গোয়াল। 'অজাশালে অজাগণ করিল প্রবেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অজ [স আদ্য] ১ বি একেবারে। 'পরক সাহেবের পলাতকা অজ জঙ্গলা জাগ।' বোম্ব, ১৭৭৮। 'অজ বাকি ২৮২৭ চলন লেখা জায়।' তাঁতি, ১৭৯২। ২ বি পুরোদস্তর। 'মেয়েদের কথায় কথায় ফৌপরদালালি - যেন অজবুড়ি।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি নিরেট। 'আপনার পদার্ণ হত না এ অজ পাড়াগায়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

অজপাড়াগার বি প্রত্যন্ত গ্রাম। 'চেয়ে চেয়ে দেখি অজপাড়াগার হোরা।' মনোজ, ১৯৫১।

অজবুড়ি [স আদ্য+স বুদ্ধ] বি পুরোদস্তর বুড়ি। 'মেয়েদের কথায় কথায় ফৌপরদালালি - যেন অজবুড়ি।' নজরুল, ১৯২৭।

অজমুখ [স আদ্য+স মুখ] বি নিরেট মুখ ব্যক্তি। 'আমি তোমার প্রাণে হাবুড়বু খাছি - তোমার মত অজমুখের।' মুজতবা, ১৯৫২।

অজ [আ হজ্ব] বি মুসলমানদের মক্কা-মদিনায় তীর্থ করণ। 'আমি চারবার অজ করেছি।' মশাররফ, ১৮৬৯।

অজগর [স] ১ বি বিশাল আকারের সাপবিশেষ; পাইথন। 'অজগর রূপ ধরি রহে বৃন্দাবনে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সর্ষাসী। 'অজগর-অহরকার গিলিয়াছে তারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অজগরসর্প [স] বি বিশাল আকারের সাপবিশেষ; পাইথন। 'গতনিউ

প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলো কুণ্ডলী মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অজচ্ছল [স অজস্ত] বিণ অশ্রু। বিদ্যা, ১৮৯১।

অজটিল [স] বিণ জটিল নয় এমন; সহজ। 'চরকা, অর্থাৎ ... অজটিল সহজলভ্য জীবিকা।' ওদুদ, ১৯৪৮।

অজস্তা [স] বি পশ্চিম ভারতের শুভাবিষেয় যা বৌদ্ধ শিল্পীদের আঁকা সোয়ালচিত্রে পরিপূর্ণ। 'অজস্তা গুহায় যারা অল্লার চিত্র লিখেছিল।' অবন, ১৯২৫।

অজন্না [স] ১ বি ফসলের উৎপাদনহীনতা। 'অজন্নার সময়ে দেশের শস্য ভিন্নদেশে প্রেরিত না হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ উৎপাদনের বিম্বাকারক। 'আমার সোনার খেত তথিছে অজন্না-প্রোত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অজপা [স অজপণীয়] ১ বি মন্ত্রবিশেষ। 'অজপা নামেতে তারা কুঙ্ক চোেক।' চট্ট, ১৫৫০। ২ বি নিঃশব্দ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধ্যান ও জিকির। 'অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি প্রাণবায়ু। 'পরে জায়ার সঙ্গে শীলাখোয় অজপা ফুরায়ে গেল।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

অজবুগ [তু উজবক] বিণ মুখ। 'ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অজমত [ফা অজ+স মত] ক্রিবিণ মতানুযায়ী। মানোএল, ১৭৪৩।

অজমিদার [অ+ফা জমিদার] বি জমিদার নয় যে। 'জমিদার অজমিদার নিষ্ঠার সর্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল।' প্রথম, ১৯১৯।

অজমিত [স অজন্না] বিণ জারজ; বেজন্না। বিদ্যা, ১৮৯১।

অজ্য [স] বিণ অজ্ঞেয়। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অজয় [স] বিণ অজ্ঞেয়। 'তোমার বরদানে মুক্তি অজয় তুচ্ছনে।' মালাধর, ১৫০০।

অজয় বি পশ্চিমবঙ্গের নদীবিশেষ। 'সঙ্গে শত শত নায়া আইনু অজয় বায়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অজর [স] বিণ জরায়ী। 'বাঁহায়া হউক লোক অজর-অমরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'অজরত অমর অনন্ত অজর।' ভারত, ১৭৬০।

অজরতু [স] বি জরায়ীহতা। 'সে চায় অজরতু, নিছক অমরতু তার কাছে তুচ্ছ।' অন্নদা, ১৯২৮।

অজরা [স] বিণ দ্বী জরায়ী। 'অজরা অমরাবৎ আর ধর্মচরণ কেমন ...।' পোলাক, ১৮০১।

অজরামর [স অজর-অমরা] ১ বিণ চিরযৌবনা ও মৃত্যুহীন। 'তে অজরামর কিল্পন হোস্তি।' চট্ট ২২, ১২০০। ২ বিণ চিরকাল বেঁচে থাকে এমন। 'কোনো কোনো গজও অজরামর হয়ে থাকে এ একই কারণে।' মুজতবা, ১৯৫২।

অজরদীল [আ] বি আজরাইল। 'ভয়ে অজরদীল (যমুদত) তোমাদের গাঁয়ে ঢেকে না।' মুজতবা, ১৯৪৯।

অজরাহ [আ] ক্রিবিণ কোনো অর্থ না দিয়ে। 'অজরাহ জবরজস্তি খামশায় দেহতপুরুষে জালাঞা পেড়াঞা ...।' চিঠিপত্র, ১৭৮৭।

অজর্যন [অ+ই জর্যন] বি জার্মানভাষী নয় এমন ব্যক্তি। 'বহু জর্যন অজর্যন হিন্দুস্থান হৌসে আসত।' মুজতবা, ১৯৫২।

অজলময় [স] বিণ জলে ডুবে নেই এমন। 'জাহাজের অ-জলময় সমুদায় ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অজস [স অশ] বিণ যশহীন। 'না হইব সতিতু ভঙ্গ অজস ...'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অজস্র [স] ক্রিবিণ সতত; অবিরত। বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বিণ খুব বেশি। 'অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ সীমাহীন। 'যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবি মেনে নিতে আনন্দ পায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বি অসংখ্য। 'অজস্রের আসন্ন পিপাসা মুহূর্তে এনেছে আজ সন্ধ্যের শেষ প্রহরায়।' আহসান, ১৯৫৯।

অজস্রতা [স] বি প্রাচুর্য। 'তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অজস্রত্ব [স] বি বাহুল্য। 'সকল প্রকার অজস্রত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অজস্রভাবে [স] ক্রিবিণ অসংখ্যভাবে। 'বিতাহের সুরে আপনাকে নানা মূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অজাগতিক [স] বিণ জগতের নয় এমন। 'সে-চোখদুটোকে তার অজাগতিক বলে মনে হল।' ওয়ালী, ১৯৪২।

অ-জাগিত [অ+স জাগত] বিণ ঘুমন্ত। 'আমার অ-জাগিত ভালোবাসা জাগিয়ে দিলে।' নজরুল, ১৯২৪।

অজাগর [স অজগর] বি বৃহদাকার সাপবিশেষ। 'গিরিবর হস্তে যেন নামে অজাগর।' আলাওল, ১৬৮০।

অজাগর [স] বিণ চিরজাগ্রত। 'এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অজাত [স অজাতি] বিণ নিচু বংশের। 'হালাল হারাম জান জাত কি অজাত।' সুলতান, ১৭০০।

অজাত^১ [স] বিণ জন্মায়নি এমন। 'অজাত অমর অনন্ত অজর।' ভারত, ১৭৬০।

অজাতশত্রু [স] বিণ যার শত্রু জন্মেনি এমন। 'অমিত্রোজা অজাতশত্রু মণিপুত্রেশ্বরের অনুমতি আশঙ্ক্য নাই।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অজাতশত্রু [স] বিণ দাড়ি ওঠেনি এমন। 'আমার সভ্যের সমস্তই প্রায় অপ্রান্তবয়ক অজাতশত্রু।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অজাতসংস্কার [স] বিণ সংস্কার গড়ে ওঠেনি এমন। 'অজাতসংস্কার, মদমত, আরণ্যিক আমার যৌবন।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

অজাতি [স] বি নিচু জাতি (সম্প্রদায়)। 'সুজাতি অজাতি হই আর কি করিবে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অজান [স অজান] ১ বিণ জ্ঞানার অজীত। 'অজান খবর না জানিলে কিসের ফকির।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ অচেনা; অজ্ঞাত। 'অজান-গায়ের ছেলে।' জসীম, ১৯৩১।

অজানত [স অজান] ১ বিণ অজানা। 'অজানত আশিসনেও আমার সম্পূর্ণ পাণ ইহায়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বিণ অচেনা। 'অজানত খাদ্য দ্রব্য, ... ভক্ষকের সহসা তা স্পর্শ কৃত্যে ইচ্ছে করে না।' মাইকেল, ১৮৭৩।

অজানতে ক্রিবিণ অগোচরে। 'তার অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন।' মুক্তবাব, ১৯৪৯। 'নিজের অজানতেই তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠলাম।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অজান্তে [স অজান] ক্রিবিণ অগোচরে। 'নিজের অজান্তে শিশিরকণা একটা পদ্য রচনা করে ফেলেছেন।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

অজানা [স অজান] ১ বিণ অপরচিত। 'আজকে যে তুই অজানা অচেনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি অচেনা লোক। 'ঘাটে সেই অজানা

বাজারে বীণা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি মুদ্রাপ্রবর্তী কাল। 'কোন অজানার দেশে চলে গেলেন।' নজরুল, ১৯২৪। ৪ বিণ অজাত। 'জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

অজানিত [স অজান] ১ বিণ অজানা; অচেনা। 'চাহে যথা অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ অজাত। 'এ দেশে এমন একটিও বন নাই, যা তোমার অজানিত।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৩ বিণ অপরচিত। 'অজানিত লোকের নিকট ইহাতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না।' বিদ্যা, ১৮৯১।

অজানিতা [স অজান] বি স্ত্রী যাকে জানা হয়নি; অচেনা ব্যক্তি। 'চলিছে সেই অজানিতার উদাস পরশ পেতে।' নজরুল, ১৯২৫।

অজানিতে [স অজান] ক্রিবিণ অগোচরে। 'তোমাদের অজানিতেই কি একটা গোপন তত্ত্ব তোমরা আমায় দিতেছ।' সবুজ, ১৯২১।

অজান্তব [স] বিণ নিশ্চয়। 'সমুদ্রের অজান্তব জানালায় গল্পের সুত্রি।' জীবন, ১৯৩০।

অজায়গা [অ+ফা জায়গা] ১ বি অস্থান; কুস্থান। 'অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি গন্তব্য ভিন্ন অন্য স্থান। 'যেহেটি নেমে পড়ল অজায়গায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি নগণ্য কাজ। 'অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অজি [অ+জা] ক্রিবিণ আজ। 'অজি কুসু(কু) বসালী ভইলী।' চর্চা ৪৯, ১৯০০।

অজিজ্ঞাস [স] বি অকৌতূহল। 'তে কারণে অজিজ্ঞাসে না কহ দেখিয়া।' হোয়াত, ১৮০০।

অজিজ্ঞাসিত [স] বিণ অনির্ণীত; জিজ্ঞাসা করা হয়নি এমন। 'অজিজ্ঞাসিতাভিধান [স] বি অনির্ণীত সমাজ। 'পূর্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত বাতিলিত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে।' দর্পণ, ১৮২১।

অজিজ্ঞাস্য [স] বিণ প্রশ্নহীন। 'অজিজ্ঞাস্য বেকার লোকেতে উপহাস।' আলাওল, ১৬৮০।

অজিত [স] বিণ অপরাজিত। 'এই কালে অজিত ইছার কাট মাথা।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

অজিতেন্দ্রিয় [স অজিত-ইন্দ্রিয়] বিণ ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪। 'যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসদুনা এবং আত্মানুনির্ণয়।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

অজিন [স] ১ বি চামড়ার আসন। 'বসিলেন মহাদেব কুঞ্জর অজিনে।' মুকুন্দ, ১৮০০। ২ বি হরিণের চামড়া। 'অজিনাসনে বসি, বিক্রাম লুণ্ড প্রভু তরু-মূলে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি পতচর্মের তৈরি এক ধরনের আসন। 'অজিন রঞ্জিত আর্হ কত শত রঙ্গ' পাতি বসিতাম কড় দীর্ঘতরু-মূলে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বি বাঘছাল। 'বীথ অজিনাসন ভূতলে স্থাপন করিয়া ...।' গিরিশ, ১৮৮৯।

অজিনাসন, অজিনআসন [স অজিন+স আসন] বি হরিণের চামড়া দিয়ে নির্মিত আসন। 'অজিনাসনে বসি, বিক্রাম লুণ্ড প্রভু তরু-মূলে।' মাইকেল, ১৮৬১। 'অজিনআসন এনে দে।' নজরুল, ১৯৩১।

অজিষ্ক [স] বিণ পরাজিত। 'অজিষ্ক গো অজি দানব-সম্রাটে দানবারি।' মাইকেল, ১৮৬০।

অজীব [স] বিণ জড়। অজীববাচক [স] বি জড় বস্তু। 'এ সমস্তই একবচনের ও অজীববাচকের দৃষ্টান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অজীর্ণ [স] ১ *বিশ* দুর্বল। 'জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ *বিশ* রান্না করা হয়নি এমন। 'অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ *বি* বদহজমজনিত পেটের পীড়া। 'স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণরোগে ভুগিতেছিলেন।' শরৎ, ১৯১৪। ৪ *বিশ* হজম হয়নি এমন। 'মৃদাভরের অজীর্ণ হলাহল।' সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

অজীর্ণতা [স] *বি* বদহজমজনিত রোগবিশেষ। 'কুষ্ঠ কুষ্ঠ অজীর্ণতা রোগ হরে কাশ।' সুলতান, ১৭০০।

অজীর্ণরোগ [স] *বি* বদহজম। 'বহুদিন হইতে অজীর্ণরোগে ভুগিতে-ছিলেন।' শরৎ, ১৯১৪।

অজু [আ ওয়াজু] *বি* মুসলমানদের আচারিক প্রক্ষালন। 'অজু তয়মুম আদি যথেক গোসল।' আশাওল, ১৬৮০।

অজুতি [স অযুক্তি] *বি* অযুক্তি; কুযুক্তি। 'অজুতি করিলা কৰ্ম ধৰ্ম নরাত্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অজুদ [আ ওয়াজুদ] *বি* দেহ। 'বিশ গজ উচাইতে অজুদ তাহার।' মনসুর, ১৯৪৩।

অজুহাত [আ ওয়াজুহাত] *বি* ছুতা। 'বৈষ্ণবিতর অজুহাতে চক্ষু দুটো উচ্চ কটাের মতো গরম করে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

অজ্জয় [স] *বিশ* জয় করা যায় না এমন। 'অজ্জয় অহেদ্র অস্ত্র সেইত মুদগর।' মালাধর, ১৫০০।

অজ্জয়তা [স] *বি* জয় করার অসমর্থতা। 'ধর্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজ্জয়তার কারণ।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৭২।

অজ্জোতামস্ত [স অযোগ্য] *বিশ* যোগ্যতান্বন। ওর্স, ১৭৮২।

অজ্জ্যোতি [স অযোগ্য] *বিশ* যোগ্যতা নেই এমন। 'কেন হেন বৈলে বাপা অজ্জ্যোতি কন।' মালাধর, ১৫০০।

অজ্ঞ [স] ১ *বি* অজ্ঞতা। 'অজ্ঞ-অপরূপ ক্ষমা করিতে জুয়ার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ *বি* মূর্খ ব্যক্তি। 'শিন্দোরপরায়ণ অজ্ঞ এইকিন্তু কহিল ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ৩ *বিশ* জ্ঞানহীন। 'তপস্বী মহাশয়েরা ডুবাল অপেক্ষা অজ্ঞ ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ *বিশ* নির্বোধ। 'মনুষ্য শৈশবকালে অতি অজ্ঞ থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৫ *বিশ* অশিক্ষিত। 'উর্দ্ধ ভাষায় ওয়াজ্ঞে নহিহত কয়জন গ্রাম্য অজ্ঞ লোকের বোধগম্য হয়।' প্রচারক, ১৮৯১।

অজ্ঞজন [স] *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'অজ্ঞজন যখন মনে করে ওই গোলের কোন ...।' মুক্ততর, ১৯৬০।

অজ্ঞজ্ঞোতিচি [স] *বিশ* অজ্ঞজনের মতো। 'এই শ্রেণীর অজ্ঞজ্ঞোতিচি অতি-অগ্রহের কল্যাণে ...।' মোহনাম্বী, ১৯৩৩।

অজ্ঞতা [স] *বি* মূর্খতা। 'তাহাতে কেবল নগরবাসি লোকেরদিগের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে।' ভবানী, ১৮২০।

অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্ন [স] *বিশ* অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্ন ইহংসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অজ্ঞতাজ্ঞাত [স] *বিশ* অজ্ঞতা থেকে সূত্র। 'অজ্ঞতাজ্ঞাত, অনুদার মনোভাবের জাক্জাল্যমান দুষ্টান্ত আমাদের বাহ্যিক দেশে প্রচুর ...।' প্রমথ, ১৯২০।

অজ্ঞতাপ্রসূত [স] *বিশ* অজ্ঞতাজ্ঞাত। 'এমন কথা রক্ষণশীল ও অনুদার ব্যক্তির অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি মাত্র।' এনামুল, ১৯৫৫।

অজ্ঞতাবশত [স] *ক্রি* *বিশ* না জানার কারণে। 'পৃথপালিত পত অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশত শীনদ্রব্য প্রাপ্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অজ্ঞতাসুখ [স] *বি* মূর্খতাজনিত সুখ। 'অজ্ঞতাসুখে অচেতন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অজ্ঞমূর্খ [স] ১ *বিশ* নির্বোধ; অশিক্ষিত। 'গ্রামের অজ্ঞমূর্খ নারীরা সেই অজ্ঞই রয়ে গেল।' বেঙ্গল, ১৯৫২। ২ *বিশ* আনাড়ি। 'মৃদাপানের ব্যাপারে সে যে একেবারে অজ্ঞমূর্খ মানুষ নয়।' ওয়াসী, ১৯৫৪।

অজ্ঞোচিত [স অজ্ঞ-উচিত] *বিশ* নির্বোধের মতো। 'আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কর্ম কৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অজ্ঞাত [স] ১ *বিশ* অজানা। 'বিধের কহিয়ে তারে যে বস্ত্র অজ্ঞাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিশ* অপরিচিত। 'সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অজ্ঞাতকুল [স] *বিশ* বংশ-পরিচয় অজানা এমন। 'প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রাহ্মণ।' দর্পণ, ১৮২৪।

অজ্ঞাতকুলশীল [স] *বিশ* উৎপত্তি জানা যায় না এমন। 'কনিমকালেও অজ্ঞাতকুলশীল জার্মান ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করেনি।' প্রমথ, ১৯১৭।

অজ্ঞাতকুলশীলা [স] *বি* বংশ-পরিচয় ও শব্দ-চরিত্র জানা নেই যার। 'অজ্ঞাতকুলশীলার প্রতি ভালোবাসার ঐক্য আচ্ছিতে জন্মালভাট্টা স্মৃতির হিসেবে নিশ্চিনী।' প্রমথ, ১৯১৮।

অজ্ঞাতচারী [স] *বি* অজানা আগন্তুক। 'আমিও কেঁদে কেঁদে বলি, যে অজ্ঞাতচারী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অজ্ঞাতনামা [স] ১ *বি* অখ্যাত ব্যক্তি। 'কবিতা লেখায় যে-সমস্ত অপ্রকাশিত অজ্ঞাতনামারা ফেল করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ *বিশ* অপরিচিত। 'কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অজ্ঞাত-পরিচয় [স] *বিশ* পরিচয় জানা নেই এমন। 'অজ্ঞাত-পরিচয় ও সম্পর্কজনক লোকদিগের পরীক্ষায় আর একটা সহজ উপায় আছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

অজ্ঞাতপরিচিত [স] *বিশ* অজানা। 'অজ্ঞাতপরিচিত আর একজন অসিয়া রাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।' বনকুল, ১৯৩৬।

অজ্ঞাতবাস [স] ১ *বি* গোপন আবাস। 'লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ *বি* নির্জনবাস। 'সুচীভেদ্য অন্ধকার। একা এই অজ্ঞাতবাসের শান্তি।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৫।

অজ্ঞাতভাগ্য [স] *বিশ* ভাগ্য জানা নেই এমন। 'কোন অজ্ঞাতভাগ্য পরিশ্রমজালকী এই দেবীর পদতলে আপনার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে গিয়েছে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

অজ্ঞাতভাবে [স] *ক্রি* *বিশ* অপরিচিত অবস্থায়। 'যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অজ্ঞাতযৌবনা [স] *বিশ* ব্রী নিজের যৌবন সম্পর্কে অসচেতন। 'অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা।' জগত, ১৭৬০।

অজ্ঞাতশক্তি [স] *বিশ* অজানা শক্তিসম্পন্ন। 'অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিতে যখন সে উজ্জিতভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অজ্ঞাতসারে [স] ১ *ক্রি* *বিশ* গোপনে। 'অজ্ঞাতসারে অথবা বলপূর্ব্বক, কিংবা প্রতারণা করিয়া লওয়া উচিত নহে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ *ক্রি* *বিশ* অজান্তে। 'আমার অজ্ঞাতসারে বায়বিদ্যু আপনকার গাড়ে পতিত হইয়াছে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

অজ্ঞাতবৃত্ত [স] **বিণ** স্বভাব অজ্ঞাত এমন। 'অজ্ঞাতবৃত্তব মৃগকে একবার সচকিত স্পর্শ করে, একবার পলায় ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অজ্ঞাতে [স] **ক্রিবিণ** অজ্ঞাতে। 'নীলাচলে আহি আমি তোমার অজ্ঞাতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অজ্ঞান [স] ১ **বি** মূর্খতা। 'তনিলে খবিরে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **বিণ** চেতনাহীন। 'জেকালে যৌবন কৈল প্রয়াণ তা সনে না গেল প্রাণ অজ্ঞান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ **বিণ** জ্ঞানহীন। 'দেহ পরিচয় মাতা অজ্ঞান আমি অন্ধ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ **বিণ** হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'কাদে রাজা সালবান মোহে হয়্যা অজ্ঞান বেহাইর ধরিতা চরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ **বিণ** মূর্খ। 'পণ্ডিতেরদের উপাসনা ব্যতিরেকে অজ্ঞান লোক জানিতে পারে না।' দর্পণ, ১৮২০। ৬ **বিণ** অশিক্ষিত। 'এখনকার স্ত্রীলোক প্রায় অজ্ঞান এই নিমিত্ত তাহাদের নানা দোষ ঘটিতেছে।' গৌর, ১৮২২। ৭ **বি** মোহ। 'এই যে আমাদের অজ্ঞান, পাপ এবং দুঃখের মূল কারণ অবিনাশ, ইহার কারণ কী?' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অজ্ঞানকৃত [স] **বিণ** অজ্ঞতাবশত করা হয়েছে এমন। 'কোনো-একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অজ্ঞানজনিকা [স] **বিণ** অজ্ঞানতা সূচিকারী। 'ইহা কখন অজ্ঞান জনিকা বা মন্দ ফলপারিকা নহেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অজ্ঞানত, **অজ্ঞানতঃ** [স] **ক্রিবিণ** না জেনে; অজ্ঞতাবশত। 'যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ার মুখাবলোকন করে সেও ... প্রায়শ্চিত্ত করিবক।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠপুত্রের নিষ্ঠ ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অজ্ঞানতা [স] **বি** অজ্ঞতা। 'অজ্ঞানতা স্ত্রীবিশের প্রাবর্তক।' রামমোহন, ১৮১৯।

অজ্ঞানতাজ্ঞাত [স] **বিণ** জ্ঞানহীনতা থেকে সূত্র। 'ওকিছুক ধর্মাবাসায়ীর রহস্যময়তা এবং অজ্ঞানতাজ্ঞাত অকারণ জ্ঞান হতে বাচনোর জন্যে ...' শরীফ, ১৯৭০।

অজ্ঞানতিমির [স] **বি** মূর্খতারূপ অন্ধকার। 'দরশনে দূরে যায় অজ্ঞানতিমির।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অজ্ঞাননাশ [স] **বি** অজ্ঞতালোপ। 'অজ্ঞাননাশ যৎসঙ্গ করলে হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

অজ্ঞানবশতঃ [স] **ক্রিবিণ** অজ্ঞানক্রমে। 'অজ্ঞানবশতঃ তাহাকে অবহেলা এবং ঘেঁষ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অজ্ঞানবশতাপন্ন [স] **বিণ** অজ্ঞানের অধীন। 'ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞানবশতাপন্ন মানব আমরা সর্বভোক্তাব্যেই অসমর্থ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অজ্ঞানভূত [স] **বি** মূর্খতা রূপ ভূত। 'তবু আছে অজ্ঞানভূতে পেয়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

অজ্ঞানী [স] **অজ্ঞানী** **বিণ** স্ত্রী চেতনহীন। 'মাদক দ্রব্যাহারে অজ্ঞানী হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮২৪।

অজ্ঞানীক [স] **অজ্ঞান+স অন্ধ** **বিণ** অজ্ঞানতাবশত অন্ধ। 'অজ্ঞানীক লোকে কি করিয়া তাহাকে ডাইনী অপবাদে কীভব পুণ্ডিয়া মারিল।' বিজুতি, ১৯২৯।

অজ্ঞানীককার [স] **অজ্ঞান-অন্ধকার** **বি** অজ্ঞতারূপ অন্ধকার। 'মনুষ্য হৃদয়স্থিত অজ্ঞানীককার বিনাশ হওয়াতে ...' প্রভাকর, ১৮৪৭।

অজ্ঞানাবস্থা [স] **অজ্ঞান-অবস্থা** **বি** অজ্ঞেতন অবস্থা। 'অনেকক্ষণ

পর্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিত ছিলেম।' মাইকেল, ১৮৫৯।

অজ্ঞানাবৃত্ত [স] **অজ্ঞান-আবৃত্ত** **বিণ** সংজ্ঞাহীন। 'অজ্ঞানাবৃত্ত হইয়া খোড়া হইতে পড়িলে ...' রামরাম, ১৮০১।

অজ্ঞানী [স] **বিণ** অশিক্ষিত। 'সাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহার স্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের ভেদ জ্ঞাত নহেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

অজ্ঞাপন [স] **বি** না-জানানো। 'গোবিন্দ-কানীশের প্রভু কৈল অজ্ঞাপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অজ্ঞেয় [স] ১ **বিণ** জানা যায় না এমন। **বিদ্যা**, ১৮৬৪; 'বিধির বিধান-সম অজ্ঞেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ **বিণ** জ্ঞানাতীত। 'বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অজ্ঞেয়তাবাদী [স] **বিণ** ইন্ডিয়ান্স জগতের বাইরে কিছু থাকলও তা মানুষের পক্ষে জ্ঞান অসাধ্য – এমন মতবাদে বিশ্বাসী। 'পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) ছিলেন।' রবেন, ১৯৭০।

অজ্ঞোচিত [স] **অজ্ঞ-উচিত** **বিণ** নির্বোধের মতো। 'আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত কথ্য কৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অবর [অ+স ধারা] ১ **বিণ** অক্ষপূর্ণ। 'বড়ায় বড়ায় বুলি অবর নয়নে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **ক্রিবিণ** অবিশ্রান্ত ধারায়। 'অবর বরএ মোর নয়নে পাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

অবরী [অ+স ধারা] **বিণ** বরেনি এমন। 'আমার সুকায় বেদনা ভুগিয়া অবরীরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

অবরু [স অক্ষ] **ক্রিবিণ** অবিশ্রাম। 'সদাই কাদনা দেখি অবরু বরয়ে আঁখি।' চট্ট, ১৫৫০।

অবরু **বি** **ক্রিবিণ** অবিশ্রান্ত ধারায়। 'অবরু নয়ন বরু।' চট্ট, ১৫৫০।

অবোর [অ+স ধারা] **বিণ** অক্ষপূর্ণ। 'উত্তর না করে কাদে অবোর নয়নে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অঞ্চল [স] ১ **বি** আঁচল। 'উরহি অঞ্চল কাঁপি চঞ্চল আঁধ পয়োধর হেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ **বি** এলাকা। 'সে অঞ্চল হইতে পালাইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ **বি** বসন। 'কিশোরীরা স্থলিত অঞ্চলে ঘুমাতেছে।' নজরুল, ১৯৩১।

অঞ্চলধাত [স] **বি** আঁচলের ব্যতাস। 'প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলধাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অঞ্চলহায়া [স] **বি** আঁচলের ছায়া; আঁচলের আড়াল। 'তব অঞ্চল-ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অঞ্চলপ্রান্ত [স] **বি** আঁচলের প্রান্ত। 'অনাবদ্ধ অঞ্চলপ্রান্ত উড়িতে থাকে।' মানিক, ১৯৩৫।

অঞ্চলবদ্ধ [স] **বিণ** আঁচলে বাঁধা। 'উত্তমরূপে দৌত করণান্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।' প্রভাত, ১৮৯৬।

অঞ্চলবীজন [স] **বি** আঁচলের ব্যতাস। 'হাওয়া দুই বোনের অঞ্চলবীজনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অঞ্চলসঙ্কেত [স] **বি** আঁচল নাড়িয়ে প্রদর্শিত সংকেত। 'অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্যসঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

অঞ্চলশ্রিত [স] **বিণ** আঁচলের তুলে লুকিয়ে থাকে এমন। 'তাদের পত্নীচালিত, মাতৃশালিত, অঞ্চলশ্রিত এবং দৃষ্টিচান্দ্রপরিহিত ব্যতাসে হেঁদেদুলে চলা ...' হাই, ১৯৫৪।

অঞ্চলের মণি

অঞ্চলের মণি বি পুস্তকসভান। 'হারা হ'য়ে অঞ্চলের মণি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

অক্ষিত [স] ১ বিণ পুজিত। 'বিরিক্ত অক্ষিত পদ দিলা বলি মাথে।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ বাকানো। 'অধরের অক্ষিত কামুকে বিরল গুঞ্জনধনি।' স্মৃতিস্ত, ১৯২৯।

অঞ্জন [স] বি কাজল। 'অঞ্জন সোভা পাএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'লুচনে অঞ্জন দেখি ফলাটে সিন্দুর।' মালধর, ১৫০০।

অঞ্জনকাঠি [স অঞ্জন+স কাঠিকা] বি কাজলের কাঠিবিশেষ। 'মায়ার অঞ্জনকাঠি, কাঁথা ও কল্লনা ক্রমে মেখে।' পঙ্কি, ১৯৭০।

অঞ্জনঘন [স] বি কালো মেঘ। 'নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জহায়ায় সংবৃত অমর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অঞ্জনিয়া [স অঞ্জন+] বিণ ক্রী কাজল পরিহিত। 'ধায় কোন শমিমুখী অঞ্জনিয়া এক আঁধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঞ্জনের পেনসিল [স অঞ্জন+ই পেনসিল+] বি কাজলের পেনসিল যা দিয়ে ভুরু বা চোখ আঁকা হয়। 'অঞ্জনের পেনসিল দিয়ে ভুরুর খোঁটা একটু ফুটিয়ে তুললে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অঞ্জনি [স অঞ্জনিকা] বি ফৌড়া বা ব্রণবিশেষ। 'শরীরে অঞ্জনি যেন পুত্র কুপণ্ডিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

অঞ্জলা [স অঞ্জলি] ক্রি জোড়হাত করা। 'বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া নিশীথগণনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অঞ্জলি [স] ১ বি অর্চনা। 'তিরথ জানি জল অঞ্জলি সেবা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি করণ্যুত। 'অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি উপহার। 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি আলোকরশ্মি। 'আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার কোলে সুবর্ণ অঞ্জলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৫ বি অর্চনা। 'যতটুকু পাই জীক বাসনার অঞ্জলিতে, নাই বা উচ্ছলিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অঞ্জলিকা [স] বি ক্রী অঞ্জলি। 'চন্দ্রকবন করুক রচন নব কুসুমাজলিকা [কুসুম-অঞ্জলিকা]।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অঞ্জলিপুট [স] বি জোড়হাত। 'কহি গো অঞ্জলিপুটে উর গো আমার ঘটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঞ্জলিবন্ধ [স] বিণ করতলদ্বয় সংযুক্ত। 'দুই হস্ত অঞ্জলিবন্ধ করিয়া ...।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

অঞ্জলিবন্ধ [স] বিণ করতলদ্বয় সংযুক্ত। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অঞ্জীর [ফা] বি ডুমুর জাতীয় ফলবিশেষ। 'এক ঘন্টার মধ্যে অনেকগুলি অঞ্জীর ও ...।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

অটনী [স] বি ধনুকের অগ্রভাগ। 'রাজা রুট হইয়া অটনী দ্বারা তাঁহার স্বকে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অটবি, অটবী [স] ১ বি বন। 'মৃগয়ায় অভিলাষে, কোনও অটবীতে প্রব্রিট হইয়া দেখিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭: 'অটবি।' বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বি বৃক্ষ। 'অটবী দোদুল দোলে।' স্মৃতিস্ত, ১৯৩২।

অটল [স] ১ বিণ দৃঢ়। 'চলিল কুমার যেন কুমার অটল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ স্থির। 'অটল অটল যথা দাঁড়াইলা বকী সে রৌরবে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি (বাউল) মনের মানুষ। 'ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালো স্পেখি সেই অটলের খেলা।' লালন, ১৮৯০। ৪ বিণ স্থায়ী। 'কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বিণ নাড়ানো যায় না এমন। 'পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অটলচরণ [স] বি দৃঢ় পদক্ষেপ। 'যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগমনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অটলতা [স] ১ বি স্থিরতা। 'এই বিশিষ্ট আয়ের অটলতা ও বৃদ্ধি হইবার নিমিত্তে ...।' ফরস্টার, ১৭৯৭। ২ বি নিশ্চলতা। 'অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

অটলনির্ভর [স] বিণ অত্যন্ত নির্ভরশীল। 'আশেষ অটলনির্ভর বহুত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অটলনিষ্ঠ [স] বিণ অবিচল নিষ্ঠাবান। 'আমার অটলনিষ্ঠ সতীপ্রেমের ত্রুশ শতদলের উপর তোমার চরণ-দুখনি রাখো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অটল মানুষ [স] বি (বাউল) মনের মানুষ। 'ওগো অটল মানুষ রসের মানুষ।' লালন, ১৮৯০।

অটলশক্তি [স] বি স্থিরশক্তি। 'যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অটুট [স অটুটি] ১ বিণ অভঙ্গ। 'এ আর্তবরের কাছে রহিবে অটুট চৌদিকের চিরনীরবতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ অনাহত। 'ইমান অটুট রাখারি চেষ্টা করছি।' নজরুল, ১৯২৭।

অটো [ই] বি গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'আমরা চাই না লেবেন্ডার চাই না অটো।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

অটোক্রিসি, অটোক্রিসি [ই] বি বৈরতন্ত্র। 'ওদের রষ্ট্র অটোক্রিসিই হোক ডেমক্রেসিই হোক, রষ্ট্র।' ব্রহ্মা, ১৯৩৭: 'অটোক্রিসি, বুরোক্রিসি, কনিজম।' মৃজতার, ১৯৪৯।

অটোম্যাচ [ই] বি বহুলিপি; শাকর। অটোম্যাচ-খাতা [ই অটোম্যাচ+ফা খাতা] বি যে খাতায় বা অ্যালবামে স্মরণীয় ব্যক্তিদের শাকর সংগৃহীত হয়। 'ডেকেতে ... খাতা রেখেছেন অটোম্যাচ-খাতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অটোরিকশা [ই অটো+জা রিকশা] বি ইঞ্জিনচালিত তিন চাকার ছোটো যানবাহন। 'দামদস্তুর না করে রিকশা-অটোরিকশায় কখনো উঠতো না সে।' মাল্লান, ১৯৬৮।

অট [স] বিণ উচ্চস্বর বিশিষ্ট। 'এইমত গায় নাচে করে অটহাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অট অট ক্রিবিপ জোরে জোরে। 'ব্যাখ্যান চনিয়া মহা অট অট হাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অটকহাসা [স] বি উচ্চধ্বনিতে মধুর হাসি। 'কুমড়াখেতেই মাচাগুলোকে অটকহাস্যে ভাসিয়ে ... চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অটগরজ [স অট+স গর্জন+] বি প্রচণ্ড গর্জন। 'অটগরজে অমর ভরি রাজার রক্তে খেপেছিল হোবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অটপহরী [স অটপহর+] বি সার্বকণিক প্রহরী। 'আটপৌরে হল অটপহরী।' তারা, ১৯৪৬।

অটবিদ্রুপ [স অট+স বিদ্রুপ] বি উচ্চকণ্ঠে ব্যঙ্গ। 'তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অটবিদ্রুপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অটবর [স] বি উচ্চ শব্দ। 'উঠলো কঁদে ওংগা বলে ভীষণ অটবর।' সূর্যমোহন, ১৯১৮।

অটরোল [স] বি উচ্চ কলরোল। 'রোয়ে রাসে, উর্ধ্বধ্বাসে, অটরোলে, অটহাসে/শুদান গর্জনে ফাটিয়া ফুটিয়া ওঠে।' রবীন্দ্র,

১৮৯০।

অটহাস [স অটহাস] ১ বি উচ্চবরের হাসি। 'এইমত গায় নাচে করে অটহাস'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি গর্জন। 'ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে ... তোমার পশের সাথী বিপুল অটহাসে'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

অটহাসি [স অটহাস] বি উচ্চবরে হাসি। 'অট অট হাসি গোসাঞি কহিত লাগিলা'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অটহাসিনী [স অটহাস] বি ক্রীড়ী অটহাসি করছে এমন। 'বিকট অটহাসিনী ...'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অটহাস্য [স] ১ বি খুব উচ্চ বা বিকট হাসি। 'অর্থ'। (অটহাস্য করিয়া) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কিছুই বোঝেন না। 'রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি নিষ্ঠুর পরিহাস। 'ভাগ্যের সেই অটহাস্য'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অটালক [স] বি প্রাসাদের উপরে স্থাপিত ঘর। 'নাগ ভজনের সর্বরত্নময় প্রাকার ও তোরণ সন্নিহিত অটালকগুলি দৃশ্যমান হইল'। ঈশান, ১৯৫৮।

অটালিকা [স] ১ বি ভবন। 'পূজার অটালিকায়ে নিভৃতি স্থানে গতি করিলেন'। রামরায়, ১৮০১। ২ বি (বড়ো) দালান। 'দর্পণ, ১৮২৬: 'অতি বৃহৎ এক উচ্চ অটালিকা দূর হইতে এমত বোধ হইল'। দর্পণ, ১৮৩০।

অটালিকাময়ী [স] বি ক্রীড়ী বড়ো দালানপূর্ণ। 'কুটুম্বদিগের পৃথক ২ অটালিকাময়ী বাটী'। রাক্ষসী, ১৯০৫।

অটালিকাশ্রেণী [স] বি প্রাসাদের সারি। 'মধ্যে মধ্যে ... গগনস্পর্শী চূড়াসম্বলিত মনোমুগ্ধকর অটালিকাশ্রেণী'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

অটালী [স অটালিকা] বি অটালিকা। 'অটালী চড়িয়া দেখে বগণ সহিত'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অট [স অট, পা অট] বিণ আট। 'এষা অট মহাসিদ্ধি সিদ্ধি'। উজ্জ্বলট জ্ঞাতস্তে'। চর্যা ১৫, ১২০০।

অটকুমারী [স অটকুমারী] বি অটকুমারী। 'তিশরণ পাবী কিঅ অটকুমারী'। চর্যা ১৩, ১২০০।

অটেল [স ঢের] বিণ প্রচুর। বিদ্যা, ১৮৯১।

অডিট [স] বি হিসাব নিরীক্ষা। 'অডিটের রিপোর্ট দেখতে চেয়েছিলেন'। রোকেয়া, ১৯৩১।

অডিটকৃত [স অডিট+স কৃত] বিণ নিরীক্ষিত; পরীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'সভায় পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট এবং অডিটকৃত হিসাব অনুমোদন করা হয়'। বেগম, ১৯৬৩।

অডিটোরিয়াম [স] বি মিলনারতন। 'অডিটোরিয়ামে একটি সভার আয়োজন করা হয়'। বেগম, ১৯৬০।

অডিয়েল [স] বি শ্রোতৃবর্গ। 'পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েল'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অডিশন [স] বি কণ্ঠস্বর পরীক্ষণ। 'অডিশন নেওয়ার মত দায়িত্বশীল কাজের ভারও মেয়েরা নিয়েছে'। বেগম, ১৯৪৯।

অড় [সি ওহারা] বি খোল; আবরণ। 'বাগিশের অড় সেলাই করিতেছিলেন'। শরৎ, ১৯১২।

অড়র [স অড়কী] বি অড়হর; এক ধরনের ডাল। 'অড়রের ডেলে তার তার যায় মেতে'। গুণ, ১৮৫৮।

অড়হর [স অড়কী] বি ডালবিশেষ। 'অড়হর ডালি ১ মোন'। দর্পণ,

১৮২২।

অটেল [অ+নেপালি খেব/হি ঢের] বিণ প্রচুর। 'লোককে দ্যাখান চাই যে, বাবুর রূপে সোনার জিনিষ অটেল'। হতোম, ১৮৬১: 'মসজিদে কাল নারিন আছিল অটেল গোষ্ঠ-কটি'। নজরুল, ১৯২৫।

অট [স আট] বি অভিমান। 'ইন্দুমুখি অট ন কর পিয়দয়খেমদহর'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অটকি [স অড়কী] বি অড়হর। 'অটকির তরু চারু কিবা শোভা পায়'। গুণ, ১৮৫৮।

অণ [স অন্য] বিণ অন্য। 'অণ চাহহে আপ বিণঠা'। চর্যা ৪৪, ১২০০।

অণহ [স অনাহত] বিণ অক্ষত। 'তিপিন্দ পাটে লাগেপি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই'। চর্যা ১৬, ১২০০।

অণহা [স অনাহত] বিণ অক্ষত। 'অণহা দাক্তী বাকি কিঅত অবমুতী'। চর্যা ১৭, ১২০০।

অণিমা [স] ১ বি যে শক্তির সাহায্যে মানুষ সকলের অলক্ষ্যে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে বলে মনে করা হয়। 'অণিমা করিয়া জ্ঞার আছে অষ্ট সিদ্ধি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অণুত্ব। বিদ্যা, ১৮৬৪। ৩ বি সূক্ষ্মতা। 'নিগন্তের যুগপিরি শোখসান্ন পীবরতা পায় সূচ্য অণিমা টুটে'। সূরীন্দ্র, ১৯৩৭।

অণীয়সী [স] বিণ সূক্ষ্মতর। 'বিশ্বের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও, কোথেকে বিরাট ঢালা-টানার একই ছন্দের সীলা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অণীয়সী [স] বিণ অণুর চেয়েও ক্ষুদ্র। 'অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মইয়ান'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অণু [স] ১ বি রেখা। 'ভুক অণু কামধনু হেমনু সাজে'। রামপ্রসাদ, ১৮৫০। ২ বিণ ক্ষুদ্র। 'এ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে ...'। বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বি পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ; মলিকিউল। 'অণু চতুর্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাঙ হইয়া থাকে'। অক্ষয়, ১৮৫২।

অণুগুণা [স] বি পরমাণু; অ্যাটম। 'অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের কোটি কোটি অণুগুণা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অণুতম [স] বিণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। 'এই প্রাণ অণুতম কালে কণাতম শিখা লয়ে অসীমের করে আকৃতি'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অণুপরমাণু [স] বি পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক; মলিকিউল ও অ্যাটম; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বস্তু। 'অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতে বস্তুবর্ষণের বিস্তার সীলা বিরাজমান'। অক্ষয়, ১৮৫৪: 'বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই সেবিত্তেছি'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অণুবিদারণ [স] বি পারমাণবিক বিস্ফোরণ। 'অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত'। সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

অণুমাত্র [স] বিণ বিদুমাত্র। 'তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

অণুসূর্য [স] বি সূর্যের আলোকরশ্মি। 'আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে'। বিশ্ব, ১৯৪১।

অণুঅণা [স অণুপণ] বিণ অণুপণ। 'আইএ অণুঅণা জগরে ভাঙতিএ সো পিহাই'। চর্যা ৪১, ১২০০।

অণুঅর [স অণুঅর] বিণ উত্তর নেই এমন। 'মাব নিরোহে অণুঅর বোহী'। চর্যা ৪৪, ১২০০।

অণুদিন [স অনুদিন] ক্রিণিষ প্রত্যহ। 'অণুদিন সবরো কিংপি ন চেবই

মহাসুদে ভেলা।' চর্যা ৫০, ১২০০।

অণুবীক্ষণ [সি] বি খালি চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম পদার্থ দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলে কীটাদিশের আকৃতি যত্নপূর্ণ দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অণুবীক্ষণশক্তি [সি] বি সূক্ষ্ম বস্তু পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। 'এই অণুবীক্ষণশক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অণুবীক্ষণদৃশ্য [সি] বিণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন। 'সুদূর নক্ষত্রের গঠন উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া অণুবীক্ষণদৃশ্য কীটাদি পুর জীবন ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই ইহার জ্ঞাতব্য।' সর্বজ্ঞ, ১৯১৭।

অণু [সি] ১ বি অণুকাষ। 'ভূজঙ্গের ছাল আন্য নেউলের অণু।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ডিম। 'বোতলের মধ্যে অণু অণু প্রবেশিত করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অণুকাষ [সি] বি মুক। 'কোন পিশাচের বেটা অণুকাষে খেলে জেটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অণুশালকসীমা [সি] বি বেলুনাকৃতি ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা। 'ব্রহ্মাণ্ডের অণুশালকসীমা কেঁপে উঠতে উঠতে নক্ষত্রেরা ক্রমশই ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অণুজ [সি] বিণ ডিম থেকে জন্ম এমন। 'কোনও কোনও প্রাণী, পক্ষীর ন্যায় অণু প্রসব করে; উদাহরণকে অণুজ বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অণুকার [সি] বিণ ডিমের আকৃতিবিশিষ্ট। 'অণুকার বহুর চানকার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকর্ষণ পথ সুরচিত ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অণুর [ই] আভার। বিণ অধস্তন। 'তিনি ভারতবর্ষের অণুর সেফ্টেব্রিকের জিজ্ঞাসা করেন।' এডুকেশন, ১৮৯০।

অণুরটেকর [সি] বি মূতের শেষকৃত্যের আয়োজন করা যাদের পেশা। 'গোঁসাইরা অণুরটেকরের (মুদ্রফরাস) কাজও করে থাকেন।' হেতম, ১৮৬১।

অত [সি] ইয়ৎ ১ বিণ ওই পরিমাণ। 'তোমার বাবু অত ন্যাকারয় কাজ কি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি বাড়াবাড়ি। 'আর অতয় কাজ নাই।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বিণ অধিক। বিদ্যা, ১৮৯১।

অতএব [সি] অতএব। অতএব। 'তুই জগতারণ দীন দয়াময় অতএব তোমার বিশেষায়সা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অতএব [সি] ১ অবা সুতরাং। 'অতএব তোমারে ভাগিল মর্ম আমি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ এ কারণে। 'অতএব এ হুকুম।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

অতও ক্রিবিণ সেই থেকে। 'অতও সে মমু মন জুলতাই অনুখন।' গোবিন্দ, ১৬০০।

অতখানি [অত+খানি] বিণ অতোটা। 'অতখানি বিদ্যা অমন বেশি পরিমাণে।' শরৎ, ১৯১৭।

অতশত [অত+স শত] ১ বিণ ষুটিনাট। 'অতশত কথা ভাববার দরকার দেখিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ এতো বেশি কিছু। 'অত শত ভাবা তোমার কি সাজে।' জসীম, ১৯৩১।

অতঃপর [সি] ক্রিবিণ তারপর। 'অতঃপরে কোণার পাশে পৌঁছের কিস্তি মাত হল।' রামশ্রাদ্দ, ১৭৮০।

অতঃ [সি] অতঃক। বি ভয়; শঙ্কা। 'সম হৈতে দ্রুতবন্ধ সংসার অতঃ।' মালধর, ১৫০০।

অতথ্য [সি] বিণ মিথ্যা; অসত্য। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অতথ্যবাদী [সি] বিণ মিথ্যাবাদী। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অতথ্যভাবী [সি] বিণ মিথ্যাবাদী। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অতদবির [অ+অ তদবির] বি তত্ত্বাবধানের অভাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

অতনু [সি] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) প্রেমের দেহহীন দেবতা মন্দন। 'মোহি বন্ধু অতনু অতনু কএ ছাড়খু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ দেহহীন। 'ভুক ভগ্নী দেখি কাম হইল অতনু।' আগাওল, ১৬৮০।

অতনুরতি [সি] বি আসন্নলিলা; কামরতি। 'অতনুরতি বাঁধিনি আজ্ঞা মোরা।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

অতন্ত্র [সি] ১ বিণ চৈতন্যময়। 'অতন্ত্র মূর্তির রূপ শাস্ত্রোক্ত ধর্মমএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ মনোযোগী। বিদ্যা, ১৮৬৪। ৩ বিণ নিদ্রাহীন। 'চন্দ্র অতন্ত্র নভে জাগিছে সুপ্ত ভবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বিণ উজ্জ্বল। 'অতন্ত্র যুগল চন্দ্র।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ৫ ক্রিবিণ অনলসভাবে। 'সাম্রাজ্যের স্বপ্নসিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্ত্র।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বিণ সদাসচেতন। 'কর্ণধারদিগকে আজ সতর্ক ও অতন্ত্র দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪৯।

অতন্ত্রতা [সি] বি সতর্কতা। 'গভীর দেশপ্রেম ও দৃষ্টির অতন্ত্রতা সম্বন্ধে ভুল করিলেও চলিবে না।' আজাদ, ১৯৫৭।

অতন্ত্রনয়ন [সি] বি নিদ্রাহীন চোখ। 'তাহার মাতা ... অতন্ত্রনয়নে তারুণ্যপানে চাহিয়া আছেন।' নজরুল, ১৯৩১।

অতন্ত্রিত [সি] ১ বিণ তদানু নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বিণ সচল। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত, অতন্ত্রিত, চুল্লীকে ভুবলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৩ বিণ নিদ্রাহীন। 'সুখিবে কি, যে সুমিতা, অতন্ত্রিত সে আনন্দিনীথে ...' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অতন্ত্রিতা [সি] বিণ স্ত্রী নিদ্রাহীন। 'নিশি অতন্ত্রিতা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অতন্ত [সি] বিণ রোদে শুকানো; আতপ। 'অতন্ত তুলু ফুল চিনি চাপাফলা।' মালধর, ১৫০০।

অতয়ে [সি] অতএব। অতএব। 'বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ বহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অতরুশ [সি] বিণ তারুশাহীন। 'কী করুণ, আহা, অতরুশ তনু সাজানো।' বৃক, ১৯৪৩।

অতর্কনীয় [সি] বিণ তর্কাতীত। 'অতর্কনীয় আত্মা তত্ত্বাদি বিষয়ের সবিশেষ যীমাংসা আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অতর্কিত [সি] বিণ অপ্রত্যাশিত। 'অতর্কিত কারণে তোমার ভয় উপস্থিত হইবেক।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অতর্কিতচর [সি] বিণ ঘটতে পারে বলে কেউ ভাবেনি এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অতর্কিতভাবে [সি] ১ ক্রিবিণ হঠাৎ। 'প্রাণীকে অতর্কিতভাবে বলপূর্বক ধৃত ও উদ্ধৃত্ত সবেশে উত্থাপিত করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ ক্রিবিণ অপ্রত্যাশিতভাবে। 'পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অতর্কিততা [সি] বি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি। 'যুগপৎ দুই হ্রির অতর্কিতভায়ে অটুট হইয়া ...' বিভূতি, ১৯২৯।

অতর্ক্য [সি] বিণ প্রশ্নাতীত। 'তোমার হয়নি ভুল। অতর্ক্য তোমার অধিকার।' বৃক, ১৯৭১।

অতর্পণীয় [স] *বিপ* তর্পণ করতে অনিচ্ছুক। 'অতর্পণীয় ধনলোভ ও শূন্যগর্ভ অভিমান।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অতল [স] ১ *বি* পাতাল। 'অতল বিতল সত্ত্ব রসাতল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* গভীর। 'অতল সিদ্ধ ও অগ্নিময় মরুভূমির উপর যাতায়াত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* অর্থহীন; তলহীন। 'শৈলরাজসুত মৌনক পশিলা অতলজলযিতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বিণ* অনবধিগম্য। 'অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৫ *বি* গভীরতা। 'সরোবরের অতলের মতো।' *আহসান*, ১৯৬২।

অতলতা [স] *বি* গভীরতা। 'সেই স্বচ্ছ অতলতা দেখেছি তোমার মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অতলস্ত [স] *অতলস্ত* *বিণ* গভীর; তল নেই এমন। 'অতলস্ত সিদ্ধ।' *হেম*, ১৮৭০।

অতলসঙ্কায়ী [স] *বিণ* গভীরে বিচরণ করে এমন। 'দেখছিলেন অতলসঙ্কায়ী অজানা মাছ কখন পড়ে তাঁর বড়শিতে গাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অতল-সমাহিত [স] *বিণ* অন্তর্গত; অতলে সমাহিত। 'অতল-সমাহিত অভিমানস চেতনা।' *বিক্রান্ত*, ১৯৩৮।

অতলস্পর্শ [স] ১ *বিণ* তলা স্পর্শ করা যায় না এমন। 'এই অতলস্পর্শ সমুদ্রে এমনত কোন ভূমি বা প্রস্তরশূণ্য ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অত্যন্ত গভীর। 'জগতের যত-কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে দেখতে দেখতে তার মধ্যে তলিয়ে অবস্থান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অতলস্পর্শী [স] *বিণ* তলা স্পর্শ করা যায় না এমন। 'এই অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অতলা [স] *অতলা* *বিণ* খ্রী তল নেই এমন। 'দুলিয়ে দিল জলন-ভরা বাখা-অতলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অতলাস্ত [স] *অতল-অস্ত* ১ *বি* আটলান্টিক মহাসাগর। 'একটি মাত্র বর্ষ অতলাস্ত সমুদ্রের বুকে মোরে এনেছিল বহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বিণ* গভীর। 'আকন্যাকুমারীহিমালয় কপালে জ্যোত্স্নার পঙ্ক মেখে জেগে ওঠে অতলাস্ত অন্ধকার সমুদ্রের থেকে।' *লীলেন*, ১৯৫৪। ৩ *বিণ* নিমজ্জিত। 'বর্ষার বন্যায় তুমি অতলাস্ত।' *আহসান*, ১৯৬২।

অতলাস্তিক [স] *অতল-অস্ত*। *বিণ* তল নেই এমন। 'দেখ গম্বীরতায় নয় অতলাস্তিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অতসী [স] *বি* তিসি। 'অতসীকুসুম তনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অতসীকুসুম [স] *বি* তিসিফুল। 'অতসীকুসুম তনু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অতসীকুসুমবৎ [স] *বিণ* অতসী ফুলের মতো। 'শেখে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অতাপ [স] *বি* যন্ত্রণা। 'অতাপে তাপিনী অতি বিকলিত তনু।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অতাপিনী [স] *বিণ* ব্যথিত। 'কেউ কান্দে অতাপিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অতায়ব [স] *অতএব* *অবা* *অতএব*। 'ছাড়িয়া গিয়াছ অতায়ব পিথি তোমরা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

অতি [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত। 'অতি মহাবল সেসি তোমার যম।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বিণ* উৎকৃষ্ট। 'সে অতি নাগর তৌক্রে তসু তুল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ *বিণ* একর। 'জীবাত্তমা পরমাত্তমা হই দুই অতি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* আতিশয্য। 'এই অতির দেশই

সকল সাহিত্যিকের স্বদেশ।' *প্রমথ*, ১৯২০।

অতি আশুক [স] *বিণ* অতি সাম্প্রতিক। 'অতি আশুক নাম পেতে হবে ওকে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

অতিআয়তন [স] *অতি-আয়তন* *বিণ* বিশাল। 'এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে ... অন্য কোন উপায় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অতিআকর্ষ্য [স] *অতি-আকর্ষ্য* *বিণ* অত্যন্ত বিস্ময়কর। 'বিশেষতঃ সূতাকটন অতিআকর্ষ্য অঙ্গুরি দ্বারা ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অতি-আহার [স] *বি* অতিভোজন। 'অতি-আহার থেকে যার উৎপত্তি।' *তারা*, ১৯৪৩।

অতিকদম্বর [স] *বি* অত্যন্ত কদাকার হাতের লেখা। 'সে সকল অতিকদম্বর।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অতিকরণ [স] *বি* বাড়াবাড়ি। 'অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিকর্তব্য [স] *বি* অবশ্যকরণীয় কাজ। 'আমাদের অতিকর্তব্য যে এতদেশের সাধারণ উন্নতির।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অতিকার্য [স] *বিণ* বিশাল দেহী। 'অতিকার্য আদি শত সুতে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অতিকাল [স] *বি* বহু বিলম্ব। 'অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিকুশলিত [স] *বিণ* অত্যন্ত কদর্য। 'খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লড়াই ... অতিকুশলিত অতিবর্ষের ভাবেই ঘটত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিকৃত [স] *বিণ* অতিরিক্ত। 'মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় ঝাতস্ত্রো অতিকৃত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতিকৃতি [স] *বি* অতিরিক্ত সাজ। 'বৈশাখ্যার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব করে জানায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অতিকৃতিচ [স] *বিণ* অতিবিলম্ব। 'অতিকৃতিচ প্রণয় এসে ... হিঁচড়ে টানছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অতিক্রম [স] *বি* অত্যন্ত কষ্ট। 'অতিক্রমে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অতিক্রমিক [স] *বিণ* স্বল্পকালস্থায়ী। 'অতিক্রমিক জ্ঞানগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অতিক্রীণ [স] ১ *বিণ* অতি সক্র। 'তহি শোভে চক্ৰ যজ্ঞসূত্র অতিক্রীণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* খুব সামান্য। 'বায়ু অতিক্রীণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অতিক্রুদ [স] *বিণ* খুব সামান্য। 'গবর্ণমেটে অতিক্রুদ কার্যের ভার লইয়া ...।' *জ্ঞানাবেষণ*, ১৮৩০।

অতিখ্যাতিাপন্ন [স] *বিণ* অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন। 'অতিখ্যাতিাপন্ন বিদ্যান এবং প্রায় অসামান্য শিক্ষকরূপে নিযুক্ত।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

অতিগুঢ় [স] *বিণ* অতিশয় গোপনীয়; অতি রহস্যময়। 'অতিগুঢ় হেতু নোহো যিবিধ প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিগোপন [স] *বিণ* অত্যন্ত গোপনীয়। 'আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অতিচেনা [স] *অতি+চেনা* *বিণ* খুব পরিচিত। 'অতিচেনা কণ্ঠস্বর।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

অতিচৈতন্য [স] *বিণ* চেতনার অতীত। 'মানুষের যে

অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অভিজ্ঞপৎ [স] বি জগতের উর্ধ্বে আর-এক জগৎ। 'সে সৌন্দর্য অভিজ্ঞপতের আলো।' প্রমথ, ১৯১৬।

অভিজ্ঞনন [স] বি মাত্মতিরিক্ত জন্মানন্দ। 'অভিজ্ঞননের যে দোষ তা যদি স্থায়ী হয়।' অন্নদা, ১৯৪০।

অভিজীৱিত [স] বিণ দীর্ঘকালস্থায়ী। 'মধ্যযুগের অভিজীৱিত সমাজব্যবস্থা।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

অতিতৎপর [স] বিণ ক্রী অতি মাত্রায় তৎপর। 'শাস্ত্র ও দর্শন বিন্যাসে অতিতৎপর হইয়া অতিসুখ্যাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

অতিতর [স] বিণ অত্যন্ত প্রবল। 'দূহে প্রেম অতিতর।' ভারত, ১৭৬০।

অতিতীৱ [স] বিণ অত্যন্ত প্রবল। 'সৌন্দর্যের একটি অতিদূর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতিতীৱ উৎসুকা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অতি দর্পে হত লঙ্কা - অত্যধিক অহঙ্কারে পতন। 'অতি দর্পে হত লঙ্কা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অতিদীর্ঘতা [স] বি বেশি দৈর্ঘ্য। 'রাতের নিঃশব্দতা ও অতিদীর্ঘতা।' জীবন, ১৯৪৮।

অতিদুঃস্বাধীন্য [স] বিণ অতীব দুঃস্বাধ্য। 'তবে ইন্দ্র দর্শ অতিদুঃস্বাধীন্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অতিদূর্লভ [স] বিণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন এমন। 'সৌন্দর্যের একটি অতিদূর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতিতীৱ উৎসুকা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অতিদুঃস্থাপ্য [স] বিণ অত্যন্ত দুর্লভ। 'তাহার পতনের কারণ দুঃস্থাপ্য বিষয় অতিদুঃস্থাপ্য।' দর্পণ, ১৮৩১।

অতিদূর [স] বিণ অনেক দূরে অবস্থিত। 'অতিদূর অংশের ছায়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অতিদূরদর্শিতা [স] বি অতিমাত্রায় ভবিষ্যৎ বিবেচনা। 'আপনার অতিদূরদর্শিতার ধারা রাহাদারি মাসুল ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

অতিদূরবর্তী [স] বিণ ক্রী অনেক দূরে অবস্থিত। 'রাজসভা অতিদূরবর্তী নয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

অতিদৈব [স] বিণ অলৌকিক। 'অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেরেহু অতুল।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

অতিধনী [স] বিণ অত্যধিক ধনসম্পত্তির অধিকারী। 'এই অতিধনী বৈশ্য শ্রেণীটি যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিপত্তিশালী হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।' সর্বজ, ১৯২০।

অতিধার্মিক, অতিধার্মিক [স] বিণ অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 'ইহারা অতিধার্মিক ও পুণ্যশীল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অতিনিবৃত্ত [স] অতি<। বিণ অতিশয় বৃত্তমুক্ত। 'যাহা অতিসৌম্যে অভিললিত অতিনিবৃত্ত নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অতিনিশা [স] বি অতিরিক্ত অপবাদ। 'অতিনিশা ও অতিশ্রংস্যা উভয়ই সমান জঘন্য।' প্রমথ, ১৯১২।

অতিনিপুণ [স] বিণ খুব দক্ষ। 'বাবস্থাজিজ্ঞ অতিনিপুণ কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অতিনিপুণা [স] বিণ ক্রী অতিশয় দক্ষ। 'তাহারা সেই ভাষায়

অতিনিপুণা হইতেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

অতিনিচলঙ্ক [স] বিণ ক্রটিমুক্ত। 'একটি অতিনিচলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অতিনিীল [স] বি বর্ণালির মধ্যে বেগুনি ও নীলের মধ্যকার রং; ইতিপো; গাঢ়নীল। 'পরে পরে রঙ বিছানো হয়; বেগুনি, অতিনিীল, নীল, সবুজ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অতিনিীলিম [স] বিণ বর্ণালির মধ্যে বেগুনি ও নীলের মধ্যকার রং। 'দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিনিীলিম রশ্মিপাত করে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অতিনূতন [স] বিণ অত্যাধুনিক। 'যে মত অতিপুরাতন এবং সেইসঙ্গে অতিনূতন সে মত ...।' প্রমথ, ১৯২৭।

অতিনেশনত্ব [স] অতি+ই নেশন+স ত্ব। বি উগ্র জাতীয়তা। 'নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে, বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অতিশীর্ষ [স] বিণ অত্যন্ত দক্ষ। 'তাহারা ... বীজগণিত ও লিখন পরিপাট্য বিদ্যাত্তে অতিশীর্ষ।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অতিশ্রমণ [স] বি পরমাণু গঠনকারী সূক্ষ্মতর কণা; ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও পজিট্রন। 'যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিশ্রমণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অতিশ্রিচয় [স] বি ঘনিষ্ঠভাবে জানাশোনা। 'ইউরোপীয়দের প্রতি আমাদের অতিশ্রিচয়ের ভীতি বা অতিশ্রিচয়ের অবজ্ঞা নেই।' অন্নদা, ১৯২৯।

অতিশ্রিচিতি [স] বি খুব চেনা বিষয় বা বস্তু। 'সাহিত্যের আলোকে আমরা অতিশ্রিচিতিতে নতুন করিয়া দেখিতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অতিশ্রিপক [স] বিণ অতিশয় পাকা। 'অনতিশ্রিপক সতেরোর অপেক্ষা অতিশ্রিপক চোদ্দর মতো দেখাইতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অতিশ্রিশ্রমপূর্বক [স] ক্রিবিণ অত্যন্ত পরিশ্রম করে। 'তিনি অনেক অতিশ্রিশ্রমপূর্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন।' প্রমথ, ১৯২৮।

অতিশ্রোপকারক [স] বিণ অত্যন্ত শ্রোপকারী। 'অতিশ্রোপকারক বিজ্ঞান সেবধিনামক এক গ্রন্থ ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

অতিশ্রোপাতী [স] বি মহাপাণী। 'মধ্যযুগে দুই অতিশ্রোপাতী মোচন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অতিশ্রোপ [স] বি ওস্তুরতর পাপ। 'পতগণ বহু হেতু আছিলো তোমার অতিশ্রোপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অতিশ্রোপ [স] বিণ অত্যন্ত পানদর্শী। 'তাহারা অতিশ্রোপণ।' দর্পণ, ১৮২১।

অতিশ্রিপন [স] বিণ অত্যন্ত আঁটসাঁট। 'বন্ধে অতিশ্রিপন জরির মূলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অতিপুরাতন [স] বিণ অনেক দিনের। 'যে মত অতিপুরাতন এবং সেইসঙ্গে অতিনূতন সে মত ...।' প্রমথ, ১৯২৭।

অতিশ্রুতি [স] বি অতিশয় বৃদ্ধি। 'এক অঙ্গের অতিশ্রুতি এবং অন্য অঙ্গের অতিশ্রুতিয়ত্তে রোগের সৃষ্টি হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অতিপূর্বে [স] ক্রিবিণ অনেক আগে। 'ভারতবর্ষে অতিপূর্বেই ইন্দ্রদেব ... অর্চিত হইয়া আসিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অতিশ্রোপকতা [স] বি অতিরিক্ত সহায়তা। 'যে সাধারণ নূতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির হইয়াছে' তদ্বিষয়ক ব্যাপারের

অতিপোষকতা হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

অতিপ্রকৃত [স] *বিণ* অলৌকিক। 'অপ্রকৃত অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

অতিপ্রজন [স] *বি* জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি। 'এ দেশে নির্বিচার বিবাহের ফলে অতিপ্রজন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিপ্রত্যাক্ষ [স] ১ *বিণ* অত্যন্ত স্পষ্ট। 'তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যাক্ষ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* সহজেই দৃশ্যমান। 'অতিপ্রত্যাক্ষ বলিয়াই আমার যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিপ্রবৃদ্ধ [স] ১ *বিণ* অতিশয় বৃদ্ধ। 'অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভাবে নয় ... নমস্কার-চর্চাবশত।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বিণ* অতিপ্রাচীন। 'অতিপ্রবৃদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার সাহিত্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অতিপ্রচুত [স] *বিণ* কুক্ষিগত। 'পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রচুত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অতিপ্রয়োজনীয় [স] *বিণ* অত্যাবশ্যক। 'অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপার-গুলির দিকে ... মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

অতিপ্রশংসা [স] *বি* যতোটা প্রশংসা প্রাপ্য, তার থেকে বেশি প্রশংসা। 'তারিহা অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অতিপ্রসঙ্গ [স] *বি* বাহ্যিক; বিতার। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিপ্রাকৃত [স] *বিণ* অলৌকিক। 'জ্বরাক্রান্ত প্রয়োগ বর্ণনা অবাভাবিক, অতিপ্রাকৃত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অতিপ্রাকৃতিক [স] *বিণ* অলৌকিক। 'এই অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সুস্পষ্ট নিদর্শন।' *আনিস*, ১৯৬৪।

অতিপ্রাচ্য [স] *বি* অতিশয় বাহ্যিক। 'ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অতিপ্রাচ্য [স] *বি* উৎকাল। 'ভূমি অতিপ্রাচ্যে প্রস্রব্ত হইয়া আমার নিকট আসিবা।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতিপ্রিয় [স] *বিণ* প্রীতিভাজন। 'শ্রীচৈতন্য-অতিপ্রিয় বুদ্ধিমত্তা খান/আজম আজাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অতিপ্রেম [স] *বি* যাত্রাতিরিক্ত প্রণয়। 'অতিপ্রেম সহে না বিধির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

অতিবড়ো, অতিবড় [স] *অতি* > ১ *বিণ* অত্যধিক। 'অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিণ* খুব বেশি মাত্রায়। 'তাহাতেই অতিবড় ভাবিত আছি।' *ওঙ্গ*, ১৭৮২। ৩ *বিণ* খুব। 'তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতিবড় বুদ্ধিমান।' *রাজীব*, ১৮০৫। ৪ *বিণ* বিখ্যাত। 'অতিবড়ো বিলাতি-বিদ্যাভিমানীও ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অতিবন্ধমূল [স] *বিণ* অনড়। 'বৃষ্টিয় যুগে সুদ লওয়ার বিরুদ্ধে অতিবন্ধমূল আপত্তি ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অতিবর্তন [স] *বি* অতিক্রম। 'গিরিদেশে অতিবর্তন করিয়া বহুল সন্ধ্য নগর ও জনপদের মধ্যে দিয়া সাগরোদ্দেশ্য প্রবাহিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৪।

অতিবর্ষ [স] *বিণ* অত্যন্ত অমানুষিক। 'শ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই ... অতিক্রান্ত অতিবর্ষ ভাবেই ঘটত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিবস্ত্র [স] *বি* পরাবস্ত্র। 'তোমার মুখে ডর করছিল দুরুহ দেবাবাণী? ভূয়োদর্শনে ঢাকি অতিবস্ত্রকে, তাই আমাদের অনুভবে শুধু হানি?' *সুহৃদ*, ১৯৪৫।

অতিবাহুর্নয় [স] *বিণ* অত্যন্ত কাম্য। 'এ বিষয় অতিবাহুর্নয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

অতিবাদ [স] ১ *ক্রিবিণ* অতিশয়। 'বাতুর চারিটা অতিবাদ মহাশয় হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২। ২ *বিণ* তীব্র। 'বেদনা এমন অতিবাদ হইল, যে বৈর সাধনে উনাত্তভাতে বাসানের মধ্যে দৌড়িয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* অতিক্রম। 'অতিবাদ আজ বসন্তে বিশ্বখ্যাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অতিবাদী [স] *বি* অগ্রিয় বা রুঢ় কথা বলে এমন ব্যক্তি। 'লোকে যদি তোমাকে অতিবাদী বলে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

অতিবাধ্য [স] *বিণ* অত্যন্ত অন্তর্গত। 'আমরদিগের অতিবাধ্য করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অতিবালা [স] *বি* অত্যন্ত কমবয়সী বালিকা। 'কাহার অতিবালাকা কাহার কাহারও চতুরিংগণ অতীত হইলে বিবাহ হইতেছে।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

অতিবাহন [স] *বি* যাপন। 'তাহাতে সমস্ত নিদাঘকাল অতিবাহন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অতিবাহিত [স] *বিণ* অতিক্রান্ত; গত। 'এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে ... অতিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অতিবাহিত হওয়া *ক্রি* অতিক্রান্ত হওয়া। 'জীবন অতিবাহিত হয়।' *দ্যাক*, ১৯৩৬।

অতিবাহ্যরূপে [স] *ক্রিবিণ* আড়ম্বরপূর্ণভাবে। 'মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব অতিবাহ্যরূপে হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অতিবিজ্ঞ [স] *বিণ* খুব বিজ্ঞ; অতিশয় জ্ঞানী। 'তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতিবড় বুদ্ধিমান।' *রাজীব*, ১৮০৫।

অতিবিজ্ঞাপিত [স] *বিণ* অতিরিক্ত প্রচারিত। 'অতিবিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি কম।' *প্রমথ*, ১৯১২।

অতিবিদ্ব [স] *অতিবুদ্ধ* *বিণ* অত্যন্ত বয়স্ক। 'অতিবিদ্ব মুই দেখ হেন সাদ করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিবিনীত [স] *বিণ* অতিশয় বিনয়ী। 'অতিবিনীত সেলামের ক্ষমতা থাকিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অতিবিবর্ষ [স] *বিণ* অত্যন্ত পুরানো। 'বিষবাবিহাের নিষেধক বচনের অশ্বেষল্য অতিবিবর্ষ, ... এছ উল্কাটন ও পর্যালোচনা করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

অতিবিবেচক [স] *বি* অতিরিক্ত সাবধানী ব্যক্তি। 'অতিবিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়া না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অতিবিরল [স] *বিণ* অত্যন্ত দুর্লভ; অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য। 'বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক অতিবিরল।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩।

অতিবিরলতা [স] *বি* অত্যন্ত সীমিত উপস্থিতি। 'আমাদের কালে যার অতিবিরলতা হেতু বিশ্লেষণ করেছেন হানা আরনট, ডেভিড রীজম্যান প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

অতিবিরস [স] *বিণ* সামান্যমাত্র অগ্রহ নেই এমন। 'এ রসে অতিবিরস।' *ডবানী*, ১৮২৮।

অতিবিষ [স] বি অধিক বিষ। 'অতিবিষে নির্বিষ হইল মোর অঙ্গ।' বাহরাম, ১৬৫০।

অতিবিষম [স] বিণ মারাত্মক। 'ঈদৃশ অতিবিষম বিষম শর।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অতিবিস্তর [স] বিণ বিপুল সংখ্যক। 'রাজা রঘুরাম ভ্রমণ করিয়া ... দেখেন অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে।' রাজীব, ১৮০৫।

অতিবিস্কৃত [স] বিণ অধিক প্রসারিত। 'ভারতবর্ষের অতিবিস্কৃত অতীতের মধ্যে ...' প্রমথ, ১৯১৪।

অতিবিশ্ময়ী [স] বিণ আদৌ ভুলে যাওয়ার মতো নয়। 'উভয়েরই কারুকরী অতিবিশ্ময়ী।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অতিবুদ্ধি [স] বি শঠতা। 'অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে ফালন করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অতিবুদ্ধিবশত [স] ক্রিবিণ (ব্যসার্থে) মাত্রাতিরিক্ত বুদ্ধির কারণে। 'বাম অপরাধ করিলে মানুষ অতিবুদ্ধিবশত দ্বারই শ্যামকে লইয়া টানাটানি করে।' তারা, ১৯৪২।

অতিবুদ্ধ [স] বিণ অতি প্রাচীন। 'অতিবুদ্ধ ঋষেদ গ্রন্থে ... ব্রাহ্মণ ও ক্রমিয় শব্দ সেবিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অতিবৃষ্টি [স] বি অত্যধিক বর্ষণ। 'অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অতিবৃহৎ [স] বিণ অত্যন্ত বড়ো। 'এত অতিবৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈজিয়া আর দেখাও দেখিনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অতিবেদনশীল [স] বিণ অত্যন্ত সংবেদনশীল। 'যাদের স্বভাব অতিবেদনশীল, আত্মীয়বন্ধন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অতিবেল [স] বিণ অসীম। 'পক্ষান্তরে অতিবেল কারা তথা ঋক্মিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

অতিবৈতনিক [স] বিণ অতিরিক্ত বেতনভুক। 'তবুও জঘন্তলো আনুপূর্ব - অতিবৈতনিক/ বস্ত্রত কাপড় পরে লজ্জাবশত।' জীবন, ১৯৪৮।

অতিবায় [স] বি অতিরিক্ত বায়। 'কাল্লনিক ধর্মে শ্রদ্ধা ও অতিবায়-শীলতাদি নানা প্রকার অকর্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অতিব্যঘাত [স] বি প্রচণ্ড বাধা। 'ঈশ্বরের একচেত্রে প্রতি অতিব্যঘাত।' দর্পণ, ১৮২১।

অতিভক্ত [স] বিণ মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শনকারী। 'তোমার আদরের অতিভক্ত আন্দ্র-কসার্ভেটিভ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অতিভক্তি [স] বি অতিরিক্ত ভক্তি। 'অনেকে পত্নীর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করেন।' তমোপস্ক, ১৮৭৪।

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ - মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি থেকে সন্দেহ সৃষ্টি। 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অতিভাষণ [স] বি অতিকথন। 'অতিভাষণের অপরিহার্যতা অনুমান করে ক্ষমা করাও আপনায় পক্ষে কঠিন হবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অতিভাষা [স] বি অত্যাধিক। 'সেই হাসির অতিভাষা মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যঙ্গা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অতিভাষিতা [স] বি ব্যালত। 'মেহমানদের অতিভাষিতার তার নিজের কথা বলিবার দরকার হইতেছে না।' মনসুর, ১৯৫৫।

অতিভুল [স] অতি+ভুল বিণ অত্যন্ত বিমোহ। 'নেত্রীবালা অতিভুল,

দসামাথা ফাঁকাচুল।' ডাবানী, ১৮২৫।

অতিভুষণ [স] বি অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা। 'নববধূ অতিভুষণে জর্জরিতা, আত্মি বিনতা।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

অতিভোজন [স] বি অতিরিক্ত খাওয়া। 'অতিভোজন করিলে ও হিপুপতন্ত্র হইলে, যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'স্মৃতিটা যেন অতিভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অতিমস্ত [স] বিণ অত্যন্ত আসক্ত। 'পুরুষের মন অতিমস্ত।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অতিমন্দ [স] বিণ খুব খারাপ। 'এ অতিমন্দ কর্ম সাবধান।' রাজীব, ১৮০৫।

অতিমর্ত্য [স] বিণ অলৌকিক। 'অতিমর্ত্য পদার্থ ...' সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।

অতিমন্তবড়ো [স] অতি+স মন্ত+বড়ো বিণ প্রকাণ্ড। 'অতিমন্তবড়ো গ্রহ বৃহস্পতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অতিমাত্র [স] ১ ক্রিবিণ অত্যন্ত। 'নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া দুচরিত্র রূপ মহারোগ উৎপন্ন করে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বিণ প্রচণ্ড। 'আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অতিমাত্রায় [স] ক্রিবিণ অত্যন্ত বেশি পরিমাণে। 'অতিমাত্রায় হৈ চৈ প্রসন্ন করিয়াছেন।' বৃন্দাবন, ১৯৩৩।

অতিমানব [স] বি মহামানব। 'অবশ্য বহু অতিমানব এসব যুগে জন্মেছিলেন।' ওদুদ, ১৯৪৮।

অতিমানবতা [স] বি অতিদৌলিকতা। 'অতিমানবতার সামান্য একটু ধারণাও।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

অতিমানবত্ব [স] বি মহামানবের স্বাভি। 'অতিমানবরা যে যুগে অতিমানবত্ব হারালেন।' ওদুদ, ১৯৪৮।

অতিমানবিক [স] বিণ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক এমন; অলৌকিক গুণবিশিষ্ট। 'তাকে অতিমানবিক বলব কী করে?' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অতিমানস [স] বিণ অলৌকিক কল্পনাবিশিষ্ট। 'অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা।' বিভূতি, ১৯৩৮।

অতিমানুষ [স] ১ বিণ মহামানবিক। 'তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে একরূপ আচ্ছন্ন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। 'হাছা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্তি হইয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৩ বি বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ। 'হেলেকে শুধু মানুষ করে তুলতে চায় না, চায় অতি-মানুষ করতে।' প্রমথ, ১৯২৭।

অতিমানুষবাদ [স] বি মহামানবকে পূজা করা হয় এমন মতবাদ। '... গুরুপূজা ও অতিমানুষবাদের তীব্রতর প্রতিবাদ করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৯২৩।

অতিমানুষিক [স] বিণ অস্বাভাবিক। 'অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়-প্রমাদ কানন্দ আছে বটে।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

অতিমানুষী [স] বিণ অলৌকিক। 'অতিমানুষী শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দরুণ ...' জগদীশ, ১৯১৮।

অতিমান্য [স] বিণ অতিশয় সম্মানীয়। 'তাহা পণ্ডিতদের কর্তৃক অতিমান্য।' দর্পণ, ১৮৩২।

অতিমিতি [স] বি অপরমিতি। 'এরাও আপন অতিমিতির ঘরাই মক্কা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অতিমৃদুগামী [স] বিণ বুব ধীরে চলে এমন। 'অনতিদ্রুতগামী বাপ্পীর রথ অতিমৃদুগামী বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অতিরঞ্জন [স] ১ বি অতিশয়োক্তি। 'অতিরঞ্জে আমাদের প্রবৃত্তি নাই।' দীপিকা, ১৮৮৭। ২ বি বাড়িয়ে বলা। 'দিনের পর দিন অতিরঞ্জন ও অপপ্রচার।' আজাদ, ১৯৪৭।

অতিরঞ্জিত [স] বিণ অতিরঞ্জন-কৃত; বাড়িয়ে বলা। 'আমাদের চিত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে।' দীপিকা, ১৮৮৭। 'যে-সকল সমূলক, অমূলক ও অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অতিরম্য [স] ১ বিণ খুব চাকচিক্যময়। 'অতিরম্য নগরেত কর অভিশাষ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ মনোরম। 'ইতিমধ্যে এক স্থানে উপলিত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান।' রাজীব, ১৮০৫।

অতিরিক্তা দ্র অতিরিক্ত

অতিরিক্ত [স] বিণ অত্যন্ত বহু। 'রুলগান জেগে ওঠে অতিরিক্ত হৃদয়েতে তার।' আহসান, ১৯৫০।

অতিরিক্তা [স] বি অস্বাভাবিক লজ্জা। 'অতিরিক্তা লজ্জাকে নষ্ট করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অতিললিত [স] বিণ অত্যন্ত মনোহর। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌম্যে অতিললিত অতিনিবৃত্ত নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অতিলালন [স] বি অতিশয় যত্ন। 'স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অতিশোভী [স] বিণ অতিমাত্রায় লোভাতুর। 'ইহাদের অতিশোভী মন।' নজরুল, ১৯২৩।

অতিসৌকিক [স] বিণ অগ্রাকৃত। 'অতিসৌকিক ও পারস্পরিক জীবনের বশ্যতা অস্বীকার করে ... অসাধ্যকে সাধ্য করে তুলেছিলেন।' সুদীপ মুখো, ১৯৭০।

অতিশঙ্কাভূর [স] বিণ অতিশয় ভীত। 'ইহা ভাবিয়া অতিশঙ্কাভূর হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অতিশীঘ্র [স] ক্রিবিণ খুব তাড়াতাড়ি। 'দ্বারী অতিশীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আশ্বাসনে বসাইয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫।

অতিশীতোষ্ণ [স] বিণ শীত এবং গরম উভয়ই বেশি এমন। 'রাজপুতানার অতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া ও দস্যুভীতির জন্য ...।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

অতিশীর্ণতা [স] বি অতিশয় কৃশতা। 'এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতিশীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অতিশ্রদ্ধাশীল [স] বিণ সুশ্রদ্ধা। 'বিষ্মবাস্তবিকদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশ্রদ্ধাশীল।' দর্পণ, ১৮৩২।

অতিশ্রদ্ধাশীল [স] বিণ স্ত্রী সুশ্রদ্ধা। 'অতিশ্রদ্ধাশীল হইল যে তাঁহার অনায়াসে ইঙ্গরেজী কথার মূলসুড়ি ব্যাখ্যা করিতে ... পারিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

অতিশ্রুট [স] বিণ বিগল্জনক। 'যে পাঁচ কোশ নৌকায় গমন করিতে হইত সেও অতিশ্রুট।' দর্পণ, ১৮২০।

অতি-সতর্কতা [স] বি অতিরিক্ত সাবধানতা। 'আমি বরাবর অতি-

সতর্কতার দরুন সন্ধিহান।' সুকান্ত, ১৯৪৬।

অতিসভ্য [স] বিণ যাত্রিক (ব্যসার্থে)। 'গঙ্গার সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যতৎপর অতিসভ্য উনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অতিসমারোহ [স] বি অত্যধিক আড়ম্বর। 'সেখানে গিয়া অতি-সমারোহ পূর্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

অতিসমীচীন [স] বিণ অত্যন্ত যথাযথ। 'সমাজ এবং ইতিহাস সংক্ষেপে অতিসমীচীন উপদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অতিসয় [স অতিশয়] বিণ অতিরিক্ত। 'হংসিরে দেখিতে চিত্তে অতিসয় লোলা।' মালধর, ১৫০০।

অতিসরল [স] বিণ সাদাসিধে। 'অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন।' রাজ, ১৮৭৪।

অতিসরলীকৃত [স] বিণ সাধারণীকৃত। 'স্টোইক দর্শনের প্রতি এপিয়ট-এর প্রতিপ্যাস আমার কাছে কিছুটা অতিসরলীকৃত ঠেকে।' শিব, ১৯৬০।

অতিসাবধানতা [স] বি অতিশয় সতর্কতা। 'উহা অতিসাবধানতা মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অতিসাহসপূর্বক, **অতিসাহসপূর্বক** [স] ক্রিবিণ অত্যন্ত নির্ভয়ে। 'অতিসাহসপূর্বক আমরা কহিতে পারি।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অতিসাহসিক [স] বিণ অত্যন্ত সাহসী। 'অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে ইনকোয়ের-নামক এক সবাদ পর ...।' জানাশেষণ, ১৮৩৭।

অতিশীঘ্র [স অতি শীঘ্র] ক্রিবিণ অত্যন্ত দ্রুত। ওগু, ১৭৮২।

অতিসুকুমার [স] বিণ অতিশয় লাবণ্যময়। 'অতিসুকুমার শুভ হাত।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

অতিসুন্দর [স] বিণ উন্নত মানের। 'ঢাকায় অনুপম অতিসুন্দর তুলসীত্রেয় যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত।' দর্পণ, ১৮৩১।

অতিসুন্দরী [স] ক্রিবিণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। 'নাটক গ্রন্থে অতি সুন্দরী লিখিত আছে।' দর্পণ, ১৮২২।

অতিসুন্দর [স] বিণ খুব মিহি। 'ঢাকা অঞ্চলে অতিসুন্দর বস্ত্র জন্মে।' দর্পণ, ১৮১৮।

অতিসৌম্য [স] বি অতি লাবণ্য। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যাহা কঠিন, যাহা অতিসৌম্যে অতিললিত অতিনিবৃত্ত নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অতিস্বস্তি [স] বি অতিস্বস্তি। 'অতিস্বস্তি হয় এই নিন্দার লক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অতিস্বীকৃতি [স] বি অতিরিক্ত সন্মানস্বরূপ। 'রোমান সাম্রাজ্য অতিস্বীকৃতির চাপে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।' শিব, ১৯৫৬।

অতিসুট [স] বিণ পুরোপুরি উচ্চারিত। 'তাহাদের সবগুলিকে অতিসুট করিয়া তুলিলে মনের সৌকুমার্য নষ্ট হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অতিহীন [স] বিণ অত্যন্ত তুচ্ছ। 'অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অতিক্রম [স অতি] বিণ অত্যন্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অতিক্রম [স] ১ বি লঙ্ঘন। 'নিয়ম অতিক্রম, সীমা অতিক্রম।' বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বি ডিহানো। 'প্রবল শিকার তাহার দুঃখকে অতিক্রম করিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অতিক্রমণীয় [স] *বিণ* অতিক্রম করতে পারা যায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিক্রম্য [স অতিক্রম>] *ক্রি* অতিক্রম করা। 'অকূল, দুর্লভ্য সিদ্ধ অতিক্রমি, বীরভূর খনি ব্রিটনে পসিরা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অতিক্রমী [স] *বিণ* লঙ্ঘনকারী। 'এই শক্তিকে অতিক্রমী শক্তি নাম দেওয়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অতিক্রান্ত [স] ১ *বিণ* গত। 'তরু পক্ষ অতিক্রান্ত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* লঙ্ঘিত। 'নিয়ম অতিক্রান্ত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিত [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'স্নাহার ঘরেতে অতিত করে উপবাস।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিতশালা [স অতিথিশালা] *বি* অতিথিশালা; সরাইখানা। ওর্দা, ১৭৮৫।

অতিত-পতিত [স পতিত>] *বিণ* অনাবাদি। 'কতখানি তার অতিত-পতিত কতখানি সে জলায়ম।' *শালন*, ১৯৩০।

অতিথ [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'অতিথ আসিছে সাহা আমার আশায়।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অতিথশালা [স অতিথিশালা] *বি* অতিথিদের থাকার জায়গা। 'অতিথ হয়, অতিথশালায় থাক না?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অতিথা [স অতিথ্য] *বি* অতিথির সেবা। 'তাহাদিসের প্রতি অতিথ্য না করিয়া আপনি ভোজন করিতেন না।' *গ্যারী*, ১৮৬০।

অতিথি [স] ১ *বি* অভ্যাগত। 'আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্বোত্তম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* আগন্তুক। 'তোমা হেঁস অতিথি বা কোথায় পাইব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* যোগী সম্প্রদায়ের একটি অংশ। 'ভারতবর্ষের মধ্যে কতক নাথ ও কতক অতিথি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

অতিথিনী [স অতিথি>] *বি* স্ত্রী অভ্যাগত জন। 'নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।' *মাইকেল*, ১৮৭০।

অতিথিপরায়ণ [স] *বিণ* অতিথ্যেতা করতে ভালোবাসে এমন। 'খুব অতিথিপরায়ণ ওর্দা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

অতিথিপরায়ণতা [স] *বি* অতিথিসেবা। 'এদের অতিথিপরায়ণতা দেখে কি ... বলেছেন।' *বেগম*, ১৯৬০।

অতিথিপরিত্যাগ [স] *বি* অতিথিসেবা। 'ভাঁরই উপর আমাদের অতিথিপরিত্যাগ তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অতিথিবৎসলা [স] *বিণ* স্ত্রী অতিথির সমাদর করতে ভালোবাসে এমন। 'অতিথিবৎসলা নদী কত স্নেহভরে গুঞ্জর্য করিলে আজি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৬।

অতিথিশালা [স] *বি* অতিথি থাকার ঘর। 'কলকাতায় একটা অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

অতিথিসংস্কার [স] *বি* অতিথিকে আশ্রয়ন। 'অতিথিসংস্কার করিয়া, তাহার কুলের পরিচয় লইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অতিথিসংস্কারক [স] *বিণ* অতিথির সেবা করে এমন। 'অতিথি-সংস্কারক হরেন্দ্র সহই থেকে গেল চিরদিন।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অতিথিসমাগম [স] *বি* অতিথির আগমন। 'অপ্রত্যাশিত অতিথি-সমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে শ্রীর উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অতিথিসেবা [স] *বি* অতিথ্যেতা। 'ভিক্ষা মাগি ঋণ না করে অতিথিসেবা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অতিদিষ্ট [স] ১ *বিণ* বাড়িলকৃত। 'একদা যে বিধি কর্তৃপক্ষের আদিষ্ট ছিল, তাহা অতিদিষ্ট হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বিণ* বর্জিত। 'বিষভার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অতিদৈব [স] *বিণ* অলৌকিক। 'গুরুভূর এইরূপ অতিদৈব কর্ম দেখিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অতিদ্রু [স অতীন্দ্রিয়া] *বিণ* ইন্দ্রিয়ের অতীত। 'অতিদ্রু মূর্তির রূপ সাক্ষাতে ধর্ম্মএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অতিপাত [স] *বি* অতিক্রম; অতিবাহিত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'যে অল্পকাল সে পুষ্পমধু পানে অতিপাত করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অতিবর্তন [স] *বি* অতিক্রম। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'গিরিদেবে অতিবর্তন করিয়া বহল সমুদ্র নগর ও জনপদের মধ্যে দিয়া সাগরোদ্দেশ ...।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অতিবর্তনীয় [স] *বিণ* অতিক্রমণীয়। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিবর্তিত [স] *বিণ* অতিক্রান্ত; লঙ্ঘিত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অতিবর্তী [স] *বিণ* বাইরের। 'হায়া সংসারের অতিবর্তী তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশ্ন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অতিবস্ত [স] *বি* পরাবস্ত। 'তোমার মুখে ভর করেছিল দুরূহ দৈববাণী? ভ্রমোদর্শনে ঢাকি অতিবস্তকে, ভাই আমাদের অনুভবে শুধু হানি?' *সুশ্রী*, ১৯৪৫।

অতিবাহন [স] *বি* যাপন; কাটানো। 'সময় অতিবাহন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'তাহার প্রায় জীবনের অনেকাংশ বিধবাবৎ অতিবাহন করিতে হইত।' *এডুকেশন*, ১৮৭০।

অতিবাহিত [স] *বিণ* কাটানো হয়েছে এমন; অতিক্রান্ত। 'তিনি ... কার্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অতিরিক্ত [স] ১ *বিণ* সামর্থ্যের বেশি। 'শক্তির অতিরিক্ত বোঝা তাহার উপর চাপাইত।' *তারিঙ্গী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'ইহা সম্ভবতঃ অতিরিক্ত বর্ণনা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* নির্ধারিত হারের অধিক। 'অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩। ৪ *বিণ* অতিরিক্ত। 'ইন্দ্রের ভীকৃত্য কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বিণ* যথাসাধ্য। 'উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *বিণ* নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বাইরের। 'অতিরিক্ত পাঠ্য বিশ্বপরীক্ষা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৭ *অব্য* ব্যতীত; ছাড়া। 'অসল অকর্মণ্যতার অতিরিক্ত অল্প পেশা বাসের আছে আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অতিরিক্ততা [স] *বি* বাড়াবাড়ি। 'সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই গ্রহসনের মূল ভিত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অতিরেক [স] ১ *বি* অধিক। 'বোলি পঠওলি জ্ঞত অতিরেক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বিণ* অতিরিক্ত। 'আজিকার ভিক্ষা মাতা অতিরেক নহে।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ৩ *বি* বাহ্য্য; বাড়াবাড়ি। 'অতএব ইহাদিগের বিষয়ে প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২।

অতির্য [স অতিথি] *বি* অতিথি। 'অতির্য অনিগ্রহে ঘরে গেলা ভিক্ষাটনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অতিশয় [স অতিশয়া] **বিণ** অতিশয়। 'শিতকাল হতে সেবা কর অতিশয়।' **বিজয়**, ১৬৫০।

অতিশয় [স] ১ **বিণ** অধিক। 'সেই বলজদ্র নাম অতিশয় বল।' **বটু**, ১৪৫০। ২ **বিণ** অত্যন্ত। 'রক্তাভর উরু অতিশয় গুরু।' **রামধন্যদ**, ১৭৮০। ৩ **বিণ** মাত্রাতিরিক্ত। 'স্বাভাভ্যে অতিমানকে অতিশয় করে তোলাকেই আমরা কর্তব্য বলে স্থির করেছি।' **শিব**, ১৯৫০।

অতিশয়পন্থা [স] **বি** চরমপন্থা; কট্টরপন্থা। 'স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি।' **রবীন্দ্র**, ১৯৭১।

অতিশয়োক্তি [স অতিশয়-উক্তি] **বি** অতিরঞ্জন করে বলা। 'তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাভাৱ রক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৭।

অতিষ্ঠ [স] ১ **বিণ** উন্মত্ত। 'আমাদের নিজের ঘরে এতই কি অতিষ্ঠ হয়েছি।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩। ২ **বিণ** অস্থির। 'এই ভূতুড়ে বাড়িতে ভূততলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৪।

অতিস্র [স অতিশয়া] **বিণ** অত্যন্ত। 'অতিস্র রূপ বুড়া গল্পনাতা সঙ্গে।' **মালাধর**, ১৫০০।

অতিস্র [স অতিশয়া] **বিণ** অত্যন্ত। 'অতিস্র মলিন কৃষ্ণ কেন দেখি।' **মালাধর**, ১৫০০।

অতিস্র [স] **বি** উদরাময়; পেটের পীড়াবিশেষ। 'পিসির হয়েছে পীড়া জ্বর অতিস্র।' **ভবানী**, ১৮২৫।

অতিষ্ঠ [স অতঃ] **বিণ** অত্যন্ত। 'অতিষ্ঠ লাজ ভয়।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

অতীত [স] ১ **বিণ** শেষ। 'রজনী অতীত হলে যদি গো প্রীণী ফুলে ...।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। ২ **বি** বিগতকাল। 'অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে সেবা দেয় অবশেষে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০। ৩ **বিণ** বৃহৎ। 'যে শিক্ষানন্দপ্রাণী আমাদের আয়তনের অতীত ...।' **বন্দ্যোপাধ্যায়**, ১৯০৫। ৪ **বিণ** সমাপ্ত। 'প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড়ো একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

অতীত করা **ক্রি** দিন কাটানো। 'এমন-কি, দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপাধন করিয়া আসে না।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩।

অতীতকালবর্তী [স] **বিণ** অতীতে সংঘটিত হয়েছে এমন। 'নালিশের বিবরণ অতীতকালবর্তী হলেও ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৪।

অতীতকালিকী [স] **বিণ** প্রাচীন কালের। 'অতীতকালিকী বিদ্যানুশীলনক্ষেত্রের সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

অতীতবাহিনী [স] **বিণ** অতীতকে বহন করছে এমন; বৃদ্ধ। 'অতীতবাহিনী মহিলা, ছিপছিপে বাঁশের মতো তরুণী।' **বুদ্ধ**, ১৯৫৫।

অতীতমনস্ক [স] **বিণ** অতীতমুখী চিন্তায় মগ্ন। 'কখনো বা অতীত-মনস্ক ছিলেন তিনি।' **নরেন্দ্র**, ১৯৫৮।

অতীতমুখী [স] **বিণ** অতীতের প্রতি আকৃষ্ট। 'তবে এ sentimentalism অতীতমুখী, ভবিষ্যৎমুখী নয়।' **শ্রমজ**, ১৯২১।

অতীত হওয়া **ক্রি** অতিবাহিত হওয়া। 'এক বৎসর এইভাবে অতীত হইল।' **ফয়জুল্লাহ**, ১৮৭৬।

অতীতাবস্থা [স অতীত-অবস্থা] **বি** পূর্বের অবস্থা। 'একখনি বনমহিলার অতীতাবস্থার ...।' **দীপিকা**, ১৮৮৭।

অতীতপ্রায়ী [স] **বিণ** অতীতচারা। 'আমার চোখ যখন অতীতপ্রায়ী

হয়।' **মহম্মদ**, ১৯৭৩।

অতীতী [স] **বিণ** বহুকাল আগের; প্রাচীন। 'করি করি পড়িতেছে অতীতী বটের ফুরিওলা।' **হোসেন**, ১৯৪০।

অতীত [স অতিথি] **বি** অতিথি। 'যাবদীয় অতীত রাজবাটীতে উত্তরিলে সেই পুরীতে তাহারদের স্থিতি হয়।' **রামরায়**, ১৮০১।

অতীতসালা [স অতিথিসালা] **বি** অতিথিসালা। 'এক মনোরম পুরী দেখিবা সে অতীতসালা।' **রামরায়**, ১৮০১।

অতীথি করা [স আতিথ্য+করা] **ক্রি** আতিথেয়তা করা। 'এই প্রবোধ দিয়া অতীথি করিলেন।' **রামরায়**, ১৮০২।

অতীন্দ্রিয় [স] ১ **বিণ** ইন্দ্রিয়ের অগোচর। **বিদ্যা**, ১৮৬৪। 'এই নবগণ অতীন্দ্রিয় আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সকলেরই মনের মধ্যে ...।' **হরপ্রসাদ**, ১৮৮১। ২ **বি** ইন্দ্রিয়ের অতীত কিছু। 'যদি তাহার মধ্যে অসাধারণ অতীন্দ্রিয়কে না পাইলাম।' **সবুজ**, ১৯২১।

অতীন্দ্রিয়লোক [স] **বি** ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ। 'তাকে অতীন্দ্রিয়লোকে প্রতিষ্ঠিত করতেন।' **মাহেন্দ্র**, ১৯৪৯।

অতীব [স] **বিণ** অত্যন্ত। 'ঈশদ্র অশ্বটন-ঘটনা ভূমধ্যসে অতীব বিরল।' **অক্ষয়**, ১৮৪৮।

অতীবা [স] **বিণ** ক্রী অতিশয়; অতিরিক্ত। 'অসীমচূড়নী, তবু চূড়নের অতীত; অতীবা।' **বুদ্ধ**, ১৯৪৪।

অতুল [স] **বিণ** তুল্য। 'এটা বুঝি অতুল্য কথা হলো।' **দীনবন্ধু**, ১৮৬৭।

অতুল [স অতুল্য] ১ **বিণ** রোগা। 'সেখানে অন্ধ অতুল নাগা সন্ন্যাসী বেরাগী।' **দর্পণ**, ১৮২০। ২ **বিণ** অসুস্থ। 'দুঃখী পরিব কাভাল ফতুর চাষাছুয়ে মুটে অনাথ অতুল।' **রবীন্দ্র**, ১৯০০।

অতুল [স অতুল] **বিণ** অতুলনীয়। 'ভিলপুশ গেল, অতুল হইল, কিবা দম্পতী।' **ভবানী**, ১৮২৫।

অতুল [স] ১ **বিণ** অতুলনীয়। 'পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ।' **মালাধর**, ১৫০০। ২ **বিণ** অনন্য। 'পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭২। ৩ **বিণ** বিপুল। 'আমাদের অতুল ঐশ্বর্য।' **মাইকেল**, ১৮৭৩। ৪ **বিণ** তুলনা নেই এমন। 'কোথা সেদিনের অতুল রূপসী হৃদয়প্রেরণীচয়?' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০; 'গমন-দোল অতুল তুল।' **নজরুল**, ১৯২৩।

অতুলন [স] **বিণ** তুলনাহীন। 'অতুলন তোঁহার লেহ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

অতুলনা [স অতুলনা] **বিণ** তুলনাহীন। 'রূপের নাইক অস্ত গুণে অতুলনা।' **বাহরাম**, ১৬৫০।

অতুলনীয় [স] **বিণ** অতিথি; অসাধারণ। 'ইহারা জগতে এইরূপ অতুলনীয়।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

অতুলনীয়ত্ব [স] **বি** অসাধারণত্ব। 'আপন অতুলনীয়ত্ব গুণে সৌন্দর্যপ্রিয় ... জনসমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

অতুলনীয়্য [স] **বিণ** ক্রী তুলনাহীন। 'দয়াতে নারী জগতে অতুলনীয়্য।' **বিনোদিনী**, ১৮৭৫।

অতুলবল [স] **বিণ** অত্যন্ত বলবান। 'সেই অতুলবল বালককে দেখিবা তাহাদের রাগ জল হইয়া গেল।' **বনফুল**, ১৯৩৬।

অতুলশক্তিশাঙ্গী [স] **বিণ** তুলনাহীন শক্তিসম্পন্ন। 'এই অতুলশক্তিশাঙ্গী নবাসভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অনন্ত ...।'

ধর্ম, ১৯২০।

অতুলশোভা [স] বি অতুলনীয় সৌন্দর্য। 'বর্ণোদ্যানবন্ধন এই অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্ববৃহৎ অতীত মনোহর।' অক্ষর, ১৮৫৪।

অতুলা [স] বিণ স্ত্রী অতুলনীয়। 'গড় বামায়, - অসনাকুলে অতুলা জগতে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অতুলিত [স] বিণ অতুলনীয়। 'নয়ান গোচরে হৈলে অতুলিত সুখ।' আলাওল, ১৬৮০।

অতুলা [স] বিণ তুলনাহীন। 'অথও প্রতাপ তান অতুলা মহিমা।' বাহরাম, ১৬৫০।

অতুট [স] বিণ অসম্ভব। 'তুট হৈয়া অতুট সেবি হইল আমারে।' মালাধর, ১৫০০।

অতুণ্ড [স] ১ বিণ তুণ্ড লাভ করেনি এমন। 'অতুণ্ড হইয়া করে বিধিরে নিদন/ অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অপূর্ণ। 'অতুণ্ড যত মহৎ বাসনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অতুষ্টি [স] বি অসম্ভব। 'আশাপূর্ণ অতুষ্টি প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অতুষ্টিকর [স] বিণ তুষ্টিকর নয় এমন। 'উঠব, এত অতুষ্টিকর ফালা নিয়ে।' ওয়াশী, ১৯৪২।

অতুষ্টিভরে ত্রিবিধ তুষ্টি হয় না এমনভাবে। 'অনন্ত অতুষ্টিভরে শত সহস্রবার প্রদক্ষিণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অতৃপ্য [স] বিণ তৃপ্ত করার মতো নয় এমন। 'এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অতে অব্য এই জন্মে। 'অতে তাহে অনুরত বরজ সমাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অতেক্ষেপ [স] আক্ষেপ বি আক্ষেপ। 'এত বলি বিপ্রনারি অতেক্ষেপ করে।' মালাধর, ১৫০০।

অতেখাই [স] আক্ষেপ বি ক্ষোভ; আক্ষেপ। 'সিসু দেখি করে অতেখাই।' মালাধর, ১৫০০।

অতেব [স] অতএব ১ ক্রিবিণ এ জন্মে। 'অতেব করেছি আশা।' ঘনরাম, ১৭১১। ২ অব্য সূত্রাং। 'অতেব করিতে চাই বিপ্লব বন্দনা।' রূপরাম, ১৭৫০।

অন্তস্ত [স] অত্যন্ত বিণ খুব। 'পরম পবিত্র সব অন্তস্ত মধুর।' মালাধর, ১৫০০।

অন্তবর [স] অস্তাবর বি খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার দশম মাস - অস্তাবর মাস। 'মাল বিক্রি হইলে টাকা দিব মাহ অন্তবর।' মেরণ, ১৭৫৭; 'তারিখ ৩ অন্তবর ২০ আশ্বিন।' তীতি, ১৭৯২। দ্র অস্তাবর

অতু [স] সত্য্য বি সত্য। 'এহা অতু করী জাণী দেহ মোরে বারৈশ।' বড়, ১৪৫০।

অতুর [স] বিণ বলিখিত। 'অথবা অতুর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়।' বৃক, ১৯৪০।

অতাদুর [স] অত্যধিক দূর বি অধিক দূর। 'অতাদুরে এখানকার কএক জন সৈন্য মৃগয়া ছলে যাইয়া ...।' রামরাম, ১৮০২।

অতাত্ত [স] বি অতিশয় বিস্ময়কর। 'অতাত্ত মাইক্রোস্কোপ।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অতাত্তিক [স] ১ বিণ অত্যন্ত অধিক। বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বিণ অতিরিক্ত।

'অন্যায়রূপে অত্যধিক পরিমাণে কর আদায়।' এডুকেশন, ১৮৭৮।

অত্যন্ত [স] বিণ অতিশয়। 'দাগাইল রাজার পাশে অত্যন্ত জোশি হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

অত্যন্তানুতাপী [স] অত্যন্ত-অনুতাপী বিণ অত্যন্ত অনৃত্ত। 'সেবপূজকেরদের অনুষ্ঠানবিধিরে অত্যন্তানুতাপী হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অত্যন্তাপমানীয় [স] অত্যন্ত-অপমানীয় বিণ অত্যন্ত অপমানজনক। 'অত্যন্তাপমানীয় অর্থাৎ চর্চাকারের ব্যবসায়ী ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অত্যন্তাপ্যায়িত [স] অত্যন্ত-আপ্যায়িত বিণ অত্যন্ত খুশি। 'জনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম।' জানাশেষণ, ১৮৩৭।

অত্যন্তামোদী [স] অত্যন্ত-আমোদী বিণ অতিশয় আনন্দিত। 'তৎপ্রবণে নাট্যসজ ব্যক্তির অত্যন্তামোদী হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

অত্যন্তাহাদিত [স] অত্যন্ত-আহাদিত বিণ অতিশয় আনন্দিত। 'আমরা অত্যন্তাহাদিত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অত্যন্তোপকার [স] অত্যন্ত-উপকার বি যথেষ্ট উপকার। 'দীনদারিদ্র শোকেরদের অত্যন্তোপকার হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

অত্যন্তর [স] বি নিকট। 'তোমার জন্য সুনিগ্ধ ক্রকের অত্যন্তর।' সুকুমার, ১৫০০।

অতাপরায়ী [স] বিণ মারাত্মক অপরাধ করেছে এমন। 'আহা! অতাপরায়ী ব্যক্তিও মরিবার পূর্বে ...।' মধু, ১৮৫৭।

অত্যয় [স] বি লোপ। 'অচিরং সে অনলে পাইবে অত্যয়।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

অত্যল [স] বিণ অতি অল্প। 'অত্যল গ্রহণ করিতে লাগিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

অত্যলমূল্য [স] বি কম দাম। 'গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যলমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অত্যসম্ভব [স] অতি-অসম্ভব বিণ অত্যন্ত অসম্ভব। 'অত্যসম্ভব এতৎ-কারণে এ কাজকে ... সোপর্দ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

অত্যহিত [স] অতি-অহিত বি অতিশয় অকল্যাণ; সর্বনাশ। 'গুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যহিত।' মহারঙ্গ, ১৮৬৯।

অত্যাঙ্কতা [স] অতি-আকঙ্কতা বি উচ্চাভিলাষ। 'অত্যাঙ্কতার যে বিকৃতি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অত্যাঙ্কল [স] অতি-আকূল বিণ অত্যন্ত আকূল। 'প্রাণভয়ে অত্যাঙ্কল পড়ে আর উঠে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অত্যাণ-সহন [স] বিণ অভাব বা বিরহ সহ্য করা যায় না এমন। 'অত্যাণ-সহন বন্ধু।' অভিনু কৃষ্ণ, ১৯১৭।

অত্যাগ্রহ [স] অতি-অগ্রহ বি অতি অগ্রহ। 'তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অত্যাচার [স] ১ বি নির্ধাতন। 'ক্ষুদ্র লোকের ... অহঙ্কার জন্মে এবং অত্যাচার করে।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি অন্যায়। 'তাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৩ বি বাড়াবাড়ি। 'বহুকাল প্রাপ্ত শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইতেছে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৪ বি অত্যাচারী। 'টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা।' নজরুল, ১৯২২।

অত্যাচারকারক [স] *বিপ* অত্যাচারী। 'অত্যাচারকারক শ্রমজা ও স্থানীয় জমিদারদিগের ...'। *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অত্যাচারকারী [স] *বিপ* উৎসীড়ক। 'অত্যাচারকারী রাক্ষসদিগের ধ্বংস করিয়া ধার্মিক বিভীষণকে রাজা করিবেন ...'। *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অত্যাচারঘটিত [স] *বিপ* নির্ধাতন সংক্রান্ত। 'নীলকর সাহেবদিগের ভয়ানক অত্যাচারঘটিত কত সংবাদ ...'। *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

অত্যাচারপ্রদীপ্ত [স] *বিপ* অত্যাচারে জ্বরিত। 'এক সময় অত্যাচারপ্রদীপ্ত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অত্যাচারিণী [স] *বিপ* ঈর্ষা উৎসীড়ক। 'সেই অত্যাচারিণী অবিকারিণী মা ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অত্যাচারিত [স] *বিপ* নির্ধাতিত। 'হিন্দু বিধবদিগের মত ... অত্যাচারিত জীব আর কেহ নাই ...'। *বামাবোধিনী*, ১৮৭০।

অত্যাচারিতা [স] *বিপ* ঈর্ষা নির্ধাতিত। 'ছয় বৎসরে অত্যাচারিতা হিন্দু নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ...'। *হাস্যরীতি*, ১৯৩৪।

অত্যাচারী [স] *বিপ* উৎসীড়ক। 'হতভাগ্য অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল ...'। *জ্ঞানধোষণ*, ১৮৩৮।

অত্যাচার [স] *বিপ* পরিভ্রমণের অযোগ্য। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'অত্যাচার ধর্ম, সব তোমার জন্য তাগ করিয়াছি'। *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অত্যাচার [স] *অর্থ্য* অর্থ্য অর্থ্য। 'অত্যাচার বীজ হইল তখন অনুবন্ধ ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অত্যানন্দ [স] *অতি-আনন্দ*। *বি* অতিথি আনন্দ। 'অত্যানন্দে আলাদুলা করে অনুকণ ...'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অত্যাচার্যক [স] *অতি-আবশ্যক*। ১ *বিপ* অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'ইহার মূল জানা অত্যাচার্যক ...'। *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিপ* নিতাপ্রয়োজনীয়। 'জনসমাজের উপকারী অত্যাচার্যক কর্ম ... করিয়া থাকেন ...'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অত্যাচার্যকতা [স] *অতি-আবশ্যকতা*। *বি* অবশ্য প্রয়োজনীয়তা। 'কোনো অত্যাচার্যকতা বাংলা সমাজে ছিল না ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অত্যাচার্য [স] *অতি-আচার্য*। *বিপ* অতি আচার্যজনক। 'এক অত্যাচার্য প্রকাণ্ড সমাজ বোধিয়াছে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অত্যাচার্যতা [স] *অতি-আচার্যতা*। *বি* বিরাট বিন্দু। 'খেলার অত্যাচার্যতা ও অভিনবত্বের নমুনা ...'। *বিভূতি*, ১৯৩১।

অত্যাচার [স] *অতি-আচার*। *বিপ* অতি বিকৃত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪।

অত্যালাপ [স] *অতি-আলাপ*। *বি* অতিকথন। 'অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহার করেন না ...'। *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অত্যাশা [স] *অতি-আশা*। *বি* অতিরিক্ত আশা। 'কখন বন্ধ হানতে পার অত্যাশায় ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অত্যাচার্য, অত্যাচার্য [স] *অতি-আচার্য*। *বিপ* অত্যন্ত আচার্যজনক। 'সভার সৌষ্ঠব অত্যাচার্য ...'। *দর্পণ*, ১৮২৩।

অত্যাচার [স] *অতি-আচার*। *বি* অতিথি আচার। 'কর্কটক্ষেত্র তথ্রতি অত্যাচারের ফলে ...'। *বুলবুল*, ১৯৩৬।

অত্যাশি [স] *অতি-আশি*। *বিপ* অত্যন্ত অনুরক্ত। 'তাহা ছাড়ি হএ কেহো জোশের অত্যাশি ...'। *মালাধর*, ১৫০০।

অত্যাচার [স] *অতি-উক্তি*। ১ *বি* অতিরিক্ত। 'ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যাচার হয় না ...'। *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিপ*

অতিকথনজনিত। *বিদ্যা*, ১৮৬৪; 'তাহা অত্যাচার দোষে দুষিত হইয়া থাকে ...'। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* অতিরিক্ত। 'আমরা, অত্যাচারিত ব্যবহার করিয়া থাকি ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* বাড়াবাড়ি। 'নিদ্রিত দরবার-নামক একটা সুবিপুল অত্যাচার ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অত্যাচারদোষাত্মক [স] *অত্যাচার-দোষ-অত্যাচার*। *বিপ* অতিরিক্ত দোষাত্মক। 'কথটা অত্যাচারদোষাত্মক বলিয়া মনে হইতে পারে ...'। *শরীদুলাহ*, ১৯৩১।

অত্যাচারিত [স] *অতি-আচার*। *বিপ* বাড়ায়ে বলা নয় এমন। 'সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যাচারিত্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। ১ *বিপ* অত্যন্ত প্রবর। 'অত্যাচার নিশ্চয় রোষদাহ দেখিয়া ... রাগ ধামিয়া গেল ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিপ* বিকট। 'অত্যাচার অনায়াস বলিয়া উঠে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বিপ* অত্যন্ত উচ্চ। 'সে-জাদু ছিল কি শুধু তাহানের অত্যাচার মাতনে ...'। *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

অত্যাচার [স] *অতি-স-তুঙ্গ*। *বিপ* অতি উচ্চ। 'নির্ভয়ে উঠতে হবে অতিশয় অত্যাচার শিবিরে ...'। *মহমুদ*, ১৯৬৬।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বি* অত্যন্ত উচ্চ; কর্তব্য। *দর্পণ*, ১৮২৯।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* বেশ উচ্চ। 'সে গুরু অত্যাচার ও কৃষ্ণবর্ণ ...'। *দর্পণ*, ১৮২৩।

অত্যাচার [স] *বি* অতি উচ্চ। 'আশা-বাসনার অত্যাচারের শাদ ...'। *জীক*, ১৯৩১।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বি* অতি উচ্চ। 'পাণ্ডিত্যের অত্যাচারশিবিরে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অত্যন্ত উচ্চ। 'অর্ধব্রতাকার অত্যাচার দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে ...'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অত্যন্ত দীপ্তিময়। 'অত্যাচারতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অত্যন্ত কঠোর। 'অত্যাচার পরিগ্রহ করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করুন ...'। *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অত্যন্ত কঠোর। 'এদেশীয় মহাজনেরা অত্যাচারিত হইল ...'। *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। ১ *বিপ* অতি উত্তম। 'সে অত্যাচার হান ...'। *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিপ* অত্যন্ত সমৃদ্ধ। 'বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যাচার রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত ...'। *হাই*, ১৯৫৪।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অতিশয় উত্তম। 'অত্যাচার খেঁচের মত ...'। *শব্দ*, ১৯১৬।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অত্যন্ত উচ্চ। 'অত্যাচার কহিয়াছেন ...'। *গোলোক*, ১৮০১।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অতি উত্তম। 'মুদ্রায়ন্ত্রে যে পত্রিকা মুদ্রিত হয় তাহা অত্যাচার হইয়াছে ...'। *দর্পণ*, ১৮৩৮।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অত্যন্ত গৌরবময়। 'ব্যবিলনের অত্যাচার সৌভাগ্যের পতনবার্তা ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অত্যাচার [স] *অতি-উচ্চ*। *বিপ* অতিশয় অসহী। 'অত্যাচারী অধিকার ও অধিকর্তাগণের পক্ষে প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য ...'। *আজাদ*, ১৯৬৯।

অত্যাচার [স] *অত্যাচার*। *বিপ* অতি উচ্চ। 'ঐ আকর পুর্বে অত্যাচার জোশ সাহেবের ছিল ...'। *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অভ্যুন্নত

অভ্যুন্নত [স অতি-উন্নত] ১ বিশ অতিশয় পৌরবাধিত। 'জ্ঞানবিজ্ঞান-পরিমায় অভ্যুন্নত বোধ করিয়া আত্মাভিমান ও আত্মপ্রাধান্যে স্ফীত হইতেছি।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিশ অতিশয় উচ্চ। 'কোথাও অভ্যুন্নত পর্বতমালা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অভ্যুপকার [স অতি-উপকার] বিশ খুব উপকারী। 'এ অভ্যুপকার কৰ্ম।' দর্পণ, ১৮২৮।

অভ্যুপকারক [স] বিশ অতি উপকারী। 'এই গ্রন্থ অভ্যুপকারক বটে।' দর্পণ, ১৮৩২।

অভ্যুপযুক্ত [স অতি-উপযুক্ত] বিশ অতিশয় উপযুক্ত। 'চরিত্র বর্ণনকরণ অভ্যুপযুক্ত বোধই হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অভ্যুক্ষ [স অতি-উক্ষ] বিশ অতিশয় উক্ষ। 'পর্বত হইতে অভ্যুক্ষ ধাতুনিঃস্রব নিঃসৃত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অব্র [স] বিশ এই স্থানের। 'অব্রতা নিসর্গোৎপন্ন বহুসমুদায়ের তত্ত্বনির্ধারণ করিয়া আনিবো।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অব্রকুশল [স] বি এখানকার কুশল। 'তাহাতেই অব্রকুশল বিশেষঃ অনেক দিবস ...' ওর্স, ১৭৮২।

অব্রহ্ম [স] বিশ এখানকার। 'এইব্রহ্মক অব্রহ্ম নিঃস্র পরিশ্রমোপলব্ধি যৌদক ...' দর্পণ, ১৮৩৮।

অব্রহ্ম [স] বিশ সজ্জন নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অব্রসাদা [স আচ্ছাদন] ক্রি আচ্ছাদন করা। 'মায়্যাপাতি আব্রসাদিল দেব চক্রগানি।' মালাধর, ১৫০০।

অব্র [স] ক্রিবিণ অতঃপর। 'অব্র দানবঃঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

অব্রই [অ+স হ্রস্বী] বিশ ঠে পাওয়া যায় না এমন। 'অব্রই নদীর কক ...' নজরুল, ১৯২৬।

অব্রচ [স] ১ অব্য ক্রি। 'আর শান্তচিত্ত অব্রচ ফলার্থী এমৎ ব্রুকিৎ ...' রামমোহন, ১৮১৭। ২ অব্য আনাদিক। 'বিচার গৃহ নির্মাণ হয়েছে ... অত্র নগরের মধ্যে খোশবাসনায়ে এক উদ্যান আছে।' কৌমুদী, ১৮৩১।

অব্রবা [স] অব্য বা। 'কিএ মানুষ পসু পাখিয়ে জনমিয়ে অব্রবা কীট পতঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

অব্রবেথে, অব্রবেথে [স অব্রব্যন্ত] ক্রিবিণ ব্যস্তভাবে। 'তাক দেখি বড়ায় পালাউ অব্রবেথে।' বড়ু, ১৪৫০: 'অব্রবেথে' রাধিকারে করায়িল চেতনে।' বড়ু, ১৪৫০।

অব্রটি [ই] বি কর্তৃপক্ষ। 'ভাগ্যক্রমে তারাই হল অব্রটি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অব্রর্ষ, অব্রর্ষ [স] ১ বি অব্রর্ষবেদ: চতুর্বেদের অন্যতম। 'ঋণ যজ্ঞ সাম অব্রর্ষ চারী বেদ।' বড়ু, ১৪৫০: 'অব্রর্ষ।' বিদ্যা, ১৮৬৪। ২ বিশ অকার্যকর। 'আমার সেকোলে বিদ্যোদ্যোগ অভ্যন্ত বেশি অব্রর্ষ হয়ে পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ বিশ অকর্মণ্য। 'প্রাদেশিক শাখাগুলি বর্তমানে কিরূপ হাস্যকররূপে অব্রর্ষ, তার একটি দৃষ্টান্ত ...' আজাদ, ১৯৩৬। ৪ বিশ জরাগ্রস্ত। 'অব্রর্ষ বাত-পসু বৃদ্ধা বেলকনিত।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অব্রর্ষতা, অব্রর্ষতা [স] বি অক্ষমতা। 'জড়ভূত, অব্রর্ষতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি।' আজাদ, ১৯৪৬।

অব্রর্ষবান [স] বিশ অত্যন্ত বৃদ্ধ; জরাগ্রস্ত। 'অত্যন্ত অব্রর্ষবান আঁঠু ধর্যা উঠে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অথল [স অস্থল] বিশ অঁথ। 'আমার দু'আরে জল হইল অথল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অথা [স অথ] ক্রিবিণ ওখানে। 'অথা বামী বিচ্ছেদে কান্দয়ে পদ্মাবতী।' আলাওল, ১৬৮০।

অথাই [স অস্থিতি] বিশ থই পাওয়া যায় না এমন। 'পৌরপ্রেম অথাই, ঝাঁপ দিয়েছি তাই।' লালন, ১৮৯০।

অথান্তর [স অব্রান্তর] ১ বি প্রতিকূল অব্রহ্ম। 'মুই পরাধিনী হেতু এই অথান্তর।' দৌলত, ১৬৩৮। ২ বি বিপর্যয়। 'অন্য অন্য দেশেত হইছে অথান্তর।' আলাওল, ১৬৮০।

অথায় [স অস্থিতি] বিশ থই পাওয়া যায় না এমন। 'অথায় তরঙ্গে আত্মে মরি।' লালন, ১৮৯০।

অথি [স অতি] বিশ অতি। 'তবে যথ প্রজ্ঞা কান্দে অথি দির্ঘ রাএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অথির [স অস্থির] ১ বিশ চঞ্চল। 'থির নয়ান অথির কছু ভেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'তনিয়া বচন তার অথির পরানি।' চিত্রী, ১৬০০। ২ বিশ অধীর। 'পথিক কেন অথির হেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

অদঅভুত [স অদ্ভুত] বিশ অদ্ভুত। 'অদঅভুত ভব মোহারে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

অদঅনীর [স] বিশ দণ্ড হওয়া উচিত নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অদঅনীর [স] বিশ অদনীর। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অদঅতা [স] বিশ অবিবাহিত। 'তার ঘরে থাকে যদি কন্যা সে অদঅতা।' কেতক, ১৬৫০।

অদন [স] বি ভোজন। 'বদনে বদন লাড়ে অদনে বসিত।' ভারত, ১৭৬০।

অদন্ত [স] ১ বিশ দন্তহীন। বিদ্যা, ১৮৬৪: 'অদন্ত বড়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিশ দন্তহীন লোক। 'অদন্তের বিকট হাসি।' অবন, ১৯২৫।

অদবুদ [স অদ্ভুত] বিশ অদ্ভুত; বিশ্ময়কর। 'ডন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন কে ন অদবুদ জানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অদভুআ [স অদ্ভুত] বিশ অদ্ভুত। 'উইরা গণণ মাঝে অদভুআ।' চর্যা ৩০, ১২০০।

অদভুত, অদভুত [স অদ্ভুত] বিশ বিশ্ময় সৃষ্টি করে এমন। 'অদভুত কনকপুতলী।' বড়ু, ১৪৫০: 'অদভুত লাগে তোর সুনির্মিতা বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

অদভুতি [স অদ্ভুত] বিশ অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট। 'সেই অস ধূলায় অদভুতি/এখন দেখতে পাই।' লালন, ১৮৯০।

অদমনীয় [স] বিশ দমন করা যায় না এমন। 'নববৌবনের অদমনীয় চাক্ষুকা কই?' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অদম্য [স] বিশ দমন করা যায় না এমন। 'ছেলোটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জ্ঞানিতেছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

অদম্য [আ আদা] বি আদায়। মাহেনও, ১৭৪৩।

অদম্য [স] বি নির্দয়। 'যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে অদম্য।' মাইকেল, ১৮৬০।

অদরকার [অ+ফা দরকার] বি অপ্রয়োজন। 'আমার কাছে অদরকারে কেউ আসে না।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

অদরকারি, অদরকারী [অ+ফা দরকার] ১ বিশ গুরুত্বহীন।

'আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিগ দরকার নেই এমন; অপ্রয়োজনীয়। 'দরকারী, অদরকারী, সাচ্চা, ঝুটো, ভারী ও হীনকো মাল ভরে দিচ্ছে।' সবুজ, ১৯২০।

অদরসন [স অদর্শন] বিগ নিরুদ্দেশ। 'তিনি তিন সারটাক্ষিকে সহিত অদরসন হইয়াছেন।' কালাগে, ১৭৯৪।

অদরিদ্র [স অদরিদ্র] বিগ অবস্থাসম্পন্ন। 'বসাইব অদরিদ্র ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অদর্শন [স] ১ বি না-দেখা। 'অদর্শনে পাওড়ে মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ বিলুপ্ত। 'সেই মায়-উপবন কোথা হল অদর্শন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিগ অদৃশ্য। 'দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অদর্শন-তৃষা [স] বি না দেখার ফলে সৃষ্ট দেখার বাসনা। 'অধীর অদর্শন-তৃষা কী করণ ময়ীচিকা আনে আধিপাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

অদর্শনা [স] বি স্ত্রী দেখা যায় না যাকে। 'যুক্ত সে কোন গোপন সূতায় - অদর্শনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

অদর্শনীয় [স] বি যা দেখা যায় না। 'অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান ঘরা মিত হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অদর্শনে [স] ক্রিবিগ দেখা না পাওয়ায়। 'তোমার অদর্শনে প্রাণ থাকিতেও মরিতে বসিয়াছি।' ভবানী, ১৮২৮।

অদলবদল [আ উদল] বি পরিবর্তন। 'অনেক অদলবদল হইয়া আর্থ অনার্যতর এবং অনার্য আর্থতর।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অদলীয় [স] বিগ নির্দেশীয়। 'অদলীয় ও অসাম্প্রদায়িক করিয়া তোলায় চোটা।' সওগাত, ১৯৪৬।

অদশ [স আ-দর্শ] বি আরশি। 'পেখু সুঅণে অদশ জইসা।' রঙ্গ, ১৬৬, ১২০০।

অদহনীয় [স] বিগ দহন করা যায় না এমন। 'অদহনীয় দ্রব্যেতে গৃহ আচ্ছাদন করিতে হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অদাতা [স] বিগ দাতা নয় এমন; কৃপণ। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অদান [স] ১ বি মূল্যহীনতা। হ্যালহেড, ১৭৭৮। ২ বি না দেওয়া। 'অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

অদার্শনিক বিগ দার্শনিক নয় এমন। 'অদার্শনিক পাঠকদের কাছে তা যোর অগ্রীল।' প্রমথ, ১৯২৭।

অদালাত [আ] বি আদালত। 'আদীল অদালাত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পারমিত ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

অদিন [স] ১ বি নির্দিষ্ট লগ্ন নেই এমন দিন। 'কলীন এক পাত্র পাইয়া অদ্য অদিনে, অক্ষয়ে, তাহাকে কন্যাচতুষ্টয় প্রদান করিবে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'অদিনে যার তরে বাহির হল নেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি ব্যাপার দিন। 'আজ অদিনে মেটাব আমার সাধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অদিব্য [স] বিগ পার্থিব। 'রূপ হল অদিব্য, রস হল দিব্য।' অবন, ১৯২৫।

অদিষ্ট [স অদৃষ্ট] বি অদৃষ্ট; ভাগ্য। 'আমার অদিষ্ট প্রসন্নপ্রযুক্ত মহারাজার আগমন হইয়াছে।' রাজীব, ১৮৫৫।

অদিসা [আ+স দিশা] বি পরিবর্তন; দিশা নেই এমন। মাদোনেল, ১৭৪৩।

অদীক্ষিত [স] বিগ দীক্ষা লাভ করেনি এমন। 'অদীক্ষিত জ্ঞানে দয়া না করে দেবতা।' রূপরাম, ১৭৫০।

অদীন [স] ১ বি দীনতা নেই যার। 'আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, যে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিগ সমৃদ্ধ। 'যারা অকৃতোভয় অদীন অপাপবিন্দ।' ওদুদ, ১৯৪৭।

অদীপ [স] বিগ আলো জ্বলেনি এমন। 'সারা গ্রাম জ্বড়ে অদীপ সক্ষ্যা।' সেলিনা, ১৯৭৫।

অদীপ্ত [স] বিগ দীপ জ্বালানো হয়নি এমন। 'নীচের তল অদীপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অদুল [আ উদুল] বি বদল; পরিবর্তন। 'হুকুম কর্ত্তে আর অদুল কত্তে পারিনে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

অদূর [স] ১ বি নিকটে এসেছে এমন সময়। 'স্বাধীনতাও অদূরে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি কাছাকাছি স্থান। 'বেলিছে অদূরে জলধর; সমীপব বহিছে কৌতুকে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বিগ কাছের। 'বজ্রিবে আরতিশব্দ অদূর মন্দিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিগ খুব দূরে নয় এমন। 'অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে, তাও দেখতে পাই নে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অদূরদর্শিতা [স] ১ বি দূরে দেখতে না পাওয়ার বৈশিষ্ট্য। 'না হে অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি ভবিষ্যৎ দেখতে না-পারার অবস্থা। 'ওয়ার্কিং কমিটির দুর্দৃষ্টি তাহার প্রিতাদের অদূরদর্শিতা ও দৃষ্টিভ্রান্ত প্রসূত।' আজাদ, ১৯৩৬।

অদূরদর্শী [স] বিগ অপরিণামদর্শী। 'কোনও অদূরদর্শী হাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্বদাই ঋণে বিব্রত।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

অদূরবর্তী, অদূরবর্তী [স] বিগ নিকটস্থ। 'প্রধান দেবালয়ের অদূরবর্তী এক উন্নত ভূভাগের উপর ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অদূর-ভবিষ্যতে [স] ক্রিবিগ খুব দূরে নয় এমন সময়ে। 'অদূর-ভবিষ্যতে একজন সত্যিকার গল্পী হয়ে উঠবেন।' নজরুল, ১৯৩২।

অদূরভাষিনী [স] বিগ স্ত্রী অনুচ্চ স্বরে কথা বলে এমন। 'অদূরভাষিনী তুমি, কথা বলে ফুলে আমি ঘর ছেড়ে শুধু দেখেছি বাপান।' শক্তি, ১৯৬৬।

অদূরস্থ [স] বিগ দূরে নয় এমন। 'এই প্রদেশের অদূরস্থ ... কুণ্ডলয়ও প্রাণমনোমোহিনী শোভার চিরনিকেতন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অদূরে [স] ১ ক্রিবিগ সময়ের দিক থেকে নিকটে। 'স্বাধীনতাও অদূরে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ ক্রিবিগ কাছাকাছি স্থানে। 'বেলিছে অদূরে জলধর; সমীপব বহিছে কৌতুকে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অদৃঢ় [স] বিগ কঠোর নয় এমন। 'সহজে যবন শাস্ত্র অদৃঢ় বিচার হাসি তারে মহাশূন্য পৃথক আরবার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অদৃশ্য [স] ১ বিগ দেখা যায় না এমন। 'অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ পর্দাশীন। 'অদৃশ্য স্ত্রীলোক বাতিরেকে সমন পাঠাইতে পারিবেণ।' ডানকন, ১৭৮৪।

অদৃশ্যভাবে [স] ১ বিগ অদৃশ্য হয়ে যায় এমন। 'এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে অদৃশ্য হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিগ অদৃশ্য দেখা যাচ্ছে এমন। 'ফেনার তলে অদৃশ্যপ্রায় রসোজাগুলির দিকে তাকিয়ে।' মানিক, ১৯৩৫।

অদৃশ্যভাবে [স] ক্রিবিগ দৃষ্টির অগোচরে। 'রুখনো মহামারীর মতো

অদ্যুশ্যভাবে। 'ভয়ালী', ১৯৬৮।

অদ্যুশ্যমান [স] বিণ দেখা যায় না এমন। 'লেখার বিষয় হচ্ছে অদ্যুশ্যমান।' প্রমথ, ১৯১৩।

অদ্যুশ্যমালা [স] বি দেখা যায় না এমন মালা। 'গাঁথিয়া অদ্যুশ্যমালা পরিচ্ছে নিবিড় কালোকে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অদ্যুশ্যলোক [স] বি আড়াল। 'দেয়ালের পাশের অদ্যুশ্যলোক হইতে ...'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অদ্যুশ্যশক্তি [স] বি দেখা যায় না এমন শক্তি। 'তাহার অদ্যুশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অদৃষ্ট [স] ১ বি ভাগ্য। 'অদৃষ্টে থাকিলে সদৃষ্ট দেখা পাই।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ প্রচ্ছন্ন। 'ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট কারণও অপেক্ষা করে।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বি দৈব। 'আপন পূণ্যবল ও অদৃষ্টের উপর নিত্য নিষ্ঠার করিয়া নিশ্চিত থাকে না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি কপাল। 'মাথা নেড়া ও অদৃষ্ট (কপাল) এক ধ্যাবড়া চন্দন।' হুতোম, ১৮৬১। ৫ বি বিধাতা। 'এও চলে যায় সেও চলে যায় অদৃষ্ট বসে হাঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অদৃষ্টক্রমে [স] ক্রিবিণ দূর্ভাগ্যক্রম। 'অদৃষ্টক্রমে শামিসহবাসে বসিতা।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

অদৃষ্টচর [স] বিণ আগে দেখা যায়নি এমন। 'আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব আচর্য দর্শন করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অদৃষ্টদোষে [স] ক্রিবিণ ভাগ্যে প্রতিকূলভাবশত। 'অদৃষ্টদোষে সেই আকাক্ষা মিটাইবার উপায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অদৃষ্টনিরূপিত [স] বিণ ভাগ্য-নিরূপিত। 'মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অদৃষ্টপুরুষ [স] বি ভাগ্যবিধাতা। 'সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অদৃষ্টপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব [স] বিণ পূর্বে দেখা যায়নি এমন। 'বিদ্যা, ১৬৪৪: 'সে মনে মনে কোনো একটি অদৃষ্টপূর্ব মুহুর্তে পটল-চেরা চোখের সঙ্গে বাণির মতো নাসিকা যোজন করিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৯: 'সে ছবিতে ... এক অদৃষ্টপূর্ব প্রসন্নতা।' রণীন্দ্র, ১৯৬৩।

অদৃষ্টপ্রয়োজন [স] বি পরোক্ষ উদ্দেশ্য। 'তার অদৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যকর্তার কীর্তি।' প্রমথ, ১৯২৭।

অদৃষ্টফলক [স] বি ভাগ্যলিপি। 'বিধাতা অদৃষ্টফলকে যাহা যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

অদৃষ্টবশতঃ [স] ক্রিবিণ ভাগ্যক্রমে। 'সেবধি, ১৮৩৯।

অদৃষ্টবাদ [স] বি কর্ম নয়, অদৃষ্টের উপর সবকিছু নির্ভর করে - এই মতবাদ; নিয়তিবাদ। 'অদৃষ্টবাদ অথবা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অদৃষ্টবাদিত্ব [স] বি অদৃষ্টের দোহাই দেওয়ার মনোভাব। 'অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অদৃষ্টবাদী [স] বিণ অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। 'নিহক অদৃষ্টবাদী কুসংস্কারমূলক মনোভাব পরিহার।' বৈদ্য, ১৯৬৮।

অদৃষ্টবৈবণ্য [স] বি দূর্ভাগ্য। অদৃষ্টবৈবণ্যবশতঃ ক্রিবিণ দূর্ভাগ্যক্রমে। 'আমারই অদৃষ্টবৈবণ্যবশত এই উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অদৃষ্টমূলক [স] বিণ অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। 'ফলতঃ, সকলই

অদৃষ্টমূলক।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অদৃষ্টলিপি [স] বি ভাগ্যলিপি। 'তাহাদের অদৃষ্টলিপি আর এক বিধাতার।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

অদৃষ্টের চাকা বি ভাগ্যের চাকা। 'অন্ধ কালভূরঙ্গ রাশ নাহি মানে, যেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অদৃষ্টের ফের বি ভাগ্যের বিভ্রম। 'অদৃষ্টের ফেরে ভারতে যারা ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দু ছাপ নিয়ে আসতে পারেনি ...'। হাই, ১৯৪৬।

অদৃষ্টি [স] বি ভাগ্য। 'ভোগভোগ সুখ মোক্ষ মূল সে অদৃষ্টি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অদেখা [স] অদৃষ্ট> ১ বিণ দেখা যায় না এমন। 'অদেখা ভক্তনা করা আধার ঘরে সর্প ধরা।' লালন, ১৮৯০। ২ বি না দেখা। 'মনে পড়ে, অদেখার কত সে বরষ।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি দেখা যায় না এমন ব্যক্তি। 'ছন্দের বুনিয়ি পেঁখে অদেখার সাথে কথা কহি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অদেয় [স] বিণ দেওয়া উচিত নয় এমন। 'পারানুসারে তাহাও অদেয় অপেয় হয় না।' ভবানী, ১৮২৮।

অদেউ [স] অদৃষ্ট বি ভাগ্য। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'আমার তেমন অদেউ নয়, না হৌগে, আর কাণও নেই।' ভারত, ১৭৬০।

অদেস [স] আদেশ বি আজ্ঞা; হুকুম। 'সুরপুরে জত বসে কৈল আমি অদেসে।' মালদার, ১৫০০।

অদেহ [স] বি দেহ নেই যার। 'অদেহ ধরিল কায়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অদেষ্টা [স] বিণ দারিদ্র্যমুক্ত। 'অদেষ্টা করিব তোমায় দিয়া পদ ছায়া।' হ্যালাহেড, ১৭৭৮।

অদোষদরশী [স] অদোষদর্শী বিণ দোষ দেখতে পায় না এমন। 'তৎপ্রাণী অদোষ-দরশী সবা প্রতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অদোষী [স] বিণ নির্দোষ। 'অদোষী পুরুষের চিরকাল সুখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অদারি বি রাজশক্তি। 'মানোএল, ১৭৪৩।

অদেক [স] অর্ধেকা বিণ অর্ধেক। 'মাছের অদেক দাম না দিলে আমায় চুকতে দেবে না বলেছে।' হুতোম, ১৮৬১।

অদেক [স] অর্ধেকা বিণ অর্ধেক। 'তোমায় অদেক বসরা দেব।' গিরিশ, ১৮৮৭।

অদ্বন্দ্ব [স] ক্রিবিণ বাধাহীনভাবে। 'অদ্বন্দ্ব যে খনী নামে নীচে।' শক্তি, ১৯৬১।

অদ্বয় [স] বিণ অদ্বিতীয়। 'আত্মার অমল দীপ্তির বনি। পৃথীর মাঝে অদ্বয় গণি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অদ্বয়বিবাহ [স] বি একগামিতা। 'বানীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অদ্বয়বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অদ্বিতীয় [স] বিণ দ্বিতীয় নেই এমন। 'এক অদ্বিতীয় সে আমার সবে সঙ্গ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অদ্বৈত [স] ১ বিণ যৈতহীন। 'জ্ঞাপ্তের অদ্বৈত মোর সে যৈত মায়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ দ্বিতীয় নেই এমন। 'খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ীরা আপনাদিগকে অদ্বৈত পরমেশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন বটে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৩ বিণ জীবাত্মা ও পরমাাত্রার ভেদহীনতার সাধনা। 'তখনই মানুষ অদ্বৈতসাধনায় মনকে তুলিয়ে রাখতে চায়।'।

রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অদ্বৈতবাদ [স] বি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন - এই মতবাদ। 'দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অদ্বৈতবাদী [স] ১ বি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন - এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'দ্বন্দ্বেরক কবি বলেন, কারণ আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বিণ অভিন্ন মনে করে এমন। 'আমরা সংস্কৃত বাংলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছি নে।' প্রমথ, ১৯০২।

অদ্বৈতভাব [স] বি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন - এরূপ বিশ্বাসপূর্ণ ভাব। 'দ্বৈতভাবের পরিবর্তে অদ্বৈতভাব।' হাই, ১৯৫৯।

অদ্বৈতরূপ [স] বি একপক্ষীয়তা। 'আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অদ্বৈতানুভূতি [স] অদ্বৈত-অনুভূতি বি দ্রষ্টা ও সৃষ্টিক অভিন্ন জ্ঞান। 'অদ্বৈতানুভূতির মধ্যে মুক্তি বসে, আর ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অদ্বৈত [স] ১ বিণ চমৎকার। 'বিদগদ নাগরি আরতি অদ্বৈত' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ অভিনব। 'করিব বিবিধবিধ অদ্বৈত বিহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ বিশ্ময়কর। 'এ বড় অদ্বৈত কথা তন স্বাধান।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'কি অদ্বৈত চৈতন্যচরিত'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ বিশ্মিত। 'সর্বলোককে দেখিয়া হইল অদ্বৈত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বিণ অসামান্য। 'সর্বগুণে বিশারদ রূপে অদ্বৈত'। সুলভা, ১৫০০। ৬ বি সৌন্দর্যভরে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শঙ্গার বীর করুণা অদ্বৈত হাস্য ভরানক হীভঙ্গ্য রৌদ্র শক্তি রূপ নব রস।' মুহুরী, ১৮১২। ৭ বিণ হাস্যকর। 'মজব ও মাদ্রাসার সিলেবাস একান্ত অদ্বৈত'। সগোতা, ১৯২৯।

অদ্বৈতবিশ্বত [স] বি আজব বস্তু। 'তারা যে সব অদ্বৈতবিশ্বতের প্রদর্শনী খুলেছিলেন, তাতে অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল।' শিব, ১৯৫০।

অদ্বৈতত্ব [স] ১ বি উদ্ভট অবস্থা। 'ইংরেজিমানার মোহে আমরা অদ্বৈতত্বের চর্চা করছিলাম।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ বি অদ্বৈত অবস্থা। 'আবিষ্কারের অদ্বৈতত্ব বিষয়কেও বিশ্বাস করে দেয়।' জীবন, ১৯৩১।

অদ্বৈতদর্শন [স] বিণ দেখতে অদ্বৈত। 'জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্বৈতদর্শন গায়ক।' বিভূতি, ১৯৩১।

অদ্বৈতসৃষ্টি [স] বি আচর্য সৃষ্টি। 'অদ্বৈতসৃষ্টিকৌশলপটীমান জগৎপতির বিশ্বরাশ্যে যে সমুদয় স্থলবিহারী জীব নয়নপথবর্তী হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অদ্বৈতা [স] বিণ স্ত্রী অসামান্য। 'পরম সুন্দরি রূপে গুণে অদ্বৈতা।' মালাধর, ১৫০০।

অদ্বৈতাকার [স] বিণ অদ্বৈত আকৃতিবিশিষ্ট। 'বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্বৈতাকার দেখা যায়।' দর্পণ, ১৮১৯।

অদ্বৈতাচারী [স] বিণ অদ্বৈত আচরণকারী। 'এই অদ্বৈতাচারী দেবতা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অদ্বৈত [স অদ্বৈত] বিণ অদ্বৈত। 'ঈশ্বরের অদ্বৈত গুণ।' প্যারী, ১৮৬০।

অদ্য [স] ক্রিবিণ আজ। 'অদ্য রবিবার ছয় দশ বসন্তী তিথি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অদ্যকার [স] বিণ আজকের। 'যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা গেল তাহা অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

অদ্যতন [স] বিণ বর্তমান দিবস সংক্রান্ত। বিদ্যা, ১৮৬৪।

অদ্যতনী [স] বিণ নবীন। 'হইয়া অদ্যতনী ... দেখিতে ধায় সন্তরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অদ্যপার্বন্ত, অদ্যপার্বন্ত [স] ক্রিবিণ আজও। 'ভ্রম চলিতেছে অদ্যপার্বন্ত।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অদ্যপিহ [স] অদ্যপি ক্রিবিণ আজ পর্যন্ত। 'অদ্যপিহ ভাল আছে করহ সমর।' আলাওল, ১৬৮০।

অদ্যবধি [স] অদ্যাবধি ক্রিবিণ আজ পর্যন্ত। 'অদ্যবধি স্থানি করিতে পারেন নাই।' ওসী, ১৭৭৯।

অদ্যপি [স] অদ্য+অপি ১ ক্রিবিণ আজও। 'তথাপিও পার নাই পায়ন অদ্যপি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ আজ পর্যন্ত। 'তর্যাপি আমাদের অদ্যপি সে মত হয় নাই।' রামরাম, ১৮০১।

অদ্যপিহ [স] অদ্যপি ক্রিবিণ এখনও। 'অদ্যপিহ অপঘণ তার পরচারে।' বড়ু, ১৫৭০।

অদ্যাবধি [স] অদ্য-অবধি ১ ক্রিবিণ আজ পর্যন্ত। 'অদ্যাবধি মনোতে পড়য়ে সেই বাণী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ ক্রিবিণ আজ থেকে। 'অমি অদ্যাবধি লেখাপড়া ভাণ্য করিয়া তোমার মতাবলম্বী হইলাম।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ ক্রিবিণ এর পর থেকে। 'অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী।' তন্তু, ১৮৫৮।

অদ্রষ্ট [স অদ্রষ্ট] বি ভাষ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

অদ্রিষ্টা [স] বি হৈমবতী; পার্বতী। 'করপুটে কৃতিবাসে কহেন অদ্রিষ্টা।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

অধ [স অধ] বিণ মাঝ। 'অধ নদী গেলো পুণি বহে খর বাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

অধরাতি, অধরাতি [স অধরাতি] বি মাঝরাত। 'অধরাতি ভর কমল বিকসত।' চর্যা ২৭, ১২০০; 'কানোটে চৌরি নিল অধরাতি।' চর্যা ২, ১২০০।

অধ [স অধ] বি নিম্নতা। 'অঙ্গে অঙ্গে বাউ তবে অধে ঢালাইব।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি পালাল। 'পঞ্চমে বামনরূপে অধ নিলে বলি হুগে।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

অধগতি [স অধোগতি] বি অবনতি। 'অধগতি কার নাড়ি হয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অধমুখ [স অধোমুখ] বিণ মুখ নীচের দিকে এমন। 'অধমুখে উর্দ্ধগাএ নির্জল রূপে।' মালাধর, ১৫০০।

অধঃ [স] ১ বি নিম্নতা। 'উর্দ্ধ অধঃ ভিত্তি গৃহ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ নিম্ন। 'অধঃপাতে যায় সর্ব ধর্ম হুচে তারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অধঃকৃত [স] ১ বিণ পরাত্ত। 'বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধমুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি অধঃগতিত। 'সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধঃকোষ্ঠ [স] বি মাটির নীচের ঘর। 'যে অধঃকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যাসাদন করা গিয়াছিল ...' দর্পণ, ১৮৩২।

অধঃখণ্ড [স] বি নীচের অংশ। 'অধঃক্রে বিখণ্ডিত করে তার উর্দ্ধখণ্ড দিয়ে স্বর্ণ এবং অধঃখণ্ড দিয়ে পৃথিবী রচনা করেন।' প্রমথ, ১৯২৫।

অধঃগতি [স] বি উচ্ছন্নগতি। 'নিম্নকুচিবান জনসাধারণের রসপিপাসা নিবৃত্তি করতে যেয়ে কাব্যধারা অধঃগতি লাভ করে।' আদিস, ১৯৬৪।

অধঃপতন [স] ১ বি নৈতিক অবনতি। 'জাতি-বিশেষের অধঃপতন
হইয়াছে ...' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বি বারো যাওয়া। 'মাথার
চুলতলোর অধঃপতন রক্ষা করবার ...' নজরুল, ১৯৩১। ৩ বি
বিলুপ্তি। 'এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধঃপতিত [স] ১ বিণ পতন ঘটেছে এমন। 'এই অধঃপতিত হিন্দু
জাতিও সংকুত হইতে পারে।' অক্ষর, ১৮৪৬। ২ বিণ অবস্থার
অবনতি হয়েছে এমন। 'ইউরোপে স্পার্টা রাজ্য অধঃপতিত হইল।'
বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৩ বি ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে এমন ব্যক্তি।
'নিম্পলক চোখে অধঃপতিতদের প্রতি তাকিয়ে।' শিবরাম, ১৯৭০।

অধঃপতিতা [স] বিণ স্ত্রী নৈতিক অবনতি হয়েছে এমন। 'সভায়
যোগদানকারিণী মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ অধঃপতিতা।' বেঙ্গল,
১৯৪৯।

অধঃপথ [স] বি নৈতিক অবনতির পথ। 'এত অধঃপথে তুমি যেতে
পারো।' শরৎ, ১৯১৭।

অধঃপাত [স] ১ বি অধঃপতন। 'অধঃপাতে যায় সর্ব ধর্ম ঘূচে
তারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নৈতিক অবনতি। 'অনেক বালক
এইরূপেই অধঃপাতে গিয়া থাকে।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি নিম্ন দিক।
'হে মৃত তপন, অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ।' মাইকেল,
১৮৭৩।

অধঃপাতা [স অধঃপাত] বিণ উৎসর্গ; নষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

অধঃপাতে [স অধঃপাত] বিণ অধঃপাতে গেছে এমন।
'অধঃপাতে মিনসে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অধঃমুখ [স] বিণ নতমুখ। 'লাঞ্জে অধঃমুখ আবু জেহেল দুর্জন।'
সুলতান, ১৭০০।

অধঃশাখ [স] বি নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট। 'নয় কল্লতর উপশাখ,
অধঃশাখ, দুর্নিশীক্স সেই মহীরুহ।' সূরীন্দ্র, ১৯৫০।

অধঃশির [স] বি নতশির। 'অধঃশিরে তপ করত ...' ইব্রাহিমসাদ,
১৮৭৮।

অধঃশিরা [স] বিণ মাথা নীচের দিকে এমন। 'এক তপস্বী, অধঃশিরা
ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অধঃশ্রেণীভুক্ত [স] বিণ নিম্নপদস্থ। 'অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এইরূপে
অগ্রবেগতনে রাজকর্ম নির্বাহ করিতে হইবে।' অক্ষর, ১৮৫৬।

অধঃসরণ [স] বি অধঃপতন। 'অধিকৃত বৃহৎ ভূত্বও অধঃসরণ
ঘটিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অধঃসাঁক [স] বিণ বিনষ্ট। 'সে সকলি অধঃসাঁক ক'রে শান্ত প্রসন্নতা।'
রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অধঃস্থিত [স] বিণ নীচে আছে এমন। 'যন্ত্রের জন্যে অধঃস্থিত
অধঃদিকে ... যাপন করিতে হইত।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অধন [স] ১ বি দরিদ্র ব্যক্তি। 'নিদক পাশ্বী যত পড়িয়া অধন।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। ২ বি মূল্যহীন বস্তু। 'নারীর যৌবন কেবল অধন জেমন
জলের ফোঁটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অধন্য [স] বিণ অকৃতার্থ। 'অধন্য এই রাত্রি-দিনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অধম [স] ১ বিণ নিম্ন। 'উত্তম অধমে নয় বিভার মিলন।' মালাধর,
১৫০০। ২ বি হীন ব্যক্তি। 'প্রভু বোলে সে অধমে কিছুই না জানে।'
বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ হীন। 'কিন্তু অহিলাভ ভাল অধম হইয়া।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অধমা [স] ১ বি স্ত্রী নীচ প্রকৃতিবিশিষ্ট নারী। 'হিত কৈলে অহিত
করে যেই জন অধমা ভাহার নাম বলে কবিশণ।' ভারত, ১৭৬০। ২
বিণ স্ত্রী হীন। 'পুরুষাধমের অধমা প্রবৃত্তি।' ভবানী, ১৮২৮।

অধর্ম [স] বি দোদার। 'তুই আমার উত্তম্য আমি অধর্ম্য।' মৃত্যঞ্জয়,
১৮১৩।

অধর্ম্য [স অধর্ম] বি অধর্ম। বিদ্যা, ১৮৯১।

অধর্মিতা [স অধর্ম] বি অধর্মের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

অধর [স] ১ বি নীচের চোঁট। 'দৃঢ় ভূজযুগে বন্ধন করিয়া অধর দংশ
দশনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি উভয় চোঁট। 'আখো-খোলা অধরেতে
তার ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অধরঅমৃত [স] বি অধরে চূষন। 'অধরঅমৃত দিয়া জিয়ায় শ্রীহরি।'
মালাধর, ১৫০০।

অধরপুট [স] বি চোঁট। 'রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট।' রবীন্দ্র,
১৮৮১।

অধর-রস [স] বি অধরসুধা। 'কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ/ সৌরভ অধর-
রস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অধরলয়ন [স] বি অধররূপ লয়। 'হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধরলয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অধরসংগম [স] বি চূষন। 'গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অধর-সীধু [স] বি অধরসুধা। 'বিধুর অধর-সীধু যেন নিভড়ে কাঁচা
আড়ুর চোয়ায়।' নজরুল, ১৯২৫।

অধরা [স] বিণ স্ত্রী অধরবিশিষ্ট। 'কিবা বিঘাধরা [বিঘ+অধরা] রামা
অধরাশি তলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অধরামৃত [স অধর-অমৃত] ১ বি অমৃতরূপ অধর। 'দুই অধরামৃত
দুই মুখ ভরু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি উজ্জ্বিত। 'অধরামৃত
চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি
অধরসুধা; অধর-নিঃসৃত রস। 'যুবতী অধরামৃত যুবকের কাছে।'
ভট্ট, ১৮৫৮।

অধরামৃত খাওয়ানো [ক্রি] যৌনসংযোগ করা। 'দশ জন অধরামৃত
খাওয়াইয়া বিলক্ষণ বৈষ্ণবী করিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

অধরাশয় [স অধর-আশয়] বি মুখ। 'টপ টপ করে যা ছিল সোজন
পূরিল অধরাশয়ে।' জসীম, ১৯৩০।

অধরোষ্ঠ [স অধর-ওষ্ঠ] বি অধর ও ওষ্ঠ। 'অধরোষ্ঠ বেড়িয়া সমর
কোঁচা সনে।' সুলতান, ১৭০০।

অধর [স অধরা] ১ বি যাকের ধরা যায় না। 'যার নাম অধর এই
সংসারে।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ ধরা যায় না এমন। 'ক্ষণেক ধরা
ক্ষণেক অধর, পথ ছাড়া অপথে চল।' লালন, ১৮৯০।

অধরটাদ [স অধরা-চন্দ্র] বি (বাউল) মুরশিদ। 'ক্ষেরে সেই অধরটাদ
মীনরূপে ধরিয়ে পানি।' লালন, ১৮৯০।

অধরা' দ্র অধর'

অধরা' [স] ১ বিণ (বাউল) মনের মানুষ। 'অধরাকে ধরতে পারি কই গো
তারে তার।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ ধরা যায় না এমন। 'অধরা
মাদুরী ধরেছি হৃদবন্ধনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অধরু [স অধর্ম] বি অধির। 'অধরু আচর ওর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অধরোষ্ঠ' দ্র অধর'

অধর্ম, অধর্ম্য [স] ১ বি অনুচিত কাজ। 'পরকৃচ্ছা অধর্ম্য বিনা কেমন করে হবে গো।' চঞ্জী, ১৫৫০। ২ বি পাপ। 'সুনীলে অধর্ম্য হরে পরলোকে তরই।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি ধর্মবিরোধী কাজ। 'মূর্তি সেবি করে নিতা নানান অধর্ম্য' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি অন্যায়। ওসাঁ, ১৭৮২; 'করি করেন অধর্ম্যের শেষ।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ অধার্মিক। ওসাঁ, ১৭৮৫। ৬ বি অবিচার। ওসাঁ, ১৭৮৫। ৭ বি নীতিহীন বাক্তি। 'সর্কদা গীত গানে বোশাভবনে অধর্ম্য গমনে অপেয় পানে মূর্তিসম্ভ এক অধর্ম্য।' ভবানী, ১৮২৮। ৮ বি ধর্মহীনতা। 'আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম্য চলছে...' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অধর্মগ্রন্থ [স] বিণ পাপী। 'আমি নিঃসন্দেহ অধর্মগ্রন্থ হইব।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অধর্মজনক, অধর্মজনক [স] বিণ অন্যায়। 'পূর্বপ্রতিজ্ঞা লজ্জিত হওয়া অত্যন্ত অধর্মজনক।' অক্ষয়, ১৮৫১।

অধর্মনিধন [স] বি পাপের বিনাশ। 'অধর্মনিধনে এসো অবতার নব! নজরুল, ১৯৩১।

অধর্মপত্র, অধর্মপত্র [স] বি ধর্মবিরোধী পত্রিকা। 'মুখোপাধ্যায় সংবাদ সূচ্যক নামক এক অধর্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন।' প্রভাকর, ১৮৩১।

অধর্মমূলক [স] বিণ ধর্মবিরোধী। 'এই সমস্ত পরম অধর্মমূলক কার্য্য হইতে নিজ নিজ ...' সত্যগত, ১৯৪৬।

অধর্মযুদ্ধ [স] বি অন্যায়যুদ্ধ। 'ভার শাস্ত্রশাসিত মন অধর্মযুদ্ধের একান্ত প্রতিকূল।' প্রমথ, ১৯২০।

অধর্মশীল [স] বিণ পাপাচারী। 'নৃপতি অধর্মশীল দয়া নাহি এক তিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অধর্মাকর, অধর্মাকর [স অধর্ম-আকর] বিণ অধর্মের জন্য স্বেচ্ছা এমন। 'আমাকে অধর্মাকর মাদিরহস্তে নিপাতিত করো?' সৌভাগ্য, ১৮৬৬।

অধর্মচারণ, অধর্মচারণ [স অধর্ম-আচরণ] ১ বি ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। 'অধর্মচারণ' সেবধি, ১৮৩৯; 'লোভের বশীভূত হইয়া অধর্মচারণ না করে।' মদনমোহন, ১৮৫০; 'অধিকা তো কোন অধর্মচারণ শিখতে না।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি অন্যায় আচরণ। 'শূদ্রের প্রতি অধর্মচারণ করবার অব্যাহত অধিকারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধর্মচারী [স অধর্ম-আচারী] বিণ পাপাচারী। 'কি কহিলি, পামর? অধর্মচারী আমি?' মাইকেল, ১৮৬০।

অধর্ম্যবিত্ত, অধর্ম্যবিত্ত [স অধর্ম-অবিত্ত] বিণ বিজাতীয়। 'উত্তরদেশীয় অধর্ম্যবিত্ত ফ্রেড্রিগের আশ্রিত্য করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অধর্মী [স] ১ বিণ পাপাচারী। 'অধর্মী রাষ্ট্রার কাল প্রজার পাপের ফলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ধর্মবিরোধী। ওসাঁ, ১৭৮৫। ৩ বিণ অবিচার করে এমন। ওসাঁ, ১৭৮৫। ৪ বিণ অন্যায়কারী। 'সময়ে এবে পশি বিনাশি অধর্মী সৌমিহি মুদে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অধর্মীয় [স] বিণ ধর্ম সম্পর্কিত নয় এমন। 'অধর্মীয় পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সে সংবাদপত্রই ...' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অধন্তন [স] ১ বিণ বংশপরম্পরাক্রমে পরবর্তী। 'যুধিষ্ঠিরদেবের অধন্তন ২৮ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল এবং ... বংশরূপ চন্দ্র অন্ত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ নীচে অবস্থিত: নিম্নস্থ। 'উর্দ্ধতন সঙ্কলোক, অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধন্তন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'জীবনের প্রথম বয়সে স্বল্পকৃষ্ণহরী ছাত্রদশা কেটেছে অহভেদী শিক্ষাসৌধের অধন্তন

তলায়।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

অধন্তনশ্রেণী বি সমাজের দরিদ্র শ্রেণী। 'জনসমাজে অধন্তনশ্রেণীর সহিত উপরিজনশ্রেণীর মিশন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অধন্তল [স] বিণ নিম্নস্থ। 'অপরাক্ত অধন্তলে থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অধার্মিক, অধার্মিক [স] ১ বিণ ধর্ম মানে না এমন। 'অধার্মিক হব নর দাই তিন জাতো ঘর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাকে অধার্মিক বলিতেছি না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি গালিবিশেষ। 'অধার্মিক ... ইত্যাদি আশীর্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অধার্মিকতা [স] ১ বি নীতিবিরুদ্ধ কাজ। 'পত্নীত্যাগের অধার্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ বি অন্যায়; অন্যায়। 'পুত্রা ভ্রিনিসটাকে একযোগে করে তোলার মতো অপরি অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অধার্মিকত্ব, অধার্মিকত্ব [স] বি ধর্মহীনতা। 'আপনার অধার্মিকত্ব প্রকাশ হইবেক।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩২।

অধিআ [স অধিক] বিণ অধিক। 'অমিতা অধিআ বলে হুমধুর বলে।' মঙ্গাধর, ১৫০০।

অধিক [স] বিণ বেশি। 'তোমাকে দেখিল রাধা মোর অধিক রূপসী।' বড়ু, ১৪৫০।

অধিকরণ [স] ক্রিবিপ দীর্ঘকরণ। 'হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিকরণ দেখিতে পারা যায়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অধিকতম [স] বিণ সবচেয়ে বেশি। 'পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অধিকতম অধিকতম অনুরক্ত করিয়া ...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অধিকতর [স] বিণ তুলনামূলকভাবে বেশি; যুব বেশি। 'জমিদারী ক্রমাদীন বহুতর দিবাবাসনে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

অধিকতা [স] বি অধিকার। 'মন গীড়ার সহিত অধিকতা কি নিমিত্তে?' তারিণী, ১৮০৩।

অধিকভাগ [স] বিণ অপেক্ষাকৃত বেশি। 'অধিকভাগ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষেত্রে নিষেধ করা উচিত।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

অধিকসংখ্যক [স] বিণ বেশিসংখ্যক। 'ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সবসাধারণের সেবায় নিযুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অধিকা [স] বিণ স্ত্রী অধিক। 'যেহেতু স্ত্রীপিকা উজ্জরে অধিকা।' চঞ্জী, ১৫৫০।

অধিকাংশ [স অধিক-অংশ] বিণ বেশির ভাগ। 'যেহেতু জন অধিক হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠার্থিগণ অধিকাংশ আছেন।' কৌমুদী, ১৮৩০।

অধিকাংশত [স অধিক-অংশত] ক্রিবিপ অধিকাংশে ক্ষেত্রে। 'অধিকাংশতই অকালে মরিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অধিকান্তর [স অধিক-অন্তর] বি বেশি দূর। 'পঞ্চাশ ফোশের অধিকান্তর বাস হই।' ডানকান, ১৭৮৪।

অধিকন্ত [স] অবা আরও; উপরন্ত। 'অধিকন্ত দোষ তাহে অপেয় সে নীর।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

অধিকর্তা [স] বি স্ত্রী পরিচালক। 'গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান অধিকর্তা।' মেঘম, ১৯৬৮।

অধিকর্মী [স] বি অধিকর্তা। 'শৈবিত্যের অগ্রসল প্রকীর্তি আকালি জরায়ত

অধিকার

অধিকারসম 'স্বীকৃত', ১৯৩১।

অধিকারী [স অধিক]। বিপ অধিক। 'তাহা হইতে রাখা ষণ শত অধিকহি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অধিকারক [স অধিক]। দ্বিবিধ অধিকতর। 'সে অধিক হইয়াছে অধিকান্ত ন সোয়ায়।' কেরি, ১৮০২।

অধিকার [স] ১ বি কর্তৃত্ব। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার অধিকার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি যোগ্যতা। 'তার কি নহি প্রেমযোগ-অধিকার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি দখল। 'বাহুবলে অধিকার করিল অনেক।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৪ বি স্বত্ব; মালিকানা। 'তদাম ময়কর তৈয়ার হইলে কোশানির নিজ অধিকার হবক।' ক্যালশে, ১৭৮৭। ৫ বি শাসন। 'তাহার অধিকার মধ্যে নীলকর এবং অন্য২ প্রজা তুল্যরূপে বসবাস করিতেছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৪৪। ৬ বি জ্ঞান। 'এ বিদ্যা অধিকার হইবার সন্ধান নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৭ বি সুযোগ। 'এ দেশীয় লোকের মধ্যবলস্থ মাজিষ্ট্রেটদের নিকটে নীলকরদিগের নামে অভিযোগ করিবার অধিকার নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৮ বি জয়। 'উৎসবের সময় ভাবপ্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৯ বি দাবি। 'জাণে অন্তর-কন্ডে মুক্তির অধিকারে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ১০ বি পারদর্শিতা। 'সংগীতবিদ্যা ... তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অধিকার করা ১ ক্রি দখল করা। 'ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সিদ্ধনদের পশ্চিম দ্বারা অধিকার করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ ক্রি জুড় থাকা। 'আমার শরীরের চেয়ে মন ঢের বেশি জায়গা অধিকার করে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অধিকারকাল [স] বি শাসনকাল। 'বর্তমান ইংরাজীয় মহাশয়েরদিগের অধিকারকালে ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

অধিকারগম্য [স] বিণ আওতাধীন। 'এই বোখটা ...' কেরি, ১৮০২। 'অধিকারগম্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধিকারচ্যুত [স] বিণ হাতছাড়া। 'মিশর দেশ রোমানদিগের অধিকারচ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অধিকারতত্ত্ব [স] বি অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান। 'শ্রেণীনির্বাচনে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অধিকারতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধিকারবঞ্চিত [স] বিণ অধিকারচ্যুত। 'অধিকারবঞ্চিত হবার দুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোকা নয় যেমন বোকা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

অধিকারবর্তী [স] বিণ দখলীভূত। '... আমাদের স্বার্থের গতির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

অধিকারবাদ [স] বি অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ। 'অধিকারবাদের লড়াই শুরু হয়েছে দুনিয়াময়।' শরীফ, ১৯৬৮।

অধিকারবান [স] বিণ প্রভাবশালী। 'রাজস্ব সচিব প্রভৃতি উচ্চ রাজকার্যে অধিকারবান ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অধিকারভুক্ত [স] বিণ দখলে এসেছে এমন। 'মেদিনীপুরও তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

অধিকারঅটী [স] বিণ বেদখল। 'সেবধি, ১৮৩৯।

অধিকারমদ [স] বি অধিকারের নেশা। 'সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অধিকারলাভ [স] বি কর্তৃত্ব অর্জন। 'উচ্চতর অধিকারলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মূখ হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অধিকারশালিনী [স] বিণ স্ত্রী অধিকারবিশিষ্ট। 'স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অধিকারশূন্য [স] বিণ স্ত্রী কর্তৃত্বহীন। 'সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অধিকারসীমা [স] বি এলাকা। 'সর্বতন্ত্রের অধিকারসীমা হইতে নির্বাসনের আদেশপ্রদান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অধিকারহীন [স] বিণ অধিকারভূক্ত; কর্তৃত্বসীমার অন্তর্গত। 'অন্য আদালতের অধিকারহ ... হয়।' ডানকান, ১৭৮৪।

অধিকারি [স অধিকারী] ১ বি প্রভু। 'দেখিয়া জীবন মোর বলিল অধিকারি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সেবাইত। 'অধিকারি জন পাঁচ সাত এই পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

অধিকারিণী [স] ১ বিণ স্ত্রী অধিকারপ্রাপ্ত। 'যতলাক এই ভারতবর্ষীয় অবলা বিদ্যার ... অধিকারিণী না হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি স্ত্রী মালিক। 'তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৩ বিণ স্ত্রী যোগ্যতাসম্পন্ন। 'তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অধিকারিত্ব [স] বি স্বত্ব। 'সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

অধিকারী [স] ১ বিণ উপভূক্ত। 'পরমহংসের পক্ষে আমি অধিকারী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পূজ্য করার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'সন্তের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি রাজা। 'কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি মলপণ্ডিত। 'পঞ্চল জ্ঞানের অধিকারী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি দলপাতি। 'এ সকল অধিকারী নৃপ মহাবল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৬ বি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। 'যথার্থ অধিকারীরা তাহার বিপরীত কহিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৭ বি শাসক। 'এ দেশের অধিকারী সর্বপ্রকারে উত্তম হন।' রাজীব, ১৮০৫। ৮ বি জাতি-বৈষ্ণব সম্প্রদায়। 'অধিকারীরা অণ্ডিত তাহার স্পর্শ করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৮। ৯ বিণ উপভূক্ত। 'তোমরাই এই সকল সন্ন্যাস পদের অধিকারী হইতে পার।' অক্ষয়, ১৮৫৩। ১০ বি উত্তরাধিকারী। 'কোন কোন দেশে কেবল জ্যোত পুত্রই পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ১১ বি অমাত্য। 'নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত রক্ষণশ্রেষ্ঠ।' মাইকেল, ১৮৬১। ১২ বি যাদুদানের প্রধান। 'বৈষ্ণব যাদুর বালক অধিকারীর কানমালা খাইয়া গীত গায়।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

অধিকারীভেদ [স] বি যোগ্য ও অব্যোগ্যের মধ্যে প্রভেদ। 'কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

অধিকৃত [স] ১ বিণ দখলীভূত। 'পূর্বের অধিকৃত বস্তুকেও হারাই।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ বিজিত। 'অধিকারী জাতির অধিকার নাশের সহিত ... তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি কার্যনির্বাহী। 'কেবল অধিকৃতবর্ণের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত হইয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অধিগমন [স] বি চলে যাওয়া। 'গরুর গাড়ির মস্থর অধিগমন ...।' রশ্মীদ, ১৯৬৩।

অধিগম্য [স] ১ বিণ জ্ঞানলাভের যোগ্য। 'তাহা আর-কোনো লোকের অধিগম্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ লভ্য। 'তাদের পক্ষে অধিগম্য বাড়িগুলো মনে মনে ডেবে গেলে।' বৃন্দা, ১৯৪০।

অধিত্যকা [স] বি পর্বতের সমতল উপরিভাগ। 'তদীয় অধিত্যকায় কুটীরনির্মার্মণপূর্বক, তপস্যা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অধিদেবতা [স] বি দেবতাদের দেবতা। 'এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অধিদেবতা [স] বি অন্তর্যামী। 'ফলত অধিদেবতের সঙ্গে তারা প্রায় অপত্য সম্বন্ধ পাতিয়েছিল।' *সূচীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অধিনায়ক [স] বি নেতা; পরিচালক। 'অধিনায়করূপে নির্বাচিত করিয়া নিয়ত তাহারই আত্মাধীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অধিনায়কতা [স] বি নেতৃত্ব। 'পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রাণ খদি স্ব স্ব প্রদেশের ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অধিনায়কত্ব [স] ১ বি অধিনায়কের কাজ। 'অভিযানে তোমার অধিনায়কত্ব করত হবে।' *নজরুল*, ১৯৩০। ২ বি নেতৃত্ব। 'যেখানে তাঁদের অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ বি সভাপতিত্ব। 'সঙ্গীত জলপায় অধিনায়কত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

অধিনী [স অধীন] বিণ ক্রী অধীনস্থ। 'পরের অধিনী মুক্তি জ্ঞান প্রভু রাএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অধিনেতা [স] বি প্রধান নেতা। 'তুরস্ক সঘ্রাট সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অধিনেতা।' *প্রচারক*, ১৯০০।

অধিপতি [স] ১ বি প্রভু। 'প্রান রাখ প্রান রাখ ভূস অধিপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি কর্তা। 'নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ বি শাসক। 'চাচিয়ার অধিপতি হইলেন মহামতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ বি রাজা। 'তাহার ভিতরে যের পিতৃ অধিপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ বি সভাপতি। 'এ সমাজে শ্রীকৃষ্ণের জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ৬ বি প্রধান। 'দেবতাবিশেষকে সর্বদেবের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অধিপতিত্ব [স] বি কর্তৃত্ব। 'একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অধিবাস [স] ১ বি প্রস্তুতি। 'অধিবাস করি মোহ গেল কাম বানে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি মাসলিক প্রবেশ সম্ভিতকরণ। 'হেমন্ত হরিষে কন্যা অধিবাসে করিল দৃশ্যভি বাজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বি শুভকাজের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান। 'আজি অধিবাস কাপি পার ছন্দপণ্ড।' *কুতিলবাস*, ১৬৫০। ৪ বি বসবাস। 'পুরাতন মনুষ্য-জাতি ভারতবর্ষ মধ্যে অধিবাস করিয়া আসিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অধিবাসন [স] বি গন্ধমালাদি দিয়ে দেবমূর্তি স্থাপন। 'যতকি ষিঞ্জ মুনি করায় বেদধ্বনি গোঁরাই গন্ধাধিবাসনে [গন্ধ+অধিবাসন+এ]।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অধিবাসিনী [স] ১ বিণ ক্রী সহবাসিনী। 'তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেক ক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চলাচলি করিবার ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ বি ক্রী বসবাসকারী। 'সাজে-সজ্জায় চালে-চলনে নানা ব্যঞ্জন দিয়ে সে বস্ত্রলোকের প্রান্তদেশের রসালোকের অধিবাসিনী করে দাঁড় করিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অধিবাসী [স] বি বাসিন্দা। 'আমি বাঙ্গালার অধিবাসী।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অধিবৃত্ত [স] বিণ ভ্রায় গোল। 'অধিবৃত্তাকার কক্ষপথ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।' *ফজল*, ১৯২৩।

অধিবেদন [স] বি প্রথম ক্রী বর্তমান স্তোত্রের দ্বিতীয় বিবাহ। 'আমাদিগের লেখনে উৎসাহী হইয়া অধিবেদনের এক ঘৃণিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

অধিবেশন [স] ১ বি অনুষ্ঠান। 'প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বলিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ বি অধিষ্ঠান। 'কাছাড়ের সিংহাসনে তোমার অধিবেশন করাইব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ৩ বি সভা। 'প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। ৪ বি আশ্রম। 'সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ বি বৈঠক। 'ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।' *আলাদ*, ১৯৩৬। ৬ বি সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান-পূর্ব। 'এবারকার সম্মেলনেও মূল অধিবেশন এবং বহু শাখা-অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।' *আলাদ*, ১৯৪১।

অধিরাজ [স] বি প্রধান রাজা। 'যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অধিরাজিত [স] বিণ বিরাজিত। 'সন্ধ্যাকালে নীরব-জ্যোতিছমস্তনী-অধিরাজিত অনন্ত জগতের প্রতি একটা অবজা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অধিরূঢ় [স] ১ বিণ উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত। 'অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বিণ সমাদীন। 'অল্পকালমধ্যে প্রধান ব্যবহারাজীবের পদে অধিরূঢ় হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ বিণ অধিষ্ঠিত। 'অদ্যাপি বাঙ্গলার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫১।

অধিরোহণ [স] ১ বি আরোহণ। 'কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যোতি শব্দ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বি অধিষ্ঠান। 'বধূরী উদাহারের পদবীতে অধিরোহণ করিতেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩। ৩ বিণ উপরে ওঠা। 'সেই উচ্চতম জ্যোতিষ্ক অন্য অন্তর্মিত হইয়া উচ্চতর গগনে অধিরোহণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অধিরোহণ করা ১ ক্রি উন্নীত হওয়া। 'কিন্তু স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অল্পত নৈপুণ্য থাকতে ক্রমে ক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ ক্রি চড়া। 'স্ক্রোলেসনাক্স জাহাজে অধিরোহণ করিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৩ ক্রি পৌঁছা। 'কমলাদীর বয়ঃক্রমে উনবিংশতিতে অধিরোহণ করিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অধিরোহিণী [স] বি সিড়ি। 'দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহিণী দ্বারা অতি কষ্টে করকট অবতীর্ণ করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অধিষ্ঠা [স অধিষ্ঠান] ক্রি অনুষ্ঠান করা। 'বাণীক নৃপতি আসী জৈজ্ঞ অধিষ্ঠিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অধিষ্ঠাতা [স] বি নিয়ন্তা। 'বিংসতি সহস্র রাজা জৈজ্ঞ অধিষ্ঠাতা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অধিষ্ঠাতৃ [স] বি সভাপতি। 'বিদ্যাবিষয়ক কমিটির অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিফটন সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অধিষ্ঠাত্রী [স] ১ বিণ অধিষ্ঠানকারী। 'এক রাক্ষস সেই পাতালস্থ নগরী, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিণ ক্রী নিয়ন্তা। 'শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালার দেশে।' *গুণ*, ১৮৫৮।

অধিষ্ঠান [স] ১ বিণ উপরিষ্ঠ। 'অধিষ্ঠান হৈয়া তারে বলেন পার্বতি।' *মালাধর*, ১৬০০। ২ বি অনুষ্ঠান। 'জৈজ্ঞ অধিষ্ঠান হেতু মিলিল হকল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ বিণ অধিষ্ঠিত। 'কৈলাসনিধির ত্যজি একবার কঠে হও অধিষ্ঠান।' *মানিকরায়*, ১৭৮১। ৪ বি আবাস।

‘কলিকাতা নগরের ... সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে।’ অক্ষয়, ১৮৪৫। ৫ বি অবস্থান। ‘তিনি কুরাপি অগ্নির তেজ ও জলের প্রভাব চেবিয়া তথায় দেব বিশেষের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন না।’ অক্ষয়, ১৮৫৫। ৬ বি আবির্ভাব। ‘জীবের অধিষ্ঠান হইল কি প্রকারে।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৭ বি আশ্রয়। ‘বৌদ্ধধর্ম এতদেশ হইতে দ্বীকৃত হইয়া চীন ব্রহ্মে অধিষ্ঠান করিলেন।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অধিষ্ঠানভূমি [স] বি বাসস্থান। ‘বৃহস্পতি আমাদের অধিষ্ঠানভূমি চুমল অপেক্ষায় ১৪১৪ চৌদশ বৎসর বৃহৎ।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

অধিষ্ঠিত [স] ১ বিণ আবির্ভূত। ‘যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হৈল অধিষ্ঠিত।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ প্রতিষ্ঠিত। ‘প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাজ করিয়া সরস্বতী পাঠে অধিষ্ঠিত হন।’ অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বিণ উপবিষ্ট। ‘বোটারে জানশার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অধিষ্ঠিতা [স] বিণ স্ত্রী আসীন। ‘এই মহীয়সী মহিলা এখন ... প্রদশ-পান পদে অধিষ্ঠিতা।’ বেগম, ১৯৪৮।

অধিষ্মা [স] বি মালিক। ‘ধর্মঘট করিয়া কল-কারখানা প্রভৃতির অধিষ্মাদিগের কি না ক্ষতি করে।’ এডুকেশন, ১৮৯০।

অধিষ্মাভিত্ত [স] বি নিয়ন্ত্রণক্ষমতা। ‘মানুষ আজ ভাবতে সাহসী হচ্ছে যে প্রকৃতির অধিষ্মাভিত্ত একদিন তার পুরোপুরি লাভ হতেও পারে।’ ওমদ, ১৯৪৮।

অধীত [স] বিণ পঠিত। ‘যে কয়েকখনি গ্রন্থ অধীত হয় তাহা তিন ভাগেই সমান।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

অধীতবিদ্যা [স] বিণ শিক্ষাপ্রাপ্ত। ‘হিন্দু কালেজ্ঞে অধীতবিদ্যা দুই জন ছাত্র।’ দর্পণ, ১৮৩৬।

অধীন [স] ১ বিণ অনগত। ‘তোমার অধীন আমি পূর্বে সে তোমার।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরাধীনতা। ‘গৌড়ের অধীন হইল দ্রুপ।’ বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিণ বশীভূত। ‘এক সিংহে দৈবাৎ ব্রহ্ম অধীন অনপরাদী হিন্দুরের উপর থাবা মারিল।’ তারিখী, ১৮০৬; ‘আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি।’ অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বিণ কায়ভূত। ‘কোম্পানি বাহাদুরের অধীন।’ দর্পণ, ১৮১৯। ৫ বি নিয়ন্ত্রণ। ‘যথার্থ ব্যবহার অধীনে।’ বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৬ বি তত্ত্বাবধান। ‘এ বিদ্যালয় এইরূপে শ্রীযুত জোসাসাহেবের অধীনে আছে।’ দর্পণ, ১৮৩৬। ৭ বিণ পরাধীন। ‘বঙ্গদেশের বর্তমান অধীন অবস্থায় উহার সাহিত্যোন্নয়নে যে-সকল পুস্তক প্রস্তুতি হইতেছে।’ অক্ষয়, ১৮৫৫। ৮ বিণ অধীনস্থ। ‘গভর্মেন্টের অধীন বিদ্যালয় সমুদায়হ ...।’ অক্ষয়, ১৮৫৫।

অধীনদেশ [স] বি পরাধীন দেশ। ‘অধীনদেশে এই যুরোক্রাসিয়া।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধীনস্থ [স] ১ বিণ শাসনাধীন। ‘অধীনস্থ প্রজা।’ মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বিণ বশবর্তী। ‘তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীনস্থ হইয়াছে।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বিণ নিয়ন্ত্রণাধীন। ‘গভর্মেন্টের অধীনস্থ ভূমিগ্রহণ।’ প্রচারক, ১৯০৬।

অধীনা [স] বিণ ক্রী কারো অধীনে থাকে এমন। ‘অবলা অধীনা জনে রক্ত।’ মাইকেল, ১৮৬৬।

অধীনী [স] ১ বি ক্রী অধীনস্থ জন। ‘কেন কর অধীনীরে এত অপমান।’ রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ ক্রী প্রেমমুগ্ধ। ‘রাবো অধীনী জনে, কর শান্তি দান।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অধীনতা [স] ১ বি ‘অধীন অবস্থা। ‘কোনই ইসলামী মহাশয়ের

অধীনতায় বিশেষতঃ ...।’ দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি আনুগত্য। ‘বাঙ্গালি শিষ্ট, বুদ্ধিমান, অধীনতা বুদ্ধিবিশিষ্ট, অলস, ভীত, একাধীন।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

অধীনতাপাশ [স] বি পরাধীনতার বন্ধন। ‘অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বঁধিতে থাকিব।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অধীনতাশিষ্ট [স] বিণ পরাধীনতায় কাতর। ‘দেশের অধীনতাশিষ্ট ... লোকের এত বৃক-চুড়চড়ানি।’ নজরুল, ১৯২৭।

অধীর [স] ১ বিণ মত্ত। ‘প্রোববেশে প্রভু হইলা অধীর।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অস্থির। ‘যুদ্ধের ঘোড়া হিত্তিমা দড়া হইল অধীর।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ ব্যাকুল। ‘আগনি অধীর হৈলা দয়ার ঠাকুর।’ রূপরাম, ১৭৫০।

অধীর-করা বিণ অস্থির করে তোলে এমন। ‘অধীর-করা রূপ বেশেছিলাম ভালো।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

অধীরতা [স] ১ বি অস্থিরতা। ‘একটা নিদ্রাধীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেশে একেবারে নিকশেশ হয়ে চলেছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি ব্যাকুলতা। ‘এর মধ্যে যে-একটা আকাঙ্ক্ষার অধীরতা আছে সেও ভালো।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অধীরা [স] ১ বি নায়িকার প্রকারবিশেষ। ‘বীরা অধীরা ঘীরাঘীরা পরিচ্ছেদ।’ ভারত, ১৭৬০। ২ ক্রিবিণ দ্রুতগতিতে। ‘কাল-নদী অধীরা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অধীরা [স] অধীর- ১ বিণ ক্রী চঞ্চল। ‘স্ত্রী লোকেরা অধীরা হইলেও নারীবাদিনী দ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া ...।’ দর্পণ, ১৮২২। ২ ক্রি অস্থির করা। ‘পারি আমি উণ্ডাণ্ডিতে তরবর ... চিরধীর শূন্যধরে বজ্রসম চোটে অধীরিতে।’ মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বিণ ক্রী বৈধেয়ী। ‘মনে করিও না আয়েষা অধীরা।’ বঙ্কিম, ১৮৬৫। ৪ ক্রি অস্থির হওয়া। ‘হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অধীশ্বর [স] ১ বি অধিপতি। ‘করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি রাজা। ‘তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন।’ বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বিণ প্রধান। ‘শিব ও বিষ্ণু সর্বদেবের অধীশ্বর ...।’ অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি উৎস। ‘উৎসার অধীশ্বর যে পোলক।’ মাহমুদ, ১৯৭০।

অধীশ্বরী [স] ১ বি ক্রী মালিক। ‘আপনি আশ্রয় একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে, সকলই বৃথা হইল।’ বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ বি ক্রী রানি। ‘তিনিই সেই সুবিশালরাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন।’ মশাররফ, ১৮৮৫।

অধুনা [স] ১ ক্রিবিণ সম্প্রতি। ‘অধুনা পক্ষবিংশতি জন ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে।’ দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি বর্তমান কাল। ‘অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার।’ সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

অধুনাতন [স] ১ ক্রিবিণ সম্প্রতি। ‘অধুনাতন বহুসংখ্যক বয়সী ব্যক্তির শরীর নষ্ট হইতেছে।’ অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ আধুনিক। ‘যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিপুলপ্রায় বিতর্ক মত পুনরাক্ষয়িত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপার্নিকস।’ বিদ্যা, ১৮৪৯।

অধুনাতনী [স] বিণ আধুনিক। ‘সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক ...।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অধুনাতম [স] বিণ সাম্প্রতিকতম। ‘আধুনিক সভ্যতার অধুনাতম অধ্যায়ে ব্যক্তি অপত্য কীভাবে ঘটেছে ...।’ শিব, ১৯৬০।

অধুনাবিবর্তিত [স] বিণ সাম্প্রতিক সময়ে আগত। ‘বাংলা গদ্যের অধুনাবিবর্তিত রূপের মধ্যে তাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব করা যায়।’ সুনীল মুখো, ১৯৭০।

অধুনালুপ্ত [স] বিপ বর্তমানে অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে এমন।
'অধুনালুপ্ত জাতির দেশে'। বিতুতি, ১৯৩১।

অধৃত [স] বিপ ধরা পড়েন এমন। 'কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত।' বনফুল, ১৯৩৬।

অধূষ্য [স] বিপ অজ্ঞেয়। 'নব আলো পড়ে বসে/মরণ-অধূষ্য।' সত্যোদ্র, ১৯১৪।

অধৈর্য, অধৈর্য্য [স] ১ বিপ অস্থির। 'শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য্য।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিপ ব্যাকুল। 'রাজা অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া সিংহাসনে রোদন করিতে লাগিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি অস্থিরতা। 'দুদিন কোনো কারণে চিঠি না গেলে এতটা বেশি অধৈর্য উপস্থিত হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অধৈর্যবশত [স] ক্রিবিপ ধৈর্যহীনতার কারণে। 'অধৈর্যবশত সে অকালে নিমন্ত্রণগৃহের সমস্ত অনুনয়বিনয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অধৈর্যশীল, অধৈর্যশীল [স] বিপ অসহিষ্ণু। 'তাহারা অধৈর্যশীল নন।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

অধৈর্যহীন [স] বিপ ধৈর্যশীল। 'যদিও অধৈর্যহীন - তবু আজও শিরার দড়িতে বাঁধে জীবনের প্রয়োজনে।' বৃক্ষ, ১৯৫৫।

অধৈর্যতা, অধৈর্যতা [স] বি ব্যাকুলতা। 'বিস্তার অধৈর্যতার সহিত অপেক্ষা করিয়া দেখিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

অধো [স অধঃ] বিপ নিম্ন; নত। 'অধোমুখী হয়্যা জান দেবী মাহেশ্বরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অধোগত [স] বিপ নিম্নগামী। 'স্থাবরসকল উর্ধ্ব ও অধোগত হইল।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অধোগতি [স] ১ বি অধঃগতন। 'বিদ্যায়া না দিতা মতি সভে অধোগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুর্দশা। 'সে সকল সর্বভোগ্যবিবিধ বিফল ও অস্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়।' বিদ্যা, ১৮৩৪।

অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া [স] অধঃগতন হওয়া। 'দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অধোগামী [স অধোগামী] ক্রিবিপ অধঃগতনমুখী। 'এই পাশে ধনঞ্জয় জাবে অধোগামী।' হ্যালহেড, ১৭৭৮।

অধোগামী [স] ১ বিপ অন্তগামী। 'অধোগামী এবে রবি।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিপ নিম্নগামী। 'করেছো অমৃত অধোগামী সৈকোবিশ।' শক্তি, ১৯৬৫।

অধোদিক [স] বি নীচের দিক। 'অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অধোদেশ [স] বি নিম্নাংশ। 'কাকালি অবধিমাত্র অধোদেশে বাস।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অধোবদন [স] বিপ নতমুখ। 'রাণী, এককালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অধোবাস [স] বি নিম্নাসরে বসে। 'হাঁটু পর্যন্ত ত্রুষ অধোবাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অধোভাগ [স] বি নীচের অংশ; নিম্নভাগ। 'মাস্তুলের অধোভাগ, ... দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অধোমুখ [স] বিপ নতমুখ। 'অধোমুখ কবির করিলেক লাজে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অধোমুখী [স] বিপ ঋী মূখ নত করে আছে এমন। 'অধোমুখী হয়্যা

জান দেবী মাহেশ্বরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অধোমুখ [স] বি মাথা নীচের দিকে এমন অবস্থা। 'জননী র জঠরে যখন অধোমুখে ছিলে রে মন।' লালন, ১৮৯০।

অধৌত [স] বিপ ধোয়া হয়নি এমন। 'চেহারা অধৌত।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

অধিক্ষ্য [স অধ্যাক্ষ] বি প্রধান কর্মকর্তা। 'তাহার অধিক্ষ্য নবাব হোসেনমান গররানি নাম পাঠান।' রায়রাম, ১৮০১।

অধ্যাক্ষ [স] ১ বিপ নেতৃস্থানীয়। 'সবার অধ্যাক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ তদারককারী। 'সেবার অধ্যাক্ষ শ্রীপতিত হরিদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিপ আয়োজক। 'পাতশা অধ্যাক্ষ দরবার পূজাহান।' ভারত, ১৭৬০। ৪ বি কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'অধ্যাক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও অধ্যাক্ষ না করিয়া থাকে।' ফরস্টার, ১৮০০। ৫ বি কর্মকর্তা। 'কাজালি লোককে মাস ২ খয়রাত দেওনের উদ্দেশ্যে অধ্যাক্ষ নিযুক্ত করিলেন।' রায়রাম, ১৮০১। ৬ বি পরিচালক। 'যে ব্যক্তির এই বাস্তবের অধ্যাক্ষ আছেন ...।' দর্পণ, ১৮১৯। ৭ বি আমন্ত্রিত অতিথি। 'সে বিবাহের অধ্যাক্ষ প্রধান ২ ইচ্ছারী সাহেবের ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৮ বি শিক্ষক। 'কুন্দের অধ্যাক্ষ সাহেবদের আমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ ...।' দর্পণ, ১৮২১। ৯ বিপ উপদেষ্টা। 'বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ... অধ্যাক্ষতাকে নিযুক্ত করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২২। ১০ বি সম্পাদক। 'সমস্যাচরণের নাম অধ্যাক্ষের নাম।' বনমুদ্র, ১৮২৯। ১১ বি কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সদস্য। 'উল্লিখিত অধ্যাক্ষেরা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ১২ বি সভার প্রধান। 'কোম্পানি বাহাদুরের সভাপতি ঐ ভোজের অধ্যাক্ষস্বরূপ উপবেশন করেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ১৩ বি মঠ-পরিচালক; মহন্ত। 'প্রত্যেক মঠের এক একজন অধ্যাক্ষ থাকে, তাহার নাম মহন্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ১৪ বি তত্ত্বাবধায়ক। 'তাহার অধ্যাক্ষ বা প্রহরীর বরপ হইয়া তত্ত্বাবধান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ১৫ বি সর্গার। 'একজন সাঁওতাল-পত্নী সাঁওতালদলের অধ্যাক্ষ হইয়া তাহারনিগাহে চালনা করিতেছে।' প্রভাকর, ১৮৫৬। ১৬ বি প্রধান পরিচালক। 'এ কর্মে আপনার অধ্যাক্ষ হইয়া যাহাতে নির্বাহ হয় তাহা করুন।' প্যারী, ১৮৫৮। ১৭ বি জাহাজের অধিনায়ক। 'জাহাজের অধ্যাক্ষকে "ক্যাপ্টেন" বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ১৮ বি দলনেতা। 'ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যাক্ষ হইয়া জরি মাতিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ১৯ বি মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। 'রাজসাহী কলেজের অধ্যাক্ষ ও অধ্যাপক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২০ বি আইন পরিষদের সভাপতি। 'বলীয় ব্যবস্থাপক সভার অধ্যাক্ষ স্যার আজিঙ্কল ...।' নবমুখ, ১৯৪১। ২১ বি বিভাগীয় প্রধান। 'বাংলা একাডেমীর সংকলন-অধ্যাক্ষ।' একাডেমী, ১৯৬১।

অধ্যাক্ষতা [স] ১ বি অভিভাবকত্ব। 'বিশ্ব জনকে তাহার অধ্যাক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন।' ফরস্টার, ১৭৯৮। ২ বি কর্তৃত্ব। 'এই কার্যের অধ্যাক্ষতা আমারনিগেহ থাকে।' রায়রাম, ১৮০১। ৩ বি উপদেষ্টার পদ। 'বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ... অধ্যাক্ষতাকে নিযুক্ত করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২২। ৪ বি তত্ত্বাবধান। 'অধ্যাক্ষেরা ধর্ম্মসভার অধ্যাক্ষতাপ্রসঙ্গে অভিসিক্ত করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি অধিকার। 'তাবক্ষ্যকিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যাক্ষতা আছে তদধ্যাক্ষ-তানুসারে কার্যকরণ ...।' দর্পণ, ১৮৩১। ৬ বি পরিচালকমজলীর সদস্য। '... রায় হিন্দু কলেজের অধ্যাক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না।' দর্পণ, ১৮৩১। ৭ বি তদারক। 'বড় লোকের বাটীতে কর্মকাণ্ড সময়ে অধ্যাক্ষতা করিয়া থাকেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৮ বি পরিচালনা। 'যে সকল ব্যক্তি কলেজের অধ্যাক্ষতা ও শিক্ষকতা কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অধ্যাকপত্র [স] বি কর্তৃত্ব প্রদানের পত্র। 'অধ্যাকপত্র লিখনের দ্বারা কাকেও অধ্যাক না করিয়া থাকে।' ফরস্টার, ১৮০০।
অধ্যাক [স] বি ক্রী কলজের প্রধান। 'গত ২৩ অক্টোবর অধ্যাক ... মানের সভানোয়ীকে ...' বেগম, ১৯৬৮।

অধ্যবসায় [স] ১ বি চেষ্টা। 'প্রতাপকার কারণে কোন অধ্যবসায় কোন মক্ষমার ... যে আমার আদালতে হইয়াছে।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি সাধনা। 'এই যোত্রতর অধ্যবসায় হইতে, বীরবলকে বিরত করা, সর্বতোভাবে, আমার উচিত ছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বি অবিরাম চেষ্টা। 'পরমেশ্বর আমারদিকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অধ্যবসায়শীল [স] বিণ নিষ্ঠাবান। 'ইহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি অধ্যবসায়শীল।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অধ্যবসায়ারূঢ় [স অধ্যবসায়-আরুঢ়] বিণ অবিরাম চেষ্টায় রত। 'অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া হিরচিহ্নে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অধ্যবসায়ী [স] ১ বিণ সবসময়ে চেষ্টা করে এমন; নিরন্তর যত্নশীল। 'অধ্যবসায়ী ... ও বিশ্বস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপযুক্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ পরিশ্রমী। 'জবরদস্ত অধ্যবসায়ী ভীমকল যেমন চিট লেগে থাকে।' হাসান, ১৯৭৪।

অধ্যয়ন [স] ১ বি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ। 'জ্ঞান জ্ঞান বেদ পঠে অধ্যয়ন।' মালধর, ১৫০০: 'রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি শিক্ষা। 'তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে।' মনিকরায়, ১৭৮১।

অধ্যয়নপ্রিয়তা [স] বি পড়াশুনা অনুগ্রহ। 'জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নপ্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে।' বিজুতি, ১৯৩১।

অধ্যয়নযোগ্য [স] বিণ অধ্যয়ন করার যোগ্য। 'মাদ্রাসার নূনবয়স্ক যে ২ ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধ্যয়নযোগ্য।' দর্পণ, ১৮২২।

অধ্যয়নশালা [স] বি বিদ্যালয়। 'ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অধ্যয়নীয় [স] বিণ পাঠ করা উচিত এমন। 'সকলই অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অধ্যা [স] আত্মা। সর্ব আপন। 'জন্মপুণা হি অধ্যা তাসু পরেলা কাহি।' চর্য ৪৩, ১২০০।

অধ্যা [স] অধ্যায়। বি গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। 'এই অধ্যা লিখা আছে কাচলির চালে।' রূপরায়, ১৭৫০।

অধ্যাত্ম [স] বিণ আত্মবিষয়ক। 'এক অনায়ত্ত অধ্যাত্ম জগতে উদ্ভীর্ণ হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা জাগে।' মনিক, ১৯৩৬।

অধ্যাত্মজ্ঞান [স] বি আত্মবিষয়ক জ্ঞান। 'কোন ঈশ্বরচিন্তা বা অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রসূত নয়।' রমেন, ১৯৭০।

অধ্যাত্মতত্ত্ব [স] বি আত্মবিষয়ক জ্ঞান। 'যদি কাব্য ও পলিটিজ হউতে একবারে অধ্যাত্মতত্ত্ব কথায় কান দিতেন ...।' সবুজ, ১৯২১।

অধ্যাত্মবাদী [স] বিণ পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল - এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'তারা অধ্যাত্মবাদী।' হাই, ১৯৫৪।

অধ্যাত্মবিদ্যা [স] বি পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান। 'অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

অধ্যাত্মযোগ [স] বি আধ্যাত্মিক সাধনা। 'তাহার যোগ কেবলমাত্র

অধ্যাত্মযোগ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধ্যাত্মরাজ্য [স] বি পরমার্থিক জগৎ। 'এক জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রদর্শন করিতেছিল।' সিরাজী, ১৯১৮।

অধ্যাপক [স] ১ বি পণ্ডিত। 'অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল শাস্ত্রেতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি শিক্ষক। 'গ্রামে ২ চৌবাড়ী ও পাঠশালা ও মক্ষমবান্দা ... নির্দাণ করিয়া ও উপযুক্ত পাত্র অধ্যাপক ... নিযুক্ত করিয়া দিলেন।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বি টোলের পণ্ডিত; আচার্য। 'তাঁহারদিকের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভার্থী হইয়া ধর্ম লোপ করিতে ...।' রামমোহন, ১৮১৯। ৪ বি সদস্য। 'দলের অধ্যাপকদিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৫। ৫ বি যিনি কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'শিক্ষা সমাজের অধ্যাপক ও কলেজের অধ্যাপকদিগের একত্র অভিসন্ধি থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অধ্যাপকতা [স] বি শিক্ষকতা; অধ্যাপনা। 'ডাক্তর কেরী সাহেব কোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকতাপদ প্রাপ্ত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অধ্যাপকপাড়া [স অধ্যাপক+পাড়া] বি পণ্ডিতগণের পাড়া। 'কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপকপাড়ায় যাওয়াত করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ [স] বিণ অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'এই মত অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ উইলসন সাহেব উদ্ভাবন করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অধ্যাপিক [স অধ্যাপকীয়] বি অধ্যাপকের কাজ। 'অধ্যাপিক করা গিয়া যাই করো।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

অধ্যাপকোচিত [স] বিণ অধ্যাপকসুলভ। 'আমি অধ্যাপকোচিত গাধীবীরের সহিত বলিলাম।' প্রভাত, ১৮৯৬।

অধ্যাপকোচ্চা [স অধ্যাপক+স উচ্চা] বি অধ্যাপকের বক্তৃতা। 'অধ্যাপকের প্রবেশ - অধ্যাপকোচ্চা - সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে ...।' অন্নদা, ১৯২৯।

অধ্যাপিকা [স] বি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'আজো ছাত্রী, অধ্যাপিকা, আমারে বধুরূপে যাকে চিনতে পারা যাচ্ছে ...।' বেগম, ১৯৭২।

অধ্যাপন [স] ১ বি শিক্ষাদান। 'শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পাণ্ডিত্য। 'পুরুষানুক্রমে অধ্যাপন ব্যবসায় ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অধ্যাপনরত [স] বিণ শিক্ষাদান করছেন এমন। 'অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান গুরু।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অধ্যাপনা [স] বি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাজ। 'চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অধ্যাপিত [স] বিণ পড়ানো হয়েছে এমন। 'এই সকল বিদ্যা যে এদেশে অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত এবং অনুবাদিত হয় ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অধ্যাপিকা ৮ অধ্যাপক

অধ্যায় [স] ১ বি গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। 'জয়তি তেহমিকং অধ্যায় করেন পঠন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পর্যায়। 'দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের নূতন অধ্যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অধ্যায়ন [স] বি শিক্ষা। 'প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যায়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অধ্যাস [স] বি এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা। 'পৌরীশ্ব অধ্যাস

মরীচিকা।' বিষ্ণু, ১৯৩৩।

অধ্যুষিত [স] *বিণ* উপনিবিষ্ট। 'ঘন-অধ্যুষিত প্রাচ্যদেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে এমনকি ২৫০ পাউণ্ড ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অধ্বব [স] *বিণ* পরিবর্তনশীল। 'রত্নসভা কৃত্রিম এবং অধ্বব,' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অন [স] *অন্য* *বিণ* অন্য। 'অন উপায়ে পার গ জাই।' চর্যা ৩৮, ১২০০।

অন ইউরোপিয়ান *বিণ* ইউরোপের অধিবাসী নয় এমন। 'তা প্রধানত আসছে অন ইউরোপিয়ান লোকদের দেশ থেকে।' সবুজ, ১৯২০।

অনংশীকরণ [স] *বি* প্রাণা অংশ থেকে বঞ্চিত করা। 'পৈতৃকাধিকারে অনংশীকরণ স্বরূপ দণ্ড দিবেন এমনত কোন জাজসাহেব নাহি।' দর্পণ, ১৮৩১।

অনক্ষণ [স] *অনুক্ষণ* *ক্রিবিণ* অনুক্ষণ; সর্বদা। 'আমি তোর সারথি সদত অনক্ষণ।' রূপরাম, ১৭৫০।

অনক্ষন [স] *অনুক্ষণ* *ক্রিবিণ* অনুক্ষণ; সর্বদা। 'অনক্ষন তোমা বিনে আন নাহি মনে।' মালাশর, ১৫০০।

অনক্ষর [স] *বিণ* নিরক্ষর। 'বালিকা অজ্ঞান, অনক্ষর, অসং, তাহার মহিমা জ্ঞানে অশক্ত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনগ্নি [স] *বিণ* আগুনে পোড়ানো হয়নি এমন। 'সঙ্কন সমাজে অপরিষ্কৃত বিদ্যা, অনগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায়, বিশ্বসনীয় হয় না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অনয়সর [স] *বিণ* অগ্রগতি লাভ করেনি এমন। 'মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনয়সর।' বেগম, ১৯৪৯।

অনয়সরতা *বি* পচাৎপদতা। 'এই অনয়সরতার কারণ পূর্ণপ্রত্যাহার বেগম, ১৯৪৮।

অনয় [স] *বি* পরিভ্রম সত্তা। 'হে অনয়ে! যে ব্যক্তি প্রাণীসমূহের নিন্দাকাণ্ডী ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অনন্তুরিত [স] *বিণ* মুকুণ্ঠিত হয়নি এমন; গুপ্ত। 'অনন্তুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অনঙ্গ [স] *১* *বিণ* কামদেব সম্পর্কিত। 'ভিতরে অনঙ্গ আনল জ্বলে।' বড়, ১৪৫০। *২* *বি* যৌন কামনা। 'অধি রসে দৃষ্টি ভঙ্গে জিয়ায় অনঙ্গ।' জালাওল, ১৬৮০। *৩* *বি* *বিণ* অঙ্গহীন। 'দেখি রক্ত হবে আজি অঙ্গের অঙ্গ।' মদনমোহন, ১৮৩৪। 'অঙ্গ ধরি সে-অনঙ্গশূন্য বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সন্মতার প্রীতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অনঙ্গদাহন [স] *বি* কামদাহন। 'জাগো অনঙ্গদাহন নয়নের তাপ।' নজরুল, ১৯৩০।

অনঙ্গদেবতা [স] *বি* মদন; কামদেব। 'একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে মব ছুবনে, মরি মরি অনঙ্গদেবতা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অনঙ্গরঙ্গিণী [স] *বিণ* স্ত্রী যৌন-আবেদনময়ী। 'অনঙ্গরঙ্গিণী কিবা ত্রিদেব ঈশ্বরী।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অনঙ্গশেখর [স] *বি* সংকুত হৃদয়বিশেষ। 'এবার আমার বিলাস গুরু অনঙ্গশেখরে।' নজরুল, ১৯২৫।

অনচ্ছ [স] *বিণ* অযচ্ছ। 'অনচ্ছ আলোকে।' মোহিত, ১৯৪০।

অনচ্ছতা [স] *বি* অস্পষ্টতা; অযচ্ছতা। 'তাঁদের দৃষ্টির অনচ্ছতা এবং বিজাতীয় মনোভাবের খোশারত দিয়েছেন পরবর্তী মুসলমান জেনারেশন।' মুরশিদ, ১৯৭১।

অনট চুটকী [স] *ছোটকী*। 'বি রূপার তৈরি পায়ের আংটিবিশেষ। 'অনট চুটকী দরুণ সহস্ররাম বিদ্যাবিনী ...।' চিঠিপত্র, ১৭৪৭।

অনটন [স] *বি* অভাব। 'কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অনটল [অন+টলছ] *বিণ* অনড়। 'আমার কথা সর্বথাই অনটল পাবেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

অনড় [স] *১* *বিণ* নড়ে না এমন। 'চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিকুণ্ড আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। *২* *বিণ* অবিকল। 'সেই বিশ্বাসের অনড় জমিনে দেখি না ...।' শামসুর, ১৯৬৩।

অনড়ড় [স] *বি* স্থবিরতা। 'কর্মজীবনের অনড়ড় হয়াত অনেকাংশে এড়ানো যেতো।' সনৎ, ১৯৭০।

অনতএ, অনতয় [স] *অন্যত্র* *১* *ক্রিবিণ* অন্যদিকে। 'কেলিক রডস জব সূনে। অনতএ হেরি তভহি এএ কানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। *২* *ক্রিবিণ* অন্যত্র। 'সখি লখি অনতয় চলু বরনারি।' শেখর, ১৬০০।

অনতহি [স] *ক্রিবিণ* অন্যত্র। 'অনতহি গমনে এতহি নিহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অনতহু [স] *অন্যত্র*। *ক্রিবিণ* অন্য স্থানে। 'অনতহু জাইতে এতহি নিহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অনতি [স] *বিণ* বেশি নয় এমন; স্বল্প। 'অনন্তর, অনতি-দূরবর্তী স্বেচ্ছাসিদ্ধেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনতি-উচ্চ [স] *বিণ* খুব বেশি উচ্চ নয় এমন। 'সাহেবেরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরেরদীর উপরে উঠিল।' প্রভাত, ১৮৯৬। 'অনতি-উচ্চ পঙ্খিল আসনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অনতিকায় [স] *বিণ* খুব বড়ো নয় এমন। 'শ্রমনিবিড় অনতিকায় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ... সমর্থন করে আসছি।' শিব, ১৯৫৬।

অনতিকাল [স] *বি* স্বল্পকাল। 'অনতিকাল পরে এক যুগ সন্তান প্রসব করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অনতিকোমল [স] *বিণ* খুব নরম নয় এমন। 'নিঃস্বপ্ন ঘুমের ভিতরে একটি অনতিকোমল শরীরের স্পর্শে ...।' মাল্লান, ১৯৬৮।

অনতিক্রমণীয় [স] *বি* যাকে লঙ্ঘন করা যায় না। 'ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে নির্বাক অনতিক্রমণীয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অনতিক্রমণীয়ভাবে [স] *ক্রিবিণ* অতিক্রম করা যায় না এমনভাবে। 'সে ক্ষমতা অনতিক্রমণীয়ভাবে যুক্তিবিরাণী।' শিব, ১৯৫০।

অনতিক্রম্য [স] *বিণ* লঙ্ঘন করা যায় না এমন। 'তারই অদম্য অনতিক্রম্য চানে।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

অনতিক্রম্যতা [স] *বি* অতিক্রমের অসম্ভাব্যতা। 'ম্যাতারিনরাও এ প্রভাবে অনতিক্রম্যতা অস্বীকারে অকৃতকাব্য।' শিব, ১৯৭৩।

অনতিক্রম্য [স] *বিণ* খুব ক্ষুদ্র হয়নি এমন। 'সে চক্র নিয়তি পথে অনতিক্রম্য রেখায় অহরহ চলিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অনতিক্রুক [স] *বিণ* অতি ক্রুক নয় এমন; অংশত শান্ত। 'উদাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন এহরুপ পৃথিবী যে অনতিক্রুক পরিণতি লাভ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অনতিগোচর [স] *বিণ* বেশি জানা বা দেখা যায় না এমন। 'ছবি এল চোখে জীবনযাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অনতিচির [স] *বিণ* দীর্ঘকাল নয় এমন। 'তিনি অনতিচির সময়ের মধ্যেই ... প্রতিপন্ন হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অনতিদীর্ঘ [স] বিণ বেশি লম্বা নয় এমন। 'শরীরটি অনতিদীর্ঘ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অনতিদীর্ঘকাল [স] বি অল্প সময়। 'অনভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুবিনীত হইয়া উঠিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অনতিদূর [স] বি অল্প দূরত্ব। 'সে ঐ স্থানের অনতিদূরে বাস করিত।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অনতিদূরবর্তী [স] বিণ খুব দূরে অবস্থিত নয় এমন; নিকটবর্তী। 'অনুরবর্তী অনতিদূরবর্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনতিক্রান্তগামী [স] বিণ খুব দ্রুত চলে না এমন। 'অনতিক্রান্তগামী বাষ্পীয় রথ অতি মৃদুগামী বলিয়া তাহাদের ভ্রম জন্মে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অনতিপক্ক [স] বিণ খুব পাকনি এমন। 'অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোন্দর মতো দেখাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অনতিপূর্ব, অনতিপূর্ব [স] বি খুব আগে নয় এমন সময়। 'অনতিপূর্বের সর্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অনতিপূর্বে, অনতিপূর্বের [ক্রিবিণ] অল্পকাল আগে। 'বিবাহের অনতিপূর্বে কুসুম এমনই ব্যাকিয়া দাঁড়াইল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অনতিপ্রয়োজনীয় [স] বি বেশি প্রয়োজন নেই যার। 'অনতি-প্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অনতিপ্রাচীন [স] বিণ খুব প্রাচীন নয় এমন; নিকট অতীতের। 'অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অনতিবিকসিত [স] অনতিবিকসিত। বিণ তেমন বিকসিত হয়নি এমন। 'শিশু সন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিদ্য বারবার অবলোকন ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অনতিবিলম্বে [স] ক্রিবিণ খুব বিলম্ব না করে। 'অনতিবিলম্বে, কন্যার কণ্ঠেরে মাংস শোণিত প্রকৃতির আবিষ্কার ও প্রাণসম্ভার হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনতিবিত্তীর্ণ [স] বিণ খুব বিতৃত নয় এমন। 'অনতিবিত্তীর্ণ দীপই ইহাদের আবাসভূমি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অনতিব্যক্ত [স] বিণ খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয় এমন। 'অনতিব্যক্ত আশার তাড়না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অনতিযৌবনা [স] বিণ খুব নবযৌবনা। 'একটি কন্যা, অনতিযৌবনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনতিরিক্ত [স] বিণ অতিরিক্ত নয় এমন। 'অনতিরিক্ত তথাপি আপনার বিবেচনায় যাহা ন্যায্য।' চাক্ষুঃপ্রকাশ, ১৮৭৩।

অনতিশ্রদ্ধা [স] বিণ সহজে লঙ্ঘ করা যায় না এমন। 'কলমটা ... টেবিলের কোনো অনতিশ্রদ্ধা অংশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অনতিশয় [স] বিণ অতিরিক্ত নয় এমন। 'শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অনতিশীঘ্রগামী [স] বিণ খুব দ্রুতগামী নয় এমন। 'অনতিশীঘ্রগামী পণ্যবাহী রথ অন্যায়সে স্থগিত করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অনতিসম্ভ্য [স] বিণ যথেষ্ট সভ্য নয় এমন। 'আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণসিংহের মনটি উহার শরীরের মাশে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অনতিস্পষ্ট [স] বিণ খুব স্পষ্ট নয় এমন। 'অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল

শৈলরেখা'। বিভূতি, ১৯৩১।

অনতিস্কুট [স] বিণ আধফোটা। 'একমুঠা অনতিস্কুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খাপার মতো বেড়াইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অনতিহিস্ত [স] বিণ খুব হিস্ত নয় এমন। 'নিষ্কামে অনতিহিস্ত অর্থাৎ একবারে হিংসাদি বর্জন না করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অনর্থ [স] অনর্থ। বিণ অকল্যাণকর। 'অনর্থ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটি অকল্যাণ বায়ুক ...।' বিভূতি, ১৯২৯।

অনর্থিক [স] বিণ বেশি নয় এমন। 'আট টাকার অনর্থিক মাসিক বেতনের বা অনির্ভারিত বেতনের নূতন কোন্ কর্মচারী ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অনর্থিককাল [স] বি অল্প সময়। 'অনর্থিককালের মধ্যেই তিনি ... ক্ষমতাপন্ন লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অনর্থিকার [স] ১ বি অধিকার না-থাকা। 'শাস্ত্র বেদ তৎপাঠে একেবারে শূন্যের অনর্থিকার।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৩। ২ বিণ অপ্ৰাসক্তিকতা। 'সব জিনিসই ভাঙ্গে-মন্দ অধিকার-অনর্থিকার আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ অধিকারবর্জিত। 'তার মধ্যে কোনো অনর্থিকার উদ্ধৃত্যের ইতিহাস নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অনর্থিকারচর্চা, অনর্থিকারচর্চা [স] বি যে বিষয়ে অধিকার নেই সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ। 'অনর্থিকারচর্চা করিও না।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'সহসা গুটিপাকার রোগ নির্ণয় করিতে বস তাহার পক্ষে একপ্রকার অনর্থিকারচর্চা বলিয়া মনে হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অনর্থিকারপ্রবীণতা [স] বিণ খুব অধিকার ছাড়া প্রবেশ করেছে এমন। 'অনর্থিকারপ্রবীণতা কোন গাভী ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

অনর্থিকারলঙ্ঘ [স] বিণ বিনা অধিকারে প্রাপ্ত। 'আমাদিগকে ... অনর্থিকারলঙ্ঘ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিডেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনর্থিকারিণী [স] বিণ খুব অধিকারহীন। 'খ্রীলোক অনর্থিকারিণী থাকিবে কেন?' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অনর্থিকারী [স] ১ বিণ অধিকার ভঙ্গকারী। 'ভৌমিক অন্যায়ক্রমে অনর্থিকারী হইয়াছে।' ডানকান, ১৭৮৫। ২ বিণ অধিকারবর্জিত; মালিকানাশূন্য। 'ভিক্ট্রী বিনা কোন ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির অনর্থিকারী হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিণ অধিকার নেই এমন। 'আমি তাহাকে তদ্বিষয়ে অনর্থিকারী বলিয়া উল্লেখ করিতাম।' অক্ষয়, ১৮৫১।

অনর্থিগম্য [স] ১ বিণ অবোধ। 'ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনর্থিগম্য।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ গম্যের অযোগ্য। 'ধড়টাকে অপরের অনর্থিগম্য করতে আঁঠেপুটে বেঁচেছি।' অন্নদা, ১৯২২।

অনর্থীত [স] বিণ অপঠিত। 'বৈখানি সযত্নে প্রত্যাগণ করলে, বলা বাহুল্য অনর্থীত অবস্থায়ই।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অনর্থীন [স] বিণ অধীন নয় এমন। 'আমি দেখিয়া অবধি যুবজান-সুলভ অনর্থীন থাকি নাই।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

অনর্থীনতা [স] বি কর্তৃত্বহীনতা। 'কোন সর্বজ্ঞ পুরুষের অনর্থীনতাতে শুদ্ধই কেবল মনুষ্যের সৃষ্টির প্রতি কারণ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

অনর্থ্যায় [স] বিণ অধ্যয়নহীন। 'এই মহীয়সী আফ্রিকা দ্বারা, নিউটনের অনর্থ্যায় বৎসর সঞ্চল ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অননুক্ষপায়ী [স] বি সহানুভূতিহীন ব্যক্তি। 'অননুক্ষপায়ীদের সৃষ্টি.'

সুখীভূত, ১৯৩৩।

অননুক্রমণী [স] *বিণ* অনুক্রম করা যায় না এমন। 'তাহার অননুক্রমণীয়া চিত্রসকল রাবিয়া গিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অননুকারিণী [স] *বিণ* স্ত্রী অনুকরণ করা যায় না এমন। 'তোমায় সম্পূর্ণ করবো পান, হে অননুকারিণী প্রেম।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অননুগামী [স] *বিণ* অনুগামী নয় এমন। 'অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অননুতত্ত্ব [স] *বিণ* অনুতত্ত্ব নয় এমন। 'অননুতত্ত্ব।' *সুখীভূত*, ১৯৩৩।

অননুবর্তিনী [স] *বিণ* অনুসরণ করে না এমন। 'সাবলীলভাবে আমি রহস্যের অননুবর্তিনী।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অননুভূত [স] *বিণ* অনুভব করা যায়নি এমন। 'অজ্ঞাত আকার এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশ্রিত সমষ্টিমাত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'অননুভূত একটা স্নেহেরসে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অননুভূতপূর্ব [স] *বিণ* আগে অনুভব করা হয়নি এমন। 'তদীয় আবাসে উল্লিখিত ইহায়া, অননুভূতপূর্ব, চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আশাদান ঘারা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অননুভূতি-কাল [স] *বি* অনুভূতিশূন্য সময়। 'শীতে গাছের অননুভূতি-কাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ ইহায়া পড়ে।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

অননুমেষ [স] *বিণ* অনুমান করা যায় না এমন। 'অন্যের অননুমেষ অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অননুমোদিত [স] *বিণ* অনুমোদিত হয়নি এমন। 'কোন কথা বস্তুত অননুমোদিত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অননুসৃত [স] *বি* অনুক্রমণ। 'তুমি গ্রীষ্মদেশ, তুমি উইলিয়ম অননুসৃত স্থপায়ান।' *শক্তি*, ১৯৭০।

অনন্ত [স] *বি* বাহুতে পরার অলংকারবিশেষ। 'গুরু কেনার জন্য জাহার অনন্তজোড়া বাগাইয়া লয় নাই?' *ময়নিক*, ১৯৩৬।

অনন্ত [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরান) বিষ্ণু। 'মহিমা বলিতে তোমার অনন্ত না পারে।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অন্তহীন। 'অনন্ত ব্রহ্মাও মোর যে অঙ্গেতে বসে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'জগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা, জীবনের অনন্ত পিপাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *বিণ* অশেষ গুণসম্পন্ন। 'সব কথা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *বি* অসীম যে। 'যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনন্ত-আনন্দ [স] *বি* কখনো শেষ হয় না এমন আনন্দ। 'তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনন্তকর্মী, অনন্তকর্ম্মী [স] *বিণ* অনন্তকাল ধরে যার কর্ম চলতে থাকে। 'অনন্তকর্ম্মী অসীম শক্তিশালী ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্যোক্ষাটনে ... অসমর্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অনন্তকাল [স] *বি* চিরকাল। 'ইহা অনন্তকাল এইরূপ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

অনন্তকালে *ক্রি* *বিণ* চিরকাল ধরে। 'অনন্তকালে তোর কোলে তাজিবে এ দেহ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অনন্ত গগন [স] *বি* অসীম আকাশ। 'পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অনন্তগামিনী [স] *বিণ* স্ত্রী নিরবচ্ছিন্ন গমন করে এমন। 'পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭০।

অনন্তগুণ [স] *বি* অসংখ্য গুণ। 'তাঁহার অনন্তগুণ কহি দিহুমাত্র।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনন্তচক্র [স] *বি* সৌরমণ্ডল। 'মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অনন্তজ্ঞান [স] *অনন্তজ্ঞানী*। *বি* অন্তহীন জ্ঞানের অধিকারী। 'সেই পরমাদি অনন্তজ্ঞান।' *জ্ঞানারূপোদয়*, ১৮৫২।

অনন্ত পুরুষ [স] *বি* ঈশ্বর। 'তুমি যেন অনন্ত পুরুষ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অনন্ত-প্রসারিত [স] *বিণ* অন্তহীনভাবে বিস্তৃত। 'বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অনন্তবিহার [স] *বিণ* সীমাহীনভাবে বিস্তৃত। 'দক্ষিণে অনন্তবিহার ভারতসমুদ্র।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

অনন্তবিভূত [স] *বিণ* অনন্তব্রহ্মার। 'তোমরা যে অনন্তবিভূত লোকে আত্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

অনন্তবীর্ঘ [স] *বিণ* শক্তি কখনো ফুরিয়ে যায় না এমন। 'মানুষ যখন তুমিই অনন্তবীর্ঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনন্তবেদনাময় [স] *বিণ* সীমাহীন বেদনাপূর্ণ। 'মিথ্যা বলেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীমসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনন্ত-যৌবনা [স] *বিণ* স্ত্রী চিরযৌবনা। 'কোথায় পৌষোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অনন্ত রচনা [স] *বি* সীমাহীন সৃষ্টি। 'তুমি বিশ্বরচয়িতার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ—আইস।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

অনন্তরত্নভূষণ [স] *বিণ* অশেষ রত্নভাণ্ডার আছে এমন। 'পথিছ বাসুকার এক এক কথা, অনন্তরত্নভূষণ নন্দাধিরাজের ডগ্গাংশ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অনন্তরসসন্ধা [স] *বিণ* অমৃতবর্ষী। 'অনন্তরসসন্ধা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইচ্ছিত দিত।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অনন্তরামি [স] *বি* শেষ নেই এমন রাত। 'ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অনন্তরূপিণী [স] *বিণ* স্ত্রী নানা রূপধারী। 'অনন্তরূপিণী রাজরিশী।' *মুহুন্দ*, ১৬০০।

অনন্তলীলা [স] *বি* অন্তহীন লীলাখেলা। 'প্রভুর অনন্তলীলা বুঝিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অনন্তলোক [স] *বি* সীমাহীন জগৎ। 'গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনন্তশয্যা [স] *বি* মুক্তাশয্যা। 'সাদে তিন হাত জমিতে ... অনন্ত শয্যায় শয়ন করবার জন্যে।' *প্রমথ*, ১৯১৯; 'বড়ো জোর অনন্তশয্যা পর্শন্ত পৌছল সে।' *অবন*, ১৯২৫।

অনন্তশয়ন [স] *বি* মুক্তা। 'ভেসেওতা ডোলা জুড়ে অনন্তশয়ন লাগে ভালো।' *শঙ্ক*, ১৯৭৩।

অনন্তশেখর [স] *বি* নিঃসীম চূড়া। 'অনন্ত তুষারে যেন অনন্তশেখর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অনন্তসঞ্চিত [স] *বিণ* বহুকাল থেকে সঞ্চিত। 'তুমি আছ হিমচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অনন্তসত্য [স] *বি* চিরকালীন সত্য। 'তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অনন্তসীমা [সি] বি অসীম সত্তা। 'জল দাও, জল দাও অনন্তসীমা ...।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অনন্তস্থ [সি] বিণ আকাশে অবস্থিত। 'মুফ হইয়া পৃথিবীস্থ ... অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন।' হুস্তপ্রসাদ, ১৮৮১।

অনন্তপ্রোক্তা [সি] বিণ চিরকাল পাওয়া যায় এমন। 'কাছেই ইদারা খুড়বে – তুলবে জল অনন্তপ্রোক্তা।' শক্তি, ১৯৬৬।

অনন্তমূল [সি] বি এক ধরনের লতা। 'অনন্তমূল হয়েছে দেখ দেখি।' তারা, ১৯৪০।

অনন্তর [সি] ১ ক্রিবিণ অতঃপর। 'অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটাতে।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ২ অব্য অধিকৃত। 'অনন্তর এক ব্যক্তি দক্ষিণদেশীয় গৌড় বোহারা।' ভবানী, ১৮২৮।

অনন্তিক [সি] বি খুব নিকটবর্তী স্থান। 'অবাক হইয়া কন অনন্তিকে অসি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অনন্দ [সি] নন্দ+বি নিরানন্দ। 'সুখের পিরীতি অনন্দ যে রীতি দেখিতে সুন্দর হয়।' চণ্ডী, ১৫৫০।

অনন্দা [সি] আনন্দ বি আনন্দ। 'তইঅও কুমুদিনি করএ অনন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অনন্ধ্য [সি] বি অমিল। 'ইহা প্রয়োগের কারণ কেবল রচনার শোভার্থে বস্তুতঃ এক প্রকার অনন্ধ্য।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অনন্ধিত [সি] বিণ অসংলগ্ন। 'অনন্ধিত নিন্তেজ চিন্তারা ...।' সিকান্দার, ১৯৫৮।

অনন্য [সি] ১ বিণ অসাধারণ। 'অজিহ্ম তাহান নাম অনন্য অতুল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ একাঙ্গ। 'কেবল অননা ভাবে/ একস্থ হইয়া সেবে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিণ অতুলনীয়। 'আর অল্প সুদামা অনন্য করে মানে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ বিণ বিকল্পহীন। 'অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক।' হতোম, ১৮৬৮।

অনন্যকর্মী [সি] ১ বিণ একাঘ্রচিত। 'এক্ষণে, অনন্যকর্মী হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ একক কর্মে রত। 'তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মী হইয়া কেবল পনার্থবিদ্যার অনুশীলনে রত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অনন্যকাম [সি] বিণ একক কর্মে রত। 'মহম্মদ ধর্মসূত্রে ... অনন্যকাম করিয়া, তাহাদিগকে এক মহাসঙ্কল্পে ব্রতী করিতে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অনন্যগতি [সি] বিণ অন্যত্র আশ্রয় নেই এমন। 'কুমুদিনীর একমাত্র তিনি অনন্যগতি।' হতোম, ১৮৬১।

অনন্যগতিক [সি] বিণ কোনো উপায় নেই এমন। 'অনন্যগতিক আনাধ নির্ভন মহাব্যাখ্যিস্ত লোকের আহ্বার প্রদান।' দর্পণ, ১৮১৮।

অনন্যচিন্তি [সি] বিণ একাঘ্রচিত। 'সেই "দুই নূতন"কে ভুলিবার জন্য অনন্যচিন্তি হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অনন্যচিত্ত [সি] বিণ ঐ একাঘ্রচিত। 'অনন্যচিত্ত হইয়া হিরকর্ণে শ্রবণ কর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনন্যচেতা [সি] বিণ একাঘ্রচিত। 'অনন্যচেতা হয়ে বহুপঙ্কাসনে শুধু সাহিত্যেরই ধ্যান করব।' অচিন্ত, ১৯৫০।

অনন্যতত্ত্ব [সি] বিণ মৌলিক। 'কীর্তনসংগীতে বাঙালির এই অনন্যতত্ত্ব প্রতিভায় আমি পৌরব অনুভব করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনন্যতত্ত্ব [সি] বি মৌলিকত্ব। 'অন্যান্য প্রতিভায় যেমন

ওরজিন্যালিটি অর্থাৎ অনন্যতত্ত্বতা প্রকাশ্য পায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনন্যতত্ত্ব [সি] বিণ মৌলিক। 'অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতত্ত্ব প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনন্যদৃষ্টি [সি] বিণ একাঘ্রদৃষ্টি। 'বিশ্বয়াবিত্ত ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৪৭।

অনন্যধর্মী [সি] বিণ একক ধর্মে রত। 'ঐ পুত্র ... অনন্যকর্মী ও অনন্যধর্মী হইয়া, নিরন্তর পিতামাতার সেবা করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনন্যপরায়াণ [সি] বিণ অন্যত্র আসক্তিহীন। 'এসো আমার অনন্যপরায়াণ ফুরয়ের মধ্যে এসো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনন্যপূর্ণা [সি] বিণ ঐ পূর্ণে যে অন্যের ছিল না এমন; কুমারী। 'সে তবু অনন্যপূর্ণা আমার যৌবনে।' সিকান্দার, ১৯৫৬।

অনন্যব্রত [সি] বিণ অন্য ব্রত নেই এমন। 'অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

অনন্যভাবে [সি] ক্রিবিণ একাঘ্রচিত্রে। 'পূজেন হরিষময় অনন্যভাবে ভূতনাথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনন্যমন [সি] বিণ অন্য কিছুতে লিপ্ত নয় এমন মন। 'অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অনন্যমনা [সি] বিণ গভীর মনোযোগী। 'অষ্ট প্রহর, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মী হইয়া ... ধ্যান করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনন্যযোগিতা [সি] বি অন্যের সঙ্গে যোগশূন্যতা। 'তার যে একান্ত অনন্যযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনন্যশরণ [সি] বিণ আশ্রয়হীন। 'অনন্যশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনন্যশাসনা [সি] বিণ সার্বভৌম। 'চতুঃসমুদ্র যার অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিচা সেই রাজা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অনন্যসহায় [সি] বিণ সহায়হীন। 'অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আশোনা ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অনন্যসাধারণ [সি] বিণ অসাধারণ। 'অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত ...।' দর্পণ, ১৮১৮।

অনন্যসামান্য [সি] বিণ অসামান্য। 'ক্লাবিক্যার অনন্যসামান্য কঠিন বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য।' প্রমথ, ১৯১৩।

অনন্যসুন্দর [সি] বিণ অতুলনীয় সৌন্দর্যবিশিষ্ট। 'এই অত্যাশুত ও অনন্যসুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করতে করতে ...।' মাহেন্দো, ১৯৪৯।

অনন্য [সি] বিণ ঐ অধিতীয়। 'হে মোর বন্যা, তুমি অনন্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অন্যোপস্থিতিবৃত্তি [সি] অনন্য-ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিণ অন্য কোনো ইন্দ্রিয়বৃত্তি নেই এমন। 'প্রায় অনশনে, সেই বিকটাকারে অন্যোপস্থিতিবৃত্তি হইয়া, বামীর চিন্তা করিতে লাগিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনন্যোপায় [সি] অনন্য+স উপায় বিণ অন্য উপায়হীন। 'বীর্য-ধর্মরক্ষণে অনন্যোপায় নিরীক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণতা।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অনপচার্য [সি] অন-অপকারী বিণ উপকারী। 'তাহাদিগের মন্দ চেষ্টাকে কোন অপপকারী ছলের দ্বারা ব্যর্থকরণ কেবল নিরপরাধ নহে।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

অনপচার্য [সি] বিণ অপচার্য হয়নি এমন। 'ক্ষমতা আছে একমাত্র

অবিধিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের।' মানিক, ১৯৩৫।

অনপনীয় [স] *বিণ* মুখে যাবে না এমন; অমোচনীয়। 'ইংলরীয় লোকের যথোপযোগি ও অনপনীয় কলঙ্কারি বিষয় সামগ্রী।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অনপনয় [স] *বিণ* অপসারণের অযোগ্য। 'কুয়াশার আবরণ থেকে চেয়ে দেখেছে অনপনয়ে কুহলিন।' জীবন, ১৯৩০।

অনপরাধ [স] *বি* নির্দোষতা; দোষহীনতা। 'তুমি জানো প্রিয় আমার অনপরাধ।' শক্তি, ১৯৬৫।

অনপরাধী [স] *বিণ* নিরপরাধ; নির্দোষ। 'এক সিংহ দৈবাৎ এক অধীন অনপরাধী ইন্দুরের উপর থাবা মারিল।' তারিণী, ১৮০৩।

অনপেক্ষ [স] *বিণ* নিরপেক্ষ; স্বাধীন। 'যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, ততি, দক্ষ, ... অথচ সর্বসাক্ষর পরিত্যাগ করিতে সক্ষম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অনপেক্ষিত [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিঘাদপ্রতিমা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

অনবকাশ [স] *বি* অবকাশের অভাব। 'অনবকাশ-সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমনা করিতে পারি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনবকাশ [স অনবকাশ] ১ *বি* অবসরের অভাব। *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বি* স্থানের অভাব। 'অনবকাশ প্রযুক্ত ছাপান গেল না।' দর্পণ, ১৮২২।

অনবগত [স] ১ *বিণ* জানে না এমন। 'একতার মর্ম অনবগতে ... নিতেজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ *বিণ* অজ্ঞাত। 'যে অর্শপাশ অনবগত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনবগঠন [স] *বি* আচ্ছাদনহীনতা। 'উরোজের অনবগঠনে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩১।

অনবগঠিতা [স] *বিণ* স্ত্রী অনাবৃত। 'উষার উদয়-সম অনবগঠিতা, তুমি অকৃতিতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনবচ্ছিন্ন [স] *বিণ* নিরবচ্ছিন্ন; হেদহীন। 'অনবচ্ছিন্ন যৌবনপ্রবাহের মূর্তা একটা বাক, জন্ম তার উন্টোপিত।' অন্নদা, ১৯২৮।

অনবচ্ছেদ [স] *বি* নিরবচ্ছিন্নতা। 'সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে তাঁদের উপস্থিতির অনবচ্ছেদ প্রায় অবিখ্যাস্য।' শিব, ১৯৫৬।

অনবতুল [স] *বিণ* অনুপম। 'তার অশেষ পরিবর্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

অনবদ্য [স] *বিণ* ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় এমন। 'পুস্তকের অক্ষর, মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ, সমস্তই উত্তম এবং পরিভুক্তায় অনবদ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অনবদ্যা [স] *বিণ* স্ত্রী অনিন্দ্য। 'কবিতা বনিতা লতা/ হবে অনবদ্যা।' অন্নদা, ১৯৭২।

অনবদ্যাস [স] *বিণ* অতুলনীয়। 'বিরাত বিশাল অনবদ্যাস-মনোহর সাহিত্যসৌধ রচনা করিতে হইবে।' শরীফদ্বারা, ১৯৩১।

অনবধান [স] ১ *বি* উপেক্ষা। 'যতক্ষণ রাসের প্রাদুর্ভাব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে।' তারিণী, ১৮০৩। ২ *বিণ* অনায়াসসাধ্য। 'অনবধান মূল পাইলে কোন্ ব্যাধবব্যবসায় হইয়া ডাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ *বি* অমনোযোগ। 'অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অনবধানতা [স] ১ *বি* অবহেলা। 'অনবধানতাতে এবং অনিচ্ছিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমিদারী অবশ্য নিলাম হইয়াছে।' দর্পণ,

১৮৩৩। ২ *বি* অসতর্কতা। 'আপন অনবধানতা-দোষে প্রাণ-সংহারাদি যত দুর্ঘটনা ঘটে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ *বি* অমনোযোগ। 'কি বেটা, আমার অনবধানতা?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অনবধানতা-দোষ [স] *বি* অসতর্কতা-দোষ। 'আপন অনবধানতা-দোষে প্রাণ-সংহারাদি যত দুর্ঘটনা ঘটে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অনবধানতাবশত [স] *ক্রিবিণ* সতর্ক না থাকায়। 'সংস্কৃত ভাষার মুখোশ পরে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহে অনবধানতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অনবরত [স] ১ *ক্রিবিণ* সব সময়ে। 'বাবুর নিকট অনবরত হাজীর থাকে।' দর্পণ, ১৮২১। ২ *বিণ* অবিরাম। 'তথ্যেতে অনবরত লোক যাত্রা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২।

অনবরুদ্ধ [স] *বিণ* উন্মুক্ত। 'সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পেয়ালায় মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অনবসর [স] ১ *বি* অবসরের অভাব। 'অনবসরে করে প্রভুর ক্রীড়াসেবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিণ* অবসর নেই এমন। 'বাবু কোন কার্যবশতঃ অবসর ছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনবসিত [স] *বিণ* অসমাপ্ত। 'অনবসিত ... এই সীমা।' জীবন, ১৯৪০।

অনবহুচিন্তিতা [স] *বি* অস্থির মন; চঞ্চলমতিত্ব। 'মূর্খোচিত দাম্ভিকতা সর্বজ্ঞতা অনবহুচিন্তিতা, বেহোচারিতা প্রভৃতি।' প্রমথ, ১৯৩৩।

অনবহিত [স] ১ *বিণ* অমনোযোগী। 'রাজা বড় ভোগী ছিলেন; অতএব চাক্ষু্যপারে সর্বদা অনবহিত থাকিতেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ *বিণ* অসতর্ক। 'তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অনবহিত থাকিবে না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনবীন [স] *বিণ* অনাধুনিক। 'সে মত প্রাচীন হলেও অনবীন নয়।' প্রমথ, ১৯২৯।

অনভিজ্ঞাত [স] *বিণ* অভিজাত নয় এমন। 'লেখকগণও সাধারণত অনভিজ্ঞাত নন।' শরীফ, ১৯৭০।

অনভিজ্ঞাতিক [স] *বিণ* অভিজাত নয় এমন। 'হঠাৎমধ্যে ফিরে যেন অবধে চিৎকারি অনভিজ্ঞাতিক দল্ল।' সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

অনভিজ্ঞ [স] ১ *বিণ* অভিজ্ঞতা নেই এমন। 'স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ *বিণ* অজ্ঞাত। 'জ্বরের ঔষধ বাঙ্গালী দৈন্দ মহাশয়েরা কি সেবন করান তাহা অনভিজ্ঞ।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ *বিণ* অশিক্ষিত। 'অনভিজ্ঞ সামান্য লোক দ্বারা অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৪ *বিণ* জ্ঞানহীন। 'তাহা অবলীলাক্রমে অনভিজ্ঞ বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অনভিজ্ঞতা [স] ১ *বি* অজ্ঞতা। 'এ স্থানের রীতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত।' ভবানী, ১৮২৩। ২ *বি* অশিক্ষতার অভাব। 'ইহাতে এককীয়ের অল্পবয়স এবং সংসারতন্ত্রে অনভিজ্ঞতা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ *বি* ধারণার অস্পষ্টতা। 'চারুপাঠের বিরোধিত বর্ণনা সত্ত্বেও পুরুষজ সম্বন্ধে আশার অনভিজ্ঞতা দূর হইল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ *বি* হাতে-কলমে কাজের জ্ঞান। 'যখন জ্ঞানশূন্য এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়োজিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

অনভিজ্ঞতাবশত [স] *ক্রিবিণ* অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও। 'অক্ষমতা ও অনভিজ্ঞতা-বশত সেই ওজনটি যাহারা পান নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনভিজ্ঞা [স] ১ *বিণ* স্ত্রী অভিজ্ঞতাহীন। 'অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোক।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ *বিণ* স্ত্রী অজ্ঞ। 'অক্ষমতা দেবী কি

অনভিনিবেশ

মিথ্যাবাদিনী? না দৈব ব্যাপারে অনভিজ্ঞা? মাইকেল, ১৮৭৩।

অনভিনিবেশ [স] বি অমনোযোগিতা। 'যা কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলে – মড়কে, সাহিত্যে, মদ-মস্করায়, অনভিনিবেশে।' শক্তি, ১৯৬১।

অনভিনীত [স] বিণ অভিনীত হয়নি এমন। 'অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহার বাড়িয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনভিপ্রায় [স] বি অনিচ্ছা। 'সাহেব প্রথমতঃ তাহাতে অনভিপ্রায় প্রকাশ করেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

অনভিপ্রেত [স] ১ বিণ বাক্তিত্ব নয় এমন। 'অনভিপ্রেত বলিলে আর রক্ষা থাকে না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ অপ্রত্যাশিত। 'কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনভিব্যক্ত [স] বিণ অস্পষ্ট। 'অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অনভিমত [স] ১ বিণ অনুমতিহীনতা। 'তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে ...।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি অসম্মতি। 'শীলকর সাহেব ... কৃষকের অনভিমতে তাহার ভূমি চুক্তি করিয়া যান।' অক্ষর, ১৮৫০।

অনভিলবণীয় [স] বিণ অপ্রত্যাশিত। 'অনভিলবণীয় বাক্য নির্ণত হইলে মম অপরাধ মার্জনা করিবেন।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

অনভ্যস্ত

অনভ্যাস [স] ১ বি চর্চার অভাব। 'লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে এবং অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ২ বি অভ্যাসহীনতা। 'অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ... প্রবেশ করিয়াছিলো।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অনভ্যাসবশত [স] ক্রিবিণ অনভ্যস্ততার কারণে। 'অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অনভ্যাসের ঘোটা কপাল চড়ু চড়ু করে – যে যে-কাজে সারাদিনী নয় সে সে-কাজ করলে কাজ পণ হয়। উমেশ, ১৮৫৭।

অনভ্যস্ত [স] বিণ অভ্যাস নেই এমন। 'অনভ্যস্ত সাজ লঙ্কায় গুড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত সংস্কারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অনভ্যস্ততা [স] বি অনভ্যাস। 'এত দিনের অনভ্যস্ততায় সমস্ত চারুশিল্প যেন ভুলতে বসেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪২।

অনমনীয় [স] ১ বিণ সহজে নোয়ানো যায় না এমন। 'অন্য দিকে বদুর মনের মধ্যে অনমনীয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ দৃঢ়। 'সহ্য করার ক্ষমতা তার অনমনীয়।' মানিক, ১৯০৫। ৩ বিণ আপোহাসহীন। 'এই স্থায়ী অনমনীয় বিরক্তির কারণটা ...।' মানিক, ১৯০৭।

অনমিত [স] বিণ নত নয় এমন। 'আঁবি তোলা অনমিত।' নজরুল, ১৯৩০।

অনমীষ [স] অনিমেষ। বিণ অগলক। 'অনমীষ নয়ন করিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০।

অনম্বর [স] বি আকাশ। 'উজ্জলি যথা ছোট অনম্বর নক্ষত্র।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অনম্বর [স] বি স্ত্রী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'অনম্বর অনাসক্তা চির-একাকিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনম্য [স] বিণ অনমনীয়। 'অদম্য কর্মশক্তির অনম্য প্রতিমান।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অনন্দ [স] বিণ রূঢ়। 'কঠিন অনন্দ রেখার আঘাতে মানাখানা হয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অনন্দ্যতা [স] বি অবিদ্য। 'অসংগত অনন্দ্যতা পরোক্ষে দেশের মেকদপ্তরেই আরো বেশি উজ্জ্বল করে তুললে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অনরবল [স] বিণ শ্রদ্ধেয়। 'শ্রীমতী অনরবল লেডি প্রো।' দর্পণ, ১৮৩০।

অনরবেল [স] বিণ শ্রদ্ধেয়। 'অনরবেল হালিডে সাহেব এই সকল বিষয় বিগতি রূপেই অবগত আছেন ...।' প্রভাকর, ১৮৫৪।

অনরেন্দ্রী [স] বিণ অবৈতনিক। 'শীলকরের অনরেন্দ্রী মেজেষ্টার হয়ে মিউটিনি উপলব্ধ করে দাদন, গাদন ও শামচাঁদ খালাতে লাগলেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

অনর্গল [স] বিণ অবাধ। 'অনর্গল প্রেম সবার চোঁটা অনর্গল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী [স] বি মুক্তবাজার পদ্ধতি। 'আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (free trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট ও কবডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।' বক্তিম, ১৮৯২।

অনর্থ [স] ১ বি বিপত্তি। 'কুজি সনে কুমন্ত্রনা কেকই করিল অনর্থ।' মালোথর, ১৫০০। ২ বিণ অনর্থ। 'অনর্থ নিবৃতি সতে দুরগতি।' চন্দ্রী, ১৫৫০। ৩ বি বিপর্যয়। 'যাবতীয় খ্রীষ্টীয় জাতির মধ্যেও ঐক্য অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৪ বি বামোশার কারণ। 'অর্থই অনর্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বিণ অর্থহীন। 'অর্থকে সে অনর্থ করে দিলে-তবে সে নিজের কাজ চালাতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৬ বি দোচামেতি। 'গুবরে পোকা কাগজের বায়ে এনে রাখে ... কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৭ বি হাস্যাম। 'অনিয়া হয়তো সে রাগিয়া অনর্থ করিবে।' মানিক, ১৯৩৬। ৮ বিণ অনর্থক। 'যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিবাস ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অনর্থক [স] ১ বিণ ব্যথা। 'তখন নিরপরাধের প্রবল হেতু দর্শন অনর্থক হয়।' তারিনী, ১৮০৩। ২ বিণ অকারণ। 'আমারদিগের অনর্থক ক্রোধ আমারদিগকে অশক্ত করিলেক।' তারিনী, ১৮০৩। ৩ ক্রিবিণ অযথা। 'অনর্থক হস্তাক্রম হয়ে ফিরে যাবে।' নজরুল, ১৯২৭।

অনর্থকর [স] বিণ অমঙ্গলকর। 'তাহলে সে যে আমারই পক্ষে অনর্থকর হত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অনর্থকরী [স] বিণ অর্থ উপার্জনে সহায়ক নয় এমন। 'অর্থকরী পারস্য ভাষা শিক্ষা না করে অনর্থকরী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করায় ...।' প্রমথ, ১৯২৮।

অনর্থদর্শী [স] বি সর্বত্র অমঙ্গল দর্শনকারী ব্যক্তি। 'অনর্থদর্শীদের সহিত পরামর্শ ... পরিহার করিয়াহ?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনর্থপাত [স] বি অকল্যাণ। 'তাহাদের নিজেরই অনর্থপাতের সম্ভাবনা।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

অনর্থহেতু [স] ক্রিবিণ অকারণে। 'অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়াকরণে পুরুষ ব্ৰাহ্মণ ক্ষেপণ করে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

অনর্থ [স] বিণ অযোগ্য। 'ছাত্রেরা হিন্দুধর্মের কোন ক্রিয়া করিতে অনর্থ।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অনল [স] বি আতন। 'মুগধী বড়ায় অনল বলাও গাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

অনলউদগারী [স] বিণ ক্লালাময়ী। 'যে কেহ তাঁর অনলউদগারী বক্তৃতা শ্রবণ করেছে ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অনলকণা [স] বি আতনের ফুলকি। 'আসুক ক্রোধের অনলকণা।'

ওয়াসী, ১৯৪৮।

অনলজ্জ্বালা [স] বি আগুনের দাহ। 'কেশপাশ দিয়ে বাহিরিতেছিল দীপ্ত অনলজ্জ্বালা' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অনলতাপ [স] বি আগুনের দাহ। 'যে অনলতাপ যখন সহিব আমি।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

অনলনিশাসী [স] বি নিশ্বাসে আগুন ত্যাগ করে এমন। 'লৌহবাধা পথে অনলনিশাসী রথে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অনলনিশাসী রথ [স] বি রেলগাড়ি। 'এল লৌহবাধা পথে অনলনিশাসী রথে প্রবল ইংরেজ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অনলবর্ষণ [স] বি জোরালো বক্তৃতা প্রদান। 'গুণ্ড মুখে রক্তক্ষরণ বা অনলবর্ষণ করিলে অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করা হবে না।' আজাদ, ১৯৬৪।

অনলশিখা [স] বি আগুনের শিখা। 'একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

অনলশ্বসনা [স] বি শ্বী আগুনের মতো শ্বাস ত্যাগকারী। 'প্রখর মধ্যরাত্রে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে বায়ুশিখা অনলশ্বসনা -।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অনলসমুদ্র [স] বি আগুনের সমুদ্র। 'অনন্ত আকাশশ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অনলোজ্জ্বল [স] অনল-উজ্জ্বল। বি আগুনের মতো উজ্জ্বল। 'মৃৎকলিত অনলোজ্জ্বল পুঙ্খের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অনলকৃত [স] বি শাস্তসজ্জাহীন। 'অনলকৃত নিভৃত অসুখতার মধ্যে দেবমূর্তি নিতরু বিরাজ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনলঙ্কার [স] বি অলংকারহীনতা। 'শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, শুধু অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অনলস [স] বি আগুনের। '... কিছু তাঁহার মন তৎকাল পুঙ্খ অনলস ও কর্মণ্য ছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অনলসভাবে [স] ক্রিবিণ আগুনের মতো। 'রাজা যখন অনলসভাবে কায়িক বাটিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্বক ... স্বহস্তে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে থাকেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনল্ল [স] বি বেশ। 'এতদূত্বের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনল্ল ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনশন [স] বি উপবাস। 'মায়ের ব্রত অনশনে মেনকার স্নেহ প্রকাশ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

অনশনক্রিষ্ট [স] বি অনাহারে কাতর। 'এক দরিদ্র অনশনক্রিষ্ট ব্রাহ্মণের গৃহ বাকী কর আদায়ের জন্য ঘেরাও করিয়াছে।' নবনূর, ১৯০৫।

অনশনব্রত [স] ১ বি উপবাসরূপ ব্রত। 'এক-একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি দাবি আদায়ের জন্য না খেয়ে থাকার ব্রত। 'চল্লিশ দিন অনশনব্রত ...।' নজরুল, ১৯২৬।

অনশনা [স] বি শ্বী উপবাসী। 'মাতঙ্গিনী অনশনা রহিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অনশ্বর [স] বি অক্ষয়। 'অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অনশন [স] অনশন। বি অনাহার। 'প্রতি সঙ্গে অনশনে ইস্ত মুদিত।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

মালাধর, ১৫০০। ২ অনশন

অনসম্ভবতা [স] বি সম্ভাব্যতা। 'সমস্ত ব্যক্তিপ্রতিপত্তি ... অনসম্ভবতার ভাষারে নিহিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

অনসর [স] অসরণ। বি স্থির অবস্থান। 'অনসর অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর একক সিবস ঠাকুর পাণ্ডিত থাকেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

অনস্তিত্ত [স] বি অন্তিত্ত্বহীনতা। 'অনস্তিত্ত্বের প্রমাণ আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনবীকার্য, অনবীকার্য [স] বি অস্বীকার করা যায় না এমন। 'এ কথা অনবীকার্য যে ...।' বেগম, ১৯৪৭।

অনবীকার্যভাবে [স] ক্রিবিণ অস্বীকার করা যায় না এমনভাবে। 'রোমান্টিকতার প্রচ্ছন্ন গভীর ধারা অবীকৃত হয়েও অনবীকার্যভাবে বিদ্যমান।' শিখর, ১৯৫০।

অনহা [স] অনাঘাত। বিণ অনাহত। 'অনহা ভরম বাজ্ঞে বীরনাদে।' চর্য্য ১১, ১২০০।

অনহেলা [স] বি অবহেলা। 'অনহেলা না গুলক-লাজে।' নজরুল, ১৯২৩।

অনাআষ [স] অনায়াস। ক্রিবিণ কোনো প্রয়াস ছাড়া। ক্যালগে, ১৭৯৪।

অনাআসে [স] অনায়াস। ক্রিবিণ অবলীলাক্রমে। ক্যালগে, ১৭৮৮।

অনাকর্ষণীয় [স] বি আকর্ষণ করে না এমন। 'বিগতযৌবনা মেয়েটির মনোবৈধন অনাকর্ষণীয় কল্মষের চিহ্নকারে ...।' কায়সার, ১৯৬২।

অনাকাক্ষী [স] বি অনাকাক্ষিত। 'যারা অন্যমনা, অনাকাক্ষী মৃত্যুর দোলের।' আহসান, ১৯৪৪।

অনাকার [স] বিণ জঘাট। 'বাইরে অনাকার অন্ধকার।' বৃক, ১৯৫৫।

অনাকুলিত [স] বিণ একাক্ষ। 'কিন্তু আপদ পড়িলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা উচিত।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অনাকূলা [স] অনানুকূলা। বি অবজ্ঞা। যানোএল, ১৭৪৩।

অনাকৃষ্ট [স] বিণ আকৃষ্ট নয় এমন। 'মুসলিম স্থাপত্য-পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি অনাকৃষ্ট থাকবার বহু কারণ ছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অনাক্রমণীয় [স] বিণ আক্রমণের অসাধ্য। 'এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমণীয়, নিশ্চিন্ত আমার সত্তা।' বৃক, ১৯৪৩।

অনাগত [স] ১ বিণ এখনো আসেনি এমন। 'ক্ষীণচন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি ভবিষ্যৎ। 'মগন করি জীতি অনাগত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি নতুন ব্যক্তি। 'আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেতার নৃত্য-পাগল।' নজরুল, ১৯২২।

অনাগতকাল বি ভবিষ্যৎকাল। 'আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনাগতা [স] বি শ্বী এখনো আসেনি এমন সময়। 'হাতছানি নেয় অনাগতা।' নজরুল, ১৯২৫।

অনাগমন [স] বি অনুপস্থিতি। 'পুনঃ অনাগমন করেন তবে নিয়মগত হইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

অনাগারিকত্ব [স] বি নাগরিক হওয়ার আইনগত অধিকার। 'আজ্ঞার যে পঞ্চাংকালিক বৈষম্য - নাগরিকত্ব এবং অনাগারিকত্ব।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অনাগারিক [স] বিণ গৃহহীন। 'মানুষ যথার্থই অনাগারিক।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

১৯১১।

অন্যগ্রহ [স] বি অন্যগ্রহীনতা। 'মেয়েদের অন্যগ্রহ থাকার কথা নয়।' বেগম, ১৯৬৯।

অন্যগ্রহশীল [স] বিণ অন্যগ্রহী। 'সহযোগিতার প্রশ্নে অন্যগ্রহশীল করিয়া তুলিতে পারে।' আজাদ, ১৯৭১।

অন্যগ্রহী [স] বিণ অন্যগ্রহী নয় এমন। ওর্স, ১৭৮৫।

অন্যদ্রাভ [স] ১ বিণ অসম্পূর্ণ। 'দোষ একান্ত অন্যদ্রাভত।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ ভ্রাণ নেওয়া হয়নি এমন। 'পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা/অন্যদ্রাভ পুষার ফুল দুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অন্যদ্রাভা [স] বিণ স্ত্রী ভ্রাণ নেওয়া হয়নি এমন। 'অ-বাদিতমধু যেমন যুধী অন্যদ্রাভা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অন্যদ্রিক [স] বিণ দেহহীন। 'যে-চিত্তা নির্বাণমুখ অন্যদ্রিক পঙ্কভূতসনে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৭।

অন্যচরণীয় [স] বি ব্যবহারের অযোগ্য যা। 'শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অন্যচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাইনে।' প্রমথ, ১৯২০।

অন্যচার [স] ১ বি ভ্রষ্টাচার। 'পুত্র সব মরে মোর তোর অন্যচারে।' মালদার, ১৫০০। ২ বি অনুচিত আচার। 'তিলমাত্র অন্যচার হেন ভূমি নাই।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ অভদ্র। 'পঙ্কিমের লোক সব মুঢ় অন্যচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্যচারী [স] ১ বিণ শাস্ত্যচরবিরোধী। 'কে গো তুমি, জান না কি অন্যচারী হই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ আচার লঙ্ঘনকারী। 'ইহারা কি তবে অন্যচারী হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বি আচার পালন করে না এমন ব্যক্তি। 'অন্যচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুটেবে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৪ বিণ অত্যাচারী। 'অন্যচারী বিষয়ী' নবীন নট করে গাছপাতা নারীশক্তি।' আহমদ, ১৯৬৩।

অন্যচ্ছিত্তি [অন্য+স সৃষ্টি] ১ বিণ বাজে। 'অন্যচ্ছিত্তি কাড়টাকা দিই নে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বি অবচ্ছিত্তি ঘটনা। 'এ কী অন্যচ্ছিত্তি বলো দিকি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি অমঙ্গলকরিতা। 'কি-সব অন্যচ্ছিত্তি কথা মুখে আনছ অবেলায়।' শওকত, ১৯৫৮।

অন্যটন [স] অনটন বি অভাব। 'উদারদ্রোহে অন্যটন ইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

অন্যড়ম্বর [স] বি আড়ম্বরহীনতা। 'নীরবে ও অন্যড়ম্বরে পালন করিয়া চলিতেন।' শরৎ, ১৯২৬।

অন্যড়ষ্ট [স] ১ বিণ স্বচ্ছন্দ। 'তার সবল, অন্যড়ষ্ট মাংসপেশী ...।' সর্ষক, ১৯১৭। ২ বিণ জড়তাশূন্য। 'সে জীবন হতো অন্যড়ষ্ট, অবিজড়িত, স্বাধীন।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

অন্যড়া [স] বিণ মধ্যবিত্ত। 'অন্যড়া প্রথম জীবনের সারল্য।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

অন্যান্ত [স] বি অস্বহীনতা। 'দেহের নব্বরতা এবং অন্যান্ত বিষয়ে এই স্ত্রান ...।' শিব, ১৯৬০।

অন্যাত্ম [স] বি পরভূ। 'আত্ম-অন্যাত্মের যোগে ভালোমন্দ সঙ্গল কর্মের উত্তর।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অন্যাত্মীয় [স] ১ বিণ আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন। 'অধিকাংশ জগৎই আমার অন্যাত্ম, অজ্ঞেয়, অন্যাত্মীয়, অমা-হীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ শত্রুর ন্যায়। 'তবু মায়ের এই অন্যাত্মীয় ব্যবহার।' হাফিজুর, ১৯৫৩। ৩ বিণ সম্পর্কহীন। 'মোনাদির এই সংসারে এক ব্যাপারে

অন্যাত্মীয়।' শওকত, ১৯৫৮। ৪ বিণ অপরিচিত। 'পবিত্রতা বিপত সুদূর শতাব্দীর মতো অন্যাত্মীয়।' শামসুর, ১৯৬৬।

অন্যাত্মীয়তা [স] বি আত্মীয়হীনতার মনোভাব। 'ইংরাজের যতটা অন্যাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্যাত্মীয়া [স] বি স্ত্রী আত্মীয়তার সম্পর্কহীন ব্যক্তি। 'অন্যাত্মীয়ের সঙ্গে অন্যাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে ...।' অন্নদা, ১৯২৯।

অনাত্ম্য [স] বিণ প্রাণহীন। 'আমার অনাত্ম্য সেহ পড়ে আছে মৃদায় নরকে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

অনাত্ম্য [স] ১ বিণ অসহায়। 'অনাত্ম্য করিয়া ঘোরে ছিলাত কানাক্রি।' মালদার, ১৫০০। ২ বিণ পৃষ্ঠপোষকহীন। 'অনাত্ম্য দেখিআ নাহি কর দয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ অভিভাবকহীন। 'ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাত্ম্য বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান।' অক্ষয়, ১৮৫৫। অনাত্ম্য-আশ্রম [স] বি সহায়স্বলহীনদের আশ্রয়স্থল; এতিমখানা। 'ইংলন্ডের সরকারি অনাত্ম্য আশ্রমে যারা থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অনাত্মমণ্ডপ [স] বি অনাত্মশ্রম। 'নগর-চতুর মাঝে শিবের মন্দির সাজে অনাত্মমণ্ডপ অল্পশালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনাত্ম-শরণ [স] বি অনাত্ম আশ্রম। '... বন্ধা বনিতাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে সে স্ত্রী অনাত্ম-শরণের অধিকারভুক্ত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনাত্মা [স] ১ বিণ স্ত্রী অসহায়। 'অনাত্মা নারীক সঙ্গে নে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ স্বাধীহার। 'বন্দনাথ থেকে একেবারে অনাত্মা বিধবা সাজল প্রমদা।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

অনাত্মশ্রম [স] অনাত্ম+স আশ্রম বি এতিমখানা। 'জয়নগর মঞ্জিলপুরে একটি অনাত্মশ্রম খোলেন।' বেগম, ১৯৪৮।

অনাথিনি, অনাথিনী [স] অনাত্মা বি, বিণ স্ত্রী সহায়হীন। 'রত্নিরে করিলে অনাথিনি' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নিদায় বিখাতা, ভালো কাঁদে অনাথিনি।' গিরির, ১৮৮৩।

অনাথী [স] অনাত্মা বিণ স্ত্রী অভাগী। 'অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি।' বড়ু, ১৪৫০।

অনাদর [স] ১ বি অবহেলা। 'হেন পূণ্য কীর্ষি প্রতি অনাদর যার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি উপেক্ষা। 'দ্রোপদে করিব তাকে তবে অনাদর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি অশ্রদ্ধা। 'তোমার বংশেরা তোমাকে অনাদর করিবে।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি আদরহীনতা। 'কখনো কি সহ নাই অপমানভার, অনাদর, অবিশ্বাস ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ অসম্মান। 'অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনাদরগণীয় [স] বিণ আদরের যোগ্য নয় এমন। সেবিত, ১৮৩৯।

অনাদায়ি [অন+আ আদায়+] বিণ আদায় হয়নি এমন। '... কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত হারি কিন্তু তাহার অনাদায়ি থাকিত না।' প্রভাকর, ১৮৫২।

অনাদি [স] ১ বিণ আদিহীন। 'স্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় অনাদি ইশ্বর।' মালদার, ১৫০০। ২ বিণ শাস্ত। 'এই অনাদি বিদ্যা পূর্বে জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বি আদি সত্তা। 'অনাদির আদি স্রীকৃষ্ণনিধি তার কি আছে কড় গোষ্ঠখেলা।' লালন, ১৮৯০।

অনাদিকাল [স] ক্রিবিণ চিরকাল ধরে। 'অনাদিকাল এইরূপ আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনাদিনিধন [স] অনাদিনিদান বি ইশ্বর। 'প্রথমহো নারায়ন

অনাদিনিধন [স] *মালাধর*, ১৫০০।

অনাদিশ্রোত [স] *বি চিরকালীন শ্রোত*। 'চলছে ভেসে মিলন-আশাতরী অনাদিশ্রোত বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

অনাদিষ্ট [স] *বিপ শ্রদ্ধাপাদিত*। 'অনাদিষ্ট হইয়া ... শাতড়ির গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনাদৃত [স] ১ *বিপ উপেক্ষিত*। 'এমনকি অনেক ভালো লেখাও অনাদৃত হতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বিপ অবজ্ঞাত*। 'ঋণিতগৌরব অনাদৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিপ অসোচ্ছালো*। 'বিদ্যানাপন্ন বিশ্বজ্ঞ, সাজসজ্জা অনাদৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অনাদৃত [স] *বি কী আদৃত* নয় যে। 'যে-কয়টি অনাদৃতর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে তাহার মধ্যে ... আমি প্রধান স্থান সেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনাদ্য [স] *অনাদ্য বিপ অনাদি*। 'সুনিব অনাদ্য কথা ধর্মের পুরানে।' *রামাই*, ১৭১০।

অনাদ্য [স] *বি আদি* নেই এমন সত্তা। 'আমি ধর্ম অনাদ্য তোমাতে দিনু দেখা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অনাদ্যন্ত [স] *বিপ আদি-অন্তহীন*। 'ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে, যেতে নাহি দিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অনাদ্যাতা [স] *বিপ কী আদি* নেই এমন। 'অনাদ্যাতা অনন্ত অধিকা অজ্ঞা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অনামুখিক [স] *বিপ সেকেলে*। 'কোথায় যেন একটু অনামুখিক পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

অনান্তরিকতা [স] *বি আন্তরিকতাহীন*। 'তার কারণ আত্মানের অনান্তরিকতা নয়।' *অভিভূত*, ১৯৫০।

অনাপত্যবহ্য [স] *ক্রিবিপ সন্তানহীন অবহ্য*। 'উভয় পুত্রই অনাপত্যবহ্য ইহলোক ভ্যাগ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অনাপরীক্ষা [স] *অনাপ+স পরীক্ষা*। 'ক্রিবিপ বিনা বিচারে।' 'অনাপরীক্ষাএ ছাড় কেনে আপনা আচার।' *সুলতান*, ১৭০০।

অনাবন্ধ [স] *বিপ খোলা*। 'অনাবন্ধ অঙ্কলপ্রাপ্ত উড়তে থাকে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অনাবরণ [স] *বি অনাচ্ছাদন*। 'সেই অনাবরণে তার অপৌরব থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অনাবশ্য [স] *বি আবশ্যক* নয় এমন কিছু। 'অসম্ভব, আশাতীত, অনাবশ্য, অনাদৃত, এনে দাও অযাচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনাবশ্যক [স] ১ *বিপ অপ্রয়োজনীয়*। 'বেতন দিয়া গবর্ণমেন্টের ভারদ্রিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিপ তুচ্ছ*। 'অবশেষে মার ভাঙনায় এই নিস্তার অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ *বিপ অকারণ*। 'পোষ-মানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপিড়ন করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনাবশ্যকতা [স] *বি অপ্রয়োজনীয়তা*। 'অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অনাবাট [পা অনাবট] *বিপ পথহারা*। 'ছে জে উজু বাটে গেলা অনাবাট ভইলা সোই।' *চণ্ডী* ১৫, ১২০০।

অনাবাদি, অনাবাদী [স] *অন+ফা আবাদ*। 'বিপ আবাদ হয়নি এমন।' 'দিনগুলো হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'অনাবাদী জমি যা পড়ে আছে তার অনুপাত অল্প।' *অম্লা*, ১৯৪০।

অনাবিল [স] ১ *বিপ মুক্ত*। 'মানুষের প্রাণময় রূপটি অনাবিল আকাশে সুপ্রভাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিপ নির্ভেজাল*। 'ইহা আধুনিক যুরোপীয় প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতি বা ডেমোক্রেসির অনাবিল অংশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিপ নির্দোষ*। 'তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মরীতি।' *বিকৃতি*, ১৯৩১। ৪ *বিপ অজ্ঞাত*। 'তোমার আমার দেহে আদিহীন আছে অনাবিল আমাদের মিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনাবিকার্য [স] *বিপ অবিকার* করা যায় না এমন। 'তার উপকরণ অনাবিকার্য।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনাবিকৃত [স] ১ *বিপ অজ্ঞাত*। 'রহস্যময় অনাবিকৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে ... জাগিয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩: 'মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিকৃত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিপ অপ্রকাশিত*। 'নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিকৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনাবিষ্ট [স] *বিপ অমনোযোগী*। 'সে কাহারও কথা শুনে না। অতিশয় অনাবিষ্ট।' *মদনমোহন*, ১৮৪৪: 'সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লক্ষ্যভিত্তি হইয়াছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অনাবৃত [স] ১ *বিপ উন্মুক্ত*। 'ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ *বিপ অপ্রয়তন*। 'গৃহহীন, প্রেমহীন, বিস্ময়বিহীন, অনাবৃত পৃষ্ঠীমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *বিপ পরিচ্ছন্ন*। 'প্রভাতের আলোকের সনে, অনাবৃত প্রভাতগগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অনাবৃত্তি [স] *বি অপ্রত্যাবর্তন*। 'তার অনেকাংশেই থেকে যায় অনাবৃত্তি।' *ভ্রূত*, ১৯৫০।

অনাবৃত্তি [অন+স বৃত্তি] *বি বরা; বৃত্তির অভাব*। 'জেনক কৃষ্ণক রহে দেখি অনাবৃত্তি।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনাবেশ [স] *বিপ অমনোযোগী*। 'মদনগুপ্তন রূপ ভুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অনাবিধানিক [স] *বিপ অভিধানে* নেই এমন। 'অনাবিধানিক প্রিয় সখ্যোদন সকল ... নাটকে আশ্রয় লইয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অনাম [স] *বিপ অচেনা; নামহীন*। 'যৌবনযজ্ঞাশ্রয় মের যে-অনাম দেবতার আশে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনামক [স] *বিপ বেনামি*। 'অনামক অচিনায় কখন জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ে না সম্ববে।' *লালন*, ১৮৯০।

অনাময় [স] *বিপ নির্মল; নিরোগ*। 'ছায়ানীতল গ্রামতলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অনামা [স] ১ *বিপ নামহীন*। 'অনামা চিঠিটার পক্ষাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বিপ অব্যক্ত; বিখ্যাত* নয় এমন। 'অনামা চেয়ারম্যানমাত্র ... হয়ে ঢুকছিল।' *জীবন*, ১৯০২।

অনামিক [স] ১ *বিপ অজানা; অচেনা*। 'রোখা-লোখানী অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।' *জগীষ*, ১৯৩০। ২ *বিপ নামহীন*। 'অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা ব্যাতিশ্রুত অসোচের রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অনামিকা [স] ১ *বি হাতের চতুর্থ আঙুল*। ওঁস, ১৭৮৫; 'অনামিকা ও মধ্যমায় দুটো করে আটটি পরে।' *মনোজ*, ১৯৬১। ২ *বিপ কী বেনামি*। 'আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বি কী নামহীন ব্যক্তি*। 'অনামিকা, তোমাতে কি বঁজিনু বৃথা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অনামী [স] *বিপ নামভাক* কম এমন। 'প্রকাশকবৃন্দের অগঠিত, অনামী অস্পষ্ট অর্থ কার্যকরী গোষ্ঠীর মধ্যে।' *ধৃষ্টি*, ১৯০১।

অনামুখো বিণ মুখ দেখলে অমঙ্গল হয় এমন। 'তাহার কাছেও আমি অনামুখো, আমার মুখ অযাচা।' দক্ষিণা, ১৯৪০।

অনায়ত্ত [স] ১ বিণ আয়ত্তে নেই এমন। 'নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া ... ছুরিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বিণ রত্ত নয় এমন। 'ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভৎসনা।' বিতৃপ্তি, ১৯৩১।

অনায়াস [স] ১ বিণ চেষ্টাহীনতা। 'প্রবর্ত সাথিতে বস্ত্র অনায়াসে উঠে।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি সহজপন্থা। 'যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না এই সকল অনায়াসে করেন।' গৌর, ১৮২২।

অনায়াসকৃত [স] বিণ অক্রেমে সাধিত। সেবধি, ১৮৩৯।

অনায়াসপম্য [স] বিণ অনায়াসে যাওয়া যায় এমন। সেবধি, ১৮৩৯।

অনায়াসগামিনী [স] বিণ স্ত্রী সহজে বোধগম্য। 'ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর, কবিত্বপূর্ণ ও অনায়াসগামিনী যে ...।' সগুণাত, ১৯১৯।

অনায়াসন্যাস [স] বিণ অনায়াসে ন্যাস করা যায় এমন। সেবধি, ১৮৩৯।

অনায়াসপাঠ্য [স] বিণ সহজে পাঠ করা যায় এমন। 'সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অনায়াসগ্রাণ্য [স] বিণ সহজলভ্য। 'আবশ্যকের সময় তাহা অনায়াসগ্রাণ্য হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনায়াসবোধগম্যতা [স] বি সহজে বোঝা যাওয়ার গুণ। 'তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অনায়াসবোধ্য [স] বিণ সহজে বোঝা যায় এমন। 'অনায়াসবোধ্য কথা।' যানিক, ১৯৪০।

অনায়াসভাবে [স] ক্রিবিণ সংকোচহীনভাবে। 'ভালো মুখে পাকা কথাগুলি যদি অনায়াসভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

অনায়াসলব্ধ [স] ১ বিণ সহজে বোধগম্য। 'এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষার স্বতঃপ্রবাহিত গতির ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ সহজে প্রাপ্ত। 'উপরোক্ত পদটি অনায়াসলব্ধ।' প্রমথ, ১৯১২।

অনায়াসলভ্য [স] বিণ সহজেই লাভ করা যায় এমন। 'যে আলো-হাওয়ার মতই সহজ, একান্ত অনায়াসলভ্য।' নবরত্ন, ১৯৫২।

অনায়াস-সম্ভব [স] বিণ সহজে সম্ভব হয় এমন। 'সাধারণের পক্ষে অনায়াস-সম্ভব।' মণীশ, ১৯৬৩।

অনায়াসসাধ্য [স] বিণ সহজে সম্পন্ন। 'অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা।' দর্পণ, ১৮২২।

অনায়াসে [স] ক্রিবিণ অবশীল্য। 'প্রবর্ত সাথিতে বস্ত্র অনায়াসে উঠে।' চণ্ডী, ১৫৫০। 'যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না এই সকল অনায়াসে করেন।' গৌর, ১৮২২।

অনার [স] ১ বি পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য। 'কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি সম্মান। 'বরের অনারে পড়ার ছুটি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনারবিলা [স] বিণ সম্মানিত। 'অনারবিলা কোর্ট অফ ডেরেক্সর।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৩ অনারবিল

অনারক [স] ১ বিণ তরু করা হয়নি এমন। 'অনারক কার্যের।' বঙ্কিম,

১৮৮৭। ২ বিণ অমুকুলিত। 'তরুশাখায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদ্গম অনারক আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বিণ অননুষ্ঠিত। 'অনারক সৃজনের বিশ্বকর্তা-সম।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অনারাম [স] অন+ফা আরাম> বি আরামের অভাব; ক্রোধ। 'এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অনারারী [স] বিণ অতৈতনিক। 'পরে তদিয়েছি যে, কেনীর অনারারী মজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল।' মশাররক্ষ, ১৮৯০।

অনারোবল [স] ১ বিণ সম্মানিত। 'অনারোবল ... চৌধুরী।' প্রচারক, ১৯০৬। ২ বি ভেজাল (বাক্য)। 'অনারোবলের গড়াপড়ি (বেজালিক প্রক্রিয়ায় বাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)।' রোকেয়া, ১৯২১।

অনারোগ্য [স] বিণ আরোগ্যযোগ্য নয় এমন। 'মস্তিষ্কের কোনও অনারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্তজনদের বাদ দিলে সব মানুষের ভিতরেই ...।' শিব, ১৯৫৬।

অনার্য, অনার্য [স] ১ বিণ আর্য নয় এমন। 'অনার্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ অসংস্কৃত। 'অনার্য তার নামখানি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনার্যতা [স] বি অসভ্যতা। 'আমাদের ভিতরকার অনার্যতা, অসুস্থ লোকটার ও অন্ধ সংস্কারে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনার্স [স] ১ বি সম্মান। 'ফুল মার্চ পেয়েছ, পাসড উইথ অনার্স।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি বিশেষ পাঠক্রম ও তার পরীক্ষা। 'বিএতে সংস্কৃত অধ্যয়ন নিয়ে খেতে মরেছি মিথো।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্যাপ্য [স] বিণ আলাপের অযোগ্য। 'অসার, অনালাপ, বক্সীয় যুবকের দোষে ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অনালোক [স] বি আলোকহীনতা। 'সাদাকে ভূমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অনালোকিত [স] বিণ আলোকিত নয় এমন। 'খোমটোজ্ঞান-মুখচন্দ্র-গোষ্ঠী অনালোকিত অন্তঃপুর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অনালোচিত [স] বিণ আলোচিত হয়নি এমন। 'হেলেমহলে অনালোচিত থাকেনি।' মণীশ, ১৯৬৩।

অনাসক্ত [স] ১ বিণ আসক্তহীন। 'তাহারা কর্মকাণ্ডে অনাসক্ত।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বিণ উদাস। 'আসে যায় রেলপাড়ি ধায় লোকজন, সে চাম্পল্যে মূর্মূষের অনাসক্ত মন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অনাসক্তা [স] বিণ স্ত্রী আসক্তি নেই এমন। 'অনবদ্য অনাসক্তা চির-একাকিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অনাসক্তি [স] বি আসক্তহীনতা। 'এখন অনাসক্তি কি?' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অনাসক্ত [স] বিণ অনাসক্ত। 'দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসক্ত ধর্মের ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনাসিষ্টি [অন+স সৃষ্টি> বি আজগোছা জিনিস। 'কি সব অনাসিষ্টি বিধিয়ে বসেছেন। জীবন, ১৯৩২।

অনাসৃষ্টি [অন+স সৃষ্টি] ১ বিণ নিন্দনীয়। 'এ যে অনাসৃষ্টি অনাচার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ অযৌক্তিক। 'ঠিকানা নেই, বলে বাবার কাছে যাব। অনাসৃষ্টি আবদার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ বিশৃঙ্খল। 'তোদের ঘরে সর্ব্বই অনাসৃষ্টি অবস্থা।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বি অহেতুক সৃষ্টি। 'জন মোদের ত্রাহশর্পশ, সকল অনাসৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৫ বি অবজ্ঞিত ঘটনা। 'আমি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি।' নজরুল, ১৯২২। ৬ বি সৃষ্টিছাড়া অবস্থা। 'যে-প্রকাণ্ড অনাসৃষ্টির আয়োজন

ভূমি করেছ।' ওয়ালী, ১৯৪২।

অন্যাসে [স অন্য্যাসে] *ক্রিবিণ* অন্য্যাসে। 'অন্যাসে দেখতে পাবি কোনখানে সোইর বারামখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

অন্যাহা [স] ১ *বিণ* ভরসাহীন। 'সে সমাচার প্রতি অন্যাহা হইয়া সংবাদককে সমাগিত করা গেল।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *বি* অবহেলা। 'কোনটিতেই অবিশ্বাস ও অন্যাহাপ্রদর্শন করা যায় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ *বি* বিশ্বাস করতে না-পারার অবস্থা। 'আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অন্যাহা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

অন্যাহাজন [স] *বি* অবিশ্বাসের পাত্র। 'কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যাহা ভাজন হইতে হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

অন্যাত্তিক [স নাত্তিক>] *বিণ* ধর্মহীন। 'অন্যাত্তিক সকলে।' *ম্যনোএল*, ১৭৪৩।

অন্যাবাদ [স] *বিণ* বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন। 'অন্যাবাদ আনন্দের অসহ্য স্রোয়ার ...।' *সিকান্দার*, ১৯৫৬।

অন্যাবাদিত [স] ১ *বিণ* বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন। 'পরিবারের সমস্ত অন্যাবাদিত মধু উজাড়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* অলৌকিক। 'অন্যাবাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অন্যাহত [স] ১ *বি* তত্ত্ব সাধনায় হৃদয়স্থিত কল্পিত পদ্ব। 'বার দল পদ্ব তথা অন্যাহত নাম।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বিণ* নিস্তরঙ্গ। 'পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অন্যাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৫৭। ৩ *বি* বাজানো হয়নি এমন সুর। 'আমার অন্যাগত, আমার অন্যাহত/ তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অন্যাহতা [স] *বিণ* স্ত্রী আহত হয়নি এমন। 'সুর বাজাত অন্যাহত গোপন মরম-বীণার মাঝে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অন্যাহার [স] *বি* উপবাস। 'উর্ক-পাএ অন্যাহারে ষাদস বৎসর।' *মুখাধর*, ১৫০০।

অন্যাহারক্ৰিষ্ট [স] *বিণ* ক্ষুধায় কাতর। 'অশিক্ষিত অন্যাহারক্ৰিষ্ট ভিক্ষুবেশী মুসলমান।' *হায়াবীথি*, ১৯৩৪।

অন্যাহারজীর্ণ [স] *বিণ* অন্যাহারে তকিয়ে গেছে এমন। 'অন্যাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অন্যাহারী [স] *বিণ* উপবাসী। 'তাঁহারদিগকে অন্যাহারী করিয়া পরিত্যাগ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অন্যাহিত [অন্য+স হিত] *বিণ* অহিতকর। 'কিছু অন্যাহিত শুনাও বচন। সেমত উচিত ফল পাইবা রতন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অন্যাহত [স অন্যাহত] ১ *বি* অযাচিত অবস্থা। 'অন্যাহতে আসি তুচ্ছ চাহ বুঝিবার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'অন্যাহত ব্যয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বিণ* বিনিময়স্থলে আগত। 'তিন শ্রেণী নিমন্ত্রণ তাহার জলপান ও বিদ্যা এবং অন্যাহত লোকেরদিগকেও কিছুই করিতে হবেক।' *কেরি*, ১৮০২।

অন্যাহতা [স অন্যাহত] ১ *বিণ* স্ত্রী বিনিময়স্থলে আগত। 'সোল আনা অন্যাহতা কোথা হইতে এক অবদৌত সন্ধ্যাসি আসিয়া ছিল।' *ওর্সা*, ১৭৭৬। ২ *বিণ* অপ্রয়োজনীয়। 'খরচাত্ত ও অন্যাহতা ব্যয়।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *ক্রিবিণ* বিনিময় প্রয়োজনীয়; নিমন্ত্রেণে হিচ্ছায়। 'আমার ত্রি কেশারিন্দা বরোস আমার বাটি হইতে অন্যাহতা গিয়াছে।' *ক্যাম্পে*, ১৭৯১।

অন্যাহতো [স অন্যাহত] *বিণ* অনিয়মিত। 'ঠিকে ও অন্যাহতো গোছে

বান্দ্যার নিম্নেই বর্তমান কাজ চলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

অন্যাহত [স] ১ *বিণ* অনিয়মিত। 'রামরায় অন্যাহত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় করিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫। ২ *ক্রিবিণ* অবস্থিতভাবে। 'সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অন্যাহত আসিয়া উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অন্যাহতা [স] *বিণ* স্ত্রী ডাকা হয়নি এমন। 'সে অন্যাহতা, অবস্থিতা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

অন্যাহাদ [স] *বি* অশুশি। 'ইহাতে আমার অ্যাহাদ বই অন্যাহাদ নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

অনিয়মশেষ [স] *বিণ* শেষ হয় না এমন। 'ভালোমন্দের লড়াই অনিয়মশেষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অনিকাম [স] *বিণ* কামনামুক্ত। 'বালা কাব্য ও অসংলগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনিকামতা [স] *বি* কামনা। 'সে অবস্থার বৈশিষ্ট্যই যেহেতু অনিকামতা ...।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অনিকেত [স] ১-*বিণ* গৃহহীন। 'অন্তহীন অবক্ষয়ে ... ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি?' *জীবন*, ১৯৪০। ২ *বিণ* আশ্রয়হীন। 'পাতা বরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন - কীটে মুগালকীটায় অনিকেত।' *জীবন*, ১৯৪০।

অনিচ্ছা [স] *বি* ইচ্ছার অভাব। 'সেখানকার লোক অনিচ্ছাপূর্বক ভ্রাস্ত্রবাহ ছিল।' *তারকী*, ১৮০৩।

অনিচ্ছাকৃত [স] *বিণ* অনিচ্ছা সত্ত্বেও করা হয়েছে এমন। 'কেবল শান্তির তার, কেবল অনিচ্ছাকৃত হাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অনিচ্ছাপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'যদ্যপি সখিচারও সুগম বটে, তদ্যপি সেখানকার লোক অনিচ্ছাপূর্বক আভ্রাহাম ছিল।' *তারকী*, ১৮০৩।

অনিচ্ছাপ্রসূত [স] *বিণ* অনিচ্ছাসত্ত্বেও জন্মেছে এমন। 'পঞ্চম কন্যা তাঁদের মতে অপ্রয়োজনীয়, অনিচ্ছাপ্রসূত।' *ধৃষ্টি*, ১৯৩১।

অনিচ্ছিত [স] *বিণ* অনাকাঙ্ক্ষিত। 'অনিচ্ছিত অতিথির মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনিচ্ছা [স] *বিণ* ইচ্ছা নেই এমন। 'পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছা।' *রাজ*, ১৮৭৪।

অনিচ্ছুক [স] ১ *বিণ* অসম্মত। 'এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বিণ* অনাগ্রহী। 'লোকে প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে প্রায়ই অনিচ্ছুক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* প্রতিরোধী। 'তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্ত্রচরের মধ্যে সেইপ্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অনিত [স অনিত্য] *বিণ* নশ্বর। 'এমতে অনিত হব সতে দুরাচার।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনিত্য [স অনৃত্য] *বি* অসত্য; মিথ্যা। 'অনিত্যে সূর্য মন্দ কঠোর বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনিত্যালী [স অন+ই ইতালি+স ইয়] *বিণ* ইতালীয় নয় এমন। 'অনিত্যালী সূর থেকে ইতালীয় রেনেসাঁস কিছু লাভ করেন।' *শিব*, ১৯৬৩।

অনিত্য [স] *বিণ* ক্ষণস্থায়ী। 'বিফল লাভ্য রূপ অনিত্য শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অনিত্যতা [স] *বি* অস্থায়িত্ব; নশ্বরতা। 'রচনার নিত্যতা এবং

অনিত্যতা অনেকখানি ধরা আছে দেখি।' অবন, ১৯২৫।

অনিত্যবস্তুতত্ত্ব [স] বি নম্বরতাবাদ। 'নিত্যবস্তুতত্ত্বতার সঙ্গে অনিত্যবস্তুতত্ত্বতার আকাশপাতাল প্রভেদ।' প্রমথ, ১৯১৪।

অনিত্যলুক [স] বিণ অস্থায়িত্ব কামনাকারী। 'অনিত্যলুক গুরুহীন মেধাচ্ছন্ন মানবের জ্ঞানও তেমনি।' ফজলুল, ১৯১৩।

অনিত্যতা [স] বিণ স্ত্রী নম্বর। 'সে যে অনামিকা অনিত্য্য মনুষ্যী অস্তা।' সৃষ্টি, ১৯৩০।

অনিদ্র [স] ১ বিণ ঘুমহীন। 'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি নিদ্রাহীন যে। 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্ধ আলোকে এসো।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

অনিদ্রনয়ান [স] অনিদ্র-নয়ান ক্রিবিণ ঘুমহীন চোখে। 'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অনিদ্রা [স] বি ঘুমের অভাব। 'তোমার মঙ্গল-হেতু তিমি অনিদ্রায়, অনাহারে পূজন উমেশ।' মাইকেল, ১৮৬১; 'অনিদ্রায় অনাহারে সঁপ কায়-মন।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অনিদ্রামুখ [স] বিণ ঘুম আসে না এমন। 'অনিদ্রামুখ লোক যেমন যত বেশি ঘুমেতে ঢেঁকা করে ...' প্রমথ, ১৯১৫।

অনিদ্রাজনিত [স] বিণ ঘুমের অভাবসংক্রান্ত। 'সারারাত্রির অনিদ্রাজনিত অকৃষ্ণি ... লেগে রয়েছে।' হাফিজুল, ১৯৫৩।

অনিদ্রাত্মক [স] বিণ নিদ্রাহীনভায় মলিন। 'পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাত্মক হেমন্ত পাগলের মতো হইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অনিদ্রিত [স] বিণ নির্ঘুম। 'সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত ছিলেন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

অনিদ্রনীয় [স] ১ বিণ অতুলনীয়। 'এই অনিদ্রনীয় বাবু চাঁদ উল্লসিত ভারতবর্ষ আলো করিরছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিণ প্রশংসনীয়। 'ভাষার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিদ্রনীয় হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অনিদ্রনীয়া [স] বিণ স্ত্রী নিন্দার অযোগ্য। 'অভ্যন্ত অনিদ্রনীয়া হতে চাইনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অনিদ্রিত [স] ১ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'হর্শেল, এবংবিধ অনিদ্রিত পথ অন্বেষণ করিয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ প্রশংসনীয়। 'তাই বলে স্বর্গস্থ কোথা পাব, কোথা হেথা অনিদ্রিত মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অনিদ্রিতা [স] বিণ স্ত্রী নিন্দার অযোগ্য। 'কুন্দভঙ্গ নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবিন্দিত/তুমি অনিদ্রিতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অনিদ্র্য [স] বিণ নিষৃত। 'এই কিশোরীর অনিদ্র্য গঠন।' শরৎ, ১৯১৬।

অনিদ্র্যাসুন্দরী [স] বিণ স্ত্রী অসাধারণ সুন্দর; নিন্দা করা যায় না এমন সুন্দরী। 'তাই আমি ভক্ত তব, অনিদ্র্যাসুন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অনিপুণ [স] ১ বিণ অদক্ষ। 'আত্মসেবায় অনিপুণ চন্দ্রাবার প্রতি শৈলের একটু বিশেষ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ সাদামাটি। 'একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অনিপুণা [স] বিণ স্ত্রী অদক্ষ। 'অনিপুণা বাণী আগনে নাচিতে না জানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অনিবার [স] ১ ক্রিবিণ অপ্রতিরোধ্যভাবে। 'ঠাই ঠাই প্রহরী বৈসএ অনিবার।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রিবিণ বারে বারে। 'সেবাসুর গর্ভদেহ দেখেও অনিবার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ ক্রিবিণ অনবরতভাবে। 'রঞ্জের পুঞ্জের নদী বহে অনিবার।' সুলতান,

১৭০০; 'আকাশে জল ঝরে অনিবার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অনিবারণীয় [স] ১ বিণ অনিবার্য। 'অনবাস ... অনিবারণীয়।' সৃষ্টি, ১৯৫৩। ২ বিণ নিবারণ করা যায় না এমন। 'যত্নের মনে হয় নিকেতকে বড়ো বেশি উদ্ঘাটিত, বিপন্ন ও অনিবারণীয়।' মাল্লান, ১৯৬৮।

অনিবারা [স] ক্রিবিণ স্ত্রী অনবরত। 'অনিবারা অক্ষধারা বহে দুঃমনে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অনিবার্য, অনিবার্য [স] ১ বিণ অপ্রতিরোধ্য। 'অনিবার্য রূপে ইংরেজিয়ারদের তদেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম চলিতেছে।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিণ অবহারিত। 'সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য হুকুম।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯। ৩ বিণ নিবারণ করা যায় না এমন। 'অধিবেদনের অনিবার্য ফল দ্বারা ব্যাচিতার, জগৎহত্যা ... হইয়াছে।' কৃষ্ণ, ১৮৪২। ৪ বিণ উপেক্ষা করা যায় না এমন। 'মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আকান নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৫ বি অপরিহার্য বিষয়। 'অনিবার্যকে তিনি অস্বীকার করেননি।' শিব, ১৯৫৬।

অনিবার্যত [স] ক্রিবিণ অনিবার্যভাবে। 'তার কতকটা এ-বইতেও উপচে এসে পড়েছে ... কোথাও ইচ্ছায়, কোথাও অনিবার্যত।' আইয়ুব, ১৯৭০।

অনিবার্যতা, অনিবার্যতা [স] ১ বি অপরিহার্যতা। 'কথা শেষ হবার অনিবার্যতা উদ্দেশ্যমূলক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ বি অবশ্যই ঘটবে এমন অবস্থা। 'এক ধরনের অনিবার্যতা।' অচিহ্না, ১৯০০।

অনিবার্যভাবে ক্রিবিণ অবহারিতভাবে। 'সুরমা অনিবার্যভাবে সখীর ঐশ্বর্যের নানা পরিচয় পাইতে লাগিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

অনিবার্যত্ব ক্রিবিণ অভাব্যাব্যকীয়ভাবে। 'মানুষই একমাত্র জীব ... যে অনিবার্যরূপে স্বতন্ত্র এবং অনন্য।' শিব, ১৯৬০।

অনিবিড় [স] বিণ হালকা। 'আকাশ অনিবিড় মেঘাবৃত, নক্ষত্রাবরী দেখা যাইতেছে না।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

অনিবৃত্ত [স] বিণ নিবারণ করা যায় না এমন। 'বারো আমি অনিবৃত্ত কুখাকে পুরোপুরি তৃপ্ত করবার ...' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

অনিবেদিত [স] বিণ নিবেদন করা হয়নি এমন। 'ইহার যাঁট ধারণপূর্বক অনিবেদিত ভাষণের সঙ্গে যায়।' দর্পণ, ১৮২৫।

অনিভূত [স] বিণ অগোপন। 'জ্বলে অনিভূত আলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অনিমন্ত্রণ [স] বি অনাহৃত অবস্থা। 'অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনিমন্ত্রিত [স] বিণ নিমন্ত্রণ করা হয়নি এমন। 'অনিমন্ত্রিত শশিকৃষ্ণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অনিমিষ [স] অনিমিষ> বিণ অপলক। 'অনিমিষ নয়ান হইল জ্ঞানহারা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অনিমিষা [স] অনিমিষ> ক্রিবিণ স্ত্রী অপলকে। 'সারাদিন রক্তনী অনিমিষা কার পথ চেয়ে জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অনিমিষি [স] অনিমিষ> বিণ অপলক। 'অনিমিষি নয়ন কখন নাহি ছাড়ি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অনিমিষ [স] বি চোখের পলক না পড়া। 'অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহায়ে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

অনিমিষে ক্রিবিণ চোখে পলক না দিয়ে। 'ভয়ে ভয়ে অনিমিষে

কম্পিত আলোকে বাধা থাকে নয়নে নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অনিমেধ [স অনিমেধ] বি পলকহীনতা। 'অনিমেধে লোচনে দেখেন নীলাশ্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'দেখি অনিমেধে, লক্ষ রূপে সাধ শূন্যে উড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অনিমেঘ [স] ১ বিণ অপলক। 'অনিমেঘনেত্রে করে নৃত্য-সরসণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ নিশিত; অবিচল। 'রমণীর অনিমেঘ মেঘ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বিণ স্থির। 'তার গুহ সূগোল সুচিকণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেঘ আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অনিমেঘজ্যোত [স] বিণ সম্পূর্ণ সজাগ। 'অনিমেঘজ্যোত নিশ্চন্দ্র জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অনিমেঘলোচন [স] বি অপলক দৃষ্টি। 'অনিমেঘলোচনে গঙ্গারামের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

অনিমেঘে [স] ১ ক্রিবিণ পলকহীনভাবে। 'নয়ান মেগিয়া নিরীক্ষএ অনিমেঘে।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রিবিণ মুহূর্তের মধ্যে। 'অনিমেঘে রূপ তার ধরি।' মাইকেল, ১৮৬২।

অনিয়ত [স] ১ বিণ অনিদিষ্ট। 'কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে।' হুতোম, ১৮৬৮। ২ বিণ উল্লঙ্ঘন। 'দিনে দুপুরে অনিয়ত আয়োদ একবারে উঠিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনিয়ন্ত্রণীয় [স] বিণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এমন। 'শ্রেরণাকে যুক্তিবিরোধী এবং অনিয়ন্ত্রিত বলা সত্ত্বেও প্রেটো গোড়ার দিকে তার যে একটা মূল্য আছে তা স্বীকার করেছেন।' শিব, ১৯৫০।

অনিয়ন্ত্রিত [স] বিণ অসংযত। 'অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনিয়ম [স] বি নিয়মহীনতা। 'অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'অনিয়ম এবং মতভেদে হেতু শাসন অসম্ভব।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অনিয়মস্তম্ভ [স] বিণ অনিয়মের ফলে স্তম্ভ। 'আবার পুরাতন স্পীড বেটিয়ে যাচ্ছে গাছপালার সারি ... অনিয়মস্তম্ভ চা-খানা।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

অনিয়মধীন [স] অনিয়ম-অধীন বিণ অনিয়মের অধীন। 'একদিকে অনিয়মধীন উচ্চাযতা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অনিয়মিত [স] ১ ক্রিবিণ নিয়মিত নয় এমনভাবে। 'এক এক করিয়া অনিয়মিত খাইতে লাগিল।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ অস্বাভাবিক। 'কোন ব্যক্তির প্রতি ... অনিয়মিত অথবা অশিষ্ট ব্যবহার করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অনিরপেক্ষতা [স] বি পক্ষপাত। 'নিশ্চিত-অপরায়ীকে দেখিয়ে দিলেও অনিরপেক্ষতা দোষে দোষী হতে হয়।' সবুজ, ১৯১৭।

অনিরাপদ [স] বিণ ঝুঁকিপূর্ণ। 'তাদের মাথাই সবচেয়ে অনিরাপদ।' নজরুল, ১৯২৭।

অনিরীক্ষা [স] বিণ অদৃশ্য। 'অন্য দেহের সন্ধানে অনিরীক্ষা লোকে ভ্রমণ করে ফিরবেন?' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

অনিরুদ্ধ [স] বিণ অবাধ। 'প্রোতখিনী দুর্নিবার অনিরুদ্ধ প্রবাহ নিয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

অনিরূপণীয় [স] বিণ নিরূপণ করা যায় না এমন। 'কত স্বকর্মে হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা অনিরূপণীয় ইত্যন্ত বিস্তরণে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অনিরোধ [স] অনিরোধ্য বিণ অনিবার্য। 'প্রৌদিগের পক্ষ স্বামী হইল

অনিরোধ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অনির্গীত [স] বিণ অনির্গীত। 'এই বোধ করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্গীত হেতু বশতই হউক ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অনির্গেয় [স] বিণ নির্ণয় করা যায় না এমন। 'কার বেদনা কোথায় কতটুকু তা অনির্গেয়।' আলোড়িন, ১৯৬৬।

অনির্দিষ্ট [স] ১ বিণ অনির্ধারিত। 'নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদ-গভীর সংগীত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ অনিশ্চিত। 'হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মন্ত বোকা নামিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনির্দিষ্টকাল, **অনির্দিষ্টকাল** [স] বি অনির্ধারিত সময়। 'দেশকে শাসনতত্ত্ববিহীন করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য ...।' আজাদ, ১৯৫৯।

অনির্দিষ্টভাবে [স] ক্রিবিণ অনিশ্চিত উপায়ে। 'তাই অনির্দিষ্টভাবে চারটি পনের একটি পছন্দ করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অনির্দেশ [স] বিণ নির্দিষ্ট করা যায় না এমন। 'অনির্দেশ অলংকার পানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অনির্দেশ্য, **অনির্দেশ্য** [স] ১ বিণ নির্দিষ্ট করা যায় না এমন। 'অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি যা নির্দিষ্ট করা যায় না। 'একটা অনন্তের অনির্দেশ্যের অব্যাহত-মানসগোচরের ইঙ্গিত।' সবুজ, ১৯২১।

অনির্দেশ্যকাল [স] বি নির্দিষ্ট করা নেই এমন কাল। 'অনির্দেশ্যকালে সৃষ্টিকর্ম সমস্ত রীতিতে ... চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইব।' অক্ষয়, ১৮৬৬।

অনির্দেশ্যতা [স] বি স্বাধীনতা। 'রূপের পরিমিতের সঙ্গে গতিশীল প্রাণের অনির্দেশ্যতার সঙ্গমে ফলে ছন্দের জন্ম।' শিব, ১৯৫০।

অনির্দেশ্যতাময় [স] বিণ হালিস পাওয়া যায় না এমন। 'একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে ... হারাওয়া বসিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অনির্ধারিত, **অনির্ধারিত** [স] বিণ নির্ধারিত হয়নি এমন। 'মাসিক বেতনের বা অনির্ধারিত বেতনের মূদন কোন কর্মচারী ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অনির্বচন [স] ১ বি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 'এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ অনির্বচনীয়। 'তোমার ভাগ্যের দাম ধরে সেব অনির্বচন অমর প্রেমে।' স্মৃতি, ১৯৩৩।

অনির্বচনীয়, **অনির্বচনীয়** [স] ১ বিণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন। 'ইহাতে অনির্বচনীয় বিবিস্তির পরাজয়কারিণী ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩; 'পরম রমণীয় অনির্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ অপরিমেয়। 'পরমেশ্বরের অনির্বচনীয় মহিমা।' জ্ঞানানুশোদন, ১৮৫২। ৩ বিণ কল্পনাতীত। 'অমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্ণীয় রহস্যের আভাস পাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ বর্ণনাতীত। 'তার শক্তি যত বেশি অনির্বচনীয় হোক।' নজরুল, ১৯২৭।

অনির্বচনীয়তা [স] ১ বি অসাধারণত্ব। 'তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি অবশিষ্ট। 'দুই চক্ষুর মধ্যে কী নিবিড় অনির্বচনীয়তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অনির্বচনীয় [স] বি ক্রী যাকে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। 'কী হেরিন্দু? কী শনিজু? অনির্বচনীয়।' অন্নগ, ১৯২৯।

অনির্বচ্য, অনির্বচ্য [স] *বিপ* স্বীর্ণবর্ণনাতীত। 'অনির্বচ্য নিরুপমা আপনি আপন সমা।' ভারত, ১৭৬০।

অনির্বণ [স] ১ *বিপ* চির-জ্বলন্ত। 'অনির্বণ ধর্ম-আলো সবার উর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ *বিপ* প্রশমিত হয় না এমন। 'অনির্বণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ *বিপ* চিরজ্যোত। 'তা যেন আমাদের তরুণীদের মনে অনির্বণ থাকে।' বেগম, ১৯৬৭।

অনির্বাদ, অনির্বাদ [স] *বি* নির্বিবাদ। 'অনির্বাদে নির্বাহ করয়ে কত দায়।' ভারত, ১৭৬০।

অনির্বৃত্তি [স] *বি* অসংস্থান। 'অনির্বৃত্তি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকতে পূর্ববর্ত্ত ও সম্বন্ধে না।' দর্পণ, ১৮২২।

অনির্বৈয় [স] *বিপ* প্রশমিত করা যায় না এমন। 'অনির্বৈয় কামানল গোড়ায় হুদয়ে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অনির্বাহ, অনির্বাহ [স] *বি* অভাব। 'অনির্বাহে নির্বাহ করয়ে কত দায়।' ভারত, ১৭৬০।

অনির্বিল্প, অনির্বিল্প [স] ১ *বিপ* অসহায়। 'অনির্বিল্প সেই বিপ্ল উপবাস করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিপ* জীবিকা নির্বাহের উপায়হীন। 'বৎসরের অর্ধেক ভূমি অনির্বিল্প থাক।' তারিণী, ১৮০৩।

অনির্ভরযোগ্য [স] *বিপ* নির্ভর করা যায় না এমন। 'তার প্রাতিষিকতা ... অনির্ভেদ্য ও অনির্ভরযোগ্য উপাদান।' শিব, ১৯৫৬।

অনির্ভাবিত [স] *বি* দরিদ্র ব্যক্তি। *মনোএল*, ১৭৪৩।

অনিল [স] ১ *বি* বাতাস। 'অনিল অনল বয় মলয়জ বীথ। জেহ হল সীতল সেহ তেল তীর্থ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* শ্বাস-প্রশ্বাস। 'অনিল দুইজন।' *রামাই*, ১৭১০।

অনিচয় [স] ১ *বিপ* অনিচ্ছিত। 'চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিচয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ *বি* সংশয়। 'অহেতুক অনিচয়ে অবশেষে সত্য প্রমিতি।' *স্বীন্দ্র*, ১৯২৮।

অনিচয়তা [স] *বি* সন্দেহ। 'মকদ্দমার ফলের অনিচয়তা সংঘে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনিচিত [স] ১ *বিপ* অনির্ধারিত। 'অনিচিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জয়ীদারী ... নিলাম হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ *বিপ* সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না এমন। 'ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ *বিপ* আত্মবিশ্বাস-বর্জিত। 'উৎসব করিয়া অনিচিত সুদে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অনিচিতকর্ত্ত [স] *বি* নিশ্চিত নয় এমন স্বর। 'তিনি এবার অনিচিতকর্ত্তে প্রশ্ন করেন।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

অনিচিত-পানে *ক্রিবিপ* নিশ্চিত নয় এমন লক্ষ্যবস্তুর দিকে। 'নির্মম অনিচিত-পানে-ধাওয়া অদ্ভুতের প্রেতচ্ছায়াসম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অনিচিতভাবে [স] *ক্রিবিপ* নিচয়তাহীনভাবে। 'মনের কথাটা গুছাইয়া বসিবে মনে করিয়া অনিচিতভাবে একটু আমতা আমতা করিতেছিলাম।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনিষিদ্ধ [স] *বিপ* নিষিদ্ধ নয় এমন। 'শাস্ত্র দ্বারা অনিষিদ্ধ ...।' *রামমোহন*, ১৮১৯।

অনিত [স] ১ *বি* অমঙ্গল। 'অনিত আশঙ্কা বিনা মনে নাই আন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* ক্ষতি। 'অসম সাহস কর্ম করিল অনিতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বি* অতুচ্ছ। 'অদ্য প্রাতে অনিত দর্শন হইল।' *রামরায়*, ১৮০২।

অনিষ্টকর [স] *বিপ* ক্ষতিকর। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বিগর্হিত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনিষ্টকারক [স] *বিপ* ক্ষতিকারক। 'অনিষ্টকারক ঔষধের ব্যবহার চলিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অনিষ্টকারিতা [স] *বি* ক্ষতি করার ক্ষমতা। 'সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭২। 'ইহার অনিষ্টকারিতাও সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।' *বঙ্গবন্ধু*, ১৯২২।

অনিষ্টকারী [স] ১ *বিপ* অমঙ্গলকারক। 'সর্ব্বসাধারণের উপকারক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের বিশেষানিষ্টকারী [বিশেষ+অনিষ্টকারী]।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ *বিপ* ক্ষতিকারক। 'শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

অনিষ্টজনক [স] *বিপ* অকল্যাণকর। 'কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস - আমি অনিষ্ট্য এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অনিষ্টনিপুণ [স] *বিপ* অনিষ্ট করতে দক্ষ। 'অনিষ্টনিপুণ, কল্লনাশিগার অপবাদ সহস্র মুখে ব্যাদান করিয়া প্রকাশ করিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

অনিষ্টপাত [স] ১ *বি* বিপদ। 'কুসংস্কার বন্ধমূল হইলে নানা প্রকার অনিষ্টপাত হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩। ২ *বি* ক্ষতি সাধন। 'রাজার আত্মস্বার্থের অনুগ্রহে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নেই।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অনিষ্টময় [স] *বিপ* অমঙ্গলপূর্ণ। 'সংসার যে অনিষ্টময়।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অনিষ্টাশঙ্কা [স] *অনিষ্ট-আশঙ্কা* *বি* অমঙ্গলের ভয়। 'তাহারই অনিষ্টাশঙ্কা আছে।' *ঢাকাপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

অনিষ্টর [স] *বিপ* কম কষ্টকর। 'জবাই করবার অনিষ্টর উপায় উদ্ভাবন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অনিষ্টপন্ন [স] *বিপ* সম্পন্ন হয়নি এমন। 'বহুকাল দুটি ডিম অনিষ্টপন্ন রয়েছে বাহুতে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অনিসলামি [অন+আ ইসলাম+] *বিপ* ইসলামের পরিপন্থী। 'জনসাধারণ ততই অনিসলামি হৈয়া পড়তেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

অনীক [স] *বি* ভাণ্ডা (যা দিগে রক্ষা পাওয়া যায় অর্থে)। 'হায় মোর কি ছিল অনীক।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অনীকিনী [স] *বি* সৈন্যদল। 'সাজে রক্ষা অনীকিনী, উত্তরা রাণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অনীত [স] *নীতি* > ১ *বি* দুর্নীতি। 'অনীত দেখিয়া রত প্রলয়কাণণ।' *কেতক*, ১৬৫০। ২ *বি* অন্যায়। 'বাছ কেন কর গো মা এমন অনীত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অনীতি [স] *বি* নীতিহীনতা। 'অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনীতিধর্মী, অনীতিধর্মী [স] *বিপ* কেবল নীতি অনুসারী নয়। 'হিন্দু-সমাজে নীতিধর্মী মাফির রাস্তা স্থাপিত হলো এবং অনীতিধর্মী মহত্তার অন্তর্ধান করলে।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অনীতিমার্গ [স] *বি* অন্যায় পন্থা। 'বীরধর্মবহির্ভূত অনীতিমার্গ অবলম্বন করে নগ্নরথ যুদ্ধে নিহত করেন।' *মাইকেল*, ১৭৮৩।

অনীতিসূচক [স] *বিপ* অনৈতিক। 'বাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতি সূচক ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

অনীশাত্মা [স] বি যে আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর। 'কৃপাময় কল্পতরু অনীশাত্মা পুরুষ অবয়ব' মানিকরাম, ১৭৮১।

অনীশ্বর [স] বি ঈশ্বরহীন। 'অনীশ্বর অরাজক ভয়াত জগতে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অনীশ্বরীয় [স] বিণ ঈশ্বর নেই এমন। 'সংস্কৃত শব্দে রচিত কব্ধ এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়।' দর্পণ, ১৮২১।

অনীহ [স] বিণ নিস্পৃহ। 'কিন্তু অচির আর অনীহ একই বিশেষণের প্রকারভেদ নয়।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

অনীহা [স] বি নিস্পৃহা। রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'মজাগত অনীহার অসীকার গুণ আমাদের আত্মপ্রসাদে বাজে না।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৫।

অনু [স] ১ ক্রিবিণ পরে। 'বাগি খেয়ে ঘরে যেয়ে কেহ মল অনু' ঘনরাম, ১৭১১। ২ বি পদচ্যাপ। 'সেন বড় সুবুদ্ধি সন্ধান করে অনু' ঘনরাম, ১৭১১। ৩ বিণ অনুরূপ। 'যোগবল কিরণ তপন যেন অনু' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অনুপনা [স] অনুৎপন্ন। বি অনুৎপন্নতা। 'আই অনুপনারে জাম মরণ ভব গাহি।' চর্যা ৪৩, ১২০০।

অনুকম্পন [স] বি শিহরণ; সন্দর্শন। 'তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন ... উপস্থিত হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনুকম্পা [স] ১ বি সহানুভূতি। 'অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি অনুগ্রহ। 'তোমারই অনুকম্পায়' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

অনুকম্পাষিত [স] বিণ অনুকম্পাপ্রাপ্ত। 'প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পাষিত হইলেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

অনুকম্পারী [স] ১ বিণ সহানুভূতিশীল। 'অনুকম্পারী কথটা সংস্কৃত আছে। অনুকম্পাপ্রবণ শব্দটাও মন্দ শোনায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ সমবাপী। 'যে অনাম ভূগা গুহরি কান্দে, অনুকম্পারী জীবনীয়া মোর সংস্কৃত আজ সে অনুদানে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩০।

অনুকরণ [স] বি অধিকল অনুসরণ। 'ভৌতিক বিষয় মাত্রের অনুকরণ করিতে যতই সমর্থ হও ...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অনুকরণকারী [স] বি অনুকরণ করে যে। 'ইংরেজ এরূপ নিরুদ্যম অনুকরণকারী নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনুকরণপটুতা [স] বি অনুকরণের দক্ষতা। 'বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দভ হইতে গজ্ঞান, এই সকল একত্র করিয়া ...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনুকরণপ্রিয় [স] বিণ অনুকরণ করতে ভালোবাসে এমন। 'বাংলা দেশ অনুকরণপ্রিয়' হাই, ১৯৫৪।

অনুকরণপ্রিয়তা [স] বি অনুকরণের অনুরাগ। 'অনুকরণপ্রিয়তা ছাড়া তাহাতে যে সারাংশ বা মুক্তি তরু কিছু আছে ...' এসলস, ১৯২০।

অনুকরণমূলক [স] বিণ সাদৃশ্য ভিত্তিতে করা হয়েছে এমন। 'এরূপ হুলে শিক্ষা হইতে যে অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তাহাও অনুকরণমূলক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনুকরণযোগ্য [স] বিণ অনুসরণের যোগ্য। 'এই উদারতা অনুকরণযোগ্য' অন্নদা, ১৯৩৭।

অনুকরণরূপ [স] বি নকল রূপ। 'অনুকরণরূপ কোন নিরর্থক ... পরিহাস করিত।' দর্পণ, ১৮৩২।

অনুকরণাত্মক [স] বিণ অনুকরণীয়। 'এই স্থীপ শব্দই বলুন আর ধাতুই বলুন, যে শুদ্ধ অনুকরণাত্মক তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনুকরণীয় [স] বিণ অনুকরণের যোগ্য। 'বাস্তবিক সকলগুলিই যে সকল সময়ে যোগ্য ও অনুকরণীয় ...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অনুকর্ষ [স] বি অনুসরণ। 'ক্লাসিক মানস ঐতিহ্যের অনুকর্ষে মার্জিত, রোমান্টিক মানস স্বকীয়তার স্বাক্ষরে সিদ্ধিকারী।' শিব, ১৯৫০।

অনুকল্প [স] ১ বি প্রতিমূর্তি। 'সে আমার অনুকল্প জানি।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি পরিবর্ত। 'নীলিমার অনুকল্পে আজ যারা সয়েছে বিমান' জীবন, ১৯৩৫। ৩ বি অপ্রধান নিয়ম। 'যে জগতে তার বাস, সেখানে স্থিতি অনুকল্প।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৫।

অনুকল্পান্তে [স] ক্রিবিণ পরিবর্তিত হয়ে। 'ভক্ত অনুকল্পান্তে গোপাণ্ডি দেব নারায়ণ।' মাল্যধর, ১৫০০।

অনুকল্পনা [স] বি হীন কল্পনা। 'সাম্প্রদায়িক গুহাচার যে-সকল অনুকল্পনা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

অনুকল্পনাশ্রেষ্ঠ অনুকল্প

অনুকার [স] বি অনুকরণ। 'অনুকার, অনুকারী - imitating' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অনুকারাচ্ছন্ন [স] অনুকার-আচ্ছন্ন। বিণ অনুকরণ দোষে দুষ্ট। 'ওয়েস্টার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অনুকারাচ্ছন্ন।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

অনুকারী [স] বিণ অনুকরণকারী। 'অর্থশীলগণ অনুকারীই রহিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনুকার্য [স] বিণ অনুকরণের যোগ্য। 'যাঁরা কবিশ্যঃপ্রার্থীদের অনুকার্য ছিলেন।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

অনুকূল [স] ১ বি সহায়। 'আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ আরামদায়ক। 'দখিন মলয়ানিল বহল অনুকূল কুসুমিত কানন সাজু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বিণ সদয়। 'সেবসেনা ... অনুকূল জতেক দেবতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ পক্যাবলম্বী। 'প্রজালোক ও চাকর ও সোনাগণ সমস্তই অনুকূল।' রামরাম, ১৮০১। ৫ বিণ আসক্ত। 'হেরিয়া চুতমুকুল অলিকূল অনুকূল ব্যাকুল হইল মধুশোভে।' রামনারায়ণ, ১৮০৪। ৬ বিণ ইতিবাচক। 'সাহেবের অতিরিক্ত অনুকূল ভাব দুট্টেই দুট্ট লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে।' মধ্যস্থ, ১৮৭০।

অনুকূলকারী [স] বিণ হিতকারী। 'আমাদের পরিবার ... পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনুকূলতা [স] বি সহায়তা। 'তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অনুকূলভাব [স] বি ইতিবাচক মনোভাব। 'সাহেবের অতিরিক্ত অনুকূলভাব দুট্টেই দুট্ট লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে।' মধ্যস্থ, ১৮৭০।

অনুকূলা [স] বিণ স্ত্রী সদয়। 'অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অনুকৃত [স] বি যাকে অনুকরণ করা হয়েছে। 'অনুকরণীয় এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনুকৃতি [স] ১ বি প্রতিরূপ। 'বাস্তবিক সৌন্দর্যে ভারতবর্ষ জগতের অনুকৃতি।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮। ২ বি অনুকরণ। 'বিশদেশের অনুকৃতিতে সার্থক করিয়া তুলিব কিংবের জোরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনুকৃতিবাচক

অনুকৃতিবাচক [স] বিণ অনুকরণ দ্যোতক। 'ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অনুকৃতিবাদ [স] বি অনুকরণ সংক্রান্ত মতবাদ। 'সেই অনুকৃতিবাদ কি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনুভূত [স] বিণ বলা হয়নি এমন। 'নারীকণ্ঠে বা ক্রীকটাকাঁকে অনুভূত এবং অর্ধেক মতামতগুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনুক্রম [স] বি পর্যায়ক্রম। 'তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কিরূপে পুজিতে হবে অনুক্রম কহ তনি তার।' কৃত্তিবাস, ১৬৫০।

অনুক্রমণিকা [স] বি ভূমিকা। 'বরাহনগরে ইসলজীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা।' দর্পণ, ১৮৩৯।

অনুক্রমবাহী [স] বিণ পরম্পরাক্রমে চলে আসছে এমন। 'পুরুষানুক্রমবাহী [পুরুষ-অনুক্রমবাহী] কতন্ত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

অনুক্রম্য [স] অনুক্রম্য। 'কি পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা। 'কহিবে পাণ্ডবগণে কাল অনুক্রম্য।' কাশীরাম, ১৬৫০।

অনুক্রমে [স] ১ ক্রিবিণ ধায্যত্বাবে। 'অনুক্রমে স্বকল পিথিবি হৈল বস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রিবিণ পর্যায়ক্রমে। 'অনুক্রমে লাগিলেন্ত দান করিবার।' সুলতান, ১৭০০।

অনুকৃপ [স] অনুকৃপ। ১ ক্রিবিণ সর্বদা। 'রাত্ৰদিনে অনুকৃপ তোমাকে যেখানে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ উত্তরোত্তর। 'যত গীয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুকৃপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অনুশ্রব [স] অনুশ্রব। ক্রিবিণ সব সময়ে। 'কি রসে রিঝায়লি সো কল নাগর অনুশ্রব তোহারি যেখান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অনুশ্রব [স] অনুশ্রব। ১ বি সকল সময়। 'অনুশ্রবে বিকল হারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিণ প্রতি ক্ষণ। 'হিয় হিয় রাখি অনুশ্রব অনুশ্রব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অনুগ [স] ১ বিণ অনুগামী। 'অনুগ যদি অনুগ হবার সুবিধে না পায়।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯। ২ বিণ অনুগত। 'বক্তা বা লেখকের মনোভঙ্গির অনুগ।' শরীফ, ১৯৬৮।

অনুগত [স] ১ বিণ বাধ্য। 'কাচ খটী অনুগত জন জেম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'তোমা অনুগত বড় দেব প্রীতির।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ বাধ্যগত। 'অন্য বলিক জত রাম দপ্তে অনুগত গুনে রামায়ণ এক চিত্তে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুগতা [স] বিণ ক্রী অধীন। 'এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, ক্রীরা তাদের অনুগতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অনুগতানুজ [স] বি অনুগত ছোটো ভাই। 'হে ডাঃ এক্ষণে আপনার অনুগতানুজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।' দীনবন্ধু, ১৮৭০।

অনুগতি [স] বি অনুগত। 'ন ময়োর কবছ তুঅ অনুগতি চুকিলে বচন ন বেলল মন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অনুগম [স] বি অনুসরণ। 'বেদাদেশের অনুগম করেন।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অনুগমন [স] ১ বি অনুসরণ। 'বিংশানের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি পদাভ্যগমন। 'মেয়েটি আগে চলিল, সাহেবেরা তাহার অনুগমন করিল।' প্রভাত, ১৮৯৬।

অনুগা [স] অনুগা। বিণ অনুগত। 'স্বজ্ঞাতি অনুগা,সোপাতে সোহাণা।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিত্তী, ১৬০০।

অনুগামিনী [স] ১ বিণ ক্রী অনুসরণকারী। 'তাহার পত্নীও শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ উনয়-তনয়ার অনুগামিনী হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ ক্রী সহযাত্রী। 'তিনিও অবিলম্বে তাহার অনুগামিনী হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অনুগামী [স] ১ বিণ অনুসরণকারী। 'তাহার অনুগামী হইয়া আমরা এক্ষণে ... প্রশংসা করি।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বিণ অধীন। 'সহজ বুদ্ধি জৈব অভ্যাসের অনুগামী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি শিষ্য। 'শঙ্করাচার্য ও তাহার অনুগামীদের মতে।' হাই, ১৯৫৪।

অনুগণ [স] ক্রিবিণ অনেকবার। 'আমার বচন তুমি বৃদ্ধ অনুগণ আরবার লহনা পাড়ো পাছে খুন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুগৃহ [স] অনুগৃহ্য বি কৃপা। 'তাহার অনুগৃহে মোর তৈলকোর লোক।' মালাধর, ১৫০০।

অনুগৃহীত [স] ১ বিণ প্রতিপালিত। 'বাসুদেব দত্তের তিহ হয় অনুগৃহীত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অনুগৃহ লাভ করেছে এমন। 'সময়ক্রমে বাদসাহের অনুগৃহে অনুগৃহীত হইয়া ...।' রামরায়, ১৮০১।

অনুগৃহীতা [স] ১ বিণ ক্রী রক্ষিতা। 'রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বিণ ক্রী অনুগৃহ লাভ করেছে এমন ব্যক্তি। 'ফুলমণি দর্পভের বিশেষ অনুগৃহীতা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অনুগ্রহ [স] বি দয়া। 'দ্রোণ মদাগণেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অনুগ্রহকরণ [স] বি দয়া বা করুণা করা। 'দুঃস্থের পুটিকরণ অথবা অযোগ্যের প্রতি অনুগ্রহকরণ ...।' তারিণী, ১৮০৩।

অনুগ্রহ করে - সৌজন্যসূচক ইংরেজি 'গ্রীষ্ম' শব্দের ভাষান্তর। 'মহাশয় আশ্বাদের অনুগ্রহ করে টিকিট দেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

অনুগ্রহজীবী [স] বি অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকে এমন ব্যক্তি। 'অনুগ্রহজীবীদিগকে এই-সব কথাই বলিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনুগ্রহদান [স] বি উপকার করা। 'বৃক্ষতে পারছে না সৈয়দগিল্লীর অবাচিত অনুগ্রহদানের এই উগ্র ইচ্ছাটাকে।' কায়সার, ১৯৬৫।

অনুগ্রহদর [স] বিণ কৃপাধন্য। 'সায়েরবদের অনুগ্রহদর পল্লোলচন বিনা টাকায় মুছুদ্বি হন।' হুতোম, ১৮৬১।

অনুগ্রহ-নিম্না [স] বি দয়া ও নির্দয়তা। 'অনুগ্রহ-নিম্নাহের সঙ্কীর্ণ বেড়া-দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অনুগ্রহপত্র [স] বি স্বাশ্বানসূচক চিঠি। 'মহাশয়এর অনুগ্রহপত্র পাইয়া সবিশেষঃ জ্ঞাতো হইলাম।' ওর্সা, ১৭৭৯।

অনুগ্রহপত্রি [স] অনুগ্রহপত্রী বি শংসাপত্র। 'জাবত অনুগ্রহপত্রি না আসিয়াছে তাবত এই রূপ থাকিতে হইল।' চিঠিপত্র, ১৮৪৫।

অনুগ্রহপাতি [স] অনুগ্রহপত্রী বি অনুগ্রহপত্র। 'অনুগ্রহপাতি মন্তকে রাবীলাম।' ওর্সা, ১৭৭৯।

অনুগ্রহপালিতা [স] বিণ ক্রী দয়ায় পালিত। 'কিহ্ন অনুগ্রহপালিতা বলিয়া একটি কুচিত্ত ভীকু ভাবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনুগ্রহপূর্বক, অনুগ্রহপূর্বক [স] ক্রিবিণ দয়া ক'রে। 'এখন তুমি অনুগ্রহপূর্বক আমারকে মৈত্রী ইচ্ছা কর।' গোলাক, ১৮০১।

অনুগ্রহভিক্ষুক [স] বি করুণাপ্রার্থী ব্যক্তি। 'অনুগ্রহভিক্ষুকদিগকে যখন পদে পদে হত্যাশ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনুগ্রহশূন্য [স] বিণ ক্রী দয়া থেকে বঞ্চিত। 'কন্যা ... স্নেহশূন্য, আদরশূন্য, অনুগ্রহশূন্য।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

অনুগ্রহবরূপ [স] ত্রিবিধ দয়া হিসেবে। 'আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহবরূপ শতসংখ্যক ঋশনান করিয়া থাকেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনুগ্রহী [স] বিণ দয়া ভিক্ষাকারী। ওয়া, ১৭৮৫।

অনুগ্রহাকাজী [স] অনুগ্রহ-আকাজী। বি কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তি। 'অনুগ্রহাকাজীদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অনুগ্রহাবলোকনপূর্বক, অনুগ্রহাবলোকনপূর্বক [স] অনুগ্রহ-অবলোকন-পূর্বক। ত্রিবিধ অনুগ্রহ করে। 'অনুগ্রহাবলোকনপূর্বক সমুদায়ের সমুদায় যদি সমাচার দর্পণ দ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ।' দর্পণ, ১৮২১।

অনুগ্রহার্থী [স] অনুগ্রহ-অর্থী। বিণ অনুগ্রহ প্রার্থনাকারী। 'ইহা পরিগ্রহ হওয়ারই পূর্বে অনুগ্রহার্থী হইয়াছি।' দর্পণ, ১৮৩০।

অনুগ্রাহক [স] বিণ অনুগ্রহকারী। 'অনুগ্রাহক মহাশয়েরদের অবশ্যই অনুগ্রহ হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩১।

অনুগ্রাহ্য [স] বিণ অনুগ্রহযোগ্য। 'মহাশয়দিগের প্রিয় এবং অনুগ্রাহ্য একে কান অধ্যাক্ষ আছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অনুঘটক [স] বিণ প্রভাবক; ইংরেজি ক্যাটালিস্ট শব্দের প্রতিশব্দ। 'অনুঘটক' পরত, ১৯৩৬।

অনুচর [স] ১ বি ভক্ত। 'জয় হউ প্রভুর যতেক অনুচর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বেসক। 'এই বড় স্ত্রী যে তাহার অনুচর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি আজ্ঞাবাহ। 'তবে বৃদ্ধ নৃপবর আদেশিল অনুচর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি অনুসরণকারী। 'তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা করেন ...।' রামায়ণ, ১৮১৭। ৫ বি শিষ্য। 'কর্তার অনুচরেরা ... অন্তঃপুরে প্রবিশি হইয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বি কর্মচারী। 'তাঁহারদিগের আদেশ অনুসারে অনুচরেরা সর্বদা প্রহরাদি করে।' প্রভাকর, ১৮৩০। ৭ বি সঙ্গী। 'হজরত মুহাম্মদ অনুচরগণসহ মক্কায় অবস্থিতি করিতেছেন।' মশাররফ, ১৮৮৬।

অনুচর-পরিচর [স] বি সঙ্গী-সাথি। 'অকর্মণ্য অনুচর-পরিচরেরও অভাব নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অনুচরী [স] অনুচরী। বি স্ত্রী সহচরী। 'জানিল আসিয়াছিল উসার অনুচরী।' মলাধর, ১৫০০।

অনুচরী [স] ১ বি স্ত্রী সঙ্গী। 'আছেন অভয়া তার হয়ে অনুচরী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি স্ত্রী পরিচরিকা। 'অনুচরী জোগায় দুবলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুচীর্ষা [স] বি অনুকরণ করার ইচ্ছা। 'অনুচীর্ষ্য তাঁহাদিগের অনুচীর্ষার ফল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনুচিত [স] ১ বি অযৌক্তিক কথা। 'অনুচিত না বোল বচনে।' বাহু, ১৪৫০। ২ বিণ অন্যায। 'হয়ে কুলকামিনী কহইতে অনুচিত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বিণ প্রয়োজনীয় নয় এমন। 'অনুচিত না দেই বিধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুচিত্য [স] অনুচিত্য। বিণ উচিত নয় এমন। 'এত সুনি পাওব অনুচিত্য পরাভব।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অনুচ্চ [স] বিণ মৃদু। 'জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল।' নজরুল, ১৯৩১।

অনুচ্চকর্ত্ত [স] বি মৃদুশর। 'দাদাসাহেব অনুচ্চকর্ত্তে আপন মনে বলেন।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

অনুচ্ছা [স] বিণ উচ্চারিত হয়নি এমন। 'আমার মুখে না বলা/ অনুচ্ছা অনুচ্ছা।' অন্নদা, ১৯৩১।

অনুচ্চারিত [স] বিণ অব্যক্ত। 'অনুচ্চারিত ভাষাই তিনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অনুচার্য, অনুচার্য্য [স] বিণ উচ্চারণের অযোগ্য। 'পবাহি প্রভৃতি হিন্দুদিগের অনুচার্য্য প্রব্রের দ্বারা বাণিজ্য ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অনুচ্ছল [স] বিণ উচ্ছল নয় এমন। 'সাহারা মরুর অনেক নীচে পৃথিবীর বৃক যে-পানি সঞ্চিত রেখেছে - তা কি শান্ত, অনুচ্ছল?' শওকত, ১৯৬২।

অনুচ্ছলা [স] বিণ স্ত্রী উচ্ছল নয় এমন। 'আমার মুখে না বলা/ অনুচ্ছার অনুচ্ছলা।' অন্নদা, ১৯৩১।

অনুচ্ছেদ [স] বি কুদ্রাংশ। 'সাথে নিয়ে আসে মহাসতোর অনুচ্ছেদ।' ফররুখ, ১৯৪৬।

অনুজ [স] বিণ কনিষ্ঠ। 'তাঁহার অনুজ শাখা শব্দর-পণ্ডিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুজ্ঞাপ্রতিম [স] বিণ ছোটো ভাইয়ের তুল্য। 'তাঁর স্বর্গত স্বামী আমার অনুজপ্রতিম বন্ধু।' নজরুল, ১৯৩৮।

অনুজর্মা [স] অনুজর্মা। বি কনিষ্ঠ ভাই। 'জমক লক্ষণ তার শত্রুয় পুত্র আর অনুজর্মা সমর-বিজয়ী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুজ্ঞা [স] বিণ স্ত্রী কনিষ্ঠ। 'অনুজ্ঞা ভগিনী মোর নাম রঞ্জাবতী।' রূপরায়, ১৭৫০।

অনুজ্ঞাসী [স] ১ বিণ উজ্জল নয় এমন। 'শীতল হইয়া অনুজ্ঞল হইলে ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ নিঃস্পৃহ। 'উদাম শৃঙ্গারযুদ্ধে গণিকারা অনুজ্ঞল, মৃত।' শক্তি, ১৯৬১।

অনুজ্ঞা [স] ১ বি আদেশ। 'অনুজ্ঞা করিল ইন্দু চরিত জলধরে।' কুণ্ডাবাস, ১৬৫০। ২ বি অনুমতি। 'আমি তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অনুজ্ঞাত [স] বিণ আদেশপ্রাপ্ত। 'তিনি ইষ্টদেব কর্তৃক এবশ্পকার অনুজ্ঞাত হইয়া এক মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অনুজ্ঞান [স] বি সঞ্চিত; চৈতন্য। 'হারাইল অনুজ্ঞান অনলে আরোহণ।' যানিকরায়, ১৭৮১।

অনুতত্ত্ব [স] বিণ কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত। 'অনুতত্ত্ব ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনুতত্ত্বা [স] বিণ স্ত্রী কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত। 'দুটি অনুতত্ত্বা রমণী তাহার প্রশস্ততা ভিক্ষা করিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অনুতাপ [স] বি অনুশোচনা। 'দেখিতে না পায় লোক করে অনুতাপ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অনুতাপক্ৰিষ্ট [স] বিণ অনুশোচনায় দক্ষ। 'অনুতাপক্ৰিষ্ট মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল।' প্রভাত, ১৮৯৭।

অনুতাপদক্ষ [স] বিণ অনুতাপের জ্বালায় কাতর। 'অনুতাপদক্ষ বিদ্যাপতির ত্রন্দনমুখের গলার স্বরই সেখানে কাঁপিয়া উঠিতেছে।' হাই, ১৯৫৪।

অনুতাপবাহ [স] বি অনুতাপরূপ বাণ। 'অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাহে বিধিয়া কাঁদিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অনুতাপবিবশা [স] বিণ স্ত্রী অনুশোচনায় বিহ্বল। 'সীতা কখন বিষ্ময়ভিত্তিমা; ... কখন অনুতাপবিবশা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনুতাপনাল [স] অনুতাপ+স অনল। বি অনুতাপের আগুন। '... অন্তর অনুতাপনালে দক্ষ হইতেছিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

অনুতাপিতা

অনুতাপিতা [স] বিণ অনুশোচনাকারী। 'অনুতাপিতা, মলিনা বিধবা চক্ষু অঞ্চল দিয়া বসিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

অনুতাপী [স] বিণ অনুশোচনাকারী। 'অনুতাপী মাবিয়া আরও অধিকতর দুখানন্দে দম্বীভূত হইতে লাগিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

অনুবর্ক [স] বি নিকটতা। 'অপেক্ষাকৃত অনুবর্ক তাঁহাদিগের অনুচিহ্নার্থ ফল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

অনুত্তর [স] বিণ নিরুত্তর। 'হেন জনে কী কারণে বল অনুত্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুত্তরঙ্গ [স] বিণ উত্তাল তরঙ্গহীন। 'অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনুত্তরণ [স] বি পঙ্খযো না পৌঁছানো। 'জীবনের নদীর নাম- অনুত্তরণ।' জীবন, ১৯৪৮।

অনুত্তরণীয় [স] বিণ দুর্বোধ্য। 'এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্বমুদ্র মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

অনুত্তর সামী [স] অনুত্তরসামী বি পরম গুরু। 'গৃহ তু চাটিল অনুত্তর সামী।' চর্য্য, ৫, ১২০০।

অনুত্তরী [স] ১ বিণ অতিক্রান্ত। 'বৃক্ষাদিন্যনা অন্তঃ প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তরী হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ অকৃতকার্য। 'পরীক্ষায় অনুত্তরী হইলে রুময়বিদ্যারক লজ্জা ও নিরাশা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনুত্তেজি [স] অনুত্তেজি বিণ মন্দ। 'আমাদের অনুত্তেজি বাগিছার অতি অনুচিতরূপ ভার।' দর্পণ, ১৮৩৫।

অনুত্তেজিত [স] ১ বিণ উত্তেজনাহীন। 'কেমন একটা অনুত্তেজিত অবসর ক্লালা।' মালিক, ১৯৩৫। ২ বিণ কোমল। 'অনাথের মতো অনুত্তেজিত কর্তে বলল।' মালিক, ১৯৩৫।

অনুৎপাদক [স] বিণ উৎপাদনহীন। 'রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবচেয়ে যে অনুৎপাদক বিভাগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অনুত্যাঙ [স] বিণ প্রসন্ন। 'তাহারা পরমানন্দে অনুত্যাঙ চিত্তে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

অনুৎসব [স] বি উৎসবহীনতা। 'অবিচিত্র দিনের অনুৎসবের অনুৎসাহের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে।' অবন, ১৯২৫।

অনুৎসাহ [স] ১ বি উৎসাহের অভাব। 'আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়েরা তাহাতে অনুৎসাহ প্রকাশ না করেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭। ২ বি উৎসাহ না দেওয়া। 'হিতাহিতবুদ্ধি আচ্ছন্নতাকারী দ্রব্য বিক্রয়ে অনুৎসাহ দেওয়া প্রেরণকল্প।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

অনুৎসাহি [স] অনুৎসাহী বিণ অনগ্রহী। 'এমত বিবেচনা করিবেন না যে আমরা বদেশীয় ব্যক্তিক্রিয়া বাগিচা প্রভৃতি কার্যে অনুৎসাহি বলিতেছি ...' প্রভাকর, ১৮৫২।

অনুৎসাহিত [স] বিণ উৎসাহহীন। 'অনুৎসাহিত হবার কথা।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অনুৎসাহী [স] বিণ উৎসাহ নেই এমন। 'দমনকারীদিগকে দমন করিতে অনুৎসাহী আছেন।' মহাশ্ব, ১৮৭৩।

অনুৎসুক [স] বিণ অনগ্রহী। 'বিশ্বত সূত্রের বাদ হ্রদি অনুৎসুক।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

অনুদাত্ত [স] বিণ নিম্নবর্ষ। 'উদাত্ত অনুদাত্ত বরিতাদি বরপ্রক্রিয়া-পরিশোধিত কোমল মসৃণ অথচ গম্ভীর স্বরলহরীতে ...' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

অনুদার [স] বিণ সংকীর্ণমনা। 'উনিবিংশ শতাব্দীতে এমন নিয়ম অত্যন্ত অনুদার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অনুদারতা [স] ১ বি উদারতার অভাব। '... বাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি সংকীর্ণতা। 'অজ্ঞতা হইতেই রূপের অনুদারতা জন্মলাভ করে।' প্রমথ, ১৯২০।

অনুদাস [স] বি দাসের দাস। 'বলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অনুদিন [স] ১ ক্রিবিণ প্রতাহ। 'ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই।' চর্য্য, ৪২, ১২০০। ২ ক্রিবিণ প্রতিনিয়ত। 'অনুদিন করিত জাতন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুদেদ [স] বি নির্দেশ। 'যে মনবী হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেদক্রমে যুক্তির লটন হাতে লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অনুদ্ব্যতিনী, অনুদ্ব্যতিনী [স] বিণ সমতল। 'বাসালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেক্ষণ সচচরার অনুদ্ব্যতিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

অনুদ্বিষ্ট [স] বিণ সন্ধান বা খোঁজ নেই এমন। 'একক আত্মা - অনুদ্বিষ্ট - ঝাপসা।' বৃন্দা, ১৯৬৬।

অনুদ্বিষ্টপতিক [স] বিণ স্বামী নিখোঁজ রয়েছে এমন। 'যে ভ্রীলোক অনুদ্বিষ্টপতিক ও পুরাদিরহিত।' বন্দর্শন, ১৮৭৪।

অনুদেদ [স] বিণ নিরুদ্দেশ। 'অনুদেদ হৈল তবে তিনশত জন।' চর্য্য, ১৬৫০।

অনুদ্বিষ্ট [স] বিণ বিনীত। 'অনুদ্বিষ্ট বরে কহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অনুদ্বিষ্ট [স] ১ বিণ উদ্বোধন। 'অনুদ্বিষ্ট, নিম্পৃহ, ধীর জীবনযাত্রা।' বিজুতি, ১৯৩৮। ২ বিণ অব্যাকুল। 'দুঃখ অনুদ্বিষ্ট মন, সুখে বিগতসুখ হয়ে গিয়েছিল।' যুক্ততবা, ১৯৬০।

অনুদেপ [স] বি উদ্বোধনহীনতা। 'এই আশঙ্কানু অনুদেপই রাজলক্ষীর কাছে বড়ো কঠিন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অনুদেল [স] বিণ অচঞ্চল; স্থির। 'আরেকটি দিক অঙ্গ-অঙ্গাঙ্গ, রশ্মিঘাতে অনুদেল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

অনুদোষী [স] বিণ উদ্যমহীন। 'সে যে হটক অনুদোষী পুরুষ যে হয় সে কারুণ্য।' সত্যেন্দ্র, ১৮১২।

অনুদ্বিধি [স] বিণ ত্রী অনুসরণকারী। 'মেয়েরা যখন ভালোমঙ্গল উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুদ্বিধি হবেই ...' অন্নদা, ১৯২৯।

অনুদ্বাবন [স] ১ বি উপলব্ধি। 'অনুদ্বাবন করিবেন প্রজ্ঞার সুখ বুদ্ধি ...।' রামায়ণ, ১৮০২। ২ বি অনুসন্ধান। 'বিলক্ষণ অনুদ্বাবনের পর এক ডাল হরিণ ধরিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি পর্যালোচনা। 'শিক্ষাপ্রদানী সংস্থাপকেরা বিশিষ্টরূপে অনুদ্বাবন করেন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি অনুভব। 'আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুদ্বাবন করিয়া মুক্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৫ বি অবৈষয়। 'ভারতও শান্তির অনুদ্বাবন করছে, চীনদেশও করছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

অনুদ্বাবনযোগ্য [স] বিণ পর্যালোচনার যোগ্য। 'দেশের সকল চিন্তাশীলদের অনুদ্বাবনযোগ্য বলিয়া আমরা ...।' আজাদ, ১৯৩৬।

অনুদ্বাবনা [স] বি অনুসরণ। 'প্রথমে যে অনুদ্বাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম থাকাই তার যথার্থ পরিচয় নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

অনুদ্বাবনীয় [স] বিণ অনুদ্বাবন করা যায় এমন। 'শূন্যে অনুদ্বাবনীয় পাহাড় উঠে।' জীবন, ১৯৪০।

অনুধাবনীয়তা [স] বি অনুধাবন করা যায় এমন অবস্থা। 'বারোটি বহুর ম্যান কবিতার ব্যতীক্ষানি খুলে অনুধাবনীয়তার মাঝে বসে আছি, দেখা দাও।' শক্তি, ১৯৭০।

অনুধ্বনি [স] বি প্রতিধ্বনি। 'থামাও মৃত্যুর সুর শোন জীবনের অনুধ্বনি।' ফররুখ, ১৯৪৬।

অনুধ্যান [স] বি নিরন্তর চিন্তা। 'ভাঁহার কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, ... স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অনুধ্যানশীল [স] বি নিরন্তর চিন্তাশীল। 'তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও অনুধ্যানশীল ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৭২।

অনুন্নয় [স] ১ বি অনুরোধ। 'কর-জোড়ে অনুন্নয় করে ওখা প্রতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বিনয় প্রকাশ। 'অনুন্নয় করে একথানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অনুন্নয়প্রবাহ [স] বি বিনয়-ভাষণ। 'এই অনুন্নয়প্রবাহে শ্রীমুক্ত ক্রিতি প্রায় গলিয়া যান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অনুন্নয়বাণী [স] বি কাতর নিবেদনযুক্ত কথা। 'কৃষককন্যা অনুন্নয়বাণী করিতেছে বারংবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অনুন্নয়-বিনয় [স] বি সন্মতির প্রার্থনা। 'নিশি অনুন্নয়-বিনয় করিয়া, তাঁহাকে জলযোগে বসাইল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অনুন্নয়মাথা [স] অনুন্নয়+মাথা। বি মনতিপূর্ণ। 'সে অনুন্নয়মাথা গলায় বলে, 'ছেড়ে দাও পোকাভেলা ...' শওকত, ১৯৭২।

অনুন্নয়শব্দ [স] বি বিগলিত কষ্ট। 'সংখ্যিতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে করুণার অনুন্নয়শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অনুনাদ [স] বি প্রতিধ্বনি। 'মূল্যহীন কলটি কথার অনুনাদ।' সুশীল, ১৯২৯।

অনুনাদী [স] বি অনুরণনালী। 'সুবেদী সঙ্করণ এবং অনুনাদী ধ্বনিপ্রবাহে মিলে যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল ...।' শিব, ১৯৭০।

অনুনাসিক [স] বি নাসিকার সাহায্যে উচ্চারণ করা হয়। 'ক বর্ণের অনুনাসিক ঙ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অনুন্নত [স] ১ বি অনুন্নত। 'মন্তক গুণঠন, হৃদয় অনুন্নত।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বি জ্ঞানবিজ্ঞানে তেমন উন্নতি করতে পারেনি এমন। 'পদে পদেই মানা অনুন্নত জাতির ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনর্থসর। 'নানাপ্রকারের অনুন্নত উপজাতি।' মূলভাবা, ১৯৪৯।

অনুপ [স] বি উপমাহীন। 'ভুলেই অনুপ বাস।' জ্ঞান, ১৬০০।

অনুপকার [স] বি উপকার না হওয়া। 'তাঁহা যদি অনুপকার নিমিত্তে দিব তবে কি স্বার্থ।' রামায়ণ, ১৮০২।

অনুপকারক [স] বি উপকার করে না এমন। 'অনুপকারক জ্ঞান করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

অনুপকারী [স] বি ক্ষতিকারক। 'সমুদয় ধর্ম অপেক্ষা অল্প অনুপকারী।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

অনুপদী [স] বি অনুসরণকারী। 'হৃৎ অনুপদী বীর যায় ধীরগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুপদীনা [স] বি পায়ের মোজা। 'অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্বান, পৃষ্ঠে তুর্গীর, চরণে অনুপদীনা।' বঙ্কিম, ১৮৬৯।

অনুপদী [স] অনু+হি পদী। বি অনুগামী ব্যক্তি। 'মহাপুরুষেরা যে পর্যন্ত গিয়েছেন তাঁরও বেশি তাঁদের অনুপদীরা যাবেন, এই তো তাঁদের

ইচ্ছা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অনুপম [স] বি অতুলনীয়। 'ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা।' রূপায়ণ, ১৭৫০।

অনুপমভূ [স] বি উপমাহীনতা। 'নৈসর্গিক সুখমার অনুপমভূ ... বিমুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অনুপমেষ [স] বি তুলনীয় নয় এমন। 'এই কথা আমার অনুপমেষ শিরচালন সহকারে, বারংবার বলিতেছি।' বিদ্যা, ১৮৯২।

অনুপযুক্ত [স] ১ বি অস্বার্থ। 'পিতামাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উৎসেগ করেন না, একথা অতি অনুপযুক্ত।' গৌর, ১৮২২। ২ বি অযোগ্য। 'অশ্বখাও গুরুপুত্র তাঁহাকে বধ করা অনুপযুক্ত।' গৌর, ১৮২২। ৩ বি উপযুক্ত নয় এমন। 'এতদেশীয়েরা ইষ্ট ইতিয়া কোশানির অনুপযুক্ত।' দর্পণ, ১৮৪০। ৪ বি অসংগত। 'এ স্থলে তাঁহার বিষয়ে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযুক্ত নয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অনুপযুক্ততা [স] ১ বি অসৌচিত্য। 'দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি উপযোগিতার অভাব। 'স্বত্বাধিকার এ দেশীয়দিগকে দিবেন না, ইহা নিশ্চিত, পরন্তু আমাদের অনুপযুক্ততা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহা দেওয়াও ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনুপযুক্তা [স] বি স্ত্রী অযোগ্য। 'অনুপযুক্তা বউটাকে জীবন হইতে ছাটিয়া ...।' মানিক, ১৯৪০।

অনুপযোগিতা [স] ১ বি উপযোগিতার অভাব। 'পরস্পর অনৈক্য, দ্বিপাক্ষীয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি অসম্পূর্ণতা। 'তীব্রভাবে আমরা অনুভব করছি শিক্ষাপদ্ধতির অনুপযোগিতা।' বেগম, ১৯৪৮।

অনুপযোগিনী [স] বি স্ত্রী উপযোগী নয় এমন। '... সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগিনী করিয়া ফেলে।' দীপিকা, ১৮৮৭।

অনুপযোগী [স] ১ বি অলভ্য। 'উহা মূল্যবান হওয়াতে পুরুষেরা তাহা আপনাদের অনুপযোগী ও অব্যবহার্য বলিয়া জ্ঞান করিত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি অপ্রয়োজনীয়। 'অনেকাংশে অনুপযোগী আর একটি কথা আনিয়া হাজির করেন।' প্রমথ, ১৮৯০। ৩ বি অনুপযুক্ত। 'সৌকর্য ধর্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৪ বি অপ্রাসঙ্গিক। 'সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনুপক [স] বি রুদ্ধ করে না এমন। 'অস্বার্থপর ও অনুপক ইত্যাদি গুণে অধিত।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

অনুপল [স] বি সময় মাপার একক – বিপলের থেকেও ছোটো; মুহূর্ত। 'পলে, অনুপলে আমাদের অন্তরে এ সকল কথা জাগিতেছে।' মশাররফ, ১৮৮৭।

অনুপলঙ্কি [স] বি অনুভূতি; উপলব্ধি না করা। 'হয়তো এই অনুপলঙ্কি বিশেষ শিক্ষার দ্বারা ...।' ধূজুটি, ১৯৩১।

অনুপলভ্য [স] বি অলভ্য। 'অসাধ্য কিছু নয়, অনুপলভ্য কিছু নয়।' মাহেন্দো, ১৯৪৯।

অনুপলম্বিত [স] বি অগ্রসম্বিত। 'আজও তার বেদনার্ত তীব্রতা অনুপলম্বিত।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

অনুপস্থিত [স] ১ বি অনাগত কিছু। 'উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশ।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি গরহাজির। 'আমাদের যুবরাজ

অনুশ্রুতি

ছিলেন অনুশ্রুতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অনুশ্রুতি [সি] বি পরহাজিরা। 'উভয়ের অনুশ্রুতি সময়ে, এক স্ক্রুমার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনুপাত [সি] বি অংশভাগ। 'ক খ মধ্যে যেরূপ সঞ্চ, ক-র ও খ-র স্বভাবিকার মধ্যে সেইরূপ অনুপাত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনুপান [সি] বি অনুপূরক উপাদান। 'কেন তার অনুপান জোগাতে হবে, তা বুঝতে পারছি নে।' প্রমথ, ১৯১৫।

অনুপানী [সি] অনুপান। বি খাদ্য ও পানীয়। 'অনুপানী ত্যাগি রাণী লখাই বলি কান্দে।' বিজয়, ১৬৫০।

অনুপাম [সি] অনুপম। বিণ উপমাহীন। 'দেখিতে সে অনুপাম।' বড়, ১৪৫০।

অনুপামা [সি] অনুপম। বিণ স্ত্রী উপমাহীন। 'মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।' বড়, ১৪৫০।

অনুপায় [সি] বি উপায়হীনতা; অগতি। 'আজি বড় দেখি অনুপায়।' ভারত, ১৭৬০।

অনুপায়ী [সি] বিণ অনধিকারী। 'তিনি কোন কীর্ষিকর ব্যাপারের অনুপায়ী হইয়াও তাঁহার মনের স্বাভাবিক উৎসাহ বর্ধ হইল না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অনুশ্রুজিত [সি] বিণ আয়ত্ত্বাভীত। 'আমার দানাদি দ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপুণ্য অনুশ্রুজিত বিদ্যাও হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

অনুপালা [সি] বিণ পোষ্য। 'অনুপালা তোমার আমার সবজন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অনুপূরক [সি] বিণ সম্পূরক। 'কোরআন ও হজুরতের জীবনী পরস্পরকে অনুপূরক।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অনুপূর্ব [সি] বিণ অনুক্রমিক। 'অনুপূর্ব পত্রিকার পায়ে বস্ত্রহস্ত অনুপূরকে অনুশ্রুজ্য করেছি বিনত।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

অনুপেক্ষণীয় [সি] বিণ উপেক্ষা করা যায় না এমন। 'কিন্তু তুলনীয়রা অনুপেক্ষণীয়।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

অনুপ্রকাশিত [সি] বিণ অভিভাব্য। 'তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাহেবসজ্জাতেই শিতর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অনুপ্রবীষ্ট [সি] ১ বিণ অনুপ্রবেশ করেছে এমন। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পার্শ্বভেদেজ্ঞেয়রূপ অনুপ্রবীষ্ট ও অন্তর্হিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ মিশে গেছে এমন। 'পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবীষ্ট হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনুপ্রবেশ [সি] বি দেখা যায় না এমনভাবে প্রবেশ; ভিতরে ভিতরে প্রবেশ। 'দুরীতি আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৯।

অনুপ্রভা [সি] বি আলোর কীণ দ্যুতি। 'অসীম অমায় সহসা স্বরাত অনুপ্রভা।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

অনুপ্রাণ [সি] বি অনুপ্রাণনা। 'সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে পেরুয়া পাথরে জল পড়ে।' অমিয়, ১৯৩৯।

অনুপ্রাণতা [সি] বি প্রেরণা শক্তি। 'আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমেষে উঠিয়াই থামিয়া যায়।' নজরুল, ১৯২২।

অনুপ্রাণন [সি] বি স্বতঃস্ফূর্ত্য। 'দশটা চারটে মধ্য যের-দেওয়া

কাজ নয়। এ যন্ত্রচালনা নয়, এ অনুপ্রাণন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। বি অনুপ্রেরণা। 'বৃকতে পারি কাহের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুপ্রাণন ঠিকমতো ঘটে ওঠেনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অনুপ্রাণিত [সি] ১ বিণ অনুপ্রেরণা লাভ করেছে এমন। 'বিশ্রান্ত অবতারবাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত।' সওয়াগত, ১৯৩০। ২ বিণ উৎসাহিত। 'লোকদিগকে উহার দিকে অনুপ্রাণিত করিতেই কৃত্তিত।' জামায়াত, ১৯৩৮।

অনুপ্রাস [সি] বি অলংকারবিশেষ - একই ধ্বনি বারবার ব্যবহারে স্ট্র সঙ্গীতময়তা। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুপ্রাস ও শ্রেয়োক্তি ও ব্যাসোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অনুশ্রেম [সি] বি অনুরাগ। 'লালন বলে তার অনুশ্রেম দিন থাকতে জেনে নে না।' লালন, ১৮৯০।

অনুশ্রেণিত [সি] বিণ অনুপ্রাণিত। 'অনুশ্রেণিত মঞ্চ-বক্তার মত বেগমসাহেব একদমে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

অনুবন্দ [সি] অনুবন্ধ। ১ বি সংকল্প। 'নিত্য অনুবন্দ কৈল মুনিগন আগে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ অবিতর। 'ভিমের সহিতে জুজু দেখী অনুবন্দ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি অনুরোধ। 'রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অনুবন্দ করে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অনুবন্ধ [সি] ১ বি অনুবন্ধ। 'আঁচলে ধরে অনুবন্ধ করে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি শিষ্টা। 'মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি উপাধি। 'মহা অনুবন্ধ তথা করিল নৃপবরে।' মালাধর, ১৫০০। ৪ বি বিষয়বস্তুর। 'এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি আশ্রয়। 'দশক জীয়াইতে হর করে অনুবন্ধ।' মুহুদ, ১৬০০। ৬ বি সংকল্প। 'মাতল মধুর গীতবৈতে কক অনুবন্ধ।' গোবিন্দ, ১৬০০। ৭ বিণ একাকার। 'সেই দুই রোহিণী শশী সমুখ সদৃশ সখি হারিণি বিষাদে অনুবন্ধ।' বাহরাম, ১৬৫০। ৮ বিণ নিষিদ্ধ। 'অত্যাভাব বিবর্ত হইল তখনে অনুবন্ধ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৯ বি উপকার। 'কান্ত সনে করিয়া কথার অনুবন্ধ।' ঘনরাম, ১৭১১। ১০ বি চেষ্টা। 'আছাড় মারিতে চুম্ব করে অনুবন্ধ।' ঘনরাম, ১৭১১।

অনুবন্ধন [সি] বি চেষ্টা। 'এক প্রাণী প্রাচীন কুকুট এক উচা ডালের উপর বসিবার অনুবন্ধন করিতেছিল।' তারিণী, ১৮০৩।

অনুবন্ধী [সি] বিণ অবিশ্রিত। 'অনুবন্ধী শান্তি-শান্তি; একান্তর উচ্চা ও স্বপ্ন।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

অনুবন্ধে [সি] ক্রিবিণ প্রসঙ্গে। 'সকল সফল কৈল রতী অনুবন্ধে।' বড়, ১৪৫০।

অনুবর্তক, অনুবর্তক [সি] বি অনুসারী। 'তাহার অনুবর্তকদের এ-হেন আত্মবিশ্রুতি বাস্তবিকই দুঃখের।' সওয়াগত, ১৯৩০।

অনুবর্তন [সি] বি অনুসরণ। 'তাহার অনুবর্তন করিয়া নানা প্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অনুবর্তনা [সি] বি অনুসরণ। '... প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অনুবর্তিনী, অনুবর্তিনী [সি] বিণ স্ত্রী অনুসারী। 'তুমি স্বামির অনুবর্তিনী হইবে।' ভদ্রমল্লিক, ১৮৭৪। 'তার অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনুবর্তী, অনুবর্তী [সি] ১ বিণ অনুগত। 'তিনি, সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুবর্তী হইয়া ... নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ অনুসারী। 'পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময়

চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন ... ।
বিদ্যা, ১৮৪৯; ধর্ম-প্রবৃত্তি অনুবর্তী হইয়া চলিলে পচাত্তরে তাপিত
হইতে হয় না ।' অক্ষয়, ১৮৪৯ । ৩ বি সহযাত্রী । 'নক্ষত্রলোকের
অনুবর্তী আকাশে যে বহুপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭ । ৪ বিণ
অনুগামী । 'তাদের আজ্ঞাবহ ও অনুবর্তীও হয়ে উঠল ।' হাই,
১৯৫৪ । ৫ বিণ মতানুসারী । 'তার অনুবর্তীরা তার জ্ঞানদিনে উৎসব
করে ।' হাই, ১৯৫৮ ।

অনুবল [স] ১ বি অন্ময় । 'ইহা রাধা হাড়ি সঙ্গে সত্য অনুবল ।' রূপরায়,
১৭৫০ । ২ বি সহায় । 'সেই কালে কেবা মোর হবে অনুবল ।'
ভারত, ১৭৬০ ।

অনুবাদ [স] ১ বি প্রতিকূলতা । 'সাহ বহু করে, বিহি করে অনুবাদ ।' চণ্ডী,
১৫৫০ । ২ বি ব্যাখ্যাসহ আবৃত্তি । 'এবে অস্ত্রালীলাপনের করি
অনুবাদ ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ ।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ । ৩ বি (ব্যাকরণ) উদ্দেশ্যপদ । 'নিম্নে কহিয়ে
তারে যে বস্তু অজ্ঞাত, অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০ । ৪ বি প্রশংসা । 'দ্বন্দ্বা ধন্য করিয়া করিল অনুবাদ ।' মাধব,
১৬৫০ । ৫ বি অপরোধ । 'নাহি দোষ অনুবাদ খেমা কর আমা ।'
বিজয়, ১৬৫০ । ৬ বি আকাজ্ঞা । 'মনে ছিল অনুবাদ পুরাল মনের
সাথ ।' জ্ঞানদাস, ১৬৭০ । ৭ বি বর্ণনা । 'তোমার গুণানুবাদ
[গুণ+অনুবাদ] রচিব কর্যাচি পদ ।' মানিকরায়, ১৭৮১ । ৮ বিতর্ক ।
'সম্যাক পদ সম্পাদক মহাশয়েরা বাসানুবাদ [বাদ (ভুক্ত)+অনুবাদ
(বিতর্ক)] করিতেছেন ।' অক্ষয়, ১৮৪২ । ৯ বি তরজমা । 'বহু বিদ্যার
বুদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ কবি যাইবেক ।' অক্ষয়,
১৮৪২ । ১০ বি বিরোধী । 'বেদ-পুরাণ আদি রাসের অনুবাদ
[অনুবাদ (বিরোধ) + ই = অনুবাদি (বিরোধী)] ।' লালন, ১৮৯০ ।

অনুবাক্য [স] বি অনুবাদকারী । 'এই গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয়
পরিশ্রম করিয়াছেন ।' দর্পণ, ১৮৩৯ ।

অনুবাদকর্ম [স] বি অনুবাদের কাজ । 'তাকে কি মনে নিহক
অনুবাদকর্ম বলে মনে করা যায়?' সুশীল মুখো, ১৯৭০ ।

অনুবাদকাব্য [স] বি ভাষান্তরিত কাব্য । 'বিশেষ করে তথ্যান্বিত
অনুবাদকাব্যে ।' হাই, ১৯৫৪ ।

অনুবাদকারি [স অনুবাদকারী] বিণ ভাষান্তরকারী; অনুবাদক ।
'ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রন্থের অনুবাদকারি সোসাইটি ... ।' দর্পণ, ১৮৩২ ।

অনুবাদমূলক [স] বিণ ভাষান্তরভিত্তিক । 'তার অনুবাদমূলক
আখ্যায়িকা গ্রন্থেই নয়, বিতর্কমূলক রচনায় ... ।' সুশীল মুখো,
১৯৭০ ।

অনুবাদ-সাহিত্য [স] বি ভাষান্তর-করা সাহিত্য । 'আমাদের চেয়ে
ওদের অনুবাদ-সাহিত্য অনেক বেশি কম-জোর ।' মুক্ততবা, ১৯৫৮ ।

অনুবাদি [স অনুবাদ] বি বিরোধী । 'বেদ-পুরাণ আদি রাসের
অনুবাদি ।' লালন, ১৮৯০ ।

অনুবাদিকা [স] বিণ স্ত্রী ভাষান্তরকারী । 'আমরা দুই সখাদ পত্র
অনুবাদিকা করিলাম প্রথমতঃ অনুবাদিকা ।' দর্পণ, ১৮৩১ ।

অনুবাদিত [স] বিণ অনুবাদ করা হয়েছে এমন; ভাষান্তরিত । 'এক
নতুন সাংস্কৃতিক সখাদ পত্র ইসলাহীয়া ও পৌড়ীয়া ভাষায় অনুবাদিত
হইয়া ... প্রকাশিত হইবেক ।' দর্পণ, ১৮৩৬ ।

অনুবাদী [স] বিণ (সংগীত) বিশেষ রাগ-রাগিণীতে সবচেয়ে বেশি
ব্যবহৃত বাদী ও সংবাদী শব্দের পরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ।
'বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটাই
ছিল স্থায়ী সুর ।' প্রমথ, ১৯১৪ ।

অনুব্রজা [স অনুব্রজ] ১ ক্রি অনুসরণ করা । 'অনুব্রজি জায় রাজা বহুজন
লৈয়া ।' মালধর, ১৫০০ । ২ ক্রি অগ্রসর হওয়া । 'তবে রাজা
কংসাসুর অনুব্রজে কথোদুর ।' মালধর, ১৫০০ ।

অনুব্র্তি [স] ১ বি অনুকরণ । 'আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না
রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুব্র্তি করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে ।'
বিদ্যা, ১৮৫১ । ২ বি পুনরাব্র্তি । 'আবার সেই সকল দুঃখের অনুব্র্তি
আছে ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭ ।

অনুব্রদন [স] বি জ্ঞাপন । 'তুমি অনুব্রদন করিলে পাই হরি ।' শিবায়ন,
১৭৫০ ।

অনুব্রদনা [স] বি সহানুভূতি । 'হৃদয়ের অনুব্রদনা সম্পূর্ণ সে
পরিমাণে ব্যাপক হয়নি ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১ ।

অনুব্রবশ্য [স] বি স্পষ্ট ধারণা । 'আর দীর্ঘসূত্র স্বভাবে অনুব্রবশ্যের
অধিকাবশত ... এখনও গ্রন্থস্থ করিনি ।' সুশীল, ১৯৫০:
'পাকচ্যুতনে এক গুচ্ছ এবং ত্রি অনুব্রবশ্য বিশেষের উল্লেখ
করে ।' শিব, ১৯৭৩ ।

অনুব্রবসায়ী [স] বিণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী । 'অনুব্রবসায়ী ক্রতু
বোধে সন্তোষেও ব্যাত্ত প্রত্যক্ষের বীভাগি বোধ্য ।' সুশীল, ১৯৪০ ।

অনুব্রজা [স অনুব্রজ] ক্রি অনুসরণ করা । 'গ্রন্থ অনুব্রজি কৃষ্ণ বহুদূর
গেলা ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

অনুব্রজ [স] ১ বি উপলব্ধি । 'সখি কি পুছনি অনুভব মোয় ।' বিদ্যাপতি,
১৮৩০ । ২ বি প্রভাব । 'ব্রহ্মাদির দূর্গত দেখিব অনুভব ।' বৃন্দা,
১৮৮০ । ৩ বি আবির্ভাব । 'কালিকা আকাশে অই অই অনুভবে এ
সকল ।' ভারত, ১৭৬০ ।

অনুব্রবণ্য [স] বিণ অনুভব করা যায় এমন । 'তাহাকে অনুভবগম্য
করিয়া তুলিতে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর হয় ।' রবীন্দ্র,
১৯২২ ।

অনুব্রবণোচর [স] বিণ অনুভব করা যায় এমন । 'তাহাদের অনেক
য়েমন অনুভবণোচর নয় ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯ ।

অনুব্রবণোপ [স] বিণ উপলব্ধির যোগ্য । 'প্রজ্ঞাপক্ষের শক্তিটাকে
রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছেন ।' রবীন্দ্র,
১৯২৩ ।

অনুব্রবণিসম্পন্ন [স] বিণ অনুভব করার ক্ষমতা আছে এমন ।
'পুরুষের ন্যায় অনুভবশক্তি সম্পন্ন স্ত্রীজাতির এমন দূরবস্থা সত্যই
অসহ্য ।' এডুকেশন, ১৮৭৩ ।

অনুব্রবণী [স] বিণ ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন । 'যাঁহারা উত্তম বিজ্ঞ ও
অনুব্রবণী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিন্দ্য বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ
প্রদান করিবেন ।' জ্ঞানদেব, ১৮৩৯ ।

অনুব্রবসম্পদ [স] বি ভাবের ঐশ্বর্য । 'ইয়োরাপীয় চিন্তাবৃত্তি,
অনুব্রবসম্পদ যোগ দিয়ে নতুন সভ্যতা ... ।' মুক্ততবা, ১৯৫৯ ।

অনুব্রব [স অনুভব] ১ ক্রি উপলব্ধি করা । 'অনুব্রব সহজ মা ভোল
রে জোই ।' চণ্ডী ৩৭, ১২০০ । ২ ক্রি অনুভব করা । 'অনুব্রব কল্পনা
জ্ঞাতের ধর্ম ধরে ।' রূপরায়, ১৭৫০ ।

অনুভা [স অনুভাব] ক্রি উপলব্ধি করা । 'সৈদ মহাশয় বান বিদগদ তান
আজ্ঞা অনুভায়া ।' আলোড়ন, ১৬৮০ ।

অনুভাব [স] ১ বি বোধ । 'অলৌকিক কর্ম অলৌকিক অনুভাব ।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০ । ২ বি গভীর চিন্তা । 'অনুভাবে ভেবে কতই করি সার ।'
লালন, ১৮৯০ । ৩ বি ব্যঞ্জন । 'ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার

সরঞ্জামমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অনুভাব। [স অনুভব>] ক্রি অনুভব করা। 'অনুভাবি অঙ্গ পরক সমুদ্রাব।' গোবিন্দ, ১৬০০।

অনুভাবাক্রান্ত। [স অনুভব-আক্রান্ত] বিণ সুখ বা আনন্দের অনুভূতিযুক্ত। 'সুখ অনুভাবাক্রান্ত হয়ে ... তাকিয়ে ছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

অনুভাবিত। [স] বিণ মহিমাম্বিত। 'সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেস্কোর মতোই অজস্র, অনুভাবিত, আনন্দ এই আলোখ্যাবী।' শিব, ১৯৫৬।

অনুভূ। [স] বি অনুভবকারী। 'যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অনুভূত। [স] ১ বিণ জ্ঞাত। 'শায়ে আছে যে ব্যক্তি যে বস্তু অনুভূত নহেন তাঁহার সে বস্তু নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভদায়ক।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ উপসর্গ। 'তাহা তাহার অনুভূত হইল না।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি অনুভব। 'অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনুভূতি। [স] ১ বি উপসর্গ। 'বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বিচলীয়।' জগদীশ, ১৮৯৫। ২ বি অনুভব করার অবস্থা। 'ক্ষমতা-অনুভূতির ক্ষুতি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনুভূতি-তরঙ্গিত। [স] বিণ অনুভবের দোলায় আলোড়িত। 'অনুভূতি-তরঙ্গিত মন নিয়ে সে নিরসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

অনুভূতিপ্রবণ। [স] বিণ অনুভূতিশীল। 'ইরানের মতো অনুভূতিপ্রবণ দেশে।' নজরুল, ১৯২৭।

অনুভূতিমূলক। [স] বিণ অনুভূতিকে ঘুরে যায় এমন। 'সুন্দরের মূর্তি একান্ত বোধ ও তদজ্ঞান লীলাচ্যুত্বের মধুরতম অনুভূতিমূলক প্রেম।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অনুভূতিরাঞ্জি। [স] বি অনুভূতিসমষ্টি। 'অমূল্য অনুভূতিরাজি কথা।' বিভূতি, ১৯৩৮।

অনুভূতিলব্ধ। [স] বিণ অনুভূতি থেকে পাওয়া। 'তাঁর অধিকাংশ গানই অনুভূতিলব্ধ।' হাই, ১৯৫৪।

অনুভূতি-সময়। [স] বি অনুভবকালীন সময়। 'অনুভূতি-সময় ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইল।' জগদীশ, ১৯১৬।

অনুভূতিসাপেক্ষ। [স] বিণ অনুভূতিনির্ভর। 'একচ্ছের জ্ঞান কেবল অনুভূতিসাপেক্ষ।' প্রমথ, ১৯১৪।

অনুভূতিহীন। [স] বিণ অনুভব করার সামর্থ্য নেই এমন। 'এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অনুমত। [স] ১ বিণ অনুমোদিত। 'অনুমত কর্ম ছাগল রাবিবারে।' সুপতান, ১৭০০। ২ ক্রিণ অভিপ্রায় অনুযায়ী। 'এমন কাটিয়ে যায় সনাতনী দিনগুলি যত/ চট্টোয় মশার অনুমত -।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অনুমতি। [স] ১ বি অনুমোদন। 'অনুমতি কর দেও হাথ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সম্মতি। 'গোবিন্দের বাক্যে গোপি অনুমতি দিল।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি আদেশ। 'দেহ অনুমতি ছে জুঝও পঁচান। তাহে সে নগ্ন নাপন্ন নহি আন।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০। ৪ বি শর্ত। 'শীলকর সাহেবের অনুমতি মানা না করাতে নির্দয় প্রহরাদি সহ্য করিয়া ...।' প্রজাকর, ১৮৬০।

অনুমতিক্রমে। [স] ১ ক্রিণ অনুমতি সাপেক্ষে। 'ব্যবস্থাপক সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে ... তরজমা করিয়া দিবেন।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ ক্রিণ আদেশ অনুসারে। 'কের সাহেবের অনুমতিক্রমে রচিত।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অনুমতিপত্র। [স] বি সম্মতিপত্র। 'আমি ফাঁক তালে সদাগরের তুরিত গমনের অনুমতিপত্র স্বাক্ষর করে লিচি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

অনুমতিপ্রাপ্ত। [স] বি অনুমতি পাওয়া। 'এতদেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপণের পর অবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

অনুমতিপ্রাপ্তি। [স] বি আদেশ পাওয়া। 'তিনি প্রাণদণ্ড-বিষয়ক অনুমতিপ্রাপ্তির পর ত্রিশ দিন কারাক্ষ ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অনুমতানুসারে। [স] অনুমতি+স অনুসারে। ক্রিণ অনুমতি অনুসারে। 'ব্যক্তির অনুমতানুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

অনুমরণ। [স] ১ বি মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় মৃত্যুবরণ। 'সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে ...।' রামমোহন, ১৮১৮। ২ বি অনুগমন। 'মেঘদূতও যেত তারই সঙ্গে অনুমরণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অনুমান। [স] ১ বি আশঙ্ক। 'অনুমান করিবারে একটাঞ্জি বসি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি নিরাশ্রয়। 'চিন্তে করে অনুমান/ কোন সেব অধিষ্ঠান।' কবীন্দ্র, ১৭২০। ৩ বি অনুভব। 'জবনকরণক বাদ্যোদ্যাম অনুমান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

অনুমানতঃ। [স] ক্রিণ অনুমান থেকে মনে হয়। 'অনুমানতঃ অগত্যা মুনি ... অপরাপর শাস্ত্র প্রচার করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অনুমানলব্ধ। [স] বিণ অনুমান করে পাওয়া। 'আমার বিস্তর অনুমানলব্ধ অভিজ্ঞতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনুমানশক্তি। [স] বি অনুমান করার ক্ষমতা। 'হেরথের অনুমানশক্তি আজ ...।' মানিক, ১৯৩৫।

অনুমানে। [স] ক্রিণ সসন্ধানে। 'আপনার জেনরেল পরে দেখা সেই অনুমানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুমান। [স অনুমান>] ১ ক্রি ভবে দেখা। 'জ্ঞানে জরুর বাহ্য বিধাতা/ সব কল্যাণ অনুমান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'পূন অনুমানিঅ নাগর কান। তাকর বচনে ভেল সমাধান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি অনুমান করা। 'তবে সেই পাটরানি মনে মনে অনুমানি।' মালাধর, ১৫০০। ৩ ক্রি চিন্তা করা। 'নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অনুমাণ। [স অনুমাণ>] ক্রি অনুমান করা। 'বাল পয়োধর বদন সহোদর অনুমাণিয় অনুরাণে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অনুমিতি। [স] বি অনুমান। 'জগদীশ্বর ... অনুমিতি বৃত্তি প্রদান দ্বারা তাহাকে এ বিষয়ে পতদিগের ... অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অনুমিত। [স] বিণ অনুমান করা হয়েছে এমন। 'ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্যা্যলোচনে অনুমিত হইতেছে যে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অনুমৃত। [স] বি ক্রী সহমৃত্যু। 'স্বামী নাহি কার হৈলা অনুমৃত প্রাণ।' মালাধর, ১৫০০।

অনুমেয়। [স] বি অনুমান। 'অশ্বাদির অনুমেয় যে বর্তমান গ্রহস্থয় উত্তমভিষয়রূপে বিখ্যাত হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

অনুরাগে

অনুরাগী।' লালন, ১৮৯০।

অনুরাগে ক্রিষি ভক্তির সঙ্গে। 'কহিলেস্ত মোর ঠাই বহু অনুরাগে।' নৃনাথ, ১৭০০।

অনুরাগের আঁঠা বি (বাউল) ভালোবাসার টান। 'অনুরাগের আঁঠা দিয়ে লাগাও ওরুর রাঙ্গা পায়।' লালন, ১৮৯০।

অনুরাধা। [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'অদ্য ওরা বৈশাখ, শনিবার, পঞ্চমী, অনুরাধা নক্ষত্র, যাঁরা নাস্তি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অনুরুদ্ধ। [স] বিণ অনুরোধ করা হয়েছে এমন। 'কিছু লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অনুরোধ। [স] ১ বি প্রার্থনা। 'নাহি কাঁহাসে বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫০৮। ২ বি উপলক্ষ। 'জগন্নাথের সেবক ফিরে কার্য্য অনুরোধে।' কৃষ্ণদাস, ১৫০৮। ৩ বিণ অপেক্ষাকৃত মূল্যবান। 'যছু পাতলে হাম জীবন সোপন তাহে কি তনু অনুরোধ।' গোবিন্দ, ১৬০০। ৪ বি উপরোধ। 'এরূপ বিষয়ের বিবেচনা-ক্রেপ গ্রহণ করিতে অনুরোধী করাতে অপরাধী হইতেছি কি না, জানি না।' অক্ষয়, ১৮৫৬। ৫ বি প্রয়োজন। 'লঘুতার অনুরোধে ... ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৬ বি নিমন্ত্রণ। 'অনুরোধ পত্রসহ একজন বিচক্ষণ দূত তুরুরাজদরবারে প্রেরিত হইত।' মশাররফ, ১৯০৮। ৭ বি আমন্ত্রণ। 'রাজর্ষি সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ পেয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অনুরোধকারিণী। [স] বি স্ত্রী প্রার্থনাকারী। 'লিখতে বসেছি সেই অনুরোধকারিণীকে নিয়ে।' নরেন্দ্র, ১৯৭৫।

অনুরোধক্রমে। [স] ক্রিষি অনুরোধে। 'তাহার অনুরোধক্রমে বঙ্গবাসীর কল্যাণ ...।' মুক্তভাব, ১৯৫৯।

অনুরোধবিধি। [স] বি অনুরোধ জন্মিয়ে পাঠানো চিঠি। 'পুস্তকপত্র প্রচারের জন্য অনুরোধপত্র লিখে দিলেন।' মোতাহার, ১৯০৭।

অনুরোধ রাখা ক্রি কথা মান্য করা। 'ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংরেজীরদিগের যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য ... বিষয় নাই।' দর্পণ, ১৮২০।

অনুরোধিত। [স] বিণ অনুরোধ করা হয়েছে এমন। 'ইংলণ্ডে গমন করিতে অনুরোধিত হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

অনুরোধের আসর বি রেডিওতে প্রোতাদের অনুরোধের গান গোানো হয় এমন অনুষ্ঠান। 'অনুরোধের আসর তনতে তনতে ঘুমিয়ে পড়েছি।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

অনুরোধী। [স অনুরোধ] ক্রি অনুরোধ করা। 'দোষ অনুরোধি মোরে দিলা অভিপাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনুরূপ। [স] ১ বিণ সদৃশ। 'দোষ অনুরূপ কেন নাঞি দিলে সাঁপ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ উপযুক্ত। 'চিত্তারতি অনুরূপ না পাইয়া ভাল।' আলগোল, ১৬৮০।

অনুরূপীণী। [স] বিণ স্ত্রী অনুরূপ। 'পরিবীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপীণী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অনুর্বর, অনুর্বর। [স] ১ বিণ উৎপাদন-ক্ষমতাহীন। 'যেরকম অনুর্বর মক্কুভূমি মনে করে রেখেছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ ব্যর্থ। 'তোমার পাখাণ ঘেরি করিতে নিপাত অনুর্বর অভিপাণ তব, সে আখ্যাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিণ উর্বর নয় এমন। 'অস্বাভ্যাকর এবং অনুর্বর পর্বতের উপত্যকাসমূহেই এ দেশের অসভ্য জাতিদিগের বাস।' প্রমথ, ১৯২০।

অনুর্বরতা। [স] বি পরিবেশের প্রতিকূলতা। 'আক্ষপানিত্তানের অনুর্বরতা বর্ষশ্রম ধর্মের অন্তরায়।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

অনুর্বরহৃদয়। [স] বি অসচেতন হৃদয়। 'সেই হাল দিয়ে কি এই অনুর্বরহৃদয়, ... ফলাতে পারবে না?' নজরুল, ১৯৩০।

অনুর্বরা, অনুর্বরা। [স] বিণ স্ত্রী উৎপাদন-ক্ষমতাহীন। 'উর্বরা ও অনুর্বরা ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাত্তণ।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

অনুলাপ। [স] বি বারবার বলা। 'ভরে ওঠে কর্তমান বৈসেস্যের শ্রুতি সে প্রবাদ অনুলাপে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩০।

অনুলাপী। [স] বিণ পুনঃপুন ডাক দেয় এমন; অনবরত ডাকে এমন। 'কাংসক্রেংকারিত শিখী, বাগী শুক, অনুলাপী পিক।' সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

অনুলিখন। [স] বি অনুরূপ লিখন। 'কেহ কেহ এই অনুলিখনের সমর্থনও করিতে চান।' সঙ্গীত, ১৯২৯।

অনুলিখিত। [স] বিণ অনুরূপ লিখিত। 'ইহা অনুলিখিত হইয়াছিল মুহসিন আলী নামক আর এক কবি কর্তৃক।' এনামুল, ১৯৫৫।

অনুলিপি। [স] বি প্রতিলিপি। 'সাহেবের নিয়মানুসারে বাহলা কথা ইকরেজী অকবিরে অনুলিপি করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অনুলিপিকার। [স] বি অনুলেখক। 'অনুলিপিকারের দোষে "শেখ কবীর" যে "কবি শেখ" হইতে পারে না ...।' এনামুল, ১৯৫৫।

অনুলিপি। [স] বিণ প্রলেপ-দেওয়া। 'লালুনার চন্দনে আমাদের উলঙ্গ-অঙ্গ প্রস্মিত।' নজরুল, ১৯২২।

অনুলেখক। [স] বিণ পাত্রলিপি নকলকারী। 'এই অনুলেখক মুহসিন আলী।' এনামুল, ১৯৫৫।

অনুলোম। [স] ১ বিণ অনুকূল। 'অনুলোম উর্কুরেতা বিলোম প্রবর্তক।' চন্দ্রী, ১৫৫০। ২ বি হিন্দু উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ। 'উদাহ বিষয়ে এদেশীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুলোমও বিলাকের বিষয় বিবেচনা করা ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ যথাক্রমে। 'কোথাও-বা অনুলোম প্রণালীতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অনুলুজ্ঞানী। [স] বিণ লজ্ঞন করা যায় না এমন। 'একদা রাজা, অনুলুজ্ঞানীর প্রয়োজনবিশেষবশতঃ, চিরজীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনুলুপ্তে। [স] বিণ লুপ্ত করা হয়নি এমন। 'শিলাসম ভয়ভার, অনুলুপ্তে কাশ।' মণীশ, ১৯৩১।

অনুলুপ্তযোগ্য। [স] বিণ লুপ্তযোগ্য নয় এমন। 'প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনীর অনুলুপ্তযোগ্য তৎপরতারই স্বাক্ষর বহন করিতেছে।' আজাদ, ১৯৭০।

অনুলুপ্তিত। [স] বিণ লুপ্ত করা হয় না এমন। 'এই প্রচলিত ব্যাখ্যায় পশ্চিমী রেনেসাঁসে প্রাচ্যের ভূমিকা অনুলুপ্তিত।' শিব, ১৯৫৬।

অনুলুপ্তে। [স] বিণ লুপ্তযোগ্য নয় এমন। 'রেনেসাঁসের মানসসম্পদ রচনায় বণিক ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিতান্তই অনুলুপ্তে।' শিব, ১৯৫৬।

অনুশাসন। [স] ১ বি বিধান। 'ধর্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিশ্ববাসের আভ্যুদাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই।' দর্পণ, ১৮০০। ২ বি অধ্যাদেশ। 'তনিত্তেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অনুশাসনপত্র। [স] বি নীতিবাক্য সংবলিত শিলালিপি। 'অশোক

রাজার অনুশাসনপত্র ... পালি ভাষা প্রচলিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।
অনুশাসিত [স] বিণ উদ্ভূত। 'যে শিক্ষা তাহাকে রাজনীতি-চর্চা হইতে
বিরত থাকিতে অনুশাসিত করে।' প্রচারক, ১৯০৫।

অনুশীলন [স] ১ বি চর্চা। 'অধ্যাত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।
২ বি পাঠ। 'গ্রন্থ যে আবে অক্ষর পরিচয়বতীরেকে সে সকলের
অনুশীলন ক্রিয়াকারে হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩১।

অনুশীলনসাপেক্ষ [স] বিণ চর্চানির্ভর। 'তবে এটির প্রবর্ধন এবং
পূর্ণপ্রকাশ অনুশীলনসাপেক্ষ।' শিব, ১৯৫৬।

অনুশীলনহীন [স] বিণ অচর্চিত। 'অক্ষরপরিচয়গ্রন্থ পাঠকপাঠিকার
অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের স্তরে নেমে এসে ...।' শিব, ১৯৭৩।

অনুশীলনা [স] বি স্ত্রী চর্চা। 'তাহাদেরই কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।'
রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অনুশীলিত [স] ১ বিণ উখাপিত। 'এই গুরুতর ও বহুলোকে
অনুশীলিত গ্রন্থ বিচারার্থ বিতরণিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিণ
চর্চা করা হয়েছে এমন। 'ফারসী সাধীন বঙ্গে ব্যাপকভাবে হিন্দু
মূলমানবের দ্বারা অনুশীলিত হইল।' এনামুল, ১৯৫৫।

অনুশোচ [স] অনুশোচনা বি অনুশোচনা। 'নৃপতি গন্ধর্ব স্তনি অনুশোচ
কৈলা।' আলোক, ১৬৮০।

অনুশোচে ক্রিবিণ অনুত্তপ্ত হয়ে। 'আপনহে অনুশোচে কাদিল
বহল।' সুলতান, ১৭০০।

অনুশোচন [স] বি অনুতাপ। 'একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অনুশোচনেন্তে
মনের এমত বৈকল্য হইল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অনুশোচনা [স] বি পরিতাপ। 'এই অনুশোচনা করিয়া, দুঃখিত
হৃদয়ে রোদন করিল।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

অনুশোচনাপূর্ণ [স] বিণ অনুত্তপ্ত। 'কখনও অনুশোচনাপূর্ণ হইয়া
গানটি গাহিলে।' ধূজটি, ১৯৩১।

অনুশোচনীয়া [স] বি স্ত্রী অনুতাপের কারণ। 'সুপাত্র প্রদত্ত কন্যা
পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।' মাইকেল, ১৮৫৯।

অনুষঙ্গ [স] ১ বি অনুসঙ্গ। 'তুই যদি কহসি করিয়া অনুষঙ্গ।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি সূত্র। 'আত্মীয়তার যে অনুসঙ্গে হেমলতার
রোহমতাতলি ডালপালা মেলে ...।' বৃদ্ধ, ১৯৪০। ৩ অনুষঙ্গ

অনুষঙ্গাধীন [স] অনুসঙ্গ-অধীন ক্রিবিণ প্রসঙ্গক্রমে। 'অনেক যুবকের
প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের জীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল।'
অক্ষয়, ১৮৪৮।

অনুষঙ্গী [স] বিণ সহচর। 'আনন্দ হল সৃষ্টির অনুষঙ্গী।' রবীন্দ্র,
১৮৮৫। ৩ অনুষঙ্গী

অনুষ্টুপ [স] বি সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। 'রামায়ণ প্রায় অনুষ্টুপ নামক প্রাচীন
সহজ ছন্দে বিরচিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অনুষ্টুত [স] বি সংস্কৃত ছন্দের নাম। 'কবে তনিয়াছ ত্রিষ্টুত অনুষ্টুত এই
গাপমুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অনুষ্ঠান [স] ১ বি আয়োজন। 'অবনিমগ্ন জাব তোমার কিছরী হব
করিব পূজার অনুষ্ঠান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ক্রিয়াকর্ম। 'সুস্থির
মনে ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত।' গৌর, ১৮২২। ৩ বি পালন।
'পরম পুরুষার্থ বোধে প্রণয় যজ্ঞের সহিত তাহার অনুষ্ঠান করে।'
অক্ষয়, ১৮৪৬। ৪ বি চর্চা। 'আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের
বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বি
প্রচলন। 'দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে।'

অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বি কর্তব্য-কর্ম। 'আজকাল আমরা যে-সমস্ত
অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্যের স্বত্ত নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অনুষ্ঠানগত [স] বিণ অনুষ্ঠানসর্ব্ব। 'আমাদের দেশে সংগীত এমনি
শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র,
১৮৮১।

অনুষ্ঠানপত্র [স] ১ বি অনুষ্ঠান-পরিচিতি। 'যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা
গেল তাহা আদ্যকার বৈঠকের বিবরণ ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি
বিজ্ঞাপন। 'অনুষ্ঠানপত্রাবলোকে দেখিলাম যে বালকের বয়ঃক্রমের
বিবেচনা ...।' বঙ্গমত, ১৮২৯। ৩ বি প্রচারপত্র। 'অনুষ্ঠানপত্র চাহিয়া
পাঠাইলে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

অনুষ্ঠানবহুল [স] বিণ নানা আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ। 'দেবদেবীবহুল,
কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অনুষ্ঠেয় [স] বিণ অনুষ্ঠানযোগ্য। 'আমারদিগের পূর্ব্ব ২ পুরুষ কর্তৃক
সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় ছিল।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

অনুষঙ্গ [স] বিণ হৃদয়ের উত্তাপহীন। 'অনুষঙ্গ চিঠির জওয়াবে সাহেব
ততোধিক আবেগহীন এক চিঠি লিখে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অনুসঙ্গ [স] ১ বি সম্বন্ধ। 'তুই ছাদি কহসি করিএ অনুসঙ্গ। টেরি পিরীতি
হএ লাখ স্তন রঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি সাহচর্য। 'তারা স্ত্রীকে
চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুসঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩
অনুসঙ্গ

অনুসঙ্গী [স] বিণ সহচর। 'সেই জেনারেল-সাহেবের একদল
অনুসঙ্গী এই স্টেশন থেকে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে।' রবীন্দ্র,
১৯৪১। ৩ অনুসঙ্গী

অনুসন্ধান [স] ১ বি সংবাদ। 'এই মতে টেডি দিতেই ইহার দুই ভ্রাতা
অনুসন্ধান পাইয়া ...।' রামায়ণ, ১৮০১। ২ বি জিজ্ঞাসা।
'তাহাদিগের অনুসন্ধানের কামনা সিদ্ধি হইল না।' তারিণী, ১৮০৩।
৩ বি খোঁজখবর। 'ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া ...।' গৌর,
১৮২২। ৪ বি বিবেচনা। 'প্রশংসাকারিদগিকে জিজ্ঞাসা করি
অনুসন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৫ বি
গবেষণা। 'তাহারই কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।' অক্ষয়,
১৮৫৪।

অনুসন্ধান-কার্য [স] বি খোঁজার কাজ। 'কয়েক মিনিট ধরে
অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপ্ত ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অনুসন্ধানতৎপর [স] বিণ অনুসন্ধিৎসু। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায়
সদাজ্ঞাত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনুসন্ধান-প্রণালী [স] বি গবেষণা পদ্ধতি। 'নব নব অনুসন্ধানপ্রণালী
উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া ...।' মোতাহার,
১৯৩৭।

অনুসন্ধানরত [স] বিণ অনুসন্ধান করছে এমন। 'অনুসন্ধানরত হইয়া
আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়াছি।' লগদীশ,
১৯২৬।

অনুসন্ধানার্থী [স] অনুসন্ধান+স অর্থী বিণ অনুসন্ধানকারী। 'আমি
অনুসন্ধানার্থী দূত নছি।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

অনুসন্ধ্যায়কতা [স] বি অবেষণ। 'আদ্যম সাহেবকে পুনর্বার
বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধ্যায়কতা কর্ষে প্রেরণ করা উচিত নয়।' দর্পণ,
১৮৩৮।

অনুসন্ধিৎসা [স] বি বিজ্ঞে বের করার ইচ্ছা। 'অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম
অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সুকঠিন সমস্যাসমূহ কি প্রকারে পূরিত হয়।'।

জগদীশ, ১৯২৫।

অনুসন্ধিৎসু [সি] বিণ অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক। 'ডু'বাল শৈশবাবধি অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অনুর [সি] বি পচাদগমন। 'পুনর্কীর অনুর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অনুরণ [সি] ১ বি অনুকরণ। 'বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি পচাদগমন। 'এক মুর সেনাপতির অনুসরণ করে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অনুরণকারী [সি] বি অনুসরণ করে যে। 'অনুরণকারীরা ফিরে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অনুরণপূর্বক [সি] ক্রিবিণ পিছু ধাওয়া করে। 'শশকশিঙুর অনুসরণপূর্বক ভাহাকে ধরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অনুরণপ্রিয়তা [সি] বি অনুকরণপ্রিয়তা। 'চিরাগত প্রথার অনুসরণ-প্রিয়তা।' *অবন*, ১৯২৫।

অনুরণযোগ্য [সি] বিণ অনুসরণের উপযুক্ত। 'যেসব ব্যক্তিকে তিনি ... অনুসরণযোগ্য মহাজ্ঞান হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই প্রতীকের মানুষ।' *শিব*, ১৯৫৬।

অনুসার [সি অনুসরণ] ক্রি অনুসরণ করা। **অনুসারী** ক্রি অনুসরণ করে। 'খনে খনে নয়ন কোন অনুসরই। খনে খনে বসনখুলি তনু ভরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **অনুসারী** ক্রি অনুসরণ করে। 'আইলো তারে বানান তোম্বা অনুসারী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **অনুসরে** ক্রি অনুকরণ করে। 'বৈষ্ণব জন জেনে বিষ্ণু অনুসরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুসর্গ [সি] বি যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর পরে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। 'ধাতু, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি হাই, ১৯৫৪।

অনুসার [সি] ১ বি অনুক্রম। 'চায়ায় ভ্রমি সুত অনুসারে।' *মুকুন্দ*, ১৪০০। ২ বি অনুসরণ। 'এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বি অভিযম। 'চলি গেল মহামতি রণ অনুসার।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ বি (বাউল) সন্দেহ। 'ওরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে/ যাঁবে তার সব অনুসার।' *লালন*, ১৮৯০।

অনুসারী [সি অনুসার] ক্রি অনুসরণ করা। 'চলিলা তাহার পাত্ত অথ অনুসারী।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুসারি [সি অনুসার] ক্রিবিণ অনুসারী। 'ধর্ম সাঙ্গ অনুসারি নহে অনুচিত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অনুসারিণী [সি] বিণ স্ত্রী অনুসারী; অনুকরণ। 'যুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি-অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অনুসারে [সি] ১ ক্রিবিণ অনুসারী। 'আগা অনুসারে দুত দস দিলে যাব।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ অব্য জ্ঞেয়। 'ভিকার অনুসারে ফিরেন ঘরে ঘরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ ক্রি প্রসারিত করে। 'জল দেহ বলে মূনি হস্ত অনুসারে।' *কৃষ্ণবাস*, ১৬৫০।

অনুসিদ্ধ [সি] বিণ অর্প। 'প্রেমরসে অনুসিদ্ধ হয়ে জীবনের প্রতি ভাব-মুহূর্ত ...।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

অনুসিদ্ধান্ত [সি] বি সহজে গ্রহণ করা যায় এমন সিদ্ধান্ত। 'পূর্ব বাংলা, অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে, বহু অন্যায অবিচারের ভাগী হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

অনুসৃত [সি] ১ বিণ অনুসরণ করা হয়েছে এমন। 'সেই বিদ্যার অনুসৃত প্রণালীটাকে সব তারার একমাত্র চাবী মনে করিয়া ...।' *সবুজ*,

১৯১৭। ২ বিণ গৃহীত। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসৃত নীতি, কার্য্যপদ্ধতি এবং আচরণ।' *বৃন্দবৃন্দ*, ১৯৩৬।

অনুসৃতি [সি] বি অনুসরণ। 'লোকের নানা অনুরোধ পূর্বরাজ কর্মের অনুসৃতি সমুদয় আমার দরজা পর্যন্ত পথ করে নিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অনুসেবা [সি অনুসেবা] ক্রি আচরণ করা। 'দেখিয়াত বসুদেব কৈল তারে অনুসেবা।' *মালাধর*, ১৫০০।

অনুসায় [সি] বি সূক্ষ নাড়ি। 'তার স্নায়-অনুসায় হঠাৎ কেমন এক নতুন সুরে ঝংকৃত হয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

অনুস্বর [সি] বি অনুনাসিক ধ্বনি বা বর্ণবিশেষ; ২। 'পাক হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বর বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৯। **প্র অনুস্বর** **অনুস্বর-বিসর্গ** [সি] বি সংস্কৃত ভাষা। 'নিষেধ, বিধান, অনুযোগ, অনুস্বর-বিসর্গের ঘটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

অনুস্বর [সি] বি অনুনাসিক ধ্বনি/ বর্ণবিশেষ; ২। **অনুস্বরবাদী** [সি] বি সংস্কৃতপন্থী পণ্ডিত; বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপকরণ ব্যবহারের পক্ষপাতী ব্যক্তি। 'বাঙ্গালায় রচনা ফৌটা-কাটা অনুস্বর-বাদীদের একচেটিয়া মহল ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। **প্র অনুস্বর**

অনুস্বর-বিসর্গ [সি] বি যুটিনাটি। 'ওচি সংস্করণে যাতে অনুস্বর-বিসর্গের তুলনাক না থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অনুস্বর-বিসর্গওয়ালা [সি অনুস্বর-বিসর্গ+ই ওয়ালা] বিণ বিতর্কভাবাদী। 'তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বর-বিসর্গওয়ালা ঢাকি জুটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অনুহিত [সি অনুচিত] বিণ অনুচিত। 'অনুহিত পাপ ছাড়ি যাবি অপমানে।' *রামাই*, ১৭১০।

অনুহ [সি] বিণ অবিরাহিত। 'কোন পরিব্রজভাবা কুমারী, কি সুপরিব্র অনুহ যুবা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

অনুচা [সি] বিণ স্ত্রী অবিরাহিত। 'অনুচা পতিহীনা বিরহিণীদিগের মনের বাখা অনেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অনুদিত [সি] বিণ ভাষান্তরিত। 'এই দুই কেন্দ্র থেকে বালপাঠোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা অনুদিত ও স্বাধীনভাবে রচিত হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

অনৃত [সি] ১ বি মিথ্যা। 'নাট্যিক, অনৃত, কোষ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ বিণ তর্কতুহীন। 'ধর্মজ্ঞানহীন, মস্তহীন স্ত্রীগণ অনৃত, মিথ্যাপার্শ্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অনেক [সি] ১ বিণ প্রবল। 'নারিল পুরিতে ধনুক অনেক সক্তি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি নানা চেষ্টা। 'অনেক করিল তবু না হয় চেতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ বিণ বিবিধ। 'ওরুঝাকো দিঅ কর্ণ চিনিল অনেক বর্ষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বিণ অপরা। 'নিচএ নিরেখ রেখ অনেক বিকৃতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ বিণ নানা। 'অনেক আখাস দিল সন্ধ্যা প্রকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ বি জগৎ। 'অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম।' *জ্যোত*, ১৭৬০। ৭ সর্ব বহু লোক। 'সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

অনেক অনেক [সি] বিণ অনেক সংখ্যক। 'অনেক অনেক ব্যাকরণনবীশ ও শ্রুতিওয়াল ডট্টাচার্য্য আসিয়াছিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অনেককাল [সি] ১ বি দীর্ঘদিন। 'তখন অনেককাল হইয়াছিল।' *অনেককাল*

তারিণী, ১৮০৩। ২ **ক্রিবিণ** অনেক দিন আগে। 'উভয়েই অনেককাল সঙ্গী হয়েছেন।' বনফল, ১৯৩৬।

অনেকক্ষণ [স] বি দীর্ঘ সময়। 'তাহার আলোড়নে অনেকক্ষণ থাকেন।' রামরাম, ১৮০১।

অনেকখানি [স] অনেক+খানি/বি যথেষ্ট পরিমাণ। 'তেনন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অনেকগুলো [স] বহুসংখ্যক। 'চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলো খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

অনেকটা ১ **ক্রিবিণ** প্রচুর। 'মধ্যাহ্ন গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **ক্রিবিণ** খানিকটা। 'ইহাদের দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের ডিক্কীর মত।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

অনেকবার [স] **ক্রিবিণ** বহুবার। 'জননীর নিকট অনেকবার গুনিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অনেকবিধ [স] বিপ নানানধর। 'শ্রেষ্ঠী জামাতাকে, অনেকবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ দিয়া ... বিদায় করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অনেকরকম [স] অনেক+আ রকম/বিপ বিভিন্ন ধরনের। 'বিলেতে আরো অনেকরকম মেয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অনেক সন্ন্যাসীতে **পাজন নষ্ট** – এক কাজে বহু বিশেষজ্ঞ জুটলে মতভেদনের কারণে কাজ পণ্ড হয়। 'অনেক সন্ন্যাসীতে পাজন নষ্ট সংগ্রহিত তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

অনেকে **সর্ব** অনেক ব্যক্তি। 'এতখিন্ত অনেক স্বয়ং বায় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে।' দর্পণ, ১৮২১।

অনেকাংশ [স] অনেক+অংশ/ক্রিবিণ অনেকটা সময়। 'তাহার প্রায় জীবনের অনেকাংশ বিধবাবৎ অতিবাহন করিতে হইত।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

অনেকানেক [স] অনেক+স অনেক। ১ **বিপ** বহু সংখ্যক। 'সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ **বিপ** প্রচুর। 'অনেকানেক লোভ দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

অনেকার্থক [স] বিপ অনেকগুলো অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'এই প্রেমীর শব্দগুলিকে আমরা অনেকার্থক শব্দ বলিব।' শব্দীন্দ্র, ১৯১১।

অন্যেয়া [স] অন্যেয়া/বিপ অসম্ভব। 'এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয়া হয়েছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

অনেক্য [স] ১ **বি** গরমিল। 'প্রজ্ঞারা যে মত কহে তাহাতে কিছু অনেক্য হয়।' রামরাম, ১৮০২। ২ **বি** মতভেদ। 'এই যে অনেক্য না হইলে দল হয় না।' ভবানী, ১৮২৩। ৩ **বিপ** একতা নেই এমন। 'বঙ্গালিদের অনেক্য ও ভীকৃ স্বভাব কাহার না বিদিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অনেক্যতা [স] ১ **বি** একতার অভাব। 'অদ্বৈতকে অনেক্যতার কারণ কি।' ভবানী, ১৮২৩। ২ **বি** বিচ্ছিন্নতা। 'অনেক্যতা সাধনপূর্বক আত্মরশে আনিতেছে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

অনৈতিকতা [স] বি নীতীহীনতা। 'কোন ধর্মাবলম্বি ব্যক্তির অনৈতিকতা ও অসম্মতি দৃষ্ট হয় না।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

অনৈতিহাসিক [স] ১ **বিপ** ঐতিহাসিক। 'অনৈতিহাসিক সময়স্থ প্রাচীন-দিগের যে রূপ ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ **বিপ** ইতিহাস-

সমর্থিত নয় এমন। 'বঙ্গিম মহাভারতবর্ণিত যে-সকল ঘটনাকে অনৈতিহাসিক মনে করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ **বি** ঐতিহাসিক নয় এমন। 'কি ঐতিহাসিক কি অনৈতিহাসিক জড়বিজ্ঞানের গণীর বাহিরে ...' সবুজ, ১৯১৭।

অনৈসর্গিক [স] ১ **বিপ** কৃত্রিম। 'তথায় অনৈসর্গিক বর্ণভেদ ও কৃত্রিম বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ **বিপ** অস্বাভাবিক। 'অনৈসর্গিক পাপের আভাস-ইঙ্গিতও আছে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

অনৈসলামিক [স] অন+আ ইসলাম+স ইক/বিপ ইসলাম অনুমোদন করে না এমন। 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব।' সওগাত, ১৯১৯।

অনৈসলামিকতা [স] অন+আ ইসলাম+স ইক+স তা/বি ইসলামের পরিপন্থী বিষয়। 'মুসলমান সাহিত্যে অনৈসলামিকতা ও হিন্দুয়ানীর প্রভাব।' সওগাত, ১৯১৯।

অনৈন্যায়িক [স] অন+আ ইসলাম+স ইক/বিপ ইসলাম সম্পর্কিত নয় এমন। 'বদেমাভারম সন্ন্যাসীত অনৈন্যায়িক।' বুলবুল, ১৯৩৬।

অনৌচিত [স] অনুচিত/বিপ অনুচিত। 'জ্ঞা তথা উপস্থিত দুর্হাকার অনৌচিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অনৌচিত্য [স] বি শেষতার অভাব। 'ইহাতে উচিতানৌচিত্য। উচিত-অনৌচিত্য কিছুই নাই।' বর্ধিম, ১৮৭৯।

অনৌদার্য [স] বি অনুদারতা। 'শিক্ষাবিস্তার লইয়া অধৈর্য ও অনৌদার্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অনৌপাখিক [স] বিপ নিঃস্বার্থ। 'অনেকই বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাখিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

অন্ত [স] ১ **বিপ** শেষ। 'মাতামোহা সমুদ্রের অন্ত ন বুখসি থায়া।' চর্যা ১৫, ১২০০। ২ **বি** প্রান্ত। 'অন্তে কুলিগঞ্জ মাঝে কাবানী।' চর্যা ১৮, ১২০০। ৩ **বিপ** নিকট। 'তুরিতে চলহ ধনি কুন্ডক অন্ত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ **ক্রিবিণ** জুড়ে। 'ফুলত কুমুদ সকল বন অন্ত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৫ **ক্রিবিণ** শেষ পর্যন্ত। 'অন্তে নরকে গমন।' কাশীয়ার, ১৬৫০। ৬ **বিপ** বিনষ্ট। 'রিসিপূরে সাপে পাণ্ডব ইল অন্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৭ **ক্রিবিণ** শেষে। 'হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে সুখ পাই সেপূর অনুমতি কর।' দর্পণ, ১৮২১।

অন্তকাল [স] অন্তকাল/বি শেষ সময়। 'অন্তকালে জাবে নর বৈকুণ্ঠভবনে।' মালাধর, ১৫০০।

অন্তদন্তন [স] বিপ যাড়ির শেষ দাঁতটিও পড়ে গেছে এমন। 'এখন তিনি অন্তদন্তন হয়েছেন, তবু গেলে ছাড়েন না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অন্তপর্ব [স] বি শেষ অধ্যায়। 'শেষকথা: অন্তপর্ব।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অন্তবান [স] বিপ সীমাবদ্ধ। 'তোমার সত্য তো অন্তবান হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অন্তবিশিষ্ট [স] বিপ শেষ আছে এমন। 'আকার যে অন্তবিশিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অন্তবিনয় [স] বিপ শেষ নেই এমন। 'তোমার অন্তবিনয় যতনখানি বহন করে মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অন্তভাগ [স] বি শেষাংশ। 'ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনূদিত।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অন্তমিল [স] বি অন্তমিল। 'ওচ্ছে ওচ্ছে মিল এসেছিলো

অন্তমিলও।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

অন্তস্থিত [স] **বিণ** হৃদয়গত। 'তাদের অন্তস্থিত মূল্য কি কিছু কমবেহে?' ওয়াশী, ১৯৬৪।

অন্তহারা [স] ১ **বিণ** অন্তহীন। 'মৌন যার শান্তি অন্তহারা, বাণী যার সঙ্কল্প সন্তানার ধারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ **বিণ** চিরন্তন। 'সেই প্রাণের বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অন্তহীন [স] **বিণ** শেষ নেই এমন। 'দেখিত সে অন্তহীন জগতবিস্তার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অন্তে [স অন্ত] ১ **বি** প্রতিবেশী। 'যত অন্তে থাকে জিজ্ঞাসিণী একে একে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ **ক্রিবিণ** শেষে; মৃত্যুর আগে। 'মৈলে জীবনান্ত যার অন্তে রয়ে নাম।' আলাওল, ১৬৮০।

অন্তের শয়ন **বি** মৃত্যু। 'অন্তের শয়নে নিদ্রা গেলা অভিমন্যু।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অন্তউড়ি [স] *অন্তঃপটিকা **বি** গর্ভস্থল। 'ফেটলিউ গোমাএ অন্তউড়ি চাহি।' চর্য্য ২০, ১২০০।

অন্তঃ [স] **বিণ** অভ্যন্তরস্থ। 'তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অন্তঃকরণ [স] **বি** অন্তর; হৃদয়; মন। 'আমরা অবশ্যই অন্তঃকরণের সহিত স্বীকার করি।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৬।

অন্তঃকরণবর্তি, **অন্তঃকরণবর্তী** [স] **অন্তঃকরণবর্তী** ১ **বিণ** সত্যজ্ঞানকর। 'জনকান, ১৭৮৪। ২ **বিণ** অন্তঃকরণের অধীন; বিশ্বাসযোগ্য। 'কর্তাসাহেবেরদিসপকে দর্শাইয়া তাহারদিশের অন্তঃকরণ-বর্তি করিতে পারে।' ভানকান, ১৭৮৪। ৩ **বিণ** হৃদয়ে ধারণ করা হয় এমন। 'বাহাদুরের বিচ্ছেদ অন্তঃকরণবর্তি করিলে কাতর হইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

অন্তঃকরণীয় [স] **বিণ** আভ্যন্তরিক। 'আপনার অন্তঃকরণীয় শর্তা।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অন্তঃকরণশেছক [স] **অন্তঃকরণ-ইচ্ছক** **বিণ** অন্তরে ইচ্ছা করে এমন। 'সেবানিতান্ত অন্তঃকরণশেছক হইয়া কান্যকুব্জনিবাসি সেবাত ব্রাহ্মণ ঘরা ...।' দর্পণ, ১৮২৯।

অন্তঃকর্ণ [স] **বি** মর্ম। 'আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অন্তঃকোলা [স] **বি** মৃত্যুর সময়। 'যথো বিজ্ঞ-পদে মন, এদের, অন্তঃকোলে হবে কি?' মশাররফ, ১৮৬৯।

অন্তঃকুহর [স] **বি** মনের মাঝখান। 'ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃকুহরটির মধ্যে দিবা গট হয়ে বসে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অন্তঃকেন্দ্র [স] **বিণ** অভ্যন্তরভাগ। 'তার অন্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অন্তঃপট [স] ১ **বি** কৌপিন। 'তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ **বি** পর্দা। 'অন্তঃপট করি কৈন্যা আনিল তখন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অন্তঃপরিবর্তন [স] **বি** মনোগত পরিবর্তন। 'গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্তন ঘটে যায়।' ব্রন্দা, ১৯২৯।

অন্তঃপাণী [স] **বিণ** অন্তর্গত। 'কলিকাতার অন্তঃপাণী নয় বিহারস্থান।' দর্পণ, ১৮১৯।

অন্তঃপুর [স] ১ **বি** অন্তরমহল। 'ভালমতে শোখ সব অন্তঃপুর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অন্তঃপুরে থাকিবা জেমন করি স্থির।' কবীন্দ্র,

১৬৮৯। ২ **বি** আড়াল। 'রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ **বি** হৃদয়। 'আমার অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অন্তঃপুরচারিণী [স] ১ **বিণ** স্ত্রী প্রত্যঙ্গ অঙ্গুল দিয়ে প্রবাহিত। 'বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ **বিণ** ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এমন। 'অন্তঃপুরচারিণী অসুখপাশা মহিলাদিগের প্রকাশ্য দরবারে প্রবেশ।' সত্যগাত, ১৯১৯।

অন্তঃপুরচারী [স] **বিণ** অন্তরমহলে অবস্থান করে এমন। 'কর্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অন্তঃপুরবাসিনী [স] **বি** স্ত্রী স্ত্রীলোক। 'অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মধ্যে কেহ ভর্তার বিশেষ অনুগ্রহ পাঠী হইলে সর্বনাশ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অন্তঃপুরস্থ [স] **বিণ** অন্তরমহলে থাকে এমন। 'অনেক অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী এই কুশ্ঠাভ ধারা ধর্ম হইতে প্রত্যত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অন্তঃপুরিকা [স] **বি** স্ত্রী অন্তঃপুরে বাস করে যে। 'রামের অভিযেক-মলশাচরনের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অন্তঃপুরী [স] **বি** অন্তরমহল। 'ক্রন্দনের রোল তবে তনি অন্তঃপুরী।' বিজয়, ১৬৫০।

অন্তঃপ্রকৃতি [স] **বি** অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। 'অন্তঃপ্রকৃতি নির্বিশেষে একরূপ ছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অন্তঃশীল [স] **অন্তঃশীল** **বি** অভ্যন্তর ভাগ। 'এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশীলে সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে।' হতোম, ১৮৬১।

অন্তঃশীল [স] **বিণ** অভ্যন্তরে প্রবাহিত। 'তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে।' সুধীশ, ১৯২৯।

অন্তঃশীলতা [স] **বি** গোপনীয়তা। 'চারুর প্রকৃতিতে ও সুগভীর হৃদয়াবেগের অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অন্তঃশীলা [স] ১ **ক্রিবিণ** স্ত্রী নিভৃত। 'কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য নীচে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ **বিণ** স্ত্রী অপ্রকাশিত; গোপন। 'এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাভ্যতার অন্তঃশীলা বহি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অন্তঃশূন্য [স] **বিণ** খালি। 'পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতায় হইলে ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অন্তঃশূন্যতা [স] **বি** অন্তঃসারহীন। 'কাঠকোরা ... অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অন্তঃসত্তা [স] **বি** গর্ভাবস্থা। 'স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্তা কালীন শরীর ও মনঃসংবন্ধীয় অবস্থানুসারে সন্তানের গুণভেদ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অন্তঃসলিলা [স] **বি** স্ত্রী লোককণ্ঠর আড়ালে প্রবাহিত হয় যা। 'অন্তঃসলিলা বহিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

অন্তঃসোঃ [স] **বিণ** বিলুপ্ত। 'অনেক শত্রু নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসোঃ হয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অন্তঃসার [স] **বি** সারবস্তু। 'যুক্তি এখন যতো খালি অন্তঃসার।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

অন্তঃসারশরুণা [স] ১ **বিণ** ভিতরে সারবস্তু নেই এমন। 'যুথাকৃতি বিকৃত, শরীর অন্তঃসারশরুণ্য অস্থিগুপ্তের সমাবেশ।' মশাররফ, ১৮৯০। ২ **বিণ** ফাঁকা। 'আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশরুণ্য

হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ
মহাশয়।' এদের কথা, কাজ সমস্তই অন্তঃসারশূন্য।' জীবন, ১৯৩৩।
৪ বিণ সহায়-সম্বলহীন।' 'এরা তোকে অন্তঃসারশূন্য করে দেবে।'।
শিবরাম, ১৯৭০।

অন্তঃসারশূন্যতা [স] বি সারবস্তহীনতা। 'সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও
অন্তঃসারশূন্যতা।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

অন্তঃসারহীন [স] বিণ অসার। 'বাণী সবই অন্তঃসারহীন।' প্রমথ,
১৯২৭।

অন্তঃস্তর [স] বি ভিতরের স্তর। 'তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা
মনের অন্তঃস্তরের উৎসর থেকে উছলে উঠেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অন্তঃস্থ [স] বি ভিতরের কথা। 'অন্তঃস্থ না জানি বৃথা ক্রুদ্ধ হয়ে
অতি।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

অন্তঃস্থ বর্ণ [স] বি স্পষ্টবর্ণ ও উদ্ভবর্ণের মধ্যবর্তী য র ল ব এই
চারটি বর্ণ। 'সবুজ বর্ণমালার অন্তঃস্থ বর্ণ নয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

অন্তঃস্থল [স] বি গভীরতম স্থান বা তল। 'বৃকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত
তকায়ী কাঠ হইয়া গিয়াছিল।' শরৎ, ১৯১৬।

অন্তঃস্থভাব [স] বি অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। 'তবে অন্তঃস্থভাব সন্ধ্যা,
সৌর্য নিশ্চয়তা এখনও হয়নি।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অন্তঃস্থিত [স] বিণ মন খুশি করে এমন। 'আমাদের নিকটে এই
অন্তঃস্থিত গন্ধরাজমুকুলে প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অন্তঃস্রোত [স] বি অব্যক্ত ভাবের ক্ষরণ। 'দুই জনের মধ্য দিয়ে বয়ে
চলেছে দুটি অন্তঃস্রোত।' অলাউকিন, ১৯৩০।

অন্তক [স] বিণ নাশক; সংহারক। 'স্বাধা লাগি অন্তক হইয়াছিল মোর।'।
কৃষ্ণগম, ১৭২০।

অন্তকপুর [স] বি হিন্দু পুরাণোক্ত যমপুর। 'এ দুরন্ত অন্তকপুর
গতিরোধ তার।' মাইকেল, ১৮৬০।

অন্তকরণ [স] অন্তঃকরণ বি সম্পর্ক। 'তোমার সহিত আমার
অন্তকরণ নহে।' চিঠিপত্রে, ১৮২৪।

অন্ততপক্ষে [স] ক্রিবিণ নিদেনপক্ষে। 'অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে
পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অন্তর্ধান [স] অন্তর্ধান ক্রি অদৃশ্য হওয়া। 'কান্দোতে উঠিতে কৃষ্ণ
অন্তর্ধান হৈল।' মালাধর, ১৫০০।

অন্তপুর [স] অন্তঃপুর বি অন্দরমহল। 'অন্তপুরে না রাখে বনিতা।' মুকুন্দ,
১৮০০।

অন্তর [স] ১ বি হৃদয়। 'অন্তরে বাঢ়ে মোর দারুণ মদনে।' বড়, ১৪৫০।
২ ক্রিবিণ ব্যবহানে। 'দশ দিন অন্তর বা কি এখানে আমি।' বৃদ্ধা,
১৫৮০। ৩ বিণ পৃথক। 'মুখামুখ ছাড়ি নেভা না হয় অন্তর।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি বিভাড়ন। 'চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর।'।
বাহ্যম, ১৬৫০। ৫ ক্রিবিণ দৃষ্টির অগোচরে। 'বানর মারিয়া গঙ্গা
হইল অন্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বিণ বিচ্ছিন্ন। 'আশা হেঁস্তে অন্তর
না হএ কোন পাকে।' সুলতান, ১৭০০। ৭ বি স্থানান্তর।
'ভক্তবোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশবাটী গ্রামে অন্তর হইবার
নিশ্চয় হওয়াতে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৮ বিণ আলাদা। 'এই
প্রত্যাধিদেশে ব্রহ্মাবর্ত হইতে অন্তর নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৯ বিণ
দূরবর্তী। 'তাহাদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল হইতে
অন্তরিক্ষও তত অন্তর নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১০ বি অভ্যন্তর।
'বাহুয় ধরিয়া উর্ধ্বোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ ক্ষীত হয়।'

বঙ্কিম, ১৮৭৮। ১১ বিণ অন্তর্হিত। 'তিলেক অন্তর হলে না হেরি
কুল-কিনারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ১২ বিণ অন্তরালবর্তী। 'শ্রিয়বস্ত্রকে
এবেকভাবে চক্ষের অন্তর করিতে ...।' মশাররফ, ১৮৮৫। ১৩ বি
ভিতর। 'সেতলো এত অন্তরে বসতি করে যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অন্তর-আকাশ [স] বি মনরূপ আকাশ। 'উপরে নির্গুণ শান্ত অন্তর-
আকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অন্তর-আত্মিনা [স] অন্তর+স অঙ্গন> বি মন। 'নিজের অন্তর-
আত্মিনায় গড়ে তুললে অপর মূর্তিহীন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অন্তরকবিতা [স] বি মনের কথা। 'দোহার অন্তরকথা দোঁহে সে
বুঝিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্তরকুহর [স] বি হৃদয়গহ্বর। 'ওর মনটি ওর অন্তরকুহরটির মধ্যে
...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অন্তরক্ষেত্র [স] বি হৃদয়মন্দির। 'জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির
অধিকারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অন্তরখনন [স] বি অন্তরের বেদনা। 'তার অন্তরখনন গভীরতর হতে
ধাকে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

অন্তর-গ্রানি [স] বি মনের গ্রানি। 'অন্তর-গ্রানি সংসার-ভার।' রবীন্দ্র,
১৯০০।

অন্তরজয়ী [স] বিণ স্ত্রী অন্তরকে জয় করেছে এমন। 'অন্তরে নুকায়ে
বসিয়া হবে অন্তরজয়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অন্তরজামিনি, অন্তরজামিনি [স] অন্তর্যামিনি বিণ স্ত্রী মনের কথা
জামিনি এমন। 'অন্তরজামিনি গোসাঞি জানিলা তখন।' মালাধর,
১৫০০। 'অন্তরজামিনি গোসাঞি সকলি জানিল।' মালাধর, ১৫০০।

অন্তরজ্বালা [স] বি মনোবেদনা। 'চিত্রসঞ্চিত নীরব নাগিশ
অন্তরজ্বালায় সহিত উদ্গীর্ণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্তর টপনি [স] অন্তরটিপন> বি কারো হৃদয়ে গোপনে আঘাত।
'অন্তর টপনি - খাবে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

অন্তরটিপুনি [স] অন্তরটিপন> বি অন্যের অগোচরে কারো মনে
গোপন আঘাত। 'তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অন্তরতম [স] বি অন্তরে বিরাজকারী। 'ওহে অন্তরতম, মিটেছে কি
তব সকল ভিয়াষ আসি অন্তরে মম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অন্তরতমা [স] বি স্ত্রী হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'অন্তরে রহিল যাহা,
অন্তরতমারই।' অন্নদা, ১৯২৯।

অন্তরতর [স] ১ বিণ অন্তরঙ্গ। 'এই ভূমা-একোরে অন্তরতর
আবর্তীভবে প্রত্যেক মানব সম্মত মানবের সহিত মিলিত।' রবীন্দ্র,
১৯০৫। ২ বিণ মনোগত। 'তাহার পবিত্রতা অন্তরতর।' রবীন্দ্র,
১৯০৭। ৩ বি অন্তর্যামী। 'হে বৃদ্ধ মোর, হে অন্তরতর।' রবীন্দ্র,
১৯১০।

অন্তরতল [স] বি হৃদয়ের ভূমি। 'অন্তরতল মনু করে ছন্দে।'।
রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অন্তরদেউল [স] অন্তর+স দেবকূল বি মনের মন্দির। 'তার
অন্তরদেউলে প্রবেশ করতে হবে ভাই।' নজরুল, ১৯২৭।

অন্তরদেশ [স] বি মন। 'সব চেয়ে দূর আর দুর্গম হল বঙ্গজনের
অন্তরদেশ।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

অন্তরদান [স] বি মনের ঐর্ষ্য। 'গুণো অক্ষরারের অন্তরদান দাও
ঢেকে মোর পরান মন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অন্তরনিবাসী [স] বি মনের মানুষ। 'অন্তরনিবাসীর গীড়ার বেদনায়

মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অন্তরপুরুষ [স] বি আরাধ্য সত্তা। 'তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয় এবং নিভৃতবাসী অন্তরপুরুষের সাক্ষ্য সম্ভব হয় না।' মোতাহেব, ১৯৫০।

অন্তরপ্রাণ [স] বি হৃদয়মন্দির। 'তার অভিষেক হল না আমার অন্তরপ্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অন্তরফলক [স] বি হৃদয়পট। 'অসুবি-মুদ্রার গুণ সংকেত অঙ্কিত হয় অন্তরফলকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অন্তরবর্তি, **অন্তরবর্তি** [স অন্তরবর্তী] বিণ দূরবর্তী। 'তিন চারি ক্রোশ অন্তরবর্তি এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে ...।' দর্পণ, ১৮২১।

অন্তরবাসী [স] বি অন্তরে বাস করে যে। 'অন্তরবাসীকে ... কোনোমতেই চৌলিয়া রাখিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অন্তর-বেদন [স] বি মনোবেদনা। 'মম গম্ভীর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অন্তরবেদনা [স] বি হৃদয়ের ব্যথা। 'তব অন্তরবেদনা চিরন্তন হয়ে থাক।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অন্তরব্যাপিনী [স] বিণ স্ত্রী অন্তর জুড়ে আছে এমন। 'অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী তুমি অন্তরব্যাপিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অন্তরভেদী [স] বিণ অন্তরকে ভেদ করে এমন। 'আবার সেই অন্তরভেদী হায়! হায় রব!।' মশাররফ, ১৮৮৫।

অন্তরমহল [স অন্তর+আ মহল] বি আন্তর্যমী বাসস্থান। 'তেতলা হুছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল।' অবন, ১৯৪১।

অন্তরযামিনী [স অন্তর্যামিনী] বিণ স্ত্রী মনের কথা জানে এমন। 'অন্তরযামিনী ধর্ম জ্ঞানিন তখন।' রূপরাম, ১৭৫০।

অন্তরযামী [স অন্তর্যামী] বি অন্তরে থাকে এবং অন্তরের কথা জানে যে। 'আছি আমি বিন্দুরূপে হে অন্তরযামী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অন্তররহস্য [স] বি হৃদয়ের মর্ম। 'নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অন্তর-রাজ্য [স] বি অন্তর্জগৎ; অন্তররূপ রাজ্য। 'আচার ও বিচারের সংঘর্ষটা মানবের এই অন্তর-রাজ্যের অন্তর্গত।' সম্বল, ১৯১৭।

অন্তররুদ্ধ [স] ১ বিণ ভেতরে চাপা। 'অন্তররুদ্ধ দাহ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ অন্তরকে স্পর্শ করেন এমন। 'একটি অন্তররুদ্ধ অব্যক্ত হৈ বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অন্তরলক্ষী [স] বি মানসী। 'খেলাক্ষেত্রে হতে কখন অন্তরলক্ষী এসেছ অন্তরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অন্তরলোক [স] বি মনোজগৎ। 'অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠল অন্তরলোক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অন্তরশায়িনী [স] বি স্ত্রী অন্তরে স্থিত থাকে যে। 'হে পূর্ণপূর্ণিমা, অন্তরে অন্তরশায়িনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অন্তরহ [স] ১ বিণ হৃদয়গত। 'তাহাদের অন্তরহ আত্মকে ধরিতে পারেন না।' প্রমথ, ১৮৯০। ২ বি গলাথকরণ। 'জগদ্বাপীপুঞ্জায় শ্যাম্পেন-প্রসাদ ভূরিপরিমাণেই অন্তরহ করতেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অন্তরাকাশ [স অন্তর-আকাশ] বি হৃদয়রূপ আকাশ। 'ভাবরাশি তাহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

অন্তরানুভূতি [স] বি হৃদয়ের উপলব্ধি। 'সেটা ছিল মহাকাবির সুগভীর

অন্তরানুভূতি ও মানবচরিত্রে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ মহাসত্য।' সুদীপ মুখো, ১৯৭০।

অন্তরানন্দ [স] বি হৃদয়ের অভ্যন্তর। 'তার স্থান নহে নারীর অন্তরানন্দে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অন্তরে [স অন্তর+] ১ অব্য জন্যে। 'তোহার অন্তরে হাড়ি নড়এড়া।' চর্যা ১০, ১২০০। ২ ক্রিণ মনে মনে। 'তনিয়া জাহ্নবী দেবী লঙ্ঘিত অন্তরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রিণ তফাতে। 'ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রিণ ভিতরে। 'পড়ি নু অন্ধ মুক্তি বাদের অন্তরে।' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ বিণ দূরে। 'অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে ...।' দর্পণ, ১৮২০।

অন্তরে অন্তরে ১ ক্রিণ মনের ভিতরে। 'ব্যুথিয়াছ অন্তরে অন্তরে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ ক্রিণ ভিতরে ভিতরে। 'অন্তরে অন্তরে ছিল ইহেক্ষি জ্ঞানিত প্রতি শুদার্থের প্রতি বিশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অন্তরেস্ত্রিয় [স] বি হৃদয়। 'যতদিন দেহ মধ্যে অন্তরেস্ত্রিয় ধারণ করিবেন এবং চিন্তাকালীন ভাষা প্রয়োগ করিবেন ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অন্তরঙ্গ [স] ১ বিণ ঘনিষ্ঠ। 'দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'তোরে অন্তরঙ্গ জানি।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ অন্তরের সঙ্গে যুক্ত। ওর্গা, ১৭৮২: 'মহারাজার কুটুম্ব অন্তরঙ্গ রহিবার স্থান।' রামরায়, ১৮০১। ৩ ইয়ার। ওর্গা, ১৭৮৫। ৪ বিণ ভাঙ্গী। 'বেখিছনি বিবি অন্তরঙ্গ ঘটাটোপে অবিচল সে-মানসগিরি।' সূর্য্যদ্র, ১৯৩২। ৫ বি অন্তর। 'আমার অন্তরঙ্গে সৌন্দর্য দাও।' সূর্য্যদ্র, ১৯৩৭।

অন্তরঙ্গতা [স] বি ঘনিষ্ঠতা। 'সিংহ রাজার সহিত প্রতাপাদিত্যের অধিক অন্তরঙ্গতা হইল।' রামরায়, ১৮০১।

অন্তরঙ্গা [স] বিণ অন্তরনিহিত। 'অন্তরঙ্গা চিহ্নিত তটহা জীবশক্তি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্তরঙ্গী [স অন্তরঙ্গ+] বি অন্তরঙ্গতা। ওর্গা, ১৭৮৫।

অন্তরা [স] অব্য বিনা; ব্যতিরেকে। বিদ্যা, ১৮৯১।

অন্তরা [স] বি গানের 'ধ্রুয়' ও 'আভোগের' মধ্যবর্তী অংশবিশেষ। 'অন্তরা' গুণ, ১৮৫৮; 'রাগিণীটাকে তার করণ চড়া অন্তরা-সুন্দ প্রত্যক্ষ দেখতে পাছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অন্তরাকাশ ১ অন্তর

অন্তরাখ্যা [স] ১ বি হৃদয়। 'কাহার না অন্তরাখ্যা সন্তোষ সাগরে সন্তরিত করে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি বিবেক। 'আমার সংকুচিত অন্তরাখ্যা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অন্তরায় [স] বি বাধা; প্রতিবন্ধকতা। 'নিরুস্ফাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অন্তরায়ণ [স] বি মৃত্যু। 'তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অন্তরায়িত [স] বিণ বিচ্ছিন্ন। 'বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই সলিষ্টারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্তরাল [স] বি আড়াল। 'অন্তরালে মোহ তইসা।' চর্যা ৪৬, ১২০০।

অন্তরালবর্তিনী [স] বিণ স্ত্রী আড়ালে আছে এমন। 'অন্তরালবর্তিনী রানিকে তুমি কণ্ঠে সম্মান জানিয়ে ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

অন্তরালবর্তী [স] বিণ দৃশ্যমান নয় এমন। 'চর্মচকুর অন্তরালবর্তী মনোবন্ধের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র,

১৯০০।

অন্তরালস্থিত [স] *বিপ* আড়ালে অবস্থিত। 'তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাদিবে ভাবিয়া পাইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অন্তরাসন *এ* **অন্তর**

অন্তরিকা [স] *বি* অন্তরে অবস্থান করে যে। 'কোন অন্তরিকা কাদে অন্তরালে থাকি যেন।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অন্তরিক্ষ, **অন্তরীক্ষ** [স] ১ *বিপ* আকাশমুখী। 'বলিয়া চলিলা দেবি অন্তরিক্ষ পতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আকাশ। 'অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অন্তরিত [স] ১ *বিপ* দূরবর্তী। 'কলিকাতা হইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিপ* দূরীভূত। 'অন্তর হইতে ... অন্তরিত নও।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ৩ *বিপ* বিতাড়িত। 'স্নেহাশ্রম সন্তানকে অন্তরিত করিয়া বলপূর্বক ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। ৩ *বিপ* অন্তর্গত। 'কাম - হায়, বিষম অনল অন্তরিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৪ *বিপ* অন্তর্নিহিত। 'গিরি দেখিলা লড়িছে অন্তরিত পরাক্রমে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

অন্তরিন্দ্রিয় [স] *বি* মন। 'অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অন্তরীক্ষ *এ* **অন্তরিক্ষ**

অন্তরীণ [স] *বি* গৃহবন্দি। 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অন্তরীণাবদ্ধ [স] *অন্তরীণ-আবদ্ধ*। *বিপ* গৃহবন্দি। 'অন্তরীণাবদ্ধ যুবকদিগের অন্ত-সমস্যা সমাধানের বৃহৎ তৎপর।' *অজ্ঞান*, ১৯৩৬।

অন্তরীণ [স] *বি* সমুদ্রমুখী ক্রমশ সরু হুলভাগ। 'পাইফ্ট পালময়রাস মাঝে যে অন্তরীণ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অন্তরীয়া [স] *বি* পরিধেয় বস্ত্র। 'শ্রেষ্ঠ ডিক্কা মানি, সর্বশেষ অন্তরীয়াখানি, নিজেদের উজাড় করি, নিরুচ্চ করি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২।

অন্তরেন্দ্রিয় *এ* **অন্তর**

অন্তর্গত [স] ১ *বিপ* অভ্যন্তরস্থ। 'অথ ভারতগতর্গত ছত্রবৎ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিপ* অন্তর্ভুক্ত। 'প্রেরিতব্য দরখাস্তের অন্তর্গত হইল।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ *বিপ* অবস্থিত। 'জন্মভূমিগো অন্তর্গত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ *বিপ* অংশভূক্ত। 'পোলণ্ডের অন্তর্গত অষ্ট্রোপ্রিয়ার হ্রদ ইত্যাদি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ *বি* অংশ। 'দেশপ্রেমী ঈমানের অন্তর্গত।' *এসলাম*, ১৯১৯। ৬ *বিপ* পর্যায়ভূক্ত। 'উপন্যাস মানবসমাজের মঙ্গলদায়ক, হিতজনক ও উপকারী বস্তুসমূহের অন্তর্গত নহে।' *এসলাম*, ১৯২০। ৭ *বিপ* সংযুক্ত। 'সোভিয়েট সোভিয়েতের অন্তর্গত কতকগুলি রিপাব্লিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অন্তর্গতা [স] *বিপ* স্ত্রী অভ্যন্তরস্থ। 'বঙ্গভাষার অন্তর্গতা যে সকল সংস্কৃত ভাষা সর্বত্র চলিতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

অন্তর্গমনশীল [স] *বিপ* ভিতরের দিকে গমন করে এমন। 'নি উপসর্গযোগে তাহাই [নিশ্বাস] অন্তর্গমনশীল শ্বাস বুঝাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তর্গামী [স] *বিপ* ভিতরের দিকে যায় এমন। 'নিশ্বাস অর্থে অন্তর্গামী শ্বাস বুঝায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তর্গত [স] ১ *বিপ* ভিতরে শূন্যায়িত। 'অন্তর্গত বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিপ* অপ্রকাশিত। 'অন্তর্গত সমস্ত গুণচোটা নির্মুক্ত

হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অন্তর্ধান [স] *বিপ* আত্মবিকাতাপূর্ণ। 'অন্তর্ধান ডাবের আবেশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তর্ধাতী [স] *বিপ* হৃদয়ে আঘাত করে এমন। 'করুণ, নীরস, অন্তর্ধাতী, মর্ষণীভূত নিদারুণ বাক্য-বোশে সর্বদা বন্দীদিগকে জরুরিত করিতে থাকে।' *মহারক্ষ*, ১৮৯০।

অন্তর্চক্ষু [স] *বি* দিব্যদৃষ্টি। 'দেখিবার গ্রাণ চাই - অন্তর্চক্ষু চাই।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

অন্তর্জগৎ [স] ১ *বি* মনোজগৎ। 'পর কেবল বহির্জগতের কর্তা - অন্তর্জগতের আমি কর্তা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* ভাবলোক। 'অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* ভিতরের জগৎ। 'জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর্জল [স] *বি* জলের ভিতর জাপ। 'জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অন্তর্জলি, **অন্তর্জলি** [স] *অন্তর্জল*। *বি* হিন্দুদের পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মুমূর্ষুর শরীরের নীচের অংশ গঙ্গা নদীর জলে নিমজ্জিত করার প্রথা। 'অত্যাচার্যরূপে গঙ্গাশ্রাদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলি পর্যন্ত দিব্য জ্ঞান ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'এ একটা বুড়ীকে অন্তর্জলি করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'সহজ তরঙ্গের সরল নির্দোষ অন্তর্জলি।' *জীবন*, ১৯৩২।

অন্তর্জীবন [স] *বি* ভিতরের জীবন। 'জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর্দর্শন [স] *বিপ* মর্মভ্রম। 'তাহা তাহার অন্তরে অন্তরে অন্তর্দর্শন বেদনা আনয়ন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অন্তর্দর্শন [স] *বি* নিজের মনোভাব বিচার। 'অন্তর্দর্শন অর্থাৎ নিজের মানসিক অবস্থা পুরাপুরি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলে ...।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অন্তর্দাহ, **অন্তর্দাহ** [স] *বি* মনস্তাপ। 'গতানুশোচনারপ অন্তর্দাহের উদ্বেক হইয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'প্রত্যেক লোকের চাতুরী, হলনা, মনে করে অন্তর্দাহ কর্তে ...।' *হুতোয়*, ১৮৬১।

অন্তর্দাহকারী [স] *বিপ* অন্তরে পোড়ায় এমন। 'অন্তর্দাহকারী বিষগ্নি প্রকৃতি হইবে।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

অন্তর্দীপ্ত [স] *বিপ* অন্তরের আলোয় উজ্জ্বল। 'অঁঝি তব, নিবিড়, রহস্যময়, অন্তর্দীপ্ত, প্রব।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অন্তর্দৃষ্টি [স] *বি* সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতা। 'ফরাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহিদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি চের বেশি তীক্ষ্ণ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ [স] *বিপ* মনের গভীর অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। 'অন্তরানুভূতি ও মানবচিত্রের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ মহাসত্য।' *সুনীল মুখো*, ১৯৭০।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, **অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন** [স] ১ *বিপ* সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ক্ষমতাসম্পন্ন। 'আসলে পোকটা খুব জানী আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।' *মানিক*, ১৯৪০। ২ *বিপ* মানস দৃষ্টি আছে এমন। 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।' *অজ্ঞান*, ১৯৪১।

অন্তর্দেবতা [স] ১ *বি* হৃদয়ের অধীশ্বর। 'আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বি* অন্তর্ধাতী। 'হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অন্তর্দেশ

অন্তর্দেশ [স] বি উপত্যকা। 'সেই অনাবিকৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্তর্দেশবাসী [স] বিণ অভ্যন্তরবাসী। 'বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিত্য বাঙালিদের সুখদুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলেননি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অন্তর্দেহ [স] বি মন। 'বাইরের শরীর আমাদের বাঁধা ছাড়ে ঢালা আর অন্তর্দেহটি ছাড়ে ঢালা একেবারেই নয়।' অবন, ১৯২৫।

অন্তর্দেহ [স] বি অভ্যন্তরীণ বিরোধ। 'লীসের ভিতর এই অন্তর্দেহের কথা।' আজাদ, ১৯৪৬।

অন্তর্ধান, অন্তর্ধান [স] ১ বি অদৃশ্য। 'তনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্ধান।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'এত বলি অনাদ্য হইল অন্তর্ধান।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি মুহূর্ত। 'চৌদশত পঞ্চায়ে হৈল অন্তর্ধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি গমন। 'অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি আড়াল। 'প্রভু-কৃপা পাঞা অন্তর্ধানে রহিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বিণ বিলীন। 'অন্তর্ধান হইল দেব দক্ষিণের পতি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৬ বিণ লুপ্ত। 'তাহাদিগের মান সন্তমণ্ড অন্তর্ধান হইয়াছে।' গ্যারী, ১৮৫৯।

অন্তর্ধান [স অন্তর্ধান] বিণ অন্তর্ধান; অদৃশ্য। 'এ বলিয়া জাহ্নবী হইল অন্তর্ধান।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অন্তর্নিবিষ্ট [স] বিণ আত্মনিমগ্ন। 'তাঁহার সেই সময়কার অন্তর্নিবিষ্ট শান্ত মুখের নিম্ন একদৃষ্টে দেখিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অন্তর্নিহিত [স] ১ বিণ দূরীভূত। 'তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্নিহিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বিণ ভিতরে নিহিত আছে এমন। 'যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতার ভাব ...' প্রমথ, ১৮৯৬।

অন্তর্বর্তী, অন্তর্বর্তী [স] বিণ গভর্ভব। 'রাজকুমারী অন্তর্বর্তী হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'অন্তর্বর্তী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় স্নেহবহর।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

অন্তর্বর্তী, অন্তর্বর্তী, অন্তর্বর্তী [স] ১ বিণ অন্তর্গত। 'বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী সমস্ত পট্টামাশ্রয় মনুষ্যের ...' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ মধ্যবর্তী। 'অন্তর্বর্তী গভর্ভমেতে লীসের যোগদানের সিদ্ধান্ত।' আজাদ, ১৯৪৬; 'পূর্ববর্তী মোহলেম লীগ, অন্তর্বর্তী আওয়ামী লীগ এবং বর্তমানের ...' আজাদ, ১৯৫৬।

অন্তর্বর্তীকাল [স] বি মধ্যবর্তী সময়। 'বিফল প্রাচীন ও গঠনীয় নবমূল্যবোধীণ অন্তর্বর্তীকাল - সমাজতন্ত্রে যাকে বলে anomy।' মুর্গিশ, ১৯৭০।

অন্তর্বর্তীকালীন [স] বিণ মধ্যবর্তী কালের। 'অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে মহিলাদের কতকগুলো বিশেষ ...' বেগম, ১৯৫৩।

অন্তর্বর্ণাশ্রিত্য [স] বি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। 'আধুনিক কালে অন্তর্বর্ণাশ্রিত্য হওয়াতে শহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

অন্তর্বিপ্রব [স] বি অভ্যন্তরীণ বিপ্রব। 'একশতা বৎসরের মধ্যে অন্তর্বিপ্রব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স ...' প্রমথ, ১৯১৬।

অন্তর্বিপ্রববশতঃ [স] ক্রিবিণ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের কারণে। 'রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যে অনেক সময়ে অন্তর্বিপ্রববশতঃ আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

অন্তর্বিরোধ [স] বি অভ্যন্তরীণ কোন্দল। 'রোস-দিত্রিয়া রাজ্যের অন্তর্বিরোধের জন্যও রানিকেই দায়ী করা হয়েছে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

অন্তর্বিষয় [স] বি অন্তরের বিষয়। 'মানস প্রত্যাকের বিষয় - অন্তর্বিষয়।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অন্তর্বিধরী [স] বিণ অভ্যন্তরীণ। 'অন্তর্বিধরী ভাবের কবিতা থেকে বহির্বিধরী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ ...' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

অন্তর্বেগ [স] বি মনের কষ্ট। 'অজানা অন্তর্বেগে আচ্ছন্ন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অন্তর্বেদ [স] বি দুই নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ। 'বিশেষতঃ নোয়াব অর্থাৎ অন্তর্বেদ দিয়া আপনি এক নূতন পথ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

অন্তর্বেদনা [স] বি মনের ব্যথা। 'অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অন্তর্ভাগ [স] বি ভিতরের অংশ। 'তাহার অন্তর্ভাগ ও মজ্জা শ্বেতবর্ণ।' দর্পণ, ১৮৩০।

অন্তর্ভূত [স] বিণ অন্তর্গত। 'গরিলা সাধারণত বানরশ্রেণীরই অন্তর্ভূত প্রাণী।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অন্তর্ভুক্ত [স] বি অন্তর্ভুক্তকরণ। 'মন্সিগন্যায় বেগম জি এ খানের অন্তর্ভুক্তির জন্য ...' বেগম, ১৯৫৭।

অন্তর্ভূত [স] বিণ অন্তর্গত। 'এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কণ্ঠব্যোচন নামক এক গ্রন্থ ...' দর্পণ, ১৮২৩।

অন্তর্ভূত [স] বিণ অন্তর ভেদ করে এমন। 'নির্জন অন্তর্ভূতী সমভিব্যাপী নয়ার উজ্জলতায় ...' জীবন, ১৯৪৮।

অন্তর্ভূত [স] বিণ অন্তরে প্রোথিত। 'চিত্র হতে ফেলে দিও তুলে প্রাণহীন প্রতিভার অন্তর্ভূত মূল।' সুব্রত, ১৯৩১।

অন্তর্মনস্ক [স] বিণ অন্তর্মুখী। 'চরম চেষ্টাচলিত সভ্যতায়ন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণাজ্ঞান করত ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্তর্মুখিতা [স] বি নিবিষ্টচিত্ততা। 'প্রকাশভঙ্গিমায় ও নিত্য অন্তর্মুখিতায় তা অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর ও মধুর।' হাই, ১৯৫৪।

অন্তর্মুখিন [স] বিণ আত্মমগ্ন। 'অন্তর্মুখিন মন খাড়া দেয়াল উপরে বাইরে এল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

অন্তর্মুখী [স] ১ বিণ কেন্দ্রানুগ। 'একটা আবর্তের দুটো গতি আছে, সে দুটি হচ্ছে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী।' অবন, ১৯২৫। ২ বিণ ভিতরকার। 'অন্তর্মুখী জীবনচর্চা পরিণতিতে প্রতিটি গ্রামকে ...' সন্দ, ১৯৭০।

অন্তর্ঘাতনা [স] বি মানসিক কষ্ট। 'অবনতমস্তকে অন্তর্ঘাতনা ভোগ করিতে হইবে।' মশাররফ, ১৯০৮।

অন্তর্ঘামী, অন্তর্ঘামী [স] ১ বিণ মনের ভাব জানে এমন। 'অন্তর্ঘামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি স্বধর। 'অন্তর্ঘামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।' মাইকেল, ১৮৬১; 'অশ্রময় যে প্রার্থনাপত্রি আর কেহ নাই তাই অন্তর্ঘামী ছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ বিণ অবচেতন। 'অন্তর্ঘামী মন কহিল - মেয়েটি সুবিধার নহে।' বনফুল, ১৯৩৬।

অন্তর্ঘামিনী [স] বিণ স্ত্রী মনের ভাব জানে এমন। 'অন্তর্ঘামিনী ধর্ম জালিয়া ধোয়ানে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অন্তর্ঘামী পুরুষ [স] বি স্বধর। 'নিজের অন্তর্ঘামী পুরুষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয় ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অন্তর্গামী [স] বি অন্তরে বাসকারী চেতনা। 'কবি তাঁর অন্তর্গামী বন্দনায়

মর্যম্পর্শী শব্দের মালা গেঁথে চলেছেন।' হাই, ১৯৪৭।

অন্তর্গদ্য [স] *বিশ* হালকা খোলবিশিষ্ট। 'অন্তর্গদ্য ফল।' *বহির্ম*, ১৮৭৫।

অন্তর্গন্ধ [স] *বিশ* অন্তরে উপলব্ধ। 'নিজের অন্তর্গন্ধ সত্যের পতাকাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তর্জাল [স] ১ *বিশ* অংশ। 'দেবেহিনী সুন্দরের অন্তর্জাল হাসির রসিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ২ *বিশ* প্রায় অদৃশ্য। 'দূরে দূরান্তরে দু-একটি অন্তর্জাল তারা।' *সুশীল*, ১৯২৫। ৩ *বি* অব্যক্ত। 'কথার মধ্যে অন্তর্জাল ভয় আর সন্ত্রস্ততার সুর সে ঢাকতে পারল না।' *হাসান*, ১৯৬০।

অন্তর্লোকে [স] ১ *বি* অন্তরঙ্গগণ। 'তাতে কী? অন্তত ছিল আমার নিষ্ঠুর অন্তর্লোকে।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ *বি* অভ্যন্তর। 'জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্লোকে প্রবেশের ক্ষমতা অর্জন করে।' *বেগম*, ১৯৭৫।

অন্তর্হিত [স] ১ *বিশ* দূরীভূত। 'কোন ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অন্তর্হিত হইতে অন্তর্হিত করিতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিশ* অপসৃত। 'অধিব্যক সমুদায় ঐষ অন্তর্হিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ *বিশ* অগোচরে চলে গেছে এমন। 'এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যথার্থ তত্ত্ব আমাদের অন্তর্হরণ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৪ *বিশ* অদৃশ্য। '... সেই স্বর্ণময় ও রক্তময় কুঠার দুই খানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

অন্তর্হিতা [স] *বিশ* ক্রী অদৃশ্য। 'সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮২২।

অন্তল [স] অন্তর। *বি* মন। 'পড়িয়া অন্তল রূপ ফাঁদে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

অন্তচ্ছকু [স] *বি* মনের চোখ। 'প্রাণপশে অন্তচ্ছকু ব্রজি।' *সুশীল*, ১৯০১।

অন্তচ্চর [স] ১ *বি* অন্তরাল। 'অমিনা তনিল সব থেকে অন্তচ্চরে মনিকরাম, ১৯৮১। ২ *বিশ* অন্তর্ভুক্ত। 'সিসিদের মিক্সেটীর অন্তচ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি অর্থাৎ জানাশোনার দক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অন্তস্পুর, **অন্তস্পুর** [স] অন্তঃস্পুর। *বি* ভিতরবাড়ি। 'বধু সমে কুন্তি দেবি গেল অন্তস্পুরে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'অন্তস্পুর মধ্যে যদি আইল মহামতি।' *সুলতান*, ১৭০০।

অন্তস্পুরী, **অন্তস্পুরী** [স] অন্তঃস্পুর। *বি* ভিতরবাড়ি। 'জৈজ্ঞ সেস চকু লইয়া গেল অন্তস্পুরী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'শতদলে অন্তস্পুরী আলীপুরে তার কাচারি।' *লালন*, ১৮৯০।

অন্তস্তল [স] ১ *বি* হৃদয়ের তলদেশ। 'মৃণালিনীর অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল ...' *কেনে আসিলেন না?*।' *বহির্ম*, ১৮৬৮। ২ *বি* সবচেয়ে গভীর তল। 'দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্রাবিত করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তস্পট [স] অন্তঃস্পট। *বি* পর্দা। 'সমুখে মঙ্গল ঘট ঘটাইল অন্তস্পট দুই জনের গুড দরশন।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অন্তহিত, **অন্তহারা**, **অন্তহীন** *দ্র* **অন্ত**

অন্তহীন [স] *বিশ* শেষ নেই এমন। 'আদিহীন অন্তহীন কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

-অন্তি *ক্রিয়াবিভক্তি*। 'ব্রহ্ম সব দেব লভা পেলান্তি সাগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অন্তিক [স] *বি* নৈকট্য। 'কিছু না কহিএ আলুম অন্তিকে তোমার।' *মানিকরাম*, ১৯৮১।

অন্তিম [স] *বিশ* শেষ। 'অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অন্তিমকাল [স] ১ *বি* মৃত্যুর সময়। 'আমাদের তো অন্তিম কাল উপহিত হয় নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ *বি* পরকাল। 'লালন বলে অন্তিমকালে চরণ দিবেন সিরাজ সাই।' *লালন*, ১৮৯০।

অন্তিম-পঙ্ক্তি [স] *বি* সমাপ্তি। 'আমার জাহাঙ্গের চিঠি তার অন্তিম পঙ্ক্তির দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্তিমপ্রতিম [স] *বিশ* চূড়ান্ত। 'একটা অন্তিমপ্রতিম অর্থ অবধান করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অন্তিমশয্যা [স] *বি* মৃত্যুশয্যা। 'দুর্ভাগাগণের অন্তিমশয্যা হইতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্তিমাকর [স] *অন্তিম-অক্ষর*। *বি* শেষ বর্ণ। 'এতৎ সংগ্রহে পর্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অন্তিমাকর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন ...' *বিন্যস্ত হইবকে*। *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

অন্তে *দ্র* **অন্ত**

অন্তেবাণী [স] *অন্তেবাণী*। ১ *বিশ* সমাজ-বহির্ভূত। 'আর বোল বলিলে আমি অন্তেবাণী।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অন্ত্যজ শ্রেণী। 'আরবি ও পারস্য ভাষাভাষি অন্তেবাণি সমূহ যদ্যপিও অদ্যপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অন্ত্যজ *কৃষ্ণ*। ১ *বিশ* অস্বাক্ষর। 'আর আর ঋৎ সকলের মধ্যে অন্ত্যজ স্ত্রীকর বর্জিত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৫০০। ২ *বিশ* গুরুত্বহীন। 'টেঁকা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা-দহলারা অন্ত্যজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অন্ত্যজ জ্ঞাতি [স] *বি* ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহির্ভূত জনগোষ্ঠী। 'যেহেতু অন্ত্যজ জ্ঞাতি বৈষ্ণব হইলে সেও বিশ্বপরিব্রাকর হয়।' *রামমোহন*, ১৮৩৩।

অন্ত্যদেশ [স] *বি* শেষপ্রান্ত। 'বাঙলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুসার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

অন্ত্যলীলা [স] *বি* শেষ জীবনের কাহিনি। 'এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার।' *কৃন্দাস*, ১৫৮০।

অন্ত্যটিক্রিয়া [স] *বি* মৃতের সংস্কার। 'যখন পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় তখন অন্ত্যটিক্রিয়াকে কুসিদ্ধ কর্তব্য বোধ করিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অন্ত্যটিকসংস্কার [স] ১ *বি* অন্তিমকালীন অনুষ্ঠান। 'কন্যার অন্ত্যটিকসংস্কারে সুযোগ করিতে হইরাধ কফুর হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বি* সমাপ্তি। 'বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যটিকসংস্কারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অন্ত [স] *বি* নাড়িভূঁড়ি। 'বিদরিয়া বন্ধঃ মহাবলে, ছিন্নভিন্ন করে অন্ত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অন্ত্রনাগী [স] *বি* পাকস্থলীর নীচে থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত নাগিতন্ত্র। 'অসহ্য গরম ভেদ করে অন্ত্রনাগী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

অন্ত্রাপত্য [স] *অন্ত্র-অপত্য*। *বি* অন্তঃসল্পা অবস্থা। 'মহারাজার অন্ত্রাপত্য ইহাতে সকলের মন প্রকৃত।' *রামরাম*, ১৮০১।

অন্দর [স] ১ *বি* অন্তঃস্পুর। 'রহিল বছর এক অন্দর ভেতরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* পরিশ্রেক্ষিত। 'তাঁহারদিগের দাবির অন্দরে ফি টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অন্দর ঘর [স] *অন্দর+ঘা* *বা* *বি* অন্তঃস্পুর। 'বাহির ঘর, অন্দর ঘর,

গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

অন্দরবাড়ি [ফা অন্দর+স বাড়ি] বি অন্তঃপুর। 'অন্দরবাড়ির অসুখ-বিসুখে ভাকুর সাহেবের উপদেশের জন্য ... দাসী-বান্দী পাঠাইতেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

অন্দরমহল [ফা অন্দর+আ মহল] বি অন্তঃপুর। 'চাকর অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবসান করিল।' সুসারক, ১৮৩১।

অন্দরে ক্রিবিগ জন্যে। 'প্রতি লাটের কিম্বতের অন্দরে ফিসদ ১০ দশ টাকা নগদ।' ক্যালগে, ১৮০১।

অন্ধ [স] ১ বি দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। 'পশু গিরি লম্বে অন্ধ দেখে তারাগণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ বিডোর। 'বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ/ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিগ বিবেচনাহীন। 'বিচারে হইআ অন্ধ পদ-গলে দিআ বন্ধ।' মুহুদ, ১৬০০। ৪ বিগ অজ্ঞান। 'মুনি বেলে অন্ধ হইয়া আছিল তখন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বিগ যুক্তিহীন। 'মেয়েদের মধ্যে অনেক অন্ধ সংস্কার থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বি হতাশায় আক্রান্ত যে। 'এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৭ বিগ নিয়ন্ত্রণহীন। 'অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৮ বিগ দুঃসময়ে পরিশূর্ণ। 'আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিন্নতার ভিতরে।' জীবন, ১৯৪০।

অন্ধ অনুকরণ [স] বি নির্দিয়ায় অনুসরণ। 'শিকার অর্ধ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে।' রোকেয়া, ১৯২১।

অন্ধ আবেগ [স] বি যুক্তিহীন ভাবপ্রবণতা। 'অন্ধ আবেগে বৈরতরঙ্গিত ডোবে।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

অন্ধক জনের নড়ি বি অন্ধজনের সমল। 'অন্ধক জনের নড়ি কুপণ জনার কড়ি।' মানিকরায়, ১৭৮১।

অন্ধকাল [স] বি শিক্ষা ও সভ্যতার অভাববশত যে ক্ষুদ্র অন্ধকারত্ব। 'তৎকালের লোক সেই কালের অন্ধকাল সমুদ্র প্রদান করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অন্ধকুটুরি [স অন্ধ+স কোঠা] বি শিক্ষা ও সভ্যতার অভাবে সমাজের অন্ধকারত্ব। অংশ। 'তার সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অন্ধকূপ [স অন্ধকূপ] বি এঁদো কুয়া। 'অন্ধকূপ দুই আঁখি গভির তাহার।' মালাফর, ১৫০০।

অন্ধকূপ [স] ১ বি এঁদো কুয়া। 'আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি আলোহীন অগতির গহ্বর। 'জগৎকে বে ভালবাসিতে শিখে নাই সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অন্ধগতি [স] ক্রিবিগ দিশাহীনভাবে। 'চলে ক্যারাতান দূসর আঁধারে অন্ধগতি।' সুসারক, ১৯৪৮।

অন্ধজন [স] বি দৃষ্টিহীন ব্যক্তি। 'সৌদামিনী যথা অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অন্ধতম [স] ১ বিগ একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাষর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'স্বদেশের স্বরণগীতী অন্ধতম প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অন্ধতমস [স] বি গাঢ় অন্ধকার। 'রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত্ত হয়।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অন্ধতমিস্র [স] বিগ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'অন্ধতমিস্র বাড়ির মধ্য

দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অন্ধতা [স] ১ বি দৃষ্টিহীনতা। 'শেষ দশায় তিনি অন্ধতা, বধিরতা, নিদ্রার অভাব ... বিকল হইয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি বিচার-বিবেচনাহীনতা। 'সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি অজ্ঞতা। 'সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি কুসংস্কার। 'অন্ধতাকে ... বিশ্বাস করব না।' জীবন, ১৯৩৩।

অন্ধতাবশত [স] ক্রিবিগ অজ্ঞতাহেতু। 'ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্ধতাবশত উড়িয়ে দিলেই যে এ উড়ে যাবে তা মনেও করবেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অন্ধতামস [স] বি গাঢ় অন্ধকার। 'এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি-সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

অন্ধতামসী [স] বিগ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'আজি অন্ধতামসী নিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অন্ধত [স] বি দৃষ্টিহীনতা। 'অন্ধত ও বধিরতার বুকেই সব শান্তি।' নজরুল, ১৯২২।

অন্ধপ্রাঞ্চল্যবর্তিতা [স] বি যুক্তিহীন প্রথার অনুগামিতা। 'কোনো কালেই অন্তঃপুরের বাহিরে আনিবার চেষ্টা না করা অত্যন্ত অন্ধপ্রাঞ্চল্যবর্তিতার পরিচায়ক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

অন্ধপ্রাণী [স] বি নিভানো ব্যক্তি। 'আমার অন্ধপ্রাণী শূন্য পানে চেয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অন্ধপ্রাচীর [স] বি দুর্লভ্য দেয়াল। 'ইংরেজি-জ্ঞাননেওলা আর ইংরেজি না-জ্ঞাননেওলা মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর।' মুজতবা, ১৯৫৮।

অন্ধপ্রায় [স] বিগ অন্ধের মতো। 'যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্ধপ্রায়ী [স] বিগ ক্রী অন্ধের মতো। 'কাত্যায়নীর বচন শ্রবণে অন্ধ্রায়ে অন্ধপ্রায়ী হইয়া, একের মন্তক অন্যের শরীরে জোজিত করিয়া দিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অন্ধবাহ্যতা [স] বি যুক্তিহীন বশ্যতা। 'যে মোহমুগ্ধ মত্তমুগ্ধ অন্ধবাহ্যতা আমাদের দেশের সকল সৈন্য ও অপমানের মূলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অন্ধবিশ্বাস [স] বি অযৌক্তিক বিশ্বাস। 'চোখ বুঁজে অন্ধবিশ্বাসে।' নজরুল, ১৯২৭।

অন্ধবুদ্ধি [স] বি বিবেচনাহীন বুদ্ধি। 'অন্ধবুদ্ধি ফিরিয়ে আকুলি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অন্ধবেগ [স] বি তীব্র আবেগ। 'মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অন্ধভক্ত [স] বি নির্বিচারে ভক্তি করে যে। 'এরা অন্ধভক্ত, চোখওয়ালা ভক্ত নয়।' নজরুল, ১৯২৭।

অন্ধভক্তি [স] বি নির্বিচারে অনুগত্য। 'এরূপ অসামান্য অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অন্ধভীতি [স] বি অযথা ভয়। 'অন্ধভীতির মুহূর্তটিই একমাত্র সত্য।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

অন্ধল [স] ১ বিগ অন্ধ। 'নয়ান থাকিতে মোর হৈলু অন্ধল।' রাহরাম, ১৬০০। ২ বি ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'সেই পছে অন্ধলের মরণ

সম্বব।' আলাওল, ১৬৮০।

অঙ্কলোক।[স] বি অঙ্ক ব্যক্তি। 'এ-সব অঙ্কলোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না।' নজরুল, ১৯২৭।

অঙ্কশক্তি।[স] বি বিবেচনাবোধহীন শক্তি। 'অমন সব ছেলেদের কোন অঙ্কশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অঙ্কশ্রীলতা।[স] বি অযৌক্তিক সম্ভব। 'সমাজ জীবনের অঙ্কশ্রীলতা রক্ষার জন্য।' বেগম, ১৯৪৮।

অঙ্কসংস্কার।[স] বি অযৌক্তিক বিশ্বাস। 'তাহাদের অঙ্কসংস্কার, তাহাদের আসক্তি, তাহাদের ঈর্ষা, তাহাদের কুপণতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অঙ্কস্মৃতিরবশত।[স] ক্রিবিধ অঙ্কবিশ্বাসের কারণে। 'অঙ্কসংস্কার-বশত একটি অসংগত ভক্তি না থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অঙ্কসংস্কারবিমুক্ত।[স] বিণ যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকে মুক্ত। 'অঙ্ক-সংস্কারবিমুক্ত যথার্থ জ্ঞানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অঙ্কস্নেহ।[স] বি যুক্তিহীন বাৎসল্য। 'পিতার অঙ্কস্নেহের কিছুটা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অঙ্কস্মৃতি।[স] বি বিবেচনা না-করে পোষণ-করা স্মৃতি। 'সেই একান্ত অঙ্কস্মৃতির ব্যাধা ...' নজরুল, ১৯২৪।

অঙ্ক।[স] বিণ স্ত্রী অঙ্ক। 'ইহার মধ্যে এক অঙ্ক বালিকা সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক বিন্যোগাচ্ছন্দ করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০।

অঙ্কানুকরণ।[স] অঙ্ক+স অনুকরণ। বি যুক্তিহীন অনুসরণ। 'মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অঙ্কানুকরণ।' মূলতর্ক, ১৯৪৯।

অঙ্কের নড়ি।[স] বি একমাত্র অবলম্বন। 'তোমার জননীর তুমি অঙ্কের নড়ি।' নীলবন্ধু, ১৮৬৩।

অঙ্কের মৃগয়া।[স] বি সম্ভব কল্পনা। 'সকলই অঙ্কের মৃগয়ায় বঙ্ধিত, ১৮৭৪।

অঙ্কের যিষ্টি।[স] বি একমাত্র অবলম্বন। 'অঙ্কের যিষ্টির ন্যায়, তুমি আমাদের ... আছ।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অঙ্ককার।[স] ১ বিণ আধারময়। 'সমগ্রি উগল পাছু কএ অঙ্ককার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি পাপ। 'নিজ দাসে খণ্ডে অঙ্ককার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি মূঢ়তা। 'ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান মানসিক অঙ্ককার।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বি অজ্ঞানতা। 'আমরা যে নিবিড়তর অঙ্ককারে অকীর্ণত হইয়া রহিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বিণ কাণ্ডে বর্ণের। 'কর্তা আবহুড়ে লোক, অত্যন্ত অঙ্ককার মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি জ্ঞানহীন। 'অঙ্কজনে দেখো আলো, মূঢ়জনে দেখো প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৭ বি ধোঁধা। 'অঙ্কজনে নয়ন দিয়ে অঙ্ককারে ফেলিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৮ বিণ আচ্ছন্দ। 'বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অঙ্ককার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৯ বিণ ছায়া-ঢাকা। 'আমগাছ বর্ণগাছের অঙ্ককার জঙ্গলের ভিতরে লোকো বাধা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ১০ বিণ অজ্ঞাত। 'অঙ্ককার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো দিল ঝুঁতে বসেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১১ বি অচেনা জায়গা। 'সূরে সূরে বুজি তারে অঙ্ককারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ১২ বি কলঙ্ক। 'জীবনের টুকরো টুকরো দাসের ব্যর্থতা ও অঙ্ককার।' জীবন, ১৯৪২। ১৩ বি বিধ। 'প্রবল ছোলেতু তুমি যতটুকু ঢালো অঙ্ককার।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

অঙ্ককারঘন।[স] বিণ অঙ্ককারময়। 'অঙ্ককারঘন হৃদয় অঙ্গনে আসে সখা যম।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অঙ্ককারচারী।[স] বিণ অঙ্ককারে চরে বেড়ায় এমন। 'হিক্র ছুটিয়া চলে অঙ্ককারচারী হিংস্র চিতাবাঘের মত।' তারা, ১৯৪২।

অঙ্ককারতম।[স] বিণ পোপনতম। 'অঙ্ককারতম স্রোতের ভিতর থেকে জেগে উঠে।' জীবন, ১৯৩২।

অঙ্ককারপ্রিয়।[স] বিণ অঙ্ককার পছন্দ করে এমন। 'তোমরা কি অঙ্ককারপ্রিয়?' শ্যামসুর, ১৯৬৬।

অঙ্ককারপ্রাবনে।[স] বি অঙ্ককারের গাঢ়তা। 'সেই অঙ্ককারপ্রাবনে নববধূর মুখখানিকেও যেন কালিমালিঙ্গ করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অঙ্ককারভীরু।[স] বিণ অঙ্ককারে ভয় পায় এমন। 'অঙ্ককারভীরু কমলা রমেশের বাহুপাশে তাহার বক্ষগট আশ্রয় করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অঙ্ককারময়।[স] বিণ অঙ্ককারাচ্ছন্দ। 'অঙ্ককারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানাপোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অঙ্ককারময়ী।[স] ১ বিণ স্ত্রী অনালোচিত। 'সৈত্যপূরী একবারে অঙ্ককারময়ী হয়ে রয়েছে।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বিণ স্ত্রী অঙ্ককারে পরিপূর্ণ। 'তাহার সমুদ্রগুণিণী হইয়া অঙ্ককারময়ী রজনী উপস্থিত হইল।' মণিররক, ১৮৬৯।

অঙ্ককারমাখা।[স] অঙ্ককার+মাখা। বিণ অনুজ্ঞল। 'জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, মধুর, একটু অঙ্ককারমাখা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অঙ্ককার।[স] অঙ্ককার। বি অঙ্ককার। 'জোই ডুসুকু হেডভই অঙ্ককার।' চর্যা ৩০, ১২০০।

অঙ্ককারাচ্ছন্দ।[স] অঙ্ককার-আচ্ছন্দ। বিণ অঙ্ককারে ঢাকা। 'এই সব অঙ্ককারাচ্ছন্দ কুটীরে কুটীরে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া।' বেগম, ১৯৪৭।

অঙ্ককারাবৃত্ত।[স] অঙ্ককার-আবৃত্ত। ১ বিণ অপ্রকাশিত। 'প্রকৃত হিতকরবিষয় সকল এক প্রকার অঙ্ককারাবৃত্তই থাকে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ অঙ্ককারে ঢাকা। 'সেই অঙ্ককারাবৃত্ত আবহাওয়ায় বংশীর পেছনে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল।' বিমল, ১৯৫৩।

অঙ্ককারিক।[স] বিণ অঙ্ককারাচ্ছন্দ। 'কখনও বা অঙ্ককারিক, নান্দ্রিক।' জীবন, ১৯৪০।

অঙ্ককারে ঢেলা/ঢিল মারা।[স] ক্রি আন্নাঙ্গে কাজ করা। 'অধিকাংশ স্থলে অঙ্ককারেই ঢেলা মারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'চাহিদা সম্বন্ধে অঙ্ক থাকিয়া অঙ্ককারে ঢিল মারিতে বাধ্য হয়।' আজাদ, ১৯৪১।

অঙ্ককারে ধাকা।[স] ক্রি শিক্ষাহীন ধাকা। 'অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য২ সকল লোক অঙ্ককারে থাকিত।' দর্পণ, ১৮১৯।

অঙ্ককারে হাতড়ানো।[স] ক্রি অনুমানের উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান করা। 'সে যে অঙ্ককারে হাতড়ানিয়া মরিতেছে।' মানিক, ১৯৪০।

অঙ্কল এ অঙ্ক

অঙ্কল এ অঙ্ক

অঙ্কানুকরণ এ অঙ্ক

অঙ্কারী।[স] অঙ্ককার। ১ বিণ অঙ্ককারময়। 'নিসিঅ অঙ্কারী মুসা চট্টার।' চর্যা ২১, ১২০০। ২ বি অঙ্ককার। 'ফিটেলি অঙ্কারী রে অকাশ ফুলিণ।' চর্যা ৫০, ১২০০।

অক্সিসন্ধি।[স] সন্ধি। বি হিন্দস। 'বিশ্বশ্রেমেরও কোনো অক্সিসন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অকীভূত [স] **বিণ** আচ্ছন্ন। 'এক্ষণে আমরা যে নিবিড়তর অন্ধকারে অকীভূত হইয়া রহিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অক্স [স] ১ **বি** দক্ষিণ ভারতীয় দেশবিশেষ। 'অক্স দেশোৎপন্ন বা তক্ষাতীয় অন্য ভাষা হইতে উৎপন্ন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ **বি** নৃশাণীবিশেষ। 'অক্স, পুন্ডিন ... ইত্যাদি আর্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়।' বহ্নিম, ১৮৯২।

অক্সরক্স [স] **বি** অগ্নিগণি। 'হৃদয়ের অক্সরক্স কল্মাশ ও শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ।' শরৎ, ১৯১৭।

অন্ন [স] ১ **বি** ভাত। 'যজ্ঞপত্নির স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইল।' মালাধর, ১৫০০। ২ **বি** আহাৰ্য্য। 'অন্ন সজ্জা করিয়া রসুলে খাইবার।' সুলতান, ১৭০০। ৩ **বি** জীবিকা। 'ভাক ঘরের কতকগুলি নেড়ে পায়দাদের অন্ন গ্যালো।' হুতোম, ১৮৬১।

অন্নকট [স] **বি** খাদ্যের অভাবজনিত দুর্ভোগ। 'পরিবারগণ যে এক্ষণ অন্নকট পায়।' অমৃতবাজার, ১৮৭৩।

অন্নকূট [স] **বি** খাদ্যের স্তূপ। 'অন্নকূট করে সবে হরষিত হইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্নক্ৰিষ্ট [স] **বিণ** অন্নকটে জর্জরিত। 'অন্নক্ৰিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জনাইয়া দিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অন্নকেন্দ্র [স] **অনুক্ষেত্র** **বি** ভোজন-অনুষ্ঠান। 'ঠাকুর বাবুর বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নকেন্দ্র হয়।' হুতোম, ১৮৬১।

অন্নকেন্দ্র [স] **বি** অন্নসংস্থান। 'খাদ্যনুষ্ঠির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নকেন্দ্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অন্নগত [স] **বিণ** আহাৰ্য্য হাড়া বাঁচে না এমন। 'অন্নগত এ গ্রাম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

অন্নমাস [স] **বি** মুখে দেওয়ার জন্য গৃহীত খাবার। 'প্রজারা অন্নমাস পর্য্যন্ত বিক্রম করিয়া রাজাকে করদান করে।' সুলভ, ১৮৭০।

অন্নচক্র [স] **বি** খাদ্য সঞ্চারের লড়াই। 'এই হল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।' সবুজ, ১৯১৭।

অন্নচিন্তা [স] **বি** জীবিকার জন্য উদ্বেগ। 'অন্নচিন্তায় একান্ত ব্যাসক্ত হইয়াও...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অন্নরূপ [স] **অনুসার** **বি** যে স্থানে অন্ন বিতরণ করা হয়। 'অন্নরূপে জলাশয় প্রভৃতি করিলে পরকালে অচিরে রক্ত লাভ হয়।' অমৃতবাজার, ১৮৭০।

অন্নজল [স] ১ **বি** খাদ্য। 'অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কখন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **বি** জলখাবার। 'বৈষ্ণবের অন্নজল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অন্নজীবী [স] ১ **বিণ** ভাত খেয়ে বাঁচে এমন; ভোতা। 'নবাবতাদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙালি মনে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **বি** যারা অন্ন গ্রহণ করে। 'ওদের পরিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অন্নত্যাগ [স] **বি** অতুচ্ছ থাকা। 'অনন্তর অন্নত্যাগ, রোদন, কপালে আঘাত, 'খমির নিকট নাগিন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অন্নদা [স] **বিণ** ক্রী (পুরাণ) যে দেবী অন্নদান করে; হিন্দুদেবী দুর্গা। 'অন্নপূর্ণা অর্পণা অন্নদা অষ্টভুজা।' ভারত, ১৭৬০।

অন্নদাতা [স] **বি** খাদ্য দানকারী প্রভু। 'তারে তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা

খিনি।' গুণ, ১৮৫৮।

অন্নদান [স] **বি** সর্বসাধারণের মধ্যে খাদ্য বিতরণ। 'বস্ত্রদান নবমে দশমে অন্নদান।' বাহরাম, ১৬৫০।

অন্নদাস [স] **বি** অন্নের জন্য পরের দাসত্ব করে এমন ব্যক্তি। 'যাঁহারা বিনাপরিগ্রহে অন্নদাস হইয়া অথবা যৎকিঞ্চিৎ উপকৃত পাইয়া ...।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

অন্নদোষ [স] **বি** অস্পৃশ্যের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণের অপরাধ। 'অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্নপাক [স] **বি** ভাতরান্না। 'কুটীরে বাহিরে বসিয়া অন্নপাক করিতেছে।' প্রভাত, ১৮৯৭।

অন্নপাত্র [স] **বি** খাবারের থালা। 'তার পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অন্ন-পান [স] **বি** খাওয়ার ও পান করার সামগ্রী। 'মিষ্ট অন্ন-পানেতে পুরিয়া দিল থাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অন্নপানি [স] **অন্ন+পানীয়** **বি** খাদ্য। 'অন্নপানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অন্নপাশ [স] **বি** অন্য জাতের অন্নগ্রহণজনিত পাশ। 'অন্নপাশের প্রায়চিত্ত করিলে ...।' চিঠিপত্র, ১৭৭৫।

অন্নপায়ী [স] **বিণ** আহাৰ্য্য বস্ত্র ও পান করে এমন অন্নপায়ী ব্রাহ্মণী স্ত্রী। 'অন্নপায়ী জীব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অন্নপূর্ণা [স] ১ **বি** হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জগতের অন্নপূর্ণা যে দম্বীর নাম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ **বিণ** ক্রী সর্বভগ্নসম্পন্ন। 'বড় ভাজ অন্নপূর্ণা।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ **বিণ** ক্রী অন্ন পরিপূর্ণ। 'এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অন্নপ্রাশন [স] **বি** শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান। 'অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাণ মেঘ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অন্নপ্রাশন [স] **অন্নপ্রাশন** **বি** শিশুর প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান। 'পুত্রের অন্নপ্রাশন করিলেক।' গুণ, ১৭৮২।

অন্নব্রজ [স] **বি** খাদ্য ও কাপড়চোপড়। 'গুণ, ১৭৮২; 'অন্নব্রজ অভাবে নিজ পরিবার।' ভবানী, ১৮২৫।

অন্নব্রজাদী [স] **অন্নব্রজাদী** **বি** খাদ্য ও কাপড়চোপড়। 'গুণ, ১৭৮২।

অন্নবান [স] ১ **বিণ** ধনী। 'ক্ষুধাতুর যবে অন্নের লাগি অন্নবানের ঘারে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ২ **বিণ** খাদ্যপূর্ণ। 'নিজের চারিদিককে অমলিন অন্নবান অনাময় করে রাখতে পারে না যে বর্বরতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

অন্নব্যঞ্জন [স] **বি** ভাত ও রান্না করা তরকারি। 'লেখা পেয়ে চন্ডা চর্য্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।' মালাধর, ১৫০০।

অন্নভাণ্ডার [স] **অন্ন+ভাণ্ডার** **বি** খাদ্যভাণ্ডার। 'তার অন্নভাণ্ডারে যে অলসী গ্রহণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অন্নভূমি [স] **বি** খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় এমন জমি। 'সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ ...।' গুণ, ১৮৫৮।

অন্নভোজন [স] **বি** ভাত ইত্যাদি খাওয়া। 'তাঁহাদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শাপ শ্রবণ হইল।' জানাধেশ্বর, ১৮৩৬।

অন্নময় কোষ [স] **বি** হিন্দুবিদ্যাস অনুযায়ী মানুষের স্থূল শরীর। 'যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অন্নযোগ [স] বি খাদ্য গ্রহণ। 'তাহারা জাত্যাংশে যেমন আর অন্নযোগ স্বচ্ছন্দ আছে।' ক্লেরি, ১৮০২।

অন্নরস [স] ১ বি তরল খাদ্য। 'ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্নরসের দ্বারা বন্ধিষ্ণু হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বি খাদ্য। 'তত্ত্বল প্রভৃতি স্বাভাবিক অন্নরস।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

অন্নরিক্তা [স] বিণ স্ত্রী অন্নহীন। 'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অন্নশালা [স] বি অতুষ্করা অন্ন পায় এমন স্থান। 'নগর-চতুর মাঝে শিবের মন্দির সাজে অনাথমণ্ডপ অন্নশালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অন্নসংস্থান [স] বি খাদ্যের জোগাড়। 'অন্নসংস্থান না থাকিলে, সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপার্জনের চেষ্টা করে।' অক্ষয়, ১৮৫১।

অন্নসচ্ছলতা [স] বি পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান। 'অন্নসচ্ছলতা আছে ব'লেই ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অন্নহারী [স] বিণ উপবাসী। 'অন্নপাত তোর হলে মেয়ে/ অন্নহারী কেনে খেয়ে।' নজরুল, ১৯৩২।

অন্নহীন [স] বিণ নিরন্ন। 'যে অন্নহীন, তাহার আবার লজ্জা কি?' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অন্নাতুর [স] বিণ ক্ষুধার্ত। 'তোমাদের এই অন্নাতুর কান্না কেন?' হাফিজুর, ১৯৫৩।

অন্নাতাব [স] অন্ন-অভাব। বি খাদ্যের অভাব। 'তাহারদিগের অন্নাতাব হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

অন্নাতাবাপন্ন [স] অন্ন-অভাব-অপন্ন। বিণ খাদ্যের অভাব হয়েছে এমন। 'কোদালি হতে হইল এক্ষণে অন্নাতাবাপন্ন।' দর্পণ, ১৮৩০।

অন্নার্থী [স] বিণ খাবার প্রার্থী। 'সিংহহারে অন্নার্থী বৈষ্ণব (সুদীপ্ত) পসারি তাঁকে অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮৫।

অন্নান [স] অন্ন-অশন। বি শিশুর মুখে প্রথম ভাত দেওয়ার অন্তান। 'ছয় মাসে দিল অন্নান।' কেতকা, ১৬৫০।

অন্নপ্রতি [স] অন্ন-প্রতিষ্ঠা। বিণ অল্পে প্রতিপালিত। 'মা আর বোনোরা আমার অন্নপ্রতিষ্ঠ হয়েই রইল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

অশয় [স] বি পদের পরস্পর সংঘর্ষ। 'দ্বিতীয়াদির অর্ধের ক্রিয়ার সহিত অশয় থাকা আবশ্যক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

অশয়াগত [স] বিণ যৌথ। 'আমাদের অশয়াগত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি।' প্রমথ, ১৯১৩।

অশ্বিত [স] বিণ সম্পর্কিত। 'দ্বিতীয়া অশ্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত বিসম্মদ নবমীতে।' ভারত, ১৭৬০।

অশ্বিষ্ট [স] বিণ আকঙ্কিত। 'যার স্পর্শ পাই ... অশ্বিষ্ট সে নয়।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৪।

অস্বীকা [স] বি ন্যায্যশাস্ত্র। 'অস্বীকার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃতিকায় খাড়া?' জীবন, ১৯৩০।

অশ্বেষক [স] বিণ অশ্বেষণকারী। 'অন্নদাশঙ্কর সেই মহৎ আটের অশ্বেষক।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অশ্বেষণ [স] বি বোজ। 'সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অশ্বেষিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিদ্যার না মেলো অশ্বেষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অশ্বেষণার্থ [স] অশ্বেষণ-অর্থ। ক্রিবিণ বোজার জন্য। 'বিধবাবিবাহের

নিবেদক বচনের অশ্বেষণার্থ অতিবিবর্ণ, ... গ্রন্থ উদ্ঘাটন ও পর্যালোচনা করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অশ্বেষা [স] অশ্বেষণ>। ক্রি অশ্বেষণ করা। 'আমা অশ্বেষয়ে কেহ না পায় দেখিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'বেদে অশ্বেষিয়া দেখা না পায় আমার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অশ্বেষ্য [স] বিণ বোজা হচ্ছে এমন। 'তদালোকে অশ্বেষ্য বস্তকে দীপ্ত এবং প্রস্তুত করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অন্য [স] ১ সর্ব অপর। 'ভক্ত বিনু থাকিতে না পায় অন্যজন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ ভিন্ন। 'অন্য বাদ্যাদির ধনি কিছুই না শুনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ ভিন্নতা। 'এখন অন্যও দেখা যায়।' দর্পণ, ১৮১৮।

অন্য অন্য [স] বিণ অপরাপর। 'এই নিবন্ধ ও অন্য২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে।' দর্পণ, ১৮১৮।

অন্যকাম [স] অন্যকর্মী বি অপর কাজ। 'যাবৎ কীর্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্যকাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্যগ্রামী [স] বি অন্য গ্রামের অধিবাসী। 'অন্যগ্রামী আসি তাতে দেখি বৈষ্ণব হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্যাজনা [স] অন্যজন>। সর্ব স্ত্রী অপর জন। 'অন্যাজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অন্যত্মা [স] বিণ স্ত্রী বহুর মধ্যে এক। 'মানব সমাজের অন্যতম।' সো। ৩য়াদী, ১৯৪৪; 'প্রগতিশীলা নারীদের মধ্যে অন্যতম।' বেগম, ১৯৪৮।

অন্যতর [স] ১ সর্ব অন্যজন। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মঞ্জলখর হইতেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ অপর। 'একপক্ষে উৎপথগামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট।' সোমশ্রদ্ধা, ১৮৭৩।

অন্যতা [স] বি ভিন্নতা। 'প্রেমের অন্যতা নয়, তৃষ্ণার অন্যতা।' অন্নদা, ১৯২৯।

অন্যন্তর [স] অন্যত্র। ক্রিবিণ অন্যত্র। 'সেই স্থান ছাড়ি চণ্ডী জান অন্যন্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অন্যত্র [স] ক্রিবিণ অন্য স্থানে; অন্য কোথাও। 'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।' ভারত, ১৭৬০।

অন্যত্রস্থিতা [স] বিণ স্ত্রী অন্য জায়গায় অবস্থানকারী। 'অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অন্যত্রিকৃতশ্রমী [স] বিণ লক্ষ্যচ্যুত; কেন্দ্রচ্যুত। 'নেতৃত্বের উদ্যমী, অন্যত্রিকৃতশ্রমী বাস্তববোধবর্জিত ক্রিয়াকলাপ - এসবই তো রোসেন্দো সাধনার প্রতিসারী।' শিব, ১৯৫৬।

অন্যথা [স] ১ বি ভিন্ন। 'চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি অন্য রকম। 'কোটি প্রায়চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি অন্য কারণ। 'ইহে কিছু নাহিক অন্যথা।' কেতকা, ১৬৫০। ৪ বি পরিবর্তন। 'সংপ্রতি তাহা অন্যথা হইল।' জনকান, ১৭৮৪।

অন্যাচরণ [স] ১ বি বিপরীত আচরণ। 'স্ববাক্যের অন্যাচরণ কদাচ না হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি ব্যতিক্রম। 'তাহার অন্যাচরণ হইলে অপঘণের আর সীমা থাকিত না।' প্রভাকর, ১৮৯২।

অন্যথাবৃত্তি [স] ১ বিণ উদাসীন। 'মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস ও অনাথাবৃত্তি হয়ে থাকে ...' রবীন্দ্র, ১৯৯৯। ২ বি স্বাতন্ত্র্য। 'অন্যথাবৃত্তি হল আটের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিস।' অবন, ১৯২৫।

অন্যদিন [স] বি অপর একদিন। 'নিয়মানুসারে অন্যদিন স্থির করিতে পারিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অন্যদীয় [স] বিণ অনের। 'অন্যদীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না।' বিদ্যা, ১৮৯১।

অন্যদেশীয় [স] ১ বিণ ভিন্ন দেশের। 'বাহ্যীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ ২ অস্বাভাবিক পদ্ধতি হইয়া ...' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫। ২ বি অন্য দেশের নাগরিক। 'অন্যদেশীয়দিগের যাহাতে ভাল হইয়াছে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যাগুরু [স] বিণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু। 'মদ্রাজেও কংগ্রেস দল অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যাগুরু নয়।' আজাদ, ১৯৩৬।

অন্যন্তর [স] অন্যত্র। 'ক্রিবিণ অন্য স্থানে।' জমুনা ছাড়িয়া কালি পাঠায় অন্যন্তরে।' মলাধর, ১৫০০।

অন্যপক্ষে [স] ক্রিবিণ অন্যদিকে। 'অন্যপক্ষে পাকিস্তানের জমিদারী প্রথা ইত্যাদি তুলিয়া দিয়া ...' আজাদ, ১৯৪৭।

অন্যপরতত্ত্ব [স] বি ক্রী অন্যের শৈলী। 'সেই আয়োজনের অনুকরণে চললেই যে অন্যপরতত্ত্ব এসে তাকে ধরা দেবেন ...' অবন, ১৯২৫।

অন্যবাস [স] বি অন্যের বাড়ি। 'যোগের ও ভোগের অভিশাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসের সাক্ষীও অসাক্ষী হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

অন্যবিধ [স] বিণ ভিন্ন রকম। 'দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অন্যত্র [স] বি অন্য রকম ব্রতাদি করে এমন জাতি। 'ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্ষেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা অন্যত্র বলে।' অবন, ১৯৯৯।

অন্যভাষী [স] বি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এমন ব্যক্তি। 'এই সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ জ্ঞানি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অন্যমত [স] বি ভিন্ন মত। 'বিশ্ববীজ ব্রহ্মময় বেদান্তে ব্রহ্মাদি কয় অন্যমতে প্রধান পুরুষ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

অন্যমন [স] বিণ অন্যমনস্ক। 'অন্যমন না হইয়া সুন সাবধানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অন্যমনস্ক [স] বিণ আনমনা; অমনোযোগী। 'একটু অন্যমনস্ক হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। 'অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অন্যমনস্কতা [স] বি অমনোযোগিতা। 'অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অন্যমনস্কভাবে [স] ক্রিবিণ আনমনাভাবে। 'অল্পসময়ের জন্যে অন্যমনস্কভাবে যোগ দিয়ে উকিল সাহেব ...' ওয়ালী, ১৯৬৮।

অন্যমনস্কতা [স] বিণ ক্রী উদাসীন। 'অন্যমনস্কতা হইলাম।' রাজীব, ১৮০৫।

অন্যমনস্কে [স] ক্রিবিণ আনমনা অবস্থায়। 'বাস্তবের কথায়

অন্যমনস্কে লিখে ফেল্লেম।' গিরিশ, ১৮৮৬।

অন্যমনা [স] আনমনা। ১ বিণ উদাসীন। 'দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ভ্রান্ত। 'বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ অমনোযোগী। 'ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া হা।' উমেশ, ১৮৫৭।

অন্যমনে [স] ১ ক্রিবিণ উদাসীনভাবে। 'অন্যমনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শতীশ্র অধ্যয়নে মন দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ ক্রিবিণ অলক্ষণে। 'আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

অন্যরকম [স] অন্য+আ রকম। বিণ আলাদা। 'সবসুদ্ধ ঘরের চেহারা অন্যরকম।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অন্যরকমভাবে [স] ক্রিবিণ ভিন্নভাবে। 'অন্যরকমভাবে সাড়া দিয়ে বসে রয়েছে সে।' জীবন, ১৯৩২।

অন্যরূপ [স] বি ভিন্ন রকম। 'দেশের অবস্থা অন্যরূপ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতছে।' মোহাশ্মী, ১৯৩২।

অন্যরূপী [স] বিণ ভিন্নরূপ ধারণ করেছে এমন। 'মৃত বোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব।' নজরুল, ১৯৩১।

অন্যে [স] সর্ব অপর জনকে। 'কেহ অন্যে করে দান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্যে অন্যে ক্রিবিণ পরস্পরে। 'অন্যে অন্যে দৃষ্টিভাবে দর্শিলেক মনে।' সুলতান, ১৭০০।

অন্যের বিণ অপর। 'জগাই মাধাই পর্যাঙ্ক অন্যের কা কথা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অন্য [স] অন্য। বি ভাত। 'সোকে অন্য না বাএ চক্ষুত নিদ্রা নাহি আইসে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অন্যত্র, অন্যথা, অন্য

অন্য্যে [স] অন্য্য। ১ বি অনুচিত কাজ। 'তত্ত্বর অন্য্যে ভয় রাজ জঙ্ক ছত্র।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি অনিষ্ট। 'সর্বো দয়া করেন, সর্বো জিৎ, তিনি কারো অন্য্যে না করেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

অন্যস্তর [স] ক্রিবিণ অন্য স্থানে। 'সেই স্থান ছাড়ি পৌরী যান অন্যস্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অন্য্যান্য [স] ১ বিণ অপরপর। 'বিদ্যাপেক্ষা যে অন্য্যান্য দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।' কৌমুদী, ১৮৩০। ২ বি অন্য ব্যক্তিবর্গ। 'সভায় অন্য্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ...' বেগম, ১৯৩০।

অন্য্যায় [স] বিণ অন্য্য। 'তাহাদিগের অন্য্যায় উৎপাতে প্রজারা বিরক্ত।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

অন্য্যাত্ম [স] বি ন্যায়বিরুদ্ধতা। 'অন্য্যাত্মার ওপর বানিকট প্রতিষ্ঠিত।' জীবন, ১৯৩২।

অন্য্যায় [স] ১ বি ন্যায়বিরুদ্ধতা। 'অধর্ম অন্য্যায় যত আমার কুলধর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্য্যায়ের বিচার ...।' রায়রায়, ১৮০১। ২ বিণ অনৈতিক। 'আপাতত অন্য্যায় ও অসঙ্গত বোধ হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৩ বি অবিচার। 'অপর ব্যক্তি কহিল, না ভাই! তাহা হইলে অন্য্যায় হয়।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৪ বিণ আনবিশ্বাস। 'আমরা অন্য্যায় পদ ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পদ রাখিব।' রোকেয়া, ১৯০৯। ৫ বিণ অসংগত। 'হাতীদের পাঠনিষ্ঠায় অন্য্যায় পরিমাণ আতিশয্য দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বি অনিয়ম। 'আমি অন্য্যায়, আমি উচ্চ।' নজরুল, ১৯২২।

অন্যায়কারী [স] *বিপ* অনুচিত কাজ করে এমন। 'তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অন্যায়কৃৎ [স] *বি* অন্যায়কারী। 'রাগ প্রকাশের সুবিধা পাই বলেই আমরা অন্যায়কৃৎকে শাস্তি দিতে ছুটে যাই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অন্যায়পরতা [স] *বি* অনৈতিকতা। 'নিন্দা অতি অন্যায়পরতার কাজ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অন্যায়বিচার [স] *বি* অবিচার। 'সে প্রবলের অন্যায়বিচার অণত্যা সহ্য করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্যায়যুদ্ধ [স] *বি* ন্যায়বিকৃত যুদ্ধ। 'অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব পাপাচার।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অন্যায়রকম [স] *অন্যায়+আ রকম* *ক্রিবিপ* অনুচিতভাবে। 'বুড়ো ওজুর্সুওঅর্ষের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্যায়-রণ [স] *বি* অন্যায় যুদ্ধ। 'অন্যায় রণে যারা যত দড়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অন্যায়রূপে [স] *ক্রিবিপ* অন্যায়ভাবে। 'অন্যায়রূপে অত্যাধিক নিপাশে কর আদায়।' *এডুকেশন*, ১৮৭৮।

অন্যায়সহিষ্ণুতা [স] *বি* অন্যায়কে সহ্য করার ক্ষমতা। 'এত অন্যায়সহিষ্ণুতা, এত পরমুখাপেক্ষিতা, দৈবাৎ পাছে পরপুরুষের হোয়া লাশে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অন্যায়চরণ [স] *অন্যায়-আচরণ* *বি* অনুচিত ব্যবহার। 'তিনি যে অন্যায়চরণ করিয়াছেন তৎশ্রুত্ব ঐ গ্রামি সর্বত্র রষ্ট ইইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

অন্যায়াপরাধী [স] *অন্যায়-অপরাধী* *বিপ* অন্যায় অপরাধ কর্তৃক এমন। *ফরুস্তার*, ১৭৯০।

অন্যায়ার্জিত, অন্যায়ার্জিত [স] *অন্যায়-অর্জিত* *বিপ* অন্যায়ভাবে অর্জিত। 'কোন মনুষ্য ধার্মিক হইলে অন্যায়ার্জিত দ্রব্যে সন্তুষ্ট হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অন্যায়ী [স] *বিপ* অন্যায়কারী। 'বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অন্যায়োপপত্তী [স] *অন্যায়-উপপত্তী* *বিপ* অন্যায় উপায় অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহকারী। 'ন্যায়পরাম্রয়ী সরলবস্তাব কৃষক, অন্যায়োপপত্তী লক্ষণটি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অন্যাসন [স] *অবেষণ* *বি* যোজ। 'তাহারদিগের প্রত্যেকের অন্যাসন করিয়া ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

অন্যূন [স] *ক্রিবিপ* কমপক্ষে। 'বিদ্যালয়ে অন্যূন পাঁচ শত করিয়া বালক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অন্যোশণ, অন্যোষণ [স] *অবেষণ* *বি* যোজ। 'অন্যোশণ করিতেই দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১। 'অন্যোষণ করিতেই দক্ষিণ দেশে ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

অন্যোন্য [স] *ক্রিবিপ* একে অন্যের। 'অন্যোন্যে সভার বদন সতে চায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অন্যোন্যাতিক [স] *বিপ* পরস্পর জাতিগত। 'অন্যোন্যাতিক শাস্তি-স্থাপনার জন্যে গড়ে তোলা লীগ অব নেশনস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অন্যোন্যনিষ্ঠর [স] *বিপ* পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। 'স্বী-পুরুষ অন্যোন্যনিষ্ঠর।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অন্যোন্যাবাধক [স] *বিপ* পরস্পরবিরোধী। 'জনা-মৃত্যু অন্যোন্যাবাধক।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৪০।

অন্যোন্যান্ত্রিতি [স] *বি* পরস্পর প্রশংসা। 'একেই বলে অন্যোন্যান্ত্রিতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপ [স] *বি* পানি। 'বাতাবতে সো দিচ্ ডইআ অপে পানর জইয।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

অপইঠান [স] *অপ্রতিষ্ঠান* *বিপ* অধিকারহীন। 'অপইঠান মহাসুহৃদীণে দুলভ পরম নিবাপে।' *চর্যা* ৩৪, ১২০০।

অপকথা [স] *বি* কুকাথা; বারাপ কথা। 'অপকথার স্পষ্ট আভা দেখা যায়।' *মহাররত্ন*, ১৮৮৯।

অপকর্ম, অপকর্ম [স] ১ *বি* অসৎ কাজ। 'সৎ কর্ম জানাইমু অপকর্ম নিষেধিমু।' *সুপতন*, ১৭০০। ২ *বি* ক্ষতিকর কাজ। 'ইহাতে অপকৃত অপকর্ম করাতেও পৌরুষই আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অপকর্ম [স] *বি* অবনতি। 'সাগর-সীপের সীতাতপের অপকর্ম অনুমান করিতে পারেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অপকর্মতা [স] *বি* নিকৃষ্টতা। 'তাহারা স্বং ভূমির উৎকর্ষতা ও অপকর্মতা সম্বন্ধে সহস্র আপত্তি ... দর্শাউত।' *দিক্‌প্রকাশ*, ১৮৬৯।

অপকার [স] *বি* ক্ষতি। 'হুঁহি অরজল অপজস অপকার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপকারক [স] *বিপ* অপকার করে এমন। 'উপকারক না হইয়া অপকারক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

অপকারিতা [স] *বি* অনিষ্টতা। 'ক্ষমতা ও সম্পদ কতিপয় লোকের কৃষ্ণিত থাকার অপকারিতা সম্পর্কে ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

অপকারী [স] *বিপ* ক্ষতি করে এমন। 'ধর্মনাশা অপকারী অসত্য বচন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অপকার্য, অপকার্য [স] *বি* অর্থহীন কাজ। 'এই অপকার্য করিতে গিয়া তাহারা যে পরিমাণ ঋণ করিয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

অপকাশ [স] *বি* অবকাশ। 'এই অপকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

অপকীর্তন [স] *বি* দুর্নাম। 'তাদের এই অপকীর্তনের অনুসার-বিসর্গওয়ালা ঢাকি জুটল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অপকীর্তি [স] *বি* কুকর্ম। 'মায়ের মলিনমূর্তি আপনার অপকীর্তি দেখিল সপনে অবিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপকৃত [স] ১ *বিপ* নিকৃষ্ট। 'ইহাতে অপকৃত অপকর্ম করাতেও পৌরুষই আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বিপ* অনুর্র। 'উৎকৃষ্ট ভূমিগুলি ... দিয়া অপকৃত ভূমি গ্রহণ করিতে হয়।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮২। ৩ *বিপ* নিম্নমানের। 'অপকৃত উপমা নির্ভুল উপমা উৎকৃষ্ট উপমা বেরসিকের উপমা - এসব কিছুর কোনো মূল্য থাকে না।' *অবন*, ১৯২৫।

অপকৌশল [স] *বি* কুচাতুর্য। '... নিকষ অপকৌশলে ধরে ফেলোছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অপকৃ [স] ১ *বিপ* অপরীক্ষিত। 'ঐ নিয়মসম্মত কেবল সংপ্রতিকার এইপ্রকৃ অপকৃ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিপ* অপূর্ণ। 'আমার অপকৃ নিদ্রা পরিত্যক্ত হইল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিপ* অপরিপকৃ। 'সুপকৃ এবং অপকৃ রক্ষা বৃক্ষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অপকৃতা [স] বি অদক্ষতা। 'রাজাতীয় বিদ্যার অপকৃতা রহিল।' ভবানী, ১৮২৩।

অপকৃপাত [স] ১ বি পক্ষপাতহীনতা। 'তোমার অমাতোরা ত অপকৃপাতে ব্যবহার পর্যালোচনা করিঃ থাকেন?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিণ নিরপেক্ষ। 'আমাদের আত্মশাসন ব্যাপারে অপকৃপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলনু দেখি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অপকৃপাতি [স] অপকৃপাণী। বিণ নিরপেক্ষ। 'যথার্থ বাদী ও অপকৃপাতি হইলে তবে ইহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে আমোদ করিব।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অপকৃপাতিতা [স] বি নিরপেক্ষতা। 'অপকৃপাতিতা দেখাইবার প্রসাধনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অপকৃপাতিত্ব [স] বি নিরপেক্ষতা। 'মোকদ্দমাও অপকৃপাতিত্বরূপে অনেক নিশ্চিতি করিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

অপকৃপাণী [স] বিণ নিরপেক্ষ। 'কাগজ নির্বাহকেরা অপকৃপাণী হইয়া প্রকাশ করেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫।

অপকৃপাতে [স] ক্রিবিণ নিরপেক্ষভাবে। 'তোমার অমাতোরা ত অপকৃপাতে ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া থাকেন?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অপকৃপ্য [স] বি বিনাশ। 'যশোধনেরা ... অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপকৃপ্য করেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অপগত [স] ১ বিণ দূরীভূত। 'আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক।' বিদ্যা, ১৮৬০। ২ বিণ অপসৃত। 'দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অপগমন [স] বি প্রস্থান। 'আধারের অপগমন ও আলোকের আগমন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অপগন [স] বি দেহ। 'দুই তনু এক অপগন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অপঘাত [স] ১ বিণ দুর্ঘটনাজনিত। 'মার অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পুজো করেন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি বিপত্তি। ২ বি বামোলা। 'অভ্যাসের বাহিরে কোনো নুতন অবস্থা এসে পড়লে অপঘাত ঘটায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি মৃত্যুতুল্য আঘাত। 'অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি প্রকল বিরোধিতা। 'জানি বাংলা দেশের গোড়া মতবোধে ইংরেজি ভাষা সংঘর্ষে এরকম অপঘাত ঘটবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বি দুর্ঘটনা। 'পেপারটি আর মেটরের যুগে বহু অপঘাত চলিয়াছি ভূপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৬ বি অন্যায আঘাত। 'পণপ্রচার অপঘাতে একই সমাজের কোন একটি পরিবার ...' বেগম, ১৯৪৮।

অপঘাতমৃত্যু [স] বি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু। 'অবস্থাপত বৈষম্য সেখানে প্রতিযোগিতা অপঘাতমৃত্যুর কারণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অপঙ্কিল [স] বিণ ক্রোদাত নয় এমন। 'তারা সর্বদা পবিত্র গঙ্গাধারার মতো কখনও কখনও পঙ্কিলতা বহন করেও অপঙ্কিল।' মোতাহের, ১৯০১।

অপঙ্কিলতা [স] বি ক্রোদাত নয় এমন অবস্থা। 'পঙ্কিলতা, অপঙ্কিলতার প্রতি ধার্মিকের দৃষ্টি নেই।' মোতাহের, ১৯০৫।

অপচএ [স] অপচয়। বি ক্রিতি 'তোমার অপচএ চিহ্নি আপনেন মরিব।' সুলতান, ১৭০০।

অপচয় [স] ১ বি ক্রিতি। 'অপচয় করি পলাইল কোন খানে।' বৃন্দা,

১৫৮০। ২ বি অবনতি। 'তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯। ৩ বি হ্রাস। 'বিদ্যা ... না বায়েই ক্ষয় হয় না অন্য কোন উপাধি দ্বারাই অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৪ বি অপব্যয়। 'যথাক্রমে অপচয় করিব সে-ধন।' সুশীল, ১৯২৯।

অপচয়পূরণ [স] বি ক্রিতিপূরণ। 'এবন কি উপায়ে অপচয়পূরণ করিব।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অপচয়শীল [স] বিণ ক্রিতিকর। 'একটা অপচয়শীল অনিচ্ছিত প্রেম জীবনটাকে ছাই করে দিয়ে চলে যাবে।' জীবন, ১৯৩১।

অপচয়িত [স] বিণ অপচয় করা হয়েছে এমন। 'এতদিন জীবনটা অপচয়িত হয়ে গেছে।' মানিক, ১৯৩৫।

অপচয়ী [স] বিণ অন্তায়মান। 'অপচয়ী সূর্য তার সবটুকু সোনা কী করে ওড়ায়।' নীরেন, ১৯৫৮।

অপচিতি [স] বিণ অপব্যয়িত। 'আমারদিগের দুই লক্ষ টাকা অপচিতি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

অপচার [স] ১ বি বদহজম। 'হজম করিতে পারেন নাই; সুতরাং, অপচার ও উদারানা হইয়া রহিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বি অন্যায় আচরণ। 'ব্যতিক্রম, অপচার নিষিদ্ধ সে-নেবারো নিষ্য।' সুশীল, ১৯২৮।

অপচারী [স] বিণ অহিতাচারী। 'তার অপেরণে অপচারী প্রটাই পক্ষী।' সুশীল, ১৯৩৩।

অপচিত ও অপচয়

অপচিতা [স] বি নেতিবাচক ভাবনা। 'চিন্তা বা অপচিত্তার ঘটফটানির ভিতর এসবের স্থানই-বা কোথায়?' জীবন, ১৯৩১।

অপচেষ্টা [স] ১ বি অন্যায় তৎপরতা। 'যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে বহু অপচেষ্টায় সম্ভানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া বদশে আঘোণা এবং বিদেশে আগ্রাহ করিয়া তুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি মন্দ অভিজ্ঞায়। 'তাদের অপচেষ্টার সমর্থনে একটি প্রস্তাবও পাশ করা হইয়া লইয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৫৭।

অপচেষ্টাকারী [স] বি মন্দ কাজ করতে চেষ্টা করে যে। 'এই অপচেষ্টাকারীরা দমিয়া গিয়াছিলেন কি?' আজাদ, ১৯৫৭।

অপহৃদ [অ+ফা পসন্দ] বি পছন্দ না করা। 'তার খুশে দেওর-কবির অপহৃদ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাঘত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অপহর [স] অল্ভরা। বি সুরসুন্দরী। 'দেবতা গন্ধর্ব কীবা অপহর কিন্নর।' মালাধর, ১৫০০।

অপহরি. অপহরী [স] অল্ভরা। বি সুরসুন্দরী। 'জগত মোহিনি কন্যা রূপে অপহরি।' মালাধর, ১৫০০; 'কিবা দেব কৈন্যা তুমি নওবা অপহরী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অপহায়া [স] বি বিকৃত ছায়া। 'শেখের অপহায়া।' মশাররফ, ১৮৮৯।

অপজনন [স] বি অধঃপতন। 'সংযত আর্ঘ্য আদর্শ লক্ষন করে কামনার অনুরোধে অসাম্প্রদায়িক অপজনন ঘটাইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অপজস [স] অপযশ। ১ বি বদনাম। 'হুঁহি অরজল অপজস অপকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি কলঙ্ক। 'তোমা সিন্ধু বধিল মোর হুব অপজস।' মালাধর, ১৫০০।

অপজষ [স] অপযশ। বি বিন্দা। 'একানে আমার এমত অপজষ করিয়া আকতি করিতেছেন ...' চিঠিপত্র, ১৮১৫।

অপজসি [স] অপযশ। বিণ নিন্দিত; কলঙ্কিত। 'অকাত্য করিস তুই

অপজসি হইব মুই'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অপজ্ঞাত [স] *বিণ* হীন। 'যাহার আপজ্ঞাতা ঘটয়াছে সে অপজ্ঞাত।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

অপজ্ঞাতি [স] *বি* নিকট প্রজাতি। 'যাহা অপজ্ঞাতির গৃহপালিত বিড়াল কুকুরাদি ভোজন করিয়া থাকে।' *জ্ঞানকোষদায়ক*, ১৮৫২।

অপটিকস, অপটিক্স [স] *বি* আলোকবিজ্ঞান। 'চক্ৰতন্ত্র কোনো অপটিকস শাস্ত্রে আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই।' *প্রমথ*, ১৮৯৮; 'সেল ও অপটিক্সের বই।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

অপটু [স] ১ *বিণ* অক্ষম। 'অথকে চালাইতে অপটু হয় ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বিণ* পটু নয় এমন। 'তাহারা ... কৃষিকার্যাদি সর্বপ্রকার ব্যবসায়ের অপটু ও অনভিজ্ঞ ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপটুতা [স] *বি* অদক্ষতা। 'তাহাদের পটুতা অপটুতা।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অপটুত্ব [স] *বি* অনিশুতা। 'লেখার অপটুত্ব ও বানান-ভুলে ভরা।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

অপঠিত [স] *বিণ* পড়া হয়নি এমন। 'কবি বঙ্গীয় পাঠকসমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অপড় [স] *অপভ্রম* *বিণ* পড়ে না এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অপণ [স] *আত্মন* সর্ব নিজে। 'আইল পরাহক অপণে বহিআ'। *চর্য্য* ৩, ১২০০।

অপণা সর্ব নিজের। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।' *চর্য্য* ৬, ১২০০।

অপণেই সর্ব নিজের। 'অপণেই তবে রাখা দিবেো মহাদাশে।' *বদু*, ১৪৫০।

অপণিত [স] *বি* পাণ্ডিত্য নেই এমন ব্যক্তি। 'অপণিতকে পণ্ডিতকল্পে কহা ...।' *সেবধি*, ১৮৩৯।

অপণ্য [স] *বিণ* বিক্রয়ের অযোগ্য; অচল। 'অপণ্য দ্রব্যের ভারে যবে মোর তরী।' *সুশীল*, ১৯২৯।

অপণিত [স] *বিণ* বিরতিহীন। 'তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়ন অপণিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপত্য [স] ১ *বি* সন্তান। 'কুমার কুমারি কীবা অপত্য হইব।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পুত্রসন্তান। 'অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপত্যবৎসল [স] *বিণ* সন্তানের প্রতি স্নেহশীল। 'পুত্রের আগমন উপলক্ষ্য করে অপত্যবৎসল পিতা বেশ অসোয়াস্তি বোধ করছিল।' *শওকত*, ১৯৭০।

অপত্যস্নেহ [স] *বি* সন্তানের প্রতি ভালোবাসা। 'কিন্তু, রাজা ... অপত্যস্নেহবিশ্ময়গর্ভক, অকৃত অপরাধে, কন্যাকে নির্বাসিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অপত্যোৎপাদিকা [স] *অপত্য-উৎপাদিকা* *বিণ* সন্তান উৎপাদনকারী। 'অল্প বয়সে দার পক্ষিহ পূর্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অপথ [স] *পথ* ১ *বি* কুপথ। 'অপথে চলনিয়া।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিণ* দিশাহীন। 'হেরিন দিশায় তরী অপথ সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ৩ *বি* অব্যক্ত পথ। 'অপথে বিপথে চলাকেই 'একস্তিম্মিম' বলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অপথুয়া [স] *অপথ* ১ *বিণ* বিপথসাগরী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপথ্য [স] *বি* প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যাকে ভালো বিবেচনা করা হয় না এমন ধারণা। 'চিনাবাদাম-ভাঙ্গা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অপদ [স] *অপদ* ১ *বি* অস্থান। 'আবে অপদহ হরি তেজ অনুপ্রোথ'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* খোঁড়া ব্যক্তি। 'অচকু সর্ব্বত্বে চান অর্থ গনিতে পান অপদ সর্ব্বত্বে গতাপতি।' *ভারত*, ১৭৬০।

অপদহ [স] *বিণ* অসমানিত। 'কোন স্থানে অপদহ হয় নাই।' *রামরায়*, ১৮০২।

অপদহ করা [স] *বি* অসমানিত করা। 'ভট্টাচার্য্যকে অপদহ করা হইবে না।' *উৎপন্ন*, ১৮৫৭।

অপদার্থ [স] ১ *বিণ* অকর্ম্মণ্য। 'তাহাকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বিণ* অযোগ্য। 'তুমি অতি অপদার্থ।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; *বি* অযোগ্য ব্যক্তি। 'একজন অপদার্থ অনেক উদ্দেশ্যের করিয়াও গবর্নমেন্টে কাজ পায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ *বিণ* অসার। 'রুদ্রচণ্ড হীন অপদার্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ *বিণ* অশিক্ষিত। 'বর্নজ্ঞানবিহীন অপদার্থ পেটেকের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ কি?' *মহারাক্ষ*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* মূল্যহীন। 'নিজ দেশের বিদ্যা বিলিয়া পদার্থ নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ *বিণ* অর্থহীন। 'একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্ম'। *শব্দ*, ১৯১৭।

অপদার্থতা [স] *বি* অযোগ্যতা। 'তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অপদৃষ্টি [স] *বি* কৃতিকর দৃষ্টি। 'সেই ইরীপায়ণা দেবীর অপদৃষ্টির ভয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অপদেব [স] *বি* নিকট দেবতা। 'দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অপদেবতা [স] ১ *বি* ভূত প্রেত ইত্যাদি। 'তবে কেমন দেবতা? অপদেবতা?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বি* অতন্ত শক্তি। 'যে-সমস্ত অপদেবতা সকল রকম দুর্ঘর্ম করে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ *বি* অতন্ত মনোভাব। 'অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অপদোষ [স] *বি* অপরাধ। 'অপদোষ কলকে চটিকা জিয়াইয়া দে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

অপন [স] *আত্মন* সর্ব নিজ। 'এতদিন অহলিহু অপনে সেখানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'বিদ্যাপতি কহ অপনেই আউতি/সিরি সবিসিহ লাগি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনক সর্ব নিজের। 'কুচকুন্ত গেল অপনক আস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনুক সর্ব নিজের। 'অপনুক অভিমত উকুতি বুঝাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনোঞ সর্ব নিজের। 'অপনোঞ হৃদয় বুঝাব এ আন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অপনয় [স] *বি* অবসান। 'তাঁহাদিগের পূর্বাবস্থার অপনয় অতি আবশ্যক'। *একুশকণ*, ১৮৭০।

অপনয়ন [স] *বি* অপসারণ। 'বিজ্ঞান প্রভাবে অনায়াসেই তাহার অপনয়ন করিয়া কৃতকার্য হইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

অপনীত

অপনীত [স] ১ *বিণ* দূরীভূত। 'অপনীত অবরোধ করিয়ে সকলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিণ* লুপ্ত। 'তাঁহাদের এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* অপসারিত। 'কতকগুলির দোষে জমিদারশ্রেণির এই কলঙ্ক অপনীত হইতেছে না।' *এডুকেশন*, ১৮৭২। ৪ *বিণ* হ্রাসপ্রাপ্ত। 'বাবুদের মদ্যপানিকি এবং বৈশ্যাসক্তি অনেক অপনীত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অপনোদন [স] *বি* দূরীকরণ। 'পাঠ মন্ত্রীরা নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাকা কহিয়া রাজার শোকাপনোদন [শোক+অপনোদন] করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

অপনোদিত [স] *বিণ* দূরীভূত। 'ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপন্যায় [স] *বি* অন্যায় ব্যবহার। 'তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অপপাঠ [স] *বি* ভুল পাঠ। 'উৎসেপের মসি প্রাণুঘার পাণ্ডু মুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপপ্রচার [স] ১ *বি* অন্যায় উদ্দেশ্যমূলক প্রচার। 'দিনের পর দিন অভিরঞ্জন ও অপপ্রচার।' *আজাদ*, ১৯৪৭। ২ *বি* অমূলক প্রচার। 'এসব অপপ্রচার বার্থ করার জন্যে ...।' *মাহেনত*, ১৯৪৯।

অপপ্রচেষ্টা [স] *বি* অন্যায় চেষ্টা। 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পন্থা করার অপপ্রচেষ্টারই নামান্তর।' *বেগম*, ১৯৩৬।

অপপ্রতিভা [স] *বি* দুইবুদ্ধি। 'আমাদের জীবনের উত্তরোল অপপ্রতিভাকে ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

অপপ্রহাস [স] *বি* অন্যায় চেষ্টা। 'সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধির অপপ্রহাসের পেছনে ...।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

অপপ্রয়োগ [স] ১ *বি* অশুদ্ধ ব্যবহার। 'কৌশলপ্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিদ্যেক, সুতরাং নিত্য অপপ্রয়োগ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৭। ২ *বিণ* অপ্রযুক্ত। 'শক্তির অপপ্রয়োগ হচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯৪৬।

অপবর্ণ [স] *বি* মোক্ষ। 'ঊদাসীন্যভাব প্রাপ্ত হইলেই অপবর্ণ লাভ হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অপবাদ [স] ১ *বি* বদনাম। 'কি কারণে পদ্মা এত অপবাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *মিথ্যা* 'অপবাদুয়া [অপবাদ+উয়া]।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* কলঙ্ক। 'যদি কোন ব্যক্তি দোষী বা অপবাদমস্ত হয় তবে দলপতি ...।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৪ *বি* দোষারোপ। 'অজ্ঞতার অপবাদ শেখের নামে পৌছাইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

অপবাদমস্ত [স] *বিণ* নিন্দায় আক্রান্ত হয়েছে এমন। 'যদি কোন ব্যক্তি দোষী বা অপবাদমস্ত হয় তবে দলপতি ...।' *ভবানী*, ১৮২৩।

অপবাদ দেওয়া *কি* মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা। 'অপবাদ দিলে এই দুষ্কর কুমার?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

অপবাদসূচক [স] *বিণ* বদনামসূচক। 'তাহাকে লোকে হিসাবী, বিষয়ী, সেকৌশল্যমণ্ডিত অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

অপবাদারোপ [স] *অপবাদ-আরোপ* *বি* কলঙ্ক আরোপ। 'তাহাতেও লোকে ব্যাপিকা অপবাদারোপ করিয়া থাকেন।' *জ্ঞানানুশাসন*, ১৮৫২।

অপবাদী [স] *বিণ* দোষের ভাগী। 'এই শব্দ তিনবার উচ্চারণেরে বলিয়া তাহার প্রাণ দগু করিবেক তাহাতে সে অপবাদী না হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

অপবাদুয়া [স] *অপবাদ* *মিথ্যা* *কি* *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপবিদ্র [স] ১ *বিণ* অশুদ্ধ। 'অপবিদ্র স্থানে সৈস কিবা অবসাদ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অতীত। 'আপনার জিজ্ঞাসকেও পাপ কথায় অপবিদ্র করিও না।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

অপবিদ্রকরণ [স] *বি* কোনো বস্তুর পবিত্রতা বিনষ্ট করা। 'হিন্দুমন্দির অপবিদ্রকরণ, হিন্দু সংবাদপত্র ও সভাসমিতিতে বাধাদান ...।' *আজাদ*, ১৯৪০।

অপব্যবহার [স] *বি* অন্যায়ভাবে প্রয়োগ। 'সকল জমীদার তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ... করিয়াছেন।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

অপব্যয় [স] ১ *বি* বাজে খরচ। 'অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরপরন্দর অত্যন্ত নিদ্রান হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ *বি* অব্যাহিত ব্যয়। 'তাহাদিগের শিক্ষাসাধন রূপ অতিমাত্রা আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করা এক প্রকার অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার। 'সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়। গানে কি কারো কোনো লাভ আছে। চিত্রকলায় কি অনুবস্ত্রের অভাব দূর হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৪ *বি* ক্ষতি। 'মানবজীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর-কিছুই হইতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৫ *বি* বাহুল্য। 'কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অপব্যয়কারী [স] *বি* বাজে খরচ করে এমন ব্যক্তি। 'অপব্যয়কারীকে শর্মসূতনের ভাই বলিয়া ঘোষণা ...।' *এসলাম*, ১৯৩১।

অপব্যয়িত [স] *বিণ* অপব্যয় করা হয়েছে এমন। 'গৃহ কর্ম সাধনে অনেক সময় অপব্যয়িতও হইতে দেখা যায়।' *ভদ্রানুক*, ১৮৭৪।

অপব্যয়ী [স] ১ *বিণ* অপব্যয়কারী। 'তথু যাচে পার্বি সুয়ার ফেনা অপব্যয়ী বিশালসের কাছে।' *সুখীন্দ্র*, ১৯০০। ২ *বিণ* অপব্যয়কারী। 'অপব্যয়ী প্রকৃতির অরক্ষিত দানমাত্র।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* অবিকেন্দ্র করে ব্যয় করে এমন। 'অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক সৃষ্টিত মাতৃভাঙার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ *বিণ* ক্ষতিকর। 'কি এক অপব্যয়ী অক্রান্ত আত্মন।' *জীবন*, ১৯৪২।

অপভাণ্ড [স] *বিণ* অভিন্ন। 'প্রমদার অসরণ দুই অঙ্গে অপভাণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপভাষা [স] *বি* অমার্জিত ভাষা। 'ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকই নিপুণ হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অপভ্রংশ [স] ১ *বি* মূল শব্দের বিকৃত রূপ। 'কোন ভাষাকে ... অপভ্রংশেও ভাষা বলা যায় না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ২ *বি* ভারতীয় আর্থভাষায় প্রাকৃত স্তরের পরবর্তী স্তরের ভাষা। 'বানান সংস্কারের নথীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ পাওয়া যাবে।' *সংগীত*, ১৯২৯। ৩ *বি* বিকৃতি। 'সংস্কৃতের অপভ্রংশ/ মুখ থেকে ভ্রষ্ট হবার পূর্বেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

অপভ্রংশতা [স] *বি* বিকৃতি। 'তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির জীর্ণতা এবং অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপভ্রষ্ট [স] *বিণ* বিকৃত। 'কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই ভিন্ন রূপ ধারণ করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপমান [স] ১ *বি* লাঞ্ছনা। 'বড় অপমান পাইলো এবে খাইবো বিসে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বি* অসন্মান। 'মিছা কেহে করে কাহাণ্ডি মোর অপমান।' *বড়*, ১৪৫০। ৩ *বি* ক্ষতি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ *বি* ছোটো। 'আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অপমানকর [স] *বিণ* অপমানজনক। 'লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অপমানকৃত [স] *বি* লাঞ্ছনার চিহ্ন। 'প্রজ্ঞারদয়ে অপমানকৃত সর্বনা জগাইয়া রাখা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অপমানগ্রস্ত [স] *বিণ* অপমানিত। 'নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোষ হইতে বড়ুণ লইয়া ...।' দর্পণ, ১৮২১।

অপমানজনক [স] *বিণ* অসম্মানকর। 'অনুপযুক্ত বা অন্যায় বা অপমানজনক।' দর্পণ, ১৮৩০।

অপমানজ্ঞান [স] *বি* মান-অপমান বোধ। 'অপমানজ্ঞান আছে তোমার?' মানিক, ১৯৪০।

অপমানদর্শিত [স] *বিণ* অপমানে জর্জরিত। 'কোনো মহীয়সী মহিলা অপমানদর্শিত দ্রুতবেগে দৃঢ় পদক্ষেপে ...।' প্রমথ, ১৮৯৮।

অপমানসূচক [স] *বিণ* অসম্মানজনক। 'এর মতন অপমানসূচক সম্বন্ধ মানুষের পক্ষে দুটি নেই।' ধূজটি, ১৯৩১।

অপমানাহত [স] *অপমান+স* আহত। *বিণ* অপমানে আহত। 'অপমানাহত ক্রুদ্ধ চিত্ত।' শরৎ, ১৯১৭।

অপমানি [স] *অপমান+স* *বি* অপমান। 'আরো কতরূপ অপমান করিলে।' লালন, ১৮৯০।

অপমানিত [স] *বিণ* অসম্মানিত। 'যদি এখানকার রীতিজ্ঞ না হইতে পার তবে ... অপমানিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবা।' ভগানী, ১৮২৩।

অপমানিতা [স] *বিণ* ক্রী লাঞ্ছিত। 'সভাতলে দ্যুতিজ্বালা অপমানিতা মহিষী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অপমানী [স] *বিণ* ক্রী অসম্মানিত। 'গ্রহণ করিয়ে এত কষ্টে অপমানী।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।

অপমার্গ [স] *বি* ফুলবিশেষ। 'অপমার্গ বাঘনলা সাঞী তোমার প্রকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অপমিত [স] *বিণ* অপমৃত। 'এক জন্ত এক বড়শিলা হরিণের দ্বারা অপমিত হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

অপমৃত [স] *বিণ* অস্বাভাবিক মৃত্যুপ্রাপ্ত। 'অপমৃত বিধাতার লয়গ্রষ্ট প্রেত যেন কাদে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অপমৃত্যু [স] *বি* অস্বাভাবিক মৃত্যু। 'বিশ্বপানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অপযশ [স] ১ *বি* অপবাদ। 'আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বি* কলঙ্ক। 'তোহারি বচনে কেহে করব পীড়িত। হাম শিতুমতি তাহে অপযশ ভীত।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ৩ *বি* নির্দা। 'হাহার লাগিয়া সব তেয়গিনি লোকে অপযশ কয়।' ষিচঞ্জী, ১৬০০। ৪ *বি* অখ্যাতি। 'অপযশে কোন দিগন্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অপযশশূন্য [স] *বিণ* নির্দাযোগ্য নয় এমন। 'রামচন্দ্র হনুমানের অপযশশূন্য, ব্যাকরণপুস্তক, বিত্তজ্ঞ শিষ্টালাপের ... প্রশংসা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অপযমস্ত [স] *বিণ* অপযা। 'আমি তো শিতকাল হইতেই অপযমস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অপয়া [স] *বিণ* অতভজনক। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তুই বড় অপয়া।' শরৎ, ১৯১৭।

অপর [স] ১ *বিণ* অন্য। 'তপন দক্ষিণ অপর চন্দ্র।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২

এদিকে। 'অপর মোকাম কলিকাতা হইতে আমার তলবে লোক আসিয়াছে।' ওর্দা, ১৭৮২। ৩ *অব্য* তাছাড়া। 'অপর কোন অধ্যক্ষের সমভিব্যাহারে গমনব্যতীত উক্ত সভাতে প্রবেশ হইবার রীতি নাই।' কৌমুদী, ১৮৩০।

অপরঞ্চ [স] ১ *অব্য* আরও। 'তুমি জল তুমি স্থল অপরঞ্চ বুদ্ধিবল।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ *অব্য* তাছাড়া। 'অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনয়ম করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

অপরতত্ত্ব [স] *বিণ* স্বাধীন। 'তাহারা ... স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে স্বশ্রমশ্রুতি লাভ করিয়া অপরতত্ত্বভাবে জীবন যাপন করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অপরত্ব [স] *অব্য* আরও। 'অপরত্ব কোনও সখাদ পত্র কত সংখ্যক লোক ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অপরপক্ষ [স] *বি* অন্য পক্ষ। 'একপক্ষ হইতে ইট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটসেল বর্ষণ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অপরপক্ষে *ক্রি* *বিণ* অন্য দিকে। 'একেই বলে জড়তত্ত্ব ... অপরপক্ষে পাচাত্য জাতির মধ্যে বিপদের লক্ষণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অপরবিধ [স] *বিণ* অন্যরকম। 'মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অপরবোধ্য [স] *বিণ* অনোর বোধগম্য। 'রায়ো এবং রিলকে-কেও তাঁদের কবিতা অপরবোধ্য ভাষায় লিখতে হয়েছে।' শিব, ১৯৭০।

অপরমুখী [স] *বিণ* অন্যের সঙ্গে মিশতে চায় এমন। 'আসনের অনারত, অনিবার্য, জৈব অভিকর্ষে ব্যক্তিমায়েই অপরমুখী।' শিব, ১৯৫৬।

অপরী [স] *অপর+স* ১ *বিণ* অপর। 'অভয়বরদ অপরা হাত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ *সর্ব* ক্রী অপর। 'প্রকৃত্ব অপরাতে তখন বলিল, তোমার নাম কি গা?' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অপরারপ [স] *অপর-অপর* *বিণ* অন্যান্য। 'প্রণয়ের স্থলে অপমান, প্রবন্ধনা ও অপরারপ অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবনা ভাবিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অপরবশা [স] *বিণ* স্বাধীনচেতা। 'তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ, অপরবশা স্বভাব, নিজুত্ব সম্পর্কে চেতনা ...।' রমেন, ১৯৭০।

অপরশ [স] *স্পর্শ+স* *ক্রি* *বিণ* স্পর্শহীনভাবে। 'অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অপরাগ [স] *বিণ* অনাগ্রহী। 'হিন্দুরা চিরকাল রণে অপরাগ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অপরাজিত [স] ১ *বিণ* অদমিত। 'তাহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ *বি* পরাজিত হয়নি যে জন। 'ভাঙিলে হার কোণ সে ক্ষণ অপরাজিত হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ *বিণ* হার মানে না এমন। 'সাম্রাট, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জ্ঞানো অপরাজিত যত্ন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অপরাজিতা [স] ১ *বি* ক্রী হিন্দুদের দেবী দুর্গা। 'অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজ্ঞা।' ভারত, ১৭৬০। ২ *বি* ফুলবিশেষ। 'কাক্ষন কন্তুরী বক, অপরাজিতা চম্পক।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

অপরাজেয় [স] ১ *বিণ* পরাজিত হয়নি এমন। 'সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৬। ২ *বিণ* পরাজিত করা যায় না এমন। 'সত্যদর্শীর দৃষ্টি লইয়া অপরাজেয় বীর।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ *বিণ* ব্যাতিমান। 'প্রায় অপরাজেয়

অপরাদ

কথাশিল্পীদের মতোই বানাতে পেরেছিলে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অপরাদ [স অপরাদ] বি শাপ; দোষ। 'এই অপরাধে ব্রত হইব বিফলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপরাক [স অপরাক] বিণ অপরাকী। 'মহা অপরাক হৈলা শান্তিপুনাথ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অপরাক [স] ১ বি অন্যায। 'আবে দিলে দিনে পেম ভেল খোল/ কএ অপরাক বোঝব কত বোল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বি অনুশোচনা। 'ব্যর্থ বাক্যব্যয় করে অপরাক পায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ বি দোষ। 'অপরাক ক্ষম পূর্বে যে কৈন্দ নন্দন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০: 'অপরাক ক্ষম কৃপাময়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অপরাক্ষয় [স] বি শাপক্ষয়; দোষনাশ। 'প্রণতিতে হবে ইহার অপরাক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপরাক গড়া ক্রি অপরাক করা। 'অপরাক গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়চিত্ত করিতেছে ইহারাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপরাক্ষয় [স] বিণ অপরাকী। 'জ্ঞানের অপরাক্ষয় হইতে পারে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

অপরাক্ষয়জনি [স] বিণ অপরাক্ষয়মূলক। 'অপরাক্ষয়জনি কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে বহিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

অপরাক্ষয়তত্ত্ববিদ [স] বি অপরাক্ষয়বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। 'এ জন্য অপরাক্ষয়তত্ত্ববিদ, মনস্তাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ, ডাক্তার ...।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

অপরাক্ষয়বশতা [স] বি আইনবিরুদ্ধ কাজে আসক্তি। 'সকল স্বত্রে অপরাক্ষয়বশতা বিরোধী হওয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

অপরাক্ষয়বোধ [স] বি অপরাক্ষয়হেতু এমন বোধ। 'লক্ষণের অপরাক্ষয়বোধ, গভীর দুঃখ আর অপরাক্ষয়বোধ ...।' *মুখোপাধ্যায়*, ১৯৭৮।

অপরাক্ষয়বাহ [স] বি অপরাক্ষয়বৈশিষ্ট্য। 'অপরাক্ষয়বাহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অপরাক্ষয়ভীক [স] বি অপরাক্ষয় করার কারণে ভীত ব্যক্তি। 'বাড়িতে সর্বদাই অপরাক্ষয়ভীকর মতো যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অপরাক্ষয়মূলক [স] বিণ অপরাক্ষয়বিশিষ্ট। 'অশ্রীল ও অপরাক্ষয়মূলক ছবি প্রচার।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

অপরাক্ষয়মোচন [স] বি দোষক্ষালন। 'তবু অপরাক্ষয় মোচন হইবে, বাধা জীর্ণ হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপরাক্ষয়হীন [স] বি নিরপরাধ ব্যক্তি। 'নিষ্ঠুর অন্যায ঘটে অপরাক্ষয়হীনের প্রতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

অপরাক্ষয়হীন [স অপরাক্ষয়হীন] বি অপরাক্ষয়ী ব্যক্তি। 'এই গুরুতর অপরাক্ষয়হীন যেন পরম দয়ালু খোদাতালার ক্ষমার পাত্র হন।' *মশায়রফ*, ১৮৮৯।

অপরাক্ষয়হীনী [স] বিণ স্ত্রী দোষী। 'তাহার নিকট ... অপরাক্ষয়হীনী হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

অপরাক্ষয়ী [স] ১ বিণ দোষী। 'মোর বাড়ি আর গ্রন্থ নাহি অপরাক্ষয়ী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০: 'অপরাক্ষয়ী না রাখ মোহোরে তোরা সবে।' *সুলতান*, ১৭০০: 'ইহারা অত্যন্ত অপরাক্ষয়ী হইলেও, স্বার্থ নহে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিণ অজ্ঞ। 'এরূপ বিষয়ের বিবেচনা-ক্রেত প্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে অপরাক্ষয়ী হইতেছি কি না, জানি না।' *অক্ষয়*, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

১৮৫৬। ৩ বি দোষারোপ। 'মিথ্যা আমি অপরাক্ষয়ী করেছি তোমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ বি আসামি। 'অপরাক্ষয়ী খালাস পাইলেও ক্ষতি নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপরাক্ষয়

অপরাক্ষয়বিদ্যা [স] বি বিজ্ঞান; ব্যবহারিক সত্য। 'অপরাক্ষয়বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে কারো পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

অপরাক্ষয়ভক্তি [স] বি গৌণ ভক্তি। 'আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি, আর প্রীতি অপরাক্ষয়ভক্তি।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অপরাক্ষয় [স] বি খারাপ পরামর্শ। 'নাগা সৈন্য সংগ্রহ করা অপরাক্ষয় নহে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অপরাক্ষয়, অপরাক্ষয় [স] বিণ ব্যক্তি অর্থে। 'কেবল টাকার শ্রদ্ধা, মেলে হবে অপরাক্ষয়।' *তবাকী*, ১৮২৫।

অপরাক্ষয় [স] বি অপরাক্ষয়িত জন। 'চিনেও চেনে না স্বাধীন অসহিষ্ণু/ সমবায়ী অপরাক্ষয়ে।' *স্বপ্ন*, ১৯৩৯।

অপরাক্ষয় [স] বিণ অপরাক্ষয়িত। 'দুর্কহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাক্ষয়িত ধৈর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অপরাক্ষয় [স] বি বিকাল। 'অপরাক্ষয় আসিয়া হইল পরকাশ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অপরাক্ষয়কাল [স] বি বিকাল বেলা। 'অপরাক্ষয়কালে, জলসেক করিতাম তরু-আলবালে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অপরাক্ষয়বেলা [স] বি শেষ সময়। 'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাক্ষয়বেলায়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

অপরাক্ষয়িক [স] বিণ বৈকালিক। 'কর্তা অন্তঃপুরমধ্যে অপরাক্ষয়িক নিদ্রার সুখে অভিভূত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অপরিক্ষয় [স] বি পরিচয়ের অভাব। 'পরম্পরের মাঝখানে অপরিক্ষয়ের দূরত্ব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অপরিক্ষয়িত [স] ১ বিণ অচেনা। 'এক অপরিক্ষয়িত ব্রাহ্মণতনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিণ অজানা। 'হিন্দু পুরাবৃত্তানুসারী মহাশয়েরা এ বিষয়ে অপরিক্ষয়িত রাখিলেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অপরিক্ষয়িতা [স] বি স্ত্রী পরিচিত নয় এমন ব্যক্তি। 'জন্ম মোর বাধা আছে কী রহস্য-ভাঙে তোমা সাথে হে অপরিক্ষয়িতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

অপরিক্ষয় [স] ১ বিণ পরিণতি নয় এমন। 'রাত্রিবস্ত্র পরে ... অর্ধসভ্যতার অপরিক্ষয় শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ বিণ অপরিহার্য। 'অবর্ণনাময় অপরিক্ষয় ক্ষুদ্র ঘরে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

অপরিক্ষয়তা [স] ১ বি পরিণতি নয় এমন অবস্থা। 'একান্ত অপরিক্ষয়তার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ২ বি অস্বচ্ছতা। 'চিত্তার অবগম্যতা এবং অপরিক্ষয়তার জন্যে সে ভুল অনেকের কাছে ...।' *উমর*, ১৯৬৭।

অপরিক্ষয় [স] বিণ অসীম। 'এই এক সিন্ধুত তাহাদের বিশ্বাসক্ষেত্রে বন্ধন হইয়াছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিক্ষয় বিশ্বের কেন্দ্রভূতা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অপরিক্ষয় [স] বিণ অজ্ঞাত; জানা নাই এমন। 'সেই অপরিক্ষয় কালে হিন্দু জাতি কতদূর সভ্যতাক্রম হই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

অপরিক্ষেয় [স] *বিণ* অক্ষয়; ভালোভাবে জানা যায় না এমন। 'অপরিক্ষেয় ও অনির্বচনীয়-রূপ পরমেশ্বরই মানব-জাতির পরম ভক্তভাষ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপরিণত [স] ১ *বিণ* পরিণত হয়নি এমন। 'তার ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিণ* অপরিপক্ব। 'ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অক্ষুণ্ণ অপরিণত আকারে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ *বিণ* অব্যবহৃত। 'বালা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* অদক্ষ। 'বিদেশী নাবিক মাতাল এবং অপরিণত।' *স্বাধীন*, ১৯৫৩।

অপরিণতবুদ্ধি [স] *বিণ* বুদ্ধি বিকশিত হয়নি এমন। 'ক্লাসিক রোমান্টিকে অবজ্ঞা করেন অপরিণতবুদ্ধি বলে।' *শিব*, ১৯৫০।

অপরিণতি [স] *বি* অপূর্ণতা। 'একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায়।' *অবন*, ১৯৫৭।

অপরিণামদর্শী [স] ১ *বিণ* ভবিষ্যতের কথা ভাবে না এমন। 'অপরিণামদর্শী ... কুসন্তানের জন্মভূমিকে উহাদিগের নিকট বিক্রয় করিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বিণ* অববিবেচক; পরিণাম বিবেচনা করে না এমন। 'অপরিণামদর্শী ক্ষুধাক্ষামোদর অনেক জমিদার।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

অপরিণামদর্শিতা [স] *বি* পরিণামের কথা বিবেচনা না করা। 'তাদের অপরিণামদর্শিতা ও একত্রেই এই প্রধান কারণ।' *সপ্তপাত*, ১৯২৯।

অপরিণীতা [স] *বিণ* স্ত্রী অববাহিতা। 'অপরিণীতা শব্দভাষ্য মিরদাস অনুপ্রাণিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপরিণত্ব [স] ১ *বিণ* অতৃপ্ত। 'আমাদের হৃদয় অপরিণত্ব থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* অপূর্ণ। 'ইচ্ছাটা অপরিণত্ব থাকলেও তার ভিতরে এক রকম সুখ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অপরিণত্ব [স] *বি* অতৃপ্তি। 'এই-সমস্ত সুলভ আনন্দের অপরিণত্ব জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপরিতোষণীয়া [স] *বিণ* স্ত্রী অতৃপ্ত। 'অপরিতোষণীয়া আকালঙ্কার বৃত্তিতে যন্ত্রণা হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অপরিত্যাজ্য [স] *বিণ* পরিত্যাজ্য করা যায় না এমন। 'গ্রাম্য মনের অপরিত্যাজ্য সংস্কার ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপরিপক্বতা [স] *বি* অভিজ্ঞতার অভাব। 'অক্ষমতা এবং অপরিপক্বতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অপরিপাটী [স] *বিণ* অপোছনো। 'লোকটি বেহাঙ্গ অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী -।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অপরিপুষ্ট [স] *বিণ* পুষ্ট হতে পারেনি এমন। 'ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অপরিপুষ্টিতা [স] *বি* পরিপুষ্টির অভাব। 'শিশুদের অপরিপুষ্টিতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিচ্ছে।' *বেগম*, ১৯৭১।

অপরিপূর্ণতা [স] *বি* অসম্পূর্ণতা। 'এরা রবীন্দ্রনাথের "একতান" কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথের অপরিপূর্ণতা প্রমাণ করতে চান।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অপরিবর্ত, **অপরিবর্ত** [স] *বি* অপরিবর্তনীয়তা। 'লোকে তাহাই অপরিবর্তন স্বকোত্তম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপরিবর্তন [স] *বিণ* আগের মতো; পূর্ববৎ। 'অপরিবর্তন অর্থ ভোমার উদ্দেশ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অপরিবর্তনীয়, অপরিবর্তনীয় [স] ১ *বিণ* পরিবর্তন করা যায় না এমন। 'তাহারা অপরিবর্তনীয় থাকিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'এসলাম ধর্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ গুণ্ড, গোছল ...।' *ইমান*, ১৯০০। ২ *বিণ* চিরন্তন। 'অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমুখি করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অপরিবর্তনীয়তা [স] *বি* পরিবর্তন হয় না এমন অবস্থা। 'তার মধ্যে এমন একটা অপরিবর্তনীয়তা থাকা সম্ভব।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপরিবর্তিত [স] *বিণ* পরিবর্তনহীন। 'মনুষ্যের দশা এ জগতে সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে না।' *মাইকেল*, ১৯৭৩।

অপরিমাপ [স] ১ *বিণ* অটেল। 'বাংলার কয়লা অপরিমাপ।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ *বিণ* অনন্ত। 'তা আমার ওই অপরিমাপ ক্ষুদ্রাই কম্পাণে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অপরিমার্জিত, অপরিমার্জিত [স] *বিণ* অমার্জিত। 'এ ভাষাও অক্ষোক্ষিত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অপরিমিত [স] *বিণ* অটেল। 'অপরিমিত ধন সক্ষম করিয়াও ...।' *কেরি*, ১৮১২। ২ *বিণ* বেহিসেবি। 'আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৩ *বিণ* অধিক। 'অধ্যাক্ষপাশের অপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভা স্থাপন করিবেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

অপরিমিতরূপে *ক্রি* *বিণ* অধিক হারে। 'এই প্রত্যাশা যে ইন্দ্রপ্রিয় বিদ্যা অধ্যাক্ষপাশ মধ্যে অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অপরিমিত [স] *বি* অসীমতা। 'আর্টিস্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিত (বা ইনফিনিটি) আর্টিস্টের বস্তুত্বা ...।' *অবন*, ১৯২৫।

অপরিমেয় [স] *বিণ* পরিমাপ স্থির করা যায় না এমন। 'অপরিমেয় প্রশ্নরসাবাদে প্রযুক্তচিত্র।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অপরিমোচনীয়া [স] *বিণ* মোছা যায় না এমন। 'অপরিমোচনীয়া অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অপরিম্লান [স] *বিণ* মলিন নয় এমন। 'চিরবালকটির হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অপরিরক্ষণ [স] *বি* অসংরক্ষণ। 'মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্যের অগ্রগোণ ও প্রত্যাখান, এই চতুর্দশ রাজদোষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অপরিপক্ব [স] *বিণ* পরিপক্ব নয় এমন। 'সমুদয় বিদ্যাই প্রথমে অপরিপক্ব ভ্রাতৃসমূহ থাকিয়া লোকের অন্তরকরণ কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অপরিশোধনীয় [স] *বিণ* পরিশোধ করা কঠিন এমন। 'কৃতজ্ঞতার অপরিশোধনীয় স্বভেদ আবদ্ধ।' *নবনূর*, ১৯০৬; 'উপাখ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

অপরিশোধ্য [স] *বিণ* পরিশোধ করা যায় না এমন। 'জগৎকে অপরিশোধ্য স্বভেদ বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

অপরিশ্রান্ত [স] *বিণ* অক্লান্ত। 'সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিক্রাম না করিয়া অম্বারোহণে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অপরিষ্কার [স] ১ *বি* পরিষ্কার করা হয়নি এমন অবস্থা। 'দুই তীর্থ স্থান অপরিষ্কারে জল হইয়া লুপ্তপ্রায়।' *দর্পণ*, ১৮২০। ২ *বি* অপস্টিতা। 'তাহার চিত্রে কিছুই অপরিষ্কার নাই।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৭।

অপরিষর [স] *বিণ* সংকীর্ণ। 'অপরিষর বাদ্যময় নাভাল জমির ওপারে।' *বিভূতি*, ১৯০৮।

অপরিসীম [স] *বিণ* সীমাহীন। 'তদর্শনে অপরিসীম হর্ষ প্রাণ হইয়া ...।' *অবন*, ১৯২৫।

অপরিসীমানা

বিদ্যা, ১৮৪৯।

অপরিসীমানা [স] বি স্বাধীনতা; সীমানা থেকে মুক্তি। 'সৃষ্টি - যা অভিজ্ঞতার অপরিসীমানা যায়।' জীবন, ১৯৩১।

অপরিস্কৃত [স অপরিস্কৃতি] ১ বি অপস্কৃত। 'অপরিস্কৃত বচনে পুনঃপুন করিতে লাগিল।' এতুতেশন, ১৮৭৩। ২ বি অস্ফুট। 'কুড়ির কীণ সবুজটি দাগা চোখে এখনো অপরিস্কৃত।' কায়সার, ১৯৬২।

অপরিস্কৃতা [স] ১ বি অসম্পূর্ণতা। 'তাহা হইলে মানুষের অপরিস্কৃতা সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি ফুটে না ওঠার অবস্থা। 'যাহা অপরিস্কৃতার ব্যাকুলতা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অপরিস্ক্রমণ [স] বি অস্কৃতা; বিকাশের অভাব। 'তাহা বুদ্ধিবৃত্তির অপরিস্ক্রমণমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অপরিহরণীয় [স] বিণ এড়ানো যায় না এমন। 'দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বন্ধ হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৯২।

অপরিহার্য, অপরিহার্য [স] ১ বিণ অপরিভাজ্য। 'উক্ত সাহেব অপরিহার্য অনিবার্য ষাঁয় গুণ সমুহ সংযোগ্য ...।' জ্ঞানাম্বেশন, ১৮৩৮। ২ বিণ ব্যবহার না করে পরা যায় না এমন। 'অতএব নবন্যাস কথ্যটি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ৩ বিণ না করে পরা যায় না এমন। 'যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচারকার্য অপরিহার্য হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বিণ স্বাভাবিক। 'বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকর্ষক ও অপরিহার্য সময়েই ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিণ অবশ্যপালনীয়। 'মুছলমানের পক্ষে ফরজ বা অপরিহার্য ধর্মবিধান।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

অপরিহার্যতা, অপরিহার্যতা [স] বি প্রয়োজনীয়তা। 'গণতন্ত্রের স্বতন্ত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার অপরিহার্যতা' স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৭১।

অপরিহার্যতাবোধ, অপরিহার্যতাবোধ [স] বি অপ্রত্যাখ্যান্যতার বোধ। 'এককের অপরিহার্যতাবোধে রহিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৪।

অপরীক্ষিত [স] বিণ যাচাই করা হয়নি এমন। 'অসম্পূর্ণ বা অপরীক্ষিত জ্ঞানকে নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাচাই করে ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

অপরাধ [স অপরূপ] বিণ অভিসুন্দর। 'অপরাধ কথা মোড়ি কহিবে কাহারে।' বড়ু, ১৪৫০।

অপরূপ [স] ১ বিণ খুব সুন্দর; অতুলনীয়। 'সুধামুখী কো বিহি নিরালিঙ্গ বালা। অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ অপরূপ। 'দেখ বিমল সরসী-আরসীর পরে অপরূপ রূপগাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অপরূপ গতি [স] বি বিশ্ময়কর চলাচল। 'তরুণ তরুণী বৃকে নিতা তাই আমাদের অপরূপ গতি।' নজরুল, ১৯২৮।

অপরূপতা [স] ১ বি বিহ্বলতা। 'তাহার চক্ষুে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি অতুলনীয় রূপ। 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির অপরূপতার সঙ্গে অভিনবভাবে দেখেছেন বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রার মহিমা।' গদুদ, ১৯৪৬।

অপরূপধারী [স] বিণ অপরূপকে ধারণ করে এমন। 'কত রূপ ধর তুমি অপরূপধারী।' অশ্বিনী, ১৯২০।

অপরূপরূপ [স] বিণ অপরূপ সুন্দর। 'অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অপরূপা [স] বিণ স্ত্রী অপরূপ। 'রূপে রূপে, অপরূপা, যুজ্জিহি তোমায়।' নজরুল, ১৯২৮।

অপরূপশী [স অপ+স রূপীয়াসী] বি অতিরূপশী। 'এ অপরূপশী কো নিরাময়গ কো বিধি বিদম্ভরাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অপরেস্ত্রিয় [স] বি অন্যের ইন্দ্রিয়। 'আত্মেন্দ্রিয় গ্রীতিকে অপরেস্ত্রিয় গ্রীতিরূপে অনুভব করেন।' হাই, ১৯৫৪।

অপরোক্ষ [স] বিণ প্রত্যক্ষ; সরাসরি। 'ঘেরিল তবীর তনু অপরোক্ষ রোহে।' সূর্য্যদাস, ১৯৩২।

অপরোক্ষানুভূতি [স] বি প্রত্যক্ষ অনুভূতি। 'ব্রহ্মসত্যের অপরোক্ষানুভূতি তখনও তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল।' শিব, ১৯৫০।

অপর্চুতি [স] বি সুযোগ। 'ঠাকুরদাদার বয়সী হইয়াও নেড়ুতের অপর্চুতি পাইতেছেন না।' মনসুর, ১৯৪০।

অপর্ণ [স] বিণ পাতাধীন। 'কালবৈশাখীর প্রহারে প্রহারে অপর্ণ সে-উপবন।' সূর্য্যদাস, ১৯২৯।

অপর্ণা [স] বি স্ত্রী (পাতাও ভক্ষণ করেননি যিনি) হিন্দুদেবী দুর্গা। 'অপর্ণাপা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।' ভারত, ১৭৬০।

অপর্ণত্ব বি গাছের পাতা পর্যন্ত খাওয়া যায় না এমন ব্রত। 'জাত যাবার ভয়ে তিনি সেই খাওয়া-আসাটা সেরেছিলেন নিরম্ব, অপর্ণত্বে।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

অপর্যাপ্ত, অপর্যাপ্ত [স] ১ বিণ প্রচুর। 'অপর লোকও অপর্যাপ্ত হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিণ অতুল। 'সেই সমস্ত বর্ণনা করিতে করিতে অপর্যাপ্ত গ্রীতি প্রাপ্ত হইতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বিণ প্রবল। 'অপর্যাপ্ত অবজার ষরে কহিলেন, আ মরে যাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ অনন্ত। 'তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অপর্যাপ্ত-কাল [স] বি অনন্তকাল। 'তারা আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপর্যাপ্ত-কালের দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অপর্যাপ্তি [স] বি ব্যাপকতা। 'আমাদের ভূতঃ ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অপলক [স] বিণ পলকহীন। 'সে কার মেঘ-ভরা বেদনাগ্রুত অপলক দৃষ্টি।' নজরুল, ১৯২২।

অপলাপ [স] ১ বি অপসীকার। 'কি জানি সে ছোট লোক, সোনার লোডে পাছে অপলাপ করে।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি গোপন। 'বাদীর সাক্ষী কোন বিষয় অপলাপ করিলে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৩ বি অবমাননা; বিকৃতি। 'স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকে সত্যের অপলাপ করে।' প্রথম, ১৯১২; 'হুল মাটির কাছে ঘটিয়ে না তোমার সত্যের অপলাপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অপলাপী [স] বিণ অবমাননাকর। 'ফিরেছি ধনীরা ঘারে অপলাপী চাঁবের সজ্জিত।' সূর্য্যদাস, ১৯৩৩।

অপশব্দ [স] বি অশালীন শব্দ। 'অপশব্দ ব্যবহার করিও না।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

অপশরী [স অশরা] বি অশরা। 'যক্ষ পরী অপশরী মানব মথোতে।' ফয়জুরেসা, ১৮৭৬।

অপসংখ্য [স] বি অতিরিক্ত সংখ্য। 'অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসংখ্যও তেমনি একটা উৎপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

অপসর [স অবসর] ১ বি অপেক্ষা। 'হৃদাস দিবস এথা অপসর করি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সুযোগ। 'অচিরং অপসরে আবার আসিবে।'

মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি কর্মস্থান। 'এখন অপসর হইয়াছী' ওসা, ১৭৮২।

অপসর^১। [স অলরা] বি স্ত্রী অলরা। 'সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব অপসর'। আলাওল, ১৬৮০।

অপসরী। [স অলরা] বি স্ত্রী অলরা। 'সুর অপসরী কিয়ে লগ কুমারী'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অপসর^২। [স অপসরণ] বিণ অপসৃত। 'পরাশর অপসর তোরে জন্ম দিয়া'। ভারত, ১৭৬০।

অপসরণ। [স] বি সেরে যাওয়া। 'এই পচাং অপসরণের রীতি ধামুক নিমেষ লাগি'। ফররুখ, ১৯৪৬।

অপসারণ। [স] ১ বি দূরীকরণ। 'আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ'। বিদ্যা, ১৮৯২। ২ বি স্থানান্তরিতকরণ। 'রেললাইনের অপসারণ ও গতি পরিবর্তনের কথা কতবার ঘোষিত হইল'। আজাদ, ১৯৫৬।

অপসারী। [স অপসারণ]। ক্রি দূর করা। 'রমণ কাতর লাজভয় অপসারিয়া'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'বিদ্য দাও অপসারি'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অপসারিত। [স] ১ বিণ দূরীকৃত। 'সহসা বোধসুখাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহাকার অপসারিত হইল'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ বিতাড়িত। 'এইরূপে পিসানগর হইতে অপসারিত হইয়া ...'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

অপসাহিত্য। [স] বি বিকৃত রচির সাহিত্য। 'আমাদের জিহাদ করতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে'। শহীদুল্লাহ, ১৯০১।

অপসিদ্ধান্ত। [স] বি ভুল সিদ্ধান্ত। 'আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অস্মিত হইতে পারে ...'। বিদ্যা, ১৮৫১।

অপসিদ্ধান্তমূলক। [স] বিণ ভুল সিদ্ধান্তমূলক। 'এই প্রত্নতত্ত্বের আমরা অপসিদ্ধান্তমূলক বা fallacious বলিয়া মনে করি'। মোহাম্মদী, ১৯৩১।

অপসৃত। [স] ১ বিণ প্রস্থান করেছে এমন। 'তখা হইতে অপসৃত হইয়া স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ দূরীভূত। 'বিষের তেল শরীর হইতে একেবারে যে নির্মোহভাবে অপসৃত হইয়াছে, ...'। মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ বিণ বিলুপ্ত। 'পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অপসৃতা। [স] বিণ স্ত্রী প্রস্থান করেছে এমন। 'তখা হইতে অপসৃতা হইয়া, গবাক্ষর দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

অপসূয়মাণ। [স] বিণ সেরে যাচ্ছে এমন। 'ওর অপসূয়মাণ ছায়াটির দিকে তাকিয়ে ...'। কায়সার, ১৯৬৫।

অপসৃষ্টি। [স] বি অস্ত সৃষ্টি। 'মানুষের মনে যুদ্ধ প্রবৃত্তি কি ঐ জাতীয় একটা প্রকৃষ্ট অপসৃষ্টি? প্রশ্ন, ১৯২১।

অপস্মার। [স] বি মৃগী রোগ। 'তাহার অপস্মার রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল'। দর্পণ, ১৮২১।

অপহৃত। [স] ১ বিণ নিহত। 'কোন গাড়ীর কোন বস্তু গায়ে লাগিয়া আহত ও অপহৃত হইবার সম্ভাবনা'। অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বিণ দূরীভূত। 'অপহৃত শব্দ'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

অপহরণ। [স] ১ বি জোর করে কেড়ে নেওয়া। 'আপনাদিগের কালহরণ ও দিনপাত প্রায় অপহরণ ও লুটতরাজের দ্বারা করিত'। ফররুখ, ১৭৯৬। ২ বি চুরি। 'তাহা কোন নষ্ট লোকে অপহরণ করিয়াছে'। তারিখী, ১৮০৩। ৩ বি আত্মনাশ। 'শেষে নিজ পত্নীর পাত্রের অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মনঃস্থ করিয়া ...'। ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি মোহন। 'স্বয়ং মহাদেব নিজের সব দোষ অপহরণ করেন'। গিরিশ, ১৮৮৬।

অপহরণকারী। [স] বি যে অপহরণ করে। 'শিত অপহরণকারীদের মৃতদেহ অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দানের দাবি'। বেগম, ১৯৬৩।

অপহরণনৈপুণ্য। [স] বি লুপ্তনদক্ষতা। 'অপহরণনৈপুণ্যে নিজের সংযমে আমি নিজেই বিশ্বিত হই'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

অপহরা। [স অপহরণ]। ১ ক্রি লোপ করা। 'পিতৃ, শ্রেয়, বায়ু বলে কতু আক্রমিছে অপহরি জ্ঞান তার'। মাইকেল, ১৮৬১। ২ ক্রি দূর করা। 'ভয় অপহরি রাখে এ জন্মায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ ক্রি অপহরণ করা। 'সামান্য যা আছে আমার লয় তা অপহরি'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

অপহর্য। [স] বি অপহরণকারী। 'তবে অপহর্যকে কি আমি তিরস্কার করি না?'। মাইকেল, ১৮৫৯।

অপহারক। [স] বি লুপ্তনকারী। 'টাকা অপহারক বলিতেছে ...'। মশাররফ, ১৮৮৫।

অপহর্যী। [স] বি অপহরণকারী। 'আপনার ... জয়নাব-কুসুমের বিধিসম্মত অপহর্য'। মশাররফ, ১৮৮৫।

অপহৃত। [স] ১ বিণ লুপ্ত। 'বিদ্যা দমস্কর্তৃক অপহৃত হইতে পারে না'। কুমারী, ১৮৩০। ২ বিণ প্রাসক্ত। 'নিশাকর দ্বারা অপহৃত প্রমুখ ও শুভবর্ণ আকাশের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হইতেছে'। অক্ষয়, ১৮৪৩।

অপহৃত-চেতনা। [স] বিণ অচেতন। 'শেবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অর্ধ নিদ্রাভিভূত, অর্ধ জাগ্রতাবস্থায় রহিল'। বঙ্গদর্শন, ১২৭৪।

অপহৃত-মানস। [স] বিণ মনকে হরণ করে এমন। 'জুলিয়ার মনোহারী বদনশোভা দর্শন করিলে কেই বা অপহৃত-মানস না হইত'। কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

অপহৃত্য। [স] বিণ স্ত্রী অপহরণ করা হয়েছে এমন। 'অপহৃত্য নারীটোও মুগলমান'। বুলবুল, ১৯৩৩।

অপহেলা। [স অবহেলা] ১ বি উপেক্ষা। 'তাহার পরামর্শ অপহেলা করিয়া এ বিষয়ে আপনারা কিছু পরিচয় করিলেক না'। তারিখী, ১৮০৩। ২ বি অবজ্ঞা। 'নারী জাতি অপহেলার পাত্রী'। জ্ঞানানুগম, ১৮৫২।

অপহুব। [স] ১ বি অধীকার। 'তাহাও আমরা অপহুব করিতে পারি না'। দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি মিথ্যাকথিত। 'কত বিবাহ করিয়াছেন তত্ত্ববরণ অর্পণ করিতে অপহবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল'। জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

অপহুবকারী। [স সন্ধিতে ই-কার] বি সত্যের অপলাপকারী; অসৎ ব্যক্তি। 'এ অপহুবকারিদিগের অবস্থিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না'। দর্পণ, ১৮৩৬।

অপহৃতি। [স] বি কাব্যলঙ্কারবিশেষ। 'অপহৃতি, শুদ্ধপ্রদ্বন্দ্ব, শাবী, কালসার প্রভেদিকা প্রভৃতি অমৃত শব্দচাতুরী'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অপা। [স আত্মা] বি আত্মা। 'অপণে অপা বৃহ ত্ব নিঅমণ'। চর্য্য ৩২, ১২০০।

অপাণ্ডেয়। [স] ১ বিণ একধরে। 'আবদুর রহমান বরঞ্চ অপাণ্ডেয় হতে

অপাক

পারে।' মুজতবা, ১৯৪৯। ২ *বিশ* বেমানান। 'এক কোণে একটি আলু অপাকের হওয়ার দুখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে।' মুজতবা, ১৯৪৯। ৩ *বিশ* অগ্রহণযোগ্য। 'অবিশ্রম শকাব্দীর ব্যবহার বাংলায় অপাকডেয়।' হাই, ১৯৫৪। ৪ *বিশ* নিম্নমানের। 'তাদের ভাষাও ছিল অপাকডেয়।' হাই, ১৯৫৪। ৫ *অপাঙ্কডেয়*

অপাক [স] ১ *বি* রান্না করা উচিত নয় এমন খাবার। 'নব বিবি ... স্বপাকে অপাক আহার করেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ *বি* বদহজম। 'কেল অকটি এবং অপাক হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অপাকা [স অপক] *বিশ* পাকা নয় এমন। 'অপাকা কঠিন ফলের মতন,/ কুমারী, তোমার প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অপাঙ্কডেয় [স] *বিশ* অসমকক। 'স্ট্রীমারের কোণে অগ্রতিভ, অপাঙ্কডেয়, অনাহৃত অতিথির মতো।' সূদীন্দ্র, ১৯০৩। ৫ *অপাঙ্কডেয়*

অপাঙ্গ [স] ১ *বি* বৃক্ষবিশেষ। 'ওকড়া যুথুরা কাটে অপাঙ্গ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বিশ* কটাক। 'ময়মত্ত-ত্ব অপাঙ্গবাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বি* চোখের প্রান্ত। 'অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হএ মূনি মন ভঙ্গ।' আলগোল, ১৬৮০।

অপাঙ্গবাণ [স] *বি* কটাকরূপ তির। 'ময়মত্ত-ত্ব অপাঙ্গবাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অপাঙ্গরসরঙ্গিণী [স] *বি* ঙ্গী কটাক বাণ নিয়ে খেলা করে যে। 'অপাঙ্গরসরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা আমি যদি কাণা হইতাম!"' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অপাঙ্গলোচন [স] *বি* আড়চোখ। 'অপাঙ্গলোচন দেখি/ মেহযুতা বিধুযুগী।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

অপাঙ্জ [স অপাং] *বিশ* অসমর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অপাঙ্জমান [স অপাংমান] *বিশ* অসমর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অপাট [স] *বি* অনিয়ম। 'আমি অপাট করেছি তাই বৃথি ঠাকুরপন খেতে দেবে না?' গিরিশ, ১৮৮৯।

অপাঠ [স] *বি* পাঠ না-করা। 'অনেকই বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু।' দর্পণ, ১৮১৮।

অপাঠা [স] ১ *বিশ* পাঠের অযোগ্য। 'মাহারদিসের অপাঠা বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ *বিশ* পড়া উচিত নয় এমন। 'যাহা অপাঠা, তাহা বালক প্রণীত হউক বা বৃদ্ধ প্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য।' বঙ্কিম, ১৮৫১। ৩ *বিশ* পাঠাপুঙ্ক নয় এমন। 'অপাঠা সব পাঠা কেভাব সামনে আছে খোলা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অপাটুর [স] *বিশ* পাটুর নয় এমন। 'বিরহ-তপ্ত অপাটুর ক্রান্ত ভালে তাঁর ইষতর্জ মল্লিকান্দর স্পর্শ করে ...।' মুজতবা, ১৯৬০।

অপাতক [স] *বিশ* নিষ্পাপ। 'অপাতক হৃদচিহ্নে দেহ কুণ্ডল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অপাতিয়ান [স অপ্রত্যয়] *বিশ* অবিশ্বাস্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপাতিয়ারা *বিশ* অবিশ্বাসী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপাত্রা [স] ১ *বি* অসৎ পাত্র। 'মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'পাত্রে নাহি দিল দান অপাত্রে করিল মান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* দুর্জন। 'অপাত্রে বিশ্বাস করিয়ে, অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ *বি* অযোগ্য পাত্র। 'অপাত্রা বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সংপাত্র পাব কোথায়।' রবীন্দ্র,

১৯০৮।

অপান [স] *বি* (যোগ) মানবদেহের কঙ্কিত পঞ্চাযুর অন্যতম। 'প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।' চণ্ডী, ১৫৫০।

অপান বায়ু [স] *বি* নিম্নগামী বাতাস। 'বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান বায়ু।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অপাপ [স] *বিশ* নিষ্পাপ। 'খুন্দনারে ধনপতি মুখিল অপাপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অপাপপুরুষ [স] *বি* নিষ্পাপ ব্যক্তি। 'ওহে অপাপপুরুষ, মীনহীন আমি এসেছি পাপের কূপে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অপাপবিদ্ধ [স] *বিশ* নিষ্পাপ। 'মিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অপাপবিদ্ধা [স] *বি* ঙ্গী নিষ্পাপ নারী। 'গৃহিণী নিজেকে মনে করছে গৃহত্যাগিনীর তুলনায় দেবী, অপাপবিদ্ধা।' অন্নদা, ১৯২৮।

অপাবু [স] *বি* আবরণহীন। 'হে পুষ্প, হে পরিপূর্ণ, হে অপাবু, তোমার হিরণ্য পাতের ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অপাবৃত [স] *বিশ* আবরণমুক্ত; উন্মোচিত। 'এই কালে তনু মেঘাবরণখরা শরী অপাবৃত হইলেন।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

অপায় [স] ১ *বিশ* নিশেষিত। 'মুম্বাস অপায় মাধব পরবেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* অমঙ্গল। 'উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অপার [স] ১ *ক্রি* *বিশ* সীমাহীনভাবে। 'সতে পাষাণীয়ে মদ বোলয়ে অপার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ *বিশ* অসীম। 'প্রভুর সন্তোষ অপার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অপার সংসার নাহি পার পার।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ *বিশ* অনিশেষ। 'তোমার মহিমা/ অপার অসীমা।' মদনিকরায়, ১৭৮১।

অপারক [স] *বিশ* অপারগ; অসমর্থ। 'আমি ইহাতে অপারক নহি।' রামরায়, ১৮০১।

অপারগ [স] ১ *বিশ* অসমর্থ। 'জমিদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী অস্ত্রধারণে অপারগ।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ *বিশ* অদক্ষ। 'মৃত্যু হল সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তবু, অপারগ ধাত্রীর হাতে।' জীবন, ১৯৩০।

অপারগ [স অপার] *সর্ব* অপর। 'ইহাতে অপারগ সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।' রামরায়, ১৮০১।

অপারনিমান *বি* অপমান। 'এহাতে তোমারদিসের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি?' অত্মোনিয়ো, ১৭৪৩।

অপারমিতা [স] *বিশ* অপরিমেয়। 'অলোকসম্বব তাঁর সাধনা, অপারমিতা তাঁর প্রতিভা।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অপারী [স অপারী] *বি* পার হতে পারে না যে। 'দয়ালচাঁদের দয়া হইলে পারে যায় অপারী।' লালন, ১৮৯০।

অপারেটর [স] *বি* যে যন্ত্রাদি চালনা করে। 'অপারেটর খবর দিল, ফোনে কে ভাকছে ...।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

অপারেশন [স] *বি* অপেরাচার। 'অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি।' রোকেয়া, ১৯২১।

অপারেশন করা [স] *বি* অপারেশন+করা। *ক্রি* অপেরাচার করা। 'জোলা তাকার এসে অপারেশন করল শেখটায়।' শিবরাম, ১৯৫০।

অপারেশন টেবিল [স] *বি* অপেরাচারের টেবিল। 'অপারেশন

টেবিলে শুইয়া গোপি কপিলার হাত শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল।' মানিক, ১৯৩৬।

অপার্থিব [স] ১ *বিণ* স্বর্গীয়। 'প্রেমের দুই মূর্তি - অপার্থিব ও পার্থিব।' *ফজল*, ১৯১৩। ২ *বিণ* অলৌকিক। 'পিতার যন্ত্র স্নেহ ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

অপার্থিবা [স] *বিণ* স্ত্রী পৃথিবীর বহুস্পর্শন্য। 'নারী হয়ে রক্তমাংসহীন অপার্থিবা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

অপার্থিয়া [স প্রাধান্য] *বিণ* হাযের। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অপালা [স] *বিণ* পালন করা যায় না এমন। 'এ অনুরোধ অপালা।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অপি [স] *অব্য* পুনরায়। 'আত্মারামা অপি অপি গর্হা অর্থ কয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অপিক্ষা [স অপেক্ষা] *বি* দেবির। *ক্যালফ*, ১৭৯২; 'সর্বনাশ হওয়ার সময় উপস্থিত জানিও তাহারও আর বিস্তর কাল অপিক্ষা নেই।' *রামরায়*, ১৮০১।

অপিক্ষে [স অপেক্ষা] *বি* অপেক্ষা। 'দোষ নয় তো যেন সাবান হাতে তুলে গায়ে মাখার অপিক্ষে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অপিচ [স] *অব্য* অধিকতর। 'অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সমাপনপত্র সম্পাদক হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অপিধান [স] *বি* আড়াল। 'অন্তরে রাখিল মোরে অপিধান করি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অপিনিয়ন [স] *বি* মতামত। 'কৌশেলির নিকট হইতে অপিনিয়ন লইতে হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অপিস [স] *বি* দক্ষরত। 'তিনি বোট অপিসের মাঝি ছিলেন।' *ভ্রমর*, ১৮২৫।

অপিস-টাইম [স] *বি* অফিসে কাজের সময়। 'সবরাই অপিস-টাইম এমন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

অপুত্র [স] *বিণ* পুত্রহীন। 'একমাত্র অপুত্র বঞ্চিত মনোরথ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অপুত্রক [স] *বিণ* পুত্র সন্তান নেই এমন। 'সুনিএরা অপুত্রক রাজা তাহে আইল দেখিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপুত্রবতী [স] *বিণ* স্ত্রী পুত্রসন্তান নেই এমন। 'শশীকে যে অপুত্রবতী রমণী গভীরভাবে স্নেহ করে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অপুত্রা [স] *অপুত্রা* *বিণ* পুত্রহীন। 'অপুত্রা নৃপতিএ পাউক পুত্রবর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অপুন্ন [স] *অপূর্ণ* *বি* অপর্যাপ্ত; বাকি থাকা। 'জে অপুন্ন হয় সমাচার লিখিবে।' *ভীতি*, ১৭৯২।

অপুরুব [স] *অপূর্ব* *বিণ* খুব সুন্দর। 'অপুরুব কুচ চতুর্বাৎ যুগল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অপুট [স] *বিণ* পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এমন। 'আহার্যভাবে বহুসন্তানের শরীরটা যেমন অপুট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিপতি লাভ করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপুটাসী [স] *অপুট*+স *স্ত্রী* *বিণ* রোপা-পটকা। 'কিন্তু তাই বলে অপুটাসী নয়।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

অপুটিকর [স] *কিণ* পুষ্টি কম আছে এমন। 'অপুটিকর খাদ্য গ্রহণ।' *আজাদ*, ১৯৫৫।

অপুষ্পক [স] ১ *বিণ* ফুলহীন। 'ফণিমনসায় ধরিল যে-অপুষ্পক শীঘ্র।' *সুশীল*, ১৯০২। ২ *বিণ* নিমূল। 'অপুষ্পক সময় বইছে, পূজন্য নেই আর।' *আর*। 'মহমুদ', ১৯৬৬।

অপূজা [স] *বিণ* পূজার অযোগ্য। 'দোকের নিকট অপূজা হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অপূর্ণনীয় [স] *বিণ* পূরণ করা যায় না এমন। 'এরূপ একজন নেতাকে হারাইয়া দেশের অপূর্ণনীয় ক্ষতি হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অপূর্ণ [স] ১ *বিণ* অনুর্ধ্ব। 'অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়স্কপূর্ণ্যতঃ' *দর্পণ*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* পরিপূর্ণ নয় এমন। 'অপূর্ণ স্বপন-সুট মানুষেরা ... এই আশা, এই তার একমাত্র পন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *বিণ* অসমাপ্ত। 'দুর্বল মোরা, রক্ত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ *বি* অপূর্ণতা। 'অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অপূর্ণতা [স] *বি* পূর্ণতার অভাব। 'আছে এক সীমাহীন অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অপূর্ণাঙ্ক [স] *অপূর্ণ*-অঙ্ক *বিণ* পূর্ণাঙ্ক নয় এমন। 'স্বামীর সহায়তা ছাড়া স্ত্রীর জীবন অপূর্ণাঙ্ক।' *বেগম*, ১৯৪৮।

অপূর্ব, **অপূর্বক** [স] ১ *বিণ* অতুতপূর্ব। 'বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অত্যন্ত সুখাদু। 'অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিণ* চমৎকার। 'দেবিল অপূর্ব কত দুর্বা আঁখি ঠাঞি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৪ *বিণ* অতি উৎকৃষ্ট। 'জামাকে এই অপূর্ব নীতি কহিয়া গেল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ *বিণ* আশ্চর্য। 'তাহার আর এক অপূর্ব যুক্তি দেখ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৬ *বিণ* সুন্দর। 'সোথায় কি চুপে চুপে অপূর্ণ নতুন রূপে হয় সে সমস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৭ *বি* ভবিষ্যৎ। 'ভুলারে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে যার খোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অপূর্বকলা, **অপূর্বকলা** [স] *বি* (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগ বরাড়ী, অপূর্বকলা।' *বড়ু*, ১৫৭০।

অপূর্বতা [স] *বি* অভিনবত্ব। 'তাহার অপূর্বতা প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

অপূর্বত্ব [স] *বি* অভিনবত্ব। 'একটি সামান্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল - তাহার কোনো অপূর্বত্ব রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

অপূর্বলব্ধ [স] *বিণ* অতুতপূর্বভাবে অর্জিত। 'জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞান, অপূর্বলব্ধ বৈভব।' *মুক্ততবা*, ১৯৬০।

অপূর্বসুন্দরী, **অপূর্বসুন্দরী** [স] *বিণ* অত্যন্ত রূপসী। 'এক অপূর্বসুন্দরী অলসাকে ... অবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যঞ্জয়*, ১৮১০।

অপেক্ষন [স] *অপেক্ষণ* *বি* তত্ত্বাবধান। 'বুখিয়া স্ত্রীরাম তার কৈল অপেক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অপেক্ষমাণ [স] *বিণ* অপেক্ষা করছে এমন। 'মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমাণ।' *গোলালী*, ১৯৪৫।

অপেক্ষা [স] ১ *বি* প্রতীক্ষা। 'সহিতে অপেক্ষা বিষম পরীক্ষা দিলাও যুবতিজনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* খাতির। 'তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমি শুধু আমি।' *কাশীরাম*, ১৫৫০। ৩ *বি* অপায়ান। 'উপর্যুক্ত অন্য কালে অপেক্ষা আদর।' *ঘনরাম*, ১৭১১। ৪ *অব্য* চেয়ে; থেকে। 'তাহা অপেক্ষা বড়।' *কেরি*, ১৮০২। ৫ *বি* ভৃত্য। 'এ বিবাহে তোমার তাহার অপেক্ষা নাই।' *মৃত্যঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ *বিণ* অবশিষ্ট। 'আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও ইয়া উঠিবেক।' *ভবানী*,

১৮২৫। ৭ বি প্রত্যাশা। 'কমিটি হইতে যে লিপির অপেক্ষা আছে তাহার অভাবে এই পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৭।
৮ বি প্রয়োজন। 'এদেশের বিষয়ে আরও কিছু বিবেচনা করিবার অপেক্ষা আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অপেক্ষাকৃত [স] জিবিব তুলনামূলকভাবে। 'ইতিহাসাদি অধ্যয়নের সময় যে অপেক্ষাকৃত অল্প তাহার সন্দেহ নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অপেক্ষাকৃতর [স] বিগ অপেক্ষা করছে এমন। 'আলোর মুখে অপেক্ষাকৃতর বসে থাকা।' জীবন, ১৯৪০।

অপেক্ষাকৃত [স] বিগ স্ত্রী প্রত্যাশা করে আছে এমন। 'পাতা আর ফুলে নব্বা বানিয়ে তারি অপেক্ষাকৃত।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

অপেক্ষার্থী [স] ১ বিগ অপেক্ষাকৃত। 'কোন এক অনুঘটকের অপেক্ষার্থী।' শওকত, ১৯৪৬। ২ বিগ অপেক্ষাকারী। 'আর কী যেন প্রব্লেম জ্বাবেবের অপেক্ষার্থী।' শওকত, ১৯৭২।

অপেক্ষা [স] বিগ প্রত্যাশারত। 'কোথাও প্রাচীন ছায়াবটের তলে যোগ্যতীর অপেক্ষা দৃষ্টি চারিটি পারের যাত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অপেক্ষা [স] অপেক্ষণ-। কি অপেক্ষা করা। 'বর্ণ অপেক্ষিয়া আছে তোমা-তরে আজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অপেয়ে [স] বিগ পানের অযোগ্য। 'অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয়ে সে নীর।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

অপেয়পান [স] বি নিষিদ্ধবস্ত্র পান। 'সর্বদা গীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্য গমনে অপেয়ে পানে মৃতিমন্ত এক অধর্ম।' ভবানী, ১৮২৮।

অপেরণ [স] বি নৈতিক বিচ্যুতি। 'ভার অপেরণে অপচরিত্র প্রটাই প্রকট।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

অপেরা [ই] বি গীতিনাট্য। 'সেদিন "মানভঙ্গ" অপেরা অভিনয় হয়তেরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অপেরাগ্রাস [ই] বি নাটক অথবা অপেরা দেখার জন্যে যুক্ত হোটে দূরবিন। 'আমি অপেরাগ্রাস আনাইয়া দেখিলাম।' উজ্জ্বল, ১৯৩৮।

অপেরাপাটি [ই] বি যাত্রাদল। 'বিনোদিনী অপেরাপাটি ... অভিনয় করার সময়।' মানিক, ১৯৩৬।

অপেরাদী [স] অপরাধী বিগ অপরাধী। '... সেইয়া রাজাই এ অপেরাদী তাহা মাথা কাটে না।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

অপোগণ [স] ১ বিগ অল্পবয়স্ক। 'অপোগণ বালকের ধন রক্ষণে নিযুক্ত করিতেছেন ...।' সেবধি, ১৮৩৯। ২ বি নিষ্ঠ। 'অন্ত্রলোকের সাত ছেলে-মেয়ে এবং অপোগণ কোলে একজন বি।' শিবরাম, ১৯৪০।

অপোজিশন [ই] বি বিরোধী পক্ষ। 'সে-ই অপোজিশন লিড করছে মুসলমান তরফ থেকে।' নজরুল, ১৯৩০।

অপোরাদ [স] অপরাধ বি অপরাধ। 'আমার অপোরাদ কি?' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

অপৌরুষ [স] ১ বিগ কাপুরুষতা। 'আমাদের অপৌরুষ করে না কি ক্ষমা গুণ নিহাদের হাতে বাহ্যবাহ্য তোমার নিপাত।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিগ অলৌকিক। 'সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দূনে।' সূরীন্দ্র, ১৯৪৫।

অপৌরুষেয় [স] ১ বিগ অলৌকিক। 'মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিগ অতিমানবিক। 'এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অপৌরুষেয়ত্ববাদ [স] বি অলৌকিক বিশ্বাসনির্ভর মতবাদ। 'অপৌরুষেয়ত্ববাদ, সম্যকত্ববাদ, এবং অনুকৃতিবাদ এই তিনটি যুক্তিসঙ্গত তথ্য ওঠে।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

অপৌরুষেয়া [স] বিগ স্ত্রী অলৌকিকভাবে আগত। 'ভাবা অপৌরুষেয়া বা ইশ্বর প্রদত্তা।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

অপ্যাণা [স] আত্মনা সর্ব নিজ। 'দিসই পর অপ্যাণা।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

অপ্রকট [স] বিগ অস্পষ্ট। 'এ প্রকার সন্ধি সঙ্ঘটনার বিকট রচনায় প্রকট ভাষাও অপ্রকট হয়।' দর্পণ, ১৮৩০।

অপ্রকটিত [স] বিগ অপ্রকাশিত। 'এই পুস্তক প্রকট হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪১।

অপ্রকল্যা [স] বিগ কল্যাণ করা যায় না এমন। 'তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত ... নিশেদ, অপ্রতর্ক, অপ্রকল্যা, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

অপ্রকাশ [স] ১ বি গোপন। 'কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপুঞ্জা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিগ অপ্রকাশিত। 'সুতরাং এমত মহাপুঞ্জের "জীবনচরিত্র" অপ্রকাশ থাকাতো অনেকই ক্ষু- হইতে পারেন।' গুণ, ১৮৫৫।

অপ্রকাশরূপে জিবিব গোপনে। 'অপ্রকাশরূপে পুণ্ডবনে পতিমাস্য হইয়া ও কাহা বুলিয়া যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২০।

অপ্রকাশলোক [স] বি অদৃশ্যমান জগৎ। 'প্রকাশলোকের অন্তরে অদৃশ্য অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অপ্রকাশিত [স] ১ বিগ সুপ্ত। 'তাহার গুণ ও বিজ্ঞতা অনেককাল পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিগ গোপন। 'মন্ত্রণা, যত কর্তব্য বলিষ্ঠ হইলে, অপ্রকাশিত থাকে না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অপ্রকাশিতব্য [স] বিগ প্রকাশ করার অনুপযুক্ত। 'পছন্দ না থাকাই কর্তব্য এবং থাকলেও তা অপ্রকাশিতব্য।' বেগম, ১৯৪৭।

অপ্রকাশ্য [স] ১ বি গোপন। 'কোন সন্ধান প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ... হাত না দিবে।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বিগ গোপনীয়। 'তাহা অপ্রকাশ্য থাকাই উচিত।' দর্পণ, ১৮৩২।

অপ্রকৃ [স] অপ্রকৃত বিগ অসত্য। 'কোন নালিস অপ্রকৃ ঠাইরলে সমোচিত সাধি হবেক।' চৈত্রী, ১৭৯২।

অপ্রকৃত [স] ১ বিগ যথার্থ নয় এমন। 'এ কিছু অপ্রকৃত কার্য নহে।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিগ মিথ্যা। 'তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অপ্রকৃতানুমান [স] অপ্রকৃত-অনুমান বি অপ্রকৃত ধারণা। 'তদনানুমান অপ্রকৃতানুমান জ্ঞান করেন।' জ্ঞানারূপদায়, ১৮৫২।

অপ্রকৃতিস্থ [স] ১ বিগ অব্যাবহিক। 'কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছে যে। 'ছবি অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

অপ্রকৃতিস্থা বিগ স্ত্রী অব্যাবহিক। 'সেই অপ্রকৃতিস্থা প্রকৃতির শকা, বেদনা, ভীতি।' মণীশ, ১৯৩৯।

অপ্রকৃতি [স] বিগ নিকৃষ্ট। 'মোক্তারের অবিরত অপ্রকৃতি কার্যে রত।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

অপ্রখর [স] *বিণ* প্রখর নয় এমন । 'একতারার মতো অপ্রখর নদী-স্রোতের মৃদুল গুলন ।' *নজরুল*, ১৯৩০ ।

অপ্রগল্ভ [স] ১ *বিণ* সন্মম রক্ষা করে কথা বলে এমন । 'কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্ভ অশ্রমত ধীর হন ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬ । ২ *বিণ* অপ্রকট । 'তাঁর এই সহায়তা ছিল অপ্রগল্ভ, কিন্তু সকল প্রকারেই খুব খাঁটি ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮ । ৩ *বিণ* শালুক । 'অপ্রগল্ভ সূর্যাস্ত-আভার ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০ ।

অপ্রগল্ভা [স] *বিণ* স্ত্রী অল্পভাষী । 'যে স্ত্রী ... প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্ভা ।' *দর্পণ*, ১৮২২ ।

অপ্রচল [স] *বিণ* অচল । 'বৈরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১ ।

অপ্রচলন [স] *বি* অচলন । 'ছবির মূর্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোকাও দুঃসাহ্য ।' *অবন*, ১৯২৫ ।

অপ্রচলিত [স] *বিণ* প্রচলিত নয় এমন । 'সেই কথা-কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭ ।

অপ্রচার [স] *বিণ* প্রচলিত নয় এমন । 'হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার ।' *গুণ*, ১৮৫৮ ।

অপ্রচুর [স] *বিণ* সামান্য । 'কিন্তু তা হলেও সমস্যার তুলনায় এ প্রচেষ্টা কত অপ্রচুর ।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯ ।

অপ্রজ্জ্বল [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল । 'যা ছিল অপ্রজ্জ্বল ধোয়ার গোপন আচ্ছাদনে তাও নিবল ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫ ।

অপ্রজন [স] ১ *বি* বিবাদ । 'তাহার সহিত শিবানন্দের অপ্রজন হইয়া ... ।' *রামায়ণ*, ১৮০১ । ২ *বি* অসন্তান । 'বিধানের সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধর্ম-ব্যবসায়ীর আন্তরিক অপ্রজন উৎপন্ন হইয়াছে ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪ । ৩ *বি* বিদ্রোহ । 'অপ্রজন হয় এবং প্রজাগণও বিদ্রোহ মত অপ্রজন করিতে চলে ।' *সুপ্ত*, ১৮৭৩ । ৪ *বি* প্রেমহীনতা । 'কেবল অপ্রজনন, অপ্রণয় তব সেও আমি সব অকাতরে, রোমানল লব হইব পাতি ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯ ।

অপ্রতর [স] ১ *বিণ* স্রোতহীন । 'আপনারে করেছি একেলা, নিঃস্ব অপ্রতর পরিবার মাঝে ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২ । ২ *বিণ* বদ্ধ । 'তবু শুদ্ধ বিধাতাকে সাধি - মনে নিতে পারি যেন অপ্রতর অসীমের বাহ ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৫৩ ।

অপ্রতর্ক্য [স] *বিণ* তর্ক দ্বারা স্থির করতে পারা যায় না এমন । 'তাহার পর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া ... নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য, অপ্রকল্প্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন ।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১ ।

অপ্রতিবন্ধিত [স] *বিণ* বঞ্চিত করা হইনি এমন । 'অভিযোগে আজও কম-বেশি অপ্রতিবন্ধিত রয়ে গেছে ।' *শিব*, ১৯৫০ ।

অপ্রতিহত [স] *বিণ* দানবহসে অস্বীকৃতি জানায় এমন । 'জনসন বিদ্যাসাগরের মতই অপ্রতিহত এবং স্বকীয়তন্ত্রী ছিলেন ।' *রমেন*, ১৯৭০ ।

অপ্রতিজ্ঞা [স] *বি* অস্বীকারের অভাব । 'ওরকম সব প্রতিজ্ঞা অপ্রতিজ্ঞার কোনো মানে নেই ।' *জীবন*, ১৯৩১ ।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব [স] *বিণ* প্রসঙ্গীত । 'যাঁরা... বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্ব বিকাশ ঘটান তাঁদের সকলেরই ইংরেজি ভাষার দখল ছিল ।' *শিব*, ১৯৫৬ ।

অপ্রতিদ্বন্দ্বিত [স] *বিণ* অপ্রতিহত । 'এমন অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বিত ক্ষমতার অধিপত্যকে কবিসম্রাট বলা যায় বৈকি ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩ ।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী [স] *বিণ* সমকক্ষতাহীন । 'দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ

অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও অদ্রুপ ।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৫ ।

অপ্রতিবন্ধ [স] *বিণ* অসংযত । 'দুই বাংলাতেই প্রাকৃতিকতাহীন, অপ্রতিবন্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ... ।' *শিব*, ১৯৫৬ ।

অপ্রতিবিধেয় [স] ১ *বিণ* প্রতিবিধান করা যায় না এমন । 'স্বীয় প্রিয় বয়স্যের এবিধ অপ্রতিবিধেয় স্মরণদশার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নিরতিশয় বিষমুদ্রা হইল ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭ । ২ *বিণ* নিবারণ করা যায় না এমন । 'দেবতারা যে এদের প্রতিকূল, এই-ই দেখছি অপ্রতিবিধেয় ব্যাধি ।' *মাইকেল*, ১৮৭৩ ।

অপ্রতিভ [স] ১ *বিণ* বিবৃত । 'অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাসক্ত ।' *দর্পণ*, ১৮২১ । ২ *বিণ* অপ্রস্তুত । 'স্বীয় ক্ষমতায় অপ্রতিভ ও বিস্ময়ে একান্ত ত্ত্বিত হইয়া পড়ে ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪ । ৩ *বিণ* বলে উঠতে না পারে । 'হাস্যপরিহাস করতেন তা হলে তিনি মহা অপ্রতিভ হয়ে বসে উঠতেন ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১ ।

অপ্রতিভভাবে [স] *ক্রি* *বিণ* অপ্রস্তুতভাবে । 'ভদ্রলোক অপ্রতিভভাবে মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন ।' *বনফুল*, ১৯৩৬ ।

অপ্রতিভমুখ [স] *বি* অপ্রস্তুত মুখ । 'অপ্রতিভমুখে শানিকরূপ চূপ করিয়া রহিলেন ।' *বনফুল*, ১৯৩৬ ।

অপ্রতিভতা [স] *বি* অপ্রস্তুত অবস্থা । 'অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল ।' *বিভূতি*, ১৯২৯ ।

অপ্রতিম [স] *বিণ* অতুলনীয় । 'তাঁহা সঙ্কলিত ও প্রথিত করিয়া অপ্রতিম পৃথিবীরের কটদেশে লখনায় করা কর্তব্য ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪ ।

অপ্রতিযোগ্য [স] *বিণ* প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্য । 'আপনাকে আপন অরির প্রতিযোগ্য জানিয়া এক মনুষ্যের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলেক ।' *তারিণী*, ১৮৩৩ ।

অপ্রতিরূপ [স] *বিণ* অপ্রতিদ্বন্দ্বী । 'পত্রসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিরূপ ।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০ ।

অপ্রতিরোধ্য [স] *বি* কোনো রকম বাধা না দেওয়া । 'অনেকের দ্বারদ্বা অপ্রতিরোধ্যের দ্বারা শত্রুর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারা সম্ভব ।' *অন্নদা*, ১৯৩৭ ।

অপ্রতিরোধ্য [স] *বিণ* বাধাহীন । 'উচ্ছল মনোবৃত্তি কিছুটা অপ্রতিরোধ্য রূপেই দেখা দেয় ।' *বেগম*, ১৯৪৯ ।

অপ্রতিহত [স] *বিণ* ক্ষমতাহীন । 'অতিরিক্ত সংক্রাম কেটে গেল ... রাজপথ থেকে স্কীট বৃকে অপ্রতিহত পৌকমেরে বোড়ে ।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩২ ।

অপ্রতিহত [স] ১ *বিণ* বাধাহীন । 'অপ্রতিহত প্রভাবে ... মানসসম্মম ও ধনৈশ্বর্য্য বিজুড়িত হইয়াছেন ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬ । ২ *বিণ* অব্যর্থ । 'অপ্রতিহত বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে কল্পনা করিয়া, ঐকরূপ পাঠ তুলিয়াছেন ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩ । ৩ *বিণ* প্রতিহত করা যায় না এমন । 'জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধান নয় ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭ ।

অপ্রতিহতগামিনী [স] *বিণ* স্ত্রী অব্যাহত চলে এমন । 'অপ্রতিহত-গামিনী ভাষা ও ভাবের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭ ।

অপ্রতিহতচিত্ত [স] *বিণ* বাধা মানে না এমন মনের অধিকারী । 'পূর্বকালে অপ্রতিহতচিত্ত মহোৎসাহী হিন্দুরা স্থলপথে ও জলপথে ... গমনাগমন করিতেন ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬ ।

অপ্রতীত [স] *বিণ* অজ্ঞত । 'গ্রাম্য পদের ন্যায় অপ্রতীত পদ কাব্যে অব্যবহার্য্য ।' *প্রথম*, ১৯২৯ ।

অপ্রতুল [স] ১ *বি* অভাব; টানটানি । *ওঁস*, ১৭৮২ । ২ *বিণ* কমতি ।

অপ্রতুলতা

'তোমার কায়ের কোন বিষয় অপ্রতুল হবে না' কেরি, ১৮০২। ৩ বি অনটন। 'নবাব সাহেবের নিকট আত্মরাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া ...' রাজীব, ১৮০৫। ৪ বিণ অসম্ভব। 'দুশস্ত্র কুঁড়ির মতো কতদিন রবে তুমি শান্ত অপ্রতুল' মাহেনও, ১৯৪৯।

অপ্রতুলতা [স] বি অপর্যাপ্ততা। 'রাজকোষের অপ্রতুলতা দূরকরণ' দর্পণ, ১৮৩৫।

অপ্রত্যক [স] বিণ সরাসরি দৃষ্টিগোচর নয় এমন। 'অপ্রত্যক পুরুষের শজিকো কল্পনা করা সে ব্যর্থ মাত্র' অক্ষয়, ১৮৪৩।

অপ্রত্যাক্ষীভূত [স] বিণ অপোচর। 'নভোমন্ডল নরলোকের অপরিক্রান্ত ও অপ্রত্যাক্ষীভূত থাকিয়া, ... ভ্রমণ করিলেন' অক্ষয়, ১৮৫০।

অপ্রত্যয় [স] বি অবিশ্বাস। 'কাক কেহ অপ্রত্যয় নাহিক সর্বথাএ' সুলতান, ১৭০০।

অপ্রত্যাশিত [স] ১ বিণ প্রত্যাশা করা হয়নি এমন। 'অপ্রত্যাশিত এই কষ্টবরে আত্মসংবরণ করিতে পারি না' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বিণ আকাল্পিত নয় এমন। 'একবারে অপ্রত্যাশিত' নজরুল, ১৯২৭।

অপ্রত্যাশিততা [স] বি আকস্মিকতা। 'তৃতীয় কারণ, চিঠিটার অপ্রত্যাশিততা' সুকান্ত, ১৯৪৩।

অপ্রত্যাশিতভাবে ১ ক্রিবিণ আকস্মিকভাবে। 'সেই কথাটাই আজ অর্ধরাতে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ ক্রিবিণ অনাকাল্পিতভাবে। 'শস্যসঞ্জাহ-কাল ছাড়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈয়াক্য ব্যাপারে' ওয়াশী, ১৯৬৮।

অপ্রধান [স] বিণ মুখ্য নয় এমন। 'কৃষি জিনিষটিও আজ ইউরোপের চেয়ে অতি অপ্রধান শিল্প' সবুজ, ১৯২০।

অপ্রমুদ্র [স] বিণ নিরানন্দ। 'কুমুদিনীরও চন্দ্রম্পর্শে অপ্রমুদ্র প্রাণ তো উচিত নয়' মাইকেল, ১৮৫৯।

অপ্রমুদ্রক [স] বিণ প্রমুদ্রকর নয় এমন। 'অপ্রমুদ্রকর হানে নবকুমার সঙ্গিগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

অপ্রবল [স] বিণ দুর্বল। 'ভাববাসের প্রভাব এখানে অপেক্ষাকৃত অপ্রবল' শিব, ১৯৫০।

অপ্রবুদ্ধ [স] বিণ অনুপলব্ধ। 'নিজের নিকটে অপ্রবুদ্ধ এবং বাহিরের নিকটে অজ্ঞাত হইয়া বিরাজ করিতেছিল' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অপ্রবৃত্ত [স] বিণ নিষ্কণ্ঠসাহী। 'অসম্বন্ধ, অপ্রবৃত্ত, ইতোভেদ, স্তন্যতনু - যা মনে আসে বলে যাও' মোতাহার, ১৯৩৭।

অপ্রবৃত্তি [স] ১ বি অনিচ্ছা। 'সে সকল বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও অশ্রদ্ধা জন্মে' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি অকৃতি। 'নিজের পেশার ওপর তার অপ্রবৃত্তি জন্মে গেছে' সেরেন, ১৯৫৩।

অপ্রমত্তা [স] অপ্রমত্ত বিণ প্রমত্ত নহে এমন। 'বিকল হইয়া চিত্ত কহে অপ্রমত্তা ভক্ত' মানিকরাম, ১৭৮১।

অপ্রমত্ত [স] ১ বিণ সংযমী। 'রাজদণ্ড ফিরে যাক নিজ অপ্রমত্ত মর্ত-অধিকার-মন্ডলে' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ নিরাসক্ত। 'অপ্রমত্ত দর্শক চারি দিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ বিবেচনাসূত। 'অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অপ্রমাণ [স] ১ বি মিথ্যা কথা। 'অপ্রমাণ নাহি কহি সভার ভিতরে' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিণ বাতিল। 'দলীল অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত'

বিদ্যা, ১৮৬৩। ৩ বিণ অপ্রমাণিত। 'তাহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায়' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অপ্রমাণিক [স অপ্রামাণিক] বিণ নকল। 'সে ব্যক্তি অপ্রমাণিক নহে' চন্দ্রিকা, ১৮৪৪।

অপ্রমাদ [স] বি সুবিবেচনা। 'তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবুদ্ধিতে সুসংযম' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অপ্রমিত [স] বিণ অপরিমের। 'বর্ধন না যায় যার গুণ অপ্রমিত' কাশীরাম, ১৮৫০।

অপ্রমুদিত [স] বিণ বিরাদপূর্ণ। 'আমাদের মন সংকুচিত বা অপ্রমুদিত হয়' অচিহ্ন, ১৯৫০।

অপ্রমের [স] ১ বিণ অপরিমের। 'চর্য্য চূষা লেহা পেয় পাতে পাতে অপ্রমের' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ প্রমাণ করা যায় না এমন। 'তুমি অপ্রমের, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অপ্রযুক্ত [স] বিণ অনূচিত। 'অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

অপ্রযোজ্য [স] বিণ প্রযোজ্য নয় এমন; অপ্রাসঙ্গিক। 'প্রথম কারণ আমাদের দেশে অপ্রযোজ্য' মাহেনও, ১৯৪৯।

অপ্রয়োগ [স] বি অপ্রচলন। 'মঙ্গল কার্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যাখ্যান ...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অপ্রয়োজনীয় [স] ১ বিণ অনাবশ্যক। 'বাবুর প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দুর্বাসাধী ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ অন্তর্ভুক্তপূর্ণ। 'প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অপ্রশংসা [স] বি নিন্দা। 'আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি' ১৮৭৫।

অপ্রশস্ত [স] ১ বিণ প্রতিকূল। 'এ অনুকূল গলহর, অপ্রশস্ত নহে' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ প্রশস্ত নয় এমন। 'বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মাল্য-বলে' মাইকেল, ১৮৬৬। ৩ বিণ সংকীর্ণ। 'হৃদয় অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা বুঝে ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল পানে' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৪ বিণ সর। 'একটি অপ্রশস্ত খামখেয়ালী বরনা নানা ভঙ্গীতে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অপ্রশস্ততা [স] বি সংকীর্ণতা। 'গৃহ সমুদায়ের অপ্রশস্ততা ও অস্বচ্ছলতা, এ রাজধানীর উৎসেদ দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অপ্রসন্ন [স] ১ বিণ অনাম্রহী। 'রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ অসন্তুষ্ট। 'ভগবতী বনদেবী কখনই আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবেন না' মাইকেল, ১৮৭৩। ৩ বিণ প্রতিকূল। 'কবি ভাবে, বিধি অপ্রসন্ন, বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অপ্রসন্নতা [স] বি ১ বি দুর্যোগ। 'আকাশে যখন অপ্রসন্নতা তখন তার আরা শান্তি নাই' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ অসন্তোষ। 'উপকারিতার অভাব লইয়া অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া থাকেন' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি বিশেষ। 'মানব মধ্যে অপ্রসন্নতা রেখা না' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অপ্রসন্নতাব্যাক্ত [স] বিণ অপ্রসন্নতা প্রকাশ করে এমন। 'তাদের অপ্রসন্নতাব্যাক্ত মুখভঙ্গী দেখে...' মোতাহার, ১৯৫০।

অপ্রসিদ্ধ [স] ১ বিণ অপ্রতিষ্ঠিত। 'স্বীকৃতির যাবিনতা কোন কালেই অপ্রসিদ্ধ ...' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ অজ্ঞাত। 'যে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিণ অপ্ৰামাণ্য। 'অযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ, কাল্পনিক বাক্যেতে পরিপূর্ণ যে

পত্রিকা তাহার অতিপ্রায় সকল ... ।' অক্ষয়, ১৮৪৫ ।

অপ্রস্তুত [স] ১ *বিণ* বিরহুল। 'অপ্রস্তুত করএ অতি সক্রপা ভাষে।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ *বিণ* অসম্পূর্ণ। 'অপ্রস্তুত মেষের মূল্য ৮ টাকা।' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ *বিণ* (কোনো অবস্থার জন্যে) তৈরি নয় এমন। 'আমরা অর্থাৎ শোশনবীস কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি।' বক্তিম, ১৮৭৫। ৪ *বিণ* বিব্রত। 'করণা অপ্রস্তুত হইয়া ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৫ *বিণ* অপ্রতিভ। 'তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আমার অজ্ঞতা যাপ করবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৬ *বি* বিব্রতকর অবস্থা। 'মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত পড়ে যেতেম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অপ্রস্তুতমুখে [স] *ক্রিবিণ* কথা বলতে প্রস্তুত নয় এমন মুখে। 'গৃহিণীর নিকট প্রায় প্রত্যহই বকুনি খান এবং অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

অপ্রাকৃত [স] ১ *বিণ* অপার্থিব। 'অপ্রাকৃত ব্রকের নেত্র মন।' কুমুদাস, ১৮৮০। ২ *বিণ* সং প্রকৃতির। 'অপ্রাকৃত ব্যক্তিকেই অর্থার্থ সাধু বলা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* অযথার্থ। 'ব্রাহ্মণ শূদ্র অপ্রাকৃত যৈষ্য।' বক্তিম, ১৮৭৯। ৪ *বিণ* অবান্তর। 'অন্যদেশী সমালোক তাহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ-অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'বাঙ্গলা তাঁদের হাতে অপ্রাকৃত হলেও, সংস্কৃত তাঁদের হাতে বিকৃত হয়নি।' প্রমথ, ১৯১৭।

অপ্রাকৃতিক [স] *বিণ* অলৌকিক। 'তার মহিমার প্রধান পরিচয় এই যে, সে অপ্রাকৃতিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অপ্রাচীন [স] *বিণ* নিকট-অতীত। 'অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে যে সেপে অনাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না।' সবুজ, ১৯১৭।

অপ্রাচ্য, অপ্রাচ্য [স] ১ *বি* অভাব। 'ইংলণ্ডীয় সকলেতেও এ দ্রাক্ষাক্ষ অপ্রাচ্য ছিল না।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২৬। ২ *বি* স্বল্পতা। 'আর ভূগোলবিদ্রাশ্রেরি অপ্রাচ্য হলে, সব সময়েই ওটা আলাদা করে অপ্রাচ্য পাওয়া যায়।' মুক্তভাব, ১৯৫৮।

অপ্রাণ [স] *বি* রক্ষণশীলতা। 'অতি ওরুতার অপ্রাণ চারি দিকে গদা উদ্যত করে দাঁড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অপ্রাণ লোক [স] *বি* অতীন্দ্রিয় জগৎ। 'মানুষ বেন প্রাণীরাছোয় রাজা হলেও অপ্রাণ লোকেরই অধিবাসী।' সবুজ, ১৯১৭।

অপ্রাণী [স] *বি* প্রাণ নেই যার। 'বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর বেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অপ্রাণিক [স] *বিণ* মায়া সৃষ্টি করে না এমন। 'প্রাণিক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বেরূপ অপ্রাণি আছে তেঁহ এমত না হইলে অপ্রাণিক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবক।' দর্পণ, ১৮২১।

অপ্রাণীয় [স] *বি* যা পাওয়া যায় না। 'অপ্রাণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস, দূরহ দূরাশার সে অনুচরিত ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অপ্রাণীয়া [স] *বিণ* স্ত্রী পাওয়া যায় না এমন। 'ভ্রমর অপ্রাণীয়া।' বক্তিম, ১৮৭৮।

অপ্রাণ্ড [স] *বিণ* অপ্রান্তবক্ষের মতো। 'অপ্রাণ্ড ব্যবহার।' দর্পণ, ১৮২০।

অপ্রাণ্ড-বয়ঃ [স] *বিণ* অপ্রান্তবয়ঃ। 'অপ্রাণ্ড-বয়ঃ-পৌর-কন্যা ... কাছেই আদর পায়।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৭২।

অপ্রান্তবয়ঃ [স] *বিণ* প্রান্তবয়ঃ হয়নি এমন। 'আমার সভোরা সমস্তই প্রায় অপ্রান্তবয়ঃ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অপ্রান্তবয়স্ক [স] *বিণ* স্ত্রী প্রান্তবয়ঃ নয় এমন। 'অপ্রান্তবয়স্ক

বালিকাকে লইয়া স্বাধীন গৃহস্থাপন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অপ্রান্তবা [স] *বিণ* পাওয়ার মতো নয় এমন। 'যে অপ্রান্তবা অলঙ্কার-যার মুখ দেখা যায় না প্রত্যক্ষ-চক্ষু।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অপ্রান্ত ব্যবহারশ্রম [স] *বি* কোট অব ওয়ার্ড; যে কর্তৃপক্ষ অপ্রান্তবয়ঃ শিশুদের সম্পদাদি রক্ষণসেবকদের দায়িত্ব পালন করে। 'অপ্রান্ত ব্যবহারশ্রম।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৭৪।

অপ্রাণি [স] ১ *বি* অভাব। 'অপ্রাণি নিমিত্তে মানস পূর্ণ হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ *বি* অসন্তোষ। 'ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাণি।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২৯।

অপ্রাণ্য [স] ১ *বিণ* পাওয়া যায় না এমন। 'এই পুস্তক এ দেশে অপ্রাণ্য।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ *বিণ* অলভ্য। 'দাস্তের ন্যায় তাহার লরও অপ্রাণ্য অনবিগম্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ *বিণ* অবিগম্য। 'আমাকে বেটন করে এতখানি নিবিড় নিস্তরতা। তাই আমি অপ্রাণ্য, আমি অচেনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অপ্রাপ্যতা [স] ১ *বি* অভাব। 'পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন দুঃখিরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয়।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ *বি* অপ্রাপ্তি। 'পুরাতন স্মৃতির যে সৌন্দর্য তাহা কেবল অপ্রাপ্যতা-নিবন্ধন নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অপ্রামাণিক [স] *বিণ* কোনো প্রমাণ নেই এমন। 'আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছিলাম সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বৃদ্ধিবার কারণ।' মুক্তভাব, ১৮২১।

অপ্রামাণ্য [স] ১ *বিণ* ভুল প্রমাণিত। 'এ সমাচার অপ্রামাণ্য হইল।' রামরায়, ১৮০২। ২ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'তিনি সূর্যসিদ্ধান্ত ও জ্যোতিকাণ্ডের যে রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহা উভয়ই অপ্রামাণ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অপ্রামাণ্যহেতু *ক্রিবিণ* প্রামাণিক না হওয়ায়। 'এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতু দোষকথন।' দর্পণ, ১৮৩০।

অপ্রাণীনী [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'এই অপ্রাণীনী অবস্থার নিমিত্ত একা ছোট কর্তাই দায়ী।' চাক্ষুঃপ্রকাশ, ১৮৭৩।

অপ্রার্থিত, অপ্রার্থিত [স] ১ *বিণ* তৃপনামূলক কম বাঞ্ছিত। 'আলকিমিটাই তাহার মনোগত উদ্দেশ্য, কেমিস্ট্রি তাহার অপ্রার্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ *বিণ* অনাকাঙ্ক্ষিত। 'এই অপ্রার্থিত অপরাধ সৃষ্টি আর রস ...।' অবন, ১৯২৫। 'অপ্রার্থিত, অনাবিষ্কৃত, এই, এইই চায় সে।' জীবন, ১৯৩১।

অপ্রাসঙ্গিক [স] ১ *বিণ* পারস্পর্যহীন। 'এ স্থলে তাহার বিষয় কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযুক্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ *বিণ* অসঙ্গত। 'অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষত্রুটি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ *বিণ* বাতুল। 'টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রাসঙ্গিক বাধা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ *বিণ* আলোচ্য বিষয়ের বাইরে। 'অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অপ্রাসঙ্গিকতা [স] *বি* অবাস্তব অবস্থা। 'গ্রন্থের অপ্রাসঙ্গিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেল।' জীবন, ১৯৩২।

অশ্রিয় [স] ১ *বিণ* অপছন্দের। 'যম ... এ আমার প্রিয়, এ আমার অশ্রিয়, বিচেনা কিছুই করেন না।' মুক্তভাব, ১৮১০। ২ *বিণ* রূঢ়। 'অশ্রিয় সত্য কহিবেক না।' সেবধি, ১৮৩৯। ৩ *বিণ* অরচিকর। 'আমি ... একুশ ঘুরি ঘুরি অশ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব?' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ *বিণ* ভ্রষ্টনামূলক। 'ওরু লোক প্রীতিভরে অশ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু ... সমাদরও করিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৫ *বিণ*

বিরোধিতাপূর্ণ। 'তঁাহারা অশ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অশ্রিয়তা [স] বি অশ্রীতিকর অবস্থা। 'সে কোনো অশ্রিয়তাকে ভরায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অশ্রিয়দর্শন [স] বিণ দেখতে শ্রীতিকর নয় এমন। 'এরকম বিরূপাল ও অশ্রিয়দর্শন বহু লোক আছে।' প্রমথ, ১৯৪১।

অশ্রিয়বাদিনী [স] বিণ স্ত্রী অশ্রিয় কথা বলে এমন। 'অশ্রিয়বাদিনী সৌভব ধর্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অশ্রিয়বাদী [স] বিণ কটুভাষী। 'সেইরূপ রাজপুত্রবেরা অশ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অশ্রীত [স] বিণ অসম্বদ্ধ। 'শ্রীতি বহি অশ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অশ্রীতি [স] ১ বি বিরাগ। 'অশ্রীতি করিতে পারি কাম কামকামিনী।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি অসম্বাদ। 'তঁাহারদিগের অশ্রীতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বি মনোমালিন্য। 'উভয়ের অশ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৪ বি ঘৃণা। 'কুকুরের প্রতি আমার যে পরিমাণ অশ্রীতি ছিল।' প্রমথ, ১৯৩১।

অশ্রীতিকর [স] ১ বিণ শ্রীতিকর নয় এমন। 'এই প্রকার অশ্রীতিকর ব্যাপার সমুদায় দূর করিয়া আমি অতিশয় শ্রিয়মাণ হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ খুব দৃষ্টিনন্দন নয় এমন। 'কেমন একটা অশ্রীতিকর মেয়ে লাল রং।' বিভূতি, ১৯৩১।

অশ্রীতিপাত্র [স] বিণ বিরাগভাজন। 'তঁাহার বিশেষ অশ্রীতিপাত্র হইল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অশ্রীতিভাজন [স] বিণ বিরাগভাজন। 'বদ্ধবর্ণের অশ্রীতিভাজক হইব।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অশ্রেম [স] ১ বি অসন্তোষ; বিরাগ। 'তঁাহাদের যে বহুমূল অশ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি প্রেমহীনতা। 'প্রেম অশ্রেম থেকে দূরে।' জীবন, ১৯৪২।

অশ্রেমিক [স] বি প্রেমহীন ব্যক্তি। 'অশ্রেমিক অধার্মিক এ জগতে একপ্রকার সুখী।' মশাররফ, ১৮৯০।

অশ্রেমিকা [স] বি স্ত্রী প্রেম নেই যার। 'নিজেকে অশ্রেমিকার উপেক্ষিত স্বামী বোধ করে।' জীবন, ১৯৩২।

অশ্রৌতা [স] বি যুবতী। 'অশ্রৌতা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অলর [স] অলরা [স] বি সুরসুন্দরী। 'অলর কিল্লর কিবা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অলর-রমণী [স] অলরা+স রমণী। বি অলরা। 'শশময়ী অলর-রমণী গেল চলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অলরা [স] ১ বি সুরসুন্দরী; স্বর্ণবেশ্য। 'ইন্দের সভাতে গন্ধর্বেরা গান করিতেছে এবং অলরারা নৃত্য করিতেছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি সুন্দরী। 'যত অলরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২১।

অলরাকুল [স] বি সুরসুন্দরীবৃন্দ। 'নাচিত অলরাকুল, যবে শচীপতি, স্বরীন্দ্রর।' মাইকেল, ১৮৬০।

অলরাচয় [স] বি সুরসুন্দরী। 'অদৃশ্য অলরাচয় নাচিছে অঘরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অলরা [স] অলরা ১ বি স্বর্ণসুন্দরী। 'কিবা দেব কন্যা তুচ্ছ নওবা

অলরা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ সুরসুন্দরীর মতো। 'লক্ষী আপনি, অলরা কি কিল্লরী।' গিরিশ, ১৮৮৯।

অল্লাদীক্ষা [স] অলু+স দীক্ষা। বি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্তির অনুরোধ; জর্জন নদীর কূল দিয়ে পবিত্রীকরণ; ব্যাপ্তিজম। 'অল্লাদীক্ষা বা ব্যাপ্তিজম হবার পূর্বে কোনো শিশুর মৃত্যু হলে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অফ করা [স] অফ+করা। ক্রি নিভানো। 'সুইচ অফ করে এখন গুলেই হয়।' শিবরাম, ১৯৪০।

অফ-ডিউটি [স] বিণ দায়িত্বহীন নয় এমন। 'যারা এ সময়ে অফ-ডিউটি তারাও উর্দি পরে।' মুজতবা, ১৯৪৯।

অফর [স] বি প্রস্তাব। 'আর যদি আমার অফর গ্রহণ না করে আমাদের ইলস্ট কর ...' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

অফলন্ত [স] বিণ শস্য বা ফল ধরেনি এমন। 'অফলন্ত, ফলন্ত এবং সুপক্ব শস্যের উৎসব-অনুষ্ঠান।' অবন, ১৯১৯।

অফলন্ত্রু [স] বিণ নিষ্ফল। 'জারবল্লি অবশ্য নিন্দনীয় এবং শেষ পর্যন্ত অফলন্ত্রু।' আইয়ুব, ১৯৩৩।

অফলা [স] ১ বিণ ফল ধরে না এমন। 'অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে পলায় ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ ফল ধরবে না এমন। 'ভানদিকেতে অফলা এক পিঠের শাখা ভরে ফুল ফোটে আর ফুল পড়ে যায় করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি ফল ধরে না এমন উদ্ভিদ। 'অফলার মূলে ঢেলেছি জল।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

অফলিত [স] বিণ কোনো ফল হয়নি এমন। 'অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি কবিরে পচাতে ফেলি শূন্যপথে চলিয়াছে বাজি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অফসাইড [স] বি (ফুটবল) বল ও খেলোয়াড়ের অবস্থানের পরিশ্রেক্ষিতে কোনো খেলোয়াড়ের নিয়মবিরুদ্ধ অবস্থানে থাকা। 'মোহনবাগান হুইসেল দিয়েছে অফসাইড বলে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অফিত [স] অফ+ফাড়া। বিণ জেয়ে। 'মাদোএল, ১৭৪৩।

অফিস [স] বি কার্যালয়। 'সিংগি বাবু সে সময় অফিসে বেরুচ্ছিলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

অফিসনিষ্ঠ [স] অফিস+স নিষ্ঠা। বিণ অফিসের প্রতি নিষ্ঠাশীল। 'এমন যে অফিসনিষ্ঠ সুরত, সে পর্যন্ত হার মানল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

অফিস-ফেরত [স] অফিস+ফেরত। বিণ অফিস থেকে ঘরে ফিরেছে এমন। 'অফিস-ফেরত কেরানি বাবুরা কোনোমতে তাদের ক্লান্ত চরণ টেনে টেনে গৃহের সোপানে তুললেন।' রশ্মি, ১৯৬৩।

অফিসার [স] বি কর্মকর্তা। 'নিম্নোক্তের সামরিক অফিসার, খাজাহারা, গোয়েন্দা কর্মচারী প্রভৃতি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়াছেন।' গুহারক, ১৯০৮। 'আমার কমটিং অফিসার সাহেব বলেছেন...'। নজরুল, ১৯২২; 'অফিসারকে দেখে জওয়ান দুজন মিলিটারি কায়দার স্যাঁদু দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল...'। শওকত, ১৯৭২।

অফিসিয়াল [স] বিণ অফিস-সংক্রান্ত। 'অফিসিয়াল ডিগ্টি যা তা না।' শিবরাম, ১৯৪০।

অফিসিয়েট [স] বি বিরুদ্ধ। 'সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর বাড়ির চেনের অফিসিয়েটে হয়েছে।' হুতোম, ১৮৬১।

অফিসিয়েটে [স] বিণ কারও অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন করে এমন। 'লর্ড জ্যাকব দেশের অফিসিয়েটে লট হইলেন।' মনসুর, ১৯৪৩।

অফিসিয়েল [স] বি আমলা। 'প্রধান-প্রধান অফিসিয়েল ও গণ্যমান্য

ভদ্রলোকেরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

অফিসী [ই অফিস>] বিণ কার্যালয়ে কর্মরত। 'ভীরা অফিসী
কেরানীরা আর নাবালোনা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

অফুট [স অফুট] ১ বিণ অপ্রকৃতিত। 'বারমাস গোলাপ অফুট।' সত্যেন্দ্র,
১৯০৮। ২ বিণ আবহা। 'দেবেছিলেম অফুট প্রদোষে।' রবীন্দ্র,
১৯২৩। ৩ বিণ না-ফেলা। 'তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক-
জনের খাস অফুট।' নজরুল, ১৯৪১।

অফুটো [স অফুট] বিণ ফোটেনি এমন। 'সোনোলা আতুলগুলি,
অফুটো চাঁপার কলি।' অমৃতলাল, ১৯০০।

অফুরন্ত [অ+ফুরা>] ১ বিণ শেষ হয় না এমন। 'অফুরন্ত প্রাণ।' রবীন্দ্র,
১৯০৬। ২ বিণ সীমাহীন। 'দুধারে শুধু অফুরন্ত জলাভূমি।' জাহির,
১৯৬৪।

অফুরান [অ+ফুরা>] ১ বিণ ক্রান্ত। 'অফুরান হল গৃহ-কাজে।' ঘিটাই,
১৬০০। ২ বিণ শেষের; অন্তহীন। 'অফুরান পথ, অফুরান রাস্তা।' রবীন্দ্র,
১৮৯৫। ৩ বিণ অপ্রাণ। 'পায়ের সোহার সস অফুরান হয়ে
রবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ বিণ অনিবার্ণ। 'তোমার অন্তরে তারা
আজিও জাগিয়ে অফুরান।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অফেপিড [ই বিণ আক্রমণাত্মক। 'অফেপিড খেলা খেলতে শুরু করে
দিলাম।' নজরুল, ১৯৩১।

অফেকর [বি এক রকমের ফল। 'চের বের অফেকর।' বড়ু, ১৪৫০।

অ-ফোটা [বিণ ফোটেনি এমন। 'মনকন্মানার ফুল, বলে, হায় অ-ফোটা
গোরাভাও' শক্তি, ১৯৬১।

অব [স] ক্রিবিণ এখন। 'তখন লঘু শুরু কিছু নই শুনল অব পচতাবকে
জাই।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

অবং [বিণ নিরেট বোকা। 'কেউ বলে, উ একটা অবং' হাসান, ১৯৬৩।

অবংস [স অব+অবং] বি নিচু-কাঁধ। 'অভিযুগ অবংসে হইয়ি সঙ্কড়'
মানিকরাম, ১৭৮১।

অবকল্পনা [স] বি সৃষ্টি কল্পনা। 'মালাবানের অবকল্পনা আছে,
অবপ্রতিভাও।' জীবন, ১৯৪৮।

অবকাশ [স] ১ বি স্থান। 'ভগ্নই তাড়ক এষু নাই অবকাশ।' চর্যা ৩৭,
১২০০। ২ বি বিরাম। 'বিবাদাস্পন্দ দ্রব্য হরণ করিতে অবকাশ
দেয়।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি সুযোগ। 'যখন অবকাশ পাইব তখন
কএক ক্রোধ চুরি করিব।' চম্পীচরণ, ১৮০৫। ৪ বি অবসর।
'তোমারদেশে এত ধন নাই ও এত অবকাশ নাই।' দর্পণ, ১৮১৮। ৫
বি ছুটি। 'অধ্যাপকেরা তাহাদিগকে রচনা করিবার সময়ে বাটী
ঘাইতে অবকাশ দিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বি কান্ট।
'গোলযোগের অবকাশে ফ্রেডা পুণিসের ভয়ে সকলেই চম্পট
দিলেন।' হুতোম, ১৮৬১। ৭ বি ব্যবস্থা। 'ঘরে আছে সময়ের
অবসর, ঘরে আছে স্থানের অবকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৮ বি বিশ্রাম।
'হৃদয় অবকাশ দাবি করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অবকাশক্রমে [স] ক্রিবিণ অবসরকালে। 'অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন
অবশ্যই এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তথকর্ম শিক্ষা করিবেন।' দর্পণ,
১৮২৪।

অবকাশপথ [স] বি ফাঁকা স্থান। 'তরুশ্রেণীর অবকাশপথে
অনেকখানি সবুজমাঠ চোখে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অবকাশপ্রাপ্ত [স] বিণ সুযোগপ্রাপ্ত। 'পরিচিত হইতে অবকাশপ্রাপ্ত হয়
নাই।' নবনুর, ১৯০৩।

অবকাশভোগী [স] বি অবকাশযাপনকারী। 'অবকাশভোগীর দল
একেবারে অন্তর্ধান করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অবকাশযাপন [স] বি অবসর সন্ধান। 'চিত্তবিনোদন ও
অবকাশযাপন করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অবকাশরঞ্জন [স] বি অবসরযাপন। 'হুতোমের নকশা আদর করে
পড়ে সর্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন।' হুতোম, ১৮৬১।

অবকাশরঞ্জিনী [স] বিণ স্ত্রী অবসর যাপনের উপযোগী। 'মনে রাখা
উচিত যে, যা অবকাশরঞ্জিনী তা কাব্য নয়।' প্রমথ, ১৯১৭।

অবকাশশূন্য [স] বিণ ফাঁক নেই এমন। 'কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তরীয়
নির্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ।' অক্ষয়,
১৮৪৮।

অবকাশ-সন্ধান [স] বি অবকাশযাপন। 'কুলির পিঠের উপর
চাপিয়েছি নিমেষের সম্পদ থেকেই অবকাশ-সন্ধানের উপকরণ।' রবীন্দ্র,
১৯৩৫।

অবকাশহারা [স] বিণ অবকাশ নেই এমন। 'শোনো তুমি
অবকাশহারা গৃহ বাধায় অপ্রচলিত।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

অবকাশে [স] ক্রিবিণ অবসর সময়ে। 'পাঠকবর্ণেরা অবকাশে
পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদ্যপি এই পত্র অবশোকন করেন।' দর্পণ,
১৮৩১।

অবকীরণ [স] বিণ বিকৃত। 'সুন্দর বস্ত্র অবকীরণ করিয়া এই নাটকখানি
শোভিত করেছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অবকৃত্য [স] বিণ ব্যক্ত করা যায় না এমন। 'মহাকৌশলীর লীলা
অবকৃত্য।' মশারহুল, ১৮৮৫।

অবক্র [স] বিণ সোজা। 'নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

অবক্রপথ [স] বি সোজা পথ। 'নির্ভয়ে অবক্রপথে গমন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

অবক্ষয় [স] বি ক্ষয়প্রাপ্তি। 'অন্তহীন অবক্ষয়ে ... ইতিহাস-পটভূমি
অনিকেত না কি?' জীবন, ১৯৪০।

অবক্ষর বি হেফাজত। মনোএল, ১৭৪৩।

অবক্ষীণ [স] বিণ ক্ষীণতর। 'জীবনের সঙ্গে যোগ হারিয়ে জীবন হল
বিশীর্ণ, অবক্ষীণ।' শিব, ১৯৭৩।

অবক্ষেপ [স] বি নিম্নে নিক্ষেপ। 'অনন্ত অণু ব্যোমের অবক্ষেপে।' সূর্যদ্র, ১৯৫৩।

অবগত [স] বিণ জ্ঞাত। 'তোমার বিবরণ অবগত কর আমাকে তবে
আমার প্রাণ স্থির হয়।' রামরাম, ১৮০১।

অবগত হওয়া [স অবগত+হওয়া] ক্রি জানা। 'অবগত হইয়া যে
বাচক আপনকার বিচার সম্মত হয় দেওয়াইয়া দিবেন।' রামরাম,
১৮০২।

অবগতি [স] ১ বি বিশ্বাস। 'ইতিহাসে কর অবগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২
বি শ্রবণ। 'অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি
অযোগ্যতা; অযোগ্যমন। 'শিখতে হবে এর নানারকম গতি অবগতি।' রবীন্দ্র,
১৯৩২।

অবগম [স অবগত] বিণ জ্ঞাত। 'ইঙ্গলেও হইতে শেষ সমাদ পছঁইয়াছে
তন্দ্রার অবগম হইল যে ...।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অবগলি বি সুগন্ধি কাঠবিশেষ। 'মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগলি নামে
সুগন্ধিকাঠ বাহির করে।' দর্পণ, ১৮২৫।

অবগা ১ *ক্রি* শাস্ত করা। 'এহি কর দেখি রোখ অবগাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* বিশ্রাম করা। 'বোলইতে বচন অলপ অবগাই।' *জান*, ১৬০০।

অবগাঢ় [স] *বিণ* নিবিড়। 'অবগাঢ় শব্দীর গ্রহের পাতায় ...।' *সিকান্দার*, ১৯৪৬।

অবগাঢ়া [স] অবগাঢ়। *ক্রি* অভিভূত হওয়া। 'তনু সতী পতিভয় অবগাঢ়ি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবগাহ [স] *বি* ভুব দিয়ে স্নান। 'ঘুচায় কর্মের ক্রন্দ পত্নীতীর সাক্ষ্য অবগাহ।' *সুশীল*, ১৯৩২।

অবগাহন [স] *বি* শরীর ডুবিয়ে স্নান। 'গঙ্গাস্নানে ... পুরুষের সাক্ষাতে ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন [দর্শন+অবগাহন] করেন।' *জ্ঞানাম্বেষণ*, ১৮৩০: 'নদী মধ্যে অবগাহনে ... নানাবিধ জলক্রীড়া করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

অবগাহন করা *ক্রি* নিমগ্ন হওয়া। 'আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অবগাহনস্নান [স] *বি* গোট। 'সেই ডুবিয়ে স্নান।' 'সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহনস্নান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবগাহনি [স] অবগাহন। *বিণ* অবগাহন করায় এমন। 'এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া ময়ন-অবগাহনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অবগাহা [স] অবগাহন। ১ *ক্রি* অবগাহন করা। 'অপনেহ মনে হনি বৃষ্ণ অবগাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* অনুধাবন করা। 'এতদিন অহলহ আন ভান হয় অব বৃদ্ধল অবগাহি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবগাহিত [স] *বিণ* স্নাত। 'অপরিস্রাণ বীতির উৎস-ধারায় অবগাহিত শুদ্ধ ...।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

অবগুষ্ঠন [স] ১ *বি* ঘোমটা। 'অবগুষ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া ... দৃষ্টি করিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ *বি* মেয়ের ঢাকনা। 'এবার অবগুষ্ঠন খোলো, গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

অবগুষ্ঠনবতী [স] *বিণ* ঘোমটা দ্বারা আবৃত। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫: 'তিনি অবগুষ্ঠনবতীও ছিলেন না।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অবগুষ্ঠনবিরহিতা [স] *বিণ* স্ত্রী ঘোমটাহীন। 'চম্পা, চপলা, উষা, অবগুষ্ঠনবিরহিতা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

অবগুষ্ঠনাবৃত্তা [স] *বিণ* স্ত্রী ঘোমটা-দেওয়া। 'সাইকেল হস্তপরিমিত-অবগুষ্ঠনাবৃত্তা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

অবগুষ্ঠবতী [স] *বিণ* স্ত্রী ঘোমটার দ্বারা মুখ আবৃত রয়েছে এমন। 'শ্রী আশিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। অবগুষ্ঠবতী, বেশমানা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

অবগুষ্ঠিকা [স] *বি* ঘোমটা। 'শঙ্কাকে আবাহন করিয়া অবগুষ্ঠিকার মধ্যে স্থান দিয়া ...।' *জানারূপদায়*, ১৮৫২।

অবগুষ্ঠিত [স] ১ *বিণ* আবৃত। 'রাতি হইল, ক্রমশঃ বিশ্বক্সাও গাঢ়তার ভিতরে অবগুষ্ঠিত হইতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* ঢেকে আছে এমন। 'এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাস্পে অবগুষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অবগুষ্ঠিতা [স] *বি* স্ত্রী যে ঘোমটার আবৃত। 'হে শব্দী, হে অবগুষ্ঠিতা! তোমার আকাশ ভুড়ি যুগে যুগে জপিতে যাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

অবগ্রহ [স] *বি* অনাবৃষ্টি। 'অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় যাবদেখে কোন শস্য না

জন্মিবাতে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

অবচনীয় [স] *বিণ* কথা দিয়ে বোঝানো যায় না এমন। 'তত বড় অবচনীয় অবসাদ।' *জীবন*, ১৯৩২।

অবচয়া [স] অবচর। *ক্রি* সজ্ঞহ করা। 'দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি শেষেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

অবচেতন [স] ১ *বিণ* চেতনার আড়ালে থাকা অস্পষ্ট চেতনাবিশিষ্ট। 'মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অপোচরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *বিণ* অর্ধচেতন। 'সাহিত্য অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অবচেতনগত [স] *বিণ* অবচেতন মন থেকে জাত। 'সন্তানবতী নারীদের উপর বক্ষ্যা পদের একটা অবচেতনগত হিংসা আছে।' *তার*, ১৯৪২।

অবচেতনিক [স] *বিণ* অবচেতন মনের। 'তার আত্মাভিনিক অর্ধ তখন গৌণ হয়ে অবচেতনিক ব্যঞ্জন মুখ্য হয়ে ওঠে।' *শিব*, ১৯৭৩।

অবচেতনা [স] ১ *বি* স্তূপ চেতনা। 'অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্থর কথা?' *সুশীল*, ১৯৩৩। ২ *বি* অর্ধচেতনা। 'শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মুক অবচেতনার সঙ্গে ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অবচেতনিক দ্র অবচেতন

অবচ্ছায় [স] *বি* আড়াল। 'জীবন হবে ব্যয় অথ্যাতির অবচ্ছায়ে।' *সুশীল*, ১৯৩৩।

অবচ্ছিন্ন [স] ১ *বিণ* ব্যর্থ। 'তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা, সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *বিণ* ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন। 'অবচ্ছিন্ন তারারানি, ওরা চিরদিনকার চেনা।' *সুশীল*, ১৯৩৩।

অবচ্ছায়ী [স] অপচ্ছায়। *বি* আবচ্ছায়। *ছায়ামূর্তি*। 'মুড়ি ভাজে ময়রানী মেখে অবচ্ছায়ী।' *রূপরায়*, ১৭৫০।

অবজ্ঞানকর [স] *বিণ* প্রজ্ঞানকে বাধা প্রদানকারী। 'দমনপ্রাপ্ত না হইলে যে সকল অবজ্ঞানকর শক্তি লোক ধ্বংস করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

অবজ্ঞস [স] অপজ্ঞ। *বি* বলহীন। 'জুড়ে পলাইলে অবজ্ঞস ঘূসিব সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবজ্ঞান [স] অবজ্ঞান। *বি* অবজ্ঞা। 'বুঝিআ কার্যের তত্ত্ব নিবেদনে ডাঁড়দন্ত পশ্চাৎ করিয়া অবজ্ঞান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবজ্ঞিত [স] অবজ্ঞাত। *বিণ* উদ্ধত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অবজ্ঞেকটিভ [স] *বিণ* বস্তুনিষ্ঠ। 'কবিতা আগাশোড়া অবজ্ঞেকটিভ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

অবজ্ঞেকশন [স] *বি* আপত্তি। 'ডাকাতিতে আমার মরাল অবজ্ঞেকশন নেই।' *মুজতাব*, ১৯৪৯।

অবজ্ঞেই *ড্রই* [স] *বি* বাস্তব বিষয় নিয়ে আঁকা ড্রইং। 'স্যার বলেন অবজ্ঞেই ড্রইং।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

অবজ্ঞা [স] ১ *বি* উপেক্ষা। 'অবজ্ঞা করিয়া বাপে পুজা না করিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে/ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশী ধূসির দুঃসহ অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অবজ্ঞাজনক [স] *বিণ* অপমানজনক। 'ইহা কিরূপ অবজ্ঞাজনক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অবজ্ঞাত [স] ১ *বিণ* অবজ্ঞা করা হয়েছে এমন। 'সামান্য লোক দ্বারা অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ২ *বিণ* অবহেলিত। 'যে ভাষা দেশের উচ্চাঙ্গশ্রীর অবজ্ঞাত ছিল।'

শহীদুদ্দাহ, ১৯৩১।

অবজ্ঞান [স] বি অবজ্ঞা। 'ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অবজ্ঞানজনিত [স] বিণ তাচ্ছিল্যকর। 'সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞানজনিত নয়।' মুক্ততবা, ১৯২৮।

অবজ্ঞাপরতা [স] বি তাচ্ছিল্য। 'এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিলম্বে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবজ্ঞাপরায়ণ [স] বিণ তাচ্ছিল্যপ্রবণ। 'তার ভিত্তি অন্য জ্ঞাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অবজ্ঞাপূর্ণ [স] বিণ তাচ্ছিল্যপূর্ণ। 'অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবজ্ঞাপ্রসূত [স] বিণ অবজ্ঞান্জিত। 'অবজ্ঞাপ্রসূত প্রাদেশিক বিষেষ তাহলে ঘূষতে করে।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

অবজ্ঞাতরে ক্রিবিণ অবহেলার সাথে। 'বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাতরে দূরে ফেলিয়া দিত।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

অবজ্ঞাতাজন [স] ১ বিণ তাচ্ছিল্যের পাত্র। 'দ্ভুজনের অবজ্ঞাতাজন।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ অশ্রদ্ধেয়। 'উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাতাজন হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অবজ্ঞাসূচক [স] বিণ তাচ্ছিল্যপূর্ণ। 'অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ-পূর্বক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবজ্ঞেয় [স] বিণ অবজ্ঞার যোগ্য। 'তাঁহারা অবজ্ঞেয় নহেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবধক [স] বিণ গ্রন্থনা করে না এমন। 'তথাপি তাহারা ভালো মানুষ। অবধকস্বভাব এবং অভিধারায়ণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবণা গবণা, অবণাগমণ, অবণা গমণা [স *অয়নকপুষ্ক] বি আনাগোনা। 'জৈন ভূটঅ অবণা গবণা।' চর্য্য ২১, ১২০০; 'ঘোরঅ অবণাগমণ বিহন।' চর্য্য ৩৬, ১২০০; 'তবে ভূটই অবণা গমণা।' চর্য্য ৪৬, ১২০০।

অবতংস [স] ১ বি অলংকার। 'কর্ণে অবতংস করি কন্যার ঘূষে রহিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'জিহুবনে অবতংস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অবতংসা [স] অবতংস। 'কি শ্রেষ্ঠ করা।' 'ভাবে তুয়া শুদ্ধমতি সেই জন মহাসতি রাখ সজ্জন অবতংস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অবতত [স] বিণ সহত। 'তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুষ্ট ভোগ করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অবতরণ [স] বি নামা। 'সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী নদীতে অবতরণ করিয়া আপনার ও সন্তানের অঙ্গ প্রকাশণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অবতরণশীল [স] বিণ নামতে উদ্যত। '... পর্বত হইতে অবতরণশীল শত্রুপাণি তেজসিংহের মূর্তি।' বিভূতি, ১৯২৯।

অবতরণিকা [স] ১ বি সূচনার আভাস। 'আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি ভূমিকা। 'পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

অবতরা [স] অবতরণ। ১ ক্রি অবতরণ করা। 'ভাগবত অবতরি হিতের কারন।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি অবতীর্ণ হওয়া। 'আমি দেব শ্রীহরি/মথুরাতে অবতরি।' বড়, ১৫৭০; 'অবতরিবারে প্রভু

করিশা উদ্যোগ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি অবির্ত হওয়া। 'আপনী গোথিকা বেশে অবতরি বনদেশে।' মুকুন্দ, ১৬০০। অবতরে ক্রি অবতরণ করে। 'ভক্তের ইচ্ছাই অবতরে ধর্মসেতু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। অবতরি ক্রি অবতরণ করে। 'পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অবতার [স] ১ বি অবতরণ। 'আল রাখা পৃথিবীত কর অবতার।' বড়, ১৪৫০। ২ বি হিন্দু মতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। 'বেদ উদ্ধারিত কৈসো মীন অবতার।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি বর্ষণ। 'সব ঘরে অন্ন বৃষ্টি কর অবতার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি প্রস্তাব। 'মৃত না বুজয়ে গুঢ় অবতার।' শেখর, ১৬০০। ৫ বি জ্ঞান। 'যাবৎ না হয় কার্তিকের অবতার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি ইংরেজ। 'ভাড়ায়েজাজি রাজনতে, রাজাকসেবর অবতারেরা।' প্রভাকর, ১৮৫৮। ৭ বি ভ্রাণকর্তা। 'নীলকর সায়েরা দ্বিতীয় রিজোউটনন হবে বিবেচনা করে ... অবতার হয়ে পড়লেন।' হত্যায়, ১৮৬১। ৮ বি আবির্ত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি; কেউকেটা। 'সহরের হঠাৎ অবতার।' হত্যায়, ১৮৬১। ৯ বি সংস্করণ। 'রবিনহুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবতারতত্ত্ব [স] বি অবতারবাদ। 'এই অবতারতত্ত্ব ও বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তির বন্যায় সেদিন ...' হাই, ১৯৫৪।

অবতারতু [স] ১ বি জীবদেহ নিয়ে দেবতার পৃথিবীতে আবির্ভাবের ধারণা। 'ঈশ্বরের অবতারতু সম্বন্ধ কি না এ প্রশ্ন উপাশন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি মূর্তিমানতা। 'মহাঅ্যার আর তাঁর অবতারতুের প্রকাশ।' নজরুল, ১৯২৩।

অবতারবাদ [স] বি ঈশ্বরের মানুষ হিসেবে জন্মলাভ, এই হিন্দু বিশ্বাস। 'জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ...।' সপগাত, ১৯২৮।

অবতারলীলা [স] বি দেবতার দেহ ধারণ ও জীবনযাপন। 'দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবতারা [স] অবতারা বি অবতার। 'গগনে উগয়ে কত তারা। চাঁদ আনহি অবতারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবতারী [স] অবতার। বিণ অবতরণ করেছে এমন। 'অবতারী কৃষ্ণ যৌছে কর অবতার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অবতারণ [স] বি উপাশন। 'অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অবতারণা [স] বি উপস্থাপনা। 'করণ ও হাস্যরসের অবতারণায় বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অবতীর্ণা [স] অবতীর্ণা ১ বিণ অবতীর্ণ। 'দৈবাবাগী ছিলো, যে পূর্ণো ব্রহ্মে অবতীর্ণা হইলেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি অংশ-অবতার। 'আর আর অবতার অল্পো কার্যে করিয়াছিলো, একারোণ কহিলাম অবতীর্ণা।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

অবতীর্ণ [স] ১ বিণ আবির্ত্ত। 'যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ উপস্থিত। 'তাঁহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় প্রেণিতেও অনেক পণ্ডিত মহাশয়গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অবতীর্ণ করানো ক্রি নামানো। 'দুই জন সৈনিক পুরুষ অধিরোহীণী দ্বারা অতি কষ্টে করগ্রক অবতীর্ণ করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অবতীর্ণা [স] বিণ ক্রী আবির্ত্ত। 'এতাদৃশী বাকপটুতা বোধ হয় স্বয়ং

বাগদেবীই অবনীতে অবতীর্ণ।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'পাপাত্মার পরিগ্রাহ হেতু আপনি কি মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণা হলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

অবধা [স অবধাঃ] বি অবধা। 'দিবসে দিবসে থিনী বালী চান্দ অবধাঞ্জে জাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবদমিত [স] বিণ অজ্ঞাতসারে স্বভাবিক ইচ্ছা দমন হয়েছে এমন। 'কণ্ঠস্থের অবদমিত নিম্নতায় এবং আকস্মিক বিস্কৃত এবং বিক্ষোভে ...।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

অবদাত [স] ১ বিণ গুণাধিত। 'তার সূত রঘুনান্য রূপে গুণে অবদাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'দশদিক হইল অবদাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবদীর্ষ [স] বিণ ভগ্নদশায় আক্রান্ত। 'হামের কেন্দ্রে প্রাচীন এবং অবদীর্ষ অটালিকা সমুচ্চয়ের উষালোকে ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

অবদ্ধ [স] বিণ যুক্ত। 'লক্ষিয়াছে ব্যাকের শাসন, নিরয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবক ভাষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অবদ্য [স অবধা] বিণ বস্তুর অযোগ্য। 'দেবতার অবদ্য হই এই বর মাগিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবধা [স প্রবোধ] ক্রি প্রবোধ দেওয়া। 'অবধিয়া বান রাজা হরসিত মনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবধান [স] ১ বি বিবেচনা। 'আন্ধার বচনে ভোকে কর অবধান।' *বভু*, ১৪৫০। ২ বি শ্রবণ। 'সুপুরুষ চরন কএল অবধান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ বি অবগতি। 'দুঃখ করো অবধান দুঃখ করো অবধান আমানি কাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বি সম্মানিত ব্যক্তিকে অভিবান্দন; প্রণাম। 'কর্তা মহাশয় অবধান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৫ বি খেলায়। 'বুরের উপর দিয়া যাস কুই মাড়াইয়া, কিছু না করিস অবধান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অবধারণ [স] ১ বি বারাদ। 'সংসারযাক্ষেরা অনুন ৫০০০০ টাকার বয়কর অবধারণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ বি অনুসরণ। 'প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহা স্থির করিয়া দেন সেই ধারাই অবধারণ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। ৩ বি উপলব্ধি। '... এই চমৎকার কৌশল অবধারণ করিতে পারেন নাই।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৪ বি নিরূপণ। 'ঐ সমুদয় সম্প্রদায়ের মতে, তাহার আর অধিক অবধারণ করিবার সম্ভাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অবধাষা [স অবধারণঃ] ১ ক্রি বুঝতে পারা। 'হমে অবধারল সুন সুন কাহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ ক্রি ধারণা করা। 'সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল নিঅ মনে অবধার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবধারিত [স] ১ বিণ নির্ধারিত। 'কি প্রকারে ইহা অবধারিত হইল।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫। ২ বিণ নিশ্চিত। 'যত দিন অবধারিত না হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

অবধি [স] ১ বিণ অবশিষ্ট। 'তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবনে অবধি রুল দউ বানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বিণ চূড়ান্ত। 'রূপের অবধি ভূমি গুনের সে সিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ ক্রিণ পর্যন্ত। 'তাহার সেবির পদ জনম অবধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বি আধার। 'সুবর্ণের পুশ্প সেই গন্ধের অবধি।' *কাশীরাম*, ১৬৫০। ৫ বি সীমা। 'মোকাবিল্য অবধি ইহতেছে না।' *ওলা*, ১৭৮২। ৬ ক্রিণ এক সময় থেকে অন্য সময় পর্যন্ত। *ওলা*, ১৭৮২। ৭ বি সীমা। 'পালমিরার বশসৌরভ ও ধন সম্পত্তির অবধি ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৮ ক্রিণ তখন থেকে। 'মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ ইয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অবধূত [স অবধূত] বি যোগী। 'রাজার বচন সুন অবধূত হাসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবধূই [স অবধূতী] বি স্ত্রী মহাসুখাধারি নাড়ি; সুঘ্র্ণা। 'চালিউঅ ঘষহর মাগে অবধূই।' *চর্যা* ২৭, ১২০০।

অবধূত [স] ১ বি সংসারমুক্ত সন্ন্যাসী। 'হই অবধূত ভূমি উদর ভরিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি যোগী। 'কেহ অবধূত হই/সর্বাসে লেগিয়া ছাই ...।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ বি শৈব সম্প্রদায়বিশেষ। 'কখন গৃহস্থ কখন তিহারী অবধূত জটায়র হে।' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ বি হিন্দু পন্থবিশেষ। 'পক্ষ অবধূত যে টাকা আনিয়াছে সকল জমা খরচ করিয়া ...।' *চিঠিপত্র*, ১৭৬১।

অবধূতী [স] বি স্ত্রী মহাসুখাধারি নাড়ি; সুঘ্র্ণা। 'অণহ দাঙ্গী বাকি কিঅত অবধূতী।' *চর্যা* ১৭, ১২০০।

অবধৌত [স অবধূতঃ] বি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'আমি অবধৌত জন হরিভক্তি মোর মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবধ্য [স] ১ বি বস্তুর যোগ্য নয় এমন প্রাণী। 'অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাখাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বিণ বস্তুর অযোগ্য। 'যদ্যপি অবধ্য হও বধিযু তোমারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অবনত [স] ১ বিণ বিনম্র। 'অবনত আনন কহ ইম রহলিহু।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বিণ নোয়ানো। 'পুছ অবনত স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৩ বিণ ব্যতিব্যস্ত। 'জনমীর প্রতিনিধি কণ্ঠস্থার-অবনত অতি ছোটো দিদি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ বিণ বিনত। 'সবিধানে অবনত নয়ন তাহার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ বিণ মুখে পড়েছে এমন। 'ভারে ভাই সে অবনত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অবনতমস্তকে [স] ক্রিণ মাথা নিচু করে। 'অবনতমস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিস্রাঙ্গ সঙ্গলিত প্রণিপাত সহকারে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

অবনত মুখ [স] বি নোয়ানো মুখ। 'উর্ধ্বমুখে, কখনো বা অবনত মুখে, বিগলিত কেশপাশ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অবনতশির [স] বিণ মাথা নিচু হয় এমন। 'যেখানেই তা দেখতে পেয়েছেন সেখানেই শ্রদ্ধায় অবনতশির হয়েছেন।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অবনতশিরে [স] ক্রিণ মাথা নিচু করে। 'অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮; 'সম্ভ্রমভরে রয়েছে দাঁড়ায়ে দূরে অবনতশিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অবনতা [স] ১ বিণ স্ত্রী বিনতা। 'জীবন-জ্ঞাতা অবনতা তব চরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ বিণ স্ত্রী অবনমিত। 'মৈথ্রে অবনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অবনতি [স] বি অনুন্নতি। 'রোষমুত ভগবতী হৈল মোর অবনতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবনতিকর [স] বিণ হানিকর। 'সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অবনতিশীল [স] বিণ অবনতির দিকে এগোচ্ছে এমন। 'উন্নতিশীল হই আর অবনতিশীল হই - আমরা গতিশীল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অবনমিত [স] ১ বিণ নত। 'বৃদ্ধ সন্নেহে শ্রদ্ধাকরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগ সহকারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ বিণ অবনত করা হয়েছে এমন। 'উচ্চাতক অবনমিত করেননি।' *অচিন্ত্য*, ১৯০০।

অবনমিতা [স] বিণ স্ত্রী অবনত হয়েছে এমন। 'অবনমিতা উমা

সম্ভাবিত পদ্ধতি লতার ন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবনম্র [স] বিণ বিনয়ী। 'তিনি সতর্ক, সুতোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

অবনি, **অবনী** [স] ১ বি পৃথিবী। 'অবনী মণ্ডলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হয়।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ভূভাগ। 'ময়না নগর বাঙী দক্ষিণ অবনী।' ঘনরাম, ১৭১১। ৩ বি মাটি। 'কৃতান্তলি হয়ে অবনি সেটায়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অবনিতল [স] বি পৃথিবী। 'নাচএ অবনিতলে শ্রেত ভূত দানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অবনিমণ্ডল, **অবনীমণ্ডল** [স] বি ভূমণ্ডল। 'অবনিমণ্ডলে যশ বাড়িল বিশাল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'অবনীমণ্ডলে সড়ে পাইল পুষ্পজল।' রূপরাম, ১৭৫০।

অবনীনাথ [স] বি রাজা। 'অবনীনাথ। এ ঈশ্বরের একটি নিবেদন।' ফয়জুন্নেসা, ১৭৮৬।

অবনিবাণ [অ+বি বনিবনাও] বি মিলমিশ হচ্ছে না এমন অবস্থা। 'তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবাণ।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অ-বনিবনাও [হি বনিবনাও] বি মিলমিশের অভাব; মনোমালিন্য। 'শিক্ষিতদের ক্রমশই একটি অ-বনিবনাও ইইয়া আসিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবন্তিকা [স] বি স্ত্রী অবন্তীবাঈ নারী। 'এমনি করেই দেখা দিত অন্যমুগের অবন্তিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অবন্ধ [স অবন্ধা] বিণ সফল। 'অশর শয়নে সদা অবন্ধ দিবস।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অবন্ধনা [স, সম্বোধনে-এ] বিণ স্ত্রী বন্ধনহীন। 'তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের রুদনে' অরি অবন্ধনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অবন্ধিত [স] বিণ মুক্ত। 'কাব্যে বন্ধনকেই অবন্ধিত করে' রূপকে ত্যাগ করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অবন্ধু [স] ১ বি বন্ধু নয় যে। 'আমার সেই অপরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অন্তরবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্ঘম বলে গণ্য করেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি খারাপ বন্ধু। 'বন্ধুভাগ্য যেমন ঠুঁর বেশি, অবন্ধুও কম নয়।' অবন, ১৯৪১। ৩ বিণ বন্ধুসুলভ নয় এমন। 'অবন্ধু সংসারের নির্দয় রক্ষতায় পদে-পদে বিপন্ন।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অবন্ধুত্ব [স] বি বন্ধুহীনতা। 'রমণী-সমস্যা নয়, অর্ধকণ্ট অবন্ধুত্ব তোমাদের হোক।' শক্তি, ১৯৬১।

অবন্ধুর [স] বিণ উচু-নিচু নয় এমন। 'পথ চলছেই একেবেঁকে সেটা মোটার-রথের পক্ষে প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অবন্ধ্য [স] ১ বিণ সার্থক। 'নিজের রূপকে অবন্ধ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ উৎপাদনশীল। 'অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রাবকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে - বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবপ্রতিভা [স] বি সূত্র প্রতিভা। 'মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও।' জীবন, ১৯৪৮।

অবপ্রাণনা [স] বি অনুশ্রেষণা। 'প্রথম অবপ্রাণনায়ে জেগে ...।' জীবন, ১৯৪০।

অববাহিকা [স] বি নদীর উভয় পাশের যে ভূমির উপর দিয়ে এসে জল নদীতে পড়ে। 'পৃথিবীর রাজপথে - রক্তপথে - অন্ধকার অববাহিকায়।' জীবন, ১৯৪২।

অবভাসিত [স] বিণ প্রতীয়মান। 'অত্যন্ত অবিহিত চরিত্র অন্তঃকরণে দৈন্যপ্ৰিয়মান অবভাসিত হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অবমজ্ঞা [স] বি অবজ্ঞাকারী; তিরস্কারকারী। 'অবমজ্ঞা ঋণমুক্ত হবে অপমানে।' সিকান্দার, ১৯৪২।

অবমর্দিত [স] বিণ অবদলিত। 'সেই শক্তি নিরশনক্ষীণতায় অবমর্দিত হলে, তাতে শুধু ভারতকে কেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অবমান [স] ১ বি অপমান। 'শান্ত্রে তো বলে "স্বকর্ম্যামুদ্বাহরং" তার আবার মান অবমান কি?' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি অসম্মান। 'করিতেছ অবমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বিণ ছোঁতো। 'তোমার আশ্রয় আপনি করিয়া সমান/ যে বামগণ করে অবমান/ কে তাদের দেবে মান।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিণ অবনমিত। 'সত্যের একরূপ অবমান দশায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবমানন [স] বি অসম্মান। 'প্রাণের দারুণ অবমানন/ ঘটিয়ে দিলি জগতের হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অবমাননা [স] বি অসম্মান। 'তঁাহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া ... দুঃখিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অবমাননাকর [স] বিণ অসম্মানজনক। 'অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

অবমানিত [স] ১ বিণ অসম্মানিত। 'তুমি যে অবমানিত হইয়াছ তাহার প্রতিকারার্থ কোন বর প্রার্থনা কর।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'অবমানিত কুমারীকে?' বক্রিম, ১৮৬৬। ২ বিণ মর্যাদাহীন। 'যাহা আমাদের ক্রিষ্ট তাহাকে অবমানিত করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ মানহীন। 'যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে পোকে কুণ্ঠিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ অপমানিত ব্যক্তি। 'আমি অবমানিতের মরম-বেদনা ...।' নজরুল, ১৯২২। ৫ বিণ অবমানতাজনিত। 'ভুলিল তারই সাথে অবমানিত দুঃখভার অবহেলার রাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বিণ ম্লান। 'কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত হেমন্তের লেগা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অবমানিতা [স] বি স্ত্রী যাকে অপমান করা হয়েছে। 'ধূলিস্ফুটিতা অবমানিতারে অপমান তুমি কোরো না আর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অবয়প্রাণী [স অবয়প্রাণী] বিণ স্ত্রী নাবালিকা। 'উক্ত নফরচন্দ্র সিংহ আত্মজা অবয়প্রাণী অববাহিতা সদুহিতায় ...।' চিঠিপথে, ১৮৪৪।

অবয়ব [স] ১ বি আকৃতি। 'শূন্য অবয়ব তার প্রাণ তোমা ঠামে।' আলোপ, ১৬০০। ২ বি অঙ্গ। 'অঙ্গকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্যান্য অবয়ব দ্বারা স্পর্শ করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অবয়বধারী [স] বিণ দেহধারী। 'ক্রমে পরিস্কৃত হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অবয়বহীন [স] ১ বিণ সুনির্দিষ্ট আকারহীন। 'পুরুষজ জাতীয় আদিম জীব অবয়বহীন, ইংরেজিতে যাকে বলে amorphous। রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ দেহহীন। 'অবয়বহীন কাপো পাহাড়ের মত কখনো তাকে দেখা যায়।' হাসান, ১৯৬৭।

অবয়বিক [স] বিণ আকৃতিগত। 'সেই নায়িকার সঙ্গে কোনোপ্রকার অবয়বিক সম্ভাড়া এই দুর্বিনীত বিশ্বাসের হেতু নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

অবর [স অপর] অব্য আর; এবং। 'তান্ত্রিক বিকণ্ড ডোঁষী অবর না চলেত।' চর্যা ১০, ১২০০; 'রাজা রাজা রাজার অবর রাখ মোহেরা বাধা।' চর্যা ৩৪, ১২০০।

অবরিতা [স] বিণ স্ত্রী বরণ করা হয়নি এমন। 'অবরিতা নৃপবালা হেন।' অমরভট্ট, ১৯৩১।

সত্যন্ত, ১৯০৮।

অবরুদ্ধ [স] ১ **বিণ** বাধাপ্রাপ্ত। 'একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ... এই প্রোতের গতি অবরুদ্ধ হইতে পারিবে না।' ভারত সংস্করক, ১৮৭৩। ২ **বিণ** আটক। 'টেলর সাহেবের নিকট অবরুদ্ধ আছেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ৩ **বিণ** বিধি-নিষেধে আবদ্ধ। 'শিশুকালে কোলের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অবরুদ্ধকর্তৃ [স] **বিণ** বাকরুদ্ধ। 'এই অবরুদ্ধকর্তৃ ভক্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবরুদ্ধশর [স] **বি** অক্ষুণ্ণ শর। 'পার্বতী দেবদাসের পারের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধশরে বলিয়া উঠিল।' শরৎ, ১৯১৭।

অবরোধ [স] **বি** যা বরণীয় নয়। 'মজিনু বিফল তপে অবরোধে বরি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অবরে সবারে [ফা আবর+আ সবার] **ক্রিণ** কালেজদ্রঃ; কখনো কখনো। 'হাত কাটারি মানুষ থাকিলে অবরে সবারে হয়।' গৌর, ১৮২২।

অবরোধ [স] **বি** বেটন। 'এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরসিগী সেনা লহয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে ...' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ **বি** অন্তঃপুর। 'স্ত্রীলোকপরিষদা সকলে অবরোধ-মধ্যে সতত অবরুদ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ **বি** আটক। 'যখন ... মাধ্যমিকদপিকে অবরোধে করিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ **বি** পর্দা। 'আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নেই।' রোকেয়া, ১৯০৪। ৫ **বিণ** রুদ্ধ। 'দাঁড়িয়েছে আজ মাথা তুলে পথ অবরোধ করি।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৬ **বি** বাধা। 'আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৭ **বি** আড়াল। 'তেমনি সোনার ফসল চলে গেল অন্ধকারের অবরোধে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অবরোধধোরা [স] **বিণ** নিষেধের বেড়া-দেওয়া। 'আমাদের অবরোধ-ধোরা সমাজে।' নজরুল, ১৯৩০।

অবরোধদশা [স] **বি** অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ অবস্থা। 'সংস্কৃতশীলতা আসে নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে, আসে অবরোধদশা থেকে।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

অবরোধপ্রথা [স] **বি** নারীদের অন্তঃপুরে বাস করার রীতি। 'পূর্বে অবরোধপ্রথা সর্ববাদিসম্মত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবরোধবাসিনী [স] **বি** স্ত্রী অন্তঃপুরে বাস করে যে। 'প্রকাশ্য রাজপথে পুরজন সমক্ষে উক্ত অবরোধবাসিনীগণের বহিরাগমনের যে পার্থক্য।' প্রমথ, ১৯২০।

অবরোধমূলক [স] **বিণ** চার দেয়ালের বাইরে যাওয়া যাবে না এমন। 'সমাজের অবরোধমূলক মনোভাব ও রক্ষণশীলতা ... সর্ববিধ প্রগতির অন্তরায় হয়ে রয়েছে।' বেগম, ১৯৫১।

অবরোধা [স] **অবরোধ**। **ক্রি** অবরুদ্ধ করা। 'অবরোধে যথা কুলবধু ললিতা।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অবরোপিত [স] **বিণ** অপসারিত। 'আমাদের এই অতি মনোহর আশাবৃক্ষ ... যুক্তিস্থে অবরোপিত।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অবরোধ [স] **বি** অবতরণ। 'তাহাতে আরোহণ ও তাহা হইতে অবরোধ করা কর্তব্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অবরোধী [স] ১ **বি** অবতরণকারী। 'অবরোধীদের মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ **বিণ** নিম্নমুখী। 'ঘটছিল রক্ত তাপে অবরোধী আলোর বিকার।' সূর্য্য, ১৯৩১। ৩ **বিণ** আবর্জিত।

'অবরোধী সম্মার শিশিরে অনুপূর্ব অভূত মানুষের চিত্তের প্রসাদ।' সূর্য্য, ১৯৪০। ৪ **বিণ** অধম। 'নিখিল সর্বনাশ কোন অবরোধী পাতকের শান্তিতে?' সূর্য্য, ১৯৪৫।

অবজ্ঞানীয় [স] **বিণ** বর্জন করা যায় না এমন। 'কোনো দুঃখেই অবজ্ঞানীয় বলিয়া উদ্ভাসিত হওয়া মনুষ্যোচিত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অবর্ণনীয় [স] **বিণ** বর্ণনা করা শোভন নয় এমন। 'কতকগুলি বর্ণনীয় চিত্র - কিন্তু কতকগুলি সুরচিত্রিগর্হিত - অবর্ণনীয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অবর্ণনীয়তা [স] **বি** বর্ণনা করা যায় না এমন অবস্থা। 'দাঁতভল্লোর আকট অবর্ণনীয়তায় ... ভাকিয়ে রইল।' জীবন, ১৯৪৮।

অবর্ণনীয় [স] **বিণ** স্ত্রী বর্ণনাভীত। 'বাসররাতের মতোই অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছে।' জীবন, ১৯৩২।

অবর্ণ্য [স] **বিণ** বর্ণনাভীত। 'অলক্ষ্য অবর্ণ্য রূপ সেই এক কর্তা।' আলোড়ন, ১৬৮০।

অবর্তমান, অবর্তমান [স] ১ **বি** মূর্ত্যবস্থা। 'অমি অবর্তমানে তুমি মালিক হইবে।' মেয়র্স, ১৭৬৬। ২ **বিণ** মৃত। 'ঐ রায় মজুতুর অবর্তমানে হৈলে পর তাহার পুত্র ... জ্ঞাপ করিলেন।' চিঠিপত্র, ১৮০০। ৩ **বি** অনুগৃহীত। 'ওসাপনসি সাহেবের অবর্তমানে কিমিয়া বিদ্যাতে ছাত্রেরদিকে ইঙ্গরেজী ভাষায় শিক্ষা দিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৯। ৪ **বিণ** অন্তিহীন। 'ধন ও অধনের একটা মন্ত বিভেদ তখন ছিল অবর্তমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৫ **বিণ** উদ্যত। 'যে পথটো তবু বিশেষ রুচিকর ... হঠাৎ দেখা যায় অবর্তমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অবর্তমানতা, অবর্তমানতা [স] **বি** অনুগৃহীত। 'কান্তান খোসবি ... কর্ণাল কব সাহেবের অবর্তমানতায় ... নিমুক্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অবর্তমানাবস্থা [স] **অবর্তমান-অবস্থা**। **বি** বেঁচে নেই এমন অবস্থা। 'অমরের অবর্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অধাংশ শাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অবর্তমানে, অবর্তমানে [স] **ক্রিণ** মারা যাওয়ার পর। 'মেয়র্স, ১৭৬৬।

অবর্ষ [স] **বিণ** বর্ষাকাল নয় এমন। 'অবর্ষ সময় উত্তর ও পশ্চিম হইতে যত দ্রব্য কলিকাতায় আইসে তাহার ...' দর্পণ, ১৮১৮।

অবল [স] ১ **বিণ** অক্ষম। 'অবল হৈলো তোর সবি করি পারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বিণ** দুর্বল। 'কৃষ্টিয়াল সাহেবেরাই অবল প্রজাদের সর্বনাশ করিতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

অবলন্ত [স] **বিণ** চারকোনা; আয়তাকার। 'বিকৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলন্ত ছবি।' জীবন, ১৯৪২।

অবলম্বন অবলম্বন

অবলম্বন [স] ১ **বি** আশ্রয়। 'তুয়া পদপঙ্খ করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ **বি** সমর্থন। 'বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ **বি** নির্ভর। 'তাহাকে কৃষিকর্ম অবলম্বন করিতে হইবেক।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ **বি** গ্রহণ। 'স্থলযাত্রীরা আপনাদিগের সুবিধার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিত।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ **বি** পদক্ষেপ গ্রহণ। 'প্রকার হিতার্থে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯। ৬ **বি** বিধান। 'লেখক নিজেই এই প্রবন্ধে সর্বকথা আন্তরিক অবলম্বন করবেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৭ **বি** অনুসরণ। 'দোষী স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৮ **বি** মাধ্যম। 'জর্জান

ভাষা অবলঘন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।
৯ বি সমল। 'কাশীসিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত আমার অবলঘন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবলঘ [স অবলঘন] বি অবলঘন। 'কটিক গৌরব পাওল নিতধ। ইহিকৈ খীন উল্কে অবলঘ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবলঘন করা ১ ক্রি আশ্রয় করা। 'তাঁহারা যে পথ অবলঘন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি অনুসরণ। 'এই এছ্বে সেই রীতি অবলঘন করা হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অবলঘনকারী [স] ১ বিগ নির্ভরশীল। 'প্রথম গ্রন্থা অবলঘনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের সহিত ...।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বিগ গ্রহণ করে এমন। 'জীবিকার জন্য তাঁরা ... কোনও না কোনও নির্দিষ্ট পেশা অবলঘনকারী।' শিব, ১৯৫৬।

অবলঘনশূন্য [স] বিগ সহায়হীন। 'অবলঘনশূন্য হইয়া পড়ে।' বিজুতি, ১৯৩১।

অবলঘনশরূপ [স] বিগ সমলরূপ। 'ব্রাহ্মসমাজের ভারী অবলঘনশরূপ জ্ঞান করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অবলঘনহীন [স] ১ বিগ সহায়হীন। 'অবলঘনহীন মেঘরাগে আর তো ভালো লাগে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বিগ তলহীন। 'সে গহবরের সিত অতল, আর তার অবলঘনহীন অনন্ত সোপানাবলী।' সবুজ, ১৯২১।

অবলঘনীয় [স] ১ বিগ অবলঘন করার যোগ্য। 'যুদ্ধই একমাত্র অবলঘনীয়।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬। ২ বিগ আশ্রয় করতে হয় এমন। 'কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলঘনীয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৩ বিগ গ্রহণযোগ্য। 'বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলঘনীয় স্থির হইত।' বিদ্যা, ১৮৯১।

অবলঘিত [স] ১ বিগ দীক্ষা নিয়েছেন এমন। 'রাজা ... অবলঘিত অভিনব ধর্মের বহুল প্রচার করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিগ অনুসৃত। 'উইলসনের অবলঘিত বিচারপদ্ধতি অনুসারে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিগ নির্ভর করা হয়েছে এমন। 'শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্ট রূপে অবলঘিত হইতেছে না।' রাজ, ১৮৭৪। ৪ বিগ সমর্থিত। 'এই দুইটির একটি উপায়ও অবলঘিত হইতে পারে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৫ বিগ গৃহীত। 'তিনি ... অবলঘিত বৃত্তি দ্বারা অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন।' বিদ্যা, ১৮৯১। ৬ বিগ অন্তর্নিহিত। 'কবির সহিত কবিতার অবলঘিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অবলঘী [স] ১ বিগ অনুসারী। 'এই ধর্মের অবলঘী জাতিরা এক্ষণে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষবিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বিগ অবলঘনকারী। 'গুপ্ত যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও বিবেকের ওপরে নির্ভর না করে শাস্ত্রীয় প্রাধিকারমূলক বিচার-প্রণালীর অবলঘী।' শিব, ১৯৫৬।

অবলঘা [স] বিগ অবলঘন করা হয়েছে এমন। 'সাহিত্যে অবলঘ্য বিষয়ের প্রতি ততটা মনোযোগ দেয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অবলা [স] ১ বিগ অসহায়; দুর্বল। 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।' দ্বিজী, ১৬০০। ২ বি গৃহিণী। 'প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নারী। 'চলিল অবলা, পরে কাণবালা।' ভবানী, ১৮২৫।

অবলাকুল [স] বি নারী জাতি। 'অবলাকুলের প্রতি যত্নর সাধ্য কঠিন নিয়ম।' বামাবোধিনী, ১৮৭০।

অবলাজ্ঞন [স] বি নারীকুল। 'পবন জিনিআ অতি বেগে বহে নীর কেমতে অবলাজ্ঞন ইথে হয় স্থির।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অবলাজ্ঞতি [স] বি নারী জাতি। 'সহজ মধুর সূনিচিত্তি ভাবে অবলাজ্ঞতির সঙ্গে ব্যাকলাপ করতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অবলাত [স] বি নারীসুলভ অসহায়তা। 'অবলাতের গতি আমরা এখনো অতিক্রম করতে পারিনি।' বেগম, ১৯৪৭।

অবলাবান্ধব [স] বিগ নারীদরদ। 'অবলাবান্ধব পত্রিকা।' হারতানাথ গাঙ্গুলি, ১৮৬৯; 'কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অবলিগু [স] বিগ আবৃত। 'সত্য মোর অবলিগু সংসারের বিচিত্র প্রলেপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অবলীন [স] বিগ সম্পূর্ণ লয়প্রাপ্ত। 'দরার ইগিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অবলীল [স] বিগ স্বচ্ছন্দ। 'সেই নিস্তব্ধ হাসি অবলীল গতিছেন্দে বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অবলীলা [স] ১ বি অসংযোজ্য। 'করি চতী অবলীলা বৃকের ঘুচাইল শিলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ স্বচ্ছন্দ। 'নিজ গুণে অবলীলা রাধিকা সুন্দরী।' রূপায়াম, ১৭৫০।

অবলীলাক্রমে [স] ১ ক্রিবিগ অনায়াসে। 'তাঁহার অল্পসন্দনও হইল না ত্রুটিলাক্রমে সহগমন করিল।' দর্পণ, ১৮২১। ২ ক্রিবিগ নিঃসংযোজ্য। 'তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অবলীলায় ক্রিবিগ অতি সহজে। 'আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে অবলীলায়।' শিবায়াম, ১৯৭০।

অবলীলায়িত [স] বিগ অনায়াসজ্ঞাত। 'সমস্তটা ব্যঙ্গের সুরে অবলীলায়িত ভঙ্গীতে লিখিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অবলুঠন [স] বি গড়াগড়ি। 'বিজন বনছায়ায় তোমার আলসে অবলুঠন সারা হোলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

অবলুষ্ঠিত [স] বিগ ভ্রুশ্রুতি; গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'তাঁহার অবলুষ্ঠিত মাথায় দুই হাত বুলাইয়া কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অবলুষ্ঠিতা [স] বিগ গ্রী গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'মধুকরভবকুষ্ঠিতা লুকাবন-স্কন্ধ-লোভন মথিতা অবলুষ্ঠিতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবলুগু [স] বিগ ঢেকে গেছে এমন; অদৃশ্য। 'নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে ঘন মেঘে অবলুগু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অবলুগু [স] বি বিলুপ্ত। 'এর অবলুগতির কারণ ছিল সৃষ্টিহিত বিরতি ধ্বংসকাণ্ড।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

অবলেপ [স] বি তেজ। 'ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অবলেপন [স] বি প্রলেপন। 'তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

অবলেশ [স] ১ বিগ চূড়ান্ত। 'অকবির অবলেশ আমি।' জীবন, ১৯৪০। ২ বি সামান্যতম উপস্থিতি। 'একটিও বোলতার নেই অবলেশ।' জীবন, ১৯৪২। ৩ বি অস্থির। 'এ-রকম ভাবনার কিছু অবলেশ তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো বা।' জীবন, ১৯৪৪।

অবলেহ [স] বি লেহন; জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদন। 'আজও করি অবলেহ।' নজরুল, ১৯২৮।

অবলেহন [স] বি জিহ্বা দ্বারা আঘাতন; চাটা। 'সেই হস্ত গৃহপালিত কুরঙ্গীণী আনন্দে অবলেহন করে।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

অবলোকন [স] ১ বি দর্শন। 'এক অপূর্বসুন্দরী অলংকারে দেখিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইয়া মুহূর্ত্তে অবলোকন করিতে লাগিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি পর্যবেক্ষণ। 'মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

অবলোকিত [স] বি দৃষ্ট। 'অথচ অন্ধুর পর্যন্ত অবলোকিত হইল না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অবশ [স] ১ বিণ অসাড়। 'অবশ শরীর রুদয় অস্থির।' কৃষ্ণগম, ১৭২০। ২ বিণ পরিত্যক্ত। 'সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিণ অব্যাহা। 'প্রায় সকল ছেলেগুলি একত্রে অবশ অর্থেয়া।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৪ বিণ বিরল। 'এক হাত এক পা অবশ হইয়া পড়িল।' প্যারী, ১৮৫৯। ৫ বিণ বিহ্বল। 'শোকে ভয়ে অবশ সে সুকোমল হিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৬ বিণ শক্তিহীন। 'আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবশচিত্ত [স] বিণ অসাড় চিত্ত এমন। 'অবশচিত্ত এবং সমবেত চেতা ও শৌর্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অবশতা [স] বি নিশ্চলতা। 'এক অদ্ভুত অবশতা ছাড়া আর কিছুই নয়।' হাই, ১৯৪৬।

অবশাঙ্গ [স] বিণ ক্লান্তদেহী। 'ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অবশীভূত [স] বিণ অব্যাহা। 'ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

অবশেন্দ্রিয় [স] বিণ ইন্দ্রিয় দমনে শক্তি নেই এমন। 'আমিও অতি অদম্য ও অবশেন্দ্রিয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অবশিষ্ট [স] বিণ বাকি। 'যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অবশিষ্টাংশ [স] বি বাকি অংশ। 'প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অবশেষ [স] অবশেষে বিণ চূড়ান্ত। 'এ সুন্দরী দেখ বিরহীর অবশেষ।' বাহরাম, ১৬৫০।

অবশীভূত অবশ

অবশেষ [স] ১ বি যা উচ্ছিন্ন। 'কেহ বলে আমি অবশেষ নাহি চাই।' বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বিণ অবশিষ্ট। 'চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ ক্রিবিণ অবশেষে। 'দ্বাদশ বর্ষ বেদাধ্যয়ন করিয়া অবশেষে দারপরিগ্রহ করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অবশেষে [স] ১ ক্রিবিণ শেষ পর্যন্ত। 'অবশেষে বড় সাধ পুরা দিল কর্জি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রিবিণ অবসানকালে। 'বেলী অবশেষে আইল দেশের ষড়ানন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রিবিণ সব শেষে। 'মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদরি হইলেন।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৭।

অবশ্য [স] ১ ক্রিবিণ নিশ্চয়। 'অবশ্য করিব প্রতিকার।' মালাধর, ১৫০০। ২ অব্য তবে। 'অবশ্য, সেটা প্রমাণ এবং ইংরাজ জজ ও জুরির বিচার ও বিশ্বাসের কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবশ্যই ক্রিবিণ নিশ্চিতরূপে। 'ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অবশ্যকরণীয় [স] বিণ না করে পারা যায় না এমন। 'নানাবিধ নৌকিক-আচার ধর্মের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া পড়ে।' বেগম, ১৯৪৮।

অবশ্যকর্তব্য, **অবশ্যকর্তব্য** [স] বি অবশ্য করণীয় কাজ। 'তিনি এমত লিখিয়া গেলেন যে সতীত্বীতি নিবারণ করা অবশ্যকর্তব্য।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'আমোদপ্রমোদ করে কাটোনা এখানকার পরিবারের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অবশ্যকর্তব্যতা [স] বি অবশ্যই পালনীয় দায়িত্ব। 'অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহারে প্রহারে বেড়েই চলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অবশ্যকৃত [স] বিণ অবশ্যই করতে হবে এমন। 'compulsory হল অবশ্যকৃত, voluntary হল যেচ্ছাকৃত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অবশ্যকৃত্যতা [স] বি অবশ্যকর্তব্যতা। 'বিবাহ করার অবশ্যকৃত্যতা সম্বন্ধে কন্যা ও বরের অবস্থার অসাম্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

অবশ্যগ্রাহণীয় [স] বিণ অবশ্যই গ্রহণীয়। 'তবে তাহা শুধু অবশ্যগ্রাহণীয় নয়।' এসলাম, ১৯৩৫।

অবশ্যপাঠ্য [স] বিণ পাঠ না করে পারা যায় না এমন। 'তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অবশ্যপাঠ্য করেনি।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

অবশ্যপ্রতিপাল্য [স] বিণ অবশ্য পালন করতে হয় এমন। 'তাহাকে নিতান্তই অবশ্যপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অবশ্যপ্রয়োজনীয় [স] বিণ অত্যন্ত জরুরি। 'উপাদান ও অবস্থার সমাবেশে... তার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা [স] বি অপরিহার্যতা। 'বাহিরের কোনো-কিছুই যে অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অবশ্যাব্যাহ্যতা [স] বি বাধ্যবাধকতা। 'সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্যাব্যাহ্যতা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবশ্যভাবী [স] অবশ্যজ্ঞাবী বিণ নিশ্চিত। 'মৃত্যু অবশ্যভাবী।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

অবশ্যযোগ [স] বি অনিবার্য যোগ। 'পরস্পরের মধ্যে কোনো অবশ্যযোগ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবশ্যরুচ্যতা [স] বি অনিবার্য রুচ্যতা। 'এই অবশ্যরুচ্যতাকে যদি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অবশ্যশিক্ষা [স] বি বাধ্যতামূলক শিক্ষা। 'একদা মহাত্মা গান্ধী যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষার প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অবশ্যসম্ভব [স] বিণ নিশ্চয় ঘটতে পারে এমন। 'মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবার্য অবশ্যসম্ভব ঘটনা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অবশ্যসম্ভাবনা [স] বি নিশ্চয় ঘটবে এমন অবস্থা। 'অবশ্যসম্ভাবনার বিরুদ্ধে ব্যর্থ পরিতাপ পরিত্যাগ করে আপনাকে ... সমস্ত কার্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অবশ্যসহচর [স] বিণ নিত্যসঙ্গী। 'কোমলতার অবশ্যসহচর দুর্বলতা দ্বারা তাহার অসহায় এবং পরাধীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবশ্যসহ্য [স] বিণ সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই এমন। 'বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবশ্যস্বীকার্য [স] বিণ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এমন। 'এ কথা

অবশ্যীকার্য যে, আগে আসে বনিকার, তারপর মণিকার।' প্রমথ, ১৯১৪।

অবশ্যম্ভব [স] বিণ নিচয় ঘটবে এমন। 'গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবশ্যম্ভাবিতা [স] বি নিশ্চিততা। 'বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কর্তে পারে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

অবশম্ভাবী [স] বিণ নিচয় ঘটবে এমন। 'কর্ণধার-বিহীন ঝটিকগ্রস্ত তরলীর ন্যায় বিনাশ অবশম্ভাবী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অবশ্যি [স অবশ্য] অব্য অবশ্য। 'তোমর অদৃষ্ট যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবশ্য তাকে ভালোবাসবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অবশ্যপোষ্য [স অবশ্যপোষ্য] বিণ অবশ্যই পোষণ করত হবে এমন। 'ভূদীয় অবশ্যপোষ্য শ্রীদয়ারামদাশ।' ওর্সা, ১৭৮২।

অবস [স অবশ্য] ক্রিবিণ অবশ্য। 'অবস করিআ ভববল জিতা।' চর্য্য ১২, ১২০০।

অবসই ক্রিবিণ নিচয়। 'হংস সরোবর পাইলো অবসই হরিএ' ভৃঞ্জে কমল।' বড়ু, ১৪৫০।

অবসউ ক্রিবিণ অবশ্য। 'অবসউ দিন এক দেত বিহসিয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবসও ক্রিবিণ অবশ্য। 'অবসও রহব আঁধি উই লাঞ্জে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবসত [অ+স বসতি] বি নির্জন দেশ। মানোএল, ১৭৪৩।

অবসন্ন [স] ১ বিণ অবসাদগ্রস্ত। 'বহির্দেশে গমন করিয়া সেখান হইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৭।
বিণ অবসন্ন। 'সত্য কি কদাপি মিথ্যা ধারা অবসন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৩ বিণ বিষন্ন। 'কিছু অবসন্ন হইলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ বিণ শক্তিহীন। 'তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

অবসন্নতা [স] বি ক্রান্তি; অবসাদ। 'জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবসন্নাসী [স] বিণ স্ত্রী অবসান। 'রজনী অবসন্নাসী হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অবসর [স] ১ বি ফুরাসত; সুযোগ। 'নিশাশ এড়িতে মোকে দেহ অবসর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বিশ্রাম। 'স্বব একটি দিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অবসরক্রান্ত [স] বিণ অবসরে থেকে থেকে ক্রান্ত হয়েচে এমন। 'শিল্পচর্চা অবসরক্রান্ত মানুষের বিলাসিতা নয়।' উমর, ১৯৬৮।

অবসরচিন্তা [স] বি অবসরের চিন্তা। 'যা অবসরচিন্তা তা দর্শন নয়।' প্রমথ, ১৯১৭।

অবসরদৈত্য [স] বি অবসররূপ দৈত্য। 'অবসরদৈত্য তার মনে ঢেপে আছে বিপুল ভারিভেট।' ওয়ালী, ১৯৪৬।

অবসর-প্রতীক্ষা [স] বি সুযোগের অপেক্ষা। 'বক্তৃতার অবসর-প্রতীক্ষায় আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অবসরপ্রাপ্ত [স] বিণ চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে এমন। 'ঐ কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

অবসরপ্রাপ্তি [স] বি অবসর গ্রহণ। 'অবসরপ্রাপ্তিতে তাই তাঁর আনন্দের সীমা থাকে নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অবসরবিলাসী [স] বিণ অবসরপ্রিয়। 'আজকের সাহিত্য অবসরবিলাসীর চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

অবসরভোগী [স] বি অবসর যাপনকারী। 'শেজুর বীথির পাশে পাশে এই দৃশ্য অবসরভোগীর আশীর্বাদ।' শওকত, ১৯৬২।

অবসরমত [স] ক্রিবিণ সুযোগ অনুযায়ী; ফাঁক বুঝে। 'অবসরমত একটা খবরের কাগজে ... সংবাদ পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অবসরে ক্রিবিণ সুযোগে। 'সব দেবগণ মেলি সেই অবসরে।' বড়ু, ১৪৫০।

অবসরের বেড়া বি অবকাশের বেটনী। 'কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অবসরি জাগুয়া [স অপসরিতং য়াতি] ক্রি অপসৃত হওয়া। 'দুশ্কন সাকে অবসরি জাই।' চর্য্য ৩২, ১২০০।

অবসা [স অবশ্য] বিণ অবশ। 'কি কথা কহিব তবে অবসা পরানী।' ঘিচরী, ১৬০০।

অবসাদ [স] ১ বি পরাজয়। 'কোই না মানই জয় অবসাদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মনোবেদনা। 'আজি পাঠাইব তারে দিয়া অবসাদ।' মালান্দর, ১৫০০। ৩ বি দুঃখ। 'অপরিহা স্তানে বৈস কিবা অবসাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি বিষন্ন ভাব। 'সাত মাসে বহুগুণ দেই তারে সাদ' নয় মাসে প্রসবেদনা অবসাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি অপমান। 'নাগরখে গেলা দেবী হয়্যা অবসাদ।' বিজয়, ১৬৫০।

অবসাদ করা ক্রি পরাজিত করা। 'ধমিলে কএল তাকর অবসাদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবসাদক [স] বিণ অবসাদজনক। 'অবসাদক পদার্থ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অবসাদগ্রস্ত [স] বিণ শ্রান্ত। 'তাহার পর শরীর মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অবসাদভগ্ন [স] বিণ বিণ শ্রান্তিবশত শক্তিহীন। 'অবসাদ-ভগ্ন ডানা।' নজরুল, ১৯২৪।

অবসাদ-প্রদায়ক [স] বিণ অবসাদ প্রদান করে এমন। 'অবসাদ-প্রদায়ক ঔষধ গ্রহণে বৃকে রসচাপের হ্রাস পায়।' জগদীশ, ১৯২৬।

অবসাদিত [স] বিণ অবসাদাক্রান্ত। 'অন্য স্থল অবসাদিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

অবসান [স] ১ বিণ অবসন্ন। 'পাসরিতে সরীর হোয়ে অবসান। কহইত ন লয় বুঝে অবধান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিণ অবশেষে। 'ভাল মন্দ দুখ বৃদ্ধ অবসান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি শেষ। 'লোকের সংঘটিত দিন হৈল অবসান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'নির্মাণ করিতে হইল নিশি অবসান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি অন্তর্বাসী। 'দেশের বাহিরে যেন অবসান জাতি।' কাশীরাম, ১৬৫০। ৫ বিণ গত। 'বসন্ত অবসান, কখন বসন্ত গেল, এবার হুল না গাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অবসান-গান [স] বি সমাপ্তি সংগীত। 'অবসান-গান আশেপাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অবসানদশা [স] বি লুপ্তবস্থা। 'মহৎপ্রতাপের অবসানদশার জন্য একটি স্লিঙ্ক করুনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবসানী [স অবসান] বি শেষ। 'কত চতুরান মরি মরি জাগত ন তুয়া আদি অবসানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবসিত [স] বিণ অবসান হয়েছে এমন। 'উদারতার সীমা উদরের

চারি পার্শ্বের মধ্যেই অবসিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

অবসার [স] বি অবস্ফায়ন। 'তাঁরা আপন-আপন নির্ণায়ক প্রয়োগের দ্বারা রেনেসাঁসী উত্তরণজির অবসারে প্রবৃত্ত।' শিব, ১৯৫৬।

অবসৃত [স] বিণ অবসরপ্রাপ্ত। 'পেন্সন লইয়া স্বকর্ম হইতে অবসৃত হইছেন।' বিশ্ব, ১৮৮৪।

অবসৃত [স] বিণ স্ত্রী অবসর দেওয়া হয়েছে এমন। 'গৃহকার্য্য হইতে তাকে অবসৃত করা হইল।' হালিসহর, ১৮৭১।

অবসৃতি [স] বি অবনতি। 'হিন্দুদের অগ্রগতির ইতিহাস এবং মুসলমানদের অবসৃতির।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অবসেখ [স অবশেষ] বি নিঃশেষ। 'মারতি রহত পোষ অবসেখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবস্কর [স] বি জঞ্জাল। রবীন্দ্র, ১৯১৬: 'ধরিত্রীর তার অনশ্বর অবস্করে পরিপুষ্ট করিবে আবার।' সূচীন্দ্র, ১৯৩৩।

অবস্ত [স] বি অনুভব করার বিষয়। 'শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তর কি নাম নেই?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবস্থা [স] ১ বিণ দুর্দশপ্রাপ্ত। 'অবস্থা করিল মোকে সেই জগন্নাথে।' বটু, ১৫৭০: ২ বি দশা। 'বাসলা পাঠশালা সকলের বর্তমান অবস্থা যতকাল থাকিবে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮: 'জনজুর্মি হীন অবস্থা মোচনের যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি আনন্দের করা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮: ৩ বি আর্থিক সম্বল। 'যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮: ৪ বি মান। 'অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিকট অবস্থায় অবস্থিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯: ৫ বি পরিস্থিতি। 'এই শোচনীয় অবস্থা নিরাকরণের প্রতি গুরুন্যমেষ্টের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫৫: ৬ বি মর্যাদা। 'বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থা সেকালে কি রূপ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবস্থাপাত [স] বিণ পরিহ্রিতজ্ঞ। 'যেখানে প্রকৃতিস্থ এবং অবস্থাপাত বৈষম্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবস্থাপাতিক [স] ক্রিবিণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। 'অবস্থাপাতিক যখন রাধিকাও আসছেন না ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অবস্থাপ্রতি [স] বিণ অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। 'সেটা বাহ্য অবস্থাপ্রতি ব্যাপার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অবস্থাদৈন্য [স] বি অবস্থার দীনতা। 'সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবস্থাদীন [স অবস্থান+স অধীন] বিণ অবস্থার অধীন। 'বাসলা কার্য্যকারকেরা ওদ্রুপ অবস্থাদীন তাদৃক বটেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

অবস্থান্তর [স অবস্থা-অন্তর] বি অন্য অবস্থা। 'বাসলি কর্মকারিরা যাবৎ দূরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

অবস্থাপ্রতি [স অবস্থা-অধীন] বিণ অবস্থাপ্রাপ্ত। 'তাঁতার, তুর্কমান ও তাদৃশ অবস্থাপ্রতি অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে এইরূপ ব্যবহার ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অবস্থাপন্ন [স অবস্থা-আপন্ন] ১ বিণ অবস্থাপ্রাপ্ত। 'সুলাচনাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪: ২ বিণ আর্থিক সংগতিপূর্ণ। 'ছোটবোয়ের ভাইয়ের অবস্থাপন্ন।' শরৎ, ১৯১৬।

অবস্থাপিত [স] বিণ সন্নিবিষ্ট। 'সাতিশর শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৯২।

অবস্থা ফেরানো ক্রি উন্নতি সাধন করা। 'শরীরের জোরেই মোটামুটি অবস্থা ফিরিয়েছে নিজের।' শওকত, ১৯৭০।

অবস্থাবহুদে [স অবস্থা-অবহুদে] ক্রিবিণ অবস্থাপ্রাপ্তিকে; অবস্থার দৃষ্টিকে। 'অবস্থাবহুদে যাবতীয় জমিদার এই সমস্ত অত্যাচারে দ্রুতি নহেন।' এডুকেশন, ১৮৭২।

অবস্থাবিপাকে [স] ক্রিবিণ ঘটনাক্রমে। 'অবস্থাবিপাকে ঘেঁটা বাহিরে গড়িয়া উঠে ... সেইটেই সত্য।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অবস্থাবিশেষে [স] ১ ক্রিবিণ অবস্থাপ্রাপ্তিকে। 'অবস্থা বিশেষে পুরুষের ২৮ বৎসরে ... বিবাহ হইতে পারে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২: ২ ক্রিবিণ বিশেষ অবস্থায়। 'অবস্থাবিশেষে তাত্ত্বিক দীর্ঘকাল হইয়া ওঠে।' মানিক, ১৯৩৬।

অবস্থাবেগুণ [স] বি অবস্থার প্রতিকূলতা। 'অবস্থাবেগুণে এর ক্রম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অবস্থাবিজ্ঞ [স অবস্থা-অভিজ্ঞ] বিণ অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'পাছে সমস্ত অবস্থাবিজ্ঞ অধিকাচরণ তাহার কোনো অনিষ্ট করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অবস্থাবেদ [স] বি অবস্থার পার্থক্য। 'উভয়ের এরূপ অবস্থাবেদের কারণ কি।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

অবস্থাবেদে ক্রিবিণ অবস্থাবিশেষে। 'অবস্থাবেদে তাহা পূণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অবস্থাপালী [স] বিণ ধনী। 'গ্রামের সকলে বিশেষ করিয়া অবস্থাপালী।' মনসুর, ১৯০৫।

অবস্থাপ্রকট [স] বি দৃশ্য। 'তাহার এই অস্বাভাবিক অবস্থাপ্রকট।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অবস্থাহীন [স] বিণ বিস্তৃতি। 'দরিদ্র ও অবস্থাহীন কৃষকগণ পাটের আবাদ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কম করিলেও ...।' জামায়াত, ১৯৩৯।

অবস্থোন্নতি [স] বি অবস্থার উন্নতি। 'আমাদের বর্তমান অবস্থোন্নতির পথ প্রদর্শক হইবে।' প্রচারক, ১৯০৩।

অবস্থান [স] ১ বি স্থিতি। 'কর্ত্তাযুজবধি চতুর্দশে অবস্থান।' চণ্ডী, ১৫৫০: ২ বি বিরাজ। 'বর্তমান কাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে।' রবীন্দ্র, ১৯২২: ৩ বি বিন্যাস। 'ভাবভঙ্গি সমস্ত লইয়া কেশের অবস্থান এবং পদাঙ্গুলির ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অবস্থানভূমি [স] বি অবস্থান করার জায়গা। 'অন্যদিকে কয়েদীর অবস্থানভূমি।' শওকত, ১৯৬২।

অবস্থিত [স] ১ বিণ অবস্থানরত। 'রামমোহন রায় যে সময়ে গিবরপুলনগরে অবস্থিত ...।' দর্পণ, ১৮৩১: ২ বিণ অবস্থান করছে এমন। 'যাহারা সমাজের নিম্নতলে অবস্থিত।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অবস্থিতি [স] ১ বি নিবাস। 'কি নাম তোমার কোন দেশে অবস্থিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০: ২ বি অবস্থান। 'সমস্তের অবস্থিতি যশহরে হইল।' রামরায়, ১৮০১: ৩ বি স্থিতি: স্থিরতা। 'জ্যোতিষের গতি ও অবস্থিতির ভিতরে রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অবস্থিতি করা ক্রি বাস করা। 'আবাসবাটী সর্ব্বাসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অবস্থোন্নতি প্র অবস্থা

অবস্থা [স অবস্থা] ক্রিবিণ নিশ্চয়। 'অবস্থা তাহার ঠাণ্ডি জাইতে জুয়ায়।' মালখর, ১৫০০।

অবস্থাপোষা [স অবস্থাপোষ্য] বিণ অবস্থাপালনীয়। বোগল, ১৭৭০।

অবহনীয় [স] *বিণ* বহন করা যায় না এমন। 'জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় তার হইয়া উঠিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অবহিত [স] ১ *বিণ* বিনিবৃত্ত। 'একান্ত অবহিতভাবে শাস্ত্রাদি-আলোচনার তাহার জগৎসংসারের অনেকটা বেশি নির্লিপ্ত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ *বিণ* অবগত। 'প্রাণ-অণুর সন্ধান করা ও তাহার স্পন্দনের স্বরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক।' জগদীশ, ১৯২৬।

অবহিত [স] *বি* জ্ঞান। 'এই অবহিততা সম্বন্ধে একটু বিশেষ সজ্ঞা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অবহ *ক্রিণ* এখনও। 'অবহ মধু ঝড় সকল ওভ হেতু দখিনে উয়ল দ্বিজরাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবহঁ *ক্রিণ* আবার। 'অবহঁ পলটি ন আইসএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

অবহেলন [স] *বি* উপেক্ষা। 'ভগবদীতাকে অবহেলন করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

অবহেলা [স] ১ *বি* অবজ্ঞা। 'দিল তোরে দিয়া মালা তাকে কর অবহেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *ক্রি* তুচ্ছজ্ঞান করা। 'অবহেলে পাবিহুটে পান কৈলে কালকূটে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বি* অমান্য। 'পূর হয়ে পিতার আজ্ঞা অবহেলা করে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৪ *বি* অমত। 'শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ *ক্রি* পরোয়া না করা। 'অবহেলি জলধির ডেবর গর্জন।' নজরুল, ১৯২২।

অবহেলাক্রমে [স] *ক্রিণ* অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। 'অবহেলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

অবহেলিত [স] ১ *বিণ* অবজ্ঞাত। 'সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত ঈর্ষী, কিংব ভবু ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ *বিণ* অবহেলা-কৃত হয়েচে এমন। 'আহার-নিদ্রা অবহেলিত হইল।' মনসুর, ১৯৩৫।

অবোধা [স] অবজ্ঞান। *বিণ* ফ্রেমে আটকানো নয় এমন। 'নিম্ন-অবোধা ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' মানিক, ১৯৩৬।

অবাক [স] ১ *বিণ* বিস্মিত। 'অবাক হইনু হাটে দেখিয়া ওবাক।' ভারত, ১৭৬০। ২ *বিণ* বিচলিত। 'অবাক হউক পুত্ৰী সভয়ে, বিষ্ময়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৩ *বিণ* নির্বাক। 'নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে বালিকারে সযথিয়া কহে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৪ *বিণ* বিষ্ময়কর। 'অবাক শ্যামলতার তলে শিখর হতে শাখে শাখে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অবাক-জলপান *বি* কয়েক প্রকার ব্যাব্যবস্কে ভেঙ্গে মরিচ, লবণ, মশলা প্রভৃতি মিশ্রণে প্রস্তুত হালকা খাবারবিশেষ। 'অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া ... অবাক হইয়া গেল।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

অবাকপটু [স] *বিণ* কথা বলায় অসক্ষ। 'লজ্জাবনত বধু নহে, অবাকপটু বালিকাও নহে।' শরৎ, ১৯১৭।

অবাক-পারা [স] অবাকহায়া। *ক্রিণ* বিস্মিত। 'একে একে সাঁঝের তারা গান গুনে তার অবাক-পারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অবাক মানা *ক্রি* অবাক হওয়া। 'চেয়েছি অবাক মানি তার পানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অবাঙালি, অবাঙালী, অবাঙালী [অ+স বঙ্গ] ১ *বিণ* বাংলা ভাষায় কথা বলে না এমন। 'কতিপয় অ-বাঙালী মোসলমান ...।' এসলাম, ১৯১৭। ২ *বিণ* বাংলা ভাষায় চালু নেই এমন। 'সুখের'র একতরকে অবাঙালি রীতিতে দীর্ঘ করা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ *বি* বাঙালি জিন্দা অন্য সম্প্রদায়ের লোক। 'বাংলার বাইরে বহু অবাঙালির মুখে

তুনেছি।' ধূর্তি, ১৯৩১; 'বাংলা বাঙালীর নয়, সম্পূর্ণ অবাঙালীর হাতে।' জামায়াত, ১৯৩৭; 'কারবার বেশীর ভাগ অ-বাঙালীর হাতে।' মুক্তবাহা, ১৯৪৯।

অবাঙালিত্ব [অবাঙালি+স ত্ব] ১ *বি* বাঙালির বৈশিষ্ট্য নেই এমন পরিচয়। 'তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোত্তম প্রমাণ হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ *বি* বাংলাভাষী না হওয়া। 'বেহেতু অবাঙালিত্বই ছিলো তখন আভিজাত্যের মানকাঠি।' মুরশিদ, ১৯৭১।

অবাঙালী ১ **অবাঙালি**

অবাঙামানসগোচর [স] ১ *বি* যা ভাষা ও বোধের অগোচর। 'একটা অনন্তের অনির্দেশ্যের অবাঙামানসগোচরের ইঙ্গিত।' সবুজ, ১৯২১। ২ *বি* বাক্য ও মনের অগোচরতা। 'নির্গুণ অবাঙামানসগোচরে ব্রহ্মা যেনে ...।' নজরুল, ১৯২৮।

অবাজুখ [স] *বিণ* নতমুখ। 'অবাজুখ হয়ে বসে থাকতে-থাকতে ...।' ওয়ালী, ১৯৪২।

অবাজুখা [স] *বিণ* নিম্নমুখী শাখায়ুক্ত। 'আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা উর্ধ্বমুখ অবাজুখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অবাচী [স] *বি* দক্ষিণ দিক। 'ছড়ানে রয়েছে প্রাচী, অবাচীর, উদীচীর দিকে।' জীবন, ১৯৩০।

অবাচ্য [স] *বিণ* অকথ্য। 'অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহা হইতেন ...।' দর্পণ, ১৮৩৭।

অবাহাই [অ+বাহাই] *বি* উচ্ছিন্ন। 'ফরাসী সরকার কেছানবাবীর অবাহাই কুড়াইতেছেন মাত্র।' আজাদ, ১৯৫৫।

অবাহুনীয় [স] ১ *বিণ* কাম্য নয় এমন। 'ইউরোপীয় হালচাল আমি ... অবাহুনীয় মনে করি।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ *বিণ* অনাকাক্ষিত। 'ইহা তাঁহাদের পক্ষে অবাহুনীয়।' বুলবুল, ১৯৩৬।

অবাহ্বিত [স] *বিণ* অকাম্য। 'অবাহ্বিত চাটুদ্র জনতা যে তপস্যা নির্যম লাক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'ভাবল কোথা থেকে অবাহ্বিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অবাহ্বিতা [স] *বিণ* ঈর্ষী অকাম্য। 'সে অনাহ্বিত, অবাহ্বিতা।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

অবাহ [স] *ক্রিণ* বিরতিহীনভাবে। 'এমন এমন লোকও আছে, যে অবাহে শব্দ বসের পরিগ্রহ করিলেও ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ *বিণ* মুক্ত। 'যত গীতগন্ধ লয়ে বিশ্ব পশেছিল তোর অবাহ আলয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ *বিণ* সীমাহীন। 'মিশে যাব অবাহ সুখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৪ *বিণ* অগাধ। 'ওর ভালোবাসার উপর অবাহ ভরসা মনকে করেছে রসপিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৫ *বিণ* বাধ্যহীন। 'রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাহ অভিঘাত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অবাহগতি [স] *বিণ* বাধ্যহীন গতিসম্পন্ন। 'পাগবেরা স্ফীত, অখণ্ড, অবাহগতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অবাহ-বাণিজ্য [স] *বি* মুক্তবাজার; বিধিনিষেধহীন বাণিজ্য। 'দুর্ভিক্ষের সময়ে যাহাতে অবাহ-বাণিজ্য রহিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অবাহসম্বরণ [স] *বি* বাধ্যহীন চলাফেরা। 'আমার অবাহসম্বরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অব্যাহিত [স] *বিণ* বাধ্যহীন। 'অব্যাহিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাজিকদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।' দর্পণ,

১৮২৪।

অবাধে *ক্রিবিণ* অবিরাম। 'পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

অবাধ্য [স] ১ *বিণ* বিদ্রোহী। 'অল্পকালেই তোমার মন্ত্রীগণ অবাধ্য হইয়া উঠিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'হাতে তুলে লব বিজয়বাদ্য, আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ *বিণ* অমান্য করে এমন। 'নিকট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ *বিণ* কথা শোনে না এমন। 'ভূমি আমার অবাধ্য।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ৪ *বিণ* প্রবল। 'অন্তরিস্ত্রিয়ারে আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অবাধ্যতা [স] *বি* আদেশ অমান্যকরণ। 'অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

অবাধ্যতামূলক [স] *বিণ* বাধ্যবাধকতা নেই এমন। 'আমরা চলাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অবাধ্যপনা [স] *বি* অবাধ্যতা। 'অবাধ্যপনায় নক্ষত্রকেই রেণে গেল।' মনোজ, ১৯৬১।

অবাধ্যা [স] *বিণ* স্ত্রী অনুগত নয় এমন। 'সাধ্য সাধনা করিলেও কাহার সাধ্য যে অবাধ্যাকে বাধ্যা করিয়া রাখে।' ভবানী, ১৮২৮।

অবাধি [স অবাধ্য] *বিণ* অন্যথা। 'জমিদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধি হইতে পারে না।' মণোরম, ১৮৬৯।

অবাস্তব [স] ১ *বি* বৃত্তান্ত। 'জালিল দেবত্যাগণ সব অবাস্তব।' কাশীরাম, ১৬৫০। ২ *বি* সংবাদ। 'গুলিয়া হনুর মুখে সে সব অবাস্তব।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ *বিণ* অপ্রধান। 'আর আর অবাস্তব সম্রাট রাজাদের প্রত্যেক বিবরণ সম্প্রতি লিখি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ *বিণ* অসঙ্গত। 'কেহবা অবাস্তব কলহের কাহিনী ... করেন ... জ্ঞানাক্রোধান্বিত, ১৮৫২। ৫ *বিণ* ভিত্তিহীন। 'অবাস্তব উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে ভিতরে থাকিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবাস্তবিত [স] *বিণ* অস্বর্তিত। 'দেশান্ত্রাবধে জায়াত হলে 'ছোট আমি' অবাস্তবিত হবে।' ধৃষ্ণীক, ১৯৩১।

অবায়ু [স] *বিণ* বায়ুশূন্য; বাতাসহীন। 'বেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

অবায়ুস্পর্শ [স] *বিণ* গায়ে গায়ে লাগেনি এমন। 'অসূর্য্যস্পর্শরূপ অবায়ুস্পর্শদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অবারণ [স] ১ *বিণ* নিষেধন। 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ *বিণ* অবাধিল। 'নিষ্করণী অকারণ অবারণ মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ *বিণ* বিপুল। 'অবারণ বেদনার ভার ঘনিয়ে এসেছে তব মনের সীমায়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

অবারা [স অবারণ] *কি* মুক্ত করা। 'এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

অবারিত [স] ১ *বিণ* উন্মুক্ত। 'সামৎসরিক শ্রাঙ্গের দিবসে অবারিত ঘর।' রামরায়, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ* অবাধে। 'রাজারদিশের মস্তকে আমি অবারিত বইসি।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ৩ *বিণ* বিশাল। 'কুটির সমুদ্রবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রে উপরে আকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অবারিতভাবে [স] *ক্রিবিণ* বাধাহীনভাবে। 'অবারিতভাবে বড়-কাপটা, দুগ্ধি-ধোয়া আসিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

অবারোহ [স] *বি* গাছের বুরি; ডালপালা। 'অপনীত অবারোহ করিয়ে সকলে/ সাঁগা দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অবাস্তব [স] ১ *বিণ* বাস্তবতারবর্জিত; কাল্পনিক। 'অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'কারখানার গাড়িটা যেমন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটা যেমন অবাস্তব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ *বি* মায়া। 'সেই সৃষ্টিকেই যদি অবাস্তব বল তা হলে অনাসৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ *বিণ* যুক্তিহীন। 'বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব ও তুচ্ছ বলিয়া...' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অবাস্তবতা [স] ১ *বি* বাস্তবের সঙ্গে অসঙ্গতি। 'আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ২ *বি* অসত্যতা। 'তাতে তার অবাস্তবতা আরো বেশি করেছে ঘোষণা করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অবাস্তবিক [স] *বিণ* বাস্তব নয় এমন। 'অবাস্তবিক বিধি লইয়া যাঁহারা তর্কবিতর্ক করেন ... তাঁহারাি ধন্য।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অবিকম্প [স] *বিণ* অবিচল। 'সাদা দেয় অবিকম্প মন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

অবিকম্পিত [স] *বিণ* কম্পিত নয় এমন। 'অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অবিকম্প [স] ১ *বিণ* সম্পূর্ণ। 'অবিকল সকল রচনা করে অজ।' শিবায়ন, ১৯০০। ২ *বিণ* হুবহু। 'ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল।' মানিকরাম, ১৭৮১; 'অনুবাদ অবিকল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৩ *বিণ* এক। 'একদিকে অবিকল অনুকরণ, একদিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবিকলেন্দ্রিয় [স অবিবল-ইন্দ্রিয়] *বিণ* ইন্দ্রিয় বিবল নয় এমন; অবিকলাঙ্গ। 'অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তির যত্ন আপনার জীবনোপায় কর্মক্ষম।' দর্পণ, ১৮৩০।

অবিকার [স] *বিণ* অচঞ্চল। 'জগৎরূপ হয় ইন্দ্ৰ তবু অবিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অবিকৃত [স] ১ *বিণ* বিকৃত নয় এমন। 'মলি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ *বিণ* অপরিবর্তিত। 'আন্ত একটা প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অবিক্রয় [স] *বিণ* বিক্রি হয়নি এমন। 'শরুণাঘটিত মিষ্টান্ন অবিক্রয় হওয়াতে অতিদুর্দশা ঘটয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অবিক্রীত [স] *বিণ* বিক্রয় করা হয়নি এমন। 'অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।' সাম্যবাদী, ১৯২৪।

অবিক্রয়ে [স] *বিণ* সহজে বিক্রয়যোগ্য নয় এমন। 'সুবিক্রয়ে এবং অবিক্রয়ে পুস্তক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অবিস্কৃত [স] *বিণ* স্ক্রুত নয় এমন। 'একটা বড় কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ করে এরা নিজেদের অবিস্কৃত রাখে।' মোতাহের, ১৯৫০।

অবিগীত [স] *বিণ* প্রশংসিত। 'চিরকালানুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুর্ভুজ ধর্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় ...।' দর্পণ, ১৮৪০।

অবিচল [স] ১ *বিণ* দৃঢ়স্থান। 'অবিচল বচন আকার।' বড়, ১৪৫০। ২ *বিণ* অচলিত নয় এমন; অটল। এডমন্ড, ১৭৯০।

অবিচলপদ্য [স] বি দিলিপ। 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্মা অবিচল পদ্য মিশ্র কার্যক্ষ আণে ...' চিঠিপত্র, ১৭৬১।

অবিচলিত [স] ১ **বিশ** স্থির। 'ভাহারা পরস্পর অবিচলিত সম্বন্ধে ... কালযাপন করিয়াছিলেন।' **বিদ্যা**, ১৮৪৯। ২ **বিশ** দৃঢ়। 'হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল ...' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২। ৩ **বিশ** কুঠাণী। 'লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, অজাতশত্রু ছিল তিনজন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩।

অবিচার [স] ১ **বি** নির্বিচার। 'একশী পরাণ তোর লেহে অবিচারে।' **বড়**, ১৪৫০। ২ **বিশ** অব্যক্তিত। 'এক রাজ্যে দুই রাজা বড় অবিচার।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ৩ **বি** অন্যায় বিচার। 'অবিচারে জনৈক্য প্রতিজ্ঞা করিল।' **রবীন্দ্র**, ১৬৮৯। ৪ **বি** অনাচার। 'কালে কালে কি হইল, একি অবিচার।' **এডুকেশন**, ১৮৫৭।

অবিচারক [স] **বিশ** বিচার-বিবেচনায়ীন। 'রাজ্যধিপতিকে অধাৰ্থিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভৎসনাকরণে কি তাৎপর্য।' **দর্পণ**, ১৮৩৫।

অবিচারপ্রসূত [স] **বিশ** অবিবেচনাজাত। 'আমরা এই অবিচারপ্রসূত সুরারিণের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মেয়েদের প্রতিবাদ জানাতে অনুরোধ করি।' **বেগম**, ১৯৫১।

অবিচারমূলক [স] **বিশ** বিবেচনায়ীন। 'বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি অবিচারমূলক।' **আজাদ**, ১৯৩৬।

অবিচারিণী [স] **বিশ** স্ত্রী অবিচারকারী। 'সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

অবিচারিত [স] **বিশ** অবিবেচিত। 'সর্বদা অবিচারিত কর্ম অকর্তব্য।' **রামরাম**, ১৮০২।

অবিচারী [স] ১ **বিশ** ব্যভিচারী। 'কামাতুর, কুবোধি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, পৃথকতা বীর্যের শরীর নাশী।' **আন্তোনিয়ো**, ১৭৪৬। ২ **বিশ** বিচারহীন। 'বোম্বে না মন আপন মরণ একি অবিচারী লালন।' **১৮৯০**।

অবিচারে [স] **ক্রি** **বিশ** নির্বিচারে; না জেনেই। 'অবিচারে মার যদি দৈবতে মরিল।' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০।

অবিচিহ্ন [স] **বিশ** বৈচিত্র্যহীন। 'এই ভাবের অবিচিহ্ন জীবনযাত্রা অনেক মানুষকে যে নির্বাহ করতে হচ্ছে না তা নয়।' **অবন**, ১৯২৫।

অবিচ্ছিন্ন [স] ১ **বিশ** অবিরাম। 'অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্বলোকে করে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **বিশ** নিবিড়। 'উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৭। ৩ **বিশ** অবিচ্ছেদ্য। 'রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রকৃতি স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১।

অবিচ্ছিন্নতা [স] **বি** ধারাবাহিকতা। 'গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া ... পথ অনুসরণ করিতে হয়।' **প্রমথ**, ১৯১৪।

অবিচ্ছিন্নভাবে [স] **ক্রি** **বিশ** বিরামহীনভাবে। 'এই বর্বর দম্পতি অর্দ্রগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত।' **বনফুল**, ১৯৩৬।

অবিচ্ছেদ [স] ১ **ক্রি** **বিশ** অবিরাম। 'মৃগমদ তার গন্ধ ঘেঁষে অবিচ্ছেদ অগ্নি ফালাতে যেহে নাহি কড় ভেদ।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ২ **বি** বিরামহীনতা। 'সর্বকাল উজ্জ্বলদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে।' **মানিক-রাম**, ১৭৮১। ৩ **ক্রি** **বিশ** হেমদীনভাবে। 'মিটায় মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে মিছে মন-গড়া।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

অবিচ্ছেদ্য [স] **বিশ** নিবিড়; প্রপাঢ়। 'এরকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ-

পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩।

অবিচ্ছেদ্যভাবে [স] ১ **ক্রি** **বিশ** অভিন্নরূপে। 'একই অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই যুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭। ২ **ক্রি** **বিশ** অশরিহার্যভাবে। 'ঐতীকতরী মালার্মে ব্যাধনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করলেন বৈদ্যের সঙ্গে।' **শিব**, ১৯৭৩।

অবিচ্ছ্যত [স] **বিশ** অবিচলিত। 'তবু সুরেশ অবিচ্ছ্যত।' **অচিন্তা**, ১৯৫০।

অবিজিত [স] **বিশ** অপরাজিত। 'ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত অবিজিতই রহিয়া গেল।' **বুলবুল**, ১৯৩৬।

অবিজ্ঞেয় [স] **বিশ** জ্ঞান নেই এমন। 'কোন জুঁর পিশাচের অবিজ্ঞেয় অহুসিনির্দেশে।' **জীবন**, ১৯৩০।

অবিতর্ক [স] **বি** নিঃসংশয়। 'গতিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয়।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

অবিদম্ব [স] **বিশ** অচতুর। 'অবিদম্ব বিধি ভাল না জ্ঞান সূজন।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

অবিদম্বা [স] **বিশ** স্ত্রী সংস্কৃতিমনা নয় এমন। 'আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদম্বা, বাইকী আর ভারুক আমাদের নেই।' **অনুদা**, ১৯২৯।

অবিদিত [স] **বিশ** অজানা। 'ভোক্তা অবিদিত/ নাইক কিস্তিত।' **বাহরাম**, ১৬৫০। 'অবিদিত নেই তো তোমার রবিকাতা কুঁড়ের হৃদ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

অবিদ্রু [স] **বি** নিকট। 'এই গালিচার অবিদ্রু প্রকাণ্ড অট্টালিকা।' **কৃষ্ণদাস**, ১৮৮১।

অবিদ্বান [স] ১ **বিশ** (বিনয়) অপণ্ডিত। 'আমি অবিদ্বান।' **প্রমথ**, ১৯২৭। ২ **বি** যে বিদ্যাহীন। 'বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৯।

অবিদ্যা [স] **বিশ** অপণ্ডিত। 'অবিদ্যা সবিদ্যা যত ব্রাহ্মণ সমান।' **ডবায়ী**, ১৮২৫।

অবিদ্যা [স] ১ **বি** মায়া। 'যে যশ শ্রবণে আদি অবিদ্যা বিনাশ।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **বি** অজ্ঞানতা। 'পুস্তকানুশীলনদ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্যা নাম ও মনের উল্লাস হয়।' **দর্পণ**, ১৮৩১। ৩ **বি** অজ্ঞতা। 'অবিদ্যায় অবশল মানবের মন।' **গুণ**, ১৮৫৮। ৪ **বি** ইহজগৎভিত্তিক। 'যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সসারকর্মের উপাসনা করে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১। ৫ **বি** অমজ্ঞান। 'তারা কখনকালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ভুল করেন নি।' **প্রমথ**, ১৯১৩।

অবিদ্যা-বন্ধন [স] **বি** মায়ার বন্ধন। 'যার দৃষ্টি মাত্র ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।' **বৃন্দা**, ১৫৮০।

অবিদ্যামান [স] **বি** অনুপস্থিতি; অভাব। 'এই সকলের অবিদ্যামানে কলির বিরূপে অবস্থান হইবেক।' **দর্পণ**, ১৮২৯।

অবিধি [স] ১ **বিশ** শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অধৈর্য। 'আমিষ অবিধি বেলে যে করেছে গোল।' **গুণ**, ১৮৫৮। ২ **বিশ** অনুচিত। 'ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।' **দীনবন্ধু**, ১৮৬০। ৩ **বিশ** নিয়মবিরুদ্ধ। 'তাহার উত্তর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যয় করা অবিধি।' **বিদ্যা**, ১৮৭৩। ৪ **বি** অন্যায়। 'বিধি ও অবিধির নির্ঘাতনে নিপীড়িত জাতি।' **আজাদ**, ১৯৪৫।

অবিধেয় [স] ১ **বিশ** অবৈধ। 'অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপর্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া ...' **দর্পণ**, ১৮৩২। ২ **বিশ** অপ্রাসঙ্গিক। 'তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নয়।'

বক্সিম, ১৮৭৫। ৩ বিণ অশুচি। 'ব্রাহ্মণের হেলেছে শুধু জল সেওয়া অবিশেষ'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবিনএ [স] অবিনয়। বি অবিনয়; বিনয়ের অভাব। 'মোরি অবিনএ যত পরলি খেওএব তত।' বিদ্যাপতি, ১৪৫০।

অবিনয় [স] ১ বি অনাদর। 'সেবকের ঠাঠী কি প্রভুর অবিনয়।' কৃষ্ণগায়, ১৭২০। ২ বি সহন্যতার অভাব। 'অবিনয় বা অগ্নেহ নাই।' বহিষ, ১৮৮৭। ৩ বি বেয়াদবি। 'সে বিনয় এত কঠিন যে অবিনয় তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি উদ্ধতা। 'এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বি সৌজনের অভাব। 'আচর্য্য হয়েছ আমার অবিনয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অবিনয়া [স] বিণ ক্রী উদ্ধত; অশিষ্ট। 'অবিরেকী অবিনয়া আদরভাজন।' গুণ, ১৮৫৮।

অবিনয়ী [স] বিণ অদ্ভুত। 'অনন্তর মত এমন দাঙ্গিক অবিনয়ী ছেলে আর নেই।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

অবিনশ্বর [স] ১ বিণ ধ্বংস হয় না এমন। 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর কীষ্টিপতাকা মহারত্ন বেদ।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ চিরন্তন। 'ধনস্তের কেন্দ্রবর্তী সেই অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষ্য কে লাভ করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ চিরস্থায়ী। 'ইঞ্জিত মৃতদেহকে অবিনশ্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবিনশ্বরতা বি অমরত্ব। 'আত্মার অবিনশ্বরতা বুঝবার জন্য তাঁকে অন্য উপমা আর প্রায় বৃজ্ঞতে হত।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

অবিনাশ [স] ১ বিণ বিনাশহীনতা। 'আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ হিত ... বাসনা করি।' বহিষ, ১৮৭৫।

অবিনাশপুর [স] বি স্বর্ণ। 'ঝাটের অবিনাশপুরে করিতে গুপ্তম।' সুলতান, ১৭০০।

অবিনাশী [স] ১ বিণ অবিনশ্বর। 'অবিনাশী চন্দ্রকলা থাকে যেই স্থান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ চিরস্থায়ী। 'কৃপার শাস্তোর পালিবক, নিজে-নাম অবিনাশী।' আন্তোনিয়া, ১৭৪৩। ৩ বিণ বিনাশ নেই এমন। 'এ দিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ওদিকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অবিনিবিলম্বিত [স] অবনী+স বিবিলম্বিত। বিণ বিতীর্ণ। 'অলিকূলান্বিত অবিনিবিলম্বিত বনি বনমাণ বিটঙ্ক।' গ্যোবিন্দ, ১৬০০।

অবিনীত [স] ১ বিণ বিনীত নয় এমন। 'বাদোদারোহ-নিবাসী অবিনীত অসভ্য লোকেরা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ উদ্ধতাপূর্ণ। 'উপেক্ষাপূর্ণ অবিনীত ব্যবহার করিয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অ-বিন্দু [স] বি (বাউল) গুরু। 'অ-বিন্দু উথলিয়ে নীর হয়েছিল নৈরাকার।' দাগন, ১৮৯০।

অবিন্যস্ত [স] ১ বিণ অগোছাঙ্গো। 'সব যেন অবিন্যস্ত, উঁচু-নিচু ...।' লিটল, ১৯৫৯। ২ বিণ সুসংবদ্ধ নয় এমন অগোছাঙ্গো। 'নিতান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ...।' শরীফ, ১৯৭০।

অবিবাদ [স] বি নির্বিবাদ। 'আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব অর্পণ করতে সম্মত হলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অবিবাহী [স] বিণ নির্বিবাহ; শাশু। 'ওই দ্যাখো কয়েকটি অবিবাহী ছির অভিন্নকল্পনাগ্রুহি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।' নীলেন, ১৯৬১।

অবিবাদে [স] ক্রিবিণ নির্বিবাদে। 'আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব অর্পণ করতে সম্মত হলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অবিবাহ [স] বিণ অবিবাহিত। 'অবিবাহ কুন্তি দেবি কুন্তভোজ্ঞ ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অবিবাহিত [স] ১ বিণ বিয়ে হয়নি এমন। ওয়া, ১৭৮২; 'দর্পণপত্রের স্থানান্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণ্য ইতিষ্মকরিত যে এক পত্র দৃষ্ট হইবে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০; 'অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতাদের সঙ্গে মিশে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ কুমারী। 'কন্যা যতদিন অবিবাহিত থাকে তাহাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ অবিবাহিত অবস্থাকালীন। 'এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুদের শেষ মিলন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অবিবাহিতা [স] ১ বিণ ক্রী বিয়ে হয়নি এমন। 'একাদশ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বিণ কুমারী। 'অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতাদের সঙ্গে মিশে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

অবিবাহী [স] বিণ অবিবাহিত। 'যোগ্য কন্যা অবিবাহী।' কেতকা, ১৬৫০।

অবিবেক [স] বি বিবেকহীনতা। 'যৌবন ধন সম্পত্তি অবিবেক ইহার যদি এক থাকে।' গোলোক, ১৮০১।

অবিবেকতা [স] বি বিবেকহীনতা। 'অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভৃতি অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গস্থ হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮২২।

অবিবেকী [স] ১ বিণ বিবেকহীন। 'অবিবেকী প্রমাদবিশিষ্ট আর বিতর্কমিত্তে অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক তাহার ...।' রামমোহন, ১৮১৭। ২ বিণ অবিবেক। 'অবিবেকী অন্তর্ভাবী।' সুদীপ্ত, ১৯৩৯।

অবিবেচক [স] ১ বি যে বিবেচনা করে না। 'তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন ইহার তুল্য অবিবেচক আর নাই।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বিণ বিচারবুদ্ধিহীন। 'ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেক অধিকাংশ লোক।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

অবিবেচনা [স] ১ বি বিবেকহীনতা। 'আমি, সবিশেষ ... অবিবেচনার কর্ম করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি বিচার। 'ন্যায়রত্নের পক্ষে অবিবেচনা হয়েছে এই বলিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৩ বি বিচার বুদ্ধির অভাব। 'সমস্তই আপনার অবিবেচনার ফল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি পরিগমা বিচার না করা। 'যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে ... তাহাদের মধ্যে সেই দুরন্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বি অন্যায়। 'সে-বাগানে আমাদের মন যদি উৎসাহিত না হয় তা হলে মাঙ্গী সেটাকে আমাদের অবিবেচনা মনে করে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অবিবেচনাগ্রাসুত [স] বিণ অপরিকল্পিত। 'কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত যে একান্তই অবিবেচনাগ্রাসুত।' আজাদ, ১৯৬৯।

অবিবেচনীয় [স] বিণ অগ্রহণযোগ্য। 'এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে ...।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৩।

অবিভক্ত [স] ১ বিণ ভাগ করা নেই এমন। 'দশ প্রহরের দ্বারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমায়া লিহন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ অখণ্ড। 'এ সদগম্য তরু হয়েছিল যুগ যুগ আগে অবিভক্ত ভারতে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

অবিভাহী [স] অবিবাহী। বিণ অবিবাহিত। 'এত বড় যোগ্য কন্যা কেন অবিভাহী।' কেতকা, ১৬৫০।

অবিভাজ্য [স] বিণ ভাগ করা যায় না এমন। 'আটম অর্থাৎ পরমাণুকে

জগতের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য উপাদান বলে মনে করা হতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অবিভাজ্যতা [স] বি অখণ্ডতা। 'সত্তার অবিভাজ্যতা আরও কঠিনতর সত্য।' উমর, ১৯৬৮।

অবিভাতি [স] বিণ অবিহিত। 'অবিভাতি কন্যা প্রায় লয় মোর মনে।' কাশীরাম, ১৬৫০।

অবিতীর্ণিকা [স] বি অয়। 'ঘোরতর বিতীর্ণিকা সামনে দেখছি, আবার অবিতীর্ণিকা কোথায়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

অবিমর্ষা [স] ক্রি আনন্দিত হওয়া। 'অবিমর্ষি কহি বাণী।' আল্লাওল, ১৬৮০।

অবিমিশ্র [স] ১ বিণ ঝাট। 'অবিমিশ্র বিমল সত্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ বিণ বিভক্ত। 'অবিমিশ্র উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিণ কেবলশায়। 'অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ৪ বিণ নির্ভেজাল। 'অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষেক করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ৫ বিণ নিরবচ্ছিন্ন। 'আজকাল ওর মুমুর্তা আর অবিমিশ্র নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৬ বিণ আন্তরিক। 'এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবচলিত অকৃত্রিম প্রীতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অবিমিশ্রিত [স] বিণ একান্ত। 'সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

অবিমিশ্রতা [স] বি বিভক্ততা। 'রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখতে পাই, তা হলে বর্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

অবিমৃশ্য, অবিমৃশ্য [স] বিণ অসহনশীল। 'অবিমৃশ্য জনের জ্ঞানকে বিয়ায়ে সর্কণী সৌধ।' সুব্রত, ১৯৩২।

অবিমৃশ্যকারিতা [স] বি হঠকারিতা। 'অবিমৃশ্যকারিতা ও অর্কটানুভায় তাহা হইতে ... বঞ্চিত হইতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অবিমৃশ্যকারী [স] ১ বিণ অবৈতরিক। 'নবানুগাণপরব যুবকজনের মত উদ্ধত ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি পোয়ার। 'অবিমৃশ্যকারীর মত ছুটে গিয়ে তার কোদালটা নিয়ে ফিরে আসে।' হাসান, ১৯৬৭।

অবিষধারী [স] বিণ ছায়াহীন। 'তনেছি যা তুমি অবিষধারী।' লালন, ১৮৯০।

অবিয়াত [স] বিণ অবিহিত। 'পাইলে কি আর নিজে অবিয়াত থাকি মিয়া।' জহির, ১৯৬৪।

অবিরক্ত [স] বিণ বিরক্তহীন। 'একে একে তৎপরীক্ষণ অবিরক্ত চিত্তে করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অবিরত [স] ক্রিণ অনবরত। 'প্রলয়কালের মত ঝড়বৃষ্টি অবিরত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অবিশাল [স] ১ ক্রিণ বিরতিহীনভাবে। 'অবিরল নয়ন গলএ জলধার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ সম্পূর্ণ। 'ঢেলে দিস অবিরল ছোটো মনখানি ভরে ভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ সারাক্ষণ। 'চন্দ্র সূর্য জাপে অবিরল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ ক্রিণ অব্যাহতভাবে। 'অবিরুদ্ধ অবিরল চলে নিরবধি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বিণ অস্তহীন। 'অবিরল ঘাস শুধু ছড়ায় রম্যে মাটি-কাঁকড়ের পর।' জীবন, ১৯৩২। 'অবিরল তপুগিরি সারি।' জীবন, ১৯৩২। ৬ বিণ বিক্রামহীন। 'অবিরল কয়েকটি কাক।' আহসান, ১৯৬২।

অবিরাজ [স] বিণ অদৃশ্য। 'মহরমের চান্দ মাথ/ দশদিন অবিরাজ।' বাহরাম, ১৬৫০।

অবিরাম [স] ১ ক্রিণ অনবরত। 'ক্ষুধক আমার হৃদয়েতে অবিরাম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ সমস্ত। 'প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ বিরতিহীন। 'আনন্দের লীলা অবিরাম।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৪ ক্রিণ বিশ্বামহীনভাবে। 'অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি সার্বক্ষণিক। 'ভাষ হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৬ ক্রিণ শান্তিহীনে। 'আকাশে উঠিছে অবিরাম অমেয় প্রেমের মন্ত্র - বুকের শরণ লইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অবিরোধ [স] বি বিরোধহীনতা। 'অবিরোধে চল বোটা পাটসাল ছাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অবিরোধী [স] ১ বিণ বিরোধহীন। 'লেখা আছে যে কোন লোক ধনী অবিরোধী অজ্ঞাততুল্য এবং সন্তানকে অধিক স্নেহ করে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ শত্রুহীন। 'ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র অতিশিথি অবিরোধী প্রিয়ভাষী।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩ বিণ বিরোধিতাহীন। 'রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রকৃত স্বার্থ অবিরুদ্ধে অবিরোধী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ বিরোধ নেই এমন। 'সুন্দর অবিরোধী উপমা বাংলায় - ডানা-কাটা পরী।' অবন, ১৯২৫।

অবিলম্ব [স] বি বিশেষহীনতা। 'অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'অবিলম্বে চলি গেল চান্দের গোচর।' বিজয়, ১৬০০।

অবিলম্বিত [স] বিণ মাত্র এসেছে এমন। 'ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের।' মানিক, ১৯৩৫।

অবিলম্বে [স] ১ ক্রিণ তাড়াতাড়ি। 'অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রিণ অবশ্যই। 'স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কিন্তু শতটা করে, ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অবিলাম [স] অবিলখ। ক্রিণ অবিলম্বে; দেরি না করে। 'মায়ের তাহার জীষণ অসুখ আসে যেন অবিলাম।' জসীম, ১৯৫১।

অবিশাস [স] অভিশাষ। বি অভিশাষ; ইচ্ছা। 'সর্বক্ষম বিরোধ অবিশাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অবিশদ [স] বিণ সর্বেক্ষ; বিকৃত নয় এমন। 'ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের যেরূপ নিগূঢ় ভাব ও তাহার রচনা যেরূপ অস্পষ্ট ও অবিশদ, তাহা ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অবিশাল [স] বিণ বিরাট। 'এইহেতু চণ্ডী রণ কৈল অবিশাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অবিশুদ্ধ [স] ১ বিণ মলিন। 'শতরশ্মির আনন্দ অবিশুদ্ধ হয় কিসে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিণ ত্রুটিপূর্ণ। 'আর ইহােজি যে অবিশুদ্ধ তাও নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অবিশেষ [স] বিণ বিশেষ নয় এমন; সাধারণ। 'আমাদের অন্ধকার আলো এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্জনক।' জীবন, ১৯৩০।

অবিশ্বাস [স] বি বিশ্বাসের অভাব। 'চিত্তে তান কিছু জন্নিয়াছে অবিশ্বাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অবিশ্বাসনীতি [স] বি অবিশ্বাসের নীতি। 'ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবিশ্বাসপ্রবণতা [স] বি অবিশ্বাস করার স্বভাব। 'এ যুগের মানুষের অবিশ্বাসপ্রবণতা ...।' মানিক, ১৯৩৮।

অবিশ্বাসযোগ্য [স] *বিশ্ব* বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। 'পুরাণের বংশকীর্তন এককালে অবিশ্বাসযোগ্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অবিশ্বাসি [স] অবিশ্বাসী। *বিশ্ব* বিশ্বাসঘাতক। 'অনঙ্গ কহিছে হাসি, নাই ছিলে অবিশ্বাসি।' তবানী, ১৮২৫।

অবিশ্বাসিনী [স] *বিশ্ব* স্ত্রী বিশ্বাসঘাতক। 'অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর মা আর বোনো আমার অনাশ্রিত হয়েই রইল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

অবিশ্বাসী [স] ১ *বিশ্ব* বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। 'অবিশ্বাসী উত্তর।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ *বিশ্ব* বিশ্বাসঘাতক। 'স্ত্রীলোককে সর্বশত্রুই অবিশ্বাসী ও বল কহিয়াকেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ *বিশ্ব* অবিশ্বাসকারী। 'অবিশ্বাসী গদ্যাক্ষরী লোকেরা এতটা কবিত্ব বিশ্বাস করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ *বিশ্ব* ধর্মে বিশ্বাস করে না এমন। 'সেই সময়ে ধর্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যে হউক ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৫ *বিশ্ব* বিশ্বাস নেই এমন। 'অবিশ্বাসী ভীলু, অসত্যভারানবদ মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৬ *বিশ্ব* বিশ্বাস বিচূর্ণ করে দেয় এমন। 'পদচিহ্নগুলি পদে পদে মুছে নিল সন্দানীশী অবিশ্বাসী ধূলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৭ *বি* অবিশ্বাসকারী ব্যক্তি। 'বৈদ্যাসিক অবিশ্বাসী চালে যদি বিশ্বাক্ষি বিদ্রূপ ... তবুও কেমনে, কবি, অস্বীকার করিবি সুন্দরে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

অবিশ্বাস্য [স] *বিশ্ব* বিশ্বাসের অযোগ্য। 'কথাটা অবিশ্বাস্য ইহলৌকিক তাহার মনবি তাহাই ভুলিতে চাহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অবিশ্যি [স] অবশ্য্য। ১ *ক্রি* *বিশ্ব* নিশ্চয়। 'যদি চন্দ্র যত্ন করে তবে কি পদ্মিনীকে দেখতে পায় না? অবিশ্যি পায়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ *অব্য* তবে। 'সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জানো কিন্তু কী রকম তা জান না।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ *অব্য* অবশ্য। 'আজকাল অবশ্যি সুন্দর পত্নী অঙ্কলোও স্ত্রী শিক্ষা প্রসার লাভ করেছে।' বঙ্গম, ১৯৭০।

অবিশ্রান্ত [স] ১ *ক্রি* *বিশ্ব* অনবরত। 'অবিশ্রান্ত পড়ে চোটে করে হানাহানি হ্যাকহেড, ১৭৭৮। ২ *বিশ্ব* শাস্তিহীন। 'গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত ন্যূতন রত।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ *বিশ্ব* অক্লান্ত। 'কৃষ্ণকল অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিয়া ...।' প্রভাকর, ১৮৯২। ৪ *বিশ্ব* বিরতিহীন। 'অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায়ে ডেসে যায় রে দেশ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৫ *বিশ্ব* অব্যাহত। 'ঝড় অবিশ্রান্ত, তুমি পাছ আমি পাছ জয়, জয়, জয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অবিশ্রান্তভাবে [স] *ক্রি* *বিশ্ব* ক্রান্তিহীনভাবে। 'দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

অবিশ্রাম [স] *ক্রি* *বিশ্ব* অবিরাম। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'কায়মনে প্রকৃত্ত ভাবিয়া অবিশ্রাম।' সুলতান, ১৭০০।

অবিশ্রামগতি [স] *বি* বিরতিহীন গতি। 'অবিশ্রামগতিতে ... গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অবিশ্রম [স] *বিশ্ব* বিষন্ন নয় এমন। 'তিনি অবিশ্রম-হৃদয়ে ... নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া কাপহরণ করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অবিশ্ট [স] অস্তিত্ব। *বি* বাসনা। 'তোমার অবিশ্ট জেনে বাসনা পূর্ণ করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অবিশ্টি [স] অস্তিত্ব। *বি* ইষ্টদের। 'আমি আপন বিষ্টি আপন অবিশ্টিকে দিগ্গাহি।' চিঠিপত্র, ১৮১৬।

অবিসংবাদিত, অবিসংবাদিত [স] *বিশ্ব* মতভেদ নেই এমন; সর্বসম্মত। 'এ উক্তি অবিসংবাদিত সত্য।' অক্ষয়, ১৮৪৫। 'তরুণ বাঙ্গলা সাহিত্যের অবিসংবাদিত নায়ক নজরুল ইসলাম।' সৎগত, ১৯৪১।

অবিসংবাদিতরূপে [স] *ক্রি* *বিশ্ব* সর্বসম্মতভাবে। 'প্রকৃত কারণ অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হওয়া দুঃসাধ্য।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অবিসংবাদীভাবে [স] *ক্রি* *বিশ্ব* অবাদভাবে। 'দিদির চেয়ে ঢের বেশ অবিসংবাদী ভাবে লাভ করতে পারত।' জীবন, ১৯৩১।

অবিসংবাদী [স] ১ *বিশ্ব* সর্বসম্মত। 'যার রূপ নেই তা যে কাব্য নয়, এ কথা অবিসংবাদী।' প্রমথ, ১৯২৯। ২ *বিশ্ব* সন্দেহাতীত। 'কোনো অবিসংবাদী ভালবাসার অন্তরকে চেপে রাখতে পারে না।' জীবন, ১৯৩১। ৩ *বিশ্ব* অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'মোহশেয়-ভারতের অবিসংবাদী নেতা মিঃ জিন্না।' আজাদ, ১৯৩৭।

অবিসার [স] অতিসার। *বি* কর্মোদ্যোগ। 'পাঠাইলেন আমাকে করিতে অবিসার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অবিশ্রাম [স] অবিশ্রাম। *ক্রি* *বিশ্ব* অবিরাম। 'বিরহসাগরে দুঃখ জুড়ি অবিশ্রাম।' মালধর, ১৫০০।

অবিসৃ [স] অবশ্য। *ক্রি* *বিশ্ব* অবশ্য। 'অবিসৃ তাহার কাজ সিদ্ধ হই ফলে।' রামাই, ১৭১০।

অবিরহিত [স] ১ *বিশ্ব* অবৈধ। 'অবিরহিত গতি তোর হব বিহিতলে।' মালধর, ১৫০০। ২ *বিশ্ব* অনুচিত। 'ঐ অপহুবকারিদিগের অবিরহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ *বিশ্ব* আবৃত্তি। 'সকলের সঙ্গে কৌতুকের সহিত হাস্যালাপ করিয়া আনন্দ, কিছুই মনে ইহিত না, আজ তাহা অবিরহিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অবীর্য [স] অবীর্য। ১ *বি* স্ত্রী নিঃসন্তান বিধবা নারী। 'কপূর কহেন অবীর্য কষ্টহার।' ঘনরাম, ১৭১১। ২ *বিশ্ব* স্ত্রী অভিভাবক নেই এমন। 'একদিন তিনি ঐ অবীর্য কন্যা সমভিযাহারে করিয়া গুরু-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অবুজ [স] বুঝ। *বিশ্ব* অবুজ; নির্বোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অবুঝ [স] বুঝ। ১ *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। ওর্গা, ১৭৮৫: 'এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ *বিশ্ব* প্রবোধ মানে না এমন। 'বড়ো অবুঝ মন বাবা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ *বি* দুরন্ত তরুণ। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের যা মেরে তুই বাঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অবুদ্ধি [স] বুঝ। ১ *বি* কুদৃষ্টি। ওর্গা, ১৭৮৫: 'অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ *বিশ্ব* নির্বোধ। ওর্গা, ১৭৮৫: 'কোন অবুদ্ধি বালক পথের দিশা করতে পারেনি।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

অবুদ্ধিমান [স] *বিশ্ব* বোকা। 'অসার, অবুদ্ধিমান, উজ্জ্বাসসর্ব্বয তো এই ছেলটি।' জীবন, ১৯৪৮।

অবুদ্ধিয়া [স] অবুদ্ধি। *বিশ্ব* অবুঝ। 'কৃপজলে ডুবি মরে অবুদ্ধিয়া নরে।' সুলতান, ১৭০০।

অবুদ্ধিলোক [স] *বি* বুদ্ধিহীনতা। 'লজিয়াছে বাক্যের শাসন নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবন্ধ ভাষণ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অবুধ [স] অবোধ। ১ *বিশ্ব* অবুধ। 'আঙ্কলত না ধরহ গুণ অবুধ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিশ্ব* নির্বোধ। 'না কর আরতি এ অবুধ নহে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবুধি [স] অবুদ্ধি। *বিশ্ব* বুদ্ধিহীন। 'তবধরি অবুধি মুগ্ধি হয় নারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অবৃত্তিভোগি [স] অবৃত্তিভোগী। *বিশ্ব* অর্থাহায়া পায় না এমন।

'গবর্ণমেস্টের অব্যক্তভোগি পূর্ব ২ পত্রিত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অবৃষ্টি [স] *বিণ* বৃষ্টিহীন। 'অবৃষ্টিসংকল্প সমারোহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অবৃষ্টিসংকল্প [স] *বিণ* বৃষ্টির সম্ভাবনাময়। 'আকাশে অবৃষ্টিসংকল্প ঘেঘ এবং চতুর্দিকে কোনো একটা আসন্ন প্রতীক্ষার নিশ্চয়বদ্ধতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অবৃহৎ [স] *বিণ* ক্ষুদ্র। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবে *ক্রিবিণ* এখন। 'তুই মান ধএলি অবিচারে। অবে কী করব প্রতিকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অবেক্ষণ [স] *বি* দর্শন। 'দুই জায় ঘরে মোর নাই অবেক্ষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অবেক্ষা [স] *বি* পর্যবেক্ষণ। 'সমস্ত্রম আদর অবেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহার করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

অবেদন [স] *বিণ* বেদনাময়। 'অবেদন বিশ্ব, নির্লিপ্তি, রক্ষা ঘারে তব তৃপ্তি।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

অবেদ্য [স] *বিণ* অবেদ্য; বুদ্ধির অগম্য। 'অবেদ্য বিশ্ব্য তারে ক'রে দিক অনির্বচনীয়।' *স্বপ্নীক*, ১৯২৯।

অবেতার [স] *অব্যবহার*। *বি* অশালীন ব্যবহার। 'কেন নির্দয় হইয়া বল অবেতার।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবেলা [স] ১ *বি* অসময়। 'অবেলায় রাখ পায় ঘূচাও বিষাদ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বি* অমঙ্গলজনক সময়। 'তাহাকে অবেলা অযাভা প্রভৃতি জুজুর ভয়ে দেখাইয়া শাস্ত করিয়া রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ *বি* শেষ বেলা। 'অবেলায় যদি এসেছ আমার ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অবেজ্ঞানিক [স] *বিণ* বিজ্ঞানসন্মত নয় এমন। 'এ মতও অবেজ্ঞানিক অগ্রহায়।' *বঙ্কিম*, ১৯২২।

অবেতনিক [স] *বিণ* বিনা বেতনের। 'এইখানে দুইটা অবেতনিক পাঠশালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

অবেদিক [স] *বিণ* বেদানুসারী নয় এমন। 'বৌদ্ধধর্ম অবেদিক ধর্ম।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

অবেধ [স] ১ *বিণ* বৈধ নয় এমন। 'অবেধ পাণ্ডিগ্রহণের ফল কেবল দম্পত্যের দুঃখ ভোগ মাঝে পর্যাপ্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* নিষিদ্ধ। 'যদি অবেধ অপবিত্র আমোদ হইত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বিণ* বেআইনী। 'উনপঞ্চাশ পর্বনের চণ্টোয়াতকে, বৈধ বা অবেধ আশোদনের দ্বারা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ *বিণ* অসমীচীন। 'অন্তঃস্বর লোক করা অবেধ হবে বলে মনে করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অবেধা [স] *অব্যথা*। *বিণ* বধ করা যার না এমন। 'অবেধা ব্রাহ্মণ জাতি কি করিব তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অবেয়াকরণ [স] *বিণ* ব্যাকরণ জ্ঞানহীন। 'মাসেক না চাহিলে হয় অবেয়াকরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অবেক্ষ্য [স] *বিণ* বৈক্ষ্য নয় এমন। 'সহজেই অবেক্ষ্য রামচন্দ্র খান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অবেসা [স] *অবশা*। *ক্রিবিণ* নিশ্চিতভাবে। 'আহতিলে অবেসা করিতে চাহি রন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

অবৈহিত [স] *বিণ* অবৈধ। 'অবৈহিত ধন ও উৎকোচ।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

অবোধ [স] ১ *বিণ* অশিক্ষিত। 'মিষ্ট বলে তুমি তো অবোধ বিপ্রসুতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নির্বোধ। 'সে ভোমাকে অবোধজ্ঞান করিয়া অবশ্যই বলে তাহার মূল্য একটা কলিকার তুল্য নহে।' *ভবানী*,

১৮২৩। ৩ *বি* মূর্খ। 'কএক জন অবোধ এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা ভাঁহার অধীন ঐ মতাবলম্বী হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বিণ* বোধগম্য নয় এমন। 'কষ্টিপাথরের সেই ছেলেবেলা, অবোধ আড়াল।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

অবোধগম্য [স] *বিণ* বোধগম্য নয় এমন। 'নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাঠে অগ্নি জ্বালিত করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

অবোধতা [স] *বি* অজ্ঞানতা। 'জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

অবোধতাসূচক [স] *বিণ* অবোধ। 'আমরা ভাঁহারদের কিছু অবোধতাসূচক উক্তি প্রকাশ করিলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

অবোধসম [স] *বিণ* নির্বোধের ন্যায়। 'রব অবোধসম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

অবোধা [স] *অব্যোধ*। *ক্রি* অবোধের মতো করা। 'আমি কি এমন বাক্যে অবোধিয়ে ভুলি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অবোধিনি [স] *অব্যোধিনী*, *সহোদনে* ই-কার। *বিণ* স্ত্রী অবোধ। 'প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অবোধিয়া [স] *অব্যোধ*। *বিণ* বোধহীন। 'অবোধিয়া জরাসন্দ মহাসনা লইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

অবোধ্য [স] *বিণ* দুর্বোধ্য। 'সেটা ... বক্তার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অবেল [স] *অবি* বোল। *বি* কুশা। 'অবেল বুলিতে তাক নাহি কিছু ভএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

অবোলা [স] *অবি* বোল। ১ *বিণ* স্ত্রী অসহায়। 'তেজি যে অবোলা নারী।' *চন্দ্র*, ১৫৫০। ২ *বিণ* বাকশক্তিহীন। 'অবোলা দুর্লভ জীব প্রাণভয়ে কাঁপে খরখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৯০। ৩ *বি* বোল বা বাক্য নেই যার। 'ও ডিয়ারির ধন, ও অবোলা বোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

অবজ্ঞেকসন [স] *বি* আপত্তি। 'এতে দেখছি কারো অবজ্ঞেকসন নাই।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অদ্ [স] *বি* বৎসর। 'এই মতে একাদশ অদ্ গড়ি গেল।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অন্ধি [স] *অবধি* *অব্য* পর্যন্ত। 'এমন মাড়োয়াড়ি অন্ধি নেই।' *জীবন*, ১৯৩২।

অন্ধি [স] *অবধি* *বি* সমুদ্র। 'একে একে পার হয়ে সপ্ত অন্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি অবিহাত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অন্ধর [স] *অন্ধ*। *বি* অন্ধ। 'প্রথমে কাগজের ও অন্ধরের হাত ঝাড়।' *হুতাম*, ১৮৬১।

অব্যক্ত [স] ১ *বিণ* গোপন। 'অব্যক্ত হইয়া কৃষ্ণ অর্জুন সংহতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বিণ* অর্থহীন। 'কেবল এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* বলা হয়নি যা। 'অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *বিণ* অস্পষ্ট। 'অব্যক্ত ধর্মের পুঞ্জ অন্ধকারে উঠেছে গুমরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অব্যক্তকণ্ঠ [স] *বি* অস্পৃক্ত স্বর। 'বিছানার উপরে পড়িয়া অব্যক্তকণ্ঠে কাদিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অব্যক্তব্য [স] *বি* প্রকাশ করার মতন নয় এমন বিষয় বা কথা। 'ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অব্যক্তস্বর [স] *বি* অস্পষ্ট বাক্য। 'সে অব্যক্তস্বরে কহিল।' *শরৎ*,

১৯১৭।

অব্যক্তি [স] বি অপ্রকাশ। 'অব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে দুরাশার কঙ্কাল আবের।' সূরীন্দ্র, ১৯২৭।

অব্যক্তিক [স] বিণ ব্যক্তিরনিপেক্ষ। 'সরকারের অব্যক্তিক উদ্যমের ঘারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অব্যক্তিরিক্ত [স] বিণ তুলনামূলক বড়ো। 'আত্মহৃদয় হইতে অব্যক্তিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অব্যবচ্ছেদ [স] বিণ সারলীল। 'ভাষার অনাবিল ভাব, অব্যবচ্ছেদ গতি ও বর্ণনা কৌশলে ঈরাণীকৃত মনে পড়ে।' ছোলতান, ১৯২৪।

অব্যবধান [স] বি ব্যবধানহীনতা। সেবধি, ১৮৩৯।

অব্যবসায়ী [স] ১ বি ব্যবসায়ী নয় এমন ব্যক্তি। 'ব্যাপারটা কী তাহা আমার মতো অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বিণ অনভিজ্ঞ। 'আমি সমাজসংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী।' প্রমথ, ১৯১৪।

অব্যবস্থ [স] বিণ অস্থির। 'অব্যবস্থ মন কি করে একান্ত হবে।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অব্যবস্থচিন্তা [স] বি অস্থিরমতিত্ব। 'বুদ্ধিজীবীদের এই অব্যবস্থ-চিন্তা সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের, বোধহয় সবচেয়ে সাহসী, সংক্ৰান্তিসেবী ...।' মুরশিদ, ১৯৭১।

অব্যবস্থা [স] ১ বি অসন্তোষজনক বসনোবস্ত। 'আমার পিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোথায় সুব্যবস্থা হয়।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি বিশৃঙ্খল। 'এই দৃষ্ট অশান্তি অব্যবস্থা ও দুর্বলতার কারণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি অরাজকতা। 'এখন যা চলছে তার নাম অব্যবস্থা।' অন্নদা, ১৯৩৭। ৪ বি অনিয়ম। 'ক্যান্টিনে নান্দ্য অব্যবস্থা।' বেঙ্গল, ১৯৭০।

অব্যবস্থিত [স] ১ বিণ চঞ্চল। 'বেঙেরা, যাহাদিগের জ্ঞান অস্থির, অর্থহীন এবং অব্যবস্থিত।' তারকী, ১৮০৩। ২ বিণ বিশৃঙ্খল। 'মহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিত্যক্ত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ বিণ অদম্য। 'অব্যবস্থিত ইচ্ছাশক্তির বড়ো একটা প্রত্যগ আকর্ষণ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অব্যবস্থিতিচিন্তা [স] ১ বিণ অস্থির। 'পতর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যন্ত অব্যবস্থিতি-চিন্তা হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮০০। ২ বিণ অস্থিরচিন্তা। 'আমরা যে কতদূর অব্যবস্থিতিচিন্তা হয়ে পড়েছি তার প্রমাণ।' প্রমথ, ১৯২০।

অব্যবস্থিতিচিন্তা [স] বি অস্থিরচিন্তা। 'সীতার পরিগ্রহণ করবার সিদ্ধান্তকে রামের অব্যবস্থিতিচিন্তা স্যাপ্ত করে।' মুনশেদ, ১৯৭০।

অব্যবহার [স] ১ বি অনাচার। 'তোমা বিদ্যামানে কেন হেন অব্যবহার।' মালধর, ১৫০০। ২ বি অপগ্রহণ। 'সৃষ্টিশক্তির এমন চরম অব্যবহার আর অপচয়ের জন্যে কত আফশোস করে মরেছি।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

অব্যবহার্য, **অব্যবহার্য** [স] ১ বিণ ব্যবহারের অনুপযোগী। 'আমাকে অব্যবহার্য করিবে।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বিণ ব্যবহার করা অনুচিত এমন। 'পুরুষেরা তাহা আপনাদের অনুপযোগী ও অব্যবহার্য বলিয়া জ্ঞান করিত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বিণ অচল। 'কে বলিতে পারে, সভ্যতাধিনারী ইউরোপীয়দিগের বর্তমান নিয়মসমূহ সময়ে অব্যবহার্য হইবে না।' তমোপক, ১৮৭৪।

অব্যবহিত [স] ১ বিণ ব্যবধানহীন। 'উক্ত রূপান্তর প্রকাশনান্তর পাঠকবর্গের নিচয় সন্তোষকর হইবেক যেহেতুক অব্যবহিত পুরা

মুদ্রাস্থিত গ্রন্থদ্বয়ে ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ স্বল্প। 'সদ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বিণ ঠিক। 'ইহার অব্যবহিত উত্তরপ্রান্তে গগনচুম্বী ... কারাকোরামান্দ্রী শাখা অবস্থিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বিণ যথার্থ। 'তাহার দেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অব্যবহিত পরে **ক্রিবিণ** ঠিক পরক্ষণে। 'সদ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১।

অব্যবহিতপূর্ব [স] **ক্রিবিণ** ঠিক আগে। 'দ্বানের অব্যবহিত পূর্বেই আমদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারশক্তির উত্তেজনা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অব্যভার [স] অব্যবহার। বি অভ্যুত্থা। 'সবে একখানি করিয়াছ অব্যভারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অব্যভিচারী [স] বিণ অবিচ্যুত। 'অব্যভিচারী দায়িত্ববোধ আর তারই সঙ্গে... পরিবেশের... অনুকূলা।' শিব, ১৯৫৬।

অব্যর্থ [স] ১ বিণ অপেষ। 'আচার্য্যগোপাধির ভাগ্যর অক্ষয় অব্যর্থ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি (ব্যাকরণ) ব্যাক্য ব্যবহারের সময়ে যে পদের কোনো রূপান্তর হয় না। 'প্রদ্রুসূচক অব্যর্থ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ বিণ অনন্ত। 'অব্যক্তের অব্যর্থ আবাসে।' মণীশ, ১৯৩৯। ৪ বিণ কালজয়ী। 'রয়েছে অব্যর্থ ছবি তিন জন চার জন একান্ত শিল্পীর।' জীবন, ১৯৪০।

অব্যর্থধনি [স] বি আবেগপ্রকাশক ধ্বনি। 'চারিদিক থেকে মাঝে-মাঝেই শিশু, চীৎকার, অব্যর্থধনি, উৎসাহদান উঠিত হতে লাগলো।' মাল্লা, ১৯৬৮।

অব্যর্থীভাব [স] বি ক্ষয়হীনতার প্রবণতা। 'শক্তির অব্যর্থীভাবে তুলান্মালা যাত-প্রতিযাত।' সূরীন্দ্র, ১৯৪১।

অব্যর্থ [স] ১ বিণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি এমন। 'ধনুর্বাণ অব্যর্থ ছিঁদ সৈন্য ভেদি।' অলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ অমোঘ। 'আমরা পুনঃপুনঃ তাঁহার অব্যর্থ আভা অবহেলন করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ কখনো বিফল হয় না এমন। 'একেকবারে একটা ব্রহ্ম অত্র অব্যর্থ সন্ধানে ভাষা করুন দেখি।' উমেশ, ১৮৫৭। ৪ বিণ নিশ্চিতভাবে কার্যকর। 'চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ গুণ্ডয় রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৫ বিণ স্থিরলক্ষ্য। 'সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র টেটায় এক নিত্য ভক্তিবলয়।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৬ বিণ লক্ষ্যভেদী। 'অব্যর্থ বাণের নায় বিদ্ধ হইতে লাগিল।' মশাররফ, ১৯০৮। ৭ বিণ সার্থক। 'এতবড় অব্যর্থ ডবিয়াঘাঘা জীবনে আর কোনোদিন কর্ণসোচর হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৮ বিণ অনড়। 'নিয়ম একেকবারে অব্যর্থ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অব্যর্থভাবে [স] **ক্রিবিণ** কখনো বিফল হয় না এরূপে। 'স্পন্দন জাগিয়ে অব্যর্থভাবে যে স্টিমার এসেছে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

অব্যর্থ-লক্ষ্য [স] ১ বিণ নিশানা অনুযায়ী শিকারে ব্যর্থ হয় না এমন। 'দৃঢ়ে ও অব্যর্থ-লক্ষ্য আলভারেজ।' বিভূতি, ১৯৩৭। ২ বি কখনো বিফল হয় না এরূপ লক্ষ্য। 'অব্যর্থলক্ষ্য শব্দটি সরাসরি চাঁদমারি বিদ্ধ করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অব্যর্থসন্ধান [স] বিণ লক্ষ্যবস্তুরে নির্ধাৎ অঘাত হানতে সক্ষম। 'অব্যর্থসন্ধান গ্রীক বীরগণের শরাদি অস্ত্রক্ষেপে ভীত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অব্যহার [স] অব্যবহার। বি অনাচার। 'অব্যহার জত কর কহিতে না জাই।' মালধর, ১৫০০।

অব্যাকুল [স] *বিণ* স্থির; শান্ত। 'প্রোশ্যাসের পত্নী অব্যাকুল চিত্তে উত্তর করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

অব্যাকুলচিত্ত [স] *বি* দৃষ্টিভ্রান্ত মন। 'দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছিড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূরে সরে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অব্যাকুলিত [স] *বিণ* ব্যাকুল নয় এমন। 'অব্যাকুলিত স্থিরচিত্তে এ সরল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য?' *অক্ষয়*, ১৮৮৮।

অব্যাহাত [স] *বিণ* ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না এমন। 'সে দৃষ্টির অর্থ তবু অব্যাহাত থেকে যাবে।' *হাসান*, ১৯৪৮।

অব্যাখ্যান [স] *বি* নিন্দা। 'অব্যাখ্যান কহিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

অব্যাহত [স] ১ *বি* বাধাহীন অবস্থা। 'অব্যাহতে ও অনাকুলিত চিত্তে এই সমস্ত বিন্যাস কৃতকার্য হইয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *ক্রিণ* বাধাহীনভাবে। 'সুচরিতার পড়াভনা অব্যাহতে চলিতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অব্যাহত [স] *ক্রিণ* অবিলম্বে। 'রিপূবধ কর অব্যাহতে।' *ভারত*, ১৭৬০।

অব্যামোহী [স] *ব্যামোহ*। *বিণ* সহজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অব্যাহত [স] ১ *বিণ* সক্রিয়। 'অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত তাহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* চলমান। 'অভ্রান্ত সত্যবৎ বর্ণনা করিবার অধিকার তাহাদের অবাধ ও অব্যাহত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বিণ* অসীম। 'রৌদ্রালোকিত প্রান্তরকাল, মুক্ত বাত্যান, অব্যাহত আকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *বিণ* বাধাহীন। 'দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* বজ্র। 'সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৬ *বিণ* অপ্রতিহত। 'নরদ নাই অথচ ক্রোধ আছে এবং শক্তিও অব্যাহত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৭ *বিণ* প্রতিবন্ধকতাহীন। 'সুন্দর প্রতি অধর্মচরণ করার অসমর্থতা অধিকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অব্যাহতভাবে [স] *ক্রিণ* বিরতিহীনভাবে। 'সত্যের প্রতিবন্ধিতার তীর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অব্যাহতি [স] ১ *বি* ক্ষমা। 'দোসে সাপ হৈল গোসাঞি কর অব্যাহতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* মুক্তি। 'ঘরে বসে চিন্তে তা সভার অব্যাহতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। 'পায়ে তাহে অব্যাহতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* ক্ষান্তি। 'মহারীর রণে অব্যাহতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* নিস্তার। 'কিন্তু দালালের অব্যাহতি নাই।' *হুতাম*, ১৮৬১। ৫ *বি* পরিব্রাণ। 'ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অব্যাহতি পাওয়া *ক্রি* নিস্তার পাওয়া। 'আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

অব্যাপ্তিকৃত [স] *বিণ* জ্ঞানবর্জিত। 'অব্যাপ্তিকৃত দোষে তার রস ফিকে, তার প্রতীক্ষমানতা ক্ষীণ।' *শিব*, ১৯৭৩।

অব্রণ [স] *বিণ* নিবৃত্ত। 'এ কল্পনা নিত্য, অজর, অব্রণ।' *শিব*, ১৯৫০।

অব্রাক্ষ [স] ১ *বিণ* ব্রাক্ষ-সমাজ ভুক্ত নয় এমন। 'লোককে যদি আপনি অব্রাক্ষ বলে দেখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ *বি* ব্রাক্ষসম্বন্ধীয় নয় এমন। 'পৃথিবীতে কোন খ্রিস্টান ব্রাক্ষ এবং কোনটা অব্রাক্ষ' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অব্রাক্ষ [স] *বি* ব্রাক্ষ ভিন্ন অন্য জাতি। 'ব্রাক্ষণের দোষ অব্রাক্ষণেই কহিয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

অব্রাবাণ [স] *বিণ* কথা বলতে পারে না এমন। 'যদি অব্রাবাণ সন্তানসম্রাজকে

প্রতিপালন করা কর্তব্য হয় ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

অভকত [স] *অভক্ত* *বিণ* ভক্ত নয় এমন। 'পুত্র যদি হয় শত ভক্ত কিবা অভকত' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০।

অভক্ত [স] *বিণ* ভক্ত নয় এমন। 'অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না প্রবেশ তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'অভক্ত সন্ন্যাসী নহে তার সমান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অভক্তি [স] ১ *বি* অশ্রদ্ধা। 'অভক্তিতে বিস্তর দিলে সেই অপমান।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* অভক্তি। 'মহাদুর অভক্তিরে অর্থ অঙ্গ কুলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৩ *বি* বিরক্তি। 'নিজের প্রতি তাহার অভক্তি জ্ঞানিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

অভক্তিয়া [স] *অভক্তি*। *বিণ* নিন্দার্থ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অভক্ত [স] *অভক্তা* *বি* খাওয়ার অযোগ্য এমন দ্রব্য। 'মৃত্যাই তাঁড়ুর মুখে অভক্ত ভরিয়া ভুঙে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অভক্ত্য [স] *বি* খাওয়ার অযোগ্য বস্তু। 'অভক্ত্য' বাইল হেন জানিঅ নিচ্ঞ।' *সুলতান*, ১৭০০।

অভয় [স] *বিণ* ভয়ে পড়েনি এমন। 'এখনও দুই চারিটা ঘর অভয় আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

অভঙ্গ [স] *বিণ* বিরামহীন। 'নিজেকে নিজে নিয়ে বসে রইবার একটা অভঙ্গ অবসর।' *জীবন*, ১৯৩১।

অভঙ্গ [স] *অভঙ্গ* *বিণ* অসভ্য। 'যে দেশের ভদ্রর লোকেরা এখনও এমন উচ্চদর্শন।' *হুতাম*, ১৮৬১।

অভঙ্গ [স] ১ *বি* অশিষ্ট। 'অভঙ্গের সহবাস ত্যাগ করা উচিত।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* ভদ্র নয় এমন; অসভ্য। 'যাঁহাদিগকে আচরণে অভঙ্গ দেখিতেন ... তুলসীকে বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বিণ* অপাণ্ডীন। 'আগাশেড়া এক প্রকার অভঙ্গ ভঙ্গি দেখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অভঙ্গনোচিত [স] *বিণ* অভঙ্গ ব্যক্তির উপযুক্ত। 'অভঙ্গনোচিত শব্দ প্রয়োগ করেন এবং অশোভন উক্তি করেন।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

অভঙ্গতা [স] *বি* ভদ্রতার অভাব; অসৌজন্য। 'তাহারদিগকে সেই অভঙ্গতা হইতে কেন না মুক্ত কর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

অভঙ্গ-দর্শন [স] *বিণ* অমার্জিত। 'চোয়াড়ে চেহারার অশিক্ষিত অভঙ্গ-দর্শন একটা লোক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১।

অভঙ্গপনা [স] *বি* অসভ্যতা। 'ফের যদি এমন অভঙ্গপনা কর, তোমাকে এমন দূরে পাঠিয়ে দেব ...।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

অভঙ্গোচিত [স] *বিণ* অভঙ্গসুলভ। 'এরূপ জঘন্য, অশীল ও অভঙ্গোচিত উক্তি করাকে "চরম ধৃষ্টতা" ছাড়া আর কিই-বা বলা যাইতে পারে।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

অভব [স] *বিণ* অজ্ঞাতগতিক। 'ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অভব্য [স] *বি* অশিষ্টতা। 'ভোজরাজ অভব্য ও লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া মৌনেতেই সম্মতি দিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

অভব্যতা [স] ১ *বি* সৌজন্যহীনতা। 'মেয়ের এই অভব্যতা দেখে মনে মনে তাঁর টটলেন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৫। ২ *বি* অশ্রদ্ধতা। 'তখন নিজের অভব্যতার চকিত হয়ে উঠে সিকান্দার সাইফার দৃষ্টি অনুসরণ করে।' *ময়নাম*, ১৯৬৮।

অভয় [স] ১ *বি* সাহস। 'সত্যকে অভয় দিল দেব গদাধর।' *মালাধর*,

১৫০০। ২ বি অনুগ্রহ। 'দেবের অভয় তারে আহুয়ে নিচ্ছ'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ ভয়ানি। 'চারু অতি চারি কর ধরয় অভয়বর'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৪ বিণ ভয়মুক্ত। 'ভয় বাধা সব অভয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বিণ অভয় দেয় এমন। 'অভয় চরণ কাড়িল কই?' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৬ বি অশ্রয়। 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৭ বি নির্ভয়তা। 'অভয় দাও তো বলি আমার উইশ কি'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

অভয়-অশ্রয় [স] বি নিরাপদ ঠাই। 'ঘেরি তোরে নিত্য রাজ্যে সেই অভয়-আশ্রয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

অভয়ঙ্কর [স] বিণ অভয়জনক। 'আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা'। নজরুল, ১৯৩১।

অভয়-কবচ [স] বি অভয়রূপ কবচ। 'তাহারি নিরুটে মুহুরঙ্গী অভয় কবচ আছে'। নজরুল, ১৯৪১।

অভয়ঙ্কর [স] বিণ শত্ৰুহীন। 'ছুটিতে আছি মাতৈ-মস্ত্রী ঘোষি অভয়ঙ্কর'। নজরুল, ১৯২৪।

অভয়-চিত্ত [স] বিণ নির্ভয় হৃদয়বিশিষ্ট। 'অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা, তনু'। নজরুল, ১৯২৮।

অভয়-তরবারি [স] বি যে তরবারি শত্রুদ্বয়ে দূর করে। 'এই ভূমিকম্পের কপিতা ধরবিকে অভয়-তরবারি এনে সালুনা দেবে'। নজরুল, ১৯২৭।

অভয়দান [স] বি সাহস দেওয়া। 'মাজিষ্ট্রেটকে জানানোতে তিনি অভয়দান করিয়াছেন'। সাধারণী, ১৮৭৪।

অভয়পত্নী [স] বি বিশ্বস্ততা। 'আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সবকিছু একটি অভয়পত্নী প্রাঙ্গণ আছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভয়প্রদান [স] বি সাহস দেওয়া। 'তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন'। বিদ্যা, ১৮৬৩।

অভয়বরদ [স] বিণ অভয় বরদাতা। 'অভয়বরদ অপরাহাত'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অভয়বাণী [স] বি আশ্বাসসূচক কথা। 'যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়বাণী অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অভয়-মন [স] বি নিঃশঙ্ক চিত্ত। 'অভয়-মনে কণ্ঠ ছাড়ি'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অভয়মূর্তি [স] বি নির্ভীক রূপ। 'গম্ভীর অভয়মূর্তি মরণের/ তব কলধনমায়ে গান ঢেলে দিক তরঙ্গের'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভয়-শঙ্খ [স] বি অভয়সূচক শব্দের ধ্বনি। 'অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অথরে সুগম্ভীর'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অভয়া [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জয় মা, অভয়া, জয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'মা অভয়া এসেছে রে দশ হাতে তাঁর বর'। নজরুল, ১৯৩৫।

অভয়ে ক্রিবিণ নির্ভয়ে। 'যুগ্মিব আমরা অভয়ে'। মাইকেল, ১৮৬১।

অভরণ, অভরণ [স] অভরণ বি অলংকার। 'অঙ্গে হৈতে খনিয়া পড়ে জ্ঞাত অভরণ'। মালাধর, ১৫০০; 'পরিধান বাঘছাল গলা-এ ধকিল মাল চারি ভুজ্ঞে নানা অভরণ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

অভরস [অ+হি ভরসা] বি অবিশ্বাস। 'অভরস না কর সত্য আক্ষেপে বুলি'। বঙ্ক, ১৪৫০।

অভরসা [অ+হি ভরসা] বি ভয়। 'মুই থাকিতে তোমার কিসের অভরসা'। বিজয়, ১৬৫০।

অভাগ [স] অভাগা বিণ ভাগ্যহীন। 'ভাবে ভগ্নই অভাগে লই আ'। চর্যা, ১২০০।

অভাগতজন [স] বি যিনি গৃহে এসেছেন। '“এটা আপনার বাড়ি” বলার পর অভাগতজন আদেশ করবেন'। মুক্ততবা, ১৯৬০।

অভাগিণি [স] অভাগিনী বিণ স্ত্রী ভাগ্যহীন। 'মোয়ে অভাগিণি নহি জানল রে সন্নহি ঐহিতই সেই দেস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অভাগী [স] ১ বিণ হতভাগ্য। 'অভাগা উন্মোদগুয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা বরচ করিলেন'। দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ নিদুর্ভাগ্য। 'অভাগা মাগীওলা কতই কয়; এত কি প্রাণে সয়'। ভবানী, ১৮২৮। ৩ বিণ দুর্ভাগ্য। 'অভাগা দেশের হইবে কি'। দ্বিজেন্দ্র, ১৯০০। ৪ বিণ ভাগ্যহীন। 'যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অভাগি [স] অভাগী বিণ স্ত্রী হতভাগ্য। 'পাসরিলে অভাগি বৃদ্ধনি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

অভাগিনি [স] অভাগিনী বিণ স্ত্রী ভাগ্যহীন। 'অভাগিনি নারি আমি গোসাঞি বঙ্কিল'। মালাধর, ১৫০০।

অভাগিনী [স] ১ বি স্ত্রী হতভাগ্য। 'মুদ্রি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন'। কৃষ্ণরাম, ১৫৮০; 'এখ দুঃখ পাই মুই দিমু অভাগিনী'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ ভাগ্যহীন। 'কেন এলে অভাগিনী রমণীর কামল হৃদয়ে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিণ স্ত্রী দুর্ভাগ্য। 'পিতা কন্যার বিবাহের পথ সবকিছু কোনো ক্রটি করিলে অভাগিনী কন্যাকে তাহার জন্য বিস্তার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভাগিয়া [স] অভাগ্যা ১ বিণ হতভাগ্য। 'আবদুল্লাহ দিনার ছিল বড় অভাগিয়া'। গম্ভীর, ১৭৬৬। ২ বি অভাবগ্রস্ত যে। 'বেচিয়া থাকিলে পিথি বড় অভাগিয়া'। গম্ভীর, ১৭৬৫।

অভাগী [স] ১ বিণ স্ত্রী হতভাগ্য। 'রাজা যদি বধে/ গনিয়া কেমেত/ জীবকে বিদ্যা অভাগী'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ স্ত্রী ভাগ্যহীন। 'অপরূপ ক্ষেমা কর অভাগী দেবীরা'। রূপরাম, ১৭৫০।

অভাগ্য [স] ১ বিণ হতভাগ্য; ভাগ্যহীন। 'অভাগ্য করিয়া মানে আপন জীবন'। মালাধর, ১৫০০। ২ বি দুর্ভাগ্য। 'আমি অভাগ্য এনেছি বহিরা নয়নজালে বার্থ সাধনখানি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অভাজন [স] ১ বিণ হতভাগ্য। 'আমি অভাজন না কইল পালন ছাপল রাখিলে বনে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ শঙ্কার যোগ্য। 'জায়া হয়্যা ইল অভাজন'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ অব্যথা। 'অভাজন গৃহে হইলে ছাড়ে বাপ মায়'। বিজয়, ১৬৫০। ৪ বিণ তুচ্ছ। 'তুচ্ছ ভাগ্যধর আশি নহি অভাজন'। আলোড়ল, ১৬৮০। ৫ বি সাধারণ মানুষ। 'আমি অভাজন, বক্তৃতা দিয়ে রষ্ট্রমৈত্রী দাঁড়িয়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভাব [স] ১ বি অনন্তিত্ব। 'ভাব ন হৌই অভাব গ জাই'। চর্যা, ১২০০। ২ বি অনটন। 'লোকেরা অত্যন্ত অভাব বা কোন আপদে পড়িলে ... ধার করে'। সত্যার্থ, ১৮৫৫। ৩ বি শূন্যতা। 'তাতে কেবল আমারই অনুভবের অভাব প্রকাশ পায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি অশ্রমে। 'মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব ঢাকিলে ক্ষমতা না থাকিত তবে এতদিনে সে পতর অধম হইয়া যাইত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অভাব অনটন [স] বি দারিদ্র্য। 'অভাব অনটন সমস্ত সংসারকে

পিলে ধরেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

অভাব-অভিযোগ [স] ১ *বি* আর্থিক টানাটানি ও অসুবিধা। 'তখন গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগ ... নিত্য চোখের সম্মুখে দেখে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। *বি* দারিদ্র্য। 'সাময়িক অভাব-অভিযোগ মিটেবে।' বেগম, ১৯৪৭। ২ *বি* চাহিদা। 'মেয়েদের সুসুবিধা, অভাব-অভিযোগ মেয়েরাই ভাল বোধেন।' বেগম, ১৯৪৮।

অভাব-ক্লিষ্ট [স] *বিণ* অভাবে জর্জরিত। 'বলো বেদনাতুর অভাব-ক্লিষ্ট নর-নারী।' নজরুল, ১৯২৭।

অভাবগ্রস্ত [স] *বিণ* দরিদ্র। 'যাহাতে অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে কৃষিক্ষণ, টেঙ্গরিফ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।' জামায়াত, ১৯৩৯।

অভাবগ্রস্তা [স] *বিণ* ক্রী দরিদ্র। 'যে-ক্ষেণীতেই থাকুক তারা সমানভাবে অভাবগ্রস্ত।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

অভাব-হ্রৌণ্ডা *বিণ* অভাবী। 'অভাব-হ্রৌণ্ডা সংসারে এই মূক পতরাই তাহাদের সখল।' শওকত, ১৯৫৮।

অভাবজনিত [স] *বিণ* অভাবের কারণে উদ্ভূত। 'তাহার রবিক্রপাশের অভাবজনিত কোন অসুবিধা অবহুন্দই ভোগ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অভাবজীর্ণ [স] *বিণ* দৈন্যজীর্ণ। 'এই অপরিস্রব মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অভাবতঃ [স] *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'সুরাণী সকল গণিলে অভাবতঃ ২৪টি সুর হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অভাবতাড়িত [স] *বি* দৈন্যগীড়িত। 'আত্মার তন্তিকর কর্ম, কিন্তু অভাবতাড়িতের কর্ম নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অভাবক্রটি [স] *বি* অভাবজনিত দুর্বলতা। 'অভাবক্রটি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসম্মানের পথ খুলে দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভাব-দন্সু [স] *বি* অভাবরূপ ভাঙাত। 'অভাব-দন্সু বেজায় সেরে সব দৃষ্টন করে।' জসীম, ১৯৫১।

অভাবপূরণ [স] *বি* অভাব নিরসন। 'অভাবপূরণ করিয়া লইবার জন্য ... আসিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অভাববশত [স] ১ *ক্রিবিণ* আর্থিক অনটনের কারণে। 'যদি কোনো বিষয়ে কিছু ক্রটি ঘটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটিয়াছে সে কথা তিনি কোনোমতেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ *ক্রিবিণ* স্বল্পতার কারণে। 'জ্ঞানের অভাববশত আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যে ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

অভাববোধ [স] *বি* অভাবের অনুভূতি। 'যাহাদের অভাববোধ অল্প, যাহারা আপনার চারিদিকের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ বিনিবানও করিয়া থাকিতে পারে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অভাবমুক্ত [স] *বিণ* সচ্ছল। 'অভাবমুক্ত, প্রসন্নচিত্ত মুসলমানের বৃকে কোনো বেদনার সঞ্চার হইতেছে কিনা।' জয়ন্তী, ১৯৪৫।

অভাবমোচন [স] *বি* অভাব দূরীকরণ। 'নিজের দেশের অভাবমোচন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অভাবহরা [স] *বিণ* অভাব দূরকারী। 'মা'র আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।' জসীম, ১৯৫১।

অভাবহেতু [স] *ক্রিবিণ* অভাবের কারণে। 'নিরাপত্তার অভাবহেতু অসভ্যদের ভেবে-চিন্তে চলার সময় নেই।' মোতাহের, ১৯৫০।

অভাবাত্মক [স] *বিণ* অভাব+আত্মক। *বিণ* নেতিবাচক। 'এমন একটা

অভাবাত্মক গুণসমষ্টির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

অভাবার্থক [স] *বিণ* অভাব+অর্থক। *বিণ* নেতিবাচক। 'এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভাবার্থসূচক [স] *বিণ* অভাব+অর্থ+সূচক। *বিণ* নাশ্টি নির্দেশক; না-বাচক। 'ই উ যফলা যফলা ক পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভাবী [স] *বিণ* অভাবগ্রস্ত। 'ওরা অভাবী লোক।' বিভূতি, ১৯৩১।

অভাবনীয় [স] ১ *বিণ* ভাবা যায় না এমন। 'এমন অল্লাদজনক অভাবনীয় বিষয়ে কোলাহুল করি।' তাহিগী, ১৮০৩। ২ *বিণ* কল্পনাতীত। 'অভাবনীয় লাভণ্য বিকুরিত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্থামীর বুক দমিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ *বি* ভাবনাতীত বিষয়। 'এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অভাবনীয়তা [স] *বি* ভাবা যায়নি এমন অবস্থা। 'হাস্যরসের প্রধান দুটি উপাদান, অবাধ দ্রুতবেগ এবং অভাবনীয়তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'কোনো অভাবনীয়তা নেই।' শ্যামসুল, ১৯৫৬।

অভাবাত্মক [স] *বিণ* অভাব+আত্মক। *বিণ* ভাবের অভাবসূচক। 'প্রেম-পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভাবার্থক-অভাবার্থসূচক *দ্র* অভাব

অভাবিত [স] ১ *বি* ভাবা হয়নি যা। 'নইলে অভাবিতের দেখা ঘটত না সে কোনোমতেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'কেন নয়তের মিনতিতে অভাবিত উচ্চহাস্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ *বিণ* ভাবা হয়নি এমন। 'পরিচয়ধারা-যাকে তরঙ্গিয়া অপরিত্রয়ের অভাবিত রহস্যের ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অভাবিতপূর্ব, অভাবিতপূর্ব [স] ১ *বিণ* পূর্বে ভাবা হয়নি এমন। 'ইহা মহেশ্বরের পক্ষে অভাবিতপূর্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'তাহা বাংলার ইতিহাসে অভাবিতপূর্ব বলা যাইতে পারে।' আজাদ, ১৯৪২। ২ *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভাবী *দ্র* অভাব

অভাব [স] *বিণ* অপ্রত্যাশিত। 'মহাকাব্য সেই অভাবা দুর্ঘটনায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অভালবাসা [স] *বি* ভালোবাসাহীনতা। 'অবিচার, অভালবাসা যদি শুকিয়ে যায়।' জীবন, ১৯৪৮।

অভালবাসিত [স] *বিণ* কারো ভালোবাসা পায়নি এমন। 'অভালবাসিত, বিভূতি মানুষ।' জীবন, ১৯৪৮।

অভাবিক [স] *বি* যার এখনো ভাষা ফোটেনি। 'হে অভাবিক, হে আধুনিক, এই আমার বৃকতে-পারা-ভাষার সহজ সীমানা থেকেই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অভিকর্তা [স] *বি* অভিভাবক। 'অন্নদাতা অভিকর্তা আমার আপনি।' মনিকরাম, ১৭৮১।

অভিক্রম [স] *বি* অগ্রগতি। 'সরল হইতে ক্রমে দুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

অভিক্ষেপ [স] *বি* গতিপথ। 'জমট মেঘ উড়ে এল, যার অভিক্ষেপগুলো কৌণিক ও তীক্ষ্ণ।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

অভিখ্যা [স] *বি* উপাদি। 'নিজেকে তরুণ বলে অভিখ্যা দিলে।' অচিন্তা,

১৯৫০।

অভিগত [স] *বিণ* সন্নিহিত। 'কেহই আমার নয়। আমি কার অভিগত রেখা?' *শক্তি*, ১৯৬১।

অভিগমন [স] *বি* সম্মুখে গমন। 'ঘোটকীরা যেমন মুক্কে যায় তদ্রূপ এই বাঘুর প্রতি অভিগমন করে।' *অবন*, ১৯২৫।

অভিগ্রস্ত [স] *বিণ* আক্রান্ত। 'অভিগ্রস্ত তার পদশব্দ শোনা যায়।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

অভিঘাত [স] ১ *বি* আঘাত। 'ঘৃণার অভিঘাত পাইয়া তাহার মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বি* আক্রমণ। 'বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ছাড়িয়া টুকরা হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বি* বিনাশ। 'অপর্যায়ের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাখত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অভিচার [স] *বি* নিজের কল্যাণ এবং অন্যের অকল্যাণ সাধনের তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। 'ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হত।' *হুম্মত*, ১৯১৫।

অভিচারী [স] *বিণ* অনিষ্টকারী। 'অভিচারী বাতাসে বুক লবণ-বিদূষিত হলে আবার আমার কাছে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অভিজাত [স] ১ *বিণ* সঞ্ছদ। 'তাঁহাকে অভিজাতপ্রণাম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বিণ* অভিজাতবিশিষ্ট। 'প্রাচীন অভিজাত শব্দ বাংলাদেশে অপরিচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* বনেদি বংশে জাত ব্যক্তি। 'রাজা বল, পতিত বল, অভিজাত বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ৪ *বিণ* বিদগ্ধ। 'তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাধা হয়েচে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অভিজাততত্ত্ব [স] *বি* সর্বোত্তমের দ্বারা শাসন। 'যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাততত্ত্ব এবং গণতত্ত্ব।' *শরীদুয়াহ*, ১৯০১।

অভিজাতবংশীয় [স] *বিণ* বনেদি বংশের। 'তবন অভিজাতবংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুক ছাড়া কহত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। 'আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অভিজাতসুলভ *বিণ* অভিজাতোচিত। 'এমন অভিজাতসুলভ উদাসীন্যত্বের দিলে যে, কিসমিসকুমারী আত্মহারা হয়ে গেলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অভিজিৎ [স] *বি* নক্ষত্রবিশেষ; ডেগা নক্ষত্র। 'কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াস যেন লষ্ঠন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অভিজ্ঞ [স] ১ *বিণ* প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। 'বিষয়কার্যে সেরূপ অভিজ্ঞ ও অনুরক্ত নহেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ *বিণ* জ্ঞানী। 'সে ব্যক্তি বন্যারী সিংহ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ অপেক্ষায় অধিক অভিজ্ঞ নয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ *বিণ* বিশেষজ্ঞ। 'নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দুট পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ৪ *বিণ* বহুদর্শী। 'বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাহারা পরামর্শ চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ *বিণ* আনু। 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাজ্ঞদার সে বরসিজ পাট চায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৬ *বিণ* হাতেকলমে পূর্বজ্ঞান আছে এমন। 'ঘারা অভিজ্ঞ গ্রামের রোগ নিবারণ কাজে তাঁহারা সহায়তা করুন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

অভিজ্ঞতা [স] ১ *বি* প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। 'গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাতত কিছু বলব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* হাতে-কলমে কাজ করার জ্ঞান। 'বিদ্যালয়ের কাজে আমার ফেটুক অভিজ্ঞতা তাতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি*

লব্ধবিদ্যা। 'তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৪ *বি* সম্যক ধারণা। 'আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অভিজ্ঞতাস্রোতা [স] *বিণ* অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝা যায় এমন। 'সেটি কেউ মুক্ত ও অভিজ্ঞতাস্রোতা বৈশদ্যে ব্যাখ্যা করেছেন বলে জানা নেই।' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতানির্ভর [স] *বিণ* অভিজ্ঞতাজাত। 'মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতানির্ভর।' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতাপ্রসূত [স] *বিণ* অভিজ্ঞতালব্ধ। 'কাউপিল বর্জনের দাবি ... অভিজ্ঞতাপ্রসূত।' *নজরুল*, ১৯২৬।

অভিজ্ঞতাবিহীন [স] *বিণ* অভিজ্ঞতা নেই এমন। 'বিবাহের অভিজ্ঞতাবিহীন ভালো একটা কুমার বর।' *মানিক*, ১৯৪০।

অভিজ্ঞতাসম্মিলন [স] *বি* অভিজ্ঞতার বিন্যাস। 'অভিজ্ঞতা-সম্মিলনের পদ্ধতিগুলি পরিমার্জিত হওয়ার ফলে...' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতাসমষ্টি [স] *বি* অভিজ্ঞতার সমাহার। 'কোনও অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাসমষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির... সীমাহীন বিস্তৃতিতে আত্মস্থ করতে পারে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন [স] *বি* অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের কথায়ই আপনি কান পাতবেন, অভিজ্ঞতাহীনদের কথায় নয়।' *মোহনদেব*, ১৯৫০।

অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ [স] *বিণ* অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। 'পূর্বকর্তাসাপেক্ষ নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

অভিজ্ঞাত [স] *বিণ* অভিজ্ঞতালব্ধ। 'অন্যের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

অভিজ্ঞান [স] ১ *বি* স্মারক; নিদর্শন। 'বেঁধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞানরূপে।' *মাইকেল*, ১৮৬২। ২ *বিণ* পরিচয়সূচক। 'কাবুল রেডিয়ার দুই সন্ধ্যা আপনি অভিজ্ঞান-বাণী প্রচারিত করে।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

অভিজ্ঞানপত্র [স] *বি* পরিচয়পত্র। 'বের করে অভিজ্ঞানপত্র - আইডেনটিফিকেশন কার্ড।' *মুক্ততবা*, ১৯৬৬।

অভিযোজিত [স] *বিণ* প্রকাশিত। 'তাঁর বস্তুবর্মিত অভিযোজিত হল।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

অভিধর্ম [স] *বি* বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটক। 'মহাশ্রবীর প্রজ্ঞাকারের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অভিধর্ম।' *মুক্ততবা*, ১৯৬০।

অভিধা [স] *বি* শব্দের মূল অর্থের বোধ। '... একটা-একটা শব্দের সঙ্গে একটা-একটা অভিধা গাছের ফোঁড়ে চালিয়ে দেয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

অভিধা-বৃত্তি [স] *বি* শব্দের ব্যুৎপত্তিসংক্রান্ত অর্থ। 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়া শব্দের করর লক্ষণা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অভিধেয় [স] ১ *বি* অভিধা। 'সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্বসমূহে পর্যাবসান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* সংযায়ুক্ত। 'এই সমুদয়ের অভিধেয় বৃত্তান্ত দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছে যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

অভিধান [স] ১ *বি* শব্দ। 'এই হেতু অপর্ণা ধরিলা অভিধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* শব্দকোষ। 'কাছাড়িল অমর জুমর অভিধান।' *রূপগায়*, ১৭৫০। ৩ *বি* পরিচয়। 'পোষ্টমাস্টার বাবু তখন আপনাব

উচ্চপদ ও ডিপুটি অভিধান স্বরণপূর্বক অতিশয় পঙ্কীর হইয়া বসিলেন।' **বঙ্কিম**, ১৮৯৪।

অভিধানভিরঙ্কৃত [স] **বিণ** অভিধান-বহির্ভূত। 'ছবি ঝুজিতে হইলে আমাদের অভিধানভিরঙ্কৃত শব্দগুলি ঘটিয়া দেখিতে হয়।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অভিধান-বর্জিত [স] **বিণ** অভিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন। 'অভিধান-বর্জিত বলে মানে আমাদের কাছে সাধা।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

অভিধানসম্মত [স] **বিণ** অভিধান-অনুমোদিত। 'তাহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল।' **বঙ্কিম**, ১৮৮৭।

অভিধানে-ধরা **বিণ** অভিধানে রয়েছে এমন। 'অভিধানে-ধরা নানা কথার মতো।' **অবন**, ১৯২৫।

অভিধাবিত [স] **বিণ** সামনের দিকে গমন করেছে এমন। 'অনেক নদ দুই মুখে বিভক্ত ও অভিধাবিত হয়ে পরিশেষে সাগরধারে।' **মাইকেল**, ১৮৭৩।

অভিন [স] **অভির্ভা** **বিণ** অভিন্ন। 'সুন করুণার অভিনচারে কাঅবাক্টিঅ।' **চণ্ডী** ৩৪, ২০০।

অভিনন্দন [স] ১ **বি** আনন্দবার্তা। 'হিন্দুসাজারা তথিষয়ে অভিনন্দন প্রদানার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯। ২ **বি** সংবর্ধনা। 'এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯১। ৩ **বিণ** উৎসাহিত। 'আকাঙ্ক্ষাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৭। ৪ **বি** প্রশংসা। 'তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮। ৫ **বি** অভিনন্দনপত্র। 'দ্রুতবেগে কারামুক্তির অভিনন্দন পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৯।

অভিনন্দনপত্র [স] ১ **বি** প্রশংসাপত্র। 'তাহার আলোপী পত্রিষ্ঠা অনেক তাহাকে অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৬। 'একখানি সম্মানসূচক অভিনন্দনপত্র পাঠালেন।' **মহাশ্বেত**, ১৯৫৬। ২ **বি** কারো আগমন বা বিদায় উপলক্ষে দেওয়া মানপত্র। 'অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন।' **বেগম**, ১৯৭২।

অভিনন্দিত [স] ১ **বিণ** অভ্যর্থনাপ্রাপ্ত। 'শিশিরসিদ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাঙ্গমণে অভিনন্দিত।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪। ২ **বিণ** আনন্দের সঙ্গে অনুমোদিত। 'তাহারা বসে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দিত করিয়াছে।' **এনামুল**, ১৯৫৫। ৩ **বিণ** প্রশংসিত। 'যে বিধি জারি করা হইয়াছে তাহা সর্বত্র অভিনন্দিত হইয়াছে।' **আজাদ**, ১৯৭০।

অভিনব [স] ১ **বিণ** অপূর্ব। 'অভিনব তোর রূপ যৌবন।' **বড়**, ১৪৫০। ২ **বিণ** নতুন। 'প্রতিঘরে গীত নাট অভিনব জেন ধারাবর্তী।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ৩ **বিণ** তরুণ (যয়স)। 'অভিনব কাল হতে বুদ্ধি মতিমস্ত।' **কবীন্দ্র**, ১৬৯৯। ৪ **বিণ** অভূতপূর্ব। 'বংশধরনি পুনঃপুন কর্ণগোচর হওয়াতে অভিনব উৎসাহ সম্ভার ও সাহসবুদ্ধি হইল।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯। ৫ **বিণ** নব। 'কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব আঘাটের জলদ মস্তুর মতো।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪। ৬ **বিণ** নিতানতুন। 'চিরকালমান স্রোতে জগাইছে প্রাণ অভিনব এ-বসের চিত্তক্ষেত্রে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০০।

অভিনবত্ব [স] **বি** নতুনত্ব। 'অভিনবত্ব প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমায়ম হইল।' **বিদ্যা**, ১৮৪৯।

অভিনবপত্র [স] **বি** নতুন সংবাদপত্র। 'উক্ত সংবাদ সৌদামিনীসংস্কর অভিনবপত্র প্রকাশকরশে উদ্যোগানন্তর।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

অভিনবিত [স] **বিণ** অভিনব। 'কবির কল্পিত আশীর্বাদ বা

অভিনবিত পুরস্কারের পরিবর্তে তাহার ভাষ্যে কি ভয়াবহ অভিসম্পাত নামিয়া আসিত।' **দর্শন**, ১৯২০।

অভিনয় [স] ১ **বি** অঙ্গভঙ্গি। 'শ্রীহস্ত-মুগে করে গীতের অভিনয়।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ২ **বি** কৃত্রিম ভাব প্রকাশ। 'মুখে নেমে অভিনয় করে প্রকটন।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ৩ **বি** নাটকের মঞ্চায়ন। 'এই প্রথমবারে অদ্যোগাত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৪। ৪ **বি** নাটকের কোনো চরিত্রের রূপদান। 'একটি অভিনয়দ্রষ্ট্রকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩। ৫ **বি** ভান। 'দেশে বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

অভিনয়শিল্প [স] **বি** অভিনয়কলা। 'অভিনয়শিল্প ছাড়া সাহিত্য-ক্ষেত্রেও বনানীর সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।' **বেগম**, ১৯৪৯।

অভিনয়ের আখড়া [স] **অভিনয়** + **আখড়া** **বি** মহড়াকক্ষ। 'অভিনয়ের আখড়ায় দেখা দিল না।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৯।

অভিনীত [স] ১ **বিণ** অভিনয় করা হয়েছে এমন। 'দুটিই এক সময়ে ও একই স্থলে অভিনীত হইল।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯। ২ **বিণ** মঞ্চায়িত। 'বাঙ্গালীপ্রতিভা গীতি-নাট্য বিষয়ক সমাগম উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

অভিনেতা [স] ১ **বি** অভিনয়শিল্পী। 'আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বানসের সুবিশেষ গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলাম।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫। ২ **বি** ভানকারী। 'সংস্কারের অভিনেতারক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে আবর্তিত।' **বঙ্গদূত**, ১৯২২।

অভিনেতৃ [স] **বি** অভিনেতা। 'ভুবন বিজয়ী অভিনেতৃগণ, সময়ের গর্ভে হইয়াছে নয়।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭৪।

অভিনেত্রী [স] **বি** স্ত্রী অভিনয়শিল্পী। 'একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩।

অভিনয়ে [স] **বিণ** অভিনীত। 'তাহাদের অভিনয়ে অংশকে ...।' **সুভ**, ১৮৭৩।

অভিনিবিষ্ট [স] **বিণ** একাগ্রচিত্ত। 'অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্মে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত স্নতে প্রযুক্ত করছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

অভিনিবিষ্টা [স] **বিণ** স্ত্রী একাগ্রচিত্ত। 'ব্রতনিবদ্ধ অভিনিবিষ্টা মোহিত পরম মণিকার মূর্তি।' **জীবন**, ১৯৩২।

অভিনিবেশ [স] ১ **বি** আশ্রয়। 'বিষয়তে ঋণি অভিনিবেশ অতএব ইহাকে দরবার করণের স্থলে দিল্লিতে পঠাও।' **রামরায়**, ১৮০১। ২ **বি** একাগ্রতা। 'অভিনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ...।' **বিদ্যা**, ১৮৪৯। ৩ **বি** মনোনিবেশ। 'বিজ্ঞান স্বয়ংস্বী ... আলোচনায় অভিনিবেশ করিতে পারা যায়।' **অক্ষয়**, ১৮৫০।

অভিনির্দেশ [স] **বি** আকর্ষণ। 'তৎপ্রতি লোকের মনোযোগ অভিনির্দেশ করিতেছেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অভিন্ন [স] ১ **বিণ** হুবহু। 'অভিন্ন কাকিত যেন সর্বাঙ্গসুন্দর।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **বিণ** ভিন্ন নয় এমন। 'জীবাত্মার সহিত পরমাখ্যার অভিন্ন স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে পারেন না।' **অক্ষয়**, ১৮৫৫।

অভিন্নকল্পনাবুদ্ধি [স] **বিণ** একই রকম ধ্যান-ধারণাসম্পন্ন। 'ওই দ্যাব্যে কয়েকটি অবিবাঙ্গী স্থির অভিন্নকল্পনাবুদ্ধি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।' **নীলরতন**, ১৯৬১।

অস্তিত্ব [স] ১ **বি** উদ্দেশ্য। 'ইহা বই শ্রোকের আছে আর অস্তিত্ব।' **বিদ্যা**, ১৮৪৯।

কুন্ডদাস, ১৫৮০: 'অভিপ্রায় বীরের বুদ্ধিতা ভগবতী আকাশ বিমানে বসি বলেন ভারতী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গমন। 'অভিপ্রায় করি তারি দিলেন উত্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ অবা অর্থ্যাৎ। 'অভিপ্রায়, আমরা আপন আপন অসাবধানের মন্দ ফল প্রযুক্ত সর্বদা কপালের দোষ দিতে প্রস্তুত।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বি বক্তব্য। 'কাল্পনিক ব্যাক্যতে পরিপূর্ণ যে পত্রিকা তাহার অভিপ্রায় সকল বিশেষ রূপে খনন করিবর কোন প্রয়োজন নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৫ বি ইচ্ছা। 'তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাহাদিগের অভিপ্রায় নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বি মতামত। 'উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অভিপ্রায় জানতে পারলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৭ বি বাসনা। 'প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদি অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অভিপ্রাএ [স] অভিপ্রায় বি অভিপ্রায়; উদ্দেশ্য। 'অভিপ্রাএ বুদ্ধিতা আইলা ভগবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অভিপ্রায়-চালিত [স] বিণ ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত। 'কর্মীরা ছিলেন প্রবর্তনাত্মক সে ইচ্ছারই অভিপ্রায়-চালিত নিমিত্তমাত্র।' শরীফ, ১৯৭০।

অভিপ্রায়বিরুদ্ধ [স] বিণ ইচ্ছার পরিপন্থী। 'অমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অভিপ্রায়মতে [স] ক্রিবিণ ইচ্ছানুযায়ী। 'আপন অভিপ্রায়মতে সেই রিণের পরিলোখ।' ডানকান, ১৭৮৪।

অভিপ্রায়সিদ্ধি [স] বি ইচ্ছাপূরণ। 'হিসা অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভিপ্রায়ানুসারে [স] অভিপ্রায়+স অনুসারে। ক্রিবিণ ইচ্ছা অনুসারে। 'এই পরম অভিপ্রায়ানুসারে কার্য করিলে এ দেশের বিস্তর উপকার দর্শিত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অভিপ্রায় [স] অভিপ্রায়+বি ইচ্ছা। 'কুরির সম্পাদক অভিপ্রায় রাজব্রাহ্ম অভিপ্রায়শ্রবণ জ্ঞান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৬৪।

অভিপ্রেত [স] ১ বিণ ইচ্ছামতো। 'সকলের অভিপ্রেত না হওয়াতে সে বিষয় স্থির হইল না।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ বাঞ্ছিত। 'অভিপ্রেত পথ দিয়া জল নির্গত হয় না।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বি লক্ষ্য। 'ভূবাল ... আপন অভিপ্রেত একপ্রকার সিদ্ধ করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ বি উদ্দেশ্য। 'মুদ্রাসিগপাল-বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিণ অসীষ্ট। 'কথাত বলে শ্রোতার মনে তার অভিপ্রেত একটি ফল জন্মিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভিপ্রেতাত্মক [স] বিণ ক্রী বাঞ্ছিত। 'যে আমার চিরদিন অভিপ্রেতাত্মক।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

অভিবন্দনা [স] ১ বি বন্দনা। 'চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বি অভিনন্দন। 'মুঞ্চচিত্তে আমার অভিবন্দনা জানাতে পারলাম।' নজরুল, ১৯০৮।

অভিবাদন [স] ১ বি সম্মান-জ্ঞাপন। 'অভিবাদন করিয়া তাহার হস্তে একখানি পর দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বি সম্মান। 'অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি অভিনন্দন। 'অজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন পাঠিয়ে দিলাম তার করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বি স্বাগত জানানো। 'হে ববধনশ্যাম আমার তোমাকে অভিবাদন করি। এস, এস ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অভিভাভ [স] বিণ প্রকাশিত। 'কার্য রূপে এবং কারণ রূপে অভিভাভ সকলের ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

অভিভাভি [স] ১ বি উত্তরন। 'অভিভাভির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তেঁা গাছপালার সঙ্গে জড়ানো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বিবর্তন। 'তা' হলে বিজ্ঞানের অভিভাভি কেবল একটা শব্দমাত্র হত।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৩ বি প্রকাশ। 'ব্যক্তিগত মতের অভিভাভি হয়নি।' মাহেন্ত, ১৯৪৯।

অভিভাভিতত্ত্ব [স] বি বিবর্তনবাদ। 'ডারউইনিয়ান অভিভাভিতত্ত্ব প্রভৃতির নিদর্শন তাঁর রচনায় যথেষ্টই পাওয়া যায়।' মোতাহের, ১৯৫০।

অভিভাভিবাদ [স] বি ক্রমবিবর্তনের মতবাদ। 'অদৃষ্টবাদ অথবা অভিভাভিবাদ সম্বন্ধে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভিভাভিবাদী [স] বি সমস্ত সৃষ্টি বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করেছে – এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'মেরকম বদলেছে, তার সঙ্গে বোধহয় অভিভাভিবাদীর জ্ঞানান্তরই হুলনীয়।' সুধীশ, ১৯৫৩।

অভিভাভ্যনা [স] ১ বি দ্যোতনা। 'তাঁহার বিশেষ ভাবটির প্রকাশ বা অভিভাভ্যনা।' সবুল, ১৯২০। ২ বি অভিভাভি। 'মুখে কোনো অভিভাভ্যনা নেই।' মালিক, ১৯৫৫।

অভিভাভ্যমান [স] বিণ প্রকাশমান। 'যিনি অভিভাভ্যমান নন, যিনি আপনাকে পরিসমাপ্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অভিভাভ্যস্ত [স] বিণ সর্বতোভাবে বিস্তৃত। 'অভিভাভ্যস্ত ক্ষুধা মম অবরোধে থিরুয়ে তাহারে।' সুধীশ, ১৯৩৩।

অভিভাভ্যস্ত [স] বিণ পরাজিত। 'বিশাল মানবপ্রাণ মোর মাঝে বর্তমান দেশ কাল করি অভিভব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অভিভাব [স] বি ভাবাবেশ। 'রেণু, বেষু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অত্যা লুকিয়ে রাখে।' সুধীশ, ১৯৩৩।

অভিভাবক [স] ১ বি তত্ত্বাবধায়ক। 'পিতা কিংবা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক ইহবেক।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি পুরুষ। 'মেয়ের পুরী, একটা কি অভিভাবক আছে? গিরিশ, ১৮৮৬। ৩ বি পরিচালক। 'দেশের যারা অভিভাবক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অভিভাবকতা [স] বি অভিভাবকত্ব। 'উকিলের অভিভাবকতায় কলেজে পড়াওনা করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অভিভাবকত্ব [স] ১ বি মালিকানা। 'সম্পত্তির অভিভাবকত্ব লইয়া বিভিন্ন শ্রীকৈ মাৎসা মোকদ্দমা করিয়া ...।' ছায়াবীথি, ১৯৩৪। ২ বি অভিভাবকের গুণ। 'নিজের স্নেহবর্ধিত অভিভাবকত্বের গুণে।' অগিত্তা, ১৯৫০। ৩ বি অভিভাবকসুলভ ভাব। 'অভিভাবকত্ব ঘুচে গেল।' মণীশ, ১৯৬৩।

অভিভাবকবিহীন [স] বিণ অভিভাবক নেই এমন। 'মেয়েরা এখন একা বা অভিভাবকবিহীন।' নজরুল, ১৯৩৬।

অভিভাবকশূন্য [স] বিণ অভিভাবক নেই এমন। 'অভিভাবকশূন্য নিঃসহায় অবস্থা তাঁর।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

অভিভাবকসুলভ [স] বিণ অভিভাবকের মতো। 'ছাত্রদের প্রতি তাহার প্রকৃত অভিভাবকসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিন।' আজাদ, ১৯৬৯।

অভিভাবকস্বরূপ [স] বিণ অভিভাবকের মতো। 'হায়ানবাবু তাহার অভিভাবকস্বরূপ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অভিভাবকহীন [স] বিণ আশ্রয়দাতাহীন। 'অসহায় এবং অভিভাবকহীন নারীর সমস্যাটি সমাজের সঙ্গে প্রধান সমস্যা।' বেগম, ১৯৭২।

অভিভাবিকা [স] বি ক্রী তত্ত্বাবধায়ক। 'তারা পদের একটি প্রণীয়া

অভিভাবিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অভিভাবনা [স] বি ব্যাকুলতা। 'ক্ষিরে গিয়ে - অভিভাবনায়।' জীবন, ১৯৪০।

অভিভাষণ [স] বি বক্তৃতা। 'অভিভাষণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভিতুক [স অভিভাবক] বি অভিভাবক। 'রচিল মানিক নিজ অভিতুক সনা সখা নিরঞ্জন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অভিতুত [স] ১ বিণ মোহিত। 'আমি ... মিথ্যা শব্দ-পিণাচীতে অভিতুত হইয়া এমন হতবুদ্ধি হইলাম যে, ...।' মুক্তাঙ্ক, ১৮১০। ২ বিণ আক্রান্ত। 'এক ব্যক্তি ক্লুরোগেতে অভিতুত হইয়া নয় দিবস পর্যন্ত শয্যাগত।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিণ কাতর। 'বৃত্তকায় অভিতুত হইয়া, ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৪ বিণ নিমজ্জিত। 'তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিতুত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ বিহ্বল। 'এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অভিতুত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৬ বিণ দুর্বল। 'এত অভিতুত হইলেন, যে আর তাহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না।' বিদ্যা, ১৮৯১। ৭ বিণ কাবু। 'এক আঘাতে অভিতুত করিয়া দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অভিতুতা [স] ১ বিণ স্ত্রী অবশ। 'ঘোর নিদ্রায় অভিতুতা।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বিণ স্ত্রী বিহ্বল। 'অভিতুতা মাতা শুধু করুণ-কাতর চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়াছিলেন।' নজরুল, ১৯০১।

অভিতুতি [স] বি বিহ্বলতা। 'তখন অভিতুতির ভাব কাটিয়া গিয়া আমার মাথা তুলিতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভিভোজন [স] বি অতিরিক্ত আহার। 'মনুয্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ অভিভোজন করিয়া পীড়িত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অভিমত [স] ১ বিণ মনের মতো। 'অনই বিদ্যাপতি নারী ক্ষোভে। অপকৃত অভিমত উকুতি বুঝাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ উদ্বেগ। 'অভিমত সিদ্ধ হউক বর তাকে দিল।' যশোধর, ১৫০৬। ৩ বি সম্মতি। 'আম্রোক্ত বলিয়া তাহাতেই অভিমত প্রকাশ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৪ বি মত। 'লেখকের অভিমত কিনা তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভিমতরূপ [স] ক্রিণ বি ইচ্ছানুসারে। 'হাত পারের গতিও ঠিক অভিমতরূপ হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অভিমতি [স] বি সম্মতি। 'তাঁহারদের ভাবতেরই উক্ত বিষয়ে অভিমতি আছে।' সৌম্য, ১৮৩১।

অভিমাত্রা [স] বি অতিরিক্ততা। 'পাছ ফলমূল-উৎপাদনের অভিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিয়শেষিত করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অভিমান [স] ১ বি লজ্জা। 'কৃচয়ুগ সেধি তার অতি মনোহরে অভিমান পাতা পাকা দাড়িম্ব বিনদে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অহঙ্কার। 'সুরেরন অভিমানে তোমা না চিনি।' যশোধর, ১৫০০। ৩ বি বিবেচনা। 'তোমা সবাকে করে মুক্তি বালক অভিমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি মনের ক্ষোভ। 'দুবলার বচনে লহনা অভিমান মন দিয়া দুয়া মোর সাধে সম্মান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি মর্যাদাবোধ। 'লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে এবং অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৬ বি দুঃখ। 'অভিমানের কারণ হইয়া ...।' সেবধি, ১৮৩৯। ৭ বি প্রিয়জনের অনাদরে সাময়িক রাগ। 'যদি হেহে অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনিষ্ঠান করিতে উদ্যত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'যদি পত্নী অভিমানে নিরন্তর থাকে তবে অভিমান ভক্ত্যনু দুই চারিটা মিষ্ট কথা

কহিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৮ বি মিথ্যা সম্মানবোধ। 'আজ ছাড়ি অভিমান, তেয়গিয়া লাজ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৯ বি অন্তঃসারশূন্য বড়ো কথা। 'এ সমস্তই কনফ্রেন্সি চাল - কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ১০ ক্রিণ বিচার-বিবেচনাবর্জিত সম্মানবোধ। 'নিজের দক্ষতার প্রতি অহঙ্কার অভিমানবশত যে যুগে এবং যে ক্ষেত্রে সত্যকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ১১ বি অমিত্যবোধ। 'হার মানাশে গো, ভাঙিলে অভিমান।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অভিমানক্রন্দন [স] বি অভিমান মিশ্রিত কান্না। 'পিছু অভিমান-ক্রন্দন।' নজরুল, ১৯২৭।

অভিমানক্ষুন্ন [স] বিণ অভিমানে ব্যথিত। 'কমলার অভিমানক্ষুন্ন মুখের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অভিমান-ক্ষোভ [স] বি অভিমানের ক্ষোভ। 'এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত না।' নজরুল, ১৯২২।

অভিমানতত্ত্ব [স] বিণ অভিমানপূর্ণ। 'অভিমানতত্ত্ব চিঠি।' নজরুল, ১৯২৮।

অভিমানত্যাগী [স] বিণ স্বাভাব্যবোধহীন। 'জ্ঞাতির বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই nonsense কহে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

অভিমানবশে ক্রিণ অভিমানে আহত হয়ে। 'অভিমানবশে ভবভূতি প্রিবেছিলেন গৃহিণী বিপুল এবং কাল নিরবধি।' শিব, ১৯৭৩।

অভিমানবিধুর [স] বিণ অভিমানে কাতর। 'এই অভিমান-বিধুর অকরুণ কথার উৎস কোথায় দেখতে পেতে।' নজরুল, ১৯২২।

অভিমানভরা বিণ অভিমানপূর্ণ। 'তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখমণির ব্যতির 'যা থাকে কপালে' বলিয়া ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

অভিমানভরে ক্রিণ বিণ মনোবেদনা সহকারে। 'দীপ্তি অভিমানভরে কহিল -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অভিমানমগ্ন [স] বিণ অভিমানে মগ্ন। 'ব্যথিত বালিকার অভিমানমগ্ন মুখের শেষ স্মৃতিটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অভিমানরুদ্ধ [স] বিণ অভিমানে গলা আটকে-যাওয়া। 'নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

অভিমানি [স অভিমানী] বিণ অহংকারী। 'তদনুরূপ অভিমানি তৎসংসর্গি গভলিকা বালিকাবৎ ...।' দর্পণ, ১৮২২।

অভিমানিনী [স] বিণ স্ত্রী অভিমান করে আছে এমন। 'হা অভিমানিনী নারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অভিমানী [স] ১ বিণ প্রিয়জনের আচরণে ব্যথিত। 'রামা অভিমানী শেষ নিশীথিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অহংকারী। 'যৌবন গরবে নাচ হইআ অভিমানী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ ক্ষুব্ধ। 'অভিমানী হয়্যা নাচ করিয়া কল্পনা।' রূপরাম, ১৭৫০। ৪ বিণ অজ্ঞতই মনে কষ্ট পায় এমন। 'অভয় কিছু অভিমানী।' লীনবন্ধু, ১৮৭২।

অভিমানোক্তি [স অভিমান-উক্তি] বি শ্বেদোক্তি। 'তবে ভবভূতির অভিমানোক্তির যথার্থ্য কোথায়?' শিব, ১৯৭৩।

অভিমুখ [স] ১ বি উদ্দেশ্য। 'স্বর্গ অভিমুখ কন্যা গমন সত্বর।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ সম্মুখী। 'আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অভিমুখতা [স] বি অগ্রহ। 'একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতা' ... রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভিমুখিন [স] বিণ সম্প্রদায়। 'একই লক্ষ্যের অভিমুখিন করিয়া দেওয়া' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অভিমুখী [স] ১ বিণ উদ্দেশ্যে গমনশীল। 'সকলেরই মানসিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই' প্রমথ, ১৯০৫। ২ ক্রিবিণ দিকে। 'একের অভিমুখী আর-এক এই নিয়ে চলল কাজ বিশ্বরচনার' অবন, ১৯২৫।

অভিযাত্রী [স] বিণ ভ্রমণকারী। 'তাদের এই অভিযাত্রী স্বভাব বদলায়নি, বদলাবে না' যাহেনগে, ১৯৪৯।

অভিযান [স] ১ বি আবিষ্কারের জন্য সদলবলে যাত্রা। 'নতুন পথের পথিক চালাও অভিযান' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি যাত্রা। 'দেশকালের বুক চিরে অতলস্পর্শের উপর দিয়ে তার অভিযান' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি অভিযাত্রা। 'কৃষিকে বহন করে ক্ষমিয়াদের যে অভিযান হয়েছিল, সে সহজ হয়নি' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অভিযুক্ত [স] বিণ অভিযোগ করা হয়েছে এমন। 'অনেকেই অব্যক্ত চিন্তা করার দায়ে অভিযুক্ত করবেন' উমর, ১৯৬৭।

অভিযোক্তা [স] বিণ অভিযোগকারী। 'অভিযোক্তা অথবা প্রতিপক্ষ ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন সন্দেহের কারণ ঘটিত' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অভিযোগ [স] ১ বি আপত্তি। 'তাহার কি অভিযোগ হইতে নিধন' সুলতান, ১৯০০। ২ বি নালিশ। 'অভিযোগ করিতে গেলে তিনি নানা কৌশলে তাহাদিগকে ক্রোধ প্রদান করেন' অক্ষয়, ১৮৫০।

অভিযোগকারী [স] বি বাদী। 'বিচার বিলম্বিত হইতে থাকিলে যথার্থই অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়েই দুর্ভাগ্য ভূগিতে থাকে' আজাদ, ১৯৬৯।

অভিযোগপত্র [স] বি অভিযোগ ক'রে লেখা দরখাস্ত। 'তাদের পক্ষ থেকে একটা অভিযোগপত্র' ওয়ালী, ১৯৬২।

অভিযোজন [স] বি উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগীকরণ। 'অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞা মতই স্পষ্ট হোক না কেন; তার মর্যাদা অভিযোজনে' সূরীন্দ্র, ১৯৬০।

অভিন্নত [স] বিণ অত্যন্ত যত্নবান। 'কি প্রকারে ... জাতি ধ্বংস করিবেন তাহাতেই অবিরত অভিন্নত অছেন' পূর্ণচন্দ্র, ১৮০৫।

অভিরাজ [স] বিণ মনোহর। 'ভুরুযুগ অভিরাজ সীমা হৈল দুই মাঝ' বাহাদুর, ১৮০০।

অভিরাম [স] বিণ মনোহর। 'অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে' কৃষ্ণদাস, ১৫০৮; 'কালো গায়ে হেমহার গলে অভিরাম' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অভিরামা [স] বিণ স্ত্রী সুন্দরী। 'কি আরে নব জীবন অভিরামা' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অভিক্রিচি [স] ১ বি ইচ্ছা। 'যেমন অভিক্রিচি হয় তেমত করিতে অবধান হইক' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বি প্রবৃত্তি। 'মনুষ্যেরা আপন আপন অভিক্রিচি বা নিপুণতাদ্বারা ... উপযোগ্য বস্তু উৎপন্ন করিতে লাগিলেন' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি পক্ষপাত। 'স্মৃতির চেয়ে আসলজিহ্বেই আমার অভিক্রিচি' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ বি মর্জি। 'সে আপনার অভিক্রিচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে!' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বি বাসনা। 'হৃদয়ের গুঢ় অভিক্রিচি, কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বি মত। 'আমার অনুকূল অভিক্রিচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ চৌকর খেয়ে দেখলুম ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অভিরোধ [স] বি অভিমানজনিত ক্রোধ। 'দূর কর অভিরোধ' মুকুন্দ, ১৬০০।

অভিরোষ [স] অভিরাোধ বি অভিমানজনিত ক্রোধ। 'নাহি করি তার দোষ ভবে কেন অভিরোষ' মাধাধর, ১৫০০।

অভিলাষ [স] বি বাসনা। 'অভিলাষ পুরিল জৌতুকে' মুকুন্দ, ১৬০০।

অভিলষণীয় [স] বিণ বাক্করীয়; কাম্য। 'অশন, বসন, অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে ...' বিদ্যা, ১৮৫১।

অভিলষিত [স] ১ বিণ কাক্ষিত। 'আপনার অভিলষিত শাস্ত্র পড়িবার নিমিত্তে সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকের নিকটে নিযুক্ত হইবেন' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ অশ্রয়ী। 'অনেকেই তদর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন' হত্যাম, ১৮৬৮। ৩ বিণ ইচ্ছিত। 'অভিলষিত কর্তে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অভিলাষি [স] অভিলাষী। বিণ অশ্রয়ী। 'হইয়া বিদ্যার অভিলাষি' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অভিলাষিণী [স] ১ বিণ স্ত্রী অশ্রয়ী। 'রাজকুমারী, উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ স্ত্রী ইচ্ছুক। 'পুরবাসিনীগণ সচরাচর তাহা দেখিতে অভিলাষিণী হন' মশাররফ, ১৮৬৯।

অভিলাষী [স] ১ বিণ অশ্রয়ী। 'দুই পুত্র তিন দাসী দেখি হর অভিলাষী' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ পেতে ইচ্ছুক। 'আগমন বিনা সুকীর্ষী' রামধন্যদাস, ১৭৮০।

অভিলাষ [স] অভিলাষ বি বাসনা। 'পুত্র অভিলাসে রাজা হইছে ব্রুকরিসি' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অভিশপ্ত [স] ১ বিণ ভর্তুকিত। 'কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ অভিশাপ দেওয়া হয়েছে এমন। 'এ যেন রে অভিশপ্ত শ্রেতের পিপাসা' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিণ ঘৃণিত। 'চলে যাব তোমার এ অভিশপ্ত দক্ষ রাজা হতে' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অভিশপ্তা [স] বিণ স্ত্রী শাপমন্ত। 'অভিশপ্তা অহল্যার মতো' সূরীন্দ্র, ১৯২৭।

অভিশাপ [স] বি শাপ। 'দোষ অনুরোধি মায়ে দিলা অভিশাপ' মুকুন্দ, ১৬০০।

অভিশাপমন্ত [স] বিণ অভিশপ্ত। 'অভিশাপমন্ত বাড়িতে যে ঘটনানি ঘটাইল তাহারই বিবাহিত বর্ণনা করিলেন' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অভিশাপশিখা [স] বি অভিশাপরূপ আগুন। 'দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা দহিবে আধার নিদ্রা বিসম অনলে' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অভিশাপধ্বাস [স] বি অভিশাপপূর্ণ দীর্ঘধ্বাস। 'অভিশাপধ্বাস দমকা বাতাস' নজরুল, ১৯৩০।

অভিসাঁপ [স] অভিশাপ বি অভিসম্পাত। 'খেলায় উন্মত্ত সূত কইল জ্ঞত পাগ আজি অবশ্য হর দিব অভিসাঁপ' মুকুন্দ, ১৬০০।

অভিশেক [স] অভিষেক বি সিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠান। 'মহারাজার অভিশেক করিয়া চকের মধ্য স্থলে ... আসন করাইলেন' রামরাম, ১৮০১।

অভিশ্রুতি [স] বি (ব্যাকরণ) শব্দের অভ্যন্তরীণ একাধিক স্বরধ্বনির পরিবর্তন প্রক্রিয়া। 'রাইখ্যা (অপিনিহিত) > রেখে (অভিশ্রুতি) ... বাসলা চলিত-ব্যায়র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্রুতি' সুনীতি, ১৯৩৯।

অভিষিক্ত [স] ১ বিণ অধিষ্ঠিত। 'মালায়াদেশের রাজত্ব উর্ধ্বহরিকে

অভিযুক্ত করিয়া ...'। **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১০। ২ **বিশ** (কোনো কর্মে) নিযুক্ত। **দর্পণ**, ১৮১৯: 'তিনি জন য়োরোপীয় মহাশয় তৎপদে অভিযুক্ত হইয়াছেন।' **বঙ্গদূত**, ১৮২৬। ৩ **বিশ** সিন্ত। 'সমস্ত গাভা ও বস্ত্র শোণিতে অভিযুক্ত হইয়াছে।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭। ৪ **বিশ** স্নাত। 'একটি ভাড়া মন্দির শাস্ত্রিয়া সুন্দর মহিমায় অভিযুক্ত হয়ে গেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩: 'দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিযুক্ত হয়ে ওঠে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

অভিষেক [স] ১ **বিশ** সিন্তকরণ। 'কি করব জল অভিষেকে।' **মুরারি**, ১৫৭০। ২ **বিশ** স্নান। 'অভিষেক করিতে সভার হৈল মন।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ৩ **বিশ** দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান। 'অভিষেক করাইল বসাইয়া বাটে ...'। **মুকুন্দ**, ১৬০০। ৪ **বিশ** অধিষ্ঠান। 'মার অভিষেকে এসো এসো চুরা।' **রবীন্দ্র**, ১৯১০। ৫ **বিশ** অভিবাদন। 'চির শক্তির নির্ঝর নিতা ঝরে, লও সেই অভিষেক লগট 'পরে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

অভিষেক [স অধিষেক] **বি** রাজসিংহাসনে বসার অনুষ্ঠান। 'উগ্রসেনে অভিষেক মথুরা নগরে।' **মালাধর**, ১৫০০।

অভিসংযোগ [স] **বি** ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'ইহারা প্রতিকূল অবস্থার সহিত অভিসংযোগ সাধনের সুবিধিত দৃষ্টান্তবুল।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৭।

অভিসম্মারী [স] **বিশ** বিচরণকারী। 'জননীর সন্তান, পিতার আশ্রয়, গৃহ-সংসারে অভিসম্মারী তাঁর রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের দেহ।' **মাহেনত**, ১৯৪৯।

অভিসন্ধি [স] ১ **বিশ** অভিপ্রায়। 'অকপটে কহ বন্ধি নিজ অভিসন্ধি।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ২ **বিশ** গুণ মতলব। 'তাহারা তাঁহার অনুকম্পা সূচক অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ...'। **অক্ষয়**, ১৮৪৯। ৩ **বিশ** বারাপ উদ্দেশ্য। 'যদি তাহার কোনো অভিসন্ধি থাকে?' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩। ৪ **বিশ** বৌশল্য। 'টান্দেরে করিতে বন্ধী মেঘ করে অভিসন্ধি।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪১।

অভিসম্মাত, অভিসম্মাৎ [স] **বি** অভিপাশ। 'প্রতাপসিংহকে অভিসম্মাত করিলেন।' **রায়চন্দ্র**, ১৮০১: 'গৌড়-সাম্রাজ্যের অভিসম্মাত ও চোষরাজ্যকি ভয় না করিয়া ...'। **বীন্দ্র**, ১৯৩১।

অভিসার [স] ১ **বিশ** গোপন মিলনের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত স্থানে যাওয়া। 'চল চল সুন্দর হরি অভিসার।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। ২ **বিশ** দূরীভূত। 'প্রকাশিত অঙ্গ যুগু অতি মনোহর তনু তপন তরুণ অভিসার।' **জগদ্রাম**, ১৭৫০। ৩ **বিশ** যাত্রা। 'সেজেতুজ্ঞে রেলপথে করে অভিসার।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০। ৪ **বিশ** আগমন। 'আজি ঝরের রাতে তোমার অভিসার পরান সখা বন্ধু হে আমার।' **রবীন্দ্র**, ১৯১০। ৫ **বিশ** গন্তব্য। 'তার ঠিকানা নেই, তার অভিসার দিগন্তের পারে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৫। ৬ **বিশ** মিলন। 'ওগো কণিকা, পূব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব।' **নজরুল**, ১৯২৯।

অভিসারক [স] **বিশ** অগ্রগামী। 'জয় কপালধারক কপালমালক চিতাভিসারক শুভন্তর।' **ভারত**, ১৭৬০।

অভিসারকামী [স] **বিশ** অভিসার কামনা করছে এমন। 'অভিসারকামী নরনারীর মাঝ দিয়ে কি ভাবে মেঘ ঘুরে ফিরে যায়।' **হাই**, ১৯৪৯।

অভিসার-যাত্রাপথ [স] **বি** যে-পথে অভিসারে যাওয়া হয়। 'অগ্নি মালবিকা অভিসার-যাত্রাপথে কখনো বহনি দীপশিখা।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

অভিসারযাত্রী [স] **বিশ** অভিসারে যাত্রা করেছে এমন। 'সমুখে

যোজন-যোজন অভিসারযাত্রী প্রান্তর।' **শওকত**, ১৯৫৮।

অভিসারিকা [স] ১ **বিশ** স্ত্রী মিলনের জন্যে গমনকারী। 'সুশীলা শিখিভাষনের অভিসারিকা।' **দীনবন্ধু**, ১৮৭৩। ২ **বিশ** স্ত্রী গোপন-মিলনের উদ্দেশ্যে গমনকারী। 'কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।' **রবীন্দ্র**, ১৯০০।

অভিসারিণী [স] **বিশ** স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে গমনকারী। 'যে সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৫।

অভিসেচ [স অধিসেচ] **বি** স্নান। 'সুরভির দুক্ষে কৃষ্ণে অভিসেচ কৈল।' **মালাধর**, ১৫০০।

অভিসেচন [স] **বি** সিক্তিকরণ। 'শিকার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই এক ইচ্ছামাত্র ভিজিয়ে দেবে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অভিহত [স] **বিশ** আঘাত পেয়েছে এমন; আহত। 'অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

অভিহিত [স] ১ **বিশ** সংজ্ঞায়িত। 'আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪। ২ **বিশ** বিবেচিত। 'প্রেম সাধারণ ভালাবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭। ৩ **বিশ** পরিচিত। 'আমরা বাক্যবাগীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি, তথাপি ...'। **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অভীক [স] **বিশ** নির্ভীক। 'অভীক তোমার চটুল তোমার সহজ প্রানের বাণী।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

অভীত [স] **বিশ** অশ্রুতি। 'সমরে অভীতচিত।' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০।

অভীক্স [স] **বি** প্রবল বাসনা। 'রানীরে দুর্ভেদ্য জেনে বাদীর সন্ধানে ফিরিব অভীক্সা ভুলে সযীকর আধারের নীচে।' **সুশীন্দ্র**, ১৯৩৩।

অভীলিত [স] **বিশ** প্রার্থিত। 'আমাকে পুজিলে পাবে অভীলিত বর।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

অভীষ্ট [স] ১ **বিশ** আকাঙ্ক্ষা। 'মনের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়ে মোর বরে।' **বিজয়**, ১৫৫০। ২ **বিশ** বাসনা। 'কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিথিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।' **রামনারায়ণ**, ১৮৫৪। ৩ **বিশ** উদ্দিষ্ট। 'পতনের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২। ৪ **বিশ** কাম্বিক্ত। 'আপনি সর্বদা আমাদিগকে অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৭।

অভীষ্টপূরণ [স] **বি** মনোবাসনা পূরণ। 'সেই দুই প্রভুর চরিত্র গণ বন্দন যথাই হইতে বিদ্রূশ অভীষ্টপূরণ।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

অভীষ্টসাধন [স] **বি** ইচ্ছাপূরণ। 'আনন্দের অভীষ্টসাধনের পথ পরিষ্কার করেন।' **অক্ষয়**, ১৮৫১।

অভূত [স] ১ **বিশ** অনাহারী। 'যেন কেহ অভূত থাকে না।' **রাজীব**, ১৮০৫। ২ **বিশ** মুখ্যতঃ যে 'বেশবিদ্যাস পূর্বক অভূত উত্তম গাড়িতে আরোহণ করিলেন।' **দর্পণ**, ১৮২১।

অভূয় [স] **বি** শীর্ণ। 'বিলীর্ণ গোলকটাপা-গাছে পাতাশূন্য ডাল অভূয়ের ক্লিষ্ট ইশারার মতো।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৯।

অভূজিত [স] **বিশ** অনাশ্রুত। 'প্রভাতে অভূজিত সুখভাঙ অর্পিতাম যোহিনীর হাতে।' **সুশীন্দ্র**, ১৯৩৩।

অভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব [স] ১ **বিশ** অতুলনীয়। 'শান্তিসরোবরে অবগাহন করিয়া অভূতপূর্ব আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯। ২ **বিশ** পূর্বে ঘটনি এমন। 'তাঁহার অন্তর্করণ কি অভূতপূর্ব চমৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল ...'। **বিদ্যা**, ১৮৪৯: 'যখন কোনও একটা বিদ্যার হঠাৎ অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে ...'। **সবুজ**,

১৯১৭। ৩ বিগ আগে শোনা যায়নি এমন। 'সন্তানদের জন্যে অতৃতপূর্ব নতুন নাম চেয়ে পাঠান।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিগ পূর্বে দেখা যায়নি এমন। 'অতৃতপূর্ব ব্যবহারের কোনো তাৎপর্য বুঝিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৫ বিগ অতৃত। 'মহেন্দ্রের এই অতৃতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৬ বিগ নতুন। 'অতৃতপূর্ব কোনো-একটা কিছু র সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৭ বিগ নজিরবিহীন। 'হৈমই এরূপ অতৃতপূর্ব স্পর্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৮ বিগ অসাধারণ। 'ভুরস্কের যে অতৃতপূর্ব উন্নতি হয়েছে সে কথা বলগেই সব বলা হলো না।' সওভার, ১৯৩৩। ৯ বিগ বিরল। 'অতৃতপূর্ব রূপরশ্মি', ১৭ম, ১৯৬৮।

অভূতি [স] বিগ ভূষণহীন। 'যদি অভূতি ধূলিমলিন শিশুটিকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অভেজাল [অ+ভেজাল] বিগ প্রকৃত। 'জেরুজালেমের অভেজাল ঐতিহাসিক মূল্যও আছে।' মুক্তাভা, ১৯৫৯।

অভেদ [স] বিগ অভিন্ন। 'নিত্যানন্দধরূপের অভেদশরীর।' বৃন্দা, ১৫৮০।
অভেদবর্ণ [স] বিগ মৌলিক বর্ণ। 'ভেদবর্ণ সুবৃত্ত অভেদবর্ণ পড়ি।' রূপরশ্মি, ১৭৫০।

অভেদাঙ্গ [স] বিগ অভিন্ন শরীরবিশিষ্ট। 'অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারবার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অভেদাত্মা [স] বিগ একাত্ম। 'সেখানে সূর্য আর সূর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অভেদ্য [স] ১ বিগ ভেদ করা যায় না এমন। 'অভেদ্য কিনিল বর্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ অবিস্ত্রি। 'রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অভেদ্য প্রণয় ছিল।' মশারফ, ১৮৬৯।

অভেজান্য [স] বিগ অবাদ্য খাবার। 'অভেজান্য বিশ্ব যদি নিমন্ত্রণ করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অভৌতিক [স] বিগ অলৌকিক। 'জলধারায় এমন অভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাত্রে স্নানকারীর ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অভ্যর্থ্য [স] বিগ নিকটস্থ। 'হে আমার অভ্যর্থ্য পদধ্বনি।' শরৎ, ১৯১৭।

অভ্যঙ্গ মর্দন, অভ্যঙ্গ মর্দন [স] বিগ তেলজাতীয় পদার্থ দ্বারা অঙ্গমর্দন। 'বহুতে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অভ্যন্তর [স] বিগ ভিতর। 'অভ্যন্তরে গিয়া তবে দেব প্রীতির।' মালাধর, ১৫০০।

অভ্যন্তরপ্রদেশ [স] বিগ তলদেশ। 'সমুদ্রজলের উপরিভাগ ও অভ্যন্তরপ্রদেশ দিয়া গমনাগমনকারী বহুবিধ জলযান পরিচালিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অভ্যন্তরভাগ [স] বিগ মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরভাগেই তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছে।' আজাদ, ১৯৬৫।

অভ্যন্তরীণ [স] বিগ ভিতরের। 'আফগানপতি স্বীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উন্নতির কার্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।' প্রচারক, ১৯০৭।

অভ্যবহার [স] বিগ ভোজন; আহার। '... দৌহিত্রমুখ নিরীকৃপের পূর্বে জামাতৃগৃহে অভ্যবহারেও বিমুখ থাকেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অভ্যর্থন [স] বিগ সাদরে আহ্বান। 'রিত্ত করে শূন্য ঘরে করো অভ্যর্থন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অভ্যর্থনা [স] ১ বি সাদরে আহ্বান। 'অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মহলনী মননে বসাইলে।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সমাদর। 'পানওয়ালী মোগলের অভ্যর্থনা জন্য তাহা সজ্জিতকরণে প্রস্তুত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বি বাগত সজ্জা। 'স্নিগ্ধ হাসে আমাকে করিল অভ্যর্থনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বি সাজসজ্জা। 'ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৫ বি ভেজাল। 'অজ্ঞানর অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের ভায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৬ বি সংবর্ধনা। 'ঢাকা পয়সা অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদিকার নিকট পাঠাইতে হইবে।' বেগম, ১৯৪৯। ৭ বি আচরণ। 'মেয়ের পরিবারের বিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করতো।' বেগম, ১৯৬৮।

অভ্যর্থনা কমিটি [স+ই] বি সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে গঠিত কমিটি। 'ঢাকাপয়সা অভ্যর্থনা সম্পাদিকার নিকট পাঠাইতে হইবে।' বেগম, ১৯৪৯।

অভ্যর্থনাসজ্জা [স] বি সংবর্ধনা দেওয়ার সাজ। 'বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনাসজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

অভ্যর্থিত [স] বিগ অভ্যর্থনা করা হয়েছে এমন। 'সহস্র মুসলমান কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া।' প্রচারক, ১৯০৬। 'রবীন্দ্রনাথকে পালস্যবাদী কর্তৃক অভ্যর্থিত হইতে দেখিয়া ...।' মোহাম্মদী, ১৯০২।

অভ্যন্ত [স] ১ বিগ নিত্য ব্যবহৃত। 'অভ্যন্ত নানা আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মন্ত্রশালাতে ব্যায়াম করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিগ সহৃদয়। 'সকল ক্রোধের ন্যায় শোকও অভ্যন্ত হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বিগ আয়ত। 'কৌশলটি অভ্যন্ত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। 'বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দী অভ্যন্ত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বিগ চিরায়ত। 'ভট্টক কেবল চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যন্ত আচার।' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'প্রভাতের অভ্যন্ত কুহার মূল্য যায় ঘুচে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৫ বিগ স্বচ্ছন্দ। 'ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যন্ত হয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ বিগ পরিচিত। 'এই রসের অভ্যন্ত নেশার জন্যেও সেইরকম নানা প্রকার আয়োজন করি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৭ বিগ প্রচলিত। 'প্রাণহীন অভ্যন্ত লোকচারের জড় আবরণের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অভ্যাগত [স] ১ বি অতিথি। 'প্রভু বলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ আগন্তুক। 'অতীত অভ্যাগত লোকেরদেরও উত্তরনের স্থান।' রামরায়, ১৮০১।

অভ্যাগতজন [স] বি অতিথি। 'অভ্যাগতজন এই দরিদ্র আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভ্যাগতা [স] বি স্ত্রী অতিথি। 'অভ্যাগতাদের জন্য সেমাইসহ জলযোগের সুব্যবস্থা।' বেগম, ১৯৪৯।

অভ্যাগম [স] বি আগম। 'বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অভ্যাস [স] ১ বি অনুশীলন। 'কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি জ্ঞান। 'কিতাব কোরানে কিছু আছে অভ্যাস।' বিষ্ণু, ১৬৫০। ৩ বি নিত্য আচরণজাত স্বভাব। 'আবরের অভ্যাস হাঁটিতে দুই কর মুঠ বান্ধিয়া রাখে পৃষ্ঠের উপর।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি শিক্ষা। 'আমি লাতিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর।' কেরী, ১৮০১।

অভ্যাসক্ষেত্র [স] বি মহড়া। 'হার মানিয়া অভ্যাসক্ষেত্রে লজিতকে বাদ দিয়াই কাজ চালাইতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অভ্যাসগত [স] বিগ অভ্যাস দ্বারা আয়ত। 'তৎকারণ পরিগ্রহে

অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অভ্যাসদোষ [স] বি স্বভাবগত দোষ। 'ওটাই আমি অভ্যাসদোষ বলি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভ্যাসপরতা [স] বি প্রতিদিনকার আচরণজাত স্বভাব। 'সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অভ্যাস পাকা ক্রি অভ্যাস আয়ত্ত হওয়া। 'তঁাহাদের অনুরোধের উত্তরে "না" বলিবার অভ্যাস এখনো পাকছে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অভ্যাসবশত, অভ্যাসবশতঃ [স] ক্রিবিণ স্বভাববশত। 'অভ্যাসবশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই জানি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'আমি অভ্যাসবশতঃ কেবলি আলোর কথা বলে ফেলি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

অভ্যাসবিরুদ্ধ [স] বিণ স্বভাবের প্রতিদ্বন্দ্ব। 'বুদ্ধির ভাষা মান্য করা যদি বহুদিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অভ্যাসমতো [স] ১ ক্রিবিণ চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী। 'বালির কোকরো অভ্যাসমতো যেসব পূজানুষ্ঠান করে তার মানে তারা কিছুই বোঝে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ ক্রিবিণ অভ্যাসবশত। 'বরাবরকার অভ্যাসমতো শোবার ঘরের কেরাদার গিয়ে বসলুম।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অভ্যাসরচিত [স] বিণ চর্চা ধারা সৃষ্টি। 'প্রত্যেক পন্থই যে আমার অভ্যাসরচিত পথ তা না হতেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অভ্যাসশূন্য [স] বিণ অভ্যাস নেই এমন। 'অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাতু ভেজনে বিরক্ত ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অভ্যাসা [স] ক্রি অভ্যাস। 'ক্রি চর্চা করা। 'নানা বিদ্যা অভ্যাসিল মস্ত্রের প্রধান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অভ্যাসাশ্রয়িতা [স] অভ্যাস+স অশ্রয়িতা। বি অভ্যাস নির্ভরতা। '...উৎকর্ষের মহৎ আকাঙ্ক্ষা যাকে কখনও তামসিক অভ্যাসাশ্রয়িতার নামেতে দেয় না।' শিব, ১৯৬০।

অভ্যাসাশ্রয়ী [স] অভ্যাস+স আশ্রয়ী। বিণ অভ্যাসনির্ভর। 'তার রচনায় কাজকর্ম রক্ষণশীল জাত্যাভিমান এবং অভ্যাসাশ্রয়ী ধর্মসংস্কারের মনোভাব... চোখে পড়ে।' শিব, ১৯৫০।

অভ্যাসিক [স] বিণ অভ্যাসগত। 'নির্বিরামে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক যৌথ জটুগরে।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

অভ্যাস্কণ [স] বি সেচন। 'গঙ্গা জলের অভ্যাস্কণ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

অভ্যুত্থান [স] ১ বি সন্ধানার্থে আসন থেকে ওঠা। 'ঠাকুর দেখি দুই ভাই লৈল অভ্যুত্থান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'সম্মুখে উঠিয়া সবে কেলা অভ্যুত্থান।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বিদ্রোহ। 'যদি একত্র হয়ে মহারথের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৩ বি জাগরণ। 'যদি সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া ভাষা ও সাহিত্যসূত্রে বাল্যের সহিত মিশিতে পারে, তবে বাঙালি জাতির অভ্যুত্থান আশাজনক হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি উত্তরোত্তর উন্নতি। 'অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৫ বি আবির্ভাব। 'ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অভ্যুত্থানকারী [স] বি বিদ্রোহী। 'এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল অভ্যুত্থানকারীরা তিনবছর বাদে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

অভ্যুত্থিত [স] বিণ অভ্যুত্থান করানো হয়েছে এমন। 'প্রজাতিগণকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অভ্যুৎপাত [স] বি দুর্বিপাক। 'আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অভ্যুদয় [স] ১ বি আবির্ভাব। 'পশ্চিমদিক হইতে এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হইল ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি উদয়। 'রায়ে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বি বিকাশ। 'ইউরোপে অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৪ বি উত্থান। 'কলাগৌরব গবর্মেন্ট গিয়া লিবারেল গবর্মেন্টের অভ্যুদয় হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অভ্যুদয়শালী [স] বিণ উন্নত। 'অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজ্ঞাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অভ্যুদিত [স] বিণ উদ্ভিত। 'অবরোধী সন্ধ্যার শিশিরে অনুপূর্ব অভ্যুদিত মানুষের চিত্তের প্রসাদ।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

অভ্যুদ্যাত [স] বিণ অতিমুখে উন্মাত। 'নৃপতি যখন আত্মকর্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি বিধানে অভ্যুদ্যাত ক্রুদ্ধ শারীরিক ব্যাপার বিবর্তিত ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অভ্যোস [স] অভ্যাস। বি চর্চা। 'কাজটা অভ্যোস দ্রুত, বোধ হয় অনেক অভ্যোসে দ্রুত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অভ্র [স] ১ বি সাদা রঙের বস্তু পদার্থবিশেষ; মাইকা। 'মধ্যে মধ্যে অশ্রুপাতি জিনিয়া দর্শণ জ্যোতিঃ।' আলগোল, ১৬৮০। ২ বি মেঘ। 'মানসোৎসব, ১৭৪৩।

অভ্র-আবিরি [স] অভ্র+আ আবির। বিণ আবিরে রাজানো। 'জুলিয়া ভীতল অভ্র-আবিরি ফাওয়ায় হোমশিখা।' নজরুল, ১৯২৭।

অভ্রলিহ [স] বিণ গগনস্পর্শী। 'মানুষের প্রগলভতা ছুঁয়ায় চকিতে অভ্রলিহ পরাক্রমে।' সুবীন্দ্র, ১৯০১।

অভ্রচিকণ [স] অভ্র+স চিকণ। বিণ অভ্রের মতো উজ্জ্বল। 'অভ্র-চিকণ টিকিলি জ্বনের বলমলিয়ে যায় বাতাসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

অভ্রচুখিত [স] বিণ মেঘচুখিত। 'অভ্রচুখিত আলোকমালার প্রাসাদ ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

অভ্রবিজ্ঞান [স] বি মেঘ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'অভ্রবিজ্ঞানের পৃথিতে আবর্ত সর্বত্র ইত্যাদি নামরূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

অভ্রভেদ [স] বি আকাশভেদ। 'একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল।' জগদীশ, ১৮৯৫।

অভ্রভেদী [স] ১ বিণ আকাশচুম্বী। 'উপাদি অভ্রভেদী মহীহর, হানে গিরিশিরের কড়ে।' মাইকেল, ১৮৬৩। ২ বিণ বিশাল। 'অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ অসীম। 'তঁাহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ আকাশের মতো সুউচ্চ। 'নিষ্কলর নিহাদের অভ্রভেদী আকাশবিসরণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বিণ আকাশজোড়া। 'হে নিস্তরক গিরিরাঙ্গ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত তরঙ্গিয়া চলিয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অভ্রান্ত [স] ১ বিণ নির্ভুল। 'ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ সঠিক। 'পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্ত শিক্ষা, মনু অভ্রান্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ নিরাসক্ত। 'এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচার করা আমার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অভ্রান্তরূপে ক্রিবিণ নির্ভুলভাবে। 'ইসলম্বীরো যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্বক সেখান ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

অভাস্তিকতা [স] বি নির্ভুলতা। 'গুরুবাক্যের অভাস্তিকতার উপরে
বায়ীন বুদ্ধি জয়লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অমঙ্গল [স] ১ বি বিপদ। 'যত অমঙ্গল সকল যায়ক দূরে।' চণ্ডী,
১৫৫০। ২ বি অকল্যাণ। 'কোন অমঙ্গল নাহি যায় থাকাগারে।' বৃন্দা,
১৫৮০। ৩ বি অনিষ্ট। 'ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতা মাতারও
অমঙ্গল ইচ্ছা করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিণ অশুভ। 'অদিন ও
অক্ষয়ে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের
...'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বি অনিষ্টপাত। 'ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিম্ন
উদ্ভাষন করিবে তদ্বারা সেই বিষয় ঘটিত অমঙ্গল হইবে।' অক্ষয়,
১৮৫৩। ৬ বিণ অমঙ্গলসূচক। 'অমঙ্গল কাক যথো ডাকে অবিরাম।' রবীন্দ্র,
১৯০৮। ৭ বিণ মন্দ। 'অমঙ্গল ও মঙ্গলকে, শয়তান ও
ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল।' রবীন্দ্র,
১৯০৮।

অমঙ্গলকর [স] বিণ অকল্যাণকর। 'ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা
অশ্রমেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অমঙ্গলজনক [স] বিণ অশুভ। 'ধুমকেতু বাস্তবিকই অলক্ষণে বা
অমঙ্গলজনক।' নজরুল, ১৯২২।

অমঙ্গলবিশিষ্ট [স] বিণ অকল্যাণজনক। 'যে স্থানে কলের ধারা
প্রবাদি প্রস্তুত হয় সেই-২ দেশ পচাৎ অবশ্যই অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া
থাকে।' দর্পণ, ১৮৩০।

অমঙ্গলময়ী [স] বি স্ত্রী অমঙ্গল করে যে। 'ভষ্ম করে দেবে ওই
অতীতি, অমঙ্গলময়ীকে।' মণীশ, ১৯৬৩।

অমঙ্গলসূচক [স] বিণ অকল্যাণ বয়ে আনে এমন। 'তার ওই টেকি
অমঙ্গলসূচক ছিল।' নজরুল, ১৯২২।

অমঙ্গলে [স অমঙ্গল] বিণ অলক্ষণে। 'এ বোটা অমঙ্গলে
যোগভঙ্গের অনুসন্ধান করে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অমঙ্গলবৃত্ত [অ+অ মঙ্গল] বিণ মঙ্গলত্ব নয় এমন। 'ক্ষেমবৃত্তির দেহ-
গ্রহিণীত্ব কি এমন যেন অমঙ্গলবৃত্তির নহে।' বনমুখ, ১৯৩৬।

অমণ [স মন] বিণ অনাম্যনক। 'গণপে উঠি চর অমণ ধাণ।' চণ্ডী ২১,
১২০১।

অমত [স] ১ বি অসম্মতি। 'এরিয়ানার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন
করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি আপত্তি। 'হিতবাদমতে অমত করি
না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি অপছন্দ। 'তোমাদের যদি এতে এতই
অমত হয় তা হলে অন্য জায়গাতেই বাড়ি ভাড়া করতে ...।' রবীন্দ্র,
১৯০৯।

অমত্ত [স] বিণ স্থির; অচঞ্চল। 'চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্বীর।' রবীন্দ্র,
১৯০১।

অমধুর [স] ১ বিণ একঘেয়ে। 'সারা দিনমান গুনি ওই সুর লাগে না যেন
গো কড় অমধুর।' সত্যভদ্র, ১৯০৮। ২ বিণ রূঢ়। 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে
বাগচা করে আবেগে অমধুর ভাষায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অমন বিণ অতোটা। 'বাদসাহের নিকট অমন পরিচিত নহেন।' রামরায়,
১৮০১।

অমনতরো, অমনতর ১ বিণ ঠিক ওই রকম। 'তুমি অমনতরো
দুপুরবেলা আকাশের দিকে গগদম হইয়া তাকিয়া থাক কেন।' রবীন্দ্র,
১৯০২। ২ বিণ ও অমনতরো নাম তো.তিনি। 'রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

অমনোযোগী [স অমনোযোগী] বিণ মনোযোগী নয় এরূপ। 'তাঁহার
শিষ্টতা, তাঁহাকে অলস ও অমনোযোগী স্থির করিয়া ...।' বিদ্যা,

১৮৫৬। ২ অমনোযোগী

অমনক [স] বিণ আন্তরিকতাহীন। 'অমনক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের
বিরোধী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অমনস্যন্ত [স অমন্যত্ব] বিণ অমানবিক। 'অমনস্যন্ত কুয়ার বারণ।' কাগল, ১৭৯৪।

অমনি ১ ক্রিবিণ তনহই। 'ধমকে অমনি ভূত ভাগে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০:
'অমনি ৩/৪ হাজার লোক তাহাদিগের অনুগত হয়।' সোমথকাশ,
১৮৭৩। ২ ক্রিবিণ অমন। 'গোড়াসুখ উপাড়ে অমনি।' রামপ্রসাদ,
১৭৮০। ৩ ক্রিবিণ সে রকমই। 'ভার্যার বাশ দেওয়ালের গায়ে অমনি
লাগান আছে।' দর্পণ, ১৮২২। ৪ ক্রিবিণ কোনো প্রয়াস ছাড়া।
'হাতের কাছে অমনি এল, অমনি যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ ক্রিবিণ
এমনিতেই। 'পুসিয়ার ভেদ জানতে পারলে/ নবুয়ত তার অমনি
মেলে।' লালন, ১৮৯০।

অমনি অমনি ক্রিবিণ কোনোভাবে। 'তোমরা তাকে অমনি অমনি
বিদায় করে দিতে পার নি।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অমনিবাস, অম্বিবাস [স] ১ বি বড়ো মোটরবাস। 'মোটর-রথ, মোটর-
বিশ্ববহ (অম্বিবাস), মোটর-মালগাড়ি লগনের ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২;
'অভিসারে যেতে হয় পটলজাড়ার অমনিবাসে চড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।
২ বি বৃহদায়তন গ্রন্থসংকলন। 'কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ যার মালেক
নয় এমন একটা রচনা পেসেই সেটাকে অম্বিবাস গাড়ি করে তোলে।' রবীন্দ্র,
১৯২৯।

অমন্যত্ব [স] বিণ মনুষ্যত্বহীনতা। 'তাঁহার মর্ষ বেদনা প্রদান করা
নিতান্ত অমন্যত্ব।' তমোলুক, ১৮৭৪।

অমনোনিবেশ [স] বি উদাসীনতা। 'পুরুষনারী হারিয়ে গেছে শম্প নদীর
অমনোনিবেশে।' জীবন, ১৯৪০।

অমনোনীতা [স] বি স্ত্রী অনিবার্চিত যে। 'তুমি মনোনীতাই হয়েছ,
অমনোনীতাদের দলে পড়নি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

অমনোমত [স] বিণ মনের মতো নয় এমন। 'রেফারি যদি একটা
অমনোমত রায় দেয় অমনি আবার উচ্চাঘাষ।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অমনোযোগ [স] বি মনোযোগের অভাব। 'যাহা মহৎ ব্যস্তির কর্তব্য তাহা
কেবল অমনোযোগ মাত্র।' তারিণী, ১৮০৩।

অমনোযোগিতা [স] বি যত্নের অভাব। 'ইহা তো কেবল
অমনোযোগিতা, কিন্তু পার্ভের ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া
থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অমনোযোগিতাময় [স] বিণ অনবধানতাপূর্ণ। 'সকল মুহূর্তে এক
অমনোযোগিতাময় সিঁড়ি আমারে উদ্ধার দিতে বারংবার কাছে
এসেছিলো।' শক্তি, ১৯৭০।

অমনোযোগী [স] ১ বিণ অনগ্রহী। 'বিষয় কর্ম আর অন্য প্রকরণে
সুস্থি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বিণ
অযত্নবান। 'তাঁহার প্রতি আর অমনোযোগী না হইয়া ... বিদ্যালয়ে
যাইতে বাধ্য করুন।' সুলভ, ১৮৭১। ৩ বিণ অনামনক। 'স্কুলে
এতবড় নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না।' রবীন্দ্র,
১৮৯২। ৪ বিণ উদাসীন। 'কাজকর্মের অবকাশকালে ... প্রশয়চর্চায়
অমনোযোগী ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৫ বিণ অসহানুভূতিশীল।
'রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।' রবীন্দ্র,
১৯০৮।

অমত্ত [স] বিণ মত্তপাঠীন। 'মিনি অমত্ত ও সমস্ত শরৎযোগ করিতে
সমর্থ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অমন্দ [স] বিণ অপগীর্ণ। 'অমন্দ শব্দধনিত বাণী এল - প্রস্তুত হও।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অময়াসন [স] অময়া+আসন। বি অরুপট যোগ (যম আসন)। 'জাপিণে অময়াসন আর প্রণামে।' মালাধর, ১৫০০।

অমর [স] ১ বি অমরত। 'জে বর মাগহ সবে অমর এড়িয়া।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ মৃত্যুহীন; চিরজীবী। 'বিশ হয় জীর্ণ দেহ হয়ত অমর।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'খাইয়া হউক শোক অজর-অমরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কেহই অমর নহে, সকলকেই মরিতে হইবে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বিণ অসীম। 'অমর সাহসে মরে শুর।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৪ বিণ চিরস্মরণীয়। 'অমরকীর্তি পাণ্ডুর ও যুদ্ধদুর্দর্শ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ সর্বকালীন। 'অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অমর লেখকগণ উদ্ভিত হইতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৬ বিণ দেবতা। 'অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর।' মাইকেল, ১৮৬১। ৭ বিণ জীবন্ত। 'মরার পরে চাইরে ওরে অমর হতে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৮ বিণ উজ্জীবিত। 'অমর হব আখির তব সুধার স্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অমরকারিণী [স] বি স্ত্রী অমর করে যে। 'অমর করিলা তোমা অমরকারিণী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অমরকীর্তি, অমরকীর্তি [স] বিণ চিরজীব। 'অমরকীর্তি পাণ্ডুর ও যুদ্ধদুর্দর্শ রাজপুত্রদিগের ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অমরকোষ [স] বি অমরসিংহ প্রণীত সংস্কৃত শব্দকোষ। 'ইংরেজী সমেত অমরকোষ ছাপা হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২২।

অমরতা [স] ১ বি অবিবশ্রবতা। 'হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শামা জন্মদে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বি চিরকালের অন্তরণযোগ্যতা। 'পালের সুরের ঘারা তুচ্ছ কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৮৪; 'এতদিন যে দিনরাত্রির মালা গাঁথেছি বসে বসে তার জন্যে অমরতার দাবি করব না তোমার দ্বারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অমরতালোক [স] বি মৃত্যুহীনতার জগৎ। 'মরনের অমরতালোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অমরত্ব [স] ১ বি অমরতা। 'স্বকীয় পূণ্যবলে শ্রীবৃদ্ধি পাইয়া অমরত্ব-পদ প্রাপ্ত হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি স্থায়িত্ব। 'তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ, তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি মৃত্যুহীনতা। 'অংহ আপনার মৃত্যুর ঘরাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অমরত্বলাভ [স] বি চিরস্মরণীয় হওয়া। 'সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বল কামনা বা অমরত্বলাভের বাসনা থেকে তাঁর কর্মে প্রবৃত্তি জন্মেন।' শরীফ, ১৯৭০।

অমরপুর [স] বি স্বর্ণ। 'অমরপুরত নাহি হএ হেন রামা।' বড়ু, ১৪৫০।

অমরপুরী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণ। 'দেবতার অমরপুরীতে স্কৃতিতে বাস করেন।' প্রমথ, ১৯০২।

অমরফল [স] বি অমরত্ব লাভ হয় যে ফল খেলে। 'ভিনি, আপন উপাশা দেবতার নিকট বরশরুপ এক অমরফল পাইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অমরবাহিত [স] বিণ অমরত্বের কামনাময়। 'অমরবাহিত এই সুন্দরী-নগরী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

অমরবাণী [স] বি চিরন্তন বা শাশ্বত বাণী। 'সাক্ষকের অমরবাণী-ধারা

প্রবাহিত আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অমরলোক [স] বি স্বর্ণ। 'তেজিলে অমরলোক মাতা তোমার করে শোক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অমরসুন্দর [স] বিণ চিরসুন্দর। 'একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অমরী [স] ১ বিণ স্ত্রী কখনো মৃত্যু হয় না এমন। 'যথা অমরী ব্রততী, অমর সুতরকুল।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি দেবী। 'হে অমরী অমর করিয়া দাও মোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অমরর্থ [স] অমর্য বি ক্রোধ। 'সুপুংসক বচন সবই বিধি ফুরে। অমরথে বিমরখ ন করি অ দুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অমরা [স] বি স্বর্ণ; অমরাবতী। 'মনোভব মনোরম অমরা নগর সম সাধু সং অনেক নিবাস।' বাহরাম, ১৬৫০।

অমরাপুরি [স] অমরাপুরী, সোধোনে ই-কারি বি স্বর্ণলোক। 'রে অমরাপুরি, কনক-নগরি।' মাইকেল, ১৮৬০।

অমরাপুরী [স] বি স্বর্ণলোক। 'কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী?' মাইকেল, ১৮৬০।

অমরাবতী [স] ১ বি স্বর্ণলোক। 'অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ বি জগৎ। 'মুদ্র আমার এই অমরাবতী-আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বি সুখ। 'অমরাবতীর মাঝে আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৪ বি সভা। 'নিরাসক্ত গিরিহে তোমার নিমন্ত্রণে তোমার অমরাবতী সুপস্নেহ সেই ভক্তবশে যুক্তবার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অমরারি [স] অমরা+স অরি বি স্বর্ণের শব্দ; অসুর। 'তা হতে হইবে নষ্ট দুই অমরারি।' মাইকেল, ১৮৬০।

অমর্ত [স] অমৃত্য বিণ সুধাময়। 'অমর্ত গুটিকা দিলা জোড়া নারিকুল।' রামাই, ১৭১০।

অমর্ত্য, অমর্ত্য [স] ১ বিণ অপার্থিব। 'মৃত্যু দিয়ে বিবর্তিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি স্বর্ণ। 'কোন পথে নিয়ে যাবে টনি/ অমর্ত্যের আলোক সন্ধানী।' সুকান্ত, ১৯৪৮। ৩ বিণ অবিনাশী। 'সব স্মৃতি সেই গ্রাসে বৃষ্টি মুছে যায় যে-প্রাণ হারায় সেই অমর্ত্য গানে।' নীরেন, ১৯৫১।

অমর্ত্যলোক [স] বি পরলোক। 'অমর্ত্যলোকের বিশ্বাসে, অমৃত-তত্ত্বের সাধনায় অগ্রগামায়া সভায় যে জীবন কাটে ...।' রমেন, ১৯৭০।

অমর্দিত, অমর্দিত [স] বিণ মাড়াই করা হয়নি এমন। 'ইত্যবসরে শূণাল অমর্দিত গুরু শস্যরূপে ... লুজাইত হইয়া থাকিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

অমর্যাদা, অমর্যাদা [স] ১ বি অবজ্ঞা। 'তাহা যদি না মানেন তবে আমার যথেষ্ট অমর্যাদা।' কেরি, ১৮০২। ২ বি অসন্মান। 'ভালো জিনিসের অমর্যাদা করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অমর্যাদাপন্ন, অমর্যাদাপন্ন [স] বিণ অসন্মানজনক। 'আপন লাভের নিমিত্ত অমর্যাদাপন্ন করে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

অমর্য [স] বি ক্রোধ। 'কিন্তু হর্ষ, অমর্য প্রভৃতি ব্যতিক্রমী ভাব।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অমল [স] ১ বিণ পরিষ্কার। 'প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ বিতণ্ড। 'তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ প্রশান্ত। 'নেই যে কোথাও সান্ত্বনাব্য অমল উদ্যান।' শমসুর, ১৯৭২।

অমল-ছবি [সি বি গুপ্তমূর্তি] 'হেথায় সাড়া পেলে বাহির হল অমল-ছবি' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অমলধারা [সি বিগ্ন নির্মল প্রবাহবিশিষ্ট] 'অমলধারা বরনা যেমন যত্ন তেমনি প্রাণ' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অমলবরণী [স অমলবর্ণ] বিগ্ন ক্রী ফরসা রঙবিশিষ্ট। 'অমলবরণী নবীনত জিনি - জিনি বরফের গুঁড়া' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

অমলগুহ [সি বিগ্ন ধবধবে সাদা] 'অমলগুহ শাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অমলশ্বেতকান্তি [সি বিগ্ন সম্পূর্ণ সাদা রঙের] 'দুই অমলশ্বেতকান্তি বন্দন ঐ শকট বহন করিতেছিল' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অমলা [সি ১ বিগ্ন ক্রী অমলিন। 'অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ্ন ক্রী নির্মল। 'অমলা পদ্মাবতী লইআ তুরা গতি' রামাই, ১৭১০।

অমলকি, অমলপি [সি আমলকী] বি আমলকী। 'তুলসি মাটিজ জাতি অমলকী কুন্দ জুতি' মালাধর, ১৫০০: 'লগ্না তৈল অমলপি স্নান কর গিয়া নদীজলে' মুকুন্দ, ১৬০০।

অমলতা [সি বি গুহতা] 'সেই মল্লিকার অমলতা' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অমলাত্র অমল

অমলিন [সি বিগ্ন নিরুল্লঙ্ঘ। 'দশ দিকে দেও মন যথা পাও অমলিন কুল' মুকুন্দ, ১৬০০।

অমলিনা [সি ১ বিগ্ন ক্রী নিরুল্লঙ্ঘ। 'সে সম্পদ থাক অমলিনা' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিগ্ন ক্রী অম্লান। 'গরবিনী, তাই সেই শক্তি গেছে চুটি আপনায় অস্তরে রহিতে অমলিনা' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অমলিনী [সি বিগ্ন ক্রী নিরুল্লঙ্ঘ। 'অমলিনী নারী, গ্রাসে করী ধরিত্রি নিয়ত নেহারে মন' গিরিশ, ১৮৮৩।

অমলেট [সি বি ভিন্ন ভাষা। 'চারের সঙ্গে রুটিটোস্ট, অমলেট, বাইতে কথাটা পাড়লে' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অমহিমা [সি ১ বি অশ্রুতি। 'ঘরে অকুমাৰী কন্যা বড় অমহিমা' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি অসম্মান। 'এমত কথাএ অমহিমা পরমেশ্বরের' অশ্বিনীন্দ্র, ১৭৪৩।

অমা [সি ১ বি অমাবস্যা। 'ভেদি অমা নিশীথের গাড় অন্ধকার' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি রাতি। 'নিবিড় অমা-তিমির হতে লোল লেগেছে এবার' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অমাতট [সি বি অমাবস্যার অন্ধকার। 'দীপহীন অমাতটে নাচে একা প্রাণ-বন্দোভিকা' জীবন, ১৯৩০।

অমানিশা [সি বি অমাবস্যার রাত। 'একের পৌর্ণমাসীরজনী, অন্যের যোর ভাসাছন্ন অমানিশা' অঙ্কর, ১৮৪৯।

অমানিশি [সি বি অমাবস্যার অন্ধকার। 'সমুখেতে চির অমানিশি' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অমানিশীথ [সি বি অমাবস্যার রাতি। 'অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিরা' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অমাবিভাবরী [সি বি অমাবস্যার রাত। 'আমি অমাবিভাবরী আলােকহারা' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অমা-ভরা [সি অমা+ভরা] বিগ্ন অন্ধকারপূর্ণ। 'মৃত্যুর অমা-ভরা শত শত কৃষ্ণ পতাকা' নজরুল, ১৯২২।

অমাময় [সি বিগ্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'ভারতের অমাময় স্পন্দহীন

বিহ্বল শৃঙ্গানে' জীবন, ১৯২৭।

অমাময়ী [সি বিগ্ন ক্রী অমাবস্যায় আচ্ছন্ন। 'অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়' জীবন, ১৯৪০।

অমামেধ [সি বি অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার মেঘ। 'আমার নিনাদবদনে অমামেঘের নীল অমিয়া ঢালো' নজরুল, ১৯২৫।

অমামামিনী [সি বি অমাবস্যা রাতি। 'অরুণে জাগায় অমামামিনীর কোলে' নজরুল, ১৯৩১।

অমারজনী [সি বি অমাবস্যার রাত। 'অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়-আকাশ' বিষ্ণু, ১৯৪১।

অমারাতি [সি অমারাতি] বি অন্ধকার রাত। 'পুঙ্খ পুঙ্খ বুজব না অমারাতে' সুবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অমারাতি [সি অমারাতি] বি অমাবস্যার রাত। 'সূর্য যেন গো দেখিয়াছে - তার পিছনের অমারাতি' নজরুল, ১৯২৮।

অমারাতি [সি বি অমাবস্যার রাতি। 'অজি অমারাতির দুর্গতোরণ বত ধুলিভলে হয়ে গেল ভগ্ন' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অমাকা বিগ্ন অত্যাচারী। মানোএল, ১৭৪৩।

অমাতৃভাষা [সি বি ভিন্নজাতির ভাষা। 'অমাতৃভাষা উর্দু আমাদানী করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত' মোহাম্মদী, ১৯৪০।

অমাত্য [সি ১ বি পারিষদ। 'ভৃত্য অমাত্য সাধ্যবিয়া আনন্দ পুরিল' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি সহচর। 'ঐ স্থানে সৈন্য ও সামন্ত ও অমাত্য ভৃত্য ...' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বি মন্ত্রী। 'বৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অমাত্য-প্রধান [সি বি প্রধানমন্ত্রী। 'যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান' মাইকেল, ১৮৬১।

অমাত্যসূত [সি বি মন্ত্রীপুত্র। 'তাহান অমাত্যসূত মুই সে পামর' আলগোল, ১৬৮০।

অমান বি কৃত্যভাষা। মানোএল, ১৭৪৩।

অমানবিক [সি ১ বিগ্ন মানুষের জন্যে অনুকূল নয় এমন। 'বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বিগ্ন মানুষের জন্যে স্বাভাবিক নয় এমন। 'রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৩ বিগ্ন অমানবিক। 'অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অমানবিকতা [সি বি মনুষ্যত্বহীনতা। 'চারি দিকে থেকে থেকে মানব ও অমানবিকতা' জীবন, ১৯৪০।

অমানান [অ+ফা মানান] বি পার্শ্বক। 'প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান বিস্তর' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অমানুষ [সি ১ বিগ্ন মনুষ্যত্বহীন। 'অমানুষ সন্তানের জন্যে দেশত্যাগী' অঙ্কর, ১৮৪৮। ২ বি খারাপ মানুষ। 'এতভেড়া অমানুষ আমি নই' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিগ্ন মনুষ্যতর। 'মানুষকে ভগিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৪ বিগ্ন বর্বর। 'একদিন তুর্কিক অমানুষ বলে গল্পনা দিয়েছে' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অমানুষতা [সি বি পার্শ্ববিকার। 'নম্ন করল আপন নির্গল্ধ অমানুষতা' রবীন্দ্র, ১৯৫৩।

অমানুষি [অ+স মানুষ] ১ বিগ্ন অমানুষিক। 'যত অমানুষি কর্ম নিরবধি করে' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিগ্ন অসামান্য। 'দেখি অতি অমানুষি বিবাহসজ্জার' বৃন্দা, ১৫৮০।

অমানুষিক [স] ১ *বিপ* অসহ্য। 'হতভাগ্য মরণ-বয়সায় অমানুষিক কাতরতার শব্দ করিতেছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৮। ২ *বিপ* অমানবিক। 'যদিও আমি প্রভু হোসেনের সহিত অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছি।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ৩ *বিপ* অলৌকিক। 'অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিপ* পাশবিক। 'তাদের যে একটা অমানুষিক শক্তিই রয়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অমানুষিকতা [স] ১ *বি* অমানবিক আচরণ। 'নিজ পুত্রদিগের অমানুষিকতায় গাত্রাহত অলঙ্কারগুলি পরায়ত্ত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* নিষ্ঠুরতা। 'এমন জনকে রিক্তহস্তে বিদায় করা অমানুষিকতা।' *আশাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

অমানুষী [স] *বিপ* মনুষ্যত্বহীন। 'বর্তমান যুদ্ধ নিতান্ত অমানুষী ব্যাপার।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

অমান্য [স] ১ *বিপ* পূজনীয় নয় এমন। 'আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।' *কুসুমদাস*, ১৫৮০। ২ *বিপ* অব্যাহা। 'সেই দাঁত অমান্য হইল যে অহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* উপেক্ষা। 'সব ঠাই আসন অমান্য নাই কত।' *গুণ*, ১৮৫৮। ৪ *বি* অবজ্ঞা। 'তাকে অমান্য করা দীনতা এ কথা জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমান্যকারী [স] *বিপ* লঙ্ঘনকারী। 'আইন-অমান্যকারীর দল যতদিন থাকবে।' *শরিয়ত*, ১৯৩৩।

অমান্যি [স অমান্য] *বি* অসন্মান। 'এঁচড়ে পাকা ছেলের মত একটু ঠাট্টা-অমান্যির হাসি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

অমাবস্যা, অমাবশ্যা [স] *বি* চান্দ্রমাসের যে তিথিতে রাতে চাঁদ সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে। 'চতুর্দশী অমাবস্যা হৈল।' *সুলতান*, ১৭০০; *বিপ* 'অমাবশ্যা' রাত হৈল জানিবে অধিক। 'গরীব', ১৭৫৫।

অমায়ী [স] *বি* কাতরতা প্রকাশ। 'এতরূপে লাউসেন করেন অমায়ী মানিকরাম', ১৭৮১।

অমায়্যে *ক্রি* *বিপ* সরলভাবে। 'সেই দিন অমায়্যে করিলেন কথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অমায়িক [স] ১ *বিপ* সরল। 'অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী মিসেস ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বিপ* নিরহঙ্কার। 'বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী ... দেখিতে পাওয়া যায় না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বিপ* শুদ্ধ ও আন্তরিকতাপূর্ণ। 'আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ *বিপ* চোখজুড়ানো। 'শিশিরে উজ্জ্বল কোনো অমায়িক পাখির মতন আমি আসি।' *জীবন*, ১৯০০। ৫ *বিপ* মমতাময়ী। 'অমায়িক দেবী যেন এক।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

অমায়িকভাবে [স] *ক্রি* *বিপ* অরূপগতভাবে। 'অমায়িকভাবে তিনি হাসেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অমায়িকতা [স] ১ *বি* শুদ্ধতা। 'এই কি অমায়িকতা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ *বি* মধুর ব্যবহার। 'স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সর্বিবেদনা প্রভৃতি সদগুণ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *বি* অনুকূল অবস্থা। 'এ ধরনের আবহাওয়ার অমায়িকতা যেন নিখাসে গ্রহণ করা যায়।' *মানিক*, ১৯৩৬।

অমারজনী *দ্র* অমা

অমার্জনী, অমার্জনীয় [স] *বিপ* ক্ষমার অযোগ্য। 'শব্দের কোনোরূপ অসংগত প্রয়োগ সকালে অমার্জনীয় দোষ বলে গণ্য হত।' *প্রমথ*, ১৯১২; 'এ গাফলতি অমার্জনীয়।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

অমার্জনীয়তা [স] *বি* ক্ষমার অযোগ্যতা। 'রামলোচনকেও সে সকল দোষের অমার্জনীয়তা স্বীকার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ছাড়িয়া

দিতে হয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

অমার্জিত [স] ১ *বিপ* অবিদ্যোক্ত। 'গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া গৃহের যেকোন দূরবস্থা দেখিলেন - সমস্ত অমার্জিত, মলিন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিপ* অশিষ্ট; অভব্য। 'নিজের অর্জিত অমার্জিত রক্ষণ তাকে স্পর্শ করেন।' *মানিক*, ১৯৩৫।

অমিঅ [স অমৃত] *বি* অমিয়; সুখ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অমিআ [স অমৃত] *বি* সুখ। 'অমিআ আচ্ছত্তে বিস গিলেসিরে।' *চর্চা* ৩৯, ১২০০।

অমিথিয় [অনিমিথ] *বি* পলকহীনতা। 'আহা মরি অমিথিয়ে জুড়াইল আঁধি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অমিএ [স অমৃত] *বি* সুখ। 'অমিএ সত্যর চিত্ত কাম রতিপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অমিত [স] *বিপ* অপরিমেয়। 'অমিত ধনরাশি।' *বরদর্শন*, ১৮৭২।

অমিততেজা [স] *বিপ* অসীম ক্ষমতাবান। 'অমিততেজা অজাতশত্রু মণিপুত্রেশ্বরের অনুমাত্র আশঙ্কা নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

অমিতপরাক্রম [স] *বিপ* অপরিমিত শক্তির অধিকারী। 'কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নায়করা তাই শক্তিমান সৈনিক - অমিতপরাক্রম।' *গুদুদ*, ১৯৪৬।

অমিতবলধারী [স] *বিপ* অত্যধিক শক্তির অধিকারী। 'রামায়ণের অমিতবলধারী বীর।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

অমিতবারি [স] *বি* প্রচুর বৃষ্টিপাত। 'এমন অমিতবারি আর কখনও বুঝি নেমে আসেনি পৃথিবীতে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

অমিতবিক্রম [স] *বিপ* অপরিমেয় শক্তির অধিকারী। 'তুমিই অমিতবিক্রম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অমিতব্যয়িতা [স] ১ *বি* বেহিসাবি খরচের অভ্যাস। 'পিতা ... উচ্ছ্রাংখলা ও অমিতব্যয়িতা দ্বারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ *বি* অপচয়। 'আত কর্তব্যের বাইরে অন্য কর্তব্যের মধ্যে নিজেতে জড়িত করা শক্তির অমিতব্যয়িতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বি* অযথা কালক্ষেপণ। 'পাশ্চাত্য হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের গক্ষে অমিতব্যয়িতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অমিতব্যয়ী [স] *বিপ* বেহিসাবি। 'আত্মস্বল্পরত, অমিতব্যয়ী জীব।' *নবনর*, ১৯০৩।

অমিতভাষণ [স] *বি* সংযমহীন কথাবার্তা। 'তাহার অমিতভাষণেই প্রমাণ হয় তাহার অমূলকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অমিতমানব [স] *বি* মুক্ত মানুষ। 'তার মধ্যে আছে অমিতমানব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অমিতাচার [স] *বি* অসংযম। 'তখন তার সেই অমিতাচারে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অমিতাচারী [স] *বিপ* অসংযমী। 'সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার খুঁটি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

অমিতোদ্যম [স অমিত-উদ্যম] *বিপ* সীমাহীন-উৎসাহপূর্ণ। 'কী অমিতোদ্যম বাহ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা!' *অন্নদা*, ১৯২৯।

অমিতাভ [স] ১ *বি* অমিত আভা যার; বৃদ্ধ। 'চিত্ত হেথা মুক্তপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ *বিপ* তেজোময়। 'ধানী বৃদ্ধ, কল্কাসার বৃদ্ধ, অমিতাভ বৃদ্ধ - যত রকমের মূর্তি চান।'

মুক্ততা, ১৯৪৯।

অমিতি [স] বি অপরিমিতি। 'অমিতির অর্থ মত্তল নিরুপাখ্য কী আনন্দে ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অমিতোদ্যম **ঐ** অমিত

অমিত্র [স] বি শত্রু। 'অমি কি তোর অমিত্র, মনে তব ছিল পুত্র।' ফরজুল্লাহ, ১৮৭৬।

অমিত্রাক্ষর [স অমিত্র-অক্ষর] বি যে পয়ার ছন্দে অষ্টানুপ্রাস ও বিভিন্ন নিয়ম রক্ষিত হয় না। 'মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অমিয় [স অমৃত] বি অমিয়; সুখ। 'অমিয় ভবন মুসা করঅ আহারা।' চণ্ডী, ২১, ১২০০।

অমিয়-কণ্ঠ [স অমৃত-কণ্ঠ] বিণ সুধাময় কণ্ঠের অধিকারী। 'তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে।' নবকল, ১৯২৫।

অমিয়মাথা [স অমৃত+মাথা] বিণ অমৃত-মাথানো। 'ভাসিয়া যাই ধীরে, পিক কুহরে জীরে অমিয়মাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অমিয়রচন [স অমৃত-রচনা] বি অমৃত রচনা। 'অমিয়রচন মোহাগবচন অনেক রয়েছে বাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অমিয়া [স অমৃত] বি সুখ। 'অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া।' চণ্ডী, ১৫৫০।

অমিয়াময়ী [স অমৃতময়ী] বিণ অমৃততুল্য। 'মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অমিরতি [স অমৃত] বি মিষ্টিবিশেষ; অমৃতি। 'অমিরতি দেই?' শামসুল, ১৯৬২।

অমিল [স] ১ বিণ অমূল্য। 'সে সবে অমিল নীধি দএ সন্দেশে বিদ্যাগতি, ১৯৬০। ২ বি মিল না থাকা। ওঁস, ১৭৮২: 'মিলে এইরকম অমিল অচল সংসার বেশ চলে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৮১। ৩ বি বিমত। 'একটা খুব গোড়ার কথা আমাদের হয়তো অমিল আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি অসঙ্গতি। 'জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বি অসঙ্গত। 'জাতের অমিল নিয়ে এ সংসারে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৬ বিণ দূর্বৃত্ত। 'চাকরী ত' এক রকম অমিল হয়ে পড়েছে।' জামায়াত, ১৯৩৮।

অমিল-কণ্ঠ [স] বি পরস্পরের সঙ্গে সুরের মিলহীন কণ্ঠ। 'আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ সমবায়ের চোটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অমিলা [স] বি মিলিত না হওয়া। 'মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।' চণ্ডী, ১৫৫০।

অমিতক [অ+মিতক] বিণ অসামাজিক। 'তেননতরো অমিতক নয় - মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তার পরিচয় চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অমিশ্র [স] বিণ নির্ভেজাল। 'রাত্রের জাগৃতা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটা বিস্তৃত করণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অমিশ্রিত [স] ১ বিণ ভেজালহীন। 'অমিশ্রিত রৌপ্য, মুদ্রা ও মন্ডা এই সকল দ্রব্য লইয়া আসিত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ বিতঙ্ক। 'বাস্তবী অমিশ্রিত বা বিতঙ্ক আর্ঘ্য নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অমীবা [স] বি আদি এককোষী প্রাণী। 'সেইগুলির একশ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অমীমাংসা [স] বি মীমাংসাহীনতা। 'সাম্প্রদায়িক সমস্যার অমীমাংসা।' আজাদ, ১৯৩৯।

অমীমাংসিত [স] বিণ সমাধান হয় না এমন। 'কিছুই অমীমাংসিত থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অমুক [স/পা] ১ সর্ব অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। 'মানো-এল, ১৭৪৩: 'অমুকের স্থানে বিক্রয় করিয়াছে।' কাগলগে, ১৭৮৫। ২ সর্ব বিশেষ একজন; ফলনা। ওঁস, ১৭৮৫। ৩ বিণ নাম জানা নেই এমন। 'অমুক পরণায়া পলাইয়া গিয়াছে।' রামরাম, ১৮০২।

অমুকস্য [স] বিণ অমুকের। 'এই লিখিতং শ্রী অমুকস্য।' মেঘার, ১৭৮৬।

অমুখ [স] বি অগ্রসর মুখ। 'অমুখে বিরূপ হল্যা বিরোধে কলিকা।' মালিকরাম, ১৭৮১।

অমুখ [পা অমুক] বিণ অনিদিষ্ট। 'প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবন্ধ ইইয়া অমুখ ভাবিবে ...' শম্ভাররত্ন, ১৮৬৯।

অমুহলমান [অ+ফা মুসলমান] বি ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তি। 'ট্যান্ড্রাদতিপদের মধ্যে অমুহলমানের তুলনায় মুহলমানের সংখ্যা কম কখনই নহে।' মোহাম্মদী, ১৯৩২। **ঐ অমুসলমান**

অমুহলমানী [অ+ফা মুসলমান] বিণ অমুসলিম। 'মুহলমান চিত্রতারকা অমুহলমানী নাম গ্রহণ করে ...' জামায়াত, ১৯৪২।

অমুদ্রিত [স] বিণ মুদ্রিত বা ছাপা হয়নি এমন। 'অমুদ্রিত সাহিত্য প্রিন্টিং কি?' প্রথম, ১৯১২।

অমুদ্রিতব্য [স] বিণ মুদ্রণের অনুপযোগী। 'এই লোকটি বিদ্রী অমুদ্রিতব্য দূর্বাক উচ্চারণ করে।' হাসান, ১৯৬৭।

অমূর্গ [স অমূল্য] বিণ মূল্য দিয়ে কেনা যায় না এমন। 'অমূর্গ রতন ছাড়ি কিসের ফুড়ান।' মাল্যধর, ১৫০০।

অমুসলমান [অ+ফা মুসলমান] বি যারা মুসলমান নয়। 'অমুসলমান মনে করিতে পারি।' সাম্যবাদী, ১৯২৩। **ঐ অমুহলমান**

অমুসলমানী [অ+ফা মুসলমান] বিণ ইসলাম সমর্থিত নয় এমন। 'তাহাদের প্রথা গ্রাচীন রীতি ... আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অনেক অমুসলমানী বস্ত্র প্রচলিত থাকে।' এনামুল, ১৯৫৫।

অমুসলিম [অ+ফা মুসলিম] বি যারা মুসলমান নয়। 'তাহারও বেশীর ভাগ আজ অমুসলিমদের শাসনাধীনে চলিয়া গিয়াছে।' সগুণত, ১৯২৮।

অমুক [পা অমুক] বিণ অনিদিষ্ট। 'আমার যে কিছু সংখ্যন আছে, অমুক অমুক ভূমিতে সন্ধান করিলে, পাইবে।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অমৃত [স] ১ বিণ অদৃশ্য। 'জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমৃত কোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ নিরাকার। 'একটা কোন অনিদিষ্ট অমৃত মিথ্যার স্বপ্নের, অন্ধকারের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বিণ মূর্তিহীন। 'অমৃত উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ দেহহীন। 'ওই শোনাে সংখ্যাহীন সঙ্জাহীন অজ্ঞান ক্রন্দন অমৃত আঁধারে ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অমৃততা [স] বি বিমৃততা। 'রসের অমৃততা মূর্তকে যেখানে মুক্ত করেছে।' অবন, ১৯২৫।

অমৃত-বিজ্ঞান [স] বি পরোক বিজ্ঞান। 'কি মূর্ত-বিজ্ঞান, কি অমৃত-বিজ্ঞান ... আত্মসাৎ করতে পারেনি।' প্রথম, ১৯১৫।

অমূর্তি [স] বি নিরাকার যিনি। 'ভালামন্দ সব মূর্তির মধ্যে অমূর্তি বিরাজ করছেন।' অবন, ১৯২৫।

অমূল্য [স অমূল্য] বিশ অমূল্য। 'অমূল্য মণি নুপুর বাজের গমনে।' বড়, ১৪৫০; 'অমূল্য রতনে রামের, ডিয়ারী রাম অর্পিছে তোমারে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অমূলক [স] ১ বিশ অপ্রয়োজনীয়। 'তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০; 'অন্যান্য প্রকার অমূলক সংস্কার অনেকের অশেষ অসুখের হেতু হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিশ ভিত্তিহীন। 'ভাষার শোধান কি প্রকারে সম্ভব এ সন্দেহ অমূলক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিশ মিথ্যা। 'এই সকল কথা অমূলক।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বিশ কাল্পনিক। 'ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ, তত্ত্বাত্ত দিন ক্ষণ ... ব্যাণ্ড হইয়া রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বিশ সফল হওয়ার মতো নয় এমন। 'কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অমূলকতা [স] বি ভিত্তিহীনতা। 'পরামর্শের অমূলকতা অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৭।

অমূল্যজ [স] বিশ দেশে যার মূল নেই এমন। 'জবনদিগের অমূল্যজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন তেরা সহী দেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

অমূল্যতরঙ্গ [স] বি শিকড়হীন গাছ; পরগাছা। 'দুঃখের মাফাতা, ফটোখাফ/ অমূল্যতরঙ্গ ফুল সবই কত তুচ্ছ, মূল্যবান।' শক্তি, ১৯৬৯।

অমূল্য [স] ১ বিশ মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না এমন। 'হৃদয় মুকুতা হার অমূল্য রতন।' বড়, ১৫৭০। ২ বিশ মূল্যহীন। 'কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বিশ মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় না এমন। 'সেই সর্বলভ্য সুখ অমূল্য দুর্লভ সবচেয়ে রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিশ অত্যন্ত মূল্যবান। 'যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যো নেন।' নজরুল, ১৯২৬।

অ-মূল্য [স] ক্রিবিধ মূল্যহীনভাবে। 'যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যো নেন।' নজরুল, ১৯২৬।

অমূল্যতর [স] বিশ অতিশয় মূল্যবান। 'অমূল্যতর জীবনের ওপর প্রতীক্ষিত সে।' জীবন, ১৯৩২।

অমূল্যতা [স] বি অমূল্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য। 'মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অমৃত [স] ১ বি সুখ যা থেকে অমরত্ব লাভ করা যায়। 'হৃদসে ধনুস্তরি অমৃত মিশিল।' মালাধর, ১৫০০; 'সুতির শোভ রহস্য, ভালাবানার অমৃত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বিশ অতি মধুর। 'আমি প্রীতিরূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিশ অমর। 'মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোষ।' গুপ্ত, ১৮৫৮; 'মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বিশ অমৃতত্বা সুখকর। 'পরিবে সকল কাম নিভৃত অমৃত আলয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বি মধু। 'আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই অমৃত আমার চিত্তে?' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৬ বিশ চিরন্তন। 'সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৭ বি স্নেহ। 'বুজু নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ইলিতে তেরা।' জীবন, ১৯৪২।

অমৃতগন্ধ [স] বি সুগন্ধ। 'গোপন মিলন অমৃতগন্ধ ঢালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

অমৃতভাটিকা [স] বি মিষ্টান্নবিশেষ। 'শিঠাপানা অমৃতভাটিকা দেহ ভঙ্গশে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অমৃতচরিত [স অমৃতচরিত] বি দেবচরিত। 'শ্রীমুখে মাধবপুত্রীর অমৃতচরিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অমৃতছবি [স] বি অমৃতরূপ ছবি। 'বিশ্বের অমৃতছবি আঁজিও তো দেখা দেয় মোরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অমৃতভরণ [স] বি অতি সুন্দর আপোড়ন। 'ঈশ্বর হর্ষিকান্তি অমৃতভরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অমৃততৃপ্ত [স] বি অমরতা। 'তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃততৃপ্ত নয় মৃত্যু।' প্রমথ, ১৯১৪।

অমৃতধারা [স] বি অমিয়ধারা। 'দেশের রসিক-অরসিক সকল নোকেই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অমৃতধুনি [স] বি অমৃতনদী। 'পাইয়া অমৃতধুনি পিয়ে বিষণ্ণ-পানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অমৃত-নদী [স] বি অমৃতময় নদী। 'অপূর্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অমৃতনিদ্রক [স] বিশ অমৃতের চেয়ে ভালো। 'অমৃতনিদ্রক পঞ্চবিধ তিত্ব বলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অমৃতনির্ভর [স] বি সুখার অরনাধারা। 'ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে, করুণার অমৃতনির্ভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অমৃত-নিষাদী [স] বিশ অমৃত ক্ষরণকারী। 'দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত-নিষাদী।' নজরুল, ১৯৩৯।

অমৃতপথ [স] বি স্বর্গপথ। 'জাগিল অমৃতপথযাত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

অমৃতপরশ [স অমৃত+স স্পর্শ] বি অমৃতের স্পর্শ। 'তোমারি এই অমৃতপরশে আমার হিয়াবানি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

অমৃতপাত্র [স] বি অমৃতপূর্ণ পাত্র। 'হয় সে অমৃতপাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অমৃতপায়ী [স] বিশ অমৃত পান করে এমন। 'নয়নের জল মোছ, যা! তুমি যে/ অমর অমৃতপায়ী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

অমৃতপিপাসা [স] বি অমৃতের জন্যে পিপাসা। 'অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'শান্ত আত্মার অমৃতপিপাসা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অমৃতফল [স] বি আম। 'কেহ ক্ষুধাতুর, পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা।' মাইকেল, ১৮৬০।

অমৃতবমন [স] বি সুধানিয়ন্ত্রণ। 'সর্প বিষোদগ্ধার ব্যতিরেকে অমৃতবমনে কদাচ করে না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২১।

অমৃতবর্ষিণী [স] বিশ স্ত্রী অমৃত বর্ষণকারী। 'সই অমৃতবর্ষিণী মধুর ভাষা ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

অমৃতবর্ষা [স] বিশ অতিশয় মধুর। 'তুমি, এই অমৃতবর্ষা মনোহর বাক্য ধারা আমায় প্রাণদান করিলে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অমৃতবাণী [স] বি অমৃতময় বাণী। 'করো জাগ, মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

অমৃতবারি [স] বি সঞ্জীবনী সুধা। 'ভসুর মাটির ভাঙে গুণ্ড আছে যে অমৃতবারি মৃত্যুর আড়ালে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'জীবন-সিন্ধু মথিয়া যো-কেহ আনিবে অমৃতবারি।' নজরুল, ১৯২৫।

অমৃতভরা [স অমৃত+ভরা] বিশ সুধাময়; সুধাপূর্ণ। 'আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা মুহূর্তগুলিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অমৃতভাণ্ড [স] বি অমৃতপূর্ণ ভাণ্ড। 'লক্ষীর হাতে অমৃতভাণ্ড।' অমৃতভাণ্ড

নজরুল, ১৯৩০।

অমৃতভাষিণী [স] ১ *বিণ* স্ত্রী মিষ্টভাষী। 'নিদ্রাদেবী তবে উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বিণ* স্ত্রী দেবী সরস্বতী। 'কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অমৃতমণ্ডা [স] *বি* মিষ্টি স্বাদের লাভবিশেষ। 'অমৃতমণ্ডা হানার বড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতমধুর [স] *বিণ* অমৃতের ন্যায় মিষ্ট। 'পাকিল যে প্রেমফল অমৃতমধুর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতমন্ত্র [স] *বিণ* অমরত্বের বাণী। 'বিশ্বের তরে অমৃতমন্ত্র বীর-বাণী গেলে পুণ্যে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অমৃতময় [স] *বিণ* সুধাপূর্ণ। 'বাহে বিষজ্বালা ভিতরে অমৃতময় কৃষ্ণপ্রেমার অতুত চরিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমৃতময়তা [স] *বি* অমৃতের মতো স্বাদ। 'উপলব্ধি করলুম ওর সঙ্গে কথা বলার অমৃতময়তা।' *সুকান্ত*, ১৯৪২।

অমৃতময়ী [স] *বিণ* স্ত্রী সুধাময়ী। 'আয় মা অমৃতময়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

অমৃতমাথা [স] *অমৃত+মাথা* *বি* সুধা মিশ্রিত আছে এমন গান। 'দোয়েল দুলয়ে শাখা গাহিছে অমৃতমাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অমৃতমুরতিমতী [স] *অমৃতমুরতিমতী* *বিণ* স্ত্রী অপরূপ। 'নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমুরতিমতী বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

অমৃতযোগ [স] *বি* শুভকণ। 'সমস্ত অমৃতযোগের অন্তরীক্ষে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অমৃত-রস [স] ১ *বি* সুধা। 'কাব্যরূপ অমৃতরসের আশ্বাদন ও সজ্ঞানের সহিত সমাগম।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* অধরসুধা। 'গড়িলা অধর দেব বিফল দিয়া, মাখিয়া অমৃতরসে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ৩ *বি* বাউলদের হুহু সাধনাবিশেষ। 'কীসে হবে নাগিনী বশ সাধব করে অমৃত-রস।' *লালন*, ১৮৯০।

অমৃতরেশা [স] *বি* অপরূপ ঝিলিক। 'হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তামার মুখে একটা অমৃতরেশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

অমৃতলক্ষী [স] *বি* অমৃতরূপ লক্ষী। 'আমার পণ এই অমৃতলক্ষী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অমৃতলোক [স] *বি* স্বর্ণ। 'অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অমৃতসদন [স] *বি* অমৃতের উৎস। 'অমৃতের আশ্রয়।' *মধুর বদন অমৃতসদন*। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অমৃতসুধা [স] *বি* মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা। 'তোমার মাটির পায়ে কি গো মা ধরে না অমৃতসুধা?' *নজরুল*, ১৯২৫।

অমৃতসূর্য [স] *বি* মৃত্যুঞ্জয়ী আলোর উৎস। 'অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে ওনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু পাছে, দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।' *জীবন*, ১৯৪২।

অমৃতস্নান [স] *বি* অমৃতের সুধায় স্নান। 'প্রেমের অমৃতস্নানে সে যে, অগ্নি প্রিয়ে, হারায়েছে সীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অমৃতান্ন [স] *অমৃত+অন্ন* *বি* অমৃতরূপ অন্ন। 'নয়ন স্নিদ্ধ অমৃতান্নে পরশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অমৃতান্ন [স] *অমৃত+স্নান* *বি* অমৃত মধুর স্নান। 'এত বলি অমৃতান্ন

মুখে তুলি দিলা।' *ভারত*, ১৭৬০।

অমৃতভিলাষী [স] *অমৃত+স ভিলাষী* *বিণ* অমৃত লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে এমন। 'অমৃতভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মৃত্যুতে তৃপ্তি জানে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

অমৃতভিষিক্ত [স] *অমৃত+স অভিষিক্ত* *বিণ* অমৃত দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে এমন। 'ঐ বাক্যে অমৃতভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

অমৃতভিসারী [স] *অমৃত+স ভিসারী* *বিণ* অমৃত সন্ধান করে এমন। 'আমি অমৃতভিসারী, মরণ ভয় আমার নেই।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

অমৃতের পূত্র *বি* ঈশ্বরের সন্তান। 'শোনো বিশ্বজন, শোনো অমৃতের পূত্র যত দেবগণ দিব্যধামবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অমৃতোপম [স] *অমৃত+উপমা* *বিণ* অমৃততুল্য। 'সংসার-বৃকের অমৃতোপম ফল।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

অমৃতি, অমৃতী [স] *অমৃত* ১ *বি* জিলাপির মতো মিষ্টি স্বাদবিশেষ। 'ভালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* গলা-সরু পাত্রবিশেষ। 'এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লর।' *ভারত*, ১৭৬০; 'অমৃতি ১।' *চিঠিপত্র*, ১৭৮৪।

অমেধ্য [স] ১ *বিণ* অপবিত্র। 'অমেধ্য সদৃশ বস্ত্র তাহা নাই তুনি।' *মাধব*, ১৫০০। ২ *বি* মলমূত্রাদি। 'সর্ব অমেধ্য পঙ্কের পরাকাষ্ঠা বৃন্দা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অমেয় [স] ১ *বিণ* অপরমেয়। 'অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিণ* সীমাহীন। 'আকাশে উঠিছে অবিরাম অমেয় প্রেমের মন্ত্র বুদ্ধের শরণ লইলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

অমেরতো [স] *অমৃত* *বি* অমৃত। 'অমেরতেরে অমেরতো কহি।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪০।

অমোঘ [স] ১ *বিণ* অসাদারণ ব্যাতিসম্পন্ন। 'অমোঘপণ্ডিত হুগ্লিপোপাল চৈতন্যবল্লভ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* অব্যর্থ। 'বিসেস অমোঘ অস্ত্র দিলেন তাহারে।' *কবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* অদম্য। 'অমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বিণ* অটল। 'ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইচ্ছিতের দ্বারা চালনা করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৫ *বিণ* অনড়। 'ইহা বস্তুরূপিত মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অমোঘতা [স] *বি* অব্যর্থতা। 'অস্ত্র সজ্জালনের অমোঘতা দর্পনে অবশিষ্ট পৃষ্ঠগৌরব ও হিন্দু দস্যুগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

অমোঘত্ব [স] *বি* চিরন্তনত্ব। 'ধার্মনৈতিক নিয়মের অমোঘত্বে যুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অমোঘ বাণী [স] *বি* অব্যর্থ কথা। 'উচ্চারণ করেছিলেন সেই অমোঘ বাণী।' *পাগা*, ১৯৭১।

অমোছলমান [অ+ফা মুসলমান] *বি* মুসলমান বাদে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। 'অমোছলমানগণের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯১৯। ২ *অমুসলমান*

অমোছলমানী [অ+ফা মুসলমান] *বিণ* মুসলিম বিধান-বিরুদ্ধ। 'অমোছলমানী পোষাক।' *স্লেগডান*, ১৯২৪।

অম্লি *ক্রিয়* তখনই। 'জল পাই যেন অম্লি সুসাম্য হইলা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

অম্লিবাস [হা] বি বাস গাড়ি। মোটর-রথ, মোটর-বিশ্বহ (অম্লিবাস)
মোটর মালাগাড়ি লভনের ...। রবীন্দ্র, ১৯১২।

অম্লিবাস গাড়ি [ই অম্লিবাস+হি গাড়ি] বি (অম্লিবাসের মতো)
বৃহদায়তন রচনা-সংগ্রহ; রচনাবলি। 'একটা রচনা পেলেই সেটাকে
অম্লিবাস গাড়ি করে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অম্বর [স] ১ বি আকাশ। 'শর ছাড়িয়া দিতে দেবী উঠিলা অম্বর।' মুকুন্দ,
১৬০০। ২ বি পোশাক। 'পরিধান শতছিগা মলিন অম্বর।' মুকুন্দ,
১৬০০। ৩ বি আবরণ। 'ছিন্ন করে ফেলা ওই চিরস্থির আচ্ছাদন
অনন্ত অম্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বি বিশ্ব। 'তব নির্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অম্বর-ডঙ্কা [স] বি আকাশরূপ ঢাক। 'অম্বর-ডঙ্কার ডামাডোল।'
নজরুল, ১৯২৪।

অম্বরতল [স] বি ভূমি। 'শিহরি অম্বরতলে সাত্ত্বসে পড়িল।'
মাইকেল, ১৮৬০।

অম্বরপথ [স] বি আকাশপথ। 'উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অম্বরব্যাপী [স] ক্রিবিণ আকাশজুড়ে। 'অম্বরব্যাপী করে তব কুপা-
বিন্দু।' নজরুল, ১৯৩৩।

অম্বরসাগর [স] বি আকাশরূপ সমুদ্র। 'রজত কনক দ্বীপ অম্বর-
সাগরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অম্বর [স অম্বর] বিণ বসনা; বসনযুক্ত। 'মৌলি অম্বর বিহল নায়রি।'
কুম্ভার, ১৭২০।

অম্বর [আ অম্বরী] বিণ অম্বর দ্বারা সুবাসিত। 'অম্বর তামাকের ঘোয়ার
একটি স্নীপ ধারা বেরোচ্ছিল।' প্রমথ, ১৯১৮।

অম্বর [স অম্বর] ১ বি টক। 'জরুরা দেখিয়া যেন রুচক অম্বর।'
১৫৭০। ২ বি এক প্রকার টক বাদ্যযুক্ত কোশ। 'অম্বর বাজিল শিলা
জঘা ঘটা ঘটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি অম্বরোগ। 'অম্বকের ব্যামোটি
বধাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অম্বর [স অম্বর] বিণ অম্বরসমুদ্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

অম্বর [স] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; বৈদ্য। 'কেহ বিত্তক আর্ঘ্য, যেমন
অম্বর, কায়হ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অম্বিকামঙ্গল [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গার মঙ্গলগীত। 'অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ
গান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অম্বর [স] বি জল। 'নিনাদ তৈরব, অম্বর-উথলা।' গিরিশ, ১৮৮০।

অম্বর [স] বি পদ্ম। 'যথা অম্বরের শিখা পঙ্কী যেন ধরে পাখা।'
আলাওল, ১৬৮০।

অম্বরজনয়ন [স] বি পদ্মের মতো চোখ। 'অনিবার বহে ধারা
অম্বরজনয়েন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অম্বর [স] বি মেঘ। 'অনাথপিণ্ডন কহিলা অম্বর নিনাদে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৯।

অম্বরনিধি [স] বি সমুদ্র। 'বারিদ যেমতি অম্বরনিধি সেবি সদা।'
মাইকেল, ১৮৬০।

অম্বরপতি [স] বি সমুদ্র। 'কিবা তুমি, অম্বরপতি, গভীর স্বনেদ।'
মাইকেল, ১৮৬৬।

অম্বরবতী [স] বি স্ত্রী বান্ধবী; সুরা দেবী। 'আর পক্ষে সমুদ্র আছে

অম্বরবতী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অম্বরবান [স] বি মেঘগর্জন। 'এদিকে অম্বরবাতীর আকাশ অম্বরবানে
মুখর হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অম্বরবাতী [স] বি হিন্দু আচারবিশেষ। 'অম্বরবাতীতে সেখানে দুধ খেলে
সাপের ভয় ঘোচে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অম্বরবালা [স] বি লক্ষী। 'হীনা, সদা মতি চঞ্চলা, অম্বরবালা হও মা
অচলা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

অম্বরবিধ [স] বি জলবিধ; জলের ব্রহ্মদ। 'কে না জানে অম্বরবিধ
অম্বরমুখে সদাগোপতি।' মাইকেল, ১৮৭০।

অম্বরভূং [স] বি মেঘ। 'অম্বরভূং সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে ঐশ্রব।'
মানিকরাম, ১৭৮১।

অম্বররাশি [স] বি জলরাশি; সমুদ্র। **অম্বররাশি-রব** [স] বি সমুদ্রের
গর্জন। 'নাদিল কবু অম্বররাশি-রবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অম্বরী [স অম্বর] বি সুগন্ধি তামাকবিশেষ। 'আদি হুকা পানদান
ওল টীকা তামাক ভেলসা অম্বরী।' ভবানী, ১৮২৫। 'যে উত্তম
তামাক ভেলসা অম্বরী, কড়া, মিঠেকা সাজিয়া আলবোলাওড়ওড়ি
হুকা ... যোগাইতে থাকিবেক।' ভবানী, ১৮২৮।

অম্বরী তামাক বিণ সুবাসিত তামাক। 'এক ছিলিম অম্বরী তামাক।'
মাইকেল, ১৮৬০।

অম্বর [স] বি জল। 'প্রলয়জলধি অম্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

[স অম্বর]। সর্ব আমি। 'অম্ব ন জাগহু অন্তি জৌই।' চর্য্য, ২২,
১২০০।

অম্বরোজা [স] বিণ সমুদ্র হতে উথিত। 'সাজিল মেনকা; আমি অম্বরোজা
ইন্দ্রিয়া।' মাইকেল, ১৮৬২।

অম্বরোরাশি [স] বি জলরাশি; সমুদ্র। 'সর্বকৃষ্ণে পূত অম্বরোরাশি গাঙ্গেয়।'
মাইকেল, ১৮৬১।

অম্বরোহঅম্বর [স] বি পাদপদ্ম; চরণরূপ পদ্ম। 'অম্বরোহঅম্বর যুগে
আমার প্রশম।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অম্বরসার [স] বি আমের পাতা বা শাখা। 'দরজার দুই দিগে পূর্ণকুম্ভ ও
অম্বরসার সেওয়া হয়েছে।' হত্যেহ, ১৮৬১।

অম্বর [স] ১ বি টক। ওঁস, ১৭৮৫। ২ বি টক বাদ্যযুক্ত খাবার। 'বড়া আর
পাকা কলার অম্বর ইহাছিল।' কেরি, ১৮০২। ৩ বিণ টক বাদ্যযুক্ত।
'তেঁতুল অম্বর বোধ হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ বি অম্বরোগ। 'তুই
জরলাব জুড়ায় অম্বর ছালা কটকিত ঘরদেশে বসে।' সূর্যদেব,
১৯৩৭।

অম্বরগন্ধী [স] বিণ টক গন্ধযুক্ত। 'তরকারির গন্ধে বাতাস অম্বরগন্ধী।'
রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অম্বরজান [স] বি অস্ত্রজেন। 'বায়ুতে অম্বরজান ও যবকারজানের
সামান্য যোগ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অম্বরত [স] বি টক বাদ। 'প্রথম অবস্থায় তীব্র অম্বরত পুরু অবস্থায়
পরিহার করে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অম্বরমধুর [স] বিণ মিষ্ট কিন্তু ইষৎ অম্বরবাদ্যযুক্ত। 'নূতন প্রেমে নূতন
বধু আগাগোড়া কেবল মধু, পুরাতনে অম্বরমধুর একটুকু ঝাঁপালো।'
রবীন্দ্র, ১৯৮২।

অম্বরসিক [স] বি টক পছন্দ করে যে। 'বাদরের মতো অম্বরসিকও

যদি এ আম খাইতে সাহস করে বোবা হইয়া যাইবে।' বনফুল, ১৯৩৬।

অঙ্গরোগ [স] বি পাকস্থলীতে শরীরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি হয় এমন রোগ। 'বাঙালি জাতির অঙ্গরোগ হইল বলিয়া বাঙালি কেরানিগিরি ছাড়িতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

অঙ্গরোগী [স] বি অতিরিক্ত অ্যাসিড-জনিত পেটের পীড়া হয়েছে এমন ব্যক্তি। 'অঙ্গরোগী নিচুয়া জমিদারও নয়।' শরৎ, ১৯১৭।

অঙ্গশূল [স] বি অঙ্গের আধিক্যজনিত পেটের ব্যথা। 'বাংলা দেশে, পিলে যত অঙ্গশূল...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অঙ্গশাদ [স] বি টকশাদ। 'অঙ্গশাদ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অঙ্গান [স] ১ বিণ অমলিন। 'অঙ্গান বদনে ও অক্রোধে ষামিসেবা যে করে ...।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'কতিপয় যুবা পুরুষ অঙ্গান বদনে করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ উন্মীল। 'ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কর্য্যার্থ অঙ্গান ভাবে প্রসন্ন মনে বিরাজ করিতেছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিণ নির্মল। 'শেষ নিমেষের পেয়ালা ভরা অঙ্গান সান্ত্বনা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বিণ অক্ষয়। 'অতি বৃহৎ বিশ্ব, অঙ্গান তার মহিমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বিণ উজ্জ্বল। 'বিদায় নেবার কালে এ সত্য অঙ্গান হয়ে মুতু্যরে করিবে অসীকার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অঙ্গানকুসুম [স] বি অমলিন ফুল। 'অবশেষে স্বপ্নাকাশের অঙ্গানকুসুমে পরিণত হবে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অঙ্গানখম্বা [স] বিণ স্ত্রী অঙ্গানভাবে প্রকৃতিত। 'লাবখালেখা ... অঙ্গানখম্বা কাশবন্দীর মতো হাস্যে ও হিট্টোলে বলমল করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অঙ্গানবদন [স] বি অমলিন মুখ। 'অঙ্গান বদনে ও অক্রোধে ষামিসেবা যে করে ...।' গৌর, ১৮২২।

অযতন [স] অযত্ন। বি যত্নহীনতা। 'যানোএল, ১৭৪৩: 'আমোতে আমার, আমার, শেষে অযতন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

অযতনে [স] ক্রিবিণ অনায়াসে। 'অযতনে আভা লাভ করিবে, দেশে।' হাইকেল, ১৮৬০।

অযত্ন [স] ১ বি অবহেলা। 'যদি স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি যত্নের অভাব। 'অধ্যক্ষনিপেণের অযত্ন অমনাযোগ্য অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অযত্নসূত [স] বিণ অবহেলায় সূত। 'অক্ষয় হস্তের অযত্নসূত গান।' প্রমথ, ১৯১৭।

অযত্নবান [স] বিণ নিকটে। 'রাজা ... ব্রাহ্মণের অঙ্গসহ্যানেণের পক্ষে অযত্নবান হইতেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অযত্নবিন্যস্ত [স] বিণ অপোছাছো। 'সকলেরই শিরে অযত্নবিন্যস্ত কেশভার।' বনফুল, ১৯৩৬।

অযত্নমান [স] বিণ যত্নের অভাবে মলিন। 'একটি অযত্নমান ভোতোমাফ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অযত্নরক্ষিত [স] বিণ অন্যদের রাখা হয়েছে এমন। 'দুটি অযত্নরক্ষিত বাতা নিয়ে দেখতে দিলেন।' নজরুল, ১৯২৮।

অযত্নশালিতা [স] বিণ স্ত্রী বিনা যত্নে লালন করা হয়েছে এমন। 'সেই অযত্নশালিতা অনাথার মন্তকে স্বামী বহন্তে লক্ষীর মুহূর্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অযত্নশীল [স] বিণ যত্নহীন। 'অধিকাংশ লোক কন্যার প্রতি বড়ই অযত্নশীল।' তমোলুক, ১৮৭৪।

অযত্নসুভ [স] বিণ অবহেলিত। 'কিন্তু এ-সব অনুগ্রাস অযত্নসুভ।' প্রমথ, ১৯২৭।

অযথা [স] ১ বিণ অগ্রকৃত। 'কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ যথার্থ নয় এমন। 'ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাঠে পড়লেও ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অযথা-কচি [স] অযথা+কচি বিণ অযৌক্তিকভাবে অপরিণত। 'বাঙালির মন এখন অর্ধেক অকালপক্ক এবং অর্ধেক অযথা-কচি।' প্রমথ, ১৯১৪।

অযথাত্ত [স] বিণ নিয়ম বহির্ভূত। 'মানদণ্ডকে অযথাত্ত রূপে চালনা করিয়া পোনার কাঠায় বিধা মাপিয়া জমা বৃদ্ধি করা হয়।' এডুকেশন, ১৮৭২।

অযথারূপে ক্রিবিণ অসঙ্গত উপায়ে। 'তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অযথার্থ [স] ১ বিণ অনুচিত। 'অধিক মাসুল ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে লওয়া অযথার্থ।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বিণ মিথ্যা। 'তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে আমারদের সন্ডেহ নাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

অযথার্থতা [স] বি অবান্তরতা। 'যুক্তির অযথার্থতা ভালোবাসেই মিথ্যানে হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অযথার্থে [স] অযথার্থ+সে উক্তি বি অন্যায্য কথা। 'জানিয়া গুলিয়া কোন অযথার্থে করিব না।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অযশ [স] বি অযাচিত; অপযশ। 'তোমার অযশ অতি ভরিল ভুবন।' বাহরাম, ১৬৫০।

অযশঙ্কর [স] বিণ নিন্দা বা অপবাদ হয় এমন। 'ইহাকে তাহাদের অত্যন্ত অযশঙ্কর অধর্মের মধ্যে গণিত করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অযাচক [স] বিণ প্রার্থনা করে না এমন। 'অযাচক লক্ষ লক্ষ বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

অযাচিত [স] ১ বিণ অপ্রার্থিত। 'অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ যদি অন্ন পাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ চেয়ে নিতে হয় না এমন। 'পাই জ্ঞানীর অযাচিত স্নেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ বিণ অপ্রত্যাশিত। 'কোথায় এখানকার বিবোধি-নিপুণত অজ্ঞত মধুখা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'বয়ের অযাচিত সম্ভাষণে আমি চমকে যাই।' শিবরাম, ১৯৭০।

অযাচিতবৃষ্টি [স] বি ভিক্ষাবৃষ্টি। 'অযাচিতবৃষ্টি কিংবা শাক ফল খাইবে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অযাচিতভাবে [স] ক্রিবিণ অযাচ প'ড়ে। 'গহর মিত্রী একদিন অযাচিতভাবে আলাপ আরম্ভ করিল।' শওকত, ১৯৫৮।

অযাচার [স] বি অন্তত যাত্রা। 'জ্ঞানকে যমদর্শক চিকিৎসক সহকারে অযাচার।' দর্পণ, ১৮২৮।

অযাত্রিক [স] বিণ যাত্রা অতঃপরে লক্ষ্যযুক্ত। 'সুবর্ণ পোখিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী অযাত্রিক পাপ দরশন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অযুক্ত [স] অযুক্ত। বিণ অযৌক্তিক। 'অযুক্ত কথা কহে উভয় আশার।' সুলতান, ১৭০০।

অযুক্ত [স] ১ *বিণ* অন্যায়। 'অযুক্ত অশাস্ত্র কর্ম পুনঃ প্রচার হইলে ...'।
 দর্পণ, ১৮২২। ২ *বিণ* মৌলিক। 'এই তারৎ বর্ণ ইস্পরেজী ২৪ অযুক্ত
 বর্ণের দ্বারা প্রতিরূপিত হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ *বিণ*
 যুক্তহীন। 'অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৪ *বিণ*
 কাল্পনিক। 'অসম্ভব ও অযুক্ত বর্ণনাদি যথোপযুক্তরূপে পরিত্যাগ করা
 অবশ্য বিবেচনার কৰ্ম।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অযুক্তার্থ, **অযুক্তার্থ** [স] *বি* অযৌক্তিক ধর্ম। 'অযুক্তার্থ বিনাশার্থ
 আমারদের যে অভিপ্রায়।' দর্পণ, ১৮৩১।

অযুক্তার্থ, **অযুক্তার্থ** [স অযুক্তার্থ] *বি* অযৌক্তিক মত পোষণ
 করে যে। 'সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তার্থি অথচ শীঘ্র মতমাত্র
 আসক্ত।' দর্পণ, ১৮৩২।

অযুক্তি [স] *বিণ* যুক্তিহীন। 'এমত অযুক্তি শাস্ত্র কদ্যচ করিতেন।' দর্পণ,
 ১৮৪০।

অযুক্তিমূলক [স] *বিণ* যুক্তিহীন। 'অশেষবিধ অযুক্তিমূলক
 ত্রিসাক্ষ্যের কল্পনা করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

অযুক্তো [স অযুক্ত] *বিণ* অযোগ্য। 'সকল কার্যে অযুক্তো।' আন্তোনিয়ো,
 ১৭৪৩।

অযুত [স] ১ *বিণ* দশ হাজার। 'দিল্লী কবিল তপ অযুত বৎসর।' মুকুন্দ,
 ১৬০০। ২ *বিণ* সংখ্যাহীন। 'সুশ্রুত পীতাম্বর শিরে অনন্ত যেমতি
 (ক্ষণীকৃত) অযুত ফণা ধরেন যতনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অযুতো [স অযুক্ত] *বিণ* অযৌক্তিক। 'তোমি জিলাসো কোনো কার্যে
 কৃষ্ণা অযুতো করিয়াছেন, আমি বুঝাই।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

অযুক্তশীল [স *বিণ* অযুক্ত-সংঘাত করে না এমন। 'অযুক্তশীল দেশের শান্তি
 কিছু ভঙ্গ হয় নাই।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অযুধ্যমান [স] *বিণ* যুদ্ধের নয় এমন। 'যে নিরঙ্ক, যে অযুধ্যমান,
 তাহেও মারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অযোগ্য [স অযোগ্য] *বিণ* অক্ষম। 'হেন তিরী মরিঠে অযোগ্য মনমালী।'।
 বড়ু, ১৪৫০।

অযোগ্য [স] ১ *বিণ* অনুপযুক্ত। 'এর্ডোহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর।'।
 বড়ু, ১৪৫০। ২ *বিণ* অনুচিত। 'সেই দেবতার প্রতি অযোগ্য বাক্য
 প্রয়োগ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ *বিণ* অক্ষম। 'আপনাদিগের
 পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল-বীর্য প্রকাশে অযোগ্য হওয়ায় ...' অক্ষয়,
 ১৮৫০।

অযোগ্যতম [স] *বি* যা অতিশয় অযোগ্য। 'আমাদের
 অযোগ্যতমকেও একমনে পূজা করিয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র,
 ১৯০৯।

অযোগ্যতর [স] *বিণ* অতিশয় অযোগ্য। 'অন্তর দিয়ে না তারে যে
 তব অযোগ্যতর।' নজরুল, ১৯০০।

অযোগ্যতা [স] ১ *বিণ* অন্যায়। 'এমত মজুম সনে অযোগ্যতা
 কাজ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ *বি* অক্ষমতা। 'মানুষের অযোগ্যতার
 সেই একটা প্রধান লক্ষণ - অকৃতজ্ঞতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অযোগ্য [স] *বিণ* স্ত্রী অনুপযুক্ত। 'আমি অযোগ্য তাই তার মান
 রাখতে পারিনি।' মুল্লী, ১৯৬১।

অয়েনি [স] ১ *বিণ* স্বয়ং। 'হে বিতো জগৎযোনি, অয়েনি আপনি,
 জগদন্ত নিরন্তর।' মাইকেল, ১৮৩০। ২ *বি* (বাউল) পরমেশ্বর।
 'অয়েনি সহজ রূপ সংকার স্বরূপে দুই রূপ হয় নিহার।' লালন,
 ১৮৯০।

অয়েনিজ [স] *বিণ* স্বীকৃতনেপ্রিয় জাত নয় এমন। 'স্বয়ং মহেশ্বর,
 অয়েনিজ অগ্নি, কাশান্ত্রক যম।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

অয়েনিসম্ভবা [স] *বিণ* স্ত্রী গর্ভজাত নয় এমন। 'অয়েনিসম্ভবা তুমি
 কল্যাণদায়িনী।' কেতকা, ১৬৫০।

অয়েনিঅ [গ্রীক] *বি* গ্রীক জাতি। 'গ্রীক অয়েনিঅ, হিব্রু যবন, পারসীক
 ও আরবী য়ুনানি, প্রাচীন পারসীক য়ুনা, পালি যোন, এবং সংস্কৃত
 যবন শব্দ এক গ্রীক প্রতিপাদক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অযৌক্তিক [স] *বিণ* যুক্তিহীন। 'অযৌক্তিক মত।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

অযৌক্তিকতা [স] *বি* যুক্তিরিহিততা। 'তখনও তিনি, সেই অযথাত্ম
 দর্শনশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ...' বিদ্যা,
 ১৮৪৯।

অযৌক্তিকতাবাদ [স] *বি* ভাববাদ। 'বর্তমানকালের অযৌক্তিকতা-
 বাদের মজদাদা তিনি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

অয়ন [স] ১ *বি* সূর্যের গতির নির্দিষ্ট সময়কাল। 'হইল ঋতু অয়ন বৎসর।'।
 মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* রাস্তা। 'অথ রাথেন লাউসেন অয়নে উতারি।'।
 মানিকরাম, ১৭৮১।

অয়নাংশ [স] *বি* বিবুব রেখার উত্তরে ও দক্ষিণে সাড়ে ২৩ ডিগ্রি পর্যন্ত
 সূর্যের আপাত চলাচলের অংশ। 'অয়নাংশ মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে
 মাধ্যাহ্নিক ছায়ার শূন্যতাহেতুক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে।'।
 মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

অয়রান [স] *বিণ* হায়রান। ১ *বিণ* নাজেহাল; পীড়িত। 'যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি
 করিত সেকারক উজ্জট ও অয়রান হইত।' ফরস্টার, ১৭৯৬। ২ *বিণ*
 বিপ্লব। 'কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি
 অয়রান করে ফেলেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

অয়কঠিন [স] *বিণ* কঠোর। 'অয়কঠিন ব্রত কোনো জন্ম নিতে চায়।'।
 ধেমন্ত, ১৯৪৬।

অয়কান্ত [স] *বি* লোহা আকর্ষণকারী গুণবিশিষ্ট মণিবিশেষ। 'সতীত,
 কুলমহিলার অয়কান্ত মণি।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

অয়ি [ধন্য] *অব্য* স্নেহসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'অয়ি বালিকে।' বিদ্যা,
 ১৮৬৩।

অয়ে [ধন্য] *অব্য* ভক্তিসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'অয়ে বুড়া বামন তোমারে
 ভয় নাই।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অয়েল [স] ১ *বিণ* তেলভেলে। 'অয়েলকুণ্ডের উপর দিয়ে বেরকম জল
 গড়িয়ে যায়।' প্রমথ, ১৯২০। ২ *বি* তেল। 'ইজ্রিন রুমের
 অয়েলম্যান।' কায়সার, ১৯৬২।

অয়েলকাপড় [স] *বি* জল প্রবেশ করতে পারে না এমন কাপড়।
 'অয়েলকুণ্ডের উপর দিয়ে বেরকম জল গড়িয়ে যায়।' প্রমথ, ১৯২০।

অয়েলপেটিং, **অয়েলপেটিং** [স] *বি* তেলরঙের চিত্র। 'দেয়ালে
 পূর্বপুরুষদের অয়েলপেটিং।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'দেওয়ালে প্রকাণ্ড
 কয়েকটা অয়েলপেটিং।' মানিক, ১৯৩৬।

অয়েলম্যান [স] *বি* ইজ্রিন তেল সরবরাহের কাজ করে যে। 'ইজ্রিন
 রুমের অয়েলম্যান।' কায়সার, ১৯৬২।

অয়েন্ড [স] *বিণ* তৈলচর্চিত; তেল মাখানো। 'সেই আবার রোজই
 'অয়েন্ড' হচ্ছে, তার কোথাও একটু জ্বাং ধরে না।' নজরুল, ১৯২২।

অয়োময় [স] বিণ লৌহময়। 'সংস্কৃতে এই সকল শব্দের স্থলে অয়োময়, সোঢ়া, সোঢ়া ইত্যাদি প্রচলিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অরংসাই [ক] আওরঙ্গ+ফা শাহ বি আওরঙ্গজবের আমলের মুদ্রা। 'সিক্য তিন অরংসাই।' চিঠিপত্র, ১৭৫১।

অরকিড [ই] ১ বি ফুলবিশেষ। 'সরলা ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটি অরকিড।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি গাছবিশেষ। 'তারি মাকে এ বালক অরকিড-তরুকার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অরকেরিয়া [ই] বি ফুলবিশেষ। 'ডালিয়া, সাইব্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুড়িয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অরকোষ্ট্রা, অরকোষ্ট্রা [ই] বি ঐকতন। 'অরকোষ্ট্রা গঠন করিতে সময় সময় আড়াই শত হইতে তিন শত শেকের ...।' মোতাহার, ১৯৩৭; 'অরকোষ্ট্রা কিন্তু ঢাক ঢোল কতাল বাজিয়ে ছুতার দিচ্ছে।' মুক্ততবা, ১৯৫২। ৫ অরকোষ্ট্রা

অরক্ষণশীল [স] বিণ মুক্তমন; পরিবর্তনপরী। 'যারা অরক্ষণশীল তারা হল শ্যাম-পরী।' প্রমথ, ১৯১৮।

অরক্ষণীয় [স] ১ বিণ অস্থির। 'আমাকেও তিনি প্রায় অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি যা রক্ষা করা যায় না। 'তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অরক্ষণীয়া [স] ১ বিণ স্ত্রী মা-বাবাহারা এবং বিবাহযোগ্য। 'ভাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ স্ত্রী বিবাহযোগ্য। 'যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ স্ত্রী বয়স বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না এমন। 'অরক্ষণীয়া।' শরৎ, ১৯১৬; 'অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

অরক্ষা [স] বিণ অনিরাপত্তাঅনিত। 'নইলে অরক্ষাভয়ের কান্না কোনামতেই থামবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অরক্ষিত [স] ১ বিণ নিরাপদ নয় এমন। 'বাস্তবিক অনুযায়ী যৌদ্ধ অরক্ষিত ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিণ প্রহরাবিহীন। 'আমাদের রূপের প্রবেশ-দ্বার অরক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'ক্ষুধিত বিহঙ্গপিত অরক্ষিত নীড়ে চেয়ে থাকে মা-র প্রত্যাশায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ অসুস্থতাপ্রবণ। 'পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৫ বিণ নিরাপত্তাহীন। 'তখন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অরগণ বি ভালো গুণ। 'বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের অরগণ নাই বহুগণ আছে।' হুতোম, ১৮৬১।

অরচিত [স] বিণ এখনো সৃষ্টি হয়নি এমন। 'তার তরে কোথা রচে ঠাই অরচিত দূর যজ্ঞভূমে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অরজল [স] অর্জন বি অর্জন। 'হুঁহি অরজল অপজস অপকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অরণি [স] বি যে কঠ ঘষে আতন জ্বালানো হয়। 'আদি অরণির যুগ থেকে শুরু।' জীবন, ১৯৪২।

অরণ্য [স] বি বন। 'অরণ্যে প্রব্রিষ্ট মুক্তি ইহই সর্বথা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অরণ্যকম্পিত [স] বিণ অরণ্য কেঁপে ওঠে এমন। 'ভৃষ্ণাত নিশায় তনি অরণ্যকম্পিত ডাক শিরায় শিরায়।' হোসেন, ১৯৬৯।

অরণ্যবন [স] বি বনবাসী। 'সরলপন্ডাব, শ্রমশীল অরণ্যচরণগ ভৃগুগিরিচাত নদের ন্যায়।' সংসঙ্গ, ১৮৯৮।

অরণ্যচারী [স] ১ বিণ বন-জঙ্গলে বিচরণকারী। 'আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বিণ বনে বাসকারী। 'অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখির মতো করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অরণ্যজ [স] বিণ বনজ। 'অবিশ্যি অরণ্যজ শীতলতা এখানে আরামদায়ক।' শব্দকত, ১৯৭২।

অরণ্যতট [স] বি বনভূমি। 'প্রাণের অরণ্যতট হতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অরণ্যদেবতা [স] বি অরণ্যের কল্পিত নিয়ন্ত্রকসত্তা। 'অরণ্যদেবতার প্রাচীন বনস্পতি মূর্তিটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।' অবন, ১৯২৫।

অরণ্য-নিবিড় [স] বিণ বনের মতো ঘন। 'ছায়াঘন, অরণ্য-নিবিড় আমাকে দেখ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

অরণ্যফুল [স] বি বনফুল; বনে ফোটা ফুল। 'রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অরণ্যবাস [স] বি অরণ্যে বসবাস। 'এ নির্জন অরণ্যবাস হইতে মুক্তি পাইব।' বিজুতি, ১৯৮৮।

অরণ্যবাসর [স] বি বনের মধ্যে অবস্থান। 'কটকিত প্রতীক্ষায় আমাদের অরণ্যবাসর।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

অরণ্যবাসী [স] বিণ বনবাসী। 'অরণ্যবাসী হিংস্র পশুদিগের আশঙ্কায় ... মিথ্যাবাগেও লোক গভায়ত করিতে শঙ্কিত হইত।' অক্ষয়, ১৯৪৬।

অরণ্যভূমি [স] বি বনভূমি। 'সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

অরণ্যমতী [স] বিণ স্ত্রী বনে থাকে এমন। 'দেয়ালে টানানো হরিণের ছালে অরণ্যমতী জীবনের পাড় কান্না।' শ্যামসুর, ১৯৫৯।

অরণ্যময় [স] বিণ জঙ্গলাকীর্ণ। 'অরণ্যময় অঞ্চলে ...।' বিজুতি, ১৯০৮।

অরণ্যালোক [স] বি বনজ্বল। 'কার সঙ্গীতে কাঁপে অরণ্যালোক।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

অরণ্যশীর্ষ [স] বি বনের উপরিভাগ। 'অরণ্যশীর্ষে হালকা মেঘের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ।' আলআউদ্দিন, ১৯৭৩।

অরণ্যসঙ্কুল [স] বিণ জঙ্গলাকীর্ণ। 'সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশি।' সুকান্ত, ১৯৪১।

অরণ্যসমাজ [স] বিণ অরণ্যে ঢাকা। 'আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাজে কৃষ্ণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অরণ্য [স] বিণ স্ত্রী অরণ্যে বাস করে এমন। 'হৃদয়ের বন্যা হরিণী অরণ্যে নাচে গিরিকন্যা চঞ্চল স্বরনা।' নজরুল, ১৯৩৩।

অরণ্যাকীর্ণ [স] অরণ্য+স আকীর্ণ বিণ জঙ্গলপূর্ণ। 'বিরাত অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকা।' বিজুতি, ১৯৩৭।

অরণ্যশীর্ষ [স] বি বিশাল বন। 'পরিশেষে সেই অরণ্যশীর্ষে হ্রবেশিয়া দেখিলেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অরণ্যে ক্রন্দন বি বৃথা অনুন্নয়। 'অরণ্যে ক্রন্দন সে তো বালকের কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অরণ্যে রোদন বি বৃথা অনুন্নয়। 'তাহারদিগের এ আকিঞ্চন কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

অরশ্যো রোদিত [স] বিণ নিষ্ফল। 'কৃষ্ণনামাবিশিষ্টমন সদা হরিদাস / অরশ্যো রোদিত হৈল ত্রীভাব-প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অরতি [স] বি অশ্রম। 'নামুক অরতি অতএব মোর শরীরে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।

অরতী [স রতি>] বি যৌনকামনা। 'অরতী বাধিত হইয়া পাপ করিবে।' বড়ু, ১৪৫০।

অরথিত [স অর্থিত] ১ বিণ উপাধিত। 'অপন অপন কাজ কহইত অধিক লাজ অরথিত আসর হানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ প্রার্থিত। 'তই অরথিত উপচিত ভেলি সে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অরদ্ধন [স] বি বিশেষ দিনে রান্না না করার হিন্দু আচারবিশেষ; ভদ্রসংক্রান্তি। 'শ্রীরামপুরের পঙ্কিকামতে ভাদ্রে অরদ্ধন সংক্রান্তির সন্ধাননা হইলো হইতে পারে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অরন্য [স অর্য্য] বি বন; জঙ্গল। 'সকল অরন্য ভ্রমিঞা না পাইল জল।' মালাধর, ১৫০০।

অরপা [স অর্পণ] ক্রি অর্পণ করা। 'আপনার ঋণীবা অরপাশা করে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অরফান [ই] বিণ অনাথ; এতিম। 'অরফান ছেলের দল এবারো ক্যাম্প পেতেছিলো।' শক্তি, ১৯৭০।

অরব [স] বিণ নিশেদ। 'সেই বিজয়শঙ্ক রেখে গেছে অরব ধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অরবিন্দ [স] বি পদ্ম। 'তহিক লাগি ফুলল অরবিন্দ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অরবিন্দবদনী [স] বি স্ত্রী পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যে নারীর। 'অরবিন্দবদনী মুখ অরবিন্দ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

অরমণীয় [স] বিণ অসুন্দর। 'এ উপত্যকাভূমিতে যে নিত্যন্ত অরমণীয় তাও নয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

অরক্ষ [স] বি শত্রু। 'কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

অরসজ্ঞ [স] বিণ রসজ্ঞানশূন্য। 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিষফলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অরসিক [স] ১ বিণ আরাধ্যের প্রতি আসক্তিশীল। 'অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ রসিকতা জ্ঞানহীন। 'মহাশয় আমি অরসিক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অরসিকতা [স] বি ব্যর্থ রসিকতা। 'সামান্য রসিকতা কিছা অরসিকতাতেও লোকেরা, মেয়েরা হো হো করে দমকা হাসি ছাড়ছে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

অরসিকা [স] বিণ স্ত্রী রসবোধহীন। 'চারুক ইচ্ছা নহে অরসিকা মদার কাছে অমল পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অরসী [স আর্শিকা] বি দর্পণ। 'আবে তেহি সুবারি মনে নহি লাজ। হাথক কানন অরসী কাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অরহর [স আচরী] বি কলাই জাতীয় শস্য। 'ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।' ভারত, ১৭৬০।

অরা সর্ব তারা। 'পূজার নামে অরা তাঁদেরে অপমান করছে।' নজরুল, ১৯২৭।

অরাজক [স] ১ বিণ বিশৃঙ্খল। 'রাজ্য হইল অরাজক নাহিক নৃপতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ রাজা নেই এমন। 'অরাজক কে বলিবে?

সহস্ররাজক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বিণ শাসনহীন। 'ঋণ ও মর্তের মাঝখানে একটা অর্নির্দেশা অরাজক স্থান আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বিণ অত্যাচারী। 'মম বিষ-নিখাসে মারীভ্রম হানে অরাজক যত রাজায়।' নজরুল, ১৯২২।

অরাজকতা [স] ১ বি নৈরাজ্য। 'অরাজকতানিবন্ধ অঙ্গলোকের ধন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।' সোমশ্রকণ, ১৮৭০। ২ বি বিশৃঙ্খলা। 'বৃদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে। কী করে শিবব, ভালো মনে আসছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বিণ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। 'তার স্নেহ না পেলে সেই অরাজকতা-কালে আমাকে বিষম দুঃখ ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অরাজকতানিবন্ধন [স] ক্রিবিণ বিশৃঙ্খলার জন্যে। 'অরাজকতা-নিবন্ধন অঙ্গলোকের ধন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।' সোমশ্রকণ, ১৮৭০।

অরাজকত্ব [স] বি শাসনশূন্য অবস্থা। 'অস্থানে তাঁর অরাজকত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অরাজনৈতিক [স] বিণ রাজনীতি বিষয়ক নয় এমন। 'অরাজনৈতিক দাবী সম্পর্কেই বা কনভেনশন মোছলেম লীগের নীতি ও ভূমিকা কি?' আজাদ, ১৯৬৮।

অরাজি, অরাজী [অ+আ রাজি] বিণ অসম্মত। 'সেও অরাজি নয়।' মানিক, ১৯৩৬; 'অতসীর স্বামী ছেলের বাবা হতে অরাজী হয়েছেন।' নবোদয়, ১৯৪৮।

অরাজি [স] বি শত্রু। 'অরাজি অবধি পক্ষ অচেতন জনে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অরাজিকুল [স] বি শত্রুপক্ষ। 'বীরগণের বামপার্শ্বে কুলিয়া অরাজিকুলের সন্ধান লইতেছে।' মশাররফ, ১৯০৮।

অরাধা [স আরাধন>] ক্রি আরাধনা করা। 'জনম জনম হরগৌরি অরাধা সিব ভেল সক্রি বিহোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অরাল [স] বিণ বাঁকা। 'লীলাহিত অরাল ডুজের আলিঙ্গনে।' সুধীন্দ্র, ১৯২৬।

অরি [স] বি শত্রু। 'আপনার দশদুটা আপনার অরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অরি-দম্যী [স] বিণ শত্রু নাশ করে এমন। 'গন্ধর্ব-কুলের রাজা চিত্রলেখ রথী/ কামিনীর মনোরথ, নিতা অরি-দম্যী সৈত্য-রথে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

অরিদল [স] বি শত্রুদল। 'চলো চলো অরিদল করিছে ভ্রমণ।' গিরিশ, ১৮৮৩।

অরিপুর [স] বি শত্রুপুত্রী। 'তাহে অরিপুরে কেহ নাহি তাঁর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

অরিজিনাল [ই] বিণ অভিনব; মৌলিক। 'ভারী অরিজিনাল আইডিয়া তো।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

অরিজিন্যালিটি [ই] বি মৌলিকত্ব। 'সাহিত্যে যাহার অরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অরিদম [স] বি শত্রুদমনকারী। 'পরে বিনাশিয়া পিতৃ-অরি অরিদম।' মাইকেল, ১৮৬২।

অরিষ্ট [স] ১ বিণ অমঙ্গলের। 'উদ্ধাপাত হইল কীবা অরিষ্ট লক্ষণ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি উপদ্রব। 'সেই কালে অরিষ্ট হইল বহুতর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সূতিকাগার। 'অরিষ্ট আশ্রয় আলো কৈল অঙ্গছবি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অরিষ্ট-আলয় [স] বি স্তিকাপার। 'অরিষ্ট আলয় আলো কৈল অগ্ৰহবি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অরিষ্টবাস [স] বি স্তিকাপার। 'আভায় অরিষ্টবাস অন্ধকারে আল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অরু^১ [পা অরু (আঘাত)] বি রাগবিশেষ। 'রাগ অরু' চর্যা ৪, ১২০০।

অরু^২ [হি উরা বি আর। 'অরু দিন নাম ধর মুরলি বাজায়।' বিদ্যাপতি, ১৫৮০।

অরুণী [স রোগ>] বিণ রোগহীন। 'মুখীন যেহেন অরুণী জীবন্ত।' সুলতান, ১৭০০।

অরুণ, অরুণ্য [স] বিণ সুস্থ। 'রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুণ্য চোখে গিয়ে বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'অরুণ্য উল্লাসে আত্মপ্রকাশের আশায় ভবিষ্যতের পথ চোখে...'। সন্থ, ১৯৭০।

অরুচি [স] ১ বি খাওয়ায় অনিচ্ছা। ওর্স, ১৭৮৫: 'অরুচিতে আহার করা জানতে পায় সে সব ধারা।' লালন, ১৮৯০। ২ বি বিতৃষ্ণা। 'বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার রুচি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অরুচিকর [স] ১ বিণ বিরক্তিকর। 'ইংরাজের কাছে অত্যন্ত অধিক এবং অরুচিকর।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ বিখাদ। 'বেবুনের মাংস অসহ্য ও অরুচিকর হয়ে উঠেছে।' বিজুতি, ১৯০৩।

অরুঝা^১ ক্রি জড়ানো। 'ভাঁগি জাইতি মনসিজে ধরি রাখলি ত্রিবািল লতা অরুঝাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি যুক্ত করা। 'তা অরুঝাএল হারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অরুণ [স] ১ বিণ ভোরের সূর্যের আলোর মতো লাল; রক্তবর্ণ। 'দেহকান্তি গৌর কন্তু দেখিয়ে অরুণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'উর্ধ্বমুখে দৃষ্টি কৈল অরুণ লোচন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সূর্য। 'রতন কুণ্ডল কান্দে বালসল অরুণের যেন জ্যোতি।' আলোচল, ১৬০০। ৩ বিণ রক্তিম। 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অরুণ-আলো [স] বি সূর্যের আলো। 'অরুণ-আলোর আশিস লয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অরুণকর [স] বি সূর্যের কিরণ। 'অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অরুণকিরণকণিকা [স] বি লাল আলোর কণা। 'তাহার অরুণকিরণ-কণিকা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অরুণ-চন্দ্রাণীড় [স] বি অরুণরূপ শিরোভূষণ। 'হয়ানো প্রিয়ারে ঝুঁজিছে আকাশে অরুণ-চন্দ্রাণীড়।' নজরুল, ১৯৪৫।

অরুণ-চরণ [স] বি অরুণরূপ চরণ। 'এসো অরুণ-চরণ কমল-বরন তরুণ উষার কোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

অরুণচ্ছটা [স] বি সূর্যের কিরণ। 'নবপ্রভাতের অরুণচ্ছটার যে শুবদান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অরুণতরী [স] বি সূর্যের আলো। 'অরুণতরী তব পুরবে ছেড়ে দাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অরুণদীপ্ত [স] বিণ নবোদিত সূর্যের আলোয় দীপ্তিমান। 'কী জাগে অরুণদীপ্ত আভাসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অরুণধূসর [স] বিণ ভোরের আবছা আলোয় ধূসর। 'এমন সময়ে অরুণধূসর পথে তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অরুণ-বরন [স অরুণবর্ণ] বিণ সূর্যরাজ। 'অরুণবরন পারিজাত লয়ে হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

অরুণবরনী [স অরুণবর্ণ>] বিণ ভোরের সূর্যের মতো লাল রঙের। 'পবন হত সুরার মতো সুরভি - পরান হত অরুণবরনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অরুণবসন [স] বি রক্তিম পোশাক। 'সূর্য-শত-সম-কান্তি অরুণবসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অরুণবহি [স] বি সূর্যের আভন। 'অরুণবহি জ্বালাও চিত্ত-মাকে -।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অরুণবীণা [স] বি অরুণরূপ বীণা। 'সুব উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অরুণময় [স] বিণ লাল রঙে পূর্ণ। 'অশোক ফুলে অরুণময় কেন্দ্র।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

অরুণময়ী [স] বিণ স্ত্রী সূর্যের দীপ্তিপূর্ণ। 'অরুণময়ী তরুণী উষা জাগিয়ে দিল পান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অরুণ-যান [স] বি অরুণরূপ যান। 'রবির পথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ছুঁয়া মেঘ মহার্ঘ্য।' নজরুল, ১৯২৫।

অরুণরথ [স] বি সূর্যরূপ রথ। 'অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অরুণরথচূড়া [স] বি সূর্যরথের চূড়া। 'অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অরুণরাগ [স] বি সূর্যের মতো লাল রং। 'রক্ত আমার রঙিয়ে আছে ত্বর অরুণরাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪: 'তারি লাগি আকাশ রাত্তা আঁধার-ভাঙা অরুণরাগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অরুণ-রাজা [স অরুণ+রাজা] বিণ উদীয়মান সূর্যের মতো লাল। 'অরুণ-রাজা চরণ ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

অরুণরাতিমা [স অরুণ+রাত্রা>] বি সূর্যের লাল আভা। 'অরুণরাতিমা দিপ্তস্তে গেল ঘুচে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অরুণরুচি [স] বিণ ভোরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল। 'অরুণরুচি আসনে চরণ তব বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অরুণরেখা [স] বি লাল রেখা। 'সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অরুণরেণু [স] বি সূর্যের রক্তিম আলো। 'তোমার সুর অশোকশাখে অরুণরেণুরাগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অরুণলিখা [স] বি নবোদিত সূর্যের আলো। 'নতুন অরুণলিখা যবে দিলে ব্যাকার ইঙ্গিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অরুণলেখা [স] বি সূর্যদায়কালীন আলোক-লেখা। 'নতুন উষার প্রথম-অরুণলেখাটির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অরুণসারথি [স] বি অরুণরূপ সারথি। 'তোমরা তাহারই অরুণ-সারথি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অরুণসুধা [স] বি আলোকরূপ অমৃত। 'রুপ অধি করিছে প্রাণে/অরুণসুধা দান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অরুণাধর [স অরুণ+অধর] বি লাল বসন। 'অরুণাধরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাসে লজ্জায় এবং অংকরে আড়াল ইহঁতে স্বকমক করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অরুণালোক [স অরুণ-আলো] বি প্রভাত সূর্যের আলো। 'স্বামী স্ত্রী প্রেমোন্মত্তের প্রথম অরুণালোক পরস্পরের কাছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অরুণোজ্জ্বল [স অরুণ-উজ্জ্বল] *বিণ* সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল। 'লেখাতলিকে আরও অরুণোজ্জ্বল করে দিলে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অরুণোদয় [স অরুণ-উদয়] *বি* সূর্যোদয়। 'অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অরুণিত [স] *বিণ* রক্তবর্ণ-প্রাপ্ত। 'মণি-মঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে সখী।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

অরুণিম [স অরুণিমা] *বিণ* অরুণাভ। 'অরুণিম অধরে সুধারস বরিস্ত বন অমিয়া তছু মাঝ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরুণিমা [স] ১ *বি* লালচে আজ। 'নতুন পাতার অরুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে শুকনো পাতারা গেলয়াতে গিয়ে পৌছয়।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* উজ্জ্বলতা। 'প্রশয়ের অরুণিমা আনিত জীবনে তার স্বপনের আকাশ-কুসুম।' *আহসান*, ১৯৪৪।

অরুন্দ্ভদ [স] *বিণ* মর্যাদিক। 'পাওয়ার বাখাটাই হচ্ছে সবচেয়ে অরুন্দ্ভদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

অরুন্দ্ভতী [স] *বি* সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র। 'অরুন্দ্ভতী নক্ষত্র তাহার নামে পড়িল না।' *মণাররত্ন*, ১৮৮৭।

অরুস [স অরোহা] *বি* দ্রোণ। 'অরুসে যুগল আঁধি অরুণ বরণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'ঐমনি অরুসে অনল বরিষে দশনে অধর দাপে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

অরুন, **অরুন** [স অরুণ] *বি* সূর্য। 'তাই নব পল্লব অরুনক জাঁতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'রাক্ষাস্থ খান তার অরুন কীরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

অরুণ [স] ১ *বিণ* নিরাকার। 'রূপ অরুণ প্রভু অনন্ত সুরতী।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিণ* রূপোত্তীর্ণ। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরুণ রতন আশা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *বি* যার কোনো রূপ নেই। 'অরুণ, তোমার রূপের দীলায় জাগে হৃদয়পুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ *বিণ* অলৌকিক। 'ফিলে রত ভঙ্গস্যায় অরুণরশ্মির অবেশয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বিণ* অদৃশ্য। 'আমি যে রূপের পক্ষে করেছি অরুণমধু পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৬ *বিণ* অপূরণ। 'তোমার প্রেমের অরুণ মূর্তি দেখাও ভূনতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

অরুণ-ফাঁসি [স অরুণ+স পাশ] *বি* অরুণের বন্ধন। 'শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরুণ-ফাঁসি।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অরুণরতন [স অরুণ+স রত্ন] *বি* পরমব্রহ্ম। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরুণ রতন আশা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অরুণলোক [স] *বি* নিরাকার জগৎ। 'নবপ্রভাতের উদয়সীমায়/অরুণলোকের দ্বারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

অরুণা [স] *বিণ* নীল নিরাকার। 'অরুণা লো। রতি হয়ে এলে মনে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

অরুণী [স] *বিণ* নিরাকার। 'পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরুণী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন...' *দর্পণ*, ১৮২১।

অরে [ধন্যা] *অব্য* ওরে। 'কবি ভন বিদ্যাপতি অরেরে সুসু জ্বতি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরেখ [স] *বিণ* রেখাহীন। 'অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে এই বংলি যোগিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

অরেঞ্জ [স] *বি* কমলালেবু। **অরেঞ্জকোষাণ** [স] *বি* কমলালেবুর রস। 'সেমনেভ, ভীমটো, অরেঞ্জকোষাণ এই সব।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

অরেটরি [সি] *বি* বাগিতা। 'পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর অরেটরি।' *মুক্ততা*, ১৯৪৯।

অরেরে [ধন্যা] *অব্য* ওরে। 'ভনই বিদ্যাপতি অরেরে গোআরি/বড়ে পুনে সম্বর আদর মুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অরোণী [স] ১ *বি* সুস্থ ব্যক্তি। 'ধনীকে দান দেয় তবে তাহার ফল হয় যেমত অরোণীকে ঔষধ দেওন।' *রায়রাম*, ১৮০২। ২ *বিণ* রোগমুক্ত। 'জাহাজে অন্য দেশে যাইয়া অরোণী হইয়া আইসেন।' *দর্পণ*, ১৮৮৮।

অরোণি [স অরোণী] *বি* সুস্থ মানুষ। 'এপাশে ওপাশে রোণি-অরোণিতে মহা-কলরব করে।' *জঙ্গীম*, ১৯৫১।

অরোচক [স] *বি* রুচিহীনতা। 'অরোচক ইত্যাদি গর্ভের চিহ্ন নির্ণত হইল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অরোচী [স অরুচি] *বি* রুচি না থাকা; খাওয়ার ইচ্ছা লোপ পাওয়া। ওঁস, ১৭৮২।

অরোরী [সি] *বি* মেরুজ্যোতি: মেরু অঞ্চলে আকাশে দেখা যায় এমন আলোকবিশেষ। 'আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অর্ক [সি] *বি* সূর্য। 'অর্ক চন্দ্র পরশএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অর্কফলা [সি] *বি* শিবা; টিকি। 'তর্ক যানের অর্কফলার তুমুল অশ্রুজল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

অর্কহীন [সি] *বিণ* আলোকহীন। 'পরস্পর প্রতিরূপিত ছিন্নিভিন্ন আমি অর্কহীন চাই উর্দ্ধাশ।' *শক্তি*, ১৯৬১।

অর্কিড [সি] *বি* রক্তাঙ্গুরার মতো ডাঁটারিষিট বিচিত্র রঙের ফুলবিশেষ। 'বিচিত্র রঙের অর্কিড' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অর্কস্ট্রা [সি] *বি* ঐকতান। 'অর্কস্ট্রা' *স্বাধীন*, ১৯৩২।

অর্গল [সি] ১ *বি* দরজা। 'ভিতর হইতে অর্গল আবদ্ধ করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫। ২ *বি* বিল। 'যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অগত্য চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অর্গলবদ্ধ [সি] *বিণ* খিল দেওয়া হয়েছে এমন। 'সীতারাম দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অর্গলহীন [সি] *বিণ* খিলবিহীন। 'এই অর্গলহীন কাশডাঁটার বেড়ার আগড়-দেওয়া' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

অর্গলিত [সি] *বিণ* দরজা বন্ধ আছে এমন। 'ভারতের সমুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

অর্গান, **অর্গ্যান** [সি] *বি* হারমোনিয়ামের মতো কিন্তু হারমোনিয়ামের চেয়ে অনেক বড়ো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'একটা প্রপঞ্চ আশার সংগীত শুনতে পাই, এমন দূরে আকাশব্যাপী একটা অর্গন থেকে আসছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'তারপর বেজে ওঠে অর্গ্যান।' *শ্যামসুল*, ১৯৬২।

অর্গানিস [সি] *বি* শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশেষক বিদ্যা। 'নিজেই অর্গানিস, ফিজিওলজি ... পড়াতেন।' *শ্যামসুল*, ১৯৬২।

অর্গানাইজ করা [সি] *বি* অর্গানাইজ+করা। *ক্রি* সংগঠিত করা। 'নীড়াররা ক্রমেই যাবে তো অর্গানাইজ করবে কারা?' *ইলিয়াস*, ১৯৭৫।

অর্গানাইজার [সি] *বিণ* সংগঠক। 'সেমে মিউচুয়েল লাইফ এলিগেন্স সোসাইটি লিমিটেড'-এর অর্গানাইজার।' *মোয়াজিন*, ১৯৩২।

অর্গনিজেশন [সি] *বি* সংস্থা। 'একটা লটারি অর্গনিজেশন' *জীবন*, ১৯৩২।

অর্গোর [স অর্গু] বি সুগন্ধি বিশেষ। 'গঙ্গাজল বিব্ধল অর্গোর চন্দন।' মনিকরাম, ১৭৮১।

অর্গ্যান ট্র অর্গান

অর্গ্য [স] ১ বি তর্পণ। 'পিতৃগণে অর্ঘ্য আমি মরুতে পবন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি পা ধোওয়ার জল। 'পাদ্য অর্ঘ্যে আচমনী দিলেক আসন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি উপহার। 'এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি পূজার উপচা। 'মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্য প্রাজ্ঞাইয়া পূজা করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বি সম্মান। 'সেই উপহারে পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৬ বি আত্মসমর্পণ। 'অরণ্য তাহারি তলে উর্ধ্বে বাহ মেলি আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অর্ঘ্য-উপচার [স] বি পূজার উপকরণাদি। 'নিত্যনূতন পূজাপদ্ধতি, অর্ঘ্য-উপচার আর মন্দিরের বেদী স্পর্শ করবে না।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

অর্চক [স] বি আরাধনাকারী। 'ঈশ্বর-চিত্ত অর্চকের তপোবলে নির্দোষ হয়ে ওঠে।' অবন, ১৯২৫।

অর্চনা, অর্চনা [স] ১ বি পূজা। 'সজ্জীবে যুগে যুগে তোমার অর্চনা আশে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উপাসনা। 'দেবালয়ে যাইয়া দেবতারদের পূজা অর্চনা করি।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ৩ বি আত্মিক। 'সন্ধ্যা-অর্চনা কিছুই করে না?' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি আনন্দ সঙ্গীত। 'আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা, আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অর্চনীয় [স] বিণ স্ত্রী পূজনীয়। 'এই অর্চনীয় বৃষ্টির অনুগত ঠাকুরগো হয়ে সে যাবে বৃত্তিমে।' জীবন, ১৯৩২।

অর্চা [স অর্চন] ক্রি বন্দনা করা। 'দ্রোপদে অর্চিল পঞ্চ পুরুষ নন্দন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অর্চন, অর্চন [স অর্চন] বি পূজা। 'ক্ষান্তমতি হয়ে আছে সেনের অর্চনে।' ভবানী, ১৮২৫।

অর্জনসূহা, অর্জনসূহা [স] বি লাভের আশা। 'ধন লোভ দ্বারা অর্জনসূহা ক্ষণকালের নিমিত্ত চরিতার্থ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অর্জনীয় [স] বিণ অর্জন করতে হয় এমন। 'বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জনীয়।' প্রমথ, ১৯১৩।

অর্জা [স অর্জন] ক্রি অর্জন করা। 'বর্জিল জয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অর্জিত, অর্জিত [স] ১ বিণ প্রয়াস দ্বারা প্রাপ্ত। 'কি প্রকারে তাহা অর্জিত হইতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বিণ সঞ্চিত। 'রাখে সে অর্জিত নিত্যকালের রতন-কণ্ঠহার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অর্জুত, অর্জুত [স অযুত] বিণ দশ হাজার। 'পুনরপি অর্জুত পন বলদেব কৈল।' মালাধর, ১৫০০।

অর্জুতক, অর্জুতক [স অযুত+স এক] বিণ এক অযুত; দশ হাজার। 'অর্জুতক ধেনু দিলাও দুইয়ার চরনে।' মালাধর, ১৫০০।

অর্জুন, অর্জুন [স] বি বৃক্ষবিশেষ। 'অর্জুন খর্জুর খিরি গয়া আশ্বত বোহারি।' মালাধর, ১৫০০; 'একটা অর্জুন গাছের ডালে।' নজরুল, ১৯৩১।

অর্জ্যা [স অর্ঘ্য] বি স্ত্রী মাননীয়। 'তুমি গো সেনের তরুণী অর্জ্যা।' মনিকরাম, ১৭৮১।

অর্ডর, অর্ডার [স] ১ বি ফরমাশ। 'বিলেত থেকে অর্ডর দিয়ে সাজ

আনিবে প্রতিমে সাজান হয়।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি নির্দেশ। 'হাবিলদার-মেজর পথ ইঞ্জিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি ফরমাশ। 'কয়েকটা বড় অর্ডার এসেছিল।' শ্যামসুল, ১৯৫৬।

অর্ডার দেওয়া [স] অর্ডার+দেওয়া ক্রি আদেশ দেওয়া। 'ছারপোকার অর্ডার দেব।' শিবরাম, ১৯৪০।

অর্ডার-সাপ্লাই [স] বি ফরমাশ সরবরাহ। 'সে অর্ডার-সাপ্লায়ের কাজ করে।' শিবরাম, ১৯৫০।

অর্ডিনারী [স] বিণ সাধারণ। 'দু' একটা জামা-কাপড় মাত্র ... অর্ডিনারী চার্জে।' নবরত্ন, ১৯৪৮।

অর্ডিন্যান্স [স] বি অধ্যাদেশ। 'যে অর্ডিন্যান্সের খতুণ খাড়া করিয়াছেন তদ্বারা পাটচাষীদের যে কি উপকার হইবে ...' জামায়াত, ১৯৩৯।

অর্ণব [স] ১ বি সমুদ্র। 'রাজা অর্ণবপ্রবাহে লক্ষপ্রদানপূর্বক, অলক্ষমমণ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি অসীম আধার। 'কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব।' মাইকেল, ১৮৬০।

অর্ণবকূল [স] বি সমুদ্রের তীর। 'প্রত্যাগমনকালে অর্ণবকূলে এক অর্পূর দেবালয় দেখিতে পাইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অর্ণবতরী [স] বি সমুদ্রগামী জাহাজ। 'এই ভয় ভেলাই সেই অর্ণবতরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অর্ণবতীর [স] বি সমুদ্রের পাড়। 'উভয়ে ... অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অর্ণবপোত [স] বি সমুদ্রগামী জাহাজ। 'আমি, কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া, সিংহল গীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অর্ণবপ্রবাহ [স] বি সমুদ্রের প্রবাহ। 'রাজা অর্ণবপ্রবাহে লক্ষপ্রদানপূর্বক, অলক্ষমমণ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অর্ণববাহন [স] বি সমুদ্রগামী জাহাজ। 'ভাসানো নেই কারো কোনো অর্ণববাহন।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

অর্ণববান [স] বি সমুদ্রগামী জাহাজ। 'বৃহৎ বৃহৎ অর্ণববান ও বাষ্পীয় পোত প্রবৃত্ত করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

অর্ণা [স অর্ণা] বিণ বুনা বা বুনা জস্তর ন্যায় বিশাল আকৃতির। 'তিনটে বড় বড় অর্ণা মোষ।' হুতাম, ১৮৬১।

অর্ণ [স] ১ বি বস্ত্রবা। 'ভাগবত অর্ণ জপ পয়রে বাধিয়া।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি শব্দের মানে বা অর্ণ। 'কেহ না বুঝিল অর্ণ সবে চমকিত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি টাকাপয়সা। 'আর আর যুগোতে অর্ণ বায় যত করি।' বৃন্দা, ১৫৮০; মোয়ার, ১৭৮৯; 'অর্ণই অনর্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি সার। 'সিরাঞ্জ সাঁই কয় অর্ণবচন [সার কথা]।' লালন, ১৮৯০। ৫ বি তাৎপর্ষ্য। 'সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান/কোনো অর্ণ তাহার কে জানত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

অর্ণ-অনর্থ [স] বি অর্ণ ও অনর্থ। 'কেই বা অর্ণ-অনর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

অর্ণই অনর্থের মূল - সম্পদই সংসারে সব দুঃখের কারণ। 'চিরপ্রবাদ আছে যে, সময় বিশেষে অর্ণই অনর্থের মূল হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অর্ণউজীর [স অর্ণ+আ ওয়াজির] বি অর্ণমন্ত্রী। 'অর্ণউজীর জনাব ...' আজাদ, ১৯৫৬।

অর্থকথা [স] বি মর্মার্থ। 'ইহার অর্থকথা পাণ্ডিভাষায় সিংহলীপরাঙ্গীশের জন্য প্রস্তুত করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অর্থ করা ক্রি তাৎপর্য বের করা। 'রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে গনে / পূর্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অর্থকরী [স] বিশ অর্থ উপার্জনে সহায়ক। 'অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।' তবানী, ১৮২৩।

অর্থকরীবৃত্তি [স] বি টাকায়সা উপার্জনের পেশা। 'অর্থকরীবৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জ্ঞানেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অর্থকৃচ্ছতা [স] বি আর্থিক টানটানি। 'এই অর্থকৃচ্ছতার দিনে দেখিতে দেখিতে বাঙ্গলার বুকে অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল।' হেদায়েত, ১৯৩৫।

অর্থগত [স] বিশ অর্থ লাভ হয় না এমন। 'খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়।' প্রথম, ১৯১৫।

অর্থগর্ভ [স] বিশ অন্তর্নিহিত অর্থ আছে এমন। 'তাই অর্থগর্ভ ও ব্যঞ্জনবাহ নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

অর্থগল্প [স] বিশ টাকায়সার প্রতি অত্যন্ত লোভী। 'চোর স্বভাবতঃ অর্থগল্প।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'জমিদারেরা এমত অর্থগল্প ইয়া পড়িয়াছেন।' দিকপ্রকাশ, ১৮৬৯।

অর্থগুপ্ততা [স] বি টাকায়সার প্রলোভন। 'অর্থগুপ্ততা তাই - কিন্তু এসব মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তিরই ফল।' মোতাহের, ১৯৫০।

অর্থগৌরব [স] বি অর্থের গভীরতা; ব্যঞ্জন। 'তার অস্পষ্ট আভাস নাটকটির অর্থগৌরব আরো বাড়িয়ে তোলে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

অর্থগ্রহ [স] বি অর্থ উপলব্ধি। 'বেবল তিনজন লোক গানের অর্থগ্রহ করিয়াছিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

অর্থগ্রাহী [স] বিশ অর্থগ্রহণকারী। 'তাহারও একত জন অর্থগ্রাহী অর্থগ্রাহী নহেন।' দিকপ্রকাশ, ১৮৬৯।

অর্থগ্রাহ্য [স] বিশ অর্থপূর্ণ। 'তা হলেই শব্দ বা বাক্য অর্থগ্রাহ্য হয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

অর্থচিত্তা [স] বি টাকায়সার চিন্তা। 'চিন্তার মধ্যে অর্থচিত্তাটাই সবচেয়ে বড়ো।' নজরুল, ১৯২৬।

অর্থতত্ত্ব [স] বি অর্থনীতি। 'অর্থতত্ত্বেও তাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অর্থতাত্ত্বিক [স] বিশ দনতন্ত্রী। 'বলগরিব অর্থতাত্ত্বিক কোনো জ্ঞানের মুখেই শোভা পায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অর্থদণ্ড [স] বি জরিমানা। 'অর্থদণ্ডসহ তিন বছর মিয়াদ দিয়াছেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

অর্থদান [স] বি স্বত্ব ত্যাগ করে অর্থ দেওয়া। 'ভাগ্যবান মহাশয়েরা ... অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

অর্থদোহন [স] বি অর্থসম্পদ আত্মসাৎকরণ। 'ভারতবর্ষের অর্থদোহন করিয়া বহু দুরন্ত সখ্যবান জাতিবাদের দাসবিক্রয় প্রথা ...' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

অর্থদ্বৈধ [স] বি দ্ব্যর্থবোধকতা; দু রকমের অর্থের দ্বন্দ্ব। 'ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অর্থনাশ [স] বি টাকায়সার অপচয়। 'মোকদ্দমা করিয়া অর্থনাশ, সর্বনাশ।' নবনর, ১৯০৩।

অর্থনীতি [স] বি অর্থনৈতিক অবস্থা। 'অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অর্থনীতিক [স] ১ বিশ অর্থ সংক্রান্ত। 'অর্থনীতিক ও স্বাস্থ্য সঞ্চয়ী দুর্দশায় মুসলমান।' আজাদ, ১৯৩৬। ২ বিশ অর্থনীতিবিদ। 'অর্থনীতিক ডাঃ খানোভিকার ইহাতে আরম্ভ করিয়া অনেকে ...' আজাদ, ১৯৪১।

অর্থনীতিবিদ [স] বি অর্থনীতিজ্ঞ। 'অর্থনীতিবিদেরা বুঝতে পারলেন।' হায়েনও, ১৯৪৯।

অর্থনীতিশাস্ত্র [স] বি অর্থনীতি সম্পর্কিত বিদ্যা। 'অর্থনীতিশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়েরাও আবিষ্কার করতে পারবেন না।' সবুজ, ১৯২০।

অর্থনৈতিক [স] ১ বিশ অর্থনীতি-সংক্রান্ত। 'তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ...' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিশ অর্থ-সংক্রান্ত। 'অর্থনৈতিক বৈষম্য ...' বেগম, ১৯৪৭।

অর্থনৈতিক সাম্য [স] বি সম্পদের সমবন্টন ব্যবস্থা। 'অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই ...' নজরুল, ১৯২৬।

অর্থ-পিপাসা [স] বি অর্থের লোভ। 'তন্মিহ তাহার অর্থ-পিপাসা সম্যক চরিতার্থ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অর্থপিপাচ [স] ১ বিশ অর্থ উপার্জনে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না এমন। 'চোরেরা অর্থপিপাচ।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিশ দারুণ অর্থপিপাচী। 'জীর্ণের অর্থপিপাচ পাণ্ডা পুঞ্জার জন্মে কাড়াকাড়ি করে।' হুজুর্জ, ১৯১৪; 'দিকে দিকে আজ অর্থপিপাচ বুড়িয়াছে গড়খাই।' নজরুল, ১৯২৫।

অর্থপুস্তক [স] বি নোট বই; সহায়ক গ্রন্থ। 'অর্থপুস্তক সেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয়।' বিজুতি, ১৯২৯।

অর্থপূর্ণ [স] ১ বিশ অর্থযুক্ত। 'তাহার সে অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিশ সার্থক। 'মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তাতে গাখিয়াছে আগ্নি অর্থপূর্ণ করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বিশ ইঙ্গিতবহ। 'সে হাসি যেন অর্থপূর্ণ।' নজরুল, ১৯৩১।

অর্থবচন [স] বি সার কথা। 'সিরাজ সাঁই কয় অর্থবচন।' লালন, ১৮৯০।

অর্থবর্ষণ [স] বি অর্থগাম। 'তাহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অর্থবল [স] বি দনবল। 'বাহুবল, অর্থবল লইয়া মূর্খেরাই দর্প করে।' মচাপরক, ১৮৮৫।

অর্থবহতা [স] বি অর্থপূর্ণতা। 'তার ভিতরে ... মানবীয় অর্থবহতা বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।' শিব, ১৯৫৬।

অর্থবাদ [স] বি ব্যাঘা। 'তিনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ ঝুলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অর্থবান [স] ১ বিশ অর্থসম্পদের অধিকারী। 'প্রজাদের তুলনায় গোটিগুণে অর্থবান।' সোমপ্রকাশ, ১৮৮২। ২ বিশ অর্থবিশিষ্ট। 'ক্যেই প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যাধক করে কাজে লাগাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানের কাজে লাগে তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অর্থবিচার [স] বি শব্দের তাৎপর্য নির্ণয়। 'শব্দগঠন, বাগ্‌বিধি,

অর্থবিচার এবং প্রয়োগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অর্থবিজ্ঞান [স] বি অর্থনীতি। 'অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম ধরেই তাতে মায়াজ্ঞান লাগিয়ে তিনি তার দিক নির্ণয় করেছেন।' হাই, ১৯৫৪।

অর্থবিশ্বশালী [স] বিশ ধনবান। 'অর্থবিশ্বশালী অযোগ্য লোকদের জন্য কোন কনডোলেস না হয়।' মনসুর, ১৯৪০।

অর্থবিশ্বীন [স] ১ বিশ অর্থশূন্য। 'বিধাতার এক অর্থবিশ্বীন প্রলাপবচন-সম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিশ তাৎপর্যশূন্য। 'অর্থবিশ্বীন কথার ছন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অর্থ-বেচিট্রা [স] বি অর্থের বিকল্পতা। 'যখন অজ্ঞান Norman শব্দ তাদের নানা অর্থ-বেচিট্রা নিয়ে ...।' সবুজ, ১৯১৭।

অর্থবোধ [স] বি অর্থ অনুধাবন। 'ইহাতে সকলেই অনায়াসে অর্থবোধ করিতে পারিবেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

অর্থব্যক্তি [স] বি অর্থপ্রকাশ। 'গদ্যের যা কিছু গুণ অর্থব্যক্তি, প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা, গাঢ়বুদ্ধতা ...।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

অর্থব্যবহাৰ [স] বি শব্দের অর্থপ্রকাশক গুণ। 'পদটি বিভিন্ন অর্থব্যবহাৰ দান করেছে।' শরীফ, ১৯৬৮।

অর্থব্যয় [স] বি টাকা-পয়সা খরচ। 'অর্থব্যয় করা হোক আমার তাতে আপত্তি নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অর্থব্যাখ্যা [স] বি অর্থের বিশদ বিবরণ। 'স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'পাঠোদ্ধার করে তার অর্থব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অর্থভাগ্য [স] অর্থ-ভাগ্যপার। 'অর্থভাগ্য ও নৃত্যশালা প্রভৃতির শোভা বর্দ্ধন করিয়া রাখিতেছেন।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

অর্থময় [স] বিশ অর্থপূর্ণ। 'যে চায় অশ্রু বৃকে জীবনের অর্থময় ভাষা।' ফররুখ, ১৯৬৫।

অর্থমার্থ্য [স] বি অর্থগত সৌন্দর্য। 'শব্দ সংযোজন যে অর্থমার্থ্য সৃষ্টি করে।' হাই, ১৯৫৪।

অর্থমোহ [স] বি অর্থের জন্য লোভ। 'জমিদারেরা অর্থমোহে অন্ধ হইয়া তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

অর্থরত্ন [স] বি অর্থরূপ রত্ন। 'নাহি জানি চালাইতে লেখনী, পশিতে শলাপে অর্থরত্ন-লোভে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অর্থরাশি [স] বি বিপুল অর্থ। 'মোক্তারদের কুপরামর্শে তোমরা অর্থরাশির শাফ করিতেছ।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

অর্থলগ্নি [স] বি বিনিয়োগ। 'অর্থলগ্নি করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক নূতন ... নীতি অনুসরণ করিতেছে।' আজাদ, ১৯৬৯।

অর্থলাভ [স] ১ বি আর্থিক লাভ। 'অন্যজন অর্থলাভ মাত্র অভিশাপ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি অর্থ উপার্জন। 'অর্থলাভ জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ওদানীয়জড়িত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অর্থলালসা [স] বি টাকাপয়সার প্রতি লোভ; ধনলোভ। 'ইচ্ছলের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'রাজনীতির নির্মল ক্ষেত্র স্বার্থপরতা, অর্থলালসা ও আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অর্থলীলা [স] বি টাকাপয়সার প্রতি লোভ। 'তাহাদের অর্থলীলার সার্থকতা।' বিভূতি, ১৯৩১।

অর্থলোভ [স] বি অর্থের লালসা। 'অর্থ-লোভে আসে কত জন।'

গিরিশ, ১৮৮৭।

অর্থলোভী [স] ১ বিশ টাকাপয়সার প্রতি লোভ আছে এমন। 'আনি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বিশ শব্দের অর্থ খুঁজে বেড়ায় এমন। 'ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জ্ঞাত নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অর্থলোলুপ [স] বিশ অর্থলোভী। 'কতকগুলি স্বার্থাক্ত তোমামোদপ্রিয় অর্থলোলুপ পারিষদবর্গ।' প্রচারক, ১৮৯৯।

অর্থশক্তি [স] বি টাকা-পয়সার ক্ষমতা। 'প্রজা ও জমিদারের অর্থশক্তির কথা।' তারা, ১৯৪২।

অর্থশালী [স] বিশ ধনবান। 'কোন কোন সময় দুই একজন অর্থশালী ভোগবিলাসী মহোদয়ের মুখে শুনা যায় যে ...।' মশাররফ, ১৮৮৯।

অর্থশাস্ত্র [স] বি অর্থনীতি। 'সেই অর্থশাস্ত্রবিদ উপাধ্যায় সুধাধার ত অবমাননা কর না?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অর্থশাস্ত্রবিৎ [স] বি অর্থনীতিবিদ। 'যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাদের ভাবতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অর্থশাস্ত্রবিদ [স] বি অর্থনীতিক। 'সেই অর্থশাস্ত্রবিদ উপাধ্যায় সুধাধার ত অবমাননা কর না?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অর্থশাস্ত্রবেত্তা [স] বি অর্থনীতিক। 'এই তিনি নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অর্থশাস্ত্রিক [স] বি অর্থনীতিবিদ। 'এই চিন্তাবৃত্তি অর্থশাস্ত্রিকের না, রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্ব [স] বি অর্থনীতিসংক্রান্ত তত্ত্ব। 'কাপড় ব্যবহার বা বর্জন ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রিকতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অর্থশূন্য [স] ১ বিশ অর্থহীন। 'গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিশ হাস্যকর। 'অর্থশূন্য অশ্রুজিম্মা উড়ামি হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিশ আকর্ণ। 'দৌড়োদৌড়ি আপাণ্ডোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্য-বিহীন।' প্রমথ, ১৯১৫। ৪ বিশ অর্থহীনিক। 'যে রূপ বিকৃত ও অর্থশূন্য বানান করিয়া বাঙ্গালার লিখিতেছেন।' ছোলতান, ১৯২৩। ৫ বিশ বার্থ। 'জীবনকে কতখানি অর্থশূন্য করে ফেলো।' জীবন, ১৯৩২।

অর্থশোষণ [স] বি জোরপূর্বক অন্যায্যভাবে অর্থ গ্রহণ। 'যেমন বলেন, তদনুসারে অর্থশোষণ করিয়া থাকেন।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

অর্থসংগীত [স] বি তাৎপর্যময় ভাবগম্বীর সংগীত। 'কাশীতে সর্বকোষেই অর্থসংগীত ...।' ধূলিটি, ১৯৩১।

অর্থসংগ্রহ [স] বি টাকাকড়ি আদায়। 'তখন রক্ষকটি সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অর্থ-সঙ্কট [স] বি টাকাপয়সার অভাবজনিত সমস্যা। 'অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ-লোকেই সর্বতোভাবে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অর্থসম্পত্তি [স] বি অর্থ সম্পদ। 'ভিক্ষাপূত্র গুরুশিষ্যভাবে কিস্তি অর্থসম্পত্তি করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

অর্থসচিব [স] বি অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। 'অর্থসচিব শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রচন্দ্র বাহাদুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'অর্থসচিব ... রোবোলের কয়েক বার আলোচনাও চলিয়াছিল।' সত্তাগত, ১৯৪৬।

অর্থসম্বল [স] বি ধনসংগ্রহ। 'কিঞ্চিৎ অর্থসম্বল করিয়া ...।' বিদ্যা,

১৮৬৩।

অর্থসমৃদ্ধ [স] বিণ অর্থপূর্ণ। 'এই অর্থসমৃদ্ধ রূপ কি মানুষের সৃজনক্ষম ব্যক্তিসত্তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?' শিব, ১৯৬০।

অর্থসমৃদ্ধি [স] বি বাঞ্ছনা। 'ভাষান্তরের ফলে ঐ শব্দদুটির অর্থসমৃদ্ধি খতিত হবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি।' শিব, ১৯৫০।

অর্থসম্পদ [স] বি অর্থের গভীরতা। 'তথু অর্থসম্পদের দ্বারাও কোনও ব্যাক্য পাঠককে আনন্দ দিতে পারে।' শিব, ১৯৭৩।

অর্থসম্পন্ন [স] বিণ সার্থক। 'জীবনটাকে অর্থসম্পন্ন করে তুলতাম।' জীবন, ১৯৩২।

অর্থসাধ্য [স] বিণ ব্যয়সাধ্য। 'এ সকল ব্যাপার অর্থসাধ্য।' দর্পণ, ১৮২৩।

অর্থসামর্থ্য [স] বি অর্থ জোগানের ক্ষমতা। 'ইহার যৌবনধন ও অর্থসামর্থ্য সমস্ত বার্থ হইয়া এক্ষণে অনর্থ ঘটিল।' ভবানী, ১৮২৮।

অর্থসৌন্দর্য [স] বি অর্থগত সৌন্দর্য। 'বামিধির অর্থসৌন্দর্যও সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি।' হাই, ১৯৫৪।

অর্থহারা [স] ১ বিণ সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই এমন। 'যাহা মুখে আসে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ গুরুত্বহীন। 'অর্থহারা বাঁধনগুলো গর্বে, ঠাকুর, থাকো তুমি কঠিন হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অর্থহীন [স] ১ বিণ ধনহীন। 'প্রজাকুল অর্থহীন - অর্থহীন বলিয়া তাহার সাহায্যহীন।' সাধারণী, ১৮৮৩। ২ বিণ তাৎপর্যহীন। 'অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ অপ্রয়োজনীয়। 'নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিষপত্রের খেঁবাবেঁটিটা বড়ো শাস্ত্রজ্ঞানকর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ অবাস্তব। 'রেসনসিবিলিটি উইনটু রাইট নিতান্তই অর্থহীন।' মনসুর, ১৯৪৩।

অর্থহীনতা [স] বি অনর্থকতা। 'অর্থহীনতায় ভয়ংকর।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

অর্থহীনভাবে [স] ক্রিবিণ অকারণে। 'চোখে আরো পানি আসে, হ হ করে, অর্থহীনভাবে।' ওয়ানী, ১৯৪৮।

অর্থহীনা [স] বিণ স্ত্রী গুরুত্বহীন। 'রোহা অপ্রগল্ভা, অর্থহীনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অর্থহংশ [স অর্থ-অংশ] বি সারাহংশ। 'বক্তার অর্থহংশ।' বিভূতি, ১৯৩১।

অর্থাকাজ্জী [স অর্থ-আকাজ্জী] বিণ টাকাপয়সা কামনা করে এমন। 'পরিবারদিগের উদর ভরণ পোষণার্থে কিঞ্চিৎ অর্থাকাজ্জী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৬।

অর্থাপম [স অর্থ-আগম] বি ধনপ্রাপ্তি। 'তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাপম ছিল না ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অর্থাল্পি [স অর্থ-অল্পলি] বি দুহাত ভরা অর্থ। 'অর্থাল্পি না পাইলে আর প্রজার দিকে দৃকপাত করেন না।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

অর্থাত্মক [স অর্থ-আত্মক] বিণ অর্থ আছে এমন। 'ইংরেজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অর্থানুকূল্য [স] বি অর্থসাহায্য। '... মজুমদারের অর্থানুকূল্যে এ মুদ্রণকার্য শুরু হতে পেরেছিল।' মুদ্রিণ, ১৯৭০।

অর্থান্তর [স অর্থ-অন্তর] বি অন্য অর্থ। 'অন্য এক দেশ হইলে অর্থান্তর হয়।' আলাওল, ১৬৮০।

অর্থাস্থিত [স অর্থ-অস্থিত] বিণ অর্থপূর্ণ। 'একটি সম্পূর্ণ অর্থাস্থিত শব্দ।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অর্থাবেষণ [স অর্থ-াবেষণ] বি টাকাপয়সার খোঁজ। 'তাহারা তাহার কাছে অর্থাবেষণ করিত।' বিভূতি, ১৯২৯।

অর্থাপত্তি [স অর্থ-আপত্তি] বি প্রকারান্তরে আপত্তি। 'স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে প্রীতের লিখন পঠনকরণ নিষেধ ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অর্থাপহরণ [স অর্থ-অপহরণ] বি বলপ্রয়োগ করে অর্থ কেড়ে নেওয়া। 'প্রবন্ধনা করিয়া তাহারদিগের নিকট হইতে অর্থাপহরণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অর্থাত্তাব [স অর্থ-অতাব] বি টাকাপয়সার অতাব। 'বহুদূর প্রেষ্ঠে অর্থাত্তাবে সগৃহীক বসনূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৯। 'অর্থাত্তাব বৃত্তি মনুষ্যত্বটাকেও কেড়ে নেয় শেষে।' নজরুল, ১৯২৬।

অর্থাত্তাবগ্রন্থক [স অর্থ-অতাব-গ্রন্থক] ক্রিবিণ টাকা পয়সার অতাবের কারণে। 'বেকার ভৈরব অর্থাত্তাবগ্রন্থক সে শব্দ মিটাইতে পারে নাই।' বনফুল, ১৯৩৬।

অর্থাত্তাবী [স অর্থ-অতাবী] বিণ অর্থের অতাব আছে এমন। 'দরিদ্র অর্থাত্তাবী কৃষকবৃন্দের বাস্তবিক পাট-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কোনও উপকার গুরুত্বপূর্ণের উদ্দেশ্য ...।' জামায়াত, ১৯৩৯।

অর্থভিমান [স অর্থ-ভিমান] বি ধনসম্পদের অহংকার। 'তাঁহাদের অর্থভিমান এত প্রবল হইয়া উঠে যে ... প্রজার দিকে দৃকপাত করেন না।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

অর্থের শ্রাদ্ধ হওয়া ক্রি টা টাকাপয়সার অপচয় হওয়া। 'বিদেশী রকমে ঘর সাজানোতে যে আমাদের কি পর্বস্ত অর্থের শ্রাদ্ধ হয়।' প্রমথ, ১৯০৫।

অর্থোৎপত্তি [স অর্থ-উৎপত্তি] বি আর্থিক উৎপাদন। 'দেশে শিক্ষাদান এবং অর্থোৎপত্তির ব্যবস্থা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অর্থোদ্ধার [স অর্থ-উদ্ধার] বি লেখার অর্থ নির্ণয়। 'বাস্তবালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে।' সবুজ, ১৯১৭।

অর্থোপপত্তি [স অর্থ-উপপত্তি] বি অর্থগত মীমাংসা। '... ঘটনা-সংসৃতির অর্থোপপত্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যহত হয়।' শিব, ১৯৫৬।

অর্থোপার্জন, **অর্থোপার্জন** [স অর্থ-উপার্জন] বি রোজগার। 'ইহাদের নানারূপ ক্রীড়াপ্রদর্শন দ্বারা অর্থোপার্জন করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'তাহারা বেশ অর্থোপার্জন করিত।' সংসঙ্গ, ১৮৯৮।

অর্থী [স অর্থ এর মানে] 'অর্থী আমদানী খরচ জমা এ সকল বড়ো গঠো ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৩৩।

অর্থী [স অর্থী] বিণ যাকচ; অভিশাপী। 'অর্থী প্রার্থি কংসনাপি মগধকুমারী।' মালাধর, ১৫০০।

অর্থী [স] ১ বিণ অভিশাপী। 'অর্থী ও বার্ষিক খোশামুদে মিষ্ট মুখো।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি প্রার্থী। 'অর্থীজনের দীন প্রার্থনা যে পার পূরণ করে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

অর্থোৎপত্তি, অর্থোদ্ধার, অর্থোপার্জন, অর্থোপার্জন এ অর্থ

অর্দ, **অর্দ** [স অর্থ] বিণ আধা। 'জলে মজাইআ সভ অর্দ মড়া করে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অর্দচন্দ্র, অর্দচন্দ্র [স অর্দচন্দ্র] বি অর্দচন্দ্র; অর্ধ প্রকাশিত চন্দ্র।
'কপালেত অর্দচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অর্দন, অর্দন [স] বি হস্তা। 'কৈটব অর্দন গোপিকাগণ মোহন।' ভারত,
১৭৬০।

অর্ধ, অর্ধ [স] ১ বিণ অর্ধেক। 'পূবিত হৈল অর্ধ উপবন।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। ২ বিণ আধা। 'জলে মজাইআ সব অর্ধ মড়া করে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অর্ধঅবিশ্বাস [স অর্ধঅবিশ্বাস] বিণ পুরোপুরি অবিশ্বাস্য নয় এমন।
'অর্ধবিশ্বাস অর্ধঅবিশ্বাসে তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অর্ধঅচেতনভাবে ক্রিবিণ প্রায় অচেতনভাবে। 'বলিতোছিনু, কী
জানি, প্রেমকী, অর্ধঅচেতনভাবে মনোমাত্রে পশি শল্পমুগ্ধমতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অর্ধঅনুভব [স] বি আর্শিক অনুভূতি। 'ওধু অর্ধঅনুভব তারি
ব্যাকুল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অর্ধঅভূত [স] বিণ প্রায় অনাহারী। 'ছাত্ররা অধ্যাপকেরা অর্ধ-
অভূত নীতিব্রিট অবস্থায় দল বেঁধে যা কিছু বন্ধাযোগ্য জিনিস সমস্ত
...'। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অর্ধউপবাসী [স] বিণ প্রায় অনাহারী। 'অর্ধউপবাসী দরিদ্রের রিক্ত
উদরের উপরে লাগি বসিয়ে দাও ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অর্ধউলঙ্গ [স] বিণ প্রায় উলঙ্গ। 'আদিম অর্ধউলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ
বসতি বিধিয়াছে।' তার, ১৯৪০।

অর্ধকায়, অর্ধকায় [স] বি রাহ। 'নগরের সুগুরু মিশ্রনে অর্ধকায়।'।
মালাধর, ১৫০০।

অর্ধকুটী-ন্যায়, অর্ধকুটী-ন্যায় [স] বি একটি মুরগির ক্ষুধার্ক
কম বয়সী এবং অর্ধেক বেশি বয়সী - এমন অসঙ্গত মুক্তি।
'অর্ধকুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অর্ধকিশ্ত, অর্ধকিশ্ত [স] বিণ অর্ধ উন্মাদ। 'ইংলও ... অর্ধকিশ্ত
রুসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হবার জন্য ...।' প্রমথ,
১৯২০।

অর্ধগজ [স অর্ধ+গজ] বিণ এক হাত বা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ।
'অর্ধগজ দীর্ঘ অফিল তার দাড়ি।' সুলতান, ১৭০০।

অর্ধগুপ্ত [স] বিণ অর্ধেক গোপন থাকে এমন। 'অর্ধগুপ্ত অনাচার।'।
রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অর্ধঘণ্টা, অর্ধঘণ্টা [স] বি আধ ঘণ্টা। 'অর্ধঘণ্টা কাল অতীত সময়ে
উপস্থিত সভেরা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অর্ধঘুমন্ত [স] বিণ তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'তার অর্ধঘুমন্ত মুখে সে চুলের
বাহার।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অর্ধচক্র [স] বিণ অর্ধবৃত্তের ন্যায়। 'দর্শকেরা অর্ধচক্র আকারে মাঠ
যেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অর্ধচক্রাকার [স অর্ধচক্র+স আকার] বিণ অর্ধবৃত্তের আকারবিশিষ্ট।
'অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

অর্ধচন্দ্র, অর্ধচন্দ্র [স] ১ বি অর্ধচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট বাণবিশেষ।
'অর্ধচন্দ্রে কাটে কারে কারে বিকে বৃকে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ
আধখানা চাঁদের মতো। 'ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।' ভারত,
১৭৬০।

অর্ধচন্দ্র^১, অর্ধচন্দ্র^২ বি গলাধাড়া। 'কেবল অর্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস
খাও না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬: 'সমাংশ করিয়া, দুইজনকেই, এক এক
অর্ধচন্দ্র দিয়া, সঙ্ঘট করিয়া বিদায় করা উচিত।' বিদ্যা, ১৮৮৪;
'চাইলুম চাঁদা, পেদুম অর্ধচন্দ্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অর্ধচন্দ্রলাঙ্ঘিত [স] বিণ বহিত চাঁদকে হার মানায় এমন। 'তাহার
শূন্য নত শিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঙ্ঘিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত-রাগ।'।
নজরুল, ১৯২২।

অর্ধচন্দ্রাকার [স অর্ধচন্দ্র+স আকার] বিণ আধখানা চাঁদের ন্যায়
অর্ধচন্দ্রবিশিষ্ট। 'সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তটসীমা।' রবীন্দ্র,
১৯২৯।

অর্ধচন্দ্রালোক [স অর্ধচন্দ্র+স আলোক] বি পূর্ণরূপে প্রকাশিত নয়
এমন চাঁদের আলো। 'জীবনের কত দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে,
কৃষ্ণকক্ষের অর্ধচন্দ্রালোকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অর্ধজগৎ, অর্ধজগৎ [স] বি অর্ধেক জগৎ। 'এক কটাক্ষে
অর্ধজগৎকে অবলোকন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

অর্ধজায়াত, অর্ধজায়াত [স] বিণ অর্ধচেতন। 'শৈবলিনী অপহৃত
চেতনা হইয়া, অর্ধ নিদ্রাভূত, অর্ধজায়াতবস্থায় [অর্ধ-জায়াত-
অবস্থায়] রহিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অর্ধজীবী [স] বিণ আধমরা। 'বন্ধ সমাজের অর্ধজীবী নারীনের এহেন
সভা অধীকার করবে জানি।' অন্নদা, ১৯২৯।

অর্ধতাল, অর্ধতাল [স] বি (সংখ্যাত) অর্ধমাত্রা। 'দুই তন্ত্রের মধ্যে
সিদ্ধি হইলে অর্ধতাল অথবা দ্ব্যর্ধ তাল ইত্যাদি বুঝাইবেক।'।
বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অর্ধতাত্ত্ব [স] বিণ অর্ধেক পরিত্যক্ত। 'ভক্তেরা উপস্থিত সমুৎপন্ন
সর্বনাশে অর্ধতাত্ত্ব পরষ কুড়াতে।' সূর্যদেব, ১৯৩৮।

অর্ধদন্ধ [স] বিণ অর্ধেক পোড়া। 'নবায়ো নক্ষত্রগণী; টাকে টুকরো
অর্ধদন্ধ বিড়ি।' সুভাষ, ১৯৪০।

অর্ধদণ্ড, অর্ধদণ্ড [স] বি আধ ঘণ্টা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

অর্ধনল্ল, অর্ধনল্ল [স] বিণ প্রায় উলঙ্গ। 'অশিক্ষিত ভারতবাসীর
মনের এ চেহারা নয় - সে মূর্তি হচ্ছে অর্ধনল্ল।' প্রমথ, ১৯২০:
'মহিলাদের অর্ধনল্লভাবে বিলাতী পোষাক পরাইয়া মাঠে ময়দানে
ছাড়িয়া দিতেছেন।' এসলাম ১৯৩৪।

অর্ধনল্লপুরুষ [স] বি আধ উলঙ্গ চেহারা। 'যে অভিনেত্রীর অর্ধনল্লরূপ
একমাস ধরিয়া দেওয়ালে দেওয়ালে কাগজে কাগজে ...।' বনমল্ল,
১৯৩৬।

অর্ধনমিত, অর্ধনমিত [স] বিণ অর্ধেক নামানো। 'পতাকা
অর্ধনমিত।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অর্ধনারী [স] বিণ নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'আমি অর্ধ-নারী বলে
পুরুষালি রাজ্যের চিন্তা নিয়ে মরি।' নজরুল, ১৯৩১।

অর্ধনারীশ্বর, অর্ধনারীশ্বর [স] ১ বি অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী
এমন মূর্তি; হরগৌরী। 'তাহাদের মূর্তাসমূহে ... অর্ধনারীশ্বর প্রভৃতির
আকার অঙ্কিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি অর্ধেক নারী এবং
অর্ধেক পুরুষ। 'দেশ বৃদ্ধিশব্দের যা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর -
নারীপুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অর্ধনারীশ্বর গড়া ক্রি জোড়াটালি দিয়ে তৈরি করা। 'এর আধখানা
এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি
নয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

অর্থনিঃস্র, **অর্থনিঃস্র** [স] বিণ প্রায় সম্বলহীন। 'অর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে - তারা অর্থনিঃস্র'। সওগাত, ১৯৪৬।

অর্থনিদ্রিত, **অর্থনিদ্রিত** [স] বিণ তন্ময়াহীন। 'অর্থনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসার করিয়া ...'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

অর্থনিমগ্ন [স] বিণ অর্থে লুপ্ত আছে এমন। 'একটা অর্থনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অর্থ-নির্মীলিত [স] বিণ আর্থ-বোজা। 'বন্ধ বাঁধি বাহুপাশে কঙ্কে মুখ রাখি হাসিয়া নীরবে অর্থ-নির্মীলিত আঁধি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অর্থনির্লীন [স] বিণ চোখ আধখোলা এমন। 'মেয়েরা অর্থনির্লীন অবস্থায় কেউ বা নাড়েন পড়ছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অর্থনিশি [স] ক্রিবিণ মাঝরাতে। 'পড়িবারে লাগিল উঠিয়া অর্থনিশি'। সুলতান, ১৭০০।

অর্থপঙ্ক [স] বিণ কথনো; কম রান্না-করা। 'কেহ অর্থপঙ্ক মাংস পছন্দ করে, কেহ পূর্ণপঙ্ক'। মুক্তবা, ১৯৫৯।

অর্থপথ [স] বি মাধ্যমপথ। 'অর্থপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল'। বিদ্যা, ১৮৪৭; 'ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্থপথ হতে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অর্থপরিচিত [স] বিণ সামান্য পরিচিত। 'পরিচিত ও অর্থপরিচিত অনাত্মীয় মানুষগুলির উত্তেজনাই যেন ...'। মানিক, ১৯৩৭।

অর্থ-পরিচ্ছন্ন [স] বিণ খুব পরিচ্ছন্ন নয় এমন। 'অর্থ-পরিচ্ছন্ন ন্যাকড়ায় প্রস্তুত কাঁথার উপর যেন পশুফুল ...'। শওকত, ১৯৫৮।

অর্থপৃথিবীস্বরী [স] বিণ স্ত্রী পৃথিবীর অর্থগ্রহণের স্বামী। 'অর্থপৃথিবীস্বরী মহাবলির মনে শান্তি ছিল না'। মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

অর্থপ্রব্রিষ্ট [স] বিণ অর্থকোটা প্রবেশ করেছে এমন। 'সে শীতকালের সাপের মতো বিবরের মধ্যে অর্থপ্রব্রিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতদিনে প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অর্থপ্রাক্কৃতি [স] বিণ পুরোপুরি ফোটেনি এমন। 'এমন চাঁদমি-রাতে কচোরের সেই অর্থপ্রাক্কৃতিত প্রণয়প্রসন্ন সহসা পূর্ণপ্রাক্কৃতিত হইতে পারে কি?' বনফুল, ১৯৩৬।

অর্থবয়সী [স] বিণ মাঝবয়সী; ষ্ট্রীট। 'একটি অর্থবয়সী জুদোকা'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অর্থবাহ্য, **অর্থবাহ্য** [স] বিণ আধো আধো; বাধো বাধো। 'কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্থবাহ্য হৈল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অর্থবিকশিত [স] বিণ আর্থ-ফোটা। 'সকল ফুল অর্থবিকশিত'। প্রমথ, ১৯১৪।

অর্থবিদগ্ধ [স] বিণ পুরোপুরি বিদগ্ধ নয় এমন। 'অর্থবিদগ্ধ পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মর্ম উপলব্ধি সম্ভব হয় না'। মোতাহের, ১৯৫০।

অর্থবিস্তৃত [স] বিণ অর্থক প্রকাশ করে এরূপ। 'সংবৃত্ত স্বরধ্বনি ই বা উ তার পূর্ববর্তী অর্থবিস্তৃত ...'। হাই, ১৯৫৪।

অর্থবিশ্বাস [স] বি আংশিক বিশ্বাস। 'অর্থবিশ্বাস অর্থঅবিশ্বাসে তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল'। মাহেনত, ১৯৪৯।

অর্থবিশ্বাস্য [স] বিণ পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন। 'আমার অর্থবিশ্বাস্য স্মরণশক্তি বলেছে'। মুক্তবা, ১৯৫৫।

অর্থবিশ্মৃত [স] বিণ পুরো মনে নেই এমন। 'কপোজের অর্থবিশ্মৃত সেই দিনতলি আবার মনের মধ্যে ডিঙ করিতে লাগিল'। বনফুল,

১৯৩৬।

অর্থবৃত্ত [স] বি অপূর্ণ বৃত্ত। 'স্থলের দর্প প্রবালপুষ্পে চূর্ণ: অর্থবৃত্ত অবশেষে পরিপূর্ণ'। সুদীপ্ত, ১৯৫৩।

অর্থবৃত্তাকার, **অর্থবৃত্তাকার** [স] অর্থবৃত্ত-আকার। ১ বিণ আধখানা বৃত্তের আকারবিশিষ্ট। 'অর্থবৃত্তাকার অভ্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসে'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি আধখানা বৃত্তের আকার। 'অর্থবৃত্তাকারে তারা নাচে'। মুক্তবা, ১৯৫৯।

অর্থবৃদ্ধ [স] বিণ আর্থবৃদ্ধো। 'অর্থবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথই অবশ্য তাঁর বানপ্রস্থের আবাসভূমির মায়া কাটিয়ে ...'। হাই, ১৯৫৪।

অর্থ-বেনে-রাজেশ্বর [স] অর্থ+বা বেনে+স রাজেশ্বর। বি অর্থক বেনে অর্থক রাজেশ্বর যে। 'যাকে বলে অর্থ-বেনে-রাজেশ্বর'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অর্থভুক, **অর্থভুক** [স] বিণ আধখানা খাওয়া। 'এজন্য অর্থভুক হাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম'। রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

অর্থভুক্ত [স] বিণ অর্থক খাওয়া হয়েছে এমন। 'স্বামী অর্থভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া'। শব্দ, ১৯১৬।

অর্থমগ্ন [স] বিণ অর্থক ভুবত। 'আমাদের বোট অর্থমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর সর শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অর্থমনস্ক [স] বিণ কম মনোযোগী; অসচেতন। 'অনেক ছেলের মা মেয়ে অর্থমনস্ক অথচ নিচল সহিষ্ণুভাবে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অর্থমলিন [স] বিণ আধময়লা। 'অর্থমলিন-পরিচ্ছন্নধারী এক প্রজলোক বলিলেন ...'। বনফুল, ১৯৩৬।

অর্থমাগধী [স] অর্থমাগধী। বি প্রাচীন কালের পূর্ব-ভারতের প্রাকৃত ভাষাবিশেষ। 'মাগধী, অর্থমাগধী, দাক্ষিণাত্য, উৎকলী'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অর্থমুদ্রিত [স] বিণ অর্থক বৃত্তে আছে এমন। 'চোখ অর্থমুদ্রিত'। বিমল, ১৯৫৩।

অর্থমুষ্টি [স] বিণ আধ-মুঠা পরিমাণ। 'অর্থমুষ্টি ততুল ও বদশবলিধরুপে উৎসর্গ করিতে পরিবেন না?' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অর্থমৃত, **অর্থমৃত** [স] বিণ মৃতপ্রায়। 'অর্থমৃত জর্জরী আর অন্ধশক্তি কসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হবার জন্য ...'। প্রমথ, ১৯২০।

অর্থমৃতবৎ [স] ক্রিবিণ অর্থক মরে গেছে এমন অবস্থায়। 'পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে অর্থমৃতবৎ আছে'। বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অর্থমুতা [স] বিণ স্ত্রী প্রায় মৃত। 'বিশ্বা জননী মৃণালজ্ঞায় অর্থমুতা'। মণীষ, ১৯৩১।

অর্থরতি [স] বিণ অভিসামান্য পরিমাণ। 'তোমার বুদ্ধি নাই কো অর্থরতি'। লালন, ১৮৯০।

অর্থরাত [স] অর্থরাশি। বি মাঝরাতে। 'অর্থরাতে দীপ-নেবা অন্ধকারে'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অর্থরায়, **অর্থরায়** [স] বি মাঝরাত। 'অর্থরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুর স্থানে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তিনি, অর্থরাত্রে সময়ে, নগরে প্রবেশ করিতেছেন'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

অর্থরাশি, **অর্থরাশি** [স] ১ ক্রিবিণ মাঝরাতে। 'ভাবিতেছি অর্থরাশি অনিদ্রনয়ন'। রবীন্দ্র, ১৮৯০; ২ বি রাত দুপুর। 'অর্থরাশি অবধি তাহাদের কত গল্প হইত'। প্রভাত, ১৮৯৬; 'প্রভাত হইতে অর্থরাশি

পর্যন্ত সারগম সাধিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি অর্ধেক রাত। 'হাস্যে পরিহাসে গালে আলোচনে অর্থরাত্রি কেটে গেল বহুজন সনে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অর্থ-লিবারেল [স অর্থ+ই লিবারেল] বিণ পুরোপুরি উদারপন্থী নয় এমন। 'চরমপন্থী নব্যদল যারা রামমোহনকে কেবল অর্থ-লিবারেলরূপে আখ্যায়িত করেছেন।' মুরশিদ, ১৯৭০।

অর্থলুপ্ত [স] ১ বিণ অনেকাংশে লোপ পেয়েছে এমন। 'আমাদের সঙ্গীত সে-দেশে আপন অর্থলুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে সক্ষম হবে।' মুক্তভা, ১৯৫৮। ২ বিণ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'জরা-জীর্ণ অর্থলুপ্ত বাড়ির রীতে লুকনো।' মুক্তভা, ১৯৬০।

অর্থশত বিণ পঞ্চাশ সংখ্যক। 'অর্থশতবর্ষ ধরে এই শঙ্করধনি।' বীরেন্দ্র, ১৯৬৭।

অর্থশতক [স] বি শতাব্দীর অর্ধেক – পঞ্চাশ বছর। 'অর্থশতক করে যাবে উতাক।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

অর্থশতাব্দীকাল [স] বি আশতক সময়। 'প্রায় অর্থশতাব্দীকাল ধরে সে দেশে যে নবীন ভাবাদোলন প্রবল ...।' শিব, ১৯৫০।

অর্থশব্দকুট [স] বিণ অর্থ শব্দকুট। 'অর্থশব্দকুট একটি বিশেষ হাসি আছে সুবোধের।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অর্থশয়ন, অর্থশয়ন [স] বি আধশোয়া। 'বারাদ্যয় ইঞ্জিনিয়ারে অর্থশয়নারহায আলবোলায় নলটি মুখে দিয়া ...।' হুভাত, ১৮৯৫।

অর্থশিক্ষিত, অর্থশিক্ষিত [স] বিণ স্বর্গশিক্ষিত। 'আমাদের দেশস্থ অর্থশিক্ষিত ব্যক্তিগণ।' হালিসহর, ১৮৭১। 'যে দেশের লোক অর্থশত, অর্থশিক্ষিত, যাদের ধর্মশ্রীতির আদর্শ উন্নত নহে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অর্থশিক্ষিতা [স] বিণ স্ত্রী অর্থশিক্ষিত। 'শিক্ষিতা, অর্থশিক্ষিতা একে সম্পূর্ণ শিক্ষিতা, সর্ববিধ মেরেয়াই ...।' বেগম, ১৯৪৮।

অর্থচঞ্চ [স] বিণ অর্ধেক তকিয়ে গেছে এমন। 'একটু বড়মুণ্ডি এবং অর্থচঞ্চ তুল উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অর্থশূন্য [স] বিণ অর্ধেক খালি। 'সামনে অর্থশূন্য কফির পেয়লা।' মুক্তভা, ১৯৫২।

অর্থশেষ, অর্থশেষ [স] বিণ আধা সমাপ্ত। 'কোন দ্রব্য অর্থশেষ করিয়া রাখে না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

অর্থসভ্যতা [স] ১ বি যা অংশত সভ্য। 'প্রতিদিন অসভ্য ও অর্থসভ্য আমাদের তত ওকুন্তর অন্তি করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ আংশিক সভ্য। 'বদেশ আমাদের কাছে অর্থসভ্য হয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অর্থসভ্যতা [স] বিণ পুরোপুরি সভ্য নয় এমন। 'যে দেশের লোক অর্থসভ্য, অর্থশিক্ষিত, যাদের ধর্মশ্রীতির আদর্শ উন্নত নহে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অর্থ-সভ্যতা [স] বি পূর্ণ সদস্যপদ পায়নি যে। 'সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হলেও অর্থ-সভ্য হিসাবে কিছু খাতির ...।' মোহোতার, ১৯৩৭।

অর্থসভ্যতা [স] বি অনানুষ্ঠানিকতা। 'জিনের রাতিবব প'রে ... অর্থসভ্যতার অপরিস্রব শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অর্থসমাধ [স] বিণ অর্ধেক লেখা হয়েছে এমন। 'আজ একটি অর্থসমাধ গোলাটিকাল প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অর্থসম্মিত [স] বিণ অর্ধচেতন। 'সেই অর্থসম্মিতও আমার মনে হল

প্রসন্ন অভিধান জানালেন।' মুক্তভা, ১৯৬০।

অর্থসিক্ত [স] বিণ অর্ধেক ভিজে গেছে এমন। 'ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্থসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারাদ্য দাঁড়াইয়া আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অর্থস্তিমিত [স] বিণ আধাবোজা। 'অর্থস্তিমিত-লোচনে ধীরে ধীরে চোয়াল নাড়িতে লাগিলেন।' বনমল, ১৯৩৬।

অর্থকুট, অর্থকুট [স] ১ বিণ আধফোটা। 'শৈশব কালের অর্থকুট মধুর বাক্য ভাষনে মাতাপিতার হাসানন করিয়াছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ অস্পষ্ট উচ্চারিত। 'অর্থকুট মুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫২। 'অনেক কথা অর্থকুট আকারে আসে যায় মিলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিণ অর্ধেক প্রকাশিত। 'পরশিল মের ভাল চুপে চুপে অর্থকুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ খানিকটা। 'তার চোখেমুখে লেগে রয়েছে অর্থকুট হাসি।' প্রমথ, ১৯৩৫।

অর্থ-হতজ্ঞান [স] বিণ প্রায় জ্ঞান হারিয়েছে এমন। 'গোলমালে অর্থ-হতজ্ঞান হইয়া বাসিলে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অর্ধাঅর্ধি, অর্ধাঅর্ধি [স অর্থ-] বিণ অর্ধেক অর্ধেক। 'তাহা দুহে অর্ধাঅর্ধি দিব।' ওঙ্গা, ১৭৮২।

অর্ধাংশ, অর্ধাংশ [স অর্থ-অংশ] বি অর্ধেক অংশ। 'তাহার অর্ধাংশ ... সুকীয়া দোষে উৎপাদিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'ডমরের অর্ধাংশানাবহায গোবিন্দলাল ঐ অর্ধাংশ পাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অর্ধাংশ, অর্ধাংশ [স অর্থ-অংশ] ১ বিণ অর্ধেক নগ্ন। 'হইয়া রামা অর্ধাংশ কৈল মোর ব্রতভঙ্গ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ শরীরের অর্ধাংশতুল্য। 'মনুয্য হইয়া অর্ধাংশ স্ত্রীকে যে পতন্যবে রাখা এ কোন ধর্ম?' প্রভাকর, ১৮৩১। ৩ বি শরীরের অর্ধেক। 'আমার মতো পাঁচটা অর্ধাংশ লুপ্তিলেও তাহার আয়তনে কুলায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি স্বামী। 'অতএব এ স্থলে আমার অর্ধাংশের সরাই ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অর্ধাঙ্গিনী [স অর্থ-অঙ্গিনী] বিণ স্ত্রী অর্ধাংশের মতো। 'স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী।' বেগম, ১৯৪৮।

অর্ধাঙ্গী, অর্ধাঙ্গী [স অর্থ-অঙ্গী] বি স্ত্রী অর্ধাংশের মতো যে; স্ত্রী। 'তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী।' রোকেয়া, ১৯২১।

অর্ধাবৃত্তা [স অর্থ-অবৃত্তা] বিণ স্ত্রী অর্ধেক আবৃত। 'স্ত্রীমূর্তি অর্ধাবৃত্তা।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অর্ধাংশন, অর্ধাংশন [স অর্থ-অংশন] বি অর্ধভোজন; আধপেটা আহার। 'অর্ধাংশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্ধাংশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাংশনে কাটাতেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অর্ধাংশনক্রিষ্ট [স অর্থ-অংশনক্রিষ্ট] বিণ আধপেটা খেয়ে কাতর। 'বহুকালের অর্ধাংশনক্রিষ্ট মানুষ সামগ্রিকতার কাছ থেকে ...।' ওগুদ, ১৯৪৮।

অর্ধাংশনশীর্ণ [স অর্থ-অংশনশীর্ণ] বিণ আধপেটা আহারে তকিয়ে গেছে এমন। 'দেশের অর্ধাংশনশীর্ণ পাঠকের মুখে জল আসবার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অর্ধাহারী, অর্ধাহারী [স অর্থ-আহারী] বি আধপেটা খেতে পায় যে। 'অন্যাহারী-অর্ধাহারীদের পেট ভরিয়ে না।' আজাদ, ১৯৫৭।

অর্ধেক, অর্ধেক [স অর্থ-এক] ১ বিণ দুই ভাগের এক ভাগ। 'অর্ধেকখন বাইর তৈলতে ভাজিয়া।' বিজয়, ১৬৫০, 'অর্ধেক যে আছিল কথা করিমু প্রচার।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি আধখানা অংশ।

'খরিদা অর্ধেকের রওয়ানা ও ছাড় চিঠি ঢাকা মোকামের ...'।
কালগে, ১৭৯৬।

অর্ধাংশপাতিত [স অর্ধ-উৎপাতিত] বিণ অর্ধেক উপড়ে গেছে এমন।
'প্রচণ্ড অর্ধাংশপাতিত ও প্রায় ভূমিশাশী হইয়া পড়িয়া আছে।'।
ভায়া, ১৯৪২।

অর্ধোলঙ্গ [স অর্ধ-উলঙ্গ] বিণ পরনে অল্প কাপড় আছে এমন;
অবন্নয়। 'অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় সে রাত্তায় রাত্তায় ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।'।
মনসুর, ১৯৫৫।

অর্নচিঙ্গ [স অন্যচিঙ্গ] বি অণরের হৃদয়। 'অর্নচিঙ্গ ছুর করি কুন সক্তি
বোলে।'। মাল্যধর, ১৫০০।

অন্ন [স অন্ন] বি ভাত। 'মিষ্ট অন্নপান দিয়া ভুজাইল তারে।'। মাল্যধর,
১৫০০।

অন্নপানি [স অন্ন+পানি] বি দানপানি। 'ভেজিয়াহো অন্নপানি তাহার
ধেআনে।'। মাল্যধর, ১৫০০।

অন্নর্ষ [স অন্যর্ষ] বি অনিষ্ট। 'নহে পুনি অন্নর্ষ হইব তবে জলে।'। মাল্যধর,
১৫০০।

অর্ণপ [স] বি প্রদান। 'মহাবিদ্যা গুরু তারে করিল অর্ণপ।'। রূপায়,
১৭৫০।

অর্ণিত [স] ১ বিণ অর্ণপ করা হয়েছে এমন। 'তেমন পাত্র না হইলে
অর্ণিত দ্রব্যাদির হানি হয়।'। ভবানী, ১৮২৩। ২ বিণ আরোপিত।
'তাহারদের প্রতি কোন দোষ অর্ণিত হয় নাই।'। দর্পণ, ১৮৩০।

অর্ণা [স অর্ণপ] ১ ক্রি সমর্ণণ করা। 'ভিখারী রাম অর্ণিছে
তোমারে।'। মাইকেল, ১৮৬১। ২ ক্রি শেরণ করা। 'অর্ণিলেন মাতা
মোরে তোমার চরণে।'। গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ ক্রি নিবেদন করা।
'শ্রুভবনে বসি তব পায়ে অর্ণিব আপনারে।'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

অর্বচীন, অর্বচীন [স] ১ বিণ বুদ্ধি পাকা নয় এমন। 'অর্বচীন
অহংজ্ঞানমূঢ় মনুষ্য।'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ বিবেচনাক্রিয়ী;
বোকা। 'অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বচীন।'। বিদ্যা, ১৮৭৩। ৩ বিণ
অপরিতবুদ্ধি। 'অজ্ঞাত-শুশ্রূষাদিকে অর্বচীন জ্ঞান করেন, অবশ্যই
তাহার মূল আছে।'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিণ কমবয়সের। 'নিত্য
অর্বচীন হইতে ভীমরত্নপ্রপৎ পর্যন্ত কাহাকেও ...।'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।
৫ বিণ অস্থির। 'অর্বচীন বাহল্যের ইতিহাস ব্যাখ্যায় এই শব্দটির
প্রয়োজ্যতা নিয়ে বিচার সহজতর হয়।'। শিব, ১৯৫৬।

অর্বচীনতা, অর্বচীনতা [স] বি মূর্খতা। 'অর্বচীনতায় তাহা
হইতেও ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতেছেন।'। অক্ষয়, ১৮৪৬।

অর্বুদ, অর্বুদ [স] ১ বিণ কোটি কোটি। 'অনন্ত অর্বুদ লোক গেল
দেখিবারে।'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ অসংখ্য। 'অর্বুদ অর্বুদ লোক তনি
সেইক্ষণে।'। বৃন্দা, ১৫৮০; 'অনন্ত অর্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।'।
বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি দশ কোটি। 'ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, বর্ষ প্রভৃতি
আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে ...।'। বিদ্যা, ১৮৫১।

অর্ব্যমা [স] বি সূর্য। 'বিধি হরিহর তুমি অর্ব্যমা অনন্ত।'। মানিকরাম,
১৭৮১।

অর্ষ [স] বি পয়োনালির রোগবিশেষ। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'বাত অর্ষ হরে করে
বল বিতরণ।'। ওঙ্গ, ১৮৫৮।

অর্ষা, অর্ষা [ফা ওয়ারিশ] ১ ক্রি খাটা। 'যাহার উপর এই আইন না
অর্ষিবে ...।'। দর্পণ, ১৮২৫। ২ ক্রি বর্জনা। 'দ্বীপ রক্ষাব্যবস্থার
ভারও তাঁদের উপর আইন মত অর্ষা।'। হুতোম, ১৮৬১।

অর্হ [স] বি অর্জন। 'তাহারদিগের আসস্য কিছা হঠাত ঘটায তাহাই
তাহারা অর্হে।'। তারিণী, ১৮০৩।

অর্হীন্য [স] বিণ পূজ্যনীয়। 'আন্তন তাই অর্হীন্য।'। অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অর্হা [স অর্হ] ক্রি মান্য করা। 'অবোধ পুরুষদিগকে বই আর
কাহাকে অর্হিবে পারে।'। সুধাকর, ১৮৩১।

অলংকার [স] বি গয়না। 'দিক অলংকার সোডে সোন্দর সরির।'।
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অলংকোরশিল্প [স] বি গহনার নির্মাণকলা। 'অলংকোরশিল্পে এই
সুদৃশ্য রেখা ব্যবহার করা হয়।'। অবন, ১৯২৫।

অলংকার্য, অলঙ্কার [স] ১ বি উপমা। 'সেটাকে আবার আর-একটা
বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।'। রবীন্দ্র,
১৮৮৩। ২ বি কাব্যের উপমা-রূপকাদি। 'অলংকারশাস্ত্রে কৃত্রিম
আইনের জোরেই ...।'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ অলঙ্কার

অলংকোরশাস্ত্র [স] বি কাব্য বা সাহিত্যের অলংকারণসংক্রান্ত বিদ্যা।
'অলংকোরশাস্ত্রে কৃত্রিম আইনের জোরেই ...।'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অলংকৃত [স] বিণ সজ্জিত। 'অলংকৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ
...।'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অলংঘনীয় [স] বিণ লঙ্ঘন করা যায় না এমন। 'ব্যাকের এই অলংঘনীয়
বাবুলে।'। দর্পণ, ১৮১৯।

অলংঘ্য [স] বিণ লঙ্ঘন করা অসম্ভব এমন। 'অলংঘ্য দেবীর বর/
তবু প্রাণনাথ মোর ...।'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

অলক [স] ১ বি কানের পাশ, কপাল ও গাল দুয়ে থাকা ছোট্টা চুল।
'অলক কপালে যেন কমলেন্ত অলি।'। আলগল, ১৬৮০; 'আঁধার-
অলক কপালের শোভা করিতেছিল গো পান।'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২
বি শরীরে লাগানো কুমকুম। 'অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে।'।
রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অলকগোছা [স অলক+গোছা] বি চুলের গুচ্ছ। 'কস্তুরীর মতো
কালো পশমিনা অলকগোছা দুদিয়ে দুদিয়ে বললে ...।'। নজরুল,
১৯২২।

অলকতিলক [স] বি অলকের কাছে আঁকা তিলক। 'অলক তিলক
করে কেহো পরেও কঙ্কল।'। মাল্যধর, ১৫০০।

অলকদাম [স] বি কানের পাশের চুলের গুচ্ছ। 'অলকদাম
রত্নরাশিতে শোভিত হয়।'। বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অলক-বন্ধন [স] বি খোঁপা। 'আমার লতার একটি মুকুল ... রেখো
তোমার অলক-বন্ধনে।'। রবীন্দ্র, ১৮১৭।

অলকবিলিখিত [স] বিণ কপাল ও কপালের দৃ ধারে কুলে থাকে
এমন। 'সুরেশ্বরী শটীর অলকবিলিখিত মুক্তার মালায় মতো।'। রবীন্দ্র,
১৯০১।

অলকস্তবক [স] বি চুলের গোছা। 'অলকস্তবক অতুণ নিঃশ্বাসে শুধে
বললুম ...।'। মুক্ততারা, ১৯৬০।

অলকান্ত [স অলক-অন্ত] বি কেশগুচ্ছের শান্তভাগ। 'হেরি সুন্দরীরে,
তুয়া অলকান্ত তুলি, রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে।'। মাইকেল,
১৮৬০।

অলকাতিলক, অলকাতিলকা [স অলক+স তিলকা] বি অলকের
কাছে কপালে অঙ্কিত তিলক। 'পহিলিই অলকাতিলকা করি সাজ

অলকাবলী

বহিষ্ণ লোচনে কাজর রাজ্য । বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'অলকা তিলক
কিবা ভালের উপারে ।' বদু, ১৫৭০।

অলকাবলী [স অলক-আবলী] বি কেশরাশি। 'মুক্ত অলকাবলী
উড়িয়া উড়িয়া দোল খাইতেছে ।' সিরাজী, ১৯১৮।

অলকা [স আলোকা] ১ বি কপালে ব্যবহৃত অলঙ্করণ-বিশেষ। 'মৃগমদ
পঙ্ক অলকা ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি অলক। 'কপোলে দুলিছে
কিবা শ্যামল অলকা ।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অলকা [স] বি (পুরাণ) হিমালয়ের উপরে অলকানন্দা নদীর তীরে
অবস্থিত কুবেরের পুরী। 'যাও লক্ষ্মী অলকা, যাও লক্ষ্মী অমরায়া ।'
রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অলকা-ভবন [স] বি কুবেরের বাড়ি। 'বাহিতে বারতা তার অলকা-
ভবনে ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

অলকানন্দা [স] বি পুরাণোক্ত ঋণে অবস্থিত নদী-বিশেষ। 'আশার
অলকানন্দা বহায়িলে ।' সূর্যসুত্র, ১৯২৮।

অলকাপুরী [স] বি পুরাণোক্ত ধনদেবতা কুবেরের পুরী। 'সে আমাকে
কোন অলকাপুরীতে, কোন চিরযৌবনের রাজ্যে ... আকর্ষণ করিতে
থাকে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অলকাভিলকা দ্র অলকা

অলকুস বি আলজিভ। 'ওনিনের অলকুসের উপরে চাইপা বইল ।' হাসান,
১৯৬৪।

অলকুখ [স অলক্য] বিণ অগোচরীভূত। 'সঅসবেষণ সন্নয় বিআরোঁতে
অলকুখলকুখণ ন জাই ।' চর্যা ১৫, ১২০০।

অলকু [স] বি আলতা। 'এক ঘটি জলে কিকিৎ অলকু তুলিলে ...'
অক্ষয়, ১৮৫২।

অলকু-আভাস [স] বি আলতা রঙের আভাস। 'নিরুদ্দেশে পড়িলে ধরা
অলকুস অলকু-আভাসে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অলকুরাগ [স] বি লাল আভা। 'অধরে ও কপোলে অলকুরাগ
চিত্রিত ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অলকাক্ত [স] বিণ আলতায় রঞ্জিত। 'অলকাক্ত ভাল ভাগ কার কাছে
পাও হে ।' ভারত, ১৭৬০।

অলকক [স] বি আলতা। 'চূপড়িতে ঘসা যামা আর অলকক ।'
ভবানী, ১৮২৫।

অলককরঞ্জিত [স] বিণ আলতা-রাজ্য। 'অলককরঞ্জিত চরণ
দুইখানির সরম-মধুর গমন-ভঙ্গিয়া ... ।' বনমূল, ১৯৩৬।

অলক [স অলক্য] বিণ অগোচরীভূত। 'অলকলখচিত্রা মহাসুর্দে ।' চর্যা
৩৪, ১২০০।

অলক [স অলক্ষী] বিণ শ্রীহীন। 'পূর্বরূপ সোভা নাঞি অলক চরিত ।'
মালাধর, ১৫০০।

অলক্ষ [স] ১ বিণ অগত। 'অতএব সবি একি অলক্ষণ রীতি ।'
মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি অগত লক্ষণ। 'ভুতের ভয়, ডাইনের
আপদা, অমূলক অলক্ষণ, শুভাস্তত দিন ক্ষণ ... ব্যাণ্ড ইইয়া
রহিয়াছে ।' অক্ষয়, ১৮৪৯; ইংরেজরা এক টেবিলে তেরোজন খাওয়া
অলক্ষণ মনে করে ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অলক্ষণা [স] বিণ অপণা। 'কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর ।'
ভারত, ১৭৬০।

অলক্ষণী [স অলক্ষণী] বিণ ঐশ্বর্যবান পাণ্ডবী প্রেমহীন হস্তাঙ্কুর

অলক্ষণী বলা রীতি আছে ।' জ্ঞানকোষদায়, ১৮৫২।

অলক্ষণে [স অলক্ষণ] বিণ অলক্ষণযুক্ত। 'হিজড়ের মুখ দেখে
যাত্রার মতো অলক্ষণে কোনো কিছু আছে কিনা জানি না ।' নজরুল,
১৯২৪।

অলক্ষন [স অলক্ষণ] বি কুলক্ষণ। 'বহিষ সকল মিথ্যা অসুভ
অলক্ষন ।' মালাধর, ১৫০০।

অলক্ষিত [স] ১ বিণ দিশেহারা। 'কোন দিকে যাইমু আঁকি হই
অলক্ষিত ।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ নজরে পড়েন এমন।
'বিপক্ষবর্ণের অলক্ষিত হইয়া কাফররাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ
করিলেন ।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

অলক্ষিতভাবে [স] ক্রিবিণ অগোচরে। 'ভিতরে ভিতরে
অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অলক্ষিতে [স] ক্রিবিণ অজ্ঞাতসারে। 'যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া
চলিলা/ অলক্ষিতে যাই সিকুজলে ঝাঁপ দিলা ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০;
'অলক্ষিতে সজ্জ আসী মিলিল পাসএ ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অলক্ষুণে, অলক্ষুণে, অলক্ষুণে [স অলক্ষণ] ১ বিণ অপণা।
'অলক্ষুণে মেয়ে দেখে না মাঠের মতো কপাল ... ।' রবীন্দ্র,
১৯৩৪; 'কি অলক্ষুণে ডাক ।' বনমূল, ১৯৩৬। ২ বি যার লক্ষণ
খুবই ... এমন ব্যক্তি। 'অলক্ষুণের চেহারা দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে
না ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অলক্ষী [স] ১ বি ক্রী দুর্ভাগ্য। 'অলক্ষী ধাইল লৈয়া যত দুঃখ ক্রেশ ।'
আলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ ক্রী কুলক্ষণযুক্ত। 'আমরা অলক্ষী হয়ে
যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অলক্ষী-আশ্রিত [স] বিণ দুঃ 'কোন অলক্ষী-আশ্রিত বালক ইহার
রেণুয়ার নষ্ট না করিতে পারে ।' শরৎ, ১৯১৭।

অলক্ষী বিদায় [স] বি পূজাবিশেষ। 'ঘরের বাহিরে একটি পূজা চলে;
তাকে বলা হয় অলক্ষী বিদায় ।' অবন, ১৯১৯।

অলক্ষীয়া [স অলক্ষী] বিণ অলক্ষুণে। ওয়া, ১৭৮৫।

অলক্ষ্য [স] ১ বিণ লক্ষণোচর নয় এমন। 'মহাতেজ ধরি বেশ অলক্ষ্য
লক্ষণ ।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ অদৃশ্য। 'কোনো অলক্ষ্য কেন্দ্রের
চতুর্দশ্যে আবর্তকোষ ... ক্রমাগত ঘুরিতেছে ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।
৩ ক্রিবিণ অগোচরে। 'এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না
লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিল ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বিণ অজ্ঞাত।
'অন্তরে গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের উত্তীহাসই ... ।'
রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বি শূন্য। 'ছলে পালন উত্তীহাসে অলক্ষ্যের
পানে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বি যাকে দেখা যায় না। 'হে অলক্ষ্য,
তোয়ার প্রসাদ আমি মাগি ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৭ বি যা দেখা যায়
না। 'বারবার হাকে, চাই, আমি চাই। ছোট্টে অলক্ষ্য পানে ।' রবীন্দ্র,
১৯৩৬। ৮ বিণ অজানা। 'সাজো সাজো, ডাকে কোনো অলক্ষ্য
আদেশ ।' হেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

অলক্ষ্যত [স অলক্ষ্য] ক্রিবিণ অলক্ষ্যে। 'বিভিন্ন দাবি ইচ্ছায়
অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অলক্ষ্যতম [স] বিণ লক্ষ করা অত্যন্ত কঠিন এমন। 'বিশ্বের সুস্বতম
পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্য ... ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অলক্ষ্যপূর [স] বি অন্তর্য। 'ওর চিত্রের অলক্ষ্যপূরে এসরাজে
মূলতানের মিডে মূর্নোয় ... ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অলক্ষ্যপূর [স অলক্ষ্যপূর] বিণ ঐশ্বর্যবান পাণ্ডবী প্রেমহীন হস্তাঙ্কুর

অলক্ষ্যভাবে ... অধিকার করিয়া আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অলক্ষ্যে [স। ক্রিবিণ অগোচরে।] 'অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেঁধন করে ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অলখ [স অলখ্য।] ১ বিণ দৃষ্টির অগোচর। 'অলখ নিরঞ্জন মহারব উঠে বন্ধন টুটে করে ভয়ভঞ্জন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ দেখা যায় না এমন। 'চাঁদের মতো অলখ চাঁদে জোয়ারে ঢেউ তোলাব।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বিণ অজেনা। 'অলখ দেশে হৃদয় চানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ৪ বিণ গোপন। 'নয় ওরে বুজে বেড়ায় পায় না ঠিকানা, অলখ পথেই যাওয়া আসা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

অলখডোর [স অলখ্য।] বি অদৃশ্য বন্ধন। 'মালিকাটি নিয়ে মোর/একি বাঁধিলে অলখডোর।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

অলখবিহারী [স অলখবিহারী।] বিণ দৃষ্টির বাইরে বিচরণকারী। 'তিমিরবিহারী অলখবিহারী।' নজরুল, ১৯৩১।

অলখিত [অলখিত।] বিণ আড়ালে আছে এমন। 'বাজে অলখিত তারি চরণে ... নৃপধর ধনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অলখিতে [অলখিতে।] ক্রিবিণ অজ্ঞাতে। 'অলখিতে হমে হেরি বিহঙ্গি খোর। জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অলঙ্কার [স।] ১ বি গহনা। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পৌরব। 'উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির বহুকালাবধি অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৩ বি উপহার। 'তোমার হৃদে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ অলংকার

অলঙ্কারপত্র [স।] বি গয়নাগাতি। 'বিয়েতে যৌতুক দেবার জন্য অলঙ্কারপত্র তৈরী করিয়ে রাখেন।' বেগম, ১৯৬৮।

অলঙ্কৃত [স।] বিণ সজ্জিত। 'নানাবিধ জঙ্ঘর প্রতিমূর্তিতে অলঙ্কৃত ছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অলঙ্কারী [স অলঙ্কার।] ক্রি অলঙ্কৃত করে। 'অলঙ্কারী কলম কুলয়-দলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

অলঙ্কার [স।] বি ভাষার সৌন্দর্য বাড়ায় এমন গুণাবলি। 'কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

অলঙ্কারগ্রন্থ [স।] বি অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। 'সরস্বতী কল্যাণ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অলঙ্কারগ্রন্থি [স।] বিণ সাজসজ্জা পছন্দ করে এমন। 'অসত্যমাত্রেই অভ্যস্ত অলঙ্কারগ্রন্থি।' প্রমথ, ১৯২০।

অলঙ্কারবর্জিত [স।] বিণ কারুকার্যহীন। 'কবরটি ... এতই অলঙ্কারবর্জিত যে তার বর্ণনা দিতে পারেন।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

অলঙ্কারবাগীশ [স।] বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। সেবধি, ১৮৪০।

অলঙ্কারভক্ত [স।] বিণ সাজসজ্জাগ্রন্থি। 'পুরুষেরাও যথেষ্ট পরিমাণে অলঙ্কারভক্ত।' প্রমথ, ১৯২০।

অলঙ্কারশাস্ত্র [স।] বি কবিতার অলঙ্কার সংক্রান্ত বিদ্যা। 'অলঙ্কারশাস্ত্র বিলুপ্ত বৃত্তিতে।' বঙ্কিম, ১৮২২; 'তুমি যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের ছাত্রদেরও ছাড়িয়ে উঠলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অলঙ্কৃত [স।] ১ বিণ ভূষিত। 'দিয়া মাগ্য চন্দন নানা রত্ন-আভরণ অলঙ্কৃত করিব সকল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ গুণাবিত। 'ভিনি যেন সর্বগুণে অলঙ্কৃত হন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অলঙ্ [স অলঙ্।] বি কামড়াব। 'অলঙ্কার অলঙ্কে উল্লস হয় গা।' মনিকরাম, ১৭৮১।

অলঙ্জনীয় [স।] ১ বিণ লঙ্ঘন করা যায় না এমন। 'বিধাতার অলঙ্জনীয় বিধির অবশ্যম্ভাবিতা কে নিবারণ কতে পারে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ অবশ্য পালনীয়। 'তাঁহার আদেশ অলঙ্জনীয়।' মশাররফ, ১৮৮৫।

অলঙ্ঘ্য [স।] ১ বিণ লঙ্ঘন করা কঠিন এমন। 'অলঙ্ঘ্য সাগর রহিতে নাই স্থল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ লঙ্ঘন করা অনুচিত এমন। 'অলঙ্ঘ্য পছন্দে মুক্তি করিল প্রবেশ।' সুলতান, ১৭০০।

অলঙ্ঘ্য [স অলঙ্ঘ্য।] বিণ নির্লঙ্ঘ্য। 'বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলঙ্ঘ্য কৌতুহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অলঙ্ঘ্যতা [স অলঙ্ঘ্যতা।] বি নির্লঙ্ঘ্যতা। 'অক্টোই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলঙ্ঘ্যতাই আটের পৌরুষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অলঙ্ঘ্য [স।] বি লঙ্ঘ্যহীনতা। 'ব্রহ্ম অলঙ্ঘ্য চেয়েছিলে অযাচিত উপহার দিতে।' সূচীন্দ্র, ১৯২৯।

অলঙ্ঘ্য [স অলঙ্ঘ্য।] বি লঙ্ঘ্যহীনতা। মানেএল, ১৭৪৩।

অলঙ্ঘ্য [স অলম্+জাল।] বি উপদ্রব; উৎপাত। 'ছাড়ই অলঙ্ঘ্য না কর কাচাল।' বড়ু, ১৪৫০।

অলঙ্ঘ্য [স অ-লঙ্ঘ্য।] বিণ অনড়। 'ধন্ব হই রহিল শরীর অলঙ্ঘ্য।' শ্রীশঙ্কর, ১৬৮০।

অলঙ্ঘ্য [স অলঙ্ঘ্য।] বিণ কাম। 'ধনী অলঙ্ঘ্য বয়সী বালা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অলবজা [স অলবজ্জি।] বিণ কাজ ফেলে রাখে এমন; অলস। 'মেয়ে বড় অলবজা।' প্যারী, ১৮৬০।

অলবণ [স।] বিণ লবণহীন; আলুনি। 'হাসিআ পরশে অলবণ রাখে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অলব্ধ [স।] বি পাওয়া যাবে না যা। 'অলব্ধ লাভের চেঁচা উচিত নয়।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুছর ইহা উঠে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অলব্ধ [স।] বিণ লাভ করা যায় না এমন। 'যে অপ্রাপ্ত্যে অলব্ধ - যার মুখ দেখা যায় না প্রত্যক্ষ-ক্ষেপে।' অমিত্রা, ১৯৫০।

অলভ্য [স।] বিণ অপ্রাপ্য। 'সিক্তিমাত্রেই আমাদের অলভ্য।' অন্নদা, ১৯২৮।

অলমতি বিস্তরণ [স।] বি চিঠির সমান্তরীক শব্দ। 'অলমতি বিস্তরণে।' দর্পণ, ১৮২৫।

অলম্পট [স।] বিণ লম্পট নয় এমন। 'মিশ্র বৈষ্ণব শাস্ত্র/অলম্পট শুদ্ধ দান্ত/ধনভোগে নাহি অভিমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অলম্পট [স।] বিণ অলম্পট। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

অলম্পট [স।] বি পৌরাণিক রাক্ষসবিশেষ (গালি হিসেবে ব্যবহৃত)। 'এই কি প্রণয়-নিবেদন রীতি/জংলি বান্দর অলম্পট।' নজরুল, ১৯৩৯।

অলম্পট [স।] বি (তত্ত্ব) দেখের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গান্ধারী পুষ্যা হতী জিহ্বা যশস্কীর্ণা অলম্পট কুলশীলী আর শক্তিী এই দশ নাড়ী হোস্তে প্রধান দুই পুনি।' সুলতান, ১৭০০।

অলরাইট [স।] - ঠিক আছে। 'অলরাইট! শুভ মর্নিং স্যার, বলে এন্টেসন মাস্টার নিশেনটা তুলেন।' হেতাম, ১৮৬১।

অলরাউড [স।] বিণ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'মিনি সবর উপরওয়ালা

সবসেরা অলরাউন্ড ফিজিসিয়ান।' শিবরাম, ১৯৭০।

অলঙ্কার [স অলঙ্কা] বিণ নির্লঙ্ক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অলস [স] ১ বি আলস্য। 'জ্বাথত্থা সয়ন অলস সুবেস কত।' *মাগাধর*, ১৫০০; 'অলসে অবশ অঙ্গ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি উদামহীনতা। 'অতন্ অলসে, রহিল বসি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৩ বিণ অকর্মণ্য। 'তাহারা সান্তিগয় ভোগশালী অলস মনুষ্যদিগের ভোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ বিণ মধুর। 'কোন হুয়াতে কোন উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৫ বিণ মৃদু। 'দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আগন্তির ক্ষীণ কলশেরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৬ বি অবসর। 'অলস-বেলার খেলার সাধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ভালোবাসা অল্লাদের অলস সময়।' *জীবন*, ১৯৩৬। ৭ বিণ অচল। 'অলস যেন না রয় ডানা দুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৮ বিণ কাজকর্ম নেই এমন। 'অলস দুপুর ধীরে-ধীরে চলে গড়িয়ে।' *নীরেন*, ১৯৫০।

অলসতা [স] বি আলসেমি। 'স্বীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অযত্ন ও অলসতা।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

অলসপনা [স অলস-পণা] বি অলসতা। 'তাইতে কি অলসপনা দেখি তারে।' *লালন*, ১৮৯০।

অলস-পাখা [স অলসপক্ষ] বিণ গমনে মধুর। 'লালসে অলস-পাখা অলি মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অলসবেলা [স] বি কাজহীন সময়। 'রৌদ্র-মাখানো অলসবেলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

অলসিত [স] ১ বিণ আলস্যপূর্ণ। 'মুদিত নয়ানে দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মতো, শ্যামের কোলে রাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ বিণ জড়িমাজ্জড়িত। 'এখনো কেন অলসিত অঙ্গ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

অলসটার [ই আলসটার] বি দীর্ঘ শীতবস্ত্র; ওভারকোট। 'অলসটার অলসটার একবার খুলে মকিং ক্যাপটা মাথায় ভালো করে এঁটে দিলাম।' *সামন্ত*, ১৯৬৭।

অ-লাজুক [অ+লাজুক] বিণ লজ্জাহীন। 'লাজুক ও অ-লাজুক।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

অলাত [স] বি ক্লান্ত কয়লা। 'চক্রব্রমি ভ্রমে ঘেঁষে অলাত আকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

অলাতচক্র [স] বি ক্লান্ত কাঠ বা অঙ্গার ঘোলে আতনের যে চক্র সৃষ্টি হয়। 'জানি, জানি, এই অলাতচক্রে চক্রব্রমণ।' *বিষ্ণু*, ১৯৩৭।

অলাদ [আ আওলাদ] বি সন্তান। 'শ্রীফাজীল অলাদে নিজাম।' *হালহেড*, ১৭৭২।

অলাবু [স] বি লাউ। 'অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয়।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

অলাভ [স] ১ বি অপ্রাপ্তি। 'প্রিয়তমার অলাভে হতাশ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ বি লোকসান; ক্ষতি। 'প্রজ্ঞাদের প্রকৃত প্রত্যবে অলাভ হয় নাই।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

অলাভজনক [স] বিণ লাভ নেই এমন। 'পাট-চাষ কৃষকের পক্ষে অলাভজনক কারবার হইয়া দাঁড়াইতে বাধ্য।' *সওগাত*, ১৯৪৩।

অলালচি [স অলালস] বিণ নির্লিপ্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

অলি [পা অলি (বঁধ)] বি খাস। 'অলিএ কাশিএ বাট রুহেলা।' *চর্চা* ৭, ১২০০।

অলি [স] বি ভ্রমর। 'ধাওল অলিকুল মাধবি পঙ্খ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অলিকুল [স] বি ভ্রমরের ঝাঁক। 'ধাওল অলিকুল মাধবি পঙ্খ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

অলিজাল [স] বি ভ্রমরপুঞ্জ। 'বিচিত্র করবি-মাল ফিরে তায় অলিজাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অলিদল [স] বি ভ্রমরের ঝাঁক। 'জুটল অলিদল লুটল পরিমল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

অলিপঙ্ক্তিক [স] বি ভ্রমরের দল। 'অনুচর, জোগাইয়া বিবিধ ভূষণ / অলিপঙ্ক্তিক - রতিপতি-ধনুকের গুণ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

অলিরাঙ্গ [স] বি বড়ো ভ্রমর। 'অলিরাঙ্গ আইল কি বা নব জলধর।' *মাগাধর*, ১৫০০।

অলি [আ] বি দরবেশ। 'যহ নবী অলিগণ সব পূজ্যমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অলি [স গল:] বি সংকীর্ণ পথ। 'সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ীর দোকান।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

অলিকুল ৫ অলি

অলিখিত [স] ১ বিণ লিখিত নয় এমন। 'অলিখিত মহাশায়, নীল পত্রলি দিক হতে দিপন্তরে নাহি রাখি ফুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ বিণ যা এখনো লেখা হয়নি। 'বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় এই-সকল ঘটনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ বিণ মৌখিক। 'মিস্ট্রি তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ বিণ শূন্য। 'জন্মের প্রথম গ্রন্থ নিয়ে আসে অলিখিত পাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

অলিখিত লিপি [স] বি বাণী। 'কোন অলিখিত লিপি দক্ষিণের উল্লেখ্য সমীর এনেছিল চিত্রে তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অলিগলি [ই আলিগ? +হি গলি] ১ বি শব্দযোজনের নমুনা। 'বিকৃতিটা আসে এবং মূলশব্দটা পরে, যেমন: আশপাশ অঙ্গিসংকি অলিগলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ বি শিরা-উপশিরা। 'মগজের অলিগলি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ বি গলিযুক্তি। 'যে সকল অলিগলি জ্ঞানিনি কখনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ বি গহীন কোণ। 'বুজ্জ নেব মানসের সব অলিগলি।' *আহসাশ*, ১৯৪৪।

অলিনী [স] বি ভ্রমরী। 'সঙ্গেতে অলিনী নিবাস নলিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অলিদ [স] বি বারাদা। 'মন্দুরা হইতে আনে অলিদের কাছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

অলিদ-ওয়ালা [স অলিদ+হি ওয়ালা] বিণ বারাদায়ুক্ত। 'অলিদ-ওয়ালা কুঙ্কটীরটা আমার ভারি মনে লেগে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অলিড [স] বি জলপাই। 'ছিন্ন অলিড শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অলিড ওয়েল [স] বি জলপাইয়ের তেল। 'দ্রোহ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করতে গিয়ে অলিড ওয়েল ঢাল।' *মুন্ডতবা*, ১৯৫৯।

অলিয়েম [আ] বি অলি; দরবেশ। 'কোরানো হ্রাপ গনিতে পাই অলিয়েম মুরশিদ সাই।' *লালন*, ১৮৯০।

অলীক [স] ১ বিণ অমূলক। 'সকলি অলীক তুই বড় টোটা লোক।' *কেরি*, ১৮০২; 'কথাটি অলীক বলিয়া মনে করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ বিণ অসার। 'এই সকল অলীক আনন্দ' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বিণ মিথ্যা। 'অলীক বারতা কহিয়া বিজয় কারা হতে বাধিবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ বিণ কৃত্রিম। 'দামিনী, ভূমি কি মোরে ভালোবাসা বাসা? অলীক-শব্দ-রোষে জকুটি করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

অলীকত্ব [স] বি অসারত্ব। 'ধর্মের মূল্যের অলীকত্ব দেখিতে পায়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অলীকভাষী [স] বিণ মিথ্যাবাদী। 'তাহারা অলীকভাষী কিংবা অল্প অল্প অচেতন।' সুবীন্দ্র, ১৯২৭।

অলীন [স] বি পুং ভ্রমর। 'অলীন ভ্রমর তার কোশে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

অলুঙ্ঘনে, অলুঙ্ঘণে, অলঙ্ঘনে

অলুপ্তিতব্য [স] বিণ লুপ্ত করা যায় না এমন। 'কুবেরের অলুপ্তিতব্য ধনাগার।' সিকান্দার, ১৯৬৩।

অলুক [স] বিণ লোভহীন। 'অলুকভাবে সমাজের এই পরমখনতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অলুনা [অ+স লবণ] বি লবণ খায় না যারা। 'বাহারা লবণবর্জিত ভোজন করেন, তাহাদিগকে সচরাচর অলুনা বলিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অলেখক [স] বি লেখক নয় এমন ব্যক্তি। 'অলেখকদের ঠাট্টায় আমাদের কিছু এসে যায় না।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

অলেখিকা [স] বি স্ত্রী যে লেখালেখি করে না। 'অলেখিকার কাছ থেকে লেখা আদায়ের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।' সুকান্ত, ১৯৪১।

অলেখা [স] ১ বিণ অদৃশ্য। 'সেই পদ্য পরে শোভে অলেখা ভ্রমর।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ লেখা হয়নি এমন। 'অর্ধেক পড়া বইগুলি তার লেখা ও অলেখা বাতা।' জসীম, ১৯৫১।

অলো [ধন্যনা] অবা (সেখোদন) ওলো। 'বাজাই অলো সহি হেরুঅ বীণা।' চণ্ডী ১৭, ১২০০।

অলোক [স] বিণ অসাধারণ; অলৌকিক। 'অলোকসুন্দর শ্যামলিঙ্গ মরুদেবী আকাজ্যক সমস্ত গ্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অলোকসম্বর [স] বিণ অসাধারণ। 'অলোকসম্বর তাঁর সোপনা, অপরিমিতা তাঁর প্রতিভা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অলোকসাধারণ [স] বিণ অসাধারণ। 'অলোকসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অলোকসামান্য [স] বিণ অসাধারণ। 'অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, মহোৎসাহশীলতা ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অলোকসামান্যতা [স] বি অসামান্যতা। 'কোনো বস্তু লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অলোকসামান্য [স] ১ বিণ স্ত্রী অসাধারণ। 'তাহার অলোকসামান্য সর্বগুণালঙ্কৃত রূপবতী এক কন্যা ছিল।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ লোকদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না এমন। 'এত বড়ো অলোকসামান্য ন্যায়ভীকৃত্য আমার নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অলোকসুন্দরী [স] বি স্ত্রী অসামান্য সুন্দর। 'তোমার গানে সেই অলোকসুন্দরীকে দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

অলোদাজ [ফ] বি ওলোদাজ; ডাচ। ওর্সা, ১৭৮৫। অলোদাজের বিলাত [ফ] >+আ বিলায়ত বি হ্যাণ্ড। ওর্সা, ১৭৮৫।

অলোডা [স] বিণ লোভ নেই এমন। 'সাধ্য দৃষ্টি ক্ষমা অলোডা।' রামরাম, ১৮০২।

অলৌকিক [স] ১ বিণ অস্বাভাবিক। 'অতি অসম্ভব অলৌকিক সব।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিণ অদ্ভুত। 'অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি বোলে।'

বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ লৌকিক নয় এমন। 'অলৌকিক প্রেম চিত্রে লাস্যে চমৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অলৌকিকতা [স] ১ বি অদ্ভুততা। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি অস্বাভাবিক অবস্থা। 'অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অলৌকিকত্ব [স] বি লৌকিক নয় এমন ক্ষমতা। 'পীর পয়গম্বরদের মাজেজা ও অলৌকিকত্ব।' হাই, ১৯৫৪।

অল্টারনেটিভ [স] বি বিকল্প বিষয়। 'চিন্তা কৈরা কোন অল্টারনেটিভ বাইর করতে পারি নাই।' মনসুর, ১৯৪৫।

অল্প [স] ১ বিণ কম। 'জ্ঞেহেন অল্পন দেখি সিসু অল্প বএ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ অসঙ্গত। 'আমরাও নাই অল্প মানুষের সূত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ সামান্য। 'অসম্যাত সাক্ষাত দেলিলা অল্প পাণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বিণ স্বল্পমেয়াদি। 'অল্প পাঠাধিদিগের ২ টাকা কিছু কেতাব হাড়ো।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৫ বিণ সীমিত; সীমাবদ্ধ। 'মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বি সীমিত সময়। 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর বাহা যায়, তাহা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অল্প অল্প [স] ১ ক্রিণ বীরে ধীরে। 'অল্প অল্প তিন বারে পিঅন কুশল।' আলাওল, ১৬৮০। ২ ক্রিণ আশ্বস্তভাবে। 'বাপকে অল্প অল্প মনে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অল্পভীল [স] বি কয় সময়। 'অতি অল্পকালে মদন পাইবেক সিবন।' মুহম্মদ, ১৬০০।

অল্পকালে ক্রিণ কম সময়ের মধ্যে। 'এই প্রযুক্ত যন্ত্রারোপমস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

অল্পক্ষণ [স] বি কিছু সময়। 'অল্পক্ষণমধ্যে [স] ক্রিণ কিছু সময়ের মধ্যে। 'রাজা অর্ধপ্রব্রাহে লক্ষপ্রদানপূর্বক, অল্পক্ষণমধ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অল্পহ্রিৎ [স] বি সামান্য দোষ-ত্রুটি। 'সন্ন্যাসীর অল্পহ্রিৎ সর্বলোকে গায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অল্পজল [স] বিণ সামান্য জল আছে এমন। 'অল্পজল নদী পায়ে হেটে পেরিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

অল্পজানা বিণ কম শিক্ষিত। 'অল্পজানা ও বেশিজানা ত্বিষত গর্ভত গেল সরোবরতীরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

অল্পজীবী [স] বিণ অল্পকাল স্থায়ী। 'তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন।' মাইকেল, ১৮৬১।

অল্পজ্ঞতা [স] বি অল্প জ্ঞান। 'ধর্মশাস্ত্রে ... অল্পজ্ঞতা ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অল্পজ্ঞান [স] বিণ কম বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সেই জন্দি অল্প জ্ঞান করিল আমাকে।' মালাধর, ১৫০০।

অল্পতা [স] ১ বি স্বল্পতা। 'বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিগ্রহের বাহুল্য।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বি ঘাটতি। 'পিতামাতার মনোযোগের অল্পতা আছে বটে।' ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি অণুভীরতা। 'জন্মের অল্পতাপ্রযুক্ত, তাহার কোনও চেষ্টাই সফল হইল না।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৪ বি কম মাত্রা। 'তাড়ের অল্পতাকেই শীতলতা বলি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৫ বি অভাব। 'কেবলমাত্র অনুভাবকতার অল্পতা তাহার কারণ নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

অল্পদর্শী [স] বিণ অদূরদর্শী। 'অল্পদর্শী পণ্ডিতাভিনিমিত্তের প্রণলভ

বচন শ্রবণে ... ১ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অঙ্গদিন [স] ১ বি কিছুদিন। 'অঙ্গদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কিছু কাল। 'অঙ্গদিনে অভিসুকটিন সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিন্যাস ইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অঙ্গদূর [স] বি নিকট। 'স্টেশন হইতে অঙ্গদূরে একটি বস্তি।' বিভূতি, ১৯৩১।

অঙ্গদ্রশ্যবী [স] বিণ কম সন্তান প্রসব করে এমন। 'হস্তীর অপেক্ষা অঙ্গদ্রশ্যবী কোন জীবই নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অঙ্গপ্রাণতা [স] বি অঙ্গকাল বাঁচে এমন অবস্থা। 'কেউ তবু হাড়ে হাড়ে আমাদের অঙ্গপ্রাণতাচকি চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করেনি।' জীবন, ১৯৩০।

অঙ্গবয়স [স] বি ভরপ বয়স। 'অঙ্গ বয়সে জামাঞি ইয়াহা চোটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অঙ্গবয়সী [স] বিণ স্ত্রী তরুণী। 'অঙ্গবয়সী বউয়ের অঙ্গহীন ন্যাকামি।' মানিক, ১৯৪০।

অঙ্গবয়স্ক [স] ১ বি কমবয়সী ব্যক্তি। 'অঙ্গবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আত্মা অজ্ঞান রহে।' ফরস্টার, ১৭৯৮। ২ বিণ কমবয়সী। 'একটি কোনো অঙ্গবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অঙ্গবয়স্কা [স] ১ বিণ স্ত্রী কমবয়সী। 'একটি অতি অঙ্গবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বিণ অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'অঙ্গবয়স্কা বিধবা কন্যা একাদশীর দিবস উপবাস করিবে।' তমোলুক, ১৮৭৪।

অঙ্গবিত্ত [স] বিণ দরিদ্র। 'অঙ্গবিত্ত মুমূর্ষুদের জন্যে কটা আরোগ্যক্ষণ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অঙ্গবিদ্যা [স] বি অর্পণ শিক্ষা। 'তবে অঙ্গবিদ্যা ভয়ঙ্করী।' মুদ্রাঙ্কিত, ১৯৩২।

অঙ্গবিস্তর [স] বিণ কমবেশি। 'তাহার অঙ্গবিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'সকলেই অঙ্গবিস্তর বিলিতি মধু পান করেছেন।' প্রমথ, ১৯০৫।

অঙ্গবিস্তরেন [স] বিণ কমবেশি। 'মুছে নেবো ছোটখাটো, পানাবোধ অঙ্গবিস্তরেন ...।' শ্যামসুর, ১৯৩৩।

অঙ্গবুদ্ধি [স] ১ বি সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'বিমর্ষি চাহিঁ পাহে যুগ্ম অঙ্গবুদ্ধি।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন; মুকা। 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অঙ্গবুদ্ধি কহেন।' রামমোহন, ১৮১৯।

অঙ্গবৃষ্টি [স] বি কম বৃষ্টি। 'এর মধ্যবর্তী দেশ অঙ্গবৃষ্টির দেশ।' প্রমথ, ১৯২৫।

অঙ্গবেতনভুক্ত [স] বিণ অঙ্গ বেতনে নিযুক্ত। 'অঙ্গবেতনভুক্ত এসেন্দীয় কর্মচারীদিগকে সততই অসুস্থ দেখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

অঙ্গবেতনিক [স] বিণ কম বেতনে কাজ করে এমন। 'অঙ্গবেতনিক কাজে নিযুক্ত আছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অঙ্গব্যয়ী [স] বিণ অঙ্গ ব্যয় করে এমন। 'ওলন্দাজেরা পরিশ্রমী, অঙ্গব্যয়ী, এবং পরিচ্ছন্ন।' অক্ষয়, ১৮৪১।

অঙ্গভাষী [স] বিণ অঙ্গ কথা বলে এমন। 'সেবধি, ১৮৩৯: 'অঙ্গভাষী দিবাকরের কথার গুরুত্ব বুঝিতেন।' শরৎ, ১৯১৭।

অঙ্গমতি [স] বিণ অঙ্গ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'তিহৌ তোমার দাস মানুষ অঙ্গমতি।' মাল্যধর, ১৫০০।

অঙ্গমসৃণ [স] বিণ খুব মসৃণ নয় এমন। 'তক্তপোষের উপর পাতা মাদুরের অঙ্গমসৃণ সমতল ...।' শওকত, ১৯৭৩।

অঙ্গমাত্রা [স] বিণ কমসংখ্যক। 'এরূপ কৃষক এদেশে অঙ্গমাত্রা দৃষ্ট হয়।' সোমগ্রন্থ, ১৮৬৮।

অঙ্গমূল্য [স] বিণ কম মূল্য। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকা সহিত অঙ্গমূল্যে পাওয়া যায়।' ভবানী, ১৮২৩।

অঙ্গব্যায়ী [স] বিণ অস্থায়ী। 'সৌরভ অঙ্গব্যায়ী বা অঙ্গজীবী নয়।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অঙ্গরাত্রি [স] বি সন্ধ্যার পরবর্তী সময়। 'মজলিস অঙ্গরাত্রে বরখাস্ত হইল।' দর্পণ, ১৮২১।

অঙ্গশিক্ষা [স] বি সামান্য পরিমাণ শিক্ষা। 'অঙ্গ শিক্ষা ও অঙ্গ বলের ... সহজ নিয়ম আর খাটে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

অঙ্গশিক্ষিত [স] বিণ কম শিক্ষাগ্রাণ। 'আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অঙ্গশিক্ষিত যে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অঙ্গশিক্ষিতা [স] বিণ স্ত্রী বেশি শিক্ষিত নয় এমন। 'রূপেও তিনি তাহাকে এই অঙ্গশিক্ষিতা মেয়েটির কাছে জ্ঞান করিতে চান।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অঙ্গশ্রমী [স] বিণ কম পরিশ্রমী। 'বহুশ্রমী এবং অঙ্গশ্রমী।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অঙ্গসংখ্যক [স] বিণ কম সংখ্যক। 'মসজিদটি ছিল কলিকাতার অঙ্গসংখ্যক আহলে-হাদিস মসজিদের অন্যতম।' মনসুর, ১৯৩৫।

অঙ্গসময় [স] বি কিছুকাল। 'অঙ্গসময়ের জন্যে অন্যমনস্কভাবে যোগ দিয়ে উকিল সাহেব।' ওয়ালী, ১৯৬৭।

অঙ্গশুল [স] বিণ সামান্য। 'অঙ্গ-শুল মাহিনাতে একজন মাস্টার দিতে পারো?' প্যারী, ১৮৫৮।

অঙ্গা [স] বিণ স্ত্রী সামান্য। 'সে যে অন্যামিকা অনিত্য মুনুয়ী অঙ্গা।' সৃষ্টি, ১৯৩০।

অঙ্গাকর [স] অঙ্গ-অক্ষর। ক্রিণিগ সংক্ষেপে। 'বক্তব্যাবল্যা গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অঙ্গাকরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অঙ্গাধিক [স] অঙ্গ-অধিক। বিণ কম-বেশি। 'এই আইনের অঙ্গাধিক আলোচনা হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অঙ্গাবশিষ্ট [স] অঙ্গ-অবশিষ্ট। বিণ অঙ্গ বাকি আছে এমন। 'পরে যাহা বাকি রহিল - অঙ্গাবশিষ্ট, অঙ্গ খুদের বৃন্দ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অঙ্গায়াস [স] অঙ্গ-আয়াস। বিণ কম পরিশ্রম। 'ব্যক্তিরদিশের অঙ্গায়াসে তদুপকার হয়।' দর্পণ, ১৮২৬।

অঙ্গায়াসসাধ্য [স] অঙ্গ-আয়াস-সাধ্য। বিণ অঙ্গ চেষ্টায় করা যায় এমন। 'যাহা অঙ্গায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অঙ্গায় [স] অঙ্গ-আয়। বিণ অঙ্গ আয়বিশিষ্ট। 'অঙ্গায় করিবে বুদ্ধি ভাবিয়াহ মনে।' ভারত, ১৭৬০।

অঙ্গাশী [স] অঙ্গ+স আশা। বিণ অঙ্গ আশা আছে এমন। 'এরূপ অঙ্গাশী ব্যক্তির অনশনে প্রাণত্যাগ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অগ্নাহার।স অগ্ন-আহার। বি অগ্ন আহার। 'সে দেশের লোকের অগ্নাহার আবশ্যক।' বঙ্কিম, ১৮২২।

অগ্নাহারী।স অগ্ন-আহারী। বিণ অগ্ন আহার করে এমন। 'প্রণয় নিমিত্ত তিনি অগ্নাহারী।' তমোদ্রু, ১৮৭৪।

অগ্নে অগ্নে ক্রিণ ধীরে ধীরে। 'অগ্নে অগ্নে বাউ তবো অগ্নে চাপািব।' মাল্যধর, ১৫০০।

অগ্নের উপর দিয়া যাওয়া - তুলনামূলক কম ক্ষতি হওয়া। 'এবারে বোধহয় অগ্নের উপর দিয়ে যাবে।' সুকান্ত, ১৯৪৪।

অগ্নোত্তর।স অগ্ন-উত্তর। বিণ বেশি উচু নয় এমন। 'উচ্চভূমি এবং অগ্নোত্তর মেঘও ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অগ্নেয়ে।স অগ্ন-। বিণ অগ্নেয়। 'ও রে বুড়ো আঁটকুড়া নারদা অগ্নেয়ে।' ভারত, ১৭৬০।

অশক্ত।স। ১ বিণ শক্তহীন। 'নাড়িতে নারএ হস্ত অশক্ত হইল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ মজবুত নয় এমন। ওর্ডা, ১৭৮৫। ৩ বিণ অক্ষম। ওর্ডা, ১৭৮৫; 'আপনার কাজ আপনি করিতে অশক্ত।' তারিণী, ১৮০৩; 'বাল্পের গুণ অনভিজ্ঞ থাকাতো দ্রুতগামী বাস্পীয় পোত নির্মাতো অশক্ত ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি ভিত্তি ব্যক্তি। 'হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বিণ দুর্বল। 'বাহিরে অশক্ত সে শিতভিত্ত যা পুঞ্জিয়া ফেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অশক্তা।স। বিণ স্ত্রী অসমর্থ। 'স্রাস্তা শবরী অশক্তা বহিবারে।' মণীশ, ১৯৩৯।

অশক্তি।স। বি দুর্বলতা। 'লাগলে সেবায় অশক্তি তোর আপনি হবে মিছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অশক্য।স। ১ বিণ অসত্য। 'কহিতে অশক্য কথা না যাএ কহন।' আলোক, ১৬০০। ২ বিণ অসাধ্য। 'যদি সে অশক্য কর্ম করিবারে পারে।' সুলতান, ১৭০০।

অশঙ্ক।স। বিণ শঙ্কাহীন। 'কটক-অশঙ্ক রে নির্ভীক।' নজরুল, ১৯২৪।

অশঙ্কিনী।স। বিণ স্ত্রী শঙ্কাহীন। 'আমারে প্রেমের বীর্ষ্য করে অশঙ্কিনী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অশঙ্কিত।স। বিণ শঙ্কিত নয় এমন। 'তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আবৃষিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

অশঙ্কেত।স অসঙ্কেত। বিণ পূর্বনির্ধারিত (মিলনহান)। 'তথাহো চাইঅ চাইহ অশঙ্কেত থানে।' বহু, ১৪৫০।

অশশ।স অশশ্য। বি অশশ ঘাছ। 'অভিদুর অশখের ছায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

অশশতল।স অশশতল। বি অশশ ঘাছের তলা। 'পথের ধারে অশশতলে মেয়েটি বেলা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অশন।স। ১ বি আহার। 'পবন অশন করে জানহ ডুজঙ্গ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি খাদ্য। 'যদি তাহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপপত্ন কর্তৃক অশন বসনের উপায় হয়।' দর্পণ, ১৮৩৬।

অশনপ্রথা।স। বি ভোজনপ্রথা। 'ধন্যাতোর অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরণ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অশনবসন।স। বি অন্নবস্ত্র। 'ঘরে ঘেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অশনা।স। বি ক্ষুধা। 'হয় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা অশনার

পীড়িত।' মাইকেল, ১৮৬০।

অশনি।স। ১ বি বজ্র। 'মহাযোগী অশনি সহিতে পারে বৃকে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি বিপদ। 'অশনি সংকেত।' বিভূতি ১৯৫৯।

অশনিনিবাদ।স। বি বজ্রপাতের শব্দ। 'গভীর অশনিনিবাদে সমস্ত অবনীমণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অশনিপাত।স। বি বজ্রপাত। 'ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অশনি-মহানিনাদ।স। বি বজ্রের ভয়ানক শব্দ। 'গাও রে শত অশনি-মহানিনাদে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

অশনি-রণ।স। বি বজ্রের যুদ্ধ। 'শনির সহিত অশনি-রণ।' নজরুল, ১৯৩০।

অশনি সংকেত।স। ১ বি ভয়ানক সংকেতের আভাস। 'অশনি সংকেত।' বিভূতি, ১৯৪৪। ২ বি বিজ্ঞপির আলো। 'পার হতে পারো যদি একবার অশনি সংকেতে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

অশনিসম্পাত।স। বি বজ্রপাত। 'অশনিসম্পাতশব্দ হইতে ... ভীমতর কোলাহল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অশদ।স। বিণ শব্দ নয় এমন। 'অনেক স্বর আমাদের নিকট অশদ।' জগদীশ, ১৮৯৫।

অশমিত।স। বিণ অপ্রমিত। 'অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাদিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অশরিফ।স অ+আ শরিফ। বিণ সম্মানিত নয় এমন। 'অশরিফ মোহল-মানসপক্ষে ...।' এসলাম, ১৯১৯।

অশরীর।স অশরীরী। বিণ দেহহীন। 'যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

অশরীরি।স অশরীরী। বিণ নিরাকার। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'প্রত্নতীর অশরীরি হালির মতো ভয়ঙ্কর।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

অশরীরী।স। ১ বিণ নিরাকার। 'এমন অশরীরী আত্মার বক্ষ্যস্থল কিরূপে যে অক্ষমকে আর্দ্র হইয়াছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বি কাশ্যনু য়া। 'অনন্তকে অশরীরীকে অতীন্দ্রিয়কে তিনিও এই সকলের মধ্য দিরাই ফুটাইয়া ধরিয়াছেন।' সবুজ, ১৯২১। ৩ বিণ বাস্তবতাহীন; কল্পিত। 'প্রেম নামক আকাশকুসুমের অশরীরী গন্ধে আমরা ঈশং মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলাম।' প্রমথ, ১৯৩৩।

অশাত।স অসত্য। বিণ নিদারুণ। 'গুনিয়া স্বামীর তুড়ে বচন অশাত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অশান্ত।স। ১ বিণ ভয়ানক। 'অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বিণ অস্থির। 'ভ্রান্ত ও অশান্ত বসন্ত হইয়া ... চৌধুরীদি বৃত্তিতেই বীর্ঘ্য প্রকাশ করেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বিণ আবেগ-আতুল। 'কুখিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বি চাক্ষুষপূর্ণ তরুণ। 'আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অশান্তি।স। ১ বি শান্তি নেই যেখানে। 'বিত্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি অস্থিরতা। 'মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিরোধের ভাব উপস্থিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি কষ্ট। 'তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিপ্লববিপদ সহ্য করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি সংস্কৃত অবস্থা। 'বিপ্লববিরক অশান্তির মূল কারণ আমাদের অদূরদর্শিতা।' বেগম, ১৯৪৭।

অশান্তি-ঐশ্বর্য।স। বি অশান্তিকর ঐশ্বর্য। 'প্রবাল হার পরা শীলাঙ্গী

অশান্তিকর

নীলাম্বুজের ঝড়-ঝঞ্ঝার অশান্তি-ঐশ্বর্য আমি চাইনি।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

অশান্তিকর [স] ১ বিণ যন্ত্রণাদায়ক। 'একটু অশান্তিকর বলেই মনে হয়।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বিণ অশান্তিপূর্ণ। 'অশান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে থাকে।' বেগম, ১৯৪৮।

অশান্তি-ভরা [স] অশান্তি+ভরা। বিণ কলহপূর্ণ। 'বেড়ার ও ধারে অশান্তি-ভরা মন্ত সংসারটি।' মানিক, ১৯৪০।

অশান্তিময় [স] বি অশান্তি সৃষ্টির ময়। 'অশান্তিময় পয়েছে তুমি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অশান্তিময় [স] বিণ অস্থিতিশীল। 'পূর্বোক্ত দেশগুলি অশান্তিময়; অশান্তিপূর্ণ, অরাজকতা প্রভৃতি ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

অশান্তির আগুন বি অস্থিরতার যন্ত্রণা। 'অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে গেলে আমার প্রাণে।' নজরুল, ১৯২২।

অশালীন [স] ১ বিণ অশিষ্ট; অপোহন। 'অশালীন হামলার প্রতিবাদে বিধিবিদ্যালয়ের ...।' বেগম, ১৯৬৯। ২ বিণ ক্ষতিকর। 'গা থেকে মাথায় ওঠে অশালীন বীজাণুবিস্তার।' শব্দ, ১৯৭৩। ৩ বিণ অশ্রীল। 'কনিম আওড়াল কয়েকটি অশালীন শব্দ।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৫।

অশালীনতা [স] বি অদ্ভুত। 'সর্বপ্রকার অশ্রীলতা, অশালীনতা ও বেহায়াপনার কঠোরভাবে মুসোপাটন করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৬৮।

অশাসনীয় [স] বিণ শাসন করা যায় না এমন। 'প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অশাসিত [স] বিণ শাসনবহির্ভূত। 'অশাসিত রাজ্যের ন্যায় বহুখ্যাম এবং সংপত্তী রাজধানীত্যাগিত খেচ্ছাচার।' সুধাবর্ণন, ১৮৫৫।

অশাস্ত্র [স] বিণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 'অনেক লোক অশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮২১।

অশাস্ত্রজ্ঞ [স] বিণ শাস্ত্র জানে না এমন। 'এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অশাস্ত্রীয় [স] ১ বিণ শাস্ত্রসম্মত নয় এমন। 'অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ব্যবহার দুষ্ট বলিয়া মানা করান।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ ধর্মবিরোধী। 'এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অজ্ঞত ও অশাস্ত্রীয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিণ চিকিৎসাশাস্ত্রে অনুমোদিত নয় এমন। '... যতরকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অশাস্ত্রীয়তা [স] বি শাস্ত্রবিরুদ্ধতা। 'বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অশিক্ষা [স] ১ বি লেখাপড়া না-জানা। 'অশিক্ষা সত্ত্বেও চ্যুত্যাঁপট বলিয়া পরিস্রা করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ বি বিকৃতি। 'নিয়মিত বৈরুগো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি শিক্ষার অভাব। 'তুমি বলিবে সেটার কারণ অশিক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অশিক্ষাপটু [স] বিণ শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও দক্ষ। 'অশিক্ষাপটু অভিনেতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অশিক্ষিত [স] বিণ শিক্ষা নেই এমন। 'তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অশিক্ষিতপটু [স] বিণ আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া না-থাকা সত্ত্বেও দক্ষ। 'আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

অশিক্ষিতপটু [স] বি শিক্ষাহীন দক্ষতা। 'তাহার অশিক্ষিতপটু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অশিক্ষিতা [স] ১ বি স্ত্রী যার শিক্ষা লাভ হয়নি। 'অশিক্ষিতা পক্ষপাতময়ী বস্তুমিথে আসিয়া অনুগ্রহ করিল।' বিনোদিনী, ১৮৭৫। ২ বিণ স্ত্রী শিক্ষা পায়নি এমন। 'তাহার অশিক্ষিতা গৃহকার্যেরা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি রূপগণ সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অশিথিলীকৃত [স] বিণ শিথিল বা মৃদুর করা হয়নি এমন। 'অশিথিলীকৃত বেশে চলিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

অশিব [স] বিণ অমঙ্গল আনয়নকারী; অন্তত। 'অশিবময় পড়তে পড়তে রাত্তা দিয়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অশিবনানিশী [স] বিণ স্ত্রী অশুভকে ধ্বংসকারী। 'অশিবনানিশী চট্ররূপ।' নজরুল, ১৯২২।

অশিষ্ট [স] ১ বিণ অব্যব। 'নর সব ভোলাই কহে বচন অশিষ্ট।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ শিষ্টাচারবর্জিত। 'পর্কতঃ চোয়াড় লোকেরা নিত্য অশিষ্ট।' ফরাস্টার, ১৭৯৬। ৩ বিণ উগ্র। 'অশিষ্ট অগ্নিয় ব্যবহার যাবের স্বভাবত আসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অশিষ্টতা [স] বি অদ্ভুত। 'গ্রিফিন যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অশিষ্টাচার [স] অশিষ্ট-আচার। বি অদ্ভুত আচরণ। 'তিনি যে যুগযুগের সহিত একদণ্ড উন্মার্পণ্য জ্বলনের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

অশীতি [স] বিণ আশি। 'ইহার মূল্য অশীতি টাকা হইবে।' কেরি, ১৮২১।

অশীতিপূর [স] বিণ আশি বছরেরও বেশি বয়সী। 'যদি একটি অশীতিপূর বৃদ্ধও হয় তবু আপত্তি নাই।' অন্নদা, ১৯২৮।

অশীতিবর্ষবয়স্ক [স] বিণ আশি বছর বয়সী। 'অশীতিবর্ষবয়স্ক ঐ যাত্রা মহোৎসব ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অশীল [স] বিণ অশালীন। 'অশীল নটীগনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

অতচি [স] ১ বি অপবিত্র ব্যক্তি। 'শচী আসি কহে কেনে অতচি ছুইলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্পদ্যারভূত। 'অধিকারীরা অতচি ...।' দর্পণ, ১৮১৮।

অতচিজ্ঞান [স] বি অপবিত্র মনে করা। 'অতচিজ্ঞানে গঙ্গাতীরে অবশানে করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অতচিতা [স] ১ বি অপবিত্রতা। 'এই প্রায়চিত্ত কেবল জেলখানার অতচিতার প্রায়চিত্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি অপরাধ। 'এই দুঃখভোয়ের যে তামসিক অতচিতা, আজ তাহার প্রায়চিত্ত করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অতচিবোধ [স] বি অপবিত্রতার অনুভূতি। 'এই অতচিবোধ অনেকটা কাটিয়া গেল।' মানিক, ১৯৪০।

অতুদ [স] ১ বিণ ভুল। 'অতুদ পড়েন লোক করে উপহাসে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'এই সে অতুদ কর্ম কর তোরা সব।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ সঙ্গত নয় এমন। 'নানান কুখুড়ি দিয়া অতুদ কার্যেত নিয়া ...।' সুলতান, ১৫৫০। ৩ বিণ অসঙ্গত। 'সমুদায় অতুদ বিষয়ে বিরাগ জন্মে, শিক্ষালয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বিণ অতচি। 'ইহাতে তোমাদের

মহাভারত কি অতঙ্ক হইল? রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'ভগীৰথী উদার ধারায় সমুদ্রে এসে মিলেছে, তার সঙ্গে পথে বহু উপানদীর মিশ্রণ ঘটেছে বলে অতঙ্ক ও অপবিত্র ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ বিণ ব্যাকরণসম্মত নয় এমন। 'গা'র শব্দটিকে অতঙ্ক প্রয়োগের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৬ বিণ নিবৃত্ত নয় এমন। 'নিচুই তোমানের মস্ত-উচ্চারণ অতঙ্ক হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অতঙ্কতা [স] বি ভাষা। 'শিতর ভাষার এই অতঙ্কতা এবং স্বকীর্ত্য দেখে যদি শাসন করে সেগুণা যায় ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি অপবিত্রতা। 'সোটা মনের আময়, অতঙ্কতা' অচিহ্ন, ১৯৫০।

অতঙ্কা [স] বিগ্ন দ্বী ভূল। 'তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অতঙ্কা কবিতা ব্যবহার করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

অতঙ্ক [স] ১ বি অমঙ্গল। 'অতঙ্ক নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে।' বিজয়, ১৮৫০। ২ বিণ খারাপ। 'এই অতঙ্ক সাহায়ে আমার অতঙ্ক দুঃখিত।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বিণ ক্ষতিকর। 'অতঙ্কপ্রবৃত্তি প্রয়োজ্যটুকু সিদ্ধ করিয়াই অতঙ্কন করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ অকল্যাণকর। 'এই লক্ষণ অতঙ্ক নহে।' মুদ্রাঙ্কন, ১৯০২। ৫ বিণ অমঙ্গলজনক। 'ধনিতোছে যেন কি এক অতঙ্ক বাণী।' জসীম, ১৯৩৩।

অতঙ্কগমন [স] বি অকল্যাণকর যাত্রা। 'অতঙ্কগমনের প্রতীক্ষায় নিজেকে পথের কাঁড়াল করিয়া রাখে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অতঙ্কত্ব [স] বি অনিষ্টকরতা। 'কখনও কালের অতঙ্কত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অতঙ্কবিষয় [স] বি অমঙ্গলজনক বিষয়। 'এ নাম অতঙ্ক বিষয়ী তাৎ অতঙ্কবিষয় স্বরূপে আইসে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অতঙ্কানুধারী [স] অতঙ্ক-অনুধারী। বিণ অকল্যাণকামী। 'ভগবৎকী অরুণী দেবী কি আমার অতঙ্কানুধারী?' মাইকেল, ১৮৭৩।

অতঙ্ক [স] বিণ সজল। 'হাস্যমুখরা তরল উবার গালের একটরে এক কণা অতঙ্ক অঙ্গুর মতো।' নজরুল, ১৯২২।

অশেষ [স] ১ বিণ অনেক। 'অশেষ মঙ্গলধাম বুলুনা যুবতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অন্তহীন। 'কত অমূলক আশা, কত অশেষ কামনা।' ১৮৯৪। ৩ বিণ সীমাহীন। 'স্বী যদি পতিপ্রাণা না-হয়, তবে অশেষ অসুখের কারণ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ অনিরূপণ। 'আমারে তুমি অশেষ করছ, এমন লীলা তব; ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বি অসীম সত্তা। 'অশেষ সেখা হোলে আনন্দ ঘর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৬ বি পরম সত্তা। 'আমি যে অশেষের গুজারী।' মোতাহের, ১৯৫০।

অশেষতত্ত্ব [স] ক্রিবিণ সীমাহীনভাবে। 'এ পঙ্কের সৃষ্টি ইয়া ... হিন্দুধর্ম বিশেষতঃ প্রশংসনীয় হইতেছে।' পৃষ্ঠচন্দ্র, ১৮৩৫।

অশেষপ্রকার [স] বিণ নানা প্রকার। 'অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অশেষবিধ [স] বিণ নানা প্রকার। 'আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অশেষ-বিশেষ [স] ১ বি বিবিধ কোশল। 'চুর্ণ করে মায়া তার অশেষ বিশেষে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নানা উপায়। 'সর্ব শেষে অশেষবিশেষাবশেষে বাবু বাই বিবি সঙ্গে লইয়া ...' দর্পণ, ১৮২৫।

অশেষ-বিশেষে [স] ক্রিবিণ বিবিধ প্রকারে; বিলক্ষণরূপে। 'তোহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অশেষমতে ক্রিবিণ দারুণভাবে। 'অশেষমতে ধরচ্যুত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অশেষশাস্ত্রার্থবেত্তা [স] অশেষ-শাস্ত্র-অর্থবেত্তা। বিণ অনেক শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'হে মহারাজ! আপনি অশেষশাস্ত্রার্থবেত্তা, আপনি যে একরূপ ব্যবহার করেন সে বড় আশ্চর্য্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

অশোষণকার [স] অশেষ-উপকার। বি বহু উপকার। 'তাহা প্রকাশ হইলে অনেকের অশোষণকার হইবার সম্ভাবনা।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অশেষ [স] অশেষ। বিণ সীমাহীন। 'দিগম্বর ইয়া অশেষ মন্দ বোলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অশোক [স] ১ বিণ সুখী। 'যে সুখের কপালে সেবেই অশোক।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ শোকহীন। 'অশোক শিতর প্রায় এত হাসে এত গায়, কাদিতে দেয় না অসবর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিণ আনন্দময়। 'অশোক অভয় তব প্রেমমুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বি প্রাচীন ভারতের সম্রাট রাজার প্রশিদ্ধ সম্রাট। 'বিধিসার অশোকের ধূসর জগতে।' জীবন, ১৯৪২।

অশোক [স] বি কুলবিশেষ। 'অশোক কিস্তক চূড়া চিতা ঝঙ্খী।' বড়, ১৪৫০।

অশোক-কানন [স] বি অশোক বন। 'একাকিনী-শোকাঙ্কুলা, অশোক-কাননে, কাদনে রাঘব-বাঙ্ক।' মাইকেল, ১৮৬১।

অশোকতত্ত্বক [স] অশোকতত্ত্বক। বি অশোক ফুলের গছ। 'অশোকতত্ত্বক করমুগলে।' বড়, ১৪৫০।

অশোকফুল [স] অশোক-ফুল। বি গাঢ় লালবর্ণের ফুলবিশেষ। 'ফুলনা কি হয় কত তার অশোকফুলের সাথে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অশোকবন [স] বি অশোক বৃক্ষে পরিপূর্ণ বন। 'সীতাকে ... সে অশোকবনে রেখেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অশোকরঙা [স] অশোক-রঙা। বিণ অশোক ফুলের মতো গাঢ় লাল। 'শেত-পত্নীর কপোলে অশোকরঙা লক্ষ্মার মতো।' অন্নদা, ১৯২৯।

অশোকস্তম্ভ [স] বি সম্রাট অশোক কর্তৃক স্থাপিত অনুশাসনলিপিসূক্ত প্রস্তর স্তম্ভ। 'প্রাচীন তাম্রশাসন, অশোকস্তম্ভ ও অন্যান্য জ্ঞানস্তম্ভ লিপি ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অশোচ্যতা [স] বি আনন্দ। 'অট্টালিকায় আপনি যেমন অত্যুত্তম অশোচ্যতার সহিত নির্বাহ করিত।' তারিণী, ১৮৩৩।

অশোভন [স] ১ বিণ শোভাহীন। সেবধি, ১৮৩৯। ২ বিণ অনাকর্ষিত। 'অশোভন অজ্ঞজ্ঞানার্জ বিলাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ বেমানান। 'মেয়েরা বলিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারী অশোভন দেখতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ অশিষ্ট। 'আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষেরা অশোভন আমরার হওয়া অশোভন হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'ভার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অশোভনতা [স] বি শোভা পায় না এমন আচরণ। 'সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রতাহাই কুমার সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অশোভনভাবে ক্রিবিণ নির্জঙ্কভাবে। 'অশোভনভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অশোভনরূপে [স] ক্রিবিণ দৃষ্টিকটুভাবে। 'কথায় ও কাজে অশোভনরূপে বাহির হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অশোয়ার [স] ক্রত তমারং। বিণ অসংখ্য। 'অশোয়ার পেলে বাগ কালকেতু

লোফে । মুকুন্দ, ১৬০০ ।

অশোয়াস [স আশাস] বি আশাস । 'বহুল লঙ্ঘিত তানে দিবা অশোয়াস ।'
সুলতান, ১৭০০ ।

অশৌচ [স] ১ বি মৃতের জন্যে পালনীয় হিন্দু আচারবিশেষ । 'অশৌচের
চিহ্নার্থে কেবল চুলধারণ মাত্র করেন ।' ভবানী, ১৮২৩ । ২ বি
অতীতকাল । 'ততক্ষণ আমাদের অশৌচ ।' রবীন্দ্র, ১৯১১ ।

অশৌচ্যস্ত [স] বিপ্ণ গ্লানিভুক্ত । 'লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার
অশৌচ্যস্ত করিয়াছে ।' অক্ষয়, ১৮৫৫ ।

অশৌচদশা [স] বি আপনজনের মৃত্যুজনিত কারণে দেহ অপবিত্র
এমন অবস্থা । 'পিতৃবিয়োগে ধোবা-নাশিত-বর্জিত অশৌচদশার
মতো শয্যাসনশূন্য ভাব ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১ ।

অশন [স অর্চন] বি অর্চনা । 'সাক্ষাতে সেই প্রভু করহ অশন ।' মালধর,
১৫০০ ।

অশ্ব [স] ১ বি ঘোড়া । 'অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি ।' বাহরাম,
১৬৫০; 'আইসন্ত রাউত সব অশ্বে আরোহণ ।' সুলতান, ১৭০০ । ২
বি যন্ত্রের সক্তি পরিমাপের একক; হর্স পাওয়ার । 'বিশেষতঃ দুই কল
৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ।' দর্পণ, ১৮৩৪ ।

অশ্বকুশলতা [স] বি ঘোড়া চালানোর দক্ষতা । 'আঙের অশ্বকুশলতার
সমক্ষে নানা কাহিনী শোনা যায় ।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬ ।

অশ্বকুরধনি [স] বি ঘোড়ার কুরের আওয়াজ । 'অবিরাম অশ্বকুর-
ধনি ।' হেমেন্দ্র, ১৯৪০ ।

অশ্বচর্যা [স] বি ঘোড়ার নাচ । 'যাঁহার অশ্বচর্যা অর্থাৎ ঘোড়ার নাচ
দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সেখিয়া থাকিবেন ... ।' অক্ষয়, ১৮৪৬ ।

অশ্বচিকিৎসক [স] বি ঘোড়ার চিকিৎসা করে যে । 'তার আদমকে
অশ্বচিকিৎসক এলেন ।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬ ।

অশ্বডিম [স অশ্বডিঘ] বি কালনিক বস্ত্র; ঘোড়ার ডিম । 'পালটেবিল
করাবে সার্ড অশ্বডিম ।' নজরুল, ১৯৩১ ।

অশ্বডিঘ [স] বি অঙ্গীক কলনা; ঘোড়ার ডিম । 'একটি অশ্বাভাবিক
অশ্বডিঘে পরিণত করিয়া বসেন ।' নজরুল, ১৯২২ ।

অশ্বতর [স] বি বচ্চর । 'সে জাতে অশ্ব হলেও গুণে অশ্বতর ছিল ।'
নজরুল, ১৯২৭ ।

অশ্বতরী [স] বি ঝড়ী-ঝড়ী । 'হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প
সম্পত্তি দেবশিল্পের অনুরণনমাত্র ।' বন, ১৯২৫ ।

অশ্বতুল্য [স] বিপ্ণ ঘোড়ার ন্যায় । 'অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের ।' দর্পণ,
১৮৩৪ ।

অশ্বিন্দ্রা [স] বি আঘো ঘুম । 'ভোজনান্তে একবার অশ্বিন্দ্রার ন্যায়
গদ্যগতি যান ।' ভবানী, ১৮২৮ ।

অশ্বপতি [স] বি অশ্বারোহী । 'অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি ।'
বাহরাম, ১৬৫০ ।

অশ্বশাল [স] বি ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক । 'দুট অশ্বশাল, লাভের লোভে,
অশ্বের আহরণ প্রত্যহ ... ।' বিদ্যা, ১৮৫৬ ।

অশ্বপৃষ্ঠ [স] বি ঘোড়ার পিঠ । 'কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে
অশ্বপৃষ্ঠে ।' শওকত, ১৯৫৮ ।

অশ্ববল্লা [স] বি ঘোড়ার লাগাম । 'অশ্ববল্লা দস্তে আবদ্ধ করিলেন ।'
মহাররক্ষ, ১৮৮৫ ।

অশ্ববার [স] বি অশ্বারোহী । 'মহাবেগে সরাকে চালাই অশ্ববার ।'
সুলতান, ১৭০০ ।

অশ্ববিদ্যা [স] বি ঘোড়ার চড়া ও নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল । 'বক্শেশ্বর
অশ্ববিদ্যায় অধিতীয় ।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩ ।

অশ্বমেধ [স] বি কোনো রাজার সার্বভৌমত্ব প্রমাণের উদ্দেশে কৃত
যজ্ঞবিশেষ । 'কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম-সম যেই কহে সে পায়তী
দত্তে ভাঙে যম ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ত্রিপাদ ধরণী দান আইলা
সৈত্যরাজ-ধাম অশ্বমেধ অবসান-দিনে ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

অশ্বরশ্মি [স] বি ঘোড়ার লাগাম । 'বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি
অবহেলে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২ ।

অশ্বারূঢ়া [স] বিপ্ণ স্ত্রী ঘোড়ার চড়ে আছে এমন । 'অশ্বারূঢ়া কেহ;
কেহ বা ভূতলে ।' মাইকেল, ১৮৬১ ।

অশ্বশাল [স] বি আস্তাবল । 'অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া ।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩ ।

অশ্বশালা [স] বি আস্তাবল । 'অশ্বশালা পতিত ।' দর্পণ, ১৮৩৩ ।

অশ্বশাস [স] বিপ্ণ ঘোড়ার নিদ্রাস উঠে যায় এমন । 'শান্ত অশ্বশাস-
গতি ।' নজরুল, ১৯২৫ ।

অশ্বসেনা [স] বি অশ্বারোহী সৈনিক । 'পদাতিক, অশ্বসেনা, শত্রুপুঞ্জ,
শিবির, বাহক আমাদের সকলই গ্রন্থত ।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩ ।

অশ্বসৈন্য [স] বি ঘোড়সওয়ার বাহিনী । 'করেক দল অশ্বসৈন্য
প্রসঙ্গী সৈন্যদলের সহিত আসিয়া বিদ্রোহীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ
করিতে থাকে ।' হিঁতৈষি, ১৮৯৫ ।

অশ্ববাহী [স] বি ঘোড়ার মালিক । 'ইহা দেখিয়া, অশ্ববাহী উহাকে
কৃষিকর্মে নিযুক্ত করিয়া দিল ।' বিদ্যা, ১৮৫৬ ।

অশ্বারূঢ় [স অশ্ব-আরোহী] বিপ্ণ ঘোড়ার চড়ে আছে এমন । 'সেবধি,
১৮৩৯ ।

অশ্বারোহী [স অশ্ব-আরোহী] বি ঘোড়ায় আরোহণকারী । '... এবং
অশ্বারোহী সহিত, নদীতে লঞ্চ প্রদান করিল ।' বিদ্যা, ১৮৬৩ ।

অশ্বাশ [স অশ্বাশ] বি অশ্ব গাছ । 'লইল অশ্বাশপাত বিশাশয় টুপি ।'
রূপরাম, ১৭৫০ ।

অশ্বাশ [স] বি অশ্ব গাছ । 'চতুর্দিশে অশ্বাশগুণী মনোহর ।' বৃন্দা,
১৫৮০ ।

অশ্বাশাছ [স অশ্বাশ+গাছ] বি বট জাতীয় গাছবিশেষ; অশ্ব গাছ ।
'অশ্বাশাছহে তলে কোন দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয়
লইয়াছে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

অশ্বিনী [স] ১ বি স্ত্রী ঘোড়া । 'অশ্বিনী তর্জন করি ধাইল ইন্দ্রাণী ।' মুকুন্দ,
১৬০০ । ২ বি নক্ষত্রবিশেষ । 'অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী ।'
রবীন্দ্র, ১৮৭৮ ।

অশ্বিনীকুমার [স] বি হিন্দুপুরাণমতে শর্পের চিকিৎসক যমজ দুই
ভাই । 'অশ্বিনীকুমার মহাশয় ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০ ।

অশ্বিনীনাগর [স] বি চন্দ্র । 'সেনার বরণ তনু অশ্বিনীনাগর জন্ম ।'
কৃষ্ণরাম, ১৭২০ ।

অশ্বেত [স] ১ বিপ্ণ শ্বেতা নয় এমন । 'নানা জাতির অশ্বেত মানুষদের
একেবারে নির্মূল্য করে উচ্ছেদ করতে পারে ।' সবুজ, ১৯২০ । ২ বিপ্ণ
রং সাদা নয় এমন; যা পৃথকে বেশি যায় হয় না । 'ভারতের শ্বেত-
অশ্বেত হস্তীগুলিকে পুষিবার জন্য ... ।' সওগাত, ১৯৪৬ ।

অশুরী [স] বি পাথুরি নামক রোগ। 'ওর অশুরী হয়েছে স্যার।' শিবরাম, ১৯৪০।

অশ্রদ্ধা [স] ১ বি বিরক্তি। 'অশ্রদ্ধা করিতে।' মানেএল, ১৭৪৩; 'অশ্রদ্ধা হইতে।' মানেএল, ১৭৪৩। ২ বি ঘৃণা। 'বিদ্যার চর্চা থাকিলে পাপ কর্মে অশ্রদ্ধা ও ধর্ম্যে মতি হয়।' গৌর, ১৮২২। ৩ বি তাচ্ছিল্য। 'তাঁহার প্রতি কোনও প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অন্যদের প্রদর্শন করে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'মিত্র আমাদের মধ্যে সীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি যখন তিনি বলেছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি অবহেলা। 'জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বি অভক্তি। 'অধ্যর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা জনো।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বি বিরাগ। 'ধর্ম্যব্যবসারীদিগেরও স্বীয় ধর্ম্যে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৭ বি অসন্ধান। 'একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা।' বিভূতি, ১৯৩১।

অশ্রদ্ধাকর [স] বিণ অসন্ধানজনক। 'এমনতরো অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অশ্রদ্ধিত [স] বিণ অশ্রদ্ধেয়। 'ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশঃ অশ্রদ্ধিত হইয়া আসিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অশ্রদ্ধেয় [স] ১ বিণ অত্যন্ত আপত্তিকর। 'এ প্রকার অশ্রদ্ধেয় হয়ে অভিপ্রায় উদ্ভিষিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫১। ২ বিণ শ্রদ্ধার অযোগ্য। 'তাঁহারা অবশ্য দয়ার পাত্র, অশ্রদ্ধেয় নহেন।' তমোপল, ১৮৭৪।

অশ্রদ্ধেয়তা [স] বি অশ্রদ্ধার ভাব। 'স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্ম্মিলকে রোগের বেদনার চেয়েও ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অশ্রান্ত [স] ১ বিণ অশ্রান্ত। 'জল অশ্রান্ত - অনন্ত - ক্রীড়াশ্রম।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বিণ বিরামহীন। 'তখনও অশ্রান্ত বৃষ্টি চলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ শ্রান্ত নয় এমন। 'রূপস মিনতিবধের অশ্রান্ত কোকিল অতরের আদ্যেদনে ভরিছে নিখিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অশ্রান্তি [স] বি ত্রাস্তাহীনতা। 'প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অশ্রান্তি এবং অতৃপ্তি এবং অসীমতার আশাদ দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অশ্রাব্য [স] ১ বিণ শোনা অনুচিত এমন। 'হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদ্ভিত হইতেছে।' প্রভাকর, ১৮৩১। ২ বিণ শোনা অগ্রীতিকর এমন। 'তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি ... অশ্রাব্য শব্দসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিণ শোনার অযোগ্য। 'ববরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ অশ্রীল। 'পাহারাগোয়ালার দল তাহাকেও অশ্রাব্য গালি দিতেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অশ্রু [স] বি চোখের জল। 'অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হৃদ্যর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অশ্রু-আবিল [স] বিণ অশ্রুভারাক্রান্ত। 'তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল।' শরৎ, ১৯২৬।

অশ্রু-অর্দ্র [স] বিণ অশ্রুসিক্ত। 'আমাদের অশ্রু-অর্দ্র এ স্মরণখানি।' নজরুল, ১৯২৬।

অশ্রুকাণা [স] বি অশ্রুবিন্দু। 'রাতের দুচোখে ঝরে শবনাম অশ্রুকাণা তার।' ফররুখ, ১৯৬৩।

অশ্রুকাতর [স] বিণ অশ্রুতে কাতর। 'যে প্রশংসা-ভরা স্নেহকলাপময় অশ্রুকাতর দৃষ্টি।' নজরুল, ১৯২২।

অশ্রু-কুহেলি [স] বি অশ্রুরূপ কুমাণ। 'তোদের সে-আলো আমার অশ্রু-কুহেলি-মলিন চোখে/ লইলাম পুরি।' নজরুল, ১৯২৯।

অশ্রুগঙ্গা [স] বি চোখের অবিরাম জল; অশ্রুরূপ নদী। 'আউলার সর্ব-অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অশ্রুগঙ্গদগদ, অশ্রুগঙ্গদগদ [স] বিণ শোকাতিশয্যে প্রায় রুদ্ধ। 'বড়দিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগঙ্গদগদ কর্তে আক্ষেপ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগঙ্গদগদ কর্তে সাড়া দিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অশ্রুগলিত [স] বিণ বিনে তনে কান্না পায় এমন। 'মুগ্ধ গলিত অশ্রুগলিত গীতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অশ্রুঘন [স] বিণ অশ্রুপূর্ণ। 'অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুণ্ঠায় কোণে কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

অশ্রুচোষ [স] অশ্রু-চক্ষু বি অশ্রুসিক্ত চোখ। 'নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোষ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অশ্রুজড়িত [স] বিণ অশ্রুমাথা। 'বোলো অশ্রুজড়িত কর্তে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অশ্রুজলে [স] বি চোখের জল। 'অশ্রুজলে করে সম্ভারজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অশ্রুজলবর্ষণ [স] বি অশ্রুপাত। 'মানুষের বহুদিনের আনন্দালোকও অশ্রুজলবর্ষণে অন্ধুরিত হইয়া তাহাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অশ্রুজল-লোখা [স] বি চোখের জলের চিহ্ন। 'খোকার কপালে পাড়া তার স্নায়ের অশ্রুজল-লোখা মুছিয়ে দিলে।' নজরুল, ১৯৩০।

অশ্রুজলপাত [স] বিণ চোখের জলে ভেজা। 'শ্রীরের প্রতি অশ্রুজলপাত কটাক্ষপাত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অশ্রুঢালা [স] অশ্রু+ঢালা বিণ অশ্রুযৌত। 'সহসা ঝরনা নামিল অশ্রুঢালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অশ্রুতপ্ত [স] বিণ উষ্ণ অশ্রু যেশোনা। 'এস বীর এস, লগাটে ঐকে দি অশ্রুতপ্ত লাল কখির।' নজরুল, ১৯২৪।

অশ্রুতরঙ্গ [স] বি অশ্রুরূপ তরঙ্গ। 'একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছ্বসিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অশ্রুধার [স] ১ বি চোখের জলের ধারা। 'নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি জলধারা। 'হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অশ্রুধারা [স] বি চোখের পানির প্রবাহ। 'চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

অশ্রুধারাপ্রাবিত [স] বিণ চোখের পানিতে ভেঙ্গে গেছে এমন। 'সংশয়বিহীন অশ্রুধারাপ্রাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অশ্রুযৌত [স] বি অশ্রুসিক্ত। 'অনন্ত আকাশ তাহার অশ্রুযৌত অওরেকণের মধ্যে নিঃশব্দ শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অশ্রুনদী [স] বি প্রবল দুঃখের নদী। 'অশ্রুনদীর সুসূর পারে ঘাট দেখা যায় ঐ ওপারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

অশ্রুনয়ন [স] বি সজল চোখ। 'অশ্রুনয়ন বুধা শিরে কর হানি/ যাত্রায় নাহি দিব বাধা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অশ্রুনয়ন [স] অশ্রুনয়ন বি সজল চোখ। 'চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুনয়ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অশ্রুনিবার [স] অশ্রুনিবর্তি বি অশ্রুর ঝরনা। 'এমনি টুটিয়া মর্ম্মপাথর ছুটিবে আবার অশ্রুনিবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অংশনিমগন [স] বিণ অংশতে নিমগ্ন। 'প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যাহারা অংশনিমগন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অংশনিরুদ্ধ [স] বিণ কান্নায় রুদ্ধ হয়েছে এমন। 'মাতার অংশনিরুদ্ধ কণ্ঠ আবদুল্লাহকে বিচলিত করিয়া তুলিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

অংশনিবিষ্ট [স] বিণ চোখের জলে সিক্ত। 'বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অংশনিবিষ্ট বিধাধরে ...।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অংশনীর [স] বি চোখের জল। 'কেন নিবাইবে এ রোষাশি অংশনীতে।' মাইকেল, ১৮৬১; 'নিরুদ্বে পৈলিতে চাহে কদম্ব অংশনীর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অংশনেত্র [স] বি সজল চোখ। 'মারের হাত ধরিয়া অংশনেত্রে কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অংশপতন [স] বি অংশপাত। 'শ্রবণ অথবা কীর্তন মায়েই অংশপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে।' রাজ, ১৮৭৪।

অংশপরিমিত [স] বিণ অংশভেজা। 'অংশপরিমিত বাৎসল্যের কী অপকূপ দৃশ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অংশপাণ্ড [স] বিণ অংশতে বিবর্ণ। 'বসুধার অংশপাণ্ড আতন্ত সৈকত।' জীবন, ১৯২৭।

অংশপাত [স] ১ বি চোখের পানি। 'দিবাকরে অর্ঘ্য দেই বহে অংশপাত।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি কান্না। 'নীলকরের নৌরাড্য শ্রবণ করিলে পাশাণ সদৃশ মনুষ্যেরও অংশপাত হয়।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

অংশপাথর [স] অংশ+স প্রান্তর। বি অংশর সমুদ্র। 'পটুৎ এল অংশপাথর হিমশারাবার পারায়ে।' নজরুল, ১৯২৩।

অংশপূজাঞ্জলি [স] বি চোখের জলে পূজার নৈবেদ্য। 'স্নেহপূজা ভোগ দেব মা, অংশপূজাঞ্জলি।' নজরুল, ১৯৩৫।

অংশপূর্ণ [স] বিণ জলপূর্ণ। 'চিরের পৃথলির ন্যায় দুই চক্ষু অংশপূর্ণ।' রামরাম, ১৮০১।

অংশপূর্ণনেত্র [স] বি জলভরা চোখ। 'রাজা ... অতিশয় করুণাবিষ্ট ... হইয়া অংশপূর্ণনেত্রে মস্তী প্রভৃতির দিশে চাহিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

অংশপ্লাবিত [স] বিণ অংশপূর্ণ। 'অংশপ্লাবিত দুই চক্ষু।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অংশপ্লুত [স] বিণ অংশপূর্ণ। 'সমালোচকের চক্ষু অংশপ্লুত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অংশবদ্ধ [স] বিণ কান্নাজড়িত। 'কম্পিত কাতর কণ্ঠে অংশবদ্ধ বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

অংশ-বন্যা [স] বি অংশধারা। 'সুজনের বুকে আনে অংশ-বন্যা ব্যাথা উতরোল।' নজরুল, ১৯২৪।

অংশবর্ষণ [স] ১ বি কান্না; ক্রন্দন। 'কিছু পূর্বে সে অংশবর্ষণ করিয়া লইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি অংশজাল বিসর্জন। 'অংশবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অংশবারি [স] বি চোখের জল। 'মুক ব্যক্তিও বাহুশক্তির অভাবে অংশবারি বিসর্জন ... করে।' অক্ষয়, ১৮৫৫; 'নেত্রে অংশবারি ঝরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। একটি বিরল অংশবারি ঘীরে গুঠে, ঘীরে ঝরে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অংশবারিধার [স] বি চোখের জলধারা। 'মুহ অংশবারিধার।' মাইকেল, ১৮৬১; 'ও করুণ নয়নের অংশবারিধার একবারো মনে নাহি পড়িল আমার?' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অংশবারিধারা [স] বি চোখের জলের প্রবাহ। 'আয় রে কাদিয়া লই, লকাবে দু-দিন বই এ পবিত্র অংশবারিধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অংশবাস্প [স] বি চোখের জল। 'সুভার সমস্ত হৃদয় অংশবাস্পে ভরিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অংশবিকৃত [স] বিণ অংশরুদ্ধ হয়ে বিকৃত। 'অংশবিকৃত রোদনের কণ্ঠে বলিলেন।' শরৎ, ১৯১৬।

অংশবিন্দু [স] ১ বি চোখের জলের ফোঁটা। 'অংশবিন্দু, ইন্দের চরণে শোভিল।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি মুক্তা। 'স্নিমকের দুটি খোলা, মাঝখানটুকু ভরা থাক একটি নিরেট অংশবিন্দু দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অংশবিসর্জন [স] ক্রি চোখের জল ফেলা; কান্না। 'অংশবিসর্জন করিয়া বিদায় লইলেন, তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'অংশবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ায় মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অংশবিশী [স] বিণ অংশ নেই এমন। 'অংশবিশীনে বিপুল দুখে/তকায় উঠিছে বিপুল হতাশে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

অংশবৃষ্টি [স] বি অংশবর্ষণ। 'অংশবৃষ্টিতে অতিবিক্ত হইতেছে।' বামা, ১৮৮৮।

অংশব্যাকুল [স] বিণ কান্নায় আকুল। 'অংশব্যাকুল ঝরে কহিল।' শরৎ, ১৯১৭।

অংশভরা [স] ১ বিণ অংশপূর্ণ। 'একটি নোলকপরা অংশভরা হোটেখাটো মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ সঙ্কল্প। 'অংশভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ বিণ ক্রন্দনোন্মুখ। 'ভোনের বেলায় অংশভরা অধীর অভিমান ভেঁরাবীতে জাগিয়েছিল গান।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৪ বিণ অংশভারাক্রান্ত। 'জীর্ন মেয়ে মনের কাশে কখন গেছে আঁকি অবর্ষিত অংশভরা ডাগর দুটি আঁখি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অংশ-ভাঙা [স] অংশ+ভাঙা। বিণ অংশঝরা। 'আশাহীন ভালোবাসা, ভাষা অংশ-ভাঙা।' নজরুল, ১৯২৬।

অংশভার [স] বি চোখের জলের ভার। 'কতু চুলে পড়া আঁখি কতু অংশভারে নত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অংশভারাক্রান্ত [স] বিণ চোখের জলে ভারী। 'মাতা অংশভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন।' নজরুল, ১৯৩১।

অংশভারাত্তর [স] বিণ অংশভারাক্রান্ত। 'হৃদয় অলস উদাস করা অংশভারাত্তর।' নজরুল, ১৯৩৫।

অংশমণি [স] বি অংশরূপ মণি। 'অংশমণি হার গৈথেছি।' নজরুল, ১৯৩০।

অংশমতি [স] অংশমতী। বি স্ত্রী ক্রন্দনরত নারী। 'মার চোখের অংশমতির জলে।' জসীম, ১৯৫১।

অংশমতী [স] ১ বিণ স্ত্রী কান্নারত। 'অংশমতী' জ্যোতির্বিদ্র, ১৮৭৯। ২ বি বে কান্না করে। 'সায়রে দুলে আমার অংশমতী।' নজরুল, ১৯২৮।

অংশমহুর [স] বিণ অংশর কারণে মহুর। 'অংশমহুর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টপটপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অশ্রময় [স] ১ *বিণ* জলপূর্ণ। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া, নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রময় আঁখি।' মাইকেল, ১৮৬০; 'পথিকেরও আঁখিখয় হল আশা অশ্রময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ *বিণ* কল্পণ। 'অশ্রময় সে প্রার্থনাগুলি আর কেহ তনে নাই অন্তর্ময়ী ছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

অশ্রময়ী [স] *বিণ* স্ত্রী অশ্রমপূর্ণ। 'সেই জেব-উল্লিঙ্গ এখন বিনীতা, দর্পশূন্য, স্নেহশালিনী, অশ্রময়ী।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অশ্রমযা [স] *বিণ* অশ্রমসিক্ত। 'বৃষ্টিবোধে প্রভাতের আলোকহিষ্টালে অশ্রমযা হাসি তার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

অশ্রমিনতি [স] অশ্রম+আ মিনত। *বি* অশ্রমপূর্ণ প্রার্থনা। 'পায়ের নিচে এক তরুণী অশ্রমিনতি-ভরা ভাষায় সাধছে।' নজরুল, ১৯২৪।

অশ্রমুকূতা [স] অশ্রম+স মুকুতা। *বি* মুক্তার ন্যায় অশ্রমবিন্দু। 'ঢেকেছ যেতির জালে দেহ-বেদী তার/ অশ্রমুকূতা-সমতুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অশ্রমুখ [স] *বিণ* অশ্রমসিক্ত। 'পরের দেখিয়া দুঃখ হই আমি অশ্রমুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অশ্রমুখী [স] *বিণ* স্ত্রী হলহল চোখ এমন। 'বিদায় বিলম্ব দেখি ধনপতি অশ্রমুখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অশ্রমোচন [স] *বি* চোখের জল বিসর্জন। 'পোলাভের দৃষ্যে অশ্রমোচন করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রমোচন করিয়া আসিয়াছি ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অশ্রমযমুনা [স] *বি* অশ্রমপূর্ণ যমুনা। 'বহিছে উজান অশ্রমযমুনার।' নজরুল, ১৯১১।

অশ্র-রাঙা [স] অশ্র+রাঙা। *বিণ* অশ্র ঘারা রঞ্জিত। 'হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্র-রাঙা বেদনার রসে যেত ছেয়ে।' নজরুল, ১৯২৩।

অশ্ররুদ্ধ [স] *বিণ* কান্নার আগে চাপা। 'অশ্ররুদ্ধ কণ্ঠে বহিছে লাগিলেন ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

অশ্ররোষা [স] *বি* চোখের জলের দাগ। 'চোখে তার অশ্ররোষা একটু দেখে কি সেবা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

অশ্রলোর [স] *বি* চোখের পানি। 'তুই মায়ের আশিস, মাথার মানিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রলোর।' নজরুল, ১৯২৪।

অশ্রসংবরণ [স] *বি* চোখের জল নিবারণ। '... অশ্রসংবরণ করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অশ্রসংজল [স] *বিণ* চোখের জলে ভেজা। 'আবারের অশ্রসংজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অশ্রসঞ্চার [স] *বি* অশ্রসংবরণ। 'সুন্দরী যোড়শীর নয়নপট্টবে অশ্রসঞ্চারের কারণ প্রেম হইতে পারে।' বনমূল, ১৯৩৬।

অশ্রসমুজ্জ্বল [স] *বিণ* অশ্রতে উজ্জ্বল। 'অশ্রসমুজ্জ্বল বিজয়মালা।' নজরুল, ১৯২৪।

অশ্রসাপার [স] *বি* চোখের জলের সাপার। 'যাহার লাগি চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রসাপার।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অশ্রসায়র [স] অশ্রসাপার। *বি* অশ্রসায়র। 'অশ্রসায়রে তুমি অমল-শরীর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অশ্রসিক্ত [স] *বিণ* চোখের জলে ভেজা। 'সর্বত্র অশ্রসিক্ত দৈন্যের দীক্ষার দীর্ঘকাল, ব্রহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অশ্রহারা [স] *বিণ* অশ্রহীন। 'অশ্র-হারা কঠিন আঁখি।' নজরুল, ১৯২৩।

অশ্রহাসি [স] *বি* অশ্রপূর্ণ হাসি। 'অশ্রহাসির অশ্র আবার আঁখির আশয়ে উজ্জ্বল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অশ্রহিম [স] *বিণ* চোখের জলের মতো ঠাণ্ডা। 'বাসে না অশ্রহিম কুহেলিরে ভালো।' জীবন, ১৯৩০।

অশ্রহীন [স] ১ *বিণ* নিরাশ্র। 'তাহা বিবাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রহীন করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ *বিণ* অশ্রহারা। 'এই অশ্রহীন কান্নার তিক্ত বিষ।' নজরুল, ১৯২৭।

অশ্রত [স] ১ *বিণ* আপো শোনা যায়নি এমন। 'যে অশ্রত বাক্য অর্থাৎ সুখ সে আমার আগে'র দর।' দর্পণ, ১৮২০। ২ *বিণ* শোনা যায় না এমন। 'অশ্রত কোন গানের হৃদে অদ্ভুত এই দোল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ *বিণ* শ্রবণের অতীত। 'অশ্রত সেই তালে বাজে করতালি।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

অশ্রতচর [স] *বিণ* আপো শোনা যায়নি এমন। 'তোমার অনুচর অশ্রতচর দর্শনেও অশ্রতচর বচন শ্রবণে ... পুলকিত হইয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অশ্রতপূর্ব [স] *বিণ* পূর্বে কখনও শোনা যায়নি এমন। 'আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রতপূর্ব আচর্য দর্শন করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অশ্রত-বাণী [স] *বি* শোনা হয়নি এমন কথা। 'শুনলেম অশ্রতবাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অশ্রক্ৰিয়াম্য [স] *বিণ* শোনা যায় না এমন। 'তাহাও আমাদের মনের সমিতি অশ্রক্ৰিয়াম্য করিয়া অশ্রতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অশ্রো [স] *বিণ* অশ্রত। 'পঞ্চাধিপতির প্রত্যাবে অশ্রমত হওয়া নিতান্ত অশ্রো কার্য।' মাইকেল, ১৮৭৩।

অশ্রোক্ষর [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'রাজপরিবারের আত্ম অবহেলা করা নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্রোক্ষর।' মাইকেল, ১৮৭৩।

অশ্রোভব্য [স] *বিণ* শ্রবণযোগ্য নয় এমন। 'নিঃসন্দেহে অশ্রোভব্য শ্রোতব্য হবে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অশ্রোভব্যভাবে [স] *ক্রিবিণ* শ্রুতিগোচর হয় না এমনভাবে। 'শব্দগুলি অনর্গল ধারায় কিন্তু অশ্রোভব্যভাবে ধরতে থাকে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অশ্রীল [স] ১ *বিণ* অশিষ্ট। 'কাহারও অশ্রীল ও অসাদু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ *বিণ* অশ্রাব্য। 'যে গালি অশ্রীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ৩ *বিণ* যৌনক্রান্ত। 'ভারতচন্দ্র অশ্রীল; কেননা তা কেবল আশিক অনাবরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অশ্রীলতম [স] *বিণ* সবচেয়ে অশ্রীল। 'পশ্চের জন্য কদর্যতম অশ্রীলতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার ...' তারা, ১৯৪২।

অশ্রীলতা [স] ১ *বি* অশোভনতা। 'জীৱতা, নিষ্ঠুরতা, অশ্রীলতা ... দমন করা আবশ্যক।' অক্ষর, ১৮৫২। ২ *বি* অশিষ্টতা। 'এই আবরণের নিম্নলি চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্রীলতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অশ্রীলতাদোষ [স] *বি* অশালীনতাজনিত ত্রুটি। 'অশ্রীলতা দোষের উদাহরণ পাওয়া যাইবে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অশ্রোষা [স] *বি* অশ্রত সূচনাকারী কল্পিত নক্ষর। 'অশ্রোষা মহাকে ছাড়িয়া দেও।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অবুধ [স] *উষধ* *বি* ঔষধ। 'একটু ভাল অবুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

অবুসার [স অসুসার] বি অসুবিধা; টানাটানি। 'সরচপড়ে জখন অবুসার হইবেক আমাকে গিলীবা'। ওসাঁ, ১৭৮২।

অবুস্ত [স অসুস্থ] বিণ অসুস্থ। 'আমী অবুস্ত হইয়াছি।' মেয়র্স, ১৭৭০।

অসুস্থতা [স] বি অসুস্থতা। 'বাটীর সকলের অসুস্থের কথা খুনিয়া বড়ই ভাবিত হইলাম।' ওসাঁ, ১৭৮২।

অট [স] বিণ আট সংখ্যক। 'কাহাকে মিলিল আজি অট মহাসিখী।' বড়, ১৪৫০।

অট-অঙ্গ [স] বি মাথা, গলা, বুক, পাঞ্জর, পিঠ, পেট, হাত ও পা – এই আট অঙ্গ। 'অট অঙ্গ সুলক্ষণ ভূবন মোহন।' বাহরাম, ১৬৫০।

অটকুলাচল [স] বি পুরাণে উল্লিখিত আটটি পর্বত। 'ধরণী তরলি বন্দো অট কুলাচল।' রূপরাম, ১৭৫০।

অটকুটি [স] কুঠ; ও আটকুড়া। বি কুঠরোগী; মেয়েলি গালিবিশেষ। 'চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমাহুস্ত্রী, অটকুটির পুত্রী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অটতাল [স] বি ফুলবিশেষ। 'ফুল সমে অটতাল গন্ধে সুবাসিত।' সুলতান, ১৭০০।

অটদল [স] বিণ আট পাপড়িযুক্ত। 'গোমঞে লেপি সন্ম অটদল পদ্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অটধাতু [স] বি সোনা, রূপা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং, সীসা ও লোহা – এই আট ধাতু। 'ব্রজ ধাতু! অটধাতুই তে জানি।' বহ্মিষ, ১৮৯২।

অট-নায়িকা [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গার অষ্টরূপ – উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডিকা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা এবং চণ্ডবতী। 'পুষ্কিকা অট নায়িকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অটগ্রহর [স] ১ বি দিনরাত। 'অটগ্রহরের পর একক্ষণে তাহার অতিঃ বৃদ্ধি দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জনে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ ক্রিবিণ সর্বক্ষণ; সর্বদা। 'রোজ অটগ্রহর কর্তৃ হুগে।' ওসাঁ, ১৮৫৮।

অটবর্ণ [স] বি জন্মকালীন ওভাত্ত ফলসূচক চক্রবিশেষ। 'যদবর্ণ অটবর্ণ সর্ব সুলক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অটবিধ [স] বিণ আট প্রকার। 'অটবিধ কুলীনদিগের ঊনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অটবেকি [স অট-বক্র-] বিণ আট স্থানে বাঁকানো। 'অটবেকি গুজরি কড়া, পায়েতে মুগুর জড়া।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

অটভুজা [স] বিণ স্ত্রী আট হাতবিশিষ্ট। 'অটভুজা রূপধরি বলএ রাজারে।' মালাধর, ১৫০০; 'অন্নপূর্ণা অর্ণগা অন্নদা অটভুজা।' ভারত, ১৭৬০।

অটভুজাকার [স] বিণ আট বাহুবিশিষ্ট (ক্ষেত্র)। 'বাম ভাগ চতুর্ভুজাকার, ডান ভাগ অটভুজাকার।' মুনীর, ১৯৬৬।

অটমঙ্গলা [স] বি দুর্গা দেবী। 'অট মঙ্গলারে ঘোড় উপচারে নৃপতি পুজে পূণ্যবান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অটমাসে [স] বি আট ভাগ। 'আপন মুনাফা থেকে অটমাসে কেলে দেয়।' মুলতাবা, ১৯৫৯।

অটমাস [স] বি আটমাস। 'অটমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অটলোকপাল [স] বি ইশ্রাদি অট দিকপালগণ। 'অটলোকপাল আইলা জুর্ক দেখিবারে।' মালাধর, ১৫০০।

অটসিদ্ধি [স] বি হিন্দুমতে অগ্নিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাণ্ডি, শ্রাকামা, ঈশিত্ব, বশিত্ব – যোগের এই অট অঙ্গ। 'তাহাতে অটসিদ্ধি লাভ হইবেক।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অটআশি, অটআশী [স অটআশি] বিণ ৮৮ সংখ্যক। 'এগারো জনে অটআশী টাকার সই করেন।' দর্পণ, ১৮৩০; 'বয়স হল অটআশি চিমসে গায়ে ঠুনকো হাড়।' সুকুমার, ১৯২০।

অটচতুর্বিংশৎ [স] বিণ আটচত্বিশ সংখ্যক। 'অটচতুর্বিংশৎ কথা।' তারিণী, ১৮০৩।

অটত্রিংশৎ [স] বিণ আটত্রিশ সংখ্যক। 'অটত্রিংশৎ কথা।' তারিণী, ১৮০৩।

অটদশ [স অটদশ] বি ১৮ সংখ্যক। 'অটদশ ভেদিলে সে সিদ্ধি পদ পাএ।' সুলতান, ১৭০০।

অটবিংশ [স] বি ২৮ সংখ্যক। 'অটবিংশ ভেদিলে হএ যেহেন গোচর।' সুলতান, ১৭০০।

অটবিংশতি [স] বিণ আটশ সংখ্যক। 'অটবিংশতি কথা।' তারিণী, ১৮০৩।

অটম [স] বিণ আট সংখ্যার পূরক। 'যে হৈবেক দৈবকীর গর্ভ অটম।' বড়, ১৪৫০; 'অটমমাসীয় জীবদগকে অত্রাঘাতে ... নষ্ট করে।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'অটম শ্রেণীর ৪০,০০০ তারা।' বহ্মিষ, ১৮৭৫।

অটমে ক্রিবিণ অটমত। 'অটমে রামচন্দ্র পুরীর আগমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অটমে তোমার গণ সদাএ নীরব।' বাহরাম, ১৬৫০।

অটমেত ক্রিবিণ অটমত। 'অটমেত জড়রূপে ভরষ অবতরি।' মালাধর, ১৫০০।

অটমী [স] ১ বি স্ত্রী তিথিবিশেষ। 'অটমীত রহে চান্দ নাতি কুণ্ডল।' সুলতান, ১৭০০; ২ বিণ অটম তিথির। 'অটমী চান্দ হেরিয়া হেলিয়া ওপারে হইল গত।' জসীম, ১৯২৯।

অটমি [স অটমী] বি স্ত্রী তিথিবিশেষ। 'ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অটমি সূর্যতিথি।' মালাধর, ১৫০০।

অটাক্ষর [স অট-অক্ষর] বি অবশ্যপাঠ্য আটটি শব্দরূপ। 'সর্বক্ষণ চিন্ত্য চণ্ডী অটাক্ষর পড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অটাক্স [স অট-অক্ষ] বি দেহের আটটি অঙ্গ (দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, কপাল, বক্ষ)। 'অটাক্সে প্রনিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

অটাক্স প্রণাম [স অট-অঙ্গ-প্রণাম] বি শরীরের আটটি অঙ্গ ভূমিতে লাগিয়ে প্রণাম; সাত্তাক্স প্রণাম। 'অটাক্সে প্রণাম করে লুটিয়া ভূমিত।' সুলতান, ১৭০০।

অটাদশ [স] বিণ আঠারো সংখ্যক। 'অটাদশ অর্থ কৈল অভিশ্রায় লইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সেই ঘরমে অটাদশ হাজার আলাম/ সূজন করিল প্রভু অতি অনুগ্রহ।' সুলতান, ১৭০০।

অটাদশবর্ষীয় [স] বিণ আঠারো বছর বয়সী। 'অটাদশবর্ষীয় যুবক পুত্র ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

অটাদস [স অটাদশ] বিণ আঠারো সংখ্যক। 'অটাদসে শ্রীরাম রূপে দসরথের ঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

অটাদ্যায়ী [স] বিণ আট অধ্যায়বিশিষ্ট। 'এই অটাদ্যায়ী ইতিহাসের প্রথম দু অধ্যায় বাণরচিত।' প্রমথ, ১৯৩০।

অটাপদ [স] বি সোনা। 'কাঠের সঁউটী মোর হৈলা অটাপদ।' ভারত, ১৭৬০।

১৭৬০।

অষ্টাবক্র [স] ১ বি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত বিক্রান্ত মুনিবিশেষ। 'অষ্টাবক্রের মতো বাকিরা চুরিয়া গিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ *বিণ* বহু স্থানে বাঁকা। 'এরা নিতান্ত লক্ষীছাড়া, কায়ক্রেমে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অষ্টাশী [স অষ্টাশীতি] *বিণ* আটশি সংখ্যক। 'একবাশে অষ্টাশী যোজন বেঁকেছিল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অষ্টাসি [স অষ্টাশীতি] *বিণ* আটশি সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

অষ্টাহ [স অষ্ট-অহ] *বি* আট দিন। 'দ্বিতীয়া অশ্বিত অষ্টাহ সঙ্গীত বিসর্জন নবমীতে।' ভারত, ১৭৬০।

অষ্টোত্তরশত [স অষ্ট-উত্তর-শত] *বিণ* একশত আট সংখ্যক। 'চাপকা মুনিবৃত্ত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক।' দর্পণ, ১৮৩০।

অষ্টৌল্লীয় দ্র অষ্টৌল্লীয়

অম [স অম] *বি* অম। 'অমহন্তি দেবিয়া ব্রাহ্মণ বিখ্যিত।' মালাধর, ১৫০০।

অযাক্ষ্য [স ঐশ্বর্য] *বি* ধনসম্পদ। 'আমার পিতা অযাক্ষ্য রহিত ছিলেন।' চিঠিগল্পে, ১৭৯৩।

অসংকুচিত [স] *বিণ* জড়তাহীন; কুতাহীন। 'অতি অসংকুচিত স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অসংকোচ [স] ১ *বিণ* উদ্ধত; নির্লজ্জ। 'সাদা মুখ আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ *বিণ* সম্বোচন। 'স্বাধীন সে অসংকোচ বল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অসংকোচে ক্রিষ্য [স] *বিণ* নির্বিধায়। 'অসংকোচে বলে যাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অসংকৃত, অসংক্ষাত [স অসংখ্যাত] *বিণ* অপণিত। 'এক সুখী জল ভির্বে অসংকৃত ছায়া।' মালাধর, ১৫০০; 'অসংক্ষাত পানি পাদ সসন্ধাত সির।' মালাধর, ১৫০০।

অসংখ্য [স] ১ *বিণ* অনেক। 'উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল।' কৃষ্ণদাস, ১০৮০; 'ও চরণে আমার অসংখ্য দণ্ডবত।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ *বিণ* অতিশয়। 'তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ *বিণ* বিবিধ। 'অসংখ্যপ্রকার নয়নমনোহর সুরমা পুষ্পও এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ *বি* সর্বজন। 'আমার সে নয়, সে অসংখ্যের।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অসংখ্যক [স] *বিণ* বহু। 'অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব।' দর্পণ, ১৮২৯।

অসংখ্যগুণ [স] *বি* অনেক গুণ। 'নেত্রীর চাইতে নেতার সংখ্যা অসংখ্যগুণে বেশি।' বেগম, ১৯৪৮।

অসংখ্যতা [স] *বি* অজ্ঞপ্রতা। 'সংসারের অসংখ্যতাও যে জাগ্রায়া মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অসংখ্যাত [স] *বিণ* অপণিত। 'ঈশ্বর-ইচ্ছায় দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অসংখ্যেয় [স] *বিণ* অসংখ্য; অগণ্য। 'রাজা কাশীধর অসংখ্যেয় সেনা সহিত ...।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

অসংগত [স] ১ *বিণ* অযৌক্তিক। 'ইহার মন্ত্রশিখা বলিলে অসংগত হয় না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ২ *বিণ* অবান্তর। 'এমন-সকল সম্পর্ক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ *বিণ* বেমানান। 'কুয়ো থেকে, ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ *বিণ* অস্বাভাবিক। 'সতীশ কিছুই অসংগত মনে করিত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অসংগতি [স] *বি* হেরফের; সংগতির অভাব। 'তাহার অসংগতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অসংঘট [স] *বিণ* অঘটনীয়। 'অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ।' বড়, ১৪০০।

অসংঘটিত [স] *বিণ* ঘটনৈক্য এমন। 'ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনীয় ... বিপ্লব ইতালিতে রেনেসাঁসের পরেও দীর্ঘকাল অসংঘটিত।' শিব, ১৯৫৬।

অসংজ্ঞাত [স] *বিণ* অনিরূপিত। 'ভ্রম্যনককে মেনে নিতে অসংজ্ঞাত প্রতিরোধ রয়ে গেল নাটকের শেষ পাতা পর্যন্ত।' আইনুভ, ১৯৭৩।

অসংবদ্ধ [স] ১ *বিণ* পূর্বাপর সম্পর্কহীন। 'শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসংবদ্ধ মানুষ সত্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ২ *বিণ* বিচ্ছিন্ন। 'নিকুণে মুমূর্ষার প্ররোচনা অসংবদ্ধ প্রাণের গহনে?' সুধীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ *বিণ* হতবাক। 'অবাক অসংবদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সে।' জীবন, ১৯৩২।

অসংবৃত্ত [স] *বিণ* এলোমেলো; বেসামাল। 'অসংবৃত্ত, কপিশ অলক চূঘন বিখারি যায়।' সুধীন্দ্র, ১৯২৯।

অসংবৃত্তি [স] *বি* ন্যূনতা। 'উত্তরছেদে অসংবৃত্তির সীমানা এখন সালজ্ঞতার অভিমুখে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অসংযত [স] ১ *বিণ* সংযমহীন। 'রুদ্ধয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের মধ্যে এই অসংযত কার্যবৃত্তির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ *বিণ* অশান্ত। 'আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ *বিণ* অনিয়ন্ত্রিত। 'বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন।' অবন, ১৯২৫। ৪ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

অসংযত-গোছ [স অসংযত+গোছ] *বিণ* অগোছালো। 'নেহাত তেভাবালা অসংযত-গোছ হইয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অসংযম [স] ১ *বি* সংযমের অভাব। 'অসংযম ... প্রাণসংশয়করী অবস্থার মধ্যে পাতিত করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ *বি* অনিয়ন্ত্রণ। 'পড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ *বি* ঐধৈর্যহীনতা। 'এমন অসংযম তো সে পূর্বে কোনোদিন প্রকাশ করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অসংযমিত [স] *বিণ* অবিন্যস্ত। 'অসংযমিত চূর্ণকুস্তল লগাতের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অসংযমী [স] *বি* উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি। 'কৃপমুক্তক 'অসংযমীর' আখ্যা দিয়াছে যারে।' নজরুল, ১৯২৯।

অসংযুক্ত [স] *বিণ* বিযুক্ত। 'পরস্পর অসংযুক্ত নানা ঋগদেব।' প্রথম, ১৯১৫।

অসংলগ্ন [স] ১ *বিণ* এলোমেলো; পারস্পর্যবিহীন। 'যাছা স্থল, অসংলত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাহারই ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন।' বঙ্কিম, ১৮৮৬। ২ *বিণ* অর্থহীন; অপ্রাসঙ্গিক। 'বাজে-বকুনি-ডরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অশাণ্ড গ্রন্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অসংলগ্নতা [স] *বি* পারস্পর্যবিহীনতা। 'জোয়ার ফুলে ওঠে, ভেসে চলে

ফেনিয়ে-ওঠা অসংশয়তা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অসংশয় [স] বিণ সংশয়হীন। 'মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অসংস্কৃত [স] বিণ খুবখুবেরে। 'বালুকারাশি পরস্পর অসংস্কৃত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অসংসারী [স] বিণ সংসারধর্ম পালন করে না এমন। 'তোমাকে অসংসারী দেখিয়াই কি আমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

অসংসাহসিক [স] বিণ অত্যন্ত সাহসী। 'এই অসংসাহসিক নির্দেশ কেবল ... উদ্বুদ্ধপ্রয়াস মাত্র।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

অসংসাহসী [স] বিণ খুব সাহস আছে এমন। 'সারস তাহার আপন অত্যন্ত লম্বা গলা তাহার গলার ভিতর প্রবেশ করিতে অসংসাহসী করিলেক।' তারিণী, ১৮০০।

অসংস্কার [স] বি কুসংস্কার। 'সর্বসাধারণ কর্মে অজ্ঞতা অথবা অসংস্কার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত ...।' দর্পণ, ১৮০০।

অসংস্কৃত [স] ১ বিণ অবিদ্যত। 'অসংস্কৃত কুশলরাশি ও লঘমান মুকুরক সমুহ ধারণ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ অমার্জিত। 'মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ... অত্যন্ত অসংস্কৃত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি ভর্সনা। 'সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন।' বক্তিম, ১৮৭৪। ৪ বিণ সংস্কৃত ভাষার নয় এমন। 'নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিণ বৈদগ্ধবর্জিত। 'সেই চেনা সংসারে অসংস্কৃত গল্পীরপসীর মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অসংস্কৃতি [স] বি অপসংস্কৃতি। 'তাই তাদের জীবন ও অসংস্কৃতি অসংস্কৃতি গন্ধক হতে পারে না।' মোতাহের, ১৯৫০।

অসংহতি [স] বি অনেক। 'হয়তো অমনই অসংস্কৃত চিত্রাঙ্গিত অসংহতির সঙ্গী।' সুদৃশ, ১৯৩৮।

অসকাল [স] ১ বি সন্ধ্যা। 'বেলি অসকালে দেখনি ভাল পথেই যাইতে সে।' চঞ্জী, ১৫৫০। ২ বিণ সুসময় নয় এমন। 'পার কর সদাগরে অসকাল বেণা।' ফুলুদ, ১৬০০।

অসখ্য [স] বি শত্রু। 'ঢেকুরের ইচ্ছা ঘোষ আমার অসখ্য।' মানিকরায়, ১৭৮১।

অসঙ্কুচিত, অসংকুচিত [স] ১ বিণ সংকোচহীন; স্বতঃস্ফূর্ত। 'তথাপি তিনি, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে, শিষ্যদিগকে আনুশঙ্গিক সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ স্বাভাবিক। 'ইন্দ্রবঙ্গ বহুগুণ তার সঙ্গে অতি অসংকুচিত স্বরে কাব্যবর্তী আনন্দ করে দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বিণ অকুচিত। 'পৃথিবীর বুকে গতি তার অসংকুচিত।' তারা, ১৯৪০।

অসঙ্কোচ [স] ১ বিণ সংকোচহীন। 'অন্তঃকরণে ... অসঙ্কোচ অনির্বচনীয় সত্যের উদ্ভব হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ ক্রিবিণ বিনা সংকোচে। 'যা বলবার বলতে পারেন আমায় অসঙ্কোচে।' শিবরাম, ১৯৭০।

অসঙ্কোচে ক্রিবিণ বিধাযীনভাবে। 'খাঁটি মানুষ অসঙ্কোচে দোষখটী সীকার করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

অসঙ্গত [স] ১ বিণ অনুচিত। 'তবে তাহার বিচার সেই হিসাবের অসঙ্গত।' ডানকান, ১৭৮৫। ২ বিণ অন্যায়। 'অসঙ্গত নাশিন।' ফরস্টার, ১৭৯৮। ৩ বিণ অমানুষিক; নৃশংস। 'রাজপুরুষের যেরূপ অসঙ্গত অভ্যাসের আনন্দ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫১। ৪ বিণ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অযৌক্তিক। 'অসঙ্গত অর্থ সম্পর্ক থাকতে, ... বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতেছে।' দিক্শ্রদ্ধাশ, ১৮৬৯।

অসঙ্গতরূপে [স] বিণ সামঞ্জস্যহীনভাবে। 'বাজনা অসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি।' সোমশ্রদ্ধাশ, ১৮৭০।

অসঙ্গতি [স] বিণ অমিল। 'এ অনুমানের সহিত তাহার কথার অসঙ্গতি হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'নাকে নস্য দিলে তো হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্যের অসঙ্গতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অসঙ্গতিপূর্ণ [স] বিণ সঙ্গতিহীন। 'যে বিষয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ।' বেগম, ১৯৭০।

অসচরাচর [স] বিণ অসাধারণ। 'অসচরাচর গ্রীসের হাজার হাজার বছরের শৌভিন সমাধিস্তবক।' শক্তি, ১৯৩৯।

অসচরিত্বা [স] বিণ ক্রী মন্দ স্বভাববিশিষ্ট। 'এমন অসচরিত্বা ক্রী কি আর দৃষ্টি আছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

অসচ্ছল [স] বিণ সচ্ছল নয় এমন। 'ভূতদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অসচ্ছলতা [স] ১ বি অসচ্ছল অবস্থা। 'গৃহ সমুদায়ের অগ্রশততা ও অসচ্ছলতা, এ রাজধানীর উৎসদে দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি অভাব। 'তার অনিচ্ছা ও অসচ্ছলতা সে দৃষ্টি করেছে নিজের লাভের চায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অসঙ্গ [স] বিণ সঙ্জন নয় এমন। 'বার্ষপের অসঙ্জন ব্যক্তি।' শরৎ, ১৯১৭।

অসঞ্জিত [স] বিণ সাজানো নয় এমন। 'সে অত্যন্ত অসঞ্জিত এলোমেলো আটপৌরে ভাবেই মেয়ের ভালোবাসার কাছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অসঞ্জিতা [স] বিণ ক্রী সাজগোজ নেই এমন। 'এই অসঞ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিন্মিত করে দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অসং [স] ১ বিণ অপরাধমূলক। 'অসংক্রিয়া না হইতে পারিবার কারণ।' ফরস্টার, ১৭৯৬। ২ বিণ অসাধু। 'কিন্তু সকলে অসং।' কেরি, ১৮০২। ৩ বিণ মিথ্যা। 'প্রকৃত যে শরীর, সেই বস্ত্র সং; ... প্রতিবিষের ন্যায় জীববস্ত্র অসং।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বিণ অসংগত। 'আপনাদের অসং বাসনা সম্পাদনরূপ বিষমব্রতে তাহাদিগকে ব্রুতি করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ অনৈতিক। 'অসং উপায় অবলম্বন করিয়া তৎপ্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিণ খারাপ। 'অসং অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক স্বকার্যকে অন্ধুরে দগিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৭ বিণ অপ্রকৃত। 'জনতা প্রকৃতপক্ষে অসং নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৮ বিণ গ্রানিযুক্ত। 'অসং স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে বিশেষ করবার জন্যে।' জীবন, ১৯৪০।

অসংক্রিয়া [স] বি অনুচিত কাজ। 'অসংক্রিয়া না হইতে পারিবার কারণ।' ফরস্টার, ১৭৯৬।

অসংপর্যায় [স] বি মন্দ উপদেশ। 'আমি কখনো সাধ্যমত অসংপর্যায় দিতে পারিনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অসংসঙ্গ [স] বি খারাপ সোকের সঙ্গ। 'অসংসঙ্গ এবং অসাধু দৃষ্টান্ত বিষম অনর্থের মূল।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অসত [স] অসং বিণ অসাধু। 'অসত অশেষ দোষ যার।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অসতর্ক [স] বিপ অসাবধান। '... কথাটাই অসতর্ক মুহূর্ত ছাড়া উচ্চারিত হয় না।' আজাদ, ১৯৫৭।

অসতী [স] ১ বিপ কুলট। 'না হবি অসতী।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিপ স্ত্রী সতীত্ব নেই এমন। 'নলিনী অসতী বড়, নাহি করে মুখ দরশন।' বঙ্কিম, ১৮৫৫; 'স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহাকে ত্যাগ করিয়া বৃত্ত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অসতীকৃত [স] ১ বি অসততা। 'এই অসতীতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে?' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি সতীত্বের হানি। 'ওর যে সমস্ত বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েছেন তার প্রতি ঝাঁকি না হতে পারাকে ও অসতীকৃত বলে মনে করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অসতীপণা [স অসতী+স পণ] বি অসতীর কাজ। 'তার পরে চায় সারা দেশময় অসতীপণা।' অচিন্তা, ১৯৫০।

অসত্য [স] ১ বি মিথ্যা। 'অসত্য না বোন্টো বোন্টো সত্য পরমান।' বড়, ১৪৫০; 'কবিগণ নির্দোষের সহিত অসত্য বর্ণন করিতে পারিতেন না।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি ভ্রান্তি। 'অনাদিপদসম্পন্ন ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিপ অসীক। 'যে-সমস্ত অসত্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বিশ্বাস আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

অসত্যকলঙ্ক [স] বি মিথ্যা অপবাদ। 'অসত্যকলঙ্ক ... লোপ করিতেই বা কেন পরাজয় হইবে?' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অসত্য-জ্ঞান [স] বি অসত্যরূপ জ্ঞান। 'অসত্য-জ্ঞান দ্বারা কি সত্যকে একেবারে আচ্ছন্ন রাখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

অসত্যতা [স] বি ভ্রান্তি। 'শাস্ত্রের অসত্যতা প্রমাণ দর্শনবিহার জন্য।' সূত্রাকর, ১৮৯৩।

অসত্যপরতা [স] বি অসততা। 'অসত্যপরতা দৃশ্যীয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অসত্যপাশ [স] বি মিথ্যার বন্ধন। 'আনন্দে যারা চিপেতে চাহিছে ছিড়ি অসত্যপাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অসত্যবাদী [স] বিপ মিথ্যাবাদী। 'আমি অতিশয় অসত্যবাদী পামর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অসত্যভাষী [স] বিপ মিথ্যাবাদী। 'এমন কি অসত্যভাষীও কখন হয়েছে তাও নিজেই জানে না।' হোসেন, ১৯৬৯।

অসত্যমূলক [স] বিপ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল। 'তাহা অসত্যমূলক ও অর্থহীন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অসদভিপ্রয়াস [স অসৎ-অভিপ্রয়াস] বি অসৎ ইচ্ছা। 'অসদভিপ্রয়াস-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

অসদভিসিক্তি [স অসৎ-অভিসিক্তি] বি অসাধু মতলব। 'এরূপ অসদভিসিক্তি ছিল না।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অসদভিসিক্তিসু [স অসৎ-অভিসিক্তিসু] বিপ ব্যাপার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অবশেষকারী। 'অসদভিসিক্তিসু নর।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অসদাচরণ [স অসৎ-আচরণ] বি মন্দ আচরণ। 'তাদৃশ অসদাচরণে দুষিত হইয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না জিজ্ঞাস করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

অসদালাপ [স অসৎ-আলাপ] বি মন্দ কথা। 'অসদালাপ দ্বারা ক্রমেই ঐ পথবলী হন।' দর্পণ, ১৮২৫।

অসদুপদেশ [স অসৎ-উপদেশ] বি কুমন্ত্রণা। 'কাব্যে অসদুপদেশ দেওয়া

অকর্তব্য।' প্রমথ, ১৯২৯।

অসদুপায় [স অসৎ-উপায়] বি নিন্দনীয় পন্থা। 'এইসব অসদুপায়ে অর্থ সম্বাহের চেষ্টা কেন তার?' মানিক, ১৯৩৬।

অসদ্ব্যবহার [স অসৎ-ব্যবহার] বি অসৌজামূলক আচরণ। 'কিন্তু তা মাইলে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত।' হাইকেল, ১৮৬১।

অসদ্ব্যয় [স অসৎ-ব্যয়] বি অস্বার্থভাবে ব্যয়। 'পৈতৃক ধন কিং রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

অসদ্ব্যভাব [স অসৎ-ভাব] ১ বি অভাব। 'আমার কোন হর্ষের অসদ্ব্যভাব না থাকে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'অন্যাদির ত অসদ্ব্যভাব নাই?' বঙ্কিম, ১৮৫৫; 'সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য দ্রব্যের অসদ্ব্যভাব ঘটিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বিরূপ মনোভাব। 'যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতাহি, এবং অসদ্ব্যভাব যতদূর হইতে হয় ইহায়ে, তখন ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি মনোমালিন্য। 'তিনি অসদ্ব্যভাব করেন না, অতএব তাহাকে সকলেই ভক্তি করে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ৪ বি সদ্ভাব নেই এমন অবস্থা। 'আপনাদের প্রতি অসদ্ব্যভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অসদ্ব্যভাবহেতু [স অসৎ-ভাব-হেতু] ক্রিবিপ অভাববশত। 'প্রমাণের অসদ্ব্যভাবহেতু কিংবদন্তিতে ...।' প্রমথ, ১৯১৭।

অসদৃশ [স] বিপ মিল নেই এমন। 'দুটো অসদৃশ স্বরবর্ণকে ঠেলে দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অসম্ভব [স] বিপ নাশোশ। 'তাঁহার প্রতি অসম্ভব থাকিতেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

অসম্ভব [স] বি সন্তোষের অভাব। 'অসম্ভব দর্শাইয়া কোন ব্যক্তি বাকাল হরকরা নামক ইংরাজী সমাচার পত্রে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

অসন্তোষ [স] ১ বি বিরাগ। 'অঁষেতে বলিলেন আই কোন অসন্তোষে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ক্ষোভ। 'ছাগল রাখিলে বনে অসন্তোষে পায়্যা মনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিপ ক্রুদ্ধ। 'পদ্মা বলে বেউলা তুমি কেনে অসন্তোষে।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ বিপ অশুশি। 'ইষ্টগণে তোমাকে হইবে অসন্তোষ।' বাহরাম, ১৬৫০।

অসন্তোষজনক [স] বিপ বিরক্তিকর। 'কত অসন্তোষজনক বস্তু মন্দ হইলেও আমরা তাহা সহ্য করি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

অসন্দিগ্ধ [স] বিপ সন্দেহহীন। সেবধি, ১৮৩৯; 'মোহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহাকে পতিসমভিব্যাহারে কারাগারে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯; 'অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অসন্দিগ্ধচিত্ত [স] বি সংশয়হীন মন। 'তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কো কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

অসন্ধান [স] বি নিষেধ। 'অতুণ্ড তথা তথা কুতুহল, এবং দুৰ্য্যাপ, দূর দিগন্ত - মূর্ত অসন্ধান।' সূর্য্য, ১৯৫৩।

অসফলতা [স] বি ব্যর্থতা। 'অসহযোগ আন্দোলনের অসফলতার অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানে বোঝা যাইতেছে।' নজরুল, ১৯২৬।

অসবর্ণ [স] ১ বিপ পাত্রে ও পাত্রী উভয় একই বর্ণের নয় এমন। 'অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে।' রাজ, ১৮৭৪; 'অসবর্ণ বিবাহে তৈয়ারি আগন্তি থাকে, তবে পূর্ব্বরাগমূলক বিবাহকে স্বরদার প্রশ্রয় দিও না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ বি ভিন্ন বর্ণের ব্যক্তি। 'বৈধ বিবাহ ব্যতীতও

অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত।' **বহিঃ**, ১৮৯২।

অসবর্ণবিবাহ [স] **বি** ভিন্ন বর্ণে বিবাহ। 'আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করিবে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

অসবুজি [স] **বি** খারাপ চিন্তা। 'অসবুজিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণ না করে।' **প্যারী**, ১৮৬০।

অসব্য [স] **বি** ভান দিক। 'অসব্য রহিল গ্রাম দীঘি উচালন।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

অসভ্য [স] ১ **বিণ** সভ্য নয় এমন। 'এতদেশীয় লোক অসভ্য ও অসভ্য ছিলেন।' **দর্পণ**, ১৮২৯; 'প্রচলিত রীতি রক্ষা করিলে কি তাহাকে অসভ্য কহিতে হইবে।' **দর্পণ**, ১৮৩৬। ২ **বিণ** অশিষ্ট। 'অসভ্য মূর্খ ভরত।' **বহিঃ**, ১৮৭৪। ৩ **বিণ** অনুন্নত। 'অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩। ৪ **বিণ** অসামাজিক। 'এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য - মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

অসভ্যতা [স] **বি** অসভ্যতা। 'অসভ্যতা ও অরুচ্য লোপপূর্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে।' **দর্পণ**, ১৮২৮।

অসভ্যাবস্থা [স] অসভ্য-অবস্থা। **বি** সভ্যতাবর্জিত অবস্থা। 'অনুচিত-রূপে তিরদিন অসভ্যাবস্থায় থাকি সৎক্ষে সমর্থন ...।' **প্রমথ**, ১৯২০।

অসম [স] ১ **বিণ** অসম্যাবিক। 'অসম সাহস তিন অতুল গভির।' **মালার**, ১৫০০। ২ **বিণ** অসমান। 'অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

অসমকক্ষ [স] **বিণ** অসমান। 'ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে - আমরাও দুর্বল, ইহারাও দুর্বল।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অসমকক্ষতা [স] **বি** শক্তির অসমতা। 'অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে হার খায় ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অসমতুল [স] **বিণ** উচুনিচু। 'সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর ... সেই অসমতুল আশ্রয়শালা।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

অসমতা [স] **বি** বৈষম্য। 'দুর্বলের দিকে চাপান দিয়া যেন একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অসমবয়সী [স] **বিণ** অসমান বয়স্ক। 'অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

অসমসাময়িক [স] **বিণ** সময়ের তুলনায় অগ্রগামী। 'বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি নিহন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৮।

অসমসাহস [স] **বি** অতুলনীয় সাহস। 'তোমার মতো অসমসাহস আমার নেই।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২।

অসমসাহসিক [স] **বিণ** নির্ভীক। 'তিনি এক প্রকার অসমসাহসিক কর্ষ করিয়া উঠেন।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯।

অসমসাহসিকতা [স] **বি** অতুলনীয় সাহসিকতা। 'অচিন্ত্য অসুখ অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে দারা।' **জলজল**, ১৯২২।

অসমসাহসী [স] **বিণ** কোনো কিছুতে ভয় করে না এমন। 'অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উলটো।' **প্রমথ**, ১৯০৫।

অসমজ্ঞা [স] **বি** অবজ্ঞার পাত্র। 'না পারিলে পাছে লোকে হয় অসমজ্ঞা।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

অসমজ্ঞস [স] **বিণ** অসংগত। 'আপনকার নিকটে কোন বিষয় অসমজ্ঞস হইতে পারিবে না।' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১৩।

অসমর্থিত [স] **বিণ** সমাজহৃত। 'অসমর্থিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ...।' **দর্পণ**, ১৮২১।

অসময় [স] ১ **বি** দুঃসময়। 'অসময় কালে পল্লী হওত সদয়।' **বিজয়**, ১৬৫০। ২ **বি** অনুযুক্ত সময়। 'ওলো এর কি আর সময়-অসময় আছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

অসময়ী [স] **বিণ** উপযুক্ত সময়ের নয় এমন। 'শীতের সন্ধ্যায় এ অসময়ী ঝড়।' **ওয়াসী**, ১৯৬৪।

অসময়ে **ক্রিবিণ** দুঃসময়ে। 'আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭।

অসময়োপযোগী [স] অসময়-উপযোগী। **বিণ** সময়োচিত নয় এমন। 'এ ধরনের একটি অসময়োপযোগী চেষ্টা অযোগ্য।' **আজাদ**, ১৯৭০।

অসমর্থ [স] ১ **বিণ** অক্ষম। 'নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ... ওইয়া থাকিল।' **তারিণী**, ১৮০৩। ২ **বিণ** ব্যর্থ। 'সমস্রমে কালযাপন করিতে অসমর্থ হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৪৮; 'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা নিশ্চিতে ঘটায় তারা পরের বিশদ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

অসমর্থতা [স] **বি** সামর্থ্যহীনতা। 'দ্রুত মাল বালাসে অসমর্থতাই এ সমস্যার ...।' **আজাদ**, ১৯৫৭।

অসমর্থী [স] **বিণ** স্ত্রী সামর্থ্য নেই এমন। 'তাহা বর্ণনে বর্ণ্যভাবপ্রযুক্ত লেখনী অসমর্থ।' **দর্পণ**, ১৮২৮।

অসমাজতাত্ত্বিক [স] **বিণ** সমাজতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থা চালু নেই এমন। 'মুন্সেফী সমাজের দরিদ্র অংশ। ধনী-নির্ধন সকল অসমাজতাত্ত্বিক দেশে।' **সিরাজুল**, ১৯৭৪।

অসম্যাধ্য [স] **বিণ** সমাধানের অনুযুক্ত। 'সর্বাপেক্ষা অসম্যাধ্য সমস্যা।' **মোহাম্মদী**, ১৯৬৬।

অসমান [স] ১ **বিণ** অনুপাত সমান নয় এমন। 'ছবির হাত পা, দেহের পরিমাণ, খুব অসমান আছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩। ২ **বিণ** সমান নয় এমন। 'ভাগটা ওজনে অসমান হবে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৩।

অসমানতা [স] **বি** সমান নয় এমন অবস্থা। 'আমরা যাহাকে নিটোল গোল বলি তাহাকে সহস্রশ্রেণী বাড়াইয়া দেখিলে তাহার অসমানতা ধরা পড়িয়া যায়।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

অসমাপিকা [স] **বিণ** স্ত্রী সমাজ করে না এমন। 'একটা অসমাপিকা ক্রিমার মতো এই হাতে-খড়ি ব্যাপাটো।' **অবন**, ১৯২৭।

অসমাজ [স] ১ **বিণ** অসম্পূর্ণ। 'মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাজ ভাব ঘাটাত্যাক করছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২। ২ **বি** শেষ হয়নি এমন অবস্থা। 'অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাজ থেকে সমাজ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

অসমাজভাবে [স] **ক্রিবিণ** অসম্পূর্ণরূপে। 'তাহার অত্যন্ত বৃহৎ বুঝাইবার জন্য তাহাকে অসমাজভাবেই দেখাইতে হইবে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৭৭।

অসমাজি [স] **বি** শেষ হয় না এমন অবস্থা। 'অমরতা অসমাজি তাহার সর্বপ্রধান যার্থা।' **রবীন্দ্র**, ১৮৭৭।

অসমীচীন [স] **বিণ** সমীচীন বা উচিত নয় এমন। 'ইহাদিগকে আমিযাণী প্রাণীসকলমধ্যে গণ্য করা অসমীচীন নহে।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

অসম্পন্ন [স] **বিণ** অসম্পূর্ণ। 'ওবর্ধন পরোপকাররূপে পবিত্রত্বের কোন অঙ্গ অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

অসম্পর্কীয় [স] বিণ অনাদ্বীয়; সম্পর্কহীন। 'নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিংবা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অসম্পাদকীয় [স] বিণ সম্পাদকের উপযুক্ত নয় এমন। 'অসম্পাদকীয় বেশে নজরুল বসে আছে তত্ত্বপাশে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অসম্পূর্ণ [স] ১ বিণ অর্পূর্ণ। 'রাজনীতি ও ধর্মনীতি, এ দুই বিদ্যা আদ্যপি অতি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ অসমাপ্ত। 'সাম্যতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

অসম্পূর্ণতা [স] ১ বি সম্পূর্ণতার অভাব। 'বৈদিক ধর্মের অসম্পূর্ণতা ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি অর্পূর্ণতা। 'স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি বৃত্ত। 'ভাষো করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে নাকি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অসম্পৃক্ত [স] বিণ সংযোগহীন। 'উদগাতা জ্যোতিষ্ক যেন বস্তুর নিজস্ব পূর্ণ করে অসম্পৃক্ত অমনাশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অসম্বন্ধ [স] ১ বিণ অসংলগ্ন। 'দুই একজন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বন্ধ গীতিসমদ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ আপাতদৃষ্টিতে পারস্পর্যহীন। 'কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বন্ধ প্রকাশ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাদুর্ঘ্য কল্পনা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অসম্বন্ধতা [স] বি অসংলগ্নতা। 'সুন্দর অসম্বন্ধতা - সুন্দর অযত্নবিন্যাস।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অসম্বরণীয় [স] ১ বিণ সংঘত করা যায় না এমন। 'অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিণ সংঘেরণ করা যায় না এমন। 'আমার অসম্বরণীয় অশ্রু রুখতে গিয়ে দেখলুম।' নজরুল, ১৯২২।

অসম্বর্য [স অসম্বর্য] বিণ সংঘরণ করতে পারেনি এমন। 'কেন আবিষ্কারের অসম্বর্য বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ করে আপনি ফুটলিল।' অন্নদা, ১৯২৯।

অসম্বৃত [স] ১ বিণ অনাবৃত। 'ভ্রুদলোকদের অর্ধেক রাতে উর্ধ্বাঙ্গে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে সৌভ কলানো কি কম মজা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ যথেষ্ট পরিমাণে নিবৃত্ত নয় এমন। 'বাঙালি স্ত্রীলোক চলেছে আবৃত নহে এবং সর্বদাই অসম্বৃত - তাহার কারণ, সে ঘরেই আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিণ বেসামাল। 'কেহ বা অসম্বৃত অবস্থায় নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বিণ অসংযত। 'কি অসংযত অশ্রু ঝরে পড়ছিল তোমার।' নজরুল, ১৯২২। ৫ বিণ অনাভূতচিত। 'অসম্বৃত সুনীল জলধি।' জীবন, ১৯২৭। ৬ বিণ উদাম। 'অসম্বৃত কামনার কাঁরাগারে বারবার হারিয়েছে দিশা।' জীবন, ১৯৩০।

অসম্বৃত্তা [স] বিণ স্ত্রী শরীরের কাপড় এলোমেলো এমন। 'অসম্বৃত্তা তার লুপ্তিত চঞ্চল অঙ্গল সম্বৃত হলো।' নজরুল, ১৯২২।

অসম্ভব [স] ১ বিণ সম্ভব নয় এমন। 'অতি অসম্ভব অলৌকিক সব।' চঞ্জী, ১৫৫০। ২ বিণ অভাবনীয়। 'তাহার অসম্ভব লভ্য সংখ্যা করে।' তারিণী, ১৮৩০। ৩ বিণ অত্যন্ত। 'অসম্ভব প্রশংসার সহিত তাহাকে পুরস্কার দিলো।' তারিণী, ১৮৩০। ৪ বিণ অকল্পনীয়। 'যাঁহার সংস্কার ভিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৫ বিণ হওয়া সম্ভব নয় এমন। 'অসম্ভব ও অযুক্ত বর্ণনাদি যথোপযুক্তরূপে পরিচয় করা অবশ্য বিবেচনার কর্ম।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৬ বিণ আনন্দবৎ। 'শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৭ বিণ অবিখ্যাস। 'সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৮ বিণ শক্ত। 'ইহার বাংলা অনুবাদ

অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অসম্ভবতা [স] বি অসম্ভাবিকতা। 'কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অসম্ভবতায় [স] বিণ অসম্ভবের মতো। 'এমন অসম্ভবতায় কথা কোনো একজন শীর্ণকায় মানুষ ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অসম্ভব-রকম [স অসম্ভব+আ রকম] ১ বিণ খুব। 'আমার ছুটির নথিও অসম্ভব রকম ভাষী হয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত। 'ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব-রকম বেশি পড়েছি যে, পাশ করতে পারিনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। 'এখানে অসম্ভাবীক্রিয়ায় এত অসম্ভবরকম ব্যয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অসম্ভবরূপ [স] বিণ অসম্ভাবিক রকম। 'অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন।' প্রমথ, ১৯১৪।

অসম্ভব্য [স] বিণ অলৌকিক। 'কৃষ্ণো বিস্তর কার্যে করিয়াছেন অসম্ভব্য।' আশোনিয়া, ১৭৪৩।

অসম্ভাবনা [স] বি সম্ভাবনাহীনতা। 'বিনাশ হইবে ইহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে।' সুধাকর, ১৮৩১।

অসম্ভাবনীয় [স] বিণ ঘটনার সম্ভাবনা নেই এমন। 'নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিস্ময়াব্বিত চিত্তে ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অসম্ভাবিত [স] ১ বিণ অপ্রত্যাশিত। 'প্রভুর এবস্তুত অসম্ভাবিত ভাবি জগৎলব শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ অসম্ভব। 'সৈব-সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে সুখালাচনাকে সুদীর্ঘ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

অসম্ভাব্য [স] বিণ অসম্ভবপর। 'চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভাব্য নহে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অসম্ভাল [সি] বি বেসামাল অবস্থা। 'অসম্ভালে ছিল রাজা গদাধুজ্জি।' মাল্যধর, ১৫০০।

অসম্ভাষ [স] বি ক্ষমতাহ্রাস। 'মানোএল, ১৭৪৩।

অসম্ভূত [স] বিণ অভূতপূর্ব। 'তুমি, আমি আর এ আদমি অরণ্যানি ... অসম্ভূত রাত একা জাগে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৮।

অসম্ভূতি [সি] বি যার উৎপত্তি নেই; অনুৎপত্তি। 'অসম্ভূতি ও সৃষ্টিতে এক করে জানলেই তবে লভ্য জানা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অসম্ভ্রম [স] ১ বি অসন্দান। 'এমত দুর্ঘট করি নাই যে আমার অসম্ভ্রম করেন ...' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ প্রত্যাখ্যাত। 'এক ঘরে অসম্ভ্রম হইলে সুতরাং অন্যঘরে অসম্ভ্রম হইতে পারে।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি নির্ভয় অবস্থা। 'ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে ! কহ, হে আমারে।' মাইকেল, ১৮৩৬। ৪ বি অন্যায়। 'চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি সন্দেহবাহিনী। 'এমন কোনো মহিলা নেই আমাদের অপরিস্রব্ধতায় যার অসম্ভ্রম হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

অসম্ভ্রান্ত [স] বিণ অপমানিত। 'বেশ্যারদিশের নিকট অসম্ভ্রান্ত হইয়া বাঁহতরার গলি নিবাসিনী পতিতপাবন কারিণী ...' ভবানী, ১৮২৫।

অসম্যত [স] ১ বিণ নারাজ। 'কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্যত হইলেন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ অনগ্রহণী। 'সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্যত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অসম্যতা [স] বিণ স্ত্রী সম্যত নয় এমন। 'সে তাহাতে অসম্যতা হইয়া কহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অসম্মতি [স] ১ বি সম্মতির অভাব। 'কাহাকেও অসম্মতিতে বলক্রমে পৌত্তের চাস না-করাইবার ...'। ফরস্টার, ১৭৯৮। ২ বি ভিন্নত। 'এক এক করিয়া সকলেই এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি অনিচ্ছা। 'কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অসম্মান [স] বি অপমান। 'কেবল দেবতা নহে মানবচরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা ...'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

অসম্মানকর [স] বি সম্মানহানিকর। 'স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্মানকর।'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অসম্মানজনক [স] ১ বি অপমানজনক। 'কেবল দেবতা নহে মানবচরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা ...'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বি সম্মানহানিকর। 'ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিশ্বাস ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি সম্মান ক্ষুণ্ণ করে এমন। 'এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি।' নজরুল, ১৯৩১।

অসম্মানসূচক [স] বি অপমানজনক। 'পেছনে এমন অসম্মানসূচক কথা আজহার পছন্দ করে না।' শওকত, ১৯৫৮।

অসম্মিলন [স] বি অমৈত্র্য। 'দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অসরল [স] বি কপট। 'অনেকে তাহারদিগকে অসরল এবং কুনীতিবিশিষ্ট কহেন।' অক্ষয়, ১৮৪১।

অসরলতা [স] বি কপটতা। 'চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল।' রাজ, ১৮৭৪।

অসর্বজ্ঞ, অসর্বজ্ঞ [স] বি সব বিষয় জানে না এমন। 'যিনি বন্ধ, তিনি অসর্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অসর্বজ্ঞতা, অসর্বজ্ঞতা [স] বি সব বিষয়ে অজ্ঞতা। 'এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল - অসর্বজ্ঞতার ফল নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অসম্মত [স] অর্থ বি অশথ। 'অসম্মত বেগ পলাস মোউলর পাত।' রামাই, ১৭১০।

অসম্ময় বি নিক্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

অসহ [স] ১ বি অসহ্য। 'এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি বিরক্ত। 'অসহ যোগীরা করবে না জাড়া রে।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বি তীব্র। 'তাহার সুরেতে ছিল অসহ উচ্চাস।' আহসান, ১৯৪৪।

অসহকার [স] বি অসহযোগ। 'আজ অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অসহনীয় [স] অসহনীয় বি অসহ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

অসহনীয় [স] ১ বি অসহ্য। 'মুখদর্শন তাহার অসহনীয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি তীব্র। 'তোমাকে পাবার ইচ্ছা আমার অসহনীয়।' আহসান, ১৯৫৯।

অসহমান [স] বি অসহ্য। 'রাজা দেখিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া ...' তথায় উপস্থিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অসহযোগ [স] ১ বি সংযোগহীনতা। 'কালের রাজকু থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি সহযোগিতার অভাব। 'দেৱাজ - সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ বি অসহযোগিতামূলক মনোভাব।

'বাঙালি মহিলাকে পুলিশ-সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা। মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিঁস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বি রাজনীতিতে অসহযোগিতামূলক। 'মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি।' নজরুল, ১৯২৬। ৫ বি যোগাযোগের অভাব বা ঘাটতি। 'যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের আমাদের শিক্ষার অসহযোগ সেইখানেই আমাদের পরাভব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অসহযোগ আন্দোলন [স] বি রাষ্ট্রশাসনে সরকারকে সহায়তা না করার আন্দোলন। 'মহাত্মাজিকে বললে এখন তিনি লাগিয়ে সেবেন অসহযোগ আন্দোলনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। 'অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি।' নজরুল, ১৯২৬। 'তোমাদের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন - এ সবের কোনটা দিয়ে তুমি মধ্যযুগে ক্ষমতায় যেতে পারতে छনি।' পাশা, ১৯৭১।

অসহযোগকারী [স] বি অসহযোগ আন্দোলন করছে এমন। 'অহিঁস অসহযোগকারী বীর কংগ্রেসের দেশ সেবকেরা।' নজরুল, ১৯২৬।

অসহযোগপন্থী [স] বি অসহযোগ আন্দোলনকারী। 'অসহযোগপন্থী কংগ্রেস বাংলার আমলাতন্ত্র গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগ করিয়া ...'। আজাদ, ১৯৩৯।

অসহযোগিতা [স] বি সহযোগিতার অভাব। 'অসহযোগিতার মৌসুম না জুটিলেও।' নজরুল, ১৯২২।

অসহযোগী [স] বি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে যে। 'এসেছে শুধু আত্মত্যাগী অহিঁস অসহযোগীদের জন্যে।' নজরুল, ১৯২৩।

অসহজতা [স] বি অসরলতা। 'একটা আশ্চর্যকর অসহজতায় - অবাভাবিকতাও বিরক্ত।' জীবন, ১৯৪৮।

অসহন [স] বি অধীর। 'কোন দুর্গম ভূর পাহাড়ের ডাকে অসহন হল কারা।' ফরুক, ১৯৪৬।

অসহযোগ, অসহযোগী প্র অসহ

অসহায় [স] বি সহায়হীন। 'এই বলিয়া, বাধ ঐ অসহায়, দুর্বল মেঘশবকের প্রাণসংহার করিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

অসহায়তা [স] ১ বি অসহযোগিতা। 'তাহাদিগের অসহায়তায় সে উপবাস করিল।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ২ বি সহায়হীনতা। 'নারী জীবনে প্রত্যহ অসহায়তা বা দুঃস্থতার প্রশ্ন না থাকতে পারে।' বেগম, ১৯৪৯।

অসহায়ত্ব [স] বি সহায়হীনতা। 'নারীর এই অসহায়ত্বকেই তার সবাইতে বড় ওণ ও মাধুর্য বলে ঘোষণা করেছে।' বেগম, ১৯৪৮।

অসহায়া [স] বি স্ত্রী সহায়হীন। 'তাদের সামনে পত্ন অসহায়া স্ত্রী এই দশা।' মানিক, ১৯৩৬।

অসহায়িনী [স] বি স্ত্রী নিঃসহ। 'এই যুবতী, অসহায়িনী হইয়া, নিশীথ সময়ে, নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অসহিষ্ণু [স] ১ বি সহ্য করা যায় না এমন। 'অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত ছাড়ের আরম্ভ ...'। দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি সহ্যশক্তিহীন। 'আমাদের অসহিষ্ণু নেতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি অধৈর্য। 'ইহাকেই আমার বাসনার দৌরাভ্য বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অসহিষ্ণুতা [স] বি সহনশক্তিহীনতা। 'পরপ্রশংসার অসহিষ্ণুতা।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১২।

অসহ্য [স] বিণ অসহনীয়। 'অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অসহ্যতর [স] বিণ অতিশয় অসহ্য। 'অসহ্য হতে অসহ্যতর হয়ে উঠেছিল।' প্রমথ, ১৯১৫।

অসাংসারিক [স] বিণ সংসার সম্পর্কিত নয় এমন। 'দুটো অসাংসারিক রুখা বলবার অবকাশ যেন পাই।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

অসাক্ষাৎ [স] ১ বি অনুপস্থিতি। 'আমার অসাক্ষাতে যাহা হয় তাহা আমাকে জানাইব।' তারিণী, ১৮০০। ২ বিণ কাছে নেই এমন। 'বন্ধু অসাক্ষাৎ, শীত দূরীভূত/কে করিবে আলিঙ্গনে।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬। ৩ বি অগোচরতা। 'পিতার অসাক্ষাতে ফেলনাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অসাক্ষাত [স] অসাক্ষাৎ বিণ অনুপস্থিত। 'অসাক্ষাত সাক্ষির সাক্ষিপত্রের দ্বারা প্রমাণ হয়।' ডানকান, ১৭৮৪।

অসাক্ষাতে [স] ক্রিবিণ অনুপস্থিতিতে। 'আমি ওর অসাক্ষাতে ছেলেকে ডেকে শাসন করে দিলাম।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

অসাক্ষ্য [স] বি অনটন; দারিদ্র্য। 'আর্থিক অসাক্ষ্য এবং সাংসারিক বিপর্যয় ...।' তারা, ১৯৪২।

অসাজস্ত [ফা সাজস্ত] ১ বিণ বেমানান; সামঞ্জস্যহীন। 'ক্রীড়া কৌতুকের এক অসাজস্ত কুটিমতীর সহিত।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ অযোগ্য। 'আমি কি প্রাণ ধরে অসাজস্ত বরে দিতে পারি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

অসাড় [স] বি অসজ। 'লেখনী অসাড় হইতেছে।' মগাররক্ষ, ১৮৮৫। ২ বিণ চেতনাহীন। 'বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অসাড়তা [স] বি চেতনাহীনতা। 'এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা বাথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অসাড়ে ক্রিবিণ অসোরে। 'অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ।' শরৎচন্দ্র, ১৯৪৭।

অসাদ্য [স] অসাদ্য বিণ করা সম্ভব নয় এমন। 'কোন কাজে অসাদ্য তোমার প্রিথিবিতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অসাধ্য [স] বি অনিচ্ছা। 'আমার কি অসাধ্য যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি?' বঙ্কিম, ১৮৮২।

অসাধারণ [স] ১ বিণ আশ্চর্য। 'ডেভিল হের সাহেব ... অসাধারণ ধন্যদান করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বিণ অসামান্য। 'অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ অকল্পনীয়। 'এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এ দেশের মঙ্গলানুগতি জন্য কোন চেষ্টা সম্ভব হইবে না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিণ অতুলনীয়। 'আপনাদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্যোৎসব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ অভিনব। 'পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া সাদৃশ্য বিস্ময়াপন্ন হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিণ অতিরিক্ত। 'পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাধারণ বৈরিতা এবং ভয়ানক জ্ঞেতিবিরোধ জন্মে।' বরদর্শন, ১৮৭২। ৭ বিণ অস্বাভাবিক। 'হাঁ-কে বড়ো করিয়া না করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৮ বিণ অগাধ। 'সঙ্গীতের জ্ঞান অসাধারণ ছিল কিন্তু আমার সেই কাঁচা বয়সের রচিত ছেলেমানুষি গান তিনি আদর করে শুনতেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অসাধারণতা [স] বি অসামান্যতা; বিশেষত্ব। 'শাসনকার্যের একান্ত অসাধারণতা আমার অন্তরে স্পর্শ করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অসাধারণত্ব [স] ১ বি বিশিষ্টতা। 'আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি অসামান্যতা। 'অন্ততঃ এ ব্যাপারে তোমার অসাধারণত্ব স্বীকার করতে হয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

অসাধু [স] ১ বিণ অকথ্য। 'উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্বঃ কাগজে ছাপাইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ গর্হিত। 'অসৎসঙ্গ এবং অসাধু দুষ্টান্ত বিশ্বম অনর্থের মূল।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৩ বিণ অসৎ। 'ভাণ্ডারের সেই অসাধু দুষ্টান্তে মানবশতর চিত্র চমক হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বিণ চলিত। 'আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অসাধুতা [স] বি অসততা। 'অসাধুতা ও অন্যায়ের সমবায় সেতা সত্যই এ জীবন আত্মবলে পরিণত হইয়া আছে।' আজাদ, ১৯৩৯।

অসাধুবাদ [স] বি অণবাদ; নিন্দা। 'লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অসাধুভাষা [স] ১ বি অমার্জিত ভাষা। 'অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিণ চলিত। 'আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অসাধুর [স] বি অসাধুর সংস্পর্শ। 'সাধুসঙ্গ যেমন গুণকরী, অসাধুসঙ্গ তেমনি অগুণকরী।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

অসাধুপদেশ [স] অসাধু-উপদেশ বি কুপরাশ্রম। 'অসাধুপদেশেরও দ্বারা হান আছে।' প্রমথ, ১৯২৯।

অসাধী [স] বিণ অসতী। 'যোগের ও ভোগের অভিলাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাহার স্ববাসের সাধীও অসাধী হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

অসাধ্য [স] ১ বিণ চেষ্টা করেও করা যায় না এমন; চেষ্টার অতীত। 'সখীর অসাধ্যসাধ্য সুন্দরের ভয়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ সহজে আয়ত্ত হয় না এমন। 'ইউরোপে গলা সাখাটাই মুখা, সেই গলার স্বরে তাহার অসাধ্য সাধন করে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অসাধ্যসাধন [স] বিণ অসাধ্য সাধনকারী। 'শিশিরকুমার যে কত বড় অভিনেতা, কত বড় অসাধ্যসাধক।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

অসাধ্য-সাধন [স] বি অসম্ভবকে সম্ভব করা। 'অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত।' ভারত, ১৭৬০।

অসাধ্যি [স] বিণ করতে পারে না এমন। 'সাজসও হতে পাবে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নেই।' গিরিশ, ১৮৮৯।

অসানি [স] অসাড়ি বিণ বোধশূন্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

অসাফল্য [স] বি ব্যর্থতা। 'অসাফল্যের কালো ছায়া।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অসাবধান [স] ১ বিণ অসতর্ক। 'আপন কপালের প্রতিচ্ছায়া হইতে অসাবধান হইয়া পড়ি।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ বেবেয়াশ। 'স্বভাবত জোলামন অসাবধান লোক; এই জন্য আশার প্রতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বিণ অমনোযোগী। 'ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে এমন অসাবধান করিয়া রাখিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বিণ অসতর্ক। 'অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অসাবধানতা [স] বি অসতর্কতা। 'রন্ধকের অসাবধানতাহেতুক উত্তপ্তকণ্ডা হওয়া ঘাইতেছে না।' কৌমুদী, ১৮৩০।

অসাবধানী [স] ১ বি অসতর্ক ব্যক্তি। 'অনেক অসাবধানী এমন

আলপা করিয়া তাস ধরেন, তাঁহাদের ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ অসম্ভব। 'অসাবধানী পাঠকের অন্তরে তাঁর যে ব্যক্তি রচনা করে, তা তরুণতনু পাণ্ডিত্যের।' মুরশিদ, ১৯৭০।

অসাব্যস্ত [স] বিণ অসামান্য। 'আদালতের সাহেবানের কর্তৃত্ব আছে জে তাহা সাব্যস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা।' ফস্টার, ১৭৯৩।

অসামঞ্জস্য [স] ১ বি বিশৃঙ্খলা। 'সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি অমিল। 'দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি বোঝাযেসি থাকিয়াও ...' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি যোগাযোগের স্বল্পতা। 'সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলবা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি অসঙ্গতি। 'কথার অসামঞ্জস্য বাংলার গণবিরেক সম্যকভাবে বুঝিতে পারিয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৯।

অসাময়িক [স] ১ বিণ অসময়ের। 'কিন্তু এ অসাময়িক স্মরণের কারণটি অনুভূত হচ্ছে না।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ চিরন্তন। 'অরণ্যসমাজ সখকে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিণ অকাল। 'যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিণ সময়ের জন্যে বেমানান। 'পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিত্যন্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিণ অসমকালীন। 'মনুর সময়ে যাহা সাময়িক আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ বিণ সাময়িক নয় এমন। 'সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাঁদার খাতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অসাময়িক [স] বিণ সাময়িক নয় এমন। 'তোমাদের অসাময়িক লোকের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।' নজরুল, ১৯২৭।

অসামর্থ্য [স] ১ বি অপারগতা। 'টাকা দেওনের অসামর্থ্য জন্যে ...' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি সীমাবদ্ধতা। 'বুদ্ধির অসামর্থ্য, আত্মবিশ্বাসিত্ব ও একটা কার্য-সূত্রের হঠাৎ মাথামনে ছেদ হওয়ায় সামি comedy।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি অক্ষমতা। 'সে ক্ষমতায় পারিত অসামর্থ্য কাহারও অপোচন ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অসামাজিক [স] ১ বিণ অশিষ্ট। 'অতঙ্ক ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'আমরা বড় অসামাজিক।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বিণ নৈতিকতার অভাব আছে এমন। 'তাদের কাছ থেকে নিত্যন্ত অসামাজিকভাবে দূরে থাকেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৪ বিণ সৌজন্যহীন। 'ললিতার এই অসামাজিক হঠকারিতায় রাগ করিলেন ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বিণ সামাজ্যবিরূপ নয় এমন। 'সার্থক হোক দুঃখের অন্যায়া অসামাজিক প্রেম।' মালিক, ১৯৩৬। ৬ বিণ অমিতক। 'অসামাজিক বলে তার মনের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

অসামাজিকতা [স] ১ বি নিয়মের ব্যত্যয়। 'এস শব্দটা চলতি ভাষার সামগ্রী নয়, এই জন্যে ওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসামাজিকতা ডিমক্রেনিও খাতির করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ বি অভদ্রতা। 'সেটা অসামাজিকতা হল।' জীবন, ১৯৪৮।

অসামান্য [স] ১ বিণ অসাধারণ। 'কেরি সাহেবকে অসামান্য গুণবান করিয়া সামান্যতম সকলেই জ্ঞাত আছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ অতিশয়। 'ইংরেজি বিদ্যা অসামান্য পণ্ডিত ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ মহাপ্রাণ। 'বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনসী পুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ কোনো সম্মান লাভ করেন ...' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বিণ মনোমুগ্ধকর। 'কথা বলবার কী

অসামান্য ভঙ্গি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অসামান্যতা [স] ১ বি অতুলনীয়তা। 'অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সামান্য নয় এমন অবস্থা। 'পুত্রের বিদ্যাভিক্ষার অসামান্যতা অনুভব করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অসামান্যতাহীন [স] বিণ অতি সাধারণ। 'অসামান্যতাহীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অসামান্য [স] বি ক্রী সাধারণ নয় যে। 'পাঁচ-সাতজন অসামান্যর সঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অসামাল [অ+হি সম্ভাল<] ১ বিণ সামালো যায় না এমন; অসংবৃত্ত। 'আমরা কপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন।' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বিণ অনিয়ন্ত্রিত। 'কিন্তু, মধ্যে মধ্যে, বিলম্ব অসামাল হয়ে পড়ে।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৩ বিণ দিশেহারা। 'মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এই জন্যে ইটের সোড়ে তাদের অসামাল করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ বিণ অসংযত। 'দুশের বাটিটার পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অসামুরিয়া বিণ বেসুরো। মনোএল, ১৭৪৩।

অসাম্প্রদায়িক [স] ১ বিণ সম্প্রদায়নিরপেক্ষ। 'দারাসিকো সংস্কার-বর্জিত অসাম্প্রদায়িক সভ্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এমন। 'এর মূল ছিল তার অসাম্প্রদায়িক অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তির মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অসাম্প্রদায়িকতা [স] বি সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা। 'পাঁচতুপির ত্রাসাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান।' নজরুল, ১৯৩১।

অসাম্য [স] ১ বি অসমতা। 'অবস্থার অসাম্য থাকিবেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি ভেদোক্ত্য। 'শক্তির অসাম্য মানুষের অন্তর্নিহিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৩ বি অর্থনৈতিক অসমবন্টন। 'আজকের দিনে যে অসাম্য ও দুর্নীতির অভিলাপ আমাদের জীবনকে রাস্তায় করে রেখেছে।' বেগম, ১৯৭০।

অসার [স] ১ বিণ কুটিল। 'অন্তরে অসার বাণী বাহিরে সরল।' চক্ৰ, ১৫৫০। ২ বিণ মূঢ়াণী। 'নীচজাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ অবেধ্য। 'তার আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ অর্থহীন। 'তোমার বিহনে মম অসার জীবন।' কেতক, ১৬৫০। ৫ বিণ অক্ষম ব্যক্তি। 'অসারের তর্জন গর্জন সার।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ৬ বিণ তুচ্ছ। 'এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক দুখেতেই পরিপূর্ণ।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৭ বিণ নিকৃষ্ট। 'ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃচ্ছান ও মোহলমানদের অপারূপ ও অসার বলে জানেন।' হুজুম, ১৮৬১। ৮ বিণ ভিতরে ফাঁপা এমন। 'স্ত্রীলোক অসার অসারই বটে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৯ বিণ অপুষ্টিকর। 'ভাত অতি অসার খাদ্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ১০ বিণ বাজে। 'কোন যুক্তি বলে গোফুল রক্ষকগণ এরূপ অসার তর্ক উপস্থিত করিতেছেন।' মশাররফ, ১৮৮৯।

অসারতা [স] ১ বি দূর্বলতা। 'তাহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি তুচ্ছতা। 'কীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অসারত্ব [স] বি তুচ্ছতা। 'সংসারের অসারত্ব।' বিভূতি, ১৯৩১।

অসারবস্তা [স] বি অসারতা। 'তোমরা ... আপনাদের অসারবস্তাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হও।' অক্ষয়, ১৮৫২।

অসারবান [স] বিণ অব্যবহিক। 'নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান যুবকের কথা।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অসার্থক [স] ১ *বিণ* অসফল। 'মহিলা দেহনিবন্ধ সতীত্বের অত্যাচারে সমাজছাড়া হয়ে প্রেম ও সন্মানের অভাবে অসার্থক হচ্ছেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'শব্দকে ব্যাবহৃত করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যুৎ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ২ *বিণ* ব্যর্থ। 'অসার্থক অপব্যয়ে আপনারে ঘিরে।' *সুশীল*, ১৯৩৩। ৩ *বিণ* অর্থোক্তিক। 'পাচিলের দরজা পেরিয়ে এক চিলতে জায়গা, যাকে ঠিক উঠানে বলা অসার্থক।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

অসার্থকতা [স] *বি* বার্থতা। 'এ অসার্থকতা বাথা একান্তই তার নিজের।' *জীবন*, ১৯৩২।

অসাহস [স] *বি* বোকাহি। 'অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

অসাহসী [স] *বিণ* সাহসহীন। 'পত অচরিতার্থ অসাহসী জীবনের জ্ঞানার্থাভির ভিতর দিয়ে ...' *জীবন*, ১৯৩১।

অসাহিত্য [স] *বি* সাহিত্যগুণহীন রচনা। 'এক সময়ে 'গল্পগুচ্ছে' বুঝেয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসাহিত্যিক [স] *বি* সাহিত্যিক নন এমন ব্যক্তি। 'এর উত্তরে অসাহিত্যিকরা বলবেন, - এ সব দর্শনের কথা, অর্থাৎ গীতাখুরি।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

অসি [স] *বি* তলোয়ার। 'নন্দি চলিলা অসি লইয়া খুরধার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অসিকোষ [স] *বি* তলোয়ারের খাপ। 'সেই তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে।' *মাইকেল*, ১৮৮১।

অসিচর্ম [স] *বি* তলোয়ার ও ঢাল। 'রাজপুত-হস্তে অসিচর্ম পাকিতে তোমাদিগের পদে কুশাঙ্কুরও বিধিরে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

অসিজীবী [স] *বিণ* অশ্রদ্ধাধার করে জীবিকা নির্বাহকারী। 'ধানার আমলারা অসিজীবী।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

অসিধার [স] *বি* তরবারির ধার। 'আর দেখ কার হস্তে থাকে অসিধার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

অসির্বর্ণ [স] *বিণ* বহু। 'তার কণ্ঠে ঢেলে দেয় অসির্বর্ণ ওজস্বী মদিরা।' *বৃদ্ধ*, ১৯৭১।

অসিমুক্ত [স] *বিণ* তরবারিহীন। 'অসিমুক্ত মসিগুত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আক্রান করছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অসিমুগ [স] *বিণ* তরবারি ধরে আছে এমন। 'অসিমুগ বাম কর দক্ষিণে অভয়বর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অসিলতা [স] *বি* তরবারির ফলা। 'যে হস্ত অসিলতা ধারণ করিয়া প্রাণ সংহার করিতে যায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

অসিত [স] *বিণ* কালো। 'শিরোবন্ধ অসিত চামর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অসিতচর্ম [স] *বিণ* কালো চামড়ার। 'সেই জলনমটির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

অসিদ্ধ [স] ১ *বিণ* মুক্তিভরকের দ্বারা সমর্থিত নয় এমন। 'এই কথা কেহ অসিদ্ধ বলিতেও পারিবেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* সিদ্ধ করা হয়নি এমন। 'অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংভূত।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* অতদ্ব। 'ভদ্র উভয় সার বললে তোমাদের হিন্দু শাস্ত্র অসিদ্ধ হয়ে যাবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *বিণ* অসফল। 'আত্মনির্ভরে অনভ্যন্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম,

আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৫ *বিণ* বিফল। 'দলে দলে যেথা মোর অকৃত্য আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অসিদ্ধান্ন [স] অসিদ্ধ-অন্ন। *বি* অসিদ্ধ ধান থেকে উৎপন্ন চালের ভাত। 'অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংভূত থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

অসিদ্ধি [স] *বিণ* অসফল; ব্যর্থ। 'অসিদ্ধি হইলে কেবল শ্রমই থাকে।' *গৌর*, ১৮২২।

অসিলা [আ ওয়াসিলা] *বি* বাহানা। 'অসিলা করে হাজারবার আমাদের বাড়ি আসা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

অসীম [স] ১ *বিণ* সীমাহীন। 'কৃষ্ণের প্রভাবে রাজা মহিমা অসীম।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* সীমাহীনতা। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৩ *বি* অনন্ত শক্তি। 'সীমাকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* যার সীমা নেই। 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৫ *বি* অসীমতা। 'রূপেরে অনিল ডাকি অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অসীমক [স] *বিণ* সীমাহীন। 'ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক ... ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

অসীমকাল [স] ১ *বি* অনন্তকাল। 'অসীমকাল পর্যন্ত পরপুরুষের প্রীতিসের সম্ভাবনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* চিরন্তনতা। 'অসীম কালের যে যিহ্মোলে জোয়ার-ভাটার ভুবন দোলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

অসীমচূষনী [স] *বিণ* স্ত্রী অসীমকে চুষন করে আছে যে। 'অসীমচূষনী, তবু চুষনের অতীত; অতীবা।' *বৃদ্ধ*, ১৯৪৪।

অসীমতর [স] *বিণ* সীমাহীন। 'অসীম দুঃখকে আত্মসাৎ করে সে অসীমতর আপনাকে জানতে জানতে চললো।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

অসীমতা [স] *বি* সীমাহীনতা। 'তঁহার করুণার অসীমতা জানিয়া ... নিরাশতা নাই।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

অসীমদেশ [স] *বি* অনন্ত জগৎ। 'জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

অসীমনীল [স] *বিণ* সীমাহীন নীল। 'তাহার অসীমনীল লগতে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

অসীমশক্তিশালী [স] *বিণ* সীমাহীন শক্তির অধিকারী। 'অসীম-শক্তিশালী ভগবানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্যাদাফাটনে ...' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

অসীমশরণ [স] *বি* চির-আশ্রয়। 'তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অসীমসুন্দর [স] *বিণ* সীমাহীন সুন্দর। 'মিথ্যা বলেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীমসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অসীমা [স] ১ *বিণ* স্ত্রী সীমাহীন। 'তোমার মহিমা/অপার অসীমা।' *মানিকবন্দ্য*, ১৭৮১; 'স্বচ্ছ অতল সিন্ধু নয়ননীলিমা স্থির হাসিখানি উষালোকময় অসীমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *বি* স্ত্রী সীমাহীন সীমা। 'যে(মোরা) দৃঢ় নয়ন-প্রদীপ কেবলে/ বুদ্ধি সেই অসীমার লীমা।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

অসীমায়তনতা [স] *বি* অসীমতা। 'তাহা অসীমায়তনতা বা আয়তনের অসীম অভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

অসু [স] বি শ্রাণ। 'জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অসু'। ৩৪, ১৮৫৮।

অসুক্ষণ [স অসুখ] বিণ দূরধিত। 'ওনে চিত্ত হলো অসুক্ষণ'।
মানিকরাম, ১৭৮১।

অসুখ [স] ১ বি দুঃখ। 'কেন অসুখ রাজা ইন্দ্র জন্ম হয়।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অসুস্থি। 'যে অসুখে অসুখ ও ঘৃণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।' বিন্দা, ১৮৫১। ৩ বি সুখের অভাব। 'প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বদা সন্ধ্যা থাকে উচিত, পরস্পর কলহ ও বিবাদ করিলে অসুখের বন্ধি হয়।' বিন্দা, ১৮৫১। ৪ বি রোগ। 'মা ওইসে বড় অসুখ করছে।' উমেশ, ১৮৫৭। ৫ বি অশান্তি। 'পরিণতবয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্জী পরিবারে অসুখ ঘটিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ বিণ অসুস্থ। 'আমার অসুখ অবস্থায় রোহাঙ্গদ শ্রীমুখ ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অসুখকর [স] বিণ আয়ামদায়ক নয় এমন। 'ইংরেজি পোশাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দুষ্টিকর ...' শ্রমজ, ১৯০৫।
অসুখবিসুখ [স] বি রোগব্যাধি। 'আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ডয়ে কাঁপতেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অসুখিনী [স] বিণ স্ত্রী দুঃখী। 'সর্বজীবী সুখী, তখন আমরা অসুখিনী হব কেন?' মাইকেল, ১৮৭৩।

অসুখী [স] ১ বিণ অতৃপ্ত। 'ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর-নাথ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ বিগময়ত। 'রাজত্বের ভার লইয়া অসুখী হইব, আর গাছের উপর প্রধানত্ব করিব?' তালিগী, ১৮০৩। ৩ বিণ দুঃখী। 'মুহূর্তসুখের তোরে দিয়া প্রলোভন অসুখী করিবে কেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৪ বিণ ব্যাধিত। 'তোমাকে কখনো সুখী, কখনো অসুখী করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

অসুচ [স অসুচিত] বিণ অপবিত্র। 'অসুচ অসুচ স্বপ্ন দেখিল বিকটে।' মালাধর, ১৫০০।

অসুজনতা [স] বি অসৌজন্যতা। 'দন্ত বাবুর সহিত অসুজনতা বা অসুজনতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩।

অসুতিয়া বিণ বেসুরো। 'মানোএল, ১৭৪৩।

অসুদ [স ঔষধ] বি বিবাদের বস্ত্র। 'স্কুল যাওয়া বাপ মার ভয়ে অসুদ গেলা গোল।' হুতোম, ১৮৩১।

অসুন্দর [স] ১ বিণ যা সুন্দর নয় এমন। 'যাহা সুন্দর তাহাই বাহিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি সৌন্দর্যহীনতা। 'অসুন্দরের সন্ধ্যাও সংযোগে যাহা কটিন, যাহা অসৌন্দর্য্যে অতিলিপিত অতিনিষ্ঠিত নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিণ কুশলিত। 'কটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে-কথা জ্ঞাপানের বোঝা উচিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৪ বি অশোভনতা। 'অসুন্দর নবীন - জীবন-হার্য অসুন্দর করে ছেলন।' নজরুল, ১৯২২। ৫ বি সুন্দর নয় যে। 'অসুন্দরের পরম বোনোয় সুন্দরের আছো।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৬ বি জীবনের কদর্য দিক। 'শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অসুন্দরী [স] বি স্ত্রী সুন্দরী নয় যে। 'বিশেষত যদি চরখপাত বেছে বেছে অসুন্দরীদের হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অসুনিধা [স] ১ বি ঝামেলা। '... তাহাতে অনেক অসুনিধা ঘটিত।' বিন্দা, ১৮৫১। ২ বি প্রতিকূলতা। 'পার্বত্য যুদ্ধে তাহাতে অসুনিধা হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বি অমত। 'যাঁহারা গুণ দেখিয়া কন্যা বিবাহ করিতে চান, বালাবিবাহে তাহাদের সম্পূর্ণ অসুনিধা।' রবীন্দ্র,

১৯০৮। ৪ বি টানটানি। 'যখন দেখিলেন জঙ্গের অসুনিধা তখন তিনি রক্ষন একেবারে ছাড়িয়াই দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বি প্রতিবন্ধকতা। 'ইহাতে কিছু অসুনিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুনিধা আরো ...' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বি সমস্যা। 'বাংলা বাস্তবের অসুনিধা এই যে, সবুজপত্রে প্রকাশিত সাধু ভাষায় লিখিত পাঠ ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অসুনিধাকর [স] বিণ অসুনিধা হয় এমন। 'বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুনিধাকর কোথাও বা অসুনিধাকর হইতেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

অসুনিধাজনক [স] ১ বিণ বাধা সৃষ্টি করে এমন। 'রোদ জিনিসটা প্রহারকারীর পক্ষে অত্যন্ত অগ্নিয় এবং অসুনিধাজনক।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ প্রতিকূল। 'বর্তমান যুদ্ধের অসুনিধাজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ...' আজাদ, ১৯৪১।

অসুনিধাবোধ [স] বি ঝামেলার সৃষ্টি। 'তাহার যে কতখানি বিশ্বাস, বিরক্তি এবং অসুনিধা বোধ হইবে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অসুত [স অসুত] বিণ অসম্বলজনক। 'অসুচ অসুত স্বপ্ন দেখিল বিকটে।' মালাধর, ১৫০০।

অসুর [স] ১ বি দেবতাদের শত্রুদল (হিন্দুপুরাণ)। 'দেব অসুর নরগণে।' বৃত্ত, ১৪৫০। ২ বি আর্য় নয় এমন জাতিবিশেষ। 'আদিমবাসী দ্রাব্য, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্বরজাতিদিগকে ...' বঙ্কিম, ১৮৭২।

অসুরত্ব [স] বি দানবত্ব। 'অসুরত্বের বদনামটুকু সহ্য করে নিতে হয়।' নজরুল, ১৯২৬।

অসুরদল [স] বিণ অসুরকে দলনকারী। 'আক্ষে অসুরদল কাহে।' বৃত্ত, ১৪৫০।

অসুরনাশিনী [স] বিণ স্ত্রী দেবকুলের শত্রু বিনাশকারী। 'অসুরনাশিনী জগন্নাথার অকাল উদবোধনে।' নজরুল, ১৯২৫।

অসুরপুর [স] বি শত্রুর শিবির। 'অসুরপুরে শোর উঠেছে।' নজরুল, ১৯২২।

অসুরবিনাশী [স] বিণ স্ত্রী অসুর বিনাশকারী। 'অসুরবিনাশী উদাত অসি।' নজরুল, ১৯৩১।

অসুরভাব [স] বি অসুরসুলভ স্বভাব। 'এমন কি অসুরভাবের কথা পর্যন্ত যিনি ভুলিতে বলিয়াছেন।' সত্যজ, ১৯২০।

অসুরমারণ [স] বি দানব হত্যা। 'আনুষঙ্গিক কথ্য এই অসুরমারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অসুরা [স] বি স্ত্রী অসুর। 'মারিব অসুরা আজি বাহুর ছাওয়াল।' মালাধর, ১৫০০।

অসুরারি [স অসুর-অরি] বি (হিন্দু পুরাণ) ইন্দ্র। 'হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে মগ্ন।' মাইকেল, ১৮৬০।

অসুরী [স] বি স্ত্রী অসুর। 'তারা তো অসুরী নন।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

অসুলত [স] বিণ সহজলভ্য নয় এমন। 'ইন্দ্র অসুলত সুখসজ্জাগে কালহরণ করিতেছি।' বিন্দা, ১৮৪৭।

অসুসার [স অসুসার] বি প্রতিবন্ধকতা। 'বাসরঘরে অসুসার গেল না।' দর্পণ, ১৮২১।

অসুস্ত, অসুস্ত [স অসুস্ত] বিণ অসুস্ত। 'অসুস্ত।' মেয়র্স, ১৭৫৭; 'আমি সেকটাপর অসুস্ত কি জানি কোন জ্ঞানভ্রষ্ট হই।' মেয়র্স, ১৭৭৩।

অসুস্থ [স] ১ বিণ রোগাক্রান্ত। 'সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গাএ।'।

আলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ পীড়াদায়ক। 'শান্ত হৃদি দিবানিশি করে বাহ্যকার। অসুস্থ আশার সেই মুমূর্ষু-নিশ্বাসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।
৩ বিণ অশান্ত। 'শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৪ বিণ অগ্রকৃতজ্ঞ। 'তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

অসুস্থকর [স] বিণ বিকারজনক। 'যেখানে যাহা কিছু অসুস্থকর অশক্তিকর ...।' সবুজ, ১৯২০।

অসুস্থতা [স] বি রোগগ্রস্ততা। 'রাজার অসুস্থতাজনিত অব্যবস্থিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

অসুস্থতাজনিত [স] বিণ অসুস্থতার ফলে সৃষ্ট। 'রাজার অসুস্থতাজনিত অব্যবস্থিত অবস্থার সুযোগ ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

অসুস্থ হওন বি অসুস্থ হওয়া। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

অসুস্থ্য [স] বিণ স্ত্রী অসুস্থ। 'কল্যাণ আমার পাছে অসুস্থ্য হন।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অসুয়া [স] বি হিংসা; ঘেহ। 'জনসমাজের অসুয়া।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

অসুয়াদীর্ঘ [স] বিণ দীর্ঘাকার। 'হয়নি অসুয়াদীর্ঘ, তারও চোখ রূপ স্তম্ভে, অথচ আপন মুখ ভরে।' শামসুর, ১৯৫৯।

অসুয়ারপরশ [স] বিণ দীর্ঘাধিত। 'সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসুয়ারপরশ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

অসূর্য [স] বি অন্ধকার। 'তবু পরিবর্তনে তোমার অসূর্য পেয়েছে ছাড়া।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

অসূর্যম্পশ্য [স] ১ বিণ সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখা হয়নি এমন। 'অসূর্যম্পশ্যরূপ অব্যাবস্পর্শহই হয়ে ছুটো দিন কেবল বেঁচে ছিলেম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ত্রিবিণ সূর্যের মুখও না দেখে। 'বিচলিত যবনিকা পদপুষ্পজালে বিবিধ বর্ণের লেখা, তারি অসূর্যম্পশ্য রহিয়া অসূর্যম্পশ্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অসূর্যম্পশ্যা [স] বিণ স্ত্রী সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখেনি এমন; অস্তঃপুরবাসিনী। 'অস্তঃপুরচারিণী অসূর্যম্পশ্যা মহিলাদিগের প্রকাণ্ড দরবারে প্রবেশ।' সওগাত, ১৯১৯।

অসূর্যলোক [স] বি অন্ধকার জগৎ। 'আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রও লেগেছে নিদুটি।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অসূর্যম্পশ্যরূপা [স] বি সূর্য দেখেনি এমন রূপবতী নারী। 'অসূর্যম্পশ্যরূপা ক্রমে দ্বিহরারের রৌদ্রোত্তর রেলগুয়ে-মক্ষে গিয়া দেখা দিতেছেন।' সবুজ, ১৯১৭।

অস্ট [স] বিণ সৃষ্টি হয়নি এমন। 'সেই অস্ট সামগ্রীই বোধ হয় ঐশী শক্তির সীমাননির্দেশক।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

অসেতুবন্ধ্য [স] বিণ যোচানো সম্ভব নয় এমন। 'যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে অসেতুবন্ধ্য ব্যবধান ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

অসেতুসম্ভব [স] বিণ সেতুবন্ধনযোগ্য নয় এমন। 'যুক্তিবাদী ও ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অসেতুসম্ভব বিরোধ স্বাভাবিক।' শিব, ১৯৫৬।

অসেবা [স] বিণ সেবন করা উচিত নয় এমন। 'যাহা অপকারী তাহাই অসেবা।' মালারফ, ১৮৮৯।

অসেস [স] অশেষ বিণ অন্তহীন। 'অসেস গভির আমি তোমার প্রীজিত।' মালারফ, ১৫০০।

অসৈনিক [স] বিণ অসামরিক। 'অসৈনিক জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

অসৈরণ [স] শৈবরণী> বি স্বীতিবহির্ভূত আচার-ব্যবহার। 'অসৈরণ সহিতে নারী মহাশয়।' হুতোম, ১৮৬১।

অসোণ, অসোণ [স] অশোক বি অশোক। 'কুন্দবস্ত্রী তরু ধএল নিসান। পাটল তুল অসোণ দল বান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'অরুন অসোণ নীপ নীহ' অনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অসোয়াস [স] আশ্বাস বি আশ্বাস। 'সত সম্মানে ন বচন পরগাসব জেহন কৃপন অসোয়াসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অসোয়াস্ত [স] অশস্তি বি অশস্তি। 'লইয়া বিকল মন ... চিন্তিতে মনেতে অসোয়াস্ত।' বিজয়, ১৬৫০।

অসোয়াস্তি [স] অশস্তি বি অশস্তি। 'মনোএল, ১৮৩৩: 'সে হোটেলও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অসোয়াস্তিকর [স] বিণ শক্তিকর নয় এমন। 'বর্তমান পরিস্থিতি তার কাছে অসোয়াস্তিকর ঠেকে।' শতকৃত, ১৯৭২।

অসোস্তি [স] অশস্তি বি শারীরিক উত্তেজ বা অশাস্ত্য। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

অসৌজন্য [স] ১ বি অশিষ্টতা। 'এ হুলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি রূঢ়তা। 'তাদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না দেশমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অসৌন্দর্য্য [স] বি সৌন্দর্যহীনতা। 'সমাজ বা অর্থনীতির কথা ভেবে সে শিশুর অসৌন্দর্য্যকে কমা করে না।' মোতাহের, ১৯৫০।

অসৌভাগ্য [স] বি দুর্ভাগ্য। 'অপনার অসৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান/জগতে নাহি জ্ঞানদানন্দ সম জাগ্যবান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অসৌন্দর্য [স] বি সন্ময়তার অভাব। 'আসিরিয়ার লোকের অসৌন্দর্য উপস্থিত হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

অশ্লিষ্ট [স] বিণ বিচ্যুত হয়নি এমন। 'অশ্লিষ্টসঙ্কল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থে ধীরে ধীরে যাইতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

অস্ট্রিচ [স] বি উটপাখি। 'অস্ট্রিচ পাখি যে-রকম ভয় পেয়ে বালুতে মাথা গুঁজে ভাবে ...।' মুক্তবাব, ১৯৫৮।

অস্ট্রিয়ান, অস্ট্রিয়ান [স] ১ বিণ অস্ট্রিয়ার অধিবাসী। 'সে ডাক লরান তনেছে, ইরাজ তনেছে, ফরাসি তনেছে, বেলজিয়াম তনেছে, অস্ট্রিয়ান তনেছে, রাশিয়ান তনেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিণ অস্ট্রিয়া সম্পর্কিত। 'প্রথম মহাসময়ের পূর্বকাল অস্ট্রিয়ান-সম্রাজ্ঞা ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

অস্ট্রেলিয়ান [স] বি অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। 'নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ানদের মেয়েদের পর্যন্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অস্ট্রেলীয় [স] অস্ট্রেলিয়া+স ইয় বিণ অস্ট্রেলিয়ার। 'অস্ট্রেলীয় সরকারের আমন্ত্রণ।' বেগম, ১৯৬৩।

অস্ত [স] ১ বি অবসান। 'দিন অস্ত গেল নিশি প্রথম প্রহর।' মালারফ, ১৫০০। ২ বি ডোবা। 'হেন কালে নিশি হইল অস্ত গেল রবি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিণ শেষ। 'আশঙ্কার সময় অস্ত হইতেছে।' ১৮৪৪।

অস্ত-অচল [স] বি সূর্য যেখানটায় অস্ত যায় বলে মনে হয়। 'ঢেয়ে দেখো ওই অস্ত-অচলের পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অস্ত-আকাশ [স] বি অন্ত্যায়মান সূর্যের আভ্যমুক্ত আকাশ। 'সোফায় বসিয়া অস্ত-আকাশের রং-এর খেলা দেখিতে লাগিল।' নক্ষত্রল, ১৯৪৪।

অন্তকাল [স] বি সূর্য ডোবার সময়। 'মধ্যাহ্ন কালাবধি অন্তকাল পর্যন্ত।' *মৃত্যুশ্রয়*, ১৮১২।

অন্তগগন [স] বি সূর্যাস্তের সময়ের আকাশ। 'ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন অন্তগগন রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

অন্তগত [স] *বিণ* অন্তাচলপত। 'দিনমণি অন্তগতে নলিনী মুদিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

অন্তগতা [স] *বিণ* স্ত্রী অন্ত গিয়েছে এমন। 'কোটি তারকা কি হরনি অন্তগতা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

অন্তগমন [স] বি ভূবে যাওয়া। 'নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্যদেবের অন্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

অন্তগমনছায়া [স] বি অন্তমিত হওয়ার সময়। 'জীবনসূর্যের অন্তগমনছায়ায় বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে।' *হাই*, ১৯৫৪।

অন্তগামি [স] *অন্তগামী* *বিণ* অন্ত যাচ্ছে এমন। 'অন্তগামি-তানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অন্তগামী [স] *বিণ* অন্ত যাচ্ছে এমন। 'অন্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

অন্তগিরি [স] বি সূর্যাস্তের স্থান হিসেবে কল্পিত পাহাড়। 'মেঘচুম্বিত অন্তগিরির চরণতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অন্তগোধূলি [স] *বিণ* সূর্য ডোবার সময়কার। 'জাগো অন্তগোধূলি-বেলা দিবাঅবসান।' *নজরুল*, ১৯৩০।

অন্তঘটি [স] বি অন্ত যাওয়ার স্থান। 'সেই মিলনের ডরাট পুলক অন্তঘটে ভূবে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অন্তর্দাস [স] *অন্ত+স* *চল্য* বি ভূবে যাওয়া চাদ। 'অন্তর্দাসের বাসনা জোলাতে অরণ্য অনুরাগে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

অন্ত-ভারা [স] বি সন্ধ্যাভারা। 'আমাদের উভয়ের অন্ত-ভারা জ্বল উদয়-ভারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অন্ততোরণ [স] বি বিদায়ের দরজা। 'অন্ততোরণ হতে আমি তাকে যে বিদ্যিত ...।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

অন্তদিগন্ত [স] বি শেষ বয়স। 'মানুষের আয়ুতে বাটের কোঠা অন্তদিগন্তের দিকে হেলে-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্তদিঘি [স] *অন্ত+স* *দীর্ঘিকা* বি অন্তদিগন্ত। 'মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, মারি এল অন্তদিঘির পার।' *শব্দ*, ১৯৫৫।

অন্তদেশ [স] বি যেদিকে সূর্য অন্ত যায়; পশ্চিম দিক। 'পূবের পরিবে নিয়া অন্তদেশ পানে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

অন্তপথ [স] ১ *বি* অন্তাচলের পথ। 'কেন অন্তপথ-পানে সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* পশ্চিম আকাশ। 'ধূসর প্রদোষে আজি অন্তপথ জুড়ে নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্ত-পট্টা [স] *বি* অন্তাচল। 'আকাশ পথ বেয়ে অন্ত-পট্টার পথে চলতে লাগল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

অন্তপাট [স] বি সূর্য যেখানটাকে অন্ত যায় বলে ধারণা করা হয়; অন্তাচল। 'অন্তও আহ অন্তপাট আসো করি আমাদেরই রবি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

অন্তপার [স] *বি* অন্তাচল। 'অন্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অন্তপ্রায় [স] ১ *বিণ* ভূবে যাচ্ছে এমন। 'পূর্বগগনের মূলে যেন অন্তপ্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বিণ* প্রায় শেষ। 'তখন পারস্য শিক্ষা অন্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

অন্ত-বাতায়ন [স] *বি* অন্তাচল। 'আকাশের অন্ত-বাতায়নে অনন্ত দিনের কোন বিরহী কনে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

অন্তমান [স] *বিণ* অন্ত যাচ্ছে এমন। 'চকরতার স্নেহমাখা করুণ-ন্যাসে চেয়ে থাকে অন্তমান যামিনীর পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। 'অন্তমান রবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

অন্তমিত [স] ১ *বিণ* অন্ত গিয়েছে এমন। 'দিবারক অন্তমিত হইল প্রদোষ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বিণ* বিগত। 'গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অন্তমিত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বিণ* সার। 'তাহার জীবন অন্তমিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অন্ত যাওয়া [স] *অন্ত+যাওয়া* *ক্রি* সূর্য ডোবা। 'সূর্য অন্ত গেলেন।' *রক্তিম*, ১৮৭৮।

অন্তযাত্রা [স] *বি* অন্ত যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা। 'সূর্যের অন্তযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

অন্তরবি [স] *বি* অন্তগামী সূর্যের আলো। 'অন্তরবির বরেন বরেন লেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অন্তরবিকর [স] *বি* অন্তগামী সূর্যের আলো। 'অন্তরবিকরের সুবর্ণ-সমুদ্রস্রোত সমতলভূমি গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন বিধ-পানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

অন্তরাণ [স] ১ *বি* সূর্যাস্তকালের রং। 'অন্তরাণের মেঘের চুমায় বেগে।' *জীবন*, ১৯২৭। ২ *বি* সমান্তর লম্ব। 'জেনেছি আজ্ঞা তাই মুমুকু কালের অন্তরাণে।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৫৯।

অন্তশিখর [স] *বি* অন্তাচল। 'অন্তশিখরশিরে চাইল রবি শেষ-চাওয়া তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

অন্তশিখরী [স] *বি* অন্তাচল। 'কোথায় তোমার উদায়চল, কোথায় বা তোমার অন্তশিখরী তাহা প্রশ্ন করিতও সকলে বিস্মৃত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অন্তসবিতা [স] *বি* অন্তায়মান সূর্য। 'উঠিছে রক্তিম হ'য়ে রক্তরাগে অন্তসবিতার' *সত্যভা*, ১৯১৫।

অন্তসাগর [স] *বি* যে সাগরের অন্তরালে সূর্য অন্ত যায়। 'আলোকের খোয়া হয়ে গেল দেয়া অন্তসাগর পারায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

অন্তসিন্ধু [স] *বি* সমুদ্রপ্রব য়ে স্থানে সূর্য অন্ত যায়। 'পৃথিবীর মাঝখানে উদয়সমুদ্র হতে অন্তসিন্ধুপানে প্রসারিয়া আপনারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

অন্তসূর্য [স] *বি* অন্তায়মান সূর্য। 'আমার এই পথযাত্রার ছবি অন্তসূর্য আকাশে একে দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

অন্তহীন [স] ১ *বিণ* কখনো অন্তমিত হয় না এমন। 'ভোরের অন্তহীন - অবশ্যনি জলের বেবিলন।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* অন্তহীন। 'নিমিত্ত স্পন্দিত করি দ্যুশ্লোকের অন্তহীন রাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

অন্তাক্র [স] *বিণ* অন্তগামী সূর্যের মতো রক্তিম। 'পাগড়ি বেঁধে অন্তাক্র আলোকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

অন্তাচল [স] *অন্ত-অচল* *বি* পশ্চিম দিকের কল্পিত পর্বত, সূর্য যেখানে আড়াল হয়। 'পূর্বে উদয়ে গিরি বন্দম পশ্চিমে অন্তাচলে।' *বিজয়*,

১৬৫০।

অস্ত্রাচলচূড়াবলম্বী। স অস্ত্র-অচল-চূড়াবলম্বী। বিণ অস্ত্রাচলে যাচ্ছে এমন। 'সূর্য অস্ত্রাচলচূড়াবলম্বী'। বিতৃতি, ১৯৩৮।

অস্ত্রায়মান। [স] বিণ অস্ত্র যাচ্ছে এমন। 'অস্ত্রায়মান সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে সূর্য্যাকালীন দৃশ্য পরিস্ফুট করতে হয়'। শব্দার্থ, ১৯৬৮।

অস্ত্রোন্মুখ। [স] বিণ অস্ত্র যাচ্ছে এমন। 'আমার যশঃসূর্য পদ্মতে অস্ত্রোন্মুখ হইল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

অস্তুর। [স অস্ত্র] ১ বি অস্ত্র বানানোর ছুরি। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি অস্ত্র। 'অস্ত্রের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন'। হস্তোৎস, ১৮৬১। দ্র অস্ত্র

অস্তি। [স] বি বিদ্যমানতা। অস্তি-নাস্তি। [স] বি থাকা না-থাকা। 'অস্তি-নাস্তি ন জানান্তি আমি যেটা মেরি খেটে'। গুণ, ১৮৫৮।

অস্তিকোটর। [স] বি মাথা। 'অস্তিকোটরের মধ্যে দুঃখ-নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অস্তিবাণী। [স] ১ বিণ অস্তিকর। 'সম্প্রতি সে অস্তিবাণী, গ্রন্থে ভরপুর, উসকো ফুসকো চুল'। শ্যামসূর, ১৯৬৮। ২ বিণ রক্ষণশীল। 'আমাদের সর্ব কারুকাজে, অস্তিবাণী জিরামেরা বাড়িয়েছে ব্যক্তিগত গলা'। মাহমুদ, ১৯৭৩।

অস্তিবাচক। [স] বিণ ইতিবাচক। 'বাক্যতালিকে অস্তিবাচক করে'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অস্তিত্ব। [স] ১ বি বিদ্যমানতা। 'আকারশূন্য পরমাপুসমস্তির অস্তিত্ব'। বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি সত্তা। 'তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি উপস্থিতি। 'অমঙ্গলের মধ্যেও যে মঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি ছড়ায়ড়ি। 'আমাদের সমাজে এরূপ শতভির অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অস্তিত্বগত। [স] বিণ অস্তিত্ব সম্পর্কিত। 'ব্যক্তির অস্তিত্বগত বৈশিষ্ট্যবুদ্ধি, কল্পনা, ইচ্ছা, উদ্যম পরিবর্তনের একটি প্রধান উৎস'। শিব, ১৯৫৬।

অস্তিত্বজ্ঞান। [স] বি বিদ্যমান আছে এমন বোধ। 'যে জ্ঞানের নিমিত্ত মনুষ্যের ... ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ...'। মশাররফ, ১৮৬৯।

অস্তিত্বতত্ত্বী। [স] বিণ অস্তিত্ববাদী। 'শেষ পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বতত্ত্বী শিল্পী-প্রকৃতিই জয়ী হলো'। শিব, ১৯৫০।

অস্তিত্বতাত্ত্বিক। [স] বিণ অস্তিত্ববাদ সম্পর্কিত। 'রেনেসাঁসের এই অস্তিত্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গোয়েটের উপরে বর্তায়'। শিব, ১৯৫০।

অস্তিত্বধারা। [স] বি অস্তিত্বমানতা। 'অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি আগোকোষসিদ্ধ মানবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া ...'। হাই, ১৯৫৪।

অস্তিত্ব-পট। [স] বি সত্তার পর্দা। 'ব্যথা হয়ে বাজে মাঝে মাঝে তারও চোখ আমার অস্তিত্ব-পটে'। শ্যামসূর, ১৯৬৩।

অস্তিত্ব-প্রতিপাদক। [স] বিণ যুক্তি দ্বারা বিদ্যমানতা নির্ণায়ক। 'উপরিবিবৃত নির্ধারণ-কৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রতিপাদক হয় না'। বঙ্কিম, ১৮৯২।

অস্তিত্ব-বাচক। [স] বিণ ইতিবাচক। 'প্রথম বাক্যের দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষ বাক্যের দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অস্তিত্ববাদ। [স] বি স্মৃতিকর্তা আছেন এই মতবাদে বিশ্বাস। 'গোলা দাপোন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদের উপরে'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অস্তিত্ববিহীন। [স] বিণ অস্তিত্বশূন্য। 'সেই গতিহারী ঋক্সা ধূলিলীন অস্তিত্ববিহীন'। ফররুখ, ১৯৪৩।

অস্তিত্বশূন্য। [স] বিণ অস্তিত্বহীন। 'সত্ত্বশূন্য সময়ঘড়ির অস্তিত্বশূন্য আলোর দেশ'। লীবন, ১৯৩২।

অস্তিত্বহীন। [স] বিণ অস্তিত্বশূন্য। 'অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে সে বয়ে বেড়িয়েছে'। মানিক, ১৯৩৫।

অস্তিত্বহীনা। [স] বিণ স্ত্রী অস্তিত্ব নেই এমন। 'এক অত্যাদর্শ অস্তিত্বহীনা মানবী'। মানিক, ১৯৩৬।

অস্তির। [স অস্ত্রি] বিণ অস্ত্রির। 'এমত কাঁচা ছাওয়ালা বর্বর অস্তির'। আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

অস্ত্রীতিবাদী। [স] বিণ অর্থহীন জগতে মানুষ স্বাধীনভাবে এবং নিজের দায়িত্বে যা কিছু করতে পারে এমন ধারণায় বিশ্বাসী। 'তাঁর মানবতাবোধ অস্ত্রীতিবাদী বললে বোধ হয় অতিকথন হয় না'। রমেন, ১৯৭০।

অস্ত্রত। [স স্ত্রতি] বি স্ত্রতি। 'কহি গুণ যত করিয়া অস্ত্রত'। আলাওল, ১৬০০।

অস্ত্রোবাস্তে। [স অস্ত্রবাস্ত] দ্রিণিণ তাত্ত্বাতি। 'অস্ত্রোবাস্তে গেলা নারী ছাওয়ালের কাছে'। সুলতান, ১৭০০।

অস্ত্রোয়। [স] বি অন্যায্যভাবে পরদ্ব্য গ্রহণ না করা; চুরি না করা। 'সত্য, ক্ষম, সত্য, অস্ত্রোয় প্রভৃতি কতিপয় ঈশ্বর বিহিত ধর্ম'। অক্ষয়, ১৯৮৮।

অস্ত্রোন্মুখ দ্র অস্ত্র

অস্ত্রার্থ। [স] বি বিদ্যমান। 'অস্থিমধ্যে অস্ত্রার্থ জীবন'। ভারত, ১৭৬০।

অস্ত্রার্থ। [স] বিণ আছে এই অর্থবোধক। 'তাহার উত্তর অস্ত্রার্থ প্রত্যয় করা অবিধি'। বিদ্যা, ১৮৭৩।

অস্ত্র। [স] ১ বি হাতিয়ার। 'অস্ত্রেয় অহেদ অস্ত্র সেইত মুদগর'। মালধর, ১৫০০। 'দেবই সৌন্দর্যের অস্ত্র'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহারের উপযোগী অবলম্বন। 'খলতা আর অন্যায় ক্ষমতার অস্ত্র ধারণ'। তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি যুদ্ধাস্ত্র। 'পাত্তপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের অস্ত্র পরীক্ষা'। অক্ষয়, ১৮৮৮। ৪ বি উপায়। 'দেহ ইহাতে সেই প্রাণটুকু স্বতন্ত্র বাহির করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কোনো অস্ত্র বাহির হয় নাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি প্রতিকার। 'এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

অস্ত্রকরণ। [স] বি রতপাত ঘটানো। ওর্সা, ১৭৮৫।

অস্ত্র করা। [স অস্ত্র+করা] ক্রি অস্ত্রোপচার করা। 'রায়েই গোণীর হাঁটুতে আবার অস্ত্র করা হয়'। মানিক, ১৯৩৬।

অস্ত্রকার। [স] বি অস্ত্রনির্মাতা। 'নিপুণ অস্ত্রকার এমন সুস্ব তরবারি নির্মাণ করিতে পারে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অস্ত্রক্ষেপ। [স] বি অস্ত্র ক্ষেপণ। 'অব্যর্থসন্ধান গ্রীক বীরগণের শরাদি অস্ত্রক্ষেপে জীত'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

অস্ত্রখেলা। [স] বি অস্ত্র চালনা। 'পিতা হাতে তার দ্যান হাতিয়ার দেখান অস্ত্রখেলা'। সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

অস্ত্রচালনা। [স] বি যুদ্ধ। 'আমেরিকাবাসিরা এই সমুদায় দুঃসহ দুর্ক্যবাহার অসংখ্যান হইয়া অস্ত্রচালনা দ্বারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি করণার্থ প্রতিজ্ঞাকৃত হইল'। অক্ষয়, ১৮৫০।

অগ্রচিকিৎসা। [স] বি শল্যচিকিৎসা। ওর্সা, ১৭৮৫। 'দেহতত্ত্ব অনুসারে যুরোপে অগ্রচিকিৎসা চলে সেটা যুরোপীয়'। রবীন্দ্র,

১৯১৭।

অঙ্গজাতি [স] বি ক্রিয়। 'জল মৈকে প্রবেসিয়া দেখিয়া অঙ্গ জাতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অঙ্গত্যাগ [স] বি অঙ্গসমর্পণ। 'অঙ্গত্যাগ পূর্বক বশীভূত হইয়া গবর্মশেষের প্রসাদ লইবেক।' সুধাবর্ষ, ১৮৫৫।

অঙ্গদীক্ষা [স] বি অঙ্গচালনার শিক্ষা। 'রামের অঙ্গদীক্ষা যেমন বিশমিত্রার কাছে থেকে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অঙ্গধারণ [স] বি হাতিয়ার গ্রহণ। 'এতদ্বৈশ্যের প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদিগকে অঙ্গধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অঙ্গধারি [স] অঙ্গধারী। বিণ সশস্ত্র। 'অঙ্গধারি লোক স্থানেই নিয়োজিত হইল।' রামরাম, ১৮০১।

অঙ্গধারী [স] বিণ সশস্ত্র। 'চতুর্দিকে অঙ্গধারী পদাতিক রাখে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অঙ্গপরীক্ষা [স] বি অঙ্গচালনার দক্ষতা পরীক্ষা। 'দুই বিবাহেরই গোড়ায় অঙ্গপরীক্ষা অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরবক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

অঙ্গবরিষণ [স] অঙ্গবর্ষণ। বি অঙ্গনিক্ষেপ। 'চতুর্দিকে ঘিরিয়া অবিরত অঙ্গ বরিষণ করিতে লাগিল।' মশাররফ, ১৯০৮।

অঙ্গ-বর্ম-সম্বন্ধিত [স] বিণ অঙ্গ ও বর্ম দিয়ে সাজানো। 'ইংরেজ শাসকদের অঙ্গ-বর্ম-সম্বন্ধিত কোন গ্রহরী অন্তত কিছুদিন তাহাদের সন্ধান পাইবে না।' শতকৃত, ১৯৫৮।

অঙ্গবর্ষণ [স] বি অঙ্গনিক্ষেপ। 'নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি ব্যৱ্থ থেকে অঙ্গবর্ষণ প্রভৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অঙ্গবল [স] বি অঙ্গের শক্তি। 'অঙ্গবল অপেক্ষা ব্যাকবল বৃদ্ধিমান।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অঙ্গবিদ্যা [স] বি অঙ্গ ব্যবহার বিদ্যা। 'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অঙ্গবিদ্যাতেও তৎপর।' রামরাম, ১৮০১।

অঙ্গবৈদ্য [স] বি শল্যচিকিৎসক। ওসল, ১৭৮২।

অঙ্গমণি [স] বি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ; তলোয়ার। 'অঙ্গমণি উপরে উদ্যান দিয়া কাঁপে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অঙ্গলোখা [স] বি আঘাতের চিহ্ন। 'পৃষ্ঠে নাহি অঙ্গলোখা।' মাইকেল, ১৮৬১।

অঙ্গশত্রু [স] ১ বি আক্রমণ করা এবং আক্রমণ ঠেকানো যায় এমন বিবিধ অস্ত্র। 'রাজপুরুষ অঙ্গশত্রুদিগে সখিলত বহুলোক সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি যন্ত্রপাতি। 'চর্চাকারের ... স্বীয় ব্যবসায়ের অঙ্গশত্রুদিগে লইয়া জীবিকার যত্ন পাইতেছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অঙ্গশালা [স] বি অঙ্গাগার। 'এই দেশে টুলা নামক স্থানে, সৈন্যসংক্রান্ত অঙ্গশালা ছিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

অঙ্গশস্ত্র [স] বি অস্ত্রাদি। 'অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ অতুল প্রমাণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

অঙ্গসম্মাশলন [স] বি অঙ্গ চালনা। 'অঙ্গসম্মাশলনপূর্বক ঐ বিচারাগার আক্রমণ করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অঙ্গসস্ত্র [স] অঙ্গশস্ত্র। বি অঙ্গশস্ত্র। 'অঙ্গসস্ত্র বিশারদ মহিমা অপর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অঙ্গ হওয়া [স] অঙ্গ+হওয়া ক্রি অঙ্গোপচার হওয়া। 'ছেলেবেলায় অঙ্গ হবার দরুন বা পা টা একটু টেনে চলত।' পরশ, ১৯১৭।

অঙ্গহীন [স] বিণ অঙ্গ নেই এমন। 'নারী, অঙ্গহীন, বলহীন, নিরুপার, অসহায় - আমি কি ভীষণ এত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অঙ্গাগার [স] অঙ্গ-আগার। বি অঙ্গ রাখার ভবন। 'সকল চিত্র, অঙ্গাগার, চিত্রিত বস্ত্র ... আমার অন্তঃকরণকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪২।

অঙ্গাঘাত [স] অঙ্গ-আঘাত। ১ বি অঙ্গের আঘাত। 'অষ্টমমাসীয় জীবদগিকে অঙ্গাঘাতে ... নষ্ট করে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি অঙ্গোপচার। 'অঙ্গাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের ... ইষ্টসাধন করিতে হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

অঙ্গালয় [স] অঙ্গ-আলয়। বি অঙ্গশালা। 'ধায় ব্যাধ যথা অঙ্গালয়ে, বাহি বাহি লইতে সত্বরে ...' মাইকেল, ১৮৬১।

অঙ্গী [স] ১ বিণ অঙ্গধারী। 'অঙ্গী-দল-অপবাদ দুটাইব আজি।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি অঙ্গ চালনাকারী। 'বিমুখ ব্রাহ্মণ আসি অঙ্গীকেই বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অঙ্গোপচার [স] অঙ্গ-উপচার। বি দেহে ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি অস্ত্র চালিয়ে চিকিৎসা; শল্যচিকিৎসা। 'রাষ্ট্রবিপ্লবের অঙ্গোপচারই করে, পৃথিবীর জোয়ান জাতিগুলোর সঙ্গে সব বিষয়ে পাণ্ডা দিয়ে ...?' অনুম, ১৯২৮।

অঙ্গ-অঙ্গাণা বিণ গভীর। 'তার অঙ্গ ভূটি-কৃষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক।' সুখীন্দ্র, ১৯৪০।

অঙ্গান [স] বি অনুপমুস্ত্র জায়গা। 'অঙ্গানে পতিত ভালো জিনিসও জঙ্গাল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

অঙ্গাবর [স] ১ বিণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এমন। 'অঙ্গাবর তাবৎ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বিণ অস্ত্র। 'অঙ্গাবর প্রমোদের শব অনুর্বর শাস্ত্রতেরে করিবারে চায় পরাডব।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৩।

অঙ্গায়ী [স] বিণ সাময়িক। 'অঙ্গায়ীভাবে নিম্ন বেতনের চাকুরী।' দর্পণ, ১৯২৪।

অঙ্গায়িত্ব [স] বি হুয়ী না হওয়া। 'জগতের অঙ্গায়িত্ব বুঝিয়া নখর মানব-শরীর ...' মশাররফ, ১৮৮৫।

অঙ্গি [স] বি হাড়। 'অঙ্গি-গ্রহি ভিন্ন চক্ষু আছে মাত্র তাত।' ক্ষুদ্রদাস, ১৫৮০; 'ছয় মাসের পচামড়া অঙ্গি আর মাংস ছাড়া।' ক্রোড়কা, ১৬৫০।

অঙ্গিচর্ম [স] বি হাড় ও চামড়া। 'পেশী স্নায়ু অঙ্গিচর্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

অঙ্গিচর্মসার, অঙ্গিচর্মসার [স] বিণ কেবল হাড় ও চামড়া অবশিষ্ট আছে এমন। 'বির্ঘ হইলা শীত অঙ্গিচর্মসার।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সেই সব পিতৃ মাতৃহীন অঙ্গিচর্মসার শিশুদিগের প্রতি ...' সবুজ, ১৯২১।

অঙ্গিজ [স] বিণ অঙ্গি থেকে জাত। 'সেই অঙ্গিজ জীবকে আবার মানুষ করবার জন্য উদ্ভবী।' প্রমথ, ১৯২৭।

অঙ্গিজর্জর [স] বিণ হাড়জীর্ণ। 'একজন অঙ্গিজর্জর অর্ধ-উপবাসী ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অঙ্গিদাহকারী [স] বিণ অতি জ্বালাতনকারী; অতি দুঃখ। 'এই অঙ্গিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট পণ্ডনা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অস্থিগঞ্জ [স] বি হাড়গোড়। 'তাহার অস্থিগঞ্জের ঢাকা দিবার সময় কোথায়?' শরৎ, ১৯১৬।

অস্থিবিদ্যা [স] বি অস্থিবিষয়ক শাস্ত্র। 'ক্যাথেল কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অস্থি-বুদ্ধবুদ্ধ [স] বি মগজ। 'সূচিকা, দুরাগা, অনিদ্র ও শিরঃশীড়া ঐ মাথার খুলিভালের ঐ গোলাকার অস্থি-বুদ্ধবুদ্ধদের মধ্যে থেকে অব্যাহতি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অস্থিমজ্জা [স] ১ বি মনোলোক। 'কিছু-না-কিছু লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮। ২ বি অভ্যন্তর। 'দেশের দূরবহার কারণে তাহার অস্থি-মজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অস্থিমজ্জাস্ত [স] ১ বিগ সর্বাঙ্গীণ। 'দেশের অস্থি-মজ্জাস্ত উন্নতি হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিগ সহজাত ও বদ্ধমূল। 'অস্থিমজ্জাস্ত অবজ্ঞা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

অস্থিময় [স] বিগ হাড়সর্বশ। 'স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কৃত্তীরগণ, সকলই ত্রীষণাকারে সেখা যাইতেছে।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

অস্থিমাংস [স] বি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। 'নিজের অস্থিমাংস পিয়ে সেই প্রতাপের ইন্ধন জোগায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অস্থিমালা [স] বি হাড়ের তৈরি মালা। 'সেই অস্থিমালা গলে দেহ ফুলমালা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

অস্থিমাংস [স] অস্থিমাংস। বি হাড় ও মাংস। 'আত্মা আমার। খুলতে যদি পারিতস এই অস্থিমাংস।' নজরুল, ১৯৫৯।

অস্থিগুচ্ছ বিগ হাড়ের মতো গুচ্ছ। 'এই অস্থিগুচ্ছ বরজ্যমিতে পল্লববন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।' মজুমদার, ১৯৬০।

অস্থিসংস্থান [স] বি অস্থির বিন্যাস। 'এ কথা বলার অবকাশে অস্থিসংস্থান, পৈশীর বন্ধন প্রভৃতি।' প্রথম, ১৯১৩।

অস্থিসঙ্কারীণী [স] বি ভাড়া হাড় জোড়া লাগানোর ঔষধবিশেষ। 'মৃত্যুসঙ্কারীণী নাম অস্থিসঙ্কারীণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অস্থিসন্ধি [স] বি হাড়ের জোড়া। 'অস্থিসন্ধি ছুটিস চর্ম করে নড়বড়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অস্থিসর্বশ বিগ কঙ্কালসার। 'দুর্বল, অস্থিসর্বশ, শিরোগঠা বিনীত সেই হাতটা।' হাসান, ১৯৬৬।

অস্থিসার [স] বিগ হাড় ও তৃক-সর্বশ। 'শরীর ওখাইয়া অস্থিসার হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

অস্থিতপঙ্খ [স] বি কঠিন সমস্যা। 'অস্থিতপঙ্খে পড়িছি।' দীনবন্ধু, ১৮৮৭।

অস্থিতি [স] বি অন্তর্গতি। 'তাহলেও তোমার অস্থিতি নিয়েছে হরণ করে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রাতিতি।' সুশীন্দ্র, ১৯৩১।

অস্থির [স] ১ বিগ ছড়হড়। 'লড়িল তাড়নে টৈয়া করিল অস্থির।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিগ কাতর। 'নিতে নায়ে ডেড়ি ভার হইল অস্থির।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিগ অপ্রস্থত। 'আমীর গুনিয়া হইল লজ্জায় অস্থির।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বিগ স্ত্রী চঞ্চল। 'কদাপি পিঙ্গবন্ধ বিহরের নায় অস্থিরা হইয়া পলাক দ্বারে দৃষ্টি করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৫ বিগ অধৈর্য। 'তিনিও বিরক্ত ও অস্থির হয়েন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিগ উদ্ভিগ। 'তাঁহার সর্বাঙ্গই অস্থির আছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিগ অতিষ্ঠ। 'দুঃসহ গাঢ়দাহে ... অস্থির হইয়া মুহূর্ত্ত পাশ্চর্য্যবর্তন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৮ বিগ ছটফট।

'অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৯ বিগ ব্যস্ত। 'বীরত্ব ফলাইবার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ১০ বিগ ব্যস্তব্যাকুল। 'বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ১১ বিগ এলোমেলো। 'অস্থির পবনে গাছগালা দুলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১২ বিগ আকুল। 'ভনে কথা জগৎমাতা কঁদিয়া অস্থির।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

১৩ বিগ চিড়িত। 'আমরা ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'আমার লেখা কে পড়িল, কে কী বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ১৪ বিগ বিচলিত। 'নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ১৫ বিগ পরিবর্তনশীল। 'অস্থির সঙ্গের রূপ ফুটে আর টুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ১৬ বিগ গতিশীল। 'দেহশাহীন জোয়ার-ভাটায় অস্থির নীর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ১৭ বিগ কুটকুটি। 'তুমি তো হেসে অস্থির।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ১৮ বিগ প্রবল। 'হেঁসেলেব পছার ব্যঞ্জন-চিড়ায় অস্থির মন তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ১৯ বিগ প্রবল। 'বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে পাশাপাশি দুটি নারিকেলশাখায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অস্থিরচিত্ত [স] বিগ অস্থির মানসিকতা প্রকাশ পায় এমন। 'ইহা অস্পষ্টা বৃষ্টি সরকারের দুর্বল ও অস্থিরচিত্ত নীতির পরিচয় আর কী হইতে পারে?' আজাদ, ১৯৪১।

অস্থিরতা [স] ১ বি স্থিরতার অভাব। 'অস্থিরতা ও স্ফেরফার না হইয়াই ফসলো, ১৭৯০। ২ বি অনিচ্ছতা। 'কোনও সমাজই এমন আর সাম্প্রতিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত নয়।' শিব, ১৯৫৬। ৩ বি বিহ্বলতা। 'আশান্তির অস্থিরতা চিরদিন সূর্যের প্রপাতে।' আহসান, ১৯৫৯।

অস্থিরবুদ্ধি [স] বিগ চিন্তা-ভাবনায় স্থির নয় এমন। 'তাদের অসংযমী কি অস্থিরবুদ্ধি বলে অভিযুক্ত করা নিচইয় যুক্তিসঙ্গত নয়।' শিব, ১৯৫০।

অস্থিরা [স] বিগ স্ত্রী চঞ্চল। 'সুহিরা লক্ষী অস্থিরা হইলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

অস্থিরী [স] অস্থির। বি অস্থিরতা। ওগো, ১৭৮৫।

অস্থৈর্য, অস্থৈর্য্য [স] বি অস্থিরতা। 'মানসিক অস্থৈর্য্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'অস্থৈর্য্য মোর চাহিব না করিতে গোপন।' সুশীন্দ্র, ১৯৩৩।

অস্থাত্ত [স] বিগ স্নান করেনি এমন। 'অস্থাত্ত অনাহারী গোবিন্দলাল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

অস্থেহ [স] ১ বি ডাঙেবাসার অভাব। 'অবিনয় বা অস্থেহ নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি স্খীতিহীনতা। 'অশুমাত্র অস্থেহ বা আনাদরের আশ্পদ হইতে হইল না।' বিদ্যা, ১৮৯২।

অশ্পদ [স] বিগ অশ্পদহীন: অনড়। 'বক্শহুল অশ্পদ।' মশাররফ, ১৮৮৫।

অশ্পদ্য [স] বিগ হোঁয়া যায় না এমন। 'যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরশ্পরের কাছে অশ্পদ্য অশ্পদ্য।' অনুরা, ১৯২৯।

অশ্পট [স] ১ বিগ পলাতক। 'সে ব্যক্তি অশ্পট হইয়াছে।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বিগ গোপন। 'আপন নাম সেই জিনিস যে বিক্রয় করিয়াছে তাহার নিকট অশ্পট রাখে।' ক্যানো, ১৭৮৫। ৩ বিগ চূপচাপ। 'কিছুদিন অশ্পট থাকহ।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বিগ স্পষ্ট নয় এমন। 'তাহার রচনা যেরূপ অশ্পট ও অবিশদ, তাহা ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বিগ হালকা। 'কিসের একটা অশ্পট গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অস্পষ্ট ছায়া বি ঝাপসা ছায়া। 'ভানার অস্পষ্ট ছায়া বাদুড়ের ক্লাস্ত হয়ে চলে যদি।' জীবন, ১৯৩২।

অস্পষ্টত [স] ক্রিবিণ অস্পষ্টরূপে। 'স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত মিশ্রিত থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অস্পষ্টতর [স] বিণ ঝাপসা। 'আমার স্মৃতিপথ ত্রম্বেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অস্পষ্টতা [স] ১ বি অবচ্ছতা। 'অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনাই একটি মানসরূপ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি রহস্যময়তা। '... সৌন্দর্য সকালবেগার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বি মায়া। 'রঙিন আভার অস্পষ্টতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ বি অনিত্যতা। 'অসং স্বাক্ষরিত অস্পষ্টতাকে নিঃশেষ করবার জন্যে।' জীবন, ১৯৪০।

অস্পষ্টভাবে [স] ১ ক্রিবিণ মৃদুভাবে। 'প্রাণশব্দে স্পষ্ট ভাবে হৌক অস্পষ্টভাবে হৌক এই মিথুন নির্দিষ্ট হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিণ আবছাভাবে। 'তাহার শিতদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।' বিজুতি, ১৯২৯। ৩ ক্রিবিণ অপরিষ্কৃতভাবে। 'অস্পষ্টভাবে তাঁর টোঁট নড়ে।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

অস্পৃশ্য [স] ১ বিণ হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী স্পর্শের অযোগ্য। 'অস্পৃশ্য পামর মুদ্রি না হুইহ যোরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ স্পর্গহীন। 'তাহার চিত্ত রাগদ্বেষ্টকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ৩ বি অস্পৃশ্যতা অনুযায়ী স্পর্শের অযোগ্য মানুষ। 'অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অস্পৃশ্যতা [স] বি কোনো কোনো জাতের মানুষকে স্পর্শ করলে কোনো কোনো জাতের মানুষের অপবিত্রতা জন্মে বলে হিন্দুসমাজের প্রচলিত বিশ্বাস। 'এইখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অস্পৃশ্যতাজনিত [স] বিণ স্পর্শের অযোগ্যতাবশত। 'স্মৃতিদ্বার অস্পৃশ্যতাজনিত জীবনের সন্ধানচেনেই সে বেশী নিঃস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।' তারা, ১৯৪৩।

অস্পৃশ্যশ্রেণী [স] বি অস্পৃশ্যতার সংস্কার অনুযায়ী স্পর্শের অযোগ্য পেশাজীবী সম্প্রদায়। 'সমাজ যাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অস্পৃশ্য্য [স] বিণ স্ত্রী স্পর্শের অযোগ্য। 'অস্পৃশ্য্য নারীর মতো বর্জ্য শব্দে পীড়িত।' ফররুখ, ১৯৬৩।

অস্ফুট [স] ১ বিণ পুরোপুরি ফোটেনি এমন। 'অস্ফুট কদম কলি শিখরিল গা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ অস্পষ্ট। 'একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ অনুচ্চারিত। 'অস্ফুট বচন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অস্ফুটকণ্ঠ [স] বি অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। 'সে অস্ফুটকণ্ঠে প্রশ্ন করলে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

অস্ফুটতা [স] ১ বি অস্পষ্টতা। 'প্রেম অস্ফুটতামাখা, অস্ফুটতা স্বপ্নমাখা, স্বপ্নে-মাখা অস্ফুটিত জ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি না-ফোটা অবস্থা। 'অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনে ভিতরে যেন লাগিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অস্ফুটিত [স] বিণ না-ফোটা। 'ফুটায়োছে হৃদয়ের অস্ফুটিত তলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

অবচ্ছ [স] ১ বিণ অস্পষ্ট। 'তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে অবচ্ছ

দেয়ালের মতো আমাদের চার দিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ আলো চলাচল করতে পারে না এমন। 'ইট-পটকেল অবচ্ছ।' জগদীশ, ১৮৯৫। ৩ বিণ কুয়াশাচ্ছন্ন। 'হেমন্তের অবচ্ছ আকাশে তারাগুলি বাশ্পাচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বিণ অপরিচ্ছন্ন। 'বিকৃষ্ট নিদার আলোড়নে ধ্যান তার অবচ্ছ আবির্ভাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

অবচ্ছতা [স] বি আলো চলাচল করতে পারে না এমন অবস্থা। 'সেই অবচ্ছতা, সেই অস্পষ্টতার আবছায়া ডিগ্বিয়ে জেগে ওঠে ...।' কায়সার, ১৯৬২।

অবচ্ছন্ন [স] বি বাচ্ছাশোর অভাব। 'তাহারা রবিশ্রবাসের অভাবজনিত কোন অসুবিধা অবচ্ছন্নই ভোগ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অবচ্ছন্নতা [স] ১ বি জড়তা। 'মনের অবচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হয় ...।' নবধি, ১৮৩৯। ২ বি আড়ততা। 'নির্বাক নিচলতায় কেমন একটা অবচ্ছন্নতা।' ওয়াশী, ১৯৪৫। ৩ বি স্বতঃস্ফূর্ততা নেই এমন অবস্থা। 'যুবক শিক্ষক বসে, মনে অবচ্ছন্নতা।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

অবত [স] অখ্যা বি অশব্দ পাছ। 'বিদ্যামাধ্য বিদ্যা আমি তরুতে অবত।' মালাধর, ১৫০০।

অবতত্ত্ব [স] বিণ পরাধীন। 'কি করিব প্রভু মুণ্ডি অবতত্ত্ব মতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অবতাবত [স] ক্রিবিণ অস্বাভাবিকভাবে। 'স্বতাবত দূরত বাঁচানো, না অবতাবত?' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অবতাবী [স] বিণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। 'বিশ শতকের অবতাবী ও স্বাভাবিক একজন ভাঁড়ের পরিচয়-চিহ্ন।' মাল্লান, ১৯৬৮।

অবরন বি মতভেদ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

অবরাজী [অ+স স্বরাজ্য] বিণ স্বরাজ্য চায় না এমন। 'অবরাজী ও অবেলাজী নেতৃবৃন্দের এক সভা আহুত হইল।' মনসুর, ১৯৩৫।

অবস্তি [স] ১ বি অবচ্ছন্নতা। 'তাহার মনের মধ্যে তার একটা অবস্তি এবং সংকোচ বোধ হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'বসিয়া থাকিতেও যেন অবস্তি বোধ করিতেছে।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বি অসামঞ্জস্য। 'এর পিঠের উপর যেমন-তেমন করে যুগ্মধ্বনি সওয়ার চাপালে অবস্তি ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বি উদ্বেগ। 'অত্যন্ত অবস্তির সঙ্গে দেখছিল।' জীবন, ১৯৩২।

অবস্তিকর [স] বিণ অশান্তি সৃষ্টি করে এমন। 'যেখানে যাহা কিছু অসুস্থকর অবস্তিকর ...।' সবুজ, ১৯২০।

অবহস্তি [স] অহস্তী বিণ যোদ্ধা এবং হাতি চালিত। 'নানা রঙে অবহস্তি রথ মনোহর।' মালাধর, ১৫০০।

অবচ্ছন্ন্য [স] বি অবস্তি। 'অভিব্যক্তিতে সে অবচ্ছন্ন্য বোধ করে।' জীবন, ১৯৩২।

অবচ্ছন্ন্যকর [স] বিণ অবস্তিকর। 'অবচ্ছন্ন্যকর দীপ্ত নীল আভা।' বিজুতি, ১৯৩১।

অবাদিত [স] বিণ বাদ গ্রহণ করা হয়নি এমন; অনাবাদিত। 'অবাদিত মধু যেমন যুধী অনাদ্রাট।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অবাধ্যায় [স] বিণ বেদপাঠ নিষিদ্ধ এমন। '... অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অবাধ্যায় দিনে পাঠ নাই।' দর্পণ, ১৮২৪।

অবাব্যবিক [স] ১ বিণ স্বাভাবিক নয় এমন। 'স্বাধারদিসের এক্সণ অবাব্যবিক ও বিপরীত রীতি হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ অসম্ভব। 'তাতে বিশেষ অবাব্যবিক কিছু দেখতে পাই নে।' রবীন্দ্র,

১৮৮১। ৩ বিণ কুটিম। 'অন্যের কাছে অস্বাভাবিক আতিশয্য বলে মনে হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অস্বাভাবিকতা [স] বি স্বাভাবিক নয় এমন অবস্থা। 'অস্বাভাবিকতা আমার ভাল লাগে না।' জীবন, ১৯৩২।

অস্বামিক [স] বিণ মালিকহীন; বেওয়ারিশ। 'অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে ঐ ধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ধারণ নিমিত্ত তিন বর্ষ পর্যন্ত কাল দেওয়া যাইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অস্বার্থপর [স] বিণ নিঃস্বার্থ। 'স্বার্থপর, অস্বার্থপর নামবিধ প্রবল বিরোধীভাবেমালা যুগপৎ মনোমধ্যে উদয় হইয়া ...।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

অস্বাস্থ্যকর [স] অস্বাস্থ্যকর। বিণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। 'অস্বাস্থ্যকর স্থান সূতিকালয়ে রমণীগণের অকাল মৃত্যু।' ভ্রমোৎসব, ১৮৭৪।

অস্বাস্থ্য [স] ১ বি পীড়া। 'বাপবেল ঘরে অধিক তাপ লাগে বা অস্বাস্থ্য জন্মে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি অসুস্থতা। 'আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ-সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অস্বাস্থ্যকর [স] ১ বিণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। 'সেখানকার জল ও বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বিণ স্বাস্থ্যসম্মত নয় এমন। 'গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ অস্বস্তিকর। 'অস্বাস্থ্যকর অনুভূতি তাকে বিষম ও বিচলিত করেিয়া রাখিল।' মালিক, ১৯৪০। ৪ বিণ প্রতিকূল। 'এক অল্পত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সম্মুখীন হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অস্বাস্থ্যগ্রস্ত [স] ১ বিণ অসুস্থ। 'বর্ষা ঋতুতে অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ রোগাক্রান্ত। 'অস্বাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া সাহেবের ইংশোক ভাগ্য করিতে হইল।' দর্পণ, ১৮৩৯।

অস্বাস্থ্যতা [স] বি অপরিচ্ছন্নতা। 'সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

অস্বাস্থ্যদায়ক [স] বিণ স্বাস্থ্যের উপযোগী নয় এমন। 'অস্বাস্থ্যদায়ক বায়ুসেবন ইত্যাদি ভূরি ভুরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন ও জীর্ণশরীর হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অস্বাস্থ্যবতী [স] বিণ স্ত্রী রোগা। 'নারী জাতিই যদি অশিক্ষিত ও অস্বাস্থ্যবতী থাকে তবে দেশের উন্নতি কিছুতেই হতে পারে না।' বেগম, ১৯৪৮।

অস্বীকর্তব্য [স] বিণ স্বীকার করা যায় না এমন। 'অস্বীকর্তব্য দৃশ্য ধাতুর গুণ হইয়াই দোষ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

অস্বীকার [স] ১ বি অসম্মতি প্রকাশ। 'রাধাকান্ত সরাসরি একথা অস্বীকার করেন।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ অসম্মত। 'তিনি ... তা আমাদের কাছে বলতে অস্বীকার।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

অস্বীকৃত [স] বিণ অসম্মত। 'যে যিনি হাজার টাকার অক্সালন হইয়াছে ইহা দিতে অস্বীকৃত হন।' দর্পণ, ১৮৩২।

অস্বীকৃতা বিণ স্ত্রী মতের বিরুদ্ধ। 'পিতার অস্বীকৃতা হইলাম।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।

অস্বীকৃতি [স] ১ বিণ অসম্মত। 'তুমি অস্বীকৃতি হইয়াছ।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬। ২ বি অগ্রহণ। 'পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বি অসম্মতি জ্ঞাপন। 'গিগারস প্রোটোট জোনাছি, বলবান অস্বীকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৪ বি অস্বীকার।

'অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে গুনিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অস্বান বিণ বিস্তরী; দরিদ্র। '... কুমার ঠাকুর অস্বান নহেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অস্ব্য [স] সর্ব আমাদের। 'অস্ব্য সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণদ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত।' দর্পণ, ১৮৩০।

অস্ব্যকালে [স] ক্রিবিণ বর্তমান কালে। 'অস্ব্যকালেও সর্বত্র দেখা যাইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অস্ব্যদ [স] সর্ব আমাদের। 'অস্ব্যদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলীয় ভাষা অবগত নহেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

অস্ব্যদাদি [স] ১ সর্ব আমাদের। 'অতএব অস্ব্যদাদির সদৃশ মরণ তুল্য অপমানগ্রস্ত ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৩১। ২ বি অস্ব্যদ। 'প্রাপ্তিকক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যেরূপ অস্ব্যদাদি আছে তেঁহ এমত না হইলে প্রাপ্তিকক ইন্দ্রিয়যুক্ত মানিতে হবেক।' দর্পণ, ১৮২১।

অস্ব্যদীয় [স] সর্ব আমাদের। 'অস্ব্যদীয় সমাজে যদাপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্জিত জনেরা সভাদিদ্গু হইয়া আগমন করেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

অস্ব্যদেশ [স] বি এই দেশ। 'অস্ব্যদেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

অস্ব্যদেশীয় [স] বিণ এই দেশের। 'অস্ব্যদেশীয় ভাষা ও অক্ষর।' দর্পণ, ১৮২৯।

অস্ব্যদ্যাদি [স] বিণ স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন। 'সম্প্রদায়বিচ্ছেদে বৈদেহকর্ত্ত অস্ব্যদ্যাদি।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অস্ব্যহস্তি [স] অস্ব্যহস্তি বি যোড়া এবং হাতি। 'অস্ব্যহস্তি দেখিয়া ব্রাহ্মন বিস্মিত।' মালাধর, ১৫০০।

অস্ব্যদৃশ [স] বিণ আমাদের মতো। 'জগতীতল এক্ষণে অস্ব্যদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজতাপ সমুহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং সুশীতল হইল?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

অস্ব্যিতা [স] বি অস্ব্যিত। 'এ কথানা জীর্ণ কাঠে অস্ব্যিতার অসম্ভব দাবি।' সুধীশ, ১৯৩৯।

অস্ব্যিতামণ্ডিত [স] বিণ বুদ্ধির অনন্যতায় বিশিষ্ট। '... প্রভৃতি চারিদিক বেশ কয়েকজনকে মেঝাবে অস্ব্যিতামণ্ডিত করেছে।' শিব, ১৯৫৬।

অস্ব্যিতাময় [স] বিণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। 'তার অস্ব্যিতাময় চোখের পানে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল জাপে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

অস্ব্যিতাসূচক [স] বিণ ইতিবাচক। 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধি আনন্দকর কেননা সেটা নিবিড় অস্ব্যিতাসূচক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

অহংকার [স] ১ বি অহমিকা; গর্ব। 'অহংকার করিয়া বোলে জিনিষ বসতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া অহংকার করিয়া বেড়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি অস্ব্যিত-সচেতনতা। 'সে রাহুটি আর কেহ নহে, সে তার অস্ব্যিত আমি, তার অপরিভূক্ত ক্ষুধিত অহংকার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি নিজেকে বড়ো মনে করার ভাব। 'সকল অহংকার হে আমার ভ্রুবাও চোখের জলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ অহংকার

অহংকারবশত [স] ক্রিবিণ গর্বের কারণে। 'নিতান্ত অহংকারবশতই পারিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অহংকৃত [স] বিণ অহমিকাসম্পন্ন। 'দাউদ মনে মন্ত হইয়া অতিশয় অহংকৃত হইলে ...।' রামরায়, ১৮০১।

অহংকারে [স অহংকার] বিণ অহংকারী। 'ঐ যে তোমার অহংকারে পাল' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

অহংকার [স বি অহংবোধ। 'অবর্ণাচীন অহংজ্ঞানমুঢ় মনুষ্য' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অহংজ্ঞানমুঢ় [স] বিণ অহংকারে অন্ধ। 'অবর্ণাচীন অহংজ্ঞানমুঢ় মনুষ্য' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অহংতেজ [স] বি অহংকারবোধ। 'এমন-ই অহংতেজে সে-চটি প্রদীপ্ত ছিল' রমেন, ১৯৭০।

অহংবৃত্তি বি দম্ব করার প্রবৃত্তি। 'যাবতীয় ইচ্ছার মূলেই রয়েছে অহংবৃত্তি' মোতাহার, ১৯৩৭।

অহং-বেড়া [স অহং+বেড়া] বি অহংকারের বাধা। 'তাকে অহং-বেড়ায় বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ করে দেখি' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অহংবোধ বি অহংকারের চেতনা। 'আমার অহংবোধ ব্যর্থ' মাহমুদ, ১৯৭৩।

অহংভাব [স] বি আমিভূত ভাব। 'বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অহংমন্যমান্য [স] বিণ অহংকার করছে এমন। 'কেবল এম-এ, কেবল বি-এ, কেবল অহংমন্যমান্য' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

অহংসীমা [স] বি আমিভূতের সীমানা। 'অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অহংসীমাবদ্ধ [স] বিণ অহংকারে গপ্তবদ্ধ। 'যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের তার থেকে বিরত হলে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

অহংকার [স] বি অহংকার; গর্ব। 'ভালি আমার পুজা করি অহংকার' মালধার, ১৫০০। ৫ অহংকার

অহংকারিণী [স] বিণ স্ত্রী অহংকার করে এমন। 'ঐ অহংকারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়। মাইকেল, ১৮৫৯

অহংকারিয়া [স অহংকার] বিণ অহংকারী। মানেএস, ১৭৪৩।

অহংকৃত [স] বিণ অহংকারী। 'অতি ক্ষুদ্র লোকেরা প্রায় অতি অহংকৃত হয়।' তারিণী, ১৮০৩।

অহংদেদার [স] আ আহং+দা দার বি চুক্তিবদ্ধ ভূমির মালিক। 'কোন প্রকারের ভৌমিক ও ইজারাদার ও তালুকদার ও অহংদেদার।' ডানকান, ১৭৮৪।

অহং [স] বি উচ্চ। 'সুমধ্যমা কুমারী, অহং, আর ফিরে আসিবে না অলঙ্ঘিত স্বচ্ছ স্বোভাষের।' সুশীল, ১৯৩৭।

অহংনিশি [স অহংনিশি] ক্রিবিণ দিনরাত। 'অহংনিশি জপ হরি নাম তোহারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

অহংনিশি [স অহংনিশি] ক্রিবিণ সর্বদা। 'কারন অহংনিশি সিরোস্থিতা শ্রীযুত ...' ওসাঁ, ১৭৮২।

অহংনোক [স অনেকা] বিণ দ্রুত। 'গোসাঞী পণ্ডিত আইল অহংনোক গতি' রাঘাই, ১৭১০।

অহং [অ] বি অহংমিয়া ভাষা। 'আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে ... ভাষাতে দুই ভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে।' দর্পণ, ১৮২৯।

অহং [স] বি আমিভূত। 'এই অহং-জ্ঞান আত্মজ্ঞান অহংকার নয়।' নজরুল, ১৯২৬।

অহংমণি [স] বি সূর্য। 'অহংমণি স্রোতিহিনি ভট্ট সন্ধ্যারাগে।' আলোচন,

১৬৮০।

অহংমিকা [স] ১ বি অহংকার। 'নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহংমিকান্যে আচরণ দ্বারা ...' বিন্দা, ১৮৪৯। ২ বি গর্ব। 'যৌবনের মত অহংমিকা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল মায়াকুলহেলিকা ধরোদ্রেকের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৩ বি আমিভূত। 'আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইগাছে, তাহাই ... লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহংমিকা প্রকাশ পাইবে ...' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বি আত্মসন্মানবোধ। 'হৃদয়ের অহংমিকা পৃথিবীর সবকিছুর উপরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অহংমিকাতৃষ্ণি [স] বি অহংকার প্রকাশের ফলে অনুভূত আনন্দ। 'একথা প্রমাণ করতে চাওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অহংমিকাতৃষ্ণি।' মোতাহার, ১৯৫০।

অহংমিকাবাগী [স] বি অহংকারপূর্ণ কথা। 'তখন চেতনাসন্ধারের জন্য অহংমিকাবাগীর দরকার হয়ে পড়ে' মোতাহার, ১৯৫০।

অহংমিকামুক্তি [স] বি অহংকার থেকে মুক্তি। 'কেননা সংস্কৃতি মানেই অহংমিকামুক্তি' মোতাহার, ১৯৫০।

অহংমিকাকীতি [স] বি অহংকারের আভিষ্মক। 'তাদের কাছে সাধারণতঃ বড় হয়ে ওঠে আত্মার হুকুম আর অহংমিকাকীতি, সত্যকার মনুষ্যত্বব্রীতি নয়।' মোতাহার, ১৯৫০।

অহংরহ, অহংরহঃ [স] ১ বিণ নিত্য। 'তাঁহার ভূত্যেরা অহংরহঃকণীয় [অহংরহঃ+কণীয়] প্রবৃত্ত করে।' দর্পণ, ১৮৩১; 'অহংরহঃ পঞ্চসহস্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অনুদান ও ধনদান।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ ক্রিবিণ নিরন্তর। 'বিশ্বের সমস্ত চলা অহংরহঃ চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ ক্রিবিণ বিগ্রামমহীনভাবে। 'কী তাহারে মম্ব দেয়, নারী একমনে ধায় অহংরহঃ' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অহংরাত্রি [স অহংরাত্রি] ক্রিবিণ দিনরাত। 'মহাশয়ের শ্রীচরণ সুভানুধ্যান অহংরাত্রিদিবা করিতেহী।' ওসাঁ, ১৭৮২।

অহংনিশি [স] ক্রিবিণ সবসময়ে। 'অহংনিশি বাল্যভাবে বাধ্য নাহি জানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অহংনিশি [স] ক্রিবিণ সারাক্ষণ। 'লায়লীর রূপ নিরীক্ষা অহংনিশি।' বাহরাম, ১৬৫০।

অহংনিশি [স অহংনিশি] ক্রিবিণ দিনরাত। 'অহংনিশি রতি করে না পুরএ আস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অহংল্যা [স] বিণ হাল চালনার অনুপ্রয়োগী; অনাবাদি। 'অহংল্যা ভূমিকে হলপ্রয়োগ করেছিলেন রাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

অহং [স] বিণ; উচ্চ। 'সেও অহংকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' তারিণী, ১৮০৩। অহংকে সর্ব তাকে। 'সেও অহংকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' তারিণী, ১৮০৩।

অহংদিশের সর্ব তাদের। 'জিহ্বা দৃষ্ট ভাষাতে অহংদিশের দৃশ্য নিস্তারিত কহিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

অহংর সর্ব তার। 'তবে আর অতি ক্ষুদ্রও বাক অহংর পত্ন্য আসিবেক।' তারিণী, ১৮০৩।

অহংর [স অহংরা] বি খাদ্য গ্রহণ। 'চিঅরঅ মই অহংর কএলা।' চর্যা ৩৫, ১২০০।

অহংরা [স অহংরা] ক্রি আহার করা। 'তুলা ধূনি ধূনি সনে অহংরিউ।' চর্যা ২৬, ১২০০; 'মই অহংরিণ গণণত পনিআ।' চর্যা ৩৫, ১২০০।

অহারী [স অহারিত] *বিণ* আহারকৃত। 'মোহভগ্নার লই সঅলা অহারী।' চর্চা ৬৬, ১২০০।

অহাস [স অহাস] *বিণ* বিরক্ত। 'কি করি এখন বল পারণ করিলে ভাল অহাস অতিথি হলা প্রায়।' *মানিকগম*, ১৭৮১।

অহি [স] *বি* সাপ। 'অশ্রয় করিয়া অহি শয়ন করিলা মারায়ণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অহি-নকুল [স] *বি* সাপ ও বেজি; দারুণ শত্রুতা। 'অহি-নকুলের যে বিষম বিদেহ ভাব ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

অহিনকুলভাব [স] *বি* শত্রুতা। 'হিন্দু মুসলমানের অহিনকুলভাব ক্রমশঃই বর্ধিত হইতে লাগিল।' *এডুকেশন*, ১৮৮৫।

অহিপতি [স] *বি* সাপের রাজা। 'বাসুকী তক্ষক লিখে শেষ অহিপতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

অহিমুখ [স] *বি* সাপের মাথা। 'জানতে পারে রসিক যারা অহিমুখে উদ্ভাস ধীর হলে।' *শালন*, ১৮৯০।

অহিরাজ [স] *বি* সর্পরাজ। 'সুরমুখী শিখরে বিহরে অহিরাজ।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

অহি সর্ব সেই। 'তবে অহি নারী আসি মনেত গৌরব বাসি আবদুয়াক হেরিতে লাগিলা।' *সুপতন*, ১৭০০।

অহি, **অহী** [আ] *বি* ওহি; (ইসলামি শাস্রমতে) সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত বাণী; দেববাণী। 'যাহাকে এহলাম কিম্বা অহি বলে।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

অহিংস [স] ১ *বিণ* বল প্রয়োগে অনিচ্ছুক। 'এসেছে শুধু আত্মত্যাগী অহিংস অসহযোগীদের জন্যে।' *নজরুল*, ১৯২৩। ২ *বিণ* হিংসাপন্থী নয় এমন। 'কোমো বাঙালি মহিলাকে পুলিশ-সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা মুহূর্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবনাটা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'এটা অহিংস-বিপ্লবী ভাবে, নয় চরকার গান কেন গাবে?' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বিণ* রক্তপাতহীন। 'তোমার সঙ্গে অহিংসমুখ করা চলে না।' *নজরুল*, ১৯৩১।

অহিংসক [স] *বিণ* হিংসাহীন। 'অহিংসক আগুশন্য মর্যাদা অধিক।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'জীবনের পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অহিংসা [স] ১ *বি* বৈশ্বহীনতা। 'অহিংসা, মনুষ্যের পক্ষে, সর্বপ্রধান ধর্ম।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* হিংসাহীন। 'ইহাদের অহিংসাদর্শ জ্ঞাপকিতাত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বি* সংঘাতে না যাওয়ার নীতি। 'কাছেই এই অহিংসার অবতারের কাছে বেহুদা দৌড়াইয়া লাভ আছে?' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অহিংসামূলক [স] *বিণ* হিংসাবর্জিত। 'জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি অহিংসামূলক ধর্ম।' *গ্রন্থ*, ১৯২০।

অহিংসার অবতার [স অহিংসা+স অবতার] *বি* অহিংসা-বাণীর প্রচারক। 'এই অহিংসার অবতারের কাছে বেহুদা দৌড়াইয়া লাভ আছে?' *আজাদ*, ১৯৩৯।

অহিংস [স] *বিণ* অন্যের ক্ষতি বা আঘাত করে না এমন। 'তযায় গো মনুয্যাদি মূদ্রাশয় অহিংস পশপণই বাস করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

অহিংসক [স] *বিণ* অন্যের ক্ষতি বা আঘাত করে না এমন। 'আমাদের অহিংসক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

অহিংসুভাব [স] *বি* হিংসা করে না এমন ভাব। 'তার প্রতি অহিংসুভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

অহিক [স] *বিণ* ঐহিক। 'মহাশয় আমার অহিক পার্থিকের মালিক।' ওর্গা, ১৭৮২।

অহিগিসি [স অহিগিসি] *ক্রি* বিগ দিনরাত। 'অহিগিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।' *চর্চা* ১৯, ১২০০।

অহিত [স] ১ *বি* অন্তত কথা। 'অহিত না বোলো মোএ রাধা ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ক্ষতি। 'নিভান্ত প্রাপান্ত সম করেছে অহিত।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অমঙ্গল। 'গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

অহিতকর [স] ১ *বিণ* ক্ষতিকারক। 'দেশের অহিতকর হইলেও ... বাবস্থা দিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* অনিষ্টকর। 'ঐ বাঘু অতিশয় অহিতকর।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* অমঙ্গলজনক। 'এইরূপ প্রেমাম্বলের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

অহিতকারী [স] *বিণ* ক্ষতি বা অপকার করে এমন। 'বড়ই অহিতকারী তুই এ ভুবনে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

অহিতজনক [স] *বিণ* অকল্যাণকর। 'তাহা সমাজের হিতকর কি অহিতজনক ...।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

অহিতবন [স] *বি* অন্তত জঙ্গল। 'দহিতে অহিতবন ছিল দারা মুদ্রাসন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

অহিতবুদ্ধি [স] *বি* অন্তত মনোবৃত্তি। 'মানুষের আপন অহিতবুদ্ধি তাঁদেরও দেবতার ধারণাকে কিরকম নিদারুণভাবে অধিকার করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

অহিতসাধন [স] *বি* অপকার। 'তাহার অহিতসাধন করিব।' *বিদ্যা*, ১৬৬৩।

অহিতাচার [স অহিত-আচরণ] ১ *বি* অসৌজন্যমূলক আচরণ। 'কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাচ্যে এবং অহিতাচারপ্রমুখ এতদেশীয় যোদ্ধার শ্রেণি ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১। ২ *বি* অপকর্ম। 'ইহারদিগের অহিতাচারে তদেশস্থ ভাবলোক জীবিতাবস্থায় শবাকার হইয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

অহিতাচার [স অহিত-আচার] ১ *বি* খারাপ অভ্যাস। 'কর্ত্তের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ... এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্রোধ উভয়ই জন্মে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* অনিষ্টকর আচরণ। 'কুলোকদিগের কুহক চক্রে ও কুপারামর্শে এই অহিতাচারে প্রবৃষ্ট হইয়াছিল।' *সুখাবর্ধক*, ১৮৫৫।

অহিনকুলভাব দ্র অহি

অ-হিন্দি [অ+ফা হিন্দি] *বিণ* হিন্দি ভাষাভাষী নয় এমন। 'অ-হিন্দি অঞ্চলের আপন ভাষা - যথা বাংলা, মারাঠি, দক্ষিণী ...।' *মুক্তভাব*, ১৯৫৮।

অহিন্দু [স অ+ফা হিন্দু] *বি* হিন্দু বাজীত অন্য ধর্মাবলম্বী। 'হিন্দুধর্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অহিপতি দ্র অহি

অহিক্ষেপ, **অহিক্ষেপ** [আ অহি+ইয়ন] *বি* আক্রম। 'বাণিজ্যোপযোগি দ্রব্য চিনি চাউল এবং লবণ অহিক্ষেপ প্রভৃতি।' *অক্ষয়*, ১৮৪১; 'চীনেশ্বরের হিতবাক্য অবহেলনপূর্বক তাহার প্রজাদিগকে অহিক্ষেপরূপ বিষম বিধ ভক্ষণ করাইয়া কি মহাপন্থী করিতেছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

অহিফেনসেবী

অক্ষয়, ১৮৫০।

অহিফেনসেবী বিপ আফিমে আসক্ত। 'সাহিত্যসেবী' এবং অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।' প্রমথ, ১৯১৩।

অহী [স আভীর] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। আলাওল, ১৬৮০। ১ অহি

অহুআরী [স বহু] বি যুবতী বহু। 'বড়ার অহুআরী তোকে আইহনের রাণী।' বহু, ১৪৫০।

অহে [ধন্য] অবা সোধোন অর্থে; ওহে। 'অহে রাম অহে কৃষ্ণ করহ উপাএ।' মালাধর, ১৫০০।

অহেই [স আখো] বি যুগ্ম। 'জই তুমহে তুসুকু অহেই জাইবৈ মারিহ সি পঞ্জজণা।' চর্যা ২৩, ১২০০।

অহেতু [স] বিণ অকারণ। 'সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ।' ভারত, ১৭৬০।

অহেতুক [স] বিণ অকারণ। 'অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণিবায়ু-পারা।' নজরুল, ১৯২৩।

অহেতুকি, অহেতুকী [স অহেতুক] বিণ ক্রী অকারণ। 'এই সৃষ্টিকার্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মপাত করেছে।' সবুজ, ১৯১৭; 'আমাদের এই অহেতুকি মাথাবাখা।' নজরুল, ১৯৩১।

অহেরে [স আখো] বি শিকার। 'হামজা আকাস গিয়াছিল শূণের অহেরে।' সুলতান, ১৭০০।

অহেরী [স আখোটিক] বিণ শিকার। 'বনহ ন ছাড়কু তুসুকু অহেরী।' চর্যা ৬, ১২০০।

অহেতুক [স অহেতুক] বিণ অকারণ। 'এই অহেতুক পালনে এবং অহেতুক বিনাসে সামু-অসামুর ভেদ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অহেতুকি [স অহেতুক] বিণ ক্রী কারণশূন্য। 'বাংলাভাষ্যে সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা অহেতুকি প্রেম ছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

অহেতুকী [স অহেতুক] ১ বিণ নিকাম। 'এই যাহা নাহি সেই ভক্তি অহেতুকী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ক্রী উদ্দেশ্যহীন। 'এ অনুরাগ অহেতুকী প্রীতি হওয়া চাই।' প্রমথ, ১৯১৪। ৩ বিণ ক্রী অকারণ। 'আমার ঐ বিজয়ার প্রীতিসম্বাধন ... অহেতুকী আনন্দের বর্ণে তা রঞ্জিত।' প্রমথ, ১৯২০।

অহো [ধন্য] ১ বি সোধোনসূচক শব্দ। 'অহো মহাশয় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ অবা খেদ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব প্রকাশক ধ্বনি। 'অহো আশ্চর্য্য এ কী তোদের নরাধম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অহোনিশি [স অহর্নিশি] ক্রিবিণ সারাক্ষণ। 'অহোনিশি দাখে সকল পরাণ।' বহু, ১৪৫০।

অহোনিশি [স অহর্নিশি] ক্রিবিণ অহর্নিশি। 'অহোনিশি গোপগন তোমা চিন্তে মনে।' মালাধর, ১৫০০।

অহোরাত্র [স] ক্রিবিণ রাতদিন। 'আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অহোরাত্রি [স] ক্রিবিণ দিনরাত। 'অহোরাত্রি করে জেবা হরিসংকীর্ণন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অহোর্নিশি [স অহর্নিশি] ক্রিবিণ দিনরাত; সবদময়। 'অহোর্নিশি দেখএ সপনে।' মালাধর, ১৫০০।

অহোভাগ্য [স অহো+স ভাগ্য] বিণ দুর্ভাগ্যজনক। '... অল্পান মুখে অহোভাগ্য জানে উদর পূরণ করিয়া থাকেন।' জ্ঞানকোষদয়,

১৮৫২।

অশি সর্ব আমি। 'অশি কি করিতে পারি বাখা না ধরিলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

অ্যা সর্ব এ ব্যক্তি। 'স্মরণসাধন শিক্ষা অ্যা হতে কি হবে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান [ই] বি ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় পিতামাতার মিশ্র সন্তান। 'এমন একজন ভারতবর্ষীয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও করেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অ্যাংলো-স্যাকসন [ই] বি প্রাচীন ইংরেজি ভাষা। 'অ্যাংলো-স্যাকসন এবং নর্দান-ফ্রেঙ্ক, এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে ...।' প্রমথ, ১৯১৬।

অ্যাক [স এক] বিণ এক। 'অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না।' হেতাম, ১৮৬২।

অ্যাকচেটে [স এক+চাট] বিণ প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। 'বেসির ভাগই অ্যাকচেটে।' হেতাম, ১৮৬২।

অ্যাকবার [স এক+স বার] ক্রিবিণ একবার। 'অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কর্তে বলুবা।' হেতাম, ১৮৬৮।

অ্যাকটর [ই] বি অভিনয়শিল্পী। 'থিয়েটারে একজন নতুন অ্যাকটর এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অ্যাকটিভ [ই] বি অভিনয়। 'অ্যাকটিং করবি আর কি।' শিবরাম, ১৯৭০।

অ্যাকশান [ই] বি নাটকীয়তা। 'বহু বহু ছড়া শ্রেফ হাস্যরস, তাতে অ্যাকশান নেই, গল্প নেই।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

অ্যাকসেন্ট [ই] বি উচ্চারণের কোক। 'না দিলেন কোনো অ্যাকসেন্ট না কোনো ভাব বা কিছু।' অবন, ১৯৪১।

অ্যাকাউন্ট [ই] বি হিসাব। 'কোনো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছি না হয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

অ্যাকাউন্টেন্ট [ই] বি হিসাবরক্ষক। 'শীটখানা ঠিকমত টানতে পরেন কটি বানু অ্যাকাউন্টেন্ট।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

অ্যাকডাক্ট [ই aqua duct] বি জলপ্রণালি। 'দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকডাক্টের উপর বার দিয়ে বসেচে।' হেতাম, ১৮৬১।

অ্যাকৌন্ট [ই] বি হিসাব। 'প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌন্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়।' হেতাম, ১৮৬১।

অ্যাট [ই] বি অভিনয়। 'অ্যাট করার প্রতিভা আছে।' মানিক, ১৯৩৬।

অ্যাক্সেব্যাট [ই] বি সার্কাসের কসরতবাজ। 'আমি কি কম অ্যাক্সেব্যাট।' জীবন, ১৯৩১।

অ্যাক্সনকার বিণ এখনকার। 'পূর্বকার দুর্গোৎসব ও অ্যাক্সনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।' হেতাম, ১৮৬১।

অ্যাসল [ই অ্যাংলো] বি ইংরেজ; নর্মানবিজয়ের পূর্ববর্তী ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'কেন্ট রোমান অ্যাসল জুট সেন স্যাক্সন নর্মান প্রভৃতি বিচিত্র ভিন্ন জাতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অ্যাসেল্টন [ই] বি কোণ। 'বেদান্ত পিরোমণি ওকে রাইট অ্যাসেল্টন স্থাপন করে বললেন "যা বলছে"।' শিবরাম, ১৯৪০।

অ্যাজিটেশন [ই] বি বিক্ষোভ। 'ভূমি ওঠো, পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন করো।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

অ্যাট্টুন [এডটুইন] বিণ এই সামান্য। 'আমি যত বড় কেন অ্যাট্টুন বড়

লেখকও নই।' মুক্ততাবা, ১৯৬৬।

আটম [হি] ১ বি পরমাণু। 'ঘুরোপীয় শাস্ত্রে বলে আটম' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি পারমাণবিক বোমা। 'নিনেতে রোম হিরোশিমায় পৌঁছে আটমের ...' জীবন, ১৯৫০।

আটম বোমা [হি] বি পারমাণবিক বোমা। 'আটম বোমা! - বুঝলে? আটম বোমা' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আটমসফিয়ার [হি] বি পরিবেশ। 'সেবানকার আটমসফিয়ার কেমন?' শিবরাম, ১৯৫০।

আটর্নি, আটর্নি [হি] বি উকিল। 'হাইকোর্টের আটর্নির বাড়ির প্যাঁদা ও মাশী পর্যন্ত আইনবাজ।' হুতোম, ১৮৬১; 'আটর্নি আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দপিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আটটি কেস, আটটি কেস [হি] আটটি কেস। 'বি চামড়ার তৈরি এবং হাতে বহনের উপযোগী বাস্তবিশেষ।' চামড়ার হেট আটটি কেস' জীবন, ১৯৩২; 'বাজ তোরঙ্গ নাড়াচাড়া করে যেন আটটি কেস' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

আডভান্স [হি] বি অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত অর্থ। 'আডভান্সের অল্প শুনে আর এসোনি' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

আডভান্সমেন্ট [হি] বি বিজ্ঞাপন। 'তার আডভান্সমেন্ট পড়লে মনে যা হয়, তার নাম লোভ।' প্রমথ, ১৮৯৮।

আডভান্সের [হি] ১ বি দুঃসাহসিকতা। 'মনের কোনও আডভান্সের নেই।' বিজুতি, ১৯৩১। ২ বি দুঃসাহসিক রোমাঞ্চের অভিযান। 'ভাবছিল তার জীবনের এই আডভান্সের কথা।' বিজুতি, ১৯০৭।

আডমিনিস্ট্রেশন [হি] বি প্রশাসন। 'আইবি আডমিনিস্ট্রেশনে এমনকি আর ঘটনি কখনো।' সাদত, ১৯৬৭।

আডিশনাল [হি] বি পরিশিষ্ট সংকলন। 'আনসিন প্যাসেজ হোমসদের থাকে আডিশনালে।' শিবরাম, ১৯৪০।

আডিশনাল জজ [হি] বি অতিরিক্ত বিচারক। 'মিনি নৃতন আডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আড্রেস [হি] বি বক্তৃতা। 'আড্রেস-শ্রবণ তদন্তের বিনতিপ্রকাশ' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আড্রা [এতাদি] বিণ অনেক। 'আড্রা ঘরঘাশা করে এনেও।' হুতোম, ১৮৬৮।

আদ্মিন [এতাদি] ক্রিবিণ এতাদিন। 'তিনি আদ্মিন সহরে আচেন ... তাও তিনি জানেন না।' হুতোম, ১৮৬১।

আনন্ডপলজি [হি] বি নৃবিজ্ঞান। 'আনন্ডপলজি নামক বিজ্ঞান আমি জানিনে।' প্রমথ, ১৯২৫।

আনন্ডপলজিস্ট [হি] বিণ নৃবিজ্ঞানী। 'আজ এক আনন্ডপলজিস্ট যা বলেন।' প্রমথ, ১৯২৫।

আনাতমি [হি] বি অঙ্গসংস্থান-বিদ্যা। 'তোমার আনাতমির নেট কি ঐ দেয়ালের পায়ে লেখা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনার্কি [হি] বি ব্যক্তিক বিশৃঙ্খলা; নৈরাজ্য। 'ইনডিভিজুয়ালিজমের পরিপতি হল আনার্কিটে এবং স্টেট মিলিটারি সোশ্যালিজমে গিয়ে দাঁড়াগো।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আনার্কিস্ট [হি] বিণ নৈরাজ্যবাদী। 'তুই বুঝি আনার্কিস্ট?' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

আন্থিক [হি] বিণ পুরানো ধাঁচের। 'আন্থিক কাগজে ছাপা কবিতার বই।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আন্থিকংক্রেস [হি] বিণ কংগ্রেসবিরোধী। 'লোকটা তলহি আন্থিকংক্রেস প্রোপাগান্ডা করছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

আপয়েন্টমেন্ট, আপয়েন্টমেন্ট [হি] বি সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্টকরণ। 'মিঃ মিত্রের সাথে আপয়েন্টমেন্ট করে আসতে।' জীবন, ১৯৩২; 'আমাদের খুব জরুরি একটা আপয়েন্টমেন্ট আছে।' নীরেন, ১৯৬৩।

আপয়েন্টমেন্ট লেটার [হি] বি চাকরিতে নিয়োগের পত্র। 'আপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিছি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

আপ্যলজি [হি] বি ক্ষমা প্রার্থনা। 'একটা রিটন আপ্যলজি আগে দিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আপ্যলিকেশন [হি] বি আবেদন। 'ছুটির জন্যে আপ্যলিকেশন করেছি যে ...' শিবরাম, ১৯৫০।

আপ্যেনডিসাইটিস, আপ্যেনডিসাইটিস [হি] বি উপাস্থের প্রদাহ। 'একজনের আপ্যেনডিসাইটিস ... একজনের আলসার।' নজরুল, ১৯২৬; 'বছর দুই আগে একবার আপ্যেনডিসাইটিস হয়েছিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

আপোলো [হি] বি গ্রীক পুরাণ সূর্যদেব। 'তুমি পাষণ আপোলো।' নজরুল, ১৯৩০।

আপ্পন [হি] বি উর্দূসের বস্ত্র আচ্ছাদনকারী ঢোলা জোকা। 'আপ্পনসুন্দরী' [হি] বি সেবিকা; নার্স। 'দুজন আছে আপ্পনসুন্দরী।' শঙ্ক, ১৯৭০।

আপ্প্রিনটিস, আপ্প্রেনটিস, আপ্প্রেনটিস [হি] বি শিক্ষানবিশ। 'বামুনরা আপ্প্রিনটিস নিতে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৬১; 'সেক্রেটারিয়েট আপ্প্রেনটিস আপ্প্রেনটিস' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'কেবল ষাওয়াপার চুক্তিতে আপ্প্রেনটিস নিযুক্ত হয়ে গেল।' শিবরাম, ১৯৫০।

আপ্প্রেন্টিস [হি] বি শিক্ষানবিশির কাজ। 'আজ পর্যন্ত ও আপ্প্রেন্টিস শুরু করেনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আপ্প্রভড [হি] বিণ অনুমোদিত। 'আপ্প্রভড লিটেড নাম উঠল।' সাদত, ১৯৬৭।

আপ্প্রিভেডিট [হি] বি শপথনামা। 'আপ্প্রিভেডিট করে যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন।' পাশা, ১৯৭১।

আব্যভিক্টে করা [হি] বিণ অব্যভিক্টে+করা। ক্রি ক্ষমতা ত্যাগ করা। 'সিংহাসন থেকে ওরা অব্যভিক্টে করলেন একে একে।' শিবরাম, ১৯৫০।

আব্যসেন্ট [হি] বিণ অনুপস্থিত। 'পরদিন সমীর ফের অব্যাসেন্ট।' শিবরাম, ১৯৪০।

আব্যস্ট্রাট [হি] বিণ বিমূর্ত। 'আব্যস্ট্রাট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আব্যস্ট্রাকশন [হি] বি বিমূর্ত ভাব। 'আমরা কবিতার জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্তে পাই শুধু অব্যস্ট্রাকশন।' প্রমথ, ১৯৪৪।

আব্যউট-টার্ন [হি] ক্রি পিছন ফেরা। 'তার আট্টেশন, তার অব্যউট-টার্ন, তার ফলইন সে যে কি জিনিষ, না দেখলে বোঝা যায় না।' শিবরাম, ১৯৪০।

আভয়েড করা [হি] ক্রি এড়িয়ে চলা। 'তাকে খাদি আভয়েড করেছে।'

আয়ন কি

শ্যামল, ১৯৬৭।

আয়ন কি অব্য অধিকৃত। 'আয়ন কি, আত ঘরখ্যাশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নকশায় চিনতে পারেন না।' হতেম, ১৮৬৮।

আমিবা [হি] বি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী। 'জলে হয়তো আমিবা আত্মপ্রত্যয়ে নিজেকে বিভক্ত করে ফেলেছে।' ম্যানিক, ১৯৩৫।

আমেরিকান [হি] বিণ আমেরিকার নাগরিক। 'ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেননি।' হতেম, ১৮৬১।

আযার [হি] বি বহু হুলুদাত বাদামি পাথরবিশেষ। 'প্রবালে আযারে মেশানো মালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আয়িশন, **আমবিসন** [হি] বি তীব্র আকাক্ষা; উচ্চাকাক্ষা। 'ব্রাহ্মধর্ম কাদতে লাগলেন দেবে ... আমবিসন হাঁসতে লাগলেন।' হতেম, ১৮৬১; 'আমার একটি মাত্রই আয়িশন।' শ্যামসুল, ১৯৭৩।

আয়ুলেশ [হি] বি রোগীবাহী যান। 'আয়ুলেশ গাড়ি আনাইয়া।' বিজুতি, ১৯৩১।

আয়সা অব্য এমন। 'আয়সা চাটনি বানায় শলুপ মেখে টোকা কুলে।' মণীশ, ১৯৩৯।

আর্যাইভ্যাল [হি] বি পৌছানো। 'তামন তামন আত্মীয় হুলে (সেধু আর্যাইভ্যালের জন্য) রেজটরী করে পাঠান যাবে।' হতেম, ১৮৬১।

আরারাক্ট [হি] বি আরারাক্ট গাছের কদ থেকে তৈরি খাদ্যের উপকরণ। 'আরারাক্ট ও ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল।' শরৎ, ১৯১২।

আরিস্টোক্র্যাট, **আরিস্টোক্র্যাট** [হি] বি অভিজাত শ্রেণীর লোক। 'বুদে বুদে আরিস্টোক্র্যাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; (বিদ্রোহ) 'আমরা এই তথাকথিত আরিস্টোক্র্যাট বা 'আড়ট-কাক' ছিলামসি'। নজরুল, ১৯২৮।

আরিস্টক্রেসি [হি] বি অভিজাততত্ত্ব। 'ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো আরিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আরিস্টোক্র্যাটিক [হি] বিণ অভিজাত্যপূর্ণ। 'সেকালের সভ্যতা ছিল আরিস্টোক্র্যাটিক।' প্রমথ, ১৯১৮।

আরেস্ট [হি] বি গ্রেফতার। 'ওরা খুব সম্ভব আমায় আরেস্ট করবে।' নজরুল, ১৯৩১।

আরোড্রাম [হি] বি বিমানবন্দর। 'মৌলানা বড়কে নিয়ে আরোড্রামে গেলেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

আরোপ্পেন [হি] বি উড়োজাহাজ। 'সাহেব আরোপ্পেন নিয়ে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

আলকোহল [হি] বি মদ। 'সেও ভি আচ্ছা, মরব পিছে মৃত্যু-শোণিত-আলকোহল।' নজরুল, ১৯২৪।

আলজেরা, **আলজত্রা** [হি] বি বীজগণিত। 'আলজেরার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'আমাকে এখন আলজত্রার ফরমুলা জিজ্ঞাস্য করাও যা, প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই।' বনফুল, ১৯৩৬।

আলফাবেট [হি] বি বর্ণমালা। 'আলফাবেটের অনেকগুলি অক্ষর জোড়া তাঁর নাম।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আলবাম, **আলবম** [হি] বি ছবি লাগিয়ে রাখার খাতা। 'আলবম খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'একটা আলবামে, ছবি কেটে কেটে জুড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আলসেশিয়ান, **আলসেসিয়ান** [হি] বি নেকড়ের মতো দেখতে এক জাতের বড়ো কুকুর। 'আলসেশিয়ান কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে মোকানীর ঘাড়ে।' হাফিজুর, ১৯৫৩; 'বারাশ্যার আলসেসিয়ান আর চোঁচালো না।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আলাউয়েল, **আলাওয়েল** [হি] ১ বি অনুমতি। 'পুজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার আলাউয়েল থাকে।' হতেম, ১৮৬১। ২ বি ভাতা। 'ডালো খবর দিলে আলাউয়েল বাড়ানো যাবে।' সাদত, ১৯৬৭।

আলায়েল [হি] বি জোট; কতোগুলো দেশ বা সংগঠনের জোট। 'আলায়েল হচ্ছেও হল না, বিরোধ ঘটল।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আলার্ম [হি] বি নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির সংকেতধ্বনি। 'আলার্ম দিয়ে রাখবি।' শ্যামসুল, ১৯৬২।

আলুমিনিয়াম, **আলুমিনিয়ম** [হি] বি ধূসর-শ্বেতবর্ণের হালকা ধাতু-বিশেষ, যা দিয়ে বিশেষ করে হাড়ি তৈরি করা হয়। 'আলুমিনিয়াম ধাতুর এক বলেন প্রস্তুত করেন।' জগদীশ, ১৮৯৫; 'আলুমিনিয়ামের গেলুলে ... খানিকটা জল গাড়িয়ে নিয়ে।' জীবন, ১৯৩২।

আলোপ্যাথ [হি] বি রোগ নিরাময়ের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাপদ্ধতি। 'আলোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসক।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

আলোপ্যাথি [হি] বি রোগ নিরাময়ের পাত্য় বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। 'আপনি কি আলোপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করছেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আশট্রে, **আসট্রে** [হি] বি সিগারেটের ছাইদানি। 'গাস ও আশট্রেগুলো লাফিয়ে ঝনঝন করে উঠল।' মনসুর, ১৯৩৫; 'সিগারেটের ছাই আশট্রেতে ঝেড়ে ...।' সাদত, ১৯৬৭।

আসিড [হি] বি রাসায়নিক অম্লবিশেষ। 'আসিড দিয়া পোড়াইয়াছি।' জগদীশ, ১৮৯৫।

আসিডিটি [হি] বি অম্ল। 'শ্যামপেন খেয়েচ আসিডিটি হবে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

আসিস্টেন্ট, **আসিস্টান্ট**, **আসিস্ট্যান্ট** [হি] ১ বিণ সহকারী। 'দিদিমণি তোমার আসিস্টেন্ট মালী নাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি সহায় করে যে। 'ডাক্তারের আসিস্ট্যান্ট এসে জানালো রুগী এসেছে।' মুক্ততবা, ১৯৫২; 'ব্যামো হইলে আসিস্ট্যান্ট-সার্জনকে ডাকা হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আসেট [হি] বি সম্পদ। 'আসেটটা অন্তত আপনারদের দেখানো তো দরকার।' শিবরাম, ১৯৫০।

আস্ট্রনমার [হি] বি জ্যোতির্বিদ। 'আস্ট্রনমার ভুল বলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আস্ট্রনমি [হি] বি জ্যোতির্বিদ্যা। 'আজকাল কি ভূমি ডাক্তারি ছেড়ে আস্ট্রনমি ধরেছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আ বি বাংলা বরবর্মের দ্বিতীয় বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। **দ্র আকার**

আ [ধন্য] ১ অবা ক্রোধ, বিরক্তি, খেদ প্রভৃতি প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ। 'আ মর! টপরে ছোড়া বলে বেড়ায় দাদা কুসঙ্গ ছাড়লে ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ অবা আনন্দ প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ। 'আ মরি কমলপুতলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ অবা প্রশংসাসূচক শব্দ। 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি। বাংলা ভাষা।' অতুল, ১৯৩৪।

আঅড় [স অন্তরাল] বি আড়াল। 'চক্ষের আঅড় তিল না করেন যার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আঅন [স আঅন] বিণ আপন; আপনার। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঅর [স অপর] অবা আর। 'আঅর গাছিতা নৈল মট্টী।' বড়ু, ১৪৫০।

আই [স আদি] বি আদি। 'আইএ অণুনাএ জগরে ভাঙতিএ সো পতিহাই।' চর্য্য ৪১, ২০০।

আই [স আধিকা] বি মাতা। 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীআই।' বড়ু, ১৪৫০।

আই [স আয়] বি আয়। 'হইআ প্রসন্ন যারে দিব অন্ন/ তার বাড়িকেক আই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আই আই [ধন্য] অবা হয়ে যায়। 'আই আই পড়েছে রূপে কাজরের শোভা।' চর্য্য, ১৫৫০।

আইএ [বি] বি ইন্টারমেডিয়েট আর্টস; উচ্চমাধ্যমিক। 'সতেরো সবে পেরিয়েছে। এই বছরেই আই. এ. দেবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আইও [স অবিধবা] বি এয়ো। 'লইয়া শতকে আইও জ্ঞাত পাতাইল কৈতলা, ১৬৫০।

আইকন [বি] বি (খ্রিস্টান সমাজ) পূণ্যবান ব্যক্তির পুঙ্খ মূর্তি। 'আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

আইজকাইল [স অদ্য-কল্যা] ক্রিবিণ আজকাল; বর্তমান কালে। 'আইজকাইল আর তেমন কোনও চর্চা নাই।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

আইট [স অট] বিণ আট। 'আইট ধানে লইবু ফোটা ধর্মপুজার কালে।' রামাই, ১৭১০।

আইটেম [বি] বি তাগিকায় অন্তর্ভুক্ত করা বস্তুস্ত বস্তু। 'দিবাষ্পে তো বিলকুল এ আইটেমটা স্থান পায়নি।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

আইটিয়ার [বি] ১ বি অভিব্য ধারণা। 'আমাদের দেশে যার মাথায় দুটো-চারটে আইডিয়া আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি ভাবনা। 'আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সম্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি পরিকল্পনা। 'আইডিয়াটা এত সুন্দর যে সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি কল্পনা। 'ভীহার্য মনে করেন এ-সমস্ত নিছক আইডিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বি অবাস্তব চিন্তা। 'জী আইডিয়া। গ্যাঃ। আমার আসন রাখে পেতে নিদ্রাগমন মহাশয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আইডিয়া-বাহী [বি] আইডিয়া+স বাহী। বিণ নতুন নতুন ধারণা বহনকারী। 'পুরুষকে আমাদের সমাজ আইডিয়া-বাহী কল করেনি।' অন্নদা, ১৯৪৮।

আইডিয়াল [বি] বি আদর্শ। 'খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আইডিয়ালিজম [বি] ১ বি ভাববাদ। 'আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে বড়গুরু ইয়েই ...।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি আদর্শবাদ। 'ওর আইডিয়ালিজম যে গোপনে ডিম পাড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আইডিয়ালিস্ট [বি] ১ বিণ ভাববাদী। 'একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বিণ আদর্শবাদী। 'একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা।' বিজুতি, ১৯৩১।

আইডেন্টিটি [বি] বি পরিচয়। 'আমার বন্ধুর আইডেন্টিটি ধরা পড়ল ...।' সাদত, ১৯৬৭।

আইচাই [স অস্থির] ১ বি ছটফট। 'আইচাই করে খাই পাখার বাতাস।' ওস্ত, ১৮৫৮। ২ বিণ ব্যাকুল। 'আই চাই মার প্রাণ।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

আইদ [স আদ] বিণ আদি। 'আইদ গাঁতি উরথ গাঁতি ক্ষণগাঁতি মূলে।' রামাই, ১৭১০।

আইদ্য [স আদ্য] অবা ইত্যাদি। 'ওস্ত আইদ্য কাক্সা তোরল বিরাজিত।' আদ্যওল, ১৬৮০।

আইন [ফা আইন] ১ বি বিধিবিধান। 'আইনের মতে নিষিদ্ধিয়া জারী করিলেন।' ফরস্টার, ১৭৯৩; 'কোনও মনশ্য আইন ও দস্তুরের বিতীকুমে এ দিগে দাখণ্ডে বিক্রী হইয়াছে।' ফরস্টার, ১৭৯৩। ২ বি সরকারপ্রণীত অবশ্য পালনীয় বিধি। 'লং সাহেব অগ্রীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য হয়েন।' রক্ষিম, ১৮৭২। ৩ বি ওকালতি বিদ্যা। 'আইন পড়িতেছ, ডাক্তারির তুমি কী বোঝ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আইনওয়াল [ফা আইন+ওওয়াল] বি আইন শাস্ত্রবিদ; আইনজ্ঞ। 'তিনজন আইনওয়াল মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে...'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আইন-কানুন [ফা আইন+আ কানুন] ১ বি বিধি-ব্যবস্থা। 'তখনকার খেতাব পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন ইজ্জিতে হইত না।' রক্ষিম, ১৮৮২। ২ বি ধরাবাঁধা নিয়ম। 'সেখানে কোনো আইন কানুন নেই - মেঘরাজের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আইনকারক [ফা আইন+স কারক] বিণ আইন প্রণয়নকারী। 'কোথাও আইনকারক টেকি...'। রক্ষিম, ১৮৭৫।

আইন খবরদার [ফা আইন+আ খবর+ফা দার] বিণ আইন বিশেষজ্ঞ। 'আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন।' ভবানী, ১৮২২।

আইনগত [ফা আইন+স গত] বিণ আইনসংক্রান্ত। 'অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিদ্যু দূর করার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

আইনঘটিত [ফা আইন+স ঘটিত] বিণ আইনি। 'আইনঘটিত ক্রটি থাকতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আইনজীবী [ফা আইন+স জীবী] বি আইন ব্যবসায়ী। 'তিনি কর্মশূন্য উমেদার ও মস্তকেশন্য আইনজীবী নহেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আইনজ্ঞ [ফা আইন+স জ্ঞ] বি আইনশাস্ত্রবিদ। 'পঙ্কের আইনজ্ঞরা

আশা দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আইনত [ফা আইন+স ভা] ক্রিবিণ আইন অনুযায়ী। 'তাকেই আইনত সাদা বাজার বলা হয়।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

আইনপেশা [ফা আইন+ফা পেশা] বি আইন ব্যবসা। 'আইনপেশার পেশাকারিতে মানটা গেল যেটে।' হেম, ১৮৭০।

আইনবহির্ভূত [ফা আইন+স বহির্ভূত] বিণ আইনের অন্তর্গত নয় এমন। 'হা ইসলামের আইনবহির্ভূত।' বেগম, ১৯৩৩।

আইনবাজ [ফা] বি আইনজ্ঞ। 'হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির পায়দা ও মালী পর্যন্ত আইনবাজ।' হুতোম, ১৮৬১।

আইনবিরুদ্ধ [ফা আইন+স বিরুদ্ধ] বিণ আইন ভঙ্গ হয় এমন অবস্থা। 'আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত ... প্রকাশ করিতে পারিলাম না।' জ্ঞানদেবগণ, ১৮৩৭।

আইনবেত্তা [ফা আইন+স বেত্তা] বি আইনজ্ঞ। 'আইনবেত্তা বলল শুরু পাশে লম্বু দণ্ড।' কায়সার, ১৯৬২।

আইন-ভাড়া [ফা আইন+ভাড়া] বিণ বিধি লঙ্ঘনকারী। 'আইন-ভাড়া কয়েদীদের কয়েদখানায় পৌঁছে দেবার যন্তর নেই।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

আইনমন্ত্রী [ফা আইন+স মন্ত্রী] বি আইনবিষয়ক মন্ত্রী। 'তখন আইনমন্ত্রী ছিলেন তিনি।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

আইনমাক্ষিক [ফা আইন+আ মওয়াক্ষিক] ক্রিবিণ যথানিয়মে। 'আইনমাক্ষিক নিরিখ দে না তাতে কেন তোর ইতরপনা।' লালন, ১৮৯০।

আইনসম্মত [ফা আইন+স সম্মত] বিণ আইন অনুযায়ী। 'আমিই তোমার আইনসম্মত পিতা।' প্রভাত, ১৮৯৮।

আইনসভা [ফা আইন+স সভা] বি সংসদ। 'এখানকার এই আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আইনসম্মত [ফা আইন+স সম্মত] ক্রিবিণ আইন অনুসারে। 'আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

আইনসিদ্ধ [ফা আইন+স সিদ্ধ] বিণ আইন অনুযায়ী বৈধ। 'প্রজ্ঞা-শোষণের এই উপায়টিকে কেন আইনসিদ্ধ করা হইলে ...।' সগুণত, ১৯২৮।

আইনহীন [ফা আইন+স হীন] বিণ আইন নেই এমন। 'আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আইনানুগ [ফা আইন+স অনুগ] বিণ আইনসম্মত। 'সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে আইনানুগ কাঠামো স্থির করা হবে ...।' বেগম, ১৯৭০।

আইনানুসারে [ফা আইন+স অনুসারে] ক্রিবিণ আইনের ধারা অনুসারে। 'উপরোক্ত আইনানুসারে কত জমিদারের কত আদালতে শাস্তি হইয়া গিয়াছে।' সমাচার, ১৮৭০।

আইনী-অন্যাইনী [ফা আইন+] বিণ বৈধ ও অবৈধ। 'আইনী-অন্যাইনী সকল উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে।' চাণী, ১৯৩৬।

আইনে-বান্ধা [ফা আইন+বান্ধা] বিণ বিধিসম্মত। 'ভারী ছাঁটাছোঁটা গাঢ়পোটা আইনে-বান্ধা মজবুত রকমের ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আইনের শাসন [ফা আইন+স শাসন] বি আইন অনুযায়ী শাসন।

'আইনের শাসন যদি না চলে।' পাশা, ১৯৭১।

আইন্দা [ফা আয়ান্দা+] বিণ আগামী। 'তাতিলোককে কহিবা আইন্দা দাদনের টাকা আড়ঙ্গে পাঠাইতে।' তাঁতি, ১৭৯২।

আইন্দাতে [ফা আয়ান্দা+] ক্রিবিণ আগামীতে। ক্যালপে, ১৭৯২।

আইন্দাম [ফা আয়ান্দা+] বিণ অগ্রিম। 'আইন্দাম জমা ধরতি কাজ দূর করিবার কারন।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

আইপস্থ [স আর্থিকাপস্থ] বি গোরক্ষনাথ যোগীর মতবিশেষ। 'আইপস্থ ও লহরিণা ও কনিপা ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হুতনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে।' দর্পণ, ১৮২২।

আইবড়, আইবড়ো, আইবুড়, আইবুড়া, আইবুড়ি, আইবুড়ো [স অব্যুত] ১ বি স্ত্রী অবিবাহিত নারী। 'আইবড়র চুলের জল আঁশী-হাটার লোন।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বৈঠকখানা লোকারণ্য ... উমেদার, কন্যাদায়, দালাল, আইবুড়, গুলদাস গিস গিস কচ্ছে।' হুতোম, ১৬৬১; 'ও শো হিমের চুমু হার মেনেছে এইটুকু আইবুড়িকে।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি মে অবিবাহিত। 'যত আদবুড়া ও পোন বুড়া আইবুড়া ছিল।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বিণ অবিবাহিত। 'আইবুড়ো থেকে মোর বয়স হইল ভোর।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'আইবুড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আইবড় ভাত, আইবুড় ভাত [স অব্যুত+ভাত] বি হিন্দুদের বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর অবিবাহিত অবস্থায় সর্বশেষ অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান। 'প্রদীপ জ্বলে, শাক বাজিয়ে আইবুড় ভাত খাবার মত ...' কুসুম বন্ধু বান্ধকের সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি।' হুতোম, ১৮৬১; 'মিদের ছেলের বিবাহে আইবুড়-ভাত পাঠানো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আইবুড়ো ভাত খাওয়া ক্রি অশিষ্ট আমোদ-প্রমোদ করা। 'এগোনের গহানাল সাহেব কুটুই আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়য়েলো কামান করে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

আইতি [হি] বিণ (আইতি লতার মতো) গাঢ় সবুজ। 'মাথায় আইতি মুকুট পরে সর্পর্বে দুলতে লাগল।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

আইমা [স আর্থিক+মা] বি স্ত্রী মায়ের মা; মাতামহী। 'আমার আইমার বাড়ির বিকি হয়ে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আইয [স অদ্য] ক্রিবিণ আজ। 'কি বলে জানিঞা আইয তোমার ছোট মা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আইযাম [আ আইয়াম] বি সময়। 'ফয়সল কারন ক্রিয়া আবরিল যুদ্ধা তোমাকে আইযামের ফোরসত।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

আইয় [স আয়ুযমতী+] বি সধবা স্ত্রীলোক। এয়ে। 'আইয় মুখা শত শত আনিলা ডাকিয়া।' মাল্যগণ, ১৫০০।

আইয়তি [স আয়ুযমতী+] বিণ সধবা। 'আইয়তি লক্ষণ তোর শরীরে প্রকটে।' আলোড়ল, ১৬৮০।

আইয়াত [স আয়ুযমতী+] বি সধবার চিহ্ন। 'অপরোধ ক্ষেমি রাশ দাসীর আইয়াত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আইয়াম [আ] বি সময়। 'তোমাকে আইয়ামের ফোরসত খুব মিলিবেক [তোমার সময় যথেষ্ট মিলবে]।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

আইরন-সেফ [হি] বি লোহার আলমস। 'দেখলেন আইরন-সেফ খোলা।' পাশা, ১৯৭১।

আইরিশ [হি] বি আয়ারল্যান্ডবাসী। 'গোল আলু যেমন আইরিশদিগের প্রধান আহাৰ ...।' রাজ, ১৮৭৮।

আইরিশম্যান [হি] বি আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী। 'এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিহেসে করেছিল।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

আইরিশ [হি] বি একটি গ্রাহপূর নাম। 'প্রধান নয় গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফোরা, ... আইরিস ... ক্ষুদ্র গ্রহ।' অক্ষর, ১৯৫৪।

আইল [স আলা] বি জমির বাঁধ। 'আইল ছাড়া হইলে জল যেমন।' ঢাকাপ্রকাশ, ১৮৭৩।

আইশখ [স আর্থিকা+স শব্দ] বি মায়ের ভাষা; মাতৃভাষা। 'আইশখ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আইশ [হি] আশা। 'আইশহ তাহে মারা পড়বে।' ওর্গা, ১৭৮২। **আইশে** [হি] আসে। 'অদ্যবধি আইশে নাই মনে করি।' ওর্গা, ১৭৮২।

আইশাশ [স আর্থিকা+স শব্দ] বি শাতিড়ির মা। 'এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে।' ভারত, ১৭৬০।

আইষা [হি] আশা। 'গ্রামের কোটাল নিকট আইষে।' ওর্গা, ১৭৭৬।

আইস [স ইন্দুশ] বিণ এমন। 'আইস সহাবে জই জগ বুঝি তুট বাঘা তোরা।' চর্যা ৪১, ১২০০।

আইস ভাবে [ক্রিবিণ] এমনভাবে। 'আইস ভাবে বিলসই কান্নিল জেই।' চর্যা ৪২, ১২০০।

আইস [আ আইশ] বি আরাগ; আয়েশ। 'তপস্যায় হাড়ি সরির আইস করিলাম।' মালাধর, ১৫০০।

আইস [হি] বি বরফ। 'কেবল চাইস ভরা আইসের পরে।' তত্ত, ১৮৫৮।

আইসক্রিম, আইসক্রীম [হি] বি ঠাণ্ডা করে জন্মানো দুধের খাবারবিশেষ। 'আইসক্রীম খাইয়ে আনবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আইসক্রিম একে একে আসছিল।' জীবন, ১৯৩২।

আইসক্রিমশালা [হি] আইসক্রিম+হি ওয়ালা] বি আইসক্রিম বিক্রেতা। 'আইসক্রিমশালা সওদা নিয়ে হাজির।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

আইসবার্গ [হি] বি সমুদ্রে ভাসমান বিশাল হিমশিলা। 'মহাকাশে আইসবার্গ ভাঙনের গভীর আতঁদান।' হেয়েনে, ১৯৪০।

আইস ব্যাগ [হি] বি রোগীর গুঞ্জয়ার ব্যবহারযোগ্য বরফের থলে। 'টের পাইলাম, সেটা আইস ব্যাগ।' শরৎ, ১৯১৭।

আইসা [হি] আশা। **আই** [হি] আয়। 'বাপ বলি ডাকে কেহ বলে আই ভাই।' মালাধর, ১৫০০। **আইখ** [হি] আশা। 'আইখ সব মেলি করিয়া ললাখলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। **আইছি** [হি] এসেছিল। 'সরমুর কুলে আমি দিতে আইছি খেওয়া।' বিজয়, ১৬৫০। **আইনু** [হি] এলাম। 'ননিয়া আইনু মুক্তি পাভকী এওয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। **আইয়** [হি] এসে। 'আপে আইয় চল যাই লখাংতে বরিতে।' বিজয়, ১৬৫০। **আইয়া** [হি] এসে। 'গনক আইয়া নাম খুলি কালকেতু।' মুকুন্দ, ১৬০০। **আইল** [হি] এলো। 'আইল গরহক অপগে বহিআ।' চর্যা ৩, ১২০০। **আইল** [হি] এলো। 'নিদান দেখিয়া আইল পুন'। গিচ্ছী, ১৬০০। **আইলা** [হি] এলো। 'জে জে আইলা তে তে গোলা।' চর্যা ৭, ১২০০। **ই** [হি] এসে। 'কথা হেইতে আইলা তোকে কিবা ভোর কালে।' বড়, ১৪৫০। **ই** [হি] এলাম। 'তে কারণে চলি আইলা একমসি লক্ষে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। **আইলাও** [হি] এলাম। 'দূত হৈয়া আইলাও তোমার নগরি।' মালাধর, ১৫০০। **আইলাই** [হি] এলাম। 'জানিঞা আইলাও এথা আমিতি সড়র।' মালাধর, ১৫০০। **আইলাত** [হি] এলো। 'আইলাত লখা গোবিন্দাই।' মালাধর, ১৫০০। **আইলাম** [হি] এলাম। 'ভালে আইলাম আমি জগৎ তারিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। **আইলাহা** [হি] এলো। 'আক্ষার ধানক আইলাহা'। বড়, ১৪৫০। **আইলাহৌ** [হি] এলাম। 'বিবাহ আইলাহৌ হেল সাং উপসন।' বড়, ১৪৫০। **আইলী** [হি] এলো। 'ঘরক আইলী

বড়ায় আতি বড় ঝাটে।' বড়, ১৪৫০। **আইলু** [হি] এলাম। 'আইলু মুক্তি বড় আসে।' বড়, ১৪৫০। **আইলু** [হি] এলাম। 'হারিয়া আইলু জুর্জ নারিলু সহিবারে।' মালাধর, ১৫০০। **আইলে** [হি] এসে। 'কোন দেশ হইতে আইলে দেহ পরিচয়।' রূপরায়, ১৭৫০। **আইলৌ** [হি] এসেছে। 'জন্মা আইলৌ সি তথা জ্ঞানী।' চর্যা ৪৪, ১২০০। **আইলেক** [হি] এলো। 'হেন কালে রথখনি আইলেক ঘারে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। **আইলেনে** [হি] এলেন। 'আইলেনে সন্য মায়ে পথব্রত হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০। **আইলেস্ত** [হি] উপস্থিত হলেন। 'অলঙ্কিত আইলেস্ত আবদুল্লাহ ঘরে।' সুলতান, ১৭০০। **আইলেনো** [হি] এলাম। 'কিহে আইলেনো বড়ায় গো।' বড়, ১৪৫০। **আইলৌ** [হি] এলাম। 'তেকারণে আইলৌ মোএ যমুনার তীরে।' বড়, ১৪৫০। **আইস** [হি] এসে। 'আইস রাধা/ কহো তোমারে।' বড়, ১৪৫০। **আইসক** [হি] এসে। 'দেখিয়া আইসক শীঘ্র মোর রায়বার।' আলাওল, ১৬৮০। **আইসন** [হি] আসেন। 'আইসন।' মনোএল, ১৭৪০। **ই** [হি] আসা। **ডানকান**, ১৭৮৪। **আইসন্ত** [হি] আসে। 'আইসন্ত নৃপছায়া তল।' আলাওল, ১৬৮০। **আইসহ** [হি] এসে। 'আইসহ প্রাণের সহি বেস গো বহিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। **আইসিবে** [হি] আসবে। 'কালি আইসিবে গায়ে।' মনোএল, ১৭৪৩। **আইসিষ** [হি] আসিষ। 'বুড়ি আইসিষ আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **আইসু** [হি] আসুক। 'ক্ষম ধরি আইসু কাহাঞি দিবৌ আলিঙ্গনে।' বড়, ১৪৫০। **আইসে** [হি] আসে। 'দখি দুখ বিকণিআ রাধা আইসে ঘরে।' বড়, ১৪৫০। **ই** [হি] এসে। 'আর রাতেই আইসে উপস্থিত হইবো।' মিলিট, ১৭৯৭। **আইসেন** [হি] আসেন। 'জ্বন আইসেন কৃষ্ণ চিত্রাশ্রমে সনে।' মালাধর, ১৫০০। **আই** [হি] আগমন করে। 'কেহ বলে রাহে রাহে ফিরিয়া ঘরে আএ।' বিজয়, ১৬৫০। **আএল** [হি] এলো। 'সামর সুন্দর এ বাট আলন তাঁ মৌরি লাগলি আঁখি।' বিন্দ্যাপতি, ১৬৬০। **আও** [হি] এসে। 'কট জ্ঞানি আও তবে চলিব আপনি।' বৃন্দা, ১৫৮০। **আওব** [হি] আসবে। 'আওব ঐসে হমর মন মান।' বিন্দ্যাপতি, ১৬৬০। **আওল** [হি] এলো। 'বসন্ত আওল ফুল মাখলি লতা।' বড়, ১৪৫০। 'আওল স্বত্বপতি রাজবসন্ত।' বিন্দ্যাপতি, ১৬৬০। **আয়িলা** [হি] এসেছিল। 'আয়িলা দেবের স্মৃতি গুণী।' বড়, ১৪৫০। **আয়িলাহৌ** [হি] এলাম। 'কাহু বিনি আয়িলাহৌ আমক কদমের তল।' বড়, ১৪৫০। **আয়িস** [হি] এসে। 'আয়িস ল বড়ায়ি রাহহ পরান।' বড়, ১৪৫০। **আয়ে** [হি] আসে। 'নেতা বলে ধনপতি লড়ে দাইয়া আয়ে।' বিজয়, ১৬৫০।

আইসা [হি] আগমন। 'যদ্যপি সাক্ষির আইসা যাওয়াতে বরচাত হয় ...।' ডানকান, ১৭৮৪।

আইসিএস [হি] ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। 'নামটা ভুলতোষ মজুমদার আই. সি. এস., কিকানা ছাপরা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আই-স্পেশ্যালাটি [হি] বি চক্ষু-বিশেষজ্ঞ। 'হ্যাঁ, আই-স্পেশ্যালাটি ভিনি।' জীবন, ১৯৩২।

আউ [স আয়ুঃ] ১ বি প্রাণ। 'আউ থাকিতে কাহাঞি মরণ হইসি।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আয়ু। 'আচার করিলে আউ হয় চিরকাল।' মালাধর, ১৫০০।

আউই [আ আওহাল] বি পর্বের প্রথম দিন। মনোএল, ১৭৪৩।

আউচ [স আদিভা] বি এক রকমের ফুল; আচ। 'আউচ চাঁপা কাখন কেশর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আউজালি [হি] উজাল। 'গঙ্গা বড় আউজালি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আউট [স অর্ধচতুর্থা] বিণ সাড়ে তিন। **আউটহস্ত** [স অর্ধচতুর্থা+স হস্ত] বিণ সাড়ে তিন হাত। 'আউটহস্ত প্রমান আমার সরিরে।' মালাধর,

১৫০০।

আউট [হি ১ বিণ বখাটে। 'ও হেলে একেবারে আউট হয়ে গেছে।' শব্দ, ১৯১৭। ২ বি ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানের বাদ পড়া। 'খেলাতে গেলে ক্রিকেট সে/ প্রথম বলেই আউট! অল্পনা, ১৯৪১।

আউট করা [হি আউট+করা] ক্রি ফুটবল খেলায় বল মাঠের বাইরে মারা। 'কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই।' শিবরাম, ১৯৪০।

আউটডোর [হি] বিণ হাসপাতালের বহির্বিভাগ সংক্রান্ত। 'আউটডোর ডিউটিএই বোধ হয় বেশি আপনার এখানে?' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

আউটপোস্ট [হি ১ বি পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি। 'আউটপোস্টের ব্যবস্থা না করিলে চলবে না।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি রাস্তার পাশে স্থাপিত দিকনির্দেশক ফলক। 'রাস্তার আউটপোস্ট মোটরের পথ নির্দেশ করে দিচ্ছে।' জীবন, ১৯৩১।

আউটানো [স আবর্তন] ১ ক্রি ছাাল দেওয়া। 'তাক হাথে করী দুধ না আউটো।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি ঘন করা। 'পিতল আউটি কৈল হেম দশবান।' আলোড়ন, ১৬৮০। **আউটিয়া** ক্রি ঘন করে রান্না করা। 'উদর পুরিয়া খাইত আউটিয়া জাউ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আউড় [স অন্তরাল] বি আড়াল। 'সত্যাতামাকে বাউ করেন সবির আউড় হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

আউড়ানো [স আবর্তন] ক্রি বারবার আবৃত্তি করা। 'অনেকেই শুদ্ধভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়িয়ে কল-টোপা আর্পিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আউড়ে যাওয়া ক্রি বলে যাওয়া। 'আউড়ে গেছে কতো সত্যপীর।' শামসুর, ১৯৫৯।

আউড়ি [স অন্তরাল] বি শস্যাদির আধার-বিশেষ। 'আউড়ি বরিন-চিঠিপত্রে, ১৮৩৯।

আউদড়, আউদর [স আকুল] বিণ আল্লায়িত; আলখালু। সুনিগ্রা খাইল রাজা আউদড় চুলে।' মালাধর, ১৫০০।

আউদরচুলি [স আকুল+চুল] বিণ চুল খোলা এমন। 'ঘটক দেখিল তারে আউদরচুলি।' কেতকা, ১৬৫০।

আউন [স অগ্নি] বি আতন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আউনি [স অগ্নি] বি পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতের হিন্দু আচারবিশেষ। 'বাইনি আউনি ঝড়া গোড়া আখা আর।' শুভ, ১৮৫৮।

আউল [হি বি পরিমাণবিশেষ: প্রায় ২৭ গ্রাম। 'দশ আউল ওজনে ভারি।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

আউয়াল, আউয়ল [আ ১ বি প্রথম। 'আউয়ালে তাহার নাম পুরুষ পুরান।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ উৎকৃষ্ট। 'একখানা আউয়ল জমি।' তারা, ১৯৪২।

আউয়াস [স আবাস] বি আবাস। 'হরিষ হইয়া লখাই চলিল আউয়াসে।' বিজয়, ১৬৫০।

আউরত, আউরুথ [আ আওরত] বি নারী। 'আউরথ মরথ এক সাথ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'এই আউরত পয়লা গোনাহ করেছে।' কামসার, ১৯৬৫।

আউরানো [স অন্তরাল] ক্রি সন্ধিয়ে যাওয়া। 'আউরে গেছে যু খানি ওর।' নজরুল, ১৯৩০।

আউরি [স আবর্তন] বি চক্রবৃত্তি। 'ঐ টাকার তদ শকলের আউরি দিব।' চিঠিপত্রে, ১৮৬৭।

আউল [স আকুল] ১ বিণ উৎসুক। 'আউল নয়ন তরঙ্গে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ এলোমেলো। 'অক্লথ বরণ আঁখি আউল চিকুর।' সুলতান, ১৭০০।

আউলেকেশী [স আকুল+স কেশী] বিণ কেশ এলোমেলো এমন; হিন্দুদেবী কাশী। 'লালন কয় সে আউলেকেশী বুকে পা দিয়ে কিসের লাগি।' লালন, ১৮৯০।

আউল [স অন্তরাল] বি গর্ত। 'আউল ভাঙিতে সন্তান প্রসব করতো।' মানোএল, ১৭৪৩।

আউল [আ আউলিয়া] ১ বি ধর্মোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'কলিকাতার শ্যামবাজারে কতকগুলি আউলের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত।' অক্ষয়, ১৪৫০। ২ বি ঐশী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'নবি আউল-আখের-বাতেন-জাহের।' লালন, ১৮৯০।

আউলিয়া [আ] বি দরবেশ। 'আউলিয়া সবার বহুল গোরহান।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আউলা, আউলা [স আকুল] ১ ক্রি এলোমেলো হওয়া। 'বাঁশীর শব্দে মো আউলাইলো রাহান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি এলোমেলো করা। 'আপনার গুণ তহ আউলাআ রাহান।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি আকুল হওয়া। 'আউলায় সর্ব-অঙ্গ অঙ্গ-গঙ্গা বয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ ক্রি উল্লাস হওয়া। 'দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।' জ্ঞান, ১৬০০; 'ওরশে পরশে মোর আউলাইবে গা।' দ্বিচ্ছী, ১৬০০।

আউলি [আ আকুল] ১ বি বিশৃঙ্খলা। 'হাসেন চঙ্কিা দেখি ঠাটের আউলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লাভাড়া; ঘণ্ট। 'সূপ ঘট হোতা ঘট কদলীর আউলি।' অবন, ১৯২৫।

আউলিয়া হা আউল

আউষ [স আভ] ১ বিণ আগে উৎপন্ন। 'আউষ ধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি বর্ষাকালে উৎপন্ন হয় এমন এক প্রকার ধান। 'আউষের ক্ষেত জলে ভরভর।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আউস [স আভ] বি বর্ষাকালে উৎপন্ন এক প্রকার ধান। বিদ্যা, ১৮৯১; 'জল হতে মাথা তুলে, আউস হয়েমে দুলে।' সূর্যদত্ত, ১৯২৫।

আউবান [স আউয়ান] বি শুভক্ষণবিশেষ। 'সিত পক্ষ ত্রয়োদশী ... তখি যোগ নাম আউবান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঐ [স অহম] সর্ব আমি। 'কাকুতি করিয়া বলে আঐ পুণ্যবান।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আঐ [ধন্য] অব্য ওহে। 'কহে সৈদ সুলতান আঐ নরগণ।' সুলতান, ১৭০০।

আঐত [আ আয়্যাত] বি শ্লোক; বাক্য বা বাক্যাংশ। 'অনেকেই পবিত্র কোরাণশরীফের আঐত দ্বারা প্রথমণ ...।' মশাররফ, ১৮৮৯।

আঐব [আ আয়ব] বি ত্রুটি। 'বুনিবার সময় ভরনিরবৃত্তেও কোন ফড়াপিগর আঐব না থাকে।' হ্যাশহেড, ১৭৭০।

আঐস [আ আইশ] বি আরাম; আশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আওআজ [ফা] বি শব্দ; বুলি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আওআজি [ফা আওয়াজ] বি ছোটো জানালা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আওকাত [আ] বি অবস্থা। 'নিজের আওকাতের কি সে আদান্ন পাইছিল

না।' মনসুর, ১৯৫৫।

আওজন [স আয়েজন] বি উদ্যোগ। 'আওজন নাশিতে হইল বীরের প্রয়াণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আওট [স আবর্তন] বিণ গভীর। 'আওট রাতি চল হএ তন তার কথা।' সুলতান, ১৭০০।

আওটন [স আবর্তন] বি মছন। মানোএল, ১৭৪৩।

আওটানো [স আবর্তন] ক্রি জ্বাল দিয়ে গাড় করা। 'বিকালে আনিয়া দুজ্ঞ আওটিয়া দিব।' ভবানী, ১৮২৫।

আওড় [স আবর্তন] বি জলের আবর্ত বা পাক। 'সেখানে একটা আওড় আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আওড়া [স আবর্তন] ১ ক্রি আবৃত্তি করা। 'আসর পরম করা গোটা কত কথা শিখে আসেন, তাই আওড়ান।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ ক্রি বারবার বলা। 'মনুয্যাতুর উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আওতা [আ ইহাতাহ] ১ বি ছায়া। 'তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি প্রভাব। 'এত বেশি আদরের আওতায় সে যেন কেমন ক্ষীণ এং ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বি অধীন। 'বাগিছাব্যবসারে প্রকট মুখধন এক জায়গায় মস্ত করিয়া তাহার আওতায় ছোটো ছোটো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বি পরিধি। 'প্রকৃতির আওতা ছাড়িয়ে যতই সে বাড়ে।' অন্নদা, ১৯২৮।

আওতাত [আ আহাতাত] ক্রিবিণ আওতায়; সাধারণ মধ্যে। 'পহিলাষ খুব কিফাতের আওতাত বটে।' ক্যান্সে, ১৭৯১।

আওতাতুলু [আ ইহাতাহ+স তুলু] বিণ অন্তর্ভুক্ত। 'সরকারী অতীন্দাদিকে ইহার আওতাতুলু করা না হইলেও ...।' আল্লাম, ১৯৬৮।

আওনা-আওনা বি আসা যাওয়া; যাতায়াত। 'আজ্ঞতবি তাম্র আওনা-যাওনা কারণধারির যোগ বিশেষে।' লালন, ১৮৯০।

আওবাস [স আবাস] বি আবাসস্থল। 'ধান চালু সরিসাতে পুরিবে আওবাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আওয়া ক্রি আসা। আউতি ক্রি এসে। 'বিদ্যাপতি কহু অপনেই আউতি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **আও** ক্রি আপমন করা। 'নিতি নিতি নিওর আও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **আওব** ক্রি আসবো। 'অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আওয়াজ [আ] ১ বি শব্দ। 'আওয়াজ বন্দকের।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি চিৎকার। 'তলওয়ার মারিতে আলী আওয়াজ করিল।' গবীর, ১৭৬৫। ৩ বি আদেশ। 'তখন আমার দীনবন্ধু আওয়াজ করে এ তেদ বলতে মানা।' লালন, ১৮৯০।

আওয়াদানি [ফা আওয়াজ] বি হেঁটে। 'সকাল সাভটা থেকেই শুরু হয়ে যায় ওদের আওয়াদানি।' আলউদ্দিন, ১৯৭৩।

আওয়াম [আ] বিণ সাধারণ। 'আওয়াম লোককে হেদায়েত করিবার জন্য ...।' মনসুর, ১৯৫০।

আওয়ামীলীগার [আ আওয়ামী+ই লিগ] বি যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে। 'বুদ্ধিজীবী, আওয়ামীলীগার, কমিউনিস্ট ও হিন্দু।' পাশা, ১৯৭১।

আওয়ারি [স আবরিক] বি আবাসস্থান। 'দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের আওয়ারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আওয়াল [স অন্তর্যাব] বি আড়াল। 'আরের আওয়াগে।' মানোএল,

১৭৪৩।

আওয়াল [আ আওয়াল] বিণ প্রথম। 'সকালে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামাজ পড়িয়া ...।' মনসুর, ১৯৫৩।

আওয়াস [স আবাস] বি আবাস। 'উত্তম আওয়াস শিবে দিল হেমদান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আওর [হি] অব্য আর। 'তোর মুখে সুখী রাধিকার রূপ আওর নব যৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আওরাত, আওরাহ [আ আওরত] বি স্ত্রীলোক। 'লায়েক আওরত যে ছাড়িল নেককারে।' গবীর, ১৭৫০; 'আওরাহ তো বাবু বন গিয়া।' গিরিশ, ১৮৮৯।

আওরাত-লোলুপ [আ আওরত+স লোলুপ] বিণ নারীর প্রতি লালসায়িত। 'আওরাত-লোলুপ রাইফেলধারিদের অবির্ভাব।' পাশা, ১৯৭১।

আওল [আ আউয়াল] ১ বিণ উত্তম। 'আওল সুরত আত্মা পয়দা কৈল তারে।' গবীর, ১৭৬৫। ২ বিণ আদমি। 'সত্য যুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি।' বিজিত, ১৯২৯।

আওল [স আকুল] বিণ এলোমেলো। 'আওল বিছানা পড়ে বৈসে গিয়া তার।' গবীর, ১৭৬৫।

আওলা [স আর্ল] বিণ অপরিচ্ছন্ন। 'বাহির ঘর, অন্তর ঘর, গোয়াল ঘর, আবু-ঘর।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

আওলাহ [আ হাওয়ালাহ] ১ বি ফলবান বৃক্ষাদি। 'পাঁচ বিঘা আওলাহ ঘেরা অঙ্গান বাড়ী।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আওলাদ [আ] বি সন্তান-সন্ততি। 'নবীর আওলাদ মদিনায় আছে যত।' গবীর, ১৭৬৫।

আওলানো [স আকুল] বিণ অবিন্যত; এলোমেলো। 'দেয়ালের হকে যার আওলানো শাড়ি।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

আওহাল [আ আহওয়াল] বি দশা। 'আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিসে নাও।' গিরিশ, ১৮৮৯।

আওরি [স আবরিক] বি বসতবাড়ি। 'আড়কুলি কত কৈল আওরি আওরি।' মালান্দর, ১৫০০।

আওরাষ [স আবাস] বি বাসস্থান। 'ভুলকরে আওরাষে রহিয়া হিন্দুয়ানি মানে।' বিজয়, ১৬৫০।

আকেল [হি] বি পিতৃব্য। 'আকেল মানে বুড়ো।' শিবরাম, ১৯৫০।

আহকোরা [হি] অনাকোরা; ই এনকোরা বিণ সম্পূর্ণ নতুন। 'এক ঘটীর মধ্যে আহকোরা মশারি।' আলউদ্দিন, ১৯৬৩।

আটো [স অন্তঃ] বি শোহার বলয় বা অর্ধবৃত্তাকার হাতল। 'বালতির আটোর মজবুত দড়ি বাঁধিয়া উহা কুয়ার মধ্যে নামাইয়া দিল।' মনসুর, ১৯৫০।

আহটি, আটো [স অন্তরীয়া] বি অন্তরী। 'হীয়ার আহটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা।' ভবানী, ১৮২৫; 'দু হাতে দশটা আটো।' হুতাম, ১৮৬১।

আহটিশূন্য [স অন্তরীয়া-শূন্য] বিণ আহটিবিহীন। 'আহটিশূন্য অনামিকাটা উঠু করে দেখাল সেবা।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

আংরা [স অন্তরা] বিণ ছারখার। 'সমস্ত দেশ আংরা হয়ে গেল।' ফজলল, ১৯১৮।

আংরাখা

আংরাখা [স অঙ্গরখা] বি লম্বা ও ঢোলা জামাবিশেষ। 'গায়ে তোমার আজকের মতো ফুলো-আংরাখা।' মণীশ, ১৯৩১।

আংরেজ [প ইংলেজ] বি ইংরেজ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'আংরেজ হারামযোরা।' নজরুল, ১৯৩১।

আংশিক [স] বিণ খানিকটা। 'তাহা আংশিক আলোচিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

আংশিকভাবে [স] ক্রিবিণ অংশত। 'তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আঃ [ধন্য] ১ অব্য বিরক্তিসূচক ধর্নবিশেষ। 'আঃ কিছু আর ভাল লাগতেছে না কেন?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ অব্য বিশ্ময়, সুখ ইত্যাদি সূচক ধর্নবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁ অসমাপিকা ক্রিয়াবিকৃতি। 'মেদনী বিদার দেউ পসিআ লুকাও।' বভু, ১৪৫০।

আঁইস [স আমিষ] বি আঁশ। 'মখসোর ... ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শব্দ অর্থাৎ আঁইস আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

আঁউড় [স অন্তরাল] বি আড়াল। 'কুমকুম পাহাড়ে তাহার দেখে চাঁদ আঁউড়ে গেল গো।' নজরুল, ১৯০০।

আঁউষি [স অন্ধ] বিণ অন্ধ। 'অবসও রহব আঁউষি ভই শাজে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আঁউমাউ [ধন্য] বি উঁচুসরে কান্না। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁউরানো [স অন্তরাল] ক্রি কতকয়ে যাওয়া। 'থলকমলি আঁউরে যেত তও ও-গাল হুই।' নজরুল, ১৯২৫।

আঁও [স অনীষিত] বিণ নতুন। 'আঁও হাঁড়ি আঁও সরা আড়াই হালী বেনা।' কেতক, ১৬৫০।

আঁও মাঁও [ধন্য] বি উঁচুসরে কান্না। 'দুই-একজন পাড়াগোঁয়ে শেখরসমূখ গনিবামহে আঁও মাঁও করিয়া উঠল।' প্যারী, ১৮৫৮।

আঁওলা [স আমলক] বি আমলকী গাছ। 'আঁওলা কমলা পানিআল সবলী বদরী।' বভু, ১৪৫০।

আঁক [স অন্ধ] বি কোল। 'আঁকম নামে রংএ হিঅ হারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আঁক^১ [স অন্ধ] ১ বি আঁচড়; দাগ। 'কালির আঁক পাড়লে ধার কর্ত্ত্ব হয় জানিস নে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি অন্ধ; সংখ্যাসূচক চিহ্ন। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বড়ি পাতিয়া আঁক কবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?' মুজতবা, ১৯৫২।

আঁক কথা ১ ক্রি সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্নের সমাধান করা। 'বড়ি পাতিয়া আঁক কবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রি হিসাব করা। 'আঁক কবে আমার ঠিক বয়েস বলে দিলেন।' প্রমথ, ১৯৩৩।

আঁককথা বিণ চূড়ান্ত। 'একবারে আঁককথা সত্য।' প্রমথ, ১৯২২।

আঁককাটা বিণ দাগযুক্ত। 'তাকে বিচিত্র আঁককাটা অজানা একটা প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল।' হাসান, ১৯৬৭।

আঁকজোঁক [স অন্ধ]+মু জোকা বি এলোমেলো দাগ। 'যে সমস্ত আঁকজোঁক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ইঞ্জিনের চিত্রলিপি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আঁকড় [স অঙ্কট] বি ওখি গাছবিশেষ। 'আঁকড় কাটে সিঅলি নেহালী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁকড়া [স আকর্ষণী] ১ বি এটে বাধার উপকরণ; বাকলস। ওর্সা,

১৭৮৫। ২ বি বড়শি। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ বি কড়া; আঁটা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁকড়াআকড়ি [স আকর্ষণী] বি জড়াজড়ি; টানটানি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁকড়ানো [স আকর্ষণী] ক্রি জড়িয়ে ধরা। 'বাহ প্রসারিয়া চলিতে চলিতে নিজেরে আঁকড়ি ধর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আঁকড়ি [স আকর্ষণী] বি আঁকশি। 'পড়িয়ে ধরি গেড়ে তড়ি হেঁচলে কত আঁকড়ি।' লালন, ১৮৯০।

আঁকনপট [স অন্ধনপট] বি ছবির পট হিসেবে ব্যবহৃত মোটা কাপড়। 'তব আঁকনপটের পরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আঁকপোক [স অন্ধবদ্ধ] বি অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ। 'বহ দিন ধরি করি আঁকপোক।' নজরুল, ১৯৩১।

আঁকর [স অন্ধর] বি অন্ধর; বর্ষ। 'ঠিকুজি খানা জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোখা যায় না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আঁকশালী [স অক্ষশালক] বি যে দশকে অশ্রয় করে টেকি ওঠানামা করে। 'আঁকশালী পোয়া মোনা গড়ে মোকামেকি।' ভারত, ১৭৬০।

আঁকশি, আঁকসি [স আকর্ষণী] ১ বি কটা। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ বি ফুল-ফল-লতা ইত্যাদি পাড়ার জন্য আঁটা লাগানো বা মাথা বাকানো দণ্ড। 'আঁকসি।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'আঁকশি যোগাড় করিয়া আনিয়া ...' ত্রিভুতি, ১৯৩১।

আঁক^১ [স অন্ধন] ১ বিণ অঙ্কিত। 'বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ ক্রি আঁক করা; রেখা টান। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁকাজোকা, আঁকাজোখা [স অন্ধন]+মু জোকা বি পারস্পর্যহীনভাবে অঙ্কিত রেখা। 'হিজিবিজি আঁকাজোকা রুটিওরে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'তোরি কি এ-সব আঁকাজোখা ... সত্যিই ভালো লাগে?' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আঁকাড়ানো [স আকর্ষণী] ক্রি জড়িয়ে ধরা। 'বীর আঁকাড়ি করিয়া আঁটি ডালি পাঞ্জরকাটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁকাবাকা [স অন্ধবদ্ধ] ১ বিণ এদিক ওদিক। 'আহা কেবল পাড়াপড়সির মেয়্যাছেলে দেখে আঁকাবাকা করিলে কি হবে।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ প্যাঁচানো। 'শতলক্ষ আঁকাবাকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ভরলক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ ক্রি বেকেচুরে যাওয়া। 'একে একে খুলে পাক, আঁকাবাকি কোথা যায় ভাগি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ ক্রিবিণ একেবেকে। 'সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে।' শরৎ, ১৯১৭। ৫ বিণ বিভিন্ন স্থানে বাকা। 'আঁকাবাকা সরু রাস্তা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আঁকি-জুঁকি [স অন্ধন] বি আঁক-জোঁক। 'এক টুকরা কাগজে আঁকি-জুঁকি করিতেছিলেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

আঁকি-জুঁকি করা ক্রি হিজিবিজি দাগ কাটা। 'এক টুকরা কাগজে আঁকি-জুঁকি করিতেছিলেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

আঁকিবুঁকি [স অন্ধবদ্ধ] ১ বি কারকার্য। 'আকাশে মেঘের বেলাঘরে কত রঙ কত ছাঁদ কত আঁকিবুঁকি।' বুদ্ধ, ১৯৪০। ২ বি আঁকজোঁক। 'মুহুর্তের মধ্যে হিজিবিজি আঁকিবুঁকির মধ্যে প্রবেশ করেছে।' আলোদ্দিন, ১৯৬০।

আঁকিবুঁকি কাটা ক্রি ছবি আঁকা। 'ব্যাখা-দেদনা আঁকিবুঁকি কাটে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

আঁকিয়ে [স অন্ধন] ১ ক্রি একে। 'জোছল মাথিয়ে কে রেখেছে আঁকিয়ে

আ মরি কমলপুতলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি চিত্রশিল্পী। 'কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন আঁকিয়ের দেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আঁকুড়ি [স আকর্ষণী] বি বঁাকা দণ্ড। 'সাজী আঁকুড়ি হাতে চলিলা কানন পথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁকুপাকু, আঁকুপাকু [স অর্থবদ্ধ] ১ বি ব্যাকুলতাসূচক ভাব। 'কিয়ৎকাল আঁকুপাকু করিয়াছিলেন।' প্যারী, ১৮৬০। ২ বি ছটফট। 'মধুসূদনের মা আঁকুপাকু করছেন।' মনোজ, ১৯৬১।

আঁকুবাকু [স অর্থবদ্ধ] ১ বি উদ্বেগ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি উটান। 'মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য আঁকুবাকু করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আঁকুর [স অঁকুর] বি অঁকুর। 'মদন আঁকুর ভাঁও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আঁকুশি, আঁকুশি [স আকর্ষণী] বি ফল-ফুল পাতার জন্য বঁাকামুখো লাঠি। 'বড় তরুণি আঁকুশি লইয়া আঁকুশি সাজি।' কুমারম, ১৭২০: 'ভারী আঁকুশিচাঁদ দুই হাতে আঁকুড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না।' বিভূতি, ১৯২৯।

আঁকোড় [স অঁকোড়] বি বৃক্ষবিশেষ। 'সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।' বড়, ১৪৫০।

আঁকোষাত [স অক্শ্যথ] ক্রিবিধ হঠাৎ; আকস্মিক। ওসাঁ, ১৭৮২।

আঁক, আঁকি [স অঁকি] বি চোখ। 'আঁকের কটাফে জালি আনে সর্ব পাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'আঁকি স্থির হলে প্রাণ করিবে গমন।' ভবানী, ১৮২৫।

আঁখ [স অঁখ] বি চোখ। 'বিচার অশ্রন খঞ্জন আঁখে দিল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আঁখর [স অক্ষর] ১ বি কীর্তন গানে মূল গীতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া পদ্য ওসাঁ, ১৭৮২: 'আমরা পদ্যবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই দুনিয়া আঁখরের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি হরফ; বর্ণ। 'আঁখরের বৃকে সোনার আঁখর চলিল টানি।' জসীম, ১৯৩৩। ৩ বি রেখা; ছাপ। 'আলতা-ছোপান পায়ের আঁখর টানি।' জসীম, ১৯৩৩।

আঁখরবন্দি [স অক্ষরবন্দী] বিধ অক্ষরবন্দি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁখরিয়া [স অক্ষর] বি লিপিকর। 'শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া।' কুমুদাস, ১৫৮০।

আঁখি [স অঁখি] বি চোখ। 'সামর সুন্দর এ বাট আগল তঁা মোরি লাগলি আঁখি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'আঁখির নিমিসে তোর কাটি পাড়ো মাথা।' মালধার, ১৫০০।

আঁখি কাড়া ক্রি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 'কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁখি উদাসীন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আঁখি-ছায়া [স অঁখি+স ছায়া] বি চোখের দৃষ্টি। 'তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া।' নজরুল, ১৯২৩।

আঁখিজল [স অঁখি+স জল] বি অশ্রু। 'কেন আজ আঁখিজল দেখা দিল নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

আঁখিজলপাত [স অঁখি+স জল+স পাত] বি অশ্রুপাত। 'করিব কি তাহে আঁখিজলপাত।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আঁখিজল মোহা ক্রি সান্ত্বনা দান। 'আঁখিজল মুছাইলে জননী - অসীম স্নেহ তব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আঁখিজ্যোতি [স অঁখি+স জ্যোতি] বি চোখের আলো।

'আঁখিজ্যোতি তেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আঁখিঠার [স অঁখি+ঠার] বি চোখের ইঙ্গিত। 'আঁখিঠার অনুসারে ধনী কহে বড়াইরে।' বড়ু, ১৪৫০।

আঁখি ঠারা ক্রি আড়চোখে ইশারা করা। 'এল কি চলে গেল দেখো আঁখি ঠেরে।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

আঁখিতারকা [স অঁখি+স তারকা] বি চোখের মলি। 'অঁখিগোলকের সাথে আঁখিতারকার সব সমাহার এক দেখে।' জীবন, ১৯৪৮।

আঁখিতারা [স অঁখি+স তারা] বি চোখের মলি। 'ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘনকৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণাল ভুজ্জ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮০: 'দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাত্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আঁখিতে আঁখিতে ১ ক্রিবিধ সবসময় চোখের সামনে। 'রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিধ চোখে চোখ রেখে। 'কবে আর হবে থাকিতে জীবন আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

আঁখি-দীপ [স অঁখি+স দীপা] বি চোখরূপ দীপী। 'পূজারিণী! আঁখিদীপে-জ্বালা তব সেই দ্বিধ সঙ্কল্প আলো।' নজরুল, ১৯২৩।

আঁখিধারা [স অঁখি+স ধারা] বি অশ্রুধারা। 'বিষাদের আঁখিধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আঁখি সা ফিরা ক্রি মুহুতর কারণে কোনোকিছু থেকে চোখ ফেরাতে না পারা। 'তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আঁখিনীর [স অঁখি+স নীরা] বি চোখের জল। 'সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে যীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০: 'হাসি যাবে পুন আঁখি-নীরে জেসে।' নজরুল, ১৯২২।

আঁখিপল্লব [স অঁখি+স পল্লব] বি চোখের পাতা। 'আঁখিপল্লব বাম্পসজল, তাই সে রোমাঞ্চিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

আঁখিপাখি, আঁখিপাখী [স অঁখি+স পক্ষী] বি আঁখিরূপ পাখি। 'নীল নীড়ে হায় আঁখি-পাখীরা আছে কি বাসা?' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আঁখিপাত [স অঁখি+স পত্র] ১ বি চোখের পাতা। 'ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি দৃষ্টিপাত। 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ, ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আঁখিপাতা [স অঁখি+স পত্র] বি চোখের পাতা। 'ঈশ্ব মেগিয়া আঁখিপাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আঁখিপট [স অঁখি+স পট] বি চোখের পাতা। 'কখনো ফুল দুটো আঁখিপট মেলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আঁখি ফোটা ক্রি চোখ বুলে যাওয়া। 'ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আঁখিবারি [স অঁখি+স বারি] বি অশ্রু। 'দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪: 'সত্যিনীর আঁখিবারি অমৃতের ধারা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আঁখি ভেঙে আসা ক্রি চোখ বুঁজে আসা। 'ঘুমে আঁখি আসে ভাঙিয়া।' নজরুল, ১৯৩৫।

আঁখিয়া [স অঁখি] বি চোখ। 'আধমুকুলিত আঁখিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আঁখির কোণে ডাকা ক্রি চোখের ইশারায় আহ্বান করা। 'মনে হল

আখির কোলে আমার যেন ডেকে গেছে সে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আখির পলকে ক্রিষিণ অতি অল্প সময়ের জন্যে। 'কলিক আলোকে
আখির পলকে তোমায় যাবে পাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আখির সুখা বি চোখের সৌন্দর্য। 'কেবল আখি দিয়ে আখির সুখা
পিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আখিলোর [স অক্ষি]+স লোরা বি অশ্রু। 'নিশীথে বহায়ে
আখিলোর।' নজরুল, ১৯২৯।

আখি শীতল করা বি চোখ জুড়ায় যে। 'এসো হে এসো পিপাসা-
হরা, এসো হে এসো আখি শীতল করা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আখিসলিল [স অক্ষি]+স সলিল। বি অশ্রু। 'এখন হতে আমার
পূজা লেহো গো আখিসলিলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আঁগ [স অগ্নি] বি আন্তন। 'দোজখের আঁগের কি ডরাও না?' ওয়ালী,
১৯৪৮।

আঁচ [স অচ্চ] ১ বি আভাস; ইম্ভিত। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি প্রভাব।
'বড়দিদির অঁচ পেগেছে আর-কি।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'সর্বদাই
সন্তর্পণে হিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবাবের কোনো আঁচ
লাগে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বি হৌওয়া। 'একজন কেরানির হাতে
পড়ে তাতে গরিবি উদ্ভতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল।' রবীন্দ্র,
১৯২৯। ৪ বি উত্তেজনা। 'তারপর লোকে যাকে বলে গল্পো, এতে
তারও কোনো আঁচ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৫ বি নাশ। 'সাবধানে
তুই রাখিস যেন না কেউ পায় তার আঁচ।' জসীম, ১৯৫১। ৬ বি
অনুমান। 'আগেই জামাল সাহেবরা আঁচ করেছিলেন।' পাশা,
১৯৭১।

আঁচ [স অর্চি] ১ বি স্থান। 'নরম আঁচে সদা-দুখের ফেনার রাশি
সত্যের, ১৯১২। ২ বি উষ্ণতা। 'তারি তপ্ত আঁচ লাগছে আমার
মনে।' ওয়ালী, ১৯৩৯। ৩ বি উত্তাপ। 'যৌবনের আঁচ লাগছে তব
মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে কামনার তত্ত্বাবশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আঁচড় [স আর্কর্ড] ১ বি নখের আঘাত। 'চরনে কটক ভুরু শতক
আঁচড় বুকে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লেখা। 'মেয়মানুষের কলমের
এক আঁচড়েই উড়িয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি শাড়ির
প্রান্তভাগ। আঁচল। 'ও শাড়ির আঁচড়ে উজোর সোনা লুকানো আছে।' প্রমথ,
১৯১৬। ৪ বি প্রভাব। 'ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড়
পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৫ বি দাগ। 'পেলিলের আঁচড় দিয়ে কেটে
দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৬ বি রেখা। 'নওয়াসের দুই টোটে হঠাৎ
মুদু হাসির আঁচড় দেখা গেল।' শওকত, ১৯৬২।

আঁচড় কাটা ক্রি সামান্য চোটা করা। 'আমাদের দেশের মতো এ
দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আঁচড়কাটা [স আর্কর্ড] বি দাগ কেটে কেটে আঁকা। 'আঁচড়-কাটা
সেই হিসাবের খাতা, সেই কথানা পাতা, আজকে আমার মুখের পানে
চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'কালি-কলমে
একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আঁচড়-পিচড় [স আর্কর্ড] বি দৌড়ঝাঁপ। 'আঁচড়-পিচড় করিয়া
একেবারে সেই বেড়ার উপর ...' শরৎ, ১৯১৭।

আঁচড়াআঁচড়ি [স আর্কর্ড] বি খামচাখামচি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁচড়াওন [স আর্কর্ড] ক্রি আঁচড়ানো। ওগো, ১৭৮৫।

আঁচড়ে কামড়ে ক্রিবিগ্ন ক্ষতবিক্ষত করে। 'আঁচড়ে কামড়ে ছিড়ে
ফেলতে ইচ্ছে করত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আঁচড়া, আঁচড়ানো [স আর্কর্ড] ১ ক্রি চুল পরিপাটি করা। 'করেতে
চিরুনি ধরি আঁচড় এক কেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায়
লম্বা চুল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ ক্রি চাছা। 'আঁচড়িতে।' মনোএল,
১৭৪৩। ৩ ক্রি নখ দিয়ে আঁচড় কাটা। 'এক ছোট কুকুরের ডাকে
এবং মাটি আঁচড়নে আলিত হইল।' তারিণী, ১৮০৩; 'কৃষ্ণচূড়ার
গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে।' জীবন, ১৯৪২। ৪ ক্রি চাচা করা। 'মাটি
আঁচড়াইলেই লম্বা জন্মে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৫ বিগ্ন আঁচড়িয়ে
পরিপাটি করা হয়েছে এমন। 'চুলটি বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়ানো
থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ ক্রি বিশ্লেষণ করা। 'শবকে আঁচড়ালেই
তার ভিতর থেকে আহলে বিকৃতি ভাব বেরিয়ে পড়ে।' প্রমথ,
১৯২২। আঁচড়ে ক্রি আঁচড়ায়। 'করেতে চিরুনি ধরি আঁচড় এক
কেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। আঁচড়িয়া ক্রি আঁচড় কেটে। 'লাকে লাকে
ঘায়া বাধা আঁচড়িয়া বিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। আঁচড়িয়া ক্রি চিরুনি
দ্বারা কেশবিন্যাস করে। 'আঁচড়িয়া কুতল করিল সমতুল।' রূপরাম,
১৭৫০। আঁচড়ে ক্রি নখচাট করে। 'আখালি পাখালি তার সর্বাস
আঁচড়ে ...' রূপরাম, ১৭৫০।

আঁচমন [স আচমন] বি আচার অনুযায়ী জল দ্বারা হিন্দুদের দেহতত্ত্ব
করণ; আচমন। 'আঁচমন আসন আদি ধ্যান সমাধি।' মাল্লাধর,
১৫০০।

আঁচর [স অচ্চল] বি আঁচল। 'আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আঁচল [স অচ্চল] ১ বি শাড়ির বেরিয়ে-থাকা প্রান্তভাগ। 'আঁচলে না ধর
কাঁক ডরে কাঁপে গাঅ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দেখানো পথ। 'প্রাচীন
কবিদের আঁচল ধরিয়া থাকিবে ... পরিবর্তনের কোনো প্রভাব লক্ষিত
হইবে না ...' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৩ বি আচ্ছাদন। 'মরনের
অমরতালোকে ধূসর আঁচল মেলি ফিরে তারা গেরুয়া আলোকে।' রবীন্দ্র,
১৯৩৩।

আঁচল-আড়ি [আঁচল+স অন্তরাল+] বি আঁচলের আড়াল। 'আঁচল-
আড়ি দীপের মতো একটুখানি হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আঁচলকোণা [আঁচল+স কোণ] বি আঁচলের প্রান্ত। 'লাজে সাভুর
ইচ্ছা করে লুকায় আঁচলকোণে।' জসীম, ১৯২৯।

আঁচলচাপা [আঁচল+চাপা] বিগ্ন ঢাকা। 'সে যে কিছুতেই আঁচলচাপা
থাকবে না।' নজরুল, ১৯২৪।

আঁচলধরা বিগ্ন একান্ত অনুগত; স্নেহ। 'একেবারে স্ত্রীর আঁচলধরা
হয়ে পড়েছি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

আঁচল পূর্ণ করা ক্রি দারিদ্র্য মোচন করা। 'যদি ইংরেজ-রাজ
আমাদের জীর্ণ আঁচল পূর্ণ করিয়া দান করেন তবু কি আমরা যথার্থ
বড়ো হইব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আঁচলবাঁধা বিগ্ন কোমরে-জড়ানো রুমালবিশেষ। 'এখানকার
দাসীদের কোমরে এক আঁচল-বাধা থাকে, সেইটি দিয়ে ডাবনা না
গোছে, এমন পদার্থ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

আঁচল-বাঁধা করা ক্রি করাওন করা। 'এই ডরে সেটিকে এমন
আঁচলবাঁধা করেন।' অন্নদা, ১৯৮২।

আঁচল-বীণ [আঁচল+স বীণা] বি আঁচলরূপ বীণা। 'আঁচল-বীণ চাবির
রিং।' নজরুল, ১৯২৩।

আঁচল লুটানো ক্রি আচ্ছন্ন করা। 'এসো গো গপনে আঁচল লুটায়,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আঁচলের নিধি বি স্বামী। 'কোন গ্রামে তুই কেড়ে নিয়ে গেছি তার

আঁচলের নিধি।' জসীম, ১৯২৯।

আঁচলা [আঁচল>] বি আঁচল। 'পাতলী পাত্যাছে তথি পামরি আঁচলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁচলাদার [আঁচল>+ফা দারা] বিণ আঁচলবিশিষ্ট। 'কুসুমে রসান ভাল বড় আঁচলাদার।' ভবানী, ১৮২৫।

আঁচা [স আচমন>] কি বাওয়ার পর হাত-মুখ ধোওয়া। 'এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

আঁচা [ফা আন্দাজ] কি আনাজ করা। 'আঁচুল ফুলে কলাগাছ কিনা - সেটাও এঁচো ভাই।' অবন, ১৯২৫।

আঁচা [স আছাদ>] বি নারকলের মালা। 'একটা বাঁশের মাথায় নারিকেলের আঁচা বঁধিয়া ...।' জসীম, ১৯৬০।

আঁচাআঁচি [স আচমন>] বি পরম্পরের মনের ভাব বিনিময়ের মাঝে নিজ কাজ সফলের ইঙ্গিত। 'কখার পেঁচাপেচিতে যেন আসল কর্মের আঁচাআঁচি থাকে।' ভবানী, ১৮২৮।

আঁচানো [স আচমন>] ১ কি খাবার পর হাত মুখ ধোয়া। 'আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যদেব অস্ত যেতেন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বিণ আঁচানো হয়েছে এমন। 'এখানকার লোকেরা আঁচায় না, কেননা আঁচানো-জল মুখ থেকে পড়ছে সে অতি কুশী দেখায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

আঁচিল [স চর্মকীল] বি ত্রৈলের মতো ছোটো মাংসপিণ্ড। 'বামনাসা উপরে আঁচিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁচিলওয়ালা [আঁচিল+ই ওয়ালা] বিণ শরীরে আঁচিল আছে এমন। 'বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটি ...।' বিকৃতি, ১৯২৯।

আঁচড়ানো [স আকর্ষ>] কি আঁচড়ানো। 'আঁচড়ে চাচর চুলে বঁধিল মোটন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আঁচোর [স অক্ষর>] বি আঁচল। 'কে জানে সে ফুল তোলে কিনা কেউ ডরি আঁচোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আঁচোরা [স অক্ষর>] বি আঁচল। 'আঁচোরা না গায়ে দিব, চলে গরমি হাওয়া।' গিরিশ, ১৮৮৩।

আঁছু [স অক্ষ>] বি অক্ষ। 'তাদের আঁছু কায়দেদের শরীর ভিজিয়ে দিবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আঁজন [স অঞ্জন] বি কাজল। 'শাভনের দেয়া বঁধু নীল আঁজনে।' শাহাদাত, ১৯৪০।

আঁজল [স উজ্জ্বল] বিণ রঞ্জিত। 'অলপে কাজরে নয়ন আঁজল ননুমি মেখিয় আঁখি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আঁজল [স অঞ্জলি>] বি অঞ্জলি। 'আঁজল ভরে সোনা দিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আঁজলা [স অঞ্জলি] ১ বি দুহাত। 'রফা করিব তায়, আঁজলা পূরে দিতে চায়।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি অঞ্জলি। 'আঁজলা ভরে তেঁটা নেয় মিটিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আঁজি, আঁজী [স আদ্য>] বি দাণ্ড। 'তাঁতি বখন কাপড়ের কিনারায় নানা রঙের আঁজী টানে।' অবন, ১৯২৫; 'সবুজ আর রাঙা আঁজি কাটা গায়ে।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

আঁজির [ফা আনজির] বি পেয়ারা গাছ; পেয়ারা ফল। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁট [স আনদ্ধ] ১ বিণ কঠিন। 'সর্বের কপাট অতি বড় আঁট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে এমন টানটান মাশের;

আঁটসাঁট। 'আজকাল নোবিপটি আঁট প্যাটলুন পরেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'পরত গেলে আঁট হবে যে আমার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি কষণ। 'আঁট বেঁধে একটিমাত্র সূত্রস্থ বিদ্যুৎ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বিণ দৃঢ়। 'যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিণ অশ্লিষ্টকর। 'মাসির বাড়ি দামিনীর পরকে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৬ বি বাঁধন। 'আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৭ বিণ জমাত। 'জল আঁট হয়ে হিমালয়ের চূড়ায় বসে রইলো।' অবন, ১৯২৫। ৮ বিণ শক্ত। 'আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে চুই?' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৯ বিণ পর্যাপ্ত। 'তারার আঁট-কালের মানুষ এসে পড়েছে অপরাধ-কালের দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ১০ বিণ যুক্ত। 'দুর্দিনে শব্দ পাশাপাশি আঁট করে দিয়ে তাদের বিশেষ ব্যবহারে লাগিয়ে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আঁট করা কি শক্ত করা। 'আঁট করে খিণ্ডণ টানিলা আর বড়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আঁটবাঁট বাঁধা কি জোরেশোরে প্রস্তুতি নেওয়া। 'সারা দিনমান আঁট বাঁট বেঁধে জটিল কুটিলা ঘোর।' জসীম, ১৯৩০।

আঁটনি বি দৃঢ়বন্ধন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁটনি বি দৃঢ় বাধুনি। 'গাঁথনি আঁটনি কত।' চক্ৰ, ১৫৫০।

আঁট বাঁধা ১ কি দৃঢ় হওয়া। 'কোনোমতে কিছুই আঁট বাঁধে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ কি জমাবন্ধ হওয়া। 'সমস্ত যাপ্যজ্ঞ ধ্যানধারণা আঁট বেঁধে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আঁটবাঁধা [স আনদ্ধ>+স বন্ধন>] বিণ শক্ত গাঁথনিবিশিষ্ট। 'ধ্বনি নিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আঁটসাঁট, আঁটসাঁটো ১ বিণ মজবুত। 'হিঙ্গিপে লম্বা - আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ টিলা নয় এমন। 'তেরপালের মতো মোটা নীলচে কাপড়ের আঁটসাঁটো প্যাট ...।' অগাধউদ্ভিন, ১৯৬০।

আঁট হওয়া কি কষে লেগে থাকা। 'পলায় একটি রূপার হার আঁট হয়ে আছে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

আঁট [স আক্স>] ১ বি দম্ব। 'মনে ভয় মাথা হেঁট মুখে করে আঁট।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি যত্ন; মনোযোগ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁটকুড়া, আঁটকুড়ি, আঁটকুড়ী, আঁটকুড়ে, আঁটকুড়ো [ও আঁটকুড়ো] ১ বিণ নিগেলন্ত। 'আঁটকুড়া সোমযোষ বংশ নাঞি কোলে।' রূপরাম, ১৭৫০; 'রাজার সভায় ভাই আঁটকুড়ি কয়।' রূপরাম, ১৭৫০; 'কোথা হতে এলো মড়া ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'রাজ-দম্পতির আঁটকুড়ু নাম ঘুচাইয়া মনোহরের জন্য হয়।' এনামুল, ১৯৫৫। ২ বিণ ফলাফলহীন। 'খেলা তখনো আঁটকুড়ী - গোল হইল।' মুক্তভরা, ১৯৫৯।

আঁট [স আনদ্ধ>] ১ কি যথেষ্ট হওয়া। 'জত দড়ি আমে জসোদা বাঁধিতে না আঁটে।' মালদার, ১৫০০। ২ কি পারা। 'তা সবার মহিমা কহিতে নহি আঁটি।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৩ কি মানিয়ে নিতে পারা। 'বলে না আঁটি আঁখি এ সব সহিত।' সুলতান, ১৭০০। ৪ কি বাঁধা। 'কবরী আঁটল ধান্য কামরী জটায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৫ কি বিধানো। 'বিশ্বকর্মা পাটে পাটে লোহার পেরেক আঁটে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৬ কি জুড়ে দেওয়া। 'মুও দক্ষকনে দিলেক আঁটিয়া।' ভারত, ১৭৬০। ৭ কি উজ্জ্বল করা। 'মনে মনে নতুন ফিকির আঁটেতে আঁটেতে চলেন।' হুতোম, ১৮৬১; 'এখন বুঝি এ-সমস্ত মডলব আঁটা হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৮ কি আঁটসাঁট করে

বাঁধা। 'জামাটা আলগা হয়ে গিয়েছে, এঁটে দিচ্ছি।' গিরিশ, ১৮৮৭।
৯ বিণ বন্ধ রয়েছে এমন। 'শেষ-মানা এ গ্রাণ, বোতাম-আঁটা
জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১০ ক্রি ধরানো;
কুলানো। বিদ্যা, ১৮৯১। ১১ ক্রি আটকানো। 'খরের ঘায়ে শিকল
আঁটিয়া দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ১২ ক্রি রুদ্ধ করা। 'কঠ আমার
যতই আঁটো বলব তবু উঠ সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ১৩ ক্রি পরা।
'বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'চশমা আঁটা, এক
কোণে তার কেটে গেছে বায়ের পরকলাটা।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ১৪
ক্রি লাগানো। 'ময়দা দিয়া আঁটা সরা-ঢাকা হাঁড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭;
'একখানি ছবি সিদ্ধিদাতা গণেশের দরজার পরে আঁটা।' রবীন্দ্র,
১৯৩২।

আঁটিয়া উঠা ক্রি পরে ওঠা। 'তাহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে
পারেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আঁটা [স আনন্ধ] ১ বিণ বন্ধ-করা। 'ছিপি-আঁটা মসীপাত উন্টাইয়া
ভাঙ্গিয়া ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বিণ আবদ্ধ। 'নানা প্রয়োজনে
আঁটা, আঁটির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই
চার দিকে দেখতে পাব জগৎ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিণ মোড়ানো।
'শিকল-আঁটা লাঠি কাঁধে গালেতে গালপাঠা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আঁটাআঁটি [স আনন্ধ] ১ বি জোরাঙ্গুরি। 'একান্ত আঁটাআঁটি করিলে
পেটের সাড়া জানাইবা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ টানটানির।
'খরচের এই আঁটাআঁটি সময়ে ...।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি
কড়াকড়ি। 'বিলক্ষণরূপে দলের আঁটাআঁটি থাকিতে পারে তাহা
ইহলে লোক কুণখণাশী হইতে পারে না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩। ৪ বি
অপরিবর্তনীয় নিয়ম। 'কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।' রামনারায়ণ,
১৮৫৪। ৫ বি কষাকষি। 'আঁটাআঁটি সব মোর কর্ণ।' উমেশ,
১৮৫৭। ৬ বি বিধিনিষেধ। 'বাবা, এত আঁটাআঁটি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আঁটাল [স আনন্ধ] বিণ শক্ত; কঠিন; আঁটমুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁটি [স গ্রহি] ১ বি ধান, খড় ইত্যাদির গোছ। ওর্সা, ১৮৮৮। চারা
উপড়ে নিয়ে আঁটি করে করে বাঁধছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি ঐক্য।
'নচেৎ দলের আঁটি থাকে না।' দর্পণ, ১৮২৫।

আঁটিবাঁধা [স গ্রহি]+বাঁধা বিণ গুচ্ছ করে বাঁধা। 'আঁটিবাঁধা
কতগুলো শুকনো কাঠ।' শরৎ, ১৯১৭।

আঁটি, আঁটা [স গ্রহি] ১ বি ফলের বিচি। 'আঁটা।' ওর্সা, ১৭৮২; 'এ
যে কুল কুল নয় সার মাঝে আঁটি।' শুভ, ১৮৫৮। ২ বি হোতা।
'আঁটি ভায়া বজ্ঞাতের।' নজরুল, ১৯২৬।

আঁটিসার ক'রে [স গ্রহি]+স সর] ক্রিবিণ আঁটি মাড় অবশিষ্ট
রোহে; নিরূপিত ক'রে। 'চুখিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা
রাখে।' বিভূতি, ১৯৩১।

আঁটির বাঁশী [স গ্রহি]+স বংগী] বি আঁটি দিয়ে বানানো বাঁশী।
'সে যে আমার আঁটির বাঁশীটরে।' জঙ্গী, ১৯২৭।

আঁটু [স আনন্ধ] বি বন্ধন। 'কণ্ঠে আঁটু দিয়া বির তার প্রান লএ।'
মালাধর, ১৫০০।

আঁটু [স আঁটি] বি হাঁটু। 'সমরের মাঝে লুজ্জে পাতা দুই আঁটু।' মুকুন্দ,
১৬০০।

আঁটুনি [স আনন্ধ] বি দৃঢ়বন্ধন। 'আঁটুনি করিয়া আর চোরেদের লুকায়ে।'
কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বন্ধ আঁটুনি ফসকা গেরো – কাজের আয়োজনে কড়াকড়ি হলেও
পরিণামে শিথিল অবস্থা। 'বন্ধ আঁটুনি ফসকা গেরো? তা হয় হোক

তাড়াতাড়িতে।' নজরুল, ১৯৩১।

আঁটুবাঁটু [স গ্রহি] বি বার্ষিকজনিত কারণে জড়সড় ভাব। 'পাকা পাকা
গোফ নাড়ি/পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি/চলনে কতক আঁটুবাঁটু।' ভারত,
১৭৬০।

আঁটো [স আনন্ধ] বিণ শক্ত। 'তারপর ওপর নিচু দুসারি দাঁত আঁটো
হয়ে বসে যায়।' হাসান, ১৯৬৭।

আঁটালো [স গ্রহি] বিণ আঁটমুক্ত। 'জোনাক পোকায় আঁটালো লতায়
বেঁধে মালা করে পরবো দুন্দর।' হাফিজ, ১৯৬৬।

আঁটি [স গ্রহি] ১ বি ফলের মধ্যস্থ বড়ো বীজ। 'আঁটিতে যে গাছটা
হয়েছে, সেটা বিষম টকো ও পোকা-খেকো।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বি
আঁটি; বোকা। 'ভিজে কাঠের আঁটি বেঁধে/চলছে ছুটে কাঁঠরে।'
রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আঁটিয়া [স গ্রহি] বিণ আঁটমুক্ত। 'বক্সিা আঁটিয়া কলার আগটিয়া
পাতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আঁঠা [স গ্রহি] বিণ আঁটিওয়ালা। 'আঁঠা চোপা খাইলে নহে
কুলের বাবার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁঠু বি [স গ্রহি] বি হাঁটু। 'চণ্ডীর কৃপায় হইল এক আঁঠু জল।' মুকুন্দ,
১৬০০।

আঁঠা হ আঁটি
আঁড়িআঁড়ি অণু বি এঁড়ে বাছুর। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁড় [স অস্ত্র] ১ বি পেট। 'উত্তরি আঁড়ের নাড়ি কুঞ্জরচর্মের শাড়ি।'
মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নাড়িহুঁড়ি। 'কোঠরের পেঁচা আন্য গোখারিক
আঁড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁত উঠা ক্রি বিমির ভাব হওয়া। 'বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে
গছে।' ভারত, ১৭৬০।

আঁতে আঁতে ক্রিবিণ ভিতরে ভিতরে। 'সন্দেহ ছিল ওর আঁতে
আঁতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আঁত [স আত্ম] বি মন। 'হাতের মার আর আঁতের মারে তফাত কী।'
মণীশ, ১৯৬৩।

আঁতকা, আঁতকা, আঁতকানো [স আতঙ্ক] ১ ক্রি আতঙ্কিত হওয়া।
বিদ্যা, ১৮৯১; 'আতঙ্কে আঁতকাইয়া উঠিয়া ...।' দর্পণ, ১৯২৪;
'দেখে যেই আঁতকে ওঠা কুকুরও জুড়ুল ছোটা।' নজরুল, ১৯২৬। ২
ক্রি চমকানো। 'হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'আঁতকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি করে গোলা।'
সুহৃৎ, ১৯১৮।

আঁতটান [স অস্ত্র]+টান বি রক্তের টান। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁতড়ি, আঁতড়ী [স অস্ত্র] বি নাড়িহুঁড়ি। 'মড়ার আঁতড়ি কেহ করিয়া
উত্তরী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তোমার হাসি ধামাও, নচেৎ এখনই
তোমার আঁতড়ী বেরিয়ে পড়বে।' শওকত, ১৯৬২।

আঁতর [স অস্তর] ১ বি ব্যবধান। 'কুনয় হার আঁতর নহি দেল।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি অকর্ষিত জমির অভ্যন্তর ভাগ। 'না পারে
চখিতে খোঁড়া সাত বাড়ি করে জোড়া আঁতরে পাতরে রেগে কলা।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁতাত [ফ] বি পারস্পরিক সমঝোতা। 'ফ্রান্স স্পেন করি আঁতাত ...
হায়ওয়ান সাথে মিলিল হাত।' নজরুল, ১৯২৯।

আঁতিপাঁতি [স অস্ত্র]+স প্রান্ত] বিণ তন্ন তন্ন। 'প্রত্যেকের শরীর

আঁতিপাঁতি করে খুঁজলো।' হাসান, ১৯৭৪।

আঁতিপাতি করে খোঁজা ক্রি পুন্ধানুপুন্ধানভাবে অনুসন্ধান করা।
আঁতিপাতি করে খুঁজেও সেই বাতটা আবিষ্কার করতে পারনি।'
আলাউদ্দিন, ১৯৬৩।

আঁতুড় [স অন্তঃকৃৎ] বি স্তিকা ঘরের অগ্নিকুণ্ড। 'চাল খেড়ে আঁতুড়
জ্বালিল সন্নিধান।' রূপরাম, ১৭৫০।

আঁতুড়ঘর [স অন্তঃকৃৎ+ঘর] বি সন্ধান প্রসবের ঘর। 'আঁতুড়ঘর
দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আঁতুড়ঘর করা ক্রি সন্ধান প্রসব করে আলাদা ঘরে করেকদিন
থাকা। 'মা বছরের সাত-আট দিন আঁতুড়ঘর করে।' সেগিনা,
১৯৬৯।

আঁতুড়-ঘরেই মারা যাওয়া ক্রি অল্পের বিনষ্ট হওয়া। 'তাঁহার স্ট্র
সাহিত্য আঁতুড়-ঘরেই মারা যাইবে।' নজরুল, ১৯২২।

আঁতুড়ি [স অন্তঃকৃৎ] বি স্তিকা ঘরের অগ্নিকুণ্ড। 'চালের পাড়িয়া
খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁতুড়িআ [স অন্তঃকৃৎ] বিণ আঁতুড় সম্বন্ধীয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁতুড়ে [স অন্তঃকৃৎ] বিণ সদ্যোজাত। 'আঁতুড়ে ছেলের হাঁটয়া
ঝোড়িবার কথা।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

আঁদাড় [স আধার] বি আন্তার্কিট। 'প্রয়োজন-মতো বাড়ে গো/ সমানে
আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পনারে পুকুরপাড়ে গো।' নজরুল, ১৯৩১।

আঁদাড়-পাঁদাড় [স আধার] বি বারণ জায়গা। 'আঁদাড়ে পাঁদাড়ে
রিদমকে দেখে।' অবন, ১৯২৫।

আঁদার [স অন্ধকার] বি আধার; অন্ধকার। 'না ভাই, যে আঁদার, বড় জু
লাগে।' মাইকেল, ১৮৬০।

আঁদি [বি আঁধী] বি ঝড়ো হাওয়া। 'নৌকা আঁদিতে এগিয়ে পড়ে আঁধিরা
কিছুই ঠাঠের করতে পারে নাই।' গারী, ১৮৫৮।

আঁদিসাঁদি [স অন্ধ-সন্ধি] বি শৃঙ্খলা। 'ঝাঁকড় মাঝড় চুল নাহি আঁদি
সাঁদি।' ভারত, ১৭৬০।

আঁদমহল [ফা অদর+আ মহল] বি ভিতরবাড়ি। 'দে দৌড় চো চা
আঁদমহলে পাঁচিল হতে নেমে।' নজরুল, ১৯২৬।

আঁধাল [স অন্ধ] বিণ অন্ধ। 'দুই আঁধি মিলিলেস্ত আঁধাল আকৃতি।'
বাহরাম, ১৬৫০।

আঁধালা [স অন্ধ] বি অন্ধ ব্যক্তি। 'আঁধালারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য।'
ভারত, ১৭৬০।

আঁধা [স অন্ধ] ১ বিণ অন্ধ। 'কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা আঁজি গো শ্যামের
রাধা।' মাইকেল, ১৮৬১; 'ধূলার যবে নয়ন আঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।
২ বিণ পরিত্যক্ত। 'আঁধা পুকুরের পচা জলে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।
৩ বিণ কানা: এক-মাথা বন্ধ। 'ইরাজি ভাষার যাকে আঁধা গলি বলে
জীবিকাসাধনার পক্ষে এ সেরকম পথ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আঁধার [স অন্ধকার] ১ বিণ অন্ধকার। 'সূর্য নাহি উদয় করে ভুবন
আঁধার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি রাত। 'ভূবিহে তপন, আসিছে
আঁধার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বিণ কালো। 'আঁধার কাকের দল।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি দূঃখময়তা। 'এখনো আঁধার রয়েছ, হে নাথ
... শান্তি কোথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বিণ ঘান। 'ওগো মৃত্যু, ...
তার সব ভালোবাসা আঁধার করিত চস তুই ভালোবেসে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩। ৬ বিণ বিষন্ন। 'আমার আঁধার মনে কীপ আলো ফেলে।'
সিকান্দার, ১৯৪৪।

আঁধার-অঞ্জন [আঁধার+স অঞ্জন] বি অন্ধকাররূপ কাজল। 'উজ্জল
আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার-অঞ্জন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আঁধার-করা ১ বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ভাঙন-ধরা আঁধার-করা পিছন-
পানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বিণ অন্ধকার করা হয়েছে এমন। 'এসো,
দুজনই আঁধার-করা টেবিলের তলে সঁধিয়ে পড়ি।' শক্তি, ১৯৬৯।

আঁধার ঘরের রাজা বি অন্ধকার দূর করে যে-প্রিয়তম। 'গভীর রাতে
এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আঁধার-জড়ানো [আঁধার+জড়ানো] বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আকাশ-
হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।' বৃক, ১৯৫৫।

আঁধার-ঢালা [আঁধার+ঢালা] বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'নিবিড়-আঁধার-
ঢালা আমবাগানের ফাঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আঁধার-পরপার বি আঁধারের ওপার। 'দৃষ্টি তার আঁধার-পরপারে।'
রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আঁধারবরণ [আঁধার+স বর্ণ] বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আঁধারবরণ সেই
আফ্রিকাকেও জানি।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

আঁধার-ভরা বিণ রহস্যময়। 'তনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাগী।'
রবীন্দ্র, ১৯১৯।

আঁধার-ভাঙা [আঁধার+স ভঙ্গ] বিণ আঁধারকে দূর করেছে এমন।
'তারি লাগি আকাশ রাঙা আঁধার-ভাঙা অরণ্যরাণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আঁধারমাশিক [আঁধার+স মাণিক্য] বি অন্ধকারে উজ্জল যে মানিক।
বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁধারমুখী [স অন্ধকারমুখী] বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'গহন জলদে দিবা
হয়েছে আঁধারমুখী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আঁধার-শালা [স অন্ধকারশালা] বি অন্ধকার ঘর। 'দিনান্তে হইলা
বন্দী আঁধার-শালায়।' মাইকেল, ১৮৬৫।

আঁধারা [স অন্ধকার] ১ ক্রি অন্ধকার করা। 'কার ঘর আঁধারিলি,
নিবাহিয়া এবে প্রেম-দীপ।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ ক্রি অন্ধকার
হওয়া। 'পথ আঁধারিয়া পড়ছেই সমুখে নিজের দেখের ছায়া।' রবীন্দ্র,
১৮৮৩।

আঁধারা [আঁধার] বিণ স্ত্রী অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'রজনী আঁধারা।' রবীন্দ্র,
১৮৯৫।

আঁধারি [স অন্ধকার] বি অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। 'আঁধারিতা যেন
খিঁচিয়ে গেছে ওদের চোখে।' কায়সার, ১৯৬২।

আঁধি [স অন্ধ] বি চামচিকা। মানোএল, ১৭৪৩।

আঁধি [তুল হি আঁধী] ১ বি ধূলার ঝড়। মানোএল, ১৭৪৩; 'ঘুম
ডাকাইবার আঁধি তুমি নিজে।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বি অন্ধকার।
'ধূলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে।' রবীন্দ্র,
১৯২৯। ৩ বি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে এমন বস্তু। 'সেই তো আঁধি,
সেই তো ধাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আঁধিয়ার [স অন্ধকার] ১ বি অন্ধকার। 'এ রে মানিনি পলটি নিহার।
অরুন পিবএ লাগল আঁধিয়ার।' বিদ্যাপতি, ১৬৪০। ২ বিণ
অন্ধকারময়। 'কখন আসিবে আঁধিয়ার রাত্তি/ আঁধারে অর্ধ নিশাস
ফেলে?' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

আঁধিয়ারা [স অন্ধকার] বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'আঁধিয়ারা হয়ে গেছে
দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-খায়া।' নজরুল, ১৯২৪।

আঁধুণি [স অন্ধ] বি ঘোর। 'মসনে আঁধুণি লাগে সভার নয়নে।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁব [স অশ্রু] বি আম। মানোএল, ১৭৪৩: 'কথায় বলে আঁব ফুরালে আমশী যৌবন ফুরালে কাঁদে বসি।' উমেশ, ১৮৫৭।

আঁববাগান [স অশ্রু+বাগান] বি আমবাগান। 'তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁববাগানে যাস।' মাইকেল, ১৮৬০।

আঁবর [স অশ্রু] বি আকাশ। 'কহা বিহু ন ছিল ন ছিল আঁবর।' রামাই, ১৭১০।

আঁবুই [স অশ্রু] বি ডাই বা বোনের শাওড়ি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঁমসি [স অশ্রুপেশী] বি শুকনো আমের টুকরা। 'প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঁশ, আঁশ, আঁস [স আমিষ] বি মাছের শঙ্ক; মাছের গায়ের শঙ্ক আবরণ। 'আঁশ।' ওর্স, ১৭৮৫; 'প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাছ।' ওর্স, ১৮৫৮; 'আঁস।' বিদ্যা, ১৮৯২।

আঁশটে, আঁসটে [স আমিষ] বি মাছের গন্ধযুক্ত। 'আঁশসেক্ষ মাছ - আঁশটে।' জীবন, ১৯৩২: 'মেঝেতে আঁসটে গন্ধ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আঁশবঁটি [স আমিষ+মু বইনটি] বি যে বঁটিতে মাছ কোটা হয়। 'পাঁচি। আঁশবঁটি।' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

আঁশি [স আমিষ] বি মাছের আঁশ। মানোএল, ১৭৪৩।

আঁশটে [স আমিষ] বি মাছের গন্ধযুক্ত। 'পুকুরের পানা শ্যালা - আঁশটে গায়ের গ্রাণ গায়ে।' জীবন, ১৯৩৬।

আঁশরাগ্না [স আমিষ+রাগ্না] বি মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ রাগ্না। 'সকালেলার আঁশরাগ্নাটা।' শরৎ, ১৯১৬।

আঁশ [স অশ্রু] বি ফল বা বীজের শুষ্কযুক্ত অংশ যা রস ধরে রাখে। 'সমস্ত আঁঠি আঁশ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়।' মুকুন্দ, ১৮৯৭।

আঁশমানি [ফা আসমান] বি আকাশ নীল। 'আঁশমানি নঙের কাপড় পরা।' প্রমথ, ১৮৯৮।

আঁশ [স অশ্রু] বি চোখের জল। 'উজাড় করে দেওয়া আঁশে ভেজা উপাধান।' নজরুল, ১৯২৪।

আঁসু [স অশ্রু] বি আঁশ। 'তুলা ধুপি ধুপি আঁসুরে আঁসু।' চর্যা ২৬, ১২০০।

আঁসু [স অশ্রু] ১ বি চোখের জল। 'নয়ন বেরে আঁসু ঝরছে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিশ অক্ষপূর্ণ। 'আঁসু চোখ দৃষ্টি তার যাচ্ছে ডেসে।' নজরুল, ১৯২২।

আঁশ্যাকুড় [স উৎসৃষ্টকু] ১ বি আবর্জনা বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলার স্থান। 'বাবু আঁশ্যাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আসে পাশে যুক সিঁচেন।' হতোম, ১৮৬১। ২ বি আবর্জনা। 'আঁশন জ্বালিয়ে দেব দেশের যত জমানো আঁশ্যাকুড়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আঁশ্যাকুড়ে সোণার চাঙ্গড় বি অস্থানে দুর্লভ বস্তুর জন্ম। 'এ যে আঁশ্যাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়।' মাইকেল, ১৮৬০।

আক [স ইচ্ছা] বি আখ। 'মহৎ কে আছে আর আকের মতন।' ওর্স, ১৮৫৮।

আকের টিকলি বি নীরস। 'তোমার কথাগুলি যেন আকের টিকলি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

আককারা [স অক্রোশ] বি দুর্ন্যাতা। 'সবাই বাজার আককারার কথা

বলছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

আকক্ষ [স] ক্রিবি পট পর্ষন্ত। 'দুজন পৈড়োর আয়মাদার আকক্ষ লখিত শেতশূক্ষ সহ বিরাজ করার ...।' হতোম, ১৮৬১।

আকচাঁর [আ আকসার] ক্রিবি হরহামেশা। 'বানরের আকচাঁর হোলোভা চিবোবার মত।' জীবন, ১৯৪৮।

আকছা-আকছি [আ আখজ] বি রেখারেখি। 'হেডমাস্টারের ছেলের সঙ্গে আমার একটু আকছা-আকছি ছিল।' সুদীপ, ১৯৭০।

আকছার [আ] ক্রিবি হরহামেশা; প্রায়ই। 'হাসপাতালে আকছার ছানি কাটিয়ে আসছে শোকে।' তারা, ১৯৪২।

আকট [হি] বি আট; আইন। '১৮৩৫ সালের ১৭ আকট।' দর্পণ, ১৮৩৫।

আকটবিকট [স আকৃতি-বিকৃতি] বি মুখবিকৃতি। 'আকট বিকট করে পাইয়া তারাসে।' কুণ্ডিতাস, ১৬৫০।

আকটী [স আকোশ] বি নাছোড় আবদার। 'শিত্তর আকটী হর ভাগিতে নারিয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আকটৌবর [হি] বি অক্টোবর। '১১ আকটৌবর বুধবারে কলিকাতার স্থলবুক সোসাইটির ...।' দর্পণ, ১৮২০।

আকড়া [স অক্ষবাত] বি যেখানে ঝাড়া-থিয়েটার সম্প্রদায় গীত-অভিনয় অনুশীলন করে; আখড়া। 'ওদিকে আকড়াঘরে বেউড়ের উত্তোর পুষ্করিয়াছে।' হতোম, ১৮৬১।

আকড়াধারী [স অক্ষবাত]+স ধারী] বিণ আখড়ার প্রধান। 'ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার।' দর্পণ, ১৮২২।

আকঠ [স] ১ বিশ কঠ পর্ষন্ত। 'কৃষ্ণ তাঁহাকে মেঘপূরীঘরিশিতে আকঠ ময়্য করিয়া রাখিল ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ ক্রিবিণ কঠ পর্ষন্ত ডুব গেছে এমন। 'অছিমক্তি যখন দেনার মধ্যে আকঠ নিমগ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩: 'রমণী আকঠ পদ্মের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রাখিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিশ সর্বোচ্চ। 'নিজেরা "মজাসে" আকঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া ...।' নজরুল, ১৯২২। ৪ ক্রিবিণ কানায় কানায়। 'জাহাজ আকঠ বোঝাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আকঠপূর্ণ [স] বিণ সবকিছু গ্রাস করে ফেলেছে এমন। 'আকঠপূর্ণ দানবের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আকঠমগন [স] বিণ কঠদেশ পর্ষন্ত ডুবন্ত। 'অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকঠমগন করিছে কৌতুকালাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আকতা [ফা আখতা] বিণ অপ্রকোশ ছিন্ন করা হয়েছে এমন। 'আকতা ঘোড়া।' ওর্স, ১৭৮৫।

আকদ্র আকদ্র

আকন [কৃ আশ্রুতি; ফা আখদ] বি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ওর্স, ১৭৮৫।

আকনি [ফা অখনি] বি পোলাও রান্না করার জন্য মসলা-সিদ্ধ পানি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আকন্দ [স] ১ বি অর্ক ফল। 'আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হিরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ফুলবিশেষ; অর্ক ফুল। 'সব পিছে রহিলে আকন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আকন্দফুল [স] বি আকন্দ গাছের ফুল। 'আকন্দফুলের কালে ডীমরুল।' জীবন, ১৯৩২।

আকন্দাঞ্জলি [স] বি আকন্দ ফুলের অঞ্জলি। 'বিশীলার যদি ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে আমার আকন্দাঞ্জলির প্রয়োজন হয়ে

যেতে পারে।' মুজতবা, ১৯৫৯।

আকন্যাকুমারীহিমাচল [স] *বিণ* হিমালায় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আকন্যাকুমারীহিমাচল কপালে জ্যোৎস্নার পঙ্ক মেখে জেগে ওঠে অতশাঙ অন্ধকার সমুদ্রের থেকে।' নীরেন, ১৯৫৪।

আকপট [স] *অকপট* *ক্রিবিণ* অকপটে। 'তোরে ধানে আকপট কহিলো সুরুশ।' বড়ু, ১৪৫০।

আকবাত, আখবাত [আ] *আকবাত* ১ *বি* পরিগণ্য। 'আপন ইমান গুণে/দুঃখ পায় জনে জনে/আকবতে হবে পেরেশান।' হুমজা, ১৮০৭।
২ *বি* পরকাল। 'তাতে আর কাকর আখবতের কাজ হবে না।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

আকবরী [আ] *আকবর*। ১ *বিণ* স্রষ্টা আকবরের নামাঙ্কিত। 'আকবরী মোহর পোরা লকীর ইটীর নিতা হবে থাকে।' হুতোম, ১৮৬১।
২ *বিণ* আকবরের নামে প্রচলিত। 'আকবরী পোলাওয়ের নাম গল্পে তনয়াদিলাম, আজ তা পটে গেলে।' নজরুল, ১৯৩৬।

আকবার [আ] *আখবার* *বি* খবরের কাগজ। 'ইসলও দেশের বাদশাহের দরবারের আকবারে ... এই লেখে যে।' দর্পণ, ১৮৩১।

আকম্পমান [স] *বিণ* ঈশৎ কম্পনশীল। 'নারের আকম্পমান অধর দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

আকম্পিত [স] ১ *বিণ* ঈশৎ কম্পমান। 'আকম্পিত ঘনগল্পবিতানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ *বিণ* প্রতিধ্বনিত। 'ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাকোলাকার ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ *বিণ* বৈক্ল-মাণ্ডয়া। 'আমার এ চৈতন্যের শেষ স্মৃষ্ণ আকম্পিত রেখার এ ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আকর [স] ১ *বি* কাবণ। 'সতে হয় দোষের আকর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* উৎস। 'দোষের আকরসূত্র উৎপাটন।' জ্ঞানানুশরণ, ১৮৩৭। 'গুণাবান কবি-কাব্য পুণ্যের আকর।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ *বি* রহিত। 'তোমরা এই সমুদায় ধাতুর আকর ও মণির খণি খনন করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ *বি* আধার। 'কফ শুক্ক আম পিত্ত চেষ্টে আকর।' গুণ, ১৮৫৮।

আকরজাত [স] *বিণ* খনিজাত। 'গন্ধক, প্রাচীনম প্রভৃতি যাবতীয় প্রকার আকরজাত বস্তু সঞ্চলন করিয়া রাখা বিধেয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আকর স্থান [স] ১ *বি* প্রাপ্তিস্থান। 'পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেন্ট সংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ *বি* উৎপত্তিস্থান। 'অনেক ভাষে তাহারও আকর স্থান ভারতবর্ষ।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আকরশরুণ [স] *বিণ* খনিজ। 'জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকরশরুণ বিদ্যামন্দির।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আকরিক [স] ১ *বিণ* খনিজ। 'যিনি ... আকরিক বস্তুর মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে পটু।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ *বি* খনি-কয়ী। 'আকরিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আকরীয় [স] *বিণ* খনিজ। 'তথ্য কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কি কি আকরীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আকর [আ] *আখবার* *বি* লিখিত সংবাদ। 'তোমার আকর চাইএ তাহাতে ...' চিঠিপত্রে, ১৭৬৫।

আকর্ণ [স] *ক্রিবিণ* কান পর্যন্ত। 'বায় দেখি আকর্ণ পুরিত কৈল বাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আকর্ণন [স] ১ *বি* শ্রবণ। 'বিলাপবাকা আকর্ণন করিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ *বি* উপলব্ধি। 'কটা কথা শিখিবেম ভাব আকর্ণনে।' রব, ১৮৫৮।

আকর্ণ-পুরিত [স] *বিণ* কান পর্যন্ত বিস্তৃত। 'বিশ্ণুটি কোটি লোক আকর্ণ-পুরিত গৌরব নাপিতের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আকর্ণবিশ্রান্ত [স] *বিণ* কান পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আকর্ণবিশ্রান্ত সোচন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আকর্ণ-বিস্তৃত [স] *বিণ* কান পর্যন্ত প্রসারিত। 'নিজের আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন মেগিয়া দিল।' শওকত, ১৯৫৮।

আকর্ণ [স] *আকর্ণ* *ক্রিবিণ* কান পর্যন্ত। 'চক্ষু আকর্ণ পর্যন্ত।' হালহেড, ১৭৭৩।

আকর্ণ [স] *আকর্ণ* *ক্রিবিণ* কান পর্যন্ত। 'কাটিল সভার অন্ত আকর্ণ পুরিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

আকর্ণক [স] *বিণ* আকর্ণণ করে এমন। 'যতই উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-আকর্ণক হউক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আকর্ণণ [স] ১ *বি* টান। 'সময়ক্রমে কল আকর্ণণ করিলে পুল উঠিয়া ঘার বন্ধ করি।' রামরাম, ১৮০১। ২ *বি* শোষণ। 'সূর্য আটমাস পৃথিব্যাপ্রান্ত বৃকাদিত যাহাতে না হয় এমন করিয়া পৃথিবী হইতে রসের আকর্ণণ করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ *বি* প্রেমের টান। 'গেটে গিলির সবল আকর্ণণ তো ছিড়িলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ *বি* মাফুর। 'স্নানগত কথার কোনো আকর্ণণ নাই - না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে মিঠা লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৫ *বি* আধার। 'পুলত আকর্ণণ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আকর্ণণ করা ১ *ক্রি* টানা। 'হেয় বিস্তৃত অমরতা লাভ করিয়া সে তলে তলে সমাজকে ধ্বংসের পথে আকর্ণণ করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ *ক্রি* প্রভাবিত করা। 'যিনি আমার অন্ত্যাসকে আকর্ণণ করেন অন্যের অন্ত্যাসকে পীড়িত করেন ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আকর্ণণকেন্দ্র [স] *বি* ভরকেন্দ্র। 'এক-একজন কবির কল্পনা এক-একটি আকর্ণণকেন্দ্রের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আকর্ণণজীবী [স] *বিণ* শোষণজীবী। 'কর্ণণজীবী এবং আকর্ণণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আকর্ণণবিকর্ণণ [স] *বি* সম্মুখী ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বা টান। 'আকর্ণণবিকর্ণণ-এধনবর্জনের নিয়মে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আকর্ণণ-মস্ত [স] *বি* কাছে টানার মস্ত। 'উচ্চারণে আকর্ণণ-মস্ত কোন গণী।' নজরুল, ১৯২৪।

আকর্ণণময় [স] *বিণ* আকর্ণণীয়। 'আপনি সব দিক থেকে ডয়ানক আকর্ণণময়।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

আকর্ণণশক্তি [স] *বি* আকর্ণণ করার ক্ষমতা। 'ওর চেহায়ায় আছে একটা কঠিন আকর্ণণশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

আকর্ণণশীল [স] *বিণ* আকর্ণণীয়। 'মন থাকে অত্যন্ত আবেদনময়, ছন্দময় ও আকর্ণণশীল।' বেগম, ১৯৭২।

আকর্ণী [স] *বিণ* স্ত্রী আকর্ণণ করে এমন। 'আকর্ণী শক্তি বলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

আকর্ণণীয় [স] *বিণ* মনকে আকৃষ্ট করে এমন। 'সহজ ও আকর্ণণীয় সমাজবৃত্তি যে আলোড়ন তোলে।' হাই, ১৯৫৪।

আকর্ণণীয়তা [স] ১ *বি* আকর্ণণ-শক্তি। 'রবীন্দ্রাচার্য মর্যাদা ও আকর্ণণীয়তা বৃদ্ধি পাবে।' মাহেগুও, ১৯৪৯। ২ *বি* আকর্ণণ করার গুণ। 'উভয়কেই আকর্ণণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' বেগম, ১৯৫৩।

আকর্ষ [স আকর্ষণ] ক্রি আকর্ষণ করা। 'শ্রবণে দর্শনে আকর্ষণে সর্বমন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আকর্ষিক [স] বিণ আকর্ষিত। 'তাহা নিকটবর্তী এক বা আকর্ষিক নক্ষত্র দ্বারা আকর্ষিক হইতেছে'। মোতাহার, ১৯৩৭।

আকর্ষিতা [স] বিণ ক্রী আহ্বান করা হয়েছে এমন। 'সমুদ্রায়ের ধনলব্ধিকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন'। রক্তিম, ১৮৬৬।

আকর্ষী [স] বি আকর্ষি; অকুশলের মতো আশ্রয়প্রার্থী লম্বা লাঠি। 'অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়'। রক্তিম, ১৮৭৫।

আকল [আ] ১ বি যাচাই। 'আকল করিয়া দেখ হএ কি না হএ'। সুলতান, ১৭০০। ২ বি বুদ্ধি। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

আকলা [আ আকল] ক্রি বিবেচনা করা। 'আপনাকে সব হৈতে হীন আকলিও'। অলাওল, ১৬৮০; 'মনেতে আকলি যুক্তি কহিলা সত্বর'। সুলতান, ১৭০০।

আকলিয়া [আ আকল] বিণ বুদ্ধিমান। 'প্রাণে না মারিল ধাই বড় আকলিয়া'। অলাওল, ১৬৮০।

আকল্প [স] বি কল্পনা। 'মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পক্ষিগে দিগন্তে যায় দেখা, চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আকসার [আ] ক্রিণি প্রায়ই। 'সে কথাটা কথাবার্তায় চালচলনে আকসারই অস্বীকার করে যায়'। মুজতবা, ১৯৫২।

আকসির [স] ১ বি পরশমণি। 'তৌহিদের কল্যাণে মাটি তখন হয় আকসিরে পরিণত'। মোতাহার, ১৯২২। ২ বি মহৌষধ। 'তার শান্তির আকসির জানো তুমি'। ফররুখ, ১৯৬৬।

আকসীকোরান [আ] বি মুদ্রিত কোরান। 'তাই একটা আকসীকোরান সেওয়া হয়েছে'। ইমদাদুল, ১৯২০।

আকসী [আ আকসী] বিণ মুদ্রিত। 'একটা আকসী কোরান সেওয়া হয়েছে'। ইমদাদুল, ১৯২০।

আকসী [স আকর্ষী] বি ফুল-ফল পাড়ার কাজে ব্যবহৃত লাঠিবিশেষ। 'আকসী দিয়ে পাড়তে পারি চাদের চুমো'। জসীম, ১৯৫১। প্র আকর্ষি

আকস্মিক [স] ১ বিণ হঠাৎ। 'তড়িৎপ্রবাহের আকস্মিক গতিপরিবর্তনাদি হইতেই ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হয়'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ অপ্রত্যাশিত। 'সৃষ্টি ব্যাপারটা আকস্মিক মহামারীর মতো'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ বিণ অপ্রত্যাশিত। 'এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বিণ ব্যতিক্রমী। 'কেবল দুই-একটা আকস্মিক অবস্থার উপর ইহার নির্ভর'। রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'ভয়জ্ঞাত আকস্মিক দুর্বলতার কথাও গ্রহণযোগ্য'। ওয়ালী, ১৯৬৪। ৫ বিণ চকিত। 'আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আন্দনের হাওয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বিণ অপ্রত্যাশিত। 'যেসব বাঙালি হলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না'। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৭ বিণ কাকতালীয়। 'যে তৈতন্যজ্যোতি প্রদীপ্ত রয়েছে যোর অন্তর্যগনে নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের স্বকীয় সীমানায়'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আকস্মিকতা [স] বি প্রত্যাশা করা হয়নি এমন অবস্থা। 'প্রয়োজনের কিংবা আকস্মিকতার ছতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

আকস্মিকভাবে [স] ক্রিণি হঠাৎ করে। 'চোখেও আকস্মিকভাবে বৃষ্টির ঝাপটার মতো পানি আসে'। ওয়ালী, ১৯৬৪।

আকস্মিক রশ্মি [স] বি মহাজাগতিক রশ্মি। 'কসমিক রশ্মি'। বলা

যেতে পারে আকস্মিক রশ্মি'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আকা [স উচ্চা] বি চুলা। 'সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না'। দীনবন্ধু, ১৮৭২।

আকা বি আসামের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামে মিরি, মিশমি, আবর, আকা, দক্ষা কুকী ... সভ্য, সভ্য জাতি আছে'। মুজতবা, ১৯২৪।

আকাইলেক [স অকারিক] বিণ আত্মলায়িত। 'আকাইলেক কেশ তোর মুঠি এক মাথা'। বসু, ১৪০০।

আকাড়া [স অ+স কড়] ১ বিণ ভালোভাবে ভানা হয়নি এমন। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আকাড়া চালের অন্ন-লবণ'। নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ অমার্জিত। 'মোর মামা একটা আকাড়া চাষা'। সেপিনা, ১৯৭৫।

আকাঙ্ক্ষা [স] ১ বি ইচ্ছা। 'পলাও আকাঙ্ক্ষা কপি মনস্কাম করি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি সপলাভের ইচ্ছা। 'আপন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাকেই হেনাল কহেন'। ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি প্রত্যাশা। 'তিনি প্রজাবর্ণের চিত্তে ... আকাঙ্ক্ষা সম্বারিত করিয়া দেন'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি তৃষ্ণা। 'যত পান করিতেছি, আমার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইতেছে না'। বিদ্যা, ১৮৫৬। ৫ বিণ বাসনার। 'তাই ডুবিতেছি অতল আকাঙ্ক্ষা পারাবারে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৬ বি লক্ষ্য। 'দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জ্বলি উঠে না'। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৭ বি বাসনা। 'একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র করে আজ ফুটে উঠেছে'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আকাংক্ষা, **আকাংক্ষা** [স আকাঙ্ক্ষা] বি আশা। 'দুইমতি আকাংক্ষা করিল'। অলাওল, ১৫০০; 'আমরা আকাংক্ষা করি'। দর্পণ, ১৮৩৯।

আকাঙ্ক্ষা-পাখি বি আকাঙ্ক্ষারূপ পাখি। 'আকাঙ্ক্ষা-পাখি মরিতেছে মাথা ঝুঁড়ে পঞ্চপরিপ্লবে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ [স] বিণ প্রত্যাশাপূর্ণ। 'তাহার মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয়'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

আকাঙ্ক্ষাহীন [স] বিণ ক্রী আকাঙ্ক্ষা নেই এমন। 'বহুকেও কেন সে এমন দীনা আকাঙ্ক্ষাহীনা থাকতে বলবে?' জীবন, ১৯৩২।

আকাজিক [স আকাজী] বিণ আকাঙ্ক্ষাকারী। 'ভদ্র মহাশয়ের দেশের ভদ্র আকাজিক হন'। দর্পণ, ১৮৩২।

আকাজিকত [স] ১ বিণ ইচ্ছুক। 'অনেকে তদুগ্রহ গ্রহণে আকাজিকত আনেন'। দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিণ ব্যস্তিত। 'উচ্চ ব্যবসায়ীর আকাজিকত সমস্ত মূল্য প্রদানে সমর্থ হইতেছেন না'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিণ প্রার্থিত। 'তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাজিকত স্বর্গলোকভিষ্মে দইয়া চলিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আকাজিকতা [স] বি ক্রী যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হয়। 'আমার সেই গোপন আকাজিকতার বাস্পরুদ্ধ চাপাকান্নার আকুলতা'। নজরুল, ১৯২৪।

আকাজী [স] বিণ অভিলাষী। 'খ্যাতির আকাজী ছিলেন'। দর্পণ, ১৮৩০।

আকাজীয়া [স আকাজী] বিণ কামা। 'আকাজীয়া উত্তম আহাযীর দ্রব্যাদি'। দর্পণ, ১৮৩৭।

আকাঙ্ক্ষা [স আকাঙ্ক্ষা] ক্রি আকাঙ্ক্ষা করা। 'আকাঙ্ক্ষিয়া পতিব্রতা করিল শবন'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আকাচা [অকাচা] বিণ খোয়া হয়নি এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আকাট [স অকাট] ১ বিণ অত্যন্ত; নিরেট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'দাঁতগুলোর আকাট অবর্ণশীল্যায় ... তাকিয়ে রইল' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ বিণ নির্ভেজাল। 'প্রফ কপির আকাট লাবণ্য' *অবন*, ১৯২৫। ৩ বিণ পুরোপুরি। 'আকাট চাষা' *ভার্য*, ১৯২৯।

আকাটমূর্খ [স অকাট] +স মূর্খ বিণ নিরেট মূর্খ। 'পড়াশোনায এতই ডডনং এবং আকাটমূর্খ ছিল' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

আকাটা [স অকটন] বিণ কাটা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আকাদেমি, আকাদিমি [ফা] বি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'মৃত ডব্লু সাহেবের স্মরণার্থে চিহ্ন স্থাপনকরণ বিষয়ে পারেরঙাল আকাদেমিতে অনেকের সমায়ণ হয়' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'শান্তিপুত্রের আকাদিমি' *দর্পণ*, ১৮৩২।

আকাম কুকাম [স অকর্ম-কুকর্ম] বি নিন্দনীয় কাজ। 'আকাম কুকাম কইরো না মেঞা' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৭।

আকামত [আ ইকামত] বি উদ্যোজন। 'বিপুল সমারোহের সহিত নতুন মসজিদের আকামত পর্ব শেষ হইল' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আ-কামানো [স অকর্ম] বিণ দাড়ি কামানো হয়নি এমন। 'আ-কামানো মুখ' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

আকার [স] ১ বি আকৃতি। 'চরপস্থল থলকমল আকারে' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিণ মতো। 'মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতায়' *কৃষ্ণায়াম*, ১৭২০। ৩ বি ছবি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৪ বি মূল্য। 'যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ বি লক্ষণ। 'বৈচিত্র্য আকার নহে' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৬ বি চেহারা। 'কাদিতে কাদিতে অতি বিষন্ন আকার' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ৭ বি অবয়ব। 'বর্তমান ত্রিংশৎক সাধনা হইতে গ্রাহকগণ ত্রৈমাসিক সাধনার আকার আয়তন খানিকটা বৃদ্ধি পাইয়াছেন' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৮ বি গুণ্ডন। 'কিছু তাহার সেই শোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ বি পোষা। 'পূর্ণাঙ্গ ইউরোপীয়ান স্বপ্ন এদের চেতনায় আকার পায়নি' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

আকার-ইঙ্গিত [স] বি আভাস-ইশারা। 'চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতে কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আকারম্বাসী [স] বিণ অবয়বকে গ্রাস করে এমন। 'রেষে যাব এই নানাম্বাসী, আকারম্বাসী, সকল পরিচয়-গ্রাসী কিংশদ মহাগোষ্ঠীলারিণির মধ্যে' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আকারধারণ [স] বি রূপ গ্রহণ। 'প্রাচীন আকার ধারণ করে তিনি তাহা নানাবিধ উপায়ে পল্লীকরিতেন' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

আকার প্রকার [স] ১ বি চেহারা ও বৈশিষ্ট্য। 'সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়স্করূপে ঐ ব্যক্তি হইতে দেড় হইবক' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ বি ভাবভঙ্গি। 'তাহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে কলিকাতায় পাঠশালায় ছাত্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

আকারপ্রকারবিহীন [স] বিণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত। 'কোনো সভ্যতাই আকারপ্রকারবিহীন হইতে পারে না' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

আকারপ্রকারহীন [স] বিণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত। 'নির্বাক শব্দগুলো আকার-প্রকারহীন গুণসমূহের আকার' *হুই*, ১৯৫৫।

আকারগ্রাস্ত [স] বিণ মূর্ত। 'তাহা সুস্পষ্ট জীবন্ত এবং আকারগ্রাস্ত হইয়া উঠিয়াছে' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আকারবদ্ধ [স] বিণ হ্রস্ববদ্ধ; কাঠামো-দেওয়া। 'তাকে আকারবদ্ধ করা হল না' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

আকারবিশিষ্ট [স] বিণ অবয়ববিশিষ্ট। 'সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষ মাত্র' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আকারশূন্য [স] বিণ নিরাকার। 'আকারশূন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আকারে-প্রকারে *ক্রিবিণ* চালচলনে। 'আকারে-প্রকারে বিশেষ যে মিল তাও নয়' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আকার [স] ১ বি 'আ' নামের স্বরবর্ণ। 'আকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত' *রামজ্ঞানদ*, ১৭৮০। ২ বি কার্যচিহ্ন। 'আ' *আকার* ই-কারের অন্তর্গত্বে এখনও আমার চোখে লাগে' *মহম্মদ*, ১৯৭০।

আকারণ [স আকারণ] *ক্রিবিণ* কারণ ছাড়াই। 'ভার এড়িতে তোকে চাহ আকারণ' *বড়ু*, ১৪৫০।

আকাল [স অকাল] ১ বি দৃষ্টিক। ওয়া, ১৭৮২; '৭৩/৭৫ সালে আমাদের দেশে যে দুই আকাল গিয়াছে' *এডুকেশন*, ১৮৭৩; 'দেশে যোবার আকাল, মগের মূলক থেকে চাল আনিতে বেচে ওর টাকা' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ বি অভাব। 'বাজারে ফুলের আকাল পড়ে যেত' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আকালিক [স] বিণ অসময়ে আগত। 'তপাবনে আকালিক বসন্ত উদয়' *মোহিত*, ১৯৪০।

আকাশ [স] ১ বি গণন। 'বালুআতলে সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা' *চর্য*, ৪১, ১২০০। ২ বি স্বর্ণ। 'লাফ দিঅি ধলে আকাশ ধরে' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ বি অতি দূর্লভ বস্তু। 'আকাশবাণীতে হাতে পাইলা আকাশ' *ভারত*, ১৭৬০। ৪ বিণ দৈব। 'সত্যের জয়! সত্যের জয়! বলিয়া ঘন ঘন আকাশ বাণী হইতে লাগিল' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ বি ভুবন। 'নয়নে দেখেছি তব নতুন আকাশ' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৬ বি নভাডার অবকাশ। 'তাহার পক্ষে অনেকখানি ফাঁকা অনেকখানি আকাশ আবশ্যক' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৭ বি উচ্চতা। 'ইমারতের আকাশ হইতে আলী মজহার ঝার বংশধরেরা আজ বড়োছরের মাটিতে নামিয়াছে' *শতকৃত*, ১৯৫৮।

আকাশ হাতে পাওয়া - অতি কাক্ষিত বস্তু লাভ করা। 'আকাশবাণীতে হাতে পাইলা আকাশ' *ভারত*, ১৭৬০।

আকাশ-আঁচড়া [স আকাশ] +স আকর্ষ] বিণ আকাশম্পর্শী। 'নিউইয়র্কের আকাশ-আঁচড়া বাড়ি আমাদের পলিমার্টির উপরে বসিয়ে দিলে সেটা তার অধিবাসীদের কবর হয়ে উঠবে' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আকাশকুসুম [স] ১ বিণ অব্যবহ। 'সে আমার আকাশকুসুম বোধ হয়' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'রক্ত আর করিয়ে গো বলিয়া বিরলে আকাশকুসুমবনে স্বপন চায়' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ বি কল্পনার ফসল। 'আমি কেবলি স্বপন করছি বপন বাতাসে, তাই আকাশকুসুম করছি চায়ন হাতেশ' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৭। ৩ বি অযৌক্তিক ব্যাপার। 'আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

আকাশকোণ [স] বি আকাশের প্রান্ত। 'আকাশ-কোণে যায় শোনা কি' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আকাশগঙ্গা [স] ১ বি হায়াপথ। 'আকাশগঙ্গা অবশ্য কালক্রি পদার্থ' *গ্রন্থ*, ১৯১৪। ২ বি আকাশের অন্ধকার। 'আকাশ-গঙ্গা নামিয়া এলোহে সন্ধ্যারানীর রূপে' *নজরুল*, ১৯৩১। ৩ বি আকাশরূপ গঙ্গা। 'আমার লীলার কর্ণধার তারার ফেনা ফেনিয়ে তোলে আকাশগঙ্গার' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

আকাশ-গরাসী [স আকাশ+গ্রাস] বিণ আকাশ গ্রাস করে এমন। 'গ্রাসিতে এসেছে তোরে আকাশ-গরাসী তার কায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আকাশ-গলা [স আকাশ+গলন] বিণ আকাশ থেকে গলে পড়ছে এমন; স্বর্গীয়। 'চিতে নামে আকাশ-গলা আনন্দিত মস্ত রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আকাশ-গাঙ [স আকাশগঙ্গা] বি আকাশগঙ্গা। 'আকাশ-গাঙে জাগবে জোয়ার।' নজরুল, ১৯২৮।

আকাশগামী [স] বিণ শূন্যগামী। 'বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আকাশগুহা [স] বি মহাশূন্যের গহ্বর। 'সে প্রেম দেউল রচি আকাশগুহায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আকাশগেহ [স আকাশগৃহ] বি আকাশরূপ গৃহ। 'চলিবে যখন তোমার আকাশগেহে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আকাশগোলক [স] বি আকাশরূপ গোলক। 'পূর্বমুখে আকাশগোলক যখন সংকীর্ণ ছিল তখন তারায় তারায় ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আকাশগ্রহি [স] বি জ্যোতিষমণ্ডলী। 'বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রহি।' জীবন, ১৯৪২।

আকাশগ্রাসী [স] বিণ আকাশ গ্রাস করে এমন। 'অনন্ত আকাশগ্রাসী অনলসমুদ্রমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আকাশ-ঘণ্টা [স] বি আকাশরূপ ঘণ্টা। 'বাজিল আকাশ-ঘণ্টা, বসুধা-কাসর।' নজরুল, ১৯২৪।

আকাশচর [স] বিণ আকাশে উড়ে বেড়ার এমন; আকাশচারী। 'আকাশচর কল্পনা উড়ে গেল মেয়ের পথে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আকাশ-চাওয়া [স] বিণ আকাশের দিকে চেয়ে অপেক্ষমত। 'অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া/ আসবে ফুটে দখিন হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আকাশচারণ [স] বি আকাশে চলাচল। 'কাকপক্ষীর আকাশচারণও হবে অসম্বদ।' উমর, ১৯৬৮।

আকাশচারী [স] ১ বিণ আকাশে বিচরণকারী। 'পূর্বে আমি এক আকাশচারী বিন্যাসের ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিণ কল্পনিক। 'সমস্ত আকাশচারী পরিকল্পনা ও দাবীকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।' মোহাম্মদী, ১৯৪০।

আকাশচিহ্ন [স] বি আকাশের ছবি। 'রক্তিম আকাশচিহ্ন সবেষে প্রস্থান করে যথ বাঞ্ছনায়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আকাশচুম্বী [স আকাশচুম্বী] বিণ আয়তনের বাইরে। 'সরষের ফুল সেখই চোখে ফুলা আকাশচুম্বী।' অন্নদা, ১৯৭২।

আকাশচেরা [স আকাশ+চর] বিণ আকাশ বিদীর্ণ করে এমন। 'আকাশচেরা চিৎকারের এতটুকু কী তাঁর কানে গেল না?' নজরুল, ১৯২৪।

আকাশচ্যুত [স] বিণ আকাশ থেকে পতিত। 'নিষ্ঠুর বিদ্রোহের মতো পিছনে ফেলে/ আকাশচ্যুত এক উজ্জ্বল চিলকে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আকাশ-ছাওয়া বিণ সমস্ত আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'ঐ আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আকাশ-হেঁচা বিণ আকাশ সিঁধন-করা। 'আজানুকেণ ভিজিয়ে নিচ্ছে আকাশ-হেঁচা জলে।' শক্তি, ১৯৬৫।

আকাশহোয়া [স আকাশ+হোয়া] বিণ গগনস্পর্শী। 'আকাশহোয়া বালাখানার এক-একখানা ইট ... একেবারে ধসিয়া পড়ে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আকাশ হোয়ান [স আকাশ+হোয়া] বিণ আকাশচুম্বী; অনেক উঁচু। 'আকাশ হোয়ান ভাল গাছগুলি।' জগীষ, ১৯৩১।

আকাশচারী [স] বিণ আকাশে উড়ে বেড়ায় এমন। 'আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূতর মনের সঙ্গে মিলতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আকাশ-জড়ানো বিণ আকাশস্পর্শী। 'আকাশ-জড়ানো ঘন বন।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

আকাশজুড়ে [স আকাশ+যুক্ত] ক্রিবিণ সমস্ত আকাশব্যাপী। 'আকাশ জুড়ে তিননু ওই বাজে তোমার নাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

আকাশ-জোড়া [স আকাশ+যুক্ত] ১ বিণ আকাশ-ভরা। 'আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রিবিণ আকাশজুড়ে। 'সমস্ত আকাশজোড়া পরজ্ঞে ইন্দ্রের ঘোড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আকাশ-ঠেকা বিণ আকাশ স্পর্শ করেছে এমন। 'সামনে বিরচি শত্রু গাহাড় আকাশ-ঠেকা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আকাশডাঙা বি আকাশমণ্ডল। 'আকাশডাঙা বনবনানী শান্তি বাঁধে শান্তি বাঁধে তার।' শম্ভু, ১৯৫৫।

আকাশতল [স] বি আকাশপট। 'আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শততল।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আকাশ থেকে পড়া ক্রি বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া। 'তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আকাশ থেকে পাড়া ক্রি উর থেকে টেনে নামানো। 'আকাশ হৈতে পাড়িয়া তার গ্রাণ হরি।' মালধর, ১৫০০।

আকাশদুহিতা [স] বি প্রতিধ্বনি। 'বংশীধ্বনি তনি ধনী - আকাশ-দুহিতা।' মাইকেল, ১৮৬০।

আকাশদেশ [স] বি মহাশূন্য। 'তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশদেশের রাজা হতে পারতেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

আকাশানন্দিনী [স] বি প্রতিধ্বনি। 'বুঝিলাম এতক্ষণ কে তুমি ডাকিছ আকাশানন্দিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

আকাশনিম [স] বি গাছবিশেষ, যাতে সবুজাত সদা ফুল ফোটে। 'যে আকাশনিম বীকিকার তলায় রেবতী রথিবার কাটায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আকাশনীলা [স] বি আকাশের নীল; নীলাম্ব। 'অনেক আকাশনীলা অতিক্রম করার প্রয়াসে।' ফররুখ, ১৯৬৩।

আকাশপট [স] বি আকাশের আধিরা। 'নক্ষত্রাণ চিত্রাপিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আকাশপতিতাগত [স] বিণ আকাশ থেকে পড়েছে এমন। 'জমি কি আকাশপতিতাগত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আকাশপথ [স] ১ বি আকাশে চলাচলের পথ। 'গন্ধর্ব্বসেন ... দেবদেহ ইহীয়া আকাশপথে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি আকাশমণ্ডল। 'যাকে চোখে দেখা যায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আকাশপদ্ম [স] বি আকাশরূপ পদ্ম। 'আকাশ পদ্মের মাঝে একান্ত

একলো বসে আছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আকাশপরিধি [স] বি আকাশের সীমানা। 'নিহিত পাতালহায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।' শঙ্কর, ১৯৬৬।

আকাশপরিপ্রাণী [স] বিণ আকাশ প্রাণিত করে এমন। 'এই আকাশ-পরিপ্রাণী অল্পশ্রী আলোককে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আকাশপাড়া [স আকাশ+স পাটক] বি আকাশমণ্ডল। 'আকাশ-পাড়ার শ্যাম-সায়রে যায় বলাকা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আকাশপাত [স] বি আকাশের আগ্নি। 'এমন কত-না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আকাশপাতাল [স] ১ বিণ সর্বত্রবিস্তৃত। 'তাহাতে কি করে তোমার আকাশপাতাল নাম আছে।' কেরি, ১৮০২। ২ বি আকাশ ও পাতালের পার্থক্য। 'পূর্বাবস্থা আর বর্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয়।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৩ বিণ বিস্তার। 'উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ ক্রিবিণ অসংলগ্নভাবে। 'আকাশপাতাল গল্প কর দিনরাত।' জীবন, ১৯৩২। ৫ ক্রিবিণ সমস্ত বিষয়ে। 'আকাশ-পাতাল গবেষণা করলেও তার প্রণীচরিত্রের ...।' উমর, ১৯৬৮।

আকাশপাতাল প্রভেদ [স] বি দূতর পার্থক্য। 'শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ।' প্রমথ, ১৯০৫।

আকাশ পাতাল ভাবনা - এলোমেলো চিন্তা। 'প্রস্তাবিত বিষয় পাঠ করিয়া আকাশ পাতাল ভাবনা করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

আকাশপানে [স আকাশ+স প্রবণ] ক্রিবিণ শূন্যের দিকে। 'আকাশপানে চাহিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আকাশপার [স] বি আকাশের অন্য প্রান্ত। 'আকাশ-পারে কে বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আকাশপুর [স] বি আকাশ। 'পালিয়ে যখন যায় সে দূরে আকাশ পুরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

আকাশপ্রদীপ [স] ১ বি (হিন্দু-আচার) দশের মাথায় উঠতে তুলে দেবতার উদ্দেশে জ্বালানো প্রদীপ। 'আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ বি চাঁদ। 'নির্জন সেই আকাশপ্রদীপে, শিশিরের জল কাপে।' শ্যামসুর, ১৯৫৯।

আকাশপ্রমাণ [স] বিণ আকাশচুযী। 'আকাশপ্রমাণ লঙ্কার গড়।' বড়ু, ১৪৫০।

আকাশ-প্রার্থনা [স] বি আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা। 'উর্ধ্বমুখী এতক্ষণ বসেছিল। হয়ত কোনো আকাশ-প্রার্থনায়।' শওকত, ১৯৭২।

আকাশ-প্রিয়া [স] বি আকাশরূপ প্রিয়া। 'চাঁদের শ্যাম্পানে চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া।' নজরুল, ১৯২৮।

আকাশপ্রাণী [স] বিণ আকাশকে প্রাণিত করে এমন। 'জ্যোৎস্না যতই আকাশপ্রাণী হোক না কেন ...।' বনমূল, ১৯৩৬।

আকাশফাটা [স আকাশ+ফাটা] বিণ গগনবিদারী। 'স্থানে স্থানে অভাব অনটনের আকাশ-ফাটা ধ্বনি উঠিত হইতেছে।' জামায়াত, ১৯৩৯।

আকাশবাণী [স] ১ বি দৈববাণী। 'তনিয়া আকাশবাণী সর্ব ভক্তগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'আকাশবাণীতে হাতে পাইলা আকাশ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বেতারসংকেত। 'সেই ডেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী,

যাকে বলে রেডিওবার্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আকাশবিমান [স] বি আকাশচারী দেববথ। 'আকাশবিমানে বসি বলেন ভারতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আকাশবিহারী [স] ১ বিণ আকাশে বিচরণশীল। 'আমার নয়ন-কোষে আকাশ-বিহারী ধুমকেতুর অবিভাব হইতে লাগিল।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩; 'আকাশবিহারী পাখি উড়িত আকাশে - মাটি হতে ব্যাধ তারে মরিয়াছে বাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ কল্পনিক। 'আকাশে বাস করবার চেষ্টা করলে আকাশবিহারী দেবতার সয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বিণ কল্পনাপ্রবণ। 'সৃষ্টিকালে শিল্পী আকাশবিহারী হন।' উমর, ১৯৬৮।

আকাশ-বীণা [স] বি আকাশরূপ বীণা। 'আকাশ-বীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আকাশ-বৈধা [স আকাশ+বৈধা] বিণ আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে এমন। 'আকাশ-বৈধা ওড় চুড়া করেছে নির্ঝাঁক! সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আকাশব্যাপী [স] বিণ আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড আলোকিক "বাইসন" মোষ যেন ক্ষেপে উঠে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আকাশভরা [স আকাশ+ভরা] বিণ আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'এই আকাশ-ভরা সোনার রৌদ্রটি আজ আমারও মনের উপর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আকাশ-ভাড়া [স আকাশ+] বিণ আকাশ ভেঙে পড়ছে এমন। 'আকাশ-ভাড়া আবুল ধারা কোথাও না ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া - আকস্মিক বিপদে পতিত হওয়া। 'হেন বাকা হইল যদি অভয়ার তুণ্ডে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ক্ষুণ্ণরার মুখে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আকাশভীক [স] বিণ আকাশকে ভয় পায় এমন। 'পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে তাকে আকাশভীক করে তোলা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আকাশভীকতা [স] বি আকাশকে ভয় পাওয়ার ভাব। 'আকাশভীকতা তার স্বভাব নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আকাশ ভেঙে পড়া ক্রি বিপদে পড়া। 'সকলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।' হাই, ১৫৪৪।

আকাশভেদী [স] বিণ আকাশ ভেদ করে যাবে এমন। 'ছেলেগুলো আকাশভেদী চীৎকারশব্দে বানরের মতো ডালে ডালে লুপাট ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

আকাশমণি [স] বি বৃক্ষবিশেষ। 'আকাশমণির চারা, দেখে গেছো সেগুন-মঞ্জরী।' শক্তি, ১৯৬৬।

আকাশমণ্ডপ [স] বি আকাশমণ্ডল। 'চতুর্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আকাশমণ্ডল [স] ১ বি দৃশ্যমান আকাশ বা বায়ুস্তর। 'ধূলিতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি আকাশ পথ। 'আকাশ-মণ্ডলে উৎক্লিষ্ট হইয়া ... বর্ষিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

আকাশমণ্ডলী [স] বি স্ত্রী নভোমণ্ডল। 'যথা আকাশমণ্ডলী নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তিশ্রেণী।' মাইকেল, ১৮৬০।

আকাশময় [স] ক্রিবিণ আকাশজুড়ে। 'সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আকাশমার্গ [স] বি আকাশপথ। 'ব্যোমযান অর্থাৎ বেগুনযন্ত্র আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

আকাশমুখী [স] ১ বি উর্ধ্বমুখে থাকেন এমন সন্ধ্যাসী। 'উর্ধ্ববাহ, আকাশমুখী, পদ্মদ্বী প্রভৃতি বিবিধ উপাধি গ্রহণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ আকাশের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'চিত্র মোর নিমেষপাত, উর্ধ্বমুখী শিখার মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আকাশযাত্রা [স] বি আকাশযাত্রা; আকাশে উড়া। 'তাঁহাদের আকাশ-যাত্রার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুলকিত হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আকাশযান [স] বি উড়োজাহাজ। 'আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে পড়িয়া চুরমার হইয়া মরিতেছে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আকাশরাশি [স] বি সীমাহীন আকাশ। 'রৌপ দিয়েছি আকাশ-রাশিতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

আকাশরেখা [স] বি দিগন্তরেখা। 'কোন দূর - নীরব - আকাশরেখার সীমানায়।' জীবন, ১৯৪৪।

আকাশলেখ [স] বি আকাশের লেখা। 'পুনর্বীর তুলেছি দ্যাখো আকাশলেখ তীক্ষ্ণ কবীন্দ্রিকা।' শক্তি, ১৯৬১।

আকাশসভা [স] বি আকাশমণ্ডল। 'ধোয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশসভার তৈজসপত্র দিল মুড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আকাশ-সম্ভবা [স] বি স্ত্রী প্রতিধ্বনি। 'ভনি আকাশ-সম্ভবা - ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা।' মাইকেল, ১৮৬০।

আকাশ-সাগর [স] বি আকাশরূপ সাগর। 'আকাশেরই আবর্ত জগদ্রূপে আকাশ-সাগরে ভাসিয়া রহিয়াছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

আকাশসিন্ধু [স] বি আকাশরূপ সাগর। 'যেনে আকাশসিন্ধুর ছোঁড়ের পর টেঁটে পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

আকাশস্থ [স] বিণ আকাশে অবস্থিত। 'মৃদু হইয়া পৃথিবীস্থ, আকাশস্থ, ব্রহ্মাণ্ডস্থ, অনন্তস্থ জনগণ এই গান শ্রবণ করিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আকাশস্পর্শী [স] বিণ আকাশ স্পর্শ করে এমন উঁচু। 'মনে আবার আকাশস্পর্শী আশা।' মানিক, ১৯৩৬।

আকাশ হতে পড়া - রাতরাতি। 'বিলাতি য়ুনিভার্সিটিলাও একবারে আকাশ হইতে পড়িয়া ... পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আকাশ-হারানো [স] আকাশ+হারানো। বিণ আকাশ অদৃশ্য হয়ে গেছে এমন। 'সকাল থেকেই ব্যুটির পালা শুরু, আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

আকাশী [স] ১ বিণ আকাশস্পর্শী। 'আকাশী স্বপ্ন সে হুঁয়েছে তার মাটিতে গড়া দুই হাতে।' নীরেন, ১৯৫৬। ২ বিণ স্বপ্নজাগ্রতের। 'দেখে রাধি আকাশী কোন বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায় দিকে-দিকে।' নীরেন, ১৯৫৭।

আকাশীয় [স] বিণ আকাশ সম্বন্ধীয়। 'আকাশীয় তরল পদার্থের ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আকাশে আকাশে দ্বিবিধ বিতৃত শূন্য জুড়ে। 'কোথা হতে যেন তপতে পাই/আকাশে আকাশে বলে, যাই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আকাশের ফুল বি দুর্লভ বস্তু। 'স্বপন পাওয়া যায়, যায় অতি

সহজেই, আবার কখনো কখনো সে আকাশের ফুল।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৯।

আকাশ [স] আকাশ। 'বি শূন্য। 'কুংসকে বুলিলে কন্যা আকাশে থাকিবে।' বড়ু, ১৪৫০।

আকাশবানি [স] আকাশবাণী। 'বি দৈববাণী। 'হইল আকাশ বানি সুনিল বকলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আকিক, আকীক [আ] বি মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'দুয়জ্ঞে আকিক এক ভ্রুতিমত্ত অতি।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'আকীকের অসুরি রাখি নিজ করো।' আলোড়ল, ১৬৮০।

আকিকা, আকীকা [আ] বি মুসলিম রীতিতে নবজাতকের নামকরণ অনুষ্ঠান। 'আকিকা দিবকে তার গায়ের বদল।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'আকীকা কোরবানীর রেওয়াজ আজও ... পুরোনস্তর বজায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আকিঞ্চন [স] ১ বি অভিশাপ। 'সেই নবধীপে বৈসে মহা আকিঞ্চন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চেষ্টা। 'বর্ণনায় বার্থ আকিঞ্চন।' রঙ্গ, ১৮৫৮। ৩ বি নির্ধনতা; দীনতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আকিঞ্চন্য [স] বি নিঃস্বতা। 'আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে ঐশ্বর্য নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আকিস [আ] আখির। 'শেষ। 'আকিরের মকদ্দমা দুই এক রোজের মধ্যে হইবেক।' চিঠিপত্রে, ১৮২৯।

আকীম [আ] হাকীম। 'বি হাকিম; বিচারক। 'জদাবি ইস্তবা দিয় তবে আকীম কহিবেক তুমি কাহীল ...' ওর্গা, ১৭৭৯।

আকীর্ণ [স] ১ বিণ পূর্ণ। 'এই সভা নানা গুণরত্নমণ্ডিত পণ্ডিত জনে আকীর্ণ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'সকলের সময় মেঘলো আলোয় আকীর্ণ হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আকুঞ্জন [স] ১ বিণ কৌচকানো। 'কপেরব আকুঞ্জন টিপ দিয়া টান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি সংকোচন। 'সকলই জড় পদার্থের আকুঞ্জন সম্প্রসারণ মাত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আকুঞ্চা [স] আকুঞ্জন। 'ক্রি কৌচকানো। 'ভুল কেন আকুঞ্চিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আকুঞ্চিত [স] ১ বিণ বিকৃত। 'বড়ো-মানুষের ঘরের দাসী প্রতি মুহূর্তে মনে মনে নানাস্থ আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ সংকুচিত। 'তাহার হস্ত পদ আকুঞ্চিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৭। ৩ বিণ ভাঁজ হয়ে থাকা। 'আকুঞ্চিত দুটি হাতে আঙুলে আঙুলে তুমি টেনে নেবে গান।' শম্ভু, ১৯৫৫।

আকুড়সি [স] অকুশ। 'বি আকুশি। 'রূপার আকুড়সি হাথে রূপার পুষ্পসাজি।' রামাই, ১৭১০।

আকুতি [স] ১ বি অভিশ্রায়। 'কি হেন আকুতি তার বামডিতে লইয়া বসাবল মোরে।' জ্ঞান, ১৬০০। ২ বিণ আকুল। 'তাঁহা নেবে তুলি পায় হইএ আকুতি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি আবেদন। 'আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ বি আকুলতা। 'আত্মনিবেদনের অশ্রুপদপাদ আকুতি থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৫ বি শ্রবণতা। 'গটকয়েক রঙের বোধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার একটা আকুতি দেখতে পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৬ বি নিবেদন। 'নীপকুঞ্জের জ্ঞানাল আকুতি রেণুভাবে মধুর পবন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আকুতিমিনতি [স] আকুতি+আ মিনত। 'বি আকুল প্রার্থনা।

‘কান্নাসজল কঠের আকৃতি-মিনতি।’ ওয়ালী, ১৯৪৮।

আকুল [স। ১ বিণ অচ্ছন্ন। ‘নিদনে আকুল গোকুলের লোক ভেল।’ বড়, ১৪৫০। ২ বিণ অভিজ্ঞ। ‘দুই মুখ হেরইতে দুই সে আকুল।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বিণ উতলা। ‘বিরহে পুড়িয়া কান আকুল বিরুল।’ বড়, ১৫৭০। ৪ বিণ আশঙ্ক। ‘দুল আকুল ডবনদী।’ কুঙ্করায়, ১৭২০। ৫ বিণ কাতর। ‘অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিদাদে আকুল হস্ত বেচারীর উপর আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৬ বিণ সারা। ‘মাধবী মালতী কঁদে আকুল।’ রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৭ বিণ বিজোর। ‘গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৮ বিণ অবিশ্বাস। ‘কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিষাত।’ রবীন্দ্র, ১৯০০। ৯ বিণ উত্তাল। ‘তোমায় নিয়ে একলা নায়ে পার হব না ওই আকুল যমুনায়।’ রবীন্দ্র, ১৯০০। ১০ বিণ আঝোর। ‘কান্দি আকুল ধারে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১১ বিণ হতভম্ব। ‘এ কথা শরিলে মনে হবন বিষয় আকুল করিয়া দেয়।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১২ বিণ ব্যাকুল। ‘অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে ছলে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ১৩ বিণ দিশেহারা। ‘ফুল নেব, না অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল।’ নজরুল, ১৯৩৫।

আকুলচিত্ত [স। বিণ অস্থিরমনা। ‘এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া ... বাহুবোর বলিতেছে।’ বিদ্যা, ১৮৯২।

আকুলতা [স। ১ বি উৎসৃক। ‘কত কী কাহিনী তার কত আকুলতা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বি চঞ্চলতা। ‘এই যে আলোর আকুলতা।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আকুলনয়ন [স। বি কোনো কিছু দেখার জন্যে ব্যস্ত চোখ। ‘আমি নিশি-নিশি কত রচিব শয়ন আকুলনয়ন রে।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আকুল হওয়া [ক্রি উচ্ছ্বসিত হওয়া। ‘সুদূর হইতে সুদূরে উড়িছে আকুল হইয়া চায়।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আকুলা [স আকুল]। ১ ক্রি আকুল হওয়া। ‘হরিতে কাদুলি অধিক আকুলি উঠিল কামিনী কাঁপিয়া।’ কুঙ্করায়, ১৭২০। ২ ক্রি উচ্ছ্বসিত হওয়া। ‘আকুলি উঠেছে প্রাণ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আকুলি, **আকুলী** [স আকুল]। বিণ ব্যাকুল। ‘বিরহে আকুলী ভেলা আপগার দেবে।’ বড়, ১৪৫০; ‘সামীর গমনে রামা পরম আকুলি।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

আকুলিত [স। বিণ ব্যাকুল। ‘শোকে অভিজ্ঞত অশ্রুজলে আকুলিত হইতে হয়।’ বিদ্যা, ১৮৫৬।

আকুলি বিকুলি [স আকুল]। ১ বি উৎকণ্ঠা। ‘আকুলি বিকুলি কত চুকুলির লাগি।’ গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি টাবাব। ‘একটা চাপা উত্তেজনা আকুলি বিকুলি করতে থাকে।’ মণীশ, ১৯৬৩।

আকুশ [স অকুশ] বি নোঙর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আকুশি [স আকুশী] বি আঁকশি। ‘সত্য সত্য বেতনপাছে আকুশি দিবে না কি?’ রাজ, ১৮৭৪।

আকূল [স আকুল] বিণ ব্যাকুল। ‘সো জন আকূল তুয়া লাগি সুন্দরি কী ফল কঠিন স্বভাব।’ *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আকূল [স অকূল] বিণ কুলীন। ‘ভুবিলুম আকূল সাগরে।’ *বাহরায়*, ১৬৫০।

আকুলা [স। বিণ স্ত্রী উত্তাল। ‘অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকুলা রে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আকৃতি [স। ১ বি চেহারা। ‘জ্যেষ্ঠ আকৃতি জ্ঞার জ্যেষ্ঠন বএসে।’

মানাধর, ১৫০০। ২ বিণ আকারের। ‘নবর আকৃতি ছুরি।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ধরন। ‘বালগিরা এক আকৃতিরই হয়।’ দর্পণ, ১৮২৭। ৪ বি অবয়ব। ‘আকৃতিসামঞ্জস্যহেতু ইহার বিড়ালশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

আকৃতিগত [স। বিণ গঠনগত। ‘শব্দসকলের আকৃতিগত স্বাভাব্য যত সুস্পষ্ট তাহার অর্থও সেই পরিমাণে ...।’ *গ্রন্থ*, ১৮৯০।

আকৃতিধারী [স। বিণ আকার ধারণ করে আছে এমন। ‘সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আকৃতিপ্রকৃতি [স। বি চেহারা ও স্বভাব। ‘সেই শিক্ষকের নামধাম আকৃতিপ্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই।’ রবীন্দ্র, ১৯১২।

আকৃতিবান [স। বিণ আকারবিশিষ্ট। ‘বনস্পতির দেহ বিচিত্ররূপে আকৃতিবান।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আকৃতিবিশিষ্ট [স। বিণ আকারসম্পন্ন। ‘তারকা আকৃতিবিশিষ্ট দুর্গাটিকে গোলাবাক্স, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির গুদাম ...।’ *মহাশেতা*, ১৯৫৬।

আকৃতিবহীন [স। বিণ নিরাকার। ‘আকৃতিবহীন কুজটিকা হইতে পরিণত নক্ষত্রের এবং ...।’ *মোতাহার*, ১৯৩৭।

আকৃতিমতী [স। বিণ স্ত্রী আকারবিশিষ্ট। ‘স্থানে স্থানে দৈবাৎ এক-একটি আকৃতিমতী মূর্তির মতো দেখা যায়।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আকৃতিমান [স। বিণ আকারবিশিষ্ট। ‘আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান করে তুলছে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আকৃতিসামঞ্জস্য [স। বিণ গড়নে সাদৃশ্য আছে এমন। ‘আকৃতি-সামঞ্জস্যহেতু ইহার বিড়ালশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

আকৃতিহীন [স। বিণ নিরাকার। ‘আর প্রকাশের আকৃতিহীন রূপ নিষ্কাশ।’ *শিব*, ১৯৫০।

আকৃতি [স। ১ বিণ অনুরাগী। ‘মন দ্বন্দ্বের প্রতি আকৃতি হইল।’ দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ চাষ করা হয়নি এমন। ‘প্রায়ে একটি সোক নাই, ভূমি আকৃতি পড়িয়া রহিয়াছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ আকর্ষণ করা হয়েছে এমন। ‘আনন্দকলরবে আকৃতি হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ মুগ্ধ। ‘তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃতি হয় এবং উপকার হয়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আকৃতিচিহ্ন [স। বি মুগ্ধচিত্ত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

আকৃতিপরতা [স। বি নিবিড় সংশ্লিষ্টতা। ‘ইহাই জীবনের প্রতি কীটের আকৃতিপরতা সঙ্গম্যাপ করে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আকেডেমিক [ই অ্যাকাডেমিক] বিণ শিক্ষাব্রহ্মণ ও শিক্ষাদান সৎকায়ী। ‘পার্টেল অকেডেমিক ইনস্টিটিউশন।’ দর্পণ, ১৮৩৫।

আকেলদার [আ আকল+দার] বিণ বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আকেশোর [স। ক্রিবিধ কিশোর বয়স থেকে। ‘আমার আকেশোর বন্ধ ...।’ *গ্রন্থ*, ১৯১৮।

আকোরল [স অকোটা] বি আখেরোট। ‘আকোরল জিলালর ড্রাক্সা সুদর্শন।’ বড়, ১৪৫০।

আককারা [স অক্কেয়া] বিণ দুর্খলা। ‘সোনার প্রদীপটাই আককারা টেকে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আকেল [আ আকল] ১ বি বুদ্ধি। ‘দেখিল দুনিয়া বিচে আকেল হইতে।’

আক্লেস খোয়ানো

গরীব, ১৭৬৫। ২ বি শিক্ষা। 'মণিরামপুরের ব্যাপারেতে ভালো আক্লেস পাইছি।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি দুর্ভিক্ষ। 'মণজে গঞ্জিয়ে উঠে আক্লেস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি নির্বৃত্তি। 'তোরাও তো বেশ আক্লেস দেখিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৫ বি কাণ্ডজ্ঞান। 'তুমি বুড়ো বয়সে আক্লেস খুইয়ে বসেছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আক্লেস খোয়ানো [আ আক্লেস] কি কাণ্ডজ্ঞান হারানো। 'মিনসে তুমি বুড়ো বয়সে আক্লেস খুইয়ে বসেছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

আক্লেস শুভূম [আ আক্লেস+ধনুমা শুভূম] বি হতভব অবস্থা; অবাক হওয়া। 'পূজা অবধি বিবাহ পর্যন্ত ব্যয়ের খাতা দেখিলে বা তনিলে আক্লেস শুভূম হয়।' ভবানী, ১৯২৩।

আক্লেস দাঁত [আ আক্লেস+দাঁত] বি পরিণত বয়সে-ওঠা মাড়ির প্রান্তবর্তী দাঁত। 'আক্লেস দাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তখন বয়সের আশ্রয় করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আক্লেসদাঁত ওঠা কি পরিণত বুদ্ধির অধিকারী হওয়া। 'আক্লেসদাঁত উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আক্লেসমন্ত [আ আক্লেস+ফা মন্দ] বিণ বুদ্ধিমান। বিদ্যা, ১৮৯১।

আক্লেসমন্দ [আ আক্লেস+ফা মন্দ] বিণ বুদ্ধিমান। 'সরদার জ্ঞানী আক্লেসমন্দ লোক।' মনসুর, ১৯২৫।

আক্লেসমিঞা [আ আক্লেস+ফা মিয়া] বি (ব্যঙ্গ) অতি-বুদ্ধিমান। 'জবাব দিতে আক্লেসমিঞা একেবারে আক্লেসহারা।' শহীদুল্লাহ, ১৯৪০।

আক্লেসসোলামি [আ আক্লেস+আ সালাম] বি বোকামির শাস্তি। 'উপযুক্তরূপে আক্লেসসোলামি পাইয়া ... আক্রমণ করিতে সাহস হইত না।' বিদ্যা, ১৮৯১।

আক্লেসহারা [আ আক্লেস+স হার] বিণ (ব্যঙ্গ) বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এমন। 'জবাব দিতে আক্লেসমিঞা একেবারে আক্লেসহারা।' শহীদুল্লাহ, ১৯৪০।

আক্টোবর [ই আক্টোবর] বি খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার দশম মাস। 'চাটগ্রামে ১৩ আক্টোবর অবধি বিশ দিন পর্যন্ত চারিবার ভূমিকম্প হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

আক্তি [স আসক্তি] বি আসক্তি। 'নিজ আক্তি মধুবুতি কৈলে মাত্র দোষ।' আলাওল, ১৬৮০।

আকুদ, আকদ [আ আকুত] বি বিবাহ-বন্ধন। 'পরে বিবাহের শর্তে আমার আকুদ হইল।' রোকেয়া, ১৯২৪।

আকুদবস্ত্র [আ আকুত+ফা বস্ত্র] বি বিবাহের চুক্তি। 'আকুদবস্ত্র-এর তিন বস্তর পরে হাজী সাহেব জামাতাকে লিখিলেন।' রোকেয়া, ১৯২৪।

আক্রম [স] ১ বি বিক্রম। 'বিপুল আক্রমে নশ তারে।' মাইকেল, ১৮৬২। ২ বি আক্রমণ। 'ব্যাঘ্রের আক্রমে মৃগসম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আক্রমা [স আক্রমণ] কি আক্রমণ করা। 'বায়ুসম্বা সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে কে পারে রোখিতে।' মাইকেল, ১৮৬০; 'কহি-ফুলসমখে শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম ওগুরি এ পেড়া অধর পুনঃ ...' মাইকেল, ১৮৬২।

আক্রমিত [স] বিণ আক্রান্ত। 'পক্ষাঘাত রোপে 'আক্রমিত' জানায়েষণ, ১৮৩৫।

আক্রমণ [স] ১ বি জোরাজুরি। 'ইহার কারণ কাহারো পর আক্রমণ না

করিবেন।' জনকান, ১৭৮৪। ২ বি আটক। 'ছোঁকরাদিগকে আক্রমণ করিয়া আনা গিয়াছে।' রায়মহা, ১৮০১। ৩ বি হামলা। 'সেখান হইতে এক ভয়ানক আক্রমণ তাহার নাসিকারক্কে করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বি অধিকার করার উদ্দেশ্যে অভিযান। 'তাহারা দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিতে পারে নাই।' মুস্তাফিজ, ১৮১০। ৫ বি প্রভাব। 'অধ্যয়ের আক্রমণ নিরাকরণার্থ অসংসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক ...' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৬ বি বিরূপ সমালোচনা। 'বঙ্কিমবাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৭ বি বিস্তার লাভ। 'সংক্রমক ভাব যদি সমাজের সর্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৮ বিণ আঘাত। 'মিথ্যা ও অন্যায় চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

আক্রমণকারী [স] বিণ হামলাকারী। 'আক্রমণকারী বৈদ্যুতের দলকে ছিটকে ফেলিল ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আক্রমণমূলক [স] বিণ আক্রমণাত্মক। 'আক্রমণমূলক পন্থা আরম্ভ করা সমীচীন হইবে।' শওকত, ১৯৫৮।

আক্রমণাত্মক [স] বিণ আক্রমণ করতে চায় এমন। 'কোন আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে লিখিনি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আক্রমা ও আক্রম

আক্রা [স অক্রয়] বিণ দুর্ভাষা। ওঁস, ১৭৮২; 'ধানের দর পাঁচ সিকে-দেড় টাকা, আর অন্য জিনিসপত্র আক্রা।' তারা, ১৯৪২।

আক্রান্ত [স] ১ বিণ পীড়িত। 'স্বহাতে অদ্যাবধি আমি আক্রান্ত হিলাম।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ আক্রমণ করা হয়েছে এমন। 'পুরুষ আক্রান্ত হইয়া ...' সেবধি, ১৮৩৯।

আক্রান্তজন [স] বি আক্রান্ত ব্যক্তি। 'ব্যধির দ্বারা আক্রান্তজনদের বাদ দিলে সব মানুষের ভিতরেই মননের সার্মর্থ্য বিদ্যমান।' শিব, ১৯৫৬।

আক্রান্তহৃদয় [স] বিণ ব্যথিতচিত্ত। 'আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্তহৃদয় হইয়া কমলা চূপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আক্রান্তা [স] বিণ স্ত্রী নিমজ্জিত। 'মহা-পাণে আক্রান্তা জ্ঞানদার ভার সকাভরে সহ্য করিবে?' মশাররফ, ১৮৮৫।

আক্রাম [আ ইকরাম] বি আয়োজন। 'জনন জেমত হকুম করিয়াছেন তদ অনুকূপ আক্রাম করিয়াছি।' ভেরলি, ১৭৯৪।

আক্রোশ [স] ১ বি আক্রমণ। 'ব্যধির আক্রোশ সহিবার কোন আবশ্যক নাই।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৬। ২ বি রাগ। 'আমার অণুমাত্র আক্রোশ নাই।' বিদ্যা, ১৮৭৩; 'সেতার উপরে তিনি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আক্রোশশূন্য [স] বিণ রাগ করে ধরা হয়েছে এমন। 'তার ডান হাতে শণিত টাংগিটি আক্রোশশূন্য।' হাসান, ১৯৬৭।

আক্রোশবাক্য [স] বি ক্রোধপূর্ণ উক্তি। 'ভয়ানক আক্রোশবাক্যটির চেয়ে বহুশ্রু উক্ত একটি মেঘগর্জন।' হাসান, ১৯৬৭।

আক্রোশিত [স] বিণ ক্রুদ্ধ। 'এত অন্য আক্রোশিত ইচ্ছাই সুন্দর।' মানিকগঙ্গা, ১৭৮১।

আক্র [স ইক্স] বি আখ। 'এখানে আক্রের ক্ষেত্র নহে।' কেরি, ১৮০২।

আক্রটি [স আশ্বেকট] ১ বি শিকারি। 'দেখিল ছাগল বন্দি আক্রটির স্থানে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ শিকারজীবী। 'প্রথমে কলির অংশে জ্ঞানারে আক্রটি বংশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আক্ষতি [স অখ্যতি] বি অখ্যতি। 'একানে আমার এমত অপজষ করিয়া আক্ষতি করিতেছেন ...' চিঠিপত্রে, ১৮১৫।

আক্কা [স অক্কা] বি ক্রোধ। 'মরিতে না পারে দৈস্য আক্কা সে করে।' মাসাধর, ১৫০০।

আক্ষরিক [স] ১ বি কেতবি। 'পাণ্ডিত্য দুর্লভ নয়, যে পাণ্ডিত্য আক্ষরিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি আনুষ্ঠানিক। 'আক্ষরিক কোন শিকাই নাই।' তারা, ১৯৪২। ৩ বি সত্যিকার। 'প্রচল্লম্বন মোর আক্ষরিক মিথ্যার পাশাপাশি।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আক্ষি [স অক্ষি] বি চোখ। 'হলৎ আক্ষিতে রোদন করিলেন।' রামরায়, ১৮০১।

আক্ষিপ্ত [স] বিণ বিক্ষিপ্ত। 'এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুন্তলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আক্ষেপ [স] ১ বি আক্ষেপসঃ দুষঃ। 'আপন মন্দ কপালের প্রতি আক্ষেপ।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি ক্ষোভ। 'এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি বিচূনি। 'গ্রহণী রোগীর ন্যায় ভাংঘর হাতে পায়ে আক্ষেপ ধরিতে থাকে, গলার শির ফুলিয়া ওঠে, চোখ দুটা বাহির হইয়া আসিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিণ দৃক। 'যে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ উক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আক্ষেপজনক [স] বিণ খেদপ্রসূত। 'আমারদিগের এই আক্ষেপজনক সদুপদেশে বিরক্ত হইবেন না।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

আক্ষেপবাক্য [স] বি খেদোক্তি। 'রাজকুমারের ইদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণপোচর করিয়া ... বিবেচনা করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

আক্ষেপা [স আক্ষেপ] ১ ক্রি হাত পা ছোড়া। 'আক্ষেপিয়া কান্দিতে লাগিল।' আলাওল, ১৮০০। ২ ক্রি আক্ষেপ করা। 'কখনও আক্ষেপি বোলে সুনএ সমাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আক্ষেপোক্তি [স] বি খেদোক্তি। 'এ একটা আক্ষেপোক্তি মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আখ [স ইকু] বি ইকু। 'আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

আখপেছা [আখ+পেছা] বিণ মাড়াই করা আখের মতো পিষ্ট। 'আখপেছা হয়ে বাহির হতেছে ডুখার মানবদল।' নজরুল, ১৯২৫।

আখমাড়া [আখ+মাড়াই] বিণ আখ মাড়াই করা হয় এমন। 'আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আখথুটে [স আখথোকা] বিণ সহজে ছাড়ে না এমন। 'কী রকম আখথুটে মেয়ে আমি ...' জীবন, ১৯৩১।

আখছা-আখছি [আ আখজ] বি শব্দভা। 'কাজের নেশাতে এতেই এত মারামারি, কাটাকাটি, আখছা-আখছি ...' প্রেমেন্দ্র, ১৯০১।

আখহার [আ আকসার] ক্রিবিণ সচরাচর। 'এমনি তো আখহার হচ্ছে।' মনোজ, ১৯৬১।

আখটি [স অখটিকা] বি ঝগড়া। 'কড়ি পাইবারে কত করিনু আখটি।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

আখড়া [স অক্কাড়া] ১ বি মদ্রবিদ্যা অভ্যাসের স্থানবিশেষ। 'করিআ আখড়া ঘরে দণ্ডযুদ্ধ কেহ করে।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি উনিশ শতকের কলকাতার প্রচলিত কবিনারের অনুরূপ প্রয়োত্তরমূলক গানবিশেষ। 'বাটীতে আখড়া পানের দুই দলে বুরু হইয়াছিল ...' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বি আশ্রম। 'আখড়ায় থেকে আজি বাবাজীর

বেশে।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি বাউল বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মিলনকেন্দ্র। 'দশনামী সন্ন্যাসীদের আখড়ার গুরু দত্তাট্রয়ের পদচিহ্ন থাকে তনিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বি অনুশীলন কেন্দ্র। 'জিমনাস্টিক আখড়ার মাস্টার।' শরৎ, ১৯১৭। ৬ বি দাঁতি। 'বিশেষী শওদাগরদের প্রধান আখড়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আখড়াই [স অক্কাড়া] ১ বি আঠায়ে ও উনিশ শতকের নবদ্বীপ ও কলকাতাকেন্দ্রিক বৈঠকী গানবিশেষ। কবিনারের অনুরূপ এই গান নিম্নবরূপ হাতে উৎকর্ষ লাভ করে। 'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি মহড়া। 'মনের সুবে সাহিত্যিকগণির আখড়াই দেওয়া।' অচিন্তা, ১৯৫০।

আখড়াধারী [স অক্কাড়া] ১ বি মঠ বা আশ্রমের প্রধান। 'আখড়াধারী বসে আছে অতি বড় সং।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ আখড়াবাসী। 'কোন কোন আখড়াধারী বাউল বিম্বহস্থাপন করিয়া থাকে বটে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আখড়াফেরত [স অক্কাড়া+হি ফিরত] বিণ আখড়া হতে প্রত্যাপত। 'কুস্তির আখড়াফেরত পাশোয়ানের মত।' তারা, ১৯৪৩।

আখণ্ড [স] ১ বিণ অব্যতি। 'বাসন্তিকা আখণ্ড শ্রীফল।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বিণ অখিন্দ্র। 'আখণ্ড কলার পাতে অই উপহার।' গানিকরায়, ১৭৮১।

আখণ্ডল [স] বি দেবরাজ ইন্দ্র। 'আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডল প্রমুখি।' মাইকেল, ১৮৬০।

আখণ্ডল-ধনু [স বি রংধনু; ইন্দ্রধনু]। 'আখণ্ডল-ধনু লাঞ্জে পালাবে জমনি।' মাইকেল, ১৮৬১।

আখতা [ফা আখতা] বিণ হিন্দু। 'বিটা আখতা ভাতারের ...' নীনবন্ধু, ১৮৬৬।

আখন [এই+স ক্ষণ] ক্রিবিণ এখন। 'আখন আমি সভারে করিব নিস্তার।' বিজয়, ১৬৫০।

আখনে [তু আখুনচি; ফা আখন্দ] বি শিক্ষক। 'বালকে ফারসী পড়ে আখন হজুরে ...' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

আখনজী [তু আখুনচি] বি আখুনজি; বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিদ্যা, ১৮৯১।

আখবার [আ] বি খবরের কাগজ। 'আখবারে এসলামিয়া।' আখবার, ১৮৭৭।

আখর [স অক্কা] ১ বি অক্কা; বর্ষ। 'কাল আখরে তীন জ্বন বিচার।' বড়ু, ১৪০০। ২ বি কথা। 'একই আখরে মো বুসিলা তোর হাই।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি কীর্তন গানে মাধুর্যের জন্য সম্যোজিত অতিরিক্ত পদ। 'আখরই দিন আর যাই দিন ...' প্রমথ, ১৯১৮। ৪ বি লেখা। 'হরিষে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

আখর দেওয়া ক্রি কীর্তন পানের সময়ে গায়ক-গায়িকা কর্তৃক ভাবব্যঞ্জামূলক অতিরিক্ত কথা বা পদ জুড়ে দেওয়া। 'ওঁ ভবাপ্রদাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।' প্রমথ, ১৯১৮।

আখরীয়া [স অক্কা] বি লিপিকার; নকলনবিদ। 'শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভু আখরীয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আখরাজাত [আ বরজ] বি খরচসমূহ। 'তাহার লোকসান ও আখরাজাত প্রথম খরিদারানকে লাগিবেক।' ক্যালগে, ১৮০১।

আখরোট [স অকোটি] বি একপ্রকার পার্বত্য ফল ও বৃক্ষ। 'আখরোট ফল।' মানোএল, ১৭৪৩।

আখা [স উবা] বি উনান। বিদ্যা, ১৮৯১। 'এরে আজ চালা করে ধরাইব

আখাৰা

আখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আখাৰা [স ওজ্বল] বিপ দীৰ্ঘকৃতি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'অসুরের মতো আখাৰা চ্যাদা সাহেব।' পরত, ১৯৪০।

আখায়িল [স আক্ষাণিত] বিপ ধৌত। 'আখায়িল ঘাওত বিষ ক্লাপিল কাফজি।' বড়, ১৯৫০।

আখাল বি গোয়াল। 'বাপুর আখালে আছে দক্ষবতী গাই।' বিজয়, ১৬৫০।

আখি, আখী [স অক্ষি] বি চোখ। 'ঘাট ন ওমা ঝড়তড়ি নো হোই আখি বুজিও বাট জাইউ।' চৰ্মা ১৫, ১২০০; 'এবে দেখ মোর মুখ তুলী মুখি আখী।' বড়, ১৯৫০।

আখি-ঠার [স অক্ষি+স জার] বি চোখের ইশারা। 'আখি-ঠারে লহনা সইয়ের সনে হাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আখিনি [স উখা] বিপ ভাপে রান্না। আখিনি পলাহ বিপ ভাপে রান্না করা পোশাক। 'আখিনি পলাহ রান্নে ঘূতের মিশাল।' বিজয়, ১৬৫০।

আখিরি [আ আখির] বি অবসান। 'যৌবনের আখিরি করিয়া ক্ষমরখতি লহিতে পারি নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আখিরি কবচ [আ আখির+আ কবজ] বি ছাড়পত্র। 'বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

আখু [স] বি ইদুর। 'পপেশের কাছে পুনঃ আখু চ্যাদা যাকু।' রক্তকা, ১৬৫০।

আখুজী [আ আখজ] বি শক্ততা। 'আখুজী করিল বেনে তাহার কারণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আখুট [স অখটিকা] বি জেদ। 'একটু বেশি আহাদি হয়েছে মেয়েটা বড় আখুট।' বড়, ১৯৪৯।

আখুটি [স অখটিকা] বি জেদ। 'যে আখুটি করে তা ইশান সম্মুখ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আখুটে [স অখটিকা] বিপ আবদারে। 'কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আখুটে অভিমান আমায় জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ।' শক্তি, ১৯৬৯।

আখুটি [স অখটিকা] বি আখুটি; বায়না; আবদার। বিদ্যা, ১৮৯১।

আখুরিয়া [স অক্ষর] বিপ নকলনবিশ। 'নীলকরদের তৈয়ারি ও প্রসাদাবশিষ্ট খেট আখুরিয়া পোমস্তারা।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

আখেআতি [স অখ্যাতি] বি দুর্নাম। 'না পাইল কুণ্ডল বড় হইল আখেআতি।' মাগাধর, ১৫০০।

আখেজ [ফা খাওয়াশি] ১ বি অভিমান। 'ধর্মের পর আখেজ করিয়া বৃন্দাবন হইতে ...' চিঠিপত্রে, ১৭৩১। ২ বিপ বাঙ্কনীয়। 'নামের একতা সর্পি আখেজ।' তাঁতি, ১৭৯২। ৩ বি শক্ততা; আক্ৰোশ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আখেট [স আখেটকা] ১ বি শিকার। 'আখেটে করএ গতি।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি শিকার-করা প্রাণী। 'আখেটের মাংস বিনে ভোজনে নাহিক আনে।' আলাওল, ১৬৮০।

আখেট [স আখেটকা] বি ব্যাধ। 'আখেটির ফাঁদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আখের [আ আখির] ১ বিপ শেষ। 'আখের রসুল এহি জান সর্বজন।' সুলতান, ১৬৫০। ২ বি পরিণাম। 'একা আমি কি করিব আখেরে অবলা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি অন্তিম কাল। 'আমার প্রায় আখের হইয়া আইল।' রায়রাম, ১৮০১। ৪ বি পরকাল। 'নবি

আউল আখের বাতেন জাহের।' শালন, ১৮৯০।

আখেরতক [আ আখির+হি তক] ক্রিবিপ শেষ পর্যন্ত। 'গলা সাফ করিয়া ... আখেরতক পাঠ করিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

আখেরে ক্রিবিপ শেষ পর্যন্ত; অন্তিমে। 'আখেরে তাহার নাম রহিম নিধান।' বাহরাম, ১৬৫০; 'পড়াশুনা করবে না? আখেরে ওর হবে কী?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আখেরাত [আ আখিরাত] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী পরকাল। 'আমার দুনিয়া ও আখেরাত দুই হবে বরবাদ।' নজরুল, ১৯৪০।

আখেরাতের গেষ্ট [আ আখিরাত+ই গেষ্ট] বি কবরস্থান। 'গাড়ী টেনে নিয়ে চললো আখেরাতের গেষ্ট কবরপুরের দিকে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আখেরি, আখেরী [আ আখির] বিপ শেষ। 'আখেরী পয়গম্বর।' গরীব, ১৭৬৫; 'বাকি দানালের জিয়ে আখেরি মৌমুদে হইবেক।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

আখেরী জামান [আ আখির+আ জামানাহ] বি শেষ যুগ; কলিকাল। 'আমাদের আখেরী জামানার পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তাফা সালাতুল্লাহ আলায়হিস সালাম।' রোকেয়া, ১৯৩০।

আখোটি [স অখটিকা] বি আবদার। 'অকারণ আখোটি করে।' নজরুল, ১৯৩০।

আখোটি [স অখটিকা] বি আবদার। 'যেন রক্তকালের আখোটি।' শক্তি, ১৯৫০।

আখোলা [অ+খোলা] বিপ খোলা হয়নি এমন। 'একটি আখোলা চিঠি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আখ্যা [স] ১ বি সংজ্ঞা। 'দ্বীপ নামেও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয়।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি পদবি। 'কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বি অভিধা। 'ইহাদের এই অপকল্প রূপই সম্ভবতঃ ইহাদের এইরূপ দিব্যবিহঙ্গ আখ্যায় আখ্যাত হইবার কারণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি উপাধি। 'বাবুর এমন উপযুক্ত আখ্যা আর কোনখানে তুলি নাই।' রাজ, ১৮৭৪।

আখ্যাত [স আখ্যায়িত] ১ বিপ সংজ্ঞায়িত। 'মনীষিগণ ... এই ঘটনাবৃত্তিকে ষড়রিপ নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিপ অভিহিত। 'ইহাদের এই অপকল্প রূপই সম্ভবতঃ ইহাদের এইরূপ দিব্যবিহঙ্গ আখ্যায় আখ্যাত হইবার কারণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিপ কথিত। 'একারণ সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" নামে আখ্যাত হইয়াছিল।' গুপ্ত, ১৮৫৫।

আখ্যাধারী [স বিপ উপাধিধারী। 'অন্ত এই আখ্যাধারী মহাশয়েরা ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আখ্যাপত্র [স] বি বইয়ের শুরুতেই যে পৃষ্ঠায় বই ও লেখকের নাম থাকে। 'গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকের নাম না থাকার জন্য ...' গৌর, ১৮২২।

আখ্যাদিমি [প্রি অ্যাকমেসিয়া] বি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'ইতিহাস আখ্যাদিমের ছাত্রদের ... পরীক্ষা হইল।' দর্পণ, ১৮৩৫।

আখ্যান [স] ১ বি কাহিনি। 'অতঃপর কহি কিছু পুরাণ আখ্যান।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি নাম। 'লুইচন্দ্র বল্যো তার গুইবে আখ্যান।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আখ্যানকাব্য [স] বি কাহিনিকাব্য। 'আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আখ্যানবর্ণনা [স] বি কাহিনির বিবরণ। 'ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যানবর্ণনা চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আখ্যানবস্তুর [স] বি কাহিনির বিষয়। 'তার সঙ্গে সংখ্যার ও আখ্যানবস্তুর সম্বন্ধ আছেই আছে, অন্তত পটভূমিতে জো রয়েছে।' ধূর্জি, ১৯৩৫।

আখ্যানভাগ [স] বি কাহিনি অংশ। 'আখ্যানভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আখ্যায়িকা [স] ১ বি কাহিনি। 'সংস্কৃত আখ্যায়িকা গ্রন্থের নীতিবিশিষ্ট।' গৌর, ১৮২২। ২ বি বৃত্তান্ত। 'যুদ্ধবিগ্রহাদি সম্পর্কীয় নানা আখ্যায়িকা হইতেই ইতিহাসের সূত্রপাত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আগ^১ [ধন্যনা] অব্য ওগো। 'কি না বিধি আগ বড়ায়ি লেখিল কপালে।' বড়ু, ১৪৫০।

আগ^২ [স অগ্নি] বি আতন। 'বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জ্ঞানী।' বড়ু, ১৪৫০।

আগ^৩ [স অগ্নি] ১ ক্রিবিপ সামনে। 'আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অগ্রভাগ। 'কেশের আগ চুময়ে টাগ।' চণ্ডী, ১৫৫০। ৩ বিপ উঁচু। 'যেন আগভালের পাতার মধ্যে এক জন মানুষ নড়িতেছে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

আগওরা [স অগ্নি] বি অগ্নিম। 'পরান দাসের আগওরা বাজনা।' চিঠিপত্রে, ১৮৭৪।

আগডাল [স অগ্নি+ডাল] বি মগডাল; গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল। 'যেন আগডালের পাতার মধ্যে এক জন মানুষ নড়িতেছে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

আগপাছ [স অগ্নিপাছ] ১ বি পূর্বাপর বিবেচনা। 'আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিপ পূর্বাপর। 'এখন সোঁতে হস্তে বিষ দিতেও একটু আগপাছ চাহিতেছি না।' মশাররফ, ১৮৫৫।

আগ বাড়ী কি এগিয়ে যাওয়া। 'গ্রাম ছাড়িয়ে আগ বাড়িয়ে নামল মাঠে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আগবাড়ান [স অগ্নি+বাড়ানো] বি এগিয়ে নেওয়া। 'হাজারদশেক সেনা তাহার আগবাড়ান জন্ম পাঠান গেল।' রায়রাম, ১৮০২।

আগ বাড়িয়ে বলা কি যেতে আসল করা। 'করও সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলবেন না।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আগে তুলনা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই – ধীরে ধীরে গা-সওয়া করে তোলা। 'আগে তুলনা দিয়া সহাই পাছে লোহা দিয়া বহাই।' গৌর, ১৮২২।

আগতোলা [স অগ্নি+তোলা] বি চূড়াকৃতির। 'ময়রা দুর্গমণ্ডা ও আগতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কয়ে।' প্যারী, ১৮৫৮।

আগক [স অগ্নি] ক্রিবিপ সামনে। 'কংসের আগক নারদ মুনি।' বড়ু, ১৪৫০।

আগডুম-বাগডুম [মালয়ালম আগডুম-বাগডুম] বি খেলাবিশেষ। 'আগডুম-বাগডুম খেলা রাঘবী জানালায় ধারে ছুটিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আগড় [স অগ্নি] ১ বি বহন করার জন্য ব্যবহৃত বাড়িয়াবিশেষ। 'আগড়ে করিয়া আগড় লাগাইয়া দিলাম।' চিঠিপত্রে, ১৭৮৭। ২ বি ঢাকনা। 'প্রস্তর ও ইষ্টপাথ্রে ... বান্ধ শব্দে আগড় পুলিয়া গেল।' মধু, ১৮৫৭। ৩ বি দরজার পরিবর্তে ব্যবহৃত কাঁপ। 'গোহালপরের আগড়ের পাতা উঠিকি হারিত।' বঙ্কিম, ১৭৮৭। ৪ বি বাধা। বিদ্যা,

১৮৯১; 'নানা আগড় অতিক্রম করে...' মনোজ, ১৯৫১। ৫ বি দরজার খিল। 'রাজবাড়িতে আগড় দেওয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

আগড়-বাগড় কিণ আবেল-তাবেল। 'আগড়-বাগড় কথা।' ওয়ালী, ১৯৬২।

আগডুম-বাগডুম [হি আগডুম-বাগডুম] বি অর্থহীন অসংলগ্ন কথা। 'আগডুম-বাগডুম যা কিছু বলেছেন, তার উত্তর দেবার দায় আর আপনার হইল না।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

আগড়া [স অগ্নি] বি তুষ; ভূসি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আগত^১ [স অগ্নি] ১ অব্য থেকে। 'আম্ভার আগত বীর নাহি কোণ জন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ অব্য কাছে। 'তোম্ভার আগত সত্যো বৃষিলা বড়ায়ি।' বড়ু, ১৪৫০।

আগত^২ [স] ১ বিণ এসেছে এমন। 'আগত মাঝেতে ইন্দ্র সুবিধি হইল।' মশাধর, ১৫০০। ২ বিণ আগামী। 'আগত ২৯ কাস্ত্রিক সোমবার ...।' চিঠিপত্রে, ১৮৭০।

আগত কলা [স] ক্রিবিপ আগামীকাল। 'আগত কলা যে কার্য হইবে।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

আগত কাল [স আগত+স কলা] বি আগামীকাল। ওগাঁ, ১৭৮৫।

আগতপ্রায় [স] বিণ আসন্ন; প্রায় এসে গেছে এমন। 'মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

আগত হওয়া কি আসা। 'ঐ ক্ষুদ্র বাশ্পের জাহাজ প্রথম আগত হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

আগতা [স] বিণ ক্রী উপস্থিত। 'দিবাবসান হইয়া বিজীষিকাময়ী রজনী আগতা হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আগতি [স আগত+] বি আগমন। 'পতির আগতি বার্তা শুনি দ্রুতমুখে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আগতি-বার্তা [স আগত+]স বার্তা বি আগমনের খবর। 'তোমার আগতি-বার্তা পাইআ লহনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আগত্রা [স আগত+] বিণ অগ্নিম। 'তাহার আগত্রা টাকা জে লাগে তাহার কারন ...।' চিঠিপত্রে, ১৮৩৯।

আগস্ত্রক [স] ১ বিণ নবাগত। 'নগরের মধ্যে আগস্ত্রক লোক।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বি নবাগত ব্যক্তি। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'বাহির থেকে কোনো আগস্ত্রক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিণ ভাষী। 'আমার কোনো একটি আগস্ত্রক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌছবার আগেই তার ধূম্রাটা এসে পৌছেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি অতিথি। 'আগত ও আগস্ত্রকদের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৫ বি দর্শনশীল। 'এমন সময়ে যদি অন্য আগস্ত্রক তাহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ বি অপরিচিত দূত। 'আমি আগস্ত্রক, আমি জনগণের প্রচণ্ড কৌতুক। বোলো দ্বার বার্তা অনিয়াজি বিধাতার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আগম^১ [স] বি শৈবশাস্ত্র। 'সো কইসে আগম বেধ বখাণী।' চর্যা ২৯, ১২০০।

আগম নিগম [স] বি তন্ত্র বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র। 'আগম নিগমে শুনি পতিত পাবনী ভূমি।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

আগম পোষী [স আগম+পুষ্টি] বি আগম-পুষ্টি। 'আগম পোষী ইষ্টামালা।' চর্যা ৪০, ১২০০।

আগম বে [স আগম+বেদ] বি আগম ও বেদ। 'সো কইসে আগম বেধ বখাণী।' চর্যা ২৯, ১২০০।

আগম^১ [স] বিশ প্রাথমিক। 'প্রেমের আগম পছ অতি মনোরম।' বাহরাম, ১৬৫০।

আগমন [স] ১ বি উপস্থিতি। 'হেনকালে নারদ যুনি কইল আগমন।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি আসা। 'তোমার নিমিত্তে মোর এখা আগমন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আগমন করা [ক্রি] প্রাদুর্ভাব হওয়া। 'ওলাওটা রোগ আগমন করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

আগমনপূর্বক, আগমনপূর্বক [স] ক্রিবিণ আসার পর। 'বাবুর বাটীতে আগমনপূর্বক ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

আগমনবার্তা [স] বি উপস্থিতির সংবাদ। 'সন্ধ্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রট্ট হইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আগমনানন্তর [স] আগমন-অনন্তর। ক্রিবিণ আগমনের পর। 'সকলের আগমনানন্তর অপূর্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২৪।

আগমনান্তরে [স] ক্রিবিণ আগমন শেষে। 'সকলের আগমনান্তরে বাবু জনসমাজ গুজ্জা বারানসীনাগধন্যা।' ভবানী, ১৮২৫।

আগমনাবধি [স] আগমন-অবধি। ক্রিবিণ আগমনের সময় থেকে। 'ইস্কলটীরেরদের আগমনাবধি লার্ড হোটিংস সাহেবের আমল পর্যন্ত ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

আগমণী [স] আগমন। ১ বি হিন্দুদেবী দুর্গার স্বামীগৃহ থেকে পিতার গৃহে আগমনের গান। 'হিন্দুর আগমণী ওমিলে কান্দেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি জমিদারিতে অবস্থান উপলক্ষে নিরুপিত কর। 'কিছুদিন জমিদারিতে থাকিবেন, আগমণী দিতে হইবে।' সুলভ, ১৮৭৩। ৩ বিণ আগমন সম্বন্ধীয়। বিদ্যা, ১৮৯১। 'গাহিছে মুহু মুহু আগমণী কুহু।' নজরুল, ১৯৩১। ৪ বি আগমনের বার্তা। 'শীত তোমার চরণধনি তনায় তারে আগমণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ বি আগমনের। 'আমার সংসারে, বন্ধে মোর আগমণী পদধনি কাঙ্ক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আগমোন [স] আগমন। আগমন। 'কীজন্য আগমোন হইয়াছে এখানে।' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩।

আগয়ান [স] অজ্ঞান। বিণ অরোহ। 'কেনে হইলে আগয়ান।' চঞ্জী, ১৫৫০।

আগর [স] অগুরু। বি সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; অগুরু। 'আগর চন্দন আসে মাখী।' বড়ু, ১৪৫০।

আগরবাতি [স] অগুরু+প্রা বতি। বি ধূপকাঠি। 'চারিদিকে আগরবাতি জ্বলাইয়া দেওয়া হইল।' মনসুর, ১৯৩৫।

আগর [স] আগার। বিণ আধার। 'তুই রস আগর নাগর টাট।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আগর [স] অগ্রঃ। বিণ প্রধান। 'সে নর নাগর আগর সব গুণে।' জ্ঞান, ১৬০০।

আগরওয়ালা [হি] বি ভারতের হরিয়ানার (পূর্ববর্তী পাঞ্জাবের) আগর অঞ্চল থেকে উদ্ভূত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ইহারা ই ... অর্থাৎবর্তে আগরওয়ালা বা মারওয়ারি বা কাঁইয়া।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

আগর-বাগর [হি] অগড়বগড়। বি নানা প্রকার বাজে জিনিস। 'দুদিন ধরে আগর-বাগর হছে নানান জোপাত ডাল।' জঙ্গীম, ১৯৩০।

আগরি, আগরী [স] অগ্রঃ। বিণ প্রধান। 'সে হেন সুন্দরী রূপে গুণে

আগরী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আগরি [স] উগ্র। বি উৎকর্ষিত নামের হিন্দু জাতিবিশেষ। '... কুরী কামার কুমার আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতক।' ভারত, ১৭৬০।

আগরী দ্র আগরি

আগরী [স] অরোহ। বিণ অতেন। 'পরশে নাগরী হইলা আগরী পড়িলা বেণ্যানী কোড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আগরু [স] অগুরু। বি অগুরু চন্দন। 'সেবদারু আগরু।' বড়ু, ১৪৫০।

আগল [স] আকর। ১ বিণ প্রধান। 'নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ পটু। 'তুমি বিবাদে আগল।' বিজয়, ১৬৫০।

আগল [স] অলগ্ন। বিণ আলগা। আগল-ছাঁদ [স] অলগ্ন+স ছদ। বিণ শিথিল ছদ্মবেশ। 'বেশীর বাধ আগল-ছাঁদ।' নজরুল, ১৯২৩।

আগল [স] অর্গল। ১ বি থিল। 'এল বেই এল আমার আগল টুটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বন্ধন। 'যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে তাই আগল যাবে সরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি পার্থক্য। 'তিনশো পয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুটিয়েছ।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৪ বি বেড়া। 'কৃষ্ণদাসের আগল পড়েছে আঁখারিয়া বনতলে।' শাহদাদ, ১৯৪০। ৫ বি লাগাম। 'মুখের তোমার কোনো আগল নেই।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

আগল-ছাদা [স] অর্গল+ছাদা। বিণ বন্ধনহীন। 'ঝড়ো হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাদা পাগল মেঘের এ একরোশা শব্দ, রিম-বিম-বিম নজরুল, ১৯২২।

আগলভাড়া [স] অর্গল+ভাড়া। বিণ খিলভাড়া। 'হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগলভাড়া ঘর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আগলানো [স] অর্গল। ১ ক্রি পাহারা দেওয়া। 'শসক্ষেত আগলিছে চাষি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রি রক্ষাবেষুদ্ধ করা। 'তপোবন আগলানোর জন্য 'স্বয়ং ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ ক্রি রোধ করা। 'ওদের পথ আগলানো হবে না?' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ ক্রি সামলানো। 'মহড়া নিয়ে দরজা আগলাচ্ছে দেখা যায়।' শিবরাম, ১৯৫০।

আগলা [স] অলগ্ন। ১ বি বুড়ি। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ মুক্ত; খোলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আগলা [স] অগ্র। বিণ উৎকৃষ্ট। 'এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগলা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আগলি, আগলী [স] অগ্রঃ। ১ বিণ স্ত্রী বেশি। 'তোৎবিত আগলি গাহি ছিগালী।' চরী ১৮, ১২০০। ২ বিণ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ। 'সব গুণে আগলী।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ স্ত্রী অগ্রগণ্য। 'সৌভাগ্য আগলি হৈল জিনিএর সতিলি।' মাল্যধর, ১৫০০। ৪ বিণ অগ্রবর্তী। 'ভাল মন্দ না বুজিব বিবাদে আগলি।' বিজয়, ১৬৫০।

আগলি [স] অলগ্ন। বি বুড়ি। মানোএল, ১৭৪৩।

আগস [ফা] আগাস্ত। ক্রিবিণ প্রথমে। 'আগস নাহিক অনুমতি করি আমি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আগস্ট [হি] বি খ্রিস্টাব্দের অষ্টম মাসের নাম। 'আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস/এবারের মতো মুখে থাক ইতিহাসে।' সুকণ্ঠ, ১৯৪৮।

আগন্ত [হি] বি আগন্ত মাস। '১৭৫৪ সালের ১৪ আগন্ত শ্রীকৃষ্ণারাম মিত্র বিবি রাধ সাহেবের নিকট গিয়া...'। মেয়র্স, ১৭৫৭; '১৮১৮ সালে ২২ আগন্ত সাধারণ ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।' দর্পণ, ১৮১৮।

আগা [স অগ্র] ১ বি অগ্রভাগ। 'যত পুষ্পের আগা ডাকে মোচড়ে কলিকা' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি ভূমিকা। 'কিতাবের আগায় ...' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ বি মাথা। 'নিদুরের কলমের আগার মত টোটককে খরধার করিয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি অগ্রভাগ। 'যে কথটা মুখের আগার কাছে এসে থেমে যেত ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আগাগোড়া [স অগ্র] ১ ক্রিবিপ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'আগাগোড়া তেতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে...' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ ক্রিবিপ সম্পূর্ণত। 'আগাগোড়াই মিথ্যে কথা, মিথ্যেবানীর কোলাহল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি আকার। 'কী যে দেখেছিলাম মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগাগোড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ ক্রিবিপ সমস্তটা জুড়ে। 'আগাগোড়া কেবল রাজনীতি আর সমাজনীতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিপ পুরোপুরি। 'বাতাস যখন শুক্ক তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ ক্রিবিপ আগাদমস্তক। 'আজ তুমি রাজ্যচেলি দিয়ে মোড়া আগাগোড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আগা গোড়া পন্তলা – অগ্র-পতাং বিষয়। 'কর্ত্তার ... তাহার আগা গোড়া পন্তলা কিছুই দৃষ্টি করেন না।' প্রভাকর, ১৮৫২।

আগাতোলা [স অগ্র+তোলা] বিপ চূড়া-করা। 'চণ্ডীমঙ্গলে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণাওয়ালা নৈবিকি সাজান হলো।' হত্যাম, ১৮৫১।

আগাপাছা [স অগ্রপতাং] ক্রিবিপ আগাগোড়া। 'আগা পাছা সূঠান করি সাজাইল নাও।' বিজয়, ১৬৫০।

আগাপাশতলা [স অগ্র-পতাং-তলা] বি আগাদমস্তক। 'উৎপলার আগাপাশতলায় চোখ দুটোকে বেশ খানিকক্ষণ ...' জীবন, ১৯৪৮।

আগামাথা [স অগ্র+স মস্তক] বি বিষয়বস্তু। 'সে গল্প আগামাথা কিছুই মতি বুঝিতে পারে না।' মানিক, ১৯৩৬।

আগাঁথা [স অগ্রস্থান] বিপ গাঁথা হয়নি এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।
আগাঁছা [স অগ্রস্থান] ১ বি অগ্রযাত্রাজনীয় গাছ বা লতাশাখা। 'নিকটবর্ত্তি আগাঁছা সকল ছেদন করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি জঙ্ঘাল। 'সাময়িকী পত্রিকায় কবিতার যে আগাঁছা দেখেছিলাম।' নজরুল, ১৯২৮।

আগাড় [স অগ্র] বি মরা নদীর শেষভাগ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আগাড়ি [স অগ্রিমা] ১ বি ঘোড়ার সামনের পায়ে বাঁধা দঁড়ি। 'আগাড়ি পিছাড়ি দাঁড়ি বুড়ির এলায়।' ধর্মারাম, ১৭১১। ২ বি অগ্রিমা। বিদ্যা, ১৮৯১। 'আজই তোমাকে টাকা দিয়ে যাব আগাড়ি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

আগাতোলা এ আগা

আগানবাগান [বাগান] বি স্থান ও অস্থান। 'দিনে রাতে আগানেবাগানে সব সময়ই ঢুই করে ঘুরছে।' জীবন, ১৯৩১।

আগানো [স অগ্রসর] ক্রি অগ্রসর হওয়া। 'পরপর করে ঘন আগায় পিছায়।' রূপরাম, ১৭৫০। 'চলনে গুরু আগিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।
আগাই ক্রি অগ্রসর হই। বিদ্যা, ১৮৯১। **আগানি** ক্রি অগ্রসর হয়ে। বিদ্যা, ১৮৯১।

আগাপাশতলা এ আগা

আগাম [স অগ্রিমা] ১ বিপ অগ্রিমা। 'মুই আগাম টাকা দিব তাকে।' কেরি, ১৮০২। ২ ক্রিবিপ আগেই। 'তোকে ভো গোটাছড়াটা আগাম দিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বিপ আগে থেকে দেওয়া। 'সেখায়

আগাম-বায়না-নেওয়া খেলনা যত আছে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৪ বিপ আগামী। 'আগাম ইচ্ছায় দরগায় যেতে হবে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০। ৫ বি বায়না। 'একমাত্র আগামের টাকটারই ব্যবস্থা হয়েছে।' কায়সার, ১৯৬৫।

আগামি [স আগামী] বিপ পরবর্ত্তি। 'আগামি মাঘের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে চাই।' হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

আগামিতে [স আগামী] ক্রিবিপ ভবিষ্যতে। 'ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ পাইবেক।' বন্দ্যুত, ১৮২৯।

আগামি, **আগামী** [স অগ্রিমা] ১ বিপ অগ্রিমা। 'কেহ আগামি মাহিনা খরচ করিবে না।' হ্যালাহেড, ১৭৭৩। ২ ক্রিবিপ আগেই। 'আগামী কিছু গ্রহণ কর।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

আগামিক [স অগ্রিমা] বিপ আসছে এমন। 'উদ্দেশে নিজেরে সঁপে আগামিক প্রেমে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আগামিনী [স বিপ স্ত্রী ভবিষ্যৎ] 'আগামিনী যামিনীর আভাস মলিন।' মোহিত, ১৯৪০।

আগামী [স] ১ বিপ ভবিষ্যতে আসবে এমন। 'আগামী বৎসর কথা গণক বুঝানে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ পরবর্ত্তি। 'আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

আগামী কল্যা [স] ক্রিবিপ আগামীকাল; আগামী দিন। 'কন্যাকে আগামী কল্যা সায়েংকালে রাজপুরীতে প্রেরণ করবেন।' মাইকেল, ১৯৩৩।

আগামি এ আগামি

আগার [স] ১ বি গৃহ। 'ঝাট নির্মাইয়া সেহ জোয়ের আগার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দস্তর। 'মোক্তারদিগের আগার ও ঘাট, বাজার।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ৩ বি স্থান। 'কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আগার-পাগার [আগার+স প্রাকার] বি উঁচু নিচু স্থান। 'আগার পাগার আছে তোমার ঠিকতে ঠিক করা।' লালন, ১৮৯০।

আগারি [স অগ্র] বিপ অগ্রিমা। 'ম্যানেজার বললে একশ টাকা লাগবে, আগারি কিছু চাইলে অন্তত কুড়ি-পঁচিশ।' জীবন, ১৯৩২।

আগালে [স আগার] বি মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত বুড়ি। 'নিয়ে আয় দিকি ঐ বড় আগালেতা।' বিজুতি, ১৯২৯।

আগি [স অগ্রি] ১ বি আতন। 'ভাহ জোখী ঘরে লাগেলি আগি।' চর্যা ৪৭, ১২০০। ২ বিপ অগ্রিযুক্তি। 'ঘরে গুরু দুরুজন নদিনী আগি।' চণ্ডী, ১৫৫০।

আগিছা [ফা বাগিচা] বি বাগান। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

আগিনা [স অগ্রন] বি অগ্রন; উঠান। 'ফটিকের স্তম্ভ সব বিচিত্র আগিনা।' মালাধর, ১৫০০।

আগিনী [স অগ্রি] বি আতন। 'সখন ঘটাঘট বিজলী ছটাছট দশদিশ বরিকর আগিনী।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আগিল [স অগ্র] বিপ অগ্রিমা। 'আদরে জানিঅ আগিল কাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আগিলা [স অগ্র] ১ বিপ প্রথমে জাত। 'আগিলা কুসুম অধিক অভিলাষ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিপ সামনের। 'আগিলা ঘাটে সে নায়।' চণ্ডী, ১৫৫০।

আগিলাহ [স অগ্র] বিপ আগেকার। 'আগিলাহ পেম দেখিঅ অবৈ

আখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আগী। [স অগ্রি>] বি আতন। 'চীর চান্দন ডেল আগী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আত। [স অগ্র] ১ বি অগ্রগামী। 'আত হউ রাধা পাছে লইউ আক্ষে ভার।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ আগে। 'আত গেলি সতুর গমনে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রিবিণ সামনে। 'আত করী বড়ারিক চন্দ্রবালী জাএ।' বড়, ১৪৫০। ৪ বিণ প্রথম। বিদ্যা, ১৮৯১।

আতআন। ১ বিণ অগ্রসর। 'একলি চঙ্গলি ধনি হোই আতআন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিণ তাড়াতাড়ি। 'আতআন লড় মুনি লুঙ্ক দেবিবারে।' মালাধর, ১৫০০।

আতআনী। বিণ অগ্রগামী। 'কেহুে তাহাত হইলা আতআনী।' বড়, ১৪৫০।

আতহিঁআ। [স অগ্র>] ক্রিবিণ আগে এসে। 'আতহিঁআ বাটে তবৈ কাফাজি রহাএ।' বড়, ১৪৫০।

আতদল। [স অগ্রদল] বি সম্মুখবর্তী দল। 'আতদলে যুবরাজ ধায় লঘুপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আত পাছ। [স অগ্রপাছ] ক্রিবিণ পূর্বাপর। 'ওণী আত পাছ আপন মনে।' বড়, ১৪৫০।

আপুপাছ। [স অগ্রপাছ] ক্রিবিণ আগেগিছে। 'আপুপাছ জায় ভার দেখা লোকে চমৎকার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আতপিছু। [স অগ্রপাছ] ১ বি আগমাথা। 'কেহ তার নাহি বুঝে আতপিছু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি অগ্রপাছ। 'পা দুখানা ... ওড়িয়ে রাখব কি ছড়িয়ে রাখব কি আতপিছু করে রাখব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আতবড়ি। [স অগ্র>] ক্রিবিণ আগেভাগে। 'আতবড়ি বাট আনিবাসে পাঠাএ নরপতী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আতবাড়া। [স অগ্র>] ১ ক্রি অগ্রসর হওয়া। 'ইন্দু আদি দেব আইসে আতবানান।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'এথা হোন্তে এক কাঞ্চি আতবাড়ি যবে।' সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি এগিয়ে আসা। 'বশিষ্ঠ বহুদর হইতে তাহাকে আত বাড়াইয়া লইয়া আসিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আত বাড়ানো। ক্রি এগিয়ে যাওয়া। 'আত বাড়িয়ে নিতে এসে গাঁজা টেনে চিৎ হয়ে আছে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

আতবাড়ি। [স অগ্র>] ক্রিবিণ এগিয়ে গিয়ে। 'আতবাড়ি আসিয়া করিলা দরশন।' বাহরাম, ১৬৫০। 'নৃপতি কুমার সবে আত বাড়ি আনি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

আতবাড়া। [স অগ্র>] ক্রি অগ্রসর হওয়া। 'আত বাঢ়ারিয়া থোএ যমুনার কুলে।' বড়, ১৪৫০।

আতবাণি। [স অগ্র>] ক্রিবিণ এগিয়ে গিয়ে। 'আত দিকে আতবাণি পড়ে বন্ধ দাবা সিলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আতগান। ১ ক্রিবিণ অগ্রসর হয়ে। 'কার্তিক আইলা আতগান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অগ্রবর্তী। 'কে আহ জওয়ান, হও আতগান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।' নজরুল, ১৯২৬। 'কে আহ জওয়ান হও আতগান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ বিণ যথোমুখি। 'কাফের সহিত গিয়া হও আতগান।' গরীব, ১৭৬৫।

আতগানী। [স অগ্রবর্তী] বিণ অগ্রবর্তী। 'তোমকে কেহুে তাহাত হইলা আতগানী।' বড়, ১৪৫০।

আতগানো। [স অগ্রসর>] ক্রি অগ্রসর হওয়া। 'আতগাইল তবকী

নামে রণজিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। আতগাইতে ক্রি অগ্রসর হইতে। 'মোনাএল, ১৭৪৩। আতগাইল ক্রি এগিয়ে গেল। 'আতগাইল তবকী নামে রণজিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। আতগাই ক্রি অগ্রসর হও। ওয়া, ১৭৮২। আতগায় ক্রি এগিয়ে যায়। 'ফেনে আতগায় রাখাল ফেনে পাহুয়ায়।' বিজয়, ১৬৫০।

আতয়ে পাহুয়ে ক্রিবিণ এগিয়ে পিছিয়ে। 'সাহস করিয়া নাচে আতয়ে পাহুয়ে আটে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আতড়ি। [স অগ্র>] ক্রিবিণ নির্দিষ্ট সময়ের আগে। 'ছাপানো নকল আতড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।' অচিন্ত, ১৯৫০।

আতগণ। [স অগ্রি] ১ বি আতন। 'একে দহহ ঘসির আতগণ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি দুঃখের ছালা। 'শূল ধরে সে বাতুল কপালে আতগণ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৩ আতন

আতবি, আতণী, আতনি। [স অগ্রি] বি আতন। 'আতবি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপরনে।' বড়, ১৪৫০। 'খেড় আতণী এক করিআ।' বড়, ১৪৫০। 'বিবরূপ হৈয়া কৃষ্ণ পিলনে আতনি।' মালাধর, ১৫০০।

আতত। [স অগ্রত] ক্রিবিণ প্রথমে। 'আতত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী।' বড়, ১৪৫০।

আতন। [স অগ্রি] ১ বি অগ্রি। 'মশপা আনি আতনে চানু বিহুরি আন ভার।' বড়, ১৪৫০। ২ বি জোড়ি। 'অভিবড় বৃদ্ধ পতি-সিদ্ধিতে নিষ্পত্তি' কোনো গুণ নাই তার কপালে আতন।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি জাগ্রতি। 'হারেস উপরে পরে আতন মতন।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি দুঃখ। 'মরণ নাহিক মোর কপালে আতন।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বিণ উজ্জ্বল। 'শরীরে ক্ষেতে বিকশিত শূর্য ফল একেবারে যেন আতন করে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বিণ ক্রুদ্ধ। 'তাহাকে সোনাবাবু চাঁদাবাবু বলিয়া খেপাইয়া আতন করিয়া তুলিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৭ বি রক্ত; রক্তার রক্তরূপ। 'ওরে আতন আমার ভাই, আমি তোমারি গান গাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৮ বি নেশা। 'ভূমি যে সুপরে আতন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৯ বি অগ্নিশিখা। 'আতনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূণ্য কর দহন-দানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১০ বিণ অগ্নিমূর্তি। 'আতন হয়ে বাপ/ বারে বারে দিলেন অভিশাপ।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ১১ বি উত্তাপ। 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আতন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ১২ বি আলো। 'তারার আতনে পথ বেছে নেয় যশোরী সারা রাত।' ফররুখ, ১৯৪৩। ১৩ বি দেহের তাপ। 'ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর যাত্রীদের মাথার উপরে আতন ঢালছিল।' মণীষ, ১৯৫৭। ১৪ বি ক্ষেপ। 'দেশ আতনের পথে যাহাতে যাইতে না পারে।' আজাদ, ১৯৭০।

আতন-খই। [আতন+খই] বি আতনের গোলা; বোমা। 'আশামন হতে রীক্ষবাসীর শিরে ছড়াইল আতন-খই।' নজরুল, ১৯২৯।

আতন খাওয়া ক্রি সহমরণে যাওয়া। 'একদিন পল্লোচনের বাপ মদেন, তাঁর মা আতন খেয়ে গালেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

আতনখাকি। [আতন+খাকি] বিণ স্ত্রী আতন খায় এমন। বিদ্যা, ১৯৯১।

আতন-খেলা। [আতন+খেলা] বি আতনের মতো যন্ত্রণাদায়ক খেলা। 'আপন মনে আতন-খেলা পরানমন-হাসনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আতন-ছোড়া। ক্রি জ্বালাময়ী। 'বহু বক্তা আতন-ছোড়া বক্তৃতা করেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

আতন-জ্বালা। [আতন+জ্বালা] বিণ রূপাধিত; রাগে লাল রং ধারণ করেছে এমন। 'দুটো আতন-জ্বালা চোখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আতনখুরি [আতন+খুরি] বি আতনের স্থলিঙ্গ। 'পাগলা আবেগের হাউই-ফাটা আতনখুরি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আতন ঢালা কি উত্তাপ বর্ষণ করা। 'মাথার উপরে সূর্য আতন ঢালিতেছে।' মানিক, ১৯৪০।

আতনতাতা [স অগ্নিতত্ত্ব] বিণ আতনে উত্তপ্ত। 'আতনতাতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলা আমার দুটি চোখ।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

আতনতাতা [আতন+স তত্ত্ব] বিণ আতনের তাপের মতো উত্তাপবশত। 'মশারির ভেতর আতনতাতা রাতে ... সে অঝোরে ঘুমিয়ে এসেছে।' জীবন, ১৯৩২।

আতনদরিয়া [আতন+ফা দরিয়া] বি আতনের সমুদ্র; অসীম দাহ। 'বুকের আতনদরিয়া যাবে কোথায়।' নজরুল, ১৯২৭।

আতনদানা [আতন+ফা দানাছ] বি আতনের ফুলকি। 'আতনদানা ফাটে।' জীবন, ১৯২৭।

আতন ধরা কি উত্তপ্ত হওয়া। 'আমার রক্তে যেন আতন ধরে যেত।' নজরুল, ১৯৩১।

আতনপূজক [আতন+স পূজক] বিণ আতনের উপাসক। 'এভাবেই আতনপূজক ইরানির ভাষা হয় ইসলামি।' শরীফ, ১৯৬৮।

আতন পোয়ানো কি আতনের কাছে বসে তাপ নেওয়া। 'তারপর যত খুশি আতন পোয়ানো।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

আতন-বরন [আতন+স বর্ন] বিণ আতনের মতো লাল রঙের। 'লগাট-নেত্র আতন-বরন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আতন-বাতাস [আতন+হি বাতাস] বি আতনের মতো উত্তপ্ত বাতাস। 'আতন-বাতাসে সূর্য কাঁপে, সন্ধ্যা নামের কখন।' নীরেন, ১৯৪৪।

আতন-বোমা [আতন+ই বোমা] বি ফাটার সঙ্গে সঙ্গে আতন জ্বলে ওঠে এমন বোমা। 'কোথায় কাটছে আতন-বোমা।' নীরেন, ১৯৪৪।

আতনভরা [আতন+ভরা] ১ বিণ জাগিয়ে দেয় এমন। 'আশিষ্টাশ্রমে, এল তোমার আতনভরা আনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিণ তেজস্কীর্ণ। 'মাকি পোশাকের ম্লান আবরণে এ কোন আতনভরা প্রাণ চাপা রয়েছে।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বিণ রোমযুক্ত। 'আতনভরা দুচোখ হতে গোলা বারুদ যায় উড়িয়া।' জসীম, ১৯২৯।

আতনরঙ [আতন+রঙ] বি আতনের মতো রং। 'উজ্জ্বল আতনরঙ মাজাদার (জ্বানে না অনেক)।' ফররুখ, ১৯৬৩।

আতনরাঙা [আতন+রাঙা] বিণ আতনের মতো রংবিশিষ্ট। 'আতনরাঙা ফুলে ফাটন লাগে-লাল।' নজরুল, ১৯৩২।

আতন লাগা কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়া। 'দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আতন লেগে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

আতনশিখা [আতন+স শিখা] বি আতনের শিখা। 'আতনশিখা কি মত্তরে খেলছে শরীরময়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

আতনী [স অগ্নি] বি আতন। 'আতনী জ্বালিল দেহে।' বড়ু, ১৪৫০।

আতনে ১ বিণ অগ্নিময়। 'কলিকাতার উপর হাজার হাজার আতনে বোমা পড়িতে পারে।' আজাদ, ১৯৪০। ২ বিণ প্রচণ্ড উত্তাপযুক্ত। 'শীতরাতে শব্বের মার আতনে বাপারার মত কেমন একটা ...।' জীবন, ১৯৪৮।

আতনে-গড়া বিণ আতনের তৈরি। 'কেউ যেন আতনে-গড়া হাতের আঙুলের যা মেয়ে বাজিয়ে দেয় ...।' তারা, ১৯৪৬।

আতনে জ্বলা বিণ রক্তিম। 'সূর্য তার তুলির লহা লহা সোনালি টান লাগিয়েছে - আতনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আতনে পোড়া বিণ অগ্নিদগ্ধ। 'গরম হয়ে ওঠে আতনে-পোড়া শোহার মতো।' তারা, ১৯৪৬।

আতনের খাপরা বি আতন রাখার পাত্র। 'চিরটা কাল আতনের খাপরা বুক নিয়ে কাল কাটাতে হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

আতুর [স অগ্নি] ক্রিবিণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে। 'আতুর বুনেছে যেই ক্ষেতে তায় বাড়িয়া উঠেছে গাছ।' বন্দে, ১৯৬০।

আতল্যো [স অর্গল] ১ ক্রি রোধ করা। 'কুর্ছ হৈয়া গুরুজন পথ আতলিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি বেঁটন করা। 'চৌদিকে রাজার সেনা আতলে সুরণি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ ক্রি রক্ষাবেষণ করা। 'প্রভুর দ্রব্য সামগ্রী অতি সাবধানে আতলিত।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ৪ ক্রি দেখানো করা। 'এই বাতী আতলিয়া কত কষ্টে, কতদিন বাইয়া ...।' বিকৃতি, ১৯২৯। ৫ ক্রি এগিয়ে আসা। 'বাহ আতলিয়া লইল আমারে।' সুফিয়া, ১৯৫১।

আতলি [স অগ্নি] বিণ শ্রেষ্ঠ। 'রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আতলি।' জ্ঞান, ১৬০০।

আতঙ্ক [স] ক্রিবিণ গোড়ালি পর্যন্ত। 'সংসর্গিত, রাশীকৃত, আতঙ্কলম্বিত কেশভার।' রক্তিম, ১৮৬৬।

আতঙ্কলম্বিত [স] বিণ গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। 'নিজে তত্ত্বাক্ষরন বসুধা, তৎপত্যাং আতঙ্কলম্বিত শিশল বর্ণ জটাজুতার।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আতঙ্কলম্বিত [স] বিণ গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। 'সংসর্গিত, রাশীকৃত, আতঙ্কলম্বিত কেশভার।' রক্তিম, ১৮৬৬।

আতসর, আতসার [স অগ্নিসর] ১ ক্রিবিণ প্রথমে। 'কহিল কুমার আতসার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অগ্নিসরণ। 'কেনি বা তোমার আতসার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ অগ্নিসর। 'বিজয়ে গোতো বলে গাইন হও আতসার।' বিজয়, ১৬৫০।

আতসরা, আতসারা [স অগ্নিসর] ক্রি অগ্নিসর হওয়া। 'আতসরি আসি কানু বলে এস রাই।' চিট্রা, ১৬০০।

আতসারি, আতসারী [স অগ্নিসর] ক্রিবিণ অগ্নিসর হয়ে। 'এমত বিনয় করি কহে ধর্ম আতসারি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'জামাতাকে আতসারি আনিতে সত্বর।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬। 'ভনে ভাড়াভাড়ি, হয়ে আতসারী।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

আগে [স অগ্নি] ১ ক্রিবিণ সামনে। 'ভোকে গেলা আক্ষার আগে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ প্রথমে। 'কেনে সব সখীগণ আগে কৈলে পার।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ ক্রিবিণ কাছে। 'নূপ আগে মিথ্যা কহে কাহার শক্তি।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৪ ক্রিবিণ পরে। 'যাহারা বিভাও করে তাহার বিভাওর আগে কী করিবে।' মানোএল, ১৭৪৩। ৫ ক্রিবিণ গুরুতে। 'তোমার অর্চনা আগে।' রূপরাম, ১৭৫০। ৬ ক্রিবিণ পিছনে। 'তাহার আগে ফাহিয়ান নামক চীনমাত্রী আনিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ ক্রিবিণ সামনের দিকে। 'আগে চল ভাই! পড়ে থাকা পিছে, নবের থাকা মিছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৮ ক্রিবিণ থাকালো। 'বিদায় মেরে থাকি আগে তাই ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সম্মাঘের তরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আগে আগে ক্রিবিণ সামনে সামনে। 'যাবে ওর আগে আগে প্রেতসর, ও চলিবে পিছু ক্ষীণালোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আপোঁ [স অগ্ৰে] *ক্রিবিণ* সম্মুখে। 'আপোঁ সূনা ঘটে নারী হাঙ্গী জিঠিহে না বারী' বড়, ১৪৫০।

আগেকার [স অগ্ৰ] *বিণ* অতীত কালের। 'আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সৰুৰ উপর লোকেদের অনুরাগ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৬; 'আগেকার মতো করে রেখে তার নাম ধরে উজ্জ্বলিবে বসন্তগবন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

আগেপিছে [স অগ্ৰপ্চাৎ] ১ *ক্রিবিণ* পূর্ববর্তী ও পরবর্তী। 'তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট সে কি আগে-পিছে কেহ রবে না?' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *ক্রিবিণ* সামনে ও পিছনে। 'কোমরে দড়ি বাঁধিয়া আগেপিছে দুই জন পুলিশ ... আদালতের দিকে লইয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আগেভাগে [স অগ্ৰ] *ক্রিবিণ* পূর্বের। 'বরচের টাকা আগেভাগে চাহিবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

আগোনা [স অগ্ৰানী] *বিণ* অজ্ঞান। 'বিদ্যাপতি কহ তুহঁ আগোনাশী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আগোঁ [স অগো; ধন্য] *সর্ব* ওগো। 'গোবিন্দ কহেন হেসে গোপীগণ আগোঁ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আগোছালো [স অ+স ওচ্ছ] *বিণ* এলোমেলো। 'পুরুষ মানুষ বানিকটা আগোছালো।' *বেগম*, ১৯৪৮।

আগোড়-বাগোড় [স অগড়বগড়] *বি* এটা ওটা। 'চিনি সন্দেহ আগোড়-বাগোড় এই ধরে ধরো বারো।' *জসীম*, ১৯২৯।

আগোনা [স গণনা] *ক্রিবিণ* হিসাব হাড়া। 'মোতার ঘরে আগোনা খাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আগোরী [স অর্পণ] ১ *ক্রি* আবৃত করা। 'কোরে আগরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *ক্রি* বেটন করা। 'আগোরল বটে' *চম্পী*, ১৫৫০।

আগোরি [স অগ্ৰ] *বি* ত্রী ডালি। 'হেনেদো সুন্দরি প্রেমের আগোরি, ওহ নাগর কথা।' *চম্পী*, ১৫৫০।

আগোলা [স অর্পণ] *ক্রি* রোধ করা। 'মিছাই কালাক্রি তাঁ আগোলসি বাটে।' *বড়*, ১৪৫০।

আগ্নিক [স বি অগ্নি উপাসক]। 'প্রাচীন কালে দ্রুইড, পোপ, পাদরি, আগ্নিক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আগ্নেয় [স বি অগ্নি+আত্মকালিত]। 'আগ্নেয় ব্যোমযান বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* উষ্ণ। 'একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উজ্জ্বল উদ্গীরিত হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ* উত্তেজক। 'পাপড়ি যায় না দেখা, আজ শ্রান্ত ধমনীর আগ্নেয় উৎসব।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

আগ্নেয়গিরি [স বি আগ্নেয় গরুর]। 'আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নি-শিখাদি নির্গত ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আগ্নেয়তা [স বি আগনের বৈশিষ্ট্য; পোড়ানোর ক্ষমতা]। 'দাহবস্ত্র থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আগ্নেয় পর্বত [স বি যে পর্বত থেকে আগুন, লাভা ইত্যাদি উৎক্ষিপ্ত হয়]। 'সেই সকল পর্বতের নাম আগ্নেয় পর্বত।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

আগ্নেয়বাণ [স বি মশাল]। 'আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে জ্বলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আগ্নেয়দ্রাব্য [স বি লাভা]। 'এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়দ্রাব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আগ্নেয়াদি [স বি আগুন, লাভা ইত্যাদি উদ্গিরণকারী পাহাড়; আগ্নেয়গিরি]। 'আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদি।' *নজরুল*, ১৯২২।

আগ্নেয়ান্ত্র [স বি অগ্নিবর্ষী অন্ত্র]। 'বর্তমানকালীন সমরব্যাপারে আগ্নেয়ান্ত্র প্রভৃতির প্রচলনে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আগ্নেয়ী [স বি ত্রী পুরাণোক্ত অগ্নির ত্রী বাহা]। 'অগ্নি উপারি ওড়ে আগ্নেয়ী জুড়িয়া নীলাশ্বর।' *নজরুল*, ১৯৪১।

আগ্যা [স আজ্ঞা] *বি* আদেশ: হুকুম। 'আগ্যা অনুসারে দূত দস দিগে যাব।' *মালাধর*, ১৫০০।

আখ্যানো [স অগ্রসর] *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। 'কর্ণুর আখ্যানো আস্যা দিলেন সংবাদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আগ্র [স ১ *বিণ* অগ্রবর্তী]। 'তাহারা আগ্র হইয়া তাহাকে, জিজ্ঞাসিলেক এ কি পাখি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* আগ্রহী। 'বড় আগ্র হইয়া সম্মত হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আগ্রণ [স অগ্র+হায়ন] *বি* বাংলা মাসের নাম। 'আগ্রণের শেষ পৌষ আর অর্ধ মাঘ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আগ্রহ [স ১ *বি* উৎসাহ]। 'তাহার হস্তাক্ষর সকলে আগ্রহ করিয়া লইল।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'তার কথা শুনতে মানুষের অনীম আগ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ *বি* লোভ। 'পাতোয়া আছে, বৌদে আছে। ... তার খাবার আগ্রহ দেখিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

আগ্রহপূর্ণ [স বিণ] আগ্রহ আছে এমন। 'আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের শিকলে প্রথমে তাহা কুঞ্চিত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

আগ্রহবৎ [স বি আগ্রহের তীব্রতা]। 'কর্মের ক্ষেত্রে মননের জন্য আগ্রহবৎ দেশের ভিতরে জ্ঞাত হইয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

আগ্রহভরা [স আগ্রহ+ভরা] *বিণ* আগ্রহপূর্ণ। 'তাহার আগ্রহভরা কাব্যশ্রুতি।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আগ্রহভরে *ক্রিবিণ* সাহসে। 'কঠিন আগ্রহভরে ধরি তারে প্রাণপণে আগ্রহভরে - মুঠির ভিতরে টুটি যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

আগ্রহশীল [স বিণ] আগ্রহী। 'আমরা কাহারও চাইতে কম আগ্রহশীল নই।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

আগ্রহশীলা [স বিণ] ত্রী আগ্রহী। 'অধিকার লাভের জন্য আগ্রহশীলা।' *বেগম*, ১৯৫৩।

আগ্রহসম্পন্ন [স বিণ] আগ্রহী। 'আগ্রহসম্পন্ন লোকদিগকে সমিতির কার্যকলাপে দীক্ষিত করিয়া।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

আগ্রহসম্পন্ন [স বিণ] ত্রী আগ্রহ আছে এমন। 'জীবনে কোনো আগ্রহসম্পন্ন আত্মীয়ও জ্যোতিষি তার।' *জীবন*, ১৯৩২।

আগ্রহসংকারে [স ক্রিবিণ] আগ্রহের স্কে। 'আগ্রহসংকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

আগ্রহাতিশয়্য [স আগ্রহ-অতিশয়্য] *বি* অতিশয় আগ্রহ। 'সে আগ্রহাতিশয়ো সুক্ষি সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

আগ্রহাতিশয় [স আগ্রহ-অতিশয়] *বি* অতিশয় আগ্রহ। 'আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরুশাস বহিঃতঃহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

আগ্রহাতি [স আগ্রহ-অতিশয়] *বিণ* আগ্রহী। 'সকলকেই তিনি আগ্রহাতি করে তুলেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

আগ্রহোজ্জ্বল [স আগ্রহ-উজ্জ্বল] *বিণ* অত্যন্ত উৎসুক। 'আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অগ্রহায়ণ [স অগ্র+হায়ণ] বি বাংলা মাসের নাম; অগ্রহায়ণ। 'গত সোমবার ৩ অগ্রহায়ণ।' দর্পণ, ১৮২৩।

আখিলকলতুরাল [ই এখিকালতুরাল] বিণ কৃষিবিষয়ক। 'আখিলকলতুরাল সোসাইটির সম্বোধকই তিনি ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

অগ্রীবা [স ত্রিবিণ ঘাড় পর্যন্ত]। 'এই বেদনার কপট কাঁধে অগ্রীবা মুখ তুলে আমি তখন।' শক্তি, ১৯৬১।

আঘরি [স অঘা] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; আত্মী। 'আঘরি নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঘাট [স অঘাত] বিণ নিরাপদ। 'মনসার বরে তুমি আঘাট আকুট।' বিজয়, ১৬৫০।

আঘাট [স অঘট] বি পরিত্যক্ত ঘাট। 'মর গিয়া আলো বিদ্যা আঘাটে উলিয়া।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আঘাটা [স অঘট] বি ব্যবহারের অযোগ্য ঘাট। 'ঘাটে আঘাটার লাগায় আঘের ভরা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

আঘাটী [স অঘট] বি অব্যবহার্য ঘাট। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঘাত [স ১ বি করাঘাত]। 'কপালে আঘাত হানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কামড়। 'দশন আঘাত করি বধিয়া দুরন্ত অরি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি চোট। 'চক্ষু অতি কোমল বস্তু, অতএব কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার ...।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৪ বি কেটে দেওয়া। 'সেই বৃক্ষে আঘাত করিলে খুব পরিষ্কার জল নির্গত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৩। ৫ বি দুষণ। 'আঘাতক্ৰেপ, শারীরিক গীড়া, ... নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৬ বি শব্দ। 'কোনো অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া কিরিয়্যা যাইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৭ বি কষ্ট। 'পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৭। ৮ বি ব্যথা। 'আরো আঘাত সহিবে আমার, সুখই আমারো।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৯ বি হতাশা। 'আমার ... ভুলে ভালেবাসায় সলল আঘাত সকল আশায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ১০ বি অভিমান। 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাই কে অবহেলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। 'আঘাত করে নিলে জিনে, কাড়িলে মন দিনে দিনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১১ বি প্রণয়াঘাত। 'আঘাত খেয়ে বাঁচি কিবা আঘাত খেয়ে মরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১২ বি টোকা। 'আমার বীণাতারে তোমার আঘাত লাগল বারে বারে, তাই তো আমার নানা সুরের তালে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আঘাতজনক [স] বিণ কষ্টদায়ক। 'আমার নির্জনজীবনের পক্ষে ভারী আঘাতজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আঘাত-জর্জর [স] বিণ আঘাতে জর্জরিত। 'আঘাত-জর্জর জনাখণ্ডার বৃক জেগে রইল রক্তের লাল।' সুকান্ত, ১৯৪১।

আঘাত লাগা ক্রি ক্রি ক্রি হওয়া। 'দেশীয় লোকদিগের স্বার্থে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৭৭।

আঘাতন [স] বি আঘাতকরণ। 'তীক্ষ্ণ তীর আঘাতনে ধরণী ফাটল।' মাইকেল, ১৮৭৩।

আঘাতি [স আঘাত] বিণ আঘাতপ্রাপ্ত; আহত। 'শত্রুঅস্ত্রে আঘাতি হইয়া শাহানা বেশ।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আঘাতিত [স] বিণ আহত। 'একজন অদ্রলোক এক আঘাতিত ব্যক্তিকে কোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

আঘাতিনী [স] বিণ স্ত্রী আঘাতপ্রাপ্ত। 'নতুবা সব্যঞ্জনদ্বারা তাহার প্রতি নিষ্কণ্ড হইয়া আঘাতিনী হইবে।' জ্ঞানকোদায়, ১৮৫২।

আঘাতি [স] বিণ আহত; আঘাতপ্রাপ্ত। 'ভূমিকম্পে ... তিন শত বিশ লোক আঘাতি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

আঘাসা [স অঘাস] বি হীনজাতীয় ঘাস। বিদ্যা, ১৮৯১।

আঘূষিত [স অঘূষিত] বিণ আবর্তনরত। 'সেবধি, ১৮৩৯।

আঘোর [স অঘোর] বিণ ঘোর। 'আঘোর পার্শ্বে জোড় গায় বেআপিরে।' বটু, ১৪৫০।

আত্মা [স ১ বি গন্ধগ্রহণ]। 'তদ্রূপ আত্মা শক্তি যদি অধিক হইত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বি সুবাস। 'অপি কি মধুমালতীর আত্মা পলায়ন করে।' মাইকেল, ১৮৫৯। 'নবীন ধানের আত্মা আজি অত্যাশ্রয় হুল মাত।' নজরুল, ১৯২৮। ৩ বি আদর। 'হেরি তারে বক্ষে টানি আত্মা করিয়া শির ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আত্ [স অত্] ১ বিণ কাঁচা। 'আত্‌সরা আনে আর গন্ধবের দই।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অশু। বিদ্যা, ১৮৯১।

আত্‌সরা [স আম+স সরাব] বি কাঁচা মাটির সরা। 'আত্‌সরা আনে আর গন্ধবের দই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আত্‌হাড়ি [স আম+স হাড়ি] বি আপোড়া হাড়ি। 'আত্‌হাড়ি আনিবে এক অচাক নির্মাণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আট [স অথও] বিণ অথও। বিদ্যা, ১৮৯১।

আটটা [স অসুয়ীয়া] বি আট; লোহার বা পিতলের কড়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

আটটি [স অসুয়ীয়া] বি আট; আটলে পরার অলঙ্কার-বিশেষ। 'হীরের আটটি তো তোমার দিতেই হবে।' গিরিশ, ১৮৮৯। 'আটটি' বিদ্যা, ১৮৯১। 'প্লাটিনমের আটটির মাঝখানে যেন হীরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আটড়া [স অসার] বি জুলন্ত কয়লা। 'হাড়ির ভেতরে আটড়া আগুনের দুটো গোলা জ্বলছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আত্‌ন [স অসন] বি আত্মনা; প্রাক্তন। 'ভাঙন-ভরা আত্‌নে তোর।' নজরুল, ১৯২৬।

আত্‌রটানা [স অসার] বি জুলন্ত কয়লা টেনে জড়ো করার হাতিয়ারবিশেষ; চিমটা। 'তারপর আত্‌রটানা দিয়ে আত্‌ন বার বার ...।' অচিন্তা, ১৯৫০।

আত্‌রা [স অসার] বি জুলন্ত কয়লা। বিদ্যা, ১৮৯১। 'পুড়ে আত্‌রা উঠবে যে।' শরৎ, ১৯১২।

আত্‌রাখা [স অসরকা] বি তিলা জামাবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'শ্যামের ... গায়ে আত্‌রাখা' প্রথম, ১৯১৮।

আত্‌লা [স আমলক] বি আমলকী। 'আত্‌লা বকুল মালি মধুকর করে কেঁলি।' মালধর, ১৫০০।

আত্‌লা [স অসার] বি কয়লা। 'হাটে হাটে তোর বাপে বেঁচি আত্‌লা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আত্‌লা [স অসুলি] বি আতুল। 'খ্যাভরা-কাটি আত্‌লাতলো।' নজরুল, ১৯২৬।

আত্‌র [স অসার] বি জুলন্ত কয়লা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আত্‌র-ধানী [স অসারধানী] বি জুলন্ত কয়লা রাখার পাত্র। 'যেন আত্‌র-ধানীর বাপশ বিভোলা খসিছে সলল খানে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আত্‌নি [স অসন] ১ বি উঠান। 'আমার বৃদ্ধা আন বড়ী যায় আমার আত্‌নি মিয়া।' চিত্তজী, ১৬০০। ২ বি ঘর। 'খ্রিস্টান টেনে এসে আত্‌নি তোর সাজা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বি প্রান্তর। 'আশমানে

আভিনা। 'নজরুল, ১৯২২। ৪ বি প্রান্ত। 'অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আভিনা পরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৫ বি চারপাশ। 'সত্যের সূত্রে মধুময় করুক আভিনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৬ বি এলাকা। 'বিজ্ঞানের আভিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাব্যশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আভিনা-ঘেরা বিপ চারদিকে বারান্দা-বিশিষ্ট। 'আভিনা-ঘেরা টোকা বারান্দা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আভিয়া। 'অস্বপ্নিকা' বি ছোটো জামা। 'ভোর লাগান আভিয়া তোমাকে দিতেছি।' মধু, ১৮৫৭।

আভুটি। 'স অমি' বি লোহার তৈরি আলগা চুলা। 'ঘরের ভিতর একটা প্রকাণ্ড আভুটি জ্বালিয়ে ...।' প্রমথ, ১৯২৬।

আভুর। 'ফা আংকুর' বি সুমিষ্ট ফলবিশেষ। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'আভুর, বেদানা প্রভৃতি ফল কাবুল হইতে আইসে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

আভুর-পেয়া। 'ফা আংকুর+স পেয়ণ'। বিণ আভুর পিষ্ট-করা। 'এই পৃথিবীরে মনে হয় যেন শিরাজি আভুর-পেয়া।' নজরুল, ১৯৪৫।

আভুর-মউ। 'ফা আংকুর+স মধু'। বি আভুর থেকে তৈরি সূরা বা মদ। 'হায় যদি সে গিলতে পেত বিন্দু-প্রমাণ আভুর-মউ।' নজরুল, ১৯৫৯।

আভুরলতা। 'ফা আংকুর+স লতা' বি আভুর ফলের লতা। 'তার কপাটের মাথায় আভুরলতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আভুল। 'স অশ্লি' বি হাতের প্রদর্শনবিশেষ; অশ্লি। 'বেঙের পায়ের আভুল।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

আভুল ফুলে কলাগাছ – রাতারাতি আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি। 'আভুল ফুলে কলাগাছ হলে এমনই করে মানুষ।' মানিক, ১৯৩৬।

আভুল-মটকানো। 'স অশ্লি+ধন্য মট'। ক্রি আভুল টেপে-বা মোচড় দিয়ে মটমট শব্দ করা। 'হাঁচি কাশি তুড়ি আভুল-মটকানো প্রভৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আভোটজ্জতি। 'স অখণ্ড+স জ্যোতি'। বি কলাগাছের অখণ্ড পাতা। 'গোটা গ্রামের লোকের আভোটজ্জতি আমাকে সারা বছর যোগাতে হয়।' তারা, ১৯৪২।

আন্ধ। বি অনুনাসিক বর্ণ সহযোগে গঠিত যুক্তবর্ণ; যেমন ঙ্, ঞ্। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা আন্ধ আন্ধ সিদ্ধ বানান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আন্ধল। 'হি' বি পিতা-মাতার ভাই বা বন্ধু। 'আমি কেবল ভারই আন্ধল আর্থার হই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আন্ধিক। 'স' বি গণিতবিদ। 'আন্ধিক বলছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আন্ধুড়ী। 'স অশ্ল' বি আঁকশি। 'মোর বনতরুডালে সজায়িআ আন্ধুড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

আন্ধুরা, আন্ধোরা। 'স অশ্ল' বি আঁকশি; বগলস। মানোএল, ১৭৪০।

আন্ধুশ। 'স অশ্ল' বি হাতি তড়ানোর লৌহবণ্ড। 'লাজ আন্ধুশে তাক নিবাবির্তে নারী।' বড়ু, ১৪৫০।

আঙ্গ। 'স অঙ্গ' বি দেহ। 'আগর চন্দন আঙ্গ মাখি।' বড়ু, ১৪৫০।

আঙ্গটি। 'স অশ্লীয়া' বি আংটি। 'আপনার হাতে আঙ্গটি আছে?' রক্তিম, ১৮৬৫।

আঙ্গটিয়া। 'স *অঙ্গৈতিক' বিণ আন্ত। আঙ্গটিয়া পাত। 'স *অঙ্গৈতিক-পত্র' বি কলাগাছের অখণ্ড পাতা। 'বত্রিশ আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতো।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আঙ্গণ। 'স অঙ্গন' বি অঙ্গন। 'আঙ্গণ ঘরপা সুনভো বিআতী।' চর্যা, ২, ১২০০।

আঙ্গদ। 'স অঙ্গদ' বি বাহুর অলঙ্কার। 'আঙ্গদ যুগল হাথে।' বড়ু, ১৪৫০।

আঙ্গনা। 'স অঙ্গন'। বি গাছবিশেষ। 'নিমুলি ছাটিন আঙ্গনা নিম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঙ্গভঙ্গ। 'স অঙ্গভঙ্গি' বি অঙ্গভঙ্গি। 'আঙ্গভঙ্গ কৈলৈ কেহে মোর বিদ্যামানে।' বড়ু, ১৪৫০।

আঙ্গরাখা। 'স অঙ্গরক্ষা' বি আঙরাখা; চাপকানজাতীয় লম্বা কুলের জামাবিশেষ। 'আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস চিঠি বের করে।' মুজতবা, ১৯৬৬।

আঙ্গরাখা। 'স অঙ্গরক্ষা' বি জামা। 'মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই।' প্রভাকর, ১৮৩১।

আঙ্গস্তরী। 'ফা' বি আংটি; অঙ্গুরীয়। 'কোন কৃহকিনী আঙ্গস্তরী শ্রুতি।' ফরকশ, ১৯৪৩।

আঙ্গহা। 'স অঙ্গার'। বি আতনের পাত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

আঙ্গা। 'স আঙ্গা' বি আদেশ। 'আঙ্গা দিল দিনমণি ভুবন ঈশ্বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আঙ্গাম। 'ফা হাস্যামা' বি হাস্যামা। 'গজশালে গজ মরে হাত্যাঙ্গা আঙ্গাম কবু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আঙ্গার। 'স অঙ্গার' বি কয়লা। 'দেখি পল্লব শরনে আঙ্গাররাশি সমানে।' বড়ু, ১৪৫০।

আঙ্গার। 'স অঙ্গার' বি কয়লা। মানোএল, ১৭৪৩।

আঙ্গারিক। 'স' বিণ অঙ্গার সংক্রান্ত। 'সেই হল কার্বনের অর্থাৎ আঙ্গারিক বস্তুর পরমাণু।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আঙ্গারিক গ্যাস। 'স আঙ্গারিক+ই গ্যাস' বি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। 'ওখানে যে গ্যাসের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় সে হচ্ছে আঙ্গারিক গ্যাস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আঙ্গিক। 'স' ১ বহির্ভর। 'আঠের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হচ্ছে আঙ্গিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি অঙ্গসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য। 'জাভার আঙ্গিক নয়; জাভার আনুভবিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আঙ্গিনা। 'স অঙ্গনা' বি উদান। 'আমার বঁধুরা আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা আঙ্গিনা।' ঘিচঞ্জি, ১৬০০।

আঙ্গিয়া। 'স অঙ্গী'। ক্রিবিণ অঙ্গীকার করে। 'জবন রাজার সঙ্গে জুজ সে আঙ্গিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

আঙ্গিয়া। 'স অঙ্গরক্ষিকা' বি মেয়েদের পরিধেয় চেলির মতো বস্ত্রবিশেষ। 'আঙ্গিয়া, বিলিতি সোপার শীল আংটি ও চুলের গার্ড চোনেরও অঙ্গত বন্দের।' হেতাম, ১৮৬১।

আঙ্গুটি, আঙ্গুটী। 'স অঙ্গুরীয়' বি আংটি। 'আঙ্গুটী।' মের্স, ১৭৬২; 'হাঁবার আঙ্গুটি হাতে দিয়া সাহেব অঙ্গ সমাজে ফিরিতে লাগিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

আঙ্গুঠী। 'স অঙ্গুরীয়' বি আংটি। 'হাথের শিরি আঙ্গুঠী।' বড়ু, ১৪৫০।

আঙ্গুর। 'ফা আংকুর' বি মিষ্টি রসালো ফলবিশেষ। 'চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর খোরমান।' সুলতান, ১৭০০।

আঙ্গুরের খেত বি যে খেতে আঙ্গুর চাষ করা হয়। ওসাঁ, ১৭৮৫।

আত্মল [স অত্মলি] ১ বি আত্মল। 'সপের মুখেতে কেহে আত্মল দেসী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি এক ইঞ্চি পরিমাপ। 'আত্মল' ওঁরা, ১৭৮৫।

আত্মল চালানো ক্রি হাত বোলানো। 'স্বামীর মাথার চুলে একটু আত্মল চালিয়ে দিতে হবে।' গেম, ১৯৪৮।

আত্মল ফুলিয়া কলা গাছ হওয়া - হঠাৎ ধনী হওয়া। 'এ আত্মল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

আত্মলহীন [স অত্মলহীন] বিণ আত্মল নেই এমন। 'তার সামনে আত্মলহীন হাত বাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আত্মলের ফাঁসা দিয়ে জল না গলা - অত্যন্ত কৃপণতা করা। 'সংসারের তো প্রচুর এই, তাহাতে আবার কর্ত্তাটির আত্মলের ফাঁসা দিয়া জল গলে না।' গৌর, ১৮২২।

আত্মলি, আত্মলী [স অত্মলি] বি আত্মল। 'জংঘ পদ আত্মলিত সাজে।' বড়, ১৪৫০; 'আত্মলী চম্পককলিকাজালে।' বড়, ১৪৫০।

আত্মস্তি [ফা আত্মস্তরী] বি আট। 'মানোএল, ১৭৪৩।

আলোটি [স অথও বি মালসা। 'খাটিয়ার নীচে আলোটি।' রোকেয়া, ১৯৩১।

আলোটিপাত [স অথও-পত্রা] বি অথও পাতা। 'রত্নগর্তা জননী আলোটিপাত পেতে বসলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

আচকান [ফা] বি এক ধরনের লজা জামা। 'আমাদের দেশের আচকানকে সম্পূর্ণ মনের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আচক্রবালবিকৃত [স] বিণ দিগন্তবৃত্ত পর্যন্ত বিকৃত। 'তাহলে আচক্রবালবিকৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।' মুক্তবাবা, ১৯৫২।

আচট বিণ আচরা; অর্ধচিত। 'ওন নাই আচট ভূমের ভালে বীহু।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

আচড় [স আকর্ষ] বি নখাঘাত। 'সিংহ চাহে কোণদুষ্টে বীহু আচড়ে পিষ্টে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আচড়ানো [স আকর্ষ] ক্রি আঁচড় কাটা। 'মার্জারী আসিয়া কোলে/আচড়িল পয়োধরমুগে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আচড়ানো [স চপেট] ক্রি চড়ানো। 'আচড়াইতে;' 'চড়াইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

আচড়াপিচড়ি [আ আসার] বি গড়াপিড়ি। 'তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় পড়ে কামিনীর আচড়াপিচড়ি করে কান্না।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

আচণাল [স] ক্রিবিণ উচ্চ-নীচ জাতিনির্বিশেষে। 'আচণাল নাচুক তোর নম-গুণ লৈয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আচমকা [বি আচনকা] ১ ক্রিবিণ হঠাৎ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ ব্যতিক্রমী। 'ফকপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ ক্রিবিণ অপ্রত্যাশিতভাবে। 'যেখানে সেখানে আচমকা আমাকে বক্তৃতা করতে বলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আচমন [স] ১ বি হিন্দুধর্মিত অনুযায়ী দেহ তত্ত্ব করার জল। 'পাদা অর্থা আচমন দিল হেম আসন নিবেদন করিল অঞ্জলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি খাওয়ার পর হাতমুখ ধোয়া। 'পিতলের ভাবের করিল আচমন।' বিজয়, ১৬৫০।

আচমন করা ক্রি হিন্দুধর্মমতে জল দ্বারা দেহ পরিষ্কার করা। 'ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কণোপকথনে প্রবৃত্ত

হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

আচমনী, আচমনী [স আচমনীয়] বি হাত-মুখ ধোয়ার জল। 'পাদা অর্থে আচমনী দিলেক আসন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'আচমনী।' বিদ্যা, ১৮৯১।

আচষিত [স আচর্ষ্যষিত] ক্রিবিণ হঠাৎ। 'আচষিত খুটী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।' বড়, ১৪৫০।

আচষিতে [স আচর্ষ্যষিত] ক্রিবিণ হঠাৎ। 'আচষিতে বনে আজ রাখাল আইল।' দীপঙ্কি, ১৫৫০।

আচষিত [স সযিত] বি চেতনা; বোধোদয়। 'জাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচষিত।' মালাধর, ১৫০০।

আচর [স অঞ্জন] বি আঁচল। 'আচরে কাঞ্চন বলকে মুখে।' জ্ঞান, ১৬০০।

আচর [স আকর্ষ] বি আঁচড়। 'নখের আচর দেখি পয়োধর বেড়ি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আচরণ [স] ১ বি শিষ্ট ব্যবহার। 'তুমি বাবু কর আচরণ।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি ব্যবহার। 'কি জ্ঞানি অন্য কেহ তাঁহার এই আচরণ দৃষ্টি করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি চালচলন। 'বিশেষতঃ গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি অভ্যাস। 'পানদোষ আপনার দল বল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বি ভাব। 'তাহাদের সমক্ষে সত্যত উপদ্রষ্টক আচরণ প্রকাশ করিতে হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫৩। ৬ বি পালন। 'আজ হতে তদ্রূপে উপবাসব্রত করো আচরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আচরণবিধি [স] বি ব্যবহারবিধি। 'নির্বাসনী আচরণবিধি যদি গ্রহণ করা হয়।' আজাদ, ১৯৭০।

আচরণীয় [স] ১ বি অনুসরণীয়। 'আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিংবা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাইনে।' প্রমথ, ১৯২০। ২ বিণ আচরণের যোগ্য। 'বাঁচ জীবটা হুদ কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার দিন গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ৩ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'এমনকি পরিভাষিক শব্দও আচরণীয় কিনা।' সূর্যসুন্দর, ১৯৫৩। ৪ বিণ পালনীয়। 'তাদের আদর্শচরিত্র ও সমাজের আচরণীয় বিধিবিধান।' হাই, ১৯৫৪। ৫ বিণ ব্যবহৃত। 'উচ্চবর্ণের হিন্দুর আচরণীয় দেবভাষা থেকে মহাভারতের বিষয়বস্তু।' হাই, ১৯৫৪।

আচরন [স আচরণ] বি ব্যবহার। 'কোন ধর্মে থাকী কেমন আচরন করিব।' মালাধর, ১৫০০।

আচরা [স আচরণ] ১ ক্রি আচরণ করা। 'আর যদি নিন্দা-কর্ম কর্তৃ না আচর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি পালন করা। 'পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কৃষ্ণে আচরি।' মাইকেল, ১৮৬৫।

আচারিঙ্গ [স আচার্য] বিণ অবাক। 'হেন আচারিঙ্গ বাণী।' বড়, ১৪৫০।

আচারিত [স চরিত্র] বিণ অতিশয়। 'ফকিরে কহিল দুই হুট আচারিত।' গরীব, ১৭৫৫।

আচারিত [স] বিণ অনুসৃত। 'পিতৃপিতামহাদির আচারিত ও ব্যবহৃত ধর্মকর্ম্যানুষ্ঠান।' দর্পণ, ১৮৩২।

আচার্যো [স আচার্য] বিণ আচার্য। 'হু, এ বরো আচার্যো নহে।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

আচল [স অঞ্জন] বি বসনের প্রান্তভাগ; আঁচল। 'ফুটলাই কিনি দিল

বড়াই আচল ।' মালাধর, ১৫০০ ।

আচসা [স অর্কষিত] বিণ আচসা; চাষ করা হয়নি এমন । বিদ্যা, ১৮৯১ ।

আচা [স আচ্ছাদ] ক্রি নারকেলে জ্বলের সঙ্গার আচার
কি বাহার ।' লালন, ১৮৯০ ।

আচানক [হি] ১ ক্রিবিণ আকস্মিকভাবে । 'হেনকালে আচানক আইল এক
উট ।' গরীব, ১৭৬৫ । ২ বিণ আকস্মিকভাবে আগত । 'আচানক
(হঠাৎ) পীরের উদ্দেশ্যে রাজা রাধা হয় ।' রেক্ষেয়া, ১৯০৪ ।

আচানো [স আচমন] ক্রি আহারান্তে হাত ধোয়া । 'ছেলে পিলে
খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় ।' কেরি, ১৮০২ ।

আচান্ত [স আচমন] বিণ পরিতৃপ্ত । 'আসন করিয়া বসে আচান্ত
হইয়া ।' মানিকরাম, ১৭৮১ ।

আচাতুয়া, আচাতুয়া, আচাতুয়া [স অত্যুত] ১ বিণ অক্লান্ত । 'মোর
আপো চলি যাও বড় আচাতুয়া ।' বিজয়, ১৬৫০; 'ওঝা ধনুধর বিটা
বড় আচাতুয়া ।' বিজয়, ১৬৫০ । ২ বিণ হতবুদ্ধি; নির্বোধ ।
'আচাতুয়া ।' বিদ্যা, ১৮৯১ ।

আচাতো [স অত্যুত] বিণ ক্ষিপ্রকৃত্যকার । 'আচাতো বোঘাচাক
প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো ।' হতোম, ১৮৬১ ।

আচাতো বোঘাচাক [স অত্যুত] বি অক্লান্ত বিষয় । 'আচাতো
বোঘাচাক প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো ।' হতোম, ১৮৬১ ।

আচায্য [স আচায্য] বি গুরু । 'এ সকল গ্রামের ক্রীয়া সকলের আচায্য
বরন ... ।' চিঠিপত্র, ১৮৪৮ ।

আচার্য [পা] বি কৃতিবর্ধক খাবার । 'সহস্র প্রকার ব্যঞ্জন আচার রাই
সম্যাপন করে ।' শেখর, ১৬০০ ।

আচার্য [স] ১ বি আচরণ । 'এ তোর কণণ আচার এ ।' বড়, ১৪৫০ । ২
বি রীতি । 'বুঝি নিরীতার হয় স্বতন্ত্র আচার ।' চন্দ্র, ১৫৫০ । ৩ বি
সংস্কার । 'করিল জ্ঞাতক কণ্ঠ নারির আচার ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

আচার অনুষ্ঠান [স] বি উৎসব । 'সামাজিক আচার অনুষ্ঠানগুলিকে
নির্বিন্দেব রক্তাঘাতে বাজনা বাজায় ।' উমর, ১৯৬৮ ।

আচারতত্ত্ব [স] বি শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ।
'শাস্ত্রবিধি আচারতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক সূক্ষবিচারে তাহার উৎসাহ ।'
রবীন্দ্র, ১৯১২ ।

আচারদ্রোহিণী [স] বিণ স্ত্রী নিরমডসকারী । 'আচারদ্রোহিণী মাকেই
গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি ... ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯ ।

আচারনিষ্ঠ [স] ১ বিণ আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান । 'স্বতঃপূর্ণ
আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫ । ২ বিণ রক্ষণশীল ।
'কৃষ্ণদায়াল ঘোষতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯ । ৩
বিণ আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী । 'আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল কুকূট ।'
রবীন্দ্র, ১৯৩২ ।

আচারনিষ্ঠতা [স] বি আচারের প্রতি আনুগত্য । 'আমাদের দেশ
আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পূজার পরে
আমাদের ভরসা বেশি ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

আচারনিষ্ঠা [স] বি আচারের প্রতি আনুগত্য । 'ওর পিসির
আচারনিষ্ঠা একেবারে নিটে ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০ ।

আচারপরায়ণ [স] বিণ আচারসর্বস্ব । 'তাঁহার অতিশয়
আচারপরায়ণ ।' শরৎ, ১৯২৬ ।

আচারপরায়ণা [স] বিণ স্ত্রী আচারসর্বস্ব । 'এই আচারপরায়ণা

হতভাগিনীকে আজ সে নতন চক্ষে দেখিল ।' শরৎ, ১৯১৭ ।

আচারপ্রধান [স] বিণ অন্যাক্ষুর তুলনায় আনুষ্ঠানিকতাই প্রাধান্য
পায় এমন । 'চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না ।'
রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

আচারবস্ত [স] বিণ আচারমুক্ত । 'এতাদৃশচারবস্ত ব্যক্তিরদিশের
স্বাদ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বস্তব্য ।' দর্পণ, ১৮২২ ।

আচারবাঁধা [স আচার] বিণ আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ।
'এইরকম নিজেই আচারবাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে ... ।'
রবীন্দ্র, ১৯৪০ ।

আচারবাদী [স] বিণ আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান । 'লক্ষ লক্ষ আচারবাদী
তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে ... ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

আচারবান [স] বিণ আচারের প্রতি আনুগত্য । 'এ ব্যক্তি
হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারবান নহে ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫ ।

আচার-বিচার [স] ১ বি বাহ্যবিচার । 'আচার-বিচার আর কিছুই না
করে ।' গুণ্ড, ১৮৫৮ । ২ বি শাস্ত্রসম্মত বাহ্যবিচার । 'যার নাই আচার
বিচার বেদ পড়িয়ে গোলা বাধায় ।' লালন, ১৮৯০ । ৩ বি ধর্মীয়
রীতিনীতি । 'উভয় জাতির আচারবিচার-পূজাপদ্ধতি মিশিয়া ... ।'
রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

আচার ব্যবহার [স] ১ বি রীতিনীতি । 'দেশের রীতানুসারে আচার
ব্যবহার ও পোশাক ত্যাগ করিলেক ।' দর্পণ, ১৮২১ । ২ বি
স্বভাবচরিত্র । 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর কীর্তিপতাকা মহারত্ন
বন্দে ।' অক্ষয়, ১৮৪৮ । ৩ বি আচার-আচরণ । 'তোমাদের আচার-
ব্যবহার কথাবার্তা ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭ ।

আচার-ব্যাহার [স আচার-ব্যবহার] বি আচার-ব্যবহার; চালচলন ।
'মুশলমানের আবার আচার-ব্যাহার?' মশাররফ, ১৮৬৯ ।

আচার-ভীরা [স] বিণ আচারকে ভয় পায় এমন । 'আচারভীরা নারী
... ।' রবীন্দ্র, ১৯১০ ।

আচার-ব্রংশ [স] বি প্রধাচ্যুতি । 'আচার-ব্রংশ ।' গুণ্ড, ১৮৫৮ ।

আচারব্রত [স] বিণ শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘনকারী । 'অনেক লোক
আচারব্রত হইয়াছেন ।' ভবানী, ১৮২৩ ।

আচারমুক্ত [স] বিণ প্রথানিহন; সংস্কারহীন । 'ওরা ... আচারমুক্ত,
ওরা সহজ ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

আচারহীনতা [স] বি ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি অমান্য করার
অবস্থা । 'আচারহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯ ।

আচার্য [স আচরণ] ক্রি আচরণ করা । 'কাতারী গ্রহিয়া ধৈর্য আচারি
রহিল ।' আলোড়ন, ১৬০০; 'শিশুসম আচারে প্রবীণ ।' গিরিশ,
১৮৮৭ ।

আচারিক [স] ১ বিণ আচারমূলক । 'আমাদের আচারিক ও
আনুষ্ঠানিক ইসলামের কথা ।' শরীফ, ১৯৬৮ । ২ বিণ সংস্কারমূলক ।
'বিশ্বাসী মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্ত্রীয় শাসনে ও আচারিক
আনুগত্যে ।' শরীফ, ১৯৭০ ।

আচারী [স] বি আচার পালনকারী । 'বহুকণী হইয়াে নারে, কপট
আচারী ।' অশ্বিনী, ১৯২০ ।

আচার্য, আচার্য [স] ১ বি শিক্ষাগুরু । 'আচার্য হইলা কেহ
উপগতগতা ।' মালাধর, ১৫০০; 'বুঝিলেন আচার্য হইলা শাস্ত্রচিহ্ন ।'
বৃন্দা, ১৫৮০ । ২ বি দৈবজ্ঞ; গণক ব্রাহ্মণ । 'উজানিতে পদবী আচার্য
রত্নাকর ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । ৩ বি মহন্ত । 'চারি মঠের প্রত্যেকের এক

একটি আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট আছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি
পঞ্চদশদশক। 'বিশ্ব জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫
বি অধ্যাপক। 'মনে ভাবাই যাহাদের বিহীন!দাদারের হৃদয়ের
আচার্য্য হইয়া জন্ম্যতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
প্রশাসনিক প্রধান। 'আচার্য্য ও উপাচার্যের হরশে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।
৭ বি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। 'আচার্য লেভির বিদ্যারের পূর্বে তাঁকে সর্মথনা
করা হইল।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আচার্যগৃহ।স। বি ওরুর বাড়ি। 'চলিলা আচার্যগৃহে গঙ্গায়ে ভাষিয়া।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

আচিঁতা [স] বিধ মারাত্মক। 'কে চাইবে রোদ আচিঁতা অনল, কে চিরবৃষ্টি?' শক্তি, ১৯৬১।

আঁচির [স প্রাচীর] বি বেড়া। 'ফুলের আঁচির ফুলের প্রাচীর ফুলেতে ছাইল
ঘর।' চণ্ডী, ১৫৫০।

আচেতন | স অচেতন | বিপ অজ্ঞান । ‘সুগির্জা নন্দ যশোদা ভৈল
আচেতন ।’ বড়, ১৪৫০ ।

আচেনতা [স চেতনা] বি চিন্তা। মানোএল, ১৭৪৩।

আচোট ১ বিধ বাধ্যহীন। 'সকালবেলার আচোট আলোয় আসছে
পাহাড় ফুঁড়ে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিধ অকৃত। বিদ্যা,
১৮৯১: 'কি লিখি তেবে না পাই আচোট পাতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।
৩ বিধ অনাহত। 'আচোট হুদি যে আথক উঠিছে।' সত্যেন্দ্র,
১৯১৭।

আচ্চর্যি [স আচ্চর্যি] বিগ বিস্ময়কর। 'ওমা কি আচ্চর্যি, ইরি যদি ভাত খাবি লিকিন?' হাসান, ১৯৬২।

আচ্ছন্ন। [১] ১ বিণ অবিষ্ট। 'তাতে ধর্মমাতা তায় হয়েছে আচ্ছন্ন'।
মানিকমার, ১৭৮১। ২ বিণ সমাচ্ছন্ন। 'তাহার ধূলিতে আকাশমণ্ডল
আচ্ছন্ন হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বিণ দুর্কায়িত। 'অসুখাঙ্গি
দ্বারা কি তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন রাখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৬০। ৪
বিণ বিশেষরূপে বিকৃত। 'অগ্নিশিখার সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন
হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৫ বিণ অশ্পট। 'তাদের সৌন্দর্য
পূর্ণিমারবিশেষ মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৬ বিণ
ঢাকা। 'তোমার হিম্মতায় সেতাবের মুখ আচ্ছন্ন, উন্মুক্ত করিয়া
সেই আবরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৭ বিণ তন্দ্রাচ্ছন্ন। 'ছুমিয়ে
পড়েছিল, আচ্ছন্ন হইয়াছিল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৬। ৮ বিণ ঘোরের মধ্যে
আছে এমন ব্যক্তি। 'আচ্ছন্দের মতো দরমার পায়চারি করতে থাকি।'।
আলাউল্লাহ, ১৯৬০।

আচ্ছন্নতা [স] বি আবেশ। 'একটা আচ্ছন্নতায় চিত হয়ে পড়ে
রইল।' মাহেনও. ১৯৪৯।

আচ্ছন্নতাকারী [স] বিধ আচ্ছন্ন করে এমন। ‘হিতাহিতবুদ্ধি
আচ্ছন্নতাকারী প্রব্য বিক্রয়ে অনুৎসাহ দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প।’ অক্ষয়,
১৮৫৪।

আচ্ছন্ন। 'স আচ্ছন্ন।' বিণ শ্রী আড়াল হয়ে থাকে এমন। 'সুস্তের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে।' দর্পণ, ১৮২১।

আচ্ছা' ক্রি ধাকা। 'অমিতা আচ্ছন্তে বিস গিলেসিরে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

আচ্ছা' ১ অবা সম্মতিসূচক উক্তি: ভালো। ওপাঁ, ১৭৮২; তোর নাম কি রে? ... শ্রীকান্ত? আচ্ছা।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বিধ নিয়ন্ত্রণহীন। ভবানী, ১৮২০; 'ঐ বাচ্ছা পর আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্মের হানি করিবেক।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিধ আকর্ষনমূলক। 'আচ্ছা আচ্ছা মানব হা (হাক) নজলল, ১৯০০।

আচ্ছা করিয়া ত্রিবিধ খুব ভালো ক'রে। 'মনের মধ্যে আমদ করিয়া আচ্ছা করিয়া লিখনপড়ন সিধীবা।' ওসাঁ, ১৭৮২।

আচ্ছাদন [স] ১ বি আবরণ। 'আচ্ছাদন পদ্মদলে খুলি পূজার স্থলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ঢাকা যায় এমন। 'আচ্ছাদন থালখানি উল্লে উপরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ছাউনি। 'ঝড়ে আচ্ছাদন দিড়ে বিগি জমে ডিগা বুড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি হায়া দান। 'মেঘের ছত্তর সদাএ করে আচ্ছাদন।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বিণ আভূত। 'কি কারণে সে বান্দে করে আচ্ছাদন।' ময়নমোহন, ১৮৩৪। ৬ বি পোশাক। 'আচ্ছাদন-বিভূতি কেবল' গিরিশ, ১৮৮৭। ৭ বি ব্যবধান। 'সবাই মিলে দই ঘুচিয়ে পুরানো আচ্ছাদন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৮ বি মগ্নিতা। 'সদ্য গেছে নামি সত্তা হতে প্রত্যাহরে আচ্ছাদন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৯ বি অন্ধকার। 'আবার সে আচ্ছাদন মাঝে-মাঝে নেমে আসে স্বপ্নের সংকেত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আচ্ছাদনী [স] বি চাঁদোয়া। 'ঘাসের মাথায় যেন আচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।' তারা, ১৯৪০।

আচ্ছাদা [স আচ্ছাদন>] কি আচ্ছাদন করা। 'নিজ অঙ্গ আচ্ছাদিয়া রাখন্ত সম্বর।' সুলতান, ১৭০০; 'আর হাথে ফলাখানা আচ্ছাদিল মাথে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

আচ্ছাদিত [স] ১ বিগ অবরুদ্ধ। 'গুজরাটে ধায় সেনা আচ্ছাদিত পথ' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ আচ্ছন্ন; ছেয়ে ফেলেছে এমন। 'পূর্বসীমন্তের শরীর ধূমেতে আচ্ছাদিত হয়।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ বিগ ঢাকা। 'মৎস্য সকল মাংসেতে আচ্ছাদিত বড়িশী অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বাইয়া বিপদে পড়ে।' গৌর, ১৮২২।

আছি [হি] বিষ খুব । 'ওলো এ আছি যে লো ।' নজরুল, ১৯২৬ ।

হওয়ার। ফা সওয়ার। বি অশ্বারোহী সৈন্য। 'রোসান্ধে আসিয়া হৈলুং
রাজ আহওয়ার।' আলাওল, ১৬৮০।

আছড়ানো |আ আসার| ১ ক্রি আছড় দেওয়া। 'শুণে ধরি মাতঙ্গ গজ
আছড়িআ মারে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি ঝড় থেকে ধান আলাদা
করা। 'ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া ...।' বঙ্কিম,
১৮৯২।

আহড়ে পড়া ক্রি তীব্র বেগে এসে আঘাত করা। 'দু-কানের তীরে এসে বারবার আহড়ে পড়ে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

আছমান [ফা আসমান] বি আকাশ। 'আছমান জমিন আদি চৌদ্দ ভুবন।'
গরীব. ১৭৬৫।

আছলী [আ আসল] ত্রিবিধ আসলে। 'ভদ্র মাস থেকে ছায়া আছলী এক-এক কদম করে বেড়ে যায়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

আছা কি থাকে। 'আহুই' চটখণ সংহবোহী।' চর্যা ৪৪, ১২০০। আছ কি রয়েছে। 'কি কারণে দাদল ধংসর আছ বদী'। মুকুন্দ, ১৬০০। আছক কি থাকুক। 'আছক জোলাইমু উদ্ভত তাহান'। সুলতান, ১৭০০। আছএ কি আছে। 'তোক্তা আহুই বদে রতি পতিআস'। বড়, ১৪৫০; 'আছএত মনিরুজ আমার মদিরে'। মালাধর, ১৫০০। আছছ কি আছে। 'এহী মতে কতকাল কৌতুকে আছছ'। কবিত্ত, ১৬৮৯। আহম কি আছে। 'কান্দিতে আহম মুজি হইয়া বিবল'। সুলতান, ১৭০০। আহয় কি আছে। 'রাজান আনিতে এক উপায় আহয়'। মালাধর, ১৫০০। আহয়ে কি আছে। 'তোমার চরণে জার আহয়ে ভকতি'। মুকুন্দ, ১৬০০। আহুই কি আছে। 'আহুই চটখণ সংহবোহী'। চর্যা ৪৪, ১২০০। আছ কি আছে। 'কুললে কি আহহ নতিসী'। বড়, ১৪৫০। আছ কি রয়েছে। 'আছি পোপগুণ ধরী'।

বড়, ১৪৫০। আছিনু কি হিলাম। 'আছিনু কাঁচা নিদে'। মুকুন্দ, ১৬০০। আছিল কি হিলা। 'শকত আছিল নাথ এখনে'। বড়, ১৪৫০। আছিলা ১ কি হিলা। 'পরশর নামে বধি আছিলা বিশাল'। বড়, ১৪৫০। ২ কি হিলা। 'মনি বালে অন্ধ হইয়া আছিলা তবন'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯। আছিলাঙ কি হিলাম। 'আছিলাঙ একাকিনী বসিয়া কাননে'। মুকুন্দ, ১৬০০। আছিলাম কি হিলাম। 'তারি স্নেহবশে রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত'। রবীন্দ্র, ১৬৯৮। আছিলাহা কি হিলা। 'কথা না আছিলাহা হেনে আছিনর ভারী'। বড়, ১৪৫০। আছিলাহৌ কি হিলাম। 'যবে আছিলাহৌ আক্ষে আছিনর বালী'। বড়, ১৪৫০। আছিলু কি হিলাম। 'পুরুষ আছিলু নারী কি কারনে হেরু'। সুলতান, ১৭০০। আছিলে কি হিলা। 'কৌতুকে ভতি আছিলে দেবকীর কোলে'। মুকুন্দ, ১৬০০। আছিলেক কি হিলা। 'আছিলেক চিরকাল হইয়া কুণ্ডলী'। সুলতান, ১৭০০। আছিলো কি হিলা। 'আছিলো বা তোর নারী'। বড়, ১৪৫০। আছিল কি হিলা। 'সর্প আর গড়ুরে আছিল দুই ভাই'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯। আছু কি থাকুক। 'আছু নর লোক/ দেব লোক তোষে'। বড়, ১৪৫০। আছু অবা আর। 'আছু আল কাম তাক না ককা যতনে'। বড়, ১৪৫০। আছুক কি থাকুক। 'মনুসোর কাজ আছুক দেবতাও ত্রাস'। মালাধর, ১৫০০। আহে ১ কি অবস্থান করছে। 'বকুলতলাতে আছে সে সুন্দরী সতী'। বড়, ১৪৫০। ২ কি বিদ্যমান আছে। 'ঘরের সামী মোর/ সর্ব্বাসে সুন্দর/ আছে সুলক্ষণা দেহা'। বড়, ১৪৫০। ৩ কি জীবিত আছে। 'কি হে রেজিতার, নবী বুড়া গেছে না আছে'। গিরিশ, ১৮৮৬। আছেএ কি আছে। 'আছেএত পুজা জোগ্য তদস ইবর'। মালাধর, ১৫০০। আছেছ কি আছে। 'তলাত বসিআ/ আছেছ নাগর কাছে'। বড়, ১৪৫০। আছের কি আছে। 'কত না রাগ রাগা আছের মনে'। বড়, ১৪৫০। হিত কি হিলা। 'হিত অভাগির এক পেঁটারি গো পাথুরির কেমজে'। তারার মায়ো। মুকুন্দ, ১৬০০। ছিতে কি থাকতে; বিদ্যামানে। 'তো হেনে বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ভরে'। বড়, ১৪৫০। ছিল কি হিলাম। 'এই হেতু বাদশ বৎসর ছিল বন্দি'। মুকুন্দ, ১৬৮০। ছিল, হিলা কি হিলা। 'কথা ছিল আছিনর কাছে'। বড়, ১৪৫০। 'দৈববাণী ছিলো'। আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ছিল টেকি হল তুল, কাটিতে কাটিতে নির্মূল - বৈয়াকি অবস্থার ক্রম-অবনতি। নজরুল, ১৯৩১। ছিলা কি হিলা। 'এত খন কথা ছিলা'। বড়, ১৪৫০। ছিলাম কি আছ কিয়ার অতীতকালের উত্তম পুরুষের রূপ। 'কোঁকিলা বলিয়া পুষে ছিলাম উহারে'। মদনমোহন, ১৮৩৪। ছিলুম, ছিলেমে কি হিলাম। 'মায়ের অত্যন্ত ব্যাঘো হয়েছ, তাঁর নিমটেই কএক দিন ছিলেমে'। উমেশ, ১৮৫৭। 'আমি একবার এখানকার একটি বোট-খাড়া ও পিকনিক পাটিতে ছিলাম'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ছুক কি থাকুক। 'খিক ছুক কাছাঁছি সে কাশীনাগে'। বড়, ১৪৫০।

আছাঁটা [স অশাভ] ১ বিপ ছাঁটা বা কাঁড়ানো হয়নি এমন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিপ কাটা হয়নি এমন। 'বাড়ের চুল আছাঁটা'। আলাউদ্দিন, ১৯৫৯।

আছাড় [আ আসার] ১ বি পিছলে পড়া। 'আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি উপরে তুলে মাটিতে সজোরে নিক্ষেপ। 'পায়ে ধরি পাক দিয়া মারিল আছাড়'। ফনরাম, ১৭১১।

আছাড় খাওয়া ১ কি পা পিছলে মাটি বা নীচে পড়ে যাওয়া। 'আছাড় খাওয়া কাদিতে লাগিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ কি বিপদে পড়া। 'পদে-পদে আছাড় যায়, দুঃখ পায়'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

আছাড় মারা কি উপরে তুলে মাটিতে জোরে নিক্ষেপ করা। 'এফণি আছাড় মারে যায় যমঘর'। মানিকরাম, ১৭৮১। 'উপরে তুলিয়া ...

আছাড় মারিয়া ফেলে না'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আছাড়-লাগা বিপ বেগে পতিত হয়েছে এমন। 'যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আছাড়ানো [আ আসার] ১ কি উপরে তুলে সজোরে নীচে ফেলা। 'কংছ কন্যা মারিল শিলাপাটে আছাড়িয়া'। বড়, ১৪৫০। ২ কি ছোড়াছড়ি করা। 'হাত পা আছাড়ি রাজা ছাড়িল সরিরে'। মালাধর, ১৫০০।

আছাড়িপিছাড়ি, আছাড়ি-বিছাড়ি [আ আসার] বি মাটিতে গড়াগড়ি। 'নিশ্চল দীপের মতো মানুষের নিরশ্রয় মন আছাড়ি-বিছাড়ি নেবে'। সূরীন্দ্র, ১৯৩৩। 'ছোট বউ কাদিয়া কাটিয়া আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া উত্তর করিল'। জগীম, ১৯৬০।

আছান [ফা আহসান] বি নিরাময়। 'ফুক দিতে আছান স্বাতির'। গরীব, ১৭৭৫।

আছানা [স শাবক] বি গছা ছানা হয়নি এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আছিত্ত [আছ+স ত্তা বি অস্তিত্ব]। 'লোপ পেয়ে যায় তার আছিত্ত'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আছিনর [স অছিন্ন] বিপ দূর্ভ। 'আতিবড় হৈলা আছিনর'। বড়, ১৪৫০।

আছিনরী [স অছিন্ন] বিপ স্ত্রী চতুর। 'তীন ভুবনে নাহি নেন আছিনরী'। বড়, ১৪৫০।

আছিন্তি [স অছি] শব্দের বানানভেদ। 'আমী করুল আছী'। মেয়র্স, ১৫৭৭।

আছুক [হি অচানক] ক্রিবিপ হঠাৎ। 'আছুক চড়িমু সে পরস না করিব'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আছোয়া [স অক্ষপ] বিপ অমলিন। 'ওধু ধখণ করছে আছোয়া শাদা বরফ'। অবন, ১৯২৫।

আছোলা [আছোলা] বিপ খোসা ছাড়ানো হয়নি এমন। 'আছোলা আদুর যৌট'। নজরুল, ১৯২৭।

আজ [স আর্থি বি আর্থ]। 'আজদেব নিরালে রাজাই'। চর্চা ৩১, ২০০০।

আজ [স অদ্য] ১ ক্রিবিপ অদ্য। 'বহিএ তোমাকে আজ বাড়ির নির্ভুতি'। মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি বর্তমান। 'নতুনবে ডিড়ে বেড়াই ধাক্কা বেয়ে, যেখানে আজ আছে কাল সেই'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আজকা [স অদ্য] ক্রিবিপ আজ। 'সেইমু আজকা তর হগল পুংটিমি'। মাহমুদ, ১৯৭৩।

আজকাল [স অদ্য] ক্রিবিপ ইদানীং। 'ঠাকুরথিকে আজকাল ভাল করে সেবেছ'। উমেশ, ১৮৫৭।

আজ-কাল কথা কি ভালবাহানা করা। 'এতদিন কোনোমতে আজ-কাল করে চালিয়ে আসছি'। অচিন্তা, ১৯৫০।

আজকালকার [স অদ্য] বিপ এই সময়ের। 'বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি.এ.'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আজকেকার [স অদ্য] বিপ এখনকার। 'আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আজো ক্রিবিপ এখন পর্যন্ত; আজও। 'আজো তোমার কিরণপাতে'। রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আজগবি, আজগবী [ফা আজ+আ গায়বী] ১ বিপ রহস্যময়। 'ভাবের আজগবি বল গৌরচন্দের ঘরে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিপ অজ্ঞত।

বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ **বিশ** অবিস্বাস্য। 'এমনতর আজ্ঞাবি কন্দি বাটায় যে আমাদের কাছে নিত্য সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২। ৪ **বিশ** আকস্মিক। 'হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজ্ঞাবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে ...' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪। ৫ **বিশ** অবাত্তব। 'অসংখ্য আজ্ঞাবি গল্প।' **সওগাত**, ১৯২৯।

আজ্ঞায়েব [ফা আজ+আ গায়বী] **ক্রিবিণ** হঠাৎ। 'আজ্ঞায়েব সেইখানে আইল দুই সাপ।' **গরীব**, ১৭৬৫।

আজ্ঞত্তব [ফা আজ+আ গায়বী] **বিশ** ভিত্তিহীন। 'কলকোতার নিত্য নতুন নতুন হস্তক, সকল গুলিই সৃষ্টি ছাড়া ও আজ্ঞত্তব।' **হুতম**, ১৮৬১।

আজ্ঞত্তবি, **আজ্ঞত্তবী** [ফা আজ+আ গায়বী] ১ **বিশ** ভিত্তিহীন। 'বাক্সা কাগজ ওয়ালারা ... আজ্ঞত্তবী কথায় কাগজ পোরোতে লাগলেন।' **হুতম**, ১৮৬১। 'আজ্ঞত্তবি কথা লইয়া ভিরকুটি করে।' **হরপ্রসাদ**, ১৮৭৮। ২ **বিশ** কল্পিত। 'আজ্ঞত্তবী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।' **এসলাম**, ১৯১৯।

আজ্ঞগৈবি [ফা আজ+আ গায়বী] **বিশ** আজ্ঞত্তবি। 'উঠেছে রে আজগৈবি আওয়াজ/ সাত তাল্লা ভেদিয়ে।' **লালন**, ১৮৯০।

আজ্ঞড়ানো [হি উজ্ঞাড়া] **ক্রি** প্রকাশ করা। 'পল্লীকাহিনী না আজ্ঞড়াইয়া মনের ফাঁপর দূর করিতে পারিল না।' **ওদুদ**, ১৯৫১।

আজ্ঞদাহা [ফা] ১ **বিশ** বিশাল ও উদ্যান। 'বড়ই আজ্ঞদাহা সাপ দম নাহি ছাড়ে।' **গরীব**, ১৭৬৫। ২ **বি** বড়ো সাপবিশেষ। 'রোষে ফুলে ওঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজ্ঞদাহা।' **ফররুখ**, ১৯৬৬।

আজ্ঞনম [স আজনা] ১ **ক্রিবিণ** চিরকাল। 'কেহ আজ্ঞনম না রহে অধম।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯০৮। ২ **ক্রিবিণ** জন্ম থেকে। 'পদে পদে বাধা আজ্ঞনম - বৃষি আমরণ।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯১২।

আজ্ঞনাই [অ আজিনাই] **বি** টিকটিকিজাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'মুন্সীগাঁস খেড়ে মুখা ছুঁচা আজ্ঞনাই।' **ভারত**, ১৭৬০।

আজ্ঞনা [স] ১ **ক্রিবিণ** জন্ম থেকে। 'আজ্ঞনা কালীতে বাস সডেই যশনী।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **ক্রিবিণ** আজীবন। 'অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজ্ঞনা অজ্ঞান রহে।' **ফররুখ**, ১৭৯৮।

আজ্ঞনাকাল [স] **ক্রিবিণ** সারাজীবন ধরে। 'আজ্ঞনাকাল তোমার চেলা হয়ে আমি থাকব।' **গিরিশ**, ১৮৮৭।

আজ্ঞনুপরিচিতি [স] **বিশ** চিরচেনা। 'এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজ্ঞনুপরিচিতি বাস্তব্য়।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৭।

আজ্ঞনাবিধবা [স] **বিশ** শিশুকাল থেকে বিধবা। 'আজ্ঞনাবিধবা তারি এককালে রয়েছি একাকী।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৫।

আজ্ঞনালঙ্ক [স] **বিশ** জন্ম থেকে প্রাপ্ত। 'বধূর্মের ও বনেশের আজ্ঞনালঙ্ক বিশ্বাস সংস্কার তিনি গায়ে-লাগা ধুলোর মতো ফুঁ দিয়ে বেড়ে ফেলাতে পেরেছিলেন।' **শরীফ**, ১৯৭০।

আজ্ঞনাবাধি [স] **ক্রিবিণ** জন্ম থেকে। 'আজ্ঞনাবাধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাবোধী যথার্থলাপী।' **চন্দ্রিকা**, ১৮৩৫।

আজ্ঞব [আ] **বিশ** অজ্ঞত। 'বাহিরে দেখিনু এক আজ্ঞব ছুরত।' **গরীব**, ১৭৬৫।

আজ্ঞবধর [আ আজ্ঞব+ঘর] **বি** জাদুঘর। 'সুদূর পশ্চিমে উহাকে আজ্ঞবধর বলে।' **হরপ্রসাদ**, ১৮৮১।

আজ্ঞবতর [আ আজ্ঞব+স তর] **বিশ** অতিবিস্ময়কর। 'বিধাতার এক

আজ্ঞবতর সৃষ্টি।' **মোজাম্মেল**, ১৯৬০।

আজ্ঞবোজ [আড়+বোজ] **বিশ** অবুঝ। 'মুখিল বোটা আজ্ঞবোজ।' **ভারত**, ১৭৬০।

আজ্ঞমাইস [ফা আজ্ঞমায়িশ] **বি** পরীক্ষা; গবেষণা। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

আজ্ঞমাই [ফা আজ্ঞমান] **ক্রি** পরীক্ষা করা। 'আজ্ঞমাইতে।' **মোনাএল**, ১৭৪৩।

আজ্ঞমুদা [ফা আজ্ঞমুদান] **বিশ** পরীক্ষিত। 'বড়ই আজ্ঞমুদা দারু কহি তেরা ঠাই।' **গরীব**, ১৭৬৫।

আজ্ঞরাইল [আ] **বি** (ইসলামি মতে) মৃত্যুদ্যুত। 'আজ্ঞরাইল কহে নবী তন দিল দিয়া।' **গরীব**, ১৭৫০।

আজ্ঞরাল [আ আজ্ঞরাইল] **বি** (ইসলামি মতে) মৃত্যুদ্যুত। 'আজ্ঞরাল যদি সামনে দাঁড়ায়।' **জসীম**, ১৯৩৩।

আজ্ঞ [স আদার] **বিশ** ন্যাকা। 'হেন সে আজ্ঞ দেবরাজে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

আজ্ঞলকাজল **বিশ** ঘন কালো। 'নীলনীলিমা ললাট এমন আজ্ঞলকাজল অন্ধকারে।' **শঙ্ক**, ১৯৬৬।

আজ্ঞলা [স অঞ্জলি] **বি** অঞ্জলি। 'মেয়ের কলসি থেকে আজ্ঞলা ভরে পানি বাচ্ছেন।' **শামসুল**, ১৯৬২।

আজ্ঞলী **বিশ** আদরীণী। 'আজ্ঞলী রাখা তো আবালী বড়ী।' **বড়ু**, ১৪৫০।

আজ্ঞা [স আর্ক] ১ **বি** মাতামহ। 'চক্রবর্তী সম্বন্ধে হাম আজ্ঞা করি মানে।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ২ **বি** পিতামহ। **মোনাএল**, ১৭৪৩। 'তন্যাই বাপার মুখে কয়েছিল আজ্ঞা।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

আজ্ঞাজিল, **আজ্ঞাজীল** [আ] **বি** শয়তান। 'আজ্ঞারাইল সে পারেনি এততে যে আজ্ঞাজিলের আসে।' **নজরুল**, ১৯২৮। 'টুটি চেপে ধরি, জ্বালাই, উড়াই, মাড়াই দিখিদিবে কোটি আজ্ঞাজীল।' **মাহেনও**, ১৯৪৯।

আজ্ঞাড়ি [হি উজ্ঞাড়ি] **বিশ** শূন্য; খালি। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

আজ্ঞাড়ি [হি উজ্ঞাড়ি] **ক্রি** শূন্য করা। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

আজ্ঞাড়ি [হি উজ্ঞাড়ি] **বিশ** শূন্য। **মোনাএল**, ১৭৪৩।

আজ্ঞাদ [ফা] ১ **বিশ** মুক্ত। 'এক দাসী কিনি ভবে করিব আজ্ঞাদ।' **আলাওল**, ১৬৮০। ২ **বিশ** সার্বভৌম। 'স্বাধীন এ দেশ। আজ্ঞাদ মোরা।' **নজরুল**, ১৯২২।

আজ্ঞাদি, **আজ্ঞাদী** [ফা] ১ **বি** স্বাধীনতা। 'আজ্ঞাদীর কথা জ্বালায় কে?' **সখনা**, ১৯২১। 'এই আজ্ঞাদির সাজা না পাইলে আমাদের জীবনে ... যেহেচ্চারিতা সেবা দিত না।' **নজরুল**, ১৯২২। ২ **বিশ** মুক্তি। 'ফিরে আসে আজ্ঞাদ পাশ্চাত্যের নারীর আজ্ঞাদী।' **বেগম**, ১৯৪৭। ৩ **বিশ** স্বাধীনতা সম্পর্কিত। 'আগামী সংখ্যা বিশেষ আজ্ঞাদী সংখ্যাক্রমে আগটির প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হচ্ছে।' **মাহেনও**, ১৯৪৯।

আজ্ঞান [আ] **বি** মুসলমানদের পাঁচ বেলা উপাসনার জন্য আহ্বান। 'বহু গুণ্য পর অজ্ঞ আজ্ঞান কহিলে।' **আলাওল**, ১৬৮০।

আজ্ঞান **বি** এক জাতির ধান। 'আগানে সাজান কৈল তাড় দুই বাহে।' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০।

আজ্ঞান [স অজ্ঞাত] **বিশ** অজ্ঞাত। 'আজ্ঞান গাঁয়ের কৃষাণ কুমারী।' **জসীম**, ১৯৩১।

আজ্ঞানা [স অজ্ঞাত] **বিশ** অজ্ঞাত; অপরিচিত। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

আজানু [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত। 'আজানু লম্বিত বাহু সাজে বনমালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

আজানুচুহিত [স] *বিণ* হাঁটু স্পর্শ করেছে এমন। 'এখন সে কাঁপিছে উন্মাদে আজানুচুহিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

আজানুবাহু [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত বাহুবিশিষ্ট। 'মহাবল, পরাক্রম আজানুবাহু।' *কবির*, ১৮১২।

আজানুলম্বিত [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ। 'আজানুলম্বিত বনমালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আজানুলম্বিতবাহু [স] *বি* হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ হাত যার। 'আজানুলম্বিতবাহু দুর্বাদলশ্যাম।' *কৃত্তিবাস*, ১৬৫০।

আজানুসমুখিত [স] *বিণ* হাঁটু পর্যন্ত তোলা। 'আজানুসমুখিত বৃট কিনিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আজাব [আ] *বি* শাস্তি। 'বহুত আজাব পাইবে মউত নিদানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আজারি [ফা] *১* বি আঘাত। 'আজারি কুলনে মর্ম যায় গড়া গড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫। *২* বি দুঃখ। 'ইউহফ পুছিল তুকে কি আছে আজারি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

আজারি [ফা আজার] *বি* মোটা ও তালি-দেওয়া। 'আজারির কাপড়।' *ওর্স*, ১৭৮৫।

আজারির কাপড় *বি* ক্যানজাস; তালি-দেওয়া মোটা কাপড়। *ওর্স*, ১৭৮৫।

আজারি [ফা] *বি* রোগ; অসুস্থতা। 'এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আজারির চিন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আজারিয়া [ফা আজার] *বিণ* অদরকারি। '... প্রপতির ফলে বাতিল হুজুর পারেন এমন প্রস্তাব নেহায়েতই আজারিয়া।' *শিব*, ১৯৫৬।

আজালা [স] *জ্ঞান*। *কিণ* জ্বালা হয়নি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজি, আজী [স অদা] *১* *ক্রিবিণ* এখন। 'আজি হৈতে বড়ায় দেব বনমালা তোকার ডলিয়া দাসে।' *বটু*, ১৪৫০। *২* *ক্রিবিণ* আজ। 'আজী না সুনিমু আজি কার সমাচার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'সে মাল আজী তাগাদী বিক্রি হয়ে নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তবে আজি যাও, কল্য আশিও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

আজিকার, আজীকার [স অদা] *১* *বিণ* আজকের। 'আমাকে মরিবারে হৈল আজিকার রাতি।' *মালাধর*, ১৫০০। *২* *বিণ* এখনকার। 'আজীকার প্রজার হানে খাজানা ওয়াসীল করা বড় দায় হইয়াছে।' *ওর্স*, ১৭৮২।

আজি কালি, আজী কালী [স অদা]+স কল্য। *১* *ক্রিবিণ* সম্প্রতি। 'আজী কালী যদি না দেখাও মহাবীর খড়গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *২* *ক্রিবিণ* আজকের দিনে। 'বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দশা আজি কালি হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

আজি কালিকার [স অদা]+স কল্য। *বিণ* সাম্প্রতিক কালের। 'আজি কালিকার, বৌ খিরা রক্ষনকার্যে সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

আজী নাগদী *ক্রিবিণ* আজ পর্যন্ত। 'অসুত হইয়াছেন আজী নাগদী তিন মাহা।' *ওর্স*, ১৭৭৯।

আজি [স অরিকা] *বি* পিতামহী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আজিকা [স অদা] *বিণ* আজকে। 'রাজাকে ডেটিবে আমি আজিকা

বৈকালে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

আজিসি [স আজিগীষ্য] *বি* জয়ের আকাঙ্ক্ষা। 'অপরঞ্চ ধনুঃশর আজিসি চড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আজিজ [আ] *বিণ* কাহিল। 'আপন মুনাফার জন্যে তাতির বতরা করিয়া তাহাদিককে আজিজ করিয়াছে ...।' *হাশাহেড*, ১৭৭৩। *দ্র আজিজ*

আজিজি, আজিজী [আ আজিজ] *১* *বি* বিনয়। *ওর্স*, ১৭৮৫। *২* *বি* প্রীতি; খাতির। 'আজিজি করিনু তব না রাখিা বাত।' *হামজা*, ১৮০৭।

আজিম [আ] *বিণ* খুব বড়ো। 'আজিম দরবত এক দেবিবারে পায়।' *হামজা*, ১৮০৭।

আজিমাবাদি *কিণ* আজিমাবাদের। 'পাচ সিন্ধুক আফিম আজিমাবাদি।' *ক্যালপে*, ১৭৮৭।

আজির [ফা আনজির] *বি* ডুমুর জাতীয় ফল। *ওর্স*, ১৭৮৫।

আজী, আজীকার, আজী কালী, আজী নাগদী *দ্র* আজি

আজীব [স] *বি* জীবিকা। 'আমাদিশের আজীব, আরাম ও সৌকার্যার্থে যে সকল বস্ত্র আবশ্যক, পৃথিবীতে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আজীবী [আ আজাব] *বিণ* আজব। 'আজীব ছিল মোদের আগে এই দুনিয়ার হাল।' *মাহেন্ত*, ১৯৪৯।

আজীবক [স] *বি* ভিক্ষুক। 'একজন আজীবক সন্ন্যাসী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আজীবক [স] *ক্রিবিণ* জীবনব্যাপী। 'আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আজীবনকাল [স] *বি* সারা জীবন। 'অপর মানুষের সঙ্গে যোগসাধন না ঘটলে ... প্রত্যেকে আজীবনকাল ... আপন আপন কক্ষেই ঘুরে মরতাম।' *শিব*, ১৯৫৬।

আজু [স অদা] *বিণ* আজকের। 'তন সখী আজু নিশি যপ্পে অতুলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আজুক [স অদা] *বিণ* আজকের। 'কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ গুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আজুকা [স অদা] *ক্রিবিণ* আজ। 'আজুকা খতিল কর্ণ চক্ষের বিবাদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আজুকার [স অদা] *বিণ* আজকের; এই সময়ের। 'কহিলাম এই আজুকার বিবরণের' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আজুগার [স অদা] *বিণ* আজকের। 'হাদস বৎসর অন্ত আজুগার দিনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আজুদিন [স অদা]+স দিন। *বি* আজকের দিন। 'আজুদিনে সুরঙ্গ করিয়া সাবধানে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আজুনিশি [স অদা]+স নিশি। *ক্রিবিণ* আজ রাতে। 'আজুনিশি না গুনির্নু তাম্রদ্বাদ নাদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

আজুরা [আ আজর] *বি* মঞ্জুরি। 'আজুরা না নই যদি এই কর্ম করে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আজেজ [আ আজিজ] *১* *বিণ* দুর্বল। 'নেহাত আজেজ আছে নবী যগন্ময়।' *গরীব*, ১৭৬৫। *২* *বিণ* হতবুদ্ধি। 'আজেজ হইল মর্দ হযবতে পড়িয়া।' *হামজা*, ১৮০৭।

আজেবাজে [ফা বাজে] *বিণ* তুচ্ছ; নিরর্থক। 'কোনোদিন আজেবাজে লিখে সময় নষ্ট করিনি।' *জীবন*, ১৯৩১।

আজেলিয়া [হি] বি রডোয়েন্ডন গোত্রের বড়ো আকারের গোলাপি, বেগুনি, সাদা বা হলুদ ফুল। 'হাসি বহি দেখা দিল আজেলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

আজেন বি আচার ইত্যাদি রাখার পাত্র। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আজ্ঞস্ত [স] *বিশ* আদিষ্ট। 'ইহাও আজ্ঞস্ত হইল যে, কোনও ব্যক্তি উপটৌকন লইতে পারিবেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আজ্ঞা [স] ১ *বি* আদেশ। 'প্রসেনেতে দিয়া কেল আজ্ঞা লংঘনে।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ *বি* ইচ্ছা। 'সাহেব খামীন সাক্ষ্যাত ওজবিজ্ঞ আজ্ঞা হইল।' *হাশবেদ*, ১৭৭৩। ৩ *বি* সম্মতি। 'আসতে আজ্ঞা হউক বসতে আজ্ঞা হউক।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

আজ্ঞা করা *ক্রি* আদেশ করা। 'বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন।' *ডবানী*, ১৮২৫।

আজ্ঞাকারি [স] আজ্ঞাকারী *বি* আদেশ পালন। 'কার তেজ ধর তুমি কর আজ্ঞাকারি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আজ্ঞাকারিণী [স] *বিশ* স্ত্রী আদেশ পালনকারী। 'যদি প্রিয়ভ্রমের আজ্ঞাকারিণী থাকি তবে স্বামী ভ্যাগ করিবেন।' *চট্টোপাধ্যায়*, ১৮০৫।

আজ্ঞাকারী [স] ১ *বিশ* বাধ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'তারাই সবে ইন্দ্র রাজার আজ্ঞাকারী।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বিশ* আদেশদাতা; নির্দেশক। 'কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী।' *রামশ্যসাদ*, ১৭৮০; 'তব পাশে সদা আমি আছি আজ্ঞাকারী।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

আজ্ঞাধারী [স] *বি* আদেশ পালনকারী। 'সদা আজ্ঞাধারী তার মদন আপনি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

আজ্ঞাধিনী [স] *বিশ* স্ত্রী আদেশের অধীন। 'তব আজ্ঞাধিনী আজ্ঞা পালিব তখনে।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

আজ্ঞাধীন [স] *বিশ* আদেশের অধীন। 'একটিকে অধিনায়করূপে নির্বাচিত করিয়া নিয়ত তাহারই আজ্ঞাধীন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

আজ্ঞানুবর্তন, **আজ্ঞানুবর্তন** [স] *বি* আজ্ঞা অনুসারে চল। 'পিতৃ মাতৃ রাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্তন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

আজ্ঞানুবর্তী, **আজ্ঞানুবর্তী** [স] সমাসে ই-কার ১ *বিশ* আদেশ পালন করে এমন; অনুগত। 'নবাব সাহেবের পিণের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া প্রাধান্য রূপে গুরুমানুক্রমে কাশ্যকপণ করিতেছি।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'আবার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যেমন বলি তেমন চলো।' *অবন*, ১৯২৫। ২ *বি* অনুগত যে। 'কতলু খাঁর আজ্ঞানুবর্তিগণ এই লিপি প্রতিপালন করিবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

আজ্ঞানুবর্তিনী, **আজ্ঞানুবর্তিনী** [স] *বিশ* স্ত্রী আদেশ পালনকারী। 'আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'পতনুরক্তা - আজ্ঞানুবর্তিনী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

আজ্ঞানুসারী [স] *বিশ* স্ত্রী আদেশ পালনকারী; বাধ্যগত। 'স্বামির আজ্ঞানুসারী হইতেন।' *গৌর*, ১৮২২।

আজ্ঞানুসারে [স] *ক্রি* *বিশ* আদেশ অনুযায়ী। 'সত্যবতীর আজ্ঞানুসারে ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮০২।

আজ্ঞাপত্র [স] *বি* চিঠি (বিনয়ের)। 'মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ জ্ঞাতো হইলাম।' *ওসী*, ১৭৮২।

আজ্ঞাপত্রি [স] আজ্ঞাপত্রী *বি* হুকুমনামা; আদেশপত্র। 'আজ্ঞাপত্রি।' *ডানকান*, ১৭৮৫।

আজ্ঞাপাল [স] *বিশ* আজ্ঞা পালনকারী। 'আশ্রিত আশ্রয় হই আজ্ঞাপাল দাস।' *সুলতান*, ১৭০০।

আজ্ঞাপেক্ষা করা [স] আজ্ঞা-অপেক্ষা। *ক্রি* অনুমতি লাভের চেষ্টা করা। 'স্ত্রী সহগমন করণার্থে আজ্ঞাপেক্ষা করিয়া তথাকার জজ সাহেবের নিকটে আসিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

আজ্ঞাপ্রতিপালন [স] *বি* নির্দেশ পালন। 'আজ্ঞাপ্রতিপালন, সুখ্যাতি সুখশ, শত সহস্রকণ্টে ঘোষিত হইতে থাকে।' *মহাররক্ষ*, ১৯০৮।

আজ্ঞাপ্রাপ্ত [স] *বিশ* আদেশ পেয়েছে এমন। 'হীতীসুতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আজ্ঞাবর্তী, **আজ্ঞাবর্তী** [স] *বিশ* আজ্ঞাবহ। *সেবধি*, ১৮৩৯।

আজ্ঞাবহ [স] *বিশ* অনুগত। *ওসী*, ১৭৮৫; 'সেখানকার লোক অনিচ্ছাপূর্বক আজ্ঞাবহ ছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

আজ্ঞাবাহী [স] *বিশ* আদেশ পালনকারী। 'গবন যাদের ব্যঙ্গনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী।' *নজরুল*, ১৯২৯।

আজ্ঞাবিরোধিনী [স] *বিশ* স্ত্রী নির্দেশ অমান্যকারী। 'আজ্ঞাবিরোধিনী রসিকভাষ্যাসিনী।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

আজ্ঞামতে [স] আজ্ঞা। *ক্রি* *বিশ* আদেশ অনুযায়ী। 'আদালতের আজ্ঞামতে সে ব্যক্তির সাক্ষীর স্বরচ ...।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আজ্ঞা হওয়া *ক্রি* ইচ্ছা হওয়া। 'আসতে আজ্ঞা হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আজ্ঞে [স] আজ্ঞা। *অব্য* সম্মতিসূচক শব্দ। 'নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।' *মহাকবি*, ১৮৬০।

আজ্ঞেয়িক [স] *বিশ* আজ্ঞেয়বাদী। 'নাস্তিক বা আজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

আজ্ঞ্য [স] *বি* *বি*। 'আজ্ঞ্য আর আওনে জীবন জেন জ্বলে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

আবর [স] অজস্রধার *ক্রি* *বিশ* অবিরাম। 'আবর স্বরএ মোর নয়নের পানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঝাড়া [অঝাড়া] *বিশ* অপরিচ্ছন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অন্ধকার ঘরে আঝাড়া বিছানায় টান হয়ে তপে পড়ল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

আঝালা *বিশ* ঝালশূন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আঞ্চল [স] অঞ্চল *বি* আঁচল। 'রাধার আঞ্চলে ধরি মনে মনে হাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঞ্চলিক [স] *বিশ* অঞ্চল সংক্রান্ত। 'দর্মীর প্রভাবের মতো আঞ্চলিক প্রভাবও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী।' *উমর*, ১৯৬৭।

আঞ্চলিকতা [স] *বি* কোনো অঞ্চলের প্রতি পক্ষপাত। 'স্বাধীন প্রাণেশিকতা ও আঞ্চলিকতার প্রতি দোহাই দেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

আঞ্জন [স] অঞ্জন *বি* কাজল। 'শ্রবণে কুণ্ডল আদি নয়ানে আঞ্জন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আঞ্জনায় [স] *বি* হনুমান। 'তাহলেও আঞ্জনায় সারস্বতীর পুত্র নয়।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩৫।

আঞ্জনান, **আঞ্জনান** [স] আঞ্জনান *বি* সংগঠন; সমিতি। 'ইহার প্রযত্নে ক্রমান্বয়ে ৪টি আঞ্জনান স্থাপিত হইয়াছে।' *প্রচারক*, ১৮৯৯; 'নগরের মুসলমান আঞ্জননসমূহ ... যোরা প্রতিবাদ করিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৭। **আঞ্জনান**

আঞ্জলী [স] অঞ্জলি *বি* অঞ্জলি। 'আঞ্জলী বাঞ্ছিত/সম্ভারে কাহাঞি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আজ্ঞাম [আ] ১ বি আয়োজন। 'অর্ধেক জে সাহেব কাজের আজ্ঞাম করিয়াছে সেই পাইবেক।' *কালপে*, ১৭৮৪; 'আপন সাধ্যক্রমে ... তাহার সরবরাহও আজ্ঞাম করিব।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ২ বি ব্যবস্থা। 'আমা দিয়া ইহার আজ্ঞাম কি মতে হইতে পারে।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ বি সামগ্রী। 'তাজ্ঞাম ভরা আজ্ঞাম এ যে কিছুই রাখেনি বাকি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আজ্ঞাম-আয়োজন [আ আজ্ঞাম+স আয়োজন] বি বন্দোবস্ত; জোপাড়-যন্ত্র। 'অনেক আজ্ঞাম-আয়োজন করিয়া এদিক ওদিক চাইয়া।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আঞ্জি [স আদা] বি মানসিক চিহ্ন (৬)। 'ছেলেরা আঞ্জি ক'ব পড়ে।' *দক্ষিণা*, ১৯৪০।

আঞ্জিবুক [ফা আজীর+স বুক] বি ডুমুর জাতীয় ফলের গাছ। 'আঞ্জিবুক বীজ হোতো অন্ধক প্রচার।' *সুলতান*, ১৭০০।

আঞ্জির, আজীর [ফা] বি ডুমুর জাতীয় সুমিষ্ট ফল। 'আঞ্জির বদরী বুক অতি বহুতর।' *সুলতান*, ১৭০০; 'আঞ্জির শাখার মতো অন্ধকারে ভূমি।' *জীবন*, ১৯৩০।

আজ্জমান [ফা] বি সমিতি। 'মওলানা সাহেব আজ্জমানে-তবলিগল ইসলাম নামক একটি আজ্জমান কায়ম করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫। **দ্র** **আজ্ঞাম**

আট [স অষ্ট, পা অট্টা] বি ৮ সংখ্যক। 'আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আট আনা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

৮ বিণ আট সংখ্যক। 'আগামী মঙ্গলবার ৮ জুন...'। *দর্পণ*, ১৮১৯।

আটাই বিণ অষ্টম (দিন)। ওরা, ১৭৮৫।

আটকড়াইয়া [আট+স কলার] বি শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে আট প্রকার কলাই ভাজা বিতরণের লৌকিক সংস্কার। 'আট দিনে আটকড়াইয়া করিল ধর্মকেতু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আটকলা বি আট রকমের ছল-চাতুরী। 'আট কলা' হেকমত আমাদের মনে মনে।' *জসীম*, ১৯৬৪।

আটকলাইআ [আট+স কলার] বি শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে আট প্রকার কলাই ভাজা বিতরণের লৌকিক সংস্কার। 'আটকলাইআ তার কইল আট দিনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আটকুঠরী বি দেহের আট মোকাম; লাহদ, নাসদ, মালকুত, জবরুদ, মোকাম আরোয়া প্রভৃতি। 'আটকুঠরী নয় দরজা আটা।' *লালন*, ১৮৯০।

আটচালা [আট+স চাল] ১ বি আট চালাবিশিষ্ট ঘর। 'মাঝে আটচালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি উৎসবদিার জন্য নির্মিত আট চালাবিশিষ্ট মণ্ডপ। 'এক আটচালা পরিপূর্ণ শিশুদের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

আটতাল [আট+স তাল] বি সংগীতের তালবিশেষ। বড়, ১৪৫০।

আটনখরী [আট+ই নখর] বি আট নখর মাপে তৈরি (জুতো)। 'আমার ছনখরী পা-কে আটনখরী পরাতে যাব নাকি?' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

আটপলা [আট+ফা পহল] বিণ আটটি পরতবিশিষ্ট। 'কিরে গিলে-করা গলা/টেউ-তোলা আট-পলা।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

আটপছরে [স অষ্টপ্রহর] বিণ আটপৌরে; সবনময়ে ব্যবহৃত। 'আটপছরে নামাটে দোষ কী হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

আট-পেজি [আট+ই পেজ] বিণ আট পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। 'ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, বোলা-পেজি আছে।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

আটপছর [স অষ্টপ্রহর] বিণবিণ সারাক্ষণ। 'দিবাশিপি আট প্রহরে একরূপে চার রূপ ধরে।' *লালন*, ১৮৯০।

আটহাতি বিণ আট হাত মাপের। 'পরনে খন্দরের আটহাতি ধুতি, পায়ে চাপলি।' *ধূজিট*, ১৯৩১।

আট-হেতো বিণ আট হাত দৈর্ঘ্যের। 'রেলির লাঠীমার্কী আট-হেতো কোরা ধুতি...'। *প্রমথ*, ১৯৪১।

আটকল বি হিংসা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকলা বিণ বিবর্তিত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকলা করা ক্রি নির্বাচন করা। 'আটকলিতে আটকল করিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকলা **দ্র** **আট**

আটক [হি] ১ বিণ বাধ্যস্ত। 'কাম ক্রোধ প্রবেশিত হইল আটক।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ বি বাধা। 'যাইতে আটক তায় না করে দরানি ...।' *কুসুমায়*, ১৭২০। ৩ বি বন্দি করে রাখা। 'ফাটকে আটক আটআটা।' *রামশ্রদান*, ১৭৮০; 'আঁহার আশয়ে তার হয়েছে আটক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ বি সজ্জা। 'রাজা রুক্মবের নিমিত্তে আমাদিগের ধনাংশ আটক করি।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৫ বিণ আবদ্ধ। 'মুখ পানায় আটক করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ বি গোপন। 'কুতাবানি আশে আটক করে রাখব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৭ বি পথরোধ। 'একসার পোরুর গাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৮ বি আটকে পড়া। 'শৈবালেতে আটক পড়ল তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৯ বিণ বন্ধ। 'এক ফের ফিরিতেই তালওলাশা পথ আটক করিয়া বসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ১০ বিণ অবরুদ্ধ। 'প্রাচীন অনেক পুঁথি মঠে মঠে আটক পড়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ১১ বি প্রতিরোধ। 'সোভিয়াম প্যাস সূর্যের আলো আটক করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আটক করা ক্রি মজুদ করা। 'তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

আটকা [হি আটক] ১ বিণ আটককৃত। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বিণ আবদ্ধ। 'আটকা বস্ত্র।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকানো, **আটকানো** [হি আটক] ক্রি আটক করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **আটকিআ** ক্রি আটক করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **আটকে-পড়া** বিণ অবরুদ্ধ। 'আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। **আটকে যাওয়া** ক্রি বন্ধ হওয়া। 'শ্রোকে কথা আটকে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৬। **আটকে রাখা** ১ ক্রি বন্দি করা। 'কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজরবন্দী করায় কি হইতে পারে?' *প্যাগরী*, ১৮৮৮। ২ ক্রি ধরে রাখা। 'লকা তারে আটকে রেখে তারি কাছে হাসতে শেষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আটকানো [হি আটক] বিণ বন্ধ। 'দরজাটা আটকানো ছিল।' *জীবন*, ১৯৩৩।

আটকিল বিণ আটকাইয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটকুড়া [ও আঠকুড়া] বিণ আটকুড়ে; নিঃসন্তান। 'যত জুটেছে আটকুটে বরা খুরে।' *পিরিশ*, ১৮৮৮।

আটকুড়া, আটকুড়ে [ও আঠকুড়া] ১ বিণ সন্তান হয় না এমন। 'আটকুড়া দোষ কর দূর।' *ফয়জুরেসা*, ১৮৭৬। ২ বি যার সন্তান হয় না। 'চুরি করুক আটকুড়ের বেটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আটকোড়ি [স অষ্ট+স কলার]। বি সন্তান জন্মের পর অষ্টম দিনে ছোলা, মটর, বরবটি, বীরি, মুগ, মুসুর, হুনমুনে ও মাষকলাই, সাধারণত এই আট প্রকার কলাইভাজা বিতরণের হিন্দু আচারবিশেষ। 'প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকোড়ির নেমন্তন্ত্রে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আটকোড়ে [স অষ্ট+স কলার]। বি সন্তান জন্মের পর অষ্টম দিনে পালিত হিন্দু আচারবিশেষ। 'আমার ছেলের আটকোড়ের দিন আসিস।' সীনবন্ধু, ১৮৬০।

আটখানা [স অষ্ট]। বিণ অতি উৎকৃষ্ট। 'আল্লাহে আটখানা হয়ে বলতে এসেছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

আটঘাট [স অষ্ট+স ঘট]। বি বিকৃত বিবরণ। 'জ্ঞানি সব আটঘাট, গেজেটে করেছি পাঠ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আটঘাট ঘেরা ক্রি সমস্ত পথ বন্ধ করা। 'কারও পালাবার পথ কি রেখেছে? আটঘাট ঘিরে ফেলেছে যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আটঘাট বাঁধা ১ ক্রি সমস্ত পথ বন্ধ করে রাখা। 'কাহাকেও কাছে আসিবে দিখি না, সে আপনার চারিদিকে আটঘাট বাঁধিয়া রাখিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ বিণ সুসংবদ্ধ। 'ভক্তের সিদ্ধান্তের মত ছাঁটাইটো, চাছাছোলা, আটঘাট-বাঁধা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ বিধিবিধান দিয়ে বন্ধ। 'রাধাকৃষ্ণের সমাজবিশ্লেষ প্রেমগান যে আমাদের এই আটঘাট বাঁধা সমাজের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ ক্রি বিচার-বিবেচনা করা। 'আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা থেকে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আটচল্লিশ, আটচল্লিশ [পা অট্টচত্বাতিশা] বিণ ৪৮ সংখ্যক। 'আট চল্লিশ তজ্জা আমি বিবির বাসে খরচ লিখি।' মেয়র্স, ১৭৫৮; 'আটচল্লিশ হাজার টাকা লাগবে।' দর্পণ, ১৮১৮।

আটত্রিশ [পা অট্টত্রিংশা] বিণ ৩৮ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

আটন বি ঘরের চালে ব্যবহৃত বাহারিবিশেষ। 'পিরীত আটন পিরীত ছাটন পিরীতের দুখানা চাল।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

আটপুড়ের [স অষ্টগ্রহর]। বিণ সর্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত। 'আনলা থেকে একখানি আটপুড়ের কাপড় নিয়ে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আটপুড়ের দ্র আট

আটপুড়ি বিণ নানা ধরনের কাছে দক্ষ। 'নিরুপম সত্যিই আটপুড়ি।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

আটপৌরে [স অষ্টগ্রহর]। ১ বিণ সব সময়ে ব্যবহৃত। 'অমনি সে আটপৌরে ধুতি চান্দর ছাড়িয়া বৃন্দাবনী চাপকানে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ বিণ গভূর্ণগতিক। 'আটপৌরে লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিণ শ্রেণীভেদহীন। 'আটপৌরে কাপড়ের শ্রেণীভেদ থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৪ বিণ যেমন-তেমনি। 'একলার ব্যবহারের সে আটপৌরে, দলের ব্যবহারের সুসজ্জিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। দ্র আটপুড়ের

আটঘরী [স আটঘরী] বি বাগাড়ম্বর। 'পাঁচ পদ বেচিতে এক পদ করে চুরি সভা মাঝে বসিআ মূল্যের আটঘরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আটকু বি আট দিন। 'কলে বলে কিবা আটকু রয়।' ডবানী, ১৮২৫।

আটলাই বি একপ্রকার ধানবিশেষ। 'হাসি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' ফররুখ, ১৯৬৩।

আটলাটিক, আটলাটিক [ই] বি একদিকে আফ্রিকা-ইউরোপ ও অন্যদিকে আমেরিকা - এর মধ্যবর্তী মহাসাগর। 'আটলাটিক বা উত্তর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জর্জানি দেশে উপনীত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'আটলাটিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩০ মাইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আটসমি [পা অট্টসমিতি] বিণ ৬৮ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

আটসাট্যা বিণ আটসটি: সংক্ষিপ্ত। 'রকমগরি আটসাট্যা ফর্দ এ পত্র পাইয়া পাচ সোজের মধ্যে তৈয়ার করিয়া পাঠাইবে।' তীতি, ১৭৯২।

আটহস্তরি [স অট্টসত্ততি]। বিণ ৭৮ সংখ্যক। 'তিন শত আটহস্তরি টাকা দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

আটা [স অট্ট] ১ বি চালের গুড়া। 'নির্মাণ করিত পিঠা বিশা দরে কিনে আটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গমের গুড়া। মানোএল, ১৭৪৩; 'চাল ভাল লবণ আটা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আটা ১ ক্রি ক্ষিততে পারা। 'তাইফার লোকে যদি রণে না আটিল।' সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি স্থান সংকুলান করতে পারা। 'মক্কার গৃহেত আর মনুষ্য না আটে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ ক্রি টেকা। 'ধাক্কু মানুষ দেও না পারে আটিতে।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ ক্রি আঁটা। 'যোএ পয়ে হোহামলা সেনে কন এটে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আটাআটা বি বাঁধাবোধি: চাপাচাপি। 'ফাটকে আটক আটাআটা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

আটাইশ, আটাইশ [পা অট্টবীসতি] বিণ ২৮ সংখ্যক। 'আটাই বসিল আটাইশ জমাদার।' ভারত, ১৭৬০; 'আটাইস।' বিদ্যা, ১৮৯১।

আটকাড়ি বি পাখি ধরার জন্য আঠামুক্ত দণ্ডবিশেষ। 'আটকাটিটা পেলে টুকু হতো কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন।' সর্বন, ১৯২৫।

আটগাটি [স অষ্টগ্রহি] বি অষ্টগ্রহি। মানোএল, ১৭৪৩।

আটান্তর [পা অট্টসত্ততি] বিণ ৭৮ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

আটানকই [পা অট্টনবুতি] বিণ ৯৮ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১। ৯৮ বি সংখ্যা আটানকই। 'ফারেনহাইটের তাপমাত্রা অনুসারে রক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানকই।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আটানিয়া [পা অট্টনবুতি] বিণ আটানকই। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

আটাল্ল [পা অট্টপঞ্চত্রয়াশা] বিণ ৫৮ সংখ্যক। 'আটাল্ল প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আটার [পা অট্টারশা] বিণ ১৮ সংখ্যক। 'আটার হাজার টাকা হয় সর্ব্ব শুকা।' দর্পণ, ১৮১৮।

আটাল [হি আট] বিণ আঠামুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

আটলা বি আড়ম্বর। 'উজ্জ্বের আটলায় আঁটে না।' দক্ষিণা, ১৯৪০।

আটাল [পা অট্টবীসতি; স অট্টাবিশং] বিণ ২৮ সংখ্যক। 'চারিসাতে রচিল আটালপদী গীতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

২৮ বিণ আটাল সংখ্যক। 'যুগিষ্ঠিরদেবের অধস্তন ২৮ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল এবং ... বংশরূপ চন্দ্র অন্ত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

আটালপদী [স:] বিণ আটাল চরণবিশিষ্ট ছন্দে। 'চারিসাতে রচিল আটালপদী গীতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আটাসি [পা অট্টাসীতি] বিণ ৮৮ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

আটি ১ বিণ একর। 'বীর আঁকাড়ি করিয়া আটি ভাঙ্গিল পাজারকাঠি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি তৃণ বা শস্যাদির শুষ্ক; গোছা। মানোএল, ১৭৪৩; 'বোকার উপর শাক আটটির মত ...।' পৌর, ১৮২২।

আটু [স অট্ট] বি হাঁটু। **আটুজল** [স অট্ট+স জল] বি হাঁটু পরিমাণ জল।

আটুনি

'রহিল গোপিকা সব রহিল আটুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আটুনি বি আটুনি। 'কোটালা রুশিয়া বলে করিয়া আটুনি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আটুয়ালি [স অষ্টপদী] বি এটুনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটুশি [স অষ্টপদী] বি আঠার মতো লেগে থাকে যে কীট। 'সাপের আটুশি আনে খুন্স্যা বাদ্যঘরে রুহিত মথস্যের পিতৃ মঙ্গল বাসরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আটেকা বিণ আটো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আটোলা বি অনুসন্ধান। 'পাহবাড়ি আটোলা কর মনচোরা রে চিনে ধর।' *লালন*, ১৮৯০।

আটোপ [স] বিণ অহঙ্কারপূর্ণ। 'তনয়ে মুরারিগুণ্ড আটোপ টঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। 'ক্রোধ ইহীয়া বিস কৈল আটোপ টঙ্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আটোপ টঙ্কার [স] বি আক্ষালন। 'তনয়ে মুরারিগুণ্ড আটোপ টঙ্কার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

আটী [পা অটুঠা] বি আট ফোঁটারিপিষ্ট তাস। 'চারি রঙ্গ যদি এইরূপেই হইল, তবে সাতা আটী এ সব কি?' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আঠ [পা অটুঠা] বিণ আট। 'আঠ চারি বিরহের বালা।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঠকপালী [স আঠকপাল] বিণ হতভাগী। 'আন্ধে দুখমতী নারী আঠকপালী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আঠতালী [পা অটুঠা+স তাল] বি (সংগীত) তালবিশেষ। *বড়ু*, ১৪৫০।

আঠা [হি আঁটা] বি আঠালো পদার্থ। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'কোনও কোনও বৃক্ষের নির্মাল বা আঠা অনেক প্রয়োজন লাগে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আঠাকাঠি [হি আঁট+কাঠ] বি পাখি ধরার জন্য আঠাযুক্ত কাঠি। *বিদ্যা*, ১৮৯৯। 'হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।' *বিশ্বকবি*, ১৯৩৮।

আঠারো, **আঠার** [পা অটুঠারস] ১ বিণ ১৮ সংখ্যক। 'দেহীনা পাতিল আঠার খালি জুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'আমল আঠারো ভাটার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। 'এক সও ছয় বিঘা আঠারো কাঠা জমিন আঠারোজা।' *কালপে*, ১৭৮৪। ২ বি তারুণ্য। 'এ দেশের বৃকে আঠারো আনুক নেমে।' *সুভাষ*, ১৯৪৮।

১৮ **বিঘা আঠারো** সংখ্যক। 'লম্বু ১৮ কপা পের গুরু এবং সবল ৬৫ গঁয়ঘটি কলা।' *বড়ু*, ১৫৭০। 'জমিদারদিগের ১৮ ইঞ্চ মাপ প্রকৃতিত।' *সমাচার*, ১৮৭৩।

আঠারিঞ [পা অটুঠারস] বি আঠারো তারিখ। 'আঠারিঞর আজামতে।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

আঠার মোকাম [আঠারো+আ মোকাম] বি (বাউল) লোম, রক্ত, চামড়া, মাংস, হাড়, রং, মশল, কড়, দুষ্ট, বাক, শ্রবণ, ঘ্রাণ, জ্ঞান, মন, বুদ্ধি, তেজ, শক্তি ইত্যাদি। 'আঠার মোকামে তাই কারেমী।' *লালন*, ১৮৯০।

আঠারাই, **আঠারি** [পা অটুঠারস] বিণ আঠারোমত (তারিখ)। *ওসী*, ১৭৮৫।

আঠারো-ভাটী [আঠারো+অ ভাটী] বি গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত দক্ষিণ বঙ্গ। 'আমল আঠারো ভাটীর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

আঠারি [স অষ্টপদী] বি এটুনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঠারি বি নোনা আতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঠালু [স অষ্টপদী] বি পংখর শরীরে লেগে থাকা এক ধরনের কীট;

এটুনি। 'উকুন আঠালু ঠোকরিয়া খায় লেজের পালক নেড়ে।' *বন্দে*, ১৯৬০।

আঠালুয়া বি সাপের নাম। 'উদয় নাগ আঠালুয়া পানক প্রধান।' *ফয়রুজ*, ১৮৭৬।

আঠাষ [পা অটুঠীসতি; স অষ্টবিংশ] বিণ আঠাশ সংখ্যক। 'এক সও আঠাষ মোন পচিষ সের।' *বোগল*, ১৭৭৩।

আঠাসি [পা অটুঠীসতি] বিণ আঠাশি। 'উপবাসী আঠি খাইআ আঠাসি কোটি মড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আঠিয়াকুড় [স উৎসৃষ্ট-কুড়] বি আঁতাকুড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আঠি [স অঠি] বি হাঁটু। 'স্মাণিত আত জাএ আঠি এক পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

আঠিলে [আঠালো+বিণ এটেল]। 'আঠিলে মাটি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আঠ্যা [স হ্রা] ক্রিবিণ শক্ত করে। 'উর্ধ্বমুখে চাহে শাখী বধে মানাজাতি পাখি সাতনলা জাল আঠ্যা ফাদে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আড়র [হি অর্ডার] বি ড্রায়ফটের অনুরূপ অর্থ দেওয়ার আদেশপত্র। 'দ্রাণ ও তেরেজরি আড়র।' *কালপে*, ১৭৮৫।

আড্ডা [হি] ১ বি যাত। 'কোনও স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ বি টেশন। 'কলিকাতা হইতে কাশী পর্যন্ত আড্ডায় ২ এক ২ ঘর ...' *দর্পণ*, ১৮২৬। ৩ বি বসতি। 'সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অড্ডার মধ্যে যাইয়া একটা উত্তম সুসজ্জিত বাটী ভাড়া লইল।' *মধু*, ১৮৫৭। ৪ বি মজলিস। 'আড্ডায় পা দিবারাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিবেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৫ বি থাকার জায়গা। 'একটা আড্ডা ত আছে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ৬ বি আড্ডা। 'পূর্বের প্রত্যেক গ্রামে এক এক কুস্তির আড্ডা ছিল।' *রাজ*, ১৮৭৪। ৭ বি একত্র অবস্থান। 'তারই উপর যত লবচক্ষু মাহারাজার আড্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৮ বি কেন্দ্র। 'কলিকাতা মুনিসিপালিটি কেবল দিশি লোকের আড্ডা হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৯ বি মিলনস্থান। 'আমাদের দুইজনের সেখানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। 'তার ঘরে বড়ো ছেলেরে আড্ডা ছিল - যতরকম অদ্ভুত সম্ভব খোপগল্প করতে এর জুড়ি কেহ ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ১০ বি আস্তানা। 'সন্ধ্যার প্রাকালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল।' *শরৎ*, ১৯১৭। ১১ বি আসর। 'ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেপার আড্ডা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। ১২ বি বিমানবন্দর; বিমানছাউনি। 'নমদমে উড়ো জাহাজের আড্ডা এখা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ১৩ বি গল্পতরু। 'খালি আড্ডা আর কাওয়া।' *শামসুল*, ১৯৬২।

আড্ডা করা ক্রি ঘাঁটি পাড়া। 'তাহারাও আড্ডায়াত করিয়া তাহার বৈঠকবানায় আড্ডা করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

আড্ডাখানা [হি আড্ডা+ফা খানা] বি আস্তানা। 'দুর্ভোগের গুণ্ড আড্ডাখানায় আকস্মিকভাবে হানা দিয়া ...' *আজাদ*, ১৯৭০।

আড্ডা পাড়া ক্রি বাসা বাঁধা। 'যেখানেতে বাস একটা নিজ আড্ডা গেড়ে।' *গুণ্ড*, ১৮৫৮।

আড্ডাশোয়া [হি আড্ডা+স শোয়া] বি আড্ডা দেয় এমন লোকের দল। 'আড্ডাশোয়ারে মিশরী নিকিষি মহাশয়রা বলেন।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

আড্ডা দেওয়া ক্রি আশ্রয় গ্রহণ করা। 'বৃন্দাবন থেকে এক বাবাঝি এসে হঠাৎ আমার হেড কনস্টেবলের বাড়িতে আড্ডা দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

আড্ডাখারী [হি আড্ডা+স খারী] বিণ আড্ডায় অংশগ্রহণ করে

এমন। 'বৈঠকের আড্ডাদারী সবাই বাইরের বারাদার জমায়েত হয়েছেন।' মণীশ, ১৯৬৩।

আড্ডাবাজ [হি আড্ডা+জা বাজ] বিশ গল্পগুস্তব করতে ভালোবাসে এমন। 'পাঠানরা বড্ড আড্ডাবাজ।' মুক্তাব, ১৯৪৯।

আড্ডা মারা ক্রি গল্পগুস্তব করা। 'কেবল আড্ডা মারে দেখলাম।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আড় [স অর্থ ১ বিশ বাকা। 'চাহিল রাখা কারুক আড় নয়নে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিশ আড়াআড়ি ধরে বাজাতে হয় এমন। 'নান্দের নান্দন কাহু আড়বাঁশি বাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি আড়া। 'না করে আঁখির আড় নিজ পতি জন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ বিশ অন্য। 'আড়কুলি কত কৈল আগুরি আগুরি।' মালাধর, ১৫০০। ৫ বি বাঁধ। 'সমুদ্রের আড়ে আইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৬ বি লুকানোর জায়গা। 'উকটীয়া খোপকাড় নেহালি পর্বত আড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বি গ্রহ। 'আড়ে দশ বেড়ু দিয়ে প্রমাণ বিশাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৮ বিশ লম্বা। 'আড় ইয়া বোড়া ক্ষেত্রমাখো পড়ে।' বিজয়, ১৬৫০। ৯ বি পাড়। 'চানক দিল মানিক জ্ঞান পুথুর আড়র উপর।' রামাই, ১৭১০। ১০ বি জড়তা। 'এই দুই জ্ঞানিত জিহ্বায় অবশ্য কোনরূপ আড় থাকিবে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ১১ বিশ তেরহা। 'সোফার অত্যন্ত আড় হয়ে বসতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১২ বিশ আড়াআড়ি। 'মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আড়কাটা [আড়+স কাঠ>] বি কড়িকাঠ। কালমে, ১৭৮৯।

আড়কাটি [আড়+স কাঠ>] বি কুলির ঠিকাদার। 'নির্বিরোধী ভারত-প্রজা আড়কাটিদের অত্যাচারে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আড়কাঠ [আড়+স কাঠ>] বি কড়িকাঠ। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

আড়কাঠি [আড়+স কাঠ>] বি নৌযান চলাচলের পথপ্রদর্শক। 'ষ্টীমার লাইনের আড়কাঠি - টেলিগ্রাফের কোড ...।' মৃত্যুহার, ১৯৩৭।

আড়কুলি [আড়+স কুল>] বি অন্যদিক। 'আড়কুলি কত কৈল আগুরি আগুরি।' মালাধর, ১৫০০।

আড়কোলা [আড়+স কোড়>] ক্রিবিপ পিঠ ও জানুর নীচে ধরে কোলে করে। 'বাধা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আড়খেমটা [আড়+খেমটা] বি সংগীতের তালবিশেষ। 'আমারদিগের সর্বাব্দে বিবস্ত্র করিয়া খেমটা আড়খেমটা তৌতাল বাঁপতাল বাজাইলে ছেনাল বলে না।' ভবানী, ১৮২৮।

আড়খেয়া [আড়+খেয়া] বি পারাপারের ছোটো খেয়া। 'আড়খেয়া পাটুনিরা সিকি পরসায় ও আধপরসায় পার কতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১।

আড়গড়া [আড়+স ঘোটক] বি ঘোড়া রাখার জায়গা। 'ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।' দর্পণ, ১৮২১।

আড়ঘোমটা [আড়+স গুটন>] বি অর্ধেক ঘোমটা। 'সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

আড়চক্ষ [আড়+স চক্ষু] বি বাকা দৃষ্টি। 'আড় চক্ষ চাচ্ছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

আড়চোখ [আড়+স চক্ষু] ১ বি কটাক্ষ। 'ইতিমধ্যে আড়চোখে একবার দেখে নিমুদ।' প্রমথ, ১৯১৫। ২ বি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'আড়চোখে

ব্যাপারির পানে তাকিয়ে দেখে।' ওয়াদী, ১৯৪৮।

আড়চোখো [আড়+স চক্ষু>] বিশ বাকা দৃষ্টিপূর্ণ। 'ঈশ্বর আড়চোখো চাউনিতে আমাদের মাথা একেবারে বিগড়ে যায়।' নজরুল, ১৯২৭।

আড়নন্দন [আড়+স নন্দন] বি বাকা দৃষ্টি। 'আড় নয়নের চাউনি গেল কোথায়?' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

আড়পার [আড়+স পার] বি অপর তীর। 'চন্দনপুরের আড়পারে চৌকিদার শ্রীমাধব রাজবংশী নিতিকা হইলো।' ডেবলি, ১৭৮০।

আড়বাঁকা [আড়+স বক্র>] বিশ আংশিক বাকা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আড়বাঁশি, **আড়বাঁশী** [আড়+স বংশী] বি আড়াআড়ি করে ভূমির সমান্তরাল রেখে বাজানো হয় এমন বাঁশি। 'নান্দের নান্দ কাহু আড়বাঁশি বাএ।' বড়ু, ১৪৫০: 'সে আড়বাঁশি বাজায় আড় চোখে তাকায়।' নজরুল, ১৯৩৫।

আড়বাড়ি [আড়+স বড়ি>] বি সরজার খিল। মানোএল, ১৭৪৩।

আড়বেড়ি [আড়+স বেটীনা>] বি বন্দিদের আটকে রাখার শোহার বেটীনিবেশ। 'দুহাতে দুপারে আড়বেড়ি দেওয়া।' নজরুল, ১৯২৮।

আড়ভাঙা [আড়+স ভঙ্গ>] বিশ সোজা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আড়ভাঙ্গা [আড়+স ভঙ্গ>] বিশ আবাদযোগ্য। 'আড়ভাঙ্গা সালি জমী।' চিঠিপত্রে, ১৮২৫।

আড়ভাবে [আড়+স ভাব>] ক্রিবিপ তির্যকভাবে। 'অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাকিয়ে যোগমায়েক নীরীক্ষণ করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আড়মান্দা [আড়+স মধ্য>] বিশ যা দৈর্ঘ্যে ও আড়ে প্রায় সমান। বিদ্যা, ১৮৯১।

আড়মাল বিশ ব্যাপা। 'মনটা আড়মাল ঘাড়ের মতো রুখে ওঠে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

আড়মোড়া বি শরীরের আড়টভাব বা জড়তা। 'একবার আড়মোড়া ভাগিয়া হাই তুলিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আড় হয়ে পড়া ক্রি উদারভাবে বাঁপিয়ে পড়া। 'তাদের কোন দায় দশা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন।' হুতোম, ১৮৬১।

আড়হাতে [আড়+স হস্ত>] ক্রিবিপ উঠেপড়ে। 'বাবুর দল আড়হাতে লাগিয়াছেন।' এসলাম, ১৯১৭।

আড়-হাসি [আড়+স হাস>] বি বাকা হাসি। 'মুখে পড়ল একটা আড়-হাসির রেখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আড়ে আড়ে ক্রিবিপ আড়ালে আবডালে। 'বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাসতে।' হুতোম, ১৮৬১।

আড়ে ওড়ে ক্রিবিপ আড়ালে লুকিয়ে। 'নজদিকে না আইসে কেহ থাকে আড়ে ওড়ে।' গরীব, ১৭৬৫।

আড়ে ফেলা ক্রি সম্পূর্ণ গিলে ফেলা বা অর্ধেক চিবানো অবস্থায় গিলে ফেলা। 'দালালেরা শীকার ধরে আনে - বাবু আড়ে গেলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

আড়েদিয়ে ক্রিবিপ আড়েদিয়ে: দৈর্ঘ্যে-গ্রন্থে। 'চারিদিকে দশ কোশ প্রমাণে আড়েদিয়ে চল্লিশ কোশ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

আড়ে-দিখে [স অর্থ>+স দীর্ঘ>] ক্রিবিপ দৈর্ঘ্যে-গ্রন্থে। 'একটা আড়ে-দিখে প্রমাণ ঘর।' জীবন, ১৯৪৮।

আড়হাতে ১ *ক্রিবিণ* সজ্ঞারে; বিষমভাবে। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *ক্রিবিণ* উৎসাহের সঙ্গে। 'শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহিত্য হতে তৎসম শব্দের উচ্চেষের জন্য যে আড়হাতে লেগেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

আড়কাটি *বি* আওরঙজেবের রাজত্বকালে মদ্রাজের আরকাটে তৈরি রৌপ্যমুদ্রা-বিশেষ। '৭৫০ সাড়ে সাত সও টাকা আড়কাট মাল রাখহ।' *মেরস*, ১৭৭৭; 'ভাগাইয়া আড়কাট এমন লাগায় ঠাট।' *ভারত*, ১৭৬০।

আড়ঙ, আড়ঙ্গ [ফা আওরঙ্গ] ১ *বি* আড়ত; গজ। 'সদর আড়ঙ্গ ঘরহটায় তুমি আপন দস্তে দালাল কিষা দালালের গোমস্তার মোকবিলায় ভাঙিকে দানদিন করিবা।' *হাফসহেদ*, ১৭৭৩: 'আড়ঙ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* মেলা। 'ভান্ডর মাসের আড়ঙ্গটি বড় ধুমে হইয়া যাবে।' *পারী*, ১৮৫৮: 'আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই।' *জসীম*, ১৯৩০।

আড়চক্ষ, আড়চোখ *দ্র* আড়

আড়ত, আড়ং [হি] ১ *বি* ক্রয়-বিক্রয়ের বড়ো কেন্দ্র। 'হাটখোলায় গনি; দশ বারটা বন্দ মালের আড়ত।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বি* গুদাম; মাগানা। 'মারশাত খোজে ওরা অলিতে গলিতে, পাড়তলায়, আলত, ছায়াঙ্কন গ্রাঙ্গের, পুকুরে।' *শামসুর*, ১৯২২।

আড়তদার [হি আড়ত+ফা দার] *বি* যে ব্যক্তি অন্যের মাল নিজের গোলায় রেখে বিক্রির ব্যবস্থা করে। 'এবার ভেলেসার জাহাঞ্জের আড়তদার হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০২।

আড়তদারি, আড়তদারী [হি আড়ত+ফা দারি] *বি* আড়তদারের পেশা। 'বাগিচা, তেজারতি, আড়তদারী ... লাগিয়া যাও।' *রওশন*, ১৯২৫; 'ইহাৎ সে আড়তদারি ফেঁদে বসল কিসে।' *মনোজ*, ১৯৫১।

আড়তিয়া [হি আড়ত] *বিণ* আড়তদার। 'আড়তিয়া সাহেবাব ফরস্টার, ১৭৯৭।

আড়দার [হি আড়ত+ফা দার] *বি* যে অন্যের মাল নিজের গোলায় রেখে দালালি বা কমিশনের বিনিময়ে বিক্রি করে। 'আড়দার, মহাজন, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামপুরে অধিষ্ঠান করিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

আড়ন [হি] *বি* ঢাল। 'রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন রোমাবলী কিরিপানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আড়নরন, আড়বাকা, আড়বাশি, আড়বাশী, আড়বাড়ি, আড়বেড়ি, আড়ভাঙা, আড়ভাঙ্গা, আড়-মাদলা, আড়মাল, আড়মোড়া *দ্র* আড়

আড়মাহ [স অও-মংস্য] *বি* মাহবিশেষ। 'আড়মাহের ভাঙা সুন্দ।' *মহীশ*, ১৯৬৩।

আড়ম [স আড়ম্বর] *কিণ* গর্জন। 'সিংহের আড়ম দর্পে আইসে মহাবলী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আড়ম্বর [স] ১ *বি* রণবাদ্য। 'গড়ের আড়ম্বর তনিএরা বীরবর বাহির হইল সত্বর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* জাঁকজমক। 'গজপাঁঠে বাজে দামা সজিল রাজার মামা আড়ম্বরে পুরিআ গগন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* সমারোহ। 'বাগিছোর আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন-সমারোহ।' *অক্ষয়*, ১৮৮৮। ৪ *বি* বাড়াড়ম্বর। 'আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫-৭। ৫ *বি* গর্জ। 'মাহার যোগাভা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ *বি* বাড়াবাড়ি। 'বিহারীকে বশে রাখিবার জন্য অনূর্ণা স্নেহের আড়ম্বর করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৭ *বি* অতিরঞ্জন।

'তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ *বি* বাহ্যাদম্বর। 'হয় সত্যই তপস্যা করে, নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়ো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৯ *বি* বিলাসিতা। 'নিজের কোনো আরাম, কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আড়ম্বরপূর্ণ [স] ১ *বিণ* সমারোহপূর্ণ। 'অকারণ গায়ে পড়া রূঢ় ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ আশ্চর্যের সামান্য অবসর পাইলেই আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া মনে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *জাঁকজমকপূর্ণ*। 'স্থানীয় অধিবাসীদের পোষাক বস্ত্র হংশেও আড়ম্বরপূর্ণ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

আড়ম্বরপূর্বক, আড়ম্বরপূর্বক [স] *ক্রিবিণ* গুরুত্বের সঙ্গে। 'প্রেরিত পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আড়ম্বরপ্রিয়তা [স] *বি* বিলাসিতা। 'আড়ম্বরপ্রিয়তাও অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আড়ম্বররহিত [স] *বিণ* অনাড়ম্বর। 'আড়ম্বররহিত পোষাক ব্যবহার করিবেন।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

আড়ম্বরশূন্যতা [স] *বি* বাহুল্যহীনতা। 'আর্টের একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা।' *অবন*, ১৯২৫।

আড়ম্বরহীন [স] *বিণ* সাদাসিধ। 'আড়ম্বরহীন পোশাকে ধনুক হস্তে পার্শ্ব দণ্ডায়মান।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

আড়ম্বর [স আড়ম্বর] *বি* গর্জন; হংকার। 'আড়ম্বর করে উঠে মূলের উপর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আড়ম্বরী [স আড়ম্বর] *বিণ* আড়ম্বরপূর্ণ। 'আড়ম্বরী আদর অত্যাধীন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

আড়ম্বিল [স আরম্ব] *ক্রি* আরম্ভ করলো। 'তবেত প্রৌদ রাজা জৈজ্ঞ আড়ম্বিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

আড়ট [স] ১ *বিণ* অসাড়। 'সজতগির মত আড়ট হয়ে বসে রইলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* জড়সড়। 'আড়ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *বিণ* অসঙ্কট। 'আপনার প্রতি আড়ট হয়েছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

আড়টকর [স] *বিণ* অবশকারী। 'আড়টকর পাকে জড়িত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

আড়টতা [স] ১ *বি* অসৌন্দর্য। 'প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে-আড়টতা, তাই উৎকট হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ *বি* কৃত্রা। 'কোথাও ... অক্ষমতা, ও আড়টতা না থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বি* সৈন্য। 'নেই ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা কল্পনার আড়টতা চিন্তার জড়তা।' *জীবন*, ১৯৩২।

আড়টতামুখ [স] *বিণ* অসাড়তামুখ। 'দুটি গ্রন্থকেই অনুবাদ গ্রন্থের আড়টতামুখ করে স্বাধীন রচনার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।' *জিহ্নুর*, ১৯৭০।

আড়া [স আড়ক] ১ *বি* ধান ইত্যাদি মাপার ধামা জাতীয় পাত্র। 'আড়ায় গুরিআ ধান নিলেক মাগিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আকৃতি; গড়ন। 'হাসি হাসি মুখখানি অপকরুণ আড়া।' *তপ*, ১৮৫৮।

আড়া [হি ওয়ার] ১ *বি* বাঁধ। 'চারিখান আড়া কৈল জেন মহীবীর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পাড়। 'আছএ তখান শুধু সরোবর-আড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আড়া [হি থিরে রাধা]। 'বনে গিরা জাল আড়ি খাড়ে মারে বাড়ী।' *মুকুন্দ*,

১৬০০।

আড়া বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী মল্লার - তাল আড়া।' মশাররফ, ১৮৬৯।

আড়াঠেকা বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'তাল আড়াঠেকা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আড়া [স অর্ধ] ১ বি গ্রন্থ। 'যে জমির নাই আড়া-দিঘলতা/ কীল্লুপ কালি করে সেখা।' লালন, ১৮৯০। ২ বি আড়াআড়ি বসানো কাঠ। 'আড়া থেকে মূলছে কয়েক জোড়া বার্মিশের জুতো।' অবন, ১৯২৫।

আড়াআড়ি [স অর্ধ] ১ দ্বিবিধ তির্যকভাবে। 'ভারত কহে আড়াআড়ি ...।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি প্রতিযোগিতা। 'কিছু দিনের জন্য, আড়াআড়ি মূলত্ববি রাবিব।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৩ বি শক্রতা। 'পরশ্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেই রকম।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ বি দ্বন্দ্ব। 'অভিমানটি নিয়ে শুধু জীবন-ভরে চলল আড়াআড়ি।' নজরুল, ১৯৩৯।

আড়া কাঠ [স অর]+স কাঠ বি পরজার খিল। মানোএল, ১৭৪৩।

আড়াই [স অর্ধতৃতীয়া] বি দুই ও আধ। 'টাকা আড়াই আনি কম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আড়াই কাটি [আড়াই+স কাঠ] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'গম্ভীর নিনাদে সাঁওতালের আড়াইকাটি বাজিল।' সংস্ক, ১৮৯৮।

আড়াই গালী আড়াই+গাল গজ] বি বুঝ লখা এমন। 'এ-রকম আড়াইগালী শব্দ মুখস্থ করতে পারবো।' মুজতবা, ১৯৫২।

আড়াইটা বি দুইটা বেজে ক্রিশ মিনিট; ২.০০। 'তখন রাত্রি আড়াইটা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আড়াইসেরি [আড়াই+সের] বিণ আড়াইসের ওজনের। 'একটা ষায়া আড়াইসেরি কাপিবোস মাছ ধরেছিলাম।' সুদীপ, ১৯৭০।

আড়াকাঠ দ্র আড়া

আড়াঠেকা দ্র আড়া

আড়ানা বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। আড়ানাবাহার বি রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী আড়ানাবাহার - তাল আড়াইমেটা।' গুণ, ১৮৫৮।

আড়ানি, **আড়ানী** [ছি বি বড়ো পাখা। 'ছত্র দশ আড়ানী চামর মোরছল।' ভারত, ১৭৬০; 'আড়ানি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

আড়ামোড়া [স+] বি আসল। 'আড়ামোড়া দিয়ে উঠে।' জীবন, ১৯৩০।

আড়াল [স অন্তরাল] ১ বি ঢাল। ওঙ্গী, ১৭৮৫। ২ বি আবডাল। 'যদি তোমার ভর হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও।' বঙ্কিম, ১৭৭২। ৩ বি পর্দা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'জ্বরের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৪ বি তুচ্ছতা। 'প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে কেবে আমি দেখব তাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বি আবরণ। 'মাটির আড়াল করে ভেদন, স্বর্ণলোকের আনে বেদন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আড়াল-আবডাল [স অন্তরাল] ১ বি অন্তরাল। 'বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি রাখতাক। 'দামিনীর কাছে আর আড়াল-আবডাল রহিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আড়ালকারী [স অন্তরাল]+স কারী। বিণ আড়াল করে এমন। 'যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অনুচ্ছল না হত ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আড়ালবাক [স অন্তরাল]+স বন্ধ] বি নদীর বাকের আড়াল।

'আড়ালবাকে কিশোরী চাল, ছিটকে সরে মুখের জ্যোতি।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

আড়াল হওয়া ক্রি আত্মগোপনে থাকা। 'এখন একটু আড়াল হওয়াই ভাল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

আড়ালে ঢোকা ক্রি লুকিয়ে পড়া। 'তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকবো আড়ালে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আড়াল বিণ আতপ। 'আড়াল চাউলের ভাত স্কীর নদীর পানি।' মর্ত্তজা, ১৭৫০।

আড়ালি [স অন্তরাল] বি স্ত্রী আড়ালে আছে যে। 'তনে কোন আড়ালির ডাক।' নজরুল, ১৯২৮।

আড়াসি [স অন্তরাল] বি আড়ি। 'এই বেলা গিয়ে মূলমূলিতে আড়াসি পেতে বসে থাকি।' অবন, ১৯২৫।

আড়ি [স আশি] বি আইডু মাছ। 'মাগুর গাপুর আড়ি বাটা বাচা কই।' ভারত, ১৭৬০।

আড়ি [স অন্তরাল] ১ বি শক্রতা। 'করিছে দারুন আড়ি কমজাত কুনের।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি জুয়াখেলার বাজি। '... আড়ি খুড়ি কানন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি আড়াল। 'ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মারে লাগলো।' হতেম, ১৮৬১। ৪ বি জেদ। 'স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বি অভিমান। 'সোনাগিরির সহিত চারুর মর্মাত্মিক আড়ি হইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বি ক্রোধ। 'অবুখ হইয়া ইউক আর আড়ি করিয়াই ইউক ...।' বঙ্কীয়, ১৯১৮। ৭ বি কথা না বলার প্রতিজ্ঞা। 'সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুয়া কল, আড়ি চাচা।' নজরুল, ১৯২৬।

আড়িতোলা বি শক্রতাসাধন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আড়ি দেওয়া ক্রি কথাবার্তা বন্ধ করা। 'তোমার সাথে এবার দেখছি সত্যিকার আড়ি দিতে হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

আড়ি পাড়া ক্রি আড়াল থেকে গোপনে অন্যের কথা শোনা। 'ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মারে লাগলো।' হতেম, ১৮৬১।

আড়িমারা ক্রি গোপনে অন্যের কথা শোনা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আড়ি [স আঢ়ক] ১ বি মাপবিশেষ। 'দর সাড়ে ১০ আড়ি।' চিঠিপত্র, ১৮৩৬। ২ বি পাত্রবিশেষ। 'টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন।' নজরুল, ১৯২২।

আড়লি [স অর্ধ] বি নদীর পাড়। 'পেরুতে আড়লি ভাঙ্গি পড়ে যেন জ্বলে।' ঘনরাম, ১৭১১।

আড়াল [স অর্ধ] বি এঁড়ে; বলদ। হ্যালাহেড, ১৭৭৮।

আঢ়াকা [অঢ়াকা] বিণ খোলা; ঢাকা নয় এমন। 'একটা আঢ়াকা পাথরের খোয়ায়।' বিভূতি, ১৯৩৮।

আঢ়াল [স অঢ়াল] ১ বিণ মৃদু। 'অলস আঢ়াল হাওয়া।' জীবন, ১৯২৭। ২ বিণ তন্দ্রালস; চুলুচুলু। 'মোর দেহ ছেনে গেছে অলস - আঢ়াল কুমারী আঢ়াল।' জীবন, ১৯২৭।

আঢ়েল [স অ+নেপালি ধের, বি চেরা] বিণ গরুর। 'আঢ়েল শিরনি দিয়েছে।' নজরুল, ১৯২৮।

আঢ়া [স] বি ১ পদবিবিশেষ। 'দয়ালটান আঢ়া অনেক দিবস পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩২। ২ বিণ ধনী। 'আঢ়া

আঢ্যপরিষদ

লোক সুখে থাকে। 'মদনমোহন, ১৮৪৯।

আঢ্যপরিষদ [স] বি ধনাত্ম সমিতি বা সংসদ। 'কোনো-একটি আঢ্যপরিষদের শাসনাধীন থাকিলে ...' প্রথম, ১৯১৪।

আঢ্যক [স] বি সরু আমন ধান। 'আঢ্যক হাতে লক্ষী ...' সুধীন্দ্র, ১৯৫১।

আঢ্যয়ি বি পিচ জাতীয় গাছ। 'কড়িয় আঢ্যয়ি রাজে।' বড়ু, ১৪৫০।

আঢ়াই [স অর্ধতৃতীয়া] বিণ দুই এবং আধ। 'তুলু আঢ়াই সের দিব স্নান প্রতি।' আলোওল, ১৬৮০।

আণব [স] বিণ অণুসংক্রান্ত; আণবিক। 'আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি/আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আণুতু [স অন্তর] বিণ অন্তর। 'উতুকে কিঅ আণুতু ধাম।' চর্চা ১৯, ১২০০।

আণবিক [স] বিণ অণু সংক্রান্ত। 'আলো পড়িত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটয়া থাকে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

আণবিক বোমা বি আণবিক শক্তিবিশিষ্ট মারণাস্ত্র-বিশেষ। 'আণবিক বোমার আঘাতেই মিছুরা হলো।' মাহেনও, ১৪৪৯।

আণা [স আনয়ন]। ক্রি আনা; আনয়ন করা। 'তবে তাক আণো গোআলিনী।' বড়ু, ১৪৫০। আণাও ক্রি আনয়ন করা। 'কাঁট গিআ আণাও আইহন কংস রাএ।' বড়ু, ১৪৫০। আণায়িলি ক্রি আনলি। 'আকরশে এহা পশে আণায়িলি ম্যেরে।' বড়ু, ১৪৫০। আণি ক্রি এনে। 'মোহোর করমেরে তোআ আণি দিল বিধী।' বড়ু, ১৪৫০। আণিআ ক্রি এনে। 'কাহাজি ম্যেরে আণিআ ...' বড়ু, ১৪৫০। আণিআর ক্রি আনয়ন করা। 'মুকুলি কুঙ্গ নেআলী/ আনিআর বনমালা।' বড়ু, ১৪৫০। আণিএআ ক্রি এনে। 'আণিএআ মেলাইলু চোর পানে।' বড়ু, ১৪৫০। আণিবার ক্রি আনার। 'যমুনাক সাই ছলে পাণী আণিবার।' বড়ু, ১৪৫০। আণিবৌ ক্রি আনিয়ে। 'জৈসলে রতি জাণিবৌ/ তেসংগে কাহু আণিবৌ।' বড়ু, ১৪৫০। আণিল ক্রি আনলো। 'বসুল আণিল ঘরে যশোদার বাণী।' বড়ু, ১৪৫০। আণিলে ক্রি আনলে। 'মিছাই আণিলে বড়ায়ি তার ফুল পানে।' বড়ু, ১৪৫০। আণিলেহে ক্রি আনয়ন করলে। 'ভাল ভায়ী আণিলেহে সংসারে বাছিয়া।' বড়ু, ১৪৫০। আণো ক্রি আনো। 'তবে তাক আণো গোআলিনী।' বড়ু, ১৪৫০।

আণুকুল [স অনুকূল] বি আনুকূল্য; সহযোগিতা। 'তখন কি বুঝিআ না কৈলে আণুকুল।' বড়ু, ১৪৫০।

আণুবীক্ষণিক [স] ১ বিণ অতি ক্ষুদ্র। 'আণুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না।' ২ বিণ সূক্ষ্ম। 'আকাশকে আরও অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আণুমতী [স অনুমতি] বি অনুমতি। 'তোমাক দেখাও লয়া কর আণুমতী।' বড়ু, ১৪৫০।

আণা [স অণ] বি ডিম। 'সাহেবের মূর্ণি আণা ষুত দুচ্ জোগাইতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আণাওয়ালা [স অণ+ই ওয়ালা] বি ডিম বিক্রেতা। 'ওখানে একদিন রুটিওয়ালা আণাওয়ালা আর থাকবে না।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

আণাওয়ালা [স অণ+ই ওয়ালা] বি ডিম বিক্রেতা। 'গ্রামের লাকড়ীওয়ালা, সবজীওয়ালা, আণাওয়ালা।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

আণাবাচ্ছা [স অণ+বচ্ছা] বি ছোটো ছেলেমেয়ে। 'ঘরের

আণাবাচ্ছা মায় বাড়ির খি পুটি ...' নজরুল, ১৯২৭।

আণা বাচ্ছা [স অণ+বচ্ছা] বি ছোটো ছেলেমেয়ে। 'আণা বাচ্ছা কাউকে ছাড়তাম না।' নজরুল, ১৯২৫।

আণাময় [স অণময়] বিণ ডিমওয়ালা; ডিমের পূর্ণ। 'বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আণাময়।' মুক্তবা, ১৯৫২।

আণালু বিণ ডিম দিচ্ছে এমন। 'চারটে আণালু হাঁস বিক্রি করে দিয়েছে।' ইসহাক, ১৯৫৫।

আণার [ই] বিণ অনুভূতি। 'গ্রান্ডেটে ও আণার গ্রান্ডেটে মহিলা উপস্থিত ছিলেন।' রোকেয়া, ১৯২৬।

আণারওয়ার [ই] বিণ অন্তর্বাস। 'মায় আণারওয়ার তুল্যশি করিবার পর।' মনসুর, ১৯৪০।

আণারওয়ার্ড [ই] বি অপরাধজগৎ। 'টেরোরিস্টদের আণারওয়ার্ডের মতো ভগ্ন বরব।' সাদত, ১৯৬৭।

আণারমাউও [ই] বি আত্মপোষণ। 'যুবক-যুবতীরা আণারমাউও লুকিয়েছে।' সাদত, ১৯৬৭। 'পালাতে হলে তো আণারমাউতে যেতে হয়।' পাশা, ১৯৭১।

আণিআ [স অণ] বিণ একতরং; জেদি। 'পুরুষে আধিক তিরী আণিআ।' বড়ু, ১৪৫০।

আণিস [ই] বি আশিঙ্গ পর্বতমালা। 'আণিস বা হিমাদ্রি, আলটাই বা আণিস।' সাধারণী, ১৮৭৫।

আণিহা [স আণিহা] বিণ ধনবান। 'প্রিয় বস্ত্র পরকে ব্যবহার করতে দিয়ে আজ আণিহা হয়ে অনেক চাল চালচেন।' হুতোম, ১৮৬১।

আণ [স রাণি] বি রাত। 'নমীর আণ বুঝি পোয়ালো।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আতকা ক্রিবিণ হঠাৎ। মানেএল, ১৭৪৩।

আতক [স] বি আস। 'দেবপুত্র হইল আতক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আতকমন্ত্র [স] বিণ আতঙ্কিত। 'দেখিলাম আতকমন্ত্র কাফিরা ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আতকজনক [স] বিণ ভয়াবহ। 'তেমনই ভীষণ আতকজনক।' প্রচারক, ১৯০৩।

আতকা বি স্ত্রী ভয়। 'তদ্রূপ ঐ গৃহস্থ চন্দ্রবদনার কুসুমিনী চণালিনী দূতীর আতকা হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

আতঙ্কিত [স] বিণ ভীত। 'ক্ষমতা দেবিয়া মহাভয়ে আতঙ্কিত হইলেন।' মশাররফ, ১৯০৮।

আতঙ্গ [স আতঙ্ক] বি ভয়; বিস্ময়। মানেএল, ১৭৪৩; 'তোর কথায় কথায় আতঙ্গ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আতঙ্কা ক্রি বিস্মিত হওয়া। 'আতঙ্কিতে।' মানেএল, ১৭৪৩।

আতজিআ বি পাছবিশেষ। 'আতজি আতজিআ আপুত বশে।' বড়ু, ১৪৫০।

আতঙি বি পাছবিশেষ। 'বেটচ সাআড়া কাটিল আতঙি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আতত [স অতথ্য] বিণ অসত্য। 'তোমার বচন রাধা সবই আতত।' বড়ু, ১৪৫০।

আততায়ী [স] ১ বি দস্যু। 'ব্রাহ্মণদি আততায়ী হইলেও বধের যোগ্য নহে।' গৌর, ১৮২২। ২ বি দূর্ব্ব। 'আততায়ীর দমন নিমিত্ত জেথ দিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি আতাতকারী অথবা প্রাণনাশী ব্যক্তি। 'আততায়ীর শত্রু আর নাই।' শরৎ, ১৯১৭।

আততি [স] বি বিকৃতি। 'আততির আবর্ত ...'। বিষ্ণু, ১৯৩৩।

আতনু [স] ক্রিবিপ শরীর পর্যন্ত। 'তোমার শোভাতে আতনু মগন থাকি।' অন্নঙ্গ, ১৯২৯।

আতপ [স] ১ বি সূর্যের তাপ। 'আতপে তাপিত শীতল জ্বানি কল্ল/ সেওল মলয়গিরি ছায়ে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিপ সিদ্ধ করে প্রক্রিয়াজাত নয় এমন। 'আতপ তরুল ফুল লুচি ও পকান।' কেতক, ১৬৫০। ৩ বি রৌদ্র। 'চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি।' নীনবন্ধু, ১৮৬০। ৪ বি যন্ত্রণা। 'বিষের আতপে নীল প্রাণাধার করে থরো থরো।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

আতপক্রান্ত [স] বিপ রোদের তাপে ক্রান্ত। 'তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্রান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্রান্তি দূর হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

আতপচ্ছায়া [স] বি আলো ও ছায়া। 'মধ্যাহ্ন কালে আতপচ্ছায়ায় প্রভেদ যে প্রকার পরিকৃত রূপে দৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

আতপতুল্লা [স] বি অসিদ্ধ ধানের চাল। 'আর সন্ধ্যাকালে সিদ্ধপক্ক আতপতুল্লার অন্ন আহার।' ভবানী, ১৮২৫।

আতপতন্ত [স] বিপ সূর্যের তাপে পীড়িত। 'আতপতন্ত পুরুষ-পথিকের পথে মরুদ্যান রচনা করছি।' নজরুল, ১৯২৭।

আতপতাপ [স] বি রৌদ্রের উষ্ণতা। 'চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

আতপন্ন [স] বি রোদ থেকে রক্ষাকারী ছাতা। 'আতপন্নে শোভে রাসা ভাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আতন্ত [স] বিপ অন্ন গরম। 'আতন্ত পবনে তীর উপবন হতে কড় আসে বহি অন্নমুকুলের গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আতভড়ি [স অত্র] বি আতমোড়ি গাছ। 'আতভড়ি আতজিআ আতপক বসে।' বড়, ১৪৫০।

আতমী বি পাণ্ডি। 'রোমরাজী তাত আতমীগণে।' বড়, ১৪৫০।

আতর [আ আতর] ১ বি সুগন্ধিবেশ্য। 'লোবান সিপহ্ন আর আতর আতর।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি সুগন্ধ। 'আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর।' নজরুল, ১৯২৮।

আতরওয়ালা [আ আতর+হি ওয়ালা] বি আতরবিক্রেতা। 'আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাহিরে বারাগায় ঘুরে।' হুতম, ১৮৬১।

আতরগন্ধী [আ আতর+স গন্ধী] বিপ আতরের গন্ধযুক্ত। 'তীর ব্যবহারের আতরগন্ধী জল নেবার জন্য ...' মহাশেখা, ১৯৫৬।

আতরদানি [আ আতর+ফা দানি] বি সুগন্ধির গাছ। 'দুলিতা গালিচা আদি শোভায়ুত আতরদান গোলাপগাশ।' ভবানী, ১৮২৫।

আতরদানি [আ আতর+ফা দানি] বি আতরের গাছ। 'আনো আতরদানি তলবাগে।' নজরুল, ১৯৩৫।

আতরমাখা বিপ সুগন্ধিযুক্ত। 'গলায় ... আতরমাখা রুমাল জড়ানো।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

আতর-সিদ্ধ [আ আতর+স সিদ্ধ] বিপ আতরে ডেজা। 'সুন্ধি সাহেব আতর-সিদ্ধ মুখমণ্ডলের ...' মনসুর, ১৯৩৫।

আতরাফ, আত্রাফ [আ] ১ বি (মুসলমান সমাজে) নিয়ন্ত্রণের জগোষ্ঠী। 'আত্রাফ আত্রাফের পার্শ্বক্য বঙ্গদেশীয় মুসলমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল।' এসলাম, ১৯১৯। ২ বি অঞ্চল। 'সে-আত্রাফের সোকজনেরা খবর পাইয়া সেখানে আসিয়া ভিড় করিল।'

মনসুর, ১৯৫০।

আতলস্পষ্ট [স] বিপ তলা পর্যন্ত পরিষ্কার। 'মালাবানের আতলস্পষ্ট বেকুবি।' জীবন, ১৯৪৮।

আতশ [ফা আতিশ] ১ বি তুবড়ি, হাউই, পটকা প্রভৃতি বাজি। 'গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি আগুন। 'মুসলমান পঞ্চমুহুর্তে পরিবর্তে আব, আতশ, বাক, বাত এই চারটি ভূত বিশ্বাস করে।' দর্শন, ১৯২১।

আতশ কাঁচ [ফা আতিশ+স কাচ] বি যে কাচে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আতন জ্বালানো যায়; কনকেভ লেনস। 'চোখে আতশ কাঁচের চশমা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আতশবাজি, আতশবাজী [ফা আতিশ+ফা বাজী] বি তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি বাজি। 'আমরা আতশবাজির মতো এক মুহুর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'আতশবাজী, ব্যাত্ত পাঁচ না হইলে নৈদ দরিদ্র কাহারও উৎসব জন্মে না।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

আতশী, আতশী [ফা আতিশ+] বিপ অগ্নিময়। 'আয় প্রতি আতশী আলাপন।' আলাওল, ১৬৮০; 'জিবরাইলেরই আতশি পাখা সে ভেঙে যেন খানখান।' নজরুল, ১৯২৪।

আতশী কাঁচ [ফা আতিশ+স কাচ] বি যে কাচে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আতন জ্বালানো যায়; কনকেভ লেনস। 'একখানা আতশী কাঁচের জোরে সূর্যরশ্মিকে তেজস্কর ও গুণে পরিণত করে ...।' মানিক, ১৮৫০।

আতস [ফা আতিশ] বি আগুন। 'আতসে বোলএ আব হৈল যোর মনতাপ বাতে না ফুকে মোরে নিত।' সুলতান, ১৭০০।

আতসগড়া [ফা আতিশ+] বিপ আগুনের তৈরি। 'শোকের আতসগড়া ডুবি কী সুন্দর মজাহীন।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

আতসবাজি, আতসবাজী [ফা আতিশ+ফা বাজী] বি তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি বাজি। 'বায়ু করি বল আপনি অনল হইলা আতস বাজি।' ভারত, ১৭৬০; 'এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশানি আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২; 'বিনা পয়সায় ভোজন আর রাত্রিকালে আতসবাজী দর্শন।' রোকেয়া, ১৯৩০।

আতা [প] বি ফলবিশেষ। 'ফলসা বাদাম আতা নেয়া ও পেয়ারা ...।' জেরি, ১৮০২।

আতাফল [প আতা+স ফল] বি পৃথ্বীজনের-আনা গুটিবিশিষ্ট মিষ্টি ফলবিশেষ; ক্যান্ডিড আপেল। 'রসশাস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আতাবন [প আতা+স বন] বি আতা গাছের বাগান। 'যেখানে গভীর ভোরে নোনাফল পাকিয়ানো — আছে আতাবন।' জীবন, ১৯৩২।

আতাই [স আতায়িকা] ১ বি শব্দচিহ্ন। 'দেখে চেয়ে আতাই শাবকে লয়ে যায়।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি রাগ-সংগীতের শিল্পীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ, রবাব ... ও নব্বওনে মশল গুলি হইয়া আছে।' পায়ী, ১৮৮৮।

আতান্তর [স অবস্থান্তর] ১ বি মতবিরোধ। 'তাঁহে কেন এত আতান্তর।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বিপদ। 'নৈলে কি এরকম আতান্তর ফেলে কেউ বিশেষে যায়?' বিজুতি, ১৯২৯।

আতাত্ম [স] বিপ দ্বন্দ্ব তদ্ব্যবর্ণ। 'আতপ্রকৃষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আতি [স অতি] *বিণ* অত্যধিক; অতিশয়। 'আতি নেহে করিআ চুষনে।' বড়, ১৪৫০; 'আতি ক্ষেপে সদাগরে নাহি করে ভূষা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আতিপাতি *বিণ* তন্ন তন্ন। 'চারদিকের ঝোপ জঙ্গল আতিপাতি করে খুঁজতে গেলেছি আমরা।' সাদত, ১৯৬৭।

আতিত [স অতি] *বিণ* অতিশয়। 'আতিত প্রচণ্ড তেজ সহিবারে নারি।' মালাধর, ১৫০০।

আতিত [স অতি] *বি* অতিথি। 'কহিলেন আমি আতিত।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

আতিথেয় [স] *বিণ* অতিথির সেবা করে এমন। 'নারায়ের লোক অসভ্য কিন্তু আতিথেয় এবং নীতিজ্ঞ।' অক্ষয়, ১৮৪১।

আতিথেয়তা [স] *বি* অতিথি সেবা। 'আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদেশের তুল্য নহে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

আতিথেয়ী [স] *বিণ* স্ত্রী অতিথিপরায়ণ। 'তুমি এমনই আতিথেয়ী, যে সম্ভ্রমণ ঘুরাও, আমার সংবধান করিলে না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

আতিথ্য [স] ১ *বি* অতিথির সেবায়ত্ত। 'তার যথাবিধি আতিথ্য করা হয়েছে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ *বি* নিমন্ত্রণ। 'তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনগৃহে আতিথ্য স্বীকার কর্তে হয়।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৩ *বি* আতিথেয়তা। 'তাহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ *বি* গ্রহণযোগ্যতা। 'সকলের প্রাণের মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৫ *বি* সমাদর। 'আজ রাজপুরুষ তাঁর প্রতি অপ্রমদ, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ *বি* অশ্রয়। 'কত কাল এই বসুন্ধরা আতিথ্য দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আতিথ্যবাস [স] *বি* অতিথি-আবাস। 'এ শৈল-আতিথ্যবাসে বৃষ্টি নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আতিথ্যসংস্কার [স] *বি* অতিথি সেবা। 'বিশ্বামিত্র তাহাকে মহাসমাদরে আপন শিবিরে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে তাহার আতিথ্যসংস্কার করিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আতিথ্যস্বীকার [স] *বি* আতিথেয়তা গ্রহণ। 'আপাতত মনোজব গোপন করিয়া আতিথ্যস্বীকার করিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আতিথ্যভিলাষ [স] *বি* আতিথ্য-অভিলাষ। 'বি অতিথি হওয়ার ইচ্ছা বা বাসনা।' '... পঞ্চাঙ্গ পথিকের ন্যায় আতিথ্যভিলাষে কি পশ্চিমাচল-চূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আতিপাতি [স] *বি* অতিবাহিত। 'ক্রিবিণ তন্নতন্ন।' 'হ্রদয় পরাণ আতিপাতি করি ধরিতে তোমারে পারিব নাকি?' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

আতিবড় [স] *অতি* > > *বড়*। *বিণ* অতিশয় বড়ো। 'আতিবড় হৈলা আদ্যের।' বড়, ১৪৫০।

আতিবিত্তি [স] *অতিবাহিত*। 'ক্রিবিণ অতি তড়াতড়ি।' 'আতিবিত্তি লইলাম বেসাতি ফুরায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আতিশয় [স] ১ *বি* সংখ্যাতিরিক্ততা। 'দ্রব্যাদির আতিশয়ের সীমা কি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ২ *বি* অতিরিক্ত। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'যখন আমাদের কার্যকালে কোন বস্তুর আতিশয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ *বি* স্বেচ্ছাধিকার। 'তাহারা উৎসাহ সহকারে অনের মাৎসে ভোগন করিয়া জীবসংখ্যার আতিশয় নিবারণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ *বি* বাড়াবাড়ি। 'এক পক্ষ আত্মপ্রাণপ্রবৃত্তির উৎকট আতিশয়।' বিদ্যা, ১৮৭৩; 'পাঠনিষ্ঠায় অনায়াস পরিমাণ আতিশয় দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ *বি* বৃদ্ধি। 'গোবর্ধন তাহার প্রীয়ার আতিশয়া লইয়া চুলায়

যাক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৬ *বি* অতিরিক্ততা। 'ভালো সন্দেহে যেমন চিনির আতিশয়া থাকে না, তেমনি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৭ *বি* অতিরিক্ত। 'সকল জ্ঞাতীর মধ্যেই অত্যুজ্জ্বল ও আতিশয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আতিশয়াচক্র [স] *বি* একটার পর একটা আতিশয়া; রুটিনবদ্ধ আতিশয়া। 'যে-সব আতিশয়াচক্র হয়ে গেছে উৎসারণ জীবনে।' জীবন, ১৯৪৮।

আতিশয়াতা [স] *বি* বাহুল্য। 'ইহারদিগের বিচক্ষণতা ও স্বধর্মপরিশীলকতা ও পরিশ্রমের আতিশয়াতা ...।' দর্পণ, ১৮৩৬।

আতিশয়াবিকার [স] *বি* আতিশয়ের বিকার। 'তাহার আতিশয়াবিকার দূর হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আতিশয়াবিহীন [স] *বিণ* বাড়াবাড়িহীন। 'বিচলিত রাজার মনোভাব আতিশয়াবিহীন, সংকট ভাষায় প্রকাশ করেছেন।' মুম্বই, ১৯৭০।

আতিশয় [স] *অতিশয়*। *বিণ* অতিরিক্ত। 'যেবে আহিলাহে আঁকে আতিশয় বাঁধী।' বড়, ১৪৫০।

আতী [স] *অতি*। *বিণ* অতি। 'নাসা তিলফুল তের আতী আনুপামা।' বড়, ১৪৫০।

আতুড় [স] *অন্তরুতী*। *বি* জন্মান্বিত। 'আবাল তুনেছি মেয়ে বাংলাদেশ জ্ঞানীর আতুড়।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

আতুড়ি [স] *অন্তরুতী*। *বি* সুভিক্তাঘরের অগ্নিকুণ্ড। 'ফেড়িয়া চালের পুত্রে জালিল আতুড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আতুড় [স] ১ *বি* আর্জুন। 'বাতুল আতুর হথ পালিলেস্ত অবিরত দান ধর্ম করিলা বিশেষ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ *বিণ* পত্নী। 'হ্যাগহেড, ১৭৭৮। ৩ *বিণ* কাতর। 'সাংসারিক সুখার্থে আতুর হইয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ *বি* বিকলতা। 'কণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত ত আমার শরীরের আভরণ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আতুরতা [স] *বি* কাতরতা। 'সে তাকানোতে ... কী নিদারুণ আতুরতা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৯৫২।

আতুরা [স] *বিণ* স্ত্রী কাতর। 'রাজকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

আতুরাশ্রম [স] *অতুর-অশ্রম*। *বি* আর্জুপীড়িতদের বিনামূল্যে থাকার স্থান। 'আতুরাশ্রমে কোণে কোণে মুমূর্ষদের হিক্সা-দীয়া নাতিশাস উঠিয়াছে।' সন্জ্জ, ১৯২০।

আতুরি [স] *অতুর*। *বি* নাড়িভুড়ি। 'বের করে দেন আতুরিটা।' শামসুল, ১৯৬২।

আতুরী [স] *অতুর*। *বিণ* আকুল। 'বঞ্জন-গমনী হৈল বিরহে আতুরী।' বাহরাম, ১৬৫০।

আতুরী *বি* মাদকবিশেষ। 'নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঞ্জার ভার নিলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

আতুল [স] *অতুল*। *বিণ* তুলনাহীন। 'আতুল মহন্ত পাইলা জ্ঞান-সত্য-বল।' আলগল, ১৬৮০।

আতুলি [স] *অতুল*। *বিণ* তুলনাহীন। 'ওক বিদ্যারি যুক্ত কামিনী সোহি হরিল আতুলি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আতুলিত [স] *অতুলিত*। *বিণ* তুলনাহীন; তুলনা করা হয়নি এমন। 'ক্রিভূবন মোহিনী সহজে আতুলিত।' আলগল, ১৬৮০।

আতেক *বিণ* হঠাৎ। 'আতেক আক্রমণে মানুষের যা হয়।' মনসুর, ১৯৫৩।

আত্মক্ষেপ [স আক্ষেপ বি ক্ষোভ; আক্ষেপ। 'এত বলি বিশ্বনাথি আত্মক্ষেপ করে।' মালাধর, ১৫০০।

আতৈখ্যি [স আক্ষেপ বি ক্ষোভ; আক্ষেপ। 'সিসু দেখি করে আতৈখ্যি।' মালাধর, ১৫০০।

আতোর [আ ইতর] বি সুগন্ধিবিশেষ। 'বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোররা দিয়ে খাতির কচ্ছেন।' হেতম, ১৮৬১।

আতোষ [স তোষণ] বি অসন্তোষ। 'যত কিছু করিঁদো মোঞি রাধার আতোষে।' বড়ু, ১৪৫০।

আত্মা [স আত্ম] বি আত্ম। 'দেখিলা আত্মমাগণ তথা পাইলা দর্শন।' সুলতান, ১৭০০।

আত্তার [আ আতর] বি আতরবিক্রেতা। 'আত্তারগণ প্রত্যেক লোকের জন্য উৎকৃষ্ট গোলাবী আতর সাজাইয়া রাখিয়াছে।' সিরাজী, ১৯১৮।

আত্তি [স আত্তি বি অত্মহ। 'পরহিঁদা আত্তি করি তনে যেই জন।' আলোড়ল, ১৬৮০।

আত্মীকরণ [স বি আত্মীকরণ; অত্মীভূতকরণ। 'একদিক থেকে এটা অনুকরণ, আর এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আত্তো [স আত্মা বি নিজ। আত্তো বিক্রী (আত্মবিক্রয়) বি নিজেকে বিক্রি করা; ক্রীতদাস হওয়া। 'মাহমদের এখানে আত্তো বিক্রী হইয়া লইয়া মাহাজোনের কর্জ আদায় করিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

আত্মা [স আত্মা বি আত্মা। 'তাহার আত্মা সেই ব্যতে মহা কালেতে লইয়া গেলো।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

আত্ম [স বি নিজের। 'দুট মন মিহ দেখে আত্ম সম পর দেখে।' বড়ু, ১৪৫০।

আত্ম-অগোচর [স বি নিজের অজানা। 'কোন তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভ্রম, অন্তর্গত সে প্রহর আত্ম-অগোচর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আত্ম-অপকার [স বি নিজের ক্ষতি। 'স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম অপকারের স্বাধীনতাও আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আত্ম-অপমান [স বি নিজের অপমান। 'কেহ ভালোবাসে কেহ নাহি বাসে ... আত্ম-অপমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আত্ম-অবমান [স বি নিজের অপমান। 'দণ্ডে পলে পলে এই আত্ম-অবমান।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আত্ম-অবহেলা [স বি নিজের প্রতি অবহেলা। 'তাহার আত্ম-অবহেলা।' নজরুল, ১৯৩১।

আত্ম-অবিশ্বাস [স বি নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস। 'আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অতি অনায়াসে তিরস্কৃত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্ম-অবিশ্বাসী [স বি নিজের প্রতি সন্দ্বিষ্ট। 'আমরা আত্মায় কৃপণ রয়েছি, আত্ম-অবিশ্বাসী না হই।' অন্নদা, ১৯২৮।

আত্ম-অভিজ্ঞতা [স বি নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা। 'অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্ম-অভিমান [স বি অহংকার। 'অতি তীক্ষ্ণ অতিক্রম আত্ম-অভিমান সহিতে পারে না হার তিলে অপমান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আত্ম-আদর্শ [স বি নিজের আদর্শ। 'ভারতবর্ষের যে পরাভব সে তাহার আত্ম-আদর্শ নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আত্ম-আবিষ্কার [স বি নিজের পরিচয় উপলব্ধি। 'আপন অক্ষমতা সযত্নে আত্ম-আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আত্ম-আহুতি [স বি আত্মবিসর্জন। 'কত বীর দিল আত্ম-আহুতি, তপ্ত শব্দ শাখা।' জসীম, ১৯৫১।

আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত [স বি নিজের ইচ্ছায় উদ্বৃত। 'আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অযাচিত ও অকস্মাৎ এ আইনের অবতারণা করেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্ম-উৎকর্ষ [স বি আত্মোন্নতি। 'সমজদারির হাতেই আত্ম-উৎকর্ষের ভার, ক্রিয়েটিভিটির হাতে নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

আত্ম-উদ্দীপনা [স বি নিজের প্রেরণা। 'আত্ম-উদ্দীপনার গান ওরে ঝড় মেঘে আয়, আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আত্ম-উপলব্ধি [স বি আত্মজ্ঞান। 'আত্ম-উপলব্ধির ... চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।' নজরুল, ১৯২৩।

আত্ম-উপহাস [স বি নিজেকে অবজ্ঞা। 'আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অতি অনায়াসে তিরস্কৃত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মরূপ [স বি নিজের রূপ। 'যবে শুধিবেন তিনি নিজহতে আত্মরূপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আত্মকথা [স ১ বি নিজের বানানো কথা। 'দুই-একটি আত্মকথা এবং আসল কথা'র আলোচনা করিয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি নিজের জীবনকথা। 'সংগোপনে যদি দুই-একটি আত্মকথা এবং আসল কথা'র আলোচনা করিয়া থাকি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'তার আত্মকথায় শিখেছেন যে ...।' প্রমথ, ১৯১৭।

আত্মকন্যা [স বি নিজের মেয়ে। 'সমাধার আত্মকন্যার ন্যায় রাণীকে পালন করিতে প্রবর্ত।' রাজীব, ১৮০৫।

আত্মকরণ [স বি নিজের প্রতি নিজের কৃপা। 'আমরা সবাই ... ভাবালু আত্মকরণায় আছি মগ্ন।' বুদ্ধ, ১৯৪২।

আত্মকর্তৃত্ব [স ১ বি আত্মবিশ্বাস। 'আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর সেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি নিজের অধিকার। 'তিনি তখন এমনি আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে বসেছেন।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

আত্মকলহ [স বি নিজের মধ্যে বিবাদ। 'তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ।' রামরাম, ১৮০১।

আত্মকল্যাণ [স বি নিজের কল্যাণ। 'আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আত্মকাহিনী [স আত্ম+স কথনিকা] বি নিজের কাহিনি। 'আত্মকাহিনী।' রূপরাম, ১৭৫০।

আত্মকিরণ [স বি নিজের রশ্মি। 'চন্দ্র ষোড়শকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

আত্মকীয়তা [স বি আপন স্বরূপ। 'আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মকীয়তায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মকুল [স বি প্রোতাত্মসকল। 'দেখাইব আজি হে তোমার কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আত্ম-কেন্দ্র [স বি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। 'সারাদেশ ঘিরে আছে আত্ম-কেন্দ্র চিন্তার বিলাস।' সিকান্দার, ১৯৫৮।

আত্মকেন্দ্রিক [স বি নিজেকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'তোমার আদর্শবাদী সুবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বাধীনতার অজুহাতে?' মানিক, ১৯৪৭।

আত্মকেন্দ্রিত [স] বিণ নিজেকে ঘিরে আবর্তিত। 'এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আত্মকেন্দ্রী [স] বিণ স্বার্থপর। 'আত্মকেন্দ্রী এবং পরবিষয়' বুলবুল, ১৯৩৬।

আত্মকতি [স] বি নিজের কতি। 'পরিভাগহীন আত্মকতি মিটার জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আত্মকম্ব [স] বি আত্মহত্যা। 'আত্মকম্ব মহাপাণ বিবাহ বিউগ' বাহরাম, ১৬৫০।

আত্মকক্ষী [স] বিণ আত্মঘাতী। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যে সব আত্মকক্ষী প্রবণতা দেখা দিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬২।

আত্মকখন [স] ১ বি নিজেকে বিভক্তকরণ। 'জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মকখন' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি আত্মবিচ্ছেদ। 'এ কি অতুত আত্মকখন' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আত্মগত [স] ১ বিণ আপনাতে নিমগ্ন। 'আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ আত্মকেন্দ্রিত। 'আত্মগত ক্রিষ্ট জীবনের কুহেলিকা তাহার বিশ্বের দৃষ্টিকে করিছে হরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আত্মগরিমা [স] ১ বি অহংকার। 'আত্মগরিমা-পরবশ ... ভারতবর্ষীয়দিগের রণনেপুণ্য সীমাংসা করা যাইতে পারে না।' বন্দরশন, ১৮৭২। ২ বি আত্মগৌরব। 'আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মগর্ব, আত্মগর্ক [স] বি অহঙ্কার। 'যাহা বলি তাহাতে মনঃ-সংযোগ কর, কেবল আত্মগর্বের থাকিলেই কি হবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

আত্মগুণ [স] বি নিজের গুণ। 'আত্মগুণ তার দোষ ...' জগদীশ, ১৭৬০।

আত্মগোপন [স] ১ বি লুকিয়ে থাকা। 'আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'সাধ্যানুসারে আত্মগোপন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি নিজেকে জাহির না-করা। 'সেখানে কেবল নম্রতা অথচ দৃঢ়তা, আত্মগোপন ও আত্মত্যাগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি অপ্রকাশ। 'তার মধ্যে কতবড়ো একটা জোর আত্মগোপন করিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি নিজেকে গোপন করা। 'তোমার কাছে আর আত্মগোপন করব না।' নজরুল, ১৯৩৮।

আত্মগোপনকারী [স] বিণ গোপন করে দিয়েছে এমন। 'আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে চ জনকে স্বেচ্ছতার করে নেয়।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

আত্মগৌরব [স] বি অহঙ্কার। 'এই জাতই ... ইংরাজদের কপি করেন ও আত্মগৌরবে অন্ধ হন।' হেতুম, ১৮৬১।

আত্মগৌরবী [স] বি অহঙ্কার। 'তাঁহার আত্মগৌরবী জন্য অন্ধতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়।' প্যারী, ১৮৬০।

আত্মহাস [স] বি আত্মহাস। 'কর্ণপোশনের কর্তৃত্ব পাইয়া তিনি আত্মহাস নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।' দর্শন, ১৯২৪।

আত্মহানি [স] বি আত্মহাস। 'তাহার তখন আর কোনরূপ আত্মহানি থাকে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আত্মহানিপর্য [স] বিণ অনুশোচনায় কাতর। 'যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসশূন্য এবং আত্মহানিপর্য।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

আত্মহাতি [স] আত্মঘাতী। বি আত্মহত্যা; নিজ হাতে নিজেকে

প্রাণনাশ। 'বিসাদ করিয়া নিজ করে আত্মহাতি।' মালধর, ১৫০০।

আত্মহাত্য [স] ১ বি আত্মহত্যা। 'বিষাদি খাইয়া হরিনাস আত্মহাত্য কৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি নিজের শরীরে আঘাত। 'ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মহাত্য।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আত্মহাতি [স] আত্মঘাতী। বি আত্মহত্যা। 'ভাসিআ লোচনজলে করে আত্মহাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আত্মহাতিনী [স] বিণ স্ত্রী আত্মহতাকারী। 'দম্ভা হইয়া মরিলে আত্মহাতিনী হইবা ...।' দর্পণ, ১৮২১।

আত্মহাতী [স] ১ বি আত্মহত্যা। 'দিবও পরাণ মো করিবো আত্মহাতী।' বৃন্দ, ১৪৫০। ২ বিণ নিজেকে হত্যা করে এমন। 'সকলেই এক এক করিয়া আত্মহাতী হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ আত্মহাতের সময়কার। 'ও কি দাবািমিবেস্তি মহারণের আত্মহাতী প্রলয়নিনাদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ নিজেকে আঘাত করে এমন। 'চিহ্নের গহনে যেথা দুরন্ত কামনা লোভ ক্রোধ আত্মহাতী মন্তব্য করিছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আত্মঘোষণা [স] বি আত্মপ্রচার। 'ইংরাজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মঘ্ন [স] বিণ আত্মঘাতী। 'স্রাববিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা বিজিগীষা।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৯।

আত্মচরিত [স] বি আত্মজীবনী। 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।' মন্ডল, ১৮৯৯।

আত্মচিন্তা [স] বি নিজের সম্পর্কে চিন্তা। 'একটু আত্মচিন্তা কর তো বাপু।' মানিক, ১৯৩৫।

আত্মচেতনা [স] বি সচেতনতা। 'সমাজের আত্মচেতনা তাহাকে অবলম্বন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মচেতন্য [স] বি আত্মজ্ঞান। 'এবারে আমার আত্মচেতন্য লোপ পেয়ে ...।' মুক্তবা, ১৯৬০।

আত্মজ্ঞ [স] বি পুত্র। 'এই বালকদ্বয়ই বীরবর মোসলেমের হৃদয়ের সার, প্রিয় আত্মজ্ঞ' মশাররফ, ১৮৮৫।

আত্মজ্ঞান [স] বি স্বজন। 'কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি উর্ধ্বভাক ডাকি আত্মজ্ঞানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আত্মজ্ঞান [স] আত্মজ্ঞান। বি স্ত্রী আপনার লোক। 'আত্মজ্ঞানার কর গতি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

আত্মজয় [স] বি নিজেকে জয়। 'আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

আত্মজ্ঞা [স] বি স্ত্রী কন্যা। 'উক্ত লক্ষ্যচক্ষু সিংহ আত্মজ্ঞা অবয়বপ্রাপ্তা অবিবাহিতা সদুচিত্তাধার পত্নী শ্রীমত্যা হরমুন্দরী দাস্যা ...।' চিত্রিতপে, ১৮৪৪।

আত্মজ্ঞাপরণ [স] বি বোধোদয়। 'এদের আত্মজ্ঞাপরণ হয়নি।' নজরুল, ১৯২৭।

আত্মজ্ঞাপৃতি [স] বি আত্মজ্ঞাপরণ। 'এ আমাদের দেহভোগের বিলাস লালসা নয় - এ আমাদের আত্মজ্ঞাপৃতির দাবী।' বেগম, ১৯৩৩।

আত্মজাতি [স] বি স্বজাতি। 'মনুষ্যের সর্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

আত্মজাহির [স] আত্ম+জাহির। বি নিজেকে বড়ো করে প্রকাশ। 'কত ভাবে করতে চাইলো আত্মজাহির।' হাবী, ১৯৪৭।

আত্মজীবন [স] বি নিজের জীবন। 'আপন পতি বলিয়া জানিয়া তাহার নিকট মনে মনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া গিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আত্মজীবনচরিত [স] বি নিজের জীবনের ইতিহাস। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

আত্মজীবনাত্মক [স] বি আত্মজীবনীমূলক। 'কাহিনীটি আবারচাঁদ রূপচাঁদের আত্মজীবনাত্মক।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

আত্মজীবনী [স] বি নিজের জীবনী। 'আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মজীবনীমূলক [স] বি আত্মজৈবনিক। 'রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনা গোয়েটার তুলনায় অনেক সম্পৃক্ত।' শিব, ১৯৫০।

আত্মজৈবনিক [স] বি আত্মজীবনীমূলক। 'সমালোচকরা ভেবে পাচ্ছেন না ঠিক কী বলবেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বলছেন আত্মজৈবনিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'তার এখনকার লেখা হয়তো একটু ক্রেশকর রকমের আত্মজৈবনিক।' সুপ্রভা, ১৯৩৫।

আত্মজ্ঞান [স] ১ বি স্বার্থচিন্তা। 'গৃহবাস তেজিল তেজিল আত্মজ্ঞান।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি আত্মা ও পরমাত্মা-বিষয়ক জ্ঞান বা তত্ত্ব। 'এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শুদ্ধধর্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

আত্মজ্যোতি [স] বি নিজস্ব আলো। 'কাদাবালি মেখে সস্তা তারায় আত্মজ্যোতি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

আত্মতত্ত্ব [স] বি আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান। 'অন্য গোলমাল ছাড় আত্মতত্ত্ব বিচার খোড়।' লালন, ১৮৯০।

আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান [স] বি নিজের অস্তিত্ব, আত্মা ও অধ্যাত্মবাদের 'তদীয় সাহায্যে তর্ক বিন্দ্য, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ধারণ হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আত্মতা [স] বি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আত্মতাত্ত্বিক [স] বি স্বার্থপর। 'সে দেশে কবিকে আত্মতাত্ত্বিক বলে নিন্দা করা বড়োই আশ্চর্যের বিষয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

আত্মতুল্যা [স] বি নিজের অবস্থানের সমান। 'বয়স, ধন এবং গৃহ বিষয়ে আত্মতুল্যা, অর্থাৎ আত্মনির্ভর তুল্যা।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মতৃপ্ত [স] বি অহংকারী। 'সাবী লইয়া ইংরেজ জাতি যদি আত্মতৃপ্ত হইয়া উঠিত।' আলোদ, ১৯৬৮।

আত্মতৃষ্ণা [স] বি নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত। 'বার্ষ আত্মতৃষ্ণার ওপর বসায় মর্চের দাগ।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

আত্মতৃপ্ত [স] বি নিজে পরিভূক্ত। 'সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল শক্তি আকাশকে অধিকার করিল।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

আত্মতৃষ্ণা [স] বি নিজের সন্তুষ্টি। 'পরিব্য কার্য করিতে গেলে যে-আত্মতৃষ্ণা অনুভব করা যায়।' নজরুল, ১৯২২।

আত্মত্যাগ [স] ১ বি নিজের প্রাণ উৎসর্গ। 'ভাতার জন্য ভাতার আত্মত্যাগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি নিজের স্বার্থ রিসর্জন। 'কুহীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আত্মত্যাগী [স] ১ বি নিজের জীবন উৎসর্গকারী। 'আত্মত্যাগী

সাধকরাই আনিবেন।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে যে। 'এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আত্মদমন [স] বি আত্মসংযম। 'আত্মদমন করিয়া ... বসিয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আত্মদম্ব [স] বি সেমাক। 'কথাটায় আত্মদম্ব লক্ষ করে একটু লজ্জিত হয়ে যোগ দেন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

আত্মদর্শন [স] বি নিজ আত্মার স্বরূপ বোধ। 'আত্মদর্শন (Introspection) থেকেই আমাদের এ ধারণা গড়ে ওঠে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

আত্মদান [স] ১ বি অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকরণ। 'নবধা দানের মাঝে আত্মদান বড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি আত্মত্যাগ। 'তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুণতা পাগল হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মদাহ [স] বি অনুশোচনা। 'থাক আত্মদাহ, থাক বিচার বিবেক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আত্মদাহী [স] বি নিজেকে দম্বকারী। 'আত্মদাহী কল্পনায় খেলায়েছি কত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আত্মদীনতা [স] বি নিজস্ব হীনম্যন্যতা; নিজেকে ছোটো মনে করার মনোভাব। 'মেয়েদের মধ্য থেকে আত্মদীনতার এই ভাবটিকে দূর করবার জন্যে।' বেগম, ১৯৪৭।

আত্মদীপ [স] বি নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে চলা যায় এমন সার্থ্য। 'এ দীপ্যিত সেই দিল্লী এবং মসীরাই পালন করতে পারবেন যাদের আত্মদীপ অকল্প ...।' শিব, ১৯৬০।

আত্মদুঃখ [স] বি আপন মনস্তাপ। 'আমরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে শিখি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মদৃষ্টি [স] বি নিজের স্বরূপ সৎকে বোধ। 'চিত্তদর্শী সর্বপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি ব্যাধি হয়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

আত্মদেশ [স] বি প্রেতলোক। 'দেখাইব আজি হে তোমারে কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আত্মদ্বন্দ্ব [স] বি নিজেদের মধ্যে বিরোধ। 'আমরা আত্মদ্বন্দ্ব, আত্মকলহ, সামাজিক বাদ প্রতিবাদ এবং স্বপ্নের দ্বন্দ্ব ও হিসাব বহির্ভুক্ত দম্বীভূত হইতেছি।' প্রচারক, ১৮৯৯।

আত্মদ্রোহ [স] বি আত্মদীপন। 'বিত্তক আত্মদ্রোহের স্বাদ তো পেলে।' অচিন্তা, ১৯৫০।

আত্মদ্বন্দ্ব [স] বি নিজের সম্পদ। 'তদীয় আশিশবকাল পর্যন্ত সুমদ্যার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মদ্বন্দ্ব নির্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আত্মদ্বিকার [স] বি নিজের প্রতি দ্বিকার। 'তুমি আমাকে আত্মদ্বিকার থেকে বাচিয়েছ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আত্মদ্বন্দ্ব [স] বি আত্মহত্যা। 'অন্যথায় আত্মদ্বন্দ্বসেই হবে সার।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

আত্মন [স] সর্ব স্বয়ং। 'হে আত্মন, করো উন্মোচন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আত্মনাশ [স] বি আত্মহত্যা। 'আত্মনাশ করে।' ফজলুল, ১৯১৩।

আত্মনাশী [স] বি আত্মহাতী। 'বনবাসী আত্মনাশী উন্মত্ত উন্মাদ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাহরাম, ১৬৫০।

আত্মনিগ্রহ [স] বি আত্মপীড়ন। 'তাহার তাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আত্মক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মনিন্দা [স] বি নিজের নিন্দা। 'আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আত্মনিন্দুক [স] বি নিজের নিন্দা করে যে। 'আত্মনিন্দুক দলেরা অধিকাংশ এই শ্রেণীর লোক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আত্মনিবেদন [স] ১ বি বিনয় প্রকাশ। 'ক্রমে ২ রাজা সকলের নিকট রায়ে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি সমর্পণ। 'মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্মনিবেদন করা পার্বর্তীর পৌরাণিক চরিত্রে ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ বি সবকিছু বিসর্জন করে নিজেকে সমর্পণ করা। 'বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আত্মনিবেদনপরা [স] বিণ ক্রী আত্মনিবেদনশীল। 'নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আত্মনিমগ্ন [স] বিণ নিজের ভাবে বিভোর। 'আমার এই কল্পনাখিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিবৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আত্মনিমগ্নতা [স] বি আত্মমগ্নতা। 'আত্মনিমগ্নতার অন্য পিঠ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবোধ।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

আত্মনিয়ন্ত্রণ [স] বি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ। 'লীপের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী অস্বীকার করিতে যাওয়াও অনুচিত।' আজাদ, ১৯৪২।

আত্মনিয়ন্ত্রণশীল [স] বিণ নিজেরা নিজেদের পরিচালনা করতে পারে এমন। 'তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণশীল এক একটি রাজ্যের (Dominion) অধিকার দেওয়া দরকার।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার [স] আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার। বি নিজে নিজে পরিচালনা করার ক্ষমতা। 'স্বাধিকার।' 'পাকিস্তান-এস্তাতে ভারতীয় মুছলমান জাতির যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪২।

আত্মনিয়োগ [স] বি নিজেকে নিয়োজিত করা। 'কর্ম যতই বিচিত্র, বৃহৎ এবং প্রবল, আত্মনিয়োগ এবং আত্মচর্চা ততই অধিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মনিরোধ [স] বি আত্মসংযম। 'এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব আর আত্মনিরোধের অন্ত কবে হবে?' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

আত্মনির্বাসন [স] বি বেচ্ছায় চলে যাওয়া। 'শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আত্মনির্ভর [স] বি স্বনির্ভরতা। 'ঘরের ছেলের প্রাণ যখন কঠাগত তখন আত্মনির্ভর সম্বন্ধে ...' রবীন্দ্র, ১৮১১।

আত্মনির্ভরক্ষম [স] বিণ স্বাবলম্বী। 'পরবর্তী তিন শতকেও ইতালিতে পুঁজিবাদী শ্রেণী ও সংস্কৃতির আত্মনির্ভরক্ষম ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটনি।' শিব, ১৯৫৬।

আত্মনির্ভরতা [স] বি স্বাবলম্বন। 'স্বজাতিভক্তি এবং আত্মনির্ভরতা তাহাকে বাড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আত্মনির্ভরতাপূন্য [স] বিণ পরনির্ভর। 'তার ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল সাহিত্যসৌধিন এবং আত্মনির্ভরতাপূন্য।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

আত্মনির্ভরপন [স] বিণ আত্মনির্ভরশীল। 'আত্মনির্ভরপন উন্নতবলিষ্ঠ চরিত্রের ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মনির্ভরশীল [স] বিণ স্বনির্ভর। 'দেশের পঞ্জীতলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যাবহৃৎ হয়ে উঠলেই ...' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

আত্মনির্ভরশীলতা [স] বি আত্মনির্ভরতা। 'এই আত্মনির্ভরশীলতাই ভারতীয় জীবনযাত্রার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।' উমর, ১৯৬৬।

আত্মনির্ভরশীলা [স] বিণ ক্রী স্বাবলম্বী। 'সে আত্মনির্ভরশীলা হইতে শিবে।' বেগম, ১৯৪৮।

আত্মনির্ভরশূন্য [স] বিণ নিজের উপর ভরসা নেই এমন। 'সে অন্যান্যমস্ত, আত্মনির্ভরশূন্য।' শরৎ, ১৯৩১।

আত্মনির্ভাখন [স] বি নিজের উপর পীড়ন। 'তার জীবনে আত্মনির্ভাখন আছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই।' মোতাহের, ১৯৫০।

আত্মনিষ্কৃতি [স] বি নিজের মুক্তি। 'ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্মনিষ্কৃতি সম্পাদন করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আত্মনিষ্ঠ [স] বিণ আত্মমুগ্ধ। 'যার কাছে শ্রেয়স্কর আত্মনিষ্ঠ অনন্তের চেয়ে।' সুধীশ, ১৯৩৩।

আত্মপক্ষ [স] বি নিজের পক্ষ। 'ধর্মাদিকরণে প্রথম বারেরই এমন অসাধারণ রূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন যে ...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

আত্মপক্ষজন [স] বি পক্ষেন্দ্রিয়। 'ঘরে আছে পাঁচপাঞ্জাতন, ওরে আত্মপক্ষজন আত্মায় আত্মার করে ভজন।' শালিন, ১৮৯০।

আত্মপতন [স] বি নিজের অধঃপতন। 'শৃঙ্গালের মতো আত্মপতনের বীজ সক্ষমই তরিনি।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

আত্মপদ [স] বি পদাশ্রয়। 'আত্মপদ যারে দিলা শ্রীপৌরসুন্দর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আত্মপবিত্রতা [স] বি নিজের পরিতৃপ্তি। 'আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আত্মপরা [স] ১ বি শত্রুমিত্র। 'সর্বভূতে সমভাব আত্মপরা দয়া।' মালধর, ১৫০০। ২ বি আপন ও পর। 'বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আত্মপরতা [স] বি স্বার্থপরতা। 'আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশপ্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'সেটাও নইয়ার অলসভাজনিত আত্মপরতা।' মনসুর, ১৯২১।

আত্মপরায়ণ [স] বিণ স্বার্থপর। 'তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আত্মপরায়ণতা [স] বি আত্মকেন্দ্রিকতা। 'বিসাঙ্গিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণ মাত্রায় রাজত্ব করিত।' গোকেয়া, ১৯২২।

আত্মপরায়ণা [স] বিণ ক্রী স্বার্থপর। 'সে ক্রী এমনই সক্ষম ও আত্মপরায়ণা যে ...' তারা, ১৯৫৩।

আত্মপরিচয় [স] ১ বি নিজের পরিচয়। 'দূত আত্মপরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজকে সখাদ সেই।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি নিজের পরিচয়। 'মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে "ডিখারী" বলে আত্মপরিচয় বসিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি জ্ঞাতিসত্তা। 'তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং অমরদের বাণী বিশ্বকে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

আত্মপরিভূক্ত [স] বিণ আত্মভূক্তিপূর্ণ। 'এই আত্মপরিভূক্ত মিলনটিকে লক্ষ্য করেই গীতা ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আত্মপরিভূক্তি [স] বি নিজের সন্তুষ্টি। 'ইংরেজ আত্মপরিভূক্তির জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মপরিবর্ধনা [স] বি নিজের বৃদ্ধি। 'সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মপরিবার [স] বি নিজের পরিবার। 'কৃষিকার্য করিয়া আত্মপরিবার ... অলীক ব্যয়ভার সহ্য করিতে পারে।' দিক্শঙ্কর, ১৮৬৯।

আত্মপরীক্ষা [স] বি নিজের দোষগণ ও সামর্থ্যাদি বিচার। 'মুগে মুগে নৃতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মন্থমুগ্ধে আত্মান করেন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

আত্ম-পিপাসা বি স্বার্থপরতা। 'আত্ম-পিপাসার পুণিগন্ধময় পঙ্কে কলুষিত হইতে দেওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আত্মপীড়ক [স] বি নিজেকে পীড়ন করে এমন। 'আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব ...' বঙ্কিম, ১৯৪০।

আত্মপীড়ন [স] বি নিজেকে কষ্ট দেওয়া। 'ধর্ম আত্মপীড়ন নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

আত্মপীড়া [স] বি নিজেকে কষ্ট দেওয়া। 'কেন এত আত্মপীড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আত্মপূত্র [স] বি নিজের ছেলে। 'রাজা প্রজাকে আত্মপুত্র সদৃশ জ্ঞান করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আত্মপুষ্টি [স] বি নিজের বিকাশ। 'কথা বলে লোককে চমকে দেওয়ার জন্য তারা বই পড়ে, আত্মপুষ্টির জন্য নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

আত্মপ্রকটন [স] বি নিজেকে প্রকাশ। 'বিক্রম সম্পাতে করে আত্মপ্রকটন।' সূরীন্দ্র, ১৯২৭।

আত্মপ্রকাশ [স] ১ বি প্রবেশ। 'প্রাণবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্যভায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি নিজেকে প্রকাশ। 'আত্মপ্রকাশের তৃষ্ণার জন্য এই-সমস্ত বাজে কাণ্ড করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি আত্মবিকাশ। 'তাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আত্মপ্রকাশধর্মী [স] বি আত্মপ্রকাশে অগ্রহী। 'বেশ কিছু ব্যক্তির আত্মপ্রকাশধর্মী সার্থক প্রয়াসের একটি সাধারণ নাম ...' শিব, ১৯৫৬।

আত্মপ্রকাশহীন [স] বি আত্মস্বরণ থেকে বিরত; গোপন। 'যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতীতে লুপ্তপ্রায়, সে আজ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মপ্রকৃতি [স] বি নিজের স্বভাব। 'সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মপ্রচার [স] বি নিজের বিষয়ে প্রচার। 'আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মপ্রচারণা [স] বি নিজের বিষয়ে প্রচার। 'আত্মপ্রচারণার কোনো অসদৃশ্য এয় পিছনে ছিলো না।' শরীফ, ১৯৭০।

আত্মপ্রচারক [স] বি নিজের সাথে প্রচারণাকারী। 'সে আত্মপ্রচারক মূর্খ।' বিজুতি, ১৯৩১।

আত্মপ্রচারণা [স] বি আত্মবন্দনা। 'যেখানে আত্মপ্রচারণা নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

আত্মপ্রতিজ্ঞা [স] বি নিজ সংকল্প। 'অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্ম-প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

আত্মপ্রতিবাদ [স] বি নিজের ভিতর থেকে প্রতিরোধ। 'আজ হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোনো কারণ ঘটিয়াছে তাহা বোধ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মপ্রতিষ্ঠা [স] বি নিজের গৌরব। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী [স] বি নিজ প্রতিষ্ঠা লাভে ইচ্ছুক। 'আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবর্তী পৌছে দেওয়া সম্ভব এই পথেই।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

আত্মপ্রতিষ্ঠিত [স] বি নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। 'নারীকে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দেওয়া যে ন্যায়সঙ্গত ...' বেগম, ১৯৫৯।

আত্মপ্রত্যয় [স] বি আত্মবিশ্বাস। 'আত্মপ্রত্যয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬: 'আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে।' বিজুতি, ১৯৩১।

আত্মপ্রত্যয়হীনতা [স] বি আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। 'সর্বত্র ... আত্মপ্রত্যয়হীনতা, হৃতসামর্থ্য প্রথাকরণের নির্বোধ অনুসরণ, জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলহীনতা।' শিব, ১৯৫৬।

আত্মপ্রবন্ধক [স] বি নিজের সঙ্গে প্রচারণাকারী। 'বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবন্ধক।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আত্মপ্রবন্ধনা [স] বি নিজেকে ঠকানো। 'ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবন্ধনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আত্মপ্রবন্ধিত [স] বি নিজেকে প্রচারণা করে এমন। 'তঁাহারা প্রান্ত, আত্মপ্রবন্ধিত।' আজাদ, ১৯৩৭।

আত্মপ্রবর্তনা [স] বি নিজের ভিতরকার উদ্বীপনা। 'মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আত্মপ্রবৃত্তি [স] বি নিজের কামনা-বাসনা। 'এই আত্মপ্রবৃত্তিসকলকে ... সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বন্ধ করাই আত্মসংযম।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আত্মপ্রয়োগ [স] বি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ। 'সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মপ্রসন্ন [স] বি আত্মউষ্ণ। 'বড়লোকের নাম নিয়ে আত্মপ্রসন্ন হতে ভালো লাগে না।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

আত্মপ্রসাদ [স] বি আত্মতৃপ্তি। 'ইহাতে কি প্রকারেই বা আত্মপ্রসাদ ও মনঃপ্রতি লাভ করেন?' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মপ্রসার [স] বি আত্মবিস্তার। 'কাশী তার সেই আত্মপ্রসার-উদ্ভাবের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আত্মপ্রসূতা [স] বি স্ত্রী স্ব-উজ্জ্বল। 'বাসলা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

আত্মপ্রস্তুতি [স] বি নিজেকে প্রস্তুতকরণ। 'আত্মপ্রস্তুতি সচেতন প্রয়াসসাপেক্ষ।' শিব, ১৯৫০।

আত্মপ্রাধান্য [স] বি নিজের গুরুত্ব। 'মনের ক্ষীত ভাব বা উন্মত্ত ভাব নিয়ত আত্মপ্রাধান্যের স্থাপনে উদ্ভূত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আত্মপ্রীতি [স] বি নিজের প্রতি ভালোবাসা। 'ঐশ্বরিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'আর্যজাতির মনে দেশপ্রীতির চাইতে আত্মপ্রীতি ঢের বেশি।' প্রমথ, ১৯১৫।

আত্ম-প্রেক্ষিজ [স] আত্ম+ই প্রেক্ষিজ বি আত্মগৌরব। 'এক পক্ষের

আত্মসম্মানের চেয়ে অপর পক্ষের আত্ম-প্রেসিটজ বেশী'। অন্নদা, ১৯৮৮।

আত্মবন্ধক [স] বিণ নিজেকে বন্ধিত করে এমন। 'আত্মবন্ধক ও মর্ত্যকাম এদের নায়ক-নায়িকারা অস্তিত্বের মধ্যে শুধু জরা আর মৃত্যুকেই ...'। শিব, ১৯৬০।

আত্মবন্ধনা [স] বি নিজের সঙ্গে বন্ধনা। 'তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবন্ধনা করিলাম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আত্মবৎ [স] বিণ নিজের মতো। 'কেহ ... আত্মবৎ সেবার অন্তান ঘারা, তদীয় প্রসন্নতা লাভার্থে উৎসুক হইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

আত্মবধ [স] বি আত্মহত্যা; নিজেকে হত্যা। 'কোন ব্যক্তি ইচ্ছাধীন এমত সঙ্কিত ধন জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আত্মবধি [স] আত্মবধী বিণ নিজেকে বধকারী। 'বুলিলেজ্ঞ আত্মবধি নহ কদাচিত।' সুলতান, ১৭০০।

আত্মবধী [স] বিণ নিজেকে বধকারী। 'আত্মবধী হইমু নিচঞ'। বাহরাম, ১৬৫০।

আত্মবর্গ [স] বি আপনজন। 'অধিবাস করিলেন আত্মবর্গগণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আত্মবল [স] বি নিজের শক্তি। 'আত্মবলে ... প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও।' প্রচারক, ১৯০৪।

আত্মবলি [স] বি নিজেকে বলি দেওয়া। 'আত্মবলি দিয়া দিয়া আপনাকে কর্ণেই নিঃশেষ।' নজরুল, ১৯২৮; 'শাখায় শাখায় মহানিশ্চিন্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আত্মবলিদান [স] বি নিজেকে মহৎ কাজে উৎসর্গ করা। 'তারহু নিষ্ঠা অত্যন্ত আশাহীন আত্মবলিদানের ন্যায় প্রতিষ্ঠাত হইতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মবশ [স] বিণ নিজের বশবর্তী। 'আত্মবশ হইয়া স্নেহ ও বাৎসল্য বিসর্জন করা গর্হিত কর্ম।' অক্ষয়, ১৮৫২।

আত্মবশ হওয়া কি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। 'আত্মবশ হওয়া সুখের বিষয় বটে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আত্মবান [স] বি উদারচিত্ত ব্যক্তি। 'এ পথে আত্মবানের আত্মকে রক্ষা নয়, আত্মকে প্রকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আত্মবাসনা [স] বি নিজের ইচ্ছা। 'কোন শুক্তিভাজন দণ্ডি-সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া আত্মবাসনা অবগত করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মবিকার [স] বি নিজের বিকৃতি। 'মধুপানে আত্মবিকার হইয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আত্মবিকাশ [স] বি আত্মকুশল; নিজের বিকাশ। 'সমাজের প্রত্যেক লোকের আত্মবিকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মবিক্রয় [স] ১ বি নিজেকে সমর্পণ। 'সে যদি এমন তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করে, তবে কি তিনি আনন্দিত হইবেন না?' সিরাজী, ১৯১৮। ২ বিণ আত্মমর্যাদা ত্যাগ। 'ভদ্দ-সুন্দরায় আত্মবিক্রয় করে শহরে উঠে এসেছেন।' নজরুল, ১৯২৫; 'ত্যাগের মহিমাকে মলিন করিল না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

আত্মবিক্রীত [স] বিণ অন্যের নিকট নিজেকে উৎসর্গ করার মতো কৃতজ্ঞ। 'কিংবা যদি ... স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে

তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আত্মবিখতি [স] বিণ বিক্ষিপ্ত। 'এ-বোজার শেষ হবে না শুধু তাই নয়, শেষ হবে এমন চিন্তাই আত্মবিখতি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

আত্মবিঘাতক [স] বিণ আত্মঘাতী। 'আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি ... লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করে পারি?' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আত্মবিচ্ছেদ [স] বি অভ্যন্তরীণ কোন্দল। 'আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া লক্ষ্যপূরী হারথার করিয়া গিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মবিড়ম্বনা [স] বি নিজেকে ঠকানো। 'অযোশ্যের কৃত আরাধনা, সার্থক সাধনা কত, কত বার্থ আত্মবিড়ম্বনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আত্মবিশ্রোহ [স] ১ বি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ। 'ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি আত্মসংযম ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। 'কোনো কোনো মেয়ের আত্মবিশ্রোহ দেখা দিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আত্মবিনাশী [স] বিণ নিজেকে নিজের ধ্বংস করে এমন। 'আত্মবিনাশী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কোনোদিনও পারবে না।' জীবন, ১৯৩২।

আত্মবিনোদন [স] বি আত্মতৃপ্তি। 'কলহ অক্ষমের উত্তেজনা-প্রকাশ, তাহা অক্ষমের একপ্রকার আত্মবিনোদন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আত্মবিপ্লব [স] বি নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। 'মানবধর্মের মধ্যে যে-আত্মবিপ্লব ঘটে, তাতে দানেরই যদি জয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আত্মবিরোধ [স] বি নিজের পরিচিতি। 'বীজগণিতের ভূমিকায় ... আত্মবিরোধ লিখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আত্মবিমুখী [স] বিণ উদাসীন। 'বর্তমান পরমুখী ও আত্মবিমুখী মানসিকতার জন্য ...।' যোহান্দী, ১৯৩৬।

আত্মবিরহী [স] বিণ যেছায়া বিরহ বরণকারী। 'রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোষে বিরহের ব্যথা নেই মনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আত্মবিরোধ [স] ১ বি নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব। 'দেবতার ইচ্ছা ক্রমে এক রাতি দাউসের লঙ্ঘনে আত্মবিরোধ উপস্থিত।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি স্ববিরোধিতা। 'এরূপ অস্বস্ত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি?' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি অসঙ্গতি। 'স্বভাবে একটা আত্মবিরোধ ছিল - ওকালতির কাজে ছিলেন প্রবীণ, কিন্তু ঘরের কাজে বিষয়বুদ্ধি ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আত্মবিরোধী [স] বিণ স্ববিরোধী। 'ফাসিজমের জন্মভূমি হচ্ছে সভ্যতার আত্মবিরোধী এই-সব জেলখানায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আত্মবিলয় [স] বি আত্মনাশ। 'নির্বিকার ও নির্বিকার আত্মসমর্পণ তথা আত্মবিলয় দাবী করতে পারে না।' শরীফ, ১৯৬৮।

আত্মবিলুপ্তি [স] বি নিজের কর্তৃত্ব লোপ। 'যেছায়া আত্মবিলুপ্তিই কি শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়?' সওগাত, ১৯৪৪।

আত্মবিলোপ [স] ১ বি স্ববিলোপ। 'লক্ষণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি আত্মলোপ। 'দুর্বলের নিয়তি আত্মবিলোপে, সবলের তৃপ্তি আত্মোৎসাহে।' শরীফ, ১৯৬৮।

আত্মবিশ্বাস [স] বি নিজের শক্তির উপরে আস্থা। 'ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মবিশ্বাস জন্মাত করিয়া, আমাদের আশা উদ্বেগ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'নিকটবর্তী দেশসমূহে আত্মবিশ্বাস ও আশার আলো জ্বলিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আত্মবিশ্বাসহীন [স] বিণ আত্মপ্রত্যয়হীন। 'জনসাধারণের আত্মবিশ্বাসহীন চিরাচরিত চলার পথ।' হাই, ১৯৫৪।

আত্মবিশ্লেষণ [স] বি আত্মসামালোচনা। 'নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন হয় না। তাকে অন্যায় বলা যায় এইজন্যে যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আত্মবিষয় [স] বি নিজের বিষয়। 'আত্মবিষয়ে যত্ন, ও স্বাধীনভাবে অনুরাগ সজ্ঞার ইত্যাদি বিষয়ের নিমিত্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মবিষয়ক [স] বিণ নিজের সম্বন্ধীয়। 'আত্মবিষয়ক কর্তব্যকর্ম।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আত্মবিষয়ীকৃত [স] বিণ নিজের ক'রে-নেওয়া। 'সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আত্মবিসর্জন [স] ১ বি নিজের ক্ষতি স্বীকার। 'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ...।' বিনোদিনী, ১৮৭৫। ২ বি আত্মত্যাগ। 'আমরা যখন খুব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি সেটা কেন করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আত্মবিসর্জনপর [স] বিণ আত্মোৎসর্গপরায়ণ। 'তাহার সেই আত্মবিসর্জনপর মধুর নন্দতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আত্মবিস্তার [স] বি নিজের বিকাশ। 'দুর্বলের ধর্ম আত্মসংকোচন আর সবলের বিলাস আত্মবিস্তারে।' শরীফ, ১৯৬৮।

আত্মবিস্মরণ [স] ১ বি নিজেকে ভুলে থাকা। 'যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি আত্মবিস্মৃতি। 'হেরি সেই প্রেহলুত আত্মবিস্মরণ, মধুর মঙ্গলছবি যৌন অবিচল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আত্মবিস্মৃত [স] ১ বিণ আপন-ভোলা। 'আনন্দে আছেন আত্মবিস্মৃত হইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ নিজের সম্বন্ধে অচেতন। 'জীব-পুরুষ উভয়ে নিভাত আত্মবিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আত্মবিস্মৃতা [স] বিণ স্ত্রী নিজেকে ভুলে আছে এমন। 'আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষী।' বিভূতি, ১৯৩১।

আত্মবিস্মৃতি [স] বি নিজেকে ভুলে থাকা। 'যদি কোনেনাঙ্গি কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এর দেখা না পাই ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আত্মবিহারী [স] বিণ হৃদয়ে স্থানশাশ্ত। 'আত্মবিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তাঁর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আত্মবিহ্বল [স] বিণ আত্মবিভোল। 'একজন সুন্দরী ... ঝড়বুটির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে ঝপ্পাতার মতো চলেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আত্মবুদ্ধি [স] বি নিজের বুদ্ধি। 'জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আত্মবুদ্ধে [স] আত্মবুদ্ধি। ক্রিবিণ নিজের বুদ্ধিতে। 'আত্মবুদ্ধে পরবুদ্ধে ব্রহ্মক্স জেই হরে।' মালাধর, ১৫০০।

আত্মবৃত্তান্ত [স] বি নিজের কথা; নিজের বৃত্তান্ত। 'আমার নিকট আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩।

আত্মবৃত্তি [স] বি নিজাপেশার মাধ্যমে আয়। 'আত্মবৃত্তি করি করে কুটম্ব-ভরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আত্মবেদ [স] বি আত্মজ্ঞান। 'তার অনভ্যন্ত অভ্যাবাতে অতর্কিত বুদ্ধিত আত্মবেদ ঘোচেনি।' সুধীশ, ১৯৩৫।

আত্মবোধ [স] ১ বি আত্মজ্ঞান। 'আমাদের আত্মবোধে অপূর্ণ

বলিয়াই আমরা আত্মকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জ্ঞানি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি নিজের চেতনা। 'সমস্ত দেহের আত্মবোধ অপ্রত্যক্ষের বোধের স্থলিনে সম্পূর্ণ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বি নিজস্বতা বোধ। 'আমাদের আত্মবোধ যত প্রবল, গণবোধ তত সাবলীল নয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

আত্মভর্ৎসন [স] বি অনুশোচনা; নিজেকে তিরস্কার। 'বিকট আত্মনাদ ও উৎকট আত্মভর্ৎসন আরম্ভ করিল।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩।

আত্মভাব [স] বি নিজের মনের ভাব। 'হেনমতে মুরারিতগুণের আত্মভাব।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আত্মভাবতন্ময়তা [স] বি নিজ চিন্তায় বিভোরতা। 'ব্যক্তিগততন্ত্র, আত্মভাবতন্ময়তা প্রভৃতি।' আনিস, ১৯৬৪।

আত্মভাষা [স] বি মাতৃভাষা। 'আত্মভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্থ ধনের প্রয়োজন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আত্মভাষাশ্রেমিক [স] বিণ নিজ ভাষাকে ভালাবাসে এমন। 'প্রাবৃত্তবেত্তারা আত্মভাষাশ্রেমিক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আত্মভোলা [স] আত্মবিহ্বল। বি নিজের মধ্যে ভুলে আছে যে। 'ওরে মন্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আত্মমগ্নতা [স] বি নিজের ভাবে বিভোর থাকা। 'ভাল লাগে না আমার এই প্রাণস্পর্শহীন আত্মমগ্নতা।' সুকান্ত, ১৯৪১।

আত্মমুগ্ধতা [স] বি নিজের কুশল। 'আত্মমগ্ন সমাচার লিখিয়া লিখিয়া ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরম ...।' রাজীব, ১৯০৫।

আত্মমত [স] বি নিজের মত। 'বাহার যেমত বেছিয়া হয় সেইমত আত্মমত জানিয়া প্রেমালিঙ্গন দিবা।' ভদ্রাণী, ১৮২৮।

আত্মমর্যাদা, আত্মমর্যাদা [স] বি নিজের মর্যাদা; আত্মসম্মান। 'আমাদিগের আত্মমর্যাদাবোধ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'আমাদের আত্মমর্যাদা বুঝি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিতে ভাই বলিব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'লেখায় যদি বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্মমর্যাদা থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মমর্যাদাজ্ঞান [স] বি আত্মসম্মানবোধ। 'তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ [স] বি নিজের মানমর্যাদা সম্পর্কে ধারণা। 'আমাদিগের আত্মমর্যাদাবোধ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকরই আত্মমর্যাদাবোধে জ্ঞাত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন [স] বিণ আত্মসম্মানবোধ আছে এমন। 'আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোক এই অবস্থায় ওজারতের গদি আঁকড়াইয়া থাকিতে পারেন না।' জামায়াত, ১৯০৮।

আত্মমান [স] বি নিজের মর্যাদা। 'রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মমানের গৌরব যথেষ্ট জন্মাইলেন।' রাজীব, ১৮০৫।

আত্মমার্জিত [স] বি আত্মপরিশীলন। 'আত্মমার্জিতের দিকে নয়, আত্মপ্রকাশের দিকেই সকলের ঝোঁক।' মোতাহের, ১৯৫০।

আত্মমুখ [স] বি নিজের মুখ। 'বাণ্যুদ্ধে ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আত্মমুখিনতা [স] বি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা;

আত্মকেদ্রিকতা। 'কার্তিক, তোমার আত্মমুখিতা তুচ্ছ হয়ে গেলে।' শক্তি, ১৯৬৯।

আত্মমুর্খিতা [স] বি নিজের স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা। 'সৈনিকদের ভারতবর্ষে সেই আত্মমুর্খিতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আত্মমূল্য [স] বি নিজের মূল্য। 'আত্মমান আত্মমূল্য চেতনায় বেশ খুশি।' জীবন, ১৯৩২।

আত্মহর [স] বিণ স্বার্থপর। 'তবু লিখছি তোমাকে আজ : লিখছি আত্মহর আশার।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আত্মহরি [স] বিণ অহংকারী। 'তার জন্য যদি তাকে আত্মহরি বল তাতে তিনি আত্মনির্ভরতা ত্যাগ করবেন না।' প্রথম, ১৯১৪।

আত্মহরিতা [স] ১ বি স্বার্থপরতা। 'কোম্পানির কর্মচারীদের আত্মহরিতা দোষে ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'আত্মহরিতা কোথাও এসে বসতে জানে না ...' এইবার বস হয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি গর্ব। 'ওঁহা হর মনে বড়লোকের আত্মহরিতাটুকু পুরামাত্রায় বিরাজ করিত।' ইন্দাদুল, ১৯২০।

আত্মহরী [স] আত্মহরি বি আত্মসাধনে ব্যস্ত। 'আমরা আত্মহরী আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আত্মখন্যতা [স] বি আত্মনিমগ্নতা। 'আত্মরিকতার আত্মখন্যতা নিয়ে ... তলিয়ে গিয়েছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

আত্মরক্ষণক্ষম [স] বিণ নিজেকে রক্ষায় সক্ষম। 'সেটা বতকপে না সলল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আত্মরক্ষণোচ্ছা [স] বি আত্ম রক্ষার ইচ্ছা। 'সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণোচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মরক্ষা [স] বি নিজেকে বাঁচানো। 'আত্মরক্ষা মহাধর্ম রূপে ...' গোপ। বাহরাম, ১৬৫০।

আত্মরক্ষামূলক [স] বিণ নিজেকে রক্ষা করার বিষয়বস্তুসম্বন্ধিত। 'আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আক্রমণের প্রকারভেদ করা সম্ভব নহে।' আজাদ, ১৯৬২।

আত্মরচিত [স] বিণ নিজের তৈরি। 'আত্মরচিত কাগাগারে অপেক্ষা করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মরতি [স] বি আত্মমগ্নতা। 'আত্মরতি নিম্নের পথে যুগ্মের আবেশ।' জীবন, ১৯৩২।

আত্মরূপ [স] বি নিজের রূপ; স্বরূপ। 'তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলনবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মরূপা [স] বিণ স্ত্রী (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মময়ী। 'আত্মরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

আত্মরূপান্তর [স] বি নিজের পরিবর্তন। 'মানুষই একমাত্র জীব যার ... আত্মরূপান্তরের ক্ষমতা অপরিণীম।' শিব, ১৯৩০।

আত্মরোল [স] বি বিপদমগ্ন অবস্থায় চিৎকার। 'সবে করে আত্মরোল।' আলোশ, ১৬৮০।

আত্মলাঘব [স] বিণ আত্মমর্যাদা হানিকর। 'সেটাতে লাঘবকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুষ্ট্ব দিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আত্মশ্লাঘা [স] বি নিজের উন্নতি। 'আত্মশ্লাঘা, দম্ব, খাদ্যসুখ, যশোলাভ প্রভৃতিতে ইহার মূলকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

আত্মলোক [স] বি নিজের জগৎ। 'এক আত্মলোকে সকল আত্মার

অভিমুখে আত্মার সত্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আত্মলৌপী [স] বিণ আপন ভোলা। 'চরাচরে আত্মলৌপী অলীক নির্দেশে; স্বাশ্বত সে।' শামসুর, ১৯৫৯।

আত্মশক্তি [স] বি নিজের ক্ষমতা। 'আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সমগ্র করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠা [স] বিণ নিজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। 'যুগ যুগ ধরিয়া আত্মশক্তিপ্রতিষ্ঠা মানুষ বিচরণ করিয়া আসিয়াছে।' হাই, ১৯৫৪।

আত্মশক্তিহীন [স] বিণ নিজের শক্তি নেই এমন। 'তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও ববরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আত্মশত্রুতা [স] বি নিজেরদের মধ্যে শত্রুতাব। 'আত্মশত্রুতা বোপা আর এলোচুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আত্মশাসন [স] ১ বি নিজেকে দমন। 'স্থানীয় আত্মশাসন ও স্থানবিশেষে আত্মশাসন।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ২ বি স্বায়ত্তশাসন। 'আমাদের আত্মশাসন ব্যাপারে অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিন্তে বলনু দেখি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মশ্রাঘা [স] ১ বি আত্মপ্রশংসা। 'বিশেষ কহাতে আত্মশ্রাঘা পরগ্ৰানি হয়।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি আত্মলৌচ। 'বাবুর নিকট আত্মশ্রাঘাপূর্বক কহিলেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি অহংকার। 'আত্মশ্রাঘা করিয়া কি হইবে, যদি তুই সমুদ্রযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস, তবেই তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

আত্মশ্রী [স] বিণ স্ত্রী নিজের প্রশংসা নিজে করে এমন; অহংকারী। 'নিজেরে জ্ঞানান দেয় তীব্রকণ্ঠে আত্মশ্রী সতী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আত্মসংকোচ [স] বি নিজের জড়তা। 'যে আত্মসংকোচ নিত্য গুণ হয়ে রয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আত্মসংকোচান [স] বি নিজেকে গোটাণো। 'আত্ম-সংকোচনের অচেতনের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারনের উদ্যোগ চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আত্মসংবরণ [স] বি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ। 'তাড়াতাড়ি নিজেকে আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আত্মসংবৃত্ত [স] বিণ নিজেকে লুকিয়ে রাখে এমন। 'আত্মসংবৃত্ত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মসংঘম [স] বি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ। 'এই আত্মপ্রবৃত্তিসকলকে ... সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রক্ষা করাই আত্মসংঘম।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আত্মসংঘমী [স] বি নিজেকে নিয়ন্ত্রণকারী। 'তাহাকে বিস্তৃত করিবার জন্য প্রলোভন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই আত্মসংঘমী অবচলিত রহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আত্মসংঘোষা [স] বি নিজের সঙ্গে কথাপকথন। 'সবাই আত্মসংঘোষা মগ্ন।' শওকত, ১৯৭২।

আত্মসচেতন [স] ১ বিণ ভিতরে চেতনা আছে এমন। 'মনুষ্যের আত্মসচেতন পদার্থ, যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমাদের বিষয়ে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি নিজের সম্পর্কে সচেতন। 'এ-পরিবারের আত্মসচেতন হবার যেমন উপায় নাই।' ওয়াশী, ১৯৪৭।

আত্মসচেতনতা [স] বি নিজের অবস্থা সম্পর্কে গর্ব। 'বন্ধুকাণীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে

...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আত্মসদৃশ [স] বিণ নিজের মতো। 'সুরাসক্ত শ্রীগণ আত্মসদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মসন্তান [স] বি নিজের সন্তান। 'আত্মসন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে রোহ করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আত্মসন্তোষ [স] বি আত্মতৃপ্তি। 'আত্মরক্ষা ও আত্মসন্তোষই মনুষ্যের সমুদায় কার্যের প্রয়োজন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মসমর্থন [স] ১ বি আত্মরক্ষা। 'এই শক্তি নিত্যন্ত ক্ষীণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বি নিজের পক্ষ অবলম্বন। 'রসিকের মনে অনুতাপ, আত্মসমর্থন, বিধা ... আলোড়ন চলিতেছিল।' মানিক, ১৯৪০।

আত্মসমর্পণ [স] বি নিজেকে অন্যের কাছে সমর্পণ করা। 'তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আত্মসমর্পণজনিত [স] বিণ নিজের সমর্পণ সর্বশ্রুতি। 'বিশ্বশ্রুতির কাছে আত্মসমর্পণজনিত তাহার শেষ পদটি।' হাই, ১৯৫৪।

আত্মসমন্বয় [স] বি নিজের সমন্বয়। 'মন আত্মসমন্বয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে।' বিতুতি, ১৯৩১।

আত্মসমালোচনা [স] বি নিজের সমালোচনা। 'আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়েছিল।' জীবন, ১৯৩২।

আত্মসামাহিত [স] ১ বিণ আত্মমগ্ন। 'বিনোদিনীর আত্মসামাহিত মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ ধ্যানমগ্ন। 'মৃত্যুভয়হীন আত্মসামাহিত মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিণ নিজের ধ্যান নিজে নিয়ন্ত্রিত। 'রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মসামাহিত হইয়া উঠে।' হাই, ১৯৫৪।

আত্মসামাহিত [স] বি আত্মমগ্নতা। 'ন্যায়-সিদ্ধ জীবনের আত্মসামাহিত।' আহসান, ১৯৫৯।

আত্মসমীক্ষণ [স] বি নিজেকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ। 'বহুদিক্‌ এই দেশে তেমন মধ্যস্থ আলো নেই ... নেই আত্মসমীক্ষণ।' শক্তি, ১৯৬৬।

আত্মসমীপস্থ [স] বিণ নিজের কাছে সমর্পিত। 'যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আত্মসমৃদ্ধি [স] বি আত্মবিকাশ। 'আত্মসমৃদ্ধির জন্য একদিকে চাই প্রকৃতির সঙ্গে ব্যাপক এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় ...।' শিব, ১৯৫৫।

আত্মসম্বন্ধ [স] বি নিজের ব্যাপার। 'আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আত্মসম্বন্ধী [স] বিণ আত্ম-সংক্রিষ্ট। 'বস্ত্ততঃ ধর্মকে আত্মসম্বন্ধী এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে।' বক্তিম, ১৮৯২।

আত্মসম্বরণ [স] বি নিজের আবেগ দমন। 'তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মসম্ভ্রম [স] বি নিজের সম্মান। 'ভ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আত্মসম্মান [স] ১ বি নিজের গৌরব বা মর্যাদা। 'কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নষ্ট করে ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি নিজের সম্মান। 'জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মসম্মানজন [স] বি আত্মমর্যাদাবোধ। 'তোমাদের আত্মসম্মান-জন আছে।' নজরুল, ১৯২২।

আত্মসম্মানবস্তা [স] বি আত্মমর্যাদাবোধ। 'মুখের ওপর আত্ম-সম্মানবস্তার এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতের মধ্যে লক্ষ্য করিনি।' প্রদত্ত, ১৯২৯।

আত্মসম্মানবোধ [স] বি আত্মমর্যাদার জ্ঞান। 'আমাদের যথার্থ আত্ম-সম্মানবোধের উদ্ভেদ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আত্মসম্মানশূন্য [স] বিণ নিজের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এমন। 'আত্মসম্মানশূন্য ঘৃণ্য কাপুরুষের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

আত্মসম্মানহীন [স] বিণ আত্মসম্মান নেই এমন। 'পত্নীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

আত্মসম্মানী [স] বিণ আত্মসম্মানবোধ আছে এমন। 'আত্মসম্মানী বুড়ো নবাবগঞ্জের জমিদারবাড়িতে যাওয়ায় বন্ধ করিয়াছেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

আত্মসর্ব [স] বিণ স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন। 'আত্মসর্ব্ব পাচাত্য জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুরতা প্রশংসকর বিশপদের দিকে চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আত্মসাৎ [স] ১ বিণ আয়ত্ত। 'এ তিন ঠাকুর গোড়ীয়ায়কে করিয়াছে আত্মসাৎ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ হস্তগত। 'নন্দবংশজাত বিশারদ ... তাহার মন্ত্রী রাজকীয় যাবৎ লোককে আত্মসাৎ করিয়া আপনি রাজা হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি স্বীকরণ। 'পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আত্মসাৎ করা [স] বিণ আয়ত্ত। 'ফনমূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পড়ে।' বক্তিম, ১৮৬৬।

আত্মসাৎকৃত [স] বিণ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের নিকট হইতে আত্মসাৎকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত লইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৬৭।

আত্মসাধনা [স] বি ব্যক্তিনিষ্ঠতা। 'সমস্ত প্রাচী আত্মসাধনা ও অধ্যাত্মবাদের দিক দিয়ে মৃতপ্রায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আত্মসাত্ত্বনা [স] বি নিজেকে সাত্ত্বনা দেওয়া। 'অভ্যাস আর আত্মসাত্ত্বনার বেশা।' মানিক, ১৯৩৫।

আত্মসুখ [স] বি নিজের সুখ। 'লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্থ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আত্মসুখে বিশ্বসুখে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আত্মসুখরত [স] বিণ নিজে সুখে থাকে এমন। 'আত্মসুখরত, অমিতব্যয়ী জীব।' নবনূর, ১৯০৩।

আত্মসেবা [স] ১ বি নিজের সেবা। 'সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্মসান হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি স্বার্থপরতা। 'নিজের বাপ-মারের নিয়ন্ত্রণ থাকার আমার কাছে আত্মসেবার শামিল ঠেকতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আত্মসৌজন্য [স] বি নিজের প্রশংসা। 'পাঠকগণ আত্মসৌজন্যে বিরক্তি বোধ না করিয়া শ্রবণ করিবেন।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

আত্মহুতি [স] বি নিজের প্রশংসা। 'আত্মহুতি কড়া মাল।' মণীশ, ১৯৩১।

আত্মহ্রী [স] বি নিজের ত্রী। 'উক্ত যুবা পুরুষও অনায়াসে আত্মহ্রী বিসংকম দিতে সক্ষম হইত না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আত্মহু [স] বিণ আত্মগত। 'তাকে যে ধীরেরা আত্মহু দেখেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিণ আপনাতো নিমগ্ন। 'সুবিশাল সময়কে সেবা করে আত্মহু হতাম।' জীবন, ১৯৪০।

আত্মস্বার্থরহিত [স] বিণ নিজ স্বার্থ নিয়ে মগ্ন নয় এমন। 'নির্গোষ্ঠ ও শিষ্ট ও ধর্মবিশিষ্ট ও আত্মস্বার্থরহিত।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

আত্মহত্যা [স] বি নিজেকে হত্যা। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও জ্ঞানহতা এই দুই মহাপাপ হইবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

আত্মহত্যাকারী [স] বি যেহেতু নিজের প্রাণনাশ করে যে। 'আত্ম-হত্যাকারীরা সাধারণত যা লিখে যায়।' রেপ্তেত্র, ১৯৫২।

আত্মহত্যা [স] আত্মহত্যা। 'যতদিন আমি রয়েছি বর্তে দেব না করতে আত্মহত্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আত্মহা [স] বিণ আত্মঘাতী। 'কাদিছে আত্মহা পাণী হাহাকার রবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আত্মহানি [স] বি নিজের ক্ষতিসাধন। 'যে চোটা রোগের অবস্থায় সন্দেহেরে শঙ্কননে নিজের আত্মহানিও ঘটায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

আত্মহারা [স] ১ বিণ বিহ্বল। 'নাহি চাও আত্মহারা প্রেম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ আত্মবিস্মৃত। 'আত্মহারা ইহা জড়বৎ দগ্ধমান থাকিতে হইতছে।' মশাররফ, ১৯০৮। ৩ বিণ উতাল। 'বনপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী।' বিকৃতি, ১৯৩০।

আত্মহারানো বিণ আত্মভোলা; আত্মবিহ্বল। 'হে নিঃশঙ্কিতা, আত্মহারানো রুদ্রতালের নৃপুংর ঝংকতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আত্মহারাবৎ [স] বিণ আত্মভোলার ন্যায়। 'ওই কারা আত্মহারাবৎ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আত্মহিত [স] বি নিজের কল্যাণ। 'তোমাদের আত্মহিত ও সংসারের উপকারার্থে সচেষ্ট হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মহীন [স] বিণ স্বার্থহীন। 'দিনের পর দিন এই আত্মহীন কল্লিও শুষ্ক।' অচিহ্ন, ১৯৫০।

আত্মহৃদয় [স] বি নিজের মন। 'আত্মহৃদয় হইতে অব্যক্তিক মনে করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আত্মহোম [স] বি যুক্তির জন্যে আত্মাহুতি। 'আত্মহোমের বকি জ্বালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

আত্মদর [স] আত্ম-আদর। বি স্বার্থপরতা। 'আত্মদর ... বৃত্তি যে পরহিত চেষ্টার প্রতি কারণ নহে, তাহা।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মাধিকার [স] আত্ম-অধিকার। বি নিজস্ব অধিকার। 'তাহাদের পূর্ণ আত্মাধিকার দেখাও উচিত।' বেগম, ১৯৪৯।

আত্মানুকরণ [স] আত্ম-অনুকরণ। বি নিজেকে অনুকরণ। 'সে আত্মানুকরণ করে মাত্র।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আত্মানুগ [স] আত্ম-অনুগ। বিণ নিজ ইচ্ছার অনুগত। 'তিনি শেষ পর্যন্ত একান্ত আত্মানুগ সৌন্দর্য সাধনা থেকে নিজেকে অনেকটা মুক্ত যে না করতে পেরেছেন তা নয়।' হাই, ১৯৫৪।

আত্মানুভূতি [স] আত্ম-অনুভূতি। বি নিজস্ব উপলব্ধি। 'বাসালীর জাতীয় জীবনে প্রবল আত্মানুভূতি।' শরীদুল্লাহ, ১৯৩১। 'এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিগুরুত্বের প্রবল আত্মানুভূতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আত্মানুরূপ [স] আত্ম-অনুরূপ। বিণ নিজের পছন্দমতো। 'কামেল সাহেব আত্মানুরূপ ব্যক্তিকে সীম মন্ডিতে বরণ করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আত্মাশেষণ [স] আত্ম-অশেষণ। বি নিজেকে জানা। 'আত্মগ্ৰাসিত

তীব্রতা ও আত্মাশেষণে ব্যাকুলতা...'। সনৎ, ১৯৭০। পৃ. ১০৬।

আত্মাপহারক [স] আত্ম-অপহারক। বি নিজেকে অপহরণ করে যে। 'সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের প্রভু, বার্ষিকের আত্মাপহারক।' সুশীল, ১৯৫৩।

আত্মাবনতি [স] আত্ম-অবনতি। বি নিজের হীনাবস্থা। 'এই আত্মাবমানজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রকারে দূরে থাকা উচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মাবনতিকর [স] আত্ম-অবনতিকর। বিণ নিজের অবনতি ঘটায় এমন। 'এই আত্মাবমানজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রকারে দূরে থাকা উচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মাবমাননা [স] আত্ম-অবমাননা। বি নিজের অসম্মান। 'বাসাশায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

আত্মাবমানজনক [স] আত্ম-অবমাননা-জনক। বিণ নিজেকে অসম্মান করে এমন। 'এই আত্মাবমানজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রকারে দূরে থাকা উচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মাভিমান [স] আত্ম-অভিমান। বি অহংকার। 'আত্মাভিমানে পূর্ণ।' দর্শন, ১৮২১।

আত্মাভিমাত্রী [স] আত্ম-অভিমাত্রী। বিণ অহংকারী। 'শত শত আত্মাভিমাত্রী বহুভাষী ছাত্র এই শ্রেণীতে ভুক্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'কেন্দ্রবৎ এমন আত্মাভিমাত্রী আছে যে, নিজেকেই সমস্ত কথা সমস্ত কাজের লক্ষ্য মনে করে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আত্মাভিষেক [স] আত্ম-অভিষেক। বি নিজেকে কর্মে নিযুক্তকরণ। 'মৃত্যু সতীরের শূন্য সিংহাসনে আত্মাভিষেকের আয়োজনে।' মানিক, ১৯৪০।

আত্মাহুতি [স] আত্ম-আহুতি। বি আত্মবিসর্জন। 'আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখানে কোন দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে উর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আত্মোদ্রিগ [স] আত্ম-ইন্দ্রিয়। বি নিজের ইন্দ্রিয়। 'আত্মোদ্রিগ প্রীতি ইচ্ছা ভারে বলি কাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আত্মোক্তি [স] আত্ম-উক্তি। বি আত্মকথা। 'রাধিকার দেহদানে নিঃসঙ্কেচ আত্মোক্তি ও সাজসজ্জার সমারোহের মধ্যে।' হাই, ১৯৫৪।

আত্মোৎসর্গ [স] আত্ম-উৎসর্গ। বি আত্মত্যাগ। 'আত্মোৎসর্গের চরমোৎসর্গের একান্ত পক্ষপাতী।' প্রচারক, ১৮৯৯।

আত্মোৎসর্জন [স] আত্ম-উৎসর্জন। বি আত্মোৎসর্গ। 'এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

আত্মোন্নত [স] আত্ম-উন্নত। বিণ নিজ গুণে সমৃদ্ধ। 'আত্মোন্নত শিক্ষিতা নারী কখন সত্যিকার ঘর করতে রাজি হবে না।' বেগম, ১৯৫২।

আত্মোন্নতি [স] আত্ম-উন্নতি। বি নিজের উন্নতি। 'এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোন্নতি সমাজোন্নতি মনোোন্নতি সাধনার ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। 'নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আত্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপায় নির্ণয় হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আত্মোন্মোচন [স] আত্ম-উন্মোচন। বি নিজেকে প্রকাশকরণ। 'আত্মোন্মোচনের তার আর দ্বিতীয় পথ ছিল না।' মানিক, ১৯৪০।

আত্মোপকার [স আত্ম-উপকার] বি নিজের উপকার। 'আত্মোপকার অধিক হয় না।' দর্পণ, ১৮২২।

আত্মোপলব্ধি [স আত্ম-উপলব্ধি] বি নিজেকে উপলব্ধি। 'ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সমস্যাস্থানা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আত্মা [স] ১ বি আপন সত্তা। 'ব্রহ্মপরকাসে আত্মা আপনি ধোবা।' মালধর, ১৫০০। ২ বি চিত্ত। 'ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের আত্মা ... কি?' মৃদাঙ্কুর, ১৮১০। ৩ বি প্রাণ। 'আত্মা ও মায়ার এ দুয়ের প্রধান সমান।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি বিবেক। 'আমার আত্মা বলিতেছে - তিনি আহেন।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আত্মা-পাণী [স আত্মা+পাণী] বি আত্মারূপ পাণী। 'দেহবাচা ভেঙ্গে গেলে যদি আত্মা-পাণী সত্যিই উড়ে যায়।' প্রমথ, ১৯২১।

আত্মাপুরুষ [স] বি প্রাণ। 'তাহার আত্মাপুরুষ তরু হইয়া গেল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আত্মাপ্রাণী [স] বি আত্মারূপ প্রাণী। 'তার বৃকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কঁাদতে শুরু করে দিল।' প্রমথ, ১৯৮৮।

আত্মারাম [স] ১ বি প্রাণ। 'তত্ত্বপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিশাইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রাণরূপ পাণী। 'মনকে ডাকি, হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আত্মারাম বাঁচা-ছাড়া হওয়া ক্রি অতিশয় বিচলিত হওয়া; প্রাণ চলে যাওয়ার মতো হওয়া। 'আমার আত্মারাম তো বাঁচা-ছাড়া হবার যো হয়েছিল।' নজরুল, ১৯০১।

আত্মিক [স] ১ বিণ আত্মা সম্বন্ধীয়। 'মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ হৃদয়গত। 'কিন্তু এ বেদনা আত্মিক।' জীবন, ১৯৪৪।

আত্মীয় [স] ১ বি স্বজন। 'নিতান্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গ লোকের উপস্থিতিই সেরা আছে।' কেরি, ১৮০২। ২ বি রক্ত অথবা বিবাহসূত্রে সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তি। 'আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজদ্বারেও ইহার প্রতীকার-চেষ্টা করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ কল্যাণকামী। 'যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি আপনজন। 'যাঁহাকে তুমি খুব ভালোবাস, যাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় মনে করা যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বিণ অন্তরের সঙ্গে যুক্ত। 'আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৬ বিণ মমতাপূর্ণ। 'তরুলতা পতপাখীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্পর্ক বাহু-ভ্রুতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৭ বি কাছের মানুষ। 'তাকে আত্মীয় এবং শ্রুতি-নিদ্যায়-সর্বদা-কপিত রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে করতে কল্পনাশক্তি বাধা পায়।' মুরলিধর, ১৯৭০।

আত্মীয়কুটুম্ব [স] বি আত্মীয়স্বজন। 'আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ [স] বিণ আত্মীয়স্বজনে ভরা। 'এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা টী গী পড়িয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মীয়কুটুম্বিতা [স] বি আত্মীয়তা। 'লোকলৌকিকতা-আত্মীয়কুটুম্বিতা পরিপূর্ণ বৃহৎ সংহার।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

আত্মীয়জন [স] বি আপনজন। 'মুর্খ বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

আত্মীয়তা [স] ১ বি কুটুম্বিতা। 'জগদানন্দে পিতৃও আত্মীয়তা স্মারস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ভীত ব্যক্তি কদাচিত আত্মীয়তার যোগ্য নহে।' তারিখী, ১৮০৩। ২ বি বন্ধুত্ব। 'যিনি তোমার সহিত

আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি জ্ঞাতিত্ব। 'সেই আত্মীয়তা কোন নবদ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি সম্পর্ক। 'যার সনে আত্মীয়তা নাই স্বহৃদে দেহের কিংবা স্বতন্ত্র বুদ্ধির।' সূর্যস্র, ১৯৩৩। ৫ বি হৃদয়ের যোগ। 'মানুষের ও জগতের সহিত আমাদের আত্মার আত্মীয়তা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আত্মীয়তাবোধ [স] বি আত্মীয় বলে বিবেচনা করার মনোভাব। 'এত হৃদয়ঙ্গম আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।' নজরুল, ১৯২৭।

আত্মীয়পরশীন [স আত্মীয়+স সম্পর্ক+স হীন] বিণ আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন। 'যেতে হবে আত্মীয়পরশীন দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আত্মীয়পরিভ্রম [স] বি জ্ঞাতিত্বলুপ্ত আপন লোকজন। 'তাহার আত্মীয়পরিভ্রমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মীয়বৎসলতা [স] বি আত্মীয়ের মতো স্নেহ বা অনুরাগ। 'এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আত্মীয়বন্ধু [স] বি আত্মীয়স্বজন। 'বিনয় যে আত্মীয়বন্ধু সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত লক্ষ্মীহাড়ার মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আত্মীয়বর্ষ [স] বি আত্মীয়স্বজন। 'পাত্র মিত্র আত্মীয়বর্ষের সমুহ প্রাপ্ত হইল।' রাজীব, ১৮০৫।

আত্মীয়বিচ্ছেদ [স] বি আত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্নতা। 'সমস্ত নিদ্যায়ানি ও আত্মীয়বিচ্ছেদ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আত্মীয়মলহ [স] বি আত্মীয়স্বজন; আত্মীয়সমাজ। 'আত্মীয়মলহের যুদ্ধে সন্তোদন ভাবের যেসব ফলস্র উড়িয়ে দিত।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

আত্মীয়সংহার [স] বি আপনজনকে বিনাশ। 'তাই সে আত্মহা আত্ম, তার ধর্ম আত্মীয়সংহার।' সূর্যস্র, ১৯৪০।

আত্মীয়সন্দর্শন [স] বি আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আত্মীয়সমাজ [স] বি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। 'আত্মীয়সমাজে পটল নামে খ্যাত এই মেয়েটি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আত্মীয়সম্পর্ক [স] বি আত্মীয়তার বন্ধন। 'উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয়সম্পর্ক বঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আত্মীয়স্বজন [স] বি রক্ত অথবা বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত আপনজন। 'আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আলাপ।' দর্পণ, ১৮০৪।

আত্মীয়-স্বজনপ্রিয় [স] বিণ আত্মীয়স্বজনকে ভালোবাসে এমন। 'আত্মীয়-স্বজনপ্রিয় ওর চেয়ে কাউকে জানি না।' শক্তি, ১৯৬৯।

আত্মীয়-স্বজাতি [স] বি আত্মীয় ও স্বজাতির লোক। 'আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের আত্মীয়-স্বজাতি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আত্মীয়া [স] বিণ স্বী আপনজন। 'একটি অরক্ষণীয় আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আত্মীয়াজন [স আত্মীয়জন] বি স্বী আত্মীয়স্বজন। 'অন্যান্য আত্মীয়াজনের অসহ্য হইয়া উঠিল।' হ্যাপিসহর, ১৮৭১।

আত্মীয়াত্মিক [স আত্মীয়-অধিক] বিণ আত্মীয়ের চেয়েও প্রিয়।

আত্মোপমা

‘আমার শ্রেয়তম আত্মীয়মিত্র বন্ধু।’ নজরুল, ১৯৩০।

আত্মোপমা [স] বি নিজের সদৃশতা। ‘আমি যাব আত্মোপমা সমাহিত
সজ্জিতে রেখে।’ সূরীন্দ্র, ১৯৪১।

আত্মস্তিক [স] ১ বিপ নিতান্ত। ‘আপনার সুখের কারণ অনেকের
আত্মস্তিক মন্দ।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮০২। ২ বিপ অত্যন্ত বেশি। ‘ইরোজি
ভাষার যেরূপ আত্মস্তিক চর্চা ও অনুশীলন হইতেছে।’ অক্ষয়,
১৮৫৫। ৩ বিপ বেশি মাত্রায়। ‘রক্তীয় স্বার্থকে যোরাপীয় সভ্যতা
এতই আত্মস্তিক প্রাধান্য দিতেছে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৪ বিপ
প্রবল। ‘ফেনিয়ে গল্পবলার আত্মস্তিক নেশা কাটে না।’ ওয়ালী,
১৯৬৪।

আত্মস্তিকতা [স] বি প্রগাঢ়তা। ‘যে পদার্থ প্রাণত্যাগ করে তাহার
সহিত জীবিতর আত্মস্তিকতা।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আত্মস্তিকী [স] বিপ স্ত্রী অত্যধিক। ‘গণিকার সহিত রাজ্ঞীর
আত্মস্তিকী প্রীতি ...।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আত্মি বি আত্মি; সমাদর। ‘তার আত্মির সীমানা ত খুব ছোট।’ শওকত,
১৯৪৬।

আত্মাফ্রা আতরাফ

আত্মাশক্তিক [হি] বি আত্মাশক্তি মহাসাগর। ‘করে না কি বহুদেদে নিক্ষেপ
উদ্ভাস, উদ্বেল আত্মাশক্তিকে।’ সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

আত্মা [স] আত্মদান। ‘কি আবৃত করা।’ দক্ষিণ হস্ত গোপিন গুন আত্মা
দিয়া।’ মালাধর, ১৫০০।

আত্মাশাসা [স] আত্মদান। ‘কি আত্মদান করা।’ ‘মায়াপাতি আত্মাদিল দেব
চক্রপানি।’ মালাধর, ১৫০০।

আত্মাদিত [স] আত্মদিত। ‘কি আবৃত।’ ‘মেঘে আত্মাদিত হৈল পশু
মল।’ মালাধর, ১৫০০।

আত্ম [স] অস্ত। ‘কি অস্ত।’ ‘পূবের সূর্য্য পশ্চিমে আত্ম জাগ্রত।’ বড়ু,
১৪৫০।

আত্মাই [অশ্বে] বিপ অশ্বে; থই পাওয়া যায় না এমন। ‘আত্মাই পানির
কোঁদে দিশপাশ নেই।’ সেলিনা, ১৯৭৫।

আত্মাত্তর [স] অবস্থান্তর। ‘কি দৃষ্টিভঙ্গ।’ ‘আজ্ঞী কৈল আত্মাত্তর করিবেক
রাধা।’ বড়ু, ১৪৫০।

আত্মাল [স] অত্মাল। ‘কি গোয়ালঘর।’ ‘আত্মালে দুইটি জোয়ার বলদ সারা
মাঠ পানে চাই।’ জসীম, ১৯২৭।

আত্মালি পাখালি [স] অত্মাল প্রহল। ‘কিবিপ চারদিকে।’ ‘আত্মালি পাখালি
কাটি মুহন মালা।’ বিজয়, ১৬৫০।

আত্মালি-পাখালি ঋণ্ডা [স] ঋণ্ডা। ‘কি ছোটোছোট করা।’ ‘হাজার আত্মালি-
পাখালি খেয়েও পথ পাবে না পলিয়ে যাবার।’ কায়সার, ১৯৬২।

আত্মবিবিধি [স] অতিব্যস্ত। ‘কি বিপ যত্নসমস্তভাবে।’ ‘আত্মবিবিধি সুন্দরে দেখিতে
ধনী যায়।’ ভারত, ১৭৬০।

আত্মেনীয় বিপ আত্মেনীয়। ‘আত্মেনীয় নগররাত্রের যে আদর্শ রূপটি
প্রতিফলিত, ব্যক্তিগতব্যয়ের স্বতঃসিদ্ধতা তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।’ শিব,
১৯৬৬।

আত্মে ব্যথে [স] অতিব্যস্ত। ‘কিবিপ অতিরিক্তভাবে।’ ‘আত্মে ব্যথে নারীগণ জয়
জয় পূরে।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

আদ [স] আদি। ‘কি আদি; মূল।’ বিদ্যা, ১৮৯১।

আদ [অ] অদ্য হ্যা। ‘মোনোএব, ১৭৪৩।

আদ [স] অর্ধ। ‘কি অর্ধেক।’ ‘যোগিনী মাগএ ভিক্কা আদখানি লাউ।’
মুকুন্দ, ১৬০০।

আদকশালি [স] অর্ধকপাল। ‘কি কপালের একদিকে বাধা এমন
যোগ; মাইয়েন।’ বিদ্যা, ১৮৯১।

আদখান [স] অর্ধ। ‘কি অর্ধেক।’ ‘বাতা আদখান।’ মেয়র্স, ১৭৬২।

আদখানি [স] অর্ধ। ‘কি অর্ধেক পরিমাণ।’ ‘যোগিনী মাগএ ভিক্কা
আদখানি লাউ।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

আদখোঁচা [স] অর্ধ। ‘কি অসম্পূর্ণ।’ বিদ্যা, ১৮৯১।

আদশ [স] অর্ধপথ। ‘কি মাঝামাঝি পথ।’ ‘আনদে তরলমনা
আদশে লোকে দানা।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

আদবইসি [স] অর্ধবয়সী। ‘কি মধ্যবয়স্ক।’ ‘আদবইসি মাগিরা খাতায়
খাতায় ... রাত্তা মুড়ে চলেছে।’ হুতম, ১৮৬১।

আদবুড়া, আদবুড়া [স] অর্ধবুদ্ধ। ‘কি প্রায় বুদ্ধ।’ ‘যত আদবুড়া ও
পৌন বুড়া আদবুড়া ছিল।’ দর্পণ, ১৮২১। ‘আদবুড়ে বেতোরা মর্নিং
ওয়াকে বেরুচ্ছেন।’ হুতম, ১৮৬১।

আদমারা [স] অর্ধমৃত। ‘কি আধ-মরা।’ ‘আগে ঝাঁচর ভিতর যাক,
তার পর বুঁচরে আদমারা করবো।’ দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আদ [স] অদ্য। ‘কি অদ্যহীন।’ ‘আদ্য দললে দেশ লুটুই।’ চর্চা ৪৯,
১২০০।

আদ [স] অদ্য। ‘কি অদ্যহীন।’ ‘আদ্য ফিট টাঙ্গী নিবাগে কোহিঅ।’
চর্চা ৫, ১২০০।

আদ [স] আদর্শ। ‘কি নকশা।’ ‘বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের আদর্শটা প্রায়
শেষ করেছিলেন।’ অবন, ১৯২৫।

আদত [আ আদত] বি শভাব; অভ্যাস। ‘ভাবনী, ১৮২৩; ‘শরিক ঘরের
মেয়ের উপযুক্ত আদত-খাসিয়ত অনুসারে বিনা কলহে স্বামীর ঘর
করিতেছিলেন।’ মনসুর, ১৯৫০।

আদত-মাকিক [আ আদত+আ মওয়াকিক] ক্রিবিপ শভাবমতো।
‘আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাকিক মিটি মৌরী হাসি হাসলেন।’
মুক্তাবা, ১৯৫২।

আদত, আদ [আ আদত] ১ বিপ বড়ো। ‘নাতীদের একটা পনি, আর
আদত চারিটা।’ রক্তিম, ১৮৭৪। ২ ক্রিবিপ গোড়ায়। ‘আদত তিনি
যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন।’ হরহাসদ, ১৮৭৮। ৩ বিপ
মৌলিক। ‘ওর মধ্যে আদত কথা কিছুই নেই।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪
বিপ আসল; প্রকৃত। ‘আদত কথা বলতে গেলে, আমাদের আবিষ্কার
করলেন বাংলায় পণ্ডিতমশাই।’ অচিভা, ১৯৫০; ‘বাকড়ো জোয়ার
হেল আদত বাড়ি।’ মণীশ, ১৯৫৭।

আদতে ক্রিবিপ আসলে। ‘আদতে কিছু সবচেয়ে জরুরি।’ শামসুল,
১৯৫৬।

আদদ [আ আদত] বিপ আসল। ‘কতক আদদ জড়াও দ্রব।’ কায়সার,
১৭৮৫; ‘আদদ জড়াও দ্রব্য ও হিরা ও জমদর।’ কায়সার, ১৭৮৫।

আদানা বিপ সামান্য; চুছ। ‘তাহাদের দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ, বিষয়
সম্পত্তিতে নেহাৎ আদানা ব্যাপার লইয়া।’ শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

আদ [আ আদত] বি বাস্তবতা। ‘কত্রেস ও খিলাফতের এই মিলনটার
ভিতর সহনশীলতা আদপেই নেই।’ ধর্ম্ম, ১৯২০।

আদব [আ] ১ বিপ সনন। ‘পুছিল উত্তর দিব আদব প্রমাণে।’
আলাওল, ১৬৫৯। ২ বি সম্মান। ‘এই লোকটিকে রীতিমতো আদব

করে চলতে হবে।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি সম্মান প্রদর্শন। 'করবে আদব হেখা হাফিজ'। শহীদুল্লাহ, ১৯৪০।

আদবকায়াদা [আ আদব-কায়াদাহ] ১ বি শিষ্টাচার। 'লেডি তাঁদের আদবকায়াদায় তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে ... অভিভূত হন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি রীতিনীতি। 'এখনকার আদব-কায়াদা আমার ভালো জানা নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

আদবকেতা [আ আদব+আ কিতাহ] বি আদবকায়াদা। 'আদবকেতা তোমায় মানায় না।' মণীশ, ১৯৫৭।

আদব বাজানো ক্রি কুর্নিশ করা। 'রাজা প্রতাপপাদিতা আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

আদবী [আ আদব+] বি শিষ্টাচারসম্পন্ন। 'আদবী মানুষ।' ওসী, ১৭৮৫।

আদবে ক্রিবিধ মোটেই। 'সেগুলো খেতে আদবেই ভালো লাগত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আদববৈশি দ্র আদ'

আদবুড়া, আদবুড়ো দ্র আদ'

আদভূত, আদভূত [স অভূত] বি বিস্ময়কর। 'আতি আদভূত বড়ায়ি কাকের কাহিনী।' বড়ু, ১৪৫০; 'আর আদভূত/দেখো চন্দ্রবালী।' বড়ু, ১৪৫০।

আদম [আ] ১ বি ইহুদী, খ্রিস্টীয় ও ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী আদিমানব। 'আদমের দিলা প্রভু এ সব সম্পদ।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি মানুষ। 'হরের মতো বসে বসে পাখা টানতে গেলেই আদমের সন্ধানের চোখে ঘুম আসবেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আদমগাড়ি [আ আদম+গাড়ি] বি মানুষে টানা রিকশা। 'আদমগাড়ি দিনগুলো ... আদমগাড়ির মতন একঘেয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

আদমমত্মারী [আ আদম+মত্মা মতার+] বি দ্বৈতগণনা। 'আদমমত্মারী রিপোর্টে literacy বা বর্ণজ্ঞানের যে হিসাব...'। মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

আদম-সুমারি [আ আদম+মত্মা মতার+] বি লোকগণনা। 'তাহার আদম-সুমারি করিতে হইলে কেমনা রাখিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আদমসুরাত, আদমসুরাত [আ আদম+আ সুরাত] বি মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ; কালপুরুষ। 'সেই ঝাঁকো চন্দ্র ও আদম সুরাতের (নরাকার নক্ষত্রের) প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত করিতেছে।' মণিশর্ক, ১৮৮৫; 'মরু-শরীর পাড়ি দিয়ে যবে নেমে এল নীচে আদম-সুরাত।' ফররুখ, ১৯৪৬।

আদমি, আদমী [আ আদম+] ১ বি মানুষ। 'আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয়া যাবে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি স্বামী। 'একটা নামজাদা লোকের বেটি না আনলে আদমির কাছে বহুত শরমের বাত।' প্যারী, ১৭৫৮; 'আমার আদমি একথা টের পালি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

আদরি [স] ১ বি মর্যাদা। 'তাহার বোলত কেহে তোমার আদর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি যত্ন। 'বহুবিশ আদরে পঙ্ক কাতর লবি ...।' ষিটলী, ১৭০০। ৩ বি কদর। 'নিশাকালে দীপের আদর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি সুসমর্ক। 'বন্ধুর সহিত বন্ধুর নাইক আদর।' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ বি স্নেহ; সোহাগ। 'জন্মে আদরে পুত্র পালিবা সাগরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বি আসক্তি। 'সুখায় আদর নাই বৃথা গেল তল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৭ বি পছন্দ। 'কুকুরকে আদরের অতি

উত্তমপদ ভোগ করিতে দেখিয়া ...।' তারিখী, ১৮০৩। ৮ বি আশ্রয়। 'নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

আদর-অভ্যর্থনা [স] বি সমাদর ও যত্ন। 'খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে।' বিভূতি, ১৯৩১।

আদর-আপ্যায়ন [স] বি আতিথেয়তা। 'গেলে খুব আদর-আপ্যায়ন করে কমলা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

আদর-আবদার [স আদর+ফা আবদার] বি সোহাগ ও বায়না। 'প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আদর কাড়া ক্রি স্নেহ আদায় করা। 'মধুসূদন ভাবলে এ সমস্ত কেবল আদর কাড়বার জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আদর কুড়োনা বিণ আদর পাওয়া। 'ওগুলো লোকের আদর কুড়োনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আদরগীষ [স] ১ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'তদবধি তিনি তন্নগরের অতি আদরগীষ চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ সম্মানিত। 'বিদ্বান লোক আদরগীষ হয়।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ৩ বিণ আদরের যোগ্য। 'ন্যায়-পথশ্রী সর্লশম্ভাব কৃষক ... আদরগীষ ও পূজনীয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বিণ মূল্যবান। 'নিজের অপেক্ষা আর কিছুকেই আদরগীষ মনে হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আদরগীষতা [স] বি শ্রদ্ধা; ভক্তি। 'বাবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরগীষতার তারতম্য থাকলেও ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আদরগীষা [স] বিণ স্নেহময়ী। 'তাহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন - কন্যা কিরুণ আদরগীষা।' রোকেয়া, ১৯২১।

আদরন [স আদর] বিণ পুণ্ডিত। 'এখানে জে মকদ্দমা সালিসি আদরন হইয়াছে ...।' চিঠিপত্র, ১৮৫৫।

আদরভাজন [স] বিণ আদরের যোগ্য। 'অবিবেকী অবিনয়া আদরভাজন।' ওসী, ১৮৫৮।

আদর-যত্ন [স] বি খাতির যত্ন। 'আদর-যত্ন করেই রাখব।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আদরশূন্য [স] বিণ শ্রী আদর হতে বঞ্চিত। 'কন্যা ... স্নেহশূন্য, আদরশূন্য, অমুহূন্য ...।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

আদরসিংহাসন [স] বি ব্রতবিশেষ। 'আদরসিংহাসন ব্রত, একটা সম্পূর্ণ মেয়েলি ব্রত।' অবন, ১৯১৯।

আদরসিঁতা [স] বিণ আদরের। 'তোমার আদরসিঁতা ছোটোভাই, নুরু' নজরুল, ১৯৩০।

আদরিআ [স আদর+] বিণ অন্যের নিকট আদর পায় এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আদরিশি [স আদরিশী, সম্বোধনে ই-কার] বি শ্রী স্নেহ বা আদরের পাত্রী। 'কাঁদ কেন আদরিশি আনন্দ-আননি।' দীনবন্ধু, ১৮৭৬।

আদরিশী [স] বিণ শ্রী স্নেহ বা আদরের যোগ্য। 'তোদের ছোটো বোন আদরিশী কিশরী কোথায় রে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আদরিতা [স] বিণ শ্রী সমাদৃত। 'বাহারা পুরষের নিকটে কখন আদরিতা না হন।' তমোজুক, ১৮৭৪।

আদরী [স] বিণ আদরের। 'মণির মোহন মালা মানিক আদরী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আদরে ক্রিবিধ সম্মানের সঙ্গে। 'আসিয়াছে দূত তোরে লইতে

আদরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আদরের ১ বিণ পছন্দের। 'সারা দিন বসে পাশে/ একটি শুধু আদরের নাম গায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ প্রিয়। 'বনপুষ্প সকল নন্দনকাননের পুষ্প হইতেও আদরের।' মশাররফ, ১৯০৮।

আদরা। [স আদর<] ক্রি আদর করা। 'শাকর খাইতে তোকে আদরাহ ফেঁকে।' বড়ু, ১৪৫০; 'সিধ্যান বচনে প্রমাণ আদরিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আদরা। [স আদর<] বি নকশা। 'আদরা শুধু আখটা দেখি ঘুমটী নদীর তীর ঘুরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আদর্য্য। [স] বিণ আদরীয়। 'মহা আদর্য্য কতই লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে।' দর্পণ, ১৮২১।

আদর্শ। [স] ১ বি দৃষ্টান্ত। 'যাহাতে তাহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া কুপথ্যামি না হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ২ বিণ অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ স্বরূপ হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি উদাহরণ। 'এরূপ আদর্শ দর্শাইয়া কি কখন কোন জাতিকে স্বর্ঘ্যাবলম্বী করা যায়?' অক্ষয়, ১৮৫০।

আদর্শক। [স] বিণ পথপ্রদর্শক। 'রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া ... মহাশয়েরা যে ইঙ্গলও দেশে আগমন করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

আদর্শচরিত্র। [স] বি অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলী। 'সর্বত্রই একটি গাথীয়া, সৌন্দর্য ও ঠান্ডার রক্ষা না করাতো বর্ণনীয় আদর্শচরিত্রের উজ্জ্বলতা নষ্ট ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আদর্শচ্যুত। [স] বিণ আদর্শভ্রষ্ট; লক্ষ্যচ্যুত। 'কোশ্চানির লাগিই আমি আমার জীবনের আদর্শচ্যুত হৈছি।' মনসুর, ১৯৫৫।

আদর্শচ্যুতি। [স] বি আদর্শ থেকে পতন। 'একদিকে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে স্পর্ষিত উদ্ভূত। সর্বপ্রকার আদর্শচ্যুতিই ইহার কারণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আদর্শদাতা। [স] বিণ আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী। 'রবীন্দ্রনাথের মূল্য সৌন্দর্যপ্রসূ হিসেবেই, নীতি প্রচারক বা আদর্শদাতা হিসেবে নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

আদর্শনিষ্ঠ। [স] বিণ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'নির্বাখপ, নির্শোভ, আদর্শ-নিষ্ঠ ... নেতা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আদর্শনিষ্ঠা। [স] বি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। 'তাঁহার বড় ভাল লাগে এই ধারার আদর্শনিষ্ঠার কথা।' তারা, ১৯৪০।

আদর্শ-পরায়ণতা। [স] বি আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিখিতে হইবে।' বেগম, ১৯৫৩।

আদর্শপাগল। [স] বিণ আদর্শবাদী। 'সে বরাবরই আদর্শপাগল।' মনসুর, ১৯৫৫।

আদর্শপুরুষ। [স] বি অনুসরণযোগ্য গুণ আছে এমন ব্যক্তি। 'পরমহোমী আদর্শপুরুষ কোনো উত্তর করিবেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'তিনি তখন শিক্কাপুরুষ, রবীন্দ্র-মানসের আদর্শপুরুষ।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

আদর্শপুত। [স] বিণ আদর্শভাবাপন্ন। 'আমাদের কাজ কেবল সাহিত্য সৃষ্টি - ইসলামী আদর্শপুত সাহিত্য সৃষ্টি।' মোহাম্মদী, ১৯২৮।

আদর্শবাদ। [স] ১ বি উচ্চ আদর্শ ও নীতি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করার মতবাদ। 'আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারকের হাতে সর্বদাই দেখতে

পাই আদর্শবাদের নীতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি শ্রেয়তাবোধ। 'এইটুকু আদর্শবাদ ও রোমান্টিকতা প্রচ্ছন্ন না থাকলে সাহিত্যের উদ্দেশ্যই যাবে ব্যর্থ হয়ে।' শরীফ, ১৯৭০। ৩ বি সবকিছুর বিনিময়ে আদর্শসিদ্ধির উদ্ভিধাশ। 'আদর্শবাদের নামে মনুষ্যত্ব বিসর্জন ...।' মুরশিদ, ১৯৭১।

আদর্শবাদিতা। [স] বি মহৎ আদর্শ ও নীতি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করার মতবাদ। 'সদিচ্ছা, আদর্শবাদিতার অভাব না থাকিলেও ...।' আজাদ, ১৯৪১।

আদর্শবাদী। [স] ১ বিণ উচ্চ আদর্শ ও নীতিসম্পর্কিত। 'কিন্তু এই আদর্শবাদী, ভাবশ্রমী ... আলোচনার বিপদ এইখানেই।' ধূজিট, ১৯৩১। ২ বিণ কোনো বিশেষ মতবাদ অথবা আদর্শে বিশ্বাসী। 'তাঁদের চেষ্টার মধ্যে বাস্তববাদীর বুদ্ধি যতখানি ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল আদর্শবাদীর ঝালিকতা।' আজাদ, ১৯৩৬। ৩ বিণ উচ্চ আদর্শ ও নীতির অনুসারী। 'সার সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ।' আজাদ, ১৯৪১।

আদর্শবিচ্যুত। [স] বিণ আদর্শ থেকে সরে গেছে এমন। 'আদর্শবিচ্যুত জাতি জীবনুত জাতিরই নামান্তর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আদর্শবিরোধী। [স] বিণ নীতির পরিপন্থী। 'প্রচার যন্ত্রগুলিকে ... জাতির আদর্শবিরোধী ভূমিকায় সবিশেষ তৎপর দেখা গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

আদর্শবোধ। [স] বি নীতিবোধ। 'ক্লান্ত আদর্শবোধ ও সূত্রে পুরকল্পনা লক্ষ্যে লিপের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪৯।

আদর্শভিত্তিক। [স] বিণ সুনির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। '... একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র।' আজাদ, ১৯৬৪।

আদর্শ-ভূমি। [স] বি তীর্থস্থান। 'অশিক্ষিত পুরাণপুরির উৎসাহ ... তোমাদের আদর্শ-ভূমি হইয়া রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

আদর্শভ্রষ্ট। [স] বিণ আদর্শ থেকে বিচ্যুত। 'নবল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিছুতমিকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আদর্শমূলক। [স] ১ বিণ আদর্শভিত্তিক। 'মহারাত্রী নামক পদ্য ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ অপেক্ষা প্রাচীন আদর্শমূলক হওয়া অসম্ভব নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ উন্নত আদর্শবাদী। 'আদর্শমূলক সাহিত্য দূরবীক্ষণের মত লেখকের ...।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১। ৩ বিণ দৃষ্টিভিত্তিক। '... আদর্শমূলক ঐক্য।' ওয়াজেদ, ১৯৪০।

আদর্শরূপে। [স] ক্রিণ বিপ্লব উন্নতরূপে। 'জাতিকে আবার আদর্শরূপে গড়িয়া তুলিবে।' এসলাম, ১৯৩৫।

আদর্শলোক। [স] বি আদর্শের জগৎ। 'সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র ব্যর্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আদর্শশিল্প। [স] বি মানোজীর্ণ শিল্প। 'প্রতিভাহীন কবিরা আদর্শ শিল্পককার সেবা দ্বারা অমরত্ব লাভের প্রয়াস না করে ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আদর্শসম্মত। [স] বিণ আদর্শের সঙ্গে সম্মতিপূর্ণ। 'তা কতখানি ইসলামের আদর্শসম্মত।' আনিস, ১৯৬৪।

আদর্শস্থল। [স] বিণ আদর্শস্থানীয়। 'যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আদর্শস্থানীয়। [স] বিণ উন্নত আদর্শ আছে এমন। 'তাহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের আদর্শস্থানীয় করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আদর্শব্রহ্মণ বিশ অনুসরণীয়; আদর্শরূপে গণ্য। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ ব্রহ্মণ হইয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আদর্শানুযায়ী [স আদর্শ-অনুযায়ী] ক্রিবিধ আদর্শ অনুসারে। 'মনোগত আদর্শানুযায়ী এক একটি গুণের ভার বহন করে চলেছে।' আনিস, ১৯৬৪।

আদর্শিক [স] বিশ আদর্শবাদী। 'আদর্শিক কাজ, যা মানবের/ নয় রক্তপুষ্পা কালীর অথবা কলির।' অমিয়, ১৯৩৯।

আদাল [আ] ১ বি সাদৃশ্য। 'পূর্বকার মহেন্দ্রের কোনো আদাল আছে কিনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বি রূপ। 'ছুবে মধ্যদিনের সূর্য ভীমা অমাবস্যার আদালে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

আদালি [স অর্ধ] বি অর্ধভঙ্গ হাঁড়ি। 'আদালি উপরে কেবা কদলী রোপল রে।' দ্বিচ্ছিন্ন, ১৬০০।

আদাষা [স আদেশ] ক্রি দিয়া করা। 'দাসী বলি বাহিরে আদাষি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আদা [স অর্ধক] বি মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। 'দেউল-প্রসাদ আদা চাকি শেখু সলবণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মান বেসারি আদা ঝাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আদাঙ্গল খাওয়া ক্রি যথাসাধ্য চেষ্টা করা। 'টাকা তোল তোরা আদাঙ্গল খেয়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

আদাঙ্গল খেয়ে লাগা ক্রি প্রবল উৎসাহ নিয়ে কাজ করা। 'তাহারা আদাঙ্গল খাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৯।

আদারসে [স অর্ধক-রস] বি বাটা আদার রস। 'মরিচ গুড় দিআ আদারসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আদা^১ [স অর্ধ] বিশ অর্ধেক। 'মারে মগা আদা ছেনা, সদা থাকে বাবুআনা।' ভবানী, ১৮২৫।

আদাএ [আ আদায়] বি আদায়। 'ফরিজা আদাএ কর হই এক মতি।' জালাওল, ১৬৮০।

আদাওত [আ] বি শত্রুতা। 'রাশিয়া লাচ ও আদাওতের সবেবে রুশের 'পরে চড়াই করিয়াছে।' আখবার, ১৮৭৭।

আদাওতি [আ] বি শত্রুতা। 'যেইরূপে কাফের করিল আদাওতি।' গরীব, ১৭৬৫।

আদাখ্যাচড়া [স অর্ধ+স খেচর] বি তালবাহানা। 'দশ কুড়ো করলান, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া করে ...' দীপবন্ধু, ১৮৬০।

আদাপা [ফা দাপ] বি দ্যাপানো হয়নি এমন; অতিক্রিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

আদাড় [স আধার] বি আস্তারুড়। 'তাকে ঢুকতে হলো ঝালরুড় করা ঘেরাটেপে, আর পড়সো আদাড়ের জন্তালের পর্যায়ে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আদাড়মালী বি গাছবিশেষ। 'ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আদান [স] বি গ্রহণ। 'কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০; 'দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতর নুকানো।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আদানপ্রদান [স] ১ বি মেলামেশা। 'যাত্রাওয়ালার সহিত আদান প্রদান ...' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি বেনেদেন। 'কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি যোগাযোগ। 'প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের

উপায়ব্রহ্মণে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আদাব [আ] বি অভিবাদন। 'জিবরিল নবীর আগে রাখিল আদাব।' গরীব, ১৭৬৫।

আদায় [আ] ১ বি পরিশোধ। 'যখন টাকা আদায় করিতে পারি।' হ্যাংলহেড, ১৭৭২; 'জদ্যপি বাকি মফকুরে আদায় না করে ... তবে নিলামে বিক্রী হবক।' ক্যালগে, ১৭৮৭। ২ বি উদ্ধার। 'মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায় করিতে পারে না।' হ্যাংলহেড, ১৭৭৩।

আদায় করা ক্রি প্রার্থনা করে পাওয়া। 'বাবা যদি টের পান আমি মেনোর কাছ হতে কাপড় আদায় করেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

আদায়কারিণী [আ আদায়+স কারিণী] বিশ স্ত্রী আদায় করে এমন। 'জরিমানা আদায়কারিণী বউকে এরকম কেউ কি দেয়?' মানিক, ১৯৪০।

আদায়কারী [আ আদায়+স কারী] বিশ সম্মতকারী। 'মদ্রাসার চাঁদা আদায়কারী মৌলবী সাহেব।' আল-উদ্দিন, ১৯৫৯।

আদায়-তশিল [আ আদায়+আ তাহসীল] বি বাজনা আদায়। 'তোমার নয় আদায়-তশিল, ধারকর্জ' শক্তি, ১৯৬৯।

আদায়পত্র [আ আদায়+স পত্র] বি সম্মতের কাজ। 'গোমস্তার উপর আদায়পত্রের ভার ছিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

আদায়বিদ্যা [আ] বি আয়-ব্যয়। 'প্রচুর ওদের জমিজমা, চৌক-বাড়ির, জমজমুর, পালপার্বণ, আদায়বিদ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আদায়বৃত্ত [আ আদায়+স কৃত] বিশ সম্মত করা হয়েছে এমন। 'সাহায্যাবৃত্ত আদায়ীকৃত ২৩০ টাকা।' বেগম, ১৯৪৯।

আদার [স অর্ধহার] ১ বি মাছ ধরার জন্যে ব্যবহৃত টোপ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি হাঁসমুরগির বাহার। 'ইড়ি-পাতিল খোয়া, হাঁস-মুরগির আদার দেয়া -।' কায়সার, ১৯৬২।

আদার দেওয়া ক্রি মাছ ধরার জন্য টোপ ফেলা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

আদার-পাঁদাড় [স আধার+] বি চলাচল করা কষ্টকর এমন পথ। 'আমি কত কাদামঠ আদার-পাঁদাড় ভেঙে প্র্যাকটিস করেছি।' জীবন, ১৯২২।

আদালত [আ] ১ বি বিচারের স্থান; বিচারালয়। 'সেই কাগজ আদালতে দাখিল আছে।' মের্স, ১৭৫৭; 'আদালতের রব্বি কারণ পঞ্চতুরা হিসাবে ফিসতে ৫ পাচ টাকার হিসাবে ১০ দশ টাকা লইলম।' ওর্গা, ১৭৮১। ২ বি বিচার। ওর্গা, ১৭৮৫; 'সুপ্রীমকোর্টে তাহার আদালত হইল।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি বিচার কাজ। 'ভূমিকর, ডায়েরির কর, আদালতের খরচা, লবণের কর, অফিমের কর, বাগিচা দ্রাব্যের মাসুল ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা যে বিপুলার্জ উপার্জন হইয়া থাকে ...' প্রভাকর, ১৮৫০।

আদালত কর্তা, আদালত কর্তা [আ আদালত+স কর্তা] বি বিচারক। এডমন, ১৭৯৩।

আদালতখরচা [আ আদালত+আ খরজ] বি মামলা পরিচালনার খরচপত্র। 'আদালতখরচা তিনিই বহন করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আদালতজীবী [আ আদালত+স জীবী] বি আদালতে কাজ করে যে জীবিকা অর্জন করে। 'আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সন্মান করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আদালত সাহেব [আ আদালত+আ সাহিব] বি (সম্মানার্থে)

আদালতের বিচারক। 'আদালত সাহেব মেহেরবানগি করিয়া আমার হিসাবি বাকী ১৪২৫ তঙ্কা আড়কাট ব্যাঙ্কযুক্তা দেওয়াইয়া দেও।' মের্স, ১৭৫৭; 'আমার পাওনা আদালতসাহেব দেওয়াইয়া দেও।' মের্স, ১৭৫৭।

আদালত সাহেব লোক [আ আদালত+আ সাহিব+হি লোক] বি আদালত কর্তৃপক্ষ; বিচারক। 'আদালত সাহেব লোক তজবিজ করিবেন।' মের্স, ১৭৫৭।

আদালতের অপমান বি আদালতের অবমাননা। 'যদি কেহ আদালতের অপমান করে।' ডানকান, ১৭৮৪।

আদি^১ [স] ১ বি সূচনা। 'কত চতুরান মরি মরি জাওত ন তুয়া আদি অবসানা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ পূর্ব। 'যে যশ শ্রবণে আদি অবিন্যা বিনাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি প্রথম। 'অতএব আদিখণ্ডে গণি চারি ভেদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আদিঅন্ত [স আদি-অন্ত] ক্রিবিণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'নিবেদিলুঁ ময়ম বেতন আদিঅন্ত।' বাহরাম, ১৬৫০।

আদি-অন্ত-শূন্য [স] বিণ শুরু ও শেষ নেই এমন। 'রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রস্রোতবহীন নিরুদ্ধে মহাসমুদ্রের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আদিঅন্তহীন [স] বিণ শুরু ও শেষ নেই এমন। 'এখনই যা-কিছু বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদি-অন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আদি আন্ত [আদি-অন্ত] ক্রিবিণ আদ্যন্ত। 'আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।' বক্তৃ, ১৪৫০।

আদিকবি [স] বি প্রথম কবি। 'বাণীকিচরণ বন্দো মহা আদিকবি।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

আদিকর্তা [স] বি প্রথম রত্নপতি। 'নব জর্যানির আদিকর্তা ফ্রেডারিক দি গ্রেট।' প্রমথ, ১৯১৭।

আদিকল্পক [স] বিণ প্রথম পরিকল্পনাকারী। 'শ্রীমুত কালসাহেব কালোজের আদিকল্পক।' দর্পণ, ১৮৩২।

আদিকাল [স] বি প্রাচীনতম কাল। 'প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আদি-ক্ষেত্রি [স আদি-ক্রিয়] বি মুখ্য বীর। 'আদি-ক্ষেত্রি তুমি বাঘ কে তোমার পায় লাগ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আদিগঙ্গা [স] ১ বি গঙ্গা নদীর পুরানো ধারা। 'কালীঘাটের নীচবর্তি আদিগঙ্গা।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি মূলধারা। 'চিন্তাপ্রোত ভাবপ্রোত প্রাণপ্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আদিছন্দ [স] বি ভাষাবাসার সুর। 'আদিছন্দ আছে অনাবিল আমাদের মিল/তোমার আমার মর্মতলে/একটি সে সুর চলে/এবাহ তাহার অন্তঃশীল।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

আদিজ্ঞাতি [স] বি আদিম নৃগোষ্ঠী। 'আদিজ্ঞাতিদের বাদ দিলে কোনও সমাজের ঐতিহ্যই কি সমসত্ত্ব? শিব, ১৯৫৬।

আদিজ্যোতি [স] বি সৃষ্টির প্রথম আলো। 'উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আদিদেব [স] বি আদিম দেবতা। 'আদিদেব খুলিলা নয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আদিপর্ব [স] বি প্রথম অধ্যায়। 'কেবল আছে, আদিপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আদি-পাপ [স] বি মধ্যপ্রাচ্যের তিন প্রধান ধর্মের মতে, স্বর্গে নিষেধ অমান্য করে আদমের আপেল খাওয়ার পাপ। 'তারে বলা আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।' নজরুল, ১৯২৫।

আদি-পিতা [স] বি প্রথম পূর্বপুরুষ। 'এই বংশের তিনিই আদি-পিতা।' শওকত, ১৯৫৮।

আদিপুরুষ [স] ১ বি ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম মানুষ। 'আদম - যিনি আদিপুরুষ ...।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বিণ জনক। 'নবাবসের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিবাদদৃষ্টি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আদিপ্রাণ [স] বি প্রাণের সূচনা। 'তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ: উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আদিপ্রেম [স] বি প্রথম ভালোবাসা। 'সেই আদিপ্রেমের জের বরাবরই টেনে এনেছি।' প্রমথ, ১৯৩৭।

আদিবাসী [স] বি আদিবাসিনা। 'কলিকাতার কয়েকটা অঞ্চলের আদিবাসীরা কিছুকাল যাবৎ জলাভাব জনিত বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।' আজাদ, ১৯৪১।

আদিমানবী [স] বি প্রাচীন রমণী। 'সাঁওতালসঙ্ঘের আদিমানবীর চোখ।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

আদিমূল [স] ক্রিবিণ আগাগোড়া। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল।' বক্তৃ, ১৪৫০।

আদিখ্যাতী [স] বি আদিম মানব। 'পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিখ্যাতীরা চলে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আদিযুগ [স] বি প্রথম যুগ। 'হে নিষ্ঠুরা বহিরা উর্বশী! আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ঘিরিবে কি আর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আদিরস [স] ১ বি যৌনতা। 'আদিরসঘটিত যেই গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি শ্লার রস। 'এইজন্যই ত শাস্ত্রে আদিরসকে সঙ্গোষ্ঠ বলেছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

আদিরস-ঘটিত [স] বিণ আদিরসাত্মক। 'তিনি ইহার আদিরস-ঘটিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আদি-সম্মতা [স] বি পৃথিবী। 'হে আদি-সম্মতা, আজি বন্দিব তোমায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

আদি সমুদ্র বি প্রথম খণ্ডর। ওয়া, ১৭৮২।

আদি সৃষ্টি [স] বি আদিম নিদ্রা। 'ধরণীর আদি সৃষ্টি ভেঙে দিয়ে যেথা যাও চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আদিহ্রষ্টা [স] বি সৃষ্টিকর্তা। 'আদিহ্রষ্টা নারী জাতিকে সৃজন করিয়াছেন।' জ্ঞানানুগোচর, ১৮৫২।

আদিহীন [স] বিণ অনাদি। 'আদিহীন অন্তহীন কাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আদি^২ [স] ১ অব্য প্রমুখ। 'কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।' বক্তৃ, ১৪৫০। ২ অব্য ইত্যাদি। 'কাসন্দি আদি আচার অনেক প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আদিআনি বি সংগীত। 'স্বর্গে আদিআনা বসে যথেক দেবতা।' আলোড়ল, ১৬৮০।

আদিখ্যোতা [স] অধিকৃত্য। ১ বি বাড়াবাড়ি। 'তোমাদের সব আদিখ্যোতা।' শরৎ, ১৯১৬। ২ বিণ লোক-দেখানো। 'এমন আদিখ্যোতার সাঁতারে আমার আজ আর ভাসতে হবে না।' শক্তি,

১৯৬৯।

আদিগন্ত [স] *ক্রিবিণ* দিগন্ত পর্যন্ত। 'নীচে আদিগন্ত মৃত সুদূর, তারও নীচে বাঘবন্দী নরুণার মতো জমিওতি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

আদিতেষ্যে [স] *বি* দেবতা। 'আদিতেষ্যে-দলে বিষম সন্ধ্যামে, বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আদিত্ত [স] *আদিত্তা* *বি* সূর্য। 'বার আদিত্ত বার ভাই।' *রামাই*, ১৭১০।

আদিত্য [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণপশুপতী অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্র। 'কুন্তলে আদিত্য যেরু রবির সংঘাত।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদিবস [স] *আদিবস* *বি* কৃষ্ণ। 'কেহে হেন কৈলে কালাক্রি মোর আদিবসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদিম [স] ১ *বিণ* সভ্যতাপূর্ব সময়কাল; প্রাগৈতিহাসিক। 'আদিম মানচিত্রের ও পঞ্চাচারের কি কোন প্রভেদ ছিল না?' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ *বিণ* প্রাক-আধুনিক কালের। 'আমেরিকার আদিম লোক, নিগ্রো ও অন্যান্য অসভ্য জাতীয় জীবনদেয়ের অভ্যন্তর ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ *বিণ* প্রথম। 'শীত হওয়াই গীতিচাব্যের আদিম উদ্দেশ্য।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* আদি। 'আদিম মানব বর্ণগুণ হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৫ *বিণ* বন্য। 'বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদসের আদিম উচ্চাস।' *স্বীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* জাতক। 'সহসা আদিম স্পন্দ সম্ভরিল তোর রক্তস্রোতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। ৭ *বিণ* বার্ষক্যকীড়িত। 'তার আদিম অবতর দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০। ৮ *বিণ* বর্বর। 'আদিম বন্যতা তার উঘরিয়া উদ্ভাম নখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৯ *বিণ* তীব্র। 'কোথা আদিম ঘুমের আফিম আদিম ক্রান্তিতে যেটা আমার শরীর বেয়ে নামে।' *মহম্মদ*, ১৯৬৩।

আদিমতা [স] ১ *বি* প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। 'ভারতবর্ষ হইতে সুদূর থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বিণ* প্রাগৈতিহাসিকতা। 'কবিতাটি আদিম বা তাহার মধ্যে আদিমতা আছে বলিলে ঠিক ভাবটি বোঝায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *কৃ* প্রাচীনত্ব; বন্যতা। 'অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৪ *বি* রহস্যময়তা। 'উপরে শান্ত নভোমণ্ডল আদিমতার দুর্জয় শ্রোত-গাথার সমীত পরিবেশন করে।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

আদিমধর্ম [স] *বিণ* আদিম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; জাতক। 'আমর্জিত আদিমধর্ম মানুষও হার মানলে।' *মানিক*, ১৯৩৮।

আদিম-নিবাসী [স] *বি* আদিমাল থেকে বসবাস করছে এমন। 'তাহারাই আদিম-নিবাসী বলিয়া উল্লিখিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

আদিমবাসী [স] *বিণ* আদিবাসী; আদিমাল থেকে বাস করে আসছে এমন। 'তাহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমবাসী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

আদিত্ত [স] *আদিত্তা* *বি* সূর্য। 'আদিত্ত উদয় ভেল আখি মেগি চাখ।' *মালধার*, ১৫০০।

আদিষ্ট [স] ১ *বিণ* আদেশ দেওয়া হয়েছে এমন। 'এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে ব্যবস্থার ন্যায় দৃঢ় হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বিণ* আদেশপ্রাপ্ত। 'তারা ... সাহেবের আদিষ্ট হয়ে বাদশেহে অপেক্ষা করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আদিষ্টা [স] *বিণ* ক্রী আদেশপ্রাপ্ত। 'অরুণকী কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

আদী [স] *আদি* অথ ইত্যাদি। *মেয়র*, ১৭৮৯।

আদুড় [স] *উদার* *বিণ* অনাবৃত। 'হিয়ায় কাপড় নাই দেয় আদুড় মাথার কেশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আদুরি [স] *আদর* *বিণ* প্রিয়। 'দাদুরির আদুরি কাজরি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

আদুরিআ [স] *আদর* *বিণ* অতি আদরের। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদুরে [স] *আদর* ১ *বিণ* অতি আদরের। 'বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ *বিণ* শৌখিন। 'যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে, অমনি আদুরে বদশৈল্যে ফুটিয়া, ফঁপিয়া, কাদিয়া, মুঠি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* আবদার। 'প্রয়োজনসেব জোগান দেওয়ার দ্বারা হেলদেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ৪ *বিণ* স্নেহযুক্ত। 'বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

আদুল [স] *উদার* ১ *বিণ* খালি। 'আদুল গায়ে যাচ্ছে কায়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। 'জোজা পাটার ওই কাঁপে তার আদুল ঢলাল কায়া।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বিণ* অবিন্যস্ত। 'আদুল চুলের ঝোঁপটি ঘেরিবে আমার বিনুনি দিয়া।' *বন্দে*, ১৯৬০।

আদুলি [স] *অর্থ* *বি* এক টাকার অর্ধেক মূল্যের মুদ্রা। ওঁস, ১৭৮২; 'পয়সা বা সিকি আদুলি।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

আদৃত [স] ১ *বিণ* আদরের যোগ্য। 'যে বস্ত্র কাঙ্ক্ষা নহে তাহা প্রকৃত আদৃত নহে।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* সম্মানিত। 'কিবা আদৃত অভিধি হয়।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বিণ* গৃহীত। 'অনেক চেষ্টাতে শ্রমবৃত্তি গ্রহ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৪৯।

আদৃত [স] *বিণ* ক্রী আদরণীয়। 'শিতামাতার ক্রোড়ে আদৃত রহিয়া ... গালিতা হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

আদৃশ [স] *আদর্শ* *বি* আদর্শ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

আদেক [স] *অর্থ* *বিণ* অর্ধেক; অধাঅধি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদেখ [স] *অ+স দৃশ* *বিণ* অদৃশ্য। 'এখন কেমনে বড়ায় হইল আদেখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আদেখা [স] *অ+স দৃশ* *বিণ* দেখা হয়নি এমন। 'কতক দেখা নিই, কতক আদেখা নিই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

আদেখা *বিণ* অসম্পূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আদেশ [স] ১ *বি* হুকুম। 'আইহনের মাএর আদেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* দাবি। 'সমাজের আদেশ' দেশের মধ্যে এক হও, এগারো হয়ো না।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

আদেশক্রমে [স] *ক্রিবিণ* আদেশ অনুসারে। 'রাজকুমারের আদেশক্রমে পারসীক ভাষাতে উদ্ধৃত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

আদেশনামা [স] *বি* বিজ্ঞপ্তি। 'আট শো স্থল উঠিয়ে দেওয়ার আদেশনামা জারি করেছেন।' *হেম*, ১৯৪৮।

আদেশপালক [স] *বিণ* আদেশ পালনকারী। 'আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

আদেশবিরুদ্ধ [স] *বিণ* আদেশের বিপক্ষে যায় এমন। 'উহা খোদাতালার আদেশবিরুদ্ধ না হয়।' *মোসলেম*, ১৯২৮।

আদেশমত *ক্রিবিণ* আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। 'রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুশাসনের জন্য নন্দগ্রাময় স্বয়ং ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আদেশা [স] *আদেশ* *ক্রি* নির্দেশ করা; আদেশ দেওয়া। 'যবে বড়ায় আদেশিব মোরে তবে জাইবো তোর পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

‘আবু জেহেল সভানে আদেশিলা’ সুলতান, ১৭০০; ‘সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা’। মাইকেল, ১৮৬০।

আদেশাধীন [স আদেশ-অধীন] বিধি আজ্ঞা পাশনকারী। ‘সদাসর্বদা আদেশাধীন’। ওয়ালী, ১৯৬৪।

আদেশানুসারে [স আদেশ-অনুসারে] ক্রিবিধ আদেশ অনুযায়ী। ‘তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশ ভ্রমণ ... সাকার দেবতার উপাসনা করেন’। অক্ষয়, ১৮৫০।

আদেশ [স আদেশ] বি হুকুম। ‘রাজার আদেশে তৃনাবর্ত মহাসুরে’। মাল্লাধর, ১৫০০।

আদেশা [স আদেশ] ক্রি আদেশ করা। ‘প্রোনাচাক্ষে আদেশিল করিবার রন’। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আদেষ্টা [সি বি আদেশ দানকারী। ‘আদেষ্টা প্রাপ্তি’। অলাওল, ১৬৮০।

আদো [স আদা] অবা পত্নের আরম্ভসূচক শব্দ। ‘দন্তবত্তং প্রণামা নিবেদনজ্ঞ আদো ...’। চিঠিপত্র, ১৮২২।

আদৌ [সি ক্রিবিধ মাটেই। ‘শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই’। প্রভাকর, ১৮৩১।

আদাশ, আদাস [আ আরজ+ফা দাশত] ১ বি আবেদন। ‘হনুমান বলে কিছু বিনয় আদাস’। রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি অভিযোগ। ‘... হৌসের সমুখে আসিয়া রোদন বদনে অতিশয় কাতর হইয়া কাকুতি ঘরা আদাস করিয়াছে’। প্রভাকর, ১৮৫২; ‘আদাশ’। বিদ্যা, ১৮৯১।

আদি [স অর্ধা] বি সূক্ষ্ম ও মিহি কাপড়বিশেষ। ‘তার পরনে ফর্সা আদির পাঞ্জাবি’। রঙ্গীদ, ১৯৬৩।

আদেক [স অর্ধ] বি অর্ধেক। ‘আধুলিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে আমার আদেক’। অচিন্ত্য, ১৯৫০।

আদা [স অর্ধ] বি যোশো মাত্রার তালবিশেষ। ‘পিলু-বারোয়া আদা কাওয়ালি’। নজরুল, ১৯৩২।

আদ্য [সি] ১ ক্রিবিধ প্রথমে। ‘তাহাতে মগণ আদ্যে বুঝ কবি কুল’। অলাওল, ১৬৮০। ২ বিধ শ্রেষ্ঠ। ‘এই ডুমুলই সমগ্র মানবজাতির আদ্য পুস্তক’। অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বিধ আদিম। ‘লালন কয় আদ্য ধরম আদম দিনে হয়’। লালন, ১৮৯০।

আদ্যকাল [সি বি আদিম কাল। ‘আদ্যকালে ... মুনি স্ববিদিশের আশ্রম সমস্ত সংস্থাপিত ছিল’। অক্ষয়, ১৮৪৭।

আদ্যকালীন [সি বিধ প্রাচীনকালের। ‘আদ্যকালীন মনুষ্যের অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ও কুসংস্কার পাশে বদ্ধ ছিলেন’। অক্ষয়, ১৮৪৪।

আদ্যকৃত্য [সি] ১ বি হিন্দুদের আদ্য শ্রাদ্ধ। ‘মধুসূদন পালের মাতার আদ্যকৃত্য হইয়াছে’। চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বি বিনাশ। ‘একটু ব্রাহ্মি খাও আদ্যকৃত্যের আদ্যকৃত্য হয়ে যাবে’। দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ৩ বি প্রথমে করণীয় কাজ। ‘কেউ ধরে নেয় যে নিরীহ-হিন্মহের প্রতিবিধানই হিতৈষণার আদ্যকৃত্য’। সূর্যদ্র, ১৯৩৫।

আদ্যপূজা [সি বি আদ্য শ্রাদ্ধ; অষ্টোত্তিক্রিমার বিশেষ আচার। ‘মদনা তাহার রাণী চক্রে না পড়িল পানি আদ্যপূজা সিল সাবধানে’। রূপরাম, ১৭৫০।

আদ্য-বরা [সি আদ্য-বরাহ] বি আদি বরাহ। ‘ধরণী শোটাওয়া কান্দে বীর আদ্য-বরা’। মুকুন্দ, ১৬০০।

আদ্যমূল [সি ক্রিবিধ প্রথমত। ‘আদ্যমূল রসুল মহিমা কল্পতরু’। বাহরাম, ১৬০০।

আদ্যরস [সি বি অকুলীন কায়স্থ কর্তৃক কুলীন কায়স্থদের (যোহ, বসু, ওহ ও মিহ) জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে কন্যা সমর্পণ। ‘আদ্যরস প্রায় উঠে গেল’। দীনবন্ধু, ১৮৭২। ২ আদ্যরাস

আদ্যশক্তি [সি বি আদি শক্তি। ‘তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি অনাদির আদ্যশক্তি’। লালন, ১৮৯০।

আদ্যশ্রাদ্ধ [সি বি অষ্টোত্তিক্রিমার অংশ হিসেবে হিন্দুসমাজে প্রচলিত মৃতের উদ্দেশে করা আচারবিশেষ। ‘তাহার আদ্য শ্রাদ্ধে ও সপিণ্ডীকরণে সাত লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়’। দর্পণ, ১৮৩০।

আদ্যমুখ [সি বি জন্মস্থান। ‘বিক্রমবর্ষ পবন ভোমার আদ্যস্থান’। রূপরাম, ১৭৫০।

আদ্য [সি অবা ইত্যাদি। ‘জাজপুর আদ্যের দেহারা’। রূপরাম, ১৭৫০।

আদ্যক্ষর [সি বি প্রথম অক্ষর। ‘আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে ...’। দর্পণ, ১৮৩৭।

আদ্যস্ত [সি ক্রিবিধ আগাগোড়া। ‘চন্দ্র হেন তেজ তার আদ্যস্ত উলল’। সুলতান, ১৭০০।

আদ্যন্তমধ্য [সি বি আদি অন্ত এবং মধ্যভাগ। ‘ভারতবর্ষের আদ্যন্তমধ্যে অশান্তির আক্ষেপ’। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আদ্যন্তমধ্যে ক্রিবিধ শুরু, শেষ এবং মাঝখানে। ‘আদ্যন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অনুভব করিয়াছি’। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আদ্যাপাত্ত [সি আদ্যোপাত্ত] বি আগাগোড়া বিষয়। ‘সে সকল আদ্যাপাত্ত আশ্রয়ের মনুষ্য জীবনীতে জ্ঞাত হবেন’। বোপল, ১৭৭০।

আদ্যু [সি বি হিন্দুদের চণ্ডী। ‘আদ্য আদ্য সনে/ তিরোধান মনে’। মালিকরাম, ১৭৮১।

আদ্যশক্তি [সি] ১ বি মহামায়া। ‘আদ্যশক্তি আরাধি ধরিব সেই ঘর’। সুলতান, ১৭০০। ২ বি প্রেরণা-শক্তি। ‘নরসমাজে নারীশক্তিকে মলা যেতে পারে আদ্যশক্তি’। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আদ্যাপিহো [সি অদ্যাপি] ক্রিবিধ আজ্ঞাও। ‘আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে’। বড়ু, ১৪৫০।

আদ্যিকাল [সি আদ্যকাল] বি পুরানো কাল। ‘তুমি তো আমাদের আদ্যিকালের বিনা বুড়ে ভোমার সঙ্গে কার তুলনা’। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আদ্যিকালীন [সি আদ্যকালীন] বি প্রাচীন। ‘আদ্যিকালীন কাব্যের নারীর রূপ-বর্ণনার রূপ প্রত্যক্ষ করা দুহে থাকে ...’। শরীফ, ১৯৬৮।

আদ্যিরস [সি আদ্যরস] বি অকুলীন কায়স্থ কর্তৃক কুলীন কায়স্থদের (যোহ, বসু, ওহ ও মিহ) জ্যেষ্ঠপুত্রের কাছে কন্যা সমর্পণ। ‘আমি আদ্যিরস কতে চাই’। দীনবন্ধু, ১৮৭২। ২ আদ্যরাস

আদ্যোপাত্ত [সি আদ্য-উপলীয়া] বি আদি পাথর-মুগের। ‘সেখানে যা দুর্গত তা এক বিশেষ প্রকৃতির অনুভব - অনতিক্রমা শূন্যতার, আদ্যোপলীয়া আপজাতের, ট্রাক্টিক বিষয়ের’। শিব, ১৯৫০।

আদ্যোপাত্ত [সি] ১ ক্রিবিধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ফরস্টার, ১৭৯৩; ‘আদ্যোপাত্ত সমুদায় একেবারে আবৃত্তি করিতে পারিতেন’। অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি বৃট্টোনিটি বিষয়। ‘আদ্যোপাত্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা গাণপন আশংকীয় কাজ’। রবীন্দ্র, ১৮৪৯। ৩ ক্রিবিধ পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ‘নারায়ণসিঙে তেমনি আদ্যোপাত্ত কেবলমাত্র একখানি আন্ত নারায়ণসিং’। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আদ্রক [সি অর্ধা] বি আদ্য। মনোএল, ১৭৪৩।

আধ [সি অর্ধা] বি অর্ধেক। ‘আনত কপাল তার আধ শশি জ্বলি’। বড়ু,

১৪৫০।

আধ আধ বি অক্ষুট কথা। 'কচি মুখে আধ আধ কথা পড়িতেছে ফুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আধআনী [আধ+স আনক>] বি দুই পয়সার মুদ্রাবিশেষ। 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮০০।

আধকপালি, আধকপালী [আধ+স কপাল>] ১ বি মাথা-ধরা রেগবিশেষ; মাইশ্রেন। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ কপালের অর্ধেক জুড়ে আছে এমন। 'আধকপালী দরদ।' ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'আধকপালী ব্যাথা।' ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

আধকপালে বিণ আধ-কপালের। 'শিরোচ্ছবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল।' দর্পণ, ১৮২৫।

আধকাঁচা [আধ+কাঁচা বিণ পুরোপুরি শুক নয় এমন। 'আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

আধকামারিয়া [আধ+স কর্ম>] বিণ অর্ধচীন। 'ইহাকে একজন আধকামারিয়া উকিল বলিয়া জানিওয়া।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

আধখানা [স অর্ধ>] ১ বি অর্ধেক। 'আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ খণ্ডিত। 'আমরা দেশটাকে আধখানা করে দেখি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বিণ অর্ধেকমাত্র। 'একভাৱতে আধখানা পান গাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

আধখানি [স অর্ধ>] বিণ অর্ধেক। 'হিলানের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ -।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আধখৈচড়া বিণ এলোমেলো। 'আধখৈচড়া শিকারের জন্য দু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

আধখোলা [আধ+খোলা] ১ বিণ অর্ধেক খোলা। 'তাতে যেন আধ খোলা একটা ছুরির বলক থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ পুরোপুরি খোলা নয় এমন। 'প্রাণের আধখোলা জানলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আধঘণ্টা [আধ+স ঘণ্টা] বি বিশ মিনিট সময়। 'গব্বরটি উল্লীখ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আধঘণ্টা-টাক বি আধঘণ্টা খানেক। 'আধঘণ্টা-টাক কেটে যাওয়ার পর লা মাঠা ...।' মুক্ততর, ১৯৫১।

আধ-ঘুম [আধ+ঘুম] বি আংশিক ঘুমন্ত অবস্থা। 'আধ-ঘুমে সে ওদতে পায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আধ-ঘুমে আধ-জাগায় মন চলে যায় চিরুবিহীন পট্যরিটির পথে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

আধ-ঘুমানো [আধ+ঘুম>] বিণ অর্ধেক ঘুমন্ত। 'আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে শল্প দেখিতে থাকে।' মানিক, ১৯৩৬।

আধঘুমো [আধ+ঘুম] বিণ পুরোপুরি ঘুমন্ত নয় এমন। 'তখন ছিল দিবন হাওয়া/ আধ-ঘুমো আধ-জাগা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আধঘোমটাওয়ালা [স অর্ধওঠন>+হি ওয়ালা] বিণ অর্ধেক ঢাকা এমন। 'ভাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা চামড়ার আধঘোমটা-ওয়ালা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আধ-চেনা [আধ+চেনা] বি অল্প জানাওনা। 'তোমার আমার মাঝখানে ছিল আধ-চেনার যবনিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আধছেঁড়া বিণ প্রায় ছিড়ে গেছে এমন। 'পরনে ... ময়লা-পড়া আধছেঁড়া কাপড়।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৮।

আধ-জাগা [আধ+জাগা] বিণ পুরোপুরি জাগ্রত নয় এমন। 'তখন

ছিল দিবন হাওয়া/ আধ-ঘুমো আধ-জাগা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আধ-ডাশা [আধ+ডাশা] বিণ আধপাকা। 'রোদ-পাকা আধ-ডাশা ডালিম।' নজরুল, ১৯২৫।

আধ-ঢাকা [আধ+ঢাকা] বিণ অর্ধেক আবৃত। 'আধ-ঢাকা কুঞ্জিত জোড়া ফুল।' নজরুল, ১৯২২।

আধ-নিমীলিত [আধ+স নিমীলিত] বিণ আধবোজা। 'আধ-নিমীলিত পাগড়ি আমার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

আধ-ন্যাটো [আধ+স ন্যাটো>] বিণ পরনে অল্প কাপড় আছে এমন; অর্ধনগ্ন। 'আধ-ন্যাটো বেতনসিদ্ধ মৃত মুখওয়ালা চাষা মজুর।' নজরুল, ১৯২৬।

আধপয়সা [আধ+পয়সা] ১ বি টাকাপয়সা। 'স্বজাতির ধর্ম-তহবিলের সিকিপয়সা আধপয়সা আপালাইয়া বলিয়া আছেন। রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি ছোটোখাটো বিষয়। 'এ দেশের আধপয়সা পাইপয়সা প্রভৃতি ভাঁহার জানা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আধপর [আধ+স প্রহর] বিণ দিন বা রাতের মাঝামাঝি। 'শিমুলের গাছে আধপর রাতে শকুনী বাপটে ভানা।' বন্দে, ১৯৬০।

আধপাগল [আধ+স পাগল] ১ বি প্রায়-পাগল। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ পাগলাটে। 'ইংরেজের কাছে সে আধ-পাগল।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

আধ-পাখলা বিণ পাগলাটে। 'পুরোহিতের আধপাখলা ছেলোটা।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'আমার বন্ধু আধ-পাখলা।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

আধ-পুরনো বিণ প্রায় পুরনো। 'আলনা থেকে নামিয়ে নিল নিজের আধ-পুরনো সাদা সেমিজটা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

আধপেটা [স অর্ধ>+স পেটা>] বিণ অর্ধেক পেট ভরে। 'ভাত, লুণ, লড়া দিয়া আধপেটা খাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

আধপোড়া [আধ+পোড়া] ১ বিণ ঝলসানো। 'একটু আধপোড়া মাংস পেট ভরে?' অবন, ১৮৯৬। ২ বি ছাঁকা। 'ঘুবক-দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ আংশিক নিঃশেষিত। 'ঘাসে আধপোড়া সিগারেট, অদূরে নিকুপ খারি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

আধপোষা [আধ+পোষা] বিণ পুরোপুরি পোষমান নয় এমন। 'তবু তোমার বন্ধের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব ক্রমে ক্রমে উঠছে ফণা তুলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আধফালি আধ+স ফালি বিণ অর্ধেক। 'লদাটের আধফালি ঘোমটায় ঢেকে।' নজরুল, ১৯২৪।

আধফুট [স অর্ধফুট>] বিণ অর্ধেক ফুটেছে এমন। 'আধফুট জুইতলি যতনে আনিয়া তুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

আধফুটন্ত [স অর্ধফুট>] বিণ অর্ধেক প্রস্ফুটিত। 'আধফুটন্ত রক্তলাল ফুলের সমরোহাে নিয়ে ... মাটিতে এসে নামলো।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

আধফোটা [স অর্ধফুট>] ১ বিণ অর্ধেক ফুটেছে এমন। 'চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব আধফোটা হাসির কুসুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ অর্ধেক উন্মুক্ত। 'আধফোটা অথরে হাসি ফুটিবে কি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আধবয়সী ১ বিণ মধ্যবয়সী। 'আপনি বড়ো আধবয়সী ডাঙধুতুরায় মত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ অল্পবয়সী। 'একটা আধবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো ডিগা হাতে।' শওকত, ১৯৫৮।

আধবয়েসি [স অর্ধবয়সী>] ১ বিণ মধ্যবয়স্ক। 'আধবয়েসি

মেয়েমানুষ? জীবন, ১৯৩২।

আধবুড়ো [আধ+স বুদ্ধ]। বিশ প্রায় বুদ্ধ; মাঝবয়সী। 'ভাক্তার ম - একজন আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আধবোজা [আধ+বোজা] বিশ পুরোপুরি বন্ধ নয় এমন। 'সিংহের মতো আধবোজা চোখে আমি কেবলি দেখছি।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আধবোতল [আধ+ই বোতল] বি অর্ধেক বোতল। ওগুনী, ১৭৮৫।

আধবোনা [আধ+বোনা] বিশ অর্ধাংশ বোনা হয়েছে এমন। 'আধবোনা চাটাট্টা বিছিয়ে নিল চৌকির সুমুখে মাটির মেঝেতে।' কায়সার, ১৯৬২।

আধভাঙ্গা [আধ+ভাঙ্গা] বিশ প্রায় ভেঙে গেছে এমন। 'আধভাঙ্গা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আধভাষী [আধ+স ভাষী] বিশ নতুন কথা বলতে শিখছে এমন। 'আধভাষী শিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আধ-ভিজা [আধ+ভিজা] বিশ ষ্ঠৎ সিক্ত। 'আধ-ভিজা গামছা দিয়া মুহিতে-মুহিতে একটি জলটোকা নিয়া আসে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আধভেজানো [আধ+ভেজানো] বিশ পুরোপুরি বন্ধ নয় এমন। 'আধভেজানো জানালায় নিয়ন্ত্রণ একটি আলো।' মানিক, ১৯৪০।

আধমণি [আধ+আ মন] বিশ আধ মন ওজনবিশিষ্ট; প্রায় ১৯ কিলোগ্রাম। 'আধমণি পাথর আবার কোথায়?' ইন্দ্রাদুলা, ১৯২০।

আধমন [আধ+আ মন] বিশ এক মনের অর্ধেক পরিমাণ; ২০ সের পরিমাণ; প্রায় ১৯ কিলোগ্রাম পরিমাণ। 'রাখালবাবুর বাড়ি আধমন চাল নিয়েছে।' মানিক, ১৯৪০।

আধময়লা [আধ+ময়লা] বিশ প্রায় অপরিষ্কার। 'আধময়লা কাপড় পরনে।' বিকৃতি, ১৯৩১।

আধমরা [আধ+মরা] ১ বিশ মৃতপ্রায়। 'এক নেকড়িয়া শীত-মুখাতে আধমরা অসাবধানে এক সামর্থী পুঁজি কুকুরের পথে উপস্থিত হইল।' তারিণী, ১৮০০। ২ বিশ নির্জীব। 'আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনরু নবজীবন লাভ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আধরশি [আধ+আ রিশা] বিশ অর্ধেক রশি পরিমাণ; প্রায় ৪৫ হাত পরিমাণ। 'আধরশি পথের ব্যবধানে।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

আধ-রাতে [আধ+স রাত্রি] বি মধ্যরাত। 'বাখা-গীত গেয়েছি নুই আধ-রাতে।' নজরুল, ১৯২৩।

আধ-লেণ্টা [আধ+স ল্যাটা] বিশ অর্ধউল্লস। 'কমলাসার আধ-লেণ্টা হাজার হাজার নর-নারী।' মনসুর, ১৯৩৫।

আধল্যাট্টা বিশ পরনে অল্প কাপড় আছে এমন। 'সে জনতা প্রায় সবাই আধল্যাট্টা।' মনসুর, ১৯৫৫।

আধতুকনো বিশ অর্ধেক তুকিয়ে গেছে এমন। 'আধতুকনো খাল, অজন্মা ও অনাবাদী...' হাসান, ১৯৭৪।

আধসেদ্ধ [আধ+স সিদ্ধ] বিশ অর্ধেক সিদ্ধ। 'আধসেদ্ধ মাছ - জাশটে।' জীবন, ১৯৩২।

আধসের [আধ++প্রা সের] বি এক সেরের অর্ধেক; প্রায় ৪৭৫ গ্রাম। 'বাজার হইতে আনিয়াছি তাই আধসের খানি গজা।' জসীম, ১৯২৯।

আধস্পষ্ট [স অর্ধস্পষ্ট] বিশ অস্পষ্ট। 'অস্পষ্টকরুণ কয়েকটি কথা আধস্পষ্ট গুল্লিতে শুধু হয় নাই।' শওকত, ১৯৫৮।

আধ-হাঁড়ি বিশ হাঁড়ির অর্ধেক পরিমাণ। 'যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

আধ-হাত [স অর্ধহাত] বিশ ৯ ইঞ্চি লম্বা। 'মাটি হইতে আধ-হাত উঁচু।' মনসুর, ১৯৫৫।

আধম [স অধম] বিশ অধম। 'যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।' বড়, ১৪৫০।

আধর [স অধর] বি নীচের চোঁট। 'চউঠ পহরে কারু করিল আধর পান।' বড়, ১৪৫০।

আধলা [স অর্ধ] ১ বি আধপয়সা। 'একজন তাহাকে পয়সা অথবা আধলা দেয়।' মানিক, ১৯৩৭। ২ বিশ অর্ধেক ভাঙ্গা। 'করোগেটে আধলা ইট চাপিয়ে ছাদ বানানো।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আধলা-পয়সা বি আধপয়সা। 'একটা আধলা-পয়সা দেও বাবু।' বিমল, ১৯৫৩।

আধা [স অর্ধ] বিশ অর্ধেক। 'রাধা সূতনু তনুর আধা।' ভারত, ১৭৬০।

আধা-আধি [স অর্ধ] ১ বিশ অসম্পূর্ণ। 'মনে আদমের যে ছবিটা উদয় হয় তা প্রায় আধাআধি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিশ অর্ধেক পরিমাণ। 'চোখ দুটো আধাআধি নষ্ট হয়ে গেছে।' জীবন, ১৯৩২।

আধা-ইংরেজ [আধা+প ইংরেজ] বি ইংরেজি চালচলন অনুকরণকারী ভারতবর্ষীয়। 'পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আধাকাল্য বিশ প্রায় বধির। 'আধাকাল্য মানুষের সঙ্গে চোঁটেয়ে কথা কইতে হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আধা-বেঁচড়া [আধা+স বেঁচড়া] ১ বিশ অর্ধসম্পাদিত। 'কোনো গতিকে সেইটেই আধা-বেঁচড়া করে করে যেতে পারলেই লোকে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিশ কোনোমতে নিষ্পন্ন। 'কোনো কাজ হাতে নিয়ে তা আধাবেঁচড়া ভাবে করা ...।' প্রমথ, ১৯১৬। ৩ বিশ বিশৃঙ্খল। 'আধাবেঁচড়া ব্যবস্থা।' প্রমথ, ১৯১৯।

আধাডজন [আধা+ই ডজন] বিশ ছয়টি। 'অন্তত আধাডজন দোকানে সাইনবোর্ডে বাখরখানী লেখা রয়েছে।' মুক্তভাব, ১৯৫৮।

আধাপরিচিত [আধা+স পরিচিত] বিশ আংশিক পরিচয় আছে এমন। 'পরিচিত, আধাপরিচিত - ভবেশ যার দিকেই তাকায় মনে হয়।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

আধাবয়সী [আধা+স বয়সী] বিশ মাঝবয়সী। 'একজন আধাবয়সী লোক কাছে আসিয়া বলিল।' বিকৃতি, ১৯৩১।

আধাবৃত্ত [স অর্ধবৃত্ত] বি অর্ধবৃত্ত। 'পাঁচজনে একটা আধাবৃত্ত বানিয়ে দেয়।' হাসান, ১৯৭৪।

আধা বেকার [আধা+ফা বেকার] বিশ প্রায় কর্মহীন। 'তোমার ব্যাক যোগ্যের পর এখন তো প্রায় আধা বেকার হয়ে আছ।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

আধাসরকারি, আধাসরকারী [আধা+ফা সরকার] বিশ সম্পূর্ণরূপে সরকারি নয় এমন। 'উহার উপরও সরকারী ও আধাসরকারী ভাগ আছে।' ইলুয়া, ১৯৪৫; 'এই নীতি সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' কোয়াম, ১৯৭২।

আধা 'স্বয়ম্ভাশিত' [স অর্ধ>+স স্বয়ম্ভাশিত] বিণ নিজস্ব আইনে পরিচালিত হলেও কিছু সরকারি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন। 'এই নীতি ... স্বয়ম্ভাশিত এবং আধা স্বয়ম্ভাশিত সংস্থাসমূহের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' বেগম, ১৯৭২।

আধান [স] ১ বি ধারণ। 'গৌরী কোলে করিল আধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সঞ্চয়। 'প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আধানশক্তি [স] বি ধারণ করার শক্তি। 'উত্তানবাহুর সঙ্গে আধানশক্তির যোগ হয়ে যখন ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আধা বাধা [স] বাধা> বি প্রতিবন্ধকতা। 'আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আধার^১ [স] ১ বি আশ্রয়। 'তুমি সর্ব্ব আধার তুমি সাগর পর্ব্বত।' মাদ্যদর, ১৫০০। ২ বি অবলম্বন। 'আধার হন।' সেবধি, ১৮৩৯। ৩ বি আশ্রয়স্থল। 'তত্ত্বজ্ঞানের আধার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি কাঠামো। 'আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আশ্রয়ের অধ্যয়ন।' সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

আধার^২ [স অর্ধাহার] বি ধান্য। 'ছায়ের জন্যে আনিলাম আধার।' লালন, ১৮৯০।

আধারি [স অন্ধকার] বি কুঁড়েঘর। 'আধারি এড়িয়া পাইলা উহারি মেহারি।' ফয়জুল্লাহ, ১৭৫০।

আধালা, আধিলি [স অর্ধ>] বি অর্ধ আনার মুদ্রা। হ্যাগবেড, ১৭৭৮।

আধি^১ [স] ১ বি বিপদ। 'ভনহি বিদ্যাপতি আর নহ আধি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ঝড়। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি দৃষ্টিভঙ্গ। 'ব্যাদির চেয়ে আধি হলো বড়ো।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

আধি^২ [স অর্ধ>] বি ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে অন্যকে দিয়ে জমি চাষের ব্যবস্থা। 'জমি বর্গা বা আধি দিয়া যে শস্যাদি প্রাপ্ত হয়।' নজিবর, ১৯২০।

আধিক [স অধিক] বিণ অধিক। 'আস্নাত অধিক কোণ দেহ আছে।' বড়ু, ১৪৫০।

আধিকার [স অধিকার] ১ বি অধিপত্য; শাসন। 'এ তীন ভুবনে তেজ্ঞার অধিকার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অধিকার। 'তোমকে এখা দিলে অধিকার।' বড়ু, ১৪৫০।

আধিকারী [স অধিকার] বিণ অধিকারী। 'আম্বে ত্রিভুবনে অধিকারী।' বড়ু, ১৪৫০।

আধিকৈ [স আধিক্য] ক্রিণ অধিকভাবে। 'আধিকৈ বড়ায়ি দহে মদনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আধিক্য [স] বি অতিপাশ্য। 'উৎসবের মধ্যে অতি আধিক্য অপেক্ষা সুখের সহিত নির্দনত ভাল।' তারিণী, ১৮০০।

আধিক্যতা [স] বি বাহুল্য। 'একে এই নুনতা ভাষাতে ভিন্ন দেশে প্রবাদি শ্রেণের এই আধিক্যতা।' দর্পণ, ১৮৩০।

আধিক্যতা [স আধিক্যতা] বি আদিষ্যতা; বাড়াবাদি। 'সতর্ক সজাগ থাকা বেহায়াপনা, আধিক্যতা।' বেগম, ১৯৪৯।

আধিক্ষীপা [স] বিণ স্ত্রী মনোবেদনায় কাতর। 'আধিক্ষীপা দুঃখিনী তাঁহার পানে চাহে কি না।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

আধিষ্টি [স আধি] বি, বিণ আধাপাশ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

আধিষ্টিবিকের [স] বি জাগতিক বিষয় বা বস্তু। 'অতএব সে সময়ে আধিষ্টিবিকের ধ্যান অভ্যাবশ্যক।' সূরীন্দ্র, ১৯০৫।

আধিদৈবিক [স] ১ বিণ স্বাভাবিক। 'তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্তি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ দৈবজ্ঞাত। 'এই নবগণত অর্ন্তীন্দ্র আধিদৈবিক ভাবের সঙ্গে মিলিয়া সঙ্কলনের মনের মধ্যে একটা একাও কাণ ঘটায়া উঠিল।' হরেন্দ্রসাদ, ১৮৮১।

আধিন [স অধীন] বিণ অধীন। 'কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০।

আধিপতী [স অধিপতি] বি প্রভু; মালিক। 'তৈসি না চিহ্নি আত্ম দেব আধিপতী।' বড়ু, ১৪৫০।

আধিপত্য [স] ১ বি কর্তৃত্ব। 'কল্পতরু ভূষা ভূষ, আধিপত্য নানারূপ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি রাজত্ব। 'গ্রীকেরা যখন দক্ষিণ এসিয়াতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি অধিকার। 'মঠের উপর তদীয় মহন্তের সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আধিব্যাধি [স] ১ বি অসুখ-বিসুখ। 'আধিব্যাধি নাহি হয় সর্পের দংশন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শারীরিক ও মানসিক রোগ। 'মহাঅব্যক্তির শরীর সর্বদা ষোপাঙ্কিত পুষ্যে পবিত্র, তাহাতে আধিব্যাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আধিব্যাধির্জীর্ণ [স] বিণ মানসিক ও শারীরিক রোগে জর্জরিত। 'আধিব্যাধির্জীর্ণ হতাশাপ্রাণীভূত অবসাদমত্ত হস্তিয়ারের লীলা ক্ষেত্রে এই আমাদের আধুনিক জগতের প্রতিবিম্ব।' সবুজ, ১৯২১।

আধিবিক্র [স আধি+অভিব্য] বি অসন্ধান; গ্রানি। 'বিত্ত হইল প্রজার প্রিয়ে আধিবিক্র।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আধিভৌতিক [স] বিণ পার্থিব; ইহজগতগত। 'বিশ্বের আধিভৌতিক নিয়ম যথাক্রমে বাহ্য জ্ঞাত আছে ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আধিমানসিক [স] বিণ বুদ্ধিগতিক। 'আধিমানসিক ও রাজনৈতিক অবস্থা।' উমর, ১৯৬৮।

আধিয়ার [স অর্ধ>] বি বর্ণাচারি। 'উত্তরবঙ্গের একজন দরিদ্র ভূমিহীন আধিয়ার।' উমর, ১৯৬৭।

আধুনিক [স] ১ বিণ হালের। 'এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে ...' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বিণ নতুন। 'পূর্বের ব্যবহার্যতিরিক্ত আধুনিক ব্যবহার করেন।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৩। ৩ বিণ এ-কালের। 'আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

আধুনিক গান [স] বি সমকালে জনপ্রিয় লঘুসংগীতবিশেষ। 'আধুনিক গানের মত হইত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আধুনিকতর [স] বিণ অপেক্ষাকৃত বেশি আধুনিক। 'তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।' জীবন, ১৯৪০।

আধুনিকতা [স] ১ বি সাম্প্রতিক সময়। 'আধুনিকতা নামত অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতগুলো বাধা মন্ত্রকে কানে লয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি বর্তমান সময়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়। 'আধুনিকতা সেখানে সত্ত্বারী চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

আধুনিকতাবোধ [স] বি আধুনিক চেতনা। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবোধ হতে সৃষ্ট।' সনৎ, ১৯৭০।

আধুনিকত্ব [স] বি আধুনিকতা। 'সে কেবল সেই তত্ত্বের আধুনিকত্বের নিদর্শন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আধুনিক সঙ্গীত [স] বি লঘু সংগীত। 'উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক সঙ্গীত।'

আধুনিকা [স] ১ বি স্ত্রী সাম্প্রতিক কালের নারী। 'আধুনিকার চোখ নেই তার।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ চলাফেরার প্রচলিত রীতিকে অগ্রাহ্যকারী। 'একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গুপ্তের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভবষণ করেছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আধুনিকায়ন [স] বি যুগোপযোগী করা। 'শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্যে দিনরাত চিন্তা করেছেন।' উমর, ১৯৭০।

আধুনিকী [স] বিণ সাম্প্রতিক। 'আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আধুনিকীকরণ [স] বি বর্তমানের উপযোগী করা। 'ইহার আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৩।

আধুনিকোত্তম [স] আধুনিক-উত্তম। বিণ সবচেয়ে আধুনিক। 'এক কথায় তিনিই ছিলেন আধুনিকোত্তম।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

আধুলি, আধুলী [স অর্ধ] বি আধ-টাকার মুদ্রা। 'রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি সিকিমাতে আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০; 'দাখলে প্রতি এক আধুলী।' জসীম, ১৯৩৩।

আধুলিলিখিত [স] বিণ ধূলা পর্ষন্ত প্রসারিত; অসাধারণ প্রভাববিশিষ্ট। 'তার বাহু আধুলিলিখিত ছিল সে পরিচয় পূর্বেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

আধেক [স অর্ধেক] বিণ অর্ধেক। 'আধেক রজনী গেল।' ফিচট, ১৬০০।

আধেক-অজানা বিণ অর্ধেক জানা নেই এমন। 'তাদের হৃদয়খানি আধো-জানা আধেক-অজানা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আধেক-আঁধি বি অর্ধেক চোখ। 'পুরানো জানিয়া ঢেরো না আমার আধেক-আঁধির কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

আধেকখানি বিণ অর্ধেকমাত্র। 'কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আধেক-খোলা বিণ অর্ধেক খোলা আছে এমন। 'অনাহত দাঁড়িয়ে আঁধ আধেক-খোলা বাত্যানের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আধেক-চাওয়া বিণ পুরোপুরি চাওয়া হয়নি এমন। 'আধেক-চাওয়ার ভুলে যাওয়ায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আধেক-জানা বিণ পুরোপুরি জানা নয় এমন। 'গেছে সুদূর পানে আধেক-জানা সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আধেক-দুয়ার বি আখানা দরজা। 'শ্রাবণমেষের আধেক দুয়ার ওই শোলা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

আধেক-দেখা বিণ অর্ধেক দেখা হয়েছে এমন। 'ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাত্যানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আধেক পোড়া বিণ অর্ধেক পুড়ে গেছে এমন; আধপোড়া। ওর্গা, ১৭৮৫।

আধেকলীন [স অর্ধেক-লীন] বিণ অর্ধেক লুপ্ত হয়ে গেছে এমন। 'আধেকলীন - হৃদয়ে দূরগামী ব্যথার মাঝে ভুমিয়ে পড়ি আমি।' শক্তি, ১৯৬৫।

আধেকলীনা [স অর্ধেক-লীন] বিণ স্ত্রী অর্ধেক দেখা যাচ্ছে এমন। 'সুন্দরী আধেকলীনা, দ্বিতীয়র চকুরেখা চাঁদ বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।' শক্তি, ১৯৬৯।

আধেক শশী বি আখানা চাঁদ। 'রাতে যখন আধেক শশী তারার মধ্যখানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আধেয় [স] বি বিষয়বস্তুর ভাব। 'আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আমার আধেয়ের

আধো [স অর্ধ] ১ বিণ অস্ফুট। 'শরমের আধো হাসি সোহাগের আধো বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রিবিণ আর্শিক। 'তাই আধো গুয়ে আধো বসিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ সামান্য। 'নিয়ে আধো-লাজ আধো-ভয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ অর্ধেক। 'আধো-ঢাকা আধো-খোলা ওই তোমার মুখ/রহস্যনিলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বিণ মধ্য। 'আধো রাতে ঘুম ভেঙে যদি ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ নেহািয়য়া প্রিয়।' নজরুল, ১৯৩৫। ৬ বিণ পুরোপুরি নয় এমন। 'আমাদের আধোচেনা ... পৃথিবী।' জীবন, ১৯৪০।

আধো-অচেতন [স অর্ধ-অচেতন] বিণ প্রায় চেতনানশূন্য। 'ঘরের মধ্যে শুধু দুজন আধো-অচেতন ছটকুবারু আর শশী।' বিমল, ১৯৫৩।

আধো আধো ১ বিণ অসম্পূর্ণ। 'আধো আধো বচনরচন।' শুভ, ১৮৫৮। ২ বিণ প্রায়। 'আধো-আধো ঘুমঘোর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

আধো-ভেজা বিণ অর্ধেক ভিজা এমন। 'তারই চটাইয়ে আটকে গেছে বাতুর আধো-ভেজা শাড়ি।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

আধোমুখ [স অর্ধমুখ] বি অর্ধেক ঢাকা মুখ। 'রামা হাসে লাজ বাসে/আধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

আধোলীন [স অর্ধলীন] বিণ অর্ধেক বিলুপ্ত এমন। 'ভূবিয়াছিল নদীর ধার আকাশে আধোলীন।' শক্তি, ১৯৬৫।

আধো-শোয়া বিণ আর্শিক গুয়ে আছে এমন। 'আধো-শোয়া ভাবে কি মুকুট বই পড়ছিল চিনোহান।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

আধ্যাত্মিক [স] ১ বিণ আত্মিক। 'অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ পারমাণবিক। 'জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতার উন্নীত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিণ মানসিক। 'আমার আধ্যাত্মিক অসুবিধা হয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ [স] বি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে জ্ঞানী। 'বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আধ্যাত্মিকতা [স] ১ বি অন্তর্মুখিতা। 'আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি অসীমের অনুভূতি। 'অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আধ্যাত্মিকতাবাদ [স] বি পরমাত্মা সর্বকিছুর মূল এই মতবাদ। 'বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মপ্রীতির আভিসংঘের উৎস আধ্যাত্মিকতাবাদ।' উমর, ১৯৬৬।

আধ্যাত্মিকতামুক্ত [স] বিণ আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসেছে এমন। 'এ দৃষ্টি স্পষ্ট করেছে আধ্যাত্মিকতামুক্ত।' শিব, ১৯৫৬।

আধ্যাত্মিকী [স] বিণ অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন। 'সেই পুঙ্খ আধ্যাত্মিকী ... সেই চিকি ... কালো খিকিমিকি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আন [স অন্ন] বি অন্ন। 'আন পাণী বুকে/একো না ভাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

আন [স অন্না] ১ বিণ অন্না। 'হাড়ায় চলিলী আন পখে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অন্নাথ। 'তোম্কার বোলত আকো না করিব আন।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ অধিক। 'বড়ু ভাই রক্তেশ্বর বুদ্ধি হৈল আন।' রূপরাম, ১৭৫০।

আনকথা [স অন্যকথা] বি চাতুৰ্যপূৰ্ণ বাক্য। 'আনকথাতে মন গলে না।' সুকুমার, ১৯২০।

আনগতি [স অন্যগতি] বি অন্যগতি; অন্য পথ। 'মুন্নি বিনে উষ্মতের নাই আনগতি।' বাহরাম, ১৬৫০।

আনচর [স অন্যচর] বি অন্য চর। 'চর হতে আনচরে সেই গান গাই।' নজরুল, ১৯২৯।

আনহুল [স অন্য+স হুল] বি গোপন; অন্য হুল। 'আনহুলে পুন চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।' হ্যালহেড, ১৭৭৫।

আনজন [স অন্য-জন] বি অন্য লোক। 'আমি সব থাকীতে পাঠায় আনজন।' মালখর, ১৫০০।

আন জনম [স অন্য-জন্ম] বি পরজন্ম। 'হাম সাগরে তেজব পরাপ আন জনমে হোয়ব কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আনপথ [স অন্যপথ] বি বিপথ। 'বিরামবিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আনপথে।' নজরুল, ১৯২৯।

আনবাড়ী বি অন্য প্রেমিকার নিকট। 'আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায় আমার আঁনিয়া দিয়া।' ফিচট, ১৬০০।

আনরূপ [স অন্যরূপ] বি বিপন্নবরূপ। 'আনরূপ ব্যাধসূত দিবসে দিবসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আনস্থান [স অন্যস্থান] বি অন্য জায়গা। 'কেহ কিলে কেহ বেচে যাএ আনস্থান।' বাহরাম, ১৬৫০।

আন [কা আইন] বিণ বাধা। 'তোমাকে কেআন আন করিতেছে।' ওসাঁ, ১৭৮২।

আনইষ্টারেস্টিঙ [বি] বিণ অগ্ন্যববাক্ক নয় এমন। 'সেটা অত্যন্ত আনইষ্টারেস্টিঙ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আন-এমপ্লয়মেণ্ট [বি] বি বেকারত্ব। 'তখন আন-এমপ্লয়মেণ্টের অধিক প্রবলেম হয়ে উঠেছে।' সাদত, ১৯৬৭।

আনগান [আ আন+ফা আইন] বি আইন। 'আনগান মত কাইক সাজাই করিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭০।

আনকথা দ্র আন

আনকা [বি অনোখা] বিণ অভিনব। 'একটি কথা আনকা শুনি পিতা-পুত্রে এক রমণী।' মালন, ১৮৯০।

আনকো [বি অনোখা] বিণ অস্পষ্ট। 'আনকো আলেয়া যায় দ্যাখা ওই পঞ্চকলির হাই তোলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আনকোরা [বি] ১ বিণ সন্মর্গ নতুন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ গুণ্য দিয়ে আনকোরা একটা ব্যারামের আমদানি না করলে কি।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ বিণ টটকা। 'বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া, তায় ডগডগে আনকোরা।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ অনভিজ্ঞ। 'আনকোরা যত নন-ভাগ্যোলেট ননকোর দলও নন কুশি।' নজরুল, ১৯২৬।

আনখ [স] ক্রিবিণ নব থেকে। 'আমি তারে যত জানি আনখ-সমুদুর।' শক্তি, ১৯৬৫।

আনখা [বি অনোখা] বিণ অসেবা; অপরিত্তি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আনগতি দ্র আন

আনগ্ন [স] বিণ প্রায় নগ্ন। 'বাহিরায় মদনাগ্নি জ্বালি আনগ্ন নাশরীসাথে।' সুশীল, ১৯২৮।

আনচর দ্র আন

আনচান [স অন্য+স চান] ১ বি প্রলাপ। 'উঠিও সব বোলে আনচান।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ছটফট। 'জীউ করে আনচান।' মুরারি, ১৫৭০। ৩ বি আকৃতি বিকৃতি। 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আনজাম [কা] বি আয়োজন। 'চলে আনজাম দোলে তানজাম।' নজরুল, ১৯২৪।

আনজির [ফা] বি ভুমুর জাতীয় সুমিষ্ট ফল। 'কাটা শাশা, পাণিতা, কাটা আনজির, কাগজি লেবু, আদা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

আনট [স অসুষ্ঠ] বি পায়ের আঙুলের আংটি। 'শোভিত নেপূর রক্ত আনট বিছিয়া।' অশাওল, ১৬৮০।

আনত [স] ১ বিণ অবনত। 'আনত রূপাল তার আখ শশি জিনী।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ অন্যদিকে। 'আনত হেরি ততই দেই কানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আনত-আনন [স] বিণ মুখ নত করে আছে এমন। 'আনত আনলে বাগা ফুলদল গুণিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আনত দৃষ্টি [স] বি নিচু চোখে চাওয়া। 'হাসিমামা তব আনত দৃষ্টি আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আনতনয়ন [স] বি ক্ষিটুতা অবনত চোখ; দৃষ্ণ নত চোখ। 'চেয়ে ওধু রোস মুখপানে অনিমেষ আনত নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আনতমুখ [স] বি অবনত মুখ। 'পার্বতী বসিল না, আনতমুখে নিঃশ্বাস রাহিল।' শরৎ, ১৯১৭।

আনতশির [স] বিণ অবনতমস্তক। 'লজ্জায় আনতশির ক্ষয়িসমাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আনতঙ্গী [স] বিণ ক্রী শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে আছে এমন। 'আনতঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার নয়নমুগল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আনত [স] বিণ চামড়ায় তৈরি বাদ্যযন্ত্র থেকে উদ্ভূত। 'কাজ নাই আনত কভারে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আনন [স] ১ বি মুখ। 'অবনত আনন কএ হম রহলিছ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মুখমঞ্জল। 'সেই হাসিটি তাহার সমস্ত আনন তার রাখিতে উজ্জলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি হাসি; আনন্দ। 'এই দুঃখকে তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন - নহিলে তিনি আনন ঢালিছেন কোনখানে?' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আননগোষ্ঠা [স] বি মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য। 'রূপসুখমার আননগোষ্ঠা।' নজরুল, ১৯৩০।

আনন্তর [স আনন্তর] অব্য অতঃপর। 'কেশি আদি আসুর পাঠাইল আনন্তরে।' বড়, ১৪৫০।

আনন্তিক [স] বিণ অসীম। 'আনন্তিক প্রাণের রাস্তাঘাট সৎসার।' অমির, ১৯১৬।

আনন্ত্য [স] বি অসীমতা; অমরত্ব। 'যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আনন্দ [স] ১ বি কুর্চি। 'বিসম্ব বিতর্কি মই বুধখিঅ আনন্দে।' চর্যা ৩০, ১২০০। ২ বি পুস্ক। 'পাইবৈ পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ।' মালখর, ১৫০০। ৩ বি উদ্ভাস। 'তাঁহার সকল আনন্দ ও সমুদায় উৎসাহ নষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি পরম্যানন্দ। 'নিষ্কলঙ্ক রূপ লাভবা নিরীক্ষণ করিয়া অন্তঃকরণ অপার আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বি বিশ্বব্যাপী অবিষাদ। 'আনন্দধারা বহিছে

ভুবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বি মনের ভারমুক্ত অবস্থা। 'মনের যথেষ্টা যে অবস্থায় অনুভব করি না সেই অবস্থটাকে বলি 'আনন্দ'।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৭ বিগ্ণ আনন্দময়। 'জীবনের আনন্দ দীপালি।' নজরুল, ১৯৩১।

আনন্দ-অমৃত [স] বি আনন্দরূপ অমৃত। 'তখন আনন্দ-অমৃতে তব ধন্য হব চিরদিনের তরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

আনন্দ-আননি [স] আনন্দ-আনন। বি ক্রী হাসিমাখা মুখের অধিকারী। 'কাদ কেন আদরিণি আনন্দ-আননি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আনন্দ-উৎস [স] বি আনন্দ আসে যেখান থেকে। 'বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আনন্দকর [স] বিগ্ণ আনন্দজনক। 'দয়্যাসিদ্ধির নিয়ম সুদ্ধ আনন্দকর।' জ্ঞানানুশাসন, ১৮৫২।

আনন্দকলহ [স] বি মধুর ঝগড়া। 'তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং যৌথিক অভিমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আনন্দকানন [স] বি আমোদ-মুগ্ধতা করিতে ব্যবহৃত বাগান। 'সেই আনন্দকাননেই নিবারণ আহারবিহার হইতে পারে।' ভবানী, ১৮২৮।

আনন্দকারী [স] বিগ্ণ আনন্দময় করে এমন। 'ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।' জ্যোতির্বিদ্য, ১৮৮১।

আনন্দকোলাহল [স] বি খুশির কলরব। 'হৃদ্যমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আনন্দগান [স] বি আনন্দের গান। 'গাও রে আজি নিশীথ-রাতে অক্ল-পাড়ির আনন্দগান।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আনন্দ-গীত [স] বি আনন্দের গান। 'সে কোন দেশের আনন্দ-গীত বাজল তারই কানে।' নজরুল, ১৯৩৯।

আনন্দগুণ [স] বি হর্ষধনি। 'কলঙ্গ হলহল এক আনন্দগুণ।' কায়সার, ১৯২২।

আনন্দ-গুল [স] আনন্দ+ফা গুল বি আনন্দের ফুল। 'আনন্দ-গুল প্রস্তুতি করিতে পারে যুম কি তোর?' নজরুল, ১৯৪২।

আনন্দগৌরব [স] বি আনন্দ মেশানো গৌরব। 'আজিকার আনন্দগৌরব প্রশস্ত গভীর স্তব্ধ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আনন্দঘন [স] বিগ্ণ আনন্দে পূর্ণ। 'আনন্দঘন বিষ্ণু, তুমি যার স্বামী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

আনন্দচঞ্চল [স] বিগ্ণ খুশিতে ব্যাকুল। 'নোঙরটাকে গভীর পঙ্ক্তল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আনন্দচিত্ত [স] বি আনন্দপূর্ণ মন। 'সে আনন্দচিত্তে কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আনন্দজনক [স] ১ বিগ্ণ আনন্দ পাওয়া যায় এমন। 'আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিগ্ণ সুখকর। 'পিতা কিবা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৩ বিগ্ণ তৃপ্তিকর। 'আনন্দজনক কোমল চন্দ্রকিরণ তাহাকে দূরীকরণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৪ বিগ্ণ আনন্দদায়ক। 'প্রবল অনুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অনুভূতি দ্বারা প্রবলরূপে আমরা আপনাকে জ্ঞানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আনন্দভিৎ [স] বিগ্ণ খুশির ঝিলিকপূর্ণ। 'আনন্দভিৎ নৃত্যে অসুখ্য মাতে।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

আনন্দতরঙ্গ [স] বি আনন্দের ঢেউ। 'এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানকানি চাওয়াচাওয়া ভাঙিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনন্দদান [স] বি মনোরঞ্জন। 'কীলোকেরও প্রধান কার্য আনন্দদান করা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আনন্দদায়ক [স] বিগ্ণ আনন্দ দেয় এমন। 'হৃদ্যোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আনন্দদায়িনী [স] বিগ্ণ ক্রী আনন্দদান করে এমন। 'মনোহরা শারদপূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আনন্দদীপ [স] বি আনন্দরূপ প্রদীপ। 'মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আনন্দদুলালি [স] আনন্দ+ই দুলালী বি আনন্দময়ী। 'মায়ার এ খেলাঘর/ভেঙে দে মা আনন্দদুলালি।' নজরুল, ১৯৩৫।

আনন্দধন [স] বি আনন্দের ধন। 'সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আনন্দধাম [স] ১ বি সুখের আশ্রয়। 'তুমুল নিরবজিহ্ন আনন্দধাম ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি শান্তির আশ্রয়। 'আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আনন্দধারা [স] বি আনন্দের স্রোত। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আনন্দধনি [স] ১ বি আনন্দসূচক ধনি। 'মধুকর-নিকর স্তম্ভধনি করি।' মাইকেল, ১৮৬০। 'সকলে আনন্দধনি করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি আনন্দের গান। 'আনন্দধনি জাগাও গগনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আনন্দনন্দিত [স] বিগ্ণ আনন্দিত। 'আনন্দনন্দিত দেখে কামনার কুণ্ঠিত দংশন।' বৃদ্ধ, ১৯৩০।

আনন্দনর্তন [স] বি আনন্দপূর্ণ নাচ। 'আনন্দনর্তনপর ভৌদরের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আনন্দনাডু [স] আনন্দ+স লডুক বি মিষ্টান্নবিশেষ। 'টেকিতে আনন্দনাডু কাটিতে শুরু করেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আনন্দনিকেতন [স] বি আনন্দের কেন্দ্র। 'বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আনন্দ-নিবাদ [স] বি আনন্দধনি। 'তনি পুনঃ বিহঙ্গের আনন্দ-নিবাদ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আনন্দনিবাস [স] বি আনন্দপূর্ণ নিবাস। 'চারি দিক হতে এল তেয়া-পরে আনন্দনিবাস।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আনন্দনীর [স] বি আনন্দরূপ নীর। 'বিতুন্ড সুখ-বরুণ উপলব্ধি করিয়া অপর আনন্দনীরে নিমগ্ন হইব।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আনন্দপরিধি [স] বি আনন্দের সীমা। 'মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আনন্দপারাবার [স] বি আনন্দের সাগর। 'নিন্তর রহিয়াছে অনন্ত আনন্দপারাবার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আনন্দপ্রদ [স] বিগ্ণ আনন্দদায়ক। 'একদিকে যেমন আনন্দপ্রদ ...।' প্রচারক, ১৯০৩।

আনন্দপ্রবাহ [স] বি সুখের সাগর। 'বহুদিনের পর, রাজসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

আনন্দ-শ্রেয়সী [স] বি আনন্দ দানকারী শ্রেয়তমা। 'কোন আনন্দ-

শ্রেয়সীর পেয়ে, হে চির-ব্রহ্মচারী।' নজরুল, ১৯৪১।

আনন্দবন্ধন [স] বি সুখের বান্দন। 'এ যে আনন্দ-বন্ধন, ক্রন্দন নয়।' নজরুল, ১৯৩১।

আনন্দবন্যা [স] বি আনন্দরূপ বন্যা। 'জীবনে আনন্দ বন্যার লহর ছোটে।' হাই, ১৯৪৭।

আনন্দবর্ষক [স] বিণ আনন্দ বৃদ্ধি করে এমন। 'আমরা পৃথিবীমধ্যে যে যে বিষয়ে আনন্দবর্ষক বলিয়া জানি ...।' অক্ষয়, ১৮৪২।

আনন্দবর্ধন [স] বি আনন্দের বৃদ্ধি। 'জনক-জননীর শোকাপনোদন ও আনন্দবর্ধন কর।' বিদ্যা, ১৮৩৬।

আনন্দবর্ষণকাব্য [স] বি আনন্দের উদ্বেক করে এমন কাব্য। 'আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আনন্দবাজার [স] আনন্দ+ফা বাজার। বি আনন্দময় বাজার, এখানে পৃথিবী। 'আনন্দবাজারে এলে ব্যাপারে লাভ করব বলে।' লালন, ১৮৯০।

আনন্দবাণ হানা [স] আনন্দবাণ>। ক্রি রোমাঞ্চিত করা। 'বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আনন্দবাণী [স] বি আনন্দময় কথা। 'আকাশের আনন্দবাণী হ্রদর মাঝে বেড়ায় ঘুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আনন্দবাদী [স] বিণ সৌন্দর্যবাদী। 'রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাদী।' ওদুদ, ১৯৪৬।

আনন্দবায়ু [স] আনন্দবায়ু। বি মধুর বায়ু। 'চিন্তকমল ফুটিল আনন্দবায়ু।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

আনন্দবারতা [স] আনন্দবারতা। বি খুশির খবর। 'ভুবনময় জানিয়ে দিতে চায় ওর এই আনন্দবারতা।' কায়সার, ১৯৬২।

আনন্দবার্তা [স] বি আনন্দরূপ বার্তা। 'বিপলিত প্রেমের আনন্দবার্তা সে যে, এসেছে বৈকুণ্ঠধাম তোজ্ঞে।' রবীন্দ্র, ১৯১২৫।

আনন্দবিকার [স] বি খুশিতে বিহ্বল। 'বেগুকে মনি নিজজাতি/আর্থের যেন পুত্র-নাতি/বৈষ্ণব হৈল আনন্দবিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আনন্দবিধান [স] বি আনন্দ দান। 'তাঁহারা ছেলের আনন্দবিধান করিতছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আনন্দবিধায়ক [স] বিণ আনন্দ দেয় এমন। 'বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাক্রমে যাহা সুন্দর ও আনন্দবিধায়ক হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আনন্দবিধায়কত্ব [স] বি আনন্দ দেয় এমন গুণ। 'তাঁহার সে সৌন্দর্য্য আনন্দবিধায়কত্ব বিনষ্ট হইবার নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আনন্দবিধায়িনী [স] বিণ স্ত্রী আনন্দ দান করে এমন। 'লক্ষীস্বরূপিনী আনন্দবিধায়িনী অল্পপূর্ণা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আনন্দবিপ্লব [স] বি আনন্দের অভিশয়তা। 'তরুণী ঊষার শিরিরল্লানের কালে/আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আনন্দ-বিশাসী [স] বিণ সুখভোগে রত। 'এঁরা সকলেই আনন্দ-বিশাসী।' নজরুল, ১৯৩০।

আনন্দবিশীন [স] বিণ নিরানন্দ; বিষাদময়। 'কেমন যেন আনন্দবিশীন ভার্যাক্রান্ত হইয়া উঠিল।' সিরাজী, ১৯১৮।

আনন্দবিহ্বল [স] বিণ আনন্দে বিভোর। 'বাহিরে জড়িয়া অন্তরে আনন্দবিহ্বল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অধিরক্ত আনন্দবিহ্বল।' রবীন্দ্র,

১৯০০।

আনন্দবিহ্বলতা [স] বি উদ্গাসে আত্মহারা অবস্থা। 'আসেকজন আনন্দবিহ্বলতায় বিম্বৃত হইয়াছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

আনন্দবেদনা [স] বি সুখদুঃখ। 'সেই মূর্ত্তের আনন্দবেদনা বেজে উঠল কালের বীণায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আনন্দবোধ [স] বি আনন্দ অনুভব। 'ইহরক্স যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোশিতকাল হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আনন্দ-ব্যাথা [স] বি আনন্দময় কষ্ট। 'জাগিল আনন্দ-ব্যাথা জাগিল জোয়ার।' নজরুল, ১৯২৮।

আনন্দব্রত [স] বি উচ্চমার্গীয় আনন্দ। 'বাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রতের, আনন্দব্রতের রাজ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আনন্দ ভবন [স] বি আনন্দের আবাস। 'কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনন্দভাণ্ডার [স] আনন্দ+স ভাণ্ডার। বি সুখের আধার। 'অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডারের এক অণুর সন্ধান পাইয়া ...।' বিকৃতি, ১৯২৯।

আনন্দভাব [স] বি প্লুতকিত ভাব। 'একটা অভূতপূর্ব ব্যাখ্যাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

আনন্দভূমি [স] বি আনন্দের স্থান। 'তোমার পোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে পরিণত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আনন্দভোজ [স] বি প্রীতিভোজ। 'উপরের মহালে আনন্দভোজের মনোহর আয়োজন করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আনন্দমন্ত্র [স] বিণ আনন্দে বিভোর। 'পঙ্খীর আনন্দময় স্বরে আমি বললাম।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

আনন্দমতী [স] বিণ আনন্দমত উপন্যাসবর্ণিত। 'অবশেষে আনন্দমতী আদর্শের পূর্ণ জয়-জয়কার।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'মুছলমানকে প্রকাশ্য-ভাবে আনন্দমতী পরিকল্পনার ধমক দিতে কৃতিত্ব হন নাই।' আজাদ, ১৯৩৬।

আনন্দমত্ত [স] বি আনন্দরূপ মত্ত। 'বিশ্বকদয়ের সেই আনন্দমত্ত - 'জালোবাসি'।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আনন্দমন্দির [স] বি আনন্দপূর্ণ জগৎ। 'অনন্তের আনন্দমন্দিরে হৃদয়ের শব্দ বাজিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

আনন্দময় [স] ১ বিণ আনন্দে পরিপূর্ণ। 'জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সন্নিহয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আনন্দময়রূপ মনের মানুষ। 'সর্বোপরে আসন করে রয়েছে আনন্দময়।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি ঈশ্বর। 'আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আনন্দময় কোষ [স] বি বৈদ্য দর্শনে পরমাছার পঞ্চকোষের মধ্যে অন্যতম। 'বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ।' র', ১৮৯৪।

আনন্দময়ী [স] ১ বিণ আনন্দোজ্জ্বল। 'আঘাটের প্রভাবে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ স্ত্রী আনন্দপূর্ণ। 'বিবাহসভা সম্পূর্ণরূপেই আনন্দময়ী।' মগাররফ, ১৮৮৫। ৩ বিণ আনন্দ জাগায় এমন। 'আনন্দময়ী মদিরা সমুদ্রে।' মগাররফ, ১৮৯০। ৪ বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'আয় এবার আনন্দময়ী।' নজরুল, ১৯২২।

আনন্দমর্মর [স] বি আনন্দের ধ্বনি। 'কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্মর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আনন্দমাথা [স] আনন্দ>। বিণ আনন্দিত। 'তোমার আনন্দমাথা নয়ন

বলচে জারজ।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

আনন্দমুখর [স] বিণ আনন্দপূর্ণ। 'আনন্দমুখর উদবোধন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আনন্দমুখ [স] বিণ আনন্দে অভিভূত। 'একজন দেখে - দূরে - কখনো দেখনি আগে/ এমন আনন্দমুখ দেশ।' শঙ্ক, ১৯৭৩।

আনন্দমেলো [স আনন্দ+মেলো] বি আনন্দমুখর সমাবেশ। 'কতকলো ক্ষাপা লোকের আনন্দমেলো নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনন্দ যজ্ঞ [স] বি আনন্দময় মহোৎসব। 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আনন্দরাশি [স] বি ভালো লাগার বোধ। 'একটা নতুন অপরিচিত আনন্দরাশি প্রবেশলাভ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আনন্দরস [স] বি আনন্দরূপ রস। 'অন্তরকরেণ স্বতই আনন্দরসের সজ্জার হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আনন্দরাগ [স] বি আনন্দপূর্ণ সংগীত। 'মিলনের আনন্দরাগ।' নজরুল, ১৯২৭।

আনন্দরাশি [স] বি একরাশ আনন্দ। 'কি আনন্দ রাশি আমার সমুখে দগায়মান দেখিতেছি।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

আনন্দরূপ [স] বি আনন্দময় রূপ। 'সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আনন্দলহরী [স] বি আনন্দের ঢেউ। 'যে পরম আনন্দলহরী ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আনন্দলাভ [স] ১ বি পুলক অনুভব। 'সেইজন্যই গ্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দলাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি তৃপ্তিলাভ। 'অথচ তাঁহারই অভিন্ন সত্তার নিকট হইতে আনন্দলাভ করিতেছেন।' বসু, ১৯৫৪।

আনন্দলীলা [স] বি আনন্দপূর্ণ কার্যকলাপ। 'জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আনন্দলোক [স] ১ বি আনন্দময় সুন্দর ভুবন। 'আনন্দ-লোকে মঙ্গললোকে বিরাজো সত্য সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি আনন্দের কল্পলোক। 'কবির আনন্দলোকে নাই দুঃখ-শোক।' নজরুল, ১৯২৬।

আনন্দশক্তি [স] বি আনন্দরূপ শক্তি। 'আমাদের আনন্দশক্তি রাসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আনন্দসংবাদ [স] বি খুশির সংবাদ। 'ধীরশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ।' সিরাজী, ১৯১৮।

আনন্দসঞ্চয় [স] বি আনন্দের সঞ্চিত। 'আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি যেন জ্ঞানজন্মান্তরের অক্ষয় হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আনন্দ-সদন [স] বি আনন্দদায়ক বাড়ি। 'কেন নিরানন্দ ভূমি আনন্দ-সদনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

আনন্দসন্ধ্যা [স] বি আনন্দপূর্ণ সন্ধ্যা। 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আনন্দ-সত্য [স] বি আনন্দের সমারোহ। 'বাহিরের আনন্দ-সত্য - সূরে সূরে যেত যোরে ডাকি।' নজরুল, ১৯২৪।

আনন্দসজ্জা [স] বি আনন্দ উপভোগ। '... অনুভব করিয়া আনন্দসজ্জা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আনন্দসলিল [স] বি মদ। 'পান করি আনন্দসলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আনন্দসাগর [স] বি আনন্দরূপ সাগর। 'আনন্দসাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আনন্দসিন্ধু [স] বি খুশির সাগর। 'সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আনন্দ-সুধা [স] বি আনন্দরূপ সুধা। 'জ্ঞানামৃত-রস সঞ্চলিত অপরিখ্যাত আনন্দ-সুধা পান করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

আনন্দসূর্য [স] বি আনন্দরূপ সূর্য। 'মেঘে বাতাসে মর্ম্মরিত আনন্দসূর্য।' জীবন, ১৯৩২।

আনন্দস্তোর [স] বি আনন্দময় শ্রোক। 'ঋতুসংহার প্রকৃতির আবেগপ্রাবল্যের স্তোত্রও বটে আনন্দস্তোরও বটে।' গুপ্ত, ১৯৪৬।

আনন্দস্বর [স] বি আনন্দময় সুর। 'এ আনন্দস্বরে কে রয়েছে ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

আনন্দস্মৃতি [স] বি আনন্দময় স্মৃতি। 'সেই আনন্দস্মৃতিতে পরিব্র যরটিতে মহেশ্ব অপমান করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আনন্দস্রোত, আনন্দস্রোতঃ [স] বি আনন্দধারা; অপরমেয় আনন্দ। 'সেই আনন্দস্রোতঃ বহু-বাহুব, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, অনুচর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।' তমোলুক, ১৮৭৪; 'নৃতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আনন্দহাস্য [স] বি উল্লাস। 'বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আনন্দহীন [স] বিণ নিরানন্দ। 'মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আনন্দাশ্রন [স আনন্দ-অশ্রন] বি আনন্দময় আশ্রনা। 'জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে বেহেশতের আনন্দাশ্রনে।' মুজতবা, ১৯৬০।

আনন্দাতিশয্য [স আনন্দ-আতিশয্য] বি আনন্দের অতিশয়তা। 'আনন্দাতিশয্যে পরস্পরকে প্রীতি আলিঙ্গন করেন।' জামায়াত, ১৯৩৮।

আনন্দানুভূতি [স আনন্দ-অনুভূতি] বি সুখানুভূতি। 'এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতি অনুভব করছে।' ওয়াজেদ, ১৯৪০।

আনন্দামৃত [স] বি আনন্দরূপ অমৃত। 'অন্তরকরণ আনন্দামৃতরসে অভিসিক্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আনন্দার্ঘ্য [স আনন্দ-অর্ঘ্য] বি আনন্দরূপ সাগর। 'আত্মর্ঘ্য কৌশল অবগত হইয়া আনন্দার্ঘ্যবে মগ্ন হন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আনন্দালোক [স আনন্দ-আলোক] বি খুশির বলক। 'মানুষের বহুদিনের আনন্দালোক ও অশ্রুজলবর্ণে অন্ধুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আনন্দাশ্র [আনন্দ-অশ্র] বি আনন্দজনিত অশ্রু। 'নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্র নির্গত হইতে লাগিল।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩।

আনন্দি [স আনন্দ+] বি হর্ষ; আনন্দ। 'দেবিতা প্রীপতি হইল হৃদএ আনন্দি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আনন্দিত [স] বিণ পুলকিত; আল্লাদিত। 'আনন্দিত হৈয়া রয়ে গোপগোপিনী।' মালাধর, ১৫০০।

আনন্দিতা [স] বিণ স্ত্রী আনন্দে পূর্ণ। 'তত্ত্ববার্তা পাইয়া রামা হইল

আনন্দিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আনন্দিতা হওয়া কি খুশি হওয়া। 'পুত্রের সখাদ তনুয়া আনন্দিতা হইলেন।' হস্তীচরণ, ১৮০৫।

আনন্দিনী [স] আনন্দময়ী। 'তবু আনন্দিনী নন্দিনী ঘোর দেয় রে করতালি।' নজরুল, ১৯৩৫।

আনন্দীত [স আনন্দিতা] বিখ খুশি। তর্জা, ১৭৮২।

আনন্দে আটখানা হওয়া [স] কি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়া। '... দেখিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িয়াছেন।' আজাদ, ১৯৩৭।

আনন্দে ভাসা কি আনন্দে প্রাবিত হওয়া। 'তনেছে সে, মা এসেছে ঘরে, তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আনন্দোচ্ছাস [স আনন্দ-উচ্ছাস] বি আনন্দের ভাবাবেগ। 'সহসা আনন্দোচ্ছাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনন্দোচ্ছল [স আনন্দ-উচ্ছল] ১ বিখ আনন্দে উচ্ছলিত। 'আনন্দোচ্ছল তরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিখ অতিশয় আনন্দিত। 'কন্য়ার আনন্দোচ্ছল মুখ।' নজরুল, ১৯৩১।

আনন্দোষিতা [স আনন্দ-উষিতা] বিখ স্ত্রী আনন্দে অভিভূত। 'সীতা কখন বিশ্বস্তিমিতা; কখন আনন্দোষিতা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আনন্দোৎফুল্ল [স আনন্দ-উৎফুল্ল] বিখ অত্যন্ত আনন্দিত। 'তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্তি।' বিভূতি, ১৯৩৮।

আনন্দোৎসব [স আনন্দ-উৎসব] বি আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান। 'এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বর্ণিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনন্দোদয় [স আনন্দ-উদয়] বি আনন্দের উদ্ভব। 'বিদ্যুদ্রব তাহার আনন্দোদয় হইল না।' শরৎ, ১৯১৬।

আনন্দোত্তর [স আনন্দ-উত্তর] বিখ আনন্দজনক। 'কর্মকে ধর্মোপাধি করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোত্তর কর্ম করাই মুক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আনন্দোন্মত্ত [স আনন্দ-উন্মত্ত] বিখ আনন্দে উন্মত্ত। 'আমারদিশে এতো আনন্দোন্মত্ত করিতে কখন ...।' তারিণী, ১৮০৩।

আনন্দোন্মত্ততা [স আনন্দ-উন্মত্ততা] বি খুশির উৎফুল্লতা। 'রাখিকা কলসের আনন্দোন্মত্ততার সঙ্গে।' হাই, ১৯৪৮।

আনন্দোন্মত্তাস [স আনন্দ-উন্মত্তাস] বি পরম আনন্দ। 'বিক্রম বাণ নিক্ষেপে তাদের সাড়ম্বর আনন্দোন্মত্তাস।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

আনবোঁধা [স অবিক] বিখ অপ্রতি। 'যথ পাইল আন-বোঁধা মুক্তা।' অলাওল, ১৮৮০।

আনমন [অন্যমনক] বি উদাস মন। 'তয়ে তয়ে আনমনে দিবানিশি তাই গনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আনমনী [স অন্যমনক] বি স্ত্রী আনমনা। 'উছলিতে থাকে একতানে/ আনমনীর কানে কানে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আনমনা [স অন্যমনক] ১ বিখ অন্যমনক। 'খাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ ক্রিবিখ অন্যমনকভাবে। 'ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিরা সুসময়।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি উদাসীন যে। 'আনমনা, আনমনা, তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনমনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বিখ বিমগ্ন। 'মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৫ বিখ শিথিল। 'আনমনা কলমের কাগিপড়া ফেঁকে

দিয়েছে বিস্তর দাগ ভুতুড়ে রেখার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৬ বিখ আনমনকভাবে রচিত। 'যখন গীয়ায় মোর আনমনা সূরে গান বেঁধেছিল বসি এক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আনমনাভাব [স অন্যমনক] বি অবনিবানা। মানোএল, ১৭৪৩।

আনমনে ১ ক্রিবিখ নির্গুণভাবে। 'কত ডাবিতেছে আনমনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রিবিখ অন্যমনকভাবে। 'আর্বেক-আনমনে তোকে চিঠি লিখে যাচ্ছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনমিখ [স অনিমেষ] বিখ অনিমেষ। 'আনমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে তিরিণি না হয়ে নয়ান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আনমিত [স] ১ বিখ আনত। 'তব আনমিত মুখখানি সুখে খুয়েছিল বুকে আনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিখ নিচু। 'সমীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আনন্দ্র [স] বিখ বিনীত। 'চেঞ্জখী তরঙ্গ তরঙ্গম, বায়ুভরে আনন্দ্র সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আনন্দ্রসুন্দর [স] বিখ নম্রতার কারণে সুন্দর। 'আমাকে আনন্দ্রসুন্দর নম্রতার করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

আনয়ন [স] বি আনা। 'লোকেরদিগকে আদর পূর্বক সপরিবারে আনয়ন করিয়া ...।' রামরায়, ১৮০১।

আনয়নকারী [স] বিখ উপাধনকারী। 'অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজ্যে মরেছে।' নজরুল, ১৯২৩।

আনয়নপূর্বক, আনয়নপূর্বক [স] ক্রিবিখ নিয়ে এসে। 'নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাগনা আনয়নপূর্বক আপন খুশি করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

আনয়নার্থ [স] ক্রিবিখ নিয়ে আসার জন্য। 'কৃষ্ণকে আনয়নার্থ তাঁহার নিকট সখী প্রেরণ করিলেন।' প্রমথ, ১৮৯০।

আনরবল, আনরবিল [স] বিখ সম্মানিত। 'শ্রীযুত আনরবিল সর এডবার্ড রৈয়ন সাহেবের।' দর্পণ, ১৮৩০; 'বহরমপুরে গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট শ্রীযুত আনরবল ডবলিউ মেলবিল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

আনরিলায়েবল [স] বিখ নির্ভরযোগ্য নয় এমন। 'ব্ল্যাক বুকও নাম উঠে গেল আনরিলায়েবল বলে।' সাদত, ১৯৬৭।

আনর্থ্য [স] বি ব্যর্থতা। 'তার এই আনর্থ্য ...।' অচিন্তা, ১৯৫০।

আনল [স অনল] ১ বি অগ্নি। 'তাত হৈতে আনল সীতলে।' বড়, ১৪০০। ২ বি সূর্য। 'পূর্বে পু আনল উঠি পশ্চিমে যাইব।' সুলতান, ১৭০০।

আনলকুণ্ড [স অনলকুণ্ড] বি অগ্নিকুণ্ড। 'আনলকুণ্ডে কিবা তনু তেজাগির্বো।' বড়, ১৪৫০।

আনলমুখ [স অনলমুখ] বি আতনের মুখ। 'জব কোই বেরি আনলমুখ আনি/ খীর দণ্ডে দেই নিরসত পানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আনল সাগর [স অনল-সাগর] বি আতনের সাগর। 'আনলসাগর মধ্যে হইল মরণ।' বাহরায়, ১৬৫০।

আনলিক [স] বিখ অগ্নিজাত। 'কি বৈদ্যুতিক, কি আনলিক যে কোন আলোকের সাহায্যে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আনলা [স আলমখ] বি কাপড় রাখার আসবাববিশেষ; আলনা। 'আনলা থেকে একখানি আটপুড়ের কাপড় নিয়ে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আনসাড়ে [স সার] বিখ সারহীন। 'সেখায় পদার্থ হীন উইপোকারা ...

আনসাড়ে আরম্ভের দল।' ১৮৬১।

আনসার [আ আনসার] বি স্বৈচ্ছাসেবক বাহিনীবিষয়ে। 'একটি মহিলা আনসার ... গঠিত হয়।' বেঙ্গল, ১৯৫২।

আনসারী [আ আনসার] বি সাহায্যকারী। 'আনসারী সকল যদি হয়ন্ত সহ্যে।' সুলতান, ১৭০০।

আনসেফ [হি] বিণ স্ত্রীকপূর্ণ। 'ভঁকে রিমুত করা আনসেফ হয়ে পড়বে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

আনার্য ১ ক্রি নিয়ে আসা। 'আইহন আনার্য তোর লইবো পরণ।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি রম্ভ করা। 'ট্রেসপাসের দাবি দিয়ে পুলিশ-কেস এনবো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। আন ক্রি নিয়ে এসো। 'আন গিঅঁ চন্দ্রাবলী।' বড়, ১৪৫০। আনয়ে ক্রি নিয়ে আসে। 'সাঁজুড়িয়া পাশে পাশে আনয়ে চামরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। আনল ক্রি আনলো। 'আনল অনুরোধে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। আনলি ক্রি আনলো। 'কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি ছোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। আনহ ক্রি আনো। 'আমার নাম করিয়া অর্ন্ত আনহ মাগিয়া।' মালাধর, ১৫০০। আনার্য ক্রি এনে। 'আইহন আনার্য তোর লইবো পরাণ।' বড়, ১৪৫০। আনাইঅঁ ক্রি আনিয়ঃ এনে। 'আনাইঅঁ যানাইল সব গোআলিনী সহী।' বড়, ১৪৫০। আনাইব ক্রি নিয়ে আসবো। 'আনাইব জননি তব সন্ত-মায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। আনাইব ক্রি আনবো। 'কোন ছলে আনাইব আপনডবন।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। আনাইবা ক্রি কাণ্ড মাধ্যমে নিয়ে আসবে। 'নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা।' ভবানী, ১৮২৫। আনাইবো ক্রি আনাবো। 'বৃন্দাবন মাঝে আনাইবো দামোদরে।' বড়, ১৪৫০। আনাইলেক ক্রি আনয়ন করলেন। 'একারণ আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক।' চন্দ্রী, ১৮০৫। আনাও ক্রি নিয়ে এসো। 'আনাও ধর্মরাজ বিলম্ব নাইক কাজ' রবীন্দ্র, ১৬৬৯। আনা গিয়াছে ক্রি নিয়ে আসা সম্বন্ধ হয়েছে। 'হোকরদিগকে আক্রমণ করিয়া আনা গিয়াছে।' রামরাম, ১৮৬১। আনালো ক্রি কারো মাধ্যমে নিয়ে আসা। 'নিমন্ত্রণ করিয়া আসানে আনাইবা।' ভবানী, ১৮২৫। আনায়া ক্রি আনিয়ঃ বোধ্য, ১৭৭০। আনালো ক্রি আনলো। 'ডাক দিঅঁ আনায়িল বড়ায়ি।' বড়, ১৪৫০। আনহ ক্রি আনো। 'আনহ সকল সখিন্দন।' বড়, ১৪৫০। আনি ক্রি এনে। 'পরতেক দেখাইল আনি সেই নারি।' মালাধর, ১৫০০। আনিঅ ক্রি নিয়ে এসো। 'মোর কাছ ছাওয়ায় আনিঅ প্রতিদিন।' সুলতান, ১৭০০। আনিঅ ক্রি এনে। 'ভভম্যেণে নক্ষত্রের আনিঅ ন-কার।' অলাওল, ১৬৮০। আনিজ্ঞা ক্রি এনে। 'আনিজ্ঞা দুহার কৈল নাম করন।' মালাধর, ১৫০০। আনিছিল ক্রি এনেছিল। 'আজ নিশি আনিছিল আকাশ উপর।' সুলতান, ১৭০০। আনিঞা ক্রি এনে। 'আনিঞা সিতাএ রাম পল্লভাএ সুখিল।' মালাধর, ১৫০০। আনিঞা ক্রি এনে। 'চাহিলে আনিঞা দেই দেখেরা ব্রাহ্মণে।' মুকুন্দ, ১৬০০। আনিঞাছিল ক্রি এনেছিল। 'আনিঞাছিল হিষণ দিঅা দর্শি এক জাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। আনিম ক্রি আনলাম। 'মশস্ত্রা আনিম আগুনে চ্যানু বিছুরিনু আপন ডার।' চন্দ্রী, ১৫৭০। আনির্মু ক্রি আনলাম। 'তোর দুহব দেখি তাই চাহিয়া আনির্মু।' বৃন্দা, ১৫৮০। আনিব ক্রি আনবো। 'কটীয়া আনিব কাঠ রাজা সর্কাদা।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। আনিবম ক্রি আনবো। 'তবে সন্ন আনিবম জিনি বিবীষণ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। আনিবার ক্রি আনবার। 'রাম কৃষ্ণ আনিবারে সড়সে পুঞ্জিয়া।' মালাধর, ১৫০০। আনিবার ক্রি নিয়ে আসার। 'পাণ্ডু আনিবার তরে পাঠাইল দূত।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। আনিমু ক্রি আনবো। 'সে তাহানে মর্ত্য হোন্তে আনিমু এথাৎ।' সুলতান, ১৭০০। আনিয় ক্রি এনে। 'সেই কন্যা না আনিয় করিল নিষ্ঠা।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। আনিয়া ক্রি এনে।

'সান্তনুরে আনিয়া নিভিতে কৈল সজ্জ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। আনিয়াছে ক্রি এনেছে। 'গোপীনাথ লাগি আনিয়াছে গৌড় ভৈতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। আনিয় ১ ক্রি আনলো। 'অতি ভয়ঙ্কর সন্ত বলদ আনিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি স্থাপন করলো। 'আলি সব রসুলত আলিল ইমান।' সুলতান, ১৭০০। আনিলা ক্রি নিয়ে এলো। 'পুত্রক আনিলা ঘরে যখন রচনে।' বাহরাম, ১৬০০। আনিলে ক্রি আনলে। 'কোণ বিবুধি/এহেন পথে/আনিলে দারুণী বৃত্তি।' বড়, ১৪৫০। আনিলেক ক্রি আনলে। 'অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। আনিলো ক্রি আনলো; নিয়ে এলো। 'আনিলো আনিলো বলি ভাকো বার বার।' বৃন্দা, ১৫৮০। আনী ক্রি নিয়ে আসি। 'দেশের ভারতা আনী সাত দিনে উজ্জবনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। আনীয়া ছিলাম ক্রি 'আনিয়াছিলাম'-এর অপ্রচলিত বানান। হালহেত, ১৭৭২। আনু ক্রি এলাম। 'প্রায় পুণ্য ফলে প্রাণ লয়ে আনু ভগবান।' মানিকরাম, ১৭৮১। আনে ক্রি আনয়ন কর। 'ঘরে ঘরে আনে দিও দোষে তার পেটে।' মালাধর, ১৫০০। আনেছে ক্রি এনেছে। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। আন্তে ক্রি আন্তে। 'তুই ভাই আন্তে পারিস ...' কেরি, ১৮০০। আন্য ক্রি আনো। 'ঘরদল হয় জুদি আন্য মোর পুর' মুকুন্দ, ১৬০০। আন্যা ক্রি এনে। 'অবিলম্বে আন্যা দিব তোমার কোত্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০। আন্যাছি ক্রি এনেছি। 'বদলাশে নানাখন আন্যাছি সিংহল।' মুকুন্দ, ১৬০০। এনু ক্রি এলাম। 'জুড়াইতে আমি এনু তাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। এনেছিলুম ক্রি এনেছিলাম। 'সাহিত্যের মধ্যে দুটি মাত্র গল্পের বই এনেছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। এন্যা ক্রি এনে। 'তৈল নাই ঘরে তবে এন্যা এঠেল মাটি।' মানিকরাম, ১৮৮১।

আনা [ফা আনি] বি এক টাকার ঘোলো ভাগের এক ভাগ। 'টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আনাতিবেক বি প্রায় তিন আনা। 'ভুলেছি জ্যোত্স্না হারিয়ে হরিষ ধান্য/এখানে বন্দী আনাতিবেকের বাল্বে।' সূভাষ, ১৯৪০।

আনাপোনা ১ বি যাওয়া-আসা। 'তাহারা কেবল আনাপোনা করিয়া ও নজর সেনারী দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিল।' পাল্লী, ১৮৫৮। ২ বি আগুন-প্রদান। 'প্রেমের প্রথম আনাপোনা, সেই হাতে হাতে ঢোকা/এখানে চোখে দেখা' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আনাচ [আ কুনাসহ] ১ বি আড়াল। 'আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি কোণ। 'মনের আনাচে, কানাগলিতে গলিয়ের উঠেছে বিস্তী চিন্তার চারপাছ।' সেলিনা, ১৯৬৯।

আনাচ কানাচ [আ কুনাসহ] ১ বি আড়াল-আবডাল। 'আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রিণি অশ্লেষণ। 'দোষ যাইব থাক, ঝিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোর ভুতের পেয়াদা।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বিণ লাগোয়া। 'একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়।' মানিক, ১৯৩৬। ৪ ক্রিণি লুকায়ে জায়গায়। 'তখন ভূতশ্রেষ্ঠ ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৫ বি গলিগুঞ্জি। 'দক্ষতরের আনাচে-কানাচে ঘোরার কটু দৃশ্য দেখতে হয় না বলে।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

আনাছ [স অনু] বি শাকসবজি; কাচ তরকারি। মোনোএল, ১৭৪৩: 'এই সমে আনাছ সকল করিবেক জম্মা।' গরীব, ১৭৫৫।

আনাজঘর বি রান্নাঘর। 'পাশের জানালা দিয়ে দেখা যায় আনাজঘরের এক টুকরো মেঝে।' বিমল, ১৯৫৩।

আনাড় [স অজান] বিণ শুণ্ড; নিভৃত। বিদ্যা, ১৮৯১।

আনাড়ি, আনাড়ী [স অজানী] বিণ দক্ষ নয় এমন; অপটু। তাহা

নিভাত্ত অনাড়ির মত হইয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'নিভাত্ত অনাড়ী।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

অনাড়ীপনা [স অজ্ঞানী] বি অনাড়ির আচরণ। 'অনাড়ীপনার দরুন কথার মধ্যে ...।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আনাথ [স অনাথ] *বিগ* অসহায়। 'পোণমুবতী সব আনাথ করিয়া।' *বড়*, ১৪৫০।

আনাথী [স অনাথী] *বিগ* স্ত্রী অনাথ; অসহায়। 'আনাথী নারীক কত থাকে অভিমান।' *বড়*, ১৪৫০।

আনান [স আনয়ন] বি আনানো; নিয়ে আসা। 'বধুকে এ বাটীতে ... আনান গিয়াছে।' ওয়া, ১৭৮২।

আনাম [আ] *বিগ* সম্পূর্ণ। 'একটা আনাম রসগোল্লা গিলতে গিয়ে গলার ঢেকে।' *ইব্রাহীম*, ১৯৬০।

আনায় [স] বি জাল। 'যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দূল, আনায়-মাকারে তারে আনিয়া কৌশলে -।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

আনায়ণ [স আনয়ন] বি আনয়ন। 'পৃথিবীর যাবতীয় রাজকুমারকে আনায়ণ করিব।' *পার্বী*, ১৮৬০।

আনার [ফা] বি ডালিম। 'আনারে লইয়া হাত ইমামেরে দিলেন রাছুল।' *গরীব*, ১৭৬৬।

আনারকলি [ফা] বি ডালিমের কুড়ি। 'ছুটেছে নিখিল মক্ষী হয়ে তোমার আনন-আনারকলির।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আনারস [প আনানাস] বি পর্গুগিজদের নিয়ে-আসা মিষ্টি রসগোল্লা ফলবিশেষ। 'অন্ত্রে ও আনারস ...।' *কেরি*, ১৮০২; 'আনারস ফুলে তোমরা উড়িছে তনি।' *জীবন*, ১৯০২।

আনারসকোপ [প আনানাস+কোপ] বি আনারস গাছের কাণ্ড। 'আনারস-কোপে ঐ মাহুরাজা।' *জীবন*, ১৯০২।

আনারসা [প আনানাস] বি মিষ্টান্নবিশেষ। 'পুরাণপুরী, শ্রীকৃষ্ণ এবং আনারসা ভোজন করে ...।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

আনাল হক [আ] বি আমিহ সত্য। 'আগে জান গা কাগুড়া আনাল হক আছা যারে মানুষ বলে।' *লালন*, ১৮৯০।

আনি, **আনী** [ফা] ১ বি এক টাকার বোলা ভাগের এক ভাগ। 'টাকা আড়াই আনি কম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ নিকি দোআনী আনী আধআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ বি কোনো কিছুর বোলা ভাগের এক ভাগ। 'দশানি ছয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পত্র ...।' *রামরায়*, ১৮০১।

আনি ক্রি কালি। 'কৃত্যক্ষেতে আনি পড়ে পেটে নড়ে ছেলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

আনি বি বৃহ; সৈন্যসামবেশ। 'সাহেবের লাঠীয়ালারা ... আপন আপন আয়ত্ত ও সুবিধা মত ব্যাকিয়া চাড়াইয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৮৯০।

আনিস [ফ anisette] বি এক প্রকার মদ। 'নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন।' *হতেম*, ১৮৬১।

আনীত [স] *বিগ* আনা হয়েছে এমন। 'জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুল বিষয়ে নতুন আইন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

আনীল [স] *বিগ* নীলাভ। 'অধিকাংশ আনীল নয়ন নিদ্রাশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৩; 'আ-নীল গগনবৃক্ষ-ছোয়া।' *নজরুল*, ১৯৩০।

আনীলশোচনা [স] বি স্ত্রী নীলাভ চোখবিশিষ্ট। 'আনীলশোচনা দুঃখেনন্তরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

আনিস [ফ anisette] বি এক প্রকার মদ। 'আমিরিকান রম (মার্কিন আনিস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়।' *হতেম*, ১৮৬১।

আনু [স অনা] *বিগ* অপর। 'এতদিনে আনু তানে ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

আনুকা [হি আনোখা] *বিগ* নতুন। 'এ গায়ে তার আনুকা আগমন সকলের চোখে পড়েছে।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

আনুকূল [স অনুকূল] বি সমর্থ। 'কাহ্নাঙ্কির বচনে তোমকে দেহ আনুকূল।' *বড়*, ১৪৫০।

আনুকূল্য [স] ১ বি সহায়তা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এ কর্মের আনুকূল্য করিলে উভয় হয়।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ বি সহযোগিতা। 'উভয়পক্ষের পরস্পর আনুকূল্য দ্বারা সাধারণ সমাজের মধ্যেও ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪২। ৩ বি সাহায্য। 'অনেকের অনুরাগ ও আনুকূল্য দ্বারা ইহা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৪ বি অনুগ্রহ। 'কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ বি উপকার। 'ধন, ঐশ্বর্য ও সুখ-সৌভাগ্য সমুন্নতি বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য হইত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৬ বি সুসমর্থি। 'আমার অধর্জগতের সঙ্গে আমার বহির্জগতের পরস্পর আনুকূল্য নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৭ বি অনুকূল পরিবেশ। 'তাহার প্রকৃতি বাতাবিন্দবে বর্জিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৮ বি পৃষ্ঠপোষকতা। 'প্রত্যেক সমিতির আনুকূল্য ও শুভ ইচ্ছা আদান-প্রদানের জন্য চেষ্টিত হইয়াছি।' *জগদীশ*, ১৯১৮।

আনুকূল্যার্থ [স] বি সাহায্যের জন্য। '১১৩ বাকি পাঠশালার আনুকূল্যার্থে ... এককালীন দান স্বীকার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

আনুকূল্যে [স] *ক্রিগ* সহায়তায়। 'ইন্দ্রপ্রস্তর গ্রীষ্মের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

আনুকূল্য [স অনুকূল] বি যথাক্রম। 'তাহারদের বারাক্র আনুকূল্যে চান্দু সুরু মোটা আতপ উসনা কলাই।' *রামরায়*, ১৮০১।

আনুখর [স অনকুর] বি কটুকথা। 'স্বীট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর।' *বড়*, ১৪৫০।

আনুগৃহী [স অনুগ্রহ] *বিগ* স্ত্রী অনুগত। 'আনুগৃহী ভকতী আনাথি আকি নারী।' *বড়*, ১৪৫০।

আনুগত্য [স] ১ বি বশ্যতা। 'কিছু যথেষ্ট আনুগত্য ও সন্ত্রমের বাহুল্য ...।' *রামরায়*, ১৮০১। ২ বি অন্ধ অনুসরণ। 'উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আনুগত্যহীন [স] *বিগ* অনুগত নয় এমন। 'দলের প্রতি আনুগত্যহীন না হয়ে ইহা সহজেই করতে পারতেন।' *বেগম*, ১৯৫৫।

আনুচর্য [স] বি আনুগত্য। 'আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আনুশাতিক [স] ১ *বিগ* সঙ্গতিপূর্ণ। 'আমরা যেভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুশাতিক নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিগ* অনুশাসিতিক। 'আনুশাতিক হিসাবে কর্মচারী নিয়োগ করা ইউক।' *যোহানমদী*, ১৯৩৫।

আনুপাম [স অনুপাম] *বিগ* অতুলনীয়। 'সাতগুটি বিধ তাত করি

আনুপাম।' বড়, ১৪৫০।

আনুপামা [স অনুপামা] *বিশ* ক্রী অতুলনীয়। 'নাসা তিলফুল তোর
আতী আনুপামা।' বড়, ১৪৫০।

আনুপূর্ব, আনুপূর্ব [স] *ক্রিবিণ* ধারাবাহিকভাবে। 'আনুপূর্ব।' *সেবধি*,
১৮৩৯: 'তবুও জঙ্ঘতশো আনুপূর্ব - অতিবৈতনিক/ বস্ত্রত কাপড়
পরে লক্ষ্যবশত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আনুপূর্বক, আনুপূর্বক [স] আনুপূর্বিক। ১ *ক্রিবিণ* আগাগোড়া।
'সকল বক্তব্য আনুপূর্বক কহিলেন।' *রামরায়*, ১৮০১। ২ *ক্রিবিণ*
প্রথম থেকে। 'আনুপূর্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।' *রামরায়*,
১৮০১।

আনুপূর্বিক, আনুপূর্বিক [স] ১ *বিণ* আগাগোড়া। 'তাহারই
আনুপূর্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যার
প্রয়োজন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০: 'আনুপূর্বিক আত্মপরিচয় দিতে
লাগিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬। ২ *বিণ* ধারাবাহিক। 'একটা ঘটনার
মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক পরস্পর। আমাদের
মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আনুপূর্বিকতা [স] *বি* পরস্পরা; ধারাবাহিকতা। 'তা সমস্তই
ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক অন্ধরজনীর কাহিনী: তাহার
আনুপূর্বিকতা প্রচ্ছন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭: 'তিনি শুধু সভ্যতার
আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন।' *সুহৃদ*, ১৯৩৫।

আনুপূর্বী, আনুপূর্বী [স] *বিণ* আগাগোড়া। 'বৈঠকের আনুপূর্বী
তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষত করিয়া লিখিতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

আনুবন্ধে [স অনুবন্ধ] *ক্রিবিণ* অবচ্ছেদে। 'আতি চির আনুবন্ধে রতিলৈলা
নানা বন্ধে।' বড়, ১৪৫০। ৫ অনুবন্ধ

আনুভব্য [স] *বিণ* অনুভব করার উপযুক্ত। 'এমত ভাব কোন মতে
আনুভব্য নহে।' *জ্ঞানারূপদায়ক*, ১৮৫২।

আনুমতী [স অনুমতি] *বি* আদেশ। 'উচিত মজুরী দিতে কর আনুমতী।'
বড়, ১৪৫০।

আনুমতীএ *ক্রিবিণ* সম্মতির আশায়। 'তোম্বার আনুমতীএ মাথিকে
হিরা বিকে।' বড়, ১৪৫০।

আনুমানিক [স] ১ *বিণ* মোটামুটি। 'ভবে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে
যে ...।' *মাইকেল*, ১৮৭৩। ২ *বিণ* অনুমানভিত্তিক। 'এ-সমস্ত
সম্পূর্ণ আনুমানিক কালনির্দেশ আমরা অসংগত জ্ঞান করি।' *রবীন্দ্র*,
১৮৮৩। ৩ *বিণ* অনুমান-করা। 'গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে,
দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কালনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে
...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আনুযায়িক [স] *বি* পিছনে পিছনে আসে যে। 'সৈন্যদের পঁচাতে যেমন
একদল আনুযায়িক থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আনুযায়ি [স অনুযায়ী] *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'গুপ্তদের আরজদান্ত আনুযায়ি
কাননগো দণ্ডের মুহুরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন।' *রামরায়*, ১৮০১।

আনুরক্তি [স অনুরক্তি] ১ *বি* আনুগত্য। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ *বি* অনুগাণ।
'এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্যে আনুরক্তি থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

আনুরূপ [স অনুরূপ] *বিণ* অনুরূপ; উপযুক্ত। 'সুপুরুষ গর্বত ধরল
আনুরূপ।' বড়, ১৪৫০।

আনুরূপ্য [স] *বি* অনুরূপতা; সাদৃশ্য। 'বিশেষ যখন স্বরূপে ঘটে
আনুরূপ্য।' *অভিভা*, ১৯৫০।

আনুপ্রবিক [স] *বিণ* বেদবিহিত। 'তপঃস্বাধ্যায়াদি আনুপ্রবিক ক্রিয়াকলাপে

নিরন্তর ব্যাপ্ত থাকতে ...।' *হরহাসদাস*, ১৮৮১।

আনুষঙ্গ [স] *বিণ* গৌণ। 'আনুষঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয়।' *কৃষ্ণদাস*,
১৫৮০।

আনুষঙ্গিক [স] ১ *বিণ* গৌণ। 'আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* প্রাসঙ্গিক। 'কেবল জ্ঞান কাণ্ডবিষয়ক
প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কৰ্ম কাণ্ড বিষয়ক কিছু প্রকাশ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বিণ* একই সময় হয় এমন। 'আনুষঙ্গিক বাড়ি, বৃষ্টি
ও কখন কখন শিলাবৃষ্টিও ইয়াই থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ৪ *বিণ*
সম্পর্কযুক্ত। 'জাভার আঙ্গিক নয়; জাভার আনুষঙ্গিক।' *রবীন্দ্র*,
১৯২৯। ৫ *বি* সংশ্লিষ্ট বিষয়। 'আনুষঙ্গিকেরে তাদুয়ায় ...।' *বুক*,
১৪৪০।

আনুসঙ্গিক [স আনুষঙ্গিক] *বিণ* সংশ্লিষ্ট। 'আনুসঙ্গিক সাময়িক
বাতায়া।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

আনুষ্ঠানিক [স] ১ *বিণ* বিহিত অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত। 'তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক
কর্মসকল নির্বাহকরণার্থ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিণ* প্রাতিষ্ঠানিক।
'যে-সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক ও
আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবে এত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

আনুষ্ঠানিকতা [স] *বি* অনুষ্ঠানের আচার প্রথা ইত্যাদি। 'বুদ্ধির
দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার বন্ধন-বিমুক্ত মন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

আনুষ্ঠানিকী [স] *বিণ* বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়
এমন। 'এইরূপ শিক্ষা দান করাই আনুষ্ঠানিকী প্রণালীর উদ্দেশ্য।' *সুহৃদ*, ১৮৪৯।

আনুসর [স অনুসরণ] *বি* অনুগমন। 'দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।' বড়,
১৪৫০।

আনুসারে *ক্রিবিণ* অনুসারে। 'জাইবো তার আনুসারে।' বড়,
১৪৫০।

আনেওয়ালী *বি* যারা আসছে। 'আনেওয়ালদের নির্বিচারে পাতে পড়তে
দিয়ে, নিশ্চিত হবে উপদেশের অর্থাৎ ইন্টারেস্টিং।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

আনেক [স অনেক] *বিণ* প্রচুর। 'আনেক ভকতি কৈলো পাসরিবো কিকে।' *বড়*, ১৪৫০।

আনের [স অন্য] *সর্ব* অন্যের। 'তার সনে কিরূপে আনের হৈব মেল।' *বাহরায়*, ১৬৫০।

আনোআনি *বি* পক্ষপক্ষ। 'আনোআনি গালাগালী দুই বীর রোষে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আনোনা *বিণ* লবণাক্ত নয় এমন। 'একবারে আনোনা হয়ে যায়নি।' *গুয়ালা*, ১৯৪৮।

আভার-ওয়্যার [হি] *বি* অন্তর্বাস। 'খাসা আভার-ওয়্যার হবে।' *শিবরায়*,
১৯৫০।

আভার্মাউন্ড [হি] *বিণ* মাটির তল দিয়ে বাহিত। 'ট্রেন চালু হলেই
আভার্মাউন্ড কানেকশন সেবে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

আভার্মাছুটে [হি] *বি* স্লাতক উত্তীর্ণ হয়নি যে। 'আভার্মাছুটেই
আভাব নাই।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

আভারলাইন [হি] *বি* কোনো লেখার নীচে টানা রেখা। 'মোটো পেন্সিলে
আভারলাইন করা হয়েছে।' *অভিভা*, ১৯৫০।

আস্ত [স অন্ত] ১ *বি* তীর। 'দু'আস্তে চিলিল মাঝে ন থাই।' *চর্চা* ৫,
১২০০। ২ *বিণ* শেষ। 'আদি আস্ত কথা সব কহিল তোম্বাতে।'

বড়, ১৪৫০।

আন্তঃ [স] **বিপ** অভ্যন্তরস্থ। **আন্তঃকক্ষ** [স] **বিপ** কক্ষের ভিতরে।
'কলেজের মহিলা আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ...'। **বেগম**, ১৯৬৮।

আন্তঃপ্রাণিক [স] **বিপ** প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক। 'আজ যে আন্তঃপ্রাণিক ও আন্তঃজৈবিক যুগে তার যোগ্য আসন ...'। **আজাদ**, ১৯৫৫।

আন্তঃপ্রাদেশিক [স] **বিপ** প্রদেশসমূহের পারস্পরিক। 'আন্তঃ-প্রাদেশিক চাকুশী-বাকুশীর ব্যাপারও আছে।'। **আজাদ**, ১৯৬৪।

আন্তঃসত্তা [স] **বি** হৃদয়জাত সত্তা। 'এভাবে বাণুবদ্ধ হয় মানুষের আন্তঃসত্তা।'। **শরীফ**, ১৯৬৮।

আন্তঃস্থল [স] **আন্তঃ+ই স্থল**। **বিপ** সব স্থলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। 'আন্তঃস্থল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে ...'। **বেগম**, ১৯৬৯।

আন্তর [স] **অন্তর**। ১ **বি** হৃদয়। 'মদনে রেখিল আন্তর।'। **বড়**, ১৪৫০। ২ **বি** ভিতরে; অন্দর। 'আন্তর হতে সদাগর হইল বাহির।'। **বিজয়**, ১৬৫০। ৩ **বিপ** দূর। **মানোএল**, ১৭৪০।

আন্তরসত্তা [স] **বি** নিজস্বতা। 'প্রত্যেক জিনিষের বাহ্যিকতার উর্ধ্বে তার আন্তরসত্তাকে তুলে ধরেছেন।'। **মাহেনও**, ১৯৪৯।

আন্তরে **অবা** জন্যে। 'দানের আন্তরে কাফাঈ বলাক বচন।'। **বড়**, ১৪৫০।

আন্তরিক [স] ১ **বিপ** হৃদয়গত। 'প্রেম যাহা করিতে হয় তাহা মনুষ্য সকলের আন্তরিক নহে প্রায় বাচনিকই।'। **ভবানী**, ১৮২৮। ২ **বিপ** অভ্যন্তরীণ। 'দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে বসন্ত', ১৮২৯। ৩ **বিপ** নিগূঢ়। 'তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহাদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়।'। **অক্ষয়**, ১৮৪৯। ৪ **বিপ** মানসিক। 'আন্তরিক ক্রেশের বিস্তর লাঘব সেখিয়া তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন।'। **অক্ষয়**, ১৮৪৯। ৫ **বিপ** সত্যিকার। 'তাঁহার প্রত্যেক কার্যে তাহার সেই আন্তরিক প্রেম প্রকাশ পায়।'। **অক্ষয়**, ১৮৫৫। 'আমার যা মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত।'। **রবীন্দ্র**, ১৮৮২। ৬ **বিপ** নিজস্ব। 'এই কথাগুলো নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে ...'। **রবীন্দ্র**, ১৯০৮। ৭ **বিপ** সহৃদয়। 'মনুষ্যত্বের প্রতি কী সুগভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে।'। **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

আন্তরিকতা [স] ১ **বি** সহৃদয়তা। 'চাহিয়াছি স্বর্ণ, পাইয়াছি নরক; চাহিয়াছি আন্তরিকতা, পাইয়াছি বাহ্যাদম্বর।'। **রবীন্দ্র**, ১৮৮৮। ২ **বি** অন্তরঙ্গতা। 'আমরা পরস্পরের যে শূভকামনা করি তার ভিতর ... আন্তরিকতাও থাকে।'। **প্রবাহ**, ১৯২০। ৩ **বি** অকৃত্রিমতা। 'লীলার আন্তরিকতা।'। **বিভূতি**, ১৯৩১।

আন্তরিকতাপূর্ণ [স] **বিপ** আন্তরিকতা আছে এমন। 'আন্তরিকতাপূর্ণ কোন রকম ...'। **আয়োজন** হয় নাই।'। **বেগম**, ১৯৫৩।

আন্তরিকতাহীনতা [স] **বি** আন্তরিকতা না থাকার অবস্থা। 'সমস্তটাই আন্তরিকতাহীনতা ... ও গ্রহসনে পরিণত হইবে।'। **আজাদ**, ১৯৬৪।

আন্তরীণাবদ্ধ [স] **অন্তরীণ-আবদ্ধ**। **বিপ** গৃহবদ্ধ। 'আন্তরীণাবদ্ধ যুবকদিগের অল্প সমস্যা সমাধানে খুবই তৎপর।'। **আজাদ**, ১৯৬৮।

আন্তর্জাতিক, **আন্তর্জাতিক** [স] ১ **বিপ** বিভিন্ন জাতি সম্পর্কিত। 'রাজারা জয়পরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।'। **ব্রজেননাথ শীল**, ১৯২১। ২ **বিপ** সব

জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত। 'তার উচ্চারণেরও একটা আন্তর্জাতিক বিধি আছে।'। **মাহেনও**, ১৯৪৯; 'মহিলা সমিতির আন্তর্জাতিক দ্রাব্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে।'। **বেগম**, ১৯৫৩।

আন্তর্জাতিকতা [স] **বি** বিভিন্ন জাতির মধ্যকার ঐক্যমূলক আদর্শ। 'গোরা দারোগাকে দেখে ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিকতা।'। **অমিয়**, ১৯৩৯।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য [স] **বি** বৈদেশিক বাণিজ্য। 'তার কৃষিপণ্যও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে ইলোতে রপ্তানি হতে থাকলো।'। **সনৎ**, ১৯৭০।

আন্তর্জৈবিক, **আন্তর্জৈবিক** [স] **বিপ** জীবজগতের মধ্যে পারস্পরিক। 'আজ যে আন্তঃপ্রাণিক ও আন্তর্জৈবিক যুগে তার যোগ্য আসন ...'। **আজাদ**, ১৯৫৫।

আন্তর্দেশিক [স] **বিপ** এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ আছে এমন; আন্তর্জাতিক। 'আন্তর্দেশিক বাণিজ্য ... প্রবলভাবে চলিতেছিল।'। **অক্ষয়**, ১৮৪৯।

আন্তর্ধৌক [স] **বিপ** দুই ধীপের মধ্যকার। 'তাহাদের আন্তর্ধৌক পন্যাবিনিময় প্রথা হিন্দুস্থানী অথবা ইংরেজীয় মধ্যস্থতার সম্পাদিত হয়।'। **রবীন্দ্র**, ১৯১৭।

আন্তর্ভৌম [স] **বিপ** অভ্যন্তরীণ। 'দেশের আন্তর্ভৌম শ্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা কোনো ফটিল দিয়ে ...'। **রবীন্দ্র**, ১৯৩৬।

আন্তর্মানবিক, **আন্তর্মানবিক** [স] **বিপ** মানুষের মধ্যে পারস্পরিক। 'সমীত-শিল্প আন্তর্মানবিক ও আন্তর্জাতিক যুগ অতিক্রম করিয়া আজ ...'। **আজাদ**, ১৯৫৫।

আন্তিকে [স] **অন্তঃ**। **ক্রিবিপ** শেষ পর্যন্ত। 'আন্তিকে রব তব যোগাইয়া জল।'। **মাদিকরাম**, ১৭৮১।

আন্ত্রিক [স] **বিপ** অন্তরের। 'মহৎ ব্যক্তিদের আন্ত্রিক গুণ ...'। **তারিণী**, ১৮০৩।

আন্দ বিশ্বাস [স] **অন্দ বিশ্বাস**। **বি** যুক্তিহীন বিশ্বাস। 'সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?'। **মশাররফ**, ১৮৬৯।

আন্দর [ফা] ১ **বিপ** অন্দর। 'হেতাল কাহেত করি চলিল আন্দর বাড়ি।'। **বিজয়**, ১৬৫০। ২ **বি** আস্তানা। 'সেইত গ্রামেতে আছে গাজির আন্দর।'। **কুজরাম**, ১৭২০। ৩ **ক্রিবিপ** মধ্যে। 'জে উলুয় হইসকে তাহা সাবেক দালালের দিগের বাকীর আন্দরে জমা করিয়া লইবা।'। **হ্যালডেড**, ১৭৭৩।

আন্দাজ [ফা] ১ **বি** অনুমান। **ভঙ্গ**, ১৭৮২; 'আন্দাজ করি ভূমি বিধা চপ্পেনকে হইতে পারে।'। **কেরি**, ১৮০২। ২ **বি** পরিমাপ। 'যে আন্দাজ নম্বরের দাদনি লইয়াছে।'। **ক্যানসে**, ১৭৮৯। ৩ **বিপ** প্রায়। 'তারপর নিজে যেটা খেলুম বারো-আনা আন্দাজ।'। **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

আন্দাজি, **আন্দাজী** [ফা] **আন্দাজ**। ১ **বিপ** অনুমানিক; আন্দাজকৃত। 'আন্দাজী ৯০০০ টাকা তাতিলোকের জিখে আছে।'। **হ্যালডেড**, ১৭৭৩। ২ **বিপ** ভিত্তিহীন। **বিদ্যা**, ১৮৯১। ৩ **বিপ** আন্দাজ-নির্ভর। 'আন্দাজি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই।'। **রবীন্দ্র**, ১৯২৯। ৪ **বিপ** প্রামাণিত হয়নি এমন। 'এ সকল আন্দাজি মতকে নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।'। **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

আন্দাজে টিল হৌড়া - অনুমানে কিছু বলা। 'আন্দাজে টিল ছুড়ি যদি, হয় ত আমার গায়েই লাগবে।'। **অচিন্ত্য**, ১৯৫০। **ভুলনীয়ঃ** 'আন্দাজে শেল নিক্ষেপ করিয়া গ্রামময় তাহার সন্ধান করিতেছে।'।

রবীন্দ্র, ১৯৩০।

আন্দাম [ফা। বি শরীর। 'বারেক আন্দাম ঠাণ্ডা হইলে কাফের।' গরীব, ১৭৬৫।

আন্দামান বি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে ব্রিটিশ আমলে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যে অপরাধীদের পাঠানো হতো। (এখানে) আন্দামানের মতো নিরানন্দ স্থল। 'দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইচ্ছুক থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আন্দামানফেরত [আন্দামান+ফেরত] বি বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপে কারাদণ্ড ভোগ করে ফিরে এসেছে এমন। 'লেটেল দুজনেই আন্দামানফেরত।' প্রমথ, ১৯৪১।

আন্দামান হওয়া ক্রি শাস্তি হিসেবে আন্দামানে নির্বাসিত হওয়া। 'আঠার বছর বয়সে আন্দামান হয়েছিল।' মণীশ, ১৯৬৩।

আন্দামানিক [স অঙ্ককার+স মণিকা+] বি আতশবাজিবিশেষ। 'ওজোনের আন্দামানিক -।' চিঠিপত্র, ১৮৬৮।

আন্দাস [ফা আন্দাজ] বি অনুমান। 'পৌড়ে হৈতে আনে সেনা আন্দাস করিয়া।' রূপায়াম, ১৭৫০।

আদি [স অন্ধা] বি অন্ধ ব্যক্তি। 'সেখলি তো ভাই, কানা আদি কত টাকা গেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আদিশা [ফা আন্দীশাহ] বি ভাবনা। 'বহু আদিশা করেও তিনি কোনো ফেসাল্যা করে উঠতে পারলেন না।' মুজতবা, ১৯৫২।

আন্দো, আন্দো [ফা আন্দীশাহ] ১ বি দুশ্চিন্তা। 'হোসেন কাতর হইল না কর আন্দো।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি সন্দেহ। 'আন্দো।' ভবানী, ১৮৩৩; 'নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দো।' নজরুল, ১৯৪২। ৩ বি চিন্তা। 'কোনো কৌশলে দুটো ডাব বিংবা চারটি ডালিম পাঠানো যায় কিনা তার আন্দো করতেন।' মুজতবা ১৯৫২।

আন্দোলন [স] ১ বি আলোড়ন। 'সবাদের আন্দোলন হইয়াছিল' তাহার জোন এসব করেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি বোজাখুঁজি। 'বিষয় আবেগে ক্রটিতে হইলে নানা প্রহ আন্দোলন করিতে হইত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫। ৩ বি আলাপ-আলোচনা। 'সেই সময়ে দ্বারতবর্বের ভবিষ্যৎ শাসনের আন্দোলন হইতেছিল।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৪ বি হৈচৈ। 'বঙ্গদেশের মঙ্গলোদ্ভূতি জন্য কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উপাগন করিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৫ বি মন্থন। 'অস্তরকরণে নানারূপ ভাবের আন্দোলন করিতেছি।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বি কম্পন। 'নিম্ন হইতে উর্দ্ধ উৎকণ্ঠপবন গতিসহ পৃথিবীতলের মুহূর্ত্তই আন্দোলন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৭ বি বিচার। 'এক কচ্ছপ ... মনে মনে আন্দোলন করিয়া, স্থির করিল, যদি কেহ আমায় ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৮ বি উত্তেজনা। 'আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৯ বি নাড়ানো। 'দ্বৈন হাড়বার সময়ে আমাদের সহযাত্রীগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুমন-সংকেত-ওরণ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১০ বি লক্ষ্য আন্দোলন করিলে অন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। 'কংগ্রেসের ... গত পাঁচ বছরের আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণ হয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২৬। ১১ বি দোলা। 'মন মোর দায় তারি মন্ত প্রবাহে ফুল শাখার আন্দোলনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

আন্দোলন করা ক্রি দোলানো। 'সেই হতভাগ্যের বারবার মুও আন্দোলন করে বলছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আন্দোলনকারী [স] বি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে আলোচনা এবং বিক্ষোভের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টিকারী। 'আন্দোলনকারীদের সক্রিয় ভূমিকার কথা কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়।' বেঙ্গল, ১৯৭০।

আন্দোলন-তরঙ্গ [স] বি রাজনৈতিক অসন্তোষের ঢেউ। 'পুলিস বেগলেশন বিলে বিকৃত আন্দোলনতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আন্দোলা [স আন্দোলন+] ক্রি আন্দোলিত করা। 'মৃণালভূজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা।' মাইকেল, ১৮৬১।

আন্দোলিত [স] ১ বি দোলায়িত। 'তদ্বিষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি উত্তেজিত। 'ক্ষোভ, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি রিপূর আক্রমণে তাহারদিশের চিত্ত যেকুর আন্দোলিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বি কম্পিত। 'সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে ... পতিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৪ বি বিকৃত। 'তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলন্ড আন্দোলিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বি বিচলিত। 'আমরা জন্মমরণের অধীন। আমরা স্তুতিনিদ্যায় আন্দোলিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বি চঞ্চল। 'সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৭ বি স্পন্দিত। 'রাহিদিন সংগীত তরঙ্গে আন্দোলিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আন্দোলিতহৃদয় [স] বিণ অন্তরে দোলাচল আছে এমন। 'আশা ও নিরাশায় আন্দোলিতহৃদয় রাম মনে মনে এইরূপ প্রচুর তর্ক বিতর্কের পর স্থির করলেন ...।' মুখলেশ, ১৯৭০।

আন্ধকার [স অন্ধকার] বিণ অন্ধকার। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' বড়, ১৪৫০।

আন্ধা [স অন্ধা] বিণ অন্ধ। 'কামে আন্ধল হতাঁ বাট নাহি দেব।' বড়, ১৪৫০।

আন্ধসন্ধি [স সন্ধি+] বি ফাঁকসোকার। 'এত আন্ধসন্ধি, এত উত্তেজাম আয়োজন করার দরকারই বা কি আছে।' আভাস, ১৯৬৪।

আন্ধাচক্র [স অন্ধকার+স চক্র] বি গোলকধাঁধা। 'তিনি যেন আন্ধাচক্রে পড়িয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

আন্ধার [স অন্ধকার] বি অন্ধকার। 'বুড়া দেখি মুচিল আন্ধার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আন্ধারী [স অন্ধকার] বিণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।' বড়, ১৪৫০।

আন্ধিআরী, আন্ধিয়ারি [স অন্ধকার] বিণ অন্ধকারময়। 'নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেনে নারী।' বড়, ১৪৫০; 'রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।' বাহরাম, ১৬৫০।

আন্ধোলা [স অন্ধ+] বি অন্ধকার। 'আন্ধোলায় চক্ষু যেন দিলেক ধোদান।' গরীব, ১৭৬৫।

আন্ধাকালী [আর-না-কালী] বি আর যেন কন্যাসন্তান না জন্মায় - হিন্দুদেবী কালীর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে সর্বসাম্প্রতিক কন্যার নামকরণ। 'যত বলি আন্ধাকালী ততই কি আমদান।' নজরুল, ১৯০২।

আন্ধিদার বি নারীর শোশকবিশেষ। 'আপনৎ পসন্দ মত পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করে, যথা পাজামা, কুরতি, দোপাঠা, ... আন্ধিদার জোড়া।' ভবানী, ১৮২৮।

আবীক্ষিকী [স] বি ন্যায়শাস্ত্র। 'আবীক্ষিকী ও জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমাখিকবিদ্যা যাহা পূর্বে জ্ঞানবান শোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

আপ [স অপ] বি জলরাশি। 'পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ বোম আপ।' চট্ট, ১৫৫০।

আপন^১ [হি] ১ সর্ব নিজ। 'সকলের কার্য আপে করিছে সুসম।' আলাওল, ১৬০০। ২ বি প্রধান পূজনীয়। 'গোসাঞী আপকি কহে আপ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আপে হতে সর্ব আপন। 'আপে হতে আপনি অভেদ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আপকরা বি পাত্রবিশেষ। 'আপকরা ১টা - ১।' চিঠিপত্রে, ১৮৩৪।

আপকু [স] বিণ প্রায় পাকা। 'এক দিকে আপকুখান্যভাননয় তোমার শস্যক্ষেত্রে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আপকিত [স অপেক্ষা] ১ বিণ নন্দিত। 'পরম সাচার সর্ব লোকে আপকিত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ অপেক্ষমাণ। 'দুর্জোঁধন আপকিত থাকে সর্বদা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আপচয় [স অপচয়] বি ক্ষতি। 'সব ঠায় আপচয় কৈল মোর হরী।' বড়ু, ১৪৫০।

আপচ্ছাষ্টি [স আপৎ+স শাষ্টি] বি বিপদের মধ্যে শাস্তির কথা। আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি সেই। আপচ্ছাষ্টি।' প্রমথ, ১৯২৭।

আপচ্যাত্ত [স] বি বংশীয় উৎকর্ষ থেকে বিচ্যুতি। 'আজ যে এতটা আপজাত্য ঘটছে তার মূল কারণ হচ্ছে ধর্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞতা।' ওয়ালী, ১৯৪২।

আপটুডেট [হি] বিণ অত্যাধুনিক। 'মেয়েটি বেশ স্মার্ট। আপটুডেট ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

আপণ^১ [স আদ্রণ] সর্ব স্বয়ং। 'মাএর গর্বভগাত ছল করিঅ/ আপণে রহিলা রাহৌণীপর্ব গিঅ।' বড়ু, ১৪৫০।

আপণ আপণে ক্রিবিণ পরস্পর। 'সম্মে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে।' বড়ু, ১৪৫০।

আপণা সর্ব নিজ। 'আপণাক রাখি/ যে কাজ করে/ তার মূল্য এ সিআনী।' বড়ু, ১৪৫০।

আপণার বিণ নিজের। 'নাহি জ্ঞান এবে তেঁ আপণার নাশ।' বড়ু, ১৪৫০।

আপণে সর্ব নিজে। 'আসিঅ নারদ তবে সতুর আপণে।' বড়ু, ১৪৫০।

আপণেক্রি সর্ব নিজেই। 'আপণেক্রি গুণ কাহাঞি আপণ হুএ।' বড়ু, ১৪৫০।

আপণ^২ [স] বি দোকান। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিকার জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

আপণশ্রেণী [স] বি সারিবদ্ধ দোকান। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিকার জন্য সুসজ্জিত আপণশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

আপত্তিক [স] বিণ আকস্মিক। রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'সে-বিশ্ময় আপত্তিক অধৈর্যের দান।' সুবীন্দ্র, ১৯০১।

আপত্তিত [স] ১ বিণ সাময়িক। 'একটা আপত্তিত নিরবচ্ছিন্নতার ভেতর ... ডুবে যেতে লাগল।' জীবন, ১৯৪৮। ২ বিণ সহসা সংঘটিত। 'বেলার মতই আপত্তিত হচ্ছে কী সংজ্ঞা।' জীবন, ১৯৪৮। ৩ বিণ নিপত্তিত। 'অগ্নিকার্যের ভেতরে আপত্তিত শিশির-ফৌটার মতো খচিত।' জীবন, ১৯৪৮।

আপৎকাল [স] বি বিপদের সময়। 'আপৎকালে অসহযোগ করে, না হয় ঘরে বসে মরবে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

আপত্তি [স] ১ বি অসম্মতি। 'তাহাতে কারো আপত্তি নাই।' রামমোহন,

১৮১৭। ২ বি অভিযোগ। 'আমার যে আপত্তি আছে তাহা পক্ষাঘ্ন লিখি।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি বিধিনিষেধ। 'পুস্তকালয়ের অংশীভুক্তরূপে আপত্তি আছে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৪ বি বিমত। 'গ্রীকেরা যে বদন জ্ঞাতি তাহার প্রতি কোন আপত্তি নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আপত্তিকর [স] ১ বিণ আপত্তিজনক। 'আপত্তিকর জিনিসটে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য।' প্রমথ, ১৯১২। ২ বিণ বিতর্কিত। 'আপত্তিকর ধর্মকর্ম ও আচার অনুষ্ঠানগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।' বঙ্গবন্ধু, ১৯১৯। ৩ বিণ সমর্থনের অযোগ্য। 'যেসব কথা নিতান্ত আপত্তিকর বা গোপনীয় সেসব কথা আমি আদ্যোজ্ঞে বুঝে নেব।' নজরুল, ১৯২৭।

আপত্তিকারী [স] বি বিমত পোষণ করে যে। 'কোন কোন আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আপত্তিজনক [স] বিণ আপত্তিকর। 'আমার তো আরও এটাই সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আপত্তিমাত্র [স] বি একটুও অসম্মতি। 'তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আপত্তা [স] আপত্তি। বি অসম্মতি। 'যে কথার পর বিষয়ের আপত্তা বুঝা-জায়া।' ডানকান, ১৭৮৪।

আপদ [স] ১ বি বিপদ। 'অধিক আপদ ধৈর্যজ করব/ কবি বিদ্যাপতি জন্ম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সকল আপদ বটে মোহর স্মরণে।' বৃন্দা, ১৬৮০। ২ বি কামেলা। 'গেছে যদি আপদ গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আপদকাল [স] বি বিপদের সময়। 'সরির আপদকালে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আপদমন্ত্র [স] বিণ বিপদে পড়ছে এমন। 'লোক আপদমন্ত্র হইয়া মৃত্যু প্রার্থনা করে।' তারিণী, ১৮০৩।

আপদ ঘুচা ক্রি বিপদমুক্ত হওয়া। 'এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আপদ ছোটা ক্রি আপদ দূর হওয়া। 'গান ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

আপদ বালাই [স আপদ+আ বালা] ১ বি বিপদ ও কামেলা। 'বুড়র আপদ বালাই বালাই, এই দণ্ডে মরিয়া যাই।' বিদ্যা, ১৮৭৭। ২ বি বিরক্তিকর ব্যক্তি। 'আপদবালাই একটা কোথেকে এসে জুটেছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

আপদ-বিপদ [স] বি নানা রকম বিপত্তি। 'আপদ বিপদ যথ খণ্ডিত নিকট।' বাহরাম, ১৬৫০।

আপদ মোটা ক্রি দুর্দশা দূর হওয়া। 'এখানে আসিয়াও আপদ মিটল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আপদদুন্দার [স আপদ-উদ্ধার] বি আপদ থেকে উদ্ধার। 'তাহার আপদদুন্দারের চেষ্টা করেন।' দর্পণ, ১৮২১।

আপন [স আদ্রণ] ১ বিণ নিজের। 'রাখহ আপন মানে।' বড়ু, ১৪৫০; 'আপনহি পেম তরুণর ব্যাল/ কারণ কিছু নহি ভেলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ একান্ত নিজের। 'তখন সাদি আপনার দুসকান মধুস্বকীত উপদেশ পুত্রকের সহিত উইয় হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ সর্ব নিজেকে। 'অগ্নিকূটে মৃত্যুহুতি অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বি আত্মকেন্দ্রিকতা। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আপন আপন বিণ নিজ নিজ। 'আপন আপন পাগনুয়ারী শান্তি পাইবেক।' ফরাস্টার, ১৮০১।

আপনকার সর্ব নিজের। 'জে বাকী থাকীবেক আপনকার পাওনার লইবেন ইহাতে জে কমী হয় আমাকে খালাস দিবেন।' মেয়র্স, ১৭৭০; 'অত্র কুসল আপনকার কুসল মঙ্গল হামেসা বাঞ্ছাতেই অরান্দন।' বোগল, ১৭৭০।

আপনকার সর্ব আপনরা। 'আপনকার আমাকে অনুমতি করিডহেন পরামর্শ দিতে।' রাজীব, ১৮০৫।

আপনকৃত [আপন+স কৃত] বিণ নিজ করেয়ে এমন। 'ঈশ্বরও আপনকৃত কার্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

আপনগড়া [আপন+গড়া] বিণ নিজের তৈরি। 'অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আপনজন [আপন+স জন] বি আত্মীয়জন। 'আয়রে আমার ... আপনজনহারা মুক্ত খ্যাপার দল।' নজরুল, ১৯২৫।

আপনজনহারা [আপন+স জন+স হারা] বিণ আপনজন হারিয়েছে এমন। 'আয়রে আমার ... আপনজনহারা মুক্ত খ্যাপার দল।' নজরুল, ১৯২৫।

আপনদেশ [আপন+স দেশ] বি নিজের মাতৃভূমি। 'বার্খানুরায়ে আপনদেশ ও আপনাদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আপনধনি [আপন+স ধনি] বি নিজের গুণকীর্তন। 'ধনী মহাশয়েরা চতুর্দিক হইতে আপনধনীর প্রতিধনি তনিত্তেই তালবাসেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আপনপুরুষ [আপন+স পুরুষ] বি স্বামী। 'তোরে ভাই! যেমন কল্যাণ - পদপুরুষ আপনপুরুষ, কি লো?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আপন বশ [আপন+স বশ] বিণ নিজের অধীন। 'আপন বশে থাকিবা।' ভবানী, ১৮২৮।

আপন-বিভোল [আপন+স বিহ্বল] বিণ আত্মভোলা। 'আয়রে পাগল আপন-বিভোল বুশির খেয়ালি।' নজরুল, ১৯৩০।

আপনভবন [আপন+স ভবন] বি নিজ বাড়ি। 'কোন স্থলে আনাইব আপনভবন।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আপনভাবে ১ ক্রিবিণ নিজের মতো। 'সকলে আপনভাবে জানে।' হ্যালহেড, ১৭৭৮। ২ ক্রিবিণ ঘনিষ্ঠভাবে। তাহাদের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া আমাদের শিক্ষিতলোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আপন-ভাষণ [আপন+স ভাষণ] বি নিজের কথা। 'কবিতা কি আপন-ভাষণ?' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৯।

আপন ভাষা [আপন+স ভাষা] বি স্বদেশীয় ভাষা; মাতৃভাষা। 'সাহ্যাদুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা ... আবশ্যিক হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

আপন-ভোলা [আপন+ভোলা] ১ বিণ নিজেকে ভুলিয়ে দেয় এমন। 'অশ্লীলভোলা স্বপন এসে সকল পণই গেল ভেসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ আত্মবিশ্বাস। 'আপন-ভোলা মধুর ভুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৩ বিণ আত্মহারা। 'ইরাবতীর মোহানামুখ কেন আপন-ভোলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আপন মনে [আপন+স মন] ১ ক্রিবিণ মনে মনে। 'কুজান উদয়

হইলে আপন মনে বিচার করিল।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রিবিণ নিজ মনে। 'আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রিবিণ একান্ত মনে। 'টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে ... নিমগ্ন হয়ে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আপনমুখ [আপন+স মুখ] বিণ নিজেকে বিমোহিত করে এমন। 'এমন আপনমুখ ঢল নামে, তার পাশে/ এমন শরীরসঙ্গহারা।' শঙ্কর, ১৯৭৩।

আপন-রচা [আপন+স রচনা] বিণ নিজের রচিত। 'আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাঙ দেশে কালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

আপন-লীন [আপন+স লীন] বিণ নিজের ভেতরে বিলীন। 'জানি নে কিছু, অছি আপন-লীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আপনলোক [আপন+স লোক] বি স্বজন। 'যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আপনসৃষ্টি [আপন+স সৃষ্টি] বিণ নিজ বংশধর। 'আপনসৃষ্টি নাতনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আপনহারা [আপন+স হারা] ১ বিণ আত্মহারা। 'আনন্দে হল রে আপন-হারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ আত্মভোলা। 'এসো হে আপনহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আপনা [সি আত্মনা] ১ সর্ব স্বয়ং। 'আপনা পাসরিলা জাতে দেব নারায়নে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ আপনা আপনি: নিজে নিজে। 'তাহারা আপনারা পরমেশ্বরের নিয়মকে অবহেলা করিয়া ক্ষমত্ব হে।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৩ সর্ব নিজ। 'আপনা হইতে অত্র হইয়া ইহার কার্যসিদ্ধি জন্য যত্ন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৪ সর্ব আপন। 'উঠুক চিত্ত করিয়া নৃতা বিন্দু হয়ে আপনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আপনা-আপনি ১ ক্রিবিণ সহজে। 'আপনা আপনি মন বুঝাইতে পরতীত নাই হয়।' ষিচঞ্জী, ১৬০০। ২ ক্রিবিণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। 'আপনা আপনি এই কথা কহিতে লাগিল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ ক্রিবিণ নিজে নিজে। 'বসি একাকিনী আপনা-আপনি কহিতাম ধীরে কত কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

আপনা-আপনিই ক্রিবিণ নিজে নিজেই। 'এক রকমের সাড়া আছে যাহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে।' জগদীশ, ১৯২০।

আপনাকে সর্ব নিজেকে। 'আপনাকে আপনি চিত্তে জোগে মন দিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

আপনাআপোর সর্ব আপনাদের। 'আপনাআপোর মত লোক পালি তো সে বঁচি যায়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

আপনাদিগের সর্ব নিজদের। 'আপনাদিগের কালহরণ ও দিনপাত প্রায় অপহরণ ও দুটতরাজের দ্বারা করিত।' ফরাস্টার, ১৭৯৬।

আপনাদের সর্ব নিজদের। 'সেখানে আপনাদের অনেক শ্রেণিক লোকেরা বিপকৃত করণের উদ্ভব।' রামরাম, ১৮০১।

আপনা নেওয়া কি নিজেকে আলাদা করা। 'আপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আপনাপন [আপন+আপন] বিণ নিজ নিজ। 'লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমতো ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আপনা-বিভোল [আপন+স বিহ্বল] বিণ আত্মভোলা। 'উন্মাদে নাচি আপনা-বিভোল, নব আশায়।' নজরুল, ১৯২৮।

আপনা-বিশ্বৃত্ত [আপন+স বিশ্বৃত্ত] বিণ নিজেকে ভুলে যায় এমন।

‘তারি স্নেহবশে রাতিদিন আহিলাম আপনা-বিশ্মৃত’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।
আপনা ভুলা ক্রি উদাসীন হওয়া। ‘কলস ভাসায় জলে বসিয়া থাকিতে চাও আপনা ভুলে’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আপনা-ভোলা [আপন+ভোলা] ১ বিণ আত্মহার। ‘আপনা-ভোলা সরল হাসি ঝরে পড়েছে রাশি রাশি’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ উদাসীন। ‘আপনা-ভোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উঁকি মারে’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আপনা-মতলবী [আপন+আ মতলব+] বিণ স্বার্থপর। ‘লোকটা আপনা-মতলবী না’ মনসুর, ১৯৫৫।

আপনা-মাঝারে ক্রিবিণ নিজের অন্তরে। ‘আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে মন যেন তোর পায় রে’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আপনা হতে ক্রিবিণ নিজের ইচ্ছায়। ‘আপনা হতে এসেছে যে’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আপনাহারা [আপন+স হারা] বিণ আত্মভোলা। ‘চেয়ে আছে মনের পানে আপনাহারা’ সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আপনে সর্ব নিজ। ‘আপনে লড়িতে’ মানোদ্য, ১৭৪৩।

আপনার [আপন+] ১ বিণ নিজের। ‘সুত্র কর আপনার হিয়া’ মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ আত্মীয়। ‘তোমরা আপনার জন তাই বলি’ দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আপনার করা ক্রি আপন করে নেওয়া। ‘প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আপনার জন বি আপনজন। ‘তোমরা আপনার জন তাই বলি’ দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আপনার টিপেয় কুকুর রাজা – নিজের ঘরে শক্তিশালী। নজরুল, ১৯২৭।

আপনারদিগকে সর্ব আপনাদেরকে। ‘অমি সত্য করি আপনারদিগকে বিদায় করুন ...’ রামরাম, ১৮০১।

আপনার মাথায় কাঁঠাল ভাঙা – নিজের সর্বনাশ নিজে করা। ‘তার মনে জাগছিল আপনার মাথায় কাঁঠাল ভাঙার কথা’ হুই, ১৯৫০।

আপনার লোক বি আপনজন। ‘ওরা মোর আপনার লোক’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আপনারা সর্ব নিজেরা। ‘আপনারা সকলে থাকিয়া গতি করিবো’ ওর্গা, ১৭৭৬।

আপনারে সর্ব নিজেকে। ‘নরজ্ঞান আপনারে সভার জ্ঞানিল’ বৃন্দা, ১৫৮০।

আপনি [স আত্মন] ১ সর্ব নিজে। ‘আপনি হানি কে জুলুক লাঘব/কিছু ন গুলন তবে’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০; ‘আপনিত অবতার শ্রীহরি করিল’ মালাধর, ১৫০০; ‘তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ’ অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ সর্ব সম্ভ্রামাত্র মধ্যম পুরুষ বা প্রোতাপক; তুমি। ‘আপনি কোন জায়গায় গহনাগাঢ়ি বন্দক রাখিয়া ... বাটার খরচ করিবা’ ওর্গা, ১৭৮২; ‘আপনি শিক্ষক নহেন, কেবল ব্যাখ্যাতা মাত্র’ অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ ক্রিবিণ অকারণে। ‘কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আপনি-নিমগন [আপনি+স নিমগ্ন] বিণ স্বয়ং-নিমগ্ন। ‘আপন-সুরে আপনি নিমগন’ রবীন্দ্র, ১৯১৮।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম – পরের কথা ভাবার আগে নিজের

স্বার্থ দেখা। ‘আমি শপথ করছি বটে আর মদ ছৌব না, কিন্তু প্রাণটোতা বাঁচতে হবে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম’ প্যারী, ১৮৫৯।

আপনি শুতে ঠাই পায় না, শঙ্করকে ডাকে – নিজের শোয়ার জায়গা মেলে না এ অবস্থায় অন্যকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ডেকে আনা; অবিরেবনা। ‘আঙ্কেল দেখ না! আপনি শুতে ঠাই পায় না, শঙ্করকে ডাকে’ মনোজ, ১৯৬১।

আপনী [স আত্মন] ১ সর্ব নিজের। ‘আপন সাক্ষিতে বেটা হারিল আপনী’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ সর্ব সম্মানীয় মধ্যম পুরুষ। ‘আপনী সেইরূপ তত্ত্ব করিবেন এই করারে টরনানামা পত্র দিলাম’ মেয়র্স, ১৭৬৬।

আপনে [স আত্মন] ১ সর্ব নিজে। ‘লেখা করে কাকাক্রি আপনে খড়ী পাড়ী’ বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব আপনি। ‘আপনে না ভুঁজ পরাক না কর দানে’ বড়ু, ১৪৫০।

আপনে আপনি ক্রিবিণ নিজ থেকে; স্বতন্ত্রভাবে হয়ে। ‘ছায়াময়ী মূর্তিখানি আপনে আপনি মিলি’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আপন্ন [স] বিণ বিপন্ন। ‘দুই হাতে আপন্ন সংসার ...’ শঙ্ক, ১৯৬৯।

আপমান [স অপমান] বি শাল্হনা। ‘সুখ নটক কাহু কেহু কর আপমান’ বড়ু, ১৪৫০।

আপযশ [স অপযশ] বি কলঙ্ক; কুখ্যাতি। ‘আপযশ থাকিল তোর তীন সখ্যতা’ বড়ু, ১৪৫০।

অপরা [স অপরা] বিণ অন্য। ‘পুরুষ আপর কথা রাখা মলে গুন’ বড়ু, ১৪৫০।

আপরাধ, আপরাধা [স অপরাধ] বি দোষ। ‘দুর্জী আপরাধ কৈল/আমারে কেহে না হুইল’ বড়ু, ১৪৫০; ‘নাহি করো কিছু আপরাধা’ বড়ু, ১৪৫০। আপরাধে ক্রিবিণ অপরাধের কারণে। ‘কোণ আপরাধে মাইল চন্দ্রাবধী রাহী’ বড়ু, ১৪৫০।

আপরুচি [হি] বিণ নিজের পছন্দমতো। ‘গেট আপনার সেখানে আপরুচি খানা’ অবন, ১৯২৫।

আপরের [হি এপ্রিল] বি খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার চতুর্থ মাস; এপ্রিল। ‘১৭৮৪ সনের আপরের মাসের পহিলা তরু’ ক্যালশে, ১৭৮৪। এ এপ্রিল

আপশোণ, আপশস, আপশোষ [ফা আফসোস] বি অনুশোচনা; বেদ। ‘আমর বড়ই আপশস হইল’ বঙ্কিম, ১৮৭৫; ‘এ কী রে আপশোণ খোড়া, এল বুড়ে’ গিরিশ, ১৮৮৩; ‘এ নিতান্তই আপশোষের কথা’ প্রমথ, ১৯১৭। এ আপসোস

আপস [ফা] ১ বি আপোস; মীমাংসা। মেয়র্স, ১৭৭৭; ‘আমরা আপসে শ্রীরামসেব হালদার ও শ্রীরামকানাই নন্দী’ ওর্গা, ১৭৮২। ২ বি সমাধান। ‘তিনি এমন একটা আপস করিতে চেষ্টা করিলেন যেটাতে দৃষ্টিও ক্ষুণ্ণ হইল না, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না’ রবীন্দ্র, ১৯১২। এ আপোস

আপসনিষ্পত্তি [ফা আপস+স নিষ্পত্তি] বি উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমস্যার সমাধান। ‘এই আপসনিষ্পত্তি সর্বল-দুর্বলের একান্ত হৃদে থাকলে হতেই পারে না’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আপসরফা [ফা আপস+আ রিফা] বি মিটমাট। ‘বোঝাপড়া, আপসরফা, যাই করতে হয় মাটার করুক’ কায়সার, ১৯৬৫।

আপসে নিষ্পত্তি বি উভয়ের সম্মতিতে সমাধান। ‘সেই রফা-অনুসারে আপসে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত’ রবীন্দ্র, ১৯০৪।

আপসা-আপসি

আপসা-আপসি বি দুকোচুরি। 'কী তোর প্রেম যে তাই নিয়ে হর-হুমেশা আপসা-আপসি করছিস।' মুলতাবা, ১৯৬০।

আপসানো [ফা আফশানি ক্রি আফলান করা। 'রেগে ডানা আপসে সেজা এমন তেজে উড়ে চললো যে ...।' অবন, ১৯২৫।

আপসে-আপ ক্রিবি নিজ থেকে। 'সময়ে সেতলি আপসে-আপ মিলাইয়া যাইবে।' আজাদ, ১৯৪৪।

আপসেট [হি] বিণ বিচলিত। 'আজ একেবারেই আপসেট।' শিবরাম, ১৯৫০।

আপসোস [কা] বি খেদ; মনস্তাপ; অনুশোচনা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সেটা যে কেবল ঘরের পক্ষে আপসোসের বিষয় হয় তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আপা [তু] বি বড়ো বোন। 'আপা না বলিয়া বুঝি বলিয়াই ডাকে।' নজরুল, ১৯৩১।

আপাং, আপাঙ [স অগাঙ্গ] বি বৃক্ষবিশেষ। 'এক জায়গায় ছিল কয়েকটা আপাং।' শর্মেস্ত, ১৯৫০; 'আপাঙ।' বিদ্যা, ১৮৯১।

আপাত, আপাতঃ [স] ১ বিণ বাহ্যত। 'এই সকল আপাত অনর্থক অশ্রুতেই অনুমান করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিণ সাময়িক। 'আদর্শকে কোনরূপ আপাতঃ সুবিধার দিকে সংযুক্ত করার বিরোধী।' আজাদ, ১৯৪৭। ৩ ক্রিবি আপাতত। 'পথের আপাতঃ কোন বিরোধ নাই।' আজাদ, ১৯৬৪।

আপাতদৃষ্টিতে [স] ক্রিবি বাহ্যদৃষ্টিতে। 'আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসারথারদের কাছে যাহা অসমীক্ষ্য সত্য বলিয়া গ্যাত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আপাতক [স আপাততঃ] ক্রিবি আপাতত। 'আপাতক একজন বান্দারী গুস্তাদ তত্ত্ব করিয়া আনো।' ভবানী, ১৮২৮।

আপাতত [স আপাততঃ] ১ ক্রিবি এখনকার মতো। 'আপাতত ফল কিছু হইয়াছে মাএ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'আপাতত অস্ত্রী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রিবি এখন। 'আপাতত বস্ত্রপাত মন্তকেতে সয়।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

আপাততঃ [স] ১ ক্রিবি এ মুহূর্তে। 'আপাততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে একরূপ এক সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে বটে।' অক্ষয়, ১৮৮৮। ২ ক্রিবি এখনকার মতো। 'বস্ত্র সকল স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয় ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

আপাত দৃঢ়তা [স] বি বাহ্যিক কাঠিন্য। 'তার ভাষার আপাত দৃঢ়তা, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য ...।' মুরশিদ, ১৯৭০।

আপাতদৃশ্যমান [স] বিণ আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় এমন। 'সমাজের বুকে আপাতদৃশ্যমান এই ভাগ্যপাড়ার খেলা কি ইতিহাসের মুগ ধরাতে কোন জলোচ্ছ্বাস ঘটায়।' সনৎ, ১৯৭০।

আপাতদৃশ্যমানতা [স] বি আপাত দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া। 'ঘটনাপ্রবাহের আপাতদৃশ্যমানতা অনেক সময়ে ছদ্মবেশী প্রত্যয়ক।' সনৎ, ১৯৭০।

আপাতদৃষ্টি [স] বি সাধারণভাবে দেখা; বাহ্যদৃষ্টি। 'আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের বিপুলায়তন দেহ অতি প্রকাণ্ড।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসাধারণের কাছে যাহা সত্য বলিয়া গ্যাত, তাহাকেই কঠিন প্রমাণের দ্বারা বাহ্যবাহ্য বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আপাত-নিরীহ [স] বিণ আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হয় এমন।

'এদের বহু আপাত-নিরীহ সামাজিক আদোলনের মৌল প্রেরণা রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন।' আনোয়ার, ১৯৭০।

আপাতপ্রতীয়মান [স] বিণ বাহ্যত মনে হয় এমন। 'সমস্ত আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আপাতপ্রত্যক্ষ [স] বিণ বাহ্যত চোখে পড়ে এমন। 'আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরও আর আস্থা রাখা চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আপাতবিশৃঙ্খল [স] বিণ সাধারণভাবে বিশৃঙ্খল মনে হয় এমন। 'বর্তমানের আপাতবিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতা সমুচ্চয়ের বিশ্লেষণ করে তা থেকে অর্থের অবিকার ...।' শিব, ১৯৫৬।

আপাতমূর্খতা [স] বি বাহ্যত নির্বুদ্ধিতা। 'উৎপলার আপাতমূর্খতার অতৃষ্টিতে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

আপাতসুলভ [স] বিণ আপাতদৃষ্টিতে সহজলভ্য। 'কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙাচোরা ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

আপাতাল [স] ক্রিবিণ পাতাল পর্যন্ত। 'গ্রহরহস্য মধ্যে মন্দার পর্যন্তের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা।' প্রমথ, ১৯২৭।

আপাতাল-নিমজ্জিত [স] বিণ পাতাল পর্যন্ত নিমগ্ন; গভীরভাবে নিমগ্ন। 'গ্রহরহস্য মধ্যে মন্দার পর্যন্তের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তরঙ্গ পর্যালোচনা।' প্রমথ, ১৯২৭।

আপাদ [স] বিণ পা পর্যন্ত। 'আপাদলবিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আপাদকবরী [স] ক্রিবিণ পা থেকে চুল পর্যন্ত। 'রয়ঃ আপাদকবরী প্রেমসদ্রা হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

আপাদ-গ্রীবা [স] ক্রিবিণ পা থেকে গলা পর্যন্ত। 'আপাদ-গ্রীবা সতরঞ্জি মুড়ি দিয়ে উবু হয়ে বসল।' মণীশ, ১৯৫৭।

আপাদমস্তক [স] ক্রিবিণ পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'আপাদমস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়।' দীপ্তি, ১৫৫০।

আপাদমাথা [স আপাদমস্তক] ক্রিবিণ পা থেকে মাথা পর্যন্ত। 'পরাজয়ে হয় না আপাদমাথা কালো।' শক্তি, ১৯৬৫।

আপাদলবিত [স] বিণ পা পর্যন্ত লম্বা। 'আপাদলবিত কেশ কস্তুরী সৌরভ।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আপামর [স] বিণ সকল শ্রেণীর। 'আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভ্রুণ সাম্রাজ্যে তৃপ্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯; 'তদেশবাসি আপামর সাধারণ লোক।' দর্পণ, ১৮৩৯।

আপামরজন [স] বি সমস্ত লোকজন। 'আপামরজনে আমি কহাইব আজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আপামরসাধারণ [স] বি উচ্চ-নিচ সকল শ্রেণীর লোক। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আপামরসাধারণ সবাই আজ রাজ্যের বড়োমানুষ হতে চায়।' প্রমথ, ১৯১৯।

আপার [স অগার] বিণ অত্যন্ত। 'একসরী বনে ভয় পাইলো আপারে।' বৃত্ত, ১৪৫০।

আপার [হি] বিণ অপেক্ষাকৃত উঁচু। 'আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আপার হাউস [হি] বি সংসদের উচ্চতর কক্ষ। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' হাই, ১৯৫৮।

আপিম [আ আফিম] বি আফিম। 'চুপিচুপি আপিমের ব্যবসা করে হোসেন?' মানিক, ১৯৩৬।

আপিল [আপিল] ১ বি আবেদন। 'সদর দেওয়ানি আদালত আপিলের কচরি হৈযা হইয়াছিল।' ডানকান, ১৭৮৪; 'সে মকদ্দমা বিশাত আপীল হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি পুনরায় বিচারের আবেদন। 'সেই আপীলের দরখাস্তী আরজী।' ফরস্টার, ১৭৯৫। ৩ বিণ পুনরায় বিচার হয় এমন। 'সদর দেওয়ানী কোর্ট আপিল প্রভৃতি আদালতে গমন।' ভবানী, ১৮২৫।

আপিলাট [ই বি] রায় পুনর্বিবেচনা করার জন্যে আবেদন জানান যে। বিদ্যা, ১৮৯১। **দ্র আপীলেট, আপেলাট**

আপিলি [ই আপিল] বিণ আপিল বিষয়ক। বিদ্যা, ১৮৯১।

আপীলহীন [ই আপিল+স হীন] বি পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই এমন। 'এমন আপীলহীন ফল বেরুত।' শওকত, ১৯৪৬।

আপিশ [ই অফিস] বি দাপ্তরিক কাজকর্ম। 'এক জামা পরে সন্ধ্যারে ছদিন আপিশ করবেন।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯। **দ্র আপিস**

আপিশ করা ক্রি দাপ্তরিক কাজকর্ম করা। 'এক জামা পরে সন্ধ্যারে ছদিন আপিশ করবেন।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯।

আপিস, আপীস [ই অফিস] বি দপ্তর। 'এই আপিসে আসিয়া সওদা করহ।' ক্যানগে, ১৭৮৪; 'ডাচার্যের আপিসে কিবা মোং শ্রীরামপুরের কাহারি বাটার নিকট।' দর্পণ, ১৮১৮। **দ্র আপিশ**

আপিস-কোটা [ই অফিস+স কোটা] বি অফিস-ঘর। 'বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিস-কোটা গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধুবান্ধবেরে -।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আপিসঘর [ই অফিস+ঘর] বি অফিসকক্ষ। 'এবন ইহা আমায় আপিস-ঘর বৈঠকখানা-দরদারানের শামিল হইয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আপিস-সম্রাট [ই অফিস+স সম্রাট] বি অফিসের প্রধান। 'হোতো ভদ্র রাজারী বড়ো কর্তা, আপিস-সম্রাট।' অমিয়, ১৯৩৯।

আপিসর [ই অফিসার] বি কর্মকর্তা; অফিসার। 'এক জন আপিসর ... অনেক ধন প্রদান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

আপিসী [ই অফিস] বিণ অফিসে পরার উপযোগী। 'সারাদিনের আপিসী কাপড় চোপড়ের উচ্চ সুবাস্পর্শ ...।' হাই, ১৯৫৮।

আপিসোর [ই অফিসার] অফিসার। ক্যানগে, ১৮০০।

আপীল, আপীলহীন **দ্র আপিল**

আপীলেট [ই বি] যে আপিল করে; আবেদনকারী। 'তাহাতে যদি সেই আপীলেট তাহার মোকদ্দমা ...।' ফরস্টার, ১৭৯৫।

আপু [স আত্ম] সর্ব স্বয়ং; আপনি। 'সবে পরীহারি তোহি ইছ হরি আপু সরাহরি পুন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আপুগী [স আত্ম] সর্ব নিজের। 'কাহের সকল দোষণ বখিবে আপুগী।' বড়ু, ১৪৫০।

আপুনি [স আত্ম] সর্ব স্বয়ং। 'কংসের পাপ চেষ্টা দেখিয়া আপুনি।' মালাধর, ১৫০০।

আপুঠ [স অপুঠ] বিণ অপকৃ। 'মর্যর উঠিছে কহু আপুঠ শস্যের শীঘে শীঘে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

আপুষ্যপুত্র [স পোষ্যপুত্র] বি পুষ্যপুত্র। 'শ্রীমোহনলাল মজলকে সোপারোদ্ধ করি আপুষ্য পুত্র রাখিলাম।' চিত্রিপথে, ১৮০১।

আপুত বি গাছবিশেষ। 'আতভড়ি আতজিআ আপুত বণে।' বড়ু, ১৪৫০।

আপুনি [স আত্ম] সর্ব স্বয়ং। 'কেবল আপুনি একা।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

আপে [স আত্ম] সর্ব নিজের। 'আপনা রূপের ভাবে আপে হৈল লীন।' আলগোল, ১৬৮০।

আপেক্ষা [স অপেক্ষা] ক্রি তত্ত্বাবধান করা। 'তুচ্ছি তানে আপেক্ষি রাখিবা যত্ন করি।' সুলতান, ১৭০০; প্রথমে আপনা উন্নী রাখ আপেক্ষিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

আপেক্ষিক [স ১ বিণ] অন্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। 'ভান্তি শুধু আপেক্ষিক, নির্বিকার প্রকৃতি প্রমেয়।' সুবিশ, ১৯২৮। ২ বিণ তুলনামূলক। 'ধর্ম-অধর্ম সবই আপেক্ষিক গুণাগুণ।' মনসুর, ১৯৫৫।

আপেক্ষিক স্তর [স] বি পরস্পর গুণন সম্পর্কে তুলনা। 'আপেক্ষিক স্তর অনুসারে পদার্থের গুণর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি সংখ্যা কিংবা কম।' জগদীশ, ১৮৯৫।

আপেক্ষিক তত্ত্ব [স] বি আইনস্টাইনের মতবাদ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত গতি তুলনামূলক এবং মহাশূন্যের চতুর্থ মাত্রা হলো সময় - এই মতবাদ। 'আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করতে বসবে।' মানিক, ১৯০৮।

আপেক্ষিকতা [স] বি পরস্পর নির্ভরশীলতা। 'জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ...।' পরশু, ১৯৪০।

আপেনাশ [স আশুনা] বিণ বিলুপ্ত। 'তার সঙ্গে মন্দ কর্ম আপেনাশ হই।' আলগোল, ১৬৮০।

আপেল [ই আপুলা] বি ফলবিশেষ। 'আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আপেলাট [ই] বিণ আবেদনকারী। 'আপেলাট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর ... সাহেবেরা বিতর্ককারী।' দর্পণ, ১৮৩২।

আপোত্ত্ব [স অপত্ত্ব] বিণ অপমানিত। 'মোহে আপোত্ত্ব হৈবো তোকে জাইবে মার।' বড়ু, ১৪৫০।

আপোদ [স আপদ] বি বিপদ। 'সে অনুমতিপ্রদান ছিড়ে ফেল, আপোদ যাক।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

আপোন [স আত্ম] সর্ব আপন। 'আপোন ইচ্ছার তাহারে যত পাড়ে গালি।' বিজয়, ১৬৫০।

আপোনার সর্ব আপনার। 'নাগরখে চড়িয়া গেলো আপোনার ঘর।' বিজয়, ১৬৫০।

আপোষ [স আপোষ] ১ বি প্রহার। 'সুগিলে আইহন মোরে করিব আপোষে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ বিতাড়িত। 'কহসে সুধি পাইলৈ হইবে তোকে আপোষে।' বড়ু, ১৪৫০।

আপোষ, আপোস [ফা আপসা] বি পারস্পরিক সম্মতি। 'বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরাম্ভ্য।' দর্পণ, ১৮২৯।

আপোষ-নিশ্চিন্তি [ফা আপস+স নিশ্চিন্তি] বি মীমাংসা। 'নূতন নূতর অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে বারে বারে আপোষ-নিশ্চিন্তি না করলে...' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

আপোষবিবীন [ফা আপস+স বিবীন] বিণ মীমাংসা না করে। 'আপোষবিবীন সংখ্যা চলাইবার জন্য আবেদন।' বেগম, ১৯৪৯।

আপোষহীন [ফা আপস+স হীন] বিণ আপস করতে অসম্মত। 'আরেকটু দিকে আপোষহীন, পাকবুড়ি ছাড়া চাকরগাী রাখেন না।' আলোদ্দিন, ১৯৫৯।

আপোষহীনভাবে [ফা আপস+স হীনভাবে] ক্রিবিণ মীমাংসাহীন-ভাবে। 'ততদিন তাঁদগকে আপোষহীনভাবে কর্তব্য পালন করিয়া হাইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৬০।

আপোষনামা [ফা বি উভয় পক্ষের সম্মতিতে লিখিত শর্তযুক্ত দলিল। 'এই শর্তে আপোষনামা লেখাপড়া হইয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আপোষ-রফা [ফা আপস+আ রিফা] বি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান। 'গবর্নমেন্ট আপোষ-রফার সুখ-স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৪২।

আপ্ত [স] ১ বি আত্মীয়। 'ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ সর্ব আঘাত। 'আপনার শিরে সাধু করে আগুঘাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ শুভের ওঠে এমন। 'হৃদএ জনলি আশুরোল।' বাহরাম, ১৭০০। ৪ বিণ গোপন। 'আপ্ত কথা ব্যক্ত কৈলা এই দুখে মরি।' হালহেহ, ১৭৭৫। ৫ বিণ স্বতসিদ্ধ। 'তিনি সেই শাস্ত্রকেই পরমেশ্বরের প্রণীত অদ্বান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৬ বি আত্মা। 'আপ্ততত্ত্বে কাজলে যে জনা সেই জানে সাঁজিলির নিগূঢ় কারখানা।' লালন, ১৮৯০।

আপ্তকাম [স] বিণ মনস্কামনা চরিতার্থ হয়েছে এমন। 'তাতে সে আপ্তকাম নয়।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

আপ্তঘাত [স] বি আত্মহত্যা। 'আপ্তঘাত মহাপাপ সংসার ভিতর।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আপ্তঘাতি [স আওঘাত+] বিণ আঘাত। 'আপনার শিরে সাধু করে আগুঘাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আপ্ততত্ত্ব [স] বি আত্মতত্ত্ব; আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আপ্ততত্ত্বে ফাঙ্কে যে জনা সেই জানে সাঁজিলির নিগূঢ় কারখানা।' লালন, ১৮৯০।

আপ্ততা [স] বি আত্মীয়তা। 'যেন মিত্র রাখিয়া আপ্ততা ব্রহ্ম ভঙ্গ।' আলোড়ন, ১৬৫১।

আপ্তনাশ [স] বি আত্মবিনাশ; নিজের সর্বনাশ। 'প্রেম ফান্দে বাজিলে মুক্তি নাই আশ। যবে করে ভাবকে সমূলে আপ্তনাশ।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আপ্তবাক [স] বি নির্ভুল বলে দাবিকৃত। 'পালমহাশয়ের আপ্তবাক আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই।' প্রমথ, ১৯৪১।

আপ্তবাক্য [স] বি প্রশ্ন না করে নির্ভুল সত্য বিবেচনা করে পালনীয় আদেশ। 'তিনি সেই শাস্ত্রকেই পরমেশ্বরের প্রণীত অদ্বান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মস্তব্য সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যে মোহ তার কেটে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আপ্তবাণী [স] বি অপৌরুষেয় বাণী। 'আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে।' সখীন্দ্র, ১৯৩৯।

আপ্তবিশ্রুতি [স] বি আত্মবিশ্রুতি। 'আমার আপ্তবিশ্রুতি হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আপ্তভাবে [স] বিণ আত্মীয়ের মতো। 'কামিলা না পায়্যা তথা আমারে পাঠাইলে এথা আপ্তভাবে করিআ তোমারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আপ্তভাবী [স] বিণ প্রামাণিক তত্ত্বদর্শী। 'অসামান্য ধী-শক্তি সম্পন্ন তর্কদর্শী পণ্ডিতদিগকেও আপ্তভাবী আপ্তভাবী বলিয়া বিশ্বাস করেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আপ্তরক্ষা [স] বি আত্মরক্ষা। 'আপ্তরক্ষার নিমিত্তে যে কোন দূতি যুক্তি এবং ছল ব্যবহার করিতে পারি।' তারিণী, ১৮০৩।

আপ্তরোল [স] বি চাপাকান্না। 'হৃদএ জনলি আপ্তরোল।' বাহরাম, ১৫৫০।

আপ্তশ্রুতি [স] বি কিংবদন্তি। 'এরূপ আপ্তশ্রুতি আছে ...।' বিদ্যা, ১৮৫১।

আপ্তোপদেশ [স আও-উপদেশ] বি নির্বিচারে গ্রহণীয় বিধান। 'বেসেই আপ্তোপদেশ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আপ্তারে বি আতশবাক্তিবিশেষ। 'ওজোনের আপ্তারে।' চিঠিপত্র, ১৮৬৮।

আপ্তোপদেশ দ্র আপ্ত

আপ্যায়ন [স] ১ বি আতিথেয়তা। 'আপ্যায়নের ক্রটি দেখিয়ে বেইজ্ঞতির অজ্ঞাহতে চক্ষু দুটো উষ্ণ কঠোরে মতো গরম করে ...।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি অন্তর্ভার কথাবার্তা। 'আহার ও আলাপ-আপ্যায়ন সেরে আমাদেব নিমন্ত্রণকর্তা রাজ্যের সঙ্গে তাঁর মোটরগাড়িতে চড়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি স্বাগত জানানো। '... মুখে আপ্যায়নের মেকি হাসি সেই।' সেলিনা, ১৯৭৫।

আপ্যায়িত [স] ১ বিণ পরিতৃপ্ত। 'মোর রূপে আপ্যায়িত করে মিছবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ তৃপ্ত। 'আপ্যায়িত হওয়া গেল।' রামরাম, ১৮০২। ৩ বিণ অভ্যর্থিত। 'সর্বত্র তদভিজ্ঞ জনকে প্রদানপূর্বক আপ্যায়িত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪; 'গবর্নমেন্ট নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্বোধনে আপ্যায়িত হন, লন্ডেনিসে খেলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ আনন্দিত। 'এ বিষয়ে কুপ্রাপি কাহারও যত্ন দেখিলে পরম আপ্যায়িত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আপ্রাণ [স] বিণ যথাসাধ্য। 'চোখের জল মুছবার জন্য সতাই তিনি আগ্রাণ চেষ্টা করলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

আপ্রিল [ই] বি খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ মাস; এপ্রিল। 'গত ১ আপ্রিল অবধি কলিকাতা কুরিয়ার সমাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮৩৩। দ্র এপ্রিল

আপ্রেল [ই] বি খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ মাস; এপ্রিল। '১ আপ্রেল ১৮৩৭ অবধি।' দর্পণ, ১৮৩৮।

আপ্রাবিভ [স] বিণ সিক্ত। 'অঙ্গ হল্য আগ্রাবিত নয়নের লোহে।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

আপ্রুত [স] বিণ ভিজ্রা; সিক্ত। 'গব্বর্নসেন জল হইতে গায়েখান করিয়া জলেতে আপ্রুত গর্দভশরীরেতে সভার মধ্যে উপস্থিত ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

আফওয়াই [আ] বি ওজব। 'সহর বাজারে মিলে ওড়িল আফওয়াই।' গল্পী, ১৭৬৫।

আফগান [ফা] ১ বিণ আফগানিস্তানে অনুষ্ঠিত। 'আফগান যুদ্ধের বিষয়ে তুমি কী বিবেচনা কর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি আফগানিস্তানের অধিবাসী। 'আফগান মারে ঘাপটি।' নজরুল, ১৯৩১।

আফগানি, আফগানী [ফা] ১ বিণ আফগানি-সুলভ। 'দারাজ দিলীর আফগানি দিল।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি আফগানিস্তানের অধিবাসী। 'জাতিভাই আফগানীদিগকে নিমন্ত্রণ দিয়ে ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৯।

আফত, আফৎ [আ] ১ বি বিপদ। 'আফত ঘটবে আজ আমা সবাকার।' হামজা, ১৮০৭। ২ বি দুর্ঘটনা। 'আফস্তলি মুসলমানকে পাইয়া বসিতে লাগিল।' মোহাম্মদী, ১৯৩২। দ্র আফদ

আফতা [ফা আফতাবা] বি কলস। মনোএল, ১৭৪৩।

আফতাব [ফা] বি সূর্য। 'ইমামের মুখেতে লাসে আফতাবের তাফ।' গরীব, ১৭৬৫।

আফতাবা [ফা] বি পানির পাত্র। 'চিলমটী আনিল বান্দি আফতাবায় পানি।' গরীব, ১৭৬৫।

আফদ [স আপদ] বি আপদ। 'আফদ তো মরদের হয়।' প্যারী, ১৮৫৮।

আফলস্ত [স অফলবস্ত] বি ফল হয় না এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আফলা [স ফল] বি ফল ধরে না এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আফলাতুন [ফা] বি বুদ্ধিমত্তী। 'এ আফলাতুন মেয়ের জুগুমে মায়েরও পরমার্থ-চিত্তা অনেক কমাতে হয়েছে।' নজরুল, ১৯২৭।

আফশী [আ ইফশা] বি সুস্থ সোনাগি বা রূপালি চূর্ণবিশেষ। 'আটা সংযোগে আফশী ও চুমকি বসান হইয়াছে।' রোকেয়া, ১৯২১।

আফশান [ফা আফশান; আ ইফশা] বি সুস্থ রূপালি বা সোনাগি ভঁড়া, যা জীলোকেরা প্রসাধনার্থে মুখে ব্যবহার করে। 'গাল দুটি আফসা জড়িত হইয়া বকমক করিতেছে।' রোকেয়া, ১৯৩০।

আফশোশ, আফশোস, আফশোষ [ফা আফসোস] ১ বি অনুশোচনা; শব্দ। ভবানী, ১৮২৩; 'আফশোশ করে আর ফল কি এখন।' বিদ্যাম, ১৯৪০। 'অপচয়ের জন্যে কত আফশোশ করে মরেছি।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬। ২ বি অনুতাপ। 'হুকুম মানে না ঘোড়া; অন্তর তবিলে আফশোষ।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৫।

আফসোস [ফা] ১ বি অনুতাপ। 'আফসোস করে দেবরাজ।' জাগাওল, ১৬৮০। ২ বি দুঃখ। 'মহাদুঃখে জার জার কাদনে আফসোসে।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি আক্ষেপ। 'তোমার দৌলতে আমার মনো আফসোস মিটুক।' ভবানী, ১৮২৮।

আফাটা [অফটা] ১ বি ফটা নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ফল। 'আটকুড়ে ফোটারে আফাটা কপাল।' দক্ষিণা, ১৯৪০।

আফার [আ আফা] বি লোকসান; বিনাশ। 'পাইলৈ যুগ আফারে।' বদ্র, ১৪৫০।

আফালি বি লাফনি; লাফতাপ। 'খানিক পরে চালের উপর যথারীতি মাছের আফালি।' মনোজ, ১৯৬১।

আফিং, আফিঙ, আফিস [আ আফিউন] বি পোস্ত ফল থেকে তৈরি মাদকদ্রব্য; আফিম। 'আর কাজী খাইছে আফিস।' বিজয়, ১৬৫০; 'আফিঙ।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতে জলে ভুলে হরতল মিশিয়ে খান-না কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। দ্র অবিহেন, আফিম

আফিংখোর [আ আফিউন+ফা খোর] বি আফিম সেবনকারী। 'ছোটো-ছোটো রাজ্যের রাজ্যের সব রাজপুত্র, আর সকলেই আফিংখোর।' প্রমথ, ১৯৪০।

আফিডেভিট [হি] বি একিডেভিট; হলফনামা। 'আফিডেভিট অর্থাৎ হলফনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

আফিণ [আ আফিউন] বি আফিম। 'আফিণের দ্বারা সরকারের যে আয় আছে।' ফরস্টার, ১৭৯৭। দ্র আফীন

আফিম [আ আফিউন] বি মাদকবিশেষ। ক্যালগে, ১৭৮৫; 'ডেড় ডরি আফিম, ডেড় শ হিলিম গাজা।' হুতোম, ১৮৬১। দ্র আফিং

আফিমখোর [আ আফিউন+ফা খোর] বি আফিম-আসক্ত।

'ঝিমাছে নিঃশব্দে কোনো আফিমখোরের মতো।' শামসুর, ১৯৫৯।

আফিম [আ আফিউন] বি আফিমের; আফিম সম্পর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

আফিস [হি অফিস] বি সরকারি দফতর। 'কলিকাতার পুলিশ আফিসের জরীয সাহেবান হুকুম দেন।' মিলার, ১৭৯৭।

আফিসর [হি] বি কর্মকর্তা। 'এক আফিসরের হিসার মধো।' ক্যালগে, ১৮০০।

আফীন [আ আফিউন] বি আফিম। 'আফীন হইতে নিষেধের আইন।' ফরস্টার, ১৭৯৬; 'কোশপানি বাহাদুরের তরফ আফীনের কর্ণের দেওয়ান ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। দ্র আফিশ

আফুটা [অফুটা] বি ফোটেনি এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আফুলা [স অফুল] বি ফল ধরে না এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আফীস [হি] বি অফিস; দফতর। দর্পণ, ১৮২৮।

আফোত [আ] বি বিপদ। 'বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন।' প্যারী, ১৮৫৮। দ্র আফত, আফদ

আফ্রিকা [হি] বি এশিয়ার পশ্চিমে এবং ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত মহাদেশ। 'আফ্রিকা ও আমেরিকা বাসী ... ব্যবসায় করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আফ্রিকানিবাসী [হি আফ্রিকা+স নিবাসী] বি আফ্রিকায় বাসকারী। 'আফ্রিকানিবাসীরা তাহাদিপক্ষে ভর্জন করিয়া ভক্ষণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আফ্রিদি বি পাকিস্তানের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আফ্রিদি যদি হতাম আমি রে আজ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আব [ফা] বি জল। 'কাপড় উপরে ধোয়া ঢেলে দেও আব।' গরীব, ১৭৬৫।

আব [হি] ক্রিবিণ এখন; এই মুহূর্তে। 'সব-কুছ আব দূর রহো।' নজরুল, ১৯২২।

আব [অবুদ] ১ বি গাছের কাণ্ডের কোথাও ফুলে ওঠা অংশ। 'বাওবাব গাছ ... গায়ে ঘেন বড় বড় আঁচিল কি আব বেরিয়েছে।' কিতুতি, ১৯৩৩। ২ বি অবুদ; টিউমার;। 'টারের উপর আশুর মতো বড় আবাটি দেখিয়া হাসি পায়।' মানিক, ১৯৩৬।

আবওয়াব, আবগাব [আ আবওয়াব] বি জমিদারদের একপ্রকার অনৈতিক আদায়। 'বেহারের মোকরর আবগাব বেসী।' এডমন, ১৭৯৩; 'আবওয়াব অর্থাৎ বাজে আদায় দ্বারা অনেক লাভ করিয়া থাকেন।' সুলভ, ১৮৭০।

আবকারি, আবকারী [ফা আবগারি] বি মাদকদ্রব্য বিক্রেতা। 'লোড ভারী আবকারী মুক্ত করি কর।' গুপ্ত, ১৮৫৮; 'হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন ... প্রচার হইত না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। দ্র আবগারি

আবক্ষ [স] ক্রিবিণ বুক পর্যন্ত। 'আবক্ষ ডুবায় জলে বসিয়া সুন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আবখুদি [হি আপ+ফা বোদ] বি জেদি; নিজের ইচ্ছায় চলে এমন। গুপ্ত, ১৭৮৫।

আবখোরা [ফা আবখোরাহ] বি পানি পানের পাত্রবিশেষ। 'তিনি মহাবাস্তে আবখোরা পরিষ্কার করিয়া সোরাহীর শীল ভগ্ন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আবগারি, আবগারী [ফা আবগারি] বিণ মাদকদ্রব্য ব্যবসায় সংক্রান্ত।

'গরলময় আবগারিতন্ত্র আমাদিগের সর্বনাশের হেতু ...' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে।' হুতাম, ১৮৬১। দ্র আবকারি

আবগারিতন্ত্র [ফা আবগারি+স তন্ত্র] বি মাদকদ্রব্যাদি ব্যবহারের রীতি। 'গরলময় আবগারিতন্ত্র আমাদিগের সর্বনাশের হেতু ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আবগাছা [স আবগাহন] ক্রি জলে নিমজ্জিত হওয়া। 'মোর বোল সুখ আবগাছা' বড়, ১৪৫০।

আবহা [স অপছায়া] ১ বিণ অস্পষ্ট। 'বেহেশতে কে আনলে এমন আবহা ব্যথার রেশ।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিণ হালকা। 'আবহা-হলুদ লালচে-হলুদ।' জসীম, ১৯৩১। ৩ বিণ অস্পষ্ট। 'উপছায়া-চলা বনে বনে মন আবহা পথের যাত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

আবহা-আবহা ক্রিবিণ অস্পষ্টভাবে। 'আবহা-আবহা নজরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছইশুনা ভারি খেয়া নৌকাটা।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

আবহা-দেখা বিণ অস্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন। 'আবহা-দেখা সড়কের জগৎ।' শওকত, ১৯৫৮।

আবছায়া [স অপছায়া] ১ বিণ অস্পষ্ট। 'নীলতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি অস্পষ্ট আকার। 'এ যেন আর-কোনা-একটা দিনের আবছায়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আবছায়াবাজি [স অপছায়া+ফা বাজি] বি আলো আঁখির খেলা। 'জাতিক অতীতের আবছায়াবাজির তামাসা দেখাতে পারা ...' অবন, ১৯২৫।

আবছায়াভরা [স অপছায়া] বিণ রহস্যময়। 'ও বড় আবছায়াভরা শব্দ।' জীবন, ১৯৩২।

আব-জমজম [আ] বি জমজম কূপের পানি। 'কাঁবের কলমে কলসের ডব, হাতে আব-জম-জম-জম।' নজরুল, ১৯২৪।

আবজোস [ফা আবজোশ] বি সিদ্ধ করে প্রস্তুত কোনো জিনিসের ঘন নির্বাণ। 'আবজোস কিসমিস খোরমা বহে বোঝা বোঝা।' ফয়জুরেনা, ১৮৭৬।

আবডাল [স অন্তরালা] ১ বি আড়াল। 'পেত্র আবডাল হইতে।' মানোএল, ১৪৪৩। ২ বি ফাঁক-স্থক। 'বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আবতার [স অবতার] ১ বি আবির্ভূত দেবতা। 'এবেসি জালিল ভৈল কলি আবতার।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অবতরণ। 'আবতার করি করে ধরণীত কেলি।' বড়, ১৪৫০।

আবথা [স অবস্থা] বি দুর্দশা। 'অকোপ হইয়া মোর আবথা দেখ।' বড়, ১৪৫০।

আবদার [ফা] বি অযৌক্তিক অনুরোধ। 'বিপিন আবদার নিচোলা তাকে শান্ত করো বাইরে দিয়ে এলাম।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আবদার করা ক্রি অসঙ্গত অনুরোধ করা। 'রাখাল বালকেরা এসেছে ... আবদার করতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আবদারমাথা বিণ আবদারে। 'বধুর আবদারমাথা কণ্ঠস্বর।' বনফুল, ১৯৩৬।

আবদার-মিশ্রিত [ফা আবদার+স মিশ্রিত] বিণ বায়নাপূর্ণ; সরিনয়। 'সকলের কাছ থেকে আবদার-মিশ্রিত ফরমায়েস এল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

আবদারি [ফা আবদার] বি আবহাওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

আবদারিআ [ফা আবদার] বিণ আবদার বা বায়না ধরে এমন। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

আবদারে [ফা আবদার] বিণ আবদার করে বা বায়না ধরে এমন। 'বড় আবদারে গো বড় আবদারে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আবদারেপনা [ফা আবদার] বি যথেষ্ট আবদার। 'ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করার মধ্যে একপ্রকার শিতসুলভ আবদারেপনা আছে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

আবদ্ধ [স] ১ বিণ যুক্ত। 'দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ ঐক্যবদ্ধ। 'বর্ষবিভিন্নতা প্রচলিত ... ভারত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ বাধিত। 'তাহারা হিন্দুদিগের নিকট নানা বিষয়ে ... ঋণপাশে আবদ্ধ আছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিণ আটক। 'রোহিণী সে রাতে আবদ্ধ রহিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৫ বি বন্ধক। 'নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বিণ বাধা। 'বন্ধে অতিপিনাক জরিপ ফুলকাটা কাঁচিল আবদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৭ বিণ অন্তর্ভুক্ত। 'সমস্ত কথা ... অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৮ বিণ জড়িত। 'সহদয়তা ক্লেশ-জ্ঞানোৎপাদ আর আবদ্ধ হইতে হয় না।' মশাররফ, ১৯০৮। ৯ বিণ সম্বন্ধিত। 'হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় যে ধনধারা আবদ্ধ আছে, ভগীরথের মতো সমতলভূমিতে নামিয়ে এনে তাকে...' মোতাহের, ১৯৩০।

আবদ্ধা [স] বিণ স্ত্রী অবরুদ্ধ। 'আমি দাসীতৃণজলে আবদ্ধা।' মাইকেল, ১৮৫৯।

আবদ্ধি [স আবদ্ধ] বি ঢাকনা। 'আবদ্ধি দিয়া পুষ্পের সাজি ঢাকিল।' বিজয়, ১৬৫০।

আবদ্ধীয় [স] বিণ বন্ধক আছে এমন। 'তাহার নিকট আবদ্ধীয় জমির সলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে।' তারা, ১৯৪০।

আবধৌতিক [স] বিণ সন্ধ্যাসী সন্ধ্যায়-বিশেষ। 'কবিরাজিও নারাজ হবে তখন আবধৌতিকের বড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

অ-বনেদি [অ+ফা বুনিয়াদ] বিণ সম্ভ্রান্ত নয় এমন। 'অ-বনেদি মেয়েদের অবৈঠকীর মধ্যে যামিনীকে মানুষ হইতে হইয়াছিল।' মাদিক, ১৯৪০।

আবায় [স আয়তি] ক্রি আসা। 'জাই ৭ আবিয় রে ৭ তঁহি ভাবাভাব।' চর্চা ৪০, ১২০০।

আবর [স অবর] বিণ অবোধ। 'সাধিলে সিদ্ধির ঘরে/আবর তনি পায় না তারে।' শালন, ১৮৯০।

আবর [স] বি আবরণ। 'একটি মেয়ের আবর আসিয়া সূরুজের খুশ ঢাকিয়া দিল।' মনসুর, ১৯৫০।

আবরক [স] বিণ রস্কক। 'বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির শোকান্তর হইলে পুত্রগণ, স্ত্রী জাতির আবরক হইবে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আবরণ [স] ১ বি আড়াল। 'চন্দ্রবিশ্বের আবরণ দ্বারা সূর্য গ্রহদের সংঘটনা হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ আবৃত। 'সর্বাস্থের আবরণ বস্ত্র কপিশিত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি ঢাকনা। 'চকুর উপর দুইখানি আবরণ আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ বি পর্দা। 'এ মোহ আবরণ ফুলে দাও, দাও হে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি উপকরণ। 'শাস্ত্রে আছে অনেকগুলি আবরণের দ্বারা আমরা নির্মিত।' রবীন্দ্র,

১৮৯৪। ৬ বি রাখঢাক। 'মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস-ইকিত থাকা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আবরণবিরলতা [স] বি বসন-বহনতা। 'এখানে আবরণবিরলতার স্বাভাবিক আবরণ সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আবরণমুক্ত [স] বিণ খোলা। 'আবরণমুক্ত আবহা পা দুটো দেখে হৃৎপিণ্ড তিব তিব করে উঠল।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

আবরণশূন্য [স] বিণ ছাউনি নেই এমন। 'বাল্পীয় রথ-শ্রেণীর পচড়ায়শে কতকগুলি আবরণ-শূন্য শকট থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আবরণহীন [স] বিণ অকৃত্রিম। 'এদের স্বভাব প্রথম সূত্রে আদম ইভের মতো আবরণহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আবরণী [স] বি ঢাকনা। 'কুন্তের আবরণী উন্মুক্ত করিল।' পরশু, ১৯৪০।

আবরা [স] আবরণ- ১ ক্রি ঢাকা। 'বাউ মেয়ে আবর গিআ গোকুল নগর।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি ঘিরে রাখা। 'এই মতে শিত আবরিয়া সর্বজন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি আবৃত করা। 'আবরি বদন আমি যোমটায়।' মাইকেল, ১৮৬১। আবরি ক্রি আবরণ করে। 'বাউ মেয়ে আবর গিআ গোকুল নগর।' মালাধর, ১৫০০। আবরি ক্রি ঢাকি। 'আবরি বদন আমি যোমটায়।' মাইকেল, ১৮৬১। আবরিয়া ক্রি ঘিরে রেখে। 'এই মতে শিত আবরিয়া সর্বজন।' বৃন্দা, ১৫৮০। আবরিয়া ক্রি আবৃত করলে। 'দ্রোণ অস্ত্র সাক্ষি আবরিল ভূমিতল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। আবরে ক্রি আবৃত করে। 'সর পুষ্পে ধন পুষ্পে আবরে যকল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। আবরেনে ক্রি আবরণে জড়ায়। 'অভেন্দা কবচে ধর্ম আবরেনে তারে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আবরিত [স] বিণ আবৃত। 'আবরিত যাতে আমি হব অচিরায়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আবরিল', আবরীল [বি] এপ্রিল। 'ফয়সল কাবুলে ফিমা আবরিল।' হ্যালহেড, ১৭৭০: 'ইসরেজী সন ১৭৯২ জুমিহ ২৫ আবরীল।' উলি, ১৭৯২। ৬ এপ্রিল

আবরু [ফা] বি পর্দা; আবরণ। 'পরিধান মলিন বসনা আবরু।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আবরুপর্দাহীন, আবরুপর্দাহীন [ফা] আবরু-পর্দা+স হীন। বিণ আবরণহীন। 'ইহাকে আবরুপর্দাহীন নির্জঙ্ঘ বহুভাষিকতা ছাড়া আর কোন নাম দিতে ইচ্ছা করে কি?' সবুজ, ১৯২০।

আবর্জন [স] বি বর্জন। 'স্থলে ভূমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আবর্জনা, আবর্জনা [স] ১ বি বর্জ্য পদার্থ। 'মানববৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি তুচ্ছ ব্রব্যাদি। 'ধূলিময়লা আবর্জনা - প্রকৃত সুসজ্জান পক্ষে স্বর্ণ রঞ্জিত অপেক্ষাও মূল্যবান।' মশাররফ, ১৯০৮: 'দুহাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে' মলিন আবর্জনা।' নজরুল, ১৯০০। ৩ বি অবাস্তিত অংশ। 'ভালোবাসার আবর্জনা।' শরৎ, ১৯১৭।

আবর্জনাশূন্য [স] বি ময়লার স্থূপ। 'সারভাগ আবর্জনাকুণ্ডে কেলিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আবর্জনাময় [স] বিণ ময়লাযুক্ত। 'আবর্জনাময় অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ঘরে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

আবর্জনাশকট [স] বি আবর্জনা বহন করার গাড়ি। 'মুনিসিপালিটির আবর্জনাশকট পরিপূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আবর্জনাশূপ [স] বি জঞ্জাল। 'সেই আবর্জনাশূপ সরিয়ে দিয়ে গতিথারাকে মুক্ত করাই প্রাণতির কাজ।' মোতাহের, ১৯৫০।

আবর্জিত [স] বিণ বর্জিত। 'আমার রচনার আবর্জিত অংশ অনেকদিন আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আবর্ত, আবর্ত [স] ১ বি মেঘের নামবিশেষ। 'আবর্ত মেঘরাঞ্জ করহ চণীর কাজ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ঘূর্ণি। 'সাগর বা মহাসাগরের জল যে স্থানে অত্যন্ত ঘূর্ণায়মান হয় সেই স্থানকে আবর্ত কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১: 'কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত আবিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আবর্ত-আঘাত [স] বি আবর্তজনিত আঘাত। 'ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঙ্কলের আবর্ত-আঘাতে উড়ে হোক ক্ষয়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আবর্তক, আবর্তক [স] ১ বিণ আবৃত্তিকার। 'পিতৃ পিতৃয়ের কাব্য আবর্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি মেঘের নাম। 'কোথায় পুঙ্কর, আবর্তক - ঘনেশ্বর।' মাইকেল, ১৮৬০।

আবর্তচক্কা [স] বিণ জলের পাকে অশান্ত। 'আবর্তচক্কা নর্মদা ক্রকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আবর্তন, আবর্তন [স] ১ বি ঘোরায়ণ। 'ভাঙ্গি আবর্তন হই আঘোষ।' চট্ট, ১৫৫০। ২ বি ঘূর্ণন। 'চন্দ্রও ... পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ... আবর্তন করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি পরিভ্রমণ। 'বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি জীবগতি শিবগতি করে ব্রিসাশী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আবর্তন-পতি [স] বি ঘূর্ণনগতি। যে সম্পদ পাচ্ছে তারা তা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্তন-পতিতে সম্পূর্ণতা দান করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আবর্তন-বিবর্তন [স] বি পরিবর্তন। 'রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন বিবর্তন বিশেষভাবে বিজড়িত।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

আবর্তবহি [স] বি ঘূর্ণায়মান অগ্নি। 'দক্ষিণ আবর্তবহি।' নজরুল, ১৯৩১।

আবর্তবিহীন [স] বি ঘটনাক্রমের ভাঙ্গি। 'এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলহোল সংসারের আবর্তবিহীন -' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আবর্তশালী [স] বিণ ঘূর্ণায়মান। 'যমুনায় আবর্তশালী বিষম করালী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আবর্তসংকুল [স] বিণ আলোড়নযুক্ত। 'আবর্তসংকুল বহু দীর্ঘ কালশ্রোভের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উজ্জীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয় ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আবর্তা [স] আবর্তন- ১ ক্রি বারে বারে বলা। 'গম্ভীর জলদমস্ত্রে বারবার আবর্তিয়া মুখে বন ছন্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ ক্রি আবর্তন করা। 'আবর্তিছে বহিচক্র কোটি কোটি নক্ষত্রের পথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আবর্তিত [স] বিণ ঘূর্ণপাক খাচ্ছে এমন। 'লক্ষ লক্ষ চরশের শব্দ ... আবর্তিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আবর্ত-ভাবল [বি] আনবোল। বি অর্থহীন বাক্য। 'আবর্ত-ভাবল বকতে বকতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ঘাড়টি কাঁচ করে বসে।' নজরুল, ১৯২২। ৬ আবোল ভাবোল

-আবলি, -আবলী [স] ১ বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'গাত্রময় লোমাবলি [লোম+আবলি] প্রযুক্ত তাহার শীত দ্বারা ক্রিষ্ট হয় না।' অক্ষয়,

১৮৪৩: 'তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি দল। 'ওরা যেমন আবলি ভেঙে এগাশ ওগাশ ছুটে ধমকে দাঁড়ায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

আবলিত [স] বিণ বাক্য। 'বনকরীযুথের ন্যায় রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদন্তিমুখে দৃষ্টিগত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আবলুশ, আবলুস [আ আবলুস] ১ বি কালো রঙের ভারী ও শক্ত কাঠবিশেষ। 'আবলুস।' ওরা, ১৭৮২; 'দারুচিনি, মুক্তা, আবলুস কাঠ ... প্রভৃতি পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১; 'একটি আবলুশকাঠের ত্রুণে আঁটা রূপোর ক্রাইস্ট তার বুকের উপর অষ্টগ্রহর মূলত।' প্রমথ, ১৯১৫। ২ বিণ আবলুশ কাঠের মতো কালোরঙের। 'পীচঢালা রান্তার আবলুশ বুকটা।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

আবলুস-ঘন [আ আবলুস+স ঘন] বিণ আবলুশ কাঠের ন্যায় কালো। 'আবলুস-ঘন আঁধারে পেঘম খুলছে রাতের শিশী।' ফররুখ, ১৯৪৩।

আবল্লি [স অবল] বি অবসাদজনিত তন্দ্রার ভাব। 'যেন একটু আবল্লির মত এসেছে।' অমৃত, ১৯০০।

আবশেষ [স অবশেষ] বিণ সমাপ্ত। 'রতী আবশেষ ভৈল রাখার তরাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

আবল্য [স অবল] বি দৌর্বল্য। 'তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আবশ্যক [স] ১ বিণ প্রয়োজনীয়। 'সর্বাপেক্ষা অগ্রে এই ক্রিয়া আবশ্যক।' ফররুখ, ১৭৯৫। ২ বি প্রয়োজন। 'দিল্লিতে আমায় কর দেওনের আবশ্যক নাই।' রায়রাম, ১৮০১। ৩ বি কর্তব্য। 'তাহাদের প্রতিপালনও তোমার আবশ্যক।' রায়রাম, ১৮০১। ৪ বিণ অপরিহার্য। 'প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা ও এই ২ লেখা পড়া আবশ্যক।' কেবি, ১৮০২।

আবশ্যকতা [স] ১ বি প্রাসঙ্গিকতা। 'সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য বিষয় আবশ্যকতা রাখে ...।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি চাহিদা: দাবি। 'ভৃতীয় ভাগ আমার আলয়ের আবশ্যকতা প্রমুখ ছাড়িতে পারি না।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি প্রয়োজনীয়তা। 'তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই।' দর্পণ, ১৮২৩। ৪ বি গুরুত্ব। 'পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার আবশ্যকতা কি নাই?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আবশ্যকত্ব [স] বি প্রয়োজনীয়তা। 'তরঙ্গমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে এখন কি উপায়ে আমরা সে বিষয়ে কৃতকার্য হব।' প্রমথ, ১৯১২।

আবশ্যকবাদী [স] বিণ প্রয়োগবাদী। 'তোমরা তো আবশ্যকবাদী, আবশ্যকের এক ইচ্ছা এদিক ওদিক যাও না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আবশ্যকহীন [স] বিণ অপ্রয়োজনীয়। 'যত বড়ো তত শূন্য, তত আবশ্যকহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আবশ্যকাতিরিক্ত [স] বিণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। 'আমাদের যা আবশ্যকাতিরিক্ত তাই আমরা বর্জন করবো।' অন্নদা, ১৯২৮।

আবশ্যকি [স আবশ্যক] বিণ দরকারি। 'সাহেব আবশ্যকি চাকর এই কহ জন ...।' কেবি, ১৮০২।

আবশ্যকীয় [স] ১ বিণ প্রয়োজনীয়। 'আবশ্যকীয় খাদ্য অধিকাংশ লোকেই সস্তায় করিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ অবশ্যকরণীয়। 'আদ্যোপাত্ত তোর কাছ পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণকণ আবশ্যকীয় কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আবশ্যিক [স] বিণ দরকারি। 'শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে

বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আবশ্যিকতা [স] বি প্রয়োজনীয়তা। 'মানুষ যাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আবশ্যকরণীয় [স] বিণ অপরিহার্য। 'পুলিশ বাহিনীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি কাজ আবশ্যকরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

আবসই [স অবশ্য] ক্রিবিণ অবশ্যই। 'এত খনে আবসই হৈত দরসনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আবসি [স অবশ্য] ক্রিবিণ নিশ্চিতরূপে। 'এবে মোর হাথে তোর আবসি মরনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আবসে [স অবশ্য] ক্রিবিণ অবশ্যই। 'রাখার বচন আক্ষে পাণ্ডব আবসে।' বড়ু, ১৪৫০।

আবস্তী বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... দাক্ষিণাত্য পৈশাচী আবস্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

আবস্থা [স অবস্থা] বি দৃষ্টি। 'হিন জনে কৈল মোর সঙ্গ্রামে আবস্থা।' মাদাধর, ১৫০০।

আবস্থানিক [স] বিণ অবস্থানগত। 'নারীদের আবস্থানিক উন্নতি।' বেগম, ১৯৫০।

আবস্থানিক [স] বিণ দরকারি। ডানকান, ১৭৮৬।

আবহ [স] ১ বি বায়ুমণ্ডল। 'পৃথিবীর আবহ-আন্তরঙ্গের মতোই তার সব কাজ, সব দান সকলকে নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ২ বি চারপাশের ভাব-পরিমল। 'সেই নামে প্রশান্ত আবহে অদ্য আমি পূর্ণকাম।' আহসান, ১৯৫০। ৩ বি বায়ু। 'জীবনে নতুন আবহ আনি।' বেগম, ১৯৫৩। ৪ বি পরিবেশ। 'বাসি ফুলের মত হয়ে থাকে যেন সারাটা আবহ।' শামসুল, ১৯৫৬।

আবহতত্ত্ব [স] বি আবহাওয়া সজ্ঞোক্ত বিদ্যা। 'এশিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্বৎকন্ঠের উপায় করবার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আবহমান [স] ১ বিণ চিরপ্রচলিত। 'সেবধি, ১৮৩৯। ২ বিণ আগে থেকে চলে এসেছে এমন। 'আবহমান কাল পর্যন্ত ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যের ...।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ আবহোমান

আবহমানকাল [স] ক্রিবিণ চিরকাল। 'আবহমানকাল বলবীর্যবিশিষ্ট দুর্গল লোকে বীর্যহীন স্ত্রী-লোকের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার ... করিয়া আসিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আবহমানীত [স] বি নৈপথ্যসংবীত। 'অতি প্রত্যয়ে বাতাস জটিল আবহমানীতের ন্যায় ঘুরঘুর।' হাসান, ১৯৬৭।

আবহাওয়া [ফা] ১ বি জলবায়ু। 'প্রায় আবহাওয়া নিয়ে কথার আরম্ভ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি সময়। 'যে রকম আবহাওয়া পড়েছে তাতে ঘুরোপে বিবাহিত নারীর পদবী পরিবর্তন বেশিদিন টকবে বলে বোধ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ বি পরিহিত। 'পাইতেছি সেই একই অধ্যাত্ত জগৎ, রহস্যলোক মিস্টিক আবহাওয়া।' সবুজ, ১৯২১। ৪ বি পরিবেশ। 'ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচানো উর্মির পক্ষে বিশেষ দরকার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আব-হুয়াত [আ] বি সস্ত্রীবনী সুধা। 'সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল-পিয়ারার গুণ চুয়ায়।' নজরুল, ১৯২৬।

আবহোমান [স আবহমান] বিণ চিরস্থায়ী। 'পাঠ্য মোকররি আবহোমান।'

মেয়ার, ১৭৮৭। **ঐ অবহমান**

আবা ক্রি আসে। 'ভব জাই ৭ আবই এসু কোই।' *চর্যা ৪২, ১২০০।*
আব ক্রি আসবে। 'রাখবি রস জন্ম পুন পুন আব।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*
আবই ক্রি আসে। 'ভব জাই ৭ আবই এসু কোই।' *চর্যা ৪২, ১২০০।*
আবখি ক্রি আসে। 'রাহ দূরি বসু নিয়রো না আবখি।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

আবা বি গলা থেকে হাটু পর্যন্ত লম্বা বুক খোলা এক প্রকার জামা।
'বজরা, পাগড়ী ও আবা, কাবা দেখিলেই মুগ্ধ হয়।' *দর্শন, ১৯২০।*

আবাধা [স বন্ধন] বিণ খোলা। 'আবাধা চুল উড়তেছিল।' *রবীন্দ্র, ১৯০০।*

আবাধানো [স বন্ধন] বিণ ধাতব পাত দিয়ে বাঁধানো নয় এমন। 'কোন রকম হুকোয় কার সম্মান রক্ষা হয় - বাঁধানো, আবাধানো, না ওড়ড়ি।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

আবাগী [স অভ্যাগা] বিণ স্ত্রী হতভাগা। 'তুই আবাগী কোন দিন মজাবি দেকচি।' *দীনবন্ধু, ১৮৬০।* 'কোন চোখখাগী আবাগীর বেটীর বুককে বসে।' *নজরুল, ১৯২৪।*

আবাণে [স অভ্যাগা] বি হতভাগা যে। 'ও আবাগের বেটা ভূতা।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

আবাছা [অবাছা] বিণ বাছা হয়নি এমন। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

আবাজ [ফা আওয়াজ] বি আওয়াজ; শব্দ। 'গম গম তোপ আবাজে।' *ভারত, ১৭৬০।*

আবাদ [ফা] ১ বি বাসযোগ্য করণ। 'মুদ্রক আবাদ কর শহর বাজার।' *গরীব, ১৭৬৫।* ২ বি চাষাবাদ। 'আবাদ করলে ফলত সোপা।' *রামহ্রসাদ, ১৭৮০।* ৩ বি বসতি স্থাপন। 'সুন্দরবন আবাদ করুক আপন মুজিয়ারিতে ... করিবেন।' *ক্যালশে, ১৭৮৫।* ৪ বি চাষযোগ্য জমি। 'সুন্দরবনে একখানি আবাদ রাখিয়া গিয়াছিলেন।' *গারী, ১৮৬০।*

আবাদযোগ্য [ফা আবাদ+স যোগ্য] বিণ আবাদের উপযোগী। 'আবাদযোগ্য হইবার আগেই ... সরকার চরটি পত্তন লইয়াছেন।' *মনসুর, ১৯৫৫।*

আবাদান [ফা আবাদ] বি চাষবাস। 'জোত আবাদান করিয়া ভোগ করহ।' *চিঠিপত্র, ১৬১০।*

আবাদী [ফা আবাদ] বিণ চাষযোগ্য। 'আর মহল আবাদি কি গর আবাদি।' *কেরি, ১৮০২।*

আবাবিল [আ] বি ছোটো আকারের পাখিবিশেষ। 'আবাবিলের প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না।' *নজরুল, ১৯২৭।*

আবার [স অপর+ফা বার] ১ ক্রিবিপ পুনরায়। 'অষ্টম গর্ভে তার জন্ম হব আবার।' *মালাধর, ১৫০০।* ২ অবা অধিকন্তু। 'একে ত রাহুকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন, তাহাতে আবার তৌকিদারেরা ঘর ফেরিল।' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।*

আবাল [স] বিণ বালক। 'আবাল গোপাল না কর জ্ঞান।' *বড়ু, ১৪৫০।*

আবালবৃদ্ধবনিতা [স] বি বালক, বৃদ্ধ ও নারীসহ সকল ব্যক্তি। *দর্পণ, ১৮২৩।* 'তদ্বিহার এতদ্দেশীয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ...।' *দর্পণ, ১৮৩৫।*

আবালবৃদ্ধরমণী [স] বি বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীলোক পর্যন্ত সকলেই। 'মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র খুলেছে জীবনযজ্ঞ রত্ন আবালবৃদ্ধরমণী।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।*

আবাণী [স আবাল্য] বিণ স্ত্রী অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'আজলী রাধা তাঁে আবালী বড়ী।' *বড়ু, ১৪৫০।*

আবাল্য [স] ক্রিবিপ বাল্যকাল থেকে। 'বিনোদিনীর আবাল্য পরিচিত।' *রবীন্দ্র, ১৯০২।*

আবাল্য-পরিচিত [স] বিণ বাল্যকাল থেকে চেনা। 'বিদ্যাকালে আবাল্য-পরিচিত গৃহস্থান, স্বহস্তে রোপিত দু'চারটি ফুল ও ফলের গাছ ...।' *মুখপেস, ১৯৭০।*

আবাস [স] ১ বি বাসের ঘর। 'সকল আবাস ক্রমে করিল শোধান।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* ২ বি বসবাসের স্থান। 'বহুল করিব মান্য দিবকে আবাস।' *সুলতান, ১৭০০।*

আবাস-গ্রহ [স] বি পৃথিবী। 'আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধহয় এই কীটগণ ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০০।*

আবাসবাটী [স] বি বসতবাড়ি। 'আবাসবাটী সর্বাসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে।' *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

আবাস-ব্যবস্থা [স] বি বাসস্থানের ব্যবস্থা। 'এই যে চাষীদের জন্যে আবাস-ব্যবস্থা হয়েছে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১।*

আবাসভবন [স] বি বসবাসের ঘর। 'এক বিরাট বিস্তৃত আবাসভবন নির্মাণ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

আবাসভূমি [স] বি বসবাসের জায়গা। 'ভারতমহাসাগর মধ্যবর্তী ... দীপকুটীয়াদের আবাসভূমি।' *অক্ষয়, ১৮৫০।*

আবাসস্থল [স] বি বাসস্থান। 'বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

আবাসিক [স] বিণ বাসস্থান সংবলিত। 'আবাসিক ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা।' *রবীন্দ্র, ১৯১৬।*

আবাহন [স] ১ বি অভ্যর্থনা। 'সম্রাট আইন শয়ন আবাহন।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* ২ বি আহ্বান। 'চল সহচরী সবে কুণ্ডা আছে সে মাথবে সজ্জিত পই আবাহন।' *ফিটজি, ১৬০০।*

আবাহনা [স আবাহন] বি আহ্বান। 'স্বস্তিক বাচন করএ খিজগণ গণেশ কৈল আবাহনা।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

আবাহনী [স] বি অভ্যর্থনা-সংগীত। 'বন্ধ ঘরে বসন্তের বৈতালিক যবে উচ্চারিবে আবাহনী।' *সুখীন্দ্র, ১৯২৭।* 'যখন ডাকব তোমাকে ঘরে সে হবে যেন আবাহনী।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৬।*

আবি [আ আবীর] বি আবিয়; রং। 'কেহই বিলাতী বক মসলিন ও মলমল এবং পেয়াজি, ধনি, আবি বস্ত্রি, হুন্ডাদি।' *ভবানী, ১৮২৮।*

আবিচারে [স অবিকার] ক্রিবিপ অলঙ্কিতে। 'আবিচারে হারায়বি পরাণ।' *বড়ু, ১৪৫০।*

আবিহিত [স অবিহাতি] বিণ অবিহাতি। 'বৃন্দরের কিস্তি সব আবিহিত হৈছে।' *কায়সার, ১৯৬২।*

আবিয়াস্ত [স অবিহাতি] বিণ অবিহাতি। 'স্ত্রী আবিয়াস্ত।' *মানোএল, ১৭৪৩।*

আবির, আবীর [আ] ১ বি রক্তিন ভঁড়াবিশেষ। 'ধ্বজ চঞ্জিদাস আবীর ফোপাতত সকল সখিগণ সাথে।' *চঞ্জি, ১৫৫০।* ২ বি সূর্যের লাল আলো। 'আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।' *রামহ্রসাদ, ১৭৮০।* ৩ বি সুগন্ধি রক্তক প্রবাহ। 'আবির ধারা অতি ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া ...।' *দর্পণ, ১৮৪০।*

আবিরাক্ত [আ আবির] বিণ আবিরে রাক্তানো হয়েছে এমন।

‘তাহারদের পাত্রও আবির্ভাব করিল।’ দর্পণ, ১৮৪০।

আবির্ভাব [স] ১ বি জন্ম। ‘আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র করে বেদ।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আগমন। ‘নিরন্তর আবির্ভাব রায়বের ঘরে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ‘বর্ষার আবির্ভাব।’ ভণ্ড, ১৮৫৮। ৩ বি উদয়। ‘তাহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে-সকল ভাবের আবির্ভাব হয়।’ অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি প্রকাশ। ‘যার মধ্যে দেশের ব্যাপক আবির্ভাব আছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আবির্ভূত [স] ১ বি বশবর্তী। ‘শোভে আবির্ভূত মতি বিকর্মে সভায় গতি।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হাজির। ‘তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছি।’ অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি উপস্থিত। ‘এই বিস্ময়াবহ আলোকজ্যোতি তরতাস গগনমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয়।’ অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি প্রকাশিত। ‘আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।’ বিদ্যা, ১৮৯১।

আবির্ভূতা [স] ১ বি স্ত্রী অবতীর্ণ। ‘ভগবতী কাত্যায়নী, তৎকথাং আবির্ভূতা হইয়া ...।’ বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি স্ত্রী প্রকাশিত হয়েছে এমন। ‘আবির্ভূতা রূপদ্রাসনে।’ রঙ্গ, ১৮৫৮। ৩ বি স্ত্রী উপস্থিত। ‘আবির্ভূতা বনে বনদেবী।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আবিল [স] ১ বি ঘোলা। ‘কোথাও সফেন গুহ, কোথাও বা আবর্ত আবিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি কলঙ্কিত। ‘কলিকাতার কলুষে আবিল করি না।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি গ্লান। ‘আঁধারে আলো আবিল করে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বি ফিকে। ‘প্রায়সর রক্তিম মশাল অমাকে আবিল করে।’ সুখীন্দ্র, ১৯৩৮।

আবিলতা [স] বি মলিনতা। ‘কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়ামণ্ডি কোথায় অন্তর্ধান করে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আবিলবুদ্ধি [স] বি কলুষিত বুদ্ধিসম্পন্ন। ‘আবিলবুদ্ধি মুঢ়মুখি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা না।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

আবিশ [স] ক্রিবিবিশ্বময়। ‘আবিশ জিজ্ঞাসা এক চোখে মুখ উন্মোচিত রহিল।’ সংঘর সম্পাদিত ‘স্বপ্ন।’ সত্যেন্দ্র, ১৯৪৮।

আবিষ্কার [স] ১ বি উদ্ভাবন। ‘টেলিফোনের আবিষ্কার অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।’ অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি অজ্ঞাত কিছুর সন্ধান। ‘অসং অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সংকার্যকে অন্ধুরে দলিত ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বি উপলব্ধি। ‘ইহাং আবিষ্কার করা যায় যে, বহুপূর্বেই সে আমার কথাটা বুঝিয়া লইয়াছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আবিষ্কারক [স] বি কোনো কিছুর প্রথম সন্ধানদাতা। ‘গ্রন্থগতির নিয়ম-আবিষ্কারক কেপলারই সর্বপ্রধান ছিলেন।’ রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আবিষ্কার করা ১ ক্রি উপলব্ধি করা। ‘তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ ক্রি দেখতে পাওয়া। ‘কী মূল্য করেছে আবিষ্কার আপন সহজ বোধে মানবহরণে।’ রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আবিষ্কারকর্তা [স] বি উদ্ভাবক ব্যক্তি। ‘আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপরে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আবিষ্কৃত [স] ১ বি উদ্ভাবিত। ‘এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল।’ বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি প্রকাশিত। ‘আবাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নুতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আবিষ্কৃতা [স] বি স্ত্রী আবিষ্কার করা হয়েছে এমন। ‘কলমস-আবিষ্কৃতা, বিদেশিনী মহামেধা।’ বিজ্ঞ, ১৯৪১।

আবিষ্কৃতি [স] বি আবিষ্কার। ‘এই সহজ কথার নতুন আবিষ্কৃতির দৃষ্টি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আবিক্রিয়া [স] বি উদ্ভাবন। ‘নানাবিধ আবিস্যকীয় প্রব্য আবিক্রিয়া ও রচনার উৎপত্তি হয়।’ অক্ষয়, ১৮৪৮।

আবিত [স] ১ বি য়। ‘হেনই সময়ে গুপ্ত আবিত হইয়া।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আবোগোপ্ত। ‘জগন্নাথের দেউল দেখি আবিত হইলা।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আচ্ছন্ন। ‘কৃষ্ণজাতি রাহির ন্যায় ... স্বপ্নকূহকে আবিত।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি গম্ভী। ‘আবিত শব্দুর থেকে শিঙাড়ার ফল।’ জীবন, ১৯৪২। ৫ বি মুগ্ধ। ‘আবিত নয়নে দেখে দেখে ... দরোজাটি বন্ধ হয়ে গেল।’ আলাউদ্দিন, ১৯৬৬।

আবিত্তা [স] বি বিহীনতা। ‘স্পর্শে এমন আবিত্তা কিন্তু চোখের জল ছাড়া কি আর কোন ভাষা রাবোয়ার জানা নেই?’ নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

আবিশ্যক [স] আবশ্যক। বি প্রয়োজনীয়। ‘ক্যালগে, ১৭৮৯।

আবিস্যক [স] আবশ্যক। বি প্রয়োজন। ‘অতি সুন্দর মতে বনাইতে আবিস্যক আছে।’ ক্যালগে, ১৭৮৭।

আবুধ [স] আবোধ। বি অবুধ। ‘ভালমতে বোধাব আবুধ বনমালী।’ বড়ু, ১৪৫০।

আবুধী [স] অবুধি। বি স্ত্রী বুজিহীন। ‘তোকে ত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী।’ বড়ু, ১৪৫০।

আবুয়াব [স] আবোগোপ্ত। বি নির্ধারিত করের অতিরিক্ত দেয় কর। ‘উচিত বাজনার উপর নানারূপ বে-আইনী আবুয়াব, তহরী ও চান্দা প্রভৃতি দখলি ...।’ এসলাম, ১৯০২। ২ আবোগোপ্ত।

আবুত [স] ১ বি পর্দাঘেরো। ‘ধারবাজ ... নারীগণকে আবুত স্থানে রাখাইয়া ...।’ মুহুত্ব, ১৮১০। ২ বি পরিবাস্ত। ‘সপ্ত গ্রহের সপ্ত কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাবে আবুত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিগণ।’ মুহুত্ব, ১৮১০। ৩ বি আচ্ছন্ন। ‘অজ্ঞানে যে আবুত তাহাকে পথ প্রদর্শন ব্যর্থই হয়।’ রামমোহন, ১৮১৯। ৪ বি নিয়োজিত। ‘পূহ মার্জনাধি কর্ণে আবুত থাকেন।’ জ্ঞানোন্বেষণ, ১৮৩০। ৫ বি সমাচ্ছন্ন। ‘অসীম-সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীছায়ে আবুত রহিয়াছে।’ অক্ষয়, ১৮৪৮; ‘সমুদ্র চিরাক্ষরে আছিল আবুত।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি ঢাকা। ‘আমাদের পাত্র চর্ণে আবুত।’ অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বি আচ্ছাদিত। ‘তাহাদিগকে ঘন লোমাবলি ঘরা আবুত করিয়াছেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৫।

আবুতমুখী [স] বি মুখাচ্ছাদিত। ‘জীবনে যে আবুতমুখী মৃত্যুতে সে উন্মোচিত।’ অচিহ্না, ১৯৫০।

আবুতা [স] বি স্ত্রী ঢাকা। ‘কৃষ্ণচতুর্দশীর রাতি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবুতা।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

আবুতি [স] বি আবরণ। ‘সব ভয় ভ্রম ভাবনার চরমা আবুতি হে নমি নমি।’ রবীন্দ্র, ১৯০০।

আবুতি [স] ১ বি পাঠ। ‘বালকেরা ব্যাকরণের অর্ধেক ও গ্রন্থ ও চতুর্থাংশ আবুতি করিল।’ দর্পণ, ১৮২২। ২ বি চর্চা। ‘কেল শ্রুতির আবুতি মাঝেই লোক তত্ত্বজানী হয় না।’ রামমোহন, ১৮২৩। ৩ বি মুহূর্ত পাঠ। ‘পুস্তক না দেখিয়া ... আবুতি করিতে পারিতেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি পুনরুক্তি। ‘তাহা হয়তো দেশের মতো অভ্যস্ত আবুতিয়ায়।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আবুতিকর্তা [স] বি আবুতিকার। ‘আবুতিকর্তার আকার দেখিয়া রাজকুমারের কিছু কৌতুক জন্মিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

আবুতিকার [স] বি আবুতি করে যে। ‘বাঙালি আবুতিকার সাধুভাষা-প্রচলিত ছন্দেও নিজেই উচ্চারণসম্মত মাথা ...।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আবৃত্তিকারক [স] বি যে আবৃত্তি করে। 'কবিতা আবৃত্তিতে ভালো আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আবৃত্তিপ্রসূত [স] বিণ মুখ দিয়ে উচ্চারণের ফলে সৃষ্ট। 'পরীক্ষার্থীর মুখভঙ্গী সহকারে লিখিত বিষয়ের আবৃত্তিপ্রসূত বিভ্রিষ্ট শব্দ।' মোতাহার, ১৯৩৭।

আবৃত্তি-ভাবাপন্ন [স] বিণ কথার চম্ভে উচ্চারিত। 'কতকটা আবৃত্তি-ভাবাপন্ন হলেও শব্দের ব্যঙ্গনা থাকতে রবীন্দ্রস্রুতি নির্ভীক ও এক্ষেত্রে হয়ে পড়ে না।' মোতাহার, ১৯৩৭।

আবে [হি] ক্রিবিণ এখন। 'আবে মোরা মরম লাগল পঁচনাবে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আবে-কণ্ডসর [আ] বি (ইসলামমতে) স্বর্গীয় সেরোবর। 'এ-তুক্ষা আবে-জমজম আবে-কণ্ডসরেও মিটবার নয়।' নজরুল, ১৯২৭।

আবেক্ষণ [স] অবক্ষণ। বি মনোযোগ। 'আবেক্ষণ দিল লোক কণ্ঠ মহাবীর।' ববু, ১৪৫০।

আবেগ [স] বি ভীত অনুভূতি। 'প্রাণের আবেগ রুখিয়া রাখিতে নারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আবেগতীব্র [স] বিণ আবেগাপন্ন; আবেগে অভিভূত। 'তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুভারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ অগ্রহকটাক্ষপাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আবেগপরিশূর্ণ [স] বিণ উৎকটাপূর্ণ। 'সুচরিতা আবেগপরিশূর্ণ হৃদয় লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আবেগপ্রধান [স] বিণ আবেগ মুখ্য এমন। 'ভক্তি প্রেম ও আবেগ প্রধান সাধনার পথ।' হাই, ১৯৫৪।

আবেগপ্রবণ [স] বিণ ভাবপ্রবণ। 'আবেগপ্রবণ ছাত্রসামাজিক' হইতে আইন প্রণয়ন জন্য ... প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে।' আক্কেল, ১৯৬৯।

আবেগপ্রবাহ [স] বি আবেগের ধারা। 'সংস্কারমুখর সেই আবেগপ্রবাহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আবেগপ্রাবিত [স] বিণ ভাবাচ্ছন্ন। 'সৈনিকের আদর্শ মনোবৃত্তি আবেগপ্রাবিত ভারভূমিতে পড়ে ...' হাই, ১৯৫৪।

আবেগবন্ধুর [স] বিণ আবেগবন্ধু। 'সপ্তর্ষি প্রশ্ন কোটি হৃদয়ে আবেগবন্ধুর জিজ্ঞাসার অনুরণন তোলে।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

আবেগবিলাসী [স] বিণ আবেগপ্রবণ। 'তার মন কেড়েছিলেন আবেগবিলাসী দেশদ্রোহী কবি শিলার।' শিব, ১৯৫০।

আবেগ-বিহ্বল [স] বিণ আবেগ-আপ্লুত। 'বাতাসের আকুলতাকে আর একটু আবেগ-বিহ্বল করে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

আবেগবিহ্বলতা [স] বি আবেগআপ্লুত অবস্থা। 'সঙ্গীতে এমন একটু আবেগবিহ্বলতা আছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

আবেগ-ভরা [স] আবেগ+ভরা বিণ আকুলতাপূর্ণ। 'নইমার সুরে আবেগ-ভরা মিনিতি ফুটিয়া উঠে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আবেগভরে ক্রিবিণ আবেগময় কণ্ঠে। 'ভবেশ আবেগভরে 'স্বর্ণ হতে বিনাদ্য' আবৃত্তি করিতেছে।' বনকুমার, ১৯৩৬।

আবেগমথিত [স] বিণ আবেগে আন্দোলিত। 'আবেগমথিত স্বরে প্রবীর তাহাকে ভালবাসিতে থাকে।' মানিক, ১৯৩৬।

আবেগময় [স] বিণ ব্যাকুল; আবেগপূর্ণ। 'তধু আবেগময় অহংকারে মাতিয়া কখনো এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্যকে লঘু করিয়া ফেলিব না।'

রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আবেগময়তা [স] বি ব্যাকুলতা। 'চিন্তার আবেগময়তা এবং অপরিস্রুততার জন্যে সে ভুল অনেকের কাছে সাধারণতঃ ধরা পড়ে না।' উমর, ১৯৬৭।

আবেগময়ী [স] বিণ ত্রী অনুভূতির প্রাবল্যময়। 'এক গভীর আবেগময়ী আনন্দের সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখে।' বেগম, ১৯৪৮।

আবেগরুদ্ধ [স] বিণ আবেগহীন। 'তারপর হঠাৎ আবেগরুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

আবেগসর্ব্ব [স] বিণ আবেগই একমাত্র উপজীব্য। 'চৈতন্যের মধ্যে তাহা আবেগসর্ব্ব হইয়া উঠিল।' হাই, ১৯৫৪।

আবেগহীন [স] বিণ আবেগশূন্য। 'অমন নিরুত্তেজ আবেগহীন অবস্থায় কী করিয়াছিল?' মানিক, ১৯৪০।

আবেগাতিশয়া [স] আবেগ-আতিশয়া বি আবেগের অতিশয়তা। 'ভাষার মধ্যে যখন আবেগাতিশয়ে দ্রুতীভূত হৃদয়ের গুণানামা অনুভব করা যায় ...' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

আবেগার্দ্দ [স] আবেগ-আর্দ্দ বিণ আবেগে আপ্লুত। 'আবেগার্দ্দ শোনাল ওর গলা।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

আবে-জমজম [আ] বি মুসলমানদের কাছে পরিচিত-বিবেচিত মস্কার জমজম কুপের পানি। 'এ-তুক্ষা আবে-জমজম আবে-কণ্ডসরেও মিটবার নয়।' নজরুল, ১৯২৭।

আবেদন [স] ১ বি চাকরির জন্য দরখাস্ত। 'কর্ম্যাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিরদিগকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি অনুরোধ। 'অপরূপের সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিলে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি নিবেদন; আর্জি। 'হৃৎসরি নিবাসীপণ অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বি প্রার্থনা। 'কহ, জানাইব তব আবেদন, দেবি, রাখবের পদ।' মাইকেল, ১৮৬১। ৫ বি আকুলতা। 'অশ্রুত কোলিল অন্তরের আবেদনে ডরিছে নিখিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৬ বি আকর্ষণ। 'সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আবেদনকারী [স] বি প্রার্থী; প্রার্থনাকারী। 'কাগজে আবেদনকারীর নাম লিখে দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আবেদন-নিবেদন [স] বি অনুনয়-বিনয়। 'সভা-সমিতি আবেদন-নিবেদন আলাচনা-আদোলন বাদ-প্রতিবাদে ... মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আবেদনপত্র [স] বি দরখাস্ত। 'এক আবেদনপত্র সমভিভাব্যারে ইলফো গমন করিতে অনুরোধিত হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

আবেভার [স] অব্যবহার। বি কুব্যবহার; কদাচরণ। 'গুরুগর্ব্বিতে মন্দ বলি আবেভার।' মালাধর, ১৫০০।

আবেশ [স] ১ বি আচ্ছন্নতা। 'রতি রসের আবেশে/ রাধা অঙ্গ সে পরশে।' ববু, ১৫৭০। ২ বি আবেশ। 'এই শ্রোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি অভিনিবেশ। 'মিছা কাজে তারে আবেশে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি আসক্তি। 'শিশুকাল হইতে তারে কোন্দলে আবেশ।' ভারত, ১৭৬০। ৫ বি নেশা। 'কী আবেশে কিসের কথায় ঘিরেছি যে যথায় তথায়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আবেশ-বন্ধ [স] বি ভাবাবেশের বন্ধন। 'মুগ্ধ প্রাণের আবেশ-বন্ধ টুটে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আবেশবশ [স] বিণ ভাবাবেশের অধীন। 'সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে/ আবেশবশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আবেশবান [স] বি আবেশরূপ বান। 'জর্জর আবেশ-বাশে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আবেশবিরহল [স] বিণ ভাবানুগত। 'কেন আন বসন্তনিধীথে অধিখরা আবেশ-বিরহল – যদি বসন্তের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আবেশভর [স] বি বিরহলতার ভার। 'আবেশভরে ধূলয় পড়ে রুতাই করে ছল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আবেশ-হিরোল [স] বি আবেশরূপ তরল। 'তুমি বসন্তের আবেশ-হিরোলে পুষ্পদল চুমি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আবেশাচ্ছন্ন [স] আবেশ-আচ্ছন্ন। বিণ বিরহলতাপূর্ণ। 'তার শীর্ণমুখ আবেশাচ্ছন্ন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

আবেশিনী [স] বিণ স্ত্রী বিরহল। 'প্রেম পরশমণি, পরশে আবেশিনী।' কীরোরদ্রশাসন, ১৯২৫।

আবেশী [স] আবেশিকা। বি রাতের অতিথি। 'হাড়ীত ভাত নাই নিতি আবেশী।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

আবেস [স] আবেশ। বিণ ভাবাবেগপূর্ণ। 'কৃষ্ণের বিরহে গোপি হইলা আবেস।' মালশাল, ১৫০০।

আবেষ্টন [স] বি ঘের; ছায়া। 'সে আছে কলকাতায়, দাদার নির্মল স্নেহের আবেষ্টনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আবেষ্টনী [স] ১ বি বেড়া। 'এই আবেষ্টনীর মধ্যে দুই পাশে দুইখানি ...।' তারা, ১৯২৯। ২ বি পারিপার্শ্বিক অবস্থা। 'এ কি অসঙ্গতি নন্দ ও নন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে?' মানিক, ১৯৩৬। ৩ বি বন্ধনী। 'সর্বাত্মক বিপর্যয়তার আবেষ্টনীতে অভিনেতার মুখের মতো।' মানিক, ১৯৩৭। ৪ বি পরিধি। 'সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন ...।' মানিক, ১৯৩৭।

আবেসে দ্র আবেশ

আবেষ্টা [ফা] অক্লান্ত। বি প্রাচীন পারস্যে জারায়ুক্ত প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ। 'বহু সহস্র চর্মপত্রে রূপালি অক্ষরে তাদের ধর্মগ্রন্থ আবেষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আবে-হায়াত, আবে হায়াৎ [আ] বি ইসলামিমতে জীবনবারি। 'এই অজ্ঞানর এই যে হাত আনতে পারে আবে-হায়াত।' নজরুল, ১৯২২; 'আবে-হায়াৎ বিলিয়ে দিয়ে জ্বহর নিজে পান করলে।' শওকত, ১৯৬২। দ্র আব-হায়াত

আবোয়াব [আ] বি নির্ধারিত খাজনা অথবা করের অতিরিক্ত কর। 'হরবার আবোয়াবে ঐ জমার সেড়া জিওণ।' এডুকেশন, ১৮৭৩। দ্র আবওয়াব

আবোল [আ+বি বোল] ১ বি খারাপ কথা; বাজে কথা। 'নিকট না আইস লোক বলিব আবোল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ বাকহীন। 'সদয় বাবগরের মূল্য আবোল পতর জৌলুখ মাখানা চকচকে চামড়ার পরতেও নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আবোল তাবোল ১ বি এলোমেলো অর্থহীন কথা। 'কি আবোল তাবোল বকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি শৈথিল্য; অসংবদ্ধতা। 'লেখার বেশ একটি বাধুনি আছে, আবোল তাবোল নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রিণ বেসুরোভাবে। 'আয়রে পাগল আবোল তাবোল মস্ত মাদল বাজিয়ে আয়।' সুকুমার, ১৯১৬।

আব্দার [ফা আবদার] বি বারন। 'ছেলে মানুষ, আব্দার করেছে।' উমেশ,

১৮৫৭। দ্র আবদার

আব্দারে [ফি] আব্দারপূর্ণ। 'আব্দারে গলায় আয়েশা নাজমাকে ডাকলে।' ওয়ালী, ১৯৪২। দ্র আবদারে

আকা [আ আব] বি পিতা। 'রেখেছে আকা ইবরাহিম সে আপনা রুদ্র পণ।' নজরুল, ১৯২২।

আব্রক্ষ [স] ক্রিণ ব্রক্ষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সৃষ্টি। 'আব্রক্ষ পর্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ময়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আব্র [ফা] ১ বি আড়াল। 'সেইটেই একটা আব্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি অভিজাত্য। 'জীবনে আব্র, মরণে পর্দা নাই।' মোহিত, ১৯৪০। ৩ বি পর্দা। 'মাথায় কাপড় নেই। আব্রের কোনো বালাই নেই আর।' শওকত, ১৯৬২।

আভ [স অভ] ১ বি মেঘ। মানোএল, ১৭৪৩; 'আকাশ আসিয়া আভে ঘিরিল।' দক্ষিণা, ১৯৪০। ২ বি অভ। 'কোথায় নাকি বনি পেয়েছে আভের।' অচিন্তা, ১৯৫০।

আভএ [স অভয়া] বি অভয়। 'আন্ধারে দিলে আভএ।' বড়ু, ১৪৫০।

আভঙ্গ [বি এক প্রকার জনপ্রিয় মারাঠী ভক্তীগীতি। 'মারহাট্টার গাইতেন আভঙ্গ।' দুর্গতি, ১৯৩১।

আভঙ্গ [স অভয়া] বি ভয় নেই – এই আশ্বাস। 'আপ্পার মুখে মোকে দিয়ার আভঙ্গ।' বড়ু, ১৪৫০।

আভরণ [স] ১ বি অলঙ্কার। 'রবিশিখ কুঙ্কল কিউ আভরণে।' চর্যা ১১, ১২০০। ২ বি সম্পদ। 'ইহাই তাঁহার প্রধান আভরণ।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বি শৃঙ্খল। 'দীনবেশ ফেলে যেয়ো পাছে, দাসত্বের আভরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বি পোশাক। 'দীনবান বেশ ফেলে যেয়ো পাছে, দাসত্বের আভরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৫ বি সৌন্দর্য। 'সরলতা বহুভা আটের যথার্থ আভরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ বি ফুল ও পাতা। 'আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ বসাইয়া ফেলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

আভরণহীন [স] বিণ অলঙ্কারশূন্য। 'ছায়ামন্ড বিষাদ-বিলীন নববধূ সীতা আভরণহীন উঠিল বিদায়-রথে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আভা [স] ১ বি প্রভা; উজ্জ্বলতা। 'ভুরুর বলনী কামধনু জিনি ইস্ত্রনবকের আভা।' চিত্রিত, ১৬০০। ২ বি শোভা। 'শতবান সোনা জিনি চরণের আভা।' মুকন্দ, ১৬০০। ৩ বি আলো। 'উহার উপর সূর্যের আভা পতিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি আলোকচ্ছটা। 'বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আভাখানি [বি] আভাস। 'আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আভাখিত [স] বিণ দীপ্তিময়। 'সে তো আভাখিত করে না, কম্পাখিত করে।' অন্নদা, ১৯২৮।

আভাময় [স] বিণ দীপ্তিময়। 'আভাময় যার চারু-বদ্ব-কান্তিছটা।' মাইকেল, ১৮৬০।

আভাময়ী [স] বিণ স্ত্রী দীপ্তিমান। 'হ্রিদিবের শোভা, ভব-লশাটের শোভা শশিকলা যথা আভাময়ী।' মাইকেল, ১৮৬০।

আভায়ুক্ত [স] বিণ দীপ্তিময়। 'কতকগুলি সীতের আভায়ুক্ত মোহিতবর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আভাগিনী [স] অভাগিনী। বিণ স্ত্রী দুর্ভাগা। 'কাহু বিনী আভাগিনী গোপনবৃত্তী।' বড়ু, ১৪৫০।

আভাগী [স] অভাগী। বিণ স্ত্রী ভাগ্যহীন। 'তোম্বাক না পাইল মোএ ত বড়

আভাগী। বড়, ১৪৫০।

আভাগ্যা [স অভাগ্য] বিণ হতভাগ্য। 'মর আভাগ্যা।' কেরি, ১৮০২।

আভাত [স অভাত] বি অস-প্রত্যঙ্গে তেল মাখা। বিদ্যা, ১৮৯১।

আভাতা, আভালা [স অভল] ১ বিণ অপরিবর্তিত। 'আভাতা সংস্কৃত শব্দ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বিণ অটুট; অখণ্ড। বিদ্যা, ১৮৯১। 'আভাতা আসল্য।' অচিন্ত্য, ১৯৫০। ৩ বিণ আসল। 'লোকে বহুবুজ বা না বহুবুজ, আভাতা সংস্কৃত চাই।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

আভাত [স] বিণ প্রতিফলিত। 'কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

আভানা [স আহ্বান] বিণ আহ্বান করা। 'এত বলি ধীরে কল্পনারানী/বীণায় আভানি তান/ বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আভাষ [স] বি ভূমিকা। 'হৃদয় করিতে মনস্থ করিয়াছি তাহার আভাষ লিখিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩১।

আভাষণ [স] বি ইঙ্গিত। 'তার আভাষণ ফেলে কড় ছায়া তোমার হৃদয়তলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আভাস [স] ১ বি পরিধি। 'বিদ্যার আভাস দেবি হইল বিদ্যায়।' হালহেড, ১৭৭৮। ২ বি ইঙ্গিত। 'আভাসে ক্লিষ্ট হইল শাস্ত্র আলোচন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি আবির্ভাব। 'সুগভীর তামসীর হিন্দুপথে যেন জ্যোতির্ময় তোমার আভাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি অস্পষ্ট প্রকাশ। 'হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি ঋণিক। 'আমার চোখের 'পরে আভাস দিয়ে যখন যাও গো।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আভাসমাত্র [স] বি ইঙ্গিত। 'রবীন্দ্রজীবনীতে কিছু কিছু আভাস আছে, কিন্তু তা শুধু আভাসমাত্র।' শিব, ১৯৫০।

আভাসমান [স] বিণ প্রতীয়মান। 'তাহার অভাস্তরে এক পুরুষছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আভাসমুক্ত [স] বিণ চিরমুক্ত। 'স্রষ্টিবিলাস পরাশ্রয়িতার আভাসমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত।' জিহ্মুর, ১৯০০।

আভাসা [স আভাস] ক্রি স্পষ্ট হওয়া। 'কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাস।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আভাসিত [স] বিণ প্রকাশিত। 'আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আভাসিনী [স] বিণ ইঙ্গিতবহ। 'যখন প্রহর শান্ত, মধ্যম, নিবিড় আভাসিনী।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

আভিঘাত [স অভিঘাত] বি অভিঘাত; বিদ্ব। 'যেজন আমার আসরে করে অভিঘাত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আভিজাতিক [স] ১ বিণ কুল বা বংশ পরিচায়ক। 'ডুবাল কহিলেন ... কুলাদর্শনুযায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ আভিজাত্য প্রকাশক। 'বিতঙ্ক তার আভিজাতিক হৃদয়ে এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আভিজাত্য [স] ১ বি বংশমর্যাদা। 'আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি মর্যাদা। 'যাহার সম্মত ও আভিজাত্য ও অবস্থা মতে ... মানহানি হয়।' ডানকান, ১৭৮৪। ৩ বি সংযত সৌন্দর্য। 'তার চিত্তবৃত্তির বাহ্যাবলিখিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ

পায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বি বড়োলাকি। 'মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোর্সেল ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো - এসব দেখে ওর আভিজাত্য সন্দেহে দ্বিগুণিত করতে সাহস হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ বি উন্নত রুচি। 'মানুষের রসবোধে যে-অত্র আছে সেইটেই নিতা; যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৬ বি উন্নত অবস্থা। 'মোটর হাঁকাইয়া বেড়ানোর ফ্যানশন প্রচলিত করার আভিজাত্য এ পথটির নাই।' মানিক, ১৯৩৭।

আভিজাত্য-অভিমান [স] বি বংশমর্যাদার অহংকার। 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিষয়ে নাই ... আভিজাত্য-অভিমান নাই।' নজরুল, ১৯২২।

আভিজাত্যছায়া [স] বি ঘন আচ্ছাদন। 'আসন-পাঠ্য বৃদ্ধ মহামনি, নিবিড় গভীর তার আভিজাত্যছায়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আভিজাত্যবোধ [স] বি মর্যাদাবোধ। 'পরজাতিতে আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুচিত্র হলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আভিজাত্যমত্ত [স] বিণ বংশমর্যাদা নিয়ে পর্ব করে এমন। 'আভিজাত্যমত্ত পরিবারের মেয়েদের বাইরের লোক পায়ের নখ পর্যন্তও যদি দেখে ফেলে ...।' বৈশম, ১৯৪৮।

আভিধানিক [স] ১ বি অভিধানসম্মত। 'গাথা শব্দের একটি অভিধানিক অর্থ সগীত বা গয়-শ্লোক।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ অভিধানসম্পর্কিত। 'উত্তর কালে (অভিধানিক কালে) পণ ধাতুর চিহ্ন পুষ্পকুণ্ডলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বিণ ব্যুৎপত্তিগত। 'আধ্যাত্মিক শব্দের অভিধানিক অর্থ "আত্মা সম্বন্ধীয়"।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বিণ পণ্ডিত। 'প্রদোষ ব্যবহার করবার অভিধানিক দোষ কেটে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অভিমান [স অভিমান] বি অহংকার। 'আনাখী নারীক রত থাকে অভিমান।' বড়, ১৪৫০।

অভিমানবাণী [স অভিমানবাণী] বি অভিমানের কথা। 'আনেক বুইল মাঝে আভিমানবাণী।' বড়, ১৪৫০।

অভিমুখ্য [স] বি দিকনির্দেশনা। 'তার ভিতরে অভিমুখ্য, মানবীয় অর্থবহতা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শক্তি নেই।' শিব, ১৯৫৬।

অভিরোধ [অভিরোধ] বি রাগ। 'কিছু কর অভিরোধে।' বড়, ১৪৫০।

অভিল [স ভী] বি ভীতি; আশঙ্কা। 'ভূমি বন্দী হতে হল আমার অভিল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অভিলাস [অভিলাষ] বি বাসনা। 'পূরী চির অভিলাসে।' বড়, ১৪৫০।

অভিসার [অভিসার] বি মিলনের জন্যে পূর্ব নির্ধারিত গোপন স্থানে গমন। 'তোর রতি আশোআশে গেলা অভিসারে।' বড়, ১৪৫০।

অভিহাস [স অভিলাষ] বি অভিলাষ; বাসনা। 'কেহে করহ হেন অভিহাসে।' বড়, ১৪৫০।

আভীর [স] বি গোলাধা জাতি। 'অন্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবীলাস বিচিত্র কথা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আভীরবালা [স] বি গোপকন্যা। 'আভীর-বালারা দুখাল গাভীরে নোহায় না, কাঁদে শুয়ে।' নজরুল, ১৯২৮।

আভীরী [স আভীর] ১ বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'আভীরী শাবকী দ্রাবিড়ী উদ্রীয়া পাক্যাত্য প্রাচ্যা বাহিলক্যারনিত্য দক্ষিণাত্যা হাশতী আভীরশ ভাষা হইতে নির্গত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি গোপ নারী। 'সৈরিকী, নাগকন্যা, আভীরী ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

আভূমি [স] ক্রিবিণ ভূমিসংলগ্ন; ভূমি পর্যন্ত। 'আভূমিপ্রণত সেলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫: 'ওমরাহ দল আভূমি তসলিম করিয়া ...' বিজুতি, ১৯৩১।

আভূমিনত [স] ১ ক্রিবিণ ভূমি পর্যন্ত নত হয়ে। 'লহা লহা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিণ পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি জ্ঞাপন। 'একদল দিল্লী এসে আভূমিনত গ্রন্থটি জ্ঞানসেন।' আনিস, ১৯৬৪।

আভূমিপ্রণত [স] বিণ ঘটিতে গড় হয়ে ভক্তি জ্ঞাপক। 'আভূমিপ্রণত সেলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আভোগ বি ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের চতুর্থ তুক্র বা স্তবক। 'বাজাও তো একটি নটনারায়ণ-আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সন্ধারী পুরোগুরি?' ধর্মপ, ১৯৩৮।

আভোগী বি ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের চতুর্থ স্তবক বা অংশ। 'হঠাৎ আভোগীতে কোমল ধ্বনিত।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

আভ্যন্তরিক [স] ১ বিণ অন্তর্গত। 'সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান বা সহজ জ্ঞান। 'কাজীরা আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন স্টুয়ার্ট মিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৩ বিণ অভ্যন্তরীণ। 'বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব।' জগদীশ, ১৮৯৫। ৪ বিণ স্বভাবজাত। 'শকুন্তলার সরলতা আভ্যন্তরিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিণ বাহ্যিক। 'তাতে আভ্যন্তরিক ভূত্বিতা কিছু বেশি হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৬ বিণ মানসিক। 'এক দল আভ্যন্তরিক বলে বলী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আভ্যাদ্যিক [স] বি হিন্দু বিবাহাদি উপলক্ষে অর্থায়ন শ্রাদ্ধবিশেষ। 'জোবাববন্দীর আভ্যাদ্যিক আছে না কি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আম [স অত্র] বি ফল বা বৃক্ষবিশেষ। 'ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি।' মুরুদ, ১৬০০।

আমও যাবে, ছালাও যাবে - সর্বস্ব হারাতে হবে। 'সাবধানে হতে হয়। না হলে আমও যাবে, ছালাও যাবে।' সাদত, ১৯৬৭।

আমওয়ালা [আম+হি ওয়ালা] বি আম বিক্রেতা। 'আমওয়ালা বুড়ো রে/আম তরা খাঁকা।' অনুদা, ১৯৬৪।

আমকাঠ [স অত্রকাঠ] বি আমগাছের কাঠ। 'কখন কারা এসে আমকাঠে।' জীবন, ১৯৩২।

আমচুর [স অত্রচূরি] বি কাঁচা আমের শুকনা ফলি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আমসত্ত আমচুর: সের-দুই দুখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আমপল্লব [স অত্রপল্লব] বি আমের পাতা। 'আমপল্লব তাহে কিস্কিনি সুস্বাদে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আমবন [স অত্রবন] বি আম গাছের বন। 'অন্যপারে বাঁশবন, আমবন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আম [স] বিণ কাঁচা। 'প্রায় আম মাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আমমাংস [স] বি কাঁচা মাংস। 'নরমাংস, অরমাংস ও মৃত্তিকা ভোজন করা।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আমমাংসভোজী [স] বিণ কাঁচা মাংস খায় যে। 'আর্যজাতি এককালে ছিল আমমাংসভোজী।' অবন, ১৯২৫।

আম [স] বি আমাশয়। 'কফ ওরু আম পিত্ত চেরের আকর।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

আমজুর [স] বি আমাশয়ের ফলে সৃষ্ট জ্বর। 'কফ আমজুর হরে তত্ত্ব

করে মুখ।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

আমবাত [স] বি সাধারণত কোনো কিছুর প্রতি দেহের অসহনীয় অবস্থাহেতু চামড়ায় তীব্র চুলকানি-সহ কোলাকোলা যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই রোগ; নেটেল র্যাশ; আর্টিকেরিয়া। গুপ্ত, ১৭৮৫।

আমরক্ত [স] বি রক্ত-আমাশয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

আম [আ] বিণ সাধারণ। আম দরবার [আ আয়াম+ফা দরবার] ১ বি সাধারণ সভা। 'মহারাজ আম দরবার বরাবর করিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি সর্বসাধারণের প্রবেশযোগ্য বৈঠকখানা। 'এদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আমমোজার [আ] বি বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনার জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত কর্মচারী। 'দাঁ মহাশয়ের আমমোজার কানাইন বানু।' হতেম, ১৮৬১।

আমগ্ন [স] বিণ বিশেষভাবে মগ্ন। 'সহসা আমগ্ন কি ষ্ণপাটি ঘুমে?' সৃষ্টি, ১৯৩৩।

আমজাম [ফা আনজাম] বি আয়োজন। 'তাহা আমজাম হইল না।' চিঠিপত্র, ১৮৩০।

আমট [স অত্র] বি আমসত্ত। 'উত্তম আমটের আমদানি আসিয়াছিল।' চিঠিপত্র, ১৮৬৬।

আমবিহ্বা [স অত্র] বি কতিভূষণবিশেষ। 'আমটবিহ্বা -।' চিঠিপত্র, ১৭৭৭।

আমড়া [স অত্রতাড়] বি টক ফলবিশেষ। 'আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধব।' মুরুদ, ১৬০০।

আমড়াগাছিয়া বিণ চট্টকর। বিদ্যা, ১৮৯১।

আমড়াগাছী বি চট্টকারিতা। 'লোকটির চোটা ছিল, আপনাকে খুব আমড়াগাছী করে ...।' ইমদাদুল, ১৯২০।

আমড়াতলা [আমড়া+স তলা] বি আমড়া গাছের মূল-সংলগ্ন স্থান। 'আমড়াতলায় পাড়ার শ্রৌচদের ভাসপাশার আড্ডা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আমড়াভাতে করা ক্রি সৌন্দর্যহীন করা। 'ন্যাড়া করে দেয় মাথা হয়ে আমড়াভাতে করে।' নজরুল, ১৯৩২।

আমতা [স অত্র] বি আমসত্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

আমতা [আমি+তা] বি ইত্তত্ত ভাব। আমতা-আমতা [আমি+তা] বিণ ইত্তত্ত। 'সরবরাহমন্ত্রী আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

আমতা আমতা করে ক্রি ক্রিবিণ ইত্তত্ত করা। 'মাগ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আমদ [স আয়েদ] ১ বি আনন্দ; উৎসাহ। 'মনের মধ্যে আমদ করিয়া ... লিখনপড়ন সিঁচীবা।' গুপ্ত, ১৭৮২। ২ বিণ সুরভিত। 'পুষ্প তাহাতে সুগন্ধ আমদ করে।' রামকায়, ১৮০১।

আমদ [ফা আমদ] বি আমদানি। 'গলার আমদ রপ্তিতে।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

আমদানি, আমদানী [ফা] বি ১ পণ্যের সমাগম। 'এ সন কলিকাতায় বিস্তর কাপড়ের আমদানি।' গুপ্ত, ১৭৮২। ২ বি অন্য দেশ বা জায়গা থেকে পণ্য নিয়ে আসা। 'আপন মুলুকে আমদানি হবেক।' তরী, ১৭৮৮; 'বেবাক আমদানী হইয়া সদর দাখীল অবস্য হইতে

চাহি'। তাঁতি, ১৭৯২। ৩ বি আয়। 'অর্থাৎ আমদানী খরচ জমা এ
সকল বড়ো লেখা ...'। মৃড়াঙ্গ, ১৮১৩। ৪ বি আগমন। 'পড়াতনা
আরও হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫
বি আনা। 'যতখানি দুধ আমদানী হয়।' রোকেয়া, ১৯২১।

আমদানি কর। [ক।] বি অন্যদেশ থেকে আমাদানি করার জন্যে
প্রদত্ত। 'আমদানি-কর এবং মাফিষ্টারের মন রাখবার জন্য এ
দেশে ওয়াইজ কর বসাইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আমদানিকারক, আমদানীকারক। [ফ। আমদানি+স কারক] বিণ
বিশেষ থেকে মাল আমদানিকারী। 'আমদানীকারক, ডিলার প্রভৃতি
পর্যায় অতিক্রম করার পর উহা ক্রেতাদের হাতে আসে।' আজাদ,
১৯৬৮।

আমদানি শুদ্ধ। [ফ। আমদানি+স শুদ্ধ] বি অন্যদেশ থেকে আমদানি
করার জন্যে প্রদত্ত কর। 'ব্যবহার প্রবোধ উপর আমদানি শুদ্ধ
সংস্থাপনে সজীব জাতির যোগ্য ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আমন। [স হৈমন।] বিণ। আমন ধানের চাল। 'আসু বোরো আমন রাক্ষা
ক্রমে ক্রমে।' ভারত, ১৭৬০।

আমন ধান, আমনধান। [স হৈমন-ধান।] বি হেমন্ত কালে পাকে
এমন ধানবিশেষ। 'মাঠের চারিদিকে নতুন আমন ধান।' রবীন্দ্র,
১৮৯৪। 'গাঢ় শ্যামল আমনধানের আন্দোলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আমনা গমনা। [স আগমন নির্গমন] বি আসা যাওয়া। 'যেই ভাবে ভবি
করে আমনা গমনা।' সুলতান, ১৭০০।

আমনি। [স অম্মিনি-]। ক্রিবিণ তৎকরণ। 'সাহসুর ভোক্তা আমনি।'।
রামাই, ১৭১০।

আমনুষ্য। [স অমনুষ্য।] বিণ। অমনুষ্য। 'আমনুষ্য অন্তরে অভাগী কেন্দ্রে
মরি।' নানিকরাম, ১৭৮১।

আমন্ত্রণ। [স ১ বি নিমন্ত্রণ।]। ক্রিবিণ বিত্ত রাজা কৈল আমন্ত্রণ। 'রবীন্দ্র,
১৬৮৯। ২ বি গান। 'এখানে বুলবুলের আমন্ত্রণ নৈঋতকিরণও
নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি আকর্ষণ। 'আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ
করে এনেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি নিমন্ত্রণ। 'আমন্ত্রণ আমি
পূর্বেই গ্রহণ করেছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৫ বি ডাক। 'পথেরও ছিল
আমন্ত্রণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বি আহ্বান। 'অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ
অদৃশ্য সংকেতে ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আমন্ত্রণক্রমে ক্রিবিণ নিমন্ত্রণ অনুযায়ী। '... হাত সমিতির আমন্ত্রণ-
ক্রমে তাদের এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ...'। বেগম, ১৯৬৬।

আমন্ত্রণ-দিন। [স।] বি যে দিনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
'আমন্ত্রণ-দিনে, শ্রাবণের ঝিল্লিমন্ত্রণন সন্ধ্যায়, মুখরিত প্রাণের
অশান্ত নিশীথ রাতে ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৪।

আমন্ত্রণ-পত্র। [স।] বি নিমন্ত্রণ-জানানো চিঠি। 'শাস্ত্রী মহাশয়ের
আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

আমন্ত্রণ-বিছানো। বিণ। আমন্ত্রণে ঢাকা। 'পাহাড়ের উপত্যকা-নিচে
সবুজের আমন্ত্রণ-বিছানো পাতায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আমন্ত্রণলিপি। [স।] বি আমন্ত্রণপত্র। 'আপনার সান্দর আমন্ত্রণলিপি'।
নজরুল, ১৯২৭।

আমন্ত্রণা। [স আমন্ত্রণ।] ক্রি। আমন্ত্রণ করা। 'বিস্কুমন্ত্র আমন্ত্রিয়া জুড়িল
ধনুতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আমন্ত্রিত। [স।] বিণ। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এমন। 'আমন্ত্রিত
দেবদেবীগণ, সায়নাচার্যের ভাষ্য, পাকাত্য ঐতিহাসিকদের পুরাতত্ত্ব

...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩: 'অনুসন্ধান প্রণালী প্রদর্শন করাইবার জন্য
আমন্ত্রিত হই।' জগদীশ, ১৯২৬।

আমহুর। [স মহুর-]। বিণ। মুদ্রদান। 'গন্ধভারে আমহুর বসন্তের উন্মাদন-
রসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আমহা। [স মছনা।] ক্রি। মছন করা। 'পেয়েছি অমিত সুধা আমহিয়া কালের
বারিধি।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

আমপারা। [আ আম+ফা পরাহ] বি কোরানের ত্রিশতম অধ্যায়।
'আমপারা ও পাদেনামা হাতে লইয়া মাদুরাসন হইতে উঠিয়া
আসিল।' ইমদাদুল, ১৯২০: 'আমপারা-পড়া হামবড়া মোরা।'।
নজরুল, ১৯২৬।

আমবাত দ্র আম

আমত্রা। [হি।] বি কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের ছায়ার কেন্দ্রীয় গাঢ় অন্ধকার
অঞ্চল। 'এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আমত্রা।' রবীন্দ্র,
১৯৩৭।

আমমোভার দ্র আম

আময়। [স।] বি রোগ। 'নেটা মনের আময়, অতঙ্কতা।' অচিন্ত, ১৯৫০।

আময়দা। [ফা।] বিণ। প্রচুর; অনেক। বিদ্যা, ১৮৯১: 'আময়দা
আমদানীওয়ালার খামীর বক্সা জীর অন্তরে ভবিষ্যতের ...'। কৈদার,
১৯৫০।

আমরণ। [স।] ক্রিবিণ মরণ পর্যন্ত। 'আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে
ক্রেতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

আমরণাশু। [আ।] ক্রিবিণ মরণ পর্যন্ত। 'আমরণাত বিধবা করিতে
করাবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

আ-মরণ। [স মরণ-]। অবা। বিস্ময়সূচক শব্দ। 'আ-মরণ! পোড়াকপালী
বলে কী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আমরা। [স অম্বাকম-]। সর্ব। আমি এবং আমার সঙ্গী। 'গোপজ্ঞাতি আমরা
অবশ্যে করি ঘর।' মালাধর, ১৫০০।

আ মরি। [স মরণ-]। ১ অবা। বিস্ময়সূচক শব্দ। 'আ মরি যেমন শুরু তেমন
লো।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ অবা। প্রশংসাসূচক শব্দ। 'মোদের গরব,
মোদের আশা, আ মরি, বাংলা ভাষা।' অতুলশহাদ, ১৯৩৪।

আমরিত। [স অমৃত]। বি জিলিপি জাতীয় খাবারবিশেষ। 'জুয়ার নামাজের
পর এই মসজিদে জিলিপি কখনো-না আমরিত বা বালুশাহী শিল্পির
মতো বিলি করা হতো।' রশীদ, ১৯৬৩।

আমরিশ। [স অমরী]। বি ক্রোধ। 'কিকে কাহু করে আমরিশে।' বড়ু,
১৪৫০।

আমরুদ। বি। পেরারা। 'কালের কাছে আমরুদ বা কালোজাম।' রশীদ,
১৯৬৩।

আমরুল। [স অমুলোনি]। বি মুখরোচক শাকবিশেষ। 'আমরুল শাকের
বনে।' বিজুতি, ১৯৩১।

আমরুলী। [স অমুলোনি]। বি মুখরোচক শাকবিশেষ। 'পানাপুকুরের
চারদার আমরুলী শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে।' অবন,
১৯২৫।

আমর্দন। [স অমর্দন]। বি পিষ্টকরণ। 'তিনবার আলিলিলা আমর্দন করি।'।
সুলতান, ১৭০০।

আমল। [আ।] ১ বি শাসনকাল। 'রুহি রাজা যত আর হিন্দুর আমল।'।
আলাওল, ১৬৮০: 'নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত শুভ

গ্যালো।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি ইবাদত। 'মদিনা শহরে যে আমল গিয়া করে।' রবীন্দ্র, ১৭৬৫। ৩ বি দখলি জমি। 'আমর মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম মুখে ভোগ করহ।' হ্যালহেড, ১৭৭২। ৪ বি জমিদারের অধীনস্থ কর্মচারী। 'ইজারাদার ও আমল কোন দফাতে প্রজ্ঞালকের উপর আখণ্ড ও বেশি করিতে না পারিবক'। মেয়ার, ১৭৮৭। ৫ বি দখল। 'নিষরচা বাটা আমল পাইবেক।' ক্যালগে, ১৭৯১। ৬ বি বিবেচনা। 'দাঁউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে অনিল না।' রামরাম, ১৮০১। ৭ বি সমত। 'আপনার আমলে আমার অনেক উপকার পাইয়াছি।' দর্শণ, ১৮২২। ৮ বি অধিকার। 'ভবানী, ১৮২৩। ৯ বি নেশা। 'কৃষ্ণকান্তের অফিমের আমল হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ১০ বি সন্ধান; শুরুত্ব। 'ততক্ষণ ওদের কাছে আমার কোনো আমল নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১১ বি প্রস্থায়। 'বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাহারা আমল দিতে চান না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১২ বি শুরুত্ব। 'তাহলে তাকে একদিনও আমল দিল না কেন?' হাসান, ১৯৬৩।

আমলদার [আ আমল+ফা দার] বিশ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনকারী। 'ইমানদার ও আমলদার হও।' রওশন, ১৯২৫।

আমলদারি, আমলদারী [আ আমল+ফা দারি] ১ বি শাসন। 'আমলদারী' বিদ্যা, ১৮৯১; 'ইংরাজ আমলদারীর প্রথম সময় হইতেই চলাইয়া আসিতেছেন।' মোহাম্মদী, ১৯০৮। ২ বি শাসনামল। 'ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাহালা ভাষার নূতন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে।' এসলাম, ১৯৫৫। ৩ বি কার্যপ্রণালী। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলদারীতে বাহালা ভাষার মোহাম্মদীকরণ।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

আমল দেওয়া ক্রি পাঠ্য দেওয়া। 'বিনোদিনী আমল দিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আমলনামা [আ আমল+ফা নামাহ] বি সম্পত্তি ভোগ দখল নিয়ন্ত্রণের লিখিত আদেশপত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

আমল পাওয়া ক্রি সুযোগ পাওয়া। 'গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসী দলে আমল পাওয়া যাবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আমল লওয়া ক্রি মনে নেওয়া। ওর্সল, ১৭৮৫।

আমলে আনা ক্রি বিবেচনা করা। 'দাঁউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে অনিল না।' রামরাম, ১৮০১।

আমলকি [স আমলকী] ১ বি ছোটো টক ফলবিশেষ। 'চুয়া যে চন্দন আমলকি বর্ষন' চট্টী, ১৫৫০। ২ বি ফুল পরিচর্যার জন্য ব্যবহৃত বাটা আমলকির গুলি। 'শিরে সিঁতা আমলকি তোলা জলে স্নান করায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আমলকী [সি বি ছোটো টক ফলবিশেষ। 'তুলসি মালাতি জাতি আমলকী কুন্দ জুতি।' মালধর, ১৫০০।

আমলকীঘাদশী [সি বি ব্রতবিশেষ। 'কামনা চরিতার্থ করবার উপায় ও অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া অনেকটা একই, যেমন - আমলকীঘাদশী ব্রত।' অবন, ১৯১৯।

আমলা [স আমলকী বি আমলকী। 'আমলা কমল হইল পদ্ম করিকর হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আমলা [আ] ১ বি জমিদার অথবা সরকারের কর্মচারী। 'গোমাস্তা ও কোটার দোসরা আমলাহায়ের সঙ্গে এক এতফাক হইয়া ...।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বি আদালতের কর্মচারী। 'যেন রাস্তা আমলা

তুলে মাামলা গামলা ভাঙ্গে না।' ওর্স, ১৮৫৮। ৩ বি কেহানি। 'আসানী, ফৈয়াদি, সাকী, কয়েদী, উকিল ও আমলা সকলেই উপস্থিত আছে।' প্যারী, ১৮৫৮।

আমলাতন্ত্র [আ আমলা+স তন্ত্র] ১ বি সরকারি কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থা। 'আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি উদ্ভূতদের জিনিস হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি রাজকর্মচারীদের শাসন। 'আমলাতন্ত্র হইতেছে ছাগলা' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি রাজকর্মকর্তা। 'কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনো নিয়ে যেতেন না আবেদন-নিবেদনের ডালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আমলাতন্ত্রমূলক [আ আমলা+স তন্ত্রমূলক] বিশ রাজকর্মচারীদের শাসনভিত্তিক। 'তখনকার যুগের ভারতীয়েরা আমলাতন্ত্রমূলক ইংরেজ-শাসনকে ...।' ওয়ালেন্ড, ১৯৪৩।

আমলাতান্ত্রিক [আ আমলা+স তান্ত্রিক] বিশ আমলা কর্তৃক পরিচালিত। 'এ নিয়মের বিরুদ্ধে সেরেস্তায় একটু আমলাতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল।' প্রমথ, ১৯১৯।

আমলাদার [আ আমলা+ফা দার] বি কর আদায়কারী। 'আমলাদারানং চাকলে মুরাদবাদ হন্দ নাগাদি রাজগঞ্জ প্রতিবেদানপত্র।' ওর্সল, ১৭৮২।

আমলা ফয়লা [আ বি ছোটো বড়ো কর্মচারী, কেহানি প্রভৃতি। 'পঞ্চাং আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা' হুতোম, ১৮৬১।

আমলা হায় [আ আমলা+ফা বহুবচনজ্ঞাপক বিভক্তি হায়] কর্মচারীরা। 'তুমি ও নাএব ও আমলা হায় জে কেহ সরকারে মাহিনা পায় ...।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

আমলাতি [স আমলকী বি আমলকী। 'আদেব পাকড়ি গাছ হাই আমলাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আমলেট [বি বি অমলেট; ভাঙ্গা মাছ। 'ডেটকী ভাঙন বাটা পারিসার বাক/আমলেট আদি করি মাছের কি জাঁক।' ওর্স, ১৮৫৮।

আমশী [স অম্রপেশী] বি কাঁচা আমের তুকনা ফালি। 'কথায় বলে আব ফুরালে আমশী বৌবন ফুরালে কাঁদে বসি।' উমেশ, ১৮৫৭। দ্র আমসি

আমসত্ত, আমসত্ব, আমসত্ত্ব [স অম্রসত্ত্বা বি আমের মও রোদে শুকিয়ে তৈরি করা মিষ্টি খাদ্য। 'আম আমসত্ত্ব আর আমশী আচার।' ভারত, ১৬০০; 'আমসত্ত্ব' বিদ্যা, ১৮৯১; 'আমসত্ত্ব আমচুর; সের-দই দুধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আমসত্ত্বভাজা [স অম্রসত্ত্ব+ভাজা] বি পাকা আমের রস শুকিয়ে প্রস্তুত খাবারবিশেষ। 'অবশ্য আমসত্ত্বভাজা কী তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল।' মুজতবা, ১৯৫৮।

আমসি [স অম্রপেশী] ১ বি কাঁচা আমের তুকনা ফালি। 'কুল জোন্দা আমসি আচারে যায় মন।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বিশ নীরস। 'তুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।' পরত, ১৯৪০। দ্র আমশী

আমসিপানা [স অম্রপেশী] বিশ কাঁচা আমের তুকনা ফালির মতো। 'বড়ির আমসিপানা মুখখানা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

আমসিপারা [আ আম+ফা সিপারা] বি কোরানের গ্রিংশ পরিচ্ছেদ। 'ন্যাতো হেলেন আমসিপারা পড়ে।' ওয়ালী, ১৯৪৮। দ্র আমপারা

আমস্তক [সি বিশ মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আমস্তক কপালে ঘেন টাকা ও টাকের প্রতিধ্বিত্যের ক্ষেত্র।' নজরুল, ১৯৩১।

আমা [স অম্মদ] ১ সর্ব আমাকে। 'কাছে করি লেহ আমা বলিল তোমারে।' মালাধর, ১৫০০। ২ সর্ব আমার। 'আমা সনে কানাক্রি তেজু পরিহস।' বড়, ১৫৭০।

আমাএ সর্ব আমাকে। 'আমাএ ভক্তি করি বড় তপ কৈল।' মালাধর, ১৫০০।

আমাক সর্ব আমাকে। 'উগ্রতপে অনেক কাল আমাক পুজিল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আমাকার সর্ব আমার। 'মুনহ রাখিকা তুমি আমাকার কথা।' মালাধর, ১৫০০।

আমাকে সর্ব কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'আমি' শব্দের রূপ। 'আমাকে না কর কানাক্রি অধিক যতন।' বড়, ১৫৭০।

আমাগত বিণ আমার সঙ্গে একাত্ম। 'আমাগত শৈবলিনীর জীবন।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

আমাত সর্ব আমার। 'লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আমাতে সর্ব আমাকে। 'কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আমাদিগের সর্ব আমাদের। 'কালকালতি আমারা কিমা আমাদিগের ওয়ারিষ কেহ কোন দাওয়া করি ...।' মেয়র্স, ১৭৫৬।

আমাদের সর্ব আমিহস এক বা একাধিক ব্যক্তির। 'নূর মুহম্মদ হোন্তে কিছু এক অংগ আমাদের লগাটে হৈল অবতংস।' সুলতান, ১৭০০।

আমাশ্রুতি ক্রিবিণ আমার প্রতি। ওর্সা, ১৭৮২।

আমায় ১ সর্ব আমাকে। 'তুমি সুজিলে আমায় বলরূপ করি।' মালাধর, ১৫০০। ২ সর্ব আমি। 'তস্যপন তোমায় আমায় অশ্রক হইয়া পূর্ব ফারখত উভয়ত করিয়াহী।' মেয়র্স, ১৭৭৩।

আমার সর্ব সম্বন্ধকারকে। 'ষষ্ঠী প্রত্যয় যোগে "আমি" শব্দের রূপ। 'ভঙ্গিল আমার পুজা করি অহঙ্কার।' মালাধর, ১৫০০।

আমারত্ব বি নিজস্বতা; স্বকীয়তা। 'সেইটেই আমার প্রকৃত আমারত্ব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আমারদিগকে সর্ব আমাদেরকে। 'আমারদিগের অনর্থক ক্রোধ আমারদিগকে অশ্রক করিলেক।' ভারিগী, ১৮০৩।

আমারদিগের সর্ব আমাদের। 'পিতা আমারদিগের।' মানেএল, ১৭৪৩।

আমারদের সর্ব আমাদের। 'আমারদের পুত্র রাজা হইল।' রামরায়, ১৮০১।

আমারা সর্ব আমরা শব্দের পুরানো বানানভেদ। মেয়র্স, ১৭৫৭; ওর্সা, ১৭৮২।

আমারে ১ সর্ব আমার; নিজের। 'বিরূপ দেখিয়া হাসি পাইল আমারে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ আমার উপর। 'ভুট্ট হৈয়া অভুট্ট দেবি হইল আমারে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ সর্ব আমাকে। 'অতি কাননহীনে তাহে অভজ্ঞন আমারে ত্যাক্তি নাঞি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আমাসনে ক্রিবিণ আমার সাথে। 'আমাসনে ইৎসা আছে কৃড়া করিবারে।' মালাধর, ১৫০০।

আমা সভা সর্ব আমাদের। 'আমা সভা বান্দি দিতে পাণ্ডবের স্থান।'

কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আমাংলা বিণ অযাচিত। 'বৌকে পাঠালে অনেক আমাংলা কথা শোনাতে লাগল।' আলাউদ্দিন, ১৯৭১।

আমাড়া [স অম্টি>] বিণ মাড়াই করা হয়নি এমন ধান। 'বামারে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড় মেইর নিকট লুকাইয়া থাকিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

আমাত্য [স অমাত্য] বি রাজকর্মচারী। 'আমাত্য আইল তার পরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আমান [স অমানা] বি উপেক্ষা। 'কেহে আমান করনী।' বড়, ১৪৫০।

আমানে [আ] বি আশ্রয়। 'সাবানের চন্দ্র ভরি মাগিব আমান।' আলাওল, ১৬৬৩।

আমানি বিণ অখণ্ড। 'বড় বড় আমান হরফে তার কাছে যে পত্র লেখতা।' মনসুর, ১৯৫৫।

আমানত [আ] ১ বিণ জমা; সম্বিত; পছিত। 'মেং এস সাহেবের স্থানে আমানত কাপড় হরেক রকমের।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি অর্পিত দায়িত্ব। 'আমার নিকট মনজুর আমানতে খেয়ানত করহ নিসা করীবা।' হ্যালাহেত, ১৭৭২। ৩ বি গচ্ছিত বস্তু। 'সমর্পিত তার হাতে নবীজীর পুণ্য আমানত।' সিরাজী, ১৯২৩।

আমানতকারী [আ আমানত+স করী] বি সঞ্চয়কারী। 'ব্যাকের বড় একজনে আমানতকারী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আমানতি, আমানতী [আ আমানত>] বিণ আমানত রাখা হয়েছে এমন; পছিত। 'বিমার আমানতী টাকাদুটে তাহার মূল্য দিবেন।' দর্পণ, ১৮২৮; 'আমানতি সদরখাজনা, অথবা আমালবারের বেতন প্রভৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আমানি, আমানী [স অম্পানীয়] বি পাত্তা ভাতের পানি। 'এক স্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ওলো তুই বৃষিস না। বড় হাঁড়ির আমানি ভাল।' গৌর, ১৮২২।

আমান্ন [স আতপ+অন্ন] ১ বি অসিদ্ধ চাল। 'মৈদক রসাল আমান্নে পুরি ভাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি আতপ চাল। 'সিন্দুর শ্বেতধান্য আমান্ন আদি অন্ন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আমাবস্যা [স আমাবস্যা] বিণ আমাবস্যা রাতের মতো কালো। 'বর্ণে আমাবস্যা নিশাহারে।' ভবানী, ১৮২৫।

আমামা [আ] বি পাগড়ি। 'চাপকান, পাঞ্জামা, পাশোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুনার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৫।

আমায় প্র আমা

আমার প্র আমা

আমারি, আমারী, আমিরা [আ আমারি] বি হাতির পিঠের আসনবিশেষ। 'করিবর উপর আমিরা মাঝে বসি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমিরা।' ভারত, ১৭৬০; 'হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

আমারিঘর [আ আমারি+ঘর] বি হাতির পিঠের উপর চারদিক ঘেরা ও ছাউনিরূপ আসন। 'প্রবল সিংহাইবর উপরে আমারিঘর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

আমাল বি নিশান। 'শতকক্ষে বান্ধিল আমাল।' সুলতান, ১৭০০।

আমাশয় [স] বি পেটের রোগবিশেষ। 'শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপপক্ষে সুদধনী তীরনীরে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন।' দর্পণ,

১৮২৯।

আমাশা, আমাসয় [স আমাশা] বি আমাশয়; অস্ত্রাশয়ের রোগবিশেষ। 'আমাসয়'। বিদ্যা, ১৮৯৯; 'পেটে কৃমি হবে, আমাশা হবে।' মানিক, ১৯৩৬।

আমি, আমী [স অহম] ১ সর্ব আমরা। 'সুরপুরে জত বৈসে কৈল আমি অদেসে।' মাদ্যধর, ১৫০০; 'ভাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ সর্ব ব্যক্তিসূচক সর্বনাম-বিশেষ; বক্তা নিজে। 'শিখোজি তোমারে আমি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'অতটে কেমনে আমি দিব কন্যা দান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আমিরূপ অহংকার। 'ওগো মরুক না এই আমি।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ বি আমিভূত। 'সেই যে আমার কাছে আমি ছিলো সবার চেয়ে দামি।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৫ বি সন্তা। 'ব্যক্তির ভেতরের 'আমি'কে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ।' মোতাহের, ১৯৫০।

আমিতর [স অহম]+স তর। বিণ একান্তই আমি। 'তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আমিত্ত [স অহম]+স ত্ত। ১ বি নিজত্ব। 'তবে আমার আমিত্ত একেবারে বহুশূন্য হয়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি অহমিকা। 'আমিত্ত বলে যে সুদূরভেদে আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বি নিজস্বতা। 'আমার আমিত্তকে এগুণ থেকে মুখ ফিরাতে দেব না।' নজরুল, ১৯২৭।

আমিত্তবোধ [স অহম]+স ত্ত+স বোধ। বি অহংকার। 'যার ফল আমার আমিত্তবোধ, ব্যক্তিসত্তা।' বুদ্ধ, ১৯৭১।

আমি-ময় [স অহম]+স ময়। বিণ 'আমি'তে পরিপূর্ণ। 'আমি-ময় সে আমার/আমারে সে-ময় করেছে রে।' ক্ষীণোদ, ১৯২৫; 'সে হৃদয়ে আমার ছবি, সকল হিয়া আমিময়।' নজরুল, ১৯০২।

আমিহ ১ সর্ব আমিও। 'আমিহ না জানি তাহা না জানে পিলাশিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ সর্ব আমিও। ওর্গা, ১৭৮২।

আমির্জা [স অমৃত] বি সুখ। 'আখরে আমির্জা পীও।' বড়ু, ১৪৫০।

আমিন', আমীন [আ] ১ বি যে জমি জরিপ করে; যে জমি মাপে। হালহেড, ১৭৭৩; ওর্গা, ১৭৮২; 'নিষ্কর ভূমি মাল বলিয়া আমীন লিখিয়া লইয়াছে।' সাধারণী, ১৮৭৪। ২ বি তত্ত্বাবধায়ক। 'মোং হরিণাখ আমিন ও গোমাত্তা।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

আমিনি [আ আমিনি] বিণ আমিনের কাজ; পেশা। 'সরকারকে আমিনি কাজে বহাল করিয়া পাঠান জাইতেছে।' তাঁতি, ১৭৯২।

আমিন' [আ] ১ অব্য তাই হোক; প্রার্থনা পূর্ণ হোক। 'বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে আমিন বলে বসে।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ বিশ্বাসী। 'যুবক নবীরে আমিন বলিয়া ডাকিত।' নজরুল, ১৯২২। ৩ আমিন

আমিনী [স কামিনী] বি ধর্মপূজার সহায়িকা। 'শিরে বন্দো রাউলের বস্ত্রি আমিনী'। রূপরায়, ১৭৫০।

আমিয়া [স অমৃত] বি সুখ। 'আমরা সরল পিরীতি গরল লাগিল আমিয়াময়।' চট্ট, ১৫৫০।

আমির, আমীর [আ] ১ বি বাদশা। 'আমীর উমরা হেলা যত অবতার।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ বিত্তবান। 'আমির লোক ও মনহুদয়ার ও রাজোড়া লোক অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে।' রায়মহা, ১৮০১। ৩ বি সেনাপতি। 'পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।' দর্পণ, ১৮২১।

আমির-ওমরা [আ] বি প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। 'বাস্তলি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না হইতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আমিরজাদি [আ আমির+ফা জাদি] বি বড়োলোকের মেয়ে। 'তোমরাই ওকে অমন আমিরজাদির মতন শাহানশাহি মেগাজের করে তুলেছ।' নজরুল, ১৯২৭।

আমিরানা [আ আমির+না] বি নবাবি; বড়োলোকি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আমিরানাশান [আ আমির+ফা আনা+আ শান] বিণ অভিজাতসুলভ। 'ময়লা কাপড় ছেড়ে খুব আমিরানাশানের জামা জোড়া পরে আসে।' নজরুল, ১৯২৪।

আমিরি, আমিরি [আ আমির+] ১ বি বড়োলোকি। 'পরের ধন হলে অত আমিরি করে? বঙ্কিম, ১৮৮২; 'আমার মতো গরীবের পক্ষে অতটা আমিরি পোষায় না।' ইমদাদুল, ১৯২০; 'গরিবের চোখে দেখা দিল হাল-আমলের আমিরী।' রবীন্দ্র, ১৯৮০। ২ বিণ আমিরের মতো। 'মেয়েরা এখনো শেখেনি আমিরী দুহর কোনো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'আমিরী ভঙ্গীতে ইব্রাহিম লাগাম ধরে জুড়ি চালাচ্ছে।' বিমল, ১৯৫০; 'মাখায় একটি আমিরি ধরনের টুটু চুপি।' মায়ান, ১৯৬৮।

আমিরি-চাল [আ আমির+]স চাল। বি আমিরসুলভ হাবভাব। 'মৌলবি সাহেব ... আমিরি-চালে যাইয়া বসিলেন।' জুসীম, ১৯৬০।

আমিরী [আ আমির+] বি আমিরের কাজ। 'কুফাতে আসিয়া তুমি করছ আমিরী।' গরীব, ১৭৬৫।

আমিরিকান [হি] বিণ আমেরিকায় উৎপন্ন। 'আমিরিকান রম (মার্কিন আনিস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়।' হুতাম, ১৮৬১।

আমিল [আ আমোয়াল] ১ বি সম্পত্তির মালিক। মেয়ার, ১৭৮৭। ২ বি কর্মচারী। 'ঢাকায় দেওয়ান বকসীর আমিলরূপে কাটাইয়া চিরিসারের গৃহে ফিরিলেন।' গোপাল, ১৯৬০।

আমিষ [স] ১ বিণ মাছের গন্ধযুক্ত; ভাঁটে। 'গায়ের আমিষ গন্ধ জোহনকে জায়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি মাছ-মাংস-ডিমজাতীয় খাদ্য। 'আমিষ ভোজনের প্রতিবেদক পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

আমিষধারা [স] বি আমিষ থেকে বেরনো তরল। 'দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষধারায় পঙ্কিতর নাক মুখ চোখ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিল...'। বনফুল, ১৯৩৬।

আমিষভোজন [স] বি আমিষ খাবার গ্রন্থ। 'আমিষভোজন আমাদের ধর্মব্রতীর অভিপ্রেত নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আমিষভাজী [স] বিণ মাছ-মাংস-ডিম আহারকারী। 'অধিক সংখ্যক আমিষভোজীর বাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আমিষলোপুপতা [স] বি আমিষের লোভ। 'আমিষলোপুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।' বনফুল, ১৯৩৬।

আমিষাশী [স] ১ বিণ মাছ-মাংস-ডিমভোজী। 'একটি প্রবল আমিষাশী জাতির দেহমনের সাতিশয় পুষ্টি অহিমজ্ঞায় অনুভব করিয়া আসিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ মাছ-মাংস সন্দেশী। 'আমিষাশী তরবার হয়ে তার প্রভাতকে কাটে।' জীবন, ১৯৩০।

আমিষ্য [স] বিণ আমিষযুক্ত। 'কেমনে আমিষ্য অন্ন করিব ভোজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আমিস [স আমিষ] বি আমিষ। 'মায়ের আইয়ত হাথে জোজন আমিস।' মৃকুন্দ, ১৬০০।

আমিস্য [স আমিষ্য] বি আমিষ। 'ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য।' রামাই, ১৭১০।

আমী^১ [আ আম্য] বিণ সর্বসাধারণের। 'আমী জমি।' ওসী, ১৭৮২।

আমীন ও আমিন

আমীরী [আ আমির] বি নবাবি। 'জমিদারী ও জমাদারী ও আমীরী।' দর্পণ, ১৮৩১।

আমীলিত [স] বিণ সামান্য খোলা। 'কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমহু করিতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আমুগুনখাম [স] ক্রিবিণ মাথা থেকে নখের প্রান্ত পর্যন্ত। 'মেয়েটি খিলাবিল করে হেসে উঠেছে আমুগুনখাম সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে।' মান্নান, ১৯৬৮।

আমুদে [স আমোদ্য] বিণ কৌতুকপ্রিয়। 'সূচোচনা ভাই বড় আমুদে মানুষ।' উমেশ, ১৮৫৭।

আমুলিঅ [স আমলক] বি আমলকী। 'ধাতকী আমুলিঅ করবীরে।' বড়, ১৪৫০।

আমূল [স অমূল্য] বিণ অমূল্য। 'নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে।' বড়, ১৪৫০।

আমূল^২ [স] ১ বিণ আদ্যোপাত্ত মহিমা। 'মুন্নি পাণী কি কহিমু তোকার আমূল।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ মূল পর্যন্ত; পুরো। 'চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাহার কন্যে নিহিত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বিণ আগাগোড়া। 'হাঁহারা আমূল-সংস্কারপ্রিয়, তাঁহারা সকলই ভড়িতে চান।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আমূলত [স] ক্রিবিণ সম্পূর্ণত। 'প্রথম দল যখন কোনো একটা লোকটার আমূলত বিনাশ করিতে চায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আমূলভাবে [স] ক্রিবিণ সম্পূর্ণভাবে। 'জীবনযাপনের ভিত্তিকেই আমূলভাবে পরিবর্তন করা।' উমর, ১৯৬৮।

আমূল সংস্কারক [স] বি সম্পূর্ণ সংস্কারকারী। 'ইহাই দেখিয়া অদূরদর্শীগণ আমূল সংস্কারকদিগকে বলিয়া থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আমূলক^১ [স অমূলক] ক্রিবিণ অমূলক। 'আমূলক অবাস্তব কহিল সকল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আমূলক^২ [স] ক্রিবিণ আদ্যোপাত্ত। 'অস্তিত্ব আমূলক পড়া অভিধান।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আমৃত [স অমৃত] ১ বি অমৃত। 'বেকত আমৃত তোর মধুর বচন।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ অতি সুস্বাদু। 'বাসী আমৃত কারুণী।' বড়, ১৪৫০।

আমৃত্যু [স] বিণ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। 'আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আমৃশ [স আমৃশ] বি আলিসন। 'আমৃশে অবনিপতি আনন্দে আশ্রয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আমেজ [স আমিজ] ১ বি ভাব। 'তার মধ্যে না-পাওয়ার আমেজ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'একটু দেয় নতুনের আমেজ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বি বেশ। 'এ পর্যন্ত দাদার গায়ে বস্তুর আমেজ লাগল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বি স্পর্শ। 'ভিজল কুঁড়ির বন্ধ-পরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে।' নজরুল, ১৯২৬। ৪ বি আভাস। 'ভুলে-যাওয়া

খবরের আমেজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আমেন [হিব্রু] অবা (ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রার্থনার শেষে উচ্চারিত: ইসরাইলিমত 'আমীন') তাই হোক। 'আমেন যেতস।' মাদোএল, ১৭৪৩।

আমেরিকা [ই] বি মার্কিন দেশ। 'আফ্রিকা ও আমেরিকা বাসী ... ব্যবসায় করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আমেরিক [ই] বি আমেরিকার অধিবাসী। 'আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আমেরিকাখণ্ড [ই আমেরিকা+স খণ্ড] বি আমেরিকার নানা দেশ। 'আমেরিকাখণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?' অক্ষয়, ১৮৫০।

আমেরিকান [ই] ১ বি আমেরিকার অধিবাসী। 'একবার একজন আমেরিকান পাত্রি কাইফুফু নগরে গিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ আমেরিকা দেশীয়। 'বহি পড়িয়া আমেরিকান সভ্যতা সংক্ষেপে জান লাভ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আমেরিকানী [ই আমেরিকান+স ই] বি মার্কিন নারী। 'রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

আমেরিকানিবাসিনী [ই আমেরিকা+স নিবাসিনী] বিণ স্ত্রী আমেরিকায় বাস করে এমন। 'আমেরিকানিবাসিনী ... বিদ্যাবতী অবদানিকাকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আমেরিকাবাসিনী [ই আমেরিকা+স বাসিনী] বিণ স্ত্রী আমেরিকায় বাস করে এমন। 'ইংল্যান্ড ও আমেরিকাবাসিনী ব্রিটান-মহিলাগণের সাহায্যে অন্তঃপুরবাসিনী বয়স্ক রমণীগণ পাঠ ও শিল্প-কার্য শিখিতেছেন।' তমোলুক, ১৮৭৪।

আমেরিকাবাসী [ই আমেরিকা+স বাসী] বি আমেরিকার অধিবাসী। 'ইংল্যান্ডের ... আমেরিকাবাসীদিগের ওপর অত্যাচার করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আমেরিকীয় [ই আমেরিকা+স ইয়] বিণ আমেরিকা দেশীয়। 'আমেরিকীয় কার্পাস।' দর্পণ, ১৮৩৬।

আমেল [আ আমোয়াল] বি সম্পত্তির মালিক। 'আমেল ও তহসিলদার ও এতমাদার কিষা আর যে কেহ।' ডানকল, ১৭৮৪।

আমোশ [ফা হামীশাহ] ক্রিবিণ হামোশ। 'তথাচো মুক্তি পথ না থাকে। আমোশা মনো রাএ।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪০।

আমোছলমান [স অ+ফা মুসলমান] বি মুসলমান নয় যে। 'চিরকাল আমোছলমান মোছলমান হইয়াছে।' ছোলতান, ১৯২৩।

আমোদ [স] ১ বি সুগন্ধ। 'আমোদ অকরমেদ মুগমদবেশ।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি আনন্দ। 'সংকীর্তনে আমোদ প্রমোদ সঙ্গীত।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিণ আনন্দিত। 'বাসন্ত আমোদ মন পুরি নিরন্তরে।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৪ বি মজা। 'শান্তিরক্ষকেরা কি চুপ করিয়া আমোদ দেখিতেছেন?' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

আমোদ-আহ্লাদ [স] ১ বি ক্রীড়াভীতুক। 'বাড়ীটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ-আহ্লাদ ধামিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বি দ্রুতি। 'বিলাতী সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আমোদ করা ক্রি আনন্দ করা। 'তার মেয়ে আর বৌ লুকে এসে, সমস্ত হাত কত আমোদ করলে।' উমেশ, ১৮৫৭।

আমোদক্ষেত্র [স] বি উৎসবের স্থান। 'বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র

হইতে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছেন।' রাজ, ১৮৭৪।

আমোদজনক [স] ১ বিণ আকর্ষণীয়। 'স্ত্রীলোকদের শিষ্টগঠন বড় আমোদজনক হয়।' প্যারী, ১৮৬০। ২ বিণ কৌতুকরস। 'বালকের কাছ থেকে উপভব অনেক সময় আমোদজনক শীলার মতো মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ আনন্দময়। 'শৌখিন চোর দুটির চৌকিপরিস্রব মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আমোদপ্রমোদ [স] ১ বি প্রদর্শনী। 'চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি ফুটি। 'আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্বদা ইহা থাকে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি আনন্দ। 'নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্যকৌতুক করতঃ পরম সুখে কাল যাপন করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আমোদ-শামোদ [স আমোদ] বি আনন্দ-উৎসব। 'প্রজারা বছরে একবার একটু আমোদ-শামোদ করুক।' মনসুর, ১৯৫৫।

আমোদকৃষ্টি [স] বি আনন্দ-উদ্ভাস। 'হাসিঠাট্টা আমোদকৃষ্টির বেলায় যেন আর এক মানুষ।' নবোদয়, ১৯৪৯।

আমোদা [স আমোদ] ক্রি কৃষ্টি করা। আমোদি ক্রি আনন্দিত করে। 'কোকেল গাইল কলে আমোদি কানন।' মাইকেল, ১৮৬৫। আমোদিছে ক্রি গকে ভরে যাচ্ছে। 'ধূমদানে পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুবর্তি কুম-বাসের সহ।' মাইকেল, ১৮৬১। আমোদিয়া ক্রি আমোদিত হয়ে। 'মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আমোদিত [স] ১ বিণ সুবর্তিত। 'ধূপে আমোদিত করে স্থলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ প্রফুল্ল। 'নিলিনী আমোদিত।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিণ উৎসবমুখর। 'তা'ই খেই নৃত্য গীতে আমোদিত। রামরায়, ১৮০১।

আমোদিনি [স আমোদ] বি স্ত্রী আনন্দ দেয় যে। 'আমোদিনী' জ্ঞান না জান না।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আমোদিনী [স] বিণ স্ত্রী আনন্দিত। 'শোকার্ত এ ভূমি করো আমোদিনী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

আমোদী [স আমোদ] ১ বিণ আনন্দিত। 'মুখে আমাদের রব, অধিক আমোদী সব।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বিণ আনন্দে; কৌতুকপ্রিয়। 'সরল প্রকৃতি এবং ঘোর আমোদী।' মশাররফ, ১৮৯০।

আমোনিয়া [হি] বি তীব্র গন্ধযুক্ত শক্তিশালী বর্ণহীন গ্যাস। 'জলজানে আমোনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আম [স অম্র] বি আম। 'আম ডালিখ ভৌহাকু।' বড়, ১৪৫০।

আমডাল [স অম্র+ফা ডাল] বি আম গাছের শাখা। 'আমডালে বসী কুয়িলী কুহলে।' বড়, ১৪৫০।

আম্বক [আ আহমক] বিণ নির্বোধ। 'কোপে কহেন গাজী কাঁহাকা আহক গাজি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৫ আহম্বক, আহম্বক

আম্বাড়া [স অম্র+তক] বি আমড়া। 'জ্যু জায়ীর আম্বাড়া।' বড়, ১৪৫০।

আম্বর, আম্বরী [আ আম্বর] বিণ সুগন্ধি। 'কপূর কস্তুরী আদি আম্বর আতর।' আলাওল, ১৬৮০; 'কোথা দূর হতে আম্বরী ব্রাহ্ম আসে।' ফররুখ, ১৯৪৬।

আম্বল [স অম্র] বিণ টক। 'বৃত্ত দুধ নষ্ট হয়ে আম্বল দহী।' বড়, ১৪৫০।

আম্বলিয়া [স অম্র] বিণ দুষ্ট। 'মানোএল, ১৭৪৩।

আম্বা [স অম্বাব] বিণ বড়ই। 'আম্বা করি পুনঃ ঢালিয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আম্বাজী [স অম্বাব] বিণ তেজস্বী। 'সমুখ যুদ্ধে আমাদের আম্বাজী সৈন্যগণ সুদক্ষ।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আম্বাড়া বিণ বীরভূসূচক। 'সিক্রেশন তকিয়ে বেঁধেছেন আম্বাড়া ছন্দে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

আম্বারি [আ আমারি] বি উটের পিঠে রাজকীয় আসন। 'আম্বারির চারিদিকে কতিবের বেড়া।' সুলতান, ১৬৫০।

আম্বিয়া [আ] বি ধর্মভরণ। 'নবী আদি আউলিয়া আখিয়া রসুলি।' আলাওল, ১৬৮০।

আম্বিলি [স অম্র] বি তেঁতুল। 'মানোএল, ১৭৪৩।

আম্বু [স অম্র] বি আম। 'আম্বু লেখু ডালিখ।' বড়, ১৪৫০।

আম্বারিতে [আ আমারি] বি উটের পিঠে রাজকীয় আসন। 'আম্বারিতে নারীগণ হইলেস্ত আরোহণ।' সুলতান, ১৬৫০।

আম্বা [স অম্বা, হি অম্বা] বি মা। 'আম্বা না'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

আম্র [স] ১ বি আম। 'দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাং।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আমগাছ। 'এ সব সিদ্ধান্তর আম্রের পত্নব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আম্র-আঠা বি আমের কণ। 'কৃষ্ণ-তনু যেন আম্র-আঠা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আম্রকানন [স] বি আম গাছের বাগান। 'তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আম্রকট [স] বি পর্বতবিশেষ। 'কোথা আছে সানুমান আম্রকট।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আম্রছায়া [স] বি আম গাছের ছায়া। 'আম্রছায়ায় কালা দিখিটার এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়েছে ঠায়।' শমসুর, ১৯৭০।

আম্রবৃক্ষ [স] বি আম গাছ। 'নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আম্রমঞ্জরী [স] বি আমের মুকুল; বোল। 'আম্রমঞ্জরী ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আম্রমুকুল [স] বি আমের মঞ্জরী; বোল। 'ফাদ্রনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আম্রসার [স] বি আমের পাতা। 'পূর্বঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আম্রাতক [স] বি আমড়া। 'কিঞ্চিত অজীর্ণ নোষ আম্রাতক ধরে।' গুণ, ১৮৫৮।

আম্রা [স অম্র] বি টক। 'তার এক ব্যঞ্জন করিলা আম্রান্নাম।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আম্রসৈবী [ফা আজ+আ গায়েব] বিণ অবিশ্বাস; আজ্ঞাবি। 'আম্রসৈবী অনেক গল্পও তিনি এই সঙ্গে ছড়াইয়া দেন।' মনসুর, ১৯৫৫। ৫ আম্রজ্ঞাবি

আম্রল [আ] বি অদৃষ্ট। 'আম্রলের লেখা যোরে কিভাবে পক্ষাতে।' ফররুখ, ১৯৬৬।

আম্রা [স অম্র] বি আম্র। 'জ্ঞান নবী আম্রা হোন্তে হইলা সুবীর।' আলাওল, ১৬৮০।

আযাত্ৰা [স অযাত্ৰা] বি অততক্ষেপে যাত্ৰা। 'আযাত্ৰাঞ গোবুল কইলৈ গমনে।' বড়, ১৪৫০।

আযিবি [আ] বি অনুয়-বিনয়। 'কালন আযিবি করিয়া আরেকটা দিন সময় চাইলেন।' মনসুৰ, ১৯৫০।

আযুগত [স অযুগত] বিণ অনুচিত। 'এবে আযুগত রাখা বিলম্ব গমনে।' বড়, ১৪৫০।

আযোণ [স অযোণ] বিণ আযুক্ত; নিযুক্ত। 'আজ্ঞা মাত্ৰ এখনি আযোণ হব কাছে।' মানিকৰাম, ১৭৮১।

আযোড় যোড়ন [স যোগ] বি যা জোড়া লাগার নয়, তাকে জোড়া লাগানো। 'আযোড় যোড়ন আক্ষে কৰিবাক পৱি।' বড়, ১৪৫০।

আয় [স] বি উপার্জন। 'ফুয়ায় নদীৰ বালি আয় বিনে যদি কৰি পথ।' মূকুন্দ, ১৬০০।

আয়কর [স] বি আয়ের উপর ধার্য কর। 'তাহার উপর আবার আয়কর, শবকটে বড়গাঘাত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

আয়করদাতা [স] বি আয়কর প্রদান করে যে। 'আয়করদাতাদিগের মধ্যে মুছলমানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

আয়জন [স আয়োজন] বি আয়োজন। 'একটা সিঁচ স্থাপন বাটীতে কৰিব বাসনা করিয়া আয়জন করিয়াছি।' চিঠিপত্র, ১৭৮৪।

আয়ড় [স অন্তরালা] বি আড়াল। 'চিত্রসেনে না করবে চক্ষের আয়ড়।' মানিকৰাম, ১৭৮১।

আয়ড়ে ত্রিবিধ আড়ালে। 'ওখির আয়ড়ে আছিল চূড়ধর।' মানিকৰাম, ১৭৮১।

আয়ত [স আয়ত্বতী] বি এয়ে; সধবা নারী। 'আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একখাছি।' ভারত, ১৭৬০।

আয়ত [স] ১ বি টানাটানা। 'আয়ত অরুণ দুই লোচনের ভঁটি।' বড়, ১৫৮০। ২ বিণ বিবৃত। 'বন এমত আয়ত যে তাহার প্রায় সমীমা করা যায় না।' দর্পণ, ১৮২৬।

আয়তক্ষেত্রাকার [স] বিণ আয়তক্ষেত্রের আকৃতিবিশিষ্ট। 'সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গ ক্ষেত্রাকার না করে জ্যামিতিক নিয়মে এদের নমুনা করা হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আয়তচক্ৰ [স] বি বড়ো চোখ। 'সে আয়তচক্ৰ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল।' নজরুল, ১৯৩১।

আয়তনেত্র [স] বি টানাটানা চোখ। 'আয়ত নেত্র অধিকতর বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

আয়তলোচনা [স] বিণ স্ত্রী টানাটানা চোখবিশিষ্ট। 'কোথায় গৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা ... আয়তলোচনা।' মাইকেল, ১৮৬০।

আয়তসুন্দর [স] বিণ টানাটানা ও সুন্দর। 'আরতির আয়তসুন্দর চোখ দুটি জলে ডরে উঠেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

আয়তন [স] ১ বি বিস্তার। 'তাহার দীর্ঘ প্রস্থ এক-২ দিশে পাঁচ-২ কোশ আয়তন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি দেবালয়। 'কামাখ্যা দেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি ক্ষেত্রমাণ। 'সেখানে একটা লুণ্ঠপ্রায় বাটা আছে তাহার আয়তন অতিবড়।' দর্পণ, ১৮১৮। ৪ বি ঘনকণ। 'উহার আয়তন সমুদ্রায় গ্রহের আয়তন-সমষ্টির প্রায় ৬০০ গুণ।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি পরিসর। 'ইহা অর্ধবৃত্তাকার অষ্টাঙ্কুল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রস্থ হইয়া আসে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৬ বি আকার। 'আয়তন

বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৭ বি মাপ। 'পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

আয়তনধৰ্ব্বতা [স] বি আয়তনের স্বল্পতা। 'পরমাণুর সেই আয়তনধৰ্ব্বতা অনুসারে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আয়তনবান [স] বিণ প্রসারিত। 'আয়তনবান এই দশ দিক বায়বীয় স্বরে।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

আয়তনহীন [স] বিণ সীমাহীন। 'আয়তনহীন এই দশ দিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

আয়ত্তি [স আয়ত্বতী] বি এয়ে; সধবা নারী। 'ব্রাহ্মণ যত জন আশিস ঘনে ঘন আয়ত্তি দিল জয়জয়।' রূপরাম, ১৭৫০। 'অনুগ্রহ আয়ত্তি। কে তুমি।' দক্ষিণা, ১৯৪০।

আয়ত্তি [স আয়ত] বিণ বিবৃত। 'বনস্পতির অঙ্গের আয়ত্তি ঐ তো দেয় বাড়িয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আয়ত্ত [স] ১ বিণ অধিকৃত। 'ইংলণ্ডীয় সৈন্য কর্তৃক গোয়াহাটী আয়ত্ত হয়।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিণ বশীকৃত। 'অপরূপ সমুদায় বৃত্তি তাহাদের আয়ত্ত থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি অর্জন। 'বুদ্ধি ও ধর্মের আয়ত্ত না করিয়া বিদ্যামগ্নে গর্ভিত হইয়া প্রাচীন লোকদিগকে আনন্দ করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি রস। 'সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিতে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি শক্তি। 'স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আয়ত্ত করা ১ ক্রি বশবর্তী করা। 'আয়ত্ত করতে পারিলে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ত করা। 'ইতিমধ্যে পাণিনি অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আয়ত্তগত [স] বিণ আয়ত্তে আছে এমন। 'অবসরতলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আয়ত্তগম্য [স] ১ বিণ বশ করা যায় এমন। 'আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ অধিগম্য। 'তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আয়ত্তগোচর [স] বিণ আয়ত্তাধীন। 'সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচর।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আয়ত্তহ্যাত [স] বিণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে এমন। 'আয়ত্তহ্যাত এই মেয়েটির মোহ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আয়ত্তাতীত [স আয়ত্ত-অতীত] বিণ আয়ত্ত করা যায় না এমন। 'তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আয়ত্তাধীন [স আয়ত্ত-অধীন] বিণ আয়ত্তের মধ্যে আছে এমন। 'যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আয়ত্তের অতীত [স] বিণ অধিকারের বাইরে এমন; নাগালের বাইরে এমন। 'ওগু নির্ধরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

আয়ত্তি [স আয়ত্ত] বি আয়ত্ত। আয়ত্তিগম্য [স আয়ত্তগম্য] বিণ আয়ত্তাধীন। 'তাহাকে বিশেষ আয়ত্তিগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আয়ত্তিসাধ্য [স আয়ত্তিসাধ্য] বিণ আয়ত্ত করা যায় এমন।
'আপেক্ষিক সভ্য মানুষের আয়ত্তিসাধ্য।' শিব, ১৯৫০।

আয়ন [স আয়ন] বি পৃথিবী নিজের কক্ষের ওপর খানিকটা হেলে সূর্য প্রদক্ষিণ করার সময়ে পৃথিবী থেকে লক্ষিত সূর্যের আপাতগতি।
'প্রাণ সংক্রান্তিতে দক্ষিণে আয়ন।' সূর্যতান, ১৭০০।

আয়না [ফা আইনাহ] বি আরশি। 'আয়না, দেয়ালগিরি ইত্যাদি সামগ্রী রাখিছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

আয়বায় [স] ১ বি লেনদেন। 'বহুকালাবধি রেজকী ... চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।
২ বি জমাখরচ। 'সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আয়ব্যয় বিদ্যা [স] বি হিসাবশাস্ত্র। 'ক্ষয় পরিমাণ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইহরজের রচনা।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৬।

আয়মা [আ আইমা] বি মুসলমান ধর্মিক ব্যক্তিকে দেওয়া নিছর জমি।
'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্তর ও আয়মা ও লাক্ষরাজ।' ওয়া, ১৭৮২।

আয়মাদার [আ আইমা+ফা দার] বি শাসকের কাছ থেকে পাওয়া নিছর জমি ভোগ করে যে মুসলমান। 'দুজন পৈতৃক আয়মাদার আবক্ষ লিখিত খেতনুগ্রহ সহ বিরাজ করায় ...' হুতায়, ১৮৬১।

আয়র [বি আওর] অর্থ আর। 'না জাগো আয়র কিবা করএ আকারে।' বড়, ১৪৫০।

আয়রণ, আয়রন [হি] বিণ লোহার তৈরি। 'ব্যাপটি লইয়া তখনই আয়রন-সেকের মধ্যে রাখিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আয়রণস্টেট [হি] বি লোহার তৈরি সিঁদুক। 'হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণস্টেট।' প্রভাত, ১৮৯৬।

আয়রিশ [হি] বি আয়রণল্যান্ডের অধিবাসী। 'আয়রিশ অর্থাৎ আয়রণল্যান্ডের সাহসী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

আয়রণীয় [হি] বি আয়রণল্যান্ডের অধিবাসী। 'আয়রিশ অর্থাৎ আয়রণল্যান্ডের সাহসী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

আয়লা [স আল] বি আওন রাখার মাটির পাত্র। 'ঘরের বারান্দায় আয়লায় আওন তাগাইতেছিল।' মনসুর, ১৯৫৩।

আয়সী [স] বি বর্ম। 'আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আয়া [প] বি শিশুর পরিচারিকা। 'আয়ার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিত্রা আরম্ভ করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আয়াত [স আয়মতী] বি এয়োতি; সদ্ব্যবহৃত। 'চারি ছুঁড়ি বধুর আয়াত ঘুচে করে।' ঘনরায়, ১৭১১।

আয়াত [আ] ১ বি কোনোনের বাক্য বা বাক্যাংশ। 'আয়াত পড়িল দুইটি নয়ন জলেতে ভরি।' জগীশ, ১৯৩০। ২ বি মন্ত্র। 'চাঘীর মত এ সমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত শিখেছি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

আয়াবা [স আকাশ] বি আকাশ। 'ক্রমে ক্রমে বাড়ে অগ্নি জুড়িল আয়াবা।' মুহুন্দ, ১৬০০।

আয়াস [স] ১ বি ক্লান্তি। 'আয়াস বঞ্চিত কিছু শীতল পবনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আরাম। 'আয়াস অলস ঘুমে প্রেমালোপে বাসধামে।' মুহুন্দ, ১৬০০। ৩ বি খাটনি। 'ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি চেষ্টা। 'ইহার ফলভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বি

যত্ন। 'লেখক অনায়াসেই লিখিতে পারে, কিন্তু লিখিবার জন্য পদে পদে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আয়াসলক্ষ্য [স] বিণ লক্ষন করতে কষ্ট হয় এমন। 'আয়াসলক্ষ্য দূরে বিশাল ভূগ দেখিতে পাইবেন।' বহিষ্ক, ১৮৬৫।

আয়াস-সাধ্য [স] বিণ কষ্টসাধ্য। 'তাহা অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩১।

আয়াসিলী [স আয়াস] বিণ ক্লান্ত। 'আয়াসিলী ভৈলা আজি তোকে কি কারণে।' বড়, ১৪৫০।

আয়ি [স আয়িকা] বি পিতামহী। 'নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল।' বহিষ্ক, ১৮৮২।

আয়ি বুদ্ধি বি দানি। 'আয়ি বুদ্ধি একেবারে।' মণীশ, ১৯৬৩।

আয়িন [ফা] বি আইন। 'যে আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন ...' দর্পণ, ১৮২৪।

আয়িলা, আয়িলাহো, আয়িস হু আইসা

আয়ী [স আয়িকা] বি মাতা। 'পাইল বড় চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী।' বড়, ১৪৫০।

আয়, আয়ঃ [স] বি জীবনকাল। 'চৌ চৌ যুগ আয় লঙ্কার রাবণ।' বড়, ১৪৫০; 'আপন আয়ুর্শেষ জানিয়া কাশীঘাটে আগমনপূর্বক ...' দর্পণ, ১৮২৪।

আয়ুঃক্ষয় [স] বি জীবনের সময় ব্যয়। 'তাহাতে তিনি অনেক আয়ুঃক্ষয় ও ধন ব্যয় করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

আয়ুঃশেষ [স] বি মৃত্যু। 'থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিত লীলাশেষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আয়ুঙ্কাল [স আয়ুঙ্কাল] বি জীবনকাল। 'মানুষের আয়ুঙ্কালের তুলনায় তার প্রাগৈতিহাসিক যুগ তার ঐতিহাসিক যুগের চেয়ে অন্তত লাখ গুণ বেশী লম্বা।' সবুজ, ১৯২১।

আয়ুক্ষয় [স] বি জীবনীশক্তি ব্যয়। 'পরীক্ষায় অনুরীণ হইলে ... আমাদের দেশের সুকুমারী বালিকাদেরও আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আয়ুক্ষয়কর [স] বিণ আয়ু কহিয়ে দেয় এমন। 'আয়ুক্ষয়কর অনিয়মতা ঘটবে কেন।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

আয়ুক্ষীণ [স] বিণ ক্ষীণজীবী; অতি দুর্বল। 'আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আয়ুর্বেদ [স] বি আয়ুর লক্ষণসূচক হাতের রেখা। 'আয়ুর্বেদ তেলোর ইসপার উপসার, হেড-লাইন নেই।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

আয়ুর্দায় [স আয়ুঃ-দায়] বি বেঁচে থাকার সময়সীমা। 'তোমার আয়ুর্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আয়ুর্বেল [স আয়ুঃ-বেল] বি জীবনীশক্তি। 'আমরা আয়ুর্বেল কোন প্রকারে পলাইয়া গ্রাণ পাইয়াছি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আয়ুর্ভোগ [স আয়ুঃ-ভোগ] বি জীবনযাপন। '৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আয়ুর্ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

আয়ুর্ধর [স] বিণ পরমায়ুর্ধরক। 'ইহা আয়ুর্ধর।' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭৪।

আয়ুঙ্কাল [স আয়ুঃ-কাল] বি জীবনকাল। 'আজ আমার আয়ুঙ্কাল শেষপ্রায়, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পৌঁছে পৃথিবীর আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ ...' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আয়ুঃমতী [স আয়ুঃ+স মতৃপ] বিণ ক্লী নির্দায়। 'মা, আয়ুঃমতী হও।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আয়ুশ্মন [স আয়ুঃ+মতৃপ, সম্বোধন অ] বি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী।
(স-উদ্রাসে) হে আয়ুশ্মন! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী
করুন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

আয়ুশ্মান [স আয়ুঃ+মতৃপ] বিপ জীবনকালসম্পন্ন; জীবনযুক্ত। 'যদি
পরমেশ্বর ইহাকে অধিক আয়ুশ্মান করিতেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

আয়ুশ্রোত [স আয়ু-শ্রোত] বি জীবনশ্রোত। 'আয়ুশ্রোতে ভাসি যবে
আঁধারে আলোতে তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে।' রবীন্দ্র,
১৯৪০।

আয়ু-হরণকারী [স] বিপ জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে এমন। 'আর
কতকাল আমরা এমনি নিঃশব্দে ডাকব/ আয়ু-হরণকারী তিল তিল
অপমায়কে?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আয়ুহীন [স আয়ু-হীন] বিপ আয়ু কমে যাচ্ছে এমন। 'সিন দিন
আয়ুহীন হীনবল সিন দিন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

আয়ুধ [স] বি অস্ত্র। 'নানা আয়ুধের অশ্লীলন করিয়া মন্ত্রশালাতে ব্যায়াম
করিয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদ [স] বি ভারতবর্ষীয় চিকিৎসাবিদ্যা; কবিরাজি
চিকিৎসা। 'চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ।' ভারত, ১৭৬০;
'আয়ুর্বেদ যেরকম লিখেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

আয়ুর্বেদনিষিদ্ধ [স আয়ুর্বেদ-নিষিদ্ধ] বিপ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ
এমন। 'সুরাপান বেদবিহিত এবং আয়ুর্বেদনিষিদ্ধ।' প্রমথ, ১৯০৫।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র [স আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র] বি কবিরাজি
চিকিৎসাবিদ্যা। 'ঐ বিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্রাধ্যাপনার্থে এক পণ্ডিত
নিযুক্ত ছিলেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

আয়ুর্বেদিক [স আয়ুর্বেদ+ইক] বিপ আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয়। 'বাস্তবিক
মস্তক কোশপানির আয়ুর্বেদিক বাগানে দেখে এসেছে জীবাশ্মালা
হাওরমাথায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

আয়েত, আয়েৎ [আ আয়াত] বি বাক্য বা বাক্যাংশ। 'কোরাপ হইতে
গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৩;
'তাঁহার কোরানের আয়েত অনুসারে ফাছেক, জালেম, কাম্ফের।'
মশাররফ, ১৮৮৯।

আয়েনা [আ] বিপ আগামী। 'আয়েনা জুজ্বার দিনে হইবেক বেহা।'
গঙ্গীব, ১৭৬৫।

আয়েব [আ] ১ বি সোধ। 'ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব।' ভারত,
১৭৬০। ২ বি বদনাম। 'বাপ-মায়ের বাড়িতে বেশি দিন থাকা
আয়েব বটে।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ আএব

আয়েশ, আয়েস [আ আয়েশ] ১ বি আনন্দ। 'আমরা এখন রং চাই -
মজা চাই - আয়েস চাই।' গায়ী, ১৮৫৮। ২ বি আরাম। 'তিনি
সদ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।' হুতোম, ১৮৬১। ৩ বি
বাহাদুর। 'হেঁটে যায় সহস্র আয়েস।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

আয়েশী [আ আয়েশ] বিপ আরামপূর্ণ। 'পার হয়ে যাও আয়েশী
রাতের ফাঁদ।' ফররুখ, ১৯৪৩।

আয়েশ-শূন্য [আ আয়েশ+স শূন্য] বিপ প্রয়াসহীন। 'সহসা সে
আবিষ্কার করে একটা আয়েশ-শূন্য সম্ভরণ সাবধানতা।' মানিক,
১৯৩৭।

আয়েসি [আ আয়েশ] বি আরামপ্রিয় যে। 'যে সমাজের আয়েসিগ
দলও কাব্যকলার আদর করে।' প্রমথ, ১৯১৫।

আয়ে [স আয়ুশ্মতী] বি সম্বা। 'আয়ে শয্যা কৈল সবে হরমিত মতি।'
আলাওল, ১৬৮০।

আয়েজন [স] ১ বি প্রভুতি। 'নানা আয়েজন বিবিধ প্রকারে।' মালাধর,
১৫০০। ২ বি সংগৃহীত খাদ্যসামগ্রী। 'ঘরে জায় ধর্মকেতু চাহিয়া
অশিল অয়েজন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ব্যবস্থা। 'উহার অপেক্ষা
ভাল আয়েজন করা একোরে অসম্ভব।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

আয়েজন করা [স] বি উদ্যোগ করা। 'শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার
আয়েজন করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

আয়েজনভার [স] বি আয়েজন সম্ভার। 'জানু করিবার কত পুষ্পপত্র
আয়েজনভার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আয়েজিত [স] বিপ আয়েজন করা হয়েছে এমন। 'ক্লাব হলে
আয়েজিত এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ... সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা
হয়।' বেগম, ১৯৬৩।

আয়েডিন [ই] বি রাসায়নিক মৌল পদার্থবিশেষ। 'অথ আয়েডিন-
ঘটিত।' শিবরাম, ১৯৫০।

আয়েধন [স] বি যুদ্ধ। 'আয়েধন দেখিতে উলিলা সিংহরথে।'
মানিকরাম, ১৭৮১।

আয় [স আয়ুশ্মতী] বি এয়ো; সম্বা। 'আয়া নাম আর্তি করা গুন
বজ্রজন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আয়াত [স আয়ুশ্মতী] বি সম্বার চিহ্ন। 'মায়ের আয়াত হাতে
আয়ুশ্ম ভোজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

-আয় -র, -এর; ষষ্ঠী বিভক্তি। 'তরগুণ্ডে হরিপার বুর ন দীসঅ।' চর্চা
৬, ১২০০।

আর [স অপর; হি আওর] ১ অবা এবং। 'চাম্পা নাগেশর আর নেআলী
মহী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ অবা পুনরায়। 'না দেখো আর তোম মুখ।'
বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিপ অন্য। 'আর দিন গেলা প্রভু সে বিল-ভবনে।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ অবা এর চেয়ে বেশি। 'আমরা সকল তবে না
সহিব আর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বিপ আরও। 'আত হইয়া আর বর
মাগিল সতুর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ সর্ব কার। 'আরের আওয়ায়ে।'
মানোএল, ১৭৪৩। ৭ ক্রিবিপ এমন পরিমাণ। 'সরস চরস ও
মোহনী গাজা আর দিবেক যে সে ধুয়ে যেন মহামুম লাগিয়া যায়।'
ভবানী, ১৮২৮। ৮ ক্রিবিপ অন্য। 'এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর
কাউকে দেওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। 'তুমি আর-কাউকে আদর
করলে আমি কোনোদিন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আর আর ক্রিবিপ অন্যান্য। 'আর আর যুগেতে অর্ব্যবয় যতঃ করি।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

আর এক ১ ক্রিবিপ অন্য একটি। 'অবতারের আর এক আছে মুখ্য
বীজ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ অন্য একজন। 'আর এক ঢল বিপ
থাকে সেই যানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আর একটা বিপ অন্য একটা। ওঁরা, ১৭৮৫।

আরও বিপ এবং। 'নেআলী মহী আরও নানা ফুল।' বড়ু, ১৪৫০।
আরখান সর্ব অন্যটি। 'একখান কাচিয়া পিছে আরখান মাথায়
বাকে।' বিজয়, ১৬৫০।

আরজন সর্ব অপরজন। 'আরজন ফিরাইয়া আনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আর জনম [আর+স জন্ম] বি পূর্বজন্ম। 'মোরা আর জনমে হংস-
মিথুন ছিলাম।' নজরুল, ১৯৩৫।

আরজন্য [আর+স জন্ম] বি অন্য জন্ম। 'আরজন্যে দুই জনে সেবিলা
চকপানি।' মালাধর, ১৫০০।

আর জনো

আর জনো *ক্রিবিণ* অন্য জনো। 'এ জনো না পাই যদি পাব আর জনো।' *ফয়জুর্রহাস*, ১৮৭৬।

আরদিন *ক্রিবিণ* অন্য দিন। 'আরদিনে যৌনজঙ্ঘ করিল গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০।

আর বছর [আর+স বছর] *ক্রিবিণ* বিগত বছরে। 'মুই আর বছর তার বাড়ী কাষ করিয়াছিলাম।' *কেরি*, ১৮০২।

আর বছর [আর+স বছর] *ক্রিবিণ* বিগত বছরে। 'বান্দালায় পৌছিলাম আর বছর শ্রাবণ মাসে।' *কেরি*, ১৮০২।

আরবার ১ *ক্রিবিণ* আবার। 'তোক দেখি আরবার মন না জাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০: 'আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি সে মহা আনন্দময় ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *ক্রিবিণ* বার বার। 'নৃতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬: 'বানী বাজ্ঞে আর নোলক যে তোলে, বউ কহে আর বার।' *জসীম*, ১৯২৯।

আরক [আ] ১ বি কৌরুগুলা নির্ভাস। 'ভাকুর সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধরেন।' *হেতুম*, ১৮৬১। ২ বি রাসায়নিক-বিশেষ। 'কারো মোরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ বি চোয়ানো মদ। 'পিপা পিপা সুরা আরক উজাড়ি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আরকলি বি ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'সুমন্দ আরকলি লকুম একহর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আরকুলি [স অন্য কুল] বি অন্যকুল। 'এককুলি আরকুলি দিসা নাহি পাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

আরক্ত [স] বি রক্তিম। 'ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্ধয়ে ব্যাঘ্রীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩: 'অভাবিত মিলনের আরক্ত আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

আরক্তচিহ্ন [স] *ক্রিবিণ* আহত হুদয়ে। 'শোনাে তুমি অরক্তচিহ্না গুঢ় বাথায় আরক্ত-চিহ্ন।' *শঙ্ক*, ১৯৫৫।

আরক্তবর্ণ [স] বি রক্তবর্ণ। 'এই যে সূর্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে আরক্তবর্ণ হইল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

আরক্তমুখ [স] বি রক্তিম আভাপূর্ণ মুখ। 'চাক আরক্তমুখে ভূগতির হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

আরক্তিম [স] বি লালচে। 'রোষে আরক্তিম মুখখানি ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

আরক্তিম [স] বি রক্তের ন্যায় বর্ণ। 'দুই চকু আরক্তিমতে রুদ্রামান হইয়া পূটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আরক্ত [আ] বি আরক্ত; প্রার্থনা। 'ইংরেজীতে আরক্ত যুগিবেন।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

আরক্ত দান্ত [আ আরক্ত+ফা দন্ত] ১ বি রাজা বা কর্মকর্তার পত্র। *মালোপল*, ১৭৪৩। ২ বি আবেদনপত্র; স্মারকপত্র। 'পুত্রদের আরক্তদান্ত আনুযায়ি কাননচো দন্তরে মুহুরিগিরিতে পদার্পণ হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

আরক্তবেগ [আ আরক্ত+তু বেষ] বি আদালতের পেশকার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

আরক্তবেগী [আ আরক্ত+তু বেগ] ১ বি বিচারকের সামনে দরখাস্ত পড়ে শোনায় বা বানী প্রতিবাদীর উক্তি জানায় এমন। 'আমার আরক্তবেগী পতি বড় গুণী।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি বাগ্মী। *ওস*, ১৭৮৫।

আরক্ত, আরক্তী [আ আরক্ত] ১ বি অনুরোধ; প্রার্থনা। 'আরক্তীর আতি করিাদিনপ সন্নৈ।' *ভারত*, ১৭৬০: 'আরক্তী' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি আবেদনপত্র; দরখাস্ত। 'তাতিলোকের আরক্তীতে খবর মাগুম হইল।' *তাতি*, ১৭৯২।

আরণ [স অরণ্য] বি জঙ্গল। 'যবে কাড়িলি বাট দুসহ আরণে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরণ্য [স] ১ বি অরণ্যের। 'আরণ্য রাজা তাহারদিগের কথায় কৃপাপূর্বক মনোযোগ করিলেক।' *তারিঙ্গী*, ১৮০৩। ২ বি অরণ্যে বাস করে এমন। 'পর্বতীয় ও অরণ্য বিকটাকৃতি মনুষ্য সকল বিদ্যমান আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ বি বনা প্রাণী। 'সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

আরণ্যপ্রদেশ [স] বি বনভূমি অঞ্চল। 'আরণ্যপ্রদেশ, কর্ণধাপন্যুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে যে সময় লাগিত।' *সমসর*, ১৯৮৮।

আরণ্যসমাজ [স] বি বনজীবী সমাজ। 'আরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বগবেষণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

আরণ্যক [স] ১ বি পৃথিবী যখন অরণ্যপূর্ণ ছিল সে রকম। 'সেই অরণ্যক যুগের বর্বর ব্যক্তি স্বাভাবিক প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ বি অরণ্যে স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্র। 'পূর্বে যে সম্বৎ ও বিহারের ধারা ভারতের সার্বকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে সেই পুরাতন অরণ্যককে বিশ্বভারতী-রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। ৩ বি নিভৃতচরী। 'স্বাভাবিক আমি অরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কৃষ্ণহ পকীতুকে আমাকে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। ৪ বি অরণ্যবাসী। 'একদল অরণ্যক।' *অবন*, ১৯২৫। ৫ বি আদিম। 'এর চেয়ে অরণ্যক তীব্র হিংসা সেও শতগুণে শ্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৬ বি বুনো। 'কঙ্কার শব্দের শর অরণ্যক আত্মার আদেশ।' *মহামুদ*, ১৯৭৩।

আরণ্যিক [স] ১ বি অরণ্য সযক্ষীয। 'অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ বি অরণ্যজিৎ। 'অজাতসংকার, মদমত্ত, আরণ্যিক আমার যৌবন।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৯।

আরতি [স আরতি] ক্রি আরতি করা। 'তোমার কারণে আরতিল জগন্নাথ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আরতি, আরতী [স অরতি] অর্থাৎ ১ বি রতির আকাঙ্ক্ষা। 'আরতি লয়িতা কাহ মাঝ বদ্বাবনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি অনুরাগপূর্ণ। 'এখনে ভেজহ কাহাঞি আরতী বচন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ বি প্রার্থনা। 'উসার আরতি দেখি চিত্রলেখা জাএ।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ বি প্রদীপ যুগ্মধনা ও প্রণাম সহযোগে হিন্দুধর্মীয় বিধিবিধি। 'আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।/ প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ বি আদেশ। 'পান দিগা ভগবতী দিলেন আরতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ বি আবদার। 'পুরাণ্ড পিতাবর পুত্রের আরতি।' *বাহাদুর*, ১৬৫০। ৭ বি কামনা। 'স্বইচ্ছা কর দিত সবার আরতি।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৮ বি আতি; অগ্রাহ। 'কৈলাসে জাশিলা ধর্ম সেনের আরতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৯ বি শ্রব। 'তাহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব-মানব বন্দে চরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ১০ বি অরতি। 'বটের মধ্যে আরতি তার, রয়েছে লোভ নিমের তরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

আরতিঘণ্টা [স] বি প্রার্থনার আহ্বানে বাজানো ঘণ্টা; শঙ্খধ্বনি। 'আরতিঘণ্টা শ্রবিল প্রাচীন রাজসদেবালয় ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৯৯।

আরতিদীপ [স] বি পূজার প্রদীপ। 'মোর জীবন হবে আরতিদীপ।' *আরতিদীপ*

নজরুল, ১৯৩৫।

আরতিশঙ্খ [স] বি উপাসনার মঙ্গলধ্বনি। 'একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশঙ্খ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আরাদলি, আরাদলী [হি] বি চাপরাশি: পিয়ন। 'আমি যখন আরাদলি ছিলাম দেখিয়াছি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০; 'উকিল, মোক্তার, পেঙ্কার, কন্সট্রেল, চাফা, আরাদলী, দর্শকগণ ইত্যাদি।' মশাররফ, ১৮৬৯।

আরদ্দ [স হিব্রা] বি হলুদ। 'আরদ্দ মাথিয়া কেবা সারদ্দ বনাই রে।' ফিচী, ১৬০০।

আরন্দ [স অরন্ধন] বি অরন্ধন। 'ভাদ্র মাসের আরন্দটি বড় ধূমে গ্যাচে।' হুতোম, ১৮৬১।

আরন্ধ [স অরন্ধন] বি যে দিন রান্না নিষেধ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আরপা [স আরোপ<] ক্রি স্থাপন করা। 'আরপিল হেম পাট শোভের জ্বলনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আরফাত [আ] বি ময়দান। 'এই বাংলায় তোমরা আনিয়ো মুক্তির আরফাত।' নজরুল, ১৯৪২।

আরব' [স] ১ বি শব্দ। 'অপূর্ব আরব করে আর পক্ষবৃন্দে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি উচ্চধ্বনি: গর্জন। 'কংগিল বহুধা; দেশ পূরিল আরবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আরব' [আ] ১ বি আরব দেশের অধিবাসী; আরবি ভাষা। 'আরব সবেরে আবু জেলে কহিল।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ আরব দেশের। 'তিনি ... আরব লোককে গ্রীষ্ম দেশীয় গণিতবিদ্যা প্রথমতঃ উপদেশ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আরবদেশীয় [আ আরব+স দেশীয়] বিণ আরব দেশের। 'তিনি আরবদেশীয় লোকদিগকে হিন্দুগণিত শাস্ত্রের উপদেশ করব।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আরববাসী [আ আরব+স বাসী] বি আরবদেশের অধিবাসী। 'আরববাসীদিগের আহারের দৃষ্টান্ত ...।' মশাররফ, ১৮৮৪।

আরবভূম [আ আরব+স ভূমি] বি আরবদেশ। 'আমীর এ বৎসর পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদনের জন্য আরবভূমে গমনোচ্ছুক ছিলেন।' প্রচারক, ১৯০৩।

আরব-রবি [আ আরব+স রবি] বি আরব অঞ্চলে উদিত সূর্য। 'সোহিত সাগরে সিনান করিয়া/ উদিল আরব-রবি।' নজরুল, ১৯৪১।

আরবাভিমুখ [আ আরব+স অভিমুখ] বিণ আরবের উদ্দেশে গমনোদ্ভূত। 'একটি আরবাভিমুখ, অপরটি ভারতাভিমুখ।' অন্নদা, ১৯৩৭।

আরবি, আরবী [আ আরব<] ১ বি আরব দেশের অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী ভাষাসানী উজ্জবেকী সকল।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি আরব দেশের ভাষা। 'আরবী ফারসী আদ্য নসরানি এহুদী।' আলোড়ন, ১৬৮০; 'পারসি আরবি কয়, কতু নাহি মূত্বা ভয়।' রামশ্রুঙ্গ, ১৭৮০।

আরবীগ্রন্থ [আ আরব+স গ্রন্থ] বি আরবি ভাষায় লেখা বই। 'আরবীগ্রন্থ অনুসারে তাঁহার গ্ৰন্থ সকল প্রায় ১১৫০ শকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আরবীয় [আ আরব+স ইয়] ১ বিণ আরব দেশীয়। 'পারস্যোত্তেও আরবীয় রীতিক্রমে ব্যাকরণ রচিত হয়।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি আরবি ভাষা। 'বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটি আরবীয় ও সংস্কৃত ও পারস্য

অধ্যয়নকরণবিষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বি আরব দেশের লোক। 'আরবীয়েরা ইহার দুগ্ধ পান করে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

আরবীয়তা [আ আরব+স ইয়তা] বি আরব দেশীয় বৈশিষ্ট্য। 'তারা ... আরবীয়তা থেকে সবলে মুক্ত হতে চায়।' অন্নদা, ১৯৩৭।

আরবান [ফা] বি আকাক্ষা। 'ভবেত দেশে মেরা না থাকে আরবান।' গরীব, ১৭৬৫।

আরক [স] ১ বি আরক। 'গুস্তাদের নিকট পাঠিতে আরক করিলেন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিণ অনুষ্ঠিত। 'যুব মহাশয়েরদের কর্তৃক আরক হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে স্থগিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিণ উনুখ। 'অশ্রীল আরক বিষ তুলেছে ফণায়।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

আরকি, আরকী [আ আরব<] ১ বি আরবের অধিবাসী। 'হাকিয়া কহিল শুন আরকী সযায়।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ আরবি ভাষায় রচিত। 'বালক আরকী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক ...।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

আরব্য [আ আরব+স য়] ১ বিণ আরবদেশে প্রচলিত। 'আরব্য ভাষা।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি আরব জাতি। 'আরব্য, তুরকী এবং পাঠান এই তিন জাতি' বসদর্পন, ১৮৭২। ৩ বিণ আরবি ভাষা সংক্রান্ত। 'আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৪ বিণ আরবদেশে সৃষ্ট। 'সোনালী-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বিণ আরবীয়। 'পারস্য এবং আরব্য ইয়াক, ভাষাক, সমরকন্দ, বুখারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আরব্য উপন্যাস [আ আরব+স উপন্যাস] বি আরব্য রজনীর গল্প। 'সোনালী-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আরব্য সাগর [আ আরব+স সাগর] বি ভারতের পশ্চিম উপকূল ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী সাগর। 'আরব্য সাগর হইতে যে রাশি রাশি ধন আসিত।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

আরমিগি [হি] বি আরমেনিয়ার ভাষা। 'বাক্সা ইসরকী লেটিন আরমিগি জর্খাগি ফ্রান্সি ফিরিসিকদেরি লিখনের এক ভঙ্গী।' দর্পণ, ১৮৩৫।

আরমাদ [প আরমাদা] বি নৌবহর। ওর্গ, ১৭৮৫।

আরমান [ফা] বি ইচ্ছা। 'দেখিতে ইমামের শির করিল আরমান।' গরীব, ১৭৬৫।

আরমানি, আরমানী [হি] ১ বি আরমেনিয়ার ভাষা। 'নাগরী ফিরঙ্গী আরমানি ইত্যাদি।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ আরমেনিয়া জাতি সংক্রান্ত। 'চুচুভাতে এক আরমানী খ্রিজায়র আছে।' দর্পণ, ১৮২২; 'আরমানিদিগের আরমানি গোরস্থান।' দর্পণ, ১৮২৬।

আরমেনিয়ান [হি] বিণ আর্মেনিয়া সংক্রান্ত। 'ইংলিশ, আর্মেনিয়ান, জার্মান।' গিরিশ, ১৮৮৬।

আরম [স] বি সূত্রপাত। 'জুকে আসি সম্মিল করিয়া আরম' মালশর, ১৫০০।

আরম-অংশ [স] বি প্রারম্ভিক ভাগ। 'অত্যন্ত বেসুরে একটা মেটো-রাগিণীর আরম-অংশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আরম করণ [স] বি আরম্ভ করা। ওর্গ, ১৭৮৫।

আরম্ভকাল [স] বি সূচনাকাল। 'এই দ্বন্দ্ব মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকেই প্রবলবেগে চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

আরম্ভণ [স] বি আরম্ভ। 'বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভণ।' দর্পণ, ১৮৩০।

মুকুন্দ, ১৬০০।

আরম্ভন [সি আরম্ভণ] বি আরম্ভ। 'কৃষ্ণ অবতার খেলা করে আরম্ভন।' রূপরাম, ১৭৫০।

আরম্ভ-রোখা [সি] বি সূচনা-রোখা। 'দুই দিকের পার পৃথিবীর দুটি আরম্ভ-রোখার মতো বোধ হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আরম্ভাবধি [সি আরম্ভ-অবধি] ক্রিবিধ শুরু থেকে। 'এইরূপে কলির আরম্ভাবধি শকাব্দিত পাঁচাত্তর রাজার সাম্রাজ্য পর্যন্ত ... বৎসর গত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'তরুণকঙ্কর আরম্ভাবধি চন্দ্রের কলা যদিও প্রতি নিমেষে বৃদ্ধি পায়।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

আরম্ভা [সি আরম্ভ] ১ ক্রি আরম্ভ করা। 'ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি সূচিত হওয়া। 'আরম্ভিছে কীরতল পরিছে শীহারজাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। আরম্ভনে ক্রি আরম্ভ করে। 'তত কাজ আরম্ভনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। আরম্ভিয়া ক্রি শুরু করে। 'সে সবে বারতা পাইলে যুদ্ধ আরম্ভিয়া।' সুলতান, ১৭০০। আরম্ভিল ১ ক্রি আরম্ভ করলো। 'ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি আরম্ভ হলো। 'বোচাকো আরম্ভিল বারবার বিস্তার।' রূপরাম, ১৭৫০। আরম্ভিলা ক্রি আরম্ভ করলে। 'তনয়া কীর্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আরশ [আ] বি নিঃসান; ইসলামি মতে খোদার আসন। 'আরশ কুরসী যথ ভুবন ছাপন।' আলগল, ১৬৮০; 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি তিরবিম্বর আমি বিশ্ববিধাতর।' নজরুল, ১৯২২।

আরশ-ধাম [আ আরশ+স ধাম] বি ইসলামিবিধাস অনুযায়ী যেখানে আল্লাহর আসন রয়েছে। 'ওই নামেরই বাতি ঝুলে দেখি লোহ আরশ-ধাম।' নজরুল, ১৯৩২।

আরশি [সি আদর্শিক] ১ বি আয়না। ওঁস, ১৭৮৫; 'বিপুল আরশি স্ক্রু ছিলে বহু, ছিলে স্থির।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি প্রতিফলক। 'সারিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ অরশি, আরসী

আরশিনগর [সি আদর্শ]+স নগর] বি কাল্পনিক স্থান। 'বাড়ীর পাশে আরশিনগর সেখা এক পড়শী বসত করে।' লালন, ১৮৯০।

আরতলা, আরতলা, আরশোলা [সি অরুপদা] বি তেলাপোকা। 'ফড়িঙের কটা ঠ্যাং আরতলা কি কি যায়।' সুকুমার, ১৯১৮; 'ফরফর করে আরশোলা উড়বে।' জীবন, ১৯০২; 'আরো আমেরে সাথী ছারশোকা, মশা আর আরতলা।' নজরুল, ১৯৪১; ৮ আরসুলা, আরসোলা

আরশোলাময় [আরশোলা+স ময়] বিণ তেলাপোকায় পরিপূর্ণ। 'মাকড়সা, আরশোলাময় অন্ধকার ঘরে বসে।' শ্যামসূর, ১৯৬৮।

আরসা [সি রস] বিণ নীরস; রসহীন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আরসি, আরসী [সি আদর্শিকা] বি আয়না। ওঁস, ১৭৮২; 'নকশাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লোও কবে পায়েম।' হুতোম, ১৮৬১; 'আরসী দখে আর সাহস হয় না।' হুতোম, ১৮৬১।

আরসীর মুখ দেখা - আয়নাতে নিজেই নিজের মুখ দেখা। 'ইহাকেই বলে, আরসীর মুখ দেখা।' বিদ্যা, ১৮৭০।

আরসোলা, আরসুলা [সি অরুপদা] বি তেলাপোকা। ওঁস, ১৭৮২; 'উড়ি উড়ি আরসুলা দায় তুঁড়িলাখ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'ফিল শুধু ইমুর ও ছুঁচো, টিকটিকি ও আরসোলা।' প্রমথ, ১৯৩৭। ৮ আরতলা

আরহণ [সি আরহণ] বি আরহণ। 'ফল-মূল কাঠ আরহণ করেন।' প্যারী,

১৮৬০।

আরাকড় [ফা আরাক] বি করাতি। 'আরাকড় বরচ -।' চিঠিপত্রে, ১৮৭০।

আরাকান বিণ আরাকান দেশীয়। 'শীঘ্র আরাকান ভাষায় আমিয়ার নৃতন নামকরণ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আরাত্রিক [সি] বি আরতি। 'পূজাদি কর্ম ও আরাত্রিক কর্ম নির্বাহ করেন।' ভবানী, ১৮৫২।

আরাধনা [সি] বি অনুশীলন। 'নৃত্য গিত বাদ্য সন্তে করিল আরাধন।' মালাধর, ১৫০০।

আরাধনা [সি] ১ বি পূজা। 'কুলদেবতার আরাধনা করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি উপাসনা। 'ধর্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি উপরোধ। 'তুমি জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আরাধনাশীল [সি] বিণ আরাধনারত। 'মনীষার বইগুলো আরো স্থির-শান্ত-আরাধনাশীল।' জীবন, ১৯৪০।

আরাধনার্থে [সি আরাধনা-অর্থে] ক্রিবিণ আরাধনার লক্ষ্যে। 'ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিল্পাচারি লোকসকলের...'। দর্পণ, ১৮৩০।

আরাধা [সি আরাধনা] ক্রি আরাধনা করা। 'নিরাহারে তপ করি আরাধে সন্ধরে।' মালাধর, ১৫০০। আরাধনে ক্রি আরাধনা করে। 'দেব আরাধনে কেন্যা পাইছি বিসিস্ট।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। আরাধি ক্রি উপাসনা করি। 'না জানি কি করে আরাধি হে বিশ্বাধায়া তুমি।' মাইকেল, ১৮৬৩। আরাধিয়া ক্রি আরাধনা করে। 'অম্বিক সাধিয়া ধর্ম আরাধিয়া' পাইলু তবের ধাম।' বাহরাম, ১৭০০। আরাধিলা ক্রি আরাধনা করলো। 'পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। আরাধিযিল ক্রি আরাধনা করলো। 'জনমে জনমে দেব-ধর্ম আরাধিযিল।' বাহরাম, ১৬৫০। আরাধে ক্রি আরাধনা করে। 'নিরাহারে তপ করি আরাধে সন্ধরে।' মালাধর, ১৫০০। আরাধেস্ত ক্রি আরাধনা করে। 'নৃপ কুলে বহ যত্নে দেব আরাধেস্ত।' আলগল, ১৬৮০।

আরাধিত [সি] বিণ আরাধনা করা হয়েছে এমন। 'পবিত্র সুন্দর শিত আরাধিত কাল্পিত সন্ততি।' অন্নদা, ১৯২৭।

আরাধ্য [সি] ১ বি আরাধনা। 'চতুর্ষং যে ভক্ততত্ত্ব আরাধ্য করি জানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ আরাধনার যোগ্য। 'পরমেশ্বরই মানবজাতির পথম ভক্তিজ্ঞান আরাধ্য বস্তু।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বিণ উপাস্য। 'জগতে আরাধ্য গুরু, চরণ তোমার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আরাধ্যা [সি] বিণ স্ত্রী আরাধনার যোগ্য। 'আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্থ লইয়া এখানে আসিয়াছি।' জগদীশ, ১৯১৭।

আরাদো [সি অরদ্ধান] বি ভদ্র মাসে অনুষ্ঠেয় হিন্দু পর্ববিশেষ। 'তোরা বাবুর বাড়ী কি আমি আরাদো খেতে এইচি?' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

আরাব [সি] ১ বি রব; শব্দ। 'নাচে বিদ্যাদ্যধী রিপোলাকসুন্দরী আরাব করয়ে গান।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ বি উজ্জ্বলনি। 'পশিল সে ছলে আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আরাবি, আরাবী [আ আরাব] ১ বিণ আরাবি ভাষাভাষী। ওঁস, ১৭৮৫। ২ বিণ আরবদেশীয়। 'একটা বড় সুবুদী সিংহির বাছা আরাবী মুগুরের ইহার কিম্বত সিন্ধা ২০০০।' কালগে, ১৭৯৫।

আরাম [ফা] ১ বি শান্তি। 'রাহুলের আজার বড়া নাহিক আরাম।' গুরীব, ১৭৭৫। ২ বি আরেশ। 'লোখায়ে কিছু আরাম বোধ হইবাত অদ্য দিবস পাচ হয় বাটীকে ...।' চিঠিপত্রে, ১৭৮৯। ৩ বি বিশ্রাম। 'আমি ঘরে পিয়া কিছু খাইয়া আরাম কর্যা কাপড় পরিয়া আশীর্বো।'।

মিলার, ১৭৯৭। ৪ বিণ আরোগ্য। 'তোপচিনি মারকুরি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন।' ভবানী, ১৮২৫; 'লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল দ্বারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৫ বি সুখ। 'অপূর্ণ আরাম, প্রচুর ঐশ্বর্য, শোভন সজা, মনোহর বস্ত্র, উত্তমা স্ত্রী ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৬ বি স্বস্তি। 'ভারি আরাম পাইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আরাম-আমোদ বি আশেষ ও আনন্দ। 'আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আরাম-আয়েস [ফা আরাম+আ আয়েশ] বি সুখ-শাঙ্ক্য। 'আরাম-আয়েস এবং বিলাসব্যাসন ত্যাগ করে ... যেতে হবে ঘরে ঘরে।' বেগম, ১৯৪৮।

আরাম করণ [ফা আরাম+স করণ] বি আরাম করা। ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

আরাম-কামরা [ফা আরাম+প কামরা] বি বিশ্রামকক্ষ। 'বাইরের আরাম-কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আরাম-কুর্সী [ফা আরাম+আ কুরসী] বি ইজি চেয়ার; আরাম-কোদোরা। 'একথানা আরাম কুর্সীতে বসিয়া ভাবিতেছেন।' সিরাজী, ১৯২৩।

আরাম-কোদোরা [ফা আরাম+প কোদোরা] বি ইজি চেয়ার। 'আরাম-কোদোর উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

আরামটোঁকি [ফা আরাম+স চতুর্কী] বি আরামে বসার চেয়ার; ইজি চেয়ার; শোফা। 'শেখর একটা গদিআঁটা আরাম টোঁকির উপর হেলান দিয়া ...।' শরৎ, ১৯১৪।

আরামজনক [ফা আরাম+স জনক] ১ বিণ সুখকর। 'আমাদের অলস মনের আরামজনক বিশ্বাস-সকল বিজ্ঞানের ...।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বিণ স্বস্তিদায়ক। 'অত ইতর লোকের সংঘর্ষটা আমার পক্ষে তেমন আরামজনক হয়নি।' প্রমথ, ১৯২৪।

আরামদায়ক [ফা আরাম+স দায়ক] বিণ আয়েশি; সুখকর। 'একটা আরামদায়ক অবসাদে অবশ।' বিভূতি, ১৯৩৭।

আরামদায়ী [ফা আরাম+স দায়ী] বিণ সুখদায়ক। 'ভালর ভাল সে সর্ব কালের চরমে আরামদায়ী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

আরামান্দিয়া [ফা আরাম+স ন্দিয়া] বি আরামদায়ক ঘুম। 'আরামান্দিয়া রসাতলে লইয়া ফেলিভেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আরামপুলক [ফা আরাম+স পুলক] বি স্বস্তিকর আনন্দ। 'গ্রামগুলি এমন একটা আরামপুলকের ভাব প্রকাশ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আরামপ্রদ [ফা আরাম+স প্রদ] বিণ সুখ প্রদানকারী। 'গাড়িটার স্বচ্ছন্দ গতির চেয়েও সহজ ও আরামপ্রদ।' মানিক, ১৯৩৭।

আরামপ্রিয় [ফা আরাম+স প্রিয়] বিণ আয়েশি; আরামে থাকতে চায় এমন। 'বৈশাখ্যুগো মানুষ আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হয়ে পড়ে।' প্রমথ, ১৯১৪; 'তনতে পাই, এখানকার পুরুষরা অলস ও আরামপ্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

আরামপ্রিয়তা [ফা আরাম+স প্রিয়তা] বি বিলাসিতা। 'মায়ের আরামপ্রিয়তা আর অসাবধানতায় সম্ভান যদি জীবনে ব্যর্থ হয়।' বেগম, ১৯৪৭।

আরামবাগ [ফা] বি প্রমোদ-উদ্যান। 'শহরে সাধারণের জন্য একটি আরামবাগ খোলা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আরামবিদ্যা [ফা আরাম+স বিদ্যা] বি চিকিৎসাবিদ্যা। 'কৃষিবিদ্যা ও আরামবিদ্যা বর্ধনার্থক ... অতিবাহিনী।' দর্পণ, ১৮২০।

আরামবোধ [ফা আরাম+স বোধ] বি সুখ অনুভব। 'সূচরিতা অত্যন্ত আরামবোধ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আরামব্যারাম [ফা আরাম+ফা বে-আরাম] বি সুখ ও অসুখ। 'ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাটি আরামব্যারাম ... এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কল্কিত করে তুলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আরাম-ভাঙা বিণ আরাম ভেঙে দেয় এমন। 'আরাম-ভাঙা উদাস সুরে আমার বাঁশির শূন্য হৃদয় কে দিল আজ বাথার পুরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

আরামসিক্ত [ফা আরাম+স সিক্ত] বিণ আরাম বোধ হচ্ছে এমন। 'গরুটার চোখে যেমন আরামসিক্ত ঘুম আসছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

আরামস্পৃহা [ফা আরাম+স স্পৃহা] বি আশেষ কামনা। 'আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্যবোধ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আরামি [ফা আরাম+] বিণ সুখী। 'পায়ের মাংস আরামি লোকের কায়দার ফুলে থাকে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আরামচেয়ার [ই আরম্ভ চেয়ার] বি হাতলগুয়ালী চেয়ার। 'ঘরে ঘরে সেই ভ্রমণবিলাসী ভাবনা/ আরামচেয়ারে আনে দুপুরের নিদ্রা।' সুভাষ, ১৯৪০।

আরম্ভ [স আরম্ভ] বি আরম্ভ; শুরু। ক্যালগে, ১৭৮৭।

আরাষ্টা [ফা] বিণ সজ্জিত। 'বেশেষত সব আরাষ্টা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম।' বঙ্কিম, ১৯২৪।

আরাষ্টা [স আরাষ্টা] ক্রি আরাধনা করা। 'সরস কবি সুরস ভনে চক্রেত চতুরঙ্গপনে নারি আরাষ্টাই ইক্ষুবানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আরি [স আলি] বি পাড়; তীর। 'ও আরিতে পার হজা বিকশিবো দধী।' বড়ু, ১৪৫০।

আরি [স অরি] বি শত্রু। 'হিত মিত ভূমি সে আরি।' আলাওল, ১৬৮০। ৫ আরী

আরিন্দা [ফা আরিন্দা] বি পেয়াদা। 'মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আরিন্দা থরা [ফা আরিন্দা+আ থরজা] বি পাঠোনার থরজ। 'তবে তোর আরিন্দা থরজা দিতে হবেক।' কেরি, ১৮০২।

আরিন্দাগিরি [ফা আরিন্দা+ফা গিরি] বি পেয়াদাগিরি। 'পৌড়ে রয়ে পাংখা আগে আরিন্দাগিরি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আরিয়ল থাঁ [বি নদীর নামবিশেষ। 'আরিয়ল থাঁ নদীর ধারে ছোট গ্রাম।' নজরুল, ১৯৩৩।

আরী [স অরি] বি শত্রু। 'তোমো দেব কব্দের আরী।' বড়ু, ১৪৫০।

আরু [অ] অব্য আরও। 'উল্লুক বোলন্ত আরু সুনহ নারানন।' রামাই, ১৭১০।

আরুচা [স অরুচি] বি অরুচি। 'আরুচা করিল বল উদন বেঞ্জন জল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আরুধ [স রোহ+] বি রোহ। 'কৈটতে বখিতে যেন কৃষ্ণের আরুধ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আরুঢ় [স] ১ বিণ আবিস্কৃত। 'তখন, পূর্বকৃত মানসিক স্মৃতিপথে আরুঢ় হওরাতে ... এই আলোচনা করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ আরোহণ করছে এমন। 'শিক্ষার্থীবৃন্দ ... পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াই যেন করেন, তাঁহারা উন্নতিমার্গে আরুঢ় হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; কৃতসংকল্প। 'এইরূপ অধ্যবসয়ে আরুঢ়

হইয়া ... ' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

আরে' [ধন্য] ১ অব্য সম্বোধনে (বিশ্বম্বে)। 'আরে কে না জালে ফুকে।' বড়, ১৪৫০। ২ অব্য ভগ্নো। মানোএল, ১৭৪০।

আরে' [হি আওর] ক্রিবিধ তার উপরে। 'একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরুণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আরে' [আর>] সর্ব অন্যান্জনকে। 'একে চাইলেন আরে পায়িলেন।' বড়, ১৪৫০।

আরেক [আর+স এক] বিধ অন্য এক। 'দেবতে দেখতে আরেকটা উৎসব এসে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

আরেকজন [আর+স এক+জন] বি অন্য একজন। 'রামজসাদ সেন আরেকজন পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গীতি কবি।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আরেকজনা [আর+স এক+স জন>] বি অন্য ব্যক্তি। 'আর আরেকজনা গোপনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আরো [তুল. অ আর] বিধ অধিকতর। 'উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেখেতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আরোক [আ] বি পথ্য। 'তোমাকে যে আরোক দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্যায়ি হইবে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আরোগ্য [স] ১ বিধ সুস্থ। 'কেহ বা স্নান ধায়া আরোগ্য করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বিধ রোগমুক্ত। 'বর্তমান পীড়া কিসে আরোগ্য হয়, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিধ নিরাময়। 'দেহ ভগ্ন হইলে একটি পীড়া আরোগ্য করিবার সময় অন্য পীড়া আশ্রয় পড়ে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি সুখ। 'তাঁহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বি রোগমুক্তি। 'রোগীকে বধ করে রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতরো আরোগ্য?' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বি রোগহীনতা। 'দেহে আত্মসুখ, জীবনব্যয়োগ জড় বাধার উপর কর্তৃত্ব ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আরোগ্যকামী [স] বিধ রোগমুক্তি লাভে ইচ্ছুক। 'আরোগ্যকামী বহু যাত্রী।' বিভূতি, ১৯৩১।

আরোগ্যতত্ত্ব [স] বি রোগমুক্তিবিষয়ক তত্ত্ব। 'সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্যতত্ত্ব আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আরোগ্য-নিকেতন [স] বি চিকিৎসালয়। 'আরোগ্য-নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয়।' ভাষা, ১৯৫৩।

আরোগ্যবিধান [স] বি রোগমুক্তির বিধান। 'নিকটপ্রায় থাকত তার আরোগ্য বিধান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আরোগ্যভবন [স] বি চিকিৎসালয়। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আরোগ্যভবনে, শিশুকেস্ত্রে, কৃষিসমভাবে।' অমিয়, ১৯৩৯।

আরোগ্যলক্ষী [স] বি রোগনিরাময়ের দেবী। 'বিশ্বের আরোগ্যলক্ষী জীবনের অন্তঃপুরে যার ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আরোগ্যশেষে [স আরোগ্য-অন্তে] ক্রিবিধ সুস্থ হওয়ার পরে। 'আরোগ্যশেষে আলী আবার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।' এনামুল, ১৯৫৫।

আরোগ্যালয় [স আরোগ্য-আলয়] বি রুগ্নদের নিরাময়ের নিবাস। 'এই স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে আরোগ্যালয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আরোগ্যপ্রশ্ন [স আরোগ্য-আশ্রয়] বি আরোগ্য লাভের প্রশ্ন; চিকিৎসালয়। 'অল্পবয়সী মূর্খদের জন্যে কটা আরোগ্যপ্রশ্ন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আরোগ্য-সুখ [স] বি সুস্থতাজনিত সুখ। 'অনুপম আরোগ্য-সুখ

সম্ভোগ করিতে অবশ্যই সমর্থ হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আরোজ [আ আরজ] বি আবেদন। 'ইহা আরোজ করিলাম।' ভেরলি, ১৮০০।

আরোপ [স] ১ ক্রি স্থাপন করে। 'চরণপল্লব আরোপ রাখা মোর মাথার উপরে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি লেপন। 'তিনি আমার বৃদ্ধিবৃদ্ধির উপর কলঙ্ক আরোপ করে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি অর্পণ। 'আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি চাপিয়ে দেওয়া। 'এরূপ কলঙ্ক আরোপ করা সম্পূর্ণ অমূলক ও অন্যায্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বি ধারণা। 'মানুষের স্পর্শ অতীতার আরোপ করে অবশেষে সেই স্পর্শে দেবতারও শুচিতানাশ কল্পনা করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আরোপণ [স] ১ বি স্থাপন। 'স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রবর্তন। 'এই স্থূল শরীর যে, সেই আত্মা - এই নিম্ভয় করিয়া ... দেহাশ্রবাদের আরোপণ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি চাপিয়ে দেওয়া। 'অসত্যকলঙ্ক আরোপণপূর্বক সুখাতি লোপ করিতেই ...' অক্ষয়, ১৮৫৫।

আরোপা [স আরোপ>] ১ ক্রি স্থাপন করা; রাখা। 'এখাঞ্ছি শিয়রে বাঁধি আরোপা' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি শয়ন করা। 'আপনে আরোপণ গিঁথি পল্লবশয়নে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি অর্পণ করা। 'শিরে আরোপা আ পাশি চণ্ডী দিলা কোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি ধারণ করা; পরিধান করা। 'অঙ্গুলেতে আরোপালা কেশ কুশলরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। আরোপ ক্রি শয়ন করে। 'আপনে আরোপ গিঁথি পল্লবশয়নে।' বড়, ১৪৫০। আরোপি ক্রি স্থাপন করে। 'জলের উপরে ক্ষিতি আরোপি ভূবনপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। আরোপিআ ক্রি অর্পণ করে। 'শিরে আরোপা আ পাশি চণ্ডী দিলা কোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। আরোপিআ ক্রি রেখে। 'এখাঞ্ছি শিয়রে বাঁধি আরোপা' বড়, ১৪৫০। আরোপিবি ক্রি আরোপ করলে। 'আরোপিবি যমুকুলে কলঙ্ক কেমনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। আরোপিয়া ক্রি আরোপ করে। 'আঁকি এথা থাকিব কতুক আরোপিয়া।' রবীন্দ্র, ১৬৬৯। আরোপিলা ক্রি স্থাপন করলে। 'প্রভুর চরন লেয়া বুক আরোপিল।' মঙ্গলধর, ১৫০০। আরোপিলা ক্রি পরলে। 'অঙ্গুলেতে আরোপিলা কেশ কুশলরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। আরোপি ক্রি ধারণ করে। 'একপদে আরোপি নৃপুণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আরোপিত [স] ১ বিধ কল্পিত। 'যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়।' তারিণী, ১৮০০। ২ বিধ নিয়োজিত। 'পরমেশ্বর ... ইচ্ছাকৃতম্বে অশ্বখবৃক্ষ রূপে রাজাকে সত্যমুখে প্রথমতঃ আরোপিত করিয়াছিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিধ চাপিয়ে-দেওয়া। লর্ড এলগিন ইঙ্গিতে বোহ হয় মাফিষ্টারের ইষ্ট সিঙ্কির আরোপিত পক্ষপাতকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আরোয়া বিধ আতপ চাল থেকে প্রস্তুতকৃত। 'চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিলা ডাহিনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আরোস [ফা আরাইশ] বি প্রলেপ। 'মেহেদী কি অন্য কোন প্রকারে আরোস শরীরে লেপন, যাহাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আরোহক [স] বি আরোহণকারী। 'আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক হেলে।' দর্পণ, ১৮২৫।

আরোহণ [স] ১ বি উপরে ওঠা বা চড়া। 'আরোহণ বৃষবার সিংহা ডবুর করে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অতিক্রম। 'আমরা সেই সকল সোপান আরোহণ করিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি বিকাশ। 'মানসিক

উন্নতি বলিতে গেলে, মনের বর্তমান জ্ঞানস্তরের উপরিতন স্তরসমূহে পরপর আরোহণই নির্দেশ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি উন্নতি। 'অসাধারণ শ্রীপুঙ্খসোপানে আরোহণ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বি অধিষ্ঠান। 'উইলিয়াম যখন নর্ম্যাণ্ডির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আরোহণক্রম [স] বি উপরে ওঠার কষ্ট। 'তাহারা আরোহণক্রম ও প্রবণ রৌদ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

আরোহণপূর্বক, আরোহণপূর্বক [স] ত্রিবিধ চড়ে। 'একজন সাংখ্যিক কর্মচারীকে সমভিব্যাহারে করিয়া, বোয়াম-যান আরোহণপূর্বক ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আরোহি [স আরোহণ] ক্রি আরোহণ করা। 'আরোহিণী তীর গাভির লইয়া হাতে।' বাহরাম, ১৬৫০; 'মৃদু মদ গন্ধবহ-বাহনে আরোহি।' মাইকেল, ১৮৬০।

আরোহি [স আরোহি, সন্ধিতে হ্রস্ব ই] বি আরোহণকারী। 'আরোহিণী ... স্বপদস্থ হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২। দ্র আরোহী

আরোহিণী [স] বি স্ত্রী আরোহণকারী। 'ওই ভেসে-যাওয়া পারের বেয়ার আরোহিণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আরোহিত [স] ১ বিণ চড়ানো হয়েছে এমন। 'তিন দিন, শূলে আরোহিত ছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ আরোহণ করা হয়েছে এমন। 'হতভাগা নারী শিশু সন্তান সহিত নৌকায় আরোহিত।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

আরোহী [স] বি যাত্রী। 'কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পয়ত্না কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

আর্কফলা [স] বি টিকি। 'বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা।' দর্পণ, ১৮২২।

আর্কমার্কী [স আর্ক+প মার্কী] বিণ টিকিওয়ালা। 'আমাদের আর্কমার্কী পণ্ডিতমশাই।' নজরুল, ১৯২৪।

আর্কিটেক্ট [স] বি স্থপতি। 'আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার মার্টিন কোম্পানি-আগাগোড়া বাড়িখানা তার।' জীবন, ১৯৩২।

আর্গিন [স] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; অর্গন। 'একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আর্চ [স] বি দরজা-জানালায় উপরকার অর্ধবৃত্তাকার বিলান। 'জানালায় আর্চ হতে বাদুড়ের হাতে এ-রাত্রি ডেরেছে অকমাতে।' শক্তি, ১৯৬৫।

আর্জব, আর্জব [স] বি স্বজ্ঞতা। 'সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যায়ন ও আর্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

আর্জা, আর্জা [স আর্জ] বি হেঁয়ালি ছড়া। 'আর্জা তর্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আর্জি, আর্জি [আ] ১ বি আবেদনপত্র। 'আর্জি ও বত ও টর্গিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বি আবেদন। 'নিদ-মহলে বন্ধু! আমার আর্জি হবে পেশ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আর্জুন, আর্জুন [স অর্জুন] বি অর্জুন গাছ। 'জমল আর্জুন তরু উপাড়িল আক্ষে।' বড়ু, ১৪৫০।

আর্জেন্ট [স] ১ বিণ জরুরি। 'একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম অনিয়া দিল।' রোকেয়া, ১৯২২। ২ বি জরুরিভাবে করতে হবে যা। 'আর্জেন্ট আর ইমিডিয়েটের ভিড বাড়ে সম্বোধন পর।' সাদত, ১৯৭১।

আর্চি [স] ১ বি ললিতকলা। 'আর্চের একটি প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার

আনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'সুন্দররূপে জীবন ধারণ করতাকে যদি একটা আর্চের মধ্যে গণ্য করতে হয় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ চিত্রসংক্রান্ত। 'ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্চ স্টুডিয়ার রঙকরা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি কৌশল। 'চিঠি লেখাটারও একটা আর্চ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি সৌন্দর্যচর্চা। 'দাম্পত্যটা একটা আর্চ, প্রতিদিন ওকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ বি সৌন্দর্য। 'সেই নিয়মেই নানারকম ব্যাপার ... তার ভিতরেও কোনো আর্চ নেই।' জীবন, ১৯৩৩। ৬ বি চারুকলা। 'আর্চ স্থপতির ছাত্রী সে।' শিবরাম, ১৯৭০।

আর্টকলেজ [স] বি চিত্রাঙ্কন মহাবিদ্যালয়। 'ইউনিভার্সিটি ও আর্টকলেজসমূহে মুহলমান ছাত্রসংখ্যা শতকরা ১৪.২ হইতে ১৩.৩ জনে নামিয়াছে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

আর্টপিসাসু [সি আর্ট+স পিসাসু] বিণ চিত্রকলা উপভোগ করে এমন। 'বিজ্ঞানীর চোখে আর্টপিসাসুর দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আর্টপেপার [সি] বি ছবি ছাপার চকপকে কাগজ। 'মূল্যবান আর্টপেপারে ছাপা এই এশতেহারটি ...' আজাদ, ১৯৬৪।

আর্টপ্রদর্শনী [সি আর্ট+স প্রদর্শনী] বি চিত্রপ্রদর্শনী। 'হস্তায় দুটো করে আর্টপ্রদর্শনী।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

আর্টশিক্ষা [সি আর্ট+স শিক্ষা] বি চারু ও সুকুমার শিল্পকলার চর্চা। 'ছবি গোপনে আনিবে নেয় যা আর্টশিক্ষার আনুকূল্য করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৯।

আর্টশূন্য [সি আর্ট+স শূন্য] বিণ শিল্পগত নেই এমন। 'নিতান্ত হালকা ও আর্টশূন্য।' বঙ্কিম, ১৯১৯।

আর্ট-সরস্বতী [সি আর্ট+স সরস্বতী] বি শিল্পকর্মের কল্পিত দেবী। 'আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে যুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আর্টস্কুল [সি] বি ললিতকলা বিদ্যালয়। 'যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্টস্কুলে পাঠানো হয়।' প্রমথ, ১৯০৫।

আর্ট স্টুডিয়ো [সি] বি চিত্রশিল্পীর কর্মস্থান। 'আর্ট স্টুডিয়োর রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহীঘর সমুখে ধরিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আর্টহীন [সি আর্ট+স হীন] বিণ সৌন্দর্যহীন। 'প্রথম তিন শত বৎসরের ফরাসি সাহিত্য আর্টহীন।' প্রমথ, ১৯১৬।

আর্টিকেল [সি] বি প্রবন্ধ। 'ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন।' হেতাম, ১৮৬১।

আর্টিকেল ড্রাক্স [সি] বি ললিতচিত্র হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণরত কেহন। 'উনি মেডিকেল কলেজে ঢুকলেন, আমি আর্টিকেল ড্রাক্স হলেম।' গিরিশ, ১৮৮৬।

আর্টিস্ট [সি] বি অভিনয় শিল্পী। 'তেমন জোর বই নেই - আর্টিস্টও নেই।' জীবন, ১৯৩২।

আর্টিস্ট [সি] ১ বি শিল্পী। 'সেইটুকু ছেকে নেওয়া, সাজিয়ে তোলা আর্টিস্টের কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি চিত্রশিল্পী। 'আর্টিস্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আর্টিস্টিক, আর্টিস্টিক [সি] বিণ শৈল্পিক। 'ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আর্টিস্টিক হয় না।' প্রমথ, ১৯০৫; 'অজ্ঞান কিন্তু আর্টিস্টিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আর্টলরি [হি] বি গোলদাজ বাহিনী। '৭ সংখ্যক আর্টলরি দলের ৫ কোমপানি' সুখাবর্ণণ, ১৮৫৫।

আর্ত, আর্ত [স] ১ বিণ কাতর। 'বহুদূর হইতে আইলাম হুগা বড় আর্ত' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ বিপন্ন। 'আর্তের ভিক্ষা আর কি' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বি দুঃখী মানুষ। 'যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক' বঙ্কিম, ১৮৯২।

আর্তকণ্ঠ [স] বি কাতর স্বর; বিপদসূচক ক্রন্দনধ্বনি। 'তাদের আর্তকণ্ঠ নীরব হইবার পর' মানিক, ১৯৪০।

আর্তকোলাহল [স] বি আর্তচিৎকার। 'মর্ত্যলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্তকোলাহল' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আর্তজন [স] বি পীড়িত ব্যক্তি। '... শব্দটা কোনো আর্তজনের' শওকত, ১৯৭২।

আর্তদ্রাণ [স] বি বিপন্নকে রক্ষা। 'আর্তদ্রাণের জন্যে যে কৃপাণ খুলেছিলে' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আর্তদ্রাব্রত [স] বি দুর্গতনের ত্রাণ করার ব্রত। 'আর্তদ্রাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আর্তধ্বনি [স] বি আর্তের চিৎকার। 'আজ অগণন ক্ষুধিত যুগের আর্তধ্বনি' ফররুখ, ১৯৪৩।

আর্তনাদ, আর্তনাদ [স] ১ বি কাতর চিৎকার। 'আর্তনাদ সুনি কৃষ্ণ ঘাইলা সড়রে' মালাধর, ১৫০০। ২ বি চিৎকার। 'পাপল চরিত্র কেহ করে আর্তনাদ' বাহারাম, ১৬৫০।

আর্তনাদী [স] ১ বিণ আর্তনাদযুক্ত। 'শোকে আর্তনাদী মড়াকান্না জুড়েছেন' মানিক, ১৯৩৮। ২ বিণ আর্তনাদ করছে এমন। 'আর্তনাদী বহুবর্ষের এবং তাঁহারের ভাড়াওয়া তজ্জাওয়ালারকে বেউড়ে-রুচিনীহীনতা তাহা ...' আজাদ, ১৯৩৯।

আর্তনীড়িত [স] বিণ বিপন্ন। 'আর্তনীড়িত কোটি কোটি জনমুখ ফরিয়াছিল' নজরুল, ১৯৩৬।

আর্তমানবতা [স] বি বিপদমুগ্ধ মানবতা। 'এই প্রথম আর্তমানবতার সেবা-কার্যের জন্য ...' মনসুর, ১৯৩৫।

আর্তরব, আর্তরব [স] বি বিপদমুগ্ধের ভয়সূচক চিৎকার। 'উঠল র্তেপে আর্তরবে' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'তনেছে মনের কানে মুমূর্ষু জনের আর্তরবে' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আর্তরাগিণী [স] বি কাতর সুর। 'তনতে পায় এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আর্তরোল [স] বি কাতর চিৎকার। 'তনি সবে সেই রোল কান্দে সবে আর্তরোল' সুলতান, ১৭০০।

আর্তস্বর [স] ১ বি ভয়াত চিৎকার। 'অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি কাতরোক্তি। 'যদি জননী র্ন্নেই মনে তবে আরে তনি আর্তস্বর' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আর্তি, আর্তি [স] ১ বি কাতরতা। 'প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে সর্বজন' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আকৃতি। 'হৃদয়ের আর্তিতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে ...' হাই, ১৯৫৪।

আর্তিচ্ছেদ [স] বি দুঃখ মোচন। 'আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আর্তিকা [স] বিণ স্ত্রী কাতর। 'এত শুনে কানড়া আর্তিকা শোকমনে' মানিকরাম, ১৭৮১।

আর্থশ্রেফি [হি] বি ভূগোলবিদ্যা। দর্পণ, ১৮২৫; 'আর্থশ্রেফি অর্থাৎ ভূগোল বিদ্যা ও ঐদানামক বণ্যোল বিদ্যা এবং অন্যান্য ...' দর্পণ, ১৮৩০।

আর্থনীতিক [স] বিণ অর্থনীতি সংক্রান্ত। 'দেশের আর্থনীতিক প্রাণকেন্দ্র' পাশা, ১৯৭১।

আর্থরাজনৈতিক [স] বিণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। 'এই বোধ উদারতাব্রিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আকার পেতে থাকে' শিব, ১৯৫০।

আর্থি [স] আর্ত বিণ ব্যাকুল; পীড়িত। 'আর্থি হৈয়া ইন্দু আসি লইল সনন' মালাধর, ১৫০০।

আর্থিক [স] বিণ ধনসম্পদ বিষয়ক। 'আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটতেছিল' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আর্দালি, আর্দালী [হি] অর্ডারলি বি চাপরাশি। 'আর্দালীরা দূর থেকে হাক দিয়া বলিল, পাড়ী তফাৎ রাখ' পাশা, ১৮৫৯; 'বড় সাহেবের আর্দালি আসিয়া জানায়' মনসুর, ১৯৫৫।

আর্দাশ, আর্দাশ [আ] আর্দ+ফা দাশত বি আবেদন। 'তাদের আর্দাশ নাহি তনিলে কানে' গুপ্ত, ১৮৫৮।

আর্দাস [আ] আর্দ+ফা দাশত বি অভিযোগ। 'আর্দাস করএ জত চামরির ঘটা ভাবএ বিষাদ নেজ সভাকর কাটা' মুক্তন, ১৬০০।

আর্ধ [স] অর্ধ বিণ অর্ধ। 'হর আর্ধ আসে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে' বড়, ১৪৫৮।

আর্দ্র [স] ১ বিণ ভেজা। 'আর্দ্র কৌণীন দূর করি শুক পরয়াই' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ককণ। 'এত তনি সেই স্নেহেরে মন আর্দ্র হইল' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ মমতাপূর্ণ। 'তৎকালের দূরবাহ অবলোকন করিয়া চিত্ত আর্দ্র হইল' দর্পণ, ১৮২৭। ৪ বিণ সিক্ত। 'ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৫ বিণ ভক্তিপূর্ণ। 'জগদীশ্বরের প্রেমামৃত রসে চিত্ত আর্দ্র রাখা' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বিণ জল-ভেজা। 'যেন আর্দ্র সমীরণে তোমার আহ্বান বাজে' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বিণ সিক্ততার ফলে কোমল। 'স্তন তার ককণ শব্দের মতো - দুখে আর্দ্র' জীবন, ১৯৪২।

আর্দ্রচিত্ত [স] ১ বিণ কোমল হৃদয়সম্পন্ন। 'স্বল্পপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হইয়া' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ আবেগপূর্ণ। 'শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আর্দ্রা [স] বিণ স্ত্রী সিক্ত। '... দিন দুঃখদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিতে আমারদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণা রসে আর্দ্রা হইতেছে' প্রভাকর, ১৮৫১।

আর্দ্রভূত [স] ১ বিণ স্নেহসিক্ত। 'তাঁহার দয়র্দ্র চিত্ত আরও আর্দ্রভূত হইল' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বিণ সিক্ত। 'কাব্যরসে আর্দ্রভূত হইয়া ...' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

আর্দ্রা [স] বি নক্ষত্রবিশেষ; কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্যতম নক্ষত্র। 'আর্দ্রা পুনর্বসু মানিঞা পরম অংগ পুষ্যা কৈল অনেক পালন' চন্দ্র, ১৫৫০।

আর্দ্রা হ আর্দ্র

আর্ধেক [স] অর্ধেক বিণ অর্ধেক। 'আমি আমার আর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আর্ম-চেয়ার [হি] বি হাতলওয়ালা চেয়ার। 'কখনও আর্ম-চেয়ারে বসে আমার কাছের চেয়ারটা ...' মুক্তন, ১৯৬০।

আর্মনি, আর্মনি [হি] ১ বি তুরস্ক ও ইরাকের পড়শ দেশ আর্মেনিয়া।

‘বদেশ পরিত্যাগপূর্বক আর্থ্যনি দেশে গিয়া বসতি করেন।’ অক্ষয়, ১৮৭৭। ২ বি আরমনি দেশের অধিবাসী। ‘বল্লীক প্রদেশে জঞ্জীয় আর্থ্যনিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আর্মরি [হি] বি অস্ত্রাগার। ‘ব্যাক শট, আর্মরি শট।’ জীবন, ১৯৪৮।

আর্থ, আর্থ্য [স] ১ বিণ শ্রেষ্ঠ। ‘বিশ্র বলে মিশ্র তুমি জগতের আর্থ।’ বৃন্দা, ১৫৮০; ‘বেঞ্চবের গুরু ভেঁহো জগতের আর্থ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ রাণী। ‘বিশ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্থ্য।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি দক্ষ। ‘প্রশ্নেতে পাণ বড় গণনাতে আর্থ্য।’ দ্বিজী, ১৬০০; ‘আর্থ্য সনাতন হস্ত্র অস্ত্র মহাবিশ্ব।’ ময়নিকরায়, ১৭৮১। ৪ বি প্রাচীনকালে ইরান থেকে ভারতে আগত জাতিবিশেষ। ‘আর্থ্যো ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্র নামক অনার্য জাতিবিশেষকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া লন।’ অক্ষয়, ১৮৫৫।

আর্থকূল, আর্থ্যকূল [স] বি আর্থজাতি। ‘আদিম জাতি অর্থাৎ আর্থকূলের পুরাবৃত্তের প্রথম পরিচ্ছেদ প্রকটিত হইয়াছে বলিলে অত্যাতি হয় না।’ অক্ষয়, ১৮৫৫।

আর্থ্যত্ব [স] ১ বি আর্থজাতির বৈদম্ব্য। ‘দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্থ্যত্ব আরোপিত হয়েছে।’ প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি আর্থজাতির বিশিষ্টতা। ‘দেশের স্বেচ্ছাকৃতদোষ কিংবা আর্থ্যত্বগণ নেই।’ প্রমথ, ১৯১৫।

আর্থ্যধর্ম, আর্থ্যধর্ম [স] বি আর্থ জাতির ধর্ম। ‘আর্থ্যধর্ম সেইরূপ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে।’ অক্ষয়, ১৮৫৫; ‘আদিম আর্থ – আর্থ্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আর্থ্যনারী [স] বি আর্থ জাতিভুক্ত নারী। ‘আর্থ্যনারীর এ কেমন প্রথা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আর্থ্যপদোদ্যেগী [স] বিণ আর্থদের অন্ধ অনুকরণী। ‘অন্যান্য নিষাদিনসম তাহাকে আর্থ্যপদোদ্যেগী গৃহস্থকে বলিয়া সন্দেহ করিতেন।’ অক্ষয়, ১৯৩৬।

আর্থ্যপুত্র, আর্থ্যপুত্র [স] বি (সেখাঘনে) স্বামী। ‘আর্থ্যপুত্র। এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা করুন কি করিব?’ রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আর্থ্যবংশ [স] বি আর্থজাতি। ‘আপনিও তো ভুবনবিদিত আর্থ্যবংশে জন্মগ্রহণ ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আর্থ্যবংশীয়, আর্থ্যবংশীয় [স] ১ বিণ আর্থ বংশের। ‘আদিম আর্থ্যবংশীয়দিগের ধর্মের অবস্থা ... পরিজ্ঞাত হইলে ভাল হয়।’ অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি আর্থ্যবংশের লোকজন। ‘আর্থ্যবংশীয়েরা তেল মাখার পূর্বে অশ্বখামাকে স্মরণ করে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আর্থ্যভাষা, আর্থ্যভাষা [স] বি আর্থ জাতির ভাষা; প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা। ‘আর্থ্যবংশীয়দিগের আদিম আর্থ্যভাষা ... বিভিন্ন প্রকার ভাষায় পরিণত হইয়াছে।’ অক্ষয়, ১৮৫৫।

আর্থ্যভূমি, আর্থ্যভূমি [স] বি আর্থজাতির আবাসস্থল। ‘পশ্চিমে মিডিয়া পূর্বে এথিয়া বা আর্থ্যভূমি।’ অক্ষয়, ১৮৪৭।

আর্থ্যরক্ত [স] বি আর্থজাতির রক্ত। ‘স্বাভাবিক আর্থ্যরক্তের তেজে আমি ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আর্থ্যশোণিত [স] বি বংশসৌরব: আর্থ্যরক্ত। ‘উভয়পক্ষেরই আর্থ্যশোণিত আকস্মিক উন্মাদনায় মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়াছে।’ বনফুল, ১৯৩৬।

আর্থ্যশ্রেষ্ঠ [স] বিণ (ব্যঙ্গে) বিশিষ্ট পণ্ডিত। ‘আপনি আর্থ্যশ্রেষ্ঠ কুতুম্বাশয়ের জ্ঞানরত কথা শুনতে দিলেন না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আর্থ্যসত্য [স] বি জগৎ দুঃখময় – এই মত। ‘বিসংবাদ, বিবর্ষণ আর্থ্যসত্য জ্ঞাত জগতে।’ সুশীল, ১৯৩৩।

আর্থ্যসভ্যতা [স] বি আর্থদের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা: ‘আর্থ্যসভ্যতায় বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আর্থ্যসমাজসম্বন্ধ [স] বিণ আর্থ্যসমাজ নামক শুদ্ধবাদী হিন্দু আন্দোলন কর্তৃক অনুমোদিত। ‘সে আর্থ্যসমাজসম্বন্ধ নয়।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আর্থ্যসমাজী [স] বি আর্থ্যসমাজ নামক শুদ্ধবাদী হিন্দু সংগঠনের সদস্য। ‘গো-রক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক আর্থ্যসমাজীরা হিন্দুদিগকে বলিল ...।’ মনসুর, ১৯৩৫।

আর্থ্যসমাজীয় [স] বি আর্থ্যসমাজ নামক হিন্দু সংগঠনের সদস্য। ‘আর্থ্যসমাজীয়েরা আগে সে ভাষাকে শুদ্ধ করতে হবে।’ প্রমথ, ১৯২২।

আর্থ্যতর [স] আর্থ-ইতর। বিণ আর্থ নয় এমন। ‘আর্থ্যতর যারা তাঁদের সঙ্গে আর্থগণ কীরূপ সম্বন্ধে বন্ধ তারও সাক্ষ্য দিচ্ছে চতুর্বেদ।’ অবন, ১৯২৫।

আর্থ্য, আর্থ্য [স] ১ বি স্ত্রী শব্দের নারী। ‘অদৈত আচার্য্য ভাৰ্য্যা/জগৎপঞ্জিতা ভাৰ্য্যা/ নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি স্ত্রী (সেখাঘনে ব্যবহৃত) মাননীয়। ‘দেখুন আর্থ্য, আমাদের দেশে দুটো ভাষা।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আর্থ্য, আর্থ্য [স] বি ছড়ার আকারে রচিত গণিতের সূত্র। ‘নামতার আর্থ্যের মত সে ঢাকা বেড়ে উঠেছে।’ সবুজ, ১৯২০।

আর্থ্যচ্ছন্দ [স] বি সংস্কৃত ছন্দবিশেষ। ‘সূর্যের দিকে মুখ করিয়া সারস রাগিণীতে আর্থ্যচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত।’ বঙ্কিম, ১৮৭৪।

আর্থ্যবর্ত, আর্থ্যাবর্ত [স] বি আর্থ অধ্যুষিত প্রাচীন ভারতের উত্তরাঞ্চল। ‘উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিহায়া এবং পূর্বে পূর্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ যে দেশ তাহার নাম আর্থ্যাবর্ত।’ অক্ষয়, ১৮৪৭; ‘আর্থ্যবর্তে ভরত মুনি হুজেন গানের প্রথম ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আর্থ্যবর্তীয়, আর্থ্যাবর্তীয় [স] বিণ আর্থ্যবর্তের অন্তর্গত। ‘আর্থ্যাবর্তীয় লোকের বাসস্থানের এতদ্রূপ আখ্যান সকল প্রাপ্ত হইতেছে।’ অক্ষয়, ১৮৪৮।

আর্থ্যমি, আর্থ্যমি [স] আর্থ্য> ১ বিণ (ব্যঙ্গ) রক্ষণশীল হিন্দুয়ানির ভাববিশিষ্ট। ‘আর্থ্যমি এবং সাহেবিয়ানা পুস্তিকাখানি আমরা পাঠকগণকে পড়িতে সন্নিয়ন অনুরোধ করি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি আর্থ্যক নিয়ে বড়াই; আর্থ্যের ভাব (ব্যঙ্গ)। ‘আর জীবনে যে সাহেবিয়ানা নয় আর্থ্যমি করি।’ প্রমথ, ১৯১৪।

আর্থ্যতর দ্র আর্থ

আর্শি, আর্শী [স] আদর্শিকা। বি আয়না। ‘চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কেঁটা ইত্যাদি এ সকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে।’ চন্দ্রিকা, ১৮৩১; ‘চাঁদের আর্শী।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। দ্র আর্শি, আরসি, আর্শি

আর্শ [স] ১ বিণ শব্দগুরুত্ব। ‘আর্শ বিজ্ঞাবাক্যে নাহি এইসব দোষ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ কবির ব্যাকরণবিরুদ্ধ উক্তি। ‘একটিও আর্থ্য প্রয়োগ থাকত না।’ প্রমথ, ১৯২৭।

আর্সলা [স] অপ্রদা। বি তেলপোকা। ‘আর্সলা সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০। দ্র আরসলা, আরসোলা,

আর্সুলা

আর্সি [স আর্শিকা] বি আয়না। 'অমি আর্সি আমার বাস্তব রাখবে।' বিজুতি, ১৯২৯।

আর্সুলা [স অরুপা] বি তেলাপোকা। 'অজাগর ক্ষুধিত হলে আর্সুলা খায় না।' হেতাম, ১৮৬৮।

আর্সেনিক [সি] বি বর্জিত যৌগিক পদার্থবিশেষ, যা এক প্রকার তীব্র বিষ; নেকো। 'জলে বর্জিত আর্সেনিক মেশানো আছে।' বিজুতি, ১৯৩৩।

আল [ধন্যনা] অব্য সম্বোধনে 'ওগো।' 'আল জানাও রতি সকল।' বড়ু, ১৪৫০।

আল [স আলোকা] বিণ আলোকিত। 'মদনমোহন রূপে ঘর করিয়াছে আল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আল [সি] ১ বি দরজার কজা। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বিন্যাস। 'চর্মশব্দকে মসৃণ করিয়া কাগজ করিয়া লইতাম, এবং ভোঁতা আল লইয়া অস্ম করিতাম।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৩ বি কাঁটা। 'রেখে গেলে গলার আল।' মুজতবা, ১৯৪৯।

আল [স অলং] ১ বি জমির সীমানার ছোটো বাঁধ। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'এখনো সাধ আছে তোমার আল ঠেল বলে।' লালন, ১৮৯০; 'মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বি দেয়াল। 'তোমরা অনিয়া প্রাণের প্রবাহ ভেঙেছ মাটির আল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি উঁচু পথ। 'উঠেছে আলে নামছে গাড়াই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি তীর। 'গলার আলে বসত আমরা বাগানী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আল-আমিন [আ] বিণ বিশ্বস্ত। 'মরু মক্কার চোখের মণি সে সত্য দীপ্ত আল-আমিন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

আলএ [স আলরা] ১ বি উৎস। 'নয়ান হইল তান জলের আলএ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি গৃহ; বাড়ি। 'পুত্র লইয়া গেল রাজার আলাপনা আলএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আলকোরিক [সি] বিণ অলংকার শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 'শাস্ত্রকার মনু রঘুচন্দন নয়; আলকোরিক দ্বী বিখ্যাত।' প্রমথ, ১৯১৪।

আলক [স অলক] বি কপাল এবং দু-কানের পাশে লেগে-থাকা চুলের গুচ্ছ। 'বদন কমল শোভে আলক ভয়ল।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ অলক

আলকপাণী [স অলক+স পঙ্কি] বি কপাল এবং দু কানের পাশে লেগে-থাকা চুলের গুচ্ছ। 'কাল আলকপাণী শোভে অকপোলে।' বড়ু, ১৪৫০।

আল করা ক্রিএ আলোমেলো করা। মানোএল, ১৭৪৩।

আলকাভরা [পা] বি কমলা থেকে তেরি ঘন কালো তরলবিশেষ। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'গুড় আলকাভরায় অভিব্যক হয়েছে।' নীলবন্ধু, ১৮৬৩।

আল-কিমিয়া [আ] বি মধ্যযুগের আরবদের রসায়নশাস্ত্র। 'মুক্তি পাবে মনোবোনের এই আল-কিমিয়ায় পান চেটে।' নজরুল, ১৯২৬।

আলকুশি, আলকুশী [স আল+স ওজু:] বি হলের মতো আলয়ুক্ত লতাগাছ। 'আলকুশি দেও তায় বাগিশ ধরিয়া।' ওঙ্গ, ১৮৫৮; 'হাত দিও না হাত দিও না - আলকুশী আলকুশী।' বিজুতি, ১৯২৯।

আলকুশি [স আল+স ওজু:] বি গুঁয়াপোকার রোয়ার ন্যায় কাঁটায়ুক্ত ফুলের লতাগাছ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আলকে তিলক [স অলক+তিলক] বি কপাল এবং দু কানের পাশে লেগে-থাকা চুলের গুচ্ছের নীচে আঁকা তিলক। 'আলকে তিলক তোর শোভে ললটি।' বড়ু, ১৪৫০।

আলখান্না, আলখিন্না, আলখেন্না [আ আলখলকা] বি পঞ্চা টিলা জামাবিশেষ। 'আলখেন্না দিয়া ও কুলি, লাঠি ও কিত্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'আলখান্নার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাস্পদগদগদধরে বলিতে লাগিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪; 'আলখান্না-পরা একটা বাউল নিকটে পোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'আলখিন্না পরে তসবীহ টিপতে থাকলেই যে সে আমায়ের সেজগার পাড় হয়ে ওঠে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৯।

আলগ [স অলগ] ১ বিণ বিচ্ছিন্ন। 'পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে পরজায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ শিথিল; টিলা। 'করিবে আলগ প্রেমের বান্দন বোঁপার গিরা।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ অলগা

আলগা [স অলগ] বিণ অবলম্বনহীন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আলগরজ [আ] ক্রিবিণ সংক্ষেপে। 'আলগরজ, ইহাও খোদার এক শানে-অজিম।' মনসুর, ১৯৫৫।

আলগল বি বৃষরাশির একটি নক্ষত্রবিশেষ। 'আলগলের দ্রামিমা লক্ষ্য করিয়া ষড়্টি ঠিক করিয়া লইতে পারেন।' মোতাহার, ১৯৩৭।

আলগা [স অলগ] ১ বিণ শিথিল; অদৃঢ়। ওঙ্গা, ১৭৮২; 'মনে হল গ্রহি হয়েছে আলগা শুক্ল রূপায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ পৃথক। 'ইঙ্গলীয়েরদের ভারতবর্ষায় রাজ্য কিছু আলগা হইয়াছে।' দর্পন, ১৮৩৪। ৩ বিণ উদাসীন। 'ছেটে পুত্রটি হিন্দুমানী বিষয়ে আলগা আলগা রকম।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বিণ অতিরিক্ত। 'গদা যেন এক বস্তা-আলগা জিনিস।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বিণ বুলে গেছে এমন; ছাড়ানো। 'তার আলগা পাতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৬ বিণ বাড়তি। 'এমী থাকলে চেহারায়া একটা আলগা লাগিতা আসে।' হুমায়ূন, ১৯৭২। ৭ বিণ মেকি; লোক দেখানো। 'মুখে মুখে আলগা দরদ।' সৈলিনা, ১৯৭৫।

আলগা-মলাট [আলগা+স মলপত্র] বিণ মলাট খোলা। 'আলগা-মলাট বইয়ের দাগি পাতায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আলগামুখ [আলগা+স মুখ] বিণ বেশি কথা বলে এমন। 'আজ আলগামুখ হয়ে মনে মনে নাট্যনাবুদ হইলেন।' মণীশ, ১৯৬৩।

আলগুছি [স অলগ] বি বাতিদান। মানোএল, ১৭৪৩।

আলগোছ [স অলগ] ১ বিণ দূরত্ব বজায় থাকে এমন। 'ইংরেজ দেশীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ বিণ অস্পষ্ট। 'মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছে অবশ্য রয়েছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

আলগোছে ক্রিবিণ উপর উপর। 'চটের থলিয়াতে পোরা চিঠি পত্রাদি আলগোছে আলগোছে লইয়া গেল।' কৃষ্ণভবিনী, ১৮৮৫।

আলগোছে [স অলগ] ১ ক্রিবিণ অনায়াসে। 'আলগোছে এমত রাব্বিলে কোনমতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ অতি সাবধানে। 'অত্যন্ত আলগোছে আছেন পাছে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোনোনিক থেকে নিরমডলের কবায়্য দুখো তাতো স্পর্শ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ ক্রিবিণ সময়ে। 'আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাইকু লইয়া বাকি আর সমস্তই আড়াল করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আলগোছি [স অলগ] বি শিশুর প্রথম দাঁড়ানো। 'আলগোছি দেয় দশ মাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আলঙ্কার [স অলঙ্কার] বি অলঙ্কার। 'আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে।' বড়ু, ১৪৫০।

আলঙ্কারহীন [স অলঙ্কারহীন] বিণ অলঙ্কারহীন। 'আলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেখে।' বড়ু, ১৪৫০।

আলঙ্কারিক [সি] ১ বি অলঙ্কার শাস্ত্রের পণ্ডিত। 'এক কবি ও

আলঙ্কারিক ও এক অল্প পণ্ডিত।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ বি অতিশয়োক্তিপূর্ণ। 'নিত্যনূতন-নামক যে শব্দটা কবিতা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেটাটি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলঙ্কারিক উক্তি মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

আলঙ্গ [ফা] বি আন্তান। 'উমরা সবারে দিল আলঙ্গ বাটিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

আল চাউল [স আতপ ততুল] বি আলোচাল; আতপ চাল। 'আল চাউল বেঁড়ে কলা ডুলাইয়া যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

আল-চালু [স আতপ-ততুল] বি আতপ চাল। 'আল-চালু ডালি বড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

আলজিত্ত, **আলজিহ্বা** [স অলিজিহ্বা] বি উপজিহ্বা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'হাঁ করে, আ-আলজিত্ত চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মাও পাভালে।' *সুনীল*, ১৯৬৬; 'সেটি এতই ব্যাদিতবদন যে তার আলজিহ্বা পর্যন্ত দেখা যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

আলজেবরী [হি] বি বীজগণিত। 'ফিলাসফি মেথেমেট্রিক্স এও আলজেবরী ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

আলজ্জ [স] বিণ ঈষৎ লজ্জিত। 'দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে আরক্তিম আলজ্জ আভাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

আলজ্জতা [স] বি ঈষৎ লজ্জানীলতা। 'উত্তরহ্রদে অসংবৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

আলজ্জিত্ত [স] বিণ ঈষৎ লজ্জিত। 'সলিনাক আলজ্জিত্ত হেমনিশীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

আলজ্জিত্তভাবে [স] ক্রিবিণ ঈষৎ লজ্জিতভাবে। 'আলজ্জিত্তভাবে খাইতে বসিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

আলটপকা [হি টপকা] ক্রিবিণ হটকা। 'একটা ঢিল তুলে নেয় আলটপকা আর সজোরে হুঁড়ে মারে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

আলটিমেট [হি] বিণ চূড়ান্ত। 'গমবিপ্রবই আপনের আলটিমেট গোল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

আল্টা [হি] বিণ অতিরিক্ত; উগ্র। 'আমাদের এই আল্টার এত সংকোচ কিসের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আল্ট্রা-ঐতিহাসিক [হি আল্ট্রা+স ঐতিহাসিক] বিণ (ব্যঙ্গ) অতি-ঐতিহাসিক। 'তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্ট্রা-ঐতিহাসিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

আল্ট্রা কনসার্ভেটিভ [হি] বি অতিরক্ষণশীল যারা। 'কেবল আল্ট্রা কনসার্ভেটিভ বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

আল্ট্রা ভায়োলেট [হি] বি অতিবেগুনী রশ্মি। 'এই রোদে আল্ট্রা ভায়োলেট ঢের আছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

আলত পালত [হি ফালতু:] বিণ আজোবাজে। 'আলত পালত কথাতেই পত্র পূকতেই।' *হেতাম*, ১৮৫১।

আলতা [স অলত] বি পায়ের পাতা সাজানোর জন্যে ব্যবহৃত লাল রঙের তরল পদার্থ। 'চরণ যুগল জিনিয়া কমল আলতা রঞ্জিত তায়।' *ঘিচঞ্জী*, ১৬০০।

আলতা-চরণ [আলতা+স চরণ] বি আলতা-রাভানো পা। 'এবারও সেই আলতা-চরণ দেখতে প্রথম পায়নি নয়ন।' *নজরুল*, ১৯২৫।

আলতা-ছোপান বিণ আলতা দিয়ে রাভানো। 'আলতা-ছোপান পায়ের আঁধর উনি।' *জসীম*, ১৯৩৩।

আলতাপরা বিণ আলতা রাভানো। 'আলতাপরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

আলতাপাটি [আলতা+স পঙ্কতি:] বিণ লাল প্রান্তবিশিষ্ট। 'মেয়ের সীমায় রোদ জেগেছে/আলতাপাটি শিম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৮।

আলতাপাত [আলতা+স পত্র:] বি আলতা রাখার বাটি। 'ছোয় পাগনে তোমার হাত/সিন্দুর কৌটা আলতাপাত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

আলতি বি একপ্রকার কহু। 'আলতি ১ এক মণ লইআ আসীবে।' *চিঠিপত্র*, ১৮৭৩।

আলতু-ফালতু [হি ফালতু] বিণ আজোবাজে। 'আলতু-ফালতু লোকের পোলাপান এলেবিলে পাস করছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

আলতো [মালয়ালম আলত:] ১ বিণ হালকা। 'আলপনা সেয় আলতো বাতাস জোরাই সুরে মনভোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬। ২ বিণ আলতোহা। 'মসৃণ কপালে ছোয়ায়ে আলতো হাত।' *শামসুর*, ১৯৬০।

আলনা [স আলনহা] ১ বি কাপড়-চোপড় রাখার দীর্ঘ পায়াকৃ দণ্ডবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'আলনার উপরে হিমাতের কুলের ছাড়াকাপড় ঝুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ বি আড়া। 'উঠানে বাঁশের আলনার মাছ ধরিবার জাল ঢকাইতে দিয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

আলপ [স অল্প] বিণ অল্প। 'আলপ বএসে তেহু বিরহের চিন্তা।' *বড়ু*, ১৪৫৫।

আলপ কাল [স অল্পকাল] বি অল্প বয়স। 'গুরু পাগে বেচিলের আলপ কালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলপমতী [স অল্পমাত্রা] ক্রিবিণ কেবলমাত্র। 'আলপমতীওঁ তোকাতে শরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলপথ [স] বি জমির সীমানা নির্দেশকারী বাঁধ। 'কাপিজিরা দানশালি রূপশালির ক্ষেতের আলপথ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

আলপনা [স আলিশ্পনা] ১ বি আতপ চালের গুঁড়া, চক, রং ইত্যাদির মণ দিয়ে ঘরের মেঝে, আলিনা ইত্যাদিতে অঙ্কিত নকশা। 'হাদিনা তলায় ... আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে রাখা হয়েছিল।' *হেতাম*, ১৮৬১। ২ বি মৃদু গুঞ্জন। 'বাতাসে আঁকছে শব্দের অঙ্কুট আলপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৩ বি হাতছানি। 'ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৪ বি নকশা। 'বিনুকের গায়ে আলপনা।' *জীবন*, ১৯৪২।

আলপনা-কাটা বিণ আলপনা-অঙ্কিত। 'জলের উপর সূর্যাস্তের আলপনা-কাটা আসনটি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

আলপাউ [স অল্প+আয়ু] বিণ ক্ষমজীবী। 'হেন সে যৌবন রাখা সব আলপাউ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

আলপাকা [হি] ১ বি ছাগজাতীয় পশু। 'আমেরিকায় আলপাকা নামে একপ্রকার জন্তু আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ বি আলপাকা নামক শ্রাণীর লোম থেকে প্রস্তুত বস্ত্রবিশেষ। 'এই লোমে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকেও আলপাকা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

আলপিন [প] বি পিন; সূক্ষ্ম ও অতিদ্রুত কীলকবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্ত্রের ইয়ায় পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

আলফা-কশা [হি আলফা+স কশা] বি তেজস্ক্রিয় আলোকবিশেষ। 'সেই জোরে আছে আলফাকশার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

আলফাজ [আ] বি শব্দ। 'দরকারবশত লখা চৌড়া আরবী ফার্সি

আলফাটা

আলফাজ এক্ষেপাল করিতেও বিদ্যুত্ম কসুর করিব না।' এসলাম, ১৯১৭।

আলফাটা বিন্ প্রচণ্ড। 'আলফাটা হাসিতে ফেটে পড়লেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আলফারশি [ই আলফা+স রশি] বি তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিশেষ। 'আলফারশিতে সে যে কণিকাতলি প্রবাহিত হয় ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আলফা সেটোরাই [ই] বি আকাশের তৃতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, পৃথিবী থেকে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। 'আলফা সেটোরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাবশালিতা সূর্যের ২.৩২ গুণ।' বক্তিম, ১৮৭৫।

আলবৎ, আলবাত [আ] অবা অবশ্যই। 'ইমাম এজিদ জঙ্গ হইবে আলবত।' গরীব, ১৭৬৫; 'আলবৎ হুজুর, আলবৎ।' নজরুল, ১৯২৪। ৫ আলবাত

আল-বদর [আ] বি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে পাকিস্তানী বাহিনীকে সহায়তাকারী গোষ্ঠীবিশেষ। 'পাকবাহিনীর দোসর আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা ...' বেগম, ১৯৭২।

আলবলা [ফা] বি দীর্ঘ নলওয়ালা হুকবিশেষ। 'হুকাবরদার আলবলা অনিয়া দিল।' গারী, ১৮৫৮। ৫ আলবোলা

আলবাধা [স আল+বাধা] বিন মাটির চুঁচু সীমানা চিহ্নিত। 'আলবাধা চুকুরো জমিতে ফসল ফলানো।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আলবাটী বি পিকদানি। 'দুই দিকে আলবাটী জলে পুরা গাড়ু ঘটী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আলবাত [আ আলবাতাহ] অবা নিচয়। 'হেমন বললে, আলবাত খাবে।' জীবন, ১৯৩২।

আলবাড্রোস [ই] বি আলবাট্রিস নামক লম্বা চঞ্চুবিধি মাংসাশী পাখিবিশেষ; সমুদ্রশকুন। 'সরেডেরা মজা দেখার জন্য আলবাড্রোস পাখীদের ধরে পাটাতনের ওপরে ছেড়ে দেয়।' শিব, ১৯৫০।

আলবাল [স অল্প+] বি গাছের গোড়ায় জল ধরে রাখার জন্য চারধারে যে বাঁধ দেওয়া হয়। 'তেই শুখাইল জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদায়ে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আলবুবুজ [আ] বি মিনারবিশেষ। 'আলবুবুজের হুড়া যেন এক উড়ে আসে কালো টেউ।' ফররুখ, ১৯৪৩।

আলবোলা [ফা] বি হুকবিশেষ। 'কেহ সোনাবাড়া হুকাতে, কেহ শুড়ডুড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' ডাবানী, ১৮২৫। ৫ আলবলা

আলম [আ] বি দুনিয়া। 'আলম তামাম কাদে আরব শহর।' গরীব, ১৭৬৫।

আলম্যাক [ই অ্যালম্যাক] বি বর্ষপঞ্জী। 'দাদুর নাকে টাঙাতে আলম্যাক গজাল হুঁকে দেলেন।' নজরুল, ১৯২৬।

আলমারি, আলমারী [প আরমারিও] বি কাপড়চোপড়-সহ ঘরের জিনিসপত্র রাখার কপাট-লাগানো উঁচু বড়ো বাক্সবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'ঐশ্বর্য প্রকাশ কারণ কতকগুলি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আচর্য আলমারির মধ্যে রাখিয়াছেন।' ডাবানী, ১৮২৫; 'বাক্স, আলমারী যাবা পূর্ব হইতে জরাজীর্ণ ছিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

আলমাস [আ] বি হীরা। 'আনি আলমাস, গওহর লুটে আনি জামরুদ-লাল।' ফররুখ, ১৯৪৩।

আলমোশ বি উদ্ভিদবিশেষ। মাহোএল, ১৭৪৩।

আলম্পানা, আলম্পানা [আ আলম+ফা পানাহ] বি বাদশাহ; জাহাপনা। 'আলম্পানা সালমত কহি জলাবেতে।' গরীব, ১৭৬৫; 'শুন শুন আলম্পানা বাদশা নামদার।' হামজা, ১৮০৭।

আলম [স] বি নিশান। 'ধবল আলম উড়ে ধর্মের দুআরে।' রামাই, ১৭১০।

আলম্বন [স] ১ বি অশ্রু। 'যদ্যপি সে নাই আলম্বন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আলম্বন। 'কতক দয়িতা করে স্বপ্ন-আলম্বন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আলম্বা [স আলম্বন] ক্রি জড়িয়ে ধরা। 'হরিচন্দনের কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আলম্বিত [স] ১ বিন কুলে পড়েছে এমন। 'তাহার কর্ণেপাল ঈষৎ আলম্বিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিন দীর্ঘ। 'আলম্বিত রাতের আকাশ আলোয় অশ্বেষণ।' জীবন, ১৯৪০।

আলয় [স] ১ বি বাড়ি। 'খাড়া করি আইলেন আচার্য আলয়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বাসা। 'সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বি আশ্রয়। 'আমারি বুকে আলয় পেয়ে/ হাসিয়া কুটিকুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি সদন। 'জীবনের অনন্ত আলয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৫ বি পৃথিবী। 'ওরে আলয়ে আজ মহালায়, মা এসেছে ঘর।' নজরুল, ১৯৩৫।

আলল [স অনল] বি আতন। 'প্রদীপ আলল সাক্ষি জ্ঞত দেবগন।' মৃণাল, ১৫০০।

আলস [স অলস] ১ বিন ঢুল ঢুল। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।' বক্ত, ১৪৫০। ২ বি অলস্য। 'যমের ভিতরে আলসের বসতি।' চট্টী, ১৫৫০।

আলসভরে ১ ক্রিবিণ অলসভাবে। 'এই-যে মধুর আলস-ভরে মেঘ ভেসে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রিবিণ অলস্যের সঙ্গে। 'বাদলভরা আলসভরে হুমায়ে আছে রাত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আলসরস [স আলস্য+রস] বি অলসতা। 'সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আলসিয়া [স অলস+] বিন অলসেমি করে এমন। ওর্সা, ১৭৮২।

আলসে [স আলস্য] বিন অলস। 'এলায়ে কোমল তনু কমল কাননে/ আলসে দিকের বালা মগন স্বপনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আলসেখানা [স অলস+ফা খানাহ] বি অলসপূরী। 'খোরপোষ দিয়ে আলসেখানায় নাম করা আলসে পুষে রাখতেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

আলসেমি [স আলস্য+] বি কুঁড়েমি। 'চিঠিটা ... আলসেমি করে আর ডাকে ইহিনি।' নজরুল, ১৯২৭।

আলসে [স আলি+] বি ছাদের প্রান্তস্থ অনুচ্চ প্রাচীর। 'আমি এই উচ্চ আলসের উপর বস ... ভিন্দামনির ধ্যান করি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

আলসারি [ই] বি শরীরের ভেতরের বা বাইরের ক্ষত; অস্ত্রের অধিকাংশত পাকস্থলীর পীড়া। 'একজনের অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ... একজনের আলসারি।' নজরুল, ১৯২৬।

আলস্টার [ই আয়ারল্যান্ডের আলস্টার শহরের নামানুসারে] বি শীতের যেটা লম্বা গোশাকবিশেষ; ওভারকোট। 'গরমের সময় আলস্টার নেবার কোনো দরকার থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আলস্য [স] বি অলসতা। 'পাশ মোড়িও কাফজি আলস্য কারণে।' বক্ত, ১৪৫০; 'আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আলস্য-কটাক [স] বি অলস্য জড়িত আড়চোখের দৃষ্টি। '...

আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল।' শরৎ, ১৯১৭।

আলস্যক্রমে [স] জিবিণ অলসতাবশত। 'আলস্যক্রমে পোস্ট-মাস্টারের আর রীতিতে ইচ্ছা করিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আলস্যক্লান্ত [স] বিণ অবসাদপূর্ণ। 'অনেক আলস্যক্লান্ত দিনরজনীর উপেক্ষিত হিন্দুও।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আলস্যজ্বাল [স] বি অলসতার বহন। 'আলস্যজ্বালে বিজড়িত মুসলমানগণ জাগরিত হইয়া ...' প্রচারক, ১৯০৩।

আলস্যদোষ [স] বি কুড়িয়ে। 'কেবল আলস্যদোষ নয়।' সোমস্রকণ, ১৮৭৩।

আলস্য-পরতন্ত্র [স] বিণ অলস্যের অধীন। 'ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া শান্তিপন্থ্য প্রাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আলস্যপরাতা [স] বি আলসেমি। 'এ দেখা তো নিষ্কিয় আলস্যপরাতা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

আলস্যপরাণ [স] বিণ অলস; শ্রমবিমুখ। 'আলস্যপরাণ হওয়ায় দিনদুখীর ন্যায় ... কালাতিপাত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আলস্যশ্রুত [স] বিণ অলসতাজ্ঞানিত। 'অসংখ্য মানসিক আলস্যশ্রুত বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।' প্রমথ, ১৯১৪।

আলস্যভরা [স] বিণ অলসতাপূর্ণ। 'আলস্যভরা ভজিতে আছি শুয়ে।' শক্তি, ১৯৬১।

আলস্যমুহুর [স] বিণ ধীরগতিবিশিষ্ট। 'নৌকটি সমস্তদিন আলস্যমুহুর গমনে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আলস্যময় [স] বিণ অবসাদময়। 'কোনো কোনো দিন বিকেলে আলস্যময় হাত।' শামসুর, ১৯৭৪।

আলস্য-মুখর [স] বিণ কর্মহীন। 'আলস্য-মুখর অল্পত বিহীন আলস্য-মুখর হাঁহ আর ফেদতে ঘা দিয়া লে।' শওকত, ১৯৬৩।

আলস্যশ্রোত [স] বি আলস্যরূপ শ্রোত। 'আমার দিনগুলি রবীর কাজের নৌকোর মতো আলস্যশ্রোতে একটি একটি করে ভাসিয়ে দিছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আলস্যি [স আলস্য] বি অলসতা। 'বে কর্তে কি আলস্যি হয়?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আলা [স আলোক] ১ বি আলোক। 'আলার ভিতরে কালাটি রয়েছে।' চক্ৰ, ১৫৫০। ২ বিণ আলোকিত। 'তামূল সাজানু দীপ উজারদু মন্দির হইল আলা।' চিত্রী, ১৬০০।

আলা [স আকুল] ১ বিণ পরিশ্রমবিহীন; পড়ে-পাওয়া। 'ভাঙাইয়া আকুলট এমনি লাগায় ঠাট বলে শালা আলা টাকা মোর।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ সম্পর্কহীন। 'ভালোবেসে হয়েছি আলা।' হেম, ১৮৭০। ৩ বিণ ক্লান্ত; অবসন্ন। 'একুখানি রূপের হাসি আধারেতে ঘুড়িয়ে আলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আলা [আ] বিণ শ্রেষ্ঠ। 'যেদিন আজরাইলে আলা তেজিবে চোপদার।' গরীব, ১৭৬৫।

আলাআলি [স আল] বি বিরোধ। 'দুই দলে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি বরষাটী দেউটা না ছাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আলাইবালাই [আ ইলুত+আ বালা] বি আপ-বিপদ। 'তোমার আলাইবালাই লইয়া মরি এই আমার বালা।' ভবানী, ১৮২৮।

আলাগন [স অলগ] বিণ অসংলগ্ন। 'হেন আলাগন কথা শুণী কোণ রাজে।' বহু, ১৪৫০।

আলাজালা, আলাখালা [স অলকম আলকম] ১ বি বাক্যে আড়ম্বর; জালজল্প। 'জো মণগোএর আলাজালা।' চক্ৰ, ৪০, ১২০০। ২ বিণ এলোমেলো। 'রচিল পুস্তক বহু নানা আলাখালা।' আলাওল, ১৬৮০।

আলাঞা [স অলগ] ক্রি এলিয়ে। 'আলাঞা দিয়াছে বেণী।' চক্ৰ, ১৫৫০।

আলাতপালাত [ও আলতপালত] বিণ অসংলগ্ন; এলোমেলো। 'আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

আলাতপালাত কথা বি এলোমেলো কথা। 'আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

আলাদা [আ আলাহিদা] ১ বিণ পৃথক। 'সেখানকার আলাদা কোটা ছাড়াইয়া দ্বারহাটার সমিল করিবা।' হালহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ ভিন্ন প্রসঙ্গের। 'থাক, সে হল আলাদা কথা।' জীবন, ১৯৩৩।

আলাদা করণ বি আলাদা করা। মানোএল, ১৭৪৩।

আলাদিন [আ বি আরবারজনী নামে পরিচিত উপাখ্যানের বিখ্যাত চরিত্র। 'বোগদাদে তাই যাবে আলাদিন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আলাদিনের প্রাণী বি (আরবারজনীর কাহিনি অবলম্বনে) আর্চর জাদুয় প্রাণী, যা দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়। 'অক্ষয়ের লোভ আলাদিনের প্রাণীপের গুজব তুললেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আলাদুলা [হি আলদা] বি চলাচল। 'অত্যানন্দে আলাদুলা করে অনুগ্রহ।' যানিকরাম, ১৭৮১।

আলান [স] ১ বি নৌকা বাঁধবার ঝুঁটি। 'রাখ ডিঙ্গা পুতিআ আলান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বেঁধে রাখার ঝুঁটি। 'কালিপদ মরকত আলানে মন কুন্তরে বাঁধ এটে ...' রামসদয়, ১৭৮০।

আলানো [স আকুল] ক্রি খোলা। 'সাঁধুর নিকটে ত্রার আলাইও পাঁজি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আলাপ [স] ১ বি কথাবার্তা। 'পাসও আলাপে কিবা কৃষ্ণ পাসরিলে।' মালশার, ১৫০০। ২ বি আলোচনা। 'যোগীর নিয়ম ধর্ম আলাপ করিয়া ...' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি সংগীতের সুর ভাঙা। 'নানা যন্ত্র বাদ্যলীলা আলাপে দরবে শিলা।' কুষ্ণায়, ১৭২০। ৪ বি যোগাযোগ। 'তাহারদিশের সহিত বড় আলাপ করিবা না।' তাহারা কেবল প্রত্যাকর।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বি (সংগীত) রাগের বিস্তার। 'রাগরাগিণী আলাপ, ভাষাধীন সংগীত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি আভাস। 'তারি লাগি পাখির গানে নবীন আশার আলাপ জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আলাপ-আলোচনা [স] ১ বি দেখাসাক্ষ্য ও কথাবার্তা। 'বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষ্য ও আলাপ-আলোচনা হত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ২ বি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। 'যেসব নগ্নমনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, যন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আত্মকর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আলাপ করা ১ ক্রি আলোচনা করা। 'যোগীর নিয়ম ধর্ম আলাপ করিয়া ...' আলাওল, ১৬৮০। ২ ক্রি কথা বলা। 'তাহার সহিত আর আলাপ করিলেন না।' চক্ৰচরণ, ১৮০৫। 'ব্যক্তিচারিণী স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবে না।' গৌর, ১৮২২।

আলাপচারী [স] বি কথাবার্তা। 'দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারী করা গৃহিণীর কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

আলাপ জোড়া ক্রি সংগীতে রাগের বিস্তার করা। 'শোনা গেল বননটোকে আশোরা রাগিণীতে করুণস্থরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আলাপন [স] ১ বি কথোপকথন। 'রামানন্দের গলা ধরি করেন আলাপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরিচয়। 'কোনকালে দেখা নাই, যেন কত আলাপন আছে।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি সংগীতের সুর ভাঁজ। 'ধ্রুপদের আলাপনে অকস্মাৎ ধরেছি খেউড়।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

আলাপ-নিপুণা [স] বিপ ক্রী আলাপচারিতায় দক্ষ। 'তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী./ আলাপ-নিপুণা, হাস্যরতা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

আলাপনিরত [স] বিপ আলাপরত। 'পরস্পর-আলাপনিরত কিপ্রপত।' নীরেন, ১৯৬৪।

আলাপ-পরিচয় [স] বি পারস্পরিক আলাপোনা। 'আলাপ-পরিচয় ও দেখা-সাক্ষাৎ হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আলাপ-প্রলাপ [স] বি বহু লোকের আলাপ; আবেল-তাবেল আলাপ। 'আলাপ-প্রলাপ চলে দেন্দারই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আলাপ বিলাপ [স] বি আলাপ-আলোচনা। 'একাসনে বসিয়া আলাপ বিলাপ করিতেছেন।' রামরাম, ১৮০১।

আলাপ-সালাপ [স আলাপ] বি পরস্পর কথোপকথন। 'বাগুয়ার আগোতক মাতুলী আলাপ-সালাপ চলে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আলাপা [স আলাপ] ১ ক্রি আলাপ-আলোচনা করা। 'এইসংকত আলাপিতে দিবস হইল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রি গান করা। 'আলাপিতে।' মনোএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রি সংগীতের সুর ভাঁজ। 'রত্ন রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আলাপি [স আলাপী] বিপ মিতক। 'আলাপি ফিমেল স্কেনোজ নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন।' হত্যায়, ১৮৬১। ৩ আলাপী।

আলাপিত [স] বিপ পরিচিত। 'আত্মীয় অন্তরঙ্গ আলাপিত' যে কেহ আছে প্রায় সকলেরই স্থানে বিধিৎ ২ স্বয়ং হইল।' ভবানী, ১৮২৮।

আলাপিতা [স] বি ক্রী আলাপ-পরিচয় আছে এমন কেউ। 'যে কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা বলে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আলাপিনী [স] বি সংগীতের একটি ধ্রুতি। 'আলাপিনী।' নজরুল, ১৯৩৫।

আলাপী [স] ১ বি কথাবার্তা বলার উপযোগী বহুস্থানীয় লোক। 'আমাদের দুই-একটি করে আলাপী হতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপ বাকপটু। 'পুরানো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিহ্বের তরে।' জীবন, ১৯৪৪। ৩ বিপ মিতক। 'এমন আলাপী বউ পাড়ায় আর নেই।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮। ৪ আলাপী।

আলাপী লোক [স] বি পরিচিত ব্যক্তি। 'প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আলাপ্য [স] বিপ আলোচনাযোগ্য। 'অসং লোক কদাচ আলাপ্য নহে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

আলাপমতী [স অল্প+মতি] বিপ কম বুদ্ধিসম্পন্ন। 'আলাপমতীও তোমাকে শরণ।' বড়ু, ১৪৫০।

আলাভোলা [হি] বিপ বোকা। 'নরই সরই নুলা খুলা/ পেঁচ পটী আলাভোলা।' লালন, ১৮৯০।

আলাম [স আলম] বি দণ্ড। 'দবল আলাম উড়ে দবল পতাকা।'

ময়নিকরাম, ১৭৮১।

আলাম [আ আলিম] বি জ্ঞানীলোক। 'সেই ঘরমে অষ্টাদশ হাজার আলাম/ সজ্জন করিল প্রভু অতি অনুপাম।' সুলতান, ১৭০০।

আলামত [আ] ১ বি নিদর্শন। 'তবে শেষে আলামত দেখিবি।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি অলৌকিক কাণ্ড। 'গাছের গুপরে সন্ধ্যাসী তারা দেখিয়াছে আলামত।' বন্দে, ১৯৬০।

আলালা [স আলাপ] ক্রি এলায়িত করা। 'আলালা পদ্মজা কেন হাথ পা।' রামাই, ১৭১০।

আলালি ভাষা, আলালী ভাষা [হি আলাল] বি প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) গ্রন্থে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার অনুরূপ ভাষা। 'আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষ মনোরঞ্জিকা।' বঙ্কিম, ১৮৯২; 'আলালি ভাষাকে আমাদের শোধান করে নিতে হবে।' গ্রন্থ, ১৯১৩।

আলাহিদা, আলাহীদা [আ] বিপ আলাদা; ভিন্ন। 'আলাহিদা হরিএক জায়গা হইতে আসাহোরার তক্তা অর্ধেক নগদ ...।' কালপে, ১৭৮৬; 'মোকাম মজবুতের কাপড় আলাহীদা ইনবাসে সদর চালান হইয়া ...।' তাঁতি, ১৭৯২। ২ আলাদা।

আলি [স আলা] বি জমির সীমানা নির্দেশক বাঁধ; আইল। 'কার কাঁচ আলিতে না দেও মোর পাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

আলি [আ আলি] বি স্বামী। 'আলি আলিসন চাহে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আলি [আ আলী] বিপ উদার। 'গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে।' গারী, ১৮৫৮।

আলিখিত [স লিখিত] বিপ অঙ্কিত। 'মহানীর্বাণ তত্ত্বের এই শ্লোক দ্বারা আলিখিত যান ...।' রাজ, ১৮৭৪।

আলিসঙ্গ [স আলিসনা] বি প্রীতিভরে বুকে জড়িয়ে ধরা। 'কাহাঞ্জি পাইলো দিবা আলিসনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আলিসন [স] ১ বি প্রীতিভরে বুকে জড়িয়ে ধরা। 'আলিসন কৈল কাহাজি নানা পরকার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সম্পর্ক। 'উত্তল বাতাস আসি করে আলিসন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৩ বি বেঁটন। 'সুত্বেরে করেছে আলিসন ফেঁচন চক্ষল নৃত্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি মিলন। 'অঙ্গবহীন আলিসনে সকল অঙ্গ ভরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৫ বি অভাস। 'সেই গন্ধে পায় মন বহুদিনরজনীর সঙ্কল্প স্নিগ্ধ আলিসন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আলিসনপাশ [স] বি আলিসন বন্ধন। 'সে আলিসনপাশে ধরা না দিয়া কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আলিসন-মালা বি আলিসনরূপ মালা। 'যেখানে পরেছি আমি অগ্নিবাহী বৈশাখের আলিসন-মালা।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

আলিসনসুখা [স] বি আলিসনরূপ সুখ। 'অন্তরালে থেকে আমাদের করিছ দান অমূল্য চুখনরত্ন, আলিসনসুখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আলিসনাবন্ধ [স আলিসন-আবদ্ধ] বিপ বাহুবন্ধ। 'ঈশ্বর স্থলঙ্গী এক রমণীর আলিসনাবদ্ধ অবস্থায় ...।' ময়নিক, ১৯৪০।

আলিসনা [স আলিসন] ক্রি আলিসন করা। 'কাহ আলিসনী সঙ্কল দেহ জুড়ায়িবা।' বড়ু, ১৪৫০। আলিসনে ক্রি আলিসন করে। 'কেহ বেশ্যামুখ চুখনে কেহ আলিসনে।' ভবানী, ১৮২৫। আলিসিয়ে ক্রি আলিসন করে। 'আলিসিয়ে অঙ্গনার চাক কুপোদরে।' মাইকেল, ১৮৬০। আলিসি ক্রি আলিসন করে। 'আলিসি কুমারে, চুপি শিরঃ।' মাইকেল, ১৮৬১। আলিসিয়া, আলিসিয়া ক্রি

আলিঙ্গন করে। 'কাহু আলিঙ্গিয়া সকল দেহ জুড়াইবো।' বড়, ১৪৫০; 'কণবীর আলিঙ্গিয়া বলিল বিস্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
আলিঙ্গিয়ে কি আলিঙ্গন করে। 'আলিঙ্গিয়ে বাদশায়, লয়ে যান করিয়া বিনয়।' রঙ্গ, ১৮৫৮। আলিঙ্গিল কি আলিঙ্গন করলে। 'ধ্বজ দিয়া হনুমন্তে তাকে আলিঙ্গিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আলিঙ্গিয়া [স আলুঙ্গ] ১ ক্রিবিণ অস্পষ্টভাবে। 'হস্তোবা তাকে আলিঙ্গালি দেখল।' ওয়ালী, ১৯৪৮। ২ ক্রিবিণ এলোমেলোভাবে। 'প্রথম বিয়ের প্রাণমতোসারার উন্মাদনার কথা স্মরণ হয় আলিঙ্গালি।' ওয়ালী, ১৯৬০।

আলি নসিব [আ আলি+আ নসিব] বি সৌভাগ্য। 'আলি নসিব মিলার সব দিক দিয়েই আলি নসিব।' নজরুল, ১৯৩১।

আলিপন [স আলিপ্পন] বি আলপনা। 'চিত্রাখায় জানি আমি জানি তব আলিপনলিঙ্গি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ আলপনা

আলিপনলিঙ্গি [স আলিপ্পন+স লিঙ] বি আলপনা লেপন। 'চিত্রাখায় জানি আমি জানি তব আলিপনলিঙ্গি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আলিপনা [স আলিপ্পন] বি মেখে, দেয়াল ইত্যাদি স্থানে অঙ্কিত নকশা। 'গোমঞ্চে লেপিআ মাটি আলিপনা পরিপাটি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ আলপনা

আলিম, আলীম [আ] বি পণ্ডিত। 'মোহা আলীম ফকির।' দৌলত, ১৬০৮; 'আলিম সবার মনে অমূল্য মণিক।' জালাল, ১৬৮০।

আলিমকুল [আ আলীম+স কুল] বি (ইসলাম) ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী সন্তদায়। 'যদি আমাদের আলিমকুল কুফুরী ফৎওয়াক্স প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা ...' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

আলিম্পন [স আলিপ্পন] বি আলপনা। 'অপরূহ যখন আমাদের বাড়ির বাদশায় আলোছায়া - আলিম্পনের মাদুর বিছিয়ে দিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আলিপ্পন [স] বি আলপনা। 'ওস্ত-আলিপ্পনে প্রত্যহ রাবির অঙ্কি ফুটুয়ে চন্দনে কল্পনার লেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আলিপ্পনলিপি [স] বি আলপনার ছবি। 'রবিকররেখা লেপিল আলিপ্পনলিপি-লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

আলিপ্পনা [স আলিপ্পন] বি আলপনা। 'তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অবনে আলিপ্পনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ আলপনা

আলিয়া [বি] তাওয়া বা কড়াই। মনোএল, ১৯৪৩।

আলিশ [স আলস্য] বি আলস্য। 'সম অবলম্বন বালিশ আলিশ।' ভারত, ১৭৬০।

আলিশা [স আলি] বি কার্শি। 'আলিশার উপরে ...' রব্বি, ১৮৭০।

আলিশান [আ আলী-শান] বিণ বিরট। ওয়া, ১৭৮৫; 'সাত আলিশান চাঁদোয়ার নীচে যেন এ গোর আঁজাব।' ফররুখ, ১৯৪৩।

আলিস [স আলস্য] ১ বি জড়তা। 'আলিসের পরসাদে দুখমুখ নাই জাগ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আলস্য। 'বালিশ তয়ে আলিস করে মানুষের কাজ হাঁটা।' নজরুল, ১৯২২। ৩ আলিসা

আলিসি বি তাওয়া বা কড়াই। মনোএল, ১৯৪০।

আলিসা [স আলস্য] বিণ অলস। ওয়া, ১৭৮৫। ৩ আলিস

আলিসা [স আলি] বি কার্শি। 'হাসের আলিসার উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।' প্যারী, ১৮৬০।

আলিসান [আ আলী-শান] বিণ মহামহিম। 'এজ্যে সাহেবান আলিসান ...' চিটিপড়ে, ১৮১১। ৩ আলিশান

আলিসাবিহীন [আলিসা+স বিহীন] বিণ হৃদয়ের প্রাণত্ব অনুভূ প্রাণবিহীন। 'আলিসাবিহীন মোড়া হাসে মুক্তি উড়াইতে ...' বিজুতি, ১৯৩১।

আলিসিয়া [স আলস্য] বি অলস। মনোএল, ১৯৪৩।

আলিস্য, আলিসিয়া, আলিস্যো [স আলস্য] বি আলস্য। 'লোভ ছায়া মনো মাথিয়া আলিস্যো এহার কিছুই নাই?' অতোনিয়ো, ১৭৪৬। 'তুমি আমার কর্ণে আলিস্য করিতেছ।' দর্পণ, ১৮২৪; 'এখন ঠাট: আর আলিস্য করিস নে।' ইমদাদুল, ১৯২০। ৩ আলস

আলিহুকুম [আ আলি+আ হুকুম] বি দরাজ অনুমতি। 'এত আলিহুকুম উচিত আজ্ঞ নয়।' ঘনরাম, ১৭১১।

আলী [আ] বিণ উদার। 'ওকদাসের মোজাজ আলী হয়ে গ্যাছে।' হুতোম, ১৮৬১।

আলী-আলী [কন্যা, আ আলী] বি (মুসলমানদের) রশক্ষনিবিশেষ। 'চালি পাছে হাজার লেটেল, আলী-আলী শপ করি।' জমীম, ১৯২৯।

আলীবকসী [আ আলী+ফা বখসী] বি আলীবক্স-সূত্র। 'তাজখানী খেয়াল কিংবা আলীবকসী খেয়াল পাওয়া হতো।' ধ্বজি, ১৯৩১।

আলীম ৩ আলিম

আলীশান [আ আলি] বিণ বিরট। 'যাবলীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমখুরী ওপরহ ...' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ আলিশান

আলু [স আলু] ১ বি মেটে আলু। 'পটোল বার্তাক খেড় আলু শাক মান।' বক্স, ১৮০০। ২ বি গোল আলু। 'তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে।' রব্বি, ১৮৭৯; 'ব্লাতি আলু, কপি, কারুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলকল প্রচলিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আলু-গোত [মু আরু+ফা গোশতা] বি আলু দিয়ে রান্না করা মাংস। 'ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোত।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

আলুদম [মু আরু+ফা দম] বি মসলাযোগে তৈরি আলুর বাস্তববিশেষ। 'নাই কটি, নাই আলুদম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ আলুর দম

আলুদোষ [মু আরু+স দোষ] বি চরিত্রদোষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আলু পটল [মু আরু+স পদতল] বি সহজলভ্য বস্তু। 'তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে।' রব্বি, ১৮৭৯।

আলু-পোতা [মু আরু+ফা পুস্ত] বি আলু বিক্রয়ের আড়ত। 'আলু-পোতার আলুর চালান লইয়া আসে।' বিজুতি, ১৯৩১।

আলুকিস [মু আরু+ই ফিস] বি আলু-সহযোগে রান্না মাছের বাস্তব। 'করি ভিম আলুকিস ডিসপোরা কারো।' ওস্ত, ১৮৫৮।

আলুভাজা [মু আরু+ভাজা] বি আলুর বাস্তববিশেষ। 'আরো কত ফির পাতে আলুভাজা মুজনি।' সুকুমার, ১৯১৮।

আলুভাতে [মু আরু+ভাত] বি আলুভর্তা। 'আলুভাতে ভিমভাতে আর ভাত।' বিজুতি, ১৯৩১।

আলুমূল [মু আরু+স মূল] বি আলু জাতীয় খাবার। 'গৌফ ফুলাইয়া সে গমীর কণ্ঠে বলিল, আলুমূল খাওয়া হচ্ছে।' শওকত, ১৯৫৮।

আলুর চপ বি আলু ও বিভিন্ন মসলাযোগে তৈরি ভেলেভাজা বড়বিশেষ। 'মস্ত তাওয়ার বিছিয়ে রাখা আলুর চপ দেখছে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

আলুদম [মু আরু+স মূল] বি আলু জাতীয় খাবার। 'সঙ্গে ছিল লুচি, আলুদম আর পাঠার মাংস।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ৩ আলুদম

আলুহাটা [মু আরু>+হাট]। বি আলুর বাজার। 'বালুর চরে আলুহাটা - হাতে বেতের চুপড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আলুতী বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিনী বাগধী। আলুতী।' বহু, ১৫৭০।

আলুতা বিণ এটো। 'আলুতা চারটি থাল আছিল।' চিঠিপত্র, ১৮৪৩।

আলুখালু [সি আলুলায়িত] ১ বিণ অবিন্যস্ত। 'আলু খালু কেশ বাস ঘন ঘন বহে শাস।' ভারত, ১৭৬০: 'আলুখালু চুল একটু পরিপাটি করতে করতে বললে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ সুপরিষ্কৃত নয় এমন। 'আলুখালু অবকাশের অবশু লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বিণ অসম্বন্ধ। 'মানু মুখখানি কান্দনিক - আলুখালু ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৪ ক্রিবিণ এলোমেলো করে। 'সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ, তার লেজের বাপটে ভালগালা আলুখালু করে হতাপ বনস্পতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৫ বিণ থিমিয়ে পড়া। 'ধড়মড় করে জেগে ওঠে আলুখালু টেশন।' হোসেন, ১৯৪০।

আলুখালুবসনা [সি আলুলায়িত-বসনা] বিণ স্ত্রী পোশাক এলোমেলো এমন। 'আলুখালুবসনা মিসেস বোস পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

আলুদা [ফা] বিণ মাখানো। 'জহর আলুদা তীর মারিল কাম্বির।' গরীব, ১৭৬৫।

আলুনি [সি অলবণ] ১ বিণ লবণহীন। 'মনে আছে সব আলুনি?' বিভূতি, ১৯৩১। ২ বিণ লাগবহীন। 'যদি মেয়েতলোর শরীর ভাল থাকে, আলুনি না হয়ে যায়।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

আলুপটল, আলুপোস্ত, আলুপোস্তা, আলুফিস ৫ আলু

আলুবখরা [ফা আলুবুখরাহ] বি টক বাদের ফলবিশেষ: ফ্রস 'আলুবখরার টকও তেমি।' জীবন, ১৯৩২।

আলুবুখরা, আলুবোখারী [ফা আলুবুখরাহ] বি আফখানিয়ার টক বাদের ফলবিশেষ। 'আখেরেট কিমসিস আলুবুখরা - মুজতবা, ১৯৪৯: 'হাত দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে আপেল এপ্রিকট, আলুবোখারী খেয়েছি।' মাহেনত, ১৯৪৯।

আলুমিনা [ই অ্যালুমিনিয়াম] বি একপ্রকার হালকা রূপালি ধাতু। 'সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অক্সিজানের সংযোগ নানাবিধ মৃত্তিকা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আলুয়া [আ] বি হালুয়া। মনোএল, ১৭৪৩।

আলুয়ানো [সি আলুলায়িত] ১ ক্রি শিথিল হওয়া। 'অবশ্যে আলুয়ান দৃঢ়বন্ধ দড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি এলোমেলো করা। 'আলুয়াইতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

আলুলায়িত [সি] বিণ এলোমেলো। 'আলুলায়িত কেশ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

আলুলায়িতকুস্তলা [সি] বিণ কেশরাশি এলোমেলো এমন। 'প্রথমবসনা, আলুলায়িতকুস্তলা শ্রীমতী রাধামণি।' সাদত, ১৯৬৭।

আলুলায়িতা [সি] বিণ স্ত্রী এলোমেলো। 'এক গোখলিলন্যে সন্ন্যাসীতা আলুলায়িতা-কেশা।' নজরুল, ১৯২৭।

আলুহালু [সি আলুলায়িত] বিণ আলুখালু; এলোমেলো। 'প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীরা আলুহালু অঙ্গিঙ্গা পেরিয়ে পেরেছিলাম তোমার, কবিতার সিঁড়ি।' শক্তি, ১৯৬৯।

আলুন [সি] বিশ সম্পূর্ণ ছেদ করা হয়েছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

আলে [সি অলেন] ক্রিবিণ বৃথা। 'আলে শুরু উএসই সীস।' চর্যা ৪০,

১২০০।

আলেকম সর্ব আপনাকে। বিদ্যা, ১৮৯১।

আলেক লতা [সি আলোকলতা] বি স্বর্ণলতা। 'এই মানুষে মানুষ গাধা গাছে যেকোন আলেক লতা।' লালন, ১৮৯০।

আলেখিয়া বি কৈবৈক্যস্পন্দারের অনুসারী ধর্মসম্প্রদায়। 'ইহারা অলখ নাম উচ্চারণপূর্বক ভিক্ষা করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়, এই নিমিত্ত ইহাদের নাম আলেখিয়া।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আলেখ্যা [সি] ১ বি চিত্রপট; ছবি। 'বস্ত্র সকলকে স্বভাবতঃ যেরূপ দেখা যায়, আলেখ্যে অর্থাৎ চিত্রপটে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি প্রতিমূর্তি। 'কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার বাস্তব এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

আলেখ্যদর্শন [সি] বি চিত্র দর্শন। 'আলেখ্যদর্শন বিষয়টি রামায়ণে নেই।' মুসলিম, ১৯৭০।

আলেখ্যলোক [সি] বি চিত্র; চিত্র-ভূবন। 'অমর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে আনিয়াছি তোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আলেখ [আ আলিফ] বি আরবি বর্ণমালায় প্রথম হরফ। 'আজ পড়েগা আলফ বে।' নজরুল, ১৯৩১।

আলেম [আ আলিম] ১ বি ইসলাম ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ; পণ্ডিত। 'মুসলমান আলেম মঞ্জীও যে জাতীয় দূর্গতি নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।' প্রবন্ধ, ১৯০৬। ২ বি মাদ্রাসা শিক্ষায় মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক সনমানে পেরীক্ষা। '... এ বৎসর আলেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েছেন।' বেঙ্গল, ১৯৪৮।

আলেম-ওলামা [আ আলিম+ওলামা] বি ইসলাম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিতবর্গ। 'আলেম-ওলামাদের তরফ থেকে বহু সমালোচনা।' মাহেনত, ১৯৪৯।

আলেমদার [আ এলেম+ফা দার] বিণ বিদ্বান। 'ফার্সিতে সত্যই আলেমদার।' গোপাল, ১৯৬০।

আলেমান [আ আলিম] বি পণ্ডিতবর্গ। 'মধ্য থেকে আলেমান কোথেকে এসে ছুটল।' প্রমথ, ১৯২২।

আলোয়া [সি আলোক] ১ বি জলাভূমিতে মিথেন গ্যাসের আলো। 'আলোয়া-সংক্রান্ত নানাবিধ অদ্ভুত কথা।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি প্রহেলিকা। 'আঁধার মুহূর্ত-তরে হাঙ্গে যথা প্রাণপণে/ আলোয়ার হাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

আলোয়ালিখা [সি আলোকলিখা] বি মায়াময় আলোর লিখা। 'আলোয়ালিখা আজও জ্বলিতেছে।' জীবন, ১৯৪০।

আলোয়া বি (সংগীত) আলাহিয়া রাগ, যা পূর্ববঙ্গে গাওয়া হয়। 'শোনা গেল রসনটোঁকি আলোয়া রাগিনীতে করুণশব্দে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আলো [ধন্য] অব্য ওহে। 'আলো ডোঁচি তোএ সম করিবে ম সান।' চর্যা ১০, ১২০০।

আলোএ [ধন্য] অব্য ওহো। মনোএল, ১৭৪৩।

আলোয়া [সি আলোক] ১ বি আলোকিত। 'শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।' শিবানন্দ, ১৭৫০। ২ বি দীপ। 'আলো নিবাইনু সবে দারুল লজ্জায়।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি জ্ঞানালোক (উপহাসে)। 'অনেকের চান ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১। ৪ বি সূর্য। 'দেখো না গহনে, রূপের ক্রিয়ণে/ গগনে উঠিছে আলো।' গিরিশ, ১৮৮৩। ৫ বিণ উজ্জ্বল। 'সোনার লতাটি আঁহা বন করেছিল

আলো। 'রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৬ বি বিমূর্তিক যোগাযোগ। 'পোন্টে চড়ে তার এসেছে - কিন্তু আলো আসেনি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আলো-আঁধার [স আলোক+স অন্ধকার] বি খানিকটা আলোকিত এবং খানিকটা অন্ধকারময়। 'আলো-আঁধার পর্দা টেনে।' নজরুল, ১৯৩৫।

আলোআঁধারি, আলোআঁধারী [স আলোক+স অন্ধকার] ১ বি দুর্য্যধা। 'আলোকে আলো-আঁধারী' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'সেই ফরিদসাই অস্পষ্ট আলোআঁধারী ভাষাতে নিশ্চল।' হাই, ১৯৫৪। ২ বি অস্পষ্ট আলো। 'আলোআঁধারিতে রাত্তার মোড়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করল।' হাসান, ১৯৬২।

আলো আঁধারি লাগা কি আলো-আঁধারের মিশ্রণে মাথা লাগা। 'দেখ কেন আলো আঁধারি লাগে না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

আলো-আহত [স আলোক-আহত] বিণ আলোকভাঙিত; আলোর স্পর্শ পেয়েছে এমন। 'আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তিত হয়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

আলোওলা বিণ আলোমুখ। 'জুলজুলে আলোওলা পোড়ারমুখে মোটার এসে সামনে দাঁড়াল।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

আলো-করা বিণ আলোকিত। 'এরি গোশন হৃদয়-পরে স্বর্ণ বরিষাজ করে দুয়েখ আলো-করা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আলোমুখ [স আলোকমুখ] বিণ আলোকিত। 'আলোমুখ ঘরবারান্দা।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

আলোচাল [স আলোক+চাল] বি আতপ চাল। 'আপনি আলোচাল হাতে করে মোর ক্ষেত্রমণির দেকতি আসবেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আলোছায়া [স আলোক-ছায়া] বি আলো ও আঁধার। 'হাসিকান্না লম্বকায় শরতের আলোছায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আলোদীপ্ত [স আলোকদীপ্ত] বিণ আলোকোজ্জ্বল। 'সে-শব্দের আলোদীপ্ত প্রাণদ ঈশল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

আলো-ধরা [স আলোক+ধরা] বিণ আলোকে শোষণ করে এমন। 'ফোটোগ্রাফ-ফলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি স্থায়ী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আলো-নকিব [স আলোক+আ নকিব] বি সূর্য। 'এই আগমনের খবরটা জানাতে আলো-নকিবের মিনিট আষ্টক দেরি হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আলো-বহর [স আলোক+স বহর] বি দুরত্বের এককবিশেষ; এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে (১৮৬০০০০০০০০০০০০ ২৪৪৩৬৫ মাইল); আলোকবর্ষ। 'আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস আশ্চর্য একশত আলো-বহরের মাপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আলো-বীণা [স আলোক+স বীণা] বি আলোরূপ বীণা। 'কাঁপবে তেমোর আলো-বীণার তালে সে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আলোময় [স আলোকময়] বিণ আলোকিত; উজ্জ্বল। 'কালো মুখ তার হলো আলোময়।' নজরুল, ১৯২৫।

আলো-মুখ [স আলোক+স মুখ] বি উজ্জ্বল মুখ। 'ভয়ে কালো হয়ে গেল আলো-মুখ তার।' নজরুল, ১৯২৪।

আলোয়-পাগল বিণ আলোক-বিহ্বল। 'আলোয়-পাগল প্রভাত-হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

আলোয়-ভরা বিণ আলোকিত। 'সন্ধ্যাবেলায় এমন আলোয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও।

আলোসাশর [স আলোক+স সাশর] বি আলোর সাশর। 'আলোসাশরের গান।' জীবন, ১৯৩০।

আলোম্নাত [স আলোকম্নাত] বিণ আলোকিত। 'সমুখে কোথাও অন্ধকার আছে বলে কী এই নদীর প্রোভদন শহরের আলোম্নাত এক জয়গায় ভমকে দাঁড়ায়?' শওকত, ১৯৬২।

আলোহীন [স আলোকহীন] ১ বিণ আলোকবঞ্চিত। 'আলোহীন সেই বিশাল কূপে আমার বিজন বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ বিভাজ। 'আলোকভীর্ণ পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিণ আশাহীন। 'আলোহীন গানহীন হৃদয়ের গমন গভীরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ বিণ আলো নেই এমন। 'যেখানে অশ্রু দিন আলোহীন অন্ধকারহীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আলোক [স] ১ বি দীপ্তি। 'সম্ভার চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি অবলোকন। 'গত ১২ ফালগুন চন্দ্রিকায় আলোক করা গিয়াছে এই কাগজে তৎপ্রকাশকের নাম প্রকাশ হয় নাই।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি জ্যোতি। 'নিউটন আলোক ও বর্ণ এই দুই দর্পণের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ বি সত্যতা। 'সত্যের আলোক আমার নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি বাতি। 'জ্বলিছে আলোক বাজিছে বাজনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৬ বি শ্রবণ। 'সাহিত্যসুখের আলোক প্রথমে অত্যাচ পর্বতের শিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

আলোকশমা [স] বিণ অনায়াসে আলো ঢুকতে পারে এমন। 'বায়ু ও আলোকশমা বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আলোক-ঘটা বি আলোর মালা। 'আলোক-ঘটা নানাবর্ণ ভূষিত ও সর্বলোকের সুখদ্য করিয়া, বিকীর্ণ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আলোকচর [স] বিণ আলোতে বিচরণ করে এমন। 'বিভ্র লোকেরা নিগার পাপকে আলোকচর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আলোকচিত্র [স] বি আলোর সাহায্যে তোলা ছবি; ফোটোগ্রাফ। 'আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আলোকচিত্রাঙ্কন [স] বি আলোর সাহায্যে ছবি তোলা। 'পূর্বে সূর্যালোক সাহায্যেই এই আলোকচিত্রাঙ্কন সমাহিত হইত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আলোকচিত্রাঙ্কনবিদ্যা [স] বি আলোর সাহায্যে ছবি তোলার জ্ঞান; ফোটোগ্রাফি। 'আলোকচিত্রাঙ্কনবিদ্যার আবিষ্কারের পর হইতে ... সাহিত্য হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আলোক-চোরা [স আলোক+স চোর] বি আলোকে ভয় করে যে। 'আলোক-চোরা লুকিয়ে এগ ওয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আলোকছটা [স] ১ বি. আলোকবিশি। 'এই জ্যোতির্ময়ী আলোকছটার বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর ধারণ করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি জ্যোতি। 'প্রভাত আলোকছটা ওত ভব ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আলোকচ্যুত [স] বিণ দীপ্তিহীন। 'আত্মার আলোকচ্যুত জড়তা-শিলায়।' ফররুখ, ১৯৪৬।

আলোক-ছায়া [স] বি আলো ও অন্ধকার। 'আলোক-ছায়ার সংহাসনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আলোক-জ্বালা [স] বিণ আলোকোজ্জ্বল। 'চিরদিনের আলোক-জ্বালা নীল আকাশের নীচে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আলোকজ্যোতি [স] বি আলোর পিণ্ড। 'এই বিশ্ময়বহ আলোকজ্যোতি ভরত গগনমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে আবিস্কৃত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আলোকটিকা [স] আলোক-তিলক। বি আলোর তিলক। 'নৈরাশ্যের কুহেলিকা উষার আলোকটিকা ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আলোকতত্ত্ব [স] বি আলোক বিজ্ঞান। 'আলোকতত্ত্বের চর্চা করা।' বিতৃতি, ১৯৩১।

আলোকতরঙ্গ [স] বি আলোক-রশ্মি। 'যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ ... নানা দিকে আঘাত করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আলোক-তরবারি [স] বি আলোক রূপ তরবারি। 'যখন আননে তমোহারী আলোক-তরবারি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আলোকতীর্থ [স] বি আলোক রূপ তীর্থ। 'আলোকতীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আলোকতু [স] বি দীপ্তিময়তা; আলোকের গুণ। 'ঈশ্বরের রূপনে মানুষ আলোকতু আরোপ করে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আলোকদাতা [স] বিণ আলো দেয় এমন। 'আমাদের আলোকদাতা সবিতা।' নবরত্ন, ১৯২২।

আলোকদায়ী [স] বিণ ক্রী আলো দানকারী। 'বিশ্ববিধাক্রী আলোকদায়ী।' নবরত্ন, ১৯৩৫।

আলোক-দিগ্ধি [স] আলোকদৃষ্টি। বি আলোর দৃষ্টি। 'তব পলকহার্য আলোক-দিগ্ধি মরম-পরে রাখো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আলোকদূতী [স] বিণ ক্রী আলোর দূত। 'আলোকদূতী বহু রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের নামোস্তেখ করতে পারি।' অক্ষয়, ১৯৫১।

আলোকধারা [স] বি আলোর প্রবাহ। 'তোমার আকাশ উদার আলোকধারা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

আলোক-ধেনু [স] বি আলোকরূপ ধেনু। 'এই তো তোমার আলোক-ধেনু সূর্যতারা দলে দলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আলোকনিষ্ঠ [স] বিণ নিরবচ্ছিন্ন আলো দিচ্ছে এমন। 'আমরা দিপ্তপ্রাণী তামসিকতার মাখাবো আলোকনিষ্ঠ প্রাণীর মতো জ্বলবো।' অন্নদা, ১৯২৮।

আলোক-পাখা [স] আলোকপক্ষী। বি আলোকরূপ পাখা। 'তখনো ধারের আলোক-পাখা মহাজ্ঞান করো অশেষদণ্ড।' ক্ষয়রত্ন, ১৯৪৬।

আলোকপাত [স] ১ বি জ্ঞান পরিবেশন। 'তাদের মতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুরাতনের পরে নূতন আলোকপাতের চোটা - অন্ধকারচর্চা।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ বি আলো এসে পড়ে। 'তার অক্ষুণ্ণ চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্বেগিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৩ বি দৃষ্টি দেওয়া। 'এই দিকটাতো কিছু আলোকপাতের চোটা করব।' বেগম, ১৯৪৮।

আলোক-পারাবার [স] বি আলোকরূপ সমুদ্র। 'তোমারি দেবা গেলে নবম-চোখে ডুববে আলোক-পারাবারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আলোকপিপাসু [স] বিণ আলোপ্রত্যাশী। 'অন্ধ দাঁড়িয়ে তার আলোকপিপাসু দুই চক্ষুর সূর্যের দিকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আলোকপিপাসী [স] আলোকপিপাসী। বিণ আলো-প্রত্যাশী। 'মধুর বেনদ্যার আলোক পিয়াসী অশোক সুপ্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আলোকপূর্ণ [স] বিণ আলোময়। 'সূর্য ... গ্রন্থের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দিক আলোকপূর্ণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আলোকপ্রপাত [স] বি আলোর ক্রমাগত বিচ্ছুরণ। 'পরিপূর্ণ সত্যমুক্তির আলোকপ্রপাত।' নবরত্ন, ১৯২৭।

আলোকপ্রাণ [স] ১ বিণ আলোকিত। 'শিক্ষার আলোকপ্রাণ যুগে তথাকথিত আত্মরক্ষা যখন শিক্ষার আলোক পাইতে লাগিলেন।' বেগম, ১৯৪৮। ২ বি শিক্ষিত ব্যক্তি। 'মার্জিত আলোকপ্রাণেরা কালচারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে।' মোতাহের, ১৯৫০।

আলোকপ্রাণী [স] বিণ ক্রী আলোকিত। 'যাঁরা আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাণী।' বেগম, ১৯৪৮।

আলোকপ্রিয়তা [স] বি বাস্তবতাবোধ। 'এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপরূপ স্বচ্ছতা ...।' প্রমথ, ১৯১৬।

আলোকপ্রাবন [স] বি আলোর বন্যা; আলোর প্রাচুর্য। 'হেমন্তের তুষারনির্মল আলোকপ্রাবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আলোকবর্তিকা [স] বি প্রদীপ। 'কর্তব্য হচ্ছে, তাদের মধ্যে আলোকবর্তিকা বয়ে নিয়ে যাওয়া।' বেগম, ১৯৪৭।

আলোকবর্ষ [স] বি জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত দূরত্বের এককবিশেষ; এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে (১৮৬০০০০০০x৩৬৫x২৪x৬০x৬০ মাইল)। 'অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা।' জীবন, ১৯৪০।

আলোকবসনা [স] ১ বি ক্রী আলোকের বস্ত্র পরিধানকারী। 'আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ ক্রী প্রভাময়ী। 'বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আলোকবিন্দু [স] বি আলোকরশ্মি। 'প্রায়ে দু-একটি আলোকবিন্দু সম্বলিত করছে।' মানিক, ১৯৩৫।

আলোকবিন্দুৎ [স] বিণ আলোকবিন্দুর মতো। 'আতান্ত্রিক দূরতাবশতঃ আলোকবিন্দুৎ দেখায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

আলোকবোধ [স] বি আলো সম্পর্কিত ধারণা। 'জন্মান্তরে যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারীবোধ নেই।' অন্নদা, ১৯২৯।

আলোকব্যমতা [স] বি আলোর জন্য ব্যাকুলতা। 'দেখিলাম শূন্যমাত্রে আঁধারের আলোকব্যমতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আলোক-মণ্ডল [স] বি আলোক রশ্মি। 'শতকে যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল শোভিল আকাশে।' মাইকেল, ১৮৬০।

আলোকময় [স] ১ বিণ আলোকপূর্ণ। 'জলাভূমিতে ও সমাধিক্ষেত্রে সত্যচ্যুর যে আলোকময় বস্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ উদ্ভাসিত। 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আলোকময়ী [স] বিণ ক্রী আলোকজ্জ্বল। 'সুর-সুরধুনী আলোকময়ী, উজ্জল কনক বালুকারাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

আলোক-মাতাল [স] বিণ আলোকমত্ত। 'ওই আলোক-মাতাল স্বপ্নসভার মহাশয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আলোকমালা [স] বি মালার মতো পাশাপাশি সজ্জিত বাতি। 'রসমন্ডের সমুখবর্তী আলোকমালা উজ্জলতর হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আলোককণিশি [স] বি আলোকচ্ছটা। 'নিমেঘে নিমেঘে আলোককণিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আলোকরাজ্য [স] বি আলোর রাজ্য। 'চারিদিকে বেহুনের ঝড়ে প্রতিভাত হইয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে।' রোকেয়া, ১৯০৪।

আলোকরেখা [স] বি আলোর রেখা। 'নয়নে আঁধার রবে, ধোয়ানে আলোকরেখা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

আলোকলতা [স] বি হলুদ রঙের পরজীবী লতাবিশেষ; স্বর্ণলতা। 'হলুদতরুর শাখায় শাখায় আলোকলতা জড়িয়েছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আলোকলোক [স] বি গগনমণ্ডল। 'ধূলি ও মাটি সেই তো ঝাটি, আলোকলোক ফাঁকা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

আলোকশিখা [স] ১ বি প্রদীপ। 'একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে নীরবে করে সে পলায়ন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি আত্মনের শিখ। 'একটা আনন্দের আলোকশিখা দেখে দৃষ্টিগোলা যেন ... লক্ষ দিয়ে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আলোকসজ্জিত [স] বিণ আলোক দ্বারা সাজানো হয়েছে এমন। 'তখন নগরীর পথ আলোকসজ্জিত।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

আলোক-সম্ভব [স] বি সাত রঙের আলোর সমষ্টি। 'গতির সঙ্গে সঙ্গে আলোক-সম্ভবের সুরও একটু ওঠা-নামা করে।' মোতাহার, ১৯০৭।

আলোকসভা [স] বি আলোর সমাবেশ। 'প্রভাতে প্রভাতে আনন্দে আলোকসভা মাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আলোকসম্পাত [স] ১ বি আলোকপাত। 'শিখরে যখন আলোকসম্পাত হয় তখন নিম্নভূমি গভীর অন্ধকারে আবৃত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি আলো; অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত করা। 'প্রকৃত ঘটনার উপর আলোক সম্পাত করার চেষ্টা করিয়াছেন আজাদ, ১৯৪০।

আলোকসাগর [স] ১ বি আলোকরূপ সাগর। 'সুখে পশি আলোকসাগরে, কর বাস।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি দিনের আলো। 'আলোকসাগরে আকাশের তারা তৈয়াগে কায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

আলোকসুখা [স] বি আলোকরূপ সুখ। 'অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় আলোকসুখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

আলোকসুন্দরী [স] বিণ ক্রী আলোর ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর। 'বপুসম্বদা আলোকসুন্দরী রাজকুমারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আলোকস্তম্ভ [স] বি বাতিঘর। 'এখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে তের।' জীবন, ১৯৪০।

আলোক-স্নান [স] বি আলোতে স্নান। 'আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়।' নজরুল, ১৯২৬।

আলোকহারা [স] বিণ আলোবিহীন। 'তোমাদের মুখ ত্রুটি-কুটিল/নয়ন আলোকহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আলোকহীন [স] বিণ অন্ধকার। 'সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আলোকা [স] আলোকা ১ ক্রি আলোকিত করা। 'গগন-অসন-আলোকে উদার দীপ-দীপ্তিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ ক্রি আলোকিত হওয়া। 'সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

আলোকাকীর্ণ [স] আলোক-আকীর্ণ বিণ আলোকিত। 'প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আলোকোক্ত [স] আলোক-আভা বিণ আলোক দীপ্তি। 'হৃদয়ের অন্ধকার দূরে সরিয়া উজ্জ্বল আলোকোক্তা ফুটিয়া ওঠে।' মশাররফ, ১৯০৮।

আলোকিত [স] বিণ উজ্জ্বল। 'সম্যাকর চন্দ্রিকার আলোকে আলোকিত হইল।' দর্পণ, ১৮২২।

আলোকীয় [স] বিণ আলোক সম্বন্ধীয়। 'আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্তমান।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আলোকোদ্ভাসিত [স] আলোক-উদ্ভাসিত বিণ আলোকোজ্জ্বল। 'অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি আলোকোদ্ভাসিত মানবাত্মকে অবলম্বন করিয়া ...।' হাই, ১৯৫৪।

আলোচক [স] বি আলোচনাকারী। 'এতদূর উৎকর্ষ সন্তোষে আলোচকের ক্ষোভ নিবারণ হয় না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

আলোচনা [স] ১ বি চর্চা। 'কার্যের অবকাশে আগে বাহা শিখিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া বেড়াইতে পারে।' গৌর, ১৮২২। ২ বি অনুভব। 'মনোমধ্যে পুনঃপুন তাহা আলোচনা করিয়া সুখী হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ বি কথোপকথন। 'ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিয়া অত্যন্ত প্রযত্ন হইতেছি।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি ব্যাখ্যা। 'প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি পর্যালোচনা। 'এই সমস্ত উপাখ্যান আলোচনা করিলে তাহাটো অসত্য নরজাতি ব্যতীত আর কি সম্ভব হয়?' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৬ বি বিবেচনা। 'বিরলে বসিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলে বিন্দুমাত্র সাগরে যত্ন হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিণ রচনা। 'বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তত কিছু আলোচনা করিছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আলোচনাধীন [স] বিণ আলোচিত হচ্ছে এমন। 'একটি সংশোধনী মুসাবিদা বর্তমানে আইন পরিষদের আলোচনাধীন আছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯৩৯।

আলোচনাপরায়ণ [স] বি আলোচনাপরায়ণ। 'কর্তব্য এই দৃষ্টি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আলোচনামূলক [স] বিণ আলোচনামূলক। 'এই বিতর্ক আলোচনামূলক ও শিক্ষামূলক।' আজাদ, ১৯৬৮।

আলোচনীয় [স] বিণ আলোচনার যোগ্য; আলোচ্য। 'বিবিধ আলোচনীয় পুস্তক প্রভাৎ পাঠ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

আলোচা [স] আলোচনা-১ ক্রি আলোচনা করা। 'আনেক যতন করি আলোচিষ্ঠা কাজে।' বড়ু, ১৪৫০।

আলোচিত [স] ১ বিণ বিবেচনাকৃত। 'ভোগপ্রবাসমূহের অকিঞ্চিৎকরতা ... আলোচিত প্রত্যালোচিত করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ চর্চা করা হয়েছে এমন। 'তাহা আংশিক আলোচিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৭০।

আলোচ্য [স] ১ বিণ বলা হবে এমন। 'অনুমান হয় আলোচ্য গ্রন্থখনি তাহার পূর্বে লিখিত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ আলোচনার যোগ্য। 'আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌরুষার্থ্য এইরূপ অবধারিত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৬। ৩ বিণ বিবেচনামূলক। 'মৌলিক মহাভারতে তাঁহার কিঞ্চিৎ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৬। ৪ বি আলোচনার বিষয়। 'কোন বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আলোচ্য দ্র আলো

আলোড়ন

আলোড়ন [স] ১ বি আবর্তন। 'তাহারি আলোড়নে অনেকক্ষণ থাকেন।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি মন্বন। 'বাসালি জাতির ইতিহাস কিছু হির হইতে পারে বলিয়া আমরা এ বিষয়ের আলোড়ন করিতেছি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি উৎসবমুখর পরিবেশ; উৎসবের আমেজ। 'সীতনের সময় লভনে এইরকম আলোড়ন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আলোড়ি [স আলোড়ন] ১ ক্রি আবর্তন করা। 'রাখিকা চাহিল কাহু আলোড়ি' জলে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি আলোড়ন তোলা। 'আকাশে আলোড়ি শিখার শুও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আলোড়িত [স] ১ বিণ অনুপুঙ্খ গবেষণা করা হয়েছে এমন। 'ইউরোপের প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোড়িত করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ আন্দোলিত। 'সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ অব্যবহিত। 'মা মা ক্রন্দন ... বালকের অন্তরে কেবলি আলোড়িত হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ শিহরিত। 'তরুণ দেহের রক্তলহরী উদ্ভাসমান আলোড়িত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বিণ বিক্ষুব্ধ। 'প্রণয়বিক্ত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আলোদীপ্ত

আলোদীপ্ত [স অলবৎ] বিণ লবণহীন। 'এবানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রে স্পর্শমাত্র নৈহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আলোপ [স অ+স লোপ] বিণ লোপ পেয়েছে এমন। 'কুহ রাহ করে চন্দ্র আলোপ গরাস।' আলোপ, ১৬৮০।

আলোপন [স অ+স লোপ] বিণ অদৃশ্য। 'ধাক্কির কোলেধু শিত হৈল আলোপন।' সুলতান, ১৭০০।

আলোপা [স অ+স লোপ] ক্রি অদৃশ্য হওয়া। 'বুলিলা আলোপা লোপ হোন্তে আলোপিল।' সুলতান, ১৭০০।

আলো-পোলো [স পলবৎ] বি মাছ ধরার পোলো-বিশেষ। 'আলো-পোলোয় শাল-শোল, বান-বোয়াল শেষ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

আলোয়ান [আ] বি চাদরবিশেষ। 'ছিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান।' নজরুল, ১৯২৬; 'ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আলোল [স লোপ] বিণ অসংযত। 'কিশোর আশা যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আলোল বিলোল [স অ+স লোপ+স বি+স লো] বিণ চঞ্চল। 'মধুর ব্রত পতি আলোল বিলোল গতি।' বাহরাম, ১৬৫০।

আলোসাগর

আল্লীমর্ডান [হি] বিণ অত্যাধুনিক। 'সঙ্গে এক আল্লীমর্ডান যুবতী।' সাদত, ১৯৬৭।

আল্ল [স অল্প] বিণ অল্প। 'মোনাএল, ১৭৪৩।

আল্লস [হি আল্পশ] বি ইউরোপের সবচেয়ে বড়ো পর্বতমালা। 'আর্ভিস বা হিমাদ্রি, আলটাই বা আল্পস।' সাধারণী, ১৮৭৫।

আল্লাকা [হি] বি প্রধানত দক্ষিণ অ্যামেরিকার পেরু, চিলি ইত্যাদি এলাকায় পালিত মেঘের মতো জন্তুবিশেষ, এর লোম দিয়ে পশম তৈরি হয়। 'আন্তীন আল্লাকা চাপকান।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

আল্বানো [স আলু] ক্রি শিখিল করা। 'অবধানে আখাইল প্রচুবন্ধন দড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আল্যা [স আল্লাদ] বি আদর। 'আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত, ১৭৬০।

আল্যানো [স আলু] ১ ক্রি এলোমেলো করা। 'বসন আল্যায়া সোম আপনি পরায়।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ ক্রি আলুখানু করা। 'আল্যায়া মাথার কেশ মুখে মাখে ধুলা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আল্লা [আ আল্লাহ] বি (ইসলাম ধর্মমতে) সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান; আল্লাহ। 'ইসলাম তোমার মৃত্যু গোচরে আল্লাহ।' বাহরাম, ১৬৫০।

আল্লাহ

আল্লাহ ঘর [আ আল্লাহ+ঘর] বি মক্যায় অবস্থিত কাবাঘর। 'সেখিতে আল্লাহ ঘর চলিলেত পয়গাম্বর নিশাঙ্কএ বহু মনুরঙ্গে।' সুলতান, ১৭০০।

আল্লাদিস [স আলোদী] বিণ আদুরে। 'ফুফুর আল্লাদী দরদী এই ভাইজিট।' নজরুল, ১৯২৭।

আল্লাবাল্পে [বি একককার মসলিন কাপড়]। 'আবেরাওয়া, আল্লাবাল্পে, ভাষেব, ভরবাদ, তুনসুক বা নয়নসুক।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

আল্লাহ [আ] বি (ইসলাম ধর্মমতে) সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান; ঈশ্বর। 'আল্লাহর গৌরবদৃষ্টি তাহার উপরে।' বাহরাম, ১৬৫০।

আল্লাহতলা [আ আল্লাহ+আ তয়ালা] বি (ইসলাম ধর্মমতে) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; আল্লাহ। 'পরম দয়াময় আল্লাহতলা।' প্রচারক, ১৮৯৯।

আশ [সি আশা] ১ বি আশা। 'রাখিকা মানার্তা বাড়ায় পুর মোর আশ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আশাস। 'এতক বুলিআ তার না পাইলো আশ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি ভরসা। 'শ্রীরূপ-রঘুনান-পদে যার আশ/ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি আকাক্স। 'ভবী নব শিখিবার আশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আশ [স অংশ] বি (মাকড়শার) জাল। 'মাকড়শার আশে বন্দী সে জল।' লালন, ১৮৯০।

আশংসা [সি] বি সন্দেহ; সংশয়। 'প্রাচীরেরদেব সর্বজ্ঞকৃত বিষয়ে আশংসা করিলে মহাপাপ জ্ঞান করেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

আশক [আ আশেক] ১ বি আসক্তি। 'বাবুরদিগের মনের আশক মেটে।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ আসক্ত। 'বিবিরা যদি কেউ দেখে হয় আশক।' নজরুল, ১৯৩১।

আশকারী [আ আশকার] ১ বি রহস্য উদ্‌ঘাটন। 'চুরির কোনো আশকারা হল না কি?' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি প্ররয়। 'ওকে আর আশকারা দিচ্ছে হবে না।' জীবন, ১৯৩২।

আশক্তি [স শক্তি] বি গভীর অনুরাগ। 'সুযোগে আশক্তি যারে টলাইতে পারে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আশঙ্ক [স শঙ্কা] বি আশঙ্কা; ভয়। 'গুরুএ দেখিব অঙ্গ মনেত আশঙ্ক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আশঙ্কা [স] ১ বি ভয়। 'অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন।' কৃষ্ণদাস, ১৬৮০। ২ বি সন্দেহ। 'তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে ... একেবারে সমুদ্রোপাটন করা অসাধ্য।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি সংশয়। 'এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপ কতোও আশঙ্কা হচ্চে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আশঙ্কাকুল [সি] বিণ ভয়ে আকুল; শঙ্কিত। 'ভাসমান সন্তানদের জন্য ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জগত দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আশঙ্কাজনক [সি] বিণ ভীতিকর। 'এই আশঙ্কাজনক অবস্থার মাঝখানে বিনয়ের সুকুমার শীলতার পরিচয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আশঙ্কাজনকরূপে [স] ক্রিবিণ ভয়ঙ্কররূপে। 'প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আশঙ্কাজনকরূপে ভংগের হয়ে উঠেছেন।' বেগম, ১৯৬৩।

আশঙ্কাবশতঃ [স] ক্রিবিণ ভীত হয়ে। 'সৈন্য সংগ্রহ অনুমোদন করটি কিন্তু ব্রহ্মচূড়তির সেনাসংখ্যার অধিকতা আশঙ্কাবশতঃ নয়।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

আশঙ্কানু [স] বিণ সংশয়হীন। 'এই আশঙ্কানু অনুবেশই রাজলক্ষীর কাছে বড়ো কঠিন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আশঙ্কিত [স] বিণ ভয় করা হচ্ছে এমন। 'মহিষীকে শব্দের কথা ও আশঙ্কিত উৎপাতের কথা বলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০এ

আশঙ্কিতা [স] বিণ ক্রী সংশয়িত। 'মিসেস কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা।' মশাররফ, ১৮৯০।

আশানাই [কা] ১ বি পরিচয়। 'আপনার নাম কহ আমাকে আশানাই দেহ।' হামজা, ১৮০৭। ২ বি অবৈধ প্রণয়। 'আমার শহিত আশানাই হওয়াতে গর্ব হইআছে।' চিঠিপত্র, ১৮৪৮। ৩ বি প্রেম। 'মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে আশানাই।' নজরুল, ১৯৪২। ৪ বি বদুহৃত। 'আতরওয়ালাসার সঙ্গে আশানাই হলে গায়ে কিঞ্চিৎ খুশবাই লাগবে।' মুজতবা, ১৯৫২।

আশপড়শী [স পার্শ্ব-প্রতিবেশী] বি পাড়া-প্রতিবেশী। 'আশপড়শীপ ওরুগারবিত জন।' ডুবানন্দ, ১৮০০।

আশপাশ [স পার্শ্ব] ১ বিণ নিকটে অবস্থিত। 'আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ নিকটস্থ। 'আশপাশ গ্রামের লোক ক্ষেতিতে আইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আশে পাশে [স পার্শ্ব] ১ ক্রিবিণ কাছাকাছি। 'প্রভুকে ধরিতে বৃন্দে আশে পাশে গাএগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ চারিদিকে। 'আশে পাশে পাশে ধোতে চাঁমরের বা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আশ পাশ [স পার্শ্ব] ক্রিবিণ এদিক ওদিক। 'আশ পাশ থেকে মেয়েরা উকী মাছে।' হত্যাম, ১৮৬১।

আশবাব [আ আসবাব] বি আসবাব; ঘরসজ্জার উপকরণ। 'এই আশবাব-ঠাশা হাঁশকাঁশ-করা গুমোটি ঘরে।' বৃদ্ধ, ১৯৪৩।

আশমান [স অসমান] বি অবহেলা। 'ভড়ো মোর আশমান কৈলোঁ বায়ে বায়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

আশমান^১ [ফা আসমান] বি আকাশ। 'জমীন আশমান ফারাক।' বহ্নিম, ১৮৭৮।

আশমান-ঠেকা [ফা আসমান+ঠেকা] বিণ অত্যন্ত উচু; আকাশে ঠেকে গেছে এমন। 'সেটাকে বাড়িয়ে আশমান-ঠেকা করে ছাড়লে।' নজরুল, ১৯৩১।

আশমানি [ফা আসমান] বিণ আকাশী বা নীল রঙের। 'শাড়ি তার আশমানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আশ মেটা [স আশা] ক্রি ইচ্ছা পূরণ হওয়া। 'আর ভাই এত ঘুমও ছিল, ঘুময়ে আর আশ মেটে না।' উমেশ, ১৮৫৭।

আশয় [স] ১ বি অভিপ্রায়। 'তোমার দ্বারা করাইবেন বৃথিল আশয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি চিন্ত। 'নির্বিকার হরিন্দাস গম্ভীর-আশয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি সূন্য। 'ডিসমিসে তাঁর আশয় তার।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৪ বি আশা। 'অনেক আশয় করে করেছি পালন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৫ বি চিন্ত। 'আশয়ে অরঙ্গ হএ তোমার মন্তক লয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আশয়হীন [স] বিণ ধন-সম্পত্তি নেই এমন। 'আশয়হীন লোককে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.ambarboi.com ~

মহাশয় বললে গাল দেওয়া হয়।' তারা, ১৪০।

আশরত [আ] বি ক্ষতি। 'কেটেছে নরম আশে আশরত বহুদিন।' ফরকশ, ১৯৬৬।

আশরফ [আ] বি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'তান পাত্র আশরফ লক্ষ উজীরে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

আশরফি, আশরাফী [আ আশরফ] বি স্বর্ণ মুদ্রা; মোহর। 'কল, বাদশাহি আশরফিতে পূর্ণ।' নজরুল, ১৯৩১; 'মুঠা মুঠা আশরাফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন।' মুজতবা, ১৯৪৯।

আশরুপি, আশরোপি [আ আশরফ] বি স্বর্ণ মুদ্রা; মোহর। 'শত আশরুপি কাশালি লোকেরদিকে দিয়া জলযোগ করিত।' রামরাম, ১৮০১; 'যে ভাল করবে, লাখ আশরোপি দিব।' গিরিশ, ১৮৮৭।

আশরাফি [ফা আশরফ] বি স্বর্ণ মুদ্রা। 'এখন আশরাফিগুলো আমাকে দিতে হুকুম হয় হজুরের।' শিবরাম, ১৯৭০।

আশরীর [স] ক্রিবিণ সমস্ত শরীর নিয়ে। 'ওরা আশরীর চমকে উঠলো সবাই।' মাল্লান, ১৯৬৮।

আশশেওড়া, আশশাওড়া [স আসশাখোটা] বি শেওড়া গাছ। 'আশশেওড়া বনে ...।' বিজুতি, ১৯২৯; 'বেত আশশাওড়া তাঁটের জঙ্গলের ভিতর।' জীবন, ১৯৩২।

আশা^১ [স] ১ বি ইচ্ছা। 'এহাত হয়ে লক্ষ দানের আশা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ৩ ভরসা। ওঁরা, ১৭৮৫; 'দেশহিতৈষী ব্যক্তির চিত্তে স্বদেশের সৌভাগ্যের আশা প্রবল হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৩ বি প্রার্থিত বস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন বিশ্বাস। 'অনন্তকালেও পরিত্রাণ পাইবার আশা ও ভরসা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বি লোভ। 'আশার ছন্দে ভুলি কি ফল লভি'নু হয়।' মাইকেল, ১৮৬১। ৫ বি মনোবাঞ্ছা। 'ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা করেছি'নু আশা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৬ অবান্তর বাসনা। 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্বসম ফোঁসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আশা-আকাঙ্ক্ষা [স] বি সাধ-আহ্বাদ। 'দুনিয়ায় কি তোর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে।' নজরুল, ১৯৩১।

আশা-আশঙ্কা [স] বি প্রত্যাশা ও ভীতি। 'মানুষের হাসিকান্না আশা আশঙ্কা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আশা-কুসুম [স] বি আশারূপ ফুল। 'হায় বরে যায় মোর আশা-কুসুম বারেবারে।' নজরুল, ১৯৩৩।

আশা-গীতি [স] বি আশা জাগানিয়া গান। 'উৎসারিত নব জীবন-নির্ধর উজ্জ্বলিত আশা-গীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আশাজনক [স] বিণ আশা জাগায় এমন। 'দ্বিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশাজীবী [স] বিণ ইচ্ছে পূরণের আশায় বেঁচে থাকে এমন। '... আশাজীবী লোকের সংশ্লিষ্ট মানসাকাশে ইষ্টচক্রে উদয় হয় না।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আশা-ঝুলি [স আশা+যু বোলা] বি আশারূপ ঝুলি। 'আশা-ঝুলি কঙ্কের উপর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আশা-তরিকা [স] বি আশারূপ নৌকা। 'তত্ভূমি টেলে চলে তব আশা-তরিকার গুণ।' নজরুল, ১৯২৮।

আশাতরী [স] বি আশারূপ তরী। 'যদি এজিদের জয়নাব লাভে... আশাতরী বিধান-সিদ্ধ হইতে উদ্ধার করিতে চাও।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আশাতিরিক্ত [স ত্শা-অতিরিক্ত] *বিণ* প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। 'হওয়াট কিছু বেশি খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আশাকৃত [স আশা-অতীত] *বিণ* যা আশা করা হয়েছিলো তার চেয়ে বেশি। 'খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফলাফল করিয়া অন্যান্য লোকেরা বিশেষ হুট হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

আশাতৃষা [স] *বি* প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আশা দান [স] *বি* আশা দান। 'লোকে করি আশা দান, কেবল লোকের অপমান।' ভবানী, ১৮২৫।

আশা দান করা *ক্রি* আশা দান করা। 'লোকে করি আশা দান, কেবল লোকের অপমান।' ভবানী, ১৮২৫।

আশাদীপ [স] *বি* আশার আলো। 'তোমার তারায় মোর আশাদীপ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আশাধারী [স] *বিণ* আশা ধারণ করে আছে এমন। 'পাব বলে প্রাণ আছে হয়ে আশাধারী।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

আশানুরূপ [স আশা-অনুরূপ] *বিণ* যেমন আশা করা যায় তেমন। 'আমরাছন্দা কাটিয়া ফেলিয়া আপেলশাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফলাফল করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশানৈরাশ্য [স] *বি* আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা। 'আমার আশানৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আশাশ্রিত [স] *বিণ* আশায় উৎসাহিত। 'তাহা দেখিয়া আশাশ্রিত হইয়া উঠা অক্ষরের দৃঢ়তামাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশাপট [স] *বি* বাসনারূপ পট। 'আমাদের আশাপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আশাপথ [স] ১ *বি* ভবিষ্যতের পথ। 'করে প্রেমব্রত, চেষ্টে আশাপথ ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ *বি* অপেক্ষার পথ। 'এই আশাপথ চেয়ে বসেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আশাপূর্ণ [স] *বিণ* আশাশ্রিত; আশায়ুক্ত। 'আশাপূর্ণ অতৃষ্ণির প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

আশাপ্রদ [স] *বিণ* আশার সম্ভার করে এমন। 'আমরা সকলে মিলিয়া আপত্তি তুলিয়াই বলিয়া সেটা যে আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আশাবতী [স] *বিণ* স্ত্রী আশা করে এমন। 'যে তাঁহার উচ্চ আশার আশাবতী।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

আশাবরি, আশাবরী [আ আশাওয়ারি] *বি* (সংগীত) প্রভাতী রাগবিশেষ। 'সিন্ধুরা বা আশাবরি।' আলগল, ১৬৮০; 'আশাবরী-সুরে মুরে সানাই।' নজরুল, ১৯২৮; 'তার সুরটি আশাবরী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আশাবাক্য [স] *বি* আশার কথা। 'হয় ত বজ্রই অনুকূল হয়ে আমার আশাবাক্যের পোষকতা করবে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

আশাবানী [স] *বি* আশার কথা। 'এই আশাবানী অন্তরে মানি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

আশা-বাতি [স আশাবর্তিকা] *বি* আশার প্রদীপ। 'বুকে যে জ্বলে মরে বেধা মোর আশা-বাতি।' নজরুল, ১৯৪১।

আশাবাদ [স] ১ *বি* প্রত্যাশা। 'পুরুষের এই আশাবাদকে অব্যাহত

রাখিতে পারে।' বেগম, ১৯৪৭। ২ *বি* আশাভ্রান্তক উক্তি। 'মৃত্ত বিবৃত্তিতে এই আশাবাদ প্রকাশ করা হয়।' বেগম, ১৯৬২।

আশাবাদিতা [স] *বি* আশাবাদ। 'শিকায় তোলা আশাবাদিতার একটি কণাও মুসলিম সমাজে জীবনে ...।' ইসলাম, ১৯৪৫।

আশাবাদী [স] *বিণ* আশা পোষণ করে এমন। 'সে খুব আশাবাদী ... মেয়ে বলে নয়।' জীবন, ১৯৩২।

আশাবায়ু [স] *বি* আশারূপ বায়ু। 'নাপিত আশাবায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে।' প্যারী, ১৮৫৮।

আশা-বাসনা [স] *বি* আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'আশা-বাসনার অত্যাচুতার স্বাদ।' জীবন, ১৯৩১।

আশাবৃক্ষ [স] *বি* আশারূপ বৃক্ষ। 'আমাদের এই অতি মনোহর আশাবৃক্ষ ... আমাদের প্রকৃতিমূলক।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

আশাব্যঞ্জক [স] *বিণ* আশাপ্রদ। 'বর্তমান অবস্থা আশাব্যঞ্জক নহে।' এসলাম, ১৯৩৫।

আশাভঙ্গ [স] *বি* নিরাশ। 'গর্বমতে যে মাঝে মাঝে আমাদের আশার করিয়া দেন, আমাদের প্রার্থনা বিফল করিয়া দেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আশাভরসা [স] ১ *বি* আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'উহার উন্নতির আশাভরসা একেবারে বিনষ্ট হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ *বি* আশার স্থল। 'আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

আশাভরসাবিহীন [স] *বিণ* নিরাশ। 'নিতান্ত আশাভরসাবিহীন হইয়া ভগ্নচিত্ত হইয়াছিলেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

আশাভরা [স আশা+ভরা] *বিণ* আশাপূর্ণ। 'যেন আঁখিদুটি মোর পানে ফুটি আশা-ভরা দুটি কথা কয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আশা মরা *ক্রি* নিরাশ হওয়া। 'আমাদের আশা কোনোকালেই মরিতে চায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশা-মুহুরিকা [স] *বি* আশারূপ ছোটো কুড়ি। 'সীতার আশা-মুহুরিকা বৃষ্টিতে হেল।' মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০।

আশা-মুখর [স] *বিণ* আশায় চঞ্চল। 'বিচিত্র আশা-মুখর মাৎসক খুলতো না তার রক্ত দিল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

আশায়ুক্ত [স] *বিণ* আশাবাদী। 'অন্য প্রকার আশায়ুক্ত লোকের ধনই প্রাণ।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮৫৮।

আশায় বুক বাঁধা *ক্রি* আশাশ্রিত হওয়া। 'আজও কি তাঁহারা এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছেন।' আজাদ, ১৯৩৭।

আশায়াত [স আশা+] *বিণ* আশাশ্রিত। 'দেখিয়া সেনেকার মন বড় আশায়াত।' বিজয়, ১৬৫০।

আশার ছলনা *বি* প্রলোভন। 'আশার ছলনে ডুপ্তি কি ফল লভিনু হায়।' মাইকেল, ১৮৬১; 'বাসনা নয়তো বশে, বোঝে না আশার ছলনা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

আশার বচন *বি* আশা দেয় এমন কথা। 'আশার বচন গেছে রেখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

আশালতা [স] *বি* আশারূপ লতা। 'তাঁহাদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

আশালুক [স] *বিণ* আশাশ্রিত। 'প্রতারিত করছে ওঁদের আশালুক মনকে।' নজরুল, ১৯২৭।

আশালোক [স] বি স্বপ্নের জগৎ। 'হোলেনদের তরে কোন সুখনীড় আঁকিছে বা আশালোকে।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

আশাশীল [স] বিণ আশাপূর্ণ। 'আশাশীল রাত্রি আসে চিরায়িত আশা ভালোবেসে।' জীবন, ১৯৪০।

আশাশূন্য [স] বিণ আশা নেই এমন। 'আশাশূন্য প্রয়োজনশূন্য জীবন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

আশাসিদ্ধ [স] বি আশারূপ সিদ্ধ। 'আশাসিদ্ধ এখনও পার হই নাই।' মশাররফ, ১৮৮৫।

আশাস্পদ [স] বি আশা-ভরসার স্থল। 'ভারতবর্ষের এই-সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আশাহারা [স] বি আশা হারিয়ে ফেলেছে যে। 'আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ দুঃসহ লাহনে তার দীপ্ত করি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আশাহীন [স] ১ বিণ নিরাশ। 'মন-উদাসীন ওই আশাহীন/ওই ভাষাহীন কাকতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ ফলবতী হওয়ার আশা নেই এমন। 'আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আশাহীনা [স] বিণ ঋী হতাশাপূর্ণ। 'বুকে বাজে আশাহীনা কীণ-মর্মর বীণা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

আশা^১ [আ] ১ বি লাঠি। 'সাপ মারিবারে যায় আশা হাতে লইয়া।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি রাজদণ্ড। 'তদনীতিত আশা শোটা প্রভৃতি নানাব্রকার সজ্জা ঘিয়ারি।' দর্পণ, ১৮২৬।

আশাওল [আ আসা+হি ওয়ালা] বি লাঠিগাল। 'আশাওল মল্ল ঢালী ঢোলা বাজেদার।' ভারত, ১৭৬৩।

আশাবরদার [আ আশা+ফা বরদার] বি রাজদণ্ড বহনকারী। 'বহসংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোষাক করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

আশাসোটা, আশাসোটা [আ আসা+স যটি] বি মাথায় হুটলিযুক্ত ছোটো লাঠিবিশেষ। 'পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লম, আশাসোটা, তেলোয়ার ...।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'এক হাতে আশাসোটা আর একহাতে চামর।' জঙ্গীম, ১৯৬১।

আশা^২ ক্রি আগমন করা। আশিতেহী ক্রি আসছি। 'তরাতেই আশিতেহী মহাশয়।' ওর্গা, ১৭৭৯। আশীবেক ক্রি আসবে ('আসিবেক' শব্দের বানানভেদ)। ওর্গা, ১৭৮২। আশীয়া ক্রি এসে। 'আশীর্বাদ করিবেন জেন ভাষয় ভাষয় দেশে আশীয়া পৌছি।' ওর্গা, ১৭৮২। আশীয়াছি ক্রি এসেছি। 'শ্রীযুত জগন্নাথ মিত্রকে নিকট রাখিয়া আশীয়াছি।' বোগল, ১৭৭০। আচে ক্রি আসছে। 'তদবধি এই বার বসন্ত, রামলীলার মালা চলে আসছে।' হুতোম, ১৮৬১।

আশান [ফা আসান] বি উদ্ধার। 'হেথায় তোমার আশান।' জীবন, ১৯২৭।

আশি, আশী [স অশীতি] বিণ আশি সংখ্যক। 'আশীখান চলিয়াছে সোনার চৌদল।' বিজয়, ১৬৫০; 'আশি।' মানোএল, ১৭৪৩।

আশিক [আ] বি প্রেমিক। 'মাতকের বাছ ছাড়ায়ে আশিক কসম করিছে হবে শহিদ।' নজরুল, ১৯২৮।

আশিন [স আশিন] বি বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী ষষ্ঠ মাস - আশ্বিন মাস। 'আশিন মাসের শেষে নিরভে বারিষী।' বড়, ১৪৫০।

আশিয়া [হি] বি এশিয়া। 'ইউরোপ, আশিয়া এবং আফ্রিকাখণ্ডের ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

আশিরগোড়ালিনখা [স আ-শির+গোড়ালি+স নখ] ক্রিবিণ মাথা থেকে

পায়ের নখ পর্যন্ত। 'এ কি আলিঙ্গন? এ কি সভ্যতার জড়ানো চঙালে আশিরগোড়ালিনখা' শক্তি, ১৯৭০।

আশীবাদ, আশীর্বাদ [স আশীবাদ] বি মঙ্গল কামনা। 'তোরে আশীর্বাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ আশীবাদ

আশিষ [স আশিস] বি আশীবাদ। 'কেমনে আশিষ আমি করি হোশয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আশিস [স] বি আশীবাদ। 'আশিস করিআ ঘরে জাই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আশিস-বচন [স] বি আশীবাদ-বাক্য। 'পাব না ওনিতে আশিস-বচন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আশিসবৃত্তি [স] বি আশীবাদরূপ বৃত্তি। 'নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিসবৃত্তিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আশিসমধু [স] বি আশীবাদরূপ মধু। 'মাগো ... দাও আশিসমধু।' নজরুল, ১৯৩১।

আশিসা [স আশিস+] ক্রি আশীবাদ করা। 'আশিসিয়া বোলে শিব বৈসে তাপোবন।' বিজয়, ১৬৫০; 'আশিসি দিলেন চণ্ডী থাকিবে আশিস তপোবনে।' মানিকরাম, ১৭৮১; 'সেইক্ষণে পরম পরবে বীর বলি যে তোমারে ওগো বীরমণি, আশিসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আশী^১ [স] বি সাপ। 'তার শমনবরূপ আশীবিস।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

আশীবিস [স] বি সাপের বিষ। 'তার শমনবরূপ আশীবিস।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

আশীর্বাদ

আশীর্বাদচর্চন [স] বি আশীবাদ বাণী। 'তাহার আশীর্বাদ শ্রবণার্থে অপেক্ষা করিলেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আশীর্বাণী [স] বি আশীর্বাদচর্চন। 'রহস্যায় পত্রিকার প্রতি আশীর্বাণী।' নজরুল, ১৯২৫।

আশীর্বাদ, আশীর্বাদ [স] বি কল্যাণ কামনা। 'সন্তোষে সন্ধ্যাসী করে বহু আশীর্বাদ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'দেখি বালকের মূর্ত্তি আশীর্বাদ করে সুখ পাও।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আশীর্বাদক, আশীর্বাদক [স] বি আশীর্বাদকারী। 'আমি তোমার নিয়ত আশীর্বাদক।' উমেশ, ১৮৫৭; 'এ আশীর্বাদক কেবল রাজকুমারী কুমার নাম হস্ত আছে।' মাইকেল, ১৮৬১।

আশীর্বাদনীর [স] বি আশীর্বাদরূপ জল। 'ধ্যানমগ্ন গিরিতপবীর বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদনীর তোমারে দিতেছে প্রাণধারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আশীর্বাদপত্র, আশীর্বাদপত্র [স] বি আশীর্বাদপত্র পত্র। 'মহাশয় আশীর্বাদপত্র গাইয়া এ বরিনামকর বড়ই ভিত্তি হইল।' ওর্গা, ১৭৮২।

আশীর্বাদবিক্ষিত [স] বিণ আশীর্বাদহীন। 'তাদের আশীর্বাদবিক্ষিত দাম্পত্য-জীবনও কি সুখের হবে?' বনফুল, ১৯৩৬।

আশীর্বাদমালা [স] বি আশীর্বাদরূপ মালা। 'এই আশীর্বাদ মালা পেয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

আশীর্বাদবরূপ [স] ক্রিবিণ আশীর্বাদের মতো। 'দীপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম হইয়াছিল বিঘাতার আশীর্বাদবরূপ।' হাই, ১৯৫৪।

আশীর্বাদী, আশীর্বাদী [স] ১ বিণ (ব্যস্ত) শুভকামনাবুদ্ভ। 'না ওনিলাই ত্রোছে ... আশীর্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ আশীর্বাদের সঙ্গে দেওয়া হয় এমন।

আশীর্বাদ

‘সন্ন্যাসী ... বাবুর মাথায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন।’ হুতোম, ১৮৬১। ৩ **বিশ** আশীর্বাদপুষ্ট। ‘করি শির নদ দেবতার আশীর্বাদী কুসুমের মতো।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আশীর্বাদ [স আশীর্বাদ] **ক্রি** আশীর্বাদ করা। ‘আশীর্বাদি যাহ সবে চলি নহে হানে, প্রাণীদল।’ মাইকেল, ১৮৬১।

আশীর্ষণ [স] **বি** আশীর্বাদ। ‘এস বজ্র মহাসনে মাড়-আশীর্ষণে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আশীষ [স আশিষ] ১ **বি** আশীর্বাদ। ‘দুর্কা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **বি** সম্ভাষণ। ‘তক্তাত থাকিয়া আশীষ ফোকারিলে মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ...।’ রামরাম, ১৮০১।

আশীষা [স আশিষ] **ক্রি** আশীর্বাদ করা। ‘বালকেরে আশীষিয়া সর্ব নারীগণ।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

আত [বি আত] **বি** চোখের জল। ‘রাত দিন আত বহে জয়নার কারণে।’ গরীব, ১৭৬৫।

আত [স] ১ **ক্রি**বিশ সত্য। ‘আত ভাবিকালে ...।’ দর্পণ, ১৮২৮। ২ **ক্রি**বিশ সম্প্রতি। ‘নব্য সম্প্রদায় যাহারা পাঠশালা হইতে আত নির্গত ও স্বাভাবিক রাগত ...।’ বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৩ **বিশ** সাময়িক। ‘পূজা নৃত্য গীতাদি নানা আত সন্তোষক ব্যাপার।’ দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ **ক্রি**বিশ দ্রুত। ‘মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আত নিপুণ হয়।’ অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ **ক্রি**বিশ সত্বর। ‘আত কোন ফল হবে না।’ মীনবন্ধু, ১৮৬৭। ৬ **ক্রি**বিশ তাৎক্ষণিক। ‘যাহার কর্মের ফলাফল সকল সময় আত প্রত্যক্ষগোচর নহে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

আতকারণ [স] **বি** প্রধান কারণ। ‘এই রকম অমানুষিক দুর্বাবহতারে আতকারণ যাই হোক ...।’ রবীন্দ্র, ১৯২১।

আতগ [স] **বিশ** শীতপ্রায়। ‘তবনি প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িয়া সমুদ্র আতগ।’ মাইকেল, ১৮৬০।

আতগতি [স] ১ **বিশ** দ্রুত গতিবিশিষ্ট। ‘কোথায় গজেক্ট আরবত? উচ্চৈঃস্রাবঃ হস্তেশ্বর, আতগতি।’ মাইকেল, ১৮৬০। ২ **বি** যার গতি দ্রুত। ‘আঁখির নিমিষে চলি গেলা আতগতি।’ মাইকেল, ১৮৬০।

আতচেতন [স] **বিশ** অকালপক্ক। ‘আতচেতন শিত প্রথমে বিবশ বালকে পরিণামে বিস্ত্রাহী যুবকে বদলাতে বাধ্য।’ স্বধীশ্বর, ১৯০৫।

আততর [স] **বিশ** ক্ষিপ্ততর। ‘পবন অমনি চালাইয়া আততরে সে শব্দবাহকে।’ মাইকেল, ১৮৬১।

আততোষ [স] ১ **বি** দ্রুত আনন্দ। ‘তঁাহার আততোষে হইল।’ বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ **বিশ** অগ্নে তৃষ্ণ। ‘লোকে তাঁহাকে আততোষ কর্কে।’ রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

আতদৃষ্টি [স] **বি** দ্রুত পদক্ষেপ। ‘অমরা বৃষ্টিশ সন্ন্যাসীর আতদৃষ্টি কামনা করিতেছি।’ এসলায়, ১৯৩৭।

আতমুক্ত [স] **বিশ** শীঘ্র মুক্তিপ্রাপ্ত। ‘ক্রমবর্ধিষ্ঠ দ্রব্যমূল্যের চাপ হইতে আতমুক্ত করা প্রয়োজন।’ আজাদ, ১৯৬০।

আততুষ্ক [স আত+স তুষ্ক] **বি** আতন। ‘চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি দক্ষিণে আততুষ্ক দধি দধি ভাকে গোয়ালিনী।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

আত সমাধান [স] **বি** দ্রুত সমাধান। ‘জল সমস্যার আত সমাধানের বিশেষ কোনো ভরসা পাইতেছি না।’ আজাদ, ১৯৪১।

আতরা [আ] **বি** মহরম মাসের দশ তারিখ। ‘আরকা আতরা জুম্মা দুই দৈদ নিশি।’ আল-ওল, ১৬৮০।

আতঙ্ক [স অতঙ্ক] **বিশ** সামান্য গুরু। ‘আতঙ্ক পুরীষজ্ঞপকে শূকর

উল্টেপাটে দিলে।’ মুজতবা, ১৯৬০।

আশেক [আ] ১ **বি** আসক্তি। ‘নিদের আশেকে শুইয়া রহে গাছ তলা।’ গরীব, ১৭৬৫। ২ **বি** প্রণয়ী; প্রেমিক। ‘সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে আশেককে কষ্ট দেব না।’ নজরুল, ১৯২২।

আশেষে বিশেষে [স অশেষ বিশেষ] **ক্রি**বিশ বিলক্ষণরূপে। ‘এতকৈ এ সব কাজের প্রকার জ্ঞান আশেষে বিশেষে।’ বড়ু, ১৪৫০।

আশৈশব [স] **ক্রি**বিশ শৈশবকাল থেকে। ‘আশৈশব পরকালের কাজ করিবে।’ রক্তিম, ১৮৭৫।

আশৈশবকাল [স] **ক্রি**বিশ শৈশবকাল। ‘তদীয় আশৈশবকাল পর্যন্ত সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ...।’ বঙ্গদর্পণ, ১৮৭৪।

আশোআর [স অশ্বরার] **বি** ঘোড়সওয়ার। ‘দেখি লাগএ ধরা তুরণ তবল-বরা আশোআর কবচমণ্ডিত।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

আশোআশ দ্র আশোয়াস

আশোক [স অশোক] **বি** অশোক; রক্তিম ফুলবিশেষ। ‘আশোক কিংতক চুড়া চিতা থলী।’ বড়ু, ১৪৫০।

আশোকতবক [স অশোকতবক] **বি** অশোকগুচ্ছ। ‘আশোকতবক করুণগলে।’ বড়ু, ১৪৫০।

আশোয়ার, আশোবার [স অশ্বরার] **বি** অশ্বারোহী। ‘আশোয়ার ছুটায় ঘোড়া দানাশে লোকে।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ‘দেখিয়াছি আশোবার অশ্বক অনেক।’ রঙ্গ, ১৮৫৮।

আশোয়ারি [আ আশাওয়ারি] **বি** (সংগীত) রাগিণীবিশেষ; আশাবরী। ‘শামাইতে আশোয়ারি রাগিণী ভাঁজছিল।’ নজরুল, ১৯২২। **দ্র আশাবরী**

আশোয়াস, আশোআশ [স আশ্বাস] ১ **বি** আশ্বাস; প্রবেশ। ‘আশোআশ দিরা তাকে বৈলা এক ভীতে।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ **বিশ** আশ্রয়। ‘যব ধনী পাওল হই আশোয়াস।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আশ্চর্য [স আশ্চর্য] **বিশ** আশ্চর্য। ‘আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি।’ নজরুল, ১৯২৪।

আশ্চর্য, আশ্চর্য [স] ১ **বি** বিস্ময়। ‘তিনি দেখি সর্বলোক আশ্চর্য মণিল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **বিশ** বিস্ময়কর। ‘তার তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ **বিশ** অদ্ভুত। ‘চাকুরানী দক্ষিণে তার বড়ই আশ্চর্য।’ মানিকরাম, ১৭৮১। ‘তঁাহার আশ্চর্য কাণ্ডের বিষয় পর্যালোচনা করিবার ...।’ অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ **বিশ** অস্বাভাবিক। ‘আত্মভাষার উচ্ছেদ মানস করা তঁাহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য নহে।’ অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ **বিশ** অবাক। ‘মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।’ রবীন্দ্র, ১৯২২।

আশ্চর্যকর [স] **বিশ** বিস্ময়কর। ‘সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আশ্চর্য জানা **ক্রি** বিস্ময় প্রকাশ করা। ‘রমেশ আশ্চর্য জানাইয়া কহিল, বল কী? বইয়ে লেখা আছে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৬।

আশ্চর্যজ্ঞান করা, আশ্চর্যজ্ঞান করা **ক্রি** বিস্ময়কর মনে করা। ‘সকলেই আশ্চর্যজ্ঞান করিলেন।’ দর্পণ, ১৮২৬।

আশ্চর্যতর [স] **বিশ** আরও বিস্ময়কর। ‘আশ্চর্য এই নিম্নমধ্যবিত্ত মন, আর আশ্চর্যতর এদের সন্তানবোধ।’ নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

আশ্চর্যবোধ [স] **বি** বিস্ময়ের অনুভূতি। ‘জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্যবোধ হইল না।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আচার্যবোধক চিহ্ন, আচার্যবোধক চিহ্ন [স] বি বিশ্বসূচক চিহ্ন।
'জিজ্ঞাসা ও আচার্যবোধক চিহ্ন ... অবগত হইবার উপকার
হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই।' দর্পণ, ১৮৩৪।

আচার্যরকম [স আচার্য+আ রকম] বিণ বিশ্বয়ের উদ্দেশ্য করে এমন।
'পূর্বেরি জানতেন। তা হবে, কিন্তু আচার্যরকম গোপন করে
রেখেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আচার্যরূপ, আচার্যরূপ [স] বি বিস্ময়কর রূপ। 'আচার্যরূপ বেন
সেই স্থানকে আলােকিত করিয়; রাখিয়াছে।' প্রভাত, ১৮৯৫।

আচার্য্যস্থিত, আচার্য্যস্থিত [স আচার্য-অস্থিত] বিণ বিস্থিত।
'তনিয়া আশ্চর্য্যস্থিত হইলাম।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

আচার্যি [স আচার্য বি অবাক করা ব্যাপার। 'এ তো ভারি আচার্যি'
মানিক, ১৯৩৯।

আচার্য্য মানা ক্রি বিস্থিত হওয়া। 'তনি দেখি সর্বলোক আচার্য্য
মানিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আশ [স আশা] বি আশা। 'এহা জাগী হাড় কাহাকি আকার আশে।' বড়,
১৪৫০।

আশস্ত [স] বিণ আশাস পেয়েছে এমন। 'অগত্যা, চোরকে আদর আশস্ত
করিয়া পালকে বসাইলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'খ্রিসানমাগমপাশে
আশস্ত হইয়া সহর্ষে কহিলেন।' ক্ষয়জন্মেস, ১৮৭৬।

আশস্তা [স] বিণ স্ত্রী ভরসা পেয়েছে এমন। 'রাম তাহাকে আশস্তা
করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

আশস্তি [স] বি সন্তানা। 'কনখলের মনে আশস্তির প্রলেপ পড়ে'
মণীশ, ১৯৬৩।

আশাষ [স আশাস] বি প্রবোধ। 'তাহার আশাষ আছে [তিনি আশাস
দিয়েছেন]।' ওঁসা, ১৭৮২।

আশাস [স] ১ বি আশা দান। 'এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশাস'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ আশস্ত। 'এত কহি তাঁরে রাখিল আশাস
করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ভরসা। 'সবংশে মজিলাম মাতা
তোমার আশাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি উৎসাহ। 'তাঁহাদিগকে
আশাস প্রদান করিয়াছেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

আশাস-গান [স] বি আশাসপূর্ণ গান। 'সেই হারা-কন্দনের আশাস-
গান তনে ...' নজরুল, ১৯২৭।

আশাসন [স] বি আশাস দান। 'তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল
আশাসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আশাসনা [স] বি সন্তানা বাণী। 'তাদের সেবিকাদের মুখে
আশাসনা।' অন্নদা, ১৯২৯।

আশাসপত্র [স] বি ভরসা-দেওয়া চিঠি। 'আমাদের একটা আশাসপত্র
দিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আশাসবাণী [স] বি আশাসের বাক্য। 'প্রতি গলে গলে আসিবে না
আর/সেই আশাসবাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আশাসা [স আশাস] ১ ক্রি আশাস দেওয়া। 'আশাসিয়া মহাবীর
সব জনে করে হির।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি শেখানো। 'তাহাকে
আনিয়া ধনুর্বিদ্যা আশাসিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আশাসিকা [স] বিণ স্ত্রী আশাস দান করে এমন। 'আন্তনই জ্বাললে
এবার আশাসিকা শিখা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

আশাসিত [স] বিণ আশস্ত। 'মদনসেনার বাক্যে আশাসিত হইয়া,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বস্তি মনে, গৃহে গমন করিল।' কিনা, ১৮৪৭।

আশ্বিন [স] বি বাংলা পঞ্জিকার ষষ্ঠ মাস। 'আশ্বিনে অধিকা-পূজা প্রতি
ঘরে ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আশ্রএ [স আশ্রয়] বি আশ্রয়। 'বৃক্ষের আশ্রএ জল-সমীর শীতল.'
বাহ্যাম, ১৬৫০।

আশ্রদ্ধা [স অশ্রদ্ধা] বি বিপরীত ভাব। 'মানোএল, ১৭৪৩।

আশ্রম [স] ১ বি থাকার জায়গা। 'উত্তম আশ্রম দিল রত্ন ব্রতদান'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি আশ্রনা। 'তাহার দক্ষিণে জয় পুরির আশ্রম'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি মঠ। '... সযুখে একটা মনোরম আশ্রম'
গায়ী, ১৮৫৮।

আশ্রমপালিতা [স] বিণ স্ত্রী আশ্রমে পালিত হয়েছে এমন।
'আশ্রমপালিতা উত্তিন্ননবদৌবা শকুন্তলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আশ্রমবালক [স] বি আশ্রমে থাকে এমন বালক। 'আশ্রমবালক-
বালিকাদের দিনকুতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

আশ্রমবাস [স] বি আশ্রমে বসবাস। 'এখন আশ্রমবাসের খরচ
জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আশ্রমবাসিনী [স] বিণ স্ত্রী আশ্রমের অধিবাসী। 'ইহার
আশ্রমবাসিনী।' কিনা, ১৮৫৪।

আশ্রমবাসী [স] বিণ আশ্রমে বাস করে এমন। 'আমি তপসীর আচার
পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

আশ্রমমুগ [স] বি আশ্রমে পালিত হরিণ। 'এ আশ্রমমুগ; বধ করিবেন
না, বধ করিবেন না।' কিনা, ১৮৫৪।

আশ্রমলক্ষী [স] বি আশ্রমের অধিকাষ্ঠী দেবী। 'আমাদের আশ্রমলক্ষী
বোধ হয় আমার অদুর্দৈর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিশেষ যাওয়া
কাটিয়ে দিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আশ্রমচার [স আশ্রম-আচার] বি আশ্রমধর্ম। 'তথাপি আশ্রমচার না
করেন কেনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আশ্রমিক [স] বিণ আশ্রমবাসী। 'এখানকার জন্য আশ্রমিক পতপতি'
সঙ্গে বর্ধভদ্র ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আশ্রমী [স] বিণ আশ্রমনিবাসী। 'তোমার জননীর মতো বড়ো তুমি
আশ্রমী হও।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

আশ্রয় [স] ১ বি ঠাই। 'জিলাকেতো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বি রক্ষক। 'বৈষ্ণববিন্দুকগণ যাহার আশ্রয়।' বৃন্দা,
১৫৮০। ৩ বি রক্ষণ। 'সক্তি, ঝিহা, যান, আসন, বৈধ, আশ্রয়, এই
ছয় রাজত্ব ... অভিশয় কুশল হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বি
আধার। 'আপনি সকল গুণের আশ্রয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৫ বি
সহায়। 'সত্য আমারদিগের আশ্রয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৬ বি
আশ্রয়। 'ধর্মশাস্ত্র প্রবোধকেরাও ... ঐশী শক্তির আশ্রয় লাভে
সমর্থ হন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৭ বি অবলম্বন। 'ইতিহাস আশ্রয়
করে পরীকার প্রবন্ধ লিখবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

আশ্রয় করা ১ ক্রি অবস্থান করা। 'বেতাল সে দেশে আশ্রয়
করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ ক্রি গ্রহণ করা। 'বৈরাগ্য ধর্ম আশ্রয়
করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

আশ্রয়হরণকারী [স] বি অশ্রয়ী। 'এই সময় ইহার আশ্রয়পাশের
ঘর-বাড়িতে আশ্রয়হরণকারীদের উপরও হামলা চাড়াই।' আজাদ,
১৯৬৮।

আশ্রয়চ্যুত [স] বিণ নিরাশ্রয়। 'আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাক্ত করি'
www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশ্রয়দণ্ড [স] বি হার উপরে দাঁড়ানো যায়; দাঁড়। 'আমাদের ন্যায় হীনবীর জীকেন্দ্র পক্ষে একটি অভয় আশ্রয়দণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আশ্রয়দাতা [স] বি আশ্রয় দেন যিনি। 'চির স্নেহশীল মুকুন্দ এবং আশ্রয়দাতা।' নজরুল, ১৯০৫।

আশ্রয়দাত্রী [স] বি স্ত্রী আশ্রয় দেয়। 'আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী যাহাকে জানিত ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

আশ্রয়প্রাপ্ত [স] বিণ অশ্রিত। 'তাহার পেটকাপড় হইতে একটি ময়লা ছিটের খলির মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া ...।' প্রভাত, ১৮৯৬।

আশ্রয়প্রার্থিনী [স] বি স্ত্রী আশ্রয় প্রার্থনা করে। 'সমস্ত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থিনীর জায়গা হতে পারত।' মূলতবা, ১৯৪৯।

আশ্রয়প্রার্থী [স] বিণ অশ্রয়ের জন্য আবেদন করে এমন; শরণার্থী। 'তাহাদের উচিত যাহারা আশ্রয়প্রার্থী তাহাদের আশ্রয় দেওয়া।' আজাদ, ১৯৪১।

আশ্রয়বঞ্চিত [স] বিণ আশ্রয়চ্যুত। 'নিরাশ্রয় হারেস মায়ের আশ্রয়বঞ্চিত।' শওকত, ১৯৪৬।

আশ্রয়ভিখারি [স] আশ্রয়+ভিখারি বি আশ্রয় ভিক্ষা করে। 'অমৃত আশ্রয়ভিখারি হইয়া আসে নাই।' মানিক, ১৯০৭।

আশ্রয়ভিখারিনি [স] আশ্রয়+ভিখারিনি বি স্ত্রী আশ্রয় ভিক্ষা করে। 'লতার মতো আশ্রয়ভিখারিনি।' মানিক, ১৯০৮।

আশ্রয়ভূত [স] বিণ অন্তর্গত। 'সকল কর্মের আশ্রয়ভূত কর্মনীতিকেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশ্রয়ভূমি [স] বি আবাসস্থল। 'আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আশ্রয়রহিত [স] বিণ আশ্রয়হীন। 'তৎ অতি শব্দশার আশ্রয়রহিত।' দর্পণ, ১৮৯৯।

আশ্রয়-স্তম্ভ [স] বি আশ্রয়স্থল। 'যে-রষ্ট্রব্রহ্ম জমিদারকে আশ্রয়-স্তম্ভ ভাবে প্রাপণপণে তাকেই বাঁচাবার চেষ্টা করে এসেছে।' বৃন্দাবন, ১৯৩৭।

আশ্রয়স্থল [স] ১ বি জীবনধরণ। 'প্রেম রমণীর পক্ষে বাস্তবিক আশ্রয়স্থল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ বি অবলম্বন। 'হিসাই যদি জগতের আশ্রয়স্থল হইত, তবে জগৎ এক মুহূর্তও বাঁচিত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি ভরসা। 'তাহাদের আর্তনাদসে একমাত্র আশ্রয়স্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ প্রজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বি বাহন। 'নিষ্ক ও বাণিজ্যই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়স্থল।' প্রমথ, ১৯৪১। ৫ বি বাসস্থান। 'বিভিন্ন শ্রেণীর ভিক্ষুদের জন্য হঠাৎ আশ্রয়স্থল নির্মিত হইবে।' আজাদ, ১৯৪২।

আশ্রয়হারা [স] বিণ আশ্রয়হীন। 'গরিব কাঙাল নিরন্ন বহুদীন আশ্রয়হারা।' নজরুল, ১৯৪১।

আশ্রয়হীন [স] ১ বিণ অবলম্বনহীন। 'উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ নিরাশ্রয়। 'তাহারা ক্রীকদের দ্বারা অত্যাচারিত, অনরহীন, গৃহহীন, আশ্রয়হীন।' সওগাত, ১৯২৬।

আশ্রয়হীনা [স] বিণ স্ত্রী নিরাশ্রয়। 'স্বামী অভাবে সংপূর্ণ রূপে আশ্রয়হীনা হয়।' উমেশ, ১৮৫৭।

আশ্রয় [স] আশ্রয়+> ক্রি অবলম্বন করা। 'আশ্রয় পুথুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আশ্রয়পাণ [স] বি আশ্রয়কেন্দ্র। 'দুঃস্থ ও অসহায় মেয়েদের জন্যে

একটি আশ্রয়পাণ ...।' বেগম, ১৯৪৯।

আশ্রয়ার্থী [স] বিণ আশ্রয়প্রার্থী। 'কিন্তু অখিয়া আশ্রয়ার্থী, সে ধীরে ধীরে দরিদ্র্যাবিরোধ পাশে আসিয়া বসিল।' শওকত, ১৯৫৮।

আশ্রয়ী [স] বিণ নির্ভর করে আছে এমন। 'ন্যায়পাত্রাশ্রয়ী সরলব্রতাব কৃষক ... সহস্রগুণে আদরনীয় ও পূজনীয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আশ্রয়ে ক্রিবিণ আড়ালে। 'এ ঘনঘটাং বারি নহে - স্বর্গীয় শান্তিবিরি মেঘের আশ্রয়ে ঝরিতেছে।' মশাররফ, ১৯০৮।

আশ্রিত [স] ১ বিণ আশ্রয় পেয়েছে এমন। 'তোমরা আমার আশ্রিত।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি আশ্রয় পেয়েছে যে জন। 'দয়াময়, অশ্রিতে র স্মরণে কি নাই?' সুবীন্দ্র, ১৯০২।

আশ্রিতজন [স] বি আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি। 'আশ্রিতজনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।' বিভূতি, ১৯৩৮।

আশ্রিতা [স] বিণ স্ত্রী আশ্রয়প্রাপ্ত। 'পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

আশ্রা [স] আশ্রয়+> ক্রি আশ্রয়লাভ করা। 'সর্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আশ্রা [স] আশ্রয়। ১ বি উপবেশন। 'ইমামের মুকুটে বসিল আশ্রা দিয়া।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি আশ্রয়। 'সতীত্ব রহিব মোর তার আশ্রা লেলে।' আলোকল, ১৬৮০।

আশ্রা-প্রাণ [স] আশ্রয় বি আশ্রয়। 'বিনে আশ্রা-প্রাণ কিছু রহে না।' প্রাণজানিয়া, ১৭৪৩।

আশ্রিত [স] বিণ প্রতিশ্রুত। 'আশ্রিত তারক অন্যত্রও অনাগত।' সুবীন্দ্র, ১৯০৮।

আশ্রিত [স] ১ বিণ জড়িত। 'আমি, সেই শাপে, এই পাপে আশ্রিত ছিলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ আলিঙ্গনবদ্ধ। 'প্রাণ আর জড় আবার তাদের মধ্যে আশ্রিত অশ্রীল সহবাসে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৮।

আশ্রেষ [স] বি আলিঙ্গন। 'ভোগবতী ধারার আশ্রেষে।' জীবন, ১৯২৭।

আশ্রেষধন্য [স] বিণ আলিঙ্গন তৃপ্ত। 'কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্রেষধন্য মেথকুল কথার প্রণয়ী।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

আশ্রন [স] আসন। বি আসন। 'অপূর্ব আশ্রন বনীতে দীলেন।' হ্যাংলডে, ১৭৭৩। ২ আসন।

আশ্রয় [স] আশ্রয়+> ক্রি আশ্রয়লাভ করা। 'বাস্তবতার আশ্রয় জরুর টাকসাঙ্গে মওকুপ হইবেক।' ক্যালপে, ১৭৮৭। ২ আশ্রয়+> ক্রি আশ্রয়লাভ করা। 'আশ্রয় লাভ করিবে; আসা।' তবে আবু জেহলেস লইয়া আসা করে; শুভবারে সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ আশ্রা।

আশ্রা [স] আশ্রা+> ক্রি আশ্রা লাভ করা। 'আশ্রা লাভ করিবে; আসা।' তবে আবু জেহলেস লইয়া আসা করে; শুভবারে সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ আশ্রা।

আশ্রা দণ্ড [স] আশ্রা+> ক্রি আশ্রা লাভ করা। 'আশ্রা দণ্ড লাভ করিবে; আসা।' তবে আবু জেহলেস লইয়া আসা করে; শুভবারে সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ আশ্রা।

আশ্রা [স] আশ্রা+> ক্রি আশ্রা লাভ করা। 'আশ্রা দণ্ড লাভ করিবে; আসা।' তবে আবু জেহলেস লইয়া আসা করে; শুভবারে সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ আশ্রা।

আশ্রা [স] আশ্রা+> ক্রি আশ্রা লাভ করা। 'আশ্রা দণ্ড লাভ করিবে; আসা।' তবে আবু জেহলেস লইয়া আসা করে; শুভবারে সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ আশ্রা।

আশ্রা [স] আশ্রা+> ক্রি আশ্রা লাভ করা। 'আশ্রা দণ্ড লাভ করিবে; আসা।' তবে আবু জেহলেস লইয়া আসা করে; শুভবারে সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ আশ্রা।

আশ্রা [স] আশ্রা+> ক্রি আশ্রা লাভ করা। 'আশ্রা দণ্ড লাভ করিবে; আসা।' তবে আবু জেহলেস লইয়া আসা করে; শুভবারে সে মূর্তি প্রদক্ষিণ করে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ আশ্রা।

পদে হিন্দুধর্ম বিষয়ে উপহাস ... ১' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

আষাঢ়া [স আষাঢ়-অন্ত] বিণ আষাঢ়ের শেষ। 'আষাঢ়ান্ত বেলার সন্ধ্যার মত।' হতোম, ১৮৬১।

আষাঢ়িয়া [স আষাঢ়] বি আষাঢ় মাসে জন্মে যা। 'একে একে ডাঙে আষাঢ়িয়া যেন অকুণ্ডা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আষাঢ়ীয় [স আষাঢ়] বিণ আষাঢ় মাসে ঘটে এমন। 'গত ১৭ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকায় ...' দর্পণ, ১৮২৯।

আষাঢ়ে [স আষাঢ়] ১ বিণ অবিবাহ্য। 'নিরুদ্ধ্য লোকেরা যে আষাঢ়ে হুজুর তুলবে।' হতোম, ১৮৬১। ২ বিণ অমূলক। 'পড়াভনো করো, ছাড়া শাস্ত্র আষাঢ়ে, মেজে ঘবে তোল যে বাপু স্বভাব চাষাড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিণ আষাঢ় মাসের। 'অন্য়ান প্রাণটিকে দেশেলেম এই আষাঢ়ে সকালে, ওই বটাগাছটিতে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৪ বিণ আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয় এমন। 'আষাঢ়ে রথযাত্রা হিন্দুর সর্বজনীন ধর্মসব।' তারা, ১৯৪২।

আষাঢ়ে গল্প বি অবিবাহ্য কাহিনি। 'এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

আষুরা [আ আতরা] বি শিয়া মুসলমানদের শোক অনুষ্ঠানবিশেষ। 'জমীদারেরা ... আষুরা খরচ তলপ করে।' তাঁতি, ১৭৯২। **দ্র আতরা**

আট [সি বিণ অষ্ট; আট (৮) সংখ্যক। 'বিহড়িল আট ধাতু আয়িল তাহার।' বড়ু, ১৪৫০।

আট ধাতু [স অষ্টধাতু] বি সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি আট রকমের ধাতুর সমাহার। 'বিহড়িল আট ধাতু আয়িল তাহার।' বড়ু, ১৪৫০।

আটম [স অষ্টম] বিণ আট সংখ্যার পূরক। 'আটম গবত্ হৈব দেশে নারায়ণে।' বড়ু, ১৪৫০।

আটমী [স অষ্টমী] বিণ স্ত্রী অষ্টমী। 'রোহিণী আটমী তিথি পূর্ণিমার বড়ু, ১৪৫০।

আটেক [স অষ্ট+স এক] ১ বিণ আট সংখ্যক। 'আনা আটেক করে দিন গোয়ায়।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিণ আটখানার মতো। 'ওরে, বান-আটেক পিঠে দিয়ে যা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আটেপিঠে [স অষ্ট-পৃষ্ঠ] ক্রিবিণ আচ্ছাতোয়া। 'তোকে আটেপিঠে গাল দিয়ে তবে ক্ষান্ত হতাম।' নজরুল, ১৯২৭।

আটেপুঠে [স অষ্ট-পৃষ্ঠ] ১ ক্রিবিণ সাঙ্গা গায়ে। 'আটেপুঠে কত ছাপ নিয়েই বেচার ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রিবিণ ওতপ্রোতভাবে। 'বাহির হইতে আটেপুঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আগ্নি [স আধিনা] বি আধিনি। 'মাহ আগ্নিরের তলবে বাজনায দাবিল করিয়া দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৭৪।

আগ্নিরের তলব বি আধিনি মাসে দিতে হবে এই শর্ত। 'মাহ আগ্নিরের তলবে বাজনায দাবিল করিয়া দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৭৪।

আস' [স আশা] ১ বি আশা। 'এড়ি এড়ি ছান্দক বান্দ করণক পাটের আস।' চর্যা ১, ১২০০। ২ বি আশ্রয়। 'ভনরাজ বান বলে হরিগদে আস।' মালাধর, ১৫০০।

আস' [স আত] বি আউশ। 'যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পথফুল ফুটে রয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আস-ইয়ু [সি বি তীর-ধনুক। 'আস-ইয়ু গদার প্রহারে গদাধর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আসওয়ার [ফা সওয়ার] ১ বিণ আরোহী। 'বোরাকের পূর্বে নবী হৈল আসওয়ার।' হেয়াত, ১৮০০। ২ বি অশারোহী। 'হাইদরি-হাক হাকি দুললুল-আসওয়ার।' নজরুল, ১৯২২।

আসক [স আসক্ত] বি আসক্তি। 'আসক উকত সবে দুরগত।' চণ্ডী, ১৫৫০।

আসকারা [ফা আশকারা] বি প্রশ্নয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

আসকিআ বি পিঠাবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আসক্ত [সি ১ বিণ ব্যাপ্ত। 'আগ্নিরের ক্রয় ও বিক্রয়াদি ব্যাপারে আসক্ত হইলে।' ফরস্টার, ১৭৯৭। ২ বিণ নেশাসক্ত। 'তিনি অভ্যন্ত গ্রীসজ্ঞানে আসক্ত হইলেন।' মৃদাঙ্কুর, ১৮১০। ৩ বিণ অতিশয় অনুরক্ত। 'পরমপ্রিয় মিত্রদের প্রণায় রূপে আসক্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিণ সংশয়। 'ইন্দু-কিরণজ্ঞটার ন্যায় একটি ভ্রম কেতকীপত্র আসক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিণ আকৃষ্ট। 'সে কি তলে তলে সকলের চেয়ে খনের প্রতি আসক্ত নয়?' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বিণ অভ্যন্ত। 'বিলাসে আসক্ত হইয়া না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আসক্তা [সি] বিণ স্ত্রী অনুরক্ত। 'ঐ স্ত্রী কোন অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা হয়।' দর্পণ, ১৮২৭।

আসক্তি [সি] বি লিঙ্গা; ভোগবিলাস। 'বাহাতে আসক্তি হার, সেই শক্তি সরে তার।' গুণ, ১৮৫৮।

আসক্তিবিনী [সি] বিণ নিরাসক্ত। 'ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিনী ... বিশ্বদুখিতার নিকট চলিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আশা [সি] বি আশা। 'আশা পাসপাড়া [সি] বি আশপাশের বালিস। 'আশাপাড় পাসপাড়া শিয়রে মেচলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আসক্তা [সি] বি সংশয়। 'এই আসক্তা প্রযুক্ত তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।' মেয়র্স, ১৭৭০।

আসঙ্গ [সি] ১ বি মিলন। 'নাসিকা মনমন্ড/ ঘন [বেন] আসঙ্গ।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ২ বিণ আসক্ত। 'ঘৃণিত জনতাংসং/ বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আসঙ্গপ্রসঙ্গ [সি] বি ভোগবিলাস। 'ইংরাজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসঙ্গপ্রসঙ্গ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

আসঙ্গলিঙ্গা [সি] বি সঙ্গ-কামনা। 'শ্রীম-স্ত্রী আসঙ্গলিঙ্গার বিষয় মিত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আসছে বিণ আগামী। 'আসছে বারে যেদিন এই রকম ঘটনা হবে ...' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

আসছে-বার ক্রিবিণ পরবর্তী বার। 'আসছে-বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে বোজ নিয়ে আসব।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আসটা [কন্যা] অবা ইত্যাদি। 'ইয়ার বস্ত্রির লিভারটা আসটাও আছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

আসত [সি] বি আশা। 'ক্রিবিণ আশায়। 'আসত নিফল দুখ সহন না জ্ঞাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

আসাতাড়া [সি] বি আস-তাড়ন। 'বি অস্ত্র চালনা। 'এইরূপ অনেক করিল আসাতাড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আসক্তিদোষ [সি] বি বাক্যে পরস্পর অস্বিত পদসমূহের সন্নিহিত অবস্থান। 'আমার প্রার্থনা যদি গ্রহমধ্যে বর্ণিত ও আসক্তিদোষ থাকে তবে ...' ভবানী, ১৮২৩।

আসন' [সি] ১ বি বসার স্থান। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিআ বসিলো।'

বড়, ১৪৫০। ২ বি মর্যাদা। 'নিজ নব দলে কর আসন দান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি সিংহাসন। 'বাস দেবী নরপতী এড়িল আসন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি অবস্থান। 'কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাই।' ভারত, ১৭৬০। ৫ বি পিয়াল গাছ। 'তুঁত, আসন প্রভৃতি গাছের পাতায় গুটিপোকা অণু প্রসব করিয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৬ বি যোগের প্রক্রিয়ারিবেশ। 'যে কটা আসন ছিল, তা মেরে দেওয়া গিয়েছে: যোগের আর বাকি কি।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৭ বি স্বাভাবিক জ্ঞানানোর আয়োজন। 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৮ বি স্থান। 'তোমার আসন শূন্য আছে, যে বীর, পূর্ণ কর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আসন গ্রহণ [স] বি উপবেশন। 'হাউসের সভোরা আসন গ্রহণ করলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আসন দান করা [স] বি সাদরে গ্রহণ করা। 'পাঠকের হৃদয় অঙ্গুর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আসন পাতি [স] বি আয়োজন করা। 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

আসন-পিড়ি [স] আসন+পিড়ি [স] বিণ এক পায়ের উপর অন্য পা মুড়ে বসেছে এমন। 'আসন-পিড়ি হয়ে সব যষ্টী বড়ি সেজে ...।' বিজুতি, ১৯৩১।

আসনপীড়া [স] বি আসনের কষ্ট। 'এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়্যারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আসনবেদী [স] বি আসনপাতি মঞ্চ। 'উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আসনতত্ত্ব [স] বি ত্রয়ের অংশবিশেষ। 'প্রথমে সামান্যকায়-ও যৌন আচমন, স্তম্ভিবাচন ... আসনতত্ত্ব।' অবন, ১৯১৯।

আসন-সংখ্যা [স] বি কতোজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলে তার সংখ্যা। 'প্রায় প্রতিনিধিদের আসন সংখ্যা অধিক করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

আসনা [স] আসন+> বিণ শ্রী আসনবিশিষ্ট। 'জগতকমলবনে কমল-আসনা কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

আসন^২ বি আগমন। 'কোথা হৈতে আসন আসন কোন ঠাই।' ভারত, ১৭৬০।

আসন-যাওন বি আসা-যাওয়া। 'মধ্যে তারি আসন-যাওন করছে জেলের হিয়া।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

আসনা [স] অংগ ১ বি তুলা থেকে সূতা তৈরির যন্ত্র। 'আসনা ও চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিণ আঁশযুক্ত। 'স্ত্রীলোকেরা চর্কা ও আসনা সূতা কাটে।' প্যারী, ১৮৬০।

আসনাই [ফা আশনাই] বি প্রেম; বন্ধুত্ব। বিদ্যা, ১৮৯১।

আসন্ন [স] ১ বিণ ঘনিষ্ঠ। 'দুর্শাগন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ প্রায় এসে গেছে এমন। 'ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগজমিনের তাড়া ঢের বেশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আসন্ন কাল [স] ১ বিণবিধ আগত সময়ে। 'দাঁড়দের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে আলি না।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি মুহূর্তর কাছাকাছি অবস্থা। 'তাহার আসন্নকাল উপস্থিত।' রামরাম, ১৮০২।

আসন্নতা [স] বি নিকটবর্তিতা। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে

আরোগ্যভবনে, শিতকেন্দ্রে, কৃষিসমবয়ে।' অমিয়, ১৯৩৯।

আসন্নপরাভব [স] বি আত পরাজয়। 'ওলদাজ্ঞ-আক্রমণে আসন্নপরাভবের আশঙ্কা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

আসন্নপ্রসবা [স] বিণ শ্রী প্রসবকাল নিকটবর্তী এমন অবস্থায় উপনীত। 'তঁার শ্রী আসন্নপ্রসবা।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

আসন্নবর্ষণ [স] বিণ শিগিরিই বৃষ্টি হবে এমন। 'আসন্নবর্ষণ কোন শ্রাবণপ্রভাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

আসন্নবিচ্ছেদশক্তি [স] বিণ বিচ্ছেদ আসন্ন ভেবে শক্তি। 'আজ আসন্নবিচ্ছেদশক্তি বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আসন্ন-মৃত্যু [স] বিণ মৃত্যু। 'প্রায় আসন্ন-মৃত্যু রোগীর মত চেহারা কেটে ইয়াকুব ডাকিল।' শওকত, ১৯৫৮।

আস পাশ [স] পার্শ্ব ১ বিণবিধ আশে পাশে। 'আসপাশ চৌদিগের সমস্ত পরগনায় টেঁড়ে দিলেন।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি চারপাশ। 'আস পাশ আলো করে ... চলে প্যালে।' হুতায়, ১৮৬১। ৩ বি এদিক ওদিক। 'দাঁড়িপালা, চ্যাটা, কুলা ও চালুদীরে গিয়া বাণ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উকী খুকী মাচ্ছে।' হুতায়, ১৮৬১।

আসব [স] বি চোলাই করা মদ। 'তনামধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে।' রক্তিম, ১৮৬৬।

আসব মাতা [স] আসব+মাতা বিণ মদমত্ত। 'কাহ্ন বিলসয় আসব মাতা।' চর্চা ৯, ২০০০।

আসবরিক্ত [স] বিণ নেশাহীন। 'বৃতের জিহাংসা আজ পর্জন্মের সর্বশক্তি কাড়ে বাসব আসবরিক্ত।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

আসবাব [আ] ১ বি ফরমায়েশি বস্ত্র। মালোজ, ১৭৪৩। ২ বি দৈহিক বৈশিষ্ট্য। 'জগদম্বার আসবাবের মধ্যে মূলো দাঁত, আর মনিপুরী নাক।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৩ বি সরঞ্জাম। 'কতমতো লেখার আসবাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আসবাব-আড়ম্বর [স] বি বিলাসিতা। 'আমাদের সাজসজ্জা আসবাব-আড়ম্বরে কমতি পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আসবাবনিরপেক্ষ [আ আসবাব+স নিরপেক্ষ] বিণ আসবাবের উপর নির্ভর করে না এমন। 'কিছু আসবাবনিরপেক্ষ হয়ে কী করে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

আসবাবপত্র [আ আসবাব+স পত্র] বি গৃহসজ্জার উপকরণ। 'ঘরে অল্পবস্ত্র যে সমস্ত আসবাবপত্র ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আসবাবপীতি [আ আসবাব+স পীতি] বি গৃহসজ্জার উপকরণাদি। 'বাড়ির সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম আসবাবপীতি ক্রোচ হইল।' মনসুর, ১৯৫৫।

আসবাববিহীন [আ আসবাব+স বিহীন] বিণ তৈজসপত্রহ্রাদ। 'নেবানো ছুটীর জন্য কারো খেদ, কেউ আসবাববিহীন।' সুশীল, ১৯৬৬।

আসমান [ফা] বি আকাশ। 'আকিঞ্চ বাইয়া তারা আসমান হাতে পায়ে।' বিজয়, ১৭৫০।

আসমানশামী [ফা আসমান+স গামী] বিণ আকাশচারী। 'এখানে মতামত নামক আসমানশামী ডানা দুটো শোলসা আছে বটে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আসমান চাপা [ফা আসমান+স চাপ] বিণ সীমাহীন ভার শড়া। 'আসমান চাপিল যেন ছাত্রের উপর।' গরীব, ১৭৬৫।

আসমান জমিন [ফা] ১ বি সমস্ত পৃথিবী। 'আসমান জমিন রবারের

একজন।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ দারুণ, আকাশ-পাতাল। 'জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাত।' নজরুল, ১৯২২।

আসমানদারি [ফা] বিণ বাস্তবতাবর্জিত। 'কবিতা নিতান্তই আসমানদার নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আসমানদারি [ফা] বি কল্পনাবৃত্তি। 'আমার জগতাপ পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

আসমান-ফাটা [ফা আসমান+ফাটা] বিণ গগনবিদারী। 'আসমান-ফাটা জিকির দিয়া মিছিল করিয়া ফিরিয়া চলে।' মনসুর, ১৯৫৫।

আসমান ফাটানো [ক্রি প্রচণ্ড জোরে শব্দ করা]। 'আল্লাহ-আকবর ধ্বনি আসমান ফাটাইল।' মনসুর, ১৯৩৫।

আসমান-মুখো [ফা আসমান+স মুখ] বিণ আকাশের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'একজন পাগলা আসমান-মুখো হয়ে শুধু লাফ মারছে।' নজরুল, ১৯২২।

আসমানতত্ত্ব [ফা আসমান+স তত্ত্ব] ক্রিবিণ আকাশসমেত। 'আইজ বুঝিন আসমানতত্ত্ব ভাইসা পড়ব।' ইসহাক, ১৯৫৫।

আসমানি, আসমানী [ফা] ১ বিণ নীল। ওসা, ১৭৮২। ২ বিণ ধর্মীয়। 'আসমানি এক আইন দিয়ে আমাদের সব আনলে রাহে।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি অশৌচিক। 'এক আসমানি চোর ভবের শহর লুটছে সদাই।' লালন, ১৮৯০। ৪ বিণ হালকা নীল রঙের। 'বসনখানি বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আসমানী।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বিণ স্বর্ণীয়। 'আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চাশার যেমন চলছি তাই।' নজরুল, ১৯৪১।

আসমুদ্র [স] ১ ক্রিবিণ সমুদ্র পর্যন্ত। 'ইহাতে সুখাতির ধ্বনি দেশ বিদেশ আসমুদ্র হইল।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আপন প্রচণ্ড বলে আসমুদ্র আহিমাল বিপুল ভারতমুখি করতলনাত্ত...' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আসমুদ্রবিস্তৃত [স] বিণ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আসমুদ্রবিস্তৃত নদীপর্বত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

আসমুদ্রহিমাল [স] বিণ সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আসমুদ্র হিমাল ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদেশি শাসকের ধ্বজা সুহৃৎ আশ্বাস প্রোথিত।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

আসমুসি বিণ অস্থিরচিত্ত। 'তোরে পারা আসমুসি কে আছে সংসারে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আসম্মতী [স অসম্মতি] বি অমত; অস্বীকার। 'কাহু কিকে কর আসম্মতী ল।' বড়ু, ১৪৫০।

আসর' [আ আশার] ১ বি মজলিশ। 'উর ধর্ম আমার আসরে।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি জলসা। 'আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারু করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

আসর' [আ আসরা] বি মূলমানসের বৈকালিক নামাজের সময়। 'আসরতে আসসুরা ও বোআ, মাগরিবে।' আলফেল, ১৬৮০।

আসর' [আ আছর] বি আশ্রয়। 'মেয়েলোকে উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

আসরফি, আসরফী [ফা আশরফ] বি স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ। 'আসরফী বস্ত্র অলসার আদি যত।' ভারত, ১৭৬০; 'হাজার আসরফি জরিমানা দিবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ৮ আশরাফি

আসল [আ] ১ বি মূল বস্তু। 'নানামতে সাবধানে রাখিল আসল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ মূল। 'নকল বমজীম আসল।' বোগল, ১৭৭০। ৩

বিণ খাঁটি; সত্যিকার; নকল নয় এমন। ওসা, ১৭৮২। ৪ বি মূলনাম। 'রিসের সুদ আসল হইতে অধিক।' ডানকা, ১৭৮৪। ৫ বিণ প্রকৃত। 'আসল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য দেখতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

আসলে ক্রিবিণ প্রকৃতপক্ষে। 'আসলে কুশল নাই শুধু উকিঝুকি।' ওতা, ১৮৫৮।

আসশেঙড়া [স আশ্যাখোটা] বি এক ধরনের জংলা গাছ। 'আসশেঙড়ার-বেড়া-মেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

আস-সরদার [ফা সরদার] বি প্রধান লাঠিয়াল। 'চুশিঘরের পাইক বরকদাজ, ডাণ্ডা-বরদার, আস-সরদার বেবাক চাকর-নফর বিলকুল বোমলুম গায়েব।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

আসসালাম [আ] বি অভিনন্দন। 'ঈদ মোবারক! আসসালাম।' নজরুল, ১৯২৮।

আসসালামু আলাইকুম [আ] ইসলামী রীতি অনুযায়ী শান্তিকামনা প্রকাশক অভিবাদনবিশেষ। 'আসসালামু আলাইকুম বলিয়া সুফি সাহেব সোজা...' মনসুর, ১৯৩৫।

আসহন [স অসহনীয়] বিণ অসহ্য; সহ্য যায় না এমন। 'আসহন বোলহ সকলে।' বড়ু, ১৪৫০।

আসহাবা [আ] বি সঙ্গী। 'জন চার-পাঁকে আসহাবা লইয়া তীরবেগে গ্রামে ত্বরিত আনিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

আসা' [আ] বি দত্ত; লাঠি। 'অভিশাপ আসা' গর্জিয়া আসে।' নজরুল, ১৯২৮। ৮ আশা' আশা

আসাবরদার [আ আসা+ফা বরদার] ১ বি লাঠিয়াল। 'চক্রে মুড়া পর্যন্ত দোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি রাজপদ বহনকারী। 'সোটাবরদার আসাবরদার ও বাববরদার ও গুজবরদার ও নওরত ইত্যাদি।' দর্পণ, ১৮১৯।

আসাবাড়ি [আ আসা] বি ফকিরের লাঠি বা দণ্ড। 'অপূর্ব অমৃত মূর্তি আসাবাড়ি হাতে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আসাসোটা [আ আসা+স সোতা] ১ বি রাজদণ্ড। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রক্তায়, পাদাড়ে ও ভাড়াড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' হুতোয়, ১৮৬১। ২ বি সোনার বা রূপার দলবিশেষ; মাথায় গুটিলিত ছোটা লাঠিবিশেষ। 'সেকালের সব জিনিসপত্র আসাসোটা-গুলা চমরছয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

আসা' [স আশা] বি আশা। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' চর্চা ৪৫, ১২০০।

আসা' ১ ক্রি আগমন করা। 'উদ্দেশ্য আসার মূল এখা আহ তুমি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি গর্ভ হওয়া। 'গজারের বাচ্চা আসিয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ ক্রি আহ্বানে সাড়া দেওয়া। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ ক্রি সৃষ্টি হওয়া। 'রাতের বেলা গান এল ঘোর মনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। আলস্ত ক্রি এলাশ। 'বিভা করিবারে আলস্ত তোমার নগর।' মালাধর, ১৫০০। আলিয়া ক্রি এলি। 'হিলি কোথা আলি হেথা।' লালন, ১৮৯০। আলিছিল ক্রি এসেছিল। 'আল আলিছিল নাদের নন্দন।' বড়ু, ১৪৫০। আলুম ক্রি এলাম। 'কিছু না কহিএ আলুম অন্তিকে তোমার।' মানিকরাম, ১৭৮১। আলেন ক্রি এলেন। 'পুথুরে বুড়া কিন্তু টাকা পেলে বে করতে আলেন না।' প্যারী, ১৮৫৮। আলা ক্রি এলো। 'ফুল্লর করুণ ডাঙে আল্য ব্যারী বর সকাঙ্গে প্রিয়ভাবে বসেন বচন।' মুকুন্দ, ১৬০০। আশ্যা ক্রি এলে। 'বজ্রের পুরি হৈতে দুইে আশ্যা ঘর।' মালাধর, ১৫০০। আসবার ক্রি আসার। 'ভূত আসবার

শ্রেয়সাম স্থির হলো।' হুতোম, ১৮৬১। আসম কি আসতাম।' মুক্তি
সে আসম যাম তা সবার কাছে।' সুলতান, ১৭০০। আসি ১ কি
এসেছি।' গোষ্ঠে হৈতে আসি আঁখি বুড়ী গোআলিনী।' বড়ু, ১৪৫০।
২ কি এসে।' দৈবযোগে আসি এবার রাধা পড়িলা আঁকার হাথে।' বড়ু, ১৪৫০। আসিআঁ কি এসে।' আসিআঁ নারদ তবে সত্বরে
আপগে।' বড়ু, ১৪৫০। আসিআহ কি এসেছে।' 'কি কারণে
আসিআহ জিজ্ঞাসা করিলা।' বারায়ম, ১৬০০। আসিআছিল কি
এসেছিলো।' বীরঘটা আদি জত আসিআছিল দানা।' মুকুন্দ, ১৬০০। আসিইয়া ক্রিবিণ এসে।' আনন্দে আসিইয়া ইন্দ্র কুণ্ডি
প্রবেশ।' কবীন্দ্র, ১৬৮১। আসিএ কি ক্রিবিণ এসে।' একজনা পণ্ডিত
আসিএ উপনীতি।' মানিকরাম, ১৭৮১। আসিএন কি আসেন।
'আসিএন উম্মেনে জুড় করিবারে।' মাল্যধর, ১৫০০। আসিছ কি
এসেছে।' 'সুত পুত্র ইহিয়া কেনে আসিছ রমভেতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮১।
আসিছি কি এসেছি।' 'আসিছি গোঁড় দেশে।' কঙ্করাম, ১৭২০।
আসিছেন কি অবতীর্ণ হয়েছে কি।' 'আসিছেন কিতাব বোল তান
বিন্দামান।' সুলতান, ১৭০০। আসিএরা ক্রিবিণ এসে।' 'আসিএরা
মুনিগণ করিল শুভক্ষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। আসিতে ক্রিবিণ আসতে।
'পাশে আসিতে কেন চাহসি আসার।' বড়ু, ১৫৭০। আসিবি কি
আসবো।' 'কংসে ভনী আসিবি সাজিআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। আসিবা কি
আসবো।' 'তা সবা লইয়া ভূমি আসিবা সত্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০।
আসিবাম কি আসবো।' 'দূত গেলে আসিবাম সুব নরনাথ।' কবীন্দ্র, ১৬৮১।
আসিবার ক্রিবিণ আসার জন্য।' 'আসিবার বেলে দিয়ে
রতী।' বড়ু, ১৪৫০। আসিবো কি আসবো।' 'তবে কেহে আসিবো
মো তোমার সহহী।' বড়ু, ১৪৫০। আসিয় কি এসো।' 'প্রজাত
আসিয় তুচ্ছ এই গল্পা তীর।' কবীন্দ্র, ১৬৮১। আসিয়া ক্রিবিণ
এসে।' 'আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।
আসিয়াছে কি এসেছে।' 'কেহো জানি আসিয়াছে বাড়ির ভিতরে
বৃন্দা, ১৫৮০। আসিয়ে ক্রিবিণ এসে।' 'রসনার রক্তিনী আসিয়ে কর
বেলা।' মানিকরাম, ১৭৮১। আসিলাম কি এলাম।' 'প্রভু কহে
দেখো আসিলাম কেনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। আসিহ কি আসি।' 'আসিহ
মোহোর কাছে নামাজ গজারি।' সুলতান, ১৭০০। আসী কি আসি।
'তোম সঙ্গ নিতী আসী।' বড়ু, ১৪৫০। আসী কি এসে।' 'বুলিতে
চাহিলো আসী রাখার দোষে।' বড়ু, ১৪৫০। আসীয় কি আসে।
'পদ্মদাস বৎসর বহি আসীয় সপথেতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮১।
আসীয়াহীলা কি এসেছিলো।' ওয়া, ১৭৮২। আসু কি আগমন
করে।' 'হাথে ধরী ধন বাণে কার আসু বিন্দামানে।' বড়ু, ১৪৫০।
আসে কি আগমন করে।' 'ধৈর্য নাহি ধনি তনে সকলে ধয়ে আসে।'
মানিকরাম, ১৭৮১। আস্য কি এসে।' 'ভাঙ নাহি যায় কেনে লাঞ্ছ
আস্য ঘর।' মাল্যধর, ১৫০০। আস্য আস্য কি এসো এসো।
'কমল গুরে সনাতন আস্য আস্য বাপধন।' মানিকরাম, ১৭৮১।
আসহ কি এসো।' 'আসহ সুন্দরী বধা লেখা কহি দান।' বড়ু, ১৪৫০। আস্যা কি এসে।' 'আশ পুরি হের আস্যা ধনি।' বড়ু, ১৫৭০। আস্যাছি কি এসেছি।' 'বৈদিশী সাধু আমি আস্যাছি
সিংহল।' মুকুন্দ, ১৬০০। আস্যাছিল কি এসেছিলো।' 'শঙ্কদত্ত
আদি জেবা আস্যাছিল এখা অন্তরে গণিএরা সন্তে হেট কৈল মাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। আস্যাছে কি এসেছে।' 'আস্যাছে তোমার পতি/
সুন্দর সুন্দর অতি।' কঙ্করাম, ১৭২০। আস্যে কি আসে।' 'গলে
মুনি দিয়া আস্যে হারিলা নগল।' মাল্যধর, ১৫০০। আহিল কি
এলো।' 'উপকার জুড়িতে আহিল মোহাসয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮১।
এয়েছে কি এসেছে।' 'এয়েছে রবির কোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। এলি
কি 'এলো।' 'আসিলে' ক্রিয়ার তুচ্ছার্থ রূপ।' 'কোথা হতে কাল এলি
তুই ডেড়ের ডেড়ে।' কেতকা, ১৬৫০। এলুম কি এলাম।' 'সকলই

তো বলেছি আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম।' মশাররফ, ১৮৬৯। এলেন কি আগমন করলেন।' 'সমীপে এলেন বিজ্ঞ সাক্ষ্য
শর্মস্ট।' মানিকরাম, ১৭৮১। এলেম কি এলাম।' 'পবার আঁঠার
বোল যুগে যুগে এলেম ভাল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। এল্যা কি এলে।
'পুনর্বীর পরাংপর পূর্বরূপে এল্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১। এল্যাম কি
এলাম।' 'আমিহ এল্যাম ত্রিহলেন বসে।' মানিকরাম, ১৭৮১।
এসেচেন কি এসেছেন।' 'পায়ে দিয়ে এসেচেন।' কবীন্দ্র, ১৮৬৬।
এস্য কি এসো।' 'মরি এস্য দুতাবে গলায় দিয়ে কতি।' মানিকরাম, ১৭৮১। এস্যাটি কি এসেছি।' 'সেই যে এস্যাটি না গেলাম
অদ্যাবধি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আসতে কাটে যেতে কাটে - সব সিক দিয়ে ক্ষতি করে।' 'ওরা
তো তাই চায়, আসতে কাটে যেতে কাটে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

আসাপথ [আসা+স পথ] বি আগমনের পথ।' 'অনুজ্ঞার আসাপথ
নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম।' হুতোম, ১৮৬৮।

আসামাত্র ক্রিবিণ আসার সঙ্গে সঙ্গে।' 'কেবল আশার আশা ভবে
আসা আসামাত্র হলো।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

আসা-যাওয়া বি যাতায়াত।' 'এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে পান গেয়ে মোর
কেটেছে দিন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আসিবামাত্র [আসিবা+স মাত্র] ক্রিবিণ আসার সঙ্গে সঙ্গে।
'আসিবামাত্র হঠাৎই ইহিয়া ত্রিযতমার নিকট গমন করিলেন।' ডবলী,
১৮৮১।

এসে দাঁড়ানো কি উপস্থিত হওয়া।' 'যদি তার বিচরণের স্থানে মানুষ
এসে দাঁড়ায় তা হলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

এসে পড়া ১ কি বিনা ডাকে আসা।' 'আলয় না পেয়ে পড়েছে
আসিয়ে আমার গানের পর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ কি উপস্থিত
হওয়া।' 'সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে তারী একটা
গোলোযোগ বেধে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

আসাঁতলা, আসাঁতলান [স সন্তল] বিণ তেলে ভাজা হয়নি এমন।
বিদ্যা, ১৮৯১।

আসাড় [স আষাঢ়] ১ বি আষাঢ়।' 'জৈঠ গেলে আসাড় মাস মিথুন রাসি।'
রামাই, ১৭১০। ২ বি আষাঢ় মাস।' 'সন ১২৪৯ সাল - তাং ২০
আসাড়।' চিঠিপত্রে, ১৮৭২।

আসাড়িআ [স আষাঢ়] বিণ আষাঢ় মাসে জন্মে এমন।' 'শ্রীমন্তের
অঙ্গে একে একে ভঙ্গে জেনে আসাড়িআ ভুরকুতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আসাঢ় [স আষাঢ়] বি আষাঢ়।' 'আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজ্ঞএ।' বড়ু,
১৪৫০।

আসাঢ়িআ [স আষাঢ়] বিণ আষাঢ়ে জাত।' 'আল্লই আসাঢ়িআ
ভূমিম্পক চম্পক।' বড়ু, ১৪৫০।

আসান [ফা] ১ বিণ সহজ।' 'আসান বস্ত্র।' ম্যানেএল, ১৭৪৩। ২ বি
শান্তি।' 'নেকালিৰ জান তার করিয়া আসান।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি
মুক্তি।' 'মাবিয়া আজার হইতে আসান পাইল।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি
সুবিধা; স্বস্তি।' 'ভাঁটিলোকের আসানের কারণ।' মেয়ার, ১৭৮৭। ৫
বি শৈথিল্য। ডবলী, ১৮২৩।

আসানি বি গাছবিশেষ।' 'উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন
গাছ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

আসানকাঠ [আসান+স কাঠ] বি সহজে জ্বলে এমন কাঠ।
'আসানকাঠের ডালপালা ঝালাইয়া।' বিজুতি, ১৯৩৮।

আসাবা [আ আসাবা] বি নবির সঙ্গী। 'কোন কোন আসাবা রহিব সেইক্ষণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

আসামি, আসামী [আ] ১ বি অভিযুক্ত যে। 'আমিন দেয়া তাগাদি আসামিকে কহেদে থাকিতে হরেক।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। 'তলবচিঠি ফরিয়াদি ও আসামী যাহার নিবেদনে লেখাজায়।' ক্যালগে, ১৭৮৪। ৩ বি দাতা। দর্পণ, ১৮২২; 'আসামী - আদান - রূপেয়া -' চিঠিপত্রে, ১৮২৪। ৪ বি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থে যিনি খত টাকা থাকুর করিবেন তাহার বিবরণ। আসামী পরগণে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা শ্রীমুত সর্বদে রায়কত ... ৩০০ ...' দর্পণ, ১৮৩২।

আসামিগার [আ আসামি] ক্রিবিধ স্বপ্নগ্রহীতা অনুযায়ী। 'লিখিবা মাষং কতো দাদনি করহ তাহার আসামিগার নামনবিসি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

আসামিহায় [আ আসামি] বি স্বপ্নগ্রহীতারা। 'সে টাকা লইয়া আসামিহায়ের দিশে পবন জাত করিয়াছি।' ওর্স, ১৭৭৯।

আসামীয়ান [আ আসামি] বি অপরাধীবৃন্দ; স্বপ্নগ্রহীতারা; ক্ষেতারা। ফরস্টার, ১৭৯৩।

আসামি, আসামী বি আসামের অধিবাসী। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী ... সকলে আপন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

আসার' [স অসার] বিণ বৃথা। 'এ ধন যৌবন বড়ারি সবই আসার।' বড়ু, ১৪৫০।

আসার' [স] ১ বি বৃষ্টি। 'নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি দাবানল।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ জলপ্রবাহ। 'ভসিভাম দিবাবিশি নয়ন-আসারে।' কায়কো, ১৯০৪।

আসাসোটো দ্র আসা

আসি, আসী [স অশীতি] বিণ আশি সংখ্যক। 'আসি তোলায় ... হয়।' ওর্স, ১৭৮৪; 'আড়কাট ৮০ আসী তাকা' মেয়স, ১৭৫৮; 'কলিকাতায় বাজারী ৮০ আসী সিন্ধা ওজন।' ক্যালগে, ১৮০০।

আসিংহল [স] ক্রিবিধ সিংহল পর্বত। 'কীর্তি ব্যাতি জাগছে তোমার আসিংহল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

আসিক [আ আশিক] বিণ প্রেমিক। 'চির পিপাসুক, তব প্রেম-বারি আসিক, চাতক, শ্রীজালাল ভিক্ষুক।' ফজলুল্লাহ, ১৮৭৬।

আসিকা [স আসেকিম] বি পিঠাজাতীয় খাবার। 'আসিকা পীষ্মী পুরী পুন্সী।' ভারত, ১৭৬০।

আশিখ [স আশিস] বিণ আশিস। 'খিজকুল আন পঢ় আশিখ মস্ত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আসিড [ই অ্যাসিড] বি তীব্র অম্ল রাসায়নিকবিশেষ। 'কার্বলিক অসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আসিন [স আশিন] বি বাংলা পল্লিকার ঘট্ট মাস - আশ্বিন। 'ভান্দর গেলে আসিন মাস কল্পা রাসি।' রামাই, ১৭১০।

আসিয়া [ই] বি এশিয়া মহাদেশ। 'ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

আসিয়াখণ্ড [ই এশিয়া+স খণ্ড] বি এশিয়া ভূখণ্ড। 'আসিয়াখণ্ডের বহুদান খণিস (সংস্কৃত টীন) নামে খ্যাত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আসিয়াটিক [ই] ১ বি, বিণ এশীয়; হিন্দু। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বিণ

এশিয়াটিক; এশিয়া সংক্রান্ত। দর্পণ, ১৮২২; 'আসিয়াটিক রিসার্চ গ্রন্থের দ্বাদশ খণ্ডের ...' অক্ষয়, ১৮৮৪।

আসিরিয়া [ই] বি প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার উত্তরাংশ। 'আসিরিয়ার লোকের অসৌহৃদ উপস্থিত হইলে ...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

আসিরীয় [ই আসিরিয়া] বিণ প্রাচীন ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যসম্পর্কিত। 'আসিরীয়, পারসিক ও আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যকে কোনো দেশের সাম্রাজ্য বলা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'ইউফ্রেসিট আইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

আসিরবাদ [স আশীবাদ] বি মঙ্গল কামনা। 'পুত্রক তৃষিয়া দেবি আসিরবাদ করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। দ্র আশীবাদ

আসিলা [আ ওয়াসিলা] বি বাহানা; উপপক্ষ। 'তোরা হাজার ছল-ছুতো আসিলা করে খুব মস্ত মাথা নাড়া দিয়ে ...' নজরুল, ১৯২৭।

আসিষ [স আশিস] বি আশীবাদ। 'আসিষ করিতে আইলা দনাই পণ্ডিত।' মুক্তভাষা, ১৬০০। দ্র আশিস

আসিষ্টাণ্ট, আসিষ্টেন্ট [ই] বিণ সহকারী। 'তাহারা আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কার্যে নিযুক্ত।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'ম্যানেজার বা তাঁর আসিষ্টেন্ট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে বোজাতে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

আসীন [স] ১ বিণ উপবিষ্ট। 'সন্ধ্যায়ী, যোগাসনে আসীন হইয়া, দুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বান্দ্য করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ হস্ত। 'জ্ঞানসিকতা পরিহার পূর্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

আসীনা [স] ১ বিণ স্ত্রী আসনে বসে আছে এমন; উপবিষ্ট। 'কমলাসনে আসীনা দেউলে ভারতী।' মাইকেল, ১৮৬৩। ২ বিণ স্ত্রী হিত। 'ধাক হুদয়-আসীনা অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

আসুই বি পিয়াল পাছ। 'আসুই আসিড়িয়া।' বড়ু, ১৪৫০।

আসুখ [স অসুখ] বি দুঃস্থ। 'আসুখ না কর তোকে শুন গোআলী।' বড়ু, ১৪৫০।

আসুখিল [স অসুখী] বিণ অসুখী। 'আসুখিল হই মোক পাঠিয়ল কারে।' বড়ু, ১৪৫০।

আসুখিলী বিণ স্ত্রী অসুখী। 'আসুখিলী হেন দেখি কণ্ঠ কারণ।' বড়ু, ১৪৫০।

আসুদা [ফা আসুদাহ] বিণ তৃপ্ত। 'তারা সকলে আসুদা হইয়া নিয়ামত বাইল।' মনসুর, ১৯৫০।

আসুত [স অতুত] বিণ অমঙ্গলজনক। 'কোণ আসুত খনে পায় বাড়িয়ালো।' বড়ু, ১৪৫০।

আসুর [স অসুর] বি দানব। 'তোমো নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' বড়ু, ১৪৫০।

আসুরিক [স] ১ বিণ বিপাকৃত। 'ডেকার্টর নামে আসুরিক ঘট্টে সংস্থাপিতা হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বিণ অতি ভীষণ। 'চেয়েছিল করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা; আসুরিক সে মহাপ্রয়াস।' সুখীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বিণ অসুরের মতো। 'প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৪ বিণ বিপুল। 'কারখানায় আসুরিক উৎপাদন/অথচ ক্ষুধার্ত শ্রমিক।' হোসেন, ১৯৪০।

আসুরিকতা [স] বি অসুরের ভাষ। 'সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজনের জীব কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

আসূরীয় [ই অ্যাসিরিয়ান] বি প্রাচীন ইরাক অঞ্চলের জাতিবিশেষ।

'আসূরীয় মিশি গুরুতি কোন জাতিই ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

আসেক [আ আশিক] বি প্রেমভাব। 'আসেক ইহাচ্ছে তার কমলার উপর।' জহির, ১৯৬৪।

আসেপাশে, আসে পাশে [স পাশ্বে] ক্রিবিণ চারদিকে। 'আসেপাশে সমুখে সন নৃত্যকী নাচএ।' মালধর, ১৫০০; 'আসে পাশে বাক্যা দিল বিচিত্র দপনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আসেব [ফা আসীব] বি প্রেতাত্মা। 'বলে আসেবের আসর হয়েছে উহার উপরে দেখ চেয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

আসেস [স অশেষ] বিণ সমস্ত; অনেক। 'তেজিলো সুখ আসেস।' বড়, ১৪৫০।

আসেসরী [ই অ্যাসেসর] বি কর নির্ধারক কর্মচারীর পদ। 'ছেলেপুলের আসেসরী ও পেটুপী মেজেষ্টরীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

আসোআর হ্র আসোয়ার

আসোআন্ত [স আখন্ত] বি ভরসা। জেহের দক্ষিণা বাত সহ করে আসোআন্ত।' মালধর, ১৫০০।

আসোয়াস্তি [স আখন্ত] বি অস্তিত্ব। 'সাহেবসুবাদের সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে আসোয়াস্তি বোধ করি।' প্রমথ, ১৯০৮।

আসোমার [ফা তুমার] বিণ অসংখ্য। 'জবনিএ আসোমার জ্বন সওয়ার ... করে মার মার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আসোয়ার, আসোআর [ফা সওয়ার; স অশবার] বি অখারোহী। 'হোসোরে আসিআ হেলু রাজ আসোআর।' আলোণ, ১৬৮০; 'ক' নিখিয়া রাখে সেই আসোয়ার।' আলোণ, ১৬৮০।

আসোয়ারী [আ বি (সংগীত) প্রভাতী রাগিনীবিশেষ। বাহরাম, ১৯৬০।
হ্র আশাবরি

আসোর [আ বি আসর]। 'কোন দোষে .. আসোর এলেন?' হুতোম, ১৮৬৮।

আস্ক বি উদ্ভবগাদি সহযোগে গঠিত যুক্তবর্ণ। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা আস্ক আস্ক সিদ্ধ বানান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আস্কান্দ [স। ক্রি লাফিয়ে চলা। 'মদগড়ি আস্কানিতে নাচে বাজী-রাজী।' মাইকেল, ১৮৬১; 'আস্কপিল হরবৃন্দ; বনকনিল কৃপাণ পিধানো।' মাইকেল, ১৮৬১।

আস্কার [ফা আশকার] ১ বি প্রহর। 'তাতেই ত তোমার দাসী আস্কারা পোলে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি রহস্য উদ্ঘাটন। 'কিন্তু চুরির আস্কারা হইল না।' নজিবর, ১৯২০। হ্র আশকারী

আস্ক [স আসেকিম] বি পিঠাবিশেষ। 'একটা আস্ক পিঠে গড়বার মুচি।' বিক্রতি, ১৯৩১।

আস্ত' [স অস্ত] বি অস্ত। 'আস্ত জাএ সূর।' বড়, ১৪৫০।

আস্ত' [স অস্তি] ১ বিণ সম্পূর্ণ। মানোএল, ১৭৪৩; 'দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ গোলাকার। 'একজন বালক যদি অসমর্যাপ কান্নকিত হয়, তবে পূর্ণচন্দ্রে একটি আস্ত লুচি ও অর্ধচন্দ্রে ক্ষীরপুলি মনে করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বিণ পুরোদস্তুর। 'আমাদের জাহাজে একটি আস্ত জনবুল ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ নিরোঁট। 'এমনভাবে আস্ত নিরোঁধ সমস্ত শহর ঝুঁজিলে মিলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বিণ অচূর্ণ। 'মসলা আস্ত

রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জননের স্বাদ দিতে পারেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বিণ পূর্ণাঙ্গ। 'আমাদের এখনই একটি আস্ত বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই দেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৭ বিণ অখণ্ড। 'হিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান।' নজরুল, ১৯২৬।

আস্ত আস্ত বিণ বড়ো বড়ো। 'আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ অনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

আস্ত না রাখা ক্রি নির্মমভাবে প্রহার করা। 'তোরা চুল বাঁধা টিপ পরা মেথলে কাকেও আস্ত রাখবেন না।' উৎপল, ১৮৫৭।

আস্তবল [আ ইস্তবল; ই স্টেবল] বি আস্তাবল। 'সামগ্রী রাখিবার ঘর ও আস্তবল।' কাশ্যপ, ১৭৮৪।

আস্তবন্তে [স আস্তবন্ত] ক্রিবিণ খুব ব্যস্ততার সঙ্গে। 'আস্তবন্তে হয় খুলে মাথার পাচড়ি।' হেয়াত, ১৮০০।

আস্তবাত্তে [স আস্তবাত্ত] ক্রিবিণ তটস্থভাবে। 'সেইক্ষণে আস্তবাত্তে হাট মসো গিয়া।' বাহরাম, ১৬৫০। হ্র আস্তেবাত্তে

আস্তর [ফা অন্তর] ১ বি পলন্তারা; ইটের উপর সিমেন্ট ও বালির ভরসে। ওঙ্গা, ১৭৮২। ২ বি ত্তর। 'চার-পাঁচ আস্তর ছন লাগিয়ে গেলিল কদম।' কায়সার, ১৯৬২।

আস্তরণ [স। ১ বি আবরণ। 'শয্যা হইতে গায়েখান করিবার পরে, উহার আস্তরণাদি তুলিয়া বায়ু সেবিত করা।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি পদার্থের প্রলেপ। 'কৌশলবিশেষ দ্বারা উক্ত প্রতিবিম্বিত প্রতিরূপকে বিকৃত আস্তরণের উপরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি পোশাক। 'আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ তব রাজ-আস্তরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আস্তরণোপরি [স। ক্রিবিণ আস্তরণের উপরে। 'একটি যন্ত্রের প্রতিরূপ-প্রতিবিম্বের আস্তরণোপরি চতুরিশ-কোটি পরিমাণ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিরূপ অঙ্কিত হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আস্ত' [স অস্তি] বিণ সম্পূর্ণ। মানোএল, ১৭৪৩।

আস্ত' [স আস্থা] বি বিশ্বাস। 'এই ধর তীর্থজল আস্তা কর্যা থা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আস্তাই [স অস্তি] বিণ সম্পূর্ণ। মানোএল, ১৭৪৩।

আস্তাকুঁড় [স উৎসং-কুণ্ড] বি উচ্ছিষ্ট বা আবর্জনা ফেলবার জায়গা। 'আস্তাকুঁড় ধরে দেও করুক আহার।' তপ, ১৮৫৮।

আস্তান [ফা আস্তানা] বি আস্তানা। 'কালিনী বাহিল যদি দেখি দারিকের নদী বানদিয়ে পীরের আস্তান।' রূপরাম, ১৭৫০।

আস্তানা [ফা] ১ বি আশড়াবিশেষ; খানকা। 'ভূখমীরা নিজে স্থান দিয়া পীরের আস্তানা প্রস্তুত করিয়া দেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি বাসস্থান। 'সেবাটা বিখ্যাত সাগের আস্তানা।' মানিক, ১৯৩৬।

আস্তানা-ভূমি [ফা আস্তানা+স ভূমি] বি আখড়া। 'পীর সাহেবের বহিবৃত্ত আস্তানা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

আস্তানি [ফা আস্তানি] বি জামার আস্তান। মানোএল, ১৭৪৩।

আস্তাবল [আ ইস্তবল, ভুল ই স্টেবল] ১ বি ঘোড়া রাখার ঘর। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'ঐ বাটার আস্তাবলি ওদাম ও বাবুচিখানা ও আস্তাবল প্রভৃতি আছে।' দর্পণ, ১৮০০; 'আস্তাবলে কাঠের মেঝের উপর।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি পত রাখবার স্থান। 'বাড়ীর বাইরে আস্তাবল ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

আস্তাবলবাড়ি [আ ইস্তবল+গাড়ি] বি ঘোড়া রাখার ঘর। 'আস্তাবলবাড়ির কার্ণিসের ওপর একটা চিল চুপ করে বসে ছিল।'

বিমল, ১৯৫৩।

আত্মিকতা [স] ১ বিপ পরকালে বিশ্বাসী। 'জ্ঞান করি জপ করে আত্মিক জননী।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বিপ স্ত্রি। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ বি সাধু। ওর্সা, ১৭৮৫। ৪ বি বিশ্বাসী। 'তুমি এই নাতিককে আত্মিক করিয়া তুলিবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

আত্মিকতা [স] বি ধর্মপরায়ণতা। 'কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্বক অঙ্গুলি ধরি করিয়া আত্মিকতা জানাইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

আত্মিকা [স] বি স্ত্রীর অন্তিমে বিশ্বাস। 'আত্মিক্যধর্মকে ভূবাইয়া দেওয়ারি জগমোহনের ধর্ম ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আত্মিকচিহ্নিত [স] বিপ আত্মিকতার লক্ষণযুক্ত। 'এমনকি তাঁর শেখবুকের কবিতাও অবিকাশে ক্ষেত্রে আত্মিকচিহ্নিত।' শিব, ১৯৫০।

আত্মিকিক [স] বিপ বিশ্বাসপন্থ। 'রেমেন্সী নায়ক সব মানুষের আত্মিকিক পারস্পরিকতার প্রতি ... উদাসীন।' শিব, ১৯৬০।

আত্মিক [স আত্মিক] বি আপ্যায়ন; বৃত্তান্ত। 'না, চাচী, আমারে এমন আত্মিকের কোনোই প্রয়োজন নাই।' শ্যামসুদীন, ১৯৪৮।

আত্মিন [ফা] বি কোর্তা, জামা ইত্যাদির হাতা। 'প্রবেশ করুক গিয়া আত্মিন ভিতরে।' সুলতান, ১৭০০।

আত্মিনহীন [ফা] বিপ হাতা নেই এমন। 'গায়ে আত্মিনহীন নিমা।' মনসুর, ১৯৫৫।

আত্মত [স] বিপ আত্মীয়; আত্মদিত। 'তাহার তলদেশ নিরন্তর হরিৎ শম্পান্তরপে আত্মত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আত্মে [ফা আহিতা] ১ ক্রিবিপ ধীরে। মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রিবিপ অমূল পরে। ওর্সা, ১৭৮২। ৩ ক্রিবিপ ক্রমে। 'আত্মে আত্মে ... ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

আত্মে আত্মে ১ ক্রিবিপ ধীরে ধীরে। 'জয়হরি পুনঃপুনঃ নিশাপ হইয়া হেনো পৃথিবীর তীরে আত্মে আত্মে পাইচারি করিতেছেন।' পায়ী, ১৮৫৯। ২ ক্রিবিপ নিঃশব্দে; নীরবে। 'এই নিরন্তরতার মাঝখান দিয়ে আত্মে আত্মে যাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ আত্মে আত্মে

আত্মেধীরে [ফা আহিতা+স ধীরে] ক্রিবিপ তাড়াহুড়া না করে। 'নাড়া খাওয়ার পর আত্মেধীরে বেরুলাম।' আলিউদ্দিন, ১৯৬০।

আত্মেব্যস্ত [ফা আহিতা] ১ ক্রিবিপ ব্যস্তভাবে। 'আত্মেব্যস্তে জানাইল কংস বরাবরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিপ তাড়াহুড়া। 'আত্মে-ব্যস্তে ... তাকে লৈল কোলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'শিবের বচনে নন্দী যায়ে আত্মে ব্যস্তে।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ আত্মেব্যস্তে

আত্মিচ [ই অস্মিচ] বি উটপাখি। 'আত্মিচ নামক পক্ষির পক্ষ ত্রয় করে।' অক্ষয়, ১৮৪১।

আত্মবেহু [ফা আহিতা] বিপ অতিশয় ব্যস্ত। 'আত্মবেহু দুপিয়া চৌদল করে কান্দে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ আত্মবেহু, আত্মেব্যস্তে

আত্মা [স] ১ বি বিশ্বাস। 'যাহারা আত্মা রাখিলে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি নির্ভরতা; ভরসা। 'ভূপতির আত্মা আছে, যাতায়াত নিতা কাছে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; ওর্সা, ১৭৮৫।

আত্মজ্ঞান [স] বি নির্ভরতা প্রকাশ। 'জ্যোতিষে বিশ্বাসস্থাপন, ভবিষ্যদ্বাণীতে আত্মজ্ঞান, শীতলা প্রভৃতির পূজা।' আনিস, ১৯৬৪।

আত্মাবান [স] বিপ বিশ্বাসী। 'অধিকাংশই প্রচলিত ষ্ট্যানদর্মে

আত্মাবান নহেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'উক্ত রূপকথায় কি এতই আত্মাবান যে উক্ত পরিহাস তাঁদের অসহ্য।' প্রমথ, ১৯২৮।

আত্মাভাজন [স] বিপ বিস্তৃত। 'তাঁহার জনসাধারণের আত্মাভাজন ...।' আত্মা, ১৯৪২।

আত্মাশীল [স] বিপ ভরসা রাখতে পারে এমন। 'নির্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণ অনেকটা আত্মাশীল হইয়া উঠিতে পারিবে।' আজাদ, ১৯৬৪।

আত্মাশূন্য [ই] বিপ আত্মাশীল। 'সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আত্মাশূন্য হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

আত্মাশীন [স] বিপ অবিশ্বাসী। 'বিদ্যাসাগর আবাল্য দেব-দ্বিজে আত্মাশীন।' শরীফ, ১৯৭০।

আত্মাশীনতা [ই] ১ বি অবিশ্বাস। 'আত্মাশীনতা নহে।' ইসলাম, ১৯০৪। ২ বি আত্মবিশ্বাসের অভাব। 'মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আত্মাশীনতার দৈন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

আত্মীয় [স ছায়ী] বি (সংগীত) গানের প্রথম কলি; গানের শুরুতে যে অংশ বরাবর গাওয়া হয়। 'এক-একটা গান যেমন আছে যার আত্মীয়টা বেশ, কিন্তু অন্তরটা ফাঁকি -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আত্মি [স অত্মি] বি হাড়। 'আত্মি চর্ম মাত্র আছে।' ওর্সা, ১৭৮২।

আত্মে আত্মে [ফা আহিতা] ক্রিবিপ ধীরে ধীরে। 'আত্মে নবাবজাদার সঙ্গে দুহার বড়ই এক হৃদয় হইল।' রামরায়, ১৮০১। ৩ আত্মে আত্মে

আত্মি বি পিয়াশাল বৃক্ষ। 'আত্মি আসাফিয়া।' বড়, ১৪৫০।

আত্মদ [স] বি পাত। 'তাহার ন্যায় প্রেমের আত্মদ ... আর কোথায় পাইব।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

আত্মার্ধা ৩ আত্মার্ধা

আত্মার্ধা, **আত্মার্ধা** [স স্পর্ধা] বি স্পর্ধা। 'আত্মার্ধা করিয়া সেবতার আরাধনা করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'তবে সেটা তার পক্ষে আত্মার্ধা হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আত্মার্ধা [স স্পর্ধা] বি অহঙ্কার। 'তোমার এতদূর আত্মার্ধা?' মশাররফ, ১৮৬৯।

আস্পেক্ট [ই] বি রূপ; দিক। 'হঠাৎ হজুরের কন্ম্যাসিৎ আস্পেক্ট দেখে অ্যারুদিন "ইনি কে হে?" বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হইসুপার কণ্ঠে পারে।' হুতোম, ১৮৬১।

আফাল [স] বি জোরে সম্ভালন। 'লেজ্রে দেই কুড়ীর সঘনে আফাল।' রূপরায়, ১৭৫০।

আফালন [স] বি অহংকার; দম্ব। 'আফালন দূরে গেল হইল বিমূক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

আফালী [স আফালন] ১ ক্রি আফালন করা। 'বহু আফালরে ভিন্ন বিক্রমেতে অসীম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'আফালিয়া কহে আবু জেহেল দুর্মতি।' সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি দম্বের সঙ্গে প্রকাশ করা। 'ধর্মহারা ফিরে জনশ্রুতি ঘেরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি আফালি।' সুখীন্দ্র, ১৯০১।

আফালিত [স] বিপ সম্ভালিত। 'বেত্রাণ্ড জোরে জোরে আফালিত করিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

আফেক্ট [স] ১ বি মল্লভূমিকায় ভাল চোকা। 'সহস্র বাহুর আফেক্টে বজ্রনিদান হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮০। ২ বি প্রতিধ্বনি।

'একমুঠো উড়ন্ত ধুলোয় আজ সময়ের আফস্ট রয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

আবচ্ছ [সি অ+স বচ্ছ] বিণ অংশত বচ্ছ। 'হেমন্তের পকু পত্রসম, আবচ্ছ বসন তব।' সুধীন্দ্র, ১৯২৯।

আব্বত [স অব্ধত] বি অশ্বত গাছ। 'অর্জুন বর্জুর থিরি গয়া আব্বত বোহারি।' মাল্যধর, ১৫০০।

আবাদ [সি ১ বি বাদ]। 'তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আবাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অনুভূতি। 'মহাশয়লের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দে আবাদ পাইয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি বাদমহৎ। 'তামাক কাহারো আবাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আবাদন [সি ১ বি উপভোগ]। 'আবাদন করে রসিক যারা।' চণ্ডী, ১৫৫০; 'যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আবাদন করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি বাদ গ্রহণ; বাণ্য। 'এই মহাপ্রসাদ অন্ন করে আবাদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি বাদ। 'তুলিতে না পারে আর তার আবাদন।' গুণ, ১৮৫৮। ৪ বি নেশা। 'ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক স্ত্রীত্র কন্যাতা-মদিরার আবাদন পায় তাহাতেই' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি ভোগ। 'বীরপুরুষ একবার ব্যতীত আর মৃত্যু আবাদন করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আবাদনশক্তি [সি] বি রস অববা বাদ গ্রহণ ক্ষমতা। 'যে-কোন ব্যক্তির আবাদনশক্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

আবাদময় [সি] বিণ বাদপূর্ণ। 'তাই বিবাক আবাদময় এ মর্তলোক।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

আবাদযোগ্য [সি] বিণ উপভোগ্য। 'বাদ কাব্য সাধারণের আবাদযোগ্য না হওয়াতে' মদনমোহন, ১৮৩৪।

আবাদমিল্লি [সি] বিণ পরিতুষ্ট। 'সমস্ত শরীরকে আবাদমিল্লি কর্তা ... নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।' জীবন, ১৯৪৮।

আবাদী [সি আবাদন] ক্রি বাদ গ্রহণ করা। 'রস আবাদিতে দৌহেন হেলা এক ঠাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৃষ্ণাধরমৃতের ফল শ্রোক আবাদিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আবাষ [সি আবাষ] বি ভরসা; আশ। 'আবাষ করিয়া বলে মধুর বচন।' হালহেড, ১৭৭৮। ৮ আবাষ

আবীন [সি আবিন] বাংলা পঞ্জিকার ষষ্ঠ মাস। 'আবীন মাহাতে বাটার সকলের পরিষেয় বস্ত্র পাঠাইব।' ওসাঁ, ১৭৮২।

আবোস [ফি আফসোস] বি আফসোস। 'চিন্তারে মনেতে আবোস।' বিজয়, ১৬৫০।

আস্য' [সি ১ বি মুখ]। 'হের আস্য বিনোদিনি পরিহর লাজ।' বড়ু, ১৫৭০। ২ বি মুখস্বর। 'মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

আস্যগ্রহণ [সি] বি মুখের ভিতর। 'সেতলি যে কত লক্ষ পায়েরিয়ামন্ত অধরাটে এবং আস্যগ্রহণে নিরন্তর যাতায়াত' মুক্তবাবু, ১৯৫৯।

আস্রিএ [সি অশ্রয়] বি বাসস্থান; সহায়। 'আস্রিএ না দেখি আসি সিতা রূপবতি।' মাল্যধর, ১৫০০।

আশ্রা [সি অশ্রয়] ক্রি অশ্রয় করা। 'প্রকৃষ্টি আগ্রিয়া তেন যত মোর মায়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

আহআল [আ আহওয়াল] বি অবস্থা; সমাচার। বিদ্যা, ১৮৯১।

আহওয়াল [আ] বি অবস্থা। 'বুখাইয়া কহ মোরে তাহার আহওয়াল।' হামজা, ১৮০৭।

আহকাম [আ] বি আইনের বিধান। 'তাতিভালেকের আসানের কারণ আহকাম মকরর।' মেয়ার, ১৭৮৭।

আহকাম-আরকান [আ] বি বিধিবিধান। 'তিনি শরিয়তের আহকাম-আরকান বুঝতে পারেন নাই।' মনসুর, ১৯৪৫।

আহঙ্কার [সি অহঙ্কার] বি অহঙ্কার। 'বারে বারে তোক যত বুয়িলো আহঙ্কারে।' বড়ু, ১৪৫০।

আহড় [সি অন্তরাণি] বি আড়াল। 'রহে ব্যাধ ফোড়ের আহড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আহড়ে বিহড়ে ক্রিবিণ আড়ালে আবডালে। 'আহড়ে বিহড়ে কপি মারে কাকিছুকি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আহত [সি ১ বিণ আঘাতপ্রাপ্ত]। 'অশেষ শুভ-সাধক বাণ্যীয় রথও ... অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ বাধিত। 'আহত হয়ে বললুম।' নজরুল, ১৯২৪।

আহতজন [সি] বি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। '...দুঃখার্থি করে আহতজনকে পোতার উপরে তুললে।' শওকত, ১৯৭২।

আহদ [আ] বিণ অধিতীয়। 'ঘোষিল ওহদ, আদ্রা আহদ।' নজরুল, ১৯২৮।

আহদেন্দুকি [আ] বিণ চুক্তিবদ্ধ। মেয়ার, ১৭৮৭।

আহু [সি] বি যুদ্ধ। 'অন্তরীক্ষে আহবে অনিল যেন ছুটে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

আহমক [আ] বি নির্বেধ। 'জুতার মালা গলায় দুলাইয়া আমরা আহমকের মতো দুনিয়ার স্বাধীন জাতিদের সামনে দাঁড়াইয়া' নজরুল, ১৯২২। ৮ আহামক, আহামুক

আহমকি [আ আহমক] বি বোকামি; মূর্খতা। 'উন্মত্তরা নিজেদের আহমকি বুঝিতে পারিল।' মনসুর, ১৯৫০।

আহমদী [আ] বি উনিশ শতকে পান্জাবের কাদিয়ানে উদ্ধৃত মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাদিয়ানী বনাম আহমদী মতবাদের অভিযান।' জামায়াত, ১৯০৮।

আহমক [আ আহমক] বিণ নির্বেধ। 'তুমি তো বলছ আহমক।' জীবন, ১৯৩২।

আহমুখী [আ আহমক] বি বোকামি। 'এইসব আহমুখী ... তৈরি হয়।' জীবন, ১৯৩২।

আহওয়াল [আ আহওয়াল] বি অবস্থা; পরিস্থিতি। 'সেই আহওয়ালে কুস্পানি ইয়েজ্ঞ বাহাদুরের আমলাদিককে সোপাবদ্ধ করিবেন।' এডমন, ১৭৯৩।

আহরণ [সি ১ বি সংগ্রহ]। 'শীতকালে শিশিরাভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ' ভবানী, ১৮২৫; 'আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বি অর্জন। লন্ডনে গিয়া সেখানকার বিজ্ঞান-আচার্য উপাধি আহরণ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

আহরণরত [সি] বিণ সংগ্রহে নিয়োজিত। 'মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুক্ক দরিদ্র ঘরের বালকবালিকা' বিকৃতি, ১৯২৯।

আহরণীয় [সি] বিণ সংগ্রহ করা হয় এমন। 'কটে আহরণীয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

আহরা [সি আহরণ] ক্রি আহরণ করা। 'আহরিয়া কৃতমত, সবে

হয়ে সুখাশিত, নানামত লাগিল খাইতে।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

আহরিত [স] বিণ সংগৃহীত। 'আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ...' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

আহর্তা [স] বি জোগানদাতা। 'আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্তা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

আহল কলম [আ] বি কোশানির আইনি কেরানি। 'তবে জনক আহল কলম সাহেব কোশানির চাকরে মধ্যে ঐ বিষয়েতে প্রবর্ত হবের।' ডানকান, ১৭৮৪।

আহল বিহল [স] অন্তরাল। বি আড়াল আবডাল। 'আহল বিহল খোঁজে আহারিআ কোণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

আহলুদিআ [স] হরিদ্রা। বিণ সামান্য হলুদ মিশ্রিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

আহলে-হাদিস [আ] বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মসজিদটি ছিল কলিকাতার অল্পসংখ্যক আহলে-হাদিস মসজিদের অন্যতম।' মনসুর, ১৯৩৫।

আহা [স] আশা। বি আকাঙ্ক্ষা। 'সুরত সংভোগে তার না পুরিবে আহা।' বড়ু, ১৪৫০।

আহা [ধন্য] ১ অব্য আক্ষেপসূচক শব্দ। 'আহা/তোকে জল তোকে থল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ অব্য শ্লেষসূচক শব্দ। 'গর্দভ উটের রূপ দেখিয়া কহিল, আহা এ কি রূপ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ অব্য আনন্দসূচক শব্দ। 'দেখি সভাজন 'আহা-আহা' করে।' রবীন্দ্র, ১৮৩৮।

আহা উহ [ধন্য] অব্য আক্ষেপসূচক শব্দ। 'আহা উহ করি জে কিছু কহল তাহা কি বিচুরি পার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

আহামরি [স] অতিশয় প্রশংসনীয়। 'ঠিক যেন সদাশিব, আহামরি মেমন সুন্দর।' ডাবানী, ১৮২৫।

আহাকার [স] হায্যকার। বি হায্যকার। 'আহাকার শব্দ হইল কক্ষ সেনা বেড়ি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আহাজারি [আ] বি বিলাপ। শোকলাপ। 'ভনিতেছ নাকি সাহারার আহাজারি?' নজরুল, ১৯২৮।

আহাদ [আ] বি সুষ্টিকর্তা। 'আহাদ আছিল এক।' দৌলত, ১৬৩৮।

আহাদনামা [আ] আহাদ+ফা নামা। বি চুক্তিপত্র। 'নেপালের মহারাজার সহিত জে তেজারতের আহাদনামার তরজমা।' ক্যানগে, ১৭৯২।

আহা-দিল [আ] আহা+ফা দিল। বিণ হৃদয় থেকে উৎসারিত। 'আমার নুকে কেমনে আহা-দিল বদ-দোয়া দিসনে।' নজরুল, ১৯২৭।

আহাম্যক [আ] আহমক। বিণ নির্বোধ। 'দুই-একজন লোক এমনি আহাম্যক আছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

আহামক [আ] আহমক। বিণ নির্বোধ। বিদ্যা, ১৮৯১।

আহামকি [আ] আহমক। বি বোকামি। বিদ্যা, ১৮৯১।

আহাম্যকী, **আহাম্যকী** [আ] আহমক। বি বোকামি। 'বহুযাসাধ্য আচার-বাবহারের অভ্যাস করা আহাম্যকী তো বটেই।' প্রমথ, ১৯০৫; 'পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আহাম্যকীর রেকর্ড আছে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

আহাম্যখ [আ] আহমক। বিণ নির্বোধ। 'তনের আহাম্যখ পিথি মেরি এক বাত।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

আহাম্যক [আ] আহমক। ১ বিণ হতবাক। 'বিশজগৎকে একদম

আহাম্যক বানিয়ে দিয়েছে।' মজুতবা ১৯৫২। ২ বি নির্বোধ লোক। 'আমার মত কোন কোন আহাম্যক এখনও ভুলতে পারেনি।' মজুতবা, ১৯৫৮।

আহাম্যকি [আ] আহমক। ১ বিণ নির্বিক্তামূলক। 'আহাম্যকি কাও দেখে হেসেই আমি খুন।' সুকুমার, ১৯২০। ২ বি দারুণ বোকামি। 'আমার আহাম্যকির পরিমাণ অনুধাবন করে ...' সাদত, ১৯৬৭।

আহার [স] ১ বি খাদ্য। 'আঘাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাক পিক পক্ষী আদি/ শিবা সেজা চতুঃপদী/ যোগাইলা সভান আহার।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি শোষণ। 'আমরা প্রতাহ কৃষকদিগের পরিশ্রম আহার করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছি।' অক্ষয়, ১৮৪২।

আহারপ্রশ্রম [স] বি লবণখানা। 'সুসজ্জিত সুন্দর রমণীয় আহার-প্রশ্রম খোলা হইয়াছে।' সিরাজী, ১৯২৩।

আহারদাতা [স] বি অন্নদাতা। 'রাজ্যক আহারদাতা পালএ সয়াল।' বাহরাম, ১৬৫০।

আহারদ্রব্য [স] বি খাদ্যসামগ্রী। 'অশ্বের আহারদ্রব্যের কিয়ৎ অংশ বেচিয়া, বিলক্ষণ লাভ করিত।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

আহারনিদ্রা [স] বি খাওয়া ও ঘুম। 'চিন্তায় তাহারদিশের আহারনিদ্রা হয় না।' প্রভাকর, ১৮৫৪।

আহারপদ্ধতি [স] বি খাদ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া। 'বড়ের উপর বসিয়া আমজাদ বাবার আহারপদ্ধতি নিরীক্ষণ করে।' শওকত, ১৯৫৮।

আহারপরিবৃত্ত [স] বিণ খাদ্য গ্রহণ করে তৃপ্ত। 'অদূরে আহারপরিবৃত্ত পরিপুষ্ট গাভী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আহারপর্ব [স] বি খাওয়ার আয়োজন। 'আহারপর্ব শুরু হয়।' মণীশ, ১৯৬৩।

আহারপুষ্ট [স] বিণ খাবার খেয়ে পরিপুষ্ট। 'দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আহারপ্রণালী [স] বি খাবারপ্রণালী। 'সকলে ঘিরিয়া বসিয়া আহারপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

আহারবিহারি [স] বি জোজন ও বিশ্রাম। 'আহারবিহারিদি ব্যাপারে তাহারেই তুল্য ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

আহাররত [স] বিণ খাদ্যগ্রহণ করছে এমন। 'আহাররত বৃত্তক্ষুদের কাভারে কাভারে হাটীয়া ... পরিচয় করাইয়া দেয়।' মনসুর, ১৯৫৫।

আহাররহিত [স] বিণ খাদ্য গ্রহণে অক্ষম। 'দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

আহারসামগ্রী [স] বি খাদ্যবস্তু। 'কেহ কণামাত্র আহারসামগ্রী অর্পণ করিল না।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

আহারস্থান [স] বি খাবার ভায়গা। 'চারু পাখা হাতে আহারস্থানে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

আহার [স] আহার। বি আহার। 'অমিয় ভবঅ মুসা করঅ আহারা।' চর্য্য ২১, ১২০০।

আহার [স] আহার। ক্রি আহার করা। 'সুখরূপ শশধরে আহারিল গণি।' গুণ, ১৮৫৮।

আহারাদি [স] আহার-আদি। বি খাওয়া-দাওয়া। 'খামি কাছে সূতে

গেল আহালাদি করিয়া ।' ভবানী, ১৮২৫ ।

আহারান্ত [স আহার-অন্ত] বি ভোজন শেষ । 'সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১ ।

আহারান্তে [স আহার-অন্তে] ক্রিবিণ খাওয়া শেষে । 'আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

আহারাবেষণ [স আহার-অবেষণ] বি খাদ্য অবেষণ । 'পতরা বনে বনে আহারাবেষণ করে ।' বিনোদিনী, ১৮৭৫ ।

আহারাবসান [স আহার-অবসান] বি খাবার গ্রহণের কাজ সমাপ্ত করা । 'নিম্ন নিকেতনে প্রত্যাবর্তন পূর্বক আহারাবসানে শয়নমাগ্নেই ... ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪ ।

আহারার্থ [স আহার-অর্থ] ক্রিবিণ আহরের জন্য । 'ব্যয়দিশের আহারার্থে শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্তব্য ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪ ।

আহারীয় [স] ১ বিণ খাওয়ার যোগ্য । 'আকাজ্জী উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ।' দর্শণ, ১৮৩৭ । ২ বি খাদ্য । 'নানাবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া ভূপতিতে সংবাদ দিল ।' ক্ষয়জ্ঞানেন্দ্র, ১৮৭৬ ।

আহারোপযোগী [স আহার-উপযোগী] বিণ আহরের যোগ্য । 'ভাষার আহারোপযোগী দ্রব্য উপটৌকন দিয়া, চোর সমুখে কৃতান্তলি দণ্ডায়মান রহিল ।' বিদ্যা, ১৮৪৭ ।

আহার্য, **আহার্য** [স] ১ বি আহরের যোগ্য বস্তু । 'কোষায় গেলে আহার্য সামগ্রী পাইব অনুমতি করুন ।' বঙ্কিম, ১৮৬৬ । ২ বিণ খাওয়ার উপযোগী । 'সে পাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

আহার্যতত্ত্ব, **আহার্যতত্ত্ব** [স] বি ভোজ্যবস্তু সংক্রান্ত জ্ঞান । 'আহার্যতত্ত্ব, প্রাথমিক চিকিৎসা ও শিক্ষামূলক চিত্ত-বিজ্ঞান বহুক্ষেত্রে অধ্যাপকের ব্যবস্থা করিতে হবে ।' বেগম, ১৯৪৯ ।

আহার্যদ্রব্য [স] বি খাদ্যদ্রব্য । 'আহার্যদ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করবার কোনোই দরকার নেই ।' প্রমথ, ১৯০৫ ।

আহা [ধন্য] অবা অনুকম্পা বা আনন্দ প্রকাশক শব্দ । 'আহা বাহা বাহা কহিছে কানে ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

আহিকপার্থিক [স ঐহিক-পারমিতিক] বি ইহকাল ও পরকাল । 'আহিকপার্থিকের অর্থ ইহা জানিবে ।' ওর্গ, ১৭৭৯ ।

আহিড়ি [স আবেহি] বি শিকারি । 'উত্তমুখে ধাব সাধু জেমত আহিড়ি ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

আহিতাগ্নিক [স] বি অগ্নিহোতী ব্রাহ্মণ । 'জয় পুরোহিত আহিতাগ্নিক ।' জীবন, ১৯২৭ ।

আহিমাচল [স] বিণ হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত । 'আপন প্রচণ্ড বলে আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে কবচলনাত ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

আহির, **আহীর** [স আভীর] বিণ পোয়ালা জাতের । 'আহীর ব্যালক মিলি করন্ত যে বাস কেলি ।' আলাওল, ১৭৫০ । 'আহির ।' বিদ্যা, ১৮৯২ ।

আহিরিনী [স আভীর] বি স্ত্রী পোয়ালা । 'রাস-বিলাসিনী আমি আহিরিনী ।' নজরুল, ১৯৩২ ।

আহির ডৈব বি (সংগীত) প্রান্তরকালীন রাগবিশেষ । 'আহির ডৈব তেতালা ।' নজরুল, ১৯৩২ ।

আহকা ক্রি হিটানো । 'মুকুট ধূম্রী আহকিতে ভাল ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

আহুত [স অর্দ্ধতর্ক] বিণ সাড়ে তিন । 'আহুত হাথ নাখানী তোর পাচ

পাটে ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

আহুড়ি [স আহুত] বিণ দ্রুতগামী বার্তাবাহক । 'বিষম কটাক আহুড়ি-ঘাতক ।' আলাওল, ১৬৫১ ।

আহুতা [স আহুতি] ক্রি আহ্বান করা । 'পাণ্ডব আজ্ঞা কুন্তি ধর্ম আহুতি ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

আহুতি [স] ১ বি মহাকাঙ্ক্ষা আত্মোৎসর্গ । 'বিপক্ষ নাশিতে ভূত দিলেক আহুতি ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । ২ বি (হিন্দুদের) পূজার হোম । 'জনম যজ্ঞের কুণ্ডে ... সম্প্রদানো না কইল আহুতি ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । ৩ বি বিসর্জন । 'ভূমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২ ।

আহুতিদান [স] বি দেবতার আত্মবীজ লাভের জন্য আত্মনে দি চলার হিন্দু আচার । 'অগ্নিতে আহুতিদান করিয়াই দিন কাটায়াছেন ।' রবীন্দ্র, ১৯১২ ।

আহুত [স] বি নিমন্ত্রিত । 'আহুত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ।' ভারত, ১৭৬০; 'মুকুট গ্রহণের জন্য আহুত হন ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০ ।

আহুত [স] বিণ সংগৃহীত । 'তৎসমস্ত আহুত হইতে লাগিল ।' বিদ্যা, ১৮৬৩ ।

আহের [স অহোরাত্র] বি (সংগীত) রাগবিশেষ । 'আহেররাগঃ ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

আহেরিয়া [স অহোরাত্র] বি বসন্তের প্রথম দিনে উদযাপিত নৃত্যপুস্তকের শিকার উৎসব । 'আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘবর্ষা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া ... ।' বিতুতি, ১৯২৯ ।

আহেরা [স অহোরাত্র] ক্রিবিণ দিনে-রাত্রে । 'মাধব মনমথ ক্ষিত আহেরা ।' গোবিন্দ, ১৬০০ ।

আহের [স আবেহি] ১ বিণ শিকারের । 'সমুখে আহের মুণী যদি লাগ পায় ।' আলাওল, ১৬৮০ । ২ বি সঙ্গরহ । 'ঐ জমী পূর্ব মাটে আহের ... ।' চিঠি পত্রে, ১৮৩৪ ।

আহেল [আ আহেল] বিণ ঝাঁট । 'আহেল বেলাত খাস করেছো বাস ।' গুণ, ১৮৫৮; 'ভাঁরা আহেল বিলেতি ইন্দ্রবন্দনের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট ।' প্রমথ, ১৯০৫ ।

আহেল বেলাত, **আহেল বেলাত** [আ আহেল+আ বিলায়ত] ১ বি নতুন দেশ । 'আহেল বেলাত খাস করেছো বাস ।' গুণ, ১৮৫৮ । ২ বিণ ঝাঁট বিলোভিত্যনার ভক্ত । 'আহেল বেলাত নবিশ সাহেব ধর্ম অবতার ।' হেম, ১৮৭০ ।

আহেলা [আ আহেলা] বিণ ঝাঁট । 'ম্যাকট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮ ।

আহেলী [আ আহেলা] বিণ ঝাঁট । 'আহেলী বিলাতি বোল ।' হেম, ১৮৭০ ।

আহোআল [আ] বি অবস্থা; দশা । বিদ্যা, ১৮৯১ ।

আহোনিশি, **আহোনিশী** [স অহর্নিশ] ক্রিবিণ অহর্নিশ; সবসময়ে । 'আহোনিশি দহে সকল পরাণ ।' বড়ু, ১৪৫০; 'তোমার চিঠি বুড়ো আহোনিশী ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

আহিক [স] ১ বিণ প্রাত্যহিক । 'যে ব্যক্তি আহিক, মাসিক, অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্বক অন্যের কর্ম করে, তাহাকে ভূতা কহে ।' বিদ্যা, ১৮৫১ । ২ বি হিন্দুদের প্রতিদিনের ধর্মীয় আচার । 'আহিকের সময় ব্যালবার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইটি কবচ পরে থাকেন ।' হুতায়, ১৮৬১ ।

আক্ষিক গতি [স] বি পৃথিবীর নিজ আক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টার আবর্তন। 'পৃথিবী যে গতি ঘারা ২৪ ঘটিকায় ... একবার' অক্ষয়, ১৮৪১।

আহ্বান [স] ১ বি আমন্ত্রণ। 'বজ্র কায়ত্তেরদিগকে আদর পূর্বক আহ্বান করিয়া ...' রামরাম, ১৮০১। ২ বি টান। 'সড়ার মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আহ্বানগীত [স] বি নিমন্ত্রণবর্তা। 'যে শুনেছে কানে তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

আহ্বানধ্বনি [স] বি উপাসনার ডাক। 'প্রার্থনার আহ্বানধ্বনিকে বিদ্রূপ করাতে ... পরিহাস করিত।' দর্পণ, ১৮৩২।

আহ্বানপত্র [স] বি নিমন্ত্রণপত্র। 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানপত্রের দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

আহ্বান-বাণী [স] বি ডাক। 'কত না আহ্বান-বাণী শুনিতাম লতা-পুষ্প-বাসে।' নজরুল, ১৯২৪।

আহ্বানময় [স] বি প্রশংসকর। 'আহ্বানময় প্রত্যাখ্যান অপরূপ।' বনকুল, ১৯৩৬।

আহ্বানলিপি [স] বি আমন্ত্রণবাণী। 'জননী, তোমার আহ্বানলিপি পাঠিয়ে দিয়েছ ভুবনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

আহ্বানী [স আহ্বান] ক্রি ডাকা। 'কহে সদা গদারে আহ্বানী কর কিরা পশি মোর পাণি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

আহ্বানার্থ [স আহ্বান-অর্থ] ক্রিবিণ আমন্ত্রণ জানাতে। 'পণ্ডিত ও ভাণ্ডারান লোকেরদের আহ্বানার্থ একই পত্র গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

আহ্বায়ক [স] বি আহ্বানকারী। 'আহ্বায়ক শহীদ।' মনসুখী, ১৯৪০।

আহ্বায়িকা [স] বি স্ত্রী সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের সভা আহ্বায়ক করিতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। 'আহ্বায়িকা করে ...' বেগম, ১৯৪৮।

আক্ষা [স অক্ষ] সর্ব আমাকে। 'আক্ষা এড়ি কেনমতে ধরিলে পরাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

আক্ষাক সর্ব আমাকে। 'আক্ষাক রুণ্ড বচনে/তোষিহ রাখার মনে/আক্ষে যবে রেখিব বাটে।' বড়ু, ১৪৫০।

আক্ষাকে সর্ব আমাকে। 'আক্ষাকে পাঠায়িলে রাখা নানের নন্দনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আক্ষাত সর্ব আমায়; আমাকে। 'মুনিএ অশক্য কথা কহিল আক্ষাত।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আক্ষার সর্ব আমার। 'শুন তোমাকে আক্ষার বচনে।' বড়ু, ১৪৫০।

আক্ষারা সর্ব আমাদের। 'সাক্ষা জন্ম জ্ঞান আক্ষারা সজান।' বাহরাম, ১৬৫০।

আক্ষি, আক্ষী [স অক্ষ] সর্ব আমি। 'গোঠে হৈতে আসি আক্ষি তুটী গোজালিনী।' বড়ু, ১৪৫০; 'গাণিহো সাসুতী স্থানে না পাইল আক্ষী।' বড়ু, ১৪৫০।

আক্ষি সবেব সর্ব আমাদের। 'মন দিয়ে শুন আক্ষি সবেব বচন।' সূপতন, ১৭০০।

আক্ষিসভ সর্ব আমরা। 'রাঙ্কলোতে আক্ষিসভ তোম্বা না ভজিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আক্ষো [স অক্ষাঙ্ক] সর্ব আমি। 'ভগ্নই হুই আক্ষে সাথে দিটা।' চর্চা ১, ১২০০।

আক্ষোহো সর্ব আমিও। 'আক্ষোহো ভাল গারুড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

আহো ক্রিবিণ আরও। 'আহো গানী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী।' বড়ু, ১৪৫০।

আহ্লাদ [স] ১ বি আনন্দ। 'নিজপ্রেমাবাসে মোর হয় যে আহ্লাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রায় মজুমদারের আহ্লাদ।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি তৃপ্তি। 'প্রভুর শোণিত মাংস কান্তনিক করি/আহরে আহ্লাদ পান যত মিশনরি।' গুণ, ১৮৫৮।

আহ্লাদজনক [স] বিণ আনন্দদায়ক। 'যে যে কর্ম এক ব্যক্তিতে আহ্লাদজনক ও সাজন্ত হয়।' তারিণী, ১৮০৩।

আহ্লাদপূর্বক [স] ক্রিবিণ আনন্দের সঙ্গে। 'এক্ষণে আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি।' দর্পণ, ১৮২৬।

আহ্লাদ-সাগর [স] বি আনন্দের সাগর। 'শ্রোক তনুিবায়া কর্তা আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

আহ্লাদসৃষ্টি [স] বি সাহায্য সম্ভার। 'শব্দ এবং অর্থ দুয়ের মধ্যেই আহ্লাদসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।' শিব, ১৯৭৩।

আহ্লাদি, আহ্লাদী [স আহ্লাদিত] ১ বিণ আমোদপ্রিয়। 'আহ্লাদি পিসি গুই তনে হেসে যেন ফুটিফাটা হয়ে যান।' অবন, ১৯২৫। ২ বিণ আদুরে। 'মর হুই আহ্লাদী মেয়ে।' মালিক, ১৯৩৬।

আহ্লাদিত [স] বিণ হুশি। 'আহ্লাদিত হইয়া সে চারিদিকে চায়।' কেতকা, ১৬৫০।

আহ্লাদিতা [স] বিণ স্ত্রী আনন্দিত। 'সে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

আহ্লাদিনী [স] ১ বিণ স্ত্রী আনন্দিত। 'আহ্লাদে আহ্লাদিনী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি মানুষের অন্যতম মানসিক বৃত্তি। 'কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বলা যাউক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

আহ্লাদিয়া [স আহ্লাদ] বিণ আমুদে। 'আহ্লাদিয়া লোকের নিকট থাকিলেই আহ্লাদে হয়।' গান্ধী, ১৮৫৯।

আহ্লাদীয় [স] বিণ আনন্দের। 'ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় নাই।' দর্পণ, ১৮২০।

আহ্লাদে বিণ আদুরে। 'যে ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

আহ্লাদে আটখানা বি খুশিতে আত্মহার। 'আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।' অমৃত, ১৯০০।

আহ্লাদের ফুটো ঘটি - আনন্দ ধরে রাখেতে পারে না যে। মুক্তবাব, ১৯৬০।

আহুলেখানা [আ আহল+হি খানা] বি দুঃ অনাহারী মানুষের খাদ্য; লস্করখানা। 'আহুলেখানা দেখে কান্দে শোকে ছাতি ফাটে।' গল্পী, ১৭৬৫।

ই ১ বি বাংলা স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ। 'তত্ত্বিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই হ্রস্ব ইকরাণ্ড পিষিত ইয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৩। ২ বি 'ই'-এর কারচিহ্ন 'i'। 'অপরিচিত অক্ষরগুলি ... ক্ষতের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঠাইয়া পাহারা দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। **ই-কার**

ই-বিভক্তি। ১ প্রথমা বিভক্তি। 'কান্টে টোরি [টোর+ই] নিল অধরাতি।' চর্য্য ২, ১২০০। ২ গজদ্বী বিভক্তি। 'দিবসই বহুড়ী কাউই [কাউ+ই] ডরে ভাঅ।' চর্য্য ২, ১২০০। ৩ সপ্তমী বিভক্তি। 'দিবসই [দিবস+ই] বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।' চর্য্য ২, ১২০০। ৪ বি পূরণবাচক প্রত্যয়বিশেষ। '৭ই অক্টোবর।' প্রচারক, ১৮৯১।

ই-সি। 'সি অপি, হি ভি' ১ অবা সর্বনাম পদের শেষে জ্ঞোর নির্দেশক। 'নগর বারিহিরে ভোথি তোহোরি [তোহোর+ই] কুড়িয়া।' চর্য্য ১০, ১২০০। ২ অবা ক্রিয়ার শেষে জ্ঞোর নির্দেশক। 'রঅণহ সহজে কহেই [কহে+ই]।' চর্য্য ২৭, ১২০০।

ই ১ বি এই। 'ই বোল বলিতে কান না বাসনি লাজ।' বড়ু, ১৫৭০। ২ সর্ব এটা। 'ই বড় বিষম গজপাল।' রামাই, ১৭১০।

ইআ। ক্রিয়াবিভক্তি। 'পানি ভরায়াঁ ঘাটত উঠিআ।' বড়ু, ১৪৫০।

ইআদ [ফা] বি স্মরণ। বিদ্যা, ১৮৯১। **ই আদ**

ইআদদত্ত [ফা] বি স্মরকলিপি। বিদ্যা, ১৮৯১। **ই ইআদদত্ত**

ইআর [ফা] বি ইয়ার; বহু। বিদ্যা, ১৮৯১। **ই ইআর**

ইআরকি [ফা ইয়ারকি] বি ইয়ারকি; রসিকতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইউকেলেগি [ফা] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ইউকেলেগির বুক স্পর্শ করা খংখং।' শ্যামল, ১৯৫৬।

ইউক্যালিপটাস, **ইউকেলিপটাস** [ই] বি বিরাট বৃক্ষবিশেষ। 'ইউক্যালিপটাস আর সেবদার তরুঘেরা।' নজরুল, ১৯৩১। 'সিগারেটে একেফোটা ইউকেলিপটাস তেল ঢেলে সেই সিগারেট ফুঁকে দেখুন।' মুক্ততবা ১৯৫২।

ইউজ [ই] বি গ্রহণ। 'ডাক্তারের রেকমেডেসনে ছাড়া কি মিট, ড্রিক লোকে কিছুই ইউজ করে না।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ইউজলেস [ই] বিণ অর্থহীন। 'তোমাকে এসব কথা বলা ইউজলেস।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ইউটিলিটি [ই] বি উপযোগিতা। 'এদের নগর-স্থাপনতে ইউটিটির চেয়ে বড় কথা ইউটিলিটি।' অন্নদা, ১৯২৯।

ইউটোপিয়া [ই] বি স্বপ্নবর্তী। 'এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ যুগের শিক্ষিত লোকের ইউটোপিয়া।' প্রমথ, ১৯১৫।

ইউনান [আ] বি গ্রীসের প্রাচীন নাম। 'ইউনান (গ্রীস) নিকটে না ইউক ...।' মশাররফ, ১৮৮৯।

ইউনানি, **ইউনানী** [আ য়ুনানী] বি গ্রীক। 'ইউনানিভাবে তাকে সুশোভিত কৈলা।' আলগুণ, ১৬৮০।

ইউনিট [ই] বি শাখা। 'মহিলা সমিতির ... পূর্ব পাকিস্তান ইউনিটের কার্য্য।' বেগম, ১৯৫০।

ইউনিটি [ই] ১ বি সামঞ্জস্য। 'একেই আর্টের ভাষায় বলা হয় ইউনিটি।' অবন, ১৯২৫। ২ বি ঐক্য। 'পাঞ্জাবী গো মহিষো দারুণ ইউনিটি।' সুনীল, ১৯৭০।

ইউনিফর্ম, **ইউনিফরম** [ই] বি কোনো দল বা বাহিনীর নির্দিষ্ট পোশাক। 'আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'আমারও সৈনিক ছিল কিছু ... সবুজ ইউনিফরম পরা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

ইউনিভার্সিটি [ই ইউনিভার্সিটি] বি বিশ্ববিদ্যালয়। 'সাইন্স বিদ্যায় উপদেশ প্রদানার্থে ইউনিভার্সিটি স্থাপন করিবেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭। **ই ইউনিভার্সিটি**

ইউনিভার্সিটি, **ইউনিভার্সিটি**, **ইউনিভার্সিটি** [ই] বি বিশ্ববিদ্যালয়। 'যদি ইউনিভার্সিটিতে বিএ ও বিএলের মত ফলাফলের ডিগ্রী স্থির হয় ...।' হেতুম, ১৮৬১। 'এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির তৃতীয় হয়েন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

ইউনিয়ন [ই] ১ বি পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক এলাকা। 'মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষদ পঠনের চেষ্টা করিবেন।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি ঐক্য। 'বাংলার মুছলমান সর্বভারতীয় ইউনিয়নে সংযুক্ত থাকিতে প্রস্তত নয়।' আজাদ, ১৯৪৭।

ইউনিয়ন জ্যাক [ই] বি ব্রিটিশ পতাকা। 'ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সাদা-সবুজ রাসা ঝাঙা উড়ছে ঘরে ঘরে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ইউনিয়ন বোর্ড [ই] বি ইউনিয়ন পরিষদ। 'ইউনিয়ন-বোর্ড, প্রাকাল-বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি।' আজাদ, ১৯৩৯।

ইউফর্বিয়া [ই] বি ফুলের গাছবিশেষ। 'জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

ইউফ্রেসিট [ই] বি ইরাকের নদীবিশেষ; ফেরাত। 'টাইগ্রিস ও ইউফ্রেসিট নদীদ্বয়ের বন্ধ মোহনাতপ্তি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ইউরিয়া [ই] বি স্বচ্ছ সাদা নাইট্রোজেন-বহুল জৈব পদার্থ। 'ইউরিয়া স্টিবামাইন।' শিবরাম, ১৯৪০।

ইউরেকা [ই] অবা আনন্দসূচক ধ্বনিবিশেষ - পেয়েছি! 'ইউরেকা! ইউরেকা! ... পেয়েছি তার দেখা!' অন্নদা, ১৯৪২।

ইউরেনাস, **ইউরেনাস** [ই] বি সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ; শনি ও নেপচুনের মধ্যবর্তী গ্রহ। 'ইউরেনাস নামক অতি দূরবর্তী গ্রহের ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ইউরেশিয়া [ই] বি ইউরোপ এবং এশিয়ার মিলিত ভূখণ্ড। 'সে বস্ত্র ... ইউরেশিয়াতেই জনপাতি করেছে।' প্রমথ, ১৯২৫।

ইউরেনীয় [ই ইউরেশিয়া+স ইয়] বিণ এশিয়া ও ইউরোপের মিশ্রণে উদ্ভূত। 'সেখানে এক ইউরেনীয় শিকারী।' বিভূতি, ১৯৩৩।

ইউরোপ [ই] বি এশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত মহাদেশের নাম। 'ইউরোপে এমনত ব্যক্তিরূপকে বিদ্যাদানের যে উপায়া সৃষ্টি হইয়াছে ...।' দর্পণ, ১৮৩০। **ই ইউরোপ**, **য়ুরোপ**, **য়োরোপ**

ইউরোপ-এজিড [ই ইউরোপ+আ ইয়াজিড] বি ইউরোপের এজিড। 'হাত হাত হতে আব-হায়াত/ লুটে নিল ইউরোপ-এজিড।' নজরুল, ১৯২৯।

ইউরোপখণ্ড [ই ইউরোপ+স খণ্ড] বি ইউরোপের নানা দেশ। 'পূর্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়াবাসীর দ্বারা ইউরোপখণ্ডে প্রেরিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ইউরোপখণ্ড [ই ইউরোপ+স খণ্ড] *বিণ* ইউরোপীয়। 'রাজগণিতের যে সকল প্রঙ্গের সিদ্ধান্ত ইউরোপখণ্ড পণ্ডিতদিগের অজ্ঞাত ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ইউরোপা [ই ইউরোপ+স হা] *বিণ* ইউরোপের। 'ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ইউরোপিয়ান [ই] *বিণ* ইউরোপ সম্পর্কিত; ইউরোপবাসী। 'তা প্রাণনত আসছে অন ইউরোপিয়ান লোকদের দেশ থেকে।' *সবুজ*, ১৯২০।

ইউরোপীয় [ই ইউরোপ+স ইয়] *বিণ* ইউরোপে বসবাসকারী। 'ইউরোপীয় ও এতদেশীয় লোকের গমনাগমনে অতিশয় উপকার।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ইউরোপীয়ান [ই] *বি* ইউরোপের অধিবাসী। 'অনেক মান্য ইউরোপীয়ান ... গমন করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ইওল *বিণ* শীতল। 'নদীর বৃকের উপর থেকে ইওল বাতাস ভেসে আসে।' *পেলিনা*, ১৯৫৭।

ইংগ্রেজি [প ইংলেজ] *বিণ* ব্রিস্টল। 'যে নিয়ম ও ধারা ইংগ্রেজি ১৭৭২ সনের আগস্ত মাসে বাঙ্গালা ১৭৭৯ সালের ৮ ভাদ্র নিকুপণ করিয়াছিলেন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

ইংগ্রাও [ই] *বি* ইংল্যান্ড। 'খ্রীষ্টীয়ত ইংগ্রাওজার কৌসেলে আপীল করুন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইংগ্রাভী [ই ইংল্যান্ড+স ইয়] ১ *বি* ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'অনেক ভাগ্যবত ইংগ্রাভী ও হিন্দু মুসলমান আসিয়া ... তনিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ২ *বিণ* ইংল্যান্ডের। 'ইংগ্রাভী নিউমপেপারে ছাপা গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বিণ* ইংল্যান্ড থেকে আগত। 'ইংগ্রাভী মধ্যশয়নদিগের অধিকারস্থ হয়গিছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ইংগ্রাভী [ই ইংল্যান্ড+স ইয়] *বিণ* ইংল্যান্ডের। 'এই ইংগ্রাভীর অধ্যক্ষ প্রধান ইংগ্রাভী সাহেবেরা ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ইংরাজ [প ইংলেজ] *বি* ইংল্যান্ডের অধিবাসী; ইংরেজ। 'অনেক ভাগ্যবত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবত বাঙ্গালী ... একত্রিত হয়গিছেলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ইংরাজটোলা [প ইংলেজ+হি টোলা] *বি* ইংরেজপাড়া। 'ইংরাজটোলায় গেলে নয়ন জুড়ায়।' *ওষ*, ১৮৫৮।

ইংরাজরাজ [প ইংলেজ+স রাজ] *বি* ইংরেজ শাসক। 'কলিকাতাস্থ ইংরাজরাজ আমাদের ... অনুমোদন করিবেন।' *সংসঙ্গ*, ১৮৮৮।

ইংরাজরাহ [প ইংলেজ+স রাহ] *বি* ইংরেজরূপ রাহ। 'ইংরাজরাহ কর্তৃক জমিদারদের যদি অগ্রহাস হয়গি থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইংরাজি, ইংরাজী [প ইংলেজ] ১ *বি* ইংরেজি ভাষা। *রামমোহন*, ১৮১৬; 'ইংরাজী ভাষা ও এক-২ শব্দের দুই ভিন্ন প্রকার অর্থ।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ *বিণ* ইংল্যান্ডে তৈরি। 'তাহার মূখ্য ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *বিণ* ইংরেজি ভাষা শেখানো হয় এমন। 'ইংরাজী বিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ *বিণ* ইংরেজি ভাষায় লেখা। 'উত্তমোত্তম ইংরাজী সবদাপত্র প্রকাশ করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বিণ* ব্রিটিশ। 'ইহার মূল কারণ ইংরেজ রাজনীতি।' *অমৃতবাক্য*, ১৮৬৯। ৬ *বিণ* ইংরেজি; ইংরেজি ভাষায়। 'এই জন্য ইংরাজি কবি মিলটন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৭ *বিণ* রোমান। 'ইংরাজি বংশের

আবস্ত্রের ইংরাজি প্রথা অনুসারে পরস্পরকে কুশল-লিপি প্রেরণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৮ *বিণ* ইংরেজসুলভ। 'বাংলা সাহিত্যযোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৯ *বি* ইংরেজি ভাষায়। 'ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইংরেজিতরো [প ইংলেজ+আ তরহ] *বিণ* ইংরেজের মতো। 'ধরন ধরনে অতি অকারণে ইংরেজিতরো পদ্ধি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ইংরাজীওয়াল [প ইংলেজ+হি ওয়াল] *বিণ* ইংরেজিভাষী। 'এরূপ সভায় ইংরাজীওয়ালরা পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন ...।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ইংরিজি, ইংরিজী [প ইংলেজ] ১ *বি* ইংরেজি। 'কেউ ইংরিজি লেখাপড়া শিখে বড় চাকরি বা স্বাধীন রোজগার পেয়ে ...।' *হেতাম*, ১৮৬১। ২ *বিণ* বিলাতি। 'এর পিছনে রাধা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুর্কক সওয়ার।' *হেতাম*, ১৮৬১; 'কাকি চেহারা, ইংরিজি দাঁত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ইংরেজ [প ইংলেজ] *বি* ইংল্যান্ডের অধিবাসী। 'মিথিয়ার নিবাসীদিগকে মেথিল, ইংলন্ডের নিবাসীদিগকে ইংরেজ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

ইংরেজতু [প ইংলেজ+স তু] *বি* ইংরেজের বেশিভা। 'আসল ইংরেজতু হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ইংরেজনবিশ [প ইংলেজ+ই নবিস] *বিণ* ইংরেজি ভাষা চর্চাকারী। 'ইংরেজনবিশ আর্থ-সন্তানরাই বৃহত্তে পারেন না।' *প্রমথ*, ১৯১২। *দ্র* **ইংরেজিনবিশ**

ইংরেজনী [প ইংলেজ] *বি* ক্রী ইংরেজ নারী। 'এক ইংরেজনী এসে ... অভিবাদন করলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ইংরেজরাজ [প ইংলেজ+স রাজ] *বি* ইংরেজ শাসক। 'ইংরেজরাজের প্রকৃত শক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইংরেজশাসিত [প ইংলেজ+স শাসিত] *বিণ* ইংরেজদের শাসনাধীন। 'আমরা ইংরেজশাসিত বাঙালিরাও সেই ভাবে বলছি, 'নাহি কি বল এ ভূজমণ্ডলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ইংরেজি, ইংরেজী [প ইংলেজ] ১ *বিণ* ইংরেজি ভাষায় রচিত। 'নানপ্রকার ইংরেজী কবিতা দ্বারা পরীক্ষা দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* ইংরেজি ভাষা। 'বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন।' *বক্তিম*, ১৮৮৪; 'ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ইংরেজিওয়াল [প ইংলেজ+হি ওয়াল] *বিণ* ইংরেজি-জানা। 'দুটো দুর্বল ইংরেজিওয়াল নাটককে দলে জুটাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ইংরেজিনবিশ, ইংরেজিনবীশ [প ইংলেজ+ই নবিস] *বিণ* ইংরেজি চর্চাকারী। 'বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন।' *বক্তিম*, ১৮৮৪; 'এই ইংরেজিনবিশ লেখকদিগের হস্তে ... নৃত্য মূর্তি ধারণ করিল।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

ইংরেজি-পড়া [প ইংলেজ+পড়া] *বিণ* ইংরেজি শিখেছে এমন। 'এদের মধ্যে একজন ছিল ইংরেজি-পড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ইংরেজিগ্রীতি [প ইংলেজ+স গ্রীতি] *বি* ইংরেজির প্রতি টান। 'বৈয়াক্য উন্নতির আভাসিক আকাঙ্ক্ষা থেকে এই ইংরেজিগ্রীতির জন্ম।' *মুর্খশিৱ*, ১৯৩০।

ইংরেজিবাণীশ, ইংরেজীবাণীশ [প ইংলেজ+স বাণীশ] *বিণ* ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে দক্ষ। 'ইংরেজীবাণীশ ছোঁড়ার বলে

ইংরেজিবেশী

পাইন্ট।' মুকতবা, ১৯৫৮।

ইংরেজিবেশী [প ইংলেজ+স বেশী] বিশ ইংরেজের ন্যায় পোশাক পরিহিত। 'ইংরেজিবেশী বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইংরেজিয়ানা [প ইংলেজ+ফা আনা] বি সাহেবিরানা। 'ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অতৃতত্ত্বের চর্চা করছিলাম।' প্রমথ, ১৯০৫।

ইংল [ই ইংল্যান্ড] বি ইংল্যান্ড। 'ইংলওবাসীদিগের দুর্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ।' অক্ষয়, ১৮৫৫; 'ইংলেও বন্ধমহিলা।' কৃষ্ণদাবিনী, ১৮৮৫।

ইংলওভূমি [ই ইংল্যান্ড+স ভূমি] বি ইংল্যান্ড ভূখণ্ড। '... কুমারের প্রাণদণ্ড হইয়া ইংলও-ভূমিকে অনপায়ে কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ইংলোয়ী [ই ইংল্যান্ড+স য়ী] ১ বিশ ইংল্যান্ডে প্রচলিত। 'ইংলোয়ী ভাষার বিদ্যাত্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রার্থ্য হইতেছে বটে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বিশ ইংল্যান্ডের। 'ইংলোয়ী লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা, ইংরেজী।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বিশ ইংল্যান্ড থেকে আগত। 'ইংলোয়ী সৈন্য দুই তিন পলটন।' সুধারবর্ণ, ১৮৫৫।

ইংলিশ [ই] ১ বিশ ইংরেজ। 'অনুরূপকরা সুসভা ইংলিশ সমাজের উদাহরণ স্বরূপ।' সংগ্রহ, ১৮৬১। ২ বিশ ইংল্যাণ্ডীয়। 'কটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বি ইংরেজি ভাষা। 'সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ইংলিশ চ্যানেল [ই বি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী প্রণালী। 'আর বঙ্গ-উপসাগর তো ইংলিশ চ্যানেল নয়।' প্রমথ, ১৯২৭।

ইংলিস [ই ইংলিশ] ১ বিশ ইংরেজি। 'নিজে তিনি তলী বড় ইংলিস ভাষায়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বিশ ইংল্যান্ডে প্রচলিত। 'ইংলিস শা ল = আইন। যে সকল এই তাহা ইংরেজী ভাষায় লিখিত বটে।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিশ বিলাতি। 'যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফাসান।' গুণ, ১৮৫৮।

ইংলী বি ফলবিশেষ। 'ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে।' অবন, ১৮৯৬।

ইঁচড় [স ইঞ্চাক] বি কাঁচা কাঁঠাল। 'ইঁচড়ের আচার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইঁচড়ে-পাকা [স ইঞ্চাক] বিশ অকালপক। 'কলিকাতার ইঁচড়ে-পাকা ছেলেরদের মধ্যে সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ইঁচা [স ইঞ্চাক] বি খুব ছোটো চিংড়ি। 'অনা মাছ ধর না ধর, দুটো ইঁচা মাছ ধরবাই।' কায়সার, ১৯৬২।

ইঁচোড় [স ইঞ্চাক] বি কাঁচা কাঁঠাল। 'কতগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ইঁট [স ইটকা] বি আন্তনে পোড়ানো মাটির শক্ত বস। 'ইঁটসুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন যখন পর্বতপ্রমাণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইঁটখোলা [স ইটকা+খোলা] বি মাটি পুড়িয়ে ইঁট তৈরির মাট। 'ইঁটখোলারই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই।' শরৎ, ১৯১৭।

ইঁট-বের-করা [স ইটকা] বিশ পলগন্তারা খসে ইঁট বের হয়ে আছে এমন। 'ইঁট-বের-করা সেই পাঁচালির 'পরে ছিল তার প্রত্যক্ষ কাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ইঁটসুরকি [স ইটকা+ফা সুরখী] বি ইঁটের গুঁড়া। 'ইঁটসুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন যখন পর্বতপ্রমাণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইঁদ [আ] বি ঈদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইঁদারা [স ইন্দ্রপারি] বি গভীর কুয়া। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আমাদের ইঁদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুল চক্রবর্ত্ত এনেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ইঁদুর [স উন্দুর] বি ধারালো দাঁতবিশিষ্ট ছোটো প্রাণীবিশেষ। ওর্সা, ১৮৮৫; 'সেবাং এক ইঁদুর, সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ইঁদুরছানা [স উন্দুর-শাবক] বি ইঁদুরের বাচ্চা। 'ইঁদুরছানার নাকের ডগা এ মদে একবার চুবিয়ে ...।' মুজতবা, ১৯৫২।

ইঁদুরেবুড়ি বিশ ইঁদুরের মতো বুড়ি আছে এমন। 'গণেশ-ভক্ত ইঁদুরেবুড়ি/হস্তীকর্ণ লম্বোদর।' নজরুল, ১৯৩০।

ইঁদুর [স উন্দুর] বি ইঁদুর। 'নগরীয় ও গ্রাম্য ইঁদুরের কথা।' তারিণী, ১৮৩৩।

ইঁমা [আ] বি ইমান; ধর্ম্মের বিধানের বিশ্বাস। 'ইঁমা আনি না বুঝিলে মহান্ত খবর।' আশাওল, ১৬৮০।

ইঁহা সর্ব এ। 'এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত।' বিদ্যা, ১৮৬৩। **ইঁহাদের** সর্ব এদের। 'ইঁহাদের জন্য মন উচাটন হইতেছে।' প্যারী, ১৮৪৬। **ইঁহারা** সর্ব এরা। 'ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস যথোচিত জ্ঞান করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ইঁহো সর্ব ইনি। 'পরের দ্রব্য ইঁহো করিতে চাহেন বিনাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৬৮০।

ইঁকড়ি বি একপ্রকার তুল্য। 'শর নল খাকড়া ইঁকড়ি টাঙ্গ।' মুহুন্দ, ১৬০০।

ইঁকড়ি মিকড়ি [আ ইকরার] বি শিততোষ খেলাবিশেষ। 'ইঁকড়ি মিকড়ি, বুঁটি খেলার সময় আসত।' অবন, ১৯২৭।

ইঁকনমি [ই] বি অর্থনীতি। 'ইঁকনমি সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে পারিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইঁকনমিক [ই] বিশ অর্থনৈতিক। 'ইঁকনমিক সিস্টেমের নিন্দা করলে।' জীবন, ১৯৩২।

ইঁকনমিকস, ইঁকনমিক্স [ই] বি অর্থনীতি। 'পলিটিক্সের ভিতর যখনই ইঁকনমিক্সের সমস্যা এসে পড়ে ...।' প্রমথ, ১৯২০; 'কার্ণ মার্কসের ইঁকনমিকস-এর অঙ্ক। গোর্কি আজ ক্রান্ত শ্রান্ত।' নজরুল, ১৯৩২।

ইঁকনমিস্ট, ইঁকনমিট [ই] বি অর্থনীতিবিদ। 'ইঁকনমিট এই মতাবলম্বী।' বঙ্কিম, ১৮৯২; 'বিশুদ্ধ ইঁকনমিস্ট হতে পারলাম না।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

ইঁকরারনামা [আ ইকরার+ফা নামাহ] বি চুক্তিপত্র। 'ইঁকরারনামা পত্র লিখিয়া দিলাম।' ওর্সা, ১৮৮২।

ইঁ-কার [স] ১ বি স্বরবর্ণ 'ই'। 'তত্ত্বিন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই ইঁ-ইঁ ইঁকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৩। ২ বি স্বরবর্ণ 'ই'-এর কারচিক 'ি'। 'অপরিস্রুত অক্ষরগুলি ... ক্ষতের উপরে ইঁকার ঐকার রেখ উড়াইয়া পাহারা দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ইঁ-কারান্ত [স] বিশ 'ই' বর্ণ শেষে আছে এমন। 'তত্ত্বিন অন্য অন্য সমুদায় স্থলেই ইঁ-ইঁ ইঁকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

ইঁকুটী [ই] বি সমতা বিধানের মামলা। 'তিন চারটি 'ইঁকুটী' দুটা

“কমনলা” আদালতে ঝুলছে।’ হুতোম, ১৮৬১। **ঐকুয়িটি**

ইকুন [স উৎকণ] বি উকুন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইকুয়িটি [হি] বি সমতাবিধানের আইন। ‘হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল’র মার-প্যাচ বোঝে।’ *মশাররফ*, ১৮৬৯। **ঐকুটী**

ইকোয়েশন [হি] বি সমীকরণ। ‘একটা ইকোয়েশন কবতে লেগে যাও।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ইকু [সি] বি আখ। ‘মতগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইকুবন।’ *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; ‘বালকে যেমন কাটে ইকুর দণ্ড।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইকুক্ষেত্র [সি] বি আখখেত। ‘সরস সযন ইকুক্ষেত্র।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ইকুদণ্ড [সি] বি আখের দণ্ড। ‘চৈতন্যচরিত্রে এই ইকুদণ্ড সম/ চক্কণ করিতে হয় রস-আবাদন।’ *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইকুপীড়ন [সি] বি আখ মাড়াইয়ের কাজ। ‘ইকু পীড়নের মজুর খরচ—।’ *চিঠিপত্র*, ১৮২৩।

ইকুবন [সি] বি আখবেত। ‘মতগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইকুবন।’ *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ইকুরস [সি] বি আখের রস। ‘মুগসুপে ইকুরস কই ভাজে গজা দশ।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইখর বি নল-খাগড়া জাতীয় তৃণবিশেষ। ‘অন্যদিকে ইখরের বেড়ার ভাঙাঘরে রাতের অনিচ্ছাড়া।’ *আগাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ইগ্নোরেন্ট [হি] **বিণ** অজ্ঞ। ‘ইংরাজীতে ইগ্নোরেন্ট বলিলে মূর্খাশ্রু হন।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইসবঙ্গ [হি] **আংলো+স বঙ্গ** বি ইংরেজের রাজসম্মান ও চালচলন অনুকরণকারী বাঙালি। ‘একজন ইসবঙ্গ তার বাড়ির দেয়ালের মেজদিদি সেজদিদি বলে ডাকতেন।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ইসবঙ্গসমাজ [হি] **আংলো+স বঙ্গ+স সমাজ** বি ইংরেজ প্রভাবিত বাঙালিসমাজ। ‘একদিন সেই ইসবঙ্গসমাজে একটা পার্টি হবে।’ *অবন*, ১৯৪১।

ইসবঙ্গসম্প্রদায় [হি] **আংলো+স বঙ্গ+স সম্প্রদায়** বি ইংরেজ ভাবাঙ্গ বাঙালিসমাজ। ‘সেই ইসবঙ্গসম্প্রদায়ের লোকেরাও যে আজ বাংলা বলেন।’ *প্রথম*, ১৯১৭।

ইঙ্গভারতীয় [হি] **আংলো+স ভারতীয়** **বিণ** ইংরেজ ও ভারতীয় মিশ্রবর্ণের; আংলো-ইন্ডিয়ান। ‘ইঙ্গভারতীয় বিধবাপি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ইঙ্গরাজ [প ইংলেজ] **রাজ** শব্দের প্রভাব। বি ইংরেজ। ‘বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ।’ *রাজীব*, ১৮০৫।

ইঙ্গরাজী [প ইংলেজ] **বি** ইংরেজি। *মেয়র্স*, ১৭৭১; ‘তাহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন।’ *রাজীব*, ১৮০৫।

ইঙ্গরেজি, **ইঙ্গরেজী** [প ইংলেজ] **বি** ব্রিস্টল; ইংরেজ জাতির ব্যবহৃত। ‘ইঙ্গরেজী ১৭৫৬ তারিখ ২২ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারি।’ *মেয়র্স*, ১৭৫৬; ‘ওগ্যরহ মতাবেক তপসিল জয়েল জদি ইঙ্গরেজি সন ...।’ *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

ইঙ্গলণ্ড [হি] বি ইংল্যান্ড। ‘ইঙ্গলণ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র সমুদ্রে নিষিদ্ধ হয়।’ *দর্পণ*, ১৮৩১।

ইঙ্গলণ্ডীয় [হি] **ইংল্যান্ড+স ঈয়** ১ **বিণ** ইংল্যান্ডের অধিবাসী।

‘ইঙ্গলণ্ডীয় বহুবিশ লোকের সমাগমন হইয়াছিল।’ *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

২ **বিণ** ইংল্যান্ডের আদর্শ প্রতীকিত। ‘বরাহনগরে ইঙ্গলণ্ডীয় পাঠশালা স্থাপনের অনুক্রমণিকা।’ *দর্পণ*, ১৮৩৯। ৩ **বিণ** ইংরেজি। ‘গবর্ণমেন্ট ইঙ্গলণ্ডীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়া যাহাকে নিযুক্ত করেন।’ *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৯।

ইঙ্গলা [হি] **ইংগলা** **বি** ইড়া নাড়ি (শরীরের বামদিকে অবস্থিত আছে বলে কল্পিত)। ‘ইঙ্গলা পিঙ্গলা আছে দুই ভাষা বেড়ি।’ *মালাশর*, ১৫০০।

ইঙ্গিচা [স হিলামোচিকা] **বি** হিচা শাক। ‘ইঙ্গিচা পলতা পিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইঙ্গিত [সি] ১ **বি** ইশারা। ‘ইঙ্গিতকারে হারিল রাধা কাহের বচনে।’ *বড়ু*, ১৪৫০; ‘শিবের ইঙ্গিত পায়। পাছে নন্দী যায় ধায়া।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ **বি** সুপারিশ। ‘অর্ধরাজ্য দিব বাপে করায়।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ **বি** পূর্বাভাস। ‘জোড় সাহেবকে ইঙ্গিত দ্বারা তৎসমুদায় অবগত করেন।’ *অক্ষয়*, ১৮৫৪; ‘আলোরা তারই ইঙ্গিত।’ *নজরুল*, ১৯৩১। ৪ **বি** আভাস। ‘নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজো আলোকের ইঙ্গিত।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ **বি** সংকেতধ্বনি। ‘তবু ভোর পাঁচটার ঘড়ি করে ইঙ্গিত।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ইঙ্গিতকার [সি] **বি** আকার ইঙ্গিত। ‘ইঙ্গিতকারে হারিল রাধা কাহের বচনে।’ *বড়ু*, ১৪৫০।

ইঙ্গিতমায় [সি] **বি** সাংকেতিকতা। ‘বাদলেয়ার সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ ইঙ্গিত-গ্রামফোনে শব্দার্থের নিখুঁত অর্কেষ্ট্রায় অভিব্যক্ত করে ...।’ *শিব*, ১৯৩২।

ইঙ্গিতজ্ঞ [সি] **বিণ** ইঙ্গিতেই মনের ভাব বুঝতে পারে এমন। ‘বর ইঙ্গিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথাপ্রদর্শিত অভিনয় দ্বারা উত্তর করিলেন।’ *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

ইঙ্গিতপাশ [সি] **বি** ইঙ্গিতরূপ বন্ধন। ‘মুকু ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ডাঘাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইঙ্গিতভরা [সি] **ইঙ্গিত+ভরা** **বিণ** সংকেতপূর্ণ। ‘ওই দেখাটা যেন কমন আশ্চর্য জাগানো ইঙ্গিতভরা।’ *কায়সার*, ১৯৬২।

ইঙ্গিতভাষা [সি] **বি** সাংকেতিক ভাষা; সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। ‘বুঝা যায় যেন কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইঙ্গিতভাষা-হেন **বিণ** সাংকেতিক ভাষার মতো। ‘বুঝা যায় যেন কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইঙ্গিতময় [সি] **বিণ** সংকেতপূর্ণ। ‘কোটনা-কুটনীর চোবের ঠারে বাকা হাসিতে ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে।’ *কায়সার*, ১৯৬২।

ইঙ্গিতমাত্র [সি] **ক্রিবিণ** ইশারা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ‘নতুবা ইঙ্গিতমাত্র তারা যারে করে।’ *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

ইঙ্গিতরস [সি] **বি** ইশারার মর্ম। ‘ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইঙ্গিতলীন [সি] **বিণ** চিহ্নহীন। ‘দিশবলয়ের ইঙ্গিতলীন...।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ইঙ্গিতাবহ [সি] **ইঙ্গিত+আবহ** **বিণ** ইঙ্গিতপূর্ণ। ‘...শব্দঘরের অনুপ্রাস নিঃসপেদে কৌতুকর এবং ইঙ্গিতাবহ।’ *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ইঙ্গিতেহে **ক্রিবিণ** ইঙ্গিতে। ‘ইঙ্গিতেহে দেউ রাধা সুরভীর আশে।’ *বড়ু*, ১৪৫০।

ইঙ্গিলা [হি] **ইংগলা** **বি** শরীরের বামদিকে অবস্থিত কল্পিত নাড়িবিশেষ;

ইড়া। 'ইঙ্গিলাত গেলে মন ঠেতনা করাএ।' সুলতান, ১৭০০।

ইঙ্গের [প ইঙ্গেলজ] বিণ ইংরেজ। 'এখানে ইঙ্গেরের সহিত কাপড় সওদা করিয়াছি।' চিঠিপত্রে, ১৭৯১।

ইচা [স ইঙ্গাক] বি খুব ছোটো চিৎড়ি। 'তাপি আর ইচা মৎস্য না বাএ সন্ধান'। আলাওল, ১৬৮০।

ইচলি [স ইঙ্গাক] বি খুব ছোটো চিৎড়ি। 'খোড় উড়ুখর ইচলি মাছে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইচাড়, ইচড় [স ইঙ্গাক] বি কাঁচা কাঁঠাল। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইচাড়পাকা [স ইঙ্গাক+স পকু] বিণ অকালপকু। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইচেন [স ইছা] বি অসীকার। মানোএল, ১৭৪৩।

ইচেনি [স ইছা] বিণ অসীকৃত। মানোএল, ১৭৪৩।

ইছা [স ইছা] ১ ক্রি ইছা করা। 'তাহা সভাকে কেন তুমি না ইছিলে বর।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রি পছন্দ করা। 'হাছনে ইছিয়া নিল নীল রমখানি।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ ক্রি কামনা করা। 'আপনার নিধন আপনে না ইছিমু।' সুলতান, ১৭০০। ইছ ক্রি কামনা করো। 'সভোষ হইয়া ইছ আপনা নিধন।' সুলতান, ১৭০০। ইছসি ক্রি ইছা করহো। 'আউ থাকিতে কানাঞ্চি মরণ ইছসি।' বড়, ১৫০৭। ইছি ক্রি ইছা করি। 'আমি এই ইছি চিত্তে/ভাষা-হৃদে বিরটিতে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ইছিয়া ক্রিবিণ পছন্দ করে। 'হাছনে ইছিয়া নিল নীল রমখানি।' বাহরাম, ১৬৫০। ইছিমু ক্রি কামনা করবো। 'আপনার নিধন আপনে না ইছিমু।' সুলতান, ১৭০০। ইছিল ক্রি ইছা হলে। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারে বর্ণিতে ইছিল।' সুলতান, ১৭০০। ইছিলা ক্রি ইছা করলে। 'নয়ান অন্তরে পত্র রাখিতে ইছিলা।' বাহরাম, ১৬৫০। ইছিশুম ক্রি ইছা পোষণ করলাম। 'বর্ণিত উন্মত্তের পাপ/ইছিশুম মোহন তাপ।' বাহরাম, ১৫৫০। ইছিলি ক্রি ইছা করলে। 'তাহা সভাকে কেন তুমি না ইছিলে বর।' মালধর, ১৫০০। ইছিলেস্তু ক্রি ইছা করবেন। 'ইছিলেস্তু নিজ রূপ করিতে প্রচার।' আলাওল, ১৬৮০। ইছেন ক্রি ইছা প্রকাশ করণ। 'পুত্রের স্বর্ধক্রিয়া রাজা ইছেন সাধিতে যথাবিধি।' মাইকেল, ১৮৬১।

ইছা [স] ১ বি প্রবৃত্তি। 'প্রভু বোলে তোমার নাহিক যাতে ইছা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অভিলাষ। 'যেই প্রভুর ইছা সেই শীঘ্র করিবারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি উইল; সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশ। ওর্ডা, ১৭৮৫।

ইছা করা ১ ক্রি অগ্রহ হওয়া। 'আজ তাহা বলিতে ইছা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি গ্রহণ করা। 'মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইছাকৃত [স] বিণ নিজে সব জেনে করেছে এমন। 'ও কেবল ইছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ইছাক্রমে [স] ক্রিবিণ ইছা অনুযায়ী। 'দেবতার ইছাক্রমে এক রাতি দাউদের লক্ষের আত্মবিরোধ উপস্থিত।' রামরাম, ১৮০১।

ইছাক্ষেত্র [স] বি ইছারূপ ক্ষেত্র। 'জানি এ লেহন বণিকের ইছাক্ষেত্রে দীপ্ত হয়ে আছে।' আহসান, ১৯৪৪।

ইছাচালনা [স] বি মনোবাসনা। 'প্রজাদের ইছাচালনার পথ ভিন্ন আকারে নানা উপায়ে প্রকাশ পাইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইছাতরী [স] বি ইছারূপ তরী। 'ইছাতরী ঘাটে এসে হায় গো ডুবে যায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

ইছা থাকিলে উপায় হয় - চোটা থাকলে সাফল্য আসে। 'ইছা থাকিলেও উপায় হয়, আদতে আমরা ইছাই করিব না।' নজরুল, ১৯২২।

ইছাধারা [স] বি ইছারূপ প্রবাহ; সকল ইছা। 'বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইছাধারা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ইছাধীন [স ইছা-অধীন] বিণ ইছার অধীন; স্বাধীন। 'কোন ব্যক্তি ইছাধীন এমনত ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইছানন্দময় [স ইছা-আনন্দময়] বিণ যেছা-আনন্দপূর্ণ। 'সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইছানন্দময় স্বর্ণলোক হইতে আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইছানিছা [স ইছা-অনিছা] বি ইছা ও অনিছা। 'আমাদের মতামত ইছানিছার ঘরা রাজশাসন নিয়মিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইছানিরপেক্ষ [স] বিণ ইছার উপরে নির্ভর করে না এমন। 'আর আমাদের ইছানিরপেক্ষ বহিঃস্থিত সামান্য কৃতকল্যাণ জড় ঘটনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইছানুবর্তিনী, ইছানুবর্তিনী [স] বিণ স্ত্রী অনুগত; বাধ্য। 'সে সময় তাঁহার ইছানুবর্তিনী কিস্করীর ন্যায় থাকিতে হইবে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ইছানুযায়ী [স ইছা-অনুযায়ী] ক্রিবিণ ইছানুসারে। 'উপরিস্থ ব্যক্তির ইছানুযায়ী তুমিষড় ক্রীতদাসত্বের আইনসম্মত নামান্তর মাদ।' নজরুল, ১৯২৬।

ইছানুরূপ [স ইছা-অনুরূপ] ক্রিবিণ প্রত্যাশা অনুসারে। 'তোমায় ইছানুরূপ জল দিতে পারি নাই।' বিদ্যা, ১৮৯২।

ইছানুসারে [স ইছা-অনুসারে] ক্রিবিণ পছন্দ অনুযায়ী। 'আপনার ইছানুসারে পড়িতে পারিবেন না।' দর্পণ, ১৮২৫।

ইছাকতা [স ইছা-অকতা] বি যেছা-অকতা। 'আমাদের মনের ইছাকতা ইছাবিধতার শক্তি আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইছাশ্রিত [স ইছা-অশ্রিত] বিণ ইচ্ছুক; অভিলাষী। 'আমরা এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইছাশ্রিত।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৮।

ইছাপত্র [স] বি সম্পত্তি দানের আনুষ্ঠানিক পত্র; দানপত্র। 'উইল বা ইছাপত্র অর্থাৎ আপন সম্পত্তি যাহাকে দেয় তাহা।' দর্পণ, ১৮৩০।

ইছা-পানি [স ইছা-পানীয়] বি আশীর্বাদরূপ জল। 'ভক্তিকল্পতরু হইল সিক্ত ইছা-পানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইছাপূর্বক, ইছাপূর্বক [স] ক্রিবিণ সাধ করে। 'কিছু বোল পড়িয়াছিল তাহা বড়ই ইছাপূর্বক চাটিতেছিল।' তারিণী, ১৮০৩; 'সে ইছাপূর্বক নাহে, ঘটনাবানী।' বর্জম, ১৮৮২।

ইছাবতী [স] ১ বিন স্ত্রী ইচ্ছুক। 'উপযোগে কৃষ্ণবী হুলায় ইছাবতী।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি ইছামতী নদী। 'সিংহনগরের নীচে ইছাবতী অর্থাৎ ইছামতী নদী।' দর্পণ, ১৮২৩।

ইছাবিধরতা [স] বি যেছা-বিধরতা; ইছা করে না-শোনা। 'আমাদের মনের ইছাকতা ইছাবিধরতার শক্তি আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইছাবল [স] বি ইছাশক্তি। 'অমোঘ ইছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

ইছাবিরুদ্ধ [স] বিণ অনিচ্ছুক। 'ইছাবিরুদ্ধ হইলেও ভর্তার আজ্ঞায় সাজিতে প্রস্তুত আছেন।' তমোলুক, ১৮৭৪।

ইচ্ছাব্যাকুলতা [স] বি বাসনার আকৃতি। 'ইচ্ছাব্যাকুলতাঃ যেন তাকে নিয়ে থাকি।' শামসুর, ১৯৫৯।

ইচ্ছা [স] ইচ্ছা+স মন্তঃ। ক্রিবিণ খেয়ালমাকিক। 'সজীব পদার্থের মধ্যে যাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে প্রাণী বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ইচ্ছামতী [স] ১ বি ইচ্ছামতি নদী। 'রামমোহনের পরিবারবর্গ তাকে প্রত্যুষে ইচ্ছামতী তীরে গমন করিতে নিষেধ করিলেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬। ২ বিণ নিজের খেয়ালখুশি মতো চলে এমন। 'এখন তুমি কোথায় আছো জানি/ ইচ্ছামতী, সুদূরে রাজধানী এবং আছে ত্রেন।' শক্তি, ১৯৬৫।

ইচ্ছাময় [স] বি সৃষ্টিকর্তা। 'সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।' মশাররফ, ১৮৯০।

ইচ্ছাময়ী [স] বি স্ত্রী যার ইচ্ছায় সব কাজ হয়। 'পাশাণতনয়া ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ইচ্ছামাত্র [স] ক্রিবিণ ইচ্ছা অনুযায়ী। 'তাহাকে ইচ্ছামাত্র সকল দিকে চালনা করা যায়?' অক্ষয়, ১৮৪৩।

ইচ্ছামৃত্যু [স] বি বেছায় মৃত্যু। 'ইচ্ছামৃত্যু হোক তোর পৃথিবী ভিতর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ইচ্ছাশক্তি [স] বি ইচ্ছারূপ শক্তি। 'আমাদের ইচ্ছাশক্তিও একটা গর্ব আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ইচ্ছাসংযম [স] বি ইচ্ছাধীন সংযম। 'যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইচ্ছাসকল [স] বি ইচ্ছাসমূহ। 'ভূতাদের কর্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তেই তীব্র আত্মদগ্ধ উজ্জ্বলিত হয়ে উঠছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ইচ্ছাভাত্য [স] বি ইচ্ছার স্বকীয়তা। 'নিজের দৃঢ় ইচ্ছাভাত্য প্রয়োগ করলে চেয়েছেন।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

ইচ্ছাধীন [স] বিণ নিয়ন্ত্রণহীন। 'সে সকলি ইচ্ছাধীন দৈবের ঘটনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ইচ্ছিত [স] বিণ ইচ্ছিত। 'অনেকের ইচ্ছা আমাদের মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ইচ্ছুক [স] ১ বিণ অগ্রহী। 'ইউপিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হন ...' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিণ সম্মত। 'ভাগ্যবান মহাপনয়েরা ... অর্থাৎপান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

ইচ্ছে [স] ইচ্ছা। বি বাসনা। 'বৈদ্যে রাশিবার ইচ্ছে। মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-বড় চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ইচ্ছেজোয়ার [স] ইচ্ছা+জোয়ার। বি কামনার উচ্ছাস। 'ইচ্ছেজোয়ারে ভেসে-ভেসে তুমি ত্রেনের পথে।' শামসুর, ১৯৫৯।

ইছবতুল [ফা] ইসপ-তুল। বি ঔষধি বীজবিশেষ। 'ভিজানো ইছবতুলের দানার মতো জলভরা।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

ইছবি [আ ইসাঃ] বিণ প্রিস্টীয়। 'সতের শও সাতাশী ইছবি সালের জানের মাস।' ডানকান, ১৭৮৫।

ইছর্গ [স উৎসর্গ] বি উৎসর্গ। 'জমী এক বিধা ইছর্গ করিয়া দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৬৯।

ইছা [স ইছাঃ] ১ ক্রি ইছা করা। 'আউ থাকিতে কাহাঞি মরণ ইছা।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি কামনা করা। 'সবে পরীহার তোহি ইছ

হরি' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ ক্রি গ্রহণ করা। 'অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়া লইল।' মালাধর, ১৫০০। **ইছ** ক্রি কামনা করে। 'সবে পরীহার তোহি ইছ হরি' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **ইছয়ে** ক্রিবিণ ইচ্ছায়। 'যদি আপনি ইছয়ে মমী ইন্দ্রের কুমার ...' মুকুন্দ, ১৬০০। **ইছিস** ক্রি ইছা করো। 'আউ থাকিতে কাহাঞি মরণ ইছিস।' বড়, ১৪৫০। **ইছিয়া** ক্রিবিণ ইচ্ছায়। 'ঘোল শত গোণী জ্ঞাএ আশপ ইছাএ।' বড়, ১৪৫০। **ইছিয়া** ক্রিবিণ ইচ্ছা করে। 'অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়া লইল।' মালাধর, ১৫০০। **ইছিয়াছি** ক্রি ইচ্ছা করছি। 'অঙ্গের ভূসন করি ইছিয়াছি চিঠে।' মালাধর, ১৫০০। **ইছিলা** ক্রি ইচ্ছা করলাম। 'সেহি গতি ইছিলা আমি।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ইছিলাম** ক্রি কামনা করলাম। 'ইছিলাম তোমার মৃত্যু গোচরে আছার।' বাহরাম, ১৬৫০। **ইছিলে** ক্রি ইচ্ছা করলাম। 'হেন সব নৃপবর না ইছিলে মনে।' মালাধর, ১৫০০।

ইছা [স ইছাঃ] বি ইছা। 'শাক খাইতে ইছা ইছায়েছে মোর।' বিজয়, ১৬৫০।

ইছা [স ইছাঃ] বি চিড়ি মাছ। **ইছা মাছ** [স ইছাঃ+স মৎস্য] বি চিড়ি মাছ। 'কইয়া একডালা ইছামাছ দিলেন।' মানিক, ১৯৩৬।

ইছামতি, **ইছামতী** [স ইছামতী] বি নদীবিশেষ। 'তাহারা ইছামতি নদী দিয়া শিবনিবাস পর্য্যন্ত আইসে।' দর্পণ, ১৮১৮; 'সিংহনগরের নীচে ইছামতী অর্থাৎ ইছামতী নদী।' দর্পণ, ১৮২৩।

ইছারী [আ ধসা] বিণ ইছারী; প্রিস্টীয়। 'ইছারী সাল চতুর্দশ শতাব্দী ইছারী কাশীর কাশীরিদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইজম [হি] বি মতবাদ। 'কোনে সে ইজম কোনোরূপ রাজনীতি।' নজরুল, ১৯৪১।

ইজমালি [আ] বিণ সকলের। 'সাজরে তামাক, নামুক দেয়া, দুখু তো ইজমালি।' নজরুল, ১৯৩৫। **এজমালি**

ইজা [ফা] বি জের। 'ইজা - ১৭।' চিঠিপত্র, ১৮৩৭।

ইজাজত [আ] বি সম্মতি। 'জীবদশায় তাকে ইজাজত দেননি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইজাদার [আ ইজার+ফা দার] বি ইজারাদার। 'ধূল্যাপুর মৌজার ইজাদার কে ...' চিঠিপত্র, ১৮৩৮।

ইজাফা [আ ইজাফাঃ] বিণ অধিক। 'তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজ করে।' ঘনরাম, ১৭৩০।

ইজাব [আ] বি প্রস্তাব। 'বিবাহের মূল কথাই এই যে, প্রস্তাব আর স্বীকার (ইজাব করুল)।' মশাররফ, ১৮৮৫।

ইজাব করুল [আ] বি বিবাহের প্রস্তাবে কন্যার সম্মতিসূচক বাক্য ও বরের গ্রহণে স্বীকারোক্তি। 'ইজাব করুল ... প্রভৃতি বোশ-মেজাজ বহাল ভবীয়তে হাজারো বৎসর যাবত বিবাহ-মজলিসে বিরাজমান।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইজার [আ] বি পাজামা। 'সদাই টুপী দেই মাখে ইজার পরয়ে দড় নাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইজারবন্দ [আ ইজার+ফা বন্দ] বি পায়জামা বাধার ফিতা। 'রেশমী ইজারবন্দ আরও জরির কালর লাগাইয়া লম্বা কর।' রোকোয়া, ১৯৩১।

ইজারবন্ধ [আ ইজার+ফা বন্ধ] বি পায়জামা বাধার ফিতা। 'জড়িত ইজারবন্ধ অধিক উজ্জ্বল।' বাহরাম, ১৬৫০।

ইজারদার [আ ইজারা+ফা দার] বি যে ইজারা নিয়েছে। 'এক সাপিন সদর ইজারদার করিয়া দিবে।' হ্যাসহেড, ১৭৭৩।

ইজারদারি [আ ইজারা+ফা দার] বি ইজারা নেওয়া জমিতে চাষাবাদের অধিকার। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইজারা [আ] ১ বি খাজনার বিনিময়ে জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত; ঠিকা। 'পরগণা যেনার সাহি ওগরহ আপনকার ইজারা ছিল ইস্তক ...।' মেয়র্স, ১৭৬৭। ২ বি খামার। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ বি একচেটিয়া অধিকার। 'বারুয়ামবার হুঁকা সমুখে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন।' প্যাগ্লী, ১৮৫৮। ৪ বি এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস গ্রহণ। 'চাবির খেলো ও রুমালের জন্য ... দুখানি চৌকী ইজারা নেওয়া হলো।' হুতোম, ১৮৬১।

ইজারা দখল [আ ইজারা+আ দখল] বি একচেটিয়া অধিকার। 'ওঁর ওপর বুকির তখন ইজারা দখল।' নজরুল, ১৯২৭।

ইজারাদার [আ ইজারা+ফা দার] ১ বি খামার মালিক। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ বি যে ইজারা নিয়েছে। 'উপর্নুপরি জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইজারা-মহল [আ ইজারা+আ মহল] বি বিশেষ অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। ব্রজেশ্বর ... সাগরের ইজারা-মহল ইয়া রহিলেন।' বক্রিম, ১৮৮২।

ইজার্দার [আ ইজারা+ফা দার] বি ইজারাদার। 'সেই গ্রামের ইজার্দার জমি বাজেরাও করিয়াছে।' ওর্সা, ১৭৭৯।

ইজিমেয়ার [বি আরাম কেন্দার। 'ইজিচেয়ে পা ছড়াইয়া দিলেন।' মশাররক, ১৮৯০।

ইজিংশিয়ন [বি শিশরের তৈরি। 'সুগন্ধী ইজিংশিয়ন সিগারেট ভূবনবিখ্যাত।' মুক্তভাষা ১৯৫২।

ইজিষ্ট [বি মিশর। 'অধীনস্থ ইজিষ্ট আক্রমণে বাধা দিবার আশঙ্কায় ইংরাজের নাই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ইজের [আ ইজার] বি পাজাম। 'ইজের পেটেলুন পরিল তাহা মাফ করিলাম।' রাজ, ১৮৭৪। ৫ ইজার

ইজেরা [আ ইজারা] বি নির্দিষ্ট বাজনায জমির মেয়াদি বন্দোবস্ত। 'ওতুলো ইজেরা দিয়ে দিও।' কায়সার, ১৯৬৫।

ইজেল [বি ছবি আঁকার সময় ক্যানভাস ধরে রাখার কাঠের ফ্রেম। 'আমি হিলাম ইজলে সাঁটানো ক্যানভাসের সামনে।' আলুউদ্দিন, ১৯৬০।

ইজ্জত, **ইজ্জৎ** [আ] ১ বি সম্মান। 'আমার কত হুমত - কত ইজ্জত।' প্যাগ্লী, ১৮৫৮; 'যুদ্ধের সময় ... ইংরাজের ইজ্জৎ রক্ষা করেন।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি সম্মান। 'এ কক্ষে শালা কি মুসলমানের ইজ্জত মতিয়া চায়।' মাইকেল, ১৮৬০।

ইজ্জতমন্ড [আ ইজ্জত+ফা মন্ড] বি মানসম্মান আছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইজ্জৎ [আ] বি সম্মান। 'ইজ্জৎযুক্ত তাজ জড় দিলা মোর শিরে।' আলোগল, ১৬৮০। ৫ ইজ্জত

ইষ্ক [বি ইষ্কি: মাগের এককবিশেষ; এক ফুটের বারো ভাগের এক ভাগ। '২৪ ইষ্ক মাপ অতীব কৌতুকাবহ ও সুভিছাড়া।' সুলত, ১৮৭৩।

ইষ্কলা বি উজ্জিহ; এটো। 'ইষ্কলা খায়া কাহ বার পাড়িবে।' বড়, ১৪৫০।

ইষ্কি [বি] বি দৈর্ঘ্য মাপার একক; এক ফুটের বারো ভাগের এক ভাগ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'ইষ্কিদুই পলিমাটি' পরে হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ ইষ্ক

ইজিন [বি] বি রেলপাড়ি, কারখানা ইত্যাদি চালানোর যন্ত্র। 'ইজিনের ডয়ঙ্কর গর্জনে যখন কানে তাল লাগিতোছিল।' রোকেয়া, ১৯০২।

ইজিনম্যান [বি] বি ইজিনের চালক। 'সিপাইরা আর ইজিনম্যান কথা বলছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইজিনিয়ার, ইজিনীয়ার [বি প্রকৌশলী। 'অনেক লক্ষ্যপ্রতিষ্ট ইজিনিয়ার বা পূর্ব-বৈজ্ঞানিক ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'আর্কিটেক্ট ইজিনিয়ার মার্টিন কোম্পানি - আগাগোড়া বাড়িখানা তার।' জীবন, ১৯৩২।

ইজিনিয়ারিং, ইজিনীয়ারিং [বি] ১ বি প্রকৌশলবিদ্যা। 'যাহাতে তাহার ইজিনিয়ারিং, খনির কাজ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে।' রোকেয়া, ১৯২৯। ২ বি প্রকৌশল। 'নতুন কালের ইজিনিয়ারিং-এর নিদর্শন।' তারা, ১৯৫৩।

ইজিরি [প ইলেক্স] বি ইয়েরিজি। 'দুপাতা ইজিরি পড়া ইচড়ে পাকা ভেঁপো ছেলেরা ওক্সনের ...।' নজরুল, ১৯২৭।

ইজিল [আ] বি বাইবেল। 'ইজিল কিতাব অতি পড়িয়া আছিল সতী।' সুলতান, ১৭০০।

ইজেকশন, ইজেকশান [বি] বি তরল পদার্থ ও ওষুধ ইত্যাদি সিরিঞ্জের সাহায্যে শরীরের মাংসপেশী অথবা ধমনীতে ঢোকানো; অনুশ্লেশপণ। 'সমাজ সংস্কারের ইজেকশানই দাও আর রাষ্ট্রবিপ্লবের আত্মোপচারই করো।' অনুদা, ১৯২৮; 'আবার ইজেকশন।' সুনীল, ১৯৭০।

ইট [স ইটক] বি ইটক। 'নানা ইট করএ নির্মাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইটখোলা [স ইটক+খোলা] বি ইট তৈরি করার ও পোড়ানোর স্থান। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ইটখোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত।' বিজুতি, ১৯৩১।

ইটগাড়া [স ইটক+আ গাড়া] বি পাকা ভবন নির্মাণ বাবদ কর। 'প্রজা ... আপনার ভিটায় ইট গাড়িবে, ইটগাড়া বলিয়া প্রশাসী দিতে হইবে।' সুলত, ১৮৭৩।

ইট পাটকেল [স ইটক+স পাটলখণ্ড] বি আন্ত ও টুকরা ইট। 'কখন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিষ্টান দিতেছে।' প্যাগ্লী, ১৮৫৮।

ইটপাথর [স ইটক+স গুস্তরা] বি ইট ও পাথর। 'সেইসব শহরের ইটপাথর।' জীবন, ১৯৪৪।

ইটবাথানো বিণ পাকা। 'ইটবাথানো উঠানের ওপর ... একফালি আলো এসে পড়েছে।' বিমল, ১৯৫৩।

ইট ভিটা [স ইটক+স ভিট্রি] বি বসতভিটা। 'তবে কি তোর ইট ভিটা কিছু থাকিবে।' কেরি, ১৮০২।

ইটাল [স ইটক+] বি ইটের খণ্ড বা টিল। 'গোছাড় ইটাল দিয়া ইট শূন্য হৈতে পড়ে।' ভারত, ১৭৬০।

ইটের পরিবর্তে পাটকেল চলা - আঘাত-প্রত্যাহাত করা। 'ইটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইটা [স ইটক] বি আন্তনে পড়িয়ে তৈরি শক মাটির খণ্ড। 'গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুকুন্দের গায়।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

ইটা খেত [স ইটক+স ক্ষেত্র] বি টিলযুক্ত জমি। 'পথ থুয়ে রূপা

বেপথে চলিল, ইটা খেতে পাও মেলি।' জসীম, ১৯২৯।

ইটাখোলা বি ইটের ভাটি। 'একটা ইটাখোলায় সব ইট লাগিয়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৩।

ইটার্নাল [ই] বিণ চিরন্তন। 'টাইবারের পারে সেই ইটার্নাল সিটিতে।' জীবন, ১৯৩২।

ইটালিক [ই] ১ বিণ বাক্য (হরফ)। 'ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা ... প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে।' দর্শণ, ১৮৩৪। ২ বিণ ইতালীয়; ইটালি দেশের। 'তিনি ইটালিক ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৩৮।

ইটালিয়ান [ই] ১ বি ইতালির নাগরিক। 'এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়ানরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ ইতালীয়। 'জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান - তিন ভাষার সঙ্গেই ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

ইটালীয় [ই ইটালি+স সম] ১ বিণ ইটালি দেশীয়। 'ইটালীয় লোক সঙ্গীত, কবিতা, এবং চিত্রবিদ্যায় অতি নিপুণ।' অক্ষর, ১৮৪১। ২ বিণ ইটালির অধিবাসী। 'ইটালীয়, এবং বর্তমান গ্রীকদেশের চিত্রই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ইটি-উটি [স ইটি-১] বি বিচিত্র বিষয়। 'আমাদের কত টুকটাকি, কত ইটি-উটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ইটি সিটি সর্ব এটা সেটা। 'লয়ে পুঁথি দু-চারিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি/এইহত কাটে দিনরাত।' রবীন্দ্র, ১৮৩৩।

ইটেল [স ইটেল+১] বিণ এটেল; পিচ্ছিল ও চটচটে। 'ইটেল মাটির হোট লেগে।' জসীম, ১৯৩১।

ইট্রাও বি বাড়ি। মানোএল, ১৭৪৩।

ইডুকেটেড [ই] বিণ বিদ্বান। 'বিলাতের ইডুকেটেড।' দর্শণ, ১৮৩২।

ইডিটর [ই] বি সম্পাদক। 'ইডিটর কলিকাতা জয়নেল আফিসে ... এক নতুন কাগজ প্রকাশ করিতেছেন।' দর্শণ, ১৮২৪।

ইডিবিডি ক্রিবিণ যেনতেন প্রকারে। 'এ ইডিবিডি করা নয়।' রাজ, ১৮৭৪।

ইডিয়েট, ইডিয়েট [ই] বিণ নির্বোধ। 'সেই ইডিয়েটার, মাসটারির বর্ণের গিয়ে তো পড়তে পারেন না আর।' শিবরাম, ১৯৫০। 'তুমি একটা ইডিয়েট।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ইডিয়ম [ই] বি কোনো দেশ, এলাকা, জনগোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তিরিশেষের বাস্পীভূতি। 'বাঙাল ভাষার আসল জোর তার বাক্যভঙ্গী বা ইডিয়মে।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

ইডিয়মসমৃদ্ধ [ই ইডিয়ম+স সমৃদ্ধ] বিণ অনুবাক্য সমৃদ্ধ। 'সুন্দর ইডিয়মসমৃদ্ধ বাংলায় নিজদের ভাব একাশে নিতান্তই অক্ষম।' সুনীল মুখা, ১৯৭০।

ইডিয়োলজি [ই] বি ভাবাদর্শ। 'পণ্ডিতেরা ভাজেন নজির/বই ফোটে ইডিয়োলজির।' অন্নদা, ১৯৪২।

ইডেন [ই] বি স্বর্ণের বাগান। 'আদম ও হাওয়া পূর্বে ইডেন উদ্যানে থাকতেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

ইড্রিক বি দ্রুত চলার জন্যে ঘোড়ার পাজরে আধাতকরণ। 'ইড্রিক দিতে চলে ইসারাতে।' ঘনরাম, ১৭১১।

ইড্রিশ [ধন্য] ক্রিবিণ ম্যাজ ম্যাজ। 'আবার জ্বর এল? ইড্রিশ ইড্রিশ করছে।' জীবন, ১৯৩১।

ইড়া [স] বি শরীরের তিন কল্পিত নাড়ীর অন্যতম। 'ইড়া পিঙ্গলা সুসমান

সদী।' বড়, ১৪৫০।

ইড়া-পিঙ্গলা [স] বি শরীরের তিন কল্পিত নাড়ীর মধ্যে দুটি, এখানে তেজোপ্রবাহ। 'আমার ভেতর এই পূর্ব-পশ্চিমের ইড়া-পিঙ্গলা বইছে।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

ইড্রিক বি ইড্রিক। 'সে সব সরণি মধ্যে খেলায় ইড্রিক।' রূপরাম, ১৭৫০।

ইন্টারভিউ [ই] বি সাক্ষাৎকার। 'আলো একফাঁকে কাকাতুয়াটার ইন্টারভিউ নিতে সরে পড়েছিল।' শিবরাম, ১৯৪০।

ইন্টারমিডিয়েট [ই] বিণ উচ্চমাধ্যমিক। 'আমাদের দেশে এমন হাই স্কুল কমই আছে যার সাথে এক বছর জুড়ে দিলে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইগাইটমেন্ট [ই] বি অপরাধ করার অভিযোগ। 'প্রথমতঃ গাধুরি, যাহারা পুলিশ-চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইগাইটমেন্ট করে তাহা বিচারযোগ্য কি না ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ইগট্রিয়াল [ই] বিণ শিল্প সম্বন্ধীয়। 'হিন্দুকে ইগট্রিয়াল কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ইগিপেপেল [ই] বি স্বাধীনতা; নিজস্বতা। 'ইগিপেপেল আমি য়্যাক্রুড করি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ইগিয়ান [ই] বিণ ভারতীয়। 'ইগিয়ান আখ্যাদিমের ছায়েরদের ... পরীক্ষা হইল।' দর্শণ, ১৮৩৫।

ইতগিক্ত [স] বিণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। 'চারিদিকে ইতগিক্ত নরমিছিল।' শওকত, ১৯৪৬।

ইতগপার [স] অব্য অতঃপর। 'শিবের বিবাহ তন ইতগপার।' ভারত, ১৭৬০।

ইতগপূর্বে [স] ক্রিবিণ এর আগে। 'সিংহ, ইতগপূর্বে, যে ইন্দুরের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ইতফাক [আ ইতিফাক] ১ বি জোট। 'ভাই ভায়াদ মহাপারদ্রের সহিত এক ইতফাক হইয়া ...।' চিঠিপত্রে, ১৮১১। ২ বি মিল। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইতবার [আ ইতিবার] বি বিশ্বাস। বিদ্যা, ১৮৯১। দ্র এতবার

ইতবারি [আ ইতিবার] বি বিশ্বস্ততা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইতর [স] ১ বিণ সাধারণ। 'ইতর জন নারিবে বুঝিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'সাদে পনেরো-আনা লোক যে ইতর ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ অপর; অন্য। 'এতক করিল যুক্তি ইতরে অধিকা।' মালিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিণ দূরক। 'আনন্দে ইতর পথে হেসে নেচে যায়।' মালিকরাম, ১৭৮১। ৪ বিণ নিচু শ্রেণীভুক্ত। 'আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক।' দর্শণ, ১৮২১। ৫ বিণ অমার্জিত। 'ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার গ্রন্থেই ইয়াছে।' দর্শণ, ১৮৩৮। 'তোদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৬ বিণ নিচ। 'ইতর জন্মর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি ...।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৭ বিণ কুরুতিপূর্ণ। 'কোনোমুখে থিয়েটারের নটীদের ইতরণান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইতর-কথা [স] বি অপ্রসঙ্গোচিত কথা। 'তাহার মধ্যে এক ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ইতরজন [স] বি নিচ শ্রেণীর লোক। 'তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিশ্রণ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইতরতা [স] বি নিচতা। 'বাড়াবাড়ি জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার

পরিচায়ক। প্রথম, ১৯১২।

ইতরপনা [স ইতর>] ১ বি অবহেলা। 'আইনমামফি নিরিখ দে না/ তাত কেন তোর ইতরপনা।' লালন, ১৮৯০। ২ বি ইতরামি। 'তারা আগে থেকে স্ববর দিয়ে ডাকতি করত, ইতরপনা করত না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইতর বিশেষ [স] ১ বি পার্থক্য; ভিন্নতা। 'ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি বিশেষ তফাত। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভেদের মূলীভূত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি কোনো পার্থক্য। 'সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ।' গুণ, ১৮৫৮।

ইতরবৃত্তি [স] বি নিম্নশ্রেণীর পেশা। 'এই ইতরবৃত্তিপরাশন কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করিবে?' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ইতরলোক [স] বি গুরুত্বহীন লোক। 'ইতরলোক অপেক্ষা মানবলোকের কথা প্রায় সর্বদাই অধিক মান্য।' দর্পণ, ১৮২৭; 'ব্যাখ্যাত হোক, ইতরলোকের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হোক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ইতর শব্দ [স] বি অশিষ্ট শব্দ। 'সকল ভাষাতেই প্রায় ইতর শব্দ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ইতরসাধারণ [স] বি সাধারণ মানুষ। 'ইতরসাধারণের প্রতি নিজেদের একান্ত ওদাসীন্য ঘোষণা করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ইতরাস [স] ইতর-অস। বিগ ইতর পর্যায়ে। 'কেহবা ইতরাস রাগরসের বাহ্য্য না করিয়া মুখ্যাস হোম যাগ ... করেন।' বন্দ্যুত, ১৮২৯।

ইতরামি [স ইতর>] বি নিচতা; অসম্মানিত লোকের মতো ব্যবহার। 'বিদ্যা, ১৮৯১। 'আমাদের দেশের আত্মকালকার ইতরামি যে ... অসহ্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ইতরা [স ইতর>] ক্রি ইতরামি করা। 'ইতরিআ।' বিদ্যা, ১৮৯১।

ইতল বেতল বি ফুলবিশেষ। 'ইতল বেতল দুই ফুলে।' অবন, ১৯১৯।

ইতলাক [স] আ ইত্তিলা ক্রি জানানো। হ্যাগহেড, ১৭৭২।

ইতলাক বি সুদ। 'তোমাকে ডাঙা সেতয়ার রোজ ইতলাক সমেত ১০ দস টাকা দিলাম।' হ্যাগহেড, ১৭৭২।

ইতন্তত, ইতন্ততঃ [স] ১ ক্রিবিগ এখানে-সেখানে। 'ইতন্ততঃ ভ্রমি কাহা রাধা না পাইয়া। বিবাদ করয়ে কাম-বাশে ঝিন্ন হৈয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিগ এদিকে ওদিকে। 'সমকিত নেদ্রে ইতন্ততঃ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩; 'কাতরভাবে ইতন্ততঃ দৃষ্টিগত করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রিবিগ সর্বত্র। 'আমরা ইতন্ততঃ যে সকল বস্ত্র দেখিতে পাই, সে সমুদায়কে পদার্থ বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'ইতন্ততঃ দেহালের আয়নার উপর গ্যাসের আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিগ এদিক-সেদিক। 'তাহার রেখামাত্র ইতন্ততঃ হইবার জো নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বি বিধা। 'তখন আমি অনেক ইতন্ততঃ করেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ইতন্ততঃ করা ক্রি কুঠা বোধ করা। 'তখন আমি অনেক ইতন্ততঃ করেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ইতন্ততঃ [স ইতন্ততঃ] ক্রিবিগ এখানে-সেখানে। 'ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন।' গৌর, ১৮২২।

ইতালিয়ান [স] বিগ ইতালির অধিবাসী। 'একটি ইতালিয়ান যুবতী সন্ধ্যাকৃত কক্ষেরে আমাদের গাড়ির গতি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১;

'কেউ ইংরেজ কেউ জার্মান কেউ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান ফিন ইতালিয়ান ওলন্দাজ।' অনুরা, ১৯২৯।

ইতালীয় [স] ইতালি+স ইয়। বিগ ইতালি দেশের। 'ইতালীয় বাগার কাছে বিচার্য্য নহে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ইতালীয় [স] ইতালি+স ইয়>। বিগ ঈ ইতালির অধিবাসী। 'মাথায় রঙিন কমলা বাঁধা ঐ ইতালীয় যুবতীকে দেখে আমার মনে হইছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ইতি [স] অবা সমাপ্তিসূচক শব্দ। 'ইতি জন্মবৎ সমাপ্তঃ।' বটু, ১৪৫০।

ইতি [স] বি ইতাদি। 'বিস্যক জানাইল গীয়া জত সত ইতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ইতিউতি [স] ইতি ক্রিবিগ এদিক সেদিক। 'তন্তিত মুরারিগুণ ইতিউতি চায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ইতিকথা [স] ১ বি বৃত্তান্ত। 'কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার স্মিলাপি যখন পড়ে দেখিছিলাম ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ বি উপকথা। 'কেবল ইতিকথার দূরাগত ধ্বনিমাত্র।' হাই, ১৯৫৪।

ইতিকর্তব্য, ইতিকর্তব্যতা [স] বি কর্তব্যকর্ম। 'বর্তমান সম্বন্ধ-পরিস্থিতিতে মোহলমল ভারত ইতিকর্তব্য সম্পর্কে যে-নির্দেশের প্রতীক্ষায় উন্মূখ হইয়াছিল।' আজাদ, ১৯৪২; 'সে ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

ইতিকর্তব্যতা, ইতিকর্তব্যতা [স] ১ বি মার্থ্যতা। 'যাত্রার ইতিকর্তব্যতা বেশকিছু বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি কর্মের উচিত। 'বেদবেদান্ত পুরাণোপপুরাণাদি শ্রোত্রের প্রকৃতার্থ ও ফল এবং ত্রাদির ইতিকর্তব্যতা।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি করণীয় কাজ। 'এ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা এখন আপনাকেই স্থির কর্তে হবে।' মাইকেল, ১৮৭০। ৪ বি আদব-কায়দা। 'সভাসমাজের সহস্রবিধ সঞ্চয়ের ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে তাহার নিরলস ও সতর্ক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইতিপূর্বে, ইতিপূর্বে [স] ইতঃপূর্বে ক্রিবিগ এর আগে। 'ধর্ম বিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫; 'তিনি ইতিপূর্বে মায়াকালনের নাম এবং দেবীপ্রতিমার মাহাত্ম্য তুলেছিলেন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

ইতিবাচক [স] বিগ হা-বোধ্যক। 'শোভিত দুই প্রশ্নের উত্তরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই রূপই বলাইয়া দুইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

ইতিবাদী [স] বিগ ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করে এমন। 'আমি একটি ইতিবাদী, কথার বেলা নয় অবশ্য।' গুণ্টি, ১৯০১।

ইতিবৃত্ত [স] ১ বি ইতিহাস। 'বর্তমান সভা জাতিদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৭; ২ বি বিবরণ। 'তাহার জীবনের প্রাথমিক ভাগ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় ইতিবৃত্তের চিত্রমণীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ইতিবৃত্তান্ত [স] বি সমস্ত বিষয়; স্ববরাখর। 'আপিসের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই জানে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ইতিমধ্যে [স] ইতোমধ্যে>। ১ ক্রিবিগ এর মধ্যে। 'ইতিমধ্যে লোভিত অনেক জন আছে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিগ এই সময়ের মধ্যে। 'ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল।' চঞ্জীচরণ, ১৮০৫।

ইতিসূচক [স] বিগ ইতিবাচক। 'ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের স্বার্থ স্বাধীনতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ইতিস্বাক্ষরিত [স] বিগ চিঠির শেষে সহীয়ক। 'হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট

এক জন হিন্দু ইতিহাসকরিত এক পত্রে প্রেরক লেখেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

ইতিহাস [স] *বিণ* ঐতিহাসগত। 'ইতিহ-ভাগ্য জড়াক-না নাগপাশে।' *বিক্র*, ১৯৩৭।

ইতিহাস [স] *ইতিহাস*। 'দান বিতরণ জ্ঞত ইতিহাস কখন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইতিহাস [স] ১ *বি* প্রাচীন কথা। 'পাঠকসিংহ পড়ে ইতিহাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* তথ্য। 'তোমার বাপের কিছু জ্ঞানি ইতিহাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* কুতিগণনা। 'মহাজন ইতিহাসে কহিছে ভবিষ্য।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ *বি* বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সভ্যতার কালানুক্রমিক বিবরণ। 'ভূগোল বৃত্তান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬। ৫ *বি* কাহিনি। 'অদিপর্বে এ প্রকার ইতিহাস আছে যে, দ্রোণ শ্রীয শিষ্যগণ দ্বারা ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৬ *বি* সাধু। 'লোকদিগের মুখে ইতিহাস লইলে আপনাদের সংসার দূর করিতে পারিবেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০। ৭ *বি* ইতিহাস-গ্রন্থ। 'সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায়ে কেটেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ইতিহাস-কথা [স] *বি* ইতিহাস বর্ণিত কাহিনি। 'ইতিহাস কথায় বিরহীদিগের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইতিহাসকার [স] *বি* ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যে; ঐতিহাসিক। 'সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ যে কৃতিত্ব এককভাবে বহিঃমচন্দ্রে আরোপ করেন ...' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

ইতিহাসখ্যাত [স] *বিণ* ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত। 'ইতিহাসখ্যাত চৈতন্যের যুদ্ধচন্দ্রাঙ্কিত প্রাসাদের ...' *সুলাভ*, ১৯৪৪।

ইতিহাসগত [স] *বিণ* ইতিহাসের সূত্রে পাওয়া। 'নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ইতিহাসচর্চা [স] *বি* ইতিহাস অধ্যয়ন। 'পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসচর্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ইতিহাসজ্ঞ [স] *বিণ* ইতিহাস জ্ঞানে এমন। 'ইতিহাসজ্ঞ সুকুমারমতি বালকেরাও উহার উত্তর প্রদানে সক্ষম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ইতিহাসদর্শন [স] *বি* ঐতিহাসিক দৃষ্টি। 'ইতালির মানস-ইতিহাসের এই সুস্বচ্ছ বিবরণে বর্কহার্টের ইতিহাসদর্শন পরিব্যাণ্ড।' *শিব*, ১৯৫৬।

ইতিহাসপর্ব [স] *বি* ঐতিহাসিক কালপার্শ্ব। 'ঐতিহাসিকরা ... বঙ্গদেশের উনিশ শতকী ইতিহাসপর্বকে রেনেসাঁস আখ্যায় চিহ্নিত করেন।' *শিব*, ১৯৫৬।

ইতিহাসপলাতক [স] *বিণ* ইতিহাসে স্থান পায়নি এমন। 'ইতিহাসপলাতক কাহিনীর কত সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ইতিহাসপ্রিয় [স] *বিণ* ইতিহাসের প্রতি গভীর টান রয়েছে এমন। 'ইতিহাসপ্রিয় তাদের চেয়ে অনেকগণ বেশী।' *হাই*, ১৯৫৮।

ইতিহাস-ঐতিহাস [স] *বি* ইতিহাসের প্রতি টান। 'ইংরেজের ইতিহাস-ঐতিহাস কথা বলতে গেলে শুধু মুষ্টি কিংবা ভাঙ্কবেই তার পরিচয় শেষ হয় না।' *হাই*, ১৯৫৮।

ইতিহাসবিদ [স] *বি* ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি। 'পরিগতির চেহারা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ইতিহাসবিদ্যা [স] *বি* ইতিহাসবিষয়ক বিদ্যা। 'ইতিহাসবিদ্যার পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

ইতিহাসবিশ্বক [স] *বিণ* ইতিহাসখ্যাত। 'ইতিহাসবিশ্বক যে-সকল মহাপুরুষ ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ইতিহাসবেজা [স] *বি* ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। 'রোমীয় ইতিহাসবেজাদিগের পুস্তকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ইতিহাসব্যাখ্যা [স] *বি* ইতিহাস বিশ্লেষণ। 'ইতিহাসব্যাখ্যাতারা জোর দিয়েছিলেন মনবিশ্বের ভূমিকা এবং ... তার প্রকাশের ওপরে।' *শিব*, ১৯৫৬।

ইতিহাসভণিতা [স] *বি* ইতিহাসের প্রারম্ভিক কথা। 'হয়ে যেত - তবুও নারীরা আজ ইতিহাসভণিতার থেকে।' *জীবন*, ১৯৪০।

ইতিহাসভিত্তিক [স] *বিণ* ইতিহাসনির্ভর। 'এ শতাব্দীর ভাষা আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসভিত্তিক।' *হাই*, ১৯৫৪।

ইতিহাসমক [স] *বি* ইতিহাসরূপ মক। 'এই অঙ্গীরবের ইতিহাসমকতে রাজপুতদের ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ইতিহাস-যবনিকা [স] *বি* পর্দা। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস-যবনিকা সবলে ছিন্ন করিয়া উন্মোচন করিল মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ইতিহাসলিপিসাহারা [স] *বিণ* ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই এমন। 'ওদের এনেছ ডেকে আদিসমীরণে/ ইতিহাসলিপিসাহারা যেই কাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ইতিহাস-লেখক [স] *বি* ইতিহাস লেখেন যিনি। 'তিনি আধুনিক কালকি ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইতিহাস-সংস্কার [স] *বি* ইতিহাস সংশোধন। 'ইতিহাস-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ইতিহাস হওয়া *ক্রি* বিলুপ্ত হওয়া। 'আমার দেহের রক্তে নতুন শিতক করে যাব আশীর্বাদ, তারপর হবে ইতিহাস।' *সুলাভ*, ১৯৪৮।

ইতিহাসহারা [স] *বিণ* অনুবৃত্তান্ত দেখা নেই এমন। 'কত জাতি নামহীন, ইতিহাসহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ইতিহাসাত্মক [স] *বিণ* ইতিহাস-আত্মক। 'বিণ ইতিহাস বিষয়ক। 'পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাত্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ইতী [স] *ইতি* অব্য সমাঙ। ওঁসী, ১৭৮২।

ইতুরে [স] *ইতর*। *বিণ* সাধারণ মানুষের কথিত। 'সাদু ভাষার সহিত ইতুরে কথার মিশ্রিত খিচুড়ী পাকাইলে ...' *দর্পণ*, ১৯২১।

ইতে *অব্য* এতে। 'আপনি ভাবিয়া বুঝ ইতে দোষ নাই।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ইতোত্রস্ত [স] *বিণ* ইতস্তত বিপথগামী। 'অস্বচ্ছ, অপ্রবৃত্ত, ইতোত্রস্ত, ততোত্রস্ত - যা মনে আসে বলে যাও।' *মোহাম্মদ*, ১৯৩৭।

ইতোত্রস্ত ততো *নষ্ট* *বিণ* এলোমেলো। 'তারা ইতোত্রস্ত ততো নষ্ট অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ইতোমধ্যে [স] *ক্রি* *বিণ* এ সময়ের মধ্যে। 'ইতোমধ্যে গন্ধর্ব্বসেন আপন অস্ত্রপুংগব ইতো নির্গত হইয়া ... কহিতে লাগিলেন ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ইত্তেহাদ [আ] *ইতিহাদ*। *বি* বন্ধুত্ব। 'মুসলমানে মুসলমানে এক জামাত, আত্মীয়তা আর ইত্তেহাদ।' *হাই*, ১৯৪৭।

ইত্ফাক [আ] *ইতিফাক*। *বি* প্রণয়। ভবানী, ১৮২৩।

ইতাপকাশে [স] *ইত্যপকাশে*। *ক্রি* *বিণ* ইতিমধ্যে। 'ইতাপকাশে রাজা প্রতাপাদিত্য ... যশহর পুরী প্রবেশ করিলে।' *রামরাম*, ১৮০১।

ইত্যবধানে

ইত্যবধানে [স ইত্যবধানঃ] ১ *ক্রিবিণ* এ নিয়মে। 'ইত্যবধানে বিহিত করিবা'। রামরাম, ১৮০২। ২ *ক্রিবিণ* এরকম বিষয় অনুধাবনপূর্বক। 'ইত্যবধানে সব বিবিকে কহিতেছেন যে, বাহা তোমার আর তালিম লইবার প্রয়োজন নাই।' ভবানী, ১৮২৮।

ইত্যবসরে [স। ১ *ক্রিবিণ* এই সুযোগে। 'ইত্যবসরে কন্যা পুরকে বটীর মধ্যে আনাইয়া ...'। চরিত্রচরণ, ১৮০৫। ২ *ক্রিবিণ* ইতোমধ্যে। 'ব্রাহ্মণ ... স্নান করিতেছেন, ইত্যবসরে গন্ধর্বসেন ... কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ইত্যবসান [স। বিণ সমাপ্ত; অহ শেষ। ফকরটার, ১৮০০।

ইত্যাকার [স। ১ *বিণ* এইরূপ। 'ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর ...'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ *বিণ* নানা রকমের। 'ইত্যাকার দুচিন্তায় তীব্র তাম্রকূটবাসিত প্রেরে কপলের উপর কাষ্ঠাসনে রাজি যাপন করলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ইত্যাকারক [স। *বিণ* এই রকম। 'এই ধর্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান হইয়া।' দর্পণ, ১৮৩১।

ইত্যাদি [স। ১ *অব্য* প্রভৃতি। 'সর্বের বিতরে সমুদ্রো, প্রথিবী আর যতো ইত্যাদি দেখি।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ২ *অব্য* এইসব। 'ইত্যাদি ব্রিবিবা নায়কের অষ্ট অঙ্গ।' ভারত, ১৭৬০। ৩ *সর্ব* অন্যান্য। 'কাশনে ও কর্মচারী ইত্যাদিরা ইংরাজ।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ইত্যাদি ইত্যাদি [স। *বিণ* এরকম আরও। 'ডবলকে ডবল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ইত্যাদিক [স। *ক্রিবিণ* ইত্যাদি। 'ইত্যাদিক পূর্বসঙ্গী বড় উত্তপাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইতি [স। ইত্যাদি। 'বি নানা বিষয়। 'ইতি আদির শুভ খবর দিনে দিনে যায় যে গাহি।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

ইতুপলক্ষে [স। *ক্রিবিণ* এই উপলক্ষে। 'ইতুপলক্ষে উক্তস্থানস্থ সুরক্ষিত গায়কদিগকে আহ্বান ...'। চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

ইৎসা [স। ইচ্ছা। 'বি বাসনা; ইচ্ছা।' অনিরুদ্ধে বিভা দিতে জনে ইৎসা কৈল।' মালাধর, ১৫০০। *দ্র ইচ্ছা*।

ইৎসাপ্রী [স। ইচ্ছাপ্রীঃ]। 'বি উইল। 'উইল সম ইৎসারেজী ইহার বাক্যার্থ বাঙ্গলা সঙ্গে ইৎসাপ্রী।' ক্যালগে, ১৭৮৬।

ইথার, ইথর [স। ১ *বি* স্পিরিটের মতো তরল রাসায়নিকবিশেষ। 'উপর হীন ইথরের মত একেবারে উপে গ্যালাো।' হুতোম, ১৮৬১। ২ *বি* প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞান অনুযায়ী মহাশূন্যকে যা বাতাসের মতো পূর্ণ করে রেখেছে এবং যার মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ ভ্রমণ করে। 'জদয়বিদ্যারক সুরকে ইথার যেখানেই বয়ে নিয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইথি *অব্য* এই। 'ইথি দুহ মাছ ...'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ইথে ১ *ক্রিবিণ* এতে। 'ইথে কিছু নাহিক সন্দেহ্য।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* এই বিষয়ে। 'অভক্ত উদ্ভের ইথে না হয় প্রবেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* এখানে। 'তোমা বিনে ইথে মোর কে আছে শয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইথি [স। *অব্য* সর্ব এর। 'ইথি লাগি আশে করি তাহার বিবরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইথু *ক্রিবিণ* এখানে; অত্র। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ইথে *দ্র ইথি*।

ইথং [স। ইথম] *অব্য* এই প্রকার। 'ইথং শব্দের জিন্ন অর্থ গুণ ...'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইথুত [স। ইথুতঃ] *বিণ* এই প্রকার জাত। 'ইথুতগণ শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইদ [অ। *বি* মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'কি ইদ, কি মহরম কোন মোসলমান ...'। অক্ষয়, ১৮৫০। *দ্র ইদ*।

ইদ ১ [স। *বি* জগৎ। 'কোছে ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দু দর্শনের ভাষায় তার নাম ইদং।' প্রমথ, ১৯১৪।

ইদ ২ [স। সর্ব এটা। 'ইদং অর্থাৎ এই-যে বলে যাকে স্বীকার করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ইদজ্জাহ [অ। *বি* ঈদুল আজহা; ইসলাম ধর্মমতে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পণ্ড কোরবানির উৎসব। 'সাধারণে জানে যে ইদজ্জাহ গুরু কোরবানী না করিলে ধর্ম বজায় থাকে না।' মণ্ডারফ, ১৮৮৯।

ইদম [স। *বিণ* জানা আছে এমন। 'সেই ডিমটিই তার একমাত্র ইদম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ইদানিং [স। ইদানীং] *ক্রিবিণ* আজকাল। 'ইদানিং, একমাত্র তোমায় অবশ্যন করিয়া ... অমৃতমর বোধ করিতেছিলাম।' বিদ্যা, ১৮৯২। *দ্র ইদানীং*।

ইদানী [স। ইদানীং] *ক্রিবিণ* ইদানীং; আজকাল। 'ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কাশ্যপান কর ...'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

ইদানীং [স। *ক্রিবিণ* আজকাল। 'ইদানীং যাহারা ইসলামের বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১; 'আমাদের মধ্যে আশু-পরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ইদানীংকার *বিণ* বর্তমান কালের। 'পাশাপাশি বসে ওনতে লাগলাম সাগরপুর এম. ই. স্কুল আর তাঁর ইদানীংকার ইতিহাস।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ইদানীন্তন [স। ১ *বিণ* আজকালকার। 'ইদানীন্তন ডাক্ত তত্ত্বজ্ঞান ... ধর্ম কর্তৃক প্রবৃত্ত ইতিহাসে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ *বিণ* আধুনিক। 'সেবধি, ১৮৩৯।

ইদিকে *ক্রিবিণ* এদিকে। 'আমারও ইদিকে বছর বছর মাইনে বেড়ে যাচ্ছে।' মনোজ, ১৯৬১।

ইদুর [স। উদুর। *বি* ইদুর। 'ইহার ইদুর ধরিয়া খায়।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

ইদত [অ। *বি* বিখ্য বা তালুকপ্রাপ্ত নারীর পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী মুসলিম শরিয়ত নির্দিষ্ট কাল। 'এ মারফত নিকায় ইদত পালনের প্রয়োজন হইবে না।' মনসুর, ১৯৩৫।

ইনইসটিটিউশন [স। *বি* ইনস্টিটিউট; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'হের সাহেবের স্কুল বেনিবেলেস্ট ইনইসটিটিউশন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪।

ইনএফিসিয়েন্ট [স। *বিণ* অদক্ষ। 'মামাতো ভাইরা অকেজো, ইনএফিসিয়েন্ট।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইনকমটেক্স, ইনকমটেক্স [স। *বি* আয়কর। 'রসরাজ পুনরায় প্রচার হবার পূর্বে ইনকমটেক্সের হজ্বত ওঠে।' হুতোম, ১৮৬৬; 'ইনকম টেক্স তোমার কলঙ্ক।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। *দ্র ইনকামট্যাক্স*।

ইনকাম, ইনকম [স। *বি* উপার্জন। 'ইনকম ট্যাক্স - জমিদারের ইনকম ট্যাক্স আদায় জন্য।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪; 'আপনার অন্য মেলা সোঁর্স আছে ইনকামের।' শামসুল, ১৯৭৩।

ইনকাম ট্যাক্স, ইনকাম টেক্স [স। *বি* আয়কর। 'জমিদারের ইনকম ট্যাক্স আদায় জন্য ...'। ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪; 'ইনকামটেক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে।' মুজতবা, ১৯৫২।

ইনকিলাব [আ] বি বিপ্লব। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' শিবরাম, ১৯৫০।

ইনকোয়ারি [ই] বি তদন্ত। 'ইনকোয়ারির আদেশ না দিয়েই রিটারার করে গেছেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

ইনক্রিমেন্ট [ই] বি বেতন বৃদ্ধি। 'চাকরিগত সুযোগ সুবিধা চায়, প্রমোশন চায়, ইনক্রিমেন্ট চায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ইনচার্জ [ই] বিগ দায়িত্বে নিয়োজিত। 'ইনচার্জ অফিসারকে ততৎক্ষণাৎ জানাতে হবে।' সাদত, ১৯৬৭।

ইনছান [আ] ইনসান। বি মানুষ। 'জিন ইনছান কোটি সন্তান গাহিল যে মহা গান।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইনজাংশন, ইনজাংকশন [ই] বি আইনী নিষেধাজ্ঞা। 'উচ্চ আদালত থেকে ডেপুটিসের পিঠের উপর এক ইনজাংশন জারি হয়ে গেল।' শিবরাম, ১৯৪০; 'কোর্ট থেকে যদি ইনজাংকশন আনতে পারেন।' সুনীল, ১৯৭০।

ইনজেকশন [ই] বি সুচের সাহায্যে সেহে ওষুধ প্রয়োগ। 'অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি।' রোক্কা, ১৯২১।

ইনজেক্ট করা [ই] ইনজেক্ট+করা। ক্রি সিরিদ্ধ দিয়ে প্রবেশ করানো। 'এ মল্ল ইনজেক্ট করতে পারবি তোরা।' নজরুল, ১৯৩১।

ইনটেলেকচুয়াল [ই] বিগ মননশীল। 'অত্যন্ত বেশি ইনটেলেকচুয়াল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ইনডিভিজুয়াল [ই] ১ বি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 'রত্নবিবাহ্যর ফলে স্টেট ও ইনডিভিজুয়াল বিরোধ বেধেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ বিগ ব্যক্তিক। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্ফোনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্ফোনালিটি জায়ত আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ইনডিভিজুয়ালিজম [ই] বি ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদ। 'ইনডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল অ্যানার্কিজে এবং স্টেট মিলিটারি পোল্যাণিজমের সিরি দাঁড়ানো।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ইনডেকসিং [ই] বি নিস্কট তৈরি। 'টাইপ হয়ে এলে ইনডেকসিং ও ফাইলিং...'। সাদত, ১৯৬৭।

ইনতেজাম [আ] ইনতিজাম। বি ব্যবস্থা। 'ইনতেজাম ভালোই ছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইনতেজারী [আ] ইনতিজারী। বি প্রতীক্ষা। 'লেক্টোনিয়ান্ট ... আমার জন্য ইনতেজারী করছিলেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ইনফরমার [ই] বি গুচর। 'ইনফরমার হিসেবে ছেলে কটির নাম দিয়ে এসেছে পুলিশে।' মগীশ, ১৯৬৩।

ইনফেকশন [ই] বি রোগজীবাণুর সংক্রমণ। 'এই বয়সেই তো ইনফেকশনে ধরে।' জীবন, ১৯৩৩।

ইনফেস্ট [ই] বি শিত। 'শিতদিগের শিক্ষার্থ নেটীর ইনফেস্ট নামক এক পাঠশালা।' দর্পণ, ১৮৩৬।

ইনফুয়েন্স [ই] বি ঠাণ্ডা লাগার কারণে জ্বর। 'অধিকাচরণ ইনফুয়েন্সায় পড়িলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ইনফুয়েন্স [ই] বি প্রভাব। 'তোমার বাবা এত বড় ডাক্তার, অনেক ইনফুয়েন্স তাঁর।' সুনীল, ১৯৭০।

ইনফ্যান্ট ক্লাস [ই] বি শিশু শ্রেণী। 'সেই সব নিচু ইনফ্যান্ট ক্লাসের, অ আ ক খ কিংবা বি এল এ ট্রে থেকে শুরু করতে হবে নাকি।' শিবরাম, ১৯৫০।

ইনবাস [ই] ইনডবাস। বি বিক্রির চালান। 'এক ইনবাস করিয়া কাপড়

পাঠাইতে ...।' তাঁতি, ১৭৯২।

ইনভেলপ, ইনভেলোপ [ই] বি থাম। 'তাড়াতাড়ি ছিড়ে ফেলল ইনভেলপ।' মাহেনও, ১৯৪৯; 'একটি ইনভেলোপে পত্র আদিয়েছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

ইনভেলিড [ই] বি শারীরিকভাবে অক্ষম যে। 'কি ইয়ারশোচের স্থূল বয়, কি বাহাঘুরের ইনভেলিড, সকলেই হাক আখড়াই ওনতে পাগল।' হুতাম, ১৮৬১।

ইনভ্যালিড পেনসন [ই] বি শারীরিক অথবা অন্য কোনো কারণে কর্মক্ষমতা হারায়ে যে পেনসন দেওয়া হয়। 'ইনভ্যালিড পেনসন নিয়ে প্রাকটিসে নামা যাবে।' সাদত, ১৯৬৭।

ইনভেস্টিগেশন [ই] বি তদন্ত। 'এখানে চাই। সায়ান্টাফিক ইনভেস্টিগেশন।' সাদত, ১৯৬৭।

ইনশালবেট, ইনশালভেট [ই] ১ বিগ দেউলিয়া: ঋণ পরিশোধে অসমর্থ। 'ইনশালবেট অর্থাৎ মোহরানের ব্যবস্থার উপকারে উপকৃত হওয়ার আগেই ইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি দেউলিয়া ঘোষণা। 'শেষে ইনশালভেট নিয়ে ফরেশডালায় গিয়ে বাস করেন।' হুতাম, ১৮৬১। ৩ ইনশালবেট

ইনশিওর করা [ই] বিগ বিমাকৃত। 'তাঁহার ইনশিওর করা পত্র আদিল।' রোক্কা, ১৯২৪।

ইনশিওরেল [ই] বি বিমা। 'এঁরা হয়ত ... কলেজে পড়ে, কলোনীগির করে, বেকার, কিংবা ইনশিওরেল এজেন্ট।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

ইনসিটুসন [ই] বি প্রতিষ্ঠান। 'পারেন্টাল আকেডেমিক ইনসিটুসন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ইনসিটিউসন [ই] বি প্রতিষ্ঠান। 'হিন্দু বিনিবেসেন্ট ইনসিটিউসন।' প্রভাকর, ১৮৩১।

ইনসপিরেশন [ই] বি প্রেরণা। 'সেটাতে আমার ইনসপিরেশন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইনসপেকটর এ ইনস্পেক্টর

ইনসমনিয়া [ই] বি অনিদ্রা রোগ। 'ডাক্তার বাবু অনিদ্রা না বলে যদি ইনসমনিয়া বলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ইনসান [আ] বি মানুষ। 'বাংলার ইনসানের অবস্থা আজ ভয়াবহ।' হাই, ১৯৪৭।

ইনসাপ, ইনসাক, ইনসাব [আ] ইনসাহ। বি সুবিচার। 'জবাব দেখিয়া হক ইনসাব করিয়া দিবেন ইহা আরজ করিলাম।' মের্য, ১৭৫৮; 'ধর্ম অবতার পরিবের ভাণ্ডে হক ইনসাপ করিবেন।' ওয়া, ১৭৮২; 'বিবজ্জিম নেক ইনসাহ ... ছকুম।' মের্য, ১৭৮৭।

ইনসালবেট [ই] বি দেউলে ঘোষণা। 'জান সাহেব ইনসালবেট লইয়া দালালি কর্ম আরম্ভ করিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ ইনশালবেট

ইনসান্ট [ই] বি অপমান। 'আপনিই না জেনে ওনে তাকে ইনসান্ট করেছেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ইনসাল্লাহ [আ] ক্রিবিগ মুসলমানদের ভরসাচুক উক্তি - আল্লাহ বদি চান। 'আমি হয়তো এক সন্তানের মধ্যেই বা পরেই কলকাতা যাব, ইনসাল্লাহ।' নজরুল, ১৯২৬।

ইনসিওর [ই] বি বিমা। 'গুদাম ইনসিওর করা ছিল তো?' মগীশ, ১৯৬৩।

ইনসিওরেল [ই] বি বিমা। 'সমীর আজকাল ইনসিওরেলের বড়

দালাল' বিভূতি, ১৯৩১।

ইনস্টলমেন্ট [হি] বি ক্রি। 'তোমার গাড়ির ইনস্টলমেন্টের বদলে গাড়ি খানাপু কোম্পানির নামেই কিনা' মনসুর, ১৯৫৫।

ইন্সট্রুমেন্ট [হি] বি সরঞ্জাম। 'অক্টেব ইন্সট্রুমেন্ট বাজটা' বিভূতি, ১৯৩১।

ইনস্পেকটর, ইনস্পেকটর [হি] বি পরিদর্শক। 'স্কুলসমূহের এডিসনাল ইনস্পেকটর' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডায়েরেকটর, ইনস্পেকটর' মুজতবা, ১৯৫২।

ইনস্পেকশন-বাংলা [হি] ইনস্পেকশন+হি বাংলা বি পর্বটন বাংলা। 'তাঁহাদিগকে ইনস্পেকশন-বাংলায় স্থান দেওয়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ইনস্পেক্টর [হি] বি পরিদর্শক। 'ইনস্পেক্টরের সহিত আবু ম্যাস্তার প্রবেশ' মশাররফ, ১৮৬৯। **দ্র ইনস্পেক্টর**

ইনা বিণ এই। 'কার তরে ইনা বেশে কর্যাহ পয়ান' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইনাম [আ] বি পুরস্কার। 'ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে ...' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইনার সার্কেল [হি] বি ঘনিষ্ঠ মহল। 'পার্টির ইনার সার্কেলের মেবার ছিল সে ছোকরা' সাদত, ১৯৬৭।

ইনি সর্ব এই ব্যক্তি। 'ইনি নইলে উনি' ওঁসা, ১৭৮৫।

ইনিয়ে ক্রিবিণ অনুয় করে। 'ইনিয়ে সেই ফাঁদের কথা ...' লালন, ১৮৯০।

ইনিয়ে-বিনিয়ে ১ ক্রিবিণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। 'প্রত্যেক কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লড়িয়ে-লড়িয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে' রবীন্দ্র, ১৯৯৩। ২ ক্রিবিণ গুছিয়ে। 'ভান্ডালিকে খুব মনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ইনিশিয়াল [হি] বি নামের আদ্যক্ষর। 'নীচে আবার ইনিশিয়াল আর ফ্রেম দিয়ে টাকটা পকেটে ফেলে ...' সাদত, ১৯৬৭।

ইনিষ্টিটিউশান, ইনিষ্টিটিউসন [হি] বি প্রতিষ্ঠান। 'পড়ু বৃথবার মেকানিকস ইনিষ্টিটিউসনের বায়াদাসিক সভা হয়ছিল' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৯; 'এই নগর মধ্যে শিক্ষাবিদ্যার উপদেশ প্রদানার্থ মিকানিক ইনিষ্টিটিউশান নামক এক সভা হয়ছিল।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

ইনিস্পেক্টর, ইনিস্পেক্টর, ইনিস্পেক্টর [হি] বি পরিদর্শক। 'এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্ঞান' দীনবন্ধু, ১৮৬০; 'পুলিসের ইনিস্পেক্টরদের অনেক টাকা দিয়েছে' দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'ইনিস্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ' গিরিশ, ১৮৮৯।

ইটার [হি] বিণ আন্তঃ। **ইটার ক্লাশ, ইটার ক্লাস** [হি] বি ট্রেন ও জাহাজে ভেদ এবং উচ্চশ্রেণীর মাধ্যমকার শ্রেণী। 'আসাম মেলের একটা ইটার ক্লাস কামরায়' জীবন, ১৯৩১।

ইটারন্যাশনাল [হি] বিণ আন্তর্জাতিক। 'জার্মানিও এই বিশ্বাসের জোরে ইটারন্যাশনাল আইনকে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ইটারন্যাশনালিজম [হি] বি আন্তর্জাতিকতাবাদ। 'তাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্ছে ইটার-ন্যাশনালিজম' প্রমথ, ১৯০৫;

ইটারমিটার [হি] বি দোষাভি। 'বহুকাল সপ্তিমি কোর্টের ইটারমিটার থাকতে ...' প্যারী, ১৮৫৮।

ইটারফিয়ার [হি] বি হস্তক্ষেপ। 'আমাদের কাজে বিশেষ ইটারফিয়ার করেন না' তারা, ১৯৪৩।

ইটারভিউ [হি] বি সাক্ষাৎকার। 'বিনা দশনীতে কাউকে ইটারভিউ দিব না' মনসুর, ১৯৪৩।

ইটারভ্যাল [হি] বি বিরতি। 'থামো। ইটারভ্যালের আপো জুদুক' সাদত, ১৯৬৭।

ইটারেস্টিং, ইটারেস্টিং ১ বিণ আশ্রয়বাক্যক। 'সবজেষ্টা ইটারেস্টিং, পরে শুনে নেব তোর কাছ থেকে' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিণ উপভোগ্য। 'বেশ ইটারেস্টিং করতে পারেন।' জীবন, ১৯৩২।

ইন্ডস্ট্রিয়ালিজম [হি] বি শিল্পতাত্ত্বিক সমাজব্যবস্থা। 'ঘুরোপে ইন্ডস্ট্রিয়ালিজম গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইন্ডাস্ট্রিজ [হি] বি শিল্পকারখানা। 'পূর্ববঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিজ তেমন কিছু ছিল না' সুনীল, ১৯৭০।

ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া [হি] বি ভারত। 'ইন্ডিয়া অথবা বেঙ্গল কোপিলে আসন পাবার সম্ভাবনা যে একবার পেয়েছে' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ইন্ডিয়ান [হি] বিণ ভারতীয়। 'বর্ষধর্ম-আচার-নির্বিশেষে এক বলে ধরা হয়েছে, সে ইন্ডিয়ান' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ইন্ডিয়াম [আ ইমতিহান/বি পরীক্ষা। বিদ্যা, ১৮৯১। **দ্র ইন্ডিয়াম**

ইন্ডেকাল [আ ইন্ডিকালি] বি মুদ্রা। 'আজকের ইন্ডেকাল ও পরবর্তী চল্লিশ দিবস' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ইন্ডেক্সাম [আ ইন্ডিজাম] বি ব্যবস্থাপনা। 'প্রোপাগান্ডার আয়োজন - ইন্ডেক্সামের ভারও তাঁদেরই উপর পড়ল' মনসুর, ১৯৩৫। **দ্র ইন্ডেক্সাম**

ইন্ডেক্সার [আ ইন্ডিজার] বি আশ্রয়ের সঙ্গে অপেক্ষা। 'মুসা চুপ করিয়া তাঁর পাশে ইন্ডেক্সার করিতে লাগিলেন' মনসুর, ১৯৫০।

ইন্ডেহাম [আ ইমতিহান/বি পরীক্ষা। 'এই ইন্ডেহামতে বালকেরা ইংরাজী ভাষায় উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল' দর্পণ, ১৮২৮। **দ্র ইন্ডেহাম**

ইন্দর [স উন্দর/বি ইন্দর। 'অপেক্ষা করিয়া দেখিলেক যে ইন্দর নির্গত হইল' তারিণী, ১৮৩০।

ইন্দারা [স ইন্দাপারা] বি বড়ো পাকা কুয়া। 'ইন্দারা খননের অধিকার দেওয়া হয়।' যোগাঙ্কিন, ১৯২৮।

ইন্দি [স ইন্দিয়া/বি ইন্দিয়া। 'মণতরু পাঙ্ক ইন্দি তসু সাহা' চর্যা ৪৫, ১২০০।

ইন্দিবরণ [স ইন্দিয় পবনা/বি ইন্দিয় ও চিত্ত। 'জহি মণ ইন্দিবরণ হো গঠা' চর্যা ৩১, ১২০০।

ইন্দিয়াল [স ইন্দিয়জাল/বি ইন্দিয়ের ফাঁদ। 'জাসু সুগুণে তুই ইন্দিয়াল' চর্যা ৩০, ১২০০।

ইন্দিজানী [স ইন্দিয়ানি/বি ইন্দিয়। 'দুখে সুখে এক করিয়া তুই ইন্দিজানী' চর্যা ৩৪, ১২০০।

ইন্দিয় [স ইন্দিয়া/বি ইন্দিয়। 'এপ্রশান বনিতা তুমি ইন্দিয় সকল' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

ইন্দিরা [স/বি (হিন্দুদেবী) লক্ষ্মী। 'কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী ইন্দিরা' মাইকেল, ১৮৬০।

ইন্দীবর [স/বি নীলপদ্ম। 'ইন্দীবর বর গরব বিমোচনা লোচন মনমথ ফান্দে' গোবিন্দ, ১৬০০।

ইন্দু [স/বি চাঁদ। 'হরিন ইন্দু অরবিন্দ করিনি হেম পিক বুঝল অনুমানী' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০; 'আকাশে সাজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী' বাহরায়, ১৬৫০।

ইন্দুকিরণ [স] বি চাঁদের আলো। 'অলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পূলকিছে ফুলগন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ইন্দুনিভা [স] বিশ ক্রী চাঁদের মতো সূন্দর মুখবিশিষ্ট। 'মৌন শিখা স্পর্শে তব করেছিলে ইন্দুনিভা কত শত রূপসীর বদন পাতুর।' জীবন, ১৯৩০।

ইন্দুনিভাননী [স] বি চাঁদের মতো মুখমণ্ডলবিশিষ্ট নারী। 'শিখণ্ডিবাহন প্রভিজ্ঞা করেছিলেন ইন্দীবারাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্মিণী করবেন না।' দীনবন্ধু, ১৮৭০।

ইন্দুবদন [স] বি চাঁদের মতো মুখমণ্ডল। 'চাহি হিন্দুর ইন্দুবদনের পানে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ইন্দুমতী [স] বি চন্দ্রমণ্ডিকা। 'দক্ষিণের বাতায়নতলে মঞ্জরিত-ইন্দুমতী-বল্লরীবিভানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ইন্দুমুখি [স] ইন্দুমুখী, সম্বোধনে ই-কার। বি চাঁদের মতো মুখমণ্ডলবিশিষ্ট নারী। 'ইন্দুমুখি অড় ন কর পিয়রূপখন্দহর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ইন্দুলোখা [স] বি চাঁদের কলা বা রূপ। 'নব ইন্দুলোখা অলকে পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ইন্দু [ফা হিন্দু] বি হিন্দু। 'কিবা ইন্দু কিবা মোসোলমান কিবা কুচর।' মনোএল, ১৭৪৩।

ইন্দুর [স উদ্ভূত] বি ইন্দুর। 'কতক ইন্দুর করয়ে দূরদূর গনারি মৃধার পানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইন্দো-ইরানিয়ান [হি] বিণ ভারত ও ইরান-সংলগ্ন। 'আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্যের মধ্যে কোনো সীমান্তভূমি ছিল না।' মুক্তভাষা, ১৪৪৯।

ইন্দ্র [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ মতে) দেবতাদের রাজা। 'কেন অশ্রু রাজা ইন্দ্র জদি হয়।' মালাধর, ১৫০০; 'ইন্দ্রের কুমার মালাধর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি একপ্রকার গাছ। 'সেবতি করুণি জুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সূর্য। 'কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা পদ্মবাণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ইন্দ্রচাপ [স] বি বংধন। 'ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি/ মেঘরাজ ধরেগাপরি।' মাইকেল, ১৮৬১।

ইন্দ্রজাল [স] ১ বি ভোজবাজি। 'কীবা ইন্দ্রজাল কীবা কৃষ্ণের কারন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি মায়া। 'বিশয়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি জাদু। 'আকালে আকাশে নিত্য প্রশারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ইন্দ্রজালক [স] বি জাদুকর। 'ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক ...।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ইন্দ্রজালবিদ্যা [স] বি মায়া বিস্তার করার বিদ্যা। 'সংগীতের মতো এমন আচর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ইন্দ্রজালিক [স] বি জাদুকর। 'পরশে কি তোরে, ইন্দ্রজালিক, শূন্যে মিলাবে দানবী অলীক?' সুধীন্দ্র, ১৯২৬।

ইন্দ্রভূত [স] বি বর্ণের আধিপত্য। 'নিতিই দাস জয়লাভ করিলে ইহারে যেন ইন্দ্রভূত পাইতেন।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বি অমরভূত। 'একদা যে একেছিলে ইন্দ্রভূতের টিকা।' সুধীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি ইন্দ্রের পদ বা ঐশ্বর্য। '(তুই) সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস ইন্দ্রভূতের মোহে।' নজরুল,

১৯৩৫। ৪ বি কর্তৃত্ব। 'কুলের ইন্দ্রভূত কিছুতেই সে ছাড়তে রাজী নয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ইন্দ্রদেব [স] বি (হিন্দুপুরাণ মতে) দেবতার রাজা। 'ভারতবর্ষে অতি পূর্বেই ইন্দ্রদেব ... অর্চিত হইয়া আসিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ইন্দ্রধনু [স] বি বংধন। 'কাঁহা সে চূড়ার ঠাম শিখিপুচ্ছের উড়ান/ নবমেঘ যেন ইন্দ্রধনু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দেখব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ঘুটে, সূর্য্যরশ্মি তার লগাটে পরায়ে ইন্দ্রধনু।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ইন্দ্রধনুক [স] বি বংধন। 'ভূরুর বলনী কামধনু জিনি ইন্দ্রধনুকের আভা।' দ্বিজী, ১৬০০।

ইন্দ্রনীল [স] বি নীলকান্তমণিবেশ; নীলা, স্যাক্ষায়া। 'তাহার ইন্দ্রনীল কাষ্ঠি তনু।' চণ্ডী, ১৫৫০।

ইন্দ্রপাত [স] বি ব্যাপক ধ্বংসঘট। 'একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৭৭৮।

ইন্দ্রপুর [স] বি (হিন্দুপুরাণ মতে) বর্ণ। 'ইন্দ্রপুরে গিয়া তবে আনিল অর্জুন।' মালাধর, ১৫০০।

ইন্দ্রপুরি [স] ইন্দ্রপুরী। বি বংগলোক। 'জেন ইন্দ্রপুরি দেখি কুবের বরুণ লিখি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ইন্দ্রশঙ্খ [স] ১ বি বংগলোক। 'জুক্তি করি ইন্দ্রশঙ্খ জ্ঞাতগৃহ করে।' মনোএল, ১৫০০। ২ বি মহাভারতে উল্লিখিত স্থান - প্রাচীন দিল্লি। 'এবে - ইন্দ্রশঙ্খ ছাড়ি যাই দূর বনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ইন্দ্রপ্রিয়া [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রপত্নী। 'ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী গীনপরেয়াধা।' মাইকেল, ১৮৬০।

ইন্দ্রবারি [স] বি বৃষ্টি। 'প্রেম-ইন্দ্রবারি ...।' নালন, ১৮৯০।

ইন্দ্রব্রত [স] বি রাজধর্মবিশেষ; রাজা ধন দিয়ে রাজভাতার পূর্ণ করার ব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্যব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সপ্ত ব্রত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ইন্দ্রলোক [স] বি বংগলোক। 'ইন্দ্রলোকের রীত এ কি' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ইন্দ্রসভা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্রের সভা। 'লাল পরী গো! লাল পরী! ইন্দ্রসভার সুন্দরী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ইন্দ্রাণী [স] ১ বি নদীর নাম। 'উপনীত ইন্দ্রাণীর তটে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রের ক্রী। 'নররূপে জন্মিয়াছে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।' বাহরাম, ১৬৫০।

ইন্দ্রাশ্রয় [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দেবগৃহ। 'এমন ইন্দ্রাশ্রয় (ফিরদোস্ত) ইহার ভাড়া দশ টাকা।' প্রভাত, ১৮৯৬।

ইন্দ্রতত্ব [স] ইন্দ্রিয়তত্ত্ব। বি কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় ইত্যাদি তত্ত্বের জ্ঞান। 'পঞ্চ ইন্দ্রতত্ব তিহো ডাকিয়া কহিল।' মালাধর, ১৫০০।

ইন্দ্রিয় [স] বি দেহের চোদ্দটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তি যা দিয়ে বাইরের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মে এবং কর্ম সম্পন্ন করা যায়। 'সকল ইন্দ্রিয়কেই সুখনিমিত্ত আপন আপন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিল।' ভবানী, ১৮২৫।

ইন্দ্রিয়-অম্বা [স] বি যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করা যায় না। 'ইন্দ্রিয়অম্বা কি কোনোদিন ইন্দ্রিয়ম্বা হইবে?' জগদীশ, ১৯২০।

ইন্দ্রিয়কার্য, ইন্দ্রিয়কার্য্য [স] বি ভোগবিলাস। 'ইন্দ্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করাই জীবনের সমুদয় কার্য্য বোধ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ইন্দ্রিয়গোচর [স] বিণ প্রত্যক্ষ। 'এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭; 'যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।' প্রমথ, ১৯০৫।

ইন্দ্রিয়ম্যম [স] বি ইন্দ্রিয়সমূহ। 'প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ম্যমে মনঃসংযোগ করা চাই।' প্রমথ, ১৯১৪।

ইন্দ্রিয়ম্যমবাসী [স] বিণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ। 'জীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়ম্যমবাসী হির পূর্বক বিভূত্ব মানিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২১।

ইন্দ্রিয়ম্যম [স] বিণ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূত; প্রত্যক্ষ। 'ক্রমে যখন ভাবশক্তি হইয়া বাহ্যবস্ত্র ইন্দ্রিয়ম্যম হইল, তখন দেখিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ইন্দ্রিয়ম্যম্যতা [স] বি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধির অবস্থা। 'ইন্দ্রিয়ম্যম্যতার দ্বারা বিচার করলে দেখা যাবে যে, আমূল বিরোধ সত্ত্বেও মানুষের জীবনে ...।' শিব, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়চেতনা [স] বি ইন্দ্রিয়ানুভূতি। 'রূপলোকে ইন্দ্রিয়চেতনার পরিচয় পাওয়া গেলেও, ইন্দ্রিয়পরতার পরিচয় পাওয়া যায় না।' মোতাহের, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়-হলনা [স] বি ইন্দ্রিয়ের মোহ। 'বুঝ না - বুঝ না, ইন্দ্রিয় হলনা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ইন্দ্রিয়জ্ঞ [স] বিণ ইন্দ্রিয়জ্ঞাত। 'ইন্দ্রিয়জ্ঞ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল।' প্রমথ, ১৯১৩।

ইন্দ্রিয়জ্ঞাত [স] বিণ ইন্দ্রিয় দ্বারা সৃষ্ট। '... ইন্দ্রিয়জ্ঞাত আবেগকে ভাবধৃত আবেশে রূপান্তরিত করে।' শিব, ১৯৭৩।

ইন্দ্রিয়ভূতি [স] বি ইন্দ্রিয় দ্বারা সৃষ্টাভ্যুত; সন্ধ্যা। 'সূর্যবোধ ক্রমশঃ করিয়া ইন্দ্রিয়ভূতি হইতে ক্রমে প্রসারিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইন্দ্রিয়দোষ [স] বি কামপ্রবৃত্তির আবলা; লাম্পট্য। 'সম্প্রদায়প্রবর্তক ইন্দ্রিয়দোষের ভূয়োভূয়ঃ নিদেহে করিয়া গিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়দ্বার [স] বি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। 'কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে ... ইন্দ্রিয়দ্বার বোধ করিবার চেষ্টা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়নির্ভর [স] বিণ ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে এমন। 'এখানে শব্দ একাধারে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়নির্ভর।' শিব, ১৯৫৬।

ইন্দ্রিয়পরতত্ত্ব [স] বিণ অতিরিক্ত ভোগবিলাসী। 'কোন রাজা ইন্দ্রিয়পরতত্ত্ব - অন্তঃপুরেই বাস করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ইন্দ্রিয়পরতা [স] বি ভোগবিলাসিতা। 'উদাহরণ, উদারিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ [স] বিণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত। 'তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতা [স] বি ভোগসুখে আসক্তি। 'উন্নত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুসঙ্গিত মনোবৃত্তির সৃষ্টি।' উমর, ১৯৬৮।

ইন্দ্রিয়বন্ধ [স] বি বোধশক্তি; ইন্দ্রিয়ের বাধন। 'এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ইন্দ্রিয়বদ্যতা [স] বি ইন্দ্রিয়ের অধীনতা। 'তাহা হইলে বুঝা যাইত যে ইন্দ্রিয়বদ্যতা (Sensuality) এই দুস্তবৃত্তিরই নাম কাম।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ইন্দ্রিয়-বিকার [স] বি ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিকতা। 'ভাষাবাসার পিঙ্গি

করা ইন্দ্রিয়-বিকার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ইন্দ্রিয়বুদ্ধি [স] বি বোধবুদ্ধি। 'মাঝখানের আয়তনটিই হইতেছে আমাদের পরিচিত ইন্দ্রিয় বুদ্ধির পরিচিত আয়তন।' সবুজ, ১৯২১।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি [স] বি ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা ক্রিয়া। 'ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও নিকট প্রবৃত্তিজানিত বিহিত সুখেও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়বোধ [স] বি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। 'দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়ভীতি [স] বি ইন্দ্রিয় সন্ধ্যাপন ক্ষতিকর এমন ভয়। 'ইন্দ্রিয়ভীতি সত্ত্বেও মানুষ ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলে ...।' মোতাহের, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়সংযম [স] বি ইন্দ্রিয়দমন। 'তাহারা ইন্দ্রিয়সংযম ও রিপুদমন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়সর্বস্বতা [স] বি ভোগসর্বস্বতা। 'ইন্দ্রিয়ভীতি সত্ত্বেও মানুষ ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলে ...।' মোতাহের, ১৯৫০।

ইন্দ্রিয়-সুখ [স] বি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের প্রসার ও বিকাশ যে আনন্দ। 'আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত [স] বিণ ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সুখভোগ করা যায়, তাতে আসক্ত। 'ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ভোগবিলাসী ব্যক্তি।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ইন্দ্রিয়-সেবন [স] বি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুখ ভোগ করা। 'অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবন ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ইন্দ্রিয়সেবা [স] বি ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তসাধন। 'নির্ধন লোক তাহাদের ইন্দ্রিয়সেবা সমাধায়ে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ইন্দ্রিয়স্বভাব [স] বি ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা ক্রিয়া। 'মনুষ্য মাতেরই অসংখ্যান ও ইন্দ্রিয়স্বভাব এক প্রকার।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইন্দ্রিয়স্বরূপ [স] বিণ ইন্দ্রিয়ের মতো। 'ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটেকেই দেখাইতে পারে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত [স] বিণ ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে অনুভব করা যায় না এমন। 'ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কোন জিনিস নাই ...।' মোতাহের, ১৯৩৭।

ইন্দ্রিয়াতীত [স] বি যা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। 'তাহারই উপর ভর দিয়া কি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীতে উঠিয়া গিয়াছেন।' সবুজ, ১৯২১।

ইন্দ্রিয়াসক্ত [স] বিণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ। 'ইন্দ্রিয়াসক্ত মনুষ্যের সহিত হিতর প্রার্থী পার্থক্য কিসে?' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ইন্দ্রিয়াসক্তি [স] বি ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্তি। 'ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ইন্দ্রন [স] ১ বি রান্নার কাঠ। 'বংশ কেরয়াল ইন্দ্রন পতবাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অনুপ্রেরণার ভিত্তি। 'ভূগোলিকে ইন্দ্রন করিয়া যদি উৎসাহের আদান জ্বালিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি উদ্দীপনা। 'শপথের শপথের যোগাও ইন্দ্রন তার লাগি?' সুব্রত, ১৯২৯।

ইনুফুয়েনস [স] বিণ প্রভাবশালী। 'ভুলোয়ালা ইনুফুয়েনসল রিফরমড খোমার দলের সঙ্গে সেখানে বাবুর সাক্ষাৎ হতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১।

ইনফুয়েল [স] বি প্রভাব। 'আমার পার্সোনাল ইনফুয়েন্সের দ্বারা অনেকটা উপকার সাধন করতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

ইন ভাগ্যাত্ত শব্দ [সি বি ইন (ই) প্রত্যয় শেষে আছে এমন শব্দ, যেমন, যোগিশ (যোগী)]। 'ইন ভাগ্যাত্ত শব্দ গ্রন্থোগ বিষয়ে তাহার অন্যথা করা কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

ইনষ্টিটিউশন [ই বি প্রতিষ্ঠান]। 'নেটিব মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশন অর্থাৎ চিকিৎসালয়।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ইনস্টিংক্ট [ই বি সহজাত প্রবৃত্তি]। 'মাহাকে ইংরেজিতে ইনস্টিংক্ট বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ইলটিটিউশন [ই বি প্রতিষ্ঠান; সংস্থা]। 'অল ইথিরা এডুকেশনাল কম্যারেস, অমুক ইলটিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি।' রোকেয়া, ১৯১৮।

ইল্ট্রাকশন [ই বি নির্দেশ]। 'অনেক ইল্ট্রাকশন দিতে লাগলেন।' সাদত, ১৯৬৭।

ইলপায়ার করা [ই ইলপায়ার+করা] ক্রি অনুপ্রাণিত করা। 'তোমার ভাবী ... এসব ব্যাপারে খুব ইলপায়ার করে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ইনস্পিরেশন, ইনস্পিরেশন [ই বি অনুপ্রেরণা]। 'ইংরেজিতে ইনস্পিরেশন বলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'মেয়েরা পুরুষের ইনস্পিরেশন জাগাতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইলপেকসন [ই বি পরীক্ষণ]। 'নীচে অঙ্ককারে ঢোকে, ইলপেকসন।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ইলপেক্টর, ইনস্পেক্টর [ই বি পরিদর্শক; পুলিশ কর্মকর্তা]। 'ম্যাজিস্ট্রেট, বারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইলপেক্টর ...।' মশাররফ, ১৮৬৯; 'লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইনস্পেক্টর বিজয়বাবু।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ইলপেক্টরি [ই+বা ই] বি পরিদর্শকের কাজ। 'সে স্থূল-ইলপেক্টরি কাজে পেনসন নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ইলপেক্ট্রিস [ই বি স্ত্রী নারী পরিদর্শক]। 'কুলের ইলপেক্ট্রিস মহোদয়া।' রোকেয়া, ১৯২৭।

ইললভেট, ইল্লালবেট [ই ১ বি দেউলিয়াড়]। 'ইজারাদারেরাও ইল্লালভেট লইতে বাধ্য হইবেন।' প্রভাকর, ১৮৫৩। ২ বিণ দেউলিয়া সংক্রান্ত। 'এর মধ্যে একটি ইললভেট কেস পেয়েছিলাম।' গিরিশ, ১৮৮৬। ৩ ইনশলভেট, ইনসলভেট

ইলোরেশ [ই বি বিমা]। 'ইলোরেশ কোম্পানি নামক এক নতুন বিমা করিবার আপিস ...।' দর্পণ, ১৮২৬।

ইপিকা [ই বি দক্ষিণ আমেরিকার ওষধিবিষয়ের মূলের নির্ঘাস]। 'তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ইত্তার [আ ইফতার] বি ইফতার। 'উম্মকাল হইলে ইত্তার কর জলে।' আলাওল, ১৮৮০।

ইফতার [আ বি ইসলামধর্ম মতে সারাদিন উপবাস করে সূর্যাস্তের পর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ]। 'শরবত-শির্শী-ইফতার-ওয়ালা রোজা নয় ...।' বেনজীর, ১৯৪৫। ৩ এফতার

ইফতারি [আ ইফতার+বা ই] বি ইফতারের খাদ্য। 'প্রতি সন্ধ্যায় তার ইফতারি।' হাই, ১৯৪৭।

ইব' [সি বিণ মতো]। 'রাম স্কা ইব অতি সুগঠন উক্ক।' মানিকরাম, ১৮৭১।

ইব' [ই বি ইভ; ইহুদী, খ্রিষ্ট ও ইসলামধর্ম অনুযায়ী প্রথম মানবী; হাওয়া]। 'এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৩ ইভ

ইবনে [আ বি অমকের পুত্র]। 'শ্রীগদাদরাম দত্ত ইবনে শ্রীরামদুলাল দত্ত [রামদুলালের পুত্র গদাদরাম]।' ওর্সা, ১৭৮২। ৩ এবনে

ইবলিশ, ইবলিস [আ ইবলিস] ১ বি (ইসলাম-ধর্মমতে) শয়তান। 'রোয়ে ওঘয়া-হোবল ইবলিস খারজিন, - কাঁপে জিন।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ দুষ্ট প্রকৃতির। 'সব চেয়ে ভাই ইবলিশ হয় যে ছেলেরের যাড় কোঁতা।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ ইব্রিশ

ইবলিশী [আ ইবলিস+৩] বিণ বদ; মন্দ। 'এই ধরনের ইবলিশী খেয়ালের চিরাবসান কামনা করি।' বেগম, ১৯৫১।

ইবশালি [ফা ইমসাল] বিণ বর্তমান বছরের। এডমন, ১৭৯৩। ৩ ইমশাল, ইমসন

ইবার ক্রিবিণ এখন; এবার। 'রাখিব ইবার ইহৌ পুত্র তোমারে।' মালাধর, ১৫০০।

ইবে ১ ক্রিবিণ এখন। 'ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব এটা। 'বলহ বড়াই ইবে কোন বুদ্ধি কবি।' বড়ু, ১৫৭০।

ইব্রিশ, ইব্রিস [আ বি (ইসলাম-ধর্মমতে) শয়তান]। 'ইব্রিস পাপিষ্ঠ তাকে ভোলাইতে নারিব।' সুলতান, ১৭০০; 'ইব্রিশ অর্থাৎ সত্যতানের জন্যও পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।' প্রভাত, ১৮৯৭। ৩ ইবলিশ, ইবলিস

ইভ' [সি বি হাতি]। 'কোণে সেন অগ্নি হেন ইভ যে জন বাটং।' মাহিকরাম, ১৭৮১।

ইভ' [ই বি ইহুদী, খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রথম মানবী; হাওয়া]। 'আজম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে যে সহজ বেশে ভ্রমণ করিতেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ইব'

ইভনিং ওয়াক [ই বি সাক্ষ্যকালীন হাটা]। 'এই ইভনিং ওয়াকে এসেছিলাম।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ইভোলিউশন [ই বি বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া]। 'এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়।' নজরুল, ১৯৩২।

ইমতিহান [আ বি পরীক্ষা]। 'উইলসন সাহেব কর্তৃক ছাত্রেরদের ইমতিহান সম্পন্ন হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ ইস্তিহাম, ইস্তেহাম

ইমন' [আ বি ঘোড়া]। 'পুনরায় ইমনে চলিল শীমগতি।' আলাওল, ১৬৮০।

ইমন' [আ ইয়মন] বি (সংহীত) সন্ধ্যাকালীন রাগিণীবিশেষ। 'ইমনে কেন্দারায় বেহাগে বাহারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ইমনকল্যাণ [আ ইয়মন+স কল্যাণ] বি ইমন ও কল্যাণ সুরের মিশ্রণে উদ্ভাবিত রাতের প্রথম প্রহরে গাওয়ার রাগ। 'মুলতান, ইমন-কল্যাণ, কেন্দারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ইমনকানড়া [আ ইয়মন+কানড়া] বি ইমন ও কানড়া যোগে উদ্ভাবিত রাগিণীবিশেষ। 'বাপুশ্রী - ইমনকানড়া এবং বিলাওলের যোগে উৎপন্ন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ইমপ্রেস করা [ই ক্রি মনে দাগ কাটা; কারও মনে অনুকূল ধারণা সৃষ্টি করা]। 'মেয়েদের যদি ইমপ্রেস করতে চাও ...।' রঙ্গীদ, ১৯৬৩।

ইমসন [ফা ইম+সনা] ক্রিবিণ এই বছর। 'আড়ম মজকুরে ইমসন ফরমান ইম মবলগে ২৪৪০ খান।' তাঁতি, ১৯৯২।

ইমান [আ বি ইমান; ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাস]। ওর্সা, ১৭৮৫; 'ইমান খন আখেরের পুঁজি।' লালন, ১৮৯০।

ইমানদার [আ ইমান+ফা দার] বিণ ধর্মবিশ্বাসী। বিদ্যা, ১৮৯১:
ইমানদার ও আমলদার হও।' র্ত্তশন, ১৯২৫।

ইমানদারী [আ ইমান+ফা দারি] বি ধর্মশীলতা। 'চৌখ বুজিয়া
অনাহার দর্শন করার নাম ইমানদারী নহে।' জামায়াত, ১৯৪১।

ইমাম [আ] ১ বি মুসলমানদের নামাজ (উপাসনা) পরিচালনা করেন
যিনি। 'আপনে ইমাম নবী পাছে সর্বজন।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি
ধর্মীয় নেতা। 'বন্দিন ইমাম বার চন্দ্র মাসুমে।' গরীব, ১৭৬৫।

ইমামতি [আ ইমামত] বি নামাজ বা উপাসনা পরিচালনার কাজ।
'বার ইমামতি কিবা শিতরে পড়াই।' আলোড়ল, ১৬৮০।

ইমামবারা [আ ইমাম+ফা বারা] বি মহরমের অনুষ্ঠানের জন্য
ব্যবহৃত গৃহবিশেষ। 'এক ইমামবারা।' দর্পণ, ১৮৩২।

ইমারত [আ] ১ বি অট্টালিকা; বড়ো দালান। 'ফেতি পরে ইমারত করিল
বিস্তার।' আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বি বাড়ি। মানোএল, ১৭৪৩:
'ইমারত ও রাত্তা ও পূণ।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ইমারতখানা [আ ইমারত+ফা খানা] বি সৌখ। 'প্রিয়ার বিরহে
কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরি করেছিলেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

ইমারতি, ইমারতী [আ ইমারত] ১ বিণ বাড়ি সংক্রান্ত। 'ইমারতী
বরচ ১৬০০০।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিণ দালান নির্মাণ বিষয়ক।
'ইমারতি কর্ত্ত।' দর্পণ, ১৮৩০।

ইমার্জেলি, ইমার্জেলী, ইমার্জেলী [ই] ১ বিণ জরুরি। 'ইমার্জেলী
ফোর্সও মুছলমানশূন্য।' আজাদ, ১৯৪৭। ২ বি হাসপাতালের জরুরি
বিভাগ। 'ইতিমধ্যে ইমার্জেলীতে এসে গেছি।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ইমিডিটে [ই] বি অবিলম্বে করতে হবে যা। 'আর্জেন্ট আর ইমিডিটেক্সে
ভিড় বাড়ে।' সাদত, ১৯৬৭।

ইমোশনাল [ই] বিণ আবেগতড়িত। 'আমাদের মূল ক্রটি হচ্ছে আমাদের
বড়ো একপেশে - ইমোশনাল।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ইম্পার্সোনাল, ইম্পার্সোনাল [ই] বিণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ। 'ইংরেজিতে
বলে ইম্পার্সোনাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'আমার স্বভাবটা
ইম্পার্সোনাল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ইম্পীরিয়াল [ই] বিণ রাজকীয়। 'ইম্পীরিয়াল রথযাত্রার লগা দড়িতে ...'
রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ইম্পীরিয়ালিজম [ই] বি রাজনৈতিক প্রভাব এবং সামরিক শক্তির
সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিশ্বে কোনো দেশের প্রভাব বিস্তারের নীতি;
সাম্রাজ্যবাদ। 'ইম্পীরিয়ালিজম বার্ষজিক বিস্তার করাকেই মহত্ব
বলিয়া গণ্য করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ইম্প্রেশনিষ্ট [ই] বিণ ধারণাবাদী। 'নবযুগের সমালোচকেরা নিজেদের
ইম্প্রেশনিষ্ট বলে পরিচয় দেয়।' প্রমথ, ১৯২৭।

ইয়ামী [ফা] বি ফসল দিয়ে প্রদত্ত খাজানা। ওর্গা, ১৭৮২। 'প্রজা কহে
আমাদিগের ফসল ইয়ামী তলব সাবেক ইজাদার লইত।' ওর্গা,
১৭৮২।

ইয়ং বেঙ্গল, ইয়ং বাঙাল, ইয়ং বাঙ্গাল [ই ইয়ং+ই বেঙ্গল] বি
১৮৩০-৪০ দশকের ইংরেজি শিক্ষিত পাশ্চাত্যপন্থী তরুণ বাঙালি
সম্প্রদায়। 'সোনার বাঙাল করে কাঙাল, ইয়ং বাঙাল যত জান।'।
গুপ্ত, ১৮৫৮; 'ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্সিল (ডয়ানক
গরমিতেও) বনাতরে বিলতি কটু চাপকান পরা।' হুতোম, ১৮৬১;

'হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এলুয়া বা ইয়ং বেঙ্গলসেই অশিক্ষা,
বালাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ... আন্দোলনের সূচনা
করেন।' শরীফ, ১৯৭০।

ইয়ংবেঙ্গালি [ই ইয়ং+ই বেঙ্গল] বিণ ইয়ংবেঙ্গলসুলভ।
'ইয়ংবেঙ্গালি ঘুসি খেয়ে ... একেবারে ঘুরে পড়লেন।' হুতোম,
১৮৬১।

ইয়ঙ্গ ম্যান [ই] বি পাশ্চাত্যপন্থী তরুণ। 'তনলেম, আপনি একজন
এডুকটেড ইয়ঙ্গ ম্যান।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ইয়ং [স] বিণ এই। 'নীচে লিখিতব্য ইয়ং সংখ্যা।' দর্পণ, ১৮৩০।

ইয়ন্তা [স] ১ বি সংখ্যা। 'ইহাতে ইয়ন্তা পরিমাণ কিছু নাই ...।' মৃত্যুঞ্জয়,
১৮১৩। ২ বি পরিমাণ। 'সমুদ্রের জলের ইয়ন্তা করা দুসোখা।'।
বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বি সীমা। 'আমাদের মধ্যে আন্ত্র-পরিমা প্রকাশের
ইয়ন্তা ইয়ন্তা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বি আদ্যাজ। 'একটি
মানুষের সমস্ত কে ইয়ন্তা করিতে পারে?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ইয়ল বি কুয়াশা। 'না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।' অবন,
১৯১৯।

ইয়া বিণ এই। 'সামক ইয়া রূপ রহিলা খেয়াই।' সুলতান, ১৭০০।

ইয়া উয়া বি এটা সেটা। 'ইয়া উয়া পরে সেজেছে সং।' নজরুল, ১৯২৪।

ইয়াকুত [আ] বি পশুবাণ মণি; চুনি। 'জড়ো করি লাল, পোষরাজ আর
ইয়াকুত ভরা দিন।' ফররুখ, ১৯৪৩।

ইয়াকি [ই] বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। 'এক জন ইয়াকি আমার
কাছে এসে দুঃখ করছিল।' জীবন, ১৯৩২।

ইয়ান্তা [স ইয়ন্তা] বি হিসাব। 'কত জননী সন্তান হারা হল তার ইয়ান্তা
নাই।' বেগম, ১৯৫২।

ইয়াদ [ফা] ১ বি স্মরণ। 'এলাহীর বাত তুমি না কর ইয়াদ।' গরীব,
১৭৬৫। ২ বি যত্ন। 'খুব ইয়াদ রাখিয়া কার্য করিবা।' তাঁতি,
১৭৯২।

ইয়াদদন্ত, ইয়াদদন্ত [ফা ইয়াদদন্ত] ১ বি স্মারকলিপি।
'ইয়াদদন্ত।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বিণ লিপিবদ্ধ। 'উহাতে ইয়াদদন্ত
করিয়া রাখিয়াছি।' বক্তিম, ১৮৭৪।

ইয়াদ রাখা ক্রি খেয়াল রাখা। 'বুজীয়া কার্য করিবা এবং ইয়াদ
রাখিবা।' তাঁতি, ১৭৯২।

ইয়াদা [ফা ইয়াদা] বি খেয়াল। বিদ্যা, ১৮৯১।

ইয়াদি, ইয়াদী [ফা ইয়াদ] বি চিঠি শুরু করার পদবিশেষ। 'ইয়াদি
... সকল মঙ্গলপ্রায় শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ পাল তেলি হুচরিতেমু।' মেয়র্স,
১৭৫৭।

ইয়াদিদন্ত [ফা ইয়াদদন্ত] বি স্মারকলিপি। 'ইয়াদিদন্ত সাধুশ্রী
ডিলকরাম পাল হুচরিতেমু ...।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

ইয়াদীকির্ক - (দলিপদে ব্যবহৃত শব্দ) মনে থাকে যেন।
'ইয়াদীকির্ক সকল মঙ্গলপ্রায় শ্রীলালবেহারী দাস।' ওর্গা, ১৭৮২।

ইয়ার [ফা] ১ বি বন্ধু। 'ইয়ারের এই লেখা তোমার ইয়ার দেখা।' গরীব,
১৭৬৫। ২ বিণ অন্তরঙ্গ। ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বি রসিক। 'ইয়ার
গোচরে ব্রাহ্মণেরা শহর-খেঁচা।' প্যারী, ১৮৫৮।

ইয়ারগিরি [ফা] বি বন্ধুত্ব। 'আপনার সঙ্গে আমার বেরাদির,
ইয়ারগিরি বহু বৎসরের।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

ইয়ারবেঁধা [ফা ইয়ার+বেঁধা] বিণ বন্ধদের সঙ্গে চলে এমন রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ। 'ডিমারটাও একটু ইয়ার-বেঁধা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ইয়ার-দুস্ত [ফা ইয়ার+ফা দোস্ত] বি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। 'ইয়ার-দুস্ত এইসব ছাড়া যাবার পার নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

ইয়ারবস্ত্রি, ইয়ারবস্ত্রী [ফা ইয়ার+ফা বস্ত্রী] বি তুচ্ছ ও হালকা আনন্দে বা কাজে সাহায্যকারী বন্ধুর দল। 'বরের সব ইয়ার বস্ত্রি চলিগেহে ...।' প্যারী, ১৮৫৮; 'ইয়ারবস্ত্রীর সঙ্গে তখনো কুটি চিবনো ভালো।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

ইয়ারবর্গ [ফা ইয়ার+স বর্গ] বি বন্ধুর। 'মুড় মহাশয় উত্তর দানে বিম্ব হন, দুগ দুগ বলিয়া, হাত তালি দিয়া ইয়ারবর্গ লইয়া কিম্বৎকণ আনন্দে নৃত্য করিব।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ইয়ারলোক [ফা ইয়ার+স লোক] বি বন্ধুজন। 'তঁাহারা ... দশজন ঢেটক ও মোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঞ্জা চরস খান।' ভবানী, ১৮২৮।

ইয়ারি [ফা ইয়ার>] বিণ ইয়ার বা বন্ধুসম্পর্কিত। 'চার ইয়ারি কথা।' প্রমথ, ১৯১৬।

ইয়ারকি [ফা] বি রসিকতা; ফাজলামি। 'ভূই টিপ কেটে আঁচল ধরে ইয়ারকি দিতে এইচিস।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। **দ্র ইয়ার্কি**

ইয়ারকি দেওয়া ক্রি বন্ধুর মতো মেলামেলা করা। 'মা যদি টের পান যে আমি একটি কালো লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিই ... বাড়ি ছাড়তে হবে।' প্রমথ, ১৯১৫।

ইয়ার ফোন [হি] বি কানে লাগিয়ে শোনার যন্ত্র। 'তাদের জন্য ঘরে ঘরে ইয়ার ফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

ইয়ারবুক [হি] বি বর্ষণী। 'নোট লেখেন, ইয়ারবুক সংকলন করবেন নরেন্দ্র, ১৯৫২।

ইয়ারিং [হি] বি কানের দুল। 'নায়েবের স্ত্রীর একজোড়া ইয়ারিং বাহির হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ইয়ার্কি [ফা] বি লঘু রসিকতা; ফাজলামি। 'দীনবন্ধুর ইয়ার্কি মুগ্ধ করে।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

ইয়ার্কি কাটা [ফা ইয়ার>+কাটা] ক্রি হাসি-তামাসা করা। 'সিগারেট টানছে, ইয়ার্কি কাটছে।' জীবন, ১৯৩২।

ইয়ার্ড [হি] ১ বি জাহাজ তৈরির কারখানা। 'ইহা মিং জেমস কাট কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল।' দর্পণ, ১৮৩০।
২ বি বন্দর-ঘাট। 'ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম হাফেতে বয়সও অল্প।' হত্যাম, ১৮৬১।

ইয়নিটেরিয়ান [হি] বি ট্রিনিটি অর্থাৎ ত্রিত্বের পরিবর্তে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'খ্রীষ্টীয় ধর্মও রূপান্তরিত ও পরিণোদিত হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, ইয়নিটেরিয়ান প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ইয়ুরোপ [হি ইউরোপ] বি ইউরোপ। **ইয়ুরোপীয়** [হি ইউরোপ+স ইয়] বিণ ইউরোপ মহাদেশের। 'ইয়ুরোপীয় লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ... মার্জিত হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ইয়ে [ক্ষম্যা] অব্য মনে পড়ছে না এমন শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ। 'একটু ইয়ে হয়েছে বটে, বিশেষ কিছু নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইয়েসমেন [হি ইয়েস-ম্যান] বি অন্ধ অনুসারী; মোশায়েব। 'দু-চারটে মোসায়েব ইয়েসমেন ছিল সন্দেহ নেই।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

ইয়েওর্ড [হি ইয়েোগার্ট] বি দই। 'ইয়েওর্ড (দই) চিংড়ি, স্টাফট অলিভ,

সিরকার পেঁয়াজ।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

ইয়োরোপ [হি] বি এশিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত মহাদেশ। 'ইয়োরোপ গ্রীস হতেছে উজ্জ্বল পৃষ্ঠান।' জীবন, ১৯৪২। **দ্র ইউরোপ**, **য়োরোপ**

ইউরোপীয়ান [হি] বি ইউরোপের অধিবাসী। 'এটা ইউরোপীয়ানদের জন্য।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

ইয়োরোপীয় [হি ইউরোপ+স ইয়] বিণ ইউরোপীয় দেশে জন্মিত। 'রেস্তোরার প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি ইয়োরোপীয়।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

ইরম্মদ [স] ১ বি মেথ। 'উড়ুণ্ডি গেল যেন ইরম্মদে ঢাকা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি বজ্রাঘি। 'যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জনে, দেবকলেবর কাঁপে করি ধরধর।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বি হাতি। 'ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বি বজ্র। 'ইরম্মদ-তেজা মর্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে।' মাইকেল, ১৮৬২।

ইররেন্ডলর [হি ইররেন্ডলার] বিণ অনিয়মিত। 'রামশর ইররেন্ডলর কাবেল্লী দলের কিয়দংশ।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

ইরশাল, ইরশাল [আ ইরশাল] বি খাজনার চালান। 'আজি ত সবার শির করিব ইরশাল।' গরীব, ১৭৬৫; 'বাজনার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবন্দ'। বিভূতি, ১৯৩৮।

ইরাকি, ইরাকী [আ ইরাক] বি ইরাকের অধিবাসী। 'ইরাকি তুরকি তাজী'। কুঙ্করাম, ১৭২০; 'ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।' শ্রীমত, ১৭৬০।

ইরানি, ইরানী, ইরানি, ইরানী [ফা] বিণ ইরানীয়। 'ধামে বোধ কত বাজী, ইরানি তুরকি তাজী।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'অমুরি ও ইরানী তামাদের গোবর্দ্ধন হয়েছে।' হত্যাম, ১৮৫৮; 'ঝুরে সুবীর ঘন লালী উজ্জীয়ে ইরানি দুর্গানি তুরকি'। নজরুল, ১৯২৪; 'মিসরী, তুর্কী, তাতারী, তুরানী, ইরানী, কাবুলী সবে।' মাহেনব, ১৯৪৯।

ইরাবতী [স] বি মিয়ানমারের নদীবিশেষ। 'ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে সঙ্গল নামে এক নগরের নাম উক্ত করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ইরুপ বি এই রূপ। 'ইরুপ দেখিআ কেহ না মেলিল আবি।' মালাধর, ১৫০০।

ইরেন্ডলারিটি [হি] বি অনিয়ম। 'এ সময় ইরেন্ডলারিটি ভালো হবে না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ইরেজার [হি] বি পেসিলের দাগ মোছা যায় এমন রবার-খণ্ডবিশেষ। 'রবার বোলো না, বোলো ইরেজার।' মণীশ, ১৯৬৩।

ইর্চা, ইর্চা [স ইচ্ছা] বি বাসনা। 'তাহানে দেখিতে জাব ইর্চা থাকে মনে।' মালাধর, ১৫০০।

ইল প্রত্যয়, ক্রিয়াবিভক্তি। 'ফুটিল কদমফুল ভরে নৌআইল ভাল।' বড়ু, ১৪৫০।

ইলম [আ] বি বিদ্যা; জ্ঞান। 'তোমার চেয়ে অনেক বেশি ইলম বংশিশ করিয়াছি।' মনসুর, ১৯৫০। **দ্র এলেম**

ইলশা [স ইলীশ>] বি মাছবিশেষ; ইলিশ। ওগাঁ, ১৭৮৫। **দ্র ইলসা, ইলিশ**

ইলশা-কাটা [স ইলীশ>] বিণ কুটিকুটি করে কাটা এমন। 'বাগুচিখানার ভাটি দিয়া কোশাই ইলশা-কাটা করিল।' মনসুর, ১৯৩৫।

ইলশেওড়ি [স ইলীশ>] বি ওড়ি ওড়ি বৃত্তি। 'কেয়া-ফুলের রেণুর সাথে ইলশে-ওড়ির কোলাকুলি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ইলসা [স ইলীশ] বি ইলিশ মাছ। 'ইলসা মাছের ভাজা ...।' কেরি, ১৮০২।

ইলসে ওড়নি [স ইলীশ>] বি ঠড়ি ঠড়ি বৃষ্টি। 'কখনও মুখলের ধার, কখনও ইলসে ওড়নি।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ইলাস্টিক [হি] বি স্থিতিস্থাপক; রাবারের তৈরি। 'পাভামার ইলাস্টিক ব্যাগ আশাপা করে টেনে নাবিয়ে আনল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

ইলাহি, ইলাহী [আ] ১ বি প্রভু। 'ইলাহির সনে দেখা হেল নি তোন্ধার।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি বর্ষপঞ্জির নাম। 'মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে ঐ শালকে ইলাহী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বি বিরাট। 'ইলাহি ঘর, আশ্চর্য সব আসবাবে সাজানো।' শিবরাম, ১৯৫০। ৪ **এলাহি**

ইলাহি ব্যাপার [আ ইলাহি+স ব্যাপার] বি বিরাট আয়োজন। 'গিয়ে দেখেন হেইহে রৈর, ইলাহি ব্যাপার।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

ইলিবিষি [আ ইলাহ>] বি হাবিজাবি। 'কথা কয় ইলিবিষি, মুখেতে পানের খিলি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ইলিমিলি [আ ইলাহ>] বি অস্পষ্ট মন্ত্র। 'ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে।' ভারত, ১৭৬০।

ইলিশ, ইলিস [স ইলীশ] বি সাদা আঁশযুক্ত প্রধানত লোনাপানির সুস্বাদু মাছবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫; 'অসময়ের ইলিস মংসা।' ভবানী, ১৮২৩; 'বিরহ বিধাদিনী, মন দুঃখে কিনিল ইলিশ।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

ইলিশা [স ইলীশ] বি সাদা আঁশযুক্ত প্রধানত লোনাপানির সুস্বাদু মাছবিশেষ। 'খরতাপ তপসিয়া পান্সা ইলিশা।' ভারত, ১৭৬০।

ইলিশাহি [হি ইলীশ+অস্থি] বি ইলিশ মাছের কাটা। 'ফলে ইলিশাহি তাহার গলাস্থ হয়।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

ইলৌ ক্রিয়াবিভক্তি। 'এত কাল হাউ অজিলে স্বমোহে।' চন্দ্র, ১২০০।

ইলেকটরি [হি ইলেক্ট্রিক] বি বৈদ্যুতিক মাধ্যম। 'পূর্ব পশ্চিমে কেন দেখন-হাসি, ইলেকটরিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

ইলেকটোরাল [হি] বি নির্বাচনসংক্রান্ত। 'ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যদের মনে এই প্রত্যয়।' আজাদ, ১৯৬৮।

ইলেকটোরেট [স] বি নির্বাচকমণ্ডলী। 'ভোট, ভোটো, নির্বাচন, ইলেকটোরেট ... নিত্য শুনে থাকি।' হাই, ১৯৫৮।

ইলেকট্রন [হি] বি পরমাণুর অবিকার্য তিন রকমের উপাদানের অন্যতম (অন্য দুটি প্রোটন ও গুটিট্রন)। 'ইলেকট্রন-কণা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেগেটিভখরী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ইলেকট্রিক, ইলেক্ট্রিক [হি] ১ বি বৈদ্যুতিক। 'তড়িৎপাদক যন্ত্র ইংরাজী ভাষায় ইলেকট্রিক ব্যাটারী।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'অপিচ ভারতবর্ষে ইলেক্ট্রিক নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে ...।' প্রভাকর, ১৮৫৩; 'যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি বিদ্যুৎ-চালিত। 'ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান।' রোকেয়া, ১৯২১। ৩ বি বিদ্যুৎ বা বিদ্যুতের লাইন। 'ওপারে ইলেকট্রিক এসেছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ইলেকট্রিক ট্রেন [স] বি বিদ্যুৎ-চালিত রেলগাড়ি। 'ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হলেই ...।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ইলেকট্রিক বেল [স] বি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। 'ইলেকট্রিক বেল পর্যন্ত সেই।' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

ইলেকট্রিক্যাল [হি] বি বৈদ্যুতিক। 'তার ইলেকট্রিক্যাল ওডস-এর কারবার।' শিবরাম, ১৯৭০।

ইলেকট্রিসিটি [হি] বি বিদ্যুৎ। 'ইলেকট্রিসিটি চৌকা-চৌকির দরুনই এই বজ্র উৎপাতের সৃষ্টি।' নজরুল, ১৯২২।

ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি [হি] বি বিদ্যুৎ-উৎপাদক রাসায়নিক ব্যবস্থা। 'এই তড়িৎপাদক যন্ত্র ইংরাজী ভাষায় ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি নামে খ্যাত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ইলেকশন, ইলেকশান [হি] বি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়া। 'ইলেকশন ব্যাপারটার অর্থ কী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'তারাও পিছু হটলেন সামনের ইলেকশনে জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে।' বেগম, ১৯৫৬।

ইলেকশান [ফ] বিপ জর্মন। ওর্স, ১৭৮৫।

ইল্যাত [হি] বি এক জাতের হরিণ। 'ইল্যাত হরিণ দিকার করি।' বিভূতি, ১৯৩৩।

ইল্লত [আ] বিপ নেংরা। 'ইল্লত স্বভাব হলে পানিতে যায় না রে ধুলে।' লালন, ১৮৯০।

ইল্লত যায় ধুলে, আর খসলং যায় মলে - স্বভাবদোষ সবচেয়ে বড় দোষ। 'ইল্লত যায় ধুলে, আর খসলং যায় মলে এই ডাক-পুরুষে কথা।' নজরুল, ১৯২৭।

ইশক [আ] বি প্রেম। 'খাই ইশকের, ঘাত-শমশের ফের নিই বুক নাঙ্গায়।' নজরুল, ১৯২২।

ইশকী [তল কোপনে] বি ইশকপান। 'তুমিও এলে ইশকার বিবির মতন।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

ইশকপান, ইশকাকন [তল] বি একটি বিশেষ রঙের তাসের নাম। 'ইশকাকন।' ওর্স, ১৭৮৫; 'এই হস্তন, চিরিতন, রুহিতন, ইশকপানের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাজে ভাজে লটকে দিয়েছেন।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

ইশকুল [হি] বি বিদ্যালয়। 'সেই কবে ইশকুলের রোল নম্বরের স্মৃতি নিয়ে বেরিয়েছি পথে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

ইশতিহার, ইশতাহার, ইশতেহার, ইশতহার [আ ইশতিহার] ১ বি বিজ্ঞাপন; নোটিস। 'অতএব ইশতাহার দেণা জাইতেছে জে কেহো কর্ত্তি ময়ফুর মাশহ বখির করিতে চাহে।' কালগো, ১৭৮৭; 'জিনিদের আবশ্যক হইলে তাঁহারা তথিঘরে বিক্রেতারদিগকে আহ্বানকরি ইশতেহার দেন।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'লোকের সন্ধানে খবরের কাগজে ইশতাহার দিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫; 'খটপট ইশতিহার বেরিয়ে গেল।' মুক্ততবা, ১৯৫২। ২ বি অনুলিপি। 'ইসলামীরা সদান পরে তৎপরেই ইশতেহার প্রকাশ হয়।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ **ইশতাহার**

ইশর [স ইশ্বর] বি পরমেশ্বর। 'হেন মনে পরিভাব জগত ইশর।' বড়ু, ১৪৫০।

ইশারা [আ] ১ বি ইঙ্গিত। 'ইশারা পাইয়া পড়ে কুফর মাঝার।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বাজনা। 'আমাদের ভাষার ইশারা নিয়েছে নূতন অর্থ আমাদের মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি আভাস। 'সবুজের গায়ে গায়ে একে দিল হলদের ইশারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ বি আহ্বান। 'ওধ অঙ্গীরে ইশারা তাহারা এনেছে অখির কোশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৫ বি কটাক্ষ। 'কলকাতার লোকে যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৬ বি হাতছানি। 'অবোধ বালকের পশ্চাতে প্রান্তরের ইশারা মাথা কুটতে থাকে।' শওকত, ১৯৫৮।

ইশারাপাত [আ ইশারা+স পাত] বি ইঙ্গিত প্রদান। 'আমাকে ইশারাপাত করে গেলে।' জীবন, ১৯৪০।

ইচা [স ইচ্ছা] ক্রি ইচ্ছা করা। 'বাহিনী সহিতে সাহা চলিতে ইচ্ছিল।' আলোচন, ১৮৮০।

ইশ্বর [স ঈশ্বর] বি ওষধি গাছবিশেষ। 'শিরের আছে মোর ওষধের মুলি দেওলি বাদুলি আর ইশ্বরের মুলি।' বিজয়, ১৬৫০।

ইশ্বরপরায়ন [স ঈশ্বরপরায়ণ] বিণ ঈশ্বরভক্ত। 'ইশ্বরপরায়ন সদ্ধ ক্ষয়কারী স্বরূপ রক্ষিত মহাশয়।' ওর্দা, ১৭৮২।

ইষ [স ঈষা] বি লাঙলের ফলা। 'ইষ সম বিকটদশনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ইষকপট বি চেতনা। 'তারের খবর ইষকপটে সহজ হলে হয় উদয়।' লালন, ১৮৯০।

ইষকারি [স ঈষাকারী] বিণ হিংস্র। 'ইষকারি কুজা চলে দিতে চাহে ছোপ।' বিজয়, ১৭০০।

ইষকোয়ের [ই Esquire] বি নামের শেষে ব্যবহার্য সম্মানসূচক পদবি। 'আমি কখন জান হালবেল ইষকোয়ের সাহেবের স্থানে কখন কোনো রেসম খরিস করি নাই।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

ইষপাত [প] বি কার্ণ মিসিয়ে শক্ত-করা লোহা; ইম্পাত। 'ইষপাত ও লোহা ও নাসের ও বাফিল ইহাতে সকলে ১২৫০ তক্ক ইয়াছিল।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

ইযারা [আ ইশারা] বি ইঙ্গিত। 'ইযারা করিবে।' ডবানী, ১৮২৫।

ইযিত [স ঈযৎ] বিণ ঈযৎ। 'ইযিত হাসিয়া তাকে দিলেক উত্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ইযু [সি] বি বাণ। 'প্রলয়ে যেমতি পিনাকী, পিনাকে ইযু বসাইয়া রাখে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ইযুকার [সি] বি যে তির তৈরি করে। 'মেধাবী তারে কল্লেম সিধা ইযুকারের তীরের প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ইযু [হি] বি ইযু; বিচার্যবিষয়। 'সে যুগের ভাষার মামলার ইযু ছিল সবে একটি।' প্রমথ, ১৯১৭।

ইট [সি] ১ বি আত্মীয়। 'ইট মিত্র কাহো নাহি চিহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ উপাস্য। 'তুমি ইট তুমি মৈত্র দেব নারায়ন।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিণ পছন্দসই। 'মুদগবড়া মাখবড়া কলাবড়া মিষ্ট/ক্লীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি কল্যাণ। 'অনিষ্ট হইতে যে ইট লাভ হয় সে প্রাপ্তি ভাল নহে।' রামরায়, ১৮০২। ৫ বি ইচ্ছা। 'এইক্ষণে ভাঁহারদের ইটসিদ্ধ হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩২।

ইটকামনা [সি] বি মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা। 'তব ইটকামনায় করেছি পীড়ন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ইটকামী [সি] বিণ কল্যাণ প্রত্যাশী। 'তোমরা যারা ইটকামী।' অন্নদা, ১৯৫৪।

ইটকুটুম [স ইট+স কুটুম] বি আত্মীয়স্বজন। 'আমাদের ইটকুটুম আমার সব।' জীবন, ১৯৪৮।

ইটগোষ্ঠী [সি] বি আত্মীয়স্বজন। 'ইটগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রাখে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইটচিন্তা [সি] বি পারলৌকিক ভাবনা। 'এখন ইটচিন্তা করিয়া কাল কাটাইবার সময়।' বিভূতি, ১৯৩১।

ইটদেব [সি] বি উপাস্য দেবতা। 'ইটদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ

রায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ইটদেবতা [সি] বি আরাধ্য দেবতা। 'ইট দেবতা সদয় ও সুপ্রসন্ন।' রামরায়, ১৮০১।

ইটনাম [সি] বি স্মৃতিকর্তার নাম। 'সিংহগণ এই শোমহর্ষক সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিস্থিতি চিন্তা করিয়া সভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইটনাম জগ করিতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

ইটনিষ্ঠ [সি] বিণ ধর্মীয় আচারাদির প্রতি নিষ্ঠাবান। 'অত্যাচারী ইংরাজগণও ধার্মিক ইটনিষ্ঠ ভট্টাচার্যকে আদর করিত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

ইটবর [সি] বি উপযুক্ত আশীর্বাদ। 'বাইয়া নৈবেদ্যে তারে ইটবর দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইটমন্ত্র [সি] বি উপাস্য মন্ত্র। 'জননী জন্মভূমিচ্ছ স্বর্গাদপি পরীয়সী আমাদের ইটমন্ত্র।' নজরুল, ১৯৩১।

ইটমিত্র [সি] বি আত্মীয়স্বজন। 'ইটমিত্র সভান উল্লাস।' সুলতান, ১৭০০।

ইটলাভ [সি] ১ বি সফলতা লাভ। 'অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইটলাভ করে ... কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি কল্যাণ লাভ। 'ব্যক্তিগত ইটলাভের অনুকূল করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ইটমুখনা [সি] বি মনোবাসনা পূরণ। 'শৈবদিগের সিদ্ধাসেবন ইট-মুখনিগ্ন একটি অঙ্গবিশেষ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ইটসিদ্ধ [সি] বি মনোবাসনা পূরণ। 'এইক্ষণে ভাঁহারদের ইটসিদ্ধ হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩২।

ইটসিদ্ধি বি বাসনার সফলতা। 'মার্টিনসাহেবের ইটসিদ্ধি হইবে।' দর্পণ, ১৮২৯।

ইটানিষ্ট [সি] ইট-অনিষ্ট] বিণ ভালো-মন্দ। 'ইহার ইটানিষ্ট বিবেচনাব্যতিরেকে ...' দর্পণ, ১৮৩১।

ইটাপত্তি [সি] ইট-আপত্তি] বি লাভ। 'বালকের গ্রাণবধ করায় উহাদের কোন ইটাপত্তি দেখিতেছি না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ইটইত্তিয়া [হি] বিণ ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানিতে কর্মরত। 'ইউরোপীয় বা ইটইত্তিয়া ব্যক্তি।' দর্পণ, ১৮৩৬।

ইট ইত্তিয়া কোম্পানি [হি] বি ১৬০০ সালে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত ভারতকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। 'ইট ইত্তিয়া কোম্পানি পুরোষো বছরের মত বিদেশে হলেন।' হুতায়, ১৮৬১।

ইটক [সি] বি ইট। 'স্থানে২ মৃতিকার মধ্যে ইটক ও প্রস্তর আছে।' দর্পণ, ১৮৮৮।

ইটকজর্জর [সি] বিণ ইট ধ্বংসে পড়েছে বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এমন। 'গলির ভিতরকার ইটকজর্জর ... বাড়তিগলির।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ইটকনির্মিত [সি] বিণ ইটের তৈরি। 'ইহাও একটি অত্যাশ্চর্য ইটকনির্মিত অট্টালিকা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ইটকপাত [সি] বি ইট স্থাপন। 'নূতন মৃত্তিকাদেপ ও নূতন ইটকপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ইটকবদ্ধ [সি] বিণ ইটের তৈরি। 'তাহার জলপ্রণালী সকল ইটকবদ্ধ ও সমতল নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ইটকবন্ধন [সি] বি ইটের তৈরি সবকিছুর বাঁধন। 'কলিকাতার ইটকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ইষ্টকময় [স] *বিগ* ইটের তৈরি 'তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

ইষ্টকতও [স] *বি* ইটের তৈরি চিমনিবিশেষ, যা দিয়ে ধোয়া বের হয়। 'কল-কারখানার ধূমোক্ষারী বৃহত্তর উর্ধ্বমুখ ইষ্টকতও নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ইষ্টকাছোদন [স] *ইষ্টক-আছোদন* *বি* ইটের তৈরি আবরণ। 'প্রথমতঃ জলাপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী তদুপরি বিকৃত সমস্থলী তদুপরি ক্রম সমূহোপরি ইষ্টকাছোদন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

ইষ্টকিং [হি] *বি* সূতি বা উলের তৈরি লম্বা মোজা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইষ্টাম্প [হি] *বি* স্ট্যাম্প; রাজস্ব-টিকিট। 'নূতন ইষ্টাম্প বিষয়ক আইন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ইষ্টাম্প আপীস [হি] *বি* দলিলপত্রের স্ট্যাম্প বিক্রয়ের অফিস। 'ইষ্টাম্প আপীস এতদ্রূপ ... কাগজ ক্রয় করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

ইষ্টার মনডে [হি] *বি* খ্রিস্টীয় পর্ববিশেষ; ইস্টার রবিবারের পরের দিন। 'তাদের ওজুড়াইডে, ইষ্টার মনডে, কৃসমাস এ সব আছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

ইষ্টাশীন [হি] *বি* স্টেশন। 'জেলা বিরভূমের অন্তর্গত ইষ্টাশীন বোলপুর হইয়া ...।' *চিঠিপত্র*, ১৮৭০।

ইষ্টি [স] *ইষ্টি* *বি* মন্ত্রদাতা ওরু। 'ইষ্টি আর পুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ইষ্টি কবচ [স] *ইষ্টি-কবচ* *বি* ইষ্টনাম সংবলিত কবচ। 'আফিকের সময় খাল্যবার তাদের মত চ্যাটালো সোপার ইষ্টি কবচ পরে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইষ্টি দেবতা [স] *ইষ্টদেবতা* *বি* পুজিত দেবতা। 'তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টি দেবতা?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ইষ্টিক [হি] *বি* লাঠি। 'নানা রকম বেশ কান্নর কহ ও কলারঙ্গালী কামিজ, ... কারো ইষ্টিয়া রবর আর চায়না কেট, হাফ ইষ্টিক।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইষ্টিমার [হি] *বি* বাষ্পীয় জাহাজ। 'সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলাম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ইষ্টিপিড [হি] *বি* নির্বোধ ব্যক্তি। 'এ ইষ্টিপিড কে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

ইষ্টির [হি] *স্টোর* *বি* ভাণ্ডার। 'কোম্পানির গেরিসনের ইষ্টিরের মধ্যে ...।' *ক্যালগে*, ১৮৮৪।

ইষ্টিট [হি] *বি* বিষয়সম্পত্তি। 'নিমাইচরণ মল্লিকের ইষ্টিট সংক্রান্ত যত টাকা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইষ্টিটমেন্ট [হি] *বি* প্রমাণপত্র; বিবরণপত্র। 'মালিকের নিকট ঐ ছয় বাবুয়া ... ইষ্টিটমেন্ট দাখিল করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ইষ্টিসন [হি] *বি* যানবাহন ছাড়ার বা থামার নির্ধারিত স্থান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইষ্টিসিয়ান [হি] *বি* স্টেশন। 'বহরমপুরে ইষ্টিসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এ পর্যন্ত শহর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ইষ্টিশান-মাস্টার [হি] *স্টেশন-মাস্টার* *বি* স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি; স্টেশন মাস্টার। 'রাতি কেটে গেলে জোর যদি ইষ্টিশান-মাস্টারের মেয়ের মতন মনে হয়।' *শক্তি*, ১৯৬১।

ইষ্টিোর [হি] *স্টোর* *বি* গুদাম; স্টোর। 'ইষ্টিোরের মধ্যে হরেক জিনিশ ...।' *ক্যালগে*, ১৮৮৪।

ইষ্টিচ [হি] *বি* বক্তৃতা। 'ইষ্টিচ ও গ্রামার ওগয়রও ইম্পেলিং প্রভৃতি

নানাপ্রকার পরীক্ষা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ইম্পেলিং [হি] *বি* বানান। 'গ্রামার ওগয়রও ইম্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ইয়াস [স] *ইয়া+আস* *বি* ভির ও ধনুক। 'আয়ুধ আসার ইনি শইল ইয়াস।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ইস [স] *ইয়া* *বি* লাঙ্গলের অগ্রভাগ। 'লাঙ্গলের ইস জেন দস্ত সারি সারি।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইস [স] *ইশ* *বি* প্রভু। 'উদর রাখুন দেব ইসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইস [ধন্য] *অবা* *বি* বিন্যসূচক ধন্যাথক শব্দ। 'কিসের ইসের আড়ম্বর বাখানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ইসকাতর [প] *বি* লেখার টেবিল। 'ইসকাতর ২।' *মেয়র*, ১৭৬২।

ইসকুল [হি] *বি* বিদ্যালয়। 'আরাভুন শিতথকস, ডিকরস, কালস ইত্যাদি সাহেবের ইসকুলে গমনাগমন করেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ইসত, **ইসদ** [স] *ইয়াথ* *বিগ* সামান্য। 'বৎসক মারিল কৃষ্ণ ইসত লিলাএ।' *মালাধর*, ১৫০০; 'বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে ইসদ হাসিআ।' *মালাধর*, ১৫০০।

ইসপাত [প] *বি* রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শক্ত-করা লোহা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ইসপার উসপার [হি] ১ *বি* শেষ মীমাংসা। 'আর রক্ষে নেই ... একদ্বারেই ইসপার উসপার।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ *বি* ওলটপালট। 'ইসপার উসপার হয়ে পড়লো।' *মুক্তভাষা*, ১৯৫২।

ইসপার কি উসপার – ভাঙো কিংবা মন্দ। 'ইসপার কি উসপার! তার চানচানকে চাই-ই-চাই।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ইসপিস [ধন্য] *বি* অস্থিরতা নির্দেশক শব্দ। 'আমার গা ইসপিস করছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

ইসপিসিএল [হি] *বিগ* স্পেশাল; বিশেষ। 'ইসপিসিএল অর্থাৎ বিশেষ জুরি ইহতে ইচ্ছুক হন ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ইসবি [আ] *ইসা+ফা দ্বা* *বিগ* খ্রিস্টীয়। '১৭৬৬ সাল ইসবি।' *মেয়র*, ১৭৮৭।

ইসভ *বিগ* এইসব। 'ইসভ জিনিয়া ধন আনিল বিস্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ইসমনবিশী [আ] *ইসম+ফা নবিশী* *বিগ* নামঘোষক; চাটুকার। *মেয়র*, ১৭৮৭।

ইসমুঠা [স] *ইহু* *বি* ভির রাখার আধার। 'অসি ঢাল ধনুক ইসমুঠা তীর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ইসর *বি* ওষধি গাছ। 'আছিল ইসর মূল তথি এক ফালি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ইসরাফিল [আ] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যে ফেরেশতা প্রলয়ের শিলা বাজাবেন। 'যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'ইসরাফিলের শিবার মহাফকার।' *নজরুল*, ১৯২২।

ইসলাম [আ] ১ *বি* বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় বিশ্বাস। 'দীন ইসলাম আর আয়ুভাগ্য বলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* মুসলমান। 'হে সব ইসলাম হৈল সে সবার সনে।' *সুলতান*, ১৭০০।

ইসলাম-অবলবী [আ] *ইসলাম+স অবলবী* *বিগ* ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী। 'ইসলাম-অবলবী ইরাক ইরান মিশর তুর্কী ...।' *অল্পনা*, ১৯৩৭।

ইসলামসঙ্গত [আ] *ইসলাম+স সঙ্গত* *বিগ* ইসলাম ধর্মের সঙ্গে

সঙ্গতিপূর্ণ। 'প্রাচ্যজগতের নারীকুলের জন্য ইসলামসঙ্গত পর্দা ব্যবস্থাই হইবে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা ...' বেগম, ১৯৪৮।

ইসলামসম্মত [আ ইসলাম+স সম্মত] বিণ ইসলাম সমর্থিত। 'বর্তমানে প্রচলিত পর্দা প্রথা ইসলামসম্মত নয়।' বেগম, ১৯৪৭।

ইসলামি, ইসলামী [আ ইসলাম>] ১ বিণ ইসলাম সম্বন্ধীয়। 'শরীয়ত, তরীকত, ইসলামী ধীন।' আলাওল, ১৬৮০: 'গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিণ ইসলামের আইন মেনে চলে এমন। 'ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ব্যাঙ্কসমূহে।' উমর, ১৯৬৮।

ইসলামিক বিণ ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট। 'এদেশের ভাষার মধ্যে ইসলামিক ভাষা প্রবেশ করাইয়া ...' হেদায়েত, ১৯২৬; 'সর্বদা সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

ইসলামী সাহিত্য বি ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট সাহিত্য। 'সর্বদা সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

ইসলামীয় [আ ইসলাম+স ঈয়] বিণ ইসলামী বিষয় সর্ভশ্রুতি। 'বিরট ইসলামীয় কালচার গড়ে তুলেছিল।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

ইসলামিয়া [আ] বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'ইসলামিয়া (খোজা) সম্প্রদায়ের নেতা।' ইসলাম, ১৯৩৩।

ইসশর, ইশ্বর [স ঈশ্বর] বি আরাধ্য। ওর্গ, ১৭৮২।

ইসাই [আ ইসা>] বিণ ইসা অর্থাৎ খ্রিস্ট-অনুসারী। 'বোধ করি ইসাই সমাজের ...' সুখাকর, ১৮৯৩।

ইসাদ [আ ইসাদ] বি সাক্ষী। 'ইসাদ থাকিও কর্ম কার্যকালে পাইব।' ভারত, ১৭৬০।

ইসাদী [আ ইসাদ] বি সাক্ষী। মেয়র্স, ১৭৫৬।

ইসান [স ঈশান] বি উত্তর-পূর্ব কোণ। ওর্গ, ১৭৮৪।

ইসানকোন [স ঈশানকোবা] বি উত্তর-পূর্ব কোণ। 'তদনুসারে উত্তর কোন এবং ইসানকোন।' ওর্গ, ১৭৮৪।

ইসারা [আ ইসারা] বি ইঙ্গিত। 'ইসারায় উপপিত্ত পিকডাকে ডকিল।' ভারত, ১৭৬০। **ঐশারা**

ইসিত [স ঈশ্ব] বিণ ঈশ্ব। 'এতক সুনিয়া কৃষ্ণ ইসিত হাসিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ইসিদা বিণ আচর্যজনক; অবিশ্বাস্য। 'তরঙ্গ ভাসত গোপি ইসিদা লিলাএ।' মালাধর, ১৫০০।

ইসবন্তল **ঐ ইসুবন্তল**

ইসুমন্ত্র [প ইউসু+স মন্ত্র] বি মিত্রর মন্ত্র; খ্রিস্টীয় ধর্ম। 'রঞ্জিত সিংহের পুত্র ... ইসুমন্ত্রে দক্ষিত হয়েছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

ইসেদ [স ঈশ্ব] বিণ অগ্ন। 'বর অলঙ্কার পৈরে ইসেদ হাসিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

ইসেরা [আ ইসেরা] বি ইঙ্গিত। 'হু আমি ইসেরায় বুঝে নিছি।' গিরিশ, ১৮৮৭। **ঐশারা**

ইস্কাতর [প] বি লেখার ডেস্ক। মেয়র্স, ১৭৬২; ওর্গ, ১৭৮৫।

ইস্কাপান, ইস্কাবন [ওল ইস্কাপান] বি তাসের রং-বিশেষ। 'ইনি ইস্কাবনের দশ দিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'ইহারা কোন গোত্র - ইস্কাবন, চিড়েতন, হরতন অথবা কহিতন?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ইস্কাপানের টোকা [ওল ইস্কাপান+ছি টিকী] বি কালো পানের ছবি-

আঁকা সর্বোচ্চ মানের তাস। 'বাবা ইস্কাপানের টোকায় হরতনের বিবি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ইস্কাবনের গোলাম [ওল ইস্কাপান+আ গুলাম] বি কালো পানের ছবি-আঁকা তাসবিশেষ। 'গোঁটাকতক দাবার খুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ইস্কুল [হি] বি স্কুল; বিদ্যালয়। দর্পণ, ১৮২৬; 'ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে।' হুতোম, ১৮৬১। **ঐ স্কুল**

ইস্কুল-ঘর [হি স্কুল+ঘর] বি বিদ্যালয়-গৃহ। 'পঢ়িমের বারাদার সব-শেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ইস্কুল-পালানো [হি স্কুল+পালানো] বিণ স্কুল থেকে পালিয়ে-যাওয়া। 'আমি ইস্কুল পালানো ছেলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ইস্কুলবয় [হি] বি বিদ্যালয়ের ছাত্র। 'তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাখান্দে দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেয়ে না।' হুতোম, ১৮৬২।

ইস্কুল মাস্টার, ইস্কুলমাস্টার [হি] বি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'সেই হিজীকে এক জন ইস্কুল মাস্টার ... দলে বাড়লো।' হুতোম, ১৮৬১; 'ইস্কুলমাস্টারের ব্যাখ্যাৎ দাম্পত্যমীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ইস্কুলমাস্টারি [হি ইস্কুলমাস্টার>] বি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ। 'বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ইঙ্কু [হি ইঙ্ক>] বি চাপ দিয়ে পাটের গাঁট বাঁধার কারখানা। 'গহনার ইঙ্কিমুরে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপটানে ইঙ্কিমুরের ফরমার ও ইঙ্কু কলের পাটের মত জাঁত সহ্য করে ...।' হুতোম, ১৮৬১।

ইঙ্কুপ [হি] বি প্যাচকাটা পেরেক। 'দাও এঁটে ইঙ্কুপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। **ঐ ইঙ্কু**

ইন্টংগি [হি] বিণ স্যাদিৎ; স্থায়ী। 'ইন্টংগি কমিটীতে অর্পণ করা যায়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। **ঐ স্যাদিৎ**

ইন্টাম্প [হি] বি ডাকটিকিট। 'লেখফাফ ফাটিয়া পড়ে, বেড়ে যায় ইন্টাম্পের দাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। **ঐ স্যাম্প**

ইন্টিমার [হি] বি বাষ্পচালিত জলযান; জাহাজ। 'কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ি ইন্টিমার পোস্ট-আপিস ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। **ঐ স্টিমার**

ইন্টিশান, ইন্টিশন, ইস্টেশন [হি] বি স্টেশন; রেলগাড়ি ইত্যাদি থামার নির্দিষ্ট স্থান। 'ইন্টিশনে লোক পাঠিয়ে দিন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'ওদিকে কি ইন্টিশান?' বিভূতি, ১৯২৯; 'ভোর হতে ধৈর্য ধরি বসি ইস্টেশনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। **ঐ স্টেশন**

ইন্টুপিড [হি] বিণ বোকা। 'ওরে লম্বীছাড়া হতভাগা পাঞ্জি হুঁচো ড্যাম ওয়ার ইন্টুপিড।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ইন্টেশন [হি] বি রেলগাড়ি থামার নির্ধারিত স্থান। 'রেলওয়ে স্টেশনগারেরও শেষ গম্যস্থান হতে মানুষ - কোনো স্থানীয় ইস্টেশন বিশেষ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। **ঐ স্টেশন**

ইস্তক [হি] ১ অব্য অবধি। 'কুরস্ত ইস্তক সবে নাচএ গোচর।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রিবিণ পর্যন্ত। 'আপনকার ইজারা ছিল ইস্তক ১১৬৯ উনসত্তার সন নাগাদী।' মেয়র্স, ১৭৬৪। ৩ বি তাস খেলায় রঙের তাসের বিবি। 'তাস খেলায় বিজি আছে, পঞ্চাশ আছে, শ আছে, ও ইস্তক আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। **ঐ ইস্তিক**

ইস্তক নাগাদ [হি ইস্তক+আ লাগায়াত] ক্রিবিণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'জোই দফা পাওনা ছিল ইস্তক নাগাদ অবধি টাকা ও

কাগজদার ... বুঝিয়া পাইলাম।' ডেরলি, ১৭৮৯।

ইত্তফা, ইত্তাফা [আ ইত্তিয়াফা] ১ বি পদত্যাগপত্র। 'কাজের ইত্তফা লিখিয়া পাঠাইলেন।' ক্যালগে, ১৭৮৫: 'কোম্পানির কাজে আমার ইত্তফা দেওয়া উচিত।' মনসুর, ১৯৫৫। ২ বি পদত্যাগ। ক্যালগে, ১৭৮৫: 'কর্মের ইত্তফা দিলে।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩ বি ক্ষতি; বিরতি। 'জ্যেট বেঁধে কাজে ইত্তফা দেব, সেখি তুমি নৌকো চালাও কী করে।' রবীন্দ্র, ১৯৯১। ৪ ইত্তেফা, ইত্তবা

ইত্তবা [আ ইত্তিয়াফা] ১ বি ইত্তফা। 'জনাবি ইত্তবা দিয় তবের আকীম কহিবেক তুমি কাহিল ...।' ওর্গা, ১৭৭৯। ২ বি ত্যাগ করা; প্রত্যাহার করা; ছেড়ে দেওয়া। ওর্গা, ১৭৮২। ৪ ইত্তফা

ইত্তহার, ইত্তাহারনামা ৪ ইত্তাহার

ইত্তাহার [আ ইত্তিমার+ফা দার] বি জমির স্থায়ী মালিক। 'ইত্তাহার সাহেব বরাবরেষু।' ডেরলি, ১৭৮৯।

ইত্তাকী ৪ ইত্তফা

ইত্তাহার [আ ইশতিহার] বি বিজ্ঞপ্তি। 'গবরনমেন্ট গেজেটে ইত্তাহার দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০: 'ম্যাজিস্ট্রেট ইডেনের ইত্তাহারে ... রোগ সারতে পারেন?' হুতোম, ১৮৬১।

ইত্তাহার [আ ইশতিহার] বি বিজ্ঞপ্তি। 'সকল লোককে ইত্তাহার দেয়া জাইতেছে।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

ইত্তাহারনামা [আ ইশতিহার+ফা নামাহ] বি বিজ্ঞপ্তিপত্র। 'বাবস্থাপক সাহেব ইহার ইত্তাহারনামা বাসলা ও পারসির অক্ষর লিখিয়া ... প্রকাশ স্থানে টানাইবেন।' ডানকান, ১৭৮৪।

ইত্তাহারি [আ ইশতিহার+] বিণ নিলাম বিক্রয় সম্বন্ধীয়। কিসা, ১৮৯১।

ইত্তিক, ইত্তেক [হি ইত্তাক] ১ অব্য পর্যন্ত। 'বিয়ে করে ইত্তিক সুখ থাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ অব্য এমনকি। 'ইত্তেক জমিনতে পাস-করা ইহুদি ডাক্তারও বোঝাইয়ে আনিলে।' মুক্ততাবা ১৯৫২।

ইত্তেকা [আ ইসতিফা] বি ত্যাগপত্র। 'চাকরিতে ইত্তেকা পাঠাইয়া দিলেন।' বকিম, ১৮৮৪।

ইত্তেমাল [আ ইসতিমাল] বি অনুশীলন। 'সমস্ত কায়দাতলি ইত্তেমাল করিতেছে।' জমীম, ১৯৬৪।

ইত্তি [পা ১ বি ধোয়া জামা-কাপড় মসৃণ করার জন্য তৈরি ধাতব ঘর্ষকবিশেষ। কিসা, ১৮৯১। ২ বি ধাতব বস্তু দিয়ে মসৃণ করা হয়েছে এমন অবস্থা। 'আমাদের সমস্ত দেশটাকে ঝেড়ে ঝেড়ে ধুয়ে নিভড়ে ভাজ করে পাট করে ইত্তি করে নিজের বাস্তব মধ্যে পুরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫: 'শাটে ইত্তি নাই।' মালিক, ১৯৩৬।

ইত্তিট [হি বি স্ট্রিট; শহরের চণ্ডা রাস্তা। 'এক ইত্তেরজী বিদ্যালয় উল্লিখিত ইত্তিটে স্থাপিত।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ স্ট্রিট, স্ট্রিট

ইত্তাত [পা ১ বি কার্বনসহ ভিন্ন ধাতুর বাদ মিশিয়ে শক্ত-করা সোহা। ওর্গা, ১৭৮৫: 'ইত্তাত নির্মিত অস্ত্র, যন্ত্র, কাচ, মৃৎপাত্র, কাগজ ... বহুবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৪১। ২ ইত্তাতের ধারালো ছাতিয়ায়। 'রূপা, সোনা বা আর কোনো ধাতু চাই না, আমি এখনো শান্তি ইত্তাত চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ইত্তাতকঠিন [পা ইত্তাত+স কঠিন] বিণ ইত্তাতের ন্যায় দৃঢ়। 'মাতৃভূমির আজাদী রক্ষার ইত্তাতকঠিন সংকল্প।' আজাদ, ১৯৬৫।

ইত্তাত-দৃঢ় [পা ইত্তাত+স দৃঢ়] বিণ ইত্তাতের মতো অটল।

'ইত্তাত-দৃঢ় কঠিন শপথ।' হামিছুর, ১৯৫৩।

ইত্তাত-বীধানো বিণ ইত্তাতের তৈরি। 'দুর্বলের বৃকের উপর দিয়ে প্রবলের ইত্তাত-বীধানো বড়ো রাস্তা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ইত্তাতী বিণ ইত্তাতের মতো ভারী। 'দারুণ ইত্তাতী গন্ধ ভাসে শহরে ও গ্রামে।' শামসুর, ১৯৭২।

ইত্তাতের দৃষ্টি বি কঠোর দৃষ্টি। 'ইত্তাতের দৃষ্টি নিয়ে নেমে এলো যারা।' আহসান, ১৯৪৪।

ইস্পিচ [হি বি বক্তৃতা। 'ইংরাজি ইস্পিচ ও টেলি ট্যাপ্তান চত্যা।' হুতোম, ১৮৬১। ৪ স্পিচ

ইস্পিশাল [হি বিণ স্পেশাল; বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'এসব জাহাজ ইস্পিশাল।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

ইস্প্রী [হি বি ধাতুর তৈরি স্থিতিস্থাপক এক প্রকার বলয়। 'ইস্প্রীওয়ালো কৌচ।' হুতোম, ১৮৬১।

ইস্বর [স ইস্বর] বি হিন্দুতে কৃষ্ণ। 'এত বলি ইস্বর সভাকে বুকাইয়া।' মালান্দর, ১৫০০।

ইস্রাফিল [আ বি ইসলামি মতে অন্যতম ফেরেশতা। 'ইস্রাফিল আজাইল হৈল দুই সাকী।' সুলতান, ১৭০০।

ইহ [আ বিণ এই। 'ইহ জরমে কে বা পাতিআএ।' বড়ু, ১৪৫০।

ইহকাল [স বি পার্শ্ব জীবনকাল। 'যে ত্রী ... লক্ষিতা ও সুখসায়না ও ধর্মশালী সে ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।' দর্পণ, ১৮২২।

ইহজান [স বি এই জীবন; পার্শ্ব জীবন। 'ইহজান, পরজান, বহুজান প্রমে।' রামহুসাদ, ১৭৮০।

ইহজীবন [স বি জীবিতকাল। 'রূপভূম্যায় তুমি ইহজীবন অভিবাহিত করিলে।' বকিম, ১৮৭৫।

ইহহাম [স বি ইহলোক। কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই ইহহাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

ইহপরকালীন [স বিণ চিরকালীন। 'ইহপরকালীন বর্বর।' নজরুল, ১৯২৬।

ইহকুম [স বি ইহজগৎ। 'সে রঙ ইহকুমের আটিন্টের পেলেটে তো নেই।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

ইহমুখী [স বিণ জাগতিক। 'আনুগতিকতার কয়েকটি মূল লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক - যেমন ইহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।' শিব, ১৯৫০।

ইহলোক [স বি মর্ত্যলোক; পৃথিবী। 'ইহলোকে পরলোকে তুমি যে রক্ষিতা।' কৃষ্ণা, ১৫৮০: 'ইহলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান ...।' অক্ষর, ১৮৪৯।

ইহলৌকিক [স বিণ পার্শ্ব। 'সে ইহলৌকিক চিত্তসুখাদানে একবারেই তুলিয়া বসিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ইহসংসার [স বি জগৎসংসার; ইহকাল। 'তবে ইহসংসারেও মণের ভাজন হইতে পারেন।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

ইহরাম [আ ইহরাম] বি হজের সময়ে হাজীদের পরার জন্য দুই টুকরা সাদা কাপড়। 'ইহরাম সমস্ত নরনারীকে তুষা অবস্থায় রাখে - পুরুষ ও নারীর ছান সমান।' রোকেয়া, ১৯৩২।

ইহা [স ইহম+] ১ সর্ব এটা। 'বড়রূপে রাখিয় ইহা করিয়া সম্ভতি।' মালান্দর, ১৫০০। ২ বি এই কথা। 'ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।' বড়ু, ১৫৭০। **ইহাকে** সর্ব একে। ওর্গা, ১৭৮২।

ইহাদিশের সর্ব এদের। 'ইহাদিশের মকর্ম্ম রক্ষা করিয়া দেও।' মের্স, ১৭৫৭। ইহাদেশের সর্ব এদের। ওসী, ১৭৮২। ইহানে সর্ব একে; এই ব্যক্তিকে। 'ইহানে ত তাহা থুইবার যোগ্য নয়।' বৃদ্ধা, ১৫৮০। ইহায় সর্ব একে। 'কোন ভাগ্যবতি ইহায় উদরে ধরিল।' মালাধর, ১৫০০। ইহার সর্ব এর। 'ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।' বড়, ১৪৫০। ইহারদের সর্ব এদের। 'আমার পরে ইহারদের মধ্যে আত্ম কলহ যথেষ্ট হবেক।' রামরাম, ১৮০১। ইহারী সর্ব এরা। 'মাহাতা সপন দিল্লিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবীপতি।' রামরাম, ১৮০১। ইহারার সর্ব এদের। 'ইহারার পর বেরক্ত নহিবেন।' বোগল, ১৭৭০।

ইহী [স ইদম] ১ সর্ব এর। 'তে কারনে কৃষ্ণনাম থুইল ইহী।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ এখানে। 'ইহী আইস ইহী আইস তনহ শ্রীপাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইহদখানা [আ ইয়াহুদী+ফা খানা] বি ইহুদিদের প্রার্থনাপুঙ্খ; সিলাপপ। 'মসজিদ মন্দির গির্জায় ইহদখানায় মদ্রাসায়।' নজরুল, ১৯৫৯।

ইহুদী [আ ইয়াহুদী] বি পশ্চিম এশিয়ার একটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'যেই ইহুদীর সঙ্গে ছিল বিস্বাদ।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'ইহুদি।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'ক্রমে এই মন্দির এমন একটি স্থান হইল যে, প্রত্যেক খাটি ইহুদী উৎসুক দৃষ্টিসহকারে তাহার দিকে তাকাইত।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ইহুদীকৃত [আ ইয়াহুদী+স কৃত] বি ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়কৃত যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনকৃত, চৈনিককৃত, ইহুদীকৃত।' অন্নদা, ১৯৩৭।

ইহেঁত সর্ব এটা। 'ভাসাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহেঁত দোষায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ইহো [স ইদম>] ক্রিবিণ এই জন্য। 'ইহো ডিমসেন ইহো অর্জুন মহামতি।' মালাধর, ১৫০০।

ইহোঁ [স ইদম>] সর্ব এই। 'রাখিব ইবার ইহোঁ পুত্র তোমারে।' মালাধর, ১৫০০।

AMARBOI.COM

ঐ বাংলা স্বরবর্ণবিশেষ। 'উহার সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই দীর্ঘ ঈকারান্ত লেখা উচিত।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

ঈকার [স] বি 'ঈ' বর্ণ ও 'ঈ' বর্ণের কার্যকর। **ঈকারান্ত** [স] বিপ 'ঈ' বর্ণ শেষে আছে এমন। 'উহার সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই দীর্ঘ ঈকারান্ত লেখা উচিত।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

ঈশু বিপ স্বরূপ। 'বিরহে ঈশুই' চর্চা ৩৯, ১২০০।

ঈক্ষণ [স] বি দেখা; নিরীক্ষণ। 'নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঈগল [ই] বি আভ্যন্তরীণ চক্ষুবিশিষ্ট বৃহৎ আকারের বাজপাখির আকৃতিবিশিষ্ট শিকারি পাখিবিশেষ। 'অনন্তর সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে গিয়া কহিল, ডাই' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঈগলস্বভাব [ই ঈগল+স স্বভাব] বিপ ঈগলের মতো হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট। 'ঈগলস্বভাব তোর পূর্বপুরুষের।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ঈদুদী [স ইদু+স] বি কাঁট্যুক্ত গাছবিশেষ; তাপসতরু। 'ঈদুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন।' বিজুতি, ১৯৩১।

ঈজিপ্ট [ই] বি আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত দেশ - মিশর। 'ঈজিপ্ট-অভিযানে তখন তাঁর অনুপস্থিতিকালে সৌমত বলে এক ব্যক্তি নিজেকে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঈজিপ্সীয় [ই] বিপ মিশরীয়। 'হে সিগার ঈজিপ্সীয়! ঈজিপ্ট সুন্দর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

ঈড়া [স ইড়া] বি (আয়ুর্বেদ অনুযায়ী) শরীরের নাড়িবিশেষ। 'দম্ব-ঈড়া গায়েতে ঈড়া শিরসা রয়ে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

ঈধর, **ঈধার** [ই] বি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞান অনুযায়ী মধ্যস্থানে আলোকতরঙ্গ প্রবাহের কাল্পনিক মাধ্যম। 'বিশ্বব্যাপী ঈধর-সমুদ্রে যথোপযুক্ত তরঙ্গ উঠিলে তবে আমাদের চক্ষু আলোক প্রকাশ পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'উষেল বিকোভ তার পরিণত বিদেহ ঈধারে?' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ঈদ [আ] বি মুসলমানদের সবচেয়ে প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'জুমা দুই ঈদ আর আরফা সিনান।' আলগাওল, ১৬৮০; 'রমজানেরই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ।' নজরুল, ১৯৩২। **ঈদ**

ঈদ-অল-ফিতর [আ] বি রমজানের পর পালনীয় মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান।' নজরুল, ১৯২৮।

ঈদগাহ [আ ঈদ+গাহ] বি ঈদের নামাজ পড়ার স্থান। 'ঈদগার মাঠে ইলেকশনের সভা হইয়া গিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ঈদগাহ [আ ঈদ+গাহ] বি যে স্থানে ঈদের নামাজ পড়া হয়। 'শহিদী ঈদগাহে দেব আজ জমায়েত ভারি।' নজরুল, ১৯৩২।

ঈদজোহা [আ] বি মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব; ঈদ উল আযহা। 'ঈদজোহার তরবির শোন ঈদগাহে।' নজরুল, ১৯৪১।

ঈদ মোবারক [আ ঈদ+আ মোবারক] বি ৩৬ ঈদ; ঈদের অভিনন্দন। 'ঈদ মোবারক! আসসালাম!' নজরুল, ১৯২৮।

ঈদরাত [আ ঈদ+স রাত্রি] বি উৎসবমুখর রাত। 'ঈদরাত কহু দেয় নি যে হয় দেখা।' জীবন, ১৯২৭।

ঈদুজোহা [আ] বি মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'পবিত্র ঈদুজোহা উপলক্ষে মহিলাদের জামাত হয়।' বেগম, ১৯৬৮।

ঈদুল আজহা [আ] বি মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'ঈদুল আজহার দিনকেই ...' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

ঈদূ [স] বিপ একরূপ। 'ঈদূশ পরোপকারতা তোমার যদি থাকে ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ঈদুদী [স] বিপ স্ত্রী এ রকম। 'কি কারণে তোমার ঈদুদী দশা ঘটিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ঈদ্বা [স] বি আকাঙ্ক্ষা। 'ঈদ্বা বনাম সামর্থ্যে হবে লড়াই।' শক্তি, ১৯৬১।

ঈদ্বিত [স] বিপ আকাঙ্ক্ষিত। 'সবারই ঈদ্বিত মিলে ...' বজ্রিম, ১৮৭৫।

ঈদ [ই] বি বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিজন্যতের প্রথম নারী। 'ঈদের মতো আজ হও না চঞ্চল।' মাহমুদ, ১৯৭৩। **ঈদ**

ঈডনিং [ই] বিপ সাক্ষ্য। 'একটা ঈডনিং পার্টিতে মিস - আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ঈডনিং পার্ট [ই] বি সাক্ষ্য অনুষ্ঠান। 'ঈডনিং পার্টিতে পরেশবাবুর স্নেহেদের ঘরা অভিনয় ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ঈষ্টল [ই] বিপ শুভ। 'তবু সেটাকে কেউ ঈডিল বলে না, কারণ তা চিকিৎসার অল, বাস্তবোক্তার উপর।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

ঈমান [আ] ১ বি বিশ্বাস। 'এক করতার জ্ঞানি আনিল ঈমান।' আলগাওল, ১৬৮০। ২ বি ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। 'নিজদের শক্তি-সামর্থ্য আর ঈমানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া।' আজাদ, ১৯৩৬। **ঈমান**

ঈমানদার [আ ঈমান+দা দার] বি বিশ্বস্ততা; ধর্মশীলতা। 'ঈমানদারীর নতুন রঙে রেঙে উঠুক প্রাণ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ঈমান-হারী [আ ঈমান+স হারী] বিপ অবিশ্বাসী। 'আমরা যদি ঈমান-হারী, নও তুমি দিলদার।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ঈমাম **ঈমাম**

ঈয়াক [ই] বি চমরি গাই। 'ঈয়াকের দুধ থেকে লেগেন সম্পূর্ণ হলে পরে বড়োরাও চুষে থাকে।' শক্তি, ১৯৬৬।

ঈরাণী বিপ ইরান দেশীয়; ইরানি। 'কোথায় ঈরাণী গুল এ ফুলের সমতুল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ঈর্ষা [স] ১ বি হিংসা; ঘেঁষ। 'ক্ষেত্রপতির উপর ঈর্ষা করিয়া ঘোহ করিতে তার খামারে গিয়া ... লুকাইয়া থাকিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বি প্রতিযোগিতা। 'নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ক্রটি করিতেন না।' দর্পণ, ১৮২৬। **ঈর্ষা**

ঈর্ষাকাতর [স] বিপ বিবেচপরায়ণ। 'সেই কারবারে যে-মূলধন খাটছে তা ঈর্ষাকাতর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক কম হলেও ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ঈর্ষাকালিয়া [স] বি ঈর্ষার কলহ। 'ঈর্ষাকালিয়া হইতে মুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঈর্ষাকুটিল [স] বিণ ঈর্ষাপরায়ণ। 'যুবকটি তাদের দিকে তখনো ঈর্ষাকুটিল চোখে তাকিয়ে আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ঈর্ষাজর্জর [স] বিণ ঈর্ষায় কাতর। 'ঈর্ষাজর্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঈর্ষাজাত [স] বিণ হিংসা থেকে উৎপন্ন। 'আমার মনের ঈর্ষাজাত লোভকোত্তরে জ্বালা জ্বড়োল।' শরীফ, ১৯৬৮।

ঈর্ষাতুর [স] বি অন্যের মঙ্গল সহ্য করতে পারে না যে। 'ঈর্ষাতুরের কুমন্ত্রণায় কোথায় যাবে?' নজরুল, ১৯৩০।

ঈর্ষানল [স] ঈর্ষা-অনল। বি ঈর্ষার আন্তন। 'যেহ ও ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ঈর্ষাষিত [স] বিণ ঈর্ষায় কাতর। 'যে আমাকে বাইরের সহজবে আসতে দেখলে ঈর্ষাষিত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঈর্ষাষিতা [স] বিণ ক্রী পরশ্রীকাতর। 'সে ঈর্ষাষিতা হয়ে কৈকেয়ীকে গিয়ে বললে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'কেহ বা দৃঢ় কোড়ে ঈর্ষাষিতা হইলেন।' হাই, ১৯৫৪।

ঈর্ষাপঙ্ক [স] বি ঈর্ষারূপ পঙ্ক। 'ঈর্ষাপঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ।' নজরুল, ১৯২৫।

ঈর্ষাপর [স] বিণ ঈর্ষাকাতর। 'মদস্রাবী, ঈর্ষাপর, সর্বনাশা কুঞ্জরে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

ঈর্ষাপরবশ [স] বিণ বিশেষপরায়ণ। 'জমিদারদের প্রতি ঈর্ষাপরবশ।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

ঈর্ষাপরায়ণা [স] বিণ ক্রী স্বভাবত ঈর্ষাকাতর। 'ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঈর্ষাপাত্র [স] বি ঈর্ষায় ব্যক্তি। 'স্বদেশীয় লোকেরদের ঈর্ষাপাত্র ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ঈর্ষাফেনিল [স] বিণ ঈর্ষাম্বিত ফেনাপূর্ণ। 'সেই রক্তকষ্মিত ঈর্ষাফেনিল ষড়যন্ত্রসকুল ভীষণোচ্ছল ঈর্ষাপ্রবাহে ভাসমান হইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঈর্ষাবশত [স] ক্রিবিণ ঈর্ষার কারণে। 'ইহা অনোর উপরে অবজ্ঞা বা ঈর্ষাবশত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঈর্ষাবৃত্তি [স] বি হিংসামূলক প্রবৃত্তি। 'তিনি কোন গুণ ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ...।' সওগাত, ১৯১৯।

ঈর্ষাবোধ [স] বি হিংসাবোধ। 'ওকে দেখে দশ বছর পর সেই ঈর্ষাবোধ ক্রিবিবল করে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ঈর্ষাভাজন [স] বি ঈর্ষার পাত্র। 'তিনি দেবতাদের ঈর্ষাভাজন হলেন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

ঈর্ষাসত্ত্ব [স] বিণ ঈর্ষায়ুক্ত। 'সেই সমাজের সূচিমুখ কটকখচিত ঈর্ষাসত্ত্ব আসনে যাহাকে আসীন হইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঈর্ষ্যা [স] ১ বি হিংসা। 'তাঁহাকে ... দেখা পড়া করিতে দেখিয়া, তাহাদের অতিশয় ঈর্ষ্যা জন্মিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি বিষয়ে। 'কি কাজ ঈর্ষ্যায়?' গিরিশ, ১৮৮৭। **ঈর্ষ**

ঈর্ষ্যাপরবশ [স] বিণ বিশেষপরায়ণ। 'নিউটনের নব নব আবিষ্কৃত্য নিবন্ধন অসাধারণ সম্মান দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ঈশ [স] বি ঈশ্বর। 'সে প্রভুরে অজ্ঞ ভব আদি ঈশগণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঈশ-গান [স] ঈশ+গান। বি ঈশ্বরের গুণকীর্তন। 'পাখীরা ঈশ-গান গাহিতে গাহিতে জগৎ জাসাইয়া তুলিল।' মণোররফ, ১৮৮৭।

ঈশক [আ ইশক] বি প্রেম; প্রণয়। 'ঝড়ের মতন সারা তনুমন কাঁপে ঈশকে আন্তন লেগে।' ফরকশ, ১৯৪৬। **ঈশক**, **এশেক**

ঈশর [স ঈশ্বর] বি ঈশ্বর। 'দেবাসুর নর ঈশর কাহুরে না তাঁপে আশে।' বড়ু, ১৪৫০।

ঈশান [স] ১ বি উত্তর-পূর্ব কোণ। 'ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডের জলাধিপিশ নিশাকর ঈশান কুবের সমীরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শিব। 'সরস গান সহ ঈশান।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি হিন্দুযতে প্রলয়ের দেবতা। 'মন্ত ঈশান বাজায় বিঘাণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ঈশানকোণ [স] বি পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী কোণ। 'যে ঈশানকোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্ররাশিতে ভরা-ভরা দেখা যাইত ...।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ঈশানী [স] বি ক্রী দুর্গাদেবী। 'আনো আনো হিমালয়, ঈশানী ঈশান।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ঈশমন্ত্র [স] ঈশ+স মন্ত্র। বি তাত্ত্বিক বিবাস অনুযায়ী বাণের মন্ত্র। 'বাক্যের কুহক-যোগে ঈশমন্ত্র ছেড়ে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ঈশ্বর [স] ১ বি প্রভু। 'গ্লিগল ঈশ্বর হর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ স্বভূমিস্বামী। 'সংগ্রামে বার লক্ষ যুদ্রার ঈশ্বর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি প্রেমিক। 'পাইয়া ঈশ্বর-পদ লায়লী অধির।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি আচার্য; সর্বশক্তিমান। 'যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পরমধর্মী।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'ঈশ্বরে যে এক বস্তু আহেন তিনি কাহার প্রত্যক্ষ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৫ বি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 'আমার অফিসের ঈশ্বরের কাছে হাত চলাই।' হাসান, ১৯৬৩।

ঈশ্বরকৃত [স] বিণ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েহে এমন। 'আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঈশ্বরচিন্তা [স] বি সূচিকর্তা বিষয়ক ভাবনা। 'কোন ঈশ্বরচিন্তা বা অধ্যাত্মজ্ঞান-প্রসূত নয়।' রমেন, ১৯৭০।

ঈশ্বরচেষ্টা [স] বি ঈশ্বরের কৃপা লাভের ইচ্ছা। 'অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্মল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঈশ্বরতত্ত্ব [স] বি ঈশ্বরের স্বরূপ। 'ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংবাদ্যর্শনের একটি কথা বাকি রহিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ঈশ্বরতৃপ্ত [স] বি ঈশ্বরের গুণ। 'সেই পত্নীতে লিবিয়াছেন এই ত লিখন ঈশ্বরতৃপ্ত আচার্যের করিয়াছে স্থাপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঈশ্বরত্রয় [স] বি ত্রিসূচীয় বিশ্বাস অনুযায়ী তিন ঈশ্বর - ট্রিনিটি। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কণোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রীষ্টানদিগের উপাস্য দেবতা।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ঈশ্বরদত্ত [স] বিণ ঈশ্বরের দেওয়া; ঈশ্বরপ্রদত্ত। 'ঈশ্বরদত্ত হাস্য যাহা না থাকিলে এ সংসার বিবাদময় হইত।' সাধারলী, ১৮৮০।

ঈশ্বরনাম [স] বি বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী হরিনাম। 'হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জ্ঞানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঈশ্বরনির্দিষ্ট [স] বিণ ঈশ্বরকর্তৃক নির্ধারিত। 'ইচ্ছেমত চালিয়ে বেড়ানো স্বাধীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঈশ্বরপদ [স] বি স্রোতার পা। 'হৃদয়ে-ঈশ্বরপদ বিরাজিত।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঈশ্বরপরায়ণ [স] **বিণ** ধার্মিক। 'অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি এই দর্শনের ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ঈশ্বরপূজক [স] **বি** ঈশ্বরের পূজা করে যে। 'তিনি দিব্যারামি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদিগের নিকটে গমন করিয়া ...' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

ঈশ্বরপ্রতিম [স] **বিণ** দেবতাতুল্য। 'ঈশ্বরপ্রতিম তারা, বদেশ-প্রেমের দীপ্ত মহিমায়।' বীরেন্দ্র, ১৯৭১।

ঈশ্বরপ্রদত্ত [স] **বিণ** ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। 'ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ঈশ্বরপ্রদত্তা [স] **বিণ** স্ত্রী ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। 'ভাষা অপৌরুষেয়া বা ঈশ্বরপ্রদত্তা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি [স] **বি** মৃত্যু। 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইল।' রাজীব, ১৮০৫।

ঈশ্বরবাদ [স] **বি** ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতমূলক মত। 'গীতায় ঈশ্বরবাদ এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ... বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন।' প্রমথ, ১৯১২।

ঈশ্বরবাদী [স] **বিণ** ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। 'যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ঈশ্বরবৃত্তি [স] **বি** করবিশেষ; ব্যবসাদার লাভের যে অংশ ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে। 'বাবুরা হালে টাকার এক পরসা ঈশ্বরবৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন।' তারা, ১৯৪২।

ঈশ্বরসেবা [স] **বি** হঠাৎ আরাধনা। 'ঈশ্বরসেবার কল্পনায় তিনি জীবসেবা করেননি।' রমেন, ১৯৭০।

ঈশ্বরানুগৃহীত [স] **বিণ** ঈশ্বর কর্তৃক অনুগৃহীত। 'এয়া ... তত বা ব্রহ্মজ্ঞানী, কেই বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ।' শিব, ১৯৫০।

ঈশ্বরানুগ্রহ [স] **ঈশ্বর-অনুগ্রহ** **বি** ঈশ্বরের দয়া। 'ঈশ্বরানুগ্রহে কিংকল্য সাধ্য পাইলেন।' দর্শন, ১৮৩৪।

ঈশ্বরানুপ্রাণিত [স] **বিণ** ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'তিনি স্বীকৃতকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত পুরুষ বলে আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হননি।' আনিস, ১৯৬৪।

ঈশ্বরারাদনা [স] **বি** ঈশ্বরের উপাসনা। 'পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঈশ্বরারাদনার বিধি দেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ঈশ্বরী [স] ১ **বি** প্রেমিকা। 'সৌরভ ঈশ্বরী বিনে গরল সমান।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ **বি** আরাধ্যা দেবী। 'অবুয়ার ঘাটে বন্দো কালিকা ঈশ্বরী।' রূপায়, ১৭৫০; 'তোমাতে গুঞ্জিতে চাই মা ঈশ্বরী।' বিজ্ঞান, ১৯০০। ৩ **বিণ** অধিকারিনী। 'ভকতিবৎসলা তুমি ভুবন ঈশ্বরী।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ **বি** যিশুর মাতা মেরি। ওসাঁ, ১৭৮৪।

ঈশ্বরী গণা [স] **বি** পবিত্র গণমান্দী। ডানকান, ১৭৮৫।

ঈশ্বরেচ্ছা [স] **ঈশ্বর-ইচ্ছা** **বি** ভকতিবোধের ইচ্ছা। 'ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীদ্রুই ম্যাগিক্ট্রেট সাহেবদয়ের দৃষ্টি নিপতিত।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

ঈশ্বরোপাসনা [স] **ঈশ্বর-উপাসনা** **বি** ঈশ্বরের আরাধনা। 'তাঁহারা

ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ঈশ্বৎ [স] **বিণ** সামান্য। 'ঈশ্বৎ আঞ্জার মাত্র সর্ব নবধীপ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঈশ্বত [স] **ঈশ্বৎ** **বিণ** ঈশ্বৎ; কিংবা। 'মনত হরিষ কর ঈশ্বত হাসিআ।' বড়ু, ১৪৫০।

ঈশ্বতর্জ [স] **বিণ** সামান্য ডেজা। 'বিরহ-তত্ত্ব অপাঙ্গুর ক্রান্ত ভালে তাঁর ঈশ্বতর্জ মল্লিকাধর স্পর্শ করে ...।' মুল্লতাবা, ১৯৬০।

ঈশ্বত্ক্রিষ্ট [স] **বিণ** সামান্য ক্রেশপ্রাপ্ত। 'একটি ঈশ্বত্ক্রিষ্ট কুসুমপেলব মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঈশ্বৎ-ভত্ত [স] **বিণ** হালকা গরম। 'একদিন বর্ষাকালে মেঘমুত ডিগ্রহরে ঈশ্বৎ-ভত্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঈশ্বত্ত [স] **বিণ** হালকা তাপযুক্ত। 'ঈশ্বত্ত বাতাসের সঙ্গে।' বিভূতি, ১৯০১।

ঈশ্বত্বলপ্রিয় [স] **বিণ** কিছুটা কৌতুকপ্রিয়। 'ঐ যে নয়ন ... ঈশ্বত্বলপ্রিয়, সর্বত্র ততুজিহ্বাসু।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ঈশ্বত্বলক্ষিত [স] **বিণ** সামান্য দেখা যায় এমন। 'অন্তঃপুরের গবাক্ষঘরের মধ্য দিয়া ঈশ্বত্বলক্ষিত অসূর্য্যাম্পাদাদিগের সহিত।' প্রমথ, ১৯২০।

ঈশ্বৎ হাস্য [স] **বি** শ্মিত হাসি। 'অনুকম্পা পুরসের ঈশ্বৎ হাস্য করিয়া কহিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ঈসত [স] **ঈশ্বৎ** **বিণ** হাস্যময়। 'ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী।' বড়ু, ১৫০০।

ঈশ্বদ [স] **বিণ** ঈশ্বৎ। 'কহিতে লাগিলা দেবী ঈশ্বদ হাসিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

ঈশ্বদাস্য [স] **ঈশ্বদ-হাস্য** **বিণ** ঈশ্বৎ হাস্যযুক্ত। 'ঈশ্বদাস্য বদনে বলেন কাভ্যারানী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঈশ্বদক্ষ [স] **ঈশ্বদ-উক্ষ** **বিণ** অল্প গরম। সেবধি, ১৮৩৯; 'ঈশ্বদক্ষ অন্ত্র ব্যঞ্জন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ঈশ্বদোচ্ছল [স] **ঈশ্বদ-উচ্ছল** **বিণ** খানিকটা দীপ্তিগূর্ণ। 'উত্তাপ ও তড়িতালোচিত বাম্প-রাশির ঈশ্বদোচ্ছল ভাতি।' মোতাহার, ১৯৩৭।

ঈশ্বদীর্ঘ [স] **ঈশ্বদ-দীর্ঘ** **বিণ** অল্প লম্বা। 'সে ঈশ্বদীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

ঈশ্বদৃষ্টান্ত [স] **ঈশ্বদ-দৃষ্টান্ত** **বি** ছোটো দৃষ্টান্ত। 'তাঁহারা ঈশ্বদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে কি অগ্রসর হইবেন?' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ঈশ্বদ্বাস্য [স] **ঈশ্বদ-হাস্য** **বিণ** শ্মিত; অল্প হাসিযুক্ত। 'স্ময় (ঈশ্বদ্বাস্যমুখে) ব্রীজাতি অতি অবোধ প্রিয়ে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ঈসাই [খা] **বিণ** ইসা প্রবর্তিত; খ্রিস্টীয়। 'ঈসাই দীন কবুল করিয়াছে।' প্রচারক, ১৮৯১।

ঈস্ট ইন্ডিজ [খি] **বি** ভারতবর্ষ। 'কলা আদমি, বোধ হয় ঈস্ট ইন্ডিজের।' বিভূতি, ১৯৩৩।

ঈহদী [খা] **বি** পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম প্রধান ধর্মসম্প্রদায়। 'তিনি সামান্য মানুষ নন, হয় হরি নয় গীর নয় ঈহদীদের ভাবী মেসায়ী।' হুতোয়, ১৮৩১।

উ 'উ' স্বরবর্ণ এবং এর কার্যকি (২)। 'আমরা প্রকৃতিকে কতকটা প্রকৃতি বলি, তাঁহারা লম্ব উকার যোগ করিয়া বলেন। প্রকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উঁ [ধন্য] ১ সর্ব ও; সে। 'উ বেলি না জাই মথুরার হাটে ল'। বড়, ১৪৫০। ২ সর্ব যে। 'চির সময় সজ্জিত উ ভদ্র তোর মশে'। বড়, ১৪৫০।

উআদা [আ ওয়াদা] বি অস্বীকার। 'পরিসেদের উআদা নিজ সনের মাহ ...'। চিঠিপত্র, ১৮৪২।

উআর [স পার] বি ওপার। 'পার উআরে সোই গজিই'। চর্যা ৩২, ১২০০।

উই [স উপদীকা] বি শিপড়ার মতো এক রকমের ক্ষুদ্র কীট। 'উইচার খাই পত নাম ভলুক'। মুকুন্দ, ১৬০০; ওর্দা, ১৭৮৫; 'উকুন, হারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীট জাতি'। বিদ্যা, ১৮৫১।

উইচারা [স উপদীকা] বি উইপোকা। 'উইচারা খাই পত নাম ভলুক'। মুকুন্দ, ১৬০০।

উইচিপি, উইচিবি [স উপদীকা] বি উইপোকোর বাসা বা ভূপ। 'উইচিপি'। বিদ্যা, ১৮৯১; '... উইচিবি, বৈচিবনের প্রেক্ষাপটে'। বিদ্যুতি, ১৯২৯; 'উইচিপি সঙ্গীরবে জুড়ে রয় পর্বতের স্থান'। শামসুর, ১৯৫৯।

উইপোকা [স উপদীকা] বি সাদা রঙের পিপীলিকা জাতীয় কীটবিশেষ। 'উইপোকা গায়ের উপর বাসা করিল'। হরহাসদ, ১৮৮১।

উই-লাগা বিণ উইয়ে ধরেছে এমন। 'মত বড়ো দাশান-বাহির উই-লাগা ওই কড়ির ফাঁকে'। নজরুল, ১৯২২।

উই' অব্য এ; ওই (কোনো কিছু নির্দেশে)। 'উই যে কালো মত বাদিকে দেখা যায় ওটা চড়া'। শরৎ, ১৯১৭।

উইআ [স উদিত] বিণ উদিত। 'সবল ধাম উইআ তবের'। চর্যা ৪৪, ১২০০।

উইক এণ্ড [বি] বি শনি-রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি; সপ্তাহান্ত। 'ইংলও থেকেই উইক এন্ডের প্রথা'। হাই, ১৯৫৮।

উইকনেস [বি] বি দুর্বলতা। 'তা ভাই ওর কেমন উইকনেস'। দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

উইকেট কীপার [বি] বি ক্রিকেটে উইকেটের পেছনে বল ধরার জন্য দণ্ডায়মান খেলোয়াড়; উইকেটরক্ষক। 'উত্তম উইকেটকীপার, এমন কী, না-ব্যাটসম্যান না-বোলার সুদৃঢ়মাত্র ফীল্ডার ... দু-একজন রাখতে হয়'। মুজতবা, ১৯৫৮।

উইজশা [স উপজগৎ] ক্রি উৎপন্ন হওয়া। 'কাল্ ভবই তক পুণ ন উইজশা'। চর্যা ৪৫, ১২০০।

উইও-ক্রীন [বি] বি গাড়ির সামনের কাচের আবরণ। 'ভদ্রুর কাঁচ সে তার উইও-ক্রীন থেকে ঝেড়ে ঝেলে দিয়েছে'। মুজতবা, ১৯৪৯।

উইডমিল [বি] বি বায়ুচালিত কল। 'উইডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য'। মুজতবা, ১৯৫৯।

উইত্তা [স উদিত] বিণ উদিত। 'উইত্তা গণপ মাঝে অদভুত'। চর্যা ৩০,

১২০০।

উইদাউট [বি] অব্য ছাড়া। 'উইদাউট কেয়ার বিলকুল লোপাট'। শিবরাম, ১৯৭০।

উইমেন্স [বি] বিণ মেয়েদের। 'উইমেন্স হল শাখা'। বেগম, ১৯৬৩।

উইল [বি] বি দানপত্র; মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসেদে মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের ইচ্ছাপত্র। 'রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে'। দর্পণ, ১৮২১।

উইলো [বি] বি গাছবিশেষ। 'যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস ...'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

উইশ ইউ শুড লাক - তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। 'ছোম্বি করে বলবেন, উইশ ইউ শুড লাক'। সাদত, ১৯৬৭।

উইস্টারিয়া [বি] বি সৌন্দর্যবর্ধক লতাবিশেষ। 'পেটে উইস্টারিয়া লতা'। বিদ্যুতি, ১৯৩৮।

উএথ [স উপেক্ষা] ক্রি উপেক্ষা করা। 'মহারস পানে মাতল রে তিহুঅণ সএল উএথী'। চর্যা ১৬, ১২০০।

উএস [পা উপদেশ] বি উপদেশ। 'উআরি উএস কাল্ নিঅড জিনউর'। চর্যা ১২, ১২০০।

উএস [স উপদেশ] ক্রি উপদেশ দেওয়া। 'আলে গুরু উএসই সীস'। চর্যা ৪০, ১২০০।

উইলি বি আছল। 'হাত পাওয়ার উইলি ডি বান্দে'। ইলিয়াস, ১৯৭৫।

উঃ [ধন্য] অব্য বিশ্বয় ক্রোধ ভয় ইত্যাদি সূচক শব্দ। 'উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত'। মাইকেল, ১৮৬০।

উঁ [ধন্য] বি বাধ্যয় মুখনিঃসৃত ধ্বনি। 'বলব কী আর বলব বুড়ো - উঁ উঁ'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উঁকি [স উদকি] ১ বি গুড়ি মেরে অবস্থান। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি আড়াল থেকে দেখা। 'আনন্দ করিয়া খাইতেছিল, উঁকি মারিয়া কহিলেক'। তারিণী, ১৮০৩।

উঁকিঝুকি, উঁকিঝুকী বি আড়াল থেকে ক্রমাগত এদিক-সেদিক তাকানো। 'আসলে কুলশ নাই শুধু উঁকিঝুকি'। শুভ, ১৮৫৮; 'দাঁড়িপালা, চাট্টা, কুলো ও চালুদীর গণি ব্যাণ্ড ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুকী মাচ্ছে'। হেতম, ১৮৬১।

উঁকি দেওয়া ক্রি আড়াল থেকে দেখা। 'বিদ্রাঘ দিতেছে উঁকি ছিড়ি মেঘভার'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উঁকি মারা ক্রি আড়াল থেকে মুখ বের করা। 'আনন্দ করিয়া খাইতেছিল, উঁকি মারিয়া কহিলেক'। তারিণী, ১৮০৩।

উঁকি [ধন্য] বি হেঁচকি। 'পাশ থেকে ওলাউটো রুগীর বমির ভূমিকার মত উঁকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো'। হেতম, ১৮৬১।

উঁচকপালে [স উচ্চ-কপাল] বিণ উন্মাসিক। 'গণপতির চরোরা তাঁকে যদি উঁচকপালে বলে বিদ্রূপ করে তা তাঁর সম'। শিব, ১৯৭৩।

উঁচকশালেনা বি উন্মাসিকতা। 'কাব্যসুত্রি এবং কাব্যসম্বোধের মাঝখানে এ ব্যবধানের জন্য আধুনিক কবিদের উঁচকশালেনা যতটা দায়ী ...'। শিব, ১৯৫০।

উঁচকে [স উচ্চ] ১ ক্রিণ উচ্চত ভাবিতে। 'আসে জোর উঁচকে থেয়ে'।

নজরুল, ১৯২৬। ২ বিণ উচ্চ। 'গাইতি-দেতো, উচকে রূপাল ... পুচকে গোপাল।' নজরুল, ১৯২৬।

উচ্চা [স উচ্চ] বিণ উচ্চ। 'পর্বত সমান ঘোড়া উচ্চা অভিশয়।' গরীব, ১৭৬৫।

উচ্চাই [স উচ্চ] বি উচ্চতা। মানোএল, ১৭৪৩।

উচ্চানিচা বিণ এবড়োখেবড়ো। 'দেয়ালগুলি চতুর্দিকেই ভাঙা উচ্চানিচা।' হাসান, ১৯৬৭।

উচ্চানো, উচ্চোনো [স উচ্চ] ১ ক্রি উঠানো। 'সাহেব বেত উচ্চাইবামার সকলে দৌড় দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ উচ্চ করে ধরা হয়েছে এমন। 'বন্দুক উচ্চোনো সিপাইদের মতো সারি বেঁধে এলেন।' সূর্যজ, ১৯৪৮।

উচ্চ [স উচ্চ] বিণ উচ্চতাবিশিষ্ট। 'হিমালয় পর্বত থেকেও উচ্চ হয়ে উঠলো।' হুতোম, ১৮৬১।

উচ্চ কথা [উচ্চ+স কথা] বি রুঢ় কথা। 'কাককে উচ্চ কথা বোলো না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

উচ্চুতা [উচ্চ+আ কিতআহ] বিণ উন্নত ফ্যাশন বা রীতিসম্পন্ন। 'সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা এখন দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উচ্চুতা সাহেবের গোবরের বস্ট'।' হুতোম, ১৮৬১।

উচ্চুগলা [উচ্চ+স গল] বি চড়া গলা। 'উচ্চুগলার তার গুণগান করবার ভিতর কোনো বিপদ নেই।' প্রমথ, ১৯৮৮।

উচ্চ চিন্তা [উচ্চ+স চিন্তা] বি উন্নত চিন্তা। 'যে সমাজে যত উচ্চ চিন্তা করত মানুষ অভ্যস্ত।' উমর, ১৯৬৩।

উচ্চজাত [উচ্চ+স জাতি] বি উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়। 'অধিকাংশই এসেছেন হিন্দু সমাজের পরম্পরাবীকৃত উচ্চ জাতের কোঠা থেকে।' শিব, ১৯৫৬।

উচ্চদর [উচ্চ+ফা দর] বি উন্নত শ্রেণী। 'খুব যে উচ্চদের বীরত্বময় মহত্বপূর্ণ তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উচ্চদরের [উচ্চ+ফা দর] বিণ পাকা। 'মুখার্জি যে একজন উচ্চদের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতবৈধ ছিল না।' বনফুল, ১৯৩৬।

উচ্চনিচ, উচ্চনিচ [স উচ্চনীচ] ১ বি বালককথা। 'বক্তৃৎসর ... নীতি দেখান অথচ জল উচ্চ নীচ বলনের শিরোমণি।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ অসমান। 'গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উচ্চনিচ রাস্তার ভিতর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি অসংলগ্নতা। 'পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উচ্চনিচ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উচ্চোনো দ্র উচ্চা

উট [স উট্র] বি উট। মানোএল, ১৭৪৩: 'উট এদেশে নাই।' মশাররফ, ১৮৮৯।

উকটা [স উৎকট] ১ ক্রি কেটে যাওয়া। 'আপনে রসে উকট কুসিয়ার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি খোঁজ করা। 'উকটিল কত ঠাট্টি খুঁজি লাগ নাই পাই।' মালাধর, ১৫০০। **উকটএ** ক্রি খোঁজে। 'চিড়ে'র ঘুচায়া ধন উকটএ কাটা কন্দ।' মালাধর, ১৫০০। **উকটিয়া** ক্রি অন্বেষণ করে। 'সব হ্রদ উকটিয়া নন্দ নাই পাই।' মালাধর, ১৫০০। **উকটিল** ক্রি খুঁজলো। 'উকটিল কত ঠাট্টি খুঁজি লাগ নাই পাই।' মালাধর, ১৫০০। **উকটে** ক্রি তন্ন তন্ন করে খোঁজে। 'দশ বিশ মাঝি মেলি উকটে মুসার ধূলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উকত [স উক্ত] বিণ আগত। 'আসক উকত সুবে দরগত।' চক্ৰী, ১৫৫০।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উকথা [স কথা] বি ওই কথা। 'একথা উকথা কহি দেব গদাধর।' মালাধর, ১৫০০।

উকন্যা বি গন্ধত্ববিশেষ। 'উকন্যা বিরুনা ববাই লতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উকালতি [আ ওয়াকিল] বি উকিলের কাজ। 'কেন আসছেন আজ জমিদারি রক্ষার লাগি উকালতি করবার?' মনসুর, ১৯৫৫।

উকাসা [স প্রকাশিত] ক্রি মুক্ত হওয়া। 'হাতে গলে বান্ধি মোরে রাখিয়াছে নারি উকাসিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উকি [স উক্কা] বি আতন। 'অন্তরে জ্বালায় উকি।' চক্ৰী, ১৫৫০।

উকি [ধন্যা] বি উদগার; হেঁচকি। 'দিয়ে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

উকিনি [স উৎকণ্ণ] বি উকুন। 'মোর মাথে গোটা কথো দেবহ উকিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উকিল, উকীল [আ ওয়াকিল] ১ বি মুসলিম বিয়েতে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি বরকে জানায়। 'হাইলেন্ড মিকাইল উকিল নিষ্ঠা।' সুলতান, ১৬৫০। ২ বি মধ্যস্থতাকারী। মানোএল, ১৭৪৩: 'তত্তে রাজমহলে পৌহিয়া অস্পষ্ট উকিল পাঠাইলেন।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বি প্রতিনিধি। 'উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা।' ভারত, ১৭৬০। ৪ বি আইনজীবী। 'দীপেন আতাউল্লা উকীল ঘুরিতেষু লিখিত হ্যালহেড, ১৭৭২। ৫ বি অনুচর। 'এ সবোদ পূর্বে দাউদেহ উকিল হেসোছান হইতে দাউদকে লিখিয়াছে।' রামরাম, ১৮৩১।

উকিলপাড়া, উকীলপাড়া [আ ওয়াকিল+স পাটক] বি উকিলদের আবাসিক এলাকা। 'উকীলপাড়া - 'বুদিরাম উকীল' সাইনবোটে খোদা আছে।' গিরিশ, ১৮৮৬: 'নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুয়ে উকিলপাড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উকিলি, উকীলী [আ ওয়াকিল] ১ বি উকিলের কাজ; উকিলের পেশা। 'উকিলিতে মোকরর করিলাম।' ওসী, ১৭৮১: 'উকীলী।' ওসী, ১৭৮২: 'উকিলিতে আঙ্গকাল অনেক লোক হইয়াছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বিণ উকিলসুলভ। 'উকিলিবুজি রাজনীতির ক্ষেত্রে সব সময়ে খাটে না।' প্রমথ, ১৯২০।

উকীলোচিত [আ ওয়াকিল+স উচিত] বিণ উকিলসুলভ। 'উকীলোচিত গম্ভীর্যের সহিত পত্রখানি অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৮।

উকুতি [স উক্তি] বি বক্তব্য। 'অপনক অভিমত উকুতি বুঝা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উকুন [স উৎকণ্ণ] বি চুলের ক্ষুদ্র পোকা। মানোএল, ১৭৪৩: 'উকুন, ছারপোকা, পিগীলিকা, উই প্রভৃতি ... কীট জাতি।' বিদ্যা, ১৮৫১।

উকুন খসানো ক্রি উকুন বাহা। মানোএল, ১৭৪৩।

উকুল [স অকুল] বি সমুদ্র। 'উকুলের ডেউ এল দুকুল ভরিয়া।' রামাই, ১৭১০।

উকো [স উৎকণ্ণ] বি ধাতুদ্রব্য ধারালো করবার কাজে ব্যবহৃত লোহার রোত; ফাইল। 'ধাকার চেয়ে গুতো ভালো উকোর চেয়ে বামা।' নজরুল, ১৯৩২।

উক্কা [আ হুকাহ] বি হুকা। 'পাও যেইলায় বইসা উকায় মারেন টান।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

উক্ত [স] বিণ উক্তিবিহীন। 'অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উক্ত কর্ম নির্বাহ করেছেন।' গৌর, ১৮২২।

উক্তরূপ [স] বিশ একরূপ। 'হাঁহারা উক্তরূপ দান করেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

উক্তাত্যাচার [স উক্ত-অত্যাচার] বি বর্ণিত অত্যাচারের কথা। 'মহাশয় এতৎপত্র দর্পণার্ণবে চিরবাধিত করিয়া উক্তাত্যাচার রাজপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

উক্তি [স] বি কথা। 'গৌণীগণ সহ বিহার হাস্যপরিহাস/কণ্ঠধ্বনি উক্তি তনি মোর কণ্ঠাঙ্গাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উচ্চ [স ইচ্ছা] বি আশ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উচ্চড়ানো [স উৎখলণ] ক্রি সমূলে উৎপাটন করা। 'তরু উপাড়িয়া গিরি উচ্চাড়িয়া।' ভারত, ১৭৬০; সুলেমান পর্বত জড়তরু উচ্চড়িয়ে গেল।' নজরুল, ১৯২২।

উচ্চলি [স উদ্ভূলণ] বি শস্যাদি পেষার পাত্র; হামানদিতা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উচ্চা [স উৎখলণ] বি হাতিয়ার ধার করার রেত; ফাইল। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

উচ্চাড়া [স উৎখলণ] ১ ক্রি উদগত হওয়া। 'বাট উচ্চড়িয়ে প্রচুর ভৈল বেলা।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি উপড়ে ফেলা। 'দুহাথে উচ্চাড়ে যেন মকরের মুখা।' রূপরাম, ১৭৫০; 'বড় এক গাছ গিধি গিল উচ্চাড়িয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

উচ্চি বি শুল্ক। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উত্থনপাশী [স উত্থলণ] বি শস্য পরিষ্কার করার দণ্ডবিশেষ; উত্থনবাড়ি। 'জোয়ালে কোদালে ফাল দা উত্থনপাশী।' শিবায়ন, ১৭৫০।

উত্থল [স উদ্ভূলণ] বি হামানদিতা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উত্থো [স উত্থলণ] বি ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি ধার করার বা ঘষার যন্ত্রবিশেষ; রেতি। 'উত্থো দিয়ে দাঁত ঘষে চুঁচালো করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উগ [স উগ্র] বিশ উগ্র। 'হিমকর উগ হতে দিনকরা তেজ'। 'আনন্দাস, ১৬০০।

উগড়ানো [স উদ্গিরণ] ক্রি বমি করা। 'রক্তবমির মতো উপড়ে উঠলো।' 'মাহমুদ, ১৯৬৬।

উগরানো [স উদ্গিরণ] ক্রি উদ্গিরণ করা। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'উগরিবে অগ্নি বিজয়বতু' অগ্নিকবচে আবার তনু।' অশ্বিনী, ১৯২০।

উগলানো [স উদ্গিরণ] ক্রি বমি করা। 'পেট ভরে গেলে, উগলে ফেলে দিবি।' রণীন্দ্র, ১৯৬৩।

উগা [স উদ্গতি] ১ ক্রি উদিত হওয়া। 'অনি সুমেক উপর মিলি উগল চাঁদ বিহিন সব তারা।' 'বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি বের হওয়া। 'বেদে বিন্দু ললাটে উগএ যখন।' 'আলাওল, ১৬৮০। ৩ উগএ ১ ক্রি উদিত হয়। 'না জানে কোথা উগএ রবি শশী।' 'বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রি বের হয়। 'যেদে বিন্দু ললাটে উগএ যখন।' 'আলাওল, ১৬৮০। ৩ উগথিক ক্রি উদিত হয়। 'রবি সসি উগথিক পাশে।' 'বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ উগল ক্রি উদিত হলো। 'অনি সুমেক উপর মিলি উগল চাঁদ বিহিন সব তারা।' 'বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৫ উগিলেক ক্রি উদিত হলো। 'সংসার প্রকাশ করি উগিলেক সুর।' 'আলাওল, ১৬৮০।

উগারী [স উদ্গিরণ] ক্রি বমি করা। 'উগারিয়া গেলে কৃষ্ণ নিজরূপ ধরে।' 'মালাধর, ১৫০০। 'উগারএ ক্রি বমি করে। 'এক মুখে উগারএ আর মুখে খায়।' 'মুকুন্দ, ১৬০০। 'উগারিয়া ক্রি বমি করে। 'উগারিয়া গেলে কৃষ্ণ নিজরূপ ধরে।' 'মালাধর, ১৫০০। 'উগারে ক্রি

বমি করে। 'পিবয়ে অধর সুখা উপারে গরল।' 'দ্বিচন্দ্র, ১৬০০।

উগি, **উগী** [স উদ্গতি] বি উকি। 'জুতেক রাখালশণে উগী দিয়া চায়।' 'বিজয়, ১৬৫০; 'ডালে মাথা নাড়ি পেঁচা উগি দিয়া চায়।' 'রূপরাম, ১৭৫০; 'উগি দিয়ে চেয়ে দেখে ঘারে দিয়ে হাত।' 'মানিকরাম, ১৭৮১।

উগি [স অগ্নি] বি সূর্যকিরণ। 'কার্তিকে অখণ্ড উগি শুখাইল নীর।' 'আলাওল, ১৬৮০।

উগোল বি টাকি মাছের মতো এক প্রকার মাছ। 'উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়।' 'মাহমুদ, ১৯৭৩।

উগ্র [স] ১ বিশ অসহিষ্ণু। 'উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চঞ্চল।' 'মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ নির্দয়। 'আমার কর্মের গতি উগ্র হইল মোর পতি।' 'মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি হিন্দুদেবতা শিব। 'উগ্রতপ করে উগ্র করিতে অপার।' 'ভারত, ১৭৬০। ৪ বিশ রুঢ়। 'হিংসক পত বিবাদে প্রবর্ত হইয়া উগ্ররূপে কহিলেক।' 'তারিণী, ১৮০৩। ৫ বিশ তীব্র; প্রবল। 'নতুন-গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্যাদাবোধ খুবই উগ্র।' 'রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উগ্রক্রিয়া [স] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

উগ্রশৌর [স] বিশ অত্যন্ত ফরসা। 'স্বপ্নে দীর্ঘ পাতলা দেহ, উগ্রশৌর দেহবর্ষ।' 'ভার্য, ১৯৪০।

উগ্রচর [স] বিশ প্রচণ্ড; তীব্র। 'উগ্রচর সুখে পুজ্ঞ সাপটি খেলা করে।' 'মুকুন্দ, ১৯২২।

উগ্রচা [স] বি ক্রী চণ্ডিকাদেবী। 'চলিতে মুখিতে যেন উগ্রচা চলে।' 'রূপরাম, ১৭৫০।

উগ্রচী [স] বিশ হঠাৎ রোগে যায় এমন। 'আধরির এমন উগ্রচী রূপ কখনো দেখিনি ও।' 'কায়সার, ১৯৬২।

উগ্রতপ [স] বি কঠোর তপস্যা। 'হেন উগ্রতপ দেবি কর কি কারন।' 'মালাধর, ১৫০০।

উগ্রতপা [স] বিশ ক্রী কঠোর তপস্যাকারী। 'জয় অগ্নিহোত্রী অগ্নি দীপ্তা উগ্রতপা জ্যোতির্ময়ী।' 'নজরুল, ১৯৩১।

উগ্রতর [স] বিশ তীব্রতর। 'ওদের গল্পনা উগ্রতর হতে থাকে।' 'রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উগ্রতা [স] ১ বি উগ্রতা। 'তোমার কথাক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করহিলেই।' 'গীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ বি প্রচণ্ডতা। 'দিগন্তে একটা আশ্রয়ে উগ্রতা ক্ষণে ক্ষণে ফুলে।' 'রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উগ্রতানু [স] বিশ উগ্রতা নেই এমন। 'অপূর প্রকৃতি আরও শান্ত, উগ্রতানু ও উদার।' 'বিকৃতি, ১৯৩১।

উগ্রপহী [স] বিশ চরমপহী। 'ডিরোজীও-পহী ও অন্যান্য উগ্রপহীর ...।' 'আনোয়ার, ১৯৭০।

উগ্রপ্রকৃতি [স] বিশ উগ্রত। 'কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হীরা উগ্রপ্রকৃতি।' 'বঙ্কিম, ১৮৭৩।

উগ্রবীর্য [স] বিশ অত্যন্ত ঝাঝালো। 'সে আনন্দ উগ্রবীর্য সুরার মতো নেশার ঘোর আনে।' 'বিকৃতি, ১৯৪০।

উগ্রভাব [স] বি উগ্রতা আচরণ। 'পূর্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন।' 'বঙ্কিম, ১৮৭৮।

উগ্রমূর্তি, **উগ্রমূর্তি** [স] বিশ ক্রুদ্ধ ও ভয়ানক চেহারাধারী। 'তুমি মূর্খান্ত উগ্রমূর্তি উগ্রসেনের হস্তা।' 'গীনবন্ধু, ১৮৭৩; 'বিপক্ষদলের

উন্নয়ন

যেদূর রুদ্রভাঙ, উষ্মশূঁষি দেখিতেছি।' মশাররফ, ১৮৮৭।

উন্নয়ন [স] বি ক্রম মূর্তি। 'যখন তাকে দেখিয়েছেন তাঁর উন্নয়ন' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উন্নয়ন [স] ক্রিবিপ রূপভাবে। 'হিংসক পত বিবাদে শ্রবণ হইয়া উন্নয়নে কহিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

উন্নয়ন [স] বিপ ভয়ঙ্কর স্বভাববিশিষ্ট। 'ইহারা অত্যন্ত উন্নয়ন ও কলহপ্রিয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উন্নয়ন [স] বি ঔক্যতাপূর্ণ সুখ। 'কানে বৃকে উন্নয়নে যৌবন-জ্বালায়-জালা অতুস্ত বিখাত।' নজরুল, ১৯৩২।

উন্নয়ন [স] বিপ উক্ত। 'সকলেই যে বৃদ্ধ দশায় এইরূপ উন্নয়ন হইয়া থাকেন ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

উন্নয়ন [স] ১ বিপ স্ত্রী ঔক্যতাপূর্ণ। '... চঞ্চলা, চপলা, উন্নয়ন, অকল্মষবিরহিতা।' দীপিকা, ১৮৮৭। ২ বি সংগীতের একটি শ্রুতি। 'উন্নয়ন' নজরুল, ১৯৩৫।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ খোলা। 'উন্নয়ন অঙ্গে পড়িয়া শব্দর নিদ্রা যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। ১ ক্রি সম্পূর্ণ প্রকাশ করা। 'আবেশে আপন ভাব কহয়ে উন্নয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি উপড়ে যাওয়া। 'যেন মহাবুদ্ধ উন্নয়নে উন্নয়ন।' আলোচন, ১৬৮০। উন্নয়ন ক্রি সম্পূর্ণ প্রকাশ করে। 'রায়ে প্রলাপ করে স্বরূপের কল্ল ধরি আবেশে আপন ভাব কহয়ে উন্নয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। ক্রি অনাবৃত করা। 'কবছ খাঁয়ণ অঙ্গ কবছ উন্নয়ন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উন্নয়ন [স] বিপ স্ত্রী বিবর। 'অপজস হৈ এত জগৎ ভরি হৈ জন কল্যাণ উন্নয়ন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উন্নয়ন [স] কন্যা। বি উচ্চধনি। 'উন্নয়ন করিয়া কান্দএ কন্যা ধামি।' মাল্যধর, ১৫০০।

উন্নয়ন [স] আত্মরূপ। বি আত্মরূপ। 'মোহনএ, ১৭৪০।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ উন্নয়ন। 'হোর ফুল আতি উন্নয়ন।' বড়, ১৪৫০।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন+স কপাল। বিপ উন্নয়ন কপালবিশিষ্ট। 'আমার উন্নয়ন চিরনন্দিতের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে।' নজরুল, ১৯২৭।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ উন্নয়ন। 'নবীর পদের খোস নীচ হই রহে উন্নয়ন।' সুলতান, ১৭০০।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। ক্রিবিপ হঠাৎ; আচমকা। বিদ্যা, ১৮৯১।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। ক্রি উন্নয়ন। 'উন্নয়ন বয়স এত মনে নাহি আসে।' ভারত, ১৭৬০।

উন্নয়ন [স] ১ বিপ নির্লক্ষ্য। 'মেয়েটির রকম ভাল ঠেকে না, কেমন উন্নয়ন উন্নয়ন বোধ হয়।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বিপ অব্যাহা। 'আকাশ কিছুটা উন্নয়ন ধরনের ছেলে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ উন্নয়ন। 'উন্নয়ন বলিয়া অচলে চড়ি পড়ি অগাধ জলে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ উন্নয়ন। 'আর জে সকল জিনিষ ছিল তাহার জায়দাদ সিদ্ধক লম্বা ১২ ইঞ্চি চৌড়া ৯ ইঞ্চি উন্নয়ন ৭ ইঞ্চি।' ক্যালগে, ১৮০০।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ উন্নয়ন। 'তাহাতে পথ গভীর আর উন্নয়ন।' তারিণী, ১৮০৩।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। ১ বিপ ব্যাকুল। 'মন উন্নয়ন নিখাস সঘন।' চিত্রী, ১৬০০। ২ বি মন্ত্রবিশেষের নাম। 'মন্ত্র-উন্নয়ন-মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বি যথার্থ কথা। 'উন্নয়ন কহিতে কেহ নাহিক সভার।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৩ উন্নয়ন

উন্নয়ন [স] ১ বিপ উপমুক্ত। 'সর্বকালে সুন্দরি তোঁর দেব মুরারী মোঁর তোঁর মোর উন্নয়ন সে নেহা।' বড়, ১৪৫০। ২ বিপ যথার্থ। 'পাইয়া উন্নয়ন নাম কেশবভারতী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিপ বাহুনিয়। 'উন্নয়ন চিন্তিয়া দেখ যে এই উন্নয়ন।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বিপ আবশ্যক। 'শিখিতে উন্নয়ন যাহা শিখিয়াছ সব।' ভবানী, ১৮২৮। ৫ বিপ ঠিক। 'না না হতাশাস হওয়া উন্নয়ন নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিপ কাম। 'উন্নয়নের আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ ঠোঁট কখনই উন্নয়ন নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৭ বিপ সত্য। 'আমরা উন্নয়ন কথা বলিলাম।' সুলত, ১৭৮০। ৮ বিপ প্রেম। 'রাবনের ক্রন্দন করা উন্নয়ন কি না তাহা দেখিতে চান না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

উন্নয়ন-অনুন্নয়ন [স] বি কর্তব্য ও অকর্তব্য। 'মহেন্দ্রের উন্নয়ন-অনুন্নয়নের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উন্নয়নকর্ম [স] বি করা কর্তব্য এমন কাজ। 'তাঁহার উন্নয়নকর্ম অশেষ প্রকার উপকার সম্পাদন করা আমাদের উন্নয়নকর্ম।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উন্নয়নশীল [স] বি ন্যায়ের পথ। 'শিতদিগের অন্তঃকরণকে উন্নয়নপথে নিয়োজিত ... করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উন্নয়নমত, উন্নয়নমতো [স] উন্নয়ন+মতো। ১ ক্রিবিপ যথাযোগ্যভাবে। 'শত বৎসরেরও তাহা উন্নয়নমত প্রচারিত হওয়া দূরূহ হইত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ ক্রিবিপ সত্যিকারভাবে। 'বাঙালদেশকে উন্নয়নমতভাবে কখনো স্বদেশ মনে করেননি।' উমর, ১৯৬৮।

উন্নয়নত্ব [স] উন্নয়ন। বি উন্নয়ন। 'বোলি পঠলকি জাত অতিকরে। উন্নয়নত্ব ন রহল তহিক বিবেক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উন্নয়নানুন্নয়ন [স] উন্নয়ন-অনুন্নয়ন। বিপ ন্যায়-অন্যায়। 'অমাত্য, অপত্যস্নেহের আতিশয্যবশতঃ, উন্নয়নানুন্নয়ন-বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ ঠিক। 'নাগর জনের হেন না এই উন্নয়ন।' বড়, ১৪৫০। ৩ উন্নয়ন

উন্নয়ন [স] উন্নয়ন। বিপ উন্নয়ন। ওয়াশী, ১৯২৮।

উন্নয়ন কথা [স] উন্নয়ন-কথা। বি কুট কথা। 'ও যা আমি তোকে কবে উন্নয়ন কথা বলেছি।' উমেশ, ১৮৫৭।

উন্নয়ন [স] প্রচুর। বিপ অধিক। 'বেলা হৈল উন্নয়ন প্রচুর ভয় মনে।' ভারত, ১৭৬০।

উন্নয়ন [স] ১ বিপ উন্নয়ন। 'উন্নয়ন দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিপ জোরে। 'অলৌকিক শব্দ কেহ উন্নয়ন করি বোলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিপ সম্ভ্রান্ত। 'উন্নয়ন নাহি পরিচয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বিপ উন্নয়ন। 'বানরের কথা তুলিয়া রাজপুত্র উচ্ছেদে গেলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৫ বিপ উপরের দিককার। 'কালেজের উন্নয়ন উন্নয়নের প্রাথমিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিপ উন্নয়ন। 'বিষয় যত উন্নয়ন, বলবার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৭ বিপ বয়সে বড়। 'সে যে আমার অনেক উন্নয়ন।' শরৎ, ১৯১৭।

উন্নয়ন-অন্নয়ন [স] ১ বি উন্নয়ন। 'সমস্ত উন্নয়ন-অন্নয়ন মানদ্রই

পুতুল-খেলা' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ (সংগীত) রাগপ্রধান। 'যাহা উচ্চ-অঙ্গের সংগীত তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উচ্চ-আশা [স] বিণ উচ্চ আশা আছে এমন। 'উচ্চ-আশা নারী রাখে কিবা?' গিরিশ, ১৮৮৭।

উচ্চ আশা [স] বি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। 'ইহা হ'তে উচ্চ আশা নাহি কিছু আর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

উচ্চ আসন [স] বি অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থান। 'ইনি সর্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উচ্চইতর [স] বিণ অতি উঁচু। 'প্রস্তরের রচিত এক উচ্চইতর দিবা মঞ্চ।' রামরায়, ১৮০১।

উচ্চ উচ্চ [স] বিণ বড়ো বড়ো। 'এক্ষণে ... ইংরাজিতে উচ্চ উচ্চ গুণাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উচ্চকণ্ঠ [স] ১ বি উঁচু স্বর। 'সিঁড়ি হইতে সতীশের উচ্চকণ্ঠে "মাসিমা" ধনি শুনা গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ জোরালো কণ্ঠ এমন। 'তোমার উচ্চকণ্ঠ উল্লাসকে কোন শর্তে আনন্দ বলো।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

উচ্চকথা [স] বি কড়া কথা। 'যে জননী আমাকে কখন উচ্চকথা কহেন নাই।' উমেশ, ১৮৫৭।

উচ্চকূচ [স] বি উন্নত স্তন। 'মনিমুন্ডায়ুতা, গলে হারলতা, উচ্চকূচ চুঘিতে হানিছে।' ভবানী, ১৮২৫।

উচ্চকুঁহুতি [স] বি বিড়োলোকের ঘরে আত্মীয়তা। 'উচ্চকুঁহুতিভার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

উচ্চগলা [স] বি উচ্চকণ্ঠ। 'উচ্চগলা করিয়া কহিলেন।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

উচ্চঘোষ [স] বি উচ্চস্বরে ধনি। 'বেফরি যদি একটা অমনিমুন্ডায়ুতায় সেয়ে অমনি আবার উচ্চঘোষ।' অচিন্ত্য, ১৯০১।

উচ্চচূড় [স] বিণ উঁচু চূড়াবিশিষ্ট। 'ঈদুস প্রকারে প্রায় চতুর্দিকে উচ্চচূড় পর্বতনিচয়ে পরিবৃত্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উচ্চজাতীয় [স] বিণ উচ্চবর্ণের। 'অনেক-ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উচ্চজ্ঞান [স] বি উচ্চতর জ্ঞান। 'তিনি চাইতেন উচ্চজ্ঞান।' বিভূতি, ১৯৩১।

উচ্চভট [স] বি তীরের উচ্চভূমি। 'উচ্চভটে অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্কীতপালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উচ্চতন [স] বিণ উর্ধ্বতন। 'তাহার উচ্চতন কর্মচারীর নিকট সে লাঞ্চিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উচ্চতম [স] ১ বিণ উর্ধ্বতন। 'এটি হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চতম কর্মচারীদিগের অজ্ঞাত।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ সর্বোচ্চ। 'যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাতে শিক্ষার উচ্চতম বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন ...' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উচ্চতর [স] ১ বিণ লম্বা। 'অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ২ বিণ অতিশয় উঁচু। 'পাথরের গড় উচ্চতর বড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বেশি উঁচুমানের। 'উচ্চতর কবির কবিত্বের নিমিত্ত তাঁহার নিজের ভাব "হংসমধ্যে বক যথা" হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬। ৪ বিণ উঁচু মানের। 'যথার্থ উচ্চতর

সমালোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ৫ বিণ মহত্তর। 'এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শের যথার্থ উপলব্ধি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৬ বিণ আদর্শনীয়। 'তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে এমন কোনো উচ্চতর বিচারবুদ্ধি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৭ বিণ উর্ধ্ব। 'সেই উচ্চতম জ্যোতিষ্ক অদ্য অন্তিমিত হইয়া উচ্চতর গগনে অধিরোহণ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উচ্চতা [স] ১ বি উপরের দিকের দৈর্ঘ্য। 'কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনম্বারা পরাভূত হইয়া প্রতিগমন করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি উচ্চমান। 'ইংরাজি সাহিত্য উচ্চতা কঠিনতা এবং একটা নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উচ্চদর [স] উচ্চ+ফা দর বি উঁচুমান। 'সে ভাবটুকু উচ্চদরের না হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উচ্চধনি [স] বি জোরালো শব্দ। 'মশিমা বলি করে উচ্চধনি।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

উচ্চধ্যান [স] বি সুগভীর মগ্নতা। 'উচ্চধ্যান, শূন্যদৃষ্টি প্রকাশ করছে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

উচ্চনীচ [স] বিণ উঁচু-নিচু। 'দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উচ্চনীচতা [স] বি উচ্চতা এবং নীচতা। 'সংসারে উচ্চনীচতা যখন আছেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উচ্চপদ [স] বি গুরুত্বপূর্ণ পদ। 'কোন উচ্চপদে অন্য জাতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

উচ্চপদস্থ [স] ১ বিণ উর্ধ্বতন পদাধিকারী। 'হুকুমামুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্য দেন না।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিণ উচ্চস্থানে স্থিত। 'অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উচ্চপদাশ্রয় [স] বিণ উচ্চপদে আসীন। 'উচ্চপদাশ্রয় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পদচ্যুত ... করা উচিত নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

উচ্চ পরিবহন [স] বি দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের উচ্চ কক্ষ। 'বঙ্গীয় উচ্চ পরিষদের ডাইরেট ইলেকশনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪০।

উচ্চপর্বত, উচ্চপর্বত [স] বি পাহাড়ের উঁচু চূড়া। 'তিনি বাসনাযুক্ত চতুমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চপর্বত ... অবলোকন করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উচ্চপাঠ [স] বি উচ্চতর পড়াশোনা। 'পড়েনিক উচ্চ পাঠ অল্পে মারে তুড়ি।' গুণ, ১৮৫৮।

উচ্চপ্রাণী [স] বিণ ত্রী মহান হৃদয়ের অধিকারী। 'মিথ্যা কহ অভ্যাসের দোষে উচ্চপ্রাণী কেবা তব সম।' গিরিশ, ১৮৯৬।

উচ্চপ্রাসাদ [স] বি বহুতল ভবন। 'তাঁহার ক্রমে যথার্থ মহত্বরূপ উচ্চপ্রাসাদে আরোহণ করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উচ্চবংশ [স] বি সম্ভ্রান্ত বংশ। 'উচ্চবংশের কথা।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

উচ্চবংশীয় [স] বিণ বংশমর্যাদায় উঁচু। 'উচ্চবংশীয় জাতির অমনতরো নাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উচ্চবর্ণ [স] বি শাস্ত্রনির্দেশিত উচ্চতর মর্যাদা আরোপিত হিন্দু সম্প্রদায়। 'উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পূজর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'হংসবর্গীকে উচ্চবর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল।' শরীফুদ্দাউল, ১৯৩১।

উচ্চবাচ্য [স উচ্চাবচ] ১ বি রূঢ় কথা। 'অবাচ্য উচ্চবাচ্য যাহা মুখে আসিত তাহাই কহিতেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বি প্রতিবাদ। 'আমি আর উচ্চবাচ্য করণুম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি বিশেষ কোনো কথাবার্তা। 'জাহাঙ্গীর উচ্চবাচ্য না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।' নজরুল, ১৯৩১।

উচ্চবিস্তি [স] বিণ ধনী। 'উচ্চবিস্তি ব্যক্তিরদিগকে ইউরোপীয় নানা বিদ্যা ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষণার্থ ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

উচ্চবৃত্তি [স] বি উদার ভাব। 'সৌখীনজনের মনোহারী ঐশ্বর্য্য, পুণ্যকুদয়ের উচ্চবৃত্তি মহৎ করুণা প্রভৃতির দিকে যে তাকাইয়া দেখে নাই।' সর্বজ, ১৯২০।

উচ্চ ব্যক্তি [স] বি ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'উচ্চ অট্টালিকা উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্মিত হইয়া থাকিবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

উচ্চভাব [স] বি উন্নত ধারণা। 'যতটা পারা যায় উচ্চভাব রাখাই ভাল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উচ্চ ভাষা [স] বি উচ্চকণ্ঠের কথা। 'ভয়জনক উচ্চ ভাষাও কহিবান।' ভবানী, ১৮২৫।

উচ্চভাষী [স] বিণ প্রবল গর্বজনকারী। 'উচ্চভাষী সাগরের/পিতা যিনি আমাদের।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

উচ্চভূমি [স] ১ বি পাহাড়ি এলাকা। 'উচ্চভূমি এবং অগ্নোত্তর মেঘও ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি উঁচুতে অবস্থিত ভূমি। 'অনুরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতলা কোঠাবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উচ্চমধ্যবিস্তি [স] বিণ মধ্যবিস্তি শ্রেণীর মধ্যে অধিকতর অর্থশালী। 'উচ্চমধ্যবিস্তি শ্রেণী বার্থের তাগিদে অধিকতর শক্তিশালী।' উমর, ১৯৬৮।

উচ্চরক্ত-চাপ [স] বি রক্ত চলাচলের রোগবিশেষ, যা প্রায়শই হৃৎপিণ্ডকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি জোরে রক্ত পাম্প করে। 'আমার উচ্চরক্ত-চাপ নিয়ে তোমাদের তেতলায় উঠি গিয়ে?' শিবরাম, ১৯৭০।

উচ্চরব [স] বিণ উচ্চধনিবিশিষ্ট। 'উচ্চরব দামা সব গর্জিত আকাশ।' বাহরাম, ১৬৫০।

উচ্চরা [স] উচ্চারণ। 'কি বলা।' 'সংগ্রামের মধ্যে গিয়া তাকে উচ্চরাএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

উচ্চললাট [স] বিণ উন্নত ললাটবিশিষ্ট। 'উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ত্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উচ্চ লাফ [স] উচ্চলক্ষ্য। বি উঁচুতে লাফ দেওয়ার খেলা। 'উচ্চ লাফ।' বেগম, ১৯৭০।

উচ্চলোক [স] বি মর্যাদাসম্পন্ন স্থান। 'যাহারা দ্বিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উচ্চশব্দ [স] বি উচ্চকণ্ঠ। 'সঙ্গীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উচ্চশাখা [স] বি গাছের উঁচু ডাল। 'কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় তটিকতর কদমফুল ফুটিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উচ্চশিক্ষা [স] বি উচ্চতর শিক্ষা। 'যে সকল ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষার গুণে বঙ্গভাষার কবি, নাটককার ... হইবেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী [স] বিণ স্ত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। 'তাহাদের

অঙ্গসংখ্যাই উচ্চশিক্ষাভিলাষিণী।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

উচ্চশিক্ষিত [স] বিণ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'হাকিমবাবু ছিলেন অতিশয় অদ্বৈত, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত।' প্রমথ, ১৯৩৭।

উচ্চশিক্ষিতা [স] বিণ স্ত্রী উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা শূদ্র ঘর-সংসার ...।' বেগম, ১৯৪৮।

উচ্চশৃঙ্গ [স] বি পর্বতের উঁচু চূড়া। 'বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

উচ্চশ্রেণী [স] ১ বিণ উচ্চপদময়। 'উচ্চশ্রেণীর কর্মচারিগণদের পুরস্কারের জন্য ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি উন্নত জাত। 'যে গাছের পাতা সবুজ নয় সে গাছ উচ্চশ্রেণীর গাছ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি উচ্চমান। 'নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর সে কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বি উচ্চ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়। 'এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে সেদু শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। 'যে ভাষা দেশের উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞাত ছিল।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১। ৫ বি রেলগাড়ি ইত্যাদিতে বিলাসিতাপূর্ণ শ্রেণী। 'সে উচ্চশ্রেণীতে পরিভ্রমণ কর।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

উচ্চশ্রেণীয় [স] বি উচ্চ সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়। 'উচ্চশ্রেণীয়রা নিজেদের স্বাভাবিকর জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উচ্চশ্রেণীস্থ [স] বিণ উচ্চশ্রেণীতে অধিষ্ঠিত। 'অনেকে উচ্চ শ্রেণীস্থ মানুষের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উচ্চসংগীত [স] বি শাস্ত্রীয় সংগীত; উচ্চাঙ্গ সংগীত। 'উচ্চ সংগীতের বয়সাধ্য চর্চার ক্ষেত্র ছিল ধনশালীদের বৈঠকখানায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উচ্চসংগত [স] বি (সংগীত) সা থেকে নি পর্যন্ত সাতটি স্বরকে সত্তর বলে। সংগীতে তিনটি সত্তর ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি সত্তরের মধ্যে উপরের সত্তরকে তারা বা উচ্চসংগত বলে। 'নিম্নসত্তর থেকে উচ্চসত্তর পর্যন্ত উদার মৃদারা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উচ্চসমাজ [স] বি উচ্চবর্ণের সমাজ। 'সেই পুঞ্জাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উচ্চস্তর [স] বিণ মহৎ। 'এই জন্য সংস্কৃতিকে একটা আলাদা ধর্ম, উচ্চস্তর ধর্ম বলা হয়েছে।' মোতাহের, ১৯৫০।

উচ্চত্ব [স] বি উচ্চশ্রেণী। 'দিনব্যাপিনী সমাজের উচ্চত্ব ধনহরক করিয়া দরিদ্রের ঘরে বিতরণ করিতেছেন।' সাধারণী, ১৮৭৭।

উচ্চস্থ [স] বিণ উপরে অবস্থিত। 'সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থ দুই সংপ্রদায়েরা ...।' দর্পণ, ১৮৩৬।

উচ্চস্থল [স] বি ডাঙ্গা। 'জমি উচ্চস্থল পায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উচ্চস্থান [স] বি উঁচু জায়গা। 'উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে কি পুনর্বীর পূর্বস্থানে উথিত হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ ও অসম্ভব?' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উচ্চস্বর [স] ১ বি জোরালো শব্দ। 'গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ উচ্চকণ্ঠে। 'প্রেমভাবে কানিতে লাগিয়া উচ্চস্বরে।' বাহরাম, ১৬৫০।

উচ্চস্বরে [স] উচ্চ-স্বর। ক্রিবিণ উচ্চকণ্ঠে; জোর গলায়। 'কুশহস্তে লয়া দান উচ্চস্বরে বেদ গান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উচ্চ হওয়া ক্রি মহিমান্বিত হওয়া। 'উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, পূজা না গ্রহণ করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উচ্চহাস [স] বি অটহাসি। 'নাই লজ্জা নাই ত্রাস আকাশে ছড়ায়ে উচ্চহাস।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উচ্চহাসি [স উচ্চহাস] বি উচ্চহাসের হাসি। 'অকারণসম্ভ্রাত উচ্চহাসি হাসিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উচ্চহাস্য [স] বি উচ্চহাসের হাসি; অটহাসি। 'ধর্ম্য' (উচ্চহাস্যমুখে) আপনি কত সংসার করিয়াছেন?' রামনায়াণ, ১৮৫৪।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা [স উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা] বি উচ্চাভিলাষ। 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদেবের মনে জেগে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী [স উচ্চ-আকাঙ্ক্ষী] বিশ উচ্চাভিলাষী। 'অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীরসিংহ দেব ...' মহাশেখতা, ১৯৫৬।

উচ্চাঙ্গ [স উচ্চ-অঙ্গ] বি উচ্চ মান। 'ভারতের পূর্ববৈয়য়িক অবস্থার বর্ণনা অধিকতর উচ্চাঙ্গের হওয়া বিবেয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত [স] বি সুবন্ধ সঙ্গীত। 'বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব চর্চা হত সে কথা তোমরা সবাই জানো।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উচ্চাভিকারী [স উচ্চ-অভিকারী] বি সমবদার। 'একদিকে উচ্চাভি-কারীর জন্য যেমন বাণীবীহীন সুরই যথেষ্ট ...' মোতাহার, ১৯৩৭।

উচ্চাবস্থা [স উচ্চ-অবস্থা] বি আর্থিক বহুলতা। 'স্থানীয় লোকের উচ্চাবস্থা জ্ঞান হইলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উচ্চাভিলাষ [স উচ্চ-অভিলাষ] বি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। 'সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

উচ্চাভিলাষি [স উচ্চ-অভিলাষী] বিশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'সকল লোকের বোধশস্য হওয়াতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি।' দর্পণ, ১৮১৯।

উচ্চাভিলাষিণী [স উচ্চ-অভিলাষিণী] বিশ স্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'দুর্লোয়া অসাধারণ উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন।' মহাশেখতা, ১৯৫৬।

উচ্চাভিলাষী [স] বিশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'গ্রামের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরাই আপনার গ্রাম্যতা ঘুচাইবার জন্য সাধ্যাত্তিক ব্যয় করিতে ছাড়েন না।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

উচ্চাশয় [স উচ্চ-আশয়] বিশ উদার প্রকৃতির। 'কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উচ্চাশা [স উচ্চ-আশা] বি অতিরিক্ত আশা। 'পুরুষ স্বার্থপরতা ও উচ্চাশার দাস।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

উচ্চাসন [স উচ্চ-আসন] বি সম্মানের আসন। 'তুমি উচ্চাসনে বসিয়া ...' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উচ্চে [স উচ্চ] ক্রিণিষ গর্বভরে। 'রসাল কহিল উচ্চে বর্ণনভিকারে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

উচ্চকিত [স] ১ বিশ উৎকৃষ্টত; অস্ত। 'ঘনায় ছায়া মোহন মায়া উচ্চকিত ঐ রবে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২; 'করিবে তাহারে উচ্চকিত, আতঙ্কিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিশ শিহরিত। 'উচ্চকিত প্রতি রোমকূপে অকস্মৎ জেগেছিল প্রাণদ, প্রবণ প্রতিধ্বনি।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ বিশ অনুরণিত। 'আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিওগি উচ্চকিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৪ বিশ কোলাহলপূর্ণ। 'উচ্চকিত পৃথিবীর দুর্বীর প্রতাপ তুচ্ছ করে।' শল্ল, ১৯৫৫।

উচ্চও [স] বিশ প্রোক্ত; প্রতাপশালী। 'সেখানকার উচ্চও দনয়াকদের আমি বিশ্বাস করি নে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উচ্চল [স] বিশ মর্যাদাসম্পন্ন। 'গুরুজনদের মতো করি যেন সাত্ত্বিক প্রণাম শক্তির উচ্চল পায়ে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্র উচ্চ

উচ্চাঙ্গ দ্র উচ্চ

উচ্চাটন [স] ১ বিশ ব্যাকুল। 'জননি স্বপ্তের হইল মন উচ্চাটন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উৎপীড়ন। 'এতদেশীয় লোকের ধারা ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের উচ্চাটন হওয়া অসম্ভব।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বি তত্ত্বমতে চঞ্চলকরণ। 'তিনি তত্ত্বমন্ত্র, গুণকরণ, বসীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, তুচ্ছক, জাদু, জেলিক ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

উচ্চাচব [স] বিশ উচ্চ-নিহু। 'উচ্চাচব বক্রপথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা করে যে জীবন।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

উচ্চাভিলাষ দ্র উচ্চ

উচ্চারণ [স] ১ বি বলা। 'রামনাম মুখে যেই করে উচ্চারণ।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি পাঠ। 'উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহ্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি আবৃত্তি। 'তাঁহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৩।

উচ্চারণ করা ক্রি উক্তি করা। ওয়া, ১৭৮৫; 'জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্বচনীয় স্নেহপাণ্ড সকল মনেতে উদয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উচ্চারণদুষ্টি [স] বিশ অসুখ উচ্চারণবিশিষ্ট। 'কম্পিতবরে উচ্চারণদুষ্টি সর্বদুঃখমগ্নপাঠ করিতেছিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৬।

উচ্চারণপূর্বক, উচ্চারণপূর্বক [স] ক্রিণিষ উচ্চারণ করে। 'কারী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আন্তরিকতা জানাইকতে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

উচ্চারণভঙ্গি [স] বি উচ্চারণের ধরন। 'আমরা দক্ষিণবঙ্গের সেই পূর্বপ্রচলিত উচ্চারণভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আসছি।' প্রমথ, ১৯১২।

উচ্চারণমাাত্র [স] ক্রিণিষ বলার সঙ্গে সঙ্গে। 'ক উচ্চারণমাাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কান্দিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উচ্চারণ-রীতি [স] বি উচ্চারণের নিয়ম। 'বঙ্গলাদেশে সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রচলিত আছে ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

উচ্চারণসম্মত [স] বিশ উচ্চারণনির্ভর। 'বাজপী আবৃত্তিকার সাধুভাষা-প্রচলিত হৃদয়ে নিজেই উচ্চারণসম্মত মাাত্রা ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উচ্চারা [স উচ্চারণ] ১ ক্রি মুখে প্রকাশ পাওয়া। 'তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি উচ্চারণ করা। 'বেদ উচ্চারণে 'বসিবাচ্যকাদি তবে।' রূপরাম, ১৭৫০; 'দক্ষিণে বসিয়া দ্বিজ উচ্চারা পদ্ধতি।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ ক্রি ঘোষণা করা। 'উচ্চকণ্ঠে উচ্চারা আজ - মানুষ মইয়ান।' নঙ্গল, ১৯২৮।

উচ্চারিত [স] ১ বিশ পঠিত। 'যাদুনাত্ত্যিক কর্তৃক উচ্চারিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিশ উল্লিখিত। 'অন্য এক পণ্ডিতের নাম 'বাধর' বলিয়া উচ্চারিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিশ স্মরণ করা হয়েছে এমন; বলা হয়েছে এমন। 'এখনও তাঁহার নাম উচ্চারিত হয় নাই বটে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বিশ কথিত। 'আমার এই নূতন-উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বিশ ধ্বনিত। 'একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভকক্ষে উচ্চারিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উচ্চাৰ্হমান, উচ্চাৰ্হমান [স উচ্চাৰ্হমান] বিশ উচ্চারিত হচ্ছে এমন।

'সর্বদা ব্যবহারে উচ্চাচ্যমান যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

উচ্চিৎড়া, উচ্চিৎড়ে, উচ্চিৎড়ে, উচ্চিৎড়া [স উচ্চিৎড়া] বি পোকারিশেষ। 'উচ্চিৎড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'উচ্চিৎড়ে উদয় হলেন গাছের বাকল কেটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'দাওয়াইখানায় শিঙাড়া বানায়/ উচ্চিৎড়েটা লাফ দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'একটা উচ্চিৎড়া ভিতরে কোন ফোকড় হইতে ডাকাডাকি করিয়া ...।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৪৮।

উচ্চুৎ [স উচ্চুৎ] বি পোকারিশেষ। 'কুৎসিত উচ্চুৎ জীবনবীজ ছড়িয়েছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

উচ্চেশ্রবা [স উচ্চেশ্রবা] বি (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রের বাহন রূপে পরিচিত ঘোড়া। 'উচ্চেশ্রবা ভাবে বোলে সহস্রালোচন।' আলাওল, ১৬৮০।

উচ্চৈঃশ্বর [স] বি উচ্চ শব্দ। 'প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চৈঃশ্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উচ্চৈঃশ্বরে [স] ১ ক্রিবিণ উচ্চকণ্ঠে। 'এই ধূয়া উচ্চৈঃশ্বরে গায় নামোদার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বাণ বাণ বলি পদ্মা ডাকে উচ্চৈঃশ্বরে।' বিজয়, ১৬৫০। ২ ক্রিবিণ চিৎকার করে। 'ফলকরা, ১৭৯৩; 'উচ্চৈঃশ্বরে কান্না ছাড়া ... আর-কোনো উপায় আমার হাতে ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ ক্রিবিণ জোর গলায়। 'উচ্চৈঃশ্বরে গান করিতে লাগিল।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

উচ্চোট [স উচ্চোট] বি হোট। 'চলিতে চরণে উচ্চোট কত খায়।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

উচ্চা [স উচ্চা] বিণ উচ্চ। 'উচ্চা শিখর দেখী উচ্চাস কতুক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উচ্ছন্ন [স] ১ বিণ বিনষ্ট। 'মকল ইন্দ্রের বন করিব উচ্ছন্ন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলি' হতোম, ১৮৬১।

উচ্ছন্ন যাওয়া কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। 'তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

উচ্ছব [স উচ্ছব] বি উচ্ছব। 'নবমেত অল্প ভক্ষ্য অনেক উচ্ছব।' বাহরাম, ১৬৫০।

উচ্ছবীয় [স উচ্ছব] বিণ উচ্ছবে অংশগ্রহণকারী। 'উচ্ছবীয় বাদ্যকরোরা আপনদ জন্তে সুনাদ করিতে প্রবর্ত।' রায়দাস, ১৮০১।

উচ্ছর্গা [স উচ্ছর্গা] বি উচ্ছর্গ করা। 'ঠাকুরের নাম করি উচ্ছর্গিয়া দিল।' রূপরাম, ১৭৫০।

উচ্ছল [স] ১ বিণ উচ্ছলসময়। 'অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ চঞ্চল। 'উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

উচ্ছলতা [স] বি ক্রীতি। 'উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

উচ্ছল [স উচ্ছল] ১ ক্রি ছাপিয়ে পড়া। 'আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ডেউ ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ২ বিণ প্রাবল্য হওয়া। 'আপনার চেয়ে খরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছল।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ ক্রি উচ্ছলসময় হওয়া। 'গভীর কী উৎস হতে/ উচ্ছলিছে আলোকবলা কথালা স্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ ক্রি প্রাবৃত করে। 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

উচ্ছল [স] বিণ ক্রী উচ্ছলসময়; চঞ্চল। 'মোক্তা ভাবি যে এত

উচ্ছল ...।' ময়ানন, ১৯৬৮।

উচ্ছলিত [স] ১ বিণ উৎখলিত। 'তাহার হৃদয়কন্দর কৃতজ্ঞতা প্রবাহে উচ্ছলিত।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ উচ্ছলিত। 'নামোচ্চারণ করিবামাত্র প্রেম-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিণ অপ্লাব; আটকে রাখা যায় না এমন। 'বর্ষাবিক্রান্ত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অক্ষরাশির মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উচ্ছাদ [স উচ্ছাদ] বি বিনাশ। 'এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উচ্ছাস [স উচ্ছাস] বি পরিচ্ছেদ। 'জ্ঞানকর মিশ্র নলোদয়ের চতুর্থ উচ্ছাসের বিংশতি শ্লোক অনুসারে তাহার টীকাত্তে অক্ষবিদ্যাকে এই গণনার ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

উচ্ছিষ্ট [স] বি উচ্ছিন্ন। 'অতএব এই সংযোগের উচ্ছিষ্টই দুইখ নিবারণের উপায়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

উচ্ছিন্ন [স] ১ বিণ বিলুপ্ত। 'এই সময়ে নাস্তিকমতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ উচ্ছিন্ন হয়েচে এমন। 'জমিদারগণ কর্তৃক প্রজাগণ উচ্ছিন্ন গেল।' অমৃতবাজার, ১৮৬৯।

উচ্ছিন্নপ্রায় [স] বিণ বিলুপ্তপ্রায়। 'এই সময়ে নাস্তিকমতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উচ্ছিষ্ট [স উচ্ছিষ্ট] ১ বি এঁটো। 'তোরা অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব যোরা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ পরিত্যক্ত। 'উচ্ছিষ্ট অঙ্গের লোভে ...' যানাহানি। 'আহসান, ১৯৪৪।

উচ্ছিষ্টকথা [স] বি তুচ্ছ-পরিত্যক্ত অংশ। 'উহা ইংরাজের উচ্ছিষ্টকথা মাত্র।' আজাদ, ১৯৩৬।

উচ্ছিষ্ট-বিচার [স] বি বাদ্য সংক্রান্ত গতি-অতিচিহ্নের ধারণা। 'ভোজন বিষয়ে ইহাদের জাতিভেদ ও উচ্ছিষ্ট-বিচার নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উচ্ছিষ্টভোগী [স] বিণ মুখাপেক্ষী। 'আমি কেন তোমার পৌরষের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

উচ্ছিষ্টমার্জন, উচ্ছিষ্টমার্জন [স] বি এঁটো পরিষ্কার করার কাজ। 'রত্নদ্বারা বাসো কৈল প্রভুর সেবন/ উচ্ছিষ্টমার্জন আর পাদসংবাহন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উচ্ছৃগুণ্ড, উচ্ছৃগুণ্ডো [স উচ্ছৃগুণ্ড] ১ বি উচ্ছৃগুণ্ড। 'সমধর্মী কৃষ্ণ মোহন কন্যা উচ্ছৃগুণ্ড করে দিলেন।' হতোম, ১৮৬১। ২ বি বিসর্জন। 'দশ পার্শ্ব উচ্ছৃগুণ্ডা করাতে তারা কী পরিমাণ আত্মোৎসর্গ করেছেন।' মুক্তভাব, ১৯৫৮।

উচ্ছৃগুণ্ড [স] ১ বিণ স্বেচ্ছাচারী। 'নরপিশাচ নাদের শাহ ও উচ্ছৃগুণ্ড আরসজ্জাবের ন্যায় শাসকগণ।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ বিচ্ছৃগুণ্ড; অনিয়ন্ত্রিত। '... অতিশয় চঞ্চল ও উচ্ছৃগুণ্ড হইয়া উঠিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৩ বিণ অসংযত। 'উচ্ছৃগুণ্ড প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সম্রাট গড়ে তুলতে দেয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উচ্ছৃগুণ্ডচরিত্র [স] বিণ শৃঙ্খলাহীন স্বভাবের অধিকারী। 'রামেশ্বর নিজে উচ্ছৃগুণ্ডচরিত্র।' তারা, ১৯৪০।

উচ্ছৃগুণ্ডতা [স] বি শৃঙ্খলার অভাব। 'বরং সমাজের উচ্ছৃগুণ্ডতা ভাল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'অর্থনৈতিক উচ্ছৃগুণ্ডতা দেখিতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি [স] বিপ শৃঙ্খলাহীন স্বভাবের। 'সে এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলম্ব চিনিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উচ্ছৃঙ্খলভাবে [স] ক্রিবিপ গোলমালে। 'দৃষ্টপ্রবৃত্তির দূরস্তপনাকে অব্যবহৃতভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবে দেখাইবার যে প্রসঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উচ্ছে [স উচ্চতক>] বি করলার চেয়ে ছোটো আকৃতির তিতা শাদবিশিষ্ট সবজিবিশেষ। 'কাজল উচ্ছেভাজা খায়।' বিজুতি, ১৯৩১।

উচ্ছেদ [স] ১ বি বিলুপ্তি। 'আত্মভাবার উচ্ছেদ মানস করা তাহারদিগের পক্ষে আকর্ষ্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি দূরীভূত। 'এই সন্দেহ উচ্ছেদকরণের প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না।' জ্ঞানাকন্দোদয়, ১৮৫২।

উচ্ছেদকারী [স] বিপ ধ্বংসকারী। 'মুসলমান রাজত্ব উচ্ছেদকারী মুসলমান-কলঙ্ক মীরজাফর।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উচ্ছেদসাধন [স] বি উৎপাটন। 'সেগুণির সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন করিয়া ...।' বেগম, ১৯৪৯।

উচ্ছেদ্য [স] বিপ উৎপাটনযোগ্য। 'ভীক অনায়া প্রাণ-বন্যায় জেনো আজ উচ্ছেদ্য।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

উচ্ছেদ্যব [স উৎ+স শোষণ] বিপ অতিরিক্ত শোষণের। 'ভুলে যাবে বল-দর্প উচ্ছেদ্যব খেলা।' সিকান্দার, ১৯৪২।

উচ্ছ্রা [উচ্ছ্রাস>] ক্রি উচ্ছ্রিত হওয়া। 'উচ্ছ্রিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে উচ্ছ্রিসে বসন্তপবন?' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। 'যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্রিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্রি ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধভার।' বনকুল, ১৯৩৬। 'যতটুকু পাই ভীক বাসনার অঞ্জলিতে, নাই বা উচ্ছ্রিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উচ্ছ্রিত [স] ১ বিপ উচ্ছ্রসপূর্ণ। 'অগ্নি-উৎসব ন্যায় উচ্ছ্রিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিপ আবেগপ্রাপ্ত। 'অন্যের অনুভূতি অথবা ভাবাপন্ন ব্যক্তির রক্ত ক্রিয়ায় উচ্ছ্রিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৩ বিপ উদ্বেলিত। 'ভৃত্যদের কর্তৃক তার দূরত্বে বসবাস-ইচ্ছাসকল ক্রমশঃ প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর আত্মনাকে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিপ আনন্দে আপ্ত। 'অশ্বখামা একেবারে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে সে মুকহন্ত।' শিবরাম, ১৯৭০।

উচ্ছ্রিতহৃদয় [স] বি আবেগাপ্ত মন। 'একেবারে উচ্ছ্রিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উচ্ছ্রিতা [স] বিপ স্ত্রী উচ্ছ্রাসপূর্ণ। 'রবিকরল্পণে উচ্ছ্রিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

উচ্ছ্রাস [স] বি উদ্ভাস; প্রবল ভাবাবেগ। 'উচ্চা শিখর দেখী উচ্ছ্রাস কতক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উচ্ছ্রাসপূর্ণ [স] বিপ উচ্ছ্রাসরঞ্জিত। '... কাহ হইতে এ সম্বন্ধে উচ্ছ্রাসপূর্ণ বিস্তারিত বিপোর্ট পাঠ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উচ্ছ্রাসবর্জিত [স] বিপ আবেগবর্জিত। 'আমার চিঠি সাধারণত একটু উচ্ছ্রাসবর্জিত।' সুকান্ত, ১৯৪১।

উচ্ছ্রাসময় [স] বিপ উচ্ছ্রাসপূর্ণ। 'অধীর উচ্ছ্রাসময় সঙ্গীতের স্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

উচ্ছ্রাসসর্ব্ব [স] বিপ কেবল উচ্ছ্রাসপূর্ণ। 'অসার, অবুদ্ধিমান, উচ্ছ্রাসসর্ব্ব তো এই ছেলটি।' জীবন, ১৯৪৮।

উচ্ছ্রাসহীন [স] বি ভাবাবেগহীন। 'আজ সে কেমনই উচ্ছ্রাসহীন।'

জীবন, ১৯৩২।

উচ্ছ্রাসিত [স] বিপ উচ্ছ্রাসের সঙ্গে প্রকাশিত। 'উৎসারিত নব জীবন-নির্ঝর উচ্ছ্রাসিত আশা-গীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উচ্ছ্রা [স উচ্ছ্রয়>] ক্রি উদ্বেলিত হওয়া। 'উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুষ্প পুষ্প বস্ত্র পর্বতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উচ্ছ্রিত [স] ১ বিপ উদ্বেলিত; উচ্ছ্রিত। 'উৎসাহে আনন্দধনি উচ্ছ্রিত করিয়া তুলিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিপ বেরিয়ে পড়েছে এমন; বুদ্ধিশ্রাণ্ড। 'এক দিকে বাসন্তীরাজ্য কাঁদুণির উচ্ছ্রিত রাজ্য পাড়টি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বিপ শিহরিত। 'উদ্বেল-যৌবনা উচ্ছ্রিত তার দেহবস্ত্রের।' আহসান, ১৯৫০।

উচ্য [স উচ্চ] বিপ মহৎ। 'তাহাকে অধিক উচ্য মোর বাপ কৈল।' মালাধর, ১৫০০। দ্র উচ্চ

উচ্যরাএ [স উচ্চরব] ক্রিবিপ উচ্চকণ্ঠে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি নন্দ ডাকে উচ্যরাএ।' মালাধর, ১৫০০।

উচ্যবসে [স উচ্চরব>] ক্রিবিপ উচ্চকণ্ঠে। 'তালে কাল কাল রাজা বলে উচ্যবসে।' মালাধর, ১৫০০।

উছ্য [স উৎসর্গ] বি দান। 'শ্রীশ্রী পুতে উছ্য করিয়া পূর্ব পৌরাণিক ক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ।' চিঠিগড়ে, ১৭৯৭।

উছ্য, উছ্যা [স উচ্চোটা] বি হোচট। 'উছ্যে হিঙিল নখ রক্ত পড়ে গালে।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'বাহির হইতে সাধু বাঙালি উছ্যা নেতের আঁঙ্গুলি লাগে সোয়াকুল-কাঁটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উছ্য [স উচ্ছ্রা] বি উচ্ছেদন; উৎপাটন। 'লতা বৃক ভাগী সভ করি উছ্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উছর [স উচ্ছ্রা] বিপ অতিরিক্ত। 'উছর হয়েছে বেলা খেলা কর পাছ।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

উছর [স উৎসর্গ] বি বিসর্জন। 'যোয়ালকে বসতি কারন জন্মি এক বিছা উছর করিয়া দিলাম।' মেহের, ১৭৬৯; ওর্স, ১৭৮২।

উছল [স উচ্ছল>] বিপ জাম্বত। 'ব্যাথারে মোর উছল করি নয়নে যায় ভেসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

উছলানো [স উচ্ছল>] ক্রি উছলে পড়া। 'গোকুলে উছলল কনকাক রাগ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। উছলিআ ক্রি উছলে। 'জ্ঞপ জ্ঞপ দুংহি সাধু উছলিআ।' চর্চা ১৯, ২০০। উছলিছে ক্রি উছলে ওঠা। 'কৌতুকটো উছলিছে চোখে মুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। উছলিতে ক্রি উছলে পড়তে। 'সুদীল লাড়ি মোহনকারী উছলিতে দেখি পাশ।' ঘিচঞ্জি, ১৬০০। উছলিয়া ক্রি উচ্ছ্রিত হয়ে। 'তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। উছলে ওঠা ক্রি ফুলে ওঠা। 'উছলে উঠল রসের ধারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উছসা [স উচ্ছ্রাস>] ক্রি উচ্ছ্রাসিত হওয়া। 'তার পরে মহা হাসি/ উছলিল রাশি রাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

উছারা [স উৎসারক] বি শেষ বেগা। 'বাহু তু ভোষী বাহ শো ভোষী বাটত গুইলা উছারা।' চর্চা ১৪, ২২০০।

উছাস [স উচ্ছ্রাস>] বি উচ্ছ্রাস। 'সেই হৃদয়-উছাস নয়ন-কুসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

উছাসা [স উচ্ছ্রাস>] ১ ক্রি উৎফুল্ল হওয়া। 'নব রাগ-রাশিণী উছাসিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি উচ্ছ্রাস করা। 'অটী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ ক্রি উছলে ওঠা। 'তার পরে মহা হাসি উছলিল রাশি রাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উহা [স উৎসাহ] বি উৎসাহ। 'নিধন কা জগ্রে ধন কিছু হো করএ চাহ উহা'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উছা [স উৎসর্গ] বি উৎসর্গ। 'একটি পুর্নকি আমার বাটার পক্ষীয়ে আছে তাহাও উছা করিব'। ওর্সা, ১৭৭৯।

উছর [স উৎসরা] বি বিলম্ব। 'সিদ্ধি কার্যে তবে কেন এতেক উছর'। মালধর, ১৫০০।

উচ্ছেদ [স উচ্ছেল] বি উচ্ছেদ। 'ভালো এহা তো উচ্ছেদ করিলা'। আশোনিয়া, ১৭৪৩।

উজ্ঞ [স উজ্ঞান] বি বিপরীত স্রোত। 'এখন উজ্ঞনের জল বহত আসিতেছে'। কেরি, ১৮০২।

উজবক, উজবুক [তু] ১ বি মধ্য এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তানের নাগরিক। 'যবন কিরাত শক আতদলে উজবক'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নির্বোধ ব্যক্তি। 'লোকোও তাহাকে একটা উজবুক ... মনে করিত' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বিণ অনভিজ্ঞ। 'আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য ... স্থির করে নিয়েছে'। মুক্তভা, ১৯৪৯।

উজবেকী [তু উজবক] বি উজবেক দেশের অধিবাসী। 'তুরকী হাবসী রমী খোরাসানী উজবেকী সকল'। আলোচল, ১৬৮০।

উজবেগ [তু উজবক] বি উজবেক অঞ্চলের লোক। 'উজবেগ রোহেল রাজপুত'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

উজর [স উজ্জলা] বিণ উজ্জল। 'উজর চান্দনী রাতি'। হিচরী, ১৬০০।

উজরা [স উজ্জল] বি উজ্জল হওয়া। 'যেমত ধীপিকা উজরে অধিকা'। চরী, ১৫৫০।

উজর [আ] বিণ শূন্য; ফাঁকা। 'কেবল উজর মাশুম হইল'। তাঁতি, ১৭৯২।

উজলা [স উজ্জল] ১ বিণ উজ্জল। 'আলস লোচন দেখি কাজলে উজলা'। বড়, ১৪৫০। ২ বি জ্যোতি। মানোএল, ১৭৪৩।

উজলা [স উজ্জল] ১ বিণ উজ্জল। 'মাগিক জ্বিগাঁ তোর দশন উজলা'। বড়, ১৪৫০। ২ বি উজ্জল হওয়া। 'উজলিছে নন্দনল ভাঙ্করী বিভা'। মাইকেল, ১৮৬১।

উজলাই [স উজ্জল] বি দীপ শিখা। ওর্সা, ১৭৮৫।

উজলী, উজলি [স উজ্জল] বিণ উজ্জল। 'মহীমণ্ডলে উজলী মেখে ফেহ বিলুপী'। বড়, ১৪৫০; 'নগর উজলি ভেল পাতর রে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উজাগার [স অজাগার] বি নিদ্রাহীনতা। 'উপবাসে উজাগারে দুর্কল শরীর'। বিজয়, ১৬৫০।

উজাড় [হি] ১ বিণ জনশূন্য। 'বহুদিন পর্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল'। কৃষ্ণরাম, ১৫৮০। ২ বিণ ধ্বংস। 'এই পাণে নবধীপ হইবে উজাড়'। কৃষ্ণরাম, ১৫৮০। ৩ বিণ শূন্য; বালি। বিদ্যাপতি, ১৮৯১। 'উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম তোমার বরণ ঢালা'। রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৪ বিণ নিঃস্ব। 'মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বিণ নিঃশেষিত। 'পরিবারের সমস্ত অনাধারিত মধু উজাড়'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উজাড়া [হি উজাড়] ১ বিণ বালি করা। 'এক খাসে তিন হাতি আমানী উজাড়ে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ নির্মূল করা। 'মুড়া উজাড়িয়া করিল নাশ'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ ধ্বংস করা। 'উজাড়িতে'। মানোএল, ১৭৪৩।

উজান [স উজ্ঞান] ১ ক্রিবিণ স্রোতের বিপরীত গতিতে। 'যদি পাশ উজান বহে'। বড়, ১৪৫০। ২ বিণ প্রতিকূল। 'উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উজান ঠেলা ক্রি স্রোতের প্রতিকূল চলা। 'চলছে উজান ঠেলা তরণী তোমার, দিক্‌শাস্ত্রে নামে অন্ধকার'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উজান-পথ [উজান+স পথ] বি প্রতিকূল পথ। 'উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়'। রবীন্দ্র, ১৯২১।

উজান ভাঁটা বি জোয়ার ভাঁটা। 'হেথা উজান ভাঁটা চলে কানে কান'। গিরিশ, ১৮৮৩।

উজান-মুখে ক্রিবিণ পিছন দিকে। 'তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজান-মুখে গিয়া পুরাবস্তের দুর্গম ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উজান স্রোত [উজান+স স্রোত] বি বিপরীত স্রোত। 'আসবে মাখি ওপার হতে উজান স্রোতে'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উজানী [স উজ্ঞান] ১ বিণ বিপরীত স্রোত বইছে এমন। 'উজানী নদীর ঢেউয়ে ভেসে আসে সোনা'। জীবন, ১৯২৭। ২ বিণ উত্তমুখী। 'দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে মুসাবির উজান-পবন'। ফরকশ, ১৯৪৩।

উজানো [স উজ্ঞান] ১ ক্রি স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া। 'কুল লই খরে সোড়ে উজান'। চরী ৩৮, ১২০০। ২ ক্রি অগ্রগামী হওয়া। 'আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও'। বঙ্কিম, ১৮৮২। ৩ ক্রি পরাভূত হওয়া। 'নেতৃত্বা উজিয়ে সেই পুরুষপাণ্ড'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

উজাড় [হি উজাড়] বিণ খালি। 'ভাসিয়া সম্পদ-গৃহ করিলা উজার'। বাহরাম, ১৬৫০।

উজারা [স উজ্জল] ক্রি ফালানো। 'দীপ উজারলু'। হিচরী, ১৬০০।

উজাল [স উজ্জল] বিণ উজ্জল। 'রতন মসাল কুলিছে উজাল অন্ধকার পলাইল দুই'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

উজালা [স উজ্জল] ১ বি দীপ্তি। 'নামাজের উজালা বিনে গতি নাই আর'। গরীব, ১৭৬৫। ২ ক্রিবিণ আলোতে। 'কাগজকে উজালা ধরিলে সাফ দেখা যায়'। কালগে, ১৭৮৯। ৩ বিণ উজ্জল। 'সোওয়া করে তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ উজালা'। নজরুল, ১৯২২।

উজিআলা [স উজ্জলা] বিণ উজ্জল। 'দশন পাতাল মোতি অতি উজিআলা'। বাহরাম, ১৬৫০।

উজিয়াগি [স উজ্জলা] বিণ উজ্জল। 'জাতিএ পক্ষিনী বাণী/ অতিশয় উজিয়াগি'। বাহরাম, ১৬৫০।

উজির, উজীর [আ ওয়াজির] ১ বি মন্ত্রী। 'বিশ্র বোলে - রাজার উজীর ছিল দুই'। বৃন্দা, ১৫৮০; 'উজির হইল রায়জাদা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি রাজস্বস্বাদাপূর্ণ উপাধিবিধেয়। 'লক্ষসৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হায়দর বাহাদুর পূর্বে উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন'। দর্পণ, ১৮২০।

উজিরজাদি, উজীরজাদী [আ ওয়াজির+জা জাদী] বি স্ত্রী উজিরের কন্যা। 'আরব উপন্যাসের উজিরজাদিই বনুল'। নজরুল, ১৯২৭; 'হে উজীর-জাদী! আজ তুমি আর শুনে না কারুর মানা'। ফরকশ, ১৯৪৩।

উজিরসভা [আ ওয়াজির+স সভা] বি মন্ত্রীসভা। 'পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে উজির সভার পর উজিরসভা গঠিত হইয়াছে'। আজাদ, ১৯৬০।

উজিরে-আজম, উজীরে আজম [আ] বি প্রধানমন্ত্রী। 'মিসরের বাদশার উজিরে-আজম ছিলেন আজিজ মিসরী।' মনসুর, ১৯৫০।

উজীর-নাজির [আ] বি কেউ-কেটা। 'ল্যাট-বেলট, উজীর-নাজির এমন কি হাইকোর্টের লর্ডশিপেরা।' সাদত, ১৯৬৭।

উজীরে আলা [আ] বি মুখ্যমন্ত্রী। 'সদরে রিয়াসত, উজীরে আলা, উজীরে আজম নিত্য গুনে থাকি।' হাই, ১৯৫৮।

উজু [পা] বিণ সোজা। 'সরহ ডশই বপা উজু বাট ভাইলা।' চর্যা ৩২, ১২০০।

উজোন [স উজান] বি স্রোতের বিপরীত দিক; উজান। 'আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে।' শরৎ, ১৯১৭।

উজোর [স উজুল] বিণ উজুল। 'অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর।/ জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **ঐ উজার**

উজোলা [স উজুলা] ক্রি উজুল হওয়া। 'গঅথব জিম উজোলি চান্দে।' চর্যা ৩০, ১২০০। **ঐ উজালা**

উজট [আ হক্কত] বি আমেলা; ঝগড়াবিবাদ। ফরস্টার, ১৭৯৬।

উজয়িনী [স] বি প্রাচীন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। 'এশিরিয়া, উজয়িনী, গৌড়-বাংলা।' জীবন, ১৯৩২।

উজ্জল [স উজুলা] বিণ দীপ্তিমান; শোভামান। 'সিখার সিন্দুর মোর আহএ উজ্জল।' মালাধর, ১৫০০।

উজ্জলি [স উজুলা] বিণ উজুল। 'কানে উজ্জলি কনক বউলি শোভিছে তোর কুণ্ডলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উজ্জাপন [স উদ্‌যাপন] বি পালন। বিদ্যা, ১৮৯১।

উজ্জীবন [স] বি সঞ্চার। 'সুখানুভূতির উজ্জীবন ঘটায়।' পাশা, ১৯৭৫। **উজ্জীবিত** [স] বিণ নবজীবনপ্রাপ্ত। 'গুণু বিশ্বাসেই তাহার উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

উজ্জীবিত [স] বিণ নবজীবনপ্রাপ্ত। 'আমাদের সহিত্য যুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উজু [পা উজু, স ঝু] বিণ সোজা। 'উজুরে উছাড়ি মা লেহেরে বড়।' চর্যা ৩২, ১২০০।

উজ্জোগ, উজ্জগ [স উদ্যোগ] ১ বি আয়োজন। 'আপনি উজ্জোগ যদি কর ভূমি সৌরী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উপক্রম। 'কাকতলো কা কা করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জগ কর্তে।' হুতাম, ১৮৬১।

উজুল [স] ১ বিণ ঝলমলে। 'শত শত গুরু চামর দর্শণ উজুল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ আলোকময়। 'বসিলেত সমাজেত অধিক উজুল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিণ চকচকে। 'ধুইয়া করিল ভাগ অধিক উজুল।' আলাওল, ১৬৮০। ৪ বিণ জোরালা। 'ইতিহাসে ইহার উজুল প্রমাণ রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯২০। ৫ বিণ আনন্দঘন। 'আত্মোপলব্ধির উজুল মুহুর্তে বেয়ালি কবি তাহার যোগ্য সঙ্গী নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৬ বিণ স্পষ্ট। 'স্বধির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজুল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৭ বিণ তীব্র। 'বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজুল আঘাতে মৃত্যু।' জীবন, ১৯৪৮।

উজুলকৃষ্ণ [স] বিণ চকচকে কালো। 'সেই উজুলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসঙ্গল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উজুলকোমল [স] বিণ দীপ্ত ও কমন্ময়ী। 'হেমলিনীর মুখে একটি উজুল-কোমল আভা পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

উজুলতর [স] বিণ অধিক উজুল। 'ভবিষ্যৎ উজুল হতে উজুলতর হোক।' শরৎ, ১৯১৭।

উজুলতরো [স উজুলতর] বিণ অধিক উজুল। 'গ্রহ-তারা ঘীপ জ্বালে যেন দিনের স্মৃতিকে মধুরতরো, উজুলতরো করবার উদ্দেশ্যেই।' মোতাহের, ১৯৫০।

উজুলতা [স] ১ বি প্রশরতা। 'সামুলোক সঙ্গে বৃদ্ধি উজুলতা পায়।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি উজ্জ্বল। 'প্রতিবারেই তার উজুলতা বেড়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উজুলন্ত [স] বিণ প্রদীপ্ত। 'প্রতিহিংসার শোভামান উজুলন্ত উপশম।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

উজুলবরণ বিণ ফরসা। 'কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজুলবরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উজুলা [স উজুল] বিণ স্ত্রী উজুল; দীপ্তিমান। 'কপালেত অর্দ্ধচন্দ্র শ্রীবৎস উজুলা।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উজুলা [স উজুল] ক্রি আলোকিত করা; 'উজুলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিনী।' মাইকেল, ১৮৬০।

উজুলালোকময়ী [স উজুল-আলোকময়ী] বিণ স্ত্রী উজুল আলোকবিশিষ্ট। 'বিমানের কৃষ্ণতাশূন্য উজুলালোকময়ী হায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৮।

উজুলিত [স] বিণ আলোকিত। 'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে উজুলিত নাট্যশালা।' মাইকেল, ১৮৬১।

উজুলিত [স] বিণ প্রজ্বলিত। 'জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজুলিত সৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

উঝড়েখাপি বি গালিবিশেষ। 'ছুই আবার কে লো উঝড়েখাপি।' নজরুল, ১৯৩০।

উঝর, উঝল [স উজুল] বিণ দীপ্তিমান। 'মহিমা হোন্তে পছ করহ উঝল।' আলাওল, ১৬৮০। 'আদমের ললাটেও আছিল উঝর।' সুলতান, ১৭০০।

উঝলিত [স উজুলিত] বিণ আলোকিত। 'দশদিশ উঝলিত সুরঙ্গ শোভিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

উঝা [স উপাধ্যায়] বি ওঝা। 'গৌরকণের কালে যারে দশয়ার সে বিষ কি উঝাতে পায়।' লালন, ১৮৯০।

উঝালা [পা উজ্জ্বালা] ক্রি বিম করা। 'উঝালি ফেলিল ভূমে যেন ক্রুদ্ধ হওয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উঝ [স উজা] বিণ উঁচু। 'অধিক বয়স, ধনী, অতি উঝ গোর।' আলাওল, ১৬৮০।

উঝতর [স উচ্চতর] বিণ উচ্চতর। 'এ বুলিয়া মিথর বাস্তিলা উঝতর।' সুলতান, ১৭০০।

উঝষর [স উচ্চষর] বি উঁচু কণ্ঠ। 'রসুলে কলোমা কহিলা উঝষরে।' সুলতান, ১৭০০।

উঝা [স উজা] বিণ উঁচু। 'উঝা উঝা পাবত তঁহি বসই সবরী বাঙ্গী।' চর্যা ২৮, ১২০০।

উঝল [স ঝল] বি ঝাচল। 'নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছলে/ পরএ উঝল যোলে।' বাহরাম, ১৬৫০।

উঝল [স উজল] বিণ উঁচু। 'গিরিশূর উঝল পাখর জলমএ।' আলাওল, ১৬৮০।

উষ্ণতর [স উষ্ণতর] বিপ অধিক উষ্ণ। 'চৌদিকে পর্বত গড়/ অধিক উষ্ণতর ...।' বাহরাম, ১৬৫০।

উষ্ণ [স] ১ বি উষ্ণিষ্ণি স্বাবর। 'পরের উষ্ণ অঞ্চলে লয়ে ঢালিনু জ্বরহতাশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিপ নিচ। 'উষ্ণ কটাক্ষের ভিকা হ'য়ে গেছে সারা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

উষ্ণজীবী [স] ১ বিপ তুচ্ছ কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহকারী। 'তথু আমি দুঃখজীক হব উষ্ণজীবী।' সূর্যমুখ, ১৯৩৩। ২ বি অন্যের মুখাশ্রয়ী যে। 'দুর্ভিক্ষে উষ্ণজীবী চলে কোন মতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

উষ্ণবৃত্ত [স] বিপ তুচ্ছ কাজ ক'রে জীবনধারণকারী। 'উষ্ণবৃত্ত দরিত্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উষ্ণবৃত্তি [স] ১ বি অসম্মানজনক কাজ। 'উষ্ণবৃত্তিতে অতিকষ্টে কলক্ষেপণ করে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বি উষ্ণিষ্ণি যেয়ে জীবনধারণ। 'উষ্ণবৃত্তির উৎসাহে ঘুরে বেড়ায় দিশি কুকুড়গোলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি বিকৃত লোক দৃষ্টি। 'তার দেখাটা যেন চোখের উষ্ণবৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উষ্ণলোভী [স] বিপ খুটিয়ে খুটিয়ে খাদ্য সংগ্রহে অগ্রহী। 'উষ্ণলোভী মুখিক সে সিদ্ধিদাতার বাহন করে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

উট [স উষ্ণ] ১ বি মরুভূমিতে চলাচল করে এমন কঁজওয়ালা, উঁচু গলা, পা লম্বা প্রাণীবিশেষ। 'উট গাধা খেম খাবে রাজার নক্ষর হবে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ উট আকৃতির। 'সান্নিহিটি'র সঙ্গে কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে - সেই জন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, বুলগাড কমিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উটপক্ষী [স উষ্ণপক্ষী] বি উটপাখি; উটের মতো লম্বা গলাবিশিষ্ট বড়ো পাখিবিশেষ। 'আফ্রিকা-দেশে উটপক্ষী নামে একপ্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

উটপাখি [স উষ্ণপক্ষী] বি উটের মতো লম্বা গলাবিশিষ্ট বড়ো পাখিবিশেষ। 'উটপাখি সারা দিন দিবারাত্রি ফিরে।' জীবন, ১৯৩০।

উটমুখো [স উষ্ণ+স মুখ] বিপ উটের মতো লম্বা মুখবিশিষ্ট। 'উটমুখো সে সূঁচকো হাশিম।' নজরুল, ১৯২৬।

উটে চাকর [স উষ্ণ+ফা চাকর] বি উট টেনে নিয়ে যায় এমন ভূতা। 'আনন্দে টানে উটের বশি, উটে চাকর।' ফররুখ, ১৯৪৬।

উটকানো [স উষ্ণ পালট করে খোঁজা। 'মরা-প্রাণ উটকে দেখাই/ ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে।' নজরুল, ১৯২৪।

উটকো ১ বিপ বাড়তি। 'সিগরটে বিক্রয় চৈতরামের উটকো ব্যবসা।' মুক্তবা, ১৯৫৮। ২ বি ফালতু। 'উটমুখো হয়ে উটকোর মতোই আবার ভূমি উঠানামা করে।' শিবরাম, ১৯৭০।

উটজ [স] বি পাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়ঘর। 'মধুসূদন, ডম্বরশাসিন্দ্রহ ও উটজনির্মাণ পূর্বক শূশানবাসী হইয়া, যথার্থ প্রণয়ী কার্য করিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উটনো [পা উটানো] বিপ বাকি। 'এক জালা ভাড়ী রাজাজী মৌতাতের উটনো বন্দবস্ত।' হুতোম, ১৮৬১।

উটনোওয়ালা [উটনো+হি ওয়ালা] বিপ ধারে বিক্রয়কারী। 'পাতভারি, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাওড়ার নিয়ম তিন মাস ইটকে।' হুতোম, ১৮৬১।

উটা [পা উটানো] ১ ক্রি ওঠা। 'চমকি উটএ কেহ আখি মুদি রএ।'

মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি আরোহণ করা। 'নৌকাতে উটঅ আসি সব গোপিনী।' মালাধর, ১৫০০। ৩ ক্রি দাঁড়ানো। 'উটআ বড়াই বোলে এবে পাইল ফল।' মালাধর, ১৫০০। উট ক্রি উঠ। 'উট বাছা উপদেশ বলে যাই তারে।' মানিকরাম, ১৭৮১। উটঅ ক্রি আরোহণ করা। 'নৌকাতে উটঅ আসি সব গোপিনী।' মালাধর, ১৫০০। উটএ ক্রি ওঠে। 'চমকি উটএ কেহ আখি মুদি রএ।' মালাধর, ১৫০০। উটআ ক্রি উঠে; দাঁড়িয়ে। 'উটআ বড়াই বোলে এবে পাইল ফল।' মালাধর, ১৫০০।

উটান [পা উটানো] ১ বি গোরস্তান। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি আভিনা। মানোএল, ১৭৪৩; ক্যালসে, ১৭৮৯।

উঠতি বিপ কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে এমন। 'উঠতি বয়সেই দানার যে রকম মতিগতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উঠতি কাল বি কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে এমন সময়। 'এই রকম উঠতি কালেই ক্যান যে এমন করিয়া আউলাইয়া গেলা।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

উঠতি-পড়তি বি ওঠা-নামা। 'ইম্পাতের খড়ু গড়া মোলাটার দ্রুত উঠতি-পড়তি মুখে সবখানে রাখে হাতখানি।' কারুসার, ১৯৬২।

উঠনো [পা উটানো] বিপ ধার হিসেবে দেওয়া যায় এমন। 'রক্ত কবলের শিকড়, চিত্রের ডাল ও করবীর ছালের, নুন তেলের মত উঠনো বরাদ্দো আছে।' হুতোম, ১৮৬১।

উঠন্ত বিপ উদীয়মান। 'উঠন্ত জাতি হিসাবে বাঙালী মুসলমানেরাও এই শীঘ্রকি অনুসরণ করিয়াছিলেন।' এনামুল, ১৮৫১।

উঠতি [পা উটানো] বিপ উঠছে এমন। 'উঠতি পুরুষের অগ্নির ভিতরে।' মালাধর, ১৫০০।

উঠবন্দী [পা উটানো+ফা বন্দোবস্ত] বি জমি চাষের জন্য চাষিদের সঙ্গে মালিকের যোগা দৃষ্টি। 'এই উঠবন্দী বন্দোবস্ত হইলে তবে নীলাচলের কার্য সুচারুরূপে চলিতে পারে।' সোমপ্রকাশ, ১৮৮২।

উঠসার ক্রিষ্টি [উঠ+সারা+ফা কাশতা] বি দাবাবেলায় শুধু বড়ে (সহচেয়ে ছোটো) বুঁটি দিয়ে ক্রিষ্টি। 'তাহার সর্বনাশ উপস্থিত, উঠসার ক্রিষ্টিতেই মাত।' প্যারী, ১৮৫৮।

উঠা [পা উটানো] ১ ক্রি তোকা। 'পঞ্চ নার্নে উঠি গেল পাণী।' চর্যা ৪৭, ১২০০। ২ ক্রি ওঠা। 'উঠ উঠ জলে হৈতে নাদের নন্দন।' বণু, ১৪৫০। ৩ ক্রি জায়ত হওয়া। 'উঠাখা বসিল বড়াই নিদ্রা ঘুচাইয়া।' মালাধর, ১৫০০। ৪ ক্রি নিগ্ৰহণ করা। 'একলে উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ ক্রি পাত্রেখান করা। 'চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।' চিত্তজি, ১৬০০। ৬ ক্রি দাঁড়ানো। 'ক্ষেপে উঠে ক্ষেপে নৈলে ক্ষেপে পারে লড়া।' মালাধর, ১৬৫০। ৭ ক্রি উত্তোলন করা। 'দশবার দশ চিজ উঠাব দেওয়ান।' গরীব, ১৭৬৫। ৮ ক্রি তৈরি করা। 'উপযুক্ত ঘর উঠান গেল।' দর্পণ, ১৮২০। ৯ ক্রি পরিশোধ করা। 'নিজ আবাদে রত রচা বাদে খাজনা উঠানো ভার হইল।' প্যারী, ১৮৫৮। ১০ ক্রি আরোহণ করা। 'যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।' মাইকেল, ১৮৬৫। ১১ ক্রি চলা; নড়া। 'চরণ যেন উঠিছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ১২ ক্রি জাগিয়ে তোলা। 'উঠাইছে মহা-কদে মহা এক স্বপনসরীত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ১৩ ক্রি তোলা। 'এতটুকু বিশ্রাম নাই যে ... একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ১৪ ক্রি স্রবণ হওয়া। 'এমন তরু আমাদের মনেও ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ১৫ ক্রি সম্ভারিত হওয়া। 'প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ১৬ ক্রি অহসান করা। 'যে হাটেতে উঠিয়াছিল।' মাইকেল,

১৯৩৬। ১৭ কি উর্ধ্বমুখী হওয়া। 'যে সব থাম সমীচীন বিধিরির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে।' জীবন, ১৯৪২। উঠতে থাকা কি ক্রমে উদিত হওয়া। 'সূর্য পূর্বাংশে উঠিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। উঠতে-বসতে ক্রিয়ার সঙ্গীত। 'আর এই এক জীর্ণ ঘরে বেড়া মানুষের উঠতে-বসতে লক্ষিত হয়ে আছে।' ১৮৯২। উঠা পড়া কি ওঠা-নাশা করা। 'স্নায়ুতলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। উঠা বসা কি চলাচল করা। 'উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।' মানিক, ১৯৩৬। উঠি-কি-পড়ি ক্রিয়ার বাক্যসম্ভাব্যে। 'উঠি-কি-পড়ি ছুটছে তারা।' মনোজ, ১৯৩১। উঠিব উঠিব করা কি ওঠার কথা ভাবা। 'ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। উঠিয়া যাওয়া ১ কি হারিয়েভাবে চলে যাওয়া। 'তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?' রবীন্দ্র, ১৮৭৪। ২ কি লোপ পাওয়া। 'বামঘোষালী উঠে যাবার কথা, কেন উঠে গেল।' অবন, ১৯৪১। উঠিয়ে দেওয়া কি বাতিল করা। 'সত্য থেকে চিরকুমারব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। উঠে দাঁড়াতে কি আসা-অবসনা ইত্যাদি ত্যাগ করা। 'উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। উঠে পড়া ১ কি বহি হয়ে বের হওয়া। 'কেমন অরুচি হয়েছে, কিছু খেতে পারিনে, যা খাই তাই উঠে পড়ে।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ কি গড়ে ওঠা। 'যজ্ঞতন্ত্রসহ এক সায়াম আয়োসিরেশন উঠিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। উঠেপড়ে লাগা ১ কি পূর্ণাদ্যে কাজে লাগা। 'শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো জো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ কি প্রাপণপে চেষ্টা করা। 'সূচরিতা তাহাকে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। উঠে-হেঁটে ক্রিয়ার সক্রিয়ভাবে। 'যাহাকে করিয়া-কর্মিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া-হাটিয়া ফিরিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। উঠা কি উঠে। 'বিপাকে চতুর প্রজা উঠা দিল রড়।' মুকুন্দ, ১৯০০।

উঠাও [পা উঠান] > বিণ উত্তোলিত। তবানী, ১৮২৩।

উঠাঞা কি নিয়ন্ত্রণ করা। 'একসঙ্গে উঠাঞা দিতে হয় পুষ্টিময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উঠান, উঠান [পা উঠান] বি আঙিনা। 'বহুস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০: 'উঠানে প্রথমে খড়, তার উপর দরম্যা।' হত্যাম, ১৮৬১। উঠানে একটা গোলা বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় ভাসাচ্ছে। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

উঠানগোলা [পা উঠান+হি গোলা] বিণ বিক্রপাণী। 'কালালীদেবের বিদেয় করবার জন্য প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানগোলা লোকদের বাড়ী পোরা হলো।' হত্যাম, ১৮৬১।

উঠান-জোড়া বিণ উঠানময়। 'উঠান-জোড়া জাজিম ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উঠানে পাড়া কি উঠানে ফেলা। 'বহুস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উঠান-প্রাঙ্গণ বি আঙিনা। 'কাদায় রাত্তা-বাট, উঠান-প্রাঙ্গণ সব চেয়ে যায়।' মাহেনওয়, ১৯৪৯।

উঠানভর বিণ আঙিনাভর্তি। 'সেই উঠানভর লোকের সামনেই নুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু যায়।' কায়সার, ১৯৬৫।

উঠানময় [পা উঠান+স ময়] ক্রিয়ার আঙিনা জুড়ে। 'সর্বাক্ষেপে রক্ত মেঘে যখন উঠানময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন।' রবীন্দ্র,

১৯১৫।

উঠানি [পা উঠান] > বি আঁতুড়ঘর থেকে শিশুর বাসঘরে ওঠানোর অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সাত দিনে উঠানি করে শাস্ত্রের বিহিত।' বিজয়, ১৬৫০।

উঠি-উঠি বিণ হয়ে উঠছে এমন। 'বৃদ্ধি পেয়ে উঠি-উঠি হতেই আবার কাঁটিয়ে যায়।' নজরুল, ১৯২২।

উঠিত [পা উঠান] > বি চাষের উপযোগী জমি। বিদ্যা, ১৮৯১।

উঠু ডুবু [ধন্য] বি হাবুডুব। 'উঠু ডুবু করে ঘোড়া অগাধ সলিলে।' মানিকময়, ১৭৮১।

উঠোন ও উঠান

উড [হি] বি কাঠ। উডকাট [হি] বি কাঠ-খোদাই। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট, একরঙা ছবি, উডকাট ...।' বুলবুল, ১৯৩৬।

উডপেননিস [হি] বি কাঠ পেননিস। 'উডপেননিস দিয়ে ... লতাপাতার নক্সা আঁকতে লাগল।' নরেন্দ্র, ১৯৪২।

উডেন প্যাননীল [হি] বি কাঠ পেননিস। 'কাপে উডেন প্যাননীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমস্তোত্রো সেরে যান।' হত্যাম, ১৮৬১।

উড্ডীন [স] বিণ উড়ছে এমন। 'বাত্যাবেগে উড্ডীন ফেররাশি ...।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

উড্ডীয়মান [স] ১ বিণ উড়ছে এমন। 'উড্ডীয়মান পতাকা শোভা পাইতেছে।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিণ শূন্যে বিচরণকারী। 'অজ্ঞান নৌক-বহুকালাবধি ... প্রবল বায়ু বারা উড্ডীয়মান হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

উড্ডীয়মানা [স] বিণ স্ত্রী উড়ছে এমন। 'সহস্র ২ পতাকা রক্ত পীত শুভ নীল ইত্যাদি উড্ডীয়মান।' রাজীব, ১৮০৫।

উড় [উড়] > বিণ উড়ছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

উড়কি [স ওড়িকা] বি খই। 'দূদের উড়কি এনিচিস?' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

উড়কি ধান [স ওড়িকা+স ধান্য] বি ধানের জাতবিশেষ। 'শাতড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে ...।' অবন, ১৮৯৬।

উড়তি, উড়তী বিণ উড়ে এসেছে এমন। 'মুছলমান ভারতের উড়তী বলাই নহে।' আজাদ, ১৯৩৭।

উড়তি ঘুরতি বি উড়াউড়ি। 'ফিগেরটির উড়তি ঘুরতির বিচিত্র খেলা।' কায়সার, ১৯৬২।

উড়ন [হি ওড়না] বি ওড়না। 'পৈরিলেক পাটাম্বর নেতের উড়ন।' মাল্যধর, ১৫০০।

উড়ন', উড়োন [উড়] > বি ওড়া।

উড়নচটী, উড়োনচটী [উড়]+স চটী ১ বিণ অপব্যয়ী। 'জলও ক্রমশ উড়োন চটীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো।' হত্যাম, ১৮৬১। 'ওরা যে উড়নচটী, ওরা ওড়াতেই জানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'একেকের বেরিহেসেবী, উড়নচটী, বান ডেকে ছুটে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

উড়ন-তথত [উড়]+ফা তথত বি উড়ন্ত সিংহাসন। 'সুদেশমান সম উড়ন-তথতে চলিলে করিতে দিগবিজয়।' নজরুল, ১৯২৮।

উড়ননদী বি উঁচু থেকে নেমে আসা পাহাড়ি নদী। 'অল্প নীচে বুকের জমি ভরে যাবার উড়ননদী।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

উড়নশক্তি [উড়]+স শক্তি বি আকাশে ভেসে থাকার শক্তি।

উড়নশীল

‘হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে আকাশযানগুলোর উড়নশক্তির জোগান দেওয়া হত।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উড়নশীল [উড়্+স শীল] বিশ উড্ডয়নশীল; উড়ন্ত। ‘জাহাজের পিছনের সেই উড়নশীল চলচর।’ বিতুতি, ১৯২৯।

উড়নি [বি ওড়না/বি একপাটা চাদর। ‘পরিধান দিবা ছোড়া উড়নি ঘুরনি পরিগাটা।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

উড়ন্ত [উড়্+] বিশ উড্ডয়মান। ‘ভাহারা কহিলেক কতগুলি উড়ন্ত জীব।’ তারিণী, ১৮০৩।

উড়ঘর [স উদুঘর/বি ডুমুর। ‘উড়ঘর পিড়রা বন-বাগান।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

উড়সড়কি [উড়্+সড়কি/বি (উড়ন্ত) বর্ণা; বস্ত্রম। ‘কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়সড়কি এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল ...।’ মশাররফ, ১৮৯০।

উড়া, **উড়ানো** [উড়্+>] ১ ক্রি ওড়া। ‘পাখি জাতি নহে বড়ায়ি উড়ী গড়ি যাওঁ।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি বাতাসে ভাসা। ‘তুলা সব উড়ি যায়।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ ক্রি কাটানো। ‘বাই সঙ্গে মজা করিয়া উড়ায়েছি।’ ভবানী, ১৮২৫। ৪ ক্রি শূন্যে ভাসিয়ে দেওয়া। ‘উড়ানি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক।’ দর্পণ, ১৮২৭। ৫ ক্রি সোপ পাওয়া। ‘কাজের বেশ বুদ্ধি যায় উড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৬ ক্রি উদ্ধার করা। ‘তুমি না উড়ালে কে উড়ায় হে নাথ।’ লালন, ১৮৯০। ৭ ক্রি অপব্যয় করা। বিদ্যা, ১৮৯১: ‘ঢাকাড়ি নিয়ে ঝগড়া করে, আর সবই উড়িয়ে দেয়।’ বেগম, ১৯৪৭। উড়ই ক্রি উড়তে। ‘লোচন জনু খির বেশ আকার। মধু মাতল কিএ উড়ই না পার।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। উড়এ ক্রি ওড়ে। ‘সে দুঃখ চিহ্নিতে মনে উড়এ পরানি।’ মালধর, ১৫০০। **উড়ায়েছি** বি কটিয়েছি। ‘বাই সঙ্গে মজা করিয়া উড়ায়েছি।’ ভবানী, ১৮২৫। **উড়াল** ক্রি উড়ালে। ‘পিয়াস রক্ত উড়াল চুল বকুল বনে আচল পাতা।’ রবীন্দ্র, ১৯২৫। **শুক** ক্রি উড়ে। ‘কোথাই পক্ষণ আকাশে উড়ি জায়।’ মালধর, ১৫০০। **উড়িতাও** ক্রি উড়তাম। ‘আকাশে উড়িতাও যদি পাঙ আর পাখা।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **উড়িতে** ক্রি উড়তে। ‘মুখক উড়িতে নারে একমনে শুব করে।’ রূপরাম, ১৭৫০। **উড়িয়া** ক্রি উড়াল দিয়ে। ‘মজনু সাক্ষাতে পুনি উড়িয়া আইলা।’ বাহরাম, ১৬৫০। **উড়িল** ক্রি উড়লে। ‘মেঘখান উড়িল জেন ডুবিয়া আকাশ।’ মালধর, ১৫০০। **উড়ী** ক্রি উড়ে। ‘পাখি জাতি নহে বড়ায়ি উড়ী গড়ি যাওঁ।’ বড়ু, ১৪৫০। **উড়ে** ক্রি ওড়ে। ‘নোয়ের পতাকা উড়ে সুরঙ্গ কলসে।’ মালধর, ১৫০০। **উড়া** ক্রি উড়ে। ‘উড়া জায় সারিওক।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

উড়তে না পেরে পোষ মালা - নিরুপায় হয়ে কোনো কাজ করতে বাধ্য হওয়া। ‘কথায় বলে উড়তে না পেরে পোষ মানো।’ উমেশ, ১৮৫৭।

উড়িয়ে দেওয়া, উড়াইয়া দেওয়া ১ ক্রি পাল্লা না দেওয়া; অগ্রাহ্য করা। ‘ভালেবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও -।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি দ্রুত বরচ করে ফেলা। ‘তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসং ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ ক্রি গুরুত্বহীন বিবেচনা করা। ‘তিনি এ সমস্ত ডাকাইতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন।’ স্বপ্নসং, ১৮৯৮। ৪ ক্রি দূরীভূত করা। ‘তাপস নিঃশ্বাস-বায়ো মুমূর্ষির দাও উড়ায়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৪।

উড়ে এসে জুড়ে বসা - অযাচিতভাবে এসে সর্বসর্বা হওয়া।

নজরুল, ১৯২৭।

উড়ে যাওয়া ১ ক্রি উড়াল দেওয়া; উড্ডয়ন করা। ‘শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রি দ্রুত বরচ হওয়া। ‘হাতের পরশা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে।’ বিতুতি, ১৯৩১।

উড়া [উড়্+>] ক্রিবিধ উড়ু উড়ু। ‘চিন্ত উড়া করে মোর এ বন্ধুর লাগিয়া।’ মর্জ্জা, ১৭৫০।

উড়াকল [উড়া+স কল/বি উড়োজাহাজ। ‘অথচ মানুষ যখন উড়াকলে আকাশে ওঠে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৭।

উড়া পাক বি উড়ন্তভাবে পাক খাওয়া। ‘উড়া পাক সঘনে আঙনে সব ঢালি।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

উড়ামাহ বি উড়তে পারে এমন মাহ। ‘এখন সত্যসত্যই সেই উড়ামাহ দেখিতেছি।’ কৃষ্ণভবিনী, ১৮৮৫।

উড়ানবী দ্র উড়ন

উড়ানি, উড়ানী [বি ওড়না] ১ বি ওড়না। ‘উড়ানি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক।’ দর্পণ, ১৮২৭: ‘কেহেরেপের উড়ানীতে ... ফরফর করতে থাকে।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি একপাটা চাদর। ‘কোমরে বাঁধা উড়ানিই তা ঘোষণা করে।’ মানিক, ১৯৩৬।

উড়ানো দ্র উড়া

উড়াল [উড়্+>] ১ বিশ উড়ন্ত। ‘উদাসী বাতাস ফিরিছে উড়াল ধূলয় আঁচল ধরে।’ জমীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি শূন্যে উড়া। ‘তুই শুধু উড়াল শিখিলি না।’ ময়মুদ্র, ১৯৬৬।

উড়াল দেওয়া ক্রি ওড়া। ‘হঠাৎ উড়াল দিয়ে/ পাখী যদি আসে।’ তবায়দুরা, ১৯৭৪।

উড়ি [স ওড়িকা/বি ধানবিশেষ। **উড়িধান, উড়িধান্য** [স ওড়িকা-ধান্য] বি মুড়ির উপযোগী বিশেষ জাতের ধান। ‘উড়িধান্য ছড়াইয়া মুড়ানে।’ গোলাচ, ১৮০১: ‘উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক।’ দত্তাশ্রয়, ১৮১০।

উড়ির তরুল [স ওড়িকা-তরুল/বি উড়ি ধানের চাল। ‘উড়ির তরুল ঘৃত মধু চিনি ষণ্ড।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

উড়ি [উড়্+>] বিশ উড়ন্ত। **উড়ি উড়ি** বি ছটকট। ‘তরুণ মনগুলো উড়ি উড়ি করতে শুরু করেছে।’ মণীশ, ১৯৬৩।

উড়ি পথ [উড়্+স পথ/বি আকাশপথ। ‘ঠোটে করি বিজ্ঞ পক্ষি আইসে উড়ি পথে।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উড়িয়া [ও ওড়িয়া] ১ বি ওড়িয়া। ‘যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে।’ বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বি উড়িয়ার লোক। ‘উড়িয়া দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে।’ বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বি ভারতের উড়িয়ার ভাষা। ‘কালক্রমে উড়িয়া, বাংলা ও আসামীকৃত খ্রিস্টীয় ধারণা করেছে।’ প্রমথ, ১৯১৭।

উড়িয়া [ও ওড়িয়া/বি ওড়িয়া। ‘সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িয়া প্রভৃতি এই দেশবাসীয়া মনুষ্য ও প্রজাবর্গের ...।’ ডানকান, ১৭৮৪।

উড়ু [উড়্+>] বিশ উড়ন্ত। **উড়ু উড়ু** [উড়্+>] ১ বিশ অস্থির। ‘সর্বদা মন উড়ু উড়ু।’ পারী, ১৮৫৮। ২ বি অনাবশ্যক ঘোরাফেরা। ‘যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উড়ুউড়ু করা ক্রি চঞ্চল হওয়া। ‘তবু সে সর্বদা উড়ুউড়ু করে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উড়ুকু [উড়্+>] বিশ উড়তে পারে এমন। ‘উড়ুকু সাপের কথা।’ বিতুতি, ১৯০৮।

উড়ুকু [উড়্+>] বিশ উড়ছে এমন। ‘পর্দার মতো উড়ুকু জিনিস।’

রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উড় বি নক্ষত্র। 'নিরখিয়া নিশাপতি হইল লঙ্ঘিত/ উড়ুণ পলাইল
প্রাপতি সঙ্গে।' ধনরাম, ১৭১০।

উড়ুফুল [উড়+স ফুল] বি নক্ষত্রমণ্ডলী। 'ইন্দুকে বেড়িয়া যেন উড়ুফুল
আভা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উড়ুহরপতি [উড়+স হরপতি] বি নক্ষত্র ও গ্রহাণের অধিপতি; সূর্য।
'উদয় পশ্চিমে হল উড়ুহরপতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উড়ুনচড়ে [উড়+চষী] বিণ অপব্যয়মূলক। 'উড়ুনচড়ে কাজে সমাজের
নাম নিতে নেই।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

উড়ুনি, উড়ুনী [উড়] বি চাদর। 'ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উড়ুনিতে
কাঠের কুচো বদতে আরম্ভ করিলে।' হুতোম, ১৮৬১; 'শান্তিপুত্রের
ডুরে উড়ুনী আর সীমলের খুতীর কল্যাণে রাস্তায় ছোট ভন্দর লোক
আর চেনারি আবে নেই।' হুতোম, ১৮৬১।

উড়ুপ [উড়] বি ছোটো নৌকা। 'চীন দেশ হতে যাত্রা করিয়া/ যাত্রী
উড়ুপে চড়ি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

উড়ুপুড় [উড়] বি আনচান; উড়ু উড়। 'উড়ুপুড় করে গ্রান কেমন তোমা
সেখি।' মালাধর, ১৫০০।

উড়ুঘর [স উদুঘর] বি ডুমুর গাছ। 'উড়ুঘর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব-অঙ্গে।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উড়ুশ [স উদুশ] বি ছারপোকা। 'উড়ুশ কষ্যাবতলা সসা জেন মসগোলা
...।' মুকুন্দ, ১৪০০।

উড়ে [উড়িয়া] ১ বিণ ওড়িশার। 'কাল্যামুখ কৃষিত চেহারা ভেড়ার বর
উড়েমোড়া।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি ওড়িশার অধিবাসী। 'ঝুটি বন্ধু
উড়ে সত্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উড়েদনী বি স্ত্রী ওড়িয়া নারী। 'উড়েদা বেহারা হয় উড়েদনী স্বকলা।'।
ভবানী, ১৮২৫।

উড়েবামুন বি ওড়িশার রাঁধুন ব্রাহ্মণ। 'একটা উড়েবামুন বেহারা
এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

উড়ে বেহারা বি ওড়িশার পালকিবাহক। 'উড়ে বেহারারা ... তিন
লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায়।' দর্পণ, ১৮২৪।

উড়ো [উড়] ১ বিণ উড়ছে এমন। 'উড়ো পাখীর লাগল পরশ।'।
সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ উড়িয়ে নিয়ে যায় এমন। 'কাল-বেশারীর
উড়ো অক্লান্ত মতো।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ উৎস জানা নেই
এমন। 'আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো বর এসেছে।'।
রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৪ বিণ অব্যন্তর। 'জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট
হয়ে ওঠে সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ বিণ
উদাস। 'ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

উড়োউড়ি বি যোরাফেরা। 'একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, হোঁ
মোরে আপনারি ক্যামাল বিলসত নিয়ে গিয়ে ...।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

উড়ো-উড়ো বিণ উদাস। 'বুড়ো হয়ে উড়ো-উড়ো মন মানায় না
আর।' বৃন্দ, ১৯৫৫।

উড়োকল বি উড়ে চলার যান; উড়োজাহাজ। 'উড়োকল সৃষ্টি না করে
উড়ে পড়ল আকাশে।' অবন, ১৯২৫।

উড়ো বই গোবিন্দায় নম – প্রতিকূল অবস্থায় বাধ্য হয়ে কোনো
সবকাজ করা। 'ওরে "উড়ো বই গোবিন্দায় নম" এই ব্যবস্থা ধরি
সবে।' গঙ্গু, ১৮৫৮।

উড়োবর [উড়+আ বর] বি লোকমুখে শোনা সংবাদ।
'আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো বর এসেছে।' রবীন্দ্র,
১৯২৬।

উড়োজাহাজ বি উড়োজাহাজ। 'নিজের পকেট কিল্লিং হালকা করলেই
ও উড়োজাহাজে অনায়াসে ...।' প্রমথ, ১৯৩০।

উড়োজাহাজ [উড়+আ জাহাজ] বি বিমান। 'যুদ্ধের জন্য ভাসান-
জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা।' রবীন্দ্র,
১৯৩১।

উড়ো বিপত্তি বি বাড়তি ব্যয়। 'একটা উড়ো বিপত্তি।' সাদত,
১৯৬৭।

উড়োনচষী ও **উড়ন'**

উপাদি [স] বি উৎ-প্রভৃতি প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত শব্দ। 'সেই সকল
প্রত্যয় যোগদ্বারা শব্দকেও উপাদি বলে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উগুই বি উৎস। 'তার চেয়ে অসম্ভব ... জলের উগুই বার করা।' বিভূতি,
১৯০৭।

উতকট [স উৎকট] বিণ মারাত্মক। 'ভদ্রই বিদ্যাপতি উতকট সঙ্ঘট ...।'।
দ্বিতী, ১৬০০।

উতঙ্গ [স উত্তঙ্গ] বিণ অতি উচ্চ। 'গ্রহপতি মেঘেত উতঙ্গ প্রজ্জলিত।'।
আলাওল, ১৬৮০।

উতপত্তি [স উত্তপ্ত] বিণ উত্তপ্ত। 'উতপত্তি খাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উতপতি, উতপতী [স উৎপত্তি] বি জন্ম। 'উতপতি উভম
কুলে।' বড়ু, ১৪৫০; 'গোআল জরম আক্রে ভব দধি দুখে উতপতী।'।
বড়ু, ১৪৫০।

উতপন [স উৎপন্ন] বি জন্ম। 'যে রূপে আদম সন্ধি হইল উতপন।'।
সুলতান, ১৭০০।

উতপল [স উৎপল] বি পদ্ম। 'কাল উতপল নয়নে শোভিস গোআলী।'।
বড়ু, ১৪৫০।

উতপাত [স উৎপাত] বি ঝামেলা; উপদ্রব। 'উতপাত দেখিয়া মনে চিত্তে
চক্রপানি।' মালাধর, ১৫০০।

উতপূতানো [স উৎপাত] ক্রি অস্থির হওয়া। 'উদমো ছেলে ছটফটে বুঝ
একটুকুতেই উতপূতায়।' নজরুল, ১৯২৬।

উতম [স উত্তম] বিণ উত্তম। 'তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো।'।
আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

উতর [স উত্তর] বি জবাব। 'ককে ন রভসে হসি কিছু ন উতর দেসি ...।'।
বিদ্যাপতি, ১৪৩০।

উতরখানা বি সরাইখানা। ওয়া, ১৭৮৫।

উতরপুতেনি বি দুর্ধৃক। 'মনের উতরপুতেনি মিটে না।' নজরুল,
১৯২৭।

উতরল [স উত্তল] বিণ অতিশয় চঞ্চল। 'উতরল ভৈলা মনে।' বড়ু,
১৪৫০।

উতরলমতী [স উত্তল+স মতী] বিণ অতি চঞ্চলমনা। 'আতি
উতরলমতী ভৈল ভগ্নাশাথে।' বড়ু, ১৪৫০।

উতরাই [হি] বি পাহাড়ের ঢাল। 'কত চড়াই কত না উতরাই।' সত্যেন্দ্র,
১৯২৪।

উতরানো [স উত্তরণ] ১ ক্রি আকুল হওয়া। 'মাধব মন্দিরে যাই

উতরিল সব।' দীর্ঘী, ১৫০০। ২ ক্রি গম্বো পৌছানো। 'উতরাইতে' মানেএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রি অবতরণ করা। 'যে কেহ গম্ব মজকুরে উতরিবক'। ক্যাপেল, ১৭৮৫। ৪ ক্রি অবসান হওয়া। 'পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে।' হুজোম, ১৮৬৩। ৫ ক্রি নামা। বিদ্যা, ১৮৯১। ৬ ক্রি উল্লীর্গ হওয়া। 'আহার পাটে চলছি নতুনে উতরে ... ভেদাভেদ গড়ি' মাহমুদ, ১৯৬৩।

উত্তরালি [স উত্তর] বি উত্তর দিকের বাতাস। 'জলিলের কানের কাছে উত্তরালি বয়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

উত্তরোল [স উত্তরল] ১ বিণ আকুল। 'অলিফুল মধু পিবি পিবি উত্তরোল' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ব্যর্থ। 'তনিয়া ভাঁড়ুর বোল কালকেতু উত্তরোল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ অশান্ত। 'ধনিতে ধনিতে অর্ধ উত্তরোল বায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি উচ্ছ্বাস। 'পিশাচী এ বিমাতার হিন্স্র উত্তরোল।' রবীন্দ্র, ১৯৯০।

উত্তরোলি বি কোলাহল। 'উত উত্তরোলি, ঘন করতালি।' গিরিশ, ১৮৮৩।

উতল [স উতল] ১ বিণ আনন্দিত। 'দুবাছ বাড়ায়ের পরান উতল/ কবিরে লইল বুক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ অশান্ত। 'উতল-ধারা বাসল বরে সকলবেলা একা ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বিণ উত্তাল। 'উতল ওড়েরে দল খেপেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বিণ ব্যাকুল। 'চাউনি তাহার উতল হলো অকারণে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৫ বিণ চঞ্চল। 'উতল উৎসবে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উতলরোল [স উতল+স রোল] বি উচ্চ শব্দ। 'উতলরোলে কন্ডোলে পথের গান গেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

উতলা [স উতল] ১ বিণ অস্থির। 'এত উতলা হইস কেন?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ উৎকণ্ঠিত। 'তোরা তো বড় উতলা গো।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিণ চঞ্চল। 'তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়িয়ে দিও।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

উতপা [স উতপ] ক্রি উত্তপ করা। 'চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতপাএ বনে উতরোল অলিফুল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উতাপিত [স উতপ] ১ বিণ ব্যাকুল। 'নিশিদিশি পুত্রহীন উতাপিত মন।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ দৃষ্টিত। 'অকারণে পুত্রবর কেন উতাপিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

উতাপিনী [স উতাপ] বি উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। 'কাম উতাপিনী নব বিরোপিনী।' বাহরাম, ১৬৫০।

উতার [স উত্তীর্ণ] বি প্রতিবেশক; প্রতিকার। 'এ যাদুর উতার আমি জানি' মনসুর, ১৯৫৫।

উতারি [স উত্তীর্ণ] ১ ক্রি খোলা। 'উতারে কাঁচলি হার ছিঁড়এ হামারি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি উদ্ধার করা। 'তখত আজ উতারিবে আলীর খাতির।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ ক্রি অবতরণ করা। 'অখ রাখেন লাউসেন অখনে উতারি' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ ক্রি মোচন করে। 'সেই অবশব্দ দেখেরে উতারিয়া' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। উতারি ক্রি খোলে। 'গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাকি উতার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। উতারিয়া ক্রি খুলে। 'অলে হেতে উতারিয়া দিল বাসা জোড়া' মুকুন্দ, ১৬০০। উতারিবে ক্রি উদ্ধার করবে। 'তখত আজ উতারিবে আলীর খাতির।' গরীব, ১৭৬৫। **উতারিয়া** ১ ক্রি নেমে; অবতরণ করে। 'উতারিয়া অশ্বরাজে লাউসেন সভামাঝে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ ক্রি খুলে। 'কঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। উতারে ক্রি খোলে। 'উতারে কাঁচলি হার ছিঁড়এ হামারি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উতালা [স উতল] বিণ অশান্ত। 'নিভৃত ঘরে পরান-মন একান্ত উতালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উত্তোর [স উত্তর] বি উত্তর; জাবাব। 'এদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উত্তোর প্রস্তুত হচ্ছে।' হুজোম, ১৮৬১।

উত্তোরোল [স উতাল] বিণ চঞ্চল। 'আকুল কুন্তলপাশ লোচনযুগল উত্তোরোল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উৎকট [স ১ বিণ বিকট। 'সুনি কৃষ্ণের বাক্য উৎকট হাসি।' মালাধর, ১৫০০; 'অতি উৎকট ধ্বজ যোরা দরসন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ তীব্র। 'চিন্তায় উৎকট হল জ্বর।' মানিকরাম, ১৭৮১; 'উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বিণ রুঢ়। 'অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বিণ কষ্টর। 'লোকটি হাফেজ এবং উৎকট পরহেজগার।' ইমদাদুল, ১৯২০। ৫ বি উন্ম। 'যাহার প্রেম উখলিয়া উঠিয়াছে হীনকে কর্ম্যাকে উৎকটকে দেখিয়া দেখিয়া।' সবুজ, ১৯২০। ৬ বিণ অস্বাভাবিক। 'আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরা এবং উৎকট ঠেকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উৎকটানন্দ [স উৎকট-আনন্দ] বি অধিক আনন্দ। 'উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপূত হইল।' রত্নিম, ১৮৬৬।

উৎকটাপরাধ [স উৎকট+স অপরাধ] বি গুরুতর অপরাধ। ফরাস্টার, ১৭৯৬।

উৎকট [স ১ বিণ ব্যাকুল। 'উৎকট চকোরে-সম বিরহতিয়ায় বহিয়া আনিছে হৃদয় সুপর্ণিমল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উৎকট [স ১ বি আশঙ্কা। 'দৈন্য উৎকট আদি উৎকট সন্তোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উৎপে। 'কাহারও বা কোন দুরাশা পূর্ণ না হওয়াতে অবিরতই অসুখ ও উৎকট থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উৎকণ্ঠিত [স ১ বিণ ব্যাকুল। 'মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ চিন্তামগ্ন। 'নতুবা আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ পূর্ণ। 'অতি আশ্রয়ী।' অন্নাদিত্য দিনয়ান, উৎকণ্ঠিত নিশা পনিবারে তব পদধ্বনি? সৃষ্টি, ১৯২৯।

উৎকণ্ঠিতচিত্ত [স ১ বি উৎপেপূর্ণ মন। 'নৌকার আসিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রতি মুহূর্তে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

উৎকণ্ঠিতা [স বিণ যে নায়িকা নায়কের জন্য উতলা। 'পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা কন্যাজ্য যষ্টমে' আলাওল, ১৬৮০; 'অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উৎকপালী [স উচ্চ-কপাল] বিণ উচ্চ কপালবিশিষ্ট। 'এই উৎকপালী বিভালাক্ষী মায়াবিনীর সহিত ...' পরত, ১৯৪০।

উৎকর্ণ [স ১ বিণ সজাগ। 'উৎকর্ণ চৈতন্য মম পনেছিল।' সৃষ্টি, ১৯২৯। ২ বিণ কান-বাড়া। 'তনিবার জন্য সে ইহা থাকে উৎকর্ণ।' মানিক, ১৯৩৬।

উৎকর্ণ হওয়া ক্রি কান পাড়া। 'চোখ বন্ধ করে উৎকর্ণ হোন।' মুনীর, ১৯৬৬।

উৎকর্ণ [স ১ বি উন্নতি। 'সেবিত, ১৮৩৯; 'আমাদিগের সমাজ ও অবস্থা কিরূপ উৎকর্ণ লাভ করিয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি শ্রেষ্ঠত্ব। 'মনুষ্যের স্বভাবের উৎকর্ণই বা কি?' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি গৌরব। 'ইটালির, প্রদেশান্তরীয় লোকেরা, তাহার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ণ বৃত্তিতে পারিয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

উৎকর্ণতা [স উৎকর্ণতা] বি শ্রেষ্ঠত্ব। 'তাহারা স্বতঃ ক্রমের উৎকর্ণতা ও অপকর্ণতা সম্বন্ধে সহস্র আপত্তি ... দর্শনিক। দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

উৎকর্ষবান [স] বিণ সংস্কৃতিবান। 'উৎকর্ষবান ফরাসী বিশেষ যুদ্ধশীল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

উৎকর্ষবুদ্ধি [স] বি মানোন্নয়ন। 'শিক্ষার কাজই হচ্ছে বুদ্ধির উৎকর্ষবুদ্ধি, পরিমাণবুদ্ধি নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

উৎকর্ষলক্ষণ [স] বি শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। 'এ কথাটা জীবনধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উৎকর্ষলাভ [স] বি উন্নতি লাভ। 'ভবিষ্যতে উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

উৎকর্ষসাধন [স] বি মান উন্নত করা। 'শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিলে মানবধর্মের ক্রমাগতই শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উৎকর্ষাপকর্ষ [স] উৎকর্ষ+স অপকর্ষ বি দোষগুণ। 'পরিষেয় বস্ত্রের উত্তমোত্তম বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাপকর্ষ লোকে পুরুষ মন্যমান্য হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উৎকল [স] বি ওড়িশা দেশ। 'প্রবেশ হইসা আসি শ্রীউৎকল দেশে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উৎকর্ষী [স] বিণ খোদাইকৃত। 'উহাতে উত্তমরূপে তিনটি মুখ উৎকর্ষী আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

উৎকৃণ [স] বি উকুন। 'কেশে উৎকৃণ' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উৎকৃষ্ট [স] ১ বিণ উত্তম। 'ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া এ পৃথিবীর রাজা হইবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ যথাযোগ্য। 'ধনাভাবে তাহার উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিণ আদর্শজনক। 'এক পরিচারক তদপেক্ষায়ও উৎকৃষ্ট ভূকর্ষণ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বিণ উন্নত। 'উদ্যমের এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৬ বিণ উন্নত জাতের। 'ঘোড়াগুলি অতি উৎকৃষ্ট। আখড়ার অন্ন সময়ে আমরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৭ বিণ উন্নত প্রযুক্তির। 'চাষাবাসের যেরূপীতিপদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৮ বিণ উন্নত মানের। 'উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানী সংগীত আমি ভালোবাসি বলেছি বারবারই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

উৎকৃষ্টতম [স] বিণ অতি উত্তম। 'উৎকৃষ্টতম ইন্সট্রল তার পক্ষে কাচের বাড়ের মতো কৃমিম।' অনলা, ১৯২৮।

উৎকৃষ্টতর [স] বিণ উত্তম; অতিশয় উৎকৃষ্ট। 'বিশিষ্ট রূপ যন্ত্র প্রকাশ অপেক্ষায় ... উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছুই নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উৎকৃষ্টতা [স] বি শ্রেষ্ঠত্ব। 'মধুর মিষ্টত্ব ও উৎকৃষ্টতা।' তারিণী, ১৮০৩।

উৎকৃষ্টা [স] বিণ স্ত্রী উর্বর। 'ভূমি উৎকৃষ্টা করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

উৎকৃষ্টোচ্চারণ [স] উৎকৃষ্ট-উচ্চারণ বি উচ্চমানের উচ্চারণ। 'সুবাছাড়েরা উৎকৃষ্টোচ্চারণ পূর্বক মুখস্ত আবৃত্তি করিল।' দর্পণ, ১৮৩০।

উৎকেন্দ্রিক [স] বিণ কেন্দ্রবিহীন। 'এক দিকে তিনি হয়ে ওঠেন উৎকেন্দ্রিক, অন্য দিকে শুভান্দ্রিক।' শিব, ১৯৭৩।

উৎকোচ [স] বি ঘৃণ। 'রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ ...।' রামমোহন, ১৮১৭।

উৎকোচগ্রহণ [স] বি ঘৃণ গ্রহণ। 'স্বাহারা উৎকোচগ্রহণ করে না।'

বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

উৎকোচগ্রহণকারী [স] বি ঘৃণাধার। 'যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চমুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা দ্ব্যাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

উৎকোণ [স] বিণ ভির্ষক। 'শতায়ু ওকের পাটা তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে।' সুশীল, ১৯৪০।

উৎক্রোশ [স] বি উত্তরণ। 'হিমালয় পর্বত বেটনপূর্বক সিঙ্কনী উৎক্রোশ করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উৎক্রোশ [স] বি দ্বিগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'মুক্তপক্ষ নভচারী উৎক্রোশের দিকে ...।' বিষ্ণু, ১৯৬০।

উৎকৃষ্ট [স] ১ বিণ উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে এমন। 'আকাশ-মন্ডলে উৎকৃষ্ট হইয়া ... বর্ষিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ২ বিণ ছড়ানো-ছিটানো। 'পাথরের টুকরো চাষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উৎকৃষ্ট [স] বিণ অতিশয় আলোড়িত। 'নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎকৃষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

উৎখাত [স] ১ বি নির্বাসন। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ উচ্ছেদপ্রাপ্ত। 'সে হইতে উৎখাত হইয়া পৌড়ে রাজধানী স্থানে গতি করিলেন।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বিণ উৎপাটিত। 'রেলের পথ সব উৎপাটিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উৎখাতন [স] বি বিলোপ। 'ঐ পদ একেবারে উৎখাতন করবেন।' পূর্ণহস্ত, ১৮৫৫।

উৎখাটিত [স] বিণ উন্মোচিত। 'তিনটি গুঢ় রহস্য উৎখাটিত হইয়াছে।' জগদীশ, ১৯২৫।

উত্তত [স] বিণ উর্ধ্বমুখী। 'মানুষ উত্ততভঙ্গি নিয়েছে বলে তার আদমি অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উত্তত্ত [স] বিণ অত্যন্ত গরম। 'প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তত্ত জল পান করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২১।

উত্তম [স] ১ বিণ খুব ভালো। 'আর কিছু দেহ কাহাই উত্তম সন্দেহে।' বৃন্দা, ১৪৫০। ২ বিণ উচ্চ শ্রেণীকৃত। 'উত্তম হৈরা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ সুশাস্ত। 'সুবর্ণ-পালির অল্প উত্তম বাস্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ সুযোগ্য। 'পাইবা উত্তম পুত্র চলহ সংকতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বিণ মনোহর। 'করিল উত্তম ঘর কনকে রচিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বিণ মেহিত। 'নর্তনে উত্তম কৈল সবাকার মন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৭ বিণ জ্ঞানী। 'উত্তম বাকি সকল দেখানে অতুল দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন।' রামমোহন, ১৮১৫। ৮ বিণ সুন্দর। 'চন্দ্রতুলা উত্তম পুত্র জন্মিল।' দর্পণ, ১৮২১। ৯ বিণ মুক্তিপূর্ণ। 'তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ১০ বিণ উপকারী। 'হজমের পক্ষে অতি উত্তম।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ১১ বিণ স্বাক্ষরিত পুরুষের ক্ষেত্রে। 'উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ সর্বদায় শপে কী এক বচনে কী ব্যবহৃতেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

উত্তম অধম [স] বি ভালোমন্দ। 'উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উত্তমতা [স] ১ বি উৎকর্ষ। 'স্ব-বাহিরের উত্তমতা কি জন্মে।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি মেয়ামত। 'গ্রামের মধ্য দিয়া যে সকল রাস্তা পিয়াছে তাহার উত্তমতা করিবার জন্যে জমিদারদিগের সাহায্য করিতে

হইবেক।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯। ৩ বি উন্নতি; উন্নয়ন। 'কল হ্রাপিত হওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত এবং সুখজনক হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি কল্যাণ। 'তাহারদিগের যে উত্তমতা হইবে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০। ৫ বি মানসম্পন্নতা। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুশাস ও শ্রেণীভুক্তি ও ব্যাক্তিগত ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

উত্তমধীষণ [স] বিণ ক্রী বুদ্ধিমত্তী। 'তন গো পুত্রনা উত্তমধীষণা খণ্ডন-গল্পনি রামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উত্তম পথ [স] বি শ্রেষ্ঠ উপায়। 'সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ।' দর্পণ, ১৮২৮।

উত্তম পুরুষ [স] ১ বি সুপুরুষ। 'সেই স্থলে আসিয়া উত্তম পুরুষ দেখিয়া কহিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি (ব্যাকরণ) প্রথম পুরুষ। 'উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ সর্বনাম শব্দে কী এক বচনে কী বহুবচনে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

উত্তম মধ্যম [স] ১ বি শারীরিক নির্যাতন; মারধর। 'ইহার মতের অন্যথা কহিলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ ভালো-মন্দ। 'লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

উত্তমরূপ [স] বিণ শ্রেষ্ঠতর। 'অমনি ধন গ্রহণ করণাশেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

উত্তমরূপে ক্রিবিণ বুঝি ভালোভাবে। 'বেদ, ব্যাকরণাদি, বেদাঙ্গ ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উত্তমা [স] ১ বিণ ক্রী সর্বশ্রেষ্ঠ। 'সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা প্রার্থিকা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বৈষ্ণবশাস্ত্রে ন্যায়িকার প্রকারবিবরণ। 'অহিত করিলে পতি যেরা করে হিত উত্তমা হইবেক নাম ব্যবশে পতিতি।' ভারত, ১৭৩০। ৩ বিণ ক্রী সুন্দরী। 'অপূর্ণ আরাম, প্রচুর ঐশ্বর্য, শোভন সভা, মনোহর বস্ত্র, উত্তমী ক্রী ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

উত্তমাক্ষর [স] উত্তম-অক্ষর। বি উৎকৃষ্ট হরফ। 'উত্তম কাগজে এবং উত্তমাক্ষরে ছাপাঙ্ক হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

উত্তমাক্ষ [স] উত্তম-অক্ষ। ১ বি মাথা। 'শাস্ত্রকারেরা মস্তকের নাম উত্তমাক্ষ রাখিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। 'তাহার সকলই শাস্ত্রমতে উত্তমাক্ষ হইতে পারে না।' জ্ঞানকরণেশ্বর, ১৮৫২।

উত্তমাত্মশিররূপে [স] উত্তম-অভিশয়-রূপে। ক্রিবিণ উৎকৃষ্ট রূপে। 'অশ্বাদির অনুমেয় যে বর্তমান গ্রন্থেয় উত্তমাত্মশিররূপে বিখ্যাত হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

উত্তমাম্ব [স] উত্তম-অম্ব। বি ভালোমন্দ বৈশিষ্ট্য। 'পরিধেয় বস্ত্রের উত্তমাম্ব বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষপকর্ষে লোকে পুরুষ যানামান্য হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উত্তমাবস্থা [স] বি ভালো অবস্থা। 'উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্বস্বার্থধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

উত্তমার্ঘ্য, **উত্তমার্ঘ** [স] উত্তম-অর্ঘ্য। ১ বি মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত অংশ। 'শরীরের উত্তমার্ঘ্য বস্ত্রাবৃত্ত করা ইহাদের মতে অসম্মানের বিষয়।' ব্রহ্ম, ১৯২০। 'দেহের উত্তমার্ঘ্যে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত।' মুক্ততা, ১৯৫২। ২ বি ভালো অর্কে। 'ইরাজী ভাষায় কথায় কথায় গ্রীকে অংশীজী উত্তমার্ঘ্য ইত্যাদি বলে।' রোকেয়া, ১৯২১।

উত্তমাশা অন্তরীপ [স] বি আফ্রিকা মহাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপ; কেইপ অব গুডহোপ। 'উত্তমাশা অন্তরীপ বা উত্তর মহাসাগর গমনপূর্বক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

উত্তমীকৃত [স] বিণ উত্তমরূপে করা হয়েছে এমন। 'তাহা কৃত অধিক বা উত্তমীকৃত না হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮২০।

উত্তমোত্তম [স] উত্তম-উত্তম। বিণ শ্রেষ্ঠ। 'উত্তমোত্তম ব্রহ্মপ্রতিম শ্যামসুন্দর হৃদয়র গোপীনাথ গোপাল ...।' ভবানী, ১৮২৫।

উত্তমখন্যতা [স] বি নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা; অহমিকা। 'তাদের উত্তমখন্যতা শাসিতের প্রতি হয়ত অবজ্ঞার সৃষ্টি করেছিল।' শরীফ, ১৯৭০।

উত্তমর্ণ [স] উত্তম-ঋণ। বিণ ঋণ দেয় এমন। 'তুই আমার উত্তমর্ণ আমি অধর্মণ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উত্তমর্ণতা [স] বি উৎকর্ষ। 'সায়ল্যের উত্তমর্ণতা তার জীবনে কোনোদিন ঘটে উঠত কি।' জীবন, ১৯৪৮।

উত্তর [স] ১ বি জবাব। 'আপনার মুখে বাড়িয়া কহ তৌ উত্তর।' বৃহৎ, ১৪৫০। ২ বি সাড়া। 'লজ্জায়েরি রহিল কিছু না করে উত্তর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি চার দিকের অন্যতম দিক। 'উত্তরে হিমালয়ে দক্ষিণে কীর নদী।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ ক্রিবিণ পরে। 'রাজা গৌড়েখের কথা চনিব উত্তরে।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। ৫ বিণ উর্ধ্ব। 'মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৬ বিণ উত্তীর্ণ। 'ভুলে ফাই উত্তরগঙ্গি আমি।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

উত্তর উত্তর ক্রিবিণ ক্রমে ক্রমে। 'ককণাকটাক চয় উত্তর উত্তর।' ভারত, ১৭৩০।

উত্তরকণ্ড [স] বি রামায়ণের শেষ অধ্যায়। 'নূতন করিয়া উত্তরকণ্ড রচনা করিতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উত্তরকাল [স] বি ভবিষ্যৎ কাল। 'পাঠশালায় ব্যয়ার্থ ... উত্তরকালে ঐ মহাশয়েরদের নিজ হইতে দান করিতে হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

উত্তরকালীন [স] বিণ ভবিষ্যতের। 'ভারতবর্ষের উত্তরকালীন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

উত্তরকালীয় [স] বিণ পরবর্তী কালের। 'তাহার উত্তরকালীয় পণ্ডিতেরা অনেক বিষয়ে প্রায় আমাদিগের বর্তমানকালীয় বীজগণিতবেত্তাদিগের তুল্য ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উত্তরখণ্ড [স] বি উত্তরাংশ। 'স্বদেশ পরিভ্রমণ পূর্বক আমেরিকার উত্তরখণ্ডে গিয়া বসতি করে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উত্তর-চিরা [স] বিণ উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত। 'ফুল পাতা যত খসে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু।' নজরুল, ১৯২৪।

উত্তরচ্ছদ [স] বি চাদর। 'অঙ্গে অঙ্গে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আন্তর্য বিস্তার করিল।' বিভূতি, ১৯২৯।

উত্তরচ্ছলে [স] ক্রিবিণ উত্তর দিতে গিয়ে। 'এই প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে নানামতে কথাবার্তা হইল।' দর্পণ, ১৮৩০।

উত্তরজীবন [স] বি পরবর্তী জীবন; বেশি বয়স। 'উত্তরজীবনে নীলকুন্ডলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটয়াছিল।' বিভূতি, ১৯২৯।

উত্তরতর [স] বিণ পূর্ণতর। 'দেহশক্তির সঙ্গে বিরাট ভৌতিক শক্তির সংযোগকে উত্তরতর করে তুলবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উত্তর-তিরিশ বিণ তিরিশ বছরের বেশি বয়সী। 'উত্তরতিরিশ।'

বৃহদেব, ১৯৪২।

উত্তরদাতা [স] বি উত্তর দেয় এমন ব্যক্তি। 'উত্তরদাতা বলেন – এতদপ্যমুক্তং।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উত্তর দেওন [স] উত্তর দেওয়া; সাড়া দেওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

উত্তর দেওয়া [স] জবাব দেওয়া। ওর্সা, ১৭৮২।

উত্তরদেশ [স] বি পৃথিবীর উত্তরপ্রান্তের দেশ। 'উত্তরদেশ অর্থাৎ সাইবেরিয়া সমতলভূমি।' প্রমথ, ১৯২৫।

উত্তরদেশীয় [স] বিণ উত্তর দিকস্থ দেশের। 'উত্তরদেশীয় সন্মতি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উত্তরপক্ষ [স] বি পরবর্তী প্রজন্ম। 'যে দেশের পূর্বপক্ষ একেশ্বরবাদী সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক।' প্রমথ, ১৯১৫।

উত্তরপুরুষ [স] বি পরবর্তী বংশধর। 'পূর্ব-পুরুষের কাছ থেকে যে প্রাণ সে পেয়েছে উত্তরপুরুষকে সেই প্রাণ সে দিয়ে যাবে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

উত্তর-প্রত্যুত্তর [স] বি তর্ক-বিতর্ক। 'অবিশ্রাম উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উত্তরপ্রান্ত [স] বি উত্তর দিক। 'ইহার অব্যবহিত উত্তরপ্রান্তে গগনচুম্বী ... কারাকোরামনাগ্নী শাখা অবস্থিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উত্তরফল্গুনী [স] উত্তরফল্গুনী। বি নক্ষত্রবিশেষ; বারো রাশিস্থ সাতাশটি প্রধান নক্ষত্রের মধ্যে ষাটশ নক্ষত্র। 'গণিগ্রা নির্ণয় কৈল উত্তরফল্গুনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উত্তরবংশীয় [স] বি পরবর্তী প্রজন্ম। 'উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উত্তরবঙ্গ [স] বি বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চল। 'আমরা উত্তরবঙ্গের লোক।' প্রমথ, ১৯১২।

উত্তরবর্তী [স] বি পরবর্তী লোক। 'আমাদের উত্তরবর্তীগণ উত্তরবর্তী শিক্ষকতার ভার আজও কেহ গ্রহণ করে নাই ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

উত্তরবাচক [স] বিণ জবাবসূচক। 'সম্পর্কবাচক প্রশ্ন ও তার উত্তরবাচক প্রশ্নাবিটও সচেতনভাবে সীমাবদ্ধ।' শিব, ১৯৫৬।

উত্তরবাহিনী [স] বিণ স্ত্রী উত্তরদিকে প্রবাহিত। 'উত্তর ভাগের সকল নদী উত্তরবাহিনী।' প্রমথ, ১৯২৫।

উত্তরভদ্রপদ [স] বি রাশিস্থ সাতাশটি প্রধান নক্ষত্রের মধ্যে ২৬তম নক্ষত্র। 'রেবতীর উত্তরভদ্রপদ নক্ষত্র।' মানিক, ১৯৩৮।

উত্তরমুখী [স] বিণ উত্তরদিক অভিমুখী। 'উত্তরমুখী বাসের যাত্রাপথ।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

উত্তরমুখো [স] উত্তরমুখী। বিণ উত্তর দিকে সদর দরজা এমন। 'উত্তরমুখো লঘাটে ঘরে।' অচিন্তা, ১৯৫৫।

উত্তরমেরু [স] বি পৃথিবীর সর্বোত্তর প্রান্ত। 'কতক্ষণে উত্তরমেরুতে বীর উভরিলো আসি।' মাইকেল, ১৮৬০।

উত্তরযোগা [স] বিণ জবাব দেওয়ার উপযুক্ত। 'সকল প্রশ্নের মধ্যে এক প্রশ্নবাক্যেই আমরা উত্তরযোগ্য বোধ করিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪২।

উত্তর-রাবীন্দ্রিক [স] বিণ রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী। 'উত্তর-রাবীন্দ্রিক বাংলায় ন্যায় সজ্জিত যদিও খুব প্রশংসনীয় নয়।' সুশীল, ১৯৫০।

উত্তরলজ্জি [স] বি পরবর্তী প্রজাব। 'এই যুগের প্রেরণা ও উত্তরলজ্জি ছাড়া যে আধুনিক যুগের বিকাশ অকল্পনীয়।' শিব, ১৯৫৬।

উত্তরলী [স উত্তরল] বিণ স্ত্রী ব্যাকুল। 'উত্তরলী হয়িলী রাহী বাণীর নাদে।' বড়ু, ১৪৫০।

উত্তরসাধক [স] ১ বিণ উত্তরবর্তী হয়ে কার্য সম্পাদনে সহায়তাকারী। 'যাহারা তাহার উত্তরসাধক সঙ্গী থাকে।' ফরস্টার, ১৮০১। ২ বি মুখ্য সহকারী। 'কোন উপদেষ্টা কিবা উত্তরসাধক বাড়িরেক, কৌতল স্থলে উপস্থিত হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি সাহস ও প্রেরণা দানকারী সত্তা। 'বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তরসাধক অবিচলিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উত্তরসাধিকা [স] বি স্ত্রী শিষ্য। 'আমি হলুম সংগীতসাধক আর তিনি হলেন উত্তরসাধিকা।' প্রমথ, ১৯৩৭।

উত্তরসূরী [স] বি পরবর্তী বংশধর। 'উত্তরসূরীদের তুলনায় তিনি ছিলেন ইংরেজের পরম বন্ধু।' আনিস, ১৯৬৪।

উত্তরাভিমুখ [স] উত্তর-অভিমুখ। বি উত্তরদিক। 'উত্তরাভিমুখে দৌঁছে চলিলা সড়ুরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

উত্তরাভিমুখী [স] উত্তর-অভিমুখী। বিণ উত্তর দিকে যাচ্ছে এমন। 'উত্তরাভিমুখী নৌকাগুলি ... ভাঙ্গিয়া যায়।' মানিক, ১৯৩৬।

উত্তরার্ধ [স] উত্তর-অর্ধ। বি শেষ অর্ধেক। 'যারা সন্ধ্যার বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

উত্তরাস্য [স] উত্তর-আস্যা। বিণ উত্তরমুখী। 'উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন।' ভারত, ১৭৬০।

উত্তরোত্তর [স] উত্তর-উত্তর। বিণ উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা; উল্লেখ। 'উত্তরোত্তর হইতে উত্তরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উত্তরের তারা [স] উত্তর-তারা। বি দ্রুততারা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উত্তরোত্তর [স] উত্তর-উত্তর। ১ ক্রিবিণ দ্রুততার সঙ্গে। 'বরং অতিশয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।' কেরি, ১৮১২। ২ ক্রিবিণ দিনে দিনে। 'উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইতেছে।' দর্শন, ১৮২২।

উত্তরে [স] উত্তর-। বিণ উত্তর দিক থেকে আসা। 'ভূমি উত্তরে বাতাসের কথা বলিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উত্তরঙ্গ [স] উত্তর-তরঙ্গ। বিণ তরঙ্গময়। 'কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুদ্র হাহাকারে।' সুশীল, ১৯৩২।

উত্তরণ [স] বি সাময়িক অবস্থানের জায়গা। 'অতীত অভ্যাপ্ত গোকেবদেরও উত্তরণের স্থান।' রামরায়, ১৮০১।

উত্তরা [স] উত্তরণ। ১ ক্রি পৌঁছানো। 'কত দিনে রেমনুয় উত্তরিল আসিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫০৮। 'উত্তরিল সদগর সমুদ্রের কূলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি উপনীত হওয়া। 'উত্তরিলু নিহনি নগরে।' কেতকা, ১৬৫০। ৩ ক্রি অতিক্রম করা। 'তিমিরে মিশালে ভূমি দীপাশিত দেখিলি উত্তরি।' সুশীল, ১৯২৮। ৪ ক্রি উত্তরণ করা। 'উত্তরিব বন্ধু ওগো পিন্ধু মোর।' নলকল, ১৯২৮। 'উত্তরিছে কি উপস্থিত হয়েছে।' লুহন গ্রামে আসি উত্তরিছে আলি নিশি।' সুলতান, ১৭০০। 'উত্তরিলু কি উপস্থিত হলাম।' 'উত্তরিলু নিহনি নগরে।' কেতকা, ১৬৫০। 'উত্তরিব কি বাধা পেরিয়ে পৌছাবো।' 'উত্তরিব একদিন শান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে দুঃস্থলীন নিকেতনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'উত্তরিবা কি পৌঁছে দেবে। ওর্সা, ১৭৮২। 'উত্তরিয়া কি উপস্থিত হয়ে।' 'পৌড় হইতে রাজমহলে উত্তরিয়া মাতম বাকে বড়ই একটা দোলাসা করিল।' রামরায়, ১৮০১। 'উত্তরিল ১ ক্রি পৌঁছানো। 'কত দিনে রেমনুয় উত্তরিল আসিয়া।' কৃষ্ণদাস,

১৫৮০। ২ ক্রি উপস্থিত হলো। 'সাত ডিগ্রা লয়ে কালীদেহে উত্তরিল' কেতক, ১৬৫০। **উত্তরীলা** ক্রি পৌঁছালো। 'উত্তরীলা সনাপর সমুদ্রের কূলে' মুকুন্দ, ১৬০০। **উত্তরিলেন** ক্রি পৌঁছালেন। 'হানে হানে অতিথি হইয়া ও ডিগ্রা মাতিয়া তিন মাসের পর বারানসীতে উত্তরিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

উত্তরী [স উত্তর>] ক্রি জবাব দেওয়া। 'উত্তরিল খনিখ আসিয়া অবিরঘ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

উত্তরাধিকার [স] ১ বি স্বত্বাধিকার। 'এক বাঙ্গলা ঘর উত্তরাধিকারভাবে গণপ্যমেটে বাজ্ঞেআন্ত' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়। 'জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'পিতামহদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। 'যে অঞ্চল উত্তরাধিকার গ্রহণত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ ইতিহাস। 'সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উত্তরাধিকারত্ব [সি] বি পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া মালিকানা। 'উত্তরাধিকারত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য বিচারালয়ে মোকদ্দমা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

উত্তরাধিকারসূত্র [সি] বি বংশগত অধিকারের সূত্র। 'মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দামী গয়না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উত্তরাধিকারি [সি] উত্তরাধিকারী। বি আত্মীয়ের মৃত্যুর পরে সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি। 'আপন ধন মৃত্যুকালে যথান্য বিবেচনামতে উত্তরাধিকারিদগের দেয় না।' দর্পণ, ১৮০০। **দ্র উত্তরাধিকারী**

উত্তরাধিকারিণী [সি] বিপ স্ত্রী উত্তরাধিকারী। 'রজনীই উত্তরাধিকারিণী' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উত্তরাধিকারিতা [সি] বি উত্তরাধিকার স্বত্ব। 'সম্পত্তির বৈশেষিকত্ব এবং উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অনুমত।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

উত্তরাধিকারিত্ব [সি] বি উত্তরাধিকার স্বত্ব। 'সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

উত্তরাধিকারিস্বত্ব [সি] বি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মালিকানা। 'উত্তরাধিকারিস্বত্বে আমি এখন তার মালিক।' প্রমথ, ১৯২৯।

উত্তরাধিকারী [স] ১ বিপ আত্মীয়তার সূত্রে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকারী। 'কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়া নালিস করেন ...' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি উত্তরপুরুষ। 'সীরিয়া যখন সেলিউসের উত্তরাধিকারী-দিশের অধীন ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি পূর্বপুরুষের সম্পদের অধিকারী যে। 'তাহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব পৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উত্তরাংশ [সি] বি ভারতবর্ষের উত্তরস্থ হিমালয় অঞ্চল। 'এই দুয়োয় দিয়েই বোধ হয় উত্তরাংশের লোক দক্ষিণাংশে প্রবেশ করত।' প্রমথ, ১৯২৫।

উত্তরাংশ [সি] বি নিজ কক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের উত্তর দিকে গমন। 'এই সংক্রমণ উত্তরাংশ দিবসে ...' বৃন্দা, ১৫৮০।

উত্তরার্ধ **দ্র উত্তর**

উত্তরাংশ **দ্র উত্তর**

উত্তরী [স উত্তর>] ১ ক্রিবিপ উত্তর দিকে। 'কেহ বলে মোর লঞা পলায়

উত্তরী' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত। 'আমি উত্তরী-বাহু' নজরুল, ১৯২২।

উত্তরী-বায় [স উত্তর>+স বায়ু] বি উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা বাতাস। 'উত্তরী-বায় গো।' নজরুল, ১৯২৫।

উত্তরী, **উত্তরি** [স উত্তরীয়া] বি চাদর। 'উত্তরি আঁতের নাড়ি কুশরচর্মের শাড়ি' মুকুন্দ, ১৬০০। 'সোনার আভার কাঁপে তব উত্তরী' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

উত্তরি সূতা [স উত্তরীয়াসূত্র] বি গলায় পরার জন্য আধোয়া মোটা সূতার মালাকৃতি গোছ। 'নুপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় ... চাকের সংগতে নাচতে সেগেতে।' হুতোম, ১৮৬১।

উত্তরী-অংগ [সি] বি গুড়নার আঁচল। 'তৃপ্তরে দিল সে বিছায়ে উত্তরী-অংগকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উত্তরীয় [সি] বি চাদর; উড়ানি। 'পীতাম্বর জোড় পরে উত্তরীয় করিয়া' ভবানী, ১৮২৫।

উত্তরীয় [সি] উত্তর>। বিপ উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত। 'উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিশে লইয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

উত্তরে **দ্র উত্তর**

উত্তরোত্তর **দ্র উত্তর**

উত্তল [সি] বি কচ্ছপের পিঠের মতো বাকানো। 'আকাশের উত্তলে হেলান দেয় উত্তরের দিকে মুখ করে মকরক্রান্তির সূর্য' বৃন্দা, ১৯৫৫।

উত্তলিত [সি] বিপ উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে এমন। 'ব্যারাকে ব্যারাকে শরীফদের রক্তপ্রস্রিত বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

উত্তলিতা **পড়া** [সি উত্তল] ক্রি উত্তলে পড়া। 'দুষ্ক উত্তলিতা পড়ে নাড়ি দেহ পানি' মুকুন্দ, ১৬০০।

উত্তান [সি] ১ বিপ উপরমুখী। 'মুখে লালফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। ২ বিপ উন্মীলিত। 'উৎফুল্ল উত্তান চোখে চেয়ে আছ মুখপানে প্রীতির আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

উত্তাননয়ন [সি] বিপ চোখ ওলটানো অবস্থায় আছে এমন। 'মরা রূপ ধরি রহে উত্তাননয়ন।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

উত্তানশায়ী [সি] বিপ চিত হয়ে শায়িত। 'উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উত্তাপ [সি] ১ বি উষ্ণতা; তাপ। 'শীতকালে, কেবল আতনের তাত ও রৌদ্রের উত্তাপ ভাল লাগে।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি ঝাঁজ। 'সেই অসম্পূর্ণ পান্থিতে কেবল প্রচুর উত্তাপ দিত, কিন্তু যথেষ্ট আলো দিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উত্তাপতরঙ্গ [সি] তীব্র রোদে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দৃশ্যমান তরঙ্গ। 'অগ্নিরবী বররৌদ্রে কম্পশান উত্তাপতরঙ্গ' বিজুতি, ১৯৩১।

উত্তাপবিহীন [সি] বিপ উত্তেজনাবিহীন। 'তার মধ্যে একটা উত্তাপবিহীন সুকোমল সৌন্দর্যের আনন্দ মিশ্রিত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উত্তাপলাগা বিপ উত্তাপ লেগেছে এমন; উত্তেজিত। 'উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে-কেঁপে ওঠে।' গুয়াণী, ১৯৪৮।

উত্তাপহীন [সি] বিপ নিরুত্তাপ। 'কে মোরে ঢেকেছে উত্তাপহীন বিপুল পক্ষপুটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

উত্তাপিত [সি] বিপ উত্তেজিত। 'উত্তাপিত করিলে হৃদয়সম্পদ অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

উত্তারা [স উত্তর] ক্রি নামানো। 'উত্তারি আনিতে পারে নির্ধারিত রসসূত্র হ্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

উত্তাল [স] ১ বিণ বিবুদ্ধ। 'পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিণ প্রবল। 'আজি উত্তাল ভূমল হৃদে আজি নবদধন-বিপুল-মস্তে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বিণ আশ্রিত। 'আমাদের দেশেও যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বিণ উদ্যম। 'বন্ধে তোমার আঘাত করে উত্তাল নর্তনে রক্তরঙ্গিণী।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৫ বিণ ভাঙ্গুর। 'আমি উত্তাল, আমি তুল ভাঙ্গল মহাকাল।' নজরুল, ১৯২২।

উত্তালতা [স] বি উত্তাল অবস্থা। 'হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

উত্তীর্ণিত [স] বিণ উত্তীর্ণ। 'তাহাদের উত্তীর্ণিত জ্ঞাত রবে -।' নজরুল, ১৯২২।

উত্তীর্ণ [স] ১ বিণ কৃতকার্য। 'ঐ কালজের সাহেবেরা ইজাহামে উত্তীর্ণ হইলে ...।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বিণ নিষ্ঠুরি পেয়েছে এমন। 'চাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্যাকে সিন্দুর দান করে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বিণ উপনীত। 'তিনি নির্ভয়ে ইসলামের তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বিণ অবতীর্ণ। 'যখন পর্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্বচনীয় অনুগম স্থানুবই হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বিণ মুক্ত। 'আমরা আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সমস্তা অবলম্বন করিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিণ অতিক্রান্ত। 'বহুরত ঝড়-ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ হইয়া এক পরম শোভাকর দেবমন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উত্তীর্ণা [স] ১ বিণ ক্রী কৃতকার্য। 'নিষ্কলঙ্কী হইয়া উত্তীর্ণা হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বিণ ক্রী পার হয়েছে এমন। 'রাতি বহুক্ষণ যাবৎ ত্রিহর উত্তীর্ণা।' শ্যামসুদীন, ১৯৪৮।

উত্তুঙ্গ [স] ১ বিণ অতি উঁচু। 'তাঁহার ... মনোহর উত্তুঙ্গ প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী। রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বিণ অত্যন্ত। 'সীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে, নিঃশব্দ নিচ্ছূত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ প্রবল। 'শৈলবালায় আত্মদার অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ অতিদৌরিক। 'বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উলস থেকে উন্মূত হয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৫ বিণ প্রচণ্ড। 'উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে।' জীবন, ১৯৪২।

উত্তুঙ্গতা [স] বি অতি উচ্চতা। 'তাঁর ব্যক্তি হিমালয়ের উত্তুঙ্গতা লাভ করেছিল।' শরীফ, ১৯৭০।

উত্তুরে দ্র উত্তর

উত্তেজ [স] বি তীব্র তেজ। 'যথা গৃহমাঝে বহি ঝুলিলে উত্তেজে।' মাইকেল, ১৮৬১।

উত্তেজক [স] ১ বিণ উদ্দানাদাতা। 'তিনি তীতুমীর প্রতীক প্রদান উত্তেজক ও অপরাধী ... বিনশদ্রুপে ব্যক্ত করিলেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬। ২ বিণ উদ্বেককারী। 'এ স্বর্গীয় সুরা ... প্রেমভাব উত্তেজক।' মশাররফ, ১৮৮৭। ৩ বিণ চাঙ্গাকারী। 'একটা উত্তেজক ওষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উত্তেজনক [স] বিণ উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। 'ইদানীন্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানাকর্ম হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

উত্তেজনা [স] ১ বি অস্থিরতা। 'স্বীয় মানসের উত্তেজনাতে আরক্ত এক কর্ম।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি উদ্দীপন। 'ক্লেদ প্রকাশ করিয়া

তাহাদিগের ক্লেদ রিপূর উত্তেজনা করা কর্তব্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ বিরক্ত। 'কোম্পানির লোক তদর্থে তাহাদিগকে উত্তেজনা করিলে তাহাকে উত্থুকাচ দিয়া বিদায় করিয়া দিবেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বিণ বিস্ত্রাহের। 'ইহাও বিশ্বাস্য যে, বঙ্গের নীরীহ প্রজাদিগের উত্তেজনা ভাব সহজে সংঘটিত হয় না।' এডুকেশন, ১৮৯০। ৫ বি উদ্যম। 'অবসর এবং উত্তেজনা অঙ্গে অঙ্গে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উত্তেজনাজনক [স] বিণ উত্তেজনাকর। 'অধিকার উত্তেজনাজনক আর একটা ঘটনা ঘটিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

উত্তেজনা-প্রবাহ [স] বি চেতনাপ্রবাহ। 'স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আশোড়িত করে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

উত্তেজনাবর্জিত [স] বিণ উত্তেজনা নেই এমন। 'উত্তেজনাবর্জিত নির্মল ভবভূক্তি তাঁকে এই কাজে আকৃষ্ট করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

উত্তেজনাময় [স] বিণ চাঙ্গাকর। 'এখনো শিল্পে কৃতি জানে নাই, উত্তেজনাময় হীন আমোদেই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উত্তেজনামূলক [স] বিণ উত্তেজনা উদ্বেক করে এমন। 'ইংরেজের উপর যোগাযোগ করিয়া ক্ষমিক উত্তেজনামূলক উদ্বেগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উত্তেজনার আশ্রয় [স] উত্তেজনা+আশ্রয় বি আবেগের উত্তাপ। 'এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আশ্রয় পোহানো।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

উত্তেজনালীল [স] বিণ উত্তেজিত স্বভাবের। 'আমাদের মধ্যে যাহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনালীল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উত্তেজিত [স] ১ বিণ প্রবল। 'অর্জুনসুহৃদ উত্তেজিত হইয়া আসিতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ উদ্দীপিত। 'তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি বদ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বিণ চাঙ্গ। 'কল্পনা উত্তেজিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৪ বিণ ক্রুদ্ধ। 'ক্ষুধার্ত বা উত্তেজিত সিংহ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বিণ উজ্জ্বলিত। 'সুপ্রিয়া এক মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল।' মানিক, ১৯৩৫। ৬ বিণ মুগ্ধ। 'মাইকেল বাংলা-সাহিত্যে নূতন সম্পদের ভাণ্ডার উন্মোচিলেন - তা নিয়ে শ্রবীণরা বুঝ বেশি উত্তেজিত না হতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উত্তেজিত করা ক্রি উদ্দীপ করা। 'তাঁহার মহাকাব্যের মান ভাব দ্বারা সমস্ত য়োপোপমগুল উত্তেজিত করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উত্তোলন [স] ১ বি উঁচু করা। 'কাগ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বিণ উত্তীর্ণ। 'পুলিস রেগুলেশন বিলে বিস্তৃত আন্দোলন তরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

উত্তোলিত [স] বিণ তোলা হয়েছে এমন। 'তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উত্ত্যক্ত [স] বিণ বিরক্ত। 'ইহাতে তাহার পূর্বাপেক্ষা আরও উত্ত্যক্ত হইল।' ভারীণী, ১৮০৩।

উত্ত্যক্তকারী [স] বিণ বিরক্তকারী। 'মেয়েদের উত্ত্যক্তকারী এই বব্যাটো ছেলের বৈশী ডাগই ... অবস্থাপন্ন পরিবারের।' বেঙ্গম, ১৯৬৫।

উথা [স] উত্থান+ক্রি গঠা। 'লইয়া উত্থান থালা এক ভাবে উথে।' মানিকরাম, ১৮৮১।

উত্থান [স] ১ বি দাঁড়ানো। 'দক্ষ দেখি দেবগণ করিল উত্থান।' মুকুন্দ,

১৬০০। ২ বি আবির্ভাব। 'হরির উত্থান হইল কার্তিক মাসেতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি উন্নতি। 'পতন ও উত্থান যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি বিদ্রোহ। 'ধর্মঘট ও জমিদারের বিরুদ্ধে উত্থান।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩। ৫ বি অবস্থান। 'পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৬ বি উন্নয়ন হওয়া। 'মেঘমালায় অন্ধকার হইতে সোমন ধীরে ধীরে সূর্য উত্থান করিতে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৭ বি অভ্যুদয়। 'আমি উত্থান, আমি পতন।' নজরুল, ১৯২২। ৮ বি উন্মেষ। 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের যুগে।' হাই, ১৯৫৪।

উত্থানপতন [স] বি উন্নতি-অবনতি। 'জীবনের উত্থানপতন-ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

উত্থানপতনশীল [স] বি কখনো উথিত কখনো পতিত হয় এমন। 'উত্থান-পতনশীল কালের তরঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উত্থান শক্তি [স] বি ওঠার ক্ষমতা। 'শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তৎপ্রকৃত উত্থান শক্তি রহিত হইয়া অচেতন প্রায় ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

উত্থানশক্তিরহিত [স] বি ওঠার শক্তি নেই এমন। 'পৃথমধ্যে কল্যাণীয়ায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭২।

উত্থান [স উত্থান]। ক্রি ওঠা। 'আনন্দ অবিসারে উত্থানিল বরে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উত্থাপন [স] ১ বি অবতারণা। 'অসম্ভব আশা উত্থাপন করা রীতকর্মকে হাস্যাম্পদ করা মাত্র।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি উল্লেখ। 'তদ্বিষয় উত্থাপন করিলে সভাদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।' কৌমুদী, ১৮০০। ৩ বি জ্ঞাতকরণ। 'সংগতি অনেক দিবসের পর যুদ্ধে অচেতন্যতা হইতে এতদেশীয় সৈন্যেরা মন উত্থাপন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৪ বি উপস্থাপন। 'আপত্তি উত্থাপন করিবার পূর্বে একবার বিবেচনা করা উচিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বি প্রস্তাব। 'তবে তোমার পিতার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করি।' উন্মেষ, ১৮৫৭। ৬ বি রঞ্জ। 'মক্ষমা উত্থাপন করিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বি প্রকাশ। 'গোমস্তাদের কাছে যাহা উত্থাপন করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উত্থাপিত [স] ১ বি উত্থাপন করা হয়েছে এমন। 'যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি উপরে উঠে গেছে এমন। 'বাল্যরূপে উত্থাপিত হইয়া মেঘরূপে আকাশে স্থিতি করে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ বি উপস্থাপিত। 'আপত্তি উত্থাপিত করায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ বি উপস্থিত। 'তাহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উত্থাপিত করা ক্রি প্রস্তাব করা। 'বক পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিবা মাত্র ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

উথিত [স] ১ বি উল্লিখিত। 'কত প্রকার দয়ার কথা উথিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি দণ্ডায়মান। 'বোঝাই হইবা মাঝেই আপনি উথিত হয়।' মদনমোহন, ১৮৫০। ৩ বি উপরে উঠেছে এমন। 'উল্লিখিত সোপান পরস্পরা আরোহণ না করিলে, উক্ত মন্ডে উথিত হইবার সম্ভাবনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বিগ সৃষ্ট। 'জলরাশিমাধ্যা তৈরব কন্ডোল উথিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ৫ বিগ উচ্চারিত। 'কণাগুলি যে অভ্যন্ত স্নেহাঙ্গ এবং দয়াদ্রুত হৃদয় হইতে উথিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উৎপত্তন [স] ১ বি উপরের দিকে লাক। 'সেই অনুপজ্ঞাত-উৎপত্তনশক্তি দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

শাবকগুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি উদ্গিরণ। 'তারার গ্যাস ক্লবনের উৎপত্তন আজ আমাদের চোখে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উৎপত্তনশক্তি [স] বিগ উৎপত্তি লাফাতে সক্ষম। 'সেই অনুপজ্ঞাত-উৎপত্তনশক্তি শাবকগুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উৎপত্তিত [স] বিগ উদ্ভিত। 'বায়বীয় পদার্থসকল উৎপত্তিত হইয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উৎপত্তি [স] উৎপত্তি বি জন্ম। 'বামন রূপে জন্ম লইল উৎপত্তি।' মালাধর, ১৫০০।

উৎপত্তি [স] ১ বিগ আবির্ভূত। 'বেদ উদ্ভারিতে বিষ্ণু হইল উৎপত্তি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি উদ্ভব। 'কি বিষয় বিপন্নতার ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ বি সমাগম। 'অর্থের উৎপত্তি, উপাধ্বন, বিনিময় ... ইত্যাদি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি বিকাশ। 'অন্যান্য বিদ্যারও কোন অসৌকর্য্য কারণে উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বি সূত্রপাত। 'আমরা ইতিপূর্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি চিনিয়াও স্যাকিত হই নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৬ বি উৎস। 'এই "ওল" শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৭ বি জন্ম। 'বিশ্ব-কোপানি ইতি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

উৎপত্তিসম্ভাবনা [স] বি নতুন সৃষ্টির সুযোগ। 'অনেক নক্ষত্রেই ছিল সুস্থ-থেকে গ্রহের উৎপত্তিসম্ভাবনা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উৎপত্তা [স] বিগ উৎপন্ন। 'বাস্তাব্যার উৎপত্তা আক্ষিপের কন্যাক্রান্ত।' এডমন্ড, ১৭৯৩।

উৎপত্তাগামী [স] বিগ বিপত্তাগামী। 'একপক্ষে উৎপত্তাগামী হইলে অন্যতর পক্ষের উভয় অনিষ্ট।' সোমরকাশ, ১৮৭৩।

উৎপন্ন [স] উৎপন্ন বি উদ্ভূত। 'ভাবিতে ভাবিতে সব হইব উৎপন্ন।' আলোড়ল, ১৬৩০।

উৎপন্ন [স] ১ বিগ জাত। 'কৃষ্ণি গর্বে জন্ম পাণ্ডু বংশে উৎপন্ন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিগ উৎপাদিত। 'ইহাতে অতিশয় শস্য উৎপন্ন হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি আয়। 'পর্য্যাপ্ত হাজার টাকা উৎপন্ন হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮১৮। ৪ বি আদায়। 'দিল্লীর সন্নিক্টি স্থানে পূর্বে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইত।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৫ বিগ আবির্ভূত। 'মতিমান ব্যক্তি সকল উৎপন্ন হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

উৎপন্নকারী [স] বিগ উৎপাদনকারী। 'ধান যখন উহার উৎপন্নকারী কৃষকের হাতছাড়া হইল।' জামায়াত, ১৯৪৩।

উৎপন্নমতি [স] বিগ উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সাহেব আপনার উৎপন্নমতি ও বুদ্ধিমত্তা ...।' কেরি, ১৮০২।

উৎপন্নমতিত্ব [স] বিগ উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা। 'জয়শ্রী, উৎপন্নমতিত্ববলে, এক উপায় স্থির করিয়া কহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উৎপন্নীয় [স] বিগ আদায়কৃত। 'তিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া ...।' রামরাম, ১৮০১।

উৎপন্ন [স] বি পদ্ম। 'অতি রম্য সেরোবর কমল উৎপন্ন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। উৎপন্ন রাতা বি পদ্মফুলের মতো লাল। 'অতি শোভা করে যেন উৎপন্ন রাতা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উৎপন্নশালী [স] বিগ শ্রী পক্ষের মতো সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'উৎপন্নশালী চপলা কুমারী কমলা ওই।' নজরুল, ১৯২২।

উৎপাটন [স] ১ বি উচ্ছেদ। 'নূতন বাজার অবিলম্বে যহুজ উৎপাটন

করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি উপড়ানো। 'ফটিক গোটাচকর কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উৎপাটনযোগ্য [স] বিণ উপাটন করতে হবে এমন। 'দেহের দূর্গম গহনে বিপদ আছে বন্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উৎপাটনশীল [স] বি উন্মূল করে যে। 'ইহারা রক্ষণশীল দলভূত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায্য করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

উৎপাটিত [স] বিণ সমূলে ভুলে ফেলা হয়েছে এমন। 'বলপূর্বক উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উৎপাত [স] ১ বি দৈব নিম্নহ। 'ব্রহ্ম সাপ লক্ষ করি উৎপাত করিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি উপদ্রব। 'সৈদিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি অত্যাচার। 'নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুইবার পুলিশকে চেঁচাইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি আত্মনা। 'বাড়ীতে ভুতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৫ বি বিপদ। 'সেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

উৎপাতক [স] বিণ উৎপাতকারী। 'চাপা-দেওয়া পার্থক্য একটা উৎপাতক পদার্থ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উৎপাত্তম্র [স] বিণ ক্যামেলসম। 'বালককে দেশ হইতে আনিয়া ঐ ক্যামেলজ নিমুক্ত করিলাম তাহাতে উৎপাত্তম্র হইয়াছি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

উৎপাত্তমাত্র [স] বি উপদ্রবমাত্র। 'সমস্তই উৎপাত্তমাত্র, অপমান নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

উৎপাত্তহীন [স] বিণ উপদ্রব নেই এমন। 'মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাত্তহীন শূন্যতা লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উৎপাদন [স] ১ বি সৃষ্টি। 'ধূল্য শিতাদি অন্য অন্য মনোহর বস্তু উৎপাদন করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি উদ্ভাবন। 'তিনি গণিতের বান্ধা উৎপাদন, তদ্বারা বাণীয়া পোত ও বাণীয়া রথ নিরীক্ষা ...' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি উদ্ভাবক। 'ভাতভাত দিনকণ তাহার কতই আশঙ্কা ও কতই উদ্বেগ উৎপাদন করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি জনমান। 'মনুষ্যের মত কন্যাপুত্র উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগের ভরণ-পোষণার্থ ভোগ্যম্র হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উৎপাদন করা ১ ক্রি জ্বালানো। 'আলোক উৎপাদন করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ ক্রি ফ্যালানো। 'তিরতরকারী মেয়েরাই বেশির ভাগ উৎপাদন করে।' বেগম, ১৯৭৩।

উৎপাদনবিচ্ছিন্নতা [স] বি উৎপাদনবিমুখতা। 'সমাজে নতুন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উৎপাদন বিমুখতা অথবা উৎপাদনবিচ্ছিন্নতা।' সনৎ, ১৯৭০।

উৎপাদনবিধি [স] বি উৎপাদন-কাজের পদ্ধতি। 'প্রাচীন উৎপাদনবিধি ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য এক পাপচক্র সৃষ্টি করে ...' সনৎ, ১৯৭০।

উৎপাদনব্যবস্থা [স] বি উৎপাদনরীতি। 'নতুন কোন উৎপাদনব্যবস্থা দৃশ্যমূল না হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কতটা নিরাবলম্ব ও শোচনীয় হয়ে পড়ে ...' সনৎ, ১৯৭০।

উৎপাদনভিত্তিক [স] বিণ উৎপাদনকেন্দ্রিক। 'উৎপাদিকাশক্তির ব্যবহার প্রণালী যেমন ছিল, তেমন থাকে, উৎপাদনভিত্তিক সমাজ-সম্পর্ক।' সনৎ, ১৯৭০।

উৎপাদনী [স] বিণ উৎপাদন সংক্রান্ত। 'জমির অনুরূপতা কঠিন

প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

উৎপাদনীশক্তি [স] বি উৎপাদন করার ক্ষমতা। 'শ্রমের উৎপাদনীশক্তি তাতে বিন্দু মাত্র বাড়ো না।' সনৎ, ১৯৭০।

উৎপাদিকা [স] বিণ ক্রী উৎপাদন করতে সমর্থ। 'উৎপাদিকাশক্তি [স] বি উৎপাদন-ক্ষমতা। 'পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রমের অপচয়ের সংক্ষেপণের দ্বারা ... প্রযুক্তির শ্রুতি নির্ণীত হয়।' শিব, ১৯০৬।

উৎপাদিত [স] ১ বিণ উপপন্ন। 'বসদে উৎপাদিত প্রবাদিদি দৃশ্য হইবার কি কারণ?' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ সংঘটিত। 'যত বিদ্রুপ উপস্থিত হয়, তাহার অন্ধার ... স্বকীয় দোষে উৎপাদিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উৎপাদিতব্য [স] বিণ উৎপাদিত হবে এমন। 'উৎপাদিতব্য পাটের পরিমাণ-ত্রাস দ্বারা তার মূল্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাওয়াই মস্তিস্তার কর্তব্য ছিল।' সত্তপাত, ১৯৪৪।

উৎপাদিনী [স] বিণ ক্রী উৎপাদনক্ষম। 'তবু ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উৎপাদ্য [স] বিণ উৎপাদনযোগ্য। 'যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাত্তিরিক।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

উৎপাদ্য [স] বিণ বন্ধনহীন। 'উৎপাদ্যের তারুণ্যের লাস্যময়ী লীলায় মুগ্ধ।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

উৎপাদ্য [স] বিণ অত্যাচারী। 'প্রথম উৎপাদ্য জমিদার।' সুলত সমাচার, ১৮৭০।

উৎপাদ্য [স] ১ বি উদ্ভাত করা। 'বিপ্লবেরা যৎপরোনাস্তি উৎপাদ্য করতে ...' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি অত্যাচার। 'অনেক স্থলে এই সমস্ত ঘৃণাকর উৎপাদ্য ঘটতেছে।' এডুকেশন, ১৮৭২।

উৎপাদ্যকারী [স] বি পীড়নকারী। 'উৎপাদ্যকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উৎপাদ্যিত [স] ১ বিণ অত্যাচারিত। 'অপমানিত ও উৎপাদ্যিত হইয়াছিলেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি অত্যাচারিত ব্যক্তি। 'উৎপাদ্যিতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধনিবে না।' নজরুল, ১৯২১।

উৎপাদ্যিতা [স] বিণ ক্রী অত্যাচারিত। 'উৎপাদ্যিতা মেয়ে।' বিতুতি, ১৯০১।

উৎপাদ্যিতা [স] বি উৎপাদ্যিতের ইচ্ছা। 'উৎপাদ্যিতা, জিজ্ঞাসিতা, জিজ্ঞাস্য প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

উৎপূর্ণ [স] বিণ পূর্ণমাত্রায় ভরা। 'আত্মের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃত্তভরা অজস্র সুডাল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অমনি উৎপূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উৎপ্রেক্ষা [স] বি অভেদ কল্পনা করা হয় এমন অর্ধালঙ্কার [যেমন, 'ভূমি আমার নয়নমণি।' 'জীবন একত শূন্য।' কিন্তু 'ভূমি আমার নয়নমণির মতো' অথবা 'জীবন একটা স্বপ্নের মতো' উৎপ্রেক্ষা নয়, উপমা]। 'এমন ক্ষীণ জ্ঞান বুননকুশলের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিতে কিছু ডয়ের বিষয় নাহি।' তারিণী, ১৮০৩।

উৎপ্রেরণা [স] বি প্রবল প্রবৃত্তি। 'মানুষের মনে পীড়া দেওয়ার আঁট ঘাঁড়ের বংশগত উৎপ্রেরণা বিশেষ।' মনসূর, ১৯৫৫।

উৎপ্রব [স] বি ভরী। 'তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্রব দেখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উৎফুল্ল [স] বিণ উল্লসিত। 'ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পরিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বিধবা সেই দিন হইতে ...' বিদ্যা, ১৮৫৬।

উৎফুল্লতা [স] বি আনন্দ: 'স্বর্তির ভাব। 'মনের ভেতর একটা উৎফুল্লতা।' জীবন, ১৯৩১।

উত্তম [স উত্তম] বিণ শ্রেষ্ঠ। 'উত্তম অধম মধ্যম তৃবিধ প্রকারে।' মালাধর, ১৫০০।

উত্তর [স উত্তর] ১ বি কথা। 'আর কেহো নাহি জানে এসব উত্তর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি উত্তর দিক। 'দক্ষিণে হইল উত্তর দিগ নিনা।' মালাধর, ১৫০০।

উত্তরা [স উত্তরগণ] কি উপস্থিত হওয়া। 'স্ত্রি পুত্র সহিত সন্তে উত্তরীলা গিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

উত্ৰাত্ত [স] বিণ বিরক্ত। 'এক সময় বৃক্ষের আপন নিঃশব্দ আর সমতাবহা যাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগে রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উত্ৰাত্ত হইয়া ...' তারিণী, ১৮০৩।

উৎরাই বি চাল। 'কোথাও চড়াই আবার কোথাও উৎরাই।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

উরানো ১ কি অবতরণ করা। 'জাহাজকে বিদায় দিয়া গজোলায় করিয়া বেনিসে উরাইলাম।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ কি পার হওয়া; শেষ হওয়া। 'পেদিন সন্ধ্যা উৎরেছে রাবেরা আসেনি।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

উৎরে যাওয়া কি উত্তীর্ণ হওয়া। 'দেখে নিও আমি মহাপুরুষের ভূমিকার দিক উৎরে যাবো একদিন।' শামসুর, ১৯৬৬।

উত্রাস [স] বি ত্রাস; ভয়। 'উত্রাস ভীম' নজরুল, ১৯২৫।

উত্রি [স উত্তরীয়] বি উত্তরীয়; চাদর। 'উক্ত মত করে ক্রিয়া উত্তরীয় উত্রি।' ময়নিকরাম, ১৭৮১। **ঊত্রী**

উৎলানি বি আন্দোলন। 'সূর্যের উৎলানিতে নীহারকে কেমন যেন একরকম অভিভূত করে রেখেছে।' জীবন, ১৯৩২।

উৎশিষ্ট [স] বিণ উদ্ভূত। 'ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অর্থবৎসে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উৎশস্ক [স] বি চূড়ান্ত সমাপ্তি। 'যাকে অর্থবৎসে বলেছেন সীমার উদ্ভূত, সশস্ক শেষের উৎশস্ক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উৎস [স] ১ বি প্রবাহ। 'আজ্ঞার মধ্যে তাহার অনন্ত উৎস দেখিতে পান।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বি উৎপত্তিস্থল। 'প্রীতি ও শ্রদ্ধারূপ রমণীয় উৎস হইতে তাহাদের প্রত্যেক কার্য ও মনন উৎসারিত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বি স্রোয়া। 'স্বরগজ্ঞ, উৎস, বাগান, গ্রাসাদ, পাথরে বঁধানো রাজ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি উৎপত্তিস্থল। 'অগ্নি-উৎসের ন্যায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৫ বি সাগর। 'উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

উৎসজল [স] বি সাগরের জল। 'উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

উৎসতীর্থ [স] বি তীর্থভূমি; তীর্থস্থান। 'তীর্থ অর্থাৎ তীর্থ আস্পুল মানে উৎস - উৎসতীর্থ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উৎসধারা [স] বি ঝরনার প্রবাহ। 'আত্মদানের উৎসধারায় মগলঘট ভর গো।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উৎসমুখ [স] বি উৎপত্তিস্থান। 'যেথা বাকা রূপের উৎসমুখ হতে

উজ্জিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

উৎসমূল [স] বি উৎপত্তিস্থল। 'সে হল জীবনের উৎসমূলে অবগাহন।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

উৎসস্থল [স] বি উৎপত্তিস্থান। 'এর উৎসস্থল বৃহত্তর ভারতীয় আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে।' উমর, ১৯৬৬।

উৎসস্রোত [স] বি উৎস থেকে আগত স্রোত। 'অমৃতের উৎসস্রোতে চিত্ত তেমন চলে যায় দিশন্তের নীলিম আলোতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উৎসঙ্গ [স] ১ বি কোল। 'উৎসঙ্গে লীনা বীণা সে মুক্তবরা।' অবন, ১৯০০। ২ বি আশ্রয়। 'জনা ও মৃত্যুর ভারী উৎসঙ্গে যত আছে রূপ-রাগ নিল সেই সঙ্গে।' মোহিত, ১৯৩০।

উৎসঙ্গ-প্রদেশ [স] বি কোল। 'উৎসঙ্গ-প্রদেশে, ধূজটির পাদপদ্ম পড়িছে সযনে অক্ষবরি।' মাইকেল, ১৮৬১।

উৎসন্ন [স] ১ বিণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমুদায় একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বিণ অধঃপাতিত। 'বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১। ৩ বিণ বিনষ্ট। 'সাধারণের সম্পত্তি উৎসন্ন করিতেছে।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

উৎসন্ন যাওয়া কি গোটায়া যাওয়া। 'বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১।

উৎসব [স] ১ বি আনন্দানুষ্ঠান। 'তনে তারা উৎসবের কথা।' মুক্তন, ১৬০৭। ২ বি আনন্দ। 'ভূমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস / বাহুর উৎসব দেখি বড় অভিশাষ।' মুক্তন, ১৬০০। ৩ বি মেলা। 'এই গ্রামে একটি উৎসব হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি পরিভূক্তি। 'বস্ত্রত গভীর রমণীর যে কটি সঁটোতে চোখের উৎসব তেমন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উৎসব-কার্য [স] বি উৎসবের আয়োজন। 'যজ্ঞাদি উৎসব-কার্যে সমাদরপূর্ণকি নিমন্ত্রণ করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উৎসব-কৌতুক [স] বি আমোদ-আহ্লাদ। 'মস্তসবে উৎসব-কৌতুকে।' মাইকেল, ১৮৬২।

উৎসববন্ধন [স] বি উৎসবের মূহূর্ত। 'পাছে উৎসববন্ধন তদ্রূপে হয় নিমগন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

উৎসব-দীপ [স] বি উৎসবের প্রদীপ। 'কার তরে জ্বালো উৎসব-দীপ?' নজরুল, ১৯২৪।

উৎসব-বালক [স] বি উৎসবে গান গায় যে বালক। 'উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

উৎসববিলাসী [স] বিণ উৎসব নিয়ে অতিশয় উৎসাহী। 'উৎসববিলাসী সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উৎসবমুখর [স] বিণ উৎসবের আনন্দে পরিপূর্ণ। 'এই অঞ্চল এবং সত্যাবতার উৎসবমুখর বাড়ি।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

উৎসবরাজ [স] বি বসন্ত ঋতু। 'উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে অরা ফুলের খেলা রে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

উৎসবরাতি [স উৎসব+স রাতি] বি উৎসবের রাত। 'ঘরেতে বারবার এসেছে বিবাহ-উৎসবরাতি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

উৎসবরীতি [স] বি আনন্দানুষ্ঠানের ধরন। 'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর উৎসবরীতির সাধারণ ভারতীয় অনুসারে ...' মোতাহার, ১৯৩৭।

উৎসব-লক্ষ্মী [স] বি স্ত্রী উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী। 'হিমালীর কারাদুর্গতলে

প্রাণের উৎসবসঙ্গী বন্ধী ছিল তন্মাত্র শৃঙ্খলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উৎসব-সঙ্গীত [স] বি উৎসবাদিতে গাওয়া হয় এমন গান। 'বভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আরম্ভ করে ধর্মসঙ্গীত প্রেম-সঙ্গীত বদেদী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত ...' মোতাফর, ১৯৩৭।

উৎসব-সভা [স] বি আনন্দানুষ্ঠান। 'আমাদের কথাপকখন-সভা সেই উৎসব-সভা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

উৎসব-সভাতল [স] বি উৎসবের স্থান। 'হৃদের উৎসবসভাতলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উৎসবহীন [স] বিণ উৎসব নেই এমন। 'উৎসবহীন কৃষ্ণপক্ষে আমার বক্ষোমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উৎসবান্তে [স] ক্রিবিণ উৎসবের শেষে। 'উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উৎসবার্থ [উৎসব-অর্থ] ক্রিবিণ উৎসবের জন্য। 'উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উৎসবাস্ত [স] বি পতন। 'পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই।' জীবন, ১৯৪৮।

উৎসর্গ [স] ১ বি দান। 'আটচালা পরিপূর্ণ পিতৃলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বি নিবেদন। 'সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৫।

উৎসর্গ-করা [স উৎসর্গ+করা] বিণ উৎসর্গ করা হয়েছে এমন। 'এক-একটা দিন পুরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উৎসর্গ-সামগ্রী [স] বি দানবস্তু। 'পবিত্র উৎসর্গ-সামগ্রীর মতো তুলিয়া ধরিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উৎসর্গা [স উৎসর্গ+] ক্রি উৎসর্গ করা। 'কন্যা উৎসর্গিয়া দিল ততক্ষণ।' বিজয়, ১৬৫০।

উৎসর্গিত [স] বিণ উৎসর্গ করা হয়েছে এমন। 'সমাজেও উন্নয়নের সাধনায় ফাতেমা জিন্নার জীবন উৎসর্গিত।' বেগম, ১৯৪৯।

উৎসর্গীকৃত [স] বিণ উৎসর্গ করা হয়েছে এমন। 'খান বাহাদুর সমাজসেবায় দেহমন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।' প্রচারক, ১৯০৬।

উৎসর্গীকৃতপ্রাণ [স] বিণ প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে এমন। 'স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাপুরুষ।' সাদত, ১৯৬৭।

উৎসর্জন [স] বি উৎসর্গ। 'শত লক্ষ ধিকারলাঞ্ছনা উৎসর্জন করি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

উৎসাত [স] বিণ উচ্ছন্ন; বিনষ্ট। 'ভালিল তরুর ডউল কত ঘর উৎসাত হইল গৌড়।' মানিকরায়, ১৭৮৭।

উৎসাদ [স] বি ধ্বংস। 'এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উৎসাদন [স] বি উচ্ছন্ন। 'যুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উৎসাদিত [স] বিণ বিতাড়িত। 'আমেরিকাগণের মতো উৎসাদিত হইল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উৎসারী [স উৎসার+] ক্রি উৎসারিত হওয়া। 'উৎসারিতে প্রাণের ধারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

উৎসারিত [স] বিণ নির্গত। 'পূর্ণ উৎসার মতো গ্র্যাডেন্টের বক্তৃতা

উৎসারিত হতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উৎসাহ [স] ১ বি উদ্দীপনা। 'পরম উৎসাহ সবে হৈলা যত্নবান।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি অগ্রাহ। 'প্রবৃত্তির উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৮৮। ৩ বি প্রেরণা। 'উৎসাহ দেওয়া সুকৌশল বোধ করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'উৎসাহ, একতা, উন্নতিজ্ঞা একেবারে দ্বয় হতে নির্বাসিত।' হুতাশ, ১৮৬১।

উৎসাহজনক [স] বিণ উৎসাহ জাগায় এমন। 'উৎসাহজনক কোন সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেই ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

উৎসাহতরঙ্গ [স] বি উৎসাহরূপ তরঙ্গ। 'আশ্চর্য উৎসাহতরঙ্গ উদ্ভিত হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উৎসাহদাতা [স] বিণ উৎসাহ প্রদানকারী। 'ইনি সাহিত্যব্যবসায়ী-দিগের সহায়, উৎসাহদাতা, গুডাকজ্ঞী ও সুহৃদ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

উৎসাহদাত্রী [স] বিণ স্ত্রী উৎসাহ প্রদানকারী। 'দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী।' বিকৃতি, ১৯২৯।

উৎসাহপরায়ণ [স] বিণ অগ্রাহী। 'বিধি ও ব্যবস্থা রক্ষা করতে উৎসাহপরায়ণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উৎসাহপূর্ণ [স] বিণ আনন্দময়। 'চতুর্দিকই উৎসাহপূর্ণ।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উৎসাহপূর্বক, উৎসাহপূর্বক [স] ক্রিবিণ উৎসাহ নিয়ে। 'ইহারা উৎসাহপূর্বক কহিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

উৎসাহপ্রদ [স] বিণ উৎসাহ জাগায় এমন। 'মাটিচি নরম তাই উৎসাহপ্রদ - যেন বা তেজবর্ধক।' হাসান, ১৯৬৭।

উৎসাহবর্ধন, উৎসাহবর্দ্ধন [স] বি উৎসাহ বৃদ্ধি। 'কৃষিজীবীদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে একটি কৃষিসমাজ সংস্থাপন করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উৎসাহবাহী [স] বি প্রেরণামূলক বার্তা। 'তার কাছ থেকে এই উৎসাহবাহী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

উৎসাহবান [স] বিণ অগ্রাহী। 'ইহাদের মধ্যে ... উৎসাহবান দেশ-পর্যটকও হইয়া গিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

উৎসাহবোধ [স] বি অগ্রাহ অনুভব। 'কিলাতি রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উৎসাহবাক্ত [স] বিণ উৎসাহ প্রদান করে এমন। 'প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে মেয়েদের ভূমিকাও একান্ত উৎসাহবাক্ত।' বেগম, ১৯৬২।

উৎসাহশীল [স] বিণ উদ্যোগী। 'সভাব সদা উৎসাহশীল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

উৎসাহসম্পন্ন [স] বিণ উদ্যোগী। 'উৎসাহসম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান ভ্রাতৃগণ।' প্রচারক, ১৮৯৯।

উৎসাহহীন [স] বিণ উৎসাহ নেই এমন। 'চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ভের মতো এমন গুরুভার ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উৎসাহহীনতা [স] বি উদ্দীপনাহীনতা। 'এই ভাবেই উৎসাহহীনতা ও গুণদাসীনা বলিয়া গণ্য করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উৎসাহ [স উৎসাহ+] ক্রি উৎসাহিত হওয়া। 'নবীনবদনে অভয়কিরণ/জ্বলি ওঠে উৎসাহি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

উৎসাহাধিত [স] বিণ উৎসাহিত। 'এতাদৃশ পরোপকারে উৎসাহাধিত হইয়া প্রবর্ত হইয়াছেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

উৎসাহাভাব [স] উৎসাহ-অভাব। বি উৎসাহের অভাব। 'উৎসাহাভাবে দুর্বলের মতো প্রতিভাত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উৎসাহিক [স] বিণ উৎসাহী। 'সে কেবল দৃষ্টি-একটি অত্যাশাহিকের ম্যালের মধ্যে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উৎসাহিত [স] ১ বিণ উৎসাহ পেয়েছে এমন। 'তাঁহারে মুগ্ধাভাবে উৎসাহিত করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বিণ অগ্রহী। 'ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বিণ অনুপ্রাণিত; উদ্বুদ্ধ। 'পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উৎসাহী [স] ১ বিণ উদ্যমী। 'কদাচ তাঁহারা দেশের মঙ্গলার্থে উৎসাহী উদ্যোগী হইবেন না।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বিণ অগ্রহী। 'যদি গণ্ডর্বমণ্ড উৎসাহী হইয়া সকল গ্রামের মধ্যে এক এক চাঁদা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বিণ অগ্রহী। 'তাঁহারা সেই আবাদন-সুখ অন্যদিকে দিবার জন্য উৎসাহী হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৪ বিণ উৎসাহিত। 'মেয়েলি ব্রত গ্রন্থআকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিণ তরপর। 'যতরকম অশান্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উৎসাহোন্মুখ [স] উৎসাহ-উন্মুখ। বিণ উৎসাহাধিত; উদ্যমী। 'এই উৎসাহোন্মুখ যুবককে সরিষের অবগত করাইয়া পূর্বেই সতর্ক করা আমার কর্তব্য হইতেছে।' মশারফ, ১৮৬৯।

উৎসুক [স] ১ বিণ অগ্রহাধিত। 'অপূর্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক উৎসুক লোক উৎসুক ...।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ কৌতুহলী। 'ক্রমে এই মন্দির এমন একটি স্থান হইল যে, প্রত্যেক খাটি ইহুদী উৎসুক দৃষ্টিসহকারে তাহার দিকে তাকাইত।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বিণ উৎকণ্ঠিত। 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি বাড়ের অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উৎসুকচিত্ত [স] বি অগ্রহী মন। 'উৎসুকচিত্তে তিনি গোয়ার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উৎসুকতা [স] বি ব্যয়তা। 'এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়।' অচিন্ত্য, ১৯৫৫।

উৎসুকদৃষ্টি [স] বি কৌতুহলী দৃষ্টি। 'পৃথিবীর দিকে উৎসুকদৃষ্টিতে হৃদয় মেলিয়া দিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

উৎসুক হওয়া [স] বি উদ্যমী হওয়া। 'তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া ... চলিয়া আসিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উৎসুকা [স] বিণ ক্রী অগ্রহাধিত। 'শকুন্তলা নিতান্ত উৎসুকা হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৪।

উৎসৃষ্ট [স] ১ বি এঁটো। 'আমারই উৎসৃষ্ট খাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বিণ উৎসর্গীকৃত। 'তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উৎসৃষ্টপ্রাণ [স] বিণ প্রাণ উৎসর্গ করেছে এমন। 'ইসলামের ইচ্ছাৎ রক্ষায় উৎসৃষ্টপ্রাণ মওলানার কাণছে ...।' সওগাত, ১৯২৮।

উৎসেদ [স] বি ধ্বংস। 'এ রাজধানীর উৎসেদ দশা প্রান্তির উপক্রম হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উৎসেধ [স] বি উচ্চতা। 'তরলের উৎসেধ কিছু কিছু বাড়িতে লাগিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

উৎস্রাব [স] উৎস্রাবণ। বি উছলানো। 'আপনারে দেয় উৎস্রাবিয়া।'

রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উথল পাখাল [স] উত্তল। ১ বিণ উথেলিত। 'সারা গায়ে তার স্নেহ ও মমতা উথল পাখাল করে।' জসীম, ১৯২৭। ২ বিণ অতি উত্তাল: প্রবল ডেউয়ুক। 'নিম্নে নদী উথল পাখাল।' জসীম, ১৯৩১।

উথলা [স] উত্তাল। ১ বি উঠে পড়া। 'হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ক্ষীত হওয়া। 'নদী খালে বৃষ্টি জলে উথলে মগ্ন।' মুকুল, ১৬০০। ৩ বিণ আবেগপূত হওয়া। 'উথলএ বিরহ হিয়োল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি ছড়িয়ে পড়া। 'দুই দিগে উথলায় সমগ্র তরঙ্গ।' আলাওল, ১৬৮০। ৫ বি উঠে পড়া। 'অল সহিতে তথা উথলিল জল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বি সক্রিয় হওয়া। 'উথলিল সেই বিষ আত্মার করমানে ...।' সুলতান, ১৭০০। ৭ বি তরল পদার্থ সিন্ধ হওয়া। 'উথলাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ৮ বি জমে ওঠা। 'বলিবে কি উথলিল পুরাতন সুখ।' উমেশ, ১৮৫৭। ৯ বি ঝরে পড়া। 'কি ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়ন-বারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ১০ বি ফুটে ওঠা। 'আমার হিয়াখানি হারালো সীমা বিপুল হরহে, উথলি উঠে বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ১১ বি বের হওয়া। 'মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল?' নরকমল, ১৯২৩। উথলএ বি আবেগপূত হয়। 'উথলএ বিরহ হিয়োল।' বাহরাম, ১৬৫০। উথলি বি উথলে উঠলো। 'উথলি উঠিল জল দেখিতে অশার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। উথলি উথলি ক্রিবিণ মাঝে মাঝে। 'নিতি প্রতি শব্দ করে উথলি উথলি।' সুলতান, ১৭০০। উথলিয়া ক্রি ক্ষীত হয়ে। 'অমনি প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে।' মানিকরাম, ১৭৮১। উথলিয়ে ক্রিবিণ উপচে। 'অ-বিম্ব উথলিয়ে নীরু হয়েছিল নৈরাকার।' লালন, ১৮৯০। উথলিল ১ বি ক্ষীত হয়ে উঠলো। 'উথলিল প্রেমবন্যা তৌদিকে বেড়ায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সক্রিয় হলো। 'উথলিল সেই বিষ আত্মার ফরমানে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি মনে পড়লো। 'বলিবে কি উথলিল পুরাতন সুখ।' উমেশ, ১৮৫৭। উথলে ক্রি ক্ষীত হয়। 'উথলে সাগর জল।' গিরিশ, ১৮৮৭। উথলে ওঠা ক্রি কেঁপে বা ফুলে ওঠা। 'অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উথলিত [স] উত্তাল। বিণ উচ্ছলিত। 'চন্দ্রকান্ডো উথলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উথা ক্রিবিণ সেখানে; ওখানে। 'উথা কংস নৃপবরে ভগিনি আনিঞা ঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

উথাত ক্রিবিণ ওখানে। 'উথাত অজ্ঞান গেলা হস্তিন নগরে।' মালাধর, ১৫০০।

উথার্জা পাথার্জা [স] উৎ+জা, প্রজা। ক্রিবিণ উদ্বুদ্ধ করিয়ে। 'উথার্জা পাথার্জা আঁকা আঁগিল।' বড়ু, ১৪৫০।

উথালানো [স] উত্তাল। ক্রি উথলে ওঠা। 'মহাকুণ্ড উথালিয়া করে টলমল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উথালি-পাখালি [স] উত্তাল। বিণ অস্থির। 'এ বুঝি জ্যোয়ানকির উথালি-পাখালি নাচন।' কায়সার, ১৯৬২।

উথাসে ক্রিবিণ ওখানে। 'উথাসে নারদ মুনি গিয়া কৃষ্ণ ঠাঞি।' মালাধর, ১৫০০।

উদঅ [স] উদয়। বিণ পূর্ব। 'উদঅ দুআরে উপনীত।' রামাই, ১৭১০।

উদঅ [স] উদয়। ক্রি উদিত হওয়া। 'উদইছে যেন শশী রবি।' চন্দ্র, ১৫৫০। 'আদমের পৃষ্ঠেত উদএ পূর্ণ শশী।' সুলতান, ১৭০০।

উদক [স] বি পানি। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' চণ্ডী ২৯, ১২০০।

উদকচান্দ [স উদক-চন্দ্র] বি পানিতে প্রতিফলিত চাঁদ। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' চর্যা ২৯, ১২০০।

উদকযন্ত্র [স] বি জলযানাদি। 'দূরসকল ত ধন ধান্য উদকযন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

উদক^১ [স] বি উত্তরাভিমুখ। 'মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উদগত [স উদগত] বিণ উৎসুক। 'সব খন পরদারে উদগত মতী।' বড়ু, ১৪৫০।

উদগম [স উদগম] বি উদয়। 'অস্থিসন্ধিত্যাগ অনুভাবের উদগম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উদগমমতী [স উদগমমতী] বিণ উৎসুক। 'রাধার কারণে ভৈলৌ উদগমমতী। বড়ু, ১৪৫০।

উদগারী [স উদগার] ক্রি বিমি করা। 'গলাএ অঙ্গুলিআ উদগারিল জল।' মাদাধর, ১৫০০। দ্র উদগার

উদয় [স] ১ ক্রিবিণ উত্তেজিতভাবে। 'আহানিল ভীম রবে সুখীবে উদয়।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ তুমুল। 'আমি চাই উদয় সংগ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ ক্রিবিণ অগ্রহ নিয়ে। 'তিনি অতিরিক্ত উদয়ভাবে একাঙ্গীয়া ফলাহিতে ব্যস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বিণ জোরালো। 'কঠ থেকে আরেক কঠে উদয় হতে থাকল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বিণ দারুণ। 'ফিরে ঘাবার জন্যে তাদের এ উদয় ব্যতীত।' ওয়ালী, ১৯৪৫। ৬ বিণ ভয়ঙ্কর। 'এল বন্ধুর উপলব্ধিতে উদয় বৈশাখ।' ফররক, ১৯৪৬। ৭ বিণ প্রবল। 'হিন্দুত্বানের বিনয়াদ বাংলার বুকে কার্যেম হইবে—এই উদয় আশা...'। আজাদ, ১৯৪৬।

উদয়তা [স] বি তীব্রতা। 'তারি উদয়তা নিয়ে ... ভোগ সুখ সব তৃষ্ণ করি নিশি পথের বাঁকে এসেছিলে নেমে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

উদয়োগ [স উদ্যোগ] বি আয়োজন। 'উদয়োগ করিল কলস করিতে নিদন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উদত [স উদ্যত] বিণ উদ্যোগী। 'পরে বোজ্ঞতা যাইতে উদত হইলেন।' চর্যাচরণ, ১৮০৫।

উদত [স উদত] বিণ উদাত। 'পত্র পাঠাইতে উদত ছীলাম।' চিঠিপত্রে, ১৮৬৫।

উদধি [স] বি সমুদ্র। 'নাতি কুণ্ড উদধি তাঁওর জলাকার।' আলাওল, ১৬৮০।

উদন [স উদন] বি ভাত। 'পায়েস উদন পিঠা পঞ্চাশ বৈশন মিঠা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উদবর্ত, উদবর্ত [স উদবর্ত] বিণ উত্ত্বত। 'জত ঢাকা উদবর্ত হইবেক।' কালগে, ১৭৯৮।

উদবিয় [স উদ্বিগ্ন] বিণ উৎকণ্ঠিত; দুঃস্বপ্নাশ্রিত। 'বড়ই উদবিয় আছি।' ওর্না, ১৭৭৯। দ্র উদ্বিগ্ন

উদবিদ্যু [স] বি জলবিদ্যু। 'বিগলিত যেদ উদবিদ্যু।' গোবিন্দ, ১৬০০।

উদবিলাই [স উদবিলাই] বি ভৌদড় জাতীয় জলজন্তু। 'উদবিলাইয়ের চামড়া।' কালগে, ১৭৮৪।

উদবোণা [স উদ্বোণ] ক্রি উদ্বিগ্ন হওয়া। 'জন্মূনাক তির উপবন উদবোণাল ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দ্র উদ্বোণ

উদয় [স উদ্যম] বি উৎপাত; উপদ্রব। বিদ্যা, ১৮৯১।

উদমাদী [স উদ্যম] বিণ আধাপাণলা; বোকা। বিদ্যা, ১৮৯১।

উদমো [স উদ্যম] ১ বিণ বন্ধনহীন। 'এই ভারত মাঠে হে আমার উদমো ঘাড়।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ দুরন্ত। 'উদমো ছেলে হটফটে খুব।' নজরুল, ১৯২৬।

উদযোগ [স উদ্যোগ] বি আয়োজন। 'আমাকে মারবের উদযোগ করো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। দ্র উদ্যোগ

উদয় [স] ১ বি ওঠা। 'উরজ উদয় ধল লালিম দেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'অন্ধকার সূচিল হৈল সুর উদয়।' মাদাধর, ১৫০০। ২ বি উৎপত্তি। 'যত দেবি সব তোমা হৈতে সে উদয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি প্রকাশ। 'তীরা তোমার পদযম করাহ যদি উদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি আবির্ভাব। 'প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভাকর ভ্রূয়ায় পরিবর্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বি সমগ্র। 'অবহকার উদয় হইলেই রাগ উপস্থিত হয়।' প্যারী, ১৮৫৮। ৬ বিণ উদিত। 'আবার হইল চিত্তা ফলয়ে উদয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

উদয়-অচল [স] বি সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত; পূর্বদিগন্ত। 'যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

উদয়-অচলতল [স] বি উদয়চালের পাদদেশ। 'উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

উদয়-অন্ত [স] বি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। 'বেষ্টিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গমতলে উদয়-অন্তের চক্রপথে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

উদয়-উষা [স] বি সূর্যোদয়ের সময়। 'আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?' নজরুল, ১৯৪১।

উদয়কালীন [স] বিণ সূর্যোদয়ের সময়কার। 'উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি।' রামশ্রীসাদ, ১৭৮০।

উদয়গিরি [স] বি সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'উদয়গিরি হতে উঠে কহ মোরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

উদয়গোখলি [স] বি সূর্যোদয়ের কাল। 'উদয়গোখলি-রঙে রাজা হয়ে।' নজরুল, ১৯৩০।

উদয়-ছবি [স উদয়+আ সর্বিহ] বি উদয়ের দৃশ্য। 'উদয়-ছবি শেষ হবে কি অন্ত-সোনায় একে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উদয়-তারার [স] বি শুকতারার। 'আমাদের উভয়ের অন্ত-তারার আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।' নজরুল, ১৯২০।

উদয়-দিকপ্রান্ত-তল [স] বি সূর্যোদয়ের দিগন্ত; পূর্ব দিগন্ত। 'উদয়-দিকপ্রান্ত-তলে নেমে এসে শান্ত হেসে দিন বলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উদয়দিগন্ত [স] বি পূর্বদিক। 'প্রথম যুগের উদয়দিগন্তে প্রথম দিনের উষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

উদয়দিগন্ত [স] বি পূর্বের আকাশ। 'উদয়দিগন্তে মেঘের মেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উদয় নাগ [স] বি সর্পের নাম। 'উদয় নাগ আঁঠুগুয়া পানক প্রধান।' ফয়জুরেসা, ১৮৭৬।

উদয়-মাবে [স] বি পূর্বের আকাশ। 'তব জনদিবসের দানের উৎসবে বিক্রি সজ্জিত আজি এই প্রভাতে উদয়প্রাঙ্গণ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

উদয়প্রাঙ্গণ [স] বি সূর্যোদয়ের প্রভাত। 'জাগো উদয়প্রাঙ্গণে উষা রক্তশিখা।' নজরুল, ১৯৩০।

উদয়-মাবে [স] বি সূর্যোদয়ের কালে। 'সূর্যের উদয়-মাবে খোল

আপনারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উদয়শিখর [স] বি সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'উদয়শিখরে তার দেখো আনিজ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

উদয়শৈল [স] বি সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'উদয়শৈল উজল করি শিশিরযৌত পরম প্রভাত উদিল নবীন জীবন ভরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

উদয়সমুদ্র [স] বি সমুদ্ররূপ যে স্থান থেকে সূর্য উদিত হয়। 'পৃথিবীর মাঝখানে উদয়সমুদ্র হতে অন্তসিদ্ধপানে প্রসারিয়া আপনারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উদয়সীমা [স] বি পূবের আকাশ। 'নবপ্রভাতের উদয়সীমায়/ অরুণলোকের ঘারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

উদয়সূর্য [স] বি উদিত সূর্য। 'উদয়সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উদয় হওয়া ১ ক্রি উৎপত্তি হওয়া। 'তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিল কেবল আক্ষেপের উদয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ ক্রি উপস্থিত হওয়া। 'তাই আজ অসময়ে উদয় হল্যাম।' বৃজ্জি, ১৯৩১।

উদয়চল [স] উদয়-অচল। বি সূর্যোদয়ের কল্পিত পর্বত। 'দিনকর উদয়চলে দর্শন দিলে ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

উদয়াদিত্য [স] উদয়+আদিত্য। বি নবোদিত সূর্য। 'প্রভাতে উদয়াদিত্য, সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

উদয়াবধি [স] উদয়-অবধি। ক্রিণিণ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। 'প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্যন্ত বিলম্বরূপে ধর্ম পক্ষ ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

উদয়ারণ্য [স] উদয়-অরণ্য। বি উদয়কালের সূর্য। 'শ্মিত উদয়ারণ্য-কিরণ-বিসাণিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদয়াস্ত [স] ১ বি উদয় ও অস্ত। 'প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের প্রান্তে শোভকের ভূম্যেচ্ছ পরিবর্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৮৮। ২ ক্রিণিণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। 'উদয়াস্ত বেয়ে গেল যে-অক্ষয় রূপের সঞ্চয়।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

উদয়াস্তরবিরশিখাপাত [স] উদয়-অস্ত-রবি-রশ্মিপাত। বি উদয় থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সূর্যের আলোক। 'নিঃশব্দ গ্রহণ করে উদয়াস্তরবিরশিখাপাত।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

উদয়াস্তাদি [স] উদয়-অস্তাদি। বি উদয় এবং অস্ত ইত্যাদি। 'প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি দেখিতে পাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উদয়োন্মূখ [স] বিণ উদিত হওয়ার জন্য উন্মূখ। 'আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মূখ তার সহস্র ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

উদয়ন [স] বি ওঠা। 'বেলা উদয়নে মুখ দরশনে ভোমরা দংশনে মৈলু।' আলাওল, ১৭০০।

উদয় [স] ১ বি গর্ভ। 'হলী বনমালী নাম সৈবকী উদরে।' বভু, ১৪৫০। ২ বি পোঁ। 'উদরে আমার জ্বালা ঘন কর্ণে লাগে তাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ পেট-জুড়ি। 'এক উদর আহার করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদরদহন [স] বি পেটের ব্যথা। 'আমার গীড়িত অন্ন উদরদহন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উদরপরায়ণ [স] বিণ পেটুক। 'উদরপরায়ণ দুঃখা লোকেরা এই পঞ্চামৃত ভোজন ...।' রাজ, ১৮৭৪।

উদরপূজক [স] বিণ পেটের সেবাতেই ব্যস্ত। 'গোক্যা বসন পরিহিত

বার্থসেবী উদরপূজক।' মোসলেম, ১৯২৭।

উদর-পূরণ বি পেট ভরা। 'তোরাই উদর-পূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

উদরপূর্তি, উদরপূর্তি [স] ১ বি পেট ভরা। 'আমি অতি অধম জাতি, কৃত্রিয়া ঘারা উদরপূর্তি করি।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি আহাঙ্গাদি গ্রহণ। 'একটি জন্তুরও চির জীবন উদরপূর্তি হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'এ সকল খাদ্যের অভাব হইলে, মাংসাহার ঘারাও উদরপূর্তি করিয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

উদরপূর্ণ [স] বিণ আত্মসাৎ। 'তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদরপূর্ণ করিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উদরপোষণ [স] বি আহার সংস্থান। 'পত্ন হনন ঘারা উদর পোষণ করিয়া বেড়াইতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। 'বিদ্যালোচনার পূর্বে উদরপোষণ চাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

উদরভরণ [স] বি পেট ভরা। 'উদরভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উদরসর্বশ [স] বিণ উদরকেই প্রধান মনে করে এমন। 'তাও যদি উদরসর্বশ হইয়া পেটটাকেই ভরাইতে পাইত।' তারা, ১৯৪২।

উদরসাং [স] ১ বিণ আত্মসাৎ। 'বন্ধুজির সমস্ত ধন উদরসাং করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি উদরহ। 'পাইবামাত্র উদরসাং করিল্যাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উদর-সেবা [স] বি খাওয়া-দাওয়া; ভোজন। 'সুখে করায় উদর-সেবা।' গুণ, ১৮৫৮।

উদরস্ত [স] উদরহ। বিণ উদরহ। 'উদরস্ত না হতো আত্মাণে উঠে বাঁত।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

উদরহ [স] ১ বিণ উদরসাং। 'খাব খাব বলি মাগো উদরহ না করি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ আত্মভূত। 'একে একে সবকিছু উদরহ না করিয়া এর ক্ষুধা ভৃত্ত হইবে না।' সগোষ্ঠ, ১৯৪৪।

উদরকীর্তি [স] বি পেটের দুলনা। 'হাস্যবীর উদরকীর্তির আয়তন সম্পর্কে দরিয়াবিবি প্রশ্ন উত্থাপন করিল।' শওকত, ১৯৫৮।

উদরাঞ্চল [স] বি পেট ও পেটের সলিল জায়গা। 'তার ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

উদরাধান [স] উদর-আধান। বি পেটফাঁপা। 'সুতরাং, অপচার ও উদরাধান হইয়া রহিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

উদরান্ন [স] উদর-অন্ন। বি খাদ্যদ্রব্য। 'উদরান্নেরো অনাটন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

উদরায়ণ [স] উদর-আয়ণ। বি পেটের অনুষ্ঠ। 'নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুরের উদরায়ণ সঞ্চার হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২।

উদরায়ণ [স] উদর-আয়ণ। বি উদর পূর্তি। 'উদরায়ণ উদার ক্ষেত্র/ মিলুন উভয়পক্ষ, রসনাতে রসিয়ে উঠুক/ নানা রসের ডঙ্কা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

উদরী [স] বি পেটে জল জমার রোগ। 'কাসোর হইল তার বিবম উদরী।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। 'উদরী রোগের প্রায় উদর ডাগর।' গুণ, ১৮৫৮।

উদলা [স] উৎফুল্ল। ১ বিণ খোলা। 'সবের উদলা চুল।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বিণ অব্যবৃত্ত। 'গা উদলা করিয়া দেওয়াতেও ...।' ময়নিক, ১৯৩৬।

উদা [স] উদয়। ১ ক্রি উদিত হওয়া। 'ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ ক্রি হুলে পড়া। 'দু-একটি সুব তার উদিয়ে

‘শ্রমল’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রি উপস্থিত হওয়া। ‘তুমি সমুখে উদলে হেসে’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ ক্রি আবির্ভূত হওয়া। ‘জাগরণসম তুমি আমার ললাটে চুমি উদ্বিহ্ন নয়নে’ রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

উদার্ড [স উদাম] বিণ বহনমুক্ত। ‘বন্ধ নষ্ট করে যেহে উদার্ড সাপে’ বড়, ১৪৫০।

উদাস্ত [স] ১ বিণ মহান। ‘নায়ক ... ধীরোদাত্ত কি উদাস্ত’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি সংগীতের স্বরভেদে। ‘বশিষ্ঠদেব উদাস্ত অনুদাত্ত স্বরিতাদি স্বরপ্রক্রিয়াপরিণোদিত কোমল মসৃণ অশ্রুত পঙ্খীর স্বরলহরীতে গিরিগুহা কন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া ...’ হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ৩ বিণ উচ্চকণ্ঠ। ‘এমন বন্দনাগান উদাস্ত স্বরে কেন জাগল না ...’ রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বিণ উচ্চ ভাবনি সৃষ্টিকারী। ‘উদাস্ত বিষণ্ণ উৎসবিল উর্ধগ আহ্বান’ সুধীশ, ১৯৩২। ৫ বিণ (সংগীত) চড়া। ‘দিনে দুপুরে যাঁ যাঁ করে গুঁঠে তার সুর উদাস্ত পর্দায়’ রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৬ বিণ মুক্ত। ‘যে উদাস্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই তাকে আমরা পদ্য বলি না ...’ রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

উদাস্তকণ্ঠ [স] বি পঙ্খীর স্বর। ‘শিতরাত্রি পাকিস্তানকে রক্ষা করতে ... আমাদেবকে উদাস্তকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন।’ গ্রেগর, ১৯৪৮।

উদাত্তনিশ্বন [স] বি পঙ্খীর স্বর। ‘কি উদাত্তনিশ্বন মধুর আবৃত্তি।’ অচিন্তা, ১৯৫০।

উদান [স] বি কল্পিত পক্ষবায়ুর কণ্ঠস্থিত বায়ু। ‘প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান’ চন্দ্র, ১৫৫০।

উদাম [স উদাম্য] ১ বিণ এলোমেলো। ‘শোকেতে উন্মত্ত বেশ উদাম উদার কেশ’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ আনবৃত্ত। ‘উদাম। মনোএল, ১৭৪৩; ‘যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।’ মাহমুদ, ১৯৭৩।

উদার [স] ১ বিণ মহান। ‘পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।’ বৃন্দা, ১৫৮৩; ‘মহেশপতিত ব্রজের উদার গোয়াল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ দরাস। ‘চান্দে বলে প্রিয়া ভোর উদার কেন মতি।’ বিজয়, ১৬৫০। ৩ বিণ অমায়িক। ‘উদার ও সত্যপ্রিয় হয়, বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার পদ্ধতি নাই।’ অক্ষয়, ১৮৪৬। ৪ বিণ অকুপণ। ‘মহামানা মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া অতি উদারভাবে ব্যয়বাসন করিয়া আসিতেছিলেন।’ অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বিণ বিশাল। ‘সমুখে উদার সিঁকু।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বিণ মুক্ত। ‘মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৭ বিণ বিপুল। ‘একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৮ বিণ সুউচ্চ। ‘কখনো উদার গিরির শিখরে ...’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৯ বিণ সর্বমাসী। ‘নির্মল উদার মুখ্য – সকল পাতক করে গ্রাস।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ১০ বিণ শাহীয়া বহনহীন। ‘উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে।’ রবীন্দ্র, ১৯১০।

উদারচক্ষল [স] বিণ উৎফুল্ল। ‘সমীর উদার চক্ষলভাবে আমার পৃষ্ঠে চপটাঘাত করিয়া বলিলেন – রেখোনা হে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উদারচরিত্র [স] বিণ সংকীর্ণতাবর্জিত। ‘চন্মাসলদ্ধত, উদারচরিত্র, বহুভাষী।’ বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উদারচিহ্ন [স] বিণ মহৎ। ‘উদারচিহ্ন পরেশবাবু কত সমাদরের সহিত ...’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উদারচিত্ততা [স] বি উদারতা। ‘বৃদ্ধার ঈদৃশী উদারচিত্ততা দেখিয়া ... প্রীত হইলেন।’ বিদ্যা, ১৮৬৩।

উদারচেতা [স] ১ বিণ মহৎ। ‘আমাদের উদারচেতা নবীন সন্মাত

মহাত্মা ৭ম এডওয়ার্ড।’ প্রচারক, ১৯০৩। ২ বিণ মহাপ্রাণ। ‘উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে আগ্রহর হন।’ রোকেয়া, ১৯২১।

উদারতত্ত্ববিরোধী [স] বিণ উদারতাবাদের বিরোধিতা করে এমন। ‘তার প্রত্যয় ঘোষিতভাবে উদারতত্ত্ববিরোধী।’ শিব, ১৯৬০।

উদারতন্ত্রী [স] বিণ উদারনৈতিক। ‘উদারতন্ত্রী দলের প্রতিনিধিরাও গোলাটেবিল বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন।’ সতগ্যতা, ১৯৩০।

উদারতত্ত্ব [স] বিণ প্রশস্ততর। ‘উদার উদারতর দাঁড়য়ে শিখর-পর ...’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উদারতা [স] ১ বি সংস্কারহীনতা। ‘উদারতার সীমা উদরের চারি পার্শ্বের মধ্যেই অবসিত।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি মহত্ত্ব। ‘হাস্যমুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দৃশ্য হয়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উদারতাত্ত্বিক [স] বিণ উদারতাবাদী। ‘এই বোধ উদারতাত্ত্বিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আকার পেতে থাকে।’ শিব, ১৯৬০।

উদারতাবশত [স] ক্রিবিণ উদারতাহেতু। ‘উদারতাবশত ইহা বৃথিগাহিলেন।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

উদারনীতি [স] বি অসংকীর্ণ মতবাদ। ‘কোনো উদারনীতি প্রবর্তনে বিধা-বোধ করা, ইহাই দুর্লভতা।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদারনীতিক [স] বিণ উদার নীতিতে বিশ্বাসী। ‘আমরা উদারনীতিক, সমর্থনবাদী।’ সিরাঙ্গুল, ১৯৭৪।

উদারনৈতিক [স] বিণ উদার নীতিতে বিশ্বাসী। ‘কংগ্রেস উদারনৈতিক দল এই জাতীয়তাবাদের ছত্রবশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে।’ আজাদ, ১৯৪১।

উদারনৈতিক মতবাদ [স] বি উদার নীতিতে বিশ্বাসের মতবাদ। ‘ইংরেজ উদারনীতিতে উদারনৈতিক মতবাদের অবকাশ আছে।’ হাই, ১৯৫৮।

উদারপঙ্খী [স] বিণ উদার নীতিতে বিশ্বাসী। ‘নেশন উদারপঙ্খীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র।’ রবীন্দ্র, ১৯১২।

উদারপ্রকৃতি [স] বিণ মহৎ। ‘উঁহাদের ন্যায় উদারপ্রকৃতি ও বিশ্বহিতকাম ব্যক্তির আবশ্যক।’ অক্ষয়, ১৮৪৬।

উদারভাবে ক্রিবিণ অকুপণভাবে। ‘মহামানা মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া অতি উদারভাবে ব্যয়বাসন করিয়া আসিতেছিলেন।’ অক্ষয়, ১৮৪৯।

উদারমানা [স] বিণ মুক্ত-মনা। ‘আমি আপনাদের কাছে উদারমানা বলে পরিচিত হব।’ জসীম, ১৯৬১।

উদারশীলা [স] বিণ স্ত্রী প্রশস্তমান। ‘তিনি যেমন চাকুশীলা, তেমনিই উদারশীলা।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

উদারস্বভাব [স] বিণ মহৎচরিত্র। ‘উদারস্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদারহৃদয় [স] বিণ স্ত্রী উদার মনের অধিকারী। ‘উদারহৃদয় – পতনরক্ত-আজ্ঞানুবর্তিনী।’ নীপিকা, ১৮৮৭।

উদারশয় [স] উদার-আশয়। বিণ উদারহৃদয়। ‘এই দুই শোকহিতৈষী উদারশয় মহাত্মা ব্যক্তির ...’ রাজ, ১৮৭৪।

উদারণ [স] উদাহরণ। বি দৃষ্টান্ত। ‘অনুরূপকরা সুসভা ইংলিশ সমাজের

উদারণ স্বরূপ।' সংগ্রহ, ১৮৬১।

উদার [স উদার] বি (সংগীত) নিম্নসঙ্কেতের স্বরসমূহ। 'ওড়ব খাডুব প্রণব উদার। তারা লইয়া তরু'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উদারি [স উদরী] বি পেটে জল জন্মার রোগ; ড্রপসি। 'দূরত্বের নাহিক ওর উদারি হইয়াছে মোর'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

উদাস [স] ১ বিণ উদাসীন। 'সে অনুরাগে হৃদয় উদাস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ অনাবৃত। 'আখ নুকাগি আখ উদাস কুচকুম্ব কহি সেব অপনক আস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বিণ নির্লিপ্ত। 'অন্তরে সব জ্ঞান প্রভু বাহিরে উদাস'। কৃষ্ণরাম, ১৫৮০। ৪ বিণ আশুহারা। 'ইহাতেই স্বভাবতঃ মন উদাস হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

উদাস-উদাস বিণ অস্থির ভাবাপন্ন। 'হ-হ করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস'। নজরুল, ১৯২৩।

উদাস-করা [স উদাস+করা] বিণ উদাস করে দেয় এমন। 'কোন তাপসিনীর রুক্ষণবাণীর এমন উদাস-করা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে ...'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উদাসচেতা [স] বিণ উদাস চিত্ত এমন। 'কে নেবে হৃদয় কিনে, / উদাসচেতা?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

উদাসপারা [স উদাসপ্রায়] ক্রিবিণ আনমনা। 'ভাবিছে উদাসপারা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

উদাসপ্রাণ [স] বি উদাসীন হৃদয়। 'ফিরি আমি উদাস প্রাণে'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

উদাসমুরতি [স উদাসমূর্তি] ক্রিবিণ বিষণ্ণ চেহারা। 'কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি বিবাদশাস্ত শোভাতে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উদাসা [স উদাস] ক্রি উদাস হওয়া। 'মন উদাসিয়া ওঠে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উদাসিন [স উদাসীন] বিণ অনাসক্ত। 'পাওবে ভুজিব রাজ্য আশি উদাসিনে'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উদাসিনী [স] ১ বিণ স্ত্রী বৈরাগী। 'উদাসিনী হইয়া দিগ দিগ'। গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ স্ত্রী উদাস। 'উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ বিণ স্ত্রী নির্লিপ্ত; আসক্তিহীন। 'উদাসিনী হয়ে গৃহের দুয়ার রুদ্ধ করেছ তাই?' আহসান, ১৯০১।

উদাসিয়া [স উদাস] বিণ উদাস-করা। 'উদাসিয়া সুর মাথা কুটে মরে তাহার ব্যথার সনে'। জসীম, ১৯২৯।

উদাসী [স] ১ বিণ উদাসীন। 'সুতিলে স্বপন দেখি জাগিলে উদাসী'। মজুমদার, ১৭০০। ২ বিণ ধৈর্যহীন। 'তখন হয়ে উদাসী, ভাজিয়ে জীবন'। রস, ১৮৫৮। ৩ বিণ উদাস। 'মিলাইয়া কষ্টবর তোর কষ্টবরে উদাসী প্রবাসী যেন'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ বৈরাগী। 'ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী'। গিরিশ, ১৮৮৩। ৫ বিণ ব্যাকুল। 'এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

উদাসীন [স] ১ বিণ অনাসক্ত। 'জ্ঞানবস্ত তপসী আজনা উদাসীন'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ সন্ন্যাসী। 'রাজা পরমাত্মে শত ২ সুবর্ণ এক ২ ব্রাহ্মকে এবং উদাসীনকে ...'। রাজীব, ১৮০৫। ৩ বি ভবমুগ্ধ। 'আত্মর পশু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক ...'। রাজীব, ১৮০৫। ৪ বিণ সম্পর্কহীন। 'ভিঙ্গদেশীয় উদাসীন শাস্ত্র পাঠ করাইলেই ভাবি যে অনুপকারের সম্ভাবনা'। চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৫ বিণ নির্বিকার। 'তিনি অপ্রতিভ ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় ভনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিণ আপনডালা। 'তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বিণ প্রজ্ঞান। 'যে

গর্ব আমার ছিল উদাসীন'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৮ বিণ ম্যান। 'ক্ষীণ তার উদাসীন সৃষ্টি'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদাসীনতা [স] ১ বি অনাময়। 'স্বজাতি ও স্বমসাজের উন্নতি বিষয়ে গভীর উদাসীনতা'। প্রচারক, ১৯০৩। ২ বি বৈরাগ্য। 'উদাসীনতার কথা চুপে চুপে ভুলে যায় সে'। জীবন, ১৯৩২। ৩ বি নির্লিপ্ততা। 'তার পরে দিয়ার নিল এই দূসর ধুলির উদাসীনতার কাছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বি অবহেলা। 'এসেছিলে তবু আসো নাই ... তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানি না'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

উদাসীন-দশা [স] বি বিরহের দশ দশার একটি। 'উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে'। মাইকেল, ১৮৬৬।

উদাসীনভাবে [স] বি নিষ্ক্রিয় ভাবে। 'গবর্ণমেন্টের উদাসীনভাবে অবলম্বন করা বিধেয়?' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

উদাসীনভাবে [স] ক্রিবিণ উদাস্যভরে। 'পালিয়ে যেতে চাইলে রাজা উদাসীনভাবে বললেন ...'। আইয়ুব, ১৯৭৩।

উদাসীনা [স] বিণ স্ত্রী উদাস হয়ে আছে এমন। 'বাতায়নে উদাসীনা প্রেয়সী অবসর সময়ে বসে আছেন'। অচিন্তা, ১৯৫০।

উদাহরণ [স] বি দৃষ্টান্ত। 'উদাহরণেতে অনুভবে পাবে যত'। ভারত, ১৭৬০।

উদাহরণস্থল [স] বি দৃষ্টান্তস্থান। 'ভারতবর্ষে এ বিষয়ের উদাহরণস্থলের অপ্রচুর নাই'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

উদাহৃত [স] বিণ উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত; উদ্ধৃত। 'আমাদের পাঠ্যব্যাকরণে কব্যালঙ্কার অংশে যে-সকল কবিতা উদাহৃত ছিল'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

উদিক [স দিক] বি পিছন দিক; ঐদিক। 'তার উদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই শসারক্ষেত্র'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উদিত [স] ১ বিণ উজ্জ্বিত। 'শরত উদিত চান্দ বদনকমল'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'চন্দ্র বসে উদিত করি এই বিরো'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিণ উদগত। 'দয়া ও স্নেহ উদিত হইল'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বিণ প্রকাশিত। 'হিন্দু অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদিত হইতেছে'। প্রভাকর, ১৮৩১।

উদিল [স উৎখল] বিণ খোলা। 'দেখিয়া উদিল মূল সজোষ এ তান কুল'। সুলতান, ১৭০০।

উদীচী [স] ১ বি প্রাচীন ভারতের উত্তরাঞ্চলের ভাষাবিশেষ। 'এই বনভাষা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উদীচী মহারণ্য ... এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি উত্তর দিকস্থ দেশ। 'উদীচী শব্দ কাশীর ও বদরিকান্থম প্রতাপাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ...'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি উত্তর দিক। 'দক্ষিণ উদীচী পূর্ব প্রতীচী, কারে সামালিবে অরি নাহি পায় ঠিক'। ছিকেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৭০।

উদীচ্য [স] বি ভারতের উত্তরদিকস্থ অঞ্চলের মানুষ। 'উদীচ্য ১২০০'। দর্পণ, ১৮৩০।

উদীয়মান [স] বিণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যাচ্ছে এমন। 'উদীয়মান তরুণ নেতা'। মালিক, ১৯৩৬।

উদীর্ণ [স] বিণ উদার; মহান। 'তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কিছু'। সখীন্দ্র, ১৯২৯।

উদ্বুখ [স উদ্বুখ] বি ধান থেকে চাল তৈরি করার জন্য কাঠের তৈরি বৃহদাকার হামানদিত্তা। 'আড় হইয়া উদ্বুখ লাগিল তথাই'।

মালাধর, ১৫০০।

উদুখলওয়ালা [স উদুখল+হি ওয়ালা] বি স্ত্রী ধান-ভানুনি। 'বাড়ীতে গন্ধর দোহাল বা উদুখলওয়ালা ডাকিতে হইবে না।' বিভূতি, ১৯৩৮।

উদুখল [স। বি ধান থেকে চাল তৈরির জন্য কাঠের বৃহদাকার হামাদিন্দা। 'উদুখল টানি তারা চলি কাননে।' মুকুন্দ, ১৯০০।

উদেস [স উদ্দেশ] বিণ উন্মুক্ত। 'নীবিবন্ধ করল উদেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উদো বিণ নির্বোধ; মূর্খ। 'ম্যাদা দল আর উদো দল।' নজরুল, ১৯৩১।

উদোর-পিতি বুধোর/ বুদোর খাড়ে - একের কৃতকর্মের ফল অন্য একজন নীর্য নির্দোষ ব্যক্তির খাড়ে চাপানো। 'দিয়ে উদোর-পিতি বুধোর খাড়ে, বাঙালীকে কাটতে বলে।' গুপ্ত, ১৮৫৮; 'উদোর পিতি বুদোর খাড়ে চাপানোই হল আইনের কাজ।' তারা, ১৪৪০।

উদোমাদা বিণ বুদ্ধিহীন। 'উদোমাদা চণ্ডীচরণ যা হাতে দেয় তাতেই মরণ।' শক্তি, ১৯৬৯।

উদাতা, উদগত [স। ১ বিণ গজিয়েছে এমন। 'উদগতপক্ষ পিণ্ডালিকার সহিত তাহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণ বাইরে বেরিয়ে এসেছে এমন। 'উদগত অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেন।' শরৎ, ১৯১৩।

উদাম, উদগম [স। ১ বি আবির্ভাব। 'এই দুই হেতু হেতে ইচ্ছার উদাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বিকাশ; উৎপত্তি। 'তরুণাশায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদগম অনারদ্ধ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উদার, উদগার [স উদার>] ক্রি নিয়ন্ত্রণ করা। 'স্রোতজল নানে হিপি উদার মুক্তা।' আলাওল, ১৬৮০।

উদাতা, উদগাতা [স। বিণ উভাবক। 'সবুজ পরী! সবুজ পরী! চন্দন সুরের উদগাতা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

উদাখা, উদগাখা [স। বি সংলীল। 'এ যেন ঝঞ্ঝাহত অরণ্যশাখার উদগাখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উদামী, উদগামী [স। বিণ বের হয়েছে এমন। 'উদগামী অশ্রু করি নিবাবিত।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

উদার, উদগার [স। ১ বি ঢেকুর। 'হুমাশ নির্গত হয় সমান উদগার।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি বমি। 'কিন্তু উকি উদগার মুহূর্তই হইতছে।' গারী, ১৮৫৮। ৩ বি উদ্গিরণ। 'কনুসগুণ করে দিক উদগার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদার, উদগার [স। ১ ক্রি বের করে দেওয়া। 'বিবেধ-অনল উপারিছে কৃষ্ণধুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ ক্রি নিঃসরণ করা। 'চরণ-আঘাতে উদগারে যেন আহত বিশ্ব রক্ত-বান।' নজরুল, ১৯২২।

উদগির, উদ্গিরণ [স। বি বের হওয়া। 'উদগিরণরত, উদ্গিরণরত।| স। বিণ বের হচ্ছে এমন। 'সামনে ধূম-উদগিরণরত কামান।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

উদগীখমুখর, উদ্গীখ-মুখর [স। বি গানে মুখর। 'অঘমর্ষী জনতার উদ্গীখ-মুখর।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

উদগীরিত, উদ্গীরিত [স। ১ বিণ বমি করে ফেলা হয়েছে এমন। 'একবার গলাখুঁকরণ হইলে আর কখনই উদ্গীরিত হয় না।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বিণ উথলিত। 'একটা সমারোহের আগ্নেয় উজ্জ্বল উদ্গীরিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উদগীর্ণ, উদ্গীর্ণ [স। ১ বিণ বমি করে ফেলা হয়েছে এমন। 'জল

উদগীর্ণ করাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বিণ প্রকাশিত। 'চিরসঞ্চিত নীরব নালিশ অন্তর্জ্বালার সহিত উদ্গীর্ণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদ্রাহ, উদ্দ্রাহ [স। বি তাত্ত্বিক আলোচনা। 'উদ্দ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উদ্দ্রাব, উদ্দ্রাব [স। ১ বিণ খুব অস্বাভাবিক। 'উদ্দ্রাব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বিণ ব্যাকুল। 'বিনি জানতে উদ্দ্রাব।' শিবরাম, ১৯৭০।

উদ্দ্রাতি, উদ্দ্রাতি [স। বিণ প্রকাশিত। 'অক্লপা যেন হঠাৎ উদ্দ্রাতিত হল।' জীবন, ১৯৩১।

উদ্দ্রাটন, উদ্দ্রাটন [স। বি ঘোটা। 'এই প্রাণপন নিজস্রজিত উদ্দ্রাটনে আখ্যাতিকতার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উদ্দ্রাটন, উদ্দ্রাটন [স। ১ বি প্রকাশ। 'অন্যের সোষ উদ্দ্রাটন করা বড় দোষ।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি উন্মোচন; উন্মুক্তকরণ। 'শয়নগৃহের কপাট উদ্দ্রাটন করিয়া ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

উদ্দ্রাট, উদ্দ্রাট [স। উদ্দ্রাটন>] ১ ক্রি উন্মোচিত করা। 'বুঝি উদ্দ্রাট ধার নরকের।' সুপ্রভা, ১৯৩২। ২ বি আবিষ্কার করা। 'ধীরে ধীরে উদ্দ্রাটবে বিধাতার অন্তর্গত সংকল্পের ধারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদ্দ্রাতিত, উদ্দ্রাতিত [স। ১ বিণ প্রশস্ত। 'হৃদয় উদ্দ্রাতিত করিয়া ... কল্যাণ সাধনে ত্রুটি হও।' অক্ষর, ১৮৪৬। ২ বিণ উন্মোচিত। 'কৃষ্ণাঙ্গ পেটকের মুখ উদ্দ্রাতিত করিয়া দেখিলেন।' বিদ্যা, ১৮৭৭। ৩ বিণ খোলা; উন্মুক্ত। 'বহির্দ্বার উদ্দ্রাতিত থাকে বটে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৪ বিণ প্রকাশিত। 'পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আভ উদ্দ্রাতিত করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বিণ দেখা যাচ্ছে এমন। 'শুভ রজতখালার উপর উদ্দ্রাতিত পায়সান কেবল চক্ষে দর্শন করেই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উদ্দ্রূর্ণা, উদ্দ্রূর্ণা [স। বি পাগলের দেহ সম্ভ্রালন। 'উদ্দ্রূর্ণা প্রলাপ তেছে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উদ্দ্রোষণ, উদ্দ্রোষণ [স। বি উচ্চয়ের ঘোষণা। 'কাগজের প্রবন্ধশালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্দ্রোষণের মধ্যেই পাক খাছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উদ্দ্রোষা, উদ্দ্রোষা [স। উদ্দ্রোষণ>] ক্রি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা। 'কল্যাণে উদ্দ্রোষাখিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদ্দ্রোষিত, উদ্দ্রোষিত [স। বিণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত। 'উধান করো, জ্যাত হও - এই বাণী উদ্দ্রোষিত হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদ্দ্রুজান [স। বি হায়েজেন। 'অম্লজান, ঘ্রামজান ও উদ্দ্রুজানের উৎপত্তি হইল।' জগদীশ, ১৮৯৫।

উদ্দত্ত [স। ১ বিণ খাড়া। 'উদ্দত্ত নৃত্যে প্রস্থর হৈল প্রশ্রয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মারমুখী ভাব। 'আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দত্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ বদ্ধ। 'উদ্দত্ত পাগল একটা।' মনোজ, ১৯৬১।

উদ্দত [স। উদ্দাতা/বিণ অস্বাভাবিক। 'গোমস্তা লোক নিলাম বেসি করিতে উদ্দত হইয়াছিল।' ডেরলি, ১৭৯১।

উদ্দত্ত [স। উদ্দাতা/বিণ উন্মুক্ত। 'সেখানে আপনাদের অনেক শত্রুপক্ষ লোকের বিপক্ষতা করণের উদ্দত্ত।' রামরাম, ১৮০১।

উদ্দান [স। উদ্দ্যান/বি বাগান। 'শর ও হরিণ এই দুই পশুতে আহারাৎ এক উদ্দানের মধ্যে মধ্যে গমন।' চঞ্জীচরণ, ১৮০৫।

উদ্দাম [স। ১ বি বেচ্ছাচারিতা। 'যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম।' বৃন্দা,

১৫৮০। ২ বিণ বেচ্ছাচারী। 'চক্রবর্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ প্রবল। 'উদ্দাম উল্লাস আনো।' আহসান, ১৯৪৪।

উদ্দামতা [স] ১ বি বেচ্ছাচারিতা। 'আছে উল্লাসের উদ্দামতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি অত্যন্ত প্রবলতা। 'ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিখাস ফেলবার যো নাই।' ওয়ালী, ১৯৪৮। ৩ বি উজ্জ্বলতা। 'আবার হেলের উদ্দামতা বাড়ে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

উদ্দার [স উদ্ধার] বি উদ্ধার। 'আমার উদ্ধার করিবারে নারে আন।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

উদ্দিশ [স উদ্দেশ] বি বোজ। 'উদ্দিশ করিতে স্কুলি আসিবেন খুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উদ্দেশ [স উদ্দেশ] বি উদ্দেশ্য। 'গুরু কাহে সুখ আছে জানো গা উদ্দেশে।' লালন, ১৮৯০।

উদ্দেশ্য [স উদ্দেশ্য] বি উদ্দেশ্য। 'ছেড়ে রাজস্ব প্রেমে উদ্দেশ্য। কৃষ্ণের চিত্তে ক্যাথ ওড়ে পায়।' লালন, ১৮৯০।

উদ্দিশ্ট [স] বিণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে এমন। 'উদ্দিশ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উদ্দীপক [স] ১ বি প্রেরণাদায়ক ব্যক্তি। 'দেশে একজনও উদ্দীপক ছিলেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ জাগিয়ে তোলে এমন। 'এ স্বর্গীয় সূরা ... নবরস উদ্দীপক।' মশাররফ, ১৮৮৭।

উদ্দীপন [স] ১ বি আকাজক। 'কৃষ্ণ-স্বরূপের তেঁহে হৈল উদ্দীপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উত্তেজক। 'যে মন্দ উদ্দীপন করে সে মন্দকারী ব্যক্তি হইতে কিছু খাটো দোষী নাহে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি উত্তেজ। 'জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে।' দর্পণ, ১৮৩১।

উদ্দীপনা [স] ১ বি প্রেরণা। 'উদ্দীপনা ছিল না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি উত্তেজনা। 'উদ্দীপনার সীমা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি উদ্দীপনাদান। 'যৌবনচাক্ষুর উদ্দীপনা বর্ণিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

উদ্দীপনা-বাক্য [স] বি উদ্দীপনাপূর্ণ কথা। 'উদ্দীপনা-বাক্যে তব, যে-কোনো উপায়ে ফিরাইয়া আনো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উদ্দীপনাসম্বহারী [স] বিণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এমন। 'এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্দীপনাসম্বহারী বিদ্রোহাত্মক কবিতার ছড়াছড়ি।' মোতাহের, ১৯৫০।

উদ্দীপনী [স] বিণ উত্তেজক। 'উদ্দীপনী শক্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

উদ্দীপিত [স] বিণ জাগ্রত। 'লোকদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাই।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

উদ্দীপ্ত [স] ১ বিণ উত্তেজিত। 'নরসিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত।' হুমধনসান রায়, ১৮১৫। ২ বিণ আলোচিত। 'অনেক দেবালয় উদ্দীপ্ত করিয়া সেবাপূজার নিরুপক করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিণ উদ্দীপনাপূর্ণ। 'তাহাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতূহল চরিতার্থ করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বিণ প্রজ্বলিত। 'তাহার অন্তরকর্ণের একবার মাত্রেও কৌতূহল শিখা উদ্দীপ্ত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উদ্দীপ্তি [স উদ্দীপ্ত] বি উত্তেজনা। 'সহসা জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

উদ্দেশ [স] ১ বি বোজ। 'যে পথে উদ্দেশ পাহা সে পথে আপগে যাহা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি উদ্দেশ্য। 'যে উদ্দেশে তিনি কলকাতা আসিয়াছিলেন ... তাহা সম্পূর্ণ হয় না।' বিদ্যা, ১৮৯১।

উদ্দেশহারী [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'উদ্দেশহারী পথে বেরিয়ে পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উদ্দেশিয়া [স উদ্দেশ্য] ক্রি উদ্দেশ্য করে। 'লম্বা উদ্দেশিয়া জাএ পার্থ মহাতেজা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উদ্দেশে ক্রিণিণ সন্ধানে। 'কেমতে পাও এবে শ্রীমধুসূদনে। কারুর উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।' বড়ু, ১৪৫০।

উদ্দেশ্য [স] ১ বিণ উদ্দিষ্ট। 'সে উদ্দেশ্য স্থানকে না কহিয়া অন্য স্থানের নাম কহিবেক।' সেবধি, ১৮৩৯। ২ বি ইচ্ছা। 'যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে গমন করা তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি লক্ষ্য। 'সকলকে অবগত করা এই সমস্ত প্রস্তাব পাঠের উদ্দেশ্য ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উদ্দেশ্যবিবর্তিত [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'একরকম ছুটি, উদ্দেশ্যবিবর্তিত উদ্বেগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উদ্দেশ্যবিহীন [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উদ্দেশ্যমূলক [স] বিণ পরিকল্পিত। 'হিন্দুবিবাহ মহৎ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উদ্দেশ্যমূলকভাবে [স] ক্রিণিণ উদ্দেশ্য নিয়ে। 'সব বুঝেও উদ্দেশ্য-মূলকভাবে বাধার সৃষ্টি করবে।' বেগম, ১৯৪৮।

উদ্দেশ্যসাধন [স] বি কার্যসিদ্ধি। 'কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য-সাধন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

উদ্দেশ্যহীন [স] বিণ কোনো উদ্দেশ্য নেই এমন। 'মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালোবাসা ও বাণিজ্য-ব্যবসা সমস্তই বার্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

উদ্দেশ্যহীনতা [স] বি লক্ষ্য না থাকার ভাব। 'যদি শান্তি লাভ করি তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

উদ্দেশ্যহীনভাবে [স] ক্রিণিণ লক্ষ্যহীনভাবে। 'কুকুটটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উদ্দেশ [স উদ্দেশ] বি সন্ধানে; বোজ। 'জিবন উদ্দেশ তার কোথায় না পাইল।' মাল্যধর, ১৫০০।

উদ্দান [স উদ্যান] বি বাগান। 'শোভাকর উদ্দান।' রায়ময়, ১৮০১।

উদ্ধ [স উর্ধ্ব] বিণ উপর। 'উদ্ধ পদ হেট মাথা করিএ পশুপতি।' রামাই, ১৭১০।

উদ্ধত [স] ১ বিণ উগ্র। 'উদ্ধত লোক ভাসে কাজীর ঘর পুষ্পবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অবিনয়ী। 'লক্ষণ একটি উদ্ধত উগ্র যুবক, অনায় তাহার কোনোমতে সহ্য হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ বিণ দর্পিত। 'যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বিণ অপোহীন। 'মামুদের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৫ বিণ মাথা-তোলা। 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেন-দ্রনযজ্ঞ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। 'একসার মোটা পায়াদারী পায় উদ্ধত মাথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৬ বিণ দুটিকই। 'তার ধন নয় উদ্ধত, তার নৈনা নয় মলিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উদ্ধতগতি [স] বি দুরন্ত গতি। 'উর্ধ্বলোকের উদ্ধতগতি দাও।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

উদ্ধতশির [স] বিণ স্পর্ধার সঙ্গে মাথা উঁচু করে এমন। 'জীবন-অবেগ রুখিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির।' নজরুল, ১৯২৯।

উদ্ধতা [স] বিণ ক্রী দুর্বিনীত। 'উদ্ধতা মুখরা বউ'। বৈশম, ১৯৪৮।

উদ্ধব [স] বি শ্রীকৃষ্ণের সখা। 'শ্রীরাধার প্রণাম যৈছে উদ্ধব-দর্শনে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উদ্ধবর্ণ [স] বি উদ্ধার। 'কাজ না আজিকে জান মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধবর্ণ?' নজরুল, ১৯২২।

উদ্ধর্জন, উদ্ধর্জন [স] উদ্বর্তন বি পঞ্চলেনপ। 'উদ্ধর্জন করে রাজা হেনকি সমএ'। মালাধর, ১৫০০।

উদ্ধার [স] ১ বিণ মুক্ত। 'সীতার কইলো উদ্ধার'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পরিগ্রহণ। 'সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি পুনরুদ্ধার। 'হতপ্রায় ধর্মহত উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা ... অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি তোলা। 'কন্টক বিধাইয়া কন্টক উদ্ধার করিতে হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৫ বিণ উদ্ধৃত। 'সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিত লাগিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৬ বি রক্ষা। 'পৃথিবীকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ বি আবিষ্কার। 'ইহার কিয়ৎংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ৮ বি প্রকাশ। 'মর্মের বেদনা করিয়া উদ্ধার'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদ্ধারকর্তা [স] বি মুক্তিদাতা। 'আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

উদ্ধারগ্রাণ্ড [স] বিণ মুক্তি পেয়েছে এমন। 'অন্ধ কন্যা উদ্ধারগ্রাণ্ড হইল'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উদ্ধারযোগ্য [স] বিণ উদ্ধার করা সম্ভব এমন। '...তার সঠিক কোনো অর্থ অনেক কষ্টে উদ্ধারযোগ্য'। শতকত, ১৯৭২।

উদ্ধার্য [স] উদ্ধার। ১ ক্রি রক্ষা করা। 'বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সাগরজলে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি উদ্ধার করা। 'ধিতিএ বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধারি'। মালাধর, ১৫০০। উদ্ধারয় ক্রি উদ্ধার করিলে। 'নিশাচরণে দস্তিত হোজে উদ্ধারয়'। আলোড়ন, ১৬৮০। উদ্ধারহ ক্রি উদ্ধার করে। 'ভক্তিদান দেহ প্রভু উদ্ধারহ নীন'। বৃন্দা, ১৫৮০। উদ্ধারি ক্রি উদ্ধার করে। 'ধিতিএ বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধারি'। মালাধর, ১৫০০। উদ্ধারিতে ক্রি উদ্ধার করতে। 'বেদ উদ্ধারিতে বিষ্ণু হইল উৎপত্তি'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯। উদ্ধারিতে ক্রি উদ্ধার করতে। 'বেদ উদ্ধারিতে কৈলো মীন অবতার'। বড়ু, ১৪৫০। উদ্ধারিনু ক্রি উদ্ধার করলাম। 'আমি উদ্ধারিনু সীতা জনকনন্দিনী'। রূপরায়, ১৭৫০। উদ্ধারিমু ক্রি উদ্ধার করবো। 'সামু উদ্ধারিমু দূট বিনাশিমু সব'। বৃন্দা, ১৫৮০। উদ্ধারিলি ক্রি রক্ষা করলো। 'তোমার পরাণে বেদ উদ্ধারিল'। বড়ু, ১৪৫০। উদ্ধারিলো ক্রি রক্ষা করলো। 'বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সাগরজলে'। বড়ু, ১৪৫০।

উদ্ধার্য [স] ক্রিণি পুনরুদ্ধারের জন্য। 'আমরা তাঁহার ধর্মরূপ অম্ভা রত্ন উদ্ধার্য প্রবৃত্ত হইয়াছি'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

উদ্ধরমান [স] বিণ ওড়ানো হচ্ছে এমন। 'চামর-কলাপ উদ্ধরমান ...'। মালাধর, ১৫০০।

উদ্ধৃত [স] ১ বিণ সংকলিত। 'সেই বচনকে উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের বিবরণ আরম্ভ করা যাইতেছে'। অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ উক্ত। 'তাঁহার পুরাণোক্ত বংশ বর্ণনা বিষয়ক বাক্য পচাত্তর উদ্ধৃত করিতেছি'। অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বিণ উত্থাপিত। 'খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচারকালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিণ দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত। 'একখানা তালিকা উদ্ধৃত করিব'। বঙ্কিম, ১৮৯২। ৫ বিণ কোনো রচনা বা উক্তি থেকে আদৃত। 'পুরাণ কোনান বাইবেল থেকে প্রোক উদ্ধৃত করে দেখালেও ...'। রবীন্দ্র,

১৮৯৪।

উদ্বেগ [স] উদ্বেগ বি সন্ধান। 'না করিলে উদ্বেগ জবে কৈল বনবাস'। মালাধর, ১৫০০।

উদ্বেষিত, উদ্বেষিত [স] বিণ অবদমিত। 'নাবিকের শিবিডোকে উদ্বেষিত করে'। কীবন, ১৯৪৮।

উদ্বেদন [স] ১ বি ফাঁসি। 'উদ্বেদনে রাধা সরদারের প্রাণদণ্ড হইয়াছে'। দর্শন, ১৮৩৪। ২ বি আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে গলায় দড়ি দিয়ে উর্ধ্বে বন্ধন। 'পিতার উদ্বেদনে মৃত্যু হইয়াছে'। দীনবন্ধু, ১৮৬০। ৩ ক্রিণি বন্ধন থেকে। 'বনাতের চাপকান এবং চোগা হকের উপর উদ্বেদনে মূলছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উদ্বেদনরঞ্জ [স] বি ফাঁসির দড়ি। 'সে তাহার উদ্বেদনরঞ্জ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উদ্বেদিত [স] বিণ বাঁধা হয়েছে এমন। 'শৃঙ্গল দ্বারা উদ্বেদিত'। রবীন্দ্র, ১৮২৫।

উদ্বেদন [স] বি উদ্গিরণ। 'ভদ্রবর্ণ ফেনরাশি উদ্বেদন করিতে করিতে ...'। কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

উদ্বর্ত, উদ্বর্ত [স] বিণ অতিরিক্ত। 'ইহাতে কার্য সমাধা হইয়া আর উদ্বর্ত ও হইতে পারিবেক'। কেরি, ১৮০২।

উদ্বর্তন, উদ্বর্তন [স] ১ বি লেপন। 'রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহে সুগন্ধি উদ্বর্তন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রসাধন-বিশেষ। 'আনি মধুকণ্ঠ উদ্বর্তন বাট মর্মন করয়ে অঙ্গে'। শেখর, ১৬০০। ৩ বি টিক থাকা। 'সাহিত্যজগৎও যোগ্যতারের উদ্বর্তনের নিয়মের অধীন'। প্রমথ, ১৯১৫। ৪ বি আবর্তন। 'সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বহু'। কীবন, ১৯৪৪।

উদ্বর্তিত [স] বিণ ঘূর্ণিত। 'অনির্বচনীয় উদ্বর্তিত চিন্তাপুঞ্জ ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উদ্বারী [স] ১ বিণ ক্ষমহারা। 'উর্ধ্বস্থান উৎসবের উদ্বারী উজ্জ্বলে তোমারে পাসরি'। সৃষ্টি, ১৯৩২। ২ বিণ বাতাসে গলে যায় এমন। 'আইসক্রিম এতটা উদ্বারী সকালে তা খেয়াল থাকলে ...'। রণীদ, ১৯৬৩।

উদ্বায় [স] বি বায়ুহস্ত ব্যক্তি। 'উদ্বায় জানি লোটায়ে তোমার নির্গমে'। বিষ্ণু, ১৯৪১।

উদ্বার্য [স] উদ্বারণ। ১ ক্রি উন্মুক্ত করা। 'আদিম বন্যতা তার উদ্বারিয়া উদ্দাম নবর'। রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ ক্রি প্রকাশিত হওয়া। 'সে মহিমা উদ্বারিষ্য বাহার উজ্জল অমরতা'। রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ ক্রি ছড়ানো। 'উদ্বারিষ্য পদ্য তার'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদ্বারিত [স] বিণ উন্মুক্ত। 'দৃষ্টিপথে উদ্বারিত নিখিলের ছবি ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উদ্বাস্ত [স] বি গৃহত্যাগী মানুষ। 'ক্লাপি ধূমাক্তি দীপ নিশাক্রান্ত উদ্বাস্তর মতো'। সৃষ্টি, ১৯২৯।

উদ্বাহ [স] বি বিবাহ। 'উদ্বাহ-ক্রিয়াও অবশেষে যাতনার বিষয় হইয়াছে'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

উদ্বাহতন্ত্র [স] বি বিয়ে সংক্রান্ত বিধি। 'উদ্বাহতন্ত্র সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র authority নন'। প্রমথ, ১৯৩১।

উদ্বাহ-বন্ধন [স] বি বিবাহ বন্ধন। 'তাঁহাদের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন করিবার অভিশাপ ...'। অক্ষয়, ১৮৫২।

উদ্বাহন [স] বি উদ্ধারণ। 'তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই উর্ধ্বে

উদাহন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উদাহিত [স] বিশ উল্লীত। 'মর্ত্যের ডকি হইতেই স্বর্ণ উর্ধ্বলোকে উদাহিত হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উদাহ [স] ১ বিশ উর্ধ্ববাহ। 'চন্দ্র সুখাশোভী উদাহ বামনের ন্যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১। ২ বিশ অস্বামী। 'কন্ট্যাক্টর বাবু আমার প্রতি উদাহ হয়ে উঠেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

উদ্বিগ্ন [স] ১ বিশ দুঃস্থিত। 'ও মহাভারত তোমাকে কি কারণ উদ্বিগ্ন দেখিতেছি?' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ২ বিশ উৎকর্ষিত। 'তাহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্বদাই সমুচিতভিত্তি।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিশ ব্যাকুল। 'তাহার চিন্তাশীল গ্রন্থ স্বধ্বং যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বিশ অস্থির। 'অরণ্য উদ্বিগ্ন করে তোলে, সেই কালবৈশাখীর ত্রুড় কলরোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ বিশ ক্রম। 'উদ্ভিদা চলছে কাক আতঙ্ক বহন করি উদ্বিগ্ন জানার পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদ্বিগ্নচিত্ত [স] বিশ দুঃস্থিত। 'উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া প্রতিবাসিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

উদ্বিগ্না [স] বিশ ক্রী উৎকর্ষিত। 'একে ত রাজকন্যা স্বামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন, তাহাতে আবার চৌকিদারেরা ঘর খেরিল, ইহাতে উদ্বিগ্না হইয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উদ্বিগ্নে [স] উদ্বেগে। ক্রিবিধ খোঁজে; সন্ধান। 'হরির উদ্বিগ্নে প্রাণ জীত।' মাল্যধর, ১৫০০।

উদ্বীপন [স] উদ্বীপন। উৎসাহ। 'নাহি পাশোম সুখ উদ্বীপন।' দর্পণ, ১৮২২।

উদ্বুদ্ধ [স] বিশ অনুপ্রাণিত। 'নিজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয়নি।' প্রমথ, ১৯১৪।

উদ্বৃত্ত [স] ১ বিশ অতিরিক্ত। 'কাহার বা জমিদারির উপবৃত্ত হইতে সোয়া ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বিশ অবশিষ্ট। 'আপন বাসোপযোগী মাংস রাখিয়া উদ্বৃত্ত মাংস তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিশ অবসর। 'উদ্বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বি অবশিষ্টাংশ। 'সেদিনকার কানে-কানে কবীর উদ্বৃত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৫ বিশ বাকি। 'বাজে খরচের তরে উদ্বৃত্ত কিছুই ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

উদ্বৃত্তবর্ধন [স] বি উত্ত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি। 'শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের এবং উদ্বৃত্তবর্ধনের জন্য এক বিশেষ ধরনের ভাবনাচিন্তা ...' জরুরি। শিব, ১৯৫৬।

উদ্বৃত্ত-ভোজী [স] বিশ উদ্বৃত্ত ভোজন করে এমন। 'শহরের উচ্ছ্রিত ও উদ্বৃত্ত-ভোজী।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উদ্বৃত্তি [স] বি ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অংশ। 'উদ্বৃত্তি বা ঘাটতির পরিমাণ ঘরা ...।' আজাদ, ১৯৫৬।

উদ্বেশ [স] ১ বি উৎকর্ষ। 'বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেশে উঠিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি দুঃস্থিত। 'দৈন্য উদ্বেশ আদি উৎকর্ষা সন্ধ্যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি বিরহজনিত দুঃখ। 'লালস উদ্বেশ জড় কৃশ জাগরণ।' ভারত, ১৭৬০। ৪ বি ব্যাকুলতা। 'উদ্বেশ নাই, প্রত্যাশা নাই, বাধা নাইকো কিছু।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদ্বেশ-আকুল [স] বিশ দুঃস্থিত। 'উদ্বেশ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

উদ্বেশ-কম্পিত [স] বিশ উৎকর্ষায় কাঁপছে এমন। 'উদ্বেশ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোড় দিলে যা বললেন ...।' মনসুর, ১৯৪৫।

উদ্বেশজনক [স] বিশ চিন্তার উদ্ভ্রক করে এমন। 'দেশে যে উদ্বেশজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৭১।

উদ্বেশ-বিন্দু [স] বিশ চিন্তিত। 'ফিরিয়ে উদ্বেশ-বিন্দু মুখ অত্যাচারী শব্দ থেকে।' শমসুর, ১৯৭০।

উদ্বেশমুক্ত [স] বিশ দুঃস্থিতমুক্ত। 'জিজ্ঞাসু মনকে উদ্বেশমুক্ত করার চেষ্টা করিতেছেন।' আজাদ, ১৯৬২।

উদ্বেশসাগর [স] বি উদ্বেশরূপ সাগর। 'উদ্বেশসাগরে মগ্ন হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

উদ্বেশহীন [স] বিশ নিরুদ্বেশ। 'তন্ময় মন উদ্বেশহীন চিন্তায় একটা সার্থকতা লাভ করে।' শরৎ, ১৯১৭।

উদ্বেশাকুলতা [স] বি অস্থিরতা। 'বর্তমানের উদ্বেশাকুলতা থেকে মুক্তি পেলেন।' পাগা, ১৯৭১।

উদ্বেশিয়া [স] উদ্বেশ>। বিশ উদ্বেশকারী। মানোএল, ১৭৪৩।

উদ্বেশনা [স] বি উদ্বেশ। 'বেদনার কিবা উদ্বেশনার চিহ্ন থাকে না কোনো খানে আর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

উদ্বেশিত [স] ১ বিশ অস্থির। 'প্রচণ্ড দগ্ধবিধান দ্বারা প্রজ্ঞাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেশিত করেন না।' বহুম্ম, ১৮৮৭। ২ বিশ চিন্তিত। 'পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্বেশিত করিয়া তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিশ উত্তেজিত। 'হঠাৎ শিরহিত পূর্ণকিত উদ্বেশিত হয়ে উঠিল।' প্রমথ, ১৯১৫। 'জ্বলে ওঠে লক্ষ দীপশিখা উদ্বেশিত মুগ্ধায়ে।' সুদীপ্ত, ১৯২৮।

উদ্বেশাল, উদ্বেশাল [স] উদ্বিশাল। বি ভোদড়। 'জল থেকে উদ্বেশাল উঠে এল।' অবন, ১৮৯৬।

উদ্বেশ [স] ১ বিশ সীমা-অতিক্রান্ত। 'অনন্ত আকাশের দিকে একবার চাহিলে স্বাধীনচিন্তা যে আপনই উদ্বেশে হইয়া উঠে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বিশ উচ্ছলিত। 'উদ্বেশ উদ্ভাস মুক্ত উদার প্রবাহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উদ্বেশতা [স] বি উচ্ছলতা। 'চিত্তের উদ্বেশতা সর্ববরণ করিতে পারিতেছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উদ্বেশা [স] উদ্বেশ>। ক্রি উদ্বেশিত হওয়া। 'অন্তরের অন্তহীন অশ্রুপারাবার উদ্বেশিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উদ্বেশিত [স] ১ বিশ আকুল। 'তাহা উদ্বেশিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।' বহুম্ম, ১৮৮৮। ২ বিশ উদ্বেশিত। 'ক্রন্দন আর বাধা মালিন না, মুহূর্তে উদ্বেশিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিশ আলোড়িত। 'তার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্বেশিত হয়ে উঠতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উদ্বেশিতহৃদয় [স] বি উৎকর্ষার্থপূর্ণ মন। 'উদ্বেশিতহৃদয়ে রতন প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উদ্বেশা [স] উদ্বেশ>। বি বেলাহুঁমি। 'ধূ-ধূ উদ্বেশার সারস নিভৃত কবিতা, মৃত নিশিত, উদ্বেশহীন শ্রেয়।' শক্তি, ১৯৬১।

উদ্বেশা। ১ উদ্বেশ

উদ্বেশিত [স] বিশ বহনমুক্ত। 'আজিকে উল্লীর্ণ করো উদ্বেশিত উপকর্ষ হতে প্রাণৈতিহাসিক বিষ।' সুদীপ্ত, ১৯৩১।

উদ্বোধ [স] বি বোধের উদয়। 'ঐ সভাপ্রাঙ্গণগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ উদ্বোধ হইয়াছে।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৯।

উদ্বোধক [স] বিশ উদ্বোধনকারী। 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক

পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিকদের রূপায়ণ। 'মোহাম্মদী, ১৯৪৪।

উষোখনি [স। বি ওত সূচনা। 'প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উষোখনি হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি জাগরণ। 'ঐ একস্থানি বালক হরলালের জন্ম-উষোখনের পক্ষে যেন সেনার কাঠির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উষোখনী [স। উষোখনি>। ১ বিণ সূচনা নির্দেশক। 'উষোখনী-বাণী নির্গত হইয়া।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি সূচনা। 'সোনার বাঁশির ধ্বনি করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্‌যোখনী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

উষোখনী গান বি সূচনা সংগীত। 'গেয়ে যায় উষোখনী গান।' মাহেনও, ১৯৪৯।

উষোখি [স। উষোখ>। ক্রি উষোখিত করা। 'দেখিনি আর্তিষ্ঠ উষোখিয়া রাখে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উষোখিত [স। ১ বিণ উৎসাহিত। 'কর্তব্য-ইচ্ছা স্বভাবতই উষোখিত হইতে চাহে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বিণ সমর্থিত। 'যাহা-কিছু মহৎ তাহা সমস্ত উষোখিত করিবার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিণ উৎসুক। 'ঐশ্বর্যকে উষোখিত করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বিণ আবির্ভূত। 'উষোখিত হলো প্রাণে দেশের মহিমা।' আহসান, ১৯৪৪।

উষোখিতা [স। বিণ ক্রী সূচনাকারী। 'উষোখিতা নারীর মধ্যমণির ন্যায় হবে বয়ঃ প্রকাশ।' বেগম, ১৯৫৬।

উষ্মত [স। বিণ ব্যতিব্যস্ত। 'শিরঃক্লান্তা নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উষ্মত হননি।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

উষ্মত [স। ১ ক্রিবিণ আচর্যরূপে। 'সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উষ্মত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ আনন্দ। 'বাংলা কত উষ্মত গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'উষ্মত করুনা বলিয়া উপহাস।' শুর, ১৯১৭।

উষ্মত [স। ১ বি উৎপত্তি। 'নির্মল কোন দিন মলা উষ্মত হইবে।' আত্মোন্মেষ, ১৭৪৩। ২ বি ধারণা। 'মনের উষ্মত এত দেশে নাই প্রজা।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি আবির্ভাব। 'অনেক রাজ্যপন উষ্মত হইয়াছিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

উষ্মত [স। উষ্মত বি উষ্মবাস্প। 'অথও উষ্মত রতি রসিকের প্রাপরসের প্রতি।' লালন, ১৮৯০।

উষ্মত [স। বিণ আবিষ্কারক। 'ইহার উষ্মত ভারতের আদর্শ কৃতী সত্যান মহাত্মা গান্ধী।' এসসাম, ১৯২০।

উষ্মত [স। ১ বি আবিষ্কার। 'কোন অভিনব তত্ত্ব উষ্মত করিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি প্রকাশ। 'সুমি ছাড়া সময়ের এ-উষ্মতবে ... আর কাক পাব।' জীবন, ১৯৪২।

উষ্মতমুখী [স। বিণ স্তুতিপীল। 'বিবর্তমান বিক্ষোভকে ... দায়িত্বজনের দ্বারা উষ্মতমুখী সংগঠনের দিকে চালিত করবার সামর্থ্য ...।' শিব, ১৯৫৬।

উষ্মতাবা [স। উষ্মতাবা>। ১ বি সৃষ্টি। 'শৃঙ্খলা উষ্মতাবা করার একটা মন্ত সুখ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি চর্চা। 'শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উষ্মতাবা চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৩ বি বৈশিষ্ট্য। 'প্রত্যেক ভাষার এতটী স্বকীয় ধ্বনি-উষ্মতাবা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উষ্মতাবী শক্তি [স। বি সূজন করার ক্ষমতা। 'অন্তরঙ্গের উষ্মতাবী শক্তির উদয় হইলেই পচাৎ কর্ম ও কর্মকর্তার আবির্ভাব হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উষ্মত [স। ১ বিণ উষ্মত করা হয়েছে এমন। 'তিনি পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত যে সকল নূতন নূতন নিয়ম উষ্মত করেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ জ্ঞাত। 'নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উষ্মত করিয়া লইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বিণ আবিষ্কৃত। 'নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উষ্মত করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বিণ পরিকল্পিত। 'তাঁর উষ্মত শিক্ষাদানপ্রণালীর অসাধারণ নৈপুণ্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ বিণ রূপায়িত। 'এখানকার বিশেষ নীতি নানা দৃষ্টের ভিতর দিয়ে এখানেই উষ্মত হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উষ্মত [স। বি আবির্ভাব। 'আমার চোখের সামনে হঠাৎ কোনো রূপালি শহরের উষ্মত।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

উষ্মতমান [স। বিণ আলোকিত। 'অপূর্ব সৌন্দর্য অকস্মাৎ উষ্মতমান এই-যে হর্ষ দেবতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উষ্মত [স। উষ্মত>। ১ ক্রি উষ্মত হওয়া। 'অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উষ্মত হওয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রি ক্রলে ওঠা। 'নয়নে তোমার ধুমকেতু-কালো উট্টক সরোয়ে উষ্মত।' নজরুল, ১৯২২।

উষ্মত [স। ১ বিণ বিজ্ঞিত। 'মহিমা তব উষ্মত মহাগগন-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিণ প্রকাশিত। 'তারই দিবা লাভবা এর সর্বত্র উষ্মত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বিণ প্রসোদিত। 'নবপ্রবেশে উষ্মত সুখ-মুখিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বিণ আলোকিত। 'তোমার বুদ্ধিরোদ্ভূত তৃতীয় নেত্র যেন প্রবলোত্তিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উষ্মত করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিণ প্রদীপ্ত। 'সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিতাতয় উষ্মত হই।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

উষ্মত [স। ১ বিণ উদ্ভিদজাত। 'উষ্মত বস্ত্র সকল এ নিয়মের অধীন থাকতে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি শাকসবজি। 'লভনে ছানে ছানে উষ্মত ভোজনের ভোজনশালা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উষ্মত [স। বিণ উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত। 'গরিলা ... উষ্মত খাদ্যই ভক্ষণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উষ্মত [স। বিণ নিয়ামিতভোজী। 'আমরা স্তন্যপায়ী উষ্মত জীব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উষ্মত [স। বি কৃপ-লতা-গুল-বৃক্ষাদি, যা মাটি ফুঁড়ে জন্মে। 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

উষ্মততত্ত্ব, উষ্মততত্ত্ব [স। বি উদ্ভিদবিজ্ঞান। 'জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব উষ্মততত্ত্ব ও জন্তুতত্ত্বের ক্ষেত্রে ... সহায়তা করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'পেটে উষ্মততত্ত্ব লক্ষ্যে বই লিখছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উষ্মততত্ত্ববিৎ [স। বি উদ্ভিদবিজ্ঞানী। 'উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কৃষক এই গুণভেদের কারণ জ্ঞাত ... করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উষ্মত পদার্থ [স। বি কৃপ-লতা-গুল-বৃক্ষাদি। 'যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে ... উহার উষ্মত পদার্থ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

উষ্মতবিজ্ঞান [স। বি উদ্ভিদবিষয়ক বিজ্ঞান। 'উদ্ভিদবিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ ছাত্রদিগের এক উপকারী বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উষ্মতবিদ্যা, উষ্মতবিদ্যা [স। বি উদ্ভিদবিষয়ক বিদ্যা। 'ভারতবর্ষীয় উষ্মতবিদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পথ প্রকাশ হইবে।' দর্পণ, ১৮৩২; 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশাদি পরিচয়বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

উষ্মতভোজী [স। বিণ উদ্ভিদ ভোজনকারী। 'উদ্ভিদভোজী জন্তুদিগের

মধ্যে' অক্ষয়, ১৮৫০।

উদ্ভিদশূন্য [স] **বিণ** উদ্ভিদ নেই এমন। 'মরুভূমির মত উদ্ভিদশূন্য স্থান অনেক দূর অবধি ঢালু হইয়া গিয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

উদ্ভিন্ন [স] ১ **বিণ** বিকশিত। 'এ সমস্ত ডিম্ব উদ্ভিন্ন হইয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ **বিণ** প্রকাশিত। 'যৌবনশ্রী সামান্য উদ্ভিন্ন হইবার সঙ্গেই' এসলাম, ১৯১৭। ৩ **বিণ** প্রস্তুত। 'টবে উদ্ভিন্ন গোলাপ গীষণ ফ্যাকাশে ভয়ে' শামসুর, ১৯৭২।

উদ্ভিন্নবয়োবনা [স] **বিণ** শ্রী নতুন বিকশিত যৌবনবিশিষ্ট। 'আত্মশাশলিকা উদ্ভিন্নবয়োবনা লক্ষ্যলক্ষ্য' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উজ্জ্বল [স] ১ **বিণ** উজ্জ্বলিত। 'তঁাহাদিগের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছিল' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ **বিণ** অধিকৃত। 'আমার বন্ধু জ্ঞানান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোন এক কৃষকের কুটিরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের খেত হয়ে উজ্জ্বল হবেন' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ **বিণ** উৎপন্ন। 'ভূতলজ্ঞতার হইতে উজ্জ্বল হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ **বিণ** উজ্জ্বল। 'মানবচিত্তের উস থেকে উজ্জ্বল হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়' রবীন্দ্র, ১৯২১।

উজ্জ্বল [স] ১ **বিণ** প্রকাশ। 'রজনী সর্বাসুন্দরী; বর্ণ উজ্জ্বল-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌরী' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ **বি** উদ্গম। 'কার্ণাটভাঙ্গার হৃদয়-স্পন্দন ও ভূ-উজ্জ্বলের শব্দ উজ্জ্বল করিয়াছেন' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উজ্জ্বল করা ১ **ক্রি** সমাধান করা। 'কর্তব্যসমস্যা উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করি' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ **ক্রি** প্রকাশ করা। 'তুলিল উজ্জ্বল করি কলোয়ালে মহা ইতিহাস' রবীন্দ্র, ১৯০০।

উজ্জ্বলিত [স] **বিণ** জাগরিত। 'শিষ্যের আত্মাকে উজ্জ্বলিত করেন' প্রমথ, ১৯১৮।

উজ্জ্বল, উদ্ভাস্ত [স] ১ **বিণ** উন্মত্ত। 'উজ্জ্বল তাওব নৃত্যে তাহার প্রমত্ত প্রতিভা বাড়িয়া উঠিতেছে' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ **বিণ** বিভ্রান্ত। 'আপনাকে উদ্ভাস্ত কর্তে এসেছি' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ **বিণ** বিমুগ্ধ। 'নবানুরাগের উজ্জ্বল লীলাচাম্ফল্য' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ **বিণ** ব্যাকুল। 'সাদারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বাড়ি বেশি উদ্ভাস্ত করে দেয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ **বিণ** আবেগপূর্ণ। 'বাল্যকালের উদ্ভাস্ত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ **বিণ** উন্মত্ত। 'আমার মন তখন উদ্ভাস্ত' প্রভাত, ১৮৯৬। ৭ **বিণ** দিশাহারা। 'চোখেরদেয় মুখের চটুলগত সমস্ত ইংলও উদ্ভাস্ত' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৮ **ক্রি** বিশিষ্ট এলোমেলোভাবে। 'প্রবৃত্তির হালে বসে কর্ণধার করে উজ্জ্বল চালনা তদ্রূপিত চোখে' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

উজ্জ্বলজন, উদ্ভাস্তজন [স] **বি** বিজ্ঞাত ব্যক্তি। 'কোনও রেনেসাঁসাই উজ্জ্বলজনকে প্রবেশ দেয় না' শিব, ১৯৫৬।

উজ্জ্বলদৃষ্টি, উদ্ভাস্তদৃষ্টি [স] **বিণ** উদ্ভাস্তভাবে চেয়ে আছে এমন। 'হঠাৎ আশুখানু-বেশে উদ্ভাস্তদৃষ্টি নীলধর এসে হাজির' বনফুল, ১৯৩৬।

উজ্জ্বলিত, উদ্ভাস্তিত [স] **বি** উন্মত্ত। 'প্রাত্যহিক উজ্জ্বলিতের মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উজ্জ্বলিত, উদ্ভাস্তিত [স] **বিণ** উজ্জ্বল। 'হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্ভাস্তিক' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

উদ্গম [স] **উদ্গম** **বিণ** অপরিণতবয়স; উদ্গম্য। 'মস্তের প্রভাবে উদ্গম রাড়ি' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

উদ্গত [স] ১ **বিণ** উন্মত্ত। 'ব্যাসে ভিক্সা দিতে গৃহী হইল উদ্গত' ভারত, ১৭৬০। ২ **বিণ** উৎপন্ন। 'আপন গজুর বুকের উপর বাষ্পাইতে

উদ্গত হইল' তারিণী, ১৮০৩। ৩ **বিণ** উদ্গম্য। 'জৈষ্ণব ... এই পুস্তক ক্রয় করিতে উদ্গত হইলেন' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ **বিণ** প্রবৃত্ত। 'যদ্যপি তাহার অনুসন্ধান করিতে উদ্গত হয়' প্রভাকর, ১৮৫৩। ৫ **বিণ** কিছু করবার জন্য তৈরি হওয়া। '... দংশন করিতে উদ্গত হইল' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৬ **বিণ** উদ্গত। 'একটা-কোনো কার্যে উদ্গত করে তাহা আমাদের নাই' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৭ **বিণ** প্রবৃত্ত। 'রিত হস্তে দেশে ফিরিয়া বাইতে উদ্গত হইলেন' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৮ **বিণ** আক্রমণাত্মক। 'অশান্তি আজ উদ্গত বাজ কোথাও না বাধা মানে' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উদ্গতনাঙ্গ [স] **বিণ** খাড়া নাকবিশিষ্ট। 'উদ্গতনাঙ্গ সাহেবিয়ানার রেণগাড়ির মতো' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

উদ্গত [স] **বিণ** শ্রী প্রবৃত্ত; উদ্গত হয়ে এমন। 'এক ব্রাহ্মণ মরিলে তাহার শ্রী সহগমনে উদ্গত হইল' দর্পণ, ১৮২২।

উদ্গতাত্ত [স] **উদ্গত-অস্ত্র** **বি** উদ্গত অস্ত্র। 'নতুন লেখকদের সমর্থনে উদ্গতাত্ত' অস্তিত্ব, ১৯৫০।

উদ্গত্যো [স] **উদ্গত** **বিণ** উদ্গম্য। 'জদি কলিকাতা জাইতে উদ্গত্যো হয় ...' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

উদ্গতি [স] **বি** উদ্গম্য। 'সমস্ত কিছু মিলে একটা বর্ধন-বিস্তারের উদ্গতি' অস্তিত্ব, ১৯৫০।

উদ্গম [স] ১ **বি** চেষ্টা। 'এবে উদ্গম চালাও কোন বল জানি' কৃষ্ণদাস, ১৮৫৩। ২ **বি** অধ্যবসায়। 'উদ্গম সাহস ধৈর্য বল বুদ্ধি' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ **বি** আশ্রয়। 'সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোনো কর্মের উদ্গম নাই' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৪ **বি** উৎসাহ। 'সহস্রবার অকৃতকার্য হইলেও কাহার উদ্গম তলে না' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

উদ্গমবিহীনতা [স] **বি** চেষ্টাবিহীনতা। 'উদ্গমবিহীনতার দরুন নিজের দুর্দশা ঘুচাইতে পারে না' ইমদাদুল, ১৯২০।

উদ্গমশীল [স] **বিণ** চেষ্টা আছে এমন; উদ্গম্য। 'উদ্গমশীল বাণিজ্যকুশল বণিকেরাই ... অধিকার করিয়া লইল' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উদ্গমহীন [স] **বিণ** প্রাণহীন। 'এ রূপ অবস্থায় উদ্গমহীন, আকস্মিকহীন, প্রেমহীন, হিন্দুপক্ষ সাহিত্য যে ধূলয় লুপ্তিত হইবে ইহাতে আর আশ্রয় নাই' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উদ্গমহীনতা [স] **বি** উৎসাহহীনতা। 'গণজীবন যখন এইভাবে এক শেষোচীর উদ্গমহীনতায় আক্রান্ত ...' সত্য, ১৯৭০।

উদ্গম্য [স] **উদ্গত** **বি** লেপন। 'গন্ধ নারায়ন তৈল উদ্গম্য কৈল' মালাধর, ১৫০০।

উদ্গম্য [স] ১ **বি** বাগান। 'বাহির উদ্গম্য মধ্যে সরোবর তিরে' মালাধর, ১৫০০। ২ **বি** ফলপ্রধান বাগান। 'যেখানে এই সলজ ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে, তাহাকে উদ্গম্য বলে' বিদ্যা, ১৮৫১।

উদ্গম্যজাত [স] **বিণ** বাগানে উৎপন্ন। 'উদ্গম্যজাত সুন্দর দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলার' রাজ, ১৮৭৪।

উদ্গম্যপাল [স] **বি** উদ্গম্যরক্ষক; বাগানের তত্ত্বাবধান করে যে। 'এমন উদ্গম্যপাল কোথায়' প্রচারক, ১৯০৩।

উদ্গম্যপালিকা [স] **বিণ** শ্রী বাগানের রক্ষাব্যবস্থাকারী। 'বুড়ি (বোধ হয় উদ্গম্যপালিকা) কতকগুলি ফলফুল নিয়ে উপস্থিত' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উদ্গম্যবিলাস [স] **বি** উদ্গম্য সংক্রান্ত লীলা। 'পঙ্কদশ পরিচ্ছেদে উদ্গম্যবিলাস' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উদ্যানলতা [স] বি বাগানে বেড়ে ওঠা লতা। 'দুটিই বনলতা - দুটিরই সৌন্দর্যে উদ্যানলতা পরাভূতা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

উদ্যাপন [স] ১ বি পালন। 'ঐ ব্রত উদ্যাপন করিতে পারিলে না।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি সম্পাদন। 'অপর কোন প্রধান বিদ্যালয়ে তাহা উদ্যাপন করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ অভিযাচিত। 'বিবাহের পূর্বে পূর্বরাসের পালা উদ্যাপন করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

উদ্যাপনকাল [স] বি অনুসরণ করে চলার সময়। 'তাঁহার জীবনপন জীবনব্রত উদ্যাপনকালেও তাঁহার অসীম মহিমা প্রদর্শন করিয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উদ্যাপিত [স] বিণ পালিত। 'যে জীবন মহৎভাবে উদ্যাপিত এবং অকুঠচিতে উৎসর্গীকৃত, তাঁহার স্মৃতি ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উদ্যাম [স উদ্যাম] বিণ খোলা। 'উদ্যাম বৃকের বাস যুক্ত সে কেস পাস।' ম্যাসার, ১৫০০।

উদ্যাক্ত, **উদ্যুক্ত** [স] ১ বিণ উদ্যত। 'যুদ্ধার্থে উদ্যাক্ত হইলেন ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিণ তৎপর। 'মহারাজ সে বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যাক্ত আছেন।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বিণ যত্নশীল। 'এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্রমে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ৪ বিণ প্রবৃত্ত; নিযুক্ত। 'মনের স্কীত ভাব বা উন্মত্ত ভাব নির্যত আত্মপ্রাধান্যের স্থাপনে উদ্যুক্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উদ্যুক্ততা [স] বি চেষ্টা। 'তাঁহারদের যোগ্যতা ও উদ্যুক্ততা ... নিমিত্ত অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

উদ্যোক [স উদ্যোগ] বি উদ্যোগ। 'তাঁহার বিষয়ে সন্মামক উদ্যোক কিছু করা যায় নাই।' প্রভাকর, ১৮৩০।

উদ্যোক্তা [স] বিণ আয়োজনকারী। 'সভার উদ্যোক্তা শহীদ সাহেবকে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য আহ্বান করিলেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

উদ্যোগ, **উদ্যোগ** [স] ১ বি সূচনা। 'বিজয় উদ্যোগ ঘূর্ণিত করিলা ডাকিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আয়োজন। 'অবতরিত্বের প্রভু করিলা উদ্যোগ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি চেষ্টা। 'এ পর্যন্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ দেখিতেছি না।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৪ বি অনুষ্ঠান। 'এই উদ্যোগ সম্পন্ন করা তাদৃশ কঠিনতা বোধ হইত না।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৫ বি উপক্রম। 'পালাবার উদ্যোগ কহে।' হৃদয়, ১৮৬১। ৬ বি উদ্যম। 'উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই তো রক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৭ বিণ উদ্যোগী। 'তাঁহারই আয়োজন করিবার উদ্যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উদ্যোগ-আয়োজন [স] বি তোড়জোড়। 'তবে কিনা উদ্যোগ-আয়োজন সমস্তই হয়েছে ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উদ্যোগ করা ক্রি আয়োজন করা। 'আমাদের হৃদয়বাতা চতুর্ভণ বর্ধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উদ্যোগপত্র, **উদ্যোগকর্তা** [স] বিণ উদ্যোগী। 'ঈশানচন্দ্র রায় ঐ বিদ্রোহের রাজা ও প্রথম উদ্যোগকর্তা।' এডুকেশন, ১৮৭৩। 'যারা ছিল তাঁর এই আমাদের উৎসাহদাতা, উদ্যোগকর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উদ্যোগপত্রতা [স] বি সচেতনতা। 'সাধারণ বার্ষিককার উদ্যোগপত্রতা আমাদের মধ্যে মাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উদ্যোগপর্ব [স] বি গোড়ার দিকে অংশ। 'বাবসা হু-হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায় ... উদ্যোগপর্ব থেকে বর্গারোহণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উদ্যোগ হওয়া ক্রি চেষ্টা করা। 'তাহা বিক্রয় করণার্থ দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৮।

উদ্যোগি, **উদ্যোগিণী** [স উদ্যোগী] বিণ উৎসুক। 'বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্যোগিণী হইতে ...' রামরায়, ১৮০১।

উদ্যোগিতা [স] বি চেষ্টা। 'অন্যেরা যখন উদ্যোগিতার দ্বারা এরোপ্রেমে উড়িলা তখন সে গরুর গাড়িতে চড়ে।' অন্নদা, ১৯২৮।

উদ্যোগিনী [স] বিণ স্ত্রী যত্নশীল। 'নববাবুদিগের প্রতিপক্ষে ক্ষণ উদ্যোগিনী হইলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

উদ্যোগী, **উদ্যোগী** [স] ১ বিণ তৎপর। 'হবিষ্যের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ উৎসাহী। 'তাঁহাতে উদ্যোগী হইয়াছি ...' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বি উদ্যোগী। 'লখননগরে রায়েল আসিয়াটিক সোসাইটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৪ বিণ যত্নশীল। 'পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৫ বিণ সচেতন। 'তাঁহার সম্পাদন জন্য উদ্যোগী এবং নিপুণ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৬ বিণ আয়োজক। 'রাবিবারিক সভার সভ্যরা এই বোট-যাত্রার উদ্যোগী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বিণ নিরলস। 'ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, মানুষগুলি সরল এবং উদ্যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৮ বিণ উদ্যমী। 'তোমাকে কিন্তু একটু উদ্যোগী হতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উদ্যোগী পুরুষ [স] বি উদ্যোগ করেন এমন পুরুষ। 'তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন সীতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উদ্যোজক, **উদ্যোজক** [স] বিণ সঙ্গতিপূর্ণ। 'তাহা উপসংহতির উদ্যোজক হওয়া উচিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

উদ্রিক্ত [স] ১ বিণ উদিত। 'একটী সুখময় ধর্মভাব উদ্রিক্ত হয়।' নীপিকা, ১৮৮৭। ২ বিণ জাহত। 'বাসনা ... নিয়তই আমাদের প্রয়াসকে উদ্রিক্ত করিয়া রাখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উদ্রেক [স] ১ বি সঞ্চার। 'যে সকল ব্যবহারগুলি করিয়াছেন কিম্বা করিবেন তাহারি উদ্রেক হয়।' জ্ঞানার্বেণ, ১৮৩২। ২ বি অনুভব। 'কেবল ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বনফল ভক্ষণ ও তৃষ্ণায় কাতর হইলে নদী বরনা বিশেষের জল পান ...' প্রভাকর, ১৮৪৭। ৩ বিণ জাগরুক। 'গভর্মেন্টের নিতান্ত অমনোযোগ দেখিয়া কোন্ ব্যক্তির অন্তরকণে কোমর উদ্রেক না হইবে?' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি সৃষ্টি। 'বাণবিক্রেয় ন্যায় জ্বালাযন্ত্রণা - মহাবেদনার উদ্রেক করিয়া দিতেছে।' মণিররক, ১৯০৮।

উধাও [স উদ্ধাবণ] ১ বিণ নিরুদ্দেশ। 'আশা তার পাখা প্রসারিয়া উড়ে যেত উধাও হইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ ক্রিবিণ উর্ধ্বমুখে। 'দুবাহ তাঁর তুলিয়া উধাও/ কহিলেন ডাকি রঘুনাথ রাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ ক্রিবিণ নিরুদ্দেশে। 'না পায় তারা দিশে, উধাও চলে ধৈর্যে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বিণ দিশহারা। 'কোথা সে উধাও মাঠ।' জসীম, ১৯৩১।

উধাও-ধাওয়া বিণ নিরুদ্দেশে ধাওয়া করে এমন। 'দক্ষিণে ফাঁকা মাঠ, উধাও-ধাওয়া অফুরন্ত হাওয়া।' অচিন্ত্য, ১৯০০।

উধাও হওয়া ক্রি নিরুদ্দেশে হওয়া। 'কোথা যে উধাও হল মের প্রাণ উদাসী।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উধাঙ [স উদ্ধাবণ] বিণ উধাও। 'উধাঙ করিল ঘোড়া অন্তরীক্ষ বাটে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উধার [স উদ্ধার] ১ বি স্বপ্ন। 'কালিকার ডিক্কা দিআ উধার শুখিল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উদ্ধার; আশ। 'পরমেশ্বর সাকার হইয়াছিলেন এক বার নর উধার করিতে।' আজোনিয়ো, ১৭৪৩।

উধার করা [কি অর্থ দিয়ে মুক্ত করা।] মানোএল, ১৭৪৩।

উধার বকশন বি পাপের ক্ষমা। মানোএল, ১৭৪৩।

উধারা [স উদ্ধার] > কি উদ্ধার করা। 'উধারল সরসিজ পাওল গ্রান। নিজ নব দলে করু আসন দান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'উধারি।' মানোএল, ১৭৪৩।

উন [স] বিণ উন; কম। 'সামর্থ না হৈল কেহ বলে হৈল উন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উনছন্তর [স উনসংক্রান্ত] বিণ উনসন্তর সংখ্যক; ৬৯। 'সন ১১৭৯ এগারো সও উনছন্তর সাল।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

উনপঞ্চাশৎ [স উনপঞ্চাশৎ-বাঘ] বিণ উনপঞ্চাশৎ সংখ্যক। 'উনপঞ্চাশৎ কথা।' তারিখী, ১৮০৩।

উনপঞ্চাশ বাউ [স উনপঞ্চাশৎ-বাঘ] বিণ ৪৯ সংখ্যক। 'উনপঞ্চাশ বাউ সঙ্গে দিল তার।' মালাধর, ১৫০০।

উনপঞ্চাশ বাতাস [স উনপঞ্চাশৎ-হি বাতাস] বি পাগলামির হাওয়া। 'উনপঞ্চাশ বাতাস তবুও বর।' জীবন, ১৯৪৮।

উনপঞ্চাশ বাঘ [স উনপঞ্চাশৎ-বাঘ] বি পাগলামির হাওয়া। 'যখন-তখন উনপঞ্চাশ বাঘ-বেগে চড়ুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উনপাঁছরে [স উন-পঞ্চর] বিণ দুর্বল। 'ক্রমে ক্রমে পাড়ার হতভাগা লম্বীছড়া - উনপাঁছরে - বরাবুরে ঘোড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

উনবিংশ [স উনবিংশ] বিণ উনিশ সংখ্যক। 'উনবিংশে হলদে রঙের অবতার।' মালাধর, ১৫০০।

উনই [স উন্ন] বি উৎস। 'কোন উনই হইতে সে উৎপন্ন হইল।' দর্পণ, ১৮২২।

উনকে সর্ব উহার। 'কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব। ইফিকে বীন উনকে অবলম্ব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উনত [স উন্নত] বিণ উচ্চ। 'উনত উরজ চিরে ঝাপাবএ পুন পুন দরসাএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উনন [স উন্ম] বি চুলা। 'গাছতলায় মস্ত মস্ত উনন পাতা; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উননমুখী [স উন্ম+স মুখী] বিণ স্ত্রী চুলার মতো মুখ যে নারীর। 'রাফুসী - পেদ্রী - উননমুখী - বেরালবাণী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

উনমত [স উন্নত] ১ বিণ মত। 'তাক দেখি উনমত ভৈলো।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ অপরিণত। 'দৃতাক মাইল আক্ষে উনমত কালে।' বড়ু, ১৪৫০।

উনমতি [স উন্নত] বিণ ব্যাকুলা। 'উনমতি পাগলি গোপি আন নাই মনে।' মালাধর, ১৫০০।

উনমত্ত [স উন্নত] বিণ উন্মাদ। 'মদনে উনমত্ত গোদা নাচে কুত্থলে।' বিজয়, ১৬৫০।

উনমন [স উন্নান] বিণ উত্তলা। 'মন উনমন/ মন কেমন রে' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

উনমাদ [স উন্মাদ] বিণ উন্মাদ; পাগলের মতো। 'দুইক পিঠীতি উনমাদ।'

গোবিন্দ, ১৬০০।

উনা [স উনা] বিণ কম। মানোএল, ১৭৪৩।

উনান [স উন্ম] বি চুলা। 'জগিয়া মনসা নাম জ্বালিল উনান।' কেতকা, ১৬৫০। **উনুন, উনোন**

উনানো [স উন্ম] > কি গলিত করা। 'অবশ্য উনাইব ঘৃত আনলে পরশে।' বাহরাম, ১৬৫০।

উনি সর্ব এই ব্যক্তি। 'আমি নাই তুমি নাই উনি আর ইনি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

উনিশ [স উনবিংশ] > বিণ ১৯ সংখ্যক। 'বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি, ফুরিয়ে গেল উনিশ পিণে নস্যা।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'এ জষ্টি মাঙ্গে ভুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়িল, তাই না?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উনিশ-বিশ [স উনবিংশ-বিশ] বি সামান্য পার্থক্য। 'উনিশ-বিশ হলো হয়তো কিছু ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

উনিশশো [স উনবিংশ-শত] বিণ উনিশ শত (১৯০০) সংখ্যক। 'উনিশশো তেয়ারার সাল।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

উনিশা [স উনবিংশ] > বিণ উনিশ সংখ্যক। ওর্সা, ১৭৮৫।

উনিশে বিণ উনিশতম। 'আগামী কাল উনিশে জোঁত বিবাহের দিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

উনই [স উন্ন] বি উৎস; বরনা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বালির উনই হইতে কিছু কিছু জল উঠে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

উনুন [স উন্ম] > বি চুলা। 'নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা, জাশায় নাই জ্বল।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

উনুনমুখো [স উন্ম+স মুখ] > বি অগ্নিমুখী। 'দাওয়াতে টানতে হাঁকো, উনুন-মুখো, নড়েও নাচো ন্যাজ মশাতে।' নজরুল, ১৯৩১।

উনু হওয়া [স উনা] কি কমে যাওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

উনোন [স উন্ম] > বি চুলা। 'একেবারে উনোনের পাশ।' নজরুল, ১৯৩১।

উনুরু [স উন্ম] বি ইদুর। 'নরদামাবাসি উনুরুক আপনারদের স্থান এষ্ট ভয়ে ...' দর্পণ, ১৮২০।

উন্নত [স] ১ বিণ উচ্চ। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ উন্নত। 'এ তোর উন্নত যৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ সম্ভ্রান্ত। 'উন্নত বড় ধনি মরারো এ ব্রহ্ম স্থানে রাজা হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৬। ৪ বিণ উৎসাহিত। 'তফুরাই ধর্ম্যবৃত্তি উন্নত ও নিকট প্রবৃত্তি সংযত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ বিকশিত। 'বঙ্গভাষা অদ্যাপি পরিমার্জিত ও উন্নত হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৬ বিণ সমৃদ্ধ। 'যে জাতির স্বাধীনতা আছে, সেই জাতির ভাষা মুক্ত, সুতরাং উন্নত।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৭ বিণ উদার। 'ভক্তিজাতন মৃত ব্যক্তির উপাসনা করিলে মন উন্নত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৮ বিণ উচ্চ মানের। 'তাহারা বাঙ্গলা অভিধান, বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গলা পাঠশালার সৃষ্টিকর্তা ছিলেন।' রাজ, ১৮৭৪।

উন্নতকরণ [স] বি উদার করা। 'জাতীয় আচার ব্যবহার উন্নতকরণ জন্য।' প্রচারক, ১৯০১।

উন্নতকায় [স] বিণ সূর্যমন্দিরী। 'একজন উন্নতকায় উত্তম পোষাকপরা লোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

উন্নতচরিত্র [স] বিণ উচ্চমানের চরিত্রবিশিষ্ট। 'সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নতচরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

উন্নতচেতা [স] বিপ উদারমনা। 'ফকির বেড়িসা একজন উন্নতচেতা বিতঙ্ক মুসলমান'। *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

উন্নতম [স] বিপ উচ্চতম। 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর হইতে উন্নততম সোপানে আরুঢ় হইয়া ...'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নততর [স] বিপ অতিশয় উচ্চ। 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর হইতে উন্নততম সোপানে আরুঢ় হইয়া ...'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নতনাসিক [স] বিপ উন্মাসিক; অনদের নীচদৃষ্টিতে দেখে এমন। 'সভ্যতার পর্বে উন্নতনাসিক'। *বিভূতি*, ১৯৩৮।

উন্নতবলিষ্ঠ [স] বিপ বিকশিত ও দৃঢ়। 'আত্মনির্ভরপন্ন উন্নতবলিষ্ঠ চরিত্রের ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতমনা [স] বিপ উদার মনের অধিকারী। 'কতিপয় স্বাধীনচেতা উন্নতমনা মহাত্মা জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন'। *প্রচারক*, ১৯০৬।

উন্নতমস্তক [স] বিপ আত্মমর্যাদাশীল। 'রাবব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক'। *বনফুল*, ১৯০৬।

উন্নত-শীর্ষ [স] বিপ উন্নতমস্তক। 'স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে'। *নজরুল*, ১৯২২।

উন্নতশীল [স] বিপ উন্নতি ঘটছে এমন। 'সভ্যতারূপে উন্নতশীল বিজ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তির ... বিরত ছিলেন'। *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

উন্নতহৃদয় [স] বিপ উদার। 'স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী, উন্নতহৃদয় মহাত্মা'। *প্রচারক*, ১৯০১।

উন্নতি [স] ১ বি সমৃদ্ধি। 'শিবানন্দের বৃদ্ধি পরে উন্নতির বাহুল্য হইল'। *রামায়ণ*, ১৮০১। ২ বি মানোন্নয়ন। 'শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে'। *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ বি বিকাশ। 'ধর্মের উন্নতি জন্য ভক্তবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইল'। *অক্ষয়*, ১৮৪৩। ৪ বি অগ্রগতি। 'বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রীতি হয়'। *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৫ বি উন্নয়ন। 'আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৬ বি উচ্চতা। 'মংগুতে এলুম, উন্নতি হলো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

উন্নতি-উদ্দেশ্যে [স] ক্রিবিপ উন্নয়নের লক্ষ্যে। 'দেশের উন্নতি-উদ্দেশ্যে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতিকর [স] বিপ কল্যাণকর। 'এত উন্নতিকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নতিকল্পে [স] ক্রিবিপ উন্নতির জন্য। 'কৃষির উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা'। *প্রচারক*, ১৮৯৯।

উন্নতিকামী [স] বিপ উন্নয়ন-কামনাকারী। 'তা হলে দেশের উন্নতিকামী হিসাবে আমি আপনাদের ...'। *ধূজিট*, ১৯৩১।

উন্নতিজনক [স] বিপ উন্নয়নমূলক। 'এই সকল উন্নতিজনক পন্থা অবলম্বন করিয়া ...'। *প্রচারক*, ১৯০৩।

উন্নতিভক্ত [স] বি উন্নতিবিষয়ক মত। '... বাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতিভক্ত যে নূতন'। *প্রথম*, ১৯১৪।

উন্নতি দেখয়া কি উন্নতি বিধান করা। 'আমরা তাদের উন্নতি দিবই'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতিবর্ধন, উন্নতিবর্দ্ধন [স] বি উন্নতি বৃদ্ধি। 'কৃষির উন্নতিবর্দ্ধন নিমিত্ত অবিরত যত্ন করিতেছে'। *দিক্শরঙ্গ*, ১৮৬৯।

উন্নতিবিধান [স] বি উন্নতিসাধন। 'রাশিয়ার প্রজাসাধারণের

উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে খুব বেশি দুরূহ বৈ কম নয়'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উন্নতিমার্গ [স] বি উন্নতির পথ। 'পরীক্ষার কৃতিত্ব লাভ করিয়াই মনে করেন, তাঁহার উন্নতিমার্গে আরুঢ় হইয়াছেন'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উন্নতিমূলক [স] বিপ কল্যাণকর। 'শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক স্বভাবজাত কর্মপ্রেরণা'। *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

উন্নতিরোধক [স] বিপ উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক। 'পরানীতি এদিকে উন্নতিরোধক'। *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

উন্নতিশীল [স] ১ বি ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে এমন। 'সেই সমাজ উন্নতিশীল'। *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ বি উন্নয়নের চেষ্টায় রত; উন্নয়নশীল। 'পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশসমূহের নারী সমাজের অবস্থা'। *বেগম*, ১৯৫৩।

উন্নতিসম্ভাবনা [স] বি অগ্রগতি। 'একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতিসম্ভাবনার শেষ নাই'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উন্নতি-সাধন [স] ১ বি কল্যাণ সাধন। 'নানাবিধ বিষয়ের উন্নতি-সাধন ... হইবে'। *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ বি সুস্থতা সাধন। 'দৈহিক উন্নতিসাধনের সঙ্গে এইরূপ জ্ঞানোৎকর্ষবিধানের সুসঙ্গত সমাবেশ ... হইয়া থাকে'। *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ৩ বি বিকাশপ্রাপ্তি। 'স্বাধীনতা ভাষার উন্নতিসাধনের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ'। *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ বি উন্নয়ন। 'জমিদার নিশ্চিতভাবে জমিদারির উন্নতিসাধন করেন'। *সুভদ্রা*, ১৮৭৩। ৫ বি উন্নতি বিধান। 'সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উন্নতি-স্রোত [স] বি অগ্রগতি। 'এই উন্নতি-স্রোত যদি দারুণ প্রতিঘাত না পায় তবে কখনো থামিবে না'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উন্নতীজ্ঞা [স] উন্নতি-ইচ্ছা। 'বি উন্নতির ইচ্ছা'। 'উৎসাহ, একতা, উন্নতীজ্ঞা একেবারে হৃদয় হতে নির্বাসিত'। *হতেম*, ১৮৬১।

উন্নমিত [স] বিপ অর্ধ-উন্নীলিত। 'উন্নমিত আঁখি দুটি মেসি'। *জীবন*, ১৯২৭।

উন্নমিতা [স] বিপ স্ত্রী উন্নত। 'তরুণী রজনীগন্ধা আঁখিতে উৎসুক-উন্নমিতা, একান্ত কৌতুকী'। *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

উন্নয়ন [স] বি উন্নতিবিধান। 'অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সেই সেই প্রকারে উন্নয়ন করিতে হয়'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উন্নয়নমূলক [স] বিপ উন্নতি বিধায়ক। 'এই অর্থ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হলে উপকার পাওয়া যাবে'। *বেগম*, ১৯৫৮।

উন্নয়নকামী [স] বিপ উন্নতি কামনা করে এমন। 'দেশের উন্নয়নকামী নারীদের এক বড় প্রেরণা'। *বেগম*, ১৯৬৬।

উন্নয়নখাত [স] উন্নয়ন+আ খাত। 'বি কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র'। 'উন্নয়নখাতে ব্যয়'। *ইন্ডেক্স*, ১৯৭০।

উন্নয়নশীল [স] বিপ উন্নতি সাধনে সচেষ্ট কিন্তু যথেষ্ট উন্নত নয়। 'উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সাধারণ জনসংখ্যার হিসেবে সম্ভবত পাকিস্তানে নার্সের সংখ্যা সবচেয়ে কম'। *বেগম*, ১৯৬৭।

উন্নরক [স] বিপ নরকতুল্য। 'উন্নরক বর্ণের আখ্যানে সাধীর সঙ্গতি যেন করি'। *সৃষ্টি*, ১৯৩২।

উন্মাদ [স] বিপ উচ্চশব্দবিধি। 'উন্মাদ শব্দের গর্ভে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

উন্মাসিক [স] বিপ ভ্রাণ গ্রহণে অসম্মি। 'আমার বেড়াল দুটো ... খানা

কামরায় এসে উন্মাসিক হয়ে মাইডিয়ার মাইডিয়ার আওয়াজ বের করেছে।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

উন্মাসিকতা [স] বি অহঙ্কার। 'তাদের অবজ্ঞা এবং উন্মাসিকতা' উমর, ১৯৬৭।

উন্মি [স] উন্মি বিণ ঘুমহীন। 'ফলত সে উন্মি তৃতীয় চোখ।' শামসুর, ১৯৫৯।

উন্মি [স] বিণ নিদ্রাহীন। 'সে উন্মি ত্রিলোচনে ভেদ নেই ধবলে শবলে।' সৃষ্টি, ১৯৩৯।

উন্মিত [স] বিণ উন্মিতপ্রাপ্ত। 'ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্মিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উন্মুতা [স] উন্মুতা বিণ ক্রী উত্তেজিত। 'উন্মুতা ওঁসদি হইতে বৃন্দাবনে।' মালাধর, ১৫০০।

উন্মুত [স] ১ বিণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'বনবাসী আত্মনাশী উন্মুত উন্মাদ' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি পাগল। '...উন্মুতের ন্যায় হইয়া আপন প্রভুকে কামড়াইতে যায়।' মদনমোহন, ১৮৫০। ৩ বিণ দিশাহারা। 'আমোদে উন্মুত হইল সহকণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ উচ্ছ্বসিত। 'দেখিয়া উন্মুত হইল নৃপতির মন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বিণ মাতাল। 'ঊষা সোভের উঁর মাদকরস-পানে উন্মুত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৬ বিণ মত্ত। 'চামচিকে বাহিরের বারান্দায় উন্মুত দরবেশের মতো ক্রমগত চক্রাকারে ঘুরিত। রবীন্দ্র, ১৯১২। ৭ বিণ বিমুগ্ধ। 'হিংসায় উন্মুত পৃথ্বী নিত্য নিষ্ঠুর ঘন্ব।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

উন্মুততা [স] ১ বি উত্তেজনা। 'বেদনা এমন অতিবাদ হইল, যে বের সাধনে উন্মুততাকে বাগানের মধ্যে দৌড়িয়া গেল।' তারিণী, ১৮০০। ২ বি বাহুল্য। 'এ আইন বজায় রাখণ কেবল উন্মুততা' দর্পণ, ১৮৩৫। ৩ বি পাগলামি। 'তাহার সন্দেহকে উন্মুততা বসিয়া উড়াইয়া দিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উন্মুতায় [স] বিণ পাগলের মতো; আত্মহারা। 'উন্মুতায় হইয়া ... বিচারায় আক্রমণ করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

উন্মুতবৎ [স] বিণ পাগলের মতো। 'উন্মুতবৎ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন।' ঢাকাপ্রকাশ, ১৮৭৩।

উন্মুতা [স] ১ বিণ ক্রী আত্মহারা। 'যখন ব্যতিচার আমোদে উন্মুতা ছিলে ...' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি ক্রী মাতোয়ারা হয়েছে যে। 'শৈবলিনী নানিকা আবৃত করিয়াও উন্মুতার ন্যায় হইল।' বঙ্গদর্শন, ১৭৭৪।

উন্মুতো [স] উন্মুতা বিণ পাগল। 'বৎহ প ছাড়স সহজ উন্মুতো।' চর্চা ১৯, ১২০০।

উন্মুত্বন [স] বি বিশেষভাবে আলোড়ন। 'যুগ্ম উন্মুত্বন তাদের নিষ্ক্ষেপ করে শরণসংকতে।' সৃষ্টি, ১৯৩৯।

উন্মুখা [স] উন্মুত্বন > ক্রি আলোড়িত হওয়া। 'সমুদ্রতল উন্মুখিয়া উঠে উপকূলে।' চর্চা ১৯, ১২০০।

উন্মুখিত [স] ১ বিণ উষেলিত। 'কবিতাকে উন্মুখিত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বিণ ফুঁসে উঠেছে এমন। 'নিষ্ঠুর বিদেহ উন্মুখিত হইয়া উঠিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ প্রসারিত। 'আধুনিক সভ্যতার অসংখ্য বাহ্যচলনায় এই লোভই সর্বত্র উন্মুখিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উন্মাদ [স] ১ বিণ উন্মুত। 'উন্মাদ মলনে মাতল মন।' শেখর, ১৬০০। ২ বিণ প্রবল। 'উন্মাদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উন্মাদবেশ [স] বি ক্ষিপ্ত গতি। 'শব্দে গিরে উন্মাদবেশে পড়িতেছে অবিরত।' নজরুল, ১৯২৮।

উন্মাদা [স] বিণ ক্রী উন্মুত। 'উন্মাদা মদন-মদে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

উন্মাদ [স] ১ বিণ আনমনা। 'আমি উন্মাদ হে, হে সুদূর, আমি উদাসী।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ উদাসী। 'ভালবাসা-ভারে উন্মাদ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

উন্মাদা [স] ১ বিণ অন্যমনস্ক। 'আসনে বসিয়া উন্মাদা হইয়া ভাবনে ব্যাস গোঁসাই।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ ব্যাকুল। 'আজকে আমি তাহার লাগি উন্মাদা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

উন্মাদ্বন [স] বি আলোড়ন। 'হির জলে আনে অশান্তির উন্মাদ্বন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উন্মাদ্বত [স] উন্মাদ্বন বিণ আত্মহারা। 'উন্মাদ্ব পাগলি মনে নিজ পতি দরসনে।' মালাধর, ১৫০০।

উন্মাদ্বাতাল [স] বিণ অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। 'উন্মাদ্বাতাল অতীতের কথা ভাবে : পার্কের বেঞ্চিতে।' শামসুর, ১৯৭০।

উন্মাদ্বি [স] বিণ সামান্যতম। 'কখনও করিনি মনে প্রভুত্বের উন্মাদ্বি প্রমাদে।' সৃষ্টি, ১৯৩১।

উন্মাদ [স] ১ বিণ উত্তাল। 'উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায় তৎক্ষণে উঠিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৫০। ২ বি উত্তেজনা। 'পূনঃ পুনঃ শ্রোত্র তুনি বাঢ়য়ে উন্মাদ।' কৃষ্ণ, ১৫৮০। ৩ বি অতিরিক্ত আসক্তি। 'শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ হইল সভাকার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বিণ পাগল। 'তুই কি উন্মাদ হইলি সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বিণ বেশাঘাত। 'চৈতন্যজনী আভি উন্মাদ মধুনিষি ওণো চৈতন্যনিশীথশী।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৬ বিণ প্রমত্ত। 'হিংসার উৎসবে আজি বাজে অঙ্গে অঙ্গে মরোনে উন্মাদ রাগিনী ভয়ছর।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বিণ ক্ষিপ্ত। 'উন্মাদ, আমি উন্মাদ, ... আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' নজরুল, ১৯২২। ৮ বিণ বিশেষায়। 'দেবিন্ তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কী যন্ত্রণায় মরোছে পাথরে নিঞ্চল মাথা কুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উন্মাদক [স] বিণ পাগল করে এমন। 'শরতেও হিমায়ের এমনই ... ভয়ংকর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

উন্মাদকর [স] বিণ পাগল করে এমন। 'সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

উন্মাদমত্ত [স] ১ বিণ পাগলামিতে আক্রান্ত। 'উন্মাদমত্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ অপ্রকৃতিস্থ। 'তারা ক্রী উন্মাদমত্ত কার পাপে।' বিমল, ১৯৫৩।

উন্মাদদশা [স] বি চিত্তবিক্রম অবস্থা। 'উন্মাদদশায় প্রভুর হির নহে মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উন্মাদন [স] বি উন্মাদনা। 'গানে গানে উদাস প্রাণে জাগা রে উন্মাদন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উন্মাদনা [স] বি উদ্দীপনা। 'তরুণ দেহের রক্তহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উন্মাদনাকর [স] বিণ মত্ততা সৃষ্টিকারী। 'সেই আর্তদান শোনার চেয়ে উন্মাদনাকর নেশা জগতে আর কী আছে।' মানিক, ১৯৩৭।

উন্মাদনাময় [স] বিণ পাগল করে এমন। 'উন্মাদনাময় ভালোবাসা বহিয়া বহিয়া ...' মানিক, ১৯৪০।

উন্মাদনি [স উন্মাদ<] *বিপ* পাগল করে এমন। 'বিরহগান মনকে পাওয়ায়/ পরান-উন্মাদনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

উন্মাদিনী [স উন্মাদ<] *বিপ* পাগল করে এমন। 'অজি মধু চাঁদনী/ প্রাণ উন্মাদিনী/ শিখিল বাঁধনী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উন্মাদপ্রলাপ [স] *বি* পাগলের অর্থহীন কথা। 'উন্মাদপ্রলাপ করে রাহি-দিবসে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উন্মাদপ্রাণ [স] *বিপ* প্রাণ পাগল করে এমন। 'কালবেশাধী ঝঞ্ঝার সুরে উন্মাদপ্রাণ।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৬।

উন্মাদলক্ষণ [স] *বি* পাগলামি। 'যেই করে যেই বোলে উন্মাদলক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উন্মাদলীলা [স] *বি* পাগলামি। 'দেশটা ভরা আজ এক বিকট উন্মাদলীলা।' নজরুল, ১৯২৭।

উন্মাদা [স উন্মাদ<] *ক্রি* উন্মত্ত করা। 'মিলিত ঝঙ্কার ডরে কাদিয়া কাদিয়া/ আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

উন্মাদাবস্থা [স উন্মাদ-অবস্থা] *বি* পাগলামি। 'তার বদ্ধ উন্মাদাবস্থারও উৎকট কল্পনার বাইরে।' মৃজতা, ১৯৬০।

উন্মাদিনী [স] *বিপ* ক্রী উন্মত্ত। 'মমুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উন্মাদিনী-পারা [স উন্মাদিনীপ্রায়] *বিপ* উন্মাদিনীর মতো। 'ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

উন্মাদী [স] *বিপ* মাতেয়ারা। 'নিত্যানন্দনামে হয় পরম উন্মাদী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উন্মার্গগামী [স] *বিপ* বিপথগামী। 'তিনি যে মহারাজের সহিত এরূপ উন্মার্গগামী জন্মের ন্যায় অশিষ্টাচার করেছেন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

উন্মিষিত [স উন্মিষিত] *বিপ* চমকিত। 'উন্মত্তে কপিলবর্ণ বিদ্যুৎ উন্মিষিত হইতে লাগিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৮৮।

উন্মীল [স] *বিপ* বিকশিত। 'বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরবিধি সেই ভ্রম সুকোমল কমল-উন্মীল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

উন্মীলন [স] *বি* চোখ খোলা। *সেবধি*, ১৮৯৩। ২ *বি* প্রস্তুত। 'স্মৃতি আছে লেগে অদৃশ্য চাঁপার উন্মীলনে।' শ্যামসূর, ১৯৬৩।

উন্মীলা [স উন্মীলন<] ১ *ক্রি* খোলা। 'উন্মীলিলা আখণ্ড সহস্র লোচন।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ *ক্রি* ভেদ করা। 'বঙ্গহৃদয় উন্মীলি যেন/ রক্তকমল ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ *ক্রি* প্রকাশিত হওয়া। 'উন্মীলিগছে নখে দস্তে হিঙ্গ্র বিজীধিকা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উন্মীলিত [স] ১ *বিপ* উন্মুক্ত। 'নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ *বিপ* প্রকাশিত। 'যত সৌন্দর্য যত শক্তি ... দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উন্মুক্ত [স] ১ *বিপ* উন্মোচিত। 'দেসদিমোনার হৃদয় আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ *বিপ* খোলামেলা। 'শেষ শাদাসিমে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ *বিপ* অবাধ। 'উন্মুক্ত জীবনপ্রোত বহে দিনরাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ *বিপ* খোলা। 'সহিদদিগের জন্য স্বর্গদ্বার সর্বদা উন্মুক্ত।' মশাররফ, ১৯০৮।

উন্মুক্ততা [স] *বি* খোলামেলা অবস্থা। 'সাগর সৈকতের বিপুল উন্মুক্ততায়, আশনার হৃদয়ের খেলা নিয়ে সে মেতে থাকে।' মানিক, ১৯৩৫।

উন্মুক্তদৃষ্টি [স] *বি* নির্মোহ দৃষ্টি। 'উন্মুক্তদৃষ্টিতে তাকালে যুবক শিক্ষক

বিশ্মিত হয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

উন্মুখ [স] ১ *বিপ* উৎসুক। 'উন্মুখ অধরে ধরি চুপন-অমৃত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ *বিপ* উদ্যমী। 'জাগো উন্মুখ চিত্তে জাগো আলানপ্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

উন্মুখতা [স] *বি* ব্যয়তা। 'প্রাণে পৈঁথে সূর্যমুখী-উন্মুখতা বুজি আজো তাকে।' শ্যামসূর, ১৯৫৯।

উন্মুখ-যৌবনা [স] *বিপ* যৌবনে উপনীত হওয়ার জন্যে উদ্ভীষ। 'ওইসব উন্মুখ-যৌবনা কিশোরীদের কাছে।' নজরুল, ১৯৩১।

উন্মুখিন [স] *বিপ* অভিমুখী। 'সমুদ্র যদি জোয়ারের ঢোনে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখিন হইয়া রহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উন্মুখী [স] *বিপ* ক্রী উৎসুক। 'নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া, সে বিন্দ্যাবতী ঝন ঝন করিয়া বীশের তারে বড় বড় ঘা দিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

উন্মুখর [স] ১ *বিপ* অতি মুখর। 'রাগরিত সঙ্কিল্প এ যে ... উন্মুখর বিনির্মোহ আত্মার মর্মরে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩১। ২ *বিপ* উচ্চ শব্দময়। 'উন্মুখর অট্টহাস্যসনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উন্মুখরতা [স] *বি* বাগাড়ম্বর। 'সাময়িক উন্মুখরতার ছোরে এ স্বরশীল হয়ে ওঠে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

উন্মুদ [স] ১ *বিপ* অচিহ্নিত। 'কালের প্রপাত উদ্ভঙ্গ রঙনে নামে অনন্তের উন্মুদ জতলে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ *বিপ* প্রস্তুতি। 'উন্মুদ উষার লগ্নি যদি তুমি আদরে রাখিতে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

উন্মূল [স] *বিপ* উৎপাটিত। 'প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উন্মূলন [স] *বি* বিনাশ। 'বৌদ্ধধর্মের সমূলে উন্মূলন করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উন্মূল্য [স উন্মূল<] *ক্রি* উৎপাটিত হওয়া। 'অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে/ স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

উন্মূলিত [স] ১ *বিপ* উৎপাটিত। 'স্নেহের অঙ্কুর পর্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ *বিপ* মুছে ফেলা হয়েছে এমন। 'তাহা হৃদয় হইতে অনেকদিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

উন্মোষ [স] *বি* উদয়। 'আমার জীবনের অন্ততলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মোষ হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উন্মোষণ [স] *বিপ* সম্ভারকরা; উন্মীলনকারী। 'জাতীয় তমদ্দনের উন্মোষণ ও সহায়ক।' মোহাম্মদী, ১৯৪৪।

উন্মোষণালিনী [স] ১ *বিপ* ক্রী সজ্জনালী। 'প্রতিভার অর্থ নব নব উন্মোষণালিনী বৃদ্ধি।' প্রমথ, ১৯১৬। ২ *বিপ* ক্রী বিকশিত। 'উন্মোষণালিনী বিরাট প্রতিভার অতি সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

উন্মোষা [স উন্মোষ<] *ক্রি* উদয় হওয়া। 'তরঙ্গ ছুটিছে শূন্য/ উন্মোষিছে মহাভবিষ্যৎ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উন্মোষিত [স] *বিপ* বিকশিত। 'দিবদিকে উঠেছিল উন্মোষিত হয়ে এক মুহূর্তের মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উন্মোচন [স] ১ *বি* অপসারণ। 'তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ *বিপ* বন্ধনহীন। 'বেশী করি উন্মোচন শাস্ত মনে করো, বৎস, দেবতা-অর্চনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ *বিপ* মুক্ত। 'একই কথা! - ছুরিকা উন্মোচন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ *বি*

প্রকাশ। 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উদ্ভাচন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উদ্ভাচনরত [স] বিশ্ণু উদ্ভাচন করছে এমন। 'ইউরোপের মন তখন প্রকৃতির হৃদয় উদ্ভাচনরত।' অন্নদা, ১৯৩৭।

উদ্ভাচিত [স] বিশ্ণু মুক্ত। 'জীবনের জটিল গ্রহিণী যেন একে একে উদ্ভাচিত হয়ে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উদ্ভাচিতা [স] বিশ্ণু ঈ উদ্ভাচিত করা হয়েছে এমন। 'জীবনে যে আবৃত্তমুখী মৃত্যুতে সে উদ্ভাচিতা।' অতিথ, ১৯৫০।

উপ-উপতি [স] বি গৌণ প্রেমিক। 'অদ্য রজনীতে অবশাই তোমার উপ-উপতি দেবতা হবার অসিদ্ধাশী।' মুনীর, ১৯৬১।

উপকর্ষ [স] ১ ক্রিবিধ আকর্ষণ। 'মুহূর্তে কবিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা/ উপকর্ষ ভরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি নগরীর সমীপ। 'কালিঙ্গের উপকর্ষের বাক্যে উপবনের পাশে তার সাথে আমার প্রথম দেখা।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি গঙ্গদেশ। 'আজিকে উদ্বীর্ণ করো উদ্ভাচিত উপকর্ষ হতে প্রাপ্তিহাসিক বিষ।' সুধীশ, ১৯৩১। ৪ বি নিকট। 'বিকলের উপকর্ষে সাগরের ঢিল।' জীবন, ১৯৪২।

উপকথা [স] ১ বি উপাখ্যান। 'উপকথা কহে রাক্ষসি মনে মনে হাসে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি গল্প। 'কাছে বসিয়া সমস্ত দিন উপকথা শুনিতে পারিব না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। 'উপকথার মন রত্নাবাসীর ... ইতিবৃত্তে পোশাক।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬। ৩ বি স্মৃতি। 'বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে মনে পড়ে কত উপকথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

উপকথাই [স উপকথা] বিণ অব্যবহা। মোনোএল, ১৭৪৩।

উপকথাবহুল [স] বিণ কাহিনিসম্পন্ন। 'মহীকবের মতো বড়ো রহস্যময় উপকথাবহুল।' হাসান, ১৯৬৬।

উপকর [স] বি বাড়তি কর। 'উপকর দিতে না পারিয়া ... স্থানান্তর যাইতেছে।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

উপকরণ [স] ১ বি উপাদান। 'ভেঙ্গসপত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি কার্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। 'বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি শর্ত। 'স্বাধীনতা ভাষার উন্নতিসাধনের পক্ষে একটি অত্যাৱশ্যক উপকরণ।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বি বিষয়বস্তু। 'বিবাহবিচ্ছেদের সমস্ত উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হয়।' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭২। ৫ বি অংশীদার। 'দুই লোকেরাই এই দলপুষ্টিতার প্রধান উপকরণ।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ৬ বি পণ্য। 'সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৭ বি জিনিসপত্র। 'বিশ্রামের উপকরণ উপাধান শয্যা কিছুই নাই।' মশাররফ, ১৯০৮।

উপকরণাত্ম্য [স] বিশ্ণু উপকরণের আধিক্য আছে এমন। 'বঁধানো পথ ঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাত্ম্য পরিণটি বাড়ি ঘর।' অন্নদা, ১৯২৯।

উপকর্তা, উপকর্তী [স] ১ বিশ্ণু উপকারকারী। 'বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্তী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'উপকর্তা দুঃখ হর্তা পবিত্র শরীর।' অল্যাপ্ত, ১৬৮০। ২ বি বড়োকার্তার অধস্তন কর্তা। 'দলের বড়োকার্তাদের কাছে না হোক, উপকর্তীদের কাছে গিয়ে তোমার প্রস্তাব জানাতে হবে।' প্রমথ, ১৯০৫।

উপকার্য [স] উপ-কার্য বি কাছাড়ি বাড়ি। 'উপকার্যের উত্তরে আশ্চর্য ঘর থা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উপকার্তা [স] বি উপপত্নী। 'উপকার্তা অনুগামী।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

উপকার [স] ১ বি হিত। 'সংসার আসার/ পর উপকার/ করিলে কি রীতি থাকে।' বঙ্কু, ১৪৫০। ২ বি লাভ। 'এই অহিফেন বাগিচা ভারতবর্ষেরই বা ঈ উপকার উপকার হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি সহায়তা। 'আমাদের অসময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ বি মঙ্গলসাধন। 'তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আয়ত্বেলাই যে কত উপকার করিয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

উপকারক [স] বিশ্ণু উপকারী। 'এ পুস্তক অতি উপকারক।' দর্পণ, ১৮১৯।

উপকারকর্তা, উপকারকর্তী [স] বি উপকারী ব্যক্তি। 'উপকারকর্তা আপন মনেতেই সন্তুষ্ট হন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

উপকারজনক [স] বিশ্ণু কল্যাণকর। 'বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

উপকারজনিকা [স] বিশ্ণু ঈ উপকারী। 'অনুমান করি যে কেবল সাধারণের উপকারজনিকা হইবে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

উপকারদায়ক [স] বিশ্ণু মঙ্গলজনক। 'ঐ চিকিৎসালয় হইলে সে রূপ উপকারদায়ক হইবেক তাহার বক্তৃতা নানা রূপ করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

উপকার দেখা ক্রি উপকার পাওয়া। 'আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

উপকারগ্রাহী [স] বিশ্ণু উপকার পেয়েছে এমন। 'কুলমান্দারের দ্বারা উপকারগ্রাহী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উপকারহু [স] বিশ্ণু অনুগৃহীত। মোনোএল, ১৭৪৩।

উপকারার্থ [স] উপকার-অর্থ ক্রিবিধ উপকারের জন্য। 'লোকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন তাহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা ...।' দর্পণ, ১৮২২।

উপকারার্থে [স] উপকার-অর্থ ক্রিবিধ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। 'কলিকাতা কুলসনসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালায় উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

উপকারি [স] উপকারী বিশ্ণু উপকার করে এমন। 'কোন উপকারি বিষয় অনুবাদিকাতে স্থান পাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৩।

উপকারিণী [স] বি ঈ উপকারকারী। 'এই উপকারিণী পরম ধৈর্যবতী প্রণাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

উপকারিতা [স] বি হিতসাধনের ক্ষমতা। 'সমালোচনার উপকারিতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

উপকারী [স] বিশ্ণু উপকার করে এমন। 'তোমা প্রতি উপকারী কিবা উৎপকারী।' সুলতান, ১৬৫০।

উপকার্য, উপকার্য্য [স] বিশ্ণু প্রয়োজন মেটায় এমন। 'ঐ গ্রন্থ সর্বপ্রকারের সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩০।

উপকৃত [স] ১ বিশ্ণু উপকার লাভ করেছে এমন। 'সে কদর্য তৃণসকলের উপকৃত।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিশ্ণু উপকারগ্রাহ্য। 'নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম।' দর্পণ, ১৮৩০।

উপকূল [স] ১ বি কূলের কাছাকাছি জায়গা। 'এই উপকূলে ব্রিটেনীয় সাংখ্যদিকেরা দাসিকৃত্যার্থে সর্বদা যাতায়াত করিত।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি প্রান্ত। 'সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি আশ্রয়। 'হেরিয়া ভরসা পাই বিশ্বাস বিশৃঙ্খল জাগে মনে - আছে এক মহা উপকূল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি পরিসীমা। 'মতিয়া খুঁজিয়া ফেরে আপনার কূল-উপকূল তট-

অরশোর ভলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উপকূলবর্তী [স] *বিশ* উপকূলীয়। 'উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাতাসদুগ্ধের জন্য ... সংপৃষ্ঠীত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৬৩।

উপকূলবাসী [স] *বিশ* উপকূলে বাস করে এমন। 'আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেশ্বরের রণপোত ছিল।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

উপকূলবাহী [স] *বিশ* উপকূলের নিকট দিয়ে চলে এমন। 'দূরে দেখা যায় একটি উপকূলবাহী জাহাজ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

উপকূলীয় [স] *বিশ* সমুদ্রতীরবর্তী। 'উপকূলীয় এলাকায় ও ধীপাঞ্চলে ... কমিটি গঠন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৬।

উপকৃত দ্র উপকার

উপকেশ [স] *বি* পরচুলা। 'তিনি ... ঘন উপকেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চণাবরণ পরিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

উপকোণ [স] *বি* তাঁজের অংশ। 'মুখাঙ্কুর সমস্ত কোণ-উপকোণ হইতে ঠিকরিয়া বাহির ...।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

উপক্রম [স] ১ *বি* সম্ভাবনা। 'সম্ভান হওনের উপক্রম হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* চেষ্টা। 'সাত্তা না দিয়া সটক্কার উপক্রম করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩ *বি* আয়োজন। 'সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৪ *বি* সূচনা। 'বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল ...।' *মদনমোহন*, ১৮০৪। ৫ *বি* লোগোড়। 'মড়কের দুর্ভর প্রকাশে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

উপক্রমণিকা [স] ১ *বি* ভূমিকা। 'এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় প্রতিপত্তা করা গিয়াছে যে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *বি* প্রাথমিক সূচিকা অনুষ্ঠান। 'গারে হুন্দ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বিশ* সূচনাকারী। 'উপক্রমণিকা-পূর্ণ আরম্ভ হইয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৪ *বি* বিদ্যাসাগর-রচিত ব্যাকরণ-বিশেষ। 'উপক্রমণিকা হইতে "নরঃ নরো নরাঃ" মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৫ *বি* সূচনা। 'আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করেই সস্ত্রস্ত থাকি।' *প্রমথ*, ১৯১২।

উপক্রান্ত [স] *বিশ* আরম্ভ হয়েছে এমন। 'উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

উপক্কা [স] *উপেক্ষা*। *ক্রি* উপেক্ষা করা। 'পতর উপরে ক্রোধ কেনে ন উপেক্ষে।' *সুলতান*, ১৭০০।

উপক্কা [স] *উপেক্ষা*। *বিশ* উপেক্ষিত। *মানোএল*, ১৭৪০।

উপক্ষার [স] *বি* নাইট্রোজেনযুক্ত মৌলিক পদার্থবিশেষ। 'স্পন্দনে ওষধি ও উপক্ষারের প্রভাব একই প্রকার।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

উপগতগতা [স] *বি* উদ্গতা। 'আচার্য হইলা কেহ উপগতগতা।' *মালধর*, ১৫০০।

উপগতা [স] *বিশ* স্ত্রী মিলিত। 'স্বামীজ্যে উপগতা হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

উপগার [স] *উপকার*। *বি* হিতসাধন। 'অন্নদান করহ পূরের উপগার।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

উপগুরু [স] *বি* সহকারী গুরু। 'যদি আমায় উপগুরু করিস তো তোকে শেখাই।' *গিরিশ*, ১৮৬৬।

উপগৃহীণী [স] *বি* উপপত্নী। 'উপগৃহীণীর অনুরোধে সরস্বতীপুজা দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

করিবেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

উপগ্রহ [স] ১ *বি* এহকে পরিভ্রমণ করে এমন জ্যোতিষ্ক। 'নেপচুন গ্রহে দুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বি* অঙ্ক অনুসারী। 'এ বাড়ির সকলেই গোরার একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ বলিয়া মনে করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

উপগ্রাম [স] *বি* ছোটো গ্রাম। 'নিউইয়র্ক লন্ডন প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম-উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

উপচক্র [স] *বি* ছোটো চাকা। 'ইটকারের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উপচক্ষু [স] *বি* চশমা। 'কাছের জিনিসকে ওরা উপচক্ষু হাড়া দেখতে পায় না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

উপচয় [স] *বি* শ্রীবৃদ্ধি। 'তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে।' *বসন্ত*, ১৮২৯।

উপচর [স] *বি* শক্তি। 'জীবন কএল পরাধিন নহি উপচর এক ঠামা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উপচানো *বিশ* উপচে পড়ছে এমন। 'উপচানো বৃকে বনের রহস্য কাঁপে যেন।' *মহমুদ*, ১৯৬৩।

উপচে-পড়া *বিশ* ছাপিয়ে পড়ছে এমন। 'সূর্যের আলোয় উপচে-পড়া জ্বলন্ত চলে ছুটির খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উপচয় [স] *উপগার*। *বি* পূজার সামগ্রী। 'ষোড়শ উপচারে নৃপতি পূজে পুন্যবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উপচির্কীর্ণ [স] *বি* উপকার করার ইচ্ছা। 'বুদ্ধিবৃত্তি, উপচির্কীর্ণ, ন্যায়পরতা ইত্যাদি প্রধান বৃত্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উপচির্কীর্ণবৃত্তি [স] *বি* অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ। 'অপত্যম্নেহ ও উপচির্কীর্ণবৃত্তি থাকতে, সম্ভানপালের ভরণপোষণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

উপচিত [স] *বিশ* প্রাপ্ত। 'উই অরথিত উপচিত ভেলি সে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উপচীর্য়মান [স] *বিশ* ক্রমবর্ধমান। 'বিশ শতকের উপচীর্য়মান আবহমান রত ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উপচীর্য়মানা [স] *বিশ* স্ত্রী ক্রমবর্ধমান। 'প্রতিক্ষেপে উপচীর্য়মানা মহতী প্রীতি জন্মিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উপচেতনলোক [স] *বি* অবচেতনা। 'আমার ধর্ম আমার উপচেতনলোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

উপচেতনা [স] *বি* অবচেতনা; মগ্নচেতনা। 'এ হচ্ছে উপচেতনার সঙ্গে চেতনার ঝগড়া।' *জীবন*, ১৯৪৮।

উপচে-পড়া দ্র উপচানো

উপচ্ছায়াম [স] *ক্রি* *বিশ* ঘন ছায়ার প্রান্তবর্তী হালকা ছায়ার মতো। 'কে তার পচাতে দাঁড়াইল উপচ্ছায়াম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

উপচ্ছায়া [স] *বি* অশরীরি দেহ। 'নিজের সমাধি-পরে নিজে বসি উপচ্ছায়া যেমন নিশ্বাস ফেলে তায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

উপজঙ্ক [স] *উপযুক্ত*। *বিশ* যোগ্য। *ওগা*, ১৭৮২।

উপজঙ্গ [স] *বি* কৃত্রিম জঙ্গ। 'কোনো সনাতন বা অধুনাতন ছোটোলা উপজঙ্গের মধ্যে নিজেকে ধরাতে পারলুম না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

উপজা [স] *উপপাদ্য*। ১ *ক্রি* সৃষ্টি হওয়া। 'কুর্খি কত উপজে তোষার মণে।' *বড়ু*, ১৮৫০। ২ *ক্রি* উদ্ভূত হওয়া। 'কেসু উপজল আগি।' ~

উপজাতি

বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ কি ছড়িয়ে পড়া। 'কুসঙ্গে উপজে গর্ব বৃদ্ধি
লোপ হয়।' আলাওল, ১৬৮০। ৪ কি জন্ম হওয়া। 'তাহার সম্মোহনে
মতী পুর উপজিব।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ কি উপপাদন করা। বিদ্যা,
১৮৯১। উপজ্ঞে কি জন্মায়। 'তে তোকাভ উপজ্ঞে রায়ে।' বড়ু,
১৪৫০। উপজ্ঞয় কি জন্ম হয়। 'কুঞ্জে রূপপ্রাণ্ডে উপজ্ঞয় লোভ।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। উপজ্ঞয়ে কি উৎপন্ন করে। 'যেই জপে তার
কৃষ্ণ উপজ্ঞয়ে ভাব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। উপজ্ঞল কি উদ্ভূত হলো।
'কেনু উপজ্ঞল আগি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। উপজিল কি উৎপন্ন
হলো। 'যত উপজিল তাহা কে গনিবে কত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
উপজিলা কি সৃষ্টি হলো। 'এবে উপজিলা কংশ বধের কারণ।' বড়ু,
১৪৫০। উপজিবে কি জন্ম দেবে। 'কুঞ্জে উপজিবে প্রীতি জানিবে
রসের রীতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। উপজিবে কি সৃষ্টি হয়। 'কুবুধি কত
উপজে তোকার মণে।' বড়ু, ১৪৫০।

উপজাতি [স] ১ বি প্রজাতি। 'আমরাই species শব্দকে বাংলা
উপজাতি স্থির করিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি প্রধান জাতির
অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র জাতি। 'পাঠানরা ইহুদীদের হারিয়ে যাওয়া বারো
উপজাতির একটা নয়?' মুক্তাবা, ১৯৪৪।

উপজাতীয় [স] বিণ উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। 'সব উপজাতীয়
মহিলাই বিবাহের পর বিশ্বস্ত জীবন যাপন করে।' বেগম, ১৯৬৩।

উপজাতি [স] বিণ উপপন্ন। 'শ্রীধার এই যে দেহসজ্জা ইহা আত্মস্থির
প্রীতি যে কাহা তাহা হইতে উপজিত হয় নাই।' হাই, ১৯৫৪।

উপজীবিকা [স] ১ বি জীবন নির্বাহের উপায়। 'পশ্চিমেরা অনায়াসেই
বহুদনে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি পেশা।
'এইকঙ্গে তাঁহারদিগের উপজীবিকা কি হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩
বি কস্মসংস্থান। 'তাহারা উপজীবিকা লাভে অসমর্থ।' অক্ষয়,
১৮৪৬। ৪ বি গৌণ জীবিকা। 'ভিক্ষাবৃত্তি একটা উপজীবিকা
রবীন্দ্র, ১৯১৭।

উপজীব্য [স] ১ বি অলঘল। 'এ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবনধারণ
করিয়াছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বি বিষয়-সম্পত্তি। 'উপজীব্য
অলঘল করিয়া সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কালাযাপন করিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩
বি সঘল। 'এক সন্ধ্যার একমাত্র উপজীব্য বাদ্যযন্ত্রকু দেখিয়া,
চারিদিকে চাহিয়া গোপনে হৌ মরিয়া লয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উপজুক্ত [স] উপযুক্ত। বিণ যোগ্য; যথাচিত। 'হুকুম ছাড়া কোন কাজ
করহ তবে উপজুক্ত সাজাইতে পৌছিবা।' হালপেহত, ১৭৭৩।

উপজ্ঞা [স] বি সহজাত জ্ঞান। 'তবু মোর উপজ্ঞা গভীর, জানে স্থির
অনন্ত, অমৃত তব মায়া।' সুরীন্দ্র, ১৯৩২।

উপডাল বি প্রশংসা। 'এইক লাবার লোণে কোটি কোটি ডাল তার শিখা
উপশিখা তার উপডাল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপড়পড়া বিণ উপযাচক; নিম্নে থেকে এসে যাচ্চা করে এমন। বিদ্যা,
১৮৯১।

উপড়ানো [স] উপপাটন। ১ কি ফেটে যাওয়া। 'রাবন তনিত দুই শ্রবণ
উপড়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ কি তুলে ফেলা। 'ওস, ১৭৮২: 'নিড়ানি
দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপড়াইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ কি
উপপাটন করা। বিদ্যা, ১৮৯১: 'লোহা হতে তারে উপড়াইয়া লও
জ্বালাময় দটো চোখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উপটোকন [স] বি ভেট; উপহার। 'সকলের নজরানা অর্থাৎ উপটোকন
স্পর্শ করিয়া ...' দর্পণ, ১৮২৪।

উপটোকনাদি [স] বি উপটোকন ইত্যাদি। 'নানা দেশের জয়লঙ্ক

সামগ্রী ও উপটোকনাদি প্রাপ্ত হইয়া রোমের ত্রমশঃ ধনসম্পদ বৃদ্ধি
হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উপত্যকা [স] ১ বি পাহাড়ের পাদদেশের সমতল বা নিচু ভূমি।
'কোনস্থানে পর্বত কোনস্থানে উপত্যকাভূমি।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি
দুই পর্বতের মাঝের সমতল ভূমি। 'নেপালের উপত্যকা ভূম্যন্তর্গত।'।
দর্পণ, ১৮৩৩।

উপত্যকাভূমি [স] বি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতলভূমি। 'এ
উপত্যকাভূমিতে যে নিত্য অরম্যায় তাও নয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

উপদল [স] বি দলের মধ্যে গড়ে তোলা ছোটো দল। 'লীগের মধ্যে দল-
উপদলের অভাব ছিল না।' মাহেনও, ১৯৪৯।

উপদিশ [স] ১ বিণ উপদেশপ্রাপ্ত। 'বাবুদিগের ঘারা উপদিশ হয়।' অক্ষয়,
১৮৪৫। ২ বিণ নির্দেশিত। 'হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিশ সমস্ত
অনুষ্ঠান অনেক জোর ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

উপদিশা [স] বিণ স্ত্রী উপদেশ পাওয়া গেছে এমন। 'নাগিণিনীর
উপদেশ উপদিশা সন্তুষ্ট কামিনী।' ভবানী, ১৮২৮।

উপদৃষ্ট [স] উপদিশ। বিণ উপদেশ পেয়েছে এমন। 'তেমতি যে নছে
শিষ্ট, যদি হয় উপদৃষ্ট।' ভবানী, ১৮২৮।

উপদেবতা [স] ১ বি প্রধান দেবতা। 'দেবতায় উপদেবতায় প্রভেদ
থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি তৃত্যস্তেত। 'দেবতা এবং
উপদেবতা একদে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উপদেবী [স] বি স্ত্রী অপকৃত দেবী। 'জয়সিংহ চাহিল কাড়িতে/
দেবীর নিকট হতে, ওরে উপদেবী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উপদেশ [স] ১ বি পরামর্শ। 'সেই উপদেশ দিব তোমাকে তখন।' বড়ু,
১৪৫০। ২ বি নির্দেশ। 'হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি শিক্ষাদান। 'প্রভু বোলে উপদেশ আমি
করিত না পাণি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি ধর্মকথা। 'সেই যাই আর
গ্রামে করে উপদেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি কথা। 'প্রাণনাথ
তনই আমার উপদেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি উপায়। 'তবে এক
উপদেশ জনক সৃষ্টিলা।' বাহরাম, ১৬৫০। ৭ বি সংবাদ্য। 'কেন
আজি ভুল মাঝ, নিজ উপদেশ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভাল - কথা বলার চেয়ে নজির
দেখানো উত্তম। 'একটা কথা আছে, উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ
ভাল।' বেগম, ১৯৪৯।

উপদেশক [স] ১ বি উপদেষ্টা। 'এক জন উপদেশক থাকিবে।'।
দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি শিক্ষক। 'উপদেষ্টা উপদেশকের নিকট জ্ঞাত
হইলাম।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

উপদেশ করা কি পরামর্শ দেওয়া। 'বিলক্লরূপে উপদেশ করেন
তন বাবু টীকা থাকিলেই হয় না।' ভবানী, ১৮২৫।

উপদেশকর্তা, উপদেশকর্তা [স] বি উপদেষ্টা। 'উক্ত ছায়ালায়ে এক
উপদেশকর্তা নিযুক্ত।' দর্পণ, ১৮৩৬।

উপদেশদাতা [স] বি পরামর্শক। 'উপদেশদাতা তারই দিকে তাকিয়ে
আছে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

উপদেশপাত্র [স] বি পরামর্শ গ্রহণ করে যে। 'উপদেশপাত্র
উপদেশক অপেক্ষা দূরদর্শী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উপদেশবাণী [স] বি পরামর্শমূলক কথা। 'কহি হিত উপদেশবাণী।'।
মুকুন্দ, ১৬০০।

উপদেশিনী [স] বি স্ত্রী উপদেশ দেয় যে। 'উপদেশিনী ইহা শ্রবণ

মাত্রেই আল্লাদ-সাপরে মগ্না হইয়া কন্যাকে ধন্যা বলিলেন।' ডবানী, ১৮২৮।

উপদেষ্টা [সি] বি উপদেশদাতা। 'তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবারকার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উপদেশ [স উপদেশ] বি পরামর্শ। 'সুন সুন মুখধিনি মমু উপদেশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দ্র উপদেশ

উপধীপ [সি] বি প্রায় চতুর্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ। 'একা উপধীপ সাত ভূমিমা খুজিহে তাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উপধীগীয়া [সি] বিণ উপধীপে বসবাসকারী। 'উপধীগীয়া ও পর্বতস্থ বিবিধ লোক ... সমাগম হইয়াছে।' রামরাম, ১৮০২।

উপদ্রব [স উপদ্রব] বি উৎপাত। 'তোমা সবারকার কেবা সহে উপদ্রব।' ভারত, ১৭৬০।

উপদ্রব [সি] ১ বি ক্রায়েণ। 'উৎপাত আর উপদ্রবে জন্মানর মুকি লওয়া হইতে ভাল।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি অত্যাচার। 'দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্বক লোকের উপর অশেষ প্রকার উপদ্রব করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বি আবদার। 'স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাব্যক্য হইয়া উঠিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

উপদ্রবসহা [সি] বিণ ক্লাপাতন সহ্য করে এমন। 'অয়ি হির, অয়ি দ্রব, অয়ি পুরাতন, / সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

উপদ্রবাত্মক [সি] বিণ নিপীড়নমূলক। 'প্রতিপক্ষ দলের উপদ্রবাত্মক কার্যপদ্ধতি বেড়ে গেছে।' মাহেবত, ১৯৪৯।

উপদ্রবী [সি] বি বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করে যে। 'প্রধান প্রধান উপদ্রবীদিগকে ধৃতকরণ।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

উপদ্রব্য [সি] বি মূল দ্রব্যের আনুযায়িক অন্যান্য দ্রব্য। 'নানা উপদ্রব্যে ইকি না পাই সোয়াখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপদ্রুত [সি] ১ বিণ নিপীড়িত। 'কিছু কণ্ঠের দ্বারা কেহ-উপদ্রুতকে উপদ্রুত মানে।' ফরস্টার, ১৭৯৩। ২ বি বাইরের পক্ষি দ্বারা আক্রান্ত। 'উপদ্রুত প্রান্তদেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী?' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ বিশৃঙ্খল। 'উপদ্রুত হইয়াছে ফিরে যেন অব্যবহিতকারী।' সৃষ্টি, ১৯২৮। ৪ বিণ আক্রান্ত; ক্ষতিগ্রস্ত। 'ঘূর্ণিবাত্যা উপদ্রুত অঞ্চলে বিতরণের জন্যে ...।' বেগম, ১৯৬৯।

উপধমনী [সি] বি ধমনির সঙ্গে যুক্ত অপেক্ষাকৃত সরু রক্তবাহী নাড়ি। 'তার দু পদ পড়লেই পাঠকের শিরায়-উপশিরায় ধমনিতে-উপধমনীতে রক্তের স্রোত উজান বইতে বইতে তার মাথায় চড়ে যায়।' প্রমথ, ১৯৩১।

উপধর্ম, উপধর্ম [সি] বি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত কুসংস্কার। 'উপধর্ম ভীতিজাত।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

উপধান [সি উপধান] বি বাণিশ। 'বামবাহ কি উপধান হইতে পারে না?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

উপনগরী [সি] বি নগরের উপকূলস্থ ছোটো শহর। 'নানা নগরী ও উপনগরী থেকে নানা আকারের নানা ...।' প্রমথ, ১৯১৭।

উপনদী [সি] বি শাখানদী। 'চারিদিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রাণাখায় ব্যাণ্ড করে দিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উপনয়ন [সি] বি হিন্দু সমাজের কোনো কোনো বর্ষের উপবীত বা পৈতা গ্রহণের অনুষ্ঠান। 'জ্যেষ্ঠ পুঙ্কের উপনয়ন হইয়াছে।' কেরি, ১৯০২।

উপনয়নগ্রন্থা [সি] বি হিন্দু সমাজের কোনো কোনো বর্ষের বালকের পৈতা গ্রহণের রীতি। 'উপনয়নগ্রন্থা এক সময়ে আর্থিকজনের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উপনায়ক [সি] ১ বি সহ-নায়ক। 'সৈন্যদলের উপনায়ক ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি অন্যতম প্রধান চরিত্র। 'এককে তার নায়ক বা উপনায়ক করলে দের বেশি উপদেশ হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উপনিত [সি উপনীত] বিণ উপস্থিত। 'উপনিত পুত্র লৈয়া কংস বরাবরে।' মালাধর, ১৫০০। দ্র উপনীত

উপনিত, উপনীতি [সি উপনীত] বিণ উপস্থিত। 'মাগ বর তারে বৈল হইয়া উপনিত।' মালাধর, ১৫০০; 'রাজ ঘিহে হৈব উপনিতী।' মালাধর, ১৫০০।

উপনিধি [সি] বি প্রতিনিধি। দর্পণ, ১৮২৭।

উপনিপাত [সি] বি আকস্মিক ঘটনা। 'বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উপনিবেশ [সি] ১ বি কোনো জনসমষ্টির অন্য দেশে স্থাপিত স্থায়ী আবাস। 'হিন্দুগণ যে সময়ে ভারতভূমিতে প্রবেশ ও উপনিবেশ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'যখন তাহারা ইংলেণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি অধিকারে আছে এমন এলাকা। 'অশ্রুট আলো উঠানে সামান্য পৌছায়, ছায়া-মূর্তির উপনিবেশ।' শওকত, ১৯৫৮।

উপনিবেশতন্ত্র [সি] বি উপনিবেশবাদ। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিত জনের বিকাশ-সম্ভাবনা যে অতি অল্প এক কথা সাধারণ বীকৃত।' শিব, ১৯৫৬।

উপনিবেশী [সি] বি উপনিবেশ স্থাপনকারী। 'দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতি উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উপনির্বাচন, উপনির্বাচন [সি] বি দুই সাধারণ নির্বাচনের মাঝখানে শূন্য আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। 'অবশেষে রাঙ্গি-নামিরপুর উপনির্বাচনকে টেব-কেস বলিয়া ধরা হইল ...।' আজাদ, ১৯৩৬; 'উপনির্বাচনেও তাঁহার লীপ প্রার্থীর প্রতিযোগিতা করিয়া ...।' আজাদ, ১৯৩৭।

উপনিষদ [সি] বি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের শ্রেণীবিশেষ; বেদান্ত। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে সূক্ষ্মত প্রকাশ আছে।' গৌর, ১৮২২।

উপনিষদগুণিত [সি উপনিষদ-উপস্থিত] বিণ উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'উপনিষদগুণিত নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উপনীত [সি] ১ বিণ উপস্থিত। 'ভালত সময় হইলাম উপনীত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ সমাপত। 'পূজাপুঙ্খারে উপনীত ধনপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ আনীত। 'ধৃত হইয়া পুণ্ডিগে উপনীত হইল।' দর্পণ, ১৮২৭।

উপনীতা [সি] ১ বিণ স্ত্রী উপস্থিত হয়েছে এমন। 'লহনারে এমন কহিলা প্রিয়কথা খুঁজনার কাছে দাসী হইল উপনীতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ স্ত্রী আগমন করেছে এমন। 'স্মরণ করিতে দেবী লৈলা উপনীতা।' রূপরাম, ১৭৫০।

উপনীতি [সি উপনীত] বিণ উপস্থিত। 'মণ্ডপে হইল উপনীতি।' রামাই, ১৭১০; 'একজনা পতিত আসিএ উপনীতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উপনেতা [সি] বি সহকারী নেতা। 'বহু নেতা উপনেতা ও গণ-নেতা

মজলিস গরম করিয়া বসিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

উপন্যস্ত [স] *বিপ উপস্থাপিত।* 'পত্র প্রমাণভে উপন্যস্ত করেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

উপন্যাস [স] ১ *বি কাল্পনিক কাহিনি।* 'তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবাব দ্বারা ... ষষ্ঠ মাস গত হইল।' চরিত্রচন্দ্র, ১৮০৫; 'আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে - সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া প্রব জ্ঞান করি।' বঙ্কিম, ১৮৮৫। ২ *বি ব্যাখ্যা।* 'প্রাপ্য আর প্রাপ্তের ভেদানুসারে দুই আখ্যায় উপন্যাস করিয়া কহিতেছেন।' রামমোহন, ১৮১৭। ৩ *বি সাহিত্যের আঙ্গিকবিশেষ; দীর্ঘ কাহিনিবিশেষ।* 'গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত ... সকলেই জ্ঞাত।' দর্পণ, ১৮৩১।

উপন্যাসকার [স] *বি উপন্যাস রচনা করেন যিনি।* 'সেপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার, বা নাট্যকার ... কৃতকার্য হইতে পারেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

উপন্যাসলোক [স] *বি স্বপ্নলোক।* 'একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উপন্যাসলোকবাসী [স] *বিপ উপন্যাসে বর্ণিত।* 'উপন্যাসলোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায় ধীরমহুরগতিতে অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

উপন্যাসশিক্ষা [স] *বি গল্প ও কথাপকথনের পাঠ।* 'রামিতে স্বামীর সহিত কথাপকথনের জন্য দাসী প্রকৃতি স্ত্রীশবের নিকট যে উপন্যাসশিক্ষা করিতে হইত।' অক্ষয়, ১৮৪২।

উপপত্তি [স] *বি বামী ব্যতীত অন্য প্রেমিক।* 'মো বিষয়ে পোণীগণের উপপত্তিভারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপপত্তি [স] ১ *বি প্রাপ্তি।* 'কৃতবিদ্যা ছাত্রের ভাগি উপপত্তি নিমিত্ত হইল বিশেষ মনোযোগী।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ *বি প্রমাণিত।* 'ইহা উপপত্তি এই উৎপত্তি হইতেছে যে সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ *বি প্রমাণ।* 'ভাঁদের এই উপপত্তির প্রথম অনুমান হিসেবে ...' প্রমথ, ১৮১৭।

উপপত্নী [স] *বি বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়িনী।* 'তাহার উপপত্নীর পুত্র কেবল জোখাম বাড়িরে ...' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

উপপথ [স] *বি শাখা পথ।* 'পথ ছাড়ি উপপথে যাবেন দ্বাইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপপন্ন [স] *বিপ যুক্তিসিদ্ধ।* 'কোন শাস্ত্র বাক্য সিদ্ধান্ত দ্বারা উপপন্ন না হইলে প্রামাণ্য হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

উপপাত [স] *বি আকস্মিক ঘটনা।* 'সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোনও অর্থ নাই?' স্বপ্নী, ১৯৩১।

উপপাতকী [স] *বিপ লঘু পাপ করেছে এমন।* 'শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে দেবল ব্রাহ্মণ উপপাতকী তদনুভোজী ...' দর্পণ, ১৮২৯।

উপপাদ্য [স] ১ *বি প্রামাণ্য বিষয়।* 'নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে ... প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ *বিপ উপপাদ্যনীয়।* 'বঙ্গীয় সাহিত্য আমাদের উপপাদ্য প্রস্তাব।' হরহাসদ, ১৮৮৬। ৩ *বি (পনিত) যথার্থ বলে প্রমাণ করতে হবে এমন প্রতিজ্ঞা।* 'জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্থ করতে করতে হ্যারিকেনের তেল যখন ফুরিয়ে যেত।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

উপপুরোহিত [স] *বি সহকারী পুরোহিত।* ওঙ্গা, ১৭৮৫।

উপপ্লব [স] ১ *বি প্রাকৃতিক বিপর্যয়।* 'বিদ্রোহ, অগ্নি ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা

অবনীর উপপ্লব সম্ভাবনা বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ *বি অরাজকতা।* 'হঠাৎ আমদানের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উপপ্লবপরায়ণ [স] *বিপ বিদ্রোহী।* 'পাবনার উপপ্লবপরায়ণ প্রজাগণের মধ্যে ...' সুপত, ১৮৭০।

উপপ্লবলিঙ্গ [স] *বিপ বিদ্রোহে জড়িত।* 'উপপ্লবলিঙ্গ দুর্জন লোক।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

উপপ্লবায়ী [উপপ্লব-অগ্নি] *বি বিদ্রোহের আত্ম।* 'তাহাদের উপপ্লবায়ী বিদ্রোহদগ্নির ন্যায়।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

উপপ্লবী [স] *বিপ প্রচণ্ড; উন্মত্ত।* 'শরীরসীমান্ত বার-বার বিচূর্ণ হয় না আর উপপ্লবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।' বৃদ্ধ, ১৯৪৩।

উপবন [স] ১ *বি উদ্যান।* 'বন উপবন কুঞ্জ কুটীরহি সবহি তোহি নিরুপ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ *বি ছোটো বন।* 'বকুল শাখার চক্কণ্ডায় বনে উপবনে মর্মরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

উপবনোদ্যান [স] *উপবন-উদ্যান।* *বি বন সদৃশ বাগান।* 'উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপবাস [স] *বি উপোস; অনশন।* 'ব্রত উপবাসে আমি গৌরি আরাধিল।' মালাধর, ১৫০০।

উপবাস কাল [স] *বি ইসলামি বিধানমতে রমজান।* ওঙ্গা, ১৭৮৫।

উপবাসক্রিষ্ট [স] *বিপ অনাহারে কাড়র।* 'আমাদের এই অপমানিত উপবাসক্রিষ্ট মাতৃভূমির অন্তরে প্রাস ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উপবাসদৈন্য [স] *বি উপবাসরূপ দীনতা।* 'হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

উপবাসকরা [স] *বি উপবাস করার ব্রত।* 'আজ হতে তৎক্ষণে উপবাসব্রত করে আচরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

উপবাসি [স] *উপবাসী।* *বিপ অনাহারী।* 'তোমার উপেক্ষা করি নন্দ উপবাসি।' মালাধর, ১৫০০।

উপবাসী [স] ১ *বিপ না খেয়ে আছে এমন; অনাহারী।* 'ঠাকুর উপবাসী রয়ে জীয়ে কেঁহে দাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিপ বিরহীপ্ৰীতি।* 'অমন ভয়ানক উপবাসী ডালবাসা।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ *বিপ দেখার জন্যে কাড়র।* 'উপবাসী চোখের পাতায়।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

উপবিজ্ঞান [স] *বি গৌণ বিজ্ঞান।* 'ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও একটা উপবিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য।' প্রমথ, ১৯১৪।

উপবিভাগ [স] *বি মহকুমা।* 'সিরাজগঞ্জের উপবিভাগের অন্তর্গত শোনাভার প্রায় একশত প্রজা।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

উপবিষ্ট [স] *বিপ বসে আছে এমন।* 'সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

উপবিষ্টা [স] *বিপ স্ত্রী বসে আছে এমন।* 'এক বৃদ্ধা আপন ডবনধারে উপবিষ্টা আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উপবীত [স] *বি পৈতা।* 'সুহৃদয়ে সুশোভিত লাপ যজ্ঞ উপবীত।' মানিকরায়, ১৭৮১।

উপবীতধারী [স] *বিপ পৈতাধারী।* 'উপবীতধারী, নগ্নপায়ে, বলিষ্ঠ, বহেরা-বিরোধী শ্রিগণাবাবু হাতে বাঁশের লাঠি।' বনফুল, ১৯৩৬।

উপবেশন [স] *বি আসন্নাহণ।* 'সভাপতি হইয়া শ্রোতাসনে উপবেশনপূর্বক ...' দর্পণ, ১৮২৪।

উপবেশাসন [স উপবেশ-আসন] বি বসার আসন। 'উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৭।

উপবেশিত [স] বিণ বসে আছেন এমন। 'রামমোহন রায় তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশিত হন।' দর্পণ, ১৮৩১।

উপভাষা [স] বি প্রামাণ্য ভাষার স্থানীয় রূপ। 'প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষায় চলাইবার কথা হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উপভাষাভাষী [স] বিণ উপভাষায় কথা বলে এমন। 'এক উপভাষাভাষী অঙ্কদের যে কোনো একজনের মুখের ভাষাই।' হাই, ১৯৫৪।

উপভাষ্যকার [স] বি সহ-ব্যাখ্যাকার। 'ভাষ্যকার ও উপভাষ্যকারণের।' বিভূতি, ১৯৩১।

উপভোগ [স] ১ বি সন্ধ্যা। 'পথিক লোক তাক উপভোগে ল।' বড়, ১৪৫০। ২ বি প্রাণ কর্মক্ষণ। 'সিংহলের ভোগ জ্ঞাত বিশেষ কহিব কৃত উপভোগ কর্যা হ'মসনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি শাসনানাম অংশ। 'অঙ্গরাজ্য না হএ তোন্ধার উপভোগ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি ভোগ। 'আমি চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকার্যে আশ্রয় করিয়া পিতাদণ্ড ভাগ উপভোগ করিব।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি আবাদন। 'চর্য, চোষা, লেহা, পেয় চতুর্বিধ ভোগ উপভোগ পূর্বক।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উপভোগনীয় [স] বিণ উপভোগযোগ্য। 'যদি উপভোগনীয় কিছুই না রহিল তবে তাকে আর রেখে কি লাভ?' মোতাহার, ১৯৫০।

উপভোগ্য [স উপভোগ্য] ক্রি উপভোগ করা। 'যাক উপভোগে নিজ পতী।' বড়, ১৪৫০।

উপভোগী [স] বিণ উপভোগ করে এমন। 'ইন্দ্রিয় বিষয়ে উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য।' বক্ষি, ১৮৮৭।

উপভোগ্য [স] ১ বিণ শাসনের অধীণ। 'অঙ্গরাজ্য তেনে অধঃস্থ হএ উপভোগ্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ উপভোগের যোগ্য। 'পরম সুখদ বৃত্তির উপভোগ্য বস্তুর আর অভাব কি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ আদর্শীয়। 'দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ্য এমন, রজতের পায়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিণ আবাদিত। 'সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উপমহাদেশ [স] বি প্রায় মহাদেশের মতো বৃহৎ ভূখণ্ড। 'এশিয়ার উত্তরভাগে একটি উপমহাদেশ বলা হয়।' প্রবন্ধ, ১৯২৫।

উপমা [স] বি তুল্য বস্তু। 'অনেক বস্তু সহজে এ ওর উপমা হয়ে উঠল।' অবন, ১৯২৫।

উপমা [স] ১ বি তুলনা। 'তুব্বনে দিতে নাছি তোমার উপমা।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি অর্থাৎ বিশেষ; একটি জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়ে অন্য একটি জিনিসের তুলনা, যেমন, পৃথিবী কমলালেবুর মতো গোল। 'উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রভৃতি অলঙ্কারের উচ্চার করা অসাধ্য হইবেক না।' দর্পণ, ১৮৩০।

উপমাচ্ছটা [স] বি উপমার অধিক্য। 'এর উপমাচ্ছটার ভিতরে যেন ভোগ গ্রন্থতার দিকে বেশ খানিকটা ইঙ্গিত রয়েছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

উপমান [স] ১ বি যার সঙ্গে কোনো জিনিসের তুলনা করা হয়। 'সে উপমান উপমেয় দুয়ে মিলিয়ে দেওয়ার কাজ করে।' অবন, ১৯২৫। ২ বিণ তুলনীয়। 'বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ আর আমাদের উপমান নয়।' সৃষ্টি, ১৯৩৯।

উপমান্তর [স] বি অন্য উপমা। 'উপমান্তরে দেশমাতার স্তনে ...।'

প্রথম, ১৯১৪।

উপমাযোগ্য [স] বিণ তুলনার যোগ্য। 'মন্ব্যকৃত কোন বস্তুর সহিত উপমাযোগ্য হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

উপমিতি [স] বি তুলনা বা সাদৃশ্য। 'উপমিতি, অনুমিতি, পরিমিতি, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উপমেয় [স] বিণ উপমার যোগ্য। 'তাঁহাবাহী ভারতবর্ষীয় জনসমূহের উপমেয়।' অক্ষয়, ১৮৪২।

উপমাতা [স] বি মাতৃতুল্য নারী। 'পরিচয় দিল সুলীলার উপমাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উপযাচক [স] বি নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু করতে চায় যে। 'উপযাচক হওনের কোন প্রয়োজন নাই।' ভবানী, ১৮২৮।

উপযাচিকা [স] বি স্ত্রী নিজে থেকে এগিয়ে এসে কিছু করতে চায় যে। 'তোমায় এই দশ বৎসর পর পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি।' বক্ষি, ১৮৮২।

উপযুক্ত [স] ১ বিণ যোগ্য। 'উপযুক্ত দৃষ্টি পূত্র আপনি যেমন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ উপযোগী। 'বাদ্য সামগ্রি বৎসরবারি সপরিবারে থাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বিণ উপযুক্ত। 'তাহা তোমারদিকে এক্ষণে জ্ঞাত করা উপযুক্ত জানিয়া কহি।' তারিণী, ১৮০৩।

উপযুক্ততা [স] ১ বি যোগ্যতা। 'দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুযুক্ততার বিবেচনা হয়।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি দক্ষতা। 'তাবৎ ইন্দ্রদাহনীয় গ্রন্থকর্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

উপযুক্তপাত্র [স] বি যোগ্য ব্যক্তি। 'সে সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

উপযুক্তভাবে [স] ক্রিবিণ যথাচিত্তভাবে। 'এই বহুবিস্তৃত নিম্নতন শ্রেণীর শিক্ষা আমরা যদি উপযুক্তভাবে দিতে পারি, তবে দেশের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উপযুক্তমত [স] বিণ প্রয়োজন মেটায় এমন। 'উপযুক্তমত বৈয়াক বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

উপযুক্তমতে [স] ক্রিবিণ যথাযথভাবে। 'উপযুক্তমতে কর্ষ করিব।' ডানকান, ১৭৮৪।

উপযুক্তা [স] বিণ স্ত্রী যোগ্য। 'সে কন্যাও উপযুক্তা বটে।' দর্পণ, ১৮২১।

উপযোগ [স] বি ভোজন; ভক্ষণ। 'নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপযোগবাদ [স] বি যা সবচেয়ে বেশি লোকের সবচেয়ে বেশি উপকার করে সেটাই সঠিক - এই মতবাদ। 'তিনি ছাই প্রচারিত উপযোগবাদের আদি পুরুষ।' সৃষ্টি, ১৯০০।

উপযোগিতা [স] বি উপকারিতা। 'ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত হইলে ঐ সকল গ্রন্থ কিছু উপযোগিতা থাকিবে না।' দর্পণ, ১৮৩৩।

উপযোগিনী [স] বিণ স্ত্রী উপযুক্ত। 'সম্পূর্ণ উপযোগিনী হইয়া উঠিতেন।' দীপিকা, ১৮৮৭।

উপযোগী [স] বি উপায়। 'শাস্তি আশনার ভার্য্যাকে ... ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগী মাত্র বোধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

উপযোগ্য [স] বিণ উপযুক্ত। 'নৌকা চালনাদির উপযোগ্য হইত না।'

উপযোজন

অক্ষর, ১৮৪৩।

উপযোজন [সি] বি খাপ খাওয়ানো। 'ফলে এরা রক্ষণশীল; উপযোজন এদের ভ্রত'। শিব, ১৯৫৬।

উপর [সি] উপরি+স উপরে। 'তথিত উপর শোভে হারমঞ্জরী'। বহু, ১৪৫০। ২ অবা এতি। 'কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে তোমার উপরে'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি উপরিভাগ। 'ভিতর মন্দির উপর সব সংযোজিল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি উর্ধ্বভাগ। 'উপরে টানায় চান্দা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ ক্রিগণ সামনে। 'এই বলে গ্রহ তারা তিথির মত উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উপর-আলা [সি উপরি+হি ওয়ালা] বি সৃষ্টিকর্তা। 'উপর-আলা সদর-বারি আত্মরূপে অবতরি'। লালন, ১৮৯০। ৬ উপরওআলা, উপরওয়ালা

উপর উক্ত [সি উপরি+স উক্ত] বিণ উল্লিখিত। 'উপর উক্ত লক্ষণ সকল আছে'। চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

উপর উপর ক্রিগণ বাইরে-বাইরে। 'উপর উপর বেড়াও ঘুরে/গভীরে কেন ডুবলে না'। লালন, ১৮৯০।

উপরওআলা [সি উপরি+হি ওয়ালা] বি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'তোমার আপিল শুনিবার উপরওআলা নেই'। বিনোদিনী, ১৮৭৫।

উপরওয়ালা [সি উপরি+হি ওয়ালা] ১ বি বাড়ির কর্তা-কর্মী। 'উপরওয়ালাদের মন যে শান্ত হইয়াছিল তাহা নহে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 'উপরওয়ালারা সব দিক তেবেচিতে ঠিক করে'। প্রমথ, ১৯১৬। ৩ বি উপরে অবস্থানকারী ব্যক্তি। 'এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা বেতে হল'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

উপরকার [সি উপরি+স কারা] বিণ উপরের। 'আমাদের উপরকার মাচার উপরকার লাউ কুমড়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উপরচড়া [সি উপরি+] বিণ গায়ে পড়ে অগড়া করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

উপরচাল [সি উপরি+স চাল] ১ বি কাজ না করে উপরে উপরে অন্যের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠতার ভাব দেখানো। 'কেহ বা পৌক্ষে তা দিয়া উপর চাল চালিয়া বেড়ায়'। গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি দাবা খেলায় পাশ্চাট চাল। 'খেলা আরম্ভ হল ... কেউ কেউ উপরচালও দিতে লাগল'। নজরুল, ১৯৩১।

উপরচালাকি [সি উপরি+ফা চালাকি] বি লোক দেখানো চাতুরী। 'সবজ্ঞান্য যতবানি গাতিতা দেখায় আসলে তাহার অনেকখানি উপরচালাকি'। সুরমার, ১৯১৭।

উপর তলা [সি উপরি-তলা] ১ বি কোনোতলার উপরকার তলা। 'এই পাকা ভিতরে উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসটি হবে বাধ্যহীন'। রবীন্দ্র, ১৯২০। ২ বি উচ্চবিত্ত শ্রেণী। 'সমাজের উপর তলাতেই ছিলো বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ'। উমর, ১৯৬৮।

উপরতলা [সি উপরি+স তলা+] বি উপর তলা। 'এমন কি উপরতলা হইতে কিছুতেই নীচে নামিতেন না'। মণাররথ, ১৮৯০।

উপর-নজর [সি উপরি+আ নজর] বি কু-নজর। 'বে-থা না দিলে উপর-নজর হবে'। নজরুল, ১৯২৪।

উপর-পড়া [সি উপরি+] বিণ উপযাচক; শোষণবৃত্ত। 'তবু উপর-পড়া হয়ে অনেক বলেছি'। নজরুল, ১৯২৬।

উপর-পাটি [সি উপরি+স পঙ্খি] বিণ উপরের সারিভুক্ত। 'উপর-পাটি দাঁতের সঙ্গে লাগানো তালুর প্রসূত অংশ ...'। হাই, ১৯৫৪।

উপরের তলা বি বাড়ির উপরের তলা। 'উপরের তলার খড়খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উপরতি [সি] বি মৃত্যু। 'দ্বাপর যুগের অবসানে সূর্য্যবংশের অবসান হইল, চন্দ্রবংশেরও ওঁর সম্মানের উপরতি হইল'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উপরন্ত [সি] অবা তবুও। 'উপরন্ত ধরা, তোমার উপমা বলে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দর'। সুশ্রী, ১৯৩০।

উপরগা [সি] ১ বি [চন্দ্র-সূর্যের] গ্রহণ। 'সূর্য্য উপরগা সুনিগ্রহ সর্বজন'। মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি নিন্দা। 'দেখি উপরগা-হাসি শীঘ্র গলা-ঘাটে আসি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপরাজ [সি] বি রাজত্বপ্রতিনিধি। 'উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অজ্ঞব'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উপরাজ্য [সি] বি দূরে অবস্থিত একই শাসনাধীন দেশ। 'জর্জর উপরাজ্যগুলির সম্মেলনের ...'। রবীন্দ্র, ১৯১৭।

উপরাত্রি [সি] বি কেন্দ্রের অন্তর্গত ছোটো রাষ্ট্র। 'বিভিন্ন ঋণ রাষ্ট্রের বা উপরাত্রির সূচি করার দরকার'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

উপরাত্রিপতি [সি] বি সহকারী রাত্রিপতি। 'তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে উপরাত্রিপতি হতে গেলেন কেন?' মুক্তবা, ১৯৫৮।

উপরি [সি] ১ ক্রিগণ উপরে। 'মায়ের কত কোটি চন্দ্র চরণ উপরি'। মাসিকরায়, ১৯৮১। ২ বি কথকতা ইত্যাদিতে শ্রোতাদের প্রস্তুত অতিরিক্ত অর্থ। 'উপরি'। চিঠিপত্র, ১৮৩৪। ৩ বি ঘৃণ; অবৈধ আয়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'কোরানিদের উপরি মারা গিয়াছে'। মনসুর, ১৯৫৫।

উপরি আয় [সি] বি নির্দিষ্ট আয়ের অতিরিক্ত আয়। 'উপরি আয় তাহার খাজনার সামিল হইয়া গিয়াছে'। সুলভ, ১৮৭৩।

উপরিউক্ত, উপরি-উক্ত [সি] বিণ উল্লিখিত। 'উপরিউক্ত যে সকল প্রমাণ দর্শিত হইল'। দর্শণ, ১৮৩৪; 'তাহা উপরি-উক্ত আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত করিয়াছি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উপরি উপরি [সি] ক্রিগণ পরে পরে। 'উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপরিওয়ালা [সি উপরি+হি ওয়ালা] বি মুনিব; কর্তা। 'ওঁর উপরিওয়ালা বা সহকর্মী'। রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

উপরিবর্তিত [সি] বিণ পূর্বে বলা হয়েছে এমন। 'উপরিবর্তিত নির্মাণ-কৌশল ঈশ্বরের অতিক্র-প্রতিপাদক হয় না'। বর্জম, ১৮৯২।

উপরি-কাজ [সি উপরি+কাজ] বি বাড়তি কাজ। 'আসল কাজের চেয়ে এই-সব উপরি-কাজের ভিড় কম নয়'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উপরিভূত [সি] বিণ উপরের। 'মানসিক উন্নতি বলিতে গেলে, মনের বর্তমান জ্ঞানস্তরের উপরিভূত স্তরসমূহে পরপর আরোহণই নির্দেশ করে'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

উপরিভূতশ্রেণী [সি] বি উচ্চশ্রেণী। 'জনসমাজে অধনশ্রেণীর সহিত উপরিভূতশ্রেণীর মিলন নাই'। অক্ষয়, ১৮৫০।

উপরিভূত [সি] বি উপরের স্তর। 'গভীরতলের সঙ্গে উপরিভূতলের অখণ্ড একো স্তর'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

উপরিভূত [সি উপরিভূত] বি উচ্চশ্রেণী। 'দেশের যে উপরিভূতায় শব্দের আবৃত্তি হয় ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উপরিদর্শক [স] বি উপদেষ্টা। 'উপরিদর্শক। - শ্রীমন্তহাজারী কালীকৃষ্ণ বাহাদুর'। দর্পণ, ১৮৩৭।

উপরিদেশ [স] বি উপরিভাগ। 'অটালিকার উপরিদেশে দণ্ডায়মান ছিল'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

উপরি-পাওনা [স উপরি+পাওনা] ১ বি বাড়তি পাওনা। 'সমাজটাকে নিভাত উপরি-পাওনার মতো লইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি বেতনের অতিরিক্ত আয়; ঘুষ। 'উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৬।

উপরিভাগ [স] বি উপরের ভাগ। 'সপ্ত অহোর সপ্ত ককাত ও নকত্র-মণ্ডল ককাতো উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চজৌতিক এই ভূমিপিণ্ড'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উপরি লাভ [স] বি অতিরিক্ত প্রাপ্তি। 'তাঁহার উপরি লাভের আশা চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিতে পারেন'। স্মৃতি, ১৮৭৩।

উপরিমিষিত [স] বি উপরে লেখা হয়েছে এমন। 'উপরিমিষিত ইমারত অপেক্ষা মুক্তিকার নীচে অবিক'। দর্পণ, ১৮৩৪।

উপরি মিষিতা [স] বিণ ক্রী উপ্রিষিত। 'বৈঠকখানা বাটীতে উপরি মিষিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮৩০।

উপরিবৃত্ত [স] বি উন্নত জাত। 'তাঁদের জন্যেই বাঁধা বরাদ্দ উপরিবৃত্তের ফলফসল'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উপরিহু [স] ১ বি উপরের। 'পৃথিবীর উপরিহু স্বমধ্যবর্তি আত্মরূপ বীজদায়ক ফলদ বৃক্ষ'। কেরি, ১৮০৮। ২ বিণ উচ্চপদস্থ। 'উপরিহু ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমি'বক্তৃ ক্রীতদাসত্বের আইনসমূহ নামান্তর মাত্র'। নজরুল, ১৯২৬।

উপরিহা [স] বিণ ক্রী উপরে আরোহণকারী। 'আমি উপরিহা হয়ে তাঁর আলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে এবারে বিমোহিতা হলেম'। হাইকেল, ১৮৫৯।

উপরিস্থিত [স] ১ বিণ উপরে রয়েছে এমন। 'তাঁহার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ উপরের। 'স্রীলোকের পদতলের উপরিস্থিত সন্ধিস্থান উল্লস থাকিলেও মহাপাপ'। মণ্ডাররক্ষ, ১৮৮৫।

উপরোক্ত [স উপরি+স উক্ত] ১ বিণ পূর্বে উক্ত হয়েছে এমন। 'উপরোক্ত উপদেশকের নিকট জ্ঞাত হইলাম'। পূর্বচন্দ্র, ১৮৩৫। ২ বিণ উপরে লেখা হয়েছে এমন। 'বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে উপরোক্ত দুইটি প্রতিবন্ধক একেবারে অপসারিত হইবে'। অক্ষয়, ১৮৫৫।

উপরোক্ত [স উপরি+স উক্ত] বিণ উপরে উপস্থিত। 'উপরোক্ত রাজ-বন্দনার শেষ চারি ছত্র'। এনামুল, ১৯৫৫।

উপরোপস্থিত [স উপরি+স উপস্থিত] বিণ উপরে উপস্থিত আছে এমন। 'উপরোপস্থিত অন্যান্য রেওয়াজ-কসুমও সেখানে বজায় রয়েছে'। মাহেনড, ১৯৪৯।

উপর্যুক্ত, উপর্যুক্ত [স উপরি+স উক্ত] ১ বিণ উপরে উক্ত বা উপস্থিত হয়েছে এমন। 'উপর্যুক্ত মনীষিগণের ... অকট্যাটুকিসংবলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপরি প্রতিষ্ঠিত'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ পূর্বে বর্ণিত। 'ব্যক্তিগণ উপর্যুক্ত কোন কোন কাজকে ঘৃণা করেন'। জামায়াত, ১৯০৪।

উপর্যুপরি, উপর্যুপরি [স উপরি+স উপরি] ১-ক্রিবিণ পরপর; ক্রমাগত। 'তাহাতে উপর্যুপরি সাত বার ধাক্কা দিয়া নির্ণত ...'। অক্ষয়, ১৮৫২; 'অহিফেনসেবী রাজসনিকেরা তাহাদের নিকটে উপর্যুপরি পরাজিত হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২-ক্রিবিণ বারবার।

'সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই সকল সংবাদ পাঠ করা যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

উপরোধ [স] বি বিশেষ অনুরোধ। 'উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপরোধে টেকি গেলা - অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কাজ করা। 'উপরোধে টেকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি ব'য়ে'। গিরিশ, ১৮৯৬।

উপজা, উপজ্জা [স উৎপত্তি] ক্রি উপস্থিত হওয়া। 'হেন মতে উপজ্জিল কর্ণ ধনুর্ধর'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উপর্যুক্ত, উপর্যুক্ত ১-ক্রিবিণ উপর্যুপরি, উপর্যুপরি ২-ক্রিবিণ উপর্যুপরি

উপর্যুপরি [স উপর্যুপরি] বি উপর্যুপরি। 'উপর্যুপরি'।

উপল [স] বি পাথর। 'আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

উপলখণ্ড [স] বি পাথরের খণ্ড। 'বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি'। বিদ্যা, ১৮৫৪।

উপলচারিণী [স] বিণ বন্ধুর। 'প্রেমের প্রকৃতি হরতো উপলচারিণী, যদিচ অনাশ্রয়'। নীরেন, ১৯৫৫।

উপলপন্থ [স] বি পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন পথ। 'একটি গিরিমুখ' বহু সফেন জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপন্থ দিয়ে ব্যরে গুঁড়িছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উপলবন্ধুর [স] বিণ দুর্মম। 'ব্যর্থতা ও সার্থকতার উপলবন্ধুর পথে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উপলবিকীর্ণ [স] বিণ পাথর-বিছানো। 'উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত'। বিভূতি, ১৯৩৮।

উপলবিনুনি [স উপল+বিনুনি] বি বিন্যস্ত নুড়িপাথর। 'ঝর্ণা যেমন নিজ্ঞন পাহাড়ের উৎস-দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপলবিনুনি পাশে ঠেলে ঠেলে ...'। শওকত, ১৯৬২।

উপলভূমি [স] বি নুড়িবিছানো ভূমি। 'এল বন্ধুর উপলভূমিতে উদয় বৈশাখ'। ফররুখ, ১৯৪৬।

উপলভোগ [স] বি হিন্দু পুরাণমতে জগন্নাথের ভোগবিশেষ। 'হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া/ হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপলরাশি [স] বি পাথরসমূহ। 'অরণ্যের উপলরাশির উপরে'। বিভূতি, ১৯২৯।

উপলশয়া [স] বি পাথরের বিছানা। 'পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয়ায় তইয়া -'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

উপলক, উপলক্ষ্য [স] ১ বি উদ্দেশ্য। 'উপদেশ উপলক উপায় চিহ্নিত'। বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি অজ্ঞাত। 'শহরে কেহ যদি উপলক উপলক্ষ্য দিয়া রাখে ...'। দর্পণ, ১৮২৩।

উপলক্ষে, উপলক্ষ্যে [স] ১-ক্রিবিণ উদ্দেশ্যে। 'তোমাদিগের সকলের হিতের নিমিত্ত আমার উপলক্ষে সকল শরীরে প্রবেশ হয়'। তারিণী, ১৮০৩। ২-ক্রিবিণ ফলে। 'পাঁড়ার উপলক্ষে পঞ্চভু পাইয়াছেন'। দর্পণ, ১৮২৮।

উপলব্ধ [স] ১ বিণ অনুভবন ক্রমতে পেরেছে এমন। 'এতদ্রূপ তেজিয়ায় স্থাপনেতে যে উপকার তাহা প্রায় সকলেই উপলব্ধ ...'। দর্পণ,

উপলব্ধি

১৮৩১। ২ বিপ অনুভূত। 'কি অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধ হয়।' উমেশ, ১৮৫৭।

উপলব্ধি [স] ১ বি অনুভবন। 'বিজ্ঞতম মহাশয়ের সকলেই কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি বিবেচনা। 'পূর্বাবস্থা আর বর্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয়।' কৌমুদী, ১৮৩০।

উপলব্ধিশোচর [স] বিপ বোধগম্য। 'তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিশোচর হইতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

উপলভ্য [স] বিপ লাভের যোগ্য। 'ব্রাহ্মণ সকল মিলি করে উপলভ্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উপলভ্যমান [স] বিপ উপলব্ধি করা যাচ্ছে এমন। 'মনুস্যভূতের আদর্শ এককোটিতে সমাণ্ড, আর এককোটিতে উপলভ্যমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উপলব্ধ [স] বি উপলব্ধি। 'সাধু বলে স্থানগুণে কর উপলব্ধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উপশম [স] বি প্রশমন। 'ইন্দ্রের কোপের ইষৎ উপশম হইলে পর পুনর্বীর ইন্দ্র আপন পুত্রকে কহিলেন।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১০।

উপশমক [স] বিপ নিবৃত্ত করে এমন। 'এ জাতীয় আত প্রৱেশের একটি উপশমক উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য।' শিব, ১৯৫৬।

উপশমিত [স] বিপ উপশম হয়েছে এমন। 'ভাঁহার গীড়া উপশমিত হইয়া আসিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

উপশমী [স] বিপ শান্তি। 'নিখিল নান্তিতে যৌনের বিশ্রামলাপ উপশমী বিভীষিকা-সনে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

উপশল্য [স] বি অস্ত্রভাগ। 'রাজধানীর উপশল্যে, একাকী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেন।' বিদ্যা, ১৬৮৩।

উপশাখা [স] বি শাখা থেকে বহির্গত শাখা। 'একেক শাখাতে উপশাখা শত শত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপশান্ত [স] বি যথাযথ সমাধান; সুরাহা। 'মনের মত ব্যবস্থা হইলেই উহার উপশান্ত হইয়া থাকে।' এডুকেশন, ১৮৯০।

উপশান্তি [স] বি নিবৃত্তি। 'যুবাবদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও রাজ্যের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্ভাবনা করা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৫।

উপশির [স] বি প্রধান শিরার সঙ্গে যুক্ত সূক্ষ্ম শিরা। 'শতভা করিতে চায় মন বম্বলী/ দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উপশিরা [স] বি প্রধান শিরার সঙ্গে যুক্ত সূক্ষ্ম শিরা। 'শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উপশিরাময় [স] বিপ ছোটো ছোটো শিরায়ুক্ত। 'না-সুকানো মুখতলি বড় ব্যস্ত, বড় উপশিরাময়।' সূরীন্দ্র, ১৯৬৬।

উপশিষ্য [স] বি শিষ্যের শিষ্য। 'শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ লগ্নৎ ব্যালিগ তার নাহিক গণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপশোভিত [স] বিপ শোভাময়। 'যবনীয় পত্তরাজ্যে উপশোভিত ছিল।' প্রমথ, ১৯২৭।

উপশিষ্ট [স] বি অল্প। 'ইহারদিশের কার্যের উপশিষ্ট হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৬।

উপসংসদ [স] বি মূল পরিষদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পরিষদ। 'মহিলা

উপসংসদের ... সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়।' বেগম, ১৯৭২।

উপসংহার [স] ১ বি রচনার সমাপ্তিসূচক বক্তব্য। 'একশ্রেণে তৎসমুদায়ের উপসংহার করা যাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি অন্তর্ধান। 'প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের হঠাৎ বাবুর উপসংহার হয়ে যায়।' হুতাম, ১৮৬১। ৩ বি পরিশেষ। 'আমরা উপসংহারকালে বলিতেছি।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

উপসংহৃত [স] বিপ সমাণ্ড। 'যে রূপে উপসংহৃত হইলে সকলের মনোরঞ্জন হইত।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

উপসংহৃতি [স] বি সমাণ্ডি। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি প্রভৃতি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উপসন্ন [স উপসন্ন] বিপ আসন্ন। 'বিবাহ আইলাহো হৈল সাক্ষ উপসন্ন।' বড়, ১৪৫০।

উপসন্ন [স] ১ বিপ আসন্ন। 'উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পরিবেশন। 'দধি দুগ্ধ বৃত্ত ঘোল উপসন্ন করি।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিপ উপস্থিত। 'পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'গঙ্গার ভিতরে গীয়া হইল উপসন্ন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উপসম [স উপশম] বি ইন্দ্রিয় দমন। 'উপসম করে যুধিষ্ঠির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উপসম্পাদা [পা] বি (বিশেষত বৌদ্ধধর্মে) দীক্ষা। 'উপসম্পাদা লইবার আগে/ করি পাপ নির্দেশ।' সত্যোত্তর, ১৯১৪।

উপসম্প্রদায় [স] বি কোনো সম্প্রদায়ের অধীনস্থ ক্ষুদ্রতর অংশ। 'মুসলমান আবার যেমন, বোরা, খোজা ইত্যাদি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

উপসর্গ [স] ১ বি রোগ লক্ষণ। 'কুর উপসর্গে কর্ণস্থলে থাকিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি উটাকা খামেলা। 'বর্গ এক উপসর্গ ফল তাহে কলা।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বি (ব্যাকরণ) যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি শব্দের পূর্বে বসে অর্থের বদল ঘটায়। 'কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ বি প্রাথমিক লক্ষণ। 'উপসর্গ কাটিয়ে তারা চলছে পথে।' লালন, ১৮৯০। ৫ বি নামমাত্র। 'চিকিৎসা তো ডুমুই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৬ বি বিপত্তি। 'এই-যে কর্দম উপসর্গটা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উপসাগর [স] বি তিন দিকে স্থলবেষ্টিত সমুদ্রের অংশ। 'গুপ্তাচারী বনিকদের এক গুরুত্বই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোভিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উপস্ফরা [স উপস্ফর] ক্রি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। 'রন্ধনের স্থান উপস্ফরি ভালমতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উপস্ফার [স উপস্ফর] বি পরিষ্কার। 'দীর্ঘ এক টকী শীত্রে কর উপস্ফার।' আলোড়ন, ১৬৮০।

উপস্থিত [স উপস্থিত] বিপ হাজির। 'বড়ই হেঙ্গমা উপস্থিত।' মেয়র্স, ১৭৭৭।

উপতী [স] বি বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়িনী। 'উপতী লইয়া সন্ধ্যা করেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

উপহু [স] বি জননেদ্রিয় বা লিঙ্গ। 'বদন উপহু গুহা নবযারে ঘর।' মালাধর, ১৫০০।

উপস্থাপন [স] বি উপস্থাপিত করা। 'স্থানাক-বাতিরকে সেই অপরিয়ে পটভূমিতে এতদোর উপস্থাপন দৃষ্ণর' সূত্রী, ১৯৫৩।

উপস্থাপয়িতা [স] বি স্ত্রী উপস্থাপনকারী ব্যক্তি। 'উপস্থাপয়িতার মতন আমাদের চায়ের সময় এসে পড়ে আমাদের স্থির হতে বলে।' জীবন, ১৯৪৪।

উপস্থাপিত [স] বিণ পেশ করা হয়েছে এমন। 'জ্যেষ্ঠের কেবল বিদ্যাপাঠকারই প্রতিবন্ধ উপস্থাপিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

উপস্থি [স] বি সম্মত। মানোএল, ১৭৪৩।

উপস্থি হওয়া ক্রি সম্মত করা। মানোএল, ১৭৪৩।

উপস্থিত [স] ১ বিণ হাজির। 'উপস্থিত হৈল হের গিরিশ সমএ।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ জ্ঞাত। 'কি মতে পতন নিরাকরণ কিছুই উপস্থিত নাই।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ প্রতিপাদ্য। 'দুই তিন জায়গা কন্যা উপস্থিত আছে ... স্থির করিয়া আসি।' কেরি, ১৮০২। ৪ বিণ উপস্থাপিত। 'আমার নিকট এক প্রকার কৌতুক আছে তাহা আদ্যাবধি কোন রসকৃত্যে কখন উপস্থিত হয় নাই।' তারিনী, ১৮০৩। ৫ বিণ প্রতিষ্ঠিত। 'হাকিম ফারবেস সাহেব একটা পাঠশালা উপস্থিত করেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৬ বি বিদ্যামান বস্তু বা বিষয়। 'উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৭ বিণ সংঘটিত। 'এদিকে সুপ্রীম কোর্টের সমুদয় তুমুল ব্যাপার উপস্থিত।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৮ বি বর্তমান। '... চলিত সময়ের, উপস্থিত মুহূর্তের।' দীপিকা, ১৮৮৭। ৯ বি উদ্ভব। 'আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব ভাবের আবেগ উপস্থিত হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ১০ বি পেশ করা। 'সরকারী বাজেট ... উপস্থিত করা হইবে।' আজাদ, ১৯৩৬।

উপস্থিতপত্র [স] বি নিমন্ত্রণপত্র। 'উপস্থিতপত্র যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারদিগের বিদ্যায় নগদ ৫ টাকা।' দর্পণ, ১৮২৫।

উপস্থিত বক্তৃতা [স] বি তাৎক্ষণিক কোনো বিষয়ে দেওয়া বক্তৃতা। 'উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক ... ছবি আঁকা, পর্যায়ক্রমে গঠন দিয়া হয়।' বেগম, ১৯৭০।

উপস্থিতমত [স] উপস্থিত+স মত। 'কিণ্বি পরিস্থিতি অনুসারে। 'উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উপস্থিত হওয়া ক্রি উপনীত হওয়া। 'দৈনিক ঘটনার মতো অত্যন্ত সহজে ভাবে উপস্থিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উপস্থিতা [স] বিণ স্ত্রী হাজির। 'তাহারাই ... গ্রহণ করিতে উপস্থিতা হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

উপস্থিতি [স] বি হাজিরা। 'বাহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে সকল সময়েই অপ্রিয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উপস্বড় [স] ১ বি মূল স্বত্বাধিকারীর অধীনস্থ স্বড়। কালপে, ১৭৮৪; 'জমিদারি উপস্বড় ব্যবস্থা থেকে তারা অনেকই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হইয়া।' শিব, ১৯৫৬। ২ বি আয়। 'জমিদারি উপস্বড় হইতেই তাবৎ কর্ম নির্বাহ হইয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি অর্জিত অর্থ। 'দুই কন্যাকে প্রতিবৎসর আট শত টাকা করিয়া উপস্বড় দিতে আজ্ঞা করে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি সুদ। 'যন্ত্রক্রমে মূলধনের উপস্বড় ও মাসিক দাতব্য ঘরা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

উপস্বভ্য [স] উপস্বড়। বি মূল স্বত্বাধিকারীর অধীনস্থ স্বড়। কালপে, ১৭৮৪।

উপহসিত [স] বিণ উপহাস করা হয়েছে এমন। 'ভৎসিত, উপহসিত,

অমর্যাদাপ্রাপ্ত হইব।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ উপহাস

উপহার [স] ১ বি প্রীতিসূচক উপঢৌকন। 'গোসাঞের আনিঞা দিল নানা উপহার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি পুরস্কার। 'এই নে আমার ঝাণা দিমু তোর উপহার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি দান। 'দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যে উপহার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

উপহারী [স] বিণ উৎসর্গীকৃত। 'কুরুক্ষেত্রে ভীষণ রণমুখে আপনাকে উপহারী করেছিলেন বটে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

উপহৃত [স] বিণ উপহার দেওয়া হয়েছে এমন। 'একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

উপহাস [স] ১ বি বিদ্রুপ। 'তবে লোক ভণিআ করিব উপহাস।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অবজ্ঞা। 'করিব ধর্মের উপহাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি রসিকতা। 'ভোজন করিয়া সাধু করে উপহাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি পরিহাস। 'অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস, ঘটনে ছিল না বিধান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উপহাসা [স] উপহাস। ক্রি উপহাস করা। 'আমার মরমে ব্যথা তোমা উপহাসি।' আলাওল, ১৬৮০।

উপহাস্যাস্পদ [স] উপহাস-আস্পদ। বিণ উপহাসের পাত্র। 'তাদৃশ বিষয়ের কদাপি নির্দেশ করিবেক না; করিলে কেবল উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উপহাসি [স] উপহাস। বি ঠাট্টা; বিদ্রুপ। 'কেন মোর ছাড়াগে কর উপহাসি।' মালাধর, ১৫০০।

উপহাস্য [স] ১ বি উপহাস; বিদ্রুপ। 'মোর উপহাস্য করে নাসের অন্তর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি উপহাসের বিষয়। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বিণ উপহাসের যোগ্য। 'কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় ... নহি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

উপহাস্যাতা [স] বি উপহাসের বিষয়। 'খাতার মধ্যে কবিশ্রদ্ধাধিনীর উপহাস্যতার প্রমাণ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উপহাস্যাস্পদ [স] বিণ উপহাসের যোগ্য। 'খিয়েটার উপহাস্যাস্পদ।' জীবন, ১৯৩২।

উপহৃত দ্র উপহার

উপা ক্রি উড়ে যাওয়া। 'গুপ্ত হীন ইখরের মত একঝোরে উপে গ্যালাে।' হতোম, ১৮৬১।

উপাই ক্রিণ্বি উপায়ে। 'বাচ কোন উপাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উপাএ [স] উপায়া। বি উপায়। 'ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।' বড়, ১৪৫০।

উপাঞ্জন, উপাঞ্জন [স] উপাঞ্জন। বি উপাঞ্জন। 'নৃপরাজ উপাঞ্জন লিখিল পুরাণে।' রূপরাম, ১৭৫০; 'তার কিছু কর্তৃব কহিব উপাঞ্জন।' রূপরাম, ১৭৫০।

উপাঞ্জন [স] ১ বি ব্যঞ্জন। 'মুক্তিপদে দিয়া মন ... তনে প্রভঞ্জন উপাঞ্জন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কাহিনি। 'ছেলে ... পুরাতন রাজারদিগের উপাঞ্জন ভুলোলে খণ্ডে ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

উপাঞ্জ [স] ১ বি অঙ্গের অঙ্গ। 'অষ্টম নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ/অঙ্গের অবলম্বন কহিয়ে উপাঞ্জ।' কুরুদাস, ১৫৮০। ২ বি তঁড়। 'উপাঞ্জ মুরচ আদি ফুকে যত বায়।' আলাওল, ১৬৮০।

উপাচার্য, উপাচার্য [স] ১ বি সহস্রভাপতি। 'তত্ত্বাবধিনী সভা হইতে একজন উপাচার্য তথাকার সমাজে নিযুক্ত হইয়াছেন।' অক্ষয়,

১৮৪৭। ২ বি প্রতিষ্ঠানের উপগ্রন্থান। 'ঐ উপাচার্য আসছেন - বোধ করি কালের কথা আছে - বিদায় হই।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রধান। 'এ কথা কোনো উপাচার্য আওড়ারামাত্র অভ্যস্ত নির্বাহীকে বলতে বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

উপাড়া [স উপাটন] ১ ক্রি উপড়ে ফেলা। 'খৃষ্টি উপাড়ী মেলিলি কাছী।' চর্চা ৮, ১২০০। ২ ক্রি তুলে নেওয়া। 'নে ভাই চক্ষে বসন চাপিয়া, অথবা উপাড়ি দে।' নবরঙ্গ, ১৯২২। **উপাড়ত** ক্রি উপড়ে ফেলা। 'দুই হস্তে দুই দস্ত গজের উপাড়ত।' বাহরাম, ১৬৫০। **উপাড়িয়া** ক্রি উপাটন করে। 'মূলে হেতে উপাড়িয়া তুলে গিরিবর।' মালাধর, ১৫০০। **উপাড়িল** ক্রি উপাটিত করল। 'ক্ষম আকুন তর উপাড়িল আকে।' বড়, ১৪৫০। **উপাড়ী** ক্রি উপড়ে। 'খৃষ্টি উপাড়ী মেলিলি কাছী।' চর্চা ৮, ১২০০। **উপাড়়ে** ক্রি উপাটন করে। 'গোড়াসুখ উপাড়়ে অমান।' রামহুসাদ, ১৭৮০।

উপাড়িত [স উপাটন] বিণ উপড়ে ফেলা হয়েছে এমন। 'কাঁচা উপাড়িত। - নিজ মিশাতে কুস্তলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

উপাড়ী [স উপাটনকারী] বি যোগী। 'কর্তে নৈরামণি বালি জাগতে উপাড়ী।' চর্চা ৫০, ১২০০।

উপাস্ত [স] বি অনুমান বা সিদ্ধান্তের অবলম্বন। 'অভিজ্ঞতা ও প্রেরণার মতো উপাস্ত মাত্র।' সৃষ্টি, ১৯৫৩।

উপাদান [স] ১ বি আদিকারণ। 'আপনে পুঙ্খ বিপ্শের নিমিত্ত কারণ/অধৈতরূপে উপাদান হয় নায়গণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উপকরণ। 'আদৌ জগতের উপাদানমাত্র ছিল না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'আপনার মায়ে ভাই পেতেছি এমায় - বংশের পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৩ বি উৎস। 'ইহারা আমার সুখের উপাদান, এইজন্য আমি ইহাদের ভালবাসি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ বি বৈশিষ্ট্য। 'সংকর্ষ বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৫ বি বিষয়বস্তু। 'ভাণ্ডার হইতে আপনাদের সুখের উপাদান সংগ্রহ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উপাদানসম্পন্ন [স] বিণ উপাদানে গঠিত। 'চেতনাময়ী সত্তা এবং উপাদানসম্পন্ন প্রকৃতির সম্মে রূপ এবং অর্থের জন্য।' শিব, ১৯৫০।

উপাদানসম্ভার [স] বি উপাদানরাশি। 'আবেগের বিচিত্র বহুবচনিক উপাদানসম্ভার অর্থ এবং সঙ্গীতময় একটি সমগ্র রূপে কেসাসিত।' শিব, ১৯৩৩।

উপাদেয় [স] ১ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'ধন হইতে বিদ্যা উপাদেয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিণ সুবাদু। 'অতি উপাদেয় চর্য্য চূষ্য লেখ্য ও নানাপ্রকার পোষ দ্রব্যের বড় ধান দিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বিণ উপাদেয় অন্ন, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাতী ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ উপভোগ্য করা যায় এমন; উপভোগ্য। 'তিনি তদ্বারা নানাবিধ উপাদেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'সুচরিতার কাছে হারানবাসু কী পর্যন্ত উপাদেয় হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উপাধান [স] বি বাগিশ। 'শয্যাপরিষ্কৃত উপাধান চাপিয়া ধরিয়া গোড়াইতে গোড়াইতে বসিতে লাগিল।' মণিরায়ক, ১৮৮৫।

উপাধি [স] ১ বি (ব্যসর্থে) সুনাম। 'বিপাক হরেক বড় বাড়ির উপাধি।' মালিকরাম, ১৮৮১। ২ বি খেতাব। 'মায়িক উপাধি ঐশ্বর্যের সুনামাধিকার দ্বারা লৌকিক ...।' রাধাকান্ত, ১৮১৫। ৩ বি প্রধান। 'অন্য কোন উপাধি দ্বারা অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৪ বি বংশপদবি। 'উপাধি বুঝছেন না? এই যেমন রজা

চাটুজে কি রজা ভট্টাচার্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। 'তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বি আখ্যা। 'অনেক উপাধি তব, মানুষ-উপাধি হারায়ছে শুধু।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উপাধি-ধরা বিণ খেতাবপ্রাপ্ত। 'কেন বা তবে পুণি এততলা উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভূতো?' রবীন্দ্র, ১৯০০।

উপাধিধারী [স] বিণ ক্রী উপাধিপ্রাপ্ত। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী।' বেগম, ১৯৪৯।

উপাধিধারী [স] বিণ খেতাবপ্রাপ্ত। 'যদি কোন উপাধিধারী চিকিৎসক থাকেন।' তমোগুপ্ত, ১৮৭৪।

উপাধিশ্র [স] বি প্রশংসাপত্র। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, কোনও ব্যক্তি অল্পে উপাধিশ্র প্রাপ্ত না হইলে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

উপাধিব্যাধি [স] বি উপাধিরূপ ব্যাধি। 'তোরা ঘাড়ে কিছু ভয়ানক রকমের উপাধিব্যাধি চড়িয়ে দি।' নবরঙ্গ, ১৯২৭।

উপাধিমান [স] বিণ উপাধিপ্রাপ্ত। '২০৯২ বৎসর পূর্বে চীনদেশে খ্রিস্ট উপাধিমান রাজাদেশের অধিকার আশ্রয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

উপাধিক [স] বিণ শ্রেয়তর। 'সর্ব কার্য উপাধিক মাতাপিতা সেবা।' বাহরাম, ১৬৫০।

উপাধ্যায় [স] ১ বি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রঘুনাথ বেদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বেদের অধ্যাপক। 'সেই উপাধ্যায়ই উপাধ্যায় সুধারত ত অবমাননা কর না?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

উপাধ্যায়ী [স] বি ক্রী শিক্ষক। 'সবার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপান [স অপাধ] বি আড় ঢোখ। 'শোষণ বাণেতে উপানে চাই।' চট্ট, ১৫৫০।

উপানং [স] বি চামড়ার জুতা। 'দুয়ারে বাঁধিল জাল বেড় উপানং।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উপানহ [স] বি চামড়ার জুতা। 'উপানহ চমৎকার, নিতে তার ক্ষুরধার/প্রহারে সেপেদে সব চূর্ণ।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

উপান্ত [স] ১ বি প্রান্তি। 'ধবল কেবল আভা ধ্যানেতে উপান্ত।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি প্রান্ত। 'বাল্যলার উপান্তভাগ সকলে কালবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৩ ক্রিবিণ সোমীণে। 'এরই উপান্তে বৈষ্ণব লীলা লভিল প্রথম অমৃত ছিটা।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

উপান্তবর্তী [স] বিণ প্রান্তবর্তী; নিকটবর্তী। 'মৃতদেহ, অম্লিসেকোরোষ, ঐমের উপান্তবর্তী শূশানে লইয়া গিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

উপান্যায় বিণ যথার্থজিতি লিখিত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উপাম [স উপমা] ১ বি উপমা; তুলনা। 'কর্তে কনকহার হিরায় গাথনি জার কার সঙ্গে দিব বা উপাম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অনুপম। 'অতি জুষ্টিয় তরু দেখিতে উপাম।' সুলতান, ১৭০০।

উপামা [স উপমা] বি উপমা। 'নাভি গভীর তোর প্রেমায় উপামা।' বড়, ১৪৫০।

উপায় [স] ১ বি পন্থা। 'অন উপারে পার ব জাই।' চর্চা ৩৮, ১২০০। ২ বি কৌশল। 'পাপ-পয়োনিধি পার হব কোন উপায়।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০। ৩ বি প্রতিকার। 'তুচ্ছি বিনে মিত্তবনে নাহিক উপায়।'

বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি সুযোগ। 'ইউরোপে এমত ব্যক্তিমিগকে বিদ্যাদানের যে উপায় সৃষ্টি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি আয়। 'যেহেতু এই পাণ্ডিত্যের দ্বারা ... তাঁহারদের সমান ও উপায়েরও বৃদ্ধি হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৬ বি ব্যবস্থা। 'দুই সাহেব এতদেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৭ বি আর্থিক সামর্থ্য। 'মাহাদিগের সময় ও উপায় আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উপায়ক্ষম [স] বিণ আর্থিক সামর্থ্য আছে এমন। 'উপায়ক্ষম ব্যক্তিদেগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উপায়চিন্তা [স] বি পণ্য নিয়ে ভাবনা। 'বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বেশ একরকম ভোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উপায়বর্ধক, উপায়বর্ধক [স] বিণ উপার্জন বৃদ্ধিকারী। 'কৃষি-সম্পর্কীয় উপায়বর্ধক আপনকার নিম্নস্তিকরা ...' দর্পণ, ১৮৩৫।

উপায়বিহীন [স] বিণ দ্রুপদায়ক। 'সেই অনাথা উপায়বিহীন নারীকে কিছু দিয়া ...' বিদ্যা, ১৮৬৩।

উপায় বেরোনো কি পথ আবিষ্কার হওয়া। 'জলের উপরে নৌকো এক মত উপায় বেরিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উপায়স্বরূপ [স] বি পণ্য। 'তোমাদের পরিবার ততদিন পর্যন্ত তাহাকে আহ্বার দিবার ও রক্ষা করিবার একটা উপায়স্বরূপ মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উপায়হীন [স] বিণ নিরূপায়। 'বহুদিসবাবিধ উপায়হীন দীন ব্রাহ্মণদিগের দিনপাতের নিমিত্ত ...' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

উপায়হীনতা [স] বি সহায়হীনতা; নিরূপায়তা। 'অভ্যাচারের মোকাবিলায় গরিবদের উপায়হীনতা, কত কথা তার মনে পড়ে।' মনসুর, ১৯৫৫।

উপায়হীন [স] বিণ দ্রুপদায়ক। 'উপায়হীন ... বলা ফ্যারোদবাসিনীকে বহিষ্কৃত করলে যে প্রস্তাব করিবে ...' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

উপায়ান্তর [স] উপায়-অন্তর। 'বি অন্য উপায়।' হস্তিনাপুরে না গেলে আমার উপায়ান্তর হইবেক না।' রাজীব, ১৮০৫।

উপায়ী [স] বিণ উপার্জনকারী। 'সকলেই কখন তুল্যরূপ উপায়ী হইতে পারেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উপায়ন [স] বি উপহার। 'নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উপারী [স] উপায়ন। 'কি উপড়ে ফেলা। উপারএ কি উপড়তে। 'সিবার কা জুওএ সীগ জনমএ গিরি উপারএ চাহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উপার্জন, উপার্জন [স] ১ বি আয়। 'স্বৈয়রির কত বা হইল উপার্জন।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'যখন ধন উপার্জন করেছিল্য দেশ বিদেশে।' রামহসদ, ১৭৮০। ২ বি সমগ্র। 'যেহেতু ভক্ষ উপার্জন করিতে আমাকে কি করিতে হইবেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি লাভ। 'নানাবিধ বিদ্যা উপার্জন হেতু বিষয় এবং অর্থ লাভের আশা।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৪ বি আয়ত্ত। 'ইংরাজী ভাষা উপার্জন করা অতি প্রয়োজনীয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

উপার্জন করা কি অর্জন করা। 'খ্যাতি উপার্জন করিতে পারিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

উপার্জনকর্তা, উপার্জনকর্তা [স] বি উপার্জনকারী ব্যক্তি। 'মিনি

উপার্জনকর্তা, উপার্জনিত সম্পত্তিতে তাঁহার যে সম্পূর্ণ অধিকার ...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

উপার্জনকারী, উপার্জনকারী [স] বি রোজগার করে যে। 'উপার্জনকারী অশ্রয় না দিলে তাহাদিগের যে দিন পাতের ব্যাঘাত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উপার্জনক্ষম [স] বিণ আয় করতে সক্ষম। 'পুরুষ যদি উপার্জনক্ষম হইয়া বেড়াই বয়সে বিবাহ করে তবে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

উপার্জনক্ষম [স] বিণ দ্রুপদায়ক। 'পুরুষের মতো নারীকেও উপার্জনক্ষম অর্থাৎ চাকুরীজীবী না হতে পারলে ...' বেগম, ১৯৫০।

উপার্জনশীলা [স] বিণ দ্রুপদায়ক। 'তিনি উপার্জনশীলা।' বেগম, ১৯৬৬।

উপার্জিত, উপার্জিত [স] ১ বিণ উপার্জন করা হয়েছে এমন। 'তাঁহার সহোদরের উপার্জিত ধনে তাহাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার।' বঙ্গদর্শন, ১৮২৯। ২ বিণ আয়ত্ত। 'ইউরোপীয় দ্বারা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যকরূপে উপার্জিত হইবার নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ শীকরণকৃত। 'পিতা মাতার প্রাকৃতিক ও উপার্জিত গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তার নির্ভর করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিণ হস্তগত। 'বলপ্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় ধন উপার্জিত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বিণ অনুসৃত। 'জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি শিক্ষা ও উপার্জিত জ্ঞান প্রচার করা প্রায়শ্যাক।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিণ প্রাপ্ত। 'সেই অনেক কৌশলে উপার্জিত খ্যাতিটির দফা, একে বারে, রফা হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

উপালভ [স] বি ভিরস্কার। 'সাধু বলে স্থানগুণে কর উপালভ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উপাস [স] উপবাস। 'বি অনশন; অনাহার।' উঠিয়া ভোজন কর না কর উপাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উপাস করন বি উপবাস থাকা। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

উপাসক [স] ১ বি উপাসনাকারী। 'শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ অনুরাগী। 'নায়িকাটি ... তাঁরই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকলাপে নিমগ্ন আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি গুণগ্রাহী; ভক্ত। 'সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট ব্রহ্মণ করিবার প্রয়োজন কী ভাই?' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

উপাসিকা [স] ১ বি দ্রুপদায়ক। 'উপাসনা করে যে।' মার্ত্তণ্ডদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি দ্রুপদায়ক। 'উপাসিকার শেষ পর্যন্ত ... তাকে বলেছে আর্টিস্ট।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উপাসন [স] বি উপাসনা। 'সাধ করে কারা করে উপাসন / গ্রহণ করেছে কটকানন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উপাসনা [স] ১ বি আরাধনা। 'উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকারে বিংশতি ব্যক্তি একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি উপকারের আশায় অপরের মনস্তত্ত্ব সাধন। 'দুটি তেলি মোসাহেব ... আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।' হুতোম, ১৮৬১। ৩ বি সাধ্যসাধনা। 'এসেছি পাড়ার কারি উপাসনা, সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উপাসনাঘর [স] উপাসনা+ঘর। 'বি যে ঘরে উপাসনা করা হয়।' 'সেই ক্ষুদ্র উপাসনাঘরের মধ্যে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

উপাসনান্ত [স] উপাসনা-অন্ত। 'বি আরাধনার সমাপ্তি।' 'আজকাল

উপাসনাতে প্রায়শই পরেশ ... ' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উপাসনাপুস্তিকা [স] বি প্রার্থনাপুস্তক। 'সকলের হাতে উপাসনাপুস্তিকা আর জপমালা।' মুক্ততর, ১৯৫২।

উপাসনামন্দির [স] বি প্রার্থনা গৃহ। 'সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উপাসনালয় [স] উপাসনা-আলয় বি প্রার্থনা গৃহ। 'পৃথক উপাসনালয় প্রস্তুত করিল।' এডুকেশন, ১৮৮৫।

উপাসনাসভা [স] বি উপাসনার জন্যে ডাকা অনুষ্ঠান। 'জনুতিথি নির্মিত উপাসনাসভার বক্তৃতা।' অক্ষয়, ১৮৪১।

উপাসনাস্থল [স] বি প্রার্থনার জায়গা। 'সে উপাসনাস্থলে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উপাসিত [স] বিশ উপাসনা করা হয় এমন। 'এই সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন।' অবন, ১৯১৯।

উপাস্য [স] বিশ উপাসনার যোগ্য। 'ঈশ্বরের নানাবিধ নাম ও রূপ ও ধাম মানিয়া উপাস্য উপাসনা জীবের ...' দর্পণ, ১৮২১।

উপাসি, উপাসী [স] উপবাসী। ১ বিশ উপবাস করে আছে এমন। 'পত্রের চর্চা যেন দরিদ্র উপাসি।' দৌলত, ১৬৩৮। ২ বি উপবাসকারী। 'জাগো গো উপাসী।' জীবন, ১৯২৭।

উপাস্য্য উপাসনা

উপীক্ষা [স] উপেক্ষা বি অপেক্ষা। 'আপনকার উপীক্ষা অনেক কার্য্য আছে।' চিঠিপত্রে, ১৮১৭।

উপুড় [স] অবমুখ্য। বি অধোমুখ; নিম্নমুখ। 'উপুড় হইয়া তুমি পড়িল।' তারিণী, ১৮০৩।

উপুড় করা কি নিম্নমুখী করা। 'পাত্রটা সে একেবারে উপুড় করিয়া ধরিল।' মানিক, ১৯৩৬।

উপুড়মুখো [উপুড়+স মুখ] বিশ নিম্নমুখী। 'রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উপুড় হওয়া কি নিম্নমুখী হওয়া। 'বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোট কবিতা লিখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৯৪।

উপুড়হস্ত করা [উপুড়+স হস্ত+করা] কি দান করা। 'কিছু টাকা দিয়াই ওরা আর উপুড়হস্ত করিতে চাহিতেছে না।' মানিক, ১৯৩৭।

উপুড় হাত করা কি দান করা। 'কিছু উপুড় হাত না করলে, বুঝেইসে ত একেবারে মূলতরী।' নজরুল, ১৯২৭।

উপুড়া, উপুড়ানো [স] উপগাটন। ১ কি পালকাদি ত্যাগ করা। 'উপুড়িতে।' মনোএল, ১৭৪৩। ২ কি উপড়ে ফেলা। 'উপুড়াইতে।' মনোএল, ১৭৪০।

উপেক্ষণ [স] বি তাহিল্য করা। 'কৃষ্ণ উপাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ/সমী সব কহে কৃষ্ণ কর উপেক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপেক্ষণীয় [স] বিশ উপেক্ষার যোগ্য। 'কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় ... নহি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উপেক্ষা [স] অপেক্ষা বি অপেক্ষা; প্রতীক্ষা। 'তোমার উপেক্ষা করি নন্দ উপবাসি।' মালাধর, ১৫০০।

উপেক্ষা [স] বি অবহেলা। 'উপেক্ষা করিয়া কৈল মধুরা গমনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপেক্ষাপূর্ণ [স] বিশ অবহেলিত। 'একটা ঠাণ্ডা উপেক্ষাপূর্ণ ভদ্রতা দিয়া এদের ...' মানিক, ১৯৩৭।

উপেক্ষাশীল [স] বিশ উপাসীন। 'এই সমস্ত প্রস্তাবে উপেক্ষাশীল

হওয়া ... উচিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।' আজাদ, ১৯৪০।

উপেক্ষিত [স] ১ বিশ অবহেলিত। 'কত উপেক্ষিত গুব্বান বাড়িয়া তাঁহার গুণ্যাহিতায় ...' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বিশ বঞ্চিত। 'আদনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সর্বোপে নিক্ষেপ করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বিশ অবজ্ঞাপ্রাপ্ত। 'লোকসমাজে যাহারা এক প্রান্তে উপেক্ষিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

উপেক্ষিতা [স] বিশ স্ত্রী অবহেলিত। 'উপেক্ষিতা কাদম্বরী দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য সশস্ত্রিত ...' তারা, ১৯৪০।

উপেক্ষা [স] উপেক্ষা] কি অবহেলা করা। 'ভক্তি মায় নিল অট্ট সন্ধিকে উপেক্ষা।' বন্দা, ১৫৮০। উপেক্ষি কি অবহেলা করি। 'কি কারণে আঁকি সবে রসুল উপেক্ষি।' সুলতান, ১৭০০। উপেক্ষিয়া কি তাহিল্য করে। 'বাপের সন্ততি যাও মাও উপেক্ষিয়া।' কবীন্দ্র, ১৮৯৯। উপেক্ষিলে কি উপেক্ষা করলো। 'উপেক্ষিলে লাজ কন্যা আপনার সত্যে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উপেক্ষি [স] উপেক্ষা] কি উপেক্ষা করা। উপেক্ষি কি উপেক্ষা করে। 'কাল কাছাকাছি তোকে আঁকা না উপেক্ষি' বড়, ১৪৫০। উপেক্ষিসি কি উপেক্ষা করিস। 'কিকে তৌ নাগরি রাখা উপেক্ষিসি সুখ' বড়, ১৪৫০। উপেক্ষিহ কি উপেক্ষা করে। 'এবে তাক উপেক্ষিহ কেহে।' বড়, ১৪৫০। উপেক্ষি কি উপেক্ষা করে। 'পিরে চাহ মধু জীব উপেক্ষি' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। উপেক্ষিখা কি উপেক্ষা করে। 'সময় উপেক্ষিখা রহিয়া দেবাগণ' বড়, ১৪৫০। উপেক্ষিএ কি উপেক্ষা করে। 'শেষক কারণ জীউ উপেক্ষিএ জগজ্ঞন কে নহি জানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। উপেক্ষিখি কি পরিত্যাগ করলো। 'নাগর শেষর মনোর সুন্দর উপেক্ষিখি মতিমায়ে' বড়, ১৪৫০। উপেক্ষিখৌ কি উপেক্ষা করলো। 'নিজ পতি না চাহিলৌ তোমাক উপেক্ষিখৌ।' বড়, ১৪৫০। উপেক্ষী কি উপেক্ষা করি। 'নেহত লাগিঅা শত পঞ্চস উপেক্ষী' বড়, ১৪৫০। উপেক্ষেবি কি তুচ্ছ করবে। 'উপেক্ষেবি সেহ' গোবিন্দ, ১৬০০।

উপেক্ষ [স] বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'খগেন্দ্র উপেক্ষ-সম তুমি সে বাহনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

উপেক্ষাঘাত [স] বি মুখবন্দ। 'রায়তের কথার উপেক্ষাঘাত লিখতে বসলুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

উপেক্ষণ [স] উপেক্ষনা বি উপবাস। 'এত লাভ ছাড়ি কোন করে উপেক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উপোস, উপোষ [স] উপবাস। ১ বি না খেয়ে থাকা; উপবাস। 'মেয়েরা হেরের কল্যাণে যতীরা উপোস করেছে।' হেতোম, ১৮৬৩; 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাচরিত্রে উপোষ ও উধান ও শয়নে নিচ্ছল্য করে থাকেন।' হেতোম, ১৮৬১। ২ বিশ অনাহারী। 'বরের কী মুশকিলটাই - সারাদিন উপোস মহাই।' নজরুল, ১৯২৬।

উপোষী [স] উপবাসী। বিশ না খেয়ে আছে এমন। 'উপোষী দেবতা হয় বিমুখী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

উপোষি, উপোসী [স] উপবাসী। ১ বিশ উপবাসী; অতৃষ্ণ। 'উপোসি।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'সময়ের খাওয়া অসময়ে খায়, উপোসীও কড় থাকে।' জঙ্গীম, ১৯২৯। ২ বি অতৃষ্ণ বাড়ি। 'তাইতো তারা এই উপোসির ওঠে ধরে ক্ষীরের পান, শক্তিবিরধারা।' নজরুল, ১৯২৫। ৩ বিশ শূন্য। 'উপোসী হাঁড়ির শূন্যতায় দুঃখ তার লেবে নাম।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

উপোষিত [স] উপহৃত্তি বিশ উপহৃত্তি। 'তাহাকে কেমনে পাপ উপোষিত হইবেক?' অজ্ঞোনিয়ো, ১৭৪৩।

উত্ত [স] বিণ বোনা হয়েছে এমন। 'তাহা সকল ক্ষেত্রে উত্ত হইয়া থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

উকর ফাঁফর [স উপরি] বিণ অস্থির। 'উফর ফাঁফর চিত্ত নিঃশ্বাস ছাড়এ।' বাহরাম, ১৬৫০।

উফারা [স উপগটন] ক্রি উপড়ে ফেলা। 'পর্বত উফারিতে পারম তারা জুতি ধরি।' আলাওল, ১৬৮০। **উফাড়িয়া** ক্রি উপড়ে ফেলা। 'বৃক উফাড়িয়া শৈল বীর বৃকাদর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **উফাড়িল** ক্রি উপড়ে ফেলা। 'মহাবৃক উফাড়িল রাক্ষস ভয়ঙ্করে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **উফারি** ক্রি উপড়ে ফেলা। 'শিকড়ে উফারি রাশী সাগরে ভাসাম।' মর্তুজা, ১৭৫০। **উফারিতে** ক্রি উপড়ে ফেলা। 'পর্বত উফারিতে পারম তারা জুতি ধরি।' আলাওল, ১৬৮০।

উবগার [স উপকার] বি উপকার। 'বিনি উপকারে খায় ধৃতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উবজা [স উপজলন] ক্রি উৎপন্ন হওয়া। 'শ্রীমন্তের বোলে তার উবজিল হাসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উবটান [স উত্তর] বি উপটান; প্রসাধনীবিশেষ। 'প্রভাহ প্রাতে উবটান বেকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মাঞ্জিত করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৮।

উবরলা [স উবরা] ক্রি অতিরিক্ত হওয়া। 'যত সব উবরিল মর্কটেরে দিল।' আলাওল, ১৬৮০।

উবরা ক্রি উত্তর হওয়া। 'প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উবস্থিতি [স উপস্থিতি] বি উপস্থিতি। 'ভুবনে বিদিত বর্ধমান উবস্থিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উবা [বি উবনা] ক্রি মিলিয়ে যাওয়া। 'ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিল দুই-চারি পলকের পর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

উবস্থিত [স উপস্থিত] বিণ হাজির। 'শ্রীমুত ভোজরাজ্যে মাটিতে উবস্থিত হইলেন।' হালাহেড, ১৭৭৩।

উবু [স অবমুখ] বিণ নিম্নমুখী। 'মেঝেতে উবু হইয়া বসিবার অনুমতি কুন্দের পায়।' মানিক, ১৯৩৬।

উবু হয়ে বসা ক্রি মাটির দিকে মুখ করে বসা। 'গাছের তলায় সরে এসে সেখানে উবু হয়ে বসল।' ওয়ালী, ১৯৪২।

উবুজা [স উপজা] ক্রি উৎপন্ন হওয়া। 'হিরণ্যবর্ভের তনয় উবুজিল আপার।' মালাধর, ১৫০০।

উবুড় [স অবমুখ] বিণ উপুড়। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উপুড় হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উবদল [স উভঃ+স দল] বি বহু লোক যে দলে থাকে। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

উবুর [স অবমুখ] বিণ উপুড়। 'উবুর হইয়া কামড়ায় মাটি।' বিজয়, ১৬৫০।

উবেস [স উদ্দেশ] বি লক্ষ্য। 'বাহ তু কামলি গঅণ উবেসে।' চর্যা ৮, ১২০০।

উবু [স অবমুখ] বিণ উল্টা। 'উবু মানুষ জগতের মূল গোড়া হয়।' লালন, ১৮৯০।

উকা বিণ উল্টা-করা। 'উকা কইরা সোয়াতে কলম দিলেন।' নজিবর, ১৯৩০।

উভ [স] সর্ব উভয়। 'বাহির্জা নিবো নাথ উভ কেরোআলে।' বড়ু, ১৪৫০।

উভচর [স] ১ বিণ জলে ও স্থলে বিচরণকারী। 'স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উদাহরণকে উভচর বলা যাইতে পারে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ মানস এবং বস্তুজগতে সমানভাবে বিচরণশীল। 'আমি উভচর - মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্দন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উভবাহ [স উর্ধবাহ] বিণ উর্ধবাহ। 'উভবাহ করি নাচে সব নিসৃণন।' মালাধর, ১৫০০।

উভাড়ে [স উভঃ] ক্রিবিণ কল্পনা। 'উভাড়ে ধ্যানে যাই অতি শীঘ্র গতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উভরাএ [স উর্ধরব] ক্রিবিণ উচ্চ করে। 'মাএ ধরা দিল কৃষ্ণ কান্দে উভরাএ।' মালাধর, ১৫০০।

উভরায় [স উর্ধরব] ক্রিবিণ উচ্চ করে। 'নন্দ কান্দে উভরায়।' মালাধর, ১৫০০।

উভরোল [স উর্ধরোল] বি উচ্চ শব্দ। 'উভরোলে ব্রাহ্মণ বলিল বেনদগাণী।' রূপরাম, ১৭৫০।

উভলড়ি [স উভঃ+লড়ন] ক্রিবিণ উর্ধ্বাঙ্গে গিয়ে। 'উভলড়ি করি তারা বেড়িল অঙ্কনে।' মালাধর, ১৫০০।

উভ [স উর্ধ] ১ বিণ উচ্চ। 'নন্দ আদি গোপ নাচে উভ বাহ করি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ উর্ধ্বমুখী। 'উভ করি পাশি নাচন্তি বীরমণি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ খাড়া। 'উভকান করি ধায় আহাড়ে সমাজ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উভ করা ক্রি উঁচু করা। 'পাক দিয়া উভ করি গেলে গোবিন্দাই।' মালাধর, ১৫০০।

উভমুখ [স উর্ধমুখ] ক্রিবিণ উর্ধ্বমুখ। 'উভমুখে প্রজ্ঞা জায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উভমুখী [স উর্ধমুখী] বিণ উর্ধ্বমুখী। 'প্রথমে গগনতলে উঠে নীল ধূজ চাতক খেচর জত হইল উভমুখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উভহাথ [স উভঃ+হাথ] বি দুই হাত। 'কাষবার পাড়ে উভহাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উভয় [স] ১ বিণ দুজনের। 'তোরে মোর উভয় সমভী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ দুই। 'এই উভয় বংশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ ... পৃথিবী শাসন করিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিণ দুই দিকের। 'প্রথমে উভয় পন্থই ক্রিষ্ণ কষ্টদায়ক বোধ হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি দুই পক্ষ। 'উভয়ের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহাতে ইংলণ্ডীয় সৈন্যের ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উভয়জ [স] বিণ উভয় বিষয়ে পণ্ডিত এমন। 'যাঁহারা পারসী ও বাঙ্গালি উভয়জ।' দর্পণ, ১৮২২।

উভয়ত, উভয়তঃ [স] ১ ক্রিবিণ উভয়ে। 'তস্যাপর তোমায় আমায় প্রথক হইয়া পূর্ব ফারখত উভয়ত করিয়াছি।' মেয়র্স, ১৭৭৩। ২ ক্রিবিণ দুইদিকে। 'আমি যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তররঞ্জিত রহিয়াছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

উভয়পক্ষ [স] বি দুই পক্ষ। 'উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া আমেরিকার স্বাধীনত লাভ ... হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উভয়পার্শ্ববর্তী, উভয়পার্শ্ববর্তী [স] বিণ দুই দিকের। 'উভয়পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিম্বদুর গমন করিতে করিতে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উভয়বিধ [স] বি উভয় প্রকার। 'তাহারা ... মনুষ্যের ন্যায় সদস্য

উভয়বিধ প্রবৃত্তির অনুগত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উভয়ব্রট [স] বিপ দুইদিক থেকে ভুল। 'ইসরাজী পড়িলে উভয়ব্রট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

উভয়মুখী [স] বিপ উভয় দিকেই যেতে পারে এমন। 'প্রাপ্তের গতি উভয়মুখী।' প্রথম, ১৯১৪।

উভয়সংকট, উভয়সংকট [স] বি সব দিকেই বিপদ। 'বিষয়-প্রমোদে, ক্রিয়া-অনুরোধে/ উভয়সংকট অতি ভয়।' কমলাকান্ত, ১৮২০; 'তাদের উভয় সম্বন্ধ।' এতুকেশন, ১৮৭৪।

উভয়স্থল [স] বি দুই স্থান। 'তিনি নগর ও গ্রাম এই উভয়স্থলের অবস্থা বিবেচনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

উভয়াত্মক [স] উভয়-আত্মক/বিপ দ্বিবিধ। 'ন্যায়কুসুমাল্লি গ্রন্থ গদ্য ও কারিকা উভয়াত্মক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

উভয়াহারী [স] উভয়-আহারী/বিপ আমিষ এবং নিরামিষ খায় এমন। 'মন্থ্য-জন্তু উভয়াহারী।' বহ্নিম, ১৮৭৪।

উভরা [স] উভরা ১ ক্রি ঢালা। 'খণ্ডে মুদ্রের সুপে উভরে ভারের আচ্ছাদন থালখানি দিলেন উপরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি ছিটানো। 'উভরিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

উভরা [স] উভ- সর্ব উভয় পক্ষ। 'নকিবান ঘন ঘন ডাকে উভরায়।' গরীব, ১৭৬৫।

উভা [স] উদ+ভি। ১ ক্রি উখিত করা। 'নরক নারী মর্মে উভিল চীরা।' চর্য ৪, ১২০০। ২ বিপ উঠ। 'দক্ষিণে হইল উভা উত্তর দিগ নিনা।' মালাধর, ১৫০০। ৩ ক্রি উর্ধ্বে ধরে। 'বিনয় করিয়া তাঁরে পুষ্পনা জিজ্ঞাসা করে উভে জুড়িয়া দুই পাণি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উভাকিল [স] উর্ধ্বে+স কীলা/বি উঠ থেকে সেওয়া কিল। 'সোপান তলে মাথা থুইয়া মারে উভাকিল।' বিজয়, ১৬৫০।

উভারা [স] উর্ধ্বে+১ ক্রি উঠ করা। 'উভারে বীরবর্মে বীর চর্মে ধরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি নিক্ষেপ করা। 'শেল সাক্ষি উভারিল শিরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি চড়াও হয়ে মারা। 'সারেক্তধর সেনাপরো উভারিল কিংব।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উভুড়ু [ধন্য] বি হাবুড়ু। 'বিড়ক বালক যেন উভুড়ু খেলে।' রূপরাম, ১৭৫০।

উভুদলে [স] উভ+স দল/বি দ্রুতগামী সৈন্যদল। 'উভুদলে মহিম হবেক তার সেনে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উভার্জন [স] বি পুত্র প্রত্যাদির দ্বারা শরীর মার্জন বা ঘসা। 'গন্ধ নারায়ন তৈলে উভার্জন কৈল।' মালাধর, ১৫০০।

উম [স] উম/বি তা। 'ভিষ পাড়ি উম দি রহিল।' সুলতান, ১৭০০।

উমড়ি ক্রি মুখ ফিরিয়ে। 'উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উমত [স] উনাত/বিপ মাতাল। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী ওহাডা তোহৌরী।' চর্য ২৮, ১২০০।

উমতা [স] উনাত+১ ক্রি উনত হওয়া। 'নব জুবতীগন চিত্র উমতায়েই নব রস কানন ধায়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উমদা [আ উমরা] ১ বিপ উত্তম। 'উমদা চিজই বটে, আমীর-ওমরাদের আর অপরাধ কি দশমরমতোই চোন্তো খাবার।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ বিপ মনোহর। 'এ রকম উমদা গোঁজি দুখানা তৈরি

হয়েছিল।' মুজতবা, ১৯৫২। ৩ বিপ উপাদেয়। 'কেমন যেন একটুখানি আলাদা, কিন্তু খেতে উমদা।' মুজতবা, ১৯৫২।

উমর [আ উমরা] ১ বি অভিজাত ব্যক্তি। 'উমর সেরক সবে বুলিলা বচন।' জালাল, ১৬৮০। ২ বি আয়ু। 'শ্রীমুত সাহেবের উমর দৌলাত হামেসা শ্রীশ্রী' দরগায় মনাজাত করিতেছে।' তেরলি, ১৮৯৯।

উমরা [আ] বি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। 'আমীর উমরা হৈলা যত অবতার।' ভারত, ১৭৬০।

উমরাও [আ] বিপ অভিজাত। 'মহারাত্রীয়া অতিউমরাও লোকও আপন ধর্ম পূরীকে বছেলে জনসমূহের মধ্যে লইয়া বৈদিকী ক্রিয়া করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

উমা [স] বি ক্রী হিন্দুদেবী দুর্গা। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রশমধ্যে দিগম্বরী।' রূপরাম, ১৭৫০।

উমাপতি [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'রুদ্রএতে লক্ষি কোপি মোহিত উমাপতি।' মালাধর, ১৫০০।

উমানা ক্রি ওজন করে। 'ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উমি, উমী [আ উমী] ১ বিপ মূর্খ। 'তাহারা পরস্পর আপনাদিগকে ... উমী জ্ঞান করে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিপ অযোগ্য। 'উমি লোকের লগে খারাপ কাম করলে।' লীলবতী, ১৮৬৬। ৩ বিপ নির্বোধ। 'সুেক্রি সেন উমি লোকের মত দারারে তামাসা দেখছে।' গিরিশ, ১৮৬৬। ৪ বিপ, উমী

উম্মিদ [ফা উম্মিদ] বি আকঙ্ক্ষা; আশা। 'তার দাওয়াত কবুল করবেন হজরত হয় মনে উম্মিদ' নজরুল, ১৯৪১।

উমেদ [ফা উম্মিদ] ১ বি আশা। ওর্গ, ১৭৮৫। ২ বি ভরসা। ওর্গ, ১৭৮৫।

উমেদওয়ারি [উমেদ+ফা ওয়ারি] বি চাকরির আশায় কারো কাছে ঘোরাঘুরি। 'শ্রীমারচন্দ্র ময়ুমদারের কাছে উমেদওয়ারি করিতেছি।' ওর্গ, ১৭৮২।

উমেদকর [উমেদ+স কর] বি আশা; প্রত্যাশাকারী। মিলার, ১৭৯৭।

উমেদার [ফা উম্মিদওয়ারি] ১ বি প্রত্যাশী। 'কতকগুলি লোক কর্মের উমেদার আছে।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বিপ শিক্ষানবিশ। 'গ্রাডুয়েট আভারজায়েট এসে সাবরেজিস্ট্রারীর জন্যে উমেদার হচ্ছে।' ইমদাদুল, ১৯২০। ৩ বি অনুগ্রহপ্রার্থী। 'এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যত রকম খুচরো ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বি প্রার্থী। 'আমার জমাইপদের উমেদার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

উমেদারি, উমেদারী [ফা উম্মিদ-ওয়ারি] ১ বি মোসাহেব। 'দুই একজন গালগল্পে উমেদারী গোচের লোক বাসায় আসিতে আস্ত কবিল।' প্যারী, ১৮৫৯। ২ বি মোসাহেব। 'ভারা পেটের দায়ে উমেদারি করতে, সেলাম করতে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি চাকরির আশায় অন্যের নিকট ঘোরাঘুরি। 'সেই সাড়ে-দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারি করতে বের হয়েছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উমেদেওয়ারি [ফা উম্মিদওয়ারি] বি মোসাহেব। 'এয়ার উমেদেওয়ার দালাল মহাজন নবীনবাবুদিগের নাম তব্বিয়া খাতায়াত করিতে লাগিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

উমের [আ উমরা] বি দীর্ঘ জীবন। 'সাহেবের উমের দৌলাত শ্রীশ্রী' দরগায় মোনাজাত করিতেছি।' তেরলি, ১৭৮০ আনু।

উম্মাত [আ] বি অনুসরণকারী ব্যক্তি। 'মোহর মর্তবা যেন উম্মাত উপর।'

আলাওল, ১৬৮০।

উন্মত্ত [স উন্মত্ত] *বিপ* পাগলপারা। 'আশেকে উন্মত্ত যারা ...।' *লালন*, ১৮৯০।

উশ্মি, উশ্মী [আ] ১ *বিপ* অজ্ঞ। 'তোমরা উশ্মিলোক তা বুঝবে না।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ২ *বিপ* নিরক্ষর। 'কে আমি জানালে তুমিই প্রথম হে মেঘ-পালক উশ্মী নবী।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

উম্মেদওয়ার [খা] *বিপ* চাকরি-প্রত্যাশী। 'উম্মেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। *ঐ উম্মেদার*

উয়্যাগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'অষ্টাদশ বার জুড়ে উয়্যাগ সে করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

উয়ুয়ুগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'এ বেতে কাকে নিয়ে উয়ুয়ুগ করবো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উয়ুয়ুগ সুয়ুয়ুগ [স উদ্যোগ] *বি* জোগাড়-যন্ত্রণ। 'উয়ুয়ুগ সুয়ুয়ুগ কে, এ কেমন বে গো?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

উয়ুয়ুগ [স উদ্যোগ] *বি* আয়োজন। 'তবে আমি উয়ুয়ুগ করি গো?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

উয়্য [স উদয়] *ক্রি* উদয় হওয়া। 'প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উয়িল** *ক্রি* উদয় হলো। 'অবহ মধু ঋতু সকল তত্ত্ব হেতু দখিনে উয়িল বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উয়িল** *ক্রি* প্রকাশিত হলো। 'আদিত্য জিগিষা উয়িল কিশণ মণ্ডলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **উয়ে** *ক্রি* উদিত হচ্ছে। 'শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সূর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উয়্যারি, উয়্যারী [স উপকারী] *বি* আবাসসূহ। 'পুড়িয়া করিম হালি সকল উয়্যারি।' *আলাওল*, ১৬৮০। 'খুড়ার নিকটে এক উত্তম উয়্যারী সুলতান, ১৭০০।

উয়্যাসিল [আ ওয়্যাসিল] *বি* আদায়। 'কারকুন কাগজ বুঝি থাকি উয়্যাসিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উয়িল [হি] *বি* উইল। 'সম্পত্তির উয়িল করিয়া গিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

উর [স উরু] *বি* জানুর উর্ধ্বভাগ। 'তার উরে দিলো মো সিয়রে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উর [স উরঃ/উরস] *বি* বন্ধ। 'উর হিত্তোপিত চাচর কেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **উরহি** *বি* বৃকে। 'উরহি অক্ষল ঝাঁপি চঞ্চল আখ পয়োঘর হের।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উরঃস্থল [স] *বি* বৃক। 'চন্দ্রের স্ময়মান রশ্মিজাল সমুদ্রের উরঃস্থলে চিক চিক করিতেছিল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

উরজ [স] *বি* স্তন। 'আখ উরজ হেরি আখ আঁচর ভরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

উরমিখুন [স] *বি* গুনঘয়। 'কনকেহ রাজমণি উর মিখুন না দেখএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

উরমুখ [স] *বি* গুনঘয়। 'উরমুখ মধ্যে আসি হৈল নিশাপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরস [স] ১ *বি* বৃক। 'রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস মাধব।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* স্তন। 'তোমার উরসবর্শে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর।' *সুখীন্দ্র*, ১৯২৯।

উরস্থল [স] *বি* বৃক। 'উরস্থলে কৈল রাখা দৃঢ় আলিঙ্গন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উর [স উরঃ, উরস] *বিপ* শ্রেষ্ঠ; প্রধান। 'কি কহিব রূপ গোন লাবন্যের উর।' *মালাধর*, ১৫০০।

উর [স] *বি* জবা ফুল। 'উরের কলিকা জিনি রাতুল নয়ন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরঃসরে [স উরঃস্থলে] *ক্রি* বিপ উক্ত বরে। 'অখও মিলে কি রহিছে উরঃসরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরঃস্থল *ঐ* উর

উরণ [স] *বি* নাপ। 'নদী শ্বেত সূত্র বা উরণের মত দেখায়।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উরণেশ্বর [স উরণ-ইশ্বর] *বি* নাপরাজ। 'তুফান-তুরগ মোর উরণেশ্বর-বেশে ধায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

উরণ *ঐ* উর

উরণ [স] *বি* মেঘ। 'এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

উরত [স উরু] *বি* উরু। 'উরতের পেশী থেকে সোজা অতদূর কোমর অবধি।' *মহমুদ*, ১৯৭৩।

উরদু [তু] *বি* উর্দু ভাষা। 'উরদু ভাষায় হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৬। *ঐ* উর্দু

উরধ [স উর্ধ্ব] *ক্রি* উর্ধ্ব। 'আইদ গাঁঠি উরধ গাঁঠি কঙ্কাঠি মুদে।' *রামাই*, ১৭১০।

উরণপাড় [স] *ক্রি* তোলপাড়। 'বৃকে পৃষ্ঠে লোহার ঘর করিল উরণপাড়।' *বিজয়*, ১৪৬০।

উরমল [স] *ক্রি* কামাল। 'বুলিকথা উরমল ফেলিল চিরিয়া।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

উরমাল [স উর্মিমালা] *বি* সুন্দর। 'ধবল চামরছটা উরমাল ঘাঘর ঘন্টা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

উরমিখুন *ঐ* উর

উরমুখ [স উনুখ] *বিপ* ব্যথ। 'তপস্থানে গেলা উরমুখ হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

উরা [স উত্তরণ] *ক্রি* অবতীর্ণ হওয়া। 'চটিকা উরিলা হয়া ব্রাহ্মণী জরতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উর** *ক্রি* অবতীর্ণ হও। 'উর গো মরত পুরী ভূতোর করিতে পরিদ্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উরহ** ১ *ক্রি* আখিষ্টান করে। 'হুতি করি করপুটে উরহ মঙ্গলঘটে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *ক্রি* আবির্ভূত হও। 'অভয় চরণ সেতু/উরা আমা উরহ মানসে।' *রামহরদাস*, ১৭৮০। ৩ *ক্রি* অবতীর্ণ হও। 'উরহ আসরে/রক্ষ নায়েকেরে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। **উরিল** *ক্রি* দেখা দিলো। 'ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **উরো** *ক্রি* আবির্ভূত হও। 'উরো কালী কপালিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

উরাত, উরাহ [স উরু] *বি* হাঁটু থেকে পায়ের উপরিভাগ। 'উরাত।' *মামোদল*, ১৭৪৩। 'একবারে উরাহ পর্যন্ত কান্দা উঠছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

উরি [স উরু] *বি* উরু। 'উরি ভঙ্গ করিলা শশাঙ্ক সহোদর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরি [স উরঃ] *বি* বক্ষঃস্থল। 'প্র মো - ওর বিবী বুঝি খুব খুশসূরং? হি মো - উরির মধ্যে।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

উরু [স উরু] *বি* উরুসন্ধি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের উর্ধ্বাংশ। 'ওরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

উরুত [স উরু] *বি* উরু। ওঁস, ১৭৮৫; দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে

উর্কহের উপর সলতে পাকাত । 'রবীন্দ্র, ১৯৪০ । দ্র উর্কহ

উর্কহ [আ উর্কহ] বি কোনো ধর্মীয় নেতার মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান । 'বার্ষিক উর্কহ-এর কালে কত বড় জমায়াত ।' *মোহাম্মদ, ১৯৩২ ।*

উর্কপা [হি ইউরোপ] বি ইউরোপ । 'উর্কপায় কবিতুর ডিবারী আছিল ।' *মাইকেল, ১৮৬৫ ।*

উর্কস [স উর্কহ] বি উর্কন । *মানোএল, ১৭৪৩ ।*

উর্ক [স উর্ক] বি উর্কসন্ধি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের উর্ধ্যাংশ । 'দুই পদ দুই উর্ক অঙ্গদেব রক্ষা কর ।' *মালাধর, ১৫০০ ।*

উর্ক আভা [স উর্ক+স আভা] বি উর্কর সৌন্দর্য । 'উর্ক আভা দেবি, করি তও দুঃখি ।' *ভবানী, ১৮২৫ ।*

উর্কত [স উর্ক] বি উর্ক । 'উর্কতের উপরে উমার হস্ত রাখি ।' *শিবায়ন, ১৭৫০ ।*

উর্কদেশ [স উর্কদেশ] বি উর্ক । 'উর্কদেশোপরি, কি নিতধ ভারি ।' *ভবানী, ১৮২৫ ।*

উর্কস্থান [স উর্কস্থান] বি উর্ক । 'তোমার উর্কস্থান তাহার নিকট ।' *বিজয়, ১৬৫০ ।*

উর্কোজ [স] বি স্তন । 'গুজরীর অহঙ্কার উর্কোজ রঞ্জন ।' *নীনবন্ধু, ১৮৬৭ ।*

উর্গা [স] বি জাল । 'আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে বসে মারুড়সার মত কথার উর্গা বুলি ।' *নজরুল, ১৯৪১ ।*

উর্দি [তু উর্দি] ১ বি সৈন্য ও কর্মচারীদের জন্য তৈরি বিশেষ ধরনের পোশাক; ইউনিকর্ম । 'কুশপানির চাকরের অনুরূপ উর্দি পরান নিষেধ ।' *ক্যাণ্ডেল, ১৭৮৯ ।* ২ বি আবরণ । 'বাঙ্গাল-রাজের কাশে উর্দি-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে উহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'দলভাড়া মেঘগুলি শ্রাবণের কাশে উর্দি ছেড়ে বেড়াচ্ছে ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯ ।*

উর্দিখারী [তু উর্দি+স খারী] বিণ উর্দি পরিহিত । 'বাড়ি পৌছলে উর্দিখারী নওকর জুতো সাফ করে দিত ।' *ধৃষ্টি, ১৯৩১ ।*

উর্দিপরা [তু উর্দি+পরা] বিণ উর্দি পরিহিত । 'লাল বনাতের উর্দিপরা চাপরাসির দল ।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯ ।*

উর্দু, উর্দু [তু] বি হিন্দি ভাষার সঙ্গে আরবি ও ফারসি শব্দের মিশ্রণে সৃষ্ট ভাষাবিশেষ । 'হিন্দী ভাষাতে আরবী ও পারসী কথা মিশ্রিত হইয়া, এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে উর্দু বলে ।' *বিন্দ্যা, ১৮৫১; 'বাংলা ও উর্দুতেও তাঁর দখল ছিল ।' হুতোম, ১৮৬১ ।*

উর্দু-কওয়া বিণ উর্দুভাষী । 'পশ্চিমের কোন উর্দু-কওয়া বিবিকে ... ।' *অচিন্ত, ১৯৫০ ।*

উর্দুভাষাভাষী, উর্দুভাষাভাষী [তু উর্দু+স ভাষাভাষী] বিণ উর্দু ভাষা ব্যবহারকারী । 'উর্দুভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমানকে ... ।' *বুলবুল, ১৯৩০ ।*

উর্দুভাষী [তু উর্দু+স ভাষী] বিণ উর্দু ভাষা ব্যবহারকারী । 'কলকাতায় গেলেই আমাদের উর্দুভাষী হতে হয় ।' *জামায়াত, ১৯৩৭ ।*

উর্ক [স উর্ক] ১ বিণ উচ্চ; উঁচু । 'উর্ক পাএ অনাহারে ছাদস বৎসর ।' *মালাধর, ১৫০০ ।* ২ বি উপরে দিগ । 'বাইউ বহে উর্ক হতে ।' *কবীন্দ্র, ১৮৬৯ ।* ৩ বি উচ্চতা । 'সাবকে গুদাম সকলের নকসা মতে নবীন ওদামে দির্ঘ প্রস্তে ও উর্কে তৈয়ার হবেক ।' *ক্যাণ্ডেল, ১৭৮৭ ।*

দ্র উর্ক

উর্কণ [স উর্কণ] বি রোগবিশেষ । 'উর্কণ বিকারে মোর পড়িয়াছে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

দাত ।' *ভারত, ১৭৬০ ।*

উর্কজান [স উর্ক] বি উর্ক-পা । *মালাধর, ১৫০০ ।*

উর্কনিবাস [স উর্কনিবাস] বি উর্কনিবাস । 'উর্কনিবাসে জনমিলনে পক্ষ উটুকাই ।' *রামাই, ১৭১০ ।*

উর্কপা [স উর্কপদ] বি উর্কমুখী পা । 'অধমুখে উর্কপাএ নিরুজ্জ্বল কূপে ।' *মালাধর, ১৫০০ ।*

উর্কমত [স উর্কমতক] বিণ মাথা উঁচু এমন । 'উর্কমত হইয়া গেলা সেই কারাগারে ।' *মালাধর, ১৫০০ ।*

উর্করেতা [স উর্করেতা] বিণ বীর্যপাত হয় না এমন । 'অনুলোম উর্করেতা বিশোম প্রবর্তক ।' *চন্দ্রী, ১৫৫০ ।*

উর্কস [স উর্কহ] বি সন্ধান । 'তে কারণে উর্কস আমি তোমার না কৈল ।' *মালাধর, ১৫০০ ।*

উর্নর্ভ [স উন্নাভ] বিণ উন্নাভ । 'উর্নর্ভ জৌবন তার পিনপয়গোড়ার ।' *মালাধর, ১৫০০ ।*

উর্বর, উর্বর [স] বিণ সৃজনশীল । 'যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে ।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'মতলববাজ লোকদিগের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলব । এসলাম, ১৯৩৭ ।*

উর্বরতা, উর্বরতা [স] ১ বি অধিক উৎপাদনী ক্ষমতা । 'দেশের যে উর্বরতা গুণ ।' *জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৪ ।* ২ বি চাষ করার মতো অবস্থা । 'পর্বত থেকে জলস্রোত নেমে মাঝে মাঝে উর্বরতা সৃষ্টি করে ।' *রবীন্দ্র, ১৯৩২ ।* ৩ বি সৃষ্টিশীলতা । 'দুর্ভোগে নেশাই মানসিক উর্বরতা বিধানের পক্ষে সমান সারবান ।' *মানিক, ১৯৩৭ ।*

উর্বরতাসাধন, উর্বরতাসাধন [স] বি উর্বরতা বৃদ্ধি । 'তাহারা ভূমির উর্বরতাসাধন কৃষির উন্নতিবর্ধন নিমিত্ত অবিরত যত্ন করিতেছে ।' *দিক্শঙ্কর, ১৮৬৯ ।*

উর্বরত্ব, উর্বরত্ব [স] বি উর্বরা শক্তি । 'তিনি এদেশের মৃত্তিকায় উর্বরত্ব রূপ মহারত্ন বিতরণ করিয়াছেন ।' *অক্ষয়, ১৮৪৫ ।*

উর্বরমস্তিষ্ক [স] বিণ যার মাথায় নিত্যনতুন, নানান ভাবনাচিত্তা খেলে । 'উর্বরমস্তিষ্ক কল্পনাপ্রবণ খন্ডের পেয়ে সহজে কি তাকে হাতছাড়া করে? গুয়ালী, ১৯৬৪ ।

উর্বরা, উর্বরা [স] ১ বিণ ক্রী অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন । 'এমত উর্বরা ভূমি যে বাঙ্গালা হাজা হিন্দুস্থানে আর নাই ।' *দর্পণ, ১৮১৯; 'যে ভূমিতে শস্যাদির প্রচুর পরিমাণ খাদ্য থাকে, তাহাকে উর্বরা ভূমি বলে ।' বিন্দ্যা, ১৮৫১ ।* ২ বিণ ক্রী সৃজনশীল । 'ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে ।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।* ৩ বিণ ক্রী সমৃদ্ধ । 'বাংলাদেশের ভূদয়কে আজ ধনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে ।' *রবীন্দ্র, ১৯৩৮ ।*

উর্বরা [স উর্বর] ক্রি উর্বর করা । 'শৃণান পথিৱি করি মরুভূমি উর্বরিয়া ।' *রবীন্দ্র, ১৮৮০ ।*

উর্বরানুর্বর্ত্ত, উর্বরানুর্বর্ত্ত [স] বি উর্বরতা ও অনুর্বরতা । 'জিলাপ পরিমাণ ভূমির উর্বরানুর্বর্ত্ত ।' *দর্পণ, ১৮৩৭ ।*

উর্বরীকল্প [স] বি সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি । 'ভ্যাগ বলতে সে বায়ে ... তার উর্বরীকল্প ব্যক্তিভূত রসে উর্বরীকল্প ।' *শ্রদ্ধা, ১৯২৮ ।*

উর্বশী, উর্বশী [স] বি পুরাণে বর্ণিত অনন্তযৌবনা অম্বর । 'রত্না তিলোত্তমা শতী সত্যভামা কমলা কিবা উর্বশী ।' *মুকুন্দ, ১৬০০; 'উর্বশী মনেকা আর অন্য অন্য যত ।' মানিকরাম, ১৭৮১ ।*

উর্বা, উর্কী [স] ১ বি তুমি। 'গর্বে মত্ত খর্ব হউক এই উর্কীধর।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি পৃথিবী। 'পৃথিবীর প্রতিশন্ধ উর্কী, মহী প্রভৃতি।' শব্দীন্দ্রাবলী, ১৯৩১।

উর্বাধাম [স] বি পৃথিবী। 'উর্বাধামে উর্বানীরে দেহ স্থান এবে, উর্বাংশ' মাইকেল, ১৮৬২।

উর্বাংশ [স] বি পৃথিবীর অধিপতি। 'উর্বাধামে উর্বানীরে দেহ স্থান এবে, উর্বাংশ' মাইকেল, ১৮৬২।

উর্কীধর [স] বি পাহাড়। 'গর্বে মত্ত খর্ব হউক এই উর্কীধর।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

উর্ভিষ্ট [স উর্ভিষ্ট] বিগ্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'কেহ বলে উর্ভিষ্ট হইবে সর্ব রাজা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উর্খি [স] বি চেউ। 'অসীম জলধি, বীরদর্প ভরে, সাগিল যখন উর্খি আক্ষাশিরা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ **উর্খি, উর্খি**

উর্খ্য, উর্খ্য [স উর্খ্য] বি আয়োজন। 'রামে রার্থ্য দিতে রাজা উর্খ্য সে করে।' মালাধর, ১৫০০।

উল [হি] ১ বি পশুশোমজাত সূতা। 'উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি বেণীর শেষ প্রান্তের চুল। 'অলস চুল বিনুন-বিন কেশের উল।' নজরুল, ১৯২৩।

উল বোনা ক্রি উল দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করা। 'কেউ মেয়েকে বসে গল্প করছেন, উল বুনাচ্ছে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

উলকি [স উল্লিখা] বি টিপ। 'কালি দিয়ে উলকি পরেছে ডুকুমাজে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ **উলি**

উলকুড় ক্রিবিগ্ন মূলসহ। 'যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ডিমেটি একেবারে উলকুড় উটিয়ে নিয়েছে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

উলঙ্গ [স] ১ বিগ্ন বিবস্ত্র। 'উলঙ্গ হইয়া কেহ নাচে উর্ধ্বমুখে।' কুসুম, ১৭০০। 'স্ত্রীলোকের পদতলের উপরিস্থিত সন্ধি স্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাণি।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বিগ্ন খাপমুক্ত। 'সকলের হস্তেই উলঙ্গ অঙ্গ।' মশাররফ, ১৮৮৭। ৩ বিগ্ন নগ্ন। 'অজ্ঞ মৃত্যুর উলঙ্গ তত্ত্বমুগ্ধ এই কর্মনিরত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৪ বিগ্ন মুক্ত। 'উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দরভাবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিগ্ন ন্যাকারজনক। 'দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিৎকার।' নজরুল, ১৯২১। ৬ বিগ্ন আবারগহীন। 'উদ্ধত উলঙ্গদ্বীপ।' নজরুল, ১৯৩০। ৭ বিগ্ন ন্যাড়া। 'পাতা-ঝরা উলঙ্গ তরুর দল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

উলঙ্গতা [স] ১ বি নগ্নতা; অকপততা। 'উলঙ্গতার একটা সুবিধা তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি গৌরবহীনতা। 'ব্রতনির নীচে কেমন উলঙ্গতার ভাব।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

উলঙ্গ প্রান্তর [স] বি উন্মুক্ত প্রান্তর। 'ওধারে উলঙ্গ প্রান্তর ধু-ধু করছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

উলঙ্গপ্রায় [স] বিগ্ন প্রায় নগ্ন। 'উলঙ্গপ্রায় দেহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উলঙ্গ-হৃদয় [স] বি উন্মুক্ত হৃদয়। 'হান' অঙ্গি উলঙ্গ হৃদয়ে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

উলঙ্গিনী [স] বিগ্ন স্ত্রী বিবস্ত্র। 'উলঙ্গিনী উন্মাদিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উলবালুল ১ বিগ্ন এলোমেলো; আশুখাল। 'আকুল কবরী উলবালুল।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বিগ্ন বিগ্নজল। 'উলবালুল উর্ধ্ব শব্দ।' নজরুল, ১৯৩১।

উলট, উলোট [প্রা অল্পট] বিগ্ন উলটানো; অধোমুখ। 'বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কূচ উলট কটোরে।' বড়ু, ১৪৫০।

উলট করা ক্রি আবারন করা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উলট-পালট [প্রা অল্পট পল্পট] ১ বিগ্ন উলটান। 'মনে হল যেন হঠাৎ ... পৃথিবী ছুড়ে সরনারীর একটা উলট-পালট ঢেউ উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিগ্ন এলোমেলো। 'বিপুল সংসারের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে সমস্তই উলট-পালট হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি পরিবর্তন। 'শান্তকে ব্যাকরণের প্রাচ্যে উলটপালট করছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

উলোটপালোট [প্রা অল্পট পল্পট] বিগ্ন অসোহালো। 'মুখের মধ্যে কথাগুলি সব উলোটপালোট।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

উলটল [হি উলটা] বিগ্ন উলটানো। 'উলটল কনয় কটোরা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উলটা [হি] ১ বিগ্ন বিপর্যস্ত। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিগ্ন বিপরীত। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বিগ্ন তরবারির ধারের বিপরীত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

উলটা করে ক্রিবিগ্ন ঘুরিয়ে। 'উলটা করে বলি আমি সহজ কথাটাই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

উলটানো [হি উলটানা] ১ ক্রি পাশ ফেরা। 'উলটি বিনীতা সুন্দরি রাধা ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি পরিবর্তন করা। 'ভার লএ উলটিখাঁ চন্দ্রাবলী পোলে' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি উলটে ফেলা। 'জনি ইকীবর পরবে পোলে অলি ভরে উলটাএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ ক্রি স্থানত্যাগ করা। 'কন্যাকে ছাড়িয়া যদি নৌকা উলটিল।' আলগল, ১৬৮০। ৫ ক্রি ঘোরা। 'উলটিয়া দুইজন ফিরি আইল ফিরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ ক্রি উপড়ে ফেলা। 'প্রভুর আদেশে আজি গিরি উলটাই।' সুলতান, ১৭০০। ৭ ক্রি উলটা করা। 'বন্দুক উলটাইয়া চলিতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২১। ৮ ক্রি বদলে যাওয়া। 'এ-সমস্ত অজীত উলটাইয়া যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

উলটা-পালটা [হি উলট-পলট] বিগ্ন পরিবর্তিত। 'পারিবরিক সম্বন্ধ উলটা-পালটা হইয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

উলটারকম [হি উলটা-আ রকম] বিগ্ন বিপরীত ধরনের। 'তাহার সম্পূর্ণ উলটারকম কাজ করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উলটি পালাটি [প্রা অল্পট পল্পট] ১ ক্রিবিগ্ন নানাভাবে। 'উলটি পালাটি দেই হানা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'খেলা করে উলটি পালাটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রিবিগ্ন এদিকে ওদিকে। 'নত মুখে উলটি পালাটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ ক্রিবিগ্ন এপিঠ ওপিঠ করে। 'উলটি পালাটি দেখি পাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

উলটিয়া পালাটিয়া [প্রা অল্পট পল্পট] ক্রিবিগ্ন এপিঠ ওপিঠ করে। 'নোট পালায়া উলটিয়া পালাটিয়া দেখিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

উলটো [হি উলটা] ১ ক্রিবিগ্ন বিপরীতমুখী করে। 'উলটোপাখার চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।' অবন, ১৮৯৬। ২ বিগ্ন বিপরীত। 'অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উলটো।' প্রমথ, ১৯০৫।

উলটোপালটা [প্রা অল্পট পল্পট] বিগ্ন এলোমেলো। 'নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উলটোপালটা হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উলটোমুখী ক্রিবিগ্ন বিপরীতমুখে। 'দূর স্রোতের উলটোমুখী চলে গেল একটা জাহাজ।' কায়সার, ১৯৬২।

উলন [স উল্ঘ] বি কুরবিশেষ। 'আমি কঁপি কামজুরে সে বলে উলন।' ভারত, ১৭৬০।

উলসা, উলসানো [স উল্সা] ক্রি উল্লসিত হওয়া। 'আকুল আলোকে

উলসিহ ফুলকাননে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ ক্রি উৎসুক হওয়া। 'পঙ্কশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি।' রবীন্দ্র, ১৯০০। উলসি ওঠা ক্রি উঠলে ওঠা। 'কাঁচচুমা তার কলসি-চোটে উল্লাসে জল উলসি ওঠে।' নজরুল, ১৯২৫। উলসিলী ক্রি পুলকিত হলো। 'উলসিলী গোআলার কী।' বড়ু, ১৮৫০। উলসে ক্রি পুলকিত হয়। 'এবে ঠাকুরাল গরবে উলসে গা।' রামশ্রাদ্দ, ১৮০।

উলসিত [স উলসিত] বিণ উলসিত। 'সুনি দৃতি মুখে মনহি উলসিত কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উলাঝুলা বিণ আনুখ্য। 'ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল সেই আনুখ্যটা উলাঝুলা মেয়েটা।' আলাউদ্দিন, ১৯৭৫।

উলানি [স উল্গণ] ১ বি উদরাময়। মানেএল, ১৭৪৩। ২ বি রক্তস্রবের স্রোত বাধে এমন এক ধরনের পোকা; ফ্রী, ৩র্গা, ১৭৮৫। ৩ বি ক্ষুব্ধবিশেষ। 'হায় কী মজা যাবে বোকা কার্তিকের উলানির কাশে।' লালন, ১৮৯০।

উলা, উলানো [প্রা ওদল] ১ ক্রি অবতরণ করা। 'রথে হৈতে উলি পদে গমন করিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি নামানো। 'বেহুলা রন্ধন করি উলাইয়া ভাত।' কেতকা, ১৬৫০। ৩ ক্রি তোরা। 'মর গিয়া আলো বিন্যা আঘাতে উলিয়া।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৪ ক্রি খুলে ফেলা। 'উক্ত মত করে ক্রিয়া উলাইল উলি।' মানিকরায়, ১৭৮১। উলিয়া ক্রি উদিত হয়ে। 'আকাশ উপরে শশী রহক উলিয়া।' সুলতান, ১৭০০। উলিলেক ক্রি উদিত হলো। 'আকাশে মুগল শশী উলিলেক সেই নিশি।' সুলতান, ১৭০০।

উলাস [স উল্লাস] বি আনন্দ। 'নিহরে নিঅম দে উলাস।' চর্যা ৩০, ১২০০।

উলিকি [স উল্গি] বি উল্গি। 'উপরে উলিকি টিকা বস্যা কখা।' রূপরায়, ১৭৫০।

উলু [স উলুণ] বি একপ্রকার তৃণ। 'পোড়ে উলু কাশ্যা বেনা বন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উলুখড় [স উলুণ+স খড়] ১ বি তৃণবিশেষ। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় - উলু খড়ের প্রাণ যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বিণ নিরীহ। 'তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উলুখড় জনসাধারণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

উলুখাকড়া [স উলুণ+স খড়] বি তৃণবিশেষ। '... হইলেই প্রায় উলুখাকড়ার প্রাণ বধ হইয়া থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উলুটি [স উলুণ+] বি উলুখড়যুক্ত মাটি। দিগদা, ১৮৯১।

উলুবনে মুক্কা - অযোগ্য দান। 'উলুবনে মুক্কা আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেবিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

উলুবন [স উলুণ+স বন] বি উলুখাসের বন। 'কেবল উলুবন, আর কামুয়াহ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

উলুবনের খড় বি উলুখড়। 'উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

উলু [ধন্য] বি হৃদ্যধনি; আনন্দধনি। 'তোরা সব উলু দে।' উমেশ, ১৮৫৭।

উলুধনি [ধন্য] উলু+স ধনি বি আনন্দধনি। 'দাদুরী করে উলুধনি দেবতা নামে মর্ত্যে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

উলুক [স উল্গা] বি পেচা। 'নাসাপথে জলিল উলুক।' রূপরায়, ১৭৫০।

উলুকী [স উলুকী] বি ক্রী পেচা। 'দিবসে উলুকী অঙ্ক।' স্মৃধী, ১৯৩৩।

উলুক [স] বি পেচা। 'উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উলেন [হি] বিণ পশমি। 'উলেন দুপী আর মোজা কোন কালে পরান উচিত নয়।' রোকেয়া, ১৯২২।

উলোটাপালোট দ্র উলট

উলোল [স উল্লোল] বি তরঙ্গ। 'ভব উলোলে ঝিঝ বি বোলিআ।' চর্যা ৩৮, ১২০০।

উল্লা [স] বি মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসা জ্বলন্ত পিত্তবিশেষ। 'দুই আঁবি উল্লা যেন অগ্নি সম জ্বলে।' সুলতান, ১৭০০।

উল্লাতল্লাবিং [স] বিণ উল্লা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'উল্লাতল্লাবিং বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন।' নজরুল, ১৯২২।

উল্লাধারা [স] বি উল্লাবৃষ্টি। 'তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল, উল্লাধারা করিছে বর্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

উল্লাপাত [স] বি উল্লাবর্ষণ। 'উল্লাপাত সত সত আকাশে হইল।' মালাধর, ১৫০০।

উল্লাপিণ্ড [স] বি মহাকাশে থেকে ভূপৃষ্ঠে পতিত শিলা বা ধাতবখণ্ড। 'এই সমস্ত ধাতুপিণ্ড এই প্রভাবে উল্লাপিণ্ড বর্ণিয়া লিখিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

উল্লাপিণ্ডক [স] বি উল্লাপিণ্ড। 'এই দুই উল্লাপিণ্ডক মণ্ডলের আয়তন বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উল্লাবৃষ্টি [স] বি বৃষ্টিপাতের মতো উল্লাপাত। 'এই উল্লাবৃষ্টির আতশবাজি দেখবার মতো জিনিস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উল্লাবোণে [স] ক্রিবিণ উল্লার মতো দ্রুতপতিতে। 'গাড়ি উল্লাবোণে ছুটিতে লাগিল।' নজরুল, ১৯৩১।

উল্লামুখ [স] বি উল্লার অগ্রভাগ। 'নামো স্বর্ণে অভিশাপ উল্লামুখে।' নজরুল, ১৯৩০।

উল্লামুখী [স] বি ক্রী বৈকুণ্ঠাল। 'উল্লামুখী, বন্য বিভ্রাস, কপোত, চটক, চক্রবাক প্রভৃতি ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উল্গি, উলুকি [স উল্গি] বি দেহে অঙ্কিত নকশাবিশেষ। 'সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্গি।' গুণ, ১৮৫৮; 'সর্ব্বাসে উলুকি ব্যবহার করিয়া থাকে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

উল্ট [হি উলটা] বিণ বিপরীত। 'তাহা উল্ট করিয়া পড়িলে ইন্দুরেরী ভাষার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অর্থ লভ্য হয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

উল্টা, উলটা, উল্টো, উলটো [হি উলটা] বিণ বিপরীত। 'বান কত হোবা লহিল উল্টা কোহে।' বিজয়, ১৬৫০; 'উল্টো।' গুণ, ১৭৮৫।

উল্টানো [হি উলটনা] ক্রি উলট-পালট হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

উল্টানো বিণ উলুট। 'আমার উল্টানো চোখ যেখানে মুখি ভ্রমণে উল্টানো।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

উল্টাপালুটি [হি উলটাপলটা] বিণ বিপর্যস্ত। 'গড়াগড়ি বাড়াবিড়ি উল্টাপালুটি ... একজন জয়ী হয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

উল্টায়ন [হি উলটা] বি উপুড় হয়ে পতন। 'তাড়াআড়ি টোঁকি - উল্টায়ন, কালি-ফেলন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উল্টিয়া যাওয়া ক্রি ফিরে যাওয়া। 'উল্টিয়া যাও ঘরে না কর বড়াই।' সুলতান, ১৭০০।

উল্টে ক্রিবিণ বিপরীতক্রমে। 'উল্টে আমাদের মনে হয়, প্লেটোর এই

প্রত্যয়তলি ভাষা'। শিব, ১৯৫০।

উল্টোপাল্টো [হি উলটা+পালটা]। ক্রিবিণ যুরিয়ে কিরিয়ে। 'সকল কবিই চিরকাল উল্টোপাল্টো প্রায় একই কথা বলে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উল্টো-পাল্টো দেখা ক্রি মেড়ে-চেড়ে দেখা। 'যখন সময় পাই সেই বইটা উল্টো-পাল্টো দেখি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

উল্টো ডিগবাজি খাওয়া ক্রি এক মত থেকে পুরোপুরি বিপরীত মত অঙ্গলখন করা। 'তারা কেন এইরূপ উল্টো ডিগবাজি খেলেন।' প্রমথ, ১৯২০।

উল্টো-পাল্টা [হি উলটা+পালটা]। বি এলোমেলো অবস্থা। 'আমারই বা কত উল্টো-পাল্টা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

উল্টো-পিঠ [হি উলটা+পিঠ]। বিদ উল্টে আছে এমন। 'উল্টো-পিঠ নৌকার মতো ফুল করে ভেসে ওঠে ততক।' সেলিনা, ১৯৭৫।

উল্টোবাজি খাওয়া [হি উলটা+ফা বাজি+খাওয়া]। ক্রি মাথা নিচু করে উল্টে পড়া। 'ইহাং খেয়ে উল্টোবাজি ফেললে আমার পুশ করে।' সুকুমার, ১৯২০।

উল্লসিত [স উল্লসিতা]। বিণ আনন্দিত। 'উল্লসিত পুলকীত সব গোপিনী'। মালাধর, ১৫০০।

উল্লস [স] ১ বি রোগবিশেষ। 'উল্লস ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বোধ হয়।' গারী, ১৮৫৮। ২ বিণ অসুস্থ। 'ফেনিল মদিরা-মত্ত জনতার উল্লস উল্লাস।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

উল্লসিত [স উল্লসিতা]। বিণ আনন্দিত। 'হরসিত সর্বলোক উল্লসিত মনে।' মালাধর, ১৫০০।

উষা [স]। বি প্রবল গতি। 'উষা বাহিরা কীটীমার পাশে আসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উল্খা ক্রি উল্খনি দিয়ে বরণ করা। 'মাতা আইল সম্মুখে উল্খিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উল্খনি বি উল্খনি দিয়ে বরণ। 'উল্খানের ডালী করে করিয়া বুলনা ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উল্লফেনোদ্যত [স উল্লক্ষন-উদ্যাত]। বিণ লাফ দিতে উদ্যত। 'প্রাচীরের উপর উঠিয়া উল্লফেনোদ্যত হইবামাত্র।' দর্পণ, ১৮২৪।

উল্লখন [স] ১ বি অতিক্রমণ। 'পরস্পর নির্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লখন ... করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি লখন। 'সেই অসীকার আমার উল্লখন করিতেও পারিব না।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি লাফ দিয়ে অতিক্রম। 'সেবধি, ১৮৩৯।

উল্লখা [স উল্লখন]। ১ ক্রি প্রাবিত করা। 'সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া, কূল উল্লখিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ ক্রি দূর করা। 'উল্লখিয়া তুচ্ছ লক্ষ্যে উল্লসিবে আত্মহারা উল্লস উল্লাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উল্লফ [স]। বি লাফাধী। 'লক্ষেতে উল্লক্ষেতে, ধাবনেতে ... নিপুণ হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

উল্লক্ষন [স] ১ বি লাফালাফি। 'চিন্ত হর্ষণানুত হইয়া কি উল্লাসে উল্লক্ষন করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বি লাফ দিয়ে অতিক্রম। 'আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লক্ষন করুন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উল্লসিত [স]। বিণ আনন্দে উল্লসিত। 'আতিশয় উল্লসিত মণে।' বড়, ১৪৫০।

উল্লসিতা [স]। বিণ স্ত্রী বেপারোয়া। 'কুলকামিনী ... উল্লসিতা হইয়া

কুলে হইতে বাহির হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৮।

উল্লাস [স]। বিণ অতি চঞ্চল। 'বিকৃতমস্তক চাঁদ উল্লাসে খপ্পে অশরীরী।' সুভাষ, ১৯৪০।

উল্লাল [স উল্লাস]। বি পরমানন্দ। 'তোক দেখি নাতিনী মো পাইলো উল্লালে।' বড়ু, ১৪৫০।

উল্লাঘ [স উল্লাস]। বিণ প্রবল। 'উল্লাঘ বাদ্য নৌবৎখানায়।' রামরায়, ১৮০১।

উল্লাস [স] ১ বি আনন্দ। 'লবঙ্গ দোলঙ্গ বোপা বাঞ্ছিতা উল্লাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ আনন্দিত। 'তনিয়া সবাই হৈল পরম উল্লাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি গতি। 'আমাদের পাখায় পিষ্টনের উল্লাস।' জীবন, ১৯৪২।

উল্লাস-উত্তেজনা [স]। বি আনন্দ-উদ্দীপনা। 'সে সময় এত উল্লাস-উত্তেজনা দেখা যায় নাই।' আজাদ, ১৯৬৪।

উল্লাস করা ক্রি আনন্দ করা। 'দুইহো মনের উল্লাসে করিল বনবিলাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

উল্লাস-ঘন [স]। বিণ আনন্দপূর্ণ। 'ইসরাফিলের শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোলে।' নজরুল, ১৯২২।

উল্লাসজনক [স]। বিণ আনন্দদায়ক। 'সেও অত্যন্ত উল্লাসজনক নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উল্লাসধনি [স] ১ বি আনন্দধ্বনি। 'বেশ্যাগৃহের অগন্ধ উল্লাসধনি।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি চিৎকার। 'হিংসার উল্লাসধনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

উল্লাস-ভরে ক্রিবিণ আনন্দ সহকারে। 'সুতুরবানের বাঁশ শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে।' নজরুল, ১৯২৮।

উল্লাসনাদ [স]। বি চিৎকার। 'অতি বিকট উল্লাসনাদ ও ঘোরতর কলহরব শ্রবণ করিয়া আমি চমকত ও মুহূর্তবৎ হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উল্লাসিহোল্লাকুল [স]। বি আনন্দরূপ ভরসে আন্দোলিত। 'অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীণ/ উল্লাসিহোল্লাকুল যৌবন-উল্লাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

উল্লাস [স উল্লাস]। ক্রি উল্লাস করা। 'নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি।' রবীন্দ্র, ১৯৯৩।

উল্লাসিত [স উল্লাসিতা]। বিণ অত্যন্ত আনন্দিত। 'উল্লাসিত হইল তবে নাগরিক গণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উল্লাসী [স উল্লাস]। বিণ আনন্দিত। 'যতক পড়নী শুনিয়া উল্লাসী পুর হইল সনকর।' কেতক, ১৬৫০।

উল্লিখিত [স] ১ বিণ উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'উল্লিখিত রীতি বলবতী থাকতে ...।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বিণ ইতিমধ্যে লিখিত। 'উল্লিখিত এবং উল্লিখিতরূপ সমুদয় ধর্মই মানব জাতির প্রকৃতি-মূলক।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বিণ পূর্বে লিখিত। 'ভাইপোর উল্লিখিত তুল সকল তুল নহে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

উল্লিখিতরূপ [স]। বিণ ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে এ রকম। 'উল্লিখিত এবং উল্লিখিতরূপ সমুদয় ধর্মই মানব জাতির প্রকৃতি-মূলক।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উল্লু [স উল্লু]। বিণ মূর্খ। 'মিয়া টিলু সঙ্গীতে উল্লু।' ভবানী, ১৮২৮।

উল্লুক [স উল্লু]। ১ বি অজ্ঞজন অর্থে প্রযুক্ত গালি। 'হোসেন ঐ রকমে

বড় বড় কাশ্মীরী উদ্ভূক ঠাকতে লগলেন।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি বদরশেখার প্রাণীবিশেষ। 'মুতুক জুড়ে উদ্ভূক ডাকে/ ঢোলে কুতুক ডট।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

উদ্ভূক [স উদ্ভূক] বি উদ্ভূক; বানরসদৃশ প্রাণীবিশেষ। 'উদ্ভূক ভদ্ভূক মেড়া, সোয়াগোস ভৈল গড়া।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

উদ্ভেখ [স] বি উত্থাপন। 'অসীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথা আমরা উদ্ভেখ করিব না।' দর্পণ, ১৮৩০।

উদ্ভেখযোগ্য [স] বিণ উদ্ভেখ করা যায় এমন। 'হিন্দুজাতির রসায়ন — একটি বিশেষ উদ্ভেখযোগ্য প্রবন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

উদ্ভেখযোগ্যভাবে [স] ক্রিবিণ উদ্ভেখ করা যায় এমনভাবে। '... রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্ভেখযোগ্যভাবে নীরব।' আনোয়ার, ১৯৭০।

উদ্বোল [স] ১ বি চেউ। 'হায়া রৌদ্র সে নোলায় দোলে/ অশ্রান্ত উদ্বোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ আদোষিত। 'উদ্বোল কলপঙ্কিত পারাবারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ বিণ কোলাহলপূর্ণ। 'উদ্বোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ বিণ সংস্কৃত। 'যেমন আছে তরঙ্গ-উদ্বোল সমুদ্রে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উশখুশ [স ওৎসুকা] বি অস্বস্তির ডাব। 'চালের মরাই-এ থেকেই উশখুশ করতে লাগলুম।' নজরুল, ১৯২৪।

উশখুশানি [স ওৎসুকা] বি ঘর্ষণের শব্দ। 'শাড়ির বশখশানি উশখুশানি না থাকলে চলে না।' জীবন, ১৯৪৮।

উশম [স উশ্ম] বিণ অল্প গরম। 'উশম জল।' মানোএল, ১৭৪৩।

উশা [স উষা] বি আশা। 'খিক থাকু সিংহল উশায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উশীর [স] বি সুস্বাদু ভৃগু বেনার মূল; বশখশ। 'উশীর হ'ল সুরভি আজি ধূপের পরিবর্তে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

উশীর-সিক্ত [স] বিণ উশীরের সুগন্ধে সুরভিত। 'উশীর-সিক্ত দখিলা-সমীর।' নজরুল, ১৯২২।

উত্তল [আ] বি আদায়। 'মাতল উত্তল করে রসে আর ওড়ে।' তপ, ১৮৫৮।

উত্থাস [স উত্থাস] বি খাস। 'উত্থাস লইতে স্বর্ণে লাগে ছদ্ম শির।' আলোণ, ১৬৬০।

উষরকাল [স উষাকাল] বি প্রভাত; ডোর। 'উষরকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গান্নান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উষণা [স উষা] বি জোষ। 'এই মত শ্রবণে মহা উষণায় উজ্জ্বলিত হইয়া বিশেষ বিবেচনা ...।' রামায়ণ, ১৮০২।

উষম [স উশ্ম] বিণ উষ্ণ। 'উষম জল।' মানোএল, ১৭৪৩।

উষসী [স] ১ বি উষা; ডোরবেলা। 'স্বর্ণের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ ক্রী পরমাসুন্দরী। 'প্রভাতের উষা কুমারী, সেজেছ সন্ধ্যায় বধু উষসী।' নজরুল, ১৯২৮।

উষা [স] বি ডোরবেলা। 'গঙ্গকাম সন্ধ্যাসী হইলা উষাকালে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উষা-আলোক [স] বি ডোরের আলো। 'উষাদের তরে নহে উদীটার উষা-আলোক।' নজরুল, ১৯২৯।

উষাকাল [স] বি ডোরবেলা। 'গঙ্গকাম সন্ধ্যাসী হইলা উষাকালে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উষাকালীন [স] বিণ ডোরবেলায়। 'উষাকালীন বিতঙ্ক বায়ু বেবনপূর্বক ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উষাচর [স] বি ডোরবেলায় ভ্রমণকারী ব্যক্তি। 'মাধায় গলাবন্ধ জড়ানো উষাচরণ প্রান্তঃপ্রম সমাধা করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উষাময়ী [স] বিণ ক্রী প্রভাতরূপী। 'কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উষারূপ [স] বি ডোরের সূর্য। 'উষারূপ হতে রাজ্য গোখুলির।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উষালোক [স উষা+আলোক] বি ডোরের আলো। 'উষালোকে ফোটো-ফোটো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উষিপিষি বি উসবুস। 'রাক্ষিশেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উষী [স] বি উষা; ডোরবেলা। 'যাহার বেশে চুটে আসে জেগে পূব-আভিযায় উষী।' নজরুল, ১৯২৯।

উষুধ [স ওষধ] বি ওষুধ। 'উষুধ পন্তর দরকার হয় তো আমি সুবিধা করে দিতে পারি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

উষুধ পন্তর [স ওষধপত্র] বি ওষুধপত্র। 'উষুধ পন্তর দরকার হয় তো আমি সুবিধা করে দিতে পারি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

উষূল [আ] বি আদায়। 'পাতনা উষূল করিয়া দেনা দিবে ...।' মেয়র্গ, ১৭৭৩।

উক্কুঝু, উক্কোখুকা [স ওক্>] ১ বিণ এলোমেলো। 'তোর চুলতোলো যে মুক্কো উক্কুঝু হয়েছে।' প্যারী, ১৮৫৮; 'অকারে চুল উক্কোখুকো করতে করতে আপিলের ডেকে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ কক্ষ। 'এইরূপ ভনীতাপর্বের পর অতি দ্রুত পুরোহিত মনোহরের উক্কুঝু জটিল কলভর্তি বৃহৎ মাথাটিকে ...।' হাসান, ১৯৬৭।

উট [স ওঠা] বি ঠোট। 'একখন উট তার পৃথিবির তলে।' মালাধর, ১৫০০।

উট্র [স] বি উট। 'অভক্ত উট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উট্রমুখ [স] বি উটের মুখ। 'থাক ওরা ঐখানে, বসে বুঝ উট্রমুখ থাক।' শওকত, ১৯৬২।

উট্র পাখী [স উট্র+পাখি] বি উটের মতো লম্বা গলাবিশিষ্ট বড়ো আকারের পাখি; উটপাখি। 'উট্র পাখীর ডানার পালক বিছানায় আর নাই।' আহসান, ১৯৫৯।

উট্রারুঢ় [স উট্র-আরুঢ়] বিণ উটের পিঠে-বসা। 'উট্রারুঢ় কোটিং।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

উষ্ণ [স] ১ বিণ ব্রীতিসিক্ত। 'ক্ষনে চাহে উষ্ণ ক্ষনেক সিতল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ গরম পানির দ্রোতমুখ। 'রাজগিরিতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বিণ উত্তেজিত। 'নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কবনা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ তৃষ্ণ। 'যখন ঘোষণা কর উচ্চ হতে উষ্ণ উচ্চারণে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'বরকর্তা তাগিদ দিতে দিতে উষ্ণ হইয়া ওঠেন।' মানিক, ১৯৩৭।

উষ্ণতর [স] বিণ অপেকাকৃত বেশি তপ্ত। 'এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

উষ্ণতা [স] ১ বি উত্তাপ। 'তৎসমুদায় ঘরা শরীরের উষ্ণতা সাধন হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ রাশাখিত ভাব। 'জ্যোতিষশাস্ত্র রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন।' শরৎ, ১৯১৬।

উষ্ণ-নিবিড় [স] বিণ উষ্ণতায় নিবিড়। 'এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ-নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে।' সুকান্ত, ১৯৪১।

উষ্ণপ্রধান [স] বিণ বেশি গরম এমন। 'উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

উষ্ণপ্রসবণ [স] বি গরম পানির ঝরনা। 'জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রসবণ, তুষারশৈল, তুষার ধীপ, গন্ধকধীপ, প্রবালধীপ ইত্যাদি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উষ্ণকবাক [স] ১ বি উত্তেজিত কথা। 'আমরা যদি সেই মনস্তাপের উপর কেবলই উষ্ণকবাকের হুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি উচ্চকণ্ঠ কথা। 'ললিতার মুখে উষ্ণকবা তনুয়া আনন্দময়ী হাসিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি অভিমানযুক্ত কথা। 'দুই-চারিটি উষ্ণকবাকের আদানপ্রদান।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

উষ্ণবীৰ্য, **উষ্ণবীৰ্য্য** [স] বিণ উত্তেজক। 'গোমাংস অত্যন্ত উষ্ণবীৰ্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য।' রাজ, ১৮৭৪।

উষ্ণভাষা [স] বি উত্তেজক কথাবার্তা। 'প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উজ্জ্বলিত হইত।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

উষ্ণমস্তিষ্ক [স] বিণ উত্তেজিত। 'বেলায় উষ্ণমস্তিষ্ক চায়ের কাপ তখন ... মুগ্ধ উদ্‌গিরণ করতে লাগল।' নজরুল, ১৯২৭।

উষ্ণশোণিত [স] বিণ রক্ত গরম থাকে এমন। 'তিনি মৎস্যই নহে, উষ্ণশোণিত জীব।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

উষ্ণশাস [স] বি তত্ত্ব নিরূপণ। 'প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশাস টানি।' নজরুল, ১৯২৪।

উষ্ণাশ্বিত [স] উষ্ণ-অশ্বিত। বিণ ক্রোধাশ্বিত। 'এই মত প্রবণে মহা উষ্ণাশ্বিত উষ্ণাশ্বিত হইয়া বিশেষ বিবেচনা ...।' রামরায়, ১৮০২।

উষ্ণীষ [স] বি পাগড়ি। 'কএক জন অশ্রুর্ক উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্কট থাকে।' দর্পণ, ১৮২৫।

উষ্ণীষধর [স] বিণ পাগড়িধারী। 'রঙিন উষ্ণীষধর/লালপাগড়ী সাজে যত অনুচর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উষ্ণীষধারী, **উষ্ণীষধারী** [স] বিণ পাগড়ি পরিহিত। 'উষ্ণীষধারী অশারোহী।' মানিক, ১৯৪০; 'তিনি মস্তকে উষ্ণীষধারী, কর্ণে লেখনীধারী।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

উষ্ণীষরচয়িত্রী [স] বিণ স্ত্রী পাগড়ির প্রস্তুতকারী। 'উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

উষ্ণোদক [স] উষ্ণ-ওদক। বি গরমপানি। 'অনবরত উষ্ণোদক ফুটিয়া উঠিতেছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

উষ্ম [স] বি উষ্ণতা। 'অতি অল্প উষ্ম করে অগ্নির প্রকাশ।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

উষ্মা [স] উষ্মা। ১ বি গরম। 'দিনে শীত করে রাত্রিতে উষ্মা করএ।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি ক্রোধ। 'একটা উষ্মার কথাতে গৌরব করাও উপযুক্ত না।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ শিশু ধনির মতো। 'উষ্ম-বর্ণ - শ, য, স, হ।' সুনীতি, ১৯২৯।

উষ্মাশ্বিত [উষ্ম-অশ্বিত। বিণ ক্রুদ্ধ। 'সদা সর্বদা উষ্মাশ্বিত ঠাণ্ডারায়।' রামরায়, ১৮০১।

উষ্মাবশত [স] বিণ ক্রোধজনিত কারণে। 'অত্যধিক উষ্মাবশত মনকষাকষি সৃষ্টি করে।' মুক্ততর, ১৯৫৯।

উষ্মকানী [স] উষ্মকানা। বি প্ররোচনা। 'সে কোন ধরনের উষ্মকানী দানের চেষ্টাই নিন্দনীয়।' আজাদ, ১৯৭০।

উষ্মকানো [স] উষ্মকানা। ১ ক্রি বাড়িয়ে দেওয়া। 'ডিবার হ্রানভাবে

কেরোসিন ফ্লাস্‌হিল, আমি তাহা উষ্মকাইয়া দিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি মাটি খনন করে কোনো কিছু খোঁজা। 'কেঁচো উষ্মকাত গিয়ে সাগর বেরিয়ে পড়ল।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ উষ্ণকানো

উষ্মকো বিণ এলোমেলো। 'উষ্মকো চুল আলখালু বেশ।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৬।

উষ্মখুস [ধন্য] বি অস্থিরতার ভাব। 'উষ্মখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উষ্মখুস করা ক্রি অস্থিরতা প্রকাশ করা। 'আর ঘুম হবে না বলিয়াই উষ্মখুস করিতে লাগিল।' নজরুল, ১৯৩১।

উষ্মখুস [ধন্য] ক্রি অস্থির হওয়া। 'একটু পরে উষ্মখুসিয়ে গাড়ির থেকে দশবারোটা কড়ি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উষ্মখো-খুসকো বিণ ভেলহীন ও এলোমেলো। 'মাথার চুল উষ্মখো-খুসকো।' মল্লীশ, ১৯৫৭।

উষ্মন করা [স] বর্ধণ। ক্রি ছলকানো। 'একাজলি উদক উষ্মন করা উঠে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উষ্মপিস [ধন্য] বি উষ্মখুস। 'উষ্টিবার জন্য উষ্মপিস করিতেছিল।' মনসুর, ১৯৩৫।

উষ্মরা [স] উপসর্গ। ক্রি কাছে আসা। 'উষ্মরত মদন পসারে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **উষ্মরত** ক্রি কাছে এসে। 'উষ্মরত মদন পসারে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **উষ্মারিআ** ক্রি কাছে এসে। 'উষ্মারিআ আবারিআ দিলে এককি ঠাণ্ডি।' মুহুদ, ১৬০০।

উষ্মখুস [ধন্য] বি উষ্ণতা প্রকাশ। 'সে উষ্মখুস করিয়া জাগিয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উষ্মখুস করা ক্রি চঞ্চলতা প্রকাশ করা। 'সে উষ্মখুস করিয়া জাগিয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উষ্মখুস [ধন্য] বি ব্যস্ত ভাব প্রকাশ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

উষ্মল [আ ওয়াসিল] ১ বি আদায়। 'তিন সুবার উষ্মল তহসিল সুমার ভপশিল ওয়াকিফ হএন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি জমা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'দামটা তোমার হ্যাডমোন্টের পিঠে উষ্মল দিতে হবে তো।' তারা, ১৯৪২। ৩ বি মূলনীতি। 'যে principle বা উষ্মলের উপর তিনি সাহিত্য সাধনা করছেন।' মোহাম্মদী, ১৯২৯।

উষ্ক বিণ আগলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

উষ্কানি, **উষ্কানী** [স] ১ বি প্ররোচনা। 'গোপালের উষ্কানিতে যামিনী বগড়া করিয়া ...।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বি উত্তেজনা। 'গোপন উষ্কানী ছিল।' পাশা, ১৯৭১।

উষ্কানো ক্রি উত্তেজিত করা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উষ্কানিবার কাটা।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

উষ্কি বি প্ররোচনা। 'মন্দ কাজে উষ্কি দেয়।' তারিণী, ১৮০৩।

উষ্কম্মা [স] উষ্কতি। ক্রি উষ্কতি করা। 'দিব্যাবাস দিলা উষ্কম্মা বহরত।' আলাওল, ১৬৮০।

উষ্কাদ [ফা] বি শিক্ষক। 'উষ্কাদ শিবের যদি বিসমিত্তা পড়াএ।' আলাওল, ১৬৮০।

উহা [স] উহাতে। ক্রি অনুমিত হওয়া। 'তিঅ ধাএ বিলসই উহা পা ঠাণা।' চর্যা ২৯, ১২০০।

উহা [স] অদস। ১ সর্ব ঐ বা সেই বস্তু বা বিষয়। 'প্রথমে আর্য্য-সমাজে কথ-বিচার ছিল না; কালক্রমে উহা প্রবর্তিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

২ সর্ব সে। বিদ্যা, ১৮৯১। উহাকে সর্ব তাকে। ক্যাশগে, ১৭৮৭; 'আগ্নি উহাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যমনস্ক হইতে পারিলাম না।' অক্ষয়, ১৮৫০। উহাতে ক্রিবিগ তাতে। 'উহাতে সৌকসমাঙ্কের কি বিষম বিপর্যয় ঘটিয়া উঠিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। উহান সর্ব তাঁর। 'চল কিং শীঘ্র তুমি উহান চরণে।' বৃন্দা, ১৫৮০। উহার সর্ব ওর; তার। 'সিন্ধুপাল দম্ভবক্কে দুনাম উহার।' মালাধর, ১৫০০। উহারদিশকে সর্ব ওদেরকে। 'আপনাকে পাইলে উহারদিশকে এ মত করিত না।' রামরাম, ১৮০১। উহাদের সর্ব ওদের; তাঁদের। 'উহাদের অদভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। উহারা সর্ব ওরা; তারা। 'উহারা মনে মনে বিশ্বসংসার দুজ্জ ভাবিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। উহারে সর্ব তাকে। 'কোকিলা বলিয়া পুষে হিলাম উহারে।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

উহ [ধন্যা] ১ অব্য কাতরতা প্রকাশক শব্দ। 'উহ হ দাক্ষণ বিধি, যোরে দিল নিরবধি ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ অব্য অসম্ভাবিত প্রকাশক শব্দ। 'আহা উহ করি ছে কিছু কহল তাহা কি বিচুরি পার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উহ উহ/বি কান্নার সুর। 'উহ উহ কএ কহবি বানি।' হিচরী, ১৬০০।

উহঁ [ধন্যা] অব্য অসম্ভাবিত নির্দেশক ধ্বনি। 'উহঁ, গান না।' নল্লরল, ১৯২৬।

উহকে [স অদস্] সর্ব উহাকে। 'ফের উহকে নেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উহসিউ [স উল্লসিত] ক্রি উল্লসিত হয়। 'বতিস যোইনী তসু অত্র উহসিউ।' চর্যা ২৭, ১২০০।

AMARBOI.COM

উ-ক্রিয়াবিভক্তি। 'অমৃতং সিন্ধু দুই আখি।' বড়, ১৪৫০।

উআ [স উদয়] ক্রি উদিত হওয়া। উঅল ক্রি উদিত হলো। 'উঅল হরিনহীন হিমধামা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। উইল ক্রি উদিত হলো। 'সজল জলদে যেহ উইল নব সুরে।' বড়, ১৪৫০।

উআরি [স উপকারী] বি বিশ্রামশালা। 'উআরি উএস কহে নিঅড় জিনউর।' চর্য ১২, ১২০০।

উঁচোট [স উচ্চোট] বি হোঁচট। 'বেড়ে চলবার তল্পের মধ্যে হঠাৎ উঁচোট খেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

উগা [স উদয়] ক্রি উকি দেওয়া। 'উর হতে পিউ দূর/উলুপ উপএ দূর।' বাহরাম, ১৬৫০।

উঙা উঙা [ধন্যতা] বি শিতর কান্নার শব্দ। 'উঙা উঙা ডাকে সুত দুই হইলা প্রমোহিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

উচল [স উচ্চ] বি উচ্চ। 'ভইঅও কাম হনয় অনুপাম/রোএল ঘট উচল কএ ঠাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উছাটিণ [স উচ্চটান] বিণ ব্যাকুল। 'উছাটিণ বালে লজ রাখার পরাণে।' বড়, ১৪৫০।

উজরা, উজলা [স উজ্জ্বল] ক্রি উজ্জ্বল হওয়া। 'মণিকিরণ উজলে/আসদ ভুজয়গলে।' বড়, ১৪৫০: 'উজর এপন মুকুতাহার নয়ন নিবেদল বন্দনভার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উজু [পা উজু] বিণ সোজা। 'জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই।' চর্য ১৫, ১২০০।

উঝট [স উচ্চোট] বি হোঁচট। 'হাঁহী জিঠী আয়র উঝট না মানিলো।' বড়, ১৪৫০।

উজল পাঞ্চল [স উচ্চল] বিণ আঁচড়-পাঁচড়। 'তব সে মুখ উজল পাঞ্চল।' চর্য ২১, ১২০০।

উতরলমতী [স তরল] বিণ চঞ্চলমতি। 'আতি উতরলমতী ডৈল জগন্নাথ।' বড়, ১৪৫০।

উতাপঠ [স উত্তপ্ত] বিণ রাগান্বিত। 'আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী।' বড়, ১৪৫০।

উয়ী [স উত্তরীয়া] বি উত্তরীয়া; চাদর। 'বরণ করিয়া দিল বেণু রায় উয়ী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

উন [স] ১ বিণ প্রায়। 'উনকোটি নাগ লইয়া আসে মর্তপুত্রী।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বিণ দুর্বল। 'মুই দর্প করম কর রণে নহে উন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উন-আশি [স উন-অশীতি] বিণ ৭৯ বছর বয়সী। 'আমি উনিশ সে উন-আশি।' নজরুল, ১৯৩১।

উনকোটি [স] ১ বিণ প্রায় কোটি সংখ্যক। 'উনকোটি নাগ লইয়া আসে মর্তপুত্রী।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বিণ বহুসংখ্যক। 'উনকোটি নাগের মাতা জয় বিবহরি।' রূপরাম, ১৭৫০।

উনচতুরিংশ [স] বিণ ৩৯ সংখ্যক। 'বাইবেল ... উনচতুরিংশ ভাষায় তর্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

উনচত্বিষ [স উন-চা চত্বালীস] বিণ ৩৯ সংখ্যক। ডানকান, ১৭৮৪।

উনজন [স] বি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। 'ইতিহাসে রেনেসাঁস নামে যা ঘটেছে ... তা সর্বদাই উনজনদের কৃতি।' শিব, ১৯৫৬।

উনপঞ্চাশ [স উনপঞ্চাশং] বিণ ৪৯ সংখ্যক। 'উনপঞ্চাশ বাএ রাখা কৈল ঘন গড়।' বড়, ১৪৫০।

উনত্রিশ [স উনত্রিশং] বিণ ২৯ সংখ্যক। 'কোনও মাস উনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

উনপঞ্চাশ [স উনপঞ্চাশং] ১ বিণ ৪৯ সংখ্যক। 'হরিশে চাপিয়া উনপঞ্চাশ পবন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পাগলামি। 'ওকে উনপঞ্চাশে পেয়েছে।' নজরুল, ১৯২৪।

উনপঞ্চাশ বায়ু [স] বি বিচিত্র ধরনের পাগলামি। 'পাগলামি উনপঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে লোকে তাকে উনপঞ্চাশ বায়ু নাম দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৪৯।

উনবিংশ [স] বিণ ১৯ সংখ্যক। 'ফেব্রুয়ারির উনবিংশ দিবসে, বিষ্ণুনাথদীর তীরবর্তী ধরনগরে জন্মগ্রহণ করেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

উনবিংশতি [স] বি ১৯ সংখ্যা। 'উনবিংশতি ভেদিলে সে হএ অগিণি।' সুলতান, ১৭০০।

উনষষ্টি [স] বিণ ৫৯ সংখ্যক। 'উনষষ্টি নৃপতি ... অন্য অন্য স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

উনষাট [স উনষাট] বিণ ৫৯ সংখ্যক। 'বর্ধমান উনষাট বৎসর হুগাজীরেদের অধীন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

উনসত্তর [স উনসত্ততি] বিণ ৬৯ সংখ্যক। 'এ মন্ত্র প্রত্যহ ... উনসত্তর বার করে জপ করলে ...' রবীন্দ্র, ১৯১১।

উনসত্তার [স উনসত্ততি] বিণ উনসত্তর। 'উনসত্তার সন নাপাদী সন ১১৭১ একাত্তর সাল মালগুজারি করিয়া।' মেয়র্স, ১৭৬৭।

উনসত্ততি [স] বিণ ৬৯ সংখ্যক। 'উনসত্ততি সহস্র সান্না' বক্তিম, ১৮৭৫।

উনা [স উন] বিণ কম। 'কনের বাবু উঠিয়া বলে সিদুর হল উনা।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

উনিশ [স উনবিংশ] বিণ ১৯ সংখ্যক। 'নবোদিত উনিশ শতকীর মধ্যবিন্দুকে তিনি তাঁর লেখায় অগ্রাহ্য করেননি।' উমর, ১৯৬৮।
দ্র উনিশ

উনে যাওয়া ক্রি দুর্বল হওয়া; শুকিয়ে যাওয়া। 'লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রোঁদ্রে উনে যায়।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

উপজা [স উপজনন] ক্রি উৎপন্ন হওয়া। 'বড় দুখ উপজিল মণে তাক সুখী।' বড়, ১৪৫০।

উপদেশ [স উপদেশ] বি অনুোধ। 'উপদেশ কহিলেস্ত মহামতি স্থান।' বাহরাম, ১৬৫০। দ্র উপদেশ

উভবলী [স] বিণ উভয়ে শক্তিশালী। 'রক্তহীন বিশ্বের উভবলী সংশয়ের যিশঙ্কু ক্রুর সংকুল সন্ধ্যায় দেখি ...' বিষ্ণু, ১৯৪১।

উয়া [স উচ্চ] ক্রি গোড়া। 'যেন উয়ে কুম্বারের পলী।' বড়, ১৪৫০।

উয়া [স উদয়] ক্রি উদিত হওয়া। 'জগদর উলটি পড়ল মইমাখ।' উয়ল চারু ধরাধররাজ। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

উরণাদি [স] বি মেঘ প্রভৃতি। 'পারদার্থে উরণাদি অপরিমিত।'

মানিকরাম, ১৭৮১।

উরা [স অবতরণ] ১ ক্রি উপনীত হওয়া। 'উরিয়া বাতলি দেবী অজ্ঞার কুলে'। রূপরাম, ১৭৫০। ২ ক্রি অবতীর্ণ হওয়া। 'উর ধর্ম আমার আসরে'। রূপরাম, ১৭৫০; 'উর ভাবে, উর পদ্মালয়া বীণাপাণি'। মাইকেল, ১৮৬০।

উরু [স] বি হাঁটুর উর্ধ্বভাগ। 'উরু ভেদি উঠিলেক এক সাল তরু'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

উরুদেশ [স] বি মানবদেহে জানুর উপরিভাগ। 'বনস্থল-বধু রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি'। মাইকেল, ১৮৬০।

উরুযুগ [স] বি উরুযুগল। 'আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে এঁহন দেবি উরুযুগ'। বিচিত্রী, ১৬০০।

উরুসিকি [স] বি দুই উরুর সংযোগস্থল। 'য়েরেটির উরুসিকি, কটিদেশ, বক্ষাঞ্চল বিপন্ন'। হাসান, ১৯৬৭।

উরেনস [সি] বি ইউরেনাস; সৌরজগতের একটি গ্রহ। 'উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপচুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌঁছবে'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

উর্ধ [স] বি সূতা।

উর্ধজাল [স] বি মাকড়সার জাল। 'কুপুজান তাঁর চোখেমুখে দৃষ্টিভার উর্ধজাল ফুটিয়ে তুলে ...'। রণীন্দ্র, ১৯৬৩।

উর্ধনাত [স] বি মাকড়সা। 'উর্ধনাত যে সূত্র দিয়া জাল প্রস্তুত করে ...'। অক্ষয়, ১৮৫২।

উর্ধা [স] ১ বি পতঙ্গের সূতা। 'পরিগ্রহ না করিলে, শণ, উর্ধা ও কার্পাস হইতে বস্ত্র হয় না'। বিনো, ১৮৫১। ২ বি জাল। 'মাকড়সার মতো কথার উর্ধা বুনি'। নজরুল, ১৯৩১।

উর্ধাজাল [স] বি মাকড়সার জাল। 'এ উর্ধাজালে তো শুধু পতঙ্গের পড়ে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

উর্ধুবান [ত] উর্ধু+ফা জবান। বি উর্ধু ভাষা। 'উর্ধুবান জাতি থাকলে ভ্রমণের অসুবিধা নেই'। অন্নদা, ১৯২৯।

উর্ধ্ব, **উর্দ্ধ** [স উর্ধা] ১ বি উপরিভাগ। 'উর্দ্ধ অধঃ ভিত্তি গৃহ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ উখিত। 'উর্দ্ধ হইয়া পত্ত করএ গোহারি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ বেশি। 'আধ টাকার উর্দ্ধ নহে'। দর্পণ, ১৮২৩। ৪ বিণ উপরের। 'ক্রমশঃ উর্ধ্ব দিকে উখিত হইয়া চন্দ্রাভূষণ পরিবৃত্ত বৃহৎপতি'। অক্ষয়, ১৮৫০।

উর্ধ্বকর্ত [স] বি উচ্চেষ্বর। 'উর্ধ্বকর্তে চিন্তকার ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

উর্ধগ [স] বিণ উর্ধগামী। 'উদাত্ত বিঘাণ উৎসরিল উর্ধগ আস্থান'। সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

উর্ধগতি, **উর্ধগতি** [স] বি বৃদ্ধি। 'দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধগতির কাবণ কি'। আজাদ, ১৯৬০; 'মূল্যে কিছুটা উর্ধগতির প্রবণতা দেখা গেলোও ...'। আজাদ, ১৯৬৪।

উর্ধগা, **উর্ধগা** [স] বিণ উপরে গমন। 'পরস্পর প্রতিশ্রুত হিম্মিভি আমি অকঁহিন চাই উর্ধগা'। শক্তি, ১৯৬১।

উর্ধগামী [স] বিণ উপরে গমনশীল। 'জলের তেজে উর্ধগামী হয়'। অক্ষয়, ১৮৫২।

উর্ধ্বতন, **উর্দ্ধতন** [স] ১ বিণ উর্ধ্ব অবস্থিত। 'উর্দ্ধতন সপ্তলোক, অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ পূর্ববর্তি। 'উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের'। অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বিণ উপরের

দিকের। 'বালকের কলেবরের উর্ধ্বতন অংশমাত্র রজ্জুতে খুলিতে লাগিল'। বিদ্যা, ১৮৬৩।

উর্ধ্বতর [স] বিণ অপেক্ষাকৃত তীব্র। 'পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় উর্ধ্বতর প্রেম গণনাগনে'। মুক্তাবা, ১৯৬০।

উর্ধ্বদিক [স] বি উপরের দিক। 'প্রবেশকালে উর্ধ্বদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখি'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

উর্ধ্বদৃষ্টি, **উর্দ্ধদৃষ্টি** [সি] ১ বিণ উপর দিকে তাকিয়ে আছে এমন। 'অভ্যস্ত আকর্ষ্য মানিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকিলেন'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিণ উদাসীন। 'সকলে উর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া দেখিতে লাগিলেন'। হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

উর্ধ্বদেশ [স] বি আকাশ। 'সমুদ্র ... যেন সূর্য্যলোকগমন মানসে উর্ধ্বদেশে উল্লঙ্ঘন করতঃ ...'। অক্ষয়, ১৮৪৩।

উর্ধ্বনয়ন [স] বিণ উপরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। 'বহিয়া নৃতন প্রাণ/করিয়া পড়ে না গান/উর্ধ্বনয়ন এ ভুবনে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উর্ধ্বনাসিক [স] বিণ নাক উপরের দিকে এমন। 'উর্ধ্বনাসিক স্পর্ষিত জলবানটার দূর্ব্বিকাক এমের হেলোতোলা ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৬।

উর্ধ্বনেত্র [স] ক্রিবিণ উদানীভাব। 'উর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উর্ধ্বপদী [স] বিণ উপরের দিকে পা এমন। 'টার্কি পাখিরা রোস্ট হইতে উর্ধ্বপদী হয়েছেন অন্তত শ'জনা'। মুক্তাবা, ১৯৫৯।

উর্ধ্বপানে [স উর্ধ্বপ্রবণ] ১ ক্রিবিণ আকাশমুখী হয়ে। 'বসে বসে উর্ধ্বপানে চেয়ে তনুতে কি পরকালের ভাব'। রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ ক্রিবিণ উপরের দিকে। 'করিয়াছে উচ্চারণ উর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

উর্ধ্বগুহ [স] বিণ পশ্চাৎভাগ উপরের দিকে এমন। 'অভয়া নানিল উর্ধ্বগুহ হেতু মুখে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

উর্ধ্বপ্রদেশ, **উর্দ্ধপ্রদেশ** [স] বি আকাশ। 'শুন্যমার্গে বায়ুস্ফারশূন্য অতি উর্দ্ধপ্রদেশে উঠিতেও কষ্টবোধ করে না'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

উর্ধ্বফণা [স] বিণ উদাত্তফণা। 'হয় ধূলিতলে নতশির, নয় উর্ধ্বফণা কুজঙ্গিনী আপনার তেজে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উর্ধ্ব ফৌটা [স উর্ধ্ব-স্কুট] বি এক ধরনের ফৌটা। 'উঠিয়া প্রভাতকালে উর্ধ্ব ফৌটা করি ভালে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

উর্ধ্ববাহ, **উর্দ্ধবাহ** [স] ১ ক্রিবিণ বাহ উর্ধ্ব তুলে। 'প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্ধ্ববাহ করি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ধর্মীয় কৃষ্ণাবসরের কারণ যেসব সন্ন্যাসী সবসময়ে হাত উঁচু করে রাখে; শৈব সন্ন্যাসী বিশেষ। 'আমাদের উর্দ্ধবাহ ঠাকুরটি অনুগ্রহ করিয়া দুই একবার রাজকার্য্য করিয়া দিয়াছেন'। অক্ষয়, ১৮৫০; 'রামায়েণ্ড গিলাফের কানফটা উর্ধ্ববাহ দাদুপল্লী অঘোরপল্লী'। শ্রমজ, ১৯১৮। ৩ বিণ হাত উপর দিকে উঠিয়ে আছে এমন; আত্মী। 'মাতৃভূমিপািপসু উর্ধ্ববাহ শতসহস্র শিশুর মতো'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উর্ধ্ববিলোকন, **উর্দ্ধবিলোকন** [স] বি উপরের দিকে তাকানো। 'কুলপা। (উর্দ্ধবিলোকন করিয়া) একি মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত ...'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

উর্ধ্বভাগ [স] বি উপরের অংশ। 'দেহের মধ্যে নাভির উর্ধ্বভাগ পবিত্র'। জ্ঞানানুকমোদয়, ১৮৫২।

উর্ধ্বমুখ, **উর্দ্ধমুখ** [স] ১ বি উপরের দিকে মুখ এমন অবস্থা। 'উলঙ্গ হইয়া কেহ নাচে উর্ধ্বমুখে'। রূপরাম, ১৭৫০। ২ বিণ উর্ধ্বমুখ হয়ে

থাকে এমন। 'মস্তকের উর্জমুখি মুখ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে উর্জমুখী অথবা উর্জমুখ তপবী বলে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উর্জমুখী, উর্জমুখী [স] বি উর্জমুখ সন্ধ্যাসীবেশ্য। 'মস্তকের উর্জমুখ মুখ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে উর্জমুখী অথবা উর্জমুখ তপবী বলে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উর্জমুখীন [স] বিণ উপরের দিকে মুখ এমন। 'উর্জমুখীন ফুলের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

উর্জমুখে [স] ক্রিবিণ মুখ উপরের দিকে তুলে। 'উর্জমুখে স্ততি করে দেখি জগন্নাথ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উর্জমূল [স] ১ বিণ উদাসীন। 'দূরবর্তী হৃদপ্রান্তে উর্জমূল-প্রাণ।' আহসান, ১৯৫০। ২ বিণ উপরের দিকে মূল বিশিষ্ট। 'নয় কল্পতরু উর্জমূল, অংঘ্রাশ, দুনিরীক্ষা সেই মহীকহ।' স্মৃতিস্ত, ১৯৫৩।

উর্জরব [স] বি উচ্চৈশ্বর্য। 'শৃগালসভা ডাকে উর্জরবে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

উর্জরায় [স] ক্রিবিণ উচ্চকণ্ঠে। 'শিতগণ মেলি স্ততি করে উর্জরায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

উর্জরোখা, উর্জরোখা [স] বি তিলকবিশেষ; উর্জগুপ্ত। 'বৈরাগীর নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত উর্জরোখা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

উর্জরোতা [স] বিণ ইন্দ্রিয়জয়ী; বীর্যপাত হয়নি এমন। 'অত্যধিক সংযম করে দুনি-খবির উর্জরোতা হন।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

উর্জলক্ষ [স] বি উচ্চলাফ; হাই জাম্প। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্ণা নিক্ষেপ, দৈর্ঘলক্ষ, উর্জ লক্ষ, নৌড়।' বেগম, ১৯৪৯।

উর্জলোকা [স] বি উর্জলোকা; আকাশ। 'কপোলানন্দর মধ্যে দাড়াইয়া শুক উর্জলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

উর্জশহর [স] উর্জ+শা শহর। বি (বাউল) হাওয়ার উপর ভাসমান শহর। 'তিল পরিমাণ জায়গার ভিতর গঠেছেন সাঁই উর্জশহর।' লালন, ১৮৯০।

উর্জশিখা [স] বি উচ্চ শিখা। 'যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শব্দীর তার উর্জশিখা যেন সর্ব-উচ্চের রাশি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

উর্জশির [স] বিণ মাথা উঁচু করে আছে এমন। 'উর্জশির তেঁতুল; কাঁঠাল।' মাইকেল, ১৮৬০।

উর্জতণ্ড [স] বিণ উপরের দিকে ভাঁড় রাখা। 'দুই মণ্ড হস্তী যথা উর্জতণ্ড করি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

উর্জধাস [স] ১ বি দ্রুত ধাবনের ফলে ঘন ঘন খাসগ্রহণের অবস্থা। 'ডাকে উর্জধাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ জাকজমকপূর্ণ। 'উর্জধাস উৎসবের উষারী উজ্জ্বলসে তোমারে পাসরি।' স্মৃতিস্ত, ১৯৩২। ৩ বি উচ্চ শব্দ। 'একরাশ বিঝি উর্জধাসে ডাকিতেছে।' শওকত, ১৯৫৮।

উর্জধাসে [স] ক্রিবিণ অতি দ্রুতবেগে। 'উর্জধাসে ধায় ষাধু।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কত সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া আমার উর্জধাসে যাইতে লাগিলাম।' কৃষ্ণদাসবিনী, ১৮৮৫।

উর্জসংখ্যা [স] বিণ অধিক সংখ্যক। 'একদিকে অথবা উর্জসংখ্যা দুই দিকে এক বা দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিদ্যমান থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উর্জসীমা, উর্জসীমা [স] বি প্রান্তসীমা। 'অধম জীবের চটাইল উর্জসীমা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

উর্জস্থ [স] বিণ উপরের দিকে আছে এমন। 'উর্জস্থ বাতায়নের নিকটস্থ হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উর্জশ্বর [স] বি উচ্চশ্বর। 'যে শিত উর্জশ্বরে বিশ্বাঘরে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

উর্জাধঃ [স] বিণ উপর এবং নিচ। 'হা উর্জাধঃসংবলিত দশ দিকে রুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অসঙ্গত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

উর্জাধোভাবে, উর্জাধোভাবে [স] উর্জ-অধঃ-ভাবে। ক্রিবিণ মাঝামাঝিভাবে। 'উর্জাধোভাবে শলীক হেদ করিয়া ঘিও করিলে যেরূপ দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

উর্জায়ত [স] বিণ উর্জমুখী। 'উর্জায়ত জ্যোতিস্তরের মতো তাকে উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশে সমাহিত করে।' মানিক, ১৯৩৫।

উর্জায়মান, উর্জায়মান [স] বিণ ক্রমাগত উর্জমুখী। 'উড়ে চলে মোটার তারই মনের উর্জায়মান গতির সঙ্গে।' মাহেনব, ১৯৪৯।

উর্জোৎখিণ্ড [স] উর্জ-উৎখিণ্ড। ১ বিণ উর্জমুখী। 'জয়গাল উর্জোৎখিণ্ড করিয়া অদ্রলোক জিন্মাসা করিলেন ...।' বনমূল, ১৯৩৬। ২ বিণ উপরের দিকে নিক্ষেপ। 'উর্জোৎখিণ্ড বাসুবন্যা উটের কুরর।' আহসান, ১৯৫০।

উর্জোত্তোলন [স] উর্জ-উত্তোলন। বি উপরে উত্তোলন। 'বাহুয় ধরিয়া উর্জোত্তোলন করিলে ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

উর্জোথিত [স] উর্জ-উথিত। বিণ উপড়ে উঠানো। 'উর্জোথিত কুঠার মুঠেতে প্রণীত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

উর্জী [স] বি পুরাতন অনন্তযৌবনা অঙ্গরাবিশেষ; উর্বরী। 'উর্বরী কমলা বলে বুকে হানি ঘা।' রূপরাম, ১৭৫০।

উর্মি, উর্মি [স] বি ডেউ। 'সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ উর্মির গ্রাসে ফেলিয়া দেয়।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

উর্মিচারী [স] বিণ ডেউয়ে ডেউয়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'উর্মিচারী কৌশল শরাহাতি' বিষ্ণু, ১৯৪১।

উর্মি-দোলা [স] বি ডেউয়ের দোলন। 'বিরহের সেই উর্মি-দোলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উর্মিমাল্য [স] বি তরঙ্গ। 'সফেন উর্মিমাল্য আহত।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

উর্মিল [স] বিণ তরঙ্গিত। 'উর্মিল লাল কাকরের নিস্তর্র তোপপাড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

উর্মিলীলা [স] বি তরঙ্গের খেলা। 'উর্মিলীলায় সূর্যকিরণ/ ঠিকরি উঠিবে হিরণ্যবরন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উর্মিন্নাত [স] বিণ ডেউয়ে স্নান করেছে এমন। 'উর্মিন্নাত মানবের অসীম উগ্রাস।' জীবন, ১৯৩০।

উলুক [স] বি উলুক। 'উলুকের বচন তনিনী নিরন্তন।' রূপরাম, ১৭৫০।

উষ [স] উগ্রাস। বি আনন্দ। 'উষ করিয়ে দেখি ধর ফলাখান।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

উষর [স] বিণ মরুমান। 'এ শু শু উষর বালুকামুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

উষরতা [স] বি শূন্যতা। 'মোর মনে হয়তো বা শান্তি নেই তাই ... এ-শূন্যনিসেকতে নির্বিকার উষরতা শুধু।' স্মৃতিস্ত, ১৯৩২।

উষরভূমি [স] বি অনূর্বর ভূমি। 'তৃণবিরল উষরভূমি।' বিভূতি,

১৯৩১।

উষসী [স] ১ বি সন্ধ্যা। 'উষা আর উষসীতে তরুতলে বাস।' তও,
১৮৫৮। ২ বি প্রভাত। 'উষসী সিদুর ছড়িয়ে যায়।' জসীম, ১৯৩১।

উষা [স] বি প্রাতঃকাল। 'উষাকালে স্নান করি যতেক মহাশয়।' বৃন্দা,
১৫৮০।

উষাকাল [স] ১ বি ভোরবেলা। 'উষাকালে স্নান করি যতেক মহাশয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সূচনা। 'ভারতবর্ষে নৃতন জ্ঞানদিবসের উষাকাল।' মাত্র সম্প্রতি উপস্থিত বোধ হয়। 'অক্ষয়, ১৮৪৭।

উষাচারী [স] বিণ ভোরে চলাচলকারী। 'কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবণিত করিয়া পকেটে কেঁপিবে।' প্রভাত, ১৮৯৬।

উষা-বালা [স] বি স্ত্রী প্রভাতবাগিকা। 'এক বিশু অক্ষর খবর, তা উষা-বালা নিজেই জানে না।' নজরুল, ১৯২২।

উষার বরণ বি ভোরের আকাশের রং। 'উষার বরণ তাঁদের কিরণ পায়ে মাখে না।' গিরিশ, ১৮৮৭।

উষ্য [স] ১ বিণ অনুক্ত। 'এখানে তস্য শব্দটি উষ্য আছে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ আচ্ছন্ন। 'নগর হল উষ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

AMARBOI.COM

খক, খক্ [স] বি বেদের শ্লোক। 'ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২৫ সূক্ত ৭ খক্'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

খক্ধ [স] বি উত্তরাধিকার। 'সুজনে এবং খপে-খক্ধে ভাষা পুষ্টি ও সমৃদ্ধি পায়।' শরীফ, ১৯৬৮।

খক্ধ [স] বি ভল্লুক। 'হস্তী, খক্, গভার'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

খগ [স খক্] বি ঋগ্বেদ; চারটি বেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান বেদ। 'ঋগ যজু সাম অথর্ব/চারী বেদ।' বড়ু, ১৪৫০।

ঋগ্বেদ [স] বি চতুর্বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ। 'ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে ... গাঙ্গারীয় মেঘের প্রশংসা করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

খচ [স খক্] বি বেদের শ্লোক। 'হিন্দুসভ্যানের সমুদ্রপোতা চালনা না করিলে এ ঋচের উদয়ের কারণভাব হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

খজু [স] ১ বিশ সরল। 'তিনি লোরেনের অরণ্যে যেকুণ খজুবভাব ও বিদ্যোগাধর্মে একমুচিচি ছিলেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি সোজা; লম্বা। 'কেশরাশি জলে ঝজু'। বঙ্কিম, ১৮৭৮।

খজুকায় [স] বিশ সোজা। 'কমরে দোয়াল বাক্তি হইল খজুকায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খজুকায়ী [স] বিশ স্ত্রী বাকা নয় এমন। 'খজুকায়ী পপলার গাছের শিখরগুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

খজুতা [স] বি অবক্রতা। 'সেই খজুতা যুগলপিটাস গাছে।' সুশীল, ১৯৩৩।

খজুরেখা [স] বি সরল রেখা। 'ধূম্যের খজুরেখা কাঁপিয়ে দিয়েছিল।' ওয়ালী, ১৯৪২।

খজুবভাব [স] বিশ সরল স্বভাবের অধিকারী। 'তুমি নিতান্ত খজুবভাব, কাহার কি ভাব, কিছুই ব্রুথিতে চেষ্টা কর না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

খগ [স] বি দেনা। 'ঋগ শোধিবারে চাহি তব্বা শত তিন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রসে সব ঋগ সঙ্গে ফিরে।' জ্ঞান, ১৬০০।

ঋগকূপ [স] বি ঋগরূপ কূপ। 'ঋগকূপে পতিত হইয়া হাবুবুর বাইয়া থাকে।' এডুকেশন, ১৮৭২।

ঋগগ্রস্ত [স] বিশ ঋগ করছে এমন; ঋগী। 'বার আনা ঋগগ্রস্ত ও চারি আনা মহাজন।' দর্পণ, ১৮২২।

ঋগ-জাল [স] বি দেনার দায়; ঋগরূপ জাল। 'দরিদ্র ভারত দুঃখ্য ঋগজাল জড়িত।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ঋগদাতা [স] বি ঋগ প্রদানকারী। 'তাঁহারা সকলেই জনসমাজের ঋগদাতা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ঋগদান [স] বি ধার দেওয়া। 'আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋগদান করিয়া থাকেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ঋগদানকারী [স] বিশ ঋগ প্রদানকারী। 'ব্যাক ও অন্যান্য অর্থ ঋগদানকারী প্রতিষ্ঠান ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ঋগদায় [স] বি দেনার দায়। 'সেই বিধবাকে ঋগদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ঋগধার [স] বি দেনা। 'বড় ঋগধার হয়েছে।' ওয়ালী, ১৯৬২।

ঋগপত্র [স] বি দেনার দলিল। 'যাহা অবশিষ্ট থাকে তন্নিমিত্ত ঋগপত্র লিখিয়া দিয়া আপত্তি নিক্ষেপিত পায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ঋগপাণ [স] বি ঋগরূপ বারাপ কাজ বা পাপ। 'তাহাদিগের ঋগপাণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ঋগপাশ [স] ১ বি ঋগের বন্ধন। 'এ কি শুধু অনুগ্রহ করে ঋগপাশে বান্ধিবারে মোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি কৃতজ্ঞতার বন্ধন। 'ঋগপাশে চিরবন্ধ রহিলাম রাশি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঋগভার [স] বি দেনার ভার। 'অদ্যাপি ইংরাজদিগকে সেই দুর্কহ ঋগভার বহন করিতে হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ঋগমুক্ত [স] বিশ দায় থেকে নিস্তার পেয়েছে এমন। 'কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্বক ঋগমুক্ত হইবার কথা কাহারও মনে উদয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ঋগমুক্তি [স] বি দায়শোধ। 'এবার ঋগমুক্তির তুই নে মা ভার।' নজরুল, ১৯৩৫।

ঋগরূপে [স] দ্বিবিধ ঋগ হিসেবে। 'যথার্থ হিতকে ভিকারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋগরূপেও না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঋগলব্ধ [স] বিশ ধার করে পাওয়া। 'ঋগলব্ধ টাকার পনের আনা গ্রাস করিতে লাগিলেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

ঋগশোধ [স] ১ বি দায়মুক্তি। 'রাত্রের নিদ্রার ঋগশোধ করিতে দিন কাটিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি ধার চুকানো। 'তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋগশোধ।' জীবন, ১৯৪২।

ঋগসংখ্যা [স] বি ঋগাত্মক সংখ্যা। 'সাধারণ সংখ্যা-গণনা থেকে আরম্ভ করে উদ্ভাস, ঋগসংখ্যা, এমন কি কালক্রম সংখ্যার ধারণা ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

ঋগসালিসী বোর্ড [স] ঋগ+আ সালিস+ই বোর্ড। বি ১৯৩০-এর দশকে অবিভক্ত বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ব্যতক ও মহাজনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী আইনি প্রতিষ্ঠান। 'ঋগসালিসী বোর্ডের কল্যাণে মহাজনের সিন্দুকে স্থায়ী তালা-চাবি উঠিয়াছে।' জামায়াত, ১৯৩৯।

ঋগশীকার [স] বি কৃতজ্ঞতা। 'লালন বলে মরি/মরি/হরির একি ঋগশীকার।' লালন, ১৮৯০।

ঋগাত্মক [স] ঋগ-আত্মক। বিশ নেতিবাচক। 'যাহা ঋগাত্মক নহে, যাহা ধনাত্মক।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ঋগী, ঋগি [স, সমাসবদ্ধতা ই-কার] ১ বিশ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। 'আমি পুন জন্ম জন্ম ঋগী সে তোমার।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ধ্বনি কাছে ঋগী সে যে পাছে ধরা পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিশ দেনাদার। 'ঋগিদিগের সকল দিশেই শঙ্কট ...।' প্রভাকর, ১৮৫১।

ঋগীজন [স] বি ঋগী ব্যক্তি। 'ঋগীজনকে ওনিয়ে দিলেন তত্ত্বকথা খাটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

ঋত [স খক্] বি ঋত। 'প্রল যট ঋত নাথ বিহেদ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ঋত [স] বি সত্য; ধর্ম। 'ঋত, অমৃত, মনু, প্রমৃত, সত্যানৃত - এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি ধারা জীবিকা করিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ঋতদূক [স] বিশ সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন। 'আমি তখন ঋতদূক হব।' মণীশ, ১৯৩১।

ঋতবান [স] *বিশ* সত্যবাদী। 'ওহে ঋতবান, ওহে সম্রাট, মোরে যেন দয়া হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

ঋতু [স] *বি* বার্ষিক জলবায়ুর ঝুল ছয়টি বিভাগ। 'একে একে ঋতুগণ/বিশাস কৈল আপণে/ কুসুমিত সব তরুণশে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'আএল ঋতুপতি রাজবসন্ত' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঋতুকুলপতি [স] *বি* বসন্তকাল। 'তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ঋতুচক্র [স] *বি* ছয় ঋতুর আবর্তন। 'এই ঋতুচক্র' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ঋতুপতি [স] *বি* ছয় ঋতুর মধ্যে প্রথম বসন্তকাল। 'আএল ঋতুপতি রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাখবি পঙ্খ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঋতুপরিক্রমা [স] *বি* ঋতুর গমনাগমন। 'সভাববর্ণন ও ঋতুপরিক্রমা থেকে আশ্রয় করে ধর্মসঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত, বদেন্দী-সঙ্গীত, উৎসব-সঙ্গীত ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঋতুপরিবর্তন [স] *বি* এক ঋতুর পরে আর এক ঋতুর আগমন। 'এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঋতুভেদ [স] *বি* প্রাকৃতিক ঋতুচক্র অনুসারে সময়ভাগ। 'মনের যদি নির্দিষ্ট ঋতুভেদ থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঋতুযাপন [স] *বি* ঋতু কাটানো। 'ফাছন-ঋতুযাপনের উপযোগী একখানি শটকানে-রঙিন চাদর ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ঋতুরাজ [স] *বি* ছয় ঋতুর প্রধান অর্থাৎ বসন্ত। 'হেনকালে ঋতুরাজ আসিল বসন্ত।' *বিজয়*, ১৬৫০।

ঋতু [স] ১ *বি* ঐশ্বরিক নারীদের মাসিক রক্তক্ষরণ; জপ। 'দেবে মন্তো উভতেও রক্ষা পাইল ঋতু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* জীবন ও তরুণ। 'সোহানের মধ্যে যার ঋতু থিক হয়।' *সুলতান*, ১৩০০।

ঋতু আক্ষেপণ [স] *বি* গর্ভসঞ্চারণ। 'ততক্ষণে ব্যাসমুনি ঋতু আক্ষেপণ করে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতু আক্ষেপা [স] *বি* ঋতু আক্ষেপণ। 'কি গর্ভসঞ্চারণ করা।' *ঋতু আক্ষেপিয়া ইন্দ্র গেল নিজালয়।' কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতুকাল [স] *বি* যৌবনের যে-কালে নারীদের মাসিক রক্তক্ষরণ হয়। 'ঋতু কালে সঙ্গম জাইহ দু সতীন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঋতুবতি [স] *বি* ঋতুমতী। *বিশ* রজঃশলা। 'আরবার কুন্তি দেবি হইল ঋতুবতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতুবতী [স] *বি* ঋতুমতী। *বিশ* রজঃশলা। 'এথা ঋতুবতী হৈল মুক্ষ পাটেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতুমতী [স] *বি* রজঃশলা। 'ঋতুমতী হয়্যাছে মন্দরা গুণবতী।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঋতুমান [স] *বি* ঋতুমতী নারীর চতুর্থ দিবসে স্নানরূপ সংস্কার। 'ঋতুমান কার্জ জদি না হই সতত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঋতুক [স] *বি* যন্ত্রের পুরোহিত। 'আমি সে ঋতুক, মর্তে তব হিন্দু পুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ঋজ [স] *বিশ* নির্দিষ্ট। *ঋজপরিচয়* [স] *বিশ* ঘনিষ্ঠ। 'ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋজপরিচয়?' *শঙ্কর*, ১৯৬৯।

ঋজি [স] *বি* ঐশ্বর্য। 'ধনদানো পরিপূর্ণ এবং ঋজীভূতে বিমণ্ডিত হইতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ঋজিবাচন [স] *বি* সুখ্যাতি প্রকাশ। 'ঋজিবাচনও করতে জানে তাহলে শনিবারের চিঠি।' *অভিহা*, ১৯৫০।

ঋজীশীল [স] *বিশ* ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'তাহাদেয়ই মত ঋজীশীল।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

ঋজীশ্রী [স] *বি* ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য। 'ধনদান্যে পরিপূর্ণ এবং ঋজীশ্রীতে বিমণ্ডিত হইতেছিল।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

ঋতু [স] *বি* দেবত্বপ্রাপ্ত মানুষ। 'ঋতুদানুসারে ঋতু নামক দেবত্বয় সর্বাত্মে মানব ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঋষত [স] *বি* ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ষাউ' ১ *বি* পর্বতবিশেষের নাম। 'ঋষত-পর্বতে চলি আইলা গৌরহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* (সংযীত) ব্রহ্মসংস্কৃতির ত্রিভূত স্বর 'রে' ধ্বনি। 'ষড়্জ, ঋষত, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে।' *বক্তিম*, ১৮৭৪।

ঋষি [স] ১ *বি* সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'পুরুষ কালত ঋষিও বৃহল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* শাস্ত্রজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ সাধক। 'ঋষি মুনি প্রতি বট দিলো জন্মে জন্মে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ঋষিঋণ [স] *বি* ঋষির ঋণ। 'ঋষিঋণ, দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

ঋষিকণ্ঠ [স] *বি* ঋষির কণ্ঠ। 'সদ্যাকৃত ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঋষিকন্যা [স] *বি* স্ত্রী সন্ন্যাসিনী বালিকা। 'ঋষিকন্যা কুটীরের মাথে' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঋষিকবি [স] *বি* ঋষিরূপ কবি। 'ঋষিকবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ঋষিকৃত [স] *বিশ* ঋষির উরসে জন্ম নিয়েছে এমন। 'দীর্ঘতমার পুত্র কাশীবান্ ঋষিকৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঋষি-তনয়া [স] *বি* ঋষিকন্যা। 'আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষি-তনয়া ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

ঋষিতুলা [স] *বি* ঋষির মতো। 'তাহারায় ঋষিতুলা পুঞ্জিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ঋষিতু [স] *বি* ঋষির বৈশিষ্ট্য। 'ঋষির ঋষিতু পিসীর পিসীতু - সবেবর মধ্যে প্যাটার মনুষ্যধর্ম।' *অমিয়*, ১৯৩৯।

ঋষিপত্নী [স] *বি* ঋষির স্ত্রী। 'ইঠাৎ তাহার নজরে পড়িল - বাঃ ঋষিপত্নীতলি খাসা তো।' *বনমুখ*, ১৯৩৬।

ঋষিবর [স] *বি* সম্মানসূচক সম্বোধন। 'গ্রহের প্রথম-মণ্ডলের ছায়ায় সৃজিত ঋষিবর শৈব বার্য লিখিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ঋষিবাক্য [স] *বি* শাস্ত্রবাক্য। 'এই জন্য ঋষিবাক্য বীকার্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ঋষিবালক [স] *বি* শিশু সন্ন্যাসী। 'ঋষিবালকেরা আসি সঞ্জল বহুল/তকাবে তোমার শাখে -।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঋষিবালিকা [স] *বি* স্ত্রী সন্ন্যাসিনী। 'ছায়ায় করিত খেলা/তপোবনে ঋষিবালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ঋষিকেশ, ঋষীকেশ [স] *বি* ঋষীকেশ। *বি* কৃষ্ণ। 'এবে তোর লাগ পাইলো দেব ঋষিকেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'পাহে কৈলী না পাইবে দেব ঋষীকেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঋষ্টি [স] *বি* গ্রহদোষ। 'অভিশাপ হেথা বর্ষে নিরন্তর নক্ষত্রের ঋষ্টিরূপে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩১।

এ' বি স্বরবর্ণবিশেষ ও তার কারচিহ্ন। একার [স] বি স্বরবর্ণ এ-এর ফারিচ (ফি)। 'সবজেষ্ট ও সেন্টেম শব্দের একারও প্রকৃষ্ট হ্রস্ব।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

এ' [স এতদ্] ১ বিণ এই। 'একেশী সবরী এ বণ হিত্তই কর্তৃকুলবজ্রধারী।' চর্যা ২৮, ১২০০। ২ সর্ব এই ব্যক্তি। 'এ করিতেছে।' ওপা, ১৭৮২। ৩ সর্ব এটা। 'একি, এ যে দেখিতেছি জামত শল্প।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

এও সর্ব যা বলা হলো তা। বিদ্যা, ১৮৯১।

একুল শুকুল বি দুই কুল। 'হৃদয়ের একুল শুকুল দু কুল ভেসে যায়, সজনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

এ-ডাল ও-ডাল ক্রিবিণ এক ডাল থেকে অন্য ডালে। 'করে যদি এ-ডাল ও-ডাল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

এদিক বি এই দিক। 'এদিকে অবলোকন কর।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

এদিক-ওদিক বি নড়চড়। 'নির্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

এদিশ ক্রিবিণ এদিকে। 'কেহ বলে এদিশ আরে ছালা ভরিয়া লই।' বিজয়, ১৬৫০।

এদিশ ওদিশ ১ ক্রিবিণ ইতস্তত। 'তোমরা দুই তাই এদিশে ওদিশে গুণ রহ।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি কমবেশি। 'যদি পাঁচ মিনিট এদিশ ওদিশ হয়।' দর্পণ, ১৮২৬।

এদেশ সেদেশ ক্রিবিণ দেশ-বিদেশে। 'রামমোহন রায় কলেনিজিসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

এদেশে বি এই দেশ। 'পালাইয়া যাই, এদেশে থেকে।' রামমোহন, ১৭৮০।

এপাশ ওপাশ করা ক্রি আলস্য বা অস্থিরতার কারণে বিহানার গড়াগড়ি করা। 'কিছু কাল এপাশ ওপাশ করিয়া খড়মরিয়া উঠিয়া এক এক বার পায়চারি করিতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

এপিঠ-ওপিঠ বি উভয় পৃষ্ঠ। 'কেটেকুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

এবেলা ক্রিবিণ দিনের যেকোনো এক সময়ে। 'এবেলা আমার মত রাক্ষসে দশ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'এ বেলা ডাক পড়েছে কোনখানে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

এমুখো ক্রিবিণ এদিকে যাত্রা করেছে এমন। 'তারা আর এমুখো হবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

এ লোক বি ইহলোক। 'এ লোক ও লোক যে জন খাএ।' বড়, ১৪৫০।

এ-হেন বিণ এ রকম। 'আমি যে এ-হেন আধুনিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

এ ১ স্তম্ভী বিভক্তি। 'তোমার রতি আশোআশে গেলা আভিসারে [অভিসার+এ]।' বড়, ১৪৫০। ২ তৃতীয়া বিভক্তি। 'বাটত যাইতে মো করিবো অলঞ্জালে [অলঞ্জাল+এ]।' বড়, ১৪৫০।

এআ সর্ব এ। 'এআ জাগী বৈশ রাধা আকার পাশে।' বড়, ১৪৫০।

এআদত [আ ইবাদত] বি প্রার্থনা। 'পাণী জন লাগি যদি এআদত করে।' আলগুণ, ১৬৮০।

এই [স এতদ্] ১ সর্ব এটা। 'এই অনুমানি বৈল সন্যাসি তিনজনে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ এ। 'এই কথা গিয়া ভূমি কহিও সবারে।' বৃন্দা, ১৫৮০; ৩ অব্য ওগো। 'এই হের।' মানোএল, ১৭৪৩। ৪ ক্রিবিণ একই। 'তাঁহার চালান ও বিবরণও এই সঙ্গে যাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বিণ এমন। 'এই যোরতর সম্মানে কোন দেশীয় মনুষ্যেরা ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিণ এ রকম। 'এই সমুদ্রায় কুটি অলঙ্কিত রূপে অঙ্গে অঙ্গে প্রস্তুত ইউক।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ ক্রিবিণ এই বারে। 'আমি এখানে টাটকা বেদানা, আঙ্গুর, আপেল ও অন্যান্য অনেক সুস্বাদু ফল এই প্রথম খাইলাম।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

এই এই অব্য ইত্যাদি। 'এইই সকল সামগ্রী দিয়া শুভ্ররূপে পূজা করিয়া গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

এই কাল বি এই ঋতু। 'এই কালে, দিন বাড়ে, রাতি ছোট হয়।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

এইক্ষণ [স এতদ্-ক্ষণ] ক্রিবিণ এখন। 'নিকলিলে বেড়িয়া মারিবে এইক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০। এইক্ষণে ক্রিবিণ এ সময়ে। 'ক্রিয়া কর্ম এইক্ষণে যেরূপ করিতেছ তাহা নিদিত।' কেব, ১৮০২।

এইখানে [স এতদ্-স্থান] ক্রিবিণ এস্থানে; এ জায়গায়। 'তোরে হুঁইবে তেজি আইলাঙ এইখানে।' মালাধর, ১৫০০; 'একারণ সাপান প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক।' চঞ্জীচন্দ্র, ১৮০৫।

এইজন্য [স এতদ্-জন্য] ক্রিবিণ এ কারণে। 'এইজন্য কোন কোন দেশের স্থানবিশেষ হইতে মদ্য বিক্রয় একেবারে উঠিয়া দেওয়া হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

এইটুকু [স এতদ্] বিণ এই সামান্য। 'এইটুকু লাজলেশ আপনারে আখ্যানি চাকিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

এইটে [স এতদ্] সর্ব এটা; এই বস্তু বা বিষয়। 'এইটে জানাইবার জেনোই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এইত, এইতো [স এতদ্] ১ বিণ এই। 'এইত প্রস্তাপ তবে করিহ স্মরণ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ এইমাত্র। 'এই তো এলেম কৈ কি দেখাবি বল্লি যে।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ সর্ব এটাই। 'এই তো দিবা রোজগারের পথ দেখিতেছি।' প্যারী, ১৮৫৮।

এইবার [স এতদ্] ক্রিবিণ এবার। 'তাঁরা কৃপা কবি, কিস্তর তোমারি, দিয়ে চরণ তরী, রাখ এইবার।' রামমোহন, ১৭৮০।

এইবেলা [স এতদ্] ক্রিবিণ এইবার। 'এইবেলা ফিরে দাঁড়া তুই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

এইমত [স এতদ্+স মস্ত] ক্রিবিণ এরূপ। 'এইমত অইতের চরিত্র অগাধ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

এইমতে ক্রিবিণ এভাবে। 'এইমতে কপোট কৃড়া করে চক্রপানি।' মালাধর, ১৫০০।

এইমাত্র [এই+স মাত্র] ক্রিবিণ কেবলমাত্র। 'পতিকাছে ছিনু শুয়ে এইমাত্র জানি পো।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

এই-বে বিণ এই। 'অপূর্ব সৌন্দর্যে অক্ষম্য উত্তাসমান এই-বে হর্ষ দেবতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এইরকম [এই+আ রকম] বিণ এমন। 'দুজনে এইরকম অমিল অথচ

সংসার বেশ চলে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

এইরূপ [এই+স রূপ] ক্রিবিণ এভাবে। 'কেহ বোলে এইরূপ কবো নাহি হুনি।' মালাধর, ১৫০০।

এইরূপে [এই+স রূপ+] ক্রিবিণ এভাবে। 'এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেক দয়া।' মানিকরাম, ১৭৮১: 'এইরূপে এই পৃথিবী সমুদ্রীপা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

এই সকল [এই+স সকল] সর্ব এসব। 'যাহা পুরুষেরা উপদেশ বিনা কদাচ করিতে পারেন না এই সকল অনায়াসে করেন।' গৌর, ১৮২২।

এইসব [এই+স সর্ব] বিণ এসব। 'আর্থ বিজ্ঞবাক্যে নাহি এইসব সোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

এই সময়ে [এই+স সময়+] ক্রিবিণ তৎকালে। 'অনার্য একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

এইজেন্ট [হি] বি প্রতিনিধি। ফরস্টার, ১৭৯০।

এও [স আয়ুশ্যতী] বি এয়ো; মাসলিক কাজে অবিধবা নারী সহযোগী। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন।' তবানী, ১৮২৫।

এওখন [স এতদ-ক্ষণ+] ক্রিবিণ এখন। যাদোএল, ১৭৪০।

এওজ [আ ইওয়াজ] ১ বিণ বিকল্প। 'জাবত তাহার এওজ কাপড় সয়করি গোহমত দাখিল না করে ...' হ্যাগহেড, ১৭৭০। ২ বি বিনিময়। 'তাহার এওজ কুশ্পানির কাগজ রাখা জাইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

এওত [স আয়ুশ্যতী] বি এয়োতি; সধবা নারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

এওতি [স আয়ুশ্যতী] বি এয়োতি; সধবা নারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

এওয়াজে [আ ইওয়াজ] ক্রিবিণ বিনিময়ে। '২৬০ টাকা জেওর বাক্স উসুল বকী টাকার এওয়াজে ... তুমি খোশে কবুল চাহো।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

এওয়াদাত [আ ইবাদত] বি উপাসনা। 'জদি এওয়াদাতে না দীতে পারি তবে ...' চিঠিপত্র, ১৭৮৩।

এই ১ প্রথমা বিভক্তি। 'এইসন চর্য কুরুদীপাএ গাইড়।' চর্য ২, ১২০০। ২ তৃতীয়া বিভক্তি। 'অপনা মারসে হরিণা বেরী।' চর্য ৬, ১২০০। ৩ সপ্তমী বিভক্তি। 'অলিএ কাপিএ বাট রুহেল্লা।' চর্য ৭, ১২০০।

এঁকারেঁকা [স অঙ্ক-বঙ্ক] বিণ বঁকাতেড়া। 'কৃষ্ণভামিনীর মুখের চেহারা এঁকারেঁকা হয়েছিল।' হাসান, ১৯৬৭।

এঁকে বঁকে ক্রিবিণ একাধিক বঁক নিয়ে। 'জাল ছুটে যায় এঁকে বঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

এঁচড়, এঁচর, এঁচোড় [স ইষ্কারক+স পকু+] বিণ অকালপকু। 'আজ্ঞা দিতে দিতে সব এঁচড়ে পাকা হয়ে যেত।' পাশা, ১৯৭১।

এঁচরে পাকা [স ইষ্কারক+স পকু+] বিণ অকালে পাকে এমন। 'গৃহিণী এঁচরে পাকা, কর্ত্তী সিংহাসা বড় বিভ্রমণা।' তমোজল, ১৮৭৪।

এঁচোড়পাকা [স ইষ্কারক+স পকু+] বি অকালপকু যে। 'বুঝলে এঁচোড়পাকা, আওয়াজ আমার নয়কো মোটেই ফাঁকা।' সূর্য, ১৯৪৮।

এঁচোড়ে পাকা [স ইষ্কারক+স পকু+] বিণ বখাটে। 'এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের গীতা হইয়া দাঁড়াইল।' প্রভাত, ১৮৯৮।

এঁচা ক্রি হির করা। 'আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি ...' মশাররফ, ১৮৬৯; হুজুর যে ফন্দী এঁচেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

এঁচানো পৈচানো [ফা পৈচ+] ক্রি যোরানো-পাকানো। 'বিকপিকে শরীফটকে কঁচোর মতো এঁচিয়ে পৈচিয়ে ...' জীবন, ১৯৩১।

এঁটিশি বি উকুন। 'চুলের এঁটিশি মেরে ওনে গেল অন্যায ন্যায়।' জীবন, ১৯৪৮।

এঁটুলি বি কোনো জন্তুর গায়ে এঁটে থাকা কীটবিশেষ। 'পুঁটুলি নয়, এঁটুলি সে।' নজরুল, ১৯৩১।

এঁটে ক্রিবিণ শক্ত করে; দৃঢ়ভাবে। 'কালীপদ মরকত আলানে মনকুঞ্জরে বাঁধ এঁটে।' রামহসাদ, ১৭৮০।

এঁটে দেওয়া ক্রি যুক্ত করে দেওয়া। 'মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

এঁটেল ১ বিণ তক্ত অবস্থায় শক্ত এবং ভেজা অবস্থায় আঠালো এমন। 'একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ আঠার মতো পিছু লেগে থাকে এমন। 'আমি যে এঁটেল লটে-ছ্যাড় ডুবুরি।' নজরুল, ১৯২৭।

এঁটো [স উচ্ছিন্ন] বিণ অন্য লোকের ছুঁয়ে দেওয়া বা আঁশিকভাবে খুঁজরা। 'এঁটো করা সেরির গেলসায়ে দিই হল।' গুণ, ১৮৫৮।

এঁটোকাটা [স উচ্ছিন্ন+স কটকট+] বি উচ্ছিন্ন ময়লা। 'রাশীকৃত এঁটোকাটা দেখিয়া হির হইয়া দাঁড়াইলেন।' শরৎ, ১৯১৭।

এঁটোকাটাজীবী [এঁটোকাটা+স জীবী] বিণ উচ্ছিন্ন খেয়ে বেঁচে থাকে এমন। 'মফমল পায়ে কেউ, এঁটোকাটাজীবী, অন্ধকারে রাখতো কখনো ফুলে এক জোড়া চোখ।' শামসুর, ১৯৭২।

এঁটো খাই মিঠার লোভে - ভালো কিছুর আশায় হীন কাজ করা। 'কথার কথা আছে কি এঁটো খাই মিঠার লোভে।' গৌর, ১৮২২।

এঁটো-নেওনি [স উচ্ছিন্ন+] বি এঁটো নেয় যে। 'ওই আসছে এঁটো-নেওনি পোবর হাতে করে।' অবন, ১৯১৯।

এঁঠ [স উচ্ছিন্ন] বিণ এঁটো; উচ্ছিন্ন। বিদ্যা, ১৮৯১।

এঁঠো [স উচ্ছিন্ন+] বিণ উচ্ছিন্ন। 'সেখানে এঁঠো আমের আঁঠি নিয়ে কাকদের চলেছে ছেঁড়াহিড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

এঁড় [স অও] বি অজ্ঞকোষ; মুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

এঁড়বিচি [স অও+স বিজ্ঞ+] বি অজ্ঞকোষ; মুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

এঁড়ে [স অও+] ১ বি ঝাঁড়। '... সাদখানের ধলা দামড়া আর জমাখানের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদলো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ বিণ পুরুষ। 'একটি এঁড়ে বাহুর হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৯১।

এঁড়ে গুরু [স অও+স গোরপ+] বি অজ্ঞকোষওয়াল গুরু; ঝাঁড়। ওয়াস, ১৭৮৫।

এঁতে সপ্তমী বিভক্তি। 'সঅসমেঅণ সন্নঅ বিআরৈতে [বিআর+এঁতে] অলক্কলক্ণণ ন জাই।' চর্য ১৫, ১২০০।

এঁদো [স অঙ্ক+] ১ বিণ নোহা। 'নর্যদে সিদ্ধ-কাবেরী পাঠ করিলে এঁদো পুকুরের পানাপচা জলও শুদ্ধ হয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'এঁদো ঘরে তক্তপাশে সবাই বসল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিণ পুরাদস্তর। 'এঁদো মফমলে ছুটি সংবাদের লোভে কালোভদ্রা।' শামসুর, ১৯৭০।

এঁদোপড়া ১ বিণ সংকীর্ণ ও আলোকবিহীন। 'ওই এঁদোপড়া গিলির মধ্যে এতদিন দম আটকে বেঁচেছিলেন।' বিমল, ১৯৫৩। ২ বিণ কচুরিপানাপূর্ণ। 'এঁদোপড়া পুকুর।' বিমল, ১৯৫৩।

এঁধো [স অন্ধ] ১ বিণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'সেই-সব স্যাতসৈতে এঁধো কুঁড়িতে পা ঢাকা দিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বিণ নোংরা। 'বেদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ডেসে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

এঁয়োতি [স আয়ুত্মতা] বিণ অবৈধবা। 'এ তো পরলোকের এঁয়োতি নিষিদ্ধতা।' জীবন, ১৯৪৮।

এঁয়র বটা বিভক্তি। 'তইলা বাড়ির পার্শের জোহা বাড়ি ডাএলা।' চর্যা ৫০, ১২০০।

এঁসো [স অংশ] বি আঁশ। 'কাঁটালের ভুঁফুড়ি ও তালের এঁসো খেয়ে বিদেশ হলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

এঁহার সর্বভার। 'এঁহার বয়স্ক্রেম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৪।

এক [স] ১ বিণ এক সংখ্যক। 'এক সো পদমা চৌসঠী পাখুড়ী।' চর্যা ১০, ১২০০। ২ বিণ একটি। 'ন ভেলে রক রভস দুগ গেল/ইহি মঘে খেদ একও নহি ডেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ একর। 'মনবুদ্ধি এক করি ভজ নারায়ন।' মালাধর, ১৫০০। 'ভুবনচরাচর মঙ্গলভারে বাধি এক করে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিণ অখণ্ডতা। 'ওর মধ্যে বিস্তর আছে কিন্তু এক নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

এক অন্ন [স একান্ন] বিণ একান্নবর্তী। 'আমার ভাষি বধু বিদবা আমার বাটিতে আমার সহিত এক অর্ঙ্গে ছিল।' চিঠিপত্র, ১৮২৩।

এক আটু [স এক+স আট] বিণ হাঁটু পর্যন্ত। 'চতীর কৃপায় হইল এক আটু জল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

এক আত্মবাদী [স একাত্মবাদী] বিণ পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। 'এই মতবাদে বিশ্বাসী; অধৈতবাদী। 'ইহারা কেহ নাথিক কেহ বা চার্য্যক কেহ এক আত্মবাদী।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

এক আত্মা [স একাত্মা] বি অভিন্ন আত্মা। 'এক আত্মা সভাকার ভিখ কেহো নহে।' মালাধর, ১৫০০।

এক-আধটা [স এক+] বিণ দু-একটা। 'মাঝে মাঝে এক-আধটা নৌকো পাশ দিয়ে ছল ছল শব্দে চলে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

এক-আধটু ক্রিবিণ অল্পবয়স। 'এক-আধটু হুঁ মেরেছিলাম তোমাদের বাংলা ভাষাতেও।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

এক আশালা বিণ সামান্যতম। 'মেয়েটির স্বভাবের প্রতি এক আশালাও শ্রদ্ধা নেই।' কায়সার, ১৯৬৫।

এক আনা [স এক+ফা আনা] বি এক টাকার ষোলো ভাগের এক ভাগ। 'প্রত্যেক টাকার সুদ প্রতিভাসে এক আনা।' সত্যার্ণব, ১৮৫৫।

এক আদাজ [স এক+ফা আদাজ] ক্রিবিণ একে একে। মানোএল, ১৭৪৩।

একই [স এক+] বিণ একটি মাত্র। 'একই প্রহারে কাহ তাহাক ভাগীল।' বড়ু, ১৪৫০।

একইতি [স একপুত্রিকা+] বিণ একপুত্রবর্তী। 'একইতি মাএর ছাওআল সুন্দর বাল গোপাল।' বড়ু, ১৪৫০।

একইশ, একইশ, একইস [স একবিংশ] বিণ একুশ (২১) সংখ্যক। 'একুশিআ কৈল তার একইশ দিবসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'কিলাভের বাদসাহের সন একইস ও সন তেরো জোলসির হুকুমনামাতে লিখিয়াছেন।' ক্যালগে, ১৭৮৫। 'পেয়াদা একইশ হাজার ছিল।'

দর্পণ, ১৮১৯।

এক এক ১ বিণ প্রতিজন। 'এক এক ফিরিতা সঙ্গে সত্তর হাজার।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ একের পর এক। 'তাঁহারা এক কাঠপট্টে একেবারে পুষকের এক এক পৃষ্ঠ খুঁদিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ নানা রকম। 'মনুষ্যের আপন আপন অভিরুচি বা নিপুণতানুসারে এক এক ... উপভোগ্য বস্তু উৎপন্ন করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বিণ ভিন্ন ভিন্ন। 'ধর্ম বিষয়ক শ্রীবৃন্দী অখনরের এক এক সোপান মাত্র।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বিণ প্রত্যেক। 'এক এক দেবতাকে এক এক পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া অবধারণ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৬ বিণ কোনো কোনো। 'এক-এক জায়গায় রাঙা এত ঢালু যে, উঠতে-নাবতে কষ্ট হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৭ বিণ বিভিন্ন। 'এক-এক জায়গায় রু-বেলস নামক ছোটো ছোটো ফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

এক-একটা ক্রিবিণ একটার পর একটা। 'তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও নামের কৃত্রিম খোলসটার মধ্যেই লেই ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

এক একটা ১ বিণ আলাদা এক একজন। 'চারি মঠের প্রত্যেকের এক একটি আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট আছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ ক্রিবিণ একটা করে। 'অধিকাংশ গোবের উপর এক-একটি ছোটো ঘর গেঁবেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ ক্রিবিণ একটির পর একটি। 'শাবের এক-একটি কঠোর আশেণ কঠ হইতে অবতারণ করিতে চমু।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

এক-একদিন ক্রিবিণ মাঝে মাঝে। 'এক-একদিন তাহার উল্টা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

এক এক বার বি প্রতিবার। 'এক এক বার অন্ন শত শত ভার।' কৃষ্ণগঙ্গা, ১৫৮০।

একেক [স] ১ বিণ নিঃসঙ্গ। 'একক হৃদয় অণ্ডকে না পাওল তেঁ নহি ফাউলি কোলী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিণ একাকী। 'একক বসে কিসের ভাবনা হইতেছে?' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিণ একা। 'আপাততঃ আমি একক।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

এককক্ষবর্তী [স] বিণ অভিন্ন। 'যে প্রজারা শাসিত হচ্ছে তাদের ভাগ্য যদি এককক্ষবর্তী হয় ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

এককক্ষবর্তী, এককক্ষবর্তী [স] বিণ একই ধরনের। 'এককক্ষবর্তী অসভ্যের কত উচ্চ মনুষ্যত্ববিশিষ্ট।' প্রমথ, ১৯২০।

এক কড়া [স এক+] ১ বি মধ্যযুগে টাকার ক্ষুদ্রতম একক। 'এক কড়াও তাহার প্রাণা নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ বিণ সামান্য পরিমাণ। 'লালন বলে নইলে তোর থাকবে না মূল এককড়া।' লালন, ১৮৯০।

একককটী [স] বি একক-সংগীত পরিবেশনকারী শিল্পী। 'বিশেষত একক-কটীর স্বতন্ত্র সময় দেওয়াই চাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

এককড় [স] বি অতুলনীয়তা। 'বিশ্বামিত্র নৃতন পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার এককড় বৃষ্টিতে পারিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

এক কথা [স] বি একবার বলা। 'যাহারা এক কথায় টাকা না দেয় ...' ভবানী, ১৮২৫।

এক কথায় ক্রিবিণ চাইবার সঙ্গে সঙ্গে। 'যাহারা এক কথায় টাকা না দেয়।' ভবানী, ১৮২৫।

এক কাটি সরেস বিণ একধাপ উপরে। 'কালী আবার ওর চেয়ে

এক কাঠী সরেস।' মাইকেল, ১৮৬০।

এককাঠী বিপ সমবেত। 'জুসুয়া আড়ালে রেবেই হও এককাঠী শেকের শরিক।' শামসুর, ১৯৭০।

এক কাঠি বিপ আরও বেশি। 'অন্য পক্ষও জ্বাবে এক কাঠি উপরে উঠেন।' জগদীশ, ১৯১৮।

এক কানাকড়ি বিপ অতি সামান্য পরিমাণ। 'এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

এককাল ক্রিবিণ যুগপৎ। 'যদি প্রাণত্যাগ করি তাহলে এককালে আত্মহত্যা ও ক্রনহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

এককালিন। [স এককালীন] ১ ক্রিবিণ একই সময়ে। 'দিল্লির কর ও শওগত এক কালিন বন্দি করিয়া ...।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রিবিণ একযোগে। 'বাদসাহী সৈন্য সমস্তই এক কালিন পার হইয়া ...।' রামরাম, ১৮০১। ৩ ক্রিবিণ চিরকালের মতো। 'দিল্লীতে কর দেওন এক কালিন বন্দ।' রামরাম, ১৮০১।

এককালীন। [স] ১ ক্রিবিণ একযোগে। 'দেশের উপর বুদ্ধি ঈশ্বরের নিহাই হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বিপ একবারে সেওয়া হয় এমন। 'পাঠশালায় আনুকূল্যার্থে মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন দান স্বীকার করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ ক্রিবিণ একবারে ভাবা বা করা হয় এমন। 'এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিত্তা করিতে পারি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

এককালে। [স] ১ ক্রিবিণ একসময়ে। 'এককালে সাত ঠাণ্ডি করেন বিলাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এককালে মূর্তিমন্ত ছয় স্বত্ব যথা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ ক্রিবিণ একেবারে। 'অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকি অপেক্ষা এককালে নিরন্ত হওয়াই প্রেরণ।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ ক্রিবিণ পুরোপুরি। 'ইংরাজী সংস্কারে বন্ধভাষা এককালে বিনশ্বত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ ক্রিবিণ চিরকালের জন্য। 'তিনি জমিদারের অন্যায্য ও আইনবিরুদ্ধ আকালিকা এককালে দমন করিয়া দিন।' সুলত, ১৮৭৩।

এককূলি। [স এক] ক্রিবিণ একদিকে; একপাশে। 'এককূলি আরকুলি দিসা নাহি পাই।' মালাধর, ১৫০০।

এককুলো। [স এক+স কুল্য] বিপ এককুলো সমান। 'গ্যা এককুলো দাড়ি না থাকে।' নজরুল, ১৯২৭।

এককেন্দ্রিক। [স] বিপ এক কেন্দ্রে স্থিত। 'জাতীয় উন্নয়ন আন্দোলন নতুন এককেন্দ্রিক নেতৃত্ব লাভ করিবে।' আজাদ, ১৯৬০।

একক্ষপ। [স] ক্রিবিণ মূর্ত্তকাল। 'ইহারা এক ক্ষণও নিশ্চয়া হইয়া থাকেন না।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

একক্ষণজন্মা। [স] বিপ একই ক্ষণে জন্ম এমন। 'দুই ভাই শুধু একবর্ণ একাকার নয়, একক্ষণজন্মা বলে প্রসিদ্ধ হল।' প্রমথ, ১৯১৮।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো ক্রি একই ভাব দিয়ে প্রভাবিত হওয়া। 'আমরা বাঙালিমাঝেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি।' প্রমথ, ১৯০৫।

একখণ্ড। [স] বিপ অল্প পরিমাণ। 'ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে মৃত্যিকাহ্ন করণের জন্য একখণ্ড নিষ্করভূমি দ্রষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৪২।

একখন। [স এক-ক্ষণ] ক্রিবিণ এখন। 'তাহা বিনে আর মনে না পড় একখন।' মালাধর, ১৫০০।

একখাই বিপ একগাছা। 'এমন কি, একখাই সূতা পর্যন্ত শরীরে

ধারণ করিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

একখান। [স এক+স খণ্ড] ১ বিপ একটি। 'একখান উষ্ট তার পৃথুবির তলে।' মালাধর, ১৫০০; 'হাতির বাগানে একখান চতুষ্পাঠী।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বিপ একরকম অবস্থা। 'সে কালে ধর্ম বিঘয়ে ভিতরে একখান, বাহিরে একখান, এরূপ ছিল না।' রাজ, ১৮৭৪।

একখান। [স এক+স খণ্ড] বিপ একটি। 'একখান জাহাজ আসিতে দেখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

একখানি, একখানী। [স এক+স খণ্ড] ১ বিপ একটি। 'একখানী নাএ।' বড়, ১৫০০; 'একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিপ একর। 'সবে একখানি করিয়াছ অব্যাহারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

একখুন। [স ক্ষণ] ক্রিবিণ এই মুহূর্ত্তে। 'বাবার চিঠি একখুনই কি দিচ্ছেই হবে ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

একখুনি। [স এক+স ক্ষণ] ক্রিবিণ এখনই। 'একখুনি গ্যে এই হেরাটা কলজতে তার বসাই।' নজরুল, ১৯২২।

এক-খোয়ালি। [স এক+আ খোয়ালি] বিপ একরোখা। 'বদরগি তাইয় এক-খোয়ালি।' নজরুল, ১৯২৬।

একগলা। [স এক+স গলা] বিপ গলা পর্যন্ত। 'তুমি একগলা গলাজলে দাঁড়িয়ে।' শরৎ, ১৯১৭।

এক গায় টেকি পড়ে এক গায় মাথা ব্যথা - অকারণে নাক চানো। গীনবন্ধু, ১৮৬৭।

একগাছ বিপ একটি। 'একগাছ বেনা কৃষ্ণ হাতেত ছিটিল।' মালাধর, ১৫০০।

একগাছা বিপ একটিমাত্র। 'একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া গইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

একগাছি বিপ একটিমাত্র। 'একগাছি নাহি কাঁচা কেশ।' মুকুন্দ, ১৮০০।

একগাদা বিপ একরাশ। 'ইউরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামী আসবাবপত্র।' মুগুতবা, ১৯৪৯।

একগাল। [স এক+স গল] ক্রিবিণ মন খুলে। 'কুবের একগাল হাসে।' মানিক, ১৯৩৬।

একগুঁয়া। [স এক+ফা গুণ্ড] বিপ একরোখা। 'বর্বর এক গুঁয়া গোয়ার ব্যাঘ্র ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

একগুঁয়া। [স এক+ফা গুণ্ড] বিপ একরোখা। 'একগুঁয়া হিন্দুয়া শাস্ত্রের অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন না।' রসরাজ, ১৮৪৯।

একগুঁয়ে। [স এক+ফা গুণ্ড] ১ বিপ জেদি। 'প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অশল অধৈর্য।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বিপ ধামনো যাবে না এমন। 'ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিষ্কিন্ত হয়ে একগুঁয়েভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিপ আপোশহীন। 'ভাইবির একগুঁয়ে অবিরেচনায় উদ্ভিন্ন হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৪ ক্রিবিণ কোনোকিছুই মানে না এমন। 'শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

একগুঁয়েমি, একগুঁয়েমী। [স এক+ফা গুণ্ড] ১ বি পরমতর প্রতি অসহিষ্ণুতা। 'এ সব শাস্ত্রের ভিতর একটা একগুঁয়েমি আছে।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ বি একরোখা। 'তদুপরি আবার আমদের একগুঁয়েমিও আছে।' নজরুল, ১৯২২; 'তাঁদের অপরিণামদর্শিতা ও একগুঁয়েমীই এর প্রধান কারণ।' সওগাত, ১৯২৯।

একগুয়ে [স এক+ফা গুগ্>] বিণ জোদি। 'প্রতিপক্ষগণ তাঁকে বলতো একগুয়ে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

একগোটা [স এক+স গোষ্ঠিক্>] বিণ একজন। 'একগোটা মানুষ অসি পুরির ভিতর।' মাল্লাধর, ১৫০০।

একগ্রাস [স] বি একবারে যতোটা খাবার গলাধরুগ্রন করা হয়। 'তিনজনের ডক্কা-পিণ্ড তোমার একগ্রাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

একঘরে [স এক+পা ঘর] বিণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন; একঘরে। 'গুণকথা ব্যক্ত হইয়া বাবু একঘর মানুষ হইলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

এক ঘরমে দো পীর - একই জায়গায় দুইজনের অবস্থিত প্রাধান্য। 'এক ঘরমে দো পীর। যাও বাচ্চা, সো রহো।' ইমদাদুল, ১৯২০।

একঘরিয়া [স এক+পা ঘর] বিণ নিজ সমাজ কর্তৃক ঘোষাঘোষ-বিচ্ছিন্ন। বিদ্যা, ১৮৯১।

একঘরে [স এক+পা ঘর] ১ বিণ নিজ সমাজ কর্তৃক বর্জিত। 'তোমার বাগের বাড়ীর সকলে নাকি একঘরে হয়েছো।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বিণ নিপেষক। 'তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিণ কোণঠাসা। 'যে-সব মতামত প্রচার করবার দরুন সাহিত্য-সমাজের গুচ্ছাচারীরা আমাদের একঘরে করবার চেষ্টা করছেন।' প্রমথ, ১৯১৭। ৪ বিণ বন্ধুহীন। 'একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

একঘরে করা - নিজ সমাজ কর্তৃক বিচ্ছিন্ন। 'এক কস্তী বলবনে, এ বের পুরুত বরষাদানের একঘরে করা উচিত।' উমেশ, ১৮৫৭।

একঘর্যা [স এক+পা ঘর] বিণ একঘরে; জ্ঞাতিচ্যুত। 'তদবধি একঘর্যা হইয়া রহিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

একঘাইআ [স এক+স ঘাত] বিণ একঘয়ে। বিদ্যা, ১৮৯১।

একঘয়ে [স এক+স ঘাত] ১ বিণ বিরক্তিকর। 'টিপ টিপ করে সেই একঘয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই ... চলছেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রিবিণ একই বকম। 'পুতুলের একঘয়ে পাখা নাড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

একঘয়েমি [স এক+স ঘাত] বি বৈচিত্রাহীনতা। 'একঘয়েমি, সঙ্কীর্ণতা, সব দিনগুলো এক রকমের হওয়া।' বিভূতি, ১৯৩১।

একঘয়ে [স এক+স ঘর্ষণ] বিণ নিরত। 'তাঁহারা একঘয়ে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষায় ...' প্রচারক, ১৯০৩।

একচকো [স এক+চক্ষু] বিণ পক্ষপাতদুষ্ট। 'হ্যারা হাবাবকুড়ে, হতাছাড়া, একচকো।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

একচক [স] বিণ এক চাকবিবিশিষ্ট। 'একচক রথে দেব বসেন ডাকের।' মাইকেল, ১৮৬০।

একচক্ষু [স] ১ বিণ এক চোখে দেখতে পায় এমন। 'একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কানা চোখ ফিরাইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ অস্পষ্ট। 'একচক্ষু ছায়া, দীপ্ত নখ, স্কীত নাসা, নিরিব্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া চতুর্দিকে চক্ৰবাহু বাঁধে।' সুব্রত, ১৯০৮।

একচতুর্বিংশৎ [স] বিণ একচত্রিশ সংখ্যক। 'একচতুর্বিংশৎ কথা।' তারিণী, ১৮০৩।

একচত্রিশ [স একচতুর্দশী] ১ বিণ ৪১ সংখ্যক। 'ইনি একচত্রিশ বসন্তের একাদিক্রমে ... কর্ম করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি ৪১ সংখ্যা। বিদ্যা, ১৮৯১।

একচাটিআ [স এক+হি চাট] বিণ সম্পূর্ণরূপে এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীন। বিদ্যা, ১৮৯১। দ্র একচোটয়া

একচালা [স এক+স চালা] বিণ একচালবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১; 'মাতিহোয়ানো একচালা ঘরের মধ্যে দিয়ে সুদৃশ্য জমকালো ভোরণ ছিলো।' মাহেনও, ১৯৪৯।

একচিত [স একচিত্ত] ১ ক্রিবিণ একনিষ্ঠ মনে। 'তন সবে একচিত।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ বিণ নিবিশ্ট। 'সদা ধ্যান একচিত সে ত নহে পরাজিত।' রূপরায়, ১৭৫০।

একচিত্ত [স] ১ বি একাত্তা। 'সব সবজিন মেলি রসে একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ নিবিশ্ট। 'সুন হে পণ্ডিত লোক একচিত্ত মনে।' মাল্লাধর, ১৫০০। ৩ বিণ একত্র। 'তোমরা সকলে একচিত্ত হইয়া ইহা বুটিয়া লও।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বিণ একমনা। 'একচিত্ত হইয়া শিকারের পিছা লইলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

একচিত্তে [স একচিত্ত] ক্রিবিণ একমনে। 'একচিত্তে সুন্দর কৃষ্ণকে বাউ করে।' মাল্লাধর, ১৫০০।

একচিত্তা [স একচিত্ত] বিণ একত্র। 'একচিত্তা হইয়া সতে করএ সন্থান।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

একচিত্ত [স একচিত্ত] বিণ একত্র। 'সুন হে পণ্ডিত লোক একচিত্ত মনে।' মাল্লাধর, ১৫০০।

একচিলতি [স এক+আ জিলদ] বি এক টুকরা। 'একচিলতি চিঠি।' জীবন, ১৯৩১।

একচিলতে [স এক+আ জিলদ] ক্রিবিণ বানিকটা। 'মনটা যেন কোষায় এক চিলতে খারাপ লাগছে।' শামসুল, ১৯৭০।

একচীতে [স একচিত্ত] ক্রিবিণ একমনে। 'বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে।' বড়ু, ১৪৫০।

একচুল [স এক+স চূড়া] বিণ অতি সামান্য পরিমাণ। 'আমার ডাব একচুল মিথ্যা এক কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

একচেটিয়া [স এক+হি চাট] ১ বিণ একায়ত্ত; একক নিয়ন্ত্রণাধীন। 'দেশমধ্যে লবণাদির একচেটিয়ারূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বিণ প্রতিপক্ষহীন। 'ইংরাজেরা তথায় একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

একচেটে [স এক+হি চাট] ১ বিণ একচেটিয়া। 'একচেটে না করিলে তবে বাঁচি প্রাণে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বিণ একতরফা। 'একচেটে রাজকার্য-নামক মালগুলি প্রজাদিগকে অগত্যা কিনিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বিণ প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। 'ধর্ম এবং দর্শন এই দুইটি জিনিস আমাদের একচেটে।' প্রমথ, ১৯১২।

একচোখ [স একচক্ষু] বিণ এক চোখে দেখতে পায় এমন; একচোখা। ওগো, ১৭৮৫।

এক-চোখা [স একচক্ষু] বিণ সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়নি এমন; একপেশে। 'এক-চোখা সংস্কার।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

একচোখামি, একচোখোমি [স একচক্ষু] বি পক্ষপাতিত্ত। 'এই একচোখোমির হাড়ে-হাড়ে শোধ তুলব।' নজরুল, ১৯২৭। 'এই একচোখোমি তাঁদের সাধারণ চক্ষুসজ্জা এবং যুক্তিবোধকে পর্যন্ত ঘুচিয়ে দিয়েছিলো।' মুরশিদ, ১৯৭১।

একচোখো [স একচক্ষু] ১ বিণ কেবল একটা দিকই দেখতে পায় এমন। 'আমাদের একচোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞানিবার

কোনো ... 'রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ **বিশ** পক্ষপাতদুষ্ট। 'নয় সে মোটেই একপেশে একচোখো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৩ **বিশ** একটা চোখ আছে এমন। 'দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

একচোট [স এক+হি চোট>] ১ **ক্রিবিণ** বেশ কিছুক্ষণ। 'একচোট ছুটছুটি করিয়া যেগিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িভেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ **বিশ** একসঙ্গে বেশ খানিকটা। 'প্রথমেই একচোট ঝাড়াবে সেই কথাই আমি ভাবছি।' শিবরাম, ১৯৭০।

একচ্ছত্র [স বিশ একচেটিয়া। 'ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণ ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

একচ্ছত্ররূপে [স ক্রিবিণ এককভাবে। 'মোহাম্মদ একচ্ছত্ররূপে আধিপত্য সংস্থাপন করিবেন?' মশাররফ, ১৯০৮।

একচ্ছত্রী [স একচ্ছত্র। **বিশ** স্ত্রী এক রাজা বা শাসকের অধীন। 'সে ... দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ... এবং একচ্ছত্রা পৃথিবী করিবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

একচ্ছত্র [স একচ্ছত্র। ১ **বি** একাধিপত্য শাসন। 'একচ্ছত্রে পালিবে অবনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ **বি** এক পঙ্খি; ছোটো চিঠি। 'তোমার একচ্ছত্র লেখা পাইনি।' বিভূতি, ১৯৩১।

একচ্ছত্রী [স একচ্ছত্র। **বিশ** একচ্ছত্র; একক আধিপত্যবিশিষ্ট। 'আমি একচ্ছত্রী রাজা হইব।' রামরায়, ১৮০১।

একচ্ছত্রা [স এক+স ছটা] **বিশ** একচ্ছত্র। 'একচ্ছত্রা দানা গলে।' ভবানী, ১৮২৫।

একচ্ছত্রা [স। **বিশ** একঘেয়ে; বৈচিত্র্যহীন। 'অন্ধকার শতচ্ছিন্ন একচ্ছত্রা ভদ্রা-আনা ডাকে।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

একচ্ছত্রা [স এক-হলনা>] **বি** হলনা। 'হয় পুত্র নিবে মোর দিহা, একচ্ছত্রা।' বিজয়, ১৬৫০।

একজন [স। **বি** এক ব্যক্তি। 'একদিন একজন কর ... যমিত।' মাল্যধর, ১৫০০।

একজনতা [স। **বি** একমতাবলম্বী জনগণ। 'বহুজনতা অপেক্ষা একজনতা তাহার্য পছন্দ করে।' প্রমথ, ১৮৯৮।

একজননা [স একজন>] ১ **বিশ** একজন। 'মুরশীদ ডজিলু একজননা।' সুলতান, ১৭৫০। ২ **বিশ** স্ত্রী একজন। 'একজননা উর্বরী, সুন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

একজাতি [স। **বিশ** একজাতিয়ার-ভুক্ত। 'তাহা হইলে ফরাসি ও জার্মানেরাও ধর্মের একো ইংরেজের সহিত একজাতি বলিয়া গণ্য হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

একজাতিআ [স একজাতি] **বিশ** একপর্যায়ভুক্ত; সমাকৃতি। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

একজাতিভুক্ত [স। **বিশ** এক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 'হিন্দুরা যে একজাতিভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।' উমর, ১৯৬৬।

একজাতিয় [স। **বিশ** এক ধরনের। 'উদাহরণ, উদারিকতা একজাতিয় ইন্দ্রিয়পরতা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

একজাতিয়তা [স। **বি** একজাতির বৈশিষ্ট্য। 'ভাষার মধ্যেও সেই একজাতির হাঁদের মিল পেলেই তাদের একজাতিয়তা ধরা পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

একজানি [স এক>] **বিশ** একজন মাত্র লোকের জানা। 'একজানি দুইকানি নগরে বারতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

এক-জামাত [স এক+আ জামাত] **বিশ** একদলভুক্ত। 'দুশমন দোস্ত এক-জামাত।' নজরুল, ১৯২৮।

একজিমে [স এক+আ জিদ্দ] **বিশ** অত্যন্ত জেদি। 'কোলপোছা হেলের মতন আবদোরে একজিমে একরোখা।' নজরুল, ১৯২৭।

একজীউ [স এক+স জীবা] **বিশ** অভিন্নরূপ। 'বুড় ভাইপোয় একজীউ, একপ্রাণ হইব।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

একজুটি [স একমুটি] **বিশ** একজোড়। 'রাখিয় মস্তনা সতে এক জুটি হৈয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

একজুড়ি [স এক+মু জুড়ি] **বি** এক জুটি; অন্তরঙ্গ সঙ্গী। 'কলেজে আমরা দুজনেই একজুড়ি ছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

একজেরা [স এক+হি যরা] **বিশ** সামান্য। 'ওরে স্থান পাবে কি জলসাতে তোর একজেরা খোশবুই?' নজরুল, ১৯২২।

একজোটে [স। ১ **বিশ** একত্ব। 'সকলেই একজোটে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ **বি** সংঘবদ্ধতা। 'একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম জোটে তা ব্যাটে।' জীবন, ১৯৪২।

একজোড় [স এক+স যুগ্ম] **বিশ** এক জোড়া। 'একজোড় কবুতরে আসিয়া সুরঙ্গ ঘারে।' সুলতান, ১৭০০।

একজোড়া [স এক+স যুগ্ম] **বিশ** দুটি। 'সাত পাঠার খেলাও গোসোয়ারা এবং একজোড়া শাল।' দর্পণ, ১৮৩৫।

একজোন [স একজন] **বিশ** একজন। 'একজোন গোরিও লোক।' কাব্যকোষ, ১৭৮৭।

একঝলক **বিশ** অল্প সময়। 'ফেরেন দুপুরে একঝলকের জন্যে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৬।

একঝাঁক **বি** এক দল। 'একঝাঁক যে ওরই দিকে রোখ করছে।' আলাউদ্দিন, ১৯৭৫।

একঝুড়ি **বিশ** অনেক। 'এক ঝুড়ি মিথ্যার জন্য দান করেছিলেন।' উমর, ১৯৬৮।

একঝোঁকা [স এক+ঝোঁকা] **বিশ** একদিকে বেশবান; একরোখা। 'সে আগনার স্বভাবকে ঠেলিয়া একঝোঁকা হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

একট [স এক>] **বিশ** একটা; একমাত্র। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

একটা **বিশ** নির্দিষ্ট একটি। 'অন্যোশন করিতেই দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা বাথের মধ্যে।' রামরাম, ১৮০১।

একটা-একটা [স এক>] ১ **ক্রিবিণ** একটার পর একটা। 'তখন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ **বিশ** আলাদা আলাদা। 'বিসদৃশ জিনিস গাঁথা পড়ে হল একটা-একটা ফুল কী ফুলের মালা।' অবন, ১৯২৫।

একটানা [স এক>] **বিশ** বিরামহীন; অবিরত। **বিদ্যা**, ১৮৯১। 'এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটানা সুরের নাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

একটি, একটা [স এক>] ১ **বিশ** এক সংখ্যক। 'একটি করিয়া পত্র সর্বলোকে নিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'একটি অঙ্গুরি হইতে হব কোন কাম ...' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ **বিশ** একজন। 'একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' রোকেয়া, ১৯৩২।

একটি আদটি **বিশ** দুয়েকজন। 'যদি একটি আদটি চৌকাটে পা দেয়।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

একটি-দুটি **সর্ব** দুই-একটি। 'একটি-দুটি বাদে সবগুলিই স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে অবস্থিত।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

একটিমাত্র বিণ একমাত্র। 'একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠক কান্না নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

একটু-আধটু ক্রিবিণ অল্পবল। 'একটু-আধটু বদল-সদল হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

একটু একটু [স এক+] ১ বিণ অল্পবল। 'যে ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু একটু গুমর হয়।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ ক্রিবিণ বস্তুভাবে। 'তরুণাব্দ অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ ক্রিবিণ অল্প অল্প করে। 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ বিণ সামান্য পরিমাণ। 'এক-এক জায়গার একটু-একটু স্বচ্ছ জল ঝিক ঝিক করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

একটুকু [স এক+] ১ ক্রিবিণ সামান্য পরিমাণে। 'তাহার কটাক্ষবায় বিধে একটুকু।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ বিণ অল্প পরিমাণ। 'মানোএশ, ১৭৪৩; 'কাব্য ছাড়া একটুকু কদাচিত নাহি ভাষা।' রামশ্রাদ্দ, ১৭৮০।

একটুকু [স এক+টুকু] ক্রিবিণ কিছুটা। 'যদি একটুকু হয়েছে উচ্চ।' মন্দনমোহন, ১৮৩৪।

একটুখানি [স এক+] বিণ খুব অল্প। 'একটুখানি রূপের হাসি আঁধারেতে ঘুমিয়ে আলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

একটেরে [স এক+] ১ বিণ একপাশে। 'হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটেরে এক কণা অবহু অক্ষর মতো।' নলরস, ১৯২২। ২ বিণ দূরবর্তী। 'দুনিয়ার সব কলরব হ-য-ব-র-স'র একটেরে।' নলরস, ১৯২৪।

একটাই [স এক+স স্থান+] ১ ক্রিবিণ একরো। 'এক টাই বাঢ়িলাহো নান্দের ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ একরু। 'আনার তুড়িয়া দানা কৈল এক টাই।' গরীব, ১৭৫০।

একটায় [স এক+স স্থান+] বি এক জায়গা। 'শেষে একটায় সোরা ছুনি দুজনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

একটাই [স এক+স স্থান+] ক্রিবিণ একস্থানে। 'অনুমান করিবারে একটাই বসি।' মালাধর, ১৫০০।

একটাল [স এক+] বিণ একরাশ। 'যেমন একটাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

একতনু [স] বি অভিদ্রুদেহ। 'দুই ভাই একতনু সমানপ্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

একতন্ত্র [স] ১ বিণ এক শাসকের অধীন। 'তদ্রূপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র ইহা ধনোৎপাদন করিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ ক্রিবিণ একত্র। 'বিখ্যচরাচার যেন একতন্ত্র ইহায়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে বিপণ্ডে লইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

একতন্ত্রী [স] বিণ এক সম্প্রদায়ভুক্ত। 'সে উপরিতন, সে একতন্ত্রী।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

একতম [স] বিণ অধিতীয়। 'প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যে তিনি ছিলেন একতম।' শরীয়ত, ১৯৭০।

একতর [স] ১ বিণ দুইয়ের মধ্যে একজন। 'দুই বংশের রাজাসের মধ্যে একতর সন্মতি হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি একজন। 'একতরের পৌরব অন্যতরের পৌরব হইতে পারে না।' জ্ঞানানন্দোদয়, ১৮৫২।

একতরফ [স এক+আ তরফ] বিণ একতরফা। 'এক তরফ আপিলে

তনানিতে তথাকার বিচারকর্তা ঐ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া।' দর্পণ, ১৮৩০।

একতরফা [স এক+আ তরফ] ১ বিণ একপাশে। 'অনেক হুলে এক তরফা বিচারেই একানুবর্তী পরিবার নিয়শেষিত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ এক পক্ষের অনুকূল বা প্রতিকূল। 'নিয়মটি একতরফা রাখ কেন?' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৩ বিণ কেবল একপক্ষ করছে এমন। 'এরূপ এক-তরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

একতলা [স একতল+] ১ বি বাড়ির নীচের তলা। 'চৌতলা থেকে একতলা পর্যন্ত, জিনিসপত্র তুলিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ বাড়ির সবচেয়ে নীচের। 'দোতলা বাড়ির লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর পথের ধারেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

একতা [স] ১ বি মিলন। 'এ বীজের সে বীজে একতা হবে।' চব্বী, ১৫৫০। ২ বিণ সদৃশ। 'সে শরীরের প্রকৃতি, আর ভূতের প্রকৃতি একতা হৈ থাকে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ৩ বি ঐক্য। 'একতা ঘরা স্বদেশের হিত চেষ্টা গ্রাণ পক্ষে কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

একতাখত [স এক+আ তখত] বিণ একবারের। 'তাঁতি, ১৭৯২।

একতাড়া [স এক+আ তুররাহ] বিণ এক গুচ্ছে। 'কোমরের কালে বেস্ট হইতে একতাড়া নেট নিয়া ...।' মানিক, ১৯৩৬।

একতান [স] ১ বিণ একরূপ। 'সকলেরই স্বকর্ম বিস্তুত হয়ে, একতান মনে সেই সঙ্গীত তনতে থাকে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ সমীকৃত। 'ঋগুগণ একতানবরে গান ধরিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ৩ বিণ একতান। 'নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

একতানতা [স] বি সমরূপতা। 'তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

একতানমনা [স এক+তান-মন+] বিণ একমুগ্ধতা। 'উভয়ে, একতানমনা হইয়া, শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'তাহাই একতানমনা হইয়া তনিতেছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

একতানমনে ক্রিবিণ একমুগ্ধচিত্তে। 'ঋগুদিগকে নমস্কার করিয়া একতানমনে গান গনিত লাগিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

একতানয়ন [স এক+স আনয়ন] বি ঐক্য প্রতিষ্ঠা। 'একটা বাহ্য একতানয়নের প্রয়াসে সমাজের অন্তর্নিহিত অনেক আরাও স্পষ্টতর হয়ে ওঠাই ...।' ওয়ালেস, ১৯৪০।

একতানশব্দ [স] বি সম্মিলিত শব্দ। 'সমুদ্র অবিশ্রাম একতানশব্দপূর্বক তটের উপর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

একতাবন্ধ [স] বিণ জোতবন্ধ। 'আমরা প্রাথমিক যুগের মোসলমানদের মত একতাবন্ধ হইতে পারি।' তরক্কী, ১৯২৬।

একতার [স এক+স তার] বি একতারা; একটি তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। 'একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

একতারা [স এক+স তার+] বি এক তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে পেরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

একতাল [স] বি (সংগীত) বারো মাত্রার তালবিশেষ। 'ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে, ধামারও নহে, কাঁপতালও নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

একতালী [স] বিণ স্বপীকৃত। 'একতাল ভিজে ন্যাকড়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

একতালী [স এক+স তাল>] ১ বি বারো মাত্রার তালবিশেষ। 'যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেন্ত্লাম তাহার তাল একতালী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ একধেয়ে। 'মহররমের একতালী বাজনা হচ্ছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

একতালী [স এক+স তাল>] ১ বি এক তলা। 'মেরস, ১৭৬২। ২ বিণ এক তলবিশিষ্ট। 'পথ সকলও অতি পরিচ্ছন্ন বাহুগৃহ একতালী।' অক্ষয়, ১৮৪২।

একতালী ঘর বি যে ঘরের মাত্র একটা তলা ও একটি ছাদ আছে। 'ওসী, ১৭৮৫।

একতালী [স] বি সংগীতের তালবিশেষ; এক তাল। 'বরাড়ীরাগঃ ৥ একতালী।' বড়ু, ১৪৫০।

একতাসূত্র [স] বি একতার সূত্র। 'সমাজের একতাসূত্র ছিল হইয়া যাইতেছে।' প্রচারক, ১৯০১।

একতাহারা [স] বিণ একা নেই এমন। 'আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতাহারা।' প্রচারক, ১৯০৩।

একতিল [স এক+স তিল] ১ ক্রিবিণ তিল পরিমাণ। 'একতিল জুখা জাই জুড়াইতে নাড়ি ঠাণ্ডি।' যুক্রদ, ১৬০০। ২ বিণ সামান্য। 'একতিল লাজভয় নাহিল মানসে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

এক-তৃতীয়াংশ [স] বিণ তিন ভাগের এক ভাগ। 'মোহলম প্রতিনিধির সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হইবে।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

একস্তর [স একত্র] বিণ একত্র। 'যুক্তি করিবারে সব হৈল একস্তর।' সুলতান, ১৭০০।

একস্তরে [স একত্র] ক্রিবিণ একত্রে। 'একস্তরে চৌদ যম যুক্তি করিয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

একস্তিষ [স একত্রিংশ] বিণ একত্রিংশ। '১৩১ এক সত একস্তিষ ত্রীকর্জ করিলাম।' মেরস, ১৭৫৭।

একতু [স] ১ বি একক সত্তা। 'ঈশ্বরের একতুর প্রতি অভিযাঘাত।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি অভিন্নতা। 'সালোকা, সান্ধি, সামীয়া, সারূপ্য এবং একতু অর্থাৎ সাক্ষ্য।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

একতুবাদ [স] বি প্রাচী এক এবং অধীতীয় এরূপ মতবাদ। 'এহলামের একতুবাদ, সাম্যবাদ, সভ্যতা।' এসলাম, ১৯১৯।

একত্রী [স] ১ বিণ জড়ো। 'সকল সিকার ভাত একত্র করিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ মিলিত। 'এক স্থানে সকলে একত্র হইলেন।' দর্পণ, ১৮১৮।

একত্র করা ক্রি একস্থানে মিলিত করা। 'ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

একত্রবদ্ধ [স] বিণ একত্রবদ্ধ। 'একত্রবদ্ধ থাকিয়া অপরের হিতচেষ্টায় ... নিযুক্ত আছেন।' অক্ষয়, ১৮৪১।

একত্রমেলায় বি এক সঙ্গে হওয়া। 'হয় বেলায়, নয় এই একত্রমেলায়।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

একত্রিংশতি [স] বিণ ৩১ সংখ্যক। 'একত্রিংশতি কথা।' তারিণী, ১৮০৩।

একত্রিত [স] বিণ একত্র। 'তদুপলক্ষে ইসরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

একত্রিতা [স] বিণ ত্রী একত্র। 'যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেটন করিয়া।' দর্পণ, ১৮২৭।

একত্রিশ [স একত্রিংশ] বিণ ৩১ সংখ্যক। 'কোনও মাস উনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

একত্রিস [স একত্রিংশ] বিণ একত্রিশ; ৩১ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

একত্রীকরণ [স] বি একীভূতকরণ। 'কৃষিক্ষেত্রে একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

একত্রীভূত [স] ১ বিণ একত্র-করা। 'একত্রীভূত জলের নাম সমুদ্র রাখিলেন।' কেরি, ১৮০৮। ২ বিণ সম্বৃত। 'স্থানে স্থানে একত্রীভূত ধূলিসমূহ প্রবল ঘূর্ণিত।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ বিণ মিলিত। 'স্বদেশ আমাদের সকলের একত্রীভূত আবাস স্বরূপ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বিণ এক রাক্ষাভুক্ত। 'তার স্বর্ণাধোহরণের পর, সিদ্ধ ও পঞ্চালরাজ্য একত্রীভূত হবে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

একদল [স এক+ফা দল] বিণ একদল। 'একদল ছেলেমেয়ে হা করে চেয়ে আছে।' অবন, ১৯২৫।

একদণ্ড [স] ক্রিবিণ কিছুটা সময়। 'তুমি গেলে ছিরা না থাকিব একদণ্ড।' যুক্রদ, ১৬০০।

একদম [স এক+ফা দম] ১ ক্রিবিণ একেবারে। 'বুকের হাড় কথানা বসে গেলে যেমন একদম খালি-খালি ঢেকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ ক্রোধ। 'একদম এটেল মাটির মতো লেগে থাকবে।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ বিণ পুরোপুরি। 'এই ডাক-পুরুষে কথটি একদম খাটি।' মজুমদার, ১৯২৭। ৪ ক্রিবিণ আদৌ। 'বেশি খাভ হবে না, হয়ত একদমই হবে না।' শওকত, ১৯৫৮।

একদলা বিণ এক তাল। 'একদলা চাপ মত কী একটা বুকের ভেতর।' শ্যামল, ১৯৬৭।

একদশমাংশ [স] বিণ দশ ভাগের একভাগ। 'তার একদশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে।' মুজতবা, ১৯৫৯।

একদা [স এক>] ক্রিবিণ অতীতের কোনো এক সময়ে। 'একদা, এক বাঘের পলায় হাড় ফুটিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

একদাএ [স এক>] ক্রিবিণ এক সময়ে। 'এ সকল তেজিয়া কি শোকে একদাএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

এক দাঁড়ি [স এক+স দণ্ড] বি বাংলা পূর্ণঘটির চিহ্ন। 'ক লেখ এক দাঁড়ি ফেল।' ডবানী, ১৮২৫।

একদানরীতি [স] বিণ এক ক্রীতে নিষ্ঠাবান। 'বাদশা আমানুল্লা নিতান্ত একদানরীতি বলে তুমি অবিরাহিতা।' মুজতবা, ১৯৬০।

একদিকদর্শিতা [স] বি কেবল এক দিক বিবেচনা। 'ইহাকেই বলে একদিকদর্শিতা।' এসলাম, ১৯১৬।

একদিগ [স এক+স দিক] বি বিশেষ কোনো দিক। 'একদিগে আড় হই সংসারে পরহিষা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

একদিন [স] ১ ক্রিবিণ একবার। 'একদিন নগর ভ্রমণে প্রভু রবে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ কোনো এক দিবস। 'একদিন মহাপ্রভু নিতানন্দ সঙ্গে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

একদিনে ক্রিবিণ এক দিন জুড়ে। 'একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

একদিবস [স] *ক্রিবিণ* একদিন। 'পরে এক দিবস মনে মনে বিবেচনা করিলেন ...'। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

একদিশ [স এক+দা দিশ] *বিণ* একাত্ত। 'শোভিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একদিশ হয়ে কাজ করতে পারে।'। *ধূর্তি*, ১৯৩১।

একদিগ্টি [স এক-দৃষ্টি] *বিণ* অগলক। 'একদিগ্টি হৈয়া সব লোক নিরীক্ষাএ'। *বাহরায়*, ১৬৫০।

একদীন [স একদীন] *ক্রিবিণ* একদিন। 'একদীন এক মালির মায়ে ...'। *হ্যাগহেড*, ১৭৭৩।

একদৃষ্টি [স] *বি* হির চোখ। 'মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

এক দৃষ্টে [স একদৃষ্টি] *ক্রিবিণ* অগলক চোখে। 'আমাদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।'। *উমেশ*, ১৮৫৭।

এক দৃষ্টো [স একদৃষ্টি] *ক্রিবিণ* অগলক চোখে। 'এক দৃষ্টো সবই চাহেন আঁচরণ।'। *বৃন্দা*, ১৫৮০।

একদেশ [স] *বি* অঞ্চল দেশ। 'এই সমগ্র দেশটি একদেশ।'। *প্রমথ*, ১৯২৫।

একদেশদর্শিতা [স] *বি* কেবল এক দিক বিবেচনা করে এমন ভাব। 'এক মুহূর্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম।'। *প্রমথ*, ১৯১৪।

একদেশদর্শী [স] *বিণ* কেবল এক দিক বিবেচনা করে এমন। 'দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই বিশ্বের একদেশদর্শী।'। *প্রমথ*, ১৯১৭।

একদেহ [স] *বিণ* যেন অভিন্ন দেহ হয়ে গেছে এমন। 'কেবলমাত্র একমন নাহে, কতকটা একদেহও হইয়া যায়।'। *প্রমথ*, ১৯২০।

একদৌড় [স এক+স দ্রু] *বি* উৎসাহস দৌড়। 'একদৌড়ে এক দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একধন্যা [স এক-ধন] *বিণ* শ্রেষ্ঠ। 'ক্রিডুবনে একধন্যা বিজ্ঞা দিল রাজকন্যা।'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একধর্মী [স] ১ *বিণ* অভিন্ন গুণসম্পন্ন। 'পৌরুষ ও কবিত্ব একধর্মী।'। *মানিক*, ১৯৩৫। ২ *বিণ* এক জ্ঞাতের। 'পদ্মনাথীর মাথিয়া সকলে একধর্মী।'। *মানিক*, ১৯৩৬।

একধার [স] *বি* এক তীর। 'একধার হইতে আর একধার দেখা যায় না।'। *জসীম*, ১৯৬০।

একনজর [স এক+আ নজর] *বি* সংক্ষিপ্তভাবে দেখা। 'একনজর দেখে আসি নবাবত সহকর্মীটিকে।'। *সাদত*, ১৯৬৭।

একনাগাড়ে [স] ১ *ক্রিবিণ* একতানা; বিরতিহীনভাবে। 'তাকে একনাগাড়ে সমস্ত দিন ছায়ায় গুইয়ে রাখতে হবে।'। *মুক্ততা*, ১৯৬০। ২ *ক্রিবিণ* ক্রমাগত। 'একনাগাড়ে একই ভঙ্গিতে বসে থাকার ফলে।'। *গুয়ালী*, ১৯৬৪।

একনায়ক [স] *বি* বৈরশাসক। 'মেদিনী মুখর একনায়কের ত্বরে।'। *সুখীন্দ্র*, ১৯৪৫।

একনায়কতা [স] *বি* একব্যক্তিক শাসন। 'একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

একনায়কত্ব [স] *বি* একব্যক্তিক কর্তৃত্বাবস্থা। 'এখানে জ্বরদন্ত শোকের একনায়কত্ব চলছে।'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

একনায়কত্ববাদ [স] *বি* একনায়কত্ব। 'ইহার দ্বারা তিনি

একনায়কত্ববাদ বুকাইতে চাহেন না।'। *আজাদ*, ১৯৫৯।

এক-নায়কী [স] *বিণ* একনায়কের মতো। 'জানতে অরু ক্রোয়ান তোয়াম এক-নায়কী দত্ত দেবে।'। *শ্যামসূর*, ১৯৭২।

একনিমিষ [স] *বি* চোখের পলক। 'একশত যোজনের সংবাদ এক নিমিষে আনয়ন করিবে।'। *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

একনিশ্বাস [স] *বি* দ্বিধাহীনতা। 'তাই তো এক নিশ্বাসে বলতে পারি ভালো হয়েছে।'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

একনিষ্ঠ [স] *বিণ* একময়। 'চলে যাব ... বহিরা অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া।'। *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

একনিষ্ঠতা [স] ১ *বি* একের প্রতি অনুগত। 'বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মেয়েরা সারা জীবনের একনিষ্ঠতা অর্জন করে।'। *মানিক*, ১৯৩৫। ২ *বি* স্থিরতা। 'ভিশু আজীবন একনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে।'। *মানিক*, ১৯৩৭।

একনিষ্ঠা [স] *বি* একের প্রতি আনুগত্য। 'সে-সেবার নেই প্রতিদান; প্রতিশ্রুত একনিষ্ঠ তার অপমান।'। *সুখীন্দ্র*, ১৯২৯।

একপঙ্ক্তি [স] *বি* একই সারিতে অবস্থান। 'তার সঙ্গে এক পঙ্ক্তি বড় অনাচার।'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একপঞ্চাশৎ [স] *বিণ* একান্ন সংখ্যক। 'একপঞ্চাশৎ কথা।'। *তারিণী*, ১৮০৩।

একপুঞ্জী [স] *ক্রিবিণ* একদফা। 'আবার একপুন্ত চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল।'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

একপুঞ্জীত্ব [স] *বি* এক ক্রীতে স্থিতি। 'একপুঞ্জীত্ব দোষ নয়।'। *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

এক পথের পথিক *বিণ* অভিন্ন পথ অনুসরণকারী। 'জীবনে আমার সকলেই এক পথের পথিক।'। *প্রমথ*, ১৯১৪।

একপদ [স এক-পদ] *বি* পয়ার; ১৪ মাত্রার ছন্দবিশেষ। 'রচিতা মধুর পদে একপদী ছন্দ।'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একপদী [স এক+হি পদী] *বিণ* একই পদ্যে বিধাঙ্গী। 'সমস্ত ফন্দি-ফিকিরের এরা সকলেই একপদী।'। *মনসুর*, ১৯৫৫।

একপরায়ণ [স] *বিণ* একনিষ্ঠ। 'তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একপরায়ণ ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একপরায়ণা [স এক-পরায়ণ] *বিণ* ক্রী স্বামীর প্রতি একান্তভাবে অনুগত। 'একপরায়ণা সতী স্ত্রীই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য।'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

এক পা [স এক-পদ] ১ *বি* পায়ের মতো লম্বা; বারো ইঞ্চি পরিমাপ লম্বা; এক ফুট। *ওসী*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* সঙ্গীত। 'লেগুও দোস্তের নামে এক পা ...'। *কায়সার*, ১৯৬৫।

একপাটা [স এক-পদ] *বি* উড়ানি; চাদর। 'একপাটা উড়াইয়া লপেটা পায়ের দিয়া মজা করিয়া বেড়াই।'। *ভবানী*, ১৮২৫।

একপাঠী [স এক+স পাঠ] *বি* সহপাঠী। 'যাহারা তোমার একপাঠী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিও না।'। *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

একপাদ [স এক-পাদ] *বিণ* চারভাগের একভাগ। 'দ্রোণায়ুগে লোকের অন্তঃকরণে একপাদ অর্ধস্থান প্রাপ্ত হইলেন।'। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

একপার [স একপর্ব] *বিণ* এক গাঁট বা পর্ববিশিষ্ট। 'হাতে একপাছি একপার বেত।'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

একপার্শ্ব [স] বি একপ্রান্ত। 'শায়নে একপার্শ্ব অবলম্বন'। দর্পণ, ১৮৩৪।

একপাল [স] ১ বিণ একদলভুক্ত। 'যতেক শৃগাল হইয়া একপাল কুলে দাঁড়াইয়া তারা'। কেতকা, ১৬৫০। ২ বিণ একঝাঁক। 'একপাল বক শো শো করে উড়ে গেল'। জীবন, ১৯৩২।

একপালকের পাখি বিণ একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। '... প্রমুখের মতো তিনি যে একপালকের পাখি ছিলেন তা-ই নয়'। মুরশিদ, ১৯৭০।

একপাশ [স] এক-পার্শ্বী ক্রিবিণ পৃথক। 'হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

একপিঠ [স] এক+স পৃষ্ঠা বিণ পিঠজোড়া। 'ঘন একপিঠ দীর্ঘ কালে চুল'। তারা, ১৯৪২।

একপিঠে [স] এক+স পৃষ্ঠা বিণ সীমিতসংখ্যক কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এমন। 'নিরুপম সতিই আটপিঠে আমার মত একপিঠে নয়'। নরেন্দ্র, ১৯৫২।

একপুরুষভাগিনী [স] বিণ স্ত্রী একগামী। 'একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার ...'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

একপেঁয়াজা [স] এক+ফা পিয়াজ বিণ কম রক্ষণশীল। 'তুই চলে যাওয়ার পর কিন্তু সব আমায় শ্রেফ একপেঁয়াজা মোট্রা বলছে'। নজরুল, ১৯২৭।

একপেট [স] বিণ ভরপেট। 'সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পালিয়ে সন্তুষ্ট'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

একপেশে [স] একপার্শ্ব বিণ পক্ষপাতদুষ্ট। 'নয় সে মোটেই একপেশে একচোখো'। সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

একপেশো [স] একপার্শ্ব বিণ পক্ষপাতদুষ্ট। 'নিভান্ত একপেশো হয়ে উঠেছে'। প্রমথ, ১৯১৮।

একপো [স] একপাদ বিণ এক পোয়া; এক সেরের চারভাগের একভাগ; প্রায় ২৩০ গ্রাম। 'একপো তামাক হেসেবেলে তার ভিতর থানা গাড়তে পারে'। মুক্ততবা ১৯৫২।

এক পোয়া [স] একপাদ বিণ ১ বি পনোয়ে মিনিট। 'সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে ...'। বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ এক মাইলের চার ভাগের একভাগ। 'বুঝ নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ'। বিভূতি, ১৯২৯। ৩ বিণ এক সেরের সিকি ভাগ; প্রায় ২৩০ গ্রাম। 'কেউবা দিল এক পোয়া চাল, কেউবা ছটাক - খানি'। জঙ্গীম, ১৯২৯।

একপ্রকার [স] ১ বিণ অন্যতম। 'তাহার একপ্রকার কারণ বলা যাইতে পারে'। দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ এক ধরনের। 'আচর্য্য একপ্রকার বিমল আনন্দের উদয় হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ ক্রিবিণ অনেকটা। 'অধিকাংশ ভিখিন্দুর খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে একপ্রকার লুণ্ড করিয়া দিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

একপ্রবণতা [স] বি একমুখিতা। 'তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক আচর্য্য একপ্রবণতা দেখা যায়'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

একপ্রহ্ন [স] ১ বিণ কমবয়সী বালিকাদের একবার পালন করতে হয় এমন। 'একপ্রহ্ন ব্রত কুমারী ব্রত'। অবন, ১৯১৯। ২ বিণ একদফা। 'একপ্রহ্ন মাল রাখিয়া আসিয়াই বণা কুবেরের কাছে একটা বিড়ি দাবি করিয়া বলিল'। মানিক, ১৯৩৬।

একপ্রাণ [স] বিণ অভিন্নবদয়। 'হনু একপ্রাণ একমন'। মাইকেল, ১৮৬৫।

একপ্রাণতা [স] বি একাত্মতা। 'আমাদের একতা, একপ্রাণতা হওয়া দুনিয়ার পাঠক এক হও'। ~ www.akarboi.com ~

অবশম্ভাবী [স] এসলাম, ১৯১৬।

একপ্রাণা [স] বিণ স্ত্রী একই প্রাণের অধিকারী। 'ভক্তিদেবীর স্বজনী, একপ্রাণা দোহে'। মাইকেল, ১৮৬০।

একপ্রান্ত [স] বি একপাশ। 'বাতায়নবর্তী পালঙ্কের একপ্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

একফালি [স] এক+ফালি বি এক খণ্ড। 'আছিল ইসর মূল তাহে একফালি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

একফোটা [স] এক-ফুট বি ১ বিণ অতি সামান্য। 'ইহাদের মধ্যে এক ফোটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ কমবয়সী। 'ঐ তো একফোটা মেয়ে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

এক-বংশীয় [স] বিণ এক বংশে জন্ম হয়েছে এমন। 'তাহাদের সকলকে এক-বংশীয় বোধ হয় না'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

এক-বর্ণা [স] এক+স বর্ণা বিণ একতরফা। 'হাসিটা এক-বর্ণা টেব পেয়ে খেমে গেল'। জীবন, ১৯৪৮।

এক বন্দ [স] এক+ফা বন্দ বি অভিন্ন চাষাধীন একত্রিত ভূমিখণ্ড। 'এক বন্দে বেনী জমি না পাওয়া গেলে ...'। আজাদ, ১৯৩৭।

একবয়সী [স] বিণ সমবয়সী। 'সকলেই যে একবয়সী হিলাম তা নহে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

একবলকা [স] বিণ একবার বলক উঠেছে এমন। 'দু জামবাটি উচ্চ একবলকা দুধ'। মণীশ, ১৯৬৩।

একবস্ত্রপরিহিতা [স] বিণ স্ত্রী একটি মাত্র বস্ত্র পরিহিত। 'অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অশৌরবর্ণা স্ত্রীকে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৫৮।

একবস্ত্রে [স] ক্রিবিণ কেবল পায়ের কাপড় সম্বল করে। 'তাড়িত হইয়া একবস্ত্রে আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল'। প্রভাত, ১৮৯৫।

একব্যাক্য [স] ১ ক্রিবিণ একটানা। 'যুথিষ্টির ... একব্যাক্যে পরমসুখে ৭৬ বৎসর রাজ্য করেন'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ একমত। 'এদেশীয় সকল একব্যাক্য হইয়া পার্লামেন্ট নামক মহাসভায়'। বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

একব্যাক্যতা [স] ১ বি একমত। 'একব্যাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অভিন্নতাব। 'একব্যাক্যতায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন'। জ্ঞানানুশাসন, ১৮৫২।

একবার [স] এক+ফা বার ক্রিবিণ একদফা। 'একবার মোর তোমাকে কর উপকার'। বহু, ১৫৪০।

একবারে ক্রিবিণ এক সঙ্গে। 'জাম্বুভূতি সত্যভামা বিজা একবারে'। মালাধর, ১৫০০।

একবিংশ [স] বিণ ২১ সংখ্যক। 'একবিংশ ডেমিলে দেখএ জুতির্মএ'। সুলতান, ১৭০০।

একবিংশতি [স] বিণ ২১ সংখ্যক। 'বার একবিংশতি নিশ্চয় করিল বিতি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

একবিংশে [স] একবিংশতি বিণ ২১ সংখ্যক। 'একবিংশে বৈদ্য রূপে জগত মোহন'। মালাধর, ১৫০০।

একবিংশতি [স] একবিংশতি বিণ ২১ সংখ্যক। 'জ্ঞাতে হরিলে একবিংশতি পুরুষ নাস করে'। মালাধর, ১৫০০।

একবিষয়ী [স] এক+স বিতস্তি বিণ এক বিষয় বিস্তারবিশিষ্ট। 'পেট-কারটা একবিষয়ী কাঁচলির উপর ...'। মুক্ততবা, ১৯৫৮।

একবিংশ [স] বিণ একরকম। 'দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিংশ অথবা বিভিন্ন।' জগদীশ, ১৮৯৫।

একবিংশ [স] ক্রিবিণ একটুও। 'ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিংশত্ব খবর জানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

একবিহিত [স] বিণ একাবর্জিত। 'বৈচিত্র্য যদি একবিহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে ঐখিত না হয়...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

একবিশিষ্ট [স] বিণ একছত্র। 'একবিশিষ্ট ও সুস্থির অধিকারে কিঞ্চিৎ হানি স্বীকার করিয়া থাকেন।' তারিণী, ১৮০৩।

একবুদ্ধি [স] বিণ নিবিষ্টচিত্ত। 'রাহিদ্দিন চলে সাধু হইয়া একবুদ্ধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

একবেণীধরা [স] একবেণী>। বিণ স্ত্রী অবিন্যত চুল-গুয়লা। 'একবেণীধরা, বিরহরুচিরিণী, শুকশীলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

একবোল [স] এক>। বি এককথা। 'কীন্ত একবোল সুনহ মহাসএ।' মালাধর, ১৫০০।

একব্যঞ্জনী [স] বি একার্থগ্রহণকারী। 'একব্যঞ্জনীদের পক্ষে বহুব্যঞ্জনী রবীন্দ্রনাথকে চেনা কঠিন।' মোতাহের, ১৯৫০।

একব্রত [স] বিণ একতাবদ্ধ। 'গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, একব্রতে একব্রত সাধনার দ্বারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

একব্রতী [স] বি একটি সংকল্পের সাধনা করে যে। 'একব্রতীর সাধনায় অর্জিত তাঁর এই কৃতিত্বকে বর্ণনা করতে গিয়ে...' সুনীল, ১৯৭০।

একভাগ [স] বি একাংশ। 'রাহ যেন গরামিল একভাগ শশী।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

একভাব [স] বিণ একমন। 'ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে।' ভারত, ১৭৫০।

একভাবাপন্ন [স] বিণ একই ধরনের। 'আমাদের কলকালের একভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

একভাবে [স] ১ ক্রিবিণ একমনে। 'একভাবে বন্দো হরি করি ছোড় হাথ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ বিরামহীন। 'একভাবে চক্ষিণ প্রহর য়ার নৃত্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

একভাবে [স] এক>। ক্রিবিণ একপাশে। 'বাটাইলের ধারে হিঁদু গুইল একভাবে।' বিজয়, ১৬৫০।

একভিড় [স] এক+স মিল। ১ বিণ এককৌক। 'একভিড় হরিয়াল পাখি উড় গেলে মনে হয়...' জীবন, ১৯৪৪। ২ বিণ একরাস। 'অন্তাবলের ত্রাণ ভেসে আসে একভিড় রাহির হাওয়ায়।' জীবন, ১৯৪৮।

একভিত্ত [স] এক+স ভিত্তি>। ১ বিণ একত্র। 'চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে একভিত্তে করি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি একপাশ। 'কানদের একভিত্তে নিতৃত পয়ানটিতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

একমত [স] বিণ একাবদ্ধ। 'আমরা অনেকে একমত হইয়া এই পরম ধর্ম অশ্রয় করিতে সমর্থ হইতেছি।' অক্ষয়, ১৮৫০।

একমতবর্তী [স] বিণ একই মতের অনুসারী। 'ভাষার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

একমতাবলম্বী [স] বিণ অভিন্ন মতে বিশ্বাসী। 'সকল দোষ গুণ প্রকাশ হইবার পরে উভয়ে একমতাবলম্বী হইলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

একমতি [স] একমত>। বিণ একনিষ্ঠ। 'হেননৈত বর আমি দিল

একমতি।' মালাধর, ১৫০০।

একমতী [স] একমত>। বিণ একমত। 'সকে হইয়া একমতী।' বড়, ১৪৫০।

একমন [স] ১ বিণ একাগ্রচিত্ত। 'জয় শ্রোতাপণ তন করি একমন।' কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০। ২ বিণ সমমন। 'ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেছে একমন।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

একমন করা ক্রি একাগ্রচিত্ত হওয়া। 'একমন করি বেউস্যা সৃতিয়া মহাসুখে।' মালাধর, ১৫০০।

একমনা [স] একমন>। ১ ক্রিবিণ একাগ্রতার সঙ্গে। 'শঙ্কিত কপিত বন্ধে চাহি একমনা করিয়ে সে আপনার সৌভাগ্যগণনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ একাগ্রচিত্ত। 'স্মৃতিকাপালিনী পূজারতা, একমনা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

একমনি [স] এক+আ মন। বিণ এক মন ওজনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন। 'একমনি ওই মনের জালা গিলব, যদি পাই তাকে।' নজরুল, ১৯৫৯।

একমনে [স] একমন>। ক্রিবিণ নিবিষ্ট চিত্তে। 'এহা জাগী একমনে পুর মোর আশে।' বড়, ১৪৫০।

এক মাথে শীত পালায় না - বিপদ ফিরে আসে। 'দেখা যাবে, এক মাথে শীত পালায় না।' নজরুল, ১৯২৭।

একমাত্র [স] বিণ একটি মাত্র; কেবল। 'একমাত্র অগুণ বক্ষিত মধ্যস্থত।' বাহরাম, ১৬৫০।

একমাত্রিক [স] বিণ এক অক্ষর বা মাত্রাবিশিষ্ট। 'কেবল একমাত্রিক ধাতুর উত্তর একমাত্র আ প্রত্যয় হইয়া...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

এক-মাথা [স] এক-মস্তক। বিণ মাথাভর্তি। 'এক-মাথা কৌকড়া-কৌকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

একমুখ [স] বিণ মুখভর্তি। 'একমুখ দাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

একমুখী [স] বিণ এক অভিমুখী। 'স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

এক মুখে বলতে না পারা - যথেষ্টভাবে প্রকাশ করতে না পারা। 'মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একমুখে বলতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

একমুঠো [স] এক-মুঠি। বিণ এক মুঠো। 'হাতে এক মুঠো বিশ্বপত্র।' হত্যায়, ১৮৬১।

একমুঠা [স] এক-মুঠি। বিণ এক মুঠ পরিমাণ। 'চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পালাইল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

একমুঠো [স] এক-মুঠি। বিণ এক মুঠ পরিমাণ। 'একমুঠো তারা দিয়ে যদি কেউ আমার পকেট ভরে দেয়...' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

এক মুড়া তাস [স] এক-মুঠি+ফা তাস। বি এক গুচ্ছ তাস। ওসাঁ, ১৭৮৫।

এক-মুদনিয়া [স] এক+স মুদ>। বিণ একচালা। 'পুরের পশ্চিম পাটা বলায় হাসনহাটী একমুদনিয়া ঘরবাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

একমুঠি [স] ১ বিণ অতি অল্প। 'ইঙ্গলদীয়েরা কেবল এক মুঠি পরিমিত হন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ এক মুঠ পরিমাণ। 'দুর্ভাগা দহিন প্রজার ঘরে একমুঠি অল্পও নাই।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

একমুঠি [স] বি অল্প অবয়ব। 'কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমুঠির

সম্মখে একমূর্তি গড়বার ইচ্ছে।' প্রমথ, ১৯১৩।

একমেটে ১ বিণ অসম্পূর্ণ। 'একটা একমেটে প্রোথাম তৈরি করবার চেষ্টা করা যাক।' প্রমথ, ১৯১৯। ২ বিণ প্রথমবারে দেওয়া মাটির প্রলেপ। 'মূর্তির একমেটের কাজ তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

একমেটে বিণ সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়নি এমন। 'তিনি একটা একমেটে ঠাকুরের প্রতিমা।' প্রমথ, ১৯৪২।

একযোগে [স এক-যোগ] ১ ক্রিবিণ সমান অংশীদারিত্বে। '... হাবর হাবর ধনাদীতে আমার বামী আপনায়জ উক্ত লক্ষ্যচন্দ্র সিংহ সহিত সমান্যে সাধারণরূপে একযোগে ভোগবাণ থাকিয়া ...।' চিঠিপত্রে, ১৮৪৪। ২ ক্রিবিণ একত্রে। 'এক যোগে খং লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

একযোটি [স এক] বিণ একতাবদ্ধ। 'একযোটি হইয়া জমিদারের প্রাণ খাজনা বন্ধ করিয়াছে।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

একয়ি [স এক] বিণ একই; অভিন্ন। 'যা সমে তোকোর একয়ি সেহ।' বড়ু, ১৪৫০।

একরকম [স এক+আ রকম] ১ বিণ এক ধরনের। 'বলতে গেলে তারা একরকম ভয়ানক জানোয়ার।' হুতম, ১৮৬১। ২ ক্রিবিণ কোনো একরকম। 'আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

একরকমের বিণ একপ্রকার। 'একরকমের কৃত্রিম গম্বীর্থে তার মুখখানি ছাওয়া।' শওকত, ১৯৫৮।

একরঙা [স এক-রঙ্গ] ১ বিণ এক রঙে রান্নায়ে। 'কেবল একরঙা শুভ্রায়ে জলহুল আকাশ সমস্ত মগ্নিত হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ একমেয়মির্পূর্ণ। 'আমাদের প্রতিদিনের একরঙা চক্ষুকে মথ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

একরঙ্গা বিণ একই রঙের। 'একরঙ্গা পর্দা বাতাসে মুল্লিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

একরত [স] বিণ একনিষ্ঠ। 'ইহা সংকীর্ণরূপে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

একরতি [স এক-রতি] ১ বি এক আনার ছয় ভাগের এক ভাগ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ অল্প পরিমাণ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বিণ খুব ছোটো। 'ছোট সে একরতি ইসুরের জানা।' সুকুমার, ১৯২০।

একরতি [স এক-রতি] ১ বিণ খুব ছোটো। 'এই এক রতি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিণ সামান্যতম। 'গায়ে তখন আর একরতি শক্তি নেই।' মুজতবা, ১৯৪৯।

একরম [স এক+আ রকম] বিণ একরকম। 'শিকদারকে সেই সবই একরম ব্যাধির মত পাইয়া বসিয়াছে।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

একরাতি [স] বিণ একত্রে। 'জমাদি সমগ্র ইউরোপের সম্রাট হবার দুরাশা কদয়ে পোষণ করত বলে স্বদেশেও একরাতি হতে পারেনি।' প্রমথ, ১৯১৪।

একরায়ে [স এক-রায়ে] ক্রিবিণ রাতারাতি। 'আইনের জোরে এক রায়ে পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

একরাশি [স এক-রাশি] বিণ প্রচুর। 'তৎক্ষণাৎ একরাশি মিথ্যা কৈবর্ত্য সৃজন করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

একরাষ্ট্রীয়তা [স] বি অভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা। 'প্রাচীন ভারতের

একরাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

একরক্স [স এক+আ রক্স] বিণ একত্র। 'দিলকে একরক্স করে যদি প্রাণপথে চাও।' মুজতবা, ১৯৬০।

একরূপ [স] বিণ অভিন্নরূপ। 'কেহো বোলে পিতা পুত্রে একরূপ হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

একরোকা [স এক+ফা রুখ] বিণ একত্রে। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'অধ্যাপকদিগের নানা প্রকার কঠোর অভ্যাস থাকাতো একরোকা বজাব জন্মে।' প্যারী, ১৮৫৮।

একরোখা [স এক+ফা রুখ] বিণ একত্রে। 'আমাদের মতো একরোখা আইভিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

একরোখামি [স এক+ফা রুখ] বি একত্রে। 'ভাষায় যাকে বলে একরোখামি।' প্রমথ, ১৯১৪।

একরোখামো [স এক+ফা রুখ] বি একত্রে। 'শৈশবেই তাঁর গোঁয়ারুটি এবং একরোখামোর জন্য পিতা ঠাকুরদাস তাঁকে 'ঘাড়কেন্দ্রে' বলে ডাকতেন।' রমেন, ১৯৭০।

একর্তিসা [স একত্রিংশ] বিণ একত্রিশ দিনের। 'ষষ্ঠীপূজা একর্তিসা কৈল একমাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

একল [স এক] বিণ একাকী। 'একল কুল্লবনে আকুল কান।' বিদ্যাসুতি, ১৪৬০।

এক লক্ষ [স] বিণ একশো হাজার। 'সূর্য্য এক লক্ষ ও চন্দ্র দিলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

একলক্ষী [স একলক্ষ] বি এক লক্ষ টাকার মালিক। 'একলক্ষী হয়ে সাবাকলত পাবার জন্য বন কায়াদ করে ...।' মুজতবা, ১৯৫৯।

একলগু [স একলিগু] বিণ অথও। 'মাটি কিন্তু একলগু ভাবে নেই।' প্রমথ, ১৯২৫।

একলা [স এক] ১ ক্রিবিণ একাকী। 'কি আলো রাখে ঐ জে হাঁকুপি একলা।' বড়ু, ১৫৭০। ২ বিণ একমাত্র। 'ব্রহ্মদি জীবেরে আমি সব্বরে মোহিল/ একলা তোমারে আমি মোহিতে নাহিল।' কৃন্দাস, ১৫৮০।

একলাই [সি ইকলাই] বিণ এক পাটাবিশিষ্ট। 'ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি।' দর্পণ, ১৮২১।

একলা-একলি ক্রিবিণ একাকী। 'একলা-একলি আর কেউ বেরোয় না।' মুজতবা, ১৯৪৯।

একলাগা [স এক+স লগ্ন] ক্রিবিণ একাদিক্রমে। 'একলাগা তের হাজার ববের সে আন্তাহর এমাদতে কাটাইল।' মনসুর, ১৯৫০।

একলাটি [স এক] ক্রিবিণ একাকী। 'এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

একলা পড়া কি নিঃসঙ্গ হওয়া। 'কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

একলা লাগা কি নিঃসঙ্গ অনুভব হওয়া। 'তার যথেষ্ট একলা লাগছে বুঝতে পারি।' অচিন্তা, ১৯৫০।

একলী, একলি [স এক] ১ ক্রিবিণ একা। 'রাাত্রী দিনে একলী কদমতলে বসী।' বড়ু, ১৪৫০; 'আছিগেত ঘরে আবু জালিব একলি।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ একক। 'ভূমি হুমুরে দরবার করিয়া হুকুম আনিয়াছে জে একলী জমার উপর বেসি হইবেক নাই।'

ডেরলি, ১৭৯১।

একল [স এক<] ১ *ক্রিবিণ* একাই। 'একলে করেন প্রেমে শতজানের কাম'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* একাকী। 'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে'। *চিঠিজী*, ১৬০০।

একশ চুয়াট্টিশ ধারা বি ফৌজদারি আইনের একটি ধারা। 'শহরে সর্বদে ... একশ চুয়াট্টিশ ধারা জারি করেন'। *মনসুর*, ১৯৫৫।

একশত [স বিণ ১০০ সংখ্যক। 'তবে একশত ঘট শত সমাচ্ছনী'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

এক শরীর [স বিণ একত্ব। 'বর্ষশের জল ... এক শরীর হইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রে মিশিত হয়'। *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

একশা [ফা একসা] বিণ একাকার। 'চোখের জলেতে একশা করিয়া'। *জীবন*, ১৯২৭।

একশালা [স এক+আ শাল<] বিণ এক বছর দীর্ঘ। 'একশালা সে দেশালা আছা চকুর চেয়ে গজা'। *নজরুল*, ১৯৩২।

একশেষ [স বি চরম অবস্থা। 'পন্নলোচন কষ্ট ভোগের একশেষ করেছিলেন'। *হুতোম*, ১৮৬১।

১৪৪ ধারা [১৪৪+স ধারা] বি ফৌজদারি আইনের একটি ধারা। 'পুলিশ কর্তৃক উক্ত তিন দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি ...'। *শরিয়ত*, ১৯২৫।

একশোয়াসে [স একশ্বাস<] বিণ একাকার। 'বিপিন ঘোষের সঙ্গে একশোয়াসে হয়ে গেছে'। *জীবন*, ১৯৪৮।

একশ্বরির [স একেশ্বরী] বিণ অভিন্ন। 'আমী আপনকার একশ্বরির ইহাতেই কোন সন্দেহ নাই'। *ওর্সা*, ১৭৮২।

একসও [স একশত] বিণ একশত। 'সেখানকার দেনার দফা এক সও টাকা'। *ওর্সা*, ১৭৭৯।

একসঙ্গে [স এক+সঙ্গ] *ক্রিবিণ* একত্রে। 'বাদ ও প্রতিবাদ একসঙ্গে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একসর [স একেশ্বর<] *ক্রিবিণ* একা। 'একসর সব দিস দেখিঅ কারু'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'নিকটে মনুষ্য নাই শিশু একসর'। *সুলতান*, ১৭০০।

একসরি [স একেশ্বরী] বিণ নিঃসঙ্গ। 'কী হয়ে সাঁখ্য একসরি তারা/ ডানদে চৌকি শশী'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

একসরী [স একেশ্বরী] বিণ স্ত্রী অসহায়; একাকিনী। 'একসরী হৈলো মোএ হেন সোর বনে'। *বড়ু*, ১৪৫০।

একসাথ [স এক<] *ক্রিবিণ* একসঙ্গে। 'তুমী নিজে একসাথ আসিয়া ...'। *চিঠিপত্র*, ১৮৬৬।

একসার [স এক+সারি] বিণ এক সারি। 'একটা বাঁধের ধারে একসার তালবন'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

এক সুতা, এক সুতো [স এক+সূত্র] বিণ রেখার মতো চওড়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

একসীযুত [স একসূত্র<] বিণ মিহি সুতার; উত্তম সুতায় তৈরি। 'সরহদ কাপড় একসীযুত না হওয়াতে অনেক কথা জন্মিয়াছে'। *হাঙ্গহেত*, ১৭৭৩।

একসুরা [স একসুর<] বিণ বেচিআরীন। 'একসুরা, একবোকা জীবন যে দীন জীবন, তা তারা জানে'। *মোতাহের*, ১৯৫০।

এক সে [স এক+সে] সর্ব কোনো এক। 'এক সে শুভিগিনী দুই ঘরে

সাক্ষ্য'। *ওর্সা* ৩, ১২০০।

একপ্তর [স একত্র] বিণ একত্ব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

একত্ৰীভাষী [স বিণ এক ত্ৰীবিধিতি]। 'একত্ৰীভাষী পুরুষে ত্রীলোকের ঠিক সেইই বাস্তবিক অধিকার'। *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

একত্ৰিতি [স ত্ৰিবিণ একত্রে]। 'সুমধুর গায় গীত দুহে একত্ৰিতি'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

একহস্ত [স বিণ ১৮ ইঞ্চি লম্বা। 'অনুলির শেষ পর্যন্ত একহস্ত পরিমাপ'। *সুলত*, ১৮৭৩।

এক-হাঁটু [স এক+অটি] বিণ হাঁটু পর্যন্ত। 'ধান ক্ষেতের উপর এক-হাঁটু জল উঠেছে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

একহাত [স একহস্ত] ১ বিণ এক হাত পরিমাপ নামানো। 'একহাত যোমটা টেনে তার আড়ালে অনেকখান হাসলে'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *ক্রিবিণ* একটো। 'আস তব, আজ একহাত হইয়া থাক'। *মনসুর*, ১৯৩৫।

এক হাত নেওয়া *ত্রি* প্রতিশোধ নেওয়া। 'রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও তাদের উপর এক হাত নিতে ছাড়েননি'। *বেগম*, ১৯৪৯।

একহারা [স একহরা] ১ বিণ ছিপছিপে; রোপাঘাতলা। *ওর্সা*, ১৭৮২; 'পালানাথ একহারা বেটে-বেটে মানুষ'। *হুতোম*, ১৮৬১; 'সে এমন একহারা ছিল না'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ বিণ বেচিআরীন। 'একমাত্র সুই যদি থাকত তাহলে সবই হতো একহারা'। *মাহেনও*, ১৯৪৯।

একই [স এক<] ১ বিণ একটামাত্র। 'সবে মিলি নাম লৈল একই সেসেরী'। *আলাওল*, ১৬৮০। ২ বিণ একই। 'দেহ দুই খান মাত্র একই জিবন'। *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

একাকী [স *ক্রিবিণ* একা। 'একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একাকৃতি [স বিণ এক রকমের আকৃতিবিধি। 'রাস্তার দুধারে একাকৃতি ধূসরবর্ণ বাড়ী সকল'। *কৃষ্ণদাস*, ১৮৮৫।

একে এক [স এক<] *ক্রিবিণ* একে একে। 'একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয়'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

একে একে [স এক<] ১ *ক্রিবিণ* একের পর এক। 'একে একে সব সখি জাএ'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* এক একটি করে। 'আকাসের তারা জুদি একে একে গনি'। *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রিবিণ* একাদিক্রমে। 'একে একে সবাকারে হালাম আমার'। *গরীব*, ১৭৬৫।

এক্টে [স এক<] সর্ব একজনকে। 'এক্টে চাইলো/ আরো পায়িলে'। *বড়ু*, ১৪৫০।

এক্টে এক্টে [স এক<] *ক্রিবিণ* একে একে; একটার পর একটা। 'এক্টে এক্টে মাইল ছয় গর্ভ দেবকীর'। *বড়ু*, ১৪৫০।

একেক [স *ক্রিবিণ* এক একটি। 'সবারে দিল একেক মাচ্ছনী'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

এককৌনটেট [স বি হিসাবরক্ষক। 'ইকট সাহেব এককৌনটেট জেনেরেল যুগ্ম কোর্টের টরনী বাবু মজকুরের ইয়াছেন'। *ক্যালসে*, ১৮০০। ২ একাউন্ট্যান্ট, একাউন্টেট

এককৌনটেট জেনেরেল [স বি মহাহিসাবরক্ষক। 'ইকট সাহেব এককৌনটেট জেনেরেল যুগ্ম কোর্টের টরনী বাবু মজকুরের ইয়াছেন'। *ক্যালসে*, ১৮০০।

একজাই [ফা] ১ *ক্রিবিণ* একসঙ্গে। 'একজাই বিংশতি নৌকা হামরা

একজামিন

গেল।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রিবিপ একাদিক্রমে। 'একজাই লবলক্ষ সেনা প্রস্তুত হইয়াছে।' রামরাম, ১৮০২। ৩ ক্রিবিপ একটানা। 'ঘটি ধোঁয়া খেলিতে লাগিল আর জলে একজাই ডেলা বৃষ্টি করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

একজামিন [হি] বি পরীক্ষা। 'ছাত্রগণের এক মণ্ডলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার বিবেস হয়।' প্রভাকর, ১৮৩১।

একজামিনেশন [হি] বি পরীক্ষা। 'শহরের গলির কোটরে একজামিনেশনের তাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

একজাম্পল [হি] বি দুস্তাভ। 'আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট করিতে দাও।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

একজিকিউটর [হি] বি উইল কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'তিনি ... একজন আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

একজিকিউটিব, একজিকিউটিভ [হি] বিণ নির্বাহী। 'গবর্নমেন্ট জমিদারগণকে একজিকিউটিব ভার দিয়া ...।' অমৃতবাজার, ১৮৬৯।

একজিকুটিভ [হি] বি প্রশাসনিক কর্মকর্তা। 'একজিকুটিভ ও জুডিশিয়াল একত্র হওয়াতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

একজিকুটার [হি] বি বাস্তবায়নের জন্যে উইলে নির্ধারিত ব্যক্তি। 'এখন বেয়াহিকে একজিকুটার করে গেছেন।' গিরিশ, ১৮৮৬।

একজিবিশন [হি] ১ বি শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। 'ও তো প্যারিস একজিবিশনে পাঠানো হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। 'মহকুমার একজিবিশনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান অধিকার করে।' বিদ্যুতি, ১৯৩৭।

একজিবিট [হি] বিণ প্রদর্শিত। 'ছবিটা একজিবিট হয়েছিল।' জীবন, ১৯৩২।

একজিয়া [হি] বি চর্যরোগবিশেষ। 'সেও একরকমের একজিয়া ...।' আশুতল, ১৯৬৭।

একটিন [হি] আখ্যিৎ বি ভারপ্রাপ্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

একডিমি [হি] অ্যাকাডেমি বি শিল্পসাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র; স্কুল। 'ধর্মতলা একডিমি।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ একাডেমি, একাডেমী

একতিয়ার, একতেয়ার [আ ইখতিয়ার] বি অধিকার। 'একতেয়ার।' কালগো, ১৭৯২। 'তাপদই দুনিয়ার একতিয়ারের আসল কিম্বৎ বটে।' তারা, ১৯৪৩।

একথা ওকথা [স কথা] বি নানা কথা; বাজে কথা। 'একথা ওকথা ভন্যা গাজী গোলা খান।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

একবাল [আ ইকবাল] বি প্রতাপ। 'হুজুরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

একবান্দা [আ] বি সম্মান। 'তাহাকে ইনাম একবান্দা দিয়া প্রফুল্ল করিলে।' রামরাম, ১৮০১।

একরার [আ ইকরার] বি নীকার। 'আমি একরার করিব।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

একরারনামা [আ ইকরার+ফা নামাহ] বি অস্বীকারপত্র। 'ওসাঁ, ১৭৮২। 'তোরা কাছে একরারনামা দিতে হবে নাকি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

একচেঞ্চ [হি] বি শেয়ার বাজারের বিনিময় কেন্দ্র। 'একচেঞ্চ অর্থাৎ ত্রয়বিক্রয় স্থান।' দর্পণ, ১৮২২।

একসকারণ [হি] বি আনন্দ-ভ্রমণ। 'একটা বোট-একসকারণের কথা

চলছিল।' জীবন, ১৯৩২।

একসপেরিমেন্ট [হি] বি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 'একসপেরিমেন্টও নয়।' জীবন, ১৯৩২।

একসা [ফা] বিণ মিশ্রিত। 'টেবিলের উপর টমলর পূর্ণ একসা ব্রাতি।' মশাররফ, ১৮৯০।

একসাইটমেন্ট [হি] বি উত্তেজনা। 'ডাক্তার বিশেষ করে ব্যর্থ করে দিয়েছে, কোন রকম একসাইটমেন্ট না হয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

একসারসাইজ বুক [হি] বি অনুশীলনের খাতা। 'একসারসাইজ বুক ইত্যাদির বাড়াবাড়ি।' এসলাম, ১৯২০।

একসিবিশন [হি] বি শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। 'প্যারিস একসিবিশন দেখতে গেলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ একজিবিশন

একসিলেটর [হি] বি মোটর গাড়ির গতিবৃদ্ধির যন্ত্র। 'একসিলেটরে থেমে যায় পা।' আলাউদ্দিন, ১৯৭৩।

একসেপশন [হি] বি ব্যতিক্রম। 'আমি একসেপশন সাজতে চাই নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

একসেপশনাণ [হি] বিণ অসাধারণ। 'দু-একজন একসেপশনাণ লোক।' জীবন, ১৯৩২।

একসেসাইজ [হি] বি ব্যায়াম। 'আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ খানিকটা একসেসাইজ করে নিই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

একসিট্রিমিজম [হি] বি চরমপন্থা। 'অপথে বিপথে চলাকেই একসিট্রিমিজম' বলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

একসিট্রিমিস্ট [হি] বিণ চরমপন্থী। 'আমরা একসিট্রিমিস্ট নই কোনোমতেই।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

একা [স একাকিন্] ১ বিণ একাকী। 'একা প্রভু চারি অংসে অবতার করে।' মালাবার, ১৫০০। ২ বিণ স্বতন্ত্র। 'নিদাঘ বরিষা হিম একা ডিন রিতু।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রিবিপ নিঃসঙ্গভাবে। 'মহারম্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা।' রামধন্যদাস, ১৭৮০।

একা একা ক্রিবিপ একাকী। 'ছিন্নপাতার সাজাই তরনী একা একা করি খেলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

একাএকি [স একাকিন্] ক্রিবিপ একলা। 'একাএকি জুড় দিবে সুন নুপার।' মালাবার, ১৫০০।

একাউন্ট্যান্ট [হি] বি হিসাবরক্ষক। 'প্রাইভেট সেক্রেটারী, টাইপিষ্ট, একাউন্ট্যান্ট ও কেরানী।' বেগম, ১৯৪৯।

একাউন্টেন্ট [হি] বি হিসাবরক্ষক। 'বারো বছরে ক্যাশিয়ার থেকে একাউন্টেন্ট হলেন।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

একাংকিকা [স] বি এক অঙ্কের নাটক। 'একাংকিকা মঞ্চস্থ করা হয়।' বেগম, ১৯৬৭।

একাংশ [স এক-অংশ] বি এক ভাগ। 'যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ।' দর্পণ, ১৮২৬।

একাকার [স এক-আকার] ১ বিণ মিশে গেছে এমন। 'খিতি ভরে একাকার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অভিন্ন। 'একাকার রূপ প্রভু আকার বর্জিত।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বিণ একই পরিমাপে। 'আটচল্লিশ কিয়া ছায়ায় ফর্ণ একাকার কাণজেতে এবং অক্ষরেতে মাসত ছাপা হইবে।' দর্পণ, ১৮১৯। ৪ বি এ রকম। 'তাবৎকাল ছাত্রেরা একাকার করিতে পারিবে না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩। ৫ বিণ একশেষ। 'দিনরাত তাকে লাখিয়ে লাখিয়ে একাকার করেন।' রবীন্দ্র,

১৮৮১।

একাকারতা [স] বি একাকার অবস্থা। 'তেদজ্ঞানবিশুদ্ধ একাকারতা-বন্যার একটা ডেউমাত্র হইতে চাই না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

একাকী [স] বিণ এক। 'আপনাকে একাকী দেখি নবীবর।' সুলতান, ১৭০০।

একাকি [স] একাকী। ক্রিবিণ এক। 'একাকি মারিব তারে না লিব স্বহায়।' মালাধর, ১৫০০।

একাকিত্ব [স] বি নিয়ন্ত্রতা। 'তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'প্রেতের মতো একাকিত্বে সব পশ্চাৎ খুইয়ে এসে।' শমসুর, ১৯৫৯।

একাকিত্ববোধ [স] বি অসহায়ত্ব। 'আহবাবের মনে একটা একাকিত্ববোধ জাগিয়া উঠে।' মনসুর, ১৯৫৫।

একাকিনী [স] বিণ স্ত্রী এক। 'বাড়ায়িক ছাড়ী কেন্হে হৈবৌ একাকিনী।' বড়ু, ১৪৫০।

একাকীতম [স] বিণ চরম নিঃসঙ্গ। 'নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি উড়ে গেল কুয়াশায়।' জীবন, ১৯৪৪।

একাকীয়া [স] একাকী। বিণ একাকী; সঙ্গীবিহীন। 'সেই একাকীয়া দূর দেশে তুই ছাড়িলি জীবন-রথ।' জসীম, ১৯৩১।

একাকার [স] একাকার। বিণ পার্থক্যহীন; একাকার। 'তোতার পৈতে টিকি টুপি টোপের সব সেবা ভাই একাকার।' নজরুল, ১৯২৪।

একাক্ষরী [স] বিণ এক অক্ষরবিশিষ্ট। 'শব্দগুলো অনেক ভাষাতেই একাক্ষরী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

একাক্ষ [স] বিণ একনিষ্ঠ। 'নিষ্ঠুর আসনে বসি একাক্ষ অম্রহবের রক্ত আরাবদ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

একাক্ষগামিনী [স] বিণ স্ত্রী একদিকে গমনশীল। 'বিশ্ববান একাক্ষগামিনী নদী আমাদের মনের ইচ্ছার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

একাক্ষচিহ্ন [স] বিণ নিবিশ্টিচিহ্ন। 'বিক্রমাদিত্য কহিলেন, একাক্ষচিহ্ন না হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

একাক্ষতা [স] বি একনিষ্ঠতা। 'ধন্য মদিনা! ধন্য তোমার পবিত্রতা! ধন্য তোমার একাক্ষতা।' মশাররফ, ১৮৮৭।

একাক্ষদৃষ্টি [স] বি একদিকে নিবন্ধ দৃষ্টি। 'তাহার মুখের দিকে একাক্ষদৃষ্টিতে চাহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

একাক্ষধারা [স] বি একনিষ্ঠতা। 'যাত্রাপথে একাক্ষধারার প্রবাহিত করিতে পারিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

একাক্ষমনে [স] ক্রিবিণ একনিষ্ঠ চিত্তে। 'একাক্ষমনে তার পরিণতি-সাধনের ভার নিলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

একাক্ষলক্ষবর্তী [স] বিণ অনন্যলক্ষ্যভূক্ত। 'একাক্ষলক্ষবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

একাক্ষসাধনা [স] বি একনিষ্ঠ সাধনা। 'একাক্ষ সাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

একাক্ষী [স] বিণ অব্যর্থ মহারত্নভূলা। 'যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী, একাক্ষী বাণ রক্ষিতে কোরবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

একাক্ষ নাটক [স] বি একটি মাত্র অক্ষরবিশিষ্ট নাট্যরচনা। 'একাক্ষ নাটক আধুনিক কালেই বিশেষভাবে সমাপ্ত হইলেও ...।' ভারতকোষ, ১৯৬৬।

একাক্ষ [স] বিণ একীভূত। 'সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাক্ষ হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

একাক্ষীভূত [স] বিণ একই অঙ্গে সন্নিবেশিত। 'মিশ্রিত ও একাক্ষীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি।' প্রমথ, ১৯১৩।

একাক্ষার [স] ১ বিণ স্বামী-অন্তঃপ্রাণ। 'না ওনিলে হেন কথা জে ঘরে লহনা সত্য একাক্ষার ভুলিল বাঘিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি একধর্মিতা। 'উঁহারা লোকমধ্যে লোকচার, সদুত্তর মধ্যে একাক্ষার - এই বাক্য অবলম্বন করিয়া বহুবিধ ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

একাক্ষারী [স] বিণ একচ্ছত্র। 'পরমেশ্বর কালেকীশো অবতার হইয়া সকল একাক্ষারী করিবেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

একাক্ষারী বিণ একা থাকতে পছন্দ করে এমন। 'ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে কেউ বলত একাক্ষারী।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

একাক্ষলি [স] বি জোড়হাত। 'একাক্ষলি উদক উসন কর্যা উঠে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

একাক্ষী [স] একাক্ষ। বিণ একজোড়া। 'জমিদার-মহাজনরাই যখন একাক্ষী হইয়া ... বিরুদ্ধতা করেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

একাক্ষেত্র, একাক্ষেত্রী [স] ১ বি শিক্ষাসহিত্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। 'বেকুলিম একাক্ষেত্রী।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি পণ্ডিতবর্গকে নিয়ে গঠিত সমাজ। 'পারী নগরে, ফ্রেন্স একাক্ষেত্রী নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে।' বিদ্যা, ১৮৩৩। ৩ একউদ্ভিদ।

একাক্ষেত্রিক [স] বিণ শিক্ষাসংক্রান্ত। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাক্ষেত্রিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত।' আজাদ, ১৯৬৮।

একাক্ষর [স] একসংগতি। বিণ ৭১ সংখ্যক। 'একাক্ষর তক্তার দাওয়া করিয়াছিল।' মের্স, ১৭৫৭।

একাক্ষর [স] একসংগতি। বিণ একাক্ষর; ৭১ সংখ্যক। 'লঘুগুরু সকলে ৭১ একাক্ষর কলা।' বড়ু, ১৫৭০।

একাক্ষর [স] একসংগতি। বিণ একাক্ষর। 'উনসত্তার সন নাগাদী সন ১১৭১ একাক্ষর সাল মালভজার করিয়া।' মের্স, ১৭৬৭।

একাক্ষর [স] একাক্ষ। ক্রিবিণ একাক্ষর। 'যত জীবধারী আদি হয়ে একাক্ষর।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

একাক্ষ [স] ১ বিণ অভিন্নহৃদয়। 'যাহার অর্ধাঙ্গ স্বরূপ একাক্ষ স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে যে সকল কথার প্রসঙ্গ ও করিবার সম্ভাবনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ একীভূত। 'এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা-দ্বারা একাক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

একাক্ষক [স] বিণ একাক্ষতা সম্পর্কিত। 'সেই ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাক্ষক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

একাক্ষকতা [স] বি অভিন্নতা বোধ। 'কবিত্বের একাক্ষকতা এই কবিতার বর্ণনীয় বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

একাক্ষজ্ঞান [স] বি জীবাশ্ম ও পরমাণু অভিন্ন এই জ্ঞান। 'যে একাক্ষজ্ঞান কর্মসূচ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।' প্রমথ, ১৯১৫।

একাক্ষতা [স] বি অভিন্নতা। 'খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাক্ষতা প্রতিপন্ন করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

একাক্ষদেহ [স] বিণ এক দেহ এক প্রাণ এরূপ অভিন্ন। 'কাছে এসে দাঁড়াল যেন একাক্ষদেহ সখার মত।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

একাত্তরবাদী [স] *বিশ্ব* এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই – এই বৈদান্তিক মতে বিশ্বাসী। 'বৈদান্ত একাত্তরবাদী দ্ব্যস্তবাদী তর্ক' ভারত, ১৭৬০।

একাত্তরিকতা [স] *বি* অভিন্নতা। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্তরিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

একাত্তরীস [স] *একত্রিশতম*। *বিশ্ব* একত্রিশ; ৩১ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

একাদশ [স] ১ *বিশ্ব* এগারোটি। 'আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিশ্ব* এগারোতম। 'এই মতে একাদশ (এদণ) অম্ব পত্রি গেল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ *বি* সুসময়। 'সুপারিটোডেন্ট সাহেব ... খেলা করেই কাল কাটান ... সুতরাং দারোগামহলে একাদশ।' *হুতোম*, ১৮৬৬।

একাদশবর্ষীয় [স] *বিশ্ব* এগারো বছর বয়স্ক। 'একাদশবর্ষীয় নাবালক রামচন্দ্রর-এর অনুষ্ঠিত শর্তে ...' *মহাশেতা*, ১৯৫৬।

একাদশী [স] ১ *বি* একাদশ তিথি। 'প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিশ্ব* ১১তম। 'একাদশী দিনে চন্দ্র অম্বেরত বৈসে।' *সুলতান*, ১৭০০।

একাদশে *ক্রি*বিশ্ব এগারোতম দিনে। 'একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্বাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

একাদসে [স] *একাদশ*। *ক্রি*বিশ্ব এগারোতম দিনে। 'একাদসে কুর্ম্বরূপে অবতার কৈল ...' *মালাসার*, ১৮০০।

একাদসি [স] *একাদশী*। *বি* তিথিবিশেষ। 'একাদসিতে দান কর প্রতি পক্ষে ২।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

একাদিক্রম [স] *বিশ্ব* অনুক্রমিক। *সেবধি*, ১৮৩৯।

একাদিক্রমে [স] ১ *ক্রি*বিশ্ব অনুক্রমিকভাবে। 'সমস্ত একাদিক্রমে তোমাদের যশহরে চালান করহ।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *ক্রি*বিশ্ব একন্যাপাত্রে। 'একাদিক্রমে তিন চারি রাতি জাগরণ করিযালাল।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৩ *ক্রি*বিশ্ব আগাপাত্রে। 'একাদিক্রমে মনুষ্যের যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

একাদ্বারে [স] *ক্রি*বিশ্ব এক সঙ্গে। 'বিষয় কর্ষে নিপুণ ... গুণ একাদ্বারে ছিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

একাদ্বিক বার [স] *ক্রি*বিশ্ব অনেকবার। 'তুচ্ছ একটা ছুতা লইয়া দিনে একাদ্বিক বারও ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

একাদ্বিকারী [স] *বিশ্ব* একক অধিকারী। 'মৃতের সর্বসম্পত্তিতে একাদ্বিকারী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

একাদ্বিপতি [স] *বি* একক অধিপতি। 'জড়রাজত্বে সে ছিল একাদ্বিপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

একাদ্বিপত্যা [স] ১ *বি* একচেটিয়া ক্ষমতা। 'তবেই আমার একাদ্বিপত্যা হইল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বি* প্রতিঘনীতীয় প্রভুত্ব। 'মঠের মহন্তেরা মঠসংক্রান্ত সকল বিষয়ের একাদ্বিপত্যা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

একানব্বই [স] *একনব্বতি*। *বি*, *বিশ্ব* ৯১ সংখ্যা বা সংখ্যক। *ওর্স*, ১৭৮৪।

একান্ত [স] ১ *বিশ্ব* নিশ্চিত। 'যে চৈতন্যপাদপত্র একান্ত-শরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিশ্ব* পরম। 'শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ডক্ত একান্ত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বিশ্ব* অত্যন্ত। 'তোমা সবার চরণ মোর একান্ত

শরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *ক্রি*বিশ্ব নিত্যত। 'পরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ৫ *বিশ্ব* একাম্রান্ত। 'কেবল অনন্য ভাবে একান্ত হইয়া সেবে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৬ *ক্রি*বিশ্ব কখনোই। 'আমি ভোমার বারং একান্ত গুনিব না।' *চন্দ্রচরণ*, ১৮০৫। ৭ *বিশ্ব* নির্বিষ্ট। 'অকস্ট হৃদয়ে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ *ক্রি*বিশ্ব একান্তভাবে। 'আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৯ *বিশ্ব* সতি। 'যদি একান্ত অমৃত হয় তবে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ১০ *বিশ্ব* আন্তরিক। 'সমসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ১১ *বিশ্ব* অনুপম। 'মননে ও মনীয়তে, দেখে ও বৃদ্ধিতে একান্ত সে।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩৩।

একান্তচিত্তে [স] *ক্রি*বিশ্ব একান্তিকভাবে। 'একান্তচিত্তে তাহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরন্ত হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

একান্তবর্তী [স] *বিশ্ব* একান্তত্ব। 'এই জগতের একান্তবর্তী সন্তোষকল্কুচিত নিষ্ঠুর নীড়ের মধ্যে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একান্তবাসী [স] *বিশ্ব* নির্জনবাসী। 'আমার পরিবারে আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি ... আমি একান্তবাসী ছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

একান্ত মত [স] *বি* অভিমত। 'এই একান্ত মত যে ... আপন ভাষা শিকাই কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

একান্তসংলগ্ন [স] *বিশ্ব* অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 'হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহভুলি মানবমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

একান্তে [স] *ক্রি*বিশ্ব নির্জনে। 'লক্ষ যোজন অন্তে, দোহার প্রেম একান্তে।' *লালন*, ১৮৯০।

একান্তের [স] *বিশ্ব* পরস্পরের বিকল্প। 'অনুবন্ধী শান্তি-শান্তি; একান্তের উচ্চা ও বৃদ্ধা।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৪০।

একান্দাজ [স] *এক+ফা* আন্দাজ। *বি* অব্যর্থ লক্ষ্য। 'কোটি কোটি তিরন্দাজ, যে যা বিধে একান্দাজ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

একান্ন [স] *একপঞ্চাশৎ*। *বিশ্ব* ৫১ সংখ্যক। 'করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলো কেশব।' *ভারত*, ১৭৬০।

একান্ন [স] *এক+অন্ন*। *বি* একই অন্ন আহার করে এমন পরিবার; যৌথ পরিবার। 'একান্ন একান্নে ছিল সবার সহিত।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

একান্নপরিবার [স] *বি* একান্নবর্তী পরিবার। 'একান্নপরিবারে আমরা দূর ও নিকট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একান্নপারিবারিক [স] *বিশ্ব* একান্নবর্তী পরিবার বিশিষ্ট। 'হরগৌরী হৃৎসঙ্গে আমাদের একান্নপারিবারিক সমাজের মর্মরূপিনী রমণী ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

একান্নবর্তিতা [স] *বি* এক পরিবারভুক্তির বন্ধন। 'একান্নবর্তিতা ভঙ্গে বড়ই স্বাধীন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

একান্নবর্তী, একান্নবর্তী [স] ১ *বিশ্ব* যৌথ পরিবারভুক্ত। 'একান্নবর্তী পরিবার।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'চারি সহোদরে, যাবতীবন, একান্নবর্তী ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিশ্ব* অভিন্ন। 'চিন্তায় একান্নবর্তী হতে পারে কেউই বাঁচে না।' *নীরনে*, ১৯৬১।

একান্নভুক্ত [স] *বিশ্ব* এক পরিবারভুক্ত। 'উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

একান্বয় [স] *বি* ঐক্য। 'তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণে যতই উগ্র দলগত একান্বয় প্রকট হোক না কেন ...।' *শিব*, ১৯৬৬।

একাবধি [স] *ক্রি*বিশ্ব এক থেকে। 'একাবধি ২১২ দুইশত বার পর্যন্ত

অঙ্কসমুদায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

একাবলী বি একনরি হার। 'চম্পা-একাবলী ছিন্ন ত্বান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া।' নজরুল, ১৯২৫।

একাবল্ল [স] বি একই রকম অবস্থা। 'বঙ্গ ও মাদ্রাজে শ্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একাবল্ল।' তমোলুক, ১৮৭৪।

একাবারে ক্রিবিণ প্রত্যক্ষভাবে। 'তিনিও ছিলেন ক্ষমিয়, আর যে সে ক্ষমিয় নয়, একাবারে রাজপুত্র।' প্রমথ, ১৯২১।

একাবেণী বি যুক্তবেণী। 'একাবেণী পদচূড়ন করিতে থাকে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

একাডিনয় [স] বি একক অভিনয়। 'সেখানে একাডিনয়ের ঐক্যপত্য।' অচিন্তা, ১৯৫০।

একাডিমুখী [স] বিণ একমাত্রিক; একই লক্ষ্যের অভিমুখী। 'জনসামারণের সমবেত মনটা চিরদিন একাডিমুখী।' মানিক, ১৯৩৬।

একাডিসন্ধি [স] বি অভিন্ন উদ্দেশ্য। 'একাডিসন্ধি - সঙ্গদমতা - ইহাই দাম্পত্য সুখ।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

একায়ত্ত [স] বিণ একীভূত। 'একায়ত্ত ও একায়ত্ত করে নিতে হবে।' অচিন্তা, ১৯৫০।

একার [স] একাকার। বি একাকার অবস্থা। 'দেহনবরী বিহর এ কারে।' চর্চা ১১, ১২০০।

একার দ্র এ'

একারণ ক্রিবিণ এই কারণে। 'একারণ আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক।' চম্পীচরণ, ১৮০৫।

একার্ণ [স] বিণ একই অর্থবোধক। 'নানার্ণ ও একার্ণ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

একার্ণাক [স] বিণ একটা মাত্র অর্থপ্রকাশক। 'যুরোপীয় জ্বর ঝুটান এই দুটো শব্দ একার্ণাক নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

একার্ণবাচক [স] বিণ সমার্থবোধক। 'ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্ণবাচক।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

একার্ণবোধক [স] বিণ একটা মাত্র অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'নানার্ণ ও একার্ণ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

একার্ণ [স] বি অর্থেক অংশ। '... তখন আমাদের মনের একার্ণ অকৃতার্থ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

একাল [স কাল] ১ বিণ বর্তমান কালের। 'যাঁহারা একালের তাঁহারা সৌগন্ধ কেশে ও বেশে লেপন করিয়া কাঁকুই দিয়া ফুল ফুলিয়া ... এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি বর্তমান কাল। 'সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন।' রাজ, ১৮৭৪।

একালিনী [স কাল] বিণ স্ত্রী আধুনিক কালের। 'একালিনী রমণীর/রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

একালীয়তা [স কাল] বি আধুনিকতা। 'তিনি অতিরিক্ত উদগ্রভাবে একালীয়তা ফলাইতে ব্যস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

একাশী [স একাশীতি] বিণ একাশী। 'লঘুতক সকলে ৮১ একাশী কলা।' বড়ু, ১৫৭০।

একাশীতি [স বিণ ৮১ সংখ্যক। 'এই মহানুভাব ধর্মাত্মা, একাশীতি বৎসর বয়সক্রমে, কলবের পরিচ্যাপ্ত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

একাশী [স একাশীতি] বিণ ৮১ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

একাশ্রয়ী [স] বিণ একজনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এমন। 'বিবাহ কেবল একবার, কল্পনা কেবল একাশ্রয়ী।' অনুদা, ১৯২৮।

একাসন [স] ১ বি একটা আসন। 'একাসনে নব রাত্রি আসন করিত।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি (বসার) একমাত্র জায়গা। 'একাসনে বসিয়া রোদনমাত্র ক্রিয়াতে ... করিতে লাগিলেন।' যুত্যাঙ্গ, ১৮১০। ৩ বি অভিন্ন আসন। 'একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

একাসনভুক্ত [স] বিণ সমপদার্থভুক্ত। 'অযোগ্য পাত্রদের সহিত তাঁহাকে একাসনভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

একাহার [স] বি দিনরাত্রে একবার বাদ্যগ্রহণ। 'একাহারে কালযাপন করিতেছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

একাহারী [স] বিণ দিনে একবার মাত্র ভোজন করে এমন। 'তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ... ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

একি, এ কি [স কিম] ১ অব্য বিশেষ্যসূচক শব্দ; এ কেমন। 'পাকা দাড়িতে লাজ নাহি একি পরমাদ।' বিজয়, ১৬৫০। 'গর্দভ উঠের রূপ দেখিয়া কহিল, আহা এ কি রূপ!' যুত্যাঙ্গ, ১৮১০। ২ অব্য এসব কি। 'মনের কর একি বা কি হবের নশ্বর।' মানিকরায়, ১৭৮১। ৩ বিণ একই। 'তাহারা হিন্দু লোক আমরাও সেই একি বর্ণ।' রামরায়, ১৮০১। ৪ অব্য (বিশ্ব্য অর্থে) এ কী কথা। 'একি, এ যে দেখিতেছি জগদ্বিশ্ব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

একিডিমি [স] ই অ্যাকাডেমি বি একাডেমি; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'গরানহটা একিডিমি।' দর্পণ, ১৮৩৪। দ্র একাডেমি

একিদা [স] অ্যাকিডাহ বি একাশ্রয়তা। 'কি প্রকারে জরী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে।' প্যারী, ১৮৫৮।

একিন [স] ১ বি দৃঢ় বিশ্বাস। 'আম্রার নামেতে সবে করিয়া একিন।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ একমতিচিৎ; স্থির বিশ্বাসে মগ্ন। 'পড়ে দরুদ একিন হয়ে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

এ কী [স কিম] অব্য বিশেষ্যসূচক শব্দ - এ কেমন। 'এ কী এ, এ কী এ, স্থিরচপলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

একীকরণ [স] ১ বি একাধিক বস্তুকে এক সঙ্গে মেলানো। 'ভাব ও ভাষার সম্পর্ক একীকরণ সম্পন্ন হয়।' প্রমথ, ১৮৯০। ২ বি মিলন। 'সে রায়ে দাম্পত্য-একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

একীকৃত [স] বিণ একত্রে মিলিত। 'পালরাজ্য ও সেমরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

একীভূত [স] বিণ একত্র। 'এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কার্য।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

একু [স এক] বিণ এক। 'কোড়ি মর্যে একু হিঅই সমাইড।' চর্চা ২, ১২০০।

একুই [স এক+ই] বিণ একই; ঠিক এক। 'একুই প্রহারে রাজা গেলা জন্ম ঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

একুইটি, একুইটা [স] ১ বি শোয়ারের মূল্য। 'ছকুমে একুইটার ডিক্ দরুন বিক্রী হইবেক।' কাশ্যপ, ১৭৯১। ২ বি সম্পত্তির সত্যিকার দাম। 'কেবল একুইটি আর এডিভেল আট মুশক করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটলুম।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

একুটি [স] বি একুইটি। 'অম্বুরে দুই তিনটা একুটির মোক্ষদামা

একুইশা

চলিতেছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

একুইশা [স একবিংশ] বিংশ একুশে; (মাসের ক্ষেত্রে) ২১ সংখ্যক। ওসাঁ, ১৭৮৫।

একুইশা [স একবিংশ] বিংশ একুশে; (মাসের ক্ষেত্রে) ২১ সংখ্যক। ক্যালগে, ১৭৮৯।

একুইশা [স এক>] ত্রিবিংশ একই স্থানে। 'দুই ডাই একুইশা ছাড়ালের সঙ্গে।' মালাধর, ১৫০০।

একুন ত্রিবিংশ মোট। 'জমির কাত জমা মায় একুন যুদা সাততী তঙ্কা ডেড় আনা মালগুজারি করিবে।' ডেরলি, ১৭৮৩।

একুনে [ফা ইয়ানুন] ১ ত্রিবিংশ সব মিলিয়ে। 'একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিংশ মোট। মেয়র্স, ১৭৭৪; 'একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।' দর্পণ, ১৮২২।

একুবারে [স এক>] ত্রিবিংশ একবারে; একসাথে। 'সত্যভামা জাম্ববতি বিতা একুবারে।' মালাধর, ১৫০০।

একুবেরি [স এক>] ত্রিবিংশ একবারে। 'জত নুনি তাহা সব খায় একুবেরি।' মালাধর, ১৫০০।

একুমণা [স এক+মন] বিংশ একমন। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' চর্যা ২৩, ১২০০।

একুশ [স একবিংশ] বিংশ ২১ সংখ্যক। 'একুশ দিনের লখিমর।' কেতক, ১৬৫০।

একুশে বিংশ (মাসের ক্ষেত্রে) একুশতম। 'একুশে আইন।' সুকুমার, ১৯১৭।

একুশে, একুশে ক্ষেত্রয়ারি/ক্ষেত্রয়ারী বি ১৯৫২ সালের একুশে ক্ষেত্রয়ারি, যেদিন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব শাসকশ্রেণীর গুলিতে ঢাকায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছিল। 'আমার ভাইয়ের রক্ত-রাঙানো একুশে ক্ষেত্রয়ারি।' সুকুমার, ১৯৫২; 'একুশে ক্ষেত্রয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের জনতাকে পথ দেখিয়েছে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

একুশ [স একবিংশ] বিংশ একুশ; ২১ সংখ্যক। একুশিআ [স একবিংশ>] বি প্রস্তুতির একুশ দিনের শুদ্ধি অনুষ্ঠান। 'একুশিআ কৈল তার একইষ দিবসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

একুস [স একবিংশ] বিংশ একুশ; ২১ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১। একুসে বি (মাসের ক্ষেত্রে) একুশতম দিন। বিদ্যা, ১৮৯১।

একুস্থানে [স এক+স্থান>] ত্রিবিংশ এক জায়গায়। 'সকল আনিএগ পাপ কৈল একুস্থানে।' মালাধর, ১৫০০।

-একে দ্বিতীয়া বিভক্তি। 'ঘরেকে আনিল কৃষ্ণ মহাদেব লৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

একে [স এক>] ত্রিবিংশ একদিকে। 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।' দ্বিজী, ১৬০০।

একেক্সে [স এক>] বিংশ একেলা। 'একেক্সে জগা নাসিরের বিরহ ইহিলে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

একেডিমি [ই অ্যাকাডেমি] বি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'হিন্দু লিবরল একেডিমি নামক এক ইংরেজী পাঠশালা।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ২ একাডেমি

একেত ত্রিবিংশ একদিকে। 'একেত রাজকন্যা শামীবিরহে অত্যন্ত আতুরা ছিলেন, তাহাতে আবার চৌকিদারেরা ঘর খেরিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

একেবারে [স এক+ফা বার>] ১ ত্রিবিংশ সরাসরি। 'একেবারে জাহান্নামে দাখিল সে হয়।' গরীব, ১৭৫০। ২ ত্রিবিংশ সম্পূর্ণরূপে। 'একেবারে যুকৈ পড়ে কুফর সকল।' গরীব, ১৭৫০। ৩ ত্রিবিংশ এক থাকে। 'মুখাভিপ্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

একেলা [স এক>] ১ বিংশ একাকী। 'সভে সন্ডাইল কৃষ্ণ একেলা বাহিরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিংশ একমাত্র। 'সাত পাঁচ নাহি বেটা একেলা এজিদ।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিংশ নিঃসঙ্গ। 'হাজার লোকের মাঝ রয়েছে একেলা যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

একেলী [স এক>] বিংশ একাকিনী। 'একেলী সবরী এ বণ হিত্তই কর্তৃকুলবজ্রধারী।' চর্যা ২৮, ১২০০।

একেলে [স কাল>] বিংশ একলুয়ে; এ সময়ের। 'তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও।' গিরিশ, ১৮৮৯।

একেশ্বর [স ১ বিংশ একাকী। 'সঙ্গী ছিল হৈমুদ এবে গম্য একেশ্বর।' আলোগল, ১৬৮০। ২ বিংশ একক অধিপতি। 'রাজা একেশ্বর; সমকক তার মহাশত্রু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

একেশ্বরত্ব [স] বি একাধিপত্য। 'তাহাতে একেশ্বরত্ব বিস্তার করিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৭৮৭।

একেশ্বরবাদী [স] বিংশ সৃষ্টিকর্তা এক ও অধিতীয় - এই মতে বিশ্বাসী। 'তাহারা ... একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টানের মত অবলম্বন করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

একেশ্বরী [স] ১ ত্রিবিংশ স্ত্রী একা একা। 'কহ সো সুন্দরি কেন একেশ্বরী ভ্রমিতে নহে তরাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিংশ একমাত্র। 'তুমি একেশ্বরী রানী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপরে হে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

একেশ্বর [স একেশ্বর] বিংশ একাকী। 'একেশ্বর কড়া করেন দেব চক্রপাণি।' মালাধর, ১৫০০।

একৈক [স এক>] বিংশ এক একটি। 'একৈক শাখার লগ্নে কোটি কোটি ডাল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

একো [স এক>] বিংশ কিছুই। 'একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে।' বড়ু, ১৪৫০।

একোই [স এক>] বিংশ সমান। 'কোহোত জিনিতে নারে একোই স্মোশর।' মালাধর, ১৫০০।

একো জন [স এক>] বিংশ কেউ। 'না দেখিল একো জনে।' বড়ু, ১৪৫০।

একোণচতুরিংশ [স] বি, বিংশ উনচতুরিংশ। ডানকান, ১৭৮৪।

একোদ্বিটি [স] বিংশ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাৎসরিক কৃত্য। 'পিতার একোদ্বিটি শ্রাদ্ধ ২৯ আষাঢ় বুধবার ইয়াইছে।' দর্পণ, ১৮২১।

একোন [স] বিংশ এক কম এমন। 'একোন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধান্ত বর্ণিত ইয়াইছে।' বিদ্যা, ১৮৯১।

একোনচতুরিংশ [স] বিংশ ৪১ সংখ্যক। 'একোনচতুরিংশ কথা।' তারিঙ্গী, ১৮৩৩।

একোনটেন্টে [স] বি হিসাবরক্ষক। 'একোনটেন্ট জানেরেল।' ক্যালগে, ১৭৯৪।

একোনত্রিংশ [স] বিংশ ২৯ সংখ্যক। 'একোনত্রিংশ কথা।' তারিঙ্গী, ১৮৩৩।

একোহি বিংশ একটাও। 'ডাল না বুঝি তোর একোহি চরীত।' বড়ু,

১৫০০।

একগাওড়ি [ফা একা+স গাওড়ি] বি দুই চাকাবিশিষ্ট ঘোড়ার গাড়ি। 'দীর্ঘ সংসারপথ একটা একগাওড়িতে করিয়া চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

একটা দোকা [ফা একা+>] বি ছেলেমেয়েদের খেলাবিশেষ। 'রাতের গ্রহরঙেলা এক দুই করে একটা দোকা খেলাছে।' সেলিনা, ১৯৬৯।

এক্কেবারে ক্রিবি পুরোপুরি। 'এক্কেবারে শুক্ল কাঠং আর কি' সাদত, ১৯৬৭।

এক্টিয়ার, এক্টিয়ার [আ ইখতিয়ার] ১ বি কর্তৃত্ব। 'র্তাতিরিদিগের উপর একান্ত এক্টিয়ার পাইয়া' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বি অধীনতা। ওর্গা, ১৭৮২: 'সে সমস্ত আমারদের এক্টিয়ারে।' রায়রাম, ১৮০১। ৩ বি অধিকার। এডমন, ১৭৯৩। ৪ বি অভিক্রি। 'তোমাদের পক্ষে সেচ্ছায় খুশ এক্টিয়ারে, বহালতবিয়তে ... যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা।' মূলভাত, ১৯৫৮। ৫ ইখতিয়ার

এক্জার [আ ইখতিয়ার] বি ক্ষমতা। 'তোমার এক্জার কিছুই নেই।' গিরিশ, ১৮৯৬।

এক্জারি [আ ইখতিয়ার] বি আওতা। 'দালাল দিগকে আপন এক্জারিতে দানদিন একক টাকা হরগিদিব দিবা না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

এক্লেপসিয়া [ই] বি গর্ভবতী নারীর রক্তহীনতার রোগবিশেষ। 'হঠাৎ এক্লেপসিয়া হইয়া দিগি ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

এক্শ, এক্শন [স ক্ষণ+] বি এই মুহূর্ত। 'না করিব বিলম্ব আমি আসিব এক্শে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

এক্শকার [স ক্ষণ+] বিণ এখনকার। 'তোর এক্শকার বাঞ্ছা তোর বলেতে নহে।' তারিণী, ১৮০৩।

এক্শি [স ক্ষণ+] ক্রিবিণ এখনই। ওর্গা, ১৭৮২।

এক্শুনি [স ক্ষণ+] ক্রিবিণ এখনই। 'এক্শুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি।' শিবরাম, ১৯৪০।

এক্শেনে [স ক্ষণ+] ক্রিবিণ এই ক্ষণে; এই মুহূর্তে। 'এক্শেনে জাইতে পারিলাম না কিছুকাল গোনে জাইয়া ...' ওর্গা, ১৭৮২।

এক্শ্ট্রা [ই] বিণ অতিরিক্ত। 'বেশে মসলা ও মাখাঘসার এক্শ্ট্রা দোকান বসে গ্যাছে।' হুতাম, ১৮৬১।

এক্শ্কার্শন [ই] বি দল বেঁধে আনন্দ-হ্রমণ। 'চা-সভা, লন পার্টি, এক্শ্কার্শন, শিকনি কইতাদি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

এক্শ্কাউজ [ই] বি ক্ষমা। 'আজ আমাদের এক্শ্কাউজ কর্তে হবে ...।' মাইকেল, ১৮৬০।

এক্শ্চেঞ্জ [ই] ১ বি অর্থ আদান-প্রদান। 'বিল এক্শ্চেঞ্জ' ক্যালগে, ১৭৮৬। ২ বি শেয়ার বাজার সংক্রান্ত বিনিময়ের কেন্দ্র। 'তাহারা কলিকাতার এক্শ্চেঞ্জে অর্থাত্ ক্রয় বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবারে একত্র হইল।' দর্পণ, ১৮১৮। ৩ বি মুদ্রা বিনিময় হার। 'আবার পোড়া এক্শ্চেঞ্জে তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

এক্শ্চিমিস্ট [ই] বিণ চরমপন্থী। 'এ বিষয়ে এক্শ্চিমিস্ট দলের মত জামিনার চেষ্টা করিছি।' প্রমথ, ১৯১৯।

এক্শ্চপার্ট [ই] বিণ অভিজ্ঞ। 'একজন এক্শ্চপার্ট লোককেও হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে।' শিবরাম, ১৯৫০।

এক্শ্চপিরিয়েন্স [ই] বি অভিজ্ঞতা। 'লোকে বলে এক্শ্চপিরিয়েন্স নেই, কল্পনা থেকে লিখে গেছেন।' অবন, ১৯৪১।

এক্সপেরিমেন্ট, এক্সপেরিমেন্ট [ই] বি পরীক্ষা। 'তার কর্ম-জীবনের এটাই শেষ এক্সপেরিমেন্ট।' মনসুর, ১৯৪০।

এক্সপেল [ই] বি বিহ্বার। 'স্যার আমাকে এক্সপেল করছেন করুন।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

এক্সপ্রেস [ই] বিণ দ্রুতগামী। 'এক্সপ্রেস ট্রেনখানা।' বিজুতি, ১৯৩১।

এক্সরে [ই] বিণ রক্তনরশি। 'এক্সরে পরীক্ষায় প্রকাশ পায়, গুলি তাঁর বুক ভেদ করে নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

এক্সারসাইজ [ই] বি ব্যায়াম। 'তাত্ত্বিক ফিজিকেল এক্সারসাইজ হয় বটে, বক্সিং নোবল আর্ট।' গিরিশ, ১৮৮৬।

এক্সপ্লেশন [ই] বি ব্যতিক্রম। 'আমাকে আমাদের দেশের মহৎ এক্সপ্লেশন বলে গ্রহণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

এক্সপ্লেট [ই] বিণ চমৎকার; উত্তম। 'এক্সপ্লেট এক্সপ্লেট করিয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

এক্সণ [স ক্ষণ+] ক্রিবিণ এখন। 'পার করিবে এখনে।' বড়ু, ১৪৫০।

এখতিয়ার, এখতিয়ার [আ ইখতিয়ার] ১ বি অধিকার। 'এখতিয়ার মাঝিককে বাদশাই সুপিরে।' গরীব, ১৭৬৫: 'সহজ এখতিয়ার করেন।' ইসলাম, ১৯০৭। ২ বি অনুসরণ। 'এই তেজারত-কানুন এখতিয়ার করিয়া তাহার উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।' ইমাম, ১৯৪৬। ৩ ইখতিয়ার

এখন [স ক্ষণ+] ক্রিবিণ এই মুহূর্তে। 'কি না লাভ লোভে কাহাজি না চিনে এখন।' বড়ু, ১৪৫০।

এখনই ক্রিবিণ অবিলম্বে। 'এখনই অন্তাচলে যেও না তপন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

এখনকার [স ক্ষণ+] বিণ বর্তমানের। 'এখনকার রাণী ভবানী হঠাৎ বিদ্যালঙ্কার।' প্রজাকর, ১৮৩১।

এখন-তখন বি কোনো কাজের দিনক্ষণের পরিবর্তনশীলতা। 'তা তোমার এখন-তখন করে হয় নাই।' তারা, ১৯৪৬।

এখনি ক্রিবিণ অবিলম্বে। 'তুমি যেয়ো না এখনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

এখনী ক্রিবিণ এখনই। 'এখনী পরাণ তোর লৌচো অবিচারে।' বড়ু, ১৪৫০।

এখনে ক্রিবিণ এই মুহূর্তে। 'শকত আছিল নাঅ এখনে।' বড়ু, ১৪৫০।

এখনেই ক্রিবিণ এখনে। 'এখনেই নাহি জান প্রেমের আমূল।' আলগল, ১৬৮০।

এখান [স স্থান+] ক্রিবিণ এই জায়গায়। ওর্গা, ১৭৮২।

এখানকার [স স্থান+] বিণ এ স্থানের। 'এখানকার সমাচার লিখিয়া কি জাইব করিব।' ওর্গা, ১৭৮২।

এখানে ক্রিবিণ এই স্থানে। 'এখানে পণ্ডিত নাই নাজিক পাদুকা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

এখানেই ক্রিবিণ এই জায়গাতেই। 'লাইনদুটোকে এই সুযোগে এখানেই দলিলভুক্ত করিয়া রাখিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

এখানের বিণ এখানকার। 'এখানের জমিদাররা রাজে।' তাঁতি, ১৭৯২।

এখানে-সেখানে ক্রিবিণ বিভিন্ন জায়গায়। 'এখানে-সেখানে বেড়ায় খেলিয়া হরবে গাহিয়া পান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

এখুনি, এখুনি [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এই মুহূর্তে। 'এখুনি বুলিবে গিআ যশোদার থানে।' বড়, ১৪৫০; 'ভাশে পুনী জিলাহো এখুনি মরিবাহো।' বড়, ১৪৫০।

এখো [স এক>] ১ *বিণ* এক। 'আদি আন্ত এখো বোল না বোলসি ভাল।' বড়, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* একটিও। 'হাশে কুলে এখো নাহি পাটারুকী ডিরা।' বড়, ১৪৫০।

এখোহি [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* একজনকেও। 'এখোহি না রাখিলেক তোর মাখ বাপ।' বড়, ১৪৫০।

এখোই [স ক্ষণ>] *ক্রিবিণ* এখনও। 'এখোই না ধরে কাফাঈ উমত আকার।' বড়, ১৪৫০।

এখোখশে *ক্রিবিণ* এ মুহূর্তে। 'এত কাল আন্না ক তেজিতে এখোখশে।' বড়, ১৪৫০।

এখোতুড় [স ইকুতুড়] *বি* আখের তুড়। 'এখোতুড় দিয়া ... বাসি লুচি খাইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

এগ [হি] *বি* ভিন্ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এগজামিন [হি] *বি* পরীক্ষা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'রায় লেখাকে তিনি এগজামিনে প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা হিসেবে দেখতেন।' প্রমথ, ১৯১৬।

এগজিকিউটর [হি] *বি* বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক; নির্বাহক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এগজিট [হি] *বি* প্রস্থান; নির্গমন। 'পাত্রপাত্রীর কথার মধ্যে তার এন্ট্রাল ও এগজিটের কোনো নাটকীয় ভূমিকা ছিল না।' রশীদ, ১৯৬০।

এগজিবিশন [হি] *বি* প্রদর্শনী। 'এগজিবিশন দেখতে এসেছিলে বুঝি?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এগজিবিশান [হি] *বি* প্রদর্শনী। 'রূপ সিঁড়িও নয় প্রহরীও নয় ... এগজিবিশানের।' অবন, ১৯২৫।

এগনো, এগোনো [স অগ্রসর>] ১ *ক্রি* অগ্রসর হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কিহ এ দিকে আমার বোট এগোচ্ছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ *ক্রি* বৃদ্ধি পাওয়া; বাড়ি। 'অন্ধকারে বেলা এগছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ *ক্রি* উন্নতি করা। 'কৃতদর এগোলো মানুষ।' মাহমুদ, ১৯৭২।

এগানা [ফা] *বি* আত্মীয়; স্বজন। এগানা বেগানা [ফা] *বি* আপন-পর। 'এগানা বেগানা সব আইল ধাইয়া।' গরীব, ১৭৫৫।

এগারো [পা একারস] *বিণ* ১১ সংখ্যক। 'এগারো সত তত্বা কর্কষ।' মের্স, ১৭৫৬।

এগার [পা একারস] *বিণ* ১১ সংখ্যক; এগারো। 'এগার বৎসরের বালী।' বড়, ১৪৫০।

এগারই [পা একারস>] *বিণ* (মাসের ক্ষেত্রে) ১১ সংখ্যক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এগারজি [এগার+ইজি] *বি* এগারো ইজি মাপের বড়ো ইট। 'তোর মাথায় এমন এক এগারজি খাড়িব।' গারী, ১৮৫৮।

এগারোই [পা একারস>] *বিণ* (মাসের ক্ষেত্রে) এগারো সংখ্যক। ওর্স, ১৭৮৫; 'এগারোই মাঘ সায়ংকালে লেখক-কর্তৃক ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

এগুলা সর্ব এ সকল ব্যক্তি (তুচ্ছার্থে)। 'কেহ বলে এগুলারে ব্যক্তি হাখ-পায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

এগুলি সর্ব এ সকল কথা। 'এগুলি তেমন ভালো তনায় না।' রবীন্দ্র,

১৮৭৭।

এগুলো সর্ব এ সকল জিনিস। 'এগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনোই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

এগোঁন [স অগ্রগমন>] *বি* অগ্রসর হওয়া। 'এমনি করে সাত আটবারে এগোঁন পিছন হল যখন।' জগীশ, ১৯২৯।

এগিয়েমো [হি] *বি* চুক্তি। 'এক বছরের এগিয়েমো জাহাজে উঠতে হবে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

এহলাম [আ ইসলাম] *বি* ইসলাম। 'এহলাম রসাতলে যাইতেছে।' *এসলাম*, ১৯২০।

এহলামিক [আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলাম ধর্মীয়। 'দেশে এহলামিক নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বর্তমান সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বলিয়া দাবী করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৬৫।

এহলামী [আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলামি। 'বাবলা ভাষায় এহলামী ভাব ফুটাইতে যদি কেহ চেষ্টা করিয়া থাকেন।' হোলতান, ১৯২৪।

এজ [স অদ্য] *ক্রিবিণ* আজ। 'কেল খুব ক্ষজরে এসবো - এজ চললাম।' গারী, ১৮৫৮।

এজন্য [স জন্য>] *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'ভট্টাচার্য্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধ্যাক্ষতা করিতে পারেন না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। 'এজন্যে *ক্রিবিণ* এ কারণে। 'কোন ব্যামোহ তাহাদিগে না হয় এজন্যে এক কাঠে কুন্দা তাহাদিগে ফেলিয়া দিলেন।' তারিখী, ১৮০৩।

এজমালি, এজমালী [আ ইজমালি] ১ *বি* একাধিক লোকের অধিকার। এ বাড়ীর মোতালেকের অস্থাবর সম্পত্তি এজমালিতে রাখিয়া গিয়াছেন।' মশাররফ, ১৮৯০। ২ *বিণ* যৌথ। 'এজমালী রায়তের খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে।' মোয়াজ্জিন, ১৯২৮।

এজলাস [আ ইজলাস] *বি* বিচারকার্য চলে যে কক্ষে। 'এজলাসে উৎকোচ আহার করেন।' নীনবন্ধু, ১৮৭২; 'নসীম পাঠী করিয়া এজলাসে উপস্থিত হইয়াছেন।' রোক্কো, ১৯২২।

এজাজত [আ ইজাজত] *বি* অনুমতি। 'ঢেবারে বসে কাজ করবার এজাজত পেয়েছিলেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

এজায়ত [আ ইজাজত] *বি* অনুমতি। 'বিবি সাহেবা আমার বিনা-এজায়তে এই সভায় উপস্থিত হইছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

এজাহার [আ ইজহার] ১ *বি* ফৌজদারি অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ; পুলিশের কাছে অপরাধের খবর দেওয়া। 'সে থানাতেও রায়লধর মদুয়ার লুটের এজাহার পড়িয়াছে।' মশাররফ, ১৮৯০; 'এমন একটা আন্তর্জাতিক এজাহার দেওয়া আপো ...।' সাদত, ১৯৬৭। ২ *বি* প্রকাশ করণ; উক্তি; সাক্ষ্যপ্রদান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এজাহার [আ ইজহার>] *বি* সাক্ষ্যপ্রদানের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

এজিটের [হি] *বি* আন্দোলনকারী। 'তার এজিটের নামের জন্যই সে এই স্বেগপটুকু গেল।' নজরুল, ১৯৩০।

এজিদি [আ ইয়াজিদ>] *বিণ* এজিদের মতো। 'এনেছে এজিদি বিষেষ পুন মোহররদের চাঁদ।' নজরুল, ১৯৪১।

এজুকেটেড [হি] *বিণ* শিক্ষিত। 'এঁরা কলকোতা মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড ছাত্র।' হত্যোম, ১৮৬১। *দ্র* এজুকেশন

এজু [হি] এজুকেটেড] *বি* শিক্ষিত ব্যক্তি। 'হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এজু বা ইয়ং বেঙ্গলোই অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, ... আন্দোলনের সূচনা করেন।' শরীফ, ১৯৭০।

এডুকেশন [হি] বি শিক্ষা। 'শ্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এডুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাসাবেন।' হুতোম, ১৮৬১।

এজেন্ট [হি] ১ বি প্রতিনিধি। ভবানী, ১৮২৩; 'বহরমপুরে গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট শ্রীমত আনরবল ডবলিউ মেলবিল।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। 'কোম্পানির থার্ড ক্লাস দেশে আস্যকদিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বরোতে পাতেন।' হুতোম, ১৮৬১।

এজেন্টী [হি] এজেন্ট+ বা ছা বি প্রতিনিধিত্ব মূলক। 'কান্তান খোসবি সাহেব ... গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এজেন্টী কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

এজেলি, এজেলী [হি] ১ বি এজেন্টের দত্তর। 'বদেশী এজেলি খুলিয়াম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি এজেন্টের কাজ। 'প্রচার-বিভাগের এজেলী গ্রহণ।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

এজোহার [আ ইজহার] বি ফৌজদারি অপরাধ বিষয়ে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি। 'জেরা করিয়া মতিলালের সংক্রান্ত এজোহার কতক কাঁচিয়া ফেলিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

এজো [স আজা] অব্য মাননীয় ব্যক্তির কথায় সম্মতিসূচক শব্দ। 'এজো হা বাবাঠাকুর, পেয়াম।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

এজিন [হি] বি ইঞ্জিন। 'এজিনের দিকে গার্ড হাত তুলে জাবার সম্মত করে।' হুতোম, ১৮৬১।

এজিনিয়ার, এজিনিয়ার, এজিনীয়ার [হি] বি প্রকৌশলী। 'ছয় জন এজিনিয়ার আছে, জাহাজের সমস্ত কলবলের ভার তাহাদের হাতে থাকে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫; 'তিনি এ দেশে পূর্বে এজিনিয়ার ছিলেন।' প্রমথ, ১৯২৯; 'মামা ছিলেন রেশের এজিনিয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

এজিনিয়ারিং [হি] বিণ প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক। 'এজিনিয়ারিং কলেজ হইতে আমরা তাড়া খাইতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

এজেল [হি] বি খ্রিস্টধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গীয় দূত। 'এই এজেল স্বর্গ ছাড়িল কেন।' সবুজ, ১৯২১; 'হঠাৎ মনে হয়েছে এজেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

এটর্নি, এটর্নি [হি] ১ বি আইনজীবী; উকিল। 'তুমি এটর্নি হয়েছ।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি বিদ্য-সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যবিবাহের জন্য আইন অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি। 'গ্রাম্য টাউট থেকে হাইকোর্টের এটর্নি।' অন্নদা, ১৯৪০।

এটলাস [হি] বি মানচিত্রাবলী। 'ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

এটিকেট [হি] ১ বি শিটচার। 'পাছে এটিকেটের ব্যাকরণ-ভুল হয়ে যায়।' মুক্ততবা, ১৯৫২। ২ বি কায়দাকানুন। 'বিপাকে যদি প্যারিসের এটিকেট সম্বন্ধে বিখ্যাত হন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

এটিকেটদুরন্ত [হি] এটিকেট+ফা দুরন্ত বিণ কেতাদুরন্ত। 'এটিকেটদুরন্ত বিলেত-ফেরতগেই এক্ষেত্রে বিল শোধ করতে হয়।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

এটী সর্ব এটা। 'এটী সাধারণের ঘর কন্নার কথা।' হুতোম, ১৮৬৮।

এটেড করা [হি] ক্রি তত্ত্বাবধান করা। 'তমেন ভাল নারভাস পেশেন্ট হলে ছ-মাস কেন এটেড কর না।' গিরিশ, ১৮৮৬।

এটী বিণ একটা। 'এসবের বেলা এটী থোড়ের গাচ আন্সি।'

রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

এট্রি ক্রিবিণ খানিক। 'এট্রি জরিতও পালাম না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

এট্রুখানি বিণ সামান্য পরিমাণ। 'স্টেশনের দাখাখারি এট্রুখানি জমি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

এট্রো [স উজিষ্ট] বিণ উজিষ্ট। 'ছেলেরদের এট্রো মাংস যা আছে তাহাই কিছু দি ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

এট্র্যা [স উজিষ্ট] বি উজিষ্ট। 'মাসি বল্যা আমা খেয়াচে কত এট্র্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

এড [হি] অ্যাড ক্রি যোগ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

এডবরটাইজ [হি] অ্যাডভারটাইজ বি বিজ্ঞাপন। 'তাহার এক মাস পূর্বে জেনরল এডবরটাইজ করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৭।

এডভাইস [হি] অ্যাডভাইস বি নির্দেশ। 'তা তিন ভাগ কসে ব্যাঙ্কে এডভাইস করেছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

এডভাইসারী [হি] বিণ পদমর্যক। 'মুসলিম শিক্ষা বোর্ডের এডভাইসারী সদস্য।' ইসলাহ, ১৯৩৮।

এডভারটাইসমেন্ট [হি] অ্যাডভারটাইজমেন্ট বি বিজ্ঞাপন। 'কর্মচারী নিয়োগের এডভারটাইসমেন্টের বেলায়।' মনসুর, ১৯৩৫।

এডভোকেট, এডভোকেট [হি] অ্যাডভোকেট ১ বি হিতকাজক্ষী; পৃষ্ঠপোষক। 'চন্ডিকাপাণ্ড হিন্দুর এডভোকেট ইহার বন্ধু।' চন্ডিকা, ১৮৩৮। ২ বি উকিল। 'চক্রবর্তী মহাশয় তখন তরুণ এডভোকেট।' কলীম, ১৯৬১।

এডমিরাল [হি] অ্যাডমিরাল বি জাহাজের অধিনায়ক। 'তাহার এডমিরাল অর্থাৎ পোতাধ্যক্ষের আগমন দর্শন করিলাম।' জক্ষয়, ১৮৪২।

এডহক [হি] বিণ বিশেষ প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে গঠিত। 'এডহক কমিটি গঠন করা হয়।' বেগম, ১৯৪৮।

এডিটর, এডিটরি [হি] বি সম্পাদক। 'হুপাকারী ও এডিটর ও মালিক ...।' দর্পণ, ১৮২৩; 'আমি যখন স্ত্রুভিচ্ছিন্ন পত্রিকার এডিটর ছিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

এডিটরি, এডিটারি [হি] এডিটর +বা ই বিণ সম্পাদকীয়। '... জানিতে পারিলে এডিটর কাম পরিত্যাপ করিয়া গাড়োয়ানি কাম লইয়া ...।' প্রভাকর, ১৮৫১। ২ বি এডিটরের কাজ। 'কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটারি করা নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

এডিটোরিয়াল [হি] বি সম্পাদকীয় নিবন্ধ। 'লেখ্য এডিটোরিয়াল।' শ্যামসুল, ১৯৬৯।

এডিভেরটাইস [হি] অ্যাডভারটাইজ বি বিজ্ঞাপন। 'গৌরীচরণ ঘোষের এডিভেরটাইস আমার দিগের তালুক ...।' কালগে, ১৭৯৮।

এডিশন [হি] বি সংস্করণ। 'হু করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

এডিশনাল [হি] বিণ অতিরিক্ত। 'এডিশনাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।' আজাদ, ১৯৪৭।

এডিসনাল [হি] অ্যাডিশনাল বিণ অতিরিক্ত। 'স্কুলসমূহের এডিসনাল ইনস্পেকটর।' বঙ্গীয়, ১৯১৮।

এডুকটেড [হি] বিণ শিক্ষিত। 'তিনি কল্পনা করতে পারেন না একজন ভারতীয় কী করে এডুকটেড হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

এডুকেশন [হি] বিণ শিক্ষাসংক্রান্ত। 'অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন কমিটির ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন।' জ্ঞানাবেষণ,

১৮৪০।

এডুকেশন কমিটি, এডুকেশন কমিটি [হি] বি শিক্ষাবিষয়ক কমিটি।
'এডুকেশন কমিটির সাহেবেরা ভাঁহার নিকটে অভিযাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬: 'চাঁদার ধন সংগৃহীত হইয়া এডুকেশন কমিটির দ্বারা ব্যয় হইলে ...' অক্ষয়, ১৮৪২।

এডুকেশন কৌশলে [হি] বি শিক্ষা পরিচালনা পরিষদ। 'এডুকেশন কৌশলের অধ্যক্ষগণ ...' অক্ষয়, ১৮৪২।

এডুকেশন-বিল [হি] বি আইন পরিষদে উপস্থাপিত শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের খসড়া। 'এডুকেশন-বিল লইয়া যোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এডুকেশনাল [হি] বি শিক্ষাবিষয়ক। 'অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স, অমুক ইন্সটিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি।' রোকেয়া, ১৯১৮।

এডুকেশন, এডুকেশন [হি] বি শিক্ষা সংক্রান্ত। 'এক এডুকেশন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া এ লক্ষ টাকা তাঁহারদের হস্তে অর্পিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩৪: 'এডুকেশন কমিটি নানা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তথায় রাখিতেছেন।' জ্ঞানার্থক, ১৮৩৪।

এড্রেস [হি] আড্রেস। 'এখনকার বড় মানুষদের মত ... এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিবৃত ছিলেন না।' হেতু, ১৮৬১।

এডর্ণ [হি] বি রক্ষা। 'জদি সঙ্গে দেবগন তার সহায় হইবে তথাপি নাইক এডর্ণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

এড়া ১ ক্রি এড়ানো। 'এড়ি এউ হান্দক বান্দ করণক পাটের আস।' চর্চা ১, ১২০০। ২ ক্রি ত্যাগ করা। 'এড়িলো ঘরের আস ল বড়ায়। কহিলো তোর চরণে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি ছাড়া। 'বিধি রতি পাইলো কাহাঙ্কি না এড়িব তোরের।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি খুলি দেওয়া। 'আভরণগণ রাধা এড়িল তারাসে।' বড়, ১৪৫০। ৫ ক্রি খনন করা। 'বীশীর তড়ু কহিল/আকে সোষ এড়ায়িল।' বড়, ১৪৫০। ৬ ক্রি হারানো। 'তুই এড়াওলি তনে। মান ফলস করি ধলি জতনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৭ ক্রি নিক্ষেপ করা। 'পুনরপি নিজ হানে পর্বত এড়িল।' মালাধর, ১৫০০। ৮ ক্রি পরিহার করা। 'কত ভয় এড়াও না পাণ্ড সূয়াস্ত।' মালাধর, ১৫০০। ৯ ক্রি সরিয়ে রাখা। 'সারি করি চতুর্দিশে এড়ে কুশগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ১০ ক্রি লুকিয়ে রাখা। 'এড়িয়াছ কোথা মোর ঔষধ উপায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১১ ক্রি হেলা করা। 'নানিআ এড়িনু হাঙ্গলাইনু ডাইল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১২ ক্রি ফেলে দেওয়া। 'আপনার অঙ্গ হতে কপচ এড়িল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১৩ ক্রি জুড়ে দেওয়া। 'কর্তব্যাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্য দেস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১৪ ক্রি বাদ দেওয়া। 'কপূর কিন্নি আগে আর আর এড়া।' কুম্ভারাম, ১৭২০। এড় ক্রি ছাড়া। 'এড় ঘর যাকো মোঞে শকতি না কর।' বড়, ১৪৫০। এড়াও ক্রি এড়ায়: পাশ কাটে। 'নরদন্ত তোমার এড়াও অহনিশ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। এড়াউ ক্রি ত্যাগ করে। 'ভূমিত বরিয়া রাজা এড়াউ নিবাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। এড়াইয়া ক্রি ত্যাগ করে। 'হরনিতে জাএ সেই পুরি এড়াইয়া।' মালাধর, ১৫০০। এড়াইয়া পড়া ক্রি আড়ষ্ট হওয়া। 'শীতে গিহুসা এড়াইয়া পড়ে।' বন্দন, ১৮৭৪। এড়াও ক্রি পরিহার করে। 'কত ভয় এড়াও না পাণ্ড সূয়াস্ত।' মালাধর, ১৫০০। এড়াও ক্রি এড়াতে পারি। 'তবে বা মোঞে কাহের কাণ্ড এড়াও।' বড়, ১৪৫০। এড়াওলি ক্রি হারালে। 'তুই এড়াওলি তনে/মান ফলস করি ধলি জতনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। এড়াতে পারি ক্রি উপেক্ষা করা। 'আয়ত্তও করতে পারি নে, অঞ্চ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। এড়ায়িএ ক্রি এড়ানো যায়।

'যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব।' বড়, ১৪৫০। এড়ায়িওঁ ক্রিণিণ এড়াতে। 'বোলে চালে এড়ায়িওঁ না পারিব রাধা ল।' বড়, ১৪৫০। এড়ায়িয়ারে ক্রি এড়াতে। 'এড়িয়ারে কেন বড়ায়ি এত পরকার।' বড়, ১৪৫০। এড়ায়িল ক্রি বন্ধন করলে। 'বীশীর তড়ু কহিল/আকে সোষ এড়ায়িল।' বড়, ১৪৫০। এড়ি ক্রি ছেড়ে; ত্যাগ করে। 'আকা এড়ি কেনমতে ধরিলে পরাণী।' বড়, ১৪৫০। এড়িআ ক্রি ছেড়ে। 'রাধিকা এড়িআ আঞ্জি জীবো কেনমনে।' বড়, ১৪৫০। এড়ি এউ ক্রি এড়াও। 'এড়ি এউ হান্দক বান্দ করণক পাটের আস।' চর্চা ১, ১২০০। এড়িতে ক্রি ত্যাগ করতে। 'হেলান এড়িতে।' মনোএল, ১৭৪৩। এড়িতে ক্রি ছাড়তে। 'হাথে নিধী পাইলো রাধা কে এড়িতে পারে।' বড়, ১৪৫০। এড়িনু ক্রি হেলা করে। 'নানিআ এড়িনু হাঙ্গলাইনু ডাইল।' মুকুন্দ, ১৬০০। এড়িব ক্রি ছেড়ে দেবে। 'বিধি রতি পাইলো কাহাঙ্কি না এড়িব তোরের।' বড়, ১৪৫০। এড়িবে ক্রি ত্যাগ করবে। 'তোক না এড়িবে কাহা।' বড়, ১৪৫০। এড়িবেক ক্রি ত্যাগ করবে। 'বহিয়া ভাতিরে তারে এড়িবেক নিয়া।' মালাধর, ১৫০০। এড়িয়া ১ ক্রি এড়িয়ে। 'এড়িয়া এড়িয়া রফা রহি অনুশাম।' আলগল, ১৬৮০। ২ ক্রি খুলে ফেলে। 'আপনার অঙ্গ হতে কপচ এড়িয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ ক্রি ত্যাগ করে। 'নিখাস এড়িয়া মনে করিব রোদন।' সুলতান, ১৭০০। এড়িয়াছ ক্রি লুকিয়ে রেখেছে। 'এড়িয়াছ কোথা মোর ঔষধ উপায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। এড়িয়াত ক্রি ত্যাগ করলে। 'এড়িয়াত খাট পাট আর নারিগন।' মালাধর, ১৫০০। এড়িয়ে আসা ক্রি অসাড় হওয়া। 'হাত-পা মড়ার মুখে এড়িয়ে আসে।' জীবন, ১৯৩২। এড়িল ১ ক্রি খুলে দিলো। 'আভরণগণ রাধা এড়িল তারাসে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি নিক্ষেপ করলে। 'পুনরপি নিজ হানে পর্বত এড়িল।' মালাধর, ১৫০০। এড়িলা ক্রি ত্যাগ করল। 'তবে আবদুল মুজাণিবে এড়িলা শরীর।' সুলতান, ১৭০০। এড়িলেন ক্রি ছেড়ে দিলেন। 'এড়িলেন জসোদা পাইয়া মহাভোজ।' মালাধর, ১৫০০। এড়িলো ক্রি ত্যাগ করল। 'এড়িলো ঘরের/আশ ল বড়ায়ি/কহিলো তোর চরণে।' বড়, ১৪৫০। এড়া ক্রি ত্যাগ করক। 'এড়া দাকোদর।' বড়, ১৪৫০। এড়ে ১ ক্রি সরিয়ে রেখে। 'সারি করি চতুর্দিশে এড়ে কুশগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি জুড়ে দিয়ে। 'কর্তব্যাটে এড়ে অস্ত্র অঙ্গুলি মদ্য দেস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। এড়েন ক্রি ত্যাগ করেন। 'ফলে বা নদীর কিন্নি আগে আর আর এড়া।' কুম্ভারাম, ১৭২০।

এড়া' বিণ উচ্চিৎ, এটো। 'এড়া কটি বাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।' বিজয়, ১৬৫০।

এড়া' [সে] এড়কা বি মাংস। মানোএল, ১৭৪৩।

এড়ান বি অব্যাহতি লাভ করা। 'পলাইলো দান এড়ান না জাএ।' বড়, ১৪৫০।

এড়ানো ১ ক্রি বাঁচানো। মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি মুক্তি পাওয়া। 'সে বুধি তাহারদিগর হইতে এড়াইতে পারিত।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ ক্রি উপেক্ষা করা। 'আয়ত্তও করতে পারি নে, অঞ্চ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ ক্রি অতিক্রম করা। 'সে পথে সমস্ত বিপদ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায় ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এড়ায়ন বি এড়ানো। 'ইস্কুল এড়ায়নে সেই ছিল বরিষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

এড়িয়েড়ি বিণ হোটো-বজো। 'হুইবাবুদের মত এড়িয়েড়ি বাজায় ঘর ভরে।' জীবন, ১৯৪৮।

এড়িনেড়ি বিণ এলোমেসো। 'কতকগুলো ... এড়িনেড়ি চিত্তা।' জীবন, ১৯৩২।

এড়ো ১ বিণ চণ্ডা। 'তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না তলে ঘুম হয় না।' গীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বিণ বাঁকা। 'সে-সবই এড়ো, সবই তেরচা, চীনেদের চোখের মতো।' প্রমথ, ১৯৩৫।

এন্টারথাইজিং [বি] বিণ উদ্যোগী। 'আর লোক ছিল এন্টারথাইজিং।' গিরিশ, ১৮৮৬।

এও [হি আডা] অব্য এবং। 'বিধু রোগ এও পিকপকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাভী...' হেতম, ১৮৬১।

এণ্ডা [স অণ্ড] বি ভিন্ন। 'এগাওয়ালা তন্ম্যামাছ।' তপ্ত, ১৮৫৮।

এত সন্তম্বী বিভক্তি। 'মশেত গুণেত বড়ায় আখিক তরাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

এত [স এতৎ] ১ বিণ এই পরিমাপ। 'এত দুখ বড়ায় মোর পরাণ না সহে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ এই। 'এতবলি দেবরাজ প্রদক্ষিণ করি।' মালাধর, ১৫০০।

এতই ক্রিবিণ এতোটাই। 'নিজদেশ এতই কি দূর?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

এতকাল [স কাল] ক্রিবিণ এতদিন ধরে। 'এত কাল হাট অহিলেঁ বসোহে।' চর্য্য ৩৫, ১২০০; 'এতকাল ইন্দ্র পুঞ্জি কহু না দেখিল।' মালাধর, ১৫০০।

এতক্ষণ [স ক্ষণ] ১ ক্রিবিণ এখন পর্যন্ত। 'এতক্ষণ পরিহাস করিল তোমারে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রিবিণ এতক্ষণ পরে। 'এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিবাদে।' মাইকেল, ১৮৬১।

এত খন [স ক্ষণ] ক্রিবিণ এতক্ষণ। 'এত খন কহা ছিল।' বড়ু, ১৪৫০।

এতখানি বিণ অনেক। 'কেন তারে ভাই গলে পরেছিলে এতখানি ভালবাসি?' জসীম, ১৯৩১।

এততলাক বিণ এততলো। 'এততলাক দেবতাদের মধ্যে উঠার কি যক্ষিকিৎস লজ্জাও হইল না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

এতটুকু বিণ খুব ছোটো। 'হিনু খোকা এতটুকু।' নজরুল, ১৯২৬।

এতটুকুমাত্র বিণ সামান্য পরিমাপ। 'মানুষ এতটুকুমাত্র বুদ্ধান্ত্র তুলে বললে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

এতদিন ক্রিবিণ এতোকাল। 'এতদিন অহলাহ আন ভানে হমে/আবে বুঝল অবগাহি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

এতদিনকার বিণ দীর্ঘ দিনের। 'তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার খপির মধ্যে তুজলে হে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

এতদূর [স এতৎ+স দূর] ১ ক্রিবিণ এতদূর। 'এতদূর উকটিয়া কোথা না পাইল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি এই পরিমাপ দূরত্ব। 'তগ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

এতএব [স অতএব] অব্য অতএব। 'এতএব হে বালিকে সকল ...।' গৌর, ১৮২২।

এতকে সর্ব এতে। '... এতকে একার মাতাশ্বর দেবদত্তের।' স্বরো, ১৭২০।

এতৎ, এতদ্ [স] বিণ এমন। 'এতৎ কালে সোলেমানের জামাতা হসো বাজিদকে সংহার করিয়া ...।' রামরায়, ১৮০১।

এতৎকারণ [স] বি এইকারণ। 'অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে ... সোপান্দ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

এতৎকালে [স] ক্রিবিণ এমন সময়ে। 'এতৎ কালে সোলেমানের

জামাতা হসো বাজিদকে সংহার করিয়া ...।' রামরায়, ১৮০১।

এতৎপত্র [স] বি এই পত্র। 'মহাশয় এতৎপত্র দর্পণার্ণবে চিরবাহিত করিয়া উক্তাত্যচার রাজ্যপ্রজা উভয়ের সুগোচর করাইবেন।' দর্পণ, ১৮০৮।

এতদংশ [স এতৎ-অংশ] বি এই অংশ। 'এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

এতদপ্তিপ্রায়ে [স এতৎ-অপ্তিপ্রায়ে] ক্রিবিণ এ উদ্দেশ্যে। 'এতদপ্তিপ্রায়ে এতদপ্তিরহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

এতদর্শে [স এতৎ-অর্শে] ক্রিবিণ এই মর্মে। 'এতদর্শে দস্তাপত্র লিখিয়া দিলাম।' ওর্স, ১৭৮৪।

এতদার্শে [স এতৎ-অর্শে] ক্রিবিণ এই অনুসারে। 'এতদার্শে পাঠ্য দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৬৪।

এতদুপলক্ষে [স এতৎ-উপলক্ষে] ক্রিবিণ এই উপলক্ষে। 'এতদুপলক্ষে বহু সাহিত্যিক, শিল্পী ...।' বেষম, ১৯৭৭।

এতদুভয় [স এতৎ-উভয়] বিণ উভয় প্রকার। 'ইসলরীয় ও বসদেশীয় এতদুভয় ... রচিত অতিউত্তম ইতিহাস।' দর্পণ, ১৮৩৯।

এতদেশে [স এতৎ-দেশ] বি এই দেশ। 'এত বড় রথ এতদেশে নাই।' দর্পণ, ১৮১৮।

এতদেশীয় [স এতৎ-দেশীয়] ১ বিণ এ দেশের। 'এতদেশীয় স্ত্রীমন্ডক বিশিষ্ট ব্যক্তি ...।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বিণ এ দেশে বসবাসকারী। 'এতদেশীয় পূর্বকালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই।' অক্ষর, ১৮৫৬।

এতদেশে [স এতৎ-দেশ] ক্রিবিণ এই দেশে। 'আমি এতদেশে আগমন করিয়া ... পরমাপ্যায়িত হইলাম।' দর্পণ, ১৮২১।

এতদ্বারা [স এতৎ-দ্বারা] ক্রিবিণ এর দ্বারা। 'এতদ্বারা স্বঘোষের সাময়িক আচার ব্যবহারের ... সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুলাংশে নিরূপিত হইতে পারে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

এতদ্বৈতক [স এতৎ-হেতুকা] ক্রিবিণ এই কারণে। 'এতদ্বৈতক জনক জননী ও পিতৃ মাতৃ বহু গণ ঐ কন্যা ... করিয়া থাকেন।' জ্ঞানানুশোদন, ১৮৫২।

এতদ্বর্ষ [স এতৎ-বর্ষ] বি এই বছর। 'এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাস্থ্য করিয়াছেন।' জ্ঞানানুশোদন, ১৮৩২।

এতদ্বিবেচনা [স এতৎ-বিবেচনা] বি এই বিবেচনা। 'এতদ্বিবেচনায় এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল।' প্যারী, ১৮৫৮।

এতদ্বিষয় [স এতৎ-বিষয়] বি এই বিষয়। 'এতদ্বিষয়ে [স এতৎ-বিষয়] ক্রিবিণ এ বিষয়ে। 'আমরা এতদ্বিষয়ে অবগত হইয়া লিখিতেছি।' দর্পণ, ১৮২৫।

এতদ্ব্যতিরিক্ত [স এতৎ-ব্যতিরিক্ত] ক্রিবিণ এছাড়া। 'তৎকালে বিদ্যালয়ের বৃত্তি ও অধ্যাপকের বেতন এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও প্রকার অর্থাগম ছিল না।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

এতদ্ব্যতীত [স এতৎ-ব্যতীত] ক্রিবিণ এছাড়া। 'এতদ্ব্যতীত মাতৃশ্রদ্ধা পুত্রের বিবাহ ইত্যাদি।' সত্যার্থব, ১৮৫৫।

এতদ্বিন্ন [স এতৎ-ভিন্ন] ক্রিবিণ এছাড়া। 'এতদ্বিন্ন অনেকে স্ব২ ব্যয় করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে।' দর্পণ, ১৮২১।

এতদ্রূপ [স এতৎ-রূপ] বিণ এরূপ। 'আহা কন্যাগণের এতদ্রূপ

মহাক্বেশে কাগপত ...। 'জ্ঞানকরোদয়', ১৮৫২।

এতন্মগ্নরহ [স এতৎ-নগ্নরহ] **বিণ** এই নগরে বসবাসকারী।
'এতন্মগ্নরহে এতন্মগ্নরহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিকে আহ্বান করা গিয়াছিল।' **দর্পণ**, ১৮২৩।

এতন্নিবন্ধন [স এতৎ-নিবন্ধন] **ক্রিণ** এই কারণে। 'এতন্নিবন্ধন আবেদনসমূহ অগ্রাহ্য হয়।' **সোমপ্রকাশ**, ১৮৭৩।

এতন্নিমিত্ত [স এতৎ-নিমিত্ত] **ক্রিণ** এই কারণে। 'ভূপালের অধীন এতন্নিমিত্ত নিছর ভূমির কর্মসংস্থানকে অন্যায় জানিয়াও ...।' **জ্ঞানাবেষণ**, ১৮৩৬।

এতন্নাথো [স এতৎ-নাথো] **ক্রিণ** এর নাথো। 'এতন্নাথো একাদশী পুজিকা কহিলেন ভোজরাজ চন্দ ...।' **মৃত্যুভ্রম**, ১৮১২।

এতথিক **বিণ** এরূপ অধিক সংখ্যক। 'এতথিক সংসারে করিল বহু কাম।' **আলাওল**, ১৬৮০।

এতৎকাক [আ ইতিফকাক] **বিণ** অভিযত। 'গোমস্তা ও কোটার দোসরা আমলা হায়ের সঙ্গে এক এতৎকাক হইয়া ...।' **হ্যালহেড**, ১৭৭৩।

এতবরী [আ ইতিবরী] **বিণ** বিশ্বাসী। ওর্সা, ১৭৮৫।

এতবার, **এৎবার** [আ ইতিবার] **বি** বিশ্বাস। **মনোএল**, ১৭৪৩। 'সোনা রূপা কাপড় জাহা হয়ে সোন পেও তবে আমার এতবার হয়।' **মের্স**, ১৭৫৭; 'আমার উপর তাঁনার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব।' **ওয়ালী**, ১৯৪৮।

এতবার করুন বি বিশ্বাস করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

এতবারি [আ ইতিবারি] **বিণ** বিশ্বাসী। 'দুই চাকর চাই তছা এতবারি দেখায়া পাঠাইয়া দিবা।' ওর্সা, ১৭৭৯।

এতবি [পা এতা **বিণ** এতই। 'এ তৈলোএ এতবি যারা।' **চর্চা**, ১২০০।

এতমামদার [আ ইহতিমাম+ফা দার] **বি** জমিদারের রাজকীয় আদায়ের কর্মচারী। 'আমেল ও তহসিলদার ও এতমামদার কিংবা আর যে কেহ।' **ডানকান**, ১৭৮৪।

এতথৎ ক্রিণ এই মর্মে। 'সে খুটা এতথৎ খুড়সবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।' **ওর্সা**, ১৭৭২।

এতলা, **এতুতলা** [আ ইতলা] **বি** অবগতি; জানানো। **ক্যালগে**, ১৭৯২।

এতা [স এতৎ] **ক্রিণ** এথা; এখানে। 'এতা লক্ষ্যে সহ শ্রীরাম ধানুকি।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

এতাদর্শে [স এতদর্শে] **ক্রিণ** এই মর্মে। 'এতাদর্শে হাফীনা মা প্রভ দিলাম।' **হ্যালহেড**, ১৭৭২।

এতাদূক [স] **বিণ** এরূপ। 'যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ হইতেছে এতাদূক না কোন গ্রহেই দৃশ্য হয় না।' **কৌমুদী**, ১৮৩০।

এতাদূশ [স] **বিণ** এরূপ। 'এতাদূশ ভূমি ইহারে করিয়াছ অসীকার।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

এতাদূশাচারবস্ত [স এতাদূশ-আচারবস্ত] **বিণ** এমন আচারবিশিষ্ট। 'এতাদূশাচারবস্ত ব্যক্তিরদিশের স্বাদ ও মহাভারত বচনানুসারে কি বস্তব্য।' **দর্পণ**, ১৮২২।

এতাদূশী [স] **বিণ** স্ত্রী এই প্রকার; এরূপ। 'যে শুনে যে পড়ে তার ভাব এতাদূশী।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০; 'এতাদূশী যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি ২ প্রণাম করি।' **হরপ্রসাদ রায়**, ১৮১৫।

এতাদূশ্য [স] **বিণ** এই রকম। 'এতাদূশ্যচারবস্ত ব্যক্তিরদিশের স্বাদ

ও মহাভারত বচনানুসারে কি বস্তব্য।' **দর্পণ**, ১৮২২।

এতাতিক [স] **বিণ** এত বেশি। 'কৃষ্ণাশোণাল সময়ের এতাতিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত।' **বরীন্দ্র**, ১৮৩৩।

এতানি [স] **বিণ** সর্ব এগুলি। 'এতানি পরশে ঘটে।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

এতাবৎ [এ+স তাবৎ] **১ বিণ** এতোটা। 'এই স্কুলসেসেরিটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না।' **দর্পণ**, ১৮২৩। **২ ক্রিণ** এখন পর্যন্ত। 'তাঁহার এতাবৎ চেষ্টা নিঃসার্থ।' **দর্পণ**, ১৮৩০।

এতাবৎকাল [এ+স তাবৎকাল] **১ বি** এতদিন। 'এতাবৎকাল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ও সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়াছ।' **বিদ্যা**, ১৮৬৩। **২ ক্রিণ** এতদিন ধরে। 'প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম।' **অচিহ্ন**, ১৯৫০।

এতাবতা [স তাবৎ] **১ ক্রিণ** এ পর্যন্ত; এই নিমিত্তে। 'আক্ষিপের এইজন্ম এতাবতা আড়তিয়া সাহেবান।' **কবচ**, ১৭৯৭। **২ বিণ** এই পরিত্যক্ত। 'প্রভু বংশোদ্ভব এতাবতা মান্য।' **দর্পণ**, ১৮২২। **৩ ক্রিণ** এই রূপে। 'এতাবতা এ দেশের স্ত্রীপুংগের দ্বিতীয়ভাগ প্রাণপনে যাপন হয়।' **জ্ঞানকরোদয়**, ১৮৫২।

এতাবন্যাত [এ+তাবৎ+মাত্রা] **বিণ** এতকু মাত্র। 'এতাবন্যাত ইহা ব্যতিরেকে আমরা আর কিছু বলিতে পারি না।' **রামরাম**, ১৮০১।

এতাবধি **ক্রিণ** এখন পর্যন্ত। 'এতাবধি প্রায় যাবতীয় কাব্য সংকলনে ফরাসি থেকে একটা না একটা কবিতা নেওয়া হয়েছে।' **মণীশ**, ১৯৩১।

এতানান [স] **অব্য** ইত্যাদি। 'দাতা ও ধার্মিক ও বিষয় কর্মে নিপুণ এতানান গুণ একাধারে ছিল।' **দর্পণ**, ১৮২২।

এতিম [আ ইয়তিম] **বি** পিতামাতা নেই যার। 'এতিমেয়ে অল্প বয়েসে সদাএ পালাও।' **আলাওল**, ১৬৮০।

এতিমখানা [আ ইয়তিম+ফা খানা] **বি** অনাধ আশ্রম। 'এতিম-খানা হলও সকল দুঃস্থ গরিবের অভাব মোচন হত না।' **রোকেয়া**, ১৯২৬।

এতিমাবাস [আ ইয়তিম+স আবাস] **বি** অনাধাশ্রম। 'এতিমাবাসের তহবিল থেকে তাদের প্রত্যেককে ... উপহার দেওয়া হয়।' **বেগম**, ১৯৬৫।

এতে সন্তুষ্ট বিভক্তি। 'জেই জন জিনে তারে কান্দেতে করিয়া।' **মালাশ্রম**, ১৫০০।

এতেক [স ইয়ৎ] **১ বিণ** এইটুকু। 'এতেক আরতী আছে পরে কেহে মালা' **বড়ু**, ১৪৫০। **২ ক্রিণ** এ পর্যন্ত। 'এতেক সুনিয়া তবে রাজা জন্মেয়' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯। **এতেকে ক্রিণ** এ কারণে। 'এতেকে করিল আসে ভক্তের বন্দন।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। **এতেকে ক্রিণ** এ কারণে। 'এতেকে তোমার তার হৈব নেহাবন্ধ।' **বড়ু**, ১৪৫০।

এতৌদর্শে [স এতদর্শে] **ক্রিণ** এ জন্যে। 'এতৌদর্শে পাটকপত্র দিলাম।' **হ্যালহেড**, ১৭৭২।

এতা বিণ এত; অনেক। 'ছি ছি এতা জঞ্জাল।' **ক্ষীরোদ**, ১৯২৫।

এতালানামা [আ ইতিলা] **বি** লিপিবদ্ধ বর্ণনা। 'এ বিষয়ের এক এতালানামা ...।' **দর্পণ**, ১৮২৩। **এতুলা** [আ ইতিলা] **বি** সংবাদ। 'কিন্তু না পাইনু তার মনের এতুলা।' **ভবানী**, ১৮২৮।

এতাহাম [স ইহতিহাম] **বি** অভিযোগ। 'ঠকচাচা জাল এতাহামে গেরেভার হইয়াছে।' **প্যারী**, ১৮৫৮।

এন্তেহাদ [আ ইন্তিহাদ] বি বন্ধুত্ব। 'একতা ও এন্তেহাদ ইসলামী জিন্দেগীর বড় কথা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

এত্যেক করা তাই; এ কারণে। 'এত্যেক কম্বই প্রভু মোর অপরাধ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

এতলা, এতলা [আ ইতলা] বি সবেদ। 'বিশ্ব হইয়া হুজুর এতলা কারণ ...।' রামরায়, ১৮০১।

এথ [স অত্র] ১ বিণ এত। 'এথ দৃষ্টক পাই মুই দিমু অভাগিনী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ এমন। 'তুজি বিন্যামানে এথ কেন হৈল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ সর্ব এটা। 'এথ তুনি কন্যাও ভাবিল মনে মনে।' সুলতান, ১৭০০।

এথা [স অত্র] ক্রিবিণ এখানে। 'হাদস দিবস এথা অপসর করি।' মালাধর, ১৫০০।

এথাই ক্রিবিণ এখানেই। 'এথাই নরক স্বর্ণ সুনি ভাগবতে ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

এথাএ ক্রিবিণ এখানে। 'এথাএ পুরা কোলে করিব কুন্তিনামে মাএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

এথী [স অত্র] ক্রিবিণ এখানে। 'কাতে নিবেদিবো মোএ এথী কেহো নাহি।' বড়ু, ১৪৫০।

এথাসি ক্রিবিণ এখানেই। 'এথাসি সুন্দরি রাখা কর কাঠদাশ।' বড়ু, ১৪৫০।

এথাকে [স অত্র] ক্রিবিণ এখানে। 'আসিতে এথাকে না তুনিলে অপজস।' মালাধর, ১৫০০।

এথাক্রি [স অত্র] ক্রিবিণ এখানেই। 'এথাক্রি আছিল বানী সঙ্কর বিদিতে।' বড়ু, ১৪৫০।

এথাত ক্রিবিণ এখানে। 'এথাত রামকৃষ্ণ পুহাইল রাতি।' মালাধর, ১৫০০।

এথায় ১ ক্রিবিণ এখানে। 'তনিয়া আইনু মুক্টি পাতকী এথায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ এদিকে। 'এথায় বাদসাহী লঙ্কর সেনাপতি রাজা তেড়লমল ও রাজা ওমরাও সিংহ।' রামরায়, ১৮০১।

এথাহৌ ক্রিবিণ এখানেও। 'সে ফল এথাহৌ দিবো তোরে।' বড়ু, ১৪৫০।

এথনলজি [হি বি নৃবিজ্ঞান]। 'এই বস্তাপচা বিচার এথনলজি অ্যান্ড্রপলজি প্রভৃতি নাম ধারণ করে।' প্রমথ, ১৯৩০।

এথানক [স স্থান] ক্রিবিণ এ স্থানে। 'এথানক আইলা বড়ায় আকার ভাগে।' বড়ু, ১৪৫০।

এথারে [স অত্র] ক্রিবিণ এখানে। 'তে কারণে দুর্গ লংঘি আইলাও এথারে।' মালাধর, ১৫০০।

এথিনীয় [হি বিণ] এথেন দেশীয়। 'বাস্তালীরা আসিয়াবত্তের মধ্যে এথিনীয় জাতিসদৃশ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

এথু [স ইয়ং, পা এত] ১ ক্রিবিণ এখানে। 'ভগন্তি মহিভা মই এথু বুড়ন্তে কিল্পে ন দিতা।' চর্যা ১৬, ১২০০। ২ সর্ব এটা। 'জো এথু বুঝএ সো এথু বীরা।' চর্যা ২০, ১২০০।

এথেক ক্রিবিণ এই পর্যন্ত। 'এথেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলঘ।' আলোচন, ১৬৮০।

এদর্থে ক্রিবিণ এতদর্থে; এই জন্যে। মেয়র্স, ১৭৬৯।

এদানিক [স ইদানীং] ক্রিবিণ আজকাল। 'ঐ ঐ দুিগের অগ্রিত লোক দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে ...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

এদানীং [স ইদানীং] ক্রিবিণ ইদানীং। 'এদানীং ... জোর আর পায় না খুঁটিতে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

এদিক বি কোনো এক দিক। এদিক-ওদিক ক্রিবিণ চার দিকে। 'ইচ্ছা মত গুট বাড়াইতে ও এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

এদিকটায় ক্রিবিণ এদিকে; এই অঞ্চলে। 'এদিকটায় পোটে চড়ে তার এসেছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

এদুকসন [হি এডুকেশন] বিণ শিক্ষাবিষয়ক। 'এদুকসন কমিটি।' দর্পণ, ১৮৩৪।

এদেশিয় [স দেশীয়] বিণ এ দেশের। মেয়ার, ১৭৮৭।

এদ্ব্য [আ ইদ্বত] বি মুসলমান সদ্যবিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত নারীর পুনরায় বিয়ের আশের ধর্মনির্দিষ্ট অপেক্ষাকাল। 'এদ্ব্য সময় উত্তীর্ণ হইলেই ত্তব্যকার্য সম্পন্ন হইবে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

এধার ওধার [স ধার] ১ ক্রিবিণ চারদিক; এদিক-সেদিক। 'এধার ওধার ওধার লইয়া বলিলেন।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি অন্য ব্যবস্থা। 'তুমি তো ছিলে, কিছু এধার-ওধার করতে পারলে না।' ওয়াহী, ১৯৪২।

এনকেসবি [আ ইনকিলাব] বি বিপ্লব। 'এসেছে জগতে নতুন করিয়া এনকেসাব, আবার।' মাহেনও, ১৯৪৯।

এনকোয়ারি [হি বি তদন্ত]। 'আইনসঙ্গত এনকোয়ারি শুরু হবে।' মানিক, ১৯৪৭।

এনকোজার [হি বি সীমানা]। 'মাখন এনকোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।' মানিক, ১৯৪০।

এনগেজমেন্ট [হি ১ বি] আসে থেকে নির্ধারিত যোগাযোগ। 'তোকে চিঠিতে লিখেছিলাম কাল ৭ p.m.-এর সময় কবি কাপিসানের সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট করা যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি সাক্ষাৎকার। 'ঠিক সাতটার সময় অবিল বাবুর সহিত তাহার এনগেজমেন্ট আছে।' বনকুল, ১৯৩৬। ৩ বি নির্দিষ্ট সময়ে কারো সঙ্গে কোনো কাজ থাকা। 'অন্যত্র আমার এনগেজমেন্ট আছে।' মনসুর, ১৯৪০।

এনগ্রেভিং [হি বি খোদাই করা চিত্র]। 'বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানে এনগ্রেভিং টাঙ্কানে রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

এনহাণ্ড, এনহাফ [আ ইনহাফ] বি সুবিচার। 'এ কুশ্মানির মূলকে এনহাফ আছে কিনা।' মাইকেল, ১৮৬০; 'বুড়ো বাপের কাছে এনহাণ্ড নিতে গিয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ইনহাফ

এনজয়মেন্ট [হি বি আনন্দ]। 'আপনার এমন পছন্দন করে দেব যে লেভিটে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ হবে আর এনজয়মেন্টও ফার্স্ট ক্লাস হবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

এনট্রাল, এনট্রান্স [হি ১ বি] মাধ্যমিক স্কুল কাইনাল পরীক্ষা; প্রবেশিকা পরীক্ষা, ম্যাট্রিক পরীক্ষা। 'নলিন ফেল করিতে করিতে এনট্রান্স ক্লাসে জাতিকলের ইন্দুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি প্রবেশ। 'পাত্রপাত্রীর কথার মধ্যে তার এনট্রাল ও এগজিটের কোনো নাটকীয় ভূমিকা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩। ৩ এনট্রাল

এনট্রেল স্কুল [হি বি] মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 'এনট্রেল স্কুলের হেডমাস্টার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

এনডোর্স [হি বি অনুমোদন]। 'গোটা গোটা অক্ষরে সরসী সুবিমলের

নামটা সেখানে এনভোর্স করে রেখেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

এনভাকাল [আ ইনভিকাল] বি মৃত্যু; (এখানে) মামলা নিষ্পত্তির আগে মাল ক্রোক বা ক্রোকের নির্দেশ। 'না দেখালে আজ সাতখানা এনভাকাল এসে পড়তো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

এনফেসাল [আ ইনফিসাল] বি ভাগ; বিভাগ। 'মোকদ্দমা এনফেসাল হয়।' কালগে, ১৭৮৫।

এনভেলোপ [হি বি চিঠির খাম। 'সাধারণ সরকারী এনভেলোপ নয়, কাঁঠালীচাঁপা রঙের বড় লেফাটা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

এনলাইটেও [হি বিণ মুক্তমনা। 'কিছু এনলাইটেও লোকের জন্মেই আমাদের আঁচ কালাচার এখানে টিকে আছে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

এনসাইক্লোপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া [হি বি বিশ্বকোষ। 'এনসাইক্লোপিডিয়া হইতে এ সম্বন্ধে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'মহাভারত হচ্ছে একটি এনসাইক্লোপিডিয়া।' প্রমথ, ১৯২৭।

এনসাইন [হি বি নৌবাহিনীর পদবিশেষ। 'আমি এক রেজিমেন্টে এনসাইনের পদে নিযুক্ত হিলাম।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

এনসান [আ ইনসান] বি মানুষ। 'হামেশা আয়তল কুরসি পড়ে যে এনসান।' গরীব, ১৭৬৫। **দ্র ইনসান**

এনা বিণ এই। 'এনা এক ফুট পাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

এনাটিমি [হি বি অঙ্গ-সংস্থান বিদ্যা। 'এনাটিমি প্রভৃতি বিদ্যাত্যাস করিবক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

এনাম [আ ইনাম] বি উপহার। 'কাসেদে এনাম দিয়া হইল নেহাল।' গরীব, ১৭৬৫।

এনামেল [হি ১ বি ধাতব পদার্থবিশেষ। 'ফুটো এনামেলের গেলাস রবীন্দ্র, ১৯১৮। ২ বি দাঁতের উপরকার শক্ত আবরণ। 'দাঁতের এনামেল ঝিকমিক করে ওঠে।' জীবন, ১৯৩০।

এনামেল-উঠে-বাওয়া বিণ এনামেলের প্রলেপ উঠে গেছে এমন। 'এনামেল-উঠে-বাওয়া একখানা বাটি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

এনামেল-করা বিণ এনামেলের প্রলেপ দেওয়া। 'সোনার উপরে এনামেল-করা একটি ছোটো ব্রোচ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

এনারি সর্ব তাঁর। 'এনার বাত মাফিক কাম করলে মোদের মেটির ভিতর জলদি যেতে হবে।' প্যারী, ১৮৮৮।

এনার্কিস্ট [হি বিণ নৈরাজ্যবাদী। 'সে এনার্কিস্ট দলে যোগ দিয়েছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

এনার্জি [হি বি শক্তি। 'মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জি থাকে সেটা ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

এনিমি [হি বি শত্রু। 'এত এনিমির সঙ্গে লড়ে এনিমিয়া নিয়ে নিমতলার দিকেই কেটে পড়েছেন কিনা, কে জানে।' শিবরাম, ১৯৪০।

এনিমিয়া [হি বি রক্তাক্ততা। 'এনিমিয়া নিয়ে নিমতলার দিকেই কেটে পড়েছেন কিনা, কে জানে।' শিবরাম, ১৯৪০।

এনিসপিট্রি [হি বি পরিদর্শক। 'এনিস পিট্রি সাহেবের দস্তর খানাতে।' কালগে, ১৭৯৬। **দ্র ইলপেট্রি**

এনোফিলিস [হি বি ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশা। 'এনোফিলিস তো চারধারেই কিলবিল করছে।' শিবরাম, ১৯৪০।

এনগেজমেন্ট [হি বিণ বিয়ের বাগদানের। 'কিছুদিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এনগেজমেন্ট আর্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

এন্টারটেন [হি ১ বি আশ্রয়ন। 'অভিধিকে অশোক এন্টারটেন করছে।' মালিক, ১৯৩৫। ২ বি বোন্দসেবা দান। 'দিনে বিগিরি, রাধুশীগিরি, যাতে বাইরের লোককে এন্টারটেন করে।' সাগত, ১৯৬৭।

এন্টোনা [হি বি রেডিও বা টিভির তরঙ্গগ্রাহক যন্ত্র। 'এ বাসায় ঢোকার আগে দেখা উচিত ছিল বাড়ির মাথায় এন্টোনা আছে কিনা।' শামসুল, ১৯৭৩।

এন্ট্রাল, এন্ট্রান্স, এন্টেশ [হি বি প্রবেশিকা পরীক্ষা। 'এন্ট্রান্স পাস করবার পূর্বের বাপ হয়েছিলেন।' হুতোম, ১৮৬১; 'বয়স কম বলে এবারে এন্ট্রাল পাশ করতে দ্যায়নি।' মীনবন্ধু, ১৮৭২; 'এন্টেশ পাশ কেরা ছাওয়াল আমার দারোগা হেব।' মনসুর, ১৯৫৫।

এন্ট্রি [হি বিণ প্রবেশ। 'এন্ট্রি-ক্‌ই মাটি, অনেক টাকা গেছে আমার।' শিবরাম, ১৯৫০।

এন্ট্রেশ [হি ১ বিণ মাধ্যমিক স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা; প্রবেশিকা পরীক্ষা; মাধ্যমিক পরীক্ষা। 'এন্ট্রেশ পরীক্ষা না দিতে দিতে পড়িয়া যায়।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বিণ মাধ্যমিক। 'প্রমিয়ার মহোদয়গণের সাহায্যে ... এন্ট্রেশ স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।' ইসলামিয়া, ১৮৯৫।

এন্ট্রিয়ারভিকি। 'যতন করিয়া বৈদ কহিলেন্ত বিধী।' বড়ু, ১৪৫০।

এন্টার [প] ১ ক্রিবিণ অবিরাম। 'এন্টার গান তার ভাসে ভোর বাতাসে।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিণ প্রচুর। 'বিনে পরয়াস এন্টার মিলগেও কেন বে লোকে এত খরচপত্তর করে।' শিবরাম, ১৯৪০।

এন্ডেক্স [আ ইনভিকাল] বি মৃত্যু। 'ফাতেমাবিবির এন্ডেক্সের পর ... বিবাহ করেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৭।

এন্ডেজাম [আ ইনভিজাম] বি বন্দ্যাবস্ত। 'দুপক্ষেই সব এন্ডেজাম হয়ে গেছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

এন্ডেজার [আ ইনভিজার] বি অপেক্ষা। 'আমার লাগি এন্ডেজার কইর না।' মনসুর, ১৯৫৩।

এন্ডেজারি, এন্ডেজারী [আ ইনভিজারি] বি আশ্রয়ের সাথে অপেক্ষা। 'সেই ছটা থেকে এন্ডেজারি করে ... সব মুখ দেখলাম।' মনসুর, ১৯৪৫; 'এই এন্ডেজারী ভালো লাগে না।' মুনীর, ১৯৬১।

এন্ডেহাম [আ ইমতিহান] বি পরীক্ষা। 'তিন২ মাস অন্তর এন্ডেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি।' দর্পণ, ১৮৩৫।

এপন [স লেপন] বি আলপনা। 'উজর এপন মুকুতাহার নয়ন নিবেদন বন্দনভার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

এপয়েন্টমেন্ট লেটার [হি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার] বি নিয়োগপত্র। 'হাইস্কুলের ... এপয়েন্টমেন্ট লেটার আসিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

এপরিলা [হি বি খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার চতুর্থ মাস; এপ্রিল। কালগে, ১৭৮৪।

এপিক [হি বি মহাকাব্য। 'সাহিত্যভাণ্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম সেওয়া হইয়াছে এপিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এপিটাক [হি বি সমাধিপত্রি। 'সহসা, ঘুমের মাঝে মনে পড়ে খিন্ন এপিটাক।' শক্তি, ১৯৭০।

এপিডেপটি [হি বি হলফনামা। 'কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপটি কল্পেও বিশ্বাস হয় না।' হুতোম, ১৮৬১।

এপিডেমিক [হি বি মহামারী। 'একেবারে বিয়ের এপিডেমিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এপোলো [হি বি গ্রীক দেবতা। 'সে ছিল কালাপাথরের জীবন্ত এপোলো।' প্রমথ, ১৯৩১।

এগ্রন [হি] বি উর্ধ্বাঙ্গ আচ্ছাদন করার বস্ত্র। 'হাসপাতালের এগ্রন-পর্যাসার্জেনদের দল।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

এগ্রিল [হি] বি রোমান পঞ্জিকার চতুর্থ মাস। 'গত শনিবার ১ এগ্রিল।' দর্পণ, ১৮২০।

এগ্রিল ফুল [হি] বি ইউরোপীয় প্রথায় পহেলা এগ্রিল বোকা বানানোর রীতিবিশেষ। 'তাকে কোন বছর এগ্রিল ফুল করতে পারিনি।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

এগ্রেল [হি] বি খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ মাস; এগ্রিল। '৮ এগ্রেল ১৮৪২ - আমি কুইন জাভা ...।' অক্ষয়, ১৮৪২।

এগ্রেসিস [হি] বি শিক্ষানবিস। 'সিনিয়ার এগ্রেসিস।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

এগ্রিসিস [হি] অ্যাপ্রিসিস+বা হি বি শিক্ষানবিস। 'অনেক দিন এগ্রিসিস করিতে হয়।' ইমদাদুল, ১৯২০।

এগ্রেসিস [হি] অ্যাপ্রিসিস+বা হি বি শিক্ষানবিস। 'সে কখনো এগ্রেসিস করেনি।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

এফএ পরীক্ষা [হি] এফএ+স পরীক্ষা বি এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরের পরীক্ষা; উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (ফার্স্ট আর্টস)। 'এফএ পরীক্ষায় যদি ভালোবাকম বৃত্তি পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এফতার [আ ইফতার] বি ইসলামি মতে সারাদিন রোজা রেখে সূর্যোস্তের পর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ। 'তাড়াতাড়ি এফতার করিয়া বাহিরে গেল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

এফতারী [আ ইফতার] বি রোজা ভঙ্গ করার জন্য সূর্যোস্তের পর খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ। 'বিছানায় তয়েই করতে হলো এফতারী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

এফন [হি] অ্যাপ্রন বি অন্যান্য বস্ত্রের উপর পরার মতো উর্ধ্বাঙ্গের আচ্ছাদন। 'এফন ক্রমাল ১৩ তেরো জোড়া।' মেয়র, ১৭৫৭।

এফরেল [হি] বি এগ্রিল। '৩০ এফরেল তারিখ।' দর্পণ, ১৮৪৯। দ্র এগ্রিল

এফিডেবিট [হি] বি শপখনামা। 'ব্যাক্সে যাবেন আর একটা এফিডেবিট করে অসোবকম চলুন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

এফিসিয়েন্ট [হি] বিগ অতিশয় দক্ষ। 'একজন এফিসিয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার দরকার।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

এফেট [হি] বি ফনাফল। 'ঠিকই ধরেছি বেরিবেরি আফটার-এফেটই এই।' শিবরাম, ১৯৪০।

এফোড়-ওফোড় বিগ একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত বিদ্ধ। 'দেহটা এফোড়-ওফোড় করিয়া দিল।' বিজুতি, ১৯৩১।

এফ্রিল [হি] বি খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার চতুর্থ মাস; এগ্রিল। 'গত ১৫ এফ্রিল তারিখে।' দর্পণ, ১৮২০। দ্র এগ্রিল

এবং [সি] অর্থাৎ ও; আর। 'লম্ব ১৮ কলা পরে শুরু এবং সকলে ৬৫ পঞ্চমি কলা।' বড়, ১৫৭০; 'চাকা দিবার বিষয় নাই এবং জীনিষ দিবার বিষয় নাই।' মেয়র, ১৭৫৭।

এবংকার [সি] বিগ জোড়া। 'এবংকার দৃঢ় বাখেড় মোজিউ।' চর্যা ৯, ১২০০।

এবংবধি [সি] বিগ এ রকম। 'এই ভূমণ্ডলে এবংবধি বহু ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে যে, তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না।' বিদ্যা, ১৮৫১।

এবংবভাব [সি] বি এমন স্বভাব। 'তাবৎ লোকের যদি এবংবভাব

হইত ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

এবঞ্চ [সি] অর্থাৎ এবং। 'চারি জন ঘোড়ার গাড়িতে এবঞ্চ দুই জন অশ্বারোহি।' দর্পণ, ১৮৩৩।

এবড়ো-খেবড়ো [আ ইবরা] ১ বি উঁচুনি স্থান। 'কাটা-খোচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জাগায় ব্র-বেলস নামক ছোটো ছোটো ফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিগ উঁচুনি। 'এবড়ো-খেবড়ো মাঠ।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বিগ অগোছালো; অবিন্যস্ত। 'কতকগুলো এবড়োখেবড়ো শব্দ।' জীবন, ১৯৩২।

এবনরমাল [হি] অ্যানরমাল বিগ অস্বাভাবিক। 'তোমার এবনরমাল অবস্থাত দেখবার বাসনা আমার মাঝে মাঝে হয়।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

এবনে [আ ইবন] বি -এর সন্তান। 'শ্রীফাজীল অলাদে নিজাম এবনে মকুল।' হ্যাগহেড, ১৭৭২।

এবশ্রকার [সি] বিগ এইরূপ। 'এবশ্রকার মিষ্ট বচনে ...।' ভবানী, ১৮২৮।

এবধি [সি] ১ বিগ এই প্রকার। 'এবধি মুক্ত সব কার কৃষ্ণভক্তি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিগ এরূপ। 'সুতরাং এবধি পারিভাষিক শব্দ ... সম্পন্ন হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

এবদ্ধ [সি] ১ ক্রিবিগ এই রকম করে। 'এবদ্ধ ভট্টাচার্যেরা কহিয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিগ এই রূপ। 'এবদ্ধ গুণীগণ খাড়ি কাশওয়াত কাওয়ালা কষক সারগিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' ভবানী, ১৮৩৮।

এবর [আ] বি রচনা; রচনা ভঙ্গি। মেয়র, ১৭৮৭।

এবরো খেবরো [আ ইবরা] বিগ উঁচুনি। 'যে তোমার এবরো খেবরো গা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

এবলিশ [হি] অ্যাবলিশ বি বিলোপসাধন। 'সভাতা দেখছি এবলিশ কতো হলো।' মাইকেল, ১৮৬০।

এবাদত [আ ইবাদত] ১ বি একনিষ্ঠতা। 'হেমন্ত ও এবাদতে ও নেহাউত চালাকিতে একান্ত করিয়া।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বি প্রার্থনা। ওর্স, ১৭৮২; 'দোজখের ভয়ে এবাদত করি।' রোকেয়া, ১৯৩১।

এবাদতবন্দেগী [আ ইবাদত+ফা বন্দেগী] বি প্রার্থনাদি। 'ব্যর্থ হয়ে যাবে তাঁর আজন্ম এবাদতবন্দেগী সাধনা।' কায়সার, ১৯৬৫।

এবাদতী [আ ইবাদত] বিগ উপাসনাপূর্ণ। 'গভীর এবাদতী নিবিড়ভায় তার ক্ষুদ্র চোখ ...।' গায়নী, ১৯৪৫।

এবার [এ+ফা বার] ১ ক্রিবিগ এইবার। 'দৈবযোগে আসি এবার রাখা পড়িয়া আকার হাখে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিগ এ বছর। 'এ বার বরষ মোর তের নাই পূরে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রিবিগ এখন। 'এবার ফিরাও মোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

এবারকার [এ+ফা বার+স কার] বিগ এবারের। 'এবারকার দক্ষিণায় টাকায় ব্রাক্ষণীর নত গড়ান ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

এবারের মতো ক্রিবিগ এখনকার মতো। 'এবারের মতো বসন্ত গড় জীবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

এবারত [আ ইবারত] বি রচনারীতি; বাগধারা। বিদ্যা, ১৮৯১।

এবলিশ [হি] অ্যাবলিশ বি বিলোপসাধন; উচ্ছেদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

এবি [হি] বি ইংরেজি ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান। 'এরা এবি পড়ে, বিবি সেজে,

বিলাতি বোল করবেই করে।' শুভ, ১৮৫৮।

এবে ১ ক্রিবিণ এখন। 'এবে হতে দৈবকীর যত গর্ব হএ।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ অভঃপর। 'আইসা এবে বিদ্যাপরী-দল।' মাইকেল, ১৮৬০।

এবে ক্রিবিণ এখন। 'এবে মই বুঝিল সঙ্গুর বোহে।' চর্যা ৩৫, ১২০০।

এবেই ক্রিবিণ এখনই। 'বিরহ সন্তাপ রাধা এবেই জািলে।' বড়, ১৪৫০।

এবেসে ক্রিবিণ এখন। 'ইন্দ্র কার্য এবেসে হইল।' মালাধর, ১৫০০।

এবোহো ক্রিবিণ এখন। 'এবোহো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী।' বড়, ১৪৫০।

এবোল বি এই কথা; এরূপ বাক্য। 'কৃষ্ণ ঠাঞি জাহ তুমি এবোল কহিল।' মালাধর, ১৫০০।

এভারো ক্রিবিণ এখন। 'এভারো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী।' বড়, ১৪৫০।

এভিডেল অ্যাট [ই] বি সাক্ষী সংক্রান্ত আইন। 'কেবল একুইটি আর এভিডেল অ্যাট মুখস্থ করেই দুর্দভ জীবনটা কাটানুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

এভেনিউ [ই] বি রাজপথ। 'কেমন ইড়িয়ে হেঁটে স্মরণীয়ভাবে গলি আর এভেনিউ নিয়স পেরিয়ে যায়।' শামসুর, ১৯৬৬।

এভো ক্রিবিণ তবু। 'এভো যবে না ধরিয়ে পাশে বদানব বলে ধরি তোকে তবে দিবা আলিন।' বড়, ১৫৭০। এভো ক্রিবিণ এখন। 'এভো দয়া ধর মোরে লা' বড়, ১৪৫০।

এভোল্যুশন [ই] ১ বি গাছপালা ও জীবজন্তু সাধারণ জীবকোষ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানের রূপ ধারণ করেছে - এই ধারণা: বিবর্তন। 'ডার্কিনিয়ার এভোল্যুশন থিওরি যে বহুপূর্বে আফ্রিকা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল...' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি ক্রমবিকাশ। 'ভালা লাগার এভোল্যুশন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

এভোহো ক্রিবিণ এখন। 'এভোহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস।' বড়, ১৪৫০।

এভোহ ক্রিবিণ তবু। 'এভোহ কানাক্রি তোর না ভইল জ্ঞানে।' বড়, ১৫০০।

এমএ [ই] বি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি: মাস্টার অব আর্টস। 'এম.এ. পাস।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

এমএলএ [ই] বি প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য; মেম্বর লেজিসলেটিভ অসেমব্লি। 'তার এক আত্মীয় এম. এল. এ।' মনসুর, ১৯৪৩।

এমএসসি [ই] বি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি: মাস্টার অব সায়েন্স। 'শশাঙ্কমৌলী যে-বছরে এম. এসসি, ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

এম-ডি [ই] বি চিকিৎসাবিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রি: ডক্টর অব মেডিসিন। 'ইউরোপ থেকে ডক্টর অব মেডিসিন (এম-ডি) ডিগ্রী অর্জন করেছেন।' বেগম, ১৯৭০।

এমং [এ+স মতা] বিণ এমন। 'আর শান্তচিত্ত অথচ ফলাঙ্গী এমং ব্যক্তিও ...।' রামমোহন, ১৮১৭।

এমত, এ মত [এ+স মতা] ১ ক্রিবিণ -এরকম। 'এমত কপট ধৃষ্ট লম্পট

শষ্ঠ।' চর্যা, ১৫৭০। ২ ক্রিবিণ এইরূপ। 'এমত সোন্দরী ছাড়ি জাইমু কি কারন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'আপনাকে পাইলে উহারদিকে এ মত করিত না।' রামরায়, ১৮০১।

এমত অবস্থা বি এই অবস্থা। 'এমত অবস্থায় তোমাদের দশাটা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

এমত এমত ক্রিবিণ এরূপে। 'যদ্যপিবাং এমত২ রচনা গড়না হইত ...।' রামরায়, ১৮০১।

এমতাবস্থায় [এমত+স অবস্থা] ক্রিবিণ এরূপ পরিস্থিতিতে। 'এমতাবস্থায় কৃষ্ণ-প্রজার স্বার্থ-বিরোধিতা মোহলম লীশে সম্বব বলিয়া ...।' আজাদ, ১৯৩৯।

এমতি ক্রিবিণ এমন। 'এমতি করিল কে।' চিত্রী, ১৬০০।

এমতে ক্রিবিণ এভাবে; এমনরূপে। 'এমতে অনিত হব সতে দুরাতার।' মালাধর, ১৫০০।

এমতো বিণ এমন। 'এমতো স্থলে যে ছেলে পড়ে ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

এমন বিণ এরূপ। 'এমন চেটা হইল তাহার।' মালাধর, ১৫০০।

এমন এমন বিণ এমন ধরনের। 'এমন এমন লোকও আছে, যে অব্যাহে শত বৎসর পরিশ্রম করিলেও ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

এমনকি অবা শুধু তাই নয়; অধিকন্তু। 'আমি রাজকুমারী, - এমনকি, রাজরাজেশ্বরকুমারী।' মাইকেল, ১৮৭৩।

এমনতর [এমন+আ তরহ] ক্রিবিণ এই প্রকার; এই রকম। 'এমনতর রাণী চেহারার মেধ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

এমনতরো [এমন+আ তরহ] বিণ এ রকম। 'তাই বলিয়া এমনতরো কাতালপনা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

এমন দিন বি -এরকম উপযুক্ত সময়। 'এমন দিনে তাকে বলা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

এমনধারা [এমন+স ধারা] ১ বিণ এ রকম। 'এমনধারা গুজব বাজারে খুব জোর হটেছে।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ বি এ রকম ঘটনা। 'যাহাতে এমনধারা না ঘটে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

এমনি ১ বিণ এ রকম। 'কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ ক্রিবিণ অকারণে। 'আমরা এমনি এসে ডেসে যাই।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯০০।

এমনি করে ক্রিবিণ এভাবে। 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

এমনিতর [এমনি+আ তরহ] ক্রিবিণ এভাবে। 'এমনিতর গেল-গেল শব্দ করতে করতে বোলা নদীতে এসে পড়লুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

এমনে ক্রিবিণ এভাবে। 'আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

এমফ্যাসিস [ই] বি ঠোঁক। 'কেবল উচ্চারণের আর এমফ্যাসিসের ভারতম্যে মানে আলাদা হয়ে যায়।' শিবরাম, ১৯৫০।

এমবি [ই] বিণ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক অর্থাৎ ব্যাচেলর অব মেডিসিন ডিগ্রি অর্জন করেছে এমন। 'নাইটিন পার্টিফোরের ম্যাট্রিক, ফ্যটিটর এম.বি।' শ্যালস, ১৯৬৭।

এমব্রডারী, এমব্রয়ডারি, এমব্রয়ডারী [ই] বি কাপড়ের উপর সূতা দিয়ে নকশা করার কাজ। 'এমব্রয়ডারীটি হাতে করেই অগম্য উঠে এল স্বামীর কাছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮; 'এমব্রয়ডারি ও সেপাই কাজ।'।

বেগম, ১৯৭০; 'বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের জন্য সেলাই, গীটার এবং এমব্রারী ক্লাশ।' বেগম, ১৯৭০।

এমাম [আ ইমাম] বি মুসলিম ধর্মগুরু। 'বাদশাহ, পীর ও এমামগণের নামটাও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে জানেন না।' হোলতান, ১৯২৩।

এমামতি [আ ইমামত] বি ইমামের কাজ। 'উভয়ের এমামতি ঠিক থাকবে।' মনসুর, ১৯৩৫।

এমামবাড়ী [আ ইমাম+কা বার] বি মহরম পর্বের জন্য ব্যবহৃত গৃহবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

এমারৎ [আ ইমারত] বি পাকা বাড়ি। 'এমারৎ গাঁবির কারণ।' দর্পণ, ১৮২৮।

এমারত [আ ইমারত] বি পাকা বাড়ি; অট্টালিকা। 'ঠাই ঠাই এমারত যত ভেসেছিল।' গল্পী, ১৭৬৫।

এমারিলিস [হি] বি একপ্রকার বিদেশি ফুল। 'বললে, এমারিলিস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

এমারেড [হি] বি মূল্যবান পাথরবিশেষ; পান্না। 'এটা কি এমারেড, না হীরা।' বিভূতি, ১৯৩১।

এমুডো-ওমুডো [ক্রিবিণ এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত]। 'জীবনের এই ফলবান খণ্ডটিকে এমুডো-ওমুডো দু'ভাগ করে দিতে পারে।' মাল্লান, ১৯৬৮।

এমেচার [হি] বি অপেশাদার ব্যক্তি বা শিল্পী। 'আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় চিনি।' মুক্তবা, ১৯৫২।

এম্পায়ার [হি] বি সম্রাজ্য। 'রোমান এম্পায়ারের কথা যা বহুদিন।' জীবন, ১৯৩২।

এমুলেল [হি] বি রোগীবাহী যান। 'এমুলেল আনাইয়া অবিম সদরকৈ ডাকার সাহেব ... ভর্তি করান।' মনসুর, ১৯৫৫।

এমেসি [হি] বি দূতাবাস। 'ও-মাল স্কুমময় এমেসিগুলো ক্যাফিনে পাওয়া যায়।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

এমহার [আ ইজহার] বি কোনো ফৌজদারি ঘটনা সম্পর্কে থানার প্রদত্ত বিবৃতি। 'সলা-পরামর্শ করিয়া পরদিন বিকালে এমহার দেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

এযাবত [এ+স যাবৎ] ক্রিবিণ এখনো পর্যন্ত। 'এযাবত আসাম সরকারের পক্ষ হইতে ... হয় নাই।' আজাদ, ১৯৪৫।

এযাযত [আ ইজাজত] বি সম্মতি। 'বর পছন্দ না হলে বিয়েতে এযাযত না দিলেই হয়।' বেগম, ১৯৫২।

এয়জ [আ ইওয়াজ] বি বিনিময়। 'এহার এয়জ কাপড় দেওনের আমদিশের এমন ওমত নাই।' তাজি, ১৭৯২।

এয়াকুত [আ] বি মূল্যবান পাথর; চুনি। 'দেখিলেস্ত পরতেক এয়াকুত পাথরে নির্মিছে।' সুলতান, ১৭০০।

এয়াদ [আ ইয়াদ] বি স্মরণ। 'এ কথা খুব এয়াদ রাখিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

এয়ার [ফা ইয়ার] বি দোস্ত; বন্ধু। 'এয়ার দল লইয়া বসিয়া সর্বদা।' ভবানী, ১৮২৫।

এয়ার দল [ফা ইয়ার+স দল] বি বন্ধু সকল। 'এয়ার দল লইয়া বসিয়া সর্বদা ...।' ভবানী, ১৮২৫।

এয়ারবল্লি [ফা] বি বন্ধু-বান্ধব। 'যদি লেখাপড়া শিখি তবে আমার এয়ারবল্লিদের দশা কি হইবে?' গ্যারী, ১৮৫৮।

এয়ার [হি] বি বায়ু। এয়ার কন্ডিশন [হি] বি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ। 'এয়ার কন্ডিশনের ওপর ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে ...।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

এয়ার কন্ডিশন [হি] বি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। 'এয়ার কন্ডিশনড কামরার করিডোরে জড়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

এয়ার টাইট [হি] বিণ বায়ুনিরোধী। 'বাসখানাকে সম্পূর্ণ এয়ার টাইট বলা যাইতে পারিত।' বেকোকা, ১৯৩১।

এয়ারপোর্ট [হি] বি বিমানবন্দর। 'কায়রোর ফারুক এয়ারপোর্টে নামলাম।' হাই, ১৯৫০।

এয়ারোপ্লেন [হি] বি উড়োজাহাজ। 'এয়ারোপ্লেন থেকে ঝরে পড়লো পুষ্পবৃষ্টি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

এয়ারট্রেনিং [হি] বি বিমান চালানোর প্রশিক্ষণ। 'সেখানে এয়ারট্রেনিং নিয়ে, পাইলট হয়ে সরাসরি যুদ্ধে যাব।' শিবরাম, ১৯৫০।

এয়ারিং [হি] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'একজোড়া এয়ারিং ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

এয়ি ক্রিবিণ এখন। 'এয়ি গির্জা সাধো কাম তোর উপদেশে।' বড়, ১৪৫০।

এয়ো [স আয়ুখতী] বি সখা নারী। 'নরম বরিষে বারি কন্যা এয়োদলে।' আলাওল, ১৬৮০।

এয়োজাত [এয়ো+স জাত] বি মঙ্গলগান। 'রচিলা ভারত অরদার এয়োজাত।' ভারত, ১৭৬০।

এয়োত [স আয়ুখতী] বি সখাবাত। 'আমার এয়োত ক্ষয় হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

এয়োতি, এয়োতী [স আয়ুখতী] বিণ স্ত্রী সখা। 'এয়োতি সেই মিলি করি অতি হলাহলি।' সুলতান, ১৭০০; 'উঠান নিকোয় চার এয়োতী।' ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

এয়ো সুয়া [স আয়ুখতী] বিণ সখা নারী। 'এয়ো সুয়া এক ঠাই দেখরে আসিয়া ...।' ভারত, ১৭৬০।

এয়োস্ত্রী [স আয়ুখতী+স স্ত্রী] বি স্ত্রী সখা। 'একাদশীর দিন এয়োস্ত্রী মানুষ করল উপোস।' মানিক, ১৯৩৬।

এর ষ্টী বিভক্তি। 'তা মহামুদের [মহামুদ+এর+ই] ছুটি গেলি কথা।' চর্চা ৩৭, ১২০০।

এরও [সি] বি ভেরেণা গাছ। 'গুরে জ্ঞান এরওরে এ যে ফল! নজরুল, ১৯৩১।

এরা ভূতীয়া বিভক্তি। 'রাখা রাখা রাখারে অবর রাখ মোহেরা বাধা।' চর্চা ৩৪, ১২০০।

এরা বিভক্তি ভাগ্য করা। 'পদের পাদুকা হুঁচি এর কি কারণ।' সুলতান, ১৭০০।

এরা সর্ব এ-এর বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ। 'পথ দিয়া চলিতেছে এরা কারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

এরাক [হি] বি দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তৈরি তড়ি জাতীয় মদ (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মৌরির সুগন্ধী মেশানো অ্যারাক নামের মদ নয়।) 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে ... তাহা এরাক অপেক্ষায় অনিষ্টকারী।' অক্ষয়, ১৮৫০।

এরাদা [আ ইরাদা] বি বাসনা। 'কেহ এরাদা রাখহ।' কালগে, ১৭৮৭; 'সাহেবের খএর খুবি হামেসা ... এরাদা করিতেছী।' তাজি, ১৭৯২।

এ রাম - নিন্দার ভাবসূচক বাক্যাংশ। 'এ রাম! তুমি ন্যাটো পুটো?'
নজরুল, ১৯২৬।

এরারুট [হি] বি দক্ষিণ আমেরিকা ও কেরিবীয় দ্বীপপুঞ্জ জাত প্রায় দু ফুট উঁচু হৃদয় বা আদার মতো এক রকমের গাছের কন্দ থেকে তৈরি খেতসার জাতীয় খাবার। 'দ্বীপ-টী ও এরারুট বিকিট খাইতে চাও না তবে খাইবে কি?' রোকেয়া, ১৯২২।

এরাশীশ ব্যালোটে [হি] বি এক রকমের গীতিনাট্য। 'গানবাদ্য এরাশীশ ব্যালোটে এবং তৎসমভিষ্যাহারে ...' অক্ষয়, ১৮৪২।

এরিয়া [হি] ১ বি সীমানা। 'কর্নারের কাছেই তো গোলের এরিয়া' শিবরাম, ১৯৫০। ২ বি এলাকা। 'মতিবিল কমার্শিয়াল এরিয়াহু' বেগম, ১৯৬৫।

এরিল্লা [হি] বি রেডিও বা টেলিভিশনের তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্র। 'ছাদে হুমানরা এসে নিয়মিত এরিল্লা হেঁড়ে' প্যামল, ১৯৬৭।

এরুপ [এ+স রূপ] বিণ এমন। 'ন্যায় দর্শনে এবং তত্বে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের এরুপ গতি ছিল যে' দর্পণ, ১৮৩২।

-এরে শুভী বিভক্তি। 'সো করউ রস রসাবেরে কংবা' চর্যা ২২, ১২০০।

এরে [ধন্যা] অব্য ওহে। 'এরে মাধব পলটি নিহার' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

এরোড্রাম [হি] বি ছোটো বিমানযাণ্ট। 'এরোড্রামে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান।' রোকেয়া, ১৯৩২।

এরোপ্লেন [হি] বি বিমান; উড়োজাহাজ। 'এরোপ্লেন যন্ত্র-সাহায্যে আকাশপথে ... অনায়াসেই যাইতে পারা যায়' অক্ষয়, ১৮৫৪।

এরোপ্লেন-ওড়া বি বিমান কী করে ওড়ে তা। 'এরোপ্লেন-ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ডোরবেলা দমদম পর্যন্ত বেতে হল' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

এরোপ্লেন ট্রেন [হি] বি উড়োজাহাজ। 'ছাদের উপর কাকুর এরোপ্লেন ট্রেন এসে পড়েনি ত?' রোকেয়া, ১৯২২।

এরোপ্লেন-দূত [এরোপ্লেন+স দূত] বি বিমানরূপ দূত। 'কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত করে দিয়ে এরোপ্লেন-দূতকে অলংকার পাঠাতেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

এল [স আলুল] বিণ মুক্ত; আলুলায়িত। বিদ্যা, ১৮৯১।

এলএ [হি] লাইসেন্সিয়েট অব আর্টস বি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা; এফএ পরীক্ষার অনুরূপ পরীক্ষা। 'এলএ পরীক্ষায় প্রথম' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

এলকহল [হি] বি সুরা। 'শতকরা অশিভাগ তাতে এলকহল।' মুজতবা, ১৯৫২।

এলকা বি অস্ত্রবিশেষ। মালাধর, ১৫০০।

এলকোহল [হি] অ্যালকোহল। বি রাসায়নিক তরঙ্গ মাদকবিশেষ, যা মদ বিয়ার হুইস্কি ইত্যাদি পানীয়তে ব্যবহার করা হয়। 'ইনি কি এলকোহল ব্যবহার করে থাকেন?' গিরিশ, ১৮৮৯।

এলজেরা [হি] অ্যালজেরা বি বীজগণিত। 'সে ছেলেদের এলজেরা শেখাত' মুজতবা, ১৯৪৯।

এলপাতাড়ি [এলো+স পত] বিণ এলোমেলো; বিশৃঙ্খল। বিদ্যা, ১৮৯১।

এলবাত [হি] অ্যালবার্ট বিণ বানি ডিস্ট্রিক্টের স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের মতো বিলাসী। 'বেশ্যাবাজীট আঙ্ক-কাল এ সহুরে বাহাদুরীর কাজ ও দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

বড় মানষের এলবাত পোলাখের মধ্যে গণ্য। হুতোম, ১৮৬১।

এলবাম [হি] অ্যালবাম বি ছবি রাখার বাঁধানো খাতাবিশেষ। 'এলবাম নেভেজেতে কোনো সুখ পেলে না।' জীবন, ১৯৩২। ৩ অ্যালবাম

এলবার্ট কাট [হি] বি প্রিন্স এলবার্টের অনুরূপ চুল কাটানোর ফ্যান। 'ইকার তামাক খায়, এলবার্ট কাটে, তাহার এমামতি কি?' জামায়াত, ১৯৩৮।

এলবাস [আ লিবাস] বি লেবাস; পরিচ্ছদ। 'এলবাস পোশাক ও সোণারূপার গহনা ও বাসন ও জুওয়াহের প্রভৃতি' দর্পণ, ১৮৩০।

এলম [আ ইলম] বি জ্ঞান। 'চতুর্থ বাবেত জন এলম প্রবন্ধ' আলাওল, ১৬৮০।

এলমেল [স আলুল] বিণ এলোমেলো; অসোছালো। বিদ্যা, ১৮৯১।

এলহান [আ ইলহান] ১ বি মধুর সুর। 'গাহে বুলবুল খোশ এলহান!' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি কষ্টবর। 'কোথা বুলবুল খোশ এলহান ওঠে আজ গান গেয়ে' ফররুখ, ১৯৪৬।

এলা [স আলুল] বিণ খোলা। 'এলাইয়া বেগী ফুলের গাঁথনি।' ষিচরী, ১৬০০; 'এলাইল সব তনু মদন আলিসে' রূপরাম, ১৭৫০।

এলা [স আলুল] বিণ কুরকুরে। এলামাটি বি কুরকুরে বা আলগা মাটি। 'এলামাটির উপরে সোঁতা অন্ধকার' অবন, ১৯২৭।

এলাউ [স এলা] বি এক রকমের মসলা; এলাচ। ওর্গ, ১৭৮২। ৩ এলাউ

এলাউ [হি] অ্যালাউড বি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া। 'টেস্টে এলাউ ইহনি' নজরুল, ১৯২৪।

এলাউল [হি] বি ডাটা। 'কেউবা সামান্য কিছু এলাউল পায়' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

এলাউয়েল [হি] বি ডাটা। 'সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারে বেতন ও এলাউয়েল গ্রহণ ইত্যাদি' আজাদ, ১৯৪১।

এলাকা [আ ইলাকা] ১ বি সম্পর্ক। 'সাহেব কী লেখায়ে পৈরাদ করেন আমার সহিত কোনো এলাকা নাই।' মেয়র্স, ১৭৫৭; ওর্গ, ১৭৮২। ২ বি সংস্রব। 'অন্য কাহার সহিত এলাকা নাই।' মেয়র্স, ১৭৬৯। ৩ বি অঞ্চল। 'আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

এলাকাধীন [আ ইলাকা+স অধীন] বিণ এলাকার অন্তর্গত। 'ব স্ব এলাকাধীন অঞ্চলের দরিদ্র ও বেকারদের একটি তালিকা' আজাদ, ১৯৪৯।

এলাগাদ [আ ইলাকা] বি এলাকা। 'রায় বাহাদুরের এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত ...' দর্পণ, ১৮২০।

এলাচ [স এলা] বি সুগন্ধি মসলাবিশেষ। 'মিস্ত্রীসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এলাচদানা [স এলা+ফা দানহু] বি এলাচের বীজ। 'ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচদানা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এলাচি, এলাচী [স এলা] বি মসলাবিশেষ। 'লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এলাচি পোদমরিচ মুসকর চিনি' দর্পণ, ১৮২১।

এলাচিফুল [স এলা+স ফুল] বি এলাচ গাছের ফুল। 'কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুচীর প্রাণে।' জীবন, ১৯৩২।

এলাজ [আ ইলাজ] বি পথ্য। 'ইমামের তরে এই খেলাও এলাজ।' ~

গরীব, ১৭৬৫।

এলাজ [স এলাজ] বি এলাচ। 'গুবাক, এলাজ, দারুচিনি প্রভৃতি।' অক্ষর, ১৮৪১।

এলান [আ ইলান] বি ঘোষণা। 'তিনি যা বলেন শুধু বলেন না, এলান করেন।' কায়সার, ১৯৬৫।

এলানো [স আলুল] ১ ক্রি আলগা করা। 'এলানো ফুলজালে সন্ধ্যার তারকাগুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি ছড়ানো। 'সন্ধ্যাবেলার নামহারা ফুল গন্ধ এলায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

এলায়িত [স আলুল] বিণ আলুয়িত। 'এই এলায়িত যুবতীকেই সে কল্পনা করেছিল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

এলিয়ে দেওয়া ক্রি বিছিয়ে দেওয়া। 'শরীর এলিয়ে দিলো কঠিন বেদীতে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

এলিয়ে পড়া ১ ক্রি আলগা হয়ে পড়া। 'এলিয়ে পড়েছে বেনী কবরী বহন।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রি হেলে পড়া। 'গায়ে এসে বেন এলায়ে পড়িছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

এলায়িত [স আলুল] বিণ ছড়িয়ে-ধাকা। 'ও পায়ে এলায়িত পাহাড়।' মনিক, ১৯৪০।

এলাহি, এলাহী [আ ইলাহী] ১ বি সৃষ্টিকর্তা। 'এলাহি ডেজিয়া দিল জনহ খবর।' গরীব, ১৭৬৫: 'কোন দোষে এলাহী গজব এল্লা কইল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ বিশাল। 'এলাহী ডবল ডেকারের পেটে ঢুলি, এমনকি ঘুমের মধ্যেও।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

এলাহি কাণ্ড, এলাহী কাণ্ড [আ ইলাহি+স কাণ্ড] বি বিরাট ব্যাপার। 'ও মা এ কী এলাহী কাণ্ড।' পাশা, ১৯৭১।

এলাহি কারখানা [আ ইলাহী+ফা কারখানা] বি বিরাট আয়োজন। 'খট-পালং ও টেবিল-চেয়ারের এলাহি কারখানা।' মনসুর, ১৯৫৫।

এলিফ্যান্ট ঘাস [ই এলিফ্যান্ট+স ঘাস] বি এক প্রকার ঘাস। 'চটুড়া এলিফ্যান্ট ঘাসের বন।' বিজুতি, ১৯৩৭।

এলিয়াট [ই এলিয়াট] বিণ ব্রিটিশ কবি টি এস এলিয়াট-রচিত। 'মাঝে-মধ্যে আগুড়াই তর্জমায় এলিয়াট পঙ্ক্তি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

এলুমিনিয়াম [ই এলিউমিনিয়াম] বি খেতবর্ণের হালকা ধাতুবিশেষ। 'রৌদ্রের ভিতরে ওই বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়াম।' জীবন, ১৯৪০।

এলেকা [আ ইলাকাহ] ১ বি অধিকার। 'ইহাতে দারোগার কোনো এলেকা নাই।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি এলোকা; অঙ্কল। 'ত্রিপুরার এলেকায় নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবাদী - নুন, তেল, চিনি ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে না।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

এলেক্সা [স এলক্স] বি মাছবিশেষ। 'পাঁকাল বয়রা চেলা তেচকা এলেক্সা।' ভারত, ১৭৬০।

এলেজি [ই] বি শোকগাথা। 'পরস্পরারোহ নিয়ে কাব্য রচো নির্ধাত এলেজি।' শক্তি, ১৯৬৬।

এলে বিয়ে [ই L.A., B.A.] বি উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক। 'এলে বিয়ে (এলএ,বিএ) পাশ করিয়ে কেমন মেম সাহেব সাজাও দেখব।' রোকেয়া, ১৯২২।

এলেম [আ ইলম] বি বিদ্যা। 'উহার একটা উপাধি আছে, এলেম।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

এলেমদার [আ ইলম+ফা দার] ১ বিণ বিধান; জ্ঞানী। 'ভারী এলেমদার লোক।' বিজুতি, ১৯৩৮। ২ বিণ সুদক্ষ। 'কামেল,

সারেক, এলেমদার জাহাজি মস্ত সারেং।' কায়সার, ১৯৬২।

এলেমান [ফ আলমী] বি জার্মেনির অধিবাসী। 'দিনামার এলেমান করে গোলামদাজী।' ভারত, ১৭৬০।

এলোমারের বিলাত [ফ আলমী+আ বিলাত] বি জার্মেনি। ওর্দা, ১৭৮৫।

এলো [স আলুল] বিণ মুক্ত; খোলা। 'শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

এলোকুন্ডল [এলো+স কুন্ডল] বি আলুবালা চুল। 'সৌভেদর শ্যঙলা এলোকুন্ডল লুটাইছে বালুচরে।' নজরুল, ১৯২৮।

এলোকেশ [এলো+স কেশ] বি এলোমেলা চুল। 'কোন স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন ছায়াময়ী অমরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

এলোকেশী [এলো+স কেশী] বি খোলা চুলবিশিষ্ট নারী। 'ভাবিলে রে এলোকেশী।' রামত্বসাদ, ১৭৮০।

এলোকেশে [এলো+স কেশ] ১ ক্রিবিণ বিশৃঙ্খলভাবে। 'বড়ের মেঘ ঝটিং এলো দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বিণ প্রচণ্ড। 'আমি ধুজি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখী।' নজরুল, ১৯২২।

এলোবোঁপা [এলো+বোঁপা] বি শিখিল বা আলগা বোঁপা। 'দামিনীর এলোবোঁপাবাধা ঘাড়ের দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

এলোচুল [এলো+চুল] বি আলুয়িত বা অসংযত চুল। 'সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

এলোখেলো [এলো+] বিণ এলোমেলা। 'চুল গুলো কেমন এলো খেলো হয়ে রয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

এলোখাখাড়ি ক্রিবিণ ক্রমগত। 'বনিতার শান্ত বাহুর বন্ধনে, ঘৃণায় ফিতারে, নৈরাশ্যের এলোখাখাড়ি টিঁক করে।' শ্যামসুর, ১৯৭০।

এলোপাখাড়ি [এলো+স পখ] ১ বিণ বেখড়ক। 'এলোপাখাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুধাপুস কত।' সুকুমার, ১৯১৮। ২ ক্রিবিণ এলোমেলাভাবে। 'চতুর্দিকে এলোপাখাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়েছে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

এলোপাখাড়ি ১ বিণ আবোলতাবোল। 'কিছু না বুঝে এলোপাখাড়ি বাজে সমালোচনা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০। ২ ক্রিবিণ বিশৃঙ্খলভাবে। 'চড়-চাপড় বলিয়ে দিলেন এলোপাখাড়ি।' শিবরাম, ১৯৭০।

এলোমেলা [এলো+] বিণ আজবাজে। 'আমার ঠাই এলোমেলা চিকিৎসা নাই।' দর্পণ, ১৮২১।

এলোমেলোমি [এলো+] বিণ এলোমেলা ভাব। 'খামখেয়ালের এলোমেলোমি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

এলোপ্যাথি [ই] বি ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি। 'এই এলোপ্যাথিগুলো এসেছে, কিন্তু আগে কোন গুণ্ড খেয়ে বাঁচতেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

এল্যো খেল্যো [এলো+] বিণ আলুবালা; অবিন্যস্ত। 'এল্যো খেল্যো কেশবাস।' ভবানী, ১৮২৫।

এশক [আ ইশক] বি প্রেম। 'তোমার এশকের নিরাশ খুন-দিল লোহয় পথ এ পূর্ণ যে।' নজরুল, ১৯৩৯।

এশতহারা [আ ইশতিহার] বি কোনো রাজনৈতিক দলের বিশ্বাস এবং কর্মসূচি সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি। 'নির্ক্যাচনী এশতহারে শাক্ষর করিয়া এবং তাহার অনুকূলে ব্যক্তিগত চেষ্টা করিয়া ...' আজাদ, ১৯৩৬। এ ইশতহারা, ইশতহারা

এশা [আ ইশা] বি মুসলিম বিশ্বাস অনুযায়ী রাতের নামাজ। 'তবারক এশা এ পড়িবা ভক্তি ভাবে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

এশিয়া [হি] বি ইউরোপের পূর্ব দিকে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ। 'এশিয়া আজ আপনাকে সচেতনভাবে, সুভাৱ সবলভাবে উল্লঙ্ঘি করিতে বসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। *দ্র* এশিয়া

এশিয়াটিক [হি] *ওঙ্গ*, ১৭৮৫। *বিণ* এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী। 'রাশিয়ানরা যে এশিয়াটিক, তা সর্বশেষ জানে।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

এশিয়া-মাইনর [হি] বি এশিয়ার পশ্চিম অংশ; আনাতোলিয়া; (বর্তমান) তুর্কি। 'অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

এশিরিয়া [হি] বি প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক অঞ্চলের) সভ্যতা। 'এশিরিয়া ধূলো আজ।' *জীবন*, ১৯৩২।

এশিরীয় [হি এশিরিয়া>] *বিণ* প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক অঞ্চলের) সভ্যতা সম্পর্কিত। 'খেজুর ছায়ায় ইতস্তত বিচূর্ণ বাঘের মতো : এশিরীয়।' *জীবন*, ১৯৪২।

এসীরিয়া [হি] বি প্রাচীন ইরাকের সভ্যতা। 'দাঁতে তার এসীরিয়া যখন সে দংশয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

এশ্রাম [আ ইসলাম] বি ইসলাম। 'এশ্রাম ধর্মে বলিতেছে কোরবানী কর।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

এষআয বি আপত্তি। 'ইহাতে এষআয না করিবেন।' *ডেরলি*, ১৮০০।

এটকীয়া [হি] বি মোজা। 'গোপাল এক জোড় লাল রঙ্গের এটকীয়া পায়ে দিয়েছিলেন।' *হত্যম*, ১৮৬১।

এট্রেনস [হি] বি স্টেশন। 'পুনরায় এট্রেনস হতে বাই করে দ্যায়।' *হত্যম*, ১৮৬১। *দ্র* স্টেশন

এট্রেনস মাস্টার [হি] বি রেল স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য কর্মকর্তা। 'এট্রেনস মাস্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উকী মাচেনে ...।' *হত্যম*, ১৮৬১।

এট্রেলজি [হি] বি জ্যোতির্বিদ্যা। 'আমি ভালবাসি প্রথমটি অল্প দ্বিতীয়টি এট্রেলজি।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

এট্রোনমিক [হি] *বিণ* জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। 'আর্থগ্রাফি অর্থাৎ ভূগোল বিদ্যা ও এট্রোনমিক ধ্বংসা বিদ্যা এবং অন্যান্য ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

এসওএস [হি Save Our Souls] বি জরুরি সাহায্য চেয়ে সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিমানের প্রেরিত সঙ্কেত। 'এসওএস এসেছে।' *কাহসার*, ১৯৬২।

এসকর্ট বি নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। 'এদের এসকর্টের চার্জে লাইনবাবু।' *সাদত*, ১৬৬৭।

এসক্যালটের [হি] বি বিদ্যুৎচালিত চলন্ত সিঁড়ি। 'মিনিট কুড়ি পরে/এসক্যালটের চড়ে।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

এসটিমেট [হি] বি আনুমানিক ধরত। 'তাহার একটা এসটিমেট তৈরি হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

এসথেটিকস [হি] বি সৌন্দর্যতত্ত্ব। 'ক্লাচের এসথেটিকস সম্বন্ধে আন্তোনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

এসপার-ওসপার [হি] ইসপার-ওসপার বি চূড়ান্ত নিশ্চিন্তি। 'তবে গোড়াতেই একটা এসপার-ওসপার হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

এসপেরোশাস [হি] বি সর্বাঙ্গবিশেষ। 'ভারতবর্ষে এসপেরোশাস আসে টিনে করে।' *মুক্তবা*, ১৯৫২।

এসপেশাল [হি] *বিণ* বিশেষ। 'হোস্টেলের যে এসপেশাল ফান্স আছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০। *দ্র* স্পেশাল

এসপেসিয়েল [হি] *বিণ* সাধারণ নয় এমন; বিশিষ্ট। 'রেজিমেটকে রেজিমেট গোরা, গন, বোট ও এসপেসিয়েল কমিসনের চট্টো।' *হত্যম*, ১৮৬১। *দ্র* স্পেশাল

এসব বিণ এইসব। 'তন তন বহুজন নিবেদি এসব।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

এসমে আজম [আ] বি আত্মাহর শ্রেষ্ঠ নাম। 'এসমে আজম তাবিজের মতো আজও তব রহ পাক।' *নজরুল*, ১৯২৮।

এসরাজ [আ ইসরার] বি সেতার ও সারসীর মিশ্রণে তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সেতার, সারঙ্গ, এসরাজ, বেহালায় অপেক্ষা কি শীতল সুকণ্ঠ?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

এসলাম [আ ইসলাম] বি ইসলাম। 'এসলাম ধর্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওল্ল, গোছল ...।' *ইমান*, ১৯০০। *দ্র* ইসলাম

এসলামী [আ ইসলাম>] *বিণ* ইসলামি; ইসলাম সম্বন্ধীয়। 'এসলামী ধর্ম বিগঠিত আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ সম্বন্ধ ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৯।

এসারা [আ ইশারা] বি সঙ্কেত। *ভাবনী*, ১৮২৩।

এসি *বিণ* এই। 'এসি আছে জীবার উপাএ তাহাক এড়িতে না জুজাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

এসিড [হি অ্যাসিড] বি তরল রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। এসিডময় [হি অ্যাসিড+স ময়] *বিণ* এসিডে পরিপূর্ণ। 'পৃথিবীর সমস্ত কিছু কার্বনিক এসিডময়।' *নজরুল*, ১৯২২।

এসিডিটি [হি] বি অম্লধারী রোগ। 'নাইট ডিউটি দিয়ে দিয়ে ডিসপেনসিয়া আর এসিডিটিতে ভুগছি।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

এসিয়া [হি] বি এশিয়া। 'এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখবে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

এসিয়াটিক [হি] *বিণ* এশিয়া-সংক্রান্ত। 'ইংলণ্ডে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

এসিষ্টাল [হি] বি সহায়তা। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

এসিষ্টেট সিক্রেটারি [হি] বি সহকারী সম্পাদক। 'পণ্ডিত মধুসূদন তর্কালঙ্কার গবর্নমেন্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিষ্টেট সিক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।' *জ্ঞানাবেষণ*, ১৮৩৯।

এসিস্ট্যান্ট, এসিস্ট্যান্ট [হি] বি সহকারী। 'পুশিণ সুপারের কনফিডেন্সিয়াল এসিস্ট্যান্টের পদ।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

এসিস্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টর [হি] বি সহকারী পরিদর্শক। 'এসিস্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টর, ডেপুটি-ইনস্পেক্টর, সব-ইনস্পেক্টর।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

এসু [পা এস] *ক্রিবিণ* এখনো। 'তব জাই ন আবই এসু কোই।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

এ সে *ক্রিবিণ* এখন। 'যুকড় এ সে রে কপাস ফুলিলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

এসে [হি] বি প্রবন্ধ। 'সেক্ষপিয়ানের ... নাটক, বেকনের এসে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

এসেল [হি] বি সুগন্ধি নির্যাস। 'গায়ে এসেলেগে গন্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

এসেমল্লী [হি] বি আইনসভা। 'দুর্ভল হিন্দুগণও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ... এসেমল্লী প্রত্নতত্ত্বে অধিকার লাভ করিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

এসোসিয়েশ্যন, এসোসিয়েশ্যন [হি] ১ বি সমিতি। 'সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশ্যন ... নিবেদন, সমবেদন, - আমি তাহাতে নহি।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৪। ২ বি অ্যাসোসিয়েশ্যন; রাজনৈতিক দলবিশেষ। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৯।

এক্সিমো [হি] বি সমুদ্র অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। 'গ্রীনলও-নিবাসী এক্সিমো নামক লোকেরা ...' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

এক্সেলের [হি] বি বিদ্যুতে চলে এমন চলন্ত সিঁড়ি। 'তারপরের তলাগুলোতে যেতে এই এক্সেলেরের সাহায্য নিতে হয়।' **হাই**, ১৯৫৮।

এস্টিমেট [হি] বি আনুমানিক হিসাব। 'এক্সসেসরের রহস্য, প্র্যান, এস্টিমেট প্রভৃতি।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৪।

এস্টেট [হি] ১ বি সম্পত্তি। 'একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি।' **বিভূতি**, ১৯৩১। ২ বি জমিদারি। 'তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজকর্ম।' **বিভূতি**, ১৯৩৮।

এস্তহার [আ ইসতিহার] ১ বি ঘোষণা। 'সমস্ত লোককে এস্তহার দেয়া জাইতেছে।' **কালগে**, ১৭৮৪। ২ বি ঘোষণা। 'এই এস্তহার দেওয়া জাইতেছে এক বাটী তাহার নাম ফৌজদারের বাটী।' **কালগে**, ১৭৯৫। ৫ ইস্তেহার, ইস্তেহার

এস্তার [আ ইসরার] বি এসরাজ। 'নতুন কাকির পান/ এস্তার বাজিয়ে।' **মণীশ**, ১৯৩৯।

এস্তেকা [আ ইসতিফা] বি পদত্যাগ। 'এক মাস মন্ত্রী থাকিয়া নিজের তোড়জোড় সব ঠিক করিয়া লইয়া নতুন নির্বাচনের জন্য সদস্যপদে এস্তেকা দেন।' **আজাদ**, ১৯৩৭। ৫ ইস্তকা

এস্তেমাল [আ ইসতিমাল] বি ব্যবহার। 'দরকারবশতঃ লম্বা চৌড়া আরবী ফার্সী আলাফজ এস্তেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করিব না।' **এসলাম**, ১৯১৭।

এস্তেমালী [আ ইসতিমাল] বি ব্যবহৃত। 'সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের এস্তেমালী সাধু ভাষা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' **ইমান**, ১৯০০।

এহ্মানে [স হ্মান] ক্রিবিণ কাছে। 'মাহমদের এহ্মানে আতো বিক্রী হইয়া লইয়া মাহাজানের কর্কর আদায় করিলাম।' **হালহেড**, ১৭৭২।

এম্পার-ওম্পার [হি ইসপার-উমপার] বি চূড়ান্ত মীমাংসা। 'হয় এম্পার, নয় ওম্পার।' **শিবরাম**, ১৯৪০।

এম্পার কি ওম্পার বি চূড়ান্ত মীমাংসা। 'এম্পার কি ওম্পার - এমনি একটা তীক্ষ্ণতা তাদের চোখে।' **ভয়ালী**, ১৯৪৫।

এপ্রাজ [আ ইসরার] বি সেতার ও সারসের মিশ্রণে তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'এপ্রাজ এনে দিলে কুমুদিনী।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৯।

এপ্রাজবাদিনী [আ ইসরার+স বাদিনী] বি স্ত্রী এসরাজ বাজায় যে। 'এপ্রাজবাদিনীর অভিনিবিষ্ট প্রারম্ভ মত।' **জীবন**, ১৯৩২।

এহ [পা এস] সর্ব এই। 'ভুসুকু ভবই কট রাউতু গুণই কট সজলা এহ সহাব।' **চর্চা ৪৩**, ১২০০।

এহন সর্ব এই; এটাই। 'ভনই বিদ্যাপতি এহন সুনহে/ রাধামাধব এসন নেহ।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

এহনা সর্ব এই; এটাই। 'এহনা অবসর ধৈরজ পএ হিত/ সুকবি ভাবি কঠহরে।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

এহলোক [স ইহলোক] বি ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী জীবনকাল। 'এহলোক পরলোকে নাহি আন জান।' **সুলতান**, ১৭০০।

এহসান [আ ইহসান] বিণ উপকারী। 'চাহারমে এহসান কাম উঠাইব

তামাম।' **গয়ীব**, ১৭৬৫।

এহসানি [আ ইহসান] বি উপকার। 'পরিব কুটুমের একটু এহসানি করেন না।' **মনসুর**, ১৯৫৫।

এহা ১ বিণ এই। 'হরিষে আইলা রাধা তোকে এহা তীরে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ সর্ব এটা। 'এহা জালী একমনে পুর মোর আশে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

এহাক সর্ব এটা। 'রাজা কংসাসুর ... সে জমি এহাক গুণে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

এহাত ১ সর্ব এর। 'দশ লক্ষ হএ এহাত দানে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ এ থেকে। 'এহাত আকার নারিক নিস্তার।' **বড়ু**, ১৪৫০। ৩ ক্রিবিণ এখানে। 'এহাত উচিত হএ তোকার বিলাস।' **বড়ু**, ১৪৫০।

এহানে ক্রিবিণ এখানে। 'মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়য়ে থাকি হবে।' **মাইকেল**, ১৮৬০।

এহার [স ইহ্ম] সর্ব এর। 'এহার দান দুই লাখ মোরে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

এহারে সর্ব একে। 'এহারে মারিলে জাতিগণ হেব বেরী।' **সুলতান**, ১৭০০।

এহি, এহী ১ সর্ব এই। 'এহি নাএ পার করো সকল রাজ।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ এভাবে। 'এহি কুপা কর প্রভু দয়াল চরিত।' **আলাওল**, ১৬৮০। ৩ সর্ব এ। 'এহী সভ কথা কহ সংক্ষেপিয়া।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

এহিফণ ক্রিবিণ এইফণ; এখন। 'এহিফণে তোরে আশি করিতে পারি গ্রাস।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

এহিমতে ক্রিবিণ এরূপে। 'তবে এহিমতে পথে করিবি তোঁ বল।' **বড়ু**, ১৪৫০।

এহিসে বিণ এই। 'এহিসে কারণে হৈছে আকুল রচিত।' **বাহরাম**, ১৬৫০।

এহিমতে ক্রিবিণ এই প্রকারে। 'এহিমতে নরপতী আছএ বিসেসে।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

এহিসত সর্ব এসব। 'এহিসত আলাপিতে দিবস হইল।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

এহ [পা এস] ১ বিণ এমন। 'কাজ ন কারণ জ এহ জুঅতি।' **চর্চা ২৬**, ১২০০। ২ বিণ এই। 'কে পতিআওব এহ পরমান।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

এহদী [আ অহদী] বি ইহুদি। 'নসরা এহদী যদি লাগ পাএ তান।' **সুলতান**, ১৭০০; 'এই বসতে বিরাজ বটে এহদী।' **মাহেনও**, ১৯৪৯।

এহে ১ অ্যা আবেগ প্রকাশক ধ্বনি। 'এহে/ দখি দুখ ঘূত ঘোল বিকিণীয়া রসে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ অ্যা আক্ষেপসূচক শব্দ। 'এহে আনেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী।' **বড়ু**, ১৪৫০। ৩ ক্রিবিণ এখন। 'এহে কি লণ্ডা জাইবো হাট আগ হে বড়ায়।' **বড়ু**, ১৪৫০।

এহেন ১ বিণ এ রকম। 'কোপ বিবুধি এহেন পথে আনিলে দারুণী হুটী।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ বিণ এমন। 'এহেন তাহার প্রেম যদি ছেড়ে রয়েছি।' **মদনমোহন**, ১৮৩৪।

এহো [স ইহা] ১ সর্ব এও। 'সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোকার মনে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ বিণ এই। 'এহো পুত্র নিল মোর আচার্য গোসাঞি।' **বৃন্দা**, ১৫৮০।

এহোজর্খ [স ইহজর্খ] বি ইহজর্ন। 'ছাওয়ালের এহোজর্খ ও পরকালের বির্ভাবনা হয়।' ওর্লী, ১৭৭৯।

এহোত্তম [স ইহোত্তম] বিণ এর চেয়ে উত্তম। 'গ্রুড় কহে এহোত্তম আগে কহ আর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

এহোবার জিনিস এইবার। 'এহোবার পুর মোর আশে।' বড়ু, ১৪৫০।

এ্যকুরিয়াম [সি বি জীবন্ত মাছ ও জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য নির্মিত কৃত্রিম জলাধার। 'এ্যকুরিয়ামের মতো ছোট স্বচ্ছ শাদা সসার আমার।' মাহমুদ, ১৯৬৮।

এ্যংশো-ইগিয়ান [সি বি ব্রিটিশ ও ভারতীয় মিশ্রবংশজাত। 'এ্যংশো - ইগিয়ানগণ একতাল দূরে দূরে থাকিয়া ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৪।

এ্যা [ধন্য] অবা বিশ্বসূচক ধ্বনি। 'আমায় বোকা কও যে। এ্যা-এ্যা, হাস ক্যান?' নজরুল, ১৯২৬।

এ্যাকাউন্ট [সি বি হিসাবরক্ষক। 'স্কুলের বুড়ো এ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টের কাছে শিখেছিল টাইপিংটা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

এ্যাজমা [সি বি শ্বাসকষ্টজনিত রোগবিশেষ; হাঁপানি। 'স্ট্রীর চেয়েও এ্যাজমা ওর বেশি অনুরাগিণী।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

এ্যাটম বোমা [সি বি আণবিক বোমা। 'এ্যাটম বোমা লইয়া সারা পৃথিবীতে আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া গেলেও ...।' সঙ্গীত, ১৯৪৫।

এ্যাটাসি কেস [সি বি কাগজপত্রাদি রাখার ও বয়ে নেওয়ার মতো ছোটো ব্যাকবিশেষ। 'লীলা এ্যাটাসি কেসটা হইতে কলম বাহির করিয়া বলিল - বল দিকি?' বিভূতি, ১৯২৯।

এ্যাটিচুড [সি বি মনোভাব। 'বড়ই আচর্য। সাহেবের এ্যাটিচুড।' ইমদাদুল, ১৯২০।

এ্যাটেনডেনস [সি বি হাজিরা। 'এক চোখ এ্যাটেনডেনস খটায়, আর এক চোখ ঘড়ির কাঁটায়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

এ্যাটেনডেনস খাতা [সি বি এ্যাটেনডেন্স+আ খাতা] বি হাজিরা খাতা। 'এক চোখ এ্যাটেনডেনস খাতায়, আর এক চোখ ঘড়ির কাঁটায়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

এ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার বি হাজিরা খাতা। 'এ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার থেকে নামটা সবাই জানে ফেলেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

এ্যাডভারটাইজ [সি বি বিজ্ঞাপন। 'মুসলমানই নেবে বলে এ্যাডভারটাইজ করেছে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

এ্যাডমিশন [সি বিণ ভর্তি সংক্রান্ত। 'এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকসণের হাজিরা বই।' বিভূতি, ১৯৩১।

এ্যানালিসিসিয়া [সি বি অজ্ঞান ও অনুভূতিহীন করার রাসায়নিকবিশেষ। 'কষ্ট হবে না, কাল এ্যানালিসিসিয়া করা হিলা।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

এ্যাপয়েন্ট [সি বি নিয়োগ। 'এ্যাপয়েন্ট করতে না পারলে আমার কৈফিয়তও দিতে হবে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

এ্যাপ্রাই [সি বি আবেদন। 'তাহলে এই পোন্টের জন্যই এ্যাপ্রাই করবেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

এ্যাপ্রিকেশন [সি বি আবেদনপত্র। 'এ্যাপ্রিকেশনও সঙ্গে এনেছি।' ইমদাদুল, ১৯২০।

এ্যাজেন [সি বি পোশাক আচ্ছাদনকারী বস্ত্রবিশেষ। 'নার্সের ধবধবে এ্যাজেন থেকে আসা রোদের টটকা গন্ধ।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

এ্যাবডোমেন [সি বি ডলপেট। 'হৃদপিণ্ড ও এ্যাবডোমেনের চামড়ার দেওয়ালে ভাসা ভাসা প্রতিফলিত হলো।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

এ্যামেচার [সি বি শৌখিন। 'এ্যামেচার মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়।' বেগম, ১৯৬৩।

এ্যাক্সিথিয়েটার [সি বি ছাদহীন গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি রসমঞ্চ। 'আকাশের নিচে এ্যাক্সিথিয়েটার থেকে ফিরে যাচ্ছি পালা দেখে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

এ্যারহোস্টেস [সি বি এয়ার-হোস্টেস; বিমানবালা। 'এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেস সাহায্য করতে রাজি হলেন।' মুজতবা, ১৯৬৬।

এ্যারোড্রাম [সি বি বিমানবন্দর। 'তেজগাঁওয়ের এ্যারোড্রামের চার পাশে ঘনিয়ে এলো সমস্ত জনতা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

এ্যাক্সিফা ইয়ার। বি ঠাট্টা। 'পড়ার নামে এ্যাক্সিফা করতে এসেছ?' হাসান, ১৯৬০।

এ্যালজেব্রা [সি বি বীজগণিত। 'ওধু এ্যামার এ্যালজেব্রা নয়।' বিভূতি, ১৯৩১।

এ্যালবাম [সি বি ছবি রাখার বাঁধানো খাতাবিশেষ। 'এ্যালবাম খুলে হাসিবা বানের সমস্ত ছবি নিয়ে বসে থাকতেন।' সেলিনা, ১৯৬৯।

এ্যালার্ম [সি বি নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ির সংকেতধ্বনি। 'এ্যালার্মওয়াল্লা [সি বিণ ঘুম ভাঙানোর বা সতর্ক করার জন্য সংকেতধ্বনি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এমন। 'বেশ একটা এ্যালার্মওয়াল্লা ঘড়ির কাজ চলে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

এ্যালার্ম ঘড়ি [সি বি অ্যালার্ম+ঘড়ি] বি ঘুম ভাঙানোর অথবা সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত ঘড়িবিশেষ। 'এ্যালার্ম ঘড়িটায় একটানা শব্দ বাজতে থাকে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

এ্যালুমিনিয়াম [সি বি সাদা রঙের হালকা ধাতুবিশেষ। 'বিলাসপুরীর ক্ষিপ্ত মেয়ে এ্যালুমিনিয়াম আনে।' শক্তি, ১৯৬৬।

এ্যাসট্রো [সি বি সিগারেটের ছাইগানি। 'এ্যাসট্রো সামনে থাকতেও রোহিণী সিগারেটের টুকরোটো ... বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বলল।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

এ' বি বাংলা স্বরবর্ণবিশেষ। ঐক্য বি ঐ-এর কারচিহ্ন (২)। 'অপরিচিত অক্ষরগুলি ... ক্ষুদ্রের উপরে ইকার ঐকার রেফ উচাইয়া পাহারা দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

এ' অবা ওই; আক্ষেপসূচক শব্দ। 'এ জে নাহি নাহি বসু বড়াই ডরে।' বসু, ১৪৫০।

এ' সর্ব নির্দেশক শব্দ; 'এই' শব্দের বিপরীত শব্দ। 'কি আলো রাখে ঐ জে/হালুপি একলা।' বসু, ১৪৫০। ২ বিণ ওই; সেই। 'ওহার সবে রাঙ্গা সাঁকা ঐ সে বরনে গোরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ পূর্বে উল্লিখিত। 'এ উভয় গ্রন্থের রচনাকালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ-দেশান্তরে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ঐ' [স উচ্ছিন্ন] বি ঐটো। 'ঐঠ কএ জাএত চকোরে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঐককেন্দ্রিক [স] বিণ এক কেন্দ্রবিশিষ্ট। 'আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ঐকজাত্য [স] বি একতা। 'জন্মান ঐকজাত্য কোথায় থাকিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ঐকতান [সি] বি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমবেত বাজনা। 'পরদেশী সংগীতের ঐকতান।' সুশীল, ১৯৩২।

ঐকতানিক [স] ১ বিণ ঐকতান সম্পর্কিত। 'একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি - বেটোফেনের চন্দ্রালোকগীতিকা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিণ সুসমর্থিত; সম্মিলিত। 'গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ঐকত্রিক [স] বিণ একত্রিত; সমবেত। 'একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থায়ী হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ঐকত্রিকতা [স] বি সমর্থিত অবস্থা। 'ভারতবর্ষে সবটুকু এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কিছু জানে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ঐকপদ্য [স] বি একপদ্য। 'কল্লোলের সঙ্গে তার ঐকপদ্য।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ঐকমত্য [স] বি মতৈক্য। 'এক্ষণে তোমরা, ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক, অনুমতি কর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ঐকমাত্রিক [স] বিণ এক অক্ষরবিশিষ্ট। 'আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঐকরাষ্ট্রিক [স] বিণ এক রাষ্ট্রভুক্ত। 'সেই ছয়ভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঐকার্থ্য [স] বি একার্থতা। 'যেখানে ছিল বিমোহ, সেখানে নিয়ে এল ঐকার্থ্য।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ঐকান্তিক [স] ১ বিণ একনিষ্ঠ। সেবধি, ১৮৩৯। ২ বিণ একান্ত। 'আমার দৌহিত্রমুখদর্শনের ঐকান্তিক অভিলাষ আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বিণ গভীর। '... এ পতিপ্রাণা কামিনীর ঐকান্তিক প্রণয়ের কি পর্যন্ত উপযোগিতা হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ বিণ আত্মর। 'ঐকান্তিক প্রকানুরাগপূর্ণ না হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বিণ আন্তরিক। 'তাহার প্রতি ... ঐকান্তিক শ্রদ্ধার উদয় হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই প্রকৃতিমূলক।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ঐকান্তিকচিহ্ন [স] বি একনিষ্ঠ মন। 'ঐকান্তিকচিহ্নে তাহার সম্পাদন করেন।' বরদর্শন, ১৮৭২।

ঐকান্তিকতা [স] ১ বি একাগ্রতা। 'মাতৃভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬০। ২ বি আন্তরিকতা। 'ব্যানার্জির খুব ঐকান্তিকতা'র জীবন, ১৯৩৩।

ঐকান্তিকভাবে [স] ক্রিবিণ একান্তভাবে। 'দেশের পুরুষদের প্রতি তোমরা যে ঐকান্তিক ভাবে অবিচার করিয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ঐকান্তিকী [স] বিণ প্রণাঢ়। 'প্রভুর প্রতি যাহার ঐকান্তিকী ভক্তি।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ঐকার ট্র এ'

ঐকা [স] ১ বি মিল। 'জগৎপ্রাণে তোমায় ঐকা খাও তাঁর জোণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি যোগ। 'এই দুই অস্ত্রের ঐকো কলির প্রথমাবধি এ পর্যন্ত ৪৯০৫ বৎসর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'তাহারি বাক্য বাতিরেকে অন্যের বাক্য তাহার মনে ঐকা হয় না।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বিণ একাবদ্ধ। 'বেদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐকা হইয়া চিকিৎসা করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ৫ বি তুলনা। 'পূর্বতন ঐশ্বর্যের সঙ্গে ইদানীন্তন অবস্থার ঐকা করিলে বোধ হয় ...।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৬ বি সাদৃশ্য; অন্তর্নিহিত। 'ইহা উভয় গ্রন্থের ঐকা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৭ বি একতা। 'ঐকাই এই অবিল সংসারের জীবন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৮ বি জোড়বদ্ধতা। 'সকলে এক ঐকো একবাক্যে বলিতেছে।' মশাররফ, ১৯০৮।

ঐকা করা ক্রি মিলিয়ে দেখা। 'রামলক্ষ্মণের মিথিলা যাত্রার বিবরণাদি অন্য প্রমাণে ঐকা করিয়া ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ঐক্যামীরা [সি] বি ঐক্য কাম্যনাকারী। 'পাকিস্তানের ঐক্যামীরা আগে ঐক্যের তামদ্বন্দিক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।' আজাদ, ১৯৫৬।

ঐক্যক্ষেত্র [স] বি ঐকমত্যের স্থান। 'সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঐক্যজোতি [সি] বি একাধিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া; সম্মিলিত জোতি। 'সংহত ঐক্যজোতি গঠন এবং বিরোধীদলগুলিকে দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম করিয়া ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ঐক্যতত্ত্ব [সি] বি একতার জ্ঞান। 'তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, ধারণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ঐক্যতন্ত্র [সি] বি ঐক্যের শাসন। 'চোটা ও সাততন্ত্রের মধ্যে ঐক্যতন্ত্র কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঐক্যতা [স] ১ বি একতা। 'পরিবারের মধ্যে সাধারণ ঐক্যতা হইয়াছে।' তাকিণী, ১৮০৩। ২ বি মিল। 'উভয়ের ব্যাকরণ সম্বন্ধে বহু ঐক্যতা আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ঐক্যতাপন্ন [স] বিণ একতাবদ্ধ। 'সকলে ঐক্যতাপন্ন।' রাজীব, ১৮০৫।

ঐক্যতাপূর্বক, ঐক্যতাপূর্বক [স] ক্রিবিণ একতাবদ্ধ হইয়ে। 'ঐক্যতাপূর্বক ঐক্যতাপূর্বক বিদ্যোদী'। সুলত, ১৮৭৩।

ঐক্যধারা [সি] বি সমন্য ভাব। 'বহু চিন্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের

মধ্যে বহমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

একানীতি [স] বি একতাবোধ। 'একানীতি অপেক্ষা ভেদমুখি যাহাদের বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

এক্যাপতা [স] বি একাধিপত্য। 'সেখানে একাভিনয়ের এক্যাপতা।' অচিন্তা, ১৯৫০।

এক্য-প্রতিষ্ঠা [স] বি একতা স্থাপন। 'তারা নিম্নসঙ্গে এক্য-প্রতিষ্ঠার শব্দ - তাঁদের সাথে আলোচনা চালাইবার সতাই কোনো সার্থকতা নাই।' আজাদ, ১৯৪০।

এক্যপ্রযুক্ত [স] ক্রিবিণ এক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে। 'এক্যপ্রযুক্ত অজ্ঞান ভিমির নাশের প্রতি অনেক উপায় হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

এক্যবদ্ধ [স] বিণ একতাবদ্ধ। 'বাহীন ব্দদেশভূমি এক্যবদ্ধ তুর্কী নৌজোয়ান।' ফরকুৎ, ১৯৬৪।

এক্যবদ্ধতা [স] বি একতা। 'সম্প্রদায়ের এক্যবদ্ধতা ও দেশীয় ভারতের সাথে তার মতানৈক্যহীনতা।' আজাদ, ১৯৪০।

এক্যবদ্ধভাবে [স] ১ ক্রিবিণ এক সঙ্গে। 'গোড়ার দিকে এক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৬২। ২ ক্রিবিণ দলবদ্ধভাবে। 'বিরোধীদল এক্যবদ্ধভাবে দাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৬৪।

এক্যবন্ধন [স] বি একতার বান্ধন। 'ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে এক্যবন্ধনে পোগিটাকাল হিসাবে আনন্দবোধ করিবে না ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এক্যাবাক্য [স] বি মতেক্য। 'মহারাজারদিগের সকলের এক্যাবাক্য হইয়াছে।' রাজীব, ১৮০৫।

এক্যবিধাক্ত [স] বিণ একতা সৃষ্টিকারী। 'জনগণ-এক্যবিধাক্ত হইয়াছে ভারত ভাষাবিধাতা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

এক্যবিহীন [স] বিণ মতেক্য নেই এমন। 'এক্যবিহীন, জড়োপাসক নির্বীর্ণ নগণ্য জাতিতে পরিণত করবে।' সিরাজী, ১৯১৮।

এক্যমত [স] বিণ অভিন্ন মতাবলম্বী। 'সকলে এক্যমত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

এক্যরক্ষা [স] বি একতা বজায় রাখা। 'এক্যরক্ষার জন্য আদমিককে অযোগ্যের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এক্য লাভ করা ক্রি একতাবদ্ধ হওয়া। 'বাহালি আপনার মধ্যে আপনি এক্য লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

এক্যশক্তি [স] বি একতার বল। 'সে সম্বন্ধশক্তি, এক্যশক্তি, সে ঐ লৌহখণ্ডের সম্ভাশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

এক্যশূন্য [স] বিণ একতাহীন; পরস্পর বিচ্ছিন্ন। 'আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা এক্যশূন্য ভীকৃষ্ণভাব ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

এক্যসমতা [স] বি একতার সমতা। 'সে ভাষার ভিতর একটি এক্যসমতা প্রসাদগুণ এবং ...।' প্রমথ, ১৯১৬।

এক্যসাধন [স] বি একরূপণ। 'এই এক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এক্যসাধনযজ্ঞ [স] বি এক্যবদ্ধ করার কাজ। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলায় এক্যসাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এক্যসূত্র [স] বি সাদৃশ্য সূত্র। 'এই সৃজনশক্তির অর্থও এক্যসূত্র যখন

একবার অনুভব করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

এক্যসেতু [স] বি এক্যরূপ সেতু। 'সত্য যুরোপ জগতে সত্যব বিস্তার করিয়া এক্যসেতু বর্ধিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এক্যস্থাপন [স] বি একতা প্রতিষ্ঠা। 'মতের এক্যস্থাপন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ।' ওয়াক্লেদ, ১৯৪৩।

এক্যহীন [স] বিণ একতা নেই এমন। 'আমরা লক্ষ্যহীন, এক্যহীন, সহস্রপদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

এক্যখিটখিটী [স] এক্য-অখিটখিটী। বিণ স্বী এক্য প্রতিষ্ঠাকারী। 'আমাদের এক্যখিটখিটী অভ্যাকে দেখিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

এক্যনুভূতি [স] এক্য-অনুভূতি। বি একতার অনুভূতি। 'আমাদের এক্যনুভূতি খিণ্ডন করিয়া তুলিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

এক্যভিলাষী [স] বিণ এক্য গড়ে তোলার ইচ্ছা আছে এমন। 'জাতীয় এবং এক্যভিলাষী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।' আজাদ, ১৯৫৯।

এক্যতান [স] বি সম্মিলিত সূত্র। 'দয়েল, সন্ত বর মিলাইয়া আচর্য এক্যতানবান্দ্য বাজাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

এক্যতানবাদন [স] বি মিলিত জীবনযাত্রা। 'তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের এক্যতানবাদনের সুরে সহসা ...।' প্রভাত, ১৮৯৭।

এক্যতানবান্দ্য [স] বি সম্মিলিত সুরধ্বনি। 'দয়েল, সন্ত বর মিলাইয়া আচর্য এক্যতানবান্দ্য বাজাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

এক্যহান [এক্য+হান] ১ বি ওই হান। 'রাজা বসন্তরায়কেও এক্যহানে ডাকাইয়া সে স্তম্ভ দেখাইলেন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি ওই অংশ। 'এক্যটা আর-একবার পড়ো তো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

এক্যানে ক্রিবিণ সেই স্থানে। 'বেতনদানে অক্ষম ... দুই শত বালক এক্যানে বিন্যাসিত করিতেছি।' জ্ঞানাম্বেষণ, ১৮৩৭।

এক্যলি বি উল্লিখিত বস্তু। 'আহা! এক্যলিরই অভাব।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

এক্যিক [স] ১ বিণ শৌবিন। 'নাট্যশালা এবং হিন্দুর এক্যিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তৎকর্ম সম্পন্ন করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিণ শ্রেয়োকৃত। 'আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব এক্যিক।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

এক্য ক্রিবিণ গ্রহণে। 'এক্য নগরকা বিচ - কেছে লোক জিয়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

এক্যন ক্রিবিণ এর রকম। 'এক্যন অতুত লীলা করে গৌররায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'নামপরতাপে যার এক্যন করিল গো।' ঘিটকী, ১৬০০।

এক্যে বিণ ওই রকম। 'নিত্যানন্দ প্রভু কহে এক্যে কৈছে হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঐতিহাসিক [স] ১ বিণ ইতিহাস সম্বন্ধীয়। 'এতদেশীয় ঐতিহাসিকতত্ত্ব নির্ণয়' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বি ইতিহাসবিদ। 'মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৩ বিণ ইতিহাস হিসেবে গণ্য। 'ঐতিহাসিক সত্য প্রব বলিয়া জানিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বিণ ইতিহাসভিত্তিক। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে নালিস উপস্থাপিত হইয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ঐতিহাসিক প্রশাণীক্রমে [স] ক্রিবিণ বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে। 'একটা ঐতিহাসিক প্রশাণীক্রমে সজ্জিত অভিধান।' শব্দীন্দ্র, ১৯৩১।

ঐতিহাসিক সত্য [স] বি ঘটনিস্থিলা অথবা ঘট্য সম্ভব ছিলো এমন

সামাজিক সত্য। 'পুরাণের গল্পগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য আছে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ঐতিহ্য [স] বি পরম্পরাগত রীতি, মূল্যবোধ, আচার ইত্যাদি। 'বাঙালি হবার, কেবলমাত্র বাংলার ঐতিহ্য বহন করার প্রয়োজন নেই।' *ধূর্তি*, ১৯৩৫।

ঐতিহ্যগত [স] বিশ পরম্পরাগত। 'হিন্দু ও মুসলিম সমাজ ও জীবনধারার ঐতিহ্যগত ছাপ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।' *হৃদি*, ১৯৫৪।

ঐতিহ্য-গঠিত [স] বিশ ঐতিহ্যের ছাপ আছে এমন। 'ওগুলি ভরখী নয়, ঐতিহ্য-গঠিত নৌকা নয়।' *শক্তি*, ১৯৭০।

ঐতিহ্যবিরোধী [স] বিশ ঐতিহ্যের পরিপন্থী। 'ইহা ইসলামের ঐতিহ্যবিরোধী।' *মনসুর*, ১৯৪০।

ঐতিহ্যশাসিত [স] বিশ ঐতিহ্যপ্রধান। 'এদের কৃতি ঐতিহ্যশাসিত ঔপনিবেশিক সমাজকে রূপান্তরিত করতে পারেনি।' *শিব*, ১৯৫৬।

ঐতিহ্যসম্পদ [স] বি পরম্পরাগত সম্পদ। 'মসীমুন্নে বাঙালির পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে।' *মুক্তবাহু*, ১৯৫৮।

ঐতিহিক [স] বিশ ঐতিহ্যগত। 'কোন ঐতিহিক বন্ধন নেই।' *উমর*, ১৯৬৮।

ঐথরিক [ই ইথার] বিশ ইথার সম্বন্ধীয়। 'বর্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্তাবহন-প্রণালী উলটপালট করিয়া দিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২০।

ঐন্দ্র [স] বিশ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। 'নন্দনকাননে ঐন্দ্র বিলাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ঐন্দ্রজালিক [স] ১ বি জাদুকর। 'বাদক, ঐন্দ্রজালিক পূর্ণপরিচ্ছদে।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫। ২ বিশ জাদুকরী। 'এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

ঐন্দ্রিক [স] বিশ ইন্দ্রিয়গত। 'তঁহার ঐন্দ্রিক সঞ্চ বজ্রিহইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঐবানুহো বি ওয়াস্টার স্কটের বিখ্যাত উপন্যাস। 'ঐবানুহো অপেক্ষা একবার শতরকু বেলায় অধিক আমোদ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

ঐমনি *ক্রিগণ* তচ্ক্ষণাৎ। 'ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঐরকম [ঐ+আ রকম] বিশ সে রকম; তেমন। 'ঐরকম ছোটোখাটো বিষয়ে একজন বাঙালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঐরাবত [স] বি হাতি। 'কিবা ঐরাবতে চড়ি আইল সুরপতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঐরাবতী [স] বি নদীবিশেষ। 'ঐরাবতী নদীর তীরে মধ্যে মধ্যে গোলাগাছ আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

ঐরি [স অরি] বি শত্রু। 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঐরূপ বিশ ওই রকম। 'ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

ঐর্ন্যে *ঐর্ন্যে* [স অন্য] *ক্রিগণ* এক অপরের। 'ঐর্ন্যে ঐর্ন্যে সমাহি সমাহি মুখ চাহিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঐশলোক [স] বি স্বর্ণ। 'ঘন বনরাজিনীলার উর্ধ্বে এই আকাশ আমার ঐশলোক।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ঐশিক [স] বিশ ঐশ্বরিক। 'সম্রাটপত্রের রীতিবর্ত্ত ঐশিক শক্তি দ্বারা অথবা স্বপ্লাপ্লে প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

ঐশিয় [ই এশিয়া] বি এশিয়ার অধিবাসী। 'যে-সকল হৌস ঐশিয়দিগকে কোনোপ্রকারে সাহায্য করে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঐশী [স] বিশ ঐশ্বরিক। 'ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকেরাও ... ঐশী শক্তির আশ্রয় লাভে সমর্থ হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঐশীশক্তি [স] বি ঐশ্বরিক শক্তি। 'অন্যান্য শাস্ত্রকর্তারা ... অসামান্য ঐশীশক্তি প্রাপ্ত হন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঐশ্বরিক [স] বিশ ঈশ্বর প্রদত্ত। 'মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীতি ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ঐশ্বরিকতা [স] বি ঈশ্বরের কাজ। 'যাহারা ইহাকেই ঐশ্বরিকতার যুক্তি বলিয়া নির্দেশ করে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

ঐশ্বর্য, **ঐশ্বর্য** [স] ১ বিশ প্রভুত্ব বিষয়ক। 'ঐশ্বর্য স্বভাব গুঢ় করে প্রকটন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৫৮০। ২ বি সম্পদ। 'রাহিলেন আপনে ঐশ্বর্য সম্বরিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। 'ঐশ্বর্য বীর্য যশঃ শোভা জ্ঞান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ বি সৌন্দর্য। 'দিন দিল জলাঞ্জলি বুলি পশ্চিমের সিংহদ্বার নোনার ঐশ্বর্য তার অন্ধকার আলোকের সাগরসম্মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঐশ্বর্য-অভিমানী [স] বিশ ধনসম্পত্তি নিয়ে অহংকারকারী। 'তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

ঐশ্বর্যার্থী, **ঐশ্বর্যার্থী** [স] বিশ ধন-সম্পত্তি কামনাকারী। 'সামাদি প্রযোজকুল রাজনীতিজ্ঞ ... ও ঐশ্বর্যার্থী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ঐশ্বর্যসম্পন্ন, **ঐশ্বর্যাসম্পন্ন** [স] বিশ ধনী। 'পাশ্চাত্যদেশীয় ঐশ্বর্যাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ... বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ঐশ্বর্যবন্ত, **ঐশ্বর্যবন্ত** [স] বিশ ধনসম্পদের অধিকারী। 'তনুদ্যে রাজাগণকে ঐশ্বর্যবন্ত করিয়া উত্তর করিয়াছেন।' *রামরাম*, ১৮০২।

ঐশ্বর্যবান, **ঐশ্বর্যবান** [স] ১ বিশ সম্পদের অধিকারী। 'কত শত বাকি অভুল ঐশ্বর্যবান ও প্রবল-প্রতাপশিত হইয়াও নিরত এরূপ উৎকর্ষিত ও উত্তাক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ বিশ ঐশ্বরের অধিকারী। 'আর্টিস্ট রসের সম্পদ নিয়ে ঐশ্বর্যবান।' *অবন*, ১৯২৫। 'শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ঐশ্বর্যভর [স] বি ঐশ্বর্যশালি। 'তব চিত্তভর যে ঐশ্বর্যভার স্তরে স্তরে রয়েছে জমানো।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

ঐশ্বর্যভূষিতা [স] বিশ স্ত্রী ঐশ্বরে অলঙ্কৃত। 'সহস্র বৎসরের সাধনার ধনের মতই রূপবৈভবঃ ঐশ্বর্যভূষিতা।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ঐশ্বর্যমদ [স] বি ধনের অহঙ্কার। 'দুর্যাতা চন্দ্রভানু, ঐশ্বর্যমদে মত্ত ও ধর্মার্থমজ্ঞানশূন্য হইয়া ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ঐশ্বর্যমদমত্ত [স] বিশ ধনের নেশার মত্ত। 'ঐশ্বর্যমদমত্ত দান্তিক আজ ভিয়ারির কুটীরধারে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ঐশ্বর্যমত্ত, **ঐশ্বর্যমত্ত** [স] বিশ সম্পদের অধিকারী। 'তিন সুবার কর্তা ইহা মহা ঐশ্বর্যমত্ত হইয়াছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

ঐশ্বর্যময় [স] বিশ সমৃদ্ধ। 'ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ স্নাত্তীমণি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ঐশ্বর্যপূর্ণতা [স] বি ঐশ্বর্যপূর্ণতা। 'সৃষ্টির পথ, ঐশ্বর্যশালিতার পথ।' *অচিন্তা*, ১৯৫০।

ঐশ্বর্যশালিনী [স] বিশ স্ত্রী প্রাচুর্যের অধিকারী। 'সে রাজরানি, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

ঐশ্বর্যশালী

ঐশ্বর্যশালী, ঐশ্বর্যশালী [স] বিপ সঙ্গদের অধিকারী। 'বনিকেরা
এত ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'ভাঁহার পিতা ...
সম্রাজ লোক ছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন না।' বিদ্যা,
১৮৪৯।

ঐশ্বর্যশালিত [স] বিপ সমৃদ্ধ; ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'মানুষের রূপবোধকে ভা
ঐশ্বর্যশালিত ক'রে দেয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

ঐশ্বর্যরোহী [স ঐশ্বর্য-আরোহী] বি বিভবান ব্যক্তি। 'ঐশ্বর্যরোহী
পাড়ির চাকায় নিশ্চিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ বা।' ইসহাক, ১৯৫৫।

ঐষদ [স ঔষধ] বি ঔষুধ। 'ঐষদের কারোণ পর্বোত আনিয়াছিলেন

আগোনার প্রাণ বাচাইতে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

ঐসন [হি এসে] ক্রিবিপ এই রকম। 'বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐসন কহব
মদন পরতাপে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঐসলামিক [আ ইসলাম+স ইক] বিপ ইসলাম সম্বন্ধীয়। 'ঐসলামিক
আবরণে ঢাকিতে।' ইসলাম, ১৯০৪।

ঐহিক [স] ১ বিপ ইহলোকের; জাগতিক। 'ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে
...।' দর্শন, ১৮১৯। ২ বি ইহলোক। 'ঐহিকের যত সুখ হল হল
নাই নাই।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

AMARBOI.COM

ও^১ বি বাংলা স্বরবর্ণবিশেষ এবং এর কারচিহ্ন। **ওকার** [স] বি ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যবহৃত 'ও' স্বরধ্বনির কারচিহ্ন ('৫ ১')। 'গ তে সাবসোড় ওকার দেও'। ভবানী, ১৮২৫; 'একার এবং ওকার ওদের শরণাগত'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ও^২ [ফা] অব্য এবং। 'আতপ ততুল ফুল লুচি ও পক্কান্ন ... বিবিধ মিষ্টান্ন'। কেতক, ১৬৫০।

ও^৩ [প্রা] ১ **বিশ** ওই। 'ও আরিতে পার হইয়া বিকশির্বা দখী'। বড়, ১৪৫০। ২ **সর্ব** ওটা। 'আমি এও করচি ওও করচি'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ওই **বিশ** সেই। 'মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ওকে **সর্ব** তাকে। 'কেহ কহে আজি ওকে করে রাজি'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ওখান **বি** ঐ স্থান; নির্দিষ্ট স্থান। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওখানে **ক্রিবিণ** ঐ স্থানে; কাছে। 'মের সাহেবের ওখানে গিয়া দর করিয়া বিক্রি ...'। মেয়র্স, ১৭৫৭।

ওথেন **বি** ঐ স্থান। 'ওথেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ওগো^১ অব্য সোধনসূচক শব্দ। 'ওগো পুষিাপুত্র লগয়া রহিত হলে দূটি প্রাণ রক্ষা হয়'। দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ওদিগ^১ **বি** ওদিক। ওসা, ১৭৮২। ২ **ক্রিবিণ** অন্য দিকে। 'একবার এদিশে দেখে – একবার ওদিশে দেখে'। গ্যারী, ১৮৫৮।

ওধা **ক্রিবিণ** সেখানে; ওখানে। 'ওধা গেলে অবস্য দেখিছ'। কানাই। মালাধর, ১৫০০।

ওথাও **ক্রিবিণ** ওখানেও। 'ওথাওত বৈকুণ্ঠে জানিয়া নিরঞ্জন'। মানিকরাম, ১৭৮১।

ওদের **সর্ব** তাদের। 'ভাই এত জ্ঞানলে ওদের আনতে বারণ করুন'। উমেশ, ১৮৫৭।

ও মা – **বিশ্ময়সূচক** বাক্যাংশ। 'ষ্ট্রীলোকেরা দেখিয়া কহিল, ও মা বিবাহের কালে একটা গাধা কেন?'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ও মা গো – 'মা' বলে চিৎকার। 'ও মা গো, তোমার জটায় যে যেমো গন্ধ'। গিরিশ, ১৮৮৭।

ওরে – **সোধনসূচক** বাক্যাংশ। 'ওরে যার নেটো বহ তারি নাট'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ও লোক **বি** পরলোক। 'এ লোক ও লোক যে জন খাএ'। বড়, ১৪৫০।

ও হা – **সংসীতের** মাঝে ব্যবহৃত বাক্যাংশবিশেষ। 'নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতের নাম উপস্থিত হইলেই ... বরজ শব্দ, এবং হস্ত চালনা, ও হা, মনে পড়ে'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ওহার **সর্ব** ওর। 'ওহার এহার মুখ চাহে সব'। বড়, ১৪৫০।

ওহি **বিশ** ওই। 'কালার আমার হৈব দেখা ওহি কদম তলে'। মর্ত্যজ্ঞা, ১৭৫০।

ওহে অব্য (সোধন) হে। 'ওহে ধর্মঠাকুর দিনের দিবাকর'।

মানিকরাম, ১৭৮১; 'ও হে সুপ্রথম'। চঞ্জীচরণ, ১৮০৫।

ওআদা [আ] **বি** অস্বীকার। 'যুদ দীর্ঘ পরিসোদে ওআদা মাহ ...'। চিঠিপত্রে, ১৮৬৭। দ্র ওয়াদা

ওআর **বি** বাগিশ, লেপ ইত্যাদির খোল। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওআরিস [আ ওয়ারিস>] **বি** উত্তরাধিকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওআরিসান [আ ওয়ারিস>] **বি** উত্তরাধিকারীপণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওআরিসি [আ ওয়ারিস>] **বি** উত্তরাধিকার। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওইরকম [ওই+আ রকম] **ক্রিবিণ** তার মতো; ওটার মতো। 'নাকটা ওইরকম চ্যাটা'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ওংকার [স] **বি** উচ্চধ্বনি। 'ওঠে ওংকার, রণ-ডঙ্কার'। নজরুল, ১৯২২।

ওং হত্যায়। 'পলাত পাথর বাকি দহে পইসও'। বড়, ১৪৫০।

ওঁ [স] **বি** ওঙ্কার। 'ওঁ নমো গণেশায়'। মানিকরাম, ১৭৮১।

ওঁকার [স ওঙ্কার] **বি** 'ওঁ' এই শব্দ; ওঙ্কার। 'হরিষে পুরিআ কাহাজি তাহাত ওঁকার'। বড়, ১৪৫০।

ওঁ, ওঁয়াকে **সর্ব** তাকে। 'ওঁয়াকে তো কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কতে পারে না'। দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

ওঁচলা [স উচ্ছ>] **বিশ** অবজ্ঞানময়। 'সোনা দানা দুদের বাটা/ দুও মেগের ওঁচলা মাটা'। দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

ওঁচা [স উচ্ছ>] ১ **বিশ** নিকট। 'তাহার মধ্যে সবচেয়ে ওঁচা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ **বিশ** হয়। 'হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা'। রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ওঁচানো [স উচ্ছ>] **ক্রি** উত্তোলন করা; উঁচু করা। 'রাম-দা ওঁচাবেন'। মুক্ততারা ১৯৫২।

ওঁৎ [স অব] **বি** আক্রমণের জন্য সতর্কভাবে প্রতীক্ষা। 'বাঘ আসিয়া ঘরের পিছনে ওঁৎ পাতিয়া বসিল'। জঙ্গী, ১৯৬৪।

ওঁয়া [ধ্বন্য] **বি** স্যোজাত শব্দের কল্পার শব্দ। 'ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া শব্দে দুঃখময় আত্মার বিলাপ'। মাহমুদ, ১৯৭৩।

ওঁরাও **বি** নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধান্ধড় প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস করে'। বঙ্কিম, ১৮৯২। দ্র ওঁরাও

ওক [হি] **বি** ওক নামক গাছ। 'ওক কাঠের তেপয়ের ওপর'। জীবন, ১৯৩২।

ওকড়া [হি বুনে কাটাওয়ালা ফলবিশেষ। 'ওকড়ার বীচি দেয় কেশের ভিতরে'। বৃন্দা, ১৫৮০।

ওকত [আ ওয়াক্ত] **বি** সময়। 'নামাজের ওকত হইছে'। মনসুর, ১৯৫৩।

ওকস [স] **বি** আশ্রয়। 'ওজ্ঞাওণ তরাবার ওপদ ওকস'। ভারত, ১৭৬০।

ওকাপি **বি** এক প্রকার বন্য জন্তু। 'ওকাপি বলে যে জানোয়ার'। বিচ্ছতি, ১৯৩৭।

ওকাব [আ ওয়াক্বি] **বিশ** দক্ষ; হিফ্র। 'ওকাব সকলে আসি ধরি ধরি খাএ'। আলগুন, ১৬৮০।

ওকালতনামা [আ ওকালত+ফা নামাহ] **বি** উকিল নিযুক্ত করার পত্র। হালাহেড, ১৭৭২।

ওকালতনামাপত্র [আ ওকালত+ফা নামাহ+স পত্র] বি উকিল নিযুক্ত করার পত্র। 'নিসা কবীরা এই করারে ওকালতনামাপত্র দিলাম।' হ্যালাহেড, ১৭৭২।

ওকালতি, ওকালতী [আ ওকালত>] ১ বি উকিলের কর্ম বা পেশা। 'তোমাকে ওকালতী খেদমতে চাকোর রাখিলাম।' হ্যালাহেড, ১৭৭২; 'ওকালতী কর্ণের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল ...' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি যুক্তিতর্ক। 'সমাজের সঙ্গে ওকালতি চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি পক্ষ সমর্থন। 'তিনি দিবিয়া অটল হয়ে তাঁর ওকালতি করে গেলেন।' শরৎ, ১৯১৭।

ওকিবহাল, ওকীবহাল [আ ওয়াকিব+আ হাল] ১ বিণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'তোমারা নীতের তরুণি বাবতে ওকিবহাল।' মুক্ততাবা, ১৯০৯। ২ বিণ গুণগুণ সম্পর্কে অবগত। 'বর্দা বর্ণগতি সম্বন্ধে ওকীবহাল।' মুক্ততাবা, ১৯২২।

ওকিল, ওকীল [আ ওয়াকিল] বি উকিল। 'ওকীল হওয়া বলে রাম কুণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তাতিলাকের তরফ ওকিল খ্রীশোলায় সর্ধন আরজি দিয়া ...' তাতি, ১৭৯২।

ওক্ত, ওকুত [আ ওয়াকুত] ১ বি সময়। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'দালা হালামের ওতে লেটেল মিলবে।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি মেয়াদ; নির্দিষ্ট সময়। ওর্সা, ১৭৮২; 'ছুটো মেয়ে তার খোয়াসনে মান, পুরায়ে এসেছে ওদের ওকুত।' নজরুল, ১৯২৯।

ওগরহ, ওগরহ [আ ওয়াগায়রহ] ১ অব্য ইত্যাদি; অন্যান্য। 'পরগণে মনোহর সাহি ওগরহ আপনকর ইজারা ছিল ইন্তক ...' মের্স, ১৭৬৭; 'গীজারামা যোব ওগরহ।' হ্যালাহেড, ১৭৭২; 'টাকা কাত ওগরহ সমস্ত বুঝিয়া পাইলাম।' ওর্সা, ১৭৮২; 'কাগজপত্র ওগরহ আরও সকল দফা ... বুঝিয়া পাইলাম।' ডেরগি, ১৭৮৯। ২ অব্য প্রমুখ। 'শ্রীভগবান হালদার ও শ্রীসৌবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ওগরহ।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ওগয়রা [আ ওয়াগায়রহ] অব্য ইত্যাদি; প্রভৃতি। ভবানী, ১৮৩৩।

ওগয়রাহো [আ ওয়াগায়রহ] অব্য ইত্যাদি; প্রভৃতি। ক্যালগে, ১৭৯২।

ওগারহ [আ ওয়াগায়রহ] অব্য ইত্যাদি; প্রভৃতি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওগরা [মারাতি ওগরা] বিণ নরম। 'ওগরা ভাত।' মানোএল, ১৭৪৩।

ওগলানো [ক্রি বিমর উদ্ভেক করা] 'পেটে মাল ওগলাচ্ছে - কিন্তু তকুনি সে জিত কেউ নরম গলায় শুধু বলে।' ওয়াসী, ১৯৪৫।

ওগো [ধন্য] অব্য সোধেনসূচক শব্দ। 'ওগো বাহা, আমি চোর হ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ।' বঙ্কিম, ১৮৬৪।

ওঙ্কার [স] ১ বি আবৃত্তি। 'ষষ্ঠমে জ্ঞানিব তবে জিকির ওঙ্কার।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি প্রথম উচ্চারিত ধ্বনি - ওঁ। 'মহাকাশতলে ওঁতে ওঙ্কার কোনো বাধা নাই যানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি সৃজন-শীলতা। 'জোটে না কোনো শব্দকণা কবির ওঙ্কারে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ওঙ্কারধ্বনি [স] বি ওঁ ধ্বনি। 'শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কারধ্বনির মতো সহত হয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ওঙ্কারা [স ওঙ্কার] ক্রি ওঙ্কারধ্বনি করা। 'মোর চেতনায়/ আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ওচট [স উচ্চোট] বি হোঁট। 'সে একটা ওচট খাইলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

ওছা [স উচ্চ] ক্রি উঁচু করা। 'গলাটি ধরিয়া ওছে লেহ উঠাইয়া।' গরীব,

১৭৬৫।

ওছিলা [আ ওয়াসিলা] বি অজুহাত; কোনো কিছুর দোহাই। 'ওঙ্কার ওছিলা জারি হইবেক না।' হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

ওজন [ক্রি] ১ বি পরিমাপ। 'ওজন বাটী ৫...।' মের্স, ১৭৫৭; 'কলিতাত্তর বাজারী ৮০ আসী সীকা ওজন সের ফিলাট।' ক্যালগে, ১৮০০। ২ বি ভার। 'বোগল, ১৭৮০। ৩ বি তুল্য। 'ভবানী, ১৮২৩। ৪ বি ওকৃত। 'কিন্তু তোমাদের আলোচনার ওজন রক্ষার জন্য বলা দরকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ওজন করা [ক্রি পরিমাপ করা]। 'হাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ওজনদার [আ ওজন+ফা দার] বিণ বেশি ওজনবিশিষ্ট। 'জিনিসটা ওজনদারও বটে।' মণীশ, ১৯৬৩।

ওজনবোধ [আ ওজন+স বোধ] বি পরিমিত বোধ। 'তার ওজনবোধ তোমার একেবারেই নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ওজনমত [আ ওজন+স মত] ক্রিণিষ মাণ অনুসারে। 'এদিকে ওজনমত জিনিস মিলল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ওজনী [আ ওজন>] বিণ ওজনদার। 'ভারী চর্বিদার আর ওজনী হয়েছে হাঁস দুটো।' কায়সার, ১৯৬২।

ওজন' [হি] বি ওজোন গ্যাস। 'স্থানটিতে ওজনের কাঁজালো সামুদ্রিক গন্ধ ত্রুহু মিলিয়ায় আসিল।' মানিক, ১৯৩৬।

ওজর [স] ১ বি অজুহাত। 'কানিতে ওজর নাই মনুষ্য শরীর।' গরীব, ১৭৬৫; ২ বি অপেক্ষা। 'ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি আপত্তি। 'চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর।' দর্পণ, ১৮২৭।

ওজর আপত্তি [আ ওজর+স আপত্তি] বি অজুহাত ও আপত্তি। 'নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ওজরা [আ ওজর>] ক্রি আপত্তি করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওজস [স] বি দীপ্তি। 'ওড় পুষ্প ওয জিনি ওঠের ওজস।' ভারত, ১৭৬০।

ওজবী [স] ১ বিণ তেজোদীপ্ত। 'ভবানী, ওজবী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দূরবস্থা বর্ণনা করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বিণ উদ্দীপনাপূর্ণ। 'তাহা শ্রাঙ্কল ও ওজবী হইয়াছে সন্দেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ওজবিতা [স] বি বলিষ্ঠতা। 'ওজবিতা' উদ্দীপনা' ছুটোও ভাষা অগ্নিকণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ওজবিনী [স] ১ বিণ স্ত্রী তেজোদীপ্ত। 'সত্য ওজবিনী বজ্রতা কইরা আমার পৌরব ও আনন্দ বৃদ্ধি করছেন।' মনসুর, ১৯৪৫। ২ বিণ স্ত্রী উদ্দীপনাপূর্ণ। 'অত্যন্ত তেজ ও দৃঢ়চিত্ত নিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো ওজবিনী ভাষায় বলেছিলেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ওজারিত [আ] বি মত্তিত্ব। 'তার দুঃমনরা ওজারিত দখল করেছেন।' মনসুর, ১৯০৫।

ওজারিত [আ] বি মত্তীর পদ; মত্তিত্ব। 'সম্পত্তি তিনি ওজারিতের গদি হারিয়েছেন।' মনসুর, ১৯০৫।

ওজিফা [আ ওয়াজিফা] বি তসবি পড়া। 'আজকাল তোমার নামাজ আর ওজিফার যে রকম বান ডেকেছে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

ওজির [আ ওয়াজির] বি মন্ত্রী। 'ওজির নাজির চৌকিদার।' বিজয়, ১৬০০।

ওজিরজাদা [আ ওয়াজির+ফা জাদা] বি মন্ত্রীপুত্র। 'ওজিরজাদার

গুণ্যদের কাছে পারসি পড়েন।' রামরাম, ১৮০১।

গুজু [আ ওয়ায়] বি ইসলামি মতে পবিত্রতার জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে হাত, মুখ ও পা ধোয়া। 'প্রথমে বুলিবা সবে গুজু করিবারে।' সুলতান, ১৭০০।

গুজুল [আ ওয়াজুল] বি শরীর। 'ভয়েতে গুজুল কাপে গুনে লাগে ধানি।' গরীব, ১৭৬৫।

গুজুহাত [আ ওয়াজুহাত] বি ছুতা। 'কোন গুজুহাতে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারিবে না।' আজাদ, ১৯৪৬।

গুজোত্তপ [সি বি কাব্যের গম্ভীর সম্পাদনকারী গুণ। 'গুজোত্তপ তরাবার ওপদ ওকস।' ভারত, ১৭৬০।

গুজোন সরকারী [আ ওজন+ফা সরকার] বি রক্তান্দিবোর গুজন নির্ণয়, দাম মেটানো ও খাভার তোলার কাজ। 'শেষে এক সদর কয়র মুক্খী আপনার হউসে একটি গুজোন সরকারী কর্ম দিলেন।' হতেম, ১৮৬১।

গুজোর [আ ওজর] বি বাহানা। 'গুজোর করে কাটাডাম।' শিবরাম, ১৯৪০।

গুণা [সি উপাধ্যায়] ১ বি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'রঘুনাথ বৈদ্য গুণা ভক্তির সময়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ভূতে ধরা মানুষের চিকিৎসক। 'গুণা গুণি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি গমক। 'গিণা করি গেল ওণা জখা ধর্মকে/ কহিল নির্ণয় জাত বিবাহের হেতু।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি সাপের বিষ নামানোর চিকিৎসক। 'নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোখায়। তাই আমার গুণা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গুণা-গুণা [ধন্য। বি শিশুর কান্নার শব্দ। 'ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে - গুণা-গুণা।' মণীশ, ১৯৫৭।

গুঠ [সি গুঠ] বি উপরের টোটে। 'গুঠ আখর উঠক জিলা।' বড়, ১৪৫০।

গুঠক বৈঠক বি গুঠা-বসা: চলাফেরা। 'লওয়াঞ্জিয়া যে মত করিয়াছেন তাহার মত গুঠক বৈঠক নহে।' কেরি, ১৮০২।

গুঠা ১ ক্রি শেষ হওয়া। 'প্রতিদিন আলালত উঠিলে ... যে আক্সা হইয়া থাকে তাহার চলন করাইবেন।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ ক্রি জখত হওয়া। 'গড়ে রোজ আটটার কমে গুঠা হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রি সৃষ্টি হওয়া। 'আমার হিয়া উজলিয়া সাগরে ডেউ ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৪ ক্রি মাটি ভেদ করে অঙ্কুরিত হওয়া। 'তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ ক্রি প্রকাশিত হওয়া। 'রোদ গুঠবার আগে হিমে-হৌওয়া স্নিগ্ধ হওয়ায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৬ ক্রি শুরু হওয়া। 'ক্লর কি এরকমই ওঠে দুপুরে?' জীবন, ১৯০৩। ৭ ক্রি দৃশ্যমান হওয়া। 'গুঠা সপ্তর্ষি ... কোন মাসে কোনটা ওঠে।' বিজুতি, ১৯৩৭। ৮ ক্রি আমদানি হওয়া। 'ধান ... ওঠেনিক আজিও বন্দরে।' মাহেনও, ১৯৪৯। ৯ ক্রি পণ্য বিক্রির জন্য হাজির হওয়া বা আসা। 'রুদ্রনগরে আনাটোন মলমের ফিরিওয়াল ওঠে।' শ্যামল, ১৯৬৭। ১০ ক্রি মুখে তোলা; খাওয়া। 'নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

গুঠা হুঁড়ি তোর বিয়ে - পরাণ সহ্য না দিলেই কোনো কাজ করতে গুঠ। 'গুঠ হুঁড়ি তোর বিয়ে কেন্দন করে হয়।' মনোজ, ১৯৬১।

গুঠ-বোস ১ বি মেলামেশা; সম্পর্ক। 'তার সাথে বেশি গুঠ-বোস রাখিনি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৭। ২ বি জীবনযাপন। 'তার কথায় গুঠবোস করতে লাগল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

গুঠা-নাবা বিণ আসা-যাওয়া। 'তরলিত দুঃস্থবুধের নিত্য গুঠা-নাবা

-।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গুঠানামা ১ বি ভ্রাসবৃদ্ধি। 'হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারোখা গুঠানামা করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ উপরে গুঠার ও নীচে নামার। 'দিনে মগ্ন রয় আঁধি, গুঠা-নামা ঘোরানো সিঁড়িতে।' অমিয়, ১৯৩৮।

গুঠাপড়া ১ বি গুঠা-বসা: চলাফেরা। 'নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে গুঠাপড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি উত্থান ও পতন। 'গুঠা-পড়ার ছন্দে হৃদয় ডেউয়ের সাথে ডেউ তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গুঠা বসা ১ বি জীবনযাপন। 'মস্তমুজের মতো হিটলারের নেতৃত্বাধীনে গুঠা বসা করছে।' হাই, ১৯৫৮। ২ বি মেলামেশা। 'আপনাদের সাথে এত গুঠাবসা হাসিঠাট্টা করলেও ...।' সাদত, ১৯৬৭।

গুডিকলোন, গুডিকোলন [সি বি সুগন্ধি তরলবিশেষ: জার্মেনির কোলন শহরের নামযুক্ত তরল পার্শ্ব। 'ঐতপনে গুডিকলোন বরফজলে মিলাইয়া উপস্থিত করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২: 'সমস্ত মাথার গুডিকোলনের গন্ধ।' জীবন, ১৯৩১।

গুডু [সি বি জবা ফুল। 'কলার পাত উপরে থুইলা গুডু ফুল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুডুসেশ [সি বি গুড়িলা। 'কেহ রাড় গুডুসেশে লীহটে পশ্চিমে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গুড়ী [সি গুড়। বি উড়িয়া অঞ্চলের ভাষা। 'গুড়ী (উড়িয়া), পৌড়ী (খোশা), দাক্ষিণাত্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গুড়ু [সি গুড়। বি জবাফুল। 'নিখিল কুসুম গুড়ু রেবতী রান্নানগর।' বড়, ১৪৫০।

গুড়ুলম্বী [সি গুড়+স কলম্বী] বি লতাগাছ-বিশেষ। 'ঝোপের মাথায় গুড়ুলম্বী লতায় সাদা সাদা ফুলের কুড়ি।' বিজুতি, ১৯২৯।

গুড়ের মালা বি জবা ফুলের মালা। 'গলার গুড়ের মালা দিলেক তখন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গুড়ুনপাড়ুন বি উঠানো ও নামানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

গুড়না [সি গুড়না। ১ বি চাদের জাতীয় গাভাবরণ-বিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১: 'কেবল ক্রেপের গুড়নার ভিতর হইতে বাদলা জড়ানো স্থল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে।' রোকেয়া, ১৯৩০। ২ বি আবরণ। 'ধুলের গুড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গুড়নি [সি গুড়না। বি গুড়না। 'শীতের গুড়নি পিয়া গিরিসের বাও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গুড়ব [সি বি (সংগীত) সাতটির বদলে পাঁচটি স্বরবিশিষ্ট রাগ। 'গুড়ব খাড়ব গুণব উদার। তারা লইয়া তর্ক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গুড়মালা [সি গুড়মালা। বি জবা ফুলের মালা। 'মোরে গাধা চাপাইয়া দিয়া গুড়মালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুড়মালা [সি গুড়মালা। বি জবা ফুলের মালা। 'সুগন্ধি চন্দন দিল গলে গুড়মালা।' রূপরাম, ১৭৫০।

গুড়মা বিণ অমিতব্যয়ী: প্রচুর ব্যয় করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

গুড়া ১ ক্রি আকাশে বিচরণ করা। 'এ নয় যে সত্যিই আকাশে গুড়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ ক্রি শুষে যাওয়া। 'বিজয়-পতাকা গুড়তে হলে খুন খোশরোজ খেলা খেলতে হবে।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বিণ উড়তে পারে এমন। 'থাকত যদি মেঘ-গুড়া পক্ষিরাজের বাজা ...'।

উড়িয়ে দেওয়া

রবীন্দ্র, ১৯৩০। ৪ বি আকাশে বিচরণ। 'মরণের ওড়া উড়তে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

উড়িয়ে দেওয়া কি দূরীভূত করা। 'তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ওড়াউড়ি বি ক্রমাগত শূন্যে বিচরণ। 'হলদে পাতার মতো আমাদের পথে ওড়াউড়ি।' জীবন, ১৯৩৬।

ওড়াওড়ি বি ইতস্তত উড়ে বেড়ানোর কাজ। 'মাছরাঙা ওড়াওড়ি করেছে।' মৃজতবা, ১৯৫৮।

ওড়ানো ক্রিবিণ আকাশে বিচরণ করানো। 'মার্বেল বেলা, ঘুড়ি ওড়ানো এমনকী সুযোগ পেলেই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া ইত্যাদি...'। শিবরাম, ১৯৫০।

ওড়ালোন [ও ওড়িশা > ৭+৩ স লবণ >] বি এক ধরনের লবণ। 'পার্বনি পঙ্কজ জাত ওড়ালোন সানা ভাত ধানকাটা কলম কনুরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ওড়ান [বি ওড়না] বি ওড়না। 'হাওয়ার মত হাফা হিমের ওড়ন দিয়ে গায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

ওৎ [স অব] বি আক্রমণের জন্য সতর্কতার সঙ্গে প্রতীক্ষা। 'ব্যাঘ্র ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

ওত [স অব] বি সতর্ক প্রতীক্ষা। 'দিঠিহুক ওত দেসাঁতর রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ওত পাতা কি সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করা। 'সুখের পিছনে সে কী বস্তু ওত পেতে রয়েছে।' নজরুল, ১৯২৪।

ওতড়ানো কি অতিক্রম করা। 'মৃত্যুর বলে প্রতিদিন ওতড়াচ্ছে।' জীবন, ১৯৪৮।

ওতরানো কি চালিয়ে দেওয়া। 'তৈরি মালে ত ও জিনিস এতরালে চলবে না।' মৃজতবা, ১৯৫৮।

ওতপ্রোত [সা] বিণ অস্বাভাবিক জড়িত। 'ভিতরকার মানুষটার দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ওতপ্রোতভাবে [সা] ক্রিবিণ অস্বাভাবিক। 'হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' নজরুল, ১৯২৭।

ওতারি কি নেমে আসা। 'ওতারিয়া ছিল বিবি পাহাড়ের নীচে।' গরীব, ১৭৬৫।

ওতার [স উত্তর] বি উত্তর। 'এ কথার বরো ঠেক ওতার দেগুন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

ওত্তর [স উত্তর] বি উত্তর; জবাব। 'বাবাঠাকুর! ঘরে গো? কৈ ওত্তর দেয় না কে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ওৎরানো [স উত্তরণ >] ক্রি চালিয়ে দেওয়া। 'প্রথমে একটা গল্প লিখে তিরিশ টাকার ওৎরাতে চাচ্ছে নিখিল।' জীবন, ১৯৩২।

ওদড় [স উদঘর্ষ] বি ভুয়ুর। 'কাঠাল ২ দুই পঠাই লইবেন আর ওদড় পঠাবেন।' চিত্রপাথ, ১৮০৭।

ওদন [সা] বি ভাত। 'শিত কাদে ওদনের তরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ওদুল [আ] বি পরিবর্তন। 'যার যে মিনতি আছে কে করে ওদুল।' গরীব, ১৭৬৫।

ওধা বি ভাড়া দিয়ে গমন। 'রশঝটি ওধা করে মাথায় ভাসে খুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ওধা করা ক্রি ভাড়া দিয়ে গমন করা। 'রশঝটি ওধা করে মাথায় ভাসে খুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ওনারশিপ [হি] বি মালিকানা। 'ওনারশিপ বলতে ইংরেজ যা বোঝে।' প্রমথ, ১৯১৯।

ওনুসার [স অনুসার] ক্রিবিণ অনুযায়ী। 'তাতি, ১৭৯২।

ওনুসারে ক্রিবিণ অনুসারে; অনুযায়ী। 'তখন কাটান নাম ইংরেজী ওনুসারে ফরসীর লবজ লেখা গীয়াছিল।' তাতি, ১৭৯২।

ওপর [স উপরি] ১ অব্য প্রতি। 'ইংরাজেরা ... আমেরিকাবাসিদিলের ওপর অভ্যচার করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ অব্য দিকে। 'আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি সংখ্যা কিংবা কম।' জগদীশ, ১৮৯৫। ৩ ক্রিবিণ উপরে। 'কী পরেছ ওটা মাথার ওপর, দেখাচ্ছে যেন হীরের টোপর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ অব্য নিকট। 'যে ছেলে মায়ের নয়, তার ওপর দাবি-দাওয়া কিসের?' নজরুল, ১৯২৭। ৫ ক্রিবিণ মধ্যে। 'অন্যায়তার ওপর খানিকটা প্রতিষ্ঠিত।' জীবন, ১৯৩২। ৬ ক্রিবিণ বেশি; অধিক। 'আপনি ছাকিশের ওপর কিছুতেই উঠবেন না।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ওপরঅলা [স উপরি+হি ওয়ালা] বিণ উর্ধ্বতন। 'ওপরঅলা কর্তাদের সঙ্গে বনি-বনা না হলে স্বচ্ছন্দ কর্মভ্যাগ করেছেন।' রমেন, ১৯৭০।

ওপরওয়ালা [স উপরি+হি ওয়ালা] বি কর্মক্ষেত্রের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। 'কফটা বলশায়, ওপরওয়ালাদের বলো না যেন।' বিভূতি, ১৯৩৭।

ওপরচালাকি [স উপরি+ফা চালাক] বি ফাঁকি। 'বস্তুরূপের অনুকরণ ও প্ররোচনাপ্রদত্তির ওপরচালাকি রেনেসাঁসী... শিল্পকলাকে ব্যাখ্যিত করে।' শিব, ১৯৫৬।

ওপরপড়া [স উপরি >] বিণ গায়ে পড়ে ঝগড়া করে এমন। 'একটা ওপরপড়া বেড়াল নেই কোথাও।' জীবন, ১৯৪৮।

ওপোর [স উপরি] ক্রিবিণ উপর। 'ঝাঁকা মুঠের ওপোর বসে আসতে দেখে বল্লেন।' হুতায়, ১৬৬২।

ওপস্থিত [স উপস্থিত] বিণ উপস্থিত। 'শীল অনুসারে কার্য ওপস্থিত হ'এ।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

ওপ্যাল [হি] বি মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'কালো ওপ্যালের বনি।' বিভূতি, ১৯৩১।

ওফা [আ] বি প্রতিশ্রুতি। 'তোমার বাপেরে নাহি দিয়াছিল ওফা।' গরীব, ১৭৬৫।

ওফাত [আ ওয়াফাত] বি মৃত্যু। 'মুমিনের ওফাত চলিলে ততক্ষণ।' আলফেল, ১৬৮০।

ওবারা [হি ওয়ারা] বিণ অতিরিক্ত। 'সেখানে চালু ও বিরিকলাই বড়ই ওবারা।' ওর্গা, ১৭৮২।

ওভারকোট [হি] বি ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ঘরের বাইরে পরার লম্বা কোট। 'আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে আর-একজনের ওভারকোট গাভ্রব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ওভার-কোয়ালিফাইড [হি] বিণ অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। 'তুমি বাবা বড় ওভারকোয়ালিফাইড।' জীবন, ১৯৩২।

ওভারটাইম [হি] বি নিদিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ। 'ওভারটাইম খাটলে দু'আনা জলখাবার।' বিভূতি, ১৯৩১।

ওভারটেক [হি] বি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া। 'ওভারটেক করে এগিয়ে যাবার জন্যে।' হাসান, ১৯৭৪।

ওভারড্রাক্ট [হি] বি ব্যাক থেকে গচ্ছিত টাকার অতিরিক্ত যে

পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'বাড়িভাড়া দেয়নি, ওভারড্রাফট নিয়েছে।' মুক্তবা ১৯৫২।

ওভারবাউন্সি [হি] বি ক্রিকেট বেশায় ব্যাটসম্যান মারার পর বল মাটিতে পড়ার আগেই সীমানা অতিক্রম করা; এক মারে ছয় রান হওয়া। 'ওভারবাউন্সি করতে তার জুড়ি নেই।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ওভারব্রিজ, ওভারব্রীজ [হি] বি কোনোকিছু ডিঙিয়ে পারাপারের সেতু। 'ঢাকা রেলস্টেশনের কাছে ওভারব্রীজ ইহতেছে।' আজাদ, ১৯৫৬; 'ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আশে অনেক দূর থেকে ...' শওকত, ১৯৭২।

ওভালটনি [হি] বি গম, চিনি ইত্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্যতরু বিশেষ। 'এক পোয়ালা ওভালটনি।' জীবন, ১৯৩৩।

ওম [স, ধন্য] বি শিকার ধনি। 'নাদে ওম ওম মহাশঙ্ক-বিষাণ রুদ্রের।' নজরুল, ১৯২২।

ওম [স উচ্চ] বি তাগজনিত আরাম। 'ভারী ওম কলাইয়ের ভূষিতে।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

ওমত [ফা উমেদ] ১ বি জন্ম। 'সে অতি উত্তম নির্মল সম্পূর্ণে দয়াএ বরুণাতে অকুমারীর উদরে পরমেশ্বর ওমত।' আভাশিয়া, ১৭৪৩। ২ বি সার্থক্য। 'একজ কাপড় সেগনের আমাদিগের এমত ওমত নাই।' তাঁতি, ১৭৯২।

ওমর [আ উমর] বি বয়স; বয়সক্রম। 'পোনরো বরিষ ওমরে।' হ্যালহেড, ১৭৭২; 'জানি ওমরের তত্ত্ব নিরর্থক। - মানুষ কীশায়, কিন্তু চিরস্থায়ী অবদান তার।' সুশীল, ১৯৩৯।

ওমর [হি] বি হোয়ার। 'উলুনার কবিত্ত ভিয়ারী আহিলা/ ওমর (অসভাকালে জন্ম তাঁর) যথা।' মাইকেল, ১৮৬৫।

ওমরা [আ উমরা] ১ বি অমির। 'বাইশ ওমরার পরে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিলেন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিণ অভিজাত। 'আমি ও রাজা ও কবিগণ ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের স্তব্ধক হইয়াছে।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বি বাদশাহের অধীন বিশেষকমতা সম্পন্ন ব্যক্তি। 'আমি হাইদরের রাজসভায় একজন ওমরা হইয়া বাস করিতে লাগিলাম।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ৪ বি নির্ধারিত সময়ের বাইরে-করা হজ। 'ওমরাকে হচ্ছে আছগর বা ছোট হজ্জ বলা হইত।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

ওমরাও [আ উমরা] বি অভিজাত সম্প্রদায়। 'বাঙালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ওমলেট [হি] বি ডিম ভাজা। 'আশে কি তোমরা একটা ওমলেট খেতে চাও?' নীরেদ, ১৯৬৩।

ওমেদ [ফা উমেদ] বি আশা। 'কর্কের ওমেদ থাকে।' ভবানী, ১৮২৩।

ওম্মেদ [ফা উমেদ] বি আকাঙ্ক্ষা। 'ওম্মেদ আমার এই শাহার মেহেরে।' গরীব, ১৭৬৫।

ওম্মেদওয়ারি [ফা উমেদ+হি ওয়ারি] বি চাকরির প্রার্থনা। 'তুমি কোথায় ওম্মেদওয়ারি করিবা।' কেরি, ১৮০২।

ওয়াইজ [হি] বিণ জ্ঞানী; বিচক্ষণ। 'পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ [হি] - পেনির বেলায় হিসেবি, কিন্তু পাউন্ডের বেলায় দরাজ। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ওয়াইন [হি] বি মদ। 'নাচতে জানে, ওয়াইনে বানচাল হয় না।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ওয়াইফ [হি] বি স্ত্রী। 'যদি ভ্রাতৃগণ ওয়াইফের বিষয়ে আলাপ করেন।'

বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ওয়াংকী, ওয়াংকী [হি] বি একপ্রকার পতঙ্গ। 'এক ওয়াংকী সিংহের আলয়ের সমীপে উড়িতেছিল।' তারিণী, ১৮০৩; 'এক অহংকৃত পূর্ণ আঙ শ্রাবী ওয়াংকী।' তারিণী, ১৮০৩।

ওয়াক [ফা] অবা ঘূর্ণার সঙ্গে গুতু ফেলার উচ্চ শব্দ। 'ছোড়বি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াকা থুঃ! নজরুল, ১৯২৬।

ওয়াক হুর্দি [ফা] বি ঠাণ্ডাজনিত কারণে ওঠা কাশ। 'সর্বদা ওয়াক হুর্দি মুখে উঠে জল।' ভারত, ১৭৬০।

ওয়াক আউট [হি] বি ধর্মঘট। 'একবারে আমার ওয়াক আউট।' শিবরাম, ১৯৫০।

ওয়াক-ওভার [হি] বি অনায়াস বিজয়। 'তবে ওয়াক-ওভারে সুযোগ দৃষ্টির জন্য এত অক্ষিসিকি, এত এন্তেজাম ...' আজাদ, ১৯৬৪।

ওয়াক্ক স্টেট [আ ওয়াকুফ+ই এস্টেট] বি ধর্মীয় ও সং কাজে ব্যবহারের জন্য মুসলমানদের দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি। 'জাল-লুয়াটির সাহায্যে কত বড় বড় ওয়াক্ক স্টেট চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।' মুয়াক্কিন, ১৯৩৩।

ওয়াকিবুজ্জ [হি] বি ইটার উপযোগী এক ধরনের স্ত্রুত। 'আমি মোজা ওয়াকিবুজ্জ ও ইলারআদি চাহি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

ওয়াকিব, ওয়াকীব, ওয়াকিব, ওয়াকীব [আ] ১ বিণ অবগত। 'তোমাকে বেওয়া শিয়ারী ওয়াকীব করিয়াছ।' ওসা, ১৭৮২; 'সেই হুমুনায়া এখানের জমীদার দিগকে ওয়াকীব করাইয়া হীলাম।' চন্দ্রিকা, ১৯২২; 'মোট দাম ওয়াসীল বাকির ফর্ম জাইতেছে ওয়াকিব হইবে।' তাঁতি, ১৭৯২; 'তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার তপশিল ওয়াকিব হইল।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি সম্পত্তি ওয়াকুফকারী। 'ওয়াকিবের উদ্দেশ্য ও নির্দেশ অনুসারে সম্পত্তির আয়গুলি খুব কমই ব্যয়িত হইয়া থাকে।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

ওয়াকিবহাল [আ ওয়াকিব+আ হাল] বিণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'মাঝে মাঝে টীকাটিগ্ননী কেটে আমাকে যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিবহাল করে তুলহিলেন।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

ওয়াকিবহাল [আ ওয়াকিব+আ হাল] বিণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'বোম্বের কোন ওয়াকিবহাল লোক হারা শুনা আছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ওয়াকিবদার [আ ওয়াকিব+ফা দার] বি বৌজববর রাখে যে: তত্ত্বাবধায়ক। 'কালগে, ১৭৮৫।

ওয়াকিবহাল [আ ওয়াকিব+আ হাল] বিণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। 'রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে ভালরূপ ওয়াকিবহাল হইবার উদ্দেশ্যে ...' সওগাত, ১৯৪৫।

ওয়াকুফহাল [আ ওয়াকিব+আ হাল] বিণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত। 'ভবিষ্যৎ চাহিদা সম্বন্ধে যতদূর ওয়াকুফহাল হইতে পারিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪০।

ওয়াকুফাল [আ ওয়াকিব+আ হাল] বিণ জ্ঞাত। 'এই বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে সংবাদপত্র যদি ওয়াকুফাল না হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ওয়াফ [আ] বি সময়কাল। 'চূপ হইয়া আছো তুমি এয়াছা ওয়াফ পরে।' গরীব, ১৭৬৫।

ওয়াফ্ক [আ] বি ধর্মীয় ও সং কাজে ব্যবহারের জন্য মুসলমানদের দেওয়া নিষ্কর সম্পত্তি। 'ওয়াফ্ক সম্পত্তির মতওয়াক্ফি টাকা ডেকে আত্মসাৎ করেন।' মোকেয়া, ১৯২৬।

ওয়াফ্কনামা [স ওয়াকুফ+ফা নামা] বি ধর্মের নামে প্রদত্ত দানপত্র

ওয়াগন

বা দলিল। 'ওয়াফ্ফামায় বরাদ্দ করা হল।' মনসুর, ১৯৪৩।

ওয়াগান [হি] বি পণ্যবাহী রেলগাড়ি। 'ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে।' মানিক, ১৯৩৬।

ওয়াকী দ্র ওয়াকী

ওয়াকী [হি] বি পকেটখড়ি বা হাতখড়ি। 'বাবুর সঙ্গে একটী ওয়াচ ছিল।' হুতায়, ১৮৬১।

ওয়াগার্ড [হি] বি ঘড়ির চেন। 'সোনার ওয়াচগার্ড পরিয়া ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ওয়াজ [আ] বি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বক্তৃতা। 'তাহাদের ওয়াজ-নছিহত উর্দু ভাষায় সম্পন্ন।' প্রচারক, ১৮৯১।

ওয়াজ-নসিহত, ওয়াজ নসীহত [আ] বি ইসলাম ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও উপদেশ। 'ওয়াজ নসীহত, বানা জিয়াফত, আকীকা কোরবানীর রেওয়াজ আজও ... পুরোদস্তুর বজায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ওয়াজিব, ওয়াজীব [আ] ১ বিণ অবশ্যকরণীয়। 'মওতার পোসল জ্ঞানিঅ ওয়াজিব।' আল/ওল, ১৬৮০: 'ওয়াজেব যে ছিল সেই লিখিনু তোমারে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ ন্যায়সঙ্গত। 'মবলগ টাকা সরকারের খাজানা ওয়াজিব পাওনা আরে।' ক্যালগে, ১৭৮৮। ৩ বিণ যথার্থ। 'তুমি আজ বাবুরামকে খুব ওয়াজিব কথা বলিয়াছ।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ওয়াজির [আ] বি উজির; মন্ত্রী। 'গবুচন্দ ওয়াজির ছিল/ নবুচন্দ নাজির ছিল।' অন্নদা, ১৯৬৭।

ওয়াজিরি [আ] বি মন্ত্রণার কাজ। 'ওয়াজিরি মন্ত্রর মার্কিক কমিসনে করিবেন।' ক্যালগে, ১৭৮৬।

ওয়াজিরতলব [আ ওয়াজির-তলব] বি বাধ্যতামূলক ও ন্যায়-পাওনা। 'খাজানা সরকারের ওয়াজিরতলব।' ক্যালগে, ১৭৮৮।

ওয়াটার কালার [হি] বি জলরঙে আঁকা ছবি। 'ওয়াটার কালার অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' মানিক, ১৯৩৬।

ওয়াটার-টাইট [হি] বিণ জলরোধী। 'জাহাজের কেবিনতলো ওয়াটার-টাইট বলে তদেহি।' শিবরাম, ১৯৪০।

ওয়াটার-পোলো [হি] বি জলে ভাসমান অবস্থায় বল খেলাবিশেষ। 'হেনো না থাকলে সে-মাঠে অনারসে ওয়াটার-পোলো খেলা চলে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ওয়াটারপ্রফ [হি] বি পানি প্রতিরোধক। 'তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটারপ্রফ ব্যবহার কর।' প্রভাত, ১৮৯৬।

ওয়াড় [স প্রসার] ১ বি বহর। ওর্সী, ১৭৫৫। ২ বি বালিশের আবরণ বা খোল। 'বালিশের ওয়াড়, ছেলেদের পোসাক, বেগে বাবু অকাক্ষমত বহতেই সেলাই করেন।' হুতায়, ১৮৬১। ৩ বি আবরণ। 'এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ওয়াড়হীন [ওয়াড়+স হীন] বিণ খোলহীন। 'ওয়াড়হীন তেল-চিটিচিটে পোটা দুই বালিশ।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

ওয়াদা [আ] ১ বি নির্ধারিত সময়। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি শর্ত। 'ইহার ওয়াদা দুই মাহা হলে বৃন্দ সময়ে তাহা বিক্রি করিয়া দিব।' মেয়র্স, ১৭৫৬। ৩ বি অধীকার। 'জদি ওয়াদা খেলাগ হই তবে সেই মাল পুরায় বিক্রি হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৯৭। ৪ বি মতদেহ নিয়ে যাওয়ার বাহন। 'এই বাহনকে বলে ওয়াদা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ওয়াদাবদ্ধ [আ ওয়াদা+স বদ্ধ] বিণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'বেরুবাড়ী

ইউনিয়ন হস্তান্তরে ওয়াদাবদ্ধ হইয়াও ...।' আজাদ, ১৯৬৫।

ওয়াদামাফীক [আ] ক্রিবিণ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। 'জদি ওয়াদামাফীক নাদি তবে ফিসদে ২৫ পটীশ তক্ক মুনাফা।' ওর্সী, ১৭৮২।

ওয়াদা বি পদ: ভার; ব্যবসায়। মানোএল, ১৭৪৩।

ওয়াভারফুল, ওয়াভারফুল [হি] ১ বিণ দৃষ্টিনন্দন। 'বড় বড় ওয়াভারফুল কাকাতুয়া সব।' জীবন, ১৯৩৩। ২ বিণ চমৎকার। 'বিশ্বয়ে বলে ওঠেনি - ওয়াভারফুল।' হাই, ১৯৪৭।

ওয়ায়েজ [আ ওয়াইজ] বিণ ইসলাম ধর্মীয় উপদেশদাতা। 'ওয়ায়েজ মাওলানার রাহা বরত, মাদ্রাসা মজবুরে চাঁদা ... অকাতরে দান করে।' জয়তী, ১৯৩০।

ওয়ারি [ফা] বি বার; ক্রম। 'পহেলা ওয়ার কর আমার উপর।' গরীব, ১৭৬৫।

ওয়ারি [স প্রসার] বি খোল; আবরণ। 'ওয়ার ক'রে দিয়েছিল, ছিড়ে গিয়েছে।' বিভূতি, ১৯৩১।

ওয়ারি [হি] বি যুদ্ধ। ওয়ার ক্রিমিনাল [হি] বি যুদ্ধাপরাধী। 'ওয়ার ক্রিমিনালরা নিজেদের দেশে পরাজিত।' মনসুর, ১৯৪৫।

ওয়ারড্রব [হি] বি কাপড়চোপড় রাখার আসবাববিশেষ। 'আগে যেভাবে ছিলো ঠিক তেমনি আছে। ওয়ারড্রব, সেলাইকল।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৬।

ওয়ারি [সেই ওয়ারি] ক্রিবিণ ক্রম অনুযায়ী। 'নালিশের মধ্যে ওয়ারি জে জাহা মুরা দেয়া গেল।' মেয়র্স, ১৭৬৭।

ওয়ারিণ, ওয়ারিণ [হি] বি ওয়ারেট; শমন। 'ওয়ারিণ।' তবানী, ১৮২৩: 'যদি কেউ ওয়ারিণ করে জামিন দিবা।' তবানী, ১৮২৫: 'শমন, ওয়ারিণ, উকীলের চিঠি ও ফিনে বাবুর অলঙ্কার হয়েছে।' হুতায়, ১৮৬১।

ওয়ারিণ [আ ওয়ারিণ] বি উত্তরাধিকারী। 'আমাদিশের ওয়ারিণ কেহ দাওয়া করে সে খুটা।' ডেল্লি, ১৭৮৯।

ওয়ারিশান [আ ওয়ারিশান] বিণ উত্তরাধিকারী (এখানে একবচন)। 'আমিই হলম ওয়ারিশান।' তারা, ১৯৪২।

ওয়ারিণি [আ ওয়ারিণ] ১ বি অংশ; ভাগ। 'মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত-ক্ষমার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিণি পাবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭। ২ বি উত্তরাধিকার বস্তু। 'হালিম খাঁর ওয়ারিণি দাবি করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ওয়ারিষ [আ] বি উত্তরাধিকারী। মেয়র্স, ১৭৫৭।

ওয়ারিস [আ] বি উত্তরাধিকারী। ওয়ারিস আন বি উত্তরাধিকারীগণ। 'আমার পুত্র পৌত্রাদী ও ওয়ারিস আন সহিত কশিন কালে দাওয়া নাই।' ওর্সী, ১৭৮২।

ওয়ারিশান [আ] বি উত্তরাধিকারী; বংশধর। 'যদি এর কেও ওয়ারিশান থাকতো।' হুতায়, ১৮৬২।

ওয়ারেশ [আ ওয়ারিস] বি উত্তরাধিকারী। 'ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।' বক্সিম, ১৮৭৪।

ওয়ারেশিন [আ ওয়ারিশান] বি উত্তরাধিকারীগণ। 'ভয়ে ভূমি চূমে লাভ মানাত-এর ওয়ারেশিন।' নজরুল, ১৯২৪।

-ওয়ারী [ফা] বিণ -ভিত্তিক। 'কর্মচারীদিগের যে সম্প্রদায়-ওয়ারী হিসাব প্রদান করা হয়।' মোহাম্মদী, ১৯৩৫।

ওয়ারেট, ওয়ারেট [হি] বি পরোয়ানা; আদেশপত্র। 'তাহার যেওয়ারী

ওয়ারেন্ট হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৬৯; 'পরে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে দেখিয়া লইব।' রোকেয়া, ১৯২৪।

ওয়ারেন [হি ওয়ারেন্ট] বি ওয়ারেন্ট। 'ওয়ারেন হওয়াতে ... খুত হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

ওয়ার্কার [হি] বি কর্মী। 'ভালুকো তনেছি সাইলেন্ট ওয়ার্কার।' শিবরাম, ১৯৪০।

ওয়ার্কিং কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি [হি] বি কার্যনির্বাহী কমিটি। 'ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি ব্যতীত।' আজাদ, ১৯৩৭; 'বাংলার লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল।' আজাদ, ১৯৪৬।

ওয়ার্ড [হি] ১ বি হাসপাতালের শাখাবিশেষ। 'গোপিকে মেয়ে ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বি স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক উপবিভাগ। 'এবার তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুমি আর এমি দাঁড়াব।' তারা, ১৯৪২।

ওয়ার্ড বয় [হি] বি হাসপাতালের ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালনকারী বয়রা। 'ওয়ার্ড বয়দের ভিড় ঠেলে শক্ত সরু করিডর দিয়ে ...।' হোসেন, ১৯৬৯।

ওয়ার্ডেরাব [হি] বি জামাকাপড় রাখার আলমারি। 'এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডেরাব, খাবার রাখবার কাবাড়।' অন্নদা, ১৯২৯।

ওয়ার্মি [হি] বি সতর্কবার্তা; ইশিয়ারি। 'নীরদ আর একবার ওয়ার্মি দেয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ওয়ার্মি দেওয়া ক্রি সাবধান করা। 'নীরদ আর একবার ওয়ার্মি দেয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ানশিপ [হি] বি সারা বিশ্বের মধ্যে স্রোতক্ষেত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু চার ব্যক্তি সমস্ত ওয়ার্ল্ড-চ্যাম্পিয়ানই হেরে থাকেন।' নজরুল, ১৯৩১।

ওয়ালটজ, ওয়ালজ, ওয়াল্জ [হি] ১ বি পাতাত্তর নৃত্যবিশেষ। 'পরপুরুষের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া ওয়ালজ বা পলকা নাচিবে।' মীপিকা, ১৮৮৭। ২ বি পাতাত্তর সংগীতবিশেষ; পাতাত্তর সংগীতের তিন মাত্রার তালবিশেষ। 'ওয়ালটজ-রাগিণীর আর্ট সুর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছে।' নজরুল, ১৯২২; 'সস্তা ওয়ালজ-এর ঐকতান।' মণীশ, ১৯৩১।

ওয়ালপেপার [হি] বি ঘরের দেয়াল আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত চিত্রাঙ্কিত কাগজ। 'মেজতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ওয়ালপেপার আঁটা।' অন্নদা, ১৯২৯।

ওয়ালম্যাপ [হি] বি দেয়ালে টানানোর উপযোগী মানচিত্র। 'কিনলাম পৃথিবীর একটি ওয়াল ম্যাপ।' হাই, ১৯৫৮।

ওয়ালড [আ ওয়াল্ডি] বি পিতা। 'হুলাম আপনার ওয়ালডে ইন্তেকাল ফর্মাইছেন।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

ওয়াশবেসিন, ওয়াশবেশীন [হি] বি দেয়ালের সঙ্গে লাগানো হাত-মুখ ধোয়ার আধারবিশেষ। 'মাথা ঠুকে যায় ওয়াশ বেসিনের হোনায়ে।' মণীশ, ১৯৫৭; 'কামরা সংখ্য ছোট্ট একটি ঘরে মুখ হাত ধোয়ার ওয়াশ বেশীন।' হাই, ১৯৫৮।

ওয়াশিংকম [হি] বি সৌচাগার। 'সেটা ওরা সারে পাশের ওয়াশিংকমে গিয়ে।' হাই, ১৯৫৮।

ওয়াশিল [আ] বি পাওনা আদায়। 'তাহারা মোক্তারনামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ওয়াসিল, ওয়াসীল [আ ওয়ালিল] ১ বি পাওনা অর্থ। 'পাতে পাতে লিখে যত ওয়াসিল বাকি।' বিজয়, ১৬৫০; 'ওয়াসীল বাকির ফর্ম জাইতেছে ওয়াকিব হইবে।' তপ্তি, ১৭৯২। ২ বি আদায়; উসুল; পাওনা আদায়। 'আজীকার প্রজার স্থানে বাজানা ওয়াসীল করা বড় দার হইয়াছে।' ওর্সা, ১৭৮২।

ওয়াস্তা [আ ওয়াসিতা] বি অপেক্ষা। 'আর এক আশ মিনিটের ওয়াস্তা কেবল!' শিবরাম, ১৯৪০।

ওয়াস্তে [আ ওয়াসিতা] অবা উদেশে। 'থোড়া পানি খোদার ওয়াস্তে দেহ তার তরে।' গরীব, ১৭৬৫।

ওয়াহাবী [আ] বিশ ওহাবি আন্দোলন বিষয়ক। 'নীল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি...' অনোয়ার, ১৯৭০। পৃ. ২০৩।

ওয়েট [হি] বি ওজন। 'ওয়েট লিফটিং একটা ভালো এক্সারসাইজ।' শিবরাম, ১৯৪০।

ওয়েট নার্স [হি] বি অনোর শিতকে স্তন্যদান করার কাজে নিযুক্ত দ্বারী। 'গাড়ির ওয়েট নার্স বাছার জন্য ওয়েটিংকমে অপেক্ষা করবে।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ওয়েটার [হি] বি খাবার-পরিবেশক পুরুষ। 'রেস্তোরাঁয় কেন ওয়েটারের বদলে ওয়েট্রেসের প্রাধান্য বেশী।' বেগম, ১৯৪৭।

ওয়েটিংকম [হি] বি যাত্রীদের বিক্রম করার কক্ষ। 'গাড়িটি আসিয়া জংশুলে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংকমে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ওয়েটিং শেড [হি] বি যাত্রীহাউসি। 'রেল-স্টেশনের ওয়েটিং শেডে বিশ্রাম করিতে করিতে...' মনসুর, ১৯৪০।

ওয়েট্রেস [হি] বি স্ত্রী খাবার-পরিবেশক নারী। 'রেস্তোরাঁয় কেন ওয়েটারের বদলে ওয়েট্রেসের প্রাধান্য বেশী।' বেগম, ১৯৪৭।

ওয়েডিং কেক [হি] বি বিয়ের অনুষ্ঠানে যে কেক কাটা হয়। 'একটা ওয়েডিং কেকও সাজানো আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ওয়েদারকক [হি] weather cock বি বাতাসের দিকনির্দেশক মোরগ আকৃতির যন্ত্রবিশেষ। 'দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদারককের কাজ করে।' হুতোম, ১৮৬১।

ওয়েদার [হি] বি আবহাওয়া। 'মহিলাটি বললেন, ড্রেডফুল ওয়েদার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ওয়েল [হি] অবা (বিশ্বয়ে) বটে; আচ্ছা। 'সাহেব আবার বলিতেছেন – ওয়েল।' গ্যারী, ১৮৫৯।

ওয়েলার [হি] বি এক শ্রেণীর বৃহৎ আকৃতির ঘোড়া। 'গাড়ির হররা সহিসের পয়স পয়স শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাত্তা কেঁপে উঠছে।' হুতোম, ১৮৬১।

ওয়েলিংকম [হি] বি মরদান। 'মরুভূমে ওয়েলিংকের ন্যায় দুই একটি উপযুক্ত মুসলমান বাগিকা বিদ্যালয় আছে।' রোকেয়া, ১৯২২।

ওয়েস্টকোট [হি] বি কোটের নিচে পরার উপযোগী একই কাপড়ের হাতা-ছাড়া কোমর পর্যন্ত ঝুলের জামা। 'প্রায় সমস্ত-বুক বোলা এক বনাতের ওয়েস্টকোট।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ওর [সি অপারা] ১ বিল সীমা। 'সহি হামারি দুখের নাহিক ওর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি দিশা। 'চৌদিকে করিল যোর না পাই পছের ওর।' সুলতান, ১৭৫০। ৩ বি গ্রাম। 'রাছুলে ডিলেক কেহ না করিল ওর।' গরীব, ১৭৬৫।

ওরক [আ] বি পৃষ্ঠা বা পাতা। 'তবে কোরানের এক ওরক উড়িয়া।' সুলতান, ১৭০০।

ওরপার বি সীমানা। 'ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওরপার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ওরফে [আ উরফ] অর্থ তথা। 'কীরোদা ওরফে কীরি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ওরা ১ সর্ব তারা। 'তোদের জন্যি ওরা বেপালাটে পড়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ সর্ব ওগুলো। 'অবচ্ছিন্ন তারারাপি, ওরা চিরদিনকার চেনা।' সুশীল, ১৯৩৩।

ওরা [স উত্তর] কি অবির্ত হওয়া। 'বিদ্যরাজ বিদ্য হর বারেক মরমে ওরা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ওরাও বি নৃ-গোষ্ঠাবিশেষ। 'ওরাও জাতের মালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ওরাং উটাং [হি] বি বানর প্রজাতির প্রাণীবিশেষ। 'যেন ওরাং উটাং চার হাত পায়ে ছুটে।' সুনীল, ১৯৬৬।

ওরাবান বি ঘন শিটওয়াদা এক প্রকার বাঁশ। 'বেছে বেছে কাটল রূপাই ওরাবানের গোড়া।' জসীম, ১৯২৯।

ওরিজিনাল, ওরিজিন্যাল [হি] বি মৌলিক। 'এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিনাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ওরিজিন্যালিটি [হি] বি মৌলিকত্ব; স্বকীয়তা। 'সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা, পরিস্কৃত হত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ওরিয়েন্টাল [হি] বিণ প্রাচ্যবৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ওরিয়েন্টালিস্ট [হি] বি প্রাচ্যবিদ্যাগাৱদ, বিশেষ করে যারা আঠোৱা শতকের শেষে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে গবেষণা শুরু করেন। 'বড়ো বড়ো ওরিয়েন্টালিস্ট বক্তৃতাৱন হয়েছেন।' প্রমথ, ১৯২৭।

ওরে অর্থ সম্বোধনসূচক শব্দ। 'আর কিছুদিন ওরে, রহবে ধরনী পরে।' বঙ্কিম, ১৮৫২; 'ওরে কুলাসার, তবে এ চরণ ছুঁরে যে আজ্ঞা দলিলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ওরোস [আ উরুস] বি মুসলমান লীরের মৃত্যুবর্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলন। 'আর ওরোস মনে হচ্ছে না।' হাসান, ১৯৬২।

ওল [স ওল] বি কন্দজাতীয় সবজি। 'বুড়ি দুই তিন বায় আলু ওল পোড়া।' হুসুদ, ১৬০০।

ওলকপি [স ওল+প কপি] বি কন্দজাতীয় সবজিবিশেষ। 'এইরকমের কৃষি কবিতা ওলকপি, গোল আলু, লাউশাক, শকরকন্দ যার সবকিছু খুশি লিখতে পারেন।' শিবরাম, ১৯০০।

ওলহিলা [স ওল+হি] বিণ আবরণ-তুলে-ফেলা ওলের মতো। 'ওলহিলা চেহারা।' নজরুল, ১৯১৯।

ওলট-পালট [হি উলট-পলট] ১ বিণ বিধস্ত। 'হয় দুনিয়া ওলট-পালট ...।' ভট্ট, ১৮৫৮। ২ বি এলোমেলো। 'ছেলেরা সেই খেত আগাগোড়া ঝুঁড়ে ওলটপালট করলে।' প্রমথ, ১৯১৯। ৩ বি পরিবর্তন। 'কেবল মস্তিষ্কজের ওলটপালটে চলবে না।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

ওলটোনে [হি উলটোনা] বিণ পৃষ্ঠা পরিবর্তন করা হয়েছে এমন। 'লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটোনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ওলদ [আ ওয়ালিদ] বি সন্তান। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওলদে [আ ওয়ালিদ] বিণ পিতা। 'শ্রীমাকানাই দস্ত ওলদে শ্রীপাদারাম দস্ত।' ভট্টা, ১৭৮২।

ওলন [স অবলণ] ১ বি নামা; অবতরণ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি পানির গভীরতা মাপার তার বাঁধা লম্বা দড়ি বা সূতাবিশেষ। 'আর-একজন খালসী আমাদের লিডারের হুকুমে ওলন ফেলে বুধা জল মাপছে।' প্রমথ, ১৯৩৩।

ওলনদড়ি [স অবলণ+দড়ি] বি পানির গভীরতা মাপার তার বাঁধা লম্বা দড়ি। '৩৫০০ হস্ত-প্রমাণ ওলনদড়ি ফেলিয়া দিয়াও ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ওলনদাজ [প ওলেন্দেজ] বি হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ফরাসিস এবং ওলনদাজিগের কুঠী সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব বন্ধ হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

ওলনদাজ [প ওলেন্দেজ] বিণ হল্যান্ডে জাত; নেদারল্যান্ড দেশীয়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'জর্মান, ওলনদাজ, ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেলটিক ভাষা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ওলেন্দেজ [প ওলেন্দেজ] বি হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ওলেন্দেজ।' ওস, ১৭৮২।

ওলেন্দেজ [প ওলেন্দেজ] বি হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ওলেন্দেজ।' মেয়ার, ১৭৮৯।

ওলেন্দোজ [প ওলেন্দেজ] বি হল্যান্ডের অধিবাসী; ডাচ। 'ওলেন্দোজ।' ক্যালগে, ১৭৯৫।

ওলস [স ওলপ] বি ঢাকনি; আবরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ওলবোল বিণ সিক। 'ঘর্ষে অল্প ওলবোল বিপরিত রূপ।' মালাধর, ১৫০০।

ওলশাক [স ওল] বি ওল গাছের পাতা। 'ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ।' বিজুতি, ১৯২৯।

ওলা [স উলক] বি চিনি বা মিহরির নাড়ুবিশেষ। 'বন্ধমানের ওলা বীরভূয়ের নবাক মেওয়া।' ভবানী, ১৮২৫।

ওলাউঠা, ওলাউঠো বি কলেরা। 'ওলাউঠা রোগ এতদেশে পুনরাগমন করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০; 'জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এদের মুখে হাসি দেখা যায় না।' হস্তোম, ১৮৬১।

ওলা বিবি বি কলেরা রোগের অধিতাজী কাল্পনিক দেবী। 'ওলা বিবি আইছে ওইহানে।' জহির, ১৯৬৪।

ওলানে, ওলান কি নামানো। 'সুন্দর ওলান বোঝা তবু নহে মুখ সোজা ...।' ভট্ট, ১৭৬০। ওলাইবি কি নামানো। 'অল্প লবণ দিয়ে ওলাইবে ইড়ি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ওলাইয়া কি নামিয়ে। 'হেনকালে মাল্যাবী আইল নিজ পুরী, বোঝা ওলাইয়া কহে বচন চাহুরী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ওলাও কি নামাও। 'ওলাও ওলাও কাশ্মীরী বিষ আপো খের কাহিনী।' বিজয়, ১৬৫০। ওলায়া কিবিণ নামিয়ে। 'গাছে হতে আপো আনি ওলায়া কর্পুরে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ওলাহ কি নামিয়ে রাখো। 'মাঝ নাঅত রাখা ওলাহ পসার।' বহু, ১৪৫০। ওলাহি কি নামাও। 'না জাহা না জাহা যেআলী ওলাহ পসার।' বহু, ১৪৫০।

ওলামা [আ উলামা] বি ইসলামি শাস্ত্রবিদ। 'ওলামা সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচার সমিতি।' প্রচারক, ১৯৩৩।

ওলাহন [স উপালহন] বি ভর্ৎসনা। 'তনি শতী পুড়ে কিছু দিল ওলাহন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ওশি [আ ওয়ালি] বি মুসলমান ধর্মতত্ত্ব। 'আদরের ভক্ষকের নেয়ামত ওশি।' আলোড়ন, ১৬৮০।

ওলিম্পিক [হি] বি চার বছর অন্তর একে একে দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। 'আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরি হতে উপদেশ দিলাম' মজতাবা, ১৯৫২।

ওলো [ধন্যতা] অবা ওলো। 'বিন্দ্যাহেতু ওই, এসেছে ওলো।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ওল্টানো [হি উল্টা] ক্রি বদলানো। 'মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাটাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ওল্টা পাট্টা [হি উল্টা] বি পরিবর্তন। 'ওষুধের যদি একটা ওল্টা পাট্টা করে হয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ওল্ড, ওল্ড [হি] বি পুরানো। 'কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে জুজু, ঝাঁর দাস, ... একেবারে হৃদয় হতে নির্বাসিত হয়েছে, এরা ওল্ড।' হত্যায়, ১৮৬১।

ওল্ড ফুল, ওল্ড ফুল [হি] বি বুড়া আহাম্যক (গালি)। 'ও ওল্ড ফুল মরে যাক।' হত্যায়, ১৮৬১।

ওল্ড মেথড [হি] বি পুরানো পদ্ধতি। 'এখানে আপনাদের ওল্ড মেথড খাটবে না।' সাদত, ১৯৬৭।

ওষধ [স ওষধ] বি ওষুধ। 'ছেলার তরে মেয়্যা সব ওষধ যায় খাতে।' রূপায়, ১৭৮০।

ওষধি [সি] বিণ একবার ফল দিয়ে মরে যায় যে গাছ। 'যৌবন ওষধিফলে পাকিয়া পড়িল তলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ওষুধ [স ওষধ] বি রোগ নিরাময়কারী রাসায়নিক পদার্থ; ওষধ। 'দুহিতাক জিজ্ঞাসিল কি ওষুধ দিলা।' সুলতান, ১৭০০।

ওষুধ করা ক্রি ভুক্তক ও বশীকরণ মন্ত্রাদি দ্বারা অনুশুচ্য করা। 'পারিস যদি একটু ওষুধ করিস।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ওষুধপত্রের [ওষুধ+স পত্র] বি ওষুধপত্র। 'এখন সকলে ওষুধপত্রের খাবে।' মনোজ, ১৯৬১।

ওষুধপথ্য [ওষুধ+স পথ্য] বি রোগীর উপযুক্ত ওষুধ ও খাবার। 'ওষুধপথ্য না খেলে শরীর ভাল হবে কী করে?' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

ওষুধবিষুধ [স ওষধ] বি ওষুধপত্র ইত্যাদি। 'এই-সব শিশি কৌটা ওষুধবিষুধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ওঠ [স ওঠা] বি উপরের চোঁট। 'ওঠ কাপে ধর' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ওঠ [সি] বি উপরের চোঁট। 'ওঠ আধর ঘেঁষ যমজ পৌআর।' বড়ু, ১৪৫০।

ওঠপুট [সি] বি উপরের চোঁটের প্রান্ত। 'আচম্বিতে দেখি উঠে, দলিহি ওঠপুটে।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

ওঠরাগ [সি] বি চোঁটের রং। 'পার্শ্বের চুখনশুতি ভুলে গিয়ে তব ওঠরাগ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ওঠলোম [স ওঠ-রোম] বি গোঁফ। 'ইহারাও ঘোরী হয় না; শূশ্রু ও ওঠলোম প্রভৃতি রাখিয়া দেয়।' অক্ষর, ১৮৫০।

ওঠাগত [স ওঠ-আগত] বিণ প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছে এমন। 'ওঠাগত হলো প্রাণ নিষ্ঠুর কথায়।' ভবানী, ১৮২৫।

ওঠাগতপ্রাণ [স ওঠ-আগত-প্রাণ] বিণ মূর্খ। 'সেই চক্রলঙ্ঘিত, ওঠাগতপ্রাণ, প্রভৃভক্ত পিণিবরের বচ করে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

ওঠাধর [স ওঠ-অধর] বি উপরের ও নিচের চোঁট। 'ওঠাধর কামড়িয়া সশদ বিকট দংশ্ত্র ভয়ানক বদন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

ওঠাধরপুট [স ওঠ-অধর-পুট] বি মিলিত দুই চোঁট। 'ফিরায়ে না মুখ, উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ রেখে ওঠাধরপুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ওঠা [সি] বিণ ওঠের সাহায্যে উচ্চারিত। 'ইংরেজী ডেক্সনানারীর ন্যায় ভাষায় বিবিধিয়া দস্ত্য ওঠা বাকরের প্রভেদ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৮।

ওঠা বর্ণ [সি] বি চোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ। 'প, ফ, ব, ড, ম, ইহারা ওঠা বর্ণ।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

ওসওয়াসা [আ ওয়াসওয়াসা] বি কুমন্ত্রণ। 'শয়তানের ওসওয়াসা হৈতে আমার দেশ আজো মুক্ত হৈতে পারে নাই।' মনসুর, ১৯৪৫।

ওসকানো ক্রি উত্তেজিত করা। 'বাঙলায় বলে, তাতানো, ওসকানো, খ্যাপানো।' মজতাবা, ১৯৫৮।

ওসার [স প্রসার] ১ বি বিস্তার। 'বান্ধি পাতল বস্ত্র রাখিয়া ওসার।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি প্রহ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ওসারওআলা বিণ চড়া। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ওসিয়ত [আ ওয়াসিয়ত] ১ বি নির্দেশ। 'তার হাত-পা টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল।' মনসুর, ১৯৩৫। ২ বি অন্তিম উপদেশ। 'ত্রিকা, বিশ্বশিও শৃঙ্খলা জাতির পিতার ওসিয়ত।' মনসুর, ১৯৪৫।

ওসোয়সমান [স অবস্তি] বিণ অশান্তিপূর্ণ। 'আমার চিত্ত সদাসর্বদা ওসোয়সমান থাকে।' রামায়, ১৮০১।

ওসয়াস [স অবস্তি] বি অবস্তি। 'কোন ওসয়াস করিবে না।' চিত্রপত্র, ১৮৩১।

ওসোয়াস [স অবস্তি] বি সন্দেহ। 'ভবানী, ১৮২৩।

ওস্তা [ফা উসতুয়ার] বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'ওস্তারা নামাজ, রোজা প্রভৃতি ...।' সাম্যবাদী, ১৯২৩।

ওস্তাগার [ফা উসতাগার] ১ বি শিক্ষক। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি প্রধান দরজি। 'নতুন সাজ-পোশাকের ফরমাশ গেল ওস্তাগারের কাছে।' বিমল, ১৯৫৩। ৩ বি রাজমিস্ত্রি। 'রাজমিস্ত্রী বাপের সঙ্গে যোগানদার হয়ে রইলো কিছুদিন, বাপ মারা গেলে পুরো ওস্তাগার।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ওস্তাগার [ফা উসতাগার] বি রাজমিস্ত্রির কাজ। 'ওস্তাগার করলো বহুত দিন।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ওস্তাদ [ফা] ১ বি গুরু। 'ওস্তাদের বচন এখন কাজীর মনে লয়।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি সম্মানিত। 'দু চার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদের আসবেন।' হত্যায়, ১৮৬১। ৩ বিণ কুশলী। 'তুমি তো ওস্তাদ মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি বিশেষজ্ঞ। 'তুর্কমেনিস্তানের চাষের উন্নতির জন্য ... কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ পাঠানো হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৫ বিণ পারদর্শী। 'ব্যাকমিস্টন খেলার ওস্তাদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ওস্তাদজী [ফা] বি সম্মানিত গায়ক। 'ওস্তাদজী গুয়ার গুণচ না কি?' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ওস্তাদমহল [ফা ওস্তাদ+আ মহল] বি বিশেষজ্ঞ সমাজ। 'ওস্তাদমহলে এই বিষয়টা নিয়ে ... জমা হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

ওস্তাদি, ওস্তাদী [ফা ওস্তাদ] ১ বিণ বাজখাই। 'ওস্তাদী গলায় তান-কর্তবে পল্লীর নিদ্রা-তন্দ্রা তিরোহিত।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি

মাতব্বর; শিক্ষকতা। 'সে গান শিখিতে চায়, ওত্তাদি শিখিয়া বসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিদ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। 'বাংলা কীর্তন এবং পশ্চিমের ওত্তাদী গান।' অবন, ১৯২৫; 'পেশাদার ওত্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে।' শরৎ, ১৯৩১। ৪ বিদ্যকতা। 'চরিত্র-রচনায় সব চেয়ে ওত্তাদী তোমার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ওত্তাদের মার বি অভিজ্ঞের উৎকৃষ্টতা। 'ওত্তাদের মার শেষ আসরে।' তারা, ১৯৪২।

ওহাড়ন [স আবরণ] বি আবরণ। 'নেত বাস ওহাড়ন মির্জা।' বড়ু, ১৪৫০।

ওহাড়ী [স আবরণ] ক্রি আবৃত করা। 'কত না রাখিব বৃচ নেড়ে ওহাড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

ওহাড়ী [স আবরণ] বি আবরণ। 'নেত আকুল সে মির্জা ত ওহাড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

ওহাবী [আ ওয়াহাব] বি মূল আদর্শে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনকারী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'এছমাইলী ওহাবী ও গোলাবীর আবির্ভাব হইয়াছে।' হেদায়েত, ১৯২৬।

ওহি, ওহী [আ] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী দৈববাণী। 'ওহি নাজেল।' সুলতান, ১৭০০; 'ওহী নাজেল হইত।' ইসলাম, ১৯৩৩।

ওকিশার [আ ওয়াকিফ] বিণ অবগত। 'মোকদ্দমার ওকিশার লোকদিগের জবানবন্দি ...।' এডমন, ১৭৯২।

ওকীফ [আ ওয়াকিফ] বিণ জ্ঞাত। 'জ্যেত ভালমন্দ ওকীফ হইয়া সিহ।' বোপল, ১৭৮০।

ওজীব [আ ওয়াজিব] বিণ পালন করতে বাধ্য। 'তুনাগারি ও রহুম তাহার উপর ওজীব হইবেক না।' এডমন, ১৭৯৩।

ওয়ারিন, ওয়ারিন [ই ওয়ারেন্ট] বি আসামিকে হাজির করার আদেশ। এডমন, ১৭৯২।

AMARBOI.COM

ও বি বাংলা ব্রবণবিশেষ। **উকার** বি ও-এর কারচিহ্ন (টো)। 'যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ওকার আছে, সেখানে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

ঔষধ [স ঔষধ] বি ঔষধ। 'সমুচিত ঔষধে না রাহ বেয়াধি'। **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

ঔষট্ [হি] বিণ দুর্গম। 'জ্ঞাএ ঔষট্ ঘাটে, কঁহুয়া'। **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

উচিভ্য [স] ১ বি যথার্থতা। 'আমরা যদিপি এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্তনের উচিভ্য বিষয়ে ...'। **দর্পণ**, ১৮৩৪। ২ বি ন্যায্যতা। 'ইহাতে উচিভ্যানৌচিত্য কিছুই নাই'। **বঙ্কিম**, ১৮৭৯।

উচিভ্যজ্ঞান [স] বি ন্যায্যতাবোধ। 'আমাদের উচিভ্যজ্ঞানই আমাদের সভ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক'। **প্রমথ**, ১৯২৭।

উচিভ্যবোধ [স] বি নীতিবোধ। 'তার বহু রচনায় মানুষের প্রাতিষ্ঠিকতা উচিভ্যবোধের চাপে বঞ্চিত এবং কিছুটা বিদ্রিষ্ট হয়েছে'। **শিব**, ১৯৫০।

উচিভ্যানৌচিত্য [স উচিভ্য-অনৌচিত্য] বি সত্যাসত্য; উচিত-অনুচিত; ন্যায্যতা-অন্যায্যতা। 'কর্মের উচিভ্যানৌচিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তথিষয়ে বাতিমত প্রকাশ করে'। **অক্ষয়**, ১৮৪৮; 'ইহাতে উচিভ্যানৌচিত্য কিছুই নাই'। **বঙ্কিম**, ১৮৭৯।

উজ্জ্বল [স] বি উজ্জ্বলতা। 'উহার অসাধারণ সৌন্দর্য ও উজ্জ্বল দর্শনে মোহিত হইল'। **বিদ্যা**, ১৮৬৩।

উদ্ভ [স] বিণ ওড়িয়াসংক্রান্ত। 'উদ্ভ দেশীয় কার্যে ওড়িয়া নিযুক্ত করা উচিত'। **দর্পণ**, ১৮৩৬।

ঔদ্রাষ্য [স] বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... ঔদ্রাষ্য পান্যভাষা প্রাচ্য বাহিলকারস্তিকা দাক্ষিণাত্য এই শাব্বীয়-ঔদ্রাষ্য ভাষা হইতে নির্গত হইয়াছে'। **দর্পণ**, ১৮৩০।

ঔতুল বি সত্য কারণ। **মানোএল**, ১৭৪৩।

ঔৎকট্য [স] বি উগ্রতা। 'প্রহারের সংখ্যা ও ঔৎকট্য উভয়েরই অনেক লৈলক্ষণ্য করিত'। **বিদ্যা**, ১৮৬৩।

ঔৎকর্ষ [স] বি উৎকর্ষতা। 'তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপব্রণ ঔৎকর্ষ'। **রবীন্দ্র**, ১৯২৮।

ঔৎকর্ষকরণ [স] বি উন্নতিকরণ। 'এতদেশীয় লোকেরদের ঔৎকর্ষকরণ মহাকাব্য ...'। **দর্পণ**, ১৮৩১।

ঔৎকলী ভাষা [স] বি উৎকলের ভাষা; ওড়িয়া ভাষা। 'বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ... ও ঔৎকলী প্রভৃতি উনচত্বারিংশ ভাষায় তর্জমা করাইয়া ...'। **দর্পণ**, ১৮৩৪।

ঔৎপাতিক [স] বি উদ্ভব। 'ঔৎপাতিকে ঔৎসর্গে তুমি সে ঔষধ'। **ভারত**, ১৭৬০।

ঔৎসুক [স] বি আশ্রয়। 'প্রতিভার সংগ্রহে আসবার জন্যে বাঙালির ঔৎসুক বেড়ে চলেছে'। **রবীন্দ্র**, ১৯২৯।

ঔৎসুক-অধীর [স] বিণ উৎকর্ষিত। 'ঔৎসুক-অধীর মনকে শাস্ত করবার জন্যে দুমাদুম করে কয়েক লাফ ভালুক নাচ নেচে নাইতে যায়'। **মণীশ**, ১৯৬৩।

ঔৎসুকা [স] ১ বি উৎকর্ষ। 'উৎসেহ বিষাদ মতি / ঔৎসুকা ত্রাস ধৃতি

শ্রুতি/ নানা ভাবের হইল মিলন'। **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ২ বি আশ্রয়। 'কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য পল্লীস্থিত সকলেই ঔৎসুকা প্রকাশ করিতেছে'। **অক্ষয়**, ১৮৪৭।

ঔৎসুকাজনক [স] বিণ অশ্রয় জাগায় এমন। 'রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের ন্যায় ঔৎসুকাজনক'। **রবীন্দ্র**, ১৯০০।

ঔৎসুক্যপনবন [স] বিণ আশ্রয়। 'রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যপনবন হইয়া ...'। **বঙ্কিম**, ১৮৮৪।

ঔৎসুক্যপূর্ণ [স] বিণ আশ্রয়পূর্ণ। 'সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ ছিন্নদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল'। **রবীন্দ্র**, ১৮৮৮।

ঔৎসুক্যবশত [স] ক্রিবিণ অশ্রয়ের সঙ্গে। 'ঔৎসুক্যবশত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইলেন'। **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

ঔৎসুক্যবান [স] বিণ ঔৎসাহী। 'রাজকার্যবিধিতে ঔৎসুক্যবান'। **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

ঔৎসুক্যব্যগ্র [স] বিণ কৌতুহলী। 'ঔৎসুক্যব্যগ্র নাসিকাটি নিয়ে তারা ...'। **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

ঔৎসুক্যসহকারে [স] ক্রিবিণ আশ্রয়ের সঙ্গে। 'যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্যসহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া ...'। **বঙ্কিম**, ১৮৬৬।

ঔৎসুক্যহীনতা [স] বি ঔৎসাহ নেই এমন। 'বদেশের প্রতি এমন ঔৎসুক্যহীনতা সত্ত্বেও আমাদের ...'। **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

ঔৎসুক্যাদি [স] বি আশ্রয়, ঔৎসাহ ইত্যাদি। 'বিবিধ-বিষয়ক যন্ত্র, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্যালোচন করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিল।'। **অক্ষয়**, ১৮৪৯।

ঔদধি [স উদধি] বি সমুদ্র। 'মীনরূপে প্রথমেতে ঔদধি উদক হতে'। **মানিকরাম**, ১৭৮১।

ঔদরিক [স] ১ বিণ পেটুক। 'আমার নিকট একজন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেণ'। **বঙ্কিম**, ১৮৭৫। ২ বিণ উদর সম্বন্ধীয়। 'শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি'। **প্রমথ**, ১৯২০। ৩ বি উদরসর্বস্ব যে। 'পান-আহার ভোজে মস্ত কি যত ঔদরিক?'। **নজরুল**, ১৯২৮।

ঔদরিকতা [স] বি ভোজনসর্বস্বতা। 'তিনি উদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিভ্রমের জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন'। **বঙ্কিম**, ১৮৭৫।

ঔদার্য, ঔদার্য [স] ১ বি উদারতা। 'এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যার ঔদার্য রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য থাকে'। **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১২; 'পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কহারা ঔদার্য অধিক হইল'। **বিদ্যা**, ১৮৪৭। ২ বি মহত্ত্ব। 'তার মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো'। **রবীন্দ্র**, ১৮৮০।

ঔদার্যভণ [স] বি উদারতার বৈশিষ্ট্য। 'বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যভণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে ...'। **রবীন্দ্র**, ১৯৩৪।

ঔদার্যবশত [স] ক্রিবিণ উদারতাবশত। 'আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাথাকে ... ভোগবন্দন করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল'। **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

ঔদাসীনা [স] ১ বি উদাসীনতা। 'কখনই আপন কর্তব্যে ঔদাসীনা প্রকাশ

করিবে না।' *হালিসহর*, ১৮৭১। ২ *বি* অন্যান্যকতা। 'বিদ্রোহ নিবারণে উদাসীন্যের কারণ।' *সোমশ্রকার*, ১৮৭৩। ৩ *বি* অন্যগ্রহ। 'কোনো কোনো দিন রায়ে তিনি আহারে উদাসীন্য প্রকাশ করিলে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

উদাসীন্যভরে *ক্রিণিণ* অবহেলা করে। '... কোনও কিশোরীকে দেখিলে যে উদাসীন্যভরে চলিয়া যাইত, কিন্তু তাহা করে নাই।' *বদ্বকুল*, ১৯০৬।

উদাস্য [স] ১ *বি* উপেক্ষা। 'ওরসে উদাস্য করি ওরুদাহে বধ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* অবহেলা। 'এ সমাদপদেরে সযাদ তনিলে উদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ *বি* উদাসীনতা। 'আপনার জ্ঞানিত একজন যুবাণুরুষের ভাগ্যে উদাস্যই একমাত্র অবলম্বন হয়ে পড়েছে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

উদাস্যার্থ [স] *বি* বৈরাগ্য। 'ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ সকলের প্রধান হইয়া আপন উদাস্যার্থের বিপুল জাল হিমালয় হইতে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

উদাস্যভরা *বিণ* উদাসীনতাপূর্ণ। 'তার কপালে ছুটেছে পরিহাস, বড় জোর উদাস্যভরা পিঠাবাড়নি।' *শিব*, ১৯০০।

উদ্ধত্য [স] ১ *বি* অবিনয়। 'এতক উদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।' *কৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অহংকার। 'বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহকেহো না করে গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* স্পর্ধা। 'তার মধ্যে কোনো অনধিকার উদ্ধত্যের ইতিহাস নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৪ *বি* দর্প। 'সংকীর্ণতার উদ্ধত্য থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

উদ্ধত্যজনিত [স] *বিণ* ধুষ্টতাপূর্ণ। 'সমাজকে উপেক্ষা করার উদ্ধত্যজনিত অপরাধের ...' *ভারা*, ১৯৪২।

উদ্ধত্যবশত [স] *ক্রিণিণ* উদ্ধত্যের কারণে। 'কোনো জাতি যদি স্বাভাবিক উদ্ধত্যবশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

উদ্ধত্যবিহীন [স] *বিণ* উদ্ধত্য নেই এমন। 'তখন স্বার্থবিহীন করুণা, উদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

উন্নত্য [স] ১ *বি* উন্নতি। 'রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ... কালেক্সের নানা উন্নত্য ও সন্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ২ *বি* উচ্চতা। 'তাহার উন্নত্যও অধিক নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

উপদেশিক [স] ১ *বিণ* উপদেশ সংক্রান্ত। 'স্বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তথ্যতরেকের নানা উপদেশিক বিদ্যাতে অভিনিপণ।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* প্রাদেশিক; আঞ্চলিক। 'আপনি কোনো রকম ঐতিহাসিক বা উপদেশিক বিভ্রম্নয় যাবেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উপধার্মিকতা, উপধার্মিকতা [স] *বি* অপকৃষ্ট ধর্মপরাশ্রয়তা। 'পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা ও উপধার্মিকতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

উপনগরিক ভাগ [স] *বি* শহরতলী। 'সম্রাটের এক নির্জন উপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

উপনাগরিক [স] *বিণ* ছোটো শহরে অবস্থিত। 'মাস কয়েক আগে একটি উপনাগরিক কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

উপনিবেশিক [স] ১ *বিণ* উপনিবেশ স্বত্বীয়। 'উপনিবেশিক দাসমতলীর উপযুক্ত ধর্মোপদেশ বসিয়া ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ *বি* উপনিবেশ স্থাপনকারী। 'নানা স্থানের নানা উপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রটনৈতিক সম্বন্ধ বিভিন্ন জটিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ *বিণ*

উপনিবেশের অধীন। 'ভারতবর্ষকে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

উপনিষদিক [স] *বিণ* উপনিষদ স্বত্বীয়। 'আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং উপনিষদিক মোহ বিস্তার করে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

উপন্যাসিক [স] ১ উপন্যাস রচনা করে যে। 'তাহার সময় কাব্যকার, নাট্যকার ও উপন্যাসিক প্রভৃতির উদয় হইতে লাগিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। 'তিনি ছিলেন উপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *বিণ* সম্ভবশীল। 'তাদের কবিরের উপন্যাসিক ক্ষমতা তেমন ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

উপপত্তিক [স] *বিণ* প্রামাণ্য। 'উপপত্তিক যুক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ...' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

উপসর্গ [স] *বি* সান্নিধ্যাতিক রোগবিশেষ। 'উপসর্গতিকে উপসর্গে তুমি সে ঔষধ।' *ভারত*, ১৭৬০।

উর [সি] অব্য আর। 'মদ মদ বহে উর সোহি ধনি সুমধুর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

উরং [আ আওরত] *বি* নারী। 'হু কুট লখা ইয়া লশ এক উরং।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

উরষ [স] *উরস* *বি* পিতৃত্ব। 'সূর্যবংশের অবসান হইল, চন্দ্রবংশেরও উরষ সন্তানের উপরতি হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

উরস [স] ১ *বি* পিতৃত্ব। 'কৃষ্ণের উরসে জন্ম রুক্মিণী উদরে।' *মালাধর*, ১৮০০। ২ *বি* বীর্ঘ। 'কন্যার প্রথম স্বামির উরসে আমার জন্ম।' *চট্টোপাধ্যায়*, ১৮০৫।

উরসজাত [স] *বিণ* বীর্ঘজাত। 'সিহের উরসজাত এক সন্তান হইল।' *কৈরী*, ১৮১২।

উরসপুত্র [স] *বি* নিজের ছেলে। 'তাহার উরসপুত্র ছিল না এক গোষাপুত্র রাখিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

উরসসম্বৃত [স] *বিণ* পিতৃত্বজাত। 'হম্বরত আলীর উরসসম্বৃত পুত্র মদিনাখিণিত হম্বরত হাসান।' *মহাররক*, ১৮৮৫।

ওর্গ [স] *বিণ* ওর্গাময়। 'উর ও বন্ধুল মতরা নামক ওর্গ রশ্মিতে পরিবর্তিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

ওর্কর্দাহ [স] *বি* পুরাণমতে সমুদ্র থেকে উথিত আতন। 'ওরসে উদাস্য করি ওর্কর্দাহে বধ।' *ভারত*, ১৭৬০।

ওল [স] ওলা *বি* উদর। 'এমন আমড়া ওলে কেন দিলে আঁটি।' *ওল*, ১৮৫৮।

ওষদ [স] *ওষধা* *বি* ওষুধ। 'কপটে চিকিৎসা তার বাটালি ওষদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ওষধ [স] ১ *বি* রোগ নিরাময়কারী দ্রব্য। 'ওষধ আনিতে গেলা গন্ধমাদনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* উপশম। 'ও মাতা আমার এই বেদনার ওষধ তুমি যদি কর ...' *চট্টোপাধ্যায়*, ১৮০৫।

ওষধকোটা [স] *উষধ+কোটা* *বিণ* ওষুধ প্রস্তুতকারক। 'একজন ওষধকোটা গোরা থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ওষধ ধরা *ক্রি* সফল হওয়া। 'সৈন্যগণের মুখভাব অনেক পরিমাণ দূর হইয়াছে দেখিয়া, এই উপযুক্ত সময় - ওষধ ধরিয়াছে।' *মহাররক*, ১৯০৮।

ওষধ নির্মাণবিদ্যা, ওষধ নির্মাণবিদ্যা [স] *বি* ওষুধ প্রস্তুতসংক্রান্ত

শাত্র। 'ইহারা রোগের চিকিৎসা ও অন্ত্ৰচিকিৎসা ও ঔষধ নির্ধারণবিদ্যা শিক্ষা করিবেক।' দর্পদ, ১৮৩০।

ঔষধপত্র [স ঔষধপত্র] বি রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। 'বন্দরে বন্দরে পৌছিয়ে দিচ্ছে অতি দরকারি ঔষধপত্র, রসদ।' কায়সার, ১৯৬২।

ঔষধপণ্য [স] বি রোগীর উপযুক্ত ওষুধ ও খাবার। 'ঔষধপণ্য লইয়া বিনোদিনী মহেশ্বকে কখনো কোনো কথা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঔষধবিদ্যা [স] বি ডেবজ বিদ্যা। 'তিনি ঔষধবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ... অতি সুপণ্ডিত।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ঔষধসদ্র [স] বি ডাক্তারখানা। 'কোনো ঔষধসদ্রে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঔষধাগার [স ঔষধ-আগার] বি ওষুধের দোকান। 'ঔষধাগার সংস্থাপন হয় ...।' দর্পদ, ১৮২৫।

ঔষধালয় [স ঔষধ-আলয়] বি ওষুধের দোকান। 'বিক্রয়ভাগ্য, ঔষধালয়, সঙ্কল্প-ব্যাভ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঔষধি [স ঔষধ] বি যেসব গাছপাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি হয়। 'শর্প, পুন্স ও ঔষধি, চমরী গো, ক্ষৌদ্র মধু এবং হিমালয়জ পুন্সমধু বজ্রস্থলে অনীত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ঔসধ [স ঔষধ] বি ওষুধ। 'সেই মালিনি এক ঔসধ সওদাগরের গায়ে ফেলিয়া মারিলেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

উসোধ [স ঔষধ] বি রোগ নিরাময় করার দ্রব্য। ওর্গা, ১৭৮২।

AMARBOI.COM



১ বি আদালত। 'তাহার নামে আমি ~ নিকট নালিশ
করিয়াছিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বি দুর্গা দেবী। 'আমিন
মাছাতে ~ পূজার সময় বাটা ...।' ওর্স, ১৭৭৯। ৩ বি ~
'ভাইজীউর মহোদতি শ্রীশ্রী ~ হানেনিয়তো প্রার্থনীয়।' ওর্স,
১৭৭৯; 'সংপ্রতি শ্রী শ্রী ~ প্রসাদে তোমার পবিত্র চরিত্র দেখিয়া
বাহ্ণা হয়।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি পরলোক। 'যে দিবস ডাক্তার ~

শ্রী ~ প্রাপ্তি হইল।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বিণ প্রয়াত। 'সদর সেওয়ানী
আদালতের পণ্ডিত ~ রামতনু বিদ্যাবাসীশ ভট্টাচার্যের লোকান্তর
গমন।' দর্পণ, ১৮২৯। ৬ বি দেবী। 'রাজনারায়ণ রায় জ্বর বিকার
রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ বৈশাখ ... শ্রীশ্রী ~ গদাভীরে পরলোক প্রাপ্ত
হইয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

AMARBOI.COM

ক' বি বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম বর্ণ। 'পড়এ সাধুর বালা ক খ আঠার ফলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ক অক্ষর গোঁয়াস - নিরক্ষর। 'বাউণ্ডেলে ছেলের লেখাপড়া তো ক অক্ষর গোঁয়াস' নজরুল, ১৯২৬।

ক' [স কতা] বিণ কয়; কতো। 'তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্ছি তা তোর আর বার হয় না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ক জন বিণ কয়েকজন। 'মানব ক জন, পুঙ্কিত চিতে ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। দ্র কজন, কজনা

কটা ক্রিবিণ কতো সংখ্যক। 'এ সকল ঘটনা কটা হয়ে থাকে?' উমেশ, ১৮৫৭।

ক- ১ দ্বিতীয়া বিভক্তি (-কে)। 'মতির্দ ঠাকুরক পরিণিহিতা।' চর্যা ১২, ১২০০। ২ সপ্তমী বিভক্তি। 'ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবে পার।' বড়ু, ১৪৫০।

ক- অবা আলঙ্কারিক শব্দাংশবিশেষ (পাদপ)। 'বার বার না বুলিহ হেনক (হেন+ক) উত্তর।' বড়ু, ১৪৫০।

কই [স কবরী] বি মাছবিশেষ। 'কই ভালে গজা দশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কই- দ্র কওয়া

কই [স কন্দি] ক্রিবিণ কোথায়। 'নিত্য তুলনা কই।' রামধন্যদ, ১৮৬০।

কইট [স কঠা] বি কছপ। 'কইট মনে মুদে নয়ন অনারুণ না ফিরে চায়।' লালন, ১৮৯০।

কইসবি বিণ কেমন। 'কইসবি হালো জোখী তোহারি ভাভরিআলী।' চর্যা ১৮, ১২০০।

কইসন ক্রিবিণ কেমন করে। 'জাম মরণ ভব কইসন কই।' চর্যা ২২, ১২০০।

কইসা ক্রিবিণ কিভাবে। 'ভগই কহু জিগ রঅণ বি কইসা।' চর্যা ৪০, ১২০০।

কইসে ক্রিবিণ কিভাবে। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবয়ে লোড়িব কইসে।' চর্যা ২৮, ১২০০। দ্র কইসে

কউচম্যান [হি বি কোচোয়ান; ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'সাজিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া।' গুণ, ১৮৫৮।

কউতুক [স কৌতুক] বি কৌতুক। 'খেলএ কউতুক নব পঁচন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কউম [আ কওয়া] বি জাতি। 'আমার কউম এসব আওসাফ বা গুণাবলী আয়ত্ত করে নিবেই।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কএক ১ বিণ কয়েক। 'সে আড়ঙ্গের দালালসকল কএক সন হইতে মোকরর আহে।' হ্যামহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ অল্পকিছু। 'কএক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া ... দেখা করিলে।' রামায়ণ, ১৮০১।

কএকজন বি কিছু সংখ্যক জন। 'তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

কএত [স কপিতা] বি কতবেল। বিদ্যা, ১৮৯১।

কএদ [আ কয়ীদ] বিণ কারারুদ্ধ; বন্দি। 'পেয়াদা দিয়া কএদ করিয়াছে।' গুণ, ১৮৫৮।

ওসী, ১৭৮২।

কএদি [আ কয়ীদ] বি কয়েদি; কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কওন বিণ যেমন। 'হেরনে কওন সুখ ন বুঝ বিচারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কওয়া [আ] ১ বি সম্প্রদায়। 'মোসলমান কওমের মধ্যে।' ইমান, ১৯০১; 'শক্তিমান পুরুষই কওমের, জাতির, দেশের, বিশ্বের ইমাম হন।' নজরুল, ১৯৪০। ২ বি জাতি; দেশ। 'তার পানে চেয়ে কওয়া আজিকে তুলিয়াছে ধনি: জিন্দাবাদ।' ফররুখ, ১৯৪৬।

কওয়া [আ] ১ বিণ জাতীয়। 'কওয়া এলেম, দিনী জবান শিক্ষা হয়।' ইমান, ১৯০০। ২ বিণ জাতীয়তাবাদী। 'দুখ সর্বোবর নামক একখানি কওয়া পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার করেন।' ইমান, ১৯০০।

কওয়া যবান [আ কওয়া+কা জবান] বি জাতীয় ভাষা। 'আরবীই আমাদের কওয়া যবান।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কওয়া ক্রি করা। 'চিঅরা মই অহার কএলা।' চর্যা ৩৫, ১২০০।
কইল ১ ক্রি করলো। 'সুনিএজ চিঙিত কুঞ্চ ব্যাঙ্ক না কইল।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি সৃষ্টি করলো। 'কে কইল কে ভাঙ্গিল কই সিন্ধুন।' মালাধর, ১৫০০। কইলি ক্রি করলি। 'মৃত দধি নষ্ট কইলি।' বড়ু, ১৪৫০। কইলে ক্রি করলে। 'তোকে নানা রূপ কইলে আসবুর খএ।' বড়ু, ১৪৫০। কইলৌ ক্রি করলাম। 'কইলৌ খন্তত সুখ-জরমত তে বা দুখিনী মোএ।' বড়ু, ১৪৫০। কএ ক্রি করে। 'সুজনী ডল কএ পেউন ন ডেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। কএল ক্রি করলো। 'ধমিলে কএল তাকর অবসাদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। কএলহ ক্রি করলো। 'হেরিতহ কএলহ নয়ন নিরোধ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। কএলা ক্রি করলো। 'চিঅরা মই অহার কএলা।' চর্যা ৩৫, ১২০০। কএলিস ক্রি করলিস। 'তুই মাগি ভারি দুই, আমার অখ্যাত কএলিস।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। কএচে ১ ক্রি লাগছে। 'আমার বড় শীত কএচে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ ক্রি করছে। 'কএচে লোকে কাণাকাণি।' গিরিশ, ১৮৮৭। কএছেন ক্রি করছেন। 'আগনি কি কিছু লোন কএছেন?' গিরিশ, ১৮৮৬। কয়িলে ক্রি করলে। 'লাজ কয়িলে কাহাজি হারায়িবে কাজ।' বড়ু, ১৪৫০। কইলৌ ক্রি করলো। 'কিবা তার কইলৌ অণণ।' বড়ু, ১৪৫০।

কওয়া ক্রি লাগ। 'নন্দ ঘোষ জসোদার কী কব কাহিনি।' মালাধর, ১৫০০। ক ক্রি বল। 'ক মোরে, কি সাঙ্গে মোমের ডাঙারে মধু রাখিস গোপনে।' মাইকেল, ১৬৬৬। কই ক্রি বলি। 'নিজ পরিচয় কই।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। কও ক্রি বলে। 'আপনে দাঁড়াইয়া কও।' বিজয়, ১৬৫০। কওয়া ক্রি বলায়। 'বাজিকর পুতুল নাচার আপন ভারে কথা কওয়া।' লালন, ১৮৯০। কও ক্রি কহুক; বলুক। 'কেহ কিছু কও কিছ মূল কর্মসূত্র।' মানিকরাম, ১৭৮১। কটিস ক্রি বলহিসে। 'ফের পণ্ডিত কথা কটিস।' গিরিশ, ১৮৮৭। কছ ক্রি বলহো। 'গলা কেসে কথা কছ কেন?' গিরিশ, ১৮৮৭। কজিলু ক্রি বলছিলো। 'এ যার সঙ্গে কথা কজিলুম?' গিরিশ, ১৮৮৭। কন ক্রি বলেন। 'হাসপরিহাস কথা কন কতুহলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। কব ক্রি বললো। 'নন্দ ঘোষ জসোদার কী কব কাহিনি।' মালাধর, ১৫০০। কবে ক্রি বলবে। 'পিপাসিত গ্রামে চাহি মুখপানে/ কবে না প্রায়ের আশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। কয় ক্রি বলে। 'ব্রাহ্মণ বচন সুনি হাসি কয় চকুপানি।' মালাধর, ১৫০০। কয়াটি ক্রি বলেছি। 'প্রাণের অধিক ভূমি পূর্বে কয়াটি।' মানিকরাম, ১৭৮১। কয়ে ক্রি বলে।

‘কয়ে এত স্বস্থানে প্রস্থান ভগবান।’ মানিকরাম, ১৭৮১। **কয়ো** নাই কি বোলে। ‘কয়ো নাই কুবন করে নাই দ্বন্দ্ব।’ মানিকরাম, ১৭৮১। **কয়্যা** কি ব’লে। ‘কয়্যা প্রিয়ে সত্যভাষা ধর জায় মহাজনা।’ মুকুন্দ, ১৬০০। **কসনে** কি বলিস না। ‘দেখ খুশীর সময় পতিত কথা কসনে।’ গিরিশ, ১৮৮৭। **কসি** কি বলিস। ‘সেন কয় ওকথা এখন কসি কাকে।’ মানিকরাম, ১৭৮১। **কৈমু** কি বলে। ‘মহিমা কতেক কৈমু মুই মতিহীনে।’ আলাওল, ১৬৮০। **কৈয়া** কি ব’লে। ‘না হক এ বাত কৈয়া হও গোবাগার।’ গরীব, ১৭৬৫। **কৈয়াছিল** কি বলেছিলো। ‘কৈয়াছিল ওকজনে সে কথা না ছিল মনে।’ আলাওল, ১৭৫০। **কোয়ো** কি বোলে। ‘ভূমি কথা কোয়ো না।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কণ্ডল [আ কবুল] বি শপথ। ‘জেন্দেগী থাকিতে ভাই এক কণ্ডল করে।’ গরীব, ১৭৬৫।

কণ্ডসর [আ] ১ বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গের সরোবর। ‘হোসেন বলেন তুকে কণ্ডসরের পানি।’ গরীব, ১৭৬৫। ২ বি অমৃতভূল্য পানি। ‘একটা কথা, কণ্ডসর এ ভাই নয়।’ নজরুল, ১৯২২। ‘রহিত মধু – কণ্ডসর-ভূল্য।’ রোকেয়া, ১৯২৪।

কংকর [স কর্কার] বি পাথর। ‘কংকরে ফলাব মোরা বুক-টানা সোনা-সানা ধান।’ মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কংক্রিট [হি] ১ বি পদ্য বাস্তব। ‘আমরা কংক্রিটের জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্তে পাই শুধু আবসত্ৰাকশন।’ প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি সিমেন্ট দিয়ে জমানে ইট-পাথর। ‘কংক্রিট-বাঁধানো আসা-যাওয়ার পথের উপর।’ পাশা, ১৯৭১।

কংখা [পা কখা] বি আকাঙ্ক্ষা। ‘সো করউ রস রসালগেরে কংখা।’ চর্যা ২২, ১২০০।

কংগ্রেসশ্যন [হি] বি অভিনন্দন। ‘অতিকষ্টে সে কংগ্রেসশ্যনের কারণ জািল।’ মনসুর, ১৯৩৫।

কংগ্রেস [হি] বি ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। ‘ন্যাশনাল কংগ্রেস গবর্নমেন্টের অন্যায্য ও অতিরিক্ত ব্যয় কমািবার জন্য ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ **কনগ্রেস**

কংগ্রেসওয়ালা [হি কংগ্রেস+হি ওয়ালা] বি কংগ্রেসের মতানুসারী। ‘সকল কংগ্রেসওয়ালার উপর তাঁর সমান অভক্তি জ্বালা।’ প্রমথ, ১৯২৩; ‘কংগ্রেসওয়ালা ঋদ্ধমুখারী শয়তানের দল ... সর্বনাশ করিতে উদ্ভাত হইয়াছে।’ মোহাম্মদী, ১৯২৮।

কংগ্রেসপন্থী [হি কংগ্রেস+স পন্থা] বি কংগ্রেস সমর্থন করে এমন। ‘কংগ্রেসপন্থী মুহলমানকে ভোট দেওয়ার আমাদের মতে একেবারেই সঙ্গত হইবে না।’ আজাদ, ১৯৩৬।

কংগ্রেসী [হি কংগ্রেস+] বি কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক। ‘কংগ্রেসীরা ... চরকায় তরলীতে সুতা কাটিতে উপদেশ দিয়া ...।’ এসলাম, ১৯৩২। ২ **কনগ্রেসি**

কংস [স কংসা] বি কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র। ‘কংস করতাল বাজে বিপরীত ধ্বনি।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কংস, **কংশ** [স] বি হিন্দু পুরাণের অত্যাচারী চরিত্রবিশেষ। ‘তোর কংশাসুরক নাহিক মোর ডরে।’ বড়ু, ১৪৫০; ‘কংসদলন নারাদেন সুন্দর তসু রসিনী পএ হোই।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কংসকারা [স] বি যন্ত্রণাদায়ক কারাগার। ‘নির্যাতনের কংসকারায় জন্য নেয় অনাগত বিপ্লবী শিত।’ নজরুল, ১৯৩২।

কংসের ভালবাসা বি কপট ভালোবাসা। ‘রায়বাবুদের বোনকে

ভালবাসা – কংসের ভালবাসা।’ তারা, ১৯৪০।

কংস [স] বি কাঁসা। **কংসবণিক** [স] বি কাঁসা নির্মাণ ও বিপণন পেশাধারী সম্প্রদায়বিশেষ। ‘কংসবণিক ৬৩৬৬। দর্পণ, ১৮১৯।

কংসাবতী বি একটি নদীর নাম। ‘ধাইল কুতী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কঁকানো [ধন্যা] কি কাতর শব্দ করা। ‘সাথে-সাথে কঁকিয়ে উঠল তীক্ষ্ণভাবে।’ ওয়াসী, ১৯৪৩।

কঁড়ি [স কলি] বি মুকুল। ‘কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাতি জিনিয়া কুন্দক কঁড়ি।’ চিচিট, ১৬০০।

কঁহি ক্রিবিধ কোথায়। ‘ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা।’ চর্যা ৩১, ১২০০।

কক [ধন্যা] বি মোরগের ডাক। ‘বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক কক কক।’ বিভূতি, ১৯৩১।

কককক [ধন্যা] বি মোরগের ডাক। ‘মোরগ কককক করছে।’ ওয়াসী, ১৯৪২।

ককখটি বি বনবিড়াল; খাটশ। ‘বানরী রব দেই ককখটা নাদ।’ গোবিন্দ, ১৬০০।

ককখনা [স কখন] ক্রিবিধ কখনও। ‘ককখনো তা সত্যি না যা।’ রবীন্দ্র, ১৯২২।

ককটেল [ই] ১ বি বিভিন্ন জিনিসের মিশ্রণ। ‘সব মিলিয়ে ককটেল বানিয়েও এ প্রশ্নমক তাকে বেমাশুম ভবে নেবে।’ মুক্ততবা, ১৯৫২।

২ বি পানীয়বিশেষ। ‘যদিস্যং করি, তবে ছোট্ট একটি টমাটো ককটেল দিই।’ মুক্ততবা, ১৯৫৮। ৩ বি বিভিন্ন মদের মিশ্রণে প্রস্তুত পানীয়বিশেষ। ‘আমার জন্য ওয়াইলড দুটো ককটেল অর্ডার দিল।’ মুক্ততবা, ১৯৫৯।

ককটেল পাটি [হি] বি মদপানের আসর। ‘রোজ সন্ধ্যায় নেটড-স্টেট স্টাইলে জব্বর জব্বর ককটেল পাটি দেয়।’ মুক্ততবা, ১৯৫৮।

ককানি [ধন্যা] বি ব্যাখ্যানিত কাতর শব্দ। ‘রোগীর বিছানার পাশে বসে ককানি তনে ...।’ জীবন, ১৯৩২।

ককানো [ধন্যা] কি যন্ত্রণার কাতরানো। ‘অসুস্থ শিশু যার দিবারাত্র ককায়।’ মানিক, ১৯৩৭।

ককু [স] বি সংগীতের রাগবিশেষ। ‘ককুরাগ।’ বড়ু, ১৪৫০।

ককুদ [স] বি বাঁড়ের কাঁধে উঁচু মাংসপিণ্ড। ‘পরিচ্ছন্ন লম্বালেজ, উঁচু বাড়ী ককুদ।’ হাসান, ১৯৬৯।

ককে অব্য কেন। ‘ককে ন রভসে হসি কিছু ন উত্তর দেসি সুখে জাও নিসি বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ককেইন [হি] বি বাথানিরোধক মাদকদ্রব্যবিশেষ। ‘ব্যাটা সব বেচে; – আফিম, ককেইন, হেরোইন, হাশীশ যা চাও।’ মুক্ততবা, ১৯৫২।

ককেশীয় [হি ককেশাস+স দ্বীপ] বি কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাসগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল ককেশাস সম্পর্কিত। ‘ইহাদিগের মন্তকাদিগর গঠন তুরানী, ককেশীয় নহে।’ বঙ্কিম, ১৮৯২।

কক্কার [ধন্যা] বি কড় কড় শব্দ। ‘কক্কার শব্দের শর আরণ্যক আত্মার আদেশ।’ মাহমুদ, ১৯৭৩।

কক [স] ১ বি কাঁচ; কোল। ‘ককে শিলা ভূতনাথ করেছে ডম্বক।’ আলাওল, ১৬৮০। ২ বি গ্রহের পরিভ্রমণ পথ। ‘... ক্রমে সমস্ত গ্রহকক অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।’

হরথসাদ, ১৮৮১। ৩ বি প্রকোষ্ঠ; কামরা। 'কঙ্কশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কঙ্কচ্যুত [স] ১ বিণ কামর থেকে বিচ্যুত। 'ঘন কাপে অঙ্গ, কঙ্কচ্যুত হেমঘট।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ পথহারা। 'কঙ্কচ্যুত হইবে তপন।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বিণ কঙ্কপথ থেকে ছিটকে-পড়া। 'কঙ্কচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ।' নজরুল, ১৯২৬।

কঙ্কতল [স] বি বগল। 'নাপিত বইসে তথা কঙ্কতলে করি কাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কঙ্কদেশ [স] বি কামর। 'এক হাড়ী দ্বত কঙ্কদেশে করিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে বশ্প দিয়া পড়িল।' দর্পণ, ১৮২১।

কঙ্কপথ [স] ১ বি চিরদিনের পথ। 'তাহার স্নেহপ্রীতির চিরাত্যন্ত কঙ্কপথ হইতে এমন করিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল কেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি গ্রহের পরিভ্রমণের পথ। 'জ্যোতির্বিদ দেখেনলে, কোনো গ্রহ আপন কঙ্কপথ থেকে বিচলিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কঙ্কপাত [স] বি কঙ্কচ্যুতি। 'বলে, শনিগ্রহদের কঙ্কপাত সেও নাকি মানুষের হাতে।' বিজ্ঞ, ১৯৪৪।

কঙ্কশ্রেণী [স] বি কামরা; ঘর। 'কঙ্কশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কঙ্কান্তর [স] কঙ্ক-অন্তর। বি অন্য ঘর। 'কঙ্কান্তরে গমন করিয়া ঘর রুদ্ধ করিল।' রত্নিম, ১৮৭৮।

কঙ্কশো [স] কঙ্ক> ক্রিবিণ কোনো সময়। 'কঙ্কশো তিনি নিষ্ঠাবান ত্রাণ কেশব সেনের মত চৈতন্যভাবে মজেননি।' রমেন, ১৯৭০। ৪ কঙ্কখনো

কঙ্কা [স] কঙ্ক> ১ বি মুহূ। 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে কঙ্কা মালের মাশুল শিকা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রতিযোগিতা। 'উঠ শাহা তুমি পরীক্ষিতে এহি কঙ্কা।' আলোগল, ১৬৮০। ৩ বি পদ-বাজি। 'অভয়া আপুনি এই কর্যাচেন কঙ্কা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কঙ্ক্যা [স] কঙ্ক> বি প্রতিযোগিতা। 'রাজপুত্র সনে মোর পুত্র সনে কঙ্ক্যা।' আলোগল, ১৬৮০।

কঙ্কা [স] কঙ্ক> বি কঙ্ক; গ্রহের পরিভ্রমণের পথ। 'চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, এই সপ্ত গ্রহের সপ্ত কঙ্কা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কঙ্কখনো [স] কঙ্ক> ক্রিবিণ কখনো। 'কঙ্কখনো মারিনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কখন, কখনও, কখনো [স] কঙ্ক> ১ ক্রিবিণ কোনো সময়। 'এক মত ডে অরু/কখনে কী ন করাবে।' বিলাপতি, ১৪৬০; 'কখনো বা মস্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'গর্দভ কি কখনও সংকৃত্ত বাক্য কহিতে পারে?' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ ক্রিবিণ এক মুহূর্তের জন্যও। 'এ ক্ষুদ্র খুব তহকিক জানিয়া কখনো বদল করিবা না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ ক্রিবিণ হঠাৎ। 'রাজা ... দুই চারি দিনে কদাচিত্ত কখন রাজসিংহাসনে আসিয়া বসিতেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ ক্রিবিণ কখনো মাঝে। 'পুত্রটি ঘরের কর্ম কখনও দেকিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

কখন কখন ক্রিবিণ কোনো কোনো সময়। 'কখন কখন ইহার এমন রাগ উপস্থিত হয় যে, কোন মতেই সাবুনা করা যায় না।' মদনমোহন, ১৮৫০।

কখনও কখনও ক্রিবিণ মাঝে মাঝে; কোনো কোনো সময়। 'সেইরূপ কখনও কখনও দুর্দান্ত ইতর লোকদিগের ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কখনো-কখনো ১ ক্রিবিণ কখনোই। 'কখনো-কখনো তাঁর হইব না দাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রিবিণ মাঝেমাঝে। 'কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখতে চেষ্টা করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কখনো-সখনো ক্রিবিণ কালেভদ্রে। 'কখনো-সখনো যেখ সেখানে আজ যদি বা দাঁড়ায় ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কঙ্ক [স] বি কাঁক; বকজাতীয় পাখি। 'কপোত কৃষ্ণ কঙ্ক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কঙ্কণ [স] বি কাঁকন। 'সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কঙ্কণখোর [স] বি কাঁকনের শব্দ। 'রাতের হাওয়ায় বাজল বৃষি কঙ্কণখোর।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কঙ্কণধনি [স] বি চুড়ির শব্দ। 'নুপুর-কীঙ্কণী-ধনি হংস-সারস জিনি/কঙ্কণধনি চটক লাগায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কঙ্কণ-পরা [স] কঙ্কণ+পরা। বিণ কাঁকন পরিহিত। 'মানুষের কঙ্কণ-পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কঙ্কণবন্ধন [স] বি অলংকারের বন্ধন; কাঁকনের বাঁধন। 'লৌহবেড়ি যত যায় স্নেহে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণবন্ধনে।' নজরুল, ১৯২৪।

কঙ্কণী [স] বি স্ত্রী কাঁকন। 'খুলিলেন মা হাতের কঙ্কণী।' লালন, ১৮৯০।

কঙ্কন [স] কঙ্কণ। বি কাঁকন। 'তেজসীনা মো তার চীর নুপুর কঙ্কন বড়সি।' বড়, ১৪৫০।

কঙ্কর [স] কঙ্কর। বি কাঁকর; পাখরের ছোটো কুচি। 'কঙ্করাণি ঘারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় সকল ব্যক্তিরই আপাদমস্তক সর্বত্র ক্ষতবিক্ষত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কঙ্করপূর্ণ [স] কঙ্করপূর্ণ। বিণ কাঁকর-বিছানো। 'অতি বন্ধুর কঙ্করপূর্ণ পথের ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কঙ্করময় [স] কঙ্করময়। বিণ কাঁকর-বিছানো। 'এই অতি বন্ধুর, কঙ্করময়, কষ্টকাবৃত পথের ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কঙ্করশয্যা [স] কঙ্করশয্যা। বি কাঁকরময় বসার জায়গা। 'তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া ... একটা বীরসম্রাট্য কব্য লিখিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কঙ্করাবৃত [স] কঙ্কর-আবৃত। বিণ মকরময়; কাঁকরে আবৃত। 'কঙ্করাবৃত আরবন্ধে ... শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে।' মশাররফ, ১৯০৮।

কঙ্কাল [স] ১ বি হাড়সর্বশ। 'দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কঙ্কালবশিষ্ট মূর্তি দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি দেহের কাঠামো। 'প্রোত্যোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুঠীরগণ ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৩ বি অস্ত্রসারধন্যতা। 'কঙ্কণার কঙ্কাল কেবল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কঙ্কাল-অবশেষ [স] বিণ কঙ্কালসার। 'কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

কঙ্কাল-করোটি [স] বি হাড় ও মাথার খুলি। 'শূন্য মাঠে কঙ্কাল-করোটি তোমাকে খিদ্রণ করে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

কঙ্কাল-পথ [স] বি কঙ্কালের মতো সংকীর্ণ পথ। 'হারায় কঙ্কাল-পথ বিকারের পয়োনালী মাঝে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

কঙ্কাল-মুখ [স] বি কঙ্কালের মুখাবয়ব। 'আলো-ছায়ার অপোছালো বিকরণ কোন কঙ্কাল-মুখ সৃষ্টি করে।' হৃদয়জি, ১৯৫৩।

কঙ্কালসার [স] ১ বিণ অস্থিসর্বশ। 'আমাদের চোখে প্রাণীজগৎ

কঙ্কালসার নয়।' প্রথম, ১৯১৩। ২ বিণ অতি শীর্ণ। 'কঙ্কালসার দেহ।' শরৎ, ১৯১৬।

কঙ্কালপুস্ত [সি বি অস্ত্রিগিল্লরের তৈরি পুস্ত। 'তৈমুর জঙ্গিস অসংখ্য মানুষের কঙ্কালপুস্ত রচনা করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কঙ্কালবশিষ্ট [সি কঙ্কাল-অবশিষ্ট।] বিণ কঙ্কালসার। 'দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কঙ্কালবশিষ্ট মূর্তি দেখিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কঙ্কুরিণি শস্যবিশেষ। 'কঙ্কুরিণি পাকলোরে শবরাশবির মতেল।' চর্যা ৫০, ১২০০।

কচ [সি বি কেশ। 'কবছ বাক্যে কচ কবছ বিথারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কচকচ [ধন্যা] বি ক্রমাগত নরম জিনিস কাটা অথবা চিবানোর শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুলোর মধ্যে পুরে দিয়ে ... কচ কচ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কচকচানি [ধন্যা] ১ বি অতিক্রম। 'এ এক অবশিষ্ট ... অধীনতর কচকচানি, সংঘাতত্বের গোলকধাড়া।' ধৃষ্টি, ১৯৩১। ২ বি বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'থাক এসব কচকচানি।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

কচকচি [ধন্যা] ১ বি ঝগড়াঝাঁটি। 'কালি যে ভাই দুপুর বেলা কচকচি লাগালে।' কেরি, ১৮০২। ২ বি আকালন। 'পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।' বর্জিম, ১৮৭৮। ৩ বি ব্যাড়াধর। 'তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গলা নহে।' বর্জিম, ১৮৯২। ৪ বি বিরক্তিকর আলোচনা। 'এসব কচকচি আর ভালো লাগে না।' সুনীল, ১৯৭০।

কচকচি করন ক্রি ঝগড়া করা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কচমচ [ধন্যা] বিণ কচমচ-ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'গোলক ল্যাঙ্গ দিয়ে মাছটা তড়ায়ে তড়ায়ে কচমচ শব্দে ঘাস খাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কচমচটি [ধন্যা কচমচ] ক্রিবিণ কচমচ শব্দ করে। 'তুমি ডাঁটার মত কচমচিয়ে চিবিয়ে খেও।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কচমচে [ধন্যা] বিণ কচমচ শব্দ হয় এমন। 'তুমি অরুচির রুচি, কচমচে করকচি।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কচর কচর [ধন্যা] বি খাবার চিবানোর শব্দ। 'কচি শাপলা কচর কচর করে চিবিয়ে তৃষ্ণভরে খেল ও।' কায়সার, ১৯৬২।

কচর মচর [ধন্যা] ক্রিবিণ কচর-মচর শব্দ করে। 'কচর মচর চর্ব্য চিবিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

কচলানো ১ ক্রি হাত দিয়ে বার বার ঘষা। 'স্বপনের শেষে আঁখি কচলিয়া কি দেখিলু আঁহা মরি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ২ ক্রি চটকানো। 'তাহার অন্তরের শক্তিকে যেন নির্মমভাবে কচলাইয়া দিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

কচহরি [হি কচহরী] ১ বি দপ্তর। 'খালিসা সরিফার কচহরিতে নিলামে বিক্রী হবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭। ২ বি মূল ঘর থেকে আলাদা বসার ঘর; বহির্বাটী। মেয়ার, ১৭৮৯।

কচা [হি কচী] ১ বিণ ভাটা। 'বায়ান কুমড়া কচা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গাছ থেকে কাটা সরু ডাল। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তাদের কচর ডোঁড়র ধারে।' নজরুল, ১৯৩০।

কচাত [ধন্যা] বি নরম বস্ত্র এক কোপে কাটার শব্দ। 'মাথাতা কচাত করে কেটে নেবে।' মানিক, ১৯৩৯।

কচায়ন [ধন্যা কচ+স. আয়ন] বি কিতরি-মিটির শব্দে ডাকাডাকি।

'পাখিরা এসে ... কিছুক্ষণ কচায়ন করে।' প্রথম, ১৯২০।

কচাল [সি কচাল] বি ঝগড়া। 'কচাল না পাত তোকে গুণ হে মুরারী।' বড়ু, ১৪৫০।

কচালানো ক্রি রগড়ানো। 'এক হাতে সখি কচালিয়ে আঁখি।' দীচঞ্জি, ১৬০০। কচালিআ ক্রি চটকিয়ে। 'আঁখি কচালিআ উঠে নেব কোটাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। কচালিয়ে ক্রি ঝগড়িয়ে। 'এক হাতে সখি কচালিয়ে আঁখি।' দীচঞ্জি, ১৬০০। কচালে ক্রি রগড়ানো। 'কচালে কেহ বিলাচনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কচি [হি কচী] ১ বিণ সন্দোহিত। 'নাউডগা তোলে কিছু কচি বলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অপরিণত। 'কচি কচি গোটা দশ ডালিল কুমড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ অল্পবয়স্ক। 'আমার কচি মেয়ে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৪ বিণ স্নিগ্ধ। 'সোনার মেঘের মাঝে/ কচি উষা কোটে ফোটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বিণ কোমল। 'এখন কচি-চামড়া সাড়ে তিনহাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৬ বিণ অবলা। 'দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকি নও।' রবীন্দ্র, ১৯৯৩। ৭ বিণ নিরুজ্জ্বল। 'হলুদে ছোপায় হেমন্ত রোজ কচি রোদ-রেখা নাড়ি।' জলীল, ১৯০১।

কচিকাচা [হি কচী] ১ বি ছোটো হেলে-মেয়ে। 'পাবনা থেকে এঞ্জিনিয়ার তার মেম এবং কচিকাচা নিয়ে এসে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কচিমুহুরে [হি কচী+স. মাংস] বি কম বয়সী প্রাণীর মাংস। 'তাদের কচিমুহুরে বেতে এর এত মজা লাগে কিসের?' হাসান, ১৯৬০।

কচিমুহুরে বি অল্পবয়স্ক মেয়ে। 'বাঙ্গালী ঘরের কচিমুহুরে স্বত্ববাবু আসিলে।' প্রভাত, ১৮৯৬।

কচু [সি ১ বিণ কচু গাছ। 'আলু কচু সাক পাত আদি নানা বস্ত্রজাত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (অপশব্দ) খারাপ কিছু। 'তুমি মরো! কচু খাও!' নজরুল, ১৯২৬। ৩ বি (অপশব্দ) নাখি। 'সংসারের তুমি বুঝ কি কচু?' মনসুর, ১৯৫৫।

কচু-কাটা [সি কচু+কাটা] বিণ কচু কেটে খণ্ডবিখণ্ড করার মতো। 'যে কোনো মুহুর্তে সমস্ত গিল্পেশনকে কচু-কাটা করতে পারত।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

কচুপাত [সি কচুপত্র] বি কচুর পাতা। 'লহনার আদেশে আনিল কচুপাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কচুবন [সি বি কচু গাছের ঝোপ। 'আমি চূপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কচুর শাক [সি কচু+স. শাকা] বি শাকবিশেষ। 'কচুর শাকে খোন্তা বোরামেছও।' মগীশ, ১৯৬৩।

কচুশাক, কচুশাক [সি কচু-শাকা] বি কচুর পাতা। 'আলু কচু সাক পাত আদি নানা বস্ত্রজাত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ।' বিজুতি, ১৯২৯।

কচুরি [সি কর্করিকা] ১ বি তেলে ভাজা মচমচে খাবারবিশেষ। 'সিন্দারা, কহুরি, পানহুয়া।' বিজুতি, ১৯৩১। ২ বি কচুরিপানা। 'তার উপর কচুরি ঢাকা দিয়ে রাখে।' ইসহাক, ১৯৫৫।

কচুরিপানা [সি কর্করিকা+স. পানক] বি জলজ উদ্ভিদবিশেষ। 'কচুরিপানায় ডোবা ও বানায়।' নজরুল, ১৯৩১।

কচৌরি [সি কর্করিকা] বি ময়দার তৈরি নিমকি জাতীয় খাবার। 'কচৌরি, লাডু, কালাকন্দ বিক্রম।' বিজুতি, ১৯৩৮।

କଞ୍ଚ [ସ] ବି କାଞ୍ଚ । 'ଏକ କଞ୍ଚହୀନ ବୀରପୁରୁଷ ।' ବଞ୍ଚିୟ, ୧୮୭୫ ।

কচ্ছপ।স।বি কাছিম। 'বালকগণ! তোমরা কে কত বড় কচ্ছপ দেখিয়াছ বল দেখি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কচ্ছপি, কচ্ছপী। 'স কচ্ছপীয়া'। 'বিশ কচ্ছপের মতো। 'কচ্ছপি পিঠ'।
নজরুল, ১৯৩১; 'কচ্ছপ চলে কচ্ছপী চালে।' অনুদা, ১৯৭২।

কচ্ছব [স কচ্ছপ] বি কচ্ছপ। মানোএল, ১৭৪৩।

কছম [আ কিসম] বি রকম। 'দেশে যেসব নতুন কছমের আদালত-কাছারি আইন-কানুন এনেছে ...' প্রমথ, ১৯২২।

কছরৎ [আ] বি প্রয়াস; চেষ্টা। 'নয়ান ডোলে চাম সাঁটবার কছরৎ
করছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কছু [হি কুছ] বিগ কিছু। 'খির নয়ান অখির কছু ডেল।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

কজন, ক'জন। 'স কতি+স জন ক্রিবিধ কতো জন। 'রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ কজন হয়।' নজরুল, ১৯২৪: 'নগ্নাচোখে ক'জন ফার্মারিং কোয়ার্ডের সামনে দাঁড়াতে পারে?' মুজতবা, ১৯৪৯। 'দ্র ক'

কজনা বি কয়েক জন। 'জোরদার কজনা দল বেঁধে বাকীগুলিকে
মেরে ফেলে ...।' সবুজ, ১৯২১।

কজ্জল [স কজ্জল] বি কাজল। 'কজ্জলে করেছে চক্ষু বড়।' ভবানী,
১৮২৫।

কক্সলা।স কক্সলা বিধ শ্যামলা। 'কক্সলা অচলা আলাউদ্দিনের উচ্চ দণ্ড'
আলাওল, ১৬৮০।

কজ্জাই [আ কাজ্জি] বি কাজ্জির কাজ। 'কাজ্জিকে কজ্জাই কর্ম্ম হইতে মজ্জিন্দ্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার অমানতে দণ্ডপ্রাপ্তে সোপান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮-২৯।

কাজল।স। বি কাজল। 'অলক তিলক করে কেহো পরা কাজল।'
মালাধর, ১৫০০।

কজ্জল-কৃষ্ণ [স] বিণ কজ্জলের মতো কালো। 'বদনপ্রাস্তের
মাঝখানে একটি কজ্জল-কৃষ্ণ তিল।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

কঙ্কালিত।স। বিণ কাকুল অঙ্কিত। 'ধায় কোন শশিমুখী কঙ্কালিত
এক আখি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কঞ্চেণ সৰ্ব কে। 'জ্বানে গরজি ঘন বরিসতা রে কঞ্চেণ সে
বিগৰাঞ্চে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কক্ষন [স কক্ষন] বি কক্ষন। 'বিমল কক্ষন কমল চটি জানি খেলু খঞ্জন
জোল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কক্ষি, কক্ষী [তু কমটা] ১ বি বাঁশের সরু শাখা। 'তরুনা পাভা কক্ষী দুইখ
ও বিলম্বিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩; 'ককুণ্ডলি
কক্ষি আনিয়া আটি বাঁধিতে বলিলেন'। বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ ত্রিবিণ
কক্ষি পরিমাণ দ্রব্যত। 'আশুন করতোয়া পার হয়ে এক কক্ষি
এসোতো না আর'। মাহমুদ, ১৯৭৩।

কল্পক [স] বি বর্ম। 'কিহা বিষয়, যবে বিচিত্র কল্পক ভূষিত।' মাইকেল,
১৮৬১।

কঙ্করী [স] বি অস্ত্রপুত্রের নগ্নসক প্রহরী। 'কৈলাস' নামে এক কঙ্করী
প্রবেশ করিল। 'রবীন্দ্র' ১৯০৭।

कङ्कणिका [अ] वि काङ्गलि; वङ्कावरण । 'नील कङ्कणिकार नीलिमाय ।'
 रवीन्द्र. १९२९ ।

কল্প[স] বি পদ্ম । 'কর্ণধার বলে অবোধ সদাগর কোথা নাহি দেখিলে কল্পে
কামিনী কুন্মর ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

কল্পক [স কল্প] বি পদ্য । 'অরুণ কল্পক হাতে ।' মুরারি, ১৫৭০ ।

কল্পমুখী।স। বি স্তী পদ্মের মতো মুখ যার। 'কালরাত্রি কল্পমুখী কত
জ্ঞান কলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

कञ्ज | स | वि मयना पाणि । 'पाणिना, श्यामा, कनविह, कञ्ज ।' सूक्ष्म,
१९२८ ।

कश्चिनी [स] वि पद्म । 'रुद्र-कोरक-समिधत मधु कठिन कमल-कश्चिनी ।'
 रवीन्द्र, १९०० ।

कक्षुशं [हि कक्षुस] विण कृपण । 'आगा कक्षुश-दिन ।' नञरुल, १८२२ ।

কল্পসূত্র [হি কল্পসূত্র] বিণ কৃপণ। 'কল্পসূত্র সে একেবারেই না।' জীবন, ১৯৩২।
কল্পসূত্রনাং বি কৃপণতা। 'শ্রুতিবিরোধে মায়া একটা হিসাববিহীন আছে

একটা কল্পবৃক্ষ। অল্পদা, ১৯২৮।

কল্পস [হি কল্পস] বিন কৃপণ। 'এক এক বেটা বাবু আছে এমনি কল্পস।'
 দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কঙ্কুশি, কঙ্কুসি [হি কঙ্কুস>] বি কৃপণতা। ‘কঙ্কুশি লেখা আমাদের খুনে নাই।’ নজরুল, ১৯২২; ‘ঘি ঢালতে কঙ্কুসি করছেন কেন?’ মুজতবা, ১৯৪৯।

কট'। পা. ক্রি. বিণ নিশ্চিতভাবে। 'রাউতু ডগই কট ডুসুকু ডগই কট সঅলা
সইস সহাব।' চর্যা ৪১, ১২০০।

কাঁসা বি নির্দিষ্ট শর্ত। 'কৃষাণ তৎক্ষণাৎ এই কটের উপর অনুমতি দিলেক।' তারিখী, ১৮০৩।

কট' ই। বি কোট। 'ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে ঝাওয়া, পেনটুলন (ডায়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট চাপকান পরা।' হুতোম, ১৮৬১।

কটক [স। বি সৈন্য; সেনাবাহিনী। 'ভোজ রাজ্যের কটক গেলা রুকি রাজ্যের ঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

কটকট [ধ্বন্যা] ১ বি তীব্র বেদনাবোধক অনুকার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১:
'সমস্ত বড় শিরায় শিরায় কট কট করে উঠছে।' জীবন, ১৯৩১। ২
বি পিরগিটির ডাকার শব্দ। 'তুফকটো ডেকে উঠল কটকট করে।'
হাসান, ১৯৬৭।

কটকটকট [ধন্যা] বি দড়ি ইত্যাদির বাঁধন ছেঁড়ার ধ্বনি।
‘কটকটকট পটপটপট গিরা ছিড়ে হাহা নড়ে ছটফট।’ নজরুল,
১৯২২।

কটকট করে ত্রিবিধ ব্যস্ত হয়ে। 'কটকট করে দিব্য করলে।' শরৎ,
১৯১৩।

কাটকাটানি [ধ্বন্যা] ১ বি কাটকাট শব্দের ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি
কষ্ট। 'নদীর কানটায় কানটায় হাঁটতে হাঁটতে মনুমিঞার বুকের
কাটকাটানি চড়চড়িয়ে ওঠে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

কটকটানো (ধ্বন্য) ক্রি কটকট শব্দ করা । বিদ্যা, ১৮৯১ ।

କଟକଟିଆ । ଧନ୍ୟା । ବିଂ କଠିନ; କଠୋର । ବିଦ୍ୟା, ୧୮୭୧ ।

কটকটে [ধন্য] বিধ কড়া। 'কটকটে দুপুরেও বিছানা নিয়ে বসত।' *জীবন*, ১৯৩২।

কটকটে বেঙ [ধন্যা কটকটে+বেঙ] বি কটকট শব্দকারী ব্যাঙ।
'কটকটে বেঙ খাইলে কষ্ট পাবে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

କଟକି, କଟକୀ [ଓ କଟକ] ୧ ବି ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଶହର ଥେକେ ଆଗତ

কটকি

লোক। 'সে দপ্তরের শিরস্তাদার কাত্তার নামে একজন কটকি ছিল।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিণ* ওড়িশার কটক শহরে তৈরি। 'পায়ে ওড়ুতোলা কটকি ছুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯: 'খোলা কটকি চটজুতার মতো বড়।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কটকি [স কড়ার] *বিণ* ফ্যাকাসে। 'সেই কটকি মুখের ফুঁ! বক্সিম, ১৮৭৮।

কটকিনা [হি কটকনা] *বি* মেয়াদি ইজারা বস্তু। *ওসাঁ*, ১৭৮২।

কটকিনাদার [হি কটকনা+ফা দার] *বি* মেয়াদি ইজারাদার। *মেয়াদ*, ১৭৮৭।

কটকেনা [স কটকিনা] *বি* বাড়াবাড়ি। 'ছোয়াছুয়ি নাওয়াখাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত পেয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কটকী প্র কটকি

কটকোআলা [স কট+আ কবালাহ] *বি* শর্তযুক্ত বিক্রয়প্রদ; বন্ধক তমসুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কটঙ্ক [স কট+স অঙ্ক] *বি* অলঙ্কৃত স্মারক। 'কবচ কাবাই পরে কটঙ্ক বিহর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কটড়া *বি* পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'দুই শত কটড়া চলে নয় শত তেলি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কটন মিল [হি] *বি* কাপড় তৈরির কারখানা। 'কটন মিলের মত দুই চারিটি মিল।' *সাম্যবাদী*, ১৯২৪।

কটমট [ধন্য] ১ *ক্রি* *বিণ* ক্ষুদ্র দৃষ্টি। 'ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্ধরে ব্যস্তীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ...' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ *বি* দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ। 'কটমট বিকট দৃশ্যে শব্দ করে।' *রস*, ১৮৫৮। ৩ *বিণ* নীরস। 'তাহার বিবরণ শিখিতে গেলে প্রবঞ্চ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া ওঠে।' *বক্সিম*, ১৮৮৭। ৪ *বিণ* রাগাধিত। 'দিসিক দিকি 'কটমট' দৃষ্টিতে চাহিলেন।' *রেকো*, ১৯০৬।

কটমটে [ধন্য] *বিণ* রসক্ৰয়ী। 'তারা তাঁর কটমটে জন্ম দুদণ্ডের মত বরদাও করে নিত।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

কটরমটর [ধন্য] *বি* যথাকিঞ্চ। 'উনি যে কটর-মটর একটু ইংরেজী শিখেছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

কটরা [হি] *বি* বাটি; পেয়ালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কটলেট [হি] *বি* ভেজে রান্না করা বড় জাতীর পুষ্ক মাংসখণ্ড। 'রঙ ভরপুর! সুপ চণ কটলেট, আন বাবা প্রেট প্রেট।' *বক্সিম*, ১৮৭৮।

কটা [ধন্য] *কট* >। *বি* তালপাছের পোকাবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কটা [স কট >] ১ *বিণ* রক্ষ। 'তদন্তর এক বাক্তি চক্ষু টেরা মাথা নেড়া লেম কটা দাঁত চটা কোতা গরদন ফোতা ভারী ...' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিণ* পিসল। 'আমাদের সর্বাস কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বিণ* ফরসা। 'ওর গায়ের রঙ কটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কটাতুল [কটা+তুল] *বিণ* পিসল বর্ণের চুলবিশিষ্ট। 'কটাতুল নীপচক্ষু কপিশকপোশ/ যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কটা *বি* দৃষ্টি; চাহনি। 'ষাদশ রবির বহি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

কটা *বি* কাঠবিড়াল। 'আমাপো ওদিকে একটা কটা আছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৭।

কটা প্র ক

কটাকট [ধন্য] *বিণ* কটকট ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'কটাকট, চটচট, পটপট শব্দ।' *রস*, ১৮৫৮।

কটাক [স] ১ *বি* আড়চোখ। 'কটাকে করহ বধ জুঝিবে কি কারনে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* আদরসের ইচ্ছিতপূর্ণ দৃষ্টি। 'তোষার কটাকবাসে হাঙ্গল হ্রদয়।' *বাহরাম*, ১৭০০। ৩ *বি* বিরূপ সমালোচনা। 'বিরিকে বর্ণহা করিয়া এ বাবুদিশের ... কটাক কবিতেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বি* চাউনি। 'কাতর কটাক তার যদি লক্ষ করেছি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪: 'শরীরের কোন অংশের প্রতি কটাক করিলেই পরিতোষ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

কটাকপাত [স] *বি* দৃষ্টিপাত। 'আপনত পল্লীর দূরখে কটাকপাত না করিয়া ...' *ভবানী*, ১৮২৮।

কটাকপারদর্শিনী [স] *বিণ* স্ত্রী বাঁকা চাউনিতে দক্ষ এমন। 'সেই কুখ্যাত নৃত্যগীত-কটাকপারদর্শিনী হঠাৎ ছোয়ার মতো তার একটা শাদা স্বকবকে খোলা পা টেবিলের উপরে তুলে দিলো।' *মান্নান*, ১৯৬৮।

কটাকবর্ণণ [স] *বি* বিরূপ আচরণ। 'শাসনকর্তার আমাদের পরে যে কটাকবর্ণণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কটাকবান [স] *বি* বাঁকা চাউনি। 'তাহার কটাকবান বিধে একটুকে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

কটাকভঙ্গি [স] *বি* বাঁকা চাহনি। 'নিতম্ব ও কটিসজ্জাল, কটাকভঙ্গি, কটাকোলান, এককথায় সর্ব অঙ্গের চালনা।' *মুক্ততবা*, ১৯৫৯।

কটাকশালী [স] *বিণ* কটাক করে এমন। 'অক্ষিযুগল শুধু প্রত্যক্ষগোচর নয়, রীতিমতো কটাকশালী হইয়া উঠিল।' *বনযুল*, ১৯৩৬।

কটাকহীন [স] *বিণ* স্থির। 'সেই কটাকহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ডাক্ষর্যপটু শিল্পকের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' *বক্সিম*, ১৮৭৪।

কটাকা [স কটাক >] *ক্রি* কটাক করা। 'কালো জল কটাকিয়া চলে ঘুরি ঘুরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কটার *বি* কটাকরি। 'হান হান হাঁকটা ধম ধম বাঁকা বাঁকা কটার বিরাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

কটাল [তা কডেল] *বি* নদী ও সমুদ্রে জনকীর্তি; জোয়ার। 'জোয়ারের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ... নাবিকেরা ইহাকেই কটাল কহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কটাস [স বট্টাস] *বি* গন্ধ হ্রদায় যে বনবিড়াল; ডাম। 'গণ্ডা মহিস পোড়ে গোড়ৎ কটাস।' *মাগাধর*, ১৫০০।

কটাহ [স] *বি* কড়াই; রান্নার পাত্রবিশেষ। 'নদীতে স্নান করিয়া তেলপূর্ণ কটাহে ঘষ্প দিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

কটি [স] *বি* কোমর। 'কটির কিংকিনি গেল গাএর বসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কটিতট [স] *বি* কোমর; নিতম্ব। 'কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্থল পট্টডোরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কটিদড় [স কটি >] *বি* কোমরবন্ধ। 'কঘেছে কৌপানে কটিদড়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কটিদেশ, **কটীদেশ** [স কটি >] *বি* কোমর। 'কটীদেশে তরোয়ার বড় মনোহরে।' *মুহুদ*, ১৬০০।

কটিনিত্য [স] বি কোমর ও নিত্য। 'হরি-হরিকৃত্ত কটিনিত্য।' আলোড়ন, ১৬৮০।

কটিবন্ধ [স] বি কোমরবন্ধ। 'বেসেলেস কৃত্ত কটিবন্ধ ... গড়পড়তা কথা আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কটিবসনে [স] বি কোমরের কাপড়। 'বলে খোলে মোর কটিবসনে।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কটিশ্রুট [স] বিশ দেহচ্যুত; কোমর থেকে খসে পড়া। 'কটিশ্রুট বসন তোমার।' সুখীন্দ্র, ১৯৩১।

কটিসঙ্কলন [স] বি কোমর দোলানো। 'নিত্য ও কটিসঙ্কলন, কটাক্ততি, স্বচ্ছন্দোলন, এককথায় সর্ব অঙ্গের চালনা।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

কটিষক [স] কারবেড়া বি করল; উচ্ছে জাতীয় সবজিবিবিশেষ। 'ভাণ্ডাকি সহিত ভেঙ্গে কটু কটিষক।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কটু [স] ১ বি মন্দ কথা। 'খিয় কথা ছাড়ি কটু কহিয়া কহিয়া ...।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ঝাঁকঝিঁকি। 'কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিশ ক্রুদ্ধ। 'ধনপতি কটু হয়া বলে দুরক্ষর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিশ তিতা স্বাদবিবিশিষ্ট। 'ভাণ্ডাকি সহিত ভেঙ্গে কটু কটিষক।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৫ বিশ ঝালযুক্ত। 'নিম ও চিরতা তিত্ত এবং মরিচ কটু লাগে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কটুকথা [স] ১ বি গলাশালি। 'কটুকথা ও মিথ্যা তহমত ও অল্প হস্যা আদি সৌভাগ্যের আদালতের কাছারিতে না পাঠাইয়া ...।' মেয়র, ১৭৮৭। ২ বি কড়া কথা। 'অন্যথাপ্রতিত ব্যক্তির কটুমতে কটু কথা উক্ত করিয়া গাঢ়দাহ নিবারণ করেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

কটুকটব্য [স] বি কড়া কথা। 'এক্ষণে কটুকটব্য বলিতে আশ্রয় করিয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৩।

কটুকন্ধ [স] বিশ ঝাঝালো গন্ধযুক্ত। 'কটুকন্ধ অন্ধকারে ভ্রমিলাম বিধাতার সেনা।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

কটুতা [স] বি উগ্রতা। 'কটুতায় কোটি কোটি কালকূটসম।' ভারত, ১৭৬০।

কটু তৈল [স] বি সর্ষের তৈল। 'কটু তৈলে বাতুয়া করিবে দৃঢ় পাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কটুত্ব [স] বি তিজতা। 'সেও ভাজারের কথার কটুত্বের জন্য।' তারা, ১৯৪২।

কটুবাক্য [স] বিশ দুর্বাক্য। ওঁস, ১৭৮৫; 'কটুবাক্য কথা অনুচিত।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

কটুবাক্যি [স] স কটুবাক্যি বি দুর্বাক্য। ওঁস, ১৭৮৫।

কটুবাহী [স] বি দুর্বাক্য। 'তোমার কটুবাহী অগ্নিবরবাহী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কটুভাষী [স] বিশ রুঢ়ভাষী। 'কটুভাষী হওয়া বড় দুশ্বা।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'বর্তমানের কুদর্শন, কটুভাষী রামলোচন সভাই একদা সুদর্শন ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

কটুআ [স] কোঠা বি কোটা। 'সোনার কটুআ দুটি মাথিকে পুরাত্ন।' বড়, ১৪৫০।

কটুজি [স] কটু-উজি বি ভর্ৎসনাপূর্ণ কথা। 'ভূতাদিগের প্রতি মেরুপ কটুজি ও কঠোর ব্যবহার করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কটুজিভাজন [স] বিশ কটু কথা শোনে এমন। 'সে সকলের কটুজিভাজন।' দর্পণ, ১৮২২।

কটেজ [ই] বি কুটির। 'সমুদ্রতীরে কটেজে এসে সে অকৃপণভাবে ...।' আলোড়ন, ১৯৩৩।

কটেজ পিয়ানো [ই] বি ছোটো আকৃতির পিয়ানোবিবিশেষ। 'নিমপ্যাণ্টিক গ্র্যান্ড পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কটো [ই] কটোরা বি বাটি। 'আমি কি তামাকপোড়ার কটোটা আনি নি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কটোর [ই] কটোরা বি বাটি। 'বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কুচ উলট কটোরে।' বড়, ১৪৫০।

কটোরা [ই] কটোরা বি কোটা। 'কোন গুণ আছে এহি কটোরা অন্তর।' আলোড়ন, ১৬৮০।

কটোরা [ই] কটোরা বি কোটা। 'বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে কনক কটোরা হাতে।' চিত্রী, ১৬০০।

কটর [স] কটোর বি পোড়া; গ্ৰহ। 'কটর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন সাহসে।' মুক্ততবা, ১৯৭১।

কঠিন [স] ১ বিশ অসিধিল। 'পান কঠিন উচ ভনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিশ কঠোর। 'সো জন আকুল তুয়া লাগি সুদরী কী ফল কঠিন স্বভাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বিশ দুর্গম। 'বেণ্ডারিস স্থান কঠিন তটে গভীরতের পথ নাই।' রামরাম, ১৮০১। ৪ বিশ শক্ত। 'শরীরে লোহ-নাই ও অতিকঠিন শরীর।' দর্পণ, ১৮২১। ৫ বিশ দুর্বোধ্য। 'কুটিলের প্রথম গ্রহের অস্ত্রের যে অতিকঠিন প্রভাব আছে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৬ বিশ অনড়। 'জাতিরক্ষার যে প্রকার কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৭ বিশ দুরূহ। 'এ সংসারে যেখানে প্রতিপদে কঠিন প্রতিবন্ধক বসে মোচন করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৮ বিশ জটিল। 'অন্য অন্য অনেক কঠিন প্রশ্ন যাহা ১০০ বৎসর ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৯ বিশ গুরু। 'কঠিন দর্শনবিধান এবং ঐ দর্শনাত্মক উত্তর ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ১০ বিশ মনের দিক থেকে কঠোর। 'বড়ো হয়ে তার চেয়ে কঠিন কঠিন হয়ে গেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ১১ ক্রিবিধ দৃঢ়ভাবে। 'বনে পাঠালাম তারে কঠিন বোধিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১২ ক্রিবিধ নিবিড়। 'আজি হবে পরিচয় ঘনিষ্ঠ কঠিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ১৩ বিশ আয়াসলজ্য। 'বীর্য দেখো সুখের সহিতে, সুখেরে কঠিন করি।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ১৪ বিশ রূঢ়। 'সত্য যে কঠিন কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কঠিনচিত্ত [স] বিশ দৃঢ়মন। 'যাব দুর্গমে ... নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কঠিনতম [স] বিশ কঠোরতম। 'মেয়েটির শেষ প্রেমাস্পদা তার সবচেয়ে কঠিনতম হল।' জীবন, ১৯৩২।

কঠিনতর [স] বিশ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। 'কঠিনতর সখ্যম আশ্রয় করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কঠিনতা [স] ১ বি কঠিন্য। 'কৃচ কঠিনতা হেরি বিনু বিল্লু কই।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি দৃঢ় অবস্থা। 'জল শৈতাসহত হইয়া শিলাপট্টক কঠিনতা ধারণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কঠিনত্ব [স] বি শক্ত অবস্থা। 'তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কঠিনভাবাপন্ন [স] বিশ দৃঢ় ভাবযুক্ত। 'হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কঠিন হওয়া ক্রি দুরূহ হওয়া। 'তার স্মৃতিগুলো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কঠিনাঙ্কুরকরণ

কঠিনাঙ্কুরকরণ [স] বি নিষ্ঠুর মন। 'ওমরায়ের কঠিনাঙ্কুরকরণ কোমল হইল।' রামরায়, ১৮০১।

কঠিনাবস্থা [স] বি শক্ত অবস্থা। 'গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কঠূয়া [সি কটোরা] বি ছোটো বাস্র। মানোএল, ১৭৪৩।

কঠোর [স] ১ বিণ প্রচণ্ড। 'হেন মতে কঠোর রন হইল দুই জনে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ কর্কশ। 'অনিতে সূন্য মন্দ কঠোর বচন।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিণ কঠিন। 'মুনি সঙ্গে নরপতী কঠোর তপ করে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি কৃষ্ণতাসাধন। মানোএল, ১৭৪৩। ৫ বিণ নিষ্ঠুর। 'এদেশে অনেক ব্যক্তি ভৃত্যাদিগের প্রতি ... কঠোর ব্যবহার করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিণ তীক্ষ্ণ। 'রমণীয় কুমুমতরুর সহিত কঠোর কণ্টকী বৃক্ষের।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিণ দুঃসহ। 'দুঃখ কঠোর পন্থা তিনি অবগত নহেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৮ বি কঠিন। 'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভাগ্যা, বিপরীত তুমি লগিতে কঠোরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কঠোরকূটা [স] বিণ ক্রী দৃঢ় স্তনবিশিষ্ট। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী স্নিগ্ধকটি কঠোরকূটা বেশ্যাদিগমনে পাগবোধ।' ভবানী, ১৮২৫।

কঠোরতম [স] বিণ অতি কর্কশ। 'পিতৃহীন সন্তানদের কঠোরতম শোকদুঃখের ছায়ামাঝে স্মৃতিমাঝ থাকবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কঠোরতর [স] বিণ অতিশয় কঠোর। 'তিভিক্তা কঠোরতর।' মানিক, ১৯৩৫।

কঠোরতা [স] বি দৃঢ়তা; অনমনীয়তা। 'যাহারা কঠোরতার বলে পুরুষাণ্ড লাভে প্রভী ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কঠোরমূর্তি [স] বিণ কড়া; কঠোর। 'এখানকার আদালতও তেমনি কঠোরমূর্তি নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কড়লিভার [সি] বি কড়মাছের কলিজার তেল। 'রাতে দিনে কড়লিভার খাচ্ছ রুটিতে।' শিবরাম, ১৯৪০।

কড় [স কনিষ্ঠ] বি আঙুলের ভাজের দাগ। মানোএল, ১৭৪৩। 'দু কাঁধের উপর ছোট দুটো চিপির মত শক্ত কড়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কড় [স কটক] বি লৌহনির্মিত বালা। 'হাতে কেবল একগাছ কড়।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

কড়ক [সি] বি চমক। 'কানে তাল লাগে যেন বিজলী কড়কে।' গরীব, ১৭৬৫।

কড়কানো [সি] প্রবল ধমক দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১। 'আমি চালওয়ালাকে কড়কে দেব।' জীবন, ১৯৪৮।

কড়কচ [স কড়ক] বি সামুদ্রিক লবণবিশেষ। 'হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা।' মুহুদ, ১৬০০।

কড়কড় [ধন্য] ১ বিণ কড়কড় ধ্বনিবিশিষ্ট। 'প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাজ়।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বি কড়মড় শব্দ। 'ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কড়কড়কাড়া [ধন্য] বিণ কড়কড় ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'রণে কড়কড়কাড়া ঝাঁড়-ঘাত।' নজরুল, ১৯২২।

কড়কড়ানি [ধন্য] বি কড়কড় বা কড়মড় শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়কড়িয়া [ধন্য কড়কড়] বিণ বাসি শুষ্ক। 'কড়কড়িয়া ভাত।' বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়কড়ে [ধন্য কড়কড়] ১ বিণ শুকিয়ে শুষ্ক হয়ে আছে এমন।

'এরকম চটচটে কড়কড়ে কাদা গুরকিগোলা ...।' জীবন, ১৯৩১। ২ বিণ শুষ্ক, শক্ত ও বাসি। 'কড়কড়ে ভাত, ভাজা মাছ।' শামসুর, ১৯৭০।

কড়খ [সি] রাজার স্তম্ভাশীলক। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়খানো [সি] রাজার স্তম্ভাশীল করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়চা [সি] কারিকা [সি] বি বৈষ্ণব ধর্মীয় গ্রন্থবিশেষ। 'দামোদরবর্ণনের কড়চা অনুসারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কড়চাকর্তী, কড়চাকর্তী [সি] কারিকাকর্তী [সি] বি বৈষ্ণব ধর্মীয় গ্রন্থ রচয়িতা। 'আর সব কড়চাকর্তী রহে দুঃদেশে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কড়ছ [সি] কঙ্কতট [সি] কৌচড়; কোমরের কাপড়। 'কড়ছের রত্ন মুক্তি হারান গোপাল।' মালাধর, ১৫০০।

কড়মড় [ধন্য] ১ বি কোমরের ফলে দাঁতের ঘর্ষণজাত শব্দ। 'দস্ত কড়মড় করে বলয়ে বিশেষ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ কড়কড় ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'বাহিরে মহা ঝড়/ বজ্র কড়মড়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি ঘর্ষনের শব্দ। 'বাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।' জসীম, ১৯২৯।

কড়মড়া [ধন্য কড়মড়] [সি] কড়কড় করা। 'হাড় মাংস কড়মড়ি খাও।' মালাধর, ১৫০০। 'রাগে দাঁত কড়মড়ি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কড়মড়ানি [ধন্য কড়মড়] [সি] কড়কড় বা কড়মড় শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়মড়ানো [ধন্য] [সি] রাগে কড়মড় শব্দ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়মড়ি [ধন্য কড়মড়] [সি] ১ বি দাঁতে দাঁত ঘর্ষনের শব্দ। 'অটুঅটু হাসে করে দস্ত-কড়মড়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ কড়মড় শব্দ করে এমন। 'কড়মড়ি লগ্না সমরে দুরন্ত।' মুহুদ, ১৬০০।

কড়মড়িআ [ধন্য কড়মড়] [সি] ক্রিণ কড়মড় করে। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়সি [সি] কঙ্কতট [সি] বি কোমরে যে সূতা বাঁধা হয়; কাটিবন্ধন। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়া [সি] কপর্দক ১ বি কপর্দক; এক সময়ে প্রচলিত মুদ্রার ক্ষুদ্রতম একক। 'কড়া চারী কড়ী ধনে আপনাক জানহ ঈশরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি হিসাবের এককবিশেষ। 'প্রথমে কড়কে গজকে বড়ুকে টোকে নামতা পর্যন্ত।' ভবানী, ১৮২৫।

কড়াকড়ি [সি] টাকার-পয়সা। 'করলিলে কেউ বেচা কেনা, হাতে নাইরে কড়া কড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কড়াকিআ [সি] কপর্দক+সি ক্রিণ [সি] বি কড়াকিয়া; কড়ার নামতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়াক্রোড়ি [সি] কপর্দক+সি ক্রোড়ি [সি] ১ বি মুদ্রার অতি ক্ষুদ্র একক। 'কড়াক্রোড়ি হিসাব রাখিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি বিপুলবিসর্গ। 'ভগবান কড়াক্রোড়িটো ছাড়েন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কড়াগণা হিসাব [সি] পাই-পয়সা পর্যন্ত হিসাব। 'কড়াগণা হিসাবের চুলসেরা যীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কড়াঙ্ক [সি] কপর্দক+সি অস্ত্র [সি] বি কড়ি সংক্রান্ত হিসাব। 'রাজা কড়াঙ্কতে আপামর সাধারণ পারদর্শী।' সীনবজ, ১৮৭২।

কড়ানিআ [সি] কপর্দক [সি] বি একশত পর্যন্ত কড়ার হিসাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়ায় কড়া কাহনে কানা ~ গৌণ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মুখ্য বিষয়ে হেলা করা। 'কড়ায় কড়া কাহনে কানা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কড়ায় কড়ায় ক্রিবিণ পুরোপুরিভাবে। 'আপন মেহনুতের দাম কড়ায়-আদার করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কড়ায় গম্ভীর ক্রিবিণ হিসাবের শেষ কর্পক পর্থন্ত। 'প্রতিমাসে কড়ায় গণায় হিসাব করিয়া সুদ পাইতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৫৫।

কড়াহো ক্রিবিণ এক কর্পকও। 'ভাও মাথে ষোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' বড়, ১৪৫০।

কড়া^১ [স কটক] ১ বি শিলক। 'পায়ে কড়া।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'ব্যবহারের দুই চারি কড়া আছে।' পৌর, ১৮২২। ৩ বি তামাকের তুকানো ভটি। 'দোকতা কড়া গাঁজা চরস সিদ্ধি আদি যত।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি বেশি নেশাকর। 'উত্তম-তামাকু ভেলসা, অমুরী, কড়া, মিঠেকড়া সাজিয়া আলবোলাওড়ওড়ি হকা ... যোগাইতে থাকিবেক।' ভবানী, ১৮২৮। ৫ বি বালার মতো আঁটা বা হাতল। 'দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কড়া নাড়া ক্রি আস্থান করা। 'তোমার জন্যে লোকালয় হেঁটে এসে আঁকো কড়া নাড়ি।' মাহমুদ, ১৭৭৩।

কড়া^২ বি চামড়ার উপরে ঘর্ষণজনিত চিহ্ন। 'বাতাস দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। 'আঁচুলে কড়া পড়ে গেল।' অবন, ১৯৪১।

কড়া পড়া বিণ আঘাতের চিহ্নযুক্ত। 'জানোয়ারের মতো হাত-পা চালিয়ে যায় ... দুর্বলা মেয়েটার কড়াপড়া গায়ে? কায়সার, ১৯৬২।

কড়া^৩ ১ বিণ কঠিন। 'কড়া কড়া দুই-একটা কথা শুনিবে শিল্পন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ কঠোর ভাষায় লিখিত। 'মাঝে মাঝে কড়া চিঠি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিণ গাঢ়। 'এক-পাড়া চা খেয়েছিলুম সেটা কিছু কড়া-গোছ হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ কর্পক। 'কড়ায় কড়া কাহনে কান।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বিণ তীব্র। 'লক্ষ্য কেমন কড়া।' জসীম, ১৯২৭। ৬ বিণ সতর্ক। 'কড়া-পাহারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৭ বিণ কঠোর। 'কড়া কথা বলতে ত্রাণে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

কড়া কড়া বিণ অত্যন্ত কঠোর। 'নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিতে দিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কড়াকথা বি কঠোর উক্তি। 'তাকে অনেক কড়াকথা তুলতে হয়েছিল।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

কড়া-গোছ বিণ গাঢ় ধরনের। 'এক-পাড়া চা খেয়েছিলুম সেটা কিছু কড়া-গোছ হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কড়া-টান বি দম নিয়ে বেশি সময় ধরে টান দেওয়া। 'আরেকটা কড়া-টান দিলে সিলেটে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

কড়ামিঠে বিণ আরামদায়ক। 'কড়ামিঠে রোদ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কড়ামূর্তি [স] বি কঠোর চেহারা। 'যদি নিজ দেশী কাছে আসে যেঁধি কিছু যেন কড়ামূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কড়ায় কড়া কাহনে কানো - কড়ার প্রতি কড়া দৃষ্টি, কিন্তু কাহনের বোলায় অন্ধ। 'বাংলায় তাহার তরলমা করা যাইতে পারে, কড়ায় কড়া কাহনে কান।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কড়াই^১ [হি] বিণ কড়া। 'কড়াই করিয়া রাক্ষ সরিসার শাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কড়াই^২ [স কটক] বি রান্না করার পাত্রবিশেষ। 'হাঁড়ি ও কড়াই আনিয়া দেয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

কড়াই^৩ [স কলায়] বি কলাই। 'মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে চিবাইল যেন দাঁতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কড়াইওটি [স কলায়+ওটি] বি মটরওটি। 'এইভাবে খেতে হবে কড়াইওটির গুহ্রবল।' শক্তি, ১৯৭০।

কড়াকড় [ধন্যনা] ১ বিণ সাবধানী। 'আরো কঠিন কড়াকড় টোঁকি রাখিবেন।' জানাশেষ, ১৮৩৭। ২ বি কঠোরতা। 'তবু মেজদি মরে কড়াকড় অনেক কসমেছে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কড়াকড়ি [ধন্যনা] বি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা। 'বিদ্যা, ১৮৯১। 'তবু কড়াকড় দিতে কড়াকড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কড়াঝড় [ধন্যনা] ১ বি কড়াকড়ি। 'তাহার উপরে আরো কড়াঝড় করা ভালো বোধ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ কঠোর। 'ভাশোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াঝড়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রিবিণ কড়াকড়াভাবে। 'পাট কড়াঝড় জানিয়েছেন।' মুহুতব, ১৯২৫।

কড়াঝড়ি [ধন্যনা] বি কড়াকড়ি। 'মায়া গাঁথার নাইকো অবকাশ, হাতকড়ারই কড়াঝড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কড়াক্রান্তি ক্র কড়া

কড়ায় [স কলায়] বি কলাই। 'ঠাণা কড়ায়ের ডাল।' জীবন, ১৯৩০।

কড়ার [আ করার] বি চুক্তি। 'চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিহেবু।' বক্রিম, ১৮৭৮। 'স্বর্গে পাব শরাব-সুখ, এ যে কড়ার খোদ খোদার।' নজরুল, ১৯৫৯।

কড়ারে বিণ চুক্তিভিত্তিক। 'সেই কড়ারে কুলির কামটা তড়াডাডুই পেয়ে গেল সেলু?' কায়সার, ১৯৬২।

কড়ি, কড়ী [স কর্পিকা] ১ বি বেচাকেনায় ব্যবহৃত সামুদ্রিক কীটের খোলস। 'বাঁকী ভেল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' বড়, ১৪৫০। 'পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি শাখের দুল। 'কড়ি।' মানোএল, ১৭৪০। ৩ বি সখল: ভাড়া। 'কড়ে নিলেম গান, আমার শেষ প্যারানির কড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ৪ বি শায়কের মতো সামুদ্রিক কীটের খোলস। 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার।' জীবন, ১৯৪২।

কড়িওআলা [কড়ি+হি ওয়াল] বিণ ধনী; বিস্তারালী। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়িকড়া [কড়ি+] বি অর্ধশাহায্য বা অন্য কোনো ভোগ। 'কৃশণ পুজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কড়িকসা [কড়ি+ফা কাশীদান+?] বি কড়ির মূল্য নিরূপক হিসাব। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়িকেনা বিণ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে এমন। 'তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেনা দাসপানী নামহীন চাষী ও মস্তুর।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

কড়ি পোনা ক্রি টাকা পাওয়া। 'কুকি পোয়াতে বাহুরাম, আর পায়ে পা রেখে লাডের কড়ি পোনবার ব্যালা তুই।' মণীশ, ১৯৫৭।

কড়িচালা [কড়ি+স চালন] বি সাপ ধরার কৌশল-বিশেষ। 'কড়ি-চালাটা নিচুই শিখে নিজেচ, না? শরৎ, ১৯১৭।

কড়ি পাতি [কড়ি+স পত্র+] বি টাকা কড়ি। 'কড়ি পাতি নাই দাদা বন্দী থাকি চল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কড়িকটকা [কড়ি+হি ফট] বিণ ধনশূন্য; নিঃস্ব। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কড়ির লেখা বি স্বররের তালিকা। 'হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কড়ি^১ [স কটক] ১ বি শিকল। 'হাতে হাত কড়ি আর পায়ে বেড়ি' দিয়া। 'গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ঘরের ছাদের আড়া। 'জ্ঞান ও কড়ি সকল লেহময়।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কড়িকার্ত [কড়ি+স কাঠ>] বি ঘরের ছাদের অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত কাঠ। 'বৈকে নুয়ে পড়ে বাহাদুরী কড়িকার্ত যত।' সত্যোন্ম, ১৯১০।

কড়িবাঁধা [কড়ি+স বন্ধন>] বি কড়ি দিয়ে বাঁধানো। 'কড়িবাঁধা হঁকা দিয়া অভয়ান করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কড়ি বরণা [কড়ি+প বরণা] বি ঘরের ছাদের ভার রক্ষাকারী শোহা বা কাঠের ফলক। 'ইমারতগুলো তাহাদের শক্ত শক্ত কড়ি বরণা মেলিয়া হা করিয়া আমাকে গিলিয়া ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

কড়ি^২ [স কটক] বিণ (সংগীত) মূল স্বরের থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্বর; কেবল 'মধ্যম' স্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (তুলনীয়: কোমল)। 'কড়ি বাজে কি কোমল বাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কড়িকোমল [কড়ি+স কোমল] বি (সংগীত) সপ্তস্বরের মধ্যে সা ও পা ছাড়া অন্য চারটির অপেক্ষাকৃত নিচু বা কোমল এবং মা এর অপেক্ষাকৃতকৃত চড়া কড়ি স্বর। 'আমার মনের এই কড়িকোমল পর্দাগুলির উপর সে ... সুর বার করতে পারত।' প্রমথ, ১৯৫৫।

কড়িমধ্যম [কড়ি+স মধ্যম] বি মধ্যম বা 'মা' সুরের ঈষৎ চড়া পরদা। 'বে-পরদা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কড়িয়াল বি পানকৌড়ি। 'না বুঝে সাঁতার কাটে কড়িয়াল গোরিলা-দম্পতি।' শক্তি, ১৯৬৯।

কড়ুই^১ [স কোর>] ১ বি ধানের গোলা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি গাছবিশেষ। 'কড়ুই গাছের ছায়ায় বসে ও।' সেগিলা, ১৯৭৫।

কড়ুই রাড়ি [স কনিষ্ঠ+স রতা] বিণ বাল্যবিধবা। 'স্যাঙ্গা করা কড়ুই রাড়ি মেয়েটা।' নজরুল, ১৯২৪।

কড়ুয়া^১ বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর, গুলামৌ অঞ্চলে থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কড়ুয়া^২ [স কটক>] বিণ সরিষাজাত। 'মহুয়া তেল আনব, না কড়ুয়া তেল?' বিভূতি, ১৯৩৮।

কড়োয়া [স কটক] বি ফলের গুটি বা প্রথমবস্থা। 'বসন্তকালে উইয়ে গিয়ে কড়োয়া ধরে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কড়ী [স কটক] বি শাকবিশেষ। 'কড়ী সাক তোলে দুয়া ফিরে খেতি যেত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কড়ে [স কনিষ্ঠ] বি (আঙুলের ক্ষেত্রে) হাতের পঞ্চম অথবা কনিষ্ঠ আঙুল। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'মারী-মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কড়েরাড় [স কনিষ্ঠ+স রতা] বিণ বাল্যবিধবা। 'কড়েরাড় তবু যেন স্থির সৌখিনিনি।' ডাবানী, ১৮২৫।

কড়ায় [স কোর] বি কড়ুই গাছ। 'কড়ায় আড়ায় রাজে।' বড়ু, ১৪৫০।

কড়ী বি কর্ণাধর। 'কানের হিরাধর কড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

কর্ণ [স বি কণা] 'এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কর্ণআ [স কনক] বি কনক। 'কর্ণআ সদৃশ রাধা তোন্ধার গায়।' বড়ু, ১৪৫০।

কর্ণা [স ১ বি ফুলকি। 'বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।' রূপরাম,

১৭৫০। ২ বি বিন্দু পরিমাণ। 'কর্ণাটুক যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কর্ণাতম [স বিণ সামান্যতম। 'কর্ণাতম শিখা লয়ে অসীমের করে আকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কর্ণামাত্র [স বিণ বিন্দু পরিমাণ। 'আমার তাতে কর্ণামাত্র আপত্তি নেই।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

কর্ণায় কর্ণায় ক্রিবিণ কণা পর্যন্ত। 'নিতৈ চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

কর্ণাদ [স বি বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক। 'কর্ণাদ ... যে কোন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কর্ণি [স কণি] বি কোণ। 'করে নখ-রঞ্জনী ঢাকরে নখের কর্ণি।' চঞ্জী, ১৫৫০।

কর্ণিক [স বি কণা। 'লয়ে আমার তুচ্ছ কর্ণিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কর্ণিকা [স ১ বি ক্ষুদ্র কণা। 'স্মৃতির কর্ণিকা তারা স্মরণের তলে পশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি অতি অল্প অংশ। 'কর্ণিকামাত্র ধারণ করেন, বাকী অতিথ-ফকীরদের দেন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কর্ণিকাগ্রামাণ [স বিণ সামান্য পরিমাণ। 'তবু কর্ণিকাগ্রামাণ বিদ্যোৎ দিগেন না থাকে।' মনোজ, ১৯৬১।

কর্ণিকাবর্ষীয় [স বিণ সামান্য আয়বিশিষ্ট। 'সে কর্ণিকাবর্ষীয়ও বটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কর্ণে স কন্যা বি বিয়ের কনে। 'বর বড় কি কণে বড় - এই নিয়েই আড়াআড়ি।' প্রমথ, ১৯১৭।

কটক [স ১ বি কাটা। 'শিমুলীর বৃক্ষ যেন কটকে বেষ্টিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কটক ফুলি দুহুখ পাইল অন্তরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অন্তরায়; বাধা। 'আর-এক বিষয় কটক, কতকগুলি উন্নতি ও সংস্কারবিরাগী সতীর্ণহৃদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি কটের বিষয়। 'পরে একবার মস্তীর কাছে যেতে হবে। আঃ, সেটা আবার একটা বিষয় কটক।' মাইকেল, ১৮৬১।

কটক-আগার [স বি কাঁটাপূর্ণ স্থান। 'কটক-আগার ভীতিপূর্ণ চিরদিন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কটক-কুণ্ঠিত [স বিণ বিপদসংকুল। 'কটক-কুণ্ঠিত বিগণে আমাদের চলা।' নজরুল, ১৯২৬।

কটকখচিত [স বিণ কাঁটামুক্ত। 'সেই সমাজের সূচিমুখ কটকখচিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কটকতরু [স বি কাঁটাগাছ। 'কানন কটকতরু-গহন, আঁধারা ধরনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কটকপথ [স বি বন্ধুর পথ। 'সেই দিন হতে কটকপথে চালিয়াছি দিনগুলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কটকপ্রাচীর [স বি কাঁটার দেয়াল। 'অশ্রুদ্বার কটকপ্রাচীর নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কটকবিদ্ধ [স বিণ বাধ্যগ্রস্ত। 'ইহাই লইয়া কটকবিদ্ধ হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কটকবিনির্নিষ্ঠ [স বিণ কাঁটা দিয়ে তৈরি। 'প্রথমতঃ তালপত্রহিত কটকবিনির্নিষ্ঠ চতুঃপাদকর্ণের ...।' ডাবানী, ১৮২৫।

কটকবীজপূর্ণ [স বিণ কাঁটাময়। 'কটকবীজপূর্ণ ক্ষেত্রে কোনরূপ শস্যোৎপাদন হওয়া অসম্ভব।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কটকময় [স] বিণ কাঁটায় ভরা। 'কটকময় নিবিড় বন সাবধানে পার হইলে পরে ...' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কটকশাখা [স] বি কাঁটা বিহানো শাখা। 'সমস্ত সংসার চাকুর পক্ষে কটকশাখা হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কটকশাখা [স] বি কাঁটাওয়ালা শাখা। 'কটকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কটকসাবলু, **কটকসবুল** [স] বিণ কটকাকীর্ণ। 'যে পথ কটকসবুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কটকসবুল যে ...।' বনফুল, ১৯০৬।

কটকসমাকীর্ণ [স] বিণ প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'উপলব্ধুর কটক-সমাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চলবার শক্তি সে পাবে কোথা থেকে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কটকা [স কটক] ১ ক্রি কাটা ফোঁটানো। 'উপমা কি দিতে, পারি কটকিতে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রি কটকিত করা। 'খণ্ড খণ্ড উদ্ধাপিত করে/কটকিয়া তোলে ছায়াপথ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কটকাকীর্ণ [স] বিণ কাটা-বিহানো। 'ত্রীলোকদিগের ঐহিক পারত্রিক উভয় পন্থাই কটকাকীর্ণ।' বামাবোধিনী, ১৮৮২।

কটকাবৃত্ত [স] বিণ কাঁটায় ছাওয়া; দুর্গম। 'কত স্থানে যে কত প্রকার কটকিত ও কটকাবৃত্ত পথ দৃষ্টি করিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কটকিত [স] ১ বিণ ভীতিবিহীন। 'সেই মুহূর্তে দলশীর শরীর কটকিত হইল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিণ কাঁটামুক্ত। 'পাড়াডাঙলি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ঢাকানো কটকিত হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৩। ৩ বিণ উৎকর্ষিত। 'মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কটকিত হইয়া উঠিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ দূর্বল। 'পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সন্তানের দ্বারা কটকিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ বিণ রোমাঞ্চিত। 'শরীর কটকিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৬ বিণ প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ। 'আরাজকতার চরতলো কটকিত করে রেখেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কটকা [স কটক] বিণ কাঁটাওয়ালা। 'রমণীয় কুসুমতরুর সহিত কঠোর কটকা বৃক্ষের।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কটকারি [স] বি বঁচি গাছ। 'আরুদ তপন নাটা কটকারি খেতজটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কট দেশ [স কটদেশ] বি কটদেশ। 'কট দেশে গ্রান মোর জতদিন ধরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কটদারী [স কর্ণদারী] বি কাণ্ডারি। 'আমো কটদারী খ্রীণসায়র।' বড়, ১৪৫০।

কটিকা [স] বি কাঁটা। 'নিকটেতে দূর যেন পুষ্পেতে কটিকা।' আলাওল, ১৬৮০।

কটিকারী [স কটকারি] বি কাঁটাওয়ালা ডেহজ গাছবিশেষ। 'যদি কোথাও কটিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল ...' বিভূতি, ১৯২৯। 'পায়ের কাছে একটি কটিকারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কট্টাট্রি [হি] বি যোগাযোগ। 'আমি পরে কট্টাট্রি করবো।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

কট্টাট্রি [হি] বি তিকাদার। 'কর-সম্রাটের কট্টাট্রি হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কঠ [স] ১ বি গলা। 'বিদুজন লোখ তোর কঠ গ মেলি।' চণ্ডা, ১৮,

১২০০। ২ বি গলার স্বর। 'রাধার সুশিখা কাহ কঠ কুজনে।' বড়, ১৪৫০।

কঠকুজন [স] বি শীষকার। 'রাধার সুশিখা কাহ কঠ কুজনে।' বড়, ১৪৫০।

কঠচিহ্ন বি গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'কানে বুগড়ী বা খুলানদা, গলায় কঠচিহ্ন পরতেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

কঠচ্ছেদন [স] বি গলা কাটা। 'তোমার কঠচ্ছেদন করিব।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কঠ-হেঁড়া [স কঠ+হেঁড়া] বিণ উচ্চক্ষনি-বিশিষ্ট। 'গাইবি আবার কঠ-হেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিত গান।' নজরুল, ১৯২৪।

কঠদেশ [স] বি গলদেশ। 'কঠদেশ দেখিবার শঙ্কত ডৈল লাজে।' বড়, ১৪৫০।

কঠধনি [স] বি গলার আওয়াজ। 'নবমেঘ জিনি কঠধনি যে গম্বীর।' কুন্দের, ১৫৮০।

কঠনালী [স] বি কঠনালি; গলা। 'মোর কঠনালী বদ্ধ যেন অপোচর যুগে।' সুশীল, ১৯২৯।

কঠনালি, **কঠনালী** [স] বি গলনালি। 'জিহ্বা ও কঠনালী এ উভয়েক বাগিন্দ্রিয় বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১। 'কঠনালির নিয়মে ব্যতিক্রম হলেই ...' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

কঠনিসৃত [স] বিণ কঠ থেকে বহির্গত। 'বালকবালিকাগণের কঠনিসৃত সুমধুর ধনি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কঠ-বাজ [স কঠ+ফা বাজ] বি কথা বলে বা শব্দ করে যে। 'কঠ-বাজের আওয়াজ।' জীবন, ১৯২৭।

কঠমালা [স] বি গলার হার। 'চন্দন চৌখুরী দিল আরি কঠমালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কঠযন্ত্র [স] বি স্বরযন্ত্র; মুখ। 'নির্মম হাতে কঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কঠরুদ্ধ [স] বিণ খাসরুদ্ধ। 'মিন্যারে করিব ধ্বংস কঠরুদ্ধ করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কঠরোধ [স] বিণ বাক্তরুদ্ধতা। 'ভূক্তরুদ্ধ কঠরোধ ব্যাসের হইল।' ভারত, ১৭৬০।

কঠলগ্ন [স] বিণ গলা জড়িয়ে আছে এমন। 'ভারতবর্ষের কঠলগ্ন বৌদ্ধশ্রদ্ধালি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কঠলগ্না [স] বিণ ক্রী গলা জড়িয়ে আছে এমন। 'হৃদয়বল্লভের কঠলগ্না হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সুস্থিতি স্থানভব করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৫৫।

কঠলীলা [স] বি সুরের কারুকাঙ্ক। 'কঠলীলা বাজিছে বীণা।' নজরুল, ১৯৩০।

কঠশিল্পী [স] বি গায়িকা। 'বিশিষ্ট কঠশিল্পী।' বেগম, ১৯৬৮।

কঠশ্বাস [স] বি কঠ থেকে নিঃসৃত বায়ু। 'মাতরিখা পরিভ্রু করিব কঠশ্বাস।' সুশীল, ১৯৪০।

কঠসংগীত [স] বি গান। 'এদের কঠসংগীত যা শুনেছি তাকে সংগীত বলাই চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কঠসুর [স] বি সুরেলা কঠ। 'জাহেদুর রহীমের কঠসুর অভিবিশের মুখ করে।' বেগম, ১৯৬৯।

কঠস্থ [স] ১ বিণ মুখস্থ। 'মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার ভাব্য কঠস্থ।' ৪৯১

দর্পণ, ১৮২৯: 'যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিপ অভ্যন্ত। 'সৈনিক জীবন এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিপ আত্মস্থ। 'গলার হারবন্ধে বঙ্গ সরবতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

কণ্ঠশ্বর [স] ১ বি গলার আওয়াজ। 'যাহাদের মূদ্র কণ্ঠশ্বর ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি গর্জন। 'সিদ্ধুর গম্ভীর গীত, মেঘের গম্ভীর কণ্ঠশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি বজ্রব্য। 'ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠশ্বর পারিনি তো দিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কণ্ঠহার [স] বি গলার মালা। 'এহনা অবসর ধৈর্য পূজা হিত/সুকবি ভনিথ কণ্ঠহারে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'তার হাড়ো কৈল কণ্ঠহার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কণ্ঠা [স কণ্ঠ] বি গলা। 'গণ্ডা গণ্ডা বনার বচন আমার কণ্ঠায় রহিয়াছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কণ্ঠাগত [স কণ্ঠ-আগত] ১ বিপ গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে এমন। 'হয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিপ জানা আছে এমন। 'আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কণ্ঠাধি [স কণ্ঠ-অধি] ১ বিপ মৌখিক। 'কণ্ঠাধি ভ্রুতীর আইনকানুনের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি জিহ্বা। 'সরবতী নিজের পশ্যাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসঙ্গের কণ্ঠাধি বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কণ্ঠাধুজ [স কণ্ঠ-অধুজ] বি (তত্ত্ব) ঘটক্রমের অন্যতম অনাহত চক্র। 'কণ্ঠাধুজবি চতুর্দলে অবস্থান।' চণ্ডী, ১৫৭০।

কণ্ঠাশ্রেয় [স কণ্ঠ-আশ্রেয়] বি গলার জড়িয়ে আলিঙ্গন। 'সুদৃশ্য মানসী যুগী, কণ্ঠাশ্রেয় না পেয়ে, ধুলায়।' সূর্য্য, ১৯২৮।

কণ্ঠোজাণা বিপ কণ্ঠে ধনিত হয় এমন। 'কুমারীর কণ্ঠোজাণা কৃহিকনী কথা আছে।' শামসুর, ১৯৫৯।

কণ্ঠক [স কণ্ঠক] বি কাঁটা। 'কণ্ঠক মাঝ কুসুম পরগাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কণ্ঠী, কণ্ঠী [স কণ্ঠী] ১ বি বৈষ্ণবদের ব্যবহৃত তুলসী কাঠের মালা। 'হেলায় প্রফায় জীব কণ্ঠী ধরে যত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি মালা। 'কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩: 'পুতির কণ্ঠখানি গলায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

কণ্ঠিবদল, কণ্ঠীবদল [স কণ্ঠী+আ বদল] বি মালাবদলের মাধ্যমে সাধনসঙ্গী বা সাধনসঙ্গিনী হওয়ার প্রথা। 'ভূমি যদি অনুমতি দাও আমি কণ্ঠিবদল করি।' নীনবন্ধু, ১৮৭২: '... কোনো দাড়িওয়ালা বোটিমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে।' প্রমথ, ১৯২২।

কণ্ঠোআল [স কণ্ঠকিফল] বি কাঁঠাল। 'গুণা নারিকেল কণ্ঠোআল ভাল।' বড়, ১৪৫০।

কণ্ঠাটম, কণ্ঠাটরি [বি] বি বাসের যাত্রীদের কাছ থেকে যে ভাড়া আদায় করে। 'কণ্ঠাটর ফ্রেমের শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে।' হাফিজুর, ১৯৫৩: 'পেছনের সিঁড়ি বেয়ে কণ্ঠাটর কুমড়ো নামাচ্ছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কণ্ঠ [স] বি খেস। 'কণ্ঠ-ক্রেদ মহাপ্রভুর খ্রীঅঙ্গে লাগিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কণ্ঠুরসী [স] বি চুলকানির রস। 'ভার কণ্ঠুরসা প্রভুর খ্রীঅঙ্গে লাগিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কণ্ঠুয়িত [স] বিপ চুলকাচ্ছে এমন। 'শুশ্রূষা কণ্ঠুয়িত করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কণ্ঠারী [স কাণ্ডধারা] বি বজ্রাবরণ। 'বাল তিলকক বান্ধ ৭ ভুলহ রাজপথ কণ্ঠারী।' চণ্ডী ১৫, ১২০০।

কণ্ঠ [স কণ্ঠ] বি কান। 'কণ্ঠের কুণ্ডল তোর মাগিক উজলে।' বড়, ১৪৫০।

কণ্ঠমুগ্ধ [স কণ্ঠ+মুগ্ধ] বি দুই কান। 'কণ্ঠমুগ্ধ শোভে যেহ বকশের জাল।' বড়, ১৪৫০।

কণ্ঠ্যা [স কণ্ঠ্যা] বি মেয়ে। 'মণোদার কণ্ঠ্যা সেই খনে উপজিল।' বড়, ১৪৫০।

কত [স কতি] ১ ক্রিবিপ কী পরিমাণ। 'কত লিখি দুখভারে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিপ কিছু। 'এইমত নানা রসে দিন কত গেল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ কতো

কতএ ক্রিবিপ কখনো। 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লঙ্কাপুর বাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কত কত ক্রিবিপ অনেক। 'কত২ ধনি বংশ্য এতদ্রুপ অপব্যয় করিয়া একবারে নির্ধন হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কতকাল [কত+স কাল] ১ ক্রিবিপ কতোদিন। 'ঘরে জাগড়াক্রি রাখিয়া পুনিব কতকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রিবিপ দীর্ঘকাল থেকে। 'আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি যে, বদশের মঙ্গল চোটা কম।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কত কি যে - নানা কিছু। 'ইচ্ছা করে কত কি যে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কতক্ষণ [স কতিক্ষণ] বি কিছু সময়। 'এই মতে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কতদিন [কত+স দিন] ১ ক্রিবিপ কিছুদিন। 'কতদিন ভুমর পরাভব পাওব ...।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিপ কতোবার। 'কতদিন বসি তীরে তনেছি নদীর নীরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ ক্রিবিপ কতোকাল। 'আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে?' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি কতোগুলি দিন। 'ব্রাহ্ম যুম চাপা দিবে এল গেল চলি কতদিন ফিরে ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কতদূর [কত+স দূর] ১ ক্রিবিপ কিছু দূর পর্যন্ত। 'বেলুন কতদূর উঠিয়া কতক্ষণ বিলম্বে পতিত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিপ কতদূর; কী পরিমাণ। 'সেই অপরিস্রাভ কালে হিন্দু জাতি কতদূর সভ্যতারূপে ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিপ কতোখানি। 'তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৪ ক্রিবিপ বহুদূর। 'ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে তোমার কাছে ধরা দিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ ক্রিবিপ কী যে। 'কতদূর আমি আনিছি তা বুঝি নে, কিন্তু তার থেকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কত ধানে কত চাল - প্রকৃত অবস্থা। 'সে বুঝবে এবার কত ধানে কত চাল।' ওয়ারী, ১৯৬২।

কত-না ১ বিপ অনেক। 'এমন কত-না প্রাতে চাহিয়া আকাশপাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিপ সীমাহীন। 'হলো না সারা কত-না যুগ ধরি কেবলি আমি লব।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

কতবার ক্রিবিপ বহুবার। 'কতবার ওনিয়াছি তবুও আবার যাচি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কতমত [কত+স মত] ক্রিবিপ কতোভাবে। 'কতমত প্রকারে করিলেক তবু কন্যাকে কথা কহাইতে ...।' হালহেড, ১৭৭০।

কতমত [কত+স মত] ক্রিবিণ নানা রকম। 'কতমত পরিয়া মুখোশ/মাগিছ সবাব পরিতোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কতমতে ক্রিবিণ কতোভাবে। 'অন্যধর্মার্থিত ব্যক্তির কতমতে কটু কথা উক্ত করিয়া গাভ্রাদহ নিবারণ করেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

কতমতো [কত+স মত] বিণ অনেক রকমের। 'কতমতো লেখার আসবাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কত-যে বিণ অসংখ্য। 'কত যে গিরি কত যে নদী তীরে বেড়ালে বহি ছোটো এ বীশিটিরে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

কতরূপ [কত+স রূপ] বি বহুবিশ। 'চুনাগলি অধিবাস খোলার আলয়। তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ক্রিবিণ কতো রকমের। 'উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কতরূপে ১ ক্রিবিণ কতো ধরনে। 'বস্ত্রিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে যশী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রিবিণ কতভাবে। 'কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কতহোখনে [স কতিকখন] ক্রিবিণ কতোকখনে। 'মেলিআ কতহোখনে।' বড়ু, ১৪৫০।

কতক [স কতি] ১ বিণ কিছু-সংখ্যক। 'কতক দয়িতা করে স্বক্ক-আলমশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ কয়েক। 'ইরাবন্ত জনিসলেক কতক দিসলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৮। ৩ বিণ কিছু। 'এই মতে কতক কাল গত হইলে।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বিণ কিছু পরিমাণ। 'টাকি অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৫ বিণ কতিপয়; কয়েকটি। 'তিন ত্রোশ পক্ষিমে কতক স্থান এ প্রকার অসাহ্যকর ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কতক কতক ক্রিবিণ কিছু কিছু। 'দেখাও যায় কতক কতক।' বেগম, ১৯৪৮।

কতকগুলো বিণ কিছু। 'কতকগুলো বনা জাতীয় লোক দাঁতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' দর্পণ, ১৮২৯।

কতকগুলি বিণ কিছু সংখ্যক। 'কতক গুলি কর্মচ্ছাত্র বিষয়াকাকী উন্মোদণ্ডয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল।' দর্পণ, ১৮২১। 'ভবিষ্যৎ কতকগুলি নিয়ম নিরূপিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কতকগুলিন ১ বিণ কিছু সংখ্যক। 'তাহারা কহিলেক কতগুলিন উড়ন্ত জীব।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ কয়েকজন। 'কতকগুলিন লোক কর্মের উন্মোদণ্ড আছে।' ভবানী, ১৮২৩।

কতকগুলীন বিণ কয়েকজন। 'কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্য।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কতকটা বিণ খানিকটা। 'কনট্রেল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ...' বস্ত্রিম, ১৮৭৪।

কতবেল [স কপিথ+বেল] বি টকস্বাদযুক্ত ফলবিশেষ। 'ছেলেবেলায় কতবেল কি বিলেতি আমড়া চুরি করত ... ওদের বাড়িতে গিয়েছে।' ইলিয়াস, ১৯৭৫। দ্র কথবেল

কতরি [স কতি] ক্রি করে। 'কতরু মনোরথ কৌশল কতরি।' গোবিন্দ, ১৬০০।

কতল [আ] ১ বি প্রাণনাশ; হত্যা। এডমন, ১৭৯০। ২ বি শিরচ্ছেদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কতল অমদ [আ কতল+ফা আমদ] বিণ স্বজানকৃত হত্যার জন্মে

দায়ী। 'কতল অমদ অর্থাৎ জানকৃত বধের শাস্তি প্রতিহত্যা' হাইবেক। ফরস্টার, ১৮০১।

কতল কোসা [আ কতল+ফা কশা] বি অনিচ্ছাকৃত হত্যা। এডমন, ১৭৯০।

কতলগাঁহ [আ কতল+ফা গাঁহ] বি বধ্যভূমি। 'কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কতলগাঁহেতে তারই।' নগরুল, ১৯২৮।

কতি [স কতি] ১ বিণ কিছু। 'কতি সয় রূপ ধনি আনলি চোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ কতো। 'তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি।' মালাধর, ১৫০০।

কতিখন ক্রিবিণ কতোকখন। 'ন জানল কতি খন তেজি গেল রে বিচুরল চকো জোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কতি বি লাঠির নিচের মাথার খাতব আবরণ। মানোএল, ১৭৪৩। দ্র কতু

কতি, কতী [স কুয়] ক্রিবিণ কোথায়। 'দেব সন্ধে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী।' বড়ু, ১৪৫০; 'আম্বাক ছাড়িআ কাহ গেলা কতী।' বড়ু, ১৪৫০; 'সকলি কহেনে তুমি আমা আনিলে কতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তম্বা লক্ষ বীরের বাইআ জাও খুতি তাঁড়ুন জিতে বোটা পলাইবে কতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কতিচিৎ [স কথজিৎ] বিণ কিছু। 'বেলা অবসান কালে কতিচিৎ কতুহাল।' মানিকরায়, ১৭৮১।

কতিচুস [স] ১ বিণ কয়েকটি; কিছুসংখ্যক। 'এ সভাতে কিছু দিন পূর্বে যেই বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয় বিষয় প্রকাশার্থে প্রেরণ করিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ কয়েকজন। 'কতিপয় ছাত্র ... নাট্যক্রীড়া সম্পাদনে ... আয়োজিত হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

কতু বি লাঠির তলার লৌহ আবরণ। মানোএল, ১৭৪৩। দ্র কতি

কতুক [স কৌতুকা] ১ বিণ আনন্দিত। 'দেখিয়া কতুক শিব বলদের ঠান।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি আশ্রয়। 'আমার গীত শুনিতে জ্ঞান হৃদয়ে কতুক।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি আশ্রয়। 'রথ চড়ি তিন দিক কতুকে বেড়াইব।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কতুব তারা [আ কতুব+স তারা] বি ধ্রুবতারা। মানোএল, ১৭৪৩।

কতেক [স কতিকা] ১ ক্রিবিণ কতোটা। 'কতেক করসি দাপ সহিতে নারিবি চাপ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কতোখানি। 'কতেক বিয় এড়াইল অশ্রু ভিতরে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিণ কয়েক। 'শিথিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কতো [স কতি] ১ বিণ কী পরিমাণ। 'হেনমতে কতোখান রহী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কিছুসংখ্যক। 'একদিন হাটে যায় জনকতো মেয়্যা।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৩ বিণ বহু। 'এতো দীর্ঘ, যে, কতো অনন্তো কুটি সমুদ্রে পারে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ৪ বিণ নানা ধরনের। 'রে হয়নি বলে কতো কথাই বলচে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। দ্র কত

কতর্ব, কতর্ব [স কর্তব্য] বি যা করণীয়। ক্যালেল, ১৭৯৪।

কস্তা [স কর্ভা] বি গৃহস্থানী। 'ওগো কস্তা ঘরে আছেন।' উমেশ, ১৮৫৭।

কস্তার ইচ্ছা কর্ম উলু বনে কেস্তন – যার হাতে কর্তৃত্ব তার ইচ্ছা অনুশীলনেই কাজ হয়। উমেশ, ১৮৫৭।

কস্তাল [স কর-তাল] বি করতাল; কাঁসা নির্মিত তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অরকেট্টা কিস্ত ঢাক ঢোল কস্তাল বাজিয়ে হুকার দিচ্ছে।' মুক্ততা ১৯৫২।

কথবেল [স কপিথ-বেল] বি টকস্বাদযুক্ত ফলবিশেষ। 'পেকে হ'ল কথবেল

সুগন্ধের ধাম'। ওগু, ১৮৫৮। **ব্র কতবেল**

কব্বেস [স কছপা] বি কছপ। 'কব্বেসবের নখ আন কুস্তীরের দাঁত'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কতাব্য [স কর্তব্য] বি যা করণীয়। 'মহাশয়ের ইহাই কতাব্য'। ওগু, ১৭৭২।

কথ [স কতি] ১ বিশ কত সংখ্যক। 'পসচাতে লড়িয়া বল কথ সন্য থোয়া'। মালাধর, ১৫০০। ২ বিশ কতো। 'কথ দুঃখ সহ্যে লোক সুখের নিমিত্তে'। আলাওল, ১৬৮০।

কথকাল [কত+স কাল] ক্রিবিণ কিছু কাল। 'কথকাল এহি শিত গর্ভেত থাকিব'। সুলতান, ১৬৫০।

কথকক্ষণ [কত+স কক্ষণ] ক্রিবিণ কতোক্ষণ। 'মানবীর মন ডুলাইতে কথকক্ষণ'। বাহরাম, ১৬৫০।

কথক [স] ১ বিশ বর্ণনাকারী। *মানেএল*, ১৭৪৩। ২ বি আবৃত্তি ও গানসহ হিন্দুপুরাণ পাঠ করে যে। 'ভাল ভাল কথকের অপর্য্য ক্ষমতা দেখা গিয়াছে'। রাজ, ১৮৭৪; 'কথক গড়ছে রামায়ণকথা'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কথকঠাকুর [স কথক+স ঠাকুর] বি আবৃত্তি ও গানসহ হিন্দু পুরাণ পাঠকারী ঠাকুর। 'কয়েক টান দিয়া কথকঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল - খান'। বিভূতি, ১৯২৯।

কথকতা [স] ১ বি আবৃত্তি ও গানসহ পুরাণ পাঠ অথবা ব্যাখ্যা। দর্পণ, ১৮২৩; 'কৃত্তিবাস যেমন কথকতা চলিয়া রামায়ণ লিখিতেন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি পাঁচালি গাওয়া। 'কথকতা করবার জন্য ভগবদ্গীতা গলা ধাক্কা চাই'। প্রমথ, ১৯২০; 'তাহার বার ঘাটে কথকতা করিতেছে'। বিভূতি, ১৯২৯। ৩ বি কথাবার্তা। 'কথকতার খেলাবার তার তোমার ওপর'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

কথক ক্রিবিণ কতক; কিছুটা। 'তোমার কাজ্য কথক তফাত পোষকের'। হ্যালহেড, ১৭৭৩; 'সন্ধি সিলা পুর রহে কথক দূর'। মানিকরাম, ১৭৮১।

কথকগুলিন বিশ কয়েকটি। 'বহু কালাবধি কথকগুলিন অনুমান'। জানাকগোদায়, ১৮৫২।

কথকিঞ্চ [স] ক্রিবিণ কোনো মতে। 'নীরব হইয়া কথকিঞ্চ কষ্টসূটে কিঞ্চিকাল সন্মুখিত হইয়া ...'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

কথকিত [স কথকিঞ্চ] বিশ সামান্য। 'তোমার অটল ভক্তির কথকিত পরিমাণ তুলিলেও তুলিতে পারে'। মশাররফ, ১৮৮৯।

কথন [স] ১ বি কথা। 'রতিকামে হেনমতে হইল কথন'। মালাধর, ১৫০০। ২ বি প্রচার। 'সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি উচ্চারণ। 'কর্ণে স্নানাসের মন্ত্র করিল কথন'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি কাহিনি। 'মহন্ত জ্ঞানের মুখে গনিছি কথন'। বাহরাম, ১৬৫০।

কথনাদি [স কথন-আদি] বি আলাপ-আলোচনা। 'ইংরাজী কথনাদি ঘরা এইরূপ চল করেন'। অক্ষয়, ১৮৪৪।

কথবেল [স কাপিন্য+স বিদ্য] বি কতবেল। 'কার গাছে কথবেল পেকেছে'। বিভূতি, ১৯৩১। **ব্র কতবেল, কথবেল**

কথা [স] ১ বি বচন। 'হেন অদভূত কথা শুল ল বড়ায়ি'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি কাহিনি। 'তবেসি কাহিহ সব কথা আদিমূল'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি প্রশংসা। 'সভার শ্রীমুখে নিরন্তর যার কথা'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি স্ববাদ। 'এই কথা গিয়া তুমি কহিও সবারে'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি

উপাখ্যান। 'দক্ষয়জ্ঞতস কথা প্রথমে রচহ গাথা'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৬ বি প্রশ্ন। 'এ কথার বরো ঠেক ওতোর দেওন'। আশোনিয়া, ১৭৪৩। ৭ বি প্রস্তাব। 'এ বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন এক কথা উপস্থিত কর্তব্য'। পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬। ৮ বি বাক্য। 'দুই একটি কথা হাজারে প্রসঙ্গ করা যাইতেছে'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৯ বি বক্তব্য। 'তাহাতে এই প্রকার অনেকানেক কথা ছিল'। অক্ষয়, ১৮৫০। ১০ বি বিষয়। 'ইংলন্ডীয় কতকগুলি রাজপুরুষের ধর্মার্থ বিবেচনার কথা কি কহিবে?' অক্ষয়, ১৮৫০। ১১ বি তথ্য। 'সে কথা লুকায়া না মোর কাছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ১২ বি স্মৃতি। 'সেদিনের মত কথা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। বি ইচ্ছা। 'আমার প্রাণের কথা বুঝিল না কেহ'। রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কথা আওড়ানো ক্রি মুখস্থ বুলি বারবার বলা। 'কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কথাওয়ালা [স কথা+হি ওয়ালা] বি যে কেবল কথা বলে। 'কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কথা-কইয়ে [স কথা+হি কহা] বি কথা বলে যে। 'ইএ প্রত্যয়ের সাহায্যে তাকে কথা-কইয়ে বলা যেতে পারে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কথা কওয়া ক্রি কথা বলা। 'তবে সে কুসুম কহিবে রে কথা, তবে সে য়ে বুলিবে প্রাণ'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কথা-কওয়া রোগ বি অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস। 'ঘুচল না তার কথা-কওয়া রোগ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কথা কাটা ক্রি তর্ক করা। 'তুই বড় কথা কাটিস'। শরৎ, ১৯১৩।

কথা-কাটাকাটি [স কথা+কাটা] বি ছোটখাটো তর্কবিতর্ক। 'কখনো কখনো দুই-একবার দুই-একটা কথা-কাটাকাটি হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কথা-কাটাকাটি করা ক্রি তর্ক করা। 'কথা-কাটাকাটি করতে চাইনে'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কথাকাহিনী [স কথা+হি কহানী] ১ বি পৌরাণিক কাহিনি। 'তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি ...'। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি কথাসাহিত্য। 'কবি-কণ্টকিত বনে তিনি সত্যিকার কথাকাহিনীর ফুল ফুটিয়ে তুলুন'। নজরুল, ১৯৩২।

কথাক্রমে [স] ক্রিবিণ কথা অনুসারে। 'খেকশিয়াল আপন কথাক্রমে তাহার বাটা গেল'। তালুকী, ১৮০৩।

কথা খরচ করা ক্রি আলাপ করে সময় ব্যয় করা। 'এই অহিংস কাজ সম্পর্কে একটা কথাও খরচ করিয়াছিলেন?'। আজাদ, ১৯৩৯।

কথা চাশানো ক্রি ছুড়ে দেওয়া। 'আমার কথার পিঠে দরকারি কথাও চাপিয়েছে'। মানিক, ১৯৩৫।

কথা চালাচালি বি গোপন স্ববাদ আদানপ্রদান। 'কথা চালাচালিতে আর কিছু দিন অতিবাহিত হয়'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কথা চালাচানো ক্রি আলাপচারিতা করা। 'ইংরেজি জানেন না, কথা চালাইবেন কি করিয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কথাচ্ছেলে [স] ক্রিবিণ কথা বলার ছলে। 'কথাচ্ছেলে এই নীতি ... প্রণয়ন হয় নাই'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কথা তোলা ক্রি প্রশঙ্গ উত্থাপন করা। 'এ আবার তুমি কি নূতন কথা তুলিয়া বসিলে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কথা পাড়া ক্রি প্রশঙ্গ উত্থাপন করা। 'বঙ্গ মহিলার কথা পাড়িলে ...'। দীপিকা, ১৮৮৭।

কথাধ্রুবাক [স] বি এপিটাক; সমাধিলিপি। 'এক প্রস্তরময় কবর নির্মাণ করা যায় এবং তদুপর তদুপযুক্ত কথাধ্রুবাক খোদিত থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

কথাধ্রুবাহ [স] বি কথাবার্তা। 'আনুশঙ্গিক কথাধ্রুবাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কথাধ্রুমাশে [স] ক্রিবিণ কথা অনুসারে। 'মজা কর, কেবল আমার কথাধ্রুমাশে চলিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কথাধ্রুসঙ্গে [স] ক্রিবিণ আলাপের ধারাবাহিকতায়; আলাপের সূত্রে। 'মস্ত্রিগণেনদের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

কথা ফাঁদা ক্রি কথা তোলা। 'কোনো কথা ফাঁদা তাহার মতো বাকপট্ট লোকের কাছেও আজ শব্দ হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কথা বলিয়ে বি কথক। 'টেলিভিশনে এমন তুখোর এমন সম্বন্ধিত কথা বলিয়ে যার ব্যাতি।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭৩।

কথা বাঁটা ক্রি কথা বলা। 'আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটাতে পারিনে - বিশেষত মহিলাদের সহক্ষে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কথাবার্তা, **কথাবার্তা** [স] বি আলাপ-আলোচনা। 'চাদে সাহেব কথাবার্তা ছিল কতক্ষণ।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'কথাবার্তা।' *ওর্স*, ১৭৮৫।

কথা ভাঙা ক্রি কথা বলা থেমে যাওয়া। 'বখন আহাযের সংবাদ আসিল এবং কথা ভাঙিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কথাভাষাহীন [স] বিণ নীরব। 'কথাভাষাহীন আমার প্রাণের গল্প।' *জীবন*, ১৯৩২।

কথামাত্র [স] বি বাক্যমাত্র। 'তৎসংক্রান্ত কয়েকটি স্থল কথামাত্র লিখিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

কথামৃত [স] বি কথারূপ অমৃত। 'আপনার কথামৃত পুনঃপুনঃ আমরা ...।' *ধূর্তি*, ১৯৩১।

কথায় কথায় ১ ক্রিবিণ কথা বলতে বলতে। 'কথায় বেলো হইতে লাগিলে।' *কের*, ১৮০২। ২ ক্রিবিণ অল্প সময়ের মধ্যে। 'সে ফুল ঢকরে যায় কথায় কথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ ক্রিবিণ অক্ষরে অক্ষরে। 'অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভালো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কথার কথা ১ মামুলি কথা। 'কথার কথা আছে কি এটো খাই মিঠার সোহাগে।' *প্রীতিকা*, ১৮২২। ২ বি বাজে কথা। 'না বইন, সে কেবল কথার কথা।' *প্রীতিকা*, ১৮২২; 'না ভাই, কথার কথা বলিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ বি কথার খাতিরে বলা কথা। 'ওটা কেবল কথার কথা, মন কি কেহ চিনিস?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কথার ধারা বি কথার মারপ্যাচ। 'বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেক রকম কথার ধারা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কথার পিঠে কথা বি প্রসঙ্গক্রমে উদ্ভাষিত কথা। 'তাই কথার পিঠে কথা পড়ে বলে ফেক্ট্রম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কথার কোয়ারা বি অনর্ণল কথার ধারা। 'তোমার কিস্তি কথার কোয়ারায় ফিং ফুটে যেত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কথার বিন্যাস বি ভাষাশৈলী। 'রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃত।' *দর্পণ*, ১৮০০।

কথার রাশি বি বাজে কথা। 'স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে - কথার রাশি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

কথারসিক [স] বি কথার রসিক। 'ওধু কথারসিক নন, গীতরসিক।' *নজরুল*, ১৯২৯।

কথা রাখা ১ ক্রি আদেশ মান্য করা। 'ওর কথা রাখিতেই হইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ ক্রি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। 'নাই বা কথা রাখিলাম।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কথালাপ [স] কথা-আলাপ বি কথাবার্তা। 'বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কথালিঙ্গী [স] বি গল্প উপন্যাস ইত্যাদি রচয়িতা। 'শ্রীমান কাসেম তরুণ কথালিঙ্গী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কথা সরা ক্রি শব্দ উচ্চারিত হওয়া। 'মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কথাসাহিত্য [স] বি গল্পধর্মী সাহিত্য। 'ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

কথাসাহিত্যিক [স] বি গল্প উপন্যাস প্রভৃতি রচয়িতা। 'আমাদের সবচেয়ে বড়ো অভাব কথাসাহিত্যিকের।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কথাসার [স] বিণ কথামাত্র। 'কথা আজি কথাসার, সুর তাহে নাহি আর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

কথাহারা [স] বিণ নির্বাক। 'দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কথাহীন [স] বিণ ভাষাহীন। 'কথাহীন ব্যাধাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সূত্রের'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কথায় [স] ক্রি ক্রিবিণ কোথায়। 'কথা ছিল আখিরের কাছে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'কথা না ঘাসি বাড়ায়।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথাত ক্রিবিণ কোথায়। 'এমত কল্পনী তুমি পাইলা কথাত।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কথায় ক্রিবিণ কোথায়। 'ভাস্কড়া শিবাইরে লইয়া যাইব কথায়।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কথায় ক্রিবিণ কোথায়। 'কথায় না পায়িলো কাকের দরশনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথায় ক্রিবিণ কোথায়। 'না দেখিল তোম্বা হেন কথায় চট্‌কালিঙ্গী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কথাকলি [স] বি পৌরাণিক আখ্যানমূলক ভারতীয় নৃত্যবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ...।' *মুক্তাবা*, ১৯৫৯।

কথাস্তর [স] বি বাক-বিতণ্ডা। 'যদ্যপি কথার ছলে কথাস্তর হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কথাস্তর হওয়া ক্রি ঝগড়া করা। 'যদ্যপি কথার ছলে কথাস্তর হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

কথি [স] ক্রি ক্রিবিণ কোথায়। 'যে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোক পারে কথি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কথিকা [স] ১ বি সংক্ষিপ্ত কাহিনি। 'যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ বি ক্ষুদ্র নিবন্ধ। 'কথিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

কথিত [স] ১ বিণ বর্ণিত। 'ইহা নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে।' *গৌর*, ১৮২২। ২ বিণ প্রচলিত। 'কথিত আছে যে ইহার পূর্বে প্রাণ সকল

কথিতা

কাজজ ...।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বিম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এমন। 'ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন এবং পরেও আশাশ্রমত করিবেন কেননা কথিত আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৪ বিম উল্লিখিত। 'কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৫ বিম কথ্য। 'কথিত ভাষার গায়ের উপায় একটা-একটা শব্দের সঙ্গে একটা-একটা অভিধা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয় না।' অবন, ১৯২৫।

কথিত। [স] বিদ্যুৎ কথ্য। ‘কথিতা ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা ছিল।’
দর্পণ, ১৮৩৭।

কথুবায়ে [স কুহ>] ক্রিবিধ কোন স্থানে। 'কিতা কথুবায়ে বাফ্যা উপরে
টানায় চান্দা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কথেক [কত+স এক>| বিগ খানিকটা; কতক। হালহেড, ১৭৭৩।

কথো [স কতি] বিণ কয়েক; কিছু। 'দিনা কথো গেলে ধরিবো বচন।'
বড়, ১৪৫০।

କଥୋକ ବିଶ୍ୱ କିହୁସଂଖ୍ୟକ । 'ଜ୍ଞାନେ ଜନ କଥୋକ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାକ୍ଷୟ ।'
ବୁଦ୍ଧା, ୧୫୪୦ ।

কথোকাল ত্রিবিধ কিছুকাল। 'কথোকাল থাক গিয়া সময়ের ঘরে।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

কথোক্ষণ ক্রিবিগ কতোক্ষণ। 'বাহ্যদৃষ্টি প্রভুর হইল কথোক্ষণে।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

କଥୋତ୍ତଳି ବିଶ କତୋତ୍ତଳି । 'ମହେଶ ଝାଞ୍ଜିଲ ଝୁଲି ଚାଲୁ ହଇଲ
କଥୋତ୍ତଳି ।' ଯୁକ୍ତନ୍ଦ, ୧୬୦୦ ।

কথোদিন ত্রিবিধ কিছুদিন। 'কথোদিন থাকিলে মো দিঠো ষ
মানাঅ।' বড়, ১৪৫০।

কথো দূর ত্রিবিধ কিছুদূর। 'কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ামি'।
বড়, ১৪৫০।

কথোপকথন, কথোপকথোন। [স কথা-উপকথন] ১ বি জুলাই।
 'বহল আছিল তাতে কথোপকথন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৪। ২ বি
 কথাবার্তা। 'জ্যেষ্ঠত কথোপকথোন।' বোল, ১৭৭০। ৩ বি
 আলাপ-সংলাপ। 'কথোপকথন।' কেরি, ১৮০১। ৪ বি বক্তব্য।
 'বাস্তব নৈকো প্রেরণের বিষয়ের অনেক কথোপকথন লেখা আছে।'
 দর্পণ, ১৮২৮।

কথোপকথনগুলো [স] দ্বিবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে। 'একদা
কথোপকথনগুলো ... সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়াছিলাম।' বঙ্গদর্শন,
১৮৭৪।

কথোপকথনপূর্বক, কথোপকথনপূর্বক [স] ত্রিবিধ কথাবার্তা শেষ হওয়ার পরে। 'তাহারদিগের সহিত পরিহাস ও কথোপকথনপূর্বক স্থির হইল যে খড়দহে রাসমাত্রা দেখিতে যাইব।' অক্ষয়, ১৮৪২।

কথোপকথন-সভা [স] বি ঘরোয়া আড্ডা। 'আমাদের কথোপকথন-সভা সেই উৎসব-সভা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কথোপকথনানন্তর [স] ক্রিবিধ কথাবর্তা শেষে। 'এইরূপে
কথোপকথনানন্তর কিরূপে বাবুকে উপদেশ করিতেছেন।' ডবানী,
১৮২৫।

কথোপকথনের মুণ্ডর ভাঁজা ক্রি বকবকানি। 'সকালবেলা উঠে
কথোপকথনের মুণ্ডর ভাঁজা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কথক [স] বি উত্তরভারতে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের নৃত্যবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী আট্যম।' মৃজতবা, ১৯৫৯।

कथा [स] १ विष कथार; यैथिक। 'संस्कृत भाषा कथा भाषा हिल ना।'
रवीन्द्र, १९०७। २ विष कथावार्ताय व्यवहृत। 'चिरकाल कथा

ভাষাতেই কথা বলার বদভ্যাস। শিবরাম, ১৯৫০।

কথ্যভাষা [স] বি দৈনন্দিন মুখের ভাষা। ‘সংস্কৃত ভাষা কথ্যভাষা
 ছিল না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কথ্যরীতি। [স] বি ভাষার মৌখিকরূপ। 'যা সহজেই ঘরোয়া, আটপৌরে রূপ নিতে পারে, দেশজ শব্দ বা কথ্যরীতিকে আয়ত্ত করে নেয় ...।' জিহ্নুর, ১৯৭০।

কদম্বর [স] বি বিশ্রী হস্তলিপি। 'লেখার তত্ত্ববীজ করিলাম অতি কদম্বর
লেখে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

কদন [স] বি পীড়ন । 'মদন কদনে মোর নয়ন খুরএ ।' বড়, ১৪৫০ ।

কদম্ব [স। বি. কুখাদ্য। 'কদম্ব সেবন করিয়া গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন।'
বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কদভ্যাস [স] বি ধারাপ অভ্যাস। 'তাহারা বাল্যকালে ... সমস্ত কদভ্যাস-
পাশে বদ্ধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কদম্ব'।স কদম্ব।বি কদম্ব গাছ ও তার ফুল। 'কদম্বের তলে বসী'/ যমুনার
তীরে।' বড়, ১৪৫০।

কদম্বকলি [স কদম্বকলি] বি কদম্ব ফুলের কলি। 'কদম্বকলি শিউরে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৫।

কমদহাট বি মাথার চুল কদম ফুলের কেশরের মতো খাড়া হয়ে থাকে যে ছাঁটে। ‘মাথার চুলেও কদমহাট নয়।’ মুক্তভবা, ১৯৫২।

কদমছাঁটা বিণ কদমাকৃতির ছাঁটবিশিষ্ট। ‘মাথাটাকে ... কদমছাঁটা করেছ কেন?’ নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

কদমতরু [স কদমতরু] বি কদম গাছ। 'আচমিতে কদমতরু দেখিল
তথাই।' মালাধর, ১৫০০।

কদমতল [স কদমতল] বি কদম গাছের তলা। 'দেখিল কদমতলে
বসে কাহাঞি।' বড়, ১৪৫০।

কদমতলা [স কদমতল] বি কদমগাহের তলা। 'কদমতলায় গেলে তোমার বসন আর ধুবে না।' *লালন*, ১৮৯০।

কদমফুল |স কদমফুল| বি কদম গাছের ফুল। 'কদমফুল ফুটে রয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কদম্বে [আ] ১ বি পা। 'তসলিম করিয়া যক্ষ কদম উপরে।' গরীব,
১৭৬৫। ২ বি পদক্ষেপ; পা ফেলা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮। কদমে
ক্রিবিণ পায়ে হেঁটে। 'কেউ যান ছার্ডকে কেউ যান কদমে কেউ যান
দলকি চালে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কদমবুছি (আ কদম+ফা বুসা) বি পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা।
‘যখন কদমবুছি করবার জন্য নিজের ওয়াজেদাকে খুঁজে পেলে না
...।’ মাহেনও, ১৯৪৯।

কদমবুসি [আ কদম+ফা বুসা] বি পায়ে হাত দিয়ে সালাম; পদচূষন।
'মোমি আসিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার কদমবুসি করিল।' নজরুল,
১৯৩১।

কদমা [স কদমক] বি চিনি বা গুড়ের তৈরি একপ্রকার ফাঁপা লাড়ু। 'বিয়ড়ী
কদমা তিলা খাজার প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কদম্ব [স] ১ বি কদম্ব গাছ। 'কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ।' বড়,
১৪৫০। ২ বি কদম্ব ফল। 'কদম্ব কনক করবীর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কদম্বকেশর [স] বি কদম্ব ফল । 'কাননে ফটে নবমালতী

কদমকেশর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কদমগাছ। [স কদম+গাছ] বি কদম ফুলের গাছ। 'কদমগাছের সার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কদম পুষ্প। [সি বি বর্ষাকালীন ফুলবিশেষ; কদম ফুল। 'কদম পুষ্পের কেশরসকল তাহার গ্রন্থকে বেঁটন করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কদমফুল। [স কদম+ফুল] বি বর্ষাকালীন ফুলবিশেষ; কদম ফুল। 'কদমফুলের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদমফুল ফুটিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কদমবন। [সি বি কদম গাছের বন। 'বিকশিত কদমবনের ছায়া দিয়ে ... চলেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কদমবৃক্ষ। [সি বি কদম গাছ। 'অপূর্ব কদমবৃক্ষ দেখে সেইক্ষণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কদমমূল। [সি বি কদম গাছের তলা। 'দাঁড়ারে কদমমূলে যমুনার কূলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কদমরেণু। [সি বি কদম ফুলের পরাগ। 'কদমরেণু বিছাইয়া দাও শ্যামে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কদম্য। [স কদম] বি কদম গাছ। 'লাক দিয়া কদম্য গাছে গোবিন্দাই চড়ি।' মালাধর, ১৫০০।

কদর। [আ] ১ বি সম্মান। 'হ্যাপহেড, ১৭৭৮। ২ বি দাম। 'ছবির এতই কিসের কদর?' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কদরদান। [আ কদর+দান] বিণ গুণগ্রাহী; পৃষ্ঠপোষক। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'ওস্তাদের বলে যে বাঙালির মতন কদরদান আর কেউ নয়।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

কদরদানী। [আ কদর+দান] বিণ বিসাদর। 'মাগধরকী পাকিস্তান উর্দুর কদরদানী ব্যাপক।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কদরদার। [আ কদর+দার] বিণ সমরদার; রসিক। 'কোনো ডাকুসাইতে তামাক কদরদারের তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয়।' মূলতবা ১৯৫২।

কদর্শন। [সি বি অত্যাচার; নিষ্ঠুর গ্রহণ। 'কাটা গেল কদর্শনে নবলক্ষ দল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কদর্শন। [স কদর্শন]> ক্রি ডেডোনে। 'বাল্যালেরে কদর্শনে হাসিয়া হাসিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। কদর্শিয়া ক্রি গালাগালি করে। 'আর সব বিদু কালি মারে কদর্শিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কদর্ঘ, কদর্ঘ্য। [সি ১ বি নিম্ন শ্রেণীর। 'সে কদর্ঘ্য তুণসকলের উপকৃত।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ নোহো। 'কদর্ঘ্য গলির মধ্যে বাস করে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বিণ নিম্নমানের। 'ছাপার কদর্ঘ্য ও অতিকদর্ঘ্য ছিল।' দর্পণ, ১৮৩০: 'গোতাকতক কদর্ঘ্য ফুল বাকি আছে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বিণ কুৎসিত। 'আমার পা দেখিতে অতি কদর্ঘ্য ও অকর্মণ্য।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৫ বি অসুন্দর যা। 'যাহার প্রেম উৎখলিয়া উঠিয়াছে হীনকে কদর্ঘ্যকে উৎকটকে দেখিয়া দেখিয়া।' সবুজ, ১৯২০।

কদর্ঘ্যঅক্ষর, কদর্ঘ্যঅক্ষর। [সি বি বিকী হস্তলিপি। 'নীচ লোকের কদর্ঘ্য সুন্দর অক্ষর লেখা ... পণ্ডিত হইলে কদর্ঘ্যঅক্ষরই লেখে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

কদর্ঘ্যতম। [সি বিণ সবচেয়ে কুৎসিত। 'পদের জন্য কদর্ঘ্যতম

অশ্লীলতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার ...।' তারা, ১৯৪২।

কদর্ঘ্যতা। [সি ১ বিণ মন্দ। 'করেছি কদর্ঘ্য কার্য তন লো মহিবি।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বি নীচতা। 'মানুষের সমাজে ... সম্পূর্ণ কদর্ঘ্যতা কবোই সৌন্দর্যরূপে টিকে যাচ্ছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি অসৌন্দর্য; কুশীতা। 'বীভৎস কদর্ঘ্যতাকে কবি আবৃত করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি জঘন্যতা। 'দেখেছি বটে কদর্ঘ্যতা।' অজিত্য, ১৯৫০।

কদর্ঘ্যকৃতি। [সি বি ফুল কৃতি। 'তদানীন্তন কদর্ঘ্যকৃতির সঙ্গে তাঁদের তাল দিয়ে চলতে হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কদলক। [সি বি কলাগাছ। 'কদলক পিণ্ডাভ্রুর শ্রীফলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কদলি। [স কদলী] বি কলা। 'কদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে।' মালাধর, ১৫০০।

কদলিকা। [সি বি কলা। 'লজ্জাএ গমনহীন কদলিকা তরু।' আলাওল, ১৬৮০।

কদলী। [সি বি কলাগাছ। 'ভএ কাল্পো যেহু নব কদলীর বালী।' বড়ু, ১৪৫০।

কদলীদলিত। [সি বিণ কলাগাছের মতো। 'স্নানসজ্জা বাহ আর কদলীদলিত উরু বৃথাই নাড়ালে।' বিজ্ঞ, ১৯৪১।

কদলীপত্র। [সি বি কলাগাছের পাতা। 'পালের পরিবর্তে কদলীপত্রে ভোজন করে ...।' দর্পণ, ১৮২২।

কদলীবৃক্ষ। [সি বি কলাগাছ। দর্পণ, ১৮২৬।

কদাকার। [সি ১ বিণ বিকৃত। 'ইরাজী উচ্চারণ কদাকার।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বিণ অভ্যস্ত। 'ধূম্যচ্ছন্ন অবিশ্বাস বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস, কুটিল সংশয় কদাকার।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ বিণ কুৎসিত। 'কদাকার শুষ্ক মলিন ছোঁরা।' ওয়ালী, ১৯৪২।

কদাঘাত। [সি বি নিষ্ঠুর আঘাত। 'কদর্ঘ্যের কদাঘাতে/ দিয়ে যায় কালিয়ার মসীরেবা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কদাচ। [স কদাচন] ক্রিবিণ কখনো। 'বাকী কদাচ হইতে পাইত না।' হ্যাপহেড, ১৭৭৩; 'কদাচ না ভাবিও রে ক্রেশ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কদাচন। [সি ক্রিবিণ কখনো। 'সূর সুপ্ত নহে কদাচন।' আলাওল, ১৬৮০।

কদাচার। [সি ১ বি জঘন্য আচরণ। 'কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬। ২ বি দূষিত আচরণ। 'অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি অবস্থিত আচরণ। 'কৃতি ও অভ্যাস সখকে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কদাচারজনিত। [সি বিণ স্বভাববোধপূর্ণ। 'বহুজনের কদাচারজনিত কলঙ্ক চলিয়া লঙ্কিত ও সন্তপ্ত হওয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কদাচারময়। [সি বিণ মন্দ আচরণবিশিষ্ট। 'কি জ্ঞাতি কে জানে কারে নাহি মানে সদা কদাচারময়।' ভারত, ১৭৬০।

কদাচারী। [সি বিণ ঘৃণ্য। 'কদাচারী ইহায়াও ধর্মসভার চাঁদায় স্বাক্ষর ...।' কৌমুদী, ১৮৩০।

কদাচিত। [সি ক্রিবিণ কৃতি। 'কদাচিত উত্তম না বাখানে আপনা।' আলাওল, ১৬৮০; 'কদাচিতও মারি না পারেন।' আভোদ্যায়, ১৭৮৩।

কদাচিত, কদাচিত। [স কদাচিত] ক্রিবিণ কদাচন। 'কদাচিত নহে

তার দুখবিমোচন।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কদাচীত কালি না বসিবা সিংহাসন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কদাঙ্কিত [স কদাচিৎ ক্রিবিণ কৃচিৎ। 'কদাঙ্কিত কেহ যদি যাএ গম্য আশে।' আলোকল, ১৬৮০।

কদাপি [স। ১ ক্রিবিণ কখনই। 'অতি ক্ষুদ্রকেও কদাপি এমন বিবেচনা করা অকর্তব্য ...।' তারিণী, ১৮০০। ২ ক্রিবিণ কোথাও। 'এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কদাশ [স। বি মন্দ আশা। 'কি কদাশে চিত্তোত্তরেতে আইল পামর?' রক্ত, ১৮৫৮।

কদাশয়তা [স। বি নীচাশয়তা। 'এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার এত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অপ্রকৃষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কদিচ ক্রিবিণ কখনো; কদাপি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কদিন [কয়+স দিন। ক্রিবিণ কয়েক দিন নাগাদ। 'জোর দেখালে কদিন বেশ।' নজরুল, ১৯২২।

কদিনি [স কখন। বি কাহিনি। 'সদন্তরু বোহে বুঝিরে কাসু কদিনি।' চর্যা ২৩, ১২০০।

কদিমী [আ কদিম। বিণ পৈতৃক। 'জমিদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরীকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের ... উচ্ছেদ করিতে পারেন।' বল্লম, ১৮৯২।

কদু [খা। বি লাউ। 'কদু-গোস্তের তরকারী রাখিতে দরিয়াবিবি সমস্ত নৈপুণ্য চালিয়া দিল।' শওকত, ১৯৫৮।

কদুন্ডি [স। বি খারাপ কথা। 'কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাজকার কদুন্ডি ও ব্যঙ্গ ...।' রামমোহন, ১৮২০।

কদুন্দসাহী [স। বিণ কুৎসিত কাজে উৎসাহী। 'এক সময়ে কোনো এক কদুন্দসাহী শাসনকর্তা চুনকাম করে সমস্তটা চিত্রকলা দেখে দিয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কদুম্বি [স কদম্ব। বিণ জঘন্য। 'ও বামনীর মুখটা বড় কদুম্বি।' বল্লম, ১৮৮২।

কন অব্য কোনো। 'কন মতে মনের বিয়োগ না খলিল।' বাহরাম, ১৬৫০।

কনক [স। বি স্বর্ণ; সোনা। 'কনকপঙ্খকোরক সম দুই তনে।' বড়, ১৪৫০।

কনক-অচল [স। বি সোনার পাহাড়। 'দেবতা বিহারভূমি কনক-অচলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কনক-অঞ্চল [স। বি সোনার আঁচল। 'ভরেছ কি করনার কনক-অঞ্চলে?' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কনক-আঁচল [স কনক-অঞ্চল। বি সোনা আঁচল। 'যেতে যেতে কনক-আঁচল বেধে যায় বকুলকাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কনকআসন [স। বি সোনা দিয়ে তৈরি আসন। 'সম্মুখে দেবী কনকআসনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকউৎপল [স। বি স্বর্ণপদ্ম। 'তাঁহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনক-উদয়াচল [স। বি কল্পিত সোনার পাহাড়, যা ভেদ করে সূর্য ওঠে মনে করা হয়। 'কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনককঙ্কণ [স। বি সোনার কঁকন। 'মুখে দেয় পান, করে করে দান, কনককঙ্কণ সভার সার।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কনককমলকুটি [স। বিণ স্বর্ণকমলের মতো দীপ্তিময়। 'কনককমলকুটি বিমল বদনে।' বড়, ১৪৫০।

কনককুণ্ড [স। বি স্বর্ণকলস। 'কনককুণ্ড আকারে দুই তোর পয়োভারে।' বড়, ১৪৫০।

কনককুট [স। বি পর্বতবিশেষ। 'কনককুট পর্বত অত্যন্ত দুর্গম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কনককেতকী [স। বি রক্তকোয়া ফুল। 'সুখী কনককেতকী পারলি দুলালী।' বড়, ১৪৫০।

কনককেশিনি [স কনককেশিনী। বি স্ত্রী সোনালি চুল আছে যার। 'কনককেশিনি, সেটা আমার কাছে নিত্যন্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কনকচন্দ্রসন্তান [স। বিণ 'সোনার চাঁদ ছেলে' বাক্যাংশের সংকুতায়িত রূপ; অতি আদরের সন্তান। 'কোন সচ্চলপ্রদীপ কনকচন্দ্রসন্তান সহ্য করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কনকচাঁপা, **কনকচাঁপা** [স কনকচম্পা। বি সোনালি রঙের চাঁপা ফুল। 'কানেতে কনক চাঁপা শোভে মনোহর।' গরীব, ১৭৬৫; 'কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কনকচূর [স কনকচূর্ণ। বি এক জাতের ধান। 'তবে ত কনকচূর পরিলেন পাসুলি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কনকজঙ্ঘা [স। বি স্বর্ণের মতো জঙ্ঘা। 'কনক জঙ্ঘার বিপুল মাংসধনে রচেছে গরীয়সী এ কোন দর্প?' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কনকতপন [স। বি কনকরূপ তপন। 'কনকতপন রজত মেঘবলাকা।' অনুদা, ১৯২৯।

কনকতারার [স। বি একপ্রকার ধান। 'কুমারী, কনকতারার, সূর্যমুখী, হাসি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' ফররুখ, ১৯৬৩।

কনক-ধালা [স। বি সোনার ধালা। 'হেথায় কোথা কনক-ধালা, কোথায় ফুল, কোথায় মালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কনকদণ্ড [স। বি সোনার দণ্ড। 'ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকদর্পণ [স। বি সোনার আয়না। 'গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে মায়াময় কনকদর্পণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কনকদ্যুতি [স। বিণ সোনার মতো উজ্জ্বল। 'কে হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আসে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কনক-ধুতুরা [স কনক+স ধুতুরা। বি হলুদ রঙের ধুতুরা ফুল ও তার গাছ। 'কনক-ধুতুরা পরিপূর তুমি বিষে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কনক-নগরি [স কনকনগরী, সম্বোধনে ই-কার। বি স্বর্ণনগরী। 'রে অমরাপুরি, কনক-নগরি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকনগরী [স। বি স্বর্ণপুরী। 'কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী?' মাইকেল, ১৮৬০।

কনক-নির্মিত [স। বিণ স্বর্ণের তৈরি। 'কনক-নির্মিত ধনু।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকপঙ্খ [স। বি সোনালি রঙের পঙ্খ; স্বর্ণকমল। 'কনকপঙ্খকোরক সম দুই তনে।' বড়, ১৪৫০।

কনক-পর্যন্ত [স। বি সোনার পালঙ্ক। 'আমি কনক-পর্যন্তে নিদ্রা যেতাম।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

কনক-পাল [স কনক+পাল] বি সোনার পাল। 'কনক-পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

কনকপুতলী [স কনকপুতলী] বি সোনার পুতুল। 'নিরীষকুমারকৌতলী অদভুত কনকপুতলী।' বড়ু, ১৪৫০।

কনকপুষ্পক [স] বি সোনাগি রঙের ফুল। 'কিনা যথা সেতুবন্ধোপরে কনকপুষ্পক, বহি সীতা সীতানাথ।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনক-প্রদীপ [স] বি স্বর্ণপ্রদীপ। 'কোন বিরহিণী কনে জ্বালাইয়া কনক-প্রদীপখানি।' নজরুল, ১৯২৩।

কনক প্রাচীর [স] বি সোনার বেটনী। 'মনোহর মনোরম কনক প্রাচীর।' বাহরাম, ১৬৫০।

কনকবরগী [স কনকবর্ণ] বিণ সোনা-রঙা। 'কিনা সুবদনী, কনকবরগী, নলিনীর শোভা হেলে হরিল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কনকবরন [স কনকবর্ণ] বিণ সোনালি। 'আমার দুখানি পাখা কনকবরন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কনকবাসন [স কনক+প বাসিয়া] বি সোনার থালা। 'দুই লক্ষ দিল তবে কনকবাসন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কনকবিহাঙ্গ [স] বি স্বর্ণমূর্তি। 'জ্যোতির্ময় কনকবিহাঙ্গ বেদসার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কনকভূষণ [স] বি সোনার অলঙ্কার। 'কনকের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কনকমঞ্জীর [স] বি সোনার তৈরি মৃণুর। 'কিনা শোভা করে তায় কনকমঞ্জীর।' মানিকরাম, ১৭৮৭।

কনকমণি [স] বিণ সোনা ও রত্ন বসিত। 'কনকমণি-পারপুটে/সুরভি ধূম্রু উঠে...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কনকমণ্ডিত [স] বিণ স্বর্ণবসিত। 'কনকমণ্ডিত সোপান দেখিয়া ঘেঁষা আপন সমুখে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকময় [স] বিণ স্বর্ণময়। 'কনকময়, মনোহর পুরী।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকমুখী [স] বি স্বর্ণ। 'পুরব মেখে কনকমুখী/বারেক শুধু মারিল উকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কনকমণ্ডাল [স] বি সোনাগি রঙের পঞ্চভটি। 'কনকমণ্ডাল কারণ-সলিলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকমেখলা [স] বি সোনার তৈরি কটিভূষণ; সোনার চন্দ্রহার। 'হরিশরে শোভে ঘেহ কনকমেখলা।' বড়ু, ১৪৫০।

কনকমুখিকা [স] বি সোনালি রঙের জুই ফুল-বিশেষ। 'কনকমুখিকামালা বাহু যুগলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কনক মুখী [স] বি কনকমুখিকা। 'শেবত কনক মুখী।' বড়ু, ১৪৫০।

কনকরচিত [স] বিণ সোনা দিয়ে তৈরি। 'কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে।' বড়ু, ১৪৫০।

কনক-রবি বি সোনালি স্বর্ণ। 'কনক-রবি উপিছে, ছন্দে জগমগল চলিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কনকরিক্ত [স] বিণ সোনার অলঙ্কার নেই এমন। 'সম্রাট্যপের প্রতীকী জ্বলে যেন একথানা ক্ষীণ, কনকরিক্ত হাতে।' বৃন্দা, ১৯৫৫।

কনকরেহা [স কনকরেখা] বি সোনার রেখা। 'যেহ নিকষত শোভে কনকরেহা।' বড়ু, ১৪৫০।

কনকলতা [স] বি সুখ ও ঐশ্বর্যে পূর্ণ লভ্য নগরী। 'ইচ্ছা করে ছাড়িয়া কনকলতা...' মাইকেল, ১৮৬১।

কনকলতা [স] বি ফুলগাছ-বিশেষ। 'বাবার জন্য আনব আমি তুলি কনকলতার চাষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

কনকশিকলী [স কনক+স শৃঙ্খল] বি সোনার শিকল। 'কটিতটে লখনাম কনকশিকলী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কনকসন্ধ্যা [স] বি কনক রূপ সন্ধ্যা। 'পশ্চিমে কনকসন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কনক-সুতা [স] বি সোনালি সুতো। 'যতন করি কনক-সুতে গাঁথি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কনকালি [স] বি বিহুমুদে শুভ কাজে আনুষ্ঠানিক দানবিশেষ। 'তা হলে কনকালিটা হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কনকাসন [স] বি সোনার আসন। 'কুম্ভরাম, ১৭২০; 'কোথা সে কনকাসন, রাজহুজ কোথা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কনকোজ্জ্বল [স] বিণ স্বর্ণোজ্জ্বল। 'বসে একদা জাগালে প্রতাপ/কনকোজ্জ্বল স্মৃতি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কনকন [ধন্য] ১ বিণ শীতের তীব্র অনুভূতিসূচক শব্দ। 'শাল কয়ল বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কনকন, হাত ঠাণ্ডা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি চড়ির শব্দ। 'বাজাও কানকন কনকন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কনকন [ধন্য] কনকন > ১ ক্রি কনকন করা। 'শীতে শরীর কনকন।' ৪৩, ১৮৫৮। ২ ক্রি কনকন শব্দ করা। 'তালে তালে দুটি তঙ্কন কনকনিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কনকনানি [ধন্য] কনকন > বি ঠাণ্ডা; বাফা; বেদনা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কনকনানি [ধন্য] কনকন > বিণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। বিদ্যা, ১৮৯১।

কনকনিয়া [ধন্য] কনকন > ক্রি কনকন শব্দ করে। 'তালে তালে দুটি কনকন কনকনিয়া ভবনশিখারে নাচাও গনিয়া গনিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কনকনিয়ে ঠাণ্ডা ক্রি তীক্ষ্ণ আওয়াঙ্গ হওয়া। 'বাইজীর গলা আবার কনকনিয়ে উঠল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

কনকনে [ধন্য] কনকন > ১ বিণ তীব্র। 'ক্রিস্টমাসের সময় আগতপ্রায়। কনকনে শীত।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'কনকনে হিম হাওয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ২ বিণ তীক্ষ্ণ ভাবযুক্ত। 'বিরজাকে আজ একটু কনকনে বোখ হচ্ছে।' জীবন, ১৯৩২।

কনকড় [স] বি শব্দ-নির্দেশিকা। 'যে সময়ায় সমাধান বহুদিন বহু কনকড় বহু টাকটিগ্ননী বেঁটেও করতে পারেনি।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

কনকাসী [স] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মাদ্রাজিদের মতন কনকাসী কিংবা কাকি ঠাটেই গাইতে হবে।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

কনকচ্যুটে করা বি কনকচ্যুটে+করা ক্রি অভিনন্দন জানানো। 'নিজে গিয়ে কনকচ্যুটে করে আসি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কনকচ্যুতেশান [স] বি অভিনন্দন। 'ডিআইজি মন্তব্য লিখেছেন, কনকচ্যুতেশান।' সাদত, ১৯৬৭।

কনক্রেসি বি ই ভিডিয়ান ন্যাশনাল কনক্রেসি নামক রাজনৈতিক দল। 'যাহারা কখনো লড়াই করেন নাই, ... তাহাদের দলে ভিডিয়া তোমরা কনক্রেসি করিতে বাইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কনক্রেসি, কনক্রেসী [স কনক্রেসি] ১ বিণ কনক্রেসির। 'এ সমস্তই

কনফ্রেন্স চাল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ কংফ্রেন্স (দল) সম্পর্কিত।
'এ-সব ফসল ফলে কনফ্রেন্সী শস্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কনজারভেটিভ [হি] বিণ রক্ষণশীল। 'কনজারভেটিভ পুরুষের স্ত্রী কোন
সুযোগ তো পানই না।' বেগম, ১৯৪৭।

কনট্রাষ্ট [হি] ১ বি ঠিক। 'দুজন শিশু কনট্রাষ্ট নিয়েছে।' জীবন, ১৯৩১।
২ বি চুক্তি। 'একটা মোটা কনট্রাষ্ট আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।' শিবরাম, ১৯৭০।

কনট্রাক্টর, **কনট্রাক্টার** [হি] বি ঠিকাদার। 'কনট্রাক্টর হয়ে ...
জীবন বক করেছিল।' জীবন, ১৯৩২; 'ছোট বড়ো মাঝারি ডাক্তার,
মোক্তার, কনট্রাক্টার।' অন্নদা, ১৯৪০।

কনট্রাষ্টিরি, **কনট্রাক্টরি** [হি কনট্রাষ্টিরি>] বি ঠিকাদার।
'কপোতেশ্বরের কনট্রাষ্টির হস্তগত।' নজরুল, ১৯৩১; 'যুদ্ধের বাজারে
কনট্রাক্টরি করে যে-টাকা সে উপায় করেছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কনট্রাস্ট [হি] বি প্রতিভুলনা। 'শাদি ড্রাউজের কনট্রাস্ট ম্যাটিঙের দিন
গেছে।' মুক্তভা, ১৯৫৯।

কনট্রোল [হি] বি নিয়ন্ত্রণ। 'কনট্রোল ত খুব করতেছি স্যার।' মনসুর, ১৯৪৫। **কনট্রোল**

কনডাক্টর, **কনডাক্টরি** [হি] বি গাড়ি দেখাশোনা করে এবং যাত্রীর কাছ
থেকে ভাড়া আদায় করে যে। 'ট্রামের কনডাক্টর।' জীবন, ১৯৩২;
'কনডাক্টর এলো টিকিট চাইতে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪। **কনডাক্টর**

কনডোলেন্স কমিটি [হি] বি শোকপ্রকাশক সমিতি। 'শোক প্রকাশের
জন্য কোন কনডোলেন্স কমিটি নাই।' মনসুর, ১৯৪০।

কনডোলেন্স লেটার [হি] বি শোকপ্রকাশক চিঠি; শোকবার্তা।
'সাহেবশের কনডোলেন্স লেটারগুলো আদায় করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কনড্রাক্স [হি কনট্রাক্সি] বি ঠিকা; চুক্তি। এডমন, ১৯৩০।

কনড্রাক্সাণা [হি কনট্রাক্সি+হি ওয়ালা] বি যে কনট্রাক্সি মিলিয়ে
কনট্রাক্সি। এডমন, ১৯৩০।

কনফার্মেশন [হি] বি পাকাপাকি স্বীকৃতি। 'এখনো কনফার্মেশন হয়নি।' রশ্মি, ১৯৬৩।

কনফাইন করা [হি কনফাইন+করা] ক্রি আটকে রাখা। 'এক ভাইকে
কনফাইন করলে আরেক ভাই তাকে ফেলে বাড়ি চলে আসতে পারে
না।' শিবরাম, ১৯৫০।

কনফারেন্স [হি] বি সম্মেলন। 'কনফারেন্স-ব্যাপারটাকে আমরা একটা
গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কনফিডেনশিয়াল [হি] বিণ গোপনীয়। 'পার্সনাল ফাইলের পর এল
কনফিডেনশিয়াল ফাইল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কনফুসি [হি চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের অনুসারী। 'পাতি-রাম ভাবে
কনফুসি।' নজরুল, ১৯২৬।

কনফেডারেশন [হি] বি শিখিল কেন্দ্রীয় শাসনবিশিষ্ট দেশ। 'তিনি বলেন
যে, পাকিস্তান একটি কনফেডারেশন হবে।' বেগম, ১৯৫৩।

কনফেস [হি] বি রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে পাদরির কাছে পাপের
স্বীকারোক্তি। 'কোনো কিছু কনফেসটেন্স করার আছে?' শিবরাম, ১৯৭০।

কনফেসন [হি] বি স্বীকারোক্তি। 'উত্তমযগুম দিয়ে কনফেসনের
মাধ্যমে রিপনভার উদ্ধার করতে চান।' সাদত, ১৯৬৭।

কনভয় [হি] বি সৈন্য কিংবা মালবহনকারী গাড়ির বহর। 'হঠাৎ ধুলো

উড়িয়ে ছুটে গেল/যুদ্ধক্ষেত্রত এক কনভয় -।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

কনভার্ট [হি] বি ধর্মান্তরণ। 'পথের কাঙ্গাল ধরিয়া কনভার্ট করি।'
রোকেয়া, ১৯২২।

কনভার্ট করা ক্রি দীক্ষিত করা। 'আপনেনেই আমার মতে কনভার্ট
করম।' মনসুর, ১৯৫৫।

কনভেনর [হি] বি আহার্যক। 'সোসাইটির মাত্র একজন কনভেনর
থাকবেন।' মোহাম্মদী, ১৯৪৫।

কনভেনশন [হি] ১ বি প্রথা। 'ইংরেজ জাত ট্র্যাডিশন ও কনভেনশন,
ঐতিহ্য ও প্রথাকে জীবনের নানাক্ষেত্রে বড়ো স্থান দিয়েছে।' হাই,
১৯৫৮। ২ বি রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সম্মেলন।
'কনভেনশনের সভায় বিস্ফোভতরঙ্গ উবেল হইয়া উঠিয়াছিল।'
আজাদ, ১৯৬২।

কনভেনশনপন্থী [হি কনভেনশন+হি পন্থী] বি সম্মেলনপন্থী।
'কনভেনশনপন্থীদের সাথে এ আন্দোলনের বিরোধ আছে।' আজাদ,
১৯৬২।

কনভোকেশন [হি] বি সমাবর্তন। 'কনভোকেশন-কালীন বক্তৃতায়
ডাইসানামসেদার সাহেব তাঁহার বিস্তর সুখাতি করেন।' হরপ্রসাদ,
১৮৮৬।

কনয় [স কনক] বিণ সোনার তৈরি। 'কনয় কদলি পর সিংহ সমারল।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কনয়া [স কনক>] বিণ সোনার। 'কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁজী।'
রবীন্দ্র, ১৪৫০।

কনট্রিবল, **কনট্রিবল** [হি] বি নিম্নপদস্থ পুলিশ; পুলিশবাহিনীর সদস্য।
'কনট্রিবলয় নুরুন্নাহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান।' মশাররফ,
১৮৬৯; '... উকিল, মোক্তার, শেক্সার, কনট্রিবল, চায়া, আরদালী,
দর্শকগণ ইত্যাদি।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কনসিটিউশন [হি] বি সংবিধান। 'তার দেশের যেরকম কাগজে কলমে
লেখা, আইনে বাঁধা কনসিটিউশন নেই।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

কনসার্ট, **কনসার্ট** [হি] বি সংগীতানুষ্ঠান-বিশেষ। 'মেয়েরা জিক্সাসা করে
থাকে, ... কনসার্ট কেমন লাগল?' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'তাদের কনসার্ট
পার্ট টিক করে দিয়ে ...।' শরৎ, ১৯১৭। **কনসার্ট**

কনসাল জেনারেল [হি] বি দূতাবাসের প্রধান কর্মকর্তা। 'ইটালিয়ান
কনসাল জেনারেল।' বিজুতি, ১৯৩৭।

কনসালটিং ক্রম [হি] বি রোগী দেখার ঘর; পরামর্শ কামরা।
'ডাক্তারবাবুর কনসালটিং ক্রম।' বিজুতি, ১৯৩১।

কনসুলেট আপিস [হি] বি দূতাবাসের কার্যালয়। 'অফ্রিকার কনসুলেট
আপিস।' বিজুতি, ১৯৩৭।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প [হি] বি বন্দিগিরি। 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের
কাছে গিয়ে বসে বইল তারা।' শিবরাম, ১৯৫০।

কনসেনসাস [হি] বি ঐকমত্য। 'সেন্সাস না নিয়ে কনসেনসাস নকুড়
আমাদের কী করে।' শিবরাম, ১৯৪০।

কনসেশন [হি] বি ছাড়। 'কনসেশন দিয়ে দিয়ে ওদের তৃতীয় রিপুটাকে
প্রচল করে তোলায়।' নজরুল, ১৯৩১।

কনসিটিউশন [হি] বি পৃষ্ঠনতন্ত্র। 'দর্জি-সমিতির কনসিটিউশন রচনার
জন্য ফিরিয়া বাসায় ছুটিল।' মনসুর, ১৯৪০।

কনসিটিউশন [হি] বি শাসনতন্ত্র। 'এসো কনসিটিউশন নিয়ম-

বিভূষণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

কনস্টিট্যুশ্যনাল [হি] বিশ শাসনতান্ত্রিক। 'কনস্টিট্যুশ্যনাল দ্বাঙ্গুল-আন্দোলনকেই সে আপন কর্তব্য জ্ঞান করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কনস্টিট্যুশ্যন [হি] বিশ শাসনতন্ত্র। 'কনস্টিট্যুশ্যন, ওটা বাইরের।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কনস্টেবল [হি] বিশ পুলিশ কর্মচারী। 'একজন কনস্টেবল।' বিভূতি, ১৯৩১।

কনস্টেবলি [হি কনস্টেবল>] বিশ কনস্টেবলের মতো আচরণ। 'ছেলেদের উপরে কনস্টেবলি করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কনস্ট্রাকশন [হি] বিশ দালানকোঠা ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত।

'কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট।' বিভূতি, ১৯৩৭।

কনাথ [আ] বি রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষার আচ্ছাদনবিশেষ; দ্বিগল। 'বিলাতি ছিপ সূতাদি মৎস্য ধরবার-তাম্র তাকিয়া কনাথ।' ভবানী, ১৮২৫।

কনিয়া [স কন্যা] বি কনে। 'দামাদ কনিয়া দেখি অন্যে অনো হইলা সুখী।' সুলতান, ১৬৫০।

কনিয়াক [হি] বি মদবিশেষ। 'ভীকৃতা ভেঙে দেয় দৃশ্য কনিয়াক।' বৃদ্ধ, ১৯৬৬।

কনিষ্ঠ [স কনিষ্ঠ] বিশ ভাইদের মধ্যে সবার ছোটো। 'কম্বাসেন বৃষসেন সবার কনিষ্ঠ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কনিষ্ঠি [স কনিষ্ঠ] বিশ সবচেয়ে ছোটো। বিদ্যা, ১৮৯১।

কনিষ্ঠ [স] ১ বিশ সবচেয়ে ছোটো। 'আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝি বিচারি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ছোটো ভাই। 'জ্যেষ্ঠ সন্ত্রে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া ধর্মব্যবস্থা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিশ নিম্নস্ত: পদমর্যাদায় নিম্ন। 'যে সপক্ষ সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাধিষ্ঠিত।' বঙ্গদূত, ১৮৬৩। 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কনিষ্ঠতমা [স] বিশ স্ত্রী সবচেয়ে ছোটো। 'আমার কনিষ্ঠতম বোন।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কনিষ্ঠা [স] ১ বি কড়ে আঙুল। 'হীরক অঙ্গুরী বায়কর কনিষ্ঠা।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিশ স্ত্রী বয়সে ছোটো। 'মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা।' দর্পণ, ১৮২৮।

কনীনিকা [স] বি চোখের তারা। 'চোখগুলো হালকা হলদে হয়ে উঠেছে, কনীনিকাগুলো ধূসর।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

কনীয়ান [স] বি দুয়ের মধ্যে ছোটো যে। 'চোব স্পষ্টতর করে দেখছে সুন্দর হময়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কনুই [স কক্ষোণি] বি নিম্নবাহ ও উর্ধ্ববাহের জোড়াহাত। 'কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত এক হাত।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কনু [স কক্ষোণি] বি বাহুর মধ্যখানে জোড়া। ওগু, ১৭৮৫।

কনুইবিহীন [স কক্ষোণি+স বিহীন] বিশ হাতলহীন। 'প্রতিটি দরজা কাউটার কনুইবিহীন আজ।' শামসুর, ১৯৭০।

কনে' সর্ব কে; কোনজন। 'আল্লাহ না মারে যারে মারিবেক কনে।' সুলতান, ১৬৫০।

কনে' [স কন্যা] বি বিবাহের পাত্রী। 'আজ কনে দেখতে আসবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

কনেওয়াল [স কন্যা+হি ওয়াল] বি কনের বাবা। 'কনেওয়াল তখন পায়ের ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে যাবে।' মনোজ, ১৯৬১।

কনেবট [স কন্যাবধু] বি স্ত্রী নব বিবাহিত বধু। 'তোমার মাপটি

কঁচে কনেবট হয়েছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কনেকশন [হি বি সংযোগ। 'গ্যাস কোম্পানিকে টেলিফোন দেন, বাড়িতে গ্যাসের কনেকশন দেবার জন্য।' শিবরাম, ১৯৪০।

কনেট [স কনিষ্ঠ] বিশ ছোটো। 'লখএ ন পারিঅ জ্ঞেত কনেট।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কনেট [স কনিষ্ঠ] বিশ অনুজ। 'তোমার কনেট কৃষ্ট সুন পুরন্দরে।' মালধার, ১৫০০।

কনেট [স কনিষ্ঠ] বিশ কনিষ্ঠ: ছোটো। 'আমার কনেট কন্যা।' ওগু, ১৭৮২।

কনেস্টবল, কনেস্টবল, কনেস্টেবল [হি বি সাধারণ পুলিশ। 'যাও ত এই মোড়ের কনেস্টবলকে বল।' রোকেয়া, ১৯২৪; 'কনেস্টেবল পেতেছে টেবল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'কনেস্টবলের বউটির বাপের বাড়িতে চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে।' মাহেবু, ১৯৪৯।

কনোজী [স কান্যকুজ>] বি কান্যকুজের ডাঘা। 'মৈথিলি কনোজী একডাঘী হইলে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কনোয়া [স কথা>] বি টুকরা। 'এক কনোয়া করে সুপুরি খাই।' বিভূতি, ১৯৩৮।

কটাকদার [হি কট্টাট+কা দার] বি ঠিকাদার। 'ওসমান সরকার জিলা বোর্ডের পুরান কটাকদার।' মনসুর, ১৯৫৩।

কট্টাকদারি [হি কট্টাট+কা দারি] বি ঠিকাদারি। 'তার নিজের কট্টাকদারিতেই।' মনসুর, ১৯৫৩।

কট্টাকারি [স কট্টাকারি] বিশ কৃষিবিশেষ। 'পায়ের কাছে একটি কট্টাকারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। দ্র কট্টাকারি

কন্টিনজেন্ট [হি] বি একটি বড় সৈন্যবাহিনীর অংশবিশেষ। 'এইজন্য বাগিয়ার ও সিঁচিয়ার কন্টিনজেন্ট বাহিনীর যে সৈন্য মোতায়েন আছে ...।' মহাশোভা, ১৯৫৬।

কন্টিনেন্ট [হি] বি ইউরোপ। 'বিশেষ করে কন্টিনেন্টে রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি জানবার জন্য বহু লোকের আগ্রহ দেখা গেল।' মৃত্যুতবা ১৯৫২।

কট্টুর [হি] বি কোনো বস্তুর রূপরেখা। 'ম্যাপে পাহাড়ের যে কট্টুর আঁকা।' বিভূতি, ১৯৩৭।

কট্টাট [হি] বি চুক্তি। 'অমণবৃত্তান্ত ছাপাবার কট্টাট।' বিভূতি, ১৯৩৭।

কট্টাটরি, কট্টাটরী, কট্টাকটরি [হি বি ঠিকাদার। 'পাড়োয়ান, কৃষান, রাস্তাবেরামতকারী কট্টাটরি-মিষ্টি প্রভৃতি।' প্রভাত, ১৮৯৬; 'ইন্ডিয়ান কট্টাটরির ডাকিয়ে আসন্ন শ্বেতহস্তীদের জন্য বড়ো করে আন্তবাল বানাবার হুকুম দিয়ে দিলেন।' শিবরাম, ১৯৪০; 'আমি মিলিটারি কট্টাকটরির খাতায় নাম লেখানোর পরশন পান্ডি ওয়াটসন সাহেব যা বলেছিলেন...'। মোতায়েন, ১৯৫০।

কট্টাটরি, কট্টাটরী, কট্টাকটরি [হি কট্টাটরি+ই.ই] বি ঠিকাদারি। 'আমার বাবা কট্টাটরী করেন কি না।' বিভূতি, ১৯২৯; 'প্রজ্ঞেসারি ছেড়ে আপাতত কট্টাটরি করছে।' মনসুর, ১৯৪৫; 'বাবার কট্টাকটরি ছিলো।' ইন্দিয়া, ১৯৭২।

কট্টোল [হি] বি নিয়ন্ত্রণ। 'প্রফুল্ল কোঠের হাতা ভুলে মাসল কট্টোল করে কঁকে-কালিকে দেখায়।' শিবরাম, ১৯৫০।

কট্টোল-রুম [হি] বি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। 'আমরা কট্টোল-রুমে গেলাম।' শিবরাম, ১৯৫০।

কভাষ্টর, কভাকটর, কভাকটার [হি] বি যাত্রীভাড়া তোলাসহ বাসের সবকিছু দেখভাল করে যে। 'কভাকটার আর প্যাসেঞ্জার সবাই মিলে ধরাক্ষর করে ফের তাকে নামিয়ে দায়।' শিবরাম, ১৯৫০; 'সেই সময়েই কভাষ্টর এগিয়ে এসে অবান্তব আত্মল তুলে অবান্তব গলায় বলল।' হাসান, ১৯৬৩; 'কভাকটরকে পয়সা দিতে-দিতে তার মনে হলো ...' মালান, ১৯৬৮। **কভাকটর**

কভেলড মিষ্ক [হি] বি ঘন দুধ। 'তুই কি রোজ কভেলড মিষ্কে চা খেতিস?' সুনীল, ১৯৬৬।

কস্তা [স কস্তা] বি নায়িকা; স্ত্রী। 'নব জউবন নব কস্তা' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কস্তাষ্ট [হি] বি চুক্তি। 'কস্তাষ্ট অর্থাৎ কটকিনা সওদার মিয়াদের শেষে ...' ফরাস্টার, ১৭৯৭।

কহা [সি] বি কাঁথা। 'কহা নামে যে এ দ্রব্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কন্দ [স স্বক্কা] ১ বি কাঁথ। 'চিড়ের ঘটুয়া ধন্দ উকটএ কাটা কন্দ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি কবছ। 'লাখে লাখে উঠে কন্দ নাচিবারে পরবন্দ।' মালাধর, ১৫০০।

কন্দপোটা [স স্বক্কা+স গোষ্ঠক] বি সম্পূর্ণ মাথা। 'কন্দপোটা পড়ে তার পুণ্ডি উপরে।' মালাধর, ১৫০০।

কন্দ [সি] বি যে উল্লিদের প্রধান অংশ মাটির নীচে থাকে। 'কোনও কোনও বৃক্ষের মূলদেশে কচুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে; ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাতু, গিব, মানকচু, শালগম ইত্যাদি।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কন্দজাতীয় [সি] বিপুল মতের। 'তাহার হাতে কন্দ জাতীয় কি যেন একটা আহার।' বনফুল, ১৯৩৬।

কন্দমূলচর্চণনিরতা [সি] বিপুল কন্দমূল জাতীয় বাবার চিবাচ্ছে এমন। 'কন্দমূলচর্চণনিরতা মায়াও চাহিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

কন্দর [সি] ১ বি গুহা। 'নানা গিরী কন্দর বনে।' বড়, ১৪৫৮। ২ বি পর্বত গহ্বর। 'কন্দরে কন্দরে ফুটে কুমুম অশেষ।' রস, ১৮৫৮।

কন্দর্প [সি] বি হিন্দুদেবতা মদন; কামদেব। 'কন্দর্পের ঘুচে তেজ।' চঞ্জী, ১৫৫০।

কন্দর্পকান্তি [সি] বিপুল সুন্দর। 'সঙ্গে একটি যুবক আছেন, তিনিও কন্দর্পকান্তি।' বনফুল, ১৯৩৬।

কন্দর্পচাঁপা [সি] কন্দর্পচন্দ্রা] বি পুষ্পবিশেষ। 'সুশীলাকে কাকজনটগর দেখাব, কন্দর্পচাঁপা দেখাব।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কন্দর্পচাঁপা [সি] বি হিন্দুপুত্র অনুযায়ী কামদেবের বাপ, যে বাণের আঘাতে প্রোমাক্রান্ত হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। 'বাস ... কন্দর্পশরে জর্জরিত।' বনফুল, ১৯৩৬।

কন্দল [সি] বি কলহ। 'এতবলি দুই ভনে কন্দল লাগিল।' মালাধর, ১৫০০।

কন্দল-বন্দ [সি] বি ঝগড়া-বিবাদ। 'সভায় কন্দল-বন্দে খোটা দিব লোক।' মুকন্দ, ১৬০০।

কন্দলিয়া [সি] কন্দল] বিপুল ঝগড়াটে। 'ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

কন্দলী বি ফুলবিশেষ। 'সুবর্ণ কন্দলী ফুলকলবড় সতী সদা সজ্জাবতী।' মাইকেল, ১৮৬০।

কন্দিল বি আত্মলঠন। 'নিশাতালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল জ্বালিয়া।' আলাওল,

১৬৮০।

কন্দুক [সি] বি পোলক। 'বিচ্ছিন্ন হৃদয় লয়ে করে তুচ্ছ খেলার কন্দুক।' সুশীল, ১৯৩২।

কন্দুকলা [সি চন্দ্রকলা] বি চন্দ্রের ষোলো অংশের একাংশ। 'দিনে দিনে বাড়ে তনু লীলা পুরিল যেহেন কন্দুকলা।' বড়, ১৪৫০।

কন্দ [স স্বক্কা] বি মাথা। 'দুই আঁখি বাউ পড়ুক তার কন্দ।' বড়, ১৪৫০।

কন্দর [স স্বক্কা] বি ঘাড়। 'জলদসুন্দর কবু কন্দর নিদি সিঁকুর ভঙ্গ।' গোবিন্দ, ১৬০০।

কন্দ [সি] বি কণ। 'সেই কন্দ হোক তোমার কথা ভনি।' মালাধর, ১৫০০।

কন্দা [সি] বি বালিকা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কন্দা [সি] বি কণ। 'তার কাকর কন্দা মনে ধরে না।' গিরিশ, ১৮৭৭।

কন্দাল [সি] কন্দাল] বি কন্দাল; এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'বাজে বিউর কন্দাল।' বাহরাম, ১৬৫০।

কন্দিক [সি] বি কণিকা] বি রাজমিস্ত্রির ইট গাথা ও আতর করার হাতিয়ারবিশেষ। 'সে যখন ফুটগজ, কন্দিক আর সুত নিয়ে ছিক্রেটে টানতে টানতে কাজে যায়।' নজরুল, ১৯৩০।

কন্দিকা [সি] বি কণিকা] বি কর্ণাভরণ। 'মানক্রে কন্দিকা কন্দন গাজে।' মুকন্দ, ১৬০০।

কন্দিকা-পাটা [সি] বি কণিকা-পাটা] বি কণিকা ও পাটা। 'কন্দিকা-পাটা গুহায় লইবার জন্য সে একবার বাসায় গিয়াছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

কন্দিকা [সি] বি কণিকা। 'বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী ... গ্রামকণিকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৪৫।

কন্দা [সি] ১ বি কন্দা; মেয়ে। 'কন্দা বিভা তুতা জুগে আইলা ঝাপরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি কুমারী মেয়ে। 'পুরী মধ্যে যাবা যদি পাইবা এক কন্দা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ এবং প্রধান নক্ষত্রমঞ্জলী যেখানে দেখতে পাওয়া যায়, আকাশের সেই কাল্পনিক অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রত্যেকটি ভাগকে রাশি বলা হয়েছে - সেই রাশিসমূহের বর্ষ রাশি। 'সিংহ মেঘ কন্দা মীন করেছে প্রত্যেক অনুভব।' জীবন, ১৯৪৪।

কন্দ্যাকর্তা, কন্দ্যাকর্তা [সি] ১ বি কনের বাবা। 'বরকর্তার আসিয়া বলিলেন প্রাণদি লেখা পড়া হইলে কন্দ্যাকর্তা বাকদান করিলেন।' কবীন্দ্র, ১৮০২। ২ বি বিবাহযোগ্য কন্দা আছে এমন অভিভাবক। 'কন্দ্যাকর্তার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লওয়া যাইবে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'কন্দ্যাকর্তাদের মহলে জন্মহুতি শোনা যায়, লোকটি সংপাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কন্দ্যাকাল [সি] ১ বি বিয়ের আগের কুমারী অবস্থা। 'কন্দ্যাকালে জন্মাইলেক পরাশর মুনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি বাল্যকাল। 'কন্দ্যাকাল গেছে বিবাহের সম্ভটনা ... আরম্ভ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কন্দ্যাকুমারিকা [সি] বি প্রাচীন ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত। 'এই কুরুবর্ষ - এই কন্দ্যাকুমারিকা অতীতের কুয়াশার পারে।' জীবন, ১৯৩০; 'উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্দ্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কন্দ্যাকুমারী [সি] বি ভারতের দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ; কন্দ্যাকুমারিকা। 'দক্ষিণে সমুদ্রীর কন্দ্যাকুমারী পর্যন্ত পরিব্যাপিত

হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কন্যাশ্রীহীতা [স] বি বরের পিতা। 'কন্যাদাতা কন্যাশ্রীহীতার সহিত কলাচ অর্থসম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যাবিক্রম দোষে লিপ্ত হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাতু [স] বি কন্যার অধিকার। 'একটি উদাহরণ পৃথিবীর পৃথিবীর কন্যাতু স্বীকারের উপাখ্যান।' *শরীফুল্লাহ*, ১৯৩১।

কন্যাদাতা [স] বি বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে যে - (সাধারণত) কনের বাবা। 'যদি অনুচরবাহ্য স্বত্বমন্তী হয়, তবে কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে গমন করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাদান [স] বি কন্যা সম্প্রদান। 'সাদু করে কন্যাদান।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বিবাহ রচনা কর কন্যা দান দিরা।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

কন্যাদায় [স] বি কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। 'মনে কন্যাদায়ের কিঞ্চৎ নিপুত ডাব।' *জ্ঞানকমোদয়*, ১৮৫২।

কন্যাদায়গ্ৰন্থ [স] বিণ কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বিপদগ্রন্থ। 'তাহার কন্যাদায়গ্ৰন্থ আত্মীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কন্যাদায়িক [স] বিণ কন্যাদায়গ্ৰন্থ। 'কন্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কন্যাদাহ [স] বি কন্যাসন্তানের প্রতি অমানবিক আচরণ। 'সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

কন্যাধন [স] বি কন্যারূপ ধন। 'তপোধন তাকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কন্যাপক্ষ [স] বি কনের পক্ষ। 'বিয়েরতে আমি তোমার কেউ নয়, আমি কন্যাপক্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কন্যাপক্ষীয় [স] বি কন্যাপক্ষের লোকজন। 'এক ঘর কন্যাপক্ষীদের মধ্যে চারকো কোনো ফাঁকি পেলে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কন্যাপণ [স] বি বিয়ে উপলক্ষে বরের কাছে কন্যাপক্ষের দাবিকৃত অর্থ। 'কন্যার পিতা চারশো টাকা কন্যাপণ চেয়েছেন।' *মহাশেখা*, ১৯৫৬।

কন্যাপিতৃত্ব [স] বি কন্যার পিতৃত্ব। 'কন্যাপিতৃত্বের সেও একটা কষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কন্যাপুত্র [স] বি কন্যা ও পুত্র। 'কন্যাপুত্র উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগের ভরণ-পোষণার্থ ভারগ্রন্থ হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

কন্যাশ্রদ্ধা [স] বি কন্যার বিয়ের ব্যবস্থাহরণ। 'কামদেব কর কন্যাশ্রদ্ধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কন্যাবিক্রম [স] বি যে ব্যক্তি পণ আদায় করে কন্যাকে বিয়ে দেয়। 'যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রমীরা মুখাংশেক করে সেও সূর্য্য দর্শনস্বপ্ন প্রায়চিত্ত করিবেক।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাবিক্রেতা [স] বি যে ব্যক্তি পণ আদায় করে কন্যা বিয়ে দেয়। 'কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সংকল্প করে তাহাও তাহার বিফল হয়।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাভারগ্রন্থ [স] বিণ কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব। 'কন্যাভারগ্রন্থ হইয়া চিন্তা-নির্মিলিত নয়নে বিন্দ্যাবস্থায় যামিনী যাপন করি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যাভারাক্রান্ত [স] বিণ কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে বিপদগ্রন্থ। 'কন্যা ভারাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল।' *দর্পণ*, ১৮২২।

কন্যায়াত্র [স] ১ বি বিয়ের কন্যাপক্ষ। 'যত কন্যায়াত্র দেখিয়া সুপাত্র বলে এ কেমন বর।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত অতিথি। 'বরহা, কন্যায়াত্র ও পুরোহিত প্রভৃতি, এ সকলকে জোজনগুতা করাইতে হইবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কন্যারত্ন [স] বি কন্যারূপ রত্ন। 'তজ্ঞা বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

কন্যারশি [স] বি সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহ এবং প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলী যেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের সেই কাল্পনিক অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিতে ভাগকে রাশি বলা হয়েছে - সেই রাশিসমূহের ষষ্ঠ রাশি। 'যে লগ্নে দিনরাশি কন্যারশির সূর্য্যগৃহে প্রবেশ করেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কন্যালয় [স] কন্যা-আলয় বি কন্যার বাড়ি। 'কন্যা নিল কন্যালয়ে তুরিত গমনে।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

কন্যাশোক [স] বি মেয়ে হারানোর কষ্ট। 'সদ্য কন্যাশোকের উপর এতবড়ো অসহ্যমান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

কন্যা সংপ্রদান [স] কন্যাসম্প্রদান বি কন্যাকে বিয়ের জন্য সম্প্রদান। 'বসিলেন করিবারে কন্যা সংপ্রদানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কন্যাসন্তান [স] বি মেয়ে। 'একটি কন্যাসন্তান জনস্বহণ করিয়াছে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

কন্যাস্বামী [স] কন্যা+স স্বামী বি শিমের প্রকারভেদ। 'কন্যাস্বামী সিমের জাঙ্গা ভরিয়া ধরেছে ফল।' *জসীম*, ১৯৫১।

কন্যাহত্যা [স] বি কন্যা সন্তানকে হত্যা। 'এ দেশের রাজপুত্রের এখনই এই কন্যাহত্যা মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।' *সুলভ*, ১৮৭১।

কন্যাহারী [স] বিণ কন্যা হরণকারী। 'তিনি কন্যাহারী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কন্যে [স] কন্যা বি কন্যা। 'যুই, কন্যের সুই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

কলপিরেসি [স] বি ষড়যন্ত্র। 'আপনার খুশরকে আর দোকড়ি দালালকে কলপিরেসি করে ফোরজারী চাচ্ছে ফেলছি।' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

কলগি [স] বি কাউন্সেল বি কৌশল। 'উকিল, কলগি মধ্যে দেখিবেন, পরস্পর পরস্পরকে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কলট, **কলট** [স] ১ বি একতানবান। 'কতকটা থিয়েটারের কলটের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ বি গানের আসর। 'আমাদের হাল ফ্যানের কলটের গণ্ডলি তার প্রমাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'বড় বড় থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কলট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কপ [স] কপ বি কপ। 'কপ গীতি করে মাছে কপগীতি করে দেই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কপ [স] ধন্য বি দ্রুততা প্রকাশক শব্দ। 'কপ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কপচ [স] কবচ বি কবচ। 'আপনার অঙ্গ হতে কপচ এড়িয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কপচানো ১ বিণ মুখস্থ; বহবার বলা হয়েছে এমন। 'কাকাভূয়ার কপচানো বুলির মতো যদি তাঁদের কথা নিরর্থক না হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ ক্রি অনর্থক আওড়ানো। 'এখনো আমরা ... নিজেদের অজ্ঞাতসারে জড়বাদ কপচাই।' *অন্নদা*, ১৯২৮; 'জীবনের দুর্দশাকে

বিশেষ কপটিয়ে লাভ নেই' জীবন, ১৯৩১।

কপট [স] ১ বিণ ছলনাময়। 'বিকট দপ্ত কপট বাণী' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ প্রভারক। 'এমত কপট খুঁজ লম্পট শঠ'। ৪জী, ১৫৫০। ৩ বিণ কৃত্রিম। 'সেটি কপট মন্দির'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

কপটজাল [স] বি মায়াজাল। 'তিনি, বারনারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া ... শান করিলেন'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

কপটতা [স] ১ বি শঠতা। 'রাগ, ঘেব, মিথ্যা, ... কপটতা, ভীকৃত্য, নিষ্ঠুরতা, অতীলতা ... দমন করা আবশ্যক'। অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি চালাকি। 'তাহারা কপটতা করিয়া উত্তর করিল কল্য সত্তম চান্দ্রমাসের পঞ্চদশ দিবস'। অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি ভণ্ডামি। 'কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা, কুৎসা, কপটতা, প্রভারণা সকলের অন্তর হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে'। অক্ষয়, ১৮৫৫।

কপটপুরিত [স] কপটপুরিত। বিণ কপটতায় পূর্ণ। 'বিষম পুরুষ জাতি/কপটপুরিত মতী' বড়ু, ১৪৫০।

কপটবাটী [স] বিণ মিথ্যাচারী। 'তিনি যোহাদিপকে কপটবাটী মনে করিতেন ... আলাপ করিতেন না'। বিদ্যা, ১৮৯১।

কপটবেশী [স] বিণ ছদ্মবেশ ধারণকারী। 'কপটবেশী শুও সন্ধ্যায়ী'। দর্পণ, ১৮২৮।

কপটভাব [স] বি ঋণতাপূর্ণ মনোভাব। 'চিরদিনের জন্য কপটভাব ত্যাগ করুন'। নবনূর, ১৯০৩।

কপট-সমরী [স] বি যুদ্ধে যে হলনার অশ্রয় গ্রহণ করে। 'কপট-সমরী: - বুধ যদি রত্ন আঁজি, আর না ফিরিব'। মাইকেল, ১৮৬১।

কপটচরণ [স] কপট-আচরণ। বি প্রভারণা। 'কোন মত অবলম্বন করিয়া তাহা গোপন করিলে কপটচরণ করা হয়'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৭।

কপটচ্যারী [স] কপট-আচারী। বিণ ভণ্ড। 'কপটচ্যারী বধুদেবদারী মনসী নিবেদন করিল'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

কপটী, **কপট** [স] কপটী, সম্বন্ধেই-ই-কার। বি কপট; প্রভারক। 'কপটীর রূপে যেন বুলেন নগরে'। বৃন্দা, ১৫৮০: 'কপোলা কপাল হুঁকি করে হায্যকার - / 'রে কপটি, রে সেফটি গিলেট রেজার'। নজরুল, ১৯২৯।

কপনি [স] কৌণী। বি নেংটি। 'পরলেন কপনি'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কপনিপরা [স] কৌণীন+স পরিধান। বিণ কৌণীন-পরিহিত। 'তখন কপনিপরা কোজ মেশিন-গান বের করবে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কপর্দক, **কপর্দক** [স] বি অর্ধরূপে ব্যবহৃত কড়ি বা সামান্য পরিমাণ ধন। 'কপর্দক রেয়াত হইবে না'। কেবি, ১৮০২: 'আমার হস্তে এক কপর্দকও নাই'। বিদ্যা, ১৮৬৩।

কপর্দকশূন্য [স] বিণ সামান্য টাকা-কড়ি পর্যন্ত নেই এমন। 'আজ সে একেবারে কপর্দকশূন্য'। বিজুতি, ১৯৩১।

কপর্দকহীন [স] বিণ সামান্য পরিমাণ ধনও নেই এমন। 'আজ যে কপর্দকহীন ফকির'। নজরুল, ১৯২২।

কপর্দী [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'জটধর কপর্দী বন্দী - যার স্নিগ্ধ তলে কসি'। মাইকেল, ১৮৬০।

কপাকপ [ধন্য] ক্রিবিণ দ্রুততার সঙ্গে। 'একগাদা মুও কপাকপ কেটে নিয়ে ...'। মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

কপাট [স] ১ বি দরজার পাত্তা। 'দশমী দুয়ারে দিলো কপাট'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বাধা। 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট'। গোবিন্দ,

১৭০০। ৩ বি ভাঁজ। 'নারীর মুখ, কান্তিময় মাংসের কপাট'। মাহমুদ, ১৯৭৩।

কপাট দেওয়া ক্রি আবদ্ধ করা। 'অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

কপাটবদ্ধ [স] বিণ গোপন। 'কপাটবদ্ধ নিকরাতনের কোন সৌরভ, কোন গুরুত্ব থাকিবে না'। আজাদ, ১৯৬৪।

কপাট মারা ক্রি বন্ধ করা। 'আগে কপাট মার কামের ঘরে'। লালন, ১৮৯০।

কপাটি কপাটি [ধন্য] বি খেলাবিশেষ। 'হেঁড়েভুড়ু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাঙাতলি খেলতে লাগলেন'। দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কপাটির ব্যথা বি মাথাব্যথা। মনোএল, ১৭৪৩।

কপাত [ধন্য] বি এক কোপে কাটার শব্দ। 'পুঞ্জটি ইতিমধ্যে কপাত করে কর্তন করে ফেলেছেন'। মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

কপাল [স] ১ বি অশুভ। 'বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি লপাট। 'চন্দনভিলকে অতি শোভিত কপালে'। বড়ু, ১৪৫০।

কপালকুণ্ডলা [স] বি মাথার খুলি বার কানের দুল: হিন্দুদেবী চণ্ডী। 'কালী কান্তি কপালিনী কপালকুণ্ডলা'। মুক্তন, ১৬০০।

কপালক্রমে [স] ১ ক্রিবিণ ভাগ্যক্রমে। 'যদিও কপালক্রমে হয় ভঙ্গ জন্ম'। মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ ক্রিবিণ দুর্ভাগ্যবশত। 'হিন্দুর কপালক্রমে সুখ-দিনকর'। হয়েছিল এককালে অতি খরতর'। গুপ্ত, ১৮৫৮।

কপাল-খোলা বি ভাগ্য প্রসন্ন হওয়া। 'ব্যবসায় কপাল-খোলা বিচিত্র নয়'। শওকত, ১৯৫৮।

কপালগুণে [স] বি ভাগ্যের দোষ। 'আমার কপালগুণে বিদ্যা না হইল'। ডবলী, ১৮২৫।

কপাল-ঠোকা বিণ দুঃস্বাধ্য। 'কপাল-ঠোকা গাণিতিক বিদ্যা নোকান করার পূর্বে তার একমাত্র ভরসা ছিল'। শওকত, ১৯৫৮।

কপাল-দোষ [স] বি ভাগ্যের দোষ। 'যদি কপালদোষে সে ধন হারা হইতে হয়'। ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।

কপাল পরীক্ষা [স] বি ভাগ্য পরীক্ষা। 'কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরীক্ষার ঝুঁকি লইলেক না'। তারিণী, ১৮০৩।

কপালশোড়া [স] কপাল+শোড়া। ১ বিণ দুর্ভাগ্য। 'লক্ষীছাড়া কপালশোড়া দেখি তোরে'। লালন, ১৮৯০। ২ ক্রি মন্দভাগ্যের স্বীকার হওয়া। 'মনে মনে হাসলুম, কার আবার কপাল পুড়ল'। নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কপালফলক [স] বি মাথা। 'নিম্নের কপালফলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চার করছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কপাল ফোঁকা ক্রি ভাগ্য প্রসন্ন হওয়া। 'কপাল ফিরিবে না তার?' শওকত, ১৯৫৮।

কপাল ভাঙ্গা [স] কপাল+স ভঙ্গ। ক্রি সুখ নষ্ট হওয়া। 'তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে'। বঙ্কিম, ১৮৭৭।

কপালমালা [স] বি নরমুণ্ডের মালা। 'নরকনিকর কপালমালা/তরতর ত্রিনয়ন উজ্জ্বল ছালা'। গিরিশ, ১৮৮৩।

কপাললেখা [স] কপাল+লেখা। বি ভাগ্যের লিখন। 'অমি যে যাইব ভাবিনাক, সাথে যাইবে কপাললেখা'। জয়ীম, ১৯২৯।

কপালিয়া [স কপাল] বিণ সৌভাগ্যবান। মালোএল, ১৭৪৩।

কপালী [স। বিণ ভাগ্যশালী।] শ্রীমান বিবেক ভট্টাচার্য কপালী লোক। মুক্তভা, ১৯৫৯।

কপালে করাঘাত করা - দুঃখ অথবা হতাশার কপাল চাপড়ানো। 'কপালের একজন বিজ্ঞ সহযোগী কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছেন ...' আজাদ, ১৯৩৯।

কপালে চাঁদ ধাক্কা দি সৌভাগ্যবান হওয়া। 'কপালে চাঁদ ধাক্কা দে মিনিষ্টারও হওয়া যায়।' জীবন, ১৯৩২।

কপালে মৃত্যুর মারা দি হতভাগ্য হওয়া। 'কপালে মৃত্যুর মেয়ে এসেছি ভাই, এ জন্যে আর কিছু হবে না।' শতকৃত, ১৯৫৮।

কপালের জোর বি অদ্ভুতের বল। 'মহিন্দার কপালের জোর বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কপালী [স কপাল] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কপাসু [স কর্পাস, পা কপাস] বি কার্পাস (তুলা) গাছের ফুল। 'মুকুড় এ সে রে কপাস ফুলিটলা।' চর্যা ৫০, ১২০০।

কপি [স। বি বানর।] 'গড় বেড়ি কপি সেই থানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কপিধ্বজ [স। বি যার পতাকায় বানরের ছবি অঙ্কিত আছে; অর্জুন। 'কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে।' বিদ্যুতি, ১৯২৯।

কপিবর [স। বি হনুমান।] 'ভালা রে বাপ কপিবর।' ভালা, ১৯৪২।

কপিসেনা [স। বি বানরসেনা।] 'পরপারে কপিসেনা করে সেতুবন্ধের সূচনা।' সুখীন্দ্র, ১৯০১।

কপি [স। বি কপি।] বি কপি কল; ভারী জিনিস সহজে উপরে তোলার জন্যে এক চাকার যন্ত্র। ওর্গা, ১৭৮২।

কপিকল [স। বি কপি+স কল] বি ভারী ওজনের বস্ত্র উত্তোলনের এক চাকার যন্ত্রবিশেষ। 'রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি।' শরৎ, ১৯৩১।

কপি [স। ১ বি বাঁধাকপি। 'কপিশাক।' ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বি ফুলকপি, ওলকপি বা বাঁধাকপি। 'ঘুঘার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।' গুণ, ১৮৫৮।

কপি [স। বি প্রতিলিপি। 'ফোটোগ্রাফের কপি আরো নিচয় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কপিং পেশিল [স। বি কপি করার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার পেশিল। 'আমার একটা কপিং পেশিল।' শিবরাম, ১৯৪০।

কপিবুক [স। বি হাতের লেখা মকশা করার লাইন-টানা খাতা। 'সময় আর টাকা যে একই জিনিষ কপিবুক থেকেই এরা সে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করে।' সবুজ, ১৯১৭; 'ইংরেজি কপিবুকের মকশা করেনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কপিবৃত্তি [স। কপি+স বৃত্তি] বি নকলকরণ। 'দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া, বেশকুশা-আচারব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

কপি-রাইট [স। বি গ্রন্থস্বত্ব।] 'মৌলানার কপি-রাইট।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

কপিখ [স। বি কথ্যবল ফল।] 'অন্ন তেজি খান মাতা কপিখ বদর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কপিখ [স। কপিখ] বি কথ্যবল গাছ। 'অগধ কপিখ সুন্দরী।' বড়,

১৪৫০।

কপিন [স। কপৌন] বি নেহিট। 'রাজ চিহ্ন বস্ত্র এড়ি কপিন পরিল।' মালাধর, ১৫০০।

কপিনাস [স। বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবাব দোতারী বীণ কপিনাস রত্নবীণ।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কপিনাশ [স। কপিনাস] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজে কপিনাশ - দুঃখনাশ যার হবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কপিল [স। ১ কপি পিঙ্গল বর্ণের। 'গজসল দুই স্তন কপিল কেস ভার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সাংখ্যদর্শন। 'আমার তো কপিলে বিশ্বাস।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কপিলা [স। বি (হিন্দুপুরাণ) কামধেনু। 'কপিলা হরিব ক্ষীর সস্য বসুমতী।' বড়, ১৪৫০।

কপিশ [স। বি মেটে রং। 'অভিন্ন কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কপিশকপোল [স। বিণ পাঁচটে গালবিশিষ্ট। 'কটাতুল নীলচক্ষু কপিশকপোল/ যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কপূর [স। কর্পূর] বি কর্পূর। 'কহির কপূর তামূল বড়ায়ি কহির নেত পাড়ায়।' বড়, ১৪৫০।

কপূরবাসিত [স। কপূরবাসিত] বিণ কর্পূরের গন্ধ মিশ্রিত। 'কপূরবাসিত বড়ায়ি নেহ তথা পান।' বড়, ১৪৫০।

কপোট [স। কপট] বিণ ছলনাময়। 'এইমতে কপোট কড়া করে চক্রপানি।' মালাধর, ১৫০০।

কপোত [স। বি কবুতর। 'কপোত কুঙ্কুত কক্স কামী কোর কলবিদ্য।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নিবিড়-ছায়া বটের শাখে কপোত দুটি কেবল ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কপোত-কপোতী [স। বি কপোত-দম্পতী। 'কপোতকপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে।' মাইকেল, ১৮৬২।

কপোতকাকলি [স। বি পায়রার কুজন। 'তকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কপোতবধু [স। বি মাদি কবুতর। 'শোন যথা লয়ে যায় কপোতবধুরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কপোতিনী [স। বি স্ত্রী কবুতর। 'বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশে কালোমেঘে পিছে।' নজরুল, ১৯২৪।

কপোতী [স। বি স্ত্রী কবুতর। 'কপোতী যেমতি কুহরে নিবিড় বনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কপোতীমঞ্জরী [স। বি মাদি কবুতরের ঝাঁক। 'কপোতীমঞ্জরীর মধ্যে পক্ষিরা বাজ সহসা উপস্থিত হলে।' মাইকেল, ১৮৭৪।

কপোতেশ্বর [স। বি পবিত্র আত্মা। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রেয় ত্রীশ্রীনাথদের উপাস্য দেবতা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কপোতাক্ষ [স। বি যশোরের অন্তর্গত নদীবিশেষ। 'কপোতাক্ষ নদ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কপোতাক্ষী [স। বি কপোতাক্ষ নদ। 'যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষী আর।' ফররুখ, ১৯৩০।

কপোল [স] ১ বি ললাট। 'উন্নত গণ্ড কপোল খীনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি গাল। 'কাহারে চুম্বএ কপোল চাপিয়া ধরি।' মালাধর, ১৫০০।

কপোলকল্পিত [স] বিণ মনগড়া। 'দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিশের কপোলকল্পিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কপোলতল [স] বি গণ্ডদেশ। 'সগু মহাসিন্ধু নোলে কপোল-তল।' নজরুল, ১৯২২।

কপোলদেশ [স] বি মুখমণ্ডল। 'তুলারে স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুয়ে লালন পালন করছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কপোলমুগ [স] বি দুই গাল। 'চাঁদা দিতে কপোলমুগ পাণ্ডব করিয়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কপোলশ্বেদবারি [স] বি গালের ঘাম। 'ও শিশির কপোলশ্বেদবারি।' নজরুল, ১৯২৯।

কপ্লিন [স] কৌপী। বি নেটি। 'পরনে কপ্লিনটুকু পর্যন্ত নেই।' মুক্তবা, ১৯৫২।

কপ্পুরে [স] কর্পুর। বিণ কর্পুর থেকে উৎপন্ন। 'কপ্পুরে, ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মত তুমি আর আমি।' জীবন, ১৯৪৮।

কফ [আ] বি শ্লেষ্মা। 'করিল পিপ্লিখও কফ নিবারিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কফকর [আ] কফ+স কর। বিণ কফ বা শ্লেষ্মাকারক। 'ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।' গুণ, ১৮৫৮।

কফ হওন ক্রি শ্লেষ্মা হওয়া। ওঙ্গ, ১৭৮৫।

কফাভিত্ত [আ] কফ+স অভিভূত। বিণ শ্লেষ্মায় আক্রান্ত। 'কফাভিত্ত হইলে সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিতা প্রস্তুত করিল।' দর্পণ, ১৮৫২।

কফ [হি] বি জামার হাতার প্রান্তভাগ। 'হাতিগুলির দিকে তাকান আর শার্টের কফে নোট টুকে।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

কফন [আ] কাফন। বি মৃতদের আচ্ছাদনের কাপড়। 'আইনি ফিরঙ্গী কফন চোর।' রাজ, ১৮৭৪।

কফন-চোর [আ] কফন+স চোর। বি মৃতদের আচ্ছাদনের কাপড় চুরি করে যে। 'আইনি ফিরঙ্গী কফন চোর।' রাজ, ১৮৭৪।

কফি [বি] কফি-বীজের গুড়ো দিয়ে তৈরি চা জাতীয় পানীয়। 'গোরাশের টা ও কফি প্রস্তুত হয়।' হেতম, ১৮৬১।

কফিখানা [হি] কফি+ফা খানা। বি কফির রেস্তোরা। 'কফিখানায় সেও একদিন তাকে কফি খাওয়াবে।' তারা, ১৯৪৩।

কফিঘর [হি] কফি+ঘর। বি কফি বিক্রি হয় এমন ছোটো রেস্তোরা। 'লন্ডনের কোন বাইলেনের কোন ঘুপটি আধো অন্ধকার কফিঘরে ...।' আলুউদ্দিন, ১৯৬০।

কফিন [হি] বি শবধার। কফিন-চোর [হি] কফিন+স চোর। বি শবধার চুরি করে যে। 'পল্লোলোচন আবার কফিন-চোরের বাটা।' হেতম, ১৮৬১।

কফিনে পেরেক মারা - চূড়ান্ত ক্ষতি করা। 'ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কফিনে আর একটা পেরেক মেরেছিল ইংরেজেরই বেতন-ভোগী শুভুরেরা।' সাদত, ১৯৬৭।

কফুয়া [আ] কফ+য়। বিণ শ্লেষ্মায়ুক্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

কবচ [স] ১ বি বর্ম। 'কবচ করিল ছাষবার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বীজময়। 'বিশ ত্রিশ জন চক্টিপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন।'

দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি কবজ; তাবিজ; মাদুলি। 'বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

কবচন [স] কুবচন। বি নিন্দা। 'তোমার কবচন সব গোণীজন কাছে।' বড়ু, ১৪৫০।

কবজ [স] কবচ। বি কবচ; মাদুলি। 'কবজ করিয়া পত্র গলেত বাকিল।' বাহরাম, ১৬৫০।

কবজ [আ] কবজা। ১ বি রশিদ। 'জমিদার লোকের দরমাহার কবজ।' ক্যালগে, ১৭৮৬। ২ বি দখল। 'তাহার রাজ্য কবজ করিল।' রামরাম, ১৮০১।

কবজ পত্র [আ] কবজ+স পত্র। বি অধিকারপত্র। 'কবজ পত্র মিদং কায়ানক যোগে আমার পোয়ত্রীক ...।' চিঠিপত্র, ১৭৯৪।

কবজা [আ] কবজা। ১ বি ধাতব উপকরণবিশেষ যা দিয়ে রূপট বোকারের সঙ্গে আটকানো থাকে। ক্যালগে, ১৭৮৯। ২ বি নিয়ন্ত্রণ। 'আমায় কবজার আনবার শক্তি ওই অনন্ত অসীম শক্তিদারী নেই।' নজরুল, ১৯২৭।

কবজি [আ] কবজা। বি হাত ও বাহুর সন্ধিস্থল; মণিবন্ধ। 'জ্যাকেটের হাত কবজি পর্যন্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কবজিঘড়ি [আ] কবজা+ঘড়ি। বি হাতঘড়ি। 'একটা কবজিঘড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কবড়ী [বি] কর্পদিক। বি কড়ি। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুজ্ঞেড় পার কবড়ী।' চণ্ডী ১৪, ১২০০।

কবতহি ক্রিবিণ কখনো। 'কবতহি নাহি জ্ঞানি সুরতকি বাত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কবন্ধ [স] ১ বি মাথাবহীন ভূত। 'উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়।' ভারত, ১৭৮০। ২ বি বিষম আকৃতির। 'পশু মুক কবন্ধ বধির আঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কবর [আ] ১ বি সমাধি; গোর। দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি ধ্বংস। 'ইসলামে তুমি দিয়ে কবর মুসলিম বলে করো কবর।' নজরুল, ১৯২৪।

কবরখানা [আ] কবর+ফা খানা। বি গোরস্থান। 'আজ সে হাতে নাই শক্তি, কবরখানায় বসে।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

কবর-গাহ [আ] কবর+ফা গাহ। বি কবরস্থান। 'শহীদগণের কবর-গাহে আশ্রয় দাঁড়াইয়াছিলেন।' শওকত, ১৯৫৮।

কবরচূড়া [আ] কবর+স চূড়া। বি কবরের শীর্ষফলক। 'কারুখচিত কবরচূড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কবর দেওয়া ক্রি সমাধিত করা। 'কোঁতাঙ্ক লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবর দেওয়াইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

কবরপুর [আ] কবর+স পুর। বি কবরস্থান। 'পাড়ী টেনে নিয়ে চললো আবেরণের গোট কবরপুরের দিকে।' মাহেন২, ১৯৪৯।

কবরপোষ [আ] কবর+ফা পোষ। বি কবরের আচ্ছাদন; গিলাফ। 'আজিকে দুয়ারে নাই চাঁদির কবচ/ মোতির কবরপোষ আর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কবরভূমি [আ] কবর+স ভূমি। বি সমাধিক্ষেত্র। 'সেটা সত্যই জাহানারাম কবরভূমি।' বিভূতি, ১৯৩১।

কবরময় [আ] কবর+স ময়। বিণ সমাধিতে পূর্ণ। 'নতুবা করিব এ গাও কবরময়।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

কবুরে [আ] কবর+য়। বিণ কবরের মতো। 'আমরা কজন কবুরে শুকুতা

নিয়ে বসে আছি।' শামসুর, ১৯৭২।

কবরী [স] ১ বি খোপা। 'চামরী জিনিএরা তোর চিকত কবরী।' বড়, ১৫৭০। ২ বি কৃত্রিম খোপা। 'কবরী, পাউডার, মাক্কারা, চোখের পালিস, রুজ, নখ-পালিস।' বেগম, ১৯৪৭।

কবরী [স কবরী] বি খোপা। 'চুম্বন করএ কারে ধরিয় কবরী।' মালখর, ১৫০০।

কবরীচক্ [স] বি খোপা। 'বাছার কবরীচক্কে কমলমালা।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কবরীবন্ধ [স] বি খোপার বান্দন। 'ধাকে কবরীবন্ধে কারো ডোর হয়ে।' নজরুল, ১৯২৯।

কবরীমূল [স] বি খোপার মূল। 'এখনও কবরীমূলে/ কুসুম পড়েনি চুলে।' নজরুল, ১৯২৯।

কবরেনজ [স কবিরাজ] বি কবিরাজ। 'আমি কবরেনজ ডাকতে পারোঁ না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কবরেনজখানা [স কবিরাজ+ফা খানা] বি কবিরাজি চিকিৎসালয়। 'পাশেই জীবনমশায়ের কবরেনজখানা।' তারা, ১৯৫৩।

ক-বর্গ [স] বি ক থেকে ও পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণের সমষ্টি। 'দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কবর্গ চব্ব্বাদি বর্গ বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কবর্কক [স কপর্দক] বি কড়ি। 'বাকী কবর্কক কড়া হরচন্দ্র বাকী থাকিবেক না।' তাঁতি, ১৭৯২।

কবর্কক [স কপর্দক] বি টাকাকড়ি। 'এক ঘাট কবর্ককে বলাইব ধনি।' মালখর, ১৫০০।

কবল [স] ১ বি আস। 'অসং পরিবারের করাল কবলে পতিতা।' বিদ্যুৎ, ১৯৮২। ২ বি প্রভাব। 'ইংরাজের প্রবল আকর্ষণের কবল হাতে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বি পরায়ীনার শৃঙ্খল। 'তোলে তারা স্বাতন্ত্র্যের গান - বাঁচাবে মোদের নাকি প্রতীতি কবল থেকে।' আহসান, ১৯৪৪। ৪ বি আক্রমণ। 'নিষ্ঠুর কবলে ধ্বংস হতে থাকে।' বেগম, ১৯৪৮।

কবলগত [স] বিণ করতলগত। 'মহাজনগণের কবলগত হইতেছে।' এসলাম, ১৯১৯।

কবলমগ্ন [স] বিণ জোরপূর্বক অধিকৃত। 'নটনটীর কবলমগ্ন হইয়া উচ্ছলন বিভ্রাণীদের ঘৃণ্য লাঙ্গলান্নি উদ্দীণ ...' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

কবলিত [স] বিণ অধিকৃত। 'তোমার মাতঙ্গ-বল আচ্ছাদন কৈল জল কবলিত কৈল নাল গুণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কবলানো [আ কবল+>] ক্রি ঘুর হিসেবে দেওয়া। 'তুমি আরও টাকা কবলানো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কবলাস [স কপিনাস] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নাকাড়া দুমদুমি বাজে পিনাকে কবলাস।' আলাওল, ১৬৮০।

কবলিত দ্র কবল

কবহ ক্রিবিধ কখনো। 'ন ময়োর কবহ তুং অনুগতি চুকলিহ বচন ন বোলল মন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কবাই [আ কবাই] বি জামাবিশেষ। 'কিরণ কবাই গায়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কবাট [স কপাট] ১ বি দরজা; রোখ। 'পিরীতি ঘারের কবাট করিব।' দ্বিচ্ছী, ১৬০০। ২ বি আবরণ। 'স্ত্রীলোকের মনের কবাট খুলিয়া যদি

বিশেষ তন্ন তন্ন ভাবে দেখা যায়।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কবাটি [স কপাট] বি হা-ডু-ডু খেলা। 'কবাট খেলার হুঁ ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

কবাব [আ কাবাব] বি কাবাব; লোহার শিকে বিদ্ধ-করা আতনে ঝলসানো মাংস। 'দিল্লি মোটাগোটা চর্কিদার জিনিস বানাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি।' মশাররফ, ১৮৮৯।

কবালা [আ] বি বিভিন্ন দলিল। 'পেতৃক ভূসম্পত্তি ... কবালা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্ব দলীল লিখাইয়া লইতে থাকিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

কবালী [স কপালী] বি পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কপালী। 'মাঅ মারিআ কাহ্নে ডইঅ কবালী।' চর্যা ১১, ১২০০।

কবি [স] ১ বি পদ্যকার। 'সরস কবি বিদ্যাপতি গাওল নিঅ মনে অবধারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'কুলীন কবি আসিব শতেক দিহিবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কবিগান। 'আধুনিক এক ব্যক্তি কবি লিখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বি কাব্য রচয়িতা। 'তাহা কবি ভিন্ন আর কেহই লিখিতে সাহসী হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বিণ কাব্যপ্রাঙ্গী। 'কবি কালিদাসকৃত নলোদয় কাব্যের চতুর্থ উচ্চাসে প্রণীত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি প্রভু; বিশ্বধাতা। 'দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কবিআনা [স কবি+ফা আনা] বি কবিভূ; কবির ভাব। 'যাঁর কাছে নিজেই এই কবিআনার জ্ঞাননিদ্যেছিলাম ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কবিওআলা, কবিওয়ালা [স কবি+হি ওয়ালা] ১ বি কবিগানের সম্প্রদায়। 'পাঁচালি এবং কবিওয়ালা ও যাত্রার দলে ইহার প্রাদুর্ভাব ছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি কবিগান গায়ক বা রচয়িতা; কবিয়াল। 'কবিওআলা।' বিদ্যা, ১৮৯১।

কবিওলা [স কবি+হি ওয়ালা] বি কবিগান গায়ক। 'কবিওলাগিণের এক একটি কবিতা এমন যে ...' রাজ, ১৮৭৪।

কবিকঙ্কণ [স] বি উপাধিবিশেষ। 'কবিকঙ্কণ উপাধিতে খ্যাত ... এক ব্রাহ্মণ।' দর্পণ, ১৮৩০।

কবিকন্ঠহার [স] বি কবিশ্রেষ্ঠ। 'বিদ্যাপতি ভন কবিকন্ঠহার ...' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কবিকণ্ [স কবি+>] বি কবি। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কবিকর [স] বি কবি। ওসী, ১৭৮৫।

কবিকর্ম [স] বি কবিতা। 'বোদলেয়ার ... কবিকর্মের কেন্দ্রে ব্যঙ্গনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালেন।' শিব, ১৯৩৭।

কবিকর্মী [স] বি কবিতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি। 'কবিকর্মীর পক্ষে সাম্প্রতিক সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ধারা সংক্ষেপে ... জ্ঞান রাখা প্রয়োজন।' আলোড়িন, ১৯৫৫।

কবিকল্পনা [স] ১ বি কল্পনাবিলাস। 'প্রত্যাক্ষদর্শীর নিকটে এ বর্ণনা শুদ্ধ অবস্তব কবিকল্পনাবস্তু।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি অবস্তব কল্পনা। 'কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৬। ৩ বি কবির সৃজনশীলতা। 'বৃন্দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কবিকীর্তি [স] বি কবির সৃষ্টিকর্ম। 'কবিকীর্তি কবির জামার পকেটে-পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কবিকুল [স] বি কবিসমাজ। 'দেখ এই ধরাডালে কবিকুলগুরু বলে খ্যাত আছে।' তবানী, ১৮২৫।

কবিকুলগুরু [স] বি কবিশাস্ত্রীর গুরু বা ওস্তাদ। 'কবিকুলগুরু বলে

খ্যাত আছে পণ্ডিত মহলে।' ভবানী, ১৮২৫।

কবিকুশিরোমণি [স] **বিণ** কবিশ্রেষ্ঠ। 'কবিকুশিরোমণি কালিদাস এই রাজা ... পরিচালন করিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

কবিখ্যাতি [স] **বি** কবি হিসেবে পরিচিতি। 'রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি একান্ত খাতিরের ব্যাপার।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কবি গাওয়া **ক্রি** কবিশান গাওয়া। 'লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত।' মর্পণ, ১৮২৮।

কবিশান [স] ১ **বি** কবিহৃদয়ের সংগীত। 'আপনার সমস্ত কবিশান বাহীন্দ্রী অন্তরে দিয়েছেন বিসর্জন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ **বি** আঠারো শতকে উদ্ভূত এক ধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান। 'কবিশানের পান্ডার সে মন্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।' তারা, ১৯৪২।

কবিশানের পাঠ্য **বি** কবিশানের প্রতিযোগিতা। 'কবিশানের পাঠ্যার সে মন্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।' তারা, ১৯৪২।

কবিসিরি [স **কবি**+**ফা** **গিরি**] **বি** কবির ভাব। 'কবিসিরি ফলাবার উসাহ-বন্যায় আধুনিকাদের 'পরে করিয়াছি অন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কবিসীতা [স] **বিণ** কবি কর্তৃক বর্ণিত। 'কবিসীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কবিসীতি [স] **বি** অষ্টাদশ শতকের শুরুতে কলকাতার উদ্ভূত একধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান। '... রামবসু, রঘুনান প্রকৃতি এই সময়ের বিখ্যাত কবিসীতি রচয়িতা।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কবিতরু [স] **বি** গুরুস্থানীয় কবি। 'উল্লেখ্য কবিতরু ডিয়ারী আছিল।' মাইকেল, ১৮৬৫।

কবিশোষ্ঠী [স] **বি** কবিকুল। 'কৃত্রিম কাব্যচর্চায় মশগুল এক কবিশোষ্ঠী কিভাবে শক্তির অপর্যাপ্ত করছেন।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কবচিত্ত [স] **বি** কবিরহস্য। 'দেখি মগন হল সুখে কবচিত্ত, তুলে গেল সব কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কবিজ্ঞানোচিত [স] **বিণ** কবির পক্ষে শোভন। 'এটাকে বেশ কবিজ্ঞানোচিত বলিয়া বোধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কবিজ্ঞাতি [স] **বি** কবি সম্প্রদায়। 'আমরা কবিজ্ঞাতি।' প্রমথ, ১৮৯৮।

কবিজীবন [স] ১ **বি** কাব্যচর্চার জীবনকাল। 'তাহার কবি জীবন ধন্য হইয়া গেল।' নজরুল, ১৯৩১; 'একবার যাওয়া যাক কবিজীবনের গোড়াকার সূচনায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ **বি** কবির জীবন। 'সেই উৎসধারাতেই এখানকার দুই কবিজীবনের পুষ্পতানন অভিজিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কবিদল [স] **বি** কবি-সমষ্টি। 'কবিদলে মিলি আকাশে ধনিয়া তুলিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কবিপতি [স] **বি** কবিরদের অধিপতি। 'কবিপতি, নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কবিপদবাচ্য [স] **বিণ** কবি খ্যাতির উপযুক্ত। 'তিনি যথার্থই কবিপদবাচ্য।' প্রমথ, ১৯১৭।

কবিপরিভাষ্যতা [স] **বি** কাব্যে উপেক্ষিত নারী। 'এই কবিপরিভাষ্যতাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কবিপুরুষ [স] **বি** কবিসত্তা। 'নিজের অন্তরে গোপন কবিপুরুষকে

মিনতি করে বলেছেন ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কবিশ্রুতি [স] **বি** কবিশ্রুতি। 'কবিশ্রুতি এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কবিশ্রুতিভাষ্য [স] **বিণ** কবিত্ব প্রতিভার সম্বন্ধকার। 'কবিশ্রুতিভাষ্য বিভিন্ন অমাত্য ক্রমে তাকে দিয়ে বিভিন্ন কাব্য লিখিয়ে নেন।' হাই, ১৯৫৪।

কবিশ্রাণ [স] **বিণ** শ্রাণপদ বৈশিষ্ট্য কবিসুলভ। 'প্রেমের মতো কবিশ্রাণ দার্শনিক যদি শেষ পর্যন্ত কবিতার দাবি মর্শনের নামে খারিজ করে থাকেন ...।' শিব, ১৯৫০।

কবিশ্রিয়া [স] **বি** কবির প্রিয় যে। 'কবিশ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী, সারা মুখের গ্রহের ধরে তোমার মেশামেশি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কবি-বন্ধু [স] **বি** কবির বন্ধু। 'কবি-বন্ধুরা হতশা।' নজরুল, ১৯২৬।

কবিবর [স] **বিণ** কবিশ্রেষ্ঠ। 'তাহার সভাসদ রচিত চারুপদ রচে মুহূদ কবিবর।' মুহূদ, ১৬০০।

কবি-বর্ণিত [স] **বিণ** কবি কর্তৃক কল্পিত। 'অতএব কবি-বর্ণিত বটে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

কবিত্রত [স] **বি** কবির শপথ। 'কবি নওয়াস তার কবিত্রত ধারণ করলে।' শওকত, ১৯৬২।

কবিশয় [স] **বি** কবিখ্যাতি। 'কবিশয়ে তারি কাছে বারো-আনা স্বধী যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কবিশ্রুতিপ্রাধিকার [স] **বি** কবিখ্যাতি চান এমন। 'খাতার মধ্যে কবিশ্রুতিপ্রাধিকার উপহাসাতার প্রমাণ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কবিশ্রুতিপ্রার্থী [স] **বি** কবিখ্যাতি পেতে চায় যে। 'ইহার পর কবিশ্রুতিপ্রার্থীর সখ্যা বাড়িতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কবিরানা [স **কবি**+**ফা** **আনা**] ১ **বি** কবিশ্রুতি। 'বাংলাদেশে এক ধরনের কবিরানাকে কবিরানা বলত।' অচিন্ত্য, ১৯৫০। ২ **বি** কবির আচরণ। 'কবিরানাটোখানা নিয়েই পবিত্র বৃষ্টি একটি কবিরানা করছে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

কবির খেয়াল **বি** কবির হেয়ালি। 'এই বৃষ্টি কবির খেয়াল হয়ে গেল লেখাটি।' নজরুল, ১৯২৮।

কবিরায় [স] **বি** সম্মানসূচক উপাধিবিষয়। 'তার ভাষায় কবিরায়ের ইংরেজি প্রতিবাক্য হচ্ছে পোয়েট-লিটরেট।' প্রমথ, ১৯২৬।

কবিরূপে [স] **ক্রি** কবি হিসেবে। 'ধর্মোপদেশটুকু নয়, কবিরূপে এক উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কবিসম্ম [স] **বি** কবিসম্মেলন। 'এক গাদা সঙ্গীত সম্মেলন, কবিসম্ম, মুশাইরা।' মুজতাবা, ১৯৫৮।

কবিসঙ্গীত, **কবি-সংগীত** [স] **বি** আঠারো শতকে উদ্ভূত এক ধরনের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান; কবিশান। 'কবিসঙ্গীত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কবিসম্মাট [স] **বি** শ্রেষ্ঠ কবি। 'আমাদের বিশ্ববরণ কবিসম্মাট।' শরীদুল্লাহ, ১৯৩১।

কবিসৈনিক [স] **বি** কবিরূপ সৈনিক। 'প্রথমেই কবিসৈনিক বলে সম্বোধন করেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

কবি-হৃদয় [স] **বি** কবিরহাস; সর্বোদয়নশীল মন। 'ভাবসম্প্রবাহে কবি-হৃদয়ের একটি স্পৃহনীয় পদার্থ হইয়া আছে।' অক্ষর, ১৮৫৬; 'কবিহৃদয়েও ইচ্ছা হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কবীন্দ্র [স কবি-ইন্দ্র] বি কবিসম্রাট। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল কবীন্দ্রই নহেন।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

কবি বি জ্ঞাত উপদ্বীপের ভাষাবিশেষ। 'এদেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তথাকার কবি নামক ভাষা অভিশয় শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কবিতা [স] ১ বি কাব্যগুণাধিত রচনা; সর্বোত্তম শব্দরাঞ্জির সর্বোত্তম বিন্যাস। 'তাঁহা দেখি কবিতা আমি করিনু রচন।' গরীব, ১৭৬৫। 'এই ইংরেজি কবিতা ও বাংলা কবিতাতুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বি কাব্যের অংশবিশেষ; ছোটো পদ। ওর্স, ১৭৮৫। ৩ বি কবিশালা। 'কবিতা এবং আখড়াই গানের যে কি প্রকার কুৎসিত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

কবিতা-আবৃত্তি [স] বি কবিতাপাঠ। 'গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহ্বারের আয়োজন থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কবিতাওয়ালা [স] কবিতা+হি ওয়ালা। বি কবিয়াল। 'নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালায় মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ ...।' দর্পণ, ১৮২৫।

কবিতাকন্যা [স] বি কাব্যলক্ষ্মী। 'বিষাদের বিষলিপ্ত কবিতাকন্যারে ধার দিই জনে জনে।' সুভাষ, ১৯৪০।

কবিতাকলা [স] বি কাব্যশিল্প। 'কবিতাকলার দিক থেকে পারস্যের নিচুই দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কবিতাকার [স] বি কবিয়াল। 'কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদুতি ...।' রামমোহন, ১৮২০।

কবিতাকারক [স] বি কবি। 'সম্যচার চন্দ্রিকা পড়ে সর্বোপরি সুখাদিতা যে এক কবিতা আছে ... দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কবিতাখোদক [স] বি কবিতা রচয়িতা। 'সম্যচার চন্দ্রিকা পড়ে সর্বোপরি সুখাদিতা যে এক কবিতা আছে ... তৃতীয় ব্যক্তি কহেন যদ্যপি ঐ কবিতাখোদকের ভ্রম হয়ইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কবিতাদেবী [স] বি কবিতারূপ দেবী। 'কবিতাদেবী আমার স্বন্ধে আসিয়া ভর করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কবিতা-নিকুঞ্জ [স] বি কাব্যজগৎ। 'কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কবিতাময়ী [স] বিগ স্ত্রী কবিতা বিষয়ক। 'এই কবিতাময়ী পত্রিকাখণ্ডিতে প্রাচীন মুসলমান কবিরের কবিতাবলীর আলোচনা হওয়া উচিত।' প্রচারক, ১৮৯৯।

কবিতামৃত [স] বি কবিতারূপ অমৃত। 'লভি, মা, কবিতামৃত - নিরুপম সুখ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কবিতারস [স] বি কাব্যরস। 'ভারত রচিল ফুলকবিতা কবিতারসের শালিকা।' ভারত, ১৭৬০।

কবিতাশক্তি [স] বি কবিতা লেখার ক্ষমতা। 'গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অভিশয় ছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

কবিতা সুন্দরী [স] বি কাব্যলক্ষ্মী(?)। 'ধন জন নাহি মাগো কবিতা সুন্দরী।' কুন্দদাস, ১৫৮০।

কবিতিকা [স] বি ছোটো কবিতা। 'যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কমটিও আমার লেখন নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কবিত্ব [স] ১ বি কাব্য রচনা। 'সংগীত কবিত্ব ভক্তিমত কর গিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি কবিতা রচনার শক্তি। 'ইহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব

বিষয়ের ওষের ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না।' ওগ, ১৮৫৫। ৩ বি কবিশ্রি। 'গাছের তলায় বসে কবিতা লিখবে দস্তরমত কবিত্ব করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কবিত্বকলা [স] বি কবিতার নির্মাণকুশলতা। 'আছে কী কী বীজ কবিত্বকলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কবিত্ব-শৈলা [স] কবিত্ব+শৈলা। বি বালসুলভ কাব্যময়তা। 'একলা আপন মনে কবিত্ব-শৈলা করতু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কবিত্বগাথা [স] কবিত্ব+স গ্রন্থ। বি কবির ভাবের বর্ণনা। 'প্রকৃতির সাংঘর্ষিক কেযোগসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কবিত্ব-ছুট বিগ কাব্যহীন। 'এ দুটি উক্তিই সমান কবিত্ব-ছুট।' প্রমথ, ১৯২৯।

কবিত্বখারা [স] বি কবিতা-প্রতিভা। 'তাঁহার কাব্যে কবিত্বধারা তত প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই।' সওগাত, ১৯২৬।

কবিত্বপূর্ণ [স] ১ বিগ কাব্যিক ভাববিশিষ্ট; কাব্যময়। 'কবিত্বপূর্ণ বিশেষণ নাই, কেতলি কথা ও ঘটনা জোড়া তাত্ত্ব দিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিগ কাব্যকল্পনায় মশগুল। 'কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরনে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়াননি।' নরকল, ১৯১৯। ৩ বিগ কাব্যময়; কাব্যগুণযুক্ত। 'ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর, কবিত্বপূর্ণ ও অনায়াসপাশিনী যে ...।' সওগাত, ১৯১৯।

কবিত্ববেদনা [স] বি কবিতা রচনার পূর্বে কবি-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। 'হৃদয়ের মধ্যে ভারী একটা অপক্লপ কবিত্ববেদনার সম্ভার হইছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কবিত্বভিত্তি [স] বি কবিত্বশক্তি। 'কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কবিত্বময় [স] বিগ কাব্যিক ভাববিশিষ্ট; কবিত্বপূর্ণ। 'কবিত্বময় ভাষাবাসার জন্য তার যে পিপাসা।' মানিক, ১৯৪০।

কবিত্বশক্তি [স] বি কবিত্বপ্রতিভা। 'তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা ... প্রতিপত্তি লাভ করেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কবিয়াল [স] কবি+হি ওয়ালা। বি কবিশালা রচয়িতা ও গায়ক। 'ডোলা ময়রা কবিয়াল।' তারা, ১৯৪০।

কবিয়াশি [স] কবি+হি ওয়ালা। বিগ কবিয়ালদের মতো। 'চমৎকার কবিয়াশি লাড়ই শুরু করেছে।' জীবন, ১৯৪৮।

কবিরাজ [স] ১ বি বংশনাম; পদবি। 'কুন্দদাস কবিরাজ।' কুন্দদাস, ১৫৮০। ২ বি চিকিৎসক; বৈদ্য। ওর্স, ১৭৮৫। 'চারিজন কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছে।' কেরি, ১৮০২। 'মানিলে কবিরাজের বাক্য তবে রোগ হাজে আরোগ্য।' লালন, ১৮৯০।

কবিরাজী [স] কবিরাজী। ১ বিগ আয়ুর্বেদীয়। 'কবিরাজী ঔষধের তাপিকা।' বিভূতি, ১৯২৯। 'একটু কবিরাজী চিকিৎসা হইল।' মানিক, ১৯৩৭। ২ বিগ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি। 'কবিরাজী, হাকিমী এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্তন।' আজাদ, ১৯৩৬।

কবীলা [আ] কবীলা। ১ বি সমগ্র পরিবার। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি স্ত্রী। 'জকারের কবীলা জ্বরনাথ তার নাম।' গরীব, ১৭৬৫।

কবীলাস [স] কৈলাস। বি স্বর্ণ। 'এতদিনে ছাড়িলু সিংহল কবীলাস।' আলোণ, ১৬৮০।

কবীর [আ] বি যোগো শতকের ভারতীয় সাধক। 'তুলসী ও কবীর পরম

কবীরপঙ্খী

বন্ধুর প্রেমামৃত রসে ... ' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কবীরপঙ্খী [আ কবীর+স পঙ্খা] বি উত্তর ভারতীয় সাধক কবির প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের অনুসারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কবীরপঙ্খীদিগের নীতিশাস্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

কবীর-সম্প্রদায় [আ কবীর+স সম্প্রদায়] বি উত্তর ভারতীয় সাধক কবির প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের অনুসারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'অনেক সম্প্রদায় কবীর-সম্প্রদায়েরই শাখাপ্রশাখা'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

কবীরা [আ] বিণ ইসলামি শাস্ত্রমতে ক্মাযোগ্য নয় এমন। 'গোনাহ কবীরা করহিস আমায় ধরে রেখে'। মাহেনও, ১৯৪৯।

কবীরা গুনাহ [আ কবীরা+ফা গুনাহ] বি গুণতর পাপ। 'মুসলমানকে হিন্দু বানানো যে কতো বড়ো কবীরা গুনাহ'। পাশা, ১৯৭১।

কবু [স কদা] ক্রিবিণ কতু। 'বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই।' দর্পণ, ১৮২২।

কবুজাত [আ] বি চুক্তি। 'এই সকল কবুজাতে জারি হইবার পূর্বে কবুজত ময়কুরের উপর ... নম্র ও নিসান দিয়ায়াইবেক'। ক্যালগে, ১৭৮৬।

কবুতর [ফা] বি পায়রা। 'একজোড় কবুতরে আসিয়া সুরঙ্গ ঘারে ...' সুলতান, ১৬৫০।

কবুতরখানা [ফা কবুতর+ফা খানা] বি কবুতর রাখা হয় যেখানে। ওর্গা, ১৭৮৫।

কবুতরী [ফা কবুতর+] বি স্ত্রী পায়রা। 'নরম পালক পরা কবুতরীর মতো সে।' অলাউদ্দিন, ১৯৫৮।

কবুরে দ্র কবর

কবুল [আ] ১ বি স্বীকার। 'কবুল করিয়া লই নাই'। মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি গ্রহণ। 'তোমরা কবুল এবে করহ আমারে'। গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি অনুমোদন। 'রাজার সে দরখাস্ত কবুল করিলেন।' রায়রাম, ১৮৩৩। ৪ বি বিয়েতে সম্মতিসূচক উচ্চারিত শব্দ। 'বলো কবুল কবুল'। মাহমুদ, ১৯৭৩।

কবুল করন বি রাজি হওয়া। ওর্গা, ১৭৮৫।

কবুলজবাব [আ কবুল+আ জবাব] বি সম্মতি; স্বীকৃতি। 'বাসলা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কবুলতি [আ কবুলীয়ত] বি অঙ্গীকারপত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

কবুলতিপত্র, কবুলাতীপত্র [আ কবুলীয়ত+স পত্র] বি স্বীকার করে নেওয়ার দলিল; সম্মতিপত্র। 'কবুলতিপত্র মিদং কাজীজুঃ আগে।' মেয়র্স, ১৭৬৮; 'কবুলাতীপত্র'। হ্যালহেড, ১৭৭২; 'এই করারে কবুলতিপত্র লিখিয়া দিলাম'। ওর্গা, ১৭৮১।

কবুলানা [আ কবুলীয়ত+] ক্রি স্বীকার করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কবুলিয়াৎ [আ] বি অঙ্গীকারপত্র। 'পাত্রী কবুলিয়াৎ প্রজ্ঞতির উপর যে ইষ্টাঙ্গের মূল্য দিত'। দর্পণ, ১৮২৫।

কবুলিয়াত [আ] বি অঙ্গীকারনামা। 'কবুলিয়াত রেজেষ্টরি করিতে আসিলে।' সুলত, ১৮৭৩।

কবেকার ১ বিণ কোন সময়ের। 'কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ প্রাচীন কালের। 'চল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'। জীবন, ১৯৪২।

কবেহ [হি কভী] ক্রিবিণ কখনো। 'যার যে নিবন্ধ কবেহ নহে দূর।' বাহরাম, ১৬৫০।

কবো [হি কভী] ক্রিবিণ কখনো। 'কেহ বোলে এইরূপ কবো নহি

যুনি।' মালানথর, ১৫০০।

কবোষ [স] বিণ ঈশ্বর উষ্ণ; অল্প গরম। 'তাঁহার করপঙ্খবে কবোষ বারিবিন্দু পড়িল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

কভা [আ] ১ বি দরজা টোকাঠের সঙ্গে জোড়া দেওয়ার ধাতব উপকরণ-বিশেষ। 'ফিল, কভা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি আয়ত্ত। 'তাদের কভা থেকে সংগঠন এবং সংঘ সমিতিগুলিকে যতদিন সাধারণের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা না যাবে।' বেগম, ১৯৪৮।

কজিঘড়ি, কজীঘড়ি [আ কবজা+ঘড়ি] বি হাতঘড়ি। 'একটা কজিঘড়ি আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাতারাজার ধন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪; 'হাতে কজী-ঘড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কভু [হি কভী] ক্রিবিণ কখনো। 'যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কভু-বা ক্রিবিণ কিংবা কখনো। 'কভু বা পশু গহন জটিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কভুহ ক্রিবিণ কখনো। 'কভুহ পাগল নহে মোহর নন্দন।' বাহরাম, ১৬৫০।

কভু [হি কভী] ক্রিবিণ কখনো। 'এত পরমাদ কভু নহিল আমারে।' মালানথর, ১৫০০।

কভী [হি কভী] ক্রিবিণ কভু; কখনো। 'পয়ঃপানে কভো মোরে কভী নাহি পায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কভী [হি কভী] ক্রিবিণ কখনো। 'কভী না লজ্জিহ মোয় বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

কম [ফা] ১ বিণ অল্প। 'কম জন্ম না করিয়া আমার উপর বাকী বারো লীচা ৩০০০ তেরো সও তত্ত্বা করিনেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি ঘাটতি। 'কম কিছু মোর আছে হেথা পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কমকায়ী [ফা কম+স কায়ী] বিণ ক্ষীণাঙ্গী। 'বামে কমকায়ী রমা, দক্ষিণে আয়ত-লোচনা বচনেশ্বরী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কমজাত, কমজাৎ [ফা কম+আ জাত] ১ বিণ নীচমনা। 'বেমান কামের তোর বেসোর কমজাত।' কুম্ভরাম, ১৭২০। ২ বিণ বদমাশ। 'বুঝি কুপুং মেরা এজিদ কমজাত।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিণ হীন কুলে জন্ম এমন। 'এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, নিমকহারাম, কমজাৎ কমিন!' মশাররফ, ১৮৮৭।

কমজোর [ফা] বিণ দুর্বল। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ভাবে জীবনের মধু লোটে কমজোর ভীষ প্রাণ।' ফরকশ, ১৯৪৩।

কমজোরি [ফা] বিণ দুর্বল। 'কমজোরি শব্দসমূহ ব্যবহৃত'। সূত্রাকর, ১৮৯৩।

কমতরদুদি [ফা] বি সিজ্ঞাতহীনতা। 'একসী না হওন কেবল গোমস্তার কমতরদুদি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

কমতি [ফা কম+] বি ঘাটতি। 'তাঁর তো কোনোখানি কমতি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কমদরী [ফা] বিণ নিম্নমানের। 'সাকরা ডেকে দেখব নিজে/আসল কিংবা কমদরী।' অনুরা, ১৯৪২।

কম-দামি [ফা কম+দামি] ১ বিণ সস্তা। 'কম-দামি জিনিসের দ্রোতা ... বেশি।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ কম মর্যাদাসম্পন্ন। 'এতেই তোরা লোক হাসলি, বিধে হলি কম-দামি।' নজরুল, ১৯২৪।

কমদিশ [ফা] বি সংকীর্ণ মন। 'কমজাত কমদিশের লোকলোকোকেও চিনেছি রোঁয়ায় রোঁয়ায়।' কায়সার, ১৯৬৫।

কম নজর [স কম+আ নজর] কিং কম দেখতে পায় এমন। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কমপক্ষে ক্রিবিণ অন্তত। 'পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর আক্রমণে কমপক্ষে ১৪জন ছাত্রী আহত হয়।' বেগম, ১৯৬৯।

কমবয়সী [ফা কম+স বয়সী] বিণ অল্পবয়স্ক। 'কমবয়সী মাইরা শোলা অনেক পাওয়া যায়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

কমনবুদ্ধি [স] বিণ নির্বোধ। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কমবেশ, কমবেশ, কমবেস [ফা কম+ফা বেশি] ১ বিণ কমবেশি; প্রায়। 'কমবেস।' মেয়র্স, ১৭৫৭; 'জমি কমবেশ ৪ চারিকাটা।' ক্যানগে, ১৭৯১; 'কম বেশে চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়।' কেরি, ১৮০২। ২ বিণ মোটামুটি। 'সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালায়ে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক।' দর্শণ, ১৮২১।

কমবেশি [ফা কম+ফা বেশি] বি তাড়তম্য। 'তবু এখানেও জানার কমবেশি আছে।' শিব, ১৯৫০।

কমসিদ্ধ [ফা কম+স সিদ্ধ] বিণ পুরোপুরি সিদ্ধ করা হয়নি এমন। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কম সে কম, কমসে-কম [ফা কম+হি সে+ফা কম] ক্রিবিণ কমপক্ষে। 'পরিধানের কম-সে-কম দুই তিন থান কাপড়।' নজরুল, ১৯১৯; 'চামড়ার জুতোই কমসে-কম ৩০ লক্ষ জোড়ার আবশ্যক।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

কম হিম্মত [ফা কম+আ হিম্মত] বি কাপুরুষত্ব। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কম হিম্মতি, কম হিম্মতী [ফা কম+আ হিম্মত] ১ বি কাপুরুষত্ব। ওসাঁ, ১৭৮৫। ২ বিণ কাপুরুষ। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কমিয়ে-বাড়িয়ে [ফা কম+স বৃদ্ধি] ক্রিবিণ কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে। 'ফলিয়ে বলা খুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বন্ধার অবসর নেই।' অবন, ১৯২৫।

কমিয়ে সমিয়ে [ফা কম+] ক্রিবিণ সংক্ষিপ্ত করে। 'গল্পটা কমিয়ে-সমিয়ে বলছি।' মুজতবা, ১৯৫৮।

কম [স কম+] বিণ কমণীয়। 'আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি অক্ষ-ধারা; মুক্ততার কম রূপ ধরি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কমক বি গুল পড়ার শব্দ। মানোএল, ১৭৪৩।

কমঠ [স] বি কছপ। 'কমঠশরীরে তোকে ধরগী ধরিলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমঠবৃত্তি [স] বি আন্তরকার প্রবৃত্তি। 'কমঠবৃত্তির অহংকারে ঢাকো কমঠদুরতা।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

কমট [স কমঠ] বি কছপ। 'জরট কমট ভেট দিয়া ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কমণ [স কিম+] ১ বিণ কী। 'ইহার মরণ হই কমণ উপাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কেমন। 'এ তোর কমণ আচার এ।' বড়ু, ১৪৫০।

কমগুল [স] ১ বি গুলপাত্র-বিশেষ। 'কাঁথা কমগুল লাঠি গলায় তুলসী-কাঠি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সন্ন্যাসীদের গুলপাত্রবিশেষ। সেবধি, ১৬৩৯; 'বাইরা দগ ও কমগুল সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের নাম দজী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কমন [স কিম+] ক্রিবিণ কেমন। 'কমন আস্তরে তোকে হরিলেই মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমন [হি] বিণ সবার জন্য উন্মুক্ত। 'একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কমনকর্ম [হি] বি শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের মিলন কক্ষ। 'গাড়ি লাগিয়েছে দরজায় - কমনকর্মে বরং এস।' বিভূতি, ১৯৩১।

কমন-ল [হি] বি অলিখিত সবার বেলায় প্রযোজ্য আইন। 'হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাচ ঘোষে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কমনীয় [স] ১ বিণ সুন্দর। 'কমনীয় কলেবর।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ লালিত্যপূর্ণ। 'কবীর ... বীষ কমনীয় ব্যাক্যবলী কেমন অভিব্যক্তি করিয়া রাখিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিণ স্লিম। 'কল্যাণের ওভদিশিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কমনীয়তা [স] বি কোমলতা। 'জীবনের অলংকার, যাঁহা কমনীয়তা, যাঁহা কাব্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কমনে [প্রা কমণ] ক্রিবিণ কিতাবে। 'বাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।' লালন, ১৮৯০।

কমন্ত [স মন্ত+] বি মন্ত। 'কিন্তো কমন্তে কিন্তো তন্তে।' চর্চা ৩৪, ১২০০।

ক-মন্তর [স মন্ত+] বি কী উপায়; কোন উপায়। 'ক-মন্তরে গোঁপের করিব দর্পচূর্ণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কমল [হি] বি সাধারণজন; ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'তাহা হৌস কমন্স নামক প্রজা প্রতিনিধি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।' সুধাবর্ণণ, ১৮৫৫।

কমপাউন্ড, কমপাউন্ড [হি] ১ বি প্রাপ্ত; চতুর। 'কাছুরি কমপাউন্ড যেন গোলাটারে শেলার মতো।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি উঠান। 'বড়ির কমপাউন্ডের কতকগুলি নারকোল গাছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কমপিটশন [হি] বি প্রতিযোগিতা। 'যোগ্য লোকদের মধ্যে কমপিটশন আটাই।' ইমদাদুল, ১৯২০।

কমপ্ৰিট [হি] ১ বিণ শেষ। 'বাঁধাছাদা একেবারে কমপ্ৰিট।' শরৎ, ১৯১৬। ২ বিণ পুরোপুরি। 'সেখানে গিয়ে আর কিছু নয়, একদম কমপ্ৰিট সেন্ট।' শিবরাম, ১৯৪০।

কমপ্ৰিমেন্টারি [হি] বিণ বিনামূল্যে প্রদত্ত। 'কমপ্ৰিমেন্টারি কপি যতগুলি প্রাপ্য।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কমপ্ৰেন [হি] বি অভিযোগ। 'আপনার নামে ফের কমপ্ৰেন এসেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

কমফটার, কমফর্টার [হি] বি পশমি গলাবন্ধ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গলায় কমফটার জড়িয়ে ...।' প্রমথ, ১৯১৬।

কমবস্ত, কমবস্ত [ফা কমবস্ত] ১ বিণ দুর্ভাগ্য; হতভাগ্য। বিদ্যা, ১৮৯১; 'মার্জন্য করো গোনা পাণী কমবস্তের।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি দুর্ভাগ্য। 'কোথায় এঞ্জিদি! কোথায় কমবস্ত!' জসীম, ১৯৩০।

কমবস্তি [ফা কমবস্ত+] বিণ হতভাগী। 'দুঃ বেটি কমবস্তি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কমর [ফা] বি কোমর। মানোএল, ১৭৪৩; 'আমি পতঙ্গ কমর বন্দি করি।' রামরাম, ১৮০১।

কমরবন্দি [ফা] বি কোমরে আটকানো থলি। 'কমরবন্দিতে ঘত গুলী পয়সা ধরিতে পারে, তত তুলিয়া লইল।' মধু, ১৮৫৭।

কমরবান্ধা [ফা কমরবান্ধা] বি বেস্ত। 'কমরবান্ধা, মুখপাটী বান্ধা ... অগণ্য লাঠীলাল।' মশাররফ, ১৮৯০।

কমরসাল বাঙ্ক [হি] বি বাণিজ্যিক ব্যাংক। 'কমরসাল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হয় ...' দর্পণ, ১৮১৯।

কমরেড [হি] বি সার্থি; সঙ্গী। 'এক বেদনার কমরেড ভাই মোরা সবাই।' নজরুল, ১৯২৮।

কমল^১ [স] ১ বি পদ্ম। 'অধরাতি ভর কমল বিকসই।' চর্যা ২৭, ১২০০। ২ বি যোনি। 'কমল কুশিণ ঘাটে করহুঁ বিআলী।' চর্যা ৪, ১২০০।

কমল-আঁখি [স কমল+স অঁখি] বি পদ্মের মতো চোখ। 'মৃণাল হেরি মনে পড়ে কাহার কমল-আঁখি।' নজরুল, ১৯২৫।

কমল আসন [স] বি পদ্মাসন। 'কে আছে তোমার পর কমল আসনে করতার।' রূপরাম, ১৭৫০।

কমলকর [স] বি পদ্মের মতো কোমল হাত। 'রক্ত কমলকর, রক্ত অধর-পুট।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কমলকলি [স] বি পদ্মফুলের কলি। 'কমলকলি বুলায় বৃকে কোমল কচি মুঠি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কমলকলিকা [স] বি পদ্মকলি। 'কমলকলিকা সম তার পরোভারে।' বড়ু, ১৪৫০; 'মুদিত আলোর কমল-কলিটাটরে রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পূর্ণপঙ্খ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কমলকানন [স] বি পদ্মবগান। 'হের লো প্রফুল্ল যত কমলকানন।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কমলকিরীট [স] বি পদ্মফুলের মুকুট। 'শিরে কমলকিরীট কমল-ভূষণ।' মাইকেল, ১৮৬০।

কমলকুল [স] বি পদ্মপুঞ্জ। 'সরস কমলকুল বিকশিত যথা।' মাইকেল, ১৮৬১।

কমল চরণ [স] বি পদ্মরূপ পা। 'প্রণামিআ দোহানের কমল চরণে বারহাম, ১৬৫০।

কমলদল [স] বি পদ্মফুলের পাপড়ি। 'তখাচ কমলদল, কমরে না করে বন।' ভবানী, ১৮২৫।

কমলনয়ন [স] বি পদ্মের ন্যায় চোখ। 'সিংহহীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কমল-নয়নী [স] বি পদ্মের মতো চোখ যার। 'বরিল করুণা-বাহি, কমল-নয়নী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কমলপুতলা [স কমল+স পুত্রিকা] বি স্ত্রী পদ্মফুলের মতো সুন্দর পুতলা। 'আ মরি কমলপুতলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কমলবদনী [স] বি পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যার। 'কমলবদনী রাধা হরিনন্দনী।' বড়ু, ১৪৫০।

কমলবন [স] বি পদ্মবন। 'কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমলবয়নি [স কমলবদনী] বি পদ্মের মতো মুখবিশিষ্ট; কমলবদনী। 'কমলবয়নি কনককাঁতি মুকুতানিকর দশনপতি।' জ্ঞান, ১৬০০।

কমল-বরন [স কমলবর্ণ] বি পদ্মের মতো রংবিশিষ্ট। 'এসো অরুণ-চরন কমল-বরন তরুণ উষার কোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

কমলবরলোচনা [স] বি স্ত্রী পদ্মের মতো চোখ যার। 'চায় সে ফিরে বারে বারে/কমলবরলোচনা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

কমলমালা [স] বি পদ্মফুলের মালা। 'সেনাপতি - কমলমালা - আর একজনের কোমল মন।' দীনবন্ধু, ১৮৭০।

কমলমুকুল [স] বি পদ্মকুড়ি। 'তডৌ নাহি পাএ মধু কমলমুকুলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমলমুকুলদল [স] বি পদ্মের পাপড়িসমূহ। 'আজি কমলমুকুলদল বুলিল, দুলিল রে দুলিল।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কমলমুখী [স] বি পদ্মের মতো সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 'লায়লী কমলমুখী সখীপণ সঙ্গে।' বাহরাম, ১৬৫০।

কমললোচন [স] বি পদ্মের মতো সুন্দর চোখ যার। 'কাতর কিকে হয় কমললোচনে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমল-হীরে [স কমল+স হীরক] বি কমলরূপ হিরা। 'কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কমলা [স] বি হিন্দুদেবী লক্ষ্মী। 'অখিলের জননী কমলা সরস্বতী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কমলাক্ষ [স কমল-অক্ষ] বি পদ্মের মতো চোখবিশিষ্ট। 'কমলাক্ষ করি ধরে নাম-অবতংস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কমলাক্ষী [স কমল-অক্ষী] বি পদ্মের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট নারী। 'বিরণ কোটপগত দুটি চোখ দেখে মনে পড়ল তত্ত্বাতির সময়কার একটি মোড়লী কমলাক্ষীকে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

কমলাস্তিতল [স কমল-অস্তিতল] বি পদ্মের মতো চরণতল। 'ধিকর কমল কমলাস্তিতল ভুল কমলের দগু।' কাশীরাম, ১৬৫০।

কমলায়ত [স কমল-আয়ত] বি পদ্মের পাপড়ির মতো বিশাল। 'শিরে কমলকিরীট কমল-ভূষণ, কমলায়ত-নয়না।' মাইকেল, ১৮৬০।

কমলায় [স কমলা-আলয়] বি লক্ষ্মীর আবাস। 'কলিকাতা কমলায় শব্দের যোগার্থ রহিল।' ভবানী, ১৮২৩।

কমলায়া [স কমল-আলয়া] বি লক্ষ্মী। 'কঠিন ধরাভূমি এ, কমলায়া ভূমি যে -।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কমলাসন [স কমল-আসন] বি পদ্মরূপ আসন। 'কমলাসনে আসীনা দেউলে ভারতী।' মাইকেল, ১৮৬৩।

কমলাসীনা [স কমল-আসীনা] বি স্ত্রী লক্ষ্মী। 'উর মা আবার কমলাসীনা।' নজরুল, ১৯৩১।

কমলোদর [স কমল-উদর] বি পদ্মফুলের অভ্যন্তর। 'অগত্যা খঞ্জনেই কমলোদরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইল।' প্রমথ, ১৮৯০।

কমল^২ [স কোমল] বি পদ্ম। 'নির্ঘল কমল বসনে নীল উতপল নয়নে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমলা^৩ ১ বি লেবুজাতীয় সুবাসিত ফলবিশেষ। 'আঁঙালা কমলা পাণিআল লবলী বদনী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পদ্ম পাকো কমলার মতো। 'পঙ্কিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে।' জীবন, ১৯৩২।

কমলা^৪ ১ কমল^২ কমল^৩

কমলিনী, কমলিনী [স কমলিনী] [স] বি স্ত্রী পদ্ম। 'কমলিনী কমল বহই প্যালে।' চর্যা ২৭, ১২০০; 'কমলিনীদলজল চঞ্চল দুইহো পড়িহাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমলিনীনাথক [স] বি সূর্য। 'এই কমলিনীনাথক নিজ নারিকা কমলিনীর প্রতি যে অনুরাগ রাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মানস মন্দিরে রাখিয়াছিলেন ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কমহার^১ বি কথোভরণবিশেষ। 'বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রু পৌরোছল কমহার।' নজরুল, ১৯২৪।

কমা [ফা কম] > ক্রি. হ্রাস পাওয়া। 'বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'এ দিকে কবির উৎসাহ ক্রমে/ নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কমা [হি বি বিরতি-চিহ্নবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'কমা সেমিকোলন চলেবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কমা দেওয়া ক্রি বিরতি দেওয়া। 'মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই কমা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কমা-সেমিকোলন-কটকিত [হি কমা-সেমিকোলন+স কটকিত] বিণ কমা ও সেমিকোলনের অভিব্যক্তি ব্যবহারে কটকিত। 'কমা-সেমিকোলন-কটকিত দীর্ঘবাক্য।' মুরশিদ, ১৯৭০।

কমাঙি [হি বিণ নির্দেশনাকারী। 'আমার কমাঙি অফিসার সাহেব বলেছেন ...।' নজরুল, ১৯২২।

কমানা [ফা কম] > ক্রি কম করা; ছোটো করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কমারিয়া [স কর্মকার] > বি কর্মকার সম্প্রদায় নির্মিত খাতব মুদ্রাবিশেষ। 'অষ্টম প্রকার কমারিয়া ত্রিশূল পয়সা।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কমার্শিয়াল [হি বিণ বাণিজ্যিক। 'পার্সেন্ট আর কমিশন কথাগুলির মধ্যে কোন যেন একটা কমার্শিয়াল গন্ধ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

কমি, কমী [ফা কমী] ১ বি কর্মতি; হ্রাস। 'সিকা সিকা কাটিল মশত বাট্টা কমি।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০; 'ইহাতে জে কমী হয় আমাকে খালাশ দিবেন।' মেয়র্স, ১৭৭০। ২ বিণ কম। 'এজিদ খসম যার কোন বাতে কমি।' গরীব, ১৭৬৫।

কমিউনিজম [হি বি এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যার অধীনে রাষ্ট্র হলো উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী, এবং দেশের নাগরিকরা সামগ্র্য অনুযায়ী কাজ করে ও রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়। 'কমিউনিজমের বরূপ ব্যাখ্যা করছেন বেগম, ১৯৪৮।

কমিউনিস্ট, কমিউনিট [হি বি কমিউনিজমে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের সদস্য। 'কমিউনিট দলকে কোশাঠাসা করিয়া দিতে ইহবে।' আজাদ, ১৯৪১; 'উক্ত সভায় লীগ, কমিউনিস্ট, র‍্যাডিক্যাল প্রভৃতি ...।' মোহাম্মদী, ১৯৪৫।

কমিউনিটি সেন্টার [হি বি সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য বিশেষ ভবন বা মিলনায়তন। 'গেথারিয়া কমিউনিটি সেন্টার মহিলা বিভাগের ...।' বেগম, ১৯৬২।

কমিক [হি ১ বি হাস্যরস সৃষ্টিকারী অভিনেতা। 'আমার তো মনে হয় 'কমিক' হতে চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ হাস্যরসপূর্ণ। 'পৃথিবীতে যা ছোটো তাই কমিক।' প্রমথ, ১৯১৮; 'জুদ সমাজে হুমকির কথা কমিক গানের মতো।' নজরুল, ১৯৪১।

কমিট করা [হি কমিট+করা] ক্রি কথা দেওয়া। 'যখন কমিট করে ফেলেছ, তোমায় মেস্টেন করতেই হবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

কমিটি, কমিটী [হি বি কাজ পরিচালনাকারী পরিষদ। 'একাত্তাল্ল এক বৎসরের নির্দিষ্ট মাসিক্রেট বা লাটির কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন।' দর্পণ, ১৮২৬; 'বিদ্যাবিশ্বক কমিটীর অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিক্টন সাহেব।' দর্পণ, ১৮২৭।

কমিটি-পলাতক [হি কমিটি+স পলাতক] বি যে কমিটি থেকে পালিয়ে আসে। 'এসো কমিটি-পলাতক।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

কমিটে [হি কমিটি] বি পর্যদ। 'খালিসার কমিটের সাহেবদিগের সহিত ...।' ডানকন, ১৭৮৪।

কমিন [ফা বিণ বদমাশ। 'মাবিয়ার বেটা ইইল এজিদ কমিন।' গরীব, ১৭৬৫।

কমিনে [ফা কমীন] বিণ নীচ বংশজাত। ডবারী, ১৮২৩।

কমিবেসি [ফা কম+ফা বেসি] বি কমবেসি; হ্রাসবৃদ্ধি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কমিশন, কমিসন, কমিসান [হি ১ বি কমিশন; লাজ অথবা কাজের বিনিময়ে দেওয়া নির্দিষ্ট অর্থ; দালালি। 'কমিসন ফিসতে ৫ পাচ তত্তা লইবে।' মেয়র্স, ১৭৭৩; 'টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট কমিশনেই আমার পুথিয়ে যাবে।' শিবরাম, ১৯৭০। ২ বি ছাড়। 'ওয়াজিবি দস্তর মাফিক কমিসনে করিবেন।' ক্যালগে, ১৭৮৬। ৩ বি কমিশন। 'ব্যবস্থাপক কমিসন সাহেবেরদের অন্তঃপাতি শ্রীযুত কামরূপ সাহেব।' দর্পণ, ১৮৩৫; 'জমিদারি প্রথার বর্তমান অনুপযোগিতা সম্পর্কে কমিশন যেসব যুক্তি দিয়াছেন।' সওগাত, ১৯৪০।

কমিশন এজেন্ট [হি বি প্রতিনিধি। 'প্রধান প্রধান লোকদিগকে দালাল ও কমিশন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া ...।' এসলাম, ১৯২০।

কমিশনার, কমিশনার [হি ১ বি কমিশনার; পৌরসভার সদস্য। 'রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের তত্তাবধানার্থ কমিশনার নিয়োগ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি সরকারি কর্মকর্তাবিশেষ। 'কমিশনার-সাহেবের চাপরাশকে, না পুলিশের দারোগাকে?' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কমিস্যনার [হি ১ বি বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'দুই কমিস্যনার মেরুরে ইহাচ্ছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি কমিশনার; বিশেষ জরুরের প্রধান শাসনকর্তা। 'বোয়ের কমিস্যনার সাহেবরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।' জ্ঞানাম্বেশণ, ১৮৩৭।

কমিস্যনারি [স কমিশনার] > বি কমিশনারের কাজ বা পদ। 'আদাম সাহেব ... ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্যনারি কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

কমেঘনার [হি কমিশনার] বি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী-বিশেষ। 'যে সমস্ত সাহেব কমেঘনার মকোর হইয়েন।' ক্যালগে, ১৭৯৮।

কমিসেরিয়েট [হি বি সৈনিকদের রসদ সরবরাহের দস্তর। 'নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরি করতেন।' বিভূতি, ১৯২৯।

কমুর্কট [স কমুর্কট] বি শোয়ার মতো রেখাযুক্ত কট। 'কমু কট্টে সাড়ে হার।' মালশার, ১৫০০।

কমুগুল [স কমগুল] বি সন্ধ্যাসীনের জলপাত্র-বিশেষ। 'কোথা বা থাকিল দণ্ড কোথা কমুগুল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কমুনিজম [হি বি এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যার অধীনে রাষ্ট্র হলো উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী, এবং দেশের নাগরিকরা সামগ্র্য অনুযায়ী কাজ করে ও রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়। 'অটোক্রেসি, বুয়োক্রেসি, কমুনিজম।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

কমুনিটি সেল [হি বি সামাজিক বোধ। 'কমুনিটি সেল আছে কিন্তু সিঙ্ক সেল সেই।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

কমেডি [হি বি পরিষদ। 'পাঠশালায় মেনেজিং কমেডি।' দর্পণ, ১৮৩৮।

কমেডি [হি ১ বি হাস্যরসাত্মক ঘটনা। 'কমেডি এবং ট্রাজেডি কেবল পিড়নের মাত্রাভেদ মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'কমেডির অভিনয় তো সারা জীবন ধরেই হচ্ছে।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বি মিলনাত্মক ভাব। 'কমেডি ও ট্রাজেডি ছাপিয়ে দিয়ে কিরকম অসংযত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কমোডে [হি] বি শৌচাগারে মলমূত্র ত্যাগের পাত্র। 'কমোডে এই যে একটানা সরসর শব্দ হচ্ছে এখন।' শ্যামসূত্র, ১৯৭৩।

কম্প [সি] বি কঁপন। 'অগ্র কম্প লোমহর্ষ সঘন হস্তার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কম্পএ [সি কম্প] ক্রি কাপে। 'যার তনু পরশিতে হৃদয় কম্পএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

কম্প ক্লর [সি] বি শরীর কাঁপিয়ে আসে এমন ক্লর; ম্যালেরিয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

কম্পত [সি কম্পিত] বিণ কম্পিত। 'ধর ধর কম্পত দেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

কম্পন [সি] বি কঁপন। 'তরুণাশার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কম্পন-সংখ্যা [সি] বি কঁপার পরিমাণ। 'কম্পন-সংখ্যা ১৬ হইতে ৩০,০০০ পর্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

কম্পবান [সি] বিণ কাঁপছে এমন। 'ভূমি হল কম্পবান।' কয়লুন্সো, ১৮৭৬।

কম্পমান [সি] ১ বিণ স্পন্দিত। 'কম্পমান দেবি বসুমতি।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ কম্পিত। 'যার ভয়ে কম্পমান হই বসুমতী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কম্পমানা [সি] বিণ ক্রী আন্দোলিত। 'এর পদভারে পৃথিবী যেন কম্পমানা হচেন।' মাইকেল, ১৮৫৯।

কম্পাখিত [সি] বিণ কাঁপছে এমন। 'এককালে কম্পাখিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কম্পাখিতা [সি] বিণ ক্রী কাঁপছে এমন। 'বীরগণ মালপাটে, কম্পাখিতা ধরা ফাঁটে।' কয়লুন্সো, ১৮৭৬।

কম্পায়মানা [সি] বিণ ক্রী কম্পমান। 'পৃথিবীকে কম্পায়মানা করুক ...।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

কম্পা [সি কম্পন] ক্রি কঁপে ওঠা। 'সে রোদনে কম্পের প্রভুর সিংহাসন।' সুলভা, ১৬৫০; 'কৌতুকসু চক্রে মুখক' বিদ্যাবিশিখা কম্পি উঠুক।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কম্পাউণ্ড, কম্পাউন্ড [হি] ১ বি ডাক্তারের সহকারী। 'আমায় বলে যান, আমি তাঁর কম্পাউণ্ড।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি চতুর। 'বাড়ির কম্পাউন্ডের কতকগুলি নারকোল গাছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি পরিবোধিত জায়গা। 'কম্পাউন্ডের বৃহৎ বাটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'একটা ছোটখাট পাকাবাড়ির কম্পাউন্ডে এসে।' জীবন, ১৯৩১।

কম্পাউণ্ডার [হি] বি ডাক্তারের সহকারী; যে ওষুধ তৈরি করে দেয়। 'আগনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কম্পানি [হি] ১ বি বণিকদের সমিতি। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ সৈন্যদের দল। ওর্সা, ১৭৮৫; 'বাসিতে তিনটি ও কড়েরাতে দুইটি কম্পানি সৈন্য রাখুন।' মহাশেখা, ১৯৫৬। ৩ বি সংগঠন; প্রতিষ্ঠান। 'ভারতবর্ষীয় গবর্নেন্ট একটা সার্কাস কম্পানি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ কোম্পানি

কম্পার্টমেন্ট [হি] বি রেলগাড়ির কামরা। 'একটা পুরো সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট আমার একার ভোগেই আসবে।' প্রমথ, ১৯১৮।

কম্পার্টমেন্টাল [হি] বিণ এক বিষয়ে অনুশীর্ণ। 'স্কুল ফাইন্যালে কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে পাস করেছে।' সুনীল, ১৯৭০।

কম্পালসারি [হি] বিণ অত্যাব্যশ্যক; বাধ্যতামূলক। 'বোরখা কম্পালসারি

কৈরা আজই অর্ডিন্যান্স জারি কৈরা দেই?' মনসুর, ১৯৪৫।

কম্পাশ, কম্পাস [হি] ১ বি দিক-নির্ণয় যন্ত্র। 'দিক্নিরূপণ যন্ত্র অর্থাৎ নাবিকদের কম্পাস যন্ত্র ...।' অক্ষর, ১৮৪৯; 'মনে হয় কম্পাশ, সিন্ধু, সৌদ ...।' জীবন, ১৯৩০। ২ বি বৃত্ত আঁকার যন্ত্র। 'ইঞ্জিনিয়ার যে কল কম্পাস দিয়ে রেখা টানছে।' অবন, ১৯২৫।

কম্পিটিশন [হি] বি প্রতিযোগিতা। 'সেখানকার কম্পিটিশন কী রকম মারাত্মক, সে কথা আপনারা না জানতে পারেন।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

কম্পিত [সি] বিণ কাঁপছে এমন। 'ভদ্র বিদ্যাপতি কম্পিত কর হে ...।' বিদ্যাপতি, ১৪৬৩; 'দেখিয়া কম্পিত হৈলা সব দেবগন।' মালধর, ১৫০০।

কম্পিতশ্বর [সি] বি কাঁপছে এমন গলার শ্বর। 'ইন্দ্রকুমার কম্পিতশব্দে পিতাকে কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কম্পিতহস্ত [সি] বি কম্পমান হাত। 'কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাঁদরের প্রান্তে বাঁধিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কম্পিতা [সি] বিণ ক্রী কাঁপছে এমন। 'নূরনাহার হেট বদনে কম্পিতা।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কম্পিতাবস্থা [সি] কম্পিত-অবস্থা। বি কাঁপছে এমন অবস্থা। 'পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ কম্পিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

কম্পোজ [হি] বি ছাপাখানায় টাইপ সংযোজনের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কম্পোজার [হি] কম্পোজ বি সুরকার। 'তাহলে তো আমায় কম্পোজার থেকে শুরু করে কম্পোজিটর পর্যন্ত ঘেঁটে হয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

কম্পোজিশন [হি] বি লেখা। 'কম্পোজিশনের খাতার পাতা উল্টায়েই এখানে সেখানে টুমুর দু-চার ছত্র ডায়েরি দেখা যাবে।' শিবরাম, ১৯৪০।

কম্পোজিটর, কম্পোজিটার [হি] কম্পোজিটার বি ছাপাখানার অক্ষর সাজামোর কর্মী। 'এক ব্যক্তি এই নগরে কম্পোজিটারের কাজ করতেন।' সুলভ, ১৮৭৩; 'কম্পোজিটার' বিদ্যা, ১৮৯১; 'কম্পোজিটররা, সংবাদাতারা, বিজ্ঞাপনদাতারা সকলেই সর্বদা ইতস্তত ধাবমান।' শিবরাম, ১৯৫০।

কম্পোজিটরি, কম্পোজিটরি [হি কম্পোজিটার] বি কম্পোজিটারের কাজ। 'কম্পোজিটারি করিয়া সে জীবিকা চালাইত।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'কিছুকাল ধরে কম্পোজিটারি করছে যতীশ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কম্প [সি] বিণ কম্পবান। 'দ্বিধায় জড়িত পদে কম্পরঞ্জে নব্র নেত্রপাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

কম্পকটোচোরিত [সি] বিণ কাঁপা কাঁপা গলার উচোরিত। 'ধর্মপুত্রের কম্পকটোচোরিত ড্রষ্ট অশ্বখামার।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৪।

কম্পবন্ধ [সি] বিণ বন্ধ কাঁপছে এমন। 'আমি মোহামান, কম্পবন্ধ, বেগমুখান।' মুক্তবা, ১৯৬০।

কম্প্রমান [সি] বিণ স্পন্দিত। 'হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্প্রমান।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

কম্প্রমাইজ [হি] বি মিটমিট। 'কম্প্রমাইজের প্রস্তাব পাড়তে যাচ্ছি।' শিবরাম, ১৯৪০।

কম্প্রেশ [হি] বি সঁক। 'তাহলে বোরিক কম্প্রেশ করে দেখতে পারেন।' শিবরাম, ১৯৫০।

কক্ষমান [স কক্ষমান] বিণ কক্ষমান। 'ভল্লুক সাঁভায় গাড়ে ভয়ে কক্ষমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কক্ষটার [হি] বি গলায় জড়ানোর পশমি কাপড়বিশেষ। 'সে তার হাতের বেনা কক্ষেরটা কক্ষটার আর ফুল তোলা রুমাল পাঠিয়েছে।' নজরুল, ১৯২৭।

কঞ্চল [সি] বি জন্তুর শোম দিয়ে তৈরি মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'ছিড়া কঞ্চলে বসি মুখে মুদ্র মুদ্র হাসি ঘন ঘন দেই বাহ নাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কঞ্চলচাপা [স] ১ বিণ কঞ্চল জড়িয়ে থাকার মতো বুব গরম। 'কাল গিয়েছে কঞ্চল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ উত্তপ্ত। 'এই আঙ্গুরিক গ্যাসের ঘন আবরণে এরাই যেন কঞ্চলচাপা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কঞ্চল খোলাই চালানো ক্রি কঠোর শারীরিক নির্ধাতন করা। 'এমনকি সব নিজের হাতে কঞ্চল খোলাই চালিয়েছিল।' শওকত, ১৯৭২।

কঞ্চল ভোট [স কঞ্চল+ভোট] বি ভোট-কঞ্চল; ভুটানি কঞ্চল। 'সুরঙ্গ কঞ্চল ভোট সুন্দর বসন।' কৃন্দা, ১৫৮০।

কমু [সি] বি শব্দ। 'তিলফুল জিনী নাসা কমু সম গলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কমুকর্ত [স] ১ বি শব্দের মতো গলা। 'কমুকর্তে সোতে হার করএ দিপতি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি গম্ভীর কণ্ঠ। 'জনগণকে কমুকর্তে আহ্বান জানাইয়াছেন।' আজাদ, ১৪৪০।

কমুকর্তী [সি] বিণ শব্দের মতো দাগাক্ষিত গলার অধিকারী। 'কমুকর্তী বা কমুকর্তী বলতে বোঝায় ...।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

কমুকর্ত [সি] বিণ শব্দের মতো রেখামুক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। 'গজস্বন্ধ কমুকর্ত, কবটকক্ষ।' কেরি, ১৮২২।

কমুজ [স কমু (শব্দ)+] বিণ সাদা। 'ধরয়ে কমুজ বেশ শিরে দাখী রাখে বেশ ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কমুবর [সি] বি শব্দশ্রেষ্ঠ। 'কমুবর নিদিআ কঠের পরিপাটি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কমুরোগ [স কমু+?] বি রোগবিশেষ। 'ওল্লু আর কমুরোগ দুই করে শেষ।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কম [স কম] বি কাজ। বোগল, ১৭৭০; 'আজি আমার নানান কম।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কমুকর্তি [স কমুকর্তী] বিণ ক্রী শব্দের মতো কণ্ঠবিশিষ্ট। 'কমুকর্তি মাথা খিন নিচুম বিসাদা।' মালাধর, ১৫০০।

কম্যাতার [হি] ১ বি সাময়িক বাহিনীর পদবিশেষ। 'কম্যাতার আন্তিলিও গাতি।' বিজুতি, ১৯০৭। ২ বি দলপতি। 'আমি ভেবেছিলাম কোনো মেয়ে কম্যাতার।' শিবরাম, ১৯৭০।

কমুনাল [হি] বিণ সাম্প্রদায়িক। 'কমুনাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কমুনিজম [হি] বি এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যার অধীনে রাষ্ট্র হলো উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী, এবং দেশের নাগরিকরা সামগ্রিক অনুযায়ী কাজ করে ও রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়। 'ইহাই প্রকৃত কমুনিজম।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

কমুনিষ্ট, কমুনিষ্ট [হি] ১ বি কমিউনিজমে বিশ্বাসী ব্যক্তি। 'সাম্ভারণ কমুনিষ্ট।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ বি সাম্যবাদী। 'সোশিআলিষ্ট, কমুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তারা খ্যাত।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ও বিণ সাম্যবাদমূলক। 'সে ছেলেদের মধ্যে কমুনিষ্ট মতবাদ প্রচার করছিল।' নজরুল, ১৯৩০। ৩ কমিউনিষ্ট

কমু [সি] বিণ কমনার। 'কমু কমু, কমু ককুবার বাণী।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

কমিয়া-ফাসাদ [আ কমিয়াহ+আ ফাসাদ] বি কলহ-হাম্যাম। 'কগড়া-বিবাদে, কমিয়া-ফাসাদে পাঁচপায়ের লোক ...।' মনসুর, ১৯৫৩।

কমু [স কিম্ব] ১ বিণ কতো। 'কমু জন চাকর এবং তাহাদের পদবি কি কি।' কেরি, ১৮০২। ২ বিণ কতো সংখ্যক। 'জনঘাতি না ইহাতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কমু ব্যক্তি পাশ্চাত্য করণের?' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কমুগুলা বিণ কতকগুলি। 'নস্কর কমুগুলা সঙ্গে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কমুদিন [কম+স দিন] ১ ক্রিবিণ কতো দিন। 'আর কমুদিন রাখবে ছাপারে/ নিজ রূপ মাদুরী।' লালন, ১৮৯০। ২ ক্রিবিণ কিছু দিন। 'তিতু যে কমুদিন বাদসাই করিয়াছিল ...।' হিতৈষী, ১৮৯৫।

কমুড়া [স কর্পক] বি কড়ি। 'কমুড়ার কা -।' চিঠিপত্রে, ১৮২২।

কমর [স কর্পক] বি কড়ি। '৪ কমর।' চিঠিপত্রে, ১৮২৩।

কমরা বি নদীবিশেষ। 'কমরা নদীর তীর থেকে গভীর বন।' সেলিমা, ১৯৭৫।

কমলা [প্রা কোইলা] বি অস্বর; খনিজ স্ফালনবিশেষ। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'শেত প্রস্তর কমলা ও চুনের পাথর।' দর্পণ, ১৮২৬।

কমলাওয়ালা [কমলা+হি ওয়ালা] ১ বি কমলা-বিক্রেতা। 'কমলাওয়ালা, মাংসওয়ালা কমলাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'চি-চি, ফাক' আছে।' অনুদা, ১৯২৯। ২ বি বনি থেকে কমলা উত্তোলনকারী। 'কমলাওয়ালাদের মজুরিই বা কি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

কমলা-কাটা [কমলা+কাটা] বি কমলা উত্তোলন করে এমন। 'কমলা-কাটা ময়লা কুলের সেই অনল।' নজরুল, ১৯২৬।

কমলাক্রান্ত [কমলা+স আক্রান্ত] বিণ কালিপরা। 'কমলাক্রান্ত চকু কচলাইতে কচলাইতে দেখিলাম ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

কমলাখনি [কমলা+স খনি] বি কমলার খনি। 'কমলা-খনির বয়লা চলে।' নজরুল, ১৯২৬।

কমলাগাড়ি [কমলা+গাড়ি] বি কমলা বহন করা গাড়ি। 'ঠেলবে কমলাগাড়ি আর পাকাবে সুতো।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

কমলার বস্ত্র আতন লাগা - বেমানান সাজ-সজ্জা করা। 'ঠিক যেন কমলার বস্ত্র আতন লেগেছে মনে হবে।' অচিন্ত, ১৯৫০।

কমার [হি] বিণ কোয়ার্টার। 'পানীৰ কিংবা কমারের ভাউলে ... ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

কমার বি ভিত্তির পাখি। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কমাল [আ] বিণ ধান, চাল ইত্যাদি ওজনকারী। 'কমাল লোকেরা ডালা পসরা ধরিয়া জিনিস পর ওজন করিতেছে।' রায়রাম, ১৮০১।

কমালি [স কমাল+] বি শস্যাদি ওজন করার পারিশ্রমিক। 'দর মকামে ধানা ওজনের কমালি।' চিঠিপত্রে, ১৮৫১।

কমালী [স কমাল+] বিণ শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত। 'নৌকায় মাল তুলিবে কি তাহা ইহাতে মাল নামাইবে, কমালী খাতায় কিছু জমা করিয়া দিতে ইহাবে।' সুলত, ১৮৭৩।

কয়েক [কম+স এক] বিণ কিছুসংখ্যক। 'এমছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া যায়।' গরীব, ১৭৫০।

কয়েকখানি বিণ কিছুসংখ্যক। 'সাহিত্য ইতিহাসাদি বিষয়ক যে

কয়েকখানি গ্রন্থ অধীত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কয়েতবেল, **কয়েতবেল** [স রূপিত+স বিধ] বি টকষাদের বেলসদৃশ ফলশিষ্য; কয়েতবেল। 'ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েতবেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'একটা কাঁচা কয়েতবেল।' নজরুল, ১৯৩০।

কয়েদ [আ] ১ বি আটক। 'কয়েদ করিব আমি কেমন প্রকারে।' গরীব, ১৮৭৫। ২ বি কারাগারে আটক ব্যক্তি। 'সব ইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালসের জন্য কনটেইনর পাঠাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৩ বি কারাদণ্ড। 'ছোট ভাই কয়েদ খেতেছেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কয়েদখানা [আ কয়েদ+ফা বানাহ] বি জেলখানা। 'কয়েদীদের কয়েদখানায় পৌছে দেবার যন্তর নেই।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

কয়েদী [আ কয়েদ+] বি কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'একে একে প্রত্যেক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কর [স] ১ বি শুদ্ধ। 'কর কুলজী ঘাটে কাহু মাহাদানী বাটে।' বড়ু, ১৮৫০। ২ বি খাজনা। 'জ্ঞাত বৈসে ছিহবর তার নাহি নিব কর চাহুনি বাড়ি দিব দান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করগ্রহণ [স] বি খাজনা সংগ্রহ। 'নিরুদ ভূমির করগ্রহণে ভূপতির কর্তব্য ...' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৬।

করগ্রাহক [স] বি খাজনা আদায়কারী। 'রাজা প্রজ্ঞারক্ষক, বিচারক, প্রজাপালক, এবং করগ্রাহক।' মশাররফ, ১৮৯০।

করগ্রাহী [স] বি কর গ্রহণ করে যে। 'জমীদার অর্থে করগ্রাহী ব্রহ্মিতে হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

করচা [স কারিকা] বি খাজনা হিসাবের খাতা। 'দাখিলা, জমাওয়াশীল, খোকা, করচা।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

করদ [স] বিণ কর দিয়ে অধীনতা স্বীকার করে এমন। 'যাহারা প্রহসী স্বাধীন, পরে মিত্র, তাহার পর করদ ...' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

করদান [স] বি খাজনা প্রদান। 'আমাদের কার্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

করদায়ী [স] বিণ কর প্রদান করে এমন। 'এখানে আর করদায়ী না হইয়া ... শিজা নিজ নামে মারে।' রামরায়, ১৮০১।

কর দেঅনিয়া বিণ করদাতা। মানোএল, ১৭৪৩।

করধা [আ করদ] বি উৎকোচ। 'করধা লইয়া আলা বাইতির ঘর।' মানিকরায়, ১৭৮১।

করবুজি [স] বি খাজনা বাড়ানো। 'জমিদারের করবুজি প্রস্তাবে বক্রতা প্রদর্শন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

করভার [স] ১ বি খাজনার দায়। 'অনেকে সাক্ষাৎ সখ্যকে করভার হইতে মুক্ত ছিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বি করের বোঝা। 'প্রজার উপর করভার আর না চাপাইলেই ভাল হয়।' আজাদ, ১৯৩৬।

করভারাক্রান্ত [স] বিণ রাজস্ব-ভারাক্রান্ত। 'কেই অধিক করভারাক্রান্ত হইল্যাম মনে করেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

করসংগ্রহ [স] বি খাজনা আদায়। 'তৎকালে কর সংগ্রহ, বিচার সশাসন ...' অক্ষয়, ১৮৪৫।

করসংগ্রাহক [স] বি শুদ্ধ আদায়কারী। 'তাহার উপর করসংগ্রাহক-দিগের অভ্যাচার।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

করসা [স কর+] বি কর সম্পর্কিত হিসাবের খাতা। 'করসা -' চিঠিপত্রে, ১৭৯৯।

করসাখন [স] বি কর আদায়। 'তন্মধ্যে এক জন করসাখনেতে প্রবৃত্ত থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

করহীন [স] বিণ কর দিতে হয় না এমন; নিরুদ। 'এইক্ষেপে করহীন স্থলের স্বীকার বিষয়ে তদুপ বিলক্ষণ সত্যতা রক্ষা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কর [স] ১ বি হাত। 'কর কমল বাহু মণাল।' বড়ু, ১৮৫০। ২ বি অশ্রয়। 'প্রভু করে ইহা রূপ ছিল দশ মাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

করকমল [স] বি পশ্চের মতো হাত। 'অতএব মম করকমলে।' মদনমোহন, ১৮৪৪।

করকম্পন [স] বি করমর্দন। 'মাননীয় সভাপতি শহীদ সাহেবের সহিত সভার মধ্যেই করকম্পন করিলেন।' মনসুর, ১৯৪০।

করকলিত [স] বিণ কর বা হাতে ধরা এমন। 'সম্পন্ন ব্যক্তির মনোরম্য হৃদয় মধ্যে পরয়ফেননিত পর্য্যবেক্ষণের পরিচায়িকা করকলিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

করকোটি, **করকোঠী** [স করকোঠী] বি হস্তরেখা বিচারে প্রস্তুত কোঠা। 'করকোঠির সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তার কাছে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'করকোঠী উদ্ধারেও তাহার অনেক পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

করকরবিন্দ [স কর+স অরবিন্দ] বি হাতের আভুল। 'করকরবিন্দ মাল নির্মিত কমলে।' বড়ু, ১৪৫০।

করজোড় [স কর+জোড়] বি জোড়হাত। 'কর জোড় করি বলি তন নামোদর।' বড়ু, ১৫৭০।

করজোড়ে দ্বিবিধ হাতজোড় করে। 'ব্যাসের বচনে রাজা করজোড়ে কহে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

করতল [স] ১ বি হাতের তালু। 'করতল কমল নয়ন চর নীল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি আয়ত। 'বস্তুমি অধিকার সমস্তই তাহার করতলে।' রামরায়, ১৮০১।

করতল করা ক্রি অধিকারভুক্ত করা। 'এই অপকথ্যক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবাও আপন করতল করিলেন।' রামরায়, ১৮০১।

করতলগত [স] বিণ আয়ত্বাধীন। 'অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড একজন নবাবের করতলগত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

করতলপুট [স] বি হাতের তালু। 'তব করতলপুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

করতলস্থ [স] বিণ হস্তগত। 'মনোব্রহ্মণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

করতালু [স] বি চাপড়; হাত দিয়ে মুদ্র আঘাত। 'পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতালুদের পর বালিকা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

করতালু [স] বি হাতের তালু। 'সলিলী তার চিবুকে করতালু যোগে বাধা দিলে এবং বললে ...' শব্দকোষ, ১৯৭২।

করধনি [স] বি হাততালি। 'স্তুতিবাদ করিলেন ইহাতেও করধনি হইল।' দর্পণ, ১৮৩৮।

করনালিনী [স] বি পশ্চের ন্যায় হাত। 'পারি নে কি অনুভব করিতে সে ... করনালিনী।' গীতবন্ধু, ১৮৬৭।

করপদ [স] বি হাত ও পা। 'করপদ রাতুল অতুল অতিশয়।' বাহরায়, ১৬৫৫।

করপরশ [স কর-পরশ] বি হাতের ছোঁয়া। 'কদম শিহরে করপরশ লেগে।' নজরুল, ১৯২৯।

করপদ্মাব [সি বি নতুন পাতার মতো কোমল হাত। 'তোমার কোমল করপদ্মের নিরীষকুমম অপেক্ষাও সুকুমার।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

করপুট [সি বি জোড়হাত; অঙ্গুলি। 'স্তুতি করে নৃপবর করপুট করি।' মালাধর, ১৫০০।

করপৃষ্ঠ [সি বি হাতের পিঠ। 'যে সকলে করপৃষ্ঠ হেরিয়া আছিল।' সুলতান, ১৬৫০।

করমর্দন [সি বি পরম্পরের হস্তমর্দন। 'করমর্দন পূর্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

করমূল [সি বি বাহুল্য। 'রতন কণ্ঠ করমূলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কর মুখা [সি করজোড় করা। 'দাওয়াইয়া কর মুখি বলে বাচস্পতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

করযোড় [স কর+স যুগ্ম] বি হাতজোড়। 'দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

করযোড়ী [স কর+স যুগ্ম] ক্রিবিণ হাতজোড় করে। 'করযোড়ী বোলে এবে তন দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০।

করযোড়ে ক্রিবিণ হাতজোড় করে। 'বিজ্ঞমন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, ধর্ম্যবতার।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কররুহ [সি বি হাতের আঙুল। 'সুললিত কররুহে রতন অঙ্গুরি শোহে।' বাহরাম, ১৬৫০।

করলগ্ন [সি বিণ হাতে বিদ্ধ হয়েছে এমন। 'আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ, দুরদৃষ্ট, দুঃখণ্ড, করলগ্ন কাটা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

করশঙ্খ [সি বি হাতের শোখ। 'করশঙ্খে বেগিছে বিজুলি।' রূপরায়, ১৭৫০।

কর-সম্পন্ন [সি বিণ হাতে করা যায় এমন। 'মন্মথের কর-সম্পন্ন কার্য ঘারা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

করহু [সি ১ বিণ হস্তগত। 'শিল্পবিদ্যার আধিকা ব্যতীত অবনীরা সুখ সৌভাগ্য কদাচ করহু হয় না।' প্রভাকর, ১৮৪৭। ২ বিণ হাতের। 'করহু অঙ্গুলি প্রভৃতি যে বিধিতে নির্মিত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

করস্থিত [সি বিণ হাতে ধারণ করা আছে এমন। 'তপস্বী যোগবলে তাঁহার মনোগত ভাব অগণত হইয়া আপন করস্থিত অঙ্গুরীয়ক তাহাকে প্রদান করিলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

করস্পর্শ [সি বি হাতের পরশ; ছোঁয়া। 'লগাটদেশে করস্পর্শ করিয়া ... পয়সা কড়ি অর্পণ পূর্বক ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

করহা [সি কর+] বি হাত। 'জবে করহা করহকলে পিচিউ।' চর্য্য ১৭, ১২০০।

করাঘাত [স কর-আঘাত] বি চড়; হাত দিয়ে আঘাত। 'স্বীকে দয়াবহিত হইয়া করাঘাতে তাড়না করিতেছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

করাঙ্গুরী [স করাঙ্গুলী] বি আঙুলের আংটি। 'নৃপতির করাঙ্গুরী দিল নিকালিয়া।' আলোড়ল, ১৬৮০।

করাঙ্গুল [স করাঙ্গুলি] বি হাতের আঙুল। 'করাঙ্গুলে ধরি বেণু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করাঙ্গুলি [স কর-অঙ্গুলি] বি হাতের আঙুল। 'যখন আকুল করাঙ্গুলীতে পুষ্প দলি।' আহসান, ১৯৫৯; 'চকিতে মিলায় আলোকিত করাঙ্গুলি কার।' মাহমুদ, ১৯৬০।

করামৃত [স কর-অমৃত] বি সুন্দর হাত। 'এই ব্রহ্মের রমণী কামার্কণ্ডত কুমুদিনী/ নিজ-করামৃত দিয়া দান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

করায়ত্ত [স কর-আয়ত্ত] ১ বিণ হস্তগত। 'আজ যখন ছোট হৃদয়ের আর ক্ষমতার মাপে মাপা ক্ষুদ্র সিদ্ধি তার করায়ত্তপ্রায়।' নরেন্দ্র, ১৪৪৫। ২ বিণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত। 'অনুবুল মনোভাবের দ্বারা এই পরিস্থিতি করায়ত্ত করিতে পারা যাইবে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কর [সি ১ বি কিরণ। 'ফিরএ আকাশ পরে মহাদীপ্তি কর।' সুলতান, ১৬৫০। ২ বি তাপ। 'পরম প্রভাপন্ন প্রভাকরের করসমূহ সহ্য করিয়া ... শ্যাদি রোপণ করিলে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

করনিকর [সি বি চাঁদ। 'স্বাধকর, হিমকর, করনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

করোঙ্কল [সি বিণ আলোকিত। 'অগ্নি নির্মলসূর্যকরোঙ্কল ধরণী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

করোত্তাপ [সি বি কিরণের উত্তাপ। 'সূর্য-করোত্তাপে জাগা কটোর গ্রীষ্মে' হাজার হাজার চক্ষু প্রোত।' সুভাষ, ১৯৪৮।

কর [সি বি বাঙালি হিন্দুদের পদবিবিশেষ। 'ভাগবত কর।' সেবধি, ১৮৪০।

করকট [স কড়ক] বি সামুদ্রিক লবণ। ওঙ্গা, ১৭৮২; 'এঘাটে পাঙ্গা ও করকট সকল রকম আছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

করকটি [স কড়ক+] বিণ কোমল। 'করকটি বেলায় উভয় বড় স্মিকধর।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

করক [সি বাহ্যবিশেষ। 'সিরিষ করকট বনচালিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করক [ধন্য] ১ বি ক্লালা যন্ত্রণার অনুভূতি। 'চোখ করকর করহিল।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ করকর শব্দ হয় এমন। 'নখ লেগে করকর শব্দ হইলো।' ময়ান্ন, ১৯৬৮।

করকরি করা [ধন্য] করকর+করা] ক্রি জাবর কাটা। 'করকরি করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

করকরে [ধন্য] ১ বিণ বরষের; অমসৃণ। 'নীল সাদায় ডোরাকাটা করকরে টেবিল রুখ।' মুক্তবা, ১৯৫২। ২ বিণ পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি এমন। 'করকরে দুখানা একশো টাকার নোট ধরে দিলে তাঁকে নিয়ে গৃহীণের ঘরে গেলেন।' শিবরাম, ১৯৭০।

করকরা [স করকর+] বি কাক। 'এক করকরা দুর্দাদৃষ্টক্রমে প্রভাবিত হইয়া তাহাদিগের সমাজে আইল।' তারিণী, ১৮০৩।

করকা [সি বি মেঘ থেকে পড়া বরফখণ্ড; শিলা। 'সজল করকা চয়, সূর্য্য-প্রতি-বিঘরণ।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

করকাপাত [সি বি শিলাবৃষ্টি। 'বজ্রের মার করকাপাত।' নজরুল, ১৯২২।

করকাবৃষ্টি [সি বি শিলাবৃষ্টি। 'অভিমান মোর অখিজল জন্মে করকাবৃষ্টি সম।' নজরুল, ১৯২৯।

করগেট [সি বি সোহার চেউটিন। 'বাতাসের তোড়ে একেকবার মোড়ক খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি।' আলুউদ্দিন, ১৯৫৪। দ্র করগেটেড

করঙ্গ [সি বি পানের বাটা। 'শিষ্যকৃত করেছি তপীর হয়ে করঙ্গ-বাহী।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

করকবাহিনী [সি বি স্ত্রী পানের বাটা বাহকরা। 'ছদ্মধারিণী, করকবাহিনী ও অন্যান্য সভাসদগণের প্রবেশ।' নজরুল, ১৯৩১।

করঙ্গ [স করঙ্গ বি ভিক্ষাপত্রবিশেষ। 'গোবিন্দ যায় কৌশীন করঙ্গ লইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কাটতে কৌশীন ডোর করেছে করঙ্গ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

করঙ্গ বি নখ। বিদ্যা, ১৮৯১।

করঙ্গ ফুরানো [আ কর্ণি ক্রি ঋণ শোধ করা। 'করঙ্গ ফুরাইতে।' মালোৎল, ১৭৪৩।

করঞ্জা [আ কর্ণী বিপ কর্জা; ঋণরূপ গৃহীত। বিদ্যা, ১৮৯১।

করঞ্জ বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'রামধন করঞ্জ।' সেবধি, ১৮৪০।

করঞ্জা, করঞ্জা [স করঞ্জক বি করমচা ফল বা গাছ। 'দরিয়াবিবি খুব ভোরে উঠিয়া করঞ্জ ফল ফুড়াইয়া আনে।' শওকত, ১৯৫৮; 'খণ্ডে মিসাইয়া রাখ করঞ্জার ফল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করঞ্জি [স করঞ্জক বি করমচা ফল বা গাছ। 'ডেফল কাফল করঙ্গার বন করঞ্জি মেজুদি কাটে আসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করণ [স] বি ইন্দ্রিয়। 'এড়ি এউ হান্ধক বান্ধ করণক পাটের আস।' চর্চা ১, ১২০০।

করণ [স] বি কাজ। 'অনেক অপর অতি প্রভুর করণ।' আলাওল, ১৬৮০।

করণ কারণ [স] বি সৃষ্টিতত্ত্ব। 'করণ কারণ ধর্ম কেবা জানে মায়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

করণান্তর [স করণ-অন্তর] ক্রিবিধ করার পর। 'দৈনিক কার্য সমাধা করণান্তর ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

করণাপেক্ষা [স করণ-অপেক্ষা] ক্রিবিধ করার চেয়ে। 'অমনি ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহা উত্তমরূপ জীবিকা বলা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

করণার্থ [স করণ-অর্থ] ক্রিবিধ করার জন্য। 'দুখ দূর করিবার উপায় করণার্থে।' দর্পণ, ১৮২৪।

করণীয় [স] ১ বিণ কর্তব্য। 'কৃষিকর্মবিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বিণ করার যোগ্য। 'যাহা করণীয় ছিল, ... সেইটি বজ্জনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

করণেওয়ালা [স করণ+হি ওয়ালা] বি যে করে; কর্তা। 'তুমিই গোনাহ মাফ করণেওয়ালা।' কায়সার, ১৯৬৫।

করণেচ্ছুক [স করণ-ইচ্ছুক] বিণ করতে আত্মহী। 'যদ্যপি কেহ বাস করণেচ্ছুক হন।' দর্পণ, ১৮২৭।

করণ [স] বি করতাল। 'মণ পন্থ বেধি করতলসাল্লা।' চর্চা ১৯, ১২০০।

করণক [স] বি ঝাঁপ। 'দুই জন নৈনিক পুরুষ অধিরোহিণী হারা অতি কষ্টে করতল অবতীর্ণ করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

করণি, করঞ্জী [স করণ] বি ফুলের সাজি। 'বাম করে করণি আঁকুড়ি সাজি করে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নানা পুষ্পে করঞ্জী ভরিল মহাদেব।' বিজয়, ১৬৫০।

করতল প্র কর্ণ

করতার [স কর্ণ-ত] বি প্রভু। 'কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি বঠ করতার।' মালোৎল, ১৫০০।

করতারি [স করতালী] বি করতলধনি। 'ফুলবনে সখীসনে খেলিতে খেলিতে হাসি হাসি/ সে রে করতারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

করতাল [স] ১ বি করতল ধনি; হাততালি। 'কারে করতাল মধুর বাঁশী

বাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মন্দির; কীসা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মুদঙ্গ করতাল সজীর্জন উচ্চধনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

করতালী, করতালী [স করতালী] ১ বি হাততালি। 'সব লোকে হানে যেহে দিরাঁ করতালী।' বড়ু, ১৪৫০; 'উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি করতাল নামের বাদ্যযন্ত্র। 'সুন্দর সে গীত গাথা বাজা করতালী।' বড়ু, ১৪৫০; 'করতালি-ঠেকা নেয় মন্ত তালিবন।' নজরুল, ১৯২৫।

করতোয়া [স] বি উত্তরবঙ্গের একটি নদী। 'করতোয়া তটে পড়ে বাম কর্ণ তার।' ভারত, ১৭৬০।

করন [স কর্ণ] বি কান। 'কানুক করুনা করনে নহি সুনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

করন [স করণ] ক্রিবিধ স্থানে। 'মোর বানে আজি জাবে জন্মের করন।' মালোৎল, ১৫০০।

করনল [স] বি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা; কর্ণেল। 'সৈন্য সমেত জীযুত করনল রিচার্ড সাহেব গিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

করনান্তর [স] ক্রিবিধ করার পর। 'রাজ্যচ্যুত করনান্তর সর্বদেশে সেনাসম্মিগ্ধতা সঙ্গে লইয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

করনাল [স করনায়] বি বাদ্যবিশেষ। 'নাকারা করনাল সিঁহা ঘন ঘন বাজে।' গরীব, ১৭৬৫।

করনি [স করণ] বি কার্যের কারণ। 'মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত।' মালোৎল, ১৫০০।

করনেট [স] বি হাডুনির্মিত বাঁশিবিশেষ। 'ক্রারিওনেট ও করনেট পরস্পরে জ্যোতি-শব্দভার বগড়া শুরু করে দিলে।' প্রমথ, ১৯১৬।

করন্দা [স] বি গাছবিশেষ। 'ডেফল কাফল করন্দার বন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করপত্র [স] বি করাত। 'করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

করপুর [স কর্পূ] বি কর্পূর। 'করপুর সম দধি দুধের পসার।' বড়ু, ১৪৫০।

করপোরাল [স] বি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা; ওর্গ, ১৭৮৫।

করপোরেশন, করপোরেশান [স] বি পৌরসভা। 'করপোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।' নজরুল, ১৯২৬; '... করপোরেশন, কাউন্সিল, এসেমব্লী প্রভৃতিতে অধিকার লাভ করিতে পারে।' দর্পণ, ১৯২৮।

করবাল [স] বি তরবার। 'গলে দিব করবাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করবী [স করবীর] বি ফুলবিশেষ; করুণি ফুল। 'ধাতকী আমুলিও করবীরে।' বড়ু, ১৪৫০।

করবিকা [স করবীর<] বি করবী ফুল। 'সে মস্ত্রে উঠিল মাতি সঁউতি কাঞ্চন করবিকা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

করবি-মাল [স করবীর-মালা] বি করবী ফুলের মালা। 'বিচিত্র করবি-মাল ফিরে তার অলিজালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করবীগাছ [স করবীর+গাছ] বি করবী ফুলের গাছবিশেষ। 'বর্শেছি চোঁকি টেনে করবীগাছের তলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

করবীফুল [স করবীর+ফুল] বি ফুলবিশেষ। 'অলকে তার একটি গুঁড়ি করবীফুল রক্তকচি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

করভ [স] বি উট বা হাতির ছানা। 'শরভ করভ হয় গবয় হরিণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করম [স কর্ম্য ১ বি কর্ম] 'জরম গেল করমের খণ'। বড়, ১৪৫০। ২ বি কর্মফল; কপাল। 'সব পাণ করম নেবারী'। বড়, ১৪৫০।

করমদোষ [স কর্মদোষ] বি কুর্কর্মের ফল। 'আপন করমদোষে'। বড়, ১৪৫০।

করমফল [স কর্মফল] বি কৃতকর্মের পরিমাণ। 'দেখিতে না পাইলো করমফল আকারে'। বড়, ১৪৫০।

করমচা [স করম্ভক] বি করমচা গাছ ও তার ফল। বিদ্যা, ১৮৯১; 'নেবুর ফুল আর করমচা'। নজরুল, ১৯২৭। দ্র করম্ভা

করমিতি বিন যুক্ত। 'ভ্রমর করমিতি জানু বিলম্বিত কেলি কদম্বক মাল'। গোবিন্দ, ১৬০০।

করমযন্ত্র [স] বি হাতিয়ার। 'বুদ্ধি ও করমযন্ত্র মনুষ্য এ নিমিজে প্রাপ্ত হয়েছে নাই'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

কররা বি পাখিবিশেষ। 'কররা পাখী'। বিভূতি, ১৯৩৮।

করশা [স করবেড়া] বি উচ্ছে; তিতা সবজিবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

করষণ [স কর্ণ] বি আকর্ষণ। 'যাহাঁ কর করষণে টুটত বলই'। গোবিন্দ, ১৬০০।

করসুল বি চামচ। 'ভাতের পাশে দিল এক করসুল সালন'। কায়সার, ১৯৬২।

করহকল [স করহকল] বি একতারার হাতল, সুর তোলার জন্য যেখানে চাপ দিতে হয়। 'জবে করহা করহকলে পিড়ি'। চর্চা ১৭, ১২০০।

করা ১ ক্রি সম্পাদন করা। 'বাংবিশ্বাসা জিম কেলি করই খেলই বহবিহ খেড়া'। চর্চা ৪১, ১২০০। ২ ক্রি নেওয়া। 'বসুল চলিলা তব্বে কাহু কলি কোলে'। বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি হওয়া। 'আবহর করি করে ধরনীত কেলি'। বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি পাঠ করা। 'শিবানন্দের বাসকরে শ্লোক করাইল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ ক্রি উপাসনা করা। 'মসজিদে করিলা নামাজ'। সুলতান, ১৬৫০। ৬ ক্রি বলা। 'লাসিক কহে কস্তে এসেছিল'। উমেশ, ১৮৫৭। করিষ্টে কি করিষ্টে, কার তদ্বাস কচিস? উমেশ, ১৮৫৭। করিষ্টে ক্রি করতে। 'কিনী বৃষি ছরাদ কতি গেছে, বামুণদের কি?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। কর্ত্তম ক্রি করতায়। 'ভাই এত জানলে ওদের আনতে বারণ কর্ত্তম'। উমেশ, ১৮৫৭। কর্ত্তে ক্রি করতে। 'যদি স্ত্রী কর্ত্তে বসে একিস তাবে উঠে যা'। উমেশ, ১৮৫৭। কর্ত্তে ক্রি করতে করতে। 'নাম কর্ত্তে কস্তে এসেহিস'। উমেশ, ১৮৫৭। কর ক্রি করে। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড তোহৌরী'। চর্চা ২৮, ১২০০। করিষ্ট ক্রি করে। 'অখিত ভঞ্চম মুসা করিষ্ট আহারা'। চর্চা ২১, ১২০০। করই ক্রি করে। 'বাংবিশ্বাসা জিম কেলি করই খেলই বহবিহ খেড়া'। চর্চা ৪১, ১২০০। করউ ক্রি করুক। 'সো করউ রস রসাতলে রুখা'। চর্চা ২২, ১২০০। করউক ক্রি করুক। 'সে নিন্দা না করউক আকরে'। সুলতান, ১৬৫০। করক ক্রি করে। 'পুনরপি ভূম্যে পড়া করএ ত্রুদন'। মালাধর, ১৫০০। করঙ ক্রি করে। 'তবে সুবাসিত করঙ গুজরাটের দারা'। মুকুন্দ, ১৬০০। করহেলে ক্রি করেছিলে। 'পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করহেলে'। উমেশ, ১৮৫৭। করঞো ক্রি করবে। 'ন করঞো তেসর কানে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। করতি ক্রি করতে। 'আছে, আমি জিজ্ঞাস করতি আইছি'। গিরিশ, ১৮৮৬। করতুম ক্রি করতাম। 'সকালে যদি অনতুম, তা হলে স্নান করতুম'। উমেশ, ১৮৫৭। করশি ক্রি করে। 'রাহ দূরি বসু নিয়রো না আবশি'। তর্ভে নহি করশি গরাসি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। করঙ ক্রি করে। 'ভগ্নীর গনিয়া বাক্য করঙ কাহুতি'। সুলতান, ১৬৫০। করন্তি ক্রি করে। 'যা দেখিআ কাহাজি করন্তি যতন'। বড়, ১৪৫০। করম

ক্রি করাবে। 'মুই দর্প করম কর্ণ রনে নহে উন'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। করয় ক্রি করে। 'পুনি পাডালেতে ফেলি করয় নেরাশ'। আলাওল, ১৬৮০। করয়ে ক্রি করে। 'প্রিষ্ঠা যদি মান করি করয়ে ভরসনে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। করণুম ক্রি করলাম। 'পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করণুম'। উমেশ, ১৮৫৭। করণয়ে ক্রি করলাম। 'তোর হাতে সব সমর্থ করলেম'। উমেশ, ১৮৫৭। করনীআ ক্রি করছে। 'স্বী কারনে প্রীয়া কোণ করনীআ মোরে'। মালাধর, ১৫০০। করসি, করনী ক্রি করহিস। 'রে কাহাজি করসি তো বল'। বড়, ১৪৫০; 'তভে কোয়ে দরনা না করনী'। বড়, ১৪৫০। করহ ক্রি করে। 'এহা যানি বাড়ায়ি করহ যতন'। বড়, ১৪৫০। করই ক্রি করে। 'কমল কুলিশ বাড়তি করই বিআলী'। চর্চা ৪৮, ১২০০। করি ১ ক্রি করে। 'সখল সুলল করি সুহে সুতলা'। চর্চা ৩৬, ১২০০। ২ ক্রি নিয়ে। 'বসুল চলিলা তব্বে কাহু করি কোলে'। বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি হয়ে। 'আবতার করি করে ধরনীত কেলি'। বড়, ১৪৫০। করিঅ ১ ক্রি করে। 'দিও করিঅ মহাসুহ পরিমাণ'। চর্চা ১, ১২০০। ২ ক্রি করে। 'কদচীত তাহানে তুখি বিহা না করিঅ'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। করিঅই ক্রি করা হয়। 'সখল সমাহিঅ কাহি করিঅই'। চর্চা ১, ১২০০। করিআ ক্রি করে। 'দুর্বেবে এক করিআ ভুইই ইপিঙ্গানী'। চর্চা ৩৪, ১২০০। করিআ ক্রি করে। 'অতি নেই করিআ চুমনে'। বড়, ১৪৫০। করিআহ ক্রি করেছে। 'অনেক করিআহ তুমি মোর আরাধন'। বৃন্দা, ১৫৮০। করিআছে ক্রি করেছে। 'বিনাদে পার করিআছে কুন দানি'। মালাধর, ১৫০০। করিউ ক্রি করে। 'মেলী করিউ যুগতী'। বড়, ১৪৫০। করিউ ক্রি করছে। 'ডাক শিকি মথুরাক করিউ গমনে'। বড়, ১৪৫০। করিএ ক্রি করেছে। 'উঠিআ বাড়ায়ি/রায়াক করিএ/হেন কাম না করিএ'। বড়, ১৪৫০। করিও ক্রি করে। 'সখল কমল করিও করিও বনন'। বাহরাম, ১৬৫০। করিছ ক্রি করেছে। 'মাএর সহিত পালন করিছ তাহারে'। মালাধর, ১৫০০। করিছিলা ক্রি করেছিল। 'যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিই করিছিলা'। বৃন্দা, ১৫৮০। করিতাও ক্রি করিতাম। 'আমি কেমন্তে শ্রীমুকু ভবানীপ্রসাদ গুহর এবং সকলের তলসায় করিতাও ...'। মেয়র্স, ১৭৬৬। করিতু ক্রি করতো। 'হইত পুরুষ করিতু পৌরুষ শিড়িয়াতে দিতু শোধ'। মুকুন্দ, ১৬০০। করিতে ক্রি করতে। 'তোর কহসে মোর কিছু করিতে না পারে'। বড়, ১৪৫০। করিতে ক্রি করতে। 'সংসার সাগর জদি করিতে তারন'। মালাধর, ১৫০০। করিনু ক্রি করিই। 'ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার'। বৃন্দা, ১৫৮০। করিব ক্রি করবে। 'শাখি করিব জালদরিপাএ'। চর্চা ৩৬, ১২০০। করিবা ক্রি করবে। 'দ্রৌপদিক বিবাহ করিবা কোনকনে'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। করিবাক ক্রি করবে। 'আজিও যাহেন আক্ষে করিবাক পারি'। বড়, ১৪৫০। করিবাঙ ক্রি করবে। 'বিরলে সে করিবাঙ দিখিজরী জ্ঞা'। বৃন্দা, ১৫৮০। করিবাও ক্রি করবে। 'আর তোমা করিবাম মোহন্ত উজীর'। আলাওল, ১৬৮০। করিবার ক্রি করবে। 'কেমত আচার তুখি বোল করিবার'। সুলতান, ১৬৫০। করিবারে ক্রিবিগ করার জন্য। 'অনুমান করিবারে একাজিই বসি'। মালাধর, ১৫০০। করিবি ক্রি করবি। 'তাহাতে টেটনী রাধা কি করিবি বৃষী'। বড়, ১৪৫০। করিবে ক্রি করবে। 'আলো ডোখি গোএ সম করিবে ম সাশ'। চর্চা ১০, ১২০০। করিবেক ক্রি করবে। 'যবে কাহাজি করিবেক বলে'। বড়, ১৪৫০। করিবেন ক্রি করবেন। 'এই মাফিক কাজ করিবেন ...'। হ্যাগবেড, ১৭৭৭। করিবেই ক্রি করবে। 'দখি দুখ বিচি রাধা করিবেই কী'। বড়, ১৪৫০। করিবৌ ক্রি করবে। 'তর্বেসি করিবৌ তোরা রাধা দশননে'। বড়, ১৪৫০। করিঙে ক্রি করবে। 'তোমায়ে করিঙে বিয়ু শক্তি আছে কার'। বৃন্দা, ১৫৮০। করিমু ক্রি করবে। 'এই গুডভিকি লঞা

করিম অবতার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। করিম কি কোরো। 'সেই
কেনো না করিম মুক্ত পাটেশ্বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। করিয়া কি করে।
'সান্তি সেহ করিয়া বিচার।' মালাধর, ১৫০০। করিয়ে কি করে।
'কৃষ্ণের চরিত্র বীচু করিয়ে বচন।' মালাধর, ১৫০০। করিল।' কি
করলো। 'করিরাজ জিনী রাধা করিল গমনে।' বড়ু, ১৪৫০। 'করিলা'
কি করলাম। 'শংকর করিল আশ্রম সুদাস পতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
'করিশা' কি করলে। 'সন্ধ্যার করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন।' বৃন্দা,
১৫৮০। 'করিশা' কি করলো। 'তোষার বাপ বৈকুণ্ঠ গমন করিলা।'
বৃন্দা, ১৫৮০। 'করিশা' কি উপাসনা করলো। 'মসজিদে করিলা
নামাজ।' সুমতান, ১৬০০। 'করিশা' কি করলাম। 'খারিক হুয় ভূমি
করিশা' কি করলাম। 'মালাধর, ১৫০০। 'করিশা' কি করলাম। 'তার
সজ করিবারে করিশা' মন।' বড়ু, ১৪৫০। 'করিশি' কি করিল। 'কি
করিলি নন্দ ঘোষ ছাতাল বচনে।' মালাধর, ১৫০০। 'করিলে' কি
করলাম। 'বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরার খাইলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।
'করিলেক' ১ কি করছে। 'বলে নির্ভা করিলেক কোলো।' বড়ু,
১৪৫০। ২ কি করলেন। 'কোন মতে করিলেক অজ্ঞাত বসতি।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'করিলো' কি করলাম। 'তোকার আন্তরে কাহাঙ্কি
করিলো ঘটনে।' বড়ু, ১৪৫০। 'করিসি' কি করছিল। 'লাউসনে কয়
বেটা অন্যায় করিসি।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'করিহ' কি কোরো।
'সদুত্তর বোহে করিহ সো পিচ্চল।' চর্চা ২১, ১২০০। 'করিহিল' কি
করবে; কোরো। 'বসি তোকে তার পাশে করিহিল উপহাসে।' বড়ু,
১৪৫০। 'করী' ১ কি করে। 'ঝট করী জাই আদে রাধার উদ্দেশে।'
বড়ু, ১৪৫০। ২ কি নিয়ে। 'আত করী বাড়ারি চন্দ্রাবলী জাএ।'
বড়ু, ১৪৫০। 'কর' ১ কি করে। 'মোক রক্ষা করু বিধী।' বড়ু,
১৪৫০। ২ কি করে। 'উপর হেরি ভিমিরে করু বাদ।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০। ৩ কি করলাম। 'চাঁদ সার লম ঘন ঘটা করু।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ কি করি। 'হাত জোড় করি ভকতি করু।'
বড়ু, ১৪৭০। 'করুন' কি যা করেন। 'শ্রীশ্রী জেনন করুন।' ওঙ্গা,
১৭৮২। 'করুবা' কি করবে। 'আপে নৃত্য করুক পাছে করুখ
বিচারা।' বিজয়, ১৬৫০। 'করু' কি করুক। 'অজ্ঞানে করু' করু।'
মালাধর, ১৫০০। 'করে' কি 'কর' ক্রিয়ার নিত্যবৃত্ত বর্তমান রূপ।
'আবতার করি করে ধরণীত কেলি।' বড়ু, ১৪৫০। 'করেই' কি করে।
'ভহি চুড়ীলী মাতঙ্গি পোইআ গীলে পার করেই।' চর্চা ১৪, ১২০০।
'করেই' করি। 'কওনে পুরুষ করে পরসএ পাগোল।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০। 'করেছিলুম' কি করেছিলাম। 'আমি ... রাগ করেছিলুম।'
বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। 'করেছিলেম' কি করেছিলাম। 'কেন বা অবলা
রমণীকে কুণ্ডল গাম্ভী করেছিলেম।' উমেশ, ১৮৭৭। 'করেষু' কি
করবে। 'কি করলে মোর সনে করেষু বিবাদ।' সুমতান, ১৬০০।
'করো' কি করি। 'যবে আন করো তাক বখও বাঞ্চ।' বড়ু, ১৪৫০।
'করো' কি করো। 'মোএ শিশুমতী বাড়ায় করো কোণ বখী।' বড়ু,
১৪৫০। 'করোসে' কি কোরো। 'এসো, বোসো, ঘর করোসে
আপো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'কর্য' কি করে। 'রাখিলে মুদ্যাপতি সাক
হাঁড়ী দুই তিন লবণের তরে চারি কড়া কর্য রিন।' মুকুন্দ, ১৬০০।
'কর্য' কি করে। 'ক্রোধ কর্য জিহবার শাপ দিয়া চল।' রূপরায়,
১৭৫০। 'কর্যাহ' কি করছে। 'রকন কর্যাহ ভাল আর কিছু আছে।'
মুকুন্দ, ১৬০০। 'কর্যাহি' কি করে। 'যে গণ কর্যাহি মনে সেই সে
করিব।' জ্ঞান, ১৬০০। 'কর্যাহিলা' কি করেছিলো। 'যার সেবা
কর্যাহিলা জরজর অসুর।' রূপরায়, ১৭৫০। 'কর্যে' কি করছে। 'কত
দৌরাত্ম্য কর্যে তার বোজ খবর নেই।' মশাররফ, ১৮৬৯। 'কর্যেই'
কি করবে। 'কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে এটি সন্দেহ
কর্যেই।' মশাররফ, ১৮৬৯। 'কর্যে' কি করত। 'আমি তাহারে
আশীর্বাদ কর্যে এলুম।' গিরিশ, ১৮৮৭। 'কর্য' কি করবে। 'আমি

তোকে সোজা কর্যি কোর্য' মশাররফ, ১৮৬৯। 'কর্যি' কি করবি।
'তুই রাজা ভোলালি, ছেলের কি কর্যি? গিরিশ, ১৮৮৭। 'কর্যিই'
কি করবে। 'যে জনে জিজ্ঞাসে তানে কর্যিই উচিত।' আলাওল,
১৬৮০। 'কর্য' কি করলো। 'বড়ই বড়াই ভাইরে কল্যা তিতুমার।'
মিত্রপ্রকাশ, ১৮৭৭। 'কর্যাম' কি করলাম। 'পূর্ব জন্মে কর্যাম পাপ
তে করাসে এত তাপ।' বিজয়, ১৬৫০। 'কর্যি' কি করি। 'তুই ভাই
জিজ্ঞাসা করি, তাই ...' উমেশ, ১৮৭৭। 'কর্যুম' কি করলাম।
'আমি দশবার বারং কর্যুম।' গিরিশ, ১৮৮৭। 'কর্যে' কি করলে।
'হায় পিতা হয়ে এই সর্বনাশ কর্যে।' গিরিশ, ১৮৮৭। 'কৈতে' কি
করতে। 'সে রূপ বাধান কৈতে তার সক্তি পারে।' মালাধর, ১৫০০।
'কৈনু' কি করলাম। 'তেকরাসে নন্দরাসে আমি কৈনু চুরি।' মালাধর,
১৫০০। 'কৈর' কি কোরো। 'বিলম্ব না কৈর ভূমি চল এই ক্ষণ।'
বিজয়, ১৬৫০। 'কৈল' কি করলো। 'গাত হোঙে পদ কৈল দুর।'
সুলাতান, ১৬০০। 'কৈলু' কি করলাম। 'দর্শন করলো পাপ
চরণবন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'কৈলো' কি করলে। 'দেখ যত পাপ
হএ কৈলো করদার।' বড়ু, ১৪৫০। 'কৈলো' কি করলাম। 'কৈলো
শ্রদ্ধার দণ্ড যোআলে।' বড়ু, ১৪৫০। 'কৈল' কি করলো। 'শুভী কংসে
কৃত্যাক দণ্ডে বধিবারে।' বড়ু, ১৪৫০। 'কৈলো' কি করলেন।
'কাকে কৈলো ঈশ্বর কাহাকে কৈলো দাস।' আলাওল, ১৬৮০। 'কৈলো'
কি করলো। 'শড়ডুগ দেখি কৈলো ভ্রুতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'কৈলি' ১
কি করলে। 'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিরা নারী।' বড়ু, ১৪৫০।
২ কি বললাম। 'আজী কৈলি আশাশ্রয়।' দর্শনকে রাধা।' বড়ু,
১৪৫০। 'কৈলী' কি করলি। 'আঘল কৈলী ফোল দহী।' বড়ু, ১৪৫০।
'কৈলুম' কি করলাম। 'অজ্ঞান সরিলে বড় কৈলুম অপবাদ।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯। 'কৈল' কি করলো। 'কমণ মুগুয়ে এতে দানী কৈলে
ভ্রুতি।' বড়ু, ১৪৫০। 'কৈলেন' কি করলেন। 'একে একে বধি
জাত কৈলেন প্রচার।' মালাধর, ১৫০০। 'কৈল্য' কি করলো। 'সুজিয়া
মল্লিকা কৈল্যো তাহার প্রচার।' আলাওল, ১৬৮০। 'কৈরবেন' কি
করবেন। 'বেদগী, মুগিণী, চাড়াণী, কুণ্ঠী, চারজাতের চারজনকে
নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রজ কোরবেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।
'কৈরবেন' কি করবেন। 'আমায় বে-ইচ্ছক কোরবেন না, আমি
কোমর খোলাই টাকা দিছি।' মশাররফ, ১৮৬৯। 'কোরে' কি করে।
'সোই রসিকবর কোরে আশেরি।' আঁচরে শ্রমজল মোহল মোরি।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'কোরে' কি করা ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অন্ত্য রূপ।
'কোরে নাই কদাচ বিশ্বাস মাহুসকে।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'কোর্যে'
কি করবে। 'আমি তোকে সোজা কর্যি কোর্য' মশাররফ,
১৮৬৯।

করতে লাগা কি করতে থাক। 'একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার
বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।
করানো ১ কি করিয়ে নেওয়া। 'স্নেহ করি বারবার করান ভোজন।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ কি তৈরি করানো। 'সুকুমারের মত একটা
জামা করানো।' বিভূতি, ১৯০১। 'করাইব' কি করাবে। 'দ্বিজ হউক
ক্ষেত্ৰ হউক করাইব সুখ।' মালাধর, ১৫০০। 'করাইবো' কি
করাবে। 'গোচরিত্য ফল করাইবো জেন জাণী।' বড়ু, ১৪৫০।
'করাইলি' কি পাঠ করালেন। 'শিবানন্দের বালকেরে শ্রোক করাইলি।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'করাইলো' কি করালে। 'এডো না করাইলো মোর
রাধা দরশনে।' বড়ু, ১৪৫০। 'করাই' কি করায়। 'পৃথিমাসে রাজায়
পিয়া করাএ গোচরে।' মালাধর, ১৫০০। 'করাও' কি করাবে।
'কেলি করাও তছু সনে।' বাহরাম, ১৬৫০। 'করায়' কি করিয়ে।
বোলাল, ১৭৭০। 'করায়িউ' কি করাবে। 'পূরন জাগারিয়া আদে
করায়িউ চেতন।' বড়ু, ১৪৫০। 'করায়িবো' কি করাবে। 'আজি সে
করায়িবো ভোষ সখী।' বড়ু, ১৪৫০। 'করায়িল' কি করালো। 'মুখে

জল দিখাঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।' বড়, ১৪৫০। **করায়িলি** কি করায়ি। 'রাখা কি দিখাঁ করায়িলি বাই।' বড়, ১৪৫০। **করায়্যা** কি করিয়ে। 'অর্ধরাজ্য দিব বাপে করায়্যা ইদিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। **করাশ্য** কি করালো। 'মিঠ অন্ন পান দিয়া করাশ্য ভোজন।' মালাধর, ১৫০০। **করাশ্য্য** কি করালো। 'প্রণাম করাশ্য্য মস্ত শুকর রাশে।' মানিকরাম, ১৭৮১। **করাহ** কি করাও। 'বাকের করাহ যবে রাধা দরশনে।' বড়, ১৪৫০। **করীলাম** কি করলাম। 'তোমার তিনজন মনুষ্য হযুর রওনা করীলাম না।' বোগল, ১৭৭০।

করিতে বসা কি শুরু করা। 'আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

করে-কমে ক্রিবিপ কাজ করে। 'কিছু করে-কমে খেতে হবে ত ভাই।' শওকত, ১৯৫৮।

করে-কর্মে ক্রিবিপ পরিশ্রম করে। 'যাহাকে করিয়া-কর্মিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া-হাটিয়া ফিরিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

করে খাওয়া কি উপার্জন করা। 'তা থেকে তোমরা ক'রে খেতে পারবে।' গাশা, ১৯৭১।

করে ফেলা কি সৃষ্টি করা। 'নদী যেমন চলতে চলতে আপনার রাঙ্গা সুগম এবং সুগভীর করে খনন করে ফেলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

করা ছুরি [স করা+>ছুরি] বি একধার ছুরি। 'করে ধরি করা ছুরি মুকণী জবাই করি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করাট চাপড় [স করা+চাপড়া] বি হাত দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করা। 'করাট চাপড় মারি হিঁচখা নেয় মুখে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করাড় বি ব্রাহ্মণদের বিভাগবিশেষ। 'করাড় ব্রাহ্মণগণ সারথতমের চোখে দেখে ...।' মুজতরা, ১৯৫৯।

করাণ বি করানো। 'এমত কর্মে প্রবৃত্ত হওন কিয়া করাণ বিশিষ্ট লোকেরে অনুচিত।' দর্পণ, ১৮২৭।

করাত [স করা+ত] ১ বি গাছ কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'করাতে হোকা করিব চীং।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বিষাক্ত সাপবিশেষ। 'সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত, করাও ও শল্লচিতি শ্রেণীর।' বিভূতি, ১৯৩৮।

করাতকল বি কাঠ ইত্যাদি কাটার অথবা চেরার যন্ত্রবিশেষ। 'করাতকলের শব্দও নয়।' শক্তি, ১৯৬৯।

করাত-কাটা বিণ যন্ত্রাদায়ক। 'শূন্য পেট করাত-কাটা হচ্ছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

করাত্তি, করাডী [করাত>] বি গাছ চেরা যার পেশা। 'দুই শত ছুতার চলে ডিন শত করাডী।' বিজয়, ১৬৫০। 'যেন শুড়ি গাছ চিরে করাডী ছুতার।' গরীব, ১৭৬৫।

করাতিয়া [করাত>] বি গাছ চেরা যার পেশা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

করায়ত্ত [স] বিণ নিজের আয়ত্তে আছে এমন। 'ধনরত্নপূর্ণ ভূত্বও করায়ত্ত করিয়া রাজসভে প্রতিষ্ঠিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

করার [আ] ১ বি প্রতিশ্রুতি। 'ইহার করার টাকা লইয়া বত দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৫৬। ২ বি শর্ত। 'এই করার ফারখত লিখিয়া দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৫৬। ৩ বি চুক্তি। 'সাহেবের স্থানে জে করার লিখিয়া দিয়াছি।' ওর্সা, ১৭৭৯।

করার করন বি অঙ্গীকার করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

করারানামা [আ করার+ফা নামাহ] বি কুতিপত্র। 'তাহার করারনামার নকল।' হাফাযেড, ১৭৭৩।

করারদাদ [আ করার+ফা দাদ] বি চুক্তি। 'সরকারের লহনা কি করারদাদ রাখে।' মেয়র্স, ১৭৮৮।

করারি [আ করার>] ১ বিণ অঙ্গীকৃত। 'আমার করারি তাহার সাংজোড়াল কএক টাকা তহসিল করিআছে।' চিঠিপত্রে, ১৬৯৬। ২ বিণ শীকৃত। 'তবে বুঝি আপনার বর করারি হইতে পারে।' রামরায়, ১৮০১।

করাল [স] বিণ ভয়ঙ্কর। 'তোমার বান্ধবগণ বিহম করাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করালমাস [স] বি আশ্বাসন। 'তৈজসপত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার করালমাস হইতে রক্ষা পাইল না।' সম্ভব, ১৮৮৮।

করালবদন [স] বি দেখতে ভয়ঙ্কর যে। 'ওহে কাল কালরূপ করালবদন।' গুণ, ১৮৫৮।

করালমূর্তি [স] বি ভয়ঙ্কর মূর্তি। 'তুম্বার করালমূর্তি আজ আমি দেখিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

করালী [স] বিণ ক্রী ভয়ঙ্কর। 'করালী ভৈরবী বৈসে ভুজ্জে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করাল [আ করার] বি অঙ্গীকার; প্রতিশ্রুতি। 'জঠর যন্ত্রণা পেয়ে এসেছিলাম কড়াল দিয়ে।' লালন, ১৮৯০।

করি [স করী] বি করী: হাতি। 'উরু আভা দেখি, করি শুও দুর্গি।' ডবলি, ১৮২৫।

করিঅরি বি সিংহ। 'করিঅরি জিনি মধ্য মাজা ক্ষীণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করিকর [স] বি হাতির ঠুঁড়ি। 'ভুজয়ুগ করিকর জানুত লুলে।' বড়, ১৪৫০।

করিডোর, করিডর [ই] ১ বি অগ্নিকার মধ্যবর্তী বিভিন্ন কক্ষের সংযোজক সংকীর্ণ পথ। 'করিডোরে পৌঁছিয়া মাঝ ...।' প্রমথ, ১৯১৫। ২ বি বারান্দা। 'হেঁটে বেড়ানোর তকতকে হাসপাতালী করিডর পাছি।' শামসুর, ১৯৭০।

করিখকর্ম [স] বিণ কর্মদক্ষ। 'জীবনে করিখকর্ম হয়ে উঠব।' ধূর্জট, ১৯৩১।

করিদন্ত ৮ করী

করিব [আ গরিব] বিণ দরিদ্র। 'করিব নাচার ৪ চারিটা টাকা পাঠাই।' চিঠিপত্রে, ১৭৯৩।

করী [স] বি হাতি। 'ক্ষেণে গ্রাস করে ক্ষেণে উগারএ করী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করিণা [স করিণী>] বি মন্দা হাতি। 'জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।' চর্যা, ৯, ১২০০।

করিশি [স করিণী] বি হাতি। 'জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।' চর্যা, ৯, ১২০০।

করিণী [স] বি ক্রী হাতি। 'তরুণী হরিণী করিণী দল।' নজরুল, ১৯৩৯।

করিদন্ত [স] বি পুকুর। 'জেন করিদন্ত মাঝে সপত্র পঙ্খিনী সাজে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করিনি [স করিণী] বি ক্রী হাতি। 'হরিন ইন্দু অবরবি করিনি হেম শিক বুঝল অনুমানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

করিবর, করীবর [স] বি শ্রেষ্ঠ হাতি। 'মহুর গমনে যাসি ভাগিবার ডেরে তা দেখিখা বনবাস লৈল করীবর।' বড়, ১৪৫০। 'চতুর্দশে করিবর আর শুক হইল।' মালাধর, ১৫০০।

করিবরাজ, করীবরাজ [স] বি হাতিশ্রেষ্ঠ। 'চরণমুগল থলকমল আকারে করিবরাজ জিনী রাধা করিল গমনে।' বড়, ১৪৫০। 'করীবরাজ শুও লাজে দিতে নারি তুল।' আলাওল, ১৬৮০।

করীকুন্ড [স] বি হাতির মাথার উপরের কলসের মতো মাংসপিণ্ড।
'নীলাধরে এসেছে করী-কুন্ড-পরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।
করীশিণ্ড [স] বি হস্তীশাবক। 'করীশিণ্ড তাঁহার কৃতকপূত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

করীশুণ্ড [স] বি হাতির শুঁড়। 'উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ/মন্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপল্লবময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

করুণেট [হি] বিণ্ড ডেউটিন-নির্মিত। 'আমার করুণেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইকুলের ছেলের মতন বসেছিলো।' শক্তি, ১৯৬৯।

করুণ [স] ১ বি করুণা। 'করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ।' চর্যা ৩০, ১২০০। ২ বিণ দরদি। 'বিদগ্ধ মৃদু সদগুণ শুশীল স্নিগ্ধ করুণ তুমি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ কাতর। 'খুলনা করুণ ভাবে জ্বালিল তোমার জ্বত দয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি উদ্যোগ। 'ধায় বাঘা করিয়া করুণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ নরম। 'করুণ হইল মন মোমের আকার।' সুলতান, ১৫৫০। ৬ বিণ কোমল। 'তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব মৃত্যু-অমৃত করে দান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বিণ মায়াময়। 'সব-সুন্দ্র এমন একটা করুণ ঘুম-পাড়ানি গান ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৮ বিণ দুঃখগাণিন্যা। 'কেমন একটা করুণ গন্ধ চারদিকে যেন জমতে থাকে তার।' জীবন, ১৯৩০। ৯ বিণ বিষম। 'তব তার করুণ শব্দের মতো - দুখে অর্জু।' জীবন, ১৯৪২।

করুণকলধনিপূর্ণ [স] বিণ সকরুণ কাকলিপূর্ণ। 'পাষিদের করুণকলধনিপূর্ণ স্বপ্নাবশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

করুণকোমল [স] ১ বিণ স্নিগ্ধ প্রশান্ত। 'দুঃখদৈন্য-অভুত্তির 'পর করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি দয়া-মায়ালীল জন। 'ওহে নিচুর, ফিরে এসো, আমার করুণ-কোমল এসো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

করুণচ্ছবি [স] বি বেদনাপূর্ণ ছবি। 'গৃহস্থপ্রাণসের সজ্জন শান্তির মধ্যে এই করুণচ্ছবি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

করুণতম [স] বিণ সবচেয়ে করুণ। 'যদি ইহাকে করুণতমও বলেন তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না।' বনমূল, ১৯৩৬।

করুণতর [স] বিণ তুলনামূলক বেশি করুণ। 'রাহি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ - অর্থাৎ করুণতর।' বনমূল, ১৯৩৬।

করুণতাবোধ [স] বি সহানুভূতিবোধ। 'নিছক মানবীয় করুণতাবোধ কেহই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল ...।' শরীফ, ১৯৭০।

করুণধনি [স] বি উদাস-করা ধনি। 'মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনিশ্চিত করুণধনি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

করুণনিপুণ [স] বিণ করুণরস সৃষ্টিতে পটু। 'কবি কালিদাসের করুণনিপুণ সৌন্দর্যের দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হইত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

করুণপ্রকৃতি [স] বিণ শান্ত স্বভাবের। 'তারা নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে ... করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

করুণবাক্য [স] বি সহানুভূতিশীল। 'রাগের মুখে পরস্পরের প্রতি করুণবাক্য প্রয়োগ করি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

করুণ ভাটিয়াল [স করুণ+ভাটিয়াল] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। বাহরাম, ১৬৫০।

করুণমহুর [স] বিণ বিরক্তিকর ধীরগতিসম্পন্ন। 'সর্বজনের ভারবাহিনী করুণমহুর গোরুর গাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

করুণরস [স] বি করুণার উদ্ভেক করে এমন রস। 'অভিজ্ঞানশতকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণরস প্রচুর আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

করুণা [স] ১ বি দয়া। 'করুণা পিহাড়ি খেলই নয়বল।' চর্যা ১২, ১২০০: 'সুন করুণার অভিন্যচারে কাণ্ডবাক্তিআ।' চর্যা ৩৪, ১২০০। ২ বি মায়। 'করুণা ছাড়িয়া দূরে গোলা।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি স্নেহ। 'এ কী করুণা, করুণাময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

করুণাকণা [স] বি কণামাত্র করুণা। 'করো করুণাকণা দান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

করুণাকর [স] বিণ করুণাকারী। 'করুণাকর বিশ্বকর্তা সে সমস্ত যথোপযুক্তরূপে তাহার আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

করুণাকল্যাণময় [স] বিণ করুণাময় ও কল্যাণকর। 'জগৎপিতার যে পিতৃপুত্রকথাও স্নেহ করুণাকল্যাণময় মূর্তিতে আশৈব আত্মা রবীন্দ্রনাথের মনে ...।' আইয়ুব, ১৯৭০।

করুণাধান [স] বি ভালোবাসাপূর্ণ সংগীত। 'জগতে ঢালিব প্রাণ, গাছির করুণাধান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

করুণাশুণ বি দয়া ধর্ম। 'তাঁহার করুণাশুণে এই দুঃখরূপ কষ্টকি বৃক্ষ-হইতে ডগমল উৎপন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

করুণাঘন [স] ১ বিণ করুণাপূর্ণ। 'ঢাকিয়া দিব তাহার ক্ষতবাত্যা/করুণাঘন গভীর গোপনতা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি করুণাময়। 'অতৃপণবর্ষা করুণাঘন হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

করুণাদ্রাবিতা [স] বিণ স্ত্রী করুণারূপ ধারাবিশিষ্ট। 'করুণাদ্রাবিতা নদীতলিন দেখিল যে, আজি বড় বিপদ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

করুণাদৃষ্টি [স] বি সদয় দৃষ্টি। 'ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি ... অনেক দিন হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

করুণাধারা [স] ১ বি ভালোবাসা। 'ঢাকি ঢালিব করুণাধারা, আমি ডাঙিব পাশাপাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি স্নেহরস। 'জীবন যখন ফুরায় যায় করুণাধারায় এসো।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বি দরদ। 'করুণাধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া ওঠে।' নজরুল, ১৯২২।

করুণানিসৃত [স] বিণ করুণা জাগায় এমন। 'গভীর করুণানিসৃত এই পাখি।' জীবন, ১৯৩২।

করুণানিধান [স] বি দয়ার সাগর; কৃপাময় সত্তা। 'নিজগুণে কৃপা কর করুণানিধান।' দর্পণ, ১৮৩০।

করুণানিধান [স] ১ বিণ দয়ালু। 'তাহারা করুণানিধান বিশ্ববিধানকর্তার অপর করুণার অংশে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ দয়ার সাগর। 'হে করুণানিধান।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

করুণাপরবশ [স] বিণ দয়ালু। 'বধুর উপর খর মেজাজ ফলাইলেও সাক্ষরের মা আসলে করুণাপরবশ।' শওকত, ১৯৫৮।

করুণাপূর্ণ [স] বিণ সকরুণ। 'তাহার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

করুণাবসন [স] বি মায়ার আবেশ। 'গোমুখি তার করুণাবসন ফেলে সূর্যমুখী পৃথিবীকে ঢাকে।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

করুণাবহ [স] বিণ বেদনা উদ্ভেক করে এমন। 'স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

করুণাবারি [স] বি করুণারূপ বারি। 'পিয়াসি কি তুই করুণাবারির তরে?' নবরত্ন, ১৯৩০।

করুণাবিষ্ট [স] বিণ দূর্গবিত। '... প্রাণতাগ করিয়াছেন। রাজা এই বাক্য শ্রবণ মাগ্নে অতিশয় করুণাবিষ্ট ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

করুণাভ [স] বিণ করুণা-রত্নিন। 'কোমল কপোল দুটি দেখিতে দেখিতে ভাবের আভাসে করুণাভ হইয়া উঠে ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

করুণা-ভরা বিণ মায়াময়। 'করুণা-ভরা কালো বড় বড় চোখ দুটির দিকে ... তাকিয়ে থাকে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

করুণাভিক্কা [স] বি সহানুভূতির জন্য অনুনয়। 'ভাষার ব্যবধান এত দূস্তর যে করুণাভিক্কা পর্যন্ত এই রাজ্যে অসম্ভব।' শওকত, ১৯৭২।

করুণাময় [স] ১ বিণ দয়াময়। 'আপনি করুণাময় করিলে সন্মাস্য।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি জগৎপিতা। 'এ কী করুণা, করুণাময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

করুণাময়ি [স করুণাময়ী] বি স্ত্রী দয়াবতী। 'হে বনদেবি! হে করুণাময়ি।' মাইকেল, ১৮৭০।

করুণাময়ী [স] বি স্ত্রী দয়াময়ী। 'বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দ স্বরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করুণামিশ্রিত [স] বিণ করুণামাখ্য। 'পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

করুণার সিদ্ধ বি দয়্যারূপ সাগর। 'করুণার সিদ্ধ তুমি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

করুণারূপরাগ [স] বি ভোরের সূর্যের আলীর্বাদরূপ আলো। 'তব করুণারূপগণে নিশ্চিত ভারত জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

করুণার্ণব [স] বি দয়্যার সাগর। 'করুণার্ণব বিশ্বকর্তার মঙ্গলপ্রদায় প্রকাশ পাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

করুণার্শ [স] বিণ করুণাসিদ্ধ। 'করুণার্শ স্নেহময় মুখ।' শরৎ, ১৯১৭।

করুণালাল [স] বিণ অনুগ্রহ পেয়েছে এমন। 'তব দৃশ্যদুঃ করুণালাল সে প্রাণ।' মুলতবা, ১৯৪৯।

করুণাশীতল [স] বিণ শান্তিদায়ক। 'এমন নীরব ছলোছলো করুণাশীতল হাসি শুনে ঘরে কে ফিরতে চায় বলো।' নীরেন, ১৯৫৪।

করুণাসম্ভার [স] বি দয়্যার উদয়। 'তাহার অন্তঃকরণে করুণাসম্ভার হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

করুণাসাগর [স] বিণ অসাধারণ সদয়। 'করুণাসাগর সৃষ্টিকর্তাকে জানিতে ও স্মরণ করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

করুণাসাগর মূর্তি [স] বি অত্যন্ত করুণাময় রূপ। 'তার যে করুণাসাগর মূর্তি রচনা করে সে যেন কেমন নৈর্ব্যক্তিক।' মুরশিদ, ১৯৭০।

করুণা-সিদ্ধ [স] বি দয়্যার সাগর। 'তুমি অনাথের বহু অপার করুণা-সিদ্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

করুণাহান [স] বিণ দয়া কামনা করে এমন। 'প্রীতিভাঙন মনুষ্য মাথের প্রতি, করুণাহান ইতর কীবীর প্রতি ... কিরূপ আচরণ করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

করুণী [স] বি স্ত্রী করুণার প্রতীক। 'তরুণপ্রাণের পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী।' নাম কি করুণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

করুণ [স করুণ] বিণ করুণ; কাতর। 'পুনি শান্তনুও বোলে করুণ বচনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

করুণা [স করুণা] বি অনুনয়। 'মন গরুড় কিয় ধলি। কানুক করুণা করনে নহি সুনলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

করুণামাই [স করুণাময়ী] বিণ স্ত্রী করুণাময়ী। 'করুণামাই ঠাকুরানি।' ডেরলি, ১৭৮৯।

করুণারাগ [স করুণারাগ] বি (সংগীত) করুণসুরের রাগবিশেষ। 'করুণারাগ।' মালাধর, ১৫০০।

করুনা বি একপ্রকার লেহু। 'কিছু কিলে ফুলগাভা করুনা কমলা টাবা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

করুয়া [স করুণ] বি ডিম্বার পাত্রবিশেষ; করঙ্গ। 'করুয়া ধারণ তার করেছে কোটিতে ডোর-কোপিনী।' লালন, ১৮৯০।

করুণ [স করুণ] বিণ কাতর। 'সুনিগ্রহ করুণ বানি।' মালাধর, ১৫০০।

করুণা [স করুণা] ১ বি দয়া। 'ব্রহ্মার করুণা সুনী সদয় স্ত্রীহার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি দৃষ্ণ। 'অত্যন্ত করুণা শোকে পুত্রের কহতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

করুনা [স করুণ] বি ছদ্মবিশেষ। 'করুনা ছদ্ম।' মালাধর, ১৫০০।

করোলা [স কারবেলা] বি তিতা স্বাদের সবজিবিশেষ। 'কোমল কাঁকুড়ি ডুমুরগুলি করোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ করলা

করোগেটেড [স] বিণ টেউখেলানো। 'করোগেটেড লোহার চাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

করোগেট [স করোগেটেড] বি লোহার টেউখেলানো টিন। 'করোগেট, ছন কিংবা মাটির দেয়াল।' মাইমুদ, ১৯৭৩।

করোঙ্কল ৩ কর

করোটি [স] বি মাথা। 'তাহারা করোটি বা কাঠপাত্রে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

করোতাপ ৩ কর

করোনা [স] বি পূর্ণ্যাস সূর্যগ্রহণের সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্যবৃত্তের চারদিকে দেখতে পাওয়া উজ্জ্বল আলোকছটা। 'এই দূরবিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে ঘুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে ক্রিষ্টিটিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কর্ক [স] ১ বি বোতলের ছিপি। '... শ্যাম্পেন পুিলকে কর্কের শব্দ শ্রায় তনিতে পাওয়া যায় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি গাছবিশেষ যা দিয়ে ছিপি তৈরি হয়; শোলা। 'ইন্ডিয়ান কর্ক গাছ।' বিজুতি, ১৯০০।

কর্কমোড়া [স কর্ক+মোড়া] বিণ বন্ধ। 'কর্কমোড়া ঘরে জীবন কাটিয়েও প্রুণ্ড এ বুকের শ্রেষ্ঠ ফরাসি উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন।' শিব, ১৯৭৩।

কর্ক-কু [স] বি ছিপি খোলার যন্ত্র। 'চাবি সম্বোরে ছিনিয়ে বহ কটে মূঠোর মধ্যে চেপে ধরে রাখে; কর্ক-কুটাকেও।' শিবরায়, ১৯৪০।

কর্কক [স কর্কটি] বি কাঁকড়া। 'জোমে আলান সাধু বিবাদে কর্কক।' বিজয়, ১৬৫০।

কর্কট [স কর্কট] বি একটি পাখির নাম। 'চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কর্কট, **কর্কট** [স] বি সূর্য, প্রধান গ্রহ-উপগ্রহ এবং প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলী যেখানে দেখতে পাওয়া যায়, আকাশের সেই কাল্পনিক অংশকে বারো ভাগে বিভক্ত করে জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রত্যেকটি ভাগকে রাশি বলা

করুট মণ্ডল

হয়েছে। সেই রাশিশমূহের চতুর্থ রাশি। 'আসাড় গেলে সাবন মাস করুট রাশি'। রামাই, ১৭১০।

করুট মণ্ডল [স] বি বিযুব রেখা থেকে করুট ক্রান্তি পর্যন্ত অঙ্গল। 'বিযুব রেখা হইতে সাড়ে ২৩ অংশ উত্তরে যে ক্ষুদ্র মণ্ডল ... ব্যাঙ আছে, তাহার নাম করুট মণ্ডল'। অক্ষয়, ১৮৪১।

করুট [স] কাঁকড়া। 'কুমি কীট করুট লক্ষ লক্ষ'। মানিকরায়, ১৭৮১; 'করুটবুল আপন আপন বিবরে বসিয়া দাঁড়া নাড়িতেছে'। প্রভাত, ১৮৯৬।

করুটরোগ [স] বি দেহকাষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগ; ক্যান্সার। 'দেহে কখনো কখনো করুটরোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

করুটিকা [স] বি কাঁকড়া; সবজিবিশেষ। 'কেহ দেই মোয়া জুযু করুটিকা ফল'। বৃন্দা, ১৫৮০।

করুতি বি একপ্রকার ফুল। 'সেবতি করুতি জুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি'। মুরুন্দ, ১৬০০।

করুট [স] বি কাকর। 'তাহার তুলনায় হিমালয় তুলা লুপাকৃতি বর্ণখণ্ড করুট-রাশি সদৃশ'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

করুট-রাশি [স] বি পাখরের লুপ। 'তাহার তুলনায় হিমালয় তুলা লুপাকৃতি বর্ণখণ্ড করুট-রাশি সদৃশ'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

করুটা [স] বিণ কাকরযুক্ত; কক্করময়। 'নখেতে করুটা নদি করএ দিপতি'। মালাধর, ১৫০০।

করুটী [স] গরুড়ী। 'বি ছোটো কলসিবিশেষ। 'করুটী - ১'। চিঠিপত্র, ১৮১৯।

করুশ [স] ১ বি অসুন্দর। 'দুরন্ত রহিল বেড়ি দেখিয়া করুশ'। আলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ রুক্ষ; শ্রুতিমুহুর নয় এমন। 'রুঢ় ও করুশ বিস্তা বলিয়া, কাহারও মনে বেদনা সেওয়া উচিত নহে'। বিদ্যা, ১৮৫১; 'করুশ তুর্ক'। রবীন্দ্র, ১৮৮২; 'করুশ কাসো লখা চুলে শুঁয়ে গেল'। হাসান, ১৯৬২। ৩ বিণ রুঢ়। 'কোনো করুশ ব্যবহার করিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৪ বিণ অসুন্দর। 'ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে করুশ চকিত বলিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বিণ কটু। 'মাটি আর রক্তের স্বাদ'। জীবন, ১৯৩৬।

করুশকণ্ঠ [স] বিণ কণ্ঠের রুক্ষ এমন। 'এই রক্তচক্ষু, করুশকণ্ঠ রমণীকেই তুমি খুঁজিলে?'। মুনীর, ১৯৬৬।

করুশকান্তি [স] বিণ রুক্ষ চেহারাযুক্ত। 'সে এখন কালক্রমে, বয়ঃপ্রাপ্ত, করুশকান্তি'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

করুশতা [স] বি রুক্ষতা। 'পাড়ের করুশতায় তাহাদের সুকোমল বাবুনায়া বাখিত হইত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

করুশ-ভাষী [স] বিণ রুঢ়ভাষী। 'বড়ই করুশ-ভাষী, নিষ্ঠুর দুর্ঘতি'। মাইকেল, ১৮৬৬।

করুশহাস্য [স] বি রুঢ় হাসি। 'অবজ্ঞার করুশহাস্য'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

করুশিয়া [স করুশ] বিণ করুশ। 'কহিতে থাকেন মোরে করুশিয়া গলা'। বামাবোধিনী, ১৮৮২।

করুশী ক্রি চিনানো। 'করুশিতে'। মানোএল, ১৭৪৩।

করুজ, **করুজ** [আ করুদ] বি ধার। 'এগারো সত তজ্জা করুজ করিলাম'। মের্স, ১৭৫৬; 'কোরাবিন্দা বরোসকে জদি কেহ করুজ দেয়'। ক্যালসে, ১৭৯১।

করুজদাম, **করুজদাম** [আ করুদ+দাম্য] বি ঋণ; ধার-উদ্ধার। 'করুজ দাম'। ওর্স, ১৭৮২; 'হুকুম হইলে করুজদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে'। রামরায়, ১৮০১।

করুজদার [আ করুদ+দা দার] বি ঋণী। 'কোন লভ্য না লইবা করুজদার হস্তে'। আলাওল, ১৬৮০।

করুজদার হওয়া ক্রি ঋণগ্রস্ত হওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

করুজ ধরেন বি ঋণদাতা। ওর্স, ১৭৮৫।

করুজন, **করুজন** [আ করুদ+] ক্রি ধার করা। 'আর গোটা কতক টাকা করুজন'। গিরিশ, ১৮৮৯।

করুজপত্র, **করুজপত্র** [আ করুদ+স পত্র] বি ধার করার চুক্তিপত্র। মের্স, ১৭৫৭।

করুজবন্ধ [আ করুদ+স বন্ধ] বিণ ঋণগ্রস্ত। 'করুজবন্ধ হইতে'। মানোএল, ১৭৪৩।

করুজ লওন বি ঋণ করা। ওর্স, ১৭৮৫।

করুজ ভুবা ক্রি ঋণগ্রস্ত হওয়া। 'তাহাতে আরও করুজ ভুবেন'। দর্পণ, ১৮৩৩।

করুজা বি ঋণ। 'সরকারের নামে দুই সও টাকার করুজা'। ওর্স, ১৭৮১।

করুজল, **করুজল** [স করুজল] বি অঞ্জন; কাজল। 'নয়ানে করুজল বহে মোহে'। মালাধর, ১৫০০।

করুজ ১ বি বরতন্ত্রী। 'বুক ও মুখের ভিতর করুজ লাইনই গ্রামা এবং দুপ অগ্রাম'। প্রমথ, ১৯২৯। ২ বি দড়ি। 'সাতশো গজ নাইলন করুজ বেঁধে'। শ্যামল, ১৯৬৭।

করু [স] বি কান। 'একেকী সবরী এ বণ হিওই করু কুজলবন্ধধারী'। চর্চা ২৮, ১২০০।

করুকাটু [স] বিণ গুনতে খারাপ। 'করুকাটু বিজাতীয় বর্বরতায়'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

করুকাহর [স] ১ বি কানের ছিদ্র। 'করুকাহর, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম, তাহাতেই ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়'। বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি শ্রবণেন্দ্রিয়। 'কখন কখন মধুরকণ্ঠ অনুরাগেরে তানলয়বিভক্ত সঙ্গীতও করুকাহর শীতল করে'। মাইকেল, ১৮৫৯।

করুগোচর [স] বিণ শোনা হয়েছে এমন। 'তাহার করু গোচর হইল'। রামরায়, ১৮০১; 'ইহা এসেশীয় ত্রীদিগের করুগোচরও হয় না'। অক্ষয়, ১৮৪৬।

করুগচোর [স] বি কানরূপ চকোর। 'করুগচোর জীয়ে সে আশে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

করুদান [স] বি শ্রবণ। 'তোমা বিনা বাণী কার গুনি, করুদান করেন বিধাতা'। মাইকেল, ১৮৬০।

করুদানন্তর [স করুদ-অনন্তর] ক্রিবিণ শ্রবণ করে। 'নিজ জনকের দুর্দশাকর্ষণনন্তর হতাশ হইয়া অনশন যোগাশ্রয়ন করে'। প্রভাত, ১৮৫৩।

করুপট [স] বি কানের পর্দা। 'করুপটে আশাবরী রাগ তারাম্মায়ে শৌছে যে-সুরের ঝিকিমিকি রচনা করে ...'। শওকত, ১৯৬২।

করুপটহ [স] বি কানের পর্দা। 'এখনও ভারতবাসীর করুপটহে ঝড়ুত হইতেছে'। আজাদ, ১৯৪০।

কর্ণপাত [স] ১ বি মনঃসংযোগ। 'সেবিকার বচনে কর্ণপাত কর।' গীনবহু, ১৬৩৩। ২ বি কান দেওয়া। 'সমাজের কথায় কর্ণপাত করবেন না।' রোকেয়া, ১৯২১।

কর্ণপীড়ক [স] বিঃ প্রবণকটু। 'ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকথ্য অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্ণপীড়ন [স] বি কানমাণ। 'কখনো কখনো কর্ণপীড়ন লাভ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্ণপুট [স] বি কর্ণকুহর। 'মুগ্ধ কর্ণপুটে এছ হইতে গটিকৃত বৃথা বাক্য উঠে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কর্ণপুর [স] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'বস্ত্রিক সিন্দুর কঙ্কল কর্ণপুর শব্দ মিল যথাবিধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কর্ণ প্রদান করা ক্রি গুরুত্ব দেওয়া। 'পণ্ডিত মহাশয়ের মনোযোগপূর্বক তাহা কর্ণ প্রদান করেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কর্ণকুল [স কর্ণ-কুল] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'মখা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দেলাড়া, ছলনা, মুক্তার লাজা দেওয়া কর্ণকুল, কানবালা ... ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৮।

কর্ণবধিরকর [স] বিঃ কানে তাল লাগায় এমন। 'কর্ণবধিরকর শব্দ করিতে করিতে ... ধাবমান হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

কর্ণ বন্দ করা ক্রি অবিরোধক হওয়া। 'পর্যবের প্রতি কর্ণ বন্দ করিও না।' দর্পণ, ১৮২০।

কর্ণবালা [স] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সীতার সিন্দুর জিনিয়া অরণ্য কানে কর্ণবালা টেঁটি।' হিচরী, ১৫৫০।

কর্ণবিদারী [স] বিঃ কান বিদীর্ণ করে এমন। 'কর্ণবিদারী সুর থামিয়া নিস্তরুণ্যে পরিণত হইবে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

কর্ণবিবর [স] বি কানের হ্রিদ। 'জনরবের দিগন্তব্যাপী ধ্বনি আপনাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কর্ণবেগ [স] বি কান ফোড়ানো। 'কর্ণবেগ করাইলা ব্রীচুড়াকরণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কর্ণভূষণ [স] বি কানের অলঙ্কার। 'অজন্তার ছবিতোও এরকম কর্ণভূষণ দেখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কর্ণভূষা [স কর্ণভূষণ] বি কানের অলঙ্কার। 'কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের সোলনে সোলাইয়া।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কর্ণভেদী [স] বিঃ কান ভেদ করে এমন। 'দামামা নাকাড়ায় গুড়গুড়ি ভাঙায় কর্ণভেদী ধনি আর অতের ঢাকটিক।' মশাররফ, ১৮৮৭।

কর্ণমূল [স] ১ বি কানের গোড়া। 'আর কর্ণমূলে, টেঁটি বুঝকা সোলে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি কর্ণকুহর। 'বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত।' মাইকেল, ১৮৬০।

কর্ণরুদ্ধ [স] বি কানের হ্রি। 'কর্ণরুদ্ধে উঠে আকুলিয়া -।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কর্ণলতা [স] বি কানের লতা। 'বাদুড়ের মতো ঝোলে কর্ণলতায় সন্ধ্যায়।' শামসুর, ১৯৭৪।

কর্ণশব্দ [স] বি কর্ণরূপ শব্দ। 'একদিকে তুষারঅঙ্গ কর্ণশব্দ, অন্যদিকে রক্তকপোল।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

কর্ণা [স কর্ণ] বিঃ কানের আভরণ। 'মন্দার কেশে পরি পরিজ্ঞাত কর্ণা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

কর্ণপ্রভাণ [স কর্ণ-প্রভাণ] বি কানের পতি। 'আমার কর্ণপ্রভাণ

রক্তিমাবর্ণ ধারণ করলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কর্ণভরণ [স কর্ণ-আভরণ] বি কানের অলঙ্কার। 'কর্ণে কর্ণভরণ দুলিতেছিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

কর্ণে কর্ণে ক্রিবিধ চুপি চুপি। 'সকলেই কর্ণে মুসফুস করে।' দর্পণ, ১৮২১।

কর্ণেস্ত্রিয় [স কর্ণ-ইস্ত্রিয়] বিঃ কানে শোনা যায় এমন। 'তাহার আঘাতে কর্ণেস্ত্রিয় সুর উপলব্ধি হয়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

কর্ণ [স] বি মহাভারতোক্ত পৌরাণিক চরিত্র। 'কর্ণের সমান দাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কর্ণ [স] বি নৌকার হাল। 'কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর বাইয়া মরিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কর্ণধারী [স] ১ বি কাগারী। 'অবধানে কর্ণধার গুন পুরাণের সার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পরিচালক। 'উনি আমাদের বিনুদার কর্ণধার হলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি নেতা। 'কর্ণোপদেশের স্বরাজী কর্ণধারণ এবার ঐ অন্যান্য ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ...' দর্পণ, ১৯২৪।

কর্ণধারক [স] বি কর্তৃত্ব। পরিচালনার ক্ষমতা। 'সমাজের কর্ণধারক ত্যাগ করেন।' তারা, ১৯৪২।

কর্ণধারবাহীন [স] ১ বিঃ কাগারীবাহীন। 'কর্ণধারবাহীন ব্যতিক্রম তরঙ্গীর ন্যায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিঃ নেতৃত্বহীন। 'ইসলাম কর্ণধারবাহীন তরঙ্গীর তুল্য বিপন্ন ও গুণহীন।' দর্পণ, ১৯২০।

কর্ণহীন [স] বিঃ কাগারীবাহীন। 'কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর বাইয়া মরিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কর্ণকুটা [স] বিঃ চূর্ণবিচূর্ণ। 'কর্ণকুটা হইয়া ঢাল পৈল ভূমি পর।' সুলতান, ১৭০০।

কর্ণজলৌকা [স] বি ক্রোড়; এক প্রকার কীট। 'পায়ের কাছ দিয়ে এক হয়ে এগিয়ে চলেছে কর্ণজলৌকা।' মানিক, ১৯৩৫।

কর্ণমূলি, কর্ণমূলী বি বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত নদী। 'যে দেশে রক্তরোখা, কর্ণমূলী, কপোতাক্ষী আর ...' ফররুখ, ১৯৬৩: 'কর্ণমূলি নদী ভূমি দেখেছে শ্রাবণে?' শক্তি, ১৯৬৬।

কর্ণমালা বি পিঠাবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

কর্ণল [স কর্ণল] বি সেনাবাহিনীর পদবিশেষ। 'কর্ণল স্কিনর সাহেব।' দর্পণ, ১৮২৪।

কর্ণাট [স] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। বাহরাম, ১৬৫০।

কর্ণাটিকা [স] বি কর্ণাট দেশীয় নারী। 'বুজ্জে ফিরে তোমারেই তবী শ্যামা কর্ণাটিকা।' নজরুল, ১৯৩৫।

কর্ণাল [স] করনাল্য বি এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে ভেঙের কর্ণাল।' আশাওল, ১৬৮০।

কর্ণি [স কর্ণিক] বি পলস্ত্রায়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত রাজমিস্ত্রির হাতিয়ার। 'ধ্বসে যায় কোটি কোটি কাস্তে আর হাতুড়ীর বাট, কর্ণি, কলম আর তুলিকায়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কর্ণিক [স] বি রাজমিস্ত্রিদের ব্যবহৃত হাতিয়ারবিশেষ। ওসাঁ, ১৭৮৫: 'কর্ণিক ছাড়িয়া কেহ হৃদয়ে গমন করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

কর্ণিকা বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সধবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নথ, ... কানে বুগড়ী বা কর্ণিকা, হাতে বালা এবং পায়ে নুপুর পরতেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

কর্ণিকার [স] বি সোনালু পুষ্প বা বৃক্ষ। 'পর্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

কর্ণেতি [হি] বি ধাতুনির্মিত বর্ণিবিবিশেষ। 'শানাই, কর্ণেতি, তবলা, মৃদঙ্গ, হার্মোনিয়াম, খোল, করতাল ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কর্ণেল [হি] বি সেনাবাহিনীতে উচ্চতর কর্মকর্তা। 'ক্যাপ্টেন ক্রাফোর্ড কর্ণেল আবেগে মগ্ন দেখেন ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কর্ণকুলবজ্রধারী [স] বিগ্ন কর্ণ, কুল ও বজ্রধারকর্তা। 'একেন্দ্রী সবরী এ বণ হিওই কর্ণকুলবজ্রধারী।' চর্যা ২৮, ১২০০।

কর্তন, কর্তন [স] ১ বি ক্রাস করা। 'সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্তন কর্তন হইবে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৪। ২ বি কাটানো। 'প্রসুতিকারায় ময়ং মহাক্রমশে কাল কর্তন করিয়া থাকেন।' জ্ঞানকমোদয়, ১৮৫২।

কর্তনী, কর্তনী [স] ১ বি কাটার অস্ত্র; কাঁচি। 'কর্তনী-মুখে শস্যের ছেদন।' রঙ্গ, ১৮৫৮। ২ বি খাজনাবিশেষ। 'আমলাদের বেতন, কর্তনী বলিয়া প্রকার নিকট আদায় হয়।' এডুকেশন, ১৮৭৭।

কর্তব্য [স কর্তব্য] বি পানের মধ্যে সুরের নানা প্রকার কলাকৌশল দেখানো; সুর ভাঁজ। 'তান মানের কর্তব্য দিয়ে চমক দেয়।' অবন, ১৯২৫।

কর্তবাট, কর্তবাট [স কর্তব্য+স বর্ত] বি ধনুরের চাপ। 'কর্তবাটে এড়ে অস্ত্র অতুলি মদ্য দেশ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কর্তব্য, কর্তব্য [স] ১ বি করণীয় কাজ। 'কি মোর কর্তব্য প্রভু করেন উপদেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি দায়িত্ব। 'রাজ্যের লোকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা রাজার একটি প্রধান কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'উল্লাসায় ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কর্তব্য-অকর্তব্য [স] বিগ্ন করণীয় ও অকরণীয়। 'কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনোরূপ কৈফিয়ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কর্তব্যকর্ম, কর্তব্যকর্ম [স] বি করণীয় কাজ। 'অন্যান্য কর্তব্যকর্ম নির্বাহ করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'তাদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্যকর্ম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কর্তব্যকাজ [স কর্তব্য+স কাহ্য] বি করণীয় কাজ। 'আমাদের কর্তব্যকাজে হয়তো বাধা দেবে।' নজরুল, ১৯৩০।

কর্তব্যকার্য [স] বি করণীয় কাজ। 'সারা দিনমান কর্তব্যকার্য।' মুক্তভা, ১৯৬০।

কর্তব্যক্ষেত্র [স] বি কর্মস্থল। 'বার্ষপরিভাক্তে দমন করে প্রমুখচিত্রে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কর্তব্যচ্যুত, কর্তব্যচ্যুত [স] বিগ্ন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত। 'তাহারা কর্তব্যচ্যুত হইয়াছে।' মুসলমান, ১৯২১।

কর্তব্যজ্ঞান [স] বি কর্তব্যবোধ। 'সেই কর্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কর্তব্যজ্ঞানশূন্য [স] বিগ্ন করণীয় কাজ সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন। 'এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে মানবহৃদয় স্বভাবতঃ দুর্বল, কর্তব্যজ্ঞানশূন্য ... হইয়া পড়ে।' এসলাম, ১৯২০।

কর্তব্যতত্ত্ব [স] বি বিবিশাস্ত্র। 'সামাজিক কর্তব্যতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কর্তব্যতা, কর্তব্যতা [স] ১ বি করণীয়তা। 'তাহারা ত্রিবিদ্যার কর্তব্যতা নির্দেশার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ...।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি

উচিত। 'স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিতর্ক রাখবার জন্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি প্রয়োজনীয়তা। 'দুই প্রবৃত্তি শোধনের কর্তব্যতা অনেক বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কর্তব্যক্রটি [স] বি করণীয় কাজে ত্রুটি। 'পরকে তার কর্তব্যক্রটি স্মরণ করিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কর্তব্যদায় [স] বি করণীয় কাজের প্রতি দায়িত্ব। 'আমার একটি কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কর্তব্যধর্ম [স] বি কর্তব্যবোধ। 'কর্তব্যধর্ম বলে একটা কথা আছে।' তারা, ১৯৪৬।

কর্তব্যনিষ্ঠ [স] বিগ্ন কর্তব্যপরায়ণ। 'একটি কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ ক্রমশ একটি দায়িত্বহীন মানুষে ...।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কর্তব্য-নিষ্ঠা [স] বি কর্তব্যপরায়ণতা। 'কর্তব্য-নিষ্ঠা টলিল না।' শরৎ, ১৯৩১।

কর্তব্যনীতি [স] ১ বি করণীয় বিষয়ের নীতি। 'নূতন কর্তব্যনীতি গঠিত হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি দায়িত্ববোধ। 'দেয়ের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদসাধন করায় অকর্তব্য নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কর্তব্যপথ [স] বি কর্তব্যের পথ। 'সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্তব্যপরতা [স] বি দায়িত্বশীলতা। 'তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যপরতাও হয়তো আমাদের সমাজে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্তব্যপরায়ণ [স] বিগ্ন কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'রমেশ বিশেষরূপে কর্তব্যপরায়ণ।' মানিক, ১৯৪০।

কর্তব্যপরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা [স] ১ বি কর্তব্য পালনের একনিষ্ঠতা। 'আমার প্যারেড ও কাজে ... কর্তব্যপরায়ণতা দেখে আসছিলেন।' নজরুল, ১৯২৭; 'আন্তরিকতা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে ... এই সব সমস্যার মোকাবেলা করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৭১। ২ বি কর্তব্য পালনের বৈশিষ্ট্য। 'ভিতরে ভিতরে কর্তব্যপরায়ণতার চৈলা চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কর্তব্যপরায়ণা [স] বিগ্ন ক্রী কর্তব্য পালনকারী। 'কর্তব্যপরায়ণা ক্রীলোকটি।' শরৎ, ১৯১৩।

কর্তব্যপালন [স] বি করণীয় কাজ সম্পাদন। 'কর্তব্যপালন করলেই সুখ হয় এ কথা নীতিশাস্ত্রের প্রস্তাবনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কর্তব্যবিধান, কর্তব্যবিধান [স] বি কর্তব্য নির্ধারণ। 'সত্যাসত্য অনুসন্ধানপূর্বক কর্তব্যবিধান করুন।' গ্রামবার্তা, ১৮৭০।

কর্তব্যবিমুখ [স] বিগ্ন কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক। 'কর্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কর্তব্যবিরুদ্ধ [স] বিগ্ন কর্তব্যের পরিপন্থী। 'হেমলিঙ্গীর সঙ্গে বিবাহ আমার কর্তব্যবিরুদ্ধ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কর্তব্যবুদ্ধি [স] ১ বি কী করা উচিত সে সম্পর্কিত জ্ঞান। 'তাহার অসাড় কর্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি বিবেক। 'আমারও কর্তব্যবুদ্ধি শাঙ্গ থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কর্তব্যবোধ [স] বি দায়িত্বশীলতা। 'এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কর্তব্যভার, কর্তব্যভার [স] বি করণীয় কাজের দায়িত্ব। 'যখন সুখদুঃখ সমতে ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'বার্ষিক অধিবেশনের উপর গুরু কর্তব্যভার অর্পিত রহিয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

কর্তব্যভারাক্রান্ত [স কর্তব্যভার-অ+ক্রান্ত]। বিণ ক্রী কর্তব্য-ভারগ্রস্ত। 'মোয়েতি প্রবীণ ... দায়িত্ববোধসম্পন্ন ... ব্যভারাক্রান্ত ...'। জীবন, ১৯৩২।

কর্তব্যভোলা [স কর্তব্য+ভোলা] বিণ করণীয় ক্রী, তা ভুলে যায় এমন। 'তাহাদের জীবন-চরিত ব্যস্ততার আত্মভোলা ও কর্তব্যভোলা এবং পথভোলা মুসলমানের জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কর্তব্যবৃত্ত [স] বিণ কর্তব্য পালন করছে এমন। 'ছোটো মেয়ে শোলাহীন, চপলতাহীন, গম্ভীর কর্তব্যবৃত্ত, তৎপরচরিত্রে আসে যায় নিজাকাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কর্তব্যবীল [স] বিণ কর্তব্যপরায়ণ। 'কর্মকুশল ও কর্তব্যবীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।' জগদীশ, ১৯১৮।

কর্তব্যসমস্যা [স] বি কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্ব। 'রমেশ তাহার কর্তব্যসমস্যা উদ্বেদ করিতে চেষ্টা করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কর্তব্যসাধন [স] বি দায়িত্ব পালন। 'বিধাতৃবিহিত স্ব স্ব কর্তব্যসাধনে জিয়াশীল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কর্তব্যসিদ্ধি [স] বি কর্তব্য পালনে সাফল্য। 'বিরক্তিশ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কর্তব্যবীকার [স] বি করণীয় দায়িত্ব। 'বাপ-মার প্রতি কর্তব্যবীকারও অমনি শেষ হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্তব্যব্যক্তব্য, কর্তব্যাকর্তব্য [স কর্তব্য-অকর্তব্য]। ১ বি করণীয় ও অকরণীয় কাজ। 'ইহা বুঝিয়া যে কর্তব্যব্যক্তব্য হয় কর্ম।' বঙ্কিম, ১৮০২। ২ বি করণীয় এবং অকরণীয় কাজ। 'কর্তব্যব্যক্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্মনিতির প্রয়োজন।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'বামাচরণ বামীর কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিয়া লইয়া, যুক্তলি আমার হাতে তুলিয়া দিতে লগিল।' বঙ্কিম, ১৮৪৪।

কর্তব্যচরণ [স কর্তব্য+আচরণ] বি কর্তব্য পালন। 'আপন আসন গ্রহণ করে কর্তব্যচরণে আত্মনিয়োগ করতে পারে না।' মুক্ততা, ১৯৫৮।

কর্তব্যানুষ্ঠান, কর্তব্যানুষ্ঠান বি দায়িত্ব সম্পাদন। 'তখন আপনা হইতেই তাহাদিগের কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃতি ও অনুরক্তি হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কর্তা, কর্তা [স] ১ বি প্রভু। 'তুমি কর্তা তুমি কর্তা নির্লেপ নিরঞ্জন।' মালধর, ১৫০০। ২ বি মনিব; করে যে। 'বোগল, ১৭৭০। ৩ বি অভিভাবক। 'পুত্র আমার শেষ দশা অতএব আমার পরে তোমার পুত্রতাত কর্তা।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বি সুবাদার। 'গৌড়ের কর্তা সুবাদ প্রাপ্ত হইলেন।' রামরায়, ১৮০১। ৫ বি প্রধান ব্যক্তি। 'বটীর কর্তা দুর্জয় নামে এক রাক্ষস।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৬ বি রচয়িতা। 'আরবী এছকরী প্রায় এক বাক্যেতে স্বীকার করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৭ বি প্রধানকারী। 'নিয়োগকর্তাদিগের ও ভূমীয় বাসকদিগের মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৮ বি শ্রী। 'বুদ্ধি দ্বারা জগৎকর্তার সত্তা নিরূপিত হইতে পারিত।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৯ বি স্বামী। 'চাউনি কর্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া।' গুণ, ১৮৫৮। ১০ বি চালক। 'সেখানে কর্মই রক্তত কর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ১১ বি যে কর্ম সম্পাদ্য করে। 'কর্তা কি, তার একটা

উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১২ বি অধিনায়ক। 'ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা।' শরৎ, ১৯১৭। ১৩ বি উচ্চশ্রেণীর লোক। 'কর্তার অর্থাৎ উদয়লোকেরা হয়ে গেলেন ঐ যাকে বলে একেবারে ল্যাজে-গোবরে।' মনসুর, ১৯৩৫।

কর্তাকর্ম [স] বি কর্তা ও কর্ম। 'ব্যাকরণ ধরে কর্তাকর্ম ইত্যাদি নিয়মে কথা সাঙ্গিয়ে গেলে ...।' অবন, ১৯২৫।

কর্তাগিরি, কর্তাগিরি [স কর্তা+গিরি] বি কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব। 'কংগ্রেসের কর্তাগিরি লাভ করিয়া ... মুসলমান সমাজের গলায় ছুরি ঢালাইতেছেন।' দর্শন, ১৯২২।

কর্তাগৃহিণী [স] বি কর্তা ও গিন্নি। 'পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুমোহের উপর নির্ভর।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কর্তাকৃষ্টি [স কর্তৃত্ব] বি কর্তৃত্বের ভাব। 'ওঁর পিতৃ-পাণ্ডা দিয়ে কর্তাকৃষ্টি করত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কর্তাধ্বান, কর্তাধ্বান [স] বি গুরুমন্ত্র। 'কর্তাধ্বানের এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, কর্তাধ্বানে বিদা উষমে রোগশাস্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কর্তাব্যক্তি, কর্তব্যক্তি [স] ১ বি প্রধান ব্যক্তি। 'কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি নেতা। 'এ সভার কর্তাব্যক্তিদের ইচ্ছা যে ... প্রজার কর্তব্যের বিষয়ই আলোচনা করা হ'ল।' প্রথম, ১৯২০; 'বাদের ইংরেজিতে লীডার বলে আবার তাদের বলতে চাই কর্তাব্যক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কর্তা-মা [স কর্তা+স মাতা] বি ক্রী অভিভাবক। 'আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কর্তামী, কর্তামী [স কর্তা] বি মাতবর। 'কুটির কর্তা একবার বড় কর্তার কর্তামী বাক্য করেছিলেন।' মণোরম, ১৮৬৯।

কর্তার ইচ্ছা কর্ম, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম - বি কর্তার চেয়াল মতো কাজ। 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম - আমরা সে কর্মের ফলভোগ করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম - কর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ।

কর্তালি [স কর্তা] বি মাতবর। 'তোমার কর্তালি করা কেন।' মনিক, ১৯৩৬।

কর্তাভজা, কর্তাভজা [স কর্তা+স ভজন] ১ বি আউলচাঁদ প্রবর্তিত ভক্তিব সঙ্গদায়কশেষ। 'বাল্যকালে চৈতন্যসঙ্গদায়কের অনুরূপ অথবা উহার শাখ্যরূপ আর একটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম কর্তাভজা।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ প্রভুভক্ত। 'আমরা হাড়ে হাড়ে কর্তাভজা।' গুরুদাস, ১৯২৮। ৩ বিণ তোষামোদকারী; প্রভুভক্ত। 'হালিম ... ব্যাপার ও কেরানিদের কাছে নিতান্ত কর্তাভজা।' মনসুর, ১৯৫৫।

কর্তাল [স কর্তাভাল] বি হাত দিয়ে তাল দেওয়ার জন্যে কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র। 'কুহর পিক রাজে কামের কর্তার বাজে।' আলোগল, ১৮৮০।

কর্তিত, কর্তিত [স] ১ বিণ বিধাযন্ত্র। 'সেখানে উহাকে কর্তিত এবং সঙ্গীত করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ বিণ কাটা হয়েছে এমন। 'কর্তিত খেজুরগাছ দিরা সর চোয়াইতেছে।' নবরূপ, ১৯৩১।

কর্তৃত্ব, কর্তৃত্ব [স কর্তৃত্ব] বি প্রাধান্য। 'মোনোএল, ১৭৪৩।

কর্তৃত্ব দেওয়া ক্রি কাউকে ক্ষমতা দেওয়া। 'কর্তৃত্ব দিতে।' মোনোএল, ১৭৪৩।

কর্তৃত্ব ধারী

কর্তৃত্ব ধারী [স কর্তৃত্বধারী] বিণ কর্তৃত্বধারী। 'তিনি সর্বো কর্তৃত্ব ধারী'। *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কর্তৃত্বি [স কর্তৃত্ব] বি কর্তৃত্ব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্তৃ, কর্তৃ [স] বি কর্তা। 'কেবল কর্তৃমোনীত, হিতাহিত যথোচিত, বসন্তেতে কর্তৃকে ভুলায়'। *ভবানী*, ১৮২৫।

কর্তৃকায়ক [স] বি বাস্তবের মধ্যে ক্রিয়ার সম্পাদক-সূচক পদ। 'কর্তৃকায়ক এবং সংক্ষেপে বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় ...'। *হাই*, ১৯৫৪।

কর্তৃক, কর্তৃক [স] অবা ধারা। 'রাজা জৈন হইলে সর্বলোক কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হইবেন।'। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'স্বামী কর্তৃক নিরন্তর নিষ্ঠুর বাক্য প্রাপ্ত হইয়া ...'। *গৌর*, ১৮২২।

কর্তৃত্ব, কর্তৃত্ব [স] ১ বি অধিকার। 'সদর দেওয়ানি আদালতের সাহেবানের কর্তৃত্ব আছে'। *ফরাস্টার*, ১৭৯৩। ২ বি রাজত্ব। 'ধানাজ্ঞাতে সৈন্য ঘুরচাবন্ধি করিয়া মজবুতিতে আপন মুলকে কর্তৃত্ব করিয়া'। *রামরায়*, ১৮০১। ৩ বি পরিচালনার দায়িত্ব। 'অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্তৃত্ব ডার পাইলে ...'। *রামরায়*, ১৮০১। ৪ বি প্রভুত্ব। 'ঐ সাহেব যে পাঠশালায় উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা হইতে পারে।'। *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ বি আধিপত্য। 'অন্যের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না'। *দর্পণ*, ১৮২০।

কর্তৃত্ব করা ক্রি পরিচালনা করা। 'ঐ সাহেব যে পাঠশালায় উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা হইতে পারে।'। *দর্পণ*, ১৮১৯।

কর্তৃত্বকারি, কর্তৃত্বকারি [স কর্তৃত্বকারী] বিণ কর্তৃত্ব করে এমন। 'তাহারদের মধ্যে দিবনের কর্তৃত্বকারি মহাজ্যোতি'। *কৈরী*, ১৮০৮।

কর্তৃত্বপদ [স] বি নেতৃত্ব। 'দেবীচৌধুরানীতে কে কর্তৃত্বপদ লইয়াছে?'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কর্তৃত্বভার [স] বি কর্তৃত্বের দায়িত্ব। 'তাহার যথার্থ কর্তৃত্বভার আমাদের নাই'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃত্বাধিকারী, কর্তৃত্বাধিকারী [স] বিণ কর্তৃত্ব করে এমন। 'কর্তৃত্বাধিকারী ও শক্তিসম্পন্ন কর্মচারীদের'। *আজাদ*, ১৯৪০।

কর্তৃত্বাধীন [স কর্তৃত্ব-অধীন] বিণ আয়ত্তাধীন। 'মহিলা সেবা সমিতির নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত'। *বেগম*, ১৯৬৯।

কর্তৃপক্ষ, কর্তৃপক্ষ [স] ১ বি পরিচালকপক্ষী। 'বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগের মনে উদয়ই হয় না'। *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ বি মালিকপক্ষ। 'কিছু অনতিবিলম্বেই পাণ্ডামানের কর্তৃপক্ষ ঐ পদে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন'। *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ বি কার্যসম্পাদকপক্ষ। 'পাবনার কর্তৃপক্ষীয়েরা সুখে নিদ্রা ঘাইতেছেন'। *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। ৪ বি শাসকবর্গ। 'আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সেই বুলি ধরিয়াছেন'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃপক্ষীয়, কর্তৃপক্ষীয় [স] ১ বি কর্তৃত্বাধীন। 'কর্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষেরা ...'। *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ বি কর্তৃত্ব করছে এমন লোক। 'আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ বিণ কর্তৃপক্ষের। 'ঘটনার জন্য কোন প্রকার কর্তৃপক্ষীয় ত্রুটি দায়ী নহে'। *আজাদ*, ১৯৬৮।

কর্তৃপদ [স] বি কর্তৃত্বাধীন পদ। 'যাহারা দেশের কর্তৃপদে আছেন'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তৃপুরুষ [স] ১ বি শাসক। 'আমাদের কর্তৃপুরুষদের মহত্ত্ব ও সত্যানুরোধের প্রমাণ'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ বি কর্তৃত্বাধীন ব্যক্তি।

'কোনো কর্তৃপুরুষের লাঞ্ছনা হইতে পারে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্তৃভাবক [স] বিণ আত্মমর্যাদাবোধক। 'ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃশক্তি [স] ১ বি কর্তৃত্বকারী পক্ষ। 'এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ বি করার ক্ষমতা। 'নিজের ভিতরকার কর্তৃশক্তিকে আমরা মেলাতে পারিনি'। *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কর্তৃসভা [স] বি পরিচালনা পরিষদ। 'দেশের কর্মশক্তিকে একটা বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কর্তৃস্থানীয় [স] বিণ কর্তৃত্বাধীন। 'কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায়ানায়বিচারে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

কর্ত্বী [স] ১ বি ক্রী মালিক। 'তুমি আমার কর্ত্বী'। *চট্টোচরণ*, ১৮০৫। ২ বি ক্রী প্রভুপন্থী। 'তোতা ... খেলেতেকে কহিলেক ও কর্ত্বী পন'। *চট্টোচরণ*, ১৮০৫। ৩ বি ক্রী গৃহিণী। 'সেই পাছনিবাসে কর্ত্বী, এক চিহ্নি, তাঁহাকে নিতান্ত নিবাস্রয় দেখিয়া, দয়া করিয়া ...'। *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৪ বি ক্রী প্রধান শিক্ষক। 'বিদ্যালয়ের কর্ত্বীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

কর্ত্বীঠাকরুন [স কর্ত্বী+ঠাকুর] বি প্রভুপন্থী। 'কেউ সাহস করে কর্ত্বীঠাকরনের খবরটা দিতে পারলে না'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্ত্বীঠাকুরানী [স কর্ত্বী+ঠাকুর] বি প্রভুপন্থী। 'প্রেরক হচ্ছেন স্বয়ং কর্ত্বীঠাকুরানী'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

কর্ত্বীপদ [স] বি প্রধানের পদ। 'তোমাকে তার কর্ত্বীপদ দিতে পারি'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

কর্ত্বীবধু [স] বি গৃহকর্ত্বী। 'কর্ত্বীবধুর খবর লওয়া চাই তো'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

কর্ম, কর্মম [স] ১ বি কাদা। 'ঢালিআ কর্মম খেলে তায়'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি কাদা। 'বর্ষার সময় কর্মমজনা তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন'। *দর্পণ*, ১৮২৯।

কর্মমচর [স] বিণ যে কাদার মধ্যে বাস করে। 'কর্মমচর ক্ষুদ্র মধ্যসার সন্ধানে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কর্মমপিছল বিণ কাদার কারণে পিছল। 'বাংলাদেশ আপনায় কর্মমপিছল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জ্বলনের মধ্যে মুকবিষয়মুখে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

কর্মমপূর্ণ [স] বিণ কাদাময়। 'কর্মমপূর্ণ স্বল্পজলে নিমগ্ন থাকে'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্মমযুক্ত [স] বি কাদাময়। 'কর্মমযুক্ত নরম মাটির টিপির উপর একটি ভাঙ্গা কর্ত্বী'। *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্মমাকীর্ণ, কর্মমাকীর্ণ [স] বিণ কাদাময়। 'এক কর্মমাকীর্ণ ঘনঘটাজলে বৈতরনী, যেখানে বর্ষের কোন দৃষ্টিই প্রবেশের পথ পায় না'। *সবুজ*, ১৯২১।

কর্মমাক্ত [স] বিণ কাদামাখা। 'কর্মমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া চলিত'। *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কর্মমাদি [স] বি কাদা ইত্যাদি। 'শ্রোতজলে যে সমস্ত কর্মমাদি মিশ্রিত থাকে'। *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কর্নারি [স] বি ফুটবল-মাঠের কোণা থেকে দেওয়া শটবিশেষ। 'কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই'। *শিবরায়*, ১৯৪০।

কর্ণাল [স করনাল] বি ভেরী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কর্নিশ [হি] বি কর্নিশ; দেয়াল বা ছাদের বাইরের দিকে বেড়ে থাকা প্রান্তভাগ। 'যেন কোনো নরকের কর্নিশের থেকে ...' জীবন, ১৯৩০।

কর্নেট [হি] বি পিতলের তৈরি চোড়ার মতো মুখওয়ালা এক রকমের বাঁশ; ট্রাম্পেটের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। 'কর্নেট বাজানো তার শব্দ' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কর্নেল [হি] বি সৈন্যবাহিনীর কর্মকর্তা। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

কর্নেলিয়ান [হি] বি অলঙ্কারে ব্যবহারযোগ্য অনুজ্জ্বল লাল, বাদামি অথবা সাদা রঙের মূল্যবান পাথর। 'এটা কর্নেলিয়ান - চেনো।' বিক্ৰিতি, ১৯৩১।

কর্ন [স কর্ণ] বি কান। 'মকর কুণ্ডল কর্ণে ছুঁয়ে বনমালা।' মালাধর, ১৫০০; 'কর্নপাতি সূনে কার মিঠি মিঠি যাত।' মালাধর, ১৫০০।

কর্পর [স] ১ বি গাছের রস থেকে তৈরি গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'বাটা ভরি কর্পর তাম্বুলে।' বড়ু, ১৪৫০; 'কর্পর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি।' মুরুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ কৃতজ্ঞ। মানোএল, ১৭৪৩।

কর্পরকুলি বি কর্পরগন্ধী মিষ্টি খাদ্যবিশেষ। 'অমৃতমণ্ড ছানার বড়া আর কর্পরকুলি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কর্পরধর্মী [স] বিণ কর্পরের ধর্মবিশিষ্ট; বাতাসে মিলিয়ে যায় এমন। 'স্মৃতি কর্পরধর্মী।' মানিক, ১৯৪০।

কর্পরবাসিত [স] বিণ কর্পরের গন্ধযুক্ত। 'কর্পরবাসিত রাধা বাহ তাম্বুল।' বড়ু, ১৪৫০।

কর্পরমালতী [স] বি কর্পরগন্ধী মালতীতুল্য খাদ্যবিশেষ। 'হরিবল্লভ সেবতী কর্পরমালতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কর্পোরেশন [হি] বি পৌরসভা। 'কর্পোরেশনের স্বরাজী কর্পরেশন।' দর্পণ, ১৯২৪।

কর্বর, **কর্বর** [সি] বি রাক্ষস। 'সাজিল কর্বরবৃন্দ বীরমদে মাতি।' মাইকেল, ১৮৬২; 'কর্বর হেরিয়ে ভয়ে সহচরী সব।' ফয়জুল্লাহ, ১৭৭৬।

কর্ম, **কর্ম** [স] ১ বি ক্রিয়া; অনুষ্ঠান। 'সট কর্ম গত পাণ লুকাইলে নহে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি কাজ। 'কোন কর্ম করে কোনজন।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'অলৌকিক কর্ম অলৌকিক অনুভাব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি অদৃষ্ট। 'কর্মের লিখনে মোর এই দুঃখ ভোগ।' বারমা, ১৬৫০। ৪ বি চাকরি। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'যাহারা সেই স্থানে প্রান্তবিন্দু ইহায়াছে তাহারদের মধ্যে অনেকেই দত্তরবানায় মুহুরির কর্ম করিতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

কর্মকঠিন [স] বিণ কর্মবিষয়ে শৈথিল্যবর্জিত। 'ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কর্মকর, **কর্মকর** [স] ১ বি কামার। 'সুনিপুণ সূত্রধর, কর্মকর ...' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি কর্মচারী। 'এক কর্মকর আমার নিকট আসিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কর্মকর্তা, **কর্মকর্তী** [স] ১ বি উচ্চতর সরকারি কর্মচারী। ডানকান, ১৭৮৫; 'বিচারদায়কের মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্মকর্তা ইহায়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'বি দলের প্রধান ব্যক্তি।' ইহাতে কর্মকর্তার মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিণ তত্ত্বাবধায়ক; অধিকারী। 'অবশিষ্ট ধনের কর্মকর্তা ঐ দুই জন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি কর্ম সম্পাদনাকারী - ব্যক্তি। 'অন্তঃকরণে উদ্বাবনীশক্তির উদয় ইহলেই

পশ্চাৎ কর্ম ও কর্মকর্তার আবির্ভাব হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ প্রধান। 'কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেতঃ তুমি, আমি সর্বস্বাশ্রয় পৈশাচিক স্বপ্ন ভণ্ডে ভণ্ডে।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

কর্মকর্তা, **কর্মকর্তী** [সি] বি ক্রী কার্যনির্বাহক। 'উক্ত কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।' বেগম, ১৯৪৭; 'আত্মহত্যার আগামী বর্ষের কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়।' বেগম, ১৯৫৩।

কর্মকাণ্ড, **কর্মকাণ্ড** [সি] ১ বি কর্মসমূহ। 'কেল জ্ঞান কাণ্ডবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুশঙ্গিক কর্ম কাণ্ড বিষয়ক কিছু প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি পূজা-অনুষ্ঠানাদি। 'বড় লোকের বাটীতে কর্মকাণ্ড সময়ে অধ্যাক্ষতা করিয়া থাকেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৩ বি বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি কর্মের বিধান আছে। 'মহাভারতরচয়িতার কর্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাহার ...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কর্মকার, **কর্মকার** [সি] বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চাল হতে কর্মকার নামিল ভূমিতে।' বিদ্যম, ১৬০০।

কর্মকারক, **কর্মকারক** [সি] ১ বি কর্মচারী; কর্মকর্তা। 'শ্রীরামপুরের ছাপাখানার একজন কর্মকারক' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি কামার। 'কর্মকারকেন্দ্রা যখন নেহায়েদের উপর হাতুড়ির ঘা মারে, তখন নেহাইও ফিরে সেই হাতুড়িকে প্রতিঘাত করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বি (ব্যাকরণ) ব্যাকরণ কর্তা যা করে তাই কর্মকারক। 'কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কর্মকারি, **কর্মকারি** [সি] কর্মকারী। বি কর্মী; কর্মচারী; কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক। 'বাসালি কর্মকারিরা যাবৎ দূরবস্থা ইহতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

কর্মকারী, **কর্মকারী** [সি] ১ বিণ কাজ পরিচালনাকারী। 'শোকেরা ঐ কর্মকারী সাহেব শোকেরদের নিতে ... ভূমি চাহিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি বেতনভোগী কর্মী। 'এক প্রধান কর্মকারী তাঁহাকে শ্রীযুত শিষ্টের ঈনহোণ নামে এক সাহেব পরা শিখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

কর্মকার্য, **কর্মকার্য** [সি] ১ বি চাকরি; আয়ের ব্যবস্থা। ওঙ্গা, ১৭৮২; ২ বি কর্তব্যাকর্ম। 'কর্মকার্য সর্বদা করিতেছি।' ডেরালি, ১৭৯৭; 'জ্ঞানানুসারে কর্মকার্য করিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

কর্মকাল [সি] বি কর্মজীবন। 'ছাত্রবয়সের সহিত কর্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্মকীর্তি [সি] ১ বি কাজের খ্যাতি। 'কী ইহবে কর্মকীর্তি বীরবল, শিকাদীকা তার' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি কর্মফল। 'নিশ্চল নির্বীৰ্য বাহ কর্মকীর্তিহীন ... প্রাণ দাও।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

কর্মকুশল [সি] বিণ কাজে দক্ষ। 'কর্মকুশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।' বঙ্গদীপ, ১৯১৮।

কর্মকুশলতা, **কর্মকুশলতা** [সি] বি কাজের দক্ষতা। 'নিজের কৃতিত্ব কর্মকুশলতা ও পৌরুষের।' নজরুল, ১৯২২; 'না আছে কর্মকুশলতা।' ইসলাম, ১৯৪০।

কর্মকুশলা [সি] বিণ কী কাজে দক্ষ। 'গৃহিণী যদি কর্মকুশলা হন।' বেগম, ১৯৪৯।

কর্মকেন্দ্র, **কর্মকেন্দ্র** [সি] বি কর্মস্থান। 'কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মকেন্দ্রসমূহের বৃক্কের উপর ...' বঙ্গদূত, ১৯২২।

কর্মকোলাহল [সি] বি কাজের ব্যস্ততা; কর্মমুখরতা। 'যেয়ো না একেলা ফেলি জনতাপাথারে কর্ণকোলাহলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কর্মকৌশল, কর্মকৌশল [স] বি কাজের প্রণালী। 'জাপান পাচাতার কর্মকৌশল অল্পদিনেই আয়ত্ত করেছে।' সবুজ, ১৯২০।

কর্মক্রান্ত [স] বিণ কাজের দরুন পরিশ্রান্ত। 'কর্মক্রান্ত একটি বৃহৎ কেরানি-সংশ্রাদায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্মক্রিষ্ট [স] বিণ কাজের দরুন কাতর। 'কর্মক্রিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিরোগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কর্মক্ম, কর্মক্ম [স] বিণ কাজ করতে সক্ষম। 'অবিকলদ্বিগ্ন ব্যক্তির যদ্রূপ আপনার জীবনোপায় কর্মক্ম হইয়া কালক্ষেপ করিতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০; 'তাহার শরীর সবল, এবং হস্ত পদ কর্মক্ম হইয়া উঠিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কর্মক্মতা, কর্মক্মতা [স] বি কাজ করার সামর্থ্য। 'ইউরোপ কর্মক্মন এদের কর্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্মক্মতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে।' সবুজ, ১৯২০; 'হাকসের তিনশো টাকা মাইনে পাবার মতো তো গুণ বা কর্মক্মতা নাই।' নজরুল, ১৯৩১।

কর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র [স] বি কাজের জায়গা। 'এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম কর্মক্ষেত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে ধর্মজাল-সম।' মাইকেল, ১৮৬২।

কর্মখালি, কর্ম খালি [স কর্ম+আ খালী] বি চাকরিক্ষেত্রে পদের শূন্যতা। 'কর্ম খালি হইলে ডক্টরেটা করিলে যদিচ তৎসময়ে ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

কর্মখালি বিজ্ঞাপন [স কর্ম+আ খালী+স বিজ্ঞাপন] বি চাকরির বিজ্ঞাপ্তি। 'আগে সেবে কর্মখালির বিজ্ঞাপন।' নবোদয়, ১৯৪৮।

কর্মগত, কর্মগত [স] বিণ কর্মের অধীন। 'বর্ণবিভাগ-প্রণালীর শৈশবাবস্থায় কর্মগত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কর্মগতপ্রাপ্তি [স] বি কাজই জীবনের সব এমন ভাব। 'আমরা কর্মগত কর্মগতপ্রাপ্তি হয়েছি।' ধূর্তি, ১৯৩১।

কর্মগাথা [স কর্ম+গাথা] বি সুকৃতির বর্ণনা। 'ইটপাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমময়।' সূক্ত, ১৯৪৪।

কর্মগুরু [স] বি নেতা। 'ধর্মঘটের কর্মগুরু।' নজরুল, ১৯৩১।

কর্মচক্র [স] ১ বি কার্যকলাপ; যাবতীয় কাজ। 'প্রতিমুহূর্তে কর্মচক্রোদ্ভব ধূলারাসি কত গুণাকার হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি একটার পর একটা কাজের চাপ। 'আমার দিনের পর দিন চলেছে কর্মচক্রের দ্বৈতহীন কর্তৃপক্ষনিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কর্মচালন, কর্মচালন [স] বি কাজ চালনা। ডানকান, ১৭৮৪।

কর্মচারি, কর্মচারি [স কর্মচারী] বি কর্মী। 'দুই জন কর্মচারি ডিন্ন কর্ম চলে না।' দর্পণ, ১৮৩০; 'সর্বত্র কার্যনির্বাহার্থে অধ্যক্ষ, কর্মধ্যক্ষ প্রভৃতি কয়েকজন কর্মচারি নিযুক্ত আছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

কর্মচারিণী [স] বি স্ত্রী বেতনভোগী কর্মী। 'ফলের লোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

কর্মচারী, কর্মচারী [স] ১ বি শাসনকর্তা। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি কর্মী। 'রাজা কর্মচারী, বিচারপতি, সৈন্য, সেনাপতি ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

কর্ম-চিন্তা [স] বি কার্য পরিকল্পনা। 'তিনি মানব-সর্বশ্ব কর্ম-চিন্তার বেতব দেখিয়ে ...।' শরীফ, ১৯৭০।

কর্মচেষ্টা, কর্মচেষ্টা [স] ১ বি কর্মপ্রয়াস। 'দেশ সঞ্চালিত কর্মচেষ্টায়

আসিয়া পৌহিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি কাজ করার উদ্যোগ। 'কোনো কর্মচেষ্টাও তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।' সত্তা, ১৯২৭।

কর্মচ্যুত, কর্মচ্যুত [স] ১ বিণ চাকরি হারিয়েছে এমন; চাকরিচ্যুত। 'কর্মচ্যুত বিষয়াকাজী উদ্যোগওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়েছে এমন। 'তিনি প্রাচীন হইয়া কর্মচ্যুত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ বিণ কাজ থেকে বিশ্রাম নিচ্ছে এমন। 'কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন উন্মার্গ ঘূমের ঘোরে।' সূত্রী, ১৯৪০।

কর্মজগৎ [স] ১ বি কর্মময় বাস্তব জগৎ। 'ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি কর্মক্ষেত্র। 'বৃত্তিতাম কর্মজগতে যাহাই হউক, ধর্মজগতে হিন্দুর অপরাভ্যেয়।' বনফুল, ১৯৩৬।

কর্মজীবন, কর্মজীবন [স] ১ বি কাজের ব্যস্ততাপূর্ণ জীবন। 'সংকটময় কর্মজীবন/ মনে হয় মক সাহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি চাকরি জীবন। 'কর্মজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন।' বেগম, ১৯৪৮।

কর্মজীবী [স] ১ বি জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করে যে। 'কর্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি শ্রমিক শ্রেণী। 'এদিনায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কর্মত, কর্মত [স] ১ বিণ কর্মকৃত। 'সভে সন্ধানসভে সকল কর্মত।' মাল্যপত্র, ১৫০০। ২ বিণ পরিশ্রমী। 'কর্মত রাজভূতিনিধি বা আজিম' বন্ধিম, ১৮৬৫। ৩ বিণ ব্যাচল। 'কর্মত মুখে চলেছে মোটারদানে।' বৃক, ১৯৫৫। ৪ বিণ কাজ চালানোর উপযুক্ত। 'ভাষার কবিতা আমার যত লিখেছি গৃহী ও কর্মত গদ্য তত সিবিনি।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

কর্মতাত্ত্ব [স] বি পরিশ্রম। 'সীতারামের কর্মতাত্ত্ব।' বন্ধিম, ১৮৮৪।

কর্মভোর [স কর্ম+ভোর] বি কাজের বন্ধনসূত্র। 'ছিন্ন করে দাও কর্মভোর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কর্মণ্য, কর্মণ্য [স] ১ বিণ কার্যকর। 'গবর্ণমেন্টের নিয়মসকল পূর্বাগোষা অধিক হিতজনক ও অধিক কর্মণ্য হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ চাষাযোগ। 'জলসেচনের দ্বারা অকর্মণ্য ভূমিকে কর্মণ্যকরণ।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৩ বিণ কর্মের উপযোগী। 'শরীর ও ইন্দ্রিয়, সম্বলিত না হইলে, সলল ও কর্মণ্য হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিণ কর্মকৃৎশল। 'তাহার মন তৎকাল পর্যন্ত অনলস ও কর্মণ্য ছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কর্মতৎপর, কর্মতৎপর [স] বিণ কাজে দক্ষ। 'দেশের মেয়েরা ক্রমশঃ কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন।' বেগম, ১৯৫১।

কর্মতৎপরতা, কর্মতৎপরতা [স] ১ বি কাজের দক্ষতা। 'সম্ভবত্বতা ও কর্মতৎপরতার দ্বারা প্রমাণ করিত হইবে।' আজাদ, ১৯৪০। ২ বি কর্মপ্রচেষ্টা। 'তাদের কর্মতৎপরতা ছড়িয়ে পড়ছে দেশময়।' বেগম, ১৯৫৫।

কর্মতত্ত্ব [স] বি কার্যপ্রণালী। 'অতি জটিল কর্মতত্ত্ব উদ্ভাবন ও চালনা করার বুদ্ধি ... কোথায় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কর্মতপস্যা [স] বি কাজ করার প্রয়াস। 'কুমুর কর্মতপস্যার দুঃসাহ্য সংকটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কর্মতালিকা [স] ১ বি কাজের তালিকা। 'ভালিয়ে নিয়ে যায় দিনের

কর্মতালিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি কর্মসূচি। 'এমন আদর্শের কর্মতালিকা ইহাতে গ্রহণ করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৩৬।

কর্মতি, কর্মতি বি অনুষ্ঠান। 'সংস্কার কর্মতি ক্রীয়া হেতু গেল স্বাশ্রোকে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কর্মত্যাগ, কর্মত্যাগ [স] বি কর্মবর্জন। 'কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কর্মদক্ষ, কর্মদক্ষ [স] বি কর্মকুশলী। 'তোমরা উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও কর্মদক্ষ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কর্মদক্ষতা, কর্মদক্ষতা [স] বি কাজের দক্ষতা। 'সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও জীবিকা-নির্ধারণ আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'তিনি স্বীয় অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সাধনা বলে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হইতে পারিয়াছিলেন।' ইসলাম, ১৯৩৮।

কর্মদোষ, কর্মদোষ [স] বি দুর্ভাগ্য। 'যে কর্মদোষে কাহ্নি হেন পরিস্রাসে।' বহু, ১৪৫০।

কর্মধারা [স] বি কাজের প্রবাহ। 'যেথা নির্বিরত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কর্মনাশা, কর্মনাশা [স] ১ বি পন্থা। 'কর্মনাশা নদী পার হইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি কাজ পণ্ড করে যে। 'এ কর্মনাশাটা থাকতে দেখি কোন কর্মই হবে না।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি সর্বনাশ। 'আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে সেতুলি বিশ্বস্তুর অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে।' শ্রীদুলাহ, ১৯৩১।

কর্মনিন্দা, কর্মনিন্দা [স] বি কাজের নিন্দা। 'কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কর্মনিরত [স] বি কর্মে নিব্বৃত্ত। 'এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিরুত্তর হইয়া দাড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্মনির্বাহ, কর্মনির্বাহ [স] বি কাজ সম্পাদনা। 'তাহারা ও শস্যক্ষেত্র কর্মনির্বাহ-বিষয়ক প্রভাব অনুশীলন করিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কর্মনির্বাহক, কর্মনির্বাহক [স] বি কর্ম সম্পাদনকারী। 'ঐ পাঠশালায় কর্মনির্বাহক সাহেবেবদিগের নিকট কর্ম্যাক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

কর্মনিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ [স] বি কর্মে নিষ্ঠা আছে এমন। 'মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কৃতান্তকণণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কর্মনিষ্ঠতা [স] বি কাজের প্রতি আন্তরিকতা। 'কর্মনিষ্ঠতা ও মিতব্যয়িতার ভাবটি থাকিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্মনিষ্ঠা [স] বি কাজের প্রতি নিব্বৃত্ততা। 'নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা, নিতানূতন কর্মনিষ্ঠা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কর্মনীতি [স] ১ বি কাজের নিয়ম। 'ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি কর্মসংক্রান্ত সরকারি নীতি। 'আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কর্মনিপুণ্য [স] বি কাজের দক্ষতা। 'স্বাস্থ্য শ্রান্তিহীন কর্মনিপুণ্যও আপনাকে প্রকাশ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্মপটু [স] বি কাজে দক্ষ। 'সুবেশের স্বভাবটা কর্মপটু নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কর্মপটুতা [স] বি কাজের দক্ষতা। 'নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিবাদের অভাবে...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কর্মপথ [স] ১ বি কর্মক্ষেত্র। 'কর্মপথ-অভিমুখে চলেছে আবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি কাজের পদ্ধতি। 'অনেক সময় অগ্রবর্তী হয়ে মানবজীবনের ধারা অর্থাৎ কর্মপথ নির্দেশ করছে।' মোতাহার, ১৯৩৭। ৩ বি কাজের সুযোগ। 'স্কুল মাষ্টারী ছাড়াও যে তাদের জন্যে অনেক কর্মপথ বোলা রয়েছে।' বেগম, ১৯৪৮।

কর্মপদ্ধতি, কর্মপদ্ধতি [স] ১ বি কাজের রীতি। 'প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হইতে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি কার্যক্রম। 'মহিলা সমিতির বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজ।' বেগম, ১৯৭০।

কর্মপন্থা, কর্মপন্থা [স] ১ বি কর্মপদ্ধতি। 'নূতন প্রথা ও প্রণালীর আমদানি করিয়া কর্মপন্থায় সজীবতা সম্পাদনও অত্যাৱশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ২ বি কাজের উপায়। 'মুসলমান মেয়েদের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আলোচনা চালান।' বেগম, ১৯৫০।

কর্মপরতা [স] বি কর্মপরায়ণতা। 'মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কর্মপরায়ণ [স] বি কর্মে নিষ্ঠা আছে এমন। 'প্রফুল্ল নিছাম অখণ্ড কর্মপরায়ণ।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

কর্মপরায়ণা [স] বি স্ত্রী কর্মনিষ্ঠ। 'কর্মপরায়ণা শাস্ত্র মেয়েটি।' শরৎ, ১৯২৬।

কর্মপরিচালনা [স] বি কার্যনির্বাহ। 'তাদের কর্মপরিচালনার কেন্দ্রবিন্দুরূপে একটি শিবির থাকা প্রয়োজন।' বেগম, ১৯৪৯।

কর্মপরিষদ, কর্মপরিষদ [স] বি কার্য-নির্বাহক গোষ্ঠী। 'প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করিয়া একটি নতুন কর্মপরিষদ লইয়া ...' বেগম, ১৯৪৮।

কর্মপারাবার [স] বি কর্মরূপ সাগর। 'তোমার বিভিন্ন এ ভবসংসারে কর্মপারাবারপারে হে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কর্মপেশল [স] বি কর্মের কারণে বলিষ্ঠ; পেশিবহল। 'কর্মপেশল হাড়মোটা প্রশংসন দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কর্মপ্রচেষ্টা, কর্মপ্রচেষ্টা [স] বি কাজের প্রয়াস। 'রেক্ত্রশ্রম প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।' বেগম, ১৯৬৭।

কর্মপ্রচেষ্টা [স] বি কাজের উদ্ভাবনী বুদ্ধি। 'তার বিপুলী কর্মপ্রতিভাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।' বেগম, ১৯৪৮।

কর্মপ্রাধান [স] বি কর্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন। 'তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রাধান প্রভূতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কর্মপ্রবণতা [স] বি কাজ করার ইচ্ছা। '...মানুষের এতদিনের রুদ্ধ ও বিকৃত কর্মপ্রবণতা মুক্তি পেয়ে নতুন পথ বোঝার সুযোগ পায়।' সনৎ, ১৯৭০।

কর্মপ্রবাহ [স] বি কাজের ধারা। 'অবশ্য কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্মপ্রবৃত্তি [স] বি কাজের স্পৃহা। 'তাদের কর্মপ্রবৃত্তি ফুটে ওঠে ছাত্র ও স্ত্রীপুত্রের ...' ধূর্তি, ১৯৩১।

কর্মপ্রয়াস [স] বি কাজের উৎসাহ; কর্মপ্রচেষ্টা। 'শৈশব যৌবন কর্মপ্রয়াস, সর্বত্র মর্জনা।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

কর্মপ্রাণ [স] বি কর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। 'ইউরোপ ধর্মপ্রাণ নয়, কর্মপ্রাণ।' প্রমথ, ১৯১৪।

কর্মপ্রাপ্ততা [স] বি একান্ত কর্মপরায়ণতা। 'ভাবপ্রবণতা ও কর্মপ্রাণতাই সভ্য মানুষকে জড় ও নির্ভেদ করতে পারে।' ধূর্তি,

১৯৩১।

কর্মপ্রার্থী [স] বিণ চাকরিপ্রার্থী। 'কর্মপ্রার্থী বেয়ারাদের মনবি জুটিয়ে দেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

কর্মশ্রেণী, কর্মশ্রেণী [স] বি কাজের উৎসাহ। 'শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক স্বভাবজাত কর্মশ্রেণী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কর্ম ফতে [স] কর্ম+আ ফাতাহ। বি কাজ হাসিল। 'ধর্মধ্বজের তান করতে পারলেই কর্ম ফতে।' অতিথ্য, ১৯৫০।

কর্মফল, কর্মফল [স] বি কৃতকর্মের ফলাফল। 'পৃথিবীতে ভোগ করে নিজে কর্মফল।' গুপ্ত, ১৫৮৫; 'কর্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, মোহহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কর্মফলানুযায়ী, কর্মফলানুযায়ী [স] ত্রিবিধ কাজের ফল অনুযায়ী। 'কর্মফলানুযায়ী ফল পরিভাষা আসিতে পারে।' মশাররফ, ১৯০৮।

কর্মফাঁস [স] কর্ম+ফাঁস। বি কাজের বন্ধন। 'ছিতে সর্ব জীবের অনাদি কর্মফাঁস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কর্মফাঁসি [স] কর্ম+ফাঁসি। বি (বাউল) কর্মবন্ধন। 'যে সাধন জোরে কেটে যায় কর্মফাঁসি।' শালন, ১৮৯০।

কর্মবন্ধ [স] বিণ কর্মময়। 'আমার দিনের বেলাকার কর্মবন্ধ অস্তিত্বকে ... হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কর্মবধির [স] বিণ কাজের কথা শোনে না এমন। 'আমি তবুই ধনি করি শুধু কর্মবধির কানে।' নজরুল, ১৯৪১।

কর্মবন্ধন [স] বি কাজের বান্ধন। 'স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্মবন্ধনে আপনি বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কর্মবন্যা [স] বি কর্মপল বন্যা। 'কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কর্মবহুল [স] বিণ কাজে পূর্ণ। 'সাহেবের কর্মবহুল জীবন আশাচনা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কর্মবাদ [স] বি কর্মই সফলতা লাভের উপায় এরূপ মত। 'তাই কর্মবাদ অদৃষ্ট, দোজখ ও বেহেশতের ভাবনার অধীর।' হাই, ১৯৫৪।

কর্মবাদী [স] বিণ কর্মই সফলতা লাভের উপায় এরূপ মতে বিশ্বাসী। 'আজকালকার অনেক কর্মবাদী দার্শনিক বিপরীত কথা কইছেন।' ধুর্জি, ১৯৩১।

কর্মবিধি [স] বি কাজের নিয়ম। 'কর্মবিধিতে জরী হইয়াও ... হার মানিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্মবিপাক, কর্মবিপাক [স] বি কর্মের খারাপ পরিণাম। সেবধি, ১৮৩৯।

কর্মবিভাগ [স] বি কাজের বিভাজন। 'তাদের কর্মবিভাগেও কিছুটা বৈষম্য।' বেগম, ১৯৪৮।

কর্মবিভেদ [স] বি কাজের বৈষম্য। 'ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ শ্রৌণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্মবিমুখ [স] বিণ কাজের প্রতি অনগ্রহী। 'অলস কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

কর্মবিমুখতা, কর্মবিমুখতা [স] বি কাজের প্রতি অগ্রহের অভাব। 'আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্রোধ, অস্থিাশ দূর করার জন্য।' নজরুল, ১৯২৭; 'ইহা হইতে অলসতা ও কর্মবিমুখতা আর কি হইতে পারে?' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

কর্মবিশ্বত [স] বিণ কাজভুলানো। 'আত্মহারা কর্মবিশ্বত ঘনবর্ষার

দিন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কর্মবীর [স] বি যিনি মহৎ উদ্দেশ্যে জীবনকে কর্মে নিয়োগ করেছেন। 'এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কর্মবৈচিত্র্য [স] বি কাজের বিভিন্নতা। 'জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে কর্মবৈচিত্র্যের বহুধরতায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কর্মব্যবস্থা, কর্মব্যবস্থা [স] বি কাজের সুযোগ। 'এ সরঞ্জাম ও উপকরণ সবই যোগাচ্ছে তার বৈশ্যের কর্মব্যবস্থা।' সবুজ, ১৯২০।

কর্মব্যস্ত, কর্মব্যস্ত [স] বিণ সব সময়ে কাজে নিয়োজিত থাকে এমন। 'কর্মব্যস্ত শ্যামী : এই ধরনের শ্যামী বিশ্বস্ত।' বেগম, ১৯৪৭; 'সোনার মতো লাল আলো এসে পড়ছে ... কর্মব্যস্ত নর-নারী ও শিশুর ওপর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কর্মব্যস্ততা [স] বি কাজের ব্যস্ততা। 'জীবনযুদ্ধের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে বিবিক্ত থাকিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কর্মভার [স] বি কাজের দায়িত্ব। 'এ ধরার কর্মভার মন বেদনিলে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কর্মভীক [স] বিণ কাজে ভয় পায় এমন। 'ওরে তুই কর্মভীক অলস কিংকর, কী কাজে লাগিবি?' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কর্মভূমি, কর্মভূমি [স] বি কাজের স্থান। 'সেই আধ্যাত্মমিই কর্মভূমি রূপে তাহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'ভারতই আমাদের কর্মভূমি।' জগদীশ, ১৮৯৫।

কর্মভেদ, কর্মভেদ [স] বি পেশাগত বিভিন্নতা। 'কর্মভেদে লোকে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কর্মভোগ, কর্মভোগ [স] ১ বি কৃতকর্মের ফল ভোগ। 'যোর কর্মভোগ এ দুঃখ বিয়োগ।' বাহরাম, ১৫০০। ২ বি অনর্থক পরিশ্রম; বৃথা কষ্টভোগ। 'কেন আর মিছে কর্ম ভোগ? সংবাদ ত পেশেম।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কর্মমঠ, কর্মমঠ [স] বি কার্যক্ষেত্র। 'পবিত্র করিল সতে সেই কর্মমঠ।' মাল্যধর, ১৫০০।

কর্মময় [স] ১ বিণ কর্মব্যস্ত। 'তার কর্মময় জীবনে নারীমুখ চিত্তা তো দূরের কথা ...।' নজরুল, ১৯৩০। ২ বিণ কর্মকালীন। 'রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন।' বেগম, ১৯৫৯।

কর্মমহিমা [স] বি কাজের মাছাড়া। 'তাঁদের তাগ ও কর্মমহিমায় পৃথিবীর বৃক অনভিকালের মধ্যে পাকিতান ... শক্তিশালী রষ্ট্ররূপে পরিণতি হতে পারে।' বেগম, ১৯৪৭।

কর্মমার্গ [স] বি কর্মপন্থা। 'জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ সেকালে ছিল ঠিক উলটো।' প্রমথ, ১৯২০।

কর্মমুখর [স] বিণ কর্মচঞ্চল। 'বিশ শতাব্দীর কর্মমুখর জীবনে।' বেগম, ১৯৬৫।

কর্মযোগ, কর্মযোগ [স] ১ বি বেদ-শাস্ত্রাদি বিহিত কর্মের কৌশল। 'সর্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান জ্ঞানযোগ কর্মযোগ নাহি মানে আন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কার্যসাধনে একান্ত নিষ্ঠা। 'সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্যমুখী।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'বালা ও বাঙালির নবজাগৃতির জন্মে বিদ্যাসাগর যে অতুলনীয় কর্মযোগের পরিচয় দিয়েছেন ...।' মুরশিদ, ১৯৭০।

কর্মযোগনিরতা [স] বিণ ব্রী কর্মব্যস্ত। 'সেই কর্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্যমুখী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কর্মযোগী, কর্মযোগী [স] **বি** কর্মসাধনে যোগীর মতো নিতীবান।
'দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'দেশের লোক যে আপ্যোষ্য কর্মযোগী।' প্রমথ, ১৯২৭।

কর্মযোগ্যতা [স] **বি** কাজ করার যোগ্যতা। 'মানসিক প্রতিভা ও কর্মযোগ্যতা অস্বীকার করে।' বেগম, ১৯৬২।

কর্মরচনা [স] **বি** কাজ উদ্ভাবন। 'মানুষ আপনার কর্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্মরত [স] **বি** কাজ করছে এমন। 'নির্জন দীপালোকে কর্মরত নভলির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কর্মরথ [স] **বি** কর্মরূপ রথ। 'কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কর্মশক্তি, কর্মশক্তি [স] **১** **বি** কাজের শক্তি। 'দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃত্বভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।
২ **বি** কাজ করার সামর্থ্য। 'এই সমস্ত অমৃত সংগ্রহনের জন্য একমাত্র আমানুসারের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি দায়ী।' মোহাম্মদী, ১৯২৮; 'নিম্ন আয়াদিগকে কর্মশক্তি দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কর্মশালা [স] **বি** কর্মক্ষেত্র; কাজের জায়গা। 'নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কর্মশাষ, কর্মশাষ [স] **বি** যে শাষ অধ্যয়ন করলে জীবিকা মেলে।
'এ গ্রন্থের উত্তর কাজ দিতে পারে না, কোন কর্মশাষও দিতে পারে না।' প্রমথ, ১৯১৭।

কর্মশিকা [স] **বি** কাজ শেখা। 'আমার কর্মশিকার ব্যাঘাত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কর্মশীল, কর্মশীল [স] **বি** কর্মঠ। 'কর্মশীল মহাশয়েরা কর্ম উপস্থিত সময়ে ভট্টাচার্য্যকে কেহ বিস্মৃত না হন।' দর্পণ, ১৮৩২।

কর্মশীলতা, কর্মশীলতা [স] **বি** কর্মনিষ্ঠতা। 'আনন্দমোহনদেব জীবনে প্রাচ্য প্রেম ভক্তি ও প্রতীচ্য-কর্মশীলতা অপূর্বভাবে সম্মিলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'ইউরোপ যেমন এদের কর্মশীলতা চায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চায় এ কর্মক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে না ওঠে।' সবুজ, ১৯২০; 'বোম্বাই শহরে কর্মশীলতার পরিচয় দিচ্ছে।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

কর্মশূন্যতা [স] **বি** কর্মহীনতা। 'যে একাজ্ঞান কর্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।' প্রমথ, ১৯১৫।

কর্মশৃঙ্খল [স] **বি** কাজের বন্ধন; কাজ করার বাধ্যবাধকতা। 'আমাকে যদি আমার সেবতা কর্মশৃঙ্খল থেকে বিচলিত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কর্মশ্রম, কর্মশ্রম [স] **বি** কাজের খাটনি। 'লম্পটেরাও এখন কর্মক্ষেত্রে জারিয়া পড়িয়া ঘরে ফিরিতেছে।' সবুজ, ১৯২০।

কর্মসংকল্প [স] **১** **বি** কাজ করার প্রতিজ্ঞা। 'কোনোপ্রকার কর্মনিষ্ঠা ও কর্মসংকল্প।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। **২** **বি** কাজের পরিকল্পনা। 'কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই।' নব্বল, ১৯২৬।

কর্মসংকুল [স] **বি** কর্মব্যস্ত। 'বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্মসংকুল জীবন যেন চিরদিন ব্যাধিতক্কুড়াতে ঘাপন করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্মসংস্থায় [স] **বি** জীবিকার জন্য অব্যাহত চেষ্টা। 'এইজন্য যুরোপে কর্মসংস্থায়ের অন্ত নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্মসংসার [স] **বি** কাজের জগৎ। 'আর-এক দিকে আমাদের কর্মসংসার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কর্মসচিব, কর্মসচিব [স] **বি** কর্মকর্তা। 'ধীসচিব ও কর্মসচিব নানাবিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি।' মুহুরঞ্জয়, ১৮২২।

কর্মসমুদায় [স] **বি** সমস্ত কাজ। 'অত্যাবশ্যক কর্মসমুদায় কেবল কষ্টদায়িকা নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কর্মসম্পাদক, কর্মসম্পাদক [স] **বি** যিনি কাজ সম্পাদন করেন। 'কর্মসম্পাদকে হঠাৎ আপন মন্তক কক্ষের মধ্যে লইল।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

কর্মসহচরী [স] **বি** কর্মী কাজে সাহায্যকারী। 'নারী যে কর্মসহচরীও।' অন্নদা, ১৯২৯।

কর্মসাধন, কর্মসাধন [স] **বি** কর্ম সম্পাদন। 'শিল্পকারেরা সর্বদাই স্ব স্ব কর্মসাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কর্মসাধনা, কর্মসাধনা [স] **বি** নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা। 'এবন চাই মওলানা মোহাম্মদ আলীর একনিষ্ঠ কর্মসাধনা।' আজাদ, ১৯৪০।

কর্মসামর্থ্য, কর্মসামর্থ্য [স] **বি** কাজ করার ক্ষমতা। 'এই যে অল্পত কর্মসামর্থ্য, একে চালনা করতে হলে গুটিকতক উপায় অপরিহার্য্য।' সবুজ, ১৯২০।

কর্মসূচী, কর্মসূচী [স] **১** **বি** কাজের তালিকা। 'প্রকৃতিই উহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দেবে, কর্মসূচী করতে হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।
২ **বি** কার্যক্রম। 'কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।' বেগম, ১৯৬৩।

কর্মসূত্র [স] **বি** কাজের উপলক্ষ। 'আমাদের ভাবনাগুলো কেবলমাত্র কর্মসূত্র অবলম্বন করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্মস্থান, কর্মস্থান [স] **বি** কাজের জায়গা। 'কর্মস্থানে প্রত্যাপনমূলক দিব্যবসন পর্যন্ত তথায় কর্ম করে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'ফিরে যেতে হবে আজি বহুদূরদেশে সেই কর্মস্থানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কর্মহারা [স] **বি** অকর্মণ্য। 'ওরে আমার কর্মহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কর্মহীন, কর্মহীন [স] **বি** অকর্মী। 'ধূলাও ধূসর তনু হযো কর্মহীন।' বাহরাম, ১৬৫০।

কর্মহীনতা [স] **১** **বি** কর্ম নেই এমন। 'কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর নয়, তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২১। **২** অবসর। 'এতখানি উদারতার মূলে ছিল সেদিনের কর্মহীনতা।' সুকান্ত, ১৯৪২।

কর্মহীনত্ব, কর্মহীনত্ব [স] **বি** কর্মশূন্যতা। 'সকল কর্মই বৃথা, কর্মহীনত্বই ভাল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কর্মাকর্ম, কর্মাকর্ম [স] **কর্ম-অকর্ম** **বি** কর্তব্য ও অকর্তব্য; কাজ ও অকাজ। 'ভারতবর্ষীয় মনুষ্য জিন্ম অনাব্যয় মনুষ্যের কর্মাকর্ম ভোগ ...।' দর্পণ, ১৮২১।

কর্মাকাজ্ঞা, কর্মাকাজ্ঞা [স] **কর্ম-আকাজ্ঞা** **বি** চাকরি করার আশ্রয়। 'কর্মাকাজ্ঞাসূচক, কর্মাকাজ্ঞাসূচক [স] কর্ম-আকাজ্ঞা-সূচক] **বি** চাকরি করার আশ্রয় জ্ঞাপক। 'এ প্রাশাশালার কর্মনির্ভরত্ব সাংকেতিকরূপের নিকট কর্মাকাজ্ঞাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

কর্মাকাজ্ঞিক, কর্মাকাজ্ঞিক [স] **কর্মাকাজ্ঞী** **বি** চাকরিপ্রার্থী। 'কর্মাকাজ্ঞিক ব্যক্তিদগিকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপনদ্বারা আহ্বান করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

কর্মাকাজ্ঞিত, কর্মাকাজ্ঞিত [স] **কর্ম-অজ্ঞিত** **বি** অদ্বী। 'মানোজ্ঞ, ১৭৪৩।

কর্মাদর্শ [স] **কর্ম-আদর্শ** **বি** কাজের আদর্শ। 'যে মানবমুখী কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাসাগর শিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক নানা জনহিতকর কাজ ...।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

কর্ম্যধ্যাক, **কর্ম্যধ্যাক** [স কর্ম-অধ্যাক] ১ বি পরিচালক। '২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইজেষ্টের অর্থাৎ কর্ম্যধ্যাক দিগের কালোজের উদ্ভাটন বিবেচনা নিমিত্ত 'বৈঠক হইয়াছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বি কার্যনির্বাহক। 'ঐ সভার কার্যনির্বাহার্থে অধ্যাক, কর্ম্যধ্যাক প্রভৃতি কয়েকজন কর্মচারি নিযুক্ত আছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

কর্ম্যধ্যাকতা, **কর্ম্যধ্যাকতা** [স কর্ম-অধ্যাকতা] বি পরিচালনা। 'পটাল্লিখিত মহাশয়গণ ... পাঠশালায় কর্ম্যধ্যাকতায় নিযুক্ত হন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

কর্ম্যানুরূপ, **কর্ম্যানুরূপ** [স কর্ম-অনুরূপ] বি কাজ অনুযায়ী। 'কর্ম্যানুরূপ নানা সম্পদায়ে বিভক্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কর্ম্যানুরোধ [স কর্ম-অনুরোধ] বি কাজের প্রয়োজন। 'কর্ম্যানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

কর্ম্যানুষ্ঠান, **কর্ম্যানুষ্ঠান** [স কর্ম-অনুষ্ঠান] বি কর্ম সম্পাদনা। 'কৃত্রিয়-সন্তান রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সংকর্ম্যানুষ্ঠান ধারা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কর্ম্যানুসারে, **কর্ম্যানুসারে** [স কর্ম-অনুসারে] *ক্রিয়ণ* কাজ অনুযায়ী; কাজের ভিত্তিতে। 'কর্ম্যানুসারে শরীরের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা কি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কর্ম্যান্তর, **কর্ম্যান্তর** [স কর্ম-অন্তর] বি অন্য কাজ। 'ইহা কহিয়া তিনি কর্ম্যান্তরে গেলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

কর্ম্যভিভূক্ত, **কর্ম্যভিভূক্ত** [স কর্ম-অভিভূক্ত] বিধ কর্মদক্ষ। 'উৎকোচ প্রদান ও অহং ইত্যাদি কর্ম্যভিভূক্ত তোমারই কতকগুলি অপরিণামদর্শী ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কর্ম্যারম্ভ, **কর্ম্যারম্ভ** [স কর্ম-আরম্ভ] বি কাজের শুরু। 'আরোগী হেমবুধ করিল কর্ম্যারম্ভ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কর্ম্যার্থ, **কর্ম্যার্থ** [স কর্ম-অর্থ] বিধ কর্ম আকাজকী। 'কর্ম্যার্থ ব্যক্তিদিগকে বিষয়কর্মে নিয়োগ দ্বারা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

কর্ম্যার্থি, **কর্ম্যার্থি** [স কর্মার্থী] বি কর্মার্থী; চাকরিার্থী। '... কর্ম্যার্থিকে কোন কর্মে নিয়োগ করণের প্রথা।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

কর্ম্যার্ণব, **কর্ম্যার্ণব** [স কর্ম-অর্ণব] বি কাজ আরোপ। 'রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্যার্ণব সর্বসাধ্যসার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কর্ম্যালোড়ন [স কর্ম-আলোড়ন] বি কর্ম্যবাস্ততা। 'অবিশ্রাম কর্ম্যালোড়নের মাঝে মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কর্ম্যেচ্ছা [স কর্ম-ইচ্ছা] বি কাজ করার ইচ্ছা। 'যেই সম্ভাবনীয়তার ক্ষেত্রে আসা গেল, অমনিই কর্ম্যেচ্ছার উৎস খুলল।' ধূর্তি, ১৯৩১।

কর্ম্যেন্দ্রিয়, **কর্ম্যেন্দ্রিয়** [স কর্ম-ইন্দ্রিয়] বি যেসব ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করা হয়। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্যেন্দ্রিয় যিবিধ নামাড্যক।' চর্য, ১৫৫০।

কর্মের ফল বি কাজের ফলাফল। 'অই নিমিত্তে সদাই কলি য়োর কর্মের ফল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কর্ম্যোদ্যম, **কর্ম্যোদ্যম** [স কর্ম-উদ্যম] বি কাজের প্রয়াস। 'তার কর্ম্যোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কর্ম্যোন্মত্ত [স কর্ম-উন্মত্ত] বি কাজ-পাগল। 'এমন কর্ম্যোন্মত্ত কেন দরিদ্রাবিবি।' শওকত, ১৯৫৮।

কর্ম্যোন্মাদনা [স কর্ম-উন্মাদনা] বি কর্ম্যবল। 'রিরামহীন কর্ম্যোন্মাদনায় ছুবে গেল।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

কর্ম্যোপজীবী, **কর্ম্যোপজীবী** [স কর্ম-উপজীবী] বি পেশাজীবী ব্যক্তি। 'বিভিন্ন কর্ম্যোপজীবী নানাভাতি বা বর্ণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

অক্ষয়, ১৮৪৮।

কর্ম্যোপযুক্ত, **কর্ম্যোপযুক্ত** [স কর্ম-উপযুক্ত] বিধ কাজের যোগ্য। 'রীতানুসারে তাহার ফাঁসী হইয়া কর্ম্যোপযুক্ত ফলপ্রাপ্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

কর্ম্যি, **কর্ম্যি** [স কর্ম্যি] বি যে কর্ম করে। 'কর্ম্যি এক অনুপায়।' আলোড়ন, ১৬৮০; 'কর্ম্যি অনেক ব্যক্তিও স্ব কর্ম্য ভোগ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

কর্ম্যিক [স ১ বি কর্ম্যি; কর্মচারী] 'নানান কর্ম্যিক দিলা কার্যেতে সুসার।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি শ্রমিক। 'চাষী ও কর্ম্যিকদের মধ্যে শিক্ষাবিত্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কর্ম্যিত, **কর্ম্যিত** [স ১ বিধ একান্ত কর্ম্যনিত। 'কর্ম্যিত এবং অকর্ম্যিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ বিধ ক্রিয়াশীল। 'স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সর্বল কর্ম্যিত ও সচেতন করিয়া রাখা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিধ কার্যকর। 'বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কর্ম্যিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কর্ম্যিততা [স বি ক্রী কর্ম্যবাস্ততা। 'কর্ম্যিততার যুগে সমাজের বাহুলা স্বভাবতই খসে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কর্ম্যিতা [স বি ক্রী কর্ম্যনিত। 'যদি খুব কর্ম্যিতা হইলেন।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

কর্ম্যি, **কর্ম্যি** [স ১ বিধ কর্মদক্ষ। 'হত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ ধর্ম্যি কর্ম্যি হইয়াই নিদ্রা দুর্জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি যে কাজ করে। 'একজন কর্ম্যি এক নিকটের ক্ষেত্রে বাড় সারিতেছিল।' তারিণী, ১৮০০।

কর্ম্যিগণ [স বি কর্ম্যিবৃন্দ। 'কর্ম্যিগণের চোখের দৃশ্যতা আর কিছুতেই একত্ব হইতে চাহিতেছে না।' মনসুপ, ১৯৩৫।

কর্ম্যিপুরুষ [স বি কর্ম্যিদক্ষ ব্যক্তি। 'উভয়েই ছিলেন বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন নির্ভীক কর্ম্যিপুরুষ।' শরীফ, ১৯৭০।

কর্ম্যিপুরুষ-নির্মাতা [স বিধ দক্ষ কর্ম্যি গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহদাতা। 'তাঁরা ছিলেন কর্ম্যিপুরুষ-নির্মাতা।' মুরলিধ, ১৯৭০।

কর্ম্যিসত্তা [স বি কর্ম্যি চরিত্র। 'কর্ম্যিসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে।' সুকান্ত, ১৯৪৬।

কর্ম্যিতা [স কর্মণ>] বিধ ক্রী শীর্ণ। 'দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্ম্যিতা শ্রুণ্বশিতাপিপ্লবজ্ঞাধারিণী তপশ্বিনীর নিকট ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কর্ম্যক [স বি চাষি। 'সেবক, বাহক, খাদ্য, ভূমিকর্ষক প্রভৃতি রূপেই স্ট্র হইয়েছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কর্ম্যণ [স বি চাষ। 'ভূমি কর্ম্যণাদি অনেক প্রকার অর্থ ব্যয় হয়।' সত্যাবর, ১৮৫৫।

কর্ম্যণজীবী [স বিধ কৃষিজীবী। 'কর্ম্যণজীবী এবং আকর্ম্যণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কর্ম্যণপদ্ধতি [স বি কৃষিবৃত্তি। 'যাযাবর গোষ্ঠীরা ... কর্ম্যণপদ্ধতি অবলম্বন করল।' শিব, ১৯৫৬।

কর্ম্যণযন্ত্র [স বি চাষ করার যন্ত্র। 'কর্ম্যণযন্ত্র, বুননযন্ত্র, কুশাশতক, এইসব প্রস্তুত হল।' অবন, ১৯২৫।

কর্ম্যোপযুক্ত [স কর্ম্যণ-উপযুক্ত] বি চাষ করার উপযোগী। 'আরগণপ্রদেশ, কর্ম্যোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে যে সময় লাগিত ...।' সংসার, ১৮৯৮।

কর্সেট [হি] বি কোমর ও নিতম্বের আঁটসাঁট অন্তর্বাস। 'রেশমী ফিতেয় বেঁধে, দুঢ় হতে, স্পঞ্জে, কর্সেটে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

কল [স] ১ বি শব্দ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি সুললিত ধ্বনি। 'বহে নিরবধি নদী কলকল কলে - সুবর্ণ-তটিনী।' মাইকেল, ১৮৬০।

কলকল [স] ১ বিণ সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট। 'বসন্তের কলকল গায়ক কোলি বরষিলা বরষা।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি মধুর স্বর। 'স্বর্ণপথে কলকলে অলসী কিয়নী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কলকলবরা [স] বিণ কলকোলাহলপূর্ণ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। 'উষা এসে পূর্বদূয়ার খোলে কলকলবরা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

কলকলতা [স] বিণ কল কলকল রবে রবে চলে এমন। 'প্রসন্নসলিলা কলকলতা নদী।' ওদুদ, ১৯৪১।

কলকলী [স] বি যার গলার স্বর মধুর। 'ঘুম-ভাঙা চোখে কলকলীর কত কথা ব্যাকুলতা।' ফরক্ব, ১৯৪৩।

কলকথা [স] ১ বি সুললিত ভাষা। 'তার সমুচ্চল কলকথা, তার হাস্য, তার অশ্রুশাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি সুললিত ধ্বনি। 'আঁখার কোণে জলের কলকথা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কলকল্লোল [স] ১ বিণ ঢেউয়ের শব্দে মুখর। 'কল-কল্লোল তটিনী তীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ ক্রিবিণ কলকল শব্দে। 'সাগর ফুলিছে ... ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কলকল্লোলিত [স] বিণ শব্দময় তরঙ্গযুক্ত। 'কলকল্লোলিত নীল জলের দিকে তাকিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলকল্লোলিনি [স] কলকল্লোলিনি, সযোনে ই-কার। বিণ ক্রী কলধ্বনিতে মুখরিত। 'চেয়ে দেখো মোর পানে কলকল্লোলিনি যমুনে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

কলকাকলি [স] বি কোলাহল। 'ইতর কলকাকলি হইতে পুরাণ পাওয়া যাইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কলকাকলি [স] বি অসুস্থ মধুর ধ্বনিযুক্ত যন্ত্র। 'কলে কলে ওঠে জেলে/কটিতে যে কলকাকলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কলককুন [স] বি কলতান। 'ফুল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকুনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কলকোলাহল [স] বি একাধিক কণ্ঠস্বরে সৃষ্ট শোরগোল। 'মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলক্রন্দন [স] বি বহুজনের মিলিত ক্রন্দনধ্বনি। 'জগৎজাড়া কলক্রন্দন গনতে পাছি বটে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলগান [স] বি কলকল শব্দরূপ গান। 'গেয়ে যাই কলগান দিবসে নিশীথে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলগীত [স] বি মধুর কলধ্বনি। 'ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

কলগীতি [স] বি মৃদু মধুর ধ্বনি। 'শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

কলগীতিকা [স] বি কলকাকলি। 'বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কলগুঞ্জন [স] বি অসুস্থ মধুর ধ্বনি। 'কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন গনিতে পাইতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কলতান [স] বি কলকাকলি। 'লইবি পথ হতে পাখির কলতান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কলতান করা ক্রিবিণ মধুর স্বরে। 'জোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কলভাষা [স] বি কলকল রবে বয়ে-চলা প্রবাহ। 'মন্দাকিনীর কলভাষা সেদিন হলোহলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কলধ্বনি [স] ১ বি মধুর স্বর। 'মৃগলীর কলধ্বনি/মধুর গর্জন গনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কাকলি। 'পক্ষি চারি দিশে কলধ্বনি করিতেছে।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বি কল কল শব্দ। 'তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কলধ্বনিমুখরিত [স] বিণ জলের ধ্বনিতে মুখর। 'সমুদ্র স্বগত-উজ্জিত অক্সিমা কলধ্বনিমুখরিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলনাদিনী [স] বিণ ক্রী কলশব্দকারী। 'এই ত কলনাদিনী গভীর তরঙ্গমধো দাঁড়াইয়া আছি।' বক্রিম, ১৮৭৪।

কলপ্রবাহ [স] বি কলকল ধ্বনিপূর্ণ জলের প্রবাহ। 'জনপদবধুদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজলসম্ময়ের অবিরত কলপ্রবাহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলবাহিনী [স] বিণ ক্রী মধুর শব্দে প্রবাহিত। 'কলবাহিনী ভাগীরথী যেমন দিনযামিনী হিমাদ্রয় হইতে বাসুকা বহন করিতেছে।' সাধারণী, ১৮৭৫।

কলভাষ [স] বি মধুর স্বর। 'কুলকুল কলভাষে কত কী ছিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কলভাষা [স] ১ বি জলপ্রবাহের শব্দ। 'দুরন্ত জলরাশি অসুস্থ কলভাষায় শিতকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি মধুর ভাষা। 'কালের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চসরে আলাপ আরম্ভ করে দিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলভাষী [স] বিণ মধুর স্বরে কথা বলে এমন। 'ফরাসি জ্ঞাতীর মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলমধুর [স] বিণ শ্রুতিমধুর কলরবপূর্ণ। 'সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কলমস্ত [স] বি কোলাহল-মুখর ধ্বনি। 'কলকল কলমস্তে নির্বাহী ডাক দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

কলমস্ত [স] বি কলকল মর্মরিত ধ্বনি। 'মধুর ইছামতীর কলমস্তের' বিভূতি, ১৯০১।

কলমুখরতা [স] বি কলধ্বনিময়তা। 'বহি লয়ে আনন্দের কলমুখরতা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কলরব [স] ১ বি কোলাহল। 'লোরে কলরব সুনি জগত ইশ্বর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি জল প্রবাহের সুমধুর শব্দ। 'তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি চৌচামেতি। 'বিছানায় গুঞ্জে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি উচ্চশব্দ। 'বিষহুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

কলরবকুক্ক [স] বিণ কোলাহলপূর্ণ। 'কলরবকুক্ক জনতার মধ্যে মহেস্ত প্রবেশ করিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কলরবময় [স] বিণ কলরবপূর্ণ। 'কলরবময় এক উচ্ছ্বসিত পৃথিবী।' জীবন, ১৯৩২।

কলরবমুখর [স] বিণ কলধ্বনিতে মুখরিত। 'আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রে মাঝখানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কলরবশূন্য [স] বিণ কোলাহল নেই এমন। 'তাহারা কলরবশূন্য নিভ্রু নভেভমজলে ... ভ্রমণ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কলরবশূন্য [স] বি মধুর গুঞ্জরিত ধ্বনি। 'বিহসের মত কলরবশূন্যে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়।' মুক্তভা, ১৯৬০।

কলরবহীন [স] বিণ নিঃশব্দ। 'উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র ভনাইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কলরবো [স কলরব>] ক্রি কলরব করা। 'ডাউক দূর কলরবত মস্ত মউর।' বাহরাম, ১৬৫০।

কলরাব [স কলরব] বি কলরব। 'কোকিল কুল কলরাব বিখার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কলরোদন [স] বি সম্মিলিত ক্রন্দন ধ্বনি। 'উছলি উঠে কলরোদন।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কলরোল [স] ১ বি কোলাহল। 'তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি গুঞ্জনধ্বনি। 'বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি কলকল শব্দ। 'বাইরের জলের কলরোল।' জীবন, ১৯০২।

কলরোলানি [স কলরোল>] বি সুব। 'তাহি চলত ঘাঁহি রটত মুরলিক কলরোলানি।' গোবিন্দ, ১৬০০।

কলরোলা [স কলরোল>] বিণ ধ্বনি-মুখর। 'তরঙ্গ ধ্বলাপে যমুনা কলরোলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কলশব্দ [স] বি কলকল ধ্বনি। 'জলের তরল কলশব্দ অবিরল প্রবেশ করতে থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কলশব্দগীত [স] ক্রিণি কলধ্বনি। 'কলশব্দগীতে সিঁদুর বিজয়রথ পশিল নদীতে -' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কলশব্দ [স] বি সুমধুর ধ্বনি। 'হে তটিনী, সে নগরে নাই কলশব্দ তোমার কণ্ঠের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কলশব্দা [স] বিণ ক্রী সুমধুর ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'আমাদের কলশব্দা স্রোতধিনী বেণুমতী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কলশব্দ [স] ১ ক্রি মধুর ধ্বনি। 'সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া কলশব্দে গান করে পিকবরকুল।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি কলকল শব্দ। 'দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলশব্দে পাণ কাটিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলশ্রোত [স] বি শব্দ-প্রবাহ। 'কুলকুল কলশ্রোতে দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

কলহংস [স] বি বালিহাস। 'শিখণ্ডিবাহনকে ... রাজহংস, কলহংস, নীল মংসা, গীত মংসা দেখয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কলহাস্য [স] বি উচ্ছ্বাসিত হাসি। 'বহুশণ ঘাটে যায় কলহাস্যে ককে লইয়া কারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কলহাস্য [স] বি হাস্যময় মধুর ধ্বনি। 'কোনো এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলহাস্যশালাপ [স] বি মধুর উচ্চ হাস্য এবং কথাবার্তা। 'এক জায়গায় হেসেদের চোচামেটি, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যশালাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কলহীন [স] বিণ জলপ্রবাহের ধ্বনি নেই এমন। 'কলহীন তটিনীর তরঙ্গের পরে ছুটিয়া যেতেছে মোর সচকিত প্রাণ।' জীবন, ১৯০০।

কলালাপ [স] বি মধুর ও অকুট গুঞ্জন। 'রাজ্যের কলালাপধ্বনি আশিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কলোচ্ছ্বাস [স কল-উচ্ছ্বাস] বি কলকল ধ্বনি; সুশলিত ধ্বনি। 'যেমন পথিক ভোলে কলোচ্ছ্বাসে উচ্ছল কর্তার।' কররত্ন, ১৯৬৩।

কলোচ্ছব [স কল-উৎসব] বি মুখরিত উৎসব। 'খেলবে দীঘির বিহিমিলি মোদের লীলা কলোচ্ছবে।' জমী, ১৯৩১।

কল [স কলা] ১ বি ইদুরের ফাঁদ। ওঙ্গ, ১৭৮৫। ২ বি চাবি-বিশেষ। 'সময়ক্রমে ঘণ্টা বাদক কল ফিরাইলেই আপনা হতে ঘণ্টা ঠানঠান শব্দ করে।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ প্রকৌশলসাধ্য। 'গড়ের উপরে লৌহ নির্মিত কলের পুলা' রামরাম, ১৮০১। ৪ বি কৌশল। 'এ কলোতে যদি বাবু কাবু না হয় তবে কাল সহকারে সকার বকারেই নির্ভর করিবা।' ভবানী, ১৮২৮। ৫ বি দেহযন্ত্র। 'দৌরল্যাগ্রযুক্তই তাহার শরীরিক কল একেবারে বন্দ হইল।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৬ বিণ ললিত। 'এক চর্যে বহু যন্ত্র বাদ্য ভায় কল।' ওঙ্গ, ১৮৫৮। ৭ বি ফাঁদ। 'ভাল মজার কল পাড়া গেল।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৮ বি জলের কল। 'উঠানের কলে জল-পড়ার শব্দ কানে এল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৯ বি সোনিয়া মেশিন। 'চূপচাপ কল ঘোরোতে ঘোরোতে ... নিঃস্পন্দক হয়ে পড়ল।' জীবন, ১৯৪৮। ১০ বি ঝামেলা। 'নতুন কল হয়েছে এখিমেন্ট।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কলগুয়ালা [কল+হি ওয়ালা] বি কলকারখানার মালিক। 'এখনও বড় কলগুয়ালা কী ডারি সওদাগরের আমরা নাম করতে পারি নে।' সবুজ, ১৯২০।

কলগুয়ালা [কল+হি ওয়ালা] বি ক্রী পাটকলের মালিক। 'পাট চাষের ফলে কলগুয়ালাদের হাতে প্রচুর পরিমাণ পাট জমিয়া যাওয়ায় ...' আজাদ, ১৯৪০।

কলকজা [কল+আ কবজা] ১ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ। 'এই গাড়িট তৈরি করে তুলতে শুধু আঠন এবং হাফটিক-করাত এবং কলকজা লেগেছে তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ বি উপাদান। 'ভাষার কলকজাও সব বদলে গেছে।' প্রমথ, ১৯২২। ৩ বি যন্ত্রপাতি। 'কলকজা জাহাজ ... অবিচারে তাকে চমকতে পারল না।' জীবন, ১৯৩২। ৪ বি অংশ-উপাংশ। 'মাথার কলকজা হ্রিক আছে বলে প্রমাণ দেয় না।' শওকত, ১৯৭২।

কলকাঠি [কল+কাঠি] বি চাবিকাঠি। 'উজান-ভেটেন কলকাঠি তায়/ ঘুরায় বসে।' লালন, ১৮৯০।

কলকারখানা [কল+ফা কারখানা] বি ফ্যাক্টরি; উৎপাদনের যান্ত্রিক কেন্দ্র। 'বর্ধচিত্ত করিয়া কল-কারখানা প্রভৃতির অধিযাশীদিগের কি না ক্ষতি করে।' এডুকেশন, ১৮৯০।

কল-কৌশল [কল+স কৌশল] ১ বি নানা উপায় ও কৌশল। 'কল-কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে।' মহাররফ, ১৮৮৯। ২ বি নানা রকম চাতুর্য। 'তার কলকৌশল - নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভান করে।' মুক্তভা, ১৯৫২।

কলঘর [কল+ঘর] ১ বি স্নানঘর। 'ভাড়াটেনের বউরা কলঘরে গিয়ে ঢুকছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ বি এলিন থাকে যে ঘরে; এলিন রুম। 'কৃষ্যভাবিনী,' ১৮৮৫।

কল-টেপা [কল+টেপা] ১ বিণ বোতাম টিপে চালাতে হয় এমন। 'অনেকেই শুভভাবে অভ্যস্ত মস্ত আড়ড়িয়ে কল-টেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ যান্ত্রিক; বাঁট-টিপে

সংগীত তৈরি হয় এমন। 'কল-টোপা সূরের গোলামি করিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কলতলা [কল+স তল] বি পানির কলের চারপাশ। 'কলপিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে।' নজরুল, ১৯৩০।

কল-দানব [কল+স দানব] বি যন্ত্ররূপ দানব। 'সেই কল-দানবের ঢাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কলবল [কল+অনুকার বল] ১ বি কায়দা-কৌশল। 'গোরা একজন কলে নানা প্রকার কলবল ঘারা যে সকল কথ্য সম্পন্ন করিবেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বি যন্ত্রপাতি। 'আনেক ছোট ছোট কলবলও আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কলবাড়ি বি বসবাসের বাড়ি, পুকুর, বাগান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু নিয়ে গড়ে তোলা ভিটা। 'একবাবের কলবাড়ি করে তুলতো।' জ্ঞানাসন, পুকুর, ফলের বাগান ... সব একসঙ্গে হয়ে যেতো।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কলযন্ত্র [কল+স যন্ত্র] বি মেশিন। 'পা-টি যেন কলযন্ত্রে চালিত হয়।' ওয়াদা, ১৯৬৪।

কলসম [কল+স সম] ক্রিবিধ যন্ত্রের মতো। 'অভিনেতার চক্ষুকারে কলসম নৃত্য করে।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

কলে কৌশলে [কল+স কৌশল] ক্রিবিধ বিভিন্ন ফন্দি অবলম্বন করে। 'কলে কৌশলে ... আঞ্জিল হয়ে অনেক চাল চালছেন।' হুতাম, ১৮৬১।

কলে-ছাঁটা ১ বিণ আন্তরিকতাশূন্য। 'তাহাকে খাড়া দাঁড় করাওয়া সবকিছু নিয়ে কলে-ছাঁটা কথা কহাওয়া গেলেই হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বিণ যন্ত্রে কাঁড়ানো। 'টেকির চাল হবে কলে ছাঁটা।' জীবন, ১৯৪২।

কলে-ভেরি বিণ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত। 'বৈচিত্র্য আরো কল্পিত কলে-ভেরি প্রাণহীন বৈচিত্র্য।' অনুদা, ১৯২৯।

কলে নাচানো ক্রি ইচ্ছামতো পরিচালিত করা। 'এখন কলে নাচাইতে পারিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

কলে-বলে ক্রিবিধ কৌশলে। 'কলে-বলে কথার ছলে দেখা গো ভোলায়।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

কলে-পড়া বিণ ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রে আটক। 'কলে-পড়া জঙ্ঘর মতন মুহূর্ত অসাড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কলের গাড়ী বি যন্ত্রচালিত গাড়ি (রেলগাড়ি)। 'কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া ... আগমন করিবার বাসনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কলের গান বি গ্রামোফোন। 'কান পেতে শুনে বললে ... এ যে কলের গান।' জীবন, ১৯৪৮।

কলের দোলা বি উত্তোলক যন্ত্র; শিফট। 'কলের দোলায় চড়ে এই তরঙ্গের চতুর্থ তলায় উঠে নিজে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো ম্যাশের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলের পুতুল বি যান্ত্রিক মানুষ। 'আমাকে কলের পুতুল করে বানাতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কলের লাঙল বি যন্ত্রচালিত লাঙল; ট্রাক্টর। 'জমিতে বিজ্ঞানসম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কল [হি] ১ বি আহ্বান। 'ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর সামাজিক কর্তব্যব্যাহারকল্প কল করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি বাসায় গিয়ে রোগী দেখার ডাক বা আমন্ত্রণ। 'যত বড় কলই থাকুক না কেন।' জীবন, ১৯৩৩।

কল-অফ [হি] বিণ স্থগিত। 'জেনারেল স্ট্রাইক চূড়ান্তভাবে কল-অফ হওয়া গেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

কলগার্শ [হি] বি বারবনিতা। 'এই শহরেরই কোনো কলগার্শটাল হবে।' শিবরাম, ১৯৭০।

কলই [স কলায়] বি কলাই ডাল। 'খেসারি কলই কিনি কিছু দিল তা'এ।' মালান্দর, ১৫০০।

কলই [আ কলই] বি ধাতুর প্রলেপ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কলই কলা ক্রি ধাতু গলিয়ে প্রলেপ দেওয়া। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কলএল [স কলকল] ক্রি কলকল। 'ভগ্নই কল্লপ কলএল সাদে।' চর্যা ৪৪, ১২০০।

কলকল [ধন্যা কলকল] ১ বিণ কুলকুল; কলকল ধ্বনিপূর্ণ। 'জলের মধুর কলকল ধ্বনি।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বি মিষ্টি শব্দ। 'শিতকণ্ঠের কলকল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কল কল করা ক্রি কথা বলা। 'রাত্রি দিবা কল কল করিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

কলকলানি [ধন্যা কলকল] ১ বি কলকল ধ্বনি। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি কলকল ধ্বনি করে এমন। 'তরতরানি কলকলানি দিয়া গীনা।' হোসেন, ১৯৬৯।

কলকলিত [ধন্যা কলকল] বিণ কলকল ধ্বনিযুক্ত। 'নির্ব্বর কলকলিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কলকলিনী [ধন্যা কলকল] বিণ স্ত্রী কলকল ধ্বনিকারী। 'উচ্চহাসে কলকলিয়ে কলকলিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কলকলে বিণ কল কল ধ্বনি করে এমন। 'জগতবিস্ময় কীর্তি অগণন, কলকলে ওই নদে মায় কয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কলকল [ধন্যা] বিণ জলের প্রবাহ নির্দেশক। 'ছলাছল টলটল কলকল তরঙ্গ।' ভারত, ১৭৬০।

কলকা [তু কলগী] ১ বি কাগড়ের পাড় প্রভৃতিতে পাতার আকৃতির নকশা। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি একপ্রকার হালুদ ফুল। 'ওড়ে প্রজাপতি কলকা ফুল।' নজরুল, ১৯২৮।

কলকাতাই [কলকাতা] বিণ কলকাতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'কবিতাটিকে কলকাতাই ছাড়ে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

কলকাতানি [কলকাতা] বিণ কলকাতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; কলকাতাই। 'ভাষা তার কলকাতানি নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কলকাতাই [কলকাতা] বিণ কলকাতার। 'খাস কলকাতাই শব্দ, মোটামুটিভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'প্ল্যাং' বলা যেতে পারে ...।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

কলকী [স কলি] বি হিন্দুযতে কলি মূলের শেষ অবতার। 'কলকী রূপেতে তোমকে দিলেই দুইজন।' বড়, ১৪৫০।

কলকে [স কলিকা] বি হকের মাধ্যম বসানো তামাক পোড়ানোর পাত্রবিশেষ। '... গুল, হঁকো, কলকে, আর - তোমার ভাল করুন গে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কলকে। 'স কলিকা। বি এক প্রকার ফুল। 'কলকে ফুলের কুণ্ডলনে জুগছে আলো খালসোলাসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কল-খালসি। 'কল+আ খলসী। বি জাহাজের মাণ নামানোর কাজ করে যে। 'আমরা মুটে কল-খালসি।' নজরুল, ১৯২৬।

কলগা। [তু কলগী। বি পাগড়ির অলঙ্কার। 'ছয় পাচরার খেলাং সরণেচ কলগায় সমাদৃত হন।' দর্পণ, ১৮২৫।

কলগী। [তু কলগী। বি পাগড়ির সামনে বাঁধা পাখির পালক। 'ছয় দশ আড়ানী চামর মোরছল সরণেচ মোরছা কলগী নিরমল।' ভারত, ১৭৬০।

কলঙ্ক। [স] ১ বি অপবাদ। 'জরমক তরে কুলে কলঙ্ক থুইবে।' বদু, ১৪৫০। ২ বি দুর্নাম। 'রাজকর্ম নির্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বি কালিমা; পাপ। 'কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে তাহার সন্ধ্যা করা যায় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি সন্দোহ। 'বহুজনের কদ্যচারজনিত কলঙ্ক ভুলিয়া লঙ্ঘিত ও সত্ত্ব হওয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বি কামজ দোষ। 'তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৬ বি দাগ। 'উহার উপর যে সার কলঙ্কবর্ণ কলঙ্ক দেখা যায় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৭ বি অপমণ। 'লোতে পড়িয়া কলঙ্ক জ্বলিবে না।' বঙ্কিম, ১৮৭০। ৮ বি সীমাবদ্ধতা। 'বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়, কলঙ্ক যা আছে, আছে মোর গায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৯ বি অপরাধ। 'সকল কলঙ্ক আজ করো গো মার্জনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ১০ বি অসৌন্দর্য। 'পরায়ীনতার কলঙ্ক দেখা দেয় কসো হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

কলঙ্ক-আকর। [স] বি কলঙ্কের আধার। 'আঁধার বহরসিনী কলঙ্ক-আকর।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কলঙ্ককলুচিত। [স] বি কলঙ্কজড়িত। 'কলঙ্ককলুচিত কলসি' স্বামীতে বৎসপুত্র আনিবার জন্য কত পছাই অবলম্বন করিলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কলঙ্ককারী। [স] বি কলঙ্ক দেয় এমন। 'সকল গীটই ইংল্টীয় লোকের যশোবিলোপি ও অনপনীয় কলঙ্ককারী বিষম সাম্রীয়া ধারা পূর্ণ ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কলঙ্ককালি। [স] বি অপবাদের চিহ্ন। 'ঢালি কলঙ্ককালি এ কিশোর প্রাণে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কলঙ্কচিত্র। [স] বি কলঙ্কের দাগ। 'অন্তর্হিত অপরাধের কলঙ্কচিত্রের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কলঙ্কতিলক। [স] বি কলঙ্কের দাগ। 'আমার কপালে কলঙ্কতিলক।' নজরুল, ১৯২৯।

কলঙ্কপাত। [স] বি কলঙ্ক আরোপ। 'তাঁহার প্রতি কলঙ্কপাত করে এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কলঙ্ক-ফাঁসি। [স কলঙ্ক+ফাঁসি। বি কলঙ্করূপ ফাঁসি। 'কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি।' জ্যোতিরিন্দ্র, ১৮৮১।

কলঙ্কবিন্দু। [স] বি কলঙ্কের দাগ। 'শুকপট্টী হরে ইন্দু ধরেছে কলঙ্কবিন্দু আছে দেখ তার নির্দশন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কলঙ্কব্যবসায়ী। [স] বি কলঙ্ক ছড়ায় যে। 'কলঙ্কব্যবসায়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কলঙ্কভঞ্জন। [স] বি কলঙ্ক মোচন। 'সেখানেই তার ইতিহাসের

কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলঙ্কভাগিনী। [স] বি কলঙ্কের অংশীদার। 'অতি-বড় কলঙ্কভাগিনী।' মনোজ, ১৯৬১।

কলঙ্কভাগী। [স] বি কলঙ্কের অংশীদার। 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কলঙ্ক-ভাজন। [স] বি কলঙ্কের ভাগী। 'জানি রাজা জানি হব কলঙ্ক-ভাজন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কলঙ্কমুক্ত। [স] বি অপবাদ আছে এমন। 'অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্কমুক্ত চিহ্ন মাত্র বোধ হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কলঙ্করোখা। [স] বি কলঙ্কের দাগ। 'দাসত্ব কলঙ্করোখা জয়নালের সুপ্রশস্ত নলাটে অক্ষয়রূপে অঙ্কিত হয়।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কলঙ্ক রোপণ। [স] বি কলঙ্ক আরোপ। 'বালবিধবা উত্তরকালে ... কলঙ্ক রোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কলঙ্কসাপর। [স] বি কলঙ্করূপ সাপর। 'একেবারে অতলম্পর্শ কলঙ্কসাপরে গিয়া পড়িবে।' সুভদ্র, ১৮৭৩।

কলঙ্কস্পর্শ। [স] বি কলঙ্কের ছোয়া। 'কোনকালে কলঙ্কস্পর্শের বাস্পও শ্রুত হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কলঙ্কিত। [স] বি কলঙ্কমুক্ত। 'সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কলঙ্কিনী। [স] কলঙ্কিনী। বি কলঙ্কমুক্ত। 'একে কলঙ্কিনী হই তাহে হুমি বৈমুখ।' মালাধর, ১৫০০।

কলঙ্কিনী। [স] বি কলঙ্কমুক্ত। 'কলঙ্কিনী ইহাতে কহসি উপদেশ।' আলোড়ন, ১৮৮০।

কলঙ্কী। [স] বি কলঙ্কমুক্ত। 'এমন ক্ষুদ্র পতঙ্গ রক্ততে আপন যশসী হস্ত কলঙ্কী করিবেন না।' তারিণী, ১৮০৩।

কলঙ্কে। [স কালোয়] ১ বি অত্যন্ত থ্রিয়পাত্র। 'এই মুই আপনার কলঙ্কে হুজোলা ... আবার এখন মারের দূর কতি চাও।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি হৃদয়। 'হায়! এখনও কলঙ্কে ফেটে যায়।' মশাররফ, ১৮৯০। ৩ বি বুক। 'এই ছোরাটা কলঙ্কেতে তার বসাই।' নজরুল, ১৯২২। ৪ বি যকুৎ। 'লেন্টানো মাংস আর বিবর্ণ কলঙ্কের কাভারে।' মাহমুদ, ১৯৬০।

কলঙ্ক। [স] বি পট্টী। 'মনে না করিহ পুত্র কলঙ্ক বাসনা।' মাপাধর, ১৫০০।

কলঙ্কৌত। [স] বি নিরুদ্ভব। 'কলঙ্কৌত দেহ দান সাধিবে ঘিলের মান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কলন। [স] বি মধুর ধনি। 'নৃত্য-গীত-কলনে বিশ্ব আনন্দিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কলনাইজ। [স] বি উপনিবেশে পরিণত। 'তাঁহার বাহু কোন একারে এ প্রদেশে কলনাইজ হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

কলনী। [স] বি উপনিবেশ। 'নিযুক্তীভাও কেপ-কলনীতে তাঁহার পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কলন্ত। [স কলন্ত] বি কালোয়াত। 'নাট্য কলন্ত সঙ্গে বসিল পরমরসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কলন্তর। [স কলন্তর] বি সুদ। 'কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কলন্দর [আ] বি মুসলমান সূফি সম্প্রদায়বিশেষ। 'কলন্দর হইআ কেহো ফিরে দিবারাতি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলশ [আ কলশ] বি পাকা চুল কালো করার রংবিশেষ। 'কলশ সমান মাত্র বিরহ রঞ্জনী'। আলোচন, ১৬৮০।

কলশ লাগানো ক্রি চুলে কালো রং করা। 'তৌবা করে কলশ লাগানো ছেড়ে দিয়েছেন'। নজরুল, ১৯৩১।

কলফ [আ] বি পাকা চুল কালো করার রং। 'পোঁপে কলফ লাগাইয়া ... বেড়াইতে লাগিল'। দর্পণ, ১৮২১।

কলশ [স কলাপ] বি ঘোড়া বা সিংহের কেশর। মানোএল, ১৭৪৩।

কলশনা [স কল্পনা] বি মানস রচনা। 'পৃথিবী-বাহিরে কলশনা-জীরে/করিছে যেন রে খেলা-ধূলি'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কলব দ্র কলপ

কলব [আ] বি অন্তর। 'ইহার বেশি অনিলে তাদের কলব ফাটিয়া যাইবে'। মনসুর, ১৯৩৫।

কলবল দ্র কল

কলবল [স কলকল] বি কোলাহল। 'পাইকের কলবল তরিল সিংহল'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলবলানো [স কল] ক্রি কলবল শব্দ করা। 'সুখানা চালাতে বস্যা কলবলায়ে কাউ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলবিহ [স] বি কোকিল। 'কপোত কুংকুত কহু কামী কোর কলবিহ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলভাষ, কলভাষা, কলভাষী দ্র কল

কলম [আ] বি লেখনী। 'কলম গোজে কানে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলম-কসুর [আ কলম+আ কসুরা] বি স্লিপ অব পেন; হিন্দুদের তুলনামূলক অধিক আদায় করা বাজনা। 'পার্বনি পঞ্চক-কাউ ওড়া-লোন সানা-ভাত ধানকাটা কলম-কসুরে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলমকাটা [আ কলম+স কাটিকা] বি কলম ইত্যাদি। 'সাদা কাগজ এবং কলমকাটা সেখান হইতে পাঠাইবেন'। ওর্স, ১৭৮২।

কলমগীর [আ কলম+ফা গীরা] বি লিপিকার; লেখক। 'তোমারে ভূষিতে জ্বান-পঁচিশী রচিল কলমগীর'। সত্যোদ্র, ১৯১৭।

কলম চালানা ক্রি কাটাকাটা করা। 'প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাস নে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলমদান [আ কলম+ফা দান] বি কলম রাখার জুল আসবাববিশেষ। ওর্স, ১৭৮২; 'মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, তবে কলমদান দাও'। বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'কলমদান, ব্রটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাসম ছোটো একটি আয়না এবং চিরিন-ক্লেশ'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলমদানি [আ কলম+ফা দানি] বি কলম রাখার আধার। ওর্স, ১৭৮৫; 'খবরের কাগজে কলমদানিটি মুড়ে রুন্নু প্রথম বারের মত ওবাড়ী গেল'। হুমায়ুন, ১৯৭২।

কলম পিষা, কলম পেষা, কলমপেসা [আ কলম+ফা পেশা] ১ ক্রি পেখা। 'হাড়ভাঙা কলম পিষণের পর ...'। দীপিকা, ১৮৮৭। ২ বি লেখার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ ক্রি লেখালেখি করা। 'কারণ আমার জানি শুধু বক্তৃতা করিতে আর কলম পিষতে'। প্রমথ, ১৯২০। ৪ বিধ লেখনী চালনা করে জীবিজা উপার্জন করে এমন। 'সে কলম-পেখা কেরানির বউ নয়'। মানিক, ১৯৪০।

কলমবাজি [আ কলম+ফা বাজী] বি (মদ অর্থে) লেখার কাজ। 'শেষ কর তোর কৃত্রিম এই কলমবাজি'। নজরুল, ১৯৩০।

কলম হাঁকানো ক্রি লেখালেখি করা। 'কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কলমের পোলামি [আ কলম+আ পোলামি] বি লেখালেখি। 'কলমের পোলামিটা আর নাহি লাগে মিঠা'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কলমী [আ কলম] বি বিধ হাতে লিখিত। 'দিল্লীর মহাফিজখানাতে আমার লেখ রায় আমাকে কলমী কিতাব দেখায় নি'। মুক্তাবত, ১৯৬০।

কলম [ই কলাম] ১ বি ঝাড়ে ব্যবহৃত কাচের খণ্ড। 'এই রশ্মি, ঝাড়ের কলম অথবা তদনুরূপ অন্য কোন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে ...'। বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি পত্রিকার কলাম। 'সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আধ কলামও নয়'। অন্তর, ১৯২৯।

কলম [আ কলম] বি গাছের ডাল থেকে নেতুন গাছ জন্মানো। 'বৃক্ষলতারির কলম করিয়া রোপণ করিলে ...'। অক্ষর, ১৮৫২; 'কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে, খুড়ের কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিষম ঢোকা ...'। বিদ্যা, ১৮৭৩।

কলমধুর, কলমদ্র, কলামর্মর দ্র কল

কলামা [আ কালিমায়া] বি ইসলামের মূলমন্ত্র। 'মুসলমান কলামা পড়ে হিন্দু কামে রাম'। মর্ত্ত্য, ১৭৫০।

কলামি [স কলমী] বি শাকবিশেষ। 'রান্ধাছ পুড়্যাতি পিমা কলামি কাঁচড়া'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলমিলতা, কলমীলতা [স কলমী+স লতা] বি লতাবিশেষ। 'সব কলমিলতা সজনে ফুল এর দল'। নজরুল, ১৯২৭; 'কলমীলতার গহনা তাহার গায়'। জঙ্গীম, ১৯৩১।

কলমী [স কলমী] ১ বি শাকবিশেষ। 'হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ফুলবিশেষ। 'কলমী ফুলের নোলক পরায় দেখে'। জঙ্গীম, ১৯৩৩।

কলমীদাম [স কলমী+স দাম] বি কলমি লতার দল। 'কলমীদামের থেকে জন্মেছে সে'। জীবন, ১৯৩২।

কলমুখরতা, কলরব, কলরবময়, কলরোদন, কলরোল ইত্যাদি দ্র কল

কলশ [স] বি অরবিশেষ। 'কালপুষ্ট কলশ কৃপাণ চন্দ্রশা'। মানিকরাম, ১৭৮১।

কলশকুল [স] বি তিরসকল। 'উড়িল কলশকুল অহর প্রদেশে শনশনে'। মাইকেল, ১৮৬১।

কলশক [স কলশ] বি লেখ জাতীয় ফলবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

কলর বি একপ্রকার পাখি। 'কামী কোর কলবিহ কলর কুল্লি কলট'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কলশি [স] বি কলস। 'কলশির কানা মারলেও প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না'। নজরুল, ১৯২৩।

কলস, কলসি, কলসী [স] বি পানি বহন করা ও জমিয়ে রাখার পাত্রবিশেষ। 'রাখার তন পরলে/যেহ আমৃতকলাসে'। বড়ু, ১৪৫০; 'হেন বুলী রাখা কলসী লতা জাএ গজগড়ি ছান্দে'। বড়ু, ১৪৫০; 'কলসি'। ওর্স, ১৭৮২।

কলাখন, কলাবর, কলাপ্রোত ইত্যাদি দ্র কল'

কলাহ [স] বি বিবাদ। 'দুই জনে ক্রীড়া-কলাহ লাগিল তখাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কলাহ-কচকটি [স] বি ঝগড়া-বিবাদ। 'কলাহ-কচকটিতে তারা বিরক্ত হয়।' তারা, ১৯৪৩।

কলাহকলাপ [স] বি ঝগড়াঝাঁটি। 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলাহকলাপে আমার অধৈর্যসিদ্ধি পণ্ড।' সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

কলাহকাল [স] বি ঝগড়ার সময়। 'তাহাদের কলাহকালের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রতীতি হইল যে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কলাহ-কোন্দল [স] কলাহ+স কন্দল। বি বিবাদ-বিসম্বাদ। 'অতীতকে নিয়ে কলাহ-কোন্দল করবার অভ্যাস ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

কলাহনাদ [স] বি ঝগড়া-বিবাদজনিত শব্দ। 'অত্যাচ্ছ কলাহনাদে সে স্থান নিনাদিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কলাহপরায়ণ [স] বিণ ঝগড়াটে। 'ইহারা যেরূপ কলাহপরায়ণ, ইতরভাব ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কলাহপরায়ণী [স] বিণ স্ত্রী ঝগড়াটে। 'রায়-বাড়ির স্বভাবমুখরা মেয়ে, কঠোর কলাহপরায়ণী হইয়া উঠিল।' তারা, ১৯৪০।

কলাহপূর্ণ [স] বিণ বিতর্কিত। 'জরমনদিপের ভাষার আদ্যোপাধ্য জ্ঞান বৃত্তান্ত কলাহপূর্ণ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কলাহপ্রিয় [স] বিণ ঝগড়াটে। 'বালগিরা বাকপটু, অলস এবং কলাহপ্রিয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কলাহপ্রিয়তা [স] বি ঝগড়াটেনা। 'ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের উজ্জ্বলতা ও কলাহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দাক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কলাহপ্রিয়া [স] বিণ স্ত্রী ঝগড়াটে। 'কলাহপ্রিয়া, মুদ্রাস্থা'র রমণীর পান্থমুগ্ধ হওয়া অশেষ ক্রেশের বিষয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কলাহ-বিষেহ [স] বি বিবাদ ও শত্রুতা। 'আনন্দ-মিলনের ক্ষেত্রে কলাহ-বিষেহের সূচনা করা নিতান্তই আনুগিক ব্যাপার।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কলাহবিমুখ [স] বিণ ঝগড়া করা অগছন্দ করে এমন। 'কলাহবিমুখ বিদ্যা নিরুত্তরে সহ্য করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কলাহবাশার [স] বি বিবাদের বিষয়। 'স্বামীর সহিত ঐ সকল উপাত্ত ও কলাহবাশারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কলাহরব [স] বি বিবাদ-বিসম্বাদের শব্দ। 'ঘোরতর কলাহরব শ্রবণ করিয়া আমি চমৎকৃত ও মুগ্ধিতবৎ হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কলাহাঙ্গা [স] কলাহাঙ্গরিতা। বি যে নায়িকা প্রিয়কে ভাগ্য করে পরে অনুভব করে। 'পঞ্চমে উৎকৃষ্টতা কলাহাঙ্গা ঘটম্বে।' আলোণ, ১৬৮০।

কলাহাম্পাদ [স] বিণ ঝগড়াটে। 'সেই কলাহাম্পাদ স্বামীর কাছে আমি যেতে চাই না।' মুক্তভব, ১৯৬০।

কলাহোনিধ [স] বিণ ঝগড়া করতে উদ্ভাত। 'কলাহোনিধ স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইল আজহার খাঁ।' শওকত, ১৯৫৮।

কলা' [স] ১ বি কান্তি। 'বিষয়ল জিগী' তার আধরের কলা।' বড়, ১৪০০। ২ বি মূর্তি। 'সম্ব চক্র গদা পঞ্চ চতুর্ভুজ কলা।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি চাঁদের ঘোলা ভাগের এক ভাগ। 'নিতি নিতি বাড়়ে শব্দর কলারীতে।' আলোণ, ১৬৮০।

কলাধর [স] বি চাঁদ। 'আকাশে করেন কেশি লয়ে কলাধরে।' মাইকেল, ১৮৬২।

কলানাহ [স] বি চাঁদ। 'কলানাহ কুমুদের প্রেম কি কারণ।' ওপ, ১৮৫৮।

কলানিধি [স] বি চাঁদ। 'গগন মণ্ডল উগ কলানিধি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

কলায় কলায় ত্রিবিধ কালে কালে। 'পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি দিন দিন কলায় কলায় ক্ষয় হচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কলারূপ [স] বি চাঁদের মতো। 'অঙ্গ অংশ কলারূপ তার।' লালন, ১৮৯০।

কলা' [স] কদলক। বি কলাগাছ ও তার ফল। 'অন্তস্ত তত্তুল ফুল চিনিচাপা কলা।' মালাধর, ১৫০০।

কলাক্ষেত বি কলাগাছের বাগান। 'কলাক্ষেতের আড়ালে গিয়ে দিয়েছিল।' আলোণ, ১৯৭৩।

কলাগাছ বি কলা নামক ফলের গাছ। 'গিরিল কুফর যেন কলাগাছ বড়ে।' গরীব, ১৭৬৫।

কলাছড়া [স] কদলক+স ছটা। বি ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত - দমিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুণধন, ...।' অবন, ১৯১৯।

কলা' দেখানো ক্রি ফাঁকি দেওয়া; ঠকানো। 'কিছু করবেন না, কলা' দেখিয়ে দেবেন।' মানিক, ১৯৩৭।

কলাপাত [কলা+পাতা] বি কলা গাছের পাতা, যা লেখার জন্য কাগজের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো। 'পরন্তু তালপাত কলাপাত ইত্যাদি লেখা পড়া পূর্বে যে প্রকার হইত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

কলাপাতা [কলা+পাতা] বি কলা গাছের পাতা। 'বেড়ার উপর শুদ্ধ কলাপাতার দোদুল রেখামূর্তি।' শওকত, ১৯৫৮।

কলা-বউ [স] কদলক-বউ। বি দুর্গাপূজায় বধূবোধধারিণী কলাগাছ। 'কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কলাবড়া [স] কদলক+স বটক। বি কলার বড়া। 'মুদগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কলাবন [স] কদলক-বন। বি কলার বাগান। 'ঘন কলাবন বাঁশঝাড় ঘন আম-কাঁঠালের বনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলাবাগান [স] কদলক+ফা বাগ। বি কলা গাছের বাগান। 'কলাবাগানে করেছ দুঃশাসনের দৌরাষ্ট্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কলার ডেগো বি কলাগাছের ডগ। 'কলার ডেগো সর্প হলো ...।' লালন, ১৮৯০।

কলা' [স] ১ বি কৌশল; হলনা। 'পুরুষ হইয়া তুমি জান এত কলা।' বড়, ১৫০৭। ২ বি সংগীতে তালের মাতা। 'লঘুশব্দ সকলে ৭১ একাত্তর কলা।' বড়, ১৫০৭। ৩ বি শিল্প। 'মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কলাকার [স] বি শিল্পী। 'ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করতে পারছেন না বলে দোষ দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিককে, কলাকারকে, দার্শনিককে।' মুক্তভব, ১৯৫৮।

কলাকুশল [স] বিণ সুকুমার শিল্পে দক্ষ। 'যে-সকল কলাকুশল গুণী সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়া আসিচ্ছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কলাকুশলতা [স] বি কারিগরি কৌশল। 'কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন।' অনুদা, ১৯২৯।

কলাকেন্দ্র [স] বি শিল্পকলা চর্চার স্থান। 'আমাদের কলাকেন্দ্র, আমাদের সর্ব কারুকাছে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কলাকৈবল্যবাদ [স] বি শিল্পের জন্য শিল্প এই মতবাদ। 'শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কলাকৈবল্যবাদ নামে যে শঠতা প্রচলিত আছে।' উমর, ১৯৬৮।

কলাকৈবল্যবাদী [স] বি শিল্প শুধু শিল্পের জন্য এই মতবাদে আস্থাবান ব্যক্তি। 'কলাকৈবল্যবাদী না-বলে তাঁকে বলব কলা-অকৈবল্যবাদী।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কলাকৌশল [স] বি নৈপুণ্য; আদব-কায়দা। 'মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কলাকৌশলনিপুণ [স] বিণ কুশলী। 'রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এক মুহূর্ত কলাকৌশলনিপুণ সেনাপতির সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন ...।' সুনীল খোদা, ১৯৭০।

কলাচর্চা [স] বি শিল্পের অনুশীলন। 'সকলেই উত্তর ভারতে বাস করে সদৃশকর কাছ থেকে কলাচর্চা শিখে গেছেন।' মুজ্তাবা, ১৯৫৮।

কলাজ্ঞান [স] বি শিল্পবিষয়ক জ্ঞান। 'সে সকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয়।' প্রমথ, ১৯১৩।

কলাভাস্ত্র [স] বি শিল্পবিদ্যা। 'এরা সমাজে রাষ্ট্রে কলাভাস্ত্রে কোথাও নতুনকে ভয় করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কলানায়ক [স] বি শিল্পী; শিল্পকুশলী। 'গদ্বর্ষ সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়/ কলানায়কদের অগ্রণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কলানিপুণ [স] বিণ সুকুমার শিল্পে দক্ষ। 'জগতের কলানিপুণ গণীদের সমাবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কলানৈপুণ্য [স] বি সুকুমার শিল্পে দক্ষতা। 'কলানৈপুণ্যের হেইবকি মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষে দৃষ্টিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

কলাপ্রকাশ [স] বি শিল্পের বিকাশমানতা। 'ইন্দ্রেন্দ্রেশ্বরের চিত্রবিকাশ কলাপ্রকাশ মূর্তমান করবে তাই নয়।' মুজ্তাবা, ১৯৫৯।

কলাবাত [স] কলাবৎ বি যে সংগীতে পারদর্শী। 'পূরল মনোরথ সকল কলাবাত।' জালাল, ১৬৫১।

কলাবতী [স] বিণ স্ত্রী রসবতী; যে ছলা-কলা জানে। 'কোন কলাবতী আজি পেরেছিল লাগ।' ঘিটু, ১৬০০।

কলাবান [স] বিণ সুকুমার শিল্পে নিপুণ। 'কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গণী সেখানে তাঁহার তপস্বী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কলাবিৎ [স] বিণ শিল্পরসজ্ঞ। 'কলাবিৎ সম হায়।' জীবন, ১৯২৭।

কলাবিদ্যা [স] বি শিল্পবিদ্যা; ললিত কলার বিদ্যা। 'গ্রীসের কলাবিদ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কলা-বিলাস [স] বি রসকলা সম্পর্কিত বিহার। 'ঘোর ঠাই কলা-বিলাস শিখে ব্রজরাম।' কুরুদাস, ১৫৮০।

কলাবিলাসিনী [স] বিণ স্ত্রী গীতবাদ্যনৃত্যাদিতে পারদর্শী। 'অল্পত কলাবিলাসিনী রূপসীর সর্বগুণসম্পন্না।' হাই, ১৯৫৪।

কলাবৃত্তি [স] বি নির্মাণকুশলতা। 'সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন।' বিজুতি, ১৯৩৮।

কলাভবন [স] বি নানাবিধ শিল্পবিদ্যার চর্চা হয় যে ভবনে। 'পাঠশালা শিল্পের হাট কারুছত্র কলাভবন।' অবন, ১৯২৫।

কলাভাণ্ডার [স] কলা+ভাণ্ডার বি শিল্পসমগ্রভাণ্ডার। 'নন্দনাথের কলাভাণ্ডারে এই কাজ অবশেষে আরম্ভও হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কলামাণ্ডিত [স] বিণ সৌন্দর্যমাণ্ডিত। 'পরিণত, পরিপূর্ণ কলামাণ্ডিত।' মুনীর, ১৯৬৬।

কলামাতি [স] কলাবতী বি নৃত্যাগীতে পারদর্শী নারী। 'তুহু দরসন বিনু তিলও ন জীব। জইও কলামাতি পীউখ পীব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কলারসজ্ঞ [স] বি কলাবিদ। 'আধুনিক কলারসজ্ঞ বলেছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কলারসিক [স] বি সৌন্দর্যরসিক। 'তথাকথিত কলারসিকদের জন্য।' অবন, ১৯২৫।

কলারাজ [স] বি শিল্প-সাহিত্যের জগৎ। 'এই কারণে কলারাজের মহাপুরুষদের যা-খুশি তাই করবার যে অধিকার আছে।' প্রমথ, ১৯১৫।

কলাশাস্ত্রী [স] বি কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ছবি-গিথিয়ার হা-হুতাশ হুছে কলাশাস্ত্রীর জ্বনে।' অবন, ১৯২৫; 'অসতর্কতাই অপমান করে কলাশাস্ত্রীকে, আর কলাশাস্ত্রী তার শোখ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কলাশিল্প [স] বি ললিতকলা। 'নিত্যনূতন কলাশিল্পের শোভা সম্পদের মধ্যে মোলোমল লেখকবৃন্দের এই নিচেট্ট উদাসীন ভাব কি তয়ানক বেদনাদায়ক।' কোহিনুর, ১৯১১।

কলাশোভন [স] বিণ সুকুমার শিল্পে শোভিত। 'কত কলাশোভন কুমুদীতি দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কলাসদন [স] বি কলা বিভাগের শিক্ষাকেন্দ্র। 'কলাসদনে চাতক ছিল এরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কলাসরস্বতী [স] বিণ স্ত্রী শিল্পগণাধিপতি। 'তদুপরি অনুপমা সুন্দরী, বিদূষী, কলাসরস্বতী।' নজরুল, ১৯২৭।

কলাসৃষ্টি [স] বি নির্মাণকুশলতা। 'কলাসৃষ্টির দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখতে গেলে তাঁকে কি যলা যায়?' মুজ্তাবা ১৯৫২।

কলাসৌন্দর্য [স] বি ললিতকলার সৌন্দর্য। 'জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বৈ কমে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কলাহীন [স] বিণ অসুন্দর। 'অপূর্ণ নয়, অপরিশ্রুত নয়, সরল নয়, কলাহীন নয়।' মুনীর, ১৯৬৬।

কলাই [স] কলায় বি কলাই ডাল। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'মাঠে কলাই সরিয়া ধান, তাহার কে করিবে পরিমাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কলাইসুঁটি [স] কলায়+স শিখি> বি মটরভটি। 'গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটি।' রজ্জিম, ১৮৭৯।

কলাই [আ কলাই] বি রাহ ধাতুর প্রলেপ। 'সৌহের পাতে রস্কের কলাই করিলে, উহা দেখিতে সুন্দর হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কলাইকর [আ কলাই] বি ধাতব বস্তুতে যে মিনা করে। ওঙ্গা, ১৭৮২।

কলাই-করা বিণ ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়েছে এমন। 'কলাই-করা গ্রাস, থালা।' বিজুতি, ১৯৩১।

কলাকলি [স ক্রোড়] বি পরস্পর আলিঙ্গন; কোলাকুলি। 'করি অতি কলাকলি নবীর দরদ রুলি।' সুলতান, ১৬৫০।

কলানো [স ক্রোড়] ক্রি অনুগত হওয়া। 'দেহার দেব মো হই কলাগিরী আসিআ।' বহু, ১৪৫০।

কলানো [স কলা] ১ ক্রি যোগ করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি অজুড়িত

হওয়া; গজানো। 'বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়' বিভূতি, ১৯২৯।

কলাপ [স] ১ বি প্রসার। 'কীড়ার কলাপ দেখি লইল স্বরূপ' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি মূর্খপুঞ্জ। 'চন্দ্রক কলাপময়, নাচে কুতুহলে' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। 'পনেরটি ছাত্র কলাপ, ও মুকুবোধ পড়ে' বিভূতি, ১৯৩৮। ৪ বি কীর্তি। 'মুন্ডাভায়ার কোষে, কয়েকটি অলীক শব্দে আছে যার দয়াদ্র কলাপ' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কলাপী [স] বি মূর্খ। 'বিহঙ্গকুলে কলাপীবৎ এক সুন্দরী' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

কলামিনিস্ট [ই] বি বিশেষ বিষয়ের উপর নিয়মিত লেখেন এমন সাহাবাদিক। 'কোন চাকরি নিয়ে শুরু করব ... খবরের কাগজে কলামিনিস্টের' মুক্তাবা, ১৯৫২।

কলায় [স] বি কলাই; ভালবিশেষ। 'আর ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসুর, মাষ প্রভৃতি কলায় হইতে ডাইল হয়' বিদ্যা, ১৮৫১।

কলার [ই] বি জামার গলদেশের চওড়া ও শক্ত পটিবিশেষ। 'স্বকবন্দ শাট-এর কলার উলটে, মালকোঁচা মেরে ...' ধূর্জিৎ, ১৯৩১।

কলি [স] বি হিন্দুমতে চতুর্থ ও শেষ যুগ। 'এবেসি জাগলি ডেল কলি আবার' বড়ু, ১৪৫০।

কলিকাল [স] ১ ত্রিবিধ হিন্দুমতে শেষ যুগ। 'কলিকালে প্রবেশ করিব মহিভলে' মালাধর, ১৫০০। ২ বি দুঃসময়। 'কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বি অবান্ত্রিত কাল। 'এই অকৃতজ্ঞতার বাধা নিয়েছে কি দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল!' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি সাম্প্রতিক কাল। 'কলিকালের সকল ভবিষ্যৎ-বাণীরই প্রায় এই দশা দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কলিকালোচিত [স] বিণ আধুনিক কালের অবান্ত্রিত লক্ষণযুক্ত। 'মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাভাব্যের দুল্লভ' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

কলিজুগ [স কলিযুগ] বি হিন্দুমতে শেষ যুগ। 'কলিজুগ পাপ সত্ত তোহে ফললা' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কলিযুগ [স] বি আধুনিক কাল। 'অতএব কলিযুগে মোর পরকাশ' বৃন্দা, ১৫৮০।

কলির ঢোলা বি দুষ্ট প্রকৃতির লোক। 'লোকে তোমাকে যে কলির ঢোলা কহে তাহা যথার্থ' রামদায়রণ, ১৮৫৪।

কলিহত [স] বিণ কলিমুগে। 'সেই ত সুমেধা আর কলিহত জন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কলি [স] বি বাগড়া। 'বাপের সাপ গোএর মউর সদাই করে কলি' মুকুন্দ, ১৬০০।

কলি [স] ১ বি কুড়ি। 'ফুটল কমল কলি' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি ক্ষুদ্র ভাগ। 'হাসিয়া উড়ায় দেব সময়ের কলি' আহসান, ১৯৪৪।

কলি বি গানের চার স্তবক। 'বিবিসকলে এই এক কলিতেই চারি কলির সুখ পাইলেন' ভবানী, ১৮২৮।

কলিখা ক্রিণা জ্ঞানে। 'চঞ্চল মুসা কলিখা নাশক থাতি' চর্যা ২১, ১২০০।

কলিংবেল [ই] বি কাউকে ডাকার ঘণ্টা। 'আর ঢঙ চঙাচঙে হচ্ছে ডাকারের দরজার কলিংবেল' শিবরাম, ১৯৫০।

কলিক [ই] বি পেটের ব্যথা। 'আমার কলিক ব্যথা উঠেছে' জীবন,

১৯৩২।

কলিকা [স] ১ বি কুড়ি। 'আঙ্গুলি চম্পককলিকাজালে' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি কলকে ফুল। 'চম্পক কলিকা নহে তার সমসর' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি থলে। মানোএল, ১৭৪৩।

কলিকাস্বরূপ [স] বিণ কোরকের মতো। 'সুকোমল-কলিকাস্বরূপ, নবপ্রসূত শিশু সন্তানের অকম্পাৎ মৃত্যুঘনো ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

কলিকা [স] বি হাঁকের মাখায় রাখা কলকে, যার মধ্যে তামাক পোড়ানো হয়। 'কলিকা - ৪' চিঠিপত্র, ১৮৪৭; 'ডাবা ছকার কলিকা চড়াইয়া দান' মশাররফ, ১৮৬৯; 'কলিকাটা উপড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কলিগ [ই] বি সহকর্মী। 'তার অনেক কলিগ ও ইস্টবেঙ্গল পীপল' সুনীল, ১৯৭০।

কলিঙ্গ [ই] বি প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ। 'কহি দৃঢ় সূনিচয় শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল' মুকুন্দ, ১৬০০।

কলিজা [স কালোয়া] ১ বি হৃৎপিণ্ড। 'কাপ কুন্সুপ করি কলিজার বেঁটা ধরি ...' সুলতান, ১৭৫০। ২ বি যকৃৎ। 'বুকের কলিজা খাব মাথার বাব ঘি' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বি প্রাণ। 'আমার প্রাণের প্রাণ - কলিজার টুকরা আর আমি -' মশাররফ, ১৮৮৫। ৪ বি কলিজা-ভূনা। 'ছ-সাত রকমের পেলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা, কলিজা' মুকুন্দ, ১৯৫৮।

কলিজা-পিশানো বিণ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক। 'কাংরায় শুধু! ওমরিয়া কান্দে কলিজা-পিশানো বাজে' নজরুল, ১৯২৪।

কলিত [স] বিণ বোধিত। 'করুণ কষ্টের কথা লেখা আছে কলিত পাথরে' মাহমুদ, ১৯৬৬।

কলিদার [স কলি+দার] বিণ কলির আকারে কাটা বস্ত্রখণ্ডয় রয়েছে এমন। 'কলিদার পাঞ্জাবি পরা একজন সন্ত্রাস্ত চেহারার মুসলমান বাবাকে এসে সেলাম করে' সুনীল, ১৯৭০।

কলি-পথ [স] বি পাপের পথ। 'সাপ দুখে মাতে পানী কলি-পথে' মুকুন্দ, ১৬০০।

কলিম [স কল্যা] বিণ পানী। 'হিম্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ শহরে দুই কলিম পুরুষ ...' মানোএল, ১৭৪৩।

কলিমা [আ কালিমাহা] বি ইসলামের মূলমন্ত্র। 'দোয়া করে কলিমা পড়িয়া' মুকুন্দ, ১৬০০।

কলিয়া বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'গোলোকচন্দ্র কলিয়া' সেবধি, ১৮৪০।

কলিয়া [স কলিকা] বি কুড়ি। 'বাদলশেষে করুণহেসে যেন চামেলী-কলিয়া' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কলিশন [ই] বি ধাক্কা। 'বেয়ারার সাথে কলিশন বাধে' শিবরাম, ১৯৫০।

কলিহত দ্র কলি

কলী [স কলি] বি কলি; হিন্দু পুরাণমতে চার যুগের শেষ যুগ। 'সত্য ত্রোতা/ ঘাপর কলী/ আক্ষে নিরঞ্জন কায়' বড়ু, ১৪৫০।

কলীগ [ই] বি সহকর্মী। 'এখানে সবাই কলীগ' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

কলু [স কলা] ১ বি তেল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'কলু নগরে পিড়ে ঘানী' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'ষষ্ঠীদাস কলু'।

সেবধি, ১৮৪০।

কলুণী [কলু>] বি তেল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জীলোক। 'বেদিগী, যুগিণী, চাড়াগণী, কলুণী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ বুড়ো বয়েস রঙ্গ কোরছেন।' মশাররক, ১৮৬৯।

কলুপাড়া [কলু+স পাটক>] বি কলুরা বাস করে যে পাড়ায়। 'কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে ...' বিকৃতি, ১৯৩১।

কলুপো [কলু+স পুর>] বি কলুর ছেলে। 'কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভাড়া দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল।' দর্পণ, ১৮২৮।

কলুবুড়ি [কলু+বুড়ি] বি কলুদের বাড়ির বুড়ি। 'কলুবুড়ি শাকসবজি/তুলেছে পাঁচমিঙলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কলুর বলদ ১ বি ঘানি টানার বলদ। 'এক বৃহৎকার বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নানায় মুখ দিয়া জ্ঞাবনা খাইতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি পরের নির্দেশে অঙ্কভাবে প্রিয়ম্ব করে যে। 'কলুর বলদ টানিস ঘানি গলদ কোথায় নাইকো জান।' নজরুল, ১৯২৪।

কলুদ বি বুনা ফুলবিশেষ। 'কলুদ ফুল যে কাকে বলে, ওই যে থোলো থোলো আগাছা জন্মে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

কলুয়া [স কলু>] বিণ কলে ব্যবহার্য। 'কলুয়া লাকড়ি ওগররাই কৈফিয়ত মাল ...' ক্যালসে, ১৭৯৬।

কলুষ [স ১ বি পাপ। 'কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ।' মুকুন্দ, ১৮০০। ২ বি মলিনতা। 'বিক্র হব আকাশের মর্মমূলে কলুষের বেদনার শূলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কলুষকুহক [স বি পাণের প্রয়োচনা। 'কলুষকুহকে পারে কি গো নিবারিতে।' মাইকেল, ১৮৬১।

কলুষজঞ্জরিত [স বিণ পাপপূর্ণ। 'অতি নীচমনা কলুষজঞ্জরিত মানুষ।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কলুষবেষিণী [স বিণ পাপকে ঘৃণা করে এমন। 'এ পাপ-সম্মানে কি সাথে করি রে বাস, কলুষবিবেষিণী আমি।' মাইকেল, ১৮৬১।

কলুষনাশিনী [স বিণ স্ত্রী পাপ মোচনকারী। 'হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা, কলুষনাশিনী তুমি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কলুষপঙ্ক [স বি পাপরূপ পঙ্ক। 'নির্দাজ কালো কলুষপঙ্ক বুদ্ধ দাও প্রসংহকী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কলুষপুরুষ [স বি পাপাসক্ত পুরুষ। 'গৃহমর্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'গরে কলুষপুরুষ স্পর্শে' অসম্মানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কলুষবাস্প [স বি কালিমাযুক্ত বাতাস। 'এই কলুষবাস্পে তোমার যচ্ছ দর্পণ ঝাপসা করে তুলব না।' নজরুল, ১৯২৪।

কলুষ বিহরা ক্রি কলুষনাশক। 'ধন পূত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিহরা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কলুষভঙ্গা [স বিণ স্ত্রী কলুষতা দূরকারী। 'সেবী সুরেখরী ভুবনসুন্দরী কলিতে কলুষভঙ্গা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কলুষভাব [স বি পাপচিন্তা। 'কোন কুচিন্তা ও কলুষভাব যাহাদের অন্তরে স্থান পায় নাই।' এসলাম, ১৯২০।

কলুষমুখ [স বিণ মলিনতাহীন। 'সমাজকে আমার চেয়েছিলাম কলুষমুখ রাখতে।' বেগম, ১৯৫৩।

কলুষরক্ত [স বি দূষিত রক্ত। 'সীরবে প্রভাত-আলো পড়ে তাদের কলুষরক্ত যননের 'গরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কলুষ-হরা [স বিণ কলুষ নাশ করে এমন। 'ভীম-নিদাদিনী কলুষ-হরা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কলুষা [স কলুষ>] ক্রি কলুষিত করা। 'মিথ্যা কলুষিবে জনতার বিশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কলুষিত [স ১ বিণ কলুষিত। 'মতির চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ বিণ অপবিত্র। 'রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কলেজ [হি বি মহাবিদ্যালয়। 'স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এলেকশন ও ব্রুকজান মাথায় তুলে পায়ের ধরে মান ভাঙ্গাবেন।' হত্যাম, ১৮৬১; 'কাটলপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা University যাহাই হক তাহাতে আমি কোন সাহায্য করিব না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কলেজ কম্পাউণ্ড [হি বি মহাবিদ্যালয়ের নির্ধারিত এলাকা। 'কলেজ কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ... হাত জোড় করে দাঁড়াল।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

কলেজগামী [হি কলেজ+স গামী] বিণ কলেজে গমনকারী। 'কলেজগামী ছাত্রী এবং চাকরিজীবী মহিলাদের জন্য নিত্যন্ত অগ্রদূত।' বেগম, ১৯৬৮।

কলেজ-তাড়িত [হি কলেজ+স তাড়িত] বিণ কলেজ থেকে বিতাড়িত। 'এই কলেজ-তাড়িত ... মজিনের মধ্যে এমন গঠন-প্রতিভা ছিল।' মনসুর, ১৯৫৫।

কলেজী, **কলেজী** [হি কলেজ>] ১ বিণ কলেজের। 'স্ত্রী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এলেকশন ও ব্রুকজান মাথায় তুলে পায়ের ধরে মান ভাঙ্গাবেন।' হত্যাম, ১৮৬১; 'হোমার পড়া আমাদের কলেজি শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ।' প্রমথ, ১৯২৭। ২ বিণ কলেজ সংস্করণ। 'এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌছয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কলেজি বন্ধু [হি কলেজ>+স বন্ধু] বি কলেজের সহপাঠী বন্ধু। 'তাকে দেখে আমাদের সেই কলেজি বন্ধু বলে আর চেনবার জো নেই।' প্রমথ, ১৯৩৩।

কলেজিয়েট, **কলেজেট** [হি বিণ কলেজ সংশ্লিষ্ট। 'কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে যেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন।' মাহেনও, ১৯৪৯; 'প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের নন-কলেজেট বহু কলেজেটের অপেক্ষা প্রায়।' মুজতবা, ১৯৫৯।

কলেজ-পড়া বিণ মহাবিদ্যালয়ে পড়ে এমন। 'পাশের বাড়িতে কলেজ-পড়া মেয়ে আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কলেজা [স কালো] বি বুকের পাটা। 'কলেজার তীর যেন হইয়া গেল পার।' গবীর, ১৭৬৫।

কলেবর [স ১ বি শরীর। 'হাথ দিঅ দেখ বাড়ায় মোর কলেবরে।' বড়ু, ১৮০০। ২ বি চেহারা। 'ধন্যদায়ো ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আকার। 'ফ্রান নুতন কলেবর প্রাপ্ত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৪ বি পরিসর। 'বৃথা অভিমানের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কলেবরহীন [স বিণ অনিশ্চিত। 'হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে ... টেলো মারিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কলেমা [আ কালিমা] বি ইসলামের মূলমন্ত্র। 'বোলএ কলেমা কহ ...।' সুলতান, ১৬৫০।

কলোই [হি বি ভেদবধি। 'পথে কলোই হয়।' বিকৃতি, ১৯৩১।

কলোছেল [স বিণ কল কল শব্দে মুখর। 'তার তিমিরপুঞ্জ কলোছেল

কলোচ্ছাস

ধারায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কলোচ্ছাস [স] ১ বি কলকাকলি। 'কলোচ্ছাস শুনিয়া উঠিছে শূন্যে
করিবারে গ্রাস নক্ষত্রের নিতানীরবতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি
শোরশোরের শব্দ। 'বাড়িতে পা দেয়া মধ্য তাকে অত্যাশঙ্কিত করে
নিচের ঘর থেকে হেলেনবয়সের কলোচ্ছাস।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

কলেশি, কলেশী [হি] ১ বি উপনিবেশ। 'যখন ইংলন্ডের সাম্রাজ্যবাদী
সাজ পরিত্যক্ত বসনে তখন কলোশিওলির সামান্য শাসনকর্তারা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি অনেক মানুষের সমন্বিত আবাসিক এলাকা।
'কেপ কলেশি'র উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে।' বিজুতি, ১৯৩৩।

কলেশিজেসিয়ান [হি] বি উপনিবেশ স্থাপন। 'রামমোহন রায়
কলেশিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশে সেদেশে বিখ্যাত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কলোশ [আ কলফা] বি পাকা চুল কাশো করার রং। 'সে কটা নয়, সে
কলোশ দেয়া।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কলোয়াত [স কলবাং] বি সংগীতবিদ্যায় নিপুণ। 'ভায়া ভারি কলোয়াত।'
মশাররফ, ১৮৬৯।

কলোয়াস [স] বি আনন্দিত কোলাহল। 'নির্ভয়ে বিহঙ্গ যত কলোয়াসে
করিছে মুখর।' রবীন্দ্র, ১৯৪৮।

কলোয়াস [স] বি কোলাহল। 'তুলিল উদ্বেদ করি কলোয়াসে মহা
ইতিহাস।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কল্যা [তু কলগী] বি কাপড়ের পাড়ে মোরগ, ফুল অথবা পাতার আকৃতি
নকশা। 'কল্যাদার [তু কলগী+ফা দার] বিণ কাপড়ের পাড়ে মোরগ,
ফুল অথবা পাতার আকৃতি নকশাবিশিষ্ট।' কেহ-২ ঢাকাই খুঁটি
কল্যাদার ... পরিধান করে।' ভাবনী, ১৮২৮।

কল্যা [তু কলগী+পাড়া] বি পাড়ে মোরগ, ফুল অথবা পাতার
নকশা আঁকা কাপড়বিশেষ। 'স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া
কোমলপাড়ে, ফিতেপাড়ে, কল্যাপাড়ে পরাইয়া দিতেন।' বঙ্কিম,
১৮৭৪।

কল্কি [স] বি হিন্দু মতে কলি যুগের শেষ অবতার। 'দ্বাবিংশে কল্কি রূপে
হুহের নিধন।' মাল্লারথ, ১৫০০।

কলকে, **কলকে** [স কলিকা] বি তামাক পান করার পাত্রবিশেষ। 'এক
কলকে তামাক সেজে অনিস।' উমেশ, ১৮৫৭।

কলকে **পাওয়া ক্রি** বীকৃতি পাওয়া; পাঞ্জা পাওয়া। 'স্বভাবকবি কলকে
পোলে না সে সভায়।' অবন, ১৯২৫।

কলকে **সাজা ক্রি** সেবনের জন্য তামাক, হকো ও ছিলিম প্রস্তুত করা।
'আর এক কলকে সেজে আনো।' শওকত, ১৯৫৮।

কল্ল [স] ১ বি অনুষ্ঠানবিশেষ। 'হাজার টাকার কমে দেশের কল্ল হইতে
পায়ে না।' কেরি, ১৮০২। ২ বি হিন্দুপুরাণের মতে ৮৩৪ কোটি
বহুর কাল। 'কল্ল, মন্বন্তর যুগাদিরূপ কালবিভাগের কর্তা পরমেশ্বর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি হিন্দুদের পূজাবিধি সংক্রান্ত বৈদ্য
গ্রন্থবিশেষ। 'শৈবেশিক শিক্ষা কল্ল ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ মূর্তি
সাহিত্য নাটক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২১। ৪ বি সংকল্প। 'লক্ষ টাকা দিতে
কল্ল করিয়াকেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৫ বি সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা। 'একটা
হেঁসিপাল হওনের কল্ল হইয়াছে ...।' দর্পণ, ১৮২৪। 'মেদিনীপুরে
বিষ্ণুরাজী পাঠালা স্থাপিত ইহার কল্ল আছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।
৬ বি শুরু এবং সমাপ্তির সীমারেখা। 'ইহার প্রথম কল্ল সমাপ্ত
হইয়াছে, অন্য দ্বিতীয় কল্লের সূচনা হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৭ বি
পদ্ম। 'তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কল্ল।' অক্ষয়,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৪৯।

কল্লকথা [স] বি কল্পিত কাহিনি। 'স্ববুদ্ধির সেই তো ধাঁধার
কল্লকথার লক্ষ পাকে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৬।

কল্ল কল্ল [স] ক্রিবিণ অনন্ত যন্ত্রণাপূর্ণ। 'দিন হৈল কল্ল কল্ল কল্লক
সমান তল্ল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কল্ল কল্লভারে [স] ক্রিবিণ কয়েকশো কোটি বছর ধরে। 'অর্থাৎ
কল্ল কল্লভারে সৃষ্টি হইছে, আর বিলীন হইছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কল্লগুহ [স] বি কল্লনার ঘর। 'তার কল্লগুহের দরজাতে উদার
নিঃস্বার্থতার বৃহৎ ধারবারা যদি কখনো অহেতুক দ্বাভাখিকি করে।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

কল্লজগৎ [স] বি কল্লনার জগৎ। 'এখনো বিহার কল্লজগতে/অরণ্য
রাজধানী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কল্লতরু [স] বি হিন্দুপুরাণে বর্ণিত বাসনা পূরণকারী বর্গীয়
বৃক্ষবিশেষ। 'দুপতি মাফাতা সূর্যের সমান কল্লতরু সম দাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কল্লদুষ্টি [স] বি কল্লনার চোখ। 'তার অপরিণত মনের কল্লদুষ্টিতে
সেদিন তার এমনি ভাবনা হওয়াই উচিত ছিল।' বিমল, ১৯৫৩।

কল্লদ্রুম [স] বি হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত বাসনা পূরণকারী বর্গীয়
বৃক্ষবিশেষ; কল্লতরু। 'বৃক্সাবনে কল্লদ্রুম সুবর্ণসদন।' কৃষ্ণদাস,
১৯৩০।

কল্লনির্ভর [স] বি অফুরান ঝরনাধারা। 'হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের
কল্লনির্ভর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কল্লনির্ভর [স] বিণ কল্লনাগ্রবণ। 'জগৎ ও জীবনের কল্লনির্ভর ব্যাখ্যা
দিয়ে স্ব ব কোঁতুল নিব্বু করেছে।' শরীফ, ১৯৬৮।

কল্লপক্ষ [স] বি কল্লনার পাখা। 'কত না আকাশযাত্রা কল্লপক্ষ
ভরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কল্লবাসী [স] বি কল্লনালাকে বাস করে যে। 'এক অতীত
সুবর্ণযুগের কল্লবাসী।' ধৃজিতি, ১৯৩১।

কল্লবিহারী [স] বিণ কল্লনায় বিচরণকারী। 'অজ্ঞ মানুষের কল্লবিহারী
মনোজীবনের লীলা।' শরীফ, ১৯৬৮।

কল্লবৃক্ষ [স] বি হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত ইচ্ছা-পূরণকারী বৃক্ষ।
'তেনাস্তবকল্লবৃক্ষ করিয়াছেন প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কল্লমধু [স] বি কল্লনার মধু। 'সেখা বসে করি আমি কল্লমধু পান
...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কল্লমূর্তি [স] বি কাল্পনিক মূর্তি। 'সমস্তই এই কল্লমূর্তিকে সজীব করে
রেখেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কল্লরাজ্য [স] বি কল্লনার রাজ্য। 'সংসীতের কল্লরাজ্যে সমাজ-
নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।' রবীন্দ্র,
১৮৮৮।

কল্লরূপ [স] বি ভাবমূর্তি। 'আমার আপন-রচা কল্লরূপ ব্যাপ্ত দেশে
কালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

কল্ললতা [স] বি হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী বর্গীয়
লতা। 'দ্বিধান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্ললতা।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০:
'আমার সেইনানেতেই কল্ল-লতা মোখানে মোর দাবি-দাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কল্ললোক [স] বি কল্লনার জগৎ। 'কেবল সুদূর কল্ললোকেরই সামগ্রী

হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্পলোকবাসী [স] বি কল্পনার জগতে বিচরণ। 'সুতরাং অক্ষয় কল্পলোকবাসী হইয়া উঠিবে না।' বনফুল, ১৯৩৬।

কল্পলোকবাসী [স] বি কল্পলোকে বাস করে এমন। 'কল্পলোকবাসী মানুষের ব্যবহারিক জীবনের গরজে কল্পিত হয় দুইরূপে।' শরীফ, ১৯৬৮।

কল্পলোকবিহারী [স] বি কল্পনার জগতে বিচরণকারী। 'তাহারা কল্পলোকবিহারী - আমরা ... মর্ত্য মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্পসুন্দরী [স] বি কল্পিত রূপসী। 'জড়জগতের সমস্ত উপাদান দিয়ে তিনি তার কল্পসুন্দরীর মন যোগাচ্ছেন।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কল্পবর্ণ [স] বি কল্পিত বর্ণ। 'দেহমাংসের অস্ত্রান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পবর্ণ রচনা করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কল্পবর্ণলোক [স] বি কল্পিত বর্ণের ভুবন। 'ছাড়িয়ে তোলে মাথা কল্পবর্ণলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কল্পান্ত [স] কল্প-অন্ত বি যুগান্ত। 'তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কল্পান্তর [স] কল্প-অন্তর বি পরের জন্ম। 'কল্পান্তরে ক্ষয় জেন ঘোর দরসন।' মাল্যধর, ১৫০০।

কল্পনা [স] ১ বি চিন্তা। 'মুখ্য্য ছাড়িয়া কর পৌষ্য্য কল্পনা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অব্যবহৃত বস্তু; মনের উদ্ভাবন। 'অভিমাত্রী হয়্যা নাচ করিয়া কল্পনা।' রূপরাম, ১৭৫০: 'তা'হাও অদ্রুপ কল্পনা বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি পরিকল্পনা। 'কলিকাতায় যে খাল কাটনের কল্পনা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৯। ৪ বি সিদ্ধান্ত। 'পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৪। ৫ বি রচনাশক্তি। 'ভূমিও আইস দেবি, ভূমি মুহুর্তী কল্পনা।' মাইকেল, ১৮৬১। ৬ বি মনে মনে ভাব। 'রাজার পোষা লাইবার কল্পনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কল্পন [স] বি রচনা। 'জীবন আমার গানের মালা করেছ কল্পন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কল্পনা করা ১ ক্রি চিন্তা করা। 'বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি অনুভব করা। 'অপ্রত্যক্ষ পুরুষের শক্তিকে কল্পনা করা সে বার্থ মাত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ ক্রি স্বপ্ন দেখা। 'তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কল্পনাকানন [স] বি কল্পজগৎ। 'কবি মুরলা চপলা প্রভৃতির একটা কল্পনাকাননের সৌক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কল্পনাকাহিনী [স] কল্পনা+স কথনিকা বি কল্পকথা। 'পৃথিবীর কল্পনাকাহিনীর জগৎ থেকে ঘেরে ঘেরে।' জীবন, ১৯৩২।

কল্পনাকুশল [স] বি স্বপ্ন দেখায় পরদর্শী। 'এই ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল জাতি ... সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না।' ওয়াল্ডেন, ১৯৪৩।

কল্পনাক্ষেত্র [স] বি কল্পনার জগৎ। 'সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কোন হারাইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কল্পনাপ্রম [স] বি কল্পনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এমন। 'একটি কল্পনাপ্রম মহিমার সৃষ্টি করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কল্পনাচক্ষু [স] বি কল্পনার দৃষ্টি। 'অনেকগুলি অসহায় শিশু ... আমাদের কল্পনাচক্ষু উদিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কল্পনাচক্ষু ক্রিবিণ কল্পনার দৃষ্টিতে। 'নয়নতারার বিষেক্ষয়্যায়িত কল্পনাচক্ষু প্রকাশ পাইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কল্পনা জল্পনা [স] কল্পনা। 'বি অনুমানভিত্তিক আলাপ-আলোচনা। 'এতদূর প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩১।

কল্পনাজাত [স] বি কল্পনিক। 'কল্পনাজাত বস্তু' প্রথম, ১৯১২।

কল্পনাভীত [স] বিণ কল্পনা করা যায় না এমন। 'ওর প্রকৃতির কল্পনাভীত সহিষ্ণুতা হেরেখের অজ্ঞান নয়।' মানিক, ১৯৩৫।

কল্পনা-তুলিকা [স] বি ভাবনার তুলি। 'কবির কল্পনা-তুলিকার স্পর্শে মানুষ অতীন্দ্রিয় লোকে উঠে গিয়ে আত্মভোলা হয়ে যায়।' মোতাহার, ১৯০৭।

কল্পনাদৃষ্টি [স] ১ বি ভাবুকতা। 'এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি কল্পনার চোখ। 'তোমার কল্পনা-দৃষ্টি ঘিরে আছে তাই শুধু একটি পুত্রকে।' সিকান্দার, ১৯৫৮।

কল্পনানৈর [স] বি কল্পনার চোখ। 'কল্পনানৈরে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কল্পনাপট [স] বি মানস-পট; কল্পনার ক্যানভাস। 'সেটা সম্মতভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে কল্পনাপটে মুদ্রিত হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কল্পনাপথ [স] বি কল্পনারূপ পথ। 'তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আয়েয়গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কল্পনাপথবর্তী, কল্পনাপথবর্তী [স] বিণ কল্পনাগ্রবণ। 'এইরূপ কল্পনাপথবর্তী হইয়া সাহস ও উৎসাহ সহকারে পান্থবর্তী উল্কাধ্বনি করিলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কল্পনাপরিবেষ্টিত [স] বিণ কল্পনায় ঘেরা। 'কল্পনাপরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভালো লাগিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কল্পনাপূর্ণ [স] বিণ অবিখাসযোগ্য। 'উত্তম বীভৎস কল্পনাপূর্ণ গল্প উপন্যাস নাটক।' শরীফ, ১৯৩১।

কল্পনাপ্রবণ [স] বিণ কল্পনা করতে ভালোবাসে এমন। 'স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিপ্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কল্পনাপ্রসূত [স] বিণ মনগড়া। 'প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে এ বর্ণনা তত্ত্ব অব্যবহৃত কবিকল্পনাপ্রসূত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কল্পনাপ্রিয় [স] বিণ কল্পনা করতে ভালোবাসে এমন; কল্পনাপ্রবণ। 'ইহা কল্পনাপ্রিয় কবিকুলেবই উচিতকর্ম।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কল্পনাবল [স] বি কল্পনাশক্তি। 'কল্পনাবলে সামান্য জগত্ব্যপারের ভিতর অতীন্দ্রিয় নিপুণ রহস্য ...।' মোতাহার, ১৯০৭।

কল্পনাবল [স] বি কল্পনার অধীনতা। 'বেক্ষক না হইয়াও কল্পনাবলো রাধাকৃষ্ণের পূর্বগাণ, মান অভিমান, প্রেমবৈচিত্র্য প্রভৃতি বিপ্লব ...।' হাই, ১৯৫৪।

কল্পনা-বাহন [স] বি কল্পিত যান। 'কল্পনা-বাহনে সূখে করি আরোহণ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কল্পনা-বিলাসী [স] বি কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভালোবাসে এমন। 'রূঢ় মৃত্তিকার স্পর্শ লাভ করিয়া কল্পনাবিলাসীর স্বপ্নাঙ্কন নয়ন সচকিত হইয়া ওঠে।' বনফুল, ১৯৩৬।

কল্পনা-বিশারদ [স] বিণ কল্পনা করার ওস্তাদ। 'অনিষ্টনিপুণ, কল্পনা-বিশারদ অপবাদ সহস্র মুখে ব্যাদান করিয়া প্রকাশ করিল।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কল্পনাবুদ্ধি [স] বি চিন্তাশক্তি। 'উপযুক্ত কল্পনাবুদ্ধি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা রয়েছে তার।' জীবন, ১৯৩২।

কল্পনাবৃত্তি [স] ১ বি কল্পনাপ্রবণতা। 'সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কার্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি কল্পনাশক্তি। 'ইহাদের কল্পনাবৃত্তি যে বাদ পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কল্পনামূর্তি [স] বি মনগড়া মূর্তি। 'কল্পনামূর্তিকে ভয় করিবার কোনো কারণ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কল্পনামূলক [স] বিণ মনগড়া। 'কিন্তু ছেরেফ কল্পনামূলক।' প্রমথ, ১৯২০।

কল্পনারাণ্য [স] কল্পনা-অরণ্য। বি কল্পজগৎ। 'তাঁহাকে বাল্যকালে কল্পনারাণ্যে নির্বাসিত করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কল্পনারাজ্য [স] বি কল্পনার জগৎ। 'মনে হল একটা কোন কল্পনারাজ্যে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কল্পনারানী [স] কল্পনা+রানী। বি কবিত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'এত বলি ধীরে কল্পনারানী/বীণায় আভানি তান/বাজাইল বীণা আকাশ চরিতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কল্পনাশঙ্খী [স] বি কবিত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'হা-হুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনাশঙ্খীর জন্যে।' অবন, ১৯২৫।

কল্পনালতা [স] বি কল্পনারূপ লতা। 'আজ্ঞা-সাধন-ধন সুন্দরী আমার কবিতা, কল্পনালতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কল্পনালোক [স] বি কল্পনার জগৎ। 'অন্তর্বিবর্তী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিবর্তী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

কল্পনাশক্তি [স] বি কল্পনা করার ক্ষমতা। 'বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি ক্রমে ক্রমে যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কল্পনাশ্রয়ী [স] কল্পনা-আশ্রয়ী। বিণ কল্পনায় আশ্রয় নিয়োঁ এমন। 'আমি হযোতা কামিলকে নিয়ে কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

কল্পনাসচেতন [স] বিণ কল্পনাশক্তি সম্পর্কে সজাগ। 'কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্পনা-সমুদ্র [স] বি কল্পনারূপ সমুদ্র। 'অধিকাংশ উপাখ্যানই ক্রম, স্বার্থ ও কুসংস্কারময় কল্পনা-সমুদ্রে নিমজ্জমান।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কল্পনাসিদ্ধ [স] বিণ কল্পনার দ্বারা সিদ্ধ। 'তাই ধ্যানভরে কল্পনাসিদ্ধ হবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্পনাসিদ্ধান্তিত [স] বিণ কল্পনার দ্বারা মীমাংসিত। 'কোন কল্পনাসিদ্ধান্তিত ব্যাপারকে অসত্য সত্যবৎ বর্ণনা করিবার অধিকার তাঁহাদের অবাধ ও অব্যাহত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কল্পনাসুখ [স] বি কল্পনা করার সুখানুভূতি। 'চাক্র এবং অমল অসখ্য যন্ত্রের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কল্পনাসুন্দরী [স] বি কবিত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'অধিষ্ঠান কর উরি! কল্পনাসুন্দরী।' মাইকেল, ১৮৬০।

কল্পনাসূত্র [স] বি ভাবনারাশি। 'সহস্র সজীব কল্পনাসূত্র প্রসারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কল্পনাস্রোত [স] বি কল্পনার ধারা। 'এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাথখানে গিয়ে পড়েছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কল্পনীয় [স] বিণ কল্পনা করা যায় এমন। 'এমত কল্পনীয় নহে।'

বঙ্কিম, ১৮৯২।

কল্পনে [স] কল্পনা, সম্বোধনে এ-কারা বি কল্পনায় বিরাজকারী। 'লয়ে যাও সংসারের ভীরে হে কল্পনে, রমণীয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কল্পা [স] কল্পনা। ক্রি কল্পনা করা। 'কৌতুকে কল্পিল মুকুন্দ পুর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কহিবারে লাগিলেস্ত মুক্তি কল্পি মনে।' মূলতান, ১৬৫০।

কল্পিত [স] ১ বিণ অনুমিত। 'আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ কল্পনা করা হয়েছে এমন। 'জীব জ্ঞান কল্পিত ইন্দ্রের সকল অজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ কল্পনারূপ। 'ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যাবেশ করিয়া রাখিয়াছিল ...।' দর্পণ, ১৮২৫। ৪ বিণ মনগড়া। 'বিশেষ জ্ঞানাপন্ন হইয়া যিনি কল্পিত ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৫ বিণ অবাস্তব। 'যাহার কন্যাভাব প্রাপ্তির এক কল্পিত উপাখ্যান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৬ বিণ উদ্ভাবিত। 'ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি ও শারীরিক অবস্থারও রূপ কল্পিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৫; '... ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্যই কল্পিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কল্পার [স] কল্পার। বি শ্রেতপদ। 'পদ্মে নিলংগলদলে কল্পার কুমুদ জলে।' মালাধর, ১৫০০।

কল্পি [স] কল্পা। ক্রিবিণ আগামীকাল। 'কল্পি তথা জাব আমি চণ্ডী নহে জানে।' বিজয়, ১৬৫০।

কল্পোদ্ভূত। কল্পোদ্ভূত। বি মহাতরঙ্গ। 'একমাস বৃন্দন সেই কল্পোদ্ভূত হইয়া।' মালাধর, ১৫০০।

কল্যাণ [স] বি কলিমা। 'কল্যাণবিরদ-নাশ যাহার হৃদয়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কল্যাণ-নাশ [স] বি পাপের বিনাশ। 'ভক্তির বিরোধী যত ধর্ম বা অধর্ম তাহার কল্যাণ-নাশ সেই মহাতমো।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কল্যাণবিলাস [স] বি পাপচর্চা। 'পরবশ বিশ্রামের গুল্যবান্দু কল্যাণবিলাস।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

কল্যাণ [স] বি রাক্ষস। 'বসন্ত-সান্ধিত বনে, রমণীয় উলঙ্গ কল্যাণ।' শক্তি, ১৯৬১।

কল্যা [স] ক্রিবিণ গতকাল। 'কল্যা গেছে হাটে কাপড় বেচিতে।' বিজয়, ১৬৫০।

কল্যাণ [স] বিণ গতকালের। 'অদ্যতন দিন কল্যাণতন দিনের অভ্যন্তর পুনরাবৃত্তিময়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্যাণ [স] ১ বি মঙ্গল। 'তার আজ্ঞা লঞা শিখি যাহাতে কল্যাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'পূরবী বড়ারি পাছে সারঙ্গ মাধুরী দেশকরী, মালালী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৩ বি আনুশ্রব; দাক্ষিণ্য। 'শিক্ষকের জন্য মাসিক দশ টাকা ব্যয় করিলে পণ্ডিত্যাম্বু দ্রষ্টব্য ও কৃষক সন্তানদিগের বিস্তার কল্যাণ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কল্যাণকর [স] বিণ কল্যাণ বয়ে আসে এমন। 'বাল্যলানেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণকর নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কল্যাণকাজ [স] কল্যাণকার্য। বি শুভকাজ। 'দুরারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কল্যাণকামী [স] বিণ হিতৈষী। 'তাঁহারা দেশের কল্যাণকামী নন।' বৃন্দাবন, ১৯৩৬।

কল্যাণকার্য [স] বি কল্যাণকর কাজ। 'গ্রামলক্ষ্মী প্রোতখিনী ... আপনান অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কল্যাণকেন্দ্র [স] বি সেবামূলক কাজের অফিস। 'মাতৃসদন ও শিশুশ্রম কল্যাণকেন্দ্রের ৩৬ জন শিক্ষার্থিনী।' বেগম, ১৯৪৮।

কল্যাণগান [স] বি মাসলিক গান। 'পাখিরা কল্যাণগান করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্যাণ-চিন্তা [স] বি মঙ্গলচিন্তা। 'তাহাদের কল্যাণ-চিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কল্যাণচেতনা [স] বি মঙ্গলচিন্তা। 'নবজাগৃতির পুরোহিতদের সংস্কার-আন্দোলন বা বিদ্রোহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কল্যাণচেতনায় উদ্ভূত নয়।' সনৎ, ১৯৭০।

কল্যাণজনক [স] বি কল্যাণকর। 'উভয়পক্ষের কল্যাণজনক হইবে।' ঢাকাপ্রকাশ, ১৮৭৩।

কল্যাণতম [স] বি কল্যাণময়। 'হে সেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কল্যাণদায়ক [স] বি কল্যাণ বয়ে আনে এমন। 'কৃপাময় কল্লভর কল্যাণদায়ক।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কল্যাণদায়িনী [স] বি কল্যাণকারী। 'অয়োনিসম্বদা ভূমি কল্যাণদায়িনী।' কেতকা, ১৬৫০।

কল্যাণদৃষ্টি [স] বি তত্ত্বদৃষ্টি। 'কল্যাণ দৃষ্টির শক্তি হরণ করিয়া হইল।' নজরুল, ১৯২৪।

কল্যাণপূর্ণ [স] বি কল্যাণময়। 'আজ গোয়ার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কল্যাণশ্রদ [স] বি কল্যাণকর। 'মুসলমান ভারতবাসীর পক্ষে অধিকতর কল্যাণশ্রদ।' জয়ন্তী, ১৯৩০।

কল্যাণ-প্রদীপ [স] বি মঙ্গলদীপ। 'ভগ্নমি দিয়া মঙ্গল-উজ্জ্বলবের কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলিবে না।' নজরুল, ১৯২২।

কল্যাণপ্রভা [স] বি মঙ্গলময় আলো। 'কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কল্যাণপ্রয়াসী [স] বি কল্যাণ করার চেষ্টায় প্রতী। 'দেশের ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যযত্ন, কল্যাণপ্রয়াসী নেতা ও জনতা।' আজাদ, ১৯৬৩।

কল্যাণবন্ধন [স] বি শুভবন্ধন। 'একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাধা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কল্যাণবরেণু [স] বি আশীর্বাদের পাত্র। 'শ্রীমান কিত্তিচন্দ্র ভৌমিক কল্যাণবরেণু।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কল্যাণবর্ধন, কল্যাণবর্দ্ধন [স] বি শুভ ফলের বৃদ্ধি। 'তাহারা সহস্রা ... রক্ষাব্যবস্থা ও কল্যাণবর্দ্ধনে যত্নবতী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কল্যাণবর্ষী [স] বি কল্যাণ সাধনকারী। 'কল্যাণবর্ষী কণ্ঠিত হস্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কল্যাণবারতা [স] কল্যাণবার্তা। বি সুখবর। 'নৃপতি জিজ্ঞাসে তাকে কল্যাণবারতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কল্যাণবিধায়ক [স] বি কল্যাণবিধানকারী। 'কল্যাণবিধায়ক পিতারূপে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কল্যাণবীজ [স] বি কল্যাণরূপ বীজ। 'তিনি ... বিভিন্ন বায়বস্ত্রতে

যে সকল কল্যাণবীজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কল্যাণবোধ [স] বি কল্যাণের চেতনা। 'বাধাবিপত্তি ও বার্থতা ভিজিয়ে তার মধ্যে এল সমাজবোধ, কল্যাণবোধ।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কল্যাণব্রত [স] বি মঙ্গলজনক তপস্যা। 'মহত্তর কল্যাণব্রতের পথে আত্মনা জানাই।' বেগম, ১৯৫১।

কল্যাণভার [স] বি মঙ্গল করার দায়িত্ব। 'সাধারণের কল্যাণভার মোখানোই পুষ্টিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কল্যাণভিত্তি [স] বি কল্যাণই লক্ষ্য যার। 'আমাদের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণভিত্তি কিনা?' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কল্যাণভূমি [স] বি যে দেশের সবকিছুই মঙ্গলজনক। 'বাহির হইতে হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণভূমি শংকর, করিতে চাস অস্মরমলিন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কল্যাণময় [স] ১ বি কল্যাণ করে যে; ঈশ্বর। 'মঙ্গলব্রত আরম্ভ করো, কল্যাণময় আমাদিগের কল্যাণ করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি কল্যাণপূর্ণ। 'হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কল্যাণময়ী [স] বি কল্যাণকারী। 'না জানিত কি কল্যাণময়ী মহিষাসী কীর্তি সংস্থাপন উদ্দেশে ... প্রতিজ্ঞারূপ হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কল্যাণমুখী [স] বি কল্যাণজনক। 'বুদ্ধিজীবীর যে-নেতৃত্ব সেটা কল্যাণমুখী হয়নি।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

কল্যাণরূপ [স] বি ইতিবাচক অবস্থা। 'ব্যবহারনীতি-দ্বারা এই একমুখ জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কল্যাণরূপিনী [স] বি কল্যাণময়ী। 'আমাদের কল্যাণরূপিনী গৃহলক্ষীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্যাণলক্ষী [স] বি কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'হে কল্যাণলক্ষী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কল্যাণশক্তি [স] বি মঙ্গল করার ক্ষমতা। 'আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কল্যাণসম্বল [স] বি আশীর্বাদ। 'হৃদয়ের 'পরে লই তব শুভসম্পর্ক, কল্যাণসম্বল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কল্যাণসাধন [স] বি উপকার করা। 'তাঁহার কল্যাণ সাধন বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কল্যাণসূচক [স] বি কল্যাণময়। 'মহিমা বিশ্বের রূপ কল্যাণসূচক।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কল্যাণ-সোপান [স] বি কল্যাণের সিঁড়ি। 'জীবন সেই কল্যাণ-সোপান আরোহণ করিবার সময়ে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কল্যাণসম্পর্ক [স] বি মাসলিক হোয়া। 'তাঁর হাতের কল্যাণসম্পর্ক ছাড়া সবই তো বোবা আর অর্থহীন।' মহাশক্তি, ১৯৫৬।

কল্যাণহস্ত [স] বি মঙ্গলময় হাত। 'তার সর্বদেহে করুণ কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দ্রোহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কল্যাণহারা [স] বি কল্যাণহারা। 'বিশ্বও তখন কল্যাণহারা।' নজরুল, ১৯২৭।

কল্যাণার্থ [স] কল্যাণ-অর্থ। ক্রিবি কল্যাণের জন্য। 'পরমেশ্বরের সর্বসাধারণের কল্যাণার্থ বিশ্বসংসার সৃজন করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কল্যাণার্থে [স] ক্রিবিণ কল্যাণের জন্য। 'যিনি আমাদের কল্যাণার্থে চিরজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন ...'। অক্ষয়, ১৮৮৮।

কল্যাণাভিসারী [স] কল্যাণ-অভিসারী। বিণ মঙ্গলকামী। 'রাষ্ট্র ও জাতির সত্যিকার কল্যাণাভিসারী কিনা?' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কল্যাণি [স] কল্যাণী, সম্বোধনে ই-কার। বি ক্রী মঙ্গলময় যে। 'বিনয়-বসনে ভূষ্ট হয়েছি, কল্যাণি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কল্যাণী [স] ১ বি ক্রী মঙ্গলময় যে। 'না জানি কোন কল্যাণীর এ শিল্পেনপুণ্য?' দীনবন্ধু, ১৮৭৩। ২ বিণ মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে এমন। 'সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কল্যাণীয় [স] বিণ আশীর্বাদের পাত্র। 'কল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কল্যাণীয়া [স] বিণ ক্রী আশীর্বাদের পাত্রী। 'কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কল্যাণীয়াসু [স] বি আশীর্বাদের পাত্রকে করা সম্বোধন। 'নলিনী দেবী কল্যাণীয়াসু হৃদে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিল মোর কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কল্যাণীয়েষু [স] বি আশীর্বাদপাত্রের প্রতি সম্বোধন। 'শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কল্যাণে ক্রিবিণ দরুণ; দৌলতে। 'কলের গাড়ীর কল্যাণে আমরা কত শীঘ্র চলিতেছি।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

কল্যানবরেষু [স] কল্যাণবরেষু। বি বয়ঃকনিষ্ঠকে লেখা চিঠির সম্বোধনের পাঠ। 'প্রাণান্তিকের শ্রীযুত রাখাক্ষ দত্ত ভায়া পরম কল্যানবরেষু।' মের্স, ১৭৭৩।

কল্যা' [স] কল্যা' বিণ কণাড়তে। 'ওর মত কল্যা' মেয়ে বাগের হাট্টে' সেখিনি।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কল্যা' [স] কল্যা' বি মাথা। 'ওদের কল্যা' দেখে আত্মা ডরান।' সজকল, ১৯২২।

কল্যাদার [কলি+ফা দার] বিণ কারুকার্যচিহ্নিত। 'কল্যা' স্বদরের কল্যাদার কোর্ড এ সাদা লুপি পরিয়া ...'। মনসুর, ১৯৩৫।

কল্যোল [স] ১ বি ক্লে। 'জমুনা কল্যোল দেখি পাইল তরাস।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি কোলাহল। 'কল্যোল করন্ত সবে কিসের কারণ।' সুলতান, ১৬০০। ৩ বি চিৎকার। 'অকারণ আনন্দভরে কল্যোল করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি জলহ্রোতের কলকল শব্দ। 'সে-গাঙানি সাগরের কল্যোল।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

কল্যোলধনি [স] বি তরঙ্গের শব্দ। 'এই যে উদার সমুদ্রের মাঝখানে/ হয়ে কর্ণধার ভাসায়েছ সুন্দর তরঙ্গী, দশ দিশি অকুট কল্যোলধনি ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কল্যোলময় [স] বিণ কলধ্বনিপূর্ণ। 'সুন্দর লোকালয়/ প্রতি দিবসের হরষে বিবাদে চির কল্যোলময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কল্যোলমরু [স] বি কোলাহলহীনতা। 'কল্যোলমরু মধ্যে দাঁড়াইয়া তবু উর্ধ্বলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কল্যোলিত [স] বিণ কলধ্বনিতে মুখরিত। 'কলকল্যোলিত নীল জলের দিকে ডাকিয়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কল্যোলিনি [স] কল্যোলিনী, সম্বোধনে ই-কার। বি ক্রী নদী। 'তব কুলে কল্যোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

কল্যোলিনী [স] ১ বিণ ক্রী কলধ্বনিতে মুখরিত। 'প্রোতঃশব্দী পাতালে মেঘতি কল্যোলিনী।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ ক্রী কোলাহলময়।

'কলকাতা একদিন কল্যোলিনী তিলোত্তমা হবে।' জীবন, ১৯৪২।

কলকশে [স] কলশ-। বিণ কুচকুচে। 'তার একরশ কালো কলকশে কেশ তোলায় দিয়ে খাড়ায়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

কলশি [স] কলশ। বি চাবুক। 'হাদিস মতে কলশি কসে/ চড়ুলাম ঘোড়ায় সোয়ার হতে।' লালন, ১৮৯০।

কলশী [আ কসবাহ-।] বি বেশ্যা। 'এরা তো কলশী দেখতে পাচ্ছি।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ কসবি

কশা [স] বি চাবুক। 'মহোর্মিরূপ কশা দ্বারা জাহাজকে তাড়ন ... করিতে লাগিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

কশাঘাত [স] কশা-আঘাত। বি চাবুকের আঘাত। 'কশাঘাতে অশ্বকে শিথ্রগামী করিয়া ...'। হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

কশাগ্নিত [স] বিণ চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এমন। 'পশুতার বিরুদ্ধে কশাগ্নিত তিরস্কার।' অচিরা, ১৯০০।

কশাহত [স] বিণ চাবুকের আঘাতে আহত। 'কশাহত তাজা ঘোড়ার মতো শাক-পাচি উঠিয়া কহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কশাই [আ কসসাব।] বি পত্ হত্যা করে মাংসবিক্রি করে যে। ওর্গা, ১৭৮৫; 'তখন সেই উৎকৃষ্ট হিন্দু-জ্ঞানতা গোহত্যাকারী কশাইয়ের সন্ধান করলে।' ওদুদ, ১৯৩৫। ২ কসাই

কশাইখানা [আ কসসাব+ফা খানাহ] বি যে স্থানে কশাই পত্ জবেহ ও বিক্রি করে; (এখানে) কশাইখানার মতো নির্মম স্থান। 'আধুনিক সমাজিকেরে তাদা খেলে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কশাইটোলা [আ কসসাব+বি টোলা] বি কশাইদের ব্যবসা ও বাস করার জায়গা। ওর্গা, ১৭৮৫।

কসুর [আ কসুর।] বি কুল; গাফিলতি। 'ভাল২ বন্দা জেনো তাহার সাহায্যে কসুর করে না।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ কসুর

কশিত [স] কশিত্ব। বিণ কোনো। 'এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিত্র ক্রমে কশিত দোষ হইয়া থাকে।' রায়মার, ১৮০২।

কশ' [স] কষায়। বিণ কু' শাসের। 'টক বটে কষ বটে অথচ মধুর।' গুণ, ১৮৫৮।

কশ' [স] বি দাণ। 'আমার বৃকের কটিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে।' শরৎ, ১৯১৭।

কষটা [স] কষায়। বিণ কু' শাসযুক্ত। 'চাপকলের জল বাগি কষটা।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

কষটি [স] কটি। বি কটিপাথর। 'ক্ষেপে কষটিপড়ে করে বলমল।' আলোড়ন, ১৬০০।

কষা' [স] কটি-। ক্রি যাচাই করা। 'কষিল কনক তনু সে রসিক।' কৃষ্ণমার, ১৭২০।

কষিত [স] বিণ খাটি। 'কষিত কাঞ্চন কান্তি কমনীয় কায়।' গুণ, ১৮৫৮।

কষা' [স] কষ-। বিণ কৃপণ। ওর্গা, ১৭৮৫; 'তবে এত কষা হলে কি কায় চলে।' গৌর, ১৮২২।

কষা' [স] কষ-। ১ ক্রি এঁটে বাঁধা। 'কষেছে কৌশীনে কটিদড়।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রি সমাধান করা। 'অস্থিতপঙ্কজ পর্যন্ত অন্ধ কষা শেষ করিয়াছিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ৩ ক্রি হ্রি করা। 'একটা মত দূরবীন কষিয়া বিস্তার ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ ক্রিবিণ একনিষ্ঠভাবে। 'তিনি কষিয়া ইংরেজি

পড়িয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ ক্রিবিণ দৃঢ়ভাবে। 'সেটাকে কষে দমন করতে হল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৬ ক্রি চাপ দেওয়া। 'ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৭ ক্রি ঘোর খাটানো। 'আমার কাছ থেকে কষে কাজ আদার করে নিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। কষিবারে ক্রি বন্ধন করতে। 'বস্ত্রিণ পিন্সলারে কষিবারে চল।' সুলতান, ১৭০০। কষে ক্রিবিণ নিষ্ঠার সঙ্গে। 'মলিন তাস সজোরে ডেঁজে খেপিতে হবে কষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। কষে কষে ক্রিবিণ আঁট করে বেঁধে; টেনে টেনে। 'কতকগুলো বাঁধা নিয়েমর বলগা কষে কষে আটের ...' নজরুল, ১৯২৭। কষে ধরা ক্রি শক্ত করে ধরা। 'ডুবি কষে ধরো হাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। কসে ধরা ক্রি শক্ত করে ধরা। 'পালের রশি ধরব কসি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কষা [স কষায়] ১ বিণ কষা স্বাদবিশিষ্ট। 'কষা আর রন্ধ্র বটে ফলত মধুর।' ওষ, ১৮৫৮। ২ বিণ সাঁতলে রান্না করা হয়েছে এমন। 'প্রায়ই রান্ধিতে বাড়িতে কষা মাংস নিয়ে আসতাম।' সুদীপ, ১৯৭০।

কষাটে [স কষায়] বিণ কষায় রানবিশিষ্ট। 'অপরীচিত মিষ্টি কষাটে বাসে ... ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

কষায় [স] বিণ কষা স্বাদবিশিষ্ট। 'রোগনিবৃত্তি নিমিত্তক কটুতিক্ত কষায় কুর্ষবি পান।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

কষাকষি [স কষ] ১ বি দৃঢ়তা। 'তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোনদিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি দরদার। 'এইজন্য তাহার কিছু দরকষাকষি করিয়া আদায় করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিণ কড়াকড়ি। 'খরচপত্র সবকিছু হিসাবের এমন কষাকষি যে ... তাহার তব্বিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কষামাজা [স কষ] বি দরকষাকষি। 'গণিত ও তর্জমাদি এবং অঙ্করাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হয়সা থাকে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪।

কষি [ফা কাশীদান] বি আঁট। 'সেব আমারে কষির বাঁশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কষিত দ্র কষা

কষুর [অ কসুর] বি ক্রটি। এডমন, ১৭৯৩।

কট [স] ১ বি শাস্তিরক অশ্রুতি। 'জলেতে থাকীয়া সিতে বড় কট পাই।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ পীড়িত। 'কট মনে গঙ্গারে বলিল পঞ্চস্রিণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি দৃষ্ণ। 'সম্বলটিনে চিরকাল কট শীকার করিবে এমত নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি বজ্রণ। 'তাহারা বহুকট শীকারপূর্বক বৃহল্লোকী বাহন দ্বারা সমুদ্রযাত্রা করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কটকর [স] বিণ কটদায়ক। 'স্বী পুত্র বন্ধন প্রভৃতি বিরহিত ... পরিশ্রম করা অত্যন্ত কটকর।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কটকল্পনা [স] ১ বি অস্বাভাবিক কল্পনা। 'ইহার মধ্য হইতে একটা অগ্নীল আগিরস-ঘটিত অর্ধ বাহির করা নিত্যক কটকল্পনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি কটের কারণে ডাবনা। 'অনুগত সিংধুর আঁখি হলহল কটকল্পনায়।' সুদীপ, ১৯৫৩।

কটকল্পিত [স] বিণ স্বতঃকৃত্য নয় এমন। 'এই-সকল কটকল্পিত পদই এখন বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান সম্বল।' প্রমথ, ১৯১৪।

কটতাপ [স] বিণ দুঃসহ গরম। 'কটতাপে চাতক্যাতকী উর্দ্ধ থাকে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কটদায়ক [স] বিণ ক্লান্তিকর। 'লোকে নিয়মাতিকৃত পরিশ্রম করে বলিগাই তাহাদের উহা কটদায়ক বলিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কটদায়িকা [স] বিণ স্ত্রী কট দেয় এমন। 'জনসামঞ্জের উপকারী

অত্যাব্যয়ক কর্ম-সমুদায় কেবল কটদায়িকা নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কটদান [স] বিণ ক্রেশজ্ঞান। 'স্বী পুত্র বন্ধন প্রভৃতি বিরহিত ... পরিশ্রম করা অত্যন্ত কটদান।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কটপ্রসূত [স] বিণ দুর্বোধ্য। 'কটপ্রসূত আরবী, ফার্সী বা উর্দু শব্দের ছাউনি দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ঘর ছাইতে আমরা চাই না।' সাহিত্যিক, ১৯২৭।

কটবাণি [স কট-বাণী] বি দুঃখদায়ক বাক্য। 'কানাক্রি দেখিয়া গোপি বসে কটবাণি।' মালধর, ১৫০০।

কটবোধ [স] বি দুঃখবোধ। 'অন্যের সুখ-সৌভাগ্যদর্শনে মনে কটবোধের নামান্তরই মাংসার্থ্য।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কটসহিষ্ণু [স] বিণ কট সহ্য করতে পারে এমন। 'এই কটসহিষ্ণু পুণ্যকারীদেব নীতি দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্বদেশে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

কটসহিষ্ণুতা [স] বি কট সহ্য করার সামর্থ্য। 'কটসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কটসাধ্য [স] বিণ কট করে সম্পাদন করতে হয় এমন। 'কটসাধ্য বিদ্যাভ্যাসে তড়িত না হয়সা ...' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কটসূটে [স কট] ক্রিবিণ বহুকটে। 'নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কটসূটে ক্রিষ্ণকাল সন্মুচিত হইয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

কটোজিত [স কট-অর্জিত] বিণ কটে অর্জিত। 'দেশের কটোজিত অর্ধ।' অজাদ, ১৯৫৭।

কটে খটে [স কট] ক্রিবিণ বহু কটে; কোনো প্রকারে। 'কটে খটে কোন রূপে ঘূচাইলে হয়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কটেসূটে [স কট] ক্রিবিণ কায়ক্রেপে; বহুকটে। 'কোনক্রমে কটেসূটে কাল হরণ পূর্বক ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

কটোপার্জিত, **কটোপার্জিত** [স কট-উপার্জিত] বিণ কট শীকার করে উপার্জিত। 'কটোপার্জিত অর্ধ মহাজনের বাড়িতে এবং পোদ্দারের গদিতে ভিড় জমায় ও' মোহাশ্মদী, ১৯৩৬; 'মেয়ের পিতা তাহার কটোপার্জিত অর্ধব্যয়েই মেয়েকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।' বেগম, ১৯৭০।

কটম [বি কাস্টম] বি শুদ্ধ বিভাগ। **কটম কালেক্টর** [বি] বি শুদ্ধ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। 'কলিকাতা ও হুগলি মুরসিদাবাদির কটম কালেক্টর তাহার নিকট এই প্রার্থনা।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

কটম হৌস [বি] বি শুদ্ধভবন। 'কটম হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাগারে অনেক কৃষিজাত ধন যায়।' বক্তিম, ১৮৯২।

কটিপাথর [স কটি] বি কালো রঙের পাথরবিশেষ, যা দিয়ে সোনা-রুপার খাটু পুরীক্ষা করা যায়। ওর্স, ১৭৮৫; 'বাজারে মাল যাচাই করবার জন্য কটিপাথর হাতে নিয়ে ব্যবসা খুলে বসিনি।' প্রমথ, ১৯২২।

কষা সর্ব তার। 'শ্রীমদলপাল দত্ত কষা তালুক ভূমিবিক্রয়।' ওর্স, ১৭৮২।

কস [স কষায়] বি ফল ও গাছ থেকে নির্গত রস। 'বস্ত্রে রস করিবার জন্য যে কস প্রস্তুত হয় ...' অক্ষয়, ১৮৪১।

কস [ফা কাশ] বি ওঠের দুই কোণ। 'হস্তীর দুই কসে চারি চারি আঁট দাঁত আছে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

কসকস [ফা কশাকিশ] বি প্রতিশোধের তীব্র ইচ্ছা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কসকসানি

কসকসানি [ফা কশাকিশ] বি অবস্থি বোধ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসকসানো [ফা কশাকিশ] ক্রি আক্রোশের ভাব প্রকাশ করা।
বিদ্যা, ১৮৯১।

কসকটুম [হি বি পোশাক। 'আমার পরনে সাঁতারের কসকটুম।' মুক্তবা, ১৯৬০।

কসণ [স কৃষ্ণ] ক্রি কালো। 'তিব্বি পাটে লাগেলে রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

কসন [স কৃষ্ণ] বি আঁটসাঁট করে বাঁধা। 'বসন কসন ছলে বসন খসন।' *ডাবানী*, ১৮২৮।

কসব [আ কাসব] বি যৌনকর্ম; বেশ্যাবৃত্তি। 'এখন শিখাব বিবি কেবল কসব।' *ডাবানী*, ১৮২৮। *ত্র কসবি*

কসবগিরি [আ কাসব+ফা গিরি] বি বেশ্যার চালচলন। 'মোর হুন কখন বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি করেনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কসবি [আ কসবাহ] বি বারান্না; যৌনকর্মী। ওর্সা, ১৭৮২; 'কেউ এল না ওই কসবির যাবরা সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে।' *কায়সার*, ১৯২২।

কসবগিরি [আ কসবাহ+ফা গিরি] বি বেশ্যাবৃত্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসম [আ] বি শপথ। 'কসম করিয়া কৌসলে বসিলেন।' *কালশে*, ১৭৯৪।

কসম খাঁওরা ক্রি শপথ করা। 'কসম খেয়ে ফুসলিয়ে তাকে ডেকে আনতাম।' *নজরুল*, ১৯২২।

কসমদিবি [আ কসম+স দিবা] বি শপথ; কিরা। 'কথার পিঠে কথা চলাবে এমন কোনো কসমদিবি নেই।' *মুক্তবা*, ১৯৫২।

কসমস [হি বি ফুলশিষে। 'এদেরও বিলাস ফার্ন-আর্কিড-কসমসে শক্তি, ১৯৬৬।

কসমিক রশ্মি [হি কসমিক+স রশ্মি] বি মহাজাগতিক রশ্মি তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হলো মহাজাগতিক রশ্মি; কসমিক রশ্মি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

কসমোপলিটন [হি বিগ বিশ্বের বহু অঞ্চলের লোক একত্রে বাস করে এমন। 'লণ্ডন দুনিয়ার কসমোপলিটন শহরগুলোর অন্যতম।' *হাই*, ১৯৫৮।

কসরত, কসরৎ [আ] ১ বি ব্যায়াম। 'হাত পা মুখ কান সব কটা অঙ্গের কসরৎ হয়ে যায়।' *অন্নদা*, ১৯২৯। ২ বি চেঁচা। 'দুসিবার কসরত করিতে করিতে এ কী ঘুম ভাঙা।' *মানিক*, ১৯৩৭। ৩ বি অঙ্গ চালনার কৌশল। 'কসরৎ দেখানো তরুণীর শরীরের বলকানি নেই।' *শামসুর*, ১৯৭০।

কসা [স কঠি] ক্রি যাচাই করা। 'কসিঅ কসৌটি চিহ্নিঅ হেম। প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুষ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কসা [ফা কশা] ক্রি খচিত। 'সোনো মুক্তা হীরা কসা বহি নহি আর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কসা [স কষণ] ১ ক্রি আটকানো। 'একবার সর্ব্বের দেশে বয় দেখি দম কসে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ ক্রি বেশ আঁটসাঁট করে বাঁধা। 'কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গারে চাকা বাঁধে কসি কসি।' *জসীম*, ১৯৩১।

কসাই [আ কসসাব] ১ বি মাংসবিক্রেতা। 'গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি গোয়। *ডাবানী*, ১৮২৩। ৩ বি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'কলাআশমানের সিংহরজায় টাঙিয়েছে কোন কসাই।'

নজরুল, ১৯২২।

কসাইখানা [আ কসসাব+ফা খানাহ] বি যে স্থানে পণ্ড জবাই হয়। 'বাড়ুরকে কসাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকা-দেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কসাই-দুটি [আ কসসাব+স দুটি] বি জুর দুটি। 'চমক মিঞা কসাই দুটি হেনে কেড়ে নিল ভাড়াটা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

কসাঁঞ্জি [স কশা] বি চাবুক। 'লাগ পায়া কেহো মারে কসাঁঞ্জির বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কসাকসি [ফা কশাকসী] বি ধস্তাধস্তি। 'দুই বীরে কসাকসি জেন জুতে রাহ শশী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কসানো [স কশা] ১ ক্রি কশানো; আঘাত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ ক্রি জোরে মারা; জোরে প্রয়োগ করা। 'চড় কসালেন পটাম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কসামাজা [ফা কশা] বি দরকষাকষি। 'পাঁচটা অঙ্ক টিক দিতে পারে না কসামাজা জানে না নিমন্ত্রণপত্র কিখা বাজারের চিঠিখানা লিখিতে অক্ষম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

কসাল [স কষায়] ক্রি অনুকূল রক্তবর্ণ। 'কসাল পিআল ডগরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কসালো [স কাংসাতাল] বি কাসি। 'মণ পবণ বেগি কবরকসালো।' *চর্যা* ১৬, ১২০০।

কসি [ফা কশিশ] বি সরল রেখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কসাদা [ফা কসীদা] বি হাতে কাজ করা এক রকমের দামী কাপড়। 'আড়ল মজুরে জে কসীদার দুই থান।' *উর্দা*, ১৭৯২।

কসুনী, কসুনী [স কষণ] বি বন্ধন। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কেউ পিরিতের কসুনীতে জ্যাঙ্গে মরেছে।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

কসুর [আ] ১ বি অবহেলা। 'পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ বি অপরাধ। 'কসুর পেয়ে মার যারে আবার দয়া হয় গো তারে।' *লালন*, ১৮৯০।

কসোর বি লাভ। 'জাহা কিছু কসোর তাহাতে পাই।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

কসৌটি [স কঠি] বি কঠিপাথর। 'কসিঅ কসৌটি চিহ্নিঅ হেম। প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুষ পেম।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কস্তা [আ কাসরাহ] ১ বি আয়ত। 'কায়দা-কানুন কস্ত করতে নাতনাবুদ খানেখারাণ হতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ বি অনুশীলন। 'বন্দুক-হোঁড়া জ্যোতিসাদা কস্ত করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

কস্তা [স কৃষ্ণ] ক্রি টকটকে লাল। 'বিবিধ প্রকার পাড়িয়ার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন। *ডাবানী*, ১৮২৮; 'কস্তা-পেড়ে হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কস্তাভুরে [স কৃষ্ণ+ভুরে] ক্রি লাল ডোরাকাটা। 'কস্তাভুরে লাল রঙের শাড়ী পরা ধরা-মেয়ে।' *সুন্দরী*, ১৯৬৬।

কস্তাপেড়ে [স কৃষ্ণ+স পার] ১ ক্রি চওড়া লাল পাড়বিশিষ্ট। 'বিবিধ প্রকার পাড়িয়ার অর্থাৎ তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন।' *ডাবানী*, ১৮২৮। ২ ক্রি উজ্জ্বল। 'কস্তা-পেড়ে হাসি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কস্তুরী [স কস্তুরী] বি যে ঝিনুকে মুক্তা জন্মে। ওর্সা, ১৭৮৫।

কস্তুরি, কস্তুরী [স কস্তুরী] বি মৃগনাভি। 'কস্তুরী ভরাআ কপালো।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'রাজাক জোপাঙ মুঞি কুমকুম কস্তুরি।' *মালাধর*,

১৫০০। **দ্র কবুত্ৰী**

কবুত্ৰিকা [সি] বি নাভিতে কবুত্ৰী জন্মে এমন হরিণ। 'তিব্বত ও নেপালে কবুত্ৰিকা মৃগ নামে এক জাতীয় হরিণ বাস করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কবুত্ৰী [সি] ১ বি মৃগনাভি। 'মো জে কবুত্ৰী কপূর খাইবো।' *বড়ু*, ১৪৫০।
২ বি ফুলবিশেষ। 'কাম্বন কবুত্ৰী বক, অপরাজিতা চম্পক।' *রামপ্রসাদ*, ১৮৮০। ৩ বিণ কবুত্ৰীর মতো রঙের (কপিল অথবা মুক্তার মতো)। 'হে নীল কবুত্ৰী আভার চাঁদ।' *ঈশ্বর*, ১৯৪২। **দ্র কবুত্ৰি**

কবুত্ৰীমৃগশম [সি] বিণ কবুত্ৰীওয়ালা হরিণের মতো। 'আপন গন্ধে মম কবুত্ৰীমৃগশম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

কবুত্ৰীলিঙ [সি] বিণ কবুত্ৰী লেপন করা হয়েছে এমন। 'কবুত্ৰীলিঙ নীলোৎপল/ভার যেই পরিমল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কমিন [সি] বিণ কোনো। 'আমি কিবা আমার ওয়ারিদগে কেহ কমিন কালে নাওয়া করে এবং করি ...।' *ওর্স*, ১৭৮৪।

কমিনকালে [সি] **কিমিন** কোনো সময়ে; কখনো। 'তাহারা কমিনকালে ... ব্যাপ্য বাধ্য হয়ইয়াছে।' *ফকস্টার*, ১৭৯৬।

কস্য [সি] বিণ কোনো। 'কস্য কালে জেয়ান জাহির করি বুটা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

কস্যচিৎ [সি] বিণ কোনো এক। 'চন্দ্ৰিকায় হিন্দু কাসেজের বিষয়ে কস্যচিৎ নগরবাসিন ইতিবাঞ্ছিত এক পত্র প্রকাশ হয়ইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

কহতব্য [সি] বিণ বলার যোগ্য। 'সে ক্লেস কহতব্য নয়।' *অভিন্য*, ১৯৫০।

কহন [সি] কখন ১ বি বলা। 'বত গালি দিল মোরে না যায়ে কহন।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ বি বলতে পাও। 'তাই সে সব বাহাল্য ভ্রমের দুষ্কর কহন।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ বি কথা। 'না ধরিল কহন তাহার ফল কিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কহনাধিক [কহন+স অধিক] বিণ মতোটুকু বলা যায় তার অধিক। 'কাহাক দ্বারা সচেতিত হয়ই কিছু প্রভুলের উপায় করহ আমার কহনাধিক।' *রামরায়*, ১৮০১।

কহনাবশ্যক [কহন+স আবশ্যক] বি বলা প্রয়োজন। 'কেবল ইহাই কহনাবশ্যক যে প্রজারা প্রদানে অক্ষম।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

কহনিয়া বি বলে যে। *মানোয়েল*, ১৭৪৩।

কহনেওয়ালা [কহন+ই ওয়ালা] বি কথা বলার পারদর্শী। 'ইংরাজী বা উর্দু কহনেওয়ালা শিক্ষক বা শিক্ষায়িত্রী।' *মোহাম্মদী*, ১৯০৪।

কহর [আ কহরা] ১ বি অভ্যাস। 'কহরে হর দেখে প্রাণ কেনে উঠে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি অভিলাষ। 'কেহ না বাচিবে আজ ইমামের কহরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কহরায় বি অধর; হালকা হলুদ রঙের পাথরবিশেষ। *কালগে*, ১৭৮৪।

কহলা [সি] কখন+সি বি ঘোষণা করা। 'আপনাকে বাবু কহলাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

কহলার [সি] কহলার বি শাদুক ফুল। 'কহলার কৈবর কালা পানিসিউলি পানিকলা।' *মুহুর*, ১৬০০।

কহা [সি] কখন+সি ১ ক্রি অভিহিত করা। 'প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ ক্রি বলা। 'অকখন বেয়াপি এ কহা নাহি যায়।' *চক্ৰ*, ১৬০০। ৩ ক্রি উচ্চারণ করা। *মানোয়েল*, ১৭৪৩।

কহ ক্রি বলা; বর্ণনা করা। 'কথা তাক হারাইলো কহ তড়ুবাণী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহএ** ক্রি কহে। 'সম্বোধী পৃথিবী কহএ সব নর।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহশ** ক্রি বলা। 'মোহোর বিগোষা কহশ ন জাই।' *চক্ৰ* ২০, ১২০০। **কহত** ক্রি বলা তো। 'নিরুপটে মোর স্থানে কহত সকল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহনা** ক্রি বলা-না। 'কোন বংশে জন্ম সব কহনা বিশেষে।' *মাল্যগল*, ১৫০০। **কহন্ত** ক্রি বললো। 'নানা রস প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহন্তি** ১ ক্রি বলহো। 'হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাফরী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ ক্রি বলে। 'অত্যন্ত করনা সোকে পুরোহিত কহন্তি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহব** ক্রি বলবে। 'বিদ্যাপতি কহ কত কত এমন কহব মমন পরতাশে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহম** ক্রি বললাম। 'আপনা নৃপতি গুণ কহম বিচারিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহয়ে** ক্রি বলে। 'আবেশে আপন ডাব কহয়ে উঘাড়ি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **কহল** ক্রি বললো। 'করে কর ধরি জে কিছু কহল বদন বিহসি থোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহসি** ক্রি বলিস। 'কলঙ্কিনী হইতে কহসি উপলব্ধি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **কহহ** ক্রি বোলে। 'কহহ কহ কহ ...।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহই** ক্রি বলা। 'কহই মো সবি কহই কো কথা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহাইতে** ক্রি বলাতে। 'সে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিজ্ঞা করিব।' *হ্যালহেড*, ১৭৭০। **কহি** ক্রি বলি। 'আপন বৃত্তান্ত কহি তোমার চরনে।' *মাল্যগল*, ১৫০০। **কহিছ** ক্রি বোলো। 'বুলিলা এসব কথা কহা না কহিছ।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিআ** ক্রি ব'লে। 'মথুরার পথ পূতা কহিআ দেহ তুজি।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিআরি** ক্রি বলে। 'আকার প্রসন্ন বৃত্তী কহিআর সরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিআরী** ক্রি বলছি। 'সব কথা কহিআরী তোমারে হে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিএ** ক্রি বলতে। 'প্রথমে কহিএ অছি সে সব প্রকার।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিও** ক্রি বোলো। 'এই কথা গিয়া ডুমি কহিও সবারে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহিছে** ক্রি বলছে। 'সর্বসেসে মুনবেরে কহিছে কর্ণপাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিতে** ক্রি বলতে। 'তোরে কহিতে আশিয়াছি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কহিতেছ** ক্রি বলহো। 'বিশভার বিবেচনার কথা কহিতেছ, তাহার কি বিবেচনা আছে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। **কহিব** ক্রি বলবে। 'ঘরে গেলে ভাল মন কিছু না কহিব।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিবা** ক্রি বলবে। 'একথা কহিবা সবে পঞ্চজন ঠাকুর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহিবাম** ক্রি পড়বে; আবৃত্তি করবে। 'তোমার কলমে আঁকি কহিবাম তরে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিবার** ক্রি বলবার; বলতে। 'কি দেখিষ্ঠ নয়ানে না পারি কহিবার।' *বাহরাম*, ১৭০০। **কহিবারে** ক্রি বলতে। 'বিস্তর বিনয় করি কহিবারে লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিবি** ক্রি বলবি। 'দেখি তনি আসিয়া কহিবি মোর স্থানে।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিবে** ক্রি বলবে। 'সঙ্গর কহিবে তরে মথুরার পথ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিয়া** ক্রি ব'লে। 'সর্বজাতীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। **কহিয়াছ** ক্রি বলহো। 'কহিয়াছ ভাল কথা সুনি ধন লাগে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিয়াছিলাম** ক্রি বলিছিলাম। 'আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩। **কহিয়াছেন** ক্রি বলেছেন। 'পুটক নামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। **কহিয়ে** ক্রি বলছি। 'সব কথা কহিয়ে তোমারে।' *বড়ু*, ১৫৭০। **কহিল** ১ ক্রি বললে। 'আপনে কহিল মোর মনের কথা।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ ক্রি বললো। 'সকল কহিল তত্ব বসুদেব ধানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **কহিলা** ক্রি বললে। 'নিত্যানন্দ স্থানে তাহা কহিলা নিভৃত্তে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **কহিলু** ক্রি পাঠ করলাম। 'দুগিল তোমার হাতে কলমো কহিলু।' *সুলতান*, ১৬৫০। **কহিলে** ক্রি বললে। 'তোমারে কহিলে বাক্য তুজি না ধরিবা।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **কহিলে**

কহাডয়

ক্রি বললে। 'আন্ধার মনের কথা কহিলে আপুণী।' বড়, ১৪৫০।
কহিলেক ক্রি বললেন। 'প্রতিগামী কহিলেক রাজার গোচর।' কবীশ্র, ১৬৮৯। **কহিলেস্ত** ক্রি বললো। 'যতন করিআ বেন কহিলেস্ত বিধী।' বড়, ১৪৫০। **কহিলেম** ক্রি বললাম। 'আমি সকল কথা তোমারদের সাফাতে কহিলেম।' গৌর, ১৮২২। **কহিলৌ** ক্রি বললাম। 'কহিলৌ মোই সকল তোন্ধার ঠাঞ।' বড়, ১৪৫০। **কহিহ** ক্রি কহিবে; বোলো। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদিমুল।' বড়, ১৪৫০। **কহী** ক্রি বলে। 'আপনার বড়ামি আপনে নাই কহী।' বড়, ১৪৫০। **কহীতে** ক্রি বলতে। 'কহীতে লাজাই রাধা তোন্ধার হত কাজ।' বড়, ১৪৫০। **কহীয়াছি** ক্রি বলছি। 'ওসাঁ, ১৭৮২। **কহ** শে ক্রি বলবে। 'ছোড়ে লাজ কংস পাশ কহ গে পোহারি।' বৃন্দা, ১৫৮০। **কহে** ক্রি বলে। 'রত্নবহু যহজ্ঞে কহেই।' চর্যা ২৭, ১২০০। **কহেন** ক্রি বলেন। 'ভববাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। **কহেই** ক্রি বলছি। 'আইস রাধা কহেই তোন্ধারে।' বড়, ১৪৫০।

কহাডয় [স মহাভয়] বি মহাভয়। 'কহাডয় উপজিল গড়বাসী মনে।' আলাওল, ১৬৮০।

কহার [স কাহারক] বি বেহারা সম্প্রদায়; পালকিবাহক। 'কহার ৫০০০।' দর্পণ, ১৮৩০।

কহি, কহী ক্রিবিণ কোথায়। 'পরিঘাউ আসি ডোর আইহন কহী।' বড়, ১৪৫০। 'কৃষ্ণেরে পেলিয়া কহে আঁজি জাবি কহি।' মালাধর, ১৫০০।

কহির ক্রিবিণ কোথাকার। 'কহির কপূর/ভাষুল বড়ায়ি।' বড়, ১৪৫০।

কহিতুর [আ] বি মিশরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিনাই পর্বত। 'আভারই আকশিক স্পর্শে হয়তো কহিতুর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিন্ন প্রাণ প্রাণী প্রান্তরে প্রান্তরে।' হাকিমজুব, ১৯৫৩।

কহিনী [হি কহানী] বি কহিনি। 'কি কহে সজনী তবু কহিনী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কহিল বি ওষুধ তৈরি করার পাত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

কহু, কহু [স ককুড] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। আলাওল, ১৬৮০; 'কহুয়াস' বড়, ১৪৫০।

কহু গুজেরী [স ককুড গুজেরী] বি রাগবিশেষ। 'রাগ কহু গুজেরী।' চর্যা ৪১, ১২০০।

কহুগুজেরী [স ককুড গুজেরী] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কহুগুজেরীরাগঃ। বড়, ১৪৫০।

কহুত ঢং বি কৌতুক বাক্য। মানোএল, ১৭৪৩।

কহুয়াস [স কৃষ্ণ] বি কৃষ্ণ। 'কদেব মে অপকব হারে, কহুয়াস' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কহুয়াস [স] ১ বি শাপলা ফুল। 'তথি ফুটে কমল কহুয়াস কোকনদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি খেতপদ্ম। 'ভার পরে চক্রাকারে সব অঙ্গে শোভে কহুয়াস ফুলদ কুল খেত শতদল।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কা [স কস্য] ক্রিবিণ কোথায়। 'কানটে চোরে লিন কাগই [কা-গই] মাগঅ।' চর্যা ২, ১২০০।

কা [স কঃ] ১ সর্ব কে। 'ঘারে পারে কা বুদ্ধিলে ম রে।' চর্যা ৩৯, ১২০০। ২ ক্রিবিণ কাকে। 'কা লওঁ কথা কাহাজি রতিসুখ ভুজৈ।' বড়, ১৪৫০। ৩ সর্ব কী। 'জগাই মাধাই পর্যন্ত অনোর কা কথা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ সর্ব কোন ব্যক্তির। 'কা সনে কন্দল করি চক্ষু কৈল রাভা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঅ [স কায়া] বি কায়া। 'বাহঅ কাঅ কাহিল মাআজাল।' চর্যা ১৩, ১২০০।

কাঅবাকচিঅ [স কায়াবাকচিঅ] বি শরীর, বাকশক্তি ও মন। 'সুন করুণার অর্চিন চারে কাঅবাকচিঅ।' চর্যা ৩৪, ১২০০।

কাঅর [স কাতর] বিণ কাতর। 'মুচা দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।' চর্যা ৪২, ১২০০।

কাআ [স কায়া] বি শরীর। 'কাআ তরুর পঞ্চ বি ডাল।' চর্যা ১, ১২০০।

কাই [স কাথা] বি আঠা; ঘন মাড়। 'কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কাইক [স কায়িক] বিণ শারীরিক। 'আনগুন মত কাইক সাজাই করিবা।' হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

কাইজা [আ কাজিয়া] ১ বি সংঘাত। 'কাইজা ফাসাদ করেছে যা জানেই জনে জনে।' জসীম, ১৯২৯। ২ বি ঝগড়া। 'বহুদিন তারা কাইজা করে না।' জসীম, ১৯৩৩।

কাইজা-ফাসাদ [আ কাজিয়া+আ ফাসাদ] বি ছোটোখাটো ঝগড়া। 'কাইজা-ফাসাদ, কোটকাছারী নানা শ্রেণীর কিছু সোকের জন্য অর্থাগমের উৎস হইয়া ওঠায়।' আজাদ, ১৯৬৯।

কাইট [হি কিতা] বি তেল প্রভৃতির তলানি। মানোএল, ১৭৪৩।

কাইত [হি কইতা] বি কাত। 'দুই কাইত করে নাও বলকে ঝলকে ডোবে।' বিজয়, ১৬৫০।

কাইত হওয়া ক্রি কাত হওয়া। 'কাইত হইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

কাইনী [স কখনিকা] বি কহিনি। 'আমার কাইনী ফুলো। নটে পাছটি মুচলো।' শরীফুল্লাহ, ১৯০১।

কাইল [স কল্যা] ক্রিবিণ কাল। 'কাইল খেলায়ে হারিয়াছি ঘরের নারী।' বিজয়, ১৬৫০।

কাইলকা বি আগামী দিন। 'কাইলকার নিহিতে ভাবনার কিছু প্রয়োজন নাই।' তারিণী, ১৮০৩।

কাইলৈ [আ কাহিলা] বিণ রোগাক্রান্ত। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কাইল করন ক্রি তাহিলা করা; অপমান করা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কাইস ঘর [হি কাউপিল+ঘর] বি (গভর্নর জেনারেলের) পরামর্শকমণ্ডলী (কাউন্সিল)। 'হিটলর সাহেবের জায়গায় কাইস ঘরের বড় সাহেব হইলেন।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

কাউ [স কাক] বি কাক। 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ডায়।' চর্যা ২, ১২০০। **কাউয়া**

কাউ বি ফলবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩; 'কাউয়ের কোয়ার মতো লাল টকটকে।' কায়সার, ১৯৬২।

কাউতুকিয়া [স কৌতুক] বিণ কৌতুকী। 'বারি বিলাসিনি বেসনী কাহ। মানন কাউতুকিয়া ধীর নহি মান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কাউন [স কসুনী] বি মিহি দানার খাদ্যসামগ্রী। 'ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই বাস।' জসীম, ১৯২৯।

কাউনটেন [হি] বি আর্লের ব্রী; ব্রিটিশ রাজশব্দবি-বিশেষ। 'একজন কাউনটেনের উক্তি উদ্ধৃত করা গেল।' রোকেয়া, ১৯০৪।

কাউউ [হি] ক্রি গণনা। 'এক্সেয়ে মাথাই একমাত্র কাউউ করে।' শিবরাম,

১৯৫০।

কাউটার [বি] বি দোকান ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট স্থান - যেখান থেকে তথ্য আদানপ্রদান ও লেনদেন চলে। 'কাউটারের নীচ থেকে টিন-কাটার বের করে দিলে।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

কাউন্সিল [বি] ১ বি আইনসভা। 'সকলকে কাউন্সিল বয়কট করার জন্য তড়ান করছেন।' প্রথম, ১৯২০। ২ বি পরিষদ। 'কার্যসম্পাদক সমিতি বা কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।' ছোলাতন, ১৯২৩। ৩ বি কাউন্সিলের সমর্থন করে যে উপদল। 'কাউন্সিলপন্থীদের আর যাই হোক মাটির সাথে যোগাযোগ রহিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬২। ৪ বি সংগঠনাদির নীতি-নির্ধারণী সংঘলন। 'গার্লস গাইডের অষ্টাদশ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৬৩।

কাউন্সিলার [বি] বি (ভাইসরয়ের) কাউন্সিলের সদস্য। 'মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাউন্সিলার এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছে।' রোকেয়া, ১৯৩১।

কাউয়া [স কাক] ১ বি কাক। মনোএল, ১৭৪৩: 'কাউয়ায় করে কমল।' অবন, ১৯১৯। ২ বিণ শোণুপ। 'কাউয়ার মতো মুসী বাড়ির নাওয়ায় দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কাউয়াশী [আ কাওয়াশী] বি মুসলিমসমাজে প্রচলিত ভক্তিশীতি। 'কাউয়াশীর মজলিশে যে সকল গান গাওয়া হইয়া থাকে।' মোহাম্মদী, ১৯৩২। ৫ কাওয়াশি

কাউর [আ করহ] বি চর্মরোগবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাএ [স কায়] বি দেহ। 'খড়গেতে কাটিল কাএ করেত ধনুক।' মাল্যধর, ১৫০০।

কাএম [আ কায়ম] বিণ প্রতিষ্ঠিত। 'মোহলেম লীগের মোকাবেলায় আর একটা কুঠ কাএম হইল।' আজাদ, ১৯৪২।

কাএমি [আ কায়ম] বিণ কায়মি; মজবুত; সুদৃঢ়। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাওয়া [আ কাওয়াহ] বি কফি। 'কাওয়ার বৃক্ষের আবাদ বঙ্গদূত, ১৮২৯।

কাওয়াজ [আ] বি শোরগোল। 'বিষম কাওয়াজ, গোলাব আওয়াজ।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

কাওয়ালা [আ] বি কাওয়ালা গায়ক। 'একদূত গুণীগণ ধাড়ি কাওয়ালাত কাওয়ালা কথক সরাসিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি।' ভবানী, ১৮২৮।

কাওয়াশী [আ কাওয়াশ] ১ বি সংগীতের সুর ও তালবিশেষ। 'রাগিনী পরজ - তাল কাওয়াশী।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ভক্তিশীতি। 'গায় কাওয়ালা বাদলি রুমজুম।' নজরুল, ১৯২৮।

কাওয়াশি [আ কাওয়াশ] বি কাওয়ালা-গায়ক। 'নয়শত কাওয়াশি চলে তেরশত নর।' হি বিজয়, ১৯৫০।

কাওয়া [স কিরাত] বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাউরী, চামার, কাওয়া, তেওর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কাওয়ারি [স কিরাত] বিদ্যা, ১৮৯১।

কাওয়া [আ কবাল] বি বিক্রির চুক্তি-দলিল। 'সাতকানি জমি সাফ কাওয়া করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল।' আলফাউন, ১৯৫৪।

কাং [প কাণ্ডাতা] জাহাজের অধিনায়ক। 'কাং ডেমার সাহেব।' মের্স, ১৭৭৭।

কাংই [কাংই] বি চিরুনি। 'কাংইটাকে নাকের কাছে এনে গন্ধ টানে নবিতুন।' কায়সার, ১৯৬২।

কাংসা [স] ১ বি কাঁসা। 'ঘড়িয়ালের দণ্ডে ২ তারহদের কাংসা কাঁজের উপরে মূশুর ফেশন করিতেছে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বীণা মৃদঙ্গ কাংসা করতাল রামবেণী প্রভৃতি।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বিণ কাঁসার আওয়াজের মতো শ্রুতিকটু। 'সংগীতবিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশী কাংসাকণ্ঠে আর্তানন্দ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কাংস্যকণ্ঠ [স] বি কাঁসার আওয়াজের মতো কর্শ কণ্ঠ। 'কুলতাপিনী সংগীতবিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশী কাংস্যকণ্ঠে আর্তানন্দ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কাংস্যকার [স] বি কাঁসার দ্রব্যাদি তৈরি করে যে। 'কাংস্যকার, সূত্রধর, বিনামা গুপ্তত প্রভৃতি ... ব্যবসাকে হীন চক্ষে দেখিয়া থাকেন।' হেদায়েত, ১৯৩৫।

কাংস্যক্রেতাকারিত [স] বিণ কাঁসার আওয়াজের মতো ডাক দেয় এমন। 'কাংস্যক্রেতাকারিত শিখী, বাগী ওক, অনুলাপী শিক।' সুধীন্দ্র, ১৯২৮।

কাংস্য পাত্র [স] বি কাঁসার বাসন বা পেয়ালা। 'এক মুনায় পাত্র ও এক কাংস্য পাত্র নদীর শোভে ডাঙ্গিয়া যাইতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কাংস্যকার [স কাংস্যকার] বি কাঁসার। 'কাংস্যকার, শঙ্ককার ... কারুক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তত্ত্ববায়, প্রভৃতি ব্যক্তি।' বঙ্গদর্শন, ১৯৭৪।

কাঁকড়া [বিবৃতিবিশেষ] 'ন সুনলি মহাজন মুখকাঁ। জাচত বাঘ ন খাওত বনুকা।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

কাঁকড়া ১ বি একাকার। 'পিল্লির ভাই পালিয়ে গেছে পিল্লি চটে কাঁকড়া নজরুল, ১৯৩৩। ২ বি আঠা; লেই। 'আমার জোকালাকা যে ডিঙে কাঁকড়া হল।' মুক্তবা, ১৯৫২। ৫ কাঁকড়া

কাঁকড়া বি মাড়ওয়ার সম্প্রদায়। 'ইহরাই ... আর্ঘ্যাবর্তে আগরওয়ালা বা মাওয়ারি বা কাঁকড়া।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কাউন্সিল [ই কাউন্সিল] বি পরিষদ। 'কাউন্সিল ঘরে আজ কী নাকানিচোবানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ কাউন্সিল

কাঁকড়া [স ককড়া] ১ বি কাঁকড়া। 'কাঁকড়ে চুপড়ি তাহে তুলসীর পাত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি কোল। 'বাঙ্গি বাজা লয়ে ফের কাঁকড়ে করিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

কাঁকড়া [স ককড়া] বি বক জাতীয় পাখিবিশেষ; ককড়া। ওর্স, ১৭৮৫।

কাঁকা [স ককা] বি বক জাতীয় পাখিবিশেষ। 'ভুজঙ্গ ধরিয়া খায় ধুধুড়িয়া কাঁকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁকড়া [স ককড়িকা] বি চিরুনি। 'মোনাএল, ১৭৪৩: 'কাঠের কাঁকড়া লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কাঁকড়া [স ককড়িকা] বি চিরুনি। ওর্স, ১৭৮৫: 'কাঁকড়া চুল ফুলাইয়া ... এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কাঁকড়া [স ককড়া] বি চিড়ির মতো জলজ প্রাণী। ওর্স, ১৭৮২: 'হাত-পাওলিন তখনো কুলের ডাল, আবুলগলিন কাঁকড়া।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কাঁকড়া কাঁটা বি হাতিকে আটকাবার শিকলবিশেষ। 'গঙ্গা দশেক কাঁকড়া কাঁটা দেখবে যেন কাঁকড়া কেন।' অনুদা, ১৯৩১।

কাঁকড়াপেড়ে [স ককড়া+স পার] বিণ কাঁকড়ার মতো নকশাযুক্ত পাড়বিশিষ্ট। 'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে তাবিজপেড়ে।' ভবানী, ১৮২৫।

কাঁকাড়াবিহে

কাঁকাড়াবিহে [স ককট]+স বৃত্তিক] বি বৃত্তিক। 'ইসুর কি কাঁকাড়াবিহে' বিতৃতি, ১৯৩৭।

কাঁকাড়ি [স ককট] বি কাঁকড়। 'ছিঙিল তুণ ডাঙ্গিল মুণ কাঁকাড়ি জেনে বানে খান' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁকন [স ককণ] বি হাতের অলংকারবিশেষ। 'হাতে তার কাঁকন দুগাছি' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কাঁকন-কাঁদানো [কাঁকন+স ক্রন্দন] বিণ কাঁকনের আঘাতজনিত ধ্বনির মতো। 'কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে!' জীবন, ১৯৩০।

কাঁকনজোড়া [স ককণ+জোড়া] বি ককন দুটি। 'কাঁকনজোড়া এনে দিলেম ঘবে' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কাঁকর [স ককর] বি নুড়ি-পাথর। 'সুস্থখলি তুণ কাঁকর সব কর দূর' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঁকর-ঢালা [স ককর+ঢালা] বিণ পাথরের ছোটো কুচি বিছানো। 'সামনেতে ওই কাঁকর-ঢালা পথে' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কাঁকর-দেওয়া [স ককর+দেওয়া] বিণ পাথরের কুচি বিছানো। 'কাঁকর-দেওয়া যে পথ বাড়ি পর্বত গেছে...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কাঁকুরে [স ককর] বিণ কাঁকুরে ভরা; কাঁকর মিশ্রিত। 'লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা' বিতৃতি, ১৯৩৮।

কাঁকরোল [স ককৌটক] বি সবজিবিশেষ। 'বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আস্ত' বিতৃতি, ১৯৩৮।

কাঁকল [স ককালিকা] বি কোমর। 'কাঁকল ক্ষীণ মরাল গ্রীবা' নজরুল, ১৯২৩।

কাঁকাল, কাঁকাইল [স ককালিকা] বি কোমর। 'রাঁখিয়া বাড়িয়া মেরি কাঁকালে হৈল বাত' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাঁকাইল' মনসুর, ১৭৪৩।

কাঁকালি [স ককালিকা] বি কোমর। 'কন্দ বাঁকা উঠ বাঁকা বাঁকা কাঁকালি খানি' মালাধর, ১৫০০।

কাঁকুই **দ্র** কাঁকুই

কাঁকুড় [স ককট] বি শশা জাতীয় সবজিবিশেষ। 'মস্তির বুথিটি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

কাঁকুড়ি [স ককট] বি শশা জাতীয় সবজিবিশেষ। 'কোমল কাঁকুড়ি ডগা তুলিল করেলা' মুকুন্দ, ১৬০০

কাঁকুর [স ককট] বি শশা জাতীয় সবজিবিশেষ। 'কাঁকুর-খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়লা ছোকরা' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কাঁকুরে **দ্র** কাঁকর

কাঁখ [স কক] ১ বি কোমর। 'মঙ্গল সরা লইয়া কাঁখে চকিকা চলিলা আশে' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি গোড়া। 'গজাল টুকে দেহেদন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ' নজরুল, ১৯২৬।

কাঁখচুয়া [স কক+স চুখন] বিণ কাঁখে জড়িয়ে আছে এমন। 'কাঁখচুয়া তার কপসি-টোটে উল্লাসে জল উলসি ওঠে' নজরুল, ১৯২৫।

কাঁখতলি, কাঁখতলী [স ককতল] বি বগল। 'হেঁঠ মাধ্যমতি তোলে কাঁখতলির মালা' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাঁখতলী' মানোএল, ১৭৪৩।

কাঁচ [স কন্যা] বি কাঁচ। 'কার কাঁচ আলিতে না দেও মোএঁ পাএ' বড়, ১৪৫০। **দ্র** কাঁচ

কাঁচকলা [স কন্যা-কদলক] ১ বি সবজি হিসেবে ব্যবহৃত কলা। 'ভেট লইয়া কাঁচকলা সাক বাইশন মুগা ভাঁড়ুদ করিল পয়ান' মুকুন্দ, ১৬০০; **বিদ্যা**, ১৮৯১। ২ বি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত শব্দ। 'কাঁচকলার কবি তুমি' নজরুল, ১৯৩১।

কাঁচ [স কাচ] বি বালি ও ক্ষার থেকে প্রস্তুত বহু পদার্থবিশেষ। 'তিমামণি দঠ কৈলে কাঁচের বদলে' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁচপাত্র [স কাচপাত্র] বি কাঁচের তৈরি পাত্রবিশেষ। 'এই বিবেচনায় শোক তৈল প্রভৃতি ... কাঁচপাত্রে স্থাপিত করে' ভবানী, ১৮২৩।

কাঁচ-রোদ্দুর [স কাচ+স রোদ্দুর] বি বকবকে রোদ। 'কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য, হৃদয়ের স্বপ্ন' নীরেন, ১৯৪৪।

কাঁচাদি [স কাচ+স আদি] বি কাচ ইত্যাদি। 'কাঁচাদি নির্মিত বিচিত্র পাত্রাঙ্কিত মন্দির প্রদানাদীন' ভবানী, ১৮২৫।

কাঁচে-ধেরা বিণ কাচ দিয়ে বেষ্টিত। 'কাঁচে-ধেরা জোবাকা' অন্নদা, ১৯২৮।

কাঁচের গ্রাস [স কাচ+ই গ্রাস] বি কাচ নির্মিত বড়ো আকারের আধার। 'কাঁচের গ্রাসে বরফ-দেওয়া' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কাঁচাড়া [স ককট] বি ঘাসবিশেষ। 'কাঁচাড়া খুদের কাঁজি রাঙ্কিবে জতনে' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁচপোকা [স কন্যা-পুতিকা] বি চকচকে নীলবর্ণের পতঙ্গবিশেষ। **বিদ্যা**, ১৮৪১; 'কাঁচপোকা হং আলোক ফুলে' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

কাঁচল **দ্র** কাঁচালি

কাঁচালি, কাঁচালী [স ককুলী] ১ বি নারীর বসাবরণী। 'হার ককণ মোর কাঁচালিতে দেই টান' বড়, ১৫৭০; 'শঙ্খ কাঁচালী পাটসাড়ী অলঙ্কার' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বুক। 'কাঁচালির বামভাগে লিখে বৃন্দাবন পূর্বভাগে দোলপিণ্ডি কলশকানন' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁচল [স ককুল] বি কাঁচালি। 'কাঁচল পরি আঁচল টানি' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'ময়ুরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখনি দূর্বাশ্যামল ভাল বন্ধু টানি' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কাঁচা [প্রা কংচা] ১ বিণ অপকৃত। 'ভাজিলো এ কাঁচা গুআ' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ কালো রঙের। 'একগাছি নাহি কাঁচা কেশ' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ অপূর্ণ। 'আছিন কাঁচা নিদে' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি গর্তপ্রাণ। 'কাঁচা যাইতে' মানোএল, ১৭৪৩। ৫ বিণ অল্পবয়স্ক। 'এমত কাঁচা ছাওয়াল বর্বর অন্তরি' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ৬ বিণ তাজা। 'ওগা, ১৭৮২; 'হালিমের মনের ঘা এখন কাঁচা ইয়া উঠে' মনসুর, ১৯৫৫। ৭ বিণ পরিভ্রমণ নয় এমন। **ক্যালগে**, ১৭৮৪। ৮ বিণ বড়ো ছাওয়া। 'কাঁচা ঘর ১৯১১' দর্পণ, ১৮০০। ৯ বি অপরিণত। 'পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা' গুণ, ১৮৫৮। ১০ বিণ অনির্ভরযোগ্য। 'আমরা কাঁচা কথা কই না' গিরিশ, ১৮৮৬। ১১ বিণ আনাড়ি। 'সেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বেড়া কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১২ বিণ মাটির তৈরি। 'এক প্রান্ত দিয়া কাঁচা পথ চলিয়া গেছে' রবীন্দ্র, ১৯০২। ১৩ বিণ দুর্বল। 'পড়াভনায় অনেক কাঁচা একাটি ছেলে বিলাতে যাইবে' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১৪ বিণ দুর্বল। 'কাঁচা সমালোচনাও গাণিগালাজ' রবীন্দ্র, ১৯১২। ১৫ বিণ টাটকা। 'পেল না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা মূন' নজরুল, ১৯২২। ১৬ বিণ গলাবো। 'কাঁচা সোনা চেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা খান' জসীম, ১৯২৭। ১৭ বিণ সবুজ। 'নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ১৮ বিণ মাটির তৈরি ও সঁজাতসেতে। 'কাঁচা উনানের তলে, ডিজা কাঠেতে আতন ফালায়' জসীম, ১৯৩১। ১৯

বিশ ভাঙ্গা হয়নি এমন। 'কাঁচা পোঁপর এনেছি মুগের ডালের।' বিজুতি, ১৯৩১। ২০ বিশ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত। 'বাকি রয়েছে কেবল কুঁড়ি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২১ বিশ অল্পসময়ে প্রাপ্ত। 'ব্যবসায় তো কাঁচা টাকা মেরে ভুত করছে।' জীবন, ১৯৩২। ২২ বিশ কোমল। 'না, পিঠে কাঁচা রোদ লাগানো আসলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২৩ বিশ তকায়নি এমন। 'কাঁচা শালপাতার একটি পিকা।' বিজুতি, ১৯৩৮। ২৪ বিশ অশ্রীল। 'যাহাকে বলে কাঁচা খেউড় অর্থাৎ নয়া অশ্রীলভার গান।' তারা, ১৯৪২। ২৫ বিশ সবুজ। 'পাতের কিনারে কাঁচা লম্বাটা।' জীবন, ১৯৪৮। ২৬ বিশ ঢিলা। 'গীটার কাঁচা কাঁধটা দেখে সব বুঝতে পারে।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৩। ২৭ বিশ নয়া। 'যেন কার কাঁচা দেহে হাত লাগে একেই সময়।' শক্তি, ১৯৬৫। ২৮ বিশ ধাতব। 'পকেটে কিছু কাঁচা পয়সার আওয়াজ।' মাইমুদ, ১৯৬৬।

কাঁচা-কাঁচা ক্রিবিণ শিত্তসুলভ। 'তার গায়ের গন্ধটিও সেইরকম কাঁচা-কাঁচা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাঁচাশোয়া [কাঁচা+স শোল] বি নরম পাকে তৈরি দানাদার সন্দেশবিশেষ। 'বাঁজা গজা সবজাভা অতি সুমধুর কাঁচাশোয়া বাদামতকি আতা অনুপাম।' ভবানী, ১৮২৫।

কাঁচা ঘুম বি অপূর্ণ ঘুম। 'মাটি হয় কাঁচা ঘুম।' অন্নদা, ১৯৭৩।

কাঁচা টাকা [কাঁচা+স টকা] বি অল্পসময়ে প্রাপ্ত অর্থ। 'ব্যবসায় তো কাঁচা টাকা মেরে ভুত করছে।' জীবন, ১৯৩২।

কাঁচাপাকা [কাঁচা+স পকা] ১ ক্রিবিণ মিলেমিশে। 'তারা দুই জন কাঁচা পাকা দুটা থাকে।' চক্ৰ, ১৫৫০। ২ বিণ কাঁচা ও পাকায় বেশানো। 'কাঁচা-পাকা গোছে-দাড়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিণ কিছুটা অপরিণত কিছুটা পরিণত এমন। 'আমরা কি একরকম কাঁচা-পাকা জোড়া-তাড়া অল্পত ব্যাপার নই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা ক্রি অকালে নষ্ট হওয়া। 'অধীনতা মানুষের জীবনী-শক্তিকে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার মতো ভুয়া করিয়া দেয়।' নজরুল, ১৯২২।

কাঁচামাটি বিণ মেটে। 'কাঁচামাটির পথটায় চলছে একটা গরুগাড়ি।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৫।

কাঁচামাটি করা ক্রি নতুন করে শুরু করা। 'আগাশোড়া ভেঙে ফের কাঁচামাটি করতে হয়।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কাঁচামাল [কাঁচা+আ মাল] বি শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত উপাদান। 'চাই বিদেশ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে জমা করা।' সবুজ, ১৯২০।

কাঁচামিটে [কাঁচা+স মিট] বিণ কাঁচা অবস্থায় মিটি বাদযুক্ত। 'কতগুলি আম কাঁচামিটে আছে।' বক্রিম, ১৮৭৪।

কাঁচামিঠা, কাঁচামিঠে [কাঁচা+স মিঠ] ১ বিণ কাঁচা অবস্থায় মিঠ লাগে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১; 'লকেট, কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওলা চুপড়ি মাথায় ... ভেঁকে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ হালকা ও আরামদায়ক। 'কাঁচামিঠে ঘুমটুকু পেড়ে গো টাটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

কাঁচামুখ [কাঁচা+স মুখ] বি অপরিণত মুখাবয়ব। 'এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণ ভাব ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাঁচা যাওয়া ক্রি গর্ভপ্রাব হওয়া। 'কাঁচা যাইতে।' মানোএল,

১৭৪৩।

কাঁচা রঙ [কাঁচা+স রঙ্গ] বি অস্থায়ী রং; হালকা অংশ। 'মানুষের কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রঙটুকু, অসমাপ্তির কোমল দুর্বলতটুকু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কাঁচাশিক্ষা [কাঁচা+স শিক্ষা] বি অপরিপক্ব জ্ঞান। 'রুমমেটের কাছ থেকে কাঁচাশিক্ষা সে লাভ করেনি।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৮।

কাঁচা সবুজ [কাঁচা+ফা সবজা] বি তাজা সবুজ রং। 'নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

কাঁচাসিদ্ধ [কাঁচা+স সিদ্ধ] বিণ অপরিণত। 'আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টম্যাটো-রস আর উষ্টার সস ঢেলে ...' যুক্ততবা, ১৯৪৯।

কাঁচে যাওয়া ক্রি নষ্ট হওয়া; কাঁচা হওয়া। 'তোরাই সে চালের নোখে/বায় কাঁচে তোরা পাকা ঘুটি।' নজরুল, ১৯৩৩।

কাঁচামিট্র কাঁচ

কাঁচানো [প্রা কচা] ১ ক্রি কাঁচা করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি পণ্ড করা। 'সেই কাঁচিয়ে সেবার এই ফলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ ক্রি খালা করা। 'পাকা চুল বিলকুল কলপে কাঁচিয়ে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ৪ ক্রি গুলিয়ে যাওয়া। 'বুঁকি পেকে উঠি-উঠি হতেই আবার কাঁচিয়ে যায়।' নজরুল, ১৯২২।

কাঁচি [স কঞ্চী] বি কুঁচফল। 'কাঁচি দিখা কৈল মান সোল রতি দুই ধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁচি [স কচুরী] ১ বি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ধাতব হাতিয়ার-বিশেষ; কাণ্ডে। 'ধান্য নিড়াইতে চান্দোর হাতে দিল কাঁচি।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি কাণ্ডডোলায় ইত্যাদি কাটার হাতিয়ার-বিশেষ। ওয়া, ১৭৮৫; 'গাঢ়, পিলসু, ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় গাঢ়নির্মিত।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কাঁচি-কপচানো [কাঁচি+কপচানো] বিণ কাঁচি দিয়ে ছাঁটা। 'কাঁচি-কপচানো গুঁপো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

কাঁচিকটা [কাঁচি+কাটা] বি বাছাই। 'কয়েকটি কবিতা কাঁচিকটা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইলে ...' জসীম, ১৯৬১।

কাঁচিছাঁটা [কাঁচি+ছাঁটা] বিণ কাঁচিতে ছেঁটে ফেলা হয়েছে এমন। 'ফুরফুরে আতনের ধান তবু কাঁচিছাঁটা জামার মতন মুক্ হাতে ...' জীবন, ১৯৪৪।

কাঁচির চোটে বি কাঁচির আঘাত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কাঁচি [কাঁচা] বিণ কাঁচা। 'মেথের চাঁড়াল ডোম হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি।' নজরুল, ১৯৩৩।

কাঁচি বিণ সদ্য জেগে ওঠা। 'এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কাঁচু [স কঞ্চী] বি কাঁচুলি। 'চুনি চুনি ভএ কাঁচু ফাটলি বাহক বলআ ভাঁও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কাঁচুমাছ ১ বিণ অতিশয় সংকুচিত। বিদ্যা, ১৮৯১। ১ বিণ অপ্রস্তুত। 'জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাছ ভাব কিছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্মত ব্যবহার।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাঁচুমাছ করে ক্রিবিণ সংকুচিত করে। 'মুখ কাঁচুমাছ করে বললেন ...' সাদত, ১৯৬৭।

কাঁচুর মাত্র [ফন্যা] বি ভয় লঙ্কা ইত্যাদির কারণে সংহতিত ভাব।

‘কেউ বা দেখ কাঁচুর মাচুর কেউ বা ডায়াচাচা।’ সুকুমার, ১৯১৮।

কাঁচুলি [স কঙ্কলী] বি নারীর বন্ধাবরণী। ‘হরিতে কাঁচুলি অধিক আকুলি উঠল কামিনী কাঁপিয়া।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কাঁজা [স ক্ৰন্দন] ক্রি কাঁদা। ‘ছেলে মানুষ কাঁজচে।’ রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাঁজি [স কাক্জি] বি আমনি: চাল অথবা খুদ পচানো টক খাদ্য। ‘কাঁজা খুদের কাঁজি রাখিবে জ্বতনে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁজিপাড়া বি একপ্রকার খাবার। ‘কাঁজিপাড়া খাইতে বদনে লাগে খাল।’ রূপরাম, ১৭৫০।

কাঁজিবড়া বি খাবার-বিশেষ। ‘হেনানাডু কাঁজিবড়া অন্ত্রকে ব্যর্থাকি পোড়া।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁটা [স কটক] ১ বি সুইয়ের মতো তীক্ষ্ণ বস্তুবিশেষ। ‘কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অবরোধক বস্তুবিশেষ। ‘আঁজি হইতে তোমার ঘারে দিল কাঁটা।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি দাড়িপাল্লা। ‘মানোএল, ১৭৪৩; ঠিক আছি কাঁটার ওজনে।’ উমেশ, ১৮৫৭। ৪ বি এক প্রকারের চামচ যা দিয়ে চেপে ধরে খাদ্যবস্তু ছুরি দিয়ে কেটে মুখে পোয়া যায়; কাঁটাচামচ। ওর্স, ১৭৮৫। ৫ বি চুলের কাঁটা; পিন। ওর্স, ১৭৮৫: ‘সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে ঝোঁপা বেঁধে ...।’ অবন, ১৮৯৬। ৬ বি মাছের হাড়। ‘বাঁটা ঝোঁটা কাঁটা চটা, খেয়ে গেল বমি উঠে।’ ওর্স, ১৮৫৮। ৭ বি ঘড়ির সময় নির্দেশক হাত। ‘ঘড়ির কাঁটা দেখিতে সক্ষম হইলেন না।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৮ বি বেদনার কারণ। ‘দু-একটা কাঁটা করি দিব দূর - তার পরে দ্বিট দিব।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৯ বি বিপত্তি। ‘নেইক শব্দা সতীন-কাঁটার নৈকে জ্বালা।’ সত্যজিৎ, ১৯১২। ১০ বিণ আতঙ্কিত। ‘এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি।’ শরৎ, ১৯১৭।

কাঁটা উঠিয়ে ওঠা ক্রি ‘অবাক্তিত জিনিস দেখা দেওয়া।’ ‘কান্নাধারের কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উঠিয়ে উঠেছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কাঁটাকড়ি [কাঁটা+কড়ি] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। ‘সেন কয় তোমার কানে কাঁটাকড়ি সোনা।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

কাঁটা-কম্পাস [কাঁটা+ই কম্পাস] বি দিকনির্দেশক যন্ত্র। ‘কাঁটা-কম্পাস দাও গেল হাতে।’ জঙ্গীম, ১৯৫১।

কাঁটাকুন্ড [কাঁটা+স কুন্ড] বি কাঁটার বাগান। ‘কাঁটাকুন্ডে বসি তুই গাণিবি মালিকা।’ নজরুল, ১৯২৮।

কাঁটা-ঝোঁচা [কাঁটা+ঝোঁচা] ১ বি গুলার কাঁটা ও গোঁজা ইত্যাদি। ‘উভয়সে সাধু ধায় কাঁটা ঝোঁচা ফুটে পায়।’ মুকুন্দ, ১৬০০; ‘এইরকম কাঁটা-ঝোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জারগায় ব্লু-বেলস নামক ছোটো ছোটো ফুল।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি সাংসারিক গল্পনা। ‘তার মধ্যে তো কোনো কাঁটা ঝোঁচা নেই?’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কাঁটাগাছ [কাঁটা+গাছ] বি কাঁটামুড় গাছ। ‘অনেক বনবাগাড় কোপকাপ কাঁটাগাছ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কাঁটা-ঘা [কাঁটা+ঘা] বি ক্ষত; আঘাত অনুভূতি। ‘আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হানত।’ নজরুল, ১৯২৩।

কাঁটা চামচ [কাঁটা+ফা চামচ] বি এক প্রকারের চামচ যা দিয়ে চেপে ধরে খাদ্যবস্তু ছুরি দিয়ে কেটে মুখে পোয়া যায়। ‘সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে, পিড়ি পেতে আর কি বাবে।’ ওর্স, ১৮৫৮।

কাঁটা ছুরি [কাঁটা+স ছুরিকা] বি কাঁটা চামচ ও খাবার কেটে খাওয়ার ছুরি। ‘কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।’ ওর্স, ১৮৫৮।

কাঁটারোপ বি কাঁটামুড় গাছের ঝাড়। ‘কাঁটারোপ থেকে ডাক এসো কানে বিদায়-মধুর।’ শক্তি, ১৯৬৬।

কাঁটাতার [কাঁটা+স তার] বি কাঁটামুড় লোহার তার। ‘কাঁটাতারের বেড়া।’ বিভূতি, ১৯৩৭।

কাঁটা দেওয়া ক্রি শিউরে ওঠা। ‘তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কাঁটাপথ [কাঁটা+স পথ] বি কাঁটার-ডরা পথ। ‘আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কাঁটাবন [কাঁটা+স বন] বি কাঁটাগাছের ঝোপ। ‘বেয়ারণালো পালের কাঁটাবনে/ পালকি ছেড়ে কাঁপছে ধরোখরো।’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

কাঁটাবনবিহারিণী [কাঁটা+স বন+স বিহারিণী] বিণ কাঁটাবনে ঘুরে বেড়ায় এমন। ‘কাঁটাবন বিহারিণী সুর-কানা দেবী।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কাঁটাবাঁশ [কাঁটা+স বংশ] বি বাঁশের প্রজাতিবিশেষ। ‘গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটাবাঁশ।’ বিভূতি, ১৯৩৮।

কাঁটা-বোঁধা [কাঁটা+বোঁধা] বিণ কাঁটা বিধে আছে এমন। ‘কাঁটা-বোঁধা রক্ত-মাখা প্রাণ নিয়া এঁত তব গুরে।’ নজরুল, ১৯২৩।

কাঁটা বেড়া [কাঁটা+স বেড়ক] ১ বি ঝোপ। ওর্স, ১৭৮৫। ২ কাঁটাতার। ‘লোহার কাঁটাবেড়া দিয়ে বেরো।’ জীবন, ১৯৩২।

কাঁটা-ডরা [কাঁটা+ডরা] বিণ কটকিত। ‘কাঁটা-ডরা ধংসের পথে চলেছি আমি।’ নজরুল, ১৯২২।

কাঁটা-মারা [কাঁটা+মারা] বিণ কাঁটামুড়; কাঁটা লাগানো। ‘দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতার তলার বীজসে কাদার শিত।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কাঁটায় কাঁটায় ক্রিবিণ উপর্যুপরি কাঁটা দিয়ে। ‘পা-দুটোকে কাঁটায় কাঁটায় ছিন্নবিছিন্ন করা হয়।’ রবীন্দ্র, ১৯২২।

কাঁটার বেড়া বি কাঁটা অথবা কাঁটাওয়ালা গাছের বেড়া। ওর্স, ১৭৮৫।

কাঁটা-লতা বি কাঁটামুড় লতাভাজ্যীয় উদ্ভিদ। ‘কাঁটা-লতা উঠবে ঘরের ঘরওলায়।’ রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কাঁটা-সুন্ড [স কটক] বিণ কাঁটাসহ। ‘পায়ে কাঁটা-সুন্ড একটা ওকনো ডাল বিধে গেল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাঁটাল [স কটকফল] বি কাঁটাল। ‘কাঁটাল কদলী রাখিল ওয়া।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁটালি [কাঁটাল] বি একজাতীয় কলা। ‘বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঁটালিচাঁপা [কাঁটাল+চাঁপা] বি কাঁটালচাঁপা ফুল। ‘নতুন-ফোটা কাঁটালিচাঁপার মতো।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কাঁট্রিয়া [স কটক] বিণ নিষ্ঠুর। ‘মানোএল, ১৭৪৩।

কাঁটাল [স কটকফল] ১ বি কাঁটামুড় তরুকে আবৃত মিষ্টি বাদনের রসালো কোয়াবিশিষ্ট ফলবিশেষ। ‘অস্ত্র নারিকেল কাঁটাল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি গাছবিশেষ। ‘কাঁটাল পিয়াল তাল সাল।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁটালপাছ [কাঁটাল+পাছ] বি কাঁটাল ফলের পাছ। ‘উপমুখ সারথ্যাত পর্যায় পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্ণ কাঁটালপাছটির মতো।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কাঁটালচাঁপা [কাঁটাল+স চম্পক] বি একজাতের ফুল ও গাছবিশেষ। ‘কাঁটালচাঁপার নীড়ে ঠোট আছে তঁজে।’ জীবন, ১৯৩২।

কাঁঠালি [কাঁঠাল>] বি কাঁঠালি কলা। 'চারি পাশে মর্তমান, চাপা, কাঁঠালি' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কাঁঠালি চাপা [কাঁঠাল+স চম্পক>] বি পাকা কাঁঠালের মতো তীব্র গন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। 'তীব্রগন্ধী কাঁঠালি চাপা' মানিক, ১৯৩৬।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব ১ বি অসম্ভব বস্তু। 'বৃহদানুসারে বলি যেমন কাঁঠালের আমসত্ত্ব ইহাই বিবেচনা করিবা।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বি অপপ্রয়োগ। 'ও হচ্ছে একরকম কাঁঠালের আমসত্ত্ব।' প্রমথ, ১৯৩৩।

কাঁঠি [স কঠী] ১ বি জালের প্রান্তে বাঁধা ছিদ্রযুক্ত লোহার তুলিকা। 'বিচিত্র কপালতট গলাএ জালের কাঁঠি' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সরু ডাল। 'কোনোখানে দাঁতনের কাঁঠি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কাঁড় [স কাভ] ১ বি ভিন্ন; বাণ। 'হরিন গেখানে ব্যাধ কাঁড় জুড়িল।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি বাঁশের ধনুক। 'তিনটা পটিন কাঁড় দিল জামাতার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি কা। 'মাল্যোএল, ১৭৪৩।

কাঁড়ন [স কভ>] বি ছাঁটন; অনন। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঁড়া [স কড়া] বি কাড়া; ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'পুরিআ বেলকি ধাইল ধানকী বাছিআ মারিতে কাঁড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ঢাক কাঁড়া নহবং মৃদঙ্গ মাদোলা' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কাঁড়া [স কড়া] বিগ চালের কুঁড়া ভালোভাবে পরিষ্কার-করা। 'ভিক্টর চাল কাঁড়াই হোক আর আকাঁড়া - তাই কোলায় ভর।' নজরুল, ১৯৩১।

কাঁড়া কাঁড়া বিগ রাশি রাশি। 'ওই কাঁড়া কাঁড়া টাকা নিয়ে চেতারাঘর করে কী?' মুক্তভা, ১৯৫৮।

কাঁড়ানো [স কড়া] ১ ক্রি চাল কোটা বা কাঁড়া। 'মাল্যোএল, ১৭৪৩। ২ বি পরিষ্কারকরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঁড়ার [স কাঞ্জার] বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'কৃষ্ণময়ী কাঁড়ার' সেবধি, ১৮৪০।

কাঁড়ারী [স কাওয়ারী] বি কর্ণধার; মাঝি। 'কখন ঘেটেল কখন মাঝি।' ভারত, ১৭৬০।

কাঁড়ি [স কাভ>] বি ভাগর। 'যথার্থই উহা সোণার কাঁড়ি।' মধু, ১৮৫৭।

কাঁড়ি কাঁড়ি বিগ রাশি রাশি; অটেল। 'তনেছি ঠুঙী পোড়ার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিলবি।' কায়সার, ১৯৬২।

কাঁড়ুনী বি ক্রোশ। 'গিল্লীর কাঁড়ুনী হয় কর্তার উপর।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কাঁড়ু বি ধার। 'জনি কামদেব বরবাল কাঁড়ু' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কাঁড়ার [স কর্ণধার] বি হাল। 'আপনেষ্ট ধরিলো কাঁড়ার' বড়ু, ১৪৫০।

কাঁণ [স কাশ] বিগ কানা। 'কাঁণ হইআ মাগ্যা খায় পায়্যা নিশাকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁত [স কছা] বি মাটির প্রাচীর বা দেয়াল। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঁতড়া [স কছা] বি ভাড়া প্রাচীর বা দেয়াল। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঁতা [স কছা] বি কাঁথা। 'কাঁতাখানা ময়লা হয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কাঁতি, কাঁতী [স কান্তি] বি শোভা। 'কনয়া নিরক্ষ তোর দেহের কাঁতী।' বড়ু, ১৪৫০; 'দশন কাঁতি মুকুতা পতি।' দ্বিজেন্দ্র, ১৬০০।

কাঁথ [স কছা] বি দেয়াল। 'কাঁথ ভাঙ্গা জাই যদি দেহ অনুমতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁথা [স কছা] বি সেলাই করা মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কাঁথা কমজলু লাঠি গলায় তুলনী-কাঠি' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁথাপত্র [স কছা+স পত্র] বি কাঁথা ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। 'কপিলা আগে নৌকায় উঠিয়া কাঁথাপত্র বিছাইয়া দিল।' মানিক, ১৯৩৬।

কাঁথা-বাগিশ কাটা ক্রি চুরি করা। 'রাতের বেলা আমাদের অনেক শোকে কাঁথা-বাগিশ কাটতে হবে।' মনসুর, ১৯৩৫।

কাঁথামুড়ি দেওয়া ক্রি পরম নিকিষ্ট হওয়া। 'ইতিহাস কাঁথামুড়ি দিয়ে সেই যে ঘুমাতো।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৬।

কাঁদ [স ক্কা] বি কাঁধ। 'হাছে কুল কাঁদে মুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঁদন [স ক্ন্দন] বি কান্না। 'কাঁদন মাখী হাসি দেই গারী' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কাঁদ কাঁদ [স ক্ন্দন>] বিগ কেঁদে ফেলবে এমন। 'কাঁদ কাঁদ চক্ষে।' বসদর্শন, ১৮৭৪।

কাঁদন-মাতম [স ক্ন্দন>+আ মাতম] বি কান্না ও বিলাপ। 'কিসের আমাদের কাঁদন-মাতম' মাহেনগু, ১৯৪৮।

কাঁদনা [স ক্ন্দন] বি কান্না। 'সদাই কাঁদনা দেখি অঝর ঝরয়ে আঁখি' চম্পী, ১৫৭০।

কাঁদনি [স ক্ন্দন] ১ বি সাপুড়ের বিশেষ ধরনের গান। 'এখনি ধরত সাপ কাঁদনি গাইয়া।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কান্না। 'ওরে থাক থাক কাঁদনি/ দুই হাত দিয়ে ছিড়ে ফেলে সে রে/ নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কাঁদানিআ [স ক্ন্দন>] বিগ বেশি কাঁদে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঁদানিয়া [স ক্ন্দন>] বিগ কাঁদায় এমন। 'অবশ আকাশ বিবশা ধরিত কাঁদানিয়া চাঁদনীতে' নজরুল, ১৯২৫।

কাঁদা [স ক্ন্দন>] ১ ক্রি ক্ন্দন করা। 'পারে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতুলি ঘেন ভূমেতে লোটার।' দ্বিজেন্দ্র, ১৬০০। ২ ক্রি ধনিত হওয়া। 'বীপাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। কাঁদতে কাঁদতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রিবিগ ক্রমাগত কেঁদে। 'কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'পাখে-বিবর্তিতা বোষ্টমী মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ...' প্রমথ, ১৯২২। কাঁদাইয়া ক্রি কাঁদিয়ে। 'কাঁদাইয়া গোণী দান সাধিলা যথায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। কাঁদি ক্রি কেঁদে। 'তুলাইছে কাঁদি চামরিণী সুচামর।' মাইকেল, ১৮৬৬। কাঁদিয়া ক্রিবিগ কেঁদে। 'হানিয়া কাঁদিয়া বলে সমস্তজন তরে।' গবীর, ১৭৬৫। কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে ক্রিবিগ করুণভাবে। 'মুচড়ে মুচড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে দুঃর বের করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রি দুঃখে কাতর হওয়া। 'আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি, পরের মন নিয়ে কী হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। কাঁদুইস ক্রি কাঁদিস। 'পোলা তুই কাঁদুইস নারে।' ভবানী, ১৮২৮। কাঁদে ক্রি ক্ন্দন করে। 'পারে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতুলি ঘেন ভূমেতে লোটার মরা' দ্বিজেন্দ্র, ১৬০০। কাঁদেছে ক্রি কাঁদছে। 'ও ছেলটী কাঁদেছে কেন' উমেশ, ১৮৫৭। কেঁদে-কাকিয়ে ক্রিবিগ কঠিন চেষ্টায়। 'যে দশ-বারোটি কেঁদে-কাকিয়ে পড়তে পারে তারায় শীঘ্রই সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে যাবে।' মুক্তভা, ১৯৫৮। কেঁদে কেটে ক্রি কান্নাকাতি করা। 'মনপাড়া হলে যেটে, কী করবি কেঁদে কেটে' লালন, ১৮৯০। কেঁদে ভাসানো ক্রি অঝর ধারায় কাঁদা। 'পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত

বুক 'জমী', ১৯২৭। **কৈঁদে মরা** ক্রি হাথাকার করা। 'কেন আমারি পরান কৈঁদে মরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। **কৈঁদা** ক্রি কান্না কোরো। 'কৈঁদা নাই আঁজি রে আকাশে আড়া ফাঁদ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কাদানো [স কন্দন] ১ ক্রি কান্না করানো; কঁদতে বাধ্য করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ ক্রি বিদায় দেওয়া। 'তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাদিয়ে এসেছ?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাদা [স কন্দন] বি কন্দন। **কাদাকাদি** [স কন্দন] বি পরস্পর কাদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাদা কাটা [স কন্দন] বি কান্নাকাটি। 'কাদাকাটা আরম্ভ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

কাদাকাটি [স কন্দন] বি কান্নাকাটি। 'কাদাকাটি করয়ে দ্যাকবো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাবিই দাশ ছাড়ে যাব।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

কাদো কাদো [স কন্দন] ১ বিধ কৈঁদে ফেলবে এমন। 'কাদো কাদো মুখ করে তিক বেকার ও কন্যাদায় হালতের পরিচয় দিচ্ছেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ বিধ উত্তপা। 'হাওয়াটাও সেই রকম কাদো-কাদো ভিজ্জে-ভিজ্জে ঠেকেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কাদি [স স্বক] বি ফলের বড়ো গুচ্ছ। 'নারিকেলও কাদি কাদি ফলে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কাদুনি, কাদুনী [স কন্দন] বি কান্না। 'চাউনি কর্তার পানে কাদুনি কাদিয়া।' ওষ, ১৮৫৮: 'এমন সময় বাইরে গনি কী কাদুনী।' *অন্নদা*, ১৯৬৭।

কাদুনিক [স কন্দন] বিণ কান্নাজড়িত। 'মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুল ঢুল/মান মুখখানি কাদুনিক -।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কাদুনিতা [স কন্দন] বি কান্নার তাহ। 'একটা সত্যিকার ছেলে/মলিনতা কুস্রীতা কাদুনিতা দেখে আমরা কিছুতেই ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯৫।

কাদুনে [স কন্দন] ১ বিণ অশ্লোকে কাদে এমন। 'প্রথমে কাদুনে ছেলে মায়ের কালে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ বিণ কাদায় এমন। 'কাদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠি চালিয়ে প্রেয়ার করেও কিছু হয়নি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাদুনে গ্যাস [স কন্দন]+স গ্যাস। বি যে গ্যাস ছড়িয়ে দিলে বায়ু সংযোগে চোখে লেগে অশ্রুসিক্ত ও অশ্রুিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। 'কাদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠি চালিয়ে প্রেয়ার করেও কিছু হয়নি।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাদুনে বোমা [স কন্দন]+প বোমা। বি কাদুনে গ্যাসভর্তি ছোটো ডিবা। 'ফরোশীদের ওয়ার্ডের ওপর উড়ে এল দুটো কাদুনে বোমা।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

কাদুয়া বাধ [স স্বক] ১ বি বড়ো আকারের বাধ। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি সিংহ। ওর্স, ১৭৮৫।

কাদো কাদো ব্র কাদা

কাঁধ [স স্বক] ১ বি যাড়ের দু পাশে বিস্তৃত শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ। ওর্স, ১৭৮৫: 'তাহার কাঁধে এক খাবড়া মারিয়া কহিলেক, ওরে বাছা।' *তারিঙ্গী*, ১৮০৩। ২ বি নির্ভর করার মতো অঙ্গরূপ। 'সাধন কি মোর আসন দেবে হুঁপোলের কাঁধে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বি লম্বা। 'জয়তুনের চাইতে আইজনি কাঁধেও ছোট, গায়ে শক্তিও অনেক কম।' *মাহেবু*, ১৯৪৯।

কাঁধ দেওয়া ১ ক্রি কাজে নামা। 'সকলে মিলে কাঁধ দেওয়া যাক।'

নজরুল, ১৯২৫। ২ ক্রি শ্রমানে নেওয়ার জন্য মৃতদেহ সহ মাচা বহন করা। 'আবদুর রহমান শ্রমানেও আমাকে কাঁধ দিল।' মুক্তবাব, ১৯৪৯।

কাঁধে চেপে বসা ক্রি ভর করা। 'কোনো-একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াওনের কাঁধে চেপে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কাঁধা [স স্বক] বি কলসের মুখ। 'হাঁড়ি পাড়িল ঠুকুর-ঠুকুর কলসির কাঁধা।' *অবন*, ১৯১৯।

কাঁধি [স স্বক] বি কাদি; ফলের বড়ো গুচ্ছ। 'ওলো গাছে নাই উঠিতেই এক কাঁধি।' *গৌর*, ১৮২২।

কাঁদনী [স কন্দন] বি কান্না। 'কত নিতা জনব কাঁদনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁপ [স কন্দা] বি কন্দন। 'ডাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঁপন [স কন্দন] ক্রি কাঁপা। ওর্স, ১৭৮৫।

কাঁপনি [স কন্দন] বি কন্দন; নড়ন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁপা [স কন্দন] ক্রি কন্দিত হওয়া; শিউরে ওঠা। **কাঁপই** ক্রি কাঁপে। 'দুই তমু কাঁপই মদনক রচনে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কাঁপএ** ক্রি কাঁপে। 'ভাগিয়া কহিতে কথা কাঁপএ হনয়।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কাঁপয় ক্রি কাঁপে। 'হয়গজ-রব তনি কাঁপয় মেদনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁপি ক্রি কাঁপে। 'যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র।' *রামপ্রসাদ*, ১৪৫০।

কাঁপিএ ক্রি কাঁপে। 'কাঁপিএ সকল গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঁপিতে ক্রি কাঁপতে। 'কাঁপিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। **কাঁপিল** ক্রি কন্দিত হোলা। 'তা সুনিএর কংসরাজা কাঁপিল অংগর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কাঁপে ১ ক্রি শিউরে ওঠে। 'সুতঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গ কাঁপে গড়ে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ ক্রি কাঁপতে থাকে। 'দুটি মায়, কাঁপে ডায়, জন্মে মোনোভব।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কাঁপীয়া ক্রি কাঁপে। 'কুড়ি হাথ কাঁপা গেল পোউড়ের মাটি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

কাঁপা গলা বি ভয়ে বা আবেগে বিবল কণ্ঠ। 'মা কাঁপা গলায় বললেন।' *হুমায়ূন*, ১৯৭২।

কাঁপানিয়া [স কন্দন] বিণ কাঁপায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাঁপানী [স কন্দন] বিণ কাঁপন ধরিয়ে দেয় এমন। 'বোমা নয় কামান নয় পিলে কাঁপানী।' *অন্নদা*, ১৯৪৫।

কাঁপুনি [স কন্দন] বি কন্দন। 'নারকেল-পাতার সুরসুর কাঁপুনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কাঁপুনি-টাঁপুনি ক্রি কাঁপাকাঁপি। 'ও বেটার কাঁপুনি-টাঁপুনি সমস্ত বদমায়েশি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কাঁপুনে বিণ কাঁপছে এমন। 'এই বাশপাতার মতো কাঁপুনে অথচ টলমল দেহটিকে ...।' *অভিষেক*, ১৯৫০।

কৈঁপে ওঠা বিণ কন্দিত। 'মঠের কিনারে কৈঁপেওঠা বনবাগী হাওয়া।' *শঙ্কর*, ১৯৬৯।

কাঁফা [স কন্দন] ক্রি কন্দিত হওয়া। 'কাঁফিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কাঁশারি, কাঁশারী [স কাংস্যকার] বি কাঁসাজাত দ্রব্য নির্মাণ ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ভিলি মালি শাঁকারি কাঁশারি গন্ধবকি।' *ভবানী*, ১৮২৩: 'কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোমিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, ভেলী, গন্ধবকি আর কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিত্যকাল অনুগত।' *হুতোম*, ১৮৬১।

কাঁশি [স কাংসা] বি কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢাক ঢোল সানি কাঁশি শব্দ ঘন্টা বাঁগা বাঁশী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

কাসড়, কাসর

কাসর [স কাংসতাল] বি কাসর; কাসর; কাসর তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কাসর দুন্দুভি — পড়া জগবংশ বাজে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাসড় [স কাংসতাল] বি কাসর; কাসর তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শব্দ বেনি বীণা কাসড় তেরি নানা বাজএ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাসরঘণ্টা [স কাংসতাল+স ঘণ্টা] বি কাসর তৈরি ঘণ্টা। 'মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাসর ঘণ্টা বাজতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাসা [স কাংসা] ১ বি রাং ও তামার মিশ্রণে তৈরি ধাতুবিশেষ। 'কাসারি পাতিয়া শাল খারি খুরি গড়ে থাল বাটা ঘটা বট-লই শিপ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাসায় ঘটা, বাটা, গেলাস ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি কাসা নির্মিত ঘণ্টা। ওস, ১৭৮২।

কাসাশিল্প [স কাংস্যশিল্প] বি রাং ও তামা মিশ্রিত ধাতুর শিল্প। 'কাসাশিল্প কাচামালের অভাবে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭১।

কাসারি, কাসারী [স কাংস্যকার] বি কাসর জিনিসপত্র প্রস্তুতকারী। 'কাসারি পাতিয়া শাল খারি খুরি গড়ে থাল বাটা ঘটা বট-লই শিপ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাসারী পসারী কত।' ওস, ১৮৫৮।

কাসাই বি নদীবিশেষ। 'ধাইল কাসাই মহানদী বিড়াই খরস্রোত বামনার থানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাসি, কাসী [স কাংসা] ১ বি কাসর তৈরি কিনারা উচু থালাবিশেষ। 'এক কাসি ভাত।' বহ্নিম, ১৮৭৫। ২ বি কাসর তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সমক বীণা বংশি বাজরে শব্দ কাসি চৌদিশে গুনি জয়রোল।' কপরা, ১৭৫০; 'ঢোল কাসী তাশা বাঁশি বাজে শত শত।' স্মরণেন্দ্র, ১৮৭৬।

কাসিদার [কাসি+দার] বি কাসর বাজায় যে। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাসোর [স কাসকর] বি আঙ্গিক লীড়াবিশেষ। 'কাসোর হইল ক্রীড়াবিধম উদরী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কাঁহা [হি কহা] ক্রিবিণ কোথায়। 'কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঁহাকা [হি কহা] ক্রিবিণ কোথাকার। 'কোপে কহেন গাজী কাঁহাকা আখক পাঞ্জি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কাঁহাঝা [হি কহা] ক্রিবিণ কোথাকার। 'কঙ্কসের ঘাড়ি কাঁহাঝা! শিবরাম, ১৯৭০। পৃ. ৪:২৬১

কাঁহাডক [হি কহা] ক্রিবিণ কতক্ষণ পর্যন্ত। 'কাঁহাডক লোকে তোমার কথার জবাব দেয়?' গিরিন, ১৮৮৯।

কাঁহাসো [হি কহা] ক্রিবিণ কারো সাথে। 'নাহি কাঁহাসো বিরোধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঁহি [স কহা] ক্রিবিণ কী করে। 'বাকপথাভীত কাঁহি বখাণী।' চর্চা ৩৭, ১২০০। ৫ কাহি

কাঁহিনি [স কহিনি] বি কাহিনি; গল্প; উপন্যাস। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাক [স] বি কাকপাখি। 'আরতিলা কাক তাক ভুখিতে না পারে।' বড়, ১৪৫০।

কাকচক্ষু [স] বি কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। 'কূলে কূলে ডরা দিধি, কাকচক্ষু জল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কাকচিলা [স কাক+স চিলা] বি পাখিবিশেষ। 'কাকচিলা মাছরাঙা প্রভৃতি পাখিগুলি।' মানিক, ১৯৩৬।

কাকচৌথ [স কাকচক্ষু] বি কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। 'কাকচৌথ জল পঙ্কদগিহিতে কবে কোন রাজা মেয়ে।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

কাকজোছানা [স কাক-জ্যোৎস্না] বি শেষ রাতের স্নান জ্যোৎস্না। 'কাকজোছনার সাদা কাফনে শরীর ঢেকে রেখে।' ফররুখ, ১৯৬৩।

কাকজ্যোৎস্না [স] বি শেষ রাতের স্নান জ্যোৎস্না। 'ভোরের রং নয় — এ সেই কাকজ্যোৎস্না।' জীবন, ১৯৩২।

কাকতাড়ুয়া [স কাক-তাড়ন] বি কাক বা অন্য কোনো পাখিকে তাড়ানোর জন্য স্থাপিত প্রতিষ্ঠা। 'রেখেছি কাকতাড়ুয়া দিকে দিকে মনের জমিনে।' শ্যামসূর, ১৯৭৪।

কাকধ্বজ [স] বি কাক চিহ্নিত পতাকা। 'কাকধ্বজরথাকড়া ধূমের বরণ।' ভারত, ১৭৬০।

কাকনিদ্রা [স] বি কপট ঘুম। সেবধি, ১৮৩৯।

কাকনুহ [ফা] বি কিংবদন্তির পাখিবিশেষ। 'কাকনুহ পক্ষী যেন চিত্রা বিরয়া।' আলগোল, ১৬৮০।

কাকপক্ষ [স] বি কাকের পাখার মতো উভয় কানের পাশে ঝুলানো চুলের গোছা। 'কারো মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট।' প্রমথ, ১৯০৫।

কাকপক্ষখারী [স] বিণ ঝুটিবাধা। 'কাকপক্ষখারী একটি বালক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাকপদ [স] বি উকার চিহ্ন। 'কাকপদ, আদ্যন্তর, মধ্যোত্তর, অধোত্তর, বাক্যোত্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাকবউ বি স্ত্রী কাক। 'নিবিড় জমাছে বড়কুটো, কাকবউ ডিম দেবে বলে।' শ্যামসূর, ১৯৭৪।

কাকবিল বি কাকের আহারের উদ্দেশ্যে হুড়িয়ে দেওয়া ভাত। 'অম্বে দিয়া কাকবিল বসান্ধবে কুড়হুসী নৃতন ততুল দেয় মুখে।' ভারত, ১৭৬০।

কাকভূত [স] বি প্রেতমূর্তি। মানোএল, ১৭৪৩।

কাকময় [স] বিণ অনেক কাক বসে আছে এমন। 'অকুশাং তাকাতেন কাকময় দেয়ালের দিকে।' শ্যামসূর, ১৯৭২।

কাকশিউ [স] বি কাকের ছানা। 'কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে কাকশিউ।' মাইকেল, ১৮৬২।

কাক-সকাল [স কাক-সকাল] বি কাকডাকা ভোর। 'কাক-সকালে দুয়ার-খোলা নতুন বস্ত্র জপ্ত-চলার মত।' সিকান্দার, ১৯৬০।

কাকস্নান [স] বি অল্প জলে স্নান। 'যেন শিবলিঙ্গের কাকস্নান হচ্ছে।' জীবন, ১৯৪৮।

কাকের বাসায় কোকিলের ছাঁ জাতি স্বভাবে কাড়ে রা — কেউ নিজের স্বভাব ত্যাগ করে না। 'সে যেমন কাকের বাসায় কোকিলের ছাঁ জাতি স্বভাবে কাড়ে রা তেমনি জানিবা।' গৌর, ১৮২২।

কাক [স কক্ষ] বি কাঁহ। 'অভাগীর কলসি তুলিতে নারি কাকে।' বিজয়, ১৬৫০।

কাকতলি [স কক্ষতল] বি বগল। 'কাকতলি জাঁতি খুদ লুকায়া রাখিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

কাক [স ক] সর্ব কাকে। 'দগের উটীত ফল দিমু কাক সান্তি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কাক [স] বি এক কাকের চার ভাগ পরিমাণ। 'টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দস্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাকদন্তি

কাকদন্তি [সি বি অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাপ। 'ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পৰ্ব্ব মিলাইয়া দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাকতি বিনতি [সি কাকুতি>] বি অত্যন্ত বিনয়। 'বড় কাকতি বিনতি করিয়া পত্ন্যাজকে কহিলেক ...' তারিণী, ১৮০৩।

কাকন [সি কক্ণ বি চুড়ি। 'হাখক কাকন অরসী কাজ' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কাকলি, কাকলী [সি ১ বি মধুর অস্পষ্ট ধ্বনি। 'কি ছার তাহার কাছে কাকলী-সহরী মধুকালে?' মাইকেল, ১৮৬০; 'কোলিক কেবলি অশ্রান্ত গাহিতেছিল - বিফল কাকলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি হৈচৈ। 'তাঁদের কাকলিও ঘরের বাইরে যায় না।' প্রমথ, ১৯১৭।

কাকলিশূন্য [সি বিণ কলধনিহীন। 'গাছের মস্ত একটা ডাল তার সমস্ত মমতির পাতা, কাকলিশূন্য নীড়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

কাকলী [সি কক্ণ> বি কটুভূষণবিশেষ। 'কাকলী -' চিঠিপত্র, ১৮৮৮।

কাকস্য পরিদেবনা - হায় আপসোস। 'ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে কোনো কথাই থাকত না। কিন্তু কাকস্য পরিদেবনা! বলি বা কাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কাকা [ফা বি পিতার ছোটো ভাই; চাচা। 'টাকা হাতে করি কাকা পিয়ে তারে দিল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাকাবাবু [ফা কাকা+বাবু বি কাকাকে সম্মান জানিয়ে সম্বোধন। 'বাবা, ছোট কাকাবাবু কখন আসবে বল না?' গিরিশ, ১৮৮৯।

কাকিমা, কাকীমা [ফা কাকা+মা বি পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'কাকিমারে দেখছি যাবা না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০; 'ও, যেদো, হেঁদো কাকীমা এয়েছে রে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কা কা [ধ্বন্য বি কাকের ডাক। 'কাকতলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাকাতুম্বা [হি ককাতুম্বা বি ভোতার মতো পাখিবিশেষ। 'ময়না শালিক টিয়া ভোতা কাকাতুম্বা।' ভারত, ১৭৬০।

কাকালি [সি কক্ণ> বি কোমর। 'কাকালি ডুবিল জলে আখি মেলি চাএ।' মালাধর, ১৫০০।

কাকিমা প্র কাকা

কাকি [সি কক্ণ> বি যোগবিশেষ। 'অখনে কহিব তন কাকি নাম কর্ম।' সুলতান, ১৭০০।

কাকু [সি বি অনুয়; মিনতি। 'লাগ পায়িলে তাক বুলিহ কাকু করী।' বড়, ১৪৫০।

কাকুধনি [সি বি কাতরোক্তি। 'গোক দিয়ে জল টেনে টেনে তোলে মাণী/ তার কাকুধনিতো মধ্যাহ্ন সক্রমণ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কাকুবানী [সি বি কাতরোক্তি; কাকুতি-মিনতি। 'পতর রোদন তনি নানাবিধি কাকুবানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাকুবাদ [সি ১ বি মিনতি। 'প্রভুহানে এতেক করিতে কাকুবাদ।' আলোওল, ১৬০০। ২ বি প্রশংসাবাক্য। 'মহীধর মাহদ্যার দেখে কাকুবাদ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কাকুবানী, কাকুবানী [সি কাকুবানী বি কাতর বাক্য; মিনতি। 'কাতর ইহয়া রাধা বলে কাকুবানী।' মালাধর, ১৫০০।

কাকুবাদ [সি কাকুবাদ বি মিনতিবাক্য। 'এই মত কাকুবাদ অনেক করিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কাকুড় [সি ককুটি>] বিণ ফুটি নামক ফল বা সবজিবিশেষ। 'সে জায়গায় শুধু তরমুজ, ফুটি আর বরমুজ কাকুড় হতো।' শ্যামসুল, ১৯৫৭।
কাকুড় ফাটা [সি ককুটি>+ফাটা] বিণ ফুটি যেভাবে ফেটে যায় তেমন। 'ছোটরাণী হিংসায় কাকুড় ফাটা।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কাকুতি, কাকুতী [সি কাকুতি>] ১ বি কাতর মিনতি। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহি লখ গালী।' বড়, ১৪৫০; 'এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সভাকার সুনি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ব্যঞ্জন। 'অনুরোধ জানানোর পরকণ্ঠেই না বলে তার প্রতিবাদ করে অনুরোধের মধ্যে সন্ধানের কাকুতি এনে দেওয়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কাকুতি মিনতি [সি কাকুতি>+আ মিনত>] বি অনুয়-বিনয়। 'কাকুতি মিনতি করি বলে যুগ পাশি ছুড়ি।' আলোওল, ১৬৮০।

কাকুতিশ্বর [সি কাকুতি>+স্বর বি কাতর মিনতির স্বর। 'বাবেক ধানিল রুদ্ধ নিশ্বাসেবিত শ্বাসে অস্তিম কাকুতিশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কাকুতি [সি ১ বি কাতরোক্তি। 'প্রায় চারি পাঁচ শত কৃষক লাগল স্কন্ধে করত ... অভিশয় কাতর ইহয়া কাকুতি দ্বারা আদাস তরিয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৫২। ২ বি খেসোক্তি। 'এ রকম তাত্তিক কাকুতি প্রমাণ করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কাকোদর [সি বি সাপ। 'কঠে কাকোদর ভালে চন্ডিমা সূচাক।' আলোওল, ১৬৮০।

কাকোদ্রাস্তি [সি কুকলাসি বি গিরিগিট। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কাকু [সি কক্ণ ১ বি কুটিদেশ; কোমর। 'চলিতে না পারে কাখে চুপড়ী করিয়া।' বড়, ১৪৫০। ২ বি কোল। 'পরিতা উজ্জ্বল ধূতি কাখে করি লয়া পুথি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাখো সর্ব কাউকে। 'কাহ কাখো না ডরাখ।' বড়, ১৪৫০।

কাগ [সি কাকি বি কাকি। 'ভঙ্গ দেয় শীত যেন শর দেখি কাগ।' আলোওল, ১৬৮০; 'কাকিগমিয়া' বিদ্যা, ১৮৯১।

কাগজেনাকি [সি কাকু+সি জ্যোত্স্না বিণ জ্ঞান জ্যোত্স্না। 'কাগজেনাকি রাতে নিজেই সাদা কাগড়ের ছায়া দেখে ভূতর ভয় পায়।' হাই, ১৯৪৭।

কাগডিমা [সি কাকডিঘ>] বিণ কাকের ডিমের মতো। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কাগচ [আ কাগজ বি কাগজ। 'চীনদেশে কর্পূর, কাগচ, চীনের বাসন, চা, ...।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কাগচি, কাগজী [আ কাগজ>] বি কাগজ তৈরি করে যে। 'কাগজী ঘরিনা নাম কাগজ করিয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাগজ [আ] ১ বি এক রকমের খুব পাতলা উপাদান যার উপর লেখা যায়। 'কাগজ কুটিয়া নাম বলার কাগচি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি চুক্তি। 'আমার কাগজ হিসাব মেং এগ সাহেবের কিছুই নাহি।' মের্স, ১৭৫৭। ৩ বি দলিল। 'সেই কাগজ আদালতে দাখিল আছে।' মের্স, ১৭৫৭। ৪ বি হিসাবের খাতা। 'সিবু সরকারের কাগজে জমা করিয়া দিলেন।' মের্স, ১৭৫৭। ৫ বি মুদ্রা। 'তাহার মুদ্রা ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পটনাই কাগজে আশী টাকা।' দর্পণ, ১৮১৯। ৬ বি প্রতিবেদন। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ খীলীমুত বর্ণন করিলেন জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৭ বি সংবাদপত্র; খবরের কাগজ। 'উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসামুখ ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্বং কাগজে ছাপাইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৮ বি তাস। 'তনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুবজি।' ভবানী, ১৮২৫।

কাজওয়ালা [আ কাজজ+হি ওয়ালা] ১ বি সাংবাদিক; সংবাদপত্রের প্রকাশক-সম্পাদক। 'বাক্সালা কাজজ ওয়ালা ... আজতবী কথায় কাজজ পোরাতে লাগলেন।' হেতম, ১৬৬১; 'বিলেতি কাজজওয়ালা মহানন্দে বলতে লাগল।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বি খবরের কাজজ বিক্রেতা। 'কাজজওয়ালা সারি সারি নাড়ছে কাজজ হাতে নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কাজজ-কাটা [আ কাজজ+কাটা] বি কাজজ কাটার ছুরি। 'রূপোর কাজজ-কাটা এনামেল করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কাজজখণ্ড [আ কাজজ+স খণ্ড] বি কাজজের পৃষ্ঠা। 'কাজজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ঙ্গ হইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কাজজচাপা [আ কাজজ+চাপা] বি ধাতু বা কাচের তৈরি উপকরণ যা দিয়ে কাজজ চাপা দেওয়া হয়; পেশারওয়েট। 'এক পত্র পাখরের কাজজচাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কাজজদিগর [আ কাজজ+ফা দিগর] বি কাজজগুলি। তাঁতি, ১৭৯২।

কাজজপত্তর [আ কাজজ+স পত্র] বি হিসাবের খাতাপত্র। 'বাংলাধীবাবু আমার হাতে দপ্তরের কাজজপত্তর দিতেন।' বিমল, ১৯৫৩।

কাজজপত্র [আ কাজজ+স পত্র] ১ বি নথিপত্র। 'আমার কাজজপত্র খোয়া গিয়াছে।' মেয়র্প, ১৭৫৭। ২ বি চুক্তি। ওর্স, ১৭৮২; 'পাঁচ টাকা মালগুজারি চাহেন কাজজ পত্র মানেন না।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি হিসাবের খাতাপত্র। 'জেন্নে দফা পাওনা ছিল ইস্তক নাপাদ অবধি টাকা ও কাজজপত্র ... বুখিয়া পাইলাম।' ডেরিল, ১৭৮৯। ৪ বি মামলার দলিলপত্র। 'ছয় জনের কাজজপত্র এক তরফ আপিলের তনানিতে।' দর্পণ, ১৮৩০।

কাজজাত, কাজজাৎ [আ কাজজ>] বি কাজজপ্রাঙ্গি; দলিলপত্র। 'স্বাভাজ্যতের কাজজাতও কিছু পাইনেন না।' রায়ময়, ১৮০১। 'পূর্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাজজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিলেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৫৫।

কাজজাবতার [আ কাজজ+স অবতার] বি কাজজরূপ অবতার। 'হে কাজজাবতার তাসা' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কাজজি, কাজজী [আ কাজজ>] ১ বিণ কাজজের তৈরি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ পরিকায় লেখে এমন। 'তাদেরকে কাজজী লেখক বলা যেতে পারে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০। ৩ বিণ কাজজে অনুসৃত। 'কাজজী ব্যবস্থা অনুসারে পেশা ও গ্রন্থের সেনা-পাওনা ও সেনাদের হিসাব-নিকাশ হইয়া থাকে।' আজাদ, ১৯৬৪।

কাজজেতে ক্রিবিণ কাজজে। ক্যালগে, ১৭৯২।

কাজজি, কাজজী [আ কাজজ>] বি এক জাতের সেবু। 'কাজজি সেবু।' ওর্স, ১৭৮৫; 'এক হাজার পেঁপে, কলা, কাজজীর গাছ তৈরি করতে পারলে ...।' জামায়াত, ১৯৩৮।

কাজজি সেবু, কাজজী সেবু [আ কাজজ>+আ লিমা/প লিমানা] বি সেবুর প্রকার-বিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫; 'কাটা শাশা, পাগিতা, কাটা আনজির, কাজজি সেবু, আদা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

কাজজি সেবু [আ কাজজ>+আ লিমা/প লিমানা] বি এক জাতের সেবু। ওর্স, ১৭৮৫।

কাগত [আ কাজজা] বি পুথি। 'সমুদ্র শূন্য ভরি যদি সূজএ কাগত।' আলগল, ১৬৮০।

কাগতি [আ কাজজ>] বি কাজজ তৈরি করা যে মুসলমান সম্প্রদায়ের

পেশা। 'কাগজ কুটিআ নাম বলায় কাগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাওতি [স কাওক্তি] বি কাওক্তি; মিনতি। 'অধিক করুনা করি করএ কাওতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কাঙগালি [স কাঙ্ক>] বিণ দরিদ্র; নিঃশ্ব। 'কাঙগালি লোককে মাস ২ খরাত দেওনের উপযুক্ত অধাঙ্ক নিযুক্ত করিলেন।' রায়ময়, ১৮০১।

কাঙন [স কঙ্কণ] বি কানন; হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন।' নজরুল, ১৯২৫।

কাঙলা [স কাঙ্ক>] বিণ কাঙাল। 'তোমার সাধের বাঙলা, হল কাঙলা, সয় না অভ্যাচার।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কাঙারু [হি কাঙ্গারু] বি পিছনের দুই পা এবং লেজে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লে এম অস্ট্রেলীয় জন্তু; আঙ্গারু। 'কাঙারু-শাবকের মতো মাড়গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াও ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। দ্র কাঙারু

কাঙাল [স কাঙ্ক>] ১ বিণ গরিব; দরিদ্র। ওর্স, ১৭৮৫; 'বান্দার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানি না।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিণ নিঃশ্ব। 'সোনার বাঙাল করে কাঙাল, ইয়ং বাঙাল যত জনা।' গুপ্ত, ১৮৫৮; 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি কাঙালপনা করে যে। 'আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ অক্ষম। 'পৃথিবীর ভিতর থেকে এই কাঙাল জীবতুলো ... শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি প্রার্থী। 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বিণ ক্ষান্ত। 'তারে ঘিরে ফিরক কাঙাল বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

কাঙালপনা [কাঙাল+পনা] বি দীনতা। 'কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কাঙালি, কাঙালী [কাঙাল>] ১ বিণ নিঃশ্ব। 'কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত, জানিয়ে মদ আচরণ।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বিণ শোভা। 'এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি ভিখারি। 'আজ কাঙালি গাধিভেছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। দ্র কাঙ্গালি

কাঙালিনি, কাঙালিনী [কাঙাল>] ১ বিণ স্ত্রী দরিদ্র; নিঃশ্ব। 'কাঙালিনি।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি স্ত্রী প্রার্থী। 'আমি সোনার কাঙালিনী ধূলার সে দান নিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কাঙালি-বিদ্যা [কাঙালি+আ বিনা] ১ বি নিঃশ্বকে সহায়তা দান। 'একটি, তাঁহার জ্ঞানখন কাঙালিবিদ্যায় অপব্যর করেন না।' প্রমথ, ১৯২০। ২ বি গরিব লোককে অবব্রাহাদ দান। 'বড়োলাকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদ্যায়ের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কাঙালীপনা [কাঙাল>] বি কাঙালের মতো আচরণ। 'এত কাঙালীপনা কেন?' শওকত, ১৯৫৮।

কাঙুই [স কঙ্কু] বি কঙ্কু ধান। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঙ্কই [স কঙ্কতিকা] বি কাকই; চিকনি। 'যদি হএ কাঙ্কই করাত লই চিড়ে।' বাহরাম, ১৬৫০।

কাঙ্কড়ী [স কঙ্কটিকা] বি কাকুড়; ফল বা সবজিবিশেষ। 'খরমুজা কাঙ্কড়ী বাগী আমত কাঙ্কড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

কাঙ্কন [স কঙ্ক] বি কানন। 'হার কাঙ্কন মোর কাঙ্কলীতে দেএ টান।' বড়ু, ১৪৫০।

কাক্কাণ [স কক্কাণ] বি কাকন। 'হাথের কাক্কাণ মা লোট দাপণ।' চর্যা ৩২, ১২০০।

কাক্কাণীয় [স] বিণ প্রতাপিত। 'এর থেকে কাক্কাণীয় কর্ম আর কি হতে পারে।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

কাক্কাণিত [স] বি যাকে আকাক্ষ্য করা হয়েছে। 'বুঝি আসে কাক্কাণিত, তাই চিত্ত হলা চক্ষু।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কাক্কাণ [স কক্কাণ] বি কাঁথ। 'কলস কাঙ্খে নিয়ে ঘরের পানে ফেরে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

কাক্কাণ [স কক্কাণ] বি কাকন। 'হাতের কাক্কাণ সব আরণ কাবুরা।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণ [স কক্কাণ] বি কাকন। 'কুমারের হস্তে দিয়া বাঙ্কিল কাক্কাণ।' আলোণ, ১৬৮০।

কাক্কাণ [স কক্কাণ] বি কাক্কাণ - পিছনের দু পা ও লেজের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এমন অস্ট্রেলীয় জন্তু। 'কাক্কাণ নামে নাইলংগীর এক জন্তু।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ কাক্কাণ

কাক্কাণ, কাক্কাণী [স] বি ফলবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

কাক্কাণ [স কাক্কাণ] ১ বি ভিক্ষুক। 'দুঃখিত কাক্কাণ আনি করাইল ভোজনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ গরিব। ওঁরা, ১৭৮৫; 'কাক্কাণ রোগমুগ্ধ যত লোক যায় ...।' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বিণ নিঃস্ব। 'এই নগরের কত লোক কাক্কাণ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ কাক্কাণ

কাক্কাণপনা [কাক্কাণ] বি দীনতা। 'অসহায় বলে পুরুষের ঘারে কাক্কাণপনা করতে হয় না।' বেগম, ১৯৫২।

কাক্কাণি, কাক্কাণী [কাক্কাণ] বি ভিখারি। 'কাক্কাণি লোকেরদিগকে সেই সত্তায় লক্ষ তত্ত্বা বিতরণ করিলেন।' রামরাম, ১৮০১; 'বাক্কাণি সব কাক্কাণী।' দর্পণ, ১৮২৮। ৫ কাক্কাণ

কাক্কাণিনী [কাক্কাণ] বি স্ত্রী ভিখারি। 'এক কাক্কাণিনী আসিয়া কিছু যাচিয়া করিল।' রামরাম, ১৮০১।

কাক্কাণিবিদ্যায় [স কাক্কাণ]+আ বিদ্যা] বি গরিব লোককে অন্ন-বস্ত্রাদি দান। 'ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাক্কাণিবিদ্যায়।' দর্পণ, ১৮২২।

কাক্কাণ [স কক্কাণ] ১ বি সৌখ-চড়া। 'এক কাক্কাণর থাকি যদি পক্ষীর।' আলোণ, ১৬৮০। ২ বিণ উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত। 'কোঠায় কাক্কাণ ঘড়ী নিশান নবহৎ।' ভারত, ১৭৬০।

কাক্কাণর চিন [স কক্কাণ] ১ বি সৌখ-চড়া। 'বি সৌখ শিখরের চিহ্ন।' গাঢ় অগ্নিগ্নে রহে কাক্কাণর চিন।' আলোণ, ১৬৮০।

কাক্কাণ [স] ১ বিণ ভসুর। 'কাক্কাণ ঘটা অনুপাত জন জেম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি স্বচ্ছ বস্ত্রবিশেষ। 'ভুক্তি হৈলা কাক্কাণ সমতুল।' সুলতান, ১৬৫০।

কাক্কাণ [স কাক্কাণ] বিণ কাচের ঢাকনি আছে এমন। 'হাটের কাক্কাণ-রুপি অনেকই ছালে।' শক্তি, ১৯৬৫।

কাক্কাণকর, কাক্কাণকর [স] বি কাচের কাজ করে যে। 'কাক্কাণকর ও শকটকারের নিকট ...' শিখার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কাক্কাণ [স কাক্কাণ+চাল] বিণ কাচের মতো মসৃণ। 'মেজে কল কাক্কাণ।' কেতক, ১৬৫০।

কাক্কাণ [স] বি কাচের তৈরি পেয়লা। 'মদীরার কাক্কাণ অতিথির

জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কাক্কাণ-বর্জুল [স] বি কাচের গোলাক। 'কাক্কাণ-বর্জুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক ঘেঁষে বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

কাক্কাণোকা [স কাক্কাণ+স পুষ্টিকা] বি বোলতা জাতীয় পতঙ্গবিশেষ, যার দুই পাখা শক্ত এবং উজ্জ্বল ময়ূরকণ্ঠী রঙের। 'পরো লাগতে কাক্কাণোকার টিপ।' নজরুল, ১৯৩৩।

কাক্কাণি বি বাঁশের চটা। 'দেয়াল দেবার পয়সা না জোটে বাঁশ ফেড়ে কাক্কাণির বেড়া তো দিয়ে নেওয়া যায়।' মনোজ, ১৯৬১।

কাক্কাণি [স কক্কাণী] বি নারীদের বন্ধাবরণী। 'বুকের উপরে ধনী পরিল কাক্কাণি।' রূপরাম, ১৭৫০।

কাক্কাণি [স] বি কাছ। ১ বি অটপোরে কাপড়। 'পরিত পুরান কাচা ভানিত আমার ভাচা।' মুকুন্দ, ১৮০০। ২ বি হিন্দুতে শেষকৃত্যের কাপড়। 'মরিয়া গেলে কেবল দুই কাচা মাত্র সঙ্গে দিয়া বিদায় করিবেক।' ভবানী, ১৮২৫।

কাক্কাণি [স] বি কাপড় খোয়া। 'জালেতে লামিয়া কাপড় কাচিতে লাগিল।' বিজয়, ১৬৫০।

কাক্কাণো [স] বি অপরের ঘারা কাপড় খোয়ানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

কাক্কাণি [স] বি অপূর্ণ। 'কাচা নিদে দু ভাই ইমাম জাগাই।' গরীব, ১৭৬৫।

হতে এসো কাছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'এ তার বাঁধা কাছের সুরে এ বাঁধি যে বাজে সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

কাছ-ছাড়া করা। ক্রি দূরে সরানো। 'গভীর ঘুমের কোলে না ঢুলে পড়লে কাছ-ছাড়া করা দায়।' শওকত, ১৯৭২।

কাছছাড়া হওয়া। ক্রি নিকটে না থাকা। 'আমি আর তোমার কাছছাড়া হবো না।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কাছঘেঁষা। [স কচ্ছ+ঘেঁষা] বিশ নিকটবর্তী। 'অসীমের কাছঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুশ্লপরিমেয় বৃহৎ দুর্বিখ্যাত স্ফূর্তির হিসাব সে রাখছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কাছড়া। বি তুলার প্রকারবিশেষ। 'কাছড়া তুলার মূল্য পৌনে চৌদ্দ।' দর্পণ, ১৮২১।

কাছড়ানো। [আ আসার+] ক্রি আছড়ানো। 'মুখে অঙ্ক তুলে মাথা কাছড়ে মরে গেল।' তারা, ১৯৪৬।

কাছন। বি বন্ধন। 'দশ পাঁচ অঙ্ক একজনের কাছন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কাছনা। বি লতাবিশেষ। 'সাত গাছ কাছনা ছোয়ায়ছি দুই পায়ে।' বিজয়, ১৬৫০।

কাছলি, কাছলী। [স কচ্ছলী] বি কাঁচলি। 'কাছলি হিড়িয়া বেউলা করে দুইখান।' বিজয়, ১৬৫০; 'কাছলি পরেন দেবী আরয়াল বেকা।' বিজয়, ১৬৫০।

কাছ। [স কচ্ছ] ১ বি মালকোচ। 'পত্র পঢ়িয়া বান্ধে কাছার তলে।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি দুপায়ের ফাঁক দিয়ে জড়িয়ে শাড়ি পরার পদ্ধতিবিশেষ। 'লালপেড়ে কটকটিয়ে, সাড়ী পরা কাছা দিয়ে।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বিশ দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কটিদেশের পেছনে গেঁজা বস্ত্রপ্রান্ত। 'ধুতি পড়া কাছা করা।' ভবানী, ১৮২৮।

কাছা-কোঁচা। [স কচ্ছ]। বি কোমরের সঙ্গে আটকানো কোঁচাকে বস্ত্রপ্রান্ত। 'কাছা-কোঁচা শতবার খসে খসে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

কাছাখোলা। [স কচ্ছ]। ১ বিশ কাছা খুলে মুসলমান-সাম্রাজ্যের কাছাখোলা মোদ্রারের মতন।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি, অসংতর্ক। 'এমন কাছাখোলা হওয়ার জন্য নিজেকেই দুঃখে কুবের।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কাছা। [স কচ্ছ]। ক্রি নিক্ষেপ করা। 'কাছিল লসান টাঙ্গি।' মুকুন্দ, ১৬০০। কাছেনে ক্রি ছোড়েন। 'কাত্যায়নী তীক্ষ্ণ বাণ কাছেনে সড়র।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাছাকাছি। [স কচ্ছ]। ১ ক্রিবিগ নিকটে। 'দেখি যে ও বড় কাছাকাছি তোমার কানাকানি করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি নৈকট। 'মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

কাছাড়। [আ আসার] বি আছাড়। 'উড় করি ধরিআ কাছাড়ের।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাছাড়ী। [আ আসার+] ক্রি আছাড় দেওয়া। 'স্মরণে কাছাড়ী খেয়ে সর্বাসেতে কড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কাছাড়িল। ক্রি আছাড় দিলো। 'কাছাড়িল অমর জুমর অভিধান।' রূপরাম, ১৭৫০।

কাছাড়ি। বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কাছানো। [স কচ্ছ]। ক্রি নিকটবর্তী হওয়া। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কাছিয়ে আসা। ক্রি নিকটবর্তী হওয়া। 'পাখি মুখ হয়ে যেন কাছিয়ে

এসেছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

কাছারি, কাছারী। বি কচহারি, ফা কুহরা। ১ বি খোলা উচ্চ মঞ্চ। 'মানোএল, ১৭৪০। ২ বি সঙ্গগৃহ। 'মানোএল, ১৭৪০। ৩ বি আদালত। 'কাছারিতে বড়ই দুঃখ পাইতেছি।' ওসাঁ, ১৭৮২; 'পুলিদের কাছারীতে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বি জমিদারের দস্তুর বা কার্যালয়। 'শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকট।' দর্পণ, ১৮১৮; 'এই ভাবেই কাছারী নে যাব।' মশাররফ, ১৮৬৯। ৫ বি দস্তুর। '১৩ নম্বরের বাটীতে ডাকঘরের কাছারী বসিবে।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কাছারি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৬ বি জমিদারির দাপ্তরিক কাজকর্ম। 'কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ বি বিচারকার্য চলাকালীন অবস্থা। 'কাছারির সময় কোর্টে খুব কমই আসিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৩।

কাছারি করা। ক্রি (জমিদারের) দাপ্তরিক কাজ করা। 'ধুতি চাদর পরিধান করিয়া কাছারি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭২।

কাছারিখানা। [কাছারি+ফা খানাত] বি বৈঠকখানা। 'গাড়িখানা, কাছারিখানা সমস্ত জায়গায় যারা কাজের জন্য আসতে পারেনি, আটকে গিয়েছে।' বিমল, ১৯৫৩।

কাছারি-ঘর। [কাছারি+ঘর] ১ বি দস্তুরের ঘর। 'বাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপের পরা বস্ত্রবেশধারী রায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি বৈঠকখানা। 'কাছারিঘরে একটা কৌণ্ডে হেলান দিয়া বসিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কাছারিবাড়ি, কাছারিবাড়ী। [কাছারি+বাড়ি] ১ বি দাপ্তরিক কাজের ঘর। 'প্রথম মহলের নাম কাছারি বাড়ি।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি বৈঠকখানা। 'কাছারিবাড়ির বারান্দা ও উঠান দেখা যায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

কাছি। [স কচ্ছা] বি মোটা দড়ি। 'ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাছি করা। ক্রি নৌকা তীরে বাঁধা। 'নৌকা কাছি করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

কাছিম। [স কচ্ছপ] বি কচ্ছপ। 'বলুক কাছিম ভাসে ডেউর হিল্লোলে।' রেতক, ১৬৫০।

কাছে। [স কচ্ছ] ক্রিবিগ নিকটে। 'ঘুঁচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কাছে কাছে। ক্রিবিগ নিকটে; সঙ্গে সঙ্গে। 'জাতি কুল যাক পিছে থিবি তার কাছে কাছে।' দ্বিজী, ১৬০০।

কাছে-কিনারে। ক্রিবিগ ধারে-কাছে। 'কাছে-কিনারে কোনো গলিতে থাকে যেন।' সাদত, ১৯৬৭।

কাছেতে। ক্রিবিগ নিকটে। 'তোমারি কাছেতে হারিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

কাছেপিটে। ক্রিবিগ সন্নিহিত। 'শহরের কাছেপিটে রাখা যুক্তিযুক্ত ভাবলেন না।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কাছেদ। [আ কাসিদ] বি দূত। 'ভৌতিক মদিনাতে কাছেদের হাত।' গরীব, ১৭৬৫।

কাছোড়া। বি তুলার প্রকারবিশেষ। 'কাছোড়া তুলা সতর টাকা মেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

কাজ [স কার্য] ১ বি কার্য। 'কাজ ৭ কারণ সসহর টালিউ'। চর্যা ১৮, ১২০০। ২ বি কলাকৌশল। 'এতর্কে এস সব কাজের প্রকার জ্ঞানহ আশেবে বিশেষে'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি দরকার। 'কথা হৈতে আইলা তোকে কিবা তোর কাজে'। বড়ু, ১৪৫০। ৪ বি চাকরি। 'আহারদিগের কাজে হইতে তগির করিলাম'। হ্যাপহেড, ১৭৭৩।

কাজকর্ম [স কার্য+স কর্ম] বি দৈনন্দিন বিবিধ কাজ। 'আমারও তো কাজকর্ম আছে তাই'। তারা, ১৪৪৬।

কাজ-করা [স কার্য+করা] ১ বিণ অলঙ্ঘত; কার্যকার্যচিহ্নিত। 'পঙ্কের-কাজ-করা উজ্জল মেখে'। রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ কারিক পরিশ্রমী। 'উর্ধ্ব বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কাজকর্ম [কাজ+স কর্ম] বি প্রতিদিনের নানা কাজ। 'নিজে রাখেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কাজ-কাম [কাজ+স কর্ম] ১ বি প্রতিদিনের নানাবিধ কাজ। 'আমার কাজকাম চলে কি করে বলত?' মাহেনও, ১৪৪৯। ২ বি কাজ-কর্ম। 'ব্যাদ্যহেলে, কাজ-কাম না শিখলে চরণে কেন?' শওকত, ১৯৫৮।

কাজ-চলা [কাজ+চলা] ১ বিণ কোনো রকমে কাজ হয় এমন। 'নিত্যকার দেখা সাধারণ দেখা কাজ-চলা হিসাবে দেখা'। অবন, ১৯২৫। ২ ক্রি উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া। 'ভাল কলমের কাজ চলিবে'। শওকত, ১৯৫৮।

কাজপাণ্ডা [কাজ+স পাণ্ডা] বিণ কাজ করতে খুব ভালবাসে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাজ ফাঁদা ক্রি কর্ম বিস্তার করা। 'পাকা ইয়ারতের কাজ ফাঁদে ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কাজ বাগানো ক্রি কাজ আদায় করা। 'সেখানে আমরা সবাই কাজ বাগানো পারব'। মনসুর, ১৯৪৩।

কাজ ভুলানী বিণ কাজকর্মের কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। 'চোখের পাতায় বাজে বাণী/কাজ ভুলানী লেগে ভুলানী'। অন্নদা, ১৯২৯।

কাজ-ভোলা বিণ কাজ ভুলিয়ে দেয় এমন। 'বকুলতলায় কাজ ভোলা সেই কোন দুপুরে'। রবীন্দ্র, ১৯২১।

কাজ-ভোলানো [কাজ+ভোলানো] বিণ কাজ ভুলিয়ে দেয় এমন। 'কাজ ভোলানো সকাল-বিকাল'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কাজী [স কার্য] ১ বি কার্য সমাধান করে যে। 'মিনি সকল কাজের কাজী'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

কাজুয়া [স কার্য] বিণ কাজের উপযোগী; দরকারি। 'আমরা আপন পোশাভি বস্ত্রকে কাজুয়া বস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে ...'। তারিণী, ১৮০৩।

কাজেই [স কার্য] অব্য সুতরাং। 'কাজেই বস্ত্রবিজ্ঞান যতই বেশি শেখ-না কেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কাজেকাজে [স কার্য] অব্য সুতরাং; অতএব। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাজের [স কার্য] বিণ কর্মক্ষম ও গুট। 'আপনার মতন কাজের মেয়েমানুষ একটুও নেই'। জীবন, ১৯৩৩।

কাজের কথা ১ বি দরকারি কথা। 'ঐ উপচার্য আসছেন - বেধে কল কাজের কথা আছে'। রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বি বৈয়াকি কথা। 'দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাহিতো এড়াই'। রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ বি যথার্থ কাজ। 'এমনিতেই মোটা হয়ে যাচ্ছে সে। এত মাখন খাওয়া কাজের কথা নয়'। শামসুল, ১৯৭৩।

কাজের বার বিণ অকেজো। 'তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাজের মানুষ বি কাজ করার উপযুক্ত ব্যক্তি। 'তোমায় দেখা পেলাম তোমার ঘরে তুমি কাজের মানুষ'। শক্তি, ১৯৬৫।

কাজের লোক বি গৃহকৃত্য। 'এ দেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কাজর [স কঙ্কল] বি কাজল। 'পহিলিহি অলকাতিলকা করি সাজ বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'নয়নে কাজর'। দ্বিচ্ছ্রী, ১৬০০।

কাজরি, কাজরী [স কঙ্কল] বি বর্ষাকালে গাওয়া হয় এমন গানবিশেষ। 'ঐ কাজলে আমরা করি/কাজরী রচনা'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬; 'দাদুরির আদুরি কাজরি'। নজরুল, ১৯২৪।

কাজরি-গাথা [স কঙ্কল+গাথা] বি বর্ষাকালে গেয় এক ধরনের গান। 'আজিকার কাজরি গাথায় তুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়'। রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'তনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কাজরি-নাচা [স কঙ্কল+নাচা] বি কাজরি গানের সুরে যে নৃত্য হয়। 'কাজরি-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে'। নজরুল, ১৯২৫।

কাজরিয়া [স কঙ্কল] বি কাজরি; বর্ষাকালে গাওয়া হয় এমন গানবিশেষ। 'চলো কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া'। নজরুল, ১৯২৫।

কাজরীকাফি [স কঙ্কল+আ কাফী] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কাজরীকাফিতে উদ্গাদ'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কাজল [স কঙ্কল] ১ বি অঙ্গন। 'আলস সোচন দেখি কাজলে উজল'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কাজলের রবিশিষ্ট। 'কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া'। জসীম, ১৯২৯। ৩ বিণ শ্যামাল। 'যাবে মোর সাথে, ছোট সে কাজল গায়'। জসীম, ১৯৩১।

কাজলকায়ী [কাজল+স কায়ী] বি ঘন ছায়াযুক্ত। 'ও-গায় যেন জম্যট বেঁধে বনের কাজল-কায়ী'। জসীম, ১৯২৯।

কাজল-কালো [কাজল+স কাল] বিণ কাজলের মতো কালো বর্ণবিশিষ্ট। 'তোমার কাজল-কালো স্নিগ্ধ-সজল রূপ'। নজরুল, ১৯২২; 'কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কাজলগাথা [কাজল+গাথা] বি কাজরি গান। 'কাজলগাথা আঁহার রাতে/গাইব তোর আসে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কাজলছায়া [কাজল+স ছায়া] বি ঘন ছায়া। 'ও-গায় পাখি এ-গায় আসে বনের কাজল ছায়া'। জসীম, ১৯২৯।

কাজলজল [কাজল+স জল] বি কালো জল। 'মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজলজল'। জসীম, ১৯২৯।

কাজল পরা [কাজল+পরা] বিণ কাজল অঙ্কিত। 'বনহরিণীর চোখে তারই কাজল পরা'। নজরুল, ১৯২৯।

কাজলপারা [কাজল+স প্রায়] বিণ কাজলের মতো। 'সেই কাজলপারা রং নেই আর'। জীবন, ১৯৩৩।

কাজল-মাথা [কাজল+মাথা] বিণ কাজলের লেপনযুক্ত। 'কালো চোখের কাজল-মাথা পল্লব'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কাজল মেঘা [কাজল+স মেঘা] বি কালো মেঘ। 'কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া'। জসীম, ১৯২৯।

কাজলতা [কাজল+স লতা] বি কাজল তৈরি করার ও রাখার পাত্রবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাজললেখা [কাজল+স লেখা] বি কাজলের দাগ। 'যায় নয়নজলে মুখে কাজললেখা'। *নজরুল*, ১৯৩৩।

কাজল-হরফ [কাজল+আ হরফ] বি কাজলের অক্ষর। 'সূর্য-রেখার কাজল-হরফ নয়নাতে আর লেখব না'। *নজরুল*, ১৯২৬।

কাজলারিতি [স কজল] বিণ কাজল-দেওয়া। 'তাহার কাজলারিতি চকু বিকরিত'। *নজরুল*, ১৯৩১।

কাজলা [স কজল] ১ বি আয়ের প্রকার-বিশেষ। 'কাজলা শঙ্করচিন চিনিসমতুল'। ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ কালচে। 'কাজলা সবুজ কাজল পরে'। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

কাজলে আক [স কজল+স ইচ্ছা] বি আয়ের প্রকার-বিশেষ। 'গুরুপুত্র মহাশয়ের মুখখনি বাজীকরের বুলি - ফুঁ উড়ে যা কাজলে আক হ'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কাজলী [স কজল] বি নদীবিশেষ। 'কাজলী নদীর ধারে-ধারে বরফ-কণার মতো সাদা ঘাসফুল'। *গুণাধী*, ১৯৪২।

কাজা [আ] বিণ ইসলামি নিয়মমতে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর যে নামাজ পড়া হয়। 'জীবনে নামাজ (উপাসনা) কাজা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ'। *মশাররফ*, ১৮৮৫।

কাজালা [স কজলাভ] বি কাজলা; টিয়াজাতীয় পাখি। 'টিয়া তোতা খিরিগাদী, কাজালা চন্দনা আদি ...'। *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কাজি, কাজী [আ] বি (মধ্যযুগ) মুসলিম বিচারক। 'কাজি বলে ধর ধর আজি করো কার্য'। *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোলানা কাজী স্বইরত দেয় বীর বাড়ি'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাজি উল কোজ্জাত [আ] বি প্রধান কাজি। 'কাজি উল কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান কাজি'। *দর্পণ*, ১৮২৫।

কাজিসিরি [আ কাজি+ফা গিরি] বি কাজির চাকরি। 'কাজিসিরি আপনেরা সিয়া থাকেন, এবং আমরাও নিয়া থাকি'। *মনসুর*, ১৯৪৫।

কাজী'ত্র কাজ

কাজিন [হি] বিণ চাচাতো। 'আমার এক কাজিন শালীর একমাত্র ছেলে'। *শামসুল*, ১৯৭৩।

কাজিয়া, কাজিয়ে [আ] ১ বি বিবাদ। *এডমন*, ১৭৯০; 'বিস্তরং বকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল'। *রামরায়*, ১৮০১। ২ বি বগড়া। 'দিনরাত বেঁধে যায় কাজিয়ে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

কাজিয়া-কৌদল [আ কাজিয়া+স কদল] বি দ্বন্দ্ব-কলহ। 'একটা কাজিয়া-কৌদল পাকানো যাক'। *নজরুল*, ১৯২৭।

কাজুবাদাম [প কেজু+স বাতাস] বি বাদামবিশেষ। 'স্যাভউইচ, কাজুবাদাম, পটাটচিপস ইত্যাদি এইসব জ্বালাতনের পাশাও আছে নাকি'। *শিবরাম*, ১৯৫০।

কাজুয়া'ত্র কাজ

কাজ্য [স কার্য] বি কাজ। 'তোমার কাজ্য কবচ তফাত পড়িবেক'। *হালহেড*, ১৭৭৩।

কাঞা [স কায়] ক্রি চেহারা। 'দুই স্তন কাটিলুম শূন্য হইল কাঞা'। *বিজয়*, ১৬৫০।

কাঞিক [স কায়িক] বি পদক্ষেপ। 'এক কাঞিক পঞ্চদশ বরিবের পছ'। *সুলতান*, ১৬৫০।

কাঞ্চ [স কাঞ্চন] বিণ কাঁচা। 'কাঞ্চ হলদি যেন তোমার বরণ'। *বড়ু*, ১৪৫০।

কাঞ্চন [স] ১ বি কনকঠাণা। 'কাঞ্চন বকুলী মন্দারে'। *বড়ু*, ১৪৫০; 'ফাঙ্কনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল ডালে ডালে পুঞ্জিত অশ্রুফুল'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬। ২ বি সোনা; স্বর্ণ। 'রজত কাঞ্চন গুত ঘরের নিলয়'। *মালধর*, ১৫০০।

কাঞ্চন-আসন [স বি স্বর্ণনির্মিত আসন। 'কাঞ্চন-আসনে বসি বিধকর্ম্য দেব, দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব গড়ন'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চন-কলসী [স বি সোনার কলস। 'বনমাঝে দেখলাম কাঞ্চন কলসী'। *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কাঞ্চন-কিরীট [স বি সোনার মুকুট। 'মহাতেজা, তেজোত্তম জিনি দিননাথে, কাঞ্চন-কিরীট শিরে'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনকুলী [স বিণ বিতবান। 'তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীড়িকচিতেও অভিজাত'। *অন্নদা*, ১৯২৯।

কাঞ্চনকৌলীন্য [স বি অর্বের অহঙ্কার। 'ব্যক্তি-বানিনতাও অচিরে কলুষিত হলো কাঞ্চনকৌলীন্যে ও ছেছাচারে'। *ওদুদ*, ১৯৪৮।

কাঞ্চন-গোখিকা [স বি সোনালি রঙের গুইসাপ। 'কাঞ্চন-গোখিকা পুন দেখে মহাবীর'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাঞ্চনজঙ্ঘা [স বি পর্বতের নাম। 'গিরি কাঞ্চন জঙ্ঘা ঘিরিল কুণ্ডলীর যবে দিন-দুপুর'। *নজরুল*, ১৯২৪।

কাঞ্চনশর [স কাঞ্চন+স তপস] বি পুষ্পবিশেষ। 'সুশীলাকে কাঞ্চনশর দেখাব'। *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

কাঞ্চন-ভোরণ [স বি স্বর্ণখচিত ফটক। 'অদূরে হেরিলা এবে সেবেশ্র বাসব কাঞ্চন-ভোরণ'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনপ্রভ [স বিণ সোনার মতো দীপ্তিময়। 'পৃথিবী কাঞ্চনপ্রভ রৌদ্রের অনলে গুহ্ন হয়'। *সীরেন*, ১৯৫৯।

কাঞ্চন বরনী [স কাঞ্চন-বর্ণ] বিণ কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল রঙের। 'কাঞ্চন বরনী কে বটে সে ধনী'। *ঘিচক্কা*, ১৬০০।

কাঞ্চনবর্ণা [স বিণ সোনালি। 'নেমে এনু ধরণীতে ... ক্ষণিকের ফুল নিতে কাঞ্চনবর্ণা'। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

কাঞ্চন-বিভাস [স বি সোনালি আলো। 'নীলাশ্বরতলে শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনময় [স বিণ সোনার তৈরি। 'রত্ন জড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে'। *মৃদাঞ্জলি*, ১৮১২।

কাঞ্চনশরী [স বিণ স্ত্রী সোনার। 'এক পুরুষপ্রমাদ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্মিত করাইয়া ...'। *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কাঞ্চনমালা [স বি ফুলবিশেষ। 'কাঞ্চনমালা যে কবে স্বর্গে গেছে - বনে আজও কলমীর ফুল'। *জীবন*, ১৯৩২।

কাঞ্চনমুকুট [স বি স্বর্ণের তৈরি শিরোভূষণ। 'কাঞ্চনমুকুট শিরে - দিনমণি তাহে মণিকল্পে শোভে ভানু'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

কাঞ্চনমুখ [স বি সোনার মতো মুখ। 'বাবার আবার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কাঞ্চনশরীর [স বি সোনার মতো দেহ। 'কাঞ্চনশরীরে বৎস, সহিবে কেমানে'। *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কাঞ্চন-সদৃশ্য [স কাঞ্চনসদৃশ] বিণ সোনার মতো। 'কাঞ্চন-সদৃশ্য

দেহ অরুণ বসন। 'কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঞ্চলী [স কঞ্চলী] বি কাটুলি। 'বিচিত্র কাঞ্চলী শোভে।' বড়, ১৪৫০।

কাঞ্চা [প্রা কণ্ঠা] ১ **বিশ** অসম্পূর্ণ। 'কাঞ্চা ঘূমে তোর কে দিল ভাঙ্গনি।' মর্ত্তজা, ১৭৫০। ২ **বিশ** অপরিণত। 'কাঞ্চা বাশে আশুন দিয়ে বাড়ালি ধুয়াঁরো।' জসীম, ১৯২৭। ৩ **বিশ** অল্প। 'কাঞ্চা বয়সে কে দিলরে তোর ...।' জসীম, ১৯৩১।

কাঞ্চি, **কাঞ্চী** [সি] ১ **বি** বন্ধনীবিশেষ। 'কাঞ্চনের কাঞ্চি দিয়ে যতনেতে পুছেছে।' ময়নমোহন, ১৮৩৪। ২ **বি** কতিত্বশব্দবিশেষ। 'নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃষ্ণ কাটদেশে।' মাইকেল, ১৮৬১; 'কন্তব কিক্কী কাঞ্চি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাঞ্চিভরম, **কাঞ্চিভেরাম** বি দক্ষিণ ভারতীয় নকশাদার শাড়িবিশেষ। 'হাত-পা কেমন করে, পুড়ে যায় কাঞ্চিভরমও।' মাইমুদ, ১৯৬৩; 'কাঞ্চিভেরাম কোঁচে গোটে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

কাঞ্চলি, **কাঞ্চলী** [স কঞ্চলী] বি নারীদের বন্ধাবরণী। 'কাঞ্চলী করিবো চাঁর।' বড়, ১৪৫০; 'সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চলি।' আলোগল, ১৬৮০।

কাঞ্চী [সি] বি পচানো চাল বা বুন দিয়ে রান্না করা টক খাদ্য। 'হয় মাংসে কাঞ্চী করজায় জায় মন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাট [স কর্তন] বি কাটা। 'টুটাই রাজার বল রপে জাউক কাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাট-কাট **বিশ** সরাসরি; স্পষ্ট। 'কথাবার্তাও কাট-কাট, হাড়-কাঁপানো।' অচিভা, ১৯৫০।

কাটকুটী [স কর্তন] **বিশ** সংশোধন জন্যে কাটাকাটি করা হয়নি এমন। 'বইয়ের অক্ষরভুলো কাটকুটীই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাটহাঁট [স কর্তন] ১ **বি** ছাঁটাই; সরুফণ। 'নিজের পৈতৃক নাম কাটহাঁট করিয়া।' নজরুল, ১৯২২। ২ **বি** পোশাক ইত্যাদি কাটার নিয়ম-কানুন। 'মহিলাদের সূচিশিল্প ও কাটাইট শিক্ষা দেওয়া হয়।' বেগম, ১৯৭০।

কাটসর [স কর্তন]+স শর] বি ধারালো শর। 'আটসর কাটসর কাটিল নাটা ভাদালী ভাষনা চোরপালীটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাট [স কাঠ] বি কাঠ। ওঁস, ১৭৮২।

কাটখোঁটা [স কাঠখোঁটা] **বিশ** নীরস। 'গোয়াসেরই মতো কাটখোঁটা হয়ে গেছি।' নজরুল, ১৯২৭।

কাট বেং [স কাঠ-ব্যঙ্গ] বি ব্যাঙ্গবিশেষ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কাটমোন্ডা [স কাঠ]+আ মুন্ডা বি রক্ষণশীল ধর্মশাস্ত্রবিদ। 'কাটমোন্ডাগণের স্বরচিত বচন মাত্র।' প্রচারক, ১৯০৬।

কাট-সিম [স কাঠ-শিখা] বি বুনে শিমলতা। 'কাট-সিমের বেজনে পুরিয়া দিল সরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাটআপ [সি] **বিশ** বিহীন। 'ট্রাক-কলের কমেবশনটা কাটআপ হয়ে গেল।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

কাটতি [স কর্তন] ১ **বি** অতিরিক্ত চাহিদার জন্য বেশি পরিমাণে বিক্রি। 'রাজার বইয়ের ভাণ্ডারকম কাটতি হয়।' প্রমথ, ১৯১২। ২ **বি** চাহিদা। 'এ জিনিসের কাটতি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ **বিশ** চালু। 'কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাটিন [স কর্তন] ১ **ক্রি** কাটা। ওঁস, ১৭৮৫। ২ **বি** হ্রস্বকরণ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কাটনা [স কৃৎ] বি চরকায় সুতা কাটা; তুলা থেকে সুতা তৈরি করা। 'যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়া পড়সীর।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাটনা কাটা বি তুলা থেকে সুতা তৈরি করা। 'দুই এবর পর্যন্ত কাটনা কাটিতাম।' দর্পণ, ১৮২৮।

কাটনাকাটা **কড়ি** বি অতি কষ্টের উপার্জন। 'কাটনাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাটনা কামাই বি কাজকর্ম বন্ধ। 'যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়াপড়সীর।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাটনি, **কাটনী** [স কর্তন] বি কাটার কাজ। 'এ প্রযুক্ত কালি পর্যন্ত কাটনী হুঁকিত রাখিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

কাটনি [স কৃৎ] বি চরকায় সুতা কাটে যে। 'শান্তিপুর কোন দূরবিনী কাটনির দরখাস্ত ...।' দর্পণ, ১৮২৮।

কাটনি [স কান্না] বি কান্না শব্দের অনুকার। 'ওই সাথে চাই কালের চাটনি/ নিদে বান্দা কান্না কাটনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কাটরা [স কাঠ] বি কাঠগড়া। 'রেল দেওয়া কাটরার ভিতর ... এজলাস করিতেছেন।' বহির্ম, ১৮৮৪।

কাটশেট [সি] বি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভাজা মাছ বা মাংসের পুরু টুকরা বা বড়। 'বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাটশেট কি মটন চপ খাইয়ে দি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কাট [স কর্তন] ১ **বিশ** খতিত; হিল্ল। 'চিহ্নের ঘটয়া ধন উকটএ কাটা কন্দ।' মালাধর, ১৫০০। ২ **বিশ** বলি দেওয়া। 'কাটা মহিষের আনে নাসিকার ডড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ **বি** আঘাত। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৪ **বিশ** খনন করা হয়েছে এমন। 'সে কাটা বাল নয়, তাকে বাঁধা পথে রাখা চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ **বিশ** অধিক্ত। 'থয়েরি রঙের-ফুল-কাটা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কাটাই-ছাঁটাই বি বাদসাধ। 'পরে তার কাটাই-ছাঁটাই করে সাহিত্যসমাজে প্রচলন করত হবে।' প্রমথ, ১৯১৪।

কাটাকাটা [স কর্তন] ১ **বিশ** স্পষ্ট; সংক্ষিপ্ত; সোজাসোজা। 'কাটাকাটা জবাব না দিলেই ভাল।' জীবন, ১৯৩১। ২ **বিশ** পৃথক পৃথক। 'টোকো করে কাটা কাটা ভাঙ্গা দই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কাটাকাটি, **কাটাকাটা** [স কর্তন] ১ **বি** খুনাখুনি; হানাহানি। 'দুই দলে কাটাকাটা ভনি নৈনটন।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'চেনা পরিচয় নাহি করে কাটাকাটি।' গল্পী, ১৭৬৫; 'পরস্পর কাটাকাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০। ২ **বি** তর্কাতর্কি। 'তেনা না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ **বি** পরস্পর খণ্ডন। 'গল্প ঘোড়া কাটাকাটি হয়ে যাবে।' নজরুল, ১৯৩১। ৪ **বি** ঘৃণ। 'এটা শ্রেণী কাটাকাটির যুগ কি না।' জীবন, ১৯৩২।

কাটাকাপ বি আলকাপ গানের সন্ত; গালিবিশেষ। 'আবার কেউ বলে, উ একটো কাটাকাপ।' হাসান, ১৯৬২।

কাটাকাপড় বি খুট কাপড়; টুকরো কাপড়। 'এ যে মোড়ে এক ভেঁপো ছোকরা কাটাকাপড়ের দোকান করেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

কাটাকাটি [স কর্তন] ১ **বি** ভুল সংশোধন। 'কাটাকাটি যে ছিল না, এমত নহে।' বহির্ম, ১৮৭৭। ২ **বি** খুনাখুনি। 'সাঁওতাল উপগ্রবে কাটাকাটির কাঁটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাটা ঘায়ে নুন — আঘাতের উপর আরও আঘাত। 'তাহার পর কাটা ঘায়ে নুন প্রয়োগ করিলাম।' জগদীশ, ১৯২০।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা - আঘাতের উপর আরও আঘাত। 'আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দি সে।' উমেশ, ১৮৫৭।

কাটাঘায়ে নুণ - যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা দেওয়া। 'সে সম্মত হবে ওণ কাটাঘায়ে নুণ।' ভবানী, ১৮২৫।

কাটা চুলা বি মাটি কেটে তৈরি করা চুলা। 'কাটা চুলায় ব্যাপারির বড় বড় ডেকচিত্তে রান্না হতে থাকে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কাটাছাঁটা [স কর্তন+ছাঁটা] বিশ আটোঁসাঁটো: বাহ্যাবলিভিত। 'ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কাটাছোঁড়া [স কর্তন+ছোঁড়া] বিশ টুকরা টুকরা। 'কাটাছোঁড়া তত্ব চাইনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাটাঙ্কর [কাটা+সঙ্কর] বি মাথাবিহীন দেহ। 'কাটাঙ্কর লইয়া অন্য২ লোক দিয়া কবরে দেওয়াইলেন।' রায়রায়, ১৮০১।

কাটা, কাটানো [স কর্তন+] ১ ক্রি কর্তন করা; কেটে ফেলা। 'নাগিচা কাটাঁ কাহাঞি মাঝজলে থুইল।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি হত্যা করা। 'কংশ জাগায়াঁ তোক কাটায়ি আশে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি ভিন্ন করা। 'মায়া জাল কাটিল বর্জিল কোষ কাম।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ ক্রি অতিবাহিত করা। 'এতদিনে সুখেতে কাটিনু কতকাল।' গরীব, ১৭৬৫। ৫ ক্রি বাতিল করা। 'তবে ফিমায়া ৫ পাছ রোজা কাটা জাইবেক।' হ্যানহেত, ১৭৭২। ৬ ক্রি ফসল সংগ্রহ করা। 'ক্ষেত কাটিবার কোন কথা ইহিলে...'। তারিণী, ১৮০৩। ৭ ক্রি অগ্রাহ্য করা। 'পিতা, মায়ের কথা কখন কাটেন না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৮ ক্রি শব্দের মাঝ বরাবর দাগ দিয়ে কোনো লেখা বাতিল করা। 'একবার মুহিত একবার কাটিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৭। ৯ ক্রি সময় পার করা। '২৬শে পশ্চিমে যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১০ ক্রি আঁক দেওয়া; দাগ দেওয়া। 'কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর-একটা রেখা কাটয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ১১ ক্রি কমিয়ে দেওয়া; বাদ দেওয়া। 'মুমের সময় ইহতে একঘণ্টা কাটয়া পড়ার সময়ে বৃদ্ধ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ১২ ক্রি কুঁচ হওয়া। 'সমস্ত সংশয় ক্ষণকালের কুমায়ার মতো এক মুহুর্তেই কাটয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ১৩ ক্রি এড়াইল। 'জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাঁইবার জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ১৪ ক্রি অতিক্রম করা। 'নিম্নে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ১৫ ক্রি বিক্রি হওয়া। 'নইলে তা বাজারে কাটবে না।' প্রমথ, ১৯১৫। ১৬ ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'কাল জীবন নীরব চোখের জলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ১৭ ক্রি খনন করা। 'ইটোখালাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই।' শরৎ, ১৯১৭। ১৮ ক্রি দখল করা। 'ছোটে না কি হাতে না/ কাউকে যে কাটে না।' সুকুমার, ১৯১৮। ১৯ ক্রি সম্পন্ন করা। 'ছিটোবে ছিটোতে সাতার কাটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২০ ক্রি তৈরি করা। 'এশ ... লতা জালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২১ ক্রি কেনা। 'টিকিট কাটার কাউন্টারের লোকটির সঙ্গে কথা।' গায়াল, ১৯৬৭। কাটাঁইছি ক্রি কেটে নিয়ে। 'ভাঙ্গাইয়া কাটাঁইছ জুজরাট বন।' মুকুন্দ, ১৬০০। কাটানি ক্রি কেটে দেওয়া। 'ভাস খেলার কাটানও সংসারের অনুগিণি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। কাটানু ক্রি কাটিয়েছি। 'আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। কাটারিবি ক্রি কাটাও। 'কংশ জাগায়াঁ তোক কাটারিবি আকা।' বড়, ১৪৫০। কাটি ক্রি কেটে ফেলা। 'লঙ্কতে ফেলায় মাথা কাটা।' রায়প্রসাদ, ১৭৮০। কাটিতে কাটিতে ক্রিবিণ কাটা চলছে এমন অবস্থায়। 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। কাটিনু ১ ক্রি কেটে ফেললাম। 'আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ ক্রি অতিবাহিত করলাম। 'এতদিনে সুখেতে কাটিনু কতকাল।' গরীব, ১৭৬৫। কাটাঁ ক্রি কেটে।

'নাগিচা কাটাঁ কাহাঞি মাঝজলে থুইল।' বড়, ১৪৫০। কাটি পাড়া ক্রি হত্যা করা। 'আঁবির নিমিষে জোর কাটি পাড়ো মাথা।' মাদাধর, ১৫০০। কাটিবেস্ত ক্রি কর্তন করবে; হত্যা করবে। 'রসুলক কাটিবেস্ত কাফির সকলে।' সুলতান, ১৬৫০। কাটিয়ে দেওয়া ক্রি এড়িয়ে যাওয়া। 'সে আমাকে তাদের বাড়িতে তৈনিস বেলোয় নিমন্ত্রণ করেছে, আমি নানা ছুতো করে কাটিয়ে দিই।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। কাটিলা ১ ক্রি কাটিলে। 'কাঠ কাটিলে পিঁঠা বিবিধ বিধানের।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি ভিন্ন করলো। 'মায়া জাল কাটিল বর্জিল কোষ কাম।' বাহরাম, ১৬৫০। কাটিলে ক্রি কাটতে। 'হেন বুঝো তোমার কাটিলে লাগে মাথে।' বড়, ১৪৫০। কাটিলেক ক্রি কাটালো। 'দিন দশ শুকে তথা কাটিলেক কাল।' আলগোল, ১৬৮০। কাটা ক্রি কেটে। 'দক্ষের কাটা শির আনিল মহাবীর।' মুকুন্দ, ১৬০০। কাটয়া ক্রি কেটে। 'সেই ধর কাটয়া তলিয়া লৈল হাতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। কাটে ক্রি কেটে ফেলে। 'লঘু নটক পাঠিলে কাটে তার মাথা।' বড়, ১৪৫০। কাট্যা ক্রি কর্তন করা। 'পুত্র কাট্যা দিল বলিনান।' রূপরায়, ১৭৫০। কেটা ক্রি কেটে। 'এক চোটে মাছত সহিত কেটা ফেলে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

কেটে আসা ক্রি তৈরি হওয়া। 'অভ্যাসে কিম্বপরিমাণে জীবনের সুখম রাতা কেটে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কেটে কেটে বলা ক্রি নির্ভর কথা স্পষ্ট করে বলা। 'কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বলচো?' বিজুতি, ১৯২৯।

কেটে পড়া ক্রি কোনো জায়গা থেকে অলক্ষ্যে সরে পড়া। 'কোন এক সময় কেটে পড়লেন।' জীবন, ১৯৪৮।

কেটে বনা ক্রি গভীর ছাপ ফেলা। 'ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটয়া কাটয়া বসিয়া আছে।' শরৎ, ১৯১৭।

কেটে যাওয়া ১ ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'এমন আরো কয়েক মাস কাটয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রি দূর হওয়া; পরিত্যক্ত হওয়া। 'আজ মেঘ কেটে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কাটান [স কর্তন+] বি খণ্ডন। 'সুপ্রসন্ন তর্কের এ প্যাচের কাটান হাতের গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে বললেন।' প্রমথ, ১৯১৮।

কাটান-প্যাচ বি বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার কৌশল। 'আমাদেরও কাটান-প্যাচ, মারণ-মন্ত্র লিখতে হবে।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

কাটানি [স কর্তন+] বি কাটার জন্য যন্ত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাটাঁ [স কটক+বি কাটা চামচ। 'কাটা ১ এক'। মেয়র্স, ১৭৬২।

কাটা খোঁচা [স কটক+খোঁচা] বি কাটার খোঁচা। 'কাটা খোঁচা ভুকে পায় উর্ধ্বাঙ্গে সাধু ধায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাটাঁ [স কাঠিকা] ১ বি কাঠা: এক বিহার বিশ ভাগের এক ভাগ। 'সাত কাটা সওয়া কোঠাঘর।' মেয়র্স, ১৭৫৭। 'দশ কাটা ভূমি ক্রয় করা যায়।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি শস্যের পরিমাণ নির্দেশের একক। 'রাত গোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মরব।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কাটার [স কট্টার] বি কাটারি। 'কাটারত ডর কবী তেজিবে পরাণে।' বড়, ১৪৫০।

কাটারী [স কাঠ+] বি আদালতের কাঠগড়া। 'সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কাটারি, কাটারী [স কর্তরিকা] ১ বি লম্বা দা-বিশেষ। 'কাটারিতে যেন কাটে।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি ছোরা জাতীয় অস্ত্র। ভগ্না, ১৭৮৫।

কাটারিভোগ

'বজ্র, কাটারী, ছোরা, যে যাহা পাইয়াছে, লইয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কাটারিভোগ বি উৎকৃষ্ট জাতের চালবিশেষ। 'কাটারিভোগ চালের ভাত খাওয়ালে'। বিমল, ১৯৫৩।

কাটি [স কটি] বি তেল প্রভৃতির ভদানি। মানোএল, ১৭৪৩।

কাটি^১, কাটা [স কাটিকা] ১ বি যুটনি। 'পুনঃ পুনঃ কাটি দিয়া নাড়ে চাড়ে ঢাকে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ কাঠি। 'বুদ্ধির প্রণীপে ইনি উদ্ভিবার কাটা।' গুণ, ১৮৫৮।

কাটিং, কাটিঙ [বি] ১ বি সংবাদপত্রের কাটা অংশ। 'সংবাদপত্রের পাতা কাটিয়া (কাটিং) রাখিয়াছে।' রোকেয়া, ১৯২৪। ২ বি ডাল বা লতার কর্তিত অংশ যা রোপণ করলে পুনরায় চারা গজায়। 'লতার কাটিং আনিয়া ... রোপণ করিলাম।' বিজুতি, ১৯০৮।

কাটিল [স কর্তন] বিণ কাটা। 'কাটিল বাখত সেখরস দেহ কত।' বড়, ১৪৫০।

কাটুনি^১ [স কর্তন] ১ বি যা দিয়ে কাটা যায়। গুণী, ১৭৮৫। ২ বি ফসল কাটে যে। 'কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কান্ন করিতেছে।' বিজুতি, ১৯০৮।

কাটুনি^২, কাটুনী [স কৃৎ] বি যে নারী চরকায় সুতা কাটে। 'কাটুনীরা এক টাকা আট আনা করিয়া ভরি বিক্রয় করিত।' দর্পণ, ১৮৩১। 'কাটুনি' বিদ্যা, ১৮৯১।

কাটুয়া [স কোঠ] বি পাড়বিশেষ। 'গঙ্গা মায়ের এমনি নীলে/ এলো চাম-কাটুয়ায়।' লালন, ১৮৯০।

কাটুর কুটুর [ধন্য] অব্য প্রাণীদের দাঁত দিয়ে কোনোকিছু কাটার শব্দ। 'তাহার হৃদয়ে করে কাটুর কুটুর।' ভারত, ১৭৬০।

কাটুরে [স কাঠ] বি কাটুরে; কাঠ কাটা পেশা যার। 'তোমার ছাত্র মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মনিক।' গীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কাটোয়া বি বন্ধ বন্ধন করে এমন পোশাকবিশেষ। 'পোষাক বিবিধ প্রকার প্রব্রত করে, যথা পাজমা ... কাটোয়া জালি এবং আল্লিদার জোড়া।' ভবানী, ১৮২৮।

কাঠ [স কাঠ] ১ বি কাঠ। 'কাঠ কাটিল গির্জা বিবিধ বিধানের।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ নিম্নকৃত; স্পন্দনহীন। 'নিজে হই কাঠ চক্ষু তুলে।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বিণ শক্ত। 'পাকা পুঁইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে।' বিজুতি, ১৯৩১। ৪ বি পাছের শুকনা কাণ্ড। 'আনে আমার রান্নার কাঠ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বিণ কাঠের মতো নীরস। 'বরার সময় সব সৈতানি ভকিরে কাঠ হয়ে যেত।' তারা, ১৯৪০। ৬ বিণ পুরোদুশ্বর। 'বাইরের লোকের সামনে চেষ্ট ক্যালকেশিয়ান, বাড়িতে কাঠ বাতাল।' সুনীল, ১৯৭০।

কাঠকয়লা [কাঠ+কয়লা] বি কাঠগোড়ানো কয়লা। 'কাঠকয়লা চার নের পরসায় বিক্রি হয়।' বিজুতি, ১৯৩৮।

কাঠকাঠামো [কাঠ+স কাঠকর্ম] বি অবয়ব। 'মনে অনেক রকম ভাল সৃশ্রবণ কাঠকাঠামোর কথা জেগে ওঠে।' জীবন, ১৯৪৮।

কাঠকুট [কাঠ+স কুট] বি কাঠ, ডালপালা ইত্যাদি। 'ওকনো কাঠকুট সম্বাহ করে ... কোনোরকম করে আহাং চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কাঠকুটো [কাঠ+স কুট] ১ বি কাঠ ও শুকনা ডুগ। 'কাঠকুটো ঘেঁটেঘেঁটে জানি আমি পষ্ট।' সুকুমার, ১৯১৮।

কাঠকুঠ বি কাঠ, ডালপালা ইত্যাদি। 'টিনের উপরে পুরানা কাঠকুঠ।' ইঙ্গিয়াস, ১৯৭৫।

কাঠকুড়নি, কাঠকুড়ানি, কাঠকুড়ানী, কাঠকুড়ানী [কাঠ+কুড়ানি] বি যে কাঠ কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। 'চেয়ে দেখ, ঐ মাড়ভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিচুটিনয়না, কাঠকুড়ানীর মত।' গীনবন্ধু, ১৮৬৭। 'সেবান দিয়ে কাঠকুড়নি যায় না নিয়ে কাঠ?' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

কাঠকোঠর [কাঠ+স কোঠা] বি কাঠঠোকরা পাখি। 'কাঠকোঠর পেচা টীয়া কান্দকোঁচ মহরিয়া সালিক ডাহক ডামচুড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঠখড় [কাঠ+স খড়] বি প্রয়োজনীয় উপকরণ; মালমশলা। 'ততদিন তাকে অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কাঠখড় গোড়ানো কি অসীম লাভের জন্য অতিশয় চেষ্টা। 'কী কাঠখড় এর পেছনে গোড়াতে হয়।' শামসুল, ১৯৫৬।

কাঠখোটা [কাঠ+খোটা] ১ বিণ গৌরায়ের মতো। বিদ্যা, ১৮৯১: 'কাঠখোটা চেয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ নির্দয়। 'ওরা আমাকে কাঠখোটা ... প্রভৃতি দুষ্পাচ্য গালাগালি দেয়।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বিণ রসকষীণ। 'যেন উড়কাঠের ব্যাপার - সাদামাটা কাঠখোটা বটে।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

কাঠখোলা [কাঠ+খোলা] বি বালি না দিয়ে বে খোলায় ভাজা হয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঠগড়া [কাঠ+গড়া] ১ বি কাঠের তৈরি বেড়া। 'চারিদিকে কাঠগড়া মুখোমুখী মাঝে।' ঘনরাম, ১৭১১। ২ বি বিচারের মঞ্চ। 'নালিশ জমিয়া বাবুকে কাঠগড়ায় তলব করাইলেক।' ভবানী, ১৮২৫।

কাঠগুলায় [কাঠ+প গুদাম] বি কাঠ রাখার গুদাম। 'তার পশ্বনকে করেছি কাঠ-গুদাম।' নজরুল, ১৯৩০।

কাঠগোলা [কাঠ+আ গালা] বি কাঠের আড়ত। 'বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে।' বিজুতি, ১৯৩১।

কাঠগোলাপ [কাঠ+গা গুলা] বি গন্ধহীন গোলাপবিশেষ। 'আবাদ করিতে জানিলে কাঠগোলাপ বসরাই গোলাপে পরিণত হয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

কাঠচাঁপা [কাঠ+চাঁপা] বি এক ধরনের ফুলের গাছ। 'প্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে ৪/৫টা কাঠচাঁপা গাছ।' ইঙ্গিয়াস, ১৯৭২।

কাঠচেরা [কাঠ+চেরা] বি কাঠ চিরে তক্তা তৈরি করা। 'মহাশয় করাতি পাওয়া যায় না কাঠচেরা মঞ্চল হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৩।

কাঠচোটা [কাঠ+চোটা] ১ বিণ কর্কশ। 'বজ্রনির্ঘোরের মতো এই কাঠচোটা স্বরেই যেন ককণা ...' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ শুষ্ক। 'কাঠচোটা হাসি।' নজরুল, ১৯২৭।

কাঠঠোকরা [কাঠ+ঠোকরা] বি কাঠে ঠোকর মেরে কাঠের পোকা খায় এমন পাখিবিশেষ। 'কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক ঠক শব্দ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কাঠদা [কাঠ+স দাত্র] বি কাটারি। 'কাঠদা কুঠারি বাসী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঠদাপ [কাঠ+স দর্প] বি বৃদ্ধা আফালন; তক্ত দর্প। 'কাহাক দেখাং এ কাঠদাপে।' বড়, ১৪৫০।

কাঠপারা [কাঠ+স প্রার] বিণ কাঠের মতো অসাড়। 'চরণ যদি ... ঠাণ্ড-এর মতোই শক্ত কাঠপারা হয়।' নজরুল, ১৯২৪।

কাঠ-পিপড়ো [কাঠ+স পিপীলিকা] বি কাঠের রঙের বড়ো পিপড়া-বিশেষ, যা কাঠে থাকে। 'কাঠ মল্লিকা ফুলের পাতায়/ কাঠ-পিপড়োতে বেঁধেছে বাসা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

কাঠ-কাটা [কাঠ+কাটা] বিণ কাঠ ফেটে যায় এমন। 'কাঠফাটা রোদ মাটি উঠেছে তেতে, পা ফেলা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩: 'কাঠফাটা রোদ মাঠ-বাটা বাট আতন হয়ে ধায়।' জসীম, ১৯২৯।

কাঠকাড়া [কাঠ+কাড়া] বি (বাউল) আকালন। 'কাজ দেখি পাগলের মতন কথায় যেমন কাঠফাড়া।' লালন, ১৮৯০।

কাঠবিহা [কাঠ+স বৃদ্ধিক] বি এক রকমের বিহাঙ্ক বিহা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কাঠবিড়াল [কাঠ+স বিড়াল] বি বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কাঠবিড়ালি [কাঠ+স বিড়াল] বি স্ত্রী বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। 'কাঠবিড়ালি একবার ল্যাঙ্কের উপর ডর দিয়ে বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কাঠবিষ [কাঠ+স বিষ] বি এক রকমের তীব্র বিষ যা গাছের শিকড় থেকে উৎপন্ন হয়; আর্সেনিক; সেকো। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কাঠবেড়াল [কাঠ+স বিড়াল] বি বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। 'গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল।' অবন, ১৮৯৬।

কাঠবেড়ালি, কাঠবেড়ালী [কাঠ+স বিড়াল] বি স্ত্রী বিড়ালের মতো প্রাণীবিশেষ, যা গাছপালায় চরে বেড়ায়। 'কাঠবেড়ালি। পেয়ারা তুমি খাও?' নজরুল, ১৯২৬: 'কাঠবেড়ালীর অতি শোভনীয় আহার্য।' বিভূতি, ১৯৩১।

কাঠমল্লিকা [কাঠ+স মল্লিকা] বি বনমল্লিকা ফুল। 'তাতে বাঙ্গালি মেয়ে, জাতিতে কাঠমল্লিকা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কাঠমূর্তি [স কাঠ+মূর্তি] বি কাঠের মতো প্রাণহীন মূর্তি। 'কাঠমূর্তি এছল আছে কবি বিদ্যাপতি ভনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কাঠমোড়ানো [কাঠ+আ মোড়ানো] বি রক্ষণশীল মুসলমান ধর্মাবলম্বী। 'কাঠমোড়ানো হুজুরের মুছদানে ইসলাম কয়েদ।' নজরুল, ১৯২৯।

কাঠরা [স কাঠ] ১ বি কাঠের কাজ। 'তাহার এক ভগিনীপতি কাঠরার কর্ম করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি কাঠের বেড়া; রেলিং। 'জাহাঙ্গীর কাঠরার পরে কুঁকে পড়ে শরীরমনের একান্ত উৎসে ক্লিষ্ট লাঘব করা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কাঠরিয়া [স কাঠ] বি কুঠার দিয়ে কাঠ কাটা যার পেশা। 'কাঠরিয়া বোঁটা ছিল কলিঙ্গ-মুপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঠলাড়িকা [কাঠ+স মল্লিকা] বি কাঠমল্লিকা। 'কাঠ লাড়িকা সাজে কচুয়ি আচর্যি রাজে।' বড়ু, ১৪৫০।

কাঠ হওয়া ১ ক্রি ভয়ে নিশ্চল হওয়া। 'একবারে কাঠ হইয়া গেল।' শরৎ, ১৯১৩। ২ ক্রি অত্যন্ত তৃষ্ণার হওয়া। 'বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল।' শরৎ, ১৯১৬।

কাঠের কুঞ্জবন বি কৃত্রিম বন। 'ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কাঠের পুতুল বি ব্যক্তিভূতীয় মানুষ। 'সব ভিরোঁটার তো কাঠের পুতুল।' বিভূতি, ১৯৩১।

কাঠের মালা বি কাঠের গুটির মালা। 'কাঠের মালা নেড়ে চেড়ে মিছে নাম জপা।' লালন, ১৮৯০।

কাঠা [স কাঠ] বি ভূমির ক্ষেত্রফল পরিমাপের এককবিশেষ; ৭২০ বর্গফুট। 'মাপে কোশে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঠাকালি [কাঠ+স কালি] বি কাঠ অনুসারে জমির মাপ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঠাকিরা [কাঠ+স ক্রিয়া] বি কাঠাকিরা; এক থেকে একশো পর্যন্ত গণনা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাঠামো [স কাঠকর্ম] ১ বি শিল্পকর্ম। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি দেহ। 'অনেক যায়গায় খ্রিস্টিমত কাঠামো ঘা পড়লো।' হুতোয়, ১৮৬১। ৩ বি গড়ন। 'রাগরাগিণীর ছাঁদ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি বাক্যের গঠন। 'ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৫ বি অবস্থ। 'কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাসের পড়েছিল টানাটানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৬ বি ছাঁচ। 'একই রীতি-নীতির কাঠামোয় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত।' বেগম, ১৯৪৮। ৭ বি পদ্ধতি। 'চিন্তার কাঠামোকে জোরপূর্বক ধর্মের উপর স্থাপন করতে চায়।' উমর, ১৯৬৮।

কাঠাল [স কটকফল] বি কাঠাল। 'আম কাঠাল কাটিল নারেন্দ্র কালা।' বিজয়, ১৬৫০।

কাঠি, কাঠী [স কাঠিকা] ১ বি বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতির চিকন শলাকাবিশেষ। 'কাঠী সম বাহুযুগলে।' বড়ু, ১৪৫০: 'করে ধরে কাঁড় তিন কাঠি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অত্যন্ত কৃপ। 'এত গিলাইতেছি, কিন্তু ছেলোটা দিন দিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কাঠি-বাড় বি কাঠি-লাগানো জালের বেড়। 'কাঠি বাড় দিয়া খালের মোহনা ঘিরিয়া রাখে সে।' শওকত, ১৯৫৮।

কাঠিন্য [স] ১ বি দুর্বোধ্যতা। 'বন্ধুভাষায় কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায় সমোদান শিদ্ধি হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি দৃঢ়তা। 'কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারলা প্রভৃতি ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি কঠিনতা। 'এ ভীকু জগতে যার কাঠিন্য জগৎ তারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি কঠোরতা। 'তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি নির্মমতা। 'রামায়ণকথায় কৃতব্যের দুরূহ কাঠিন্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাঠিন্যভাব [স] বি রাগ আছে এমন ভাব। 'চোখে একটু কাঠিন্যভাব।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কাঠিন্যরূপ [স] বি দুর্বোধ্যতা। 'কাঠিন্যরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্যরূপে কখন পারিবা না।' দর্পণ, ১৮২০।

কাঠী ক্র কাঠি

কাঠুয়া [স কঠা] বি কচ্ছপবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

কাঠুরিয়া [স কুঠারিক] বি কাঠুরে। 'কাঠুরিয়া কাঠার লইয়া আইসে পথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঠুরে [স কুঠারিকা] বি কাঠ কাটা যার পেশা। 'দেখ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগিকে।' নজরুল, ১৯৩০।

কাঠোআল [স কটকফল] বি কাঠাল। 'ফলভরে নুন্ন অতি অম্রে কাঠোআল।' আলিওল, ১৬৮০।

কাড় বি মাস। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাড়া [আ নককরাহ] ১ বি ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'ঢাক দগড় কাড়া বাজরে বিশাল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ঢোলবাদক। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কাড়ানাকাড়া বি ঢাকচোল ইত্যাদি। 'কতগুলি বন্যোৎসব কাড়ানাকাড়া বাজাইয়া গান করিতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

কাড়া, কাড়ানো ১ ক্রি হরণ করা। 'ভাহিন হাথে খাণ্ড কাড়ি পেলেন শ্রীহরি'। মালাধর, ১৫০০; 'চিত্তি কাড়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি খুলে নেওয়া। 'সতে মেগ্যা সনাগরের বস্ত্র কাড়্যা লেই'। মুহুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি শব্দ করা। 'আর যদি কাড় রা বসন্তের মাথা খা'। মুহুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি চটনা করা। 'কিতাবেত কাড়ি দিলুম হিন্দুয়ানি করি'। সুলতান, ১৭০০। ৫ ক্রি বের করা। 'কাড়িতে'। মানোএল, ১৭৪৩। ৬ ক্রি জ্ঞান করা। 'অতি মহৎ কাজ করিয়া আমাদের হৃদয় চিরকালের জন্য কাড়িয়া লইবেন'। সুলত, ১৮৭৩। ৭ ক্রি চাওয়া; আদায় করা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'এক-গা গন্ধ মাখিয়ে তার মেসোর আদর কাড়বার জন্য পাঠিয়ে দাও'। রবীন্দ্র, ১৯০২। ৮ ক্রি মুগ্ধ করা; আকর্ষণ করা। 'আমাদের অনেক দিনের ওগো ... মন কাড়িবার মন্ত বড় rogue ও'। সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৯ ক্রি অর্জন করা। 'লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪। কাড়ি ক্রি বলপূর্বক হিনিয়ে; কেড়ে। 'ভাহিন হাথে খাণ্ড কাড়ি পেলেন শ্রীহরি'। মালাধর, ১৫০০; 'আপনা বিক্রমে কাড়ি তিন কন্যা নিমু'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। কাড়িতে ১ ক্রি বের করতে। 'কাড়িতে'। মানোএল, ১৮৪৩। ২ ক্রি হিনিয়ে নিতে। 'লাগিলেক সখিনার গহনা কাড়িতে'। গরীব, ১৭৬৫। কাড়িয়া ১ ক্রি হিনিয়ে; কেড়ে। 'বহু সৈন্য আসি মতে নিবেক কাড়িয়া'। সুলতান, ১৬৫০। ২ ক্রি জয় করে। 'অতি মহৎ কাজ করিয়া আমাদের হৃদয় চিরকালের জন্য কাড়িয়া লইবেন'। সুলত, ১৮৭৩। কাড়্যা ক্রি খুলে। 'সতে মেগ্যা সনাগরের বস্ত্র কাড়্যা লেই'। মুহুন্দ, ১৬০০। কেড়ে নেওয়া ক্রি হিনিয়ে নেওয়া। 'চকু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না'। বঙ্কিম, ১৮৭৮। কেড়ে লওয়া ক্রি হিনিয়ে নেওয়া। 'এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে'। দর্পণ, ১৮৩০। কেড়্যা ক্রি কেড়ে। 'শিলিহার সূচেল সকলি নিল কেড়্যা'। মানিকরাম, ১৭৮১।

কাড়াকাড়ি [কাড়া] ১ বি পরস্পরের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। 'হাটে নিগ্ধা ঘেতে সোন কিনে ডোম হাড়ি ব্যামাজের বস্ত্র ছুঁয়া করে কাড়াকাড়ি'। মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি দ্বন্দ্ব। 'কমতার কাড়াকাড়ি, দল পরিবর্তনের হিড়ক'। আজাদ, ১৯৬০।

কাড়াফুড়ি [কাড়া] ১ বি পরস্পরের কাছ থেকে হিনিয়ে নেওয়া। 'কাড়াফুড়ি করে সে যা-কিছু জমায়'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

কাঢ়া [কাড়া] ১ ক্রি কেড়ে নেওয়া। 'বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতে বৃন্দাবন'। বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি শব্দ করা। 'ডমর কাঢ়এ রাএ'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি চিৎকার করা। 'রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাপা'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ় ক্রি কেড়ে নাও। 'গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। কাঢ়এ ক্রি করে। 'ডমর কাঢ়এ রাএ'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়সি ক্রি করছে। 'কমণ কারণে রাণা না কাঢ়সি রাএ'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়ায়িআ ক্রি বের করে। 'মাঘ পাভরে বাট কাঢ়ায়িআ'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়ায়িল ক্রি ধরলে। 'বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতে বৃন্দাবন'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়ায়িলি ক্রি হিনিয়ে নিলি; কেড়ে নিলি। 'যবে কাঢ়ায়িল বাট দুসহ আরপে'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়িআ ক্রি কেড়ে। 'প্রথমে কাঢ়িআ লৈল সাতেসরী হার'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়িতে ক্রি কেড়ে নিতে। 'বড় দুখ পাইল আক্ষে কাঢ়িতে পাসলী'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়িলাজ ক্রি টেনে বের করলে। 'কাঢ়িলাজ দীর্ঘ রাএ'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়ী ক্রি কেড়ে। 'কাঢ়ী লৈবো সাতেসরী হারে'। বড়ু, ১৪৫০। কাঢ়ে ক্রি চিৎকার করে। 'রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাপা'। বড়ু, ১৪৫০।

কাণ [স কণা] বি কান। 'পিরিতি বলিয়া নাম শুনাইতে মদিয়া রহিব কাণে'। চঞ্জি, ১৫৫০। প্র কান।

কাণ খাড়া করা বি শোনার জন্যে মনোযোগ দেওয়া। 'তঁার বাণী পৃথিবীসুত্বে শোক কাণ বাড়া করে তনবে'। প্রমথ, ১৯১৭।

কাণ দেওয়া ক্রি কর্পপাত করা। 'মা তোরো ওসব কথায় কাণ দিসনে'। উমেশ, ১৮৫৭।

কাণপাতলা বিণ বিবেচনা ছাড়াই কোনো কিছু বিশ্বাস করে এমন। 'আমায় বলে দিলে মালতী এখানে এসেছে - আমিও তেমনি কাণপাতলা'। দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

কাণফোঁড়া ঘোণী বি সন্ধ্যাসীর্ষিশেষ। 'কাণফোঁড়া ঘোণী উলঙ্গ হইয়া করদর্প উপেক্ষ করিতেছ'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কাণ ফোটা ক্রি শ্রবণ শক্তি ফিরে আসা। 'গোবরার মার কাণ ফুটিল'। বঙ্কিম, ১৮৮২।

কাণবালা বি কানের অলঙ্কার। 'চলিল অবলা, পরে কাণবালা'। ডাবানী, ১৮২৫।

কাণমলা বি কাণে মোচড় দিয়ে শান্তি। 'কাণমলা তুমি আমার হইয়া খাবা? গিরিশ, ১৮৮৬।

কাণমলা খাওয়া ক্রি অপদস্থ হওয়া। 'কাণমলা খেয়ে চ'লে যাও'। গিরিশ, ১৮৯৬।

কাণ হারানো ক্রি কানে তনতে না পাওয়া। 'এতক্ষণ গোবরার মা কাণ হারাইয়াছিল'। বঙ্কিম, ১৮৮২।

কাণ [স কাণ] বি কান; এক চোখওয়ালা। 'যেমন কাণ ব্যক্তির বর্তমান যে কেউ শুকু, তাহে আস্থা নাই'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাণ [স কাণ] ১ বিণ অন্ধ। 'দেখতে পাস নে? কাণা নাকি?' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ মোহান্ন। 'কেমন কুহক জ্ঞানে এরা, উপদেশে করে কাণা'। গুপ্ত, ১৮৫৮।

কাণি [স কাণ] বি ক্রী অন্ধ। 'কি লো কাণি - আবার ফুল লইয়া মরতে এয়াসি কেন?' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কাণা বি পাত্রাদির ধার। 'দেব প্রেম আর পাব কলসীর কাণা'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

কাণাকড়ি [স কাণ+কড়ি] বি বৃত্তওয়ালা কড়ি। 'কাণাকড়ি-ছিদ্র সম জানিহ সেই শ্রবণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। প্র কানাকড়ি

কাণাকাণি [স কণ] বি কানাকাণি; পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি। 'কচ্ছে লোকে কাণাকাণি'। গিরিশ, ১৮৮৭।

কাণি দ্র কান

কাণ্ট [স কাণ] বি অধ্যায়। 'নিবারণকে ডাক না ভাই, সাত কাণ্ট রামায়ণ শোনা যাক'। দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কাণ্টাপনা [স কণ্টক] বি বিরক্ত। 'কাণ্টাপনা কেন কর বল তে'। গিরিশ, ১৮৯৬।

কাণ্টিয়ান [হি] বিণ দার্শনিক কাণ্টের অনুসারী। 'তার পরিচয় নব-কাণ্টিয়ান, নব-হেগেলিয়ান'। প্রমথ, ১৯১৭।

কাণ্ড [স] ১ বি বাণ। 'বিবাহিল কাজের ঘাএ যেহেন হরিণী'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি গ্রন্থের অধ্যায়। 'সাত কাণ্ড পুথি তাহা বাণীকি রচিল'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি ঘটনা। 'পশ্চিমাঞ্চলে একটি বীজঙ্গস কাণ্ড ঘটয়া থাকে'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

কাণ্ডকারখানা [স কাণ্ড+ফা কারখানা] বি নানা রকমের ঘটনা; কার্যাবলি। 'পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কাণ্ডকাহিনী [স কাণ্ড+স কথনিকা] বি ঘটনাবৃত্তান্ত। 'পরের এই

কাতলাহিনী পাঠ করিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

কাত্তজ্ঞান [স] বি সাধারণ জ্ঞান; কর্তব্যকর্মে বুদ্ধিবিচারের ক্ষমতা।
'গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার কাত্তজ্ঞানের প্রশংসা করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কাত্তজ্ঞানশূন্য [স] বিণ সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা নাই এমন। 'ইউরোপ খণ্ডের ছোট লোকেরা কাত্তজ্ঞানশূন্য পণ্ডবিশেষ বলিলে হয়।' *রাজ*, ১৮৭৪।

কাত্তজ্ঞানসম্পন্ন [স] বিণ সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা আছে এমন। 'সকল সুস্থ এবং কাত্তজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তাই করিবেন।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

কাত্তজ্ঞানহীন [স] বিণ বস্তববুদ্ধিহীন; সাধারণ জ্ঞান নাই এমন। 'কাত্তজ্ঞানহীন শ্রমীর উপর তাঁহার সমস্ত রাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

কাত্তজ্ঞানহীনতা [স] বি সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাহীনতা। 'কোন সুস্থ জাতির পক্ষে এরকম নির্লজ্জ কাত্তজ্ঞানহীনতা সম্ভব?' *মুক্ততা*, ১৯৫২।

কাত্তব্য [স কাত্ত] বি অবাচ করে এমন কাত্ত। 'বেলেগ্না কাত্তব্যও।' *মনোজ*, ১৯৬১।

কাত্ত বাধানো ক্রি ঘটনার জন্ম দেওয়া। 'আবার কি এইরকম একটি কাত্ত বাধানো ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাত্তমাণ্ড [স কাত্ত] বি কাজকর্মাদি। 'মায়ের কাত্তমাণ্ড কিছুই বুঝছে না ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কাত্তাকাত্ত [স কাত্ত-অকাত্ত] বিণ ভালো-মন্দ। 'তোরে তো আর কাত্তাকাত্ত জ্ঞান থাকে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

কাত্তাকাত্তজ্ঞান [স] বি ভালোমন্দের জ্ঞান। 'আজকালকার এই সব অগ্রপতিশীলা মহিলাদের কাত্তাকাত্তজ্ঞান একেবারে নাই।' *বনক*, ১৯৩৬।

কাত্তার [স কর্ণধার] বি নৌকার চালক। 'মধ্যে কাত্তার পট্টে কোন জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাত্তারি [স কর্ণধার] ১ বি মাঝি। 'নবিন কাত্তারি আমি নৌকা নাহি বাই।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ব্যতিকারী নারি না হবে কাত্তারী।' *চন্দ্র*, ১৫৫০। ২ বি কর্ণধার; অধিকর্তা। 'যিনি এ ভবের কাত্তারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ বিণ সেনাপ্রধান; সেনাপতি। 'তুরস্কের জাতীয় সেনাদলের কাত্তারী ... কামাল পাশা।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ বি নেতা। 'কাত্তারী হুঁশিয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাত্তারীহীন [স কর্ণধারীহীন] বিণ নির্দেশনাহীন। 'স্বভাবের নির্মম ও কাত্তারীহীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া প্রিয়মান হইয়াছ।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

কাত্তার [স কর্ণধার] বি কাত্তার; নৌকার হাল। 'আপণে কাত্তার ধরিল দেব কারু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাত্তারী [স কর্ণধারী] বি কর্ণধার। 'আম্বো কাত্তারী শ্রীগদাধর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাৎ [বি কইত] ১ বিণ সম্ভ্রষ্ট। 'এক কোন কেটে মহাজন কাৎ কতাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৩০। ২ বিণ অবনত। 'সে পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে ঘাড় একটু কাৎ করে।' *হাফিজ*, ১৯৫০।

কাৎ [কাৎ] বি দারুণতিনি। 'একটু কাৎ দাও না।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

কাৎ [স কুরা] ক্রিণ কোধায়। 'তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাৎ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কাৎ [আ কিতআহ] ১ বি জমির খণ্ড। 'এক দফা কাত খরচ বাবদী বিবি

দেন আড়কাট ৩৫ পত্রিগ্রহিত তত্ত্বা।' *মের্স*, ১৭৫৮। ২ বি অংশ। 'টাকা কাত ওগায়র সমস্ত বুখিয়া পাইলাম।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'জমির কাত জমা মায় একুন মুদা সাতটী তত্ত্বা ডেডু আনা।' *স্তেরলি*, ১৭৮৩।

কাৎ [বি কইত] ১ বিণ একপাশ নিম্নমুখী বা নিম্নজিত। 'সেই একটা দমকাতেই কাবা একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ বি পাশ। 'ডান কাত ফিরে তুয়েছে।' *আহসান*, ১৯৫৯।

কাৎ ফেরা ক্রি পাশ ফেরা। 'কাত ফিরলে সেবি/ পাড়া-পড়শী হেঁটে বেড়ায়।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

কাৎ হওয়া ক্রি হেলে পড়া। 'একেবারে কাত হবার উপক্রম করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কাতর [স ১ বিণ কাঙাল। 'এবঁরে রাজা খনের কাতর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিণ বিপন্ন। 'চক্ৰবাহ্য কাতর বড় বান নৃপবরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ বিণ অধীর। 'কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব।' *বিজয়*, ১৬০০। ৪ বিণ দুর্যে পীড়িত। 'কাতর হইয়া বোলে মুনির চরন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ বিণ করুণ। 'কৃতান্তলি হয়ে অবনি লোটায়ে কহিল কাতর বাণী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৬ বিণ কুন্তিত। 'টাকা দিতে আমি কাতর নই।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কাতরতনু [স] বিণ দেহ ক্লিষ্ট হয়েছে এমন। 'বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

কাত্তরুতা [স] বি দুর্বলতা। 'অনাথা কিয়া বিধবাদি হইলে মনের কাত্তরুতাতে নানা পাপ কর্মে প্রবৃতি হয়।' *গৌর*, ১৮২২।

কাতরতাত্পন্যা [স] বিণ ক্রী মিনতিহীন। 'কাতরতাত্পন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

কাতরবধ [স] বি করুণকর্ত। 'পোস্টমাষ্টার কাতরবধে বলিলেন, শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কাতরায়িত [স কাতর-অখিত] বিণ পীড়িত। 'নানা রোগে কাতরায়িত, গলিত, শীর্ণ বৃদ্ধ ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

কাতরোক্তি [স কাতর-উক্তি] বি করুণ উক্তি। 'রোদন করিতে করিতে বিনয়পূর্বক নানা প্রকার কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন।' *মুদ্রাঙ্কন*, ১৮১০।

কাতরে ক্রিণ মিনতি কর'। 'ইমামের আসে আসি কহিল কাতরে।' *গবীর*, ১৭৬৫।

কাতরা [স] বিণ ক্রী ব্যাকুল। 'লক্ষণ সেনের ক্রী ... শামিবিবিরে কাতরা হইয়া মুক্তিকাতে এই কবিতা লিখিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

কাতরা [আ কতরাহ] বি ফোঁটা। 'তবু এক কাতরা পানি না দিব এখানে।' *গবীর*, ১৭৬৫।

কাতরানো [স কাতর] ১ ক্রি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শব্দ করা; কাতড়াানা। 'এক বুড়া ওইয়া কাতড়াইতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ ক্রি হটফট করা। 'দু-একজন তখনও কাতরাচ্ছেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

কাতরিয়ে কাতরিয়ে ক্রিণ যন্ত্রণা দিয়ে। 'হটফটে কাতরিয়ে কাতরিয়ে মারে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কাতর্যাতা [স] বি কাতর। 'বসন্তরায়ের এই মত কাতর্যাতা উক্তিতে মহারাঞ্জাও রোদন করিতে প্রবর্ত।' *রামরায়*, ১৮০১।

কাতল [স] বি কাতলা মাছ। 'ফিরেও ঠ্যাং, কাতলের মুখ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কাতলা [স কাতলা] বি মাছবিশেষ। 'চীতল ভেটুক কই কাতলা মৃগাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

কাতা [স কর্তা] বি মালিক। 'ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়ে ছাই।' চঞ্জী, ১৫৫০।

কাতা [স কর্তা] বি ক্ষুর। 'নাপিত বইসে তথা কক্ষতলে করি কাতা করে ধরি রসান দর্পণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাতা [স কৃত] বি নারকেলের ছোঁবাড়া দিয়ে তৈরি দড়ি। 'তাবৎ সেতুই তারপিত্ত নারিকেলের কাতায় নির্মিত।' দর্পণ, ১৮২৫।

কাতান [পা বি দা; কাতারি] বিদ্যা, ১৮৯১।

কাতান বি এক প্রকার রেশমি কাপড়ের শাড়ি। 'কাতানের ওপরে বাতাস আস্তে উড়িয়েছে পাড়।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কাতার [আ বি সারি। ওর্সা, ১৭৮৫; সৈন্যগণ পকাতো কাতার দিয়া দাড়াইয়াছে।] রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কাতার করা বি একর হওয়া। 'প্রাসাদশোভিত রাস্তাঘাটে কাতার করছে।' মনসুর, ১৯৩৫।

কাতারবন্দী, **কাতারবন্দী** [আ কাতার+ফা বন্দী] বি শ্রেণীবদ্ধ। 'করিম চোর। তাঁর সাতোপাস্তসহ চোর জাতিতে সংহত ও কাতারবন্দী করিতেছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

কাতারি বি তিক্কেল; চ্যাপটা হাড়ি। 'কাতারি কাটিয়ে তুকে দই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাতি [স কর্তার] বিগ খাড়া। 'উঠিল পদাতি ধরিয়া ঢাল কাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাতি [স কাতর] বি কাতরতা। 'অতি দুঃখ কাতি।' আলোড়ন, ১৬৮০।

কাতুকুতু [ধন্য। বি সুড়সুড়ি। ওর্সা, ১৭৮৫; 'তারে তত কাল-আতনের কাতুকুতু দি।' নজরুল, ১৯২২।

কাতুকুতুভাব [ধন্য। কাতুকুতু+স ভাব] বি হ্যাংলি; লঘুচিহ্ন। 'এসব কাতুকুতুভাব সহ্য হয় না।' নজরুল, ১৯২৫।

কাতুরকুতুর [ধন্য। বি সুড়সুড়ি; কাতুকুতু। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাতে সর্ব কাকে। 'কাতে নিবেদিবো মোএঁ ঐকো কেহো নাহি।' বড়, ১৪৫০।

কাতেল [আ কতল] বি হস্তা; হত্যাকারী। 'লোমশূন্য বক্ষই তোমার কাতেল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কাতোরী বি পাখিবিশেষ। 'অল্প দূরে কাতোরী পাখির পাঠশালা বসে।' মানিক, ১৯৩৬।

কাতীক [স কার্তিক] বি বাংলা সনের সপ্তম মাস। 'মাঘে কাতীকে আসিয়া পৌছে।' ওর্সা, ১৭৭৯।

কাতায়নি, **কাতায়নী** [স কাতায়নী] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'কাতায়নি মোহৎসব বৃন্দাবনে কৈল।' মালাধর, ১৫০০; 'যাঁর সাধনায় হইবে কাতায়নীর অবতরণ।' নজরুল, ১৯৪১।

কাথরা [আ কতরা] বি বিস্মু। 'ধুঁকে ম'লো আহা তবু পানি এক কাথরা।' নজরুল, ১৯২২।

কাথরানি [স কাতর] ১ বি যন্ত্রণাপ্রকাশক শব্দ। 'অভাগী মাতার মর্ম-বিদারী কাথরানি।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি ছটফটানি। 'সেই নিখিল মুসলিমের ক্রন্দন কাথরানির দিন।' ধর্মকেতু, ১৯২২।

কাথরানো [স কাতর] ক্রি যন্ত্রণায় ছটফট করা। 'কাথরায় শুধু! ওমরিয়া কীদে কলিজা-পিঠানো বাজে।' নজরুল, ১৯২৪।

কাথলা [স কাতল] বি কই মছের মতো এক ধরনের মাছ। 'অতল দীঘির

নি-তল জলে সাঁত্থের বেড়ায় কাথলা-চিতল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

দ্র কাতলা

কাথলি [ই কেটল] বি চা, কফি ইত্যাদির পানি গরম করার নলওয়ালা পাত্রবিশেষ। 'পন্ন্যার জল আর চায়ের কাথলি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাথ [বি কহতা] বি ঘন নির্ধাস। 'চাল গল্যা পড়ে চারি-পাচি কাথ গলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাথলি [ই কেটল] বি চা ইত্যাদির পানি গরম করার নলযুক্ত পাত্রবিশেষ; 'উগাব উচ্ছল কাথলিতল জল।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

কাথলিক [ই ক্যাথলিক] বি খ্রিস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'এ স্থানে কাথলিক যাজকের বিদ্যালয়, গোরস্থান, এবং শালের গছের আছে।' অক্ষয়, ১৮৪২।

কাথাল বি ঝোপ। মনোএল, ১৭৪৩।

কাদকোঁচা [স কর্দম+কোঁচা] বি কাদাকোঁচা পাখি। 'কাঠকোঠর পেচা টীয়া কাদকোঁচা মহরিয়া সালিক ডাহক তামড়ু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাদখ [স বি রাজহাস। 'সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদখ, কুলাণ।' সুবিশ্ব, ১৯২৮।

কাদখিনী [স] বি মেঘমালা। 'এক ভড়িৎপ্রভা কাদখিনী ভেস ... করিয়া ... উপত্যকা দেখাইয়া দিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

কাদা [স কর্দম] ১ বি নরম মাটি। 'জাহবীর কাদা ভরিল যতেক নারী।' মুকুন্দ, ১৫৭০। ২ বিগ জবজবে। 'ছাতের উপরে আপদমস্তক ক্রিকেট একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কাদাকালি [কাদা+স কাল] বি ক্রেন্দ; ময়লা। 'সারারাতের কাদাকালি নিয়ে বিছানায় যখন সে বসে থাকে?' জীবন, ১৯৩২।

কাদাকোঁচা [কাদা+কোঁচা] বি কাদা বুঁচে খাবার সজ্জহ করে এমন পাখিবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'বাঁচা খুলে কাদা-কোঁচা পালিয়েছে আমার।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩; 'জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাকোঁচা পাখিগুলো প্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাদা-গোলা [কাদা+গোলা] বি কাদা-মেশানো। 'বর দ্রোতজলে কাদা-গোলা বসে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদগব।' নজরুল, ১৯২৯।

কাদা-চর [কাদা+স চর] বি নদীতে জেগে ওঠা কাদাময় চর। 'জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাকোঁচা পাখিগুলো প্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাদাজমি [কাদা+জা জমী] বি কাদাময় জমি। 'খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ভোবাজমি, কাদাজমি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কাদা-ঢাকা [কাদা+ঢাকা] বিগ অবরুদ্ধ; দমিত। 'সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদা-ঢাকা।' নজরুল, ১৯২২।

কাদাবুটি [কাদা+স বুটি] বি কাদার বুটি। 'মাঝে মাঝে কাদাবুটি রক্তবুটি প্রভৃতি মানা উৎপাতের কথা শোনা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কাদামাঠি [কাদা+মাঠ] বি কর্দমাক্ত মাঠ। 'কত কাদামাঠি আদার-পাঁদ্রাঠে গ্রেয়াকটিস করেছি।' জীবন, ১৯৩২।

কাদিয়ে দেওয়া ক্রি কাদা-কাদা করে দেওয়া। 'মেয়েরা শাড়িতে জল বয়ে গ্রামপথ কাদিয়ে দেয়।' হাসান, ১৯৬৭।

কাদা [আ কদহ] বি পাত্র। 'তনিয়া জ্বহর কাদা আনি দিল তারে।' গরীব, ১৭৬৫।

কাদিয়া [প] বি ধাতু নির্মিত গলার হার। 'কাদিয়া ১ ছড়া' মেয়র্, ১৭৬২।

কাদিয়ানী বি উনিশ শতকে পাঞ্জাবের কাদিয়ান অঞ্চলে প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের একটি ধারা; মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ। 'নেচারী ও কাদিয়ানী প্রভৃতি অভিনব অনৈসলামিক মতের প্রাবল্যে' বঙ্গনর, ১৯২২।

কাদিয়ানী ধর্ম বি কাদিয়ান সম্প্রদায়ের আচারিত ধর্ম; আহমদিয়া। 'কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে।' ইসলাম, ১৯৩৩।

কাদিয়ারা [প] বি চেয়ার। 'কাদিয়ারা ৪' মেয়র্, ১৭৬২।

কান^১ [স কৃষ্ণ] বি কৃষ্ণ। 'তোমার রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান' বড়, ১৪৫০।

কান^২ [স কণ] ১ বি কর্ণ। 'গিধিনীসদৃশ তোর দেখো দুই কান' বড়, ১৪৫০। ২ বি চাষি। 'গ্রামোচ্চানের কান যদি মলে দেওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি কানের গহনাবিশেষ। 'চুটকি কান কানবালা নখ নেলক নাকচাষি ...' প্রমথ, ১৯৪০।

কান কথা [স কর্ণ+স কথা] ১ বি গোপন মন্তব্য। 'সঘনে নাড়িয়া শির ... তাঁড় দর কহে কানকথা' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শোনা কথা। 'কানকথা তনে এমন মনগড়া সিদ্ধান্ত করে বসি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

কান করেচি ঢোল, কত বলবি বোল - যতো ব্রুশি বসো, নির্বিবাদে তনি। নজরুল, ১৯২৭।

কানকাটা [কান+কাটা] ১ বিণ কান কাটা গেছে এমন। 'অই ডাকে কানকাটা হাপা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কানে ছিদ্র আছে যার। 'ভদবধি তাহার কানকাটা নামে খ্যাত আছে।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বিণ যে কান কাটে; জুজু। 'কানকাটা ... কেটে নেবে কান' গুণ, ১৮৫৮।

কান কামড়ে বলা ক্রি দিবি দেওয়া। 'একথা আমি তোমার কান কামড়ে বলে দিছি।' নজরুল, ১৯২৭।

কানকুপ [স কর্ণকুপ] বি মাছের কানকো। ওয়া, ১৭৮৫।

কান-খড়কে [কান+স খড়] বিণ শ্রবণশক্তি প্রথর এমন। 'কান-খড়কে মায়ের লেঠা, রয় ঘুমুলেও কান জেগে।' নজরুল, ১৯২৬।

কান খাওয়া ক্রি কানে না শোনা। 'এত কাদি, এত বলি, মা কি দুটো কান খেলি।' অশ্বিনী, ১৯২০।

কান খাড়া করা ক্রি শোনার জন্য মনোযোগ দেওয়া। 'দুর্গা অনুষ্ঠান কান খাড়া করিয়া রহিলেন।' শরৎ, ১৯১৬।

কান খাড়া হওয়া ক্রি শোনার জন্য উদ্যমী হওয়া। 'তৎকালীন জানা যায় ও কানাকানিতে বাবুর কান খাড়া হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

কানখুজবি [কান+ফা খুজাবি] বিণ কানে কানে ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'উড়িয়ে দেয় এমনভাবে কানখুজবি কথা' মণীশ, ১৯৬৩।

কান জুড়ানো ক্রি কৃত্রিম হওয়া। 'বলো, তনে কান জুড়োক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কানজোখা বিণ কান পরিমাপ উঁচু। 'কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

কান কালাপালা হওয়া ক্রি বাবরার একই কথা শুনে বিরক্তি বোধ হওয়া। 'জগমোহনের কান কালাপালা হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কানডলা বি কান মুচড়ে দেওয়া। 'ধরে কানডলা দিতেন বোধ হয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

কানতালি লাগা ক্রি শব্দের আঘাতে সাময়িকভাবে শ্রবণরহিত হওয়া। 'ডঙ্কার আওয়াজে ... কানতালি লাগাইয়া দেয়।' মনসুর, ১৯৫৫।

কান দেওয়া ক্রি কর্ণপাত করা। 'শেষ কথাগুলিতে বড়ো একটা কান না দিয়া কহিল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কানপাটা বি কানের পাশ। 'প্রথমে কানপাটা, তারপর গোটা কান।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কান পাড়া [কান+পাড়া] ১ ক্রি শোনার জন্য মনোযোগী হওয়া। 'সেই কথায় লহনা পাতিয়া আছে কান' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ কান পেতেছে এমন; উৎকর্ষ। 'গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাটা মনোযোগের মতো নিতরুণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কানপাশা বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'কানপাশাটা আমি দেখিয়াছি, চমৎকার হইয়াছে।' বনফুল, ১৯৬৬।

কানফাটা [কান+ফাটা] বিণ উচ্চ শব্দযুক্ত। 'সভার বিপুল হর্ষধ্বনি ও কানফাটা করতালি পড়ে গেল।' মনসুর, ১৯৪৩।

কানফুল [কান+ফুল] বি কানের ফুল। 'হীরের কানফুল আর টাকটা ... ভূতনাথের নজরে পড়লো।' বিমল, ১৯৫৩।

কানবালা [স কর্ণ] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'যথা, দমদম, চোদালি, বোশা, দেলড়া, ছলনা, মুক্তার লছা দেওয়া কর্ণফুল, কানবালা, হীরা, পাল্লা ...' ভবানী, ১৮২৮।

কান-ডরাট-করা [কান+ডরাট+করা] বিণ গুরুপঙ্খীর ধ্বনিবিশিষ্ট। 'এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ডরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কান-ভাঙ্গনি [কান+ভাঙ্গনি] বি কানে লাগানো হয় যে-মন্তব্য। 'সয়ফুল-মূলক এসে আমায় কান-ভাঙ্গনি দিলে।' নজরুল, ১৯২২।

কানভোলানো [কান+ভোলানো] বিণ কানকে মুগ্ধ করে এমন। 'এই নেশাধরানো কানভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কানমলা [স কর্ণ] ১ বি কান মুচড়ে দেওয়া। 'তার স্বামীকে এনে কান মলা নাক মলা দিছি।' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বি কান মুচড়ে কাউকে শান্তি দেওয়া। 'ফেরে কানমলা বাবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কানমলা খাওয়া ক্রি ভর্ষিত হওয়া। 'কানমলা খেলে তবে খোলে তার গানটা।' সুকুমার, ১৯২০।

কানমুড়ি বি কান পর্যন্ত ঢাকা। 'চাদর টেনে কানমুড়ি দিল সে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

কান-সহা বিণ কানে সরে গেছে এমন। 'নতুন ও পা-সহা এবং কান-সহা হয়ে ওঠে।' শরীফ, ১৯৬৮।

কানসোনা [কান+সোনা] বি পোকাবিশেষ। 'মধুকুণী আর পরধুণী আর কানসোনা, নীলমাছি' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

কানাকানি ১ বি পারস্পরিক কথা। 'হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি, ধর্মিত হতেছে চিরদিবসের বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি কানে কানে অনুচ্চকণ্ঠে কথা। 'দুটি বোন তারা করে কানাকানি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কানে আছুল দেওয়া ক্রি বিরক্তি প্রকাশের জন্য হাত দিয়ে কান চাপা দেওয়া। '(কানে আছুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কানে আনা ক্রি গ্রাহ্য করা। 'বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কানে ওঠা কি কর্ণগোচর হওয়া। 'এই গোপন কথাটা তোমার কানে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কানে ওঠানো কি জানানো। 'কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কানে কানে ১ জিবিণ কানের কাছে মুখ এনে; ঘনিষ্ঠভাবে। 'কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ জিবিণ চুপি চুপি। 'তার কানে কানে কী যে কহে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ জিবিণ কানের কাছে মুখ দিয়ে অনুচ্চ্বরে। 'স্বামীকে কানে-কানে কী একটা বলিয়া ক্ষণকালের জন্যে ছুটি লইয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কানে ঝালাপালা লাগানো কি একই কথা বারবার বলে অতিষ্ঠ করা। 'উপরওয়ালা'র কানে ঝালাপালা লাগাইয়া দিবে।' নজরুল, ১৯২২।

কানে তালি ধরা কি উচ্চ কোলাহলে কানে কিছু গুনতে না পাওয়া। 'চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালি ধরিয়ে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কানে তালি লাগা কি উচ্চশব্দে সাময়িক কালের জন্যে বধির হওয়া। 'চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালি ধরিয়ে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০

কানে তোলা কি গুরুত্ব দেওয়া। 'অত হাসির পর আমি সেটাকে কানে তুলুলাম না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কানে দেওয়া কি দীক্ষা দেওয়া। 'ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কানে নেওয়া ১ কি গ্রহণ করা। 'লোকের কথা নিসনে কানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ কি গুরুত্ব দেওয়া। 'সে কানে না নিও।' জসীম, ১৯৩১।

কানে বাজা কি নীরবে কানে অনুরণিত হওয়া। 'ভাষারীন্দ্রের বীহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কানে যাওয়া কি শ্রুত হওয়া; শোনা। 'যদি তাঁর কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কানের গয়না বি কানে পরার অলঙ্কার। ওর্গ, ১৮৮৫।

কানের পোকা পড়া কি ক্রমাগত ধ্যানধ্যান শুনে বিরক্ত হওয়া। 'একটু সহজভাবে চলতে গেলেই কুৎসা গুনতে গুনতে কানের পোকা পড়বে।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৫।

কানে লাগা কি সমর্থনযোগ্য মনে হওয়া। 'কথাটা সাময়িকভাবে গোপালের কানে লাগে।' মানিক, ১৯৩৬।

কানে হাত দেওয়া কি কান মলা। 'কে হে তুমি বেল্লিক। অদ্রলোকের কানে হাত দাও।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কানি [স কাণ] বিণ কানা; অন্ধ। 'বংশে হএ খোড় খোশেরে কানে।' বড়, ১৪৫০।

কানকা, কানকো [স কর্ণকূপ] বি মাছের ফুলকার উপরের শক্ত আবরণ। 'মাছের কানকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'দড়ি দিয়ে তার কানকোর ভেতরে কোঁড় করে বাঁধা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৭।

কানগোই [আ কানু+ফা গো] বি জমি জরিপকারী সরকারি কর্মচারী। 'ফরমানী মহারাজ মনসবদার সাহেব নবহং আর কানগোই তার।' ভারত, ১৭৬০।

কানচি [আ কনাত] বি ঘরের পিছনের দিকের ছাঁচতলা। 'জানে না কানচির খবর রঙমহলের নিকশা নিচ্ছে।' লালন, ১৮৯০।

কানটা বি কিনারা। 'নদীর কানটায় কানটায় হাঁটতে হাঁটতে মন্মিএরার বৃকের কটকটানি চড়চড়িয়ে ওঠে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

কানট্রি [হি বিণ দেশি। 'কী ভাগি কানট্রি সুইটস ভাগেবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কানড় [স কর্ণটি] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কানড় রাগ।' মালাধর, ১৫০০।

কানড়ুই [স কন্দোটি] বি নীলপদ্ম। 'কানড় কুসুমে কেবা সুখম করিল রে।' ঘিচঞ্জি, ১৬০০।

কানড়া [স কর্ণট] ১ বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রামকিনয়া হিষ্টোলা কানড়া গরা বৈসে।' আলোশ, ১৬৮০। ২ বিণ কর্ণটিদেশীয়। 'কানড়া ছাঁদ যৌগা বাঁধে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

কানড়ীযৌগা [স কর্ণট] বি কর্ণটি রীতির যৌগ। 'কানড়ী যৌগা বড়ায় মুখারিবে মো।' বড়, ১৪৫০।

কানন [সি বি অরণ্য। 'একদিন বলাই কানন ভিতরে।' মালাধর, ১৫০০।

কানন-করবী [স কানন+স করবীরা] বি বাগানের করবী ফুল। 'বনকুন্তলে গরবি আমি কানন-করবী।' নজরুল, ১৯৩১।

কাননকুন্তলা [সি] বিণ কাননের মতো কুন্তলবিশিষ্ট। 'করবী তোর ছন্দ কাননকুন্তলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কাননফুল [স কানন+স ফুল] বি বাগানের ফুল। 'ওধু তব নদীতে জেগেছে ঢেউ/যেহেছে নয়ন কানন ফুলে।' নজরুল, ১৯২৯।

কাননভূম [স কাননভূমি] বি বনভূমি। 'বাঁধিল কানন-ভূমে ফুলের রাশি।' নজরুল, ১৯২৯।

কাননলক্ষ্মী [সি বি স্ত্রী অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কাননহুলী [সি বি বনহুলী। 'সুন্দরী এতেক বলি পশিল কাননহুলী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

কাননখানা [হি ক্যানন+ফা খানাহ] বি কাম্যানসমষ্টি; ব্যাটারি। ওর্গ, ১৭৮৫।

কাননগো [আ কানু+ফা গো] বি জমি জরিপের কর্মচারী। ওর্গ, ১৭৮২; 'কাননগো দপ্তরে মুহুরি ছিল।' রামরাম, ১৮০১। ২ কানু গো

কাননশোয়ান [আ কানু+ফা গো] বি রাজস্ব কর্মচারীগণ। 'চৌকিদারান ও জমিদারান ও কাননশোয়ান তালুকদারান ও সিকদারান।' ওর্গ, ১৭৮২।

কাননিকা [সি বি ছোটো বন। 'রজনিপদ্মা বিধবা মেয়েরে লয়ে কাঁদে কাননিকা।' নজরুল, ১৯৪১।

কানা [স কাণ] ১ বি অচল মূর্তা। 'তারে দিল দশ পশ কানা পড়িল পশ সাত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অন্ধ। 'তবে কেন কানা চোক্ষের ঔষধ না করা।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি অন্ধ লোক। 'কানার কপালে পড়া সব হইল হত।' হ্যাসহেড, ১৭৭৮। ৪ বিণ তুচ্ছ। 'আর-সমস্ত সাহিত্যকে কানা করিয়া দিতে পারিব।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ৫ বিণ খুঁতমুক্ত; অসম্পূর্ণ। 'ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ বিণ নষ্ট হওয়ার কারণে আলোহীন। 'একটা হেড-লাইট কানা।' মুজতবা, ১৯৪৯। ৭ বিণ টিমটিম করে জ্বলছে এমন। 'কানা-লপ্তন মাথার উপর টলছে যেন গরক্তিকানী পাখি।' শক্তি, ১৯৬১।

কানা-কড়া [স কাণ+কড়া] বি অতি সামান্য। 'তাহার কি নিজের সখল কানা-কড়াও নাই?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কানা-কড়ি [স কাণ+কড়ি] ১ বি অচল মুদ্রা। 'ইহা যেই নাই ওন/সে কান জলিন কানে/ কানাকড়ি সম সেই কান' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
২ বিণ অতি সামান্য। 'এই অপরাধে তাহাকে কানা-কড়ি সাহায্য করা চুলায় যাক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বি টাকার ক্ষুদ্রতম অংশ। 'কানা-কড়ি পিঠি তুলে করে টাকাটিকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ বি সূন্যতম মূল্য। 'মৃত্যুর পাথয়ে দিতে কানা কড়ি মিলিবে না যবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ কাণাকড়ি

কানাকুয়া, কানাকুয়ে। [স কর্ণকুপ] বি পাণিবিশেষ। 'বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ে।' জসীম, ১৯২৭; 'সুদূর বনের গহন কোষে, কানাকুয়া ডাকবে শুধু গহরের পর পহর গলে।' জসীম, ১৯৩১।

কানাবোঁড়া [স কাণ+বোঁড়া] বিণ অন্ধ ও পশু। 'কানাবোঁড়া কুকুর-ধরগোশলোর জন্যে আমি একটা হাসপাতাল বানাব।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কানা গরুর ভিন্ন গোষ্ঠি - অজ্ঞান লোক কানা গোষ্ঠের মতো গোয়ালের পথ অর্থাৎ নিরাপদ পথ ত্যাগ করে বিপথে যায়। 'কানা গরুর ভিন্ন গোষ্ঠের নায় একমাত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পকেটস্থ মলমল ডাস ... ইহার বিরোধিতা করিতেছেন।' আজাদ, ১৯৪৪।

কানাগলি বি যে গলির মাথা বন্ধ; শেষ প্রান্ত। 'মনের আনাচে, কানাগলিতে গজিয়ে উঠেছে কিশী চিন্তার চরাগাছ।' সেগিনা, ১৯৬৯।

কানাদুঘা [স কাণ+স ঘূষ] বি গোপনে বলাবলি। 'পাড়া-প্রতিবেশীরা এখনই কানাদুঘা আরম্ভ করিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কানাদুঘি [স কাণ+স ঘূষ] বি কানাদুঘা; গোপনে বলাবলি। 'শহরে সে কতই কানাদুঘি।' নজরুল, ১৯৩৯।

কানাদুঘো [স কাণ+স ঘূষ] বি গোপনে বলাবলি। 'বন্ধ উৎকোচ, কানাদুঘো ও প্রণয়।' জীবন, ১৯৪৮।

কানাত্ত [স কাণ+স ত্তা] বি দৃষ্টিহীনতা। 'তারপর সরাসরি কানাত্ত কালাত্ম ও বোবাত্ম ঘোচে।' মানিক, ১৯৪০।

কানাবণি [স কাণ+স বণি] বি ক্রী এক ধরনের বক। 'কানাবণি থাকে যেমন থাকতে হয় যে তেমন।' লালন, ১৮৯০।

কানা-বুদ্ধি বি বুদ্ধিহীন যে। 'কানা-বুদ্ধি কিছা বোঁড়া-শক্তির হাত হইতে দেশমাত্র কষ্ট যদি সয় ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

কানামাছি বি লুকেচুরি খেলা। 'কৃপা হুঁজে মরে মোহজ্বালে কানামাছি।' সুব্রত, ১৯৪৫।

কানা^১ [স কন্ধ] বি কলসীর মুখের বেড়। 'ওরে মেরেছে কলসীর কানা ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কানা-তোলা বিণ কিনারা উচু-করা। 'কপালের সামনে কানা-তোলা কাপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কানাভাঙা [স কন্ধ+ভাঙা] বিণ কিনারা-ভাঙা। 'একটু কানাভাঙা সুন্দর পেয়ালাটির মতো চোখেই পড়ে না।' অবন, ১৯২৫।

কানায় কানায় ১ ক্রিবিণ পরিপূর্ণভাবে। 'কানায় কানায় পূর্ণ আমার প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ পরিপূর্ণ। 'কানায় কানায় জল, কত বেশে আসে ফুল ফল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কানাসোঁরা [স কন্ধ+স সম] বিণ কানায় কানায় ভরা। 'সাকে দিলো কানাসোঁরা পাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

কানে কান [স কন্ধ] বিণ কানায় কানায় পূর্ণ। 'যৌবন জুয়ারের জল কানে কান।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কানাইভেঁপু [কানাই+ধন্যনা ভেঁপু] বি একপ্রকার বাঁশ। 'ভালের পাতার কানাইভেঁপু/ না হয় তারে দে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কানাকানি [কান] ১ বি গোপন রটনা। 'এই কথা কানাকানি সর্বলোকে গাই।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি কানের কাছে চুপি চুপি কথা বলা। 'বর দেখি আইয়গণ করে কানাকানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি গোপন কথার বিনিময়। 'তখন দেখি আমার সাথে সবাব কানাকানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৪ বি মৃদু আলাপ। 'আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কানাচ [আ কুনাসাধ] ১ বি প্রান্ত। 'আমাদের বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়।' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বি ঘরের পশ্চাদ্ভাগ। বিদ্যা, ১৮৯১; বি বাড়ির পেছনের অংশ। 'কানাচের ছোট পুকুরে প্যাক প্যাক করে পানিহাস নামে সকালবেলা।' মনোজ, ১৯৬১। ৩ বি ছাঁচতলা। 'ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; চালাঘরের দেয়ালের বাইরের ছাঁচ। 'রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া।' শরৎ, ১৯১৭।

কানাক্রি [স কৃষ্ণ] বি কানাই; কৃষ্ণ। 'অনাথ করিয়া মোরে ছিলাত কানাক্রি।' মাল্যধর, ১৫০০।

কানাদা [স কর্ণাত] ১ বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কানাদা, সাহানা, বাগীশ্বরী - কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বি ভারতের কর্ণাটকের ভাষা। 'আমি মাতৃভাষা কানাদায় পড়েছি।' মুক্তাবা ১৯৫২।

কানাই/আ কনাত ১ বি তাঁবু। 'নানা ডাতি কনাত সুবর্ণ টানাইল।' মাল্যধর, ১৬০০। ২ বি তাঁবুর প্রান্ত। 'তাঁবু কনাত কত লড়াই হামানা।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি তাঁবুর পর্দা। 'তাঁবুর কনাতের নীচে বাবলার নাচওয়ালির দর্শন মেলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কানাপি [হি] বি হালকা খাবার। ওয়া, ১৭৮৫।

কানাল বি সাপের নাম। 'শল্লিনী কানাল বাঁকা যমের সমান।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

কানি [স কর্ণ] বি বস্ত্রবধ; ন্যাকড়া। 'হের দেব রক্ষু মাথা শত-ছিত্রা কানি পরিধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কানি^১, কানী [স কাণ] ১ বিণ ক্রী একচক্ষুহীন। 'নিরন্তর বলে মোরে কানী চেহুড়ী।' তেতকা, ১৬৫০। ২ বিণ মূল্যহীন। 'প্রিয় বিনে জীবন হৈয়া গেল কানি।' মর্ত্তজা, ১৭৫০। বিণ অন্ধ। 'সবাই কানী বলে।' মানিক, ১৯৩৬।

কানিখোঁ [স কাণ+খা খোর] বি পাণিবিশেষ। 'এই কানিখোরদের রাখে আর না।' জীবন, ১৯৩১।

কানি-ঘুপচি বি অদৃশ্য কোণ। 'অন্য সময় কোন কানি-ঘুপচিতে যেন লুকিয়ে থাকে এসব চিন্তা।' কায়সার, ১৯৬৫।

কানি^২ [স কনিষ্ঠা] বি কড়ে আঙুল। মানোএল, ১৭৪৩; 'হাতের কানি আঙুল।' জসীম, ১৯৬০।

কানিয়া আঙুল [স কনিষ্ঠা] বি কড়ে আঙুল। 'কানিয়া আঙুল ধরি টান দিল বেউলা সুন্দরী।' বিজয়, ১৬৫০।

কানীন [স] বিণ কুমারীকন্যার গর্ভজাত। 'কানীন পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী।' নজরুল, ১৯২৫।

কানু [স কৃষ্ণ] বি কৃষ্ণ। 'কেন কানু হেন পরিহাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

কানু ছাড়া গান নাই - একজনের সর্বত্র প্রাধান্য পাওয়া। উমেশ, ১৮৫৭।

কানুটি বি কানমলা। 'কান ধরে বার কতক মোলায়েম ধরনের কানুটি দিতেই।' নজরুল, ১৯২৪।

কানুন [আ] বি আইন; নিয়ম। 'যখন ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয়।' দর্পণ, ১৮৩৮।

কানুনী [আ কানুন] বিণ আইন সংক্রান্ত। '... আদর্শমূলক প্রস্তাব পাক কানুনী পরিষদে ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কানুনই [আ কানুন+ফা গো] বি জমি জরিপের কর্মচারী। বিন্দা, ১৮৯১।

কানুনগো [আ কানুন+ফা গো] বি জমি জরিপের কর্মচারী। 'কানুনগো।' ওর্গ, ১৭৮৫; 'এক্ষণে কি সাবেক কানুনগো আছে।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ৫ কানন গো

কানেকশন, কানেকশান [ই] বি সংযোগ। 'কানেকশন লইয়া রিসিভারটা মহাশ্বেতা তাহার হাতে তুলিয়া দিক।' মানিক, ১৯৪০; 'তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশান ছিল না।' শিবরাম, ১৯৪০।

কান্টে [স কণ্ঠবেষ্ট] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'কান্টে টোর নিল অধরাঙী।' চর্যা ২, ১২০০।

কানোড়া [স কণ্ঠাট] বি গভীর রাতের রাগিণীবিশেষ। 'আজ গান শুনেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ, বা কানোড়া বজায় আছে কি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কানোড় [স কণ্ঠাট] বি লতাবিশেষ। বিন্দা, ১৮৯১।

কানোড়া [স কণ্ঠাট] বি লতাবিশেষ। 'সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য না বাঁশ থাকিয়া কান্ড শক্ত।' কেরি, ১৮০২।

কাস্টনমেন্ট [ই] বি সেনাছাউনি। 'কাস্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাংলো বিদ্রোহীরা দখল করিয়া ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

কাস্ত [স] ১ বি স্বামী। 'ঘরে কাস্ত যার সর্ব স্বর্থ তার।' আলোক, ১৮৮০। ২ বিণ সুন্দর। 'কাস্ত রূপ: অতুল ঐশ্বর্য।' বঙ্কিম, ১৮৭২।

কাস্ত-বিরহ [স] বি প্রেমিকের জন্য বিরহ; প্রিয়বিরহ। 'চিত্র মোর গহুহারা কাস্ত-বিরহ কান্তারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কাস্তবিহীনা [স] বিণ স্ত্রী স্বামী বা পতিহীন। 'আমি কাস্তবিহীনা, সুতরাং তাহার দুঃসহ বাণে দেহ দাহ হইতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাস্তমধুর [স] বিণ সুন্দর ও মনোরম। 'রাজার যে চোখজুড়ানো হৃদয়মধুরো কাস্তমধুর রূপ ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কাস্তা [স] বি স্ত্রী প্রিয়া। 'ত্রাস পাইয়া নিজ কাস্তা বলে উচ্যবরে।' মালধার, ১৫০০।

কাস্তাকর [স কাস্তা-করা] বি স্ত্রীর হাত। 'সুখী স্বামী সমাদরে, কাস্তাকর করে করে পীরিত পুরিত বাণী বলে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কাস্তাশ্রেম [স] বি প্রণয়িনীর প্রতি ভালোবাসা। 'রায় কহে কাস্তাশ্রেম সর্বসাধারস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাস্তাভাবে ক্রিষিণ স্ত্রীর মতো করে। 'কাস্তাভাবে নিজস্ব দিয়া করেন সেবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাস্তাসম্মিত [স] বিণ নিজীব। 'বাংলার বাণীর কাস্তাসম্মিত হয়ে পড়বার দিকে ... রোখ আছে।' প্রমথ, ১৯১৭।

কাস্তার [স] বি গহীন জঙ্গল। 'এই দেশের উদ্যান ক্ষেত্রে ও পর্বত কাস্তার এবং রত্নকরা দি জলাশয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় ...।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

কান্তি [স] ১ বি সৌন্দর্য। 'তাহার ইস্ত্রীনা কান্তি তনু।' চর্যা, ১৫৫০; 'জিনিয়া তমাল-দুতি ইস্ত্রীনাশম কান্তি/সে কান্তিতে জগৎ মাভায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উজ্জ্বলতা। 'কনক কান্তি জিত শরীর সুবলিত।' সুলতান, ১৬৫০। ৩ বি লাভ্য। 'নন্দর রুচির কান্তি।' রূপরায়, ১৭৫০। ৪ বি শোভা। 'আছে পাদোপরে, মলে কান্তি ধরে।' ভবানী, ১৮২৫।

কান্তিছটা [স কান্তি-ছটা] বি দীপ্তি। 'যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা শোভে গো গগনশিরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কান্তিমতী [স] বিণ স্ত্রী লাভ্যময়। 'ভৈরবী তুই সুন্দরী তুই কান্তিমতী রাজরাণী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কান্তিময়ী [স] ১ বিণ স্ত্রী লাভ্যময়। 'অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বিণ সুন্দরী। 'কান্তিময়ী নর্তকীর মতন সোহাগে উদ্যত।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

কান্তিমান [স] ১ বিণ লাভ্যময়। 'আরো কান্তিমান হল।' জীবন, ১৯২২। ২ বিণ সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট। 'সুটকেশ হাতে কেউ কান্তিমান দ্রুত হেঁটে যায়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৮।

কান্তিরূপ [স] বিণ সুন্দর। 'কৃপাময়ী কান্তিরূপ করে কাঞ্চীমালা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

কান্তিশ্রী [স] বি লাভ্য। 'প্রাণচঞ্চল সংগীতের জাদুতে সে পাক নবদেবীর কান্তিশ্রী।' নজরুল, ১৯৩৬।

কান্তি [ই কাণ্ট] বিণ জার্মান ডাবুক ইমানুয়েল কান্টের দর্শন সম্পর্কিত। 'কান্তি আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন স্ট্রাট মিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কাস্তা [স কহা] বি কাঁথা। 'এক গৌড়িয়া দিয়াছে কাস্তা ধুওয়া শুখাইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কান্দ [স স্বক] বি ঘাড়; কাঁধ। 'লাফ দিয়া বলদেব তার কান্দ চড়ে।' মালধার, ১৫০০।

কান্দন [স ক্রন্দন] বি কান্না। 'নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন।' বড়ু, ১৪৫০।

কান্দা [স ক্রন্দন] ক্রি কান্দা। 'তঁহি তোলি শবরো হ কএলা কান্দ সগুণ শিখালি।' চর্যা ৫০, ১২০০। কান্দ ১ ক্রি (বর্তমান কাল নামপুরুষ) কান্না করে। 'তঁহি তোলি শবরো হ কএলা কান্দ সগুণ শিখালি।' চর্যা ৫০, ১২০০। ২ ক্রি কান্দো। 'কি কারনে কান্দ সেজে কহত নির্গর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। কান্দএ ক্রি কান্দে। 'কান্দএ একসর কালা মাংস বনে।' বড়ু, ১৪৫০। কান্দন্তি ক্রি কান্দতে লাগলেন। 'মাখাত হাথ দিঅ কান্দন্তি গদাধরে।' বড়ু, ১৪৫০। কান্দয়ে ক্রি কান্দে। 'প্রবেশ না মানে রামা কান্দয়ে ফুটরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। কান্দি ১ ক্রি কান্না করি। 'হানি কানি নাটি গাই য়েহে মদোনাত্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি কান্দে। 'দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। কান্দিআ ক্রি কান্দে। 'মোএ কান্দিআ সাসু জাখায়িবে।' বড়ু, ১৪৫০। কান্দিও ক্রি কান্দে। 'হে পিতঃ তুমি কান্দিও না।' গৌর, ১৮২২। 'হানি কান্দি ক্রি কান্দে। 'কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে।' ভবানী, ১৮২৫। কান্দিতে ক্রি কান্দতে। 'ভূমিতে গড়িয়া সভ কান্দিছে লাগিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। কান্দিতে কান্দিতে ক্রিবিণ কান্দতে কান্দতে। 'কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা কাতর বোল বলে।' মালধার, ১৫০০। কান্দিয়া ক্রিবিণ কান্দে কান্দে কান্দে। 'তখর বিসো পরিহার মাগিল কান্দিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। কান্দে ক্রি কান্দে। 'লোটাটা লোটাটা কান্দে রাহী।' বড়ু, ১৪৫০।

কান্দা' [ক্রন্দন] বি কান্না। 'শ্রীলোকের ন্যায় কান্দাকাটা করিয়া মরি কেন?' মশাররফ, ১৮৮০।

কান্দাকাটা ক্রি কান্নাকাটি করা। 'কান্দাকাইটা ধরছে বিবি।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

কান্দাকাটা [স ক্রন্দন] বি কান্নাকাটি। 'শ্রীলোকের ন্যায় কান্দাকাটা করিয়া মরি কেন?' মশাররফ, ১৮৮০।

কান্দি [স স্বক] বি কলা, নারকেল প্রভৃতি ফলের গুচ্ছ। 'কান্দি দশ নিলেন বাঙল নারিকল ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কান্দিশিক বি দিশাহারা ব্যক্তি। 'বরাহী রথে ধান নৃপতি তেজে রথ ধায় জেন কান্দিশিক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কান্দু বি নৃপোষ্ঠীবিশেষ। 'কান্দু নামক অতি অসভ্য অনার্যাজতির ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কান্দুয়া বাঘ [স স্বক] > বাঘ বি চিত্তাবাঘ। ওর্গা, ১৭৮৫।

কাক [স স্বক] ১ বি শরীর। 'কাকবিয়োগে মো হোহি বিন্সা।' চর্চা ৪২, ১২০০। ২ বি কাঁধ। 'যার কাক বসে সোমর মাথা।' বড়ু, ১৪৫০।

কাক্কা [স ক্রন্দন] ক্রি কান্না করা। কাক্কে কাক্কে ক্রিবিণ কঁদে কঁদে। 'হাসিয়া দেয়লা করে কাক্কে কাক্কে উঠে।' রূপরায়, ১৭৫০।

কাকি [স স্বক] বি কান্দি; ফলের বড়ো গুচ্ছ। 'সহস্র সহস্র কাকি কলা কত মুদগ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কান্না [স ক্রন্দন] বি ক্রন্দন। 'মলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটা।' রামহসাদ, ১৭৮০; 'হাসিও পায় কান্না ধরে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কান্নাকরুণ [স ক্রন্দনকরুণ] বিণ কান্নার মতো করুণ। 'কান্নাকরুণ মিনতির ভাষা ফুটস না তবু।' নীরেন, ১৯৫০।

কান্না কাটনি [স ক্রন্দন] বি কান্নাকাটি। 'নিদা বান্দা কান্না কাটনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কান্নাকাটি, কান্নাকাটা [স ক্রন্দন] বি অবিরাম কান্দা। 'মলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটা।' রামহসাদ, ১৭৮০; 'মারামরি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কান্নাধারা [কান্না+স ধারা] বি অবিরাম কান্না। 'কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কান্না-ভরা [কান্না+ভরা] বিণ ক্রন্দনপূর্ণ; ব্যুতিভেজা। 'এই বাদলের কান্না-ভরা চিঠিটা পড়ছি।' নজরুল, ১৯২৭।

কান্না-ভারাত্তর [কান্না+স ভারাত্তর] বিণ কান্নায় ভারাক্রান্ত। 'বিরহের কান্না-ভারাত্তর বনানী-দুশানো।' নজরুল, ১৯২৩।

কান্নাভেজা বিণ অশ্রুসজল। 'স্ব্ধার আশ্রন দাঁট দাঁট দাঁট/ কান্নাভেজা ঘরে।' নীরেন্দ্র, ১৯৬০।

কান্নাময় [কান্না+স ময়] বিণ কান্না-পরিপূর্ণ। 'তার চিত্রাটাও কত বাফা-কাতর কান্নায় কান্নাময়।' নজরুল, ১৯২৭।

কান্নারত [কান্না+স রত] বিণ কান্দছে এমন। 'কান্নারত ছেলেকে চাঁদু ধরে দেওয়ার মতো।' নজরুল, ১৯২৭।

কান্নাসজল [স কান্না+স সজল] বিণ কান্নাভেজা। 'কান্নাসজল, কণ্ঠের আকৃতি-বিনতি।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

কান্নাসাগর [কান্না+স সাগর] বি কান্নারূপ সাগর; অশেষ কান্না। 'কান্নাসাগর-পানে যে যায় বুকের পাখর চলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

কান্নাসায়র [কান্না+স সাগর] বি কান্নারূপ সাগর। 'কান্নাসায়র উথলে বুকে।' নজরুল, ১৯২৫।

কান্নাহাতি [স ক্রন্দন] বি রোদন; হাহাকার। 'হ'ল রান্নাঘরে কান্নাহাতি, ধনা পড়ে লাঠালাঠি উদরে অন্ন কার নাই।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কান্নাহাসি বি বেদনা ও আনন্দ। 'ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নপার।' সুকুমার, ১৯১৮।

কান্নি মারা ক্রি গোড়া খাওয়া; হোঁ মারা। 'তার হাতের খুঁড়ি কি ডাইনে কি বায়ে কখনো কান্নি মারত না।' প্রথম, ১৯৩১।

কান্যকুঞ্জ [স] বি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। 'আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি - রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুঞ্জ প্রভৃতি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কাপ' বি কলম। 'মুগদ মসি নখ কাপ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কাপ' [স কল্প] ১ বি ছল। 'কাপ করি কোন শিত হয় অঘাসুর।' মুকুন্দ, ১৬০০; ২ বিণ কপট। 'কাপ কুলুপ করি কলিঙ্গার বোটা ধরি ...।' সুলতান, ১৭৫০।

কাপ' [হি] বি প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পুরস্কার হিসেবে দাতব্য পেয়লা আকৃতির পাত্রবিশেষ। 'পল্লীগ্রামে এমন কোন লীগ কাপ শীত বা ...।' ইল্হাম, ১৯৪২।

কাপ' [হি] বি ফুলবিশেষ। 'ডেজি ও হলদে বাটার কাপ অজস্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কাপটি [স] বি কপটতা। 'কাপটা অবলম্বন না করিয়া দর্প করিয়া ডাল করেন নাই।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

কাপটাবৃত্তি [স] বি কপটতাবৃত্তি। 'তাহার কাপটা রহিত দানশীলতা প্রা় পতিত ...।' দর্পণ, ১৮৩৭।

কাপড় [স কপট] বি পোশাক; বস্ত্র। 'বিরহে বিকল কাহাখিঁ কাপড় না পিছে।' বড়ু, ১৪৫০।

কাপড় আছড়ানো ক্রি কাপড় কাচা। 'কাপড় আছড়াইতে।' মানোজল, ১৭৪৩।

কাপড়ওয়ালা [কাপড়+হি ওয়ালা] বি কাপড় বিক্রেতা। 'শালওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা প্রভৃতি আরবাজারের লোক।' ভবানী, ১৮২৫।

কাপড় করা ক্রি পোশাক তৈরি করানো। 'এখন আমি কাপড় করতে পারব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাপড় কাটা ক্রি কাপড় ধোয়া। 'শিতকাল হৈতে আমি কাপড় কাটিতে ভালবাসি।' কেতক, ১৬৫০।

কাপড়চোপড় বি পোশাক-পরিচ্ছদ। 'কাপড় চোপড়তো সেরে সুরে গায় দিচ্ছি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কাপড় ছাড়ো ক্রি পোশাক বদল করা। 'নিমে ও ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়েছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কাপড়ঝাড়া [কাপড়+ঝাড়া] ক্রি কিছু লোকেরা আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য গায়ের কাপড় ঝাড়া দেওয়া। 'ঠাকুরেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কাপড়মোড়া [কাপড়+মোড়া] বিণ কাপড়ে মুড়ি দেওয়া। 'সে কাপড়মোড়া তেরো বছরের ছিটকাদুনে খুকি নয়।' মানিক, ১৯৪০।

কাপড়ের কল বি কাপড় তৈরি করার কল। 'একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কাপড়া [স কপট] বি কাপড়। 'বহুদূর নানাদেশী বিভিন্ন কাপড়া।' আলোড়ন, ১৬৮০।

কাপতান, কাপতেন [প কাপিতান] বি সামরিক পদবিশেষ অথবা জাহাজের অধিনায়ক। 'কাপতেন ওয়াএট সাহেবের বাটা সময় কুঠরি

হইতে।' ক্যালসে, ১৮০০; 'কাপতান ইউআর্ট সাহেব।' দর্পণ, ১৮১৯।

কাপরেল [স বর্ণর] বি টালি। ওর্সা, ১৭৮৫।

কাপা [স কপ্]। ক্রি কাপা। কাপএ ক্রি কাপে। 'ভিমের বচন সুনি কাপএ অধর।' কলীন্দ্র, ১৬৮৯। কাপিতে ক্রি কাপতে। 'ধর ধর বিবি আসে লাগিল কাপিতে।' গরীব, ১৭৬৫।

কাপাইস [স কার্ণাস] বি তুলাবিশেষ। 'অখ সেটাইক কাপাইস আনিতে হবে।' কেরি, ১৮০২।

কাপালি, কাপালী [স কপালী] ১ বি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কপালী। 'নিষিধ কল্ল কাপালি জোই লাংগ।' চর্যা ১০, ১২০০; 'কল্ল কাপালী যোগী পইঠ অচারে।' চর্যা ১১, ১২০০। ২ বি দিড়ি তৈরি করে এমন পেশার লোক। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ কাবাণী

কাপালিক [স] বি বামচাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। 'এ ব্যক্তি কাপালিক।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

কাপালিকা [স] বি স্ত্রী কাপালিক। 'গৌরী কাপালিকা দাড়াইল সমুখে আসি।' সুশ্রী, ১৯২৯।

কাপালিনী [স] বি স্ত্রী বামচাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। 'স্মৃতি কাপালিনী পুজারতা, একমনা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কাপাস, কাপাশ [স কার্পাস] বি তুলাবিশেষ। 'ওড় তিল মুগ মাষ গম সর্বা কাপাস।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আকাশে কাপাশফুল/ তুলতুলে বৃষ্টির ওঁড়ি।' ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

কাপাস হাসি [স কার্পাস+স হাস] বি শুক হাসি। 'তিনি কিছুই হাসি বলে কাপাস হাসি হাসতে চেষ্টা করেছিলেন।' নজরুল, ১৯২৭।

কাপাসি [স কার্পাস] বি কার্পাস তুলা। 'পিপলী কাপাসি আসনে বড়ু, ১৪৫০।

কাপাসের মালু বি কার্পাস তুলা রাখার পাত। 'করিবর স্ত্রী কিবা কাপাসের মালু।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কাপি, কাপী [বি] বি কপি; প্রতিকপি। 'তাহার দেড় শত কাপি সহী হইলে ...।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'দুই হাজার কাপী বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

কাপিখানা [বি কপি+খা বানা] বি কপিখানা; কফির রেস্তোরাঁ। 'ওকে নাল বাজারের কাপিখানায় পাঠিয়ে বোঝানো যাবে যে, ইভনিং পাটি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

কাপিতান [প] বি জাহাজের অধিনায়ক। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ কাপতান

কাপিল সূত্র [স] বি কপিল মূনির দর্শন। 'কোমৎ দর্শন, কাপিল সূত্রের ন্যায় নিরীকর।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কাপিশো বি রাঁদা। মানোএল, ১৭৪৩।

কাপুর [স কর্পূর] বি কর্পূর। 'হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।' চর্যা ২৮, ১২০০।

কাপুরুষ [স] বিগ ভীত। 'হেন কাপুরুষ কর্ম কিসকে করিব।' সুলতান, ১৬৫০।

কাপুরুষতা [স] বি ভীরুতা। 'ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কাপুরুষতাব্যক্তক [স] বিগ কাপুরুষতা প্রকাশক। 'কাপুরুষতাব্যক্তক শুও যড়যন্ত্র এবং উৎপীড়ন সমর্থন করে না।' ছোলতান, ১৯২৩।

কাপুরুষোচিত [স] বিগ কাপুরুষের মতো। 'সংখ্যালম্বুর উপর

কাপুরুষোচিত আক্রমণে ...।' আজাদ, ১৯৫৭।

কাপেকাপ [কাপ+] ক্রিবিগ ফাঁক না রেখে। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাপোড় [স কর্পট] বি বস্ত্র। 'কাপোড় দেখিয়া চান্দো অতি ক্রুদ্ধ হইল।' বিজয়, ১৬৫০।

কাশান, কাশেন [স কাপিতান; ই ক্যাপ্টেন] ১ বি সামরিক পদবিবিশেষ; নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। 'কাশান ইউআর্ট সাহেবের পর খারা জানা লে।' দর্পণ, ১৮১৯; 'কাশেন ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেব ... শাস্ত্র বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫। ২ বি জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা; অধিনায়ক। 'জাহাজারোহিদের ন্যায় তিনি কাশানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না।' দর্পণ, ১৮৩১; 'কাশেন বানস্টন এই উপকূলে আসিয়া ইন্দিদন্ত, স্বর্ণরেণু প্রভৃতি ক্রয় করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯; 'কাশেন নাই। জাহাজ ছাড়িয়া প্রব্রাজেই সে পা-চাকা দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি মূর্তিবাজ অপব্যয়ী ধনী লোক। 'কাশেন ঘাল হ'ল আর মদ কোথায় পাব?' গিরিশ, ১৮৮৯। ৪ বি দলনায়ক। 'টিমের কাশান।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

কাশেনী [প কাপিতান+] বি কাপটনের কাজ। 'কাশেনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

কাফ [বি] বি জমার হাতার প্রান্তভাগ। 'কামিজের প্লেট ও কাফ।' প্রমথ, ১৯০৫।

কাফসীরা [আ কাফ+ফা গীর] বি হাতলবিশিষ্ট বড়ো চামচ। 'ডেসচি, কাফসীরের ঘনসংঘাতে গোলদারবাড়ী মুখরিত হইতে লাগিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

কাফন [আ] বি মুসলিম রীতিতে মৃতের সংকারের জন্য ব্যবহার্য কাপড়। 'গোলাব কাফন দিয়া ইয়ার তামাম।' গরীব, ১৭৬৫।

কাফন দেওয়া ক্রি মৃতদেহকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা। মানোএল, ১৭৪৩।

কাফফারা [আ] বি প্রায়শ্চিত্ত। 'ইচ্ছাএ ভাগিলে রোজা কাফফারা এ রীত।' আলোণ, ১৬৮০।

কাফরি [প/বি] বি আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কাকেরিয়ার অধিবাসী বাটু গোত্রের কুম্ভার লোকগোষ্ঠী। 'দেশীয় কাফরী জাতিতে যেরূপ দর্শন করা যাইতেছে ...।' প্রভাকর, ১৮৪৭। ৩ কাফ্রি

কাফল [স কু+ফল] বি গুল্যাজাতীয় গাছবিশেষ। 'ডেফল কাফল করদার বন করম্মি মেজ্জি কাটে আসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাফি [আ কাফী] বি (সংগীত) রাতের প্রথমধৌ পেয় রাগিণীবিশেষ। আলোণ, ১৬৮০।

কাফি [হি] বি কফি গুল্মের বীজ থেকে তৈরি চায়ের মতো পানীয়। 'তিনি ... কাফি কিংবা চা খাইয়া সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কাফির [আ] বি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। 'কাফির হৈয়া সেই জগতে জন্মিলা।' সুলতান, ১৬৫০।

কাফির [প/হি কাফরি] বি আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কাকেরিয়ার অধিবাসী বাটু গোত্রের কুম্ভার লোকগোষ্ঠী। 'মাঝে মাঝে কাফিরদের বস্ত্র।' বিজুতি, ১৯৩৩। ৩ কাফরি, কাফ্রি

কাফুর [স কর্পূর] বি কর্পূর। 'অমৃত সমান জল কদম কাফুর।' আলোণ, ১৬৮০।

কাফে [ফ] ১ বি বাইরে বসার ব্যবস্থা আছে এমন রেস্তোরাঁ। 'কাফেতে

খাবার সময় ফুটপাথের ওপর বসে খেতে হয়।' *অন্নদা*, ১৯২৯। ২ *বি* কফিখানা। 'ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কোফে ও-কোফে করে করে।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

কোফেওয়ালা [ফ কোফে+হি ওয়ালা] *বি* কফিখানার মালিক। 'মেয়েটা হুন্ডার দিয়ে কোফেওয়ালাকে পরিষ্কার জরমেনে বলল।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

কাকের [আ কাকিরা] ১ *বি* ঈশ্বরে অবিশ্বাসী; বিশ্বর্মী (পালিবিবিশেষ)। 'সবে মাত্র বধাইলা কাকেরের রীতি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'বেমান কাকের তোর বেসোর কমজাত।' *কুঙ্করাম*, ১৭২০। ২ *বি* হিন্দু। 'যবন না আমি কাকের ভাবিয়া বুজি তিকি দাড়ি নাড়ি কাছা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাকেরি, কাকেরী [আ কাকির+] ১ *বিণ* ইসলামবিরোধী। 'কতকগুলি নাম স্পষ্ট কাকেরী।' *ইমান*, ১৯০১। ২ *বিণ* বিশ্বর্মী। 'যাঁহারা কাকেরী ভাষা বলিয়া ইংরাজি শিক্ষার ...।' *নবনূর*, ১৯০৩। ৩ *বিণ* ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন। 'রোহাকিকে দেয় কাকেরি ফতোয়া।' *নজরুল*, ১৯৪১।

কাকোলা [আ কাকিলা] *বি* তীর্থযাত্রীর দল। 'কাকোলা যখন কাদিয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

কাকোলা-সালার [আ কাকিলা+ফা সালার] *বি* কাকোলের অধিনায়ক। 'কাকোলা-সালার। তেয়ার দেখানো রাহে করি কল্যাঘাত।' *করকম্ব*, ১৯৪৬।

কাকি [প/হি] ১ *বি* আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের কাকেরিয়ার অধিবাসী বাটু গোত্রের কুম্ভার লোকগোষ্ঠী। 'কাকি এক বলক ও বালিকাকে বিক্রয় করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ২ *বি* কুম্ভার জাতি। 'কাকি জাতি পৌত্তলিক।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৩ *বিণ* কালো। 'তাই শাদা চাঁদ কাকি রামির প্রেমিকা পৃথিবীতে।' *শামসুর*, ১৯৬৬। ৪ *কাকির, কাকির*

কাবলিওয়ালা [ফা কাবুলি+হি ওয়ালা] *বি* কাবুল বা আফগানিস্তানের লোক। 'কাবলিওয়ালা বেহাগ গায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

কাবা [আ কবা] *বি* আলখালাফাতীয় লম্বা জামাবিশেষ। 'মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা ফোরতা ... ব্যবহার করিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কাবাই [আ কবা] *বি* একধরনের চিলেঢালা জামা। 'জরকসি কাবাই গায় করিয়া গৈরণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কাবাই [আ] *বি* মক্কা নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থ। 'যে-জন কাবায় গিয়াছে, হাজি হইয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। কাবাবধর [আ কবা+পা ঘর] *বি* মক্কা নগরীতে অবস্থিত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র ভবন। 'সেই কাবাবধর আরবেই অবস্থিত।' *সওগত*, ১৯২৬।

কাবাড়ি [স কুবরী] *বি* মাছ বিক্রেতা সম্প্রদায়বিশেষ। 'মৎস্য বেচিয়া নাম বলাইল কাবাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাবাব [১ *বিণ* ঝলসানো। 'আশকে আমার জীউ হইল কাবাব।' *গরীব*, ১৭৫৮। ২ *বি* লোহার শিকে বিদ্ধ করে ঝলসানো মাংস। 'মুসলমান মোকানের কাবাব খেয়ে তার পরে কী রকম করে আমরা হিন্দুসমাজের সংস্কার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'কলিজা কাবাব সম ভুনে মকর-রোদ্দুহ।' *নজরুল*, ১৯২২।

কাবাব-কাবাব+তু চি। *বি* কাবাব প্রস্তুতকারী। 'খ্রীসদেবীয় একজন কাবাবচি আছে।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

কাবার [আ কুবরহ] ১ *ক্রিণ* শেষে। 'মাশ কাবার কাগজ সদর কুটীর ও পেটার কুটীর মাশে কলিকাতা মোকতারকারের নিকট পাঠাইবা।'

হালহেড, ১৭৭৩। ২ *বিণ* সর্বনাশসূচক। 'কম্ব কাবার কুবুরেই করবে সাবাড়।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৩ *বি* অকালে সমাপ্ত। 'মস্তিদ্দিগকে চটাইলে তাঁর মস্তিস্তভার জিন্দগী কাবার হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

কাবারি [প/বি যারা সত্তায় মালগণ কিনে বিক্রি করে। 'নোটিশের পেছন পেছন এল চেন, কম্পাস ... লোকলস্কর, কুলি, কাবারি।' *বিষম*, ১৯৫৩।

কাবারে [ফা] *বি* নাইটক্রাব। 'সন্ধ্যায় অপেরা, রাতদুপুরে কাবারে।' *মুক্ততবা*, ১৯৫৯।

কাবার্ড [হি] *বি* বাদ্যাদি রাখার আলমারির মতো আসবাব। 'এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কাবালা [হিব্রু] *বি* ইহুদি মরমি সম্প্রদায়বিশেষ। 'তান্ত্রিক উপাসনা মিস্তিক ইহুদী কাবালা ঈশ্বার শবেখান।' *জীবন*, ১৯৪৪।

কাবালা [স কপালী] *বি* বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কপালী। 'অন্তে কুলিগুণ্ড মাঝে কাবালা।' *চর্যা* ১৮, ১২০০। ২ *কপালী*

কাবাস [স কার্পাস] *বি* কার্পাস। 'তার ফলে মাঘ সরিসা তিল কাবাস ধান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কাবিজ [আ] *বি* আয়ত্ত। '... এক টাকা সহি সিদ্ধা পুরা ওজন দস্তবস্ত লইয়া আপন কাবিজ তসরুপে আদিলাম।' *চিঠিপত্র*, ১৭৯৭।

কাবিন [কবি] *বি* বিয়ের সময় স্বামীর প্রতিশ্রুত অর্থ এবং অন্যান্য শর্তের কবিন। 'মহিহার স্বাধীনতার দিলল কাবিন।' *সওগত*, ১৯২৬।

কাবিননামা [ফা] *বি* বিয়ের চুক্তিপত্র। 'সেখানে কাবিননামা, সর্বাস-টাকাবোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

কাবিনেট [হি] *বি* মন্ত্রীসভা। 'ইহাই ইংলণ্ডের কাবিনেটের দ্বারা রাজ্য শাসন প্রণালী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কাবিল [আ] ১ *বি* প্রজ্ঞা। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ২ *বিণ* দক্ষ; জ্ঞানী। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ৩ *বিণ* উপযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাবু [তু] ১ *বিণ* কাতর। 'রাজা কাবু হইয়া ঈশ্বর দর্শইয়া বালকের দিগকে পাঠাইতে শিকার করিল।' *রায়রাম*, ১৮০১। ২ *বি* অস্বীনতা। 'আমি কেন সামন্তের বাহলা না করিয়া এ একাদশ ভূঁইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' *রায়রাম*, ১৮০১। ৩ *বিণ* ঘায়েল। 'আপনা হইতে কাবু হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৪ *বিণ* অজ্ঞাত; গরিব। 'ও মা, যত বাবু, হ'ল কাবু, আর চলে না বাবুয়ানা।' *ওর্সা*, ১৮৫৮। ৫ *বি* কল। 'চুলগোলা সব বাবুই দড়ি - ঘুসকো জ্বরের কাবুর পড়ি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কাবুলি, কাবুলী [ফা] ১ *বিণ* আফগানিস্তানের কাবুল অঞ্চলের। 'কাবুলি মেওয়ালাগারা ঘুরে ঘুরে হেসে ধরে কাবুল নিয়ে যায়।' *হুতোষ*, ১৮৬১। ২ *বিণ* ঘোড়ার জাত। 'অশ্ব অনেক জাতীয় আছে। - যথা আরবী, কাবুলী, তুরকী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বিণ* কাবুল থেকে আসা বাবুরা সংক্রান্ত। 'কাবুলি বুশির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বিণ* আফগানিস্তানের রীতিতে তৈরি। 'কাবুলী পায়জামা।' *রোকেয়া*, ১৯২৮। ৫ *বিণ* কাবুল বা আফগানিস্তানে পাওয়া যায় এমন। 'আর কেউ না, একটি কাবুলি বেড়াল।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ৬ *বি* কাবুলের অধিবাসী। 'কাবুলীরা বুধি ফ্রেঞ্চ বলে।' *মুক্ততবা*, ১৯৬০।

কাবুলিআ [ফা কাবুলি+] *বি* কাবুলিওয়ালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কাবুলিওয়ালা [ফা কাবুলি+হি ওয়ালা] *বি* কাবুল বা আফগানিস্তানের লোক। 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

কাবুলিনী [ফা কাবুলি>] বি শ্রী কাবুল দেশের মেয়ে। 'কাবুলিনীবেশে ওড়না শুধু আভারঙ্গ নহে।' মুজতবা, ১৯৬০।

কাবেরী [স] বি নদীবিশেষ। 'কাবেরীর তীরে আইলা শতীর নন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাবেল [আ] বিণ উপযুক্ত; যোগ্য। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ছোঁকরা কাবেল হয়ে উঠছে।' মুজতবা, ১৯৫২।

কাভেল্লেরী [ই কাভেল্লেরি] বি অথারোহী সেনাদল। 'রামগির ইরেল্লের কাভেল্লেরী দলের কিয়দংশ।' সুধাবর্ণণ, ১৮৫৫।

কাবেলা [আ কাবেল] বি একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'যেমন, তোড়াদার, কাবেলা, বুটাদার, তেরছা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কাব্য [স] ১ বি কবিতা। 'প্রচার যেমন কাব্য অনয়ে তেমন ভাব্য।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পরস্পর সকৌতুক, কাব্য ছাড়া একটুক।' রামপ্রসাদ, ১৮৮০। ২ বি কাহিনীকাব্য। 'তাহার ইঙ্গিত কাব্য ইতিহাস মধ্যেও প্রাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি পালা। 'গানের কাব্য আরম্ভ হল পাঠ্য কৃষ্ণাণ পাড়া।' জসীম, ১৯২৯।

কাব্যকণিকা [স] বি ক্ষুদ্র কবিতা। 'তাদের পিরান ও চাপকানের জেবের ভিতর দিয়ে যেসব কাব্যকণিকা ক্ষুণ্ণিসের মতো বেরিয়ে আসত।' রশ্মিদ, ১৯৬৩।

কাব্যকথা [স] বি কাব্যোক্তি। 'ভূই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি।' রশ্মিদ, ১৮৯৪।

কাব্যকর্তা [স] বি কবি। 'তার অদ্ভুতপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যকর্তার কীর্তি।' প্রমথ, ১৯২৭।

কাব্যকলা [স] বি কাব্যসাহিত্য; কাব্য রচনার কৌশল। 'আমাদের সমস্ত শ্রুতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি।' রশ্মিদ, ১৮৯৫।

কাব্য-কানন [স] বি কাব্যরূপ কানন। 'কাব্য-কাননে তাহার স্থান আছে।' নজরুল, ১৯৩০।

কাব্যকার [স] বি কবি। 'কাব্যকার, নাটককার, ইতিহাস-লেখক ও দার্শনিক সকল সমুদিত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কাব্যকাহিনী [স] কাব্য-কর্ণিকা। ১ বি কবিতা, গল্প ইত্যাদি। 'প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।' রশ্মিদ, ১৮৯৭। ২ বি কাহিনীপ্রধান কাব্য। 'আমীর হামজার বিরাটায়নত কাব্যকাহিনী পেয়েছি।' আনিস, ১৯৬৪।

কাব্যকুসুম [স] বি কবিতারূপ ফুল। 'এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ।' রশ্মিদ, ১৯০১।

কাব্যকৃজন [স] বি কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি। 'রাজা বলে, 'এবে কাব্যকৃজন আরম্ভ করো কবি।' রশ্মিদ, ১৮৯৩।

কাব্যগন্ধী [স] বিণ কাব্যময়তার আভাস আছে এমন। '... জলধর-তোমারিনী একটি আদর্শ, সুদূর, কাব্যগন্ধী প্রেমসম্পর্কের সোনালি কুয়াশা রচনা করে।' সুশীল মুখো, ১৯৭০।

কাব্যগান [স] ১ বি পালাগান। 'গায়কেরা কাব্য গান করিয়া তনাইয়া বেড়াইত।' রশ্মিদ, ১৯০৭। ২ বি গীতিকবিতা। 'বিধকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে।' রশ্মিদ, ১৯১২।

কাব্যমুহূর্ত [স] বি কবিতার বই। 'স্ত্রীরাও উত্তম কাব্যমুহূর্ত রচনা করিয়াছেন।' দর্পদ, ১৮৩৪।

কাব্যচর্চা [স] বি কবিতা রচনা। 'ছিন্নম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাধ্যমানে কখন এক সময়ে ...।' রশ্মিদ, ১৯১৬।

কাব্যজগৎ [স] ১ বি কাব্যচর্চাকারীদের বৃত্ত। 'তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি কাব্যিক সৃষ্টি। 'কাব্যজগতের মধ্যে হ্যামলেট যে একটি পরম স্বাভাবিক সৃষ্টি সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।' রশ্মিদ, ১৯০৭।

কাব্যজিজ্ঞাসা [স] বি কাব্যের ভাব রূপ রীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান। 'কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসার প্রভেদ আমরা ধরতে পারি নে।' প্রমথ, ১৯২৯।

কাব্যতরঙ্গ [স] বি কাব্যরূপ তরঙ্গ। 'সুকুমারমতি তরঙ্গ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে উহার নাম কাব্যতরঙ্গ।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কাব্যতীর্থ [স] বি কাব্যবিষয়ে উপাধিগ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'বিস্তার কাব্যতীর্থ বেদান্তবাণীশ না খেয়ে মারা গেলেন।' মুজতবা, ১৯৫২।

কাব্যতৃষ্ণা [স] বি কবিতা পাঠ ও চর্চার আকাঙ্ক্ষা। 'কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মত রস।' মুজতবা, ১৯৪৯।

কাব্যদেহ [স] ১ বি কাব্যের বিষয়বস্তু। 'অশ্লীলতা যে কাব্যদেহের শোভা বৃদ্ধি করে না ...।' প্রমথ, ১৯২৯। ২ বি কবিতার গড়ন। 'আধুনিক কবিতায় ঐতিহ্যের সবচাইতে ব্যঙ্গনাময় প্রয়োগ হল কাব্যদেহে পূর্বসূরী কবিদের বীকরণ।' শিব, ১৯৭৩।

কাব্য-নাটক [স] বি কাব্যের আঙ্গিকে রচিত নাটক। 'কালিদাস-প্রণীত সুপ্রচলিত কয়েকখানি কাব্য-নাটক ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কাব্যনাট্য [স] বি কাব্যের আঙ্গিকে রচিত নাটক। 'মেয়েরা যদি তাহারের সমুখে একটা ছোটোখাটো ইংরেজি কাব্যনাট্য অভিনয় করেন তো বড়ো ভালো হয়।' রশ্মিদ, ১৯০৯।

কাব্যপিশ [স] বি পিঙ্কল কবিতা। 'হাইদ্রলিক জাঁতায় পেঘা কাব্যপিশ।' রশ্মিদ, ১৯৩২।

কাব্য-পুরন্দর [স] বি কাব্য-বিশারদ। 'এসো ... কাব্য-পুরন্দর।' রশ্মিদ, ১৯২৪।

কাব্যপ্রতিভা [স] বি কবিতা রচনা করার ক্ষমতা। 'এর ফলে ব্যাপকভাবে তথ্যসংগৃহীত হলে লালনের কাব্যপ্রতিভা ...।' হাই, ১৯৪৪।

কাব্য-প্রসিদ্ধ [স] বিণ কবিতায় প্রচলিত। 'গোপন-সঙ্কেত বা ইঙ্গিতাদি কেবল যে কাব্য-প্রসিদ্ধ তা নয়।' মোতাহার, ১৯০৭।

কাব্যপ্রিয় [স] বিণ কবিতার অনুরাগী। 'হিন্দুরা কাব্যপ্রিয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কাব্যপ্রীতি [স] বি কবিতার প্রতি ভালোবাসা। 'তাহার অম্মহতরা কাব্যপ্রীতি।' বিভূতি, ১৯৩১।

কাব্যবস্ত্র [স] বি কাব্যরূপ বস্ত্র। 'কাব্যবস্ত্র হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী।' প্রমথ, ১৯২৭।

কাব্যবাণী [স] বি কবিতার বার্তা। 'তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি যার মুখে বাহিয়ায় এঁছে কাব্যবাণী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাব্যবিশারদ [স] ১ বি সংস্কৃতবিদ্যার পদবিবিশেষ। 'কাণীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করত ...।' রশ্মিদ, ১৮৮৪। ২ বি কাব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। 'আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন।' মুজতবা, ১৯৫২।

কাব্যব্যঙ্গনা [স] বি কাব্যিক ভাষণ। 'তাঁদের অধিকাংশই তাঁদের কাব্যব্যঙ্গনা এই দুই ধারাকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন।' শিব,

১৯৭৩।

কাব্যভুবন [স] বি কবিতার জগৎ। 'কাব্যভুবনে জোছনার মত রহিবে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

কাব্যভোজা [স] বি কাব্যের পাঠক। 'কাব্যের দৃষ্টিপ্রয়োজন হচ্ছে কাব্যভোজা ব্রীতি।' প্রমথ, ১৯২৭।

কাব্যমন্দির [স] বি কাব্যরূপ মন্দির। 'কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।' প্রমথ, ১৯১৪।

কাব্য-মোতি [স কাব্য+স মৌক্তিক] বি কবিতারূপ মুক্তা। 'হাকিজের এই কাব্য-মোতি।' নজরুল, ১৯৩০।

কাব্যযাচাই [স কাব্য+যাচাই] বি কবিতার গুণাগুণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণ। 'আদর্শ কাব্যযাচাইয়ের কাজে ... বাধা পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কাব্যযুদ্ধ [স] বি কবিতার মাধ্যমে লড়াই। 'কাব্যযুদ্ধ যে বিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোরূপ ধারণা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাব্যরচক [স] বি কবিতা রচয়িতা। 'তাহাদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রভাবিত কাব্যরচক।' দর্পণ, ১৮৩০।

কাব্যরচনা [স] বি কবিতা লেখা। 'কাব্যরচনা সংস্কৃতসাহিত্যে কেবল কালিদাসের প্রথম দেখা পেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাব্যরত্ন [স] বি রত্নরূপ অসাধারণ কাব্য। 'একটি-আখটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কাব্যরথী [স] বি মহান কাব্যপ্রাণী। 'এ তিন কাব্যরথীর রচনা পড়লেই গীতিধারা বাদ দিয়ে মধ্যযুগের ...' হাই, ১৯৪৯।

কাব্যরস [স] বি কবিতার রস বা মাধুর্য। 'বড় যত্নে শিখিয়াছি মুগ্ধে কাব্যরস।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কাব্যরস-পিপাসু [স] বিণ কবিতার রস লাভে ইচ্ছুক। 'আমরা কাব্যরস-পিপাসুর দল।' নজরুল, ১৯৩০।

কাব্যরসিক [স] বি কাব্যের সমঝদার। 'সামাজিক বলতে আলংকারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক।' প্রমথ, ১৯২৯।

কাব্যরসোপলব্ধি [স] বি কাব্যরস আবাদন। 'প্রাচীনেরা কাব্যরসোপলব্ধিকে বলেছিলেন ব্রহ্মাবদ সাহোদর।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কাব্যরূপ [স] ১ বিণ কাব্যরসের মতো। 'কাব্যরূপ অমৃত রসের আবাদন ও সজ্জনের সহিত সমাপন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি কবিতার আঙ্গিক। 'বৈষ্ণব কবিতা এই অনুভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়াছিলেন।' হাই, ১৯৫৪।

কাব্যরূপ-রচনা [স] বি কাব্যরূপ দান। 'যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল - কেবলমাত্র বাণীকর নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কাব্য-লক্ষী [স] ১ বি কাব্যরূপ লক্ষী। 'তাহার কাব্যলক্ষী তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি স্ত্রী কবিতার প্রেরণা। 'কাব্যলক্ষী! এ-পাণ্ডিত্যের অর্থ নেই।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

কাব্য লাগা ক্রি কবিত্বে পাওয়া। 'কাব্য লেগেছে তোর মতি।' মানিক, ১৯৩৬।

কাব্যলোক [স] বি কাব্যের ভুবন। 'চক্ষু অর্থেক মুদ্রিত করিয়া

কাব্যলোক হইতে গোখুর ধূলিজালের মধ্যে বৃন্দাবনের ধেনুদের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কাব্যশাস্ত্র [স] বি কাব্যশাস্ত্র। 'কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যশাস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কাব্যসংগ্রহ [স] ১ বি সংগৃহীত কাব্য। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি কবিতার সংকলন। 'দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কাব্যসন্ধ্যোগ [স] বি কবিতার রস আবাদন। 'অপরপক্ষে মুক্তির লেশমাত্র বজায় থাকা পর্যন্ত না সম্ভব কাব্যসৃষ্টি, না কাব্যসন্ধ্যোগ।' শিব, ১৯৫০।

কাব্যসাধনা [স] বি কবিতার অনুশীলন। 'যা রয়েছে তোমার চার দিকে তারই মধ্যে চিরন্তন - লোভ কোরা না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কাব্যসাহিত্য [স] বি কাব্যরূপ সাহিত্য। 'বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবি-ওয়ালাদের গান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কাব্যসৃষ্টি [স] বি কাব্যরচনা। 'কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাব্যসৌন্দর্য [স] বি কবিতার শোভা। 'কাব্যসৌন্দর্য সমগ্রভাবে শোভবস্তুর মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কাব্যমহা [স] বি কাব্যপ্রাসাদ। 'কাব্যমহোৎসবের মধ্যে চিরকালের স্মরণ্যে বিরাজমান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাব্যহার [স] বি কবিতার মালা। 'বালিকার মানবাত্মাকে লইয়া তাহার কাব্যহারে প্রথম ফুল গাঁথিয়াছিলেন।' হাই, ১৯৫৪।

কাব্যহিংসা [স] বি কবিতা নিয়ে কবিতার পারস্পরিক ঘৃণা। 'ঢেকে যায় কাব্যহিংসা, পক্ষপাত।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কাব্যার্থ [স কাব্য-অংশ] বি কবিতার অংশ। 'মোটের উপরে হয়তো কাব্যার্থটা বেশি ক্ষুদ্রি পাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাব্যার্থ্য [স কাব্য-আচার্য্য] বি কাব্যমহারথী। 'আর্য্যযুগেও চুটকি কাব্যার্থ্য্যদিগের নিকট অতি উপাদেয়।' প্রমথ, ১৯১৫।

কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ [স কাব্য-আড়ম্বরপূর্ণ] বিণ কাব্যের অলঙ্কারে পূর্ণ। 'অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কাব্যাদর্শ [স কাব্য-আদর্শ] বি কবিতাবিষয়ক নীতি। 'মালাধর্ম-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অদ্বিষ্ট।' সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

কাব্যানুবাদ [স কাব্য-অনুবাদ] বি কাব্যরূপ অনুবাদ। 'শেকসপিয়া ও জগদ্ব্যবে শেকসপিয়া কাব্যানুবাদ।' নজরুল, ১৯২৮।

কাব্যানুরাগ [স কাব্য-অনুরাগ] বি কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ। 'পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্জিত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কাব্যানুশীলনা [স] বি কাব্যচর্চা। 'আধুনিকা ছিল নাকো হেন কাল ছিল না, তাহাদের কল্যাণে কাব্যানুশীলনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কাব্যামৃত [স কাব্য-অমৃত] বি কাব্যরূপ অমৃত। 'আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কাব্যামৌদী [স কাব্য-আমৌদী] বিণ কাব্যপ্রেমিক। 'যাহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামৌদী ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কাব্যালঙ্কার [স কাব্য-অলঙ্কার] বি কবিতার উৎকর্ষসাধক অলঙ্কার ও এ বিয়াকরণ শাস্ত্র। 'ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখ্য পাতঞ্জলদি

ষড়দর্শন।' দর্পণ, ১৮৩১।

কাব্যলোক [স কাব্য-আলোক] বি কবিতার আলোক। 'দীপ্ত তুমি কাব্যলোকে, তুমি শ্রেষ্ঠ নবীর উদ্ভব।' ক্ষরকথ, ১৯৬৩।

কাব্যলোচনা [স কাব্য-আলোচনা] বি কাব্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা। 'শিল্পচর্চা ও কাব্যলোচনা করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কাব্যশ্রম [স কাব্য-আশ্রম] বি কাব্যরূপ অশ্রম। 'তব কাব্যশ্রমে হেবি এ নারী-রতনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কাব্যের কানন বি কাব্যসমৃদ্ধ স্থান। 'ইতালি, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কাব্যের জলোচ্ছ্বাস বি কবিতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি; কাব্যরূপার সর্বপ্রাণী বিকাশ। 'আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কাব্যি [স কাব্য] বি (ব্যঙ্গ) কবিত্ব। 'হয়তো ধূয়া এবং ছায়া এবং কাব্যি বসিয়া ঠেকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কাব্যি করা ক্রি কবিত্ব প্রকাশ করা। 'আমি কাব্যি করছি নে।' বিভূতি, ১৯৩১।

কাব্যিপনা [স কাব্যপনা] বি কবিত্ব। 'তার কাব্যিপনাও নিমেষে শিকয়ে উঠে যেত।' শ্যামসুল, ১৯৫৬।

কাব্যিরোগাক্রান্ত [স কাব্যরোগাক্রান্ত] বিণ (শ্রেষ্যত্রাক) কবিত্বে আসক্ত। 'আমাদের বোর্ডিং-এর কাব্যিরোগাক্রান্ত যাবতীয় ছোকাবাদের মধ্যে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

কাব্যিক [স] ১ বিণ কবিত্বপূর্ণ। 'কর্তৃপক্ষগণ এক কাব্যিক নিমন্ত্রণপ্রদ ছাণিয়েছিলেন।' নজরুল, ১৯২১। ২ বিণ কাব্য সম্বন্ধীয়। 'শারীরিক বাচার কথা বলছিল, কাব্যিক বাঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কাম [স কর্ম] বি কাজ; কর্ম। 'জামে কাম কি কামে জাম।' চর্চা, ১২০০।

কাম কাজ [স কর্ম+স কার্য] ১ বি যোগাযোগ। 'অসম্মত সহিত কোনো কাম কাজ নাই।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি কাজকর্ম। 'শহরের লোক যত কাম কাজ ছেড়ে।' গরীব, ১৭৬৫।

কাম-কায [স কর্ম+স কার্য] বি কাজকর্ম। 'অনেক কাম-কাযের উৎসাহ আছে।' শ্যামসুদর্শন, ১৯৪৮।

কামকারবার [স কর্ম+ফা কারওয়ার] বি যোগাযোগ। 'বোমা পিণ্ডলের কামকারবার নাই - জিতা রহ।' সাদত, ১৯৬৭।

কামকেরদানি [স কর্ম+ফা কারদানি] বি কর্মকৌশল। 'আমি কিন্তু উনার কামকেরদানি থেকে দুটো শিক্ষা লাভ করেছি।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

কামদার [স কর্ম+ফা দার] বি কর্মচারী। 'বাসির কামদার ভিষাজীনাটকে অরাজকতার হাত থেকে কুঁচ জেলাটি বাঁচাতে বলেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কামদার^১ দ্র কাম^২

কাম^১ [স] ১ বি কামনা; বাসনা। 'রত্নিরসকামদোহনী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি জ। 'কাম কামান চান্দ উগি গেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি মদন। 'শেবেক রহিয়া কাম পাইল চেতন।' মালধর, ১৫০০। ৪ বি যৌনবাসনা। 'কামে বিমোহিত হৈল পাণ্ডু মোহাসএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কাম-অন্ধ [স] বি কামের বাসনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'কাম-অন্ধ যেমতি এ কুনীতিদুর্জনে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কাম আনল [স কাম-অনল] বি যৌনবাসনারূপ আনন। 'টুটক কাম আনল দেহ চুম কোল।' বড়ু, ১৪৫০।

কাম উতাপিনী [স কাম-উতাপক+] বিণ যৌনবাসনা জ্বাণিয়ে দেয় এমন। 'কাম উতাপিনী নব বিয়োগিনী।' বাহরাম, ১৬৫০।

কামকটাক [স] বি যৌনতার দৃষ্টিতে তাকানো। '... পুরেবধুর প্রতি কামকটাক করে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

কামকথা [স] বি যৌনতা বিষয়ক আলোচনা। 'কামকথা কহি কার সনে হাসি হাসি।' মালধর, ১৫০০।

কামকলা [স] বি যৌনতার কলাকৌশল। 'বিলাসিনী হএ বালা নাই জানে কামকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কামকলুধিত [স] বিণ যৌনতায় দূষিত। 'সরস - কিন্তু কামকলুধিত অগ্নীল নহে।' দর্পণ, ১৯২১।

কামকামিনী [স] বি কাম্য নারী। 'অশ্রীতি করিতে পারি কাম কামকামিনী।' ভারত, ১৭৬০।

কামকারী [স] বিণ কামাতর। 'কেমনা তারা বাচাল, কামকারী এবং দৃষ্টি রাগাধিত।' প্রমথ, ১৯১৫।

কামকেলি [স] বি রতিক্রিয়া। 'কামদেব, কামকেলি কর নিরন্তর।' ভবানী, ১৮২৫।

কামক্রীড়া [স] বি রতিক্রিয়া। 'নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কামবেদ [স] বি যৌনাকাক্ষা। 'দোহানের হৃদয়ে জন্মিল কামবেদ।' বাহরাম, ১৬৫০।

কামগন্ধ [স কাম+ফা গন্ধ] বি কামের জগৎ। 'প্রেমগন্ধের রসিক যারা, কামগন্ধের ভুল।' লালন, ১৮৯০।

কামগন্ধ [স] বি যৌনতার আভাস। 'গোপীগণে নাই কামগন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কামগন্ধহীন [স] বিণ কামের ভাব নেই এমন। 'কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কামচণ্ডালী [স কর্মচণ্ডালী] বি সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'কান্দে গাই তু কামচণ্ডালী।' চর্চা, ১৮, ১২০০।

কামচারিতা [স] বি ইচ্ছা অনুযায়ী বিচরণ করার শক্তি। 'এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কামচারী [স] বিণ যত্নেদে গমনশীল। 'তুমি কামচারী, যাও তুমি সবা মন্দিরে তারি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

কামছাগ [স] বি কামরূপ ছাগল। 'তুই যে বলিদান চেয়েছিস/ কামছাগ ক্রোধরূপী মহিষ।' নজরুল, ১৯৩৫।

কামজ [স] বিণ বিবাহ-বহির্ভূত কাম থেকে জাত। 'জ্ঞানজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই।' নজরুল, ১৯২৫।

কামজরী [স] বিণ কামরূপকে দমন করেছে এমন। 'সন্ধ্যাসী কি সকলেই কামজরী হয়েছে?' গিরিশ, ১৮৮৭।

কামজাল [স] বি কামরূপ জাল। 'যদি যোগী দেখে, পরে কামজালে।' ভবানী, ১৮২৫।

কামজ্ঞান [স] বি কামনাবোধ। 'কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কামজ্বর [স] বি জ্বরের মতো যৌনবাসনার আক্রমণ। 'আমি কাঁপি

কামজ্বরে সে বলে উলন।' ভারত, ১৭৬০।

কামতঃ [স] ত্রিবিধ যৌনতার কারণে। 'সকলেই অগ্নে সর্বাণ বিবাহ করিয়া কামতঃ ... শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কামতন্ত্র [স] বি রতিশাস্ত্র। 'কুলবধু কামতন্ত্র বেজক মুরলিয়ন্ত্র।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাম-তুষ্টি [স] বি কাম-বাসনার তুষ্টি। 'যাচিলাম পায় ধরি কাম-তুষ্টি হেতু।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কামদার^১ দ্র কাম

কামদার^২ [স] কাম+দা দার। বিধ কারুকার্যবিশিষ্ট। 'মঞ্চমলের কামদার বিহানা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

কামদেব [স] বি প্রেমের দেবতা। 'জনি কামদেব করবাম কাঁচ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সম্বর রাজায় বধ কৈল কামদেবে।' মালাধর, ১৫০০।

কামধনু [স] বি কামের ধনু। 'জ্রহি কামধনু নয়ন বাণে।' বড়ু, ১৪৫০।

কামধেনু [স] বি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত গাভীবিশেষ। 'এই এক কামধেনু দিলাম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কামনরী [স] বি যৌনভারুপ নরী। 'প্রেম সাধিতে ফাঁপড়ে ওঠে কামনরীর তৃপ্তান।' লালন, ১৮৯০।

কামপর [স] বি যৌনপরায়ণ। 'ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্টিপাতপূর্বক কেবল ধর্মপর বা কামপর হইবে না।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কামপরবশ [স] বি যৌনতার বশীভূত। 'আমি কামপরবশ হয়ে চামারকে বিধ প্রস্তত করে দিয়েছি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কামপরিতর্বা [স] বি শূঙ্গার রসের চর্চা। 'তখন তাহা কামপরিতর্বার আধাররূপে দেখা দেয়।' হাই, ১৯৫৪।

কামপীড়িত [স] বি যৌনকামনায় কাতর। 'যে জন কামপীড়িত থাকে, তাহারে জনেকে ভৌতিক বিচার করে।' আজেনিয়ার, ১৭৪৩।

কামপুর [স] বি যৌনতা। 'ভুরু যুগ জিনি ধনু কটাক্ষে জিনএ কামপুর।' সুলতান, ১৬৫০।

কামপ্রযুক্ত [স] ত্রিবিধ যৌনতার কারণে। 'তাহার মধ্যে কামপ্রযুক্ত দশ প্রকার বাসন হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কামবধু [স] কাম+স বদ্ধ। বি বসন্ত। 'যেন মধু কামবধু, - যবে ঋতুপতি বসন্ত।' মাইকেল, ১৮৬০।

কামবধু [স] বি হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত রতিদেবী। 'কামবধু রতি যে বেণী লইয়া গড়েন সদা বঁধিতে বাসবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কাম-বশ [স] বি যৌন-ভাড়া। 'কাম-বশে কুলটার বরিল তাহার বাপ।' গিরিশ, ১৮৯৬।

কামবহি [স] বি কামরূপ বহি। 'উন্মাদনা বা কামবহির জ্বালা আর দেখা যায় না।' হাই, ১৯৫৪।

কামবাহি [স] বি কামবাহিক। 'বিপ্রল কামাসক্তি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কামবাহি [স] কামবাহিক<>। বিধ কামুক; কামাসক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

কামবাণ [স] বি কামরূপ বাণ। 'বিষাদ করয়ে কাম-বাণে বিন্দু হোয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কামবিশ [স] বি যৌনকামুক। 'কামবিশ ন পজারও হয়।' বাহরাম, ১৬৫০।

কামব্যাহি [স] বি অস্বাভাবিক যৌনকামুক। 'কামব্যাহির পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যাধের তুল্য আত্ম গাড়িয়া বসেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কামভাব [স] বি যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা। 'কামভাবে নৃপতিএ ভাবে মনে মন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কামভাবহীন [স] বিধ সম্ভোগের ইচ্ছা নেই এমন। 'তাহাদের সম্পর্কও কামভাবহীন।' হাই, ১৯৫৪।

কামমদ [স] বি কামের নেশা। 'মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ হাড়ি?' মাইকেল, ১৮৬০।

কামমোহিত [স] বি শৃঙ্গাররত। 'তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চ যুগলের মধ্যে এককে হত্যা করেছিস।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

কামবাণ [স] কামযজ্ঞ। বি কামযজ্ঞ; যৌনক্রীড়া। 'পরম আনন্দে কামবাণ আকর্ষণ।' ভবানী, ১৮২৫।

কামযুদ্ধ [স] বি রতিক্রিয়া। 'উভয়ে মিলিয়ে পরে কামযুদ্ধ করে।' ভবানী, ১৮২৫।

কামরস [স] বি আদর। 'কামরস অঞ্চুরস কর অনুমান।' মালাধর, ১৫০০।

কামরিপু [স] বি যৌনভারুপ রিপু। 'কামরিপু মদন মোহিত এক শরে।' কামরাম, ১৭৫০।

কামরূপ [স] বি যৌনভারুপ। 'পরানুরাগী কামরূপ শিশাচেরই আবিপত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কামরূপধারিতা [স] বি ইচ্ছা অনুযায়ী রূপ ধারণ করার শক্তি। 'এই কামচারিতা, কামরূপধারিতা হৃদ্যতলির প্রকৃতিগত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কামরূপা [স] বিগলী শী-খেয়াল রূপধারণকারী। 'বন্দো মাতা নারায়ণী কামরূপা কাত্যায়নী।' রূপরাম, ১৭৫০।

কামলোক [স] বি যৌনবাসনার জগৎ। 'সব নীচে কামলোক ... তার উপরে ধ্যানলোক।' প্রমথ, ১৯১৬।

কামলোভী [স] বিধ কামার্ত। 'আমার হল কামলোভী মন ...।' লালন, ১৮৯০।

কামশর [স] বি কামরূপ বাণ। 'তনে সাধু খুলনার কথা সাধুর হৃদয়ে লগে কামশর বেধা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কামশাস্ত্র [স] বি রতিশাস্ত্র; যৌনবিজ্ঞান। 'এক দিকে কামশাস্ত্র অপর দিকে যৌনশাস্ত্র।' প্রমথ, ১৯১৪।

কামসখা [স] বি কামদেবের সহচর। 'সে আঁচল ইন্দ্রাণীর গীনন্তনোপরি ভাতে/ কামকেতু যথা যবে কামসখা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কামসম [স] বিগ মদনের মতো। 'কামসম বরে দেখি বড়ঘরে বিভা দিল বাপ-মায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কামসর্ব [স] বি যৌনভাসর্ব। 'সে শুধু কামসর্ব বাচাল হৃদয়।' স্মৃতি, ১৯৩৩।

কামসিন্দুর [স] বি কামোদ্দীপক; সিঁদুর। 'শিশত শোভএ তোর কামসিন্দুর।' বড়ু, ১৪৫০।

কামসূতা [স] কাম+স সূতা। বিধ কামিকতা। 'কামসূতা ধনীর নাইক আগমন।' বাহরাম, ১৬৫০।

কামসুরভি [স] বি যৌনতার ইঙ্গিত। 'পশ্চের মতো সৃজনী আভাষ

কামসুরভি। শামসুর, ১৯৫৯।

কামসূত্র [স] বি রতিশাস্ত্র; কামকলা বিষয়ক শাস্ত্র। 'তারা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেননি।' সবুজ, ১৯১৭।

কামস্পর্শহীন [স] বিণ কামনাবর্জিত। 'তার কামস্পর্শহীন জায়ত্রাণহীন আনন্দ্যাকে।' জীবন, ১৯৪৮।

কামহতা [স] বিণ ক্রী কামাতুর। 'জীবন প্রেবেসে কামহতা।' মালাধর, ১৫০০।

কামহত্যাশন [স] বি যৌনতার আশন। 'কামহত্যাশনে দহে দেহা।' বাহরাম, ১৬৫০।

কামহনয় [স] বি কামনাপূর্ণ মন। 'তইজও কাম হনয় অনুপাম।' রোএল ঘট উচল কএ ঠাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কামাগ্নি [স] কাম-অগ্নি বি কামরূপ অগ্নি; অত্যধিক কাম-লালসা। 'প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিতে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর।' মাইকেল, ১৮৫৯।

কামাগ্নিসন্দীপনী [স] কাম-অগ্নি-সন্দীপনী বিণ কামোত্তেজক। 'কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হচ্ছে তা নয়।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

কামাচার [স] কাম-আচার বি যৌন আচরণ। 'সবকলা জ্ঞান ভূমি কামাচার গতি।' মালাধর, ১৫০০।

কামাতুর [স] কাম-আতুর বিণ যৌনবাসনায় কাতর। 'কামাতুর হইয়া করিল পরিশ্রাস।' বাহরাম, ১৬৫০।

কামাতুরা [স] কাম-আতুরা বিণ ক্রী যৌনবাসনায় কাতর। 'কামাতুরা হইলে চেতন থাকে কার।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কামাধীন [স] কাম-অধীন বিণ যৌনবাসনার কাছে বশীভূত। 'কামি খোঁড়া অসহীন, যে হয় কামাধীন।' ভবানী, ১৮২৫।

কামানল [স] কাম+অনল বি যৌনবাসনারূপ আগুন। 'সর্বকাল পোষএ যোর দুখই কামানলে।' মালাধর, ১৫০০।

কামানুশীলন [স] বি কাম বিষয়ে চর্চা। 'অপরকে কামানুশীলন করিবে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কামাঙ্ঘ্র [স] বিণ যৌনতাবাসনার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'কিন্তু এতাদৃশ কামাঙ্ঘ্র হইলে যে কর্বব্যাকর্ষ্য দৃষ্টি বিচুতেই তোমার থাকিল না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কামার্কতন্ত [স] কাম-অর্ক-তন্ত বিণ কামরূপ সূত্রে দ্বারা উত্তন্ত; অত্যন্ত কামাতুর। 'এই ব্রহ্মের রমণী কামার্কতন্ত কুমুদিনী/ নিজ-করামৃত সিয়া দান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কামার্ত [স] বিণ যৌনবাসনায় কাতর। 'কামার্ত হইয়া তবে কহে কপিহরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কামাসক্ত [স] বিণ যৌনতায় আসক্ত; কামপ্রবৃত্তির পরবশ। 'অতি হয়ে শরীর দেখিয়া কামাসক্ত হওয়া উচিত নহে।' গৌর, ১৮২২।

কামাহত [স] বিণ কামাতুর। 'মহিলা, বৃদ্ধ, কামাহত কুক্করী।' বৃদ্ধ, ১৯৬৬।

কামের ঘর বি কামচেতনার উৎস। 'আগে কপাট মার কামের ঘরে।' লালন, ১৮৯০।

কামের ফুল বি কামনারূপ ফুল। 'আমার কামের ফুলে মুগ্ধরিত হও বিধাধীন।' শামসুর, ১৯৫৯।

কামোদীভূত [স] বিণ কামনায় উত্তেজিত। 'কৃষ্ণের কামোদীভূত মুখের

উপরে সতৃষ্ণনয়নে ...।' প্রমথ, ১৮৯০।

কামোদ্রেক [স] বি যৌনতার উদ্রেক। 'এই বাঙলা গনতে বেশ মিঠি কিস্ত কামোদ্রেক করে না।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

কামোদ্রুপ [স] বিণ যৌনবাসনায় উন্মাদ। 'দুর্দম বারণ সম কামোদ্রুপ যুবা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কামটী বি ধনুক। বিদ্যা, ১৮৯১।

কামড় ১ বি দংশন। 'কৃষ্ণকর্ণের নাক কান কামড়ে ছিটিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি গ্রাস। মানোএল, ১৭৪৩।

কামড়াকামড়ি ১ বি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ। 'এসুম অস্ত্রালোকেব বাড়ী, বসবো, কথা বলবো, ভাষাক খাব, তা কেবল বকড়া আর কামড়াকামড়ি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বি পরস্পর দংশন। বিদ্যা, ১৮৯১।

কামড়ানি বি যন্ত্রণাবোধ। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কামড়ানি বাত বি সেহের বিভিন্ন গিরায় কামড়ানির বাথা হয় এমন রোগ; গাউট। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কামড়ানো ১ ক্রি কামড় দেওয়া। 'জোকে পোকে ভাসে ভাসে কামড়াই মারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি দংশন করা। 'কামড়ানো।' মানোএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রি মাংসপেশিতে ব্যথার অনুভব হওয়া। 'পা-টা কামড়াচ্ছে।' মানিক, ১৯৩৬। কামড়াই ক্রি কামড়িয়ে। 'জোকে পোকে ভাসে ভাসে কামড়াই মারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। কামড়াইতে ক্রি কামড় দিতে। 'ঝাকে ঝাঁকে মাছি সেখানে ছিল, সমস্ত তাহাকে কামড়াইতে আর রক্ত চুষিতে লাগিল।' তারিণী, ১৮০৩। কামড়ায় ক্রি দংশন করে। ভবানী, ১৮২৩।

কামতাই বি পোশাকের প্রকারবিশেষ। 'কেহ বা পট বস্ত্র কেহবা কামতাই কেহবা লক্ষ্মীবিলাস ... পরিচ্ছদাধিতা।' রামরাম, ১৮০১।

কামদ [স] বি (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'কামদ হইতে মিঞা কামদ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কামদা [স] বিণ ক্রী অশীতলানকারী। 'তনেছি কামদা না কি দেবেস্তের পুরী।' মাইকেল, ১৮৬২।

কামধুক [স] বি কামধেনু। 'এ কামনা কামধুক কর দয়া করি।' মাইকেল, ১৮৬২।

কামনা [স] ১ বি বাসনা। 'ক্লারের নিমিত্ত কেহো কামনা না করে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রত্যাশা। 'মন দিসা দুয়া মোর পুরহ কামনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি প্রার্থনা। 'দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার নিরাকরণ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি প্রবল যৌন চেতনা। 'কামনা একটা প্রবল সাময়িক উত্তেজনা আর প্রেম হচ্ছে ধীর।' নজরুল, ১৯২২।

কামনা-আকাঙ্ক্ষা [স] বি সাধ-আত্মাদ। 'কামনা-আকাঙ্ক্ষা তো ডের দূরে।' জীবন, ১৯৩১।

কামনা-আবির [স] কামনা+আ আবীর বি কামনারূপ আবির। 'কামনা-আবির ঝরে রাজা নয়নে।' নজরুল, ১৯৩৩।

কামনা করা ক্রি ইচ্ছা পোষণ করা। 'মঙ্গল কামনা করি, মঙ্গলা ডুবনখরী।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

কামনাকৌলি [স] বি বসনা গ্রন্থ। 'রাষ্ট্রনীতি কামনাকৌলির চুক্তি সব।' জীবন, ১৯৪০।

কামনাজাত [স] বিণ যৌনবাসনা থেকে উদ্ভূত। 'গায়ে ঈষৎ অশ্রীল কামনাজাত আদর।' জীবন, ১৯৩২।

কামনা-বাতি [স কামনা+স বর্তি] বি যৌনতার আগুন। 'নারী ছিল সেখা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি।' নজরুল, ১৯৪১।

কামনাবাহী [স] বিণ বাসনা বা অভিশাপ প্রকাশকারী। 'অগ্নিকে দেখা হল যজ্ঞমানের কামনাবাহী দূতরূপে।' অবন, ১৯২৫।

কামনানুশন [স] বিণ কামনানীন। 'এই কামনানুশন-দেহ নিয়ে শবদাননা করে তোমারও মুক্তি হবে না।' নজরুল, ১৯৩৮।

কামনাসাগর [স] বি কামনারূপ সাগর। 'রাজার তরলিত কামনাসাগরের জলে তোমার পাখা সিক্ত হতে চায় না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কামনাসিক্ত [স] বিণ ভোগাকাজী। 'যেখানে নেই মানুষের লালসিক্ত কামনাসিক্ত ভালোবাসা।' নজরুল, ১৯৩৮।

কামনাসিদ্ধি [স] বি আশাপূরণ। 'এর কাছে কামনাসিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কামনাসুন্দরী [স] বি আকাজিকা নারী। 'স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে ভীরে টানিয়া তুলিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কামনীজটা বি ধানের প্রকারবিশেষ। 'কবরী আঁটল ধান্য কামনী জটায়।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

কামফ্রেজ [স] বি কপটবশ। 'জনপ্রিয়তার এই কামফ্রেজ বা ছদ্ম-আবরণের অন্তরালে দেশশত্রুগণ যে কত বৈধী অনাচারের সুযোগ পাইতছে।' আজাদ, ১৯৪২।

কামরঙ্গ [স] কর্মরঙ্গ বি কামরঙ্গ। 'হোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ।' বড়, ১৪৫০।

কামরা [প কামরা] ১ বি কক; ঘর। এডমন, ১৭৯০। ২ বি বহির্ভাগ। 'রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কামরাজ [স] কর্মরঙ্গ বি পাঁচটি শিরাবিশিষ্ট অশ্রমধুর ফলবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কামরাজা [স] কর্মরঙ্গ বি পাঁচটি শিরাবিশিষ্ট অশ্রমধুর ফলবিশেষ। 'নারেঙ্গ আমড়া জাম কামরাজ আর।' মালধর, ১৫০০।

কামরাজা [প কামরা] বি কামরা। 'একবার কুটির কামরাজার ঘরে যাতি বলেচে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

কামরু [স] কামরঙ্গ বি কামরঙ্গ; লীলাক্ষেত্র। 'রাতি ভইর্শে কামরু জাঅ।' চর্যা ২, ১২০০।

কামরূপ [স] বি ভারতের প্রাচীন দেশবিশেষ; করতোয়া বা সদানারী থেকে আসা মাস পর্বত বিস্তৃত ভূভাগ। কামরূপী [স] বি কামরূপ অঞ্চলের অধিবাসী। 'কাশ্মীরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' অলাওল, ১৬৮০।

কামলা [স] কমলা বি পাণ্ডুরোগ; জতিস। 'হরিদ্রা কামলা তারে ধরে ততক্ষণ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

কামলা [সি] ১ বি মজুর। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি দিনমজুর। 'দিনভর কিষণ কামলা খাটে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

কামলা খাটা [সি] দিনমজুরি করা। 'দিনভর কিষণ কামলা খাটে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

কামাই [স] কাম। ১ বি বিরাম। 'তাহার কামাই নাই রাবণের চিলুর মত জ্বলিতছে।' কেরি, ১৮০২। ২ বি গরহাজিরা। 'যদি এখন কামাই দেই, তবে যে কিছু শিখিয়াছি তাহাও তুলিব।' গৌর, ১৮২২।

কামাই করা [সি] অনুপস্থিত থাকা। 'কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কামাই হওয়া [সি] গরহাজিরা হওয়া। 'ওধু দিন তিনেক তার কালেজ কামাই হইত।' মানিক, ১৯৪০।

কামাই [স] কর্ম] বি রোজগার; আয়। 'আমি শুদ্ধমতি সতী রজনীতে নাহিক কামাই।' রামনারায়ণ, ১৮৪৪।

কামাইকর বি কৃষক; মজুর। মানোএল, ১৭৪৩।

কামাই-করা [সি] উপার্জনকৃত। 'তহবিলে নিজের কামাই-করা বহু টাকা দেয় নাই?' মনসুর, ১৯৫৫।

কামাইদার বি উপার্জনক্ষম। 'তা ছেলে কামাইদার হয়েছে।' মনোজ, ১৯৬১।

কামাইলা [স] কর্ম] বি নাপিত। 'কামাইলা যাও নিজ ঘরে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

কামাণ্ডি [স] কাম।

কামাণ [স] কামান। 'কামাণ সদৃশ শোভে জহিযুগল।' বড়, ১৪৫০।

কামাতুর [স] কাম।

কামাধীন [স] কাম।

কামান [স] কামান। 'কামান চান্দ উগি গেল।' বিদ্যাপতি, ১৮৪০। 'দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে কামান সব ধরে ধর।' মনসুর, ১৬০০।

কামান পাখর [স] কামান+স প্রস্তর। 'বি বিশেষ ধরনের পাথর। মানোএল, ১৭৪৩।

কামান [স] কামান। 'বি আশ্বেয়াত্রবিশেষ। 'কামানখানা।' ওর্স, ১৭৮৫।

কামানখানা [স] কামান। 'বি আশ্বেয়াত্রবিশেষ। 'কামানখানা।' ওর্স, ১৭৮৫।

কামান দাগা [স] কামান চালানো। 'সম্ভবতঃ কামান দাগছে ওরা।' পাশা, ১৯৭১।

কামান-মেশিনগানের শাসন বি অস্ত্রের মাধ্যমে চালানো শাসন। 'চালাও রাইফেলের শাসন, কামান-মেশিনগানের শাসন।' পাশা, ১৯৭১।

কামানিআ [স] কর্ম] বি গোলন্দাজ; যে কামান চালনা করে। বিদ্যা, ১৮৯১।

কামানিএ [স] কামান+স। 'বি গোলন্দাজ। 'কামানিএ কামান পাতিল ধরে ধর।' মনসুর, ১৬০০।

কামানী [স] কাম। 'বি যে কামান চালায়; গোলন্দাজ। ওর্স, ১৭৮২।

কামানির টোটা [স] কামানের গোলা। ওর্স, ১৭৮৫।

কামানের মুখ [স] কামান যেদিকে ভোগ ছোড়ে। ওর্স, ১৭৮৫।

কামান [স] কাম। 'বি কৌরকর্ম। 'নাশিতিনী ... গৃহরূপে দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হওনের জন্য কামান ছিলো কামান ধরিয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কামানি [স] কর্ম] বি কৌরকর্মের মজুরি বা বেতন। বিদ্যা, ১৮৯১।

কামানল [স] কাম।

কামান লা [স] কামন। 'বি প্রচলিত সুবিচারের নিয়ম। ভবানী, ১৮২০।

কামানো [স] কর্ম] ১ ক্রি কৌরকার্য করা। 'কামাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩। 'তোমাদের কি কামাবার বেলা হয় না। উমেশ, ১৮৫৭। ২

ক্রি উপার্জন করা। 'আমি ভাসতে আসি, আসিনিকে কামাতে ভাই কড়ি।' নজরুল, ১৯২৯।

কামাঙ্ক দ্র কাম^১

কামার [স কর্মকার] বি লোহার জিনিসপত্র তৈরির কারিগর। 'আজ্ঞা দিল বৃহত্তাল কামার পাড়িল শাল।' মুক্তন্দ, ১৬০০।

কামারনি, কামারনী [স কর্মকার>] বি স্ত্রী কর্মকার; যে লোহার কাজ করে। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'দীর্ঘাঙ্গী সবলসেহা কামারনীর সেই দা-বানা ...।' তারা, ১৯৪২।

কামারশাড়া [স কর্মকার>+স পাটক] বি কর্মকার অধ্যুষিত এলাকা। 'কামারপাড়া, ছুতারপাড়া, হাটবাজার।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

কামারশাল [স কর্মকার+স শালা] বি যেখানে কর্মকার লোহার কাজ করে। 'কামারশালে দেখবেন চাষীদের ভিড়।' তারা, ১৯৫৩।

কামারশালা [স কর্মকার+স শালা] বি যে ঘরে কামার লোহার কাজ করে। 'কামারশালায় জোর হাটুড়ি কর্ণে বাজে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

কামার্কণ্ড দ্র কাম^২

কামার্ত দ্র কাম^২

কামাল [আ] ১ বিণ বলবৎ। ভবানী, ১৮২৩। ২ বিণ সফল। 'তামাম কামাল আবাদী করিয়া ...।' চিঠিপত্রে, ১৮৩১।

কামাসক্ত দ্র কাম^২

কামাহত দ্র কাম^২

কামিজ, কামিজ [আ কমীস] ১ বি এক ধরনের ঢিলা জামা। 'কামীজ ১২টা।' মের্স, ১৭৬২; 'মনোহর হাঁসা মূর্তি কামিজ বুলিয়া।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি মেয়েদের জামাবিশেষ। 'আমার যত ময়লা কাপড় জামা রুমাল কামিজ।' শিবরাম, ১৯৭০।

কামিন^১ [স কামিন>] বি প্রেমিক; যে কামনা করে। 'একটি কামিন এইখানে সেবা দিতে এল তার কামিনীর কাছে।' জীবন, ১৯৪৮।

কামিন^২ [স কামিনী>] বি স্ত্রী মজুর। 'চা-বাগানের কামিন।' অলাউদ্দিন, ১৯৫৯।

কামিনি [স কামিনী] বি স্ত্রীলোক। 'কামিনি কোনে গড়লী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'দিকন পুরুসে জেন কামিনি না ভাএ।' মলাধর, ১৫০০।

কামিনী^১ [স] ১ বি নারী। 'হমে কুলকামিনী কইহতে অনুচিত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সবের সঙ্গিনী সকল কামিনী।' দ্বিচকী, ১৬০০। ২ বি কামনা করা হয় এমন নারী; প্রেমিকা। 'একটি কামিন এইখানে সেবা দিতে এল তার কামিনীর কাছে।' জীবন, ১৯৪৮।

কামিনীকনকলতা [স] বি রমণীরূপ বর্ণনলতা। 'কামিনীকনকলতা ফলিতা হইল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কামিনী-কাঙ্ক্ষন [স] বি নারী ও অর্থের লোভ। 'তাজিয়াহি কামিনী-কাঙ্ক্ষন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কামিনীকুল [স] বি রমণীকুল। 'কামিনীকুলের সবী যামিনীর সখা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কামিনীকুসুম [স] বি কামিনী ফুল। 'কামিনীকুসুমকলি সকলি ফুটিল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কামিনী-কুহক [স] বি নারীর ছলনা। 'কামিনী-কুহক পড়ি যায় যেই হাবা।' গুপ্ত, ১৯৫৮।

কামিনীজটা [স কামিনী+স জটা] বি এক জাতের ধানের নাম।

'কবরী আটিল ধান্য কামিনীজটায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কামিনী^২ [স] বি ফুলবিশেষ। 'কামিনী, যুথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কামিনীপাছ [স কামিনী+পাছ] বি কামিনী ফুলের পাছ। 'ধুতুরা গাছ কামিনীপাছকে সমালোচনা করিয়া বলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কামিয়াব [ফা] বি সফলতা। 'হক ছাহেব এ সব কথায় যে মিঃ ছোহরাওয়ার্দীর কামিয়াবেরই প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৩।

কামিয়াবি [ফা] বি সাফল্য। 'তিনি সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকখানি কামিয়াবি লাভ করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৭।

কামিয়াবী [ফা] বি সফলতা। 'কামনা করি তাঁহাদের কামিয়াবী এবং কাসরাত।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কামিলা^১ [ফা কামিলা] বি কার্ণাশিল্পী। 'কামিলা পাড়িল কারবানা।' মুক্তন্দ, ১৬০০।

কামিলা^২ [স কর্ম>] বি দিনমজুর। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কামী [স] বি একটি পাখির নাম। 'কামী কোর কলবিন্দ।' মুক্তন্দ, ১৬০০।

কামী^২ [স] ১ বিণ আকাঙ্ক্ষী। 'ইথে কিছু আমি নহিহে কামী।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বিণ কামুক। 'বিধাতা ইহয়া কামী আপন ক্রমোপায়ী সূচ্য করে বড়বা লঙ্ঘন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কামুজ দ্র কামিজ

কামু বি পাখিবিশেষ। 'দলপিলি কামু ডাকে কোলে যার ডিম।' রূপরাম, ১৭৫০।

কামুক [স] বিণ যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা কাতর। 'কামুক ব্যক্তির স্ত্রীই প্রাণ।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

কামুকি [স কামুকী] বিণ স্ত্রী যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল এমন। 'এই কামুকি রাক্ষসী কে?' মুনীর, ১৯৬৬।

কামুকী [স] বিণ স্ত্রী যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা কাতর। 'প্রেরসী, তুমি এমন কামুকী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কামুয়া [স কর্ম>] বি মজুর। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কামেজ [আ কমীস] বি কামিজ; এক প্রকার জামা। 'ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা।' গুপ্ত, ১৮৫৮। দ্র কামিজ

কামেল [আ কামিলা] বিণ সিদ্ধ। 'পাহাড়ের গুহায় একজন কামেল দরবেশের দরগাহ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কামোদ [স কামাদ] ১ বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'রাগ কামোদ।' চর্চা ১৩, ১২০০। ২ বিণ কামনা উদ্দীপক। 'অকাতরে দয়িতার ভণ্ড চোটে কামোদ চুখন।' শামসুর, ১৯৬৬।

কামোদীশু দ্র কাম^২

কামোদ্রেক দ্র কাম^২

কামোদান্ত দ্র কাম^২

কাম্পাঙ্গ [স কাম্প>] বিণ কাম্পমান। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কাম্পমান [স কাম্প>] বিণ কাম্পমান। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কাম্পা [স কাম্প>] ক্রি কাঁপা। 'কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।' বড়ু, ১৪৫০। কাম্পএ ক্রি কাঁপে। 'ডরে মের কাঙ্কুর্গী শরীর কাম্পএ।'।

বড়, ১৪৫০। **কাশ্যাইয়া** ক্রি কাঁপিয়ে। 'কোপে অতি কাশ্যাইয়া গাএ।' মানিকরাম, ১৭৮১। **কাশ্পিতে** ক্রি কাঁপতে কাঁপতে। 'কাশ্পিতে কান্দিয়া বোলো তোমার চরণে।' বড়, ১৪৫০। **কাশ্পে** ক্রি কাঁপে। 'কনক কমল পর কাশ্পে ধর ধর।' আলাওল, ১৬৮০। **কাশ্পো** ক্রি কাঁপি। 'ডএ কাশ্পো যেহ নব কদলীর বালী।' বড়, ১৪৫০।

কায় [স] ১ বি কামনা। 'ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ বাঞ্ছনীয়। 'কাম্য যজ্ঞ করিলে মহারাজার সন্তান হওনের উপক্রম হইল।' রামরাম, ১৮০১।

কাম্যকর্ম [স] বি কতর্বা কর্ম; করণীয় কাজ। 'রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন...'। চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

কাম্যবস্ত্র [স] বি কাক্ষিত জিনিস। 'কাম্যবস্ত্রও তো পরিবর্তন-সংশোধন আছে।' রশ্মিদ, ১৯৬৩।

কাম্যলোক [স] বি বাঞ্ছিত জগৎ। 'পরিব্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল...'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কায় [স] কার্য বি কাজ। 'প্রথমেতে গুণ কায়, ব্যক্ত শেষে মহারাজ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কায়কর্ম [স] কার্যকর্ম বি চাকরি। 'কোম্পানির কায়কর্ম করিয়া কতক গুলি ধনসম্পদ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

কায়ের গুরু কামাই — কাজের মূল কথা হচ্ছে আয় বা রোজগার। 'কায়ের গুরু কামাই।' গৌর, ১৮২২।

কায় [স] কার্য বি কাজ। হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

কায়াক্ষ [স] কার্যাক্ষ বিণ করণীয়। 'বৃডসম্বন্ধ কায়াক্ষ আগে তোমাদের জেঠপুত্র...'। ওয়া, ১৭৮২।

কায় [স] বি দেহ। 'কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ।' বড়, ১৪৫০।

কায়কেশে [স] কায়কেশে ক্রিণ কৃষ্ণতার সঙ্গে। 'তাহাতেই বাসা বরচ কায়কেশে চপিতেছে।' ওয়া, ১৭৮২।

কায়ক্রেশে [স] ক্রিণ কৃষ্ণতার সঙ্গে। 'কোন প্রকারে কায়ক্রেশে কাল যাপন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। 'কায়ক্রেশে বৎসরের অর্ধেককাল চালাইয়া...'। ইমদাদুল, ১৯২০।

কায়খাণ [স] ক্রিণ শারীরিকভাবে। ওয়া, ১৭৮২।

কায়বাক্যমনে [স] ক্রিণ সবকিছু দিয়ে। 'তবে নরপতিবর কায়বাক্যমনে...'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কায়বুহ [স] বি দেহের বিস্তার। 'ললিতাদি সখী তাঁর কায়বুহরূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কায় মন [স] বি দেহ ও মন। 'কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ।' বড়, ১৪৫০।

কায়মনচিত্তি [স] কায়মনচিত্তি বি সর্বাত্মকরণ। 'পুঞ্জিলাও হরপৌরি কায়মনচিত্তি।' মালাধর, ১৫০০।

কায়মনবাক্যে [স] কায়মনবাক্য ক্রিণ সর্বভোভাবে। 'কায়মনবাক্যে আমি তোমাকে চিঙিল।' মালাধর, ১৫০০।

কায়মনোবাক্যে [স] ক্রিণ সর্বভোভাবে। 'কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কায়-কারবার [ফা কারবার] বি দৈনন্দিন কাজকর্ম। 'পেনদেন ও কায়-কারবার বন্ধ হৈয়া গেছে।' মনসুফ, ১৯৪৫।

কায়দা [আ] ১ বি আচার-ব্যবহারের রীতি বা পদ্ধতি। 'কায়দা মত শোমান করিয়া ডঙাইলে...'। রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ আয়ত্ত। 'মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও-ভাষাটা মনের মতো কায়দা করে উঠতে পারিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ জড়; বশ। 'ইহাকে সোজাভাবে ফস করিয়া কায়দা করা যাইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বি কৌশল। 'শেখাও কায়দা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কায়দা-কলাম [আ কায়দা+আ কলাম] বি নিয়মকানুন। 'তাহাদিপকে যে সব কায়দা-কলাম বাতলাইয়া দিয়াছেন।' ইমাম, ১৯৪৬।

কায়দা-কানুন [আ কায়দা+আ কানুন] বি নিয়মকানুন। 'দিনরাত আমি বকে বকে খুন/শিখলিবে কিছু কায়দা-কানুন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কায়দা-কেতা [আ কায়দা+আ কেতা] বি রীতিনীতি। 'তার কায়দা-কেতা এমনি পাকাপোক্ত।' মুক্তভা ১৯৫২।

কায়দাদুরস্ত [আ কায়দা+ফা দুরস্ত] বিণ রীতিসম্মত। 'ব্যাকরণসম্মত অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত কি না?' মুক্তভা ১, ১৯৫৯।

কায়দামাফিক [আ] ক্রিণ আচার-ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসারে। 'নার্সদের কায়দামাফিক পদ্ধতির সরকারি চেহারা।' মুক্তভা, ১৯৫২।

কায়দায় পাওয়া ক্রি বাণে পাওয়া। 'পিকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন উন্মিষ আনন্দে পোস্তরাতে থাকে।' মণীশ, ১৯৫৭।

কায়বার বি প্রতিপাঠ। 'ডাটগনে করিতে লাগিল কায়বার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কায়মী [আ কায়মী] বিণ সুদৃঢ়; চিরস্থায়ী। 'দীর্ঘদিনের তপস্যাতে কায়মী হ'ল হাড্যাডি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কায়স্ত [স কায়স্থ] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কায়স্থ। ওয়া, ১৭৮২। 'রামচন্দ্র নামেতে এক জন বসন্ত কায়স্ত।' রামরাম, ১৮০১।

কায়স্তিনী [স কায়স্থ] বি কায়স্থের পত্নী। 'নবীনের কায়স্তিনী পতিশোকে ব্যাকুল।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কায়স্থ [স] ১ বি হিসাবরক্ষক। 'লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি লেখক। 'মনোএল, ১৭৪৩। ৩ বি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।' ভারত, ১৭৬০।

কায়স্থকন্যা [স] বি কায়স্থ বংশের মেয়ে। 'কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা অশ্রিতভাবে থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কায়স্থজাতীয় [স] বিণ কায়স্থ জাতিভুক্ত। 'দুঃস্থ কায়স্থজাতীয় মহাপরো গুরু মহাপরমের কর্ম করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

কায়্য [স] বি দেহ। 'স্বর্ণ মর্ত্য পাতালে আশ্রয় এক কায়্য।' বড়, ১৪৫০।

কায়্য-ছায়াময় [স] বিণ কখনো শরীরী, কখনো অশরীরী। 'অপূর্ব কায়্য-ছায়াময় ভাবের খেলা সম্পূর্ণ হয়।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কায়্যধারী [স] বিণ মৃতিমান। 'কায়্যধারী হয়ে কেন তার ছায়া নেই।' শালন, ১৮৯০।

কায়্যাবাদী [স] বি শরীরবাদী। 'মানুষের মধ্যে কতক আছে মায়্যাবাদী কতক কায়্যাবাদী।' অবন, ১৯২৫।

কায়্যাবিহীন [স] বিণ নিরাকার। 'স্বপনময়ী ছায়া উঠবে ফুটে তারার মতো কায়্যাবিহীন মায়্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

কায়্যাময়ী [স] বিণ জী শরীরধারী। 'শত সহস্র ছায়াকে কায়্যাময়ী ও কার্যকে মায়্যাময়ী বলে ভ্রম হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কায়ামুক্ত

কায়ামুক্ত [স] **বিপ** দেহহীন। 'কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কায়ামূলক [স] **বিপ** শরীরভিত্তিক। 'ভক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক।' অবন, ১৯২৫।

কায়াহীন [স] **১ বিপ** দেহহীন। 'ছায়ার মতো হতো কায়াহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। **২ বিপ** অদৃশ্য। '... পদক্ষেপের মাত্রায় নিজেই কায়াহীন হওয়ার চেষ্টা করে।' শওকত, ১৯৭২।

কায়াই [স] **কায়ো**। **বি** আবেগবিশেষ। 'কায়াই কাক্সন মাখা কলধৌত খায়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কায়ানী [হি কহানী] **বি** কাহিনি। 'প্রসাদ করিল বহু কায়ানী বন্দানে।' অলাওল, ১৮৮০।

কায়িক [স] **বিপ** শারীরিক। 'কায়িক ও মানসিক ক্রেশে ক্রেশে থাকিত।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

কায়িকতা [স] **বি** সৈহিক সৌন্দর্য। 'আমরা কি কোনোদিন আদুল গায়ের কায়িকতা নিয়ে চোখে দেখিব না মেয়েমানুষের আশাভীত রঙিন মলাটগুলি।' শক্তি, ১৯৭০।

কায়োত, কায়োৎ [স] **কায়হু**। **বি** বাজালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কায়হু। 'ফলনা কায়োতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়েছিল।' কেরি, ১৮০২; 'বামন, কায়োৎ, কামার, কুমোর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কায়োতলি [স] **কায়হু**। **বি** কায়হুর স্ত্রী। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

কায়োদে [আ] **বি** পুণ্যপ্রদর্শক। 'স্যার সৈয়দ ছিলেন সেকালের মুসলমানের যথার্থ কায়োদে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কায়োদে আজমগিরি **বি** কায়োদে আজম পদবির উপযোগী আদর্শক। 'কেমন করে জিন্মার কায়োদে আজমগিরি বজায় থাকত এতদূর দেশতাম।' পাশা, ১৯৭১।

কায়োম [আ] **১ বিপ** প্রতিষ্ঠিত। 'ঐ নাম কায়োম রহিল সেই দিনে।' গরীব, ১৭৬৫। **২ বি** প্রতিষ্ঠা। 'রক্তভাষারূপে কায়োম করিতে যাইয়া নূতন ক্ষ্যাদন বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৪১। **৩ বিপ** পাকাপোক্ত। 'এদেশে কায়োম হইয়া বসিতে হইলে ...।' আজাদ, ১৯৪৬।

কায়োমবন্দী [আ] **কায়োম**+**ফা** বন্দী। **বিপ** চিরস্থায়ী। 'অতীতের ধারণাকে সমাজে কায়োমবন্দী করে রাখা সভ্যই অসম্ভব।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

কায়োমি, কায়োমী [আ] **কায়োম**। **১ বিপ** মজবুত; সুদৃঢ়। **বিদ্যা**, ১৮৯১; 'এই ভয় তাহার মনে কায়োমি হইয়া রহিল।' মানিক, ১৯৩৭। **২ বিপ** চিরস্থায়ী। 'কায়োমী মৌরশী চিরপত্তিনীদার হিন্দুকে ...।' দর্শন, ১৯২৪; 'এ বাড়িতে কায়োমি হয়ে রয়ে গেল।' মানিক, ১৯৩৮।

কায়োমী স্বার্থ [আ] **কায়োম**+**স** স্বার্থ। **বি** কোনো গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ। 'কায়োমী স্বার্থের আর্তনাদ।' আজাদ, ১৯৪০।

কায়োহু [স] **কায়হু**। **বি** কায়হু। 'অনেক কায়োহু মেলা দেখিয়া তোমার খেলা আইলাঙ তোমার সন্ন্যাসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কার সর্ব কারও। 'কার পান চুন নাহি খাও।' বড়ু, ১৫০০; 'কার হৈলা অনুয্যতা প্রাণ।' মাল্যধর, ১৫০০।

কার শ্রদ্ধ বোঝা করে, খোলা কেটে বামন মরে - বিশৃঙ্খল অবস্থা। উমেশ, ১৮৫৭।

কার [স] **বি** বাংলা বর্ষের সংক্ষিপ্ত রূপ (কারচিহ্ন)। 'যেহেতু জ্যৈষ্ঠ শব্দ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

দীর্ঘ উ-কার যুক্ত নহে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কারক [স] **১ বি** সম্পাদক। 'চন্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ।' দর্পণ, ১৮৩১। **২ বি** (ব্যাকরণ) বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে সংক্রমণ শব্দ। 'বিশেষণে বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন ও কারক বিভক্তি হয় না।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কারকিত [স] **কু**। **১ বি** চাবের জন্য জমি তৈরির কাজ। 'প্রথম কর্ণব, কারকিত, মাড়াই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক?' মশাররফ, ১৮৮৯। **২ বি** কারুকার্য। 'কারকিত করা গালিচার মত বিছিয়ে যাওয়ার কথা।' হাসান, ১৯৬০।

কারকিতা [স] **কু**। **বি** স্ত্রী চাবের কাজ। 'নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতা বা কখন করবে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কারকিদ [স] **কু**। **বি** চাবের জন্য জমি তৈরির কাজ। 'অনেকেই সারাদিন নীল জমির কারকিদ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

কারকুন [ফা] **বি** ব্যবস্থাপক; প্রতিনিধি। ওর্সা, ১৭৮২; 'কারকুন, মুহরি, তহসিলদার।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কারকুনি [ফা] **কারকুন**। **বি** হিসাবরক্ষকের কার্য বা পদ। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

কারখানা [ফা] **১ বি** যে স্থানে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। 'মোদক প্রধান রানা কুচি তিনি কারখানা।' মুকুন্দ, ১৬০০। **২ বি** কারুকালাপ। 'যত শ্রমখানা সব করিল জেয়াদে।' গরীব, ১৭৬৫। **৩ বি** কারুকার্য। 'তাহাতে রকমেই মিনার কারখানা।' রামরাম, ১৮০১। **৪ বি** আদর্শ কাজ। 'মনের ভেদ মন জানে না একি কারখানা।' লালন, ১৮৯০। **৫ বি** কারের ঘর। 'লেখাজোখার কারখানাতে দুয়ার রুখে বচন কুঁদে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কারখানাওয়ালা [ফা] **কারখানা**+**হি** ওয়ালা। **বি** কারখানার মালিক। 'জার্মান কারখানাওয়ালা জার্মানিরই জন্য নির্মিত মালের উপর লিখতেন ...।' মুজতব্বা, ১৯৫৮।

কারখানাঘর [ফা] **কারখানা**+**ঘর**। **বি** নির্মাণশালা। 'স্মৃতিকর্তার লীলাঘর থেকে বিখ্যাত কারখানাঘর পর্যন্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কারখানা-মাল [ফা] **কারখানা**+**আ** মাল। **বি** শিল্পজাত পণ্য। 'অতি কঠোর শর্তে প্রবেশানুমতি দেবার পর বৃটিশ কারখানা-মাল অল্প এবং নামমাত্র তুল্য প্রাথিত হতে থাকে। ...।' সনৎ, ১৯৭০।

কারখানা শ্রমিক [ফা] **কারখানা**+**স** শ্রমিক। **বি** কারখানা কাজ করে যে শ্রমিক। 'কারখানার শ্রমিক কৃষি শ্রমিকের তুলনায় অতি অল্প।' আজাদ, ১৯৩৬।

কারগুজরান [ফা] **বি** কাজ সম্পাদন; দক্ষতা। **ক্যালগে**, ১৭৮৯।

কারগো [হি] **বি** লাজহাজরতি পন্যদ্রব্য। 'তিনি বিশ বৎসর যে কারগো বোঝাই নিলে, বিশ বৎসর যাবে হজম কতে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কারচুপি [ফা] **কারচোবা**। **১ বি** চালাকি। 'ওই ত কারচুপি কাজ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। **২ বি** অসদাচরণ। 'সাম্প্রদায়িক কারচুপি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' আজাদ, ১৯৪০।

কারচুবি [ফা] **কারচোবা**। **বি** কাপড় বা অন্য কিছুর উপর নকশার কাজ। 'সিদ্ধিকা কারচুবি ইত্যাদি উচ্চদরের সেলাই জানিতেন।' রোকেয়া, ১৯২৪।

কারচোপ [ফা] **কারচোবা**। **বি** কাপড় বা অন্য কিছুর উপর নকশার

কাজ। 'বেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দা।' অবন, ১৯২৭।

কারচোপি [ফা কারচোব] বি কৌশল; চালাকি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কারণ [স] ১ বি হেতু। 'কাজ গ কারণ সহসর টালিউ।' চর্যা ১৮, ১২০০। ২ বি প্রয়োজন। 'কাহাঙ্কির সন্তোষ কারণে ...' বড়, ১৪৫০। ৩ অব্য জন্য। 'সকল খরচের কারণ লক্ষ টাকা দিতে কল্ল করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৪ বি মদ। 'কারণ খেয়ে মস্ত তোমার মন।' ভাঙ্গা, ১৯৪২।

কারণ জল [স] বি সৃষ্টির কারণ স্বরূপ আদি জলরাশি। 'প্রাণিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে বিনা গর্ভে প্রসব হইলা।' ভারত, ১৭৬০।

কারণ জলধি [স] বি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত আদি সমুদ্র, যা থেকে জীবের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। 'কারণ জলধি পরি বাঁচিহার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কারণ দর্শানো ক্রি উদ্দেশ্য দেখানো। 'দেবনারায়ণ অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কারণধাম [স] বি আদি আশ্রয়। 'জয় জগতারণ কারণধাম।' জ্ঞান, ১৬০০।

কারণপরাশর [স] বি সংঘটিত হওয়ার পর্যায়ক্রমিক কারণ। 'সুদূর পশ্চিম হইতে কারণপরাশরের দ্বারা বাহিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কারণপ্রসূত [স] বিণ কারণ থেকে উদ্ভূত। 'তাহার দোষ ও গুণ কোনো কোনো বিশেষ কারণপ্রসূত।' প্রমথ, ১৮৯০।

কারণবশত, কারণবশতঃ [স] ক্রিবিণ কারণহেতু; কারণে। 'অন্য কারণবশতঃ হুকুম দিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'যদি হাতের চুড়িগোলা কোন কারণবশত একসঙ্গে ডেঙে যায়।' বেগম, ১৯৪৮।

কারণবারি [স] ১ বি মদ। 'নিয়ে আয় কারণবারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি ব্রাহ্ম ও কৃষ্ণের মূলস্বরূপ জল। 'ক্রমে কারণবারি হইবে ক্রমে মঙ্গলকর, উদ্ভিদ ... সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' হিরণ্যদাস, ১৮৮১। ৩ বি (বাউল) রজঃ। 'কারণ-বারির মধ্যে সে ফুল।' লালন, ১৮৯০।

কারণ-বারিষি [স] বি শাস্ত্রোক্ত আদি সমুদ্র। 'কারণ-বারিষি অতল তলে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কারণবীজ [স] বি মূল উদ্দেশ্য। 'সংকল্পিত বিন্যাসয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন ভাব আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

কারণভূত [স] বিণ কারণযুক্ত। 'বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কারণশক্তি [স] বি কারণরূপ শক্তি। 'প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কারণ সলিল [স] ১ বি শাস্ত্রোক্ত আদি সমুদ্রের জল। 'দেখিব কারণ সলিলে ডালিয়া।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি মদ। 'এসো পান করি কারণসলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কারণহীন [স] বিণ অকারণ। 'বারণহীন নাচিত হিয়া কারণহীন সুখে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কারণানুসন্ধান [স] কারণ-অনুসন্ধান। বি হেতু অনুসন্ধান। 'তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তল্লিবারণে যাত্নিক হওয়া।' মিথিরা, ১৮৯৯।

কারণাতাব [স] কারণ-অতাব। বি ভিত্তিহীনতা। 'হিন্দুস্তানবেরা সমুদ্রপোতা চালনা না করিলে এ ঋতের উদয়ের কারণাতাব হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কারণার্ণব [স] কারণ-অর্ণব। বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টির পূর্ববর্তী অসীম জলরাশি। 'ভাবের তরঙ্গভঙ্গ জেগে ওঠে স্রষ্টার ওংকারে স্তম্ভিত কারণার্ণবে।' সৃষ্টি, ১৯২৮।

কারণে ক্রিবিণ নিমন্তে। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' বড়, ১৪৫০।

কারণিস [সি] বি কার্ণিশ; ছাদের প্রান্তভাগের বাড়তি কিনারা। 'যা আছে প্রায়ই হ্যাটের মতন, খালি চারিদিকের কারণিসটা নেই।' গিরিশ, ১৮৮৬। প্র কারণিস

কারণীয় [স] কারণ>। বিণ সৃষ্টিকর্তা। 'দুলত জন্মো সাথেক হএ, যদি কারণীয় পিতারে ভজো।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

কারণ্যামৃত স্নান [স] কারণ-অমৃত-স্নান। বি সহজিয়াদের গুহ্য ক্রিয়াবিশেষ। 'কারণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত দশাতে।' চক্ৰ, ১৫৫০।

কারদান [ফা] বিণ প্রধান পরামর্শক। '... তাহার শেষ বয়সের মেহেরবান ও কারদান ইউরোপে যাত্রা করিবেন।' দর্পণ, ১৯২৪।

কারদানি [ফা] ১ বি দক্ষতা। 'আপন কারদানিতে নিতান্ত জ্ঞানি।' কাগজে, ১৭৮৭। ২ বি ক্রিয়াকর্ম। 'ওস্তাদ প্রভুতি জহুমনি কারদানি দিয়ে সেটি গিয়ে খেয়ে বসে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ বি বাহাদুরি। 'সে সন্দর্ভিতে কোন গুহ্য কামনা নেই, আছে কেবল স্বাধীনসিদ্ধি আর কারদানি করবার স্পৃহা।' মোতাহের, ১৯৫০।

কারন [স] কারণ। ক্রিবিণ উদ্দেশ্যে। 'ভাগবত অবতরি হিতের কারন।' সুখসিঁ, ১৫০০।

কারনে ক্রিবিণ জন্যে। 'লোকহিত কারনে জতেক অবতারে।' মালান্দার, ১৫০০।

কারনিস [সি] কার্ণিস। বি রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্যে ব্যবহৃত ছাদের বাড়তি অংশ। কাগজে, ১৭৮৯। প্র কারণিস

কারনেশন [সি] বি বিদেশি ফুলবিশেষ। 'ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কারপেট [সি] বি কার্পেট; গালিচা। 'একদম রঙ-জুলা এবং নানাস্থানে-ইদুরে-কাটা কারপেট।' প্রমথ, ১৯১৯।

কারফরমা [ফা] বি রাজকর্মচারী-বিশেষ। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিহো চোলকান পাঁজা মেধা কারফরমা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কারফা বি (সংগীত) আট মাত্রার তালবিশেষ। 'পাকা তবলটির মতো রেলগাড়িটা কী সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাচ্ছে।' নজরুল, ১৯২৪।

কারফিউ [সি] বি নির্ধারিত সময় অথবা সংকেতের পরে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ। 'বারো বাজলে আবার কারফিউ শুরু হবে।' পাশা, ১৯৭১।

কারবঙ্কল [সি] বি পিঠের বড়ো ফোঁড়া। 'পিঠে ফোঁড়া হইলে তাকে বলে কারবঙ্কল।' জমীন্দর, ১৯৬০।

কারবাইন [সি] বি খাটো স্বয়ংক্রিয় রাইফেলবিশেষ। 'পরনে গোয়াক বাকি, হাতে কারবাইন।' শামসুর, ১৯৭২।

কারবার [ফা] ১ বি কাজকর্ম। 'এখন সময় বুঝে কর কারবার।' গল্পী, ১৭৬৫। ২ বি ব্যবসা। 'জাদুগী কারবারের আনগুন বদলির জন্যে তোমার কাজ কথক তফাত পড়িবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ বি সম্পর্ক। 'একটিমাত্র স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সম্পর্ক করিয়া নিশ্চিত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি লেনদেন। 'জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কারবারি, কারবারী [ফা কারবার>] ১ বি ব্যবসায়ী। বিদ্যা, ১৮৯১;

'আমরা স্পষ্ট করার কারণ'। রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বিগ ব্যবসা সংক্রান্ত। 'কারণার বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিগ চর্চাকারী। 'সে জনৈক বাংলা ভাষার কারণারী রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা ...' হাই, ১৯৫৪।

কারণালা [আ] ১ বি দক্ষিণ ইরাকের একটি মরু অঞ্চল। 'কহিল জিবরিল এই কারণালার ঝাঁক।' গরীব, ১৭৬৬। ২ বি ভয়াবহ সংঘর্ষ। 'কলিকাতার এই কারণালার পর ...' আজাদ, ১৯৪৬।

কারণালা-মাতম [আ] বি কারণালার বিলাপ। 'কারণালা-মাতম রণিয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯২২।

কারণীয়ী [স] বিগ কর্মস্পৃহা জন্মায় এমন। 'সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের তারণীয়ী ও কারণীয়ী শক্তিতুলিকে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কারণীয়ীশক্তি [স] বি করার সামর্থ্য; কর্মশক্তি। 'মঙ্গলবিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প আছে... কিন্তু কারণীয়ীশক্তি সীমিত।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কারণাজি, কারণাজী [কা] ১ বি প্রবন্ধনা। 'ঘৃষ খাইয়া কারণাজি করিব না।' ওসা, ১৭৮২। ২ বি কৃতকৌশল। 'গোমাতা ও ডিহিদার লোকের কারণাজিতে এ কাজ হইয়া থাকীবেক।' তাঁতি, ১৭৯২। ৩ বি যড়ভূত। 'রাধাচরণ ঘোষ কারণাজী করিয়া .. আমার হিয়া পরমাল করিবার কারণ।' ক্যালসে, ১৭৯৮। ৪ বি ঢালকি। 'রংবেরঙের কারণাজিই বা কত না।' শিবরাম, ১৯৪০।

কারা ক্রি লেখা সংশোধন করা। 'কারিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

কারা [স/কা] বি কারণাগার। 'নিজ হাতে তুই রচিল নিজের কারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কারাকক [স] বি কারণাগার। 'যদি নারীদিগকে অবরোধের কারাককর অশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।' বেগম, ১৯৫৩।

কারাক্রেশ [স] বি কারাজোপের যন্ত্রণা। 'অনেকে কারাক্রেশে জেঁপ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই।' ছেলতান, ১৯২৩।

কারাগামী [স] বিগ কারণাগারে যাচ্ছে এমন। 'কারাগামী মুসলমানদের মিছিলের দিকে ...' মনসুর, ১৯০৫।

কারাগার [স] বি বন্দিশালা। 'উদ্ধমত হইয়া গেলা সেই কারণাগারে।' মালধর, ১৫০০।

কারাগারহু [স] বিগ কারারুদ্ধ। 'স্বপ্নগ্রস্ত কারাগারহু অনেক লোককে অর্থ প্রদানপূর্বক মুক্ত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

কারণাগারে স্থান প্রদান করা ক্রি কারাদণ্ড দেওয়া। 'হয় ২ মাস কারণাগারে স্থান প্রদান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

কারণাহু [স] ১ বি বন্দিশালা। 'তাহাকে কারণাহুে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬০। ২ বি সংসাররূপ কারণাগার। 'কেন কারণাহুে আছি বন্ধ।' বিজ্ঞপ্তি, ১৯১১।

কারণাঘর [স] কারা+পা ঘর। বি বন্দিশালা। 'তিলে তিলে মরে জীক ঘুরোপ/তব সাথে তব কারণাঘর।' নজরুল, ১৯২৯।

কারাতল [স] বি কারণাগার। 'লক্ষ বিধিবিধানের এই কারাতল।' জীবন, ১৯২৭।

কারা-ত্রাস [স] বি কারণাগারের ভয়। 'উদিলাম পুন আমি কারা-ত্রাস চিরমুক্ত বাধাবন্ধ-হারা।' নজরুল, ১৯২৪।

কারাদণ্ড [স] বি কারণাগারে বন্দি রাখার শাস্তি। 'উৎকণ্ঠিত শক্তিত্বহীন মূর্খনী মনে করিল তাহার শাস্তিজনক কারাদণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কারাদুয়ার [স] কারাখানার বি কারণাগারের দরজা। 'আসিছে ভাঙিয়া

কারাদুয়ার/সর্বজ্ঞাসীর সর্বনাশ।' নজরুল, ১৯২৯।

কারাধ্যক্ষ [স] কারা-অধ্যক্ষ। বি জেলখানার অধ্যক্ষ। 'কারাধ্যক্ষকে এই আদেশ দেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কারা-নিগূহীত [স] বিগ কারাদণ্ড ভোগ করেছে এমন। 'মুসলমান ভিক্ষুক কারা-নিগূহীত অশিক্ষিত দরিদ্র।' জয়ন্তী, ১৯৩০।

কারানিরুদ্ধ [স] বিগ কারণাগারে বন্দি। 'এই রূপে কারানিরুদ্ধ হইয়া ... কালহরণ করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কারাশ্রবশ [স] বি কারণাদণ্ড। 'যত লোকের কারণাশ্রবশ ও হাজত হয় তাহা নির্দেশ করা যাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কারা-প্রাচীর [স] বি কারণাগারের দেয়াল। 'বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।' নজরুল, ১৯২৬।

কারাবন্ধ [স] কারা-আবদ্ধ। বিগ কারণাগারে বন্দি। 'কারাবন্ধ ব্যক্তির ন্যায় আছি।' দর্পণ, ১৮৩৭।

কারাবন্ধ [স] বিগ কারারুদ্ধ। 'তোমার সবার আসবে যেদিন এমনি কারাবন্ধ।' নজরুল, ১৯২৩।

কারাবার্ষিক [স] বি কারণাবাসের বছরপূর্তি অনুষ্ঠান। 'গান্ধীজির কারাবার্ষিক হইয়াছে।' হেলায়েত, ১৯২৫।

কারাবাস [স] বি বন্দিভাবে কারণাগারে অবস্থিতি। 'দসাদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড বিধান করিলেন।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

কারাবাসী [স] বিগ করেদি। 'কতশত রাজপুর আমার দুহিতার পুত্রের পূর্ণ করিতে না পারিয়া চিরকালের নিমিত্ত কারাবাসী হইয়াছেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কারামুক্ত [স] বিগ জেল থেকে খেঁকে খালাসপ্রাপ্ত। 'কামিনী কেবল কারামুক্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কারামুক্তি [স] বি জেল থেকে মুক্তি। 'দ্রুতবেগে কারামুক্তির অভিনন্দন পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কারারুদ্ধ [স] ১ বিগ কারণাগারে আবদ্ধ। 'কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসি রাখে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিগ সীমাবদ্ধ। 'নির্বাপ নিগীথে কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ।' সুশীল, ১৯৪০।

কারারুদ্ধা [স] বিগ স্ত্রী কারণাগারে আটক। 'কারারুদ্ধা কামিনী কিরূপে অনাবরে এত দিন প্রাণধারণ করিয়া আছেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কারারোধ [স] বি বন্দিভূত। 'বন্ধন, প্রহার, কারারোধ, অনশন ইত্যাদি ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

কারাতক্তি [স] বি কারণাবাসরূপ প্রায়চিত্ত। 'আমার কারাতক্তি হইয়া গেল।' নজরুল, ১৯২৬।

কারা-শৃঙ্খল [স] বি কারণাগারের শিকল। 'দিকে দিকে বাড়ি কারা-শৃঙ্খল।' নজরুল, ১৯২৮।

কারা সর্ব কে-এর বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ। 'পথ দিয়া চলিতেছে এরা কারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কারাত, কারাতে [কা (কারা=শূন্য, তে=হাত)] বি জাপানি আত্মরক্ষার কৌশল-বিশেষ যথোনে হাত, পা, মাথা এবং কনুই শস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। 'কারাত মাইরা বেঞ্চির পায়া ডাইসা ফালাইতে পারে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

কারামং [আ] বি ক্ষমতা; শক্তি। 'মোসলেম ভারতের বিদ্রোহী কবিতায়ই কাজীর কারামং জাহির হইয়াছিল।' দর্শন, ১৯২২।

কারার [আ] কারার। বিগ শাস্ত। 'তবেতে আমার জীউ হইবে কারার।'

গরীব, ১৭৬৫।

কারারা বি পাথরবিশেষ। 'তাদের দেহের রং "কারারা" মর্মরের মতো গুঁড়।' ওয়ার্লী, ১৯৪৩।

কারি [তা] বি কোল তরকারি। 'রাডা দেখে লজ দিয়ে/ লাল নাটে আর ফুল-কারিতে।' নজরুল, ১৯৩৩।

কারিকর [ফা কারিগর] বি কারিগর। 'পল্লবের তরে কারিকর নাড়ি এথা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কারিকরি [ফা কারিগর] বি কারিগরের কাজ বা পেশা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কারিকা [স] বি ছন্দোবদ্ধ টীকাগ্রন্থ। 'গৌড়পাদকৃত সাংখ্য-কারিকা ভাষ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কারিকুরি [ফা কারিগর] ১ বি কারিগরি; দক্ষতা। 'কিনা কারিকরের আজব কারিকুরি।' চন্দ্র, ১৫৫০। ২ বি কৌশল; ক্ষমি। 'আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি ...।' মশাররফ, ১৮৬৬।

কারিকুলাম [ই] বি পাঠ্যসূচি। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম কি?' নজরুল, ১৯২২।

কারিগর [ফা] ১ বি দক্ষ শ্রমিক; শিল্পী। 'হুকুমতে কারিগর আইল বহুরত।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি আলোকচিত্রী। 'একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৩ বি নির্মাণকর্তা। 'সেই খাতি পাড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবশীশের নামট।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বি কলকারখানার শ্রমিক। 'বিলেতের শিল্পপতি ও কারিগরদের অনেক কিছুই কবরার এবং শেখবার ব্যাকী রয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯। ৫ বি অংশগ্রহণকারী। 'গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুকুন্দের গায়।' মাহমুদ, ১৯৭০।

কারিগরি, কারিগরী [ফা কারিগর] ১ বি কুটূবুদ্ধি। 'দুই হস্তে আপনান কারিগরি চাই।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি ফদি; কুটূবুদ্ধি। 'ধন্যরে কারিগরি! ধন্যরে ক্ষমতা।' মশাররফ, ১৮৬৬। ৩ বি কারিগরের কাজ বা পেশা। বিদ্যা, ১৮৯১। ৪ বি কারবার। 'ইন্ডিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মনে তাই নিয়ে কারিগরি করে।' প্রমথ, ১৯০৫। ৫ বি কারুকার্য; নির্মাণকাজ। 'সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে ...।' অবন, ১৯২৫। ৬ বি কারুশিল্প নির্মাণের কাজ। 'দোকানদারী ও কারিগরীতে লাগিয়া যাও।' রতনগ, ১৯২৫। ৭ বি প্রযুক্তিগত। 'আর্থিক, সামাজিক ও কারিগরি উন্নতির অভাব।' উমর, ১৯৮৬।

কারিগরি বিদ্যা [ফা কারিগরি+স বিদ্যা] বি প্রযুক্তিবিদ্যা। 'মেয়েদের জন্য হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা ও উপাধ্বনের ব্যবস্থা।' বেগম, ১৯৪৮।

কারিগরী শিক্ষা [ফা কারিগরি+স শিক্ষা] বি প্রযুক্তিগত শিক্ষা। 'দুর্গত নারীদিগকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য কুটির শিল্প ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা।' বেগম, ১৯৪৯।

কারিগুরি [ফা কারিগর] ১ বি কারুকার্যখচিত দ্রব্য। 'সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি নির্মাণ। 'কড় সে পীত মায়া আলোরই কারিগুরি।' সুশীল, ১৯৩২।

কারিদা [ফা] বি কর্মচারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

কারু সর্ব কোনো ব্যক্তি। 'প্রভু বোলে আমার নাহিক কারু সঙ্গ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কারু [স] বি শিল্প; নকশা। 'উভয়েরই কারুকরী অভিব্যবহারীয়।' দর্পণ, ১৮৩৭।

কারুকর [স] বি কারুশিল্পী। 'বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র ...।' জগদীশ, ১৮৯৫।

কারুকরী [স] বি নকশা সমন্বিত কাজ। 'উভয়েরই কারুকরী অভিব্যবহারীয়।' দর্পণ, ১৮৩৭।

কারুকর্ম, কারুকর্ম [স] ১ বি কারুকাজ। 'স্বর্ণসূত্রসম্বলিত কারুকর্মবিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি সূচিশীল কাজ। 'তার সকল কর্মই কারুকর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কারুকর্মবিশিষ্ট, কারুকর্মবিশিষ্ট [স] বিণ কারুকাজ-করা। 'স্বর্ণসূত্রসম্বলিত কারুকর্মবিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কারুকর্মী [স] বিণ শিল্পী। 'কারুকর্মী মহাকাল আঁকবেন সবুজ সকাল।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

কারুকলা [স] ১ বি কারুশিল্প। 'কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নির্দিষ্টতা থাকে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি কারুকার্য। 'বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত এই আমার সমগ্র সত্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বি শৈলী। 'এমন ব্যবহারে, নির্ভর তত্ত্ব শব্দ প্রয়োণের কারুকলা ...।' হাই, ১৯৫৪।

কারুকাজ [স] কারুকর্ম ১ বি নকশা; হাতের কাজ। 'তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি শিল্পকর্ম। 'আমাদের কলাকেন্দ্র, আমাদের সর্ব কারুকাজে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কারুকাজ-করা বিণ কারুকর্ম-খচিত; অলংকৃত। 'প্রবেশপথে কারুকাজ-করা সোহার গেট।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কারুকাজময় [স] বিণ নকশা-করা। 'কারুকাজময় গবাক্ষ হাত রেখে।' শায়সুর, ১৯৬৬।

কারুকরিতা [স] বি শিল্পগুণ। 'সাহিত্যের কারুকরিতা সম্বন্ধে, তার হৃদতত্ত্ব, তার কলানীতি সম্বন্ধে আলোচনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কারুকর্ম, কারুকর্ম [স] ১ বি শিল্পগুণ। 'সমুদ্র শীতবস্ত্র ... কারুকর্ম-শ্রেষ্ঠতায় ধনিসমাজে সর্বশেষ সমাদৃত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি শিল্পকর্ম। 'একটা অকর্মণ্য কারুকর্ম পাইলে আর কিছু চাহে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কারুকর্মখচিত [স] বিণ নকশা-করা। 'তিন সারি বড়ো বড়ো খামের উপর কারুকর্মখচিত খিলানে বিকীর্য ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কারুকর্মখচিত [স] বিণ নকশাখোদিত। 'কারুকর্মখচিত কবরচূড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কারুচিত্র [স] বি স্পষ্ট ছবি। 'চোখের ক্ষেতে ফুটে উঠেছে স্বপ্নের কোন কারুচিত্র।' কায়সার, ১৯৬৫।

কারুছত্র [স] কারুসত্র বি কারুকর্ম শিক্ষালয়। 'পাঠশালা শিল্পের দাপ্ত কারুছত্র কলাবন।' অবন, ১৯২৫।

কারুবিদ্যালয় [স] বি শিল্পবিদ্যালয়। 'কারুবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কারুশিল্পী [স] বি শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'স্বদেশের এই বহুকাল অর্চিত কারুশিল্পীকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কারুশীলা [স] বি শিল্পচর্চার ভবন। 'কারুশীলা হতে তার চুরি করে আনি রঙ রঙ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কারুশিল্প [স] বি শিল্পকর্ম। 'যেন একটা কারুশিল্প পাখা হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কারুণিক

কারুণিক [স] *বিণ* দয়ালু। 'ধনি ওণি কারুণিক অবিরত পরহিতে রত বিশিষ্ট মহাপরো ...' *দর্পণ*, ১৮২২।

কারুণ্য [স] *বি* করুণার ভাব। 'পচাত্তরে পরিতপ্ত হইতেছে বা কারুণ্যসামিধিত্ব হইয়া ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

কারুণ্যরস [স] *বি* করুণার রস। 'জীমূতবাহনের অন্তরকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

কারুণ্যশীল [স] *বিণ* দয়ালু। 'অন্যান্য নিকটবর্তী নগরবাসীরা অসামান্য কারুণ্যশীল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কারুন্মা [স *কারু*] *বি* আঁটি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কারুন্না [আ] *বি* মূর। 'হাকীম সাহেবের নিকট বধুর কারুন্না পাঠাইতে হইবে।' *রোকেয়া*, ১৯০০।

কারুন [স *কারণ*] *বি* মদ। 'কারুনের পুষ্টি আনি নিলক্ষে লুটাই।' *আলাওল*, ১৬৮০।

কারে *সর্ব* কারে। 'জামাইবো কারে এ সব কাজে।' *বড়*, ১৪৫০।

কারেন *বি* নৃপোত্তীর্ষণ। 'নুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কারেণি, **কারেণী** [হি] *বি* প্রচলিত মুদ্রা। 'পাকিস্তানের নূতন কারেণী নোটে মুদ্রণের জন্য ...' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'দেশতে কারেণি নোটির মতোই ছবহ।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কারো *সর্ব* কোনো লোকের। 'কেহ সুখ পায় কারো না জনে বিশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কারো বা গ্রিহেতে বাড়ী, বিদেশে স্বদেশ ছাড়ি।' *রামকবীন্দ্র*, ১৭৮০।

কারো কারো *সর্ব* কোনো কোনো মানুষের। 'কারো কারো লাগে ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কারোন [স *কারণ*] *বি* প্রয়োজন; হেতু। 'এ কারোন সুন প্রকৃষ্ট।' *মালাধর*, ১৫০০।

কারোণ [স *কারণ*] *বি* প্রয়োজন; হেতু। 'ঐশ্বরের কারোণ পর্বোত আনিয়াছিলেন আপোনার প্রাণ বাচাইতে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কারোয়ান [ফা] *১* *বি* মাঝি। 'ডাক দিয়া আনিলেক ডিসার কারোয়ান।' *বিজয়*, ১৬৫০। *২* *বি* বণিকদল। *মানোএল*, ১৭৪৩। *৩* *বি* অভিযাত্রীদল। 'কারোয়ানেরা খোড়া হাতি উট খর ... ইত্যাদি পাশে ২ লইয়া বসিয়া আছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

কার্ক [হি] *বি* কর্ক; বোতলের ছিপি। 'কেহ ঘরে ঢুকিয়া কার্ক খুলিয়া সরাপ সয়লাপ করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

কার্কশ্য [স] *বি* কর্কশতা। 'কোনও প্রকার কার্কশ্য প্রকাশ না করিয়া ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কার্কশ্যময় [স] *বিণ* কর্কশতাপূর্ণ। 'গম্ভীর অথচ দৃষৎ কার্কশ্যময় বীরকর্তে বরযোজনা করিয়া কহিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

কার্কুন [ফা] *বি* বাঙালি পদবিবিশেষ। *চৈবধি*, ১৮৪০।

কার্ক, **কার্ক** [স *কার্য*] *বি* কাজ। 'সত্ত্ব স্নান কার্ক জদি না হএ সতত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্কগতিকালে [স *কার্যগতি-কাল*] *ক্রি*বণ কাজের ছলে। 'কার্কগতিকালে করে বিধাতা আপনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্কান্ত [স *কার্যান্ত*] *বি* কার্যসিদ্ধি। 'স্বয়ংর ছলে জদি কার্কান্ত হএ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্কি [হি] *বি* কার্কি। 'বন্দুকের টোটা।' *কার্কি* শূনা স্ট্যান্ডপ পড়ে

রয়েছে।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৫৬।

কার্কি [হি] *বি* কার্কি; বন্দুকের গুলি। 'বন্দুকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্কি ভরা থাকে।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কার্ড [হি] *১* *বি* নাম-টিকানা লেখার জন্য ব্যবহৃত মোটা কাগজের টুকরা। 'দুখানি কার্ড আমার নাম লিখে বিহারীবাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। *২* *বি* পরিচয়পত্র। 'অমূল্যের কার্ড আনিয়া দিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৪। *৩* *বি* আমন্ত্রণপত্র। 'আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কার্ড কেস [হি] *বি* কার্ড রাখার বাস। 'কিছু টাকা, নোট-বহি ও কার্ড-কেস পাওয়া গিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

কার্ডবোর্ড [হি] *বি* শক্ত কাগজ। 'সেখানে একটা কার্ডবোর্ড লটকানো।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

কার্ডিওগ্রাম [হি] *বি* হৃদযন্ত্র চিকমতো চলছে কিনা, তা পরীক্ষার যন্ত্রবিশেষ। 'হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ... কার্ডিওগ্রাম যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায়।' *জগদীশ*, ১৯২৬।

কার্ণাটী ভাষা [স] *বি* কর্ণাটের ভাষা। 'বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও হৈন্দী ও কার্ণাটী ও উৎকলীভ্রূতি উনচত্বারিংশ ভাষায় উজ্জ্বল করাইয়া মুদ্রিত করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কার্ণিস [হি] *বি* দেয়াল বা ছাদের বাইরের দিকে বের হয়ে থাকা প্রান্তভাগ। 'ছাদের কার্ণিসের কিরণপ্রাণ পড়িয়া গেল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

কার্তিক, **কার্তিক** [স] *১* *বি* সুদর্শন হিন্দু দেবতার বিশেষ। 'অভিন্ন কার্তিক যেন সর্বালসুন্দর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'কার্তিক গণেশ বন্দো নন্দী আদি গণ।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *২* *বি* বাংলা বছরের সপ্তম মাস। 'হরির উঠান হইল কার্তিক মাসেতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

কার্তিকশাল [স *কার্তিক+শাল*] *বি* ধানের জাতবিশেষ। 'কার্তিকশাল ধান।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

কার্তিকে *১* *বিণ* কার্তিক মাসে হয় এমন। 'কখনও কালবৈশাখী, কখনও কার্তিকে ঝড়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪। *২* *বিণ* কার্তিক মাসের। 'কার্তিকে চাঁদ তার মুখ দেখে জলে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

কার্তিকের ব্রত *বি* ব্রতবিশেষ। 'শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত রয়েছে; যেমন কার্তিকের ব্রত।' *অবন*, ১৯১৯।

কার্তিকী, **কার্তিকী** [স *কার্তিকীয়া*] *বিণ* কার্তিক মাসের। 'কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারোয়ারি পূজা হয়ইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

কার্তিকৈয় [স] *বি* হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী শিব-পার্বতীর পুত্র ও দেবসেনাপতি; কার্তিক। 'সেনাধিপতি কার্তিকৈয়, মর্যাদাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

কার্কুজ, **কার্কুজ** [প *কার্কুচ*] *বি* বন্দুকের গুলি। 'অনেক আগে থেকেই বন্দুকগোলা পরিহার করে কার্কুজ ভরে রেখেছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯; 'তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে হয়ে গিয়েছে চর্মমাখা কার্কুজের কথা।' *মহাশেখতা*, ১৯৫৬।

কার্দানি [ফা] *বি* বায়ানুবি। 'খোয়ালী যতই কার্দানি করুন না কেন।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কার্নিভাল [হি] *বি* রাস্তায় নানা সাজে সেজে করা হয় এমন গণ-উৎসববিশেষ। 'সে কার্নিভালে আর যাবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

কার্নিস, **কার্নিস** [হি] *১* *বি* দেয়াল বা ছাদের বাইরের দিকে বেড়ে থাকা

প্রান্তভাগ। 'ঘরের কানিসের কিম্বদন্তি পড়িয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'ছোট ছোট চারাগাছ - / রসহীন খাসহীন কানিশের ধারে।' সুকান্ত, ১৯৪৮। ২ বি কানার। 'মাটির বন্ধন ছেড়ে মেঘের কানিশ দিয়ে দিয়ে আকাশ-সমুদ্র পারে শুধুই ঘুরছি।' মাহেন৩, ১৯৪৯।

কার্শেন [হি বি বাগানে জন্মানো সাদা, বেতনি অথবা লাল রঙের ফুলবিশেষ। 'ফ্রেসায়েমাম কার্শেননের ক্যারি-সমেত ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কার্পণ্য [সি বি বায়কৃত্য; কৃপণতা। 'নিয়মিত ব্যয় সংক্ষেপ করণের নিমিত্ত কার্পণ্য দোষের বৃদ্ধি করিতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

কার্পণ্যহীন [সি বি কৃপণতাহীন। 'কার্পণ্যহীন সরল, আত্মপ্রকাশে পরিস্কৃত।' জীবন, ১৯৩৩।

কার্পাশ [সি কার্পাসি বি তুলার প্রকারবিশেষ। 'চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কার্পাস [সি বি তুলার প্রকারবিশেষ। 'তত্ত্বল কার্পাস ধান্য লোন বড়ী মুগদ।' বৃন্দা, ১৮৮০।

কার্পাসীয় বস্ত্র [সি বি কার্পাস থেকে তৈরি কাপড়। 'কার্পাসীয় বস্ত্রের আমদানী।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কার্পেট [হি বি গাটিয়া। 'কোন রূপসী কার্পেট বুনিতোছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

কার্বন, কার্বন [হি বি কয়লা জাতীয় পদার্থ। 'তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন ও হাইড্রজেন নামক পদার্থ আছে ...' অক্ষয়, ১৮৫০; 'শরীরস্থ দ্রব্যের কার্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

কার্বনিক এসিড, কার্বনিক এসিড [হি বি অসারায়। 'পৃথিবীর বাতাস কার্বনিক এসিডের দরুন ভারি ছিল।' নজরুল, ১৯২৪। 'কার্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

কার্বলিক [হি বি রাসায়নিক যৌগবিশেষ। 'ঊত্র কার্বলিকের সঙ্গে সাপ যেমন ...' শরৎ, ১৯১৭।

কার্বলিক অ্যাসিড, কার্বলিক অ্যাসিড [হি বি জীবাণুনাশকরূপে ব্যবহৃত ঊত্রগন্ধযুক্ত তরল পদার্থবিশেষ। 'কার্বলিক অ্যাসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কার্বা [কি করাবা] বি রৌপ্যাদি নির্মিত জলের পাত্র; গোলাপপাশ। 'আজ কার্বা-বাধী বসন্তের এই ফুল-জলসার।' নজরুল, ১৯৩০।

কার্বোহাইড্রেট [হি বি শর্করা জাতীয় খাদ্য। '১৬ আউল কার্বোহাইড্রেটস।' বেগম, ১৯৫৫।

কার্মুক [সি বি ধনুক। 'কার্মুক অক্ষয়গুণ বাণপূর্ণ দুই টোন।' মুকুন্দ, ১৮০০।

কার্য, কার্য [সি ১ বি কাজ। 'ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বিষয়। 'অষ্টভঙ্গিসম্মতে বাধে শুদ্ধভক্তি-কার্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি কারণ। 'ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্যে মুড়ায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি বিচার। 'কাজি বলে ধর ধর আছি করো কার্য।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি কাজকর্ম। 'কার্য বুঝ্যা হননরে ভেঁষে সদাগর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি প্রয়োজন। 'শীতকালে কার্যে আসিবে একদিন।' অলাঙল, ১৬০০। 'আকাশসমে থাকি ভূমি কোন কার্য নাই।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৭ বি চাকরি। 'অনেকই লোকেও কার্য পায়।' দর্পণ, ১৮১৮।

কার্যকর, কার্যকর [সি বিণ সফল। 'কার্যকর হইতেছে না।' অক্ষয়, ১৫৪৩।

কার্যকরণ, কার্যকরণ [সি বি কাজ করা। 'তাবছাত্রদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যাক্ষতা আছে তদধ্যাক্ষতানুসারে কার্যকরণে ...' দর্পণ, ১৮৩১।

কার্যকরী [সি কার্যকরী, সমাসবদ্ধতায় ই-কার্য বিণ ক্রী সফল। 'কার্যকরিতাবে মেয়েদের মুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান।' বেগম, ১৯৪৮।

কার্যকরী, কার্যকরী [সি ১ বিণ ফলপ্রসূ। 'আবেদন, নিবেদন, ত্রুদন, ডিপুটেশন কিছুই কার্যকরী হয় নাই।' এসলায়, ১৯২০; 'প্রকাশকবৃন্দের অপঠিত, অনামী অস্পষ্ট অথচ কার্যকরী গোষ্ঠীর মধ্যে।' ধৃষ্টি, ১৯৩১। ২ বিণ সফল। 'প্রচেষ্টার ফলেই এই মহৎ পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে।' বেগম, ১৯৫০।

কার্যকরীকরণ, কার্যকরীকরণ [সি বি বাস্তবায়ন। 'প্রেসিডেন্টের নির্দেশটি কার্যকরীকরণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য।' আজাদ, ১৯৬৪।

কার্যকরী সম্পাদিকা [সি বি ক্রী কার্যনির্বাহী সম্পাদক। 'কার্যকরী সম্পাদিকা - বেগম ...' বেগম, ১৯৭২।

কার্যকর্তা [সি বি কর্মকর্তা। 'আমার তরফে তার পরিদর্শক ও কার্যকর্তা নিযুক্ত যদি করি ...' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

কার্যকর্ম, কার্যকর্ম [সি বি দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ। 'আপন বাপের দিতে কার্যকর্ম করিতেছিল।' রামরায়, ১৮০১।

কার্যকলাপ, কার্যকলাপ [সি বি কাজকর্ম। 'আমি এই বিলটির মাধ্যমে বসে দুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা বোঁত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে ...' দর্শন, ১৯২৫।

কার্যকারক, কার্যকারক [সি ১ বিণ কর্ম সম্পাদনকারী। 'এমত অসম্ভব কার্যকারক লোকের যে আশ্রয় সে অবশ্য বিপদগর্ভ হয়।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫। ২ বি কাজে নিয়োজিত লোক। 'লবণ সংক্রান্ত কার্যকারকের প্রতি কোন ইংলিশ মহাশয় কর্তৃক ...' বসন্ত, ১৮২৯। ৩ বিণ ফলদায়ক। 'বসন্ত সকল অমূলক চিন্তা মাত্র, কার্যকারক নহে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ বিণ কার্য সম্পাদক। 'দোভাষী কার্যকারকহস্তে ন্যস্ত হইল।' মশাররফ, ১৯০৮।

কার্যকারণ, কার্যকারণ [সি ১ বি কার্য ও তার কারণ। 'তাঁহার অন্তরকরণে কার্যকারণের তত্ত্বজ্ঞান কিছুই 'ক্ষুণ্ণ' পায় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ কাজ এবং তা ঘটান কারণ-সম্বন্ধীয়। 'যাকে হিউমার বলে, আমার মতে কোনো রঙের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কার্যকারণকাল, কার্যকারণকাল [সি বি কাজের সময়। 'কার্যকারণকালে যে জন হিতবৃত্তি দেখে সে যদি অপর হয় তবে তাহার সমান হিতকারী কেহ নহে।' রামরায়, ১৮০২।

কার্যকারণবিধি [সি বি কোনো ঘটনা এবং তার কারণের মধ্যকার যোগসূত্র। 'বিশ্বশ্রুতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কার্যকারণবোধ [সি বি যুক্তিবাদিতা। 'ক্লাসিক কার্যকারণবোধ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণা পরস্পরের বিরোধী নয়।' শিব, ১৯৫৬।

কার্যকারণ-শৃঙ্খলা [সি বি কোনো ঘটনা এবং তার কারণের মধ্যকার যোগসূত্র। 'সমসাময়িক ইতিহাসের কার্যকারণ-শৃঙ্খলা আজ হয়েছে

অনেকের মনে নেই।' সুখীন্দ্র, ১৯৫৩।

কার্যকারণ-সম্বন্ধ [স] ১ বি কাজের সঙ্গে কারণের ও কারণের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক। 'ন্যায়শাস্ত্রে কার্যকারণ-সম্বন্ধ স্থলে দুটি পরিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি পারস্পরিক সম্পর্ক। 'তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণসম্বন্ধ দেখিবার জন্য অগ্রহ জন্মে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কার্যকারণিক [স] বিশ কার্যকারণগত। 'তার কার্যকারণিক ব্যাখ্যার প্রস্তাব করা বিবেকী ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।' শিব, ১৯৫৬।

কার্যকারিণী, কার্যকারিণী [স] বিশ স্ত্রী ফলদায়ক। 'ভক্তি ও প্রীতি কার্যকারিণী বৃত্তি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কার্যকারিতা, কার্যকারিতা [স] ১ বি প্রয়োজন সাধনের ক্ষমতা। 'এ বিন্দু কি, উহার কার্যকারিতা ও শক্তিই বা কিরূপ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি কাজের পরিণতি। 'এজন্য সেই কার্যকারিতার সময়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি কার্যক্ষমতা। 'যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্যকারিতা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি উপযোগিতা। 'লেখ্যমাধুর্যেই এমন কোনো কার্যকারিতা নাই, যে জন্য কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কার্যকারিত্ব, কার্যকারিত্ব [স] বি পায়দর্শিতা। 'শিক্ষা ও সভ্যতা-সাধন বিষয়ে ... হিন্দুদিগের বিশেষরূপ কার্যকারিত্ব ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কার্যকারী, কার্যকারী [স] ১ বিশ কার্যকর। 'এই দণ্ড যত কার্যকারী, আইনের দণ্ড তত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ বিশ সহযোগী। 'গঙ্গারাম সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্যকারী হইয়া মহাশয়পূরে বাস করিতেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কার্যকাল, কার্যকাল [স] বি কাজের নির্ধারিত সময়। 'ইসাদ থাকিলে কর্ম কার্যকালে পাইব।' ভারত, ১৭৬০; 'অবশিষ্ট কার্যকাল চারি বৎসরের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা।' আজাদ, ১৯৩৭।

কার্যকুশল, কার্যকুশল [স] বিশ কর্মনিপুণ। 'বিনীত, কার্যকুশল, নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; 'আপনার কার্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রতিমূর্ত্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যক্রম [স] বি কর্মক্রম। 'বৃষ্টি গর্বণমতে কি করিতেছেন? - তোষামুদি ও অস্থির চিন্তের ন্যায় কার্যক্রম অনুসরণ।' আজাদ, ১৯৪১।

কার্যক্রম, কার্যক্রম [স] বিশ কর্মদক্ষ; কাজ করার উপায়। '... দুই বৎসর অভ্যাস করিলে কার্যক্রম হইতে পারিবেন।' কেবি, ১৮০২; 'গর্বমেষ্টের হাত-পা'কে কার্যক্রম করিয়া তুলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কার্যক্ষমতা, কার্যক্ষমতা [স] বি কাজ করার শক্তি। 'ইহাদের কার্যক্ষমতা, শাশ্বিরিক বল, দ্রুতগমনশীলতা প্রভৃতি বিস্ময়করই বলিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কার্যক্ষেত্র, কার্যক্ষেত্র [স] ১ বি কর্মক্ষেত্র। 'কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি কর্মপরিধি। 'যাহার জীবনের কার্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি কাজের জায়গা। 'পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'কার্যক্ষেত্রের তিভ্র তীব্র অভিজ্ঞতা।' মোহনমণী, ১৯০০।

কার্যখণ্ড [স] বি কাজের অংশ। 'উপস্থিত কার্যখণ্ডের সহিত তাহার

যোগ দেখিতে পাই না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

কার্যগত [স] বিশ ব্যবহারিক। 'অংশটার ভাব ও কার্যগত উপকারিতা প্রচুর।' ধর্মীতি, ১৯৩১।

কার্যচক্র [স] বি কর্মরূপ চক্র। 'ভাণ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে।' জগদীশ, ১৯১৭।

কার্যজগৎ [স] বি কর্মক্ষেত্র। 'কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যক্ষ, কার্যক্ষ, কার্যক্ষ [স] কার্য+স চা বিশ (প্রাচীন চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজ শুরু করার ভণিতাবিশেষ) করণীয়। কার্যক্ষ আগে, কার্যক্ষ আগে, কার্যক্ষ আগে - (প্রাচীন চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজ শুরু করার ভণিতাবিশেষ) করণীয় বিবেচনায়। 'শ্রী কালিচন্দ্র দাশ কস্য কর্ম প্রদমিদং কার্যক্ষ আগে সাহেবের স্থানে ...।' মেয়র্স, ১৭৫৬; 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্মা অবিলম্বে পত্র মিদং কার্যক্ষ আগে ...।' চিঠিপত্রে, ১৭৬৩।

কার্যত, কার্যত [স] ১ বিশ কর্মভিত্তিক। 'অবশ্য যোগ্যতা দূরকমের আছে - ধর্মত এবং কার্যত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রিবিণ কাজের ক্ষেত্রে। 'অন্ততঃ কার্যতঃ পরিচয় পাই।' শরীদুদ্দাহ, ১৯৩১। ৩ ক্রিবিণ ফলতঃ; প্রকৃতপক্ষে। 'কার্যতঃ অত্যচার ও অন্যায়ের প্রতিকার ... জানা নাই।' আজাদ, ১৯৪৭।

কার্যতৎপর [স] বিশ কর্মবাহু। 'গঙ্গার সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যতৎপর অভিসদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কার্যতালিকা [স] বিশ কর্মসূচি। 'তিনটির পরে বিশেষ দিনের কার্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কার্যতালিকাভুক্ত [স] বিশ কার্যতালিকায় আছে এমন। 'ক্রমশ সখীর মাথেরে চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়াটা সুরমার সৈন্যদল কার্যতালিকাভুক্ত হইয়া পড়িল।' বনফুল, ১৯৩৬।

কার্যত্ব, কার্যত্ব [স] বি কার্যকারিতা। 'ববেদই তার কার্যত্বের প্রমাণ আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কার্যদক্ষ [স] বিশ কাজে বিশেষভাবে পারদর্শী। 'তাহাকে বিলক্ষণ কার্যদক্ষ স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কার্যদোষ, কার্যদোষ [স] বি কর্মদোষ। 'কার্যদোষে আপনারাই আবার জ্বাি জ্বাি করিতে থাকেন।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

কার্যদেষ, কার্যদেষ [স] বি কাজের প্রতি অনীহা। 'কার্যদেষ, অস্বাধ্য, অহৈর্ষ, অবসাদ ও অন্যান্য অনেক প্রকার যাতনার উৎপত্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কার্যধারা [স] বি কাজের প্রকৃতি। 'অধিকাংশ সমিতির কার্যধারাও প্রায় একই রকম।' বেগম, ১৯০০।

কার্যনাশ, কার্যনাশ [স] বি কাজের ক্ষতি। 'যদি কার্যনাশ কর, তাহা হইলে আমার হস্তে ...।' প্রভাত, ১৮৯৫।

কার্যনিপুণ, কার্যনিপুণ [স] বিশ কাজে অত্যন্ত দক্ষ। 'প্রত্যাপন্নমতি স্বকার্যনিপুণ ক্রমলৈ মহোদয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কার্যনির্বাহ, কার্যনির্বাহ, কার্যনির্বাহ [স] বি কাজ সম্পাদনা। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ইহাদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্যনির্বাহ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৪; 'জমায়াতের কার্যনির্বাহে বন্দোবস্ত নিত্যন্ত সামান্য নয়।' অক্ষয়,

১৮৪৭; 'রাজকীয় কার্যনির্বাহ পৰ্ষত সব কিছু করতে উপরতলার লোক।' উমর, ১৯৬৮।

কার্যনির্বাহক, কার্যনির্বাহক [স] বিণ কর্মসম্পাদনকারী। 'কার্য পরিচালক ও কার্য নির্বাহক কমিটি।' প্রচারক, ১৯০৩।

কার্যনির্বাহার্থে [স] ক্রিবিণ কাজ সম্পাদনার জন্য। 'কার্যনির্বাহার্থে কয়েকজন নির্বাহিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কার্যনির্বাহী [স] বিণ কার্য সম্পাদনকারী। 'মহিলা লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৭৫।

কার্যপট্টা [স] বি কর্মদক্ষতা। 'ঘোরতর কার্যপট্টার পাখরের দুর্গে আটকা পড়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কার্যপদ্ধতি, কার্যপদ্ধতি [স] ১ বি কাজের রীতি বা পদ্ধতি। 'গঠনপ্রণালী এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি কাজের অনুক্রম। 'এদের দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এই রকম - ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কার্যপন্থা, কার্যপন্থা [স] বি কর্মপরিকল্পনা। 'লোন-কোম্পানীগুলির সমক্ষে কি কার্যপন্থা অনুসরণ করা হইবে।' জামায়াত, ১৯৩৭।

কার্যপরম্পরা [স] বি কাজের ক্রমাগত। 'দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়গণনার নিয়ত্ব না রাখে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কার্যপরিচালক, কার্যপরিচালক [স] বিণ কাজের তত্ত্বাবধায়ক। 'কার্য পরিচালক ও কার্য নির্বাহক কমিটি।' প্রচারক, ১৯০৩।

কার্যপরিসর [স] বি কাজের পরিধি; কর্মক্ষেত্র। 'স্ত্রীলোকের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যপ্রণালী, কার্যপ্রণালী [স] বি কর্মপদ্ধতি। 'পুত্রিকাদিপের কার্যপ্রণালীও অতি সুন্দর।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করাও নিত্যক আবশ্যক।' মশাররফ, ১৯০৮।

কার্যপ্রধান [স] বিণ বাস্তব ঘটনাবলি। 'যে কয়েকখানি উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে করিয়াছ সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যপ্রাঙ্গ, কার্যপ্রাঙ্গ [স] বি দায়িত্বপ্রাঙ্গ। 'দুই জাতকে ষেতাও খেলাতেতে সম্ভ্রান্ত করিয়া কার্য প্রাঙ্গ করাইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

কার্যবশত, কার্যবশতঃ [স] ক্রিবিণ কাজের জন্য। 'বাবু কোন কার্যবশতঃ অবসর ছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'তিনি কার্যবশত আসিতে পারিলেন না।' বিজুতি, ১৯৩১।

কার্যবিধি, কার্যবিধি [স] ১ বি বিচারকাজ পরিচালনার নিয়ম। 'আদালতের কার্যবিধি আইনের ধারাই সকল সম্পন্ন হইতে পারিবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি কর্মপদ্ধতি। 'বিসেসী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কার্যবিবরণী [স] বি কাজের বর্ণনা। 'তাহাদের গবেষণার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়।' জগদীশ, ১৯২৬।

কার্যবী [স] বিণ করিতকর্ম। 'কার্যবীর নেপালীয়গণও কখনোই আপনার কার্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যব্যাপদেশে, কার্যব্যাপদেশে [স] ১ ক্রিবিণ কাজের ছলে। 'বোম্বাই কোনো কার্যব্যাপদেশে এখানে আসিহঁস।' সুকান্ত, ১৯৪৩। ২ ক্রিবিণ কাজ উপলক্ষে। 'কার্যব্যাপদেশে তিনি দীর্ঘদিন বিদেশে অতিবাহিত করায় ...।' আজাদ, ১৯৬৫।

কার্যভার [স] বি কাজের দায়িত্ব। 'বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কার্যরাশি [স] বি কাজকর্ম। 'যদি তাহাকে ভ্রমমুক্ত করিয়া বহিস্কারের কার্যরাশির মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যশক্তি [স] বি কাজ করার ক্ষমতা। 'এই প্রশ্লকারিণী কার্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যশীল [স] বিণ কাজে পারদর্শী। 'পুরুষ যদি যথার্থ কার্যশীল হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যসজ্জা [স] বি কর্মক্ষেত্র। 'প্রাণবয়স্ক লোকদের আয়েদপ্রমোদ এবং কার্যসজ্জায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ বন্ধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কার্যসম্পাদক, কার্যসম্পাদক [স] ১ বি প্রধান সম্পাদক। 'কোন ব্যক্তিকে সেক্টারি অর্থাৎ কার্যসম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বিণ নির্বাহী। 'কার্যসম্পাদক সমিতি বা কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।' ছোলতান, ১৯২৩।

কার্যসম্পাদন, কার্যসম্পাদন [স] বি কাজ সম্পাদন। 'প্রাতঃকালে আহার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিষয় কার্য সম্পাদন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কার্যসাধন, কার্যসাধন [স] বি লক্ষ্য অর্জন। 'আপন কার্য সাধনের নিমিত্ত ধ্যান বিক্রম করার আবশ্যক।' দর্পণ, ১৮১৯; 'স্ততিবাদ ... তাহার কার্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যসামান্য [স] বিণ বাস্তবায়নযোগ্য। 'কল্পনাটি কার্যসাধ্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কার্যসিদ্ধি, কার্যসিদ্ধি [স] ১ বি উদ্দেশ্য সাধন। 'কার্যসিদ্ধি নহে ক্রম করেন উপেক্ষা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ইহার কার্যসিদ্ধি জন্য যত্ন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি কার্যসামান্য। 'কার্যসিদ্ধি হয় তার যোবা থাকে মনে।' রূপরাম, ১৭৫০; 'একবার গলাধ্বরেণ হইলেই কার্যসিদ্ধি হইবে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কার্যসূচি, কার্যসূচী, কার্যসূচি, কার্যসূচী [স] ১ বি কর্মপরিকল্পনা। 'অখিল ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের আদর্শ ও কার্যসূচী অনুসরণ করিবে।' বেগম, ১৯৪৮। ২ বি কাজের তালিকা। 'মহিলাগণ কি কার্যসূচি গ্রহণ করিতে পারেন।' বেগম, ১৯৪৯। ৩ বি অনুষ্ঠানসূচি। 'শ্রোতাদের রুচিসম্মতভাবে বেতারের কার্যসূচী প্রস্তুতের কাজে ...।' বেগম, ১৯৪৯।

কার্য-সূত্র [স] বি কর্ম রূপ সূত্র। 'বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি ও একটা কার্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম comedy।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কার্যবৃত্ত [স] বি কাজের সমষ্টি। 'এই অসংখ্য কার্যবৃত্তের মধ্যে অসিয়া দাঁড়াও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যবৃত্ত [স] বি কর্মক্ষেত্র। 'তাহার কার্যবৃত্ত সংকীর্ণ বলিয়া তাহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্যস্থান, কার্যস্থান [স] বি কাজের জায়গা; অফিস। 'অনুমতি বাতিরেক কার্যস্থান হইতে যাইতে পারা যায় না।' রামরাম, ১৮০২।

কার্যব্রহ্ম [স] বিণ কর্মময়। 'এই কার্যব্রহ্ম দৃশ্যমান জগৎ কোন কারণ প্রসূত।' বিজুতি, ১৯৩১।

কার্যস্রোত [স] বি কাজের ধারা। 'কার্যস্রোতে আপনরে ভাসাইয়া দিন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কার্যহানি [স] বি কাজের ক্ষতি। 'বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কার্বাকার্ব, কার্বাকার্ব [স কার্ব-অকার্ব] বি উচিত-অনৌচিত্য। 'তাহাদের কার্বাকার্ব বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা সম্পাদন ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কার্বাধ্যক্ষ, কার্বাধ্যক্ষ [স কার্ব-অধ্যক্ষ] বি কার্যনির্বাহী। 'রাজাকে সাবেক বন্দুর মহলের কার্বাধ্যক্ষ করিয়াছে।' রামরাম, ১৮০১; 'অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্বাধ্যক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কার্বানুষ্ঠান, কার্বানুষ্ঠান [স কার্ব-অনুষ্ঠান] বি কাজ সম্পাদন। 'সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী কার্বানুষ্ঠানের কি প্রকার উপায় কর্তব্য ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কার্বান্তর [স কার্ব-অন্তর] ক্রিবিণ অন্যত্র। 'এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্বান্তর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কার্বান্তরব্যপদেশে [স] ক্রিবিণ অন্য কাজের ছপে। 'সহচরীগণ কার্বান্তরব্যপদেশে, বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলেন...' বিদ্যা, ১৮৫৪।

কার্বান্তরে, কার্বান্তরে [স কার্ব-অন্তর] ক্রিবিণ কাজ উপলক্ষে। 'কার্বান্তরে সেই দিবস বিক্রমাদিত্যও রাজমহলে আগমন করিয়াছিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

কার্বাবলী, কার্বাবলী [স] বি কাজসমূহ। 'সমিতির কার্বাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।' বেগম, ১৯৪৭।

কার্বাবশেষ [স কার্ব-অবশেষ] বি কাজের ভার। 'নারী তেমনি আপনার কার্বাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কার্বার্থ [স] ক্রিবিণ কাজের জন্য। 'এক জন ইউরোপীয় সেক্রেটারী সাহেব এ ছাত্রদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্বার্থ নিযুক্ত আছেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৪।

কার্বার্থী, কার্বার্থী [স কার্ব-অর্থী] বিণ কাজের পাগল। 'আমাকে যে কার্বার্থী করিয়া জানিয়াছে সে বাস্তব বটে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৭।

কার্বালয়, কার্বালয় [স কার্ব-আলয়] বি কাজের জায়গা; দপ্তর। 'অনেকেরই কথাপ্রসঙ্গে কার্বালয় বিশেষের ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

কার্বোত, কার্বোত ক্রিবিণ কাজে। 'ভদ্রক্ষেপে যাত্রা হৈলে কার্বোত কুশল।' অঙ্গাঙল, ১৬৮০।

কার্বোপযোগী [স কার্ব-উপযোগী] বিণ কাজের উপযুক্ত। 'নিজের কার্বোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

কার্বোপলক্ষে, কার্বোপলক্ষে [স কার্ব-উপলক্ষে] ক্রিবিণ কাজের উপলক্ষে। 'পুরুষজ্ঞাতের কার্বোপলক্ষে অনেকের সহিত মেলামেশা আবশ্যক।' প্রমথ, ১৯২০; 'কার্বোপলক্ষে স্বামীটিকে প্রায়ই গ্রামছাড়া হতে হয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কার্বাপণ [স] বি যোগ্য পণ। 'সেবধি, ১৮৩৯।

কাল^১ [স কল্প] বিণ বর্ধিত। 'ওক বোব সে সীস কাল।' চর্যা ৪০, ১২০০।

কাল^১ [স] ১ বি সময়। 'বিষর কালে বিষর শুণী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ক্ষত। 'বসন্ত কালে কোকিল রাএ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি (ব্যাকরণ) ক্রিয়া সম্পাদনের সময়। 'কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ ক্রিবিণ দীর্ঘদিন। 'ডুমি কালজয়ী সাহেবের নিকট চাকর হিলে।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বি পর মুহূর্ত। 'নতুনদের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে, যেখানে আজ আছে কাল সেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কাল কাটানো ক্রি সময় অতিবাহিত করা। 'কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান।' হুতোম, ১৮৬১।

কালকালাত [স কাল] ক্রিবিণ কালকালান্তরে। 'জদি কালকালাত আমি দাওয়া করি।' ওগা, ১৭৮২।

কালকালতি [স কাল] ক্রিবিণ যুগ যুগ ধরে। 'কালকালতি আমরা বিধা আমাদিগের ওয়ারিষ কেহ কোন দাওয়া করি ...' মের্স, ১৭৭৭।

কালকালান্তর [স] বি এক কাল থেকে অন্য কাল। 'কালকালান্তর হইতে দেশেশাস্তর ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কালক্রমে [স] ১ ক্রিবিণ বিপদের সময়ে। 'দাউদের আসন্ন কালক্রমে তাহা আমলে অনিল না।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রিবিণ পরবর্তী সময়ে। 'কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবক।' রামরাম, ১৮০১। ৩ ক্রিবিণ কালে কালে। 'এই সংহার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। 'কালক্রমে প্রজারা যে প্রকার স্বাধীনতা সুখকে ...' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কালক্ষয় [স] বি সময় নষ্ট। '... তাহারা স্বচ্ছন্দে কালক্ষয় করিতেছে।' প্রত্যক্স, ১৮৪৭।

কালক্ষেপ [স] বি সময় অপব্যয়। 'সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও, ক্ষমাত্র ব্যা কালক্ষেপ করিও না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কালক্ষেপ করা ক্রি সময় অতিবাহিত করা। 'তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া ব্যা জল্পনায় ব্যা কালক্ষেপ করেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

কালক্ষেপণ [স] বি সময় কাটানো। 'এইরূপে কালক্ষেপণ করেন।' রাজীব, ১৮০৫।

কালগঙ্গা [স] বি সময়রূপ গঙ্গা। 'তাই সাস্তুতীকীর প্রসাদধন্য কীর্তি যে কালগঙ্গায় ভাসবেই, এমন কথা বলা চলে না।' সনৎ, ১৯৭০।

কালগর্ভ [স] বি সময়রূপ গহ্বর। 'ভূগর্ভে এবং কালগর্ভে যে-সকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে ...' প্রমথ, ১৯১৪।

কালগৌণ [স] বি কালক্ষেপ। 'লগ্ন অতীত হয়, নীঘ্র দান কর, ভদ্রকর্মে কালগৌণ উচিত নয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কালচক্র [স] বি সময়ের অবিরাম আবর্তন। 'সকল শোকের সিদ্ধ কালচক্রে বড় ভয়ঙ্কর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কালজয়ী [স] ১ বিণ চিরস্থায়ী; সময়কে অতিক্রম করে এমন। 'চেতনা কালজয়ী।' জীবন, ১৯৪০। ২ বিণ অমর। 'প্রিয়তমার স্মৃতিকে কালজয়ী করে।' হাই, ১৯৫৮।

কালজ্ঞাত [স] বিণ কালে জ্ঞান নিয়েছে এমন। 'আমি কলি কালজ্ঞাত রাজসন্তানেরদের বর্ণনা করিতেছি।' বরপ্রসাদ, ১৮১৫।

কাল জ্ঞান [স] কালজ্ঞান [স] বি সময় কাটানো। 'গোপাল রায় সর্বোধ্যক হইয়া কাল জ্ঞান করেন।' রাজীব, ১৮০৫।

কালজ্ঞ [স] ১ বিণ কোন কালে কী কর্তব্য তা জ্ঞানে এমন। 'কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি বর্ষপঞ্জি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি। 'তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কালতরী [স] বি সময়রূপ তরী। 'অজানা উদ্দেশ্যে পানে চলে কালতরী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কালতে ক্রিবিণ কালে। 'পুরুষ কালতে তোর পতি চক্রপাণি।' বড়, ১৪৫০।

কালগ্রয়রহিত [স] বিপ্ তিন কাল বর্জিত। 'আত্মা এক নিত্য কালগ্রয়রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্যরূপ।' দর্পণ, ১৮২১।

কালদন্ত [স] বি মহাকালের কল্পিত দাঁত। 'কালদন্তে প্রতি ক্ষণ ইহতেছে চূর।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

কালদিন গৌরানো ক্রি কাল কাটানো। 'কালদিন গৌরানোইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

কালধর্ম, কালধর্ম [স] বি যুগধর্ম। 'কেহ বা কালধর্ম, কেহ বা ব্রহ্মশাপ তাহার কারণ বলিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৮৮; 'কালধর্মের উপর রীতিমত লক্ষ্য রেখে তিনি সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলেছেন।' বেগম, ১৯৪৯।

কালধর্মাবলম্বী, কালধর্মাবলম্বী [স] কালধর্ম-অবলম্বী। 'বিপ্ যুগের ধর্ম অবলম্বনকারী।' 'মধ্যাক কালে কালধর্মাবলম্বী ইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

কাল-নদী [স] বি কালরূপ নদী। 'কাল-নদী ধায় অধীরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কালপারাবার [স] বি কালরূপ সমুদ্র। 'কালপারাবার করিতেছে পার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কালপ্রবাহ [স] বি সময়ের অবিরাম স্রোত। 'জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের মিলের মাত্রা রেখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কালবলে [স] ক্রিবিপ কালক্রমে। 'কালবলে তিনি কালপ্রাপ্ত ইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

কালবিরোধদোষ [স] বি কালগত অসঙ্গতির দোষ। '... এই নাটকের উপরে প্রথমেই তীক্ষ্ণ আলোক নিষ্ক্ষেপ করেন তবে সম্ভবত ইহতে অনেক কালবিরোধদোষ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কালবিশ্ব [স] বি দেরি। 'তাহার সহচরী, কালবিশ্ব অঙ্কিত বিবেচনা করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কালবেলা [স] বি দুসেময়। 'কাটায় তিত্ব অসহ্য কালবেলা।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

কালবৈশাখী [স] বি চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঈশান কোণ থেকে আসা বৈকালিক ঝড়ঝুটি। 'কখনও কলবৈশাখী, কখনও কালিকৈ ঝড়।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কালবোশেখি, কালবোশেখী [স] কালবৈশাখী। 'বি চৈত্র-বৈশাখ মাসে ঈশান কোণ থেকে আসা বৈকালিক ঝড়ঝুটি। 'ঐ নৃতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।' নজরুল, ১৯২২; 'কালবোশেখীর ঝড়ে চমকিত গেলেন ছুটে বাগিতা নামের দক্ষাল মেয়ের কাছে।' শ্যামসুর, ১৯৭০।

কালভেদ [স] বি সময়ের ভিন্নতা। 'ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কাল-ভোলা বিপ সময়ের কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। 'কাল-ভোলা মেয়েলিপনা আর আছুটে অভিমান আমায় জোড়া হাতেই বেঁধেছে আজ।' শক্তি, ১৯৬৯।

কাল যাওয়া ক্রি জীবনযাপন করা। মানোএল, ১৭৪৩।

কালযাপন [স] ১ বি দিনযাপন। 'সুখ ভোগে কাল যাপন করিতেছিলেন।' রায়রাম, ১৮০১। ২ বি সংসারযাত্রা নির্বাহ। 'যাহা জানি তাহা তদুদার ধনোপার্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

কালযাপনার্থ [স] কাল-যাপন-অর্থ। ক্রিবিপ সময় নষ্ট করার জন্য। 'কতকগুলি পুস্তক সমভিযোগের বিরলে কালযাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কালশূন্য [স] বিপ কালাতীত। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-পরি/চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কালসমুদ্র [স] বি কালরূপ সমুদ্র। 'মানুষের মন কালসমুদ্রে ডাসিতে ডাসিতে এই এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কালসহকারে [স] ক্রিবিপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। 'পরে কালসহকারে বড়গ উদ্ভাভ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কালসাগর [স] বি সময়রূপ সমুদ্র। 'অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কালসাধ্য [স] বিপ সময়সাধক। 'তার প্রণালী দুসোধ্য এবং কালসাধ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কালসাপেক্ষ [স] বিপ সময়সাপেক্ষ। 'পরিবর্তন যেমন কালসাপেক্ষ।' প্রথম, ১৯০৫।

কালসিক্ত [স] বি সমুদ্রের মতো অনন্তবিস্তার কাল। 'জীবন-প্রবাহ বহি কালসিক্ত পানে যায়।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কালস্রোত [স] বি সময়ের অবিরাম প্রবাহ। 'অবিপ্রায় কালস্রোত প্রবাহি বহিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কালস্রোতে গা ভাসানো - গতানুগতিক কোনো কিছু করা। 'মানুষ কালস্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।' অন্নদা, ১৯৪০।

কালহরণ [স] ১ বি সময় কাটানো; দিনযাপন। 'আপনাদিগের কালহরণের আশা ভূমির উৎপত্তার উপরেই রাখে।' ফরস্টার, ১৭৯৩। ২ বি সময় নষ্ট। 'যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ ...।' দর্পণ, ১৮৩৫।

কাল হরা ক্রি সময় কাটানো। 'মধুপান সদা করেন, কৌতুকে কাল হরেন।' ভবানী, ১৮২৫।

কালহারী [স] বিপ অনন্ত। 'মোর ভাবনা চলে কালহারী কোন কালের পানে ছুটে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কালহীন [স] বিপ কালাতীত। 'অবিচ্ছেদে দেবা দিবে দেশহীন কালহীন অদিজ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কালাকাল [স] কাল-অকাল। বি সময়-অসময়। 'কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালমুখোরা কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত।' জ্ঞানাবেশম, ১৮৩৭।

কালাতিক্রম [স] কাল-অতিক্রম। বি নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়া। 'অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভূতোর। স্বামীর প্রতি রুট ও অসন্তুষ্ট ইয়া থাকে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কালাতিক্রমণদোষ [স] কাল-অতিক্রমণদোষ। বি কালগত অসংগতি। 'সদ্ব্যসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলেছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণদোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৩১।

কালাত্তিপাত [স] কাল-অতিপাত। ১ বি সময়ক্ষেপণ। 'পর-পরচর্যায় নিযুক্ত থাকিয়া কোন প্রকারে কালাত্তিপাত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৮৪। ২ বি জীবন যাপন। 'চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাত্তিপাত করে।' আজাদ, ১৯৩৬।

কালানন্তর [স কাল-অনন্তর] ক্রিবিণ পরবর্তী সময়ে। 'কিয়ৎ কালানন্তর যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল'। দর্পণ, ১৮২৮।

কালানুগত [স কাল-অনুগত] বিণ কালকেন্দ্রিক। 'কোনো কালানুগত প্রথা'র সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন শিল্প'। অবন, ১৯২৫।

কালান্তর [স কাল-অন্তর] ১ বি অন্য কাল; সময়ান্তর। 'কালান্তরে রায়ের বনিতা গবর্তিনী হইয়া রায়কে কহিলেন ...'। রাজীব, ১৮০৫। ২ বি যুগের পরিবর্তন। 'রামচন্দ্রের পূজ্যশ্রুতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তর অনুসরণ করিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'হুগিত ভারতে আন্ত কালান্তর'। সুশীল, ১৯৪৫।

কালাপেক্ষা [স কাল-অপেক্ষা] বি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা। 'প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কালাবধি [স কাল-অবধি] ক্রিবিণ কাল পর্যন্ত। 'আমি অনেক কালাবধি গ্রামের রাইয়তগিরি করিয়া আসিতেছি'। ওসী, ১৭৮২।

কালাবর্ত [স কাল-আবর্ত] বি সময়ের চক্র। 'ভেবেছিলাম চির চিরন্তন কালাবর্ত'। সুশীল, ১৯২৮।

কালানৌচ [স কাল-অনৌচ] বি হিন্দুদের বাবা-মা ইত্যাদি গুরুজনের মৃত্যুর পর বছরব্যাপী পালনীয় নৌচ। 'কালানৌচের সময় স্থানভাণ্য করতে নেই ...'। সুশীল, ১৯৭০।

কালাসন্ন [স কাল-আসন্ন] বিণ মুমূর্ষু। 'কঠোর তপস্যা করে কালাসন্ন দেহ'। যানিকরাম, ১৭৮১।

কালে কালে [স] ক্রিবিণ বিভিন্ন সময়ে। 'জ্ঞাত হওয়া যায় কালে কালে কোন কোন দেশ জেতার মধ্যে গণ্য ছিল'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

কালেভদ্রে [স] ক্রিবিণ কদাচিত্। 'কালে ভদ্রে কখন কখন যা হয়ে থাকে'। উমেশ, ১৮৫৭।

কালের কুটিল গতি - সময়ের নির্মমতা। 'কালের কুটিল গতি'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

কালের গতি - সময়গ্রবাহ। 'বিজ্ঞেরা যথার্থই বলেছেন যে কালের গতি অতি কুটীলা'। মাইকেল, ১৮৭০।

কালের বুড়ো বি হিন্দুদেবতা শিব। 'কালের বুড়া টানছে ঘানি/ ভুই সে বাঁধন খোল'। নজরুল, ১৯২৯।

কালোচিত [স কাল-উচিত] বিণ সময়োচিত। 'প্রত্যুত অনেকে কালোচিত সভ্যতা ও জ্ঞানলোক প্রাপ্ত হইয়া ... শঙ্কর পাড় হইয়াছেন'। এডুকেশন, ১৮৭২।

কালোত্তীর্ণ [স কাল-উত্তীর্ণ] বিণ সময়কে অতিক্রান্ত। 'আদমের কালোত্তীর্ণ সেই পাপ যেন'। মাহমুদ, ১৯৬৩।

কালোপযোগী [স কাল-উপযোগী] বিণ সময়োপযোগী। 'দেশকালোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল'। অক্ষয়, ১৮৫০।

কাল [স] ১ বি সর্বনাশ। 'মোকে কাল হত্যা লাগিল কাহাঞি'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সর্বনাশের কারণ। 'এক কাল হেল মোর যমুনার জল'। বড়ু, ১৫৭০। ৩ বি ভয়ঙ্কর বিপদ। 'দিনে থাকী ভাল রাতী আইসে কাল'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি কষ্ট। 'বিচ্ছেদ সময় হয় হৃদয়ের কাল'। আলাওল, ১৬৮০। ৫ বি যম। 'পাপচিত্তে শীঘ্র কাল উপস্থিত হেল'। আলাওল, ১৬৮০। ৬ বিণ মৃত্যুরূপ। 'না বুঝিয়া শি যদি ধরে কাল সাপ'। গরীব, ১৭৬৫। ৭ বি বিপদ। 'দাঁড়ের আসন্ন কালকেমে তাহা কালকেমে আলিল না'। রামরাম, ১৮০১। ৮ বিণ ভীষণ। 'কে আর রাখিবে এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে'। মাইকেল, ১৮৬১। ৯ বি সাপ। 'রূপের কালে আমায় দর্শিলে'।

লালন, ১৮৯০।

কাল-অগ্নি [স] বি মৃত্যুরূপ আগুন। 'কাল-অগ্নি ধু ধু করিয়া কুলিয়া উঠিয়াছে'। দর্পণ, ১৯২৪।

কাল-কবলিত [স] বিণ মৃত্যুমুখে পতিত। 'আর নিকরেষণে কাল-কবলিত হন'। গিরিশ, ১৮৮৯।

কালকূট [স কালকূট] বি কালসাপ। 'কালকূট গরাসিল শমনের বলি'। রূপরাম, ১৭৫০।

কালকূট [স] বি তীব্র বিষ। 'কালকূট বিষহরি জাগল কটাকা'। বড়ু, ১৪৫০।

কাল-কেউটে [স কাল+স কুম্ভটিকা] বি বিষাক্ত সাপবিশেষ। 'অজ্ঞগর কাল-কেউটে সে কোনো ফিরিয়া ফিরিয়া চায়'। নজরুল, ১৯২২।

কালগ্রাস [স] বি মৃত্যু। কালগ্রাসে পতিত হওয়া - মারা যাওয়া। 'কিন্তুপ্রায় হইয়া অবিলম্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল'। অক্ষয়, ১৮৪৮; 'খিয়তম পত্নী এবং ছয় পুত্রের মধ্যে চারিটি রাখিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইলেন'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

কালঘাম [স কাল-ঘর্ম] বি মৃত্যুর পূর্বে নিঃসৃত শরীরের ঘাম। 'কালঘাম বহে মুখে মুকুট গণনে ঠেকে প্রলয়বদন বোরবনা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কালঘুম [স] বি মৃত্যুর মতো ঘুম। 'তবে কেহে কাল ঘুম যাইবে'। বড়ু, ১৪৫০।

কাল-চিতা [স] বি সর্বনাশা আগুন। 'সিধির সিঁদুর মুছে ফেলো মা গো, কালো সেখা কালো কাল-চিতা'। নজরুল, ১৯২২।

কালজাল [স] বি অন্তঃ ছায়া। 'বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে'। মাইকেল, ১৮৬০।

কালদণ্ড [স] বি মৃত্যুদণ্ড। 'কালদণ্ড হইতে যম দণ্ড দিল অনুপাম'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কাল ধীর [স] বি যমরূপ জেলে। 'কাল ধীরের জালে নাহিক এডান'। আলাওল, ১৬৮০।

কাল-নটেশ [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'কাল-নটেশের চরণের ঘায়ে কোনোদিন পাবে নয়'। জঙ্গীম, ১৯৫১।

কালনাগ [স] বি কালসাপ। 'কালকূটে কালনাগ যারা কালিদয় আছে তারা'। লালন, ১৮৯০।

কালনাগিনী [স] বি স্ত্রী কেউটে সাপ। 'গ্রাসিবারে দিনমণি ওই কালনাগিনী উদয়'। গুণ, ১৮৫৮।

কালপৃষ্ঠ [স] বি কর্ণের ধনু। 'যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী, একাদ্মী বাণ রক্তিতে কোঁরবে'। মাইকেল, ১৮৬১।

কালপ্রান্ত [স] ১ বি মৃত। 'কালপ্রান্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন'। দর্পণ, ১৮৮৮। ২ বিণ বন্ধ। 'সমাচারপত্র গ্রাহকের অগ্রতুলেতে কালপ্রান্ত হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮২৭।

কালপ্রান্তি [স] বি মৃত্যু। 'যুবতীর কালপ্রান্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল'। দর্পণ, ১৮২৬।

কালফণি, কালফণী [স] বি মৃত্যুরূপী সাপ। 'আরে কালফণী দর্শিলি আমায়'। গিরিশ, ১৮৮৭; 'আমি ... বিষধর কাল-ফণি'। নজরুল, ১৯২২।

কালবশ [স] বিণ যমের অধীন। 'কি করিবে বিদ্যায় হইলে

কালবশ' বৃন্দা, ১৫৮০।

কালবিষ [স] বি কালরূপ সাপের বিষ। 'তোমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত কালবিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ছেলো।' নজরুল, ১৯২৭।

কালব্যাধি [স] বি মরণব্যাধি। মানোএল, ১৭৪৩; 'পৃথিবীতে কবে এই কালব্যাধির জন্ম।' মাহেন্দেও, ১৯৪৯।

কালভুজঙ্গ [স] বি কালসাপ। 'সুনিবিড় পাক্রে গন্ধ-মগন কালভুজঙ্গ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কালভুজঙ্গিনী [স] বি স্ত্রী কালরূপ বিষাক্ত সাপ। 'কালভুজঙ্গিনী কখন? দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কাল-ভৈরব [স] বিগু রূপ মূর্তিধারী হিন্দু দেবতা শিব। 'আমার কর্তে কাল-ভৈরবের প্রলয়-ভূর্ণ বেজে উঠেছিল।' নজরুল, ১৯২৩।

কালমূর্তি, কালমূর্তি [স] বি সময়রূপ মূর্তি। 'সেই আদ্যভূমির কালমূর্তির মুখচ্ছটাতে চতুর্দিক দীপ্তিময় হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কালরজনী [স] বি দুঃখের রাত। 'আজি তানে পোহাইল কি কালরজনী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কাল-রাতি [স] কালরাতি বি দুঃখের রাত। 'কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি।' নজরুল, ১৯২৮।

কালরাতি [স] বি দুঃখের রাত। 'কালরাতি কৃষ্ণআখি কত জান কলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কালরূপী [স] বিগু সময়রূপধারী। 'যুগে সর্ব কালরূপী ভক্তজন বিনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কালরোগ্য [স] বি দুরারোগ্য ব্যাধি। 'তার এই কালরোগের কোন চিকিৎসাই হয়নি।' হাসান, ১৯৬৯।

কালশমন [স] বি মুত্থা। 'কালশমন করবে রওনা কখন যেন কু ঘটায়ে।' শালন, ১৮৯০।

কালসর্প [স] বি কেউটে সাপ। 'জত ছিল কুলদর্প তল্লি হইল কালসর্প ঘটক পণ্ডিত জনার্দন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কালসর্পাকার [স] বিগু কালসাপের মতো। 'প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কালসাপ [স] কালসর্প বি কেউটে সাপ। 'তবে কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী।' বড়ু, ১৪৫০।

কালসাপিনী [স] কালসর্পিনী বি স্ত্রী কুলদর্প সাপ। 'মা হ'য়ে কালসাপিনী হলেম।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কাল হওয়া ক্রি মুত্থা হওয়া। কালগে, ১৭৫৫; 'তার কাল হয়েছে বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কালগ্নি [স] কাল-অগ্নি বি সৃষ্টি ধ্বংসকারী আগুন। 'কালগ্নির মত তত্ত্ব তপন তাপন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কালানল [স] কাল-অনল ১ বি সৃষ্টিধ্বংসকারী আগুন। 'বিজয়ী কালসে আঁখি কালানল তেজে।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি ক্রোধের আগুন। 'প্রশস্ত ও উজ্জ্বল চক্ষু হইতে কালানলক্কাল নির্গত হইতেছে।' সিরাজী, ১৯১৮।

কালান্তক [স] কাল-অন্তক ১ বিগু মৃত্যুত্যাগ। 'এ বলিয়া ভিমসেন কালান্তক জম জেন নিসদে অধমুক হইল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিগু প্রায়শ্চর্য। 'মহিষের পূর্তে বন্দো কালান্তক যম।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বিগু ধ্বংসকারী। 'রাধার কালান্তক সেখ গোলাম হোসেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কালের করাল গ্রাস - অবধারিত মৃত্যু। 'বিদ্যা সন্নিধানে পরাভূত হইয়া কালের করাল গ্রাসে অগ্রপচাৎ প্রবেশ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কাল' [স] বিগু কালো। 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে।' বড়ু, ১৪৫০।

কালচে বিগু স্বর্ণ কালো আভাযুক্ত। 'মসৃণ কালচে-সবুজ দু'খানি বাহু।' কায়সার, ১৯৬২।

কালচে-সবুজ [কালচে+ফা সবুজ] বিগু স্বর্ণ কালো আভাযুক্ত সবুজ। 'পাটপাতা ডাঁটির মতো চিকনচকন মসৃণ কালচে-সবুজ দুখানি বাহু।' কায়সার, ১৯৬২।

কালহিটে বিগু কালো চটচটে। 'স্থানে স্থানে কালহিটে দাগ।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৫।

কালটি বিগু কালচে। 'পায়ের গোড়ালিও কালটি মেরে যাচ্ছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কালপেটা, কালপেটা [স] কাল+স পেচক> বি ধূসর রঙের মাথা ও পিঙ্গল রঙের পালকবিশিষ্ট এক প্রজাতির পেঁচা, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী যাদের চিকর অত্যন্ত সূচক। 'কালপেটা ডাকে চারিভিতে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কলবরে প্রুঞ্চালে কালপেটা ডাকে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কালপ্যাঁচা [স] কাল+স পেচক> বি ধূসর রঙের মাথা ও পিঙ্গল রঙের পালকবিশিষ্ট এক প্রজাতির পেঁচা, লোকবিশ্বাস অনুযায়ী যাদের চিকর অত্যন্ত সূচক। 'ভূমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, ভূমি কুলীনের কালপ্যাঁচা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কালবসু [স] কাল+স বাওস> বি কালবাসু মাছ; রুই মাছের মতো মাছবিশেষ। 'কালবসু বাঁশপাতা শব্দর ফলই।' ভারত, ১৭৬০।

কাল বিল [কালো+ই বিল] বি অতন্ত আইন। 'কালবিল কাল বিল করিসেন পাস।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কালশাশি, কালশাশী [স] কাল+স শশী, সযোখনে ই-কার বি অমাবস্যার চাঁদ; কৃষ্ণ। 'এস বায়িয়ে বাঁশী কালশাশি।' গিরিশ, ১৮৯৬; 'চাতকপ্রায় অহর্নিশ চেয়ে আছে কালশাশী।' শালন, ১৮৯০।

কালশিটে [স] কাল> বি আঘাতের ফলে রক্ত জমে দেহে যে কালো দাগ সৃষ্টি হয়। 'গলার উপর আঙুলের দাগ কালশিটে পড়ে আছে।' মনোজ, ১৯৬১।

কালশিরা [স] কাল+স শিরা বি মর্মর পাথর। মানোএল, ১৭৪৩।

কালশিরে [স] কাল+স শিরা> বি আঘাতের ফলে দেহে রক্ত জমে যে কালো দাগ সৃষ্টি হয়। 'কালশিরে-পড়া চোখ দুটো তার ভরে আসে জলে।' হোসেন, ১৯৪০।

কালসার [স] কাল+স সার বি এক জাতের হরিণ। 'আর জত পতঙ্গ সতে হব প্রভাজন মত্তল হইবে কালসার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কালসিটে [স] কাল+স শিরা> বি আঘাতের ফলে দেহে রক্ত জমে যে কালো দাগ সৃষ্টি হয়। 'পায়ের কালসিটে কেন বাগলিতে মেরে চাল দিতে গেলে।' সুকুমার, ১৯২০।

কালআজার [স] কাল+ফা আজার বি কালাজুর। 'ম্যালেরিয়া ও কালআজার সে ভার লইয়াছে।' লোকোয়া, ১৯২৬।

কালগুণাতি [স] কলাবৎ বিগু কালোয়াত; রাগ সংগীতে পারদর্শী। 'এবম্বত গুণীগণ ধাড়ি কালগুণাতি কাণ্ড্যাল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ডাঁড় প্রভৃতি।' ভবানী, ১৮২৮।

কালগুণাতি [স] কলাবৎ> বিগু রাগ সংগীতে পারদর্শীতা আছে এমন। 'দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা সেওয়ার

কালকাসন্দা

কালওয়াড়ি গুণীলোক।' দর্পণ, ১৮১৯।

কালকাসন্দা, কালকাসিন্দে, কালকাসুন্দা, কালকাসুন্দে [স কাসমর] বি ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'কালকাসুন্দা আসনে।' বড়ু, ১৪৫০। 'কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। 'কুইনাইন আর কালকাসিন্দে।' নজরুল, ১৯২৬। 'কালকাসুন্দে গাছে ... অনেক বেনেবড়।' বিভূতি, ১৯২৯।

কালচার [ই কালচার] ১ বি বৈদ্য। 'তার কালচার নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি সংস্কৃতি। 'বিরাত ইসলামীয়া কালচার গড়ে তুলেছিল।' শব্দসমুদ্র, ১৯৩১। ৩ বি শিক্ষা। 'এই তোমার কালচার।' জীবন, ১৯৩৩।

কালচারগত [ই কালচার+স গত] বিণ সাংস্কৃতিক। 'একটা কালচারগত পার্থক্য আছে।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

কালচারেল [ই বিণ সাংস্কৃতিক। 'কেবলমাত্র ফারসী ভাষার জোরে কোন প্রকারে কালচারেল প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিলেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩০।

কালচার্ড [ই বিণ সংস্কৃতিবান। 'যে তা করতে পারে সে-ই কালচার্ড অভিধা পেতে পারে।' মোহাম্মদ, ১৯৫০।

কালচিত [স কাল+] বি এক প্রকার ফল। 'আম জাম সিয়াকুলি কালচিত ফল।' মুহম্মদ, ১৬০০।

কালখোয়ানি বি এক প্রকার বাঁশ। 'তত্ত্বাবশের কালট আগা, কালখোয়ানির জোড়া।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

কালপুরুষ [স] বি নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ। 'আমার সেই পুরাণ সাত ভাই, কালপুরুষ ও অন্যান্য তারাগুলি ঝকিতেছে।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

কালপুরুষের নক্ষত্র বি লুক্ক নক্ষত্র; আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। 'কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কালপৃষ্ঠ [স] বি অস্ত্রবিশেষ। 'কালপৃষ্ঠ কলয় কৃষ্ণা চন্দ্রহাস।' মালিকময়, ১৭৮১।

কালপ্রিট [ই] বি অপরাধী। 'কালপ্রিট একটা লোহার শাবল কলে গেছে।' সুলীল, ১৯৭০।

কালমেঘ [স] বি ঊষধি গাছবিশেষ। 'ফাটলে বন-বিছুরিত ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

কাল [স কাল+] ১ বিণ কালো; কৃষ্ণবর্ণের। 'আকারে আল রাখা নির্দশি কৃষ্ণ কাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কলঙ্কিত। 'কাল মুখ কি কাকেও দেখাতে ইচ্ছা করে?' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিণ অন্যায। 'সমস্ত কালকানুন বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং ব্যক্তিবাহীনতা কায়েমের দাবী করা হয়।' বেগম, ১৯৫৪।

কাল আদমি, কাল-আদমী [স কাল+আ আদম+] ১ বি কৃষ্ণাঙ্গ। 'তুমি দেখছি কাল আদমি, বোধ হয় ঈস্ট ইন্ডিজের।' বিভূতি, ১৯৩৩। ২ বি প্রাচ্যদেশের লোক। 'আমি ভাত-খেকো নেটিব, কাল-আদমী।' মুক্তবা, ১৯৫২।

কালকানুন [স কাল+আ কানুন] বি অন্যায আইন। 'সমস্ত কালকানুন বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং ব্যক্তিবাহীনতা কায়েমের দাবী করা হয়।' বেগম, ১৯৫৪।

কালাকৃষ্ণি [স কাল-কৃষ্ণ+] ক্রিবিণ অন্ধকার গরুরে। 'সে এইকণ্ঠে কালাকৃষ্ণি নিশ্চিন্ত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কালাকৃষ্টি [স কাল+স কৃষ্টি] বিণ অত্যন্ত কালো। 'তুই তো দেখি

কালাকৃষ্টি কুবির।' মালিক, ১৯৩৬।

কালচাঁদ [স কাল-চন্দ্র] বি কৃষ্ণ। 'কালচাঁদ, হও হে উদয়।' গিরিশ, ১৮৯৬।

কালপেড়ে [স কাল+স পার+] বিণ কালো পাড়ওয়ালা। 'কালপেড়ে খুঁটি দূরে ফেলিল।' ভবানী, ১৮২৫।

কালামুখ [স কাল+স মুখ] বি কলঙ্কিত মুখ। 'কাল মুখ কি কাকেও দেখাতে ইচ্ছা করে?' উমেশ, ১৮৫৭।

কালামুখী [স কাল+স মুখী] ১ বি কলঙ্কিনী। 'কি বলছি মা, কালামুখীর এমন দশা হয়েছে?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বিণ কলঙ্কিনী (গালি)। 'কালামুখী রোহিণী উঠিয়া ঘার খুলিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কালামুখো [স কাল+স মুখ+] ১ বি যে নিমিত্ত; কলঙ্কিত ব্যক্তি। 'কালকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা কালী পূজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত।' জ্ঞানবেশ্বর, ১৮৩১। ২ বি গালিবিশেষ। 'দূর হ! কালামুখো!।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কাললোক [স কাল+স লোক] বি কালো চামড়ার লোক। 'কাললোকের তাউতখানার নিমিতে ... তাহারও এ তাউতখানায় আসিতে পারিবেক।' ডানকন, ১৭৮৪।

কাল বি ফুলবিশেষ। 'কহলার কৈবব কাল পানিসিউলি পানিকলা।' মুহম্মদ, ১৬০০।

কালসী স্কল ১ বিণ বধির; কানে শুনতে পায় না এমন। ভর্গ, ১৭৮৫। ২ বি যে কানে শুনতে পায় না। 'তাহাদের প্রবণশক্তি নাই, তাহাদিগকে বধির অর্থাৎ কাল বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কালাড় [স কলাড়] বি বধিরতা। 'তারপর সরলার কানাড় কালাড় ও বোবাড় ঘোটে।' মালিক, ১৯৪০।

কালাই [স কলায়] বি ডালবিশেষ। 'লোহার কালাই সিক্ত হয় না।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

কালাহাড়া বি প্রান্তকালীন গানের মিশ্র রাগবিশেষ। 'লাইনটি বাউল রইল না, হয়ে গেল কালাহাড়া।' ধর্মজি, ১৯৩১।

কালারুদ্র বি বাবারবিশেষ। 'কচৌরি, লাডু, কালারুদ্র বিক্রয়।' বিভূতি, ১৯৩৮।

কালকাল ইত্যাদি ৮ কাল

কালচাট বি ছদ্মরা। 'কালচাট ১০টা।' মেয়র্স, ১৭৬২।

কালাজ বি কেউটে সাগের প্রকার-বিশেষ। 'এই জলসে জাত গোখরো কালাজ কেউটে কত যে আছে।' মনোজ, ১৯৬১।

কালাজুর [স কাল+ফা আজার] বি গ্রীষ্ম রক্তাক্তা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত একপ্রকার জ্বর। 'কালাজুর, পালাজুর, পুরানো কি টটকা।' সুকুমার, ১৯১৮।

কালাপানি [স কাল+স পানীয়] ১ বি সমুদ্র। 'সে যে অকূল সাগর, দারুণ ডাগর, কাল পানি বড় শোণা।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি দীপান্তর দণ্ড। 'কালাপানি অর্থাৎ আদ্যমানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।' তার, ১৯৪০।

কালাপাহাড় [স কাল+স পাষাণ] বি প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী ব্যক্তি। 'মুজনেই মত কালাপাহাড়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কালাপাহাড়ি [স কাল+স পাষাণ+] বি যোশো শতকের সুলতান দাউদ কারদারির সেনাপতি কালাপাহাড়ের মতো সবকিছু ভেঙে

ফেলার বেণরোয়া অভিযান। 'সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্মে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কালিমা [আ] বি উক্তি। 'কতে না পাইবে তাতে তহকিক কালাম।' গরীব, ১৭৬৫।

কালার হি বি রং। 'বাধা-অবাধা ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' মানিক, ১৯৩৬।

কালার বস্ত্র [হি] বি রঙের বস্ত্র। 'আমার কালার বস্ত্র কিনে দিলে না।' হাই, ১৯৪৭।

কালাহারি বি অফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। 'বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে ...।' বিভূতি, ১৯৩৭।

কালি [স রু-পালিকা] বি ব্যঞ্জনবর্ণ। 'অলিও কালিও বাট কুচ্ছলা।' চর্যা ৭, ১২০০।

কালি [স কলা] ১ ক্রিবি অগামীকাল। 'কালি যাইব আক্ষে বড়ির বিহাণী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবি গতকাল; আজকের আগের দিন। 'কালি দান দিলে ভূমি হরশিত করিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

কালি [স কাল] ১ বিণ কালো। 'কালি রাশি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কলঙ্ক। 'হইলি কুলের কালি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি যারাপ অভিপ্রায়; কালিমা। 'সেই হইতে বিবির সেলেতে ছিল কালি।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি কলম দিয়ে লেখার রংবিশেষ। ওসী, ১৭৮২; 'দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবঞ্চটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বি অক্ষকার। 'দুই হাতে বড়ী জড়াইতে যায় আঁখার রাতের কালি।' জসীম, ১৯২৯। ৬ বি ময়লা। 'মাথায় মোছে হাতের কালি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কালি-কলম [স] ১ বি প্রকাশনা। 'সরকারি কালি-কলমকে গান্ধি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি কলঙ্ক। 'কালি ও কলম।' দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবঞ্চটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কালিকুটি [স কাল] বিণ কালো রঙের। 'আঙুলের ডগাতলো হরে গেল কালিকুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কালি-গোলা [স কাল]+গোলা বি কালো রং গোলা। 'কমণ্ডু থেকে কালি-গোলার মতো ...।' বিভূতি, ১৯৩১।

কালিপড়া [স কাল]+পড়া বিণ ধোয়া থেকে স্ট্র কালি লেগে আছে এমন। 'বর্ষণক্ষাত বিষম রায়ে কালিপড়া লটনের মৃদু রঙিন আলোয় ...।' মানিক, ১৯৩৬।

কালিপানা [স কাল]+স প্রায় বিণ মলিন। 'মুখটাকে ক্রমশই কালিপানা আঁধার করে তুলছিল।' নজরুল, ১৯২৪।

কালিবরষ [স কাল]+স বর্ণ] বিণ কালো রঙের। 'কালিবরষ পুঙ্খ ডোহের।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কালিবর্ণ [স কাল]+স বর্ণ] বিণ কালো। 'লক্ষ্যায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল।' শরৎ, ১৯১৭।

কালি বুরুশ [স কাল]+ই ব্রাশ বি জুতায় রং করার ব্রাশ। 'কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটে ইঁকা।' বিভূতি, ১৯৩১।

কালিবোস [স কাল]+স বাতস বি রুই জাতীয় মাছবিশেষ। 'আমি একটা প্রায় আড়াইসের কালিবোস মাছ ধরেছিলাম।' সুনীল, ১৯৭০।

কালিমতী বিণ কালো। 'ভাঁর কালিমতী দুহিটাটি যে রেটে দুহিতা বিয়েছেন ...।' সামন্ত, ১৯৬৭।

কালিমাখা [স কাল]+মাখা বিণ কালো রং মিশ্রিত। 'কালি-মাখা মেখে ওগারে আঁধার ঘনিরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কালিকার [স কল্যাকার] বিণ কালকের। 'কালিকার ভিক্ষা নিয়া উধার তুলিল ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কালি [স কাল] বি লেখক। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কালি [স] বি জমির ক্ষেত্রফল। 'ইটকালি।' চিঠিপত্রে, ১৮৬৪; 'যে জমির নাই আড়া-নিঘলতা কীরূপ কালি করে সেখা।' লালন, ১৮৯০।

কালিআ [স কাল] বিণ কাল-সম্বন্ধীয়; সাময়িক। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কালিআ [স কাল] বি কৃষ্ণ। 'হাত দিতে গিঁড়ে কালিআ।' বড়ু, ১৪৫০।

কালিক [স] ১ বিণ কালের; সময়ের। 'বদশের স্বরধাতীত অকৃত্তম প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ সাময়িক; সময় সংক্রান্ত। 'দৈনিক ও কালিক বিশেষভূষণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কালিকী বিণ কালের। 'অতীতকালিকী বিদ্যানুশীলনক্ষেত্রে সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কালিকা [স কালিকা] বি কুড়ি। 'কুমুদী কালিকা ঈষৎ হেলিয়া, চাঁদেতে নেহারি হাসে।' নজরুল, ১৯৩৫।

কালিকাদেবী [স] বি কালি বা শ্যামা দেবী। 'যেমন কালিকাদেবী সম্পর্ক শ্যামা সংবীত সতকীর্তনাদী।' হাই, ১৯৫৪।

কালিকাপুরাণ [স] বি হিন্দু পুরাণবিশেষ। 'কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ সমুৎপত্তানুসারে কি বক্তব্য।' দর্পণ, ১৮২২।

কালিজিরা [স কাল]+স জীরক] বি সুক্ষ্মি ধানের জাতবিশেষ। 'কালিজিরা ধানশালি রূপশালির ক্ষেতের আলপথ।' জীবন, ১৯৪৮।

কালিদয় [স কালিয়-হ্রদ] বি হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী যমুনার যেখানে কৃষ্ণ কালিয় নাম দমন করে। 'অকড়া বিন্দিলে মােরে পাণ কালিদয়।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মা তোমার গোপাল নেমেছে কালিদয়।' লালন, ১৮৯০। ২ কালিদহ

কালিদহ [স কালিয়-হ্রদ] বি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কালির সাপের বাসস্থান; যমুনার হ্রদবিশেষ। 'কালিদহে দেখে জদি কমলের বন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কালিদয়

কালিন [স কালীন] বিণ সময়ের। 'সিঁদুর কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া ...।' রামরাম, ১৮০১; 'প্রজার উপর নিতান্ত শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিশ্চলীপ হয়।' রামরাম, ১৮০২।

কালিনার্গ [স কালিয় নাগ] বি সাপবিশেষ। 'এথা হৈতে কালিনাগ আন ঠাঞি জাউ।' মালাধর, ১৫০০।

কালিনী [স] ১ বি কালিনী; যমুনা। 'কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ নিষ্ঠুর। 'কালিনীমাএ মোর নাম খুইল রাখা।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ কালিন্দী

কালিন্দী রাতি [স কালিনী+স রাতি] বি কৃষ্ণক্ষেতের রাত। 'কালিনী রাতি মৌ প্রদীপ জালিআ পোহাও।' বড়ু, ১৪৫০।

কালিন্দী [স] বি যমুনা নদী। 'বিহরই নবল কিসোর। কালিন্দী পুলিন কৃষ্ণবন সোভন নব নব প্রেমবিভোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কালিমা [স কালিমা] বি কলমা। 'নিশ্চন্দে ব্রহ্মশির কালিমা বচন।' সুলতান, ১৬৫০।

কালিমা [স] ১ বি কলঙ্ক; কালির দাগ। 'গলে কালকুটের কালিমা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি কালো ছায়া। 'পুকুরের জলের উপর

একটা নিবিড় কালিমা পড়িয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কালিমাধ্ব [স] **বিণ** কালিযুক্ত ধোয়া। 'ধানের কল দিগন্তে কালিমাধ্ব হাত উর্ধ্বে তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কালিমাপাত [স] **বি** কাজল লেপন। 'দীর্ঘ অপাঙ্গে কালিমাপাত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কালিমাশ্রাণ [স] **বিণ** কলঙ্কিত। 'চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাশ্রাণ হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কালিমাভ [স] **বিণ** কালিমাযুক্ত। 'কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট ... বিষয় মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কালিমাময় [স] **বিণ** কলঙ্কপূর্ণ। 'ধর্ম্ম সর্কষন্ত কলুষ কালিমাময় হইবে।' ম্যোসলম, ১৯২৮।

কালিমামলিন [স] **বিণ** কালিতে ম্লান। 'নিবাইয়া ফেলো কালিমামলিন ঘরের কোণের বাতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কালিমাযাখা [স] **কালিমা+যাখা** **বিণ** কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে এমন। 'প্রস্তুত মুখখানি বিষয় কালিমাযাখা হইয়া যাইবে।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

কালিমাযুক্ত [স] **বিণ** কলঙ্কযুক্ত। 'সভ্যতার বর্বর কলুষ কালিমাযুক্ত জ্যোতির্দীপ্তি দিয়ে?' মুক্তাব, ১৯৫২।

কালিমালিঙ্গ [স] **বিণ** কালো রং অঙ্কিত; ম্লান। 'সেই অন্ধকারপ্রাবনে নববধুর মুখখানিকো যেন কালিমালিঙ্গ করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কালিয় [স] **বি** হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত সাপের নাম। 'কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কালিয়া [স] **কাল>+বি** কাল। 'মোরে সে কালিয়া তনু তছু খোঁজি অঙ্গ।' বড়ু, ১৫৭০। ২ **বি** পড়ে কালো হয়ে যাওয়া হাড়ি। 'কালিয়া -।' চিঠিপত্র, ১৭৫৩।

কালিয়া [আ] **কালিয়হ** **বি** মাছ অথবা মাংসের রান্না ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কালিয়া দেলমা বাগা সেকটী সমসা।' ভারত, ১৭৬০।

কালিয়া **বি** বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'শিবসেবক কালিয়া।' সেবধি, ১৮৪০।

কালিয়ে [আ] **কালিয়হ** **বি** কালিয়া; মাছ বা মাংসের তৈরি এক রকম ব্যঞ্জন। 'কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কাহ্নিহুদ [স] **কালিয়+হুদ** **বি** **বি** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কালিয় সাপের বাসস্থান যমুনার ত্রয়বিশেষ। 'জানিলাভ তোমারে কপট কাহ্নিহুদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কালী [স] **কাল>+১** **বি** কলঙ্ক। 'এবার মুখের পেলা কালী পরিহর বোলে বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** কালি; ভূসী। 'ছাই কয়লার কালী বহে হস্তে লাগিয়াছিল।' মণ্ডাররক্ষ, ১৮৯০। ৩ **বি** কালিমা। 'আমি হত দীপ কালিমাছি হাতে শুধু জ্বালা, শুধু কালী।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ **বি** দোষ। 'তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালী।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কালীবাউস [স] **কাল>+স** বাওস। **বি** কুইমাছের মতো মাছবিশেষ; কালবাউস। 'ভদ্র-আখিনে উঠত কালো কালো নইচা কাতলা আর কালীবাউস।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

কালীবোশ [স] **কাল>+স** বাওস। **বি** কুই মাছের মতো এক রকমের মাছ; কালবাউস। 'কুই মৃগাল কালীবোশ কাতল।' জীবন, ১৯৩২।

কালী [স] **কালিয়** **বি** কালিয় নাগ। 'নাম মোর বনমালী হেরে দলিবে

কালী।' বড়ু, ১৪৫০।

কালীগঙ্গা [স] **কালিয়-গঙ্গা** **বি** নদীবিশেষ। 'পূর্ব সীমা কালী গঙ্গা।' মণ্ডাররক্ষ, ১৮৯০।

কালীদহ [স] **কালিয়+হুদ** **বি** হিন্দু পুরাণমতে যমুনা গর্ভে অবস্থিত কালিয় নাগের বাসস্থান। 'তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহ।' বড়ু, ১৪৫০।

কালীনাগ [স] **কালিয়** **নাগ** **বি** পৌরাণিক সাপবিশেষ। 'খিক ছুক কাহ্নিহুদে সে কালীনাগে।' বড়ু, ১৪৫০।

কালী [স] **বি** হিন্দুদেবী। 'কবি কৃষ্ণরাম বলে কালীর প্রসাদ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কালী পূজা [স] **কালী-পূজা** **বি** হিন্দু দেবী কালীকে পূজা। 'কালকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা কালী পূজাপলক্ষে ঢলালি করিত।' জ্ঞানাবেশম, ১৮৩১।

কালীবাটী [স] **বি** কালীবাড়ি; কালী মন্দির। 'তাঁহার কালীবাটিতে গৈহত্য করিয়া মন্দিরটী মসজিদে পরিণত ... তাহাও নহে।' হিতৈষী, ১৮৯৫।

কালীভক্ত [স] **বিণ** হিন্দুদেবী কালীর ভক্ত। 'জবার নামও রেখেছিল সুবিনয়বাবুর কালীভক্ত হিন্দু বাবা।' বিমল, ১৯৫৩।

কালী [স] **কল্য** ১ **বি** সেদিন। 'কালী তোর মুখে দিল যশোদার্ন তনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** আগামী দিন। 'আজ্ঞী কালী যদি না দেখাও মজিবর ঝড়গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চিত্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কালীগোবুবা **বি** বিষধর সাপবিশেষ। 'কেউতে খরিশ কালীগোবুবা ময়াল।' ভারত, ১৭৬০।

কালীন [স] **বিণ** সময়ের। 'বিদায় কালীন বৈকিশ্যালীকে মানিকজোড় আপন বাটী যাইবার জন্য এমন ধরিলেক।' ভারতী, ১৮০৩।

কালীনাগ [স] **কালিয়-নাগ** **বি** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত কালিয় নামক সাপ। 'খিক ছুক কাহ্নিহুদে সে কালীনাগে।' বড়ু, ১৪৫০।

কালীনিয়ে [স] **কালীন** **ক্রি** **বিণ** কালীন; সময়ে। 'দুই প্রহর সময় নিলাম সুক হবেক এও সেই কালীনিয়ে জে সকল পোক ... হাজির হবেক।' ক্যালসে, ১৭৮৭।

কালীয় [স] **কালিয়** **বি** ভয়ঙ্কর সাপবিশেষ (হিন্দুপুরাণ)। 'চট্টিলা কালীয়নাগশিরে।' বড়ু, ১৪৫০।

কালীয় [স] **বিণ** সময়ের; কালের। 'আমাদিগের বর্তমান কালীয় বীজ্ঞপতিত বেসাদিগের তুল্য ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কালুকা [স] **কল্য** **বিণ** আগামী দিনের। 'মনে ভাবে বৃথা হৈল কালুকা রহস্য।' আলগোল, ১৬৮০।

কালে-কশিনে [স] **ক্রি** **বিণ** কদাচিত। 'বড়জোর কালে-কশিনে, চার পাঁচদিন পরেই আবার সখিত ফেরে।' ভারত, ১৯৪৬।

কালেক্টর, কালেকটর [স] **বি** রাজস্ব সংগ্রাহক; রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্মচারী। ফরেক্টর, ১৭৯৩; 'সাধারণ জজ কালেকটরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিশ্চিতি ...।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'কলিকাতা ও হুগলি মুরসিদাবাদির কষ্টম কালেক্টর তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

কালেকটরী [স] **বি** রাজস্ব আদায়ের দফতর। 'কালেকটরীর একজন প্রধান আমলা ছিলেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

কালেক্টরি, কালেক্টরী, কালেক্টরি [স] **কালেক্টর**। **বি** রাজস্ব জমাদানের অফিস। 'কালেক্টরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর

আমলা'। দর্পণ, ১৮১৯; 'কালেক্টরী অফিসের নিমিত্ত ২৫ পঁচিশ জন কালেকটিং সরকার অর্থাৎ কর সংগ্রাহক কর্মচারকের প্রয়োজন হইয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৪৮; 'কালেক্টরিতে টাকা আমানত করিও।' অমৃতবাজার, ১৮৬৯।

কালেক্টর [হি] বি জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান বাক্তি। 'জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর আমার অনুরোধ রক্ষা কর্তো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কালেকজ [হি] বি উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান; কলেজ। 'এ কালেকজের সাহেবেরা ইন্তাহমে উত্তীর্ণ হইলো ...।' দর্পণ, ১৮২০; 'নতন কালেকজ অর্থাৎ বিদ্যালয়।' দর্পণ, ১৮২২; 'সংস্কৃত কালেকজের ছাত্রদিককে ইংরেজী শিক্ষা করণ বিষয়ে ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

কালেকজি [হি কলেজ]। বিণ কলেজ সম্পর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

কালেক্টর [হি কালেক্টর] বি কালেক্ট। 'জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা।' পূর্ণিমা, ১৮৫৬।

কালোব [আ] বি অন্তর্যকরণ। 'আদমের কালোবে খোদা খোদে বিরাজে।' লালন, ১৮৯০।

কালোভদ্রে দ্র কাল^১

কালো [স কাল] ১ বিণ কালো রঙের। 'কালো ধলো কেহ রাঙ্গা দামা ঘণ্ডা বাজায় সিরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ঘন। 'আকাশের ধারে ধারে তুপাকার কালো মেঘ জমেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ গভীর; গাঢ়। 'দামিনীর ডুকর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা অকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বিণ অন্ধকার। 'ভিতর বাহির কালোয় কালো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বিণ আদম। 'এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৬ বিণ কলঙ্কিত। 'দীপ জ্বলি কেনে আপনার হীন কালো অন্তর।' নজরুল, ১৯২৪। ৭ দ্র কাল^২

কালো কালো বিণ কালচে। 'কোথাও যেন আঁধার কালো কালো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কালোকিটি [কালো+স কৃষ্ণ] বিণ অভিযয় ঘন অন্ধকারবিশিষ্ট। 'কালোকিটি রাতে।' জীবন, ১৯৪৮।

কালোকুশিতি [কালো+স কুশিতি] বিণ কালো ও কুশিতি। 'কালোকুশিতি মেয়েগুলোকে পার করছেন দিয়ে দিয়ে।' সাদত, ১৯৬৭।

কালোকালো [কালো+] বিণ অনেকাংশ কালো; কালোমতো। 'ওরই মতো কালোকালো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কালো চামড়া [কালো+] বি কৃষ্ণাঙ্গ যারা। 'কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ক্যান্টন চলিয়া গেল।' শব্দকত, ১৯৫৮।

কালোজাম [কালো+স জঘু] বি কালো রঙের জাম। 'সীরব উপেক্ষার পরিবর্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কালোধলো [কালো+স ধবল] বিণ কালো অথবা ধবল। 'হা ছিল কালোধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কালোধুনো [কালো+স ধুনক] বি পাখুরে কয়লা থেকে উৎপন্ন অত্যন্ত ঘনকালো পদার্থবিশেষ; পিচ। ওর্গ, ১৭৮৫।

কালোশানী [কালো+স প্রবল+] বিণ দেখতে কালোমতো। 'ওটা কালোপানি কি রে?' শরৎ, ১৯১৭।

কালোপেঁচা [কালো+স পেঁচক] বি খুসর মাথাবিশিষ্ট কটা রঙের প্যাঁচাবিশেষ। ওর্গ, ১৭৮৫।

কালোবর্ণ [কালো+স বর্ণ] বি কালো রং। 'কালোবর্ণের পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে মাছ ধরছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কালো-বাউশী [কালো+স বাউস] বি কালবাউশ মাছ। 'কালো-বাউশী যেমনে কলমী বনে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কালোবাজার [কালো+ফা বাজার] বি অবৈধভাবে কেনাবেচা হয় এমন বাজার। 'নীচতা, এমন কী কালোবাজার, সবই রয়েছে।' ধূর্জতি, ১৯৩১।

কালোবাজারি, কালোবাজারী [কালো+ফা বাজার+] বিণ অবৈধ মালামালের ব্যবসা করে এমন। 'কালোবাজারি, দুর্নীতিপরায়ণ একটা শ্রেণী।' আজাদ, ১৯৪৬; 'তিনি কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে কোলাহলো।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

কালোবাস বি এক জাতের বানর। 'ও কালোবাস জাতীয় মাদী বানর।' বিতুতি, ১৯৩৭।

কালো ব্যাজ [কালো+ই ব্যাজ] বি শোক প্রকাশের প্রতীকী চিহ্ন। 'কালো ব্যাজ ধারণ করে নম্মপদে মিছিল নিয়ে ...।' বেগম, ১৯৭০।

কালোমেঘ [কালো+স মেঘ] ১ বি কালো রঙের মেঘ। 'বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশে কালোমেঘে পিছে।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি কালোছায়া। 'তার জীবনে নেমে আসে দুর্দশার কালোমেঘ।' বেগম, ১৯৭০।

কালোসাপ [কালো+স সাপ] বি কেউটে সাপ। 'তোমায় যারা দুষ্টতায় কালোসাপ।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কালোভর্ণ দ্র কাল^২

কালোবাজারী [কালো+ফা বাজার+] বি অবৈধ উপায়ে ক্রয়বিক্রয়কারী। 'কালোবাজারী ও চোরচালানী সমাজে সদর্পে বিচরণ করিতেছে।' আজাদ, ১৯৬৬।

কালোয়াতি, কালোয়াতি [স কলাবৎ] বিণ উচ্চাঙ্গ সংগীতে পারদর্শী। 'ক্রিহারা কি প্রকার কালোয়াতি হইয়াছেন তাহা আপন বন্ধানুসারে বলি।' ভবানী, ১৮২৩।

কালোয়াতি, কালোয়াতি [স কলাবৎ] ১ বিণ উচ্চাঙ্গ (সংগীতের ক্ষেত্রে)। 'মঞ্জিত কালোয়াতি সংগীত খই পাইল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'গুডায় রেখে কালোয়াতি গান শিখতেন।' অবন, ১৯৪১। ২ বিণ উচ্চকন্ঠ। 'দুপুর-রাত্রি পর্বজ কালোয়াতি তর্ক হতে পারবে।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি উচ্চাঙ্গ সংগীতে নৈপুণ্য। 'দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

কালোয়াতি সংগীত [স কলাবৎ-সংগীত] বি উচ্চাঙ্গ সংগীত। 'মঞ্জিত কালোয়াতি সংগীত খই পাইল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কালোনিজেশন [হি কলোনাইজেশন] বি উপনিবেশিকতা। 'কালোনিজেশ্যন অর্থাৎ এদেশে যোরেগীর্ষ লোকের চাস বাসে এতদেশীয় লোকের যে অসম্মতি।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

কালোপযোগী দ্র কাল^২

কাল্পনিক [স] ১ বিণ ভাবিযাৎ। 'দন্য দন্য ধার্মিক ... কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ ধরে নেওয়া হয়েছে এমন। 'পৃথিবীর মধ্য ভেদ করিয়া যে কাল্পনিক রেখা উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৩ বিণ অস্বীক। 'অনেক ব্যক্তি প্রতিমার আরাধনাদি কাল্পনিক ধর্ম বিসর্জন পূর্বক ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৪ বিণ প্রবাদ নৈই এমন। 'কাল্পনিক ... অভিজ্ঞায় সকল বিশেষ রূপে খণ্ডন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৫ বিণ মিথ্যা। 'কন্নার বিবাহ যথার্থ বটে, কাল্পনিক নয়।' উমেশ, ১৮৫৭। ৬ বি

কল্পনা। 'প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি/আহারে অত্যাধ পান
যত মিশানরি।' ওগু, ১৮৫৮।

কাল্পনিকতা [স] বি কল্পনা প্রবণতা। 'মিথ্যা কাল্পনিকতাকে আমি
ভারী ঘৃণা করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাল্যাকড়া [স কাল+স কলার] বি ফুল গাছবিশেষ। 'স্যামলতা
ঘটুফুল কাল্যাকড়া তোলে মৌল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাল্যা নোয়া [স কাল] বি গাছবিশেষ। 'টাঙুর কাটি কালি কাল্যা
নোয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাল্লা [ফা কল্লাহ] বি মাথা। 'দেয়গু ঈসার কল্লা লইয়া বাহির হইতেছে
না।' মনসুর, ১৯৫০।

কাশ' [স] বি শ্রেমাজনিত রোগ। 'কুষ্ঠ কুষ্ঠ অজীর্ণতা রোগ হরে কাশ।'
সুলতান, ১৭০০। ২ বি শ্রেম। 'নিকানী কাশ বাধরে গলে জেনে
তনে কেন তুলি।' সালন, ১৮৯০।

কাশ রোগ [স] বি কাশি। 'ইহার কাশ রোগ।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

কাশরোগী [স] বি কাশির রোগী। 'ঠিক যেন কাশরোগীর হাসি।'
বিভূতি, ১৯৩৮।

কাশ' [স] ১ বি কাশ নামক তৃণ। 'ফটিক গোটাভুক্ত কাশ উৎপাটন
করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি কাশফুল। 'আমরা বেঁধেছি
কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁধেছি শেফালিমালা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কাশপাতা [স কাশপত্র] বি কাশ নামক তৃণের পাতা। 'আরো
বলেছিলাম এই কাশপাতা যদি বা ছিড়িয়া যায়।' জসীম, ১৯৩০।

কাশফুল [স কাশ+স ফুল] বি কাশ নামক তৃণের ফুল। 'এখনো
কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।' রবীন্দ্র,
১৮৮৪।

কাশবন [স] বি কাশফুলের বন। 'কাশবনের উপরে প্রাণ
পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কাশন [স কাশ] বি কাশি দেওয়া। ওগু, ১৭৮৫।

কাশফ [আ কাশফ] বি প্রকাশ। 'সে গল্প তাঁর রহানি তাকত ও কাশফ
নিয়ে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কাশ [স কাশ] ক্রি গলা দিয়ে শ্রেম্মা বের করার শব্দ করা। 'কুটিল গমন
যা কাশে।' বড়ু, ১৪৫০; 'ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক।' রবীন্দ্র,
১৯০০।

কাশি [স কাশ] বি কাশার শব্দ। 'কাশিতে হাঁচিতে ছিটে শত-ছিগা
খড়ী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাশিদ [আ কাসিদ] ১ বি পালতোলা নৌকা। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি
দূত: সংবাদবাহক। ওগু, ১৭৮৫।

কাশিদানি বি ক্রী সংবাদবাহক। ওগু, ১৭৮৫।

কাশিনি [স কাসরী] বি শাকবিশেষ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কাশিমের উল বি ছাগলের লোম থেকে তৈরি পশম। ওগু, ১৭৮৫।

কাশী' [স কাশা] বি কাশফুল। 'মেঘ বহির্থা গেলে ফুটিবেক কাশী।' বড়ু,
১৪৫০।

কাশী' [স] বি হিন্দুতীর্থ হিসেবে বিখ্যাত ভারতের বারানসী শহর ও
তৎসংলগ্ন এলাকা। 'করিব গজব বিভা লইয়া যাব কাশী।' বিজয়,
১৬৫০।

কাশীধাম [স] বি কাশী নামক তীর্থ। 'মক্কা যেয়ে ধাক্কা খেয়ে যেতে
চাও কাশীধামে।' সালন, ১৮৯০।

কাশীপ্রাণ্ডি [স] বি মৃত্যু। 'মার কাশীপ্রাণ্ডি হইয়াছে।' বঙ্কিম,
১৮৭৮।

কাশীবাসী [স] বিণ বারানসীতে বসবাসকারী। 'তুমি অদ্য কাশীবাসী
সম্প্রতি লয়েছ আসি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কাশীদাসি [স কাশীদাস] বিণ কবি কাশীরাম দাস রচিত। 'কাশীদাসি
মহাভারত।' দর্পণ, ১৮৩১।

কাশেদ [আ কাসিদ] বি দূত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কাশীর [স] ১ বিণ কাশীরে জন্মে এমন। 'কাশীর-ফুলে বাধি কবরী।'
সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি ছাগলের লোম থেকে তৈরি পশম। 'বৈরাগ্য
সূজনে বাঙালি আমরা ঢের পাকা - বিলিতি দেশীতে, বদরে
কাশীরে।' অবন, ১৯২৫।

কাশীরি, কাশীরী [স কাশীর] ১ বি কাশীরের অধিবাসী। 'কাশীরী
দাক্ষিণী সিদ্ধী কামরূপী আর বন্দেশী।' অলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ
কাশীরে তৈরি। 'কাশীরি ছাগ যাহার পশম হইতে কাশীরি শাল
প্রস্তুত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কাশীরামিণ্ডি [স] বি কাশীরের রাজা। 'রাজতরঙ্গিণী অনুসারে
কাশীরামিণ্ডি মিহিরকুলের গাছার ব্রাহ্মণদিককে অগ্রহার দিবার
উদ্দেশ্যে আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কাশীরীয় [স] বি কাশীরের অধিবাসী। '৫০ লক্ষাধিক কাশীরীয়
আফগানিস্তানের অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত ...।' আজাদ,
১৯৩৮।

কাশ্যপ [স] বি হিন্দু গোত্রবিশেষ। 'আমাদের কাশ্যপ গোত্রে জন্ম।'
রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাশ্য [স] বিণ গৈরিক; কষায় দিয়ে রঞ্জিত। 'কাশ্য কৌপিন হাড়ি দিয়া
পত্রবাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কাঠ [স কাঠ] বি কাঠ। 'সর্বসিঙ্গে জাহ আজ কাঠ আনিবারে।' মালধর,
১৫০০।

কাঠমস [স] বি চক্কবিভাগ। 'কাঠমস-এ শ'চারেক টাকার মাইনের চাকরি
করেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

কাঠর অয়েল [স] বি গ্রীষ্মমণ্ডল পাওয়া যায় এমন কাঠের বীজ থেকে
তৈরি ঈষৎ হলুদ রঙের তরলবিশেষ, যা নিরৈচক হিসেবে ব্যবহৃত
হয়। 'রোগীরা আর কাঠর অয়েল পায় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কাঠ [স] ১ বি কাঠ। 'চক্কা কাঠের সম করিয়া সাধন।' চট্টী, ১৫৫০। ২
বিণ নীরস। 'উঠেছে তোদের হাসির হান কাঠ সুরে ডাক ছেড়ে।'
সুকুমার, ১৯২০।

কাঠখও [স কাঠখণ্ড] বি কাঠের ডাল। 'তাহার কাঠখও সকল
কালক্রমে পত্রবিত ও শাখাবিশিষ্ট হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

কাঠজ্ঞান [স] বি হালকা জ্ঞান। '৪/৫ টি ভাষায় কাঠজ্ঞান অপেক্ষা
কোন এক ভাষায় ব্যুৎপন্ন।' এসলায়, ১৯১৯।

কাঠদণ্ড [স] বি আড়াআড়ি টানানো কাঠের লাঠি; আলনা। 'একটা
কাঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্ডা দুলিতেছিল।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কাঠনারী [স] বি কাঠের নারীমূর্তি। 'কাঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে
বিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঠনির্মিত, কাঠ-নির্মিত [স] বিণ কাঠ দিয়ে তৈরি। 'বহুকাল
পর্যন্ত কাঠ-নির্মিত মুদ্রা-যন্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।' অক্ষয়,
১৮৫৪।

কাঠনীড় [স] বি কাঠের ঘর। 'বারান্দার কোণে আমি যে একটি অগ্নিদেবীতে কাঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কাঠপট্ট [স] বি কাঠের তক্তা। 'তাহারা এক কাঠপট্টে একেবারে পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠ খুঁদিয়া এহু মুদ্রিত করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কাঠপায়া [স] বি কাঠের তৈরি পায়া। 'তাহারা কয়েটি বা কাঠপায়ে রাখিয়া সজে লইয়া যায়।' অক্ষয়, ১।

কাঠপাদুকা [স] বি খড়ম। 'আপনি ... পাদুকা গ্রহণ করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া গমন করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কাঠপাষণ [স] বি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'বিদীর্ণ না হয় কাঠপাষণের মন।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে কাঠ পাষণ প্রবে যাহার প্রবশে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঠপুতুল [স] বি কাঠের পুতুল। 'হেথা কেন দাঁড়ারেছ, কবি, যেন কাঠপুতুলহবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কাঠপুতলি [স] বি কাঠের পুতুল। 'আমার শরীর কাঠপুতলি সমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঠশ্রমুত্তার [স] বি কৃত্রিম প্রসুন্নতা। 'রমেশের কাঠশ্রমুত্তার ছদ্মগীতি মুহূর্তের মধ্যে কালিমায ব্যাণ্ড হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কাঠফলক [স] বি কাঠের পাত। 'তাহা কাঠফলকে খুঁদিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কাঠবিড়াল [স] বি কাঠবিড়ালি। 'কাঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কাঠভার [স] বি কাঠের বোঝা। 'মস্তকোপরি কাঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কাঠমঞ্চ [স] বি কাঠের তাক। 'ঘরের কাঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুথিগুলি পাড়িয়া সমুখে তুপাকার করিয়া রাখিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কাঠময় [স] ১ বিণ কাঠের তৈরি। 'জ্ঞানলা দরজা বন্ধ করে বোটের এই ক্ষুদ্র কাঠময় গহবরের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ কাঠের মতো। 'খুব মোটা কাঠময় লতা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

কাঠমট্রিকা [স] বি ফুলবিশেষ। 'সর্বদ্রৈ যুধি, জাতি ... কাঠমট্রিকা, নাপদবংশের, গন্ধরাজ, বকুলাদি পরিশোধিত।' হরমসাদ, ১৮৮১।

কাঠযন্ত্র [স] বি কাঠের তৈরি যন্ত্র। 'যেহে নাচাও তেহে নাচি যেন কাঠযন্ত্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাঠ-রসিক [স] বি রসকবছরী ব্যক্তি। 'কাঠ-রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগোলের তাগ পরীক্ষা করা।' মুজতবা, ১৯৪৯।

কাঠরসিকতা [স] বি কৃত্রিম রসিকতা। 'তকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামঞ্চরা করা কাঠরসিকতা।' মুজতবা, ১৯৪৯।

কাঠলেট্রাইটিক দৃঢ় [স] বিণ কাঠ-লেটা-ইটের মতো অনমনীয়। 'কল্প কাঠলেট্রাইটিক দৃঢ় ঘনপীনদ্ধ কায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

কাঠহাসি [স] বি কৃত্রিম হাসি। 'চাঁটুজ্যে সাহেব ... কাঠহাসি হেসে ক্রীকে বললেন।' প্রমথ, ১৯১৯।

কাঠাদি [স] বি কাঠ এবং ভালপালা। 'পর্যন্তীয় লোকেরা যখন কাঠাদি আহরণের কার্য বনে যায়।' দর্শন, ১৮২০।

কাঠাধার [স কাঠ-আধার] বি কাঠের তৈরি বাস্র; কফিন। 'একটি অস্ত্রোপক্ৰিয়্যার মিছিল অকস্মাৎ একটি অমসৃণ কাঠাধারে চারিজন

বাহকের সঙ্কে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

কাঠাসন [স কাঠ-আসনা] বি কাঠের তৈরি আসন। 'সেবর্ধি, ১৮৩৯; 'ইত্যাকার দৃষ্টিক্রিয়্য তীব্র তাম্রকূটবাসিত পরের কক্ষলের উপর কাঠাসনে রাধি যাপন করলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কাঠি [স কাঠ] বি কাঠ। 'বেসারি পিঠালি ঘন কাঠি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাঠীবল [স কাঠ>] বি ফলবিশেষ। 'কাঠীবল পানিফল অন্য আর কত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কাস [স কাশ] বি কাশি। 'তকাইয়া বচ হয়ে কাস নাশ করে।' গুণ, ১৮৫৮।

কাস-দোষ [স কাশদোষ] বি কাশরোগ; কাশি। 'বায়ু কফ কাস-দোষ নাশে এর তেলে।' গুণ, ১৮৫৮।

কাসনি [স এক প্রকার রঙের নাম] 'গোলে আনার কাসনি ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কাসমদি [স কাসমদি] বি সরষে বাটা দিয়ে তৈরি ঝাঁঝালা তরলবিশেষ। 'কাসদি আদিআচার অনেক প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কাসদিয়া [স কাসমদি] বি ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'চাকদিয়া কাসদিয়া নিসঙ্খ্যা ভেলা ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাসপিয়ান হ্রদ [স কাসপিয়ান+স হ্রদ] বি এশিয়া ও ইউরোপের সীমান্তবর্তী পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম হ্রদ। 'তাহা সিঙ্গিনদীর পশ্চিমদিকে দিয়া কাসপিয়ান হ্রদ সমীপে উপস্থিত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কাসিয়াত [আ] বি অনুশীলন। 'কামনা করি তাহাদের কামিয়াবী এবং কাসরাত'। মাহেনও, ১৯৪৯।

কাসা [স কাংস্যা] বি পেয়ালা। 'একদমে পিয়া সেই জ্বহরের কাসা।' গরীব, ১৭৬৫।

কাসি [স কাশা] বি কাশি; মুসফুস ও হাসনালির এক প্রকার রোগ। 'তিনি রামসদয়ের ভ্রূরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কাসির অসুখ বি যক্ষ্মা। 'তাহার কাসির অসুখের কথাগুলো বলিল।' তার, ১৯৪২।

কাসিদা [আ কাসিদ] ১ বি বার্তা। 'যে বালুতে কান পেতে আমি শুনি কাসিদা নতুন।' ফরক্খ, ১৯৪৬। ২ বি একধরনের উর্দু কবিতা। 'কুবাইয়াত, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্সিয়া'। মাহেনও, ১৯৪৯। ৩ বি একপ্রকার রসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুম্বীস, ছুরিয়া'। মাহেনও, ১৯৪৯।

কাসিমল [স কাসমদি] বি কাসকাসদার গাছ। 'মহল কাসিমল সরল ডালা ডিগোলা'। বড়ু, ১৪৫০।

কাসী [স কাংস্যা] ১ বি কাসার তৈরি তালঘরবিশেষ। 'চাক ঢোল দরি কাসী মুদ্র দোহাড়ি বাঁশী।' সুলতান, ১৬৫০। ২ বি কাসার তৈরি ছোটো থালাবিশেষ। 'কাসী - চিটিপড়ে, ১৮৪০।

কাসীমলা বি ভেষজ উদ্ভিদবিশেষ। 'চাকদিয়া কাসদিয়া নিসঙ্খ্যা ভেলা গোরেকচাঙলি কাটে কাসীমলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাসু [স কস্য] সর্ব কাস। 'সদগুরু বোঁহে বুঝিরে কাসু কদিনি।' চর্যা ২৩, ১২০০।

কাসুয়া [স কাস>] বিণ কাশে এমন। 'বিঙ্গা, ১৮৯১।

কাসুদি [স কাসমদি] বি সরষে বাটা দিয়ে তৈরি ঝাঁঝালা তরলবিশেষ। 'আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাসুদি, কখন ভাল হবে না।'।

দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কাসেদ [আ কাসিদা] বি রাজপুত্র বাহক। 'আবদুল জ্বকারের নিকট কাসেদ প্রেরণ করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কাকানি বি পাশ্বেদের নাম। 'রত্নসেন গড় হৈল কাকানি সোনার।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কাস্টডি [হি] বি উদ্ভাবধান। 'কোনো ব্যাক্তের সেফ কাস্টডিতে রাখা যেত?' শিবরাম, ১৯৭০।

কাস্টম-হাউস [হি] বি শুদ্ধ আদায়ের ঘর। 'অনেক হাসাম করে নিশ্চিত কাস্টম-হাউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কাস্টমার, কাস্টোমার [হি] বি খন্দের; ক্রেতা। 'কাস্টমারদের দরকার মতো সাহচর্য দেয়।' শিবরাম, ১৯৭০; 'আজকাল তো বেশ কাস্টোমার আসে।' সুনীল, ১৯৭০।

কাস্টিং [হি] ক্রি অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত শিল্পী। 'কী ভয় করছে রে শালা, ব্যক্তি সব কাস্টিং কোথায়?' শক্তি, ১৯৭০।

কাক্তিআ ক্র কাক্তিয়া

কাক্তিয়া, কাক্তিআ [ফা কাক্ত] বি কাক্তে; শস্যাদি কাটার অস্ত্রবিশেষ। 'এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাক্তিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্যের যন্ত্র সকল নির্মিত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। 'কাক্তিআ।' বিদ্যা, ১৮৯১;

কাক্তে [ফা কাক্ত] বি ধান কাটার হাতিয়ারবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫; 'কাক্তে বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চায়ার প্রবেশ।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কাক্তেচোরা [ফা কাক্ত+চোরা] বি একপ্রকার পাখি। 'তাদের ডালে অসংখ্য শামখোল আর কাক্তেচোরা পাখি।' হাসান, ১৯৬০।

কাক্পিয়ান [হি] বি ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রস্তুত সাগরের মতো বড়ো হ্রদবিশেষ। 'কৃষ্ণসাগর এবং কাক্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী।' অক্ষর, ১৮৪১।

কাস্যা [স কাশ] বি কাশ নামক তৃণ। 'পগার খন্দক খানা উলু কাস্যা নল বেনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাহ [স কৃষ] বি কৃষক। 'আপনা হইতে কাহ ভিনু না ভাবিহ।' মাল্যধর, ১৫০০।

কাহন [স কার্যাপণ] বি ঘোলা পণ বা ১২৮০টি। 'পশের নিয়ম কৈল যাদশ কাহন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কাহরি [স কস্য] সর্ব কার। 'অইসসি জাসি ডোষী কাহরি নাবে।' চর্যা ১০, ১২০০।

কাহা ক্রি বলা। 'বাকপথাভীত কাহিব কীস।' চর্যা ৪০, ১২০০।

কাহা সর্ব কাক। 'কাহাক সর্ব কাকে। 'কাহাক দেবাহ তেজেক এত বীরপণে।' বড়ু, ১৪৫০। 'কাহাকে সর্ব কায়। 'কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাশিখী।' বড়ু, ১৪৫০। 'কাহাকেহো সর্ব কাকেও। 'কাহাকেহো না কৈল সহ্যেতী।' বড়ু, ১৪৫০। 'কাহাক্রি সর্ব কাকে। 'যা দেখিঅঁ কাহাক্রি করশি যতন।' বড়ু, ১৪৫০। 'কাহাত সর্ব কাকে। 'পশু পক্ষী নাহি বার্তা কাহাত কহিমু।' আলোড়ল, ১৬৮০। 'কাহার সর্ব কার। 'এত আপমান সহ্যে কাহার পরাশে।' বড়ু, ১৪৫০। 'কাহাক সর্ব কারও। 'চৌকিরসিগে কাহাক মনোযোগ, রহিল না।' রামরাম, ১৮০১। 'কাহাকে সর্ব কাউকে। 'প্রোমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'কাহারো সর্ব কারও। 'কাহারো পাস নাহি জাও।' বড়ু, ১৪৫০।

কাহার [স কাহারক] বি পালকিবাহক। 'আসিতে জাইতে কাহার ভাড়া চারি তঙ্কা।' ওর্গা, ১৭৭৯; 'এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার ...।' অবন, ১৮৯৬।

কাহারনি [স কাহারক] বি পালকিবাহকের স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাহারবা [স কাহারক] ১ বি (সরীত) চার মাত্রার পর্ববিশিষ্ট আট মাত্রার তালবিশেষ। 'বাঞ্চে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ তার্কিক। 'সোমিও তেমনই আফলাতুন কাহারবা মেয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

কাহাল [স কলাহক] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হরিধ্বনি কোলাহল মঙ্গল কাহাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কাহালি [স কলাহক] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অর্চনা করে ও কাহালি বাজায়।' দর্পণ, ১৮২৫।

কাহি [স কস্য] ৪ বি ক্রিণ কোথায়। 'জন্মপুণা হি অধ্যা তাসু পরেলা কাহি।' চর্যা ৪৩, ১২০০। ২ সর্ব কাকে। 'তুঅ ডেরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুই পুন কাহি ডরানি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ৩ কাহি

কাহিবী [স কখনিকা, হি কহানী] বি বৃত্তান্ত। 'রাধিকারে পুঁছিঅঁ কাহিবী।' বড়ু, ১৪৫০।

কাহিনি, কাহিনী [স কখনিকা, হি কহানী] ১ বি বৃত্তান্ত। 'সরুপে কাহিনী বড়ায়ি কহ মোর পানে।' বড়ু, ১৪৫০; 'নন্দ ঘোষ জসোদার কী কব কাহিনি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ঘটনাবলি। 'কুতূহলে পুঁছিলেক তুইক কাহিনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি গল্প। 'কানের কাছে কাহিনী শুনায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'তারি বাল্যের মিত্ততার কাহিনি হয়তো শুধু কাহিনিমায়।' মহাশেখ, ১৯৫৬। ৪ বি রূপকথা। 'কাহিনীর দেশোতে ঘর তার সেই রাজপুরে।' নজরুল, ১৯২৬।

কাহিনীকার [স কখনিকা-কার] বি কথক। 'বান্ধব পদক্ষেপ যেন কাহিনীকার ও শ্রোতার সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছে।' শওকত, ১৯৮৮।

কাহিনীবহুল [স কখনিকা-বহুল] বিণ নানাবিধ কাহিনিপূর্ণ। 'দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কাহিনীমুখর [স কখনিকা-মুখর] বিণ নানাবিধ ঘটনাপূর্ণ। 'ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হতে লাগলো তার বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীমুখর অতীত।' বিমল, ১৯৫৩।

কাহিনীরস [স কখনিকা-রস] বি রোমাঞ্চ। 'রোমাঞ্চিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কাহিনী-সুরা [স কখনিকা-সুরা] বি কথক। 'কাহিনীরূপ সুরা। 'ফেনারিত কাহিনী-সুরা কি পান করবি না?' সত্যজ, ১৯৪১।

কাহিল, কাহীল [আ কহিল] বিণ কাতর; দুর্বল। 'বোগল, ১৭৭০; 'কাহিল।' ওর্গা, ১৭৮২; 'কেবল বড় ভট্টাচার্য্য কাহিল।' কেরি, ১৮০২।

কাহিলি, কাহিলী [আ কহিল] ১ বি কাতরতা। ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বি দুর্বলতা। 'ভাহার কাহিলী অনেক দিন অবধি আছে।' কেরি, ১৮০২। ৩ বিণ নিস্তেজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কাহে ১ সর্ব কাকে। 'কাহে রে কিমভি মই দিবি পিরিচ্ছা।' চর্যা ২৯, ১২০০। ২ সর্ব কারও। 'সভাএ আছএ নহে কাহে অগোচর।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ ক্রিণ কোথায়। 'কহে সব ভেল আন। কাহে না মিলিল কান।' দ্বিচী, ১৫৫০। ৪ ক্রিণ কেন। 'বঞ্চল এ অভাগীয়ে কাহে।' মুরারি, ১৫৭০। 'কাহ সর্ব কাউকে। 'দরসি হুশ

জন্ম হেরহ কাহ্ন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কাহ্ন** সর্ব কারও। 'কাহ্নক
বীপদ কাহ্নক সম্পদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **কাহ্নেরি** সর্ব কার।
'অপণে নাহি মো কাহ্নেরি সন্তা।' *চর্য্য* ৩৭, ১২০০। **কাহ্নের** সর্ব
কাহ্নে। 'কাহ্নেরি খিণি মেলি অচ্ছহ কীস।' *চর্য্য* ৬২, ১২০০। **কাহ্নো**
সর্ব কাহ্নেও। 'ইষ্ট মিত্র কাহ্নো নাহি তিরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহ্ন [স কৃষ্ণ] বি কৃষ্ণ। 'বসুল চলিলা তবৈ কারু করি কোলে।' *বড়ু*,
১৪৫০।

কাহ্নাআ [স কৃষ্ণ] বি কানাই; কৃষ্ণ। 'নরেবড় কাহ্নাআ পাঠাইআ দিল
মোরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কাহ্নাই, **কাহ্নাঈ** [স কৃষ্ণ] বি কানাই; কৃষ্ণ। 'ধূত কাহ্নাই না বুঝে
সে মতিমোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'জরম লঙিল কাহ্নাঈ।' *বড়ু*,
১৪৫০।

কাহ্নিলা [স কৃষ্ণ] বি কৃষ্ণ, আদরার্থে 'ইলা' প্রত্যয়। 'সহজ নিদালু
কাহ্নিলা লাসা।' *চর্য্য* ৩৬, ১২০০।

কাহ্নো সর্ব কারও। 'কাহ্নো খির নহে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কি [স কিম্ব] ১ সর্ব কী। 'কি মো দূত্যা বলদে'। *চর্য্য* ৩৯, ১২০০। ২
অব্য প্রশ্নবাচক। 'দুহিল দুধু কি বেটে আমাঅ।' *চর্য্য* ৩৩, ১২০০।

কি আসে যায় কি কতোটুকু পরিবর্তন বা তারতম্য হয়; কতটুকু
পার্থক্য হয়। 'তাহাতে কি আসে যায়।' *শরৎ*, ১৯১৭।

কি কি বিধ কোন কোন। 'এই সম্প্রদায়েরা কিং কার্য্য করিলেন।' *দর্পণ*,
১৮১৮।

কি ষষ্ঠী বিভক্তি। 'কবতই নাহি জানি সুরতকি বাত।' *বিদ্যাপতি*,
১৪৬০।

কিঅ [স কৃত] বিণ কৃত। 'তিশরণ পাষী কিঅ অঠকুমারী।' *চর্য্য* ১৬,
১২০০।

কিআ [স কেতবী] বি কেয়া ফুল। 'আঙলা কুড়তি কিআ গুলু বাকস
জয়া।' *মুহুদ*, ১৬০০।

কিআ [স কৃত] বি কিয়া; কর্মফল; যোগ্য শাস্তি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিউ [বি] লাইন। 'টিকিট কেনবার জন্যে ক্রী-পুরুষ 'কিউ' (queue)
করে দাঁড়িয়েছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কিউবিক [বি] বিণ দ্বিকোণাকার। 'কালো মেঘের কিউবিক স্থাপত্য এ-
আকাশ।' *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

কিউরিও [বি] অস্বাভাবিক বিরল বস্তু। 'আবদনের শিকারের কিউরিও।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

কিউরেটর [বি] বি ভ্রমাবশায়ক। 'পূর্বকার প্রবিনসল কমিটির পরিবর্তে ৭
জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

কিএ অব্য কি। 'কিএ মানুষ পসু পাণিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিওর [বি] বি নিরাময়। 'ফাস্টই হচ্ছে বেস্ট কিওর।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

কিং কং - কি কখনো। 'রাজসাপ দেখি জ্ঞো চমকিই যারে কিং কং বোড়ো
বাই।' *চর্য্য* ৪১, ১২০০।

কিংকর [স] বি ভূতা। 'সে অধম কড় নহে অবৈত-কিংকর।' *বৃন্দা*,
১৫৮০। **কিংকর**

কিংকরী [স] বি ক্রী পরিচারিকা। 'রাজার কিংকরী শুধু।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯০।

কিংকর্তব্য [স] বি কী করা দরকার তা। 'তিনি, কিংকর্তব্য নিরূপণে

নিবিরচিত হইয়া, উপবিষ্ট আছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

কিংকর্তব্যবিমুঢ়, **কিংকর্তব্যবিমুঢ়** [স] বিণ হতবুদ্ধি; কর্তব্য স্থির
করা যায় না এমন। 'ইহার দর্শনমাত্র ভয়ে আতুল ও কিংকর্তব্যবিমুঢ়
হইয়া পড়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া, তিনি কতিপয়
দিবস অতিবাহিত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিংকর্তব্যবিমুঢ়তা [স] বি হতবুদ্ধিতা। 'কিংকর্তব্যবিমুঢ়তার সনাতনী
পথ ছেড়ে ...।' *বেগম*, ১৯৪৯।

কিংকর্তব্যবিমুঢ়া [স] বিণ ক্রী হতবুদ্ধি। 'পরিভ্রাত, শোকবিহ্বলা,
কিংকর্তব্যবিমুঢ়া, সীতাকে বাণীকীর সাহুনা ও আশ্রয় দেবার কথা
রামায়ণে আছে।' *মুখলেশ*, ১৯৭০।

কিংকিণী [স কিঙ্কিণী] বি ঘুঘুর। 'ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী।' *রবীন্দ্র*,
১৯০০। **ক্র কিঙ্কিণী**

কিংকিণি [স কিঙ্কিণী] বি ঘুঘুর। 'কটির কিংকিণি খসে অঙ্গের বসন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কিংখাপ [স্বা কমখাব] বি জরির নকশা করা রেশমি কাপড়বিশেষ। 'মোট
রূপার ডাগর উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া।' *বর্ত্তিম*, ১৮৮২।

কিংখাব [স্বা কমখাব] বি জরির নকশা করা রেশমি কাপড়বিশেষ।
'কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণছাঁট।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

কিংতু [স কিস্ত] অব্য কিস্ত। *ডানকান*, ১৭৮৪।

কিংখি [স্বা কিং+অপি] বিণ কিংখি। 'অণুদিগ সবরো কিংখি ন চেবই
মুখাসুই ডেলা।' *চর্য্য* ৫০, ১২০০।

কিংবদন্তী [স] বি জনশ্রুতি। 'এরূপ কিংবদন্তী আছে, যেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ
ধনী ... মহাসমারোহে মাৎশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কিংবা [স] অব্য অথবা। 'অস্বাচিত্তবৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইবে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কিংবা বিষম্বর, যবে বিচিত্র কক্ষক ভূষিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কিংস্তক [স] বি কুলবিশেষ; পলাশ। 'অশোক কিংস্তক চূড়া চিতা খন্ডী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিংসুক [স কিংস্তক] বি কিংস্তক; পলাশ। 'কিংসুক সবঙ্গলতা এক সঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কিংমত [স্বা কিং+অ] এডমন, ১৭৯৩।

কিং [বি] লাগি। 'দার চেয়ে শালাটাকে গোটাকতক কিক দিয়ে
একবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও ...।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কিকে *ক্রিণি* কেন; কী জন্য। 'আনেক ভকতি কৈশো পাসরিগৈ কিকে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কিঙ [বি] বি সন্ধ্যা; রাজা। 'আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিঙ।' *গুপ্ত*,
১৫৮৮।

কিঙ্কর [স] বি ভূতা; দাস। 'তনরাজ বান বলে হরির কিঙ্করে।' *মালাধর*,
১৫০০। **ক্র কিঙ্কর**

কিঙ্করী [স] বি দাসী। 'অবনিমঞ্জল জাব তোমার কিঙ্করী হব করিব
পূজার অনুষ্ঠান।' *মুহুদ*, ১৬০০।

কিঙ্কিণি [স কিঙ্কিণী] বি ছোটো ঘণ্টা। 'সকল অলঙ্কৃত কঙ্কণ ঝঙ্কতি
কিঙ্কিণি রনন বোল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

কিঙ্কিণী [স] বি ছোটো ঘণ্টা। 'চঙ্কল নুপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে।' *বড়ু*,
১৪৫০। **ক্র কিঙ্কিণী**

কিঙ্কিন, **কিঙ্কিনী** [স কিঙ্কিণী] বি ঘুঘুর। 'কনককিঙ্কিনী নিগ্লে পাএর

নুপুর। বড়, ১৪৫০; দুই তনু কাঁপই মদনক রচনে। কিছিনী রোল করত পুন সননে। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কিছিনীজাল [স] বি শুদ্ধরসমূহ। ‘কটিতটে বাঘ ছাল তাহাতে কিছিনীজাল।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কিছাণ [ফা কমখাব] বি জরির নকশা করা মূল্যবান কাপড়বিশেষ; কিছাব। ‘সে বহুমূল্য সাতীন, কিছাণ ইত্যাদি রেশমী বস্ত্রে বস্তা বোকাই।’ রোকেয়া, ১৯১৮।

কিছাব [ফা কমখাব] বি জরির নকশা করা মূল্যবান কাপড়বিশেষ; কিছাণ। ‘ফুলকাটা কিছাব।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

কিসরী [ফা] বি সারেসি জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ‘করতে কিসরী লই বাজায় বিয়োগী।’ আলোগল, ১৬৮০।

কিচক [স চীকক] বি বাণবিশেষ। ‘কিচক কলক বনে লুকায় সজারক।’ মুহুন্দ, ১৬০০।

কিচকিচ [ধন্যা] বি পাখির কলরব। ‘পাখী চারিদিকের বনে কিচ-কিচ করিতেছে।’ বিভূতি, ১৯২৯।

কিচকিচি [ধন্যা] বি পাখির কলরব; কোলাহল। ‘বভাবের গীত তুলিয়া সকলেই কিচকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

কিচকিচা [ধন্যা] বিণ কুচকুচে; চিকচিকে। ‘কাল কিচকিচা চাপ-দাড়ি।’ মনসুর, ১৯৫৩।

কিচড় [হি কীচড়] বি কানরযুক্ত কাদা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কিচিকিচি [ধন্যা] ১ বি অর্থহীন কলরব। ‘বভাবের গীত তুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি পাখি, বানর, ইঁদুর ইত্যাদির কলরব। বিদ্যা, ১৮৯১।

কিচিমিচি [ফা কিশমিশ] বি শুকনা আছুর। বিদ্যা, ১৮৯১। **কিচিমিচি**, **কিশমিশ**, **কিসমিস**

কিচিমিচি [ধন্যা] বি চড়ই পাখির ডাক। ‘চড়ই পাখি ... কিচিমিচি শব্দে মহাব্যক্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কিচিমিচি [ধন্যা] ১ বি পাখির কোলাহল ধ্বনি। ‘কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট।’ গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি কোলাহল। ‘জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড়ো কিচিমিচি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি বানরের কলরব। ‘কিচিমিচি পূর্বক মুখবিকার করা ছাড়া আকোশ-প্রকাশের অন্য উপায় নাই।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কিচিমিচিকিচি [ধন্যা] বি পাখির কলরব। ‘কত পাখি ডাকে কত পাখি গায়, কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়।’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

কিচির কিচির [ধন্যা] বি কোলাহল। ‘মুম ভাঙল, বারান্দায় কাচাঝাঙের কিচির কিচির শুনে।’ মুক্ততবা, ১৯৫৮।

কিচিরমিচির [ধন্যা] ১ বি শিশুদের কোলাহল। ‘পাঠশালায় কিচির মিচির রহিত হইবেক।’ চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ২ বি ছোটো প্রাণীর কলরব। ‘কিচিরমিচির কিচির-কিচি ইঁদুর বাজায় মন্দিরা।’ নজরুল, ১৯৩১। ৩ বি পাখির ডাক। ‘নদীর পাড়ে কিচিরমিচির লাগালো গাভ্রালিখ য়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কিছু [স কিঞ্চিৎ] সর্ব কোনো কিছু। ‘বড়দিদি! বলি এমন কিছু নয়, তোর কথাই বলি।’ রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কিচেন [হি] বি রান্নাঘর। ‘ঐ কিচেন ক্যানটিন ও লঙ্গরখানার ...।’ মনসুর, ১৯৪৩।

কিচেন-আরবী [হি কিচেন+আ আরবী] বি এক ধরনের যৌথিক ও

অশুদ্ধ আরবি ভাষা। ‘গ্রীক ছাড়া জানেন অতি অল্প কিচেন-আরবী।’ মুক্ততবা ১৯৫২।

কিচেনগার্ডেন [হি] বি বাড়ি-সংলগ্ন সবজি বাগান। ‘কিচেনগার্ডেন করো।’ শক্তি, ১৯৬৬।

কিছু [স কিঞ্চিৎ] ক্রিবিণ মোটেই। ‘জগোড়ো নির্বোধ কাঁচামাচু ভাব কিছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসন্ত্রম ব্যবহার।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কিছ [স কিঞ্চিৎ] বিণ কিছু; কোনো। ‘আন্ধার থানত তোর নাহি কিছ ডর।’ বড়, ১৪৫০।

কিছমিছ [ফা কিশমিশ] বি শুকনা আছুর। গুপ্ত, ১৭৮২।

কিছিম [আ কিসম] বি ধরন। ‘বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ।’ গুয়ালী, ১৯৪৮।

কিছু [স কিঞ্চিৎ] ১ ক্রিবিণ মোটেই; একটুও। ‘কাঁচ ফল ভাঁগিলে কিছু রস না পাই।’ বড়, ১৪৫০। ২ বিণ কয়েকটা। ‘আন্ধার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।’ বড়, ১৪৫০। ৩ সর্ব কোনো কিছু। ‘তোর কংসে মোর কিছু করিতে না পারে।’ বড়, ১৪৫০। ৪ বি কোনো বস্তু। ‘তার আপে কিছু বায় মনে এই আস।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বিণ কিঞ্চিৎ; সামান্য। ‘এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে ...।’ অক্ষয়, ১৮৪৮।

কিছুই ১ সর্ব কোনো বিষয়ই। ‘কিছুই না জাগো মোর আভিষয় বাণী।’ বড়, ১৪৫০। ২ কোনো সম্ভলতা। ‘কিছুই তো হল না।/ সেইসব – সেইসব – সেই হাহাকার রব।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কিছু-একটা বিণ কোনো বিষয়ক। ‘আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কিছুকাল [কিছু+স কাল] ১ ক্রিবিণ অল্প দিন। ‘এক্ষণে জাইতে পারিলাম না কিছুকাল ধৌনে জাইয়া ...।’ গুপ্ত, ১৭৮২। **মিলার**, ১৯৭৭। ২ ক্রিবিণ কয়েকদিন। ‘কিছু কাল ঝোড়ে ঝোড়ে বাস করে।’ মদনমোহন, ১৮৪৯।

কিছু কিছু ১ বিণ কোনো কোনো। ‘কিছু কিছু উতপতি অন্ধুর ডেল। চরণ চপল গতি লোচন লেল।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ অল্পসল্প। ‘বালকরা গ্রন্থবিশেষ অধ্যয়নকালে কিছু কিছু হিতোপদেশ শ্রাণ্ড ইহিয়া থাকে।’ অক্ষয়, ১৮৮৮। ৩ ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। ‘তরঙ্গের উৎসেধ কিছু কিছু বাড়িতে লাগিল।’ কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ৪ বিণ আংশিক। ‘ভবিতেছি, বুঝা যায় যেন কিছু কিছু মর্ম তার – বোবার ইঙ্গিত ভাষা-বনে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কিছুকিঞ্চিৎ [কিছু+স কিঞ্চিৎ] ক্রিবিণ সামান্য। ‘তারও কিছুকিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে।’ প্রমথ, ১৯২৭।

কিছুকণ [কিছু+স কণ] বি অল্পসময়; স্বল্পকাল। ‘নীরদ অবাক রহি কিছুকণ পরে বালিকারে সোধিয়া কহে ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

কিছুখন [কিছু+স ক্ষণ] ক্রিবিণ কিছু সময়। ‘আরও কিছুখন না হয় রহিয়ে পাশে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কিছুটা ক্রিবিণ খানিকটা। ‘আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বিচিয়ে উঠল।’ নজরুল, ১৯৩০।

কিছুতেই ক্রিবিণ কোনোক্রমে। ‘এতাদৃশ কামাঙ্ক হইলে যে কর্তব্যাকর্তব্য দৃষ্টি কিছুতেই তোমার থাকিল না।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কিছুদিন [কিছু+স দিন] বি কিছু কাল। ‘কিছুদিন পরে গন্ধর্বসেনের দাসীর গর্ভে এক পুত্র হইল।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কিছু না কিছু, কিছু-না-কিছু ১ বিণ অল্পকিছু। ‘তখাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই।’ অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ

ব্রহ্মসংখ্যক। 'কিছু-না-কিছু' লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে।' *হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।*

কিছুমাত্র [কিছু+মাত্র] ১ *ক্রিবিণ* খানিকটা। 'ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* ২ *বিণ* সামান্যতম। 'কোথা গিয়াছে যে ভাষার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।' *দর্পণ, ১৮২৮।*

কিঞ্চিৎ [স] *ক্রিবিণ* সামান্য পরিমাণে। 'কিঞ্চিৎ কহিব নাম তাহান পিরাতে।' *আলাওল, ১৬৮০।*

কিঞ্চিৎকাল [স] *ক্রিবিণ* কিছুদিনের জন্য। 'নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কটপুটে কিঞ্চিৎকাল সলুচিত হইয়া ...।' *মৃচ্ছকটিক, ১৮১৩।*

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ [স] *বিণ* কিছু পরিমাণ। 'শিক্ষাপ্রদায়িনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি গ্রামবাসীদিগকে চান্দাধরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' *অক্ষয়, ১৯৪২।*

কিঞ্চিৎবৃত্তি [স] *বি* সামান্য অর্থসাহায্য। 'তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎবৃত্তি পাঠাইলেন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯১।*

কিঞ্চিদংশ [স] *কিঞ্চিৎ+অংশ* *বি* কিছু অংশ। 'যে টাকা ন্যস্ত আছে প্রতিন্যস্ত তাহার কিঞ্চিদংশ দিয়া ...।' *জ্ঞানবেশণ, ১৮৩৭।*

কিঞ্চিদধিক [স] *কিঞ্চিৎ+অধিক* *বিণ* একটু বেশি। 'দেশাধিপতির কিঞ্চিদধিক ব্যয়ও বটে।' *দর্পণ, ১৮৩৫।*

কিঞ্চিদুস্তর [স] *কিঞ্চিৎ+উত্তর* *বি* সংক্ষিপ্ত জবাব। 'অশ্বাদি তদুত্তরে নিরুত্তরে না হইয়া কিঞ্চিদুস্তর প্রদান করিতেছি।' *দর্পণ, ১৮৩৬।*

কিঞ্চিদ্বন্দ্ব [স] *কিঞ্চিৎ+দ্বন্দ্ব* *বি* সামান্য দ্বন্দ্ব। 'বিষয় কর্ণে ব্রহ্ম হইয়া কিঞ্চিদ্বন্দ্ব সক্ষয় হইলেই ...।' *ভবানী, ১৮২৩।*

কিঞ্চিদ্রাম্য [স] *কিঞ্চিৎ+দ্রাম্য* *বি* কিছু সুনাম। 'কিঞ্চিদ্রাম্য যশঃপ্রাপনাকালকী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীয় ধন অপব্যয় করিয়া ফেলেন।' *দর্পণ, ১৮৩৩।*

কিঞ্চিদ্রান্য [স] *কিঞ্চিৎ+দ্রান্য* *বিণ* সামান্য কম। 'কিঞ্চিদ্রান্য বস্তুর হইল, ইহাদের মুক্তা হইয়াছে মাত্র।' *বাক্য, ১৮৮১।*

কিঞ্চিদ্রাঘ [স] *কিঞ্চিৎ+মাত্র* ১ *বিণ* কিছুমাত্র। 'মনুষ্যের ও পশুর এক রূপ কিঞ্চিদ্রাঘ বিবেচ্য নাই।' *মৃচ্ছকটিক, ১৮১২।* ২ *বিণ* কোনো রকম। 'সেই সকল গ্রামের মধ্যে বিদ্যালিখার কিঞ্চিদ্রাঘ উপায় নাই।' *অক্ষয়, ১৮৪২।* ৩ *ক্রিবিণ* সামান্য পরিমাণে। 'আমার ত কিঞ্চিদ্রাঘও চিত্তবিকার হয় নাই।' *মাইকেল, ১৮৫৫।*

কিঞ্চিৎ, কিঞ্চীত [স] *কিঞ্চিৎ* *ক্রিবিণ* সামান্য পরিমাণও। 'তোকা অবিনোদ নাহিক কিঞ্চিৎ।' *বাহরাম, ১৬৫০।* 'কিঞ্চীত।' *ওঙ্গা, ১৭৮২।*

কিঞ্চক [স] *কিঞ্চল* *বি* পরাণ; পুণ্পরেণু। 'মধ্যে কিঞ্চক জ্যোতি তন্তু হেমমএ।' *মাল্যধর, ১৫০০।*

কিটব্যাপ [স] *কিটব্যাপ* *বি* মোটা কাপড়ের তৈরি এক রকমের খলি। 'পিঠে বোঝাই কিটব্যাপ।' *নরকল, ১৯৩০।*

কিটস্য [স] *কীটস্য* *বিণ* কীট হতেও হীন। 'আমরা কোন কিটস্য ক্ষুদ্র বস্ত্র।' *রামরায়, ১৮০১।*

কিটানো *ক্রি* ভুলনা করা। 'যেমনে বার্তা পাইল ক্রোধ করি কিটাইল।' *বিজয়, ১৬৫০।*

কিডনি [স] *বি* জীবদেহের রক্ত থেকে মূত্রকে আলাদা করে যে প্রত্যঙ্গ; বৃক। 'কিডনিতে হতে পারে - গলগলভাৱে হতে পারে।' *জীবন, ১৯৪৮।*

কিডুমিড় [ধ্বনা] *বি* দাঁত দাঁত ঘষার শব্দ। 'দন্ত কিডুমিড় করিয়া।'

দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কিড়িমিড়ি [ধ্বনা] *বি* দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ। 'ধূয়ো বেক্সছে না বলে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়।' *মুক্তবাহ, ১৯৫২।*

কিশা [স] *ক্রঃ*। *ক্রি* ক্রয় করা। 'তোমাহাে কিণিতে তর্বে পারী।' *বড়ু, ১৪৫০।*

কিশাঙ্ক [স] *বি* কঠোর পরিভ্রমের ফলে হাতের তালুতে শক্ত হয়ে যাওয়া পেশী; কড়া। **কিশাঙ্ক-কঠিন** [স] *বিণ* কড়ার মতো মজবুত। 'পুরুষের দুই বাহু কিশাঙ্ক-কঠিন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩।*

কিশাক্ষিত [স] *বিণ* শক্ত পেশিবহুল। 'কিশাক্ষিত এ কঠিন বাহু - ছিল যা গর্বেয় ধন।' *রবীন্দ্র, ১৮৯২।*

কিশোরগার্টেন [জ] *বি* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ববর্তী বিদ্যালয় যেখানে বোলাজ্জলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কিশোরগার্টেন কন্ঠার আক্ষরিক অর্থ শিশু-উদ্যান, ১৮৩৭ সালে জার্মানিতে এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। 'আমরা মনে করি ... আধুনিক কিশোরগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিস্কার করে গেছেন।' *অনন, ১৯৯১।*

কিশ্বাস্রাবী [স] *বিণ* পাপপঙ্ক। 'কিশ্বাস্রাবী উদ্গারের উচ্ছিন্ন হাওয়ায় নামে সন্ধ্যা ভ্রমালসা।' *বিশ্ব, ১৯৪১।*

কিত [স] *কেন* *অব্য* কেন। 'সান্তি ভাই কিত স ভবিঅই।' *চর্যা ২৬, ১২০০।*

কিতব [স] *কিতব* *বিণ* প্রভারক। 'শত ধৃত কিতব ভজ্ঞ বা তারে কে।' *চর্যা, ১৫৮০।*

কিতাবী [আ] ১ *বি* বস্ত্রখণ্ড। 'কিতা কথুবায় বাক্সা উপরে টানায় চান্দা ...।' *মুহুন্দ, ১৬০০।* ২ *বি* অংশ। 'এখন তনজি ইংরাজীতে/সেই সনাতন বুলির কিতো।' *অন্নদা, ১৯৫২।*

কিতাবী [আ] *ক্রি* বন্ধন করা। *মানোএল, ১৭৪৩।*

কিতাপী [আ] *কিতাবী* *বি* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'সুন্নানি দোহানী স্পানী কিতাপী বিটানি ছনি পাঠান বলিল নানা জাত।' *মুহুন্দ, ১৬০০।*

কিতাব [আ] ১ *বি* বই। 'সেকান্দরনামা বলি সে কিতাবের নাম।' *আলাওল, ১৬৮০।* ২ *বি* খাতা। 'হিসাব কিতাব।' *ওঙ্গা, ১৭৮২।*

কিতাবী, কিতাবী [আ] *কিতাব*। *বিণ* পৃথিগত। *বিদ্যা, ১৮৯১।* 'কিতাবী জ্ঞান হাগিমই তাকে দিয়াছে।' *মনসুর, ১৯৫৫।*

কিতাবৎ, কিতাবত [আ] ১ *বিণ* লেখাপড়া জানা। 'কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লিখে।' *কৃষ্ণরায়, ১৭২০।* ২ *বি* লেখা; চিঠি। 'কিতাবত।' *বিদ্যা, ১৮৯১।*

কিতাবতি [আ] *কিতাবত*। *বি* যে হাতে-কলমে করেনি। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

কিতা [আ] *কিতা* *বি* খণ্ড। 'দুই তিন কিতা জমিন।' *ক্যালগে, ১৭৮৪।*

কিনখাপ [স] *কমখাপ* *বি* সোনার বা রূপার জরি দিয়ে বোনা কাপড়। 'চীনদেশে কিনখাপ, সাটিন, পাজ, কার্পাস বস্ত্র, ...।' *অক্ষয়, ১৮৪১।* 'জানালার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিনখাপ বিহানো।' *রবীন্দ্র, ১৮৪৪।*

কিনা ১ *অব্য* কী যে। 'কি না মোক ভেল এত কালে।' *বড়ু, ১৪৫০।* 'কিনা কার্য এনা আর পাণ্ডিত জীবনে।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* ২ *অব্য* সন্দেহ নির্দেশক পদ। 'উপস্থিত মন্দের দূর করণ অধিক বিরুদ্ধ আনিরেক কিনা।' *তারিনী, ১৮০৩।*

কিনা'র কেনা

কিনা' [ফা কিনারায়] বি প্রান্তদেশ; কোণ। মানোএল, ১৭৪৩।

কিনার [ফা কিনারায়] ১ বি তীর; শেষ প্রান্ত। 'নাহক হলাক হবে না পাবে কিনার' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি সভা। 'গানের লীলার সেই কিনারে কোণ দিতে কি সবাই পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

কিনারা [ফা কিনারায়] ১ বি প্রান্ত। মানোএল, ১৭৪৩; 'কাণ্ডের কিনারায় পলভার নামে এক ছাপা।' কালগে, ১৭৮৫। ২ বি কূল; তীর। ওর্গা, ১৭৮২; 'দিই নি পাড়ি অগাধ জলে/ বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বি সমাধান। 'তবে এ বিষয় অবশ্য কিনারা হইবে।' কেরি, ১৮০২। ৪ বি উপাত্ত। ভবানী, ১৮২৩। ৫ বি সীমা। 'উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৬ ক্রিবিণ প্রাক্কালে। 'শুকতার আঁখি মেলি চায় প্রভাতের কিনারায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৭ বি সন্ধান; যোজ। 'কেন যে তার পাই না যে কিনারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৮ বি দিগন্ত। 'রাতের ষোড়শ থেকে আকাশের কিনারায়।' আহসান, ১৯৪৪।

কিনারা করা ক্রি উপায় বের করা। 'সে আমার চেয়ে ভাবতেও জানে, ডেবে কিনারা করতেও জানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কিনারি [ফা কিনারায়] বি বস্ত্রবিশেষ। 'হীরা পান্না দার গোটা কিনারির তাজ।' ভবানী, ১৮২৫।

কিনি [স ক্রী>] বি ক্রয়; কেনার কাজ। 'দোকান ঘরে বিকি, কিনি, কি অন্য কোনরূপ ব্যবসা ...' মণোরম, ১৮৯০।

কিনিকিনি [ধন্যনা] বি ধাতব বস্তুর টোকা লাগার শব্দ। 'ধরনী শিহরায় পায়ে পায়ে কলসে কলসে কিনিকিনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কিন্ত [স] ১ অবা তব। 'কিন্ত ঘটসম্মুখী বহুত চাইয়ে।' কুম্ভার, ১৫৮০। ২ অবা অথচ। 'কিন্ত কদাচিত তাহারসের কেবল বাক্য মাত্র শুনা যায়।' রামরায়, ১৮০১।

কিন্ত-কিন্ত ভাব [স] বি বিধার ভাব; অমতা অমতা ভাব। 'আমার কিন্ত-কিন্ত ডাবটা যাচ্ছে না।' মুক্ততবা ১৯৬৬।

কিন্তো – কী তোর। 'কিন্তো কমন্তে কিন্তো তন্তে।' চর্চা ৩৪, ১২০০।

কিন্নর [স] বি হিন্দুপুরাণে কথিত স্বর্গীয় গায়ক। 'দেবতা গন্ধর্ব্ব কীবা অপহর কিন্নর।' মালাধর, ১৫০০।

কিন্নরকন্ঠ [স] বি সুকন্ঠ। 'তনেছি কিন্নরকন্ঠ দেবদারু গাছে।' জীবন, ১৯৪২।

কিন্নরী [স] বিণ ক্রী হিন্দুপুরাণে কথিত স্বর্গীয় গায়ক। 'লক্ষ্মী আপনি, অলসী কি কিন্নরী।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কিপটিআ [স কৃপণ>] বিণ কৃপণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কিপটে [স কৃপণ>] বিণ কৃপণ। 'আমরা হব লাটমেজাজী তোমরা হবে কিপটে।' সুকুমার, ১৯২০।

কিপটেমি বি কৃপণতা। 'কই তাদের মধ্যে ত এত কিপটেমি দেখি না।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কিঞ্চকারে [স প্রকার>] ক্রিবিণ কিভাবে। 'দেশীয় ভাষা কিঞ্চকারে বৃথিবনে।' কেরি, ১৮০২।

কিঞ্চাইত, কেঞ্চাইত [আ কিঞ্চায়াত] ১ বি লাভ। 'তাদি জেন আপন কেঞ্চাইতের জন্যে ভারিসুত পড়ানোর মধ্যে আনোনা না করে।' হ্যালহেড, ১৭৭৩; ওর্গা, ১৭৮২। ২ বি সঞ্চয়। 'তাহা বোরডের

হুকুম মতে সরকারের কিঞ্চাইত কারণ বিক্রয় হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭। ৩ বি আয়। 'তাহাতে জুদি কিছু কিঞ্চাইত হয়।' ক্যালগে, ১৭৯৬।

কিঞ্চাত [আ কিঞ্চায়াত] বি অল্প মূল্য। 'পইদাষ খুব কিঞ্চাতের আওতাত বটে।' ক্যালগে, ১৭৯২।

কিবল [স কেবল] ক্রিবিণ কেবল। 'কিবল নুহা দুইবো না আর দিয়া ধরিবো না।' ভবানী, ১৮২৮।

কিবলামুখী [আ কিবলাহ+স মুখী] বিণ কাবাগৃহের দিকে মুখ-করা। 'উটোনের মাথখানে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলো।' কায়সার, ১৯৬২।

কিবা ১ সর্ব কী। 'কথা হেঁটে আইলা তোকে কিবা তোর কাজে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কোন। 'গরু রাখে কিবা বনে নানদের নন্দনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ অবা কী সুন্দর। 'অলকা তিলক কিবা ডালের উপরে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ অবা নাকি। 'পাসও আলাপে কিবা কুঞ্চ পাসরিলে।' মালাধর, ১৫০০। ৫ ক্রিবিণ কেন; কী কারণে। 'কিবা মার ব্রজবাসী কিবা জীয়াও তারে আসি।' কুম্ভার, ১৫৮০। ৬ অবা কী আর। 'না ধরিলে কহন তাহার ফল কিবা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৭ অবা কী (পরিমাণ)। হ্যালহেড, ১৭৭৮। ৮ বিণ কী সুমধুর। 'উট গর্ভভে ধনি তনিয়া কিবল, আহা কি বা মধুর ধনি!!' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

কিমখাব [ফা কমখাব] বি কাজ-করা রেশমি বস্ত্রবিশেষ; কিমখাব। ক্যালগে, ১৭৮৪।

কিমত ক্রিবিণ কেমন করে। 'কূপে অল্প কিমত হইল কহ তনি।' বৃন্দা, ১৮৮০।

কিমতে ক্রিবিণ কিভাবে। 'তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে শতন।' রামরায়, ১৮০১।

কিমথিকমিতি [স] বি চিঠির সমাধিসূচক শব্দ; বেশি আর কী লিখবে। 'মঙ্গলাদি সমাচার লিখিবেন নিবেদন কিমথিকমিতি।' রামরায়, ১৮০২।

কিমনে ক্রিবিণ কেমনে। 'কিমনে জায়িবো ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০।

কিমর্থ [স] ক্রিবিণ কী কারণ; কেন। 'কিমর্থ তুমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া তুমি কর নাই।' রামরায়, ১৮০১।

কিমর্থে [স] ক্রিবিণ কিসের জন্যে। 'কৃতান্তলি জিজ্ঞাসেন কিমর্থে গমন।' মানিকরায়, ১৭৮১।

কিমার্থে [স] ক্রিবিণ কী কারণে। 'আসিবা মায়েই কিমার্থে এমতত আচরণ করিলা।' রামরায়, ১৮০১।

কিমা [ফা কীমাহ] বি কুচি কুচি করে কাটা মাংস। 'আর পাঁচা কিমা করি পায়স বানায়ো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

কিমাকার [স] ১ বিণ কী রূপ; কেমন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট। 'জীবনের ব্যাকরণ জিনে নেবে যেন তারা কিমাকার সমাসকে ছিড়ে।' জীবন, ১৯৩০।

কিমাম বি পানের মশলাবিশেষ। 'ভাবুল বিহার জরদা কিমাম এইসব আমরা ব্যবহার করি।' জীবন, ১৯৩২।

কিমিয়া [আ] বি রসায়ন। 'জন মেক সাহেব প্রতিসত্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় একত উপদেশ দিবেন।' দর্শন, ১৮২২।

কিমিয়াগর [আ কিমিয়া+গা গর] বি রসায়নের কাজ করে যে; কেমিস্ট। ওর্গা, ১৭৮৫।

কিমিয়াকর [আ কিমিয়া+স কর] বি রসায়নবিদ। ওর্গা, ১৭৮৫।

কিমিয়ার কাজ বি রসায়নের কাজ। ওর্গা, ১৭৮৫।

কিমিয়া বিদ্যা [আ কিমিয়া+স বিদ্যা] বি রসায়ন; কেমিস্ট্রি। দর্পণ, ১৮২২; 'জন মেক সাহেব প্রভিন্সগুলো কিমিয়া বিদ্যার বিষয় একত্রে উপদেশ দিবেন।' দর্পণ, ১৮২২।

কিম্পি [স কিম+অপি] ত্রিবিধ কিছুই। 'ভগ্নি মহিরা মই এধ বুড়তে কিম্পি ন দিঠা।' চর্য্য ১৬, ১২০০।

কিমদন্তী [সি] বি জনশ্রুতি; কিংবদন্তি। 'ভাষা অজ্ঞাতপ্রমুখত কিমদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া প্রণলভ্যতাপূর্ব্বক কালক্ষেপণ করেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

কিম্বা [স কিংবা] অবা অথবা। 'আমরা কিম্বা আমাদিগের ওয়ারিষ কেহ।' মেয়র্স, ১৭৫৭; 'তৎপ্রমুখই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রমুখই বা হউক।' দর্পণ, ১৮৩০।

কিম্বত [সি] বিণ অকৃত। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিম্বত ব্যাপার বলিয়া মনে করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কিম্বতকিমাকার [স কিম্বতকিমাকার] বিণ অকৃত আকৃতিবিশিষ্ট। 'ভাহার কপালে আন্তন কেননা আকৃতি কিম্বতকিমাকার।' ভবানী, ১৮২৮।

কিম্বত, কিম্বত [আ কিমত] বি দাম; মূল্য। 'জে কিম্বতে তোমাকে দিব।' ওর্সা, ১৭৭০; 'মোহর কিম্বৎ কার, কার টাকা, কার মূল্য সিকি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কিম্বতি, কিম্বতী [আ কিমত] বিণ মূল্যবান। 'কিছু কিম্বতী কাগজ ছিল তিনটা থলা আর হরেক চাবি।' ক্যালসে, ১৮০০।

কিম্বতি পাথর [আ কিমত]+স প্রস্তর] বি হীরা, মরকত, চুনির মতো মণি; মূল্যবান পাথরবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫।

কিম্বৎবার [আ কিমত] বিণ মূল্যবান। 'চোখের মত কিম্বৎবার, মূল্যবান।' মুজতবা, ১৯৬০।

কিম্বোগে ত্রিবিধ কিভাবে। 'নিশিযোগে, সুখভোগে, সে কিম্বোগে, যাইত।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কিম্বৎ [সি] ১ বিণ কিছু। 'রাস্তা হইবেক তাহা আরম্ভ হইয়া' কিম্বৎ দূর পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিণ কিছুসংখ্যক। 'কিম্বৎ রাজার পরে হাকুন আল রশীদের রাজত্ব সময়ে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কিম্বৎকাল [সি] ত্রিবিধ কিছু কাল। 'নূতন বাজার কিম্বৎকাল রহিত হইল।' দর্পণ, ১৮২৮; 'নতুবা আর কিম্বৎকাল গৌলে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কিম্বৎকক্ষ [সি] ত্রিবিধ কিছুকক্ষ। 'এই পরম রমণীয় স্থানে, কিম্বৎকক্ষ সম্বন্ধ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কিম্বৎপরিমাণ [সি] বি সামান্য পরিমাণ। 'ইহা কিম্বৎপরিমাণে অনুভূতিমূলক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কিম্বৎপরিমিত [সি] বিণ কিছু; অল্প। 'তরসায়িতভাবে ভূপৃষ্ঠের কিম্বৎপরিমিত স্থানের কন্টন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কিম্বৎদর্শন [সি] কিম্বৎ-অংশ] বি কিছু অংশ। 'অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পর্দা কিম্বৎদর্শন পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

কিম্বৎদিন [সি] কিম্বৎ-দিন] ত্রিবিধ কিছুদিন। 'এইরূপে কিয়দিন গমনান্তর রত্নপুরে উপস্থিত হইলেন।' মণাররক্ষ, ১৮৬৯।

কিম্বৎদিবস [সি] কিম্বৎ-দিবস] বি কিছুদিন। 'কিম্বৎদিবস পরেই বৈকুণ্ঠে গমন

করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

কিম্বদূর [সি] কিম্বৎ-দূর] ত্রিবিধ কিছুদূর পর্যন্ত। 'কিম্বদূর গমন করিলে ... ঘটকের পদমলন হইল।' বক্তিম, ১৮৬৫।

কিম্বৎলাগ [সি] কিম্বৎ-ভাগ] বি কিছু অংশ। 'ঘরের কার্দিগের কিয়ত্নাশ পড়িয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কিম্বা [সি] কেতক] বি কেতকী ফুলের গাছ। 'অসোক বাসক কিম্বা কিসুক রানন চুয়া।' মালাধর, ১৫০০।

কিম্বান্তি বি মদবিশেষ। 'ইতালিয়ানরা কিম্বান্তি পান করে।' মুজতবা, ১৯৫৮।

কিম্বাবাৎ [হি] - কী চমৎকার কথা। 'কিম্বাবাৎ, সাবাস, বেঁচে থাক বাবা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কিম্বামত [আ] বিণ মহাপ্রলয়স্তর। 'তমসাবৃত্ত ঘোরা কিম্বামত রাত্রি।' নজরুল, ১৯২২। ১ কেমামত

কিম্বাস [আ] বি সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত। 'ইজমা ও কিম্বাসের সূত্র প্রয়োগ করে।' সওগাত, ১৯২৮।

কিয়ে ১ অবা কিসে। 'সুর অপসরী কিয়ে লগ কুমারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ কী। 'পানী অকুর কিয়ে গুণ জান।' গোবিন্দ, ১৬০০।

কিরকম [কি+আ রকম] ত্রিবিধ কেমন। 'এবারে কিরকম গরম পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কিরকী [সি] ১ বি রশ্মি। 'খররবি কিরণ সংতাগে রে গজাগল গই পঠা।' চর্য্য ১৬, ১২০০। ২ বি আলোকরশ্মি (এখানে সংখ্যা)। 'সম্বাদ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়া ৬৯ সংখ্যক কিরণ প্রকাশ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩ বি জ্ঞান। 'দুই কোটি দশ লক্ষ যৌৎ ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রণাৎ অন্ধকারে মুহুর্তিত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কিরণ-আকর [সি] বি সূর্য। 'কিরণ-আকর সকলই নেহারে' প্রাণহর তাগে প্রাণবায়ু হরে।' গিরিশ, ১৮৮০।

কিরণকীর্তি [সি] বি আলোকময় মুকুট। 'সুখপাত্র লয়ে হাতে কিরণকীর্তি মাথে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কিরণ-ছটা [সি] কিরণ] বি আলোর দ্যুতি। 'তোার কিরণ-ছটায় তার সজল মেঘলা জীবনে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

কিরণজাল [সি] বি রশ্মিমালা। 'মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণজাল পরম সুখ-সেবা বলিয়া অনুভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কিরণতত্ত্ব [সি] বিণ কিরণের মতো উত্তপ্ত। 'ওরে গলায় তুহিন কাহার কিরণতত্ত্ব সোহাগ-চুম্বা?' নজরুল, ১৯২৫।

কিরণধারা [সি] বি আলোরশি। 'আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কিরণনিবাস [সি] বি আলোর উৎস। 'পলে পলে উঠিব আকাশে নক্ষত্রের কিরণনিবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কিরণ-পথ [সি] বি আলোর পথ। 'রবির পথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ মার্ঘ্যব।' নজরুল, ১৯২৫।

কিরণপাত [সি] বি আলোকরশ্মি। 'আজো তোমার কিরণপাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কিরণপিপাসু [সি] বিণ আলোকপ্রত্যাশী। 'আমি-বনম্পতি এরা কিরণপিপাসু পল্লববতক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কিরণবসন [স] বি আলোর পোশাক। 'সুরবালিকার বেশ কিরণবসন' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কিরণমণ্ডল [স] বি আলোক-রাশি। 'তঁাহার অঙ্গের শুক্ল কিরণমণ্ডল' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কিরণময় [স] ১ বিণ আলোকবিশিষ্ট। 'নক্ষত্র সুন্দরীণ ... কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব্দ দেখাইতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বি দীপ্তিময়। 'চাহিয়া আছে আমার মুখে/ কিরণময় আমারি সুখে' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কিরণময়ী [স] বিণ স্ত্রী আলোকপূর্ণ। 'কিরণময়ী গৌরী বুঝি ওই গো মুরছায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কিরণমাধা বিণ আলোকপূর্ণ। 'আরে রে বসন্ত ও তোর কিরণমাধা পাখা তুলে।' বিজ্ঞেন্দ্র, ১৯১১।

কিরণমালা [স] বি আলোকরাশি। 'তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালার স্পর্শে ... দক্ষ হইয়া গেল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কিরণলেখা [স] বি আলোকরেখা। 'একটা বাঁকা কিরণলেখা ত ধরিতে পাইব।' সবুজ, ১৯২১।

কিরণশূন্য [স] বিণ শিষ্কার আলোহীন। 'দুই কোটি দশ লক্ষ শ্রৌচ ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মুর্ছিত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কিরণসুধা [স] বি মধুর আলোক। 'রবির কিরণসুধা আকাশে উলসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কিরণ-সুর [স] বি আলোকছটা। 'গগন-অঙ্গন জ্ঞানাতো কিরণ-সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ' নজরুল, ১৯২৪।

কিরণস্পর্শ [স] বি আলো পড়ছে এমন অবস্থা; আলোর স্পর্শ। 'ভদীয় কিরণস্পর্শে মাত্র যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দক্ষ হইয়া গেল' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কিরন [স] কিরণ/বি রাশি। 'কুন্তল কিরনে দেখে সুজ্জ্বল কিরন।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কিরপিন [স] কৃপণ/বিণ কৃপণ। মানোএল, ১৭৪৩।

কিরা [স] ক্রিয়া/বি শপথ; দিবা। 'লহনা মাথার দেই কিরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১ কিরে

কিরা করা ক্রি শপথ করা। 'হালিম কিরা করিয়াছে এ বাড়িতে সে আর দানাপানি ছুইবে না।' মনসুর, ১৯৫৫।

কিরা কাটা ক্রি প্রতিজ্ঞা করা। 'যে কিরা কেটেছিলেন এই ব্যবস্থা তারই মশ'। আলোদ্দিন, ১৯৫৯।

কিরাত [স] ১ বি পার্বতা আদিবাসীবিশেষ। 'দ্রুঙ্গল কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যাধ। 'নবহস্তুত শশাক কিরাতের করণত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুক হইয়া মরে ...' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কিরাতিনী [স] বি স্ত্রী ব্যাধ। 'চিত্রবাধিনীরে যথা রোহে কিরাতিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

কিরাতী [স] কিরাত/বি লোকগোষ্ঠীবিশেষ। 'ডোট, লেপছা, লিঘু, কিরাতী বা কিরাতী।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কিরাতী বি আদিবাসী নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ডোট, লেপছা, লিঘু, কিরাতী বা কিরাতী।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কিরামৎ [আ] কায়ামত/বি অলৌকিক ক্ষমতা। 'দরবেশের নানা কিরামৎ দেখিয়া তৎপতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।' এনামুল, ১৯৫৫।

কিরিককুল বি শূকরের পাশ। 'কালু বীর কিরিককুল কাননে চরায়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কিরিচ, কীরীচ [প] ক্রিয়া ১ বি এক প্রকার বাঁকা ছুরি; মালয়ের ছোরা। ওর্স, ১৭৮৫; 'পুরুষেরা যখন মাতায় পাগড়ি, কোমরে কিরিচ, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায় ...' দীনবন্ধু, ১৮৭৩। ২ বি বিপদ। 'হতাশার কিরীচের মুখেমুখি রয়েছি দাঁড়িয়ে' শামসুর, ১৯৭৪।

কিরিঞ্চী বি এক প্রকার ফুল। 'লাহা, নীল কিরিঞ্চী মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুতুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের ফস।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কিরিতি [স] কৃতি/বি কৃতিত্বের পরিচায়ক কাজ; কীর্তি। 'গেল অবসর পুন ন পাইঅ/ কিরিতি অমর সার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সকলি ভুলিব কালে, রহিবে কিরিতি।' নজরুল, ১৯২২।

কিরিপান [স] কৃপণা/বি তলোয়ার। 'গ্রোমবলী কিরিপানে।' বড়ু, ১৪৫০।

কিরীট [স] বি মুকুট। 'বাসুকি হইল মাথো কিরীট ভূষণ' মুকুন্দ, ১৬০০।

কিরীটধারী [স] বিণ মুকুট-পরিহিত। 'গিয়া দেখেন যে গদাপাণি কিরীটধারী কেনীদানব নারীধর্ষণে উদাত।' বনকুল, ১৯৩৬।

কিরীট-হীরা [স] কিরীট+স হীরক/বি মুকুটের হীরা। 'উজল তোমার কিরীট-হীরা প্রব-তারার কিরণ-রাগে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কিরীটিকা [স] বি পূর্ণগ্রহণের সময়ে অন্ধকার সূর্যের চারদিকে বিচ্ছুরিত আলোকরাশি। 'ঘুরোয়াি ভাষায় বলে করোনা বাংলায় একে বলা থেকে পারে কিরীটিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ১ কিরীটিমণ্ডল

কিরীটিনী [স] বিণ স্ত্রী মুকুটধারী। 'কাঞ্চন সৌধ-কিরীটিনী লজ্জা।' মাইকেল, ১৮৬১।

কিরীটিমণ্ডল [স] বি জ্যোতির্বিদ্য। 'কিষ্ট এই কিরীটিমণ্ডল ভিন্ন, আর এক অতুল বস্ত্র কখন কখন দেখা যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কিরীটা [স] বিণ মুকুটধারী। 'সহস্রকিরণ কিরীটা ভূষা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কিরীত [স] কীর্তি/বি সুনাম; কীর্তি। 'সংসার আসার পর উপকার করিলে কিরীত থাকে।' বড়ু, ১৪৫০।

কিরূপ [কি+স রূপ] ১ ক্রিবিণ কেমন। 'কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ কিভাবে। 'নিত্য ক্রিয়া কিরূপ করেন।' কেবি, ১৮০২। কিরূপে ক্রিবিণ কেমন করে। 'তার সনে কিরূপে আনের হৈব মেল।' বাহরাম, ১৬০০।

কিরে [স] ক্রিয়া/বি কিরা; শপথ। 'দোহাই আন্তার। কোরাণের কিরে।' মশাররফ, ১৮৬৯। ১ কিরা

কিরেট [স] কিরীট/বি শিরোভূষণ। 'কুন্তল কিরেটো দেখে সুজ্জ্বল কিরন।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কির্তিবাসা [স] কীর্তিবাস/বি বিয়েতে ব্যবহৃত মাসলিক দ্রব্যবিশেষ। 'নাটে ভুট কির্তিবাসা দিল দিব্য কণ্ঠভূষা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কিপন [স] কৃপণ/বিণ সহজে ব্যয় করে না এমন। ওর্স, ১৭৮২।

কিপন্যতা [স] কৃপণতা/বি কৃপণতা। মানোএল, ১৭৪৩।

কির্মিজ, কির্মিজি [আ] কির্মিজ/বিণ টকটকে লাল। 'কির্মিজি দামাক্ষ ক্লেপে পেরয় বদলা।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কির্মীর [আ] কির্মিজ/বি হবি। 'পরপারে, কোথা অনামা গ্রামের কির্মীরে, দেববাণীর ছন্দে মুখেরে ঘটা।' সুব্রীত, ১৯৩২।

কির্যা [স] ক্রিয়া/বি শপথ; দিবা। 'মায়ের মাথার কির্যা না কর জজ্ঞাল।'

মানিকরাম, ১৭৮১।

কিল [স কীল] বি মুগির আঘাত। 'লাভে কিল বাড়ী খাই বাকিল জাই।' বড়ু, ১৪৫০।

কিলচর [স কীল+স চপট] বি কিল ও চড়। 'শিলচরে হয় কিলচর খায়' হস্টেলে যত ছাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কিল চাপড় [স কীল+স চপট] বি কিল ও চড়। 'কিল চাপড় মারে এই তার ভাষা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কিলখাপ্পর বি কিল ও চড়। 'আবদার করলে কিলখাপ্পর খায়।' ইসহাক, ১৯৫৫।

কিল বসানো ক্রি কিল মারা। 'পিঠেই গুমগুম করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিলেন।' মানিক, ১৯৪০।

কিলাং [স কীল] বি কিল। 'সারেঙধর সেনোগেরা উভারিল কিলাং।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কিলকিল [ধন্য] বি কিল কিল শব্দ; অব্যক্ত ধ্বনি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কিলবিল [ধন্য] ১ বি অনেক মানুষের আনাপোনা বা অবস্থান নির্দেশক শব্দ। 'রাষ্ট্রায় লোক কিলবিল করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি সাপ কৃমি প্রভৃতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো অঙ্গ সঞ্চালন। 'বিল পাঠালে কিলবিল করে ওঠে।' শিবরাম, ১৯৭০।

কিলবিল করা ক্রি নড়াচড়া করা। 'অঙ্গুলির ন্যায় বুকের কাছে কিলবিল করত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কিলবিলিয়ে ক্রিবিধ কিলবিল করে। 'কিলবিলিয়ে দুটো ঠ্যাং নড়বে যেমন দুটো ব্যাং।' নজরুল, ১৯২৬।

কিলা [স কীল] বি যে দুটি ঝুটির সঙ্গে তৈরি সংযুক্ত থাকে। 'কিলা দুটো কাক কাক কেঁদে যায়।' কায়সার, ১৯৬২।

কিলাকিলা [স কীল] বি পরস্পর কিলানো। 'তারা হাসাহাসি ঘুঘুঘু ও কিলাকিলা করিয়া ... আনন্দের আনন নিভাইতে লাগে।' মনসুর, ১৯৫৫।

কিলাপি ক্রিবিধ কিলের জন্য। 'কিলাপি নিহুর এত বল চক্রপানি।' মালাধর, ১৫০০।

কিলানো [স কীল] ১ ক্রি কিল মারা। 'মাণ্ডকিলে কিলানো মারিবো তোম্বা বাটে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি কীলক ঝঞ্জে দেওয়া। 'লোকে কয় কাঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে।' সুকুমার, ১৯২০। **কিলাখী** ক্রি কিল মেরে। 'মাণ্ডকিলে কিলখী মারিবো তোম্বা বাটে।' বড়ু, ১৪৫০। **কিলায়** ক্রি কিল মারে। 'মাটিতে কিলায় কেহো পাখী বসিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। **কিলায়িতা** ক্রি কিল মেরে। 'মাণ্ড কিলে তোম্বা কিলায়িতা কাহাঞি।' বড়ু, ১৪৫০।

কিলাল বি অঙ্গ। 'আন জল নাহি তান নয়ান কিলাল।' বাহরাম, ১৬৫০।

কিলি কিলি [ধন্য] বিধ কলকল; মৃদু মৃদু। 'কিলি কিলি ধ্বনি শুনি রুখির পিএ সুকিনি।' মালাধর, ১৫০০।

কিলিবিলা [ধন্য] বি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের বিচরণসূচক শব্দ। 'পোক জোক কীট সব করেএ কিলিবিলা।' সুলতান, ১৬৫০।

কিলিয়র [ই ক্রিয়ার] বি ছাড়। 'টাকা দাখিল করিয়া দালতিনি কিলিয়র করিবেক।' ক্যালসে, ১৭৯৭।

কিলো [ই] বি কিলোগ্রাম; পরিমাপের একক। 'মাহ পড়েছে সরপুটি/এক কিলো না, এক মুঠি।' অন্নদা, ১৯৬৭।

কিলোওয়াট [ই] বি বিদ্যুতের শক্তিমাপক এককবিশেষ। 'দু'লক্ষ

কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।' মাহেন্দেও, ১৯৪৯।

কিন্দা [আ কিল্লা] বি দুর্গ। 'কোন ইষ্টকাদি নির্মিত কিন্দা নাই।' দর্পণ, ১৮১৯।

কিন্দাদার [আ কিলআ+ফা দার] বি দুর্গের প্রধান রক্ষক; রাজা। 'তিনি ঐ শহরের রাজা অর্থাৎ কিন্দাদার হলেন ১৮৬৪ সালে।' খুর্জি, ১৯৩১।

কিন্দা ফতে [আ কিলআ+আ ফাতাহ] বি সিদ্ধিলাভ; জয়লাভ। 'দুশমন সব হার গিয়া। কিন্দা ফতে হো গিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

কিশতি, **কিশতী** [ফা কাশতি] বি নৌকা। 'আনো গো বহু নূহের কিশতি।' নজরুল, ১৯২৮; 'তাই ডুবল না কিশতী নূহের।' নজরুল, ১৯৩২।

কিশতি টুপি [ফা কাশতি+প টোপো] বি টুপিবিশেষ। 'মাখায় কিশতি টুপি।' ওয়ালী, ১৯৬২।

কিশমিশ [ফা] বি শুকনা আছুর। 'কিশমিশ দিয়ে বেশ ভাল করে করেছে।' বিজুতি, ১৯৩১। ২ ক্রিচিহ্ন, কিসমিস

কিশলয় [স] ১ বি পাতা। 'কিশলয়শয়নে সুস্বাদু কৈল মধুপানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি গাছের নতুন পাতা। 'মনে হল মেঘ, মনে হল পাখি, মনে হল কিশলয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কিশলয়িত [স] বিণ নতুন পাতায় শোভিত। 'নববসন্তে তার নতুন শ্রোত্রে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃৎ গ্রহণ করো তুমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কিশোর [স] ১ বিণ শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী। 'কিশোর বয়স দীর্ঘ চল-নয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী স্তরের পুরুষ। 'পেখপু রে সখি ফুল কিশোর।' গোবিন্দ, ১৬০০।

কিশোরক ১ বিণ কিশোরের। 'না যাও বাল্য নওল কিশোরক পাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বিণ কিশোরসুলভ। 'সেদিনকার কিশোরক সুর যেখেলি যে একতরায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কিশোর-কিশোরী [স] বি রাধা-কৃষ্ণ। 'সেখ কোন প্রেমে সেই ব্রজহরি/বিভোর কিশোর-কিশোরী।' লালন, ১৮৯০।

কিশোরকোরক [স] বি পরিণত হুঁড়ি। 'যে বন্দী গোপন গন্ধখানি কিশোরকোরক-মাত্রে স্বপ্নধরে ফিরিছে স্বাধীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কিশোর-চিত্ত [স] বিণ তরুণ মনের অধিকারী। 'কে গো তুমি গাও গান হে কিশোর-চিত্ত।' সত্যেন্দ্র, ১৯৪১।

কিশোরবয়স [স] বি বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়। 'কিশোর বয়স হইতেই রামচন্দ্র এই বিশ্বামিত্রের উপসাহে ও শিক্ষায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কিশোরবয়স্কা [স] বিণ স্ত্রী কিশোরী বয়সের। 'সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কিশোরী [স কিশোর] বি কিশোর। 'কিশোরী কিশোরী দুইটি জন।' চণ্ডী, ১৫৫০।

কিশোরিকা [স] বি স্ত্রী কিশোরী। 'বললে, শোনো, ওগো কিশোরিকা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কিশোরী [স] বিণ স্ত্রী শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সী। 'রাজার বিয়ারী বয়সে কিশোরী তাকে কুলবতী বাল্য।' ঘিচকী, ১৫৫০।

কিশোরী-শ্রেম [স] বি (বেঙ্কব) নিচুয় শ্রেম। 'কিশোরী-শ্রেম নিবি

আয়/ প্রেমের জ্বার বয়ে যায়।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কিশ [স কীদৃশ] *ক্রিবিণ* কেমন ক'রে। 'কাহে রে কিশভণি মই দিবি পিরিছা।' চর্যা ২৯, ১২০০।

কিষণ, **কিষান** [স কৃষাণ] *বি কৃষক*। 'দিনভর কিষণ কামলা খাটে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

কিষণপাড়া [স কৃষাণ+স পাটক] *বি কৃষকপল্লী*। 'নীরব এখানে অমর কিষণপাড়া।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

কিষাণী [স কৃষাণী] *বি কৃষিকাজ করে যে নারী*। 'এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কিষান [স কৃষাণ] *বি রাখাল; কৃষক*। 'বাড়ির কিষান গোয়ার জন্য বিচালি কাটে।' মানিক, ১৯৩৭।

কিষানি [স কৃষাণ] *বি স্ত্রী কৃষক*। 'জল চেয়ে কিষানি বৌ-মেয়েরা ডালা মাথায় ডানোয়া পেয়ে বুখাই ফিরত।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কিশ্বেণ দেওয়ী *ক্রি* মজুরি খাট। 'কালখে কিশ্বেণ দিতি হবে ডেলি।' হাসান, ১৯৬৭।

কিশুর [স কিশোর] *বি যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি এমন বালক*। 'নিল বরন জেন কিশুরা কিশুর।' মালাধর, ১৫০০।

কিমুরা [স কিশোরী] *বি যৌবনপ্রাপ্ত হয়নি এমন বালিকা*। 'নিল বরন জেন কিশুরা কিশুর।' মালাধর, ১৫০০।

কিষ্কা [স] *বি* রামায়ণোক্ত বানরদের দেশ বা দেশের রাজধানী। 'গেলা পূর্ব মিত্র-বাস ত্রিভূত কিষ্কায়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কিসক *ক্রিবিণ* কী কারণে; কেন। 'কিসক যৌবন রাখা করহ নিফল।' বড়, ১৪৫০।

কিসমত, **কিসমৎ** [ফা] ১ *বি* রাজস্ব আদায়ের ছোটো এলাকা; গ্রাম। হালহেড, ১৭৭৮। ২ *বি* ভাগ্য, কপাল। 'আদেক বাড়ী সুখ্যমাবে হচে মোরামৎ, তনতে ভালো একজিবিসন - একজনানু কিসমৎ।' হেম, ১৮৭০।

কিসমতী [ফা] ১ *বি* রাজস্ব আদায়ের ছোটো এলাকা; গ্রাম। 'পরগনে মাহামদশাহি কিসমতী বোয়ালিয়া গ্রামে আমার এক বাগ দেখা অছুত।' ভবানী, ১৮২৮; 'আপন মনে দুছ যে কিসমিশ?' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ *ক্রি* কিছিমছিম, কিশমিশ।

কিসমাস [ই] *বি* বড়োদিন; যিত্ত্রিষ্টের জন্মদিনে পালিত উৎসব। 'এ বেচে মজা, আমি রোজ রোজ কিসমাস করবো।' গিরিশ, ১৮৮৬।

কিসমিশ, **কিসমিস** [ফা কিশমিশ] *বি* শুকানো আড়ুর। 'মেঠাই যত বরফী বুদে ... খাঙা খাঙা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোণ অছুত।' ভবানী, ১৮২৮; 'আপন মনে দুছ যে কিসমিশ?' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ *ক্রি* কিছিমছিম, কিশমিশ।

কিসরে *ক্রিবিণ* অকাতরে; বিধাবীনভাবে। 'কাতি ধরে কিসরে কাটিল দুই জন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কিসলয় [স] *বি* কিশলয়। 'ভুজডয়ে কনক মৃণাল পড়ে রই করডয়ে কিসলয় কাঁপে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কিসসু, **কিসসু** ১ *ক্রিবিণ* একেবারে; একদম। 'ভেবো না কিসসু।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ *বিশ* কোনো ধরনের। 'আজকাল কিসসু নতুন খবর মেলে না।' মুজতবা, ১৯৫২।

কিসান [স কৃষাণ] *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সর্গজার কিসান বলিয়া এক জাতি আছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কিসিম [আ কিসম] *বি* প্রকার। 'ঢাকা ও সোনারগাঁ এলাকায় ১৮ কিসিমের মসলিন তৈরি হতো।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কিসুক [স কিস্তেক] *বি* পলাশ ফুলের গাছ। 'অসোক বাসক কিয়া কিসুক রাসন হয়।' মালাধর, ১৫০০।

কিসে ১ *ক্রিবিণ* কেন; কেমন ক'রে। 'বারহ বরিষের দান চাহ য়োরে কিসে।' বড়, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* কী দ্বারা। 'কিসে হবে নাগিনী বশ সাধব কবে অমৃত-রস।' শালদ, ১৮৯০।

কিসে নাই কি পাষ্টাভাতে ঘি - অর্থার্থ স্থানে মূল্যবান বিষয়ের উপস্থাপনা। 'কিসে নাই কি পাষ্টাভাতে ঘি। এতো লেখা পড়া বই নয়।' গৌর, ১৮২২।

কিসের ১ *সর্ব* কী; কোন। 'কিসের কারণে তৌ এবে করসি বল।' বড়, ১৪৫০। ২ *বিশ* কী ধরনের। 'মিছাই সম্বন্ধ পাত কিসের মাউলানী।' বড়, ১৫৭০। ৩ *সর্ব* কী বিষয়ের বা বস্তুর। 'কিছারী হলি, কেঁথা সার কিসের কিসের অভাবে রে।' শালদ, ১৮৯০।

কিসেরে অব্য কেন। 'কিসেরে বন্ধহ রাখা প্রথম যৌবনে।' বড়, ১৪৫০।

কিসোর [স কিশোর] *বি* নবীন যুবক। 'বিহরই নবল কিসোর। কাগিদি পুলিন কুছবন সোভন নব নব প্রেমবিভোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কিষ্ [ফা কাশতী] ১ *বি* দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে সরাসরি আক্রমণ বা তার চলাচল রোধের জন্য দেওয়া চালবিশেষ; চেক। 'কিষ্ অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিষ্ মাত হল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ *বি* একরূপ দীর্ঘাকার নারকেলের মালা। 'মুলি, লাঠি ও কিষ্টি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ *বি* নৌকা। 'নদীর জলে নাইকে কিষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'ভুববে তাহার কিষ্টিখানা।' জসীম, ১৯৩৩।

কিষ্টি টুপি, **কিষ্টি টুপী** [ফা কাশতী+টুপি] *বি* এক ধরনের টুপি। 'মাথায় আধা ময়লা কিষ্টি টুপি।' ওয়ালী, ১৯৪৫; 'লোকটা মুসলমান, মাথায় কিষ্টিটুপি।' মুজতবা, ১৯৫২।

কিষ্টিমাত [ফা কাশতী+আ মাত] *বি* দাবাখেলায় চড়াপ্ত বিজয়সূচক চাল। 'ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিষ্টি মাত হল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কিষ্টি, **কিষ্টি** [আ কিষ্টি] *বি* দফা; বার। 'জেহ কিষ্টি খেলাপ করে।' তাঁতি, ১৭৯২; 'এ কিষ্টির খাজনা কি করিয়াছে।' জেরি, ১৮০২।

কিষ্টিখরচ, **কিষ্টিখরচ** [আ কিস্ত+আ খরচ] *বি* কিষ্টির আদায়যোগ্য টাকা। 'বেলাপী সুদ ধরিয়া তাহার নামে কিষ্টিখরচ লেখা হয়।' সোমেন্দ্রকাশ, ১৮৮৮।

কিষ্টি খেলাপ [ফা কাশতী+আ খিলাফ] *বি* নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা। 'জেহ কিষ্টি খেলাপ করে।' তাঁতি, ১৭৯২।

কিষ্টিখিলাফ, **কিষ্টিখেলাফ** [ফা কাশতী+আ খিলাফ] *বি* নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা। 'জে জে তাঁতি গাফিলতিতে কিষ্টি খিলাফ করিয়াছে।' তাঁতি, ১৭৯২; 'কিষ্টিখেলাফ করবে যে এর ভুববে তাহার কিষ্টিখানা।' জসীম, ১৯৩৩।

কিষ্টিবান্দী, **কিষ্টিবন্দী**, **কিষ্টিবন্দী** [আ কিস্ত+ফা বান্দী] ১ *বি* শর্ত বা চুক্তি। 'আমলা লোক করার কিষ্টিবান্দী মাকিক কাপড় বুঝিয়া লইত।' হালহেড, ১৭৭০। ২ *বি* পরিশোধের চুক্তি। 'কিষ্টিবন্দী মাকিক সন বর সন মালভঞ্জারি করিবে।' ডেরলি, ১৭৮৩। ৩ *বি* কিস্তিতে পরিশোধ। 'হাল ফরমাইসের কিষ্টিবান্দী বিমরজীম নাগাএদ য়ন মাহা ...।' তাঁতি, ১৭৯২। ৪ *বি* কয়েক দফায় ঋণ পরিশোধের

ব্যবস্থা। 'জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তীবন্দী করিয়াই হউক ... পরাণ মলকে ছাড়িয়া দিলেন।' **বঙ্কিম**, ১৮৯২।

কিম্বদ [আ কিসমত] ১ বি অনুষ্টবাদ। 'ইরানী কবি ওমর খৈয়ামের কিম্বদ অর্থাৎ অনুষ্টবাদ ইয়োরোপকে পাগল করে তুলেছে।' **মুক্তাবা** ১৯৫২। ২ বি ভাণ্ড। 'কিম্বদ কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে।' **মুক্তাবা**, ১৯৬০।

কিহ [স কঃ অপ] সর্ব কেউ। 'দেবিল সকল স্ত্রী কিহ কার নএ।' **মালাধর**, ১৫০০।

কিহসে [স কঃঅঃ] ক্রিবিণ কিতাবে। 'কিহসে না নাগিল তাহে বড় সুখ পাইল।' **মালাধর**, ১৫০০।

কিহেতু ক্রিবিণ কী কারণে। 'অশ্বাদির দেশের লোকেরা পূর্বাংশকে কিহেতু এতাতং দুঃখী হইয়াছেন।' **দর্পণ**, ১৮৩০।

কিহো সর্ব কেউ। 'কিহো কাহো ন লখি ধুলায় পুসিল আখি।' **মালাধর**, ১৫০০।

কী সর্ব কোনো কিছু জানার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নবাচক শব্দ। 'মোর রূপ যৌবনে তোমাকে কী।' **বড়ু**, ১৪৫০; 'হুকুম কী তোমাকে লিখিলাম এই মাফিক কাজ করিবেন।' **হ্যাগহেড**, ১৭৭৩; 'আমার কী যে জনতে এলে।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৭।

কী জানি কী - জানি না কোন বস্তু। 'সে যে রে মহামরুফুমি, কী জানি কী যে পাবি।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩।

কী বা আসে যায় - বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না এমন ভাবপ্রকাশ অনুবাক্য। 'তাতে কী বা আসে যায়।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩২।

কী যে সর্ব ব্যাপক অর্থে কী। 'আমার কী যে জনতে এলে।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৭।

কীক্ষর [স কিক্কর] বি সেবক। 'গলা চাপি প্রান নিল পড়িল কীক্ষর।' **মালাধর**, ১৫০০।

কীকিনি [স কিক্কিনি] বি ঘুঘুর। 'কটিতে কীকিনি বাজে চলে মন্দ গতি।' **মালাধর**, ১৫০০।

কীচক [স] বি নৃপোত্তীবিশেষ। 'কীচক নামে এক ষ্ট্রেজজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হইলেন।' **বঙ্কিম**, ১৮৯২।

কীচকবধ [স] বি মহাভারতে কীচক যেভাবে ভীমের দ্বারা নিহত হয়েছিলো সেভাবে হত্যা। 'এসব পাশোয়াজ ছেলেরা বুড়িকে নিচয়ই সেদিন কীচকবধ করে দিত।' **নজরুল**, ১৯২৭।

কীছু [স কিক্কিচু] ১ বি সামান্য। 'হসিরে বলএ কীছু করিয়া পিরিতি।' **মালাধর**, ১৫০০। ২ বি কিছু একটা। 'নিষ্ঠিতে রাজায় কীছু বলিল উত্তর।' **মালাধর**, ১৫০০।

কীট [স] বি পোকা। 'কিএ মানুষ পশু পাবিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০; 'সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষ নয়।' **বৃন্দা**, ১৫৮০।

কীটকীর্ণ [স] বিণ পোকায় ভরা। 'নৈরাশের কীটকীর্ণ শরীরে প্রাসাদে বিস্তার করেছে ডানা বন্ধব্য পবাক্ষের আর্দ্রানদগলি।' **সিকান্দার**, ১৯৪৫।

কীটজ [স] বিণ কীট থেকে জাত। 'লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ।' **বিদ্যা**, ১৮৫১।

কীটদষ্ট [স] বিণ পোকায় খেয়েছে এমন। 'মুদ্রিত পুস্তক সকল কীটদষ্ট হইতেছে।' **প্রচারক**, ১৮৯৯।

কীট-নিষ্কৃতি [স কীট+স নিষ্কৃতি] বিণ পোকায় কাটা।

'বিধবাবিবাহের নিষেধক বচনের অশেষশার্ধ অভিবর্ণ, কীট-নিষ্কৃতি, ... গ্রন্থ উন্মোচন ও পর্যালোচনা করিতেছেন।' **অক্ষয়**, ১৮৫৫।

কীটপতঙ্গ [স] বি পোকামাকড়। 'কিএ মানুষ পশু পাবিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০; 'শিশুগণ কীটপতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ভৃত করিয়া নষ্ট করে।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯।

কীটাপু [স কীট+অপু] বি অতি ক্ষুদ্র কীট। 'তাহারা অতি সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত কীটাপু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।' **অক্ষয়**, ১৮৪৫।

কীটাপুকাটী [স কীট+অপু+কাটী] বি কীটের থেকেও তুচ্ছ প্রাণী। 'প্রভুর নিকট কীটাপুকাটী।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৯।

কীড়া [স কীট] বি কৃমি। 'কোটিজন এইমত কীড়ায় খাওয়াইয়ু।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

কীড়াময় [স কীটময়] বিণ কৃমিপূর্ণ। 'বাসুদেব গলৎকৃষ্টী তাতে কীড়াময়।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

কীদুক [স] বি কী রকম। 'বিক্রমাদিত্যের উদ্যোগ কীদুক।' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮২২।

কীদূশ [স] ১ বিণ কেমন। 'কীদূশাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তাহা অনায়াসে প্রকাশ পাইবেক।' **ভবানী**, ১৮২৮। ২ বিণ কী ধরনের। 'প্রতিভাপরিচালনে কীদূশ বিশ্ময়জনক কার্য্য সংসাধিত করিতে পারেন।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

কীদূশী বিণ কী রকমের। 'বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদূশী।' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১২।

কীন [স] বি তীব্র। 'দেবদু, বাজার মন্দা, কমপিটশিন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রটে তো কমাতে পারি নে।' **শিবরায়**, ১৯৪০।

কীনা ক্রি ক্রয় করা। 'ব্যাঘ্রনখ খুদ দিয়া কীনয়ে ছাওয়াল। মুকুন্দ, ১৬০০।

কীনারা [স] কীনায়া বি কুল; তীর। 'এক খান তক্তা ধরিয়া সওদাগর কীনারায় উঠিল।' **হ্যাগহেড**, ১৭৭৩।

কীন্ত [স কিম] অবা তবু। 'কীন্ত একবোল সুনহ মহাসএ।' **মালাধর**, ১৫০০।

কীবা [স কিম] ক্রিবিণ সম্ভবত; কী জানি। 'অবতার করিল কীবা আপনি স্রীহরি।' **মালাধর**, ১৫০০।

কীবা [স কিবা] অবা কিংবা। 'সেইস্থান ছাড়িয়া কীবা জাই অন্য স্থান।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

কীর [স] বি শুকপাখি। 'তাপর কীর ধীর করু বাস।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

কীরন [স কিরা] বি আলো। 'রাসামুখ খান তার অন্নন কীরন।' **মালাধর**, ১৫০০।

কীরা [স ক্রিয়া] বি শপথ। 'তুই কীরা কাট দেখি।' **জঙ্গীম**, ১৯৩৩।

কীরা কাটা ক্রি শপথ করা। 'মোরে ছুঁয়ে তুই কীরা কাট দেখি।' **জঙ্গীম**, ১৯৩৩।

কীরিতি [স কীর্তি] বি কীর্তি। 'ঘটকের মুখে তনি বরের কীরিতি।' **মুকুন্দ**, ১৬০০; 'নিচল রহৌক নাম কীরিতি সম্পদ।' **আলাওল**, ১৬৮০।

কীরে [স ক্রিয়া] বি কিরা; দিবা। 'বলি পারে ধরে মাথার কীরে, আর সয় না খোয়ার।' **অমৃত**, ১৯০০।

কীর্ণ [স] ১ বিণ পূর্ণ। 'পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৪। ২ বিণ আচ্ছাদিত। 'বনবিখার্য্য কীর্ণ বকুলকুঞ্জ।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৮। ৩ বিণ

আবৃত। 'রহস্যের ঘট্যটোপ কীৰ্ণ করে প্রপন্ন জগতে।' সুখীন্দ্র, ১৯২৮।

কীৰ্তন, কীৰ্তন [স। ১ বি মহিমা প্রচার। 'বঞ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীৰ্তনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি গীত সহযোগে কৃষ্ণবন্দনা। 'প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীৰ্তন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি গুণ ব্যাখ্যা। 'ব্রাহ্মণগণের যথার্থ ভক্তি কীৰ্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন।' দৰ্পণ, ১৮৩০। ৪ বি বর্ণনা। 'বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণ কীৰ্তন করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কীৰ্তনওয়ালা [স। কীৰ্তন+হি ওয়ালা। বি কীৰ্তন গানের শিল্পী। 'বিদেশী কীৰ্তনওয়ালার কীৰ্তন চলিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কীৰ্তনওয়ালা [স। কীৰ্তন+হি ওয়ালা। বি কীৰ্তন-গায়িকা। 'তুমি বৃদ্ধি কীৰ্তনওয়ালাদের বেহালাদার হবে?' প্রমথ, ১৯৩৮।

কীৰ্তনগান [স। বি. রাধাকৃষ্ণ কীলা বিষয়ক পালাগানবিশেষ। 'কীৰ্তনগান যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠ্যে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কীৰ্তনপ্রচার, কীৰ্তনপ্রচার [স। বি মহিমা প্রচার। 'যাঁর দ্বারে কৈল প্রভু কীৰ্তনপ্রচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কীৰ্তনীয়া, কীৰ্তনীয়া [স। কীৰ্তন+। ১ বি কীৰ্তনগায়ক। 'কীৰ্তনীয়াগণে দিলা মাল্যচন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ কীৰ্তনে দক্ষ। 'শ্রীবিষ্ণুমাধিতার কীৰ্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথ্য-আইছ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ বি কৃতকর্ম। 'তাঁহার এই কীৰ্তি অত্যন্ত প্রশংসা করি।' দৰ্পণ, ১৮৩০।

কীৰ্তনী [স। বি কীৰ্তনগায়ক; কীৰ্তনীয়া। 'কীৰ্তনী এসেছে গ্রামের থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কীৰ্তি, কীৰ্তি [স। ১ বি খ্যাতি। 'ইহা বই নাহি কীৰ্তি মোর সমাচিত।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সুনাম; গুণগান। 'সুখী হইয়া লোক মোর গাইবেক কীৰ্তি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি কৃতিত্বের পরিচায়ক কাজ। 'শ্রীবিষ্ণুমাধিতার কীৰ্তি প্রতাপের নানা প্রকার কথ্য-আইছ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ বি কৃতকর্ম। 'তাঁহার এই কীৰ্তি অত্যন্ত প্রশংসা করি।' দৰ্পণ, ১৮৩০।

কীৰ্তিকথা [স। বি পৌরবের কাহিনি। 'জানি আমি তারে, তনেহি তাঁহার কীৰ্তিকথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কীৰ্তিকর, কীৰ্তিকর [স। বিগ প্রশংসনীয়। 'তিনি কোন কীৰ্তিকর ব্যাপারের অব্যাপারী।' দৰ্পণ, ১৮৩৪।

কীৰ্তিকর্ম [স। বি ক্রম। 'লালন কয় কীৰ্তিকর্মের কী কারখানা।' লালন, ১৮৯০।

কীৰ্তিকলাপ, কীৰ্তিকলাপ [স। ১ বি কৃতিত্বের পরিচায়ক কার্যাবলি। 'ভারতবর্ষেরো আপনাদিগের কীৰ্তিকলাপ সিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি যশোগান। 'নয়নজোড়ের কীৰ্তিকলাপ সবকে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কীৰ্তিকাহিনী [স। কীৰ্তি+কাহিনি। বি কৃতিত্বের বৃত্তান্ত। 'আমি খড়খেড় গুলো তুলে দিয়ে তাঁহার রাজসভায় গেটের কীৰ্তিকাহিনী অধায়ন করছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কীৰ্তি কথা [স। কীৰ্তি স্থাপন করা। 'বড়ো বড়ো কীৰ্তি গড়ে তোলাই যে বড়ো কথা তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কীৰ্তিগান, কীৰ্তিগান [স। বি যশোগান; লোকমুখে প্রচারিত খ্যাতি। 'কীৰ্তিগান রবে মম ধরনী-ভিতরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কীৰ্তিত, কীৰ্তিত [স। ১ বিগ প্রশংসিত। 'এই মহাকীৰ্তি কীৰ্তিত

হইল।' দৰ্পণ, ১৮৩৬; 'পাঁচ পীরের নাম কীৰ্তিত করিয়া মহাকোলাহল করিয়া উঠিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ বিগ পুজিত। 'তাঁহার ... মনুষ্যের ন্যায় সদস্য উভয়বিধ প্রবৃত্তির অনুগত বলিয়া কীৰ্তিত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কীৰ্তিত্বা [স। বি যশের আকাঙ্ক্ষা। 'বীরভৈরব নিত্য কীৰ্তিত্বা, শাস্ত হয়ে লুটাইয়া পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কীৰ্তিনাশা [স। ১ বি পশা নদী। 'কীৰ্তিনাশা বুড়ে বুড়ে চলে বারো মাস।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিগ কীৰ্তি নশ করে এমন। 'মানুষের কীৰ্তিনাশা সংসার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কীৰ্তিনিকেতন, কীৰ্তিনিকেতন [স। বি কীৰ্তিরূপ নিকেতন। 'উৎসাহ সহকারে কীৰ্তিনিকেতন প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কীৰ্তিনিষ [স। বিগ কীৰ্তিরিফ। 'পুরাণে কীৰ্তিত কৃত দেশ আজ কীৰ্তিনিষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কীৰ্তিপতাকা, কীৰ্তিপতাকা [স। বি কীৰ্তিচিহ্নিত পতাকা। 'কীৰ্তিপতাকা উত্তীর্ণমানা হইয়াছিল ...' দৰ্পণ, ১৮২৫।

কীৰ্তি হাঁদা [স। কীৰ্তি বিস্তার করা। 'কর্তব্যবুদ্ধি তার কীৰ্তি ফেঁদে গভীর কণ্ঠে বলে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কীৰ্তি-বার্তা [স। বি কৃতিত্বের খবর। 'দূর বসে বহিবে সত্বরে এ ছোড়খুড় কীৰ্তি-বার্তা।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কীৰ্তিবুদ্ধি [স। বি মহৎ কাজের বুদ্ধি। 'মানুষের কীৰ্তিবুদ্ধি সাহস করতে জানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কীৰ্তিবৃক্ষ [স। বি কীৰ্তিরূপ বৃক্ষ। 'কীৰ্তিবৃক্ষ রোপিত জগতে বৃথা।' মাইকেল, ১৮৬১।

কীৰ্তিভার [স। বি কীৰ্তির ভার বা ওজন। 'না থাক খ্যাতি, না থাক কীৰ্তিভার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কীৰ্তিমতী, কীৰ্তিমতী [স। বিগ কীৰ্তি খুব খ্যাতিসম্পন্ন। 'এই কীৰ্তিমতী মহিলায় নাম বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।' বেগম, ১৯৫০।

কীৰ্তিমন্ত, কীৰ্তিমন্ত [স। বিগ খ্যাতিসম্পন্ন। 'কীৰ্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীৰ্তি অবগত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কীৰ্তিমান, কীৰ্তিমান [স। বিগ কীৰ্তি স্থাপনকারী। 'কীৰ্তিমান ফ্রেডরিক রাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত ফ্রেন্স ভাষার বহু সমাদর ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'সমাজের বনিত পুরুষদের তারাই প্রেরণা দেয়, কীৰ্তিমানদের তারাই সর্বা-সচিব।' অন্ননা, ১৯২৮।

কীৰ্তিচরনা [স। বি কীৰ্তি প্রতিষ্ঠা। 'আপন কীৰ্তিচরনা প্রবৃত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কীৰ্তিলাভ, কীৰ্তিলাভ [স। বি কীৰ্তি অর্জন। 'পাপপঙ্কে কলহিত হইয়া কীৰ্তিলাভের অভিসাধী নহি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কীৰ্তিশৈল, কীৰ্তিশৈল [স। বি কীৰ্তিরূপ শৈল। 'কীৰ্তিশৈল আরোহণ্য পরম পবিত্র ধর্মচাল পরিচ্যাপ করিয়া আসিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কীৰ্তিস্তম্ভ, কীৰ্তিস্তম্ভ [স। বি মহৎ ব্যক্তির কাজ 'মর্যাদা' প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ। 'সুপ্রসিদ্ধ কীৰ্তিস্তম্ভ, প্রধান প্রধান রাজকর্তৃপাল, প্রধান প্রধান শিল্পীগণ।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'এ স্থানে এক পরমশোভন কীৰ্তিস্তম্ভ।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কীৰ্তিহীন, কীৰ্তিহীন [স। বিগ খ্যাতিহীন। 'কীৰ্তিহীন পুরুষের জীবন অসার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কীল [স] ১ বি মুষ্টি দ্বারা আঘাত; কিল। 'কেশে ধর্যা লহনা মারিল কীল লখি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পেরেক। মানোএল, ১৭৪৩।

কীল লাগানো ক্রি পেরেক পোতা। মানোএল, ১৭৪৩।

কীলাঘাত [স] বি মুষ্টির আঘাত। 'চপেটাঘাত, কীলাঘাত এবং ঘুসাঘাত'। বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কীলক [স] বি পেরেক। মানোএল, ১৭৪৩।

কীলকবন্ধ [স] বিশ খিল আটকানো। 'শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার/কীলকবন্ধ কবটি তাহে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

কীলকরুদ্ধ [স] বিশ খিল আটকানো। 'কোটি তারকার কীলকরুদ্ধ অখর-দ্বার খুলে।' নজরুল, ১৯৪৫।

কীলক লিপি [স] বি তিরের ফলার মতো দাগ কেটে লেখার পদ্ধতি। 'এইসব অনুভব তবু আত্ম কীলক লিপির' পরে ভোরের আলোয় অতীত রাত্রির পরিভাষা'। জীবন, ১৯৩০।

কীষ [স কীদুশ] ক্রিবিধ কী কারণে। 'সুই ভণই ভাইব কীষ'। চর্যা ২৯, ১২০০।

কীষে ক্রিবিধ কী কারণে। 'দূতা পাহাইবো মোএ কীষে।' বড়, ১৪৫০।

কীস [স কীদুশ] ক্রিবিধ কিভাবে। 'বাকপথাতীত কাহিব কীস'। চর্যা ৪০, ১২০০।

কীসমত [ফা] বি মৌজার অংশ; রাজস্ব আদায়ের ক্ষুদ্র এলাকা। ওর্সা, ১৭৮২।

কীসমতহায় [ফা] বি মৌজাসমূহ। ওর্সা, ১৭৮২।

কীসমতী [ফা] বি রাজস্ব আদায়ের এলাকা। 'পরগনে তেলিহাতি কীসমতী কাসিমবাজার গ্রাম'। হ্যালহেড, ১৭৭২।

কীসলয় [স কিশলয়া] বি গাছের কচি পাতা। 'নব কীসলয় কুঁড় একত্র করিয়া'। মালাধর, ১৫০০।

কীন্তি [আ কিত্তি] বি মীলভাষের আগে নেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'কীন্তি ... ইহা এক প্রকার নীলের মাদন।' সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮। ৮ কীন্তি

কু [স] ১ বিণ খারাপ; বদ। 'উহার এমন কু অভ্যাস জন্মিল।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি অমঙ্গল। 'কখন যেন কু ঘটাবে।' লালন, ১৮৯০।

কু-অনুশাসন [স] বি মন্দ বিধান। 'এ কু-অনুশাসনকে উপেক্ষা করার এতটুকু সংসাহস নেই এদের।' বেগম, ১৯৪৯।

কু-অভিহায় [স] বি বদ খেয়াল। 'উপেক্ষা করিবার কু-অভিহায়।' মোহাম্মদী, ১৯৩৫।

কু-অভ্যাস [স] বি বদভ্যাস। 'উহার এমন কু অভ্যাস জন্মিল।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

কু-আড়ি বি বৈরিভা। 'লালন বলে একই কালে চোরের হলো কু-আড়ি।' লালন, ১৮৯০।

কু-আশা [স] বি মন্দ আশা; বৃথা আশা। 'এ তিনের ছলসম হল রে এ কু-আশার।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কুআসা [স কুহা] বি দুরাশা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুয়ের গোড়া বি অনিষ্টের মূল। 'যত কুয়ের গোড়া ওই তো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কুঅত [আ] বি শক্তি। 'পাথর পারানো কুঅত তোমারে - দিয়াছে আত্ম পাক।' ফররুখ, ১৯৪৩।

কুআ [স কূপ] বি কুয়া; কূপ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুই বি মূল হোতা। 'লুন্দর শেখের বদনজর, গ্রামের যত শুভা সাগর কুই'। কায়সার, ১৯৬২।

কুইক [হি] বিশ দ্রুত। 'হুকুম করিল : কুইক মার্চ।' নজরুল, ১৯২২।

কুইড়া [স কুষ্ঠ] বিশ অলস। 'এমন নিচুর্মা হতভাগা কুইড়া বৈসা-বৈসা খাব।' মনসুর, ১৯৫৫।

কুইন [হি] বি ব্রিটেনের রানী। 'কুইন মা, মা, মাগো।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কুইনাইন [হি] বি ম্যালেশিয়া জ্বরের ওষুধবিশেষ। 'আমেরিকার পেরু প্রদেশস্থ সিন্ধোনা নামক বৃক্ষের তৃক সিন্ধু করিলে যে কাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কুইনিন, কুইনীন [হি] বি সিন্ধোনা গাছের বাকল থেকে প্রস্তুত ম্যালেরিয়ার ওষুধ। 'কুইনিনের পুরিয়া।' শরৎ, ১৯১২; 'ভার বারো-আনা কুইনীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

কুইয়া [স কু] বিশ দুর্গন্ধযুক্ত। 'তিন দিনের ঘাও খানি হইয়া গেল কুইয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

কুইল [স] বি কোকিল। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুউ কুউ [ধন্যনা] বি কোকিলের ডাক। 'কুউ কুউ চলছেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুও [স কূপ] বি কুয়া। 'আমার মাথা কাটা গেছে, আমার কুওয় ডুবতে মন মটল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কুওকার [স কুহা+স কার] বি কুয়াশা। 'অন্ধকার ধন্দকার নিরাকার কুওকার।' লালন, ১৮৯০।

কুওকারময় [স কুহা+স কার+স ময়] বিশ কুয়াশাচ্ছন্ন। 'রাগের ধুমায় কুওকারময় সুখলাল খরে নৈরাকার হয়।' লালন, ১৮৯০।

কুওত [আ] বি শক্তি। 'হাঁকিয়া মারিল তেপ এমন কুওতে।' গরীব, ১৭৬৫।

কুফুড় [স কুফুড] বি বনমোরগ। 'কপোত কুফুড় কঙ্ক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুই কাড়ি ক্রিবিধ পুর করে। 'যে সকল নারী কান্দি আছে কুই কাড়ি।' সুলতান, ১৬৫৮।

কুঁকড় [স কুঁকুট] বি মোরগ। 'গু থু। কুঁকড়র পাখা প্যাঞ্জের খোসা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুঁকড়া [স কুঁকুট] বি মুরগি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুঁকড়ানো ১ ক্রি কুঁকিত হয়ে নিচু হওয়া। 'কুঁড়ো পেট কুঁকড়ে গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ ক্রি কুঁকিত করা। 'রেগে ভুল কুঁকড়ে চৌট নাড়তে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রি জড়সড় হওয়া বা করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ৪ ক্রি কুঁকিত হওয়া। 'তালপাতার কুঁড়েতে কুঁকড়ে মরে পড়ে থাকে।' নজরুল, ১৯২৪।

কুঁকড়ে দেওয়া ১ ক্রি কুঁকড়িয়ে বা কুঁচকে দেওয়া। 'চল বেঁধে দেবে, চল কুঁকড়ে দেবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি ছোটো করা; দমিয়ে দেওয়া। 'মনকে কুঁকড়ে দেয়।' গিরিশ, ১৮৯৬।

কুঁকড়ানো ১ বিণ কোঁচকানো। 'লাউ কুমড়াগুলি ফলে কুঁকড়ানো শশার মতো ছোটো ছোটো।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বিশ জড়সড়। 'মা ছোটখাট, কুঁকড়ানো।' ওগালী, ১৯৪৮।

কুঁকড়ো [স কুঁকুট] ১ বিণ জড়সড়। 'ভোর পর্যন্ত এমনি করেই কুঁকড়ো অবতার হয়ে থাকতে হবে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি মুরগি। 'গ্রামে কুঁকড়ো ডাকছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কুঁ কুঁ [ধন্য] বি অকুট ধ্বনিবিশেষ। 'কুঁ কুঁ অকুট সেই মৃদু গুঞ্জন তুলে বৃষ্টি মুখা যায় নবিতুন।' কায়সার, ১৯৬২।

কুঁকুড়ি [স কুঁকুটী] বি ক্রী মোরগ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুঁচ [স গুঞ্জা] ১ বিণ লাল (গুঞ্জাফলের মতো)। 'মরি কুঁচ নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।' গিরিশ, ১৮৮৩। ২ বি গুঞ্জাফল। 'লাল কুঁচ দেব।' জসীম, ১৯৩৩।

কুঁচপেড়ে [স গুঞ্জা+স পার] বিণ লাল পাড়বিশিষ্ট। 'সতরঞ্চীপেড়ে, কুঁচপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কুঁচফল [স গুঞ্জাফল] বি গুঞ্জাফল। 'টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়ে; কিশোরীর দুর্বাবনে কুঁচফল হারিয়ে পুনরায় খোজার মত।' শওকত, ১৯৬২।

কুঁচবরণ [স গুঞ্জাবর্ণা বিণ কুঁচ ফলের মতো রঙ্গিন। 'তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যার গল্পটা বল দিকি?' বিজুতি, ১৯২৯।

কুঁচবরন [স গুঞ্জাবর্ণা বি কুঁচফলের মতো লাল রংবিশিষ্ট। 'কুঁচবরন কন্যা' এর তার মেঘবরন কেশ।' নজরুল, ১৯৩২।

কুঁচকানো [স কুঁচকান] ক্রি কুঁচকিত করা। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সম্ভোরে পাক দিয়ে দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুঁচকি [স কুঁচক] বি উরু ও তলপেটের সংযোগস্থল। 'ব্যাথা লেগেছিল বা দিকের কুঁচকিতে।' মানিক, ১৯৪৭।

কুঁচা ক্রি কুঁচি কুঁচি করা। 'খড় কুঁচাতে গিয়ে একটা আশ্র পাগুরো বঁটিতে কুঁচিয়ে ফেলেছিল।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কুঁচি [স কুঁচ] ১ বি ত্রাশ। ওঙ্গ, ১৭৮৫। ২ বি মুড়া ঝাঁটা। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি ভাঁজ। 'শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে আত্মা বিকল করে তাকাতো।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

কুঁচে [প্রা কুঁচিয়া] বি সাপের মতো আকৃতির মাছবিশেষ। ওঙ্গ, ১৮৮৫।

কুঁজ [স কুঁজা] বি কুঁজো। ম্যানেএল, ১৭৪৩। 'যেই কুঁজ - লগপঙ মাংসে ফলিয়াছে।' জীবন, ১৯৩৬।

কুঁজরা [স কুঁজরাতিক (সবজি বিক্রেতা)] বিণ নীচ মনের। 'দুই তিন ঘন্টা ... যাগি ও কুঁজরা বেশ্যার সহিত বকাবকি করিতেন।' প্যারী, ১৮৫৯।

কুঁজা [স কুঁজা] বিণ বাকানো। 'পিঠ একটু কুঁজা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কুঁজা বি জলপাত্রবিশেষ। 'তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুঁজি [স কুঁজিকা] বি চাবি। 'রসনা কেবল কথা সিঁদুরের কুঁজি।' ভারত, ১৭৬০।

কুঁজী [স কুঁজী] বি কুঁজওয়ালী। 'আর কুঁজ এমন কাশামুখো, কুঁজীকে নিয়ে রইল।' গিরিশ, ১৮৯৬।

কুঁজো [স কুঁজ] বি মাটির জলপাত্রবিশেষ। 'এই ঘরের কুঁজো থেকে হীম জল এনেছি।' উমেশ, ১৮৭৭।

কুঁজো বি পিঠ বাকা যার। 'কুঁজো বেলে, সোজা হ'য়ে শুতে যে সাধ।' নজরুল, ১৯৩৬।

কুঁড়া [স কুঁড়া] বি সিঁদ্ধি ঘোটার পরে। 'খলি ডরা সিঁদ্ধিগুঁড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া।' ভারত, ১৭৬০।

কুঁড়া [স কুঁড়া] বি তুষের গুঁড়া। 'গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া।' ভারত, ১৭৬০।

কুঁড়াঝালি [স কুঁড়াল] বি বৈষ্ণবের জপমালার থলি। 'বানাইব কুঁড়াঝালি দিয়া ছাগ-ছালত্র।' ওঙ্গ, ১৮৫৮।

কুঁড়ি [স কুঁড়াল] ১ বি কলিকা। 'মাথাএ মউর পুংস কর্ণে পুশ্প কুঁড়ি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি মুকুল। 'বতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুঁড়িয়া [স কুঁড়ী] বি মালসা; মাটি বা পাথরের গোলাকার পাত্রবিশেষ। 'যত পুরা রাখে রামা কুঁড়িয়া পথরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুঁড়ে [স কুঁটরি] বি কুঁটরি। 'এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কুঁড়েঘর বি ঘাসপাতা ইত্যাদি দ্বারা ছাওয়া ছোটো ঘর। 'মেঘের ছায়া কুঁড়েঘরের পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কুঁড়ে [স কুঁঠ] বি অলস লোক। 'যতসব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কুঁড়ের বাদশা [স কুঁঠ+ফা বাদশাহ] বিণ অত্যন্ত অলস। 'ছেলেটা বাপের মতো কুঁড়ের বাদশা হয়েছে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

কুঁড়েমি [স কুঁঠ+বি] বি আলস্য। 'কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুঁড়ো [স কুঁদা] বি তুষের কণা। 'ঘরে খুদকুঁড়ো আর বাকি রইল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কুঁড়োজালি [স কুঁড়াল+স জাল] বি ছোটো আকারের জালবিশেষ। 'কুঁড়োজাল লইয়া কেহ বলে দিন কাটায়ে।' মানিক, ১৯৩৬।

কুঁড়াঝালি [স কুঁড়াল+স জাল] বি বৈষ্ণবদের জপমালার থলি। 'এ যে কুঁড়াঝালি হাতে আছে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুঁতা, **কৌতা** [স কুঁদা] ক্রি কুঁট প্রকাশক শব্দ করা। 'কুঁতবি যখন কফের জ্বালায়।' লালন, ১৮৯০।

কুঁথা [স কুঁদা] ক্রি কাতরতা প্রকাশ করা। 'তাই তুলো-ধুনে করছে ততই যতই মরিস কুঁথে।' নজরুল, ১৯২৪।

কুঁদরি বি পটলের মতো সবজিবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুঁদা [ফা কনদাহ] ১ ক্রি বোদাই করা। 'যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রি গঠন করা। 'দুয়ার রুখে বচন কুঁদে খেলনা আমার হয় বানাতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কুঁদা [স কুঁদা] ক্রি বানানো। 'বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে।' দ্বিচঞ্জি, ১৬০০।

কুঁদা ক্রি হস্তার ছাড়া। 'লক্ষ রূপা শূন্যে উঠি পড়ল কুঁদে মাটির পরে।' জসীম, ১৯২৯।

কুঁদা [স কাণ] ১ বি কাঠের গুঁড়ি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি কাঠের হাতল। 'বন্দকের কুঁদার উপরে কেটে বসে কঠিন আঙুল।' নীরেন, ১৯৬১।

কুঁদি [ফা কনদাহ] বি কাঠমস্তুর যন্ত্রবিশেষ। 'কুঁদির মুখে বাক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠাণ্ডা বড় ঠাণ্ডা।' মীনবন্ধু, ১৬০০।

কুঁদিলে [ফা কনদাহ] বিণ বোদাইকৃত। 'কুঁদিলে শ্রীমুখ বাংলা চুলো।' নজরুল, ১৯২৬।

কুঁদুলি [স কন্দল] বি ঝগড়াটে নারী। 'কুঁদুলিকে নিয়ে গেল খ্যাকশেয়ালি এসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

কুঁদুলে [স কন্দল] বিণ ঝগড়াটে। 'চিরকালই ওর ওইরকম কুঁদুলে স্বভাব।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

কুঁপি [স কুপী] বি কুপি। 'কুঁপি ভরি তৈল দিল তেলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুক [হি] বি বারুচি। 'কুক হয়ে মুখখানি লুক করি সুখে।' ওষ, ১৮৫৮।

কুক [ধন্য] বি মুখ দিয়ে তৈরি এক ধরনের সংকটধনি। 'হাজার সাঁওতাল এক সঙ্গে উল্লাস করিয়া কুক দিয়া উঠিতেছে।' তারা, ১৯৪০।

কুক কুক [ধন্য] বি হাঁস-মুরগি ডাকার শব্দ। 'আয় আয় কুক কুক তি-তি-তি।' কায়সার, ১৯৬২।

কুক ছেড়ে কান্দা ক্রি আর্তনাদ করে কান্দা। 'না নিই তো কুক ছেড়ে তখন কাদিস।' মনোজ, ১৯৬১।

কুকঠ [স] বিণ কঠ কঠশ এমন। 'সখি! সুকঠই বলো, আর কুকঠই বলো।' মাইকেল, ১৮৭৪।

কুকথা [স] বি খারাপ কথা। 'কুকথা কদাপি বাচ্য নহে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

কুকপালিয়া [স কুকপাল] বিণ দুর্ভাগ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

কুকবি [স] বি অযোগ্য কবি। 'সমসাময়িক কুকবিসের কোকিল বলে ভরসনা করেছেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

কুকর্ম, কুকর্ম্য [স] ১ বি খারাপ কাজ। 'তিনি তোমার এই কুকর্ম্মানুসারে তোমাকে এই প্রতিফল দিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি পাপকর্ম। 'আত্মহতা ইত্যাদি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ...' সেবধি, ১৮৩৯।

কুকর্ম্মসূচক, কুকর্ম্মসূচক [স] বিণ ঘৃণিত; নোংরা। 'কুকর্ম্মসূচক আমোদেই লিপ্ত থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

কুকর্ম্মাশিত, কুকর্ম্মাশিত [স] বিণ খারাপ কাজে লিপ্ত। 'সেন যাহাকে কুকর্ম্মাশিত দেখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

কুকর্ম্মাসক্ত, কুকর্ম্মাসক্ত [স] বিণ খারাপ কাজে লিপ্ত। 'সেই কুকর্ম্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে নাও।' বঙ্কিম, ১৮৪৯।

কুকশিয়া বি কুকুর-শৌক্য। 'কুকশিয়া গাছের ঝরার মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল।' বিহুতি, ১৯২৯।

কুকাজ [কুকার্য] বি কুকর্ম; অমৈতিক কাজ। 'কুকাজ করিলে, অখ্যাতি হয়।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

কুকাণ্ড [স] ১ বি নিন্দনীয় কাজ। 'ঐ দলের এক জানওয়ার যে কুকাণ্ড করছিল ...' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বি মন্দ ঘটনা। 'বিলিতি চাল যে কুকাণ্ড ঘটতে পারে।' অবন, ১৯২৫।

কুকার্য, কুকার্য্য [স] বি কুকাজ; নিন্দনীয় কাজ। 'কুকার্য্যে যে লীন তাহাকেই কুলীন কহে।' রামনায়ায়, ১৮৫৪।

কুকাল [স] বি খারাপ সময়। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুকি, কুকী বি নৃপোষ্ঠাবিশেষ। 'হিমালয় নিবাসি কুকিদিগের ন্যায় ... এতাদৃশ আচরণ ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। 'কুকী রমণীর নৃত্য হবে?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুকিল [স কোকিল] বি কোকিল। 'কুকিলে পঞ্চম গায়।' বিজয়, ১৬৫০।

কুকিলি [স কোকিল] বি ক্রী কোকিল। 'মন্দবায় পঞ্চম গায় কোকিল কুকিল।' কুঞ্জরাম, ১৭২০।

কুকিলা [স কোকিলা] বিণ কোকিলের মতো সুমধুর স্বরবিশিষ্ট। 'হরিপুত্রা চন্দ্রকলা কর্পূরা কুকিলা।' মাল্যধর, ১৫০০।

কুকীর্তি, কুকীর্তি [স] ১ বি খারাপ ঘটনা। 'এত দেশ থাকতে নাটোরে এ কুকীর্তি হবে কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি খারাপ আচরণ।

'কামাল পাশার এই সমস্ত কুকীর্তি।' এসলাম, ১৯৩২।

কুকু [প] বি কাকাতুষ্য। ওঁসা, ১৭৮৫।

কুকুড়া [স কুকুট] বি মোরগ। 'যেই ঘরে আছে মোর কুকুড়ার বাসা।' বিজয়, ১৬৫০।

কুকুড়ী বি ক্রী মুরগি। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

কুকুর [স কুকুর] বি সারমেয়; সুপরিচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ; কুত্তা। 'কি করিবে কুলের কুকুরে।' মুরারি, ১৫৭০।

কুকুরছানা [স কুকুরশাবক] বি কুকুরের বাচ্চা। 'জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

কুকুররতি [স কুকুররতি] বি কুকুরের যৌনসঙ্গম। 'জনতা কুকুররতি দ্যাখার উৎসবে মুখর।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

কুকুর-শাবক [স কুকুরশাবক] বি কুকুরের বাচ্চা। 'সতীশ তাহার অতিব্রজ্যত কুকুর-শাবকটাকে বুকে চাপিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কুকুরী [স কুকুরী] বি কুকুরের কাজ। 'চাকুরী আর কুকুরীতে কিছু ভিন্ন ভেদ আছে রে পায়র?' মশাররফ, ১৯০৮।

কুকুরা [স কুকুট] বি মোরগ। 'হংস কুকুরা প্রভৃতি পালন করে।' দর্পণ, ১৮২১।

কুকুশাবো ক্রি কুলি করা। মানোএল, ১৭৪৩।

কুকুশে [সি] কেকেনা বি কেকো গাছের পাতা থেকে তৈরি মাদকদ্রব্য; কোকোনা। 'ভিতরে আশিষ্ট আর হাশীশ, না কুকুশে।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

কুকুট [স] বি মুরগি। 'কুকুটের ডিম দড় হস্তে লাগে ভার।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কুকুটমাংস [স] বি মোরগের মাংস। 'জয়কালীর একটি যবনকরপকু, কুকুটমাংস-সোলুপ ভগিনীপতি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কুকুটী [স] বি ক্রী মোরগ। 'সে কয়েকটি কুকুট কুকুটী পুষিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কুকুর [স] বি কুকুর। 'প্রভু কহে কুলীনখামো যে হয় কুকুর।' কুন্ডলাস, ১৫৮০।

কুকুর-বৃষ্টি [স] বি অত্যন্ত নীচ পেশা। 'কুকুর-বৃষ্টি দাসত্ব করিব, ত্যাক্ষ রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুকুর-মারা বি প্রবল মারধর। 'আমাকে কুকুর-মারা করিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কুকুরী [স] বিণ ক্রী কুকুর। 'যোগী যোগ ত্যজে, কুকুরীতে ভঞ্জে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কুক্টিয়া [স] বি খারাপ কাজ। 'যদ্রুপ কুক্টিয়ায় প্রবৃষ্টি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না।' দর্পণ, ১৮৩১।

কুক্ণ [স] বি অস্ত্র মুহূর্ত; দুঃসময়। কুক্ণে [স] ক্রিণি দুঃসময়ে। 'যেহ রথে কুক্ণে রণিলা উভয়।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুকি [স] ১ বি পেট। 'কুকি দিবারদ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি ক্রাণ। 'বা হাতের কুকিতে বৃড়ি ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কুক্ণিগত [স] বিণ বগলনাচ। 'চাঁদার খাতা কুক্ণিগত করিয়া ...'।

কৃক্‌দেশ

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৃক্‌দেশ [স] বি কাক; কাকাল। 'কৃক্‌দেশে একটি খাঁপী লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন ...'। রঞ্জীব, ১৮০৫।

কৃক্‌মুখ [স] বিণ অবৈধ দখল থেকে মুক্ত। 'এসব প্রতিষ্ঠান সরকারী কৰ্মচারীদের কৃক্‌মুখ না হওয়া পর্যন্ত ...'। আঞ্জাদ, ১৯৬৪।

কৃক্‌স্থ [স] বিণ কৃক্‌গত। 'কবিরাজের কৃক্‌স্থ উপাদান নিয়ে ...'। প্রমথ, ১৯১৪।

কৃক্‌সী [স কৃক্‌সি] বি পেট। 'এইখানকার মহারাজার কৃক্‌সী নিবিষ্ট ভৃত্যবৎ ছিল।'। রামরাম, ১৮০২।

কৃখাদ্য [স] বি খেলে শরীরের ক্ষতি হয় এমন খাবার। 'যাহা খাইলে শরীরের অপকার জন্মে, তাহাই কৃখাদ্য।'। মশাররফ, ১৮৮৯।

কৃখ্যাত [স] বিণ মন্দ কাজের জন্যে পরিচিত। 'আমরা, — দুর্বল, ক্রীণ, কৃখ্যাত জগতে।'। মাইকেল, ১৮৬৬।

কৃখ্যাতি [স] বি কলঙ্ক। 'কৃখ্যাতি প্রচার হওয়াতেই, তাঁহার মাতা ভীমহাদেবী জাতিচ্যুত হন।'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

কৃগঠন [স] বিণ পড়ন ভালো নয় এমন। 'কৃগঠন যুগপক্ষেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে।'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কৃগঠিত [স] বিণ খারাপভাবে তৈরি। 'কৃগঠিত মূর্তি ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কৃগত [স] বিণ মদগামী। 'হুমদ কুসুম রডস বসী। অবহি উগত কৃগত সসী।'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কৃগতিক [স] বি মন্দ পথ। 'ঐ সকল কৃগতিক না হইতে পারিবাদ নিমিত্ত ...'। ফকস্টার, ১৭৯৮।

কৃগ্রহ [স] বি (কল্পিত) অন্তর্দেহ। 'কৃগ্রহে দৃষ্টি কৈলে পড়এ কৃগ্রহ।'। সুলতান, ১৬৫০।

কৃঘটনা [স] বি অন্তর্দেহ কাণ্ড। 'তা হলে এ সব কৃঘটনা কখনই ঘটত না।'। মাইকেল, ১৮৭৩।

কৃঘটা [স কৃ+ঘটনা] বি খারাপ ঘটনা। 'বাড়াবাড়ি হইলে ক্রমে/কৃঘটাত আটক পায় কর্মে।'। লালন, ১৮৯০।

কৃগুর [স কৃ+গুর] বি কুমার। 'শ্রীমত কৃগুর হরিনাম রায় রাজা ও বাহাদুর বেতাব প্রাপ্তিহেতুক ...'। দর্পণ, ১৮২৫।

কৃক্‌ম [স] বি জামরান। 'হরিদ্রা কৃক্‌ম চন্দন মঙ্গলপ্রভা পাত্রোতে ভরিয়া।'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৃক্‌মে তুলিয়া মলা নারায়ণ তৈল দিসা গায়।'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃক্‌মগন্ধ [স] বি সুগন্ধিবেশ। 'করি নানা পরিবন্ধ লেপহ কৃক্‌মগন্ধ নাকি নেউটবক যৌবন।'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃক্‌ [স] বি স্তন। 'নাভিমূলে দৃষ্টি কৃক্‌ লুণে।'। বড়ু, ১৪৫০।

কৃক্‌কলি [স] বি স্তনের বোঁটা। 'কৃক্‌কলি নিভাড়ি নিভাড়ি ...'। সুধীন্দ্র, ১৯৩১।

কৃক্‌কান্তি [স] বি স্তনের সৌন্দর্য। 'কৃক্‌কান্তি হেরি, অতি দুঃখী করি, নিজ গর্বে হরি।'। ভবানী, ১৮২৫।

কৃক্‌কুম্ভ [স] বি কুম্ভরূপ স্তন। 'তোর দুই কৃক্‌কুম্ভ বাঁকি নিজ গলে।'। বড়ু, ১৪৫০।

কৃক্‌গিরি [স] বি উঁচু স্তন। 'নাসা ঋণপতিচক্‌ ভরম ভয়ে কৃক্‌গিরি

সাক্ষি নিবাসা।'। বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

কৃচুয়ণ [স] বি স্তনজোড়া। 'মুগমদ কৃচুয়ণ গণন মাঝার।'। বড়ু, ১৪৫০।

কৃচুয়ণাল [স] বি স্তনজোড়া। 'সুররাজগজকৃচ্‌ কৃচুয়ণাল।'। বড়ু, ১৪৫০।

কৃচ-কৃচি [স] বি স্তনের সৌন্দর্য। 'সুশ্রু স্বর্ণ-সুতার কাঁচলি আছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে কৃচ-কৃচি।'। মাইকেল, ১৮৬১।

কৃচাখ [স কৃচ-অখ] বি স্তনের বৃদ্ধ। 'কৃচাখে শ্যামল মৃদা অতি চারুতর।'। আলাওল, ১৬৮০।

কৃচ [ফা] ১ বি সৈন্যদের অনুশীলন: কৃচকাওয়াজ। 'সেই দিন কৃচ হইল কৃফার শহর।'। গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি যুদ্ধযাত্রা। 'সেনাসকল শিবির ভঙ্গ করিতে লাগিল, পরদিন প্রভাতে "কৃচ" করিবে।'। বঙ্কিম, ১৮৬৫।

কৃচকাওয়াজ [ফা কৃচ+আ কাওয়াজ] বি সৈনিকদের অনুশীলন। 'কর্য্যো কৃচকাওয়াজ করে।'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

কৃচ্‌ [স ওজ্জা] বি ওজ্জাফল। **কৃচ্‌ফল** [স ওজ্জাফল] বি ওজ্জাফল। 'মদুবীজ সুফল রোমন কৃচ্‌ফল।'। গুণ, ১৮৫৮।

কৃচ্‌নয়ন [স ওজ্জানয়ন] বি কৃচ্‌ফলের মতো লাল চোখ। 'মরি কৃচ্‌নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।'। গিরিশ, ১৮৮৭।

কৃচ্‌বরন [স ওজ্জাবর্ণ] বিণ কৃচ্‌ফলের মতো লাল রংবিশিষ্ট। 'সিনা কৃচ্‌, দলবরন, কৃচ্‌বরন — কত যে রঙের পাখনা।'। কায়সার, ১৯৬২।

কৃচ্‌ক [স কচ্‌ক] বি তলপেটে ও উরুর সন্ধিস্থল। গুণী, ১৭৮৫।

কৃচ্‌কৃচ্‌ [ধন্যনা] বি উজ্জল ও গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের আভা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কৃচ্‌কৃচে [ধন্যনা] বিণ গাঢ় ও চকচকে। 'কালে কৃচ্‌কৃচে কৌকড়া কৌকড়া বাগটায় বেড়া।'। বঙ্কিম, ১৮৫৮।

কৃচ্‌কুরে [স কৃচ্‌কুরী] বিণ কৃচ্‌কৌশলী। 'ঐ রকম কৃচ্‌কুরে মন না হ'লে কি আর এই দশা হয়?'। বিজুতি, ১৯২৯।

কৃচ্‌ক [স কৃ+চ্‌ক] বি ষড়যন্ত্র। 'কৃচ্‌কি আমার ভাই কৃচ্‌ক করিল।'। মালাধর, ১৫০০।

কৃচ্‌ক্রান্ত [স] বি কৃচ্‌ ষড়যন্ত্র। 'কৃচ্‌ক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজ্যশৃঙ্খলে বিশিষ্ট ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৃচ্‌ক্রী [স] বিণ ষড়যন্ত্রকারী। 'কৃচ্‌ক কৃচ্‌ক্রী জেলে-ধরা বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল।'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কৃচ্‌চনি [কোচ] বি বেশ্যা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কৃচ্‌চপরায়া [সি কৃচ্‌+চা পরয়ায়া] বি কোনো ধরনের ভয়। 'ক্যা ফুরতি! কৃচ্‌চপরায়া নেই, যদ লোয়াও।'। গিরিশ, ১৮৮৯।

কৃচ্‌চর [স কৃচ্‌চরিত্র] বি ধর্ম পালন করে না এমন লোক। 'কিবা ইন্দু কিবা মোসোলমান কিবা কৃচ্‌চর।'। মনোএল, ১৭৪৩।

কৃচ্‌চরিত্র [স] বি খারাপ স্বভাবের লোক। 'কেহ না ঘনায় মন্দ কৃচ্‌চরিত্র পাশে।'। আলাওল, ১৬৮০।

কৃচ্‌চরীত [স কৃচ্‌চরিত্র] বি কদাচার। 'হেন বুঝে রাখা তোঁ কবিলি কৃচ্‌চরীত।'। বড়ু, ১৪৫০।

কৃচ্‌চা [স কৃচ্‌সা] বি কৃচ্‌সা; বিন্দা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কৃচ্‌চাইলতা বি লতা বা ওগাধিবেশ। 'মানগড়া বাকৃতি কৃচ্‌চাইলতা।'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কুচাখ্র প্রকৃ

কুচাল [স] বি মন্দ চালচলন; অসদাচরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুচি [স] কুর্চ ১ বি ছোটো টুকরা। 'বে অকুচির কুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তাকে মুচিকও করি গুচি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি লোম। 'চোটে আর খুতনিতও গুয়েরে কুচির মতো চুলগুলো খাড়া হয়েছিল।' প্রমথ, ১৯৪১।

কুচি-করা [স] বি ছোটো ছোটো করে কাটা। 'কুচি-করা সুপারি আছে কাগজের বাস্ত্রে।' ইলিয়াস, ১৯৭৭।

কুচি দেওয়া [স] ক্রি পরিষ্কার করা। মানোএল, ১৭৪৩।

কুচিকিৎসক [স] বি মন্দ ডাক্তার। 'অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিধের প্রয়োগ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কুচিকিৎসা [স] বি চুল বা অনুপযুক্ত চিকিৎসা। 'আলসাম্বভাব, দারিদ্র্যাদিশা, কুচিকিৎসা ইত্যাদি ভ্রূরি ভ্রূরি প্রত্যক্ষ কারণে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কুচি কুচি [স] বি [মন্যনা] বিণ ছোটো ছোটো। 'কুচি কুচি করিয়া ভূকির এক সাথে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কুচি [স] বি অশোভন ছবি। 'এমন সমস্ত কুচি ও কুদৃশ্য ...।' মোগাজিন, ১৯৩৪।

কুচিহিত [স] বিণ ব্যাপারভাবে উপস্থাপিত। '... কুচিহিত মোসলেম পুরুষ ও নারী চরিত্রের সহিতই পরিচিতি হয়য়া আসিতেছিলাম।' বঙ্গীয়, ১৯২১।

কুচিস্তা [স] বি খারাপ চিন্তা। 'কোন কুচিস্তা ও কলুষভাব যাহাদের অন্তরে স্থান পায় নাই।' এসলাম, ১৯২০।

কুচিস্তিত [স] বিণ কুচিস্তা করা হয়েছে এমন। 'কুচিস্তিত কাহিনী ব্যবহার জন্য।' মোগাজিন, ১৯৩০।

কুচিআ [স] বি [কুৎসা] বিণ কুচিস্তাকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুচটে [স] বি [কুৎসা] বিণ কুচিল প্রকৃতির। 'কুচলিয়া তিতা কুচটে বুদ্ধি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

কুচো [স] কুর্চ বিণ ছোটো। 'কুচো চিংড়ী।' বিভূতি, ১৯৩৮।

কুচোমাছ [স] বি [কুর্চ+স মৎস্য] বি সাপের মতো কালো রঙের মাছবিশেষ। 'কুচো মাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় হোঁ মেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কুছ [স] কুৎসা। ১ বিণ দোষযুক্ত। মানোএল, ১৭৪৩; 'সে কেবল জ্ঞানিবা কুছ।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ তুচ্ছ। 'ভূলাতে তোমারে দিল এ কুছ ডুশো।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৩ বি কুৎসা। 'কুলের কুছ ব্যস্ত করা কাপুরুষের কাজ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কুছা [স] কুৎসা। বি কুৎসা। 'হোমের কুছা, হোমের প্রানী, হোমটা একটা নেত্রী প্রেস।' মশাররফ, ১৮৯০।

কুছিত [স] কুৎসিত। বিণ কুৎসিত। 'শয়ন কুছিত বীরের ভোজন বিটাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুছিতা [স] কুৎসিত। বিণ কুছিত। মানোএল, ১৭৪৩।

কুছো [স] কুৎসিত। বি নিন্দা। 'করব না আর কুছো।' নজরুল, ১৯২৬।

কুচ্যামোড় [স] বি কুছিকা+স মুণ্ড। বি জল ক্ষেপণের উপকরণবিশেষ। 'কুচ্যামোড় কার হাতে কার জলচ যন্ত্র।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুছিত [স] কুৎসিত। বিণ কুৎসিত; অসুন্দর। 'বনচারি গোপি আমা কুছিত দেখিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

কুজ [স] কুজ। বি পিঠের অস্বাভাবিক ফুলে ওঠা বাকানো অংশ। 'সেইক্ষণে কুজ তার ঘুটাল পুটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুজ [স] কুজ। বি মাটির জলপাত্রবিশেষ। 'জলের কুজ লইয়া, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কুজন [স] বি আনন্দে গুলন। 'রাধাএক কৈল কুজনে।' বড়ু, ১৪৫০।

কুজন [স] বিণ ব্যাপার লোক। 'সুজনের মলা নাহি এবং কুজন না জর্মে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

কুজনা [স] কুজন। বি দুর্জন; দুষ্টলোক। 'নেহারে গেলমাল হলে পড়ি কুজনার ভালে।' লালন, ১৮৯০।

কুজা [স] কুজ। ১ বি বৃক্ষবিশেষ। 'কুজা কুজ কদম বাসক কেন্দ্র কুন্দ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ বাকা। 'চাবুকের দায় কেহ হইয়া গেল কুজা।' গরীব, ১৭৬৫।

কুজা [স] কুজ। বি পানি রাখার জন্য তৈরি মাটির পাত্র। 'এক কুজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুজা [স] কুজন। ক্রি কলতান করা। 'আজ কোকিল কুজে পিচকারীর সুরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কুজিত [স] বিণ গুলন করেছে এমন। 'কোকিল কুজিত ভ্রমর গুলিত।' রবীন্দ্রনাথ, ১৭৮০।

কুজুদান [স] বি ছোটো নৌকা। মানোএল, ১৭৪৩।

কুজীবন [স] বি মন্দ জীবন। 'আমার কি কুক্ষেপে জন্ম। এ কুজীবন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কুজো [স] কুজ। বি মাটির তৈরি সরু গলাবিশিষ্ট জল রাখার পাত্রবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫।

কুজুটি [স] বি কুয়াশা। 'নিদারুণ মাঘ মাসে সদায় কুজুটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুজুটিকা, কুজুবাটিকা [স] বি কুয়াশা। 'শীতকালে কুজুটিকা হইয়া থাকে।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'প্রাতঃকালে চতুর্দিক মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজুবাটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুজুটি-জাল [স] বি কুয়াশার জাল। 'মায়ার কুজুটি-জাল যাক দূরে যাক।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

কুজ্ঞান [স] বি বদখেয়াল। 'তাহাতে দুঃখি হইয়া নানান কুজ্ঞান উদয় হইলে ...।' রামরায়, ১৮০১।

কুজ্ঞানি [স] কুজ্ঞানী। বিণ মদনজ্ঞানবিশিষ্ট। 'কুজ্ঞানি এই বুড়ি কর্মে কইল ডেড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুবাটী [স] কুজুটি। বি কুয়াশা। 'মাঘমাসে আনিবার সদাই কুবাটী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুঞ [স] কুশ। বি কুয়া। 'পরক বচনে কুঞ ধস দেঅ তৈসনে কে মতিহীন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুঞ্জন [স] ১ বি সংকোচন। 'কুঞ্জন-ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি ভাঁজ। 'চিবুকের মনোরম কুঞ্জন।' মানিক, ১৯৩৫।

কুঞ্জ [স] কুঞ্জন। ক্রি কোঁচকানো। 'অ কুঞ্জিয়া কহে রাজা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কুঞ্চিত [স] ১ বিণ সংকীর্ণ। 'কুঞ্চিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা

অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিগ কৌচকানো। 'নাসিকার সুকুমার অম্বাভাগটুকু কৃষ্ণিত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিগ সংকুচিত। 'অব্যথা শরীর সংকোচে কৃষ্ণিত হত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ বিগ কৌচকানো। 'ঘন কানো তব কৃষ্ণিত কেশে ফুঁথির মাগা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কৃষ্ণিততর [স] বিগ অধিক কৃষ্ণিত। 'জু কৃষ্ণিত হইতে কৃষ্ণিততর হইতে লাগিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

কৃষ্ণিতলোলচর্ম [স] বিগ ভাঁজযুক্ত ঢিলে চামড়াবিশিষ্ট। 'কঙ্কালসার কৃষ্ণিতলোলচর্ম শিও।' তারা, ১৯৪৩।

কৃষ্ণিতহৃদয় [স] বিগ সংকীর্ণমনা। 'কৃষ্ণিতহৃদয় সুপ্রাণীদিগের ঘাড়া অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কৃষ্ণিকা [স] বি চাৰি। 'সিন্দুরের কৃষ্ণিকাও এক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই আছে।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

কৃষ্ণ [স] ১ বি লতাপাতায় আচ্ছাদিত ঘরের মতো স্থান। 'এক এক নারি লতা এক এক কৃষ্ণে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ভপোবন। 'আমার কৃষ্ণেতে কেন হরিষ অন্তর।' দীচক্সী, ১৬০০। ৩ বি বন। 'কৃষ্ণে ২ ভ্রমে রাজা রমণী সহিতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৃষ্ণকাননচারী [স] বিগ কৃষ্ণকাননে বিচরণকারী। 'কেশের কুরু কল্যাণা দীনে, কৃষ্ণকাননচারী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কৃষ্ণকুটীর, কৃষ্ণকুটীর [স] ১ বি কৃষ্ণ। 'বন উপবন কৃষ্ণ কুটীরহি সবই তোহি নিরুপ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি বাগানবাড়ি। 'অলিন্দ-ওয়ালা কৃষ্ণকুটীরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৃষ্ণকীড়া [স] বি প্রেম। 'রাত্রিদিনে কৃষ্ণকীড়া করে রাখাসঙ্গে কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণসেহা [স] বি লতাপাতা দিয়ে তৈরি করা ঘর; আশ্রম। 'কৃষ্ণসেহা আসিব কৃষ্ণসেহা।' বড়ু, ১৪৫০।

কৃষ্ণঘর [স] কৃষ্ণ+ঘর বি লতাগৃহ। 'সন্কেত-বেগুনাদে রাখা গেল কৃষ্ণঘরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণছায়াবীথিকা [স] বি গাছের ছায়াঢাকা বনের পথ। 'ওরা চলেছে কৃষ্ণছায়াবীথিকায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কৃষ্ণতল [স] বি ধোপের নীচ। 'ধরি লতা জ্ঞাও কৃষ্ণতলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কৃষ্ণদুয়ার [স] কৃষ্ণদ্বার বি কৃষ্ণ বা আশ্রমের প্রবেশপথ। 'কৃষ্ণদুয়ারে অব্যবহের মতো/রজনীপ্রভাতে বসে রব কত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কৃষ্ণদ্বার [স] বি বন-নিবাসের প্রবেশপথ। 'কৃষ্ণদ্বারে বনমল্লিকা মেজেছে পরিয়া নব পত্রাণিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কৃষ্ণবন [স] বি কৃষ্ণময় কানন। 'একল কৃষ্ণবনে আকুল কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'চারি দিকে কৃষ্ণবন, কন্দর, পর্বত, নিবিড় কানন।' মাইকেল, ১৮৬০।

কৃষ্ণবনচারী [স] বি যে কৃষ্ণময় বনে বিচরণ করে। 'চিরকিশোর মুরলীধর কৃষ্ণবনচারী।' নজরুল, ১৯৩৩।

কৃষ্ণ-বিহারি [স] কৃষ্ণবিহারী বিগ বাগানে বিচরণকারী। 'আঁধার পিঞ্জরে তুই রে কৃষ্ণ-বিহারি বিহঙ্গ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কৃষ্ণবীথি [স] বি বাগান। 'অবেলায় কৃষ্ণবীথি/এলে মোর শেষ অতিথি।' নজরুল, ১৯২৯।

কৃষ্ণবীথিকা [স] বি উপবনের সারি। 'কৃষ্ণবীথিকায় ... ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কৃষ্ণভবন [স] বি লতা-পাতায় ঘেরা ঘরের মতো স্থান; আশ্রম। 'সন্ধ্যাপবনে কৃষ্ণভবনে/নির্জন নদীতীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কৃষ্ণলতা [স] বি একপ্রকার লতানো গাছ। 'কৃষ্ণলতাও হতে পারে।' জীবন, ১৯৩২।

কৃষ্ণশোভা [স] বিগ কৃষ্ণের শোভাবর্ণনকারী। 'কৃষ্ণশোভা বরঙম্বালা মোলে গলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৃষ্ণসভা [স] বি কৃষ্ণবন। 'বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশথ গাছের একটি কৃষ্ণসভা দেবতে পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কৃষ্ণান্তর [স] কৃষ্ণ+অন্তর বি অন্য আশ্রম। 'বহে সে সঙ্গীতে যবে যজু কৃষ্ণান্তরে সমসেশে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

কৃষ্ণর [স] বি হাতি। 'কি ছার কৃষ্ণর মাভোয়ার।' মুরারি, ১৫৭০।

কৃষ্ণরচর্ম [স] বি হাতির চামড়া। 'উত্তরি আঁতের নাড়ি কৃষ্ণরচর্মের শাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃষ্ণরনিকর [স] বি হাতির পাল। 'বর্ণাশ্রিত কৃষ্ণরনিকরের বৃহিত শব্দ।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কৃষ্ণরবর [স] বি হাতি। 'ধাইল কৃষ্ণরবর বড়ই দুরন্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃষ্ণরঙাকার [স] বিগ হাতির ঔড়ের মতো। 'সসা জেন মসাতলা কলৌকা কৃষ্ণরঙাকার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃষ্ণরগমিনী [স] বি হাতির মতো গমন করে যে। 'দুবলা চলিত জেন কৃষ্ণরগমিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃষ্ণসীপানা [স] কৃষ্ণ+বি কৃষ্ণের আচরণ। 'কী কৃষ্ণসীপানা! দেও না একটু পান-দোকা।' ওয়ালী, ১৯৬২।

কৃষ্ণ [স] কৃষ্ণিকা বি চাৰি। 'মোর হস্তে সমস্ত যথেক সব কৃষ্ণি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কৃষ্ণিকা [স] কৃষ্ণিকা বি চাৰি। 'আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কৃষ্ণিকা পীরদিগের হস্তেই।' সওগাত, ১৯৩৮।

কৃষ্ণিকাটি [স] কৃষ্ণিকা+কাঠি বি চাৰি। 'তার মনের গোপন মঞ্জুয়ার কৃষ্ণিকাটি যেন কিছুতেই দিতে চায় না।' নজরুল, ১৯২২।

কুট [স] কুট বিগ জটিল। 'তোমার কুট মন মোহে ডুবাওল।' রাহমার, ১৬০০।

কুট [স] কুট বিগ বি খড়। 'কুটগাছটি দিলে দুভাগ হয়ে যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কুট [স] বি কল্লা; দুর্গ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুটকাণিআ [স] কুট+বি কুট চাল নেয় যে; চালিয়াত। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুটকাট [ধন্য] বি ছোটোছোটো শব্দ। 'সমস্ত বেলাই কুটকাট দুদুদু ... চলছেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কুটকুট [ধন্য] ১ বি কোনো কিছু চিবানোর শব্দ। 'ভটিতারেক ছোটো টুকুড় মস্ত দিয়ে কুটকুট করে পরম ভুক্তি-সহকারে আহার করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি চুলকানির ডাব। 'ঘাসে আমার কুট-কুট করে।' জীবন, ১৯৪৮।

কুটজ [স] বি কুড়চি ফুল ও তার গাছ। 'কুটজে ডমর ধায় তাজি

কমলিনী।' ভবানী, ১৮২৮।

কুটনা [স কুট্‌] বি রান্নার উপযোগী করে কাটা তরকারি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'কেহ কুটনা কুটিতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

কুটনা কোটা ক্রি রান্নার জন্য তরকারি কাটা। 'বাড়িতে কি কুটনা কুটার নিয়ম নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

কুটনা বাটনা বি রান্নার জন্য সবজি কাটা ও মসলা বাটার কাজ। 'তিনি কুটনা বাটনার কাজ করিয়া দিয়াছেন।' *কেরি*, ১৮০২।

কুটনো [স কুট্‌] বি রান্নার উপযোগী করে কাটার তরকারি। 'এখন তোমরা কুটনো কোটো।' *অমৃত*, ১৯০০।

কুটনা দ্র কুটনি

কুটনি, **কুটনী** [স কুটনী] ১ বি ব্যভিচারে সহায়তাকারী নারী। 'যৌবন বাহান যদি কুটনী কহিল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ বি যে স্ত্রীলোক কান ভাঙনি দিয়ে বিবাদ লাগায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটনা [স কুটনী] বি পুং বেশ্যার দালাল। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫।

কুটনামা [স কুটনী] বি কুটনির কাজ। 'অনেক পাপ অনেক কুটনামীর রেখা-জাগা লোলচর্ম মুখটাও ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুটনিপনা, **কুটনিপনা** [স কুটনী] বি কুটনির আচরণ। 'তখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যেটুকুতা ব্যবসায় অর্থাৎ কুটনিপনায় প্রবর্তা হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটনী [স কুটনী] বিশ নারী ও পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত মিলন ঘটানোর দৃষ্টি। 'অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতী কুটনী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুটমতা [স কুট্‌] বি আত্মীয়ের সম্পর্ক। 'তাহার সহিত কাহার নৈকট্যতা বা কুটমতা কিবা আত্মীয়তা থাকিলেও ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

কুটরী [স কোঠা] বি ঘর; কক্ষ। 'নীচের তলায় অনেক কুটরী আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

কুটা [স কুট্‌] ১ বি খড়। 'তৃণ-কাটা-কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি খড় বা তৃণের ছোটো অংশ। 'পারাবত লবে যদি দাঁতে কর কুটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কুটা [স কুট্‌] ১ ক্রি কাটা। 'বোদালি কুটিতে কুমি পাবে নিজ স্বামী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ ক্রি ঠোকা। 'কুট এ আপনা মুণ পাখায় উপর।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৩ ক্রি কেটে ফুরকা করা। 'নারী বসিয়াছে সেই মনসা কুটবার।' *সুলতান*, ১৬৫০। ৪ ক্রি আঘাত করা। 'দুই হাতে হিয়া কুটে কান্দে উচরায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ ক্রি ভাগ করা। 'প্রশাদ কুটিয়া নিল সন্দেশের হলে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৬ ক্রি হাত করা বা গুঁড়া করা। 'হোলা কুটে ও কলাই বাটে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

কুটান [স কুট্‌] ক্রি চূর্ণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটারি [স কোঠা] বি কোঠাবাড়ি। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫।

কুটি [স কুটির] ১ বি কুটির। 'শরৎের কুষ্টি কুটি সেই রম্য স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ বি দস্তুর। 'শ্রীযুত সাহেব সরকারের কুটি।' *ওঙ্গা*, ১৭৭৯। ৩ বি নীলকুটি। 'বড়বারু না কুটি গিয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কুটি [স কোটি] বিশ কোটি। 'এতো দীর্ঘ, যে, কতো অন্তো কুটি সমুদ্রো পারে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

কুটিকুটি [স কুট্‌] ১ বি খুবই ছোটো ছোটো। 'ছোট খুন্সের লম্বা লম্বা ঘটে কুটি কুটি মাংস ভরা রাখিয়াছে।' *তারিণী*, ১৮০০। ২ বি

আত্মদে আটখানা; আকুল। 'আমারি বৃকে আলয় পেয়ে/ হাসিয়া কুটিকুটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

কুটিনা-দ্রি বি স্থানা। 'তার মধ্যে কুটিনা-নাট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুটিনী দ্র কুটনি

কুটির, **কুটীর** [স] ১ বি ঘর। 'বন উপবন কুষ্টি কুটীরই সবই তোহি নিরুপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বি কুঁড়েঘর। 'পাঠশালার জন্য একটি পণ্ডিতের দান ... বিস্তর কল্যাণ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ বি ছোটো বাড়ি। 'দুই-চারিটি টিনের-ছাদ-বিশিষ্ট কুটির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কুটিরবার [স] বি ঘরের দরজা। 'আপন কুটিরবার বন্ধ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুটিরশিল্পী [স] বি গৃহে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য। 'কুটিরশিল্প প্রধানতঃ মেয়েদের শিল্প।' *বেগম*, ১৯৪৮।

কুটিরশিল্পী [স] বিঘ ঘরে বসে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী। 'কুটিরশিল্পী মুসলমানের জিনিষ বেশী দামে আর কেউ কিনলে না।' *হায়াবীথি*, ১৯০৪।

কুটিরশিল্প [স] বি হাত দিয়ে সম্পন্ন করা যায় এমন শিল্প। 'ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটিরশিল্প বিদ্যুৎজালিত কারখানা শিল্পে পরিণত হবে না তো?' *অমৃত*, ১৯২৯।

কুটিরাস্ত্র [স কুটীর-অস্ত্র] বি কুটিরের ভিতর। 'সহসা কুটিরাস্ত্রের আলোচনা বন্ধ হইল।' *বনমূল*, ১৯৩৬।

কুটি [স] ১ বি বন্ধ। 'কুটিল গমন ঘন কাশে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ বিণ শর্ত। 'ভালে ভালে হাম অলপে চিকুর্নু এছন কুটিল কান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ বিণ কৌকড়া। 'ত্রিচ্ছ বসন গোড়ে কুটিল কুণ্ডল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ বিণ জটিল। 'হায়! ... কালের কুটিল গতি!।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৫ বিণ প্যাচানো। 'তাহাদিসের কথাবার্তা যেমন কুটিল, আচরণেও তাহার প্রকাশ ঘটিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ বিণ মকি। 'আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ক্ষেপিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ বিণ টেরা। 'তাহার একজন ঘুঘু বর্ণ, দীর্ঘ দস্ত ও কুটিল নেত্র ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৮ বিণ বিপজ্জনক। 'আবার্তে কুটিল নদী।' *বৃদ্ধ*, ১৯৪৩।

কুটিলাতি [স] বিণ কুট মানসিকতাপূর্ণ। 'পরসৌভাগ্যে স্বর্গাত্তর, কুটিলাতি, সন্দেহ বার্তিকণ্ড লোকের অভাব সেই সভায় ছিল না।' *মুখলেশ*, ১৯৭০।

কুটিলাতা [স] বি ধূর্ততা। 'কেহ২ বা কুটিলাতা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

কুটিলবুদ্ধি [স] বিণ কুটবুদ্ধিবিশিষ্ট। 'পৃথিবীর নির্যম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুটিলভাবে বিক্রিণ জটিলভাবে; পৈচিয়ে। 'নির্বর-নির্ণত জল ভ্রমবর্ণ বন্যীর ন্যায় অতি কুটিলভাবে পরকর্তের পৃষ্ঠদেশে প্রবাহিত হইতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

কুটিলস্রোত [স] বি ক্ষতিকর ধারা। 'তাতে জমবেই বাস্প, নীলবিষের মতো কুটিলস্রোত, আর তা বাড়তে থাকবে ক্রমশ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

কুটীলা [স] ১ বিণ দ্রুত ধীর। 'নারীও অভিশ্র চপলা, কুটীলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষবাদিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিণ স্ত্রী জটিল। 'বিস্তেরা স্বার্থহী বলেছেন যে কালের গতি অতি কুটীলা।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

কুটিলাক্ষর [স কুটিল-অক্ষর] *বিণ* কুটিল অক্ষরবিশিষ্ট। 'জীবনের যিনি গ্রন্থকার তিনিই যে কুটিলাক্ষর ছিলেন এমনি একটা গভীর বক্তব্যে ...'। অটিন্ডা, ১৯৫০।

কুটী [স কোটি] *বিণ* অসংখ্য। 'গুরুতর চরণে মোর কুটী নমস্কার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুটী [স কুটী] *বি* কুঠি। 'তোমাকে কুটী করিতে পাষ্টা দীলাম সলিআনা।' *বাগদ*, ১৭৭০; 'তাতি কুটীতে কাপড় দাখিল করিবেক।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

কুটীচক *বি* সন্ধ্যাসীমেষ্য। 'সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ্য খণ্ডে চারি প্রকার সন্ধ্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে; কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

কুটীর *ক* **কুটীর**

কুটুজ [স কুটজ] *বি* কুড়তি ফুল। 'কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ।' *বড়*, ১৪৫০।

কুটু [ধন্য] *বি* নখ বা ছোটো হাতিয়ার দিয়ে কাটার শব্দ। 'এই না বলে কুটু করে চিমটি কাটে ঘাড়ো।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

কুটুনী *বি* ক্রী দান ভেদে জীবিকা অর্জনকারী। 'কুটুনীর হেলে সে, এমন পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায়।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কুটুম [স কুটুম] *বি* বিবাহসূত্রে আত্মীয়। 'কুটুম হইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুটুমবাড়ি, **কুটুমবাড়ী** [স কুটুমবাড়ী] *বি* আত্মীয়ের বাড়ি। 'কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া ...'। *মানিক*, ১৯৩৭; 'ময়না গেছে কুটুমবাড়ী।' *অন্নদা*, ১৯৪৪।

কুটুম [স] *বি* আত্মীয়-স্বজন। 'হরিণী জানয় ডল কুটুম বিবাহ। তবু ব্যাধক গীত সুনইত সাধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'আত্মবৃত্তি করি কুটুম ভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* দূর সম্পর্কের আত্মীয়। 'ওসী, ১৭৮৫।

কুটুমপনা [স কুটুম+পনা] *বি* আত্মীয়সুলভ আচরণ। 'আত্মকুটুমপনার কোন খঁত রাখে নাই।' *শওকত*, ১৯৫৮।

কুটুমবাড়ি [স কুটুমবাড়ী] *বি* আত্মীয়ের বাড়ি। 'আমাদের হৃদয়লব্ধী জগতের যে কুটুমবাড়ি হইতে যে সগোপ্য পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুটুমবিচ্ছেদ [স] *বি* আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবসান। 'কুটুমবিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।' *সনৎ*, ১৯০০।

কুটুমভবন [স] *বি* আত্মীয়ের বাড়ি। 'স্বামীর কুটুমভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া ... সকল গহনাই আনাইয়া লইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

কুটুম-ভরণ [স] *বি* আত্মীয়ের সেবা-যত্ন। 'আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম-ভরণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কুটুমশাল [স] *বি* আত্মীয়বাড়ি। 'এ যেন কুটুমশাল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

কুটুমি [স কুটুম] *বি* আত্মীয়। 'জ্ঞাতি কুটুমি ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে অব্যবহার্য্য করিলে।' *দর্পণ*, ১৮২০।

কুটুমিতা [স] ১ *বি* আত্মীয়তা। 'মহাসএর সহিত জ্যেষ্ঠ কুটুমিতা করিতে মরজী।' *ওসী*, ১৭৭৯। ২ *বি* বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। 'মাজিষ্ট্রেটসিংহের সহিত কোন ২ নীলকরের আলাপ ও কুটুমিতা আছে।' *প্রভাকর*, ১৮৪৮।

কুটুমিতে [স কুটুমিতা] ১ *বি* মায়া। 'সিরাজ সাই কয় লালন তোমার ছাড় ভবের কুটুমিতে।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি* বন্ধুত্ব: সখ্য। 'সাহেবদের সঙ্গে ভেঁমন কুটুমিতে করে উঠতে পারেন না।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৩।

কুটুমিনী [স] *বি* ক্রী আত্মীয়। 'তোমার নিকট কুটুমিনী হইতে ... পরিগৃহীত হইতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

কুটুম [স কুটুম] *বি* আত্মীয়। 'কেন হেন কুটুমের কৈলে অপমান।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুটুরকাটুর [ধন্য] *বি* ইদুর প্রভৃতির দাঁত দিয়ে কাঠিম বস্ত্র কাটাকাটির শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটুর কুটুর [ধন্য] ১ *বি* চিবিয়ে খাওয়ার শব্দ। 'এক একটা ইদুর কলে পড়েও কুটুর কুটুর করে চালভাজা খায়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩। ২ *ক্রি* *বিণ* কুটুরকুটুর শব্দে। 'বিচিগুলো জাঁতিতে ফেলে কুটুর কুটুর কেটে চলে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কুটুরি [স কোঠা] *বি* কোঠা। *ক্যালসে*, ১৭৮৯।

কুটুরিআ *বিণ* দাঁত দিয়ে কাঠ কাটার স্বভাববিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুটুস কুটুস [ধন্য] *বি* দাঁত দিয়ে ভেঙে খাওয়ার শব্দ। 'কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

কুটো [স কুট] *বি* ছোটো টুকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুটো [স কুট] *বি* খড়। 'পড়লে কুটো হয় রে দুটো এতই বেগবতী।' *লালন*, ১৮৯০।

কুটো-কাটা *বি* খড়, তৃণ, লতাপাতা প্রভৃতির টুকরা। 'কুটো-কাটা কুটুমীর জন্যে ছিল চৌচির মতো খোঁচা দুফাঁক কাঁটা।' *অবন*, ১৮৭৭।

কুটেল [স কুটিল] *বিণ* বল প্রভৃতির লোক। 'দুষ্কৃদ্ধিপরায়ণ ক্যারাগী, কুটেল ও বাজে লোকেরা ... রশস্থল জুড়ে রইলো।' *হুতোম*, ১৮৬৩।

কুটো-কাঠ [স কুট+স কাঠ] *বি* খড়, তৃণ, শুকনা জাল ইত্যাদি। 'তাদের খোঁশে খোঁশে পাঠে পাঠে পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

কুটোকুটি [স কুট] *বি* ক্রমাগত মাথা কোটা। 'বৃথা মাথা কুটোকুটি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

কুটো ধরা *ক্রি* বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরা। 'নিরাশ্রয়ের কুটো ধরার মতো।' *নজরুল*, ১৯২৪।

কুটুম [স] *বি* গুণন সংক্রান্ত গণিতবিশেষ। 'কুটুম গণিত ও অন্য অন্য বিষয়ের শিক্ষার হয়ে ...'। *অক্ষর*, ১৮৪৭।

কুটুনী [স] *বি* বিবাহবহির্ভূত মিলনে সহায়তাকারী নারী। 'বালক এক কুটুনীর দ্বারা গোপনে বোজেক্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন।' *চঞ্জীচরণ*, ১৮০৫।

কুটী [স কুটুনী] *বি* বেশ্যার দালালি। *ওসী*, ১৭৮৫।

কুটী *বিণ* আদি বাসিন্দা। 'ওই যে রকম ঢাকার কুটী গাড়ওয়ান, এক অদ্রলোককে ডি-সেপের গেলি উলটো পরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল।' *মুক্তাবা*, ১৯৫৮।

কুটীতা [স কুট] *বিণ* ক্রী পিষ্ট করা হয়েছে এমন। 'অশ্বখুরের কোটি ২ আঘাতে পৃথিবী কুটীতা করিয়া সেই নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন।' *হরহাসদ*, ১৮১৫।

কুটুমি [স] *বি* তল। 'গণনকুটুমি হইতে নক্ষত্রগুণপটলকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুঠ [স কুঠ] *বি* কুঠ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমার মুখে কুঠ হবে।' *মানিক*, ১৯৪০।

কুঠানি [স কুঠানি] বি ক্রী বৈশ্যালয়ের প্রধান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুঠানি, কুঠারী [স কোঠা] ১ বি কোনো বাড়ির স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। ওসাঁ, ১৭৮৫। ২ বি ছোটো ঘর। *ক্যালসে*, ১৮০০; 'দুই তিন শত কুঠারী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি কামরা। 'প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই-২ কুঠারি করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

কুঠাবালাঘর [স কোঠা+ঘা বালাঘানা] বি অট্টালিকা; (বাউল) দেহ। 'তখন কুঠাবালাঘর, কোথা রবে কার' লালন, ১৮৯০।

কুঠার [স। বি কুঠার]। 'বরগুরু বসন্তে কুঠারে হিজাব।' চর্চা ৪৫, ১২০০।

কুঠারধারী [স। বি রণকুঠারধারী]। 'অশ্রুই গুণ্ডচর, চিরকর এবং কুঠারধারীগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে।' মশাররক্ষ, ১৮৮৫।

কুঠারামাঘাত [স কুঠার-আঘাত] বি কেটে ফেলার আঘাত। 'বঙ্গীয় সাহিত্যের মূলে কুঠারামাঘাত হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

কুঠারি, কুঠারী [স কুঠার] বি কুড়াল। 'মাগা নিল পরাজয় কুঠারি বন্ধন করি গলে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'এক কুঠারী উঠাইয়া সর্পকে কাটিয়া বধ খণ্ড করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

কুঠারি, কুঠারী [স কোঠা] ১ বি কোঠাবাড়ি। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'আমার একটা কুঠারীও নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি কামরা। 'সে একটি কুঠারি দেখাইয়া দিয়া বলিল ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কুঠি, কুঠী [স কোঠিকা] ১ বি ছোটো দুর্গ। ওসাঁ, ১৭৮৫। ২ বি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দস্তরসহ বাসভবন। 'বাবু কুঠী যাইবেন।' দর্পণ, ১৮২১; 'কখন কুঠী গিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫।

কুঠিআল [স কোঠিকা] বি কুঠির মালিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুঠিওয়ালা [কুঠি+হি ওয়ালা] বি কুঠির মালিক। 'রবিকঙ্কণ কুঠিওয়ালারা বড়ো ডিলে দেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

কুঠিবাড়ি [কুঠি+স বাটা] বি দস্তরসহ বাসভবন। 'আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কুঠিয়াল [স কোঠিকা] বি কুঠির কর্তা। 'কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী ...।' ওসাঁ, ১৮৫৮।

কুঠীর [স কুঠার] বি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দস্তরসহ বাসভবন। 'হাডবার কুঠীর মতলাক মহিষনারের যৌকর্দ্দমা কলিকাতায় কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিল।' তেরলি, ১৭৯৭।

কুঠুরি [স কুঠার] বি কোঠা; বাড়ির কামরা। 'ফুরুষের এক কুঠুরিতে আমাকে রাখিলেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

কুঠে [স কুঠ] বি কুঠরোগী। 'এই কুঠেকে সে পয়সা দিত না।' জীবন, ১৯৩২।

কুঠী [স কুঠ] বি কুঠরোগী। 'আঁখা বাঁখা রোগী কুঠী চান করেন জলে।' রামাই, ১৭১০।

কুড়কুড় [ধন্য] বি কুড়ম। 'কুড়কুড় ভাজা, পিয়াজ-কুট কি চানাচুর বিক্রয়।' মনসুর, ১৯৪৩।

কুড়চি [স কুটজ] বি কুটজ ফুল। 'আঙলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুড়জালী [স কুড়মাল] বি কুড়জালি; বৈষ্ণবের জপমালায় থলি। 'কঠে কুড়জালি।' মশাররক্ষ, ১৮৬৯।

কুড়বা [স কুড়বা] বি বিধা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুড়া [স কুটির] বি কুঁড়ে ঘর। 'ভাঙ্গা কুড়া ঘরখান করে খলমল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুড়া [স কুড়বা] বি বিধা; বিশ কাঠা পরিমাণ জমি। 'মাশে কোশে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুড়া [স কুড়] বি বিধা। *বোপল*, ১৭৭০।

কুড়া [স কুড়া] বি কচলানো। 'কোন নারী খেদে কুড়িছে নয়নঘর।' মাইকেল, ১৮৬১।

কুড়া [স কলি] বি কুঁড়ি। 'আড়া পদ্মের কুড়া ধরে ভুঙ্গ রতি চলে ফেরে।' লালন, ১৮৯০।

কুড়ানি বি ক্রী যে কুড়ায়। 'হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা।' কেরি, ১৮০২।

কুড়ানো [স ক্রী] ১ ক্রি সংগ্রহ করা। 'দেখিল ছাড়াগাল তাল কুড়াইয়া খাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ ক্রি ভোগ। 'একে এক কুড়াইয়া, আবার গুঁচিল বাঁধিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ ক্রি পাওয়া। 'না হলে, ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। কুড়াইতে ক্রি সংগ্রহ করতে। 'তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯। কুড়াইল ক্রি সংগ্রহ করলো। 'প্রথমে আপনি প্রভু কুড়াইল পুঁথি।' রূপরাম, ১৭৫০। কুড়াল্য ক্রি সংগ্রহ করলো। 'আপনি কারকটাকা কুড়াল্য গোসাঞি।' রূপরাম, ১৭৫০। কুড়ি ক্রি সংগ্রহ করে। 'শতেক কুড়ি রাখা নৈলো মাহাদান।' বড়ু, ১৪৫০। কুড়িয়ে-পাওয়া বি ক্রি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ায়। 'কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশ্বাস করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। কুড়ায় ক্রি কুড়িয়ে; সংগ্রহ করে। 'অল্পাভাবে অকালে কুড়ায়ালি খালি হাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুড়ানো, কুড়ানো বি পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেওয়া। 'বাসি ফুল কুড়ানো বইত আর কিছু নয়।' শামসুর, ১৯৫৭।

কুড়ারি বি কৌকড়া। 'কুড়ারি মন্তক কেশ করন্ত বিবিধ বেশ।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কুড়াল [স কুঠার] ১ বি কুঠার। 'তখন কাঠেতে যেন কুড়ালের কোপ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ বি রণকুঠার। ওসাঁ, ১৭৮৫।

কুড়ালি [স কুঠার] বি কুঠার। 'নহেত আসহ গলে কুড়ালি বাঙ্কিয়া।' গঙ্গী, ১৭৫৫।

কুড়ি [স কোড়ি] বি কুড়ি। 'কুড়ি সহস্র গাবি দিল কনক সাগিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুড়িক বি কুড়ি। 'আমার বয়েস যখন বহুর কুড়িক।' প্রমথ, ১৯০৪।

কুড়িতে বড়ী বি ক্রী অকালে বৃদ্ধ। 'কেনই না তিনি কুড়িতে বড়ী হইবেন।' *ভদ্রাশঙ্ক*, ১৮৭৪।

কুড়ি [স কুঠা] বি কুঠরোগ। 'সর্বত্র হইল কুড়ি তাহার শরীরে।' *সুলতান*, ১৬৫০।

কুড়ি-কুঠি [স কুঠা] বি কুঠরোগ। 'পেটে তোর পিলে হবে। কুড়ি-কুঠি মুখে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

কুড়িয়া [স কুঠা] বি কুঠরোগাক্রান্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুড়িআ [স কুঠিকা] বি কুঁড়ে ঘর। 'নগর বারিহিরে ডোঘি তোহোহরি কুড়িআ।' চর্চা ১০, ১২০০।

কুড়িআমি [স কুঠা] বি অলসতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কুড়িশা বি মাহবিশেষ। 'গাঙ্গদাড়া তেদা চেস কুড়িশা খলিশা।' *ভারত*,

১৭৬০।

কুড়ী [স কুরা বি ক্রী পাখি বিশেষ। 'কোড়া আজ তার কুড়ীতে ঝুঁজছে।' জসীম, ১৯৫১।

কুড়ুকুড় বি সংসীতের তালবিশেষ। 'মালবরাগঃ ১ লগনী ১ কুড়ুকঃ ১ বড়, ১৪৫০।

কুড়ুক বি সংসীতের তালবিশেষ। 'কুড়ুকঃ ১ বড়, ১৪৫০।

কুড়ুনি বি কুড়ায় যে। 'কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা।' জীবন, ১৪৪০।

কুড়ুনে বি সংসাহারী। 'আমরা ভাষা কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকদের ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কুড়ুম বি ফলের গাছবিশেষ। 'কুড়ুম চালনী আঁব।' বড়, ১৪৫০।

কুড়ুম তাল বি তুমুল অবস্থা। 'মারামারি কাটাকাটি কুড়ুম তালে লেগে যায়।' নজরুল, ১৯২৭।

কুড়ুল [স কুঠার বি কুঠার। 'খেতা, কুড়ুল।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

আপনার পায়ে কুড়ুল মারা - নিজের কতি করা। 'তুমি যে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কুড়ু [স কুঠ] বি আলসে। 'বোটা কুড়ুর শেষ।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুড়ুর সন্দার বি অত্যন্ত অলস লোক; অলস লোকদের মধ্যে প্রধান। 'তোরা তো দেখছি একবারে কুড়ুর সন্দার হয়ে পড়েচিস।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুড়েমি, কুড়েমী [স কুঠ] বি আলসেমি। 'আপনার কুড়েমিতে দাসী-চাকরে কষ্ট পায়।' শরৎ, ১৯১৭; 'কুড়েমীর বাদশাগিরি ঘারা প্রতিকার হতে পারে না।' আত্মদা, ১৯৪২।

কুড়ো [স কুড়া বি বিধা। 'সংশোধনকার ও কুড়ো উই যদি নীলি দ্যাখ তবো মাগ হ্যালেরে খাওয়াব কি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কুড়ো [স কড়ন] বি চাল হাঁটার পর যে শুকনা, হালকা বস্ত্র পড়িয়া যায়। 'ভূষ আর কুড়োশো তুলে নেয় মাগসায়।' কাশ্যসর, ১৯৬২।

কুড়োনে এ কুড়োনে

কুড়্যা [স কুটির বি কুঁড়েঘর। 'কাহ্ন হৈল উপনীত কুড়্যার দুয়ারে।' মালিকরায়, ১৭৮১।

কুড়্যা ঘর বি কুঁড়েঘর। 'বৈষ্ণবের কুড়্যা ঘর কৃষ্ণের আলয়।' রূপরায়, ১৭৫০।

কুঠা [স বি সংকোচ। 'কুঠাশূন্য নির্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কুঠাবিহীন [স বিণ অকুঠ। 'কঠে মোদের কুঠাবিহীন নিত্যকালের ডাক।' নজরুল, ১৯২৬।

কুঠাবোধ [স বি সংকোচবোধ। 'কুঠাবোধ করবে না।' নজরুল, ১৯২৪।

কুঠাভরা [স বিণ সংকোচপূর্ণ। 'চাহনি কয় কানে কানে কুঠাভরা প্রাণে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

কুঠাশূন্য [স বিণ কুঠাহীন। 'কুঠাশূন্য নির্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কুঠাহারা [স বিণ জড়তাহীন। 'কুঠাহারা তোমার হাসি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কুঠাহীন [স বিণ দ্বিহাযীন। 'দিগে যায় পরিচয় শংকাহারা কুঠাহীন

মনে।' ফররুখ, ১৯৬৩।

কুঠিত [স ১ বিণ ভিত্তিমিত। 'রোগ মহাশয়ের কুঠিত হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিণ অপ্রতিভ। 'কিছুমাত্র কুঠিত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ দ্বিধাখিত। 'সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুঠিত হইতেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কুঠিতা [স বিণ ক্রী সংকুচিত; অবগুষ্ঠিত। 'বনাস্তরালবাসিনী কুঠিতা বস্ত্রহরি প্রতী নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'এক দিন চিনে নেবে তারে, ... অনাদরে যে রয়েছে কুঠিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কুণ্ড [স ১ বি গহ্বর। 'আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিরো।' বড়, ১৪৫০। ২ বি তীর্থ। 'সর্বতীর্থ আনি কৈলে কুণ্ড অনুভব।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি আশ্রনের পাত্র। 'গঙ্গার বচনে কপি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি জলাশয়। 'পানীয় প্রকরণে কুণ্ডের অতি নির্যল জল ছিল।' তারিণী, ১৮০৩। ৫ বি উষ্ণ প্রবণ। 'উষ্ণ প্রবণ বা প্রচলিত নাম কুণ্ড আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

কুণ্ডল [স ১ বি কানের দুল। 'রবিশশি কুণ্ডল কিউ আভরণে।' চর্যা ১১, ১২০০। ২ বি জট। 'কর পদ নব তার শিরের কুণ্ডল।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুণ্ডলবস্ত্রধারী [স বিণ কুণ্ডল ও বস্ত্র ধারণকারী। 'একলী সবরী এ বণ হিহুই কর্ণ কুণ্ডলবস্ত্রধারী।' চর্যা ২৮, ১২০০।

কুণ্ডলায়িত [স বিণ কুণ্ডলীকৃত; কুণ্ডলীর ন্যায় প্যাঁচানো। 'গোয়ালঘর হইতে ধুম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কুণ্ডলি [স কুণ্ডলী] বিণ বলয়াকার। 'কুণ্ডল-কুণ্ডল দোলে কানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুণ্ডলিত [স ১ বিণ বলয়াকার। 'নিজরচিত কুণ্ডলিত লাভুল সিংহাসনের উপর বসিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বিণ জমাট। 'কুণ্ডলিত রাহিটা আজ স্বাভাবিক সময় বলল আমায়।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

কুণ্ডলিনী [স বি হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী জীবনের চালিকাশক্তি। 'কালী নামে ধরো হাল, কুণ্ডলিনী করো পাল।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

কুণ্ডলী [স ১ বি বৃত্তাকার। 'আছিলেক চিরকাল হইয়া কুণ্ডলী।' সুলতান, ১৬৫০। ২ বি কুণ্ডলের আকারে বেড়। 'প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলো কুণ্ডলীর মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুণ্ডা বি গাহের গুড়ি। মানোএল, ১৭৪৩।

কুণ্ডাঙলা বিণ গুড়িমুগ্ধ। মানোএল, ১৭৪৩।

কুণ্ডাকৃতি [স বি গোলাকৃতি। 'ভাষার অখোভাগ কুণ্ডাকৃতি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কুণ্ডী [স ১ বি স্বাভাবিক রবার পাত্রবিশেষ। 'সাত কুণ্ডী বিস্ত্র তাঁর আগেতে ধরিতা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি জলাশয়। 'এ টোলায় দক্ষিণে একটা ছোড়ি কুণ্ডী আছে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

কুণ্ড বি বাঙালি হিন্দু পদবিশেষ। 'তারাপ্রসাদ কুণ্ড' সেবধি, ১৮৪০।

কুণ্ডলি [স কুণ্ডলী] বি বৃত্ত। 'বিদ্রোহের চকমকিতে ভয়ে হুদে হুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডলি পাকাতে আরম্ভ কর্তে।' হুতোম, ১৮৬১।

কুণ্ডুরী [স কুঁচুর বি অতিথি। 'খাইব মই দূত কুণ্ডুরী।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

কুত [বি কুত] বি শুক। কুতঘাট বি যে ঘাটে শুক আদায় করা হয়। 'সব কুতঘাটে রাখা মোর মাধাদান।' বড়, ১৪৫০।

কুতঃ [স অব্য কোথায়। 'কুতঃ ফেরপালে, পিয়ে রক্ত-ধারা।' রঙ্গ,

১৮৫৮।

কৃতকৃতি [ধন্যা] বি কাতৃকৃত। মানোএল, ১৭৪৩।

কৃতকৃতিয়ে [স আকৃত]। ক্রিবিণ উৎসাহ নিয়ে। 'তবু উঠিস কৃতকৃতিয়ে' লালন, ১৮৯০।

কৃতকৃত [ধন্যা] বিণ ছোটো ছোটো। 'কৃতকৃত চোখ দুটাকে সর করে হুমমতিক একবার দেখে নিল'। কায়সার, ১৯৬৫।

কৃতর্ক, কৃতর্ক [স] বি যুক্তিহীন তর্ক; তর্কের খাতিরে তর্ক। 'কৃতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে'। বন্দা, ১৫৮০; 'সদযুক্তি ধারা কৃতর্কের উচ্ছেদপূর্বক ...'। দর্পণ, ১৮৪০।

কৃতার্কিক [স] বি কৃতর্ককারী। 'মায়াবাদী কর্থনিষ্ঠ কৃতার্কিকগণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃতুক [স] কৌতুক বিণ আনন্দিত। 'দেখিয়া কৃতুক হৈল বৃদ্ধ নৃপবর'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৃতুকাতু [ধন্যা] বি সুড়ঙ্গ। 'চুমু কি গো কৃতুকাতু'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

কৃতুকৃত [ধন্যা] বি শরীরে সুড়ঙ্গি দিয়ে হাসানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

কৃতুব [আ] বি ধর্মওকদের নেতা। 'চারি কৃতুব চারি নাম শব্দ বেদ জানি'। আলোড়ন, ১৬৮০।

কৃতুবখানা [আ] কিতাব+ফা খানাহ বি গ্রন্থাগার। 'রাজ্যের সমস্ত তুল-কলেজ মকতব-মাদ্রাসা কৃতুবখানা'। মনসুর, ১৯৫০।

কৃতুকাকৃতুর [ধন্যা] বি কাতৃকৃত। বিদ্যা, ১৮৯১।

কৃতুহল [স কৃতুহল] ১ বিণ কৌতুহলী। 'রথ দেখি নৃপতির কৃতুহল মন'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি অগ্রহ। 'কামরসে মায়া জালে ভুলে কৃতুহলে'। গরীব, ১৭৬৫।

কৃতুহলী [স কৃতুহল] বিণ অগ্রহী। 'সতে মিলি গায় এই মধা কৃতুহলী'। বন্দা, ১৫৮০।

কৃতুহলে [স কৃতুহল]। ক্রিবিণ শূন্যমনে। 'হাসপরিহাস' কথা কন কৃতুহলে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃতুহোল [স কৃতুহল] বি কৌতুহল। দেখিতে চরণ তোমার মোর কৃতুহোলে'। মালাধর, ১৫০০।

কৃতুক [স কৃতুক] বি আনন্দ। 'দেখিয়া কৃতুক হৈল বৃদ্ধ নৃপবর'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৃতুহল [স] ১ বি কৌতুহল। 'শতরূপা মনু সঙ্গে কীড়া কৃতুহলে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ কৌতুহলী; উৎসুক। 'রথ দেখি নৃপতির কৃতুহল মন'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৃতুহলা [স কৃতুহল]। বিণ কৌতুহলী। 'কালিদহে কালীয় দমনে কৃতুহলা'। মানিকরাম, ১৭৮১।

কৃতুহলী [স] ১ ক্রিবিণ ব্যস্ততার সঙ্গে। 'বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কৃতুহলী'। বন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ উৎসুক। 'ধাইল তারাগুলি ওঝার কৃতুহলী রড়া চলিল রঙ্গে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রিবিণ গুন্ডাহারের সঙ্গে। 'কহিল শঙ্কর কীছু তাঁহাকে কৃতুহলী'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ আত্মী। 'চলে যান কৃতুহলী কুপিল মদনদাস দেখি'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কৃতুহলে [স কৃতুহল]। ক্রিবিণ আনন্দে; আমোদে। 'নয়ত্রিপিদী দেখি বুলে কৃতুহলে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুড়া [খি] বি কুকুর। 'ইশকারি কুড়া চলে দিতে চাহে ছোপ'। বিজয়, ১৬৫০।

কুড়ি [খি] বি মাদি কুকুর। মানোএল, ১৭৪৩।

কুড়া [স] ক্রিবিণ কোথায়; কোনখানে। 'সে ধনী সমান হয় কুড়া'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কুড়াপি [স] ক্রিবিণ কোথাও। 'এ মত স্থান কুড়াপি দেখা যায় না'। রামরাম, ১৮০১।

কুৎস [স কুৎসা] বি কুৎসা। 'কর্মিয়ার কুৎস হইল ব্রাহ্মণের জয়'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কুৎসা [স] বি নিন্দা। 'কুৎস ঘটাওয়া কুৎসা জন্মাইতেছেন'। দর্পণ, ১৮২৯।

কুৎসাভীর্জন [স] বি নিন্দা প্রচার। 'এই দুরাত্মা, সতত, আপনকার কুৎসাভীর্জন করে'। বিদ্যা, ১৮৬৩।

কুৎসাবাদ [স] বি নিন্দা; দোষভীর্জন। 'আমাদের যে সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কুৎসিত [স] ১ বিণ কুরূপ। 'অর্দ্ধ অর্দ্ধ কায় তবে দেখিতে কুৎসিত'। মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ জঘন্য। 'কুৎসিত সপন আমি দিন কথো দেখি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ নিকৃষ্ট। 'হেন বধু বর্জিলে হয় কুৎসিত আচার'। বিজয়, ১৭০০। ৪ বিণ অসুন্দর। ওয়া, ১৭৮৫; 'রূপবান ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণ স্থল'। বঙ্কিম, ১৮৭৩। ৫ বিণ কুরূচিপূর্ণ; অশ্রীল। 'নানা কুৎসিত গান করত পথে বৈদ্যুতে ছিল'। দর্পণ, ১৮৪০। ৬ বি বীভৎসতা। 'কুৎসিতের কবি চিত্রকমে একনিষ্ঠ সৌন্দর্যের কবি হইয়া পড়িয়াছেন'। সবুজ, ১৯২১। ৭ বিণ কর্ণধ। 'অম্ব ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুৎসিত মানোবৃত্তির সৃষ্টি'। উমর, ১৯৬৮।

কুৎসিততমভাবে [স] ক্রিবিণ অত্যন্ত কদাকার উপায়ে। 'মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

কুৎসিতভাবে [স] ক্রিবিণ কর্ণধ উপায়ে। 'তার মৃত্যুও কি এমন কুৎসিতভাবে ঘটবে'। ওয়ালী, ১৯৬৪।

কুৎসিতা [স] বিণ ক্রী অসুন্দর। 'তুমি আমাকে কেন অত্যন্ত কুৎসিতা করলে না'। উমেশ, ১৮৫৭।

কুৎশী [স কোষ্ঠ] বি ছোটো থলি। 'পৃথক পৃথক বাকি বস্ত্রের কুৎশী ভিতর'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুথা [স] কুহা ক্রিবিণ কোথায়। 'চল সহচরী সবে কুথা আছে সে মাথবে'। ঘিটঙ্গী, ১৬০০।

কুথা [স] বি শয্যাবিশেষ। 'কুথার উপর সখী পরাঙ্গো প্রসূত থাকে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুদরৎ, কুদরত [আ] ১ বি অলৌকিক শক্তি। 'ওস্তাদ বলেন ভাই আমার কুদরত নাই'। গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ক্ষমতা। 'মানুষের কুদরৎ কিছুই নহে সমস্তই দেব'। কেরি, ১৮০২। ৩ বি মহিমা। 'একটিমাত্র হাইজাম্পের কুদরতে'। শিবরাম, ১৯৭০।

কুদরতি, কুদরতী [আ কুদরত]। ১ বি অলৌকিক মহিমা। 'তখন কুদরতিতে করিল নিহার'। লালন, ১৮৯০। ২ বিণ মহিমাযুক্ত। 'কুদরতী হেকমতের তুলনার আমাদের জ্ঞান তার চেয়ে এক রঙিও বেশি নয়'। মনসুর, ১৯৫০।

কুদর্শন [স] বিণ কুৎসিত। 'সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যব্রক'। বিভূতি, ১৯৩১।

কুদর্শনচক্র [স] বি কুৎসিত ও গোলাকৃতি (সুদর্শনচক্রের বিপরীত)। 'মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শনচক্র নির্মাণ

কুদান

করিয়া রহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুদান [স কু+দান] বি খারাপ দান। 'সাতু জনে পড়াব কুদান নাহি নিব।' মালাধর, ১৫০০।

কুদাল [স কুদাল] বি মাটি কাটার এক প্রকার হাতিয়ার। বিদ্যা, ১৮৯১।
দ্র কোদাল

কুদিন [স] বি দুর্দিন। 'মিসিল কুদিন আসি বিধি হৈল বাম।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুদিয়া [স কুদ] ক্রি বি দ্রুতবেগে। 'জমিনে না লাগে পাও চলিল কুদিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

কুদ্য [স] বি কুৎসিত দ্রষ্টব্য বস্তু। 'এই আদর্শচাঁদ এখনও যদি তেমন কুদ্য হইয়া না উঠে...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কুদ্যাত্ত [স] বি খারাপ নজির। 'কুদ্যাত্তের গ্রহণ বালকেরা যাযাতে না করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

কুদ্যুটি [স] বি খারাপ দৃষ্টি। 'যার কুদ্যুটিতে সপরি এক গড় হয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কু-দেবতা [স] বি খারাপ দেবতা; অপদেবতা। 'এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কোতুকে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

কুদেশ [স] বিণ বসবাস করা কঠিন এমন দেশ। 'সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কুদেহ [স] বি অশুভ শরীর। 'সত্য থাকে রে সুগুণ কুদেহে ভাব বিধির বিধান।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুদ্বাণ [স কু] বিণ বাজে ধরনের। 'তবে কেনো এতো কুবিদ কুদ্বাণ নানা অধর্মো ভজনা সেবি?' আভোনিয়া, ১৭৪৩।

কুধারা [স] বি কুত্রাণ। 'পাড়াগায়ে মানুষের গনিয়া কুধারা।' অক্ষয়, ১৮২৫।

কুন [স কিম] সর্ব কোন। 'বিদানে পার করিআছে কুন দানি।' মালাধর, ১৫০০।

কুনকি, কুনকী [কি খানাংহী] বি প্রশিক্ষিত মাদি হাতি, যার দ্বারা বনের অন্য হাতি ধরা হয়। 'মামী মামার কুনকী হাতী ছিলেন তা জানিস তো?' দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'একটি পোষ্যমান কুনকির পিঠে চড়ে বসলেন।' প্রমথ, ১৯২২।

কুনকুন [ধন্য] বি সুচ বিদ্ধ হওয়ার মতো ব্যথা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুনকুনান [ধন্য] ক্রি (পেট) কনকন করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুনকুনানি [ধন্য] বি সামান্য ব্যথা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুনকে [স কুজিকা] বি শস্য মাপার পাত্র। 'সংসারের ছোটো কুনকের মাপের।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কুনজর [আ নজর] বি কুদৃষ্টি। 'মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?' মশাররফ, ১৮৬৯।

কুনট [স] বি খারাপ অভিনেতা। 'কুনটের নাট্য কিছু নয়।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

কুনাথকিঙ্করী [স] বি স্ত্রী পৃথিবীপতির দাসী। 'কুনাথকিঙ্করী বলে কহে গিয়া তুর্ণ।' মাসিকরাম, ১৭৮১।

কুনাম [স] বি দুর্নাম; কুৎসা। 'কুনাম রটতে দেরি হয় না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কুনি [স কফোনি] বি কনুই। মানোএল, ১৭৪৩।

কুনিয়ম [স] বি খারাপ রীতি। 'অতঃপরেও যে ঐ কুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের মঙ্গলজনক বটে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫।

কুনিয়া [স কফোনি] বি কনুই। মানোএল, ১৭৪৩।

কুনীতি [স] বিণ খারাপ নীতি। 'অনেকে তাহারদিগকে অসরল এবং কুনীতি বিশিষ্ট কহেন।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কুনীতিকর [স] বিণ অনৈতিক। 'ব্যাপারটাকে আমরা কুনীতিকর ভেবে থাকি।' অনুদা, ১৯২৯।

কুনীতিদুর্জন, কুনীতিদুর্জন [স] বি কুৎসিত ও দুরাচারী ব্যক্তি। 'কাম-অন্ধ যেমতি এ কুনীতিদুর্জন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কুনুই [স কফোনি] বি কনুই। 'তাদের অস্তিত্বই যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুনুই দিয়ে ঠেলা - জানান দেওয়া। 'তাদের অস্তিত্ব যেন কুনুই দিয়ে ঠেলা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুনো [স কোশ] বিণ যাদের চলাচল ঘরের কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'আমরা কুনো অকর্মণ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুনোবেড়াল [স কোশ]+স বিড়াল] বি ঘরের কোণে থাকতে পছন্দ করে এমন বিড়াল। 'কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ঘরীতলায় চলে এল।' অবন, ১৮৯৬।

কুনো মেয়ে [স] বি ঘর থেকে বের হতে চার না এমন মেয়ে। 'তাহাড়া পুত্রপৌত্রের কুনো মেয়ে বলে অপবাদ রটে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কুন্ড [স] বি পক্ষ্মকৃত বাণ। 'কেতকীকুমু কামের কুন্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুন্ডল [স] বি চুল; কেশপাশ। 'বসন্তা বাকিল পুণী কুন্ডলভার।' বড়, ১৪৫০; 'মন্ডিরে পুংস সোতে কুটিল কুন্ডল।' মালাধর, ১৫০০।

কুন্ডল-আকুল [স] বিণ মুক্তকেশ। 'কুন্ডল-আকুল মুখ বন্ধে রাখি মম...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুন্ডলজাল [স] বি কেশজাল। 'এলানো কুন্ডলজালে/ সন্ধ্যার তারকাগুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কুন্ডলপাশ [স] বি চুলের বেণী। 'আকুল কুন্ডলপাশ লোচনযুগল উতোরোল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুন্ডলভার [স] বি চুলের গোছ। 'খসার্তা বাকিল পুণী কুন্ডলভার।' বড়, ১৪৫০।

কুন্ডলভারা [স] বি চুলের ভার বা গুচ্ছ। 'নীল জলদ সম কুন্ডলভারা।' বড়, ১৪৫০।

কুন্ডলরাশি [স] বি চুলের গুচ্ছ। 'অসংকৃত কুন্ডলরাশি ও লঘমান মুক্তকেশ সমুহ ধারণ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কুন্ডলীন [স কুন্ডল] বি সুগন্ধি কেশতেল। 'আভরণ কুন্ডলীন দেলখোশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুন্ডী [স] বি নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল কুন্ডী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুন্দ [স] ১ বি কুন্দ ফুল; কুন্দ ফুলের গাছ। 'কুজা কুঁজ কদম বাসক কেশু কুন্দ। বড়, ১৪৫০। ২ বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিশেষ। 'কেশবরাম কুন্দ।' সের্গি, ১৮৪০। কুন্দক বিণ কুন্দ ফুলের। 'কিবা দন্তভতি মুক্তার পীতি জিনিয়া কুন্দক রঙি।' ষিষ্টী, ১৬০০।

কুন্দকলি [স] বি কুন্দ ফুলের রুঁড়ি। 'কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুন্দকলিকা [স] বি কুন্দ ফুলের কলি। 'কুন্দকলিকা ইত্যাদি অতি

কৌশলসহকারে সংযোজন করিয়া ...। প্রমথ, ১৮৯০।

কুন্দকুম্ভ [স] বি কুন্দ ফুল। 'কুন্দকুম্ভ ফোটে বন্ধ রসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুন্দফুল [স কুন্দ+ফুল] বি সাদা রঙের ফুলবিশেষ। 'ভগবানের তত্ত্ব কুন্দফুল।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কুন্দবর্ণন [স কুন্দবর্ণ] বি কুন্দ ফুলের বর্ণ। 'কুন্দবর্ণন সুন্দরহাসি।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

কুন্দবস্ত্রী [স] বি কুন্দলতা। 'কুন্দবস্ত্রী তরু ধএল নিসান/ পাটল তুন অসোক দল বান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুন্দমালাতী [স] বি কুন্দ ও মালাতী ফুল। 'কুন্দমালাতী করেছি মিনতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কুন্দমালা [স] বি কুন্দ ফুলের মালা। 'লেগেছি প্রফ-করকশনে গলায় কুন্দমালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কুন্দভ্রাতা [স] বি কুন্দ ফুলের মতো সাদা ভাব। 'দাঁতের কুন্দভ্রাতা অকুন্দ থাকে না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

কুন্দা [কানদাহ] বি কুন্দ যন্ত্র। 'নাথ মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেনে নিরমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুন্দশেখর [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী মঙ্গল ১ কুন্দশেখর ১' বড়, ১৪৫০।

কুন্দা [স কুন্দ] ক্রি কুন্দে কুন্দে নির্মাণ করা। 'নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঙ্কজার।' আলোড়ন, ১৬৮০।

কুন্দা [স কাণ্ড] বি কাঠের গুঁড়ি। 'কোন ব্যামোহ তাহাদিগে না হয় এজন্যে এক কাঠে কুন্দা তাহাদিগে ফেলিয়া দিলেন।' ভারতী, ১৮০৩।

কুন্দুর [স তন্দল] বি যৌনমিলন। 'ভগ্নি ওড়রী অহমে কুন্দুরে বীরা।' চর্যা ৪, ১২০০।

কুন্দুর [স সুগন্ধিবিশেষ]। 'কাহার করে হৈম ধূপদান, তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুর, অগুরু।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুপ [স কৃপা] বি কৃপা। 'একগোটা কুপ সতে দেখি কথোদুরে।' মালাধর, ১৫০০।

কুপকাপ [ধন্য] বি ধন্যাভ্যক্ত শব্দবিশেষ। 'ধনিন্ধেয যেমন ফুটকাট কুপকাপ ইত্যাদি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কুপত্তি [স] বি মূর্খ; খারাপ বিষয়ে পত্তি। 'শরীরে অগ্নি যেন পূত্র কুপত্তি।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুপতি [স] বি মন্দ স্বামী। 'কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেছেন।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কুপথ [স] বি খারাপ পথ। 'বিশ্বস্বরূপে দলের আঁটার্ঘাট থাকিতে পারে তাহা হইলে নোক কুপথগামী হইতে পারে না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩।

কুপথগামিনী [স] বিগ্নী কুপথে গমন করে এমন। 'স্ত্রীলোক কুপথগামিনী হইলে তাহার আর কলঙ্কের সীমা থাকে না।' বামাবোধিনী, ১৮৬৭।

কুপথগামী [স] বিগ্নী খারাপ পথ অবলম্বনকারী। 'কু-ইন্ড্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কুপথাবলম্বন [স কুপথ-অবলম্বন] বি খারাপ পথ নির্বাচন। 'নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল বিবাহের গুণে জন্মে না।' সুধাকর, ১৮৩১।

কুপথাবলম্বি [স কুপথ-অবলম্বী] বি খারাপ পথ অবলম্বনকারী। 'অভিনয় ধর্মতৎপার ও ধর্মকর্মের মর্মী হইয়া কুপথাবলম্বি।' প্রভাকর, ১৮৩১।

কুপথিক [স] বি অসচ্ছত্রিত। 'কুপথিক কোথা পায় সুপথ দেখিতে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুপথ্য [স] ১ বি যে খাদ্য রোগীর জন্য ক্ষতিকর। 'কেমনে বাঁচিবে সখী, কুপথ্য সকলি দেখি...' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি হিতে বিপরীত। 'দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কুপন [স] বি মনিঅর্ডার ফরমের যে অংশে প্রেরক প্রাপকের নিকট তার বক্তব্য লেখে এবং টাকা গ্রহণকারী তা কেটে রাখে। 'মনি অর্ডার কুপনে লেখা ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কুপারাম্য [স] বি খারাপ উপদেশ। 'এমত কুপারাম্য কখন দেন নাহি।' দর্পণ, ১৮৩১। 'তুই আমাকে কু-পরাম্য দিয়েছিলি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬। 'আমি কু পরাম্য দিলেও, তিনি তদনুসারে চলেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

কুপা [স কোপ] ১ ক্রি রেগে যাওয়া। 'কুপিল মদনাদাস দেখি।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ২ ক্রিবিপ ক্রুদ্ধ হওয়া। 'কানড়া কুপিয়া কয় কুহযোগ বলি।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'কুপিয়া ক্রিবিপ ক্রুদ্ধ হয়ে।' অবধূত নাম তিন মাথাই কুপিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'কুপিলেক ক্রি ক্রুদ্ধ হলেন।' 'কুপিলেক মহারাম জেনে কালকরু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কুপা [স] বি পথের ধাঁধা। 'কুপাকে কুপায়ে পড়ে প্রাণে মরি।' লালন, ১৮৯০।

কুপা [স] বিগ্ন অসং। 'যেই ঘরে আছেএ কুপার পুরোচন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কুপি [স কুপি] বি বাতি। 'একটা কুপি জ্বলছে মিট মিট করে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কুপিলতন [স কুপি+ই ল্যাটিন] বি আলোকবর্তিকা। 'মানুষের কুপিলতন বা চকমকি পাথর নেই।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কুপিত [স] বিগ্ন রাগাধিত। 'কুপিত হইয়া শাপ দিলেন ব্রাহ্মণ।' রূপরাম, ১৭৫০।

কুপিতা [স] বিগ্ন স্ত্রী রাগাধিত। 'গৃহস্বামিনী কুপিতা হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কুপিল [স কুপি] বিগ্ন দোষাধিত। 'কুপিল কুহুধি পাইল সদাগরসুত।' কুঞ্জরাম, ১৭২০।

কুপু [স] বি কুসন্তান; কুলাঙ্গার। 'বুঝি কুপু মেলা এজিৎ কমজাত।' গরীব, ১৭৬৫।

কুপুথি [স কু-পোষ্য] বি অবাস্তিত পোষ্য। 'কেন? তোমার কুপুথি এমন কে?' মগাররক, ১৮৬৯।

কুপে [স] বি কামরা। 'ট্রেনে একটা কুপেতে শুধু তুমি আর আমি।' মুক্তভা, ১৯৩০।

কুপো [স কুপি] বি মাটি বা চামড়ার তৈরি পেটমোটা সরুলা পাত্রবিশেষ। 'আলিবাবার গল্পের তেলের কুপো আর ডাকাতির কথা পড়ি।' অবন, ১৯২৭।

কুপোকা [স কুপো] বিগ্ন বিধ্বস্ত; পরাজিত। 'এই দেখ চাঁদ, এ শালা কুপোকা।' গিরিশ, ১৮৯৬।

কুপোষ্য [স] বি অকর্ম্য বা অকৃতজ্ঞ পোষ্য। 'ভাগের কুপোষ্যই কি

কুপ্যাট

মাছের মুড়া এবং দুধের সর পায়? রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কুপ্যাট [স কু+ফা পেট] বি চক্রান্ত। 'কুপাকে কুপ্যাতে পড়ে প্রাণে মরি।' লালন, ১৮৯০।

কুশকৃতি [স বি খারাপ স্বভাব। 'এ কুশকৃতি বারি।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

কুশখা [স বি খারাপ আচার বা রীতি। 'তঁাহারা যে বারোয়ারি পূজা প্রভৃতি ... কুশখা সমস্ত রহিত করিয়া ... পাঠশালায় নিমিত্তে যত্নবান হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুশব্রুতি [স ১ বি খারাপ অভ্যাস; খারাপ চরিত্র। 'দুহাবহায় কুশব্রুতি সম্ভাবনার সচরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি খারাপ ইচ্ছা। 'বীয় কু-প্রব্রুতি সাধনের জন্য আপন চাকর ...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কুশত্তাব [স বি খারাপ প্রস্তাব। 'কুশত্তাব করে আমার কাছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

কুফতা [ফা কুফতাহ] বি মাছ বা মাংসের ভাজা বড়াবিশেষ। 'পোলাও-কোমা-কালিয়া-কুফতা দিয়া কুঁড়ি-ভাজন করিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

কুফন [হি কুফন] বি একধরনের জুয়া খেলা। 'সিপমেণ্ট করা আর কুফন খেলা দুই তুল্য।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

কুফর [আ বি নাস্তিক। 'কুফর শিরিক গালি মিথ্যা যথা রহে।' আলাওল, ১৬৮০।

কুফরী [আ কুফর] বি নাস্তিক্য। 'শির্ক ও কুফরীর নারকীয় অনলে।' মোসলেম, ১৯২৭।

কুফরে কালাম [আ বি কাফেরদের বাক্য। 'বিজ্ঞান দর্শন কুফরে কালাম।' প্রচারক, ১৯০৬।

কুফল [স বি খারাপ বা মন্দ ফল। বিদ্যা, ১৮৯১; 'এই মুহূর্তে অধ্যাতর অনিষ্টকর কুফল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কুফলতা [স বি খারাপ প্রভাব। 'তধু নিফলতা নহে, কুফলতা প্রভাশা করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কুফুরী [বিণ কাফের আখ্যা দেয় এমন। 'যদি আমাদের আলিমকুল কুফুরী ফণ্ডওয়ারূপ প্রচণ্ড দণ্ড ঘারা ...।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

কুফের [আ কুফর] বি নাস্তিক। 'গোবায় ভূরিত চলে কুফের গোয়ার।' গরীব, ১৭৬৫।

কুবচন [স বি খারাপ কথা। 'তোমার কুবচন সব গোপীজন কহে।' বড়, ১৪৫০।

কুবজ [স কবচ] বি বর্ম। 'মালাকারে বর দিয়া কুবজ সজ্জ কৈল।' মালাধর, ১৫০০।

কুবলয় [স বি নীলপদ্ম। 'স্বৈত রক্ত কমল কুমুদ কুবলয়।' আলাওল, ১৬৮০।

কুবা [ফা কুবাহ] বি চাকতি। 'কাঞ্চনের কুবা দিলা ফলার উপরে।' মালিকরাম, ১৭৮১।

কুবাক্য [স ১ বি খারাপ কথা; কটুভি। 'ভগিনীসকলকে কুবাক্য কহিও না।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি অশ্লীলতা। 'কুবাক্যের আলোচনা ... বালকেরা যাহাতে না করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

কুবানী [স বি কটুকথা। 'খিঞ্জের কুবানী তনিঞা বান্যানি জাইতে না দেখে পথে।' মুহম্মদ, ১৬০০।

কুবাতাস [স বি প্রতিকূল বায়ু। 'সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল।' জীবন, ১৯৪৮।

কুবানি [স কু+ফা বানী] বি কটুকথা। 'আসিয়া আমারে বৈল কিস্তর কুবানি।' মালাধর, ১৫০০।

কুবায় [স কু+ফা বার] বি অস্তত দিন; খারাপ দিন। 'কুবায় জন্মিল ভায় তার নাম হৈল মনু।' রূপরাম, ১৭৫০।

কুবাসনা [স বি মন্দ ইচ্ছা। 'কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি?' মশাররফ, ১৮৬৯।

কুবিচার [স বি অন্যায় বিচার। 'যুক্তি অনুভব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন।' মুতাঞ্জয়, ১৮১২।

কুবিত [স কুবুতি] বিণ খারাপ কাজ। 'তবে কেনো এতো কুবিত কুখরান নানা অধর্মো ভজেনো দেখি?' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

কুবিন্দার বি ফুলবিশেষ। 'কুবিন্দার তুলিল পাটলা।' মুহম্মদ, ১৬০০।

কুবুধা [স বি অসুবিধা। 'সেটা সুবিধা কি কুবুধা, তা বলিতে পারি না।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কুবুদ্বি [স ১ বি মন্দবুদ্ধি। 'কুপিন হইল রাজা কুবুদ্বি লাসিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমি তর্কিক কুবুদ্বি।' কুজদাস, ১৫৮০। ৩ বি হীনবুদ্ধি। 'আমাদেরো ... ভিক্ষা করার কুবুদ্বিটুকু দূর করতে হবে।' নজরুল, ১৯২২।

কুবুধি [স কুবুদ্বি] বি দুষ্টবুদ্ধি; মন্দবুদ্ধি। 'কুবুধি কত উপজে তোমার গুণে।' বড়, ১৪৫০।

কুবুস্তি [স বি খারাপ চিন্তা; মন্দ প্রবৃত্তি। 'ওক নিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি মনের কুবুস্তি কুলা প্রবল হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কুবের [স বি হিন্দুপুরাণমতে ধনরাজ। 'ধনের নাহিক অস্ত কুবের সমান।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুবের-ভাণ্ডার [স কুবের+স ভাণ্ডার] বি অগাধ ধন্যগার। 'আমেরিকা তার কুবের-ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী ...।' অবন, ১৯২৫।

কুবেরী [স বি যক্ষের স্ত্রী। 'ইন্দ্রন চেয়ে যখন ক্লালেছে কুবেরীর লোভ/দিয়েছি তখনি জন-খণ্ডব।' সূক্তান্ত, ১৯৪৮।

কুবেশ [স বিণ কুবসিত। 'দীঘল তাহান মুও দেখিতে কুবেশ।' সুলতান, ১৬৫০।

কুবো বি পাখিবিশেষ। 'একটা কুবো পাখি কোথায় যেন বসে কুব কুব করে ডাকে।' সুনীল, ১৯৭০।

কুবোষি [স বিণ কুবুদ্বিসম্পন্ন। 'কামাতুর, কুবোষি, অবিচারী, হিংসক, অগান, গৃহস্তো বীর্যের শরীর নানী।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

কুবোল [স বি খারাপ কথা; গালাগাল। 'কুবোল বাহির হৈল আমার বদনে।' মালাধর, ১৫০০।

কুবাবহার [স বি খারাপ আচরণ। 'কুবাবহার দেখিয়া ধর্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া।' দর্পণ, ১৮২২।

কুজ [স বি কুবুদ্বি] 'কুজ হইছে পৃষ্ঠে আকার কুবসিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুজদেহী [স বিণ দেহ কুজা এমন। 'কুজদেহী এলো যেই মানুষের দল।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

কুজপৃষ্ঠে [স বি কুজা বা বাকা পিঠ। 'কুজপৃষ্ঠে নতশিরে, সহস্রের পিছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

কুজভাবে [স] ক্রিবিণ কুঁজাভাবে। 'কুশ দেহটা একটু কুজভাবে সমুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' বনকল, ১৯৩৬।

কুজা [স] বিণ শ্রী কুঁজা। 'কুজা বেশে করি গন্ধ পরে কারো হানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কুজি [স] কুজী। 'কুজা লোক।' উজ্জব সহিতে গেলা কুজির ঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

কুব্যবস্থা [স] বি খারাপ ব্যবস্থা। 'তার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছি তা কুব্যবস্থা হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুতর্ভসনা [স] বি কঠোর তিরস্কার। 'অপবাদ দিয়া মোরে নানা কুতর্ভসনা করে।' দ্বিচক্রী, ১৬০০।

কুভাগ্য [স] বি মন্দ ভাগ্য। 'কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কুভাব [স] বি খারাপ প্রবৃত্তি। 'পরমো ব্রহ্মে শরীরী হইলে ... কুভাব জন্মিতে না পারে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

কুভাবনা [স] বি খারাপ চিন্তা। 'পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুভাষা [স] বি কুরুচিপূর্ণ কথা। 'অশ্বমেধীয়েরা রমণী দেখিলে কুভাষা প্রয়োগ কুদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন।' তমোলুক, ১৮৭৪।

কুভাষী [স] বিণ মন্দভাষায় কথা বলে এমন। 'পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচারী হউক ...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

কুমকুম [স] কুমুম>। বি জাফরান। 'রাজাক জোগাঙ মুণ্ডি কুমকুম কস্তুরি।' মালাধর, ১৫০০।

কুমড়া, কুমড়ো [স] কুম্ভাভি। বি সজবিশেষ। 'কচি কচি গোটা দশ ডালি কুমড়া। মুকুন্দ, ১৬০০; টাকাতা সিকেটা কুমড়ো কাঁকড়া পাই সে ডালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কুমড়োপটাল [স] কুম্ভাও+পটাল্য পটাল। বি কুমড়ার মতো মোটামোটা কাল্পনিক প্রাণীবিশেষ। 'যদি কুমড়োপটাল নাচে - খবরদার এসো না কেউ আন্তাবলের কাছে।' সুকুমার, ১৯১৮।

কুমড়োবাড়ি [স] কুম্ভাও+বটী। বি কুমড়া ও ডাল দিয়ে তৈরি এক প্রকার বড়ি। 'ভেটকি মাছে কুমড়োবাড়ি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কুমতলব [স] কু+আ মতলব। বি খারাপ উদ্দেশ্য; দুরভিসন্ধি। 'আমার কুমতলব আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কুমতি [স] ১ বি দুর্ভিক্ষ। 'তোমার প্রসাদে মোর ঘুটিল কুমতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সমতি কুমতি যত তোমার মাধার সেত চারিবেদে তোমার মিহমা।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বিণ মন্দ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'অজ্ঞান কুমতি কি জ্ঞানি যে স্তুতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কুমতিকলাপ [স] বি অসৎ বাক্য। 'মোরে দিয়া কুমতিকলাপ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কুমতী [স] কুমতি। বি দুর্ভিক্ষ। 'হেনক কুমতীএ হিবিবে ডিখারী।' বড়ু, ১৪৫০।

কুমন্ত্রণা [স] বি খারাপ বুদ্ধি; প্ররোচনা। 'কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক।' দর্পণ, ১৮২৭।

কুমন্ত্রনা [স] কুমন্ত্রণা। বি অসৎ বুদ্ধি। 'কুজি সনে কুমন্ত্রনা কৈকই করিল অনর্থ।' মালাধর, ১৫০০।

কুমন্ত্রি [স] কুমন্ত্রী। বি অসৎ পরামর্শদাতা। 'সুনিগ্রা কুমন্ত্রিণ দিলত উকুরে।' মালাধর, ১৫০০।

কুমন্ত্রী [স] বি কুমন্ত্রণাদানকারী। 'কুমন্ত্রী বলিফা কর্ণে কুমন্ত্রণা দিল।' ভবানী, ১৮২৫।

কুমল [স] কোমল। বিণ নরম। 'কুলের বৌআরি মোর সরির কুমল।' মালাধর, ১৫০০।

কুমাতা [স] বি মন্দ মা। 'নতুবা কুমাতা বলিয়া মোরে দিবে অভিশাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কুমার [স] ১ বি বালক। 'আর যত ছিল গোপকুমার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি রাজপুত্র। 'কুমার চেননা দেখি হরিস উলাবতি।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি সন্তান। 'সন্ন্যাসী বোলয়ে তন ব্রাহ্মণকুমার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি অবিবাহিত পুরুষ। 'কন্যার বচন শুনি হাসিয়া কুমার ...।' সুলতান, ১৬৫০। ৫ বি কাকিত্ত পুরুষ। 'আশি তোমার গুণ জে কুমার ...।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কুমারবিশ্ময় [স] বি নারীর সঙ্গে অবিবাহিত পুরুষের প্রথম পরিচয়ের বিশ্ময়কর অনুভূতি। 'প্রথম পরিচয়ের কুমারবিশ্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হ'য়ে যখন অধীর হ'য়ে উঠল।' অনন্দা, ১৯২৯।

কুমারব্রত [স] বি অবিবাহিত থাকার সংকল্প। 'কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুমার-সভা [স] বি অবিবাহিতব্রত পালনকারী পুরুষদের সভা। 'কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুমারি [স] কুম্ভকার। বি মাটির বাসন নির্মাতা। 'সেই বায়ে ফিরে যেন কুমারের চাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুমারিণি [স] কুম্ভকার>। বি স্ত্রী যে মাটির পাত্র প্রভৃতি তৈরি করে। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

কুমার-সদৃশোপ [স] কুম্ভকার+স সদৃশোপ। বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুমার-সদৃশোপ, চাষী-সদৃশোপ এবং গন্ধবানিকদের বাস।' তারা, ১৯৪৬।

কুমারি [স] বি একটি নদীর নাম। 'ক্রমে দক্ষিণ দিক বহিয়া কুমার নদে মিশিয়াছে।' মণ্ডাররক্ষ, ১৮৯০।

কুমারি [স] কুমারী। বি কন্যা। 'ব্রাহ্মণের কুমারি আছিল পূর্বকালে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কুমারিকা [স] ১ বি মাটির বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে এমন পোকাবিশেষ। 'কুমারিকা হইয়া তার সহতি চলিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ভারতের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপ। 'নর্যদা নদী অবধি কুমারিকা পর্যন্ত ভূমিবৎ দক্ষিণ হিন্দুস্থান নামে খ্যাত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কুমারী [স] ১ বি নারী। 'তিলরণ গাবী কিঅ অঠকুমারী।' চর্যা ১৩, ১২০০; 'সুর অপসরী কিয়ে লগ কুমারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ স্ত্রী অবিবাহিত। 'তুমি কুমারী সতী।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি কন্যা। 'বিবাহ করিনু ধর্মকেতুর কুমারী।' কঙ্করাম, ১৭২০। ৪ বি অবিবাহিত নারী। 'এ জাহাজে তিনটি অষ্টেলিয়ান কুমারী আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৫ বি একপ্রকার ধান। 'কুমারী, কনকতারা, ... পাশপাই ধান।' ফররুখ, ১৯৬৩। ৬ বিণ স্ত্রী উর্বর। 'প্রতিবছর ফসল দেয়ার পর মাটি আবার কুমারী হয়ে ওঠে।' হাসান, ১৯৬৯।

কুমারী উষা [স] বি সদা ভোর। 'ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে উকি মারি পূর্ণশার সুবর্ণ তোরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

কুমারীধর্ম [স] বি কুমারীত্ব। 'কুমারীধর্ম বজায় রাখার জন্য ... চোটা নাই।' মানিক, ১৪৪০।

কুমারীবর

কুমারীবর [স] বি বালিকা। 'লায়লী কুমারীবরে ডাকিছে তোকারে।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুমারী-বুক [স] কুমারীবন্ধ। বি কুমারী হৃদয়। 'কুমারী-বুকের তব স্নিগ্ধ রাগ-রাগা আলো।' নজরুল, ১৯২৩।

কুমারী ব্রত [স] বি কুমারী মেয়েরা পালন করে এমন ব্রত। 'একপ্রহর ব্রত কুমারী ব্রত - পাচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে।' অবন, ১৯১৯।

কুমারীমাতা [স] বি স্ত্রী কুমারী অবস্থায় মাতৃকু অর্জনকারী। 'শিতকালে গুর বসার মধ্যে কুমারীমাতা ও ছেলের অপরূপ ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

কুমার্প [স] বি কুপথ। 'কুমার্পের ভয় মোর হয় সদা মনে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

কুমির, কুমীর [স] কুমীর বি হিংস্র জলজন্তুবিশেষ। 'ঘরের টেকি কুমীর হয়ে ঘটায় কত অঘটন।' গুণ, ১৮৫৮; 'কুমির।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'কুমির যেমন খাজকাটা দাঁতের মধ্যে...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কুমির পোকা [স] কুমীর+স পুতিকা বি পোকাবিশেষ। 'গাড়িখানা কুমির পোকার ভঁড়ের মতো।' অবন, ১৯২৭।

কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা - ক্ষমতাবান ব্যক্তির আওতায় থেকে তারই সঙ্গে বিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। 'কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

কুমীস বি একপ্রকার মগসিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কাসিদা, কুমীস, ভুরিয়া।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

কুমুড়া [স] কুমুড়া বি কুমড়া। 'মানের বেসারি দিয়া আয় কুমুড়ার বাড়ি।' মুরুপ, ১৬০০।

কুমুদ [স] বি শাপলা ফুল। 'কুমুদ কুমুদ রতন বসী। অবহি উগাক কুমুদ সসী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'পদ্যো নিলংপলদলে কুমার কুমুদ জলে।' মালাধর, ১৫০০।

কুমুদবন [স] বি যেখানে শাপলা ফোটে। 'কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভলক্ষ্য ব্যজিয়ে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কুমুদবন্ধু [স] বি চাঁদ। 'কীবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু/ ঘন তনু যেহি কুমুদবন্ধু।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

কুমুদ-বান্ধব [স] বি চাঁদ। 'কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকময়।' গুণ, ১৮৫৮।

কুমুদী [স] কুমুদী বি শাপলা ফুল। 'কুমুদী কলিকা ঈষৎ হেলিয়া, চাঁদেরে নেহারি হাসে।' নজরুল, ১৯৩৫।

কুমুদিনী [স] বি পদ্মফুল। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জি কুমুদিনী সল্লিখি চন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুমুদ্বতী [স] কুমুদ-বতী বি সংগীতের একটি শ্রুতি। 'কুমুদ্বতী।' নজরুল, ১৯৩৫।

কুমোর [স] কুম্ভকার বি মাটির পাত্রাদি নির্মাণকারী পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুমোর নমনো মত সব তৈয়ের করবে।' ছতোম, ১৮৬১।

কুমোরটি [স] কুম্ভকার+বি টোলা বি কুমারদের পাড়া। 'রসপাত্রের জন্য তাকে ঝুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটি।' অবন, ১৯২৫।

কুম্পানি [হি] ১ কোম্পানি। 'দাশাল ছাড়াইলে কুম্পানির দাদনীর দফার জামিন কেহ থাকে না।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বি ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানি। 'মোস্তার তজবিজ করিয়া দেখিবেক কুম্পানির কাজের উপজুক্ত হয় কিনা।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ৩ কুম্পানি, কোম্পানি

কুম্ভ [স] বি কলস। 'কনক কুম্ভ আকারে দুই তোর পরোভারে।' বড়ু, ১৪৫০।

কুম্ভকর্ষ [স] বি গম্বীর কঠ। 'কুম্ভকর্ষ নীলকর্ষ জিনি গিম টান।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কুম্ভকর্ণ [স] ১ বি পৌরাণিক চরিত্রবিশেষ। 'তা না হলে মরিত কি কন্তু/ শূলী শম্ভুস মতাই কুম্ভকর্ণ মম।' মাইকেল, ১৮৬১। ৫ বি অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণ ব্যক্তি। 'কুম্ভকর্ণ অন্ধকার/ নিদ্রা টুটি বার বার/ উঠিতেছে করিয়া গর্জন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কুম্ভকর্ণ-মার্কা [স] কুম্ভকর্ণ+প মার্কা বি গাঙ্গানো কঠিন এমন; কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রাবিহীন। 'এ কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে।' নজরুল, ১৮২৭।

কুম্ভকর্ণের ঘুম - অত্যন্ত গম্বীর ঘুম। 'বউটা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাচ্ছে।' হাসান, ১৯৬৬।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা - পৌরাণিক চরিত্র কুম্ভকর্ণের মতো অতি দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রা। 'তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো।' নজরুল, ১৯২২।

কুম্ভক [স] বি যোগসাধনার প্রক্রিয়াবিশেষ। 'রাতিরে কুম্ভক যোগ করে শুনো আসন করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কুম্ভকুরি [স] বি কুমার। 'কুম্ভকুরের ঘরে ছিল যত মুদ্রাজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুম্ভার [স] কুম্ভকার বি কুমোর। 'যেন উড়ে কুম্ভারের পলী।' বড়ু, ১৪৫০।

কুম্ভিরিনি [স] কুম্ভীর+ বি স্ত্রী কুমির। 'পক্ষকালি কুম্ভিরিনি তাখাই মারিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

কুম্ভীপাক [স] বি হিন্দুযতে একটি নরকের নাম। 'বিশ্বহাসী কুম্ভীপাকে চরতে চল ময়েটি।' জীবন, ১৯৩১।

কুম্ভীর [স] বি কুমির। 'কুম্ভীর তেজলি কুম্ভীর খায়।' চর্যা ২, ১২০০।

কুম্ভীরাক্ষ [স] বি মায়াকান্না। 'মহজন্দের পবিত্রতার জন্য কুম্ভীরাক্ষ বর্বণে কেহ যদি প্রভাবিত হন।' আজাদ, ১৯৭০।

কুম্ভশ [স] বি বদনাম; কলঙ্ক। 'বসলে কাহে রটবে কুম্ভশ।' নজরুল, ১৯৩০।

কুমুতি [স] ১ বি কুমুত্তা। 'নানান কুমুতি দিয়া অশুদ্ধ কার্যেত নিয়া...' সুলতান, ১৬৫০। ২ বি মন্দকাব্য। 'তোমার হাতে লেখনি পড়িলে যত-সব কুমুতি আমার মুখে দিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি বোঁড়া যুক্তি। 'আমি তর্কের সুমুখি অথবা কুমুতি নই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কুমুতি পাড়া কি খারাপ মুক্তি উপাধন করা। 'জানি তুমি নিতান্ত কোভের মুখে এইসব কুমুতি পেড়েছ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

কুমোপ [স] বি প্রতিকূল সময়। 'নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুমোপ বিছুরি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুমর [স] কুমার বি পুত্র; সন্তান। 'কবির কুমর।' বড়ু, ১৪৫০।

কুয়া [স] কুশ বি কুয়ো; মাটিতে গম্বীর গর্ত, যেখান থেকে জল তোলা হয়। 'মানোএল, ১৭৪৩। 'অরণ্যে রহিল এক কুয়ার পড়িয়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

কুয়াচুরি বি বড়ো রকম চুরি (তুলনীয়: পুকুর চুরি)। 'বাটের বাটের মঠের ইটের সরদারি টোকিদারি কুয়াচুরি পোকারি করিয়া।' ভবানী,

১৮২৫।

কুম্ভা [স কুম্ভা] বি কুম্ভা। 'চেংড়ার স্ফার বৃদ্ধি তোমার ভুজ কুম্ভা জানালে।' লালন, ১৮৯০।

কুম্ভাশা, কুম্ভাসা [হি কুম্ভাসা] ১ বি হঠাৎ তাপমাত্রা কমে গিয়ে বায়ুতে সৃষ্ট ঘনীভূত বাষ্প; ধোয়ার মতো দেখতে সূক্ষ্ম জলবিন্দুপুঞ্জ। 'কুম্ভাসা।' ওর্গ, ১৭৮২; 'ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুম্ভাসায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২; 'বৃষ্টি, কুম্ভাশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্তসমস্ত ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি হতাশা। 'তবে কেন - তবে কেন মিছে এ কুম্ভাশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ অস্পষ্টতা। 'ও শুধু কুম্ভাশা, দুর্বৃত্ত্য কুম্ভাশা।' ধূজি, ১৯৩১।

কুম্ভাশা-অঙ্কল [কুম্ভাশা+স অঙ্কল] বি কুম্ভাশারূপ আঁচল। 'ঢেকেছিল কিছুকাল কুম্ভাশা-অঙ্কল-অঙ্গুরালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কুম্ভাশা-আকুল [কুম্ভাশা+স আকুল] বি কুম্ভাশার একাকার। 'পরপারে বনশ্রেণী কুম্ভাশা-আকুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুম্ভাশাউখাল [কুম্ভাশা+স উখাল] বি কুম্ভাশার ভরে গেছে এমন। 'কুম্ভাশাউখাল জটা দিক দিক ভরে যদি।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

কুম্ভাশাকটিন [কুম্ভাশা+স কটিন] বি রহস্যাবৃত। 'কুম্ভাশাকটিন বাসর যে সমুদ্রে।' সূত্রা, ১৯৪০।

কুম্ভাশা-ঘোমটা বি কুম্ভাশার আবরণ। 'অতিশয় সাবধানে দুইটি অঙ্কল দিয়া কুম্ভাশা-ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কুম্ভাশা-ছাওয়া বি কুম্ভাশা-ঢাকা। 'যে বন কুম্ভাশা-ছাওয়া ঝরা ফুল সেথা পাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কুম্ভাশা-ঢাকা [কুম্ভাশা+ঢাকা] ১ বি কুম্ভাশার মতো মলিন। 'অন্যদের অস্বাভাবিক কুম্ভাশা-ঢাকা চেহারা একেবারেই মনে রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি কুম্ভাশায় আবৃত। 'যদিও কুম্ভাশা-ঢাকা আকাশের নীল।' সূত্রা, ১৯৪৮।

কুম্ভাশানিপ্রিত [কুম্ভাশা+স নিপ্রিত] বি কুম্ভাশায় আচ্ছন্ন। 'কুম্ভাশানিপ্রিত প্রান্তর আবার জাগিয়া উঠিতেছে।' শওকত, ১৯৫৮।

কুম্ভাশানির্জন [কুম্ভাশা+স নির্জন] বি কুম্ভাশা-ঢাকা নিতরু। 'কুম্ভাশানির্জন ঠাণ্ডানিবিড় শেষ রাতে।' জীবন, ১৯৪৮।

কুম্ভাশা-নেকাব [কুম্ভাশা+আ নিকাব] বি কুম্ভাশার ঘোমটা; কুম্ভাশার অবগতন। 'দিগন্ত যেন তুর্কি কুম্ভাশা-নেকাব রেখেছে উতারি।' নজরুল, ১৯২৮।

কুম্ভাশাভরা [কুম্ভাশা+ভরা] বি অপ্রসঙ্গল। 'অস্পষ্ট কুম্ভাশাভরা চোখে।' সূত্রা, ১৯৪৮।

কুম্ভাশা-ভিজে [কুম্ভাশা+ভিজা] বি কুম্ভাশায় সিক্ত। 'আজ সকালে কুম্ভাশা-ভিজে হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কুম্ভাশাময় [কুম্ভাশা+স ময়] বি কুম্ভাশাচ্ছন্ন। 'তোমাদের পথ যদিও কুম্ভাশাময়।' সূত্রা, ১৯৪৮।

কুম্ভাশামাথা [কুম্ভাশা+মাথা] বি কুম্ভাশাপূর্ণ। 'কুম্ভাশামাথা বাংলায় কার্তিকের নদীকে আঁকার করতে।' জীবন, ১৯৩২।

কুম্ভাশামুক্ত [কুম্ভাশা+স মুক্ত] বি কুম্ভাশাহীন। 'কুম্ভাশামুক্ত চাঁদ আবার ঝলমল করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কুম্ভাশালীন [কুম্ভাশা+স লীন] বি কুম্ভাশামুক্ত। 'বিদ্রোহী নবকর্তন কুম্ভাশালীন পথের প্রকৃতি স্থির করে।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

কুম্ভাশাহত [কুম্ভাশা+স হত] বি কুম্ভাশায় আচ্ছন্ন। 'উষার আকাশে শ্মশানোদ্ভূতি কুম্ভাশাহত।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

কুম্ভাসাচ্ছন্ন [কুম্ভাশা+স আচ্ছন্ন] বি কুম্ভাশায় আবৃত। 'কুম্ভাসাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষের মত অস্পষ্ট।' বিদ্যুতি, ১৯২৯।

কুম্ভাসাজাল [কুম্ভাশা+স জাল] বি কুম্ভাশারূপ জাল। 'এসব জারিজুরির কুম্ভাসাজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে পারিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪২।

কুম্ভাসা-বিবর্ণ [কুম্ভাশা+স বিবর্ণ] বি কুম্ভাশায় মলিন। 'আকাশের চমৎকার জ্যোৎস্না কুম্ভাসা-বিবর্ণ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

কুম্ভাসাময় [কুম্ভাশা+স ময়] বি কুম্ভাশায় আচ্ছন্ন। 'দূরে কুর্কটের চীৎকার কুম্ভাসাময় আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে।' সবুজ, ১৯২০।

কুয়িলী [স কোকিল] বি কোকিল। 'আখডালে বসী কুয়িলী কুহলে।' বড়, ১৪৫০।

কুয়েশচেন [হি বি প্রশ্ন]। 'তারা বৃষ্টি কুয়েশচেন পেপার লীক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে।' মজতবা, ১৯৫২।

কুরো [স কৃপা] বি কুরা। 'ওমে আনি দেওয়া হয়ে যায় রে কুরো।' লালন, ১৮৯০।

কুরোতলা [স কৃপ+স তল] বি কুরোর পাশের জায়গা। 'এই-যে কুরোতলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কুরো-ব্যাং [স কৃপ+স ব্যাং] বি যে ব্যাং কুরোর মধ্যে বাস করে; কৃপামুক্ত। ওর্গ, ১৭৮৫।

কুরোর ব্যাঙ বি অল্পজানা ব্যক্তি। 'আমরা ছোট মানুষ, কুরোর ব্যাঙ।' অচিভ, ১৯৫০।

কুরকুর [ধন্যা ১ বি কুর হানাকে ডাকার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি মুরগি ডাকার শব্দ। 'পিটিপি করে তাকিয়ে কুরকুর আওয়াজ করে ডাকে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কুরকুরানো [ধন্যা কুরকুর] ক্রি কুর কুর করে ডাকা। 'কুরকুরাইতে।' মাহেন্দ্র, ১৭৪৩।

কুরঙ্গ [স] বি হরিণ। 'কুরঙ্গনয়ন জিনী তোমার নয়নে।' বড়, ১৪৫০।

কুরঙ্গময়ী [স] বি হরিণের মতো গমন করে যে। 'একি রে রঙ্গ আকুল অঙ্গ! ছুটে কুরঙ্গময়ী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুরঙ্গনয়ন [স] বি হরিণের চোখ। 'কুরঙ্গনয়ন জিনী তোমার নয়নে।' বড়, ১৪৫০।

কুরঙ্গ নয়না [স] বি হরিণের মতো চোখবিশিষ্ট। 'নয়ন যুগলে গোড়ে কুরঙ্গ নয়না।' রূপায়ম, ১৭৫০।

কুরঙ্গনয়নি [স কুরঙ্গনয়নী] বি হরিণের মতো সুন্দর চক্ষুমুখ। 'মুইলা বরাস তোর, কুরঙ্গনয়নি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কুরঙ্গনয়নী [স] বি হরিণের মতো সুন্দর চোখ আছে এমন। 'দোহাই তোমার কুরঙ্গনয়নী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কুরঙ্গনয়নী [স কুরঙ্গনয়নী] বি হরিণের মতো চোখবিশিষ্ট। 'হায়া মোর আনেশ্বরী কুরঙ্গ নয়নী।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুরঙ্গিনী [স] বি ঙ্গী হরিণী। 'বনকমলিনী কুরঙ্গিনী সুলোচনা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুরঙ্গিনি, কুরঙ্গিনী [স কুরঙ্গিনী] বি ঙ্গী হরিণ। 'সুনইত রসকথা ধাপয়ে চীত। জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'খেলো আমোদিনী কুরঙ্গিনি সিংহিনী সনে।' গিরি, ১৮৮৩।

কুরঙ্গী [সি বি ক্রী হরিশী। 'কুরঙ্গ কুরঙ্গী সমস্ত হয়ে রস রঙ্গে
অনঙ্গের যজ্ঞ পূর্ণ করে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুরঙ্গী [সি কুরঙ্গ বি বাজে রসিকতা। 'কুরঙ্গের সঙ্গে মজে কুরঙ্গে ...'
লাগল, ১৮৬৫।

কুরচি, কুরচি [সি কুরবক<] বি গিরিমল্লিকা ফুল। 'কন্দম্ব কুরচি বক
করী।' কুম্ভারাম, ১৭২০; 'আনিল সেহারা ফুল বান্ধা কুরছির হার।'।
গরীব, ১৭৬৫।

কুরছি [আ কুরসি বি আসন। 'খোদার আরঙ্গ-কুরছি পরে হযত সে সুর
মুরছি পড়ে।' জসীম, ১৯৩১।

কুরটনা [সি বিণ কুংসা প্রচার। 'তদবধি রাজ্যে তোমার, উঠেছে এক
কুরটনা।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

কুরতা [কা কুরতাহু বি জামা। 'পুরনো কুরতা, ভাঙ্গা হাঁড়ি ইত্যাদি টাঙিয়ে
দৈত্য-দানবের অস্ত্র দৃষ্টি প্রতিরোধ করা হয়।' বেগম, ১৯৪৯।

কুরতি [কা কুরতাহু বি কুর্তি; ছোটো জামাবিশেষ। ওসাঁ, ১৭৮২;
'পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করে, যথা পাঞ্জামা, কুরতি, দোপাটী,
...।' ভবানী, ১৮২৮।

কুরনি বি নারকেল ইত্যাদি কোরানোর জন্য ধারালো খাঁজওয়ালা
যন্ত্রবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুরনিশ [ত্ৰা বি সম্ভবপূর্ণ অভিধান। 'কুরনিশ করিয়া ঝাড়া কহিতে
লাগিল।' গরীব, ১৭৬৫।

কুরব [সি বি দুর্নাম। 'এই সার্কজনীন কুরবেতে সকলেরই অপাণ্ডিত্য
প্রতিত হইল।' মুদ্রাঙ্কর, ১৮১৩।

কুরবক [সি বি লাল রঙের ফুলবিশেষ; রক্তচিহ্নি। 'কুরবকের পরত চুড়া
কালো কেশের মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুরবানি [আ] বি বিসর্জন। 'আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দিব
নাকি?' মুক্তবা, ১৯৪৯।

কুররি, কুররী [সি কুররী বি ঈগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'মাতা তোমার
করে শোক মৃতসুতা জেমন কুররি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কুররীকুল
তরুমলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমছ করিতেছে।'।
রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুরল [সি কুরল বি ঈগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'অষ্টাদশে কুরল পক্ষ আর
গরু হইল।' মালশর, ১৫০০।

কুরলী [সি কুরল<] বি ঈগল জাতীয় পাখিবিশেষ। 'কুরলী কুরল
চক্রবাক চক্রবাকী।' ভারত, ১৭৬০।

কুরলা [সি আঁচড়ানো। 'কুরলা কেশ যেন বিষধরণণ।' আলোণ্ড,
১৬৮০।

কুরলিত বিণ আঁচড়ানো। 'শিসেত সিন্দুর দিল কুরলিত কেশ।'।
আলাওল, ১৬৮০।

কুরস [সি ১ বিণ দ্বিভূত রঙে পূর্ণ। 'মদ - পরমভুকারী, হায়, মায়্যা-বায়ু/
ফাঁপায় যে হুদয়।' মাইকেল, ১৬৮০। ২ বি মন্দ রস; গরল। 'কুরসে
সুসমে মেলে সেই ধারা।' লালন, ১৯৯০।

কুরসি, কুরসী [আ] ১ বি আসন। 'আরঙ্গ কুরসী যথ ভুবন জ্ঞান।'।
আলাওল, ১৬৮০। ২ বি কেনারা। মানোএল, ১৭৪৩।

কুরসিনামা [আ কুরসি+ক্স নামাহা] বি বংশতালিকা। '১ কেতা
কুরসিনামা।' চিঠিপত্র, ১৮১১।

কুরা বি লাঠি। 'ছোটো কুরা।' মানোএল, ১৭৪৩।

কুরাটী [সি কুরাটিকা] বি কুঠার। 'গম্বত গম্বত তইলা বাড়ী হেছে
কুরাটী।' চর্যা ৫০, ১২০০।

কুরান [সি আঁচড় দিয়ে বের করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুরানি বি নারকেল কোরানো হয় যে হাতিয়ার দিয়ে। ওসাঁ, ১৭৮৪।

কুরি বি গাছের মাথা কাটার কাজ। মানোএল, ১৭৪৩।

কুরীতি [সি ১ বি কুংসংকার। 'কেহই বলেন যে কি কুরীতি ছিল।'।
জ্ঞানবেষণ, ১৮০০। ২ বি মন্দ প্রথা। 'এদেশের এক কুরীতি আছে
যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে
না।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বি মন্দ আচরণ। 'এতদেশীয় লোকের
কুরীতি ও কুংসংকারের কথা কি কহিব?' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুরু [সি কুরগু বি অগোষ্ঠ। 'বাতকুরু সত্তার জাণী।' চর্যা ৩৭, ১২০০।

কুরু বিণ ভদ্র। মানোএল, ১৭৪৩।

কুরুআ [সি করহা বি তেলের পাত্র। 'কান্দে কুরুআ লতা তেলী আপে
জাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

কুরুওক [সি কুরবক] বি ফুলবিশেষ; কুরবক। 'নিহালী বাহুলি করবীর
কুরুওক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুরুক্ষেত্র [সি ১ বি মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র।
'কুরুক্ষেত্রে জুড়ে পড়ি হইল স্বর্গশাসন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি দিল্লির
নিকটবর্তী হিন্দুদের তীর্থস্থান। 'তীর্থযাত্রীরা সর্বদা কুরুক্ষেত্র তীর্থ
গম্বন করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি ছড়াছড়ি। 'একটা ঘরে
শ্যামসেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ
অস্থির। 'সুবলির মা তাকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র।' রবীন্দ্র,
১৯০৭। ৫ বি অত্যন্ত পরোক্ষ। 'মোটা ও খোড়ের মণ্ডপাত করতে
কুরুক্ষেত্র করতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'শকুনির
ক্ৰোধ নিবারণে শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভনে ...।' সূচীন্দ্র,
১৯৩২।

কুরুক্ষেত্র বাধা [সি ভীষণ ঝগড়ার সৃষ্টি হওয়া। 'সঙ্গে সঙ্গে
একবেলায় কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়।' মানিক, ১৯৪০।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ [সি বি তুমুল ঝগড়া। 'গৃহমধ্যে সমস্ত দিন গায়ক-
বাদকের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুরুপতি [সি বি কুরবংশের প্রধান। 'সুনিয়া বলিল বিস্ময় সুন
কুরপতি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কুরুসূর্য [সি বি কৌরব বংশের গৌরব। 'পাচুদন্তলো আজি অন্ত
গেল, আজি কুরুসূর্য একা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কুরুচ কাঁটা [সি crochet+কাঁটা] বি উল, সুতা প্রভৃতি বস্ত্র বুনার
শলাবিশেষ। 'দিনরাত কুরুচ কাঁটা চালিয়ে যেতে লাগলেন।' জীবন,
১৯৪৮।

কুরুচি [সি বি অশ্লীল বা অমার্জিত বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি। 'কুরুচিপূর্ণ
শাস্ত্রকারেরা স্ব স্ব রচিত পুস্তকগুলি ব্যাসকৃত বলিয়া ...।' অক্ষয়,
১৮৪৯; 'সমাজের কোনো কুরুচি বা কদাচারের বিরুদ্ধে কেহ যে রাগ
করিতে পারে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

কুরুচি-পরিচায়ক [সি বিণ অশ্লীল। 'নানা রকম অবজ্ঞিত ও কুরুচিকর অঙ্গ-
ভঙ্গী দ্বারা মেয়েদের উদ্ভাঙ্গ করে।' বেগম, ১৯৬৫।

কুরুচি-পরিচায়ক [সি বিণ কুরুচি রুচি প্রকাশক। 'ইংরেজ লেখক
হলে কুরুচি-পরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে
উল্লেখ করত না।' অনুদা, ১৯২৯।

কুরুচিপূর্ণ [সি বিণ রুচিপূর্ণ। 'কুরুচিপূর্ণ শাস্ত্রকারেরা স্ব স্ব রচিত

পুত্ৰকণ্ঠি ব্যাসকৃত বলিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুরুচিময় [স] *বিপ* কুৎসিত রুচিসম্পন্ন। 'নানাবিধ কুরুচিময় ডাবে সং সাজাইয়া ...।' দীপিকা, ১৮৮৭।

কুরুষ্টক [স] *বি* বৃক্ষ ও ফলবিশেষ। 'কুরুবক কুরুষ্টক কুন্দ তোলে মরুবক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুরুনি, **কুরুনী** *বিপ* নায়ক হল ইত্যাদি কোরানোর দাঁতাল ও ঝাঁট মতো আকারের হাড়িয়ারবিশেষ। 'করুমীতে কুরিয়া আনিবে নারিকেল।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'তোদের নারিকোল-কুরুনি আছে?' সুনীল, ১৯৭০।

কুরুপ [স] *কুরুপা* *বিপ* দোষযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কুরুপতি *দ্র* কুরুক্ষেত্র

কুরুবক, **কুরুবকা** [স] *কুরুবকা* *বি* খাঁটি ফুল। 'নীল কুরুবক তোর নারনে।' বড়ু, ১৪৫০। 'কুরুবক চাপা নাগেশ্বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুরুবর্ষ [স] *বি* পুরাণোক্ত জম্বুদ্বীপে উত্তরকুরু নামক বর্ষ বা প্রদেশ। 'এই কুরুবর্ষ - এই কন্যাকুমারিকা অতীতের কুয়াশার পারে।' জীবন, ১৯৩০।

কুরুশ-কাঁটা [স] *crochet-কাঁটা* *বি* পশম বা সুতা দিয়ে বস্ত্র বোনার শলাকা। 'কুরুশ-কাঁটায় রাখিব খোঁপার সাথে বিধিয়া।' *নজরুল*, ১৯৩২।

কুরুপ [স] *বিপ* কুৎসিত। 'স্বস্তী কুরুপই বা ইউন।' *পৌর*, ১৮২২।

কুরুপতা [স] *বি* কুস্তীতা। 'দাম্পত্যবন্ধনের আর-একটি মহৎ বিয়্র স্বামীর বার্বক্য ও কুরুপতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কুরুপা [স] *বিপ* ক্রী অসুন্দর। 'ক্রী দর্শনে বড় কুরুপা নহে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

কুরুপ [স] *কুরুপ* *বিপ* অধীন; বশীভূত। 'জোড় হাথে ভ্রুতি করি কুরুপ হয়ে।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুরে খাওয়া *ক্রি* ধীরে নিঃশেষ করা। 'চেতনাকে একটু কুরে খাচ্ছে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

কুরু *বি* নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'কুরু জাতি আরও পচিয়ে।' *রক্তিম*, ১৮৯২।

কুর্শি [তু] *বি* সম্ভ্রমপূর্ণ অভিধান। 'বারুজি কুর্শি ঘেরা, বর্জয়ান বিচ ডেরা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

কুর্তা [ফা] *কুর্তা* *বি* জামাবিশেষ। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

কুর্তি, **কুর্তি** [ফা] *বি* শরীরের উর্ধ্বাঙ্গে পরার টিলা পোশাকবিশেষ। 'কুর্তি' *মানোএল*, ১৭৪৩। 'বারাকেরদিগের কুর্তি এবং টুপি ও মোজা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কুর্দন, **কুর্দন** [স] ১ *বি* লাফালাফি। 'অসংখ্য মনুষ্য মনের আনন্দে কুর্দন করিতেছে।' *সিরাজী*, ১৯১৮। ২ *বি* আফালন। 'জেকের ও নর্তন কুর্দন করে।' *হেদায়েত*, ১৯৩৬।

কুর্দী *বি* ইরাক ও তুরস্কের মধ্যাঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর ভাষা। 'তারপর জগাইকুর্দী, সোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

কুর্ধ, **কুর্ধ** [স] *কুর্ধা* *বিপ* রাগাধিত। 'কুর্ধ হৈয়া বলে মুনি সাঁপ বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

কুর্শি [তু] *কুর্শি* *বি* সম্ভ্রম অভিধান। 'কুর্শি করে ঢোকে মাথা নুয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

কুর্প [স] *বিপ* অধীন। 'জিয়াস্তে মড়া স্বামী পরের কুর্প' *বিজয়*, ১৬৫০।

কুর্ম, **কুর্ম** [স] *কুর্ম* *বি* কচ্ছপ। 'একাদশে কুর্মরূপে অবতার কৈল।' *মালাধর*, ১৫০০। 'কুর্মরূপে তুমি সর্ব পৃথিবীর ভার বহ।' *বৃন্দা*, ১৪৮০।

কুর্মা [তু] *কুর্মহা* *বি* তুর্কি পদ্ধতিতে রান্না করা খালহীন মাংস। 'ছ-সাত রকমের পোলাও, বিরিয়ানি, কুর্মা, কালিয়া, পসিন্দা।' *মুক্ততবা*, ১৯৫৮।

কুর্শি, **কুর্শি** [আ] *কুর্শি* ১ *বি* আসন। 'সূরে কুর্শির পুরে 'তুর'-শির।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* চেয়ার। 'চারপাশে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা কুর্শি।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

কুর্শিকাঁটা [স] *crochet-কাঁটা* *বি* ক্রুশকাঠি; উল বা সুতা দিয়ে কিছু বোনার শলাকা। 'কুর্শিকাঁটাগুলো ও-ঘরের বিছানায়।' *বিজুতি*, ১৯৩১।

কুল [স] *বহুবচন নির্দেশক শ্রুতায়*। 'সুখে মুগকুল বসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুল [স] *কুল* ১ *বি* তীর। 'জো রথে চড়িলা বাহবা ৭ জাই কুলে কুল বড়ই।' *চর্চা* ১৪, ১২০০। ২ *বি* দিশ। 'ডেবেও কুল পাইনে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

কুল [স] *কোলি* *বি* বরই। 'একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

কুলচুর [স] *কোলি-স চূর্ণা* *বি* পাকা কুলের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে তৈরি কন্য একধরনের মুখরোচক খাবার। 'আমসুল, কুলচুর রাখিবার জো ছিলনা।' *বিজুতি*, ১৯৩১।

কুল [স] *বি* বংশ। 'এতকে বুঝি তার বড় কুল জাতি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কুলকন্যা [স] *বি* সম্রাট বংশের নারী। 'কুলকন্যার কুল দেখল, তেজ দেখল।' *কায়দার*, ১৯৬২।

কুলকমলিনী [স] *বি* কুলনারী। 'রত দেশে শত শত কুলকমলিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

কুলকর্ম, **কুলকর্ম** [স] *বি* কুলকর্ম; কুলীদের ঘরে পুত্র-কন্যার বিয়ে দেওয়া। '... আমাদের কন্যাপাত কুল, তাহার বিবাহ সময়ে কুলকর্ম কল্য হবে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কুলকলঙ্গিনী, **কুলকলঙ্গিনী** [স] *কুলকলঙ্গিনী*, সম্বন্ধে শব্দশেষে ই-কার বি ক্রী যে নারীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জন্যে বংশের কলঙ্ক হয়। 'সেই জানে কেনে রাখা কুলকলঙ্গিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬১। 'আরে কুলকলঙ্গিনী' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

কুলকামিনী [স] *বি* কুলবধূ; সম্রাট বংশের নারী। 'হমে কুলকামিনী কহইতে অনুচিত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কুলকেশরী [স] *বিপ* কুলশ্রেষ্ঠ; কুলসিংহ। 'কোথায় সেই মোসলেম কবি কুলকেশরী কায়াকোবাদ?' *কোহিনূর*, ১৯১১।

কুলক্রমাগত [স] *বিপ* বংশের রীতি অনুসারে আগত। 'যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচরিত্র এবং যাহারা উৎকোচগ্রহণ করে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

কুলকয় [স] *বি* বংশ নাম। 'এত দিন পরে কুলকয়টা হবে?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

কুলগত [স] *বিপ* জাতিগত। 'লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে।' *ওয়ালেন্স*, ১৯৪৩।

কুলগর্ব [স] *বি* বংশসৌরব। 'জ্ঞানিগণ কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কুলগুরু [স] বি বংশের গুরু; কুল্যার্চ্য। 'ভাঁর কুলগুরু লালুভাও ঢেকের সমস্ত বন্দোবস্ত উত্তমভাবে করেছিলেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কুলজন [স] বি সম্ভ্রান্ত লোক। 'অধারিক হব নর দুই তিন জাত্যে ঘর জুর ধন সেই কুলজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলজ্ঞ [স] বি কুলের বিষয়ে জানেন যিনি। 'সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য ...।' দর্পণ, ১৮২২।

কুলজ্ঞতা [স] বি কুল বিষয়ে জ্ঞান। 'সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য ...।' দর্পণ, ১৮২২।

কুলতিলক [স] বিণ বংশের শিরোমণি। 'খুড়র কুলতিলক জীবানন্দ ভায়ার শরীরধারণের ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

কুলত্যাগ [স] বি কুলধর্ম বিসর্জন। 'অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।' শরৎ, ১৯১৭।

কুলত্যাগিনী [স] বিণ কুলতা। 'আমার খুড়তাতপত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কুলদর্প [স] বি বংশমর্যাদা। 'জ্ঞাত ছিল কুলদর্প তথি হইল কালসর্প ঘটক পণ্ডিত জ্ঞানদী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলদারী [স] বি সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী। 'কত কুলদারী চকোরীর পাৱা।' রামনারায়ণ, ১৭৮০।

কুলদেবতা [স] বি বংশানুক্রমে পূজ্য দেবতা। 'আমি সরস্বতী, ব্রাহ্মণদিগের কুলদেবতা।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কুলধর্ম, কুলধর্ম্য [স] ১ বি বংশের আচার। 'অধর্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্য।' কুন্সদাস, ১৫৮০। ২ বি বংশের ধর্ম। 'তাহাদিগের কুলধর্ম্য ও জাত্যাতার।' ফরস্টার, ১৭৯৬।

কুলধ্বজ [স] বি বংশের গৌরব। 'সে যে কুলধ্বজ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কুলনারী [স] বি সং কুলজ্ঞাত কন্যা। 'একেত অবলা বিদ্যা তাহে কুলনারী।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুল নাশা ক্রি সতীভূত নাশ করা। 'ও সে বৈশি বাজিয়ে সদাই কুলবতীর কুল নাশে।' লালন, ১৮৯০।

কুলনাশী [স] বিণ স্ত্রী বংশে কলঙ্ক আরোপ করে এমন। 'সারা গায়ে আজ তি টি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুলনাশী।' জসীম, ১৯২৯।

কুলপঞ্জিকা [স] বি বংশপরিচয়। 'শিল্পশাস্ত্রের কুলপঞ্জিকার মধ্যে শব্দ করে বাঁধা রইল সব।' অবন, ১৯২৫।

কুলপতি [স] ১ বি কুলস্বামী। 'তখন ধীরে চামার কুলপতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি অন্নদান ও শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণকারী মুনি। 'কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া ... এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুল-পরম্পরাগত [স] বিণ বংশধারা থেকে এসেছে এমন। 'উহা এ কালের ন্যায় কুল-পরম্পরাগত ছিল না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কুলপাঁজি [স] কুলপঞ্জি। বি বংশপরিচয়। 'গালি দিবা লগে ভগে ঘটক ব্রাহ্মণ দগে কুলপাঁজি করিয়া বিচার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলপালক [স] বিণ বংশের রক্ষক। 'আমার যজ্ঞমান কুলপালক বাঁড়িয়ে, তিনি বটালকৃত কুলকল্যাণে পতিত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলপুরোহিত [স] বি বংশানুক্রমে পৌরোহিত্যকারী যাজক ব্রাহ্মণ। 'কুলপুরোহিত শিরোমণি কহিলেন ওরে মূর্খ শাস্ত্র জানিলে না।' ভবানী, ১৮২৫।

কুলপ্রথা [স] বি বংশের রীতিনীতি। 'বটাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলপ্রদীপ [স] ১ বি বংশগৌরব। 'বাতাস পাইবা ময়ে কুলপ্রদীপ নির্বাণ হইল।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি বংশের একমাত্র সন্তান। 'একজন কুলপ্রদীপ নববাবু মজা করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কুলবতী [স] বি সং কুলের নারী। 'একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।' ষিঙী, ১৬০০।

কুলবধু [স] বি গৃহবধু। 'কুলবধু জল দেই সাসুড়ির গায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলবধুসম্ভোগ [স] বি কুলবধুর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক স্থাপন। 'যে সকল বাবুরা কুলবধুসম্ভোগে অধিক সুখভোগ বোধ করেন তাঁহার চোটা পাইতে থাকেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কুলবালা [স] বি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। 'পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা।' বিপক্ষে পরল জেছে মালতিমালা।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

কুলবিদ্যা [স] বি বংশপরম্পরায় অর্জিত শিক্ষা। 'আমাদের কুলবিদ্যা, বংশগত বৃত্তি।' হাসান, ১৯৬৭।

কুলব্রত [স] বি বংশানুক্রমে আচারিত অনুষ্ঠান। 'বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত।' মাইকেল, ১৮৬১।

কুলভক্ত [স] বিণ বংশের মান-মর্যাদার প্রতি যত্নশীল। 'কুলময়ী কুলবধুয়া কুলভক্ত জন বাঘা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলভঙ্গ [স] বি কৌলীন্যের নিয়ম ভঙ্গ করে বিবাহ দান। 'কুলভঙ্গ ভয়ে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলভয় [স] বি জাত যাওয়ার ভয়। 'কিবা কুলভয় কিবা গুরুর গম্ভন।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুলমন্ডি [স] কুলবতী। বি কুলবতী। 'রসও বুঝে জনি হো কুলমন্ডি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুলময়ী [স] বিণ বংশগৌরব রক্ষার উপযুক্ত গুণসম্পন্না। 'কুলময়ী কুলারাধ্যা কুলভক্ত জন বাঘা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলমর্যাদা, কুল-মর্যাদা [স] বি কৌলিন্যের মর্যাদা। 'বটাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলমহিলা [স] বি সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী। 'সতীভূত, কুলমহিলার অয়কান্ত মনি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কুলমান [স] বি বংশের সম্মান। 'কুলমান রক্ষার্থে কিবা পরের উপকারের জন্য যে মরে, সে চিরস্বর্গীয় হয়।' মাইকেল, ১৮৬১।

কুলরক্ষা [স] বি বংশের মানসম্মান রক্ষা করা। 'কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন; কবে কুলরক্ষা করিবেন?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুললক্ষ্মী [স] বি স্ত্রী হিন্দু বিশ্বাস) বংশের হিতকারী দেবী। '... বিবেচনা করিতেছেন বুঝি কুললক্ষ্মীর কৃপা হয়।' রাজীব, ১৮০৫।

কুললগ্ন [স] বি সতী নারী। 'কুললগ্নরা রাণী পশ্চিমের নেতৃত্বে প্রজলিত চিতায় আত্মাহুতি দিরাইলেন।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

কুললাজ [স] কুললজ্জা। বি কুলভয়। 'কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ।' বাহরাম, ১৬৫০।

কুলশীল [স] ১ বি বংশ ও চরিত্র। 'জন্ম-কুলশীলতার না জানি যাহার।' কুন্সদাস, ১৫৮০। ২ বিণ বংশশীল। 'অজ্ঞাত কুলশীল

মনুষ্যকেও এই শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া বিস্ময়গ্ন হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুলশীলহীন [স। বিপ বংশ-মর্যাদা নেই এমন। 'আমি কুলশীলহীন ক্ষুদ্র নরপতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কুলসম্ভ্রম [স। বি বংশমর্যাদা। 'বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুলস্রী [স। বি সম্ভ্রান্ত বংশের সতী নারী। 'অবলা কুলস্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করি নাই।' মণিরাম, ১৮৮৫।

কুলহারা [স। বিপ জাতিচ্যুত। 'বাবু অন্য জাতিতে আসক্তি-প্রযুক্ত কুলহারা হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কুলাঙ্গনা [স। কুল-অঙ্গনা। বি ঘরের নায়ী; কুলনারী। 'বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের পাঠশালায় পাঠাইয়া ...।' প্রভাকর, ১৮৩১।

কুলাঙ্গার [স। কুল-অঙ্গার। বি বংশের নাম ভোবায় এমন। 'হিন্দুবংশে কুলাঙ্গার কতেকগুলি বালক একত্ব ধনুর্ধর হইয়া উঠিয়াছেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

কুলাচার [স। বি কুলধর্ম। 'পর্বতরাজের ছিল জাত কুলাচার।' মুকুন্দ, ১৮০০।

কুলাচারপরায়ণ [স। বিপ তাত্ত্বিক আচার অনুরাণী ও পালনকারী। 'কুলাচারপরায়ণ দর্শী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুধাপানাদি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কুলাচারী [স। বিপ বংশীয় আচার পালনকারী। 'সন্ন্যাসীরা অনেকেই কুলাচারী অর্থাৎ মন্য মাংসাদি ব্যবহার করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কুলাচার্য, কুলাচার্য্য [স। বি কুল-পুরোহিত; ধর্মগুরু। 'কুলাচার্য্য কহিলেনঃ।' দর্পণ, ১৮২১।

কুলাদর্শন্যায়ী [স। ক্রিবিপ বংশের নিয়ম অনুযায়ী। 'ভুবান কুলাদর্শন ... কুলাদর্শন্যায়ী ভাষায় নিজ আভিজাতিক চিহ্ন বর্ণন করুন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কুলাধিদেবতা [স। বি বংশ পরম্পরায় পূজিত দেবতা। 'কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুলাধিপতি [স। বি কুলের প্রধান ব্যক্তি। 'মামা এখানকার কুলাধিপতি।' তার, ১৯৪২।

কুলানুগত [স। বিপ বংশগত। 'সেই জাতির কুলানুগত আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষার ধারা ধরে চলতে চলতে ...।' অবন, ১৯২৫।

কুলে কালি দেওয়া ক্রি বিবাহবিহিত প্রণয় করে বংশকে কলিকিত করা। 'অভাগিনী কেন কুলে কালি দিয়ে দুপা বেরয়ে দাঁড়াল না।' উমেশ, ১৮৫৭।

কুলাঙ্কুল [স। কুল-উজ্জ্বল। বিপ বংশের মুখ উজ্জ্বল করে এমন। 'ইহারা মহানয়ের নাম সন্ধ্যা ও কুলাঙ্কুল করিবেন।' ভবানী, ১৮২৫।

কুলান্তম [স। কুল-উত্তম। বিপ উত্তম বংশ জাত। 'সুপুরুষ কুলান্তম কোথা না ঘটয়।' অলাওল, ১৬৮০।

কুলান্তব [স। কুল-উত্তব। বি ক্রী ভালো বংশে জন্ম যার। 'কোন কুলান্তব তার মাতা।' গিরিশ, ১৯৮৬।

কুলাত্মত [স। কুল-উত্মত। বিপ ভালো বংশে জাত। 'বিশিষ্ট কুলো জনেরদের গমনাভাবপ্রযুক্ত সমাজ প্রায় হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮০০।

কুলোদ্ধার [স। বি পূর্বপুরুষের সদগতি। 'অতি দুস্ত্রাপ্য মহামহা-বারুণীতে গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটি কুলোদ্ধার ...।' রামমোহন, ১৮২৩।

কুল [আ। বিপ সমস্ত। কুলকপাল [আ। কুল+স কপাল। বি পুরো ভাগ্য। 'যা থাকে কুলকপালে, দেশে ফিরে গিয়েই ঐ মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করবে।' প্রমথ, ১৯২৪।

কুলজা ঘাট [স। কুল+জি। বি খেয়া ঘাট। 'কর কুলজা ঘাটে।' বড়, ১৪৫০।

কুলকুটি, কুলকুটো [হি। কুলকুলানা। বি কুলি। 'এই ভাবের কুলকুটি দিয়ে ভূত ভাগাবে মনে করছ।' নজরুল, ১৯২৫; 'সেই ঠাণ্ডা ঢোখের জ্বলে রোজ মুখ ধুতাম ও কুলকুটো করেছি জানালা দিয়ে।' সুনীল, ১৯৬৬।

কুলকুণ্ডলিনী [স। ১ বি (তত্ত্ব) মানবদেহের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কল্লিত চক্রের নাম। 'কুলকুণ্ডলিনী দশ হয় নাভিমূলে।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিপ জীবনীশক্তি। 'জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলকুল [ধন্য। বি পানি বয়ে যাওয়ার ধ্বনি। 'কুলে জল নাই তধু শনি কুলকুল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'চার দিকে জল কুল কুল করে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুলকুলধ্বনি [কুলকুল+স ধ্বনি। বি পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ। 'নদীর কুলকুলধ্বনি, পাতার মর-মর শব্দ।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

কুলক্ষণ [স। বি অতন্ত লক্ষণ। 'পাছে কি কুলোকে কুলক্ষণ করে দেখে।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কুলক্ষণ্য [সি। বিপ ক্রী অতন্ত লক্ষণমুখ। 'রাজার নিকটে কুলক্ষণ্য ও কুলক্ষণ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কুল্য [সি। বি অতন্ত সময়। 'কুল্যেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলাম।' মাইকেল, ১৮৫৯।

কুলজি, কুলজী ১ বি দেয়ালের মাঝের ছোটো খোপ। 'চারিভিতে কাটিল কুলজি।' কেতকা, ১৬৫০; 'একটি কুলজীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোথাকোথি, কতকগুলি সলিতা।' সিরাজী, ১৯১৮। ২ বি নীড়। মালোএল, ১৭৪৩।

কুলটি [স। কুলপঞ্জি। বি বংশ-ভালিকা। 'বর্তমান শব্দ সকলের কুলটি স্থির করিয়া মূল গোত্র নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কুলজি, কুলজী [স। কুলপঞ্জি। বি বংশপরিচয়। 'কুলাচার্য্যসকল কুলজীর ব্যাখ্যা করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৩; 'শিখণ্ডিবাহন ত ব্রহ্মাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কচ্ছে না যে কুলজির আবশ্যক।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কুলটা [স। বি ক্রী অসতী। 'দেখিয়া কুলটা নারি কামে অচেতন।' মালধর, ১৫০০।

কুলটাবর্ত্ত [স। বি অসতীদেব পথ। 'কুলের পথ হারাইয়া কুলটাবর্ত্তে প্রবর্ত্ত হওনের মনস্থ করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৮।

কুলপি, কুলপী, কুলফি [আ। কুলফ+বি বরফ জমাত করার ছাঁচ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'দু-করে কুলপী শোড়ে শব্দ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলপিওলা [আ। কুলফ+হি ওয়ালা। বি কুলপি বিক্রেতা। 'তাকে রাত-দুপুরে দেখতো পাড়ার হলো বেড়াল, কুলপিওলা।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

কুলপির বরফ [আ। কুলফ+ফা বরফ। বি কুলফি মালাই; এক রকমের আইসক্রীম। 'নন্দ ভাঙ্গা ঘসলা ও কুলপির বরফ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুলফিওয়ালা [আ। কুলফ+হি ওয়ালা। বি কুলফি বিক্রেতা। 'কুলফিওয়ালা আসত রোজ।' অনুরা, ১৯৭২।

কুলফি বরফ [আ। কুলফ+ফা বরফ। বি একপ্রকার বরফের মিষ্টি;

কুল-মখলুক

আইসক্রিম। 'বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটো টিনের চোঙে থাকত, যাকে বলা হত কুলাফি বরফ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কুল-মখলুক [আ] বি সম্মুখ সৃষ্টি। 'কুল-মখলুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামি খাব।' নজরুল, ১৯২৮।

কুল মুলুক, কুল মুলুক [আ কুল+আ মুলুক] বি পুরো দেশ। 'কুল মুলুকের কৃষ্টি করে জোর দেখালে।' নজরুল, ১৯২২।

কুলা [স কুলা] বি অর্ধবৃত্তাকার ডালবিশেষ। 'বিহুন পুড়া ভান্যা খাইতে টেকি কুলা দিবে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলাই বি প্রতাবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত - ... শীতলা, বুড়োঠাকুর, বেঁট, কুলাই, মূলাই।' অবন, ১৯১৯।

কুলাই ঠাকুরের ব্রত - প্রতাবিশেষ। 'রাখেলের কুলাই ঠাকুরের ব্রত বলে একটা অনুষ্ঠান করে।' অবন, ১৯১৯।

কুলাদনা, কুলাদার দ্র কুল

কুলাচল [স] ১ বি পর্বত। 'বসুধা কল্পে অষ্ট কুলাচল ফিরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অষ্ট কুলাচল; পর্বতমালা। 'চালচল সচঞ্চল কুলাচল লড়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কুলাচার [স কোলি+ফা আচার] বি কুলের তৈরি আচার। 'কুলাচার কেবা ছাড়ে লয়ে কুলাচার।' শুভ, ১৮৫৮।

কুলাচার্য, কুলাচার্য দ্র কুল

কুলাদর্শনায়ায়ী, কুলাধিদেবতা, কুলাধিপতি, কুলাদগুণ দ্র কুল
কুলানো ১ কি সংকুলান হওয়া। 'আগে কথা কুলাইত না।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ কি প্রয়োজন মেটা। 'দুই টাকা করিয়া কুলাইত।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৩ কি সামর্থ্য হওয়া। 'মাধুরীকে নজরে আনবার মত সাহসে কুলায়নি।' জীবন, ১৯৩১। ৪ কি প্রয়োজনের তুর্নয়ন ঘটেই হওয়া। 'নালাই হোক আর ১৫ ইঞ্চি দেওয়াই হোক, কোনোভাবেই কুলাইবে না।' আজাদ, ১৯৪১। ৫ কি সমুদ্রের দান করা। 'অকুলানের সংসারকে কুলিয়ে দেবার দম্ব।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

কুলান করা কি সামলানো। 'সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক কুলান করিতে পারিল না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

কুলিয়ে শুটা কি প্রয়োজন মেটানো। 'আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কুলাস্তুরিত [স] বিণ অন্য কুলে নীত। 'অন্য ঘরে বখন কুলাস্তুরিত হবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুলাভিমান [স] বি অভিজাত্যের অহঙ্কার। 'রাজা ... কেবল কুলাভিমান ও ঋণ, চর্ম সহায় করিয়া, চোরের সম্মুখীন হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কুলায় [স] বি বাসা। 'বাবুই পক্ষীর কুলায় ও মধুমক্ষিকার মধুক্রম ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

কুলারাধ্যা [স] বিণ কুলের পূজনীয়। 'কুলময়ী কুলারাধ্যা কুলভক্ত জন বাধ্য।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কুলাল [স] বি কুলকার। 'কর্মকার নাথিত কুলাল মালাকর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কুলালচক্র [স] বি কুমারের ঢাকা। 'তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল চিত্তরাম চাপরাশী এসে।' রামশ্রাদ্দ, ১৭৮০।

কুলাল [স] বি পাখিবিশেষ। 'সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল।' সূর্যস্র, ১৯২৮।

কুলি [স কোলি] বি কুল ফল। 'ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলি বি মাটির দূরমুখ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

কুলি, কুলী [তু] ১ বি শ্রমিক। 'সকল কুলি কর্মে না আসাতে ...।' ভেজলি, ১৭৮০। ২ বি বোঝাবাহক মজুরবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'ভূমি কুলি লোক।' দর্পণ, ১৮৩৭; 'চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুঠেকে বলেন কুলী।' বোকেয়া, ১৯৩১।

কুলিগিরি [তু কুলি+ফা গিরি] বি কুলির কাজ। 'বিলেতি সভ্যতার কুলিগিরির মজুরি শোষণ না।' প্রথম, ১৯০৫।

কুলি-ব্যারাক [তু কুলি+ই ব্যারাক] বি কুলিদের থাকার স্থান। 'কুলি-ব্যারাকেই নিতাই দিব্যশ্রু শুরু করিল।' তারা, ১৯৪২।

কুলিমজুর, কুলীমজুর [তু কুলি+ফা মজুর] ১ মেটাবাহী শ্রমিক। 'কুলি-মজুর।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি সাধারণ শ্রমিক। 'দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৩ বি শ্রমিক। 'নাইট-ইন্সপেক্টর কুলীমজুরের মমলা হেলের দল/ প্রথম পড়ার বইগুলো লয়ে করিতেছে কোলাহল।' জসীম, ১৯৫১; 'ওদানে কুলি-মজুরদের সঙ্গে নিজ হাতে কাজ করিতেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

কুলি [ধন্য] বি কুলকূচ। 'ছেলেরা খাইয়া-দাইয়া কুলি ফেলতে ফেলতে বার বার ঘরে ছুটিয়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

কুলিষি [স] কিণ খারাপভাবে লেখা। 'কুলিষিত তুচ্ছ পত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কুলিল বি পাখিবিশেষ। 'কুলিল সাপিকা ভেঁটা টোঠারি গাশচিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলিটা বি গাছবিশেষ। 'কুলিটা চালিতা কাটিল বারাটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলিগঞ্জ [স কুলীন-জন] বি কুলীনগন। 'অস্ত্রে কুলিগঞ্জ মারে কাবাণী।' চর্চা ১৮, ১২০০।

কুলিতা [স কুলখ] বি একটি গাছের নাম। 'দিখা কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলিন [স কুলীন] ১ বিণ অভিজাত। 'তোহে জদুকুল হম কুলিন গোআলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ বিষম্বর। 'কুলিন সাপিনী যেন গরল উগরে।' জ্ঞানদাস, ১৬০০।

কুলিশ [স] ১ বি লিঙ্গ। 'কমল কুলিশ ঘাটে করুই বিআলী।' চর্চা ৪, ১২০০। ২ বি বস্ত্র। 'কমল কুলিশ মারে ভইঅ মিআলী।' চর্চা ৪৭, ১২০০।

কুলিশকঠিন [স] বিণ বস্ত্রের মতো কঠিন। 'কপটে প্রথীপ কুলিশকঠিন দারুণ তোমার হিআ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুলিশকঠোর [স] বিণ বস্ত্রের মতো কঠোর। 'এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কুলিস [স কুলিশ] বি বস্ত্র। 'মধু সম বচন কুলিস সম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুলীন [স] ১ বি অভিজাত ব্যক্তি। 'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান/ কুলীন পণ্ডিত ধনী বড় অভিমান।' কুমদাস, ১৫৮০। ২ বি উচ্চ সামাজিক মর্যাদাবিশিষ্ট ভদ্রলোক। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ বিশেষ ধর্মীয়-সামাজিক মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের একাংশ। 'কুলীন ঠাকুরেরা স্বয়ং জগতের ধূপাশায় হইতেনে।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৪ বিণ উন্নত জাতের। 'ভালো কুলীন ময়ূরদের মুখের কাছে অন্নান বদনে পেখম

নাড়িয়া আসেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বিণ শ্বেতাঙ্গ। 'শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ কুশীন ও সাধারণ অধিবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বিণ অভিজাত। 'এক কুশীন চীনেম্যানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৭ বিণ উৎকৃষ্ট। 'কামনার কুশীন পরাণে ফলাতে চাইনে কোনো মিথো ফল।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

কুশীনকন্যা [স] বি অভিজাত বংশের কন্যা। 'মেলবন্ধ থাকতে অনেক কুশীনকন্যা জনাবাহিন্দ্র অন্তরাই থাকিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কুশুইচণ্ডী বি কুশুইচণ্ডীর ব্রত। 'আজ তো আমার কুশুইচণ্ডী।' বিভূতি, ১৯২৯।

কুলকুহ [ধন্য] বি কুলকুচি। 'হানে গায়ে বরনা-কুলকুহ।' নজরুল, ১৯২৪।

কুলকুল [ধন্য] ক্রিবিণ নদী প্রবাহের সুললিত অনুভব শব্দ করে। 'বহে যায় নদী কুলকুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুলকুলু [ধন্য] ১ বিণ কলকলিমুক্ত। 'নদীর মুখে কুলু কুলু রা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ জলপ্রবাহের ধনিপূর্ণ। 'বেলা শুধু যায় চলে কুলকুলু নদীনায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কুলকুলুকল [ধন্য] বিণ কুলকুলু ধনিবিশিষ্ট। 'কুলকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুলখ [কা] বি মলমূত্র ত্যাগের পর শুদ্ধির জন্য ব্যবহৃত মাটির ঢেলা। 'একদা মাথিয়া মুত্রত্যাগ করিয়া কুলখ লইয়াছেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কুলশি, **কুলশী** বি জিনিসপত্র রাখার জন্য দেয়ালের মাঝে ছোটো খোপ। 'পুরাতনকালের কুলশি হইতে পড়িয়া, ধূলা বাড়িয়া, সভ্যহলে পুতুল নাচ দেখায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'কাটা দেওয়ালের গায়ে একটি কুলশী ছিল।' শব্দকোষ, ১৯৮৫।

কুলজি, **কুলজী** [স কুলপাণি] বি বংশ-তালিকা। 'এদের চোখে কুলখ কুশীন, ঘটকের কাছে কুলজী আছে।' গিরিশ, ১৮৮৭। পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জাতিসম্বন্ধের কুলজি বাহির করিবার পূর্বেই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কুলজীরিক্ত [স কুলপাণি-রিক্ত] বিণ অভিজাত্যের ইতিহাস নেই এমন। 'কুলজীরিক্ত মাতামহ ... কলকাতায় এসে চিকিৎসক রূপে সমৃদ্ধি এবং সিদ্ধি অর্জন করেন।' শিব, ১৯৫৬।

কুলপ [আ কুফল] ১ বি দরজার ফিল। 'কুলপ আঁটিয়া দিল লোহার কপাটে।' কেতক, ১৬৫০। ২ বি তাল। 'লোহার কপাট ফিল বিষয় কুলপ তায় সাজে।' কেতক, ১৬৫০।

কুলপা [আ কুফল] বিণ কুলপশূক; কজা দেওয়া। 'মানিকরাম, ১৭৮১।

কুলফা [আ কুফল] ক্রি তাল। 'দেখিয়া জুলুফে মদন কুলফে।' চঞ্জি, ১৫৫০।

কুলপ [আ কুলখ] বি প্রস্রাবান্তে ব্যবহৃত মাটির ঢেলা। 'বিচ্ছুর হানা কুলপের গায়।' গরীব, ১৭৬৫।

কুলখ গ্র কুলপ

কুলখক [স] বি নিয়মান্বয়ের লেখক। 'কুলখকের আবির্ভাব হওয়াটা শ্রেয়স্কর নহে।' মিহির, ১৯০৩।

কুলশিল [স কুলশীলা] বি কুলশীল। 'কি করিব কুলে সিলে কি করিব দান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কুলহৌ ক্রিবিণ কুলেও। 'কুলহৌ শ্রেষ্ঠ।' বটু, ১৪৫০।

কুলো [স কুল্য] বি বাণেশ তৈরি শস্য ব্যাধার ডালা। 'ধুচনী, কুলো, বেগুন, মুলো ইত্যাদি।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

কুলোর বাতাস দেওয়া - অব্যাহতি লোককে তাড়িয়ে দেওয়া। 'আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তুম।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুলোক [স] বি অসং লোক। 'পাছে কি কুলোকে কুলক্ষণ করে দেবে।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কুলোপানা [স কুল্যপ্রায়] বিণ কুলার মতো বড়ো; ভিত্তিহীন অহংকার। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কুল্লী [আ কুল্লা] বি কুলপি; বরফ জমাত করার হাঁচ। 'দুখ খেতে গে' কুল্লীতে দি' মুখ'। অন্নদা, ১৯২৯।

কুল্ল মাল [আ কুল্ল] বি সমুদ্র রাজস্ব। 'কুল্ল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।' ভারত, ১৭৬০।

কুল্লো [আ কুল্ল] ১ বিণ তাবৎ। 'দুনিয়ার কুল্লো ছুর ঝেড়ে কলে উঠতে পারবে।' মুজতবা, ১৯৪৯। ২ ক্রিবিণ সব মিলিয়ে; সমুদয়ে। 'ইয়োরেগে তো দেখবেন কুল্লো এক ইয়োরেগোয় সভাতা।' মুজতবা, ১৯৫২।

কুল্লো বি পাখিবিষয়। 'বাজবৌরী, চিল, কুল্লো।' বিভূতি, ১৯৩৮।

কুল্লোল [হি কুল্লা] বি কুলকুচ। 'কারে ছোয় কারো এসে কুল্লোল প্রদান।' বৃন্দাবন, ১৫৮০।

কুল্ল [স] ১ বি (হিন্দু পুরাণ) রামের পুত্র। 'লব-কুল্ল সঙ্গে যুদ্ধ যতক হইল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি একপ্রকার তৃণ। 'মোর কন্যা নিত্য দিন কুল্ল পুষ্প জল' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুল্পপুঞ্জি [স] বি কুল দিয়ে তৈরি পুতুল। 'আমার কুল্পপুঞ্জি বানিয়ে খুব ধুম করে নৌটাকে দাখ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কুল্পসূচি [স] বি কুল তৃণের কাঁটা। 'কুল্পসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইন্দ্রী তেল মাখিয়ে ওজ্বা করছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

কুশাষ [স] বি কুশের আগা। 'কৌরবের অভাবে কুশাষের ন্যায় অক্লুরিত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কুশাষবুদ্ধি [স] বিণ কুশাষত্বা সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। [স] বিণ অত্যন্ত ধারালো বুদ্ধি আছে এমন। 'ভারতের কুশাষবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতা ...।' আজাদ, ১৯৩৬।

কুশাষসূক্ষ্ম [স] বিণ কুল্প ঘাসের ডগার মতো সূক্ষ্ম। 'বিখুউজাসিনী প্রতিভা, কুশাষসূক্ষ্ম বুদ্ধি।' সিরাজ, ১৯১৮।

কুশাঙ্কুর [স] ১ বি নবজাত কুশতৃণ। 'গাছে তাঁহার বন্ধল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিধে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিণ কুশের অঙ্কুরের মতো ধারালো। 'কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শানিতপ্রবাহ কর্মহীন রাধিণি বসি গৃহকোণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুশাঙ্কুরিত [স] বিণ কুশাঙ্কুরমুক্ত। 'এ রকম বহুতীক্ল দৃষ্টিসঙ্কুল কুশাঙ্কুরিত পক্ষে সহজে চলাফেরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

কুশাঙ্কুরি [স] বি কুশের আগুটি। 'অঙ্কুরিতে আরোপিতা কেশ কুশাঙ্কুরি' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুশাঙ্কিকা [স] বি হিন্দু মাসলিক ক্রিয়া হিসেবে আঙন জ্বালিয়ে তাতে ঘৃতাদি প্রদানের অনুষ্ঠানবিশেষ। 'কুশাঙ্কিকার রঙিন শিখায় শিউরেছে যে গেরুয়া দেখে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কুশান [হি] ১ বি গদি। 'একটা কুশনে বসুন।' জীবন, ১৯৩৩। ২ বি

গনিমুক্ত পিন রাখার বস্ত্র। 'আলপিন রাখার ছোট পিন-কুশনটা পর্যন্ত উণাও হয়েছে।' শিবরাম, ১৯৫০। ৩ বি সোফার উপরে রাখা হয় এমন ছোটো আকৃতির বাগিশ। 'সোফার কুশনগুলো জড়ো করে বাগিশ বানিয়ে ...' মূলতবা, ১৯৬০।

কুশল [স] ১ বিণ নিরাপদ। 'কুশলে কি আহহ নাতিনী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি শুভ পরিচয়। 'ইহবেক তোর মোর সুরতী কাফাঈল ল আল দুইহার হউক কুশল।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি মঙ্গল। 'তথা গেলে তোমা সত্যর অনেকে কুশল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ পটু। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৫ বিণ কৌশল-জ্ঞান। 'বাগিজ্যকুশল বণিকেরাই ... সঞ্চিত ধন অল্পদিনের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কুশলকর [স] বিণ মঙ্গলজনক। 'সকলি কুশলকর কৃতি আর ভাত।' গুণ, ১৮৫৮।

কুশলপ্রশ্ন [স] বি শুভাভ্যর্থ জিজ্ঞাসা। 'কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুশলবার্তা, **কুশলবার্তা** [স] বি ভালো থাকার খবরাদি। 'কুশলবার্তা মহাপ্রভু পুহেন সনাতনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'দৈত্যপুত্রীয় কুশলহস্ত, তোমরা অমরতপ্তে গমন কর।' অবন, ১৮৫৯।

কুশল-মঙ্গল [স] বি ভালো থাকার খবর। 'তাকে ধামাইয়া কুশল-মঙ্গলের কথা তুলে।' মনসুর, ১৯৫৫।

কুশলসংবাদ [স] বি মঙ্গলবার্তা। 'আমার কুশলসংবাদ দিয়া, তুরায় তাঁহার সর্বস্বীকৃত মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কুশলহস্ত [স] বিণ কল্যাণ বয়ে আনে এমন হাতবিশিষ্ট। 'তোমরা কুশলহস্ত, তোমরা অমরতপ্তে গমন কর।' অবন, ১৯২৫।

কুশলাদি, **কুশলাদী** [স] কুশলাদি বি কুশল ও অন্যান্য বিষয়। 'বিবরিয়া কুশলাদী লিখিয়া প্যায়িত করিবে।' ওর্গা, ১৭৭৯।

কুশা [স] কোষ বি ছোটো তামার পাত্র। 'দুই হাতে লইয়া কুশা এইত মুনির দশা।' বিজয়, ১৬৫০।

কুশাদী [ফা] বিণ প্রশস্ত। 'কুশাদা শেকম তার বুলন্দ কালাম।' মনসুর, ১৯৪৩।

কুশান [হি] বি কুশন; গদি। 'কুশান-আঁটা শিকারপুরি বেতের চেম্বারে এলিয়ে বসেন।' বৃক্ষ, ১৯৭১।

কুশাসন [স] বি কুশের তৈরি আসন। 'ফলমূলহাসী নিত্য, নিত্য কুশাসনে শরন।' মাইকেল, ১৮৬২।

কুশিআর [স] কোষকার। বি আখ। 'লতা আখ কুশিআর।' বড়ু, ১৪৫০।

কুশিকা [স] বি ধারণা শিক্ষা। 'তাহাদিগের বাহ্যাকৃতি ও কুশিকা হয়।' বহ্নিম, ১৮৮৭।

কুশিক্তি [স] বিণ কুসংস্কারপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছে এমন। 'কুশিক্তি পিতা, অশিক্তি মাতা এবং অর্ধশিক্তি মাস্টারের কাছে ...' ধূর্জটি, ১৯৩১।

কুশিয়ারি [স] কোষকার। বি ইস্কু। মনোএল, ১৭৪৩।

কুশীল [স] বিণ নিচু জাতের। 'কুশীল সোকার বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না।' দর্পণ, ১৮২২।

কুশীলব [স] বি নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'যার কুশীলব হচ্ছে কুটে বুড়ি নম্বর ফকরে ...' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

কুচ্চিত [স] কুৎসিত। বিণ কুৎসিত। 'লাজে ব্যাকুল পদ্মা গনিয়া কুচ্চিত।'

বিজয়, ১৬৫০।

কুশ্রাব্য [স] বিণ তনতে মন্দ এমন। 'কুশ্রাব্য শব্দ দ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণের ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

কুশী [স] ১ বিণ অপোভন। 'আঁচানো জল মুখ থেকে পড়ছে সে অতি কুশী দেখায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ বিবেচনাহীন। 'বিষয়ের সবটাকেই পিগিয়া ফেলার কুশী অভাস তাহার থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি কুৎসিত লোক। 'একজন কুশী কেন রসভঙ্গ করলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কুশীতা [স] বি কর্দমতা। 'একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশীতা কাদুনিতা দেখে আমার কিছুতেই ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কুশীভাবে [স] ক্রিণি দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'আমরা এতই কুশীভাবে বেআইন করিয়া রাখিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কুশল [স] কুশল। বি কুশল শব্দের বানানভেদ। 'মহাসএর রাজনুজি শ্রীশ্রী করিতেছেন তাহাতেই অত্র কুশল।' মেয়র্স, ১৭৭১।

কুশা [স] কোষ বি কুশা; ছোটো তামার পাত্র। 'মুনি বোলে পদ্মা মোরে আনিয়া দেও কুশা।' বিজয়, ১৬৫০।

কুশাগো [স] কুশাগ। বি কুমড়া। 'তাহানে কেহো কহে কুশাগো আকৃতি, কেহো কহে মাংসোপ্রিও।' আশোনিয়া, ১৭৪৩।

কুবি [স] কোষ বি কোয়া। 'ছোট ছোট কুবি কুবি মুখে দিয়ে ছিটে।' গুণ, ১৮৫৮।

কুটী [স] কোষ বি পাট। 'কুটীর বানাত দেশ জুড়েছে।' লালন, ১৮৯০।

কুটী [স] কুটী। বিণ কুটরোগে আক্রান্ত। 'কুটী রোগেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ।' দর্পণ, ১৮৫৯।

কুটী [স] কোটী। বি কোটী; জন্মপঞ্জিকা। 'সাগুড়া ইহতে লোক আসিআছে কুটীর জন্যে।' চিঠিপত্র, ১৮০৭।

কুঠ [স] বি রোগবিশেষ। 'কুঠ করাইল অঙ্গে তড়ু নাহি জানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কুঠব্যাধি [স] বি কুঠরোগ। 'কুঠব্যাধিতে মুক্তি হইয়াছি ব্যাকুল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুঠব্যাধিগ্রস্ত [স] বিণ কুঠরোগে আক্রান্ত। 'ভিখারী কুঠব্যাধিগ্রস্ত।' বনফুল, ১৯৩৬।

কুঠরোগ [স] বি রোগবিশেষ। 'কুঠরোগ কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবর্তি হইলে তৎকালোত্তর ভাবেই সেই রোগবিশিষ্ট হয়।' শ্রবাকর, ১৮৫৩।

কুঠরোগগ্রস্ত [স] বিণ কুঠরোগে আক্রান্ত। 'কুঠরোগগ্রস্ত ছেলের কাছে মেয়ে দেবে তারা।' জীবন, ১৯৩২।

কুঠরোগি [স] কুঠরোগী। বিণ কুঠ রোগে আক্রান্ত। 'কুঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কুঠরোগী [স] বি কুঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। 'পৃথিবীর কুঠরোগীর সংখ্যা সুদেআসলে বাড়তে থাকবে।' অন্নদা, ১৯২৮।

কুঠপ্রম [স] কুঠ-আশ্রম। বি কুঠরোগীদের চিকিৎসালয়। 'মহাশেতা কুঠপ্রম পুর্লিয়াছে।' মানিক, ১৯৪০।

কুঠি [স] কোটী। ১ বি জন্মপত্র। 'কোনো স্মরণে যদি একেবারে কুঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি নিন্দা। 'কুল মূলকের কুঠি করে জোর দেখালে কদিন বেশ।' নজরুল, ১৯২২।

কুঠি কাটা ক্রি ঝুটে ঝুটে পরিচয় জানা। 'ব্যাখা একটু কমতে দাও,

তার পর ওর কুঠি কেটে।' প্রমথ, ১৯৪১।

কুঠী [স] বিণ কুঠ রোগাক্রান্ত। 'বাঘী মুক, বধির, পশু, অন্ধ, কুজ, কুঠী
বেরূপ হউন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কুশাও [স] বি কুমড়া। 'পটোল কুশাও বড়ি মানচাকি আর।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০।

কুশাওফল [স] বি কুমড়া। 'অভেদন পড়ি আছে যেন কুশাওফল।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুশাওলতা [স] বি কুমড়া লতা। 'তচ্ছ ডালের মাচার উপর
কুশাওলতা উঠিরাছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কুসংবাদ [স] বি খারাপ খবর। 'কুসংবাদ, কুসংবাদ যতক্ষণ চাপা থাকে
ততক্ষণই মঙ্গল।' মশাররফ, ১৮৮৭।

কুসংসর্গ [স] বি অসৎ সঙ্গ। 'কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ সদালাপ
করেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

কুসংস্কার [স] ১ বি ভ্রান্ত বিশ্বাস। 'কুসংস্কার যুগ সহস্রতেও লুপ্ত হইতে
পারে না।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি ভ্রান্ত ধর্মীয় আচার। 'ব্রাহ্মসমাজ
হিন্দু সামগ্র্যচলিত কুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩
বি ভুল ধারণা। 'বিনয়কে যদি তুমি আমার রক্ষক মনে কর সেটা
তোমার একটা কুসংস্কার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কুসংস্কারমুক্ত [স] বিণ কুসংস্কারে বিশ্বাস করে এমন। 'কুসংস্কারমুক্ত
মনের মত।' অচিন্তা, ১৯৫০।

কুসংস্কারপন্থী [স] কুসংস্কার+স পন্থা। বিণ কুসংস্কারকে প্রাধান্য দেয়
এমন। 'তিনি অত্যধিক কুসংস্কারপন্থী।' বেগম, ১৯৪৮।

কুসংস্কারপরতন্ত্র [স] বিণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। 'কুসংস্কারপরতন্ত্র
প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাত্ম মহাশয়ের।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কুসংস্কারবাদী [স] বিণ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। 'বাংলাদেশের বিশুদ্ধতা,
অধর্ষিকতা এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা, সর্ববিধ অসংস্কারবাদী
কুসংস্কারবাদী।' বেগম, ১৯৪৮।

কুসংস্কারবিহীন [স] বিণ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত। 'রামমোহন রায়
হুদেনীয় লোকদিগকে কুসংস্কারবিহীন ও উন্নত করিবার ... প্রত্যাক্ষ
করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কুসংস্কারময় [স] বিণ কুসংস্কারপূর্ণ। 'যাজকদিগের কুসংস্কারময়
আচার ও ধর্মপ্রচার।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কুসংস্কারমুক্ত [স] বিণ চিরাচরিত ভ্রান্ত বা মুক্তিহীন ধারণামুক্ত।
'কুসংস্কারমুক্ত, উন্নত, উদার দৃষ্টিভঙ্গি।' বেগম, ১৯৫০।

কুসংস্কারমূলক [স] বিণ ভ্রান্ত বিশ্বাসপূর্ণ। 'যে সকল ক্রেশ কেবল
কুসংস্কারমূলক, জ্ঞান বুদ্ধি ... হইলেই তাহা দূর হইতে পারে।'
অক্ষয়, ১৮৪৮।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন [স] বিণ কুসংস্কারে ঢাকা। 'একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন
হিন্দু।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন [স] বিণ কুঠী কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন। 'অশিক্ষিতা ও
কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট মুসলিম নারী সমাজ।' বেগম, ১৯৪৭।

কুসংস্কারাপন্ন [স] বিণ কুসংস্কারপূর্ণ। 'তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন
মুখ বুলিয়া উপহাস করেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কুসংস্কারবিষ্ঠা [স] বিণ কুঠী কুসংস্কারমুক্ত। 'তাহার কুসংস্কারবিষ্ঠা
পন্নী তাহাই অবশ্যকর্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।' অক্ষয়,
১৮৪৮।

কুসঙ্গ [স] বি অসৎ সাহচর্য। 'কুসঙ্গে উপজে গর্ব বুদ্ধি লোপ হয়।'
আলাওল, ১৬৮০।

কুসঙ্গিনী [স] বি কুঠী মন্দ সঙ্গী। 'তদ্রূপ ঐ গৃহস্থ চন্দ্রবদনার কুসঙ্গিনী
চণ্ডালিনী দূতীর আতঙ্ক হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

কুসন্তান [স] বি খারাপ সন্তান; কুলাঙ্গার। 'ধনলোপু কুসন্তানেরা
জনাত্মিকে ... বিক্রয় করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কুসমবাহার [স] কু-সমভিব্যাহার। বি কুসম্মত। 'কুসমবাহার করাতে
আমরা কখনও অতি সাবধান থাকিতে পারি না।' তারিঙ্গী, ১৮০০।

কুসময় [স] বি প্রতিকূল সময়। 'আমার ভাই এ নিত্যকূল কুসময় ...'
মাইকেল, ১৮৬০।

কুসমাচার [স] বি খারাপ খবর। 'এত কুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ
সুসমাচার।' দর্পণ, ১৮১৯।

কুসমি [স] কুসুম। বি শাড়ির প্রকারবিশেষ। 'কুসমি সন্ধ্যা, জেঙ্গলি
পোয়াজি ... ইত্যাদি নানা রঙীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী,
১৮২৮।

কুসর [স] কোষকার। বি আখ। 'মন আমার কুসর-মলা জাঠ হল রে।'
লালন, ১৮৯০।

কুসল [স] কুশল। ১ বি নিরাপত্তা। 'খাউক কুসলে পুত্র জলের ভিতরে।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি কুশল; মঙ্গল। 'অত্র কুসল আপনকার কুসল
মুখ্য হুমেনো বাধাতেই আনন্দ।' বোগল, ১৭৭০।

কুসলাদি [স] কুশলাদি। বি ভালোমন্দ খবর। 'সে বাটার কুসলাদি
লিখিয়া লিখিয়া প্যাইত করিবা।' ভর্গা, ১৭৭৯।

কুসিদজীবী [স] কুসিদজীবী। বি সুদখোর। 'কতক কুসিদজীবী বা
আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কুসিয়ার [স] কোষকার। বি আখ। 'আপনে রসে উকট কুসিয়ার।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুসী [স] কোশ। বি কটি আম। বিদ্যা, ১৮৯১।

কুসীদ [স] বি সুদ। 'তাহারা প্রভূত কুসীদ ব্যবহার দ্বারা পাপসম্ভার
করে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কুসীদ ব্যবহার [স] বি সুদ টাকা বাটানো। 'তাহারা প্রভূত কুসীদ
ব্যবহার দ্বারা পাপসম্ভার করে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কুসুম [স] বি ফুলবিশেষ। 'শিরীষকুসুম কোঁঅলী।' বড়ু, ১৪৫০; 'লাহা,
নীল কিরিঞ্জী মঞ্জিষ্ঠা কুসুম কুসুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' অক্ষয়,
১৮৪১।

কুসুম-আসন [স] বি ফুলের তৈরি আসন। 'কোথায় কেহ কুসুম-
কাননে, কুসুম-আসনে বসি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুসুমকণা [স] বি ফুলের রেণু। 'একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল
না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কুসুম-কলাপ [স] বি পুষ্প ভূষণ। 'করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশাস/
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুসুমকলি [স] বি ফুলের কুঁড়ি। 'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।'
মদনমোহন, ১৮৫৫।

কুসুম-কানন [স] বি ফুলের বাগান। 'কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুসুমকান্তি [স] বি ফুলের সৌন্দর্য। 'কুসুমকান্তি দেখি নাই, মধু-
পিয়াসী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কুসুমকামিনী [স] বি ফুলের মতো সুন্দরী নারী। 'মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও ললনে কুসুমকামিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

কুসুমকারা [স] বি ফুলের মতো কোমল স্থান। 'পরানের কুসুমকারায়/কুশাগুলি উড়িয়ে বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কুসুমকীর্ত্তি [স] বিণ ফুলে ঢাকা। 'পথটি ছিল কুসুমকীর্ত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কুসুমকুঞ্জ [স] বি ফুলের বাগান। 'তোলো মুখানি, তোলো মুখানি – কুসুমকুঞ্জ করো আলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

কুসুমকুমারী [স] বি ফুলের মতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নারী। 'হা কুসুমকুমারী! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

কুসুম-কুসুম [স] বিণ অল্প অল্প। 'বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

কুসুমকোরক [স] বি ফুলের কলি। 'মনের কথার কুসুমকোরক যোজে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কুসুমগুচ্ছ [স] বি প্রকৃটিত ফুলের রাশি। 'অতি গুচ্ছ প্রফুল্ল কুসুমগুচ্ছ ... সমতুল্যনের অন্তরকরণ হরণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুসুমচল [স] বি ফুল তোলা। 'দুখানি অপর হতে কুসুমচয়ন, মালিকা গাঁথিয়ে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কুসুমছটা [স] বি ফুলের দীপ্তি। 'বন্ধক কুসুমছটা কপালে সিন্দুর ফোটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুসুমজাল [স] বি ফুলের রাশি। 'নানাবিধ কুসুমজাল বিকশিত।' মাইকেল, ১৮৫৯।

কুসুমডোর [স] কুসুম+ডোর বি ফুলের বন্ধন। 'মোহ-কুসুমডোর, কিন্তু মোহে শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুসুমতরু [স] বি ফুলের গাছ। 'রমণীয় কুসুমতরুর সহিত তরুর কণ্টকী বৃক্ষের ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুসুমদল [স] বি পুষ্পরাশি। 'তরুণাখায় শোভিত হইয়া তাহার সুদৃশ্য কুসুমদলেই বা পুনঃপ্রকাশিত হউক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কুসুমদাম [স] বি ফুলের মালা। 'কুসুমদাম কবরী তুমি বিনোদিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

কুসুমধনু [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'কুসুমধনুর তনু পুন দিল হন।' কুক্ষরায়, ১৭২০।

কুসুমধূলি [স] বি ফুলের রেণু। 'বৌবনবনে উড়াই কুসুমধূলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কুসুমপাতি [স] কুসুম+স পঙ্ক্তি বি ফুলের দল। 'উঠিল ফুটি কত কুসুমপাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

কুসুমপঙ্ক্তি [স] কুসুমপঙ্ক্তি বি কুসুমপঙ্ক্তি। 'কনক চম্পক কুসুমপাণ্ডী।' বড়ু, ১৪৫০।

কুসুমপুঞ্জ [স] বি ফুলের ঝুঁপ। 'বিষদল ও কুসুমপুঞ্জ গলিত হইয়া দুর্গন্ধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কুসুমপেলব [স] বিণ ফুলের মতো কোমল। 'একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কুসুমফুল [স] কুসুম+ফুল বি এক প্রকার ফুল। 'কুসুমফুলেতে রাজা পাণ্ডু দৃষ্টি দেখে আরো রাজা করি।' জসীম, ১৯২৯।

কুসুম-বন [স] বি ফুলের বাগান। 'আপন মনে বসে আছি কুসুম-

বনেতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কুসুমবাগ [স] কুসুম+বা গাণ বি ফুলের বাগান। 'ফুটাবে না ফুল/তোমার কুসুমবাগে?' নজরুল, ১৯৩০।

কুসুমবান [স] কুসুমবাণ বি (হিন্দু পুরাণ) শ্রেয়ের দেবতা মদনের পঞ্চরথ। 'কুসুমবান বিলাস কানন কেস সিন্দুর রেহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুসুমভূষণ [স] বি ফুলের অলঙ্কার। 'সাজাইলা বরবণ, পুষ্পলাবী যথা সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুসুমমঞ্জরী [স] বি ফুলের কুড়ি। 'বসি বরি পড়িত নন্দনবনে কুসুমমঞ্জরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কুসুমময় [স] বিণ কুসুমপূর্ণ; পুষ্পিত। 'সকলকেই, সমান রূপে, যীয় কুসুমময় শরাসনের বশবর্তী করিয়া রাখিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কুসুমমালা [স] বি ফুলের মালা। 'মাখাত কুসুমমালা রচনে।' বড়ু, ১৪৫০।

কুসুমযুবতী [স] বি পূর্ণবিকশিত ফুল। 'কুসুমযুবতী হাসে মোদি দশ দিশ বাসে।' মাইকেল, ১৮৬১।

কুসুম-রাণ [স] বি ফুলের রং। 'হৈম বৃক্ষমূলে, – রঞ্জিত কুসুম-রাগে, – বসিলেন সরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কুসুমশাব্য [স] বি কুসুমতুলা শাব্য। 'কোথা পাব কুসুমশাব্য, দু দৃষ্টে জীবনের অকলঙ্ক শোভা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুসুমশাখা [স] বি ফুলের বিছানা। 'কুসুমশাখায় সাধু ছিলো মিত্রা-তোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুসুমশয়ন [স] বি ফুলশয্যা; নরম বিছানা। 'অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কুসুমশর [স] বি পুষ্পবাণ। 'দারুণ কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।' বড়ু, ১৪৫০।

কুসুমশরজালা [স] কুসুমশর+স জ্বালা বি যৌবনবানার জ্বালা। 'কত না সহিবে কুসুমশরজালা।' বড়ু, ১৪৫০।

কুসুমসদৃশ বিণ ফুলের মতো। 'পরম সুন্দরী ডার্যার কুসুমসদৃশ মনোহর শাবলাও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুসুমসায়ক, কুসুমসায়ক [স] বি (পুরাণ) মদনের পঞ্চরথ। 'ইন্দ্ৰজালক কুসুম সায়ক কুহকি ভেলি বর নারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'সঙ্গে নায়ক কুসুমসায়ক ছোড়ি মঞ্জির লোল রে।' গোবিন্দ, ১৬০০।

কুসুমসুকুমার [স] বিণ ফুলের মতো লালিত্যপূর্ণ। 'যুবতীদিগের দেহের ন্যায় তাহার শব্দগুলিও কুসুমসুকুমার।' প্রমথ, ১৮৯০।

কুসুমসেজা [স] কুসুমশাখা বি ফুলশাখা। 'কুসুমসেজাত/বসিতা আছে।' বড়ু, ১৪৫০।

কুসুম-হিয়া [স] কুসুমহৃদয় বি কোমল হৃদয়। 'কত সে কঠিন করিয়া তুলেছ তাহার কুসুম-হিয়া।' নজরুল, ১৯২৯।

কুসুমহীন [স] বিণ ফুল নেই এমন। 'কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কুসুমাসন [স] কুসুম+আসন বি ফুলে শোভিত আসন। 'বাণীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান যুবপুরুষ ... কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুসুমাত্মী [স] কুসুম-আত্মী বিণ ফুল বিছানো; সুন্দর ও নিরাপদ।

'মেয়েদের পক্ষে কুসুমাস্ত্রী পথে সৌখিন ভ্রমণ নয়' বেগম, ১৯৪৮।

কুসুমিত [স] ১ *বিণ* পুষ্পিত। 'কুসুমিত তরুণ বসন্ত সমএ' বড়, ১৪৫০। ২ *বিণ* কুসুমের মতো। 'কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণবিকশিত' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কুসুমিতা [স] *বিণ* স্ত্রী পুষ্পিত। 'জরা-মৃত্যু-ভীষণ ধরা' যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা' নজরুল, ১৯২৯।

কুসুমি-রজা [স] কুসুম+স রজ+। *বিণ* কুসুম ফুলের রংবিশিষ্ট। 'পরল ওই বন কুসুমি-রজা চেলি' নজরুল, ১৯৩৩।

কুসুমি-রাজা [স] কুসুম+স রজ+। *বিণ* কুসুমের মতো লাল। 'কুসুমি-রাজা শাড়িখানি চৈতি সোখে পরবে রানী' নজরুল, ১৯২৮।

কুসুম [স] কুসুম। *বি* ফুল। 'যত উপনব চারু কুসুম শোভিত' আলাওল, ১৬৮০।

কুসুম [স] *বি* কুসুম ফুল। 'সিখলি কুসুম ওড় রেবতী রান্নাঘর' বড়, ১৪৫০।

কুসুম্ভা [হি] *বি* সিদ্ধি দিয়ে তৈরি মাদকদ্রব্য। 'দুখ কুসুম্ভা আছি হয়েছে বাসনা' ভারত, ১৭৬০।

কুস্তাকুস্তি [ফা] কুস্তি+। *বি* মারামারি। 'সৈনিকের খাটনি দস্তাখতি কুস্তাকুস্তিও দেখনি' নজরুল, ১৯২৭।

কুস্তি [ফা] কুস্তি ১ *বি* মল্লযুদ্ধ। *মোনাএল*, ১৭৪৩: 'যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহার পারিতোষিক পায়' দর্পণ, ১৮২৫। ২ *কসরণ*। 'উপরটার উপর উঠবার সময় কুস্তি করিতে হয়' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

কুস্তিগির, কুস্তিগির [ফা] ১ *বিণ* কুস্তিতে পারদর্শী। 'বলিষ্ঠ কুস্তিগির ব্যক্তিগণকে ধারণপাত্ত কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ *বি* কুস্তিতে পারদর্শী যে; মল্লযোদ্ধা। 'কুস্তিগির বিদ্যা, ১৮৯১: 'কুস্তিগিরদের গারে পরস্পরের পা ঢেকে' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কুস্তিগিরি [ফা] *বিণ* মল্লযুদ্ধবিষয়ক। 'কুস্তিগিরি বিদ্যা নিপুণ হইয়াছেন' দর্পণ, ১৮৩৬।

কুস্তিয়ান [ফা] কুস্তি+। *বি* মল্ল। *মোনাএল*, ১৭৪৩।

কুস্থান [স] ১ *বি* খারাপ জায়গা। 'কুস্থানে গমন ... বালকেরা যাহাতে না করিতে পারে' অক্ষয়, ১৮৪৫। ২ *বি* নিষিদ্ধ জায়গা। 'পুরুষমানুষে মদের দোকানে ও কুস্থানে ছুঁবে' ধূর্তি, ১৯৩১।

কুস্থপন [স] কুস্থপ্ন ১ *বি* খারাপ চিন্তা। 'আপনারে ভুলে গেলে/ চাহারে নয়ন মেলে, তাছাড়া কু-স্থপন' গিরিশ, ১৮৮৩। ২ *বি* খারাপ স্বপ্ন। 'জীবন কুস্থপন - জনম ভুল' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

কুস্থপ্ন [স] *বি* দুঃস্থপ্ন। 'দেখি কুস্থপ্ন বহু' মুকুন্দ, ১৬০০।

কুস্থভাব [স] *বি* খারাপ আচরণ। 'তিনি তাহারদিগের কুস্থভাব ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন' দর্পণ, ১৮২২।

কুস্থাদ [স] *বি* খারাপ স্বাদ। 'এই কাবের ক্রটিমতার কুস্থাদ যদি বদল করতে চাও' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কুহ [স] কুহা *বিণ* অন্ধকার। 'কুহ রজনীতে যেন চন্দ্র নিরমল' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

কুহক [স] ১ *বি* জাদুকর। 'কাঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বি* মায়া; জাদু। 'ইন্দ্রজাল শিল্পকারী দর্শায় কুহক' আলাওল, ১৬৮০। ৩ *বি* ছলনা। 'কুলোকদিগের কুহক চক্ষে ও কুপরায়ে এই অহিতাচারে প্রযুক্ত হইয়াছিল' সুধার্ষণ, ১৮৫৫।

কুহককল্পনা [স] *বি* মায়াবী কল্পনা। 'নিম্নে তারি ভাগে গড়ে মিথ্যা যত কুহককল্পনা' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুহকছল [স] *বি* মায়ায় ছলনা। 'হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকছলে' মাইকেল, ১৮৭৩।

কুহকজাল [স] ১ *বি* ছলনা। 'শঠ শিরোমণি মোতার প্রভৃতির কুহকজালে পড়িয়া ...' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ *বি* মায়া। 'সকদশা কুহক-জালেও আর আবদ্ধ হইতে হয় না' মশাররফ, ১৯০৮।

কুহকবল [স] *বি* মায়ায় প্রভাব। 'নিশার কুহকবলে নীরবতা-সিদ্ধতলে' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

কুহক ভাঙা *ক্রি* মায়াজাল ছিন্ন হওয়া। 'নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কুহকমাথা [স] কুহক+মাথা। *কি* মায়াচ্ছন্ন। 'কুহকমাথা প্রণবী-প্রণয়ির পাইবাবনের ভালোবাসার গল্লাটকে ...' জীবন, ১৯৩২।

কুহকরাগিণী [স] *বি* স্ত্রী রহস্যময় গান। 'ওই কুহকরাগিণী এখন কেন গো/ পথিকের প্রাণ বিবশে' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুহকলেখনী [স] *বি* জাদুর কলম। 'কুহকলেখনী ছুটায় কুসুম তুলিছে ফুটায়' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

কুহকবৃত্ত [স] কুহক-আবৃত্ত। *কি* মায়াচ্ছন্ন। 'যে সুলভ সহজ রোমাল - জীবনকেই বা কিছুকালের জন্য কুহকবৃত্ত করে ফেলে' জীবন, ১৯৩২।

কুহকি [স] কুহকী *বিণ* মায়াবী। 'ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক কুহকি ভেলি বর নারি' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কুহকিনী [স] *কি* স্ত্রী মায়াবী। 'উত্তরীলা ধীরে, বিরামদায়িনী নিস্ত্রা - রজনীর সখী - কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ' মাইকেল, ১৮৬০।

কুহকী [স] ১ *কি* মায়াবী। 'এই কুহকী পূর্ণিমার অপূর্ণ সৌন্দর্যের ...' প্রমথ, ১৯১৫। ২ *বি* ইন্দ্রজাল। 'কুহকীর ঝাড়ফুঁকে ডুবে গেছে সব তারপর' জীবন, ১৯৩২।

কুহকী-ফাঁদ [স] কুহকী+ফাঁদ। *বি* মায়ায় ফাঁদ। 'পাতিয়া কুহকী-ফাঁদ কেলিয়াছে পেড়ে' বসু, ১৮৫৮।

কুহয় *বি* অর্জুনজাতীয় গাছ। 'সাহেব জাঁকোড় কুহয় বহড়া' বড়, ১৪৫০।

কুহরণ [স] কুহর+। *বি* কুহধনি। 'ভেবে না গাইছে শিক কল কুহরণে' মাইকেল, ১৮৬৬।

কুহরা [স] কুহরা *বি* গহ্বর। 'মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্বতকুহরা' বড়, ১৪৫০।

কুহরা [স] কুহর+। *ক্রি* কুহ রব করা। 'কুহরে কোকিলকুল যোগীর বিষম' কৃষ্ণদাস, ১৭২০; 'কোয়েলিয়া কুহরিল মহুয়া-বনে' নজরুল, ১৯৩৫। **কুহরি ওঠা** *ক্রি* কুহধনি করা; ডেকে ওঠা। 'তাহারি রূপের মাধুরি হেরিয়া কুহরি উঠিছে পাখী' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

কুহলা [স] কুহর+। *ক্রি* ডাকা। 'আবডালে বসী কুহরী কুহলে' বড়, ১৪৫০।

কুহলি পাখি *বি* কোকিল। 'কুহলি পাখির পিছু পিছু' মাহমুদ, ১৯৭৩।

কুহা [স] কুহা *বি* কুশাণ। *মোনাএল*, ১৭৪৩।

কুহ [স] *বি* অমাবস্যা। 'কানড়া কুশিয়া কল কুহযোগ বলি' মানিকরাম, ১৭৮১।

কুহলী [স] বি অককারে বিলীন। 'এখানে শিশির ঝরে দূরবীন-
অগোচর কুহলিন নক্ষত্রের থেকে।' জীবন, ১৯৩০।

কুহু' [ধন্যা, স] বি কোকিলের গান; কুহধনি। 'কুহ বলে ডাক নাশিতে
ভায়।' মদনমোহন, ১৮৩৪; 'কুহকুহরিত বিরহরোদন/ থেকে থেকে
পশে শ্রবণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুহকাকলি [স] বি কোকিলের কলরব। 'কোথায় চূতকায়কর্ত
কোকিলের কুহকাকলি?' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কুহকুহরিত [কুহ+স কুহরিত] বিণ কোকিলের কুজনপূর্ণ।
'কুহকুহরিত বিরহরোদন/ থেকে থেকে পশে শ্রবণে।' রবীন্দ্র,
১৮৯০।

কুহু কুহু [ধন্যা] বি কোকিলের কুজন। 'পিকবর কি সুমধুর স্বরে কুহু
কুহু ধ্বনি করিতেছে।' উন্মেষ, ১৮৫৭।

কুহুতান [কুহ+স তান] বি কোকিলের গান। 'আনো কুহুতান,
হেমগান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

কুহুধনি [কুহ+স ধনি] বি কোকিলের ডাক। 'এক-একবার যেন
ধিগুণ অস্থির হয়ে স্রুতবেগে কুহুধনি করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুহুস্বব [কুহ+স রব] বি কণ্ঠস্বর। 'ভোমার কুহুস্ববে কিছু যাদু আছে।'।
বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কুহুরিত [স কুহুরিত] বিণ ধ্বনিত; মুখরিত। 'প্রকৃতির অন্তর্বেদনা ...
কুহুরিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

কুহুবাতি [স কুহু+স রাতি] বি অমাবস্যার রাত। 'নিদানে হইল
কুহুবাতি।' মুরারি, ১৫৭০।

কুহেলি, কুহেলী [স] ১ বি কুয়াশা। 'হেমস্তের দিন কুহেলি বিলীন কুহু
বিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯২৩; 'হেমস্তের দিনান্তবেলায় কুহেলীওঠনতলে।'
রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি রহস্য। 'তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির।'।
নজরুল, ১৯২৬। ৩ বিণ কুয়াশাপূর্ণ। 'সুদূর গায়ের মাঠতে চলিল
কুহেলি রাতের আধার ঠেঁলি।' জসীম, ১৯৩০।

কুহেলিবিলাীন [স] বিণ কুয়াশা-ঢাকা। 'আজি হেম হেমস্তের দিন/
কুহেলিবিলাীন ভূষণবিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

কুহেলির দোলা বি কুয়াশার দোলনা। 'কুহেলির দোলায় চড়ে।'।
নজরুল, ১৯২৮।

কুহেলীকানাত [স কুহেলী+আ কানাত] বি কুয়াশার আবরণ।
'প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাত।' সুশীল, ১৯৩৮।

কুহেলীওঠন [স] বি কুয়াশার আবরণ। 'অশান্ত নিশীথ রাতে,
হেমস্তের দিনান্তবেলায় কুহেলীওঠনতলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কুহেলিকা [স] ১ বি রহস্য। 'কোন কুহেলিকা-ঘেরা দেশে ...।' রবীন্দ্র,
১৮৮৬। ২ বি কুয়াশা। 'যখন মিলায়ে যায় মায়াকুহেলিকা কেন
কাঁদি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কুহেলিকা-ঘেরা [স কুহেলিকা+ঘেরা] বিণ রহস্যময়। 'কোন
কুহেলিকা-ঘেরা দেশে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কুহেলিকাঙ্কন [স কুহেলিকা+আঙ্কন] বিণ কুয়াশা-ঢাকা।
'রাজস্বভাবের কুহেলিকাঙ্কন পিরিচুড়ার প্রতি করুণ শোষণ দৃষ্টি
হিরণিময় করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

কুহেলিকাময় [স] বিণ ধোঁয়াটে। 'আমার স্মৃতিতথ্য ক্রমেই অস্পষ্টতর
হয়ে কুহেলিকাময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কুজন [স] ১ বি অকৃত কণ্ঠধ্বনি। 'রাধার সুনির্ভা কাক কণ্ঠ কুজনে।' বড়,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

১৪৫০। ২ বি পাখির ডাক। 'নিভুতে করিতেছিল বিহ্বল কুজন।'।
রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

কুজন করা ক্রি গান গাওয়া; ডাকা। 'ঝরিছে মুকুল, কুজিছে
কোকিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কুজনধ্বনি [স] বি কলকাকলি। 'পক্ষিসকল কুজনধ্বনি করে।'।
মাইকেল, ১৮৫৯।

কুজননীন [স] বিণ নীরব; নিঃশব্দ। 'কুজননীন কাননহুমি দুয়ার
দেওয়া সকল ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কুজনি [স কুজন+] বি মধুর স্বরে ডাকা পাখি। 'বজ্রনখ বাজে যথা
পালায় কুজনি ভীতচিত।' মাইকেল, ১৮৬২।

কুজা [স কুজন+] ক্রি মধুর স্বরে ডাকা। 'কোকিল যেমন পঞ্চমে
কুজে মাগিছে তেমনি সুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুজিত [স] ১ বিণ ডাকছে এমন। 'কোকিল কুজিত ভ্রমর গুঞ্জিত।'।
রামকৃষ্ণদাস, ১৭৮০। ২ বিণ পাখির ডাকে মুখরিত। 'সারসমরালকুল-
কুজিত কমলকুমুদক্লার-বিকশিত সরোবর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কুট' [স] ১ বিণ জটিল। 'এট বড় কুট প্রশ্ন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বি
ভীত। 'ওঠে কোলাহল কুট হলাহল।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি অসং;
অসাড়। 'কুট ব্যবসায়ী নীল পাখচরগুলো তার মৃত্যুর উৎসব?' জীবন,
১৯৩৮।

কুটকাল [স কুট+কাল] বি যোরপ্যাচ। 'কুটকালে অহুত
পোশাকযে কাণ আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কুট-কালো [স কুট+কাল] বিণ কুটতর্ককারী। 'বস্তিতে কুট-
কালো লোকের তো অভাব নেই।' নবদ্বন্দ্ব, ১৯৫৩।

কুটকৌশল [স] ১ বি দুর্ভতা; ফদি। 'এত কুটকৌশল সহকারে
বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি কুটনৈতিক
দক্ষতা। 'অপরূপবাহু হইতে নির্গমনের কুটকৌশল।' রবীন্দ্র,
১৯৮৮।

কুটকৌশলী [স] বিণ দুর্ভ। 'ইন্দু রায় কুটকৌশলী ব্যক্তি।' তারা,
১৯৪০।

কুটচক্র [স] বি কুটিলতার জাল। 'প্রতিপক্ষের কুটচক্রের তান।'।
শামসুর, ১৯৫৯।

কুটতর্ক [স] ১ বি মিথ্যা যুক্তি। 'বিশ্বামিত্র কুটতর্কে এবং শ্রোতাক্রিতে
বশিষ্ঠকে পরাজিত করিয়াছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি অযৌক্তিক
তর্ক। 'ধর্মের কুটতর্ক তাদের মনকে একান্তভাবে বিকৃত না করার
জন্যই ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

কুটতর্কপূর্ণ [স] বিণ অযৌক্তিক তর্কে পরিপূর্ণ। 'কুটতর্কপূর্ণ
ন্যায়াশ্রমে রোমন্থন।' মোহাম্মদী, ১৯৪০।

কুটনীতি [স] ১ বি রাষ্ট্র চালানোর উপযোগী কৌশলপূর্ণ নীতি।
'দত্তনীতি, ভেদনীতি, কুটনীতি কত শত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি
কুটকৌশল। 'কালো বামন চাপকোরে খাঁটের কে কুটনীতির ফেণে?'।
সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কুটনীতিবিদ [স] বি রাজনীতিবিদ। 'প্রত্যেক কুটনীতিবিদ এর বিধান
দিয়ে গেছেন।' অন্নদা, ১৯৩৭।

কুটনৈতিক [স] বিণ কুটনীতি সম্বন্ধীয়। 'কুটনৈতিক আলোচনার
প্রথম দিকে ... শুধু মিঠা কথাই বলা হয়।' মনসুর, ১৯৫৫।

কুটবুদ্ধি [স] বি দুর্ভবুদ্ধি। 'সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল কুটবুদ্ধি।'।
তারা, ১৯৪২।

কুটমর্ম-উদ্ভাবন [স] বি কূটকৌশল বের করা। 'আইনের কুটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-বক্তন' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কুটমন্ত্র [স] বি ফাঁদ। 'আরও অনেক রাজপুত্র সেই কুটমন্ত্রে বদ্ধ হইয়া কূটভাগ্য করিতেছেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

কূটসংশয়চ্ছেদক [স] বিগ্ন যুক্তিবাদী। 'সকল দায়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সম্বন্ধ মানস।' দর্পণ, ১৮২২।

কূটার্থ [স] বি অপব্যাখ্যা। 'চাকার লোভে কূটার্থ করেছে।' সিরাজী, ১৯১৮।

কূট [স] বি কক্ষ। 'সিদ্ধি প্রাসাদ কূটে/ হোথা বারবার বাদশাহজাদার/ তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কূটগার [স] কূট-আগার। বি দালানের সবচেয়ে উপরের ছোটো ঘর। 'কূটগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঙ্ঘন বালখিয়া নাটুসীদের সমন্বয় নামসংকীর্তন।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

কূট [স] বি চূড়া। 'সুসেকর দুরাক্ষয়া কূটে রূপের শাখত হাসি।' সুধীন্দ্র, ১৯৩১।

কূটজ [স] বি কুড়তি ফুল। 'তার শুধু কূটজ ফুলের জীবন বাঁচানো পণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কূটা [স] কূট। বি কূটা; খড়। 'প্রায় সকল পক্ষী খড়, কূটা, তৃণ প্রভৃতি আহরণ করিয়া অতি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কুতুহলি [স] কুতুহল। বি কৌতুহলী যে। 'নিকটে করিবীমুখে যাচে কুতুহলি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কূপ [স] ১ বি (সাদৃশ্যে) নাভি। 'কূপ গভীর তরঙ্গিনী তীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি কূয়া। 'কেহ কূপে জল ভরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি পর্ভ। '... সমুখে এক কূপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে পড়িয়া গেলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কূপভট [স] বি কূপের কিনার। 'সেই কূপভট হতে আর প্রিয়সমন করবে না।' মাইকেল, ১৮৫৯।

কূপপাশ [স] কূপ-পার্শ্ব। বি কূয়ার পাশ। 'বারি হেতু আসিয়াছে কূপপাশে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কূপমস্তক [স] বিগ্ন কূয়ার ব্যাঙের মতো ঘরকুণ্ডো; সংকীর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। 'শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষিণী, যদিও কূপমস্তক।' রেকোয়া, ১৯০৪; 'অভ্যাতা চরম অবস্থায় নাজিগলরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন কূপমস্তক।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কূপমস্তকতা [স] বি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। 'কূপমস্তকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো দেশে সেভাবে গৃহীত হতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

কূপমধ্য [স] বি কূয়ার মধ্যস্থান। 'কূপমধ্যে রক্ত কেবা করেছে ধারণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কূপসন্নিধান [স] বি কূয়ার কাছাকাছি জায়গা। 'আসিলাম কূপসন্নিধানে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কূপিত [স] বিগ্ন রাগাশ্রিত। 'তিনি অকারণে কূপিত হইয়া ... তিরস্কার করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কূপো [স] কূপক। বিগ্ন পরাজিত। 'করেছে আমায় কূপো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

কূর্চি, কূর্চি [স] কূটজ। বি ফুলবিশেষ। 'চাকুভাঙা যত ভীমরূপ এসে/ ব্যত

করিছে কূর্চিফুলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

কূর্পর [স] বি কূর্তব্য। মনোএল, ১৭৪৩।

কূর্ম, কূর্ম [স] ১ বি কচ্ছপ; কাছিম। 'কূর্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণামে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'গোথিকা যাত্রিক নয় সকল পুরাণে কয় কূর্ম গজ শলক সৈলক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হিন্দু অবতারবিশেষ। 'মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বরাহ বামন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কূর্মধর্মী [স] বিগ্ন কচ্ছপের স্বভাববিশিষ্ট। 'কূর্ম করে না কূর্মধর্মী হয়ে।' নজরুল, ১৯৪১।

কূর্মপৃষ্ঠ [স] বি কচ্ছপের পিঠ। 'নাগপৃষ্ঠ কূর্মপৃষ্ঠ প্রভৃতি নানা আধারোপরি স্থিতি করে, ইত্যাদি ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কূর্মাকার, কূর্মাকার [স] বিগ্ন কচ্ছপের অনুরূপ। 'কূর্মাকার অনুভাবের তাহাই উদগম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কূর্মী বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাছি, কোরি, দোখী, কূর্মী সবাই এসেছিল।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

কূল [স] ১ বি অপর প্রান্ত। 'সমুদ্র তরিয়া পাইল কূল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি আশ্রয়। 'সকল প্রাণী পায় কূল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি আশ্রয়স্থান। 'ও অকুলের কূল।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৪ বি তীর। 'কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কূলকিনারা [স] কূল+কিনারা। ১ বি সীমানা। 'ভাবনার কি ডাই কূল কিনারা আছে?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি দিকনির্দেশন। 'সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি মুক্তির উপায়। 'আজ সে কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না।' শরৎ, ১৯১২।

কূলকিনারাহীন [স] কূল+কিনারা+হীন। বিগ্ন সীমাহীন। 'কূলকিনারাহীন অজ্ঞান মহাসমুদ্র।' বিকৃতি, ১৯৩১।

কূলছাড়া [স] কূল+ছাড়া। বিগ্ন প্রাবৃত। 'ঘন বর্ষণে গিরিনির্বধিগীতলোকে বেগিয়ে কূলছাড়া করবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কূলপরিপ্রাবিনী [স] বিগ্ন ক্রী কূলকে বিশেষ প্রাবিত করে এমন। 'বর্ষার জলে শীর্ণা দ্রোণবতী কূলপরিপ্রাবিনী হয়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কূলপ্রাবিনী [স] বিগ্ন ক্রী তীরকে ডুবিয়ে দেয় এমন। 'কূলপ্রাবিনী দ্রোণবতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

কূলপ্রাবী [স] বিগ্ন কূল প্রাবিত করে এমন। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতলা ... মাদুর্য্যময়, - চাঞ্চল্যে কূলপ্রাবী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কূলবর্তী, কূলবর্তী [স] বিগ্ন কূলবর্তী। 'তাহার দরিত্র্যে সমুদ্রকূলবর্তী কচ্ছদের বিঘ্ন প্রায় কাহারও অবদিত নাই।' অক্ষয়, ১৮৮৭।

কূলভগ্ন [স] বিগ্ন ক্রী ভেঙেছে এমন। 'কূলভগ্ন হেতু ময় হইল সেই নীরে।' দর্পণ, ১৮১৯।

কূলভঙ্গ [স] বি নদীর তীর ভাঙন। 'গোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কূলভঙ্গেতে ভঙ্গপ্রায়া হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২।

কূল-ভাঙা [স] কূল+ভাঙা। বিগ্ন কূল ছাড়িয়ে উঠেছে এমন; অপরিণীম। 'কূল-ভাঙা ভায়া কোলে ভরে সমিধিল।' জসীম, ১৯৩১।

কূলময় [স] বিগ্ন ক্রী পর্বত বিস্তৃত। 'আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে উছলিয়া হোক কূলময়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কূলহ [স] বিগ্ন ক্রী অবস্থিত। 'ভূমধ্যসাগর কূলহ সীরিয়া ও পালেসটাইনের কতিপয় স্থান।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কূলহুল [স] বি ক্রী। 'শ্যামকণ্ঠে রাখকণ্ঠে কূলহুলে পড়ি।

শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কুলহারা [স] বিণ কিনারাহীন। 'কুলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কুলহীন [স] বিণ অকূল। 'আপনার ভরা ডুবিয়াছে সে যে অখুই গভীর কুলহীন দরিয়াতে।' জসীম, ১৯৩৩।

কূলে কূলে ত্রিবিধ কানায় কানায়। 'নদী ভরা কূলে কূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুকলাশ, কুকলাস [স] ১ বি গিরিগিটি। 'অনেক বীজাণু ধূলা কুকলাসের মতো এসে ...' জীবন, ১৯৩০। ২ বিণ বহুশ্লী। 'শরীরে ফেরে ভবু, যদিও কুকলাশ, চোখের পাতা চায় চোখের চূদন।' শঙ্খ, ১৯৭৩।

কুজ্জ [স] বিণ কটকর সাধনা। 'সীর্ষকালের জন্য কুজ্জব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কুজ্জতামুক [স] বিণ বায় সংকোচের নীতিমুক্ত। 'আমাদানী বাণিজ্যকে কুজ্জতামুক করা হইতেছে।' আজাদ, ১৯৬৪।

কুজ্জব্রত [স] বি কটকর সাধনা। 'সীর্ষকালের জন্য কুজ্জব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কুজ্জসাধন [স] বি অতিশয় কটসাধ্য সাধনা। 'ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কুজ্জসাধন বুঝায় তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কুজ্জসাধ্য [স] বিণ কটসাধ্য। 'কুজ্জসাধ্য কেরাত ও বহুবিধ শিরচালনার সহিত সুভা ফাতেহার আবৃত্তি।' ইমদাদুল, ১৯২০।

কুড়ঙ্গি [স] ক্রীড়া। <ক্রি খেলা করে। 'কুড়ঙ্গি গোবিন্দ দেবে।' মালধার, ১৫০০।

কুড়া [স] ক্রীড়া। বি ক্রীড়া; সজ্জাগ। 'বন মৈকে ব্যাস্য পাইয়া কর কুড়া কুড়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৃত [স] ১ ক্রি রচিত। 'এত কবি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।' কুজ্জদাস, ১৫৮০। 'শেখ মোহাম্মদ কৃত পুঁথি পদ্মাবতী।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি রচনা। 'তব কপালাকন্যেতে কৃত কব্যা সংস্কৃতে বিরচিতা অনেক পুরাণ।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিণ করা হয়েছে এমন। 'অন্যকৃত উপকার।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

কৃতকর্মতা [স] বি কার্যক্ষমতা। 'সেবানকার ভাগরে সবচেয়ে বড়ো জিনিস যা সম্বিত হয় সে হচ্ছে কৃতকর্মতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

কৃতকর্ম্য, কৃতকর্ম্য [স] বিণ কর্মগুণ। 'বাসালি যদি অতিনিপুণ বিজ্ঞ কৃতকর্ম্য থাকেন।' দর্পণ, ১৮৬৩; 'তারা ছিল বেজায় কৃতকর্ম্য ছেলে।' প্রমথ, ১৯১৮।

কৃতকাম [স] কৃতকর্ম্য বিণ সফল। 'সাংসারিক অর্থে সে হয়তো কৃতকাম নয়।' অচিন্তা, ১৯৫০।

কৃতকারিতা [স] বি সফলতা; সাক্ষ্য। 'এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কৃতকার্য, কৃতকার্য [স] বিণ সফলকাম। 'তাহাতে কৃতকার্য হইয়া এবং লক্ষপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আইলাম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'পৃথিবীস্থ ভাবজ্ঞাতি যে বিদ্যার দ্বারা অসখ্য সাধনায় কৃতকার্য হইতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭; 'কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারিল না।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কৃতকার্যতা, কৃতকার্যতা [স] বি সাফল্য। 'এতদ্রূপ কৃতকার্যতা তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০; 'প্রশংসাই

তাহাদের কৃতকার্যতা পরিমাপের একমাত্র উপায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কৃতকৃতার্থ [স] বিণ ধন্য। 'আমার এক বিষয়ে সন্দেহ আছে, মহাশয় উদ্ভন্ন করিয়া দিলে কৃতকৃতার্থ হইব।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কৃতকৃত্য [স] বিণ কৃতকার্য। 'গোচন সম্বল করো হন্ত কৃতকৃত্য।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃতনিচয় [স] বিণ স্থিরসংকল্প। 'মান্যের সহিত বরণীয় হইয়া শত্রুসংহারে কৃতনিচয় হইলেন।' মশাররফ, ১৯০৮।

কৃতফল [স] বি কর্মফল। 'নিবেরে কৃতফলের জন্য অনুশোচনাও করলো না।' সেলিনা, ১৯৬৯।

কৃতবর্ম্য [স] বিণ বর্ম ধারণকারী। 'নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্য রথী।' মাইকেল, ১৮৬৩।

কৃতবিদ্যা [স] ১ বিণ শিক্ষিত। 'ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্যা দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিণ জ্ঞানী। দর্পণ, ১৮২৬; 'অজ্ঞানি অতিসুকটিন সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্যা হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কৃতবিদ্যা [স] বিণ শিক্ষিত। 'কৃতবিদ্যা হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম হইতে পারে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

কৃতযজ্ঞ [স] বিণ যজ্ঞশীল। 'ডাক্তর কেবির ... নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ্য কৃতযজ্ঞ হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কৃতসংকল্প, কৃতসংকল্প [স] বিণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'ওবর্ষিন তাহাদিগকে সর্বতোভাবে সুখী করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'এক দলের প্রধান নায়ক পরভ্রম - ক্ষত্রিয়ের নাম পশুত লোপ করিতে কৃতসংকল্প।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কৃতসাধ্য [স] বিণ নিবৃত্ত করা সম্ভব এমন। 'কৃতসাধ্য ক্ষুধা নিবর্ত করিতে পারে না।' ডাক্তারী, ১৮৩০।

কৃতংশ [স] কৃত-অংশ বি নির্ধারিত ভাগ। '২০০০০০০ লক্ষ ঐ কোশাশ্রী অংশিতে কৃতংশ হয় অবশিষ্ট ইংলগধিকারের বেতন।' বসন্ত, ১৮২৯।

কৃতাজলি [স] কৃত-অজলি ১ ক্রি হাত জোড় করে। 'কৃতাজলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ক্ষমা প্রার্থনাকারী। 'যে ক্রীবে, যে কৃতাজলি, ... তাকেও মারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কৃতাজলিপুটে [স] কৃত-অজলিপুটে <ক্রিণ দুই হাত জোড় করে। 'যথোপযুক্ত ভক্তিরোগ সর্বকারে প্রণাম করিয়া, কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কৃতান্ত [স] কৃত-অন্ত ১ বি মৃত্যুদূত। 'কোন পাণে কৃতান্তে তাহলে কলৈ অন্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ সংকল্পবান। 'বিরহি বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কৃতান্তদূত [স] কৃত-অন্ত-দূত বি মৃত্যুদূত। 'যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৃতাত্তিসারা [স] কৃত-অভিসার <বিণ ক্রী অভিসার করেছে এমন। 'কৃতাত্তিসারা, তাম্বলপারজাধারা, রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপারা, হাসিতে মুখভরা ফুলমাগিকে সেখিয়া বলিলেন।' বহ্নিম, ১৮৮২।

কৃতার্থ [স] কৃত-অর্থ ১ বিণ ধন্য। 'কৃতার্থ হইলাম আমি হইয়ার দর্শনে।' কুজ্জদাস, ১৫৮০। ২ বিণ সম্বৃত। 'ঐ তিন সুবায় পদার্থ হওনের ক্ষমমান ও অবিচলিত লোভাত পাওনেতে কৃতার্থ ...।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বিণ বাঞ্ছিত। 'যদি বিরক্ত না হইয়া উত্তর করেন

তবে কৃতার্থ হই'। ভবানী, ১৮২৩।

কৃতার্থতা [স কৃত-অর্থতা] বি সফলতা। 'যাহারা তাহাকে কৃতার্থতা হইতে ছাড় ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কৃতার্থপরায়ণ [স কৃত-অর্থপরায়ণ] বিশ নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে এমন। 'লোকটার মন খুব কৃতার্থপরায়ণ।' জীবন, ১৯৩২।

কৃতার্থবোধ [স কৃত-অর্থবোধ] বি সার্থক বোধ। 'কেবল আমোদ লাভ ও লোকের প্রশংসা হইলেই আপনাকে কৃতার্থবোধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কৃতার্থম্ভ্যন [স কৃত-অর্থম্ভ্যন] বিশ নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করে এমন। 'তপস্বীর অভ্যর্থনা শ্রবণে কৃতার্থম্ভ্যন ও অতিমাত্রা ব্যাধি হইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কৃতার্থা [স কৃত-অর্থ] ১ বিণ স্ত্রী সফল। 'মেয়েটী সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থা হইয়াছেন।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ স্ত্রী ধনা। 'কন্যার মাতা - যে বরের প্রার্থনা আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থা হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কৃতক [স] বিশ দত্তক। 'করীশিত তাঁহার কৃতকপুত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৃতকপুত্র [স] বি দত্তক পুত্র। 'করীশিত তাঁহার কৃতকপুত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৃতদ্র [স] বিশ উপকারীর অপকার করে এমন। 'দারুণ চণ্ডাল মুক্তি কৃতদ্র গো-বর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃতদ্রুতা [স] বি উপকারের প্রতিদানে অপকার। 'না কহিলে হয় মনে কৃতদ্রুতা সোম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃতদ্রী [স] বিশ স্ত্রী অকৃতজ্ঞ। 'প্রশয়-শিস দিয়ে ঘুরি কৃতদ্রী ওই বিশ্বমাতার শোকায়ি।' নজরুল, ১৯২২।

কৃতজ্ঞ [স] বিশ উপকারীর উপকার স্বীকার করে এমন। 'সত্যনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ, সাহসী ও বিশস্ত সন্তানেরা তাঁহার পুত্র নামের উপর ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কৃতজ্ঞতা [স] ১ বি ঋণ। 'সকল লোকেই বিশেষরূপে আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি শ্রদ্ধাসহ ঋণ। 'তাঁহারদিগের নিকট উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা।' জ্ঞানার্বেক্ষণ, ১৮৩৭। ৩ বি মহৎ কাজের সবিনয় স্বীকৃতি। 'তাঁহাকে ঋণ হইলে ... অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি শিষ্টতা। 'ঘুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কৃতজ্ঞতাকর্ষণ [স কৃতজ্ঞতা-আকর্ষণ] বি উপকারীর উপকার স্বীকার। 'মহোপকারীর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রবৃত্তির কৃতজ্ঞতাকর্ষণে কাহার হৃদয় ... শ্রদ্ধানুরাগপূর্ণ না হয়?' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ [স] বিশ সন্তুষ্ট। 'গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কৃতজ্ঞতাপূর্বক, কৃতজ্ঞতাপূর্বক [স] দ্বিবিধ উপকারীর উপকার মনে রেখে। 'আমি কৃতজ্ঞতাপূর্বক স্বীকার করিতেছি।' রাজ, ১৮৭৪।

কৃতজ্ঞতা-বিগলিত [স] বিশ কৃতজ্ঞতার আপ্রুত। 'ইংরাজরাজের দয়াকে কৃতজ্ঞতা-বিগলিত চিত্ত, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ...' মহাশেখা, ১৯৫৬।

কৃতজ্ঞতাজ্ঞান [স] বিশ কৃতজ্ঞতার পাত্র। 'তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ... আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন।'

অক্ষয়, ১৮৫৬।

কৃতজ্ঞতারস [স] বি কৃতজ্ঞতার রস। 'তাঁহার বিচার করিয়া দেখিলে চমৎকৃত ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

কৃতমাল্য [স] বি নদীবিশেষ। 'কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃতাকৃমিজি [স কৃত->+স কৃমিজ-> তু কিমিজ->] বি জরির কাজ করা পত্রবস্ত্র। 'কৃতাকৃমিজির জীন মুকুতা বেষ্টিত।' সুলতান, ১৬৫০।

কৃতি [স] বি কীর্তি। 'ত্রিভুবন ভরি তান কৃতির বাধান।' বাহরাম, ১৬৫০।

কৃতিত্ব [স] ১ বি যোগ্যতা; দক্ষতা। 'হাত পারের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া বলিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি নৈপুণ্য। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই এরূপ শ্রেণী-ভেদের মূল্যভূত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি সামর্থ্য। 'শিক্ষার্থী বৃন্দ অধ্যয়ন ও তৎপরে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াই মনে করেন ...' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি অবদান। 'আমাকে বাদশা বানানোর কৃতিত্বটা কাকার একার।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

কৃতিত্বময় [স] বিশ কৃতিত্বপূর্ণ। 'যে বিবাহে যোগাজিত প্রেমের কৃতিত্বময় আত্মসম্মান নেই।' অন্নদা, ১৯২৮।

কৃতিমান [স] বিশ ব্যাতিসম্পন্ন। 'অনেক কৃতিমান বাঙালীর কর্ম ও চিন্তাধারায় তার তাৎপর্যপূর্ণ জিয়া প্রত্যক্ষ করি।' শরীফ, ১৯৭৭।

কৃতী [স] ১ বিণ দক্ষ। 'আমি নহি রশে কৃতী কেন প্রাণ হারায়ে বিফল।' মৃদু, ১৬০০। ২ বিণ ভালো কাজ করেন এমন। 'ধনবান কৃতী যদি ধনশালিনী কঠোর সহিত একযোগে হরেন ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কৃতীকুশল [স] বিশ পাকা। 'সাংসারিক বুদ্ধিতে সে কৃতীকুশল।' জীবন, ১৯৪৮।

কৃতীপুরুষ [স] বি কীর্তিমান পুরুষ। 'কৃতী-পুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৃৎ-তদ্ধিত [স] বি কৃৎপ্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়; ব্যাকরণ। 'হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

কৃত্তিকা [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'কৃত্তিকা নিকর তাতে করিছে গরাস।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কৃত্তিকাপুঞ্জি [স] কৃত্তিকাপুঞ্জ। বি নক্ষত্রমণ্ডলী। ছোটো সত্তর। মানোদল, ১৭৪৩।

কৃত্তিবাসি [স কৃত্তিবাস->] বিশ কবি কৃত্তিবাসরচিত। 'কৃত্তিবাসি রামায়ণ।' দর্পণ, ১৮৩১।

কৃত্য [স] বি কর্তব্য। 'আমরা সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃত্যকর্ম [স] বি করণীয় কাজ। 'দেশের কোনো যথার্থ কৃত্যকর্মে গবর্নমেন্টের সঙ্গে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কৃত্য-স্নান [স] বি পূণ্যস্নান। 'গণ-সঙ্গে কৈলা কৃত্য-স্নান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃত্রিম [স] ১ বিণ প্রাণহীন। 'কৃত্রিম পুতলী যেন আছে দণ্ডাইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ লোক দেখানো। 'তাঁহার কৃত্রিম টিকি তাঁহার মিথ্যা ছলের সন্ধান।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ জাল। 'কর্মকারের নির্মিত কৃত্রিম পরায়া।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৪ বিণ হাতে তৈরি। 'বস্ত্র, দুলিচা, কৃত্রিম পুষ্প ইত্যাদি।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৫ বিণ মনগড়া। 'তথায়

কৃত্রিমতা

অনৈসর্গিক বর্ণভেদ ও কৃত্রিম বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৬ বিণ ভান-করা। 'কত কৃত্রিম ধর্ম্যছেলে অধর্ম আচরণে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বিণ স্বতঃস্ফূর্ত নয় এমন। 'উহাতে নৈষখাদি আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় দীর্ঘছন্দ, কৃত্রিমতাব, উৎকট বর্ণন এবং শব্দ ও অনুপ্রাণের আড়ম্বর নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৮ বিণ তুয়া। 'কৃত্রিম সাক্ষী উপস্থিত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কৃত্রিমতা [স] ১ বি কপটতা। 'জীভা কোড়কের এক অসজ্জত কৃত্রিমতার সহিত।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি ভান। 'তাহার মধ্যে প্রণয়ের কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কৃত্রিমতামুক্ত [স] বিণ অকৃত্রিম। 'আমি হতে চাই প্রকৃতির মতো কৃত্রিমতামুক্ত।' শিব, ১৯৫০।

কৃত্রিমতাহীন [স] বিণ অমারিক। 'প্রতিমার ব্যবহার কৃত্রিমতাহীন।' মানিক, ১৯৪০।

কৃত্রিম নয়ন [স] বি চশমা। 'নাসাবৃত কৃত্রিম নয়ন।' এসলাম, ১৯১৯।

কৃত্রিমশব্দ [স] বি জালপদ্য। 'তদীয় কিরণস্পর্শ মাত্র যাবতীয় কৃত্রিমপদ্য দম্ব হইয়া গেল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কৃত্রিমপ্রথা [স] বি বানানো নিয়ম বা রীতি। 'নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমপ্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কৃদন্ত [স] বিণ (ব্যাকরণ) কৃৎপ্রত্যয় পরে বসে এমন। 'গড়িল সমাসবৃষ্টি কৃদন্ত উদ্ভিত।' রূপরাম, ১৭৫০।

কৃন্দন [স] ক্রন্দন। 'কৃন্দন করিয়া সুন পিতে মাগে মায়।' মালাধর, ১৫০০।

কৃপণ [স] ১ বিণ ব্যয়বৃদ্ধ; কঙ্কস। 'তোকার যৌবন রাখা কৃপণতাবশত।' বহু, ১৪৫০। ২ বিণ কুচিত। 'এই পত্রখানি বিদ্যাদর্শনেষ্ট্র একাধারে উদ্ভিত করিতে কৃপণ হইবেন না।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বিণ অনুদার। 'ইহার আনুকূল্য করিতে কি কৃপণ হইতে পারেন?' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৪ বি গালিবিষে। 'তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে - বলে কৃপণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বিণ অনুজ্ঞাল। 'বীথলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় কৃপণ আলোর অস্তঃগুরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কৃপণতা [স] ১ বিণ নীচতা। 'না জানিল কৃপণতা অধর্মতা পাপ।' আলোড়ন, ১৬০০। ২ বি কার্পণ্য। 'আমি আপনাকে এক শত মুদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৩ বি কাতরতা। 'প্রতিদিনের গুণ্যভাবনা-কৃপণতায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

কৃপণা [স] বিণ স্ত্রী দান করার ব্যাপারে কুচিত। 'বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কৃপণী [স] বিণ স্ত্রী অনুদার। 'যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃপা [স] ১ বি কক্ষা। 'কৃপানিধি হইয়া কৃপা না করিলে তুমি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি দান। 'পাঠশালা কেবল সাধারণ লোকের কৃপা দ্বারা চলিবেক।' জ্ঞানাম্বেষণ, ১৮৩৪।

কৃপাকটাক [স] বি কক্ষার দৃষ্টি। 'ইহাতে কীর্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া কৃপাকটাক করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কৃপাকার [স] বিণ দয়াশূ। 'কৃপাকার মহাশত্রু ঘৃচাহ মোর ধন।' মালাধর, ১৫০০।

কৃপাকট [স] কৃপা-আকট। বিণ দয়াপরবশ। 'কৃপাকট হইয়া ... সাত হাজার বস্ত্র তুলু ... পাঠাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

কৃপাজীবী [স] বিণ কক্ষাপ্রার্থী। 'পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী স্ত্রীবের ক্রন্দনে।' সূর্য্যস্ত, ১৯৩১।

কৃপাদৃষ্ট্য [স] বি প্রসন্নতা। 'সবারে মিলিয়া প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃপাদৃষ্টি [স] ১ বি দয়া (নেতিবাচক)। 'অচিহ্নিত ঝড়বৃষ্টি দিব চক্কা কৃপাদৃষ্টি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ প্রসন্ন। 'সদাগারে কৃপা দৃষ্টি হইলা ভবানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃপাদৃষ্টিপাত [স] বি সদয় দৃষ্টি। 'এই তুম্বার নরায়ণ সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ ...' মশাররফ, ১৮৬৯।

কৃপানিধি [স] বি দয়ার সাগর। 'কৃপানিধি হইয়া কৃপা না করিলে তুমি।' মালাধর, ১৫০০।

কৃপানির্ব্বর [স] বি কৃপারূপ বরনা। 'কৃপানির্ব্বর পড়িছে ঝরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কৃপাপরবশ [স] বিণ দয়াপরায়ণ। 'কৃপাপরবশ হয়ে যেই যোগিবর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কৃপাপাত্র [স] বি দয়ার পাত্র। 'হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃপাপূর্ব্বক, কৃপাপূর্ব্বক [স] ক্রিবিণ প্রসন্ন হয়ে। 'আরণ্য রাজ্য তাহারদ্বিগের কথায় কৃপাপূর্ব্বক মনোযোগ করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

কৃপাবস্ত [স] বিণ অত্যন্ত দয়াশূ। 'রূপবস্ত গুণবস্ত কৃপাবস্ত তনু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৃপাবলোকন [স] কৃপা-অবলোকন। বি সদয় দৃষ্টি। 'গর্ভমেষ্ট্র কি তাহারের প্রতি কৃপাবলোকন করিবেন না?' সোমশ্রদ্ধাঙ্গ, ১৮৬৮।

কৃপাবলোকনপূর্ব্বক, কৃপাবলোকনপূর্ব্বক [স] কৃপা-অবলোকন-পূর্ব্বক। ক্রিবিণ দয়া দেখিয়ে। 'আপনি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ...' দর্পণ, ১৮৩৮।

কৃপাবশত, কৃপাবশতঃ [স] ক্রিবিণ অনুরূপপূর্ব্বক। 'অজ্ঞতার প্রতি কৃপাবশতঃ ...' বিভূতি, ১৯৩৮।

কৃপাবান [স] বিণ দয়াশূ। '... আপনে কৃপাবান হইএগা স্বস্তায়ন করিবেন।' চিঠিপত্র, ১৭৫৫।

কৃপাবিন্দু [স] ১ বি বিদুমুদ্রা কক্ষা। 'কৃপাবিন্দু বিতরণে ত্রাণ কর ওহে গলাধর।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি কক্ষারূপ বর্ণণ। 'অধরব্যাপী ঝরে তব কৃপা-বিন্দু।' নজরুল, ১৯৩৩।

কৃপাভিক্ষা [স] বি কৃপা প্রার্থনা। 'পুরোহিত চৌধুরীদে কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

কৃপাভিখারী [স] কৃপা+স ভিক্ষা। বিণ দয়াপ্রার্থী। 'মুসলমানগণ একমুগ ধরিয়া গর্ভমেষ্ট্রের কৃপাভিখারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত ছিলেন।' নবদুর্গ, ১৯০৫।

কৃপামই [স] কৃপাময়ী। বিণ দয়াময়ী। 'বলে কৃপামই দেবী তন কৃষ্ণরাম কবি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কৃপামন [স] বিণ দয়াশূ হৃদয়। 'কৃপামন হইয়া তবে বলিলেক হর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৃপাময় [স] বিণ কক্ষাময়। 'পতিতপাবন তুমি মহা কৃপাময়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃপাময়ি, কৃপাময়ী [স কৃপাময়ী, সম্বোধনে শব্দশেষে ই-কার] বিণ
তমাময়ী। 'অবলা কেবলমাত্র কালী কৃপাময়ি।' রামত্ৰসাদ, ১৭৮০:
'কৃপাময়ী কান্তিরূপ করে কাঞ্চীমালা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কৃপামিশ্রিত [স] বিণ করুণামাখ। 'তাঁহার কৃপামিশ্রিত মমতা আর-
একটুখানি বাড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কৃপারঙ্ক [স] বি করুণারূপ রশি। 'কৃপারঙ্ক গলে বাকি চরণে
আনিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃপার পাত্র বি করুণার উপযুক্ত। 'ঘৃণার পাত্র শুধু, কৃপার পাত্র
ওধু।' জীবন, ১৯৩২।

কৃপার্ত্র [স কৃপা-অর্ত্র] বিণ দয়াসিক্ত। 'কৃপার্ত্র তোমার মন।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃপাল [স কৃপালু] বিণ করুণাময়। 'মহা মহত্তম অতি কৃপাল দয়াল।'
বাহরাম, ১৬৫০।

কৃপালু [স] বিণ দয়ালু। 'সর্বস্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ইন্দ্র বতস্ব।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০।

কৃপালুতা [স] বি দয়ালু ভাব। 'সর্বভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃপালেশ [স] বি সামান্য করুণা। 'যে বংশের উপরে তোমার হয়
কৃপালেশ/সকল মঙ্গল তাহে বড়ো সব ক্রেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃপালোকনতে [স কৃপা-আলোক-নেত্র] বি কৃপাদৃষ্টি। 'তব
কৃপালোকনতে কৃত করায় সংস্কৃতে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কৃপাসিদ্ধি [স] বি দয়ার সাগর। 'অরু কৃপাসিদ্ধি দীনবন্ধু ন্যাসীকর।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃপাসেবা [স] বি করুণারূপ সেবা। 'দ্বার কৃপাসেবা দেখি বশ
ত্রিভুবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃপা-হ্রদ [স] বি কৃপারূপ হ্রদ। 'ভূবি তব কৃপা-হ্রদে।' মাইকেল,
১৮৬৬।

কৃপাণ [স] বি তরবারি। 'কাড়্যা নিল কালকেতু হাথের কৃপাণ।' মুকুন্দ,
১৬০০।

কৃপাণশোভিত [স] বিণ তলোয়ার সজ্জিত। 'এবং কৃপাণশোভিত
বল্লাহাত দৃঢ় থেকে দৃঢ়।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

কৃপিন [স কৃপাণ] বি কৃপণ। 'কৃপিন হইল রাজা কুবুদ্ধি লাগিল।'
মালাধর, ১৫০০।

কৃপীট [স] বি কাঠ। 'অন্তরে যখন জ্বলে বিরহ কৃপীট।' আলগোল,
১৬৮০।

কৃমি [স] বি ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডহীন কীটবিশেষ। 'মাংসময় অন্ন সব কৃমি বেড়ি
থায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃমিকীট [স] বি ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডহীন কীটবিশেষ; কীড়া। 'যে সব
কৃমিকীট চুষনে চুষনে তোমায় খাইয়া ফেলিতে থাকিবে।' সবুজ,
১৯২১।

কৃমিঘন [স] বিণ কৃমিতে পরিপূর্ণ। 'না-হয় ভূবিয়া আছি কৃমিঘন
পঙ্কের সাগরে।' বৃক, ১৯৩০।

কৃমিদানা [স কৃমি+দানা] বি লাক্ষা। 'উত্তম চর্খ, কৃমিদানা, এবং
আগ্নিক পক্ষির পক্ষ।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কৃমিপুঞ্জ [স] বি কীটদল। 'গলিত শবের কীট কৃমিপুঞ্জ - ঘৃণিত
জাটিল।' শামসুর, ১৯৫৯।

কৃয়া [স ক্রিয়া] বি কাজ। ওঁস, ১৭৮৪; 'এমনস্যান্ত কৃয়ার বারণ।'।
কালিয়ে, ১৭৯৪।

কৃশ [স] ১ বিণ আধ-মরা। 'জলাভারে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ দুর্বল। 'লালস উৎসে গজ কৃশ জাগরণ।'
ভারত, ১৭৬০। ৩ বিণ ক্ষীণ। 'নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।'
মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বিণ শীর্ণ। 'কৃষ্ণপঙ্কের কৃশ চাঁদ যেন।'
রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কৃশকায় [স] ১ বিণ শীর্ণ। 'পদ্মার জল অনেক কমে গেছে - বেশ
বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ ক্ষীণকায়।
'আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুসের জীড়াভূমি।' রবীন্দ্র,
১৮৯৬। ৩ বি শীর্ণদেহ যার। 'কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া
বসে।' জগদীশ, ১৯১৬।

কৃশতনু [স] বিণ শীর্ণদেহী। 'যারা আধপেটা খেয়ে কৃশতনু তারাও
বাহবা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কৃশতা [স] ১ বি শীর্ণতা। 'কিষ্কিৎ কৃশতা ও বিবর্ণতা ব্যতিরেকে
তাহাদের মুখশ্রীতে যাতনার আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না।' অক্ষয়,
১৮৪৯। ২ বি দুর্বলতা। 'অর্ধবৈলক্ষ্য, বল, পুষ্টি, দীর্ঘতা, হ্রস্বতা,
কৃশতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কৃশদেহ [স] বি তকিয়ে যাওয়া শরীর। 'কৃশদেহ পুষ্টি করবার চেষ্টা
প্রত্যেক সময় ব্যর্থ।' প্রমথ, ১৯০৫।

কৃশা [স কৃশ] বিণ ক্রী ক্ষীণ। 'অমজাত ত্বা কৃশা হয় এই বেলে।'
ওঁস, ১৮৫৮।

কৃশাশ্রিনী [স] বিণ ক্রী কাহিল দেহবিশিষ্ট। 'যখন দেখি, কোন
মলিনবেশধারিনী কৃশাশ্রিনী জননী আপনার কোড়হিত ...।' অক্ষয়,
১৮৪৮।

কৃশাঙ্গী [স কৃশ-অঙ্গী] বিণ ক্রী ক্ষীণ দেহবিশিষ্ট। 'দীর্ঘাঙ্গী, কৃশাঙ্গী,
কৃশাঙ্গী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কৃশোদর [স] বি ক্ষীণ উদর। 'কৃশোদর, হেরি বীর পর্বত-কন্দরে।'
মাইকেল, ১৮৬০।

কৃশোদরী [স কৃশোদরী, সম্বোধনে ই-কার] বি ক্রী কৃশোদর। 'যা
কহিলে কৃশোদরী।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

কৃশোদরী [স কৃশ-উদরী] বিণ ক্রী ক্ষীণকটি। 'বালা অতি কৃশোদরী
ভার দুই কুচগিরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃশানু [স] বি আঙন। 'জানু জানু কৃশানু শীতের পরিগ্রাণ।' মুকুন্দ,
১৬০০। ২ কৃশাণু

কৃশানুদীপ্ত [স] বিণ অল্প আঙনে দীপ্ত। 'তিনি নরসবী কৃশানুদীপ্ত
তন্ত্রকুটীর্ণ ডাবাসুন্দরীর সূচিকর্ণ কৃষ্ণগণে একটি মাত্র নিবিড় চুখন
দিতে পারেননি।' মুজতবা, ১৯৫৮।

কৃশান [স] বি ক্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। 'ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশান ও
মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন।' হুতোম, ১৮৬১।

কৃশ্য [স] বি কৃশতা। 'তেলে কয়ে যায় দাত, বেড়ে যায় কৃশ্য।' রবীন্দ্র,
১৯৩৬।

কৃষক [স] বি কৃষি কাজে করে যে; চাষী। 'কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত।'
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কৃষককুল [স] বি কৃষক সম্প্রদায়। 'স্থানীয় কৃষককুলের মধ্যে

কৃষকদুহিতা

হাফার পড়িয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

কৃষকদুহিতা [স] বি চাষির মেয়ে। 'এক দরিদ্র কৃষকদুহিতা' বিজুতি, ১৯২৯।

কৃষক-প্রজা [স] বি কৃষক শ্রেণীর নাগরিক। 'এই প্রজাবৃত্ত আইন বাঙ্গালার কৃষক-প্রজার স্বাধিকারের যেমন কার্টা।' এসলাম, ১৯৩৮।

কৃষাণ [স] বি কৃষক। 'নানা শস্য দেখি চৌদিকে জায় ছেলি খেতের কৃষাণ সব সেই গালাগালি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃষাণপাড়া [স] কৃষাণ+স পাটকা বি কৃষকদের পাড়া। 'গানের কাব্য আরম্ভ হল সারাটি কৃষাণ পাড়া।' জসীম, ১৯২৯।

কৃষাণপুর [স] বি কৃষকের আবাস। 'মোর বাথখানি ছড়িয়েছি তার সুন্দর কৃষাণ-পুরে।' জসীম, ১৯৩১।

কৃষাণী [স] বি স্ত্রী কৃষক। 'দাবায় শুইয়া কৃষাণ ঘুমায়, কৃষাণীর কাজ ভারি।' জসীম, ১৯২৯।

কৃষাণু [স] বি আতন। 'মোহোর শরীরে দহে বাড়ব কৃষাণু।' আলগোল, ১৬০০। **কৃকৃশন**

কৃষান [স] কৃষাণ বি কৃষক। 'গাভোয়ান, কৃষান, রাস্তামেরামতকারী কষ্টাটির-মিহ্নি প্রভৃতি।' প্রভাত, ১৮৯৬।

কৃষি [স] ১ বি কৃষিকাজ। 'কৃষিকর্ম করে গোরক্ষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কৃষক। 'এক পড়ামুনিয়া এক কৃষিকে শণ রোপণ করিতে দেখিয়া...' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ৩ বি ফলন। 'নীলের উত্তম কৃষি হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮২৬।

কৃষিক্ষেত্র [স] বি কৃষিকাজের জন্য প্রদেয় ঝণ। 'যাহাতে অভাবমুক্ত লোকদিগকে কৃষিকাজ, টেক্সটাইল ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।' জামায়াত, ১৯৩৯।

কৃষিকর্ম, কৃষিকর্ম [স] বি চাষাবাদ। 'কৃষিকর্ম করে প্রকৃষ্ণণ।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'কৃষিকর্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সুসূচ্য।' দর্পণ, ১৮২০: 'এদেশের কৃষিকর্মের প্রতি উচিতমত মনোযোগ করি নাই।' অক্ষয়, ১৮৪২।

কৃষিকর্মকারী, কৃষিকর্মকারী [স] বি কৃষিকর্ম করে এমন। 'কৃষিকর্মকারী দাস বিত্তর আছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

কৃষিকর্মার্থক, কৃষিকর্মার্থক [স] বি কৃষিভিত্তিক। 'কৃষিকর্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে...' দর্পণ, ১৮২০।

কৃষি কাষ [স] কৃষিকার্য্য বি চাষাবাদ। 'মুই কৃষিকাষ করি আর কি।' জেরি, ১৮০২।

কৃষিকারী [স] বি কৃষি কাজ করে যে। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

কৃষিকার্য্য, কৃষিকার্য্য [স] বি চাষাবাদ। 'এদেশের কৃষিকার্য্য অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪২: 'এই ধাতুকে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাতিয়া প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের যন্ত্র সকল নির্মিত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কৃষিকৃষ্টির [স] বি কৃষকের ঘর। 'গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পণ্ডীর কৃষিকৃষ্টির পরিঘর যেখানে স্বদেশকে সন্মান করিবার জন্য...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৃষিক্ষেত্র [স] বি কৃষিজমি; কৃষিখামার। 'বহু শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪: 'কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমন কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক।' আইইব, ১৯৭৩।

কৃষিজনা [স] কৃষিজনা বি কৃষক। 'কৃষিজনা সবে সুখী হয় রে।' ডাবানী, ১৮২৮।

কৃষিজাত [স] বি কৃষি থেকে উৎপন্ন। 'এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর অধিকা আবশ্যক।' বহ্নিম, ১৮৯২।

কৃষিজীবী [স] কৃষিজীবী বি কৃষি যার জীবিকা। 'কৃষিজীবীরাই অধিকতর দুর্দশাপন্ন।' সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮।

কৃষিজীবী [স] কৃষিজীবী ১ বি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহকারী। 'গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি কৃষক। 'কৃষিজীবীদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে একটি কৃষিসমাজ সংস্থাপন করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কৃষিতত্ত্বপারদর্শী [স] বি কৃষিবিদ্যেশাস্ত্র। 'কৃষিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৃষিনির্ভর [স] বি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। '... অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর।' আজাদ, ১৯৩৩।

কৃষিপণ্য [স] বি কৃষিজাত পণ্য। 'মাঠে ঘাটে খামারে জাহাজে বোঝাই কৃষিপণ্য।' হোসেন, ১৯৪০।

কৃষিপরিচ্ছাশালা [স] বি কৃষি গবেষণাগার। 'কৃষিপরিচ্ছাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায়...' সবুজ, ১৯১৭।

কৃষিপ্ৰাণী [স] বি কৃষিকাজের পদ্ধতি। 'আপনার অবলম্বিত কৃষিপ্ৰাণী অবগত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কৃষিপ্ৰধান [স] বি কৃষি জীবিকার প্রধান উপায় কৃষিকাজ এমন। 'আমাদের দেশ কৃষিপ্ৰধান।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কৃষিবিদ্যা [স] বি কৃষি শিক্ষা দেওয়ার বিদ্যা। 'কৃষিবিদ্যা ও আরামবিদ্যা বর্দ্ধনকারক...' অতিবাহুদীয়া, দর্পণ, ১৮২০।

কৃষিবিদ্যালয় [স] বি কৃষিবিষয়ক বিদ্যালয়। 'কৃষিবিদ্যালয় ... সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫২।

কৃষিবিপ্লব [স] বি কৃষির উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধির অভিযান। 'পরিবার-পরিচরনাই বলি আর কৃষিবিপ্লবই বলি...' সিরাজুল, ১৯৭৪।

কৃষিবিভাগ [স] বি কৃষিসংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্বেক্ষনকারী দপ্তর। 'কৃষিবিভাগ থেকে আমাদের এই পাখরগুলোকে যখন কঠিন বলে...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কৃষিবিস্তার [স] বি কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণ। 'ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৃষিবৃত্তি [স] বি কৃষিকাজ। 'সূর্যের প্রথর তাপে তপিত হয়ে, কৃষিবৃত্তি পরিচালনা করা।' হাইকেল, ১৮৭৩।

কৃষি-ব্যাঙ্ক [স] কৃষি+ই ব্যাঙ্ক বি কৃষিকাজে সহায়তাকারী ব্যাঙ্ক। 'গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করো।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৃষিভিত্তিক [স] ১ বি কৃষি যার ভিত্তি। 'কৃষিভিত্তিক জীবন - জমিই সব।' সুনীল, ১৯৭০। ২ বি কৃষিপ্ৰধান। 'কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষেত্রে এই সব ... ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।' আজাদ, ১৯৭১।

কৃষিমূল [স] বি কৃষিভিত্তিক। 'পৃথিবীর সকল সভ্যতাই হচ্ছে কৃষিমূল।' প্রমথ, ১৯২০।

কৃষিযুক্ত [স] বি কৃষিচাষ হয় এমন। 'উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

কৃষিযোগ্য [স] বি কৃষি চাষ করার উপযুক্ত। 'কৃষিযোগ্য স্থানের

অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বসা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৃষিলালী [সি] বি কৃষিকাজের দেবতা। 'অসাধারণ কৃষিলালী দেশের প্রতি সুরস্রা'। বঙ্কিম, ১৮৯২।

কৃষিলক্ষ [সি] বিণ কৃষিজাত। 'আড়তে কৃষিলক্ষ দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতে লাগিল।' সংস্কৃ, ১৮৯৮।

কৃষিলাভ [সি] বিণ কৃষিজাত। 'সে শিল্পের জন্য যে কৃষিলাভ কাঁচা মালের দরকার তার সম্বন্ধেও সেই কথা।' সর্বজ, ১৯২০।

কৃষিশালা [সি] বি চাষাবাদ সম্পর্কিত শিক্ষালয়। 'এই কৃষিশালায় একজনও মুসলমান শিক্ষার্থী নাই।' মোহাম্মদী, ১৯২৮।

কৃষি শ্রমিক [সি] বি কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিক। 'কারখানার শ্রমিক কৃষি শ্রমিকের তুলনায় অতি স্বল্প।' আজাদ, ১৯৩৬।

কৃষিসমবায় [সি] বি কৃষকদের সংগঠন। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আরোগ্যভবনে, শিশুক্ষেত্রে, কৃষিসমবয়ে।' অমিয়, ১৯৩৯।

কৃষিসমাজ [সি] বি কৃষিবিষয়ক সংগঠন। 'একটি কৃষিসমাজ সংস্থাপন করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কৃষি সম্পাদিকা [সি] বি স্ত্রী কৃষিবিষয়ক সম্পাদক। 'মিসেস ... কৃষি সম্পাদিকা।' বেগম, ১৯৭৪।

কৃষিয়ান [সি] কৃষি+ফা আন। বি কৃষকগণ। 'যেন ঢেলায় ঢেলা চূর্ণ করে যে কৃষিয়ান।' গরীব, ১৭৬৫।

কৃষী [সি] কৃষি। ১ বি কৃষক। 'এক ধনবান বৃদ্ধ কৃষী।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি কৃষি কাজ। 'সুবের শিশির-কালে কৃষীর কৃপায়।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

কৃষীবল [সি] বি যার কৃষিকর্ম আছে; কৃষক। 'অন্যান্য কৃষীবল বালকেরা অত্যন্ত ব্যাঘাত জনাইতে আশঙ্ক করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

কৃষ্ণ [সি] কৃষ্ণ। ১ বি কৃষ্ণ। 'তোমার কন্যেট কৃষ্ণ সুন পূরনরে।' মালমুগ্ধ, ১৫০০। ২ বি কালো। 'সাদাটিরে সাদা বলে, কালো হাওয়াই কৃষ্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কৃষ্ণ [সি] বিণ চম্বা; কর্ণিত। 'কোনহানে উপত্যাকাতুমি ও উৎকৃষ্ট কৃষ্ণ ক্ষেত্র।' দর্পণ, ১৮৩১।

কৃষ্ণ-ব্যুরোক্রাসি [সি] কৃষ্ণ+ই ব্যুরোক্রাসি। বি চর্চিত আমলাতন্ত্র। 'তোমাদের সৃষ্ট কৃষ্ণ-ব্যুরোক্রাসি যদি ভারতবর্ষে আবার অন্ধকারের ঘূর্ণ ঘিরে আনে।' প্রমথ, ১৯২০।

কৃষ্টি [সি] বি সংস্কৃতি। 'আধুনিক বাংলা ভাষায় কুশাব্য নাম দিচ্ছে কৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কৃষ্টিক্ষেত্র [সি] বি সংস্কৃতিজ্ঞগণ। 'কৃষ্টিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও যেমন কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাৱশ্যক।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

কৃষ্টিগত [সি] বিণ সাংস্কৃতিক। 'রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত জাতীয় অস্তিত্বের সর্বনাশের ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৭।

কৃষ্টিনাশ [সি] বি সংস্কৃতি ধ্বংস। 'কৃষ্টিনাশের মিথ্যা অজুহাত তুলিয়া বাংলার কার্যেই স্বার্থ ...।' আজাদ, ১৯৪০।

কৃষ্টিমান [সি] বিণ সংস্কৃতিবান; পরিশীলিত। 'এমন কৃষ্টিমান, এমন সাদালাপী ও এমন সাহসী যুবক তাঁদের ...।' মনসুর, ১৯৫৫।

কৃষ্টিমূলক [সি] বিণ সাংস্কৃতিক। 'হিন্দু-কৃষ্টিমূলক ও সংস্কৃত শব্দবহুল।' মোহাম্মদী, ১৯৪০।

কৃষ্টিয়ান [সি] বি যিহু খ্রিষ্টের অনুসারী সম্প্রদায়। 'শহরে রাজসদন্ত কৃষ্টিয়ানেরদিশের নিমিত্ত বরিয়েল প্রেস আছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

কৃষ্ণ [সি] বি (হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী) অবতার কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে।' বহু, ১৪৫০।

কৃষ্ণ-অবেষণ [সি] বি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান। 'তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ-অবেষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণকথা [সি] বি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা। 'রায়ের ঘারে তারে কৃষ্ণকথা গুনাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণকার্য, **কৃষ্ণকার্য্য** [সি] বি শ্রীকৃষ্ণের পূজা। 'কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না কৈল রোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণকৃপা [সি] বি কৃষ্ণের দয়া। 'কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণদাস [সি] বি কৃষ্ণের দাস। 'হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণদাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃষ্ণনাম [সি] বি হরিনাম। 'মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে/ তোমার কীর্তনে কৃষ্ণনাম শ্রবণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণনামযজ্ঞ [সি] বি শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন। 'সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণনিষেবণ [সি] বি কৃষ্ণের আরাধনা। 'কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভুতে বসিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণপদ [সি] বি কৃষ্ণের পদতল। 'তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণপূজা [সি] বি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা। 'কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নাম-সকীর্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি [সি] বি (হিন্দুযুগে) মৃত্যু। 'যিনি তার প্রসাদ পাবেন তাঁর যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে।' প্রমথ, ১৯১৪।

কৃষ্ণপ্রেম [সি] বি কৃষ্ণের প্রতি প্রেম। 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাদ্বাদ হেম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমময় [সি] বিণ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। 'কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্ধ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমা [সি] বি কৃষ্ণের কৃপা। 'কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমামৃত [সি] বি কৃষ্ণের প্রেমরূপ সুখ। 'কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে ঘেছে বর্ষণয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণপ্রেমোদয় [সি] বি কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদয়। 'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় আউলায় সর্ব-অঙ্গ অঙ্গশালা বয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণভক্ত [সি] ১ বি বৈষ্ণব। 'পরমানন্দগুণ কৃষ্ণভক্ত মহামতি/ পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ কৃষ্ণের ভক্ত। 'সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাওব ছয়ী হলেম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কৃষ্ণভক্তি [সি] বি কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। 'যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণমন্ত্র [সি] বি কৃষ্ণনাম। 'কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণময় [সি] বিণ কৃষ্ণের প্রতি ভাববিভোর। 'তাহার মন ও আত্মা কৃষ্ণময় হইয়া উঠে।' হাই, ১৯৫৪।

কৃষ্ণমুখী [সি] বিণ কৃষ্ণের মুখাপেক্ষী। 'মদন সমোহন বাণ ছাড়িয়া

তাঁহাকে একেবারে কৃষ্ণমুখী করিয়া রাখিলেন।' হাই, ১৯৫৪।

কৃষ্ণমূর্তি [স] বি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। 'কৃষ্ণমূর্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণযাদা [স] বি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে রচিত যাদা। 'বাড়ির উঠানে কৃষ্ণযাদা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কৃষ্ণরস [স] বি বৈষ্ণব সাহিত্য। 'কৃষ্ণরস আশ্বাসদয়ে দুই বন্ধু সনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণলীলা [স] বি কৃষ্ণের লীলাখেলা। 'ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণসাধ [স] বি কৃষ্ণকে নিবেদন। 'দুগ্ধ আশ্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাধ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃষ্ণসুখ [স] বি কৃষ্ণকে অনুভব করার সুখ। 'কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য গোণিভাববর্ষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণশ্রুতি [স] বি কৃষ্ণনাম স্মরণ। 'কৃষ্ণশ্রুতি বিনু হয় নিষ্কল জীবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণাধারামৃত [স] কৃষ্ণ-অধর-অমৃত। বি শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। 'কৃষ্ণাধারামৃতের ফল শ্রোক আবাদিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণাবতার [স] বি বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। 'কৃষ্ণাবতারে জ্যোষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ-আশ্বাসনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় [স] কৃষ্ণ-ইন্দ্রিয়। বি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণ [স] ১ বিণ কালো। 'কালরাত্রি কৃষ্ণাখি কত জান কলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি চান্দ্রমাসে পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিন। 'দুই পক্ষ; শুরু ও কৃষ্ণ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কৃষ্ণাখি [স] কৃষ্ণ-অখি। বি কালোচোখ। 'কালরাত্রি কৃষ্ণাখি কত জান কলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃষ্ণ-একাদশী [স] বি কৃষ্ণপক্ষের এগারোতম তিথি। 'কৃষ্ণ-একাদশীর রাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কৃষ্ণকর্ষ [স] বি (হিন্দু পুরাণ) নীলকর্ষ - শিব। 'আমি কৃষ্ণকর্ষ, মধু-বিশ্ব পিয়া বাধা-বারিধির।' নজরুল, ১৯২২।

কৃষ্ণকলি [স] বি একধরনের গাছ ও ফুল। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কৃষ্ণকলেবর [স] বি কালো বর্ণের অবয়ব। 'কৃষ্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কৃষ্ণ কাফন [স] কৃষ্ণ+আ কাফন। বি কালো কাফনের কাগড়। 'দিলে মোর পরে সতকণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি।' নজরুল, ১৯২৯।

কৃষ্ণকায় [স] বিণ কালো শরীরবিশিষ্ট। 'ওপেলো কৃষ্ণকায়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কৃষ্ণকেলি [স] কৃষ্ণকলি। বি ফুলবিশেষ। 'কুন্দ জবা কৃষ্ণকলি টগর বকুল।' রামশ্রুতি, ১৭৮০।

কৃষ্ণকেশাবৃত [স] বিণ কালো চুলে ঢাকা। 'কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা প্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কৃষ্ণগণ্ড [স] বি কালো গাল; হাঁকের কালো বোল। 'তিনি নরমস্বী কৃষ্ণানুগীত তন্ত্রকটনীর ভাবাসুন্দরী সুরঞ্জিত কৃষ্ণগণ্ডে একটি মাত্র নিবিড় চুচন দিতে পারেননি।' মুক্তত্যা, ১৯৫৮।

কৃষ্ণচতুর্দশী [স] বি কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথি। 'কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কৃষ্ণচমুর [স] কৃষ্ণ+চমুর। বি কালো রঙের চামর। 'বিশাল কৃষ্ণচমুর এদিক-ওদিক।' বিতুতি, ১৯২৯।

কৃষ্ণচূড়া [স] বি লাল-হলদ বর্ণের ফুলবিশেষ। 'মোর কৃষ্ণচূড়া কেনে পরিবে ধরনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৃষ্ণহৃদ [স] বি কালো পোশাক। 'সভ্যতা গুণবসন ত্যাগ করে কৃষ্ণহৃদ অবলম্বন করেছে।' প্রমথ, ১৯০৫।

কৃষ্ণজাতি [স] বি কৃষ্ণাঙ্গ জাতি। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজামত ... কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কৃষ্ণতড়াগ [স] বি কালো জলপূর্ণ দিঘি। 'তরঙ্গমূল কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কৃষ্ণতা [স] বি কৃষ্ণত্ব; কালিমা। 'বিমানের কৃষ্ণতাশূন্য উজ্জ্বললোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কৃষ্ণতাশূন্য [স] বিণ শ্রী কৃষ্ণত্ব নেই এমন। 'বিমানের কৃষ্ণতাশূন্য উজ্জ্বললোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

কৃষ্ণ-তৃতীয়া [স] বি কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয় তিথি। 'সে-দিন ছিল ভাদ্রের কৃষ্ণ-তৃতীয়া।' নজরুল, ১৯২২।

কৃষ্ণত্ব [স] বি কৃষ্ণত্ব; কালোত্ব। 'আকাশের কৃষ্ণত্ব ... দেখিতে পৃথিবীয়ায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কৃষ্ণদশমী [স] বি কৃষ্ণপক্ষের দশম তিথি। 'হয়ত কৃষ্ণদশমী চাঁদ; ... অন্ধকার তাতে একটুও ঘুচল না।' জীবন, ১৯৩২।

কৃষ্ণদেহ [স] বি কালো শরীর। 'আমরা কৃষ্ণদেহ বলে রাখি।' প্রমথ, ১৯০২।

কৃষ্ণধুমধূসিত [স] বিণ কালোখোয়া ত্যাগকারী। 'এই-সকল কৃষ্ণধুমধূসিত দানবীয় কারখানাগুলার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৃষ্ণনেত্র [স] বি কালো চোখ। 'তাহার সেই নবজাবোধীত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কৃষ্ণপক্ষ [স] ১ বি চান্দ্রমাসে পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিন। 'ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী সুভতিথি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি বাগপ সম। 'আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লতনের কৃষ্ণপক্ষ আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি গায়ের হুং কালো এমন ভারতীয়। 'নীলকট্টেল সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের মেম, কুটির হেড বরকদাঙ্গ উমেশ সর্দারের মেয়ে টগর বিবি।' প্রমথ, ১৯৩১।

কৃষ্ণপাল [স] বিণ কালো শোমযুক্ত। 'চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ পাতা বিকারি তাকাও তুমি।' সূচীন্দ্র, ১৯৩৩।

কৃষ্ণ-প্রতিপদ [স] বি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি; পূর্ণিমার পরের দিন। 'কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কৃষ্ণবর্ণ [স] বিণ কালো রবিশিষ্ট। 'সে গুরু অত্যাচ ও কৃষ্ণবর্ণ।' দর্পণ, ১৮২৩।

কৃষ্ণবর্ণত্ব [স] বি কৃষ্ণত্ব। 'অস্ত্রারের কৃষ্ণবর্ণত্ব অগ্নি-সংযোগেই নিরাকৃত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

কৃষ্ণবর্ণী [স] বিণ শ্রী কালো রঙের। 'রাহিকে কৃষ্ণবর্ণী উষার বসাবলেছেন আর্থ ঋষিরা।' অবন, ১৯২৫।

কৃষ্ণমুখমল [স] বি কালো মুখাবয়ব। 'তেলোজ্জ্বল কৃষ্ণমুখমলে

ওভদন্তপংক্তির শোভা।' প্রভাত, ১৮৯৬।

কৃষ্ণমূর্তি [স] বি কালো মানুষ। 'আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কৃষ্ণমুগ [স] বি অন্ধকার মুগ। 'মধ্যমুগকে ইউরোপীয়েরা কৃষ্ণমুগ বলে।' প্রমথ, ১৯১৪।

কৃষ্ণরাত [স কৃষ্ণরাত্রি] বি অন্ধকারময় রাত। 'কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কৃষ্ণলবণ বি লবণবিশেষ। 'কৃষ্ণলবণ, হিল, বোশ, পর্বত মধু এবং লোবান।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কৃষ্ণশিখ [স] বিণ কালো শিখাবিশিষ্ট। 'অর্ধচন্দ্রলাঙ্ঘিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত-রাগ।' নজরুল, ১৯২২।

কৃষ্ণসর্প [স] বি কাল কেউটে। 'এক কৃষ্ণসর্প ঐ দুখে মুখার্ণব করাতে, তাহা অভিশয় বিস্মৃত হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কৃষ্ণসাগর [স] বি এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী একটি সাগর। 'কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কৃষ্ণসার [স] বি হরিশরের জাতবিশেষ। 'হাজার হাজার আর ঠাই ঠাই কৃষ্ণসার।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কৃষ্ণসারনি [স কৃষ্ণসার>] বি মাদি কৃষ্ণসার নামক হরিণবিশেষ। 'কৃষ্ণসারনি সইতে সে কি পারবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কৃষ্ণা [স] ১ বি দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। 'কৃষ্ণা যমুনার নয়।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ কৃষ্ণপক্ষীয়। 'আজ এই আখ্যাত কৃষ্ণা একাদশী তিথি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বিণ ক্রী কালো রঙের। 'কৃষ্ণা মেয়ে মেঘের পানে আঁছে চেয়ে।' নজরুল, ১৯৩৫।

কৃষ্ণাঙ্গী [স কৃষ্ণ-অঙ্গী] বিণ কালো অঙ্গবিশিষ্ট। 'দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কৃষ্ণাচতুর্দশী [স] বি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ তিথি। 'কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রি।' মানিক, ১৯০৫।

কৃষ্ণাজিন [স] বি কৃষ্ণসার মূলের চামড়া। 'কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জুতাখারী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৃষ্ণাঞ্জন [স] বি কাজল। 'এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

কৃষ্ণাপঙ্খমী [স] বি কৃষ্ণপক্ষের পঙ্খমীর তিথি। 'কৃষ্ণাপঙ্খমীতে যখন সম্মানবেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কৃষ্ণাববর্তন [স কৃষ্ণ-অববর্তন] বি কালো ঘোমটা। 'ধরণী মসীময়ী-আকাশের মুখে কৃষ্ণাববর্তন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

কৃষ্ণাত [স] বিণ কালচে। 'কৃষ্ণাত মেঘের থেকে তাহাদের শরীরের প'রে।' জীবন, ১৯৩০।

কৃষ্ণামু [স] বি কালো জল। 'বেলাতনের নীলাত কৃষ্ণামুর মত তার চোখের তারায় গভীর নৈস্ক্য।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

কৃষ্ণায়মান [স] বিণ ক্রমশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছে এমন। 'বন আরও কৃষ্ণায়মান।' বিভূতি, ১৯৩৮।

কৃষ্ণাসপ্তমী [স] বি কৃষ্ণপক্ষের সপ্তম তিথি। 'কৃষ্ণাসপ্তমীর চাঁদ।' নজরুল, ১৯৩১।

কৃষ্ণা [স কৃষ্ণ] বি অবতার কৃষ্ণ। 'তোমি জিগাসো : কোনো কার্যে কৃষ্ণা অমৃতো করিয়াছেন, আমি বুঝাই।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

কৃসক [স কৃসক] বি জমি চাষ করে যে। 'জেনক কৃসক রয়ে দেখি অনাবুধি।' মালাধর, ১৫০০।

কৃসমাস [সি] বি বিতব্রিষ্টের জ্যৈষ্ঠমাস। 'তাদের শুভফ্রাইডে, ইটার মনডে, কৃসমাস এ সব আছে।' হাই, ১৯৫৮।

কৃসান্ধ [স কৃসান্ধ] বিণ কৃসকায়। 'অতিসয় মলিন কৃসান্ধ কেন দেখি।' মালাধর, ১৫০০।

কৃসান [স কৃসান্ধ] বি কৃসান্ধ। 'কৃসান ধরএ জেন উজানের মাছ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৃসি, কৃসী [স কৃসি] বি চাষবাস। 'কৃসি বানিজ্যের হেতু রাখিল মনুষ্য।' মালাধর, ১৫০০। 'কৃসী।' এডমন, ১৭৯৩।

কৃস্রসাধ্য [স কৃষ্ণসাধ্য] বিণ কৃষ্ণসাধ্য। 'বৈধব্য ধর্ম্য রক্ষা অতিকৃস্রসাধ্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

—কে ১ ষষ্ঠী বিভক্তি। 'রূপা ধোই নহি কে ঠাঠী।' চর্চা ৮, ১২০০; 'কনত্রাক্ত গলাকে উচিত স্নেহ ...।' এডমন, ১৭৯০। ২ সপ্তমী বিভক্তি = —তে। 'কেউআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পায়।' চর্চা ৮, ১২০০। ৩ দ্বিতীয়া বিভক্তি। 'সোরা ডরিবার কারণ নৌকাকে রওয়া(না) দিলাম।' বোগল, ১৭৮০।

কে সর্ব কোনো ব্যক্তি। 'নেআলী মট্রী আরও নানা ফুল কে দিআঁ পাঠাইলে মোর।' বটু, ১৪৫০।

কেই সর্ব কে-ই। কেউ। 'তোমা বিনা প্রভু কেই ...।' কৃষ্ণরাম, ১৬১০।

কেই বা ঈশ্বরিণ কোনো ব্যক্তিই বা। 'বদনশোভা দর্শন করিলে কেই বা অপহৃত-মানস না হইত।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

কেউ সর্ব কোনো ব্যক্তি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেউ কেউ সর্ব কোনো কোনো লোক। 'বাবুরা কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতন গোহের আয়োদ করে থাকেন।' হুতায়, ১৮৬১।

কেও সর্ব কেউ। 'সৈসব জীবন উপজল বাদ। কেও ন মানএ জয় অবসাদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কেটা সর্ব কে। 'কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা।' ভারত, ১৭৬০।

কেআ [স কেতক] বি কেয়া। 'সুদরি কনককেআ মুতি গোয়ী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কেউ সর্ব কোনো ব্যক্তি। 'যদি কেউ ওয়ারিণ করে জামিন দিবা।' ভবানী, ১৮২৫।

কেউকেটা ১ বিণ সুপরিচিত। 'মানুষ হিসেবেও কেউকেটা হয়।' হাই, ১৯৫৬। ২ বিণ (বাক্য) মান্য। 'বহর পাঁচেকের মধ্যে এ অঙ্কলের মধ্যে কেউকেটা হয়ে পড়ল লোকটা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

কেউটা [স কালটিকা>] বি অত্যন্ত বিষধর সাপবিশেষ; কেউটে। 'কেউটা সাপের দুদল কৃষ্ণা।' জসীম, ১৯৩৩।

কেউটিয়া [স কৃষ্ণটিকা] বি বিষধর সাপবিশেষ। 'কেউটিয়া, গোস্বন্দ, বোড়া, বোয়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ নির্ভয়ে চিরগল করিতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কেউটে [স কৃষ্ণটিকা] বি বিষধর সাপবিশেষ। 'কেউটে বরিশ কাগীসোখুরা ময়াল।' ভারত, ১৭৬০।

কেউটে-টেউ [স কৃষ্ণটিকা+টেউ] বি কেউটেরূপ টেউ। 'কেউটে-টেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে।' জীবন, ১৯২৭।

কেউড় [স কেয়ুর্] বি কেওড়া নামের বাশ। 'ঐ কেউড় বাশের বনের ভিতর।' জীবন, ১৯৩২।

কেউয়া বি কাক। 'সাধ করিয়াছেন কেউয়া পাকিলে খাবেন ডেউয়া।' গৌর, ১৮২২।

কেওকোটো বিণ ভুছ; নগণ্য। 'মন সে বড় কেওকোটো নয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কেওট [স কেবট] বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চলিলা কেওটকুল নৌকা সব ঠেলি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কেওড়া [ফা করাওয়া] বিণ সুগন্ধি। কেওড়া-জল [ফা করাওয়া]+স জল বি সুগন্ধি জল; গোলাপ জল। 'পানতলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-হিটে-দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কেওয়া [স কেতক] বি কেয়া গাছ। 'ডাইন ভিতে বট পাতা কেওয়া বাম ভিতে।' বিজয়, ১৬৫০।

কেওয়ার [স কপাট] বি দরজার কবট; পাত্তা। 'দরওয়ারন দিলেক কেওয়ার লাগিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

কেওরা [স কেবট] বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কেওরা বসিল হাড়ি ঘাস কাট্যা লয় কড়ি।' মুহুদ, ১৬০০।

কেওরা বি কাঠবিশেষ। 'কেওরা কাঠ কাটতে এসেছে সুন্দরবনে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

কেও [স কেতক] বি কেয়া। 'সমুদ্রে ডাঙ্গিয়া যায় শুকনা কেওর পাত।' বিজয়, ১৬৫০।

কেঁ ক্রিবিণ ককে দিয়ে। 'কেঁড়াশ নাহি কেঁ কি বাহবকে পারায়। চর্খা চ, ১২০০।

-কেঁ নিমিত্তার্থ চতুর্থা। 'এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।' বঙ্গ, ১৪৫০।

কেঁউ-কেঁউ [ধন্য] বিণ অসহায়জ্ঞ জ্ঞাপন করে এমন। 'মনের কথা ব্যক্ত করো/কীণ অস্পষ্ট কেঁউ-কেঁউ শব্দে?' সুভাষ, ১৯৪৮।

কেঁক [ধন্য] বি লাগি যারার ফলে সৃষ্ট শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁকানি [ধন্য] বি কেঁক কেঁক শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁকানো [ধন্য] ক্রি কেঁক কেঁক শব্দ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁকলাস [স কুকলাস] বি গিরগাটি। 'দেখিলত কেঁকলাস অতি মহাকাএ।' মালাধর, ১৫০০।

কেঁচকি বি বাহর ভাঁজ। 'আজও বাজুর কেঁচকিতে মাথা রেখে সে কথাই ভাবছে লেখু।' কায়সার, ১৯৬২।

কেঁচকেট [ধন্য] বি কোমল জলীয় বস্তুর উপর কাঠন বস্তুর আঘাতজ্ঞাত শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁচকেটানি [ধন্য] বি কেঁচ কেঁচ শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁচকেটিয়া [ধন্য] বিণ কেঁচ কেঁচ শব্দকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁচুয়া [স কিছুস্রুকা] বি মাটির ভিতর বাস করে এমন লম্বা কৃমি। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

কেঁচোগুঘু [কাঁচ+স গুঘু] বি অর্ধসমান্ত্র কাজ পুনরায় আরম্ভ। 'আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচোগুঘু করতে হয়।' প্রমথ, ১৯০৫।

কেঁচোগুঘু করা ক্রি অর্ধসমান্ত্র কাজ পুনরায় শুরু করা। 'আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচোগুঘু করতে হয়।' প্রমথ, ১৯০৫।

কেঁচে যাওয়া চ কাঁচা

কেঁচো [স কিছুস্রুকা] বি মাটিতে বাস করে এমন কৃমিজাতীয় কীট। 'সাপের কাছে কেঁচো যেন: সাত চড়ে রা ফোটে নাক।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ - সামান্য নিরাপদ কাজ শুরুতর আকার ধারণ করা। 'ভাই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বার করবে কেন?' উমেশ, ১৮৫৭।

কেঁচো-মাটি বি কেঁচোর তোলা মাটি। 'পথের কিনারায় কেঁচো-মাটির দাগ।' শওকত, ১৯৫৮।

কেঁচেকোট [ধন্য] বি বিরক্তিকর কথা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁচেকোটনি [ধন্য কাটকাট] বি বিরক্তিকর কথা বলার প্রবণতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁচেকোটআ [ধন্য কাটকাট] বিণ বিরক্তিকর কথা বলে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেঁড়ে [স কাণ্ড] বি দুধ রাখার পাত্রবিশেষ। 'কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল।' বক্রিম, ১৮৭৫।

কেঁতর বি পিচুটি। মানোএল, ১৭৪৩।

কেঁতরিয়া বিণ পিচুটিযুক্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

কেঁথা [স কছা] বি কাঁথা। 'ভিখারী হলি, কেঁথা সার করলি কীসের অভাবে রে।' শালীন, ১৮৯০।

কেঁদে [স কুন্দ] বি গাছবিশেষ ও এর ফল। 'কেঁদ কাঠের চেয়েও এবড়োযেবড়ো।' নজরুল, ১৯২৪; 'অম্মমধুর কেঁদফল।' বিজুতি, ১৯৩১।

কেঁদো [স কুন্দ] বি বড়ো। 'গাড়ির হবরা সহিসের পয়স পয়স শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরমাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উঠেছে।' হত্যেয়, ১৮৬১।

কেঁদোবাখ বি খুব বড়ো বাঘ। 'শীতকালে কেঁদোবাখও আসে।' মনোজ, ১৯৬১।

কেঁয়ে বি কাঁহায়া; মাড়োয়ারি বণিক। 'তিনি জমিদারি বন্ধক দিয়ে কেঁয়েদের কাছে ঋণ করতে শুরু করলেন।' প্রমথ, ১৯৩২।

কেক [ই কেইক] বি পিঠাজাতীয় খাবার। 'গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কেকটাস [ই] বি ফণিমনসা। 'কাপ্তানের ঘুমে ঘারে আঁকা থাকতো তিন্ত্র তিন্ত্র চিহ্ন যেমন শব্দতর - হেথার কেকটাস।' মুক্তবা ১৯৬৬।

কেকলাশ [স কুকলাস] বিণ গিরগাটির মতো সরু দেহবিশিষ্ট। 'কেকলাশ হৈল রাজা অধর্মের ফলে।' রূপরায়, ১৭৫০।

কেকা [স] ১ বি ময়ূরের ডাক। 'ময়ূর ময়ূরীর কেকা সহিত নৃত্য।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বি ময়ূর। 'কেকা তারশব্দে যে ... ক্রোড়ারধনি উখিত করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কেকাকলর [স] বি ময়ূরের ডাক। 'উত্তলা কলাশী কেকাকলরবে বিহরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কেকাকলনি [স] বি ময়ূরের ডাক। 'করি যদি কেকাকলনি/ঘৃণায় হায়ে অমনি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কেকারব [স] বি ময়ূরের ডাক। 'কেকারব মিশি ফণীর শব্দনে।' মাইকেল, ১৮৬১।

কেচরি [বি কচরী] বি কাছারি। 'মুই সেরেব কেচরির ভেতর অনেক

তামসা দেবেলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কেটিংমতে [স। *ক্রিবিণ* কোনোমতে। 'কেটিংমতে ভোগ্যভাব এ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্যাকর্ম ভোগ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

কেচে [স। *কর্ত্তরী*। *বি* কাঁচি। 'ও বীন! বীইন! একবার তোগার কেচে খান দিবি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

কেচ্ছা [আ। *কিসসা*] ১ *বি* কাহিনি। 'সয়ফুল মুলুক কেচ্ছা কহিলা প্রকাশি।' *আলাওল*, ১৮৮০। ২ *বি* গাণপত্ত। 'Rationalist খুলে দেখো তাকে Nationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ৩ *বি* ইতিহাস। 'ইংরেজ-ফরাসীর কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাস করেছেন।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

কেজিয়া [আ। *কজিয়াহ*। *বি* কাজিয়া; সংঘাত। 'শালী কেজিয়া বুজছে, ও বড় লড়াইউলি।' *গিরিশ*, ১৮৭৭।

কেজুর [স। *কেয়ুর*। *বি* বাজু; বাহুর অলঙ্কারবিশেষ। 'কেজুর কুতল হার সমস্ত গেনাথরে।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

কেজে [ফা। *কাজিয়া*] *বি* মারামারি। 'বসন্তবাড়ির বগড়া কেজে কিছুই আমার মিটলো না।' *লালন*, ১৮৯০।

কেজো [স। *কার্য*] ১ *বিণ* কাজে লাগে এমন। 'কেবল কেজো কথাই কহেন - ফলিতো কথা কিছুই কহেন না।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বিণ* কার্যক্ষম। 'কেজো লোক সব আর রে ধেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

কেট [স। *কাট*] *বি* জলপাত্র; ভিত্তি। 'রামদাস মুটির মন সরলে/ চামড়ার কেটা গেলো।' *লালন*, ১৮৯০।

কেটলি, **কেটলী** [ই। *কেটল*] *বি* পানীয় গরম করার নলযুক্ত পাত্র। 'চায়ের জলের অর্ধেকটা ছিল কেটলির।' *নজরুল*, ১৯৩০; 'চাপাও চাক্কো কেটলী রে।' *অরদা*, ১৯৪৫।

কেটো মোট্টা [স। *কাঠ+আ*। *মুত্ঠা*] *বি* (বাস) রক্ষণশীল ধার্মিক। 'লালন তেমনি কেটো মোট্টা।' *লালন*, ১৮৯০।

কেটো [স। *কাঠ*] ১ *বিণ* কাঠের। 'কেটো বেপারি।' ওয়া, ১৭৮৫। ২ *বিণ* পরিশ্রমী। 'কেটো হাতেও ফোসকা পড়িয়ে তবে ছেড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* রক্ষ; শ্রীহীন। 'কেটো কাঠ আছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

কেটোমিত্তী [স। *কাঠ+প*। *মিত্তি*] *বি* কাঠমিত্তি। 'একটির বাপ কেটোমিত্তী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

কেডুআল [স। *কুপীটপাল*] *বি* দাঁড় টানে যে। 'কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।' *চর্চা*, ১২০০।

কেড্ডিডেট [ই। *বি* প্রার্থী। 'হিন্দু মুসলমান আরো দুটো ডাক্তর কেড্ডিডেট রয়েছেন।' *মুক্ততবা*, ১৯২২।

কেতক [স। *বি* কেয়া ফুল। 'কেতক ও কদম পুষ্পের গন্ধে, চারি দিক আমোদিত হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

কেতকি [স। *কেতক*] *বি* কেয়া ফুল ও গাছ। 'জ্ঞাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেতকী [স। *বি* কেয়া ফুলের গাছ ও তার ফুল। 'শেবতী কনক যুথী সুখী কনক কেতকী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেতকীকেশর [স। *বি* কেয়া ফুলের পরাগ। 'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

কেতকীপত্র [স। *বি* কেয়াগাছের পাতা। 'ইন্দু-কিরণচ্ছাত্র ন্যায়

একটি শুভ কেতকীপত্র আসভ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কেতকুতি [ধ্রুয়া। *বি* কাড়কুড়। *যানোএল*, ১৭৪৩।

কেতন [স। *বি* কুঞ্জ। 'নিভৃত কেতনে হরল চেতনে হৃদয়ে রহল বাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কেতন [স। *বি* পতাকা। 'নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে, ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

কেতনবর [স। *বি* পতাকা; নিশান। 'ধ্বজধর বধী মেগিলা কেতনবর, রতনে খচিত।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

কেতলি [ই। *কেটল*] *বি* তরল পদার্থ গরম করার পাত্র। 'কেতলি ১ এক।' *মের্স*, ১৭৬২।

কেতা [আ। *কিতআহ*] ১ *বিণ* গুচ্ছ। 'এক জোন পোরিব লোক বেঙ্গাল দেশের এক কেতা তমাসকে হারান।' *ক্যাপগে*, ১৭৮৭। ২ *বি* গ্রন্থ। 'এক কেতা গাজল পুনর্ব্বার দাখিল করিতে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *বি* কায়দা। 'সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা এখন দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উচ্চকোতা সাহেবের গোবরের বসুট।' *হুমায়ুন*, ১৮৬১। ৪ *বি* স্বভাব। 'মুদ্রিনির এমনি কেতা, পড়ে থাকে যেথা সেথা।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

কেতাদুরন্ত [আ। *কিতআহ+ফা*। *দুরন্ত*] ১ *বিণ* সুসুজল; পরিপাটি। 'তুর্কিরা আধুনিক কায়দা-কানুনে কেতাদুরন্ত।' *নজরুল*, ১৯১৯। ২ *বিণ* কঠিনসম্মত। 'তার সঙ্গে আবার কেতাদুরন্ত কথা! ওয়াদী, ১৯৪৮। ৩ *বিণ* বিধিসম্মত। 'শখের ব্রাহ্ম নয়, কেতাদুরন্ত ব্রাহ্ম।' *সচিত্রা*, ১৯৫০।

কেতাব [আ। *কিতাব*] *বি* গ্রন্থ। 'কেতাব আশ্রয় যত তৃতীয়ে বন্দি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কেতাব কোরাণ, **কেতাব-কোরান** [আ। *কিতাব-কুরআন*] *বি* ইসলামি ধর্মগ্রন্থ। 'কাজী কহে তোমার যেহে বেদ পুরাণ তৈহে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কেতাব-কোরানে না পাইলে মেল-কোরানে সব পাবে।' *লালন*, ১৮৯০।

কেতাবি, **কেতাবী** [আ। *কিতাব*] ১ *বিণ* পুস্তকনির্ভর। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বিণ* বইয়ের। 'সে শুধু কেতাবী কথা আজও সে শপন।' *নজরুল*, ১৯২৭। ৩ *বিণ* বইয়ের বর্ণনার মতো। '... পাছে তা কেতাবী হয়ে পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

কেতাবত [আ। *বি* ললাট লিখন। 'এজিদের কেতাবত দেখে বদজাত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

কেতাব [স। *কৃতার্থ*] *বিণ* ধনা; কৃতার্থ। 'তিনি এসে আমায় কেতাব করে দিলেন।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কেতু [স। ১ *বি* (জ্যোতিষ) কল্পিত গ্রহবিশেষ। 'বার রাশি সাতাইশ নক্ষত্র রাহ কেতু।' *সুলতান*, ১৬৫০। ২ *বি* পতাকা। 'দাইল চৌদিকে হেরি সে কেতুর কান্তি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

কেতুর দশা *বি* কেতু গ্রহের প্রভাব। 'আমার জন্মলগ্নে কেতুর দশা চলছিল।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

কেতুকি [স। *কেতক*] *বি* কেয়া ফুল। 'কেতুকি ধাতুকি কাটিল বামনহাটী।' *মুহুন্দ*, ১৬০০।

কেথনা [ই। *ক্রিবিণ* কী পরিমাণ। 'মোর কেথনা ফিকির, কেথনা পেঁচ, কেথনা শেস্ত তা জবানীতে বলা যায় না।' *প্যারী*, ১৮৮৮।

কেথলিক [ই। *ক্যাথলিক*] *বি* আদি খ্রিস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়। 'কেথলিক দল সব প্রেমানন্দে দোলে।' *গুণ*, ১৮৫৮।

কেদার [স] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কেদারাগ' বড়, ১৪৫০।

কেদারা [স কেদার] বি রাতের প্রথম প্রহরে পের রাগ। 'মূলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিন্যাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কেদারি [স কেদার] বি কেদারা রাগিণী। 'ঠিক সুরে তার বাধা ... নাম দিতে পারি তবে কেদারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কেদারা [পা] বি চেয়ার; উচ্চ কাঠাসনবিশেষ। '... তিনি মেজ ও কেদারা গড়া শিখিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কেদারা'র কেদার

কেন [স] ক্রিবিণ কী কারণে। 'কেন কান হেন পড়িহাসে।' বড়, ১৪৫০।

কেনমতে, কেনমতে ক্রিবিণ কেনমে; কিভাবে। 'আম্মা এড়ি কেনমতে ধরিলে পরাণী।' বড়, ১৪৫০; 'কেনমতে এড়াইল কমলাচান।' মালাধর, ১৫০০।

কেনমনে ১ ক্রিবিণ কোনমনে। 'মোএ না জীবো কেনমনে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ কিভাবে; কিরূপে। 'রাখিকা এড়িআ আজি জীবো কেনমনে।' বড়, ১৪৫০।

কেননা [স কেন] ১ অব্য যাহেতু। 'ওহে হরিণ এ বড় সুসময় কেননা গুল্প সকল বিকশিত হইয়াছে।' চঞ্জীচরণ, ১৮০৫। ২ অব্য কারণ। 'তাহার কপালে আসন কেননা আকৃতি কিম্বতকিমাকার।' ভবানী, ১৮২৮।

কেনা, কিনা [স ক্রী] ক্রি ক্রয় করা। 'ফটকলই কিনি দিল বড়াই আচল।' মালাধর, ১৫০০। কিনএ ক্রি কেনে; দাম দিয়ে ক্রয় করে। 'কোন জন বেচএ কিনএ কোন হাট।' বাহরাম, ১৬৫০। কিনয় ক্রি ক্রয় করে। 'কিনয় সহস্র সংখ্যা পরম সুন্দরী।' আলোড়ল, ১৬৮০। কিনি ১ ক্রি কিনে; ক্রয় করে। 'ফটকলই কিনি দিল বড়াই আচল।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি ক্রয় করি। 'ডিনা ডরে নানা দুখ-বেদন।' মুকুন্দ, ১৬০০। কিনিছি ক্রি ক্রয় করছি। 'বুলিলা কিনা মূল্যে কিনিছি এ মুর্তি।' সুলতান, ১৬৫০। কিনিঞা, কিনিঞা ক্রি ক্রয় করে। 'বিবিমত মহাপ্রসাদ আনিল কিনিঞা।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'কিনিঞা প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন।' মুকুন্দ, ১৬০০। কিনিত ক্রি ক্রয় করতো। 'জতন করিআ তাহা কিনিত অবলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। কিনিনু ক্রি কিনলাম। 'করুণ কিনিনু আগে আর আর এড়া।' কুঙ্করাম, ১৭২০। কিনিবার ক্রি কেনার। ক্যালশ, ১৭৮৪। কিনিলাম ক্রি কিনলাম। 'কিনলাম তাহে বলি উদ্ভূত ঘেষ।' রামধন্যদাস, ১৭৮০। কিন্যা ক্রি কিনে। 'বেচা কিন্যা হইলে ধনী ইহা ভালে আমি জানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। কেনে ক্রি ক্রয় করে। 'চতুর্দিকে যার খেই ইচ্ছা সেই কেনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কেনাকো ক্রি অন্যকে দিয়ে ক্রয় করানো। 'কুবেরকে তার জমি কিনিয়েই দিতে হবে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কেনা' [স ক্রী] বিণ ক্রীত; যেন ক্রীত হয়েছে এমন। 'চিরকালের জন্য তোমার কেনা হইয়া থাকি।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কেনাকাটা বি ক্রয়। 'সদর রাস্তায় কেনাকাটা করতে পারে নির্বিবাদে।' ওয়াসী, ১৯৪৫।

কেনাকেনি বি কেনাকাটা। 'বিনি মূলে আজ কেনাকেনি।' নজরুল, ১৯২৮।

কেনাদাসী [স ক্রীতদাসী] বিণ ক্রীতদাসী। 'আমি লো তার কেনা দাসী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কেনাবেচা বি পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়। 'লৌকার এবং কতক ডাঙায়

কেনাবেচা চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'সে পৃথিবী কেনাবেচা বাণানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কেনারা [স] কিনারাহা বি কিনারা। 'কেনারায় গড়।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

কেনারি [স] কিনারি বি ছোটো গানের পাখিবিশেষ। 'শশী বাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ সেবিবে।' মানিক, ১৯৩৬।

কেনাশ [স] বি ঝা। 'কেনাশটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরই জানেন।' অন্নদা, ১৯২৯।

কেনি [প্রা] কিণো কেনা ক্রিবিণ কী কারণে; কী জন্য। 'কৃষ্ণ নাম তোমার সন্ধে পাসরিলে কেনি।' মালাধর, ১৫০০।

কেনি' [স] ক্রিবিণ বি কেনুই। 'গাঁজা টিপটি তা নইলে শেকহ্যাও কন্তম - নেভার মাইন, কেনি দাও।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কেনে' [স কেন] ১ ক্রিবিণ কেন। 'তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ কী কারণে। 'আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।' কুঙ্করাম, ১৫৮০। ৩ ক্রিবিণ কিভাবে। 'অরণ্যে সামাইল মৃগী আনিবেক কেনে।' সুলতান, ১৬৫০।

কেনেরি [স] কিনারি বি ছোটো গানের পাখিবিশেষ। 'এক জোড়া কেনেরি পাখি ধরা থাকে।' অবন, ১৯২৭।

কেনো [স কেন] অব্য কেন। 'পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে কার্যো করি তাহার পুণ্যকিত্য কেনো আমি করিবো?' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

কেনুই [স] বি গাব গাছ। 'কুজা কুজু কদম বাসক কেন্দু কুন্দ।' বড়, ১৪৫০।

কেন্দুয়া [স সন্ধ] বি নেকড়ে। 'এক কেন্দুয়া আপন ডেড়ার পালে।' তারিনী, ১৮০৩।

কেন্দ্র [স] ১ বি প্রধান স্থান। 'এই দুই কেন্দ্র থেকে বালপাটোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা অর্পিত ... হয়।' গৌর, ১৮২২। ২ বি মধ্যবিন্দু। 'নাভির শেষ ভাগকে কেন্দ্র কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৩ বি গভীরতম স্থান। 'আমার প্রশ্নের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি নির্বাচনের এলাকা। 'নিজ নিজ কেন্দ্র উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৩৬।

কেন্দ্রকুহর [স] বি কেন্দ্রবিন্দু। 'বেদনায় সমস্ত জল-হৃদ-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে ... বাঁশি বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কেন্দ্রস্থল [স] বিণ প্রধানতম। 'আমাদের একাকি এক সহস্র সমস্যার কেন্দ্রগত সমস্যা তো এই।' অন্নদা, ১৯২৮।

কেন্দ্রগতা [স] বিণ ক্রী কেন্দ্র থেকে বিহীন। 'যে কেন্দ্রগতা সরল রেখার উভয় প্রান্ত পরিধিতে লগ্ন হয় তাহার নাম ব্যাস।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কেন্দ্রচূড়া [স] বি কেন্দ্রবিন্দু। 'সেই দৈশিক কেন্দ্রস্থলি একটি মহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কেন্দ্রহাত [স] বিণ কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। 'সে ততটা কেন্দ্রহাত, ততটা উদ্রাগামী।' প্রমথ, ১৯০৫।

কেন্দ্রপ্রদেশ [স] বি মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'এর কেন্দ্রপ্রদেশ যোর কালো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কেন্দ্রবন্ধ [স] বিণ কেন্দ্রে আবদ্ধ। 'তাহারই একটি কেন্দ্রবন্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কেন্দ্রবর্তী, কেন্দ্রবর্তী [স] বিণ কেন্দ্রে আছে এমন। 'বস্তুর উপরে

পতিত আলোক প্রতিফলিত হইয়া কেন্দ্রবর্তী ছিদ্রপথে ... ' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'অনাদিকালের কেন্দ্রবর্তী জ্ঞান করে ... নিম্নেতে চির প্রতিষ্ঠিত অনুভব করছিলাম' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কেন্দ্রবাসী [স] *বিণ* মধ্যস্থানে থাকে এমন। 'আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কেন্দ্রবিন্দু [স] *বি* মূল বিষয়। 'আমার এই বক্তব্যই সেই কেন্দ্রবিন্দু' উমর, ১৯৬৮।

কেন্দ্রভূতা [স] *বিণ* ক্রী কেন্দ্রে অবস্থিত। 'এই এক সিদ্ধান্ত তাঁহাদের বিশ্বাসকেন্দ্রে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, পৃথিবী অচলা ও অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রভূতা' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

কেন্দ্রভ্রষ্ট [স] *বিণ* কেন্দ্রচ্যুত। 'তাঁরা আহলে বিলেতি ইসলামের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট' *প্রমথ*, ১৯০৫।

কেন্দ্রমূল [স] *বি* কেন্দ্রস্থল। 'এ শহরটিই ছিল কোয়েটা চামান কান্দাহারের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রমূল' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

কেন্দ্ররূপী [স] *বিণ* কেন্দ্রে পরিণত। 'সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন শকাইয়া তোলে' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কেন্দ্রস্থ [স] *বিণ* কেন্দ্রে অবস্থিত। 'তাহলেও তোমার অস্থিতি নিয়েছে হরণ করে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩১।

কেন্দ্রস্থল [স] ১ *বি* মধ্যবর্তী স্থান। 'সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বি* মধ্যবিন্দু। 'একটি অখণ্ড বিস্তারে কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজে' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ *বি* অশ্রয়স্থল। 'গৃহ নিরানন্দ ... ঝগড়া ফ্যাসাদের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠবে' *বেগম*, ১৯৫৭।

কেন্দ্রস্থান [স] *বি* গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। 'একটি কেন্দ্রস্থানে ঈদের নমাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে' *এসলাম*, ১৯১৯।

কেন্দ্রাতিগ [স] *বিণ* কেন্দ্র থেকে বহির্মুখী। 'তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেন্ট্রাফাল' -' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কেন্দ্রানুগ [স] *বিণ* কেন্দ্রমুখী। 'তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কেন্দ্রাতিগ [স] *বিণ* কেন্দ্রমুখী। 'যন্ত্রবিপ্লব শুধু আর্থিক সংগঠনকে কেন্দ্রাতিগ করেন ...' *শিব*, ১৯৬০।

কেন্দ্রাতিগতা [স] *বি* কেন্দ্রমুখীনতা। 'বিশ শতকে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই কেন্দ্রাতিগতা দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে' *শিব*, ১৯৬০।

কেন্দ্রাশ্রয় [স] *বি* কেন্দ্রীভূতকরণ। 'একদিকে ক্ষমতার প্রবল কেন্দ্রাশ্রয় প্রবলতা; অন্যদিকে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি ...' *শিব*, ১৯৫৬।

কেন্দ্রীভবনজাত [স] *বিণ* কেন্দ্রীকরণের ফলে সৃষ্ট। 'নীতির কেন্দ্রীভবনজাত এই শোচনীয়তা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে নীতির বিকেন্দ্রীকরণ' *মোতাহের*, ১৯৫০।

কেন্দ্রীভূত [স] ১ *বিণ* কেন্দ্রে আছে এমন। 'সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বিণ* সম্মিত। 'সমাজের সকল জ্ঞান সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত' *প্রমথ*, ১৯১৪। ৩ *বিণ* কেন্দ্রের দিকে ধাবিত। 'জাতির অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়া আবার সমস্ত জাতির মধ্যে সম্মিলিত না হইলে সে জাতি বাঁচে না' *আজাদ*, ১৯৩৬।

কেন্দ্রীয় [স] ১ *বিণ* কেন্দ্রস্থ। 'কেন্দ্রীয় পন্থায়েতে সভা নির্বাচনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ *বিণ* জাতীয়; ক্ষেত্রবিশেষ। 'ভারী কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে হয় মুসলমানকে সম্পূর্ণ পৃথক

জাতি হিসাবে ...' *আজাদ*, ১৯৪০। ৩ *বিণ* প্রধানতম। 'এখন এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বা মজলিস-এর অধীনে থাকিবে' *বেগম*, ১৯৫২।

কেন্দ্রো [স] *কর্ণকীট* *বি* অনেক পা আছে এমন কীটবিশেষ। 'হয়ে গেল একেবারে বহুপদবিশিষ্ট একটি অলস কেন্দ্রো' *নজরুল*, ১৯২৭।

কেপটি *বি* ছিপি। 'সোডার বোতলের কেপটি' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

কেপাইত, কেফাইত [আ] *কিফায়ত* *বিণ* প্রাপ্য। 'হাকিমের মালতজারি করিয়া কেপাইত তিন হাজার টাকা পাইয়াছিলাম' *ওর্স*, ১৭৮২। 'কেফাইত' *ক্যালপে*, ১৭৮৭।

কেপিটাল [হি] *বি* পুঞ্জ; মূলধন। 'দোকান খুলতে কেপিটাল লাগে না?' *সুনীল*, ১৯৭০।

কেবল [স] *ক্রিবিণ* একমাত্র। 'বিস্কুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

কেবলই *ক্রিবিণ* শুধুই। 'সে কি নিরর্থক, অথবা কেবলই অপকারী?' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

কেবলমাত্র [স] *ক্রিবিণ* শুধু। 'আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্তী' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কেবলাশ্রয়ী [স] *কেবল-অশ্রয়ী* *বি* একধরনের যুক্তি। 'মানুষ এতকাল যুদ্ধ করেছে সুতরাং চিরকাল করবে এও যেমন কেবলাশ্রয়ী, এম্পিরিক যুক্তি ...' *সবুজ*, ১৯২১।

কেবলাভাব [স] *বি* একাত্তাব। 'ঐশ্বর্য হৈতে জ্ঞানে কেবলাভাব গুণ্য প্রধান' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কেবলি *ক্রিবিণ* শুধুই। 'মাটি ঝাণ্ড গোবিন্দাই জুসোদা কেবলি' *মালাধর*, ১৫০০।

কেবলা [আ] *কিবলাহ* *বি* পিতামাতা বা শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন এমন ব্যক্তি। 'ছাত্র কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না' *মনসুর*, ১৯৩৫।

কেবলাহ [আ] *কিবলাহ* *বি* কাবাঘর। 'বায়তুল মোকাদ্দাস মোসলেম জাহানের সর্বপ্রথম কেবলাহ' *জামায়াত*, ১৯৩৭।

কেবা সর্ব কোন ব্যক্তি। 'এমন নির্ণয় মাঝে কেবা কৃপা করে' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

কেবিন [হি] *ক্যাবিন* *বি* জাহাজের কক্ষ। 'কাছেই আমার কেবিন' *বিভূতি*, ১৯৩৩।

কেমণ *বিণ* কেমন; কীরূপ। 'আদ্যোক্ত করিব তথা কেমণ পরকার' *বড়ু*, ১৪৫০।

কেমত [স] *কিম্* *বিণ* কী। 'কেমত প্রকারে পাই নন্দের নন্দন' *মালাধর*, ১৫০০।

কেমন ১ *ক্রিবিণ* কী প্রকার। 'তোমা বিনু প্রান তার করএ কেমন' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* কিভাবে। *ওর্স*, ১৭৮২।

কেমন করা ১ *ক্রি* ব্যাকুল হওয়া। 'মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ *ক্রি* উদাস হওয়া। 'আমার মন কেমন করে / কী জানি, কাহার তরে' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কেমন করে *ক্রিবিণ* কিভাবে। 'পরকল্পা অর্থ্য বিনা কেমন করে রয়ে গো' *চট্ট*, ১৫৫০।

কেমন কেমন ১ *ক্রিবিণ* অবস্থির মতো। 'আমার যেন কেমন কেমন ঠেকেছে' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ *বিণ* উদাস। 'মাঠের পানে চেয়ে মনটা

কেমন-কেমন করে ওঠে।' ওয়াশী, ১৯৪৩।

কেমনতর, কেমনতরো বিণ কী রকমের। 'তা বলা ভাই মদন কেমনতর?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল কেমনতরো ঢঙ এ গো!' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কেমনথারা বিণ কী রকমের। 'তুমি কেমনথারা লোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কেমনে ক্রিবিণ কী করে; কিভাবে। 'কেমনে কাহের/ বোল গালিবে।' বড়ু, ১৪৫০।

কেম্মে [কেমন] ক্রিবিণ কেমনে। 'পত হয়ে প্রজার পালন কেম্মে করে।' যানিকরাম, ১৭৮১।

কেমবিস [ই কানভাস] বি মোটা ও মজবুত কাপড়বিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কেমিক্যাল [ই] বি রাসায়নিক দ্রব্য; রসায়ন। 'কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে নিভি নিয়ে বসি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কেমিস্ট [ই] বি ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। 'কেমিস্টের কাছ থেকে ওষুধপত্র ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কেমিস্তি, কেমিস্তি [ই] বি রসায়নবিদ্যা। 'ম্লে আছে তার কেমিস্তি আর শুধু পদার্থতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'কেমিস্তি না পড়লে তুমি বস্ত্র-জগতের এত রহস্যের কথা জানতে পারবে?' সুনীল, ১৯৭০।

কেয়লা বি নান্দিত্য পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'দুরন্ত কিরাড কোল হাটেতে বিজয় ঢোল জাতিজীবী বসিল কেয়লা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেয়া [স কেতক+] বি কেতকী ফুল ও তার গাছ। 'কেয়া-পত্র গ্রোপি আইল বোঝা পাঁচ সাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কেয়াখয়ের [স কেতক+স খদির+] বি কেশ্যকুলের রেণু ও তৈল। 'মঙ্গলার মিশ্রণে তেজির পানের খয়েরবিশেষ। 'সে তাহার মুখের খয়েরের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কর দিতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কেয়ামত [আ কিয়ামত] বি ইসলামি মতে শেষ বিচারের দিন। 'কেয়ামত অবধি কাফের দুঃখ-জাল।' আলগোল, ১৬৮০। দ্র কিয়ামত

কেয়ামতরাহি [আ কিয়ামত+স রাহি] বি কেয়ামতরূপ রাহি। 'তার উপর এই কেয়ামত-রাহি।' পাশা, ১৯৭১।

কেয়ার' [ই] বি পরয়ো। কেয়ার করা [ই কেয়ার+করা] ক্রি পরয়ো করা। 'নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তারে কেয়ার করে?' মশাররফ, ১৮৬৯।

কেয়ারটেকার [ই] বি ভগ্নাবশ্যক। 'কেয়ারটেকার ... বয়স্ক লোক।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কেয়ারলেস [ই] বিণ অসতর্ক। 'তোমার মতো কেয়ারলেস হাঁদা।' যানিক, ১৯৩৭।

কেয়ার' বি ঐশ; দরজা। 'কেয়ার বা ঐশ বাঁধিয়া ঘরের দরজা।' জসীম, ১৯৬৪।

কেয়ারি, কেয়ারী [স কেদারিকা] ১ বি আল দিয়ে ঘেরা উদ্যান বা ক্ষেত। 'মধ্যে অপূর্ণ কেয়ারি।' রামরায়, ১৮০১; 'সোপাটার কেয়ারী বকবক করে।' মাহেনাথ, ১৯৪৯। ২ বি সমুদ্র বিন্যাস। 'সমস্ত সুখাসক কোষায় ডুবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'রূপালের কেয়ারিতে হাত বুলাতেই চিনতে পারলাম।' যশীল, ১৯৫৭।

কেয়ারী করা বিণ আল দিয়ে ঘেরা এমন। 'কেয়ারী করা পথটা দিয়ে ওরা হেঁটে গেল।' আলগাউদ্দিন, ১৯৫৫।

কেয়াস [আ কিয়াস] বি অনুমান। 'এটা কোন কেয়াসের ব্যাপার নয়।' কায়সার, ১৯৬২।

কেয়ুর [স] বি বাহুর অলঙ্কারবিশেষ; বাজু। 'হার কেয়ুর আর যত আভরণ সব।' বড়ু, ১৪০০।

-কের খলী বিজজি। 'যেহ নদীকের বাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

কেরতাত [স কুতার্থ] বিণ কুতার্থ। 'তপস্যা করিতে তাহাতে মুনি সকালের কন্যা সকালে কেরতাত করিতেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪০।

কেরদানি, কেরদানী [ফা কারদানী] ১ বি নৈপুণ্য; বাহাদুরি। 'মনটি অধিকার করতে হাজার রকমের কায়দা-কেরদানি দেখানো।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি কর্মকৌশল। 'এতে কেরদানি করে।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি কৃতিত্ব। 'তারিফ করবার মত কেরদানী।' মুজতবা ১৯৫২।

কেরদার [ফা কারদার] বি প্রধান। 'আসবে কেরদার খ্রীসেখ কুতবদীন বাজ ...।' চিঠিপত্র, ১৮৬৪।

কেরপা [স কূপা] বি কূপা। 'তা মোদের পত্তি এমনি কেরপা বটে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

কেরয়াল [স করবাল] বি দাড়। 'ঘন কেরয়াল পড়ে চলে তরা তরা।' মুরাদ, ১৬০০।

কেরাণী [স কেরল+] বি মালাবার (কেরালা) দেশের নারী। 'সজল-জলদ-কুচি কেরলীর ফুল।' দীনবন্ধু, ১৬৬৭।

কেরাপি, কেরাপী [স করণিকা] ১ বি কেরানি; দান্তরিক কাজ ও হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন নিম্নপদস্থ কর্মচারী। 'লালদিগীর ধারে কেরাপিদের থাকিবার যে তেতলা ঘর।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি কর্মজীবী। 'উজীল মোড়ার কেরাপী মাঠেরে দল যে কাজের লোক, সে বিবয়ে সন্দেহ নেই।' প্রমথ, ১৯৭৭।

কেরাপিগিরি, কেরাপীগিরি [স করণিক+ফা গিরি] বি কেরানির কাজ। 'কেরাপীগিরি করিব না।' দর্পণ, ১৮২১; 'মুনসীগিরি ও মহরিগিরি কিংবা কেরাপিগিরি।' ভবানী, ১৮২৫।

কেরানি, কেরানী [স করণিকা] বি দপ্তরের নিম্নপদস্থ কর্মচারী। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরানির পতন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'ব্যাঙ্কের কেরানী।' শরৎ, ১৯১৪।

কেরানিগিরি, কেরানীগিরি, কেরানীগিরী [স করণিক+ফা গিরি] বি কেরানির কাজ। 'বাঙালি কেরানিগিরি ছাড়িতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'যতটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'ফুলের চাকরি কিন্তু মাস্টারী নয়, কেরানীগিরী।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

কেরানিশালা [স করণিক+স শালা] বি কেরানিদের থাকার স্থান। 'কেরানিশালার এক কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কেরাপাত [প কেরাপা] বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'কেহ কেরাপাত পরে কেহ বা চৌদানী।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কেরাবু [পা] বি এক রকমের কানের অলঙ্কার। 'কেরাবু ২ দুইটা।' মেয়র্স, ১৭৬২।

কেরামত, কেরামৎ [আ কারামত] ১ বি অলৌকিক শক্তি। 'বড় বীর মহাকায় গোরে কেরামত তায়।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ বি বাহাদুরি। 'কত কেরামৎ জান রে বনা কত কেরামৎ জানে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কেরামতকুশল [আ কারামত+স কুশল] বিণ অলৌকিক

ক্ষমতাসম্পন্ন। 'এই পীরগোষ্ঠি যে কত বড় কেরামতকুশল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

কেরামতি, কেরামতী [আ কারামত] ১ বি জাদুকরি ক্ষমতা। 'সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি।' সুকুমার, ১৯২০। ২ বি বাহাদুরি। 'কে কাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি খাশা জিনিসের কেরামতিতে।' জীবন, ১৯৩২। ৩ বি অলৌকিক ক্ষমতা। 'ঐতিহাসিক সিদ্ধার কেরামতী বর্ণনা করিয়া ... ধর্মীয় উদারতাও প্রদর্শন করিয়াছেন।' এনাফুল, ১৯৫৫।

কেরায়া [আ কিরায়া] বি ভাড়া। 'কেরায়া লওয়া জাবেক।' ক্যালগে, ১৭৭৭। ২ কেরোয়া

কেরোয়া-নাও [আ কিরায়া+স নৌকা] বি ভাড়া করা নৌকা। 'কেরোয়া-নাও আর ঘাসিনৌকার দাল-দাল আলো।' আলোউদ্দিন, ১৯৩৩।

কেরাস বিল [ই ক্রস বিল] অনাদায়ী বিলের অভিযোগ। 'দুই কেরাস বিল।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

কেরোসিন [ই কেরোসিন] বি অপরিশোধিত জ্বালানি তেলবিশেষ। 'দুই ডাই যোরা সমালীন, মেজের উপরে জ্বলে কেরোসিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কেরোসিন কুপি [ই কেরোসিন+স কুপী] বি কেরোসিন তেলে জ্বলে এমন খাবত বাতি। 'কালো ধোয়া উড়িয়ে জ্বলেছে কেরোসিন কুপি।' আলোউদ্দিন, ১৯৭১।

কেরুআল, কেরুআল, কেরুয়াল, কেরোআল [স করবাল] বি নৌকার হাল; দাঁড়। 'বাহিরা নিরোঁ নোখ উড কেরোআলে।' বড়ু, ১৫০০; 'অমর বরু সনে বাজে কেরুআল।' মালদার, ১৫০০; 'তেজি দণ্ড কেরুআলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে।' মুকুন্দ, ১৫৫০; 'বরু কেরুয়াল পড়ে জলে লাগে সাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেরে [স কেন] অথবা কেন। 'দেল ধুঁড়িলে জানতে পাবি/ আত্মশূল নাম হল কেরে।' লালন, ১৮৯০।

কেরোয়া [আ কিরায়া] বি ভাড়া। 'পঞ্চাশ টাকার কেরোয়ার যোগা বাটীতে বাস করে।' দর্পণ, ১৮২৫।

কেরেস্তান [ই ক্রিস্টিয়ান] বি খ্রিস্টানি: ইউরোপীয়। 'আপনি হিন্দু, আপনাদের পরনে কেরেস্তানি সূঁট কেন?' মুজতবা ১৯৫২।

কেরোসিন [ই] বি অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম; প্যারাফিন। 'এক প্রকার পাথরিয়া কয়লা আছে, তাহা চুয়াইলে কেরোসিন তৈল নির্গত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কেরোসিন কাঠ [ই কেরোসিন+কাঠ] বি প্যাকিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হালকা কাঠবিশেষ। 'কেরোসিন কাঠের তক্তার ... খোপ।' মানিক, ১৯৪০।

কেরোসিন-চুলা [ই কেরোসিন+স চুল্লা] বি স্টোভ; কেরোসিন তেলে চালিত চুলা। 'কেরোসিন-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কেরোসিন-টিন [ই] বি কেরোসিন রাখার পাত্র তৈরিতে ব্যবহৃত তিন। 'বারান্দার ওপরে দিয়ে আছে কেরোসিন-টিনের চাল।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

কেরোসিন ল্যাম্প [ই] বি কুপি; টিনের তৈরি ডিম্বার মতো বাতি। 'ভূতা প্রকৃতি কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯৯৫।

কেরোসিন-শিখা [ই কেরোসিন+স শিখা] বি কেরোসিন-প্রদীপের শিখা। 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কেরোসিনি [ই কেরোসিন] বিণ কেরোসিনের। 'চাঁদেদের মগিন করিতে পারে না কেরোসিনি ডিবেকালি ঢালি।' নজরুল, ১৯২৯।

কেসটিক [ই] বি প্রাচীন ইংল্যান্ডে রোমানদের আগে বসতি স্থাপনকারী নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত। 'জর্জান, ওলন্দাজি, ইংরেজি; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেসটিক ভাষা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কেলশ [স ক্লে] বি কঠ। 'ঘোচে এই কেলশ।' ভবানী, ১৮২৫।

কেলা [স কদলা] বি কলা। 'এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু।' বিজয়, ১৬৫০।

কেলা [আ কিল্লা] বি দুর্গ। 'বাদশাহী লস্কর রাজমহলের কেলা সেই মতে ছাড়াইলে রাজার সেনাও তাহারদের পতাৎবর্জি।' রামরাম, ১৮০১। ২ কেয়া, কিল্লা

কেলাস [ই] বি ক্লাস; শ্রেণী। দর্পণ, ১৮২৭; 'সংস্কৃত কালেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

কেলাস [স] বি দানা: ক্রিস্টাল। 'মিহরি-কেলাস, অন্ন, খর্ব্বরের মজ্জার আখিম।' শক্তি, ১৯৬১।

কেলাসিত [স] বিণ দানাবাধা অবস্থা। 'কেলাসিত হয়ে আছে নক্ষত্রের দোষ।' জীবন, ১৯৪০।

কেলি [স] ১ বি খেলা। 'বাঁধিযুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিধ খিচাঁ।' চর্চা ৪১, ১২০০। ২ বি লীলা। 'পুত্র পৌণ্ড্র লইয়া কৃষ্ণ সুখে করে কেলি।' মালদার, ১৫০০। ৩ বি প্রমোদ। 'কেলি সুখে বঙ্কিম মোহে নিরন্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কেলিকদম [স] বি নীপ; এক শ্রেণীর কদম গাছ। 'কেলিকদম গাছের ...।' বিজুতি, ১৯৩৮।

কেলিকলা [স] বি কামকলা। 'কেলিকলা মনে মান।' বাহরাম, ১৬৫০।

কেলিকুল [স] বি প্রমোদালয়। 'এই বিলাস-আলয়ের কেলিকুলে যমরাজ তাঁর ...।' নজরুল, ১৯২৭।

কেলিকৌতুহল [স] বি লীলারহস্য। 'অধ্যাত্মবাদ ও রহস্যঘন প্রেম তত্ত্বকে তাদের পার্থিব প্রেমসীদের প্রেমপরিচর্যার ও পিছিল কেলিকৌতুহলের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করলেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কেলিগৃহ [স] বি আনন্দ-ফুর্তি করা হয় যে গৃহে। 'তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার না?' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

কেলিপরায়াণ [স] বিণ ক্রীড়ারত। 'কেলিপরায়াণ মাছের মতন কোন সবাদের লেজ ধরে ...।' শামসুর, ১৯৭২।

কেলিবিলাস [স] বি ক্রীড়া-কৌতুক। 'ডেউয়ের কেলিবিলাস মায়ের কথা মনে করায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

কেলির কুসুম [স] বি বিনোদনের ফুল। 'বারবিলাসিনী আমি, কেলির কুসুম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

কেলিরতা [স] বিণ ক্রী প্রমোদে মগ্ন। 'লোকের সাথে কেলিরতা অবস্থায় দেখতেই সে ভালোবাসে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

কেলিরস [স] বি আদিরস। 'কেলিরসে বকী বটে অলি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

কেলী [স কেলি] বি ক্রীড়া। 'না জাগো সুবতী কেলী।' বড়ু, ১৪৫০।

কেলু বি তৃণবিশেষ। 'আমাদের বাসার নিম্নবর্তী অধিতাকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কেলে [স কাল] বিণ কালো। 'লাউয়ের মাচায় কেলে হাড়ির মত।' জীবন, ১৯৪৮।

কেলে সোনা [স কাল+সোনা] বি হিন্দু অবতার কৃষ্ণ। 'ধুলেপুত্রে কেলেনোমায় করি শির-ধাৰ্য্য।' মানিকরাম, ১৭৮১; 'চার মুপেতে ঐ কেলে সোনা তবু শ্রীধারার দাস হইতে পারলে না।' লালন, ১৮৯০।

কেলে হাড়ি [স কাল+হাড়ি] বি পাখিকে ভয় দেখানোর জন্য মাচার উপর ব্যবহৃত কালো হাড়ি। 'লাউয়ের মাচায় কেলে হাড়ির মত।' জীবন, ১৯৪৮।

কেলেট্টারী [ই কালেট্টারেট] বি রাজস্ব দস্তুর। 'সদর কেলেক্টারী কচহরিতে নিলাম হবেক।' ক্যালগে, ১৭৯৪।

কেলেঙ্কারি, কেলেক্কারী [স কলঙ্ককার] বি কলঙ্কজনক ব্যাপার। 'নায়ক নায়িকার কেলেক্কারী।' প্রচারক, ১৯০১; 'তাহার কেলেক্কারি আর বিলাস না।' নজরুল, ১৯২২; 'অদ্ভুত শেষে কিনা এই কেলেক্কারী।' বিভূতি, ১৯৩১।

কেলেভার [বি] বি পঙ্খিকা। 'দেয়ালের কেলেক্ভার বঁকে যায়।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

কেলেম [ই ক্রেইম] বি দাবি। 'চরটা তিনি আপনার বঁলে কেলেম করেন।' তারা, ১৯৪০।

কেলেশ [স ক্লেশ] বি কষ্ট। 'বদিউজ্জামাল ভাবে পাই বহু কেলেশ।' আলগোল, ১৬৮০।

কেলেস [স ক্লেশ] বি কষ্ট। 'বিসা পুত্র হতে মোর ঘুটিবেক কেলেস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কেল্লা [আ কিল্লাহ] ১ বি দুর্গ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'সেই কালে প্রাগের কেল্লা রচনা যাহা অদ্যাপি আছে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি ব্যুৎপত্তি। 'কল্লা', ১৮২৩।

কেল্লা কতে [আ কিল্লাহ+আ ফাতাহ] বি বাজিমাত। 'হানিফাই শেষে কেল্লা কতে করেছিলেন।' নজরুল, ১৯৩১।

কেল্লা কতেহ [আ কিল্লাহ+আ ফাতাহ] বি বাজিমাত। 'মৌলানা, কেল্লা কতেহ, সীট পেয়ে গিয়েছি।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

কেশ [স বি চুল। 'পাকিস্তান দাটী মাথার কেশ।' বড়, ১৪৫০। দ্র 'কেশ' কেশ করন চুল টুল আঁচড়ানো ও চুলের যত্ন নেওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

কেশকলাপ [স বি চুলের গোছা। 'কেশকলাপ ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া গোলাপীঃ চুঘন করিতেছিল।' সিরাজী, ১৯১৮।

কেশচয় [স বি চুলের গোছা। 'সমরসময়, ভরে কেশচয়, পাছে ছিল বলে বেঙ্গে রাখিল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কেশচূষন [স বি চুল চুষন। 'মহেন্দ্র তাহাকে বন্ধে বদ্ধ করিয়া কেশচূষন করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কেশছটা [স বি কেশগোছা। 'কিবা কেশছটা, নবমেঘছটা: দেখিয়া চমরী, মনে লাজধরি।' ভবানী, ১৮২৫।

কেশজাল [স বি কেশরাশি। 'দশ দিকবধু বুলি কেশজাল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কেশতেল [স বি চুলে দেওয়ার তেল। 'সুগন্ধি কেশতেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কেশদাম [স বি চুলের গুচ্ছ। 'তাঁহার অঙ্গসংবলিধী কেশদামের

সহিত মিশিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

কেশপাশ [স] ১ বি সিঁথি। 'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।' বড়, ১৪৫০। ২ বি চুলের গোছা। 'নাহী দেবী কেশপাশ বান্ধে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবো।' মাইকেল, ১৮৬০।

কেশবতী [স] বিণ স্ত্রী সুকেশী। 'একটি কেশবতী মেয়ে ... মাথা আঁচড়াচ্ছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

কেশবন্ধন [স] বি চুলের বিন্যাস। 'সে কেশবন্ধন দেখি না রহে গোয়ান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কেশবর্ধক [স] বিণ চুলবৃদ্ধি করে এমন। 'আমরা কেশবর্ধক তৈলের বড়ো একটা সন্ধান রাখিবে।' প্রমথ, ১৯১২।

কেশবাস [স] বি চুলের বিন্যাস। 'এল্যো থেল্যো কেশবাস।' ভবানী, ১৮২৫।

কেশবিন্যাস [স] বি চুলের পরিচর্যা। 'কেশবিন্যাস করিতে করিতে ...।' বিদ্যাসিনী, ১৭৮৫।

কেশবিলাসিনী [স] বিণ স্ত্রী সুবিন্যত কেশবিশিষ্ট। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি কঠোরকৃতা বেশ্যাদিগমনে পাপ।' ভবানী, ১৮২৫।

কেশবেশ [স] বি কেশের সজ্জা। 'কেশবেশ বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কেশভার [স] বি কেশপাশ। 'আঁচড়িল কেশভার নানা পরিবন্ধে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেশমার্জনী, কেশমাজ্জনী [স] বিণ চুল পরিষ্কারক। সেবাধি, ১৮৩৯।

কেশমূল [স] বি বোপা। 'নাহি বান্ধে কেশমূল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেশরঞ্জন [স] বি চুলের প্রসাধনীবিশেষ। 'চুলে, গায়ে, জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে ...।' নজরুল, ১৯৩১।

কেশরাশি [স] বি চুলের রাশি। 'কেশরাশি জলে খজু।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কেশসংস্কার [স] বি চুল আঁচড়ানো। 'কুন্ডোল দস্তখাবন কেশসংস্কার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কেশসংস্কারধূপ [স] বি চুল সুবাসিত করার ধূপ। 'পুরবধূগিণের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কেশ-সম্পদ [স] বি চুলরূপ সম্পদ। 'নাতিদীর্ঘ নাতিসর্ব্ব দেহ, অতীব সুগঠনা, কেশ-সম্পদে সমৃদ্ধ।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কেশাকর্ষণ [স] কেশ-আকর্ষণ বি চুল ধরে টানা। 'যমতে কেশাকর্ষণ করিয়া থাকে।' পোলোক, ১৮০১।

কেশাকর্ষণ করা চুল টানা। 'শালাবাবুর কেশাকর্ষণ করে বলিবে হে শালক-কুল-তিলক ...।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কেশাকেশি [স] বি পরস্পর চুল ধরে টানটানি করে ঝগড়া। 'কেশাকেশি দুইই অঙ্গনে ফিরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেশাশ্র [স] কেশ-অশ্র বি চুলের ডগা। 'কেশরঞ্জনবাবুর কেশাশ্রও সে দেখতে পেল না।' নজরুল, ১৯৩১।

কেশাণ্ডা [স] কেশ-অরণ্য বি কেশরাশি। 'সুবাণিত তেল কেশাণ্ডার গভীরে।' সুভাষ, ১৯৪০।

কেশন বি জাফরান। মানোএল, ১৭৪৩।

কেশর' [স। ১ বি বকুল ফুল। 'নাগেশ্বর কেশর আর তিথিশ শিরিষ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ফুলের পাপড়ির মধ্যস্থ কেশের মতো সূক্ষ্ম প্রভাস। 'কেশব্রনিকরেতে কদম্ব-কুমুদের অঙ্ঘির ন্যায় গ্রথিত আছে।' মৃদাঙ্গ, ১৮১০।

কেশরী' [স। বি সিংহের ঘাড়ের দীর্ঘ চুল। 'এই লম্বমান দীর্ঘ লোমাবলী কেশর নামে খ্যাত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কেশর-ফোলা বিণ সিংহের ঘাড়ের দীর্ঘ চুল ফুলে আছে এমন। 'সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কেশরি, কেশরী [স কেশরী, সন্ধিতে ই-কার] ১ বি সিংহ। 'হুহুকার ঘরসাটে কেশরীর রব ছুটে।' মুরারি, ১৫৭০; 'কেশরিশাবককে জেন ধরে মাতা হাথি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শ্রেষ্ঠ বা প্রধান যে। 'বীরকেশরীর সমুখে আনিয়া গৃহস্থিত করিল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

কেশরিযান [স কেশরী-যান। বি সিংহবাহন। 'নদনদী দেখিয়া রহিলা কেশরিযানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেশরিণী' [স। বি সিংহী। 'কেশরিণী কামিনীয়ে, - কহিলা মুমতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কেশরী-কিশোরী [স। বি সিংহশাবক। 'পশয়ে যেমতি কেশরী কিশোরী-কোলে, কেশরিণী-কোলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

কেশাকর্ষণ, কেশাকেশি, কেশাশ্র, কেশারণ্য দ্র কেশ

কেশিয়ারি [বি ক্যাশিয়ার+বা ই। বি কোষাধ্যক্ষের কাজ। 'হৌসে কেশিয়ারি করিতেন।' রঙ্ঘিম, ১৮৭৩।

কেশুর [স কেশর] বি এক জাতীয় ঘাসের মূল। 'পানিফল কেশুর পানারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেশ্বর [স কেশর] বি ফুলবিশেষ। 'পরম সোন্দর এহী যৌবন কেশ্বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কেহ বি পদবিশেষ। 'পক্ষ্মান কেহ।' চিঠিপত্র, ১৬৫৭।

কেট [স কৃষ্ণ] বি হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণ। 'আড়ালে কী ঘটে জানেন কেট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কেটচূড়া [স কৃষ্ণচূড়া। বি কৃষ্ণচূড়া। 'কেটচূড়া ফুলগোলা।' জীবন, ১৯৩২।

কেটবিট্ট [স কৃষ্ণবিট্ট] ১ বি নামিদামি ব্যক্তি। 'যদি একটা কেটবিট্ট হইয়া আসিতে পারা যায়।' প্রভাত, ১৮৯৮। ২ বি (ব্যঙ্গ) সম্বানিত লোক। 'দরবারে ক্রপদের চলন হলো তখন রাজাবাদশাই কেটবিট্ট হয়ে উঠলেন।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

কেস' [স কেশ] বি চুল। 'উর হিট্রোপিত চাঁচর কেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'জেনমত জার অঙ্গ জার জেন কেসে।' মালাধর, ১৫০০। দ্র কেশ

কেসভার [স কেশভার] বি কেশরাশি। 'গণ্ডসল দুই গুন কপিল কেসভার।' মালাধর, ১৫০০।

কেসমার্জন, কেসমার্জন [স কেশমার্জন। বি চুল আঁচড়ানো। 'কেসমার্জন করে কেহো চিরিন লইয়া।' মালাধর, ১৫০০।

কেসা [স কেশ] বি কেশ। 'অক্লণ নয়ন লোরে তীতল কলবর বিপুলিত দীঘল কেসা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কেস' [ই। ১ কি মামলা। 'এর মধ্যে একটি ইঙ্গলভেট কেস

পেয়েছিলাম।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'একটা উইল-কেস লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি রোগী। 'গোটা দুই কেসও দেখেছি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কেস' [ই কেইস] ১ বি বাঘ। 'আমার সিগারেটের কেসটা লইয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি থলে। 'চামড়ার কেস বের করে মধুসূদন বললে, তোমার জন্যে মুক্তার মালা এনেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কেসব [স কেশব] বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'হৃদয়ে কেসব বৈসে।' মালাধর, ১৫০০।

কেসমত [আ কিসমত] বি ভাগ্য। 'এবার আমাদের কেসমত ভাল।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

কেসর' [স কেশর] বি নাগাকেশর ফুল। 'কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কেসর' [স কেশ] চুলের গোছা। 'সিংহ ইচ্ছা করিলে কেসর ফুলাইতে পারে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

কেসরি [স কেশরী] বি সিংহ। 'স্রীণা হইয়া আসি ভাঙিলে কেসরি।' মালাধর, ১৫০০।

কেসরিআ [স কেশর] বি রঙিন চূর্ণবিশেষ। 'কেসরিআর তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কেসসা [আ কিসসা। বি লোককাহিনি। 'এও যে একটা কেসসা।' মদনমোহন, ১৯২৪।

কেসসা-কাহিনী [আ কিসসা+কাহিনী। বি বিরক্তিকর বৃত্তান্ত। 'মতান্তর মনান্তরের কেসসা-কাহিনী নূতন করিয়া শুনাইয়া ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

কেসু [স কিস্তকা। বি কিস্তক। 'কেসু কুসুম কক সিদুর দান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কেসুর [স কেশর] বি কন্দজাতীয় রসালো ফলবিশেষ। 'খোয়া বেজুর খরমুজ; ইচ্ছ শশা তরমুজ; পানিফল কেসুর, আম জাম আপুর; দধি দুগ্ধ ক্ষীর মাখন বেদানা ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৮।

কেসেম [আ কিসম] বি রকম। 'আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের।' নঙ্গরুল, ১৯২৭।

কেহ সর্ব কেউ। 'বাপ বলি ডাকে কেহ বলে আই ভাই।' মালাধর, ১৫০০; 'আঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেত হইয়া।' বৃন্দাবন, ১৫৮০।

কেহ কেহ সর্ব কোনো কোনো ব্যক্তি। 'কেহ২ বলেন যে কি কুরীতি ছিল।' জ্ঞানাম্বেষণ, ১৮৩০।

কেহত [স কত্যাগ] সর্ব কেউ। 'কেহত গুতুনা হৈল কেহ হৈল কান।' মালাধর, ১৫০০।

কেহবা সর্ব হয়তো কেউ। 'কেহ সোনাবাছা ঠাঁকতে, কেহ শুড়ভটিতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

কেহর সর্ব কারও। 'চেতন্য নাহিক কেহর চক্ষুতে না দেখে।' বিজয়, ১৬৫০।

কেহেথ ত্রিবিধ ক্রিপণ। 'নাহি জ্ঞানো নারী তোর কেহেথ মন।' বড়ু, ১৪৫০।

কেহেন ত্রিবিধ কেমন; ক্রিপণ। 'কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।' বড়ু, ১৪৫০।

কেহ' বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কেহ কোড়া ভূপালী চাহিব রাগি শেষে' আলোড়ল, ১৬৮০।

কেহ' বি গম। মানোএল, ১৭৪৩।

কেহো' সর্ব কেউ। 'কেহো কেহো তোহারে বিরুআ বোলই।' চর্যা ১৮, ১২০০।

কেহোত [স কঃঅপি>] সর্ব কেউই 'কেহোত জিনিতে নারে ...।' মাল্যধর, ১৫০০।

কেহমনে ক্রিবিণ ক্রিপে। 'কেহমনে পার হযিব ছোট নাঅখানী।' বড়, ১৪৫০।

কেহে ক্রিবিণ কেন। 'মোরে কেহে বোলএ ধামানী।' বড়, ১৪৫০।

কৈ' ক্রিবিণ কোথায়। 'এই তো এলেম কৈ কি দেখাবি বল্লি যে' উমেশ, ১৮৫৭।

কৈ' [স কবনী] বি কই মাছ। 'লোহার চাটুতে তন্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে।' বক্রিম, ১৮৭৪।

কৈকরী লতা বি বুনা লতাবিশেষ। 'কৈকরী লতা পায় জড়িয়ে যায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

কৈক্ষ [স কক্ষ] বি কাঁখ। 'কেহ কৈক্ষে কেহ বৈক্ষে কেহ ধরে গলে।' মাল্যধর, ১৫০০।

কৈচা [হি কচা] বিণ কোমল। মানোএল, ১৭৪৩।

কৈছে ক্রিবিণ কিভাবে। হাম শিতমতি তাহে অপযশ ভীত। 'বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'এছ নরকো বিচ কৈছে লোক জিয়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৈতব [স] ১ বি প্রভারণা। 'অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মিথ্যা। 'গিআ সাধু রাজধানী কহিছে কৈতববাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৈতর [ফা কবুতর] বি কবুতর। 'শূনা পরে ফিরে যেন কৈতর গামানী।' আলোড়ল, ১৬৮০।

কৈন্যা [স কন্যা] ১ বি কনে। 'কৈন্যা কর শিরে ধরি মাগে মনকাম।' আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বি কুমারী মেয়ে। 'পুরি মৈক্ষে জাবা জন্দি পাইবা এক কৈন্যা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৈন্যাকাল [স কন্যাকাল] বি বিয়ের আগের কুমারী অবস্থা। 'কৈন্যাকালে জনাইলেক পরাশর মুনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৈন্যাদান [স কন্যাদান] বি কন্যা সম্প্রদান; বিবাহ দেওয়া। 'বেদবিধি মতে কৈন্যাদান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৈফত [আ কারফিয়াত] বি জবাবদিহি। 'কত কি ছাইভস্ম লিখিয়া সম্পাদকের নিকট কৈফত তলব করিয়াছেন।' মশাররফ, ১৮৮৯।

কৈফিত [আ কারফিয়াত] বি জবাবদিহি। 'কৈফিতের পাজিখান নিল সাবগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৈফিয়ত [আ কারফিয়াত] ১ বিণ তালিকাভুক্ত। 'কলুষা লাকড়ি ওগরহ কৈফিয়ত মাল সরত নিলাম।' ক্যালগে, ১৭৯৬। ২ বি ব্যাখ্যা। 'এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি কারণ। 'যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি কৃত দোষের কারণ দেখানো। 'কাফীর কাছে কী কৈফিয়ত দেব।' শিবরাম, ১৯৪০।

কৈফিয়ত তলব করা ক্রি ঘটনার কারণ জানতে চাওয়া। 'পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া কৈফিয়ত তলব করিবেন।' শরণ, ১৯১৭।

কৈবর্ত, কৈবর্ত [স] বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চান্দ বোলে

কৈবর্ত সুন মোর কথা।' বিজয়, ১৬৫০।

কৈবর্তপাড়া [স কৈবর্ত-পাটক] বি কৈবর্ত সম্প্রদায়ের পল্লী। 'ঘিয়ের জন্য কৈবর্তপাড়ায় যেতে হবে।' শওকত, ১৯৫৮।

কৈবল্য [স] বি মোক্ষ। 'জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাই কেবল কৈবল্য মূল।' ভারত, ১৭৬০।

কৈবল্যাদশা [স] বি মোক্ষ লাভের অবস্থা। 'কবির বুদ্ধি কৈবল্যাদশাগ্রাণি হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৈবল্যাদায়িনি [স কৈবল্যাদায়িনী, সম্বোধনে ই-কার] বিণ স্ত্রী মুক্তিদাতা। 'হে জননি, কৈবল্যাদায়িনি, কৃপা কর আমা সবা প্রতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কৈবল্যাপ্রাণি [স] বি সমাপ্তি। 'আমার সকল বইয়েরই এক সংকরণেই কৈবল্যাপ্রাণি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কৈবল্যানন্দ [স কৈবল্য-আনন্দ] বি পরম সুখ। 'আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তখন ভোগ করে।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

কৈমা ট্র কওয়া

কৈরব [স] বি শাপলা। 'কহলার কৈরব কালা পানিসিউলি পানিকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৈলাস [স] বি হিমালয় পর্বতের অংশবিশেষ হিন্দু শাস্ত্রমতে যেখানে শিবের বসতি। 'কৈলাসশিখর তাজি একবার কঠে হও অধিষ্ঠান।' মার্কটরাম, ১৭৮১।

কৈলাসশিখর [স] বি পর্বতের চূড়াবিশেষ। 'অম্ববতী ধায়া চলে কৈলাসশিখর।' রূপরাম, ১৭৫০।

কৈলু বি ফুল গাছবিশেষ। 'কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল বরিয়া পড়িতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কৈল্যান [স কল্যাণ] বি মঙ্গল। 'এক পুড়ে তোমার করিব কৈল্যান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কৈশিকাকর্ষণ [স কৈশিক-আকর্ষণ] বি জলের উর্ধ্বচাপ; যে শক্তির ফলে সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলে তরল পদার্থ উপরের দিকে ওঠে। 'আমরা মাধ্যাকর্ষণ কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা গীড়িত মর্তমানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৈশোদরী [স কুশোদরী] বিণ স্ত্রীণ কটিবিশিষ্ট। 'কৈশোদরী তুমি কন্যা হয় গিয়া তার।' মার্কটরাম, ১৭৮১।

কৈশোর [স] বি বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী অবস্থা। 'বাল্য পৌণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৈশোর-যবনিকা [স] বি কৈশোর বয়সের সমাপ্তি। 'এই তো সেদিন মাত পড়েছে কৈশোর-যবনিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কৈশোর-শিক্ষা [স] বি কৈশোর কালের বা অপরিত বয়সের শিক্ষা। 'এই তো কৈশোর-শিক্ষা।' গিরিশ, ১৮৯৬।

কৈশোরিকা [স] বি কৈশোর কালের প্রিয়া। 'কৈশোরিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কৈসে ক্রিবিণ কেমনে। 'কৈসে গমতাবি হরিবিনে দিনরাতিয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

-কো ভিত্তিয়া বিজক্তি; -কে। 'রাইকো গেছি উপেছি জগ ভাবিনী ভাবি রহই হৃদিমাঝ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

-কো স্ত্রী বিজক্তি; -এর। 'ভূঁকে দান দিব সব ভূপকে নিকটে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কো [স কঃ] ১ সর্ব কে। 'আইস সংবোধে কো পতিআই।' চর্যা ২৯,

১২০০। ২ সর্ব কোন। 'সুখামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কো-অপ [হি কোঅপারেটিভ] বি সমবায় সমিতির দোকান। 'বনমালী কো-অপেতে গেলে টিফ-চকলেট যদি মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

কো-অপারেটিভ [হি ১ বিণ সমবায়ী; সহযোগিতামূলক। 'শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।' *নজরুল*, ১৯২৬। ২ বি সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। 'বোলপুরের কো-অপারেটিভের অবস্থা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

কোঅপারেশন [হি বি সহযোগিতা। 'পুলিসের কোঅপারেশনের উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

কোঅলী [স কোমল] বিণ স্ত্রী কোমল। 'আতি দুবিনী বালী ল। আল লবলীদলকোঅলী ল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

কোই সর্ব কেউ। 'ডব আই প আই এসু কোই।' *চর্যা ৪২*, ১২০০।

কোই সর্ব কেউ। 'মরনক বেরি হেরি কোই ন পূহত করম সঙ্গ চলি জায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

কোউচল [হি কাউন্সিল] বি কাউন্সিল। 'তোমার নামে কোউচলে ফেরাদ ইয়া ডিসির হয়।' *ভেরণি*, ১৭৮৯।

কোএ সর্ব কেউ। 'মজ সতাবে রে বাণত কাফোএ।' *চর্যা ৪৩*, ১২০০।

কো-এডুকেশন [হি বি ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে লেখাপড়া; সহশিক্ষা। 'সহ-অধ্যয়ন বা কো-এডুকেশন।' *বেশম*, ১৯৪৮।

কোএলা [কয়লা] বি কয়লা। 'কোএলা - ১ এক চাই।' *চিঠিপত্র*, ১৭৯৩।

কোঅরী [স কুমারী] বি কুমারী। 'রাজার কোঅরী ডেল আইহনের রাণী বড়ু, ১৪৫০।

কোঅলী [স কোমল] বিণ স্ত্রী কোমল। 'শিরীষকুসুম কোঅলী বড়ু, ১৪৫০।

কৌক [স কুঙ্কি] বি গর্ভ। 'তোমার জননী অঙ্কনার সার্বক কৌক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

কৌকড়া [স কর্কট] ১ বিণ কৌচানো; কুঁজো। 'বাতাসে নুইয়া কিংবা কৌকড়া ইয়া তাহার সমস্ত বেগ ইহতে বাচিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ বিণ এসোমেসো। 'বাক্য রোদ্রু, কৌকড়া হওয়া।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬।

কৌকড়া কৌকড়া বিণ স্থানে স্থানে কুঞ্চিত। 'ইহার খাড়ে লখা লখা কৌকড়া কৌকড়া লোম হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

কৌকড়া-কৌকড়া বিণ স্থানে স্থানে কুঞ্চিত ও লখা। 'এক-মাথা কৌকড়া-কৌকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

কৌকড়ানো [স কর্কট] ১ বিণ কৌচানো। 'মাথায় নানাপ্রকার কৌকড়ানো পরচুলো-বসানো রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ ক্রি কুঞ্চিত বা বন্ধ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কৌকানি [ধন্য] বি কৌ শব্দ। 'রবিন্দ্র সাহেবের এসরাজ-সারেসির কৌকানি একটি মন্দা পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

কৌ কৌ [ধন্য] বি মুহুরির ডাক। 'কৌ কৌ করে প্রতিবাদ জানায় ওরা।' *কায়সার*, ১৯৬২।

কৌখবাথা [স কঙ্খ+বাথা] বি অম্মশূল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

কৌতা [স কুতা] বিণ কুঁজো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কৌচ [স কৌজ] জলচর পাখিবিশেষ। 'চৌদিকে কৌচের বাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৌচ [স কুঞ্জন] বিণ লজ্জিত। 'কৌচ বধু ভিক্ষা দেই খালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

কৌচ [স কুতা] বি তীক্ষ্ণ শলাকামুক্ত বর্ষাবিশেষ। 'দাওয়ায় ডিবরির আশোতে কুবের একটা কৌ চেক লোহার শলাকাতলি পরীক্ষা করিতেছি।' *মানিক*, ১৯৩৬।

কৌচবিদ্ধ [কৌচ+বিদ্ধ] বিণ কৌচ দ্বারা বিদীর্ণ। 'কৌচবিদ্ধ হয়ে নিহত।' *গয়ালী*, ১৯৪৮।

কৌচ [স কুঞ্জন] বি কৌচড়। 'এক কৌচ ডরা বেখুল তাহার কামুর কুমুর বাজে।' *জসীম*, ১৯২৭।

কৌচড় [স কুঞ্জন] বি কৌচা; পরিষেয় কাপড়ের কৌচকানো অংশ দিয়ে তৈরি আধারবিশেষ। 'কৌচড় হতে, খাবার নিয়ে খায়।' *বন্দনদর্শন*, ১৮৭২।

কৌচা [স কুঞ্জন] ১ বি কাপড়ের কুঞ্চিত প্রান্ত। 'ফৌটা পাটা মহানন্দ ছিড়া জোড়ে কৌচা লখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি ধূতি বা সুন্দির সামনের কৌচানো কোলা অংশ। 'কৌচার মুড়া ইহতে এক টাকা ও কাছার মুড়া ইহতে এক টাকা ...' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

কৌচানো [স কুঞ্জন] বিণ কুঞ্চিত। 'একটি কৌচানো চাদর কাঁধের উপর ফেঁকিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

কৌচড় [স কুঞ্জন] বি কৌচড়; কোড়ের বস্ত্রাংশের আধার বা বাধাবিশেষ। 'কৌচড় পুরক করে ইড়ি থেকে কেড়ে।' *গুণ্ড*, ১৮৫৮।

কৌচা [স কুঞ্জন] বি পরিষেয় বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্রভাগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কৌড় [স কোরক] ১ বি কুঁড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি বাঁশের অঙ্কুর। 'কটি বাঁশের কৌড়।' *বিভূতি*, ১৯৩৭।

কৌড়ক [স কোরক] বি ছত্রাক; ব্যাঙের ছাতা। 'ছত্রাক বা কৌড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

কৌড়া [স কোরক] ১ বি কুঁড়ি। 'বিবি নিরমিল কুলকলঙ্কের কৌড়া।' *জ্ঞান*, ১৬০০। ২ বি অঙ্কুর। 'কেটেছি বাঁশের কৌড়া।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

কৌড়া [হি কোড়া] বি চাবুক। 'পিটেতে মাছে খুব কৌড়া।' *গুণ্ড*, ১৮৫৮।

কৌড়োয়া বি নৃপোত্তরীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কৌড়োয়া, গুঁরাও বা ধান্ধড় প্রভৃতি অনার্য জাতি বাল্য করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

কৌং কৌং [ধন্য] ক্রিবিণ অবিরাম কৌং শব্দ করে। 'কৌং কৌং গেলে ডাত যত দেয় পাতে।' *গুণ্ড*, ১৮৫৮।

কৌত [স কুহন] বি মল ইত্যাদি ত্যাগের বেগ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

কৌতকা, কৌৎকা [তু কৌতকা] ১ বি লাঠির আঘাত। 'কাছে এসেই কৌৎকা খালে।' *গুণ্ড*, ১৮৫৮। ২ বি মোটা লাঠি। 'ঢাকে জমাদারের হাতে কৌতকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। 'অঁধকে উঠে কৌৎকা খুঁজবে না।' *মুজতাবা*, ১৯৪৯।

কৌতকৌত [ধন্য] ১ বি কাতরতা প্রকাশক ধনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি খাদ্যদ্রব্য গোলাব শব্দ। 'কৌত কৌত করে গিলতে গিলতে।' *জীবন*, ১৯৩১।

কৌতা [স কুহন] ক্রি খণাদি ত্যাগের জন্য জোরে চাপ দেওয়া। *বিদ্যা*,

১৮৯১।

কোঁতা' বিণ মোটা; চ্যাপটা। 'সব চেয়ে ভাই ইংলিশ হয় যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।' নজরুল, ১৯২৬।

কোঁথানো [স কুছন] ক্রি শক্ত হওয়া। 'কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কোঁদল [স কন্দল] বি ঝগড়া। 'চাপিয়া বসো না হাত নাড়িয়া কোঁদল কর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

কোঁদলিআ [স কন্দল] বিণ ঝগড়াটে; কলহপ্রিয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোঁদুলে [স কন্দল] বিণ ঝগড়াটে। 'ও দেশের যেরো ওইরকম কোঁদুলে হয়।' নজরুল, ১৯২৭।

কোঁদা [ফা কন্দাহা] ক্রি খোদাই করা। 'তার তামাতে মুখ যেন পাথরে কোঁদা।' হাসান, ১৯৭৪।

কোঁদো বিণ ভানা গজায়নি এমন। 'এ-সব কোঁদো পায়রার মাংস।' জীবন, ১৯৪৮।

কোঁপা [স কুপী] বি তৈলাদির পাতবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোঁমল [স কোমল] বিণ কোমল। 'নবনীদল কোঁমল আন্ধার দেহে।' বড়, ১৪৫০।

কোঁয়ল [স কোমল] বি কোমল। 'কোঁয়ল কাহাক্রি কেহে বিষজালৈ ময়িল।' বড়, ১৪৫০।

কোঁয়লী [স কোমল] বিণ ক্রী কোমল। 'আঁকে আভিশয় বাণী লবনীদল কোঁয়লী।' বড়, ১৪৫০।

কোঁসা [স কোষা] বি এক ধরনের ছোটো নৌকা বা ডিঙি। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোঁসিল [স কাউসিল] বি গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা সভা। 'বিদ্যাবন্ধু সম্প্রদায় কোমিটি সাহেবরা কোঁসিলে মেঝিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৮৫।

কোঁতা [ফা কুশতম] বি ঝাঁটাবিশেষ। 'ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বক ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কোঁক [স কোকনদ] বি লাল পক্ষ। 'কণ্ঠ কবুসম কুচ কোকমুগলা।' বড়, ১৪৫০।

কোঁক [স] বি নেকড়ে বাঘ। 'কোক শার্দূল আগে দুই সেনাপতি দক্ষিণে ধাইল তারা যেন বাঘুগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোঁক [সি] বি আংশিক পোড়ানো রান্নার উপযোগী পাথুরে কয়লা। 'পাথরিয়া করলকে রন্ধনকার্যের উপযোগী করিতে হইলে, একবার কি দুইবার পোড়াইয়া লইতে হয়; তখন উহাকে কোক কয়লা বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

কোঁক [ধন্য] ক্রি অনুচ্চবরে কাঁদা। 'কোকয়ে কি সব কাজ হয়?' উমেশ, ১৮৫৭।

কোঁকনদ [স] বি রক্তপঙ্খ। 'তোমার নয়ন/ মলিন নলিন/ খরে কোকনদ রূপে।' বড়, ১৪৫০; 'ময়ূহীন করো নাগো তব মনঃ করনদে।' মাইকেল, ১৮৬২।

কোঁকনদফুল [স কোকনদ+ফুল] বি পঙ্খফুল। 'কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কোঁকরা বি কাপড়ের নামবিশেষ। 'লকনয়ের কাপড় নামে কোকরা লখা ২৬ ছাবিশ হাত।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

কোঁকসিয়া [স কুকুর+শৌকা] বি কুকুরভাষা গাছ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোঁকাকোলা [সি] বি কোমল পানীয়ের ব্রান্ডবিশেষ। 'এক তেতলা বাড়ির

ছাদে কোকাকোলার বিজ্ঞাপন নক্ষত্রের মতো জ্বলতে-নিভতে শুরু করলো।' ম্যানন, ১৯৬৮।

কোঁকানো [স ক্রম্] ক্রি অনুচ্চবরে কাঁদা। 'সত্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কোঁকাফ [আ] বি দুর্গম পর্বতবিশেষ; পরিদের কল্লিত আবাস। 'পরিস্থানের কোন পরি কোন সে কোকাফ-সুন্দরী।' নজরুল, ১৯২২।

কোঁকিল [স] বি কোকিল। 'কোঁকিল পঙ্খম গাএ।' বড়, ১৪৫০; 'কুহরে কোকিলকুল যোগীর বিষম।' কুমারম, ১৭২০।

কোঁকিলকর্তী [স] বিণ ক্রী যার কণ্ঠস্বর কোকিলের মতো সুমধুর। 'মৃগনয়না নিচুয়েই কোকিলকর্তী ছিলেন।' ধূর্তজি, ১৯৩১।

কোঁকিলকেশ [স] বিণ কোকিলের মতো কাশো চুল। 'কোঁকিলকেশের অন্ত শোভয়ে মদন-কুন্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোঁকিলগঞ্জিনী [স] বিণ কোকিলের চেয়ে সুকর্তী। 'মধুরভাষিনী! কোঁকিলগঞ্জিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কোঁকিলপেড়ে [স কোকিল+স পার] বিণ কোকিলের মতো কাশো পাড়বিশিষ্ট। 'ভোমরাপেড়ে, কোঁকিলপেড়ে, দাঁতে মেশী পেড়ে ... ইত্যাদি নানা রবীন্দ্র সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

কোঁকিলবাহনী [স] বি সরস্বতী। 'কোঁকিলবাহনী মা।' রূপরাম, ১৭৫০।

কোঁকিলস্বর [স] বি কোকিলের কণ্ঠের মতো মধুর স্বর। 'সে সর্বদা সুকোমল কোঁকিলস্বরে আমার সহিত কথাবার্তা কহিত।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কোঁকিলা [স] বি ক্রী কোকিল। 'কাল হৈল মোরে কোকিলার স্বর।' বড়, ১৫৭০।

কোঁকিলি [স কোকিলা] বি ক্রী কোকিল। 'হেনবেলে কোকিলির কলসর সুনি।' মালাধর, ১৫০০।

কোঁকিলাক্ষ [স কোকিল-অক্ষি] বি একপ্রকার ফুল। 'কোঁকিলাক্ষ তুলিল দুলাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোঁকিলাহরী [স কোকিল-আহারী] বিণ কোকিলকে পরাঞ্জিত করে এমন। 'সঙ্গীতে দম্ভ কোঁকিলাহরী।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কোকো [সি কোঁকো] বি কোকো বীজের গুঁড়া দিয়ে তৈরি পানীয়। 'আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালোবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কোকগত [স কুকিগত] বিণ আত্মসাৎ। 'প্রধানসূত্রে স্বামী যথাসর্বস্ব কন্যার কোকগত করিয়া স্বামীকে পথের ভিখারী করা হইতেছে।' যশোররক্ষ, ১৮৮৫।

কোঁস্তর [স কুমার] বি পুত্র। 'দেখি দেখি বলি কোলে করিল কোস্তর।' মালাধর, ১৫০০।

কোঁস্তা [স কুমার] বিণ কুঁজো। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোঁস্তারি ক্রি কাতর হওয়া। 'তখন এ-মন যেমন কেমন কেমন কোন ভিয়ায়ে কোস্তারি।' নজরুল, ১৯২৬।

কোঁস্তারি [স কুমারী] বি কন্যা। 'ডাকে প্রেম-সাধিকা আজও শত রাধিকা গোপ-কোস্তারি।' নজরুল, ১৯৩২।

কোঁচ [সি] ১ বি ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। ওগা, ১৭৮৫। ২ বি আসনবিশেষ। 'সোমাহাদিত উত্তপুচ্ছখারী মহোদরপণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচ বিরাজ কচেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭২। ৩ বি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী আরামদায়ক মোটরগাড়ি। 'শিগড়ের সারির মতো যানবাহন - সেই কোচ, ট্রাক,

টিউব-বাস-ট্যাক্সী।' হাই, ১৯৫৮।

কোচবান্ধ [বি গোড়ায়ান যেখানে বসে গাড়ি চালায়। 'কোচবান্ধে একটা চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিশুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কোচমান [বি ঘোড়ার গাড়ির চালক। ওর্দা, ১৭৮৫।

কোচমেন [বি কোচম্যান] বি ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'কোচমেন তুমি আগনার কাজে সাবধান থাকো।' মিলার, ১৭৯৭।

কোচম্যান [বি ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'তোমার মত ডেপুটি আমার কোচম্যান আছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

কোচড় [স ক্রোড়াঞ্চল] বি পরিহিত বস্ত্রাংশের আধার বা থলিবিবিশেষ। 'এক কোচড় খানকুনি এনে দিতে পারবে।' শ্যামসুল, ১৯৫৭।

কোচা [স ক্রোড়াঞ্চল] বি পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচোনা অংশ। 'নীল পাটের শাট কোচার বলনী।' চক্ৰী, ১৫৫০।

কোচোয়ান [বি কোচ+ফা ওয়ান] বি ঘোড়ার গাড়ির চালক। 'কোচোয়ানের বসবার জায়গায় ...।' বিমল, ১৯৫৩।

কোহে [স ক্রোড়াঞ্চল] বি কোলের কাছের বস্ত্রাঞ্চল। 'খান কত ছোবা লহিল উন্টা কোহে।' বিজয়, ১৬৫০।

কোহে বি কোচবিহারের আদিম বাসিন্দা। 'মেহ গারো কোহ সেপচা প্রভৃতি অনাধী জাতিগণ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কোজাগর [স বি আখিন মাসের পূর্ণিমা। 'কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা।' মাইকেল, ১৮৬৬; 'কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শুনো হেসে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কোজাগুরী [স বি আখিন মাসের পূর্ণিমাকালীন। 'তা হলে তো আমার ঘরে কোজাগুরী লক্ষ্মীপূজা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'কোজাগুরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় দিন গ্রামসুন্দর লোক সেখানে পাত পাড়িত।' বিজয়, ১৯২৯।

কোঞর [স কুমার] বি পুর। 'আপনা পাসর কেনে রাখার কোঞর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কোঞ্চ বিণ কোনো। 'কোঞ্চ আন্দোলার করিবেন না।' চিঠিপত্র, ১৮০৭।

কোঞ্চা [স কুঞ্জিকা] বি চাষি। 'সাসু ঘরে ঘালি কোঞ্চা তাল।' চর্যা, ১২০০।

কোট [স কোঠ] ১ বি খেলার নির্দিষ্ট স্থান। 'খেলো টিকা কোট ভেটো।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অধিকার: পক্ষ। 'কৌশল করে অবোধ শত্রুকে নিজের কোটে নিয়ে এলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭২। ৩ বি জিদ: গৌ। 'তিনি অপর ভাষার কোটই বজায় রেখেছেন।' প্রমথ, ১৯১৭। ৪ বি সীমানা। 'ভীমকে আজি পাঠিয়েছি রাক্ষসের কোটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

কোট [বি কোঠ] বি আদালত। 'ইস্কাট সাহেব এককৌনিটেট জেনারেল মুখ্য কোটের টরনী বাবু মজকুর হইয়াছেন।' ক্যালসে, ১৮০০।

কোট [বি] বি জামার উপরে পরার ইউরোপীয় ধরনের মোটা জামাবিশেষ; জাকেট। 'সুখেতে সাজান বোট, বাধে কোট তাহার ভিতরে।' ওষ, ১৮৫৮।

কোটপকেট [বি] বি কোটের পকেট। 'কোটপকেট হইতে ঘড়ী বাহির হইয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কোটপ্যান্টনুন [বি কোট+প্যান্টালুনস] বি কোট-প্যান্ট। 'দাড়ি কামাইয়া কোটপ্যান্টনুন পরিয়া, ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কোটনা বি কোটার কাজ। "'কুট" থেকে হয় কোটনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কোটনা-কুটনি বি তরকারি যে কোটে: রাধুনি। 'সামী হবে এগ্নিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কোটনা-কোট বি রান্নার জন্য সবজি, মাছ ইত্যাদি কাটা। 'বাটনা-বাটা কোটনা-কোট সবক্ষে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কোটনামী [স কুটনী] বি বিবাহ বহির্ভূত প্রণয়ে সহায়তা করার কাজ। 'চুরি জুয়াচুরি পরনদী ভাঁড়ামী ঠাকামী বদনামী কোটনামীতে অধিষ্ঠীয়া।' ভবানী, ১৮২৮।

কোটপাল [ফা কুতওয়াল] বি কোটাল। 'কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনিগে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

কোট **গোপ** বি রাজভোগ। 'কোট গোপের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে।' দর্পণ, ১৮২৫।

কোটর [স] ১ বি গর্ত। 'কোটর বাটুল দুই আখি।' বড়, ১৪৫০। ২ বি গায়েব উড়ির মধ্যস্থ গর্ত। 'যেন পেচা পাকি রয় দিবসে কোটরে।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি অভ্যন্তর। 'লুকায়ে, তুকায়ে, শরীর শুটায় কেবলি কোটরে বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি ঘর। 'কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কোটরগত [স] বিণ কোটরে বা গহবরে প্রবিষ্ট। 'বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুক গুট, চন্দ্র কোটরগত।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

কোটরপ্রবিষ্ট [স] বিণ কোটর বা গর্তে ঢুকে আছে এমন। 'অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আসছে কার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কোটরাগত [স] বিণ কোটরে বা গহবরে প্রবিষ্ট। 'নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আশ্রন।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কোট [স করুন] ১ ক্রি ডানা। 'দ্বিগ্না লৈয়া কন্যা সেই ধান্য কোটে ঘরে।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রি কেটে খণ্ড খণ্ড করা। 'মাছ কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কোট [স্কয়ার কট] বি তালগাছের পোকাবিশেষ। 'মালোএল, ১৭৪৩।

কোট [স কোঠ] ১ বি ঘর; ঘরের কোঠা: প্রকোষ্ঠ। 'দুই কোটা সমেত সে বাটী তোমার স্থানে বন্দক রাখিয়া ...।' মেয়র্স, ১৭৫৭; 'বড় বড় কোটাবাড়ী ভঙ্গ করিয়া ...।' প্রভাকর, ১৮৫৮। ২ বি প্রকার। '৬৭ নং অষ্ট কোটা -।' চিঠিপত্র, ১৮৬৪। ৩ বি ক্ষেত্র। 'এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোটায় ফেলা যায়।' সবুজ, ১৯১৭।

কোটাবাড়ী, কোটাভাড়ী [স কোঠবাটী] বি ঘরবাড়ী। 'বড় বড় কোটাভাড়ী ভঙ্গ করিয়া ...।' প্রভাকর, ১৮৫৮; 'নীপালোকিত কোটাভাড়ী দেখা যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কোট-ভিটে [স কোঠ+ভিটা] বি ঘর-বাড়ী। 'বেচতে হলো কোটা-ভিটে।' ওষ, ১৮৫৮।

কোটাল [ফা কুতওয়াল] বি প্রহরী। 'দিয়ানে নাহিক দেখা বোলায়ে কোটাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোটালিন [ফা কুতওয়াল] বি স্ত্রী নগর-রক্ষক; প্রহরী। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোটালি [ফা কুতওয়াল] বি কোটালের কাজ। 'মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া দুরে গেল সরম গরম।' ভারত, ১৭৬০।

কোটালিয়া [ফা কুতওয়াল] বি টৌকিদার; প্রহরী। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোটালিয়া [ফা কুতওয়াল] বি কোটালের কাজ করে যে। 'বলে

কোটাল

রাজা কোটালিয়া খাও বৃতি-ভূমি। মুকুন্দ, ১৬০০।

কোটাল [তা কডেল] বি সাগর ও নদীর জলস্ফীতি: 'পূর্ণিমার কোটাল ইহাৱে স্ফীত করে...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কোটী, **কোটী** [স] ১ বিণ এক শো লক্ষ: 'দুই কোটি দান তাহাত মোর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ অসংখ্য: 'প্রভুকে কহির আমার কোটী নমস্কার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'না জানি কি কোটী সূর্য চন্দ্রমণি জ্বালে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি প্রান্তদেশ: 'মনুয্যেতর আদর্শ এক কোটিতে সমাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

কোটী-কল্পে [স] ক্রিবিণ অন্তকাল ধরে: 'কোটী-কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোটী কোটি [স] বিণ অগণিত: 'কোটী কোটি জন্ম ব্রহ্মা তপ করি মরি।' মাল্যধর, ১৫০০: 'কোটী কোটি ডিরদাজ, যে যা বিচ্ছে একান্দাজ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কোটীতপ [স] বিণ অসংখ্য তপ: 'তাহার অপেক্ষা সহস্রতপ - কোটীতপ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

কোটীপতি [স] বিণ বিপুল ধনের অধিকারী: 'কোটীপতি ধনাত্ম ব্যক্তি ... পরম সুখে কাল হরণ করিতেছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কোটীসূর্যপ্রভাসম [স] বিণ এক কোটি সংখ্যক সূর্যের মতো উজ্জ্বল: 'জ্যোতির্ময় জটাজ্বাল/কোটীসূর্যপ্রভাসম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কোটীশ্বর [স কোটি-ঈশ্বর] বি মহাবনবান ব্যক্তি: 'আছেন দেশে দুঃখহারী দক্ষদাতা কোটীশ্বর।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

কোটী [স কটি] বি কোমর: 'কোটী দেশ ভাসী তার শ্রান সংহারিল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কোটী [স কোঠা] বি ব্রিটিশ ভারতের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কুঠিবাড়ি: 'গোমাত্রা ও কোটীর দেসরা আমলা হায়ের সঙ্গে এক একতরফি হইয়া।' হ্যামহেড, ১৭৭৩।

কোটোগর [ফা কুতওয়ার] বি নগররক্ষক: 'কোটোগর আর কোকিন্দার খোলাখুলি ভাবেই রুটিভালো দিয়ে আসছে।' মহাপ্রভো, ১৯৫৬।

কোটেশন, **কোটেশান**, **কোটেশান**, **কোটেশন** [হি] বি উদ্ধৃতি: 'আপনি কোটেশান ভালবাসেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫: 'রাশ রাশ ইংরেজী কোটেশনের মার সহ্য করবার জন্য বক্তাকে প্রস্তুত হতে হয়।' প্রমথ, ১৯১৭: 'বহু ইংরেজ কবির কাব্য থেকে সেদার কোটেশানের সাহায্যে প্রমাণ করছিলেন।' প্রমথ, ১৯৩৩।

কোটেশন মার্কা [হি কোটেশন মার্কা] বি উদ্ধৃতি-চিহ্ন: 'আমি তো কোটেশন মার্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কোটোগাল [ফা কোতওয়াল] বি প্রহরী: নগররক্ষক: 'জানিয়া কৃষ্ণের ঠাক্র কোটোগাল কহে।' মাল্যধর, ১৫০০।

কোঠ [স কোঠা] বি দূর্গের মতো সুরক্ষিত ঘর বা প্রাসাদ: 'পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।' ভারত, ১৭৬০।

কোঠর [স কোটার] বি গহ্বর: 'কোঠরের পেঁতা আন্য গোম্বিকার আঁত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোঠরগত [স কোটার] বিণ গহ্বরে প্রবিষ্ট: 'চকু কোঠরগত হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কোঠা [স কোঠক] ১ বি দাবার ছক: 'চউঘট্টী কোঠা তনিয়া লেই।' চর্চা ১২, ১২০০। ২ বি ঘর: 'হানিকা সেসব কোঠা বানাতে কহিল।' গরীব, ১৭৬৫: 'আমার বসন্তবাটী কারণ জমী ও একটী কোঠা

দিয়াইলেন সর্ব ত্যাগ করিয়া।' মেয়র্স, ১৭৭০। ৩ বি শ্রেণী: 'উভয়ই পাণীর কোঠায় পড়ায়...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কোঠাঘর [স কোঠ+ঘর] বি পাকা ঘর: 'কোঠাঘর চতুর্ধিম বসুন্দ মাএ আমলা সমেত...' মেয়র্স, ১৭৫৭: 'অর্থনকার অপেক্ষা তখন কোঠাঘর অধিক ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কোঠা-দালান [স কোঠ+ফা দালান] বি পাকা বাড়ি: 'সময় ভাল হইলে ইহাৱে কোঠা-দালান দিবেন।' শরৎ, ১৯১৭।

কোঠাবাটী [স কোঠবাটী] বি পাকা বাড়ি: 'আমি তিন কোঠাবাটী আমার ছাওয়ালকে দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৬২।

কোঠাবাটী বালাখানা [স কোঠবাটী+ফা বালাখানা] বি পাকা দোতলা বাড়ি: 'কোঠাবাটী বালাখানা ১।' মেয়র্স, ১৭৬২।

কোঠাবাড়ি [স কোঠবাটী] বি দালান; পাকা ঘর: 'মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

কোঠা-বালাখানা [স কোঠ+ফা বালাখানা] বি দোতলা অথবা ততোধিক তলাবিশিষ্ট একাধিক কক্ষের দালান: 'ক্লার্ক কোঠা-বালাখানা করে গেছে।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কোঠার ঘর [স কোঠ+] বি দৃঢ় ঘরবিশেষ: 'ধূলিএরা কোঠার ঘরে লৈয়া গেল সদাগরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোঠি [স কোঠ+] বি কুঠি; আবাস: 'কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮০৫।

কোড় [স] ১ বিণ সাংকেতিক: 'চম্পাকে কোড-ওয়ার্ডে কী কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি নিয়মাবলি: 'নূতন কোড দিয়ে রদবদল করার কোনো প্রয়োজন নেই।' মুজতাব, ১৯৫৯।

কোড-ওয়ার্ড [হি] বি সাংকেতিক ভাষা: 'চম্পাকে কোড-ওয়ার্ডে কী কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া।' নজরুল, ১৯৩১।

কোডেসেল [হি কোডিসিল] বি উইলের পরিশিষ্ট: 'এক কোডেসেল করেন তাহাতে এ দুই জনকে অনেক পুণ্যকর্ম করিতে আজ্ঞা দেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

কোড় [স কোড়া] বি কোল: 'পরশে নাগরী হইলা আগরী পড়িলা বেশ্যাদী কোড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোড়া [স (সংগীত) রাগিণীবিশেষ: 'কোড়ারাগঃ।' বড়ু, ১৪৫০: 'কেহ কোড়া ভূগাণী চাহিব রাগি শেষে।' অলাওল, ১৬৮০।

কোড়াদেশ [স (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ: 'কোড়াদেশারাগঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

কোড়াদেশাণ [স (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ: 'কোড়াদেশাগরাণঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

কোড়া [স] ১ 'নহে কোড়ে হনুমান দিখি সরোবর।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'কুড়িতে।' মাদোএল, ১৭৪৩। কোড়িবি ক্রি বনন করবে। 'কোদান স্বভা মাতা না পাই নিয়ড়ে তুমি আন্ত দিলে মাতা কোড়িবি চোয়ড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০। কোড়ে ক্রি ঠোকে; আঘাত করে: 'কেহো গা আছড়ে কেহো মাথা কোড়ে।' মাল্যধর, ১৫০০। কোড়েন ক্রি বনন করেন: 'সবে মেলি কোড়েন অবনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোড়া [হি] বি চাবুক: 'কোড়া দিয়া মারিতে।' মাদোএল, ১৭৪৩: 'ঘোড়াকে মারিতে মেরা গায় লাগে কোড়া।' গরীব, ১৭৬৫।

কোড়াঘাত [হি কোড়া+স আঘাত] বি চাবুকের আঘাত: 'সমস্ত শরীর কোড়াঘাতে জর্জর।' শওকত, ১৯৬২।

কোড়াদার [হি কোড়া+ফা দার] বি চাবুক দিয়ে প্রহার করে এমন ব্যক্তি। 'চতুরের পাশে দণ্ডায়মান তাতারী ও কোড়াদার।' শওকত, ১৯৬২।

কোড়ানো ক্রি চাবুক মারা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোড়াবরদার [হি কোড়া+ফা বরদার] বি চাবুক বহনকারী। 'আমীন, তাগাদদার, কোড়াবরদারসহ ... মনিবের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

কোড়াহাত [হি কোড়া+স আহত] বিণ চাবুকের ঘায়ে আহত। 'কোড়াহাত ও-মুখ কি অন্যদুঃস্থের্যে অবিকল?' শওকত, ১৯৬২।

কোড়া^১ বি এক ধরনের পাখি। 'ডাক ডাকিতেছে, ঘুঘু ডাকিতেছে, কোড়া করিতেছে রব।' জসীম, ১৯৩৩।

কোড়ি [স কোটি] বিণ কোটি। 'কোড়ি মর্যে এক হুইহুই সমাইড়।' চর্য ২, ১২০০।

কোড়োয়া বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস করে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কোণ^১ অব্য কোন; কী। 'কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।' বড়ু, ১৪৫০।

কোণ^২ [স] ১ ক্রিবিণ আয়তক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্ত পর্যন্ত। 'মাগে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুই রেখার মিলনস্থল। 'রেখা ও কোণ ও চতুর্কোণ।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি দিক। 'অগ্নি, নৈর্যত, বায়ু, ইশান, চারি কোণ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বি অন্তঃপুর। 'এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের স্বর রাখো।' মশাররফ, ১৮৬৯। ৫ বি প্রান্ত। 'মনে হল আঁখির কোণে/ আমায় যেন থেকে গেছে সে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বি অভ্যন্তর। 'মুখের কোণের সব নীনতা মলিনতা দুইয়ে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কোণ-উপকোণ [স] বি প্রতিটি অংশ। 'মুখচক্রের সন্ধির কোণ-উপকোণ হইতে ঠিকরিয়া বাহির ...।' প্রথম, ১৮৯৮।

কোণওয়ালা [স কোণ+হি ওয়ালা] বিণ কোণ আছে এমন। 'খোচাওয়ালা কোণওয়ালা গখিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কোণঘেঁষা [স কোণ+ঘেঁষা] বিণ কোণঠাসা। 'আমাদের মতো জীবিতকে ... নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কোণছেঁড়া [স কোণ+ছেঁড়া] বিণ কোনো ছিঁড়ে গেছে এমন। 'মার্বেলপাঞ্জ-মতিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কোণজাত [স] বিণ কোণে জন্ম হওয়া। 'সাময়িক অনৈক্যগুলিকে ক্ষুদ্র কোণজাত ধুলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কোণঠাসা [স কোণ+ঠাসা] ১ বিণ উপেক্ষিত; অবহেলিত। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ সংকীর্ণ গতির মধ্যে আবদ্ধ। 'বাসার সবে যে হল কোণঠাসা।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ নানামুখী চাপে জড়োসড়ো। 'কোণঠাসা হলে মানুষ এমনই আবোল-তাবোল বলে।' মানিক, ১৯৩৭।

কোণঠেসা [স কোণ+ঠেসা] ১ ক্রিবিণ জোরালো। 'তারা একেবারে কোণঠেসা করে ধরেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বিণ সংকুচিত। 'সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কোণমাত্র [স] বিণ ক্ষুদ্র অংশ। 'ক্ষুধাদম্ব পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কোণানাহি [স কোণ+কানাচ] বি একাধিক কোণ। 'অসমতল মাঠের কোণানাহি দিয়ে।' মণীশ, ১৯৩৯।

কোণাকুণি [স কোণ+] ক্রিবিণ কোণ বরাবর। 'নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে।' শরৎ, ১৯১৭।

কোণাভাড়া [স কোণ+] বিণ কোণ ভেঙে গেছে এমন। 'কোণাভাড়া আর সাঁতলাপড়া।' হাসান, ১৯৬৭।

কোণে কোণে ১ ক্রিবিণ সর্বত্র। 'অশ্রুধন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ ক্রিবিণ রঞ্জে রঞ্জে। 'তার গোপনতম কোণে কোণে ... আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯৩৬।

কোণোহো সর্ব কোনো। 'কোণোহো দানীর পোঁদ না দিল উত্তর।' বড়ু, ১৪৫০।

কোতওয়াল [ফা কুতওয়াল] বি নগর-রক্ষক। 'প্রজা কোতওয়াল যৌফিক চকনামা দরশন মতে ...।' চিঠিপত্র, ১৭৯৭। ২ কোতোয়াল

কোতওয়ালি [আ] বি নগর-রক্ষকের দপ্তর। এডমন, ১৭৯০।

কোতরা গুড় [আ আলকাতরা+স গুড়] বি ঝোলা গুড়। 'মল্লিকে ঐ কোণে ফরাসে গামলায় কোতরা গুড় আছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

কোতল [আ কতল] বি শিরশ্ছেদ। 'রাজার সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর ছিল, এমনিটুক, মানুষকে কোতল করবারও।' প্রথম, ১৯৩২।

কোত^১ বিণ খাটো। 'মাথা নেড়া দাঁত চটা কোতা গদমান।' ভবানী, ১৮২৮।

কোতোয়াল, কোতোআল [ফা কুতওয়াল] বি নগর-রক্ষক। 'কোতোয়াল হরিদাস জগাইতে ভার।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'পঞ্চ কোতোআল সঙ্গে ফিরে অনুচর।' আলগোল, ১৬৮০। ২ কোতওয়াল

কোতোয়ালি, কোতোআলি [ফা কুতওয়াল] বি নগর-রক্ষকের কর্ম বা পদ। 'কোতোয়ালি।' ওঁসা, ১৭৮২। 'কোতোআলি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

কোথেরং বি মলের মতো বাসামি রং। 'এসব কোথেরঙের এক নম্বর ইট নয়।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কোথা ক্রিবিণ কোথায়। 'কোথা জাসি জাসি হরিয়া পরনারি।' মালাধর, ১৫০০।

কোথাএ ক্রিবিণ কোথায়। 'কি করি কোথাএ জাই কোথা গেলে তরি আপনার দপ্তরটা আপনার অরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোথাও ক্রিবিণ কোনো স্থানে। 'কোথাও জীবনে সুখ নহিক তাহার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোথাকার বিণ কোন স্থানের। 'কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্য সে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোথাকার জল কোথায় মরে - কী হয়। 'দেখনা কোথাকার জল কোথায় মরে।' উমেশ, ১৮৫৭।

কোথাকারে ক্রিবিণ কোথায়। 'ডাক দিয়া বলে বির জাসি কোথাকারে।' মালাধর, ১৫০০।

কোথাত ক্রিবিণ কোথাও। 'তিলান্নেক মায়া মাত্র নহিক কোথাত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোথায় ক্রিবিণ কোনখানে। 'জীবকীট কোথায় পাইবে তার পার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোথাহ ত্রিবিধ কোথাও। 'হেন অজুত কথা কোথাহ না সুনি।' মালধর, ১৫০০।

কোথা [স] বি ধনুক। 'কোদণ্ড ধরেন রঘুশিখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোথোন্তম [স কোদণ্ড-উত্তম] বিণ ধনুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বাম করে গাথিব – কোদথোন্তম।' মাইকেল, ১৮৬২।

কোদাল [স কুদাল] বি মাটি কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'দন্তুল্লা মেলে জেন পাজাল কোদাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোদালি [স কুদাল] বি মাটি কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'কুঠার কোদালি লহ যার যে করিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোদালিয়া [স কুদাল] বি কোদাল দিয়ে মাটি কোপানোর কাজ করে যে। 'কোদালিয়া কাটিয়া করিল খেত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোদালে বিণ কোদাল দিয়ে মাটি কোপালে যেমন দেখায় তেমন। 'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে পগনের নীল গাড়ে।' নজরুল, ১৯২৮।

কোন ১ ত্রিবিধ কী প্রকারে। 'অত্রুর বলিয়া নাম কোন গুনে খুইল।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ কী। 'যৌবন রাখন কোন কাজে।' বড়, ১৫৭০। ৩ সর্ব কে; কোন জন। 'কাকের গরুড় করে এছে কোন হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ কোনো প্রকার। 'নাহি কোন অধ্যর্মে লেশ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৫ সর্ব কেউ একজন। 'তত্ত্বিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে তৎকার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ কোনে

কোন কোন বিণ কী। 'অপর সাধারণ সকলের কোন কোন বিষয় শিক্ষা করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কোনও সর্ব কেউ একজন। 'কোনও আরোহীর একটি অস্ত্র অল্পবয়স্ক কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কোনওবিধ বিণ যে-কোনো রকমের। 'পারস্পরিক সম্পর্কে অস্তিত্ব ধরে না নিলে ইতিহাসের অথবা সমাজের কোনওবিধ ব্যাখ্যাই অসম্ভব।' শিব, ১৯৫৬।

কোনকালে ত্রিবিধ কোনো সময়ে। 'কোনকালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাসগুল খাইয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

কোনক্রমে ১ ত্রিবিধ কোনো প্রকারে। 'সংবেদনের জোনাব দৌলোতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া ...' ডেরলি, ১৭৯৪; তাঁতি, ১৭৯২। 'কোন ক্রমে কাশালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।' রামরাম, ১৮০১। ২ ত্রিবিধ কোনোমতে। 'কোনক্রমে কষ্টেস্টে কালহরণ করা।' অক্ষয়, ১৮৫২।

কোনখালে ত্রিবিধ কোন জায়গায়। 'কি জ্ঞানি রূপালে মোর কোনখানে ঘটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

কোন জনা বি কোন ব্যক্তি। 'রামনামে কত সুখা জানে কোন জনা।' রূপরাম, ১৭৫০।

কোনপ্রকার বিণ কোনো-একটি বিষয়ের। '... যদি কোনপ্রকার তত্ত্বোন্মোচন করিতে পারি।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কোনপ্রকারে ত্রিবিধ কষ্টেস্টে। 'পর-পরিত্যাগ নিযুক্ত থাকিয়া, কোনপ্রকারে কালটিপাত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কোনমতে ত্রিবিধ কোনো রকমে। 'আলগোহে এমত রাখিলে কোনমতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোনমতেই ত্রিবিধ কিছুতেই। 'দৃংশীল বালকদিগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কোনরূপ বিণ কোনো প্রকার। 'তাহার পঞ্চাদি শিকার বা কোনরূপ বৈরনির্ঘাতনে খাবিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কোনরূপেই ত্রিবিধ কিছুতেই। 'শিশুগণ বর্ণ ও শব্দ শিক্ষায় কোনরূপেই অনুরক্ত নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কোনো [স কোণ] বি এক সেরের চার ভাগের এক ভাগ; পোয়া। 'উত্তম চাল এক কোনো আনহ মাগিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোনাকুনি, কোনোকোনি [স কোণ] ত্রিবিধ এক কোণ থেকে বিপরীত কোণ পর্যন্ত। 'কোনোকোনি নেত্রবন্ধ খেলার সদাই চন্দ্র।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কে কোনোকুনি চলবে।' প্রমথ, ১৯১৫।

কোনো সর্ব কে। 'কামিনি কোমে গঢ়লী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ন জানম কোল হোস্তে শিত কোনে নিল।' সুলতান, ১৬৫০।

কোনো [স কন্যা] বি স্ত্রী নববিবাহিত বধূ। 'এখানে একলা কোনোের বৌটার মত বসে আছ।' উমেশ, ১৮৭৭।

কোনো ১ বিণ অনির্দিষ্ট বা অনির্ধারিত একজন লোক বা একটি বস্তু। 'কোনো মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ কোন

কোনো-এক বিণ জনৈক। 'ডাকিনীর মহত্ত্বকে কোনো-এক মুচমতি জ্যোতবাহুর বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কোনো কোনো বিণ যে কেউ। 'সঙ্গদোষ হইলে কোনো কোনো হলে বিপরীত্ব যাইতে পারে।' প্যারী, ১৮৫৮।

কোনোপাডিকে [কোনো+স গড়ি] ত্রিবিধ কোনোপ্রকারে। 'যাঁরা প্রাণোগতিক সংস্কৃত বা বাঙালি শিক্ষক হয়ে হাইস্কুলগুলোতে স্থান পানেন।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

কোনোদিন [কোনো+স দিন] ত্রিবিধ কখনো; কোনো সময়ে। 'কোনোদিন হাহতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কোনো-না-কোনো বিণ যে-কোনো। 'পিতৃমাতৃহীন হৈমবর্তী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে অশ্রয় গ্রহণ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কোনোপ্রকার [কোনো+স প্রকার] বিণ কোনো ধরনের। 'মনোহরনের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার মরচে না পড়লেই হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কোনোপ্রকারে ত্রিবিধ কষ্টেস্টে; কোনোমতে। 'কোনোপ্রকারে কর্তব্য পালন করদুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কোনোমতে ত্রিবিধ কিছুতেই। 'না খেলে কোনোমতেই ছাড়ত না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কোনোরকম বিণ বুঝ সাধারণ। 'শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে ... কোনোরকম করে আহার লগে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কোন্দল [স কন্দল] বি কণ্ডা। 'কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোণ [স] ১ বি রাগ; ক্রোধ। 'হারে সচ্যে কোণ করিলে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অভিযাপ। 'হর-কোণে মেল মীনকেতু।' মুকুন্দ, ১৬০০। কোণে ত্রিবিধ রাগের বশে। 'কোণেতে পুঁথির বাড়ি মারিল ব্রাহ্মণ।' রূপরাম, ১৭৫০। কোণে ত্রিবিধ রাগের বশে। 'কোণে কর্তব্য মোকে হাখে না ছুইল সামী।' বড়, ১৪৫০।

কোণকুটিল [স] বিণ ক্রোধে কুটিল। 'কোণকুটিল কটাক করিয়া বলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

কোণকোতোয়াল [স কোণ+ফা কৃতওয়াল] বি ক্রুদ্ধ কোতোয়াল।

‘মহারাজের শ্রবণধারে কোপকোতোয়াল দাঁড়য়ে আছেন।’ দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

কোপচিহ্ন [স] বি ক্রোধের চিহ্ন। ‘কোনপ্রকার উদ্ভূত বা কোপচিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না।’ বিদ্যা, ১৮৬৩।

কোপছল্লে [স কোপ+স ছল্লে] ক্রিবিণ রাসের ছলে। ‘কোপছল্লে পরিখে তোপ্কার মতি কাছে।’ বড়ু, ১৪৫০।

কোপদৃষ্টি [স] বি ক্রুদ্ধদৃষ্টি। ‘কোপদৃষ্টি ব্যতীত একদিনের নিমিত্তে প্রণয়-দৃষ্টিতে ...।’ অক্ষয়, ১৮৪৬।

কোপদৃষ্টে [স] ক্রিবিণ ক্রুদ্ধভাবে। ‘সিংহ চাহে কোপদৃষ্টে বীরের আচড়ে পিষ্টে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কোপন [স] বিণ ক্রুদ্ধ। ‘দানব কোপন যেন অমিয়া খাইতে।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কোপনবভাব [স] ১ বিণ সহজে ক্রটি হয় এমন। ‘তখাত এল্প সারঙ্গহীন ও কোপন-বভাব হইতে পানেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি ক্রুদ্ধ; রাগাধিত। ‘একজন কোপনবভাব মুসলমান বলিল, ... দমপতি কৃষ্ণদেব রায়ের যুগ্মচ্ছেদ করিতে পারিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইত।’ এডুকেশন, ১৮৮৬। ৩ বি রাগাধিত আচরণ। ‘কোপন বভাব দেখিলে অমনি গোপন বাধা আড়।’ নজরুল, ১৯২৪।

কোপনা [স] বি স্ত্রী রাগী লোক। ‘মুর্খে বলে কীর্তিনাশা, হে কোপনা!’ সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কোপমনে [স কোপমন] ক্রিবিণ রাসের বশে। ‘এতক সুনি সম্বর উঠে কোপমনে।’ মাল্যধর, ১৫০০।

কোপমান [স] বিণ রাগাধিত। ‘কাতলিআ কোপমান ঘন ডাকে হুল্ল।’ হান।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

কোপমুতা [স কোপ+বিণ স্ত্রী ক্রোধাধিত।] ‘আছে কোপমুতা রাহিবে করিল ফোঁ।’ রামহ্রদাস, ১৭৮০।

কোপাকুল [স কোপ-আকুল] বিণ রাগাধিত। ‘দেখে দেখে কামরাজে হল কোপাকুল।’ ভবানী, ১৮২৫।

কোপাশ্লি [স কোপ-অশ্লি] বি ক্রোধের আশ্রন। ‘ডাকিনী বিদ্যার কখা নাম গুলিলে সকলের কোপাশ্লি প্রজ্জ্বলিত হইত।’ বঙ্গদূত, ১৮২৯।

কোপানল [স কোপ-অনল] বি ক্রোধাশ্লি। ‘স্বরহর কোপানল যেন বিরহ-অনল রূপ ধরি।’ মাইকেল, ১৮৬০।

কোপাষি [স কোপ-আষি] বিণ ক্রুদ্ধ। ‘বহু জনতা দেখিয়া কোপাষি হইয়া ...।’ দর্পণ, ১৮২৪।

কোপ [স কূপ+] বি কাতার উদ্দেশ্যে যে আঘাত। ‘কার কোপে প্রাণ গেল কাটিব কাহারে।’ সুলতান, ১৬৫০।

কোপ পড়া ক্রি আঘাত লাগা। ‘তখনই সাহিত্যের একবারে গোড়াতে কোপ পড়ে।’ শিব, ১৯৭৩।

কোপ মারা ক্রি আঘাত করা। ‘কোপ মারিতে।’ মানোএল, ১৭৪৩।

কোপা [স কোপ] ক্রি ক্রুদ্ধ হওয়া। ‘হ্রদএতে লম্বি কোপি মোহিত উমাগতি।’ মাল্যধর, ১৫০০। **কোপিয়া** ক্রি ক্রুদ্ধ হয়ে। ‘বিত্ত কোপিয়া বিরে চাইল লাড়িয়া।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কোপাই বি বর্ষমানের একটি নদী। ‘যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কোপানো [স কূপ+] ক্রি কাতার উদ্দেশ্যে আঘাত করা। ‘কোদাল নিয়ে

মাটি কোপায় মাণী।’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

কোপাষি ক্র কোপ

কোপি [প কোপি] বি বাঁধাকপি ও ফুলকপি। ‘কোপি সল্যাম সলুপা পালন ...।’ কৈরী, ১৮০২।

কোপিনী [স কোপী] বি নেংটি। ‘করুয়া ধারণ তার করেছে কোটিতে ভোর-কোপিনী।’ লালন, ১৮৯০।

কোপিল [স কোপ+] বিণ ক্রুদ্ধ। ‘দেখিল কোপিল কাহাঞি রহিলছে পাশে।’ বড়ু, ১৪৫০।

কোপীধারী [স কোপীনধারী] বিণ নেংটি পরিহিত। ‘কোতা গরদন কোতা ভারী কোপীধারী আনরপুরী।’ ভবানী, ১৮২৮।

কোপীন [স কোপীন] বি নেংটি। ‘আঁচলা ঝুলা করুয়া কোপীন সার।’ লালন, ১৮৯০।

কোপ্তা [ফা কুফ্তাহ] বি মাছ বা মাংসের বড়াবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১: ‘কোপ্তা-পোলাওয়ের কোপ্তালোকে যদি ছোট ছোট টুকরো করে পোলাওয়ে মিশিয়ে সেওয়া হয়, তবে তাই হবে রিসেত্তো।’ মুজতবা, ১৯৫২।

কোপীধারী [স কোপীনধারী] বিণ কোপীন-পরিহিত; নেংটি-পরা। ‘কোপীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।’ গুণ, ১৮৫৮।

কোফ্তা [ফা কুফ্তাহ] বি মাছ বা মাংসের বড়াবিশেষ। ‘প্রতাহ পোলাও কোফ্তা কোরমা কোফ্তা দোপোয়াজা কাবাব ...।’ ভবানী, ১৮২৮।

কোফরি [আ কুফরা] বি অর্থ। ‘তোমরা কোফরের অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিলে।’ রোকেয়া, ১৯২২।

কোফরী [আ কুফরা] বিণ ইসলামে অবিবাসী। ‘অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কোফরী ধর্মবিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।’ এসলাম, ১৯২১।

কোব [কোপ] ১ বি আঘাত। ‘সাপিনীরে দেয় খোব সাপিনী বাড়য়ে কোব।’ চক্ৰী, ১৫৫০। ২ বি ছুরির আঘাতে ক্ষত। মানোএল, ১৭৪৩।

কোব দেওয়া ক্রি আঘাত করা। ‘কোব দিতে।’ মানোএল, ১৭৪৩।

কোবানো ক্রি খনন করা। মানোএল, ১৭৪৩।

কোবরেজ [স কবিরাজ] বি কবিরাজ। ‘বিজয় সেনগুণ্ডকে আমরা ডাকতাম কোবরেজ বলে।’ অচিভ্য, ১৯৫০।

কোবালা [আ কাবালাহ] বি বিক্রয়ের চুক্তি। ‘উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে।’ বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কোবাস্ট [ই] বি রূপার মতো শুষ্ক সাদা ধাতুবিশেষ। ‘নিকেল কোবাস্ট নামক দুই ধাতু আছে।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

কোবিদ [স] ১ বিণ পণ্ডিত। ‘তোমার কোবিদ বেদ্য? এই ভাবি মনে।’ মাইকেল, ১৮৬৬। ২ বিণ নিপুণ। ‘বন্দনা-বাণী ধনিছে নিখিল বিশ্ব-কোবিদ-কণ্ঠময়।’ নজরুল, ১৯২২।

কৌবী সর্ব কাউকেই। ‘পঞ্চ বিষয় দেও নায়ক রে বিপক্ষ কৌবী ন দেখী।’ চণ্ডী ১৬, ১২০০।

কোমণ বিণ কী প্রকার; কী রূপ। ‘কোমণ বাণে লএ পরাণ।’ বড়ু, ১৪৫০।

কোমপানি [ই] বি সেনাবাহিনীর ছোটো দল। ‘৭ সংখ্যক আর্টিলরি দলের ৫ কোমপানি।’ সুধাবর্ণণ, ১৮৫৫।

কোমর [ফা কমর] বি কটদেশ। 'সুন্নতোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

কোমর আঁটা [ফা কমর>] ক্রি দৃঢ়সংকল্প হওয়া। 'রুটি সেটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে পগার পার।' গিরিশ, ১৮৮৩।

কোমর কনকনালি [ফা কমর>] বি কোমরের ব্যথা। 'আল্লাকালীর প্রাত্যহিক কোমর কনকনালিও যেন কিছু কম পড়িয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

কোমর-পানি [ফা কমর>+বি পানি] বি মাজা সমান পানি। 'কোমর-পানি পর্যন্ত কাছে কাছেই ছিল।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

কোমরবন্দ [ফা] বি কটিবন্ধ; বেষ্ট। 'ভুঁড়ি কমাবার কোমরবন্দ সবে নিয়ে যাবেন।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

কোমরবন্ধ [ফা] বি কোমর বাঁধার বস্ত্র বা ফিটা; বেষ্ট। 'লম্বা সাপের মতো জরির কোমরবন্ধ।' অবন, ১৯২৭।

কোমর বাঁধা [ফা কমর>] ১ ক্রি কার্যসাধনে উঠে-পড়ে লাগা। 'কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্ভাত হইতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ কোমরে কাপড়-বাঁধা। 'কোমরবাঁধা মেছুরা চুপড়ি লইয়া জেলেনের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কোমর বেঁধে দাঁড়ানো - দৃঢ়তার সস্তুপে দাঁড়ানো। 'প্রোত্যাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কোমর বেঁধে লাগা - কার্যসাধনে উঠে-পড়ে লাগা। 'শেখরের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ... কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।' শরৎ, ১৯১৪।

কোমর ভাঙা [ফা কমর>] ক্রি কোমর ভেঙে যাওয়া। ওর্দা, ১৭৮৫।

কোমল [স] ১ বিণ সুকুমার। 'আমার কোমল দেহে না জাপো দূরী পরপুরুষের নেহে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ নরম। 'কোমল ভক্তিতে কোমল পাতত থাকিলা কাহাঞি বসী।' বড়, ১৪৫০। ৩ বিণ স্পর্শকাতর। 'চন্দ্র অতি কোমল বসী।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৪ বিণ মৃদু। 'আনন্দজনক কোমল চন্দ্রকিরণ তাহাকে দূরীকরণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৫ বিণ নম্র। 'অনেকে বোধ করেন, ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিণ অদৃঢ়; অপুষ্ট। 'তাহাতে ২৯টি অপোগণ্ড বালকের কোমল কপাল সজ্জিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিণ মোলায়েম। 'দেহাংশ মনমলসদৃশ কোমল, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে আবৃত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৮ বি (সংগীত) মূল স্বরের থেকে এক শ্রুতি নীচের স্বর, কেবল রে, গা, ধা ও নি-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (তুল. কড়ি)। 'কড়ি বাজে কি কোমল বাজের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কোমলকান্ত [স] বিণ মনোরম। 'ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সক্ষম বড়োই কোমলকান্তরূপে দেখে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কোমলকান্তা [স] বি স্ত্রী লাভগম্যরী। 'প্রদীপ পুকারে শঙ্কিত পায়ে চলে না কোমলকান্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কোমলকায় [স] বিণ নরম। 'বনতলস্থ কোমলকায় গুলাসমূহ, শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যময় পবনহিত্রোলে ...' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কোমল গান্ধার [স] বি (সংগীত) গান্ধার স্বরের চেয়ে এক শ্রুতি নিচের গান্ধার; কোমল গা। 'আশাবরি সুরের কোমল গান্ধারে আর বৈবতে।' নজরুল, ১৯৩১; 'ভাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

কোমলতা [স] ১ বি পেলবতা। 'কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি প্রত্যেক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি

স্নিগ্ধতা। 'তাহার সে চম্পকবর্ণ তুকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে ...' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ৩ বি নরম ভাব। 'ইহার কোমলতা গুণ জ্ঞানিতেছ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি মাধুর্যমণ্ডিত স্বভাব। 'এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

কোমলতাময় [স] বিণ স্নিগ্ধতাপূর্ণ। 'অকুলি চম্পকাবলী কোমলতাময়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

কোমল দুর্বলতা [স] বি সহনীয় মাত্রার ক্রটি। 'মানুষের কথাবার্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রঙটুকু, অসমাপ্তির কোমল দুর্বলতটুকু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কোমলগ্রাণা [স] বিণ স্ত্রী কোমল হৃদয়ের অধিকারী। 'কোমলগ্রাণা সখিয়ার সুকোমল হস্ত ধরিয়া ...' মশাররফ, ১৮৮৫।

কোমলবিরল [স] বিণ নরম ও পাতলা। 'ঐ গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কোমলমতি [স] বিণ নরম হৃদয়সম্পন্ন। 'কোমলমতি বালক-বাগ্লিকাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করা ...' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

কোমলমনা [স] বিণ নরম মনের অধিকারী। 'মধ্যবিত্ত সংসারের অনভিভ, কোমলমনা, ছেলমানুষ মেয়ে।' মানিক, ১৯৪০।

কোমলমূর্তি [স] বি শান্ত-সুন্দর রূপ। 'তোমার ঐ শ্যামলবরন কোমলমূর্তি মর্মে গাথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কোমল রেখা [স] বি শুদ্ধ স্বরত্ব স্বরের চেয়ে এক শ্রুতি নীচের স্বর; কোমল রে। 'দিবাবসানের রাগিণীতে কোমল রেখা এবং কড়ি মধ্যমের যোগই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কোমলসুন্দর [স] বিণ কোমল ও সুন্দর। 'এই কোমলসুন্দর শিকারটিকে আপনার বৃকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

কোমলস্বভাবা [স] বিণ স্ত্রী নরম স্বভাববিশিষ্ট। 'নিরাশ্রয়া কোমলস্বভাবা মায়ীদিগের ...' তমোলুক, ১৮৭৪।

কোমল-হৃদয় [স] বিণ নরম মনের অধিকারী। 'ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ প্রব্রবৎসল।' রবীন্দ্র, ১৯৭৮

কোমলহৃদয়া [স] বিণ স্ত্রী নরম মনের অধিকারী। 'আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কোমলা [স] বিণ স্ত্রী নরম; ক্রেশ সহ্য করতে পারে না এমন। 'পুরুষ ক্রেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

কোমলাঙ্গী [স] বিণ স্ত্রী কোমল-অঙ্গী। বিণ স্ত্রী কোমল সেহবিশিষ্ট। 'শখাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কোমলাভ [স] বিণ কোমল আভাবিশিষ্ট। 'এদ্রুপ কোমলাভ মূর্তি ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কোমিটী [ই] বি পরিষদ। দর্পণ, ১৮১৮।

কোমিটী সাহেব [ই কমিট+আ সাহিব] বি কমিটির সদস্যবৃন্দ। 'বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোমিটী সাহেবরা কোঁসিলে শেখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

কোমিটী [ই] বি কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা সম্ম। 'শহরের যে সংস্থান পূর্বে ছিল ... তাহা কোমিটীতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২১।

কোমিটী [ই] বি পরিষদ। 'বঙ্গালি কোমিটীর মধ্যে শ্রীমত মিরজা

মহম্মদ অন্ধর ... ' দর্পণ, ১৮২১।

কোম্বদর্শন [ফ (বংশনাম) কোম্ব+স দর্শন] বি ফরাসি পণ্ডিত ওস্ত
কোভের দর্শন। 'সাংবাদর্শন ও কোম্বদর্শন নিরীখর হইলেও ...'
বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কোম্পানি, কোম্পানী [হি] ১ বি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ওর্স, ১৭৮২;
'কোম্পানীর কাজ পাইয়া মহা ধনাঢ্য হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২;
'কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও ...' দর্পণ,
১৮০৪। ২ বি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেব। 'হে কোম্পানি আমি
যাহাতে অস্ত্রে সুখ পাই সেপুণ অনুমতি কর।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বি
সেনাবাহিনীর বিশেষ সংখ্যার একটি দল। 'দুটি রেজিমেন্ট ... দুটি
কোম্পানি।' মহাশেতা, ১৯৫৬। **দ্র কোম্পানি**

কোম্পানির কাগজ বি সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের
স্বীকারপত্রবিশেষ; বন্ড। 'কোম্পানির কাগজের সকল টাকা ...'
ক্যালসে, ১৭৮৫।

কোম্পানী বাহাদুর [হি কোম্পানি+ফা বাহাদুর] বি ইস্ট ইন্ডিয়া
কম্পানি সরকার। 'কোম্পানী বাহাদুর ধনী হওনের অনেক পন্থা
করিয়াছেন।' ডবানী, ১৮২৫।

কোম্পাস [হি কম্পাস] বি দিক নির্ণয়ের যন্ত্র। ওর্স, ১৭৮২।

কোয়ন্টম থিয়োরি [হি] বি ইলেকট্রনের শক্তি বিকীরণ হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে
নয়, বরং নির্দিষ্ট মাত্রায় – এই তত্ত্ব। 'তোমার কোয়ন্টম থিয়োরির
বইখানা নিয়ে আসি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কোয়র [স কুয়ার] বি পুর। 'হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ি যারে সাধুর কোয়র।' বিজয়,
১৬৫০।

কোয়া [স কোথ>] ১ বি রেশমের কোথ; গুটি। '... রেশম নির্মিত একটা
ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া
বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি ফলের কোথ। 'বাঁজা কোয়াওলা
কাঁঠাল।' হুতোম, ১৮৬১।

কোয়াওলা [স কোথ+হি ওয়ালা] বিণ কোথযুক্ত। 'বাঁজা কোয়াওলা
ডাল কাঁঠাল।' হুতোম, ১৮৬১।

কোয়াককো [ধন্যা] বি চবির ডাক। 'নদীর পার চবির ডাক
কোয়াককো।' নজরুল, ১৯২৫।

কোয়াক কোয়াক [ধন্যা] বি ডাহুক ডাকার শব্দ। 'হঠাৎ ডাহুক কোয়াক
কোয়াক করে ওঠে।' ইসহাক, ১৯৫৫।

কোয়া জুর [স কোথ>+স জুর] বি কোষকীভজিত জুর। 'কোয়া জুরের
ঔষধ সদাই শাব কতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোয়াটার্সি [হি] বিণ ত্রৈমাসিক। 'এখনো কোয়াটার্সি পরীক্ষা হয়নি'
শিবরাম, ১৯৪০।

কোয়ার্টার, কোয়ার্টার [হি] ১ বি আবাসস্থল। 'মুসলমান মেয়েদের
কোয়ার্টারে নেলীকে মোটেই যেতে দেয় না।' রোকেয়া, ১৯২২। ২
বি চার ভাগের এক ভাগ। 'তিন কোয়ার্টার খেতে না খেতেই হয়ে
গেল।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

কোয়ার্টার মাস্টার [হি] বি জাহাজের কর্মচারীবিশেষ। 'চারিজন লোক
আছে ... কোয়ার্টার মাস্টার ... ইহার পর্যায়ক্রমে অধ্যক্ষ ও
কর্মচারীদের আজ্ঞা পালন করে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

কোয়ার্টার পাঠ [হি] বি সামরিক বাহিনীর উপাধ্যায়বিশেষ; বশদ
সরবরাহ বিভাগ। 'আমায় ঠেলে ঢোকানো হল কোয়ার্টার পাঠে'
নজরুল, ১৯২৭।

কোয়ালি বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'গোহালো গাইয়া গীত কোয়ালি

ফিরিয়ে নিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোয়ালিটি [হি] বি গুণগত মান। 'আপনে বড় ভাল কোয়ালিটির তামাক
খান।' মনসুর, ১৯৫৫।

কোয়ালিফিকেশন [হি] বি যোগ্যতা। 'দেশের কাজ করতে গেলে কি
কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন?' প্রমথ, ১৯৩৫।

কোয়ালিশন [হি] বি রাজনৈতিক মোর্চা; একাধিক রাজনৈতিক দলের
সাময়িক মিলন। 'সর্বদলীয় কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের পঞ্চপাতী'
মনসুর, ১৯৩৫।

কোয়াশা বি কুয়াশা। 'সন্দের ফগ অর্থাৎ গাঢ় কোয়াশা ...'
কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

কোয়াশাময় বিণ কুয়াশাপূর্ণ। 'এ রকম কোয়াশাময় দিন কাহাকে
বলে আমাদের দেশের শোকেরো মনেও ভাবিতে পারেন না।'
কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

কোয়েফি হওয়া [আ কৈফি] ক্রি মদের নেশায় ভোর হওয়া। 'কোয়েফি
হইতে।' যানোএল, ১৭৪০।

কোয়েরী [হি] বি অনুসন্ধান। 'তখন ঐ কোয়েরীগুলো আর্জেন্ট।' সাদত,
১৯৬৭।

কোয়েল [স কোকিল] বি মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট পাখিবিশেষ। 'কোয়েল,
নোয়েল, পাখিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

কোয়েলা [স কোকিল] বি স্ত্রী কোকিল। 'গায় মোবারকবাদ
কোয়েলা।' নজরুল, ১৯২৮; 'ডাকে কোয়েলা বারে বারে।'
অতুলহাসদ, ১৯৩০।

কোয়েলি [স কোকিল] বি স্ত্রী কোকিল। 'সে বিয়োগ-ব্যথা বিধুর
কোয়েলিটাও কেঁদে কেঁদে চোখ লাল ...' নজরুল, ১৯২২।

কোর [স কোড়] ১ বি কোল। 'ক্ষেপে ক্ষেপে উঠি মুখি তনু লোটাই
সুন্দর সখা কর কোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ বাক্য। 'গড়ের
মধ্যভাগে কোর হইয়া মাটিয়া পোতা লাগিয়া দশ হস্ত পরিসর
দেয়া।' রামরাম, ১৮০১।

কোর বি পাখিবিশেষ। 'কামী কোর কলবিক বুঝতে পারলাম না।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

কোরক [স] বি কুঁড়ি। 'কৌসলে কুড় কোরক করে লেল।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

কোরক [হি ক্রোক] বি আটক। 'কাপড় ভাবত কুটীতে কোরক রাখিবা।'
হালদেব, ১৭৭৩।

কোরকওয়ালা [হি ক্রোক+হি ওয়ালা] বি আটককারী। ওর্স, ১৭৮৫।

কোরক তুলিতে ক্রি অবরোধ তুলে নিতে। ওর্স, ১৭৮৫।

কোরকদার [হি ক্রোক+ফা দার] বি বহুমু অনুযায়ী যে মালামাল
আটক করে। ওর্স, ১৭৮৫।

কোরকী [হি ক্রোক>] বিণ ক্রোকের; ক্রোক থেকে পাওয়া। 'কোরকী
জমি ছাড়িতে পারিবেন না।' মেয়ার, ১৭৮৭।

কোরকাশ বি হল; কপটতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোরলা [স কৌতুকরসক] বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চৌদুলি চুনারি
মাঝি কোরলা দেখায় বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোরতা [ফা কুরতাহ] বি উর্ধ্বাঙ্গের জামাবিশেষ। 'মহাশয়েরা জামা নিমা
কাবা কোরতা ... ব্যবহার করিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

কোরন্দ [স কুরত] বি অগ্রকোষ বৃদ্ধির রোগ। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোরন্দিআ [স কুরত>] বিণ অগ্রকোষ বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত এমন।

বিদ্যা, ১৮৯১।

কোরবান [আ কুরবান] বি উৎসর্গ। 'ভগ্নীসূত কিবা সূত করিলে কোরবান।' সুলতান, ১৬৫০।

কোরবানি, **কোরবাণী** [আ কুরবানী] ১ বি ইসলামি-মতে সৃষ্টিকর্তার সম্ভটির উদ্দেশে পশু বলিদান। 'এশ্রাম ধর্ম্যে বলিতেছে কোরবাণী কর।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বি নিরশেষে দান। 'প্রস্তুত হইল যথা-সর্বস্ব কোরবাণীর জন্য।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কোরবানি দেওয়া ক্রি উৎসর্গ করা। 'নিজস্বের জানমাল কোরবানি দিতে কৃতাধো করেন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

কোরমা [তু কুরমা] বি তুর্কি পদ্ধতিতে রান্না করা কালহীন মাংস। 'প্রত্যহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোন্ডতা ...।' ভবানী, ১৮২৮।

কোরসবরদার [আ খরজ+ফা বরদার] বি খাদ্য-সরবরাহকারী। ওর্সা, ১৭৮৫।

কোরা [ফা কুরা] বিণ আধোয়া মাড়মুক্ত (কাপড়): রাসায়নিক ব্যবহার করে সাদা করা হয়নি এমন। ওর্সা, ১৭৮২; 'কোরা খন্দেরে কলিঙ্গদার কোর্তা ও সাদা বৃশি পরিয়া ...।' মনসুর, ১৯৩৫।

কোরা বি চাবুক। ওর্সা, ১৭৮৫।

কোরা বি কোড়া; শিকারি পাখিবিশেষ। 'কোরা-ভাংকের বুকে কান পেতে গুন যায় গান।' জীবন, ১৯৩০।

কোরা বি ধান রাখার বাঁশের পাত্র। 'কোরাটা নিয়ে যা মুশি বাড়ি।' কায়সার, ১৯৬২।

কোরান, **কোরানি** [আ কুরআন] বি মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'অনুগ্রহ পড়য়ে কোরান।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'যেই কিছু নিরঞ্জে কহিছে কোরানে।' আলাওল, ১৬৮০; 'কোরান হইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ বাদিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কোরানশরীফ [আ কুরআন+আ শরীফ] বি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। 'অনেকেই পবিত্র কোরাণশরীফের আশ্রয় ন্যায়-সুখ্যাপ ...।' মশাররফ, ১৮৮৯।

কোরান খানি [আ কুরআন+] বি কোরান পাঠ ও আবৃত্তি। 'আগে কোরবান সাহেবের কোরান খানি হোক।' মাহেনও, ১৯৪৯।

কোরান পাঠ [আ কুরআন+স পাঠ] বি কোরান পড়া। 'কোরান পাঠ ও হাদিস-সুন্নাহ প্রয়োজনীয়তা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কোরানি বি নারকেল ইত্যাদি কোরানোর হাতিয়ারবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫।

কোরাম [হি] বি সভার কাজ চালানোর জন্য বিধিসম্মত উপস্থিতি। 'কোরামের অভাবে অধিকাংশ সময়ে সেসব বৈঠকের অধিবেশন হইতে পারে না।' আজাদ, ১৯৩৬।

কোরাল [হি] বি প্রবাল। 'কোরাল জলে অদিম রঙীন ভাষা/নীল সমুদ্রে, নীচে।' অমিয়, ১৯৩৮।

কোরাল [স করাল] বি মাছবিশেষ; ডেটকি মাছ। 'নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে ...।' জীবন, ১৯৪২।

কোরালী বি স্ত্রী কোরাল মাছ। 'কেড়ে নেয় কোরালীর জুপ।' জীবন, ১৯৪২।

কোরাস [হি] বি সমবেত সংগীত বা আবৃত্তি। 'কোরাসের কোনো আত্মীয়তা নেই, বিদ্যাসুন্দরী পানের সঙ্গে যে অতুলপ্রসাদের সংগীতের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কোরাস গান [হি কোরাস+গান] বি সমবেত সংগীত। 'ছেলোরা খুব জোরে কোরাস গান ধরে।' মনসুর, ১৯৫৫।

কোরি বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাছি, কোরি, লোধী, কুম্মী সবাই এসেছিল।' মহাহেত, ১৯৫৬।

কোরীয় বিণ কোরিয়া দেশীয়। 'সেই কোরীয় যুবকের কথটা বাজছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কোরেশ [আ] বি কুরাইশ; কোরেশ বংশের সদস্য। 'সকল কোরেশপণ হইয়া একতর।' সুলতান, ১৬৫০।

কোরোক [হি] বি আইনের সাহায্যে সম্পত্তি আটক। 'সেই বংশের কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কোরোপদার [আ কুর্+ফা দার; ই কোক+ফা দার] বি আদালতের আদেশে অপরাধীর মালপত্র আটক করে থে। ওর্সা, ১৭৮৫।

কোরোও [স কুরও] বি অকোষ বৃদ্ধিজনিত রোগ। 'বুনা নারিকেল ঝাএ কোরোও হইল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কোর্ট [হি] বি আদালত। 'বাসালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

কোর্ট অফ রিকোএট [হি] বি নিম্ন আদালত। 'কোর্ট অফ রিকোএট হইতে বিচারদিত হইয়া লিবিভ পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

কোর্ট আপীল [হি] বি পুনরায় বিচারের জন্য উচ্চ আদালত। 'বাসালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

কোর্টকাছারী [হি কোর্ট+হি কছারী] বি আদালত। 'কাইজা-ফ্যাসাদ, কোর্টকাছারী নানা শ্রেণীর কিছু লোকের জন্য অর্থাগমের উৎস হইয়া ওঠায়।' আজাদ, ১৯৬৯।

কোর্টশিপ [হি] বি ইউরোপীয় রীতিতে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর প্রায় ভাবের আদান-প্রদান ও প্রেমের সম্পর্ক। 'তাদের দুজনে কোর্টশিপ চম্চে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কোর্তা, **কোর্তা** [তু কুরতাহ] বি পুরুষের উর্দারের জামাবিশেষ। 'কোর্তা ও সামান্য সূতার মোজা প্রস্তুত করিতে বস্ত্রবন্দী হইবে।' হালিসহর, ১৮৭১; 'প্রসন্ন ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কোর্শা [আ কুরফাহ] বি অন্যের জমি নিয়ে চাষ করে থে। 'তাঁহার কোর্শা প্রজা দুধির অনেক টাকা খাজনা বাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কোর্শা, **কোর্শা** [হা] বি তুর্কি পদ্ধতিতে রান্না করা কালহীন মাংস। 'অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্শা, কাবাব উপস্থিত।' রোকেয়া, ১৯০৪; 'বাদল দিনে ভূনিখিচড়ি ও কোর্শার সরবরাহ ...।' নজরুল, ১৯২৭।

কোর্শ, **কোর্শ** [আ কুর্শি] বি আসন। 'আবদ কোর্শ কশ্মএ কানএ অনির্বাব।' বাহরাম, ১৬৫০; 'আর্শের কোর্শের জোড়ি ভুবন সুলতান।' আলাওল, ১৬৮০।

কোর্শ [হি] বি পাত্রাক্রম। 'চেষ্ট্র এডুকেশনল কোর্শ নামক গ্রন্থাবলি বা তাদুশ সুপ্রণালী সিদ্ধ অন্যান্য গুরুত্ব।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'ওটা কিনা আমাদের এম. এ. কোর্সে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কোল [স কোডা] ১ বি কোড। 'ডর পায়ী রাখা কাফাজ্রিক মাসে কোল।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আগিমন। 'সরস হৃদয় করি দেহ চুষ কোল।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি ঘনিষ্ঠতা। 'ধন্য জুবতির কোল।' মালদার, ১৫০০। ৪ বি অস্ত্র। 'ও জনমের দোলা, ও মরণের কোলাহল।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৫ বি সীমানা। 'রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৬ বি মাঝখান। 'মালতীলতা দোলে, পিয়াল তরুর কোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৭ বি কিনার। 'কাঠী তারার কোল বেঁধে।' জীবন, ১৯৪২।

কোল **কোলার** [স কোডা+ফা কোলারাহ] বি কোপের কাছ। 'বুক হতে মুখ আসত নেমে লুটিয়ে কখন কোল-কিনারে।' নজরুল, ১৯২৩।

কোলজোড়া [কোল+জোড়া] ১ বিণ কোলে বসে মায়ের মনে আনন্দ ও শান্তি দেয় এমন। 'জীয়া থাকুক জননী'র কোলজোড়া হয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ কোল-যেথা। 'কোলজোড়া অঙ্ককারে থামিয়া একবার পঁচাতে চাহিল।' শওকত, ১৯৫৮।

কোল দেওয়া ক্রি আলিসন করা। 'কোল দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

কোলপাঞ্জা বি পিঠ ও দুই উরুর নীচে হাত দিয়ে কোলে নেওয়া। 'কোলপাঞ্জা করে ওকে তুলে দিয়ে একটেলার নাওটা ভাসিয়ে দিল।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

কোল পাতা ক্রি আশ্রয়ের আশাস দেওয়া। 'জননী আছে বসে, দুর্বলের তরে কোল পাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কোলপুঁছা, কোলপৌছা [কোল+পৌছা] বিণ সর্বশেষ গর্ভজাত। 'কোলপুঁছা ছোটো মেয়েটি।' নজরুল, ১৯২৪; 'কোলপৌছা ছেলের মতন আবদো।' নজরুল, ১৯২৭।

কোল বাড়ানো ক্রি কোল এগিয়ে দেওয়া। 'যথায় আতুর সন্তানে মা কোল বাড়িয়ে ডাকে।' নজরুল, ১৯৩৫।

কোলবালিশ [কোল+ফা বালিশ] বি পাশবালিশ। 'একটা কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে।' জীবন, ১৯৩২।

কোলডরা [কোল+ডরা] বিণ কোল পূর্ণ। 'কোলডরা তার কনক ধানে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

কোল-মুছা [কোল+মোছা] বিণ সর্বশেষ গর্ভজাত। 'ধাক আমার ও কোল-মুছা খ্যাপা হলে হয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

কোলশিয়রী বিণ কোলে শুয়ে আছে এমন। 'কোলশিয়রী হয়ে কনকল গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যায়।' মণীশ, ১৯৬৩।

কোলে করা ক্রি কোলে নেওয়া। 'তুই হেঁরা আই কোলে করে বারবার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোলে কোলে ক্রিবিণ আশেপাশে। 'তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কলরোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কোলেত ক্রিবিণ কোলে। 'কুস্তির কোলেত কৈল পূত্র সমার্পণ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কোলেধু ক্রিবিণ কোলে। 'ধাক্রির কোলেধু শিশু হৈল আশোপাশ।' সুলতান, ১৭০০।

কোলে-পিঠে ক্রিবিণ কোলে এবং পিঠে বসিয়ে। 'খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-ছিড়তে ... এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন।' মুক্তত্বা, ১৯৪৯।

কোলের ছেলে বি সবচেয়ে ছোটো ছেলে। 'আহা! তা বটেই তো, কোলের ছেলে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কোল [স] ১ বি নৃগোষ্ঠী বিশেষ। 'দুরন্ত ক্রিান্ত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কোলজাতি ছোটনাগপুরের কিয়তভাগে অধিবাস করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি কোল সৈন্য। 'পদাতি উঠিল জিআ তের কাহন কোল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি হিজরা। মানোএল, ১৭৪৩।

কোলবংশীয় [স] বিণ কোল বংশজাত। 'এই কয়টি কোলবংশীয় বাণেশ্বর শ্রেণি গবর্ণরের শাসন-অধীনে পায়রা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কোলাশী [স] বিণ কোল বংশীয়। 'বাস্থালা অধিকার করিলে কোলায় ও দ্রাবিড়ী অনার্যগণ তাঁহাদিগের তাড়নায় পলায়ন ...' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কোল [স] বি হাড়ির ঢাকনা; হিন্দুদের মঙ্গলাচারে ব্যবহৃত লাল সুতা দিয়ে পরম্পর মুখেমুখি করে বাঁধা দুটি সরা। 'সর্বব পুটিল ডরা বান্ধা নিল কোল সরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোল [বি] শূকর। 'কোলমাংস উষ্ণ যবনী বারাগ্ননা গমন।' দর্পণ, ১৮২৫।

কোল [ফা] বি স্রোতহীন জলভাগ। 'সে অংশ প্রায় ভূমি দ্বারা বেষ্টিত তাহাকে কোল কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

কোলশয়ক [স] বি বীথার বাহ্যিক কাঠামো। 'মুকুতা-বচিৎ কোলশয়ক।' মাইকেল, ১৮৬১।

কোলা [আ কুলা] ১ বিণ মোটা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি মাটির তৈরি বড়ো পাত্র। 'গড়ের নয় পটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরে।' জসীম, ১৯২৭।

কোলাব্যাং, কোলাব্যাঙ [আ কুলা+স ব্যাং] বি বড়ো ও মোটা আকারের ব্যাং। 'কোলাব্যাং।' ওসী, ১৭৮৫; 'কোলা ব্যাঙে ছিপহোলে টেনে নিল।' অবন, ১৮৯৬; 'তাকে দেখে আমার শুভ কোলাব্যাঙের কথা মনে পড়তে লাগল।' প্রমথ, ১৯১৮; 'বড়ো গোরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং।' নজরুল, ১৯২৬।

কোলাকুলি, কোলাকুলী [স ক্রোড়] বি পরম্পর আলিঙ্গন। 'নিত্যানন্দ-চৈতন্য করিয়া কোলাকুলী।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'কর্ণধার সহিত করিয়া কোলাকুলি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

কোলাকোলি, কোলাকোলী [স ক্রোড়] বি পরম্পর আলিঙ্গন। 'উন্মিত্যত কোলাকোলি কৈল দুই জনে।' মালাধর, ১৫০০; 'নিত্যানন্দ অযেতে হইল কোলাকোলী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোলাচ [স ক্রোড়াঙ্কল] বি অতি অল্পবয়স্ক; শিশু। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোলাপসিবল [হি] বি ভাঁজ করে বন্ধ করা যায় এমন দরজা। '... সদরের কোলাপসিবল বন্ধ।' শিবরাম, ১৯৫০।

কোলাপুরী বিণ কোলাপুর নামক স্থানে তৈরি। 'কোলাপুরী স্যাভেল।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কোলাহল [স] ১ বি গুঞ্জন। 'স্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।' বটু, ১৪৫০। ২ বি শব্দ। 'কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য-কোলাহলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি কলকল ধ্বনি। 'সমুদ্রসলিলে কলকল কন্ডোল কোলাহল উৎপাদিত করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি হৈচৈ। 'তাহার উল্লাস, কোলাহল স্মরণ করিলে অদ্যাপি কয় ব্যক্তির চিত্ত বিকলিত না হয়?' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৫ বি ডাকাডাকি। 'আঁধার কাকের দল/ সাঙ্গ করি কোলাহল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বি শিহরণ। 'কঙ্কচূড়ার মত/ তাজা সোচ্চার/ রক্তের কোলাহলে।' ওষাধ্যমুদ্রাহ, ১৯৭৪।

কোলাহল-কুৎসিত [স] বিণ কোলাহলের কারণে গ্রীহীন। 'কোলাহল-কুৎসিত এ-নগরের ভিড়ে/ দৃষ্টান্ত জনতা-আঁধারে বার হয়ে এলে।' বিষ্ণু, ১৯৩২।

কোলাহলভরা [স কোলাহল+ভরা] বিণ কোলাহলপূর্ণ। 'কোলাহলভরা সংসারের বাস্তবতার মধ্যে ...' মানিক, ১৯৪০।

কোলাহলমুখর [স] বিণ শোরগোলপূর্ণ। 'সেই অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

কোলাহলরত [স] বিণ কলরবরত। 'শাদা বকের দল বিসের ধারে কোলাহলরত।' শওকত, ১৯৫৮।

কোলাহলী [স] বিণ কলরবপূর্ণ। 'কোলাহলী কৌতুহলী দৃষ্টি

অন্তরালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কোলি [স] বি কুল; বরই। 'নেবু কোলি-আদি নানা প্রকার আচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোলিচূর্ণ [স] বি কুল ফলের টুকরা। 'কোলিচূর্ণি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোলিচূর্ণ [স] বি কুলের গুড়া। 'কোলিচূর্ণি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোলিচূর্ণি [স] বি তরুনা কুল। 'কোলিচূর্ণি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোলিয়ারি [হি] বি কয়লাখনি। 'অনেকতলো কোলিয়ারি কিনে ফেললে সে।' জীবন, ১৯৩২।

কোলু [স কলা] বি তেল উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে যুক্ত পেশাধারী সম্প্রদায়বিশেষ; কলু। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোলুনি [স কলা] বি কলুর স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

কোল্ড ড্রিংক [হি] বি কোমল পানীয়। 'তুমি যে কোল্ড-ড্রিংক দিলে এনে।' মণীশ, ১৯৫৭।

কোল [স ক্রোল] বি ক্রোল; চার হাজার গজের সমান দূরত্ব। 'সমুখে মদনপুর সওয়া কোল বাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোলেক [স] প্রায় এক ক্রোল পরিমাণ। 'জুড়িআ কোলেক বাট বরহা চলে ঠাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোল [স কোষ] বি তলোয়ার রাখার খাপ। 'বাইরে ফাঁকা পাইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোল।' নজরুল, ১৯২৪।

কোশা [স কোশ] বি নৌকা। 'কোশা ভাউরা অতি ভাল নানা মতে ধন্য হাল।' আলগল, ১৬৮০। **কোষা**

কোশাকুশি [স কোশ] বি পূজায় ব্যবহৃত তামার পুষ্পবিশেষ। 'কোশাকুশি এভুতি পাত্রে পরিতোম বলিয়া ...।' অক্ষয়, ১৯৫৪।

কোশাদা [ফা কোশাদাহ] বিণ প্রশস্ত। 'খোদা আপনার নসীব কোশাদা করুন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

কোশিদা [ফা কোশাদাহ] বিণ চওড়া। 'তাঁধে কোশিদা কাপড়ের বড়ো রুমাল।' মণীশ, ১৯৬৩।

কোশিস [ফা কোশিশ] বি চেষ্টা। 'আমি কোশিস করেছি।' ওয়ালী, ১৯৬২।

কোশেশ, **কোশেশ** [ফা] বি প্রশাস। 'বহুত কোশেশে ডেরে আইল মোহাম্মদ।' গরীব, ১৭৬৫; 'নিজের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিবার অনেক কোশেশ করে।' মনসুর, ১৯৫৫।

কোচেন [হি] বি প্রসঙ্গ। 'ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কোচেন দামাচাপা পড়ে যাবে।' সাদত, ১৯৬৭।

কোষ [স] ১ বি ভাগর। 'লুটিআ লইল সব কোষে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি খাপ; যার মধ্যে তলোয়ার থাকে। 'নিরপরাধে অপমানস্থত হইয়া আপন কোষ হইতে খড়গ লইয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বি সংকলনগ্রন্থ; অভিধান। 'ডাক্তর কেরি ... তাঁহার নিজস্বাতি কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থ ...।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৪ বি কোয়া। 'বাড়ীর টেক্স বৃদ্ধি হইলে পরের মাতায় কাঁটাল রাখিয়া অনায়াসেই সেই কোষে বাইবেন।' প্রভাকর, ১৮৫১। ৫ বি অণুকোষ; মুহু। 'সমুদ্রের জল খেয়ে বৃদ্ধি কর কোষ।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৬ বি হাতের তালু। 'কোষ-কোষ তেল নিয়ে গায়ে মাখে।' আলগল, ১৯৬৩।

৭ বি জীবদেহের ক্ষুদ্রতম একক। 'যা ছিলো সম্মিত এই সম্ভারিত শরীরের কোষে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

কোষকর্তা, **কোষকর্তা** [স] বি অভিধান-প্রণেতা। 'উত্তম কোষকর্তার সত্য অমর হন।' দর্পণ, ১৮২৫।

কোষ-কোষ [স] বিণ হাতের তালুতর্জি। 'কোষ-কোষ তেল নিয়ে গায়ে মাখে।' আলগল, ১৯৬৩।

কোষগ্রন্থ [স] বি অভিধান জাতীয় বই। 'তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ... দুর্লভ কিতাব এবং কোষগ্রন্থ সংগৃহীত ছিল।' শিব, ১৯৫৬।

কোষবন্ধ [স] বি জোড়বন্ধ। 'বালিকাবধুর অঞ্জলি কোষবন্ধ হাতে গ্রহণ করে ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কোষমুক্ত [স] বিণ খাপ থেকে বের করা হয়েছে এমন; উন্মুক্ত। 'শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ম অসি সর্বক্ষণ শে মন্তকোপরি রয়েছে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কোষাদি [স কোষ-আদি] বি শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থাদি। 'ডাক্তর কেরি ... নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কৃত্যগ্রন্থ হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কোষার্থ, **কোষার্থ** [স কোষ-অর্থ] বি মিনুকের খোলা। 'জন্মের কোষার্থে হাগদুখ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখবিবরে প্রদান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন।' বন্দুর্দন, ১৮৭৪।

কোষা [স কোষ] ১ বি হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত নৌকাকৃতি তামার তৈরি জলপাত্রবিশেষ। 'কোষা ধরা গৌসা ভরা তপে জপে রত।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি এক ধরনের ক্ষুদ্র নৌকা। 'তার পর বৃষ্টি হোমার কোষায় উঠলেন?' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কোষাকোষি [স কোষ] বি হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্র নৌকাকৃতির জলপাত্রবিশেষ। 'একটি কুলঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতকগুলি সলিতা।' সিরাজী, ১৯১৮।

কোষাগার [স কোষ-আগার] বি অর্থভান্ডার। 'রাজা স্ববাক্যপ্রতিপালন কারণ ... প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কোষাধীশ [স কোষ-অধীশ] বি কোষাধ্যক্ষ; ধনাগারের রক্ষক। 'রাজা কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হুন দিবা ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কোষাধ্যক্ষ [স] ১ বিণ অর্থাদির রক্ষক। 'শ্রীমত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সম্ভাংক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি সম্পদশালী লোক। 'তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহারা ঈশ্বরের কোষাধ্যক্ষ।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কোষাধ্যক্ষতা [স] বি ধনাগার রক্ষা করার কাজ। 'সাহেব কোষাধ্যক্ষতা কর্ষে নিযুক্ত হন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

কোষাধ্যক্ষা [স] বি স্ত্রী ধনাগারের কর্তা। 'কোষাধ্যক্ষা - মিসেস খান।' বেগম, ১৯৪৭।

কোষ্ঠী [স কোষ] বি পাত; পাতের আঁশ। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'কোষ্ঠীর উপর দাদনি করিয়া টাকা দিবেক।' কেরি, ১৮০২।

কোষ্ঠ [স] বি প্রকোষ্ঠ। 'পৃথক পৃথক কোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া পৃথক পৃথক ভক্ষ্যবস্তু গ্রহণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কোষ্ঠপরিষ্কারক [স] বিণ কোষ্ঠ পরিষ্কার করে এমন। 'একটি কোষ্ঠপরিষ্কারক পুরিয়াও গিলেন।' বন্দুর্দন, ১৯৩৬।

কোষ্ঠী [স] বি জন্মপত্রিকা। ওগা, ১৭৮৫; 'লগ্ন নিরূপণ করিয়া কুমার

বাহাদুরের কোঠী স্থির করিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

কৌণীপয় [স] বি জনপত্রিকা; গ্রহের অবস্থান, রাশি-লগ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী-সহ জ্যোতিষীর ঠিকৃক। 'কাশপজ্ঞানি দীর্ঘ, কৌণীপত্রের মতো ওঠানো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কোস [স] ক্রোশ। বি ক্রোশ। 'পড়িল পুতনা পথ ছয় কোস জুড়ি।' মালাধর, ১৫০০।

কোসাই, কোসাবি [স কোষ>] বি ছোটো খরশোশ। মানোএল, ১৭৪৩।

কোস্ত [ফা কুশতম>] বি অমার্জিত ভাষায় গালাগালি। 'ভাৱে কেহ কোস্ত মারিতে পারিবে না।' কেরি, ১৮০২।

কোস্তাকুস্তি [ফা কুশতম-কুশতা] ১ বি কুচকাওয়াজ। 'আমি দিনকতক হৃদ দিয়ে সৈনিকের মতই কোস্তাকুস্তি করছি।' নজরুল, ১৯২১। ২ বি মারামারি; ধস্তাধস্তি। 'তোরা মতো ভুতো মারহাটা ছেলেরেরই এসব কোস্তাকুস্তি সাজে।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি জোরাজুরি। 'পুরনো দলিল পেড়ে দর নিয়ে কোস্তাকুস্তি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

কোহানে ক্রিবিণ কোথায়। 'এ মাডুয়াবাদি শালা গেল কোহানে।' মাইকেল, ১৮৬০।

কোহিঅ ক্রি আটকে গেলাম। 'আদম ফিড়ি টাঙ্গী নিবানে কোহিঅ।' চর্চা ৫, ১২০০।

কোহিনুর [ফা কোহ-ই-নুরা] বি বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান এবং সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো হীরা। এটি অল্প প্রদেশে পাওয়া যায় বলে ধারণা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে রাজপুত, মোগল, আফগান, ইরান ও পাঞ্জাবের রাজার অধিকারে ছিলো। বর্তমানে ব্রিটিশ মুকুটের অংশবিশেষ। 'সূর্যমুখী সেই কোহিনুর।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

কোহিলে ক্রি বললে। 'কোহিলে শেষব কথা নাহি আদি অন্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কোহো বিণ কোনো। 'কোহো জন্ত তাত না করএ জলপান।' বড়ু, ১৪৫০।

কৌউসল, কৌচল [ই কাউন্সিল] বি পরিসদ। মেয়র্স, ১৭৫৭।

কৌসিল [ই] বি কাউন্সিল। 'কৌসিলের কর্মে নিযুক্ত হইবার কারণ ফতেহগড় হইতে মোং কলিকাতায় আইসেন।' দর্পণ, ১৮২০।

কৌচ [ই] বি ঘোড়ার গাড়ি। ওর্স, ১৮০৫। 'কৌচ টিগাই ইত্যাদি বহুবিদ এতদেশীয় শিল্পেরা।' ইংলিশম্যান, ১৮৩৬।

কৌচেকদোরা [ই কৌচ+প কদোরা] বি পনিয়ত আরাবাদয়ক চেয়ার। 'ভাল কৌচেকদোরা।' বিতুতি, ১৯৩৮।

কৌটি [স কুটনী] ১ বি কুটনি; অবৈধ যৌন মিলনে সহায়তাকারী দূতী। 'নিজুতে না হয় যদি লাগইয়ু কৌটে।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি মিথ্যা। 'কৌট কবে রুও কিন্তু এই মুক্তি হবে।' ভবানী, ১৮২৫।

কৌটা [স কাঠ>] বি ঢাকনিয়ুক্ত ছোটো পাত্রবিশেষ। 'ঋএরের গাছ কৌটা ইত্যাদি প্রকারের আকার গড়ন।' গৌর, ১৮২২।

কৌটাবাদাম [স কাঠ>+স বাতাম্বি] বি এক ধরনের বাদাম। 'এই দেশে অপক্লপ কৌটাবাদামের চাষ হয়।' শক্তি, ১৯৬৬।

কৌটা-ভরা [স কাঠ>+ভরা] বিণ কৌটাপূর্ণ। 'কৌটা-ভরা সিদুর দিব, সিদুর শেষের গায়।' জসীম, ১৯২১।

কৌটিলা [স] বি কুটিলতা। 'কৌটিলা মাৎসর্য হিংসা না জানে তাঁর চিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৌটিলাভাব [স] বি চতুর মনোভাব। 'তাঁহার অত্যন্ত কৌটিলাভাব

প্রকাশ পাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫১।

কৌটো [স কাঠ>] ১ বি ঢাকনিয়ুক্ত ছোটো পাত্রবিশেষ। 'যেই পাবে না ... কৌটো পানের জর্দার।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি গহবর। 'ধারণ করি হৃদয়ের কোমল কৌটোয়।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

কৌড় [স কর্পর্ক] বি কড়ি। 'খেলে সঙ্গ টকা কৌড় ভেটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৌড়ি, কৌড়ী [স কর্পর্ক] বি কর্পর্ক; কড়ি। 'কৌড়ী আশির্বা দেএ সাসুড়ীর থানে।' বড়ু, ১৪৫০। 'দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৌণপ [স] বি রাক্ষস। 'কৌণপ ফাঁফর ক্রোধ দেখিয়া কন্যার।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

কৌণিক [স] বিণ কোনোকুনি। 'জমাট মেঘ উড়ে এল, যার অভিক্ষেপগুলো কৌণিক ও তীক্ষ্ণ।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

কৌণিকতা [স] বি কুটিলতা?। 'কাঠিন্য ও কৌণিকতাগুলি সময়ে বাদ দিয়ে ...।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

কৌতর [ফা কবুতরা] বি কবুতর। মানোএল, ১৭৪৩।

কৌতরের টাঙ্গি বি কবুতরের ঘর। মানোএল, ১৭৪৩।

কৌতুক [স] ১ বি আনন্দ। 'কৌতুকে মগ্ন হৈল পুতি ঘরে ঘরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ঠাট্টা। 'তাহাতে যে দেব মোহে এ নহে কৌতুক।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সৌন্দর্য। 'উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি রং-তামাশা। 'পবাক্ষের দ্বার হইতে পথের কৌতুক দেখিতেছিলেন।' চঞ্জীচরণ, ১৮০৫। ৫ বি জ্ঞানর উৎসুকতা; কৌতুহল। 'কৌতুক শব্দের অর্থ কৌতুহল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কৌতুককর [স] বিণ মজাদার। 'একটি কৌতুককর কথা।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কৌতুককরী [স] বিণ আনন্দদায়ক। 'সেই বিষয়ে কৌতুককরী কথাটি এই ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

কৌতুকচেতনী [স] ক্রিবিণ কৌতুক চিন্তে; কুতুহল মনে। 'কুসুম্যে লুকান ধর্ম কৌতুকচেতনী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কৌতুকচ্ছলে [স] ক্রিবিণ ঠাট্টা করার চলনায়। 'কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা।' রাজ, ১৮৭৪।

কৌতুকজনক [স] ১ বিণ আমোদজনক। 'এইরূপ এক পরম কৌতুকজনক আখ্যান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ মজাদার। 'আমি এই সমুদায় পরম কৌতুকজনক ব্যাপার দর্শন করতঃ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ আশ্চর্যবাক্য। 'ফুটবল ম্যাচের একটা কৌতুকজনক গল্প শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।' বনমল, ১৯৩৬।

কৌতুকতীব্র [স] বিণ পরিহাসে তীক্ষ্ণ। 'বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কৌতুকদর্শী [স] বিণ কৌতুকপ্রিয়। 'কৌতুকদর্শী স্বরূপে ... হাস্য করিতে থাকি।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কৌতুকদীপ্ত [স] বিণ কৌতুহলপূর্ণ। 'যুবতীর কৌতুকদীপ্ত নয়ন দৃষ্টিতে চাপা হাসি ফুটি-ফুটি করিতে লাগিল।' বনমল, ১৯৩৬।

কৌতুকনয়নে [স] ক্রিবিণ কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে। 'পাছে কেহ কুতুহলে কৌতুকনয়নে/ হৃদয়দুরারে এসে দেখে হেসে যায়।' রবীন্দ্র,

১৮৯০।

কৌতুকনাট্য [স] বি হাস্যরসাত্মক নাটক। 'বেশ মনে পড়ে, বড়দাদা একবার কী একটা কিস্তি কৌতুকনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কৌতুকপরতা [স] বি হাস্যপরায়ণতা। 'মৃত্যুর পরেও তাহার কৌতুকপরতা কমে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কৌতুকপরায়ণ [স] বিণ পরিহাসপ্রিয়। 'কৌতুকপরায়ণ উপরতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৌতুকপূর্ণ [স] বিণ ঠাট্টাপূর্ণ। 'প্রেমিক প্রেমিকার কৌতুকপূর্ণ বাক বিনিময়।' মুখলেন্স, ১৯৭০।

কৌতুকপ্রদ [স] বিণ কৌতুক উদ্বেককারী। 'উপন্যাস ততই বেশী কৌতুকপ্রদ হয়ে সময় কাটানো ও নিদ্রাকর্ষণের পক্ষে বেশী উপযোগী হবে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

কৌতুকপ্রস্থ [স] বিণ কৌতুকবশত আনন্দিত। 'পথের মধ্যে কৌতুকপ্রস্থ পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৌতুকপ্রবণ [স] বিণ পরিহাসপ্রিয়। 'কৌতুকপ্রবণ মনের খুশী।' বিজুতি, ১৯৩১।

কৌতুকপ্রবণা [স] বিণ স্ত্রী রহস্যোন্মুখ; রহস্য করতে উৎসাহী। 'হেমামিনী কৌতুকপ্রবণা হইয়া উঠিলেন।' তারা, ১৯৪০।

কৌতুকপ্রযুক্ত [স] ক্রিবিণ কৌতুকী হয়ে। 'কৌতুকপ্রযুক্ত যোগপাদকুরোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কৌতুকপ্রিয় [স] বিণ আমুদে। 'কোনো কৌতুক প্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কৌতুকপ্রিয়তা [স] বিণ ভাষাশাস্ত্রী। 'ইহাদের বুদ্ধিশাস্ত্রের দানাদাতা, কৃতজ্ঞতা, কৌতুকপ্রিয়তা প্রভৃতি বিশ্বব্যবহা ...' বিজয়, ১৮৫৪।

কৌতুকপ্রিয়া [স] বিণ স্ত্রী কৌতুক ভালোবাসে এমন। 'অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জন্মে গেল।' বিজুতি, ১৯৩১।

কৌতুকশোঙ্কল [স] বিণ কৌতুকসমৃদ্ধ। 'এই স্থিতধী মানুষটির কৌতুকশোঙ্কল প্রবঞ্চাবলীর তুলনা মেলা কঠিন।' শিব, ১৯৭৩।

কৌতুকবিমুখ [স] বিণ কৌতুকহীন। 'শান্ত, বিমর্ষ ও কৌতুকবিমুখ সখ্যামপরায়ণতা তার সর্ব অবয়বে।' হাসান, ১৯৬৭।

কৌতুক বেহার [স] কৌতুকবিহার। বি আমোদজনক বিহার। 'কুচনীরা সঙ্গে করে কৌতুক বেহার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কৌতুকভরে ক্রিবিণ কৌতুকের ছলে। 'কৌতুকভরে শ্রুটিটির বিশ্লেষণকার্য নিয়ে অগ্রসর হয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কৌতুকমতী [স] বি স্ত্রী রসিক। 'কৌতুকমতীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলিতে লাগিলেন।' জসীম, ১৯৬১।

কৌতুকময় [স] বিণ রহস্যময়। 'ঘনানো মৃত্যুর ঝাদে পাগলদিদি কৌতুকময়।' মানিক, ১৯৩৬।

কৌতুকময়ী [স] বিণ রহস্যময়ী। 'এ কী কৌতুক নিতানুতন ওশো কৌতুকময়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কৌতুকরস [স] বি কৌতুকমিশ্রিত রস। 'ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৌতুকশীলা [স] বিণ স্ত্রী রহস্যপ্রিয়। 'কৌতুকশীলা সঙ্গীরা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৌতুক-সরসতা, কৌতুকসরসতা [স] বি কৌতুকের ভাব। 'সে চোখ কৌতুক-সরসতা হারাইয়া এমন তীব্র হইয়া উঠিল।' তারা, ১৯৪০; 'তার কল্পনার কৌতুকসরসতাও এর ফলে ক্ষীণ হয়ে আসে।' শিব, ১৯৭৩।

কৌতুকহাসি [স] কৌতুকহাসি। বি কৌতুকজনিত হাসি। 'তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কৌতুকহাস্য [স] বি কৌতুকপূর্ণ হাসি। 'কৌতুকহাস্যে সমৃদ্ধল একটি যুবকের মূর্তি।' তারা, ১৯৪০।

কৌতুকাগার [স] কৌতুক-আগার। বি জাদুঘর। 'যে গৃহে কৌতুক-বিষয়ক সমুদায় সামগ্রী বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম কৌতুকাগার।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কৌতুকানন্দ [স] কৌতুক-আনন্দ। বি ঠাট্টাচ্ছলে সৃষ্ট খুশি। 'রূপের ছটা বিস্তার করিয়া দিয়া কৌতুকানন্দ উপলব্ধি করিবেছেন।' হাই, ১৯৫৪।

কৌতুকাবহ [স] কৌতুক-আবহ। ১ বিণ হাস্যকর। '২৪ ইঞ্চি মাপ অতীব কৌতুকাবহ ও সুস্টিছাড়া।' সুলত, ১৮৭৩। ২ বিণ কৌতুকজনক। 'তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কৌতুকাবিষ্ট [স] কৌতুক-আবিষ্ট। ১ বিণ কৌতুকী। 'কৌতুকাবিষ্ট অনাটুত সোকের সমাগমে নিত্যন্ত নিরবকাশ হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ জ্ঞানার আশ্রয় আছে এমন; জিজ্ঞাসু। 'তাহারা কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, সত্যের গমনে, তথায় উপস্থিত হইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বিণ আনন্দিত। 'কৌতুকাবিষ্ট মনে মনে হাস্য করিতে থাকি।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কৌতুকালাপ [স] কৌতুক-আলাপ। বি আমোদজনক কথাবার্তা। 'পিতার অসাক্ষাতে ফেলনাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কৌতুকে ক্রিবিণ খেলাচ্ছে। 'কৌতুকে রাখিলো গাই।' বড়, ১৪৫০।

কৌতুকি, কৌতুকী [স] কৌতুকী। ১ বিণ আনন্দিত। 'বুকে বুকে জুড় করি হইলা কৌতুকি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ পরিহাসপ্রিয়। 'কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ কৌতুকী। 'হইআ কৌতুকি ধাইল ধানকি আরপে শ্রীমন্তের গায়।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তরুণী রজনীগন্ধা আশ্রয়ে উৎকৃষ্ট-উন্মমিতা, একান্ত কৌতুকী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কৌতুহল [স] ১ বিণ আশ্রয়বাক্তক। 'বিনা কোন সাজকোজ ও কোন উপদেষ্টা কিম্বা উপরসায়ক ব্যতিরেক, কৌতুহল ছলে উপস্থিত হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি আশ্রয়। 'ইহার বিবরণ জানিতে অনেকেই কৌতুহল হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি বাসনা। 'মনের ভিতর রাগীকৃত কৌতুহল ছিপি-আটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কৌতুহলকাতর [স] বিণ নতুন কিছু জ্ঞানার জন্যে ব্যাকুল। 'একটি কথাও কৌতুহলকাতর বাগিকার নিকট ফাঁস করিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কৌতুহলজনক [স] বিণ কৌতুহলপূর্ণ। 'তাহারা সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র ও শৌকিকজ্ঞান কেবল কৌতুহলজনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কৌতুহলজাত [স] বিণ কৌতুহল থেকে সৃষ্ট। 'কৌতুহলজাত প্রশ্ন

এক লম্বায়, বিনা কসরতে ফৈসালা করে দেন।' মুগ্ধতা, ১৯৫৮।

কৌতুহলদৃষ্টি [স] বি কৌতুহলপূর্ণ চাহনি। 'বেশান-সেখান ইহাতে সর্বসের ডীক্ষ কৌতুহলদৃষ্টি আসিয়া ক্ষতস্থানে পতিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কৌতুহলনিবৃত্তি [স] বি কৌতুহল প্রশমন। 'কৌতুহলনিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কৌতুহলপর [স] বিণ কৌতুহল-পরায়ণ। 'সেই শক্তিই কৌতুহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৌতুহলপরিভূতি [স] বি অগ্রহ নিরসন। 'একি কতকটা কৌতুহলপরিভূতি নয়?' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কৌতুহলপূর্ণ [স] বিণ জিজ্ঞাসাপূর্ণ। 'জ্ঞানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতুহলপূর্ণ নেত্র আমাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কৌতুহলপ্রদ [স] বিণ উৎসুকজনক। 'অতুত কৌতুহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস।' বিভূতি, ১৯৩১।

কৌতুহলবশত [স] ক্রিবিণ কৌতুহলী হয়ে। 'দ্বারী কলুকে কৌতুহলবশত তাহার আমব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কৌতুহলবশে [স] ক্রিবিণ কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে। 'দেশে দেশান্তরে করা করেছে হুমণ কৌতুহলবশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কৌতুহলবৃত্তি [স] বি অনুসন্ধিস্থ। 'বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলঙ্ঘ্য কৌতুহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কৌতুহলবৃত্তি [স] বি অগ্রহ সম্ভার। 'সেই সূত্রে জগৎ সম্পর্কে কৌতুহলবৃত্তি ও বৈকল্পিক নানা ভাবনাচিত্তার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত ...।' শিব, ১৯৫৬।

কৌতুহলভরে [স] ক্রিবিণ অগ্রহের সঙ্গে। 'কে তুমি শুধুই বসি কৌতুহলভরে আমার কবিতাখানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কৌতুহলরূপ [স] বিণ কৌতুহলের অনুরূপ। 'কৌতুহলরূপ নীতি হুতানন ক্রমশ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কৌতুহলশূন্যতা [স] বি অগ্রহহীনতা। 'তার মুখে একটি কৌতুহলশূন্যতার ভাব জাগে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কৌতুহল স্থল [স] বি রক্ষমঞ্চ। 'বিনা কোন সাজকোজ ও কোন উপদেষ্টা কিম্বা উত্তরসাধক ব্যতিরেক, কৌতুহল স্থলে উপস্থিত হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

কৌতুহলহীনতা [স] বি অগ্রহহীনতা। 'জগৎ সম্পর্কে কৌতুহলহীনতা ... ও নিরতিয়ানী ভোগবৃত্তি।' শিব, ১৯৫৬।

কৌতুহলাক্রান্ত [স] কৌতুহল-আক্রান্ত। বিণ উৎসুক। 'ভূদেব কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কৌতুহলবিষ্ট [স] কৌতুহল-আবিষ্ট। বিণ উৎসুক। 'তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতুহলবিষ্ট হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কৌতুহলোদ্দীপক [স] কৌতুহল-উদ্দীপক। বিণ কৌতুহলের উদ্দেক করে এমন। 'যেরূপ বৃগাভ আছে তাহা অতি বিস্ময়কর ও কৌতুহলোদ্দীপক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কৌতুহলী [স] ১ বিণ অগ্রহী। 'বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতুহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' অক্ষয়,

১৮৪৯। ২ বি উৎসুক ব্যক্তি। 'কৌতুহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে।' অন্নদা, ১৯২৯। ৩ বিণ কৌতুহল জাগায় এমন। 'ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন কৌতুহলী ভোরের আলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কৌতুহলোদ্দীপক দ্র কৌতুহল

কৌথিসত্য [স] বি অনীলতা। 'তার কৌথিসত্য বোঝাতে পারবো না।' মণীশ, ১৯৬৩।

কৌন বিণ কোন। 'পাপ-পয়োনিকি পার হব কৌন উপায়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কৌনসল [স] বি কাউন্সেল। বি গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের সচিব। 'কৌনসলের সর্বকটর সাহেবের নিকট পহুছিল।' ভ্যালগে, ১৭৯৪।

কৌনসলী [স] বি কাউন্সেল। বি আইনজীবী। 'উকিল কৌনসলী কি কর্ম করে তাহাও জ্ঞাত নহে।' ডাবলী, ১৮২৫।

কৌনসুলি [স] বি আইনজীবী। 'কৌনসুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কৌন্ত [স] বি বর্শা জাতীয় অস্ত্র। 'শেল, শক্তি, জাতি, তোমর, ডোমর, নারাচ, কৌন্ত - শোভে দস্তুরেপে।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৌন্তিক-কুল [স] বি বর্শাধারী সৈন্যদল। 'দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আক্ষালিল।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৌন্তের [স] বি মহাভারতের কুন্তীর পুত্র। 'হে কৌন্তের, যদি এ দ্বীপসিতা, এ কোমল ভীকতা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কৌপলী [স] বি আইনজীবী। 'তাঁহারা কৌপলীরদিকে তর্ক এবং জজেরদিগের প্রশ্ন বুঝিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

কৌপিলি [স] বি উপদেষ্টা পরিষদ। 'কৌপিলির মেঘর কর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কৌপুলি [স] বি কাউন্সেল। বি আইনজীবী। 'কৌপুলির টাকা যোগাড় করতে হবে, সেই কর।' গিরিশ, ১৮৮৯।

কৌসেল [স] বি গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদ। 'তাঁহাকে কৌসেলে নিযুক্ত করিলেন ...।' দর্পণ, ১৮২৮। 'বৃদ্ধাবস্থায় কৌসেলে পেশ্যনের দরখাস্ত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

কৌসেলভুক্ত [স] কৌসেল+স ভুক্ত। বিণ গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। 'সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌসেলভুক্ত হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

কৌপারী বি নৃপোত্তীবিষে। 'আসাম প্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুত্রী, কৌপারী।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কৌপিন [স] কৌপীন। বি নেটিং। 'উড়িয়ান বন্ধ কটি পৈরন কৌপিন।' আলোগল, ১৬৮০।

কৌপিনধারী [স] কৌপীনধারী। বিণ নেটিং-পরিহিত। 'প্রণয়ের বৈরাণী, প্রণয় নিমিত্ত তিনি অল্লাহারী, প্রণয় নিমিত্ত কৌপিনধারী।' তমোদ্রুত, ১৮৭৪।

কৌপীন [স] বি নেটিং। 'এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৌপীনবস্ত্র [স] বিণ নেটিংবিশিষ্ট। 'যে কৌপীনবস্ত্র হয়ে বেলাতুমির বালুকা চম্বে বেড়াচ্ছে।' অন্নদা, ১৯২৮।

কৌপীনমাত্রাবশেষ [স] কৌপীন-মাত্র-অবশেষ। বিণ একমাত্র নেটিং পরা আছে এমন। 'আমি দ্যাতকর অদ্য দ্যাতক্ৰীড়াতে সর্বত্র হারিয়া

কৌপীনমাত্রাবশেষ ইয়াছি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

কৌম (আ কওম) বি সম্প্রদায়; জাতি। 'ফজর হল যে, আজান দিতেছে কৌম' নজরুল, ১৯২৮।

কৌম সমাজ (আ কওম+স সমাজ) বি গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। 'আমি কৌম সমাজের লোক।' মাহমুদ, ১৯৩৭।

কৌমারাবস্থা [স কৌমার+অবস্থা] বি অবিবাহিত অবস্থা। 'স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় পিতা রক্ষক।' ডাবনী, ১৮২৮।

কৌমারী [স] বি অবিবাহিত মেয়ে। 'কৌমারী রম্ভে জুগিনী সঙ্গে কবী ধরি দেই পাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৌমার্য [স] ১ বি অবিবাহিত অবস্থা। 'আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি নবমেয়ন। 'চেয়েছিলে অঘাতিত উপহার দিতে অনূম কৌমার্য তোমার।' সখীন্দ্র, ১৯২৯।

কৌমার্যব্রত [স] বি বিয়ে না করার শপথ। 'আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৌমার্যসভা [স] বি অবিবাহিতদের সভা। 'কৌমার্যসভার কেন সভা না হব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কৌমুদিনী [স] বি স্ত্রী চন্দের কিরণ। 'সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কৌমুদী [স] বি জ্যোৎস্না। 'খেতভূজে, আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

কৌমুদীজাগরণ [স] বি জ্যোৎস্নালোকিত রাত। 'কবিত্ব আমার ধর্ম, তাই ব্রহ্মি কৌমুদীজাগরে... এত মনোভোতা।' সখীন্দ্র, ১৯৩২।

কৌমুদীবসনা [স] বিপ স্ত্রী ভূতবশে পরিধানকারী। 'গেলা সতী কৌমুদীবসনা শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।' মাইকেল, ১৮৬০।

কৌমুদীরাশি [স] বি জ্যোৎস্নার আলোকমালা। 'ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যের কৌমুদীরাশি।' সিরাজী, ১৯১৮।

কৌমুদীদ্বাত [স] বিপ জ্যোৎস্নাঘূষ। 'বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীদ্বাত বায়ুস্তরসঙ্গে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কৌরাণ বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'কৌরাণ।' মালধর, ১৫০০।

কৌল [স ক্রোড়] বি কোল। 'মোএঁ কাহাঙির কৌলে বসী।' বড়, ১৪৫০।

কৌলিক [স] বিপ কুল বা বংশবিষয়ক। 'কৌলিক ধর্মপথে অন্ধকার দেখিয়া একবারে কুলের পথ হারায়া...' ডাবনী, ১৮২৮।

কৌলিকব্রত [স] বি বংশপরম্পরাগত নিয়ম। 'বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৌলীন্য [স] বি বঙ্গাল সেনে কর্তৃক প্রবর্তিত বাঙালি হিন্দু সমাজের কিছু জাতের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা। 'কৌলীন্য পদ যে গুণেতে প্রাপ্ত ইহলেন ভায়রদের ইদানীং তত্তৎ গুণ লোপ ইয়াও তাদৃশ পদ থাকিল।' দর্শন, ১৮০০। ২ বি প্রাধান্য। 'বাহ্যের কৌলীন্যে ক্রুর যম্মরার অসুখ প্রলাপে।' শ্যামসূর, ১৯৬০।

কৌলীন্য প্রথা [স] বি বঙ্গাল সেনে কর্তৃক প্রবর্তিত বাঙালি হিন্দু সমাজের কিছু জাতের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা অনুসরণের রীতি। 'কৌলীন্য প্রচার সমাদর থাকতে...' অক্ষয়, ১৮৪২।

কৌলীন্যসর্বস্ব [স] বিপ কুলীনতাই সার্ব এমন। 'কৌলীন্যসর্বস্ব

ব্রাহ্মণদের বিনা মূলধনে আয়ের একটি নিশ্চিত পথ বলে...' মুরশিদ, ১৯৭০।

কৌলীন্যচার [স কৌলীন্য-আচার] বি কুলীন প্রথা। 'কৌলীন্যচার-জনিত যত যুগাকর ও ভয়ঙ্কর পাপ উৎপন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪২।

কৌশল [স] ১ বি ছলকলা। 'কতই মনোরথ কৌশল কতরি।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বি দক্ষতা। 'রাজা ... অনন্নার রূপলাবণ্য, কামকলাকৌশলে অনন্নাতে ... অনুরক্ত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি নিয়ম। 'তাহার এরূপ কৌশল করিয়া দিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৪ বি কারিগরি; নৈপুণ্য। 'জগতে এমনত বস্তুর স্থিতি নাই যাহাতে কোন বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৫ বি রহস্য। 'পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৬ বি চেষ্টা। 'অনেক কৌশলে কোন এক স্বরাজ্য ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৭ বি ধূর্তমি। 'কি কুৎসিত কৌশল।' অক্ষয়, ১৮৫১। ৮ বি প্রযুক্তি। 'কৌশলবিধে দ্বারা উক্ত প্রতিবিম্বিত প্রতিরূপকে বিশেষ আন্তরঙ্গের উপরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

কৌশলকর্তা, **কৌশলকর্তা** [স] বি সৃষ্টিকর্তা। 'এই বিশ্বযন্ত্রের কৌশল দেখিয়া কৌশলকর্তাকে নিরতই ধন্যবাদ করিতে থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

কৌশলক্রমে [স] ১ ক্রিবিধ চাতুর্যের সঙ্গে। 'কৌশলক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব।' রাজীব, ১৮০৫। ২ ক্রিবিধ চালাকি করে। 'একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৌশলচক্র [স] বি সূত্ররহস্য। 'বিশ্বরাজ্যের কৌশলচক্রের মর্মব্যবহার করিয়া...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কৌশলজাল [স] বি চক্রান্ত। 'ইহার তজ্জন্য নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

কৌশলজ্ঞান [স] বি প্রযুক্তিবিদ্যা। 'বিস্তার কৌশলজ্ঞান, ও গণিতবিদ্যায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি থাকে আশংক্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কৌশলদূত [স] বিপ প্রযুক্তিগত। 'কৌশলদূত এই স্থায়ী প্রতিকূপ ব্যাপারই আলোকচিত্রে বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কৌশলনিপুণ [স] বিপ চতুর। 'ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর - হে কৌশলনিপুণ কল্কিগীহদয়ব্রত।' নীনবট, ১৮৭৩।

কৌশলপূর্ণ [স] বিপ চাতুর্যপূর্ণ। 'পাঠ্যতালিকার স্থান না দেওয়ার একটা কৌশলপূর্ণ চেষ্টা।' মোহাম্মদী, ১৯৪৩।

কৌশলময় [স] বিপ দক্ষতাসম্পন্ন। 'মহাকবি আচর্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

কৌশললব্ধ [স] বিপ কৌশলের মাধ্যমে লাভ-করা। 'কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে কোনো প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহে...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কৌশলসহকারে [স] ১ ক্রিবিধ নিপুণভাবে। 'কুন্দকলিকা ইত্যাদি অভি কৌশলসহকারে সংযোজন করিয়া...' প্রমথ, ১৮৯০। ২ ক্রিবিধ দক্ষতার সঙ্গে। 'কৌশলসহকারে তাকে বিপক্ষে চালিত করবার প্রয়াস পায়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কৌশলসাধ্য [স] বিপ চাতুর্যপূর্ণ। 'কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কড়কগুলি সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কৌশলী [স] ১ বিপ কুশলতাসম্পন্ন; নিপুণ। 'বিশ্ব

অদ্ভুতসৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ণ সৃষ্টি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।
২ বিণ ধৃত।' লোকটা অসামান্য কৌশলী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কৌশিক-ধ্বজ [স] বি রেশমি বস্ত্রের পতাকা।' উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ;
উঠিছে আকাশে কাঞ্চন-কঙ্কর-বিড়া।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৌশিকী [স] বি নাটকের রচনা ভেদবিশেষ।' কৌশিকী, ভারতী প্রভৃতি
...। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কৌশী কানাড়া [স] (সংগীত) রাগিণীবিশেষ।' কৌশী কানাড়া - কাকি
ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী।' নজরুল, ১৯৩৫।

কৌষল [স] কৌশল। ১ বি ছলনা।' গবনর জানেরেল কৌষলেতে মাধুম
হইল।' ক্যালগে, ১৭৮৯। ২ বি ক্ষমি।' আমি এমত কৌষল করব
যে রাজা পুনরায় তোমাকে তুষ্ট হবেন।' চঞ্জীচরণ, ১৮০৫।

কৌষিক [স] বিণ রেশমি।' কৌষিক বস্ত্র কৌষিক উত্তরী।' মাইকেল,
১৮৬১।

কৌষেয় [স] বিণ রেশমি।' নেত কৌষেয় বস্ত্র দিল পিন্ধাইয়া।' আলোড়ন,
১৬৮০।

কৌশল [স] কৌশল। বি চাতুর্য; ছল।' কৌসলে কুচ কোরক করে লেল।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

কৌশলকলা [স] কৌশলকলা। বি কলাকৌশল।' সুন্দর কৌশলকলা
তুলিল রত্ননাশা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কৌশলি [স] বি উচ্চ আদালতের আইনজীবী।' হরুম শ্রীযুত বড় সাহেবের
ও কৌশলি সাহেবান মোকাম ...।' ক্যালগে, ১৭৮৪। দ্র কৌশলি

কৌশাল [স] কাউশাল। বি গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা।' পিয়ন,
হ্যালহেড, ১৭৭২।

কৌশ্তভ [স] বি (পুরাণ) মণিবিশেষ।' জয় জয় শ্রীবৎস-কৌশ্তভভৃগু
বৃন্দা, ১৫৮০।

কুড়কুড় [ধন্য] বি বহুপাতের শব্দ।' শন - শন - শনশন - কুড়কুড়
কুড় -।' নজরুল, ১৯২৪।

কাটো পেজ [স] কোয়ার্টো-পেজ। বি বড়ো পৃষ্ঠার চার ভাগের এক ভাগ;
১১.২৫ ইঞ্চি লম্বা, ৮.৭৫ ইঞ্চি চওড়া।' ইহার পত্রসংখ্যা কাটো
পেজের ... ইহাচ্ছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

কুটিং [স] ১ ক্রিবিণ কখনো কখনো।' বড় কুটিং।' ম্যানেএল, ১৭৪৩;
'যে ব্যক্তি মন্বাত্তের ডাবনা রাখে না, সে জানোপদেশ কুটিং মানে।'
তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ খুব কম।' হে মূর্খজ্ঞপ্তি কুটিং
কৃপাকারিণি।' বহির্ম, ১৮৬৫।

কুটিয়া [স] কুটিং-বা ক্রিবিণ কখনো বা।' কুটিয়া সময়দোষে দৃষ্টি
কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম করিতেছেন।' ভবানী,
১৮২৫।

কুড়াংকুড়াং [ধন্য] বি উচ্চ নিশ্বাসের শব্দ।' প্রবল নিশ্বাসধ্বনি ঢাকের
আওয়াজের মতো কুড়াংকুড়াং ভেঁকে ওঠে।' হাসান, ১৯৬৭।

কুশ [স] বি ধনি।' রথীবৃন্দ রথে মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সঙ্কর কুশে।'
মাইকেল, ১৮৬১।

কুশিত [স] কুশ। ১ বি ধনি।' ঘাগর কিল্লিগি বাজে ঘণ্টার কুশিত।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ বহুত।' তনেছি কুশিত কঙ্কণে।' রবীন্দ্র,
১৯৩৫।

কুশা [স] কুশ। ক্রি ধনিত হওয়া।' নিতম্ব-বিধে কুশিছে রশনা।'
মাইকেল, ১৮৬১।

কৃাথ [স] ১ বি গাছগাছড়া পানিতে সিদ্ধ করে তৈরি নির্বাস।' বৃক্ষের তৃক
সিদ্ধ করিলে যে কৃাথ হয়ে ...।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি ময়লার স্তর।
'মূল ও পত্রের কৃাথ ইত্যাদি নানা দ্রব্যে কীটামু ব্রাস করে।' অক্ষয়,
১৮৫২। ৩ বি কখনো ঘন ঝোল।' পেঁয়াজ-খিয়ের ঘন কৃাথে
সেরবানেক দুধার মাংস।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

ক্যাওট [স] কৈবর্ত। বি পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ।' যদিও বন্দা
জাতিতে কারুহ, কিন্তু কার্যে ক্যাওট।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

ক্যাওরা বি পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; কাওরা।' এক ক্যাওরার
মেয়েকে মুসলমান করে নেকা করেছে।' নজরুল, ১৯৩০।

ক্যাক [ধন্য] বি আর্ত শব্দ।' ক্যাক করে তার গলা টিপে ধরে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৪।

ক্যাক করে ক্রিবিণ আকস্মিকভাবে।' টুটি ক্যাক করে চেপে ধরবে।'
রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ক্যাক ক্যাক [ধন্য] ১ বি হাঁসের ডাক।' এ যে হাঁসের মতো ক্যাক
ক্যাক করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি-বর্ষজ্ঞানিত শব্দ।' কিশা দুটো
ক্যাক ক্যাক কঁদে যায়।' কায়সার, ১৯৬২।

ক্যাকড়া [স] ককট। বি কোকড়া।' ক্যাকড়ার সম নিসগিন নাড়ো দাড়।'
নজরুল, ১৯২৪।

ক্যাকলেসে [স] ককলাস। বিণ কাকলাসের মতো।' গিরিগিটে তার
ক্যাকলেসে চং।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্যা-কো [ধন্য] বি যান্ত্রিক শব্দবিশেষ।' ইদারা হতে যন্ত্রযোগে
গোলাদের জল তোলবার সরকল ক্যা-কো শব্দ তনতে পেতুম।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ক্যাচকড়াং [ধন্য] বি মৃদুগ যন্ত্রের শব্দ।' ক্যাচকড়াং করিয়া একটা শব্দ
হইল।' প্রজ্ঞাত, ১৮৯৬।

ক্যাচকোঁচ [ধন্য] ১ বি গোঙ্গুর গাউরি চাকার শব্দ।' কিন্তু শকটের
চক্রটিতে অতি জীঘ্রম ক্যাঁচ ক্যাঁচ রব করিতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।
২ বি নাগরদোলা দুনির শব্দ।' এইমাত্র ক্যাঁচকোঁচ শব্দে
নাগরদোলাটি চাল হল।' হাসান, ১৯৬৭।

ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর [ধন্য] বি গাউরি চাকার শব্দ।' গাউরি ক্যাঁচোর
ক্যাঁচোর করতে করতে বাজারের দিকে চলেছে।' শামসুল, ১৯৫৭।

ক্যাঁচ [ধন্য] বি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটার শব্দ।' ধারাল দায়ে
সুক্ষণকার ক্যাঁচ করিয়া একটা মৃদু আর্দনাদ উঠিল।' মাহেনদ,
১৯৪৯।

ক্যাকটাস [স] বি গ্রীষ্মমণ্ডলে জন্মে এমন পাতহীন এক ধরনের ছোটো
কীটপাছ।' ক্যাকটাস গাছের ঝোপ-ঝাপের আড়ালে।' বিভূতি,
১৯৩১।

ক্যাডার, ক্যাডার [স] বি পিছনের দু পা এবং লেজের দিয়ে লাফিয়ে
লাফিয়ে চলে অস্ট্রেলিয়ার এমন একটি জন্তু।' ক্যাডারের বাচ্চা যেন
গো।' নজরুল, ১৯৩২; 'ছাগল, লুমডি, হরিণের বাচ্চা, ক্যাডার,
এরাই এখানে বেশী।' হাই, ১৯৫৮।

ক্যাচক্যাচ [ধন্য] ১ বি ইতর প্রাণীর আর্জিচ্ছকার।' নেজ মাড়িয়ে
ধরিলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ক্যাচ করে ...।' মীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি
চিচ্ছকার-চোঁচোঁচির শব্দ।' অসংখ্য ছেলেপিলের ক্যাচক্যাচ।' জীবন,
১৯৩২।

ক্যাচরম্যাচার [ধন্য] বিণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে এমন।' একটিমাত্র গরুর
গাউরি, চাকার ক্যাচরম্যাচার শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে।' রণীদ,

১৯৬৩।

ক্যাজুয়াল লিভ [হি] বি নৈমিত্তিক ছুটি। 'নদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিতে হয়েছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ক্যাট ক্যাট [ধন্য।] বি অর্নাল বিরক্তিকর কথা। 'ক্যাট ক্যাট করিস না তো?' কায়সার, ১৯৬২।

ক্যাটাপরি, ক্যাটাপরী [হি] বি শ্রেণী। 'ডবল ক্যাটাপরীর লাইসেন্সিং-এর বিরুদ্ধে এখানকার ব্যবসায়ী মহল অনেকদিন ইহতেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৬৪।

ক্যাটারপিলার [হি] বি প্রজাপতির কীড়া; (এখানে) গাড়ির বা অন্য কোনো যন্ত্রের চাকার উপরে ব্যবহৃত খাঁজকাটা ধাতব বেল্ট। 'কলের হসহস আর ক্যাটারপিলারের চিৎকারে মুখরিত।' আলোদ্দিন, ১৯৬০।

ক্যাটালগ, ক্যাটলগ [হি] ১ বি পণ্যদ্রব্যের তালিকা। 'মদের দোকানের ক্যাটলগ?' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি গ্রন্থ-তালিকা। 'ক্যাটালগের তালিকা ওস্তাদে ওস্তাদে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ক্যাটনমেন্ট [হি] বি সেনাবিনাস। 'ক্যাটনমেন্টের মাঠে দেবি স্কীর-পুতুলের নাচ।' শক্তি, ১৯৬৬।

ক্যাডল, ক্যাডেল [হি] বি মোমবাতি। 'দাদা কয়েকটা ক্যাডল নিয়ে এস।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ক্যাডল-পাওয়ার [হি] বি আলো মাপার এককবিশেষ; মোমশক্তি। 'এক সহস্র ক্যাডল-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দায় যে কত বেশি।' অন্নদা, ১৯২৯।

ক্যাভাব [আ কিতাব] বি বই। 'দুই চারিখানা ক্যাভাব পড়িয়াছ।' রোকেয়া, ১৯৩০।

ক্যাথলিক [হি] বি খ্রিস্টান ধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'খ্রীষ্টীয় ধর্মও ক্রমশঃ দ্রুত ও পরিশোধিত হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ইয়ুনিটেরিয়ান, শ্রুতি বিবিশ্ব সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্যাথা [স কথ্য।] বি কীথা। 'ছেড়ে রাজস্ব প্রেমে উদ্ভিষা/ কৃষ্ণের চিত্তে ক্যাথা ওড়ে গায়।' লালন, ১৮৯০।

ক্যাথিড্রাল [হি] বি বিশপের এলাকাধীন প্রধান গির্জা, যেখানে বিশপের আসন থাকে। 'ক্যাথিড্রালটি তৈরী করা হয়েছিল একটা পুরাতন ভিতের উপর।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

ক্যান [স কেনা] অব্য কেন। 'তবে যোরে ওদোমে পোরলে ক্যান।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ক্যানটিন [হি] বি স্থল-কলেজ, অফিসাদি সংলগ্ন চা, নাস্তা প্রভৃতির দোকান। 'স্ত্রী কিতেন ক্যানটিন ও লস্করখানার ...' মনসুর, ১৯৪৩।

ক্যানডিডেট [হি] বি প্রার্থী। 'ক্যানডিডেটের ভিড় হয়েছে খুব বেশি।' মনসুর, ১৯৪৪।

ক্যানডাস [হি] বি এক ধরনের মোটা কাপড়। 'এতখাতীত ক্যানডাসের জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন।' রোকেয়া, ১৯০৪।

ক্যানডাস [হি] বি কোনো বিষয় অবগতির জন্য প্রচারণা। 'তবে ক্যানডাস করতে পারলে মাটি বিক্রি করেও ...' জীবন, ১৯৩১।

ক্যানডাস করা ক্রি প্রচারণা চালানো। 'সাম্যমত ক্যানডাসও করছে সবাই।' মনসুর, ১৯৪৪।

ক্যানডাসার [হি] বি প্রচারক। 'ক্যানডাসার-জীবনের নিত্য অত্যাচার

মাঝে এই অভাবিত উপায় তার মাথা ঘুরিয়ে দিলে।' শিবরাম, ১৯৪০।

ক্যানডাসারি করা ক্রি শহর বন্দর হাটবাজার ইত্যাদি স্থানে পণ্যের প্রচারণা চালানো ও বিক্রি করা। 'আমি তো ক্যানডাসারি করি।' মাল্লান, ১৯৬৮।

ক্যানডাসিং [হি] বি প্রচারণার কাজ। 'বীমা-এজেন্ট ক্যানডাসিং ছেড়ে ... সেবা ও সংকারে লেগে পেলেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

ক্যানসার [হি] বি শরীরের কোনো অংশের কোষসমূহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগ; কন্কটরোগ। 'একজনের ক্যানসার, ম্যালেরিয়া, একজনের আলসার।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্যানা বি ফুলবিশেষ। 'খানিকটা ভ্রমিতে নানা আকারের চানকায় ... নোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ক্যানান [আ কেনানা] বি প্যালেস্টাইনের পূর্ব নাম। 'চালভিয়াবাসীদের সিচেন হইতে ক্যানান দেশে গমন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ক্যানারি [হি] বি হলুদ-রঙা শিশ দেওয়া ছোটো পাখিবিশেষ। 'কুকুরের ক্যানারির ক্যানারি মতন।' জীবন, ১৯৪৮।

ক্যানান্তারা [হি ক্যানিস্টার] বি টিনের তৈরি পাত্রবিশেষ। 'তিনটে ঘিয়ের ক্যানান্তারা ফাঁক।' শিবরাম, ১৯৫০।

ক্যানেল [হি] বি খাল। 'সাবধান হয়ে ক্যানেলের পাড়ে বসল।' হাসান, ১৯৩৫।

ক্যানেস্টারা, ক্যানেসতারা [হি ক্যানিস্টার] বি টিনের পাত্রবিশেষ। 'দাদা যখন ক্যানেসতারা থেকে বার করে একটু একটু খান।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'তেলের ভাড়া ক্যানেস্টারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ক্যানেস্টা [হি ক্যানিস্টার] বি টিনের পাত্রবিশেষ। 'ক্যানেস্টা পিটিইতে হয়।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ক্যান্টনমেন্ট [হি] বি সেনাবিনাস। 'ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৭২।

ক্যান্টিন [হি] বি অফিসাদি সংলগ্ন চা, নাস্তা ইত্যাদি খাবারের দোকান। 'কলিকাতা মহানগরীর সর্বত্র সে সকল লস্করখানা ও ক্যান্টিন খুলিতেছেন ...' আজাদ, ১৯৪৩।

ক্যান্ডিডেট [হি] ১ বি চাকরি প্রার্থী। 'আর ক্যান্ডিডেট কোথায়?' ইমদাদুল, ১৯২০। ২ বি পরীক্ষার্থী। 'ক্যান্ডিডেটরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়া।' মুজতবা, ১৯৬৬।

ক্যানার [হি] বি দেহকোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগ। 'দেহে কখনো কখনো কন্কটরোগ অর্থাৎ ক্যানার প্রচলিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ক্যাপ [হি] বি টুপি। 'সামলা, ক্যাপ, টোপার, টুপি ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ক্যাপটেন [হি] বি সেনাধ্যক্ষ। 'ক্যাপটেন ডানলপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

ক্যাপবন্দী [হি ক্যাপ+কা বন্দী] বিগ নিব আটকানো। 'একটি কলম আছে, ক্যাপবন্দী।' শ্যামসুর, ১৯৭২।

ক্যাপাসিটি [হি] বি সামর্থ্য। 'তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে।' শিবরাম, ১৯৪০।

ক্যাপিটাল [হি] ১ বি মূলধন। 'নিজের ক্যাপিটাল নিজের কোম্পানিতে আসবে।' জীবন, ১৯৩১। ২ বিগ বড়ো হাঁদের (বর্গ)। 'সবটাই ক্যাপিটাল অক্ষর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ক্যাপিটালিজম [হি] বি পুঁজিবাদ। 'চতুর্থ বর্ষ বৈশ্যের গুজায়, এরি

নাম ক্যাপিটালিজম বা মহাজনতন্ত্র।' সবুজ, ১৯২০।

ক্যাপিটালিষ্ট [হি] বি পুঁজিপতি। 'ক্যাপিটালিষ্টরা আমার চেয়েও সোয়ানা।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্যাপ্টেন [হি] ১ বি অধিনায়ক। 'নিভারণ ওদের ক্যাপ্টেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি সেনা বা নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। 'কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাপ্টেন চলিয়া গেল।' শওকত, ১৯৫৮।

ক্যাম্পেটেরিয়া [হি] বি স্বয়ং ক্রেতাকে খাবার সরঞ্জাম ও পরিবেশন করে নিতে হয় এমন খাবারের দোকান। 'আমরা বেরিয়ে গেলেই ক্যাম্পেটেরিয়ার দরজা বন্ধ করে দেবে।' মুনীর, ১৯৬৬।

ক্যাব [হি] বি আড়ায় চালিত ছোটো গাড়ি; ট্যাক্সি। 'দেখতে না দেখতেই ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল।' প্রমথ, ১৯১৫।

ক্যাবলা [আ কবিলা] বিণ বোকা। 'না, হাসবে না! ক্যাবলা কোথাকার।' বুজ, ১৯৪৯।

ক্যাবলাকান্ত [আ কাবিল+স কান্ত] বিণ অত্যন্ত বোকা। 'হাদা! ক্যাবলাকান্ত! চাষাড়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্যাবারে [হি] বি নাচ-গানের নৈশ ক্লাব। 'ক্যাবারে কাঁ কাঁ'র ব্যবস্থা না থাকতে পারে।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

ক্যাবিন [হি] বি জাহাজের কক্ষ। 'আবার আমার ক্যাবিনে এলেম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ক্যাবিনবয় [হি] বি যে জাহাজের কামরাগুলোতে সেবা প্রদানের কাজ করে। 'ক্যাবিন-বয়েরে ডাক দাও আজি, সিরাজী সাকীরে ডাকো।' জসীম, ১৯৫১।

ক্যাবিনেট [হি] ১ বি আসমারি; ড্রয়ারগুচ্ছ। 'ভাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি মঞ্জীসভা। 'তা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোমাসির অধীকৃত থাকবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ক্যাবিনেট-মিশন [হি] বি বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো প্রতিনিধিবৃন্দ। 'ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খোলাখুলি ক্যাবিনেট-মিশনের পরিকল্পনার ...।' আজাদ, ১৯৪৬।

ক্যামন ক্রিবিং কেমন। 'তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটন আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়িয়েলো ক্যামন করে?' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ক্যামেরা [হি] বি আলোকচিত্র গ্রহণের যন্ত্র। 'ক্যামেরা মেয়ামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ক্যামেরাওয়ালা [হি ক্যামেরা+হি ওয়ালা] বি আলোকচিত্রী। 'এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোটটুকনওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ক্যামেরাম্যান [হি] বি চিত্রগ্রাহক। 'ক্যামেরাম্যান বুশিমনে শট নিল।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

ক্যামেলিয়া [হি] বি ফুলবিশেষ। 'বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া ঐওতাল মেয়ের কানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ক্যাম্প [হি] বি অস্থায়ী শিবির; তাঁবু। 'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি।' জীবন, ১৯৩৬; 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাছে গিয়ে বসে রইল তারা।' শিবরাম, ১৯৫০।

ক্যাম্পখাট [হি] বি ক্যাম্পের উপযোগী ভাঁজ-করা কাঠামো বিশিষ্ট ও কানভাস দিয়ে তৈরি হালকা খাট। 'অতিদুচ্ছ ক্যাম্পখাটের উপর ব্রীযুক্ত মাতল-কালেক্টরকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিডেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ক্যাম্পচেয়ার [হি] বি অস্থায়ী শিবিরে ব্যবহারযোগ্য হালকা চেয়ার-বিশেষ। 'বাংলার বাইরে ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে ...।' বিজুতি, ১৯৩৩।

ক্যাম্প টেবিল [হি] বি ক্যাম্পের উপযোগী ছোটো আকারের টেবিলবিশেষ। 'একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেরোসনে প্রধান নায়ক ব্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

ক্যামিশ, ক্যামিস [হি] ১ বি মোটা ও মজবুত এক প্রকার কাপড়। 'ছেঁড়া ক্যামিশের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি এক ধরনের মোটা ও মজবুত কাপড়। 'পিসেমশায় ক্যামিশের খাটের উপর শুইয়া ...।' শরৎ, ১৯১৭।

ক্যারাম, ক্যারম [হি] বি কার্টের তৈরি চারকোনা বোর্ডে গুটি দিয়ে এক ধরনের খেলা। 'সাইকেল আছে, ক্যারামবোর্ড আছে আমার।' শিবরাম, ১৯৫০; 'ক্যারম খেলতে গিয়ে সারা খেলাটাই করো মাটি।' শামসুর, ১৯৬৩।

ক্যারামবোর্ড, ক্যারমবোর্ড [হি] বি ক্যারাম খেলার জন্য নকশা করা চারকোনা কার্টের বোর্ড। 'বালি ড্রামের ওপর রাখা ক্যারামবোর্ড।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ক্যারল [হি] বি আনন্দ বা প্রশংসার গান, বিশেষত বড়োদিনের শুভগান। 'ইংরেজ নরনারীর সমবেত ক্যারলের সুর ...।' হাই, ১৯৫৮।

ক্যারাগি, ক্যারাগী [স করণিক] বি কেরানি। 'আজ গবর্নমেন্টের অফিস বন্দে, সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাগি, বুককিপার ও হেড রাইটারদিককে ট্রাফিকে পেলাম না।' হুতোম, ১৮৬১; 'দুর্ভিক্ষপরাণ ক্যারাগী, কুটেল ও বাজে লোকেরা ... রণশব্দ জুড়ে রইলো।' হুতোম, ১৮৬১।

ক্যারাতান, ক্যারাতেন [হি] বি উট ইত্যাদি জন্তু অথবা যানসহ মরুভূমিতে লগমান যাত্রীদল। 'মরুতে ক্যারাতেন যায় দুলে।' জীবন, ১৯২৭; 'খদিও গিয়েছে হের ক্যারাতান ম'রে।' জীবন, ১৯৪২।

ক্যারামত [আ ক্যারামত] বি বাহাদুরি। 'এক জন নিরীহ অন্ন সন্তানের প্রতি কার্খনি ও ক্যারামত জাহির করবেন।' হুতোম, ১৮৬১।

ক্যারিকুলাম [হি] বি পাঠ্যক্রম। 'স্কুলের শিক্ষা বা ক্যারিকুলামের মধ্যে এখন আর কোনই পার্থক্য নাই।' জামায়াত, ১৯৪০।

ক্যারিকেচর [হি] বি ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা। 'হিন্দুধর্মের সঞ্চিক্ষসার তো নাই, এমনকি তা ক্যারিকেচর পর্যন্ত নাই।' প্রমথ, ১৯২৭।

ক্যারিয়ার [হি] বি গাড়ি ইত্যাদিতে মালামাল বহনের জন্য সংযুক্ত বাহক। 'মেটরের প্রসারিত ক্যারিয়ারে বাঁধিয়া হালিম যখন বাড়ির বাহির হয়।' মনসুর, ১৯৫৫।

ক্যারেটর, ক্যারেটর, ক্যারেটর [হি] ১ বি বৈশিষ্ট্য। 'সুপ্তির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে ক্যারেটর, সুপ্তিকর্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভার।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি চরিত্র। 'ইংরেজি ভাষায় ক্যারেটর শব্দের ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি ব্যক্তিত্ব। 'তার জোর হচ্ছে আপন সৃশ্চিন্তি আত্মতা নিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেটর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ক্যালকেশিয়ান [হি] বি কলকারের অধিবাসী। 'বাইরের লোকের সামনে তেজ ক্যালকেশিয়ান।' সুবীল, ১৯৭০।

ক্যালেন্ডার [হি] ১ বি পঞ্জিকা। 'ক্যালেন্ডার খুলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি দেয়ালপঞ্জি। 'সামনের দেয়ালে যে ক্যালেন্ডার ছিল।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

ক্যাশ [হি] বি নগদ অর্থ। 'হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়বণচেষ্টে'। প্রভাত, ১৮৯৬।

ক্যাশ-ড্রয়ার [হি] বি টাকা-পয়সা রাখার দেওয়াল। 'ক্যাশ-ড্রয়ার অবশ্য চাবি-বন্ধ'। সুশীল, ১৯৭০।

ক্যাশবই [হি] ক্যাশ+আ বই। বি হিসাবের খাতা। 'দৈনিক ক্যাশবই সহ করা'। বিভূতি, ১৯৩৮।

ক্যাশবাক্স [হি] বি টাকার বাক্স। 'হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়বণচেষ্টে'। প্রভাত, ১৮৯৬।

ক্যাশবুক [হি] বি জমাখরচের খাতা। 'সে টাকা কোম্পানির ক্যাশবুকে জমা নাই'। মনসুর, ১৯৫৫।

ক্যাশমেমো [হি] বি নগদটাকা গ্রহণের প্রমাণপত্র। 'দোকানের ক্যাশমেমো জড়ানো'। শিরবার, ১৯৫০।

ক্যাশিয়ার [হি] বি তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। 'সে হল ক্যাশিয়ার সদাগরের আপিসেতে'। রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ক্যাসিওপিয়া [হি] বি দ্বিতীয় শতাব্দীতে টেলমি যে ৪৮টি নক্ষত্রের তালিকা করেছিলেন, তার একটি। এর পাঁচটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ইংরেজি বর্ণ ডাবলিউ-এর মতো দেখতে এবং খুব সহজেই চোখে পড়ে। 'ওটা সপ্তর্ষি, ওটা ক্যাসিওপিয়া'। বিভূতি, ১৯৩৭।

ক্যাস্টার অয়েল [হি] বি ভেড়া গাছের বীজ দিয়ে তৈরি ঈষৎ হলুদ রঙের বিরেচক তেল। 'কাল হতে কেরোসিন এবং ক্যাস্টার অয়েল মাথাবা'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

ক্রনোমিটার [হি] বি সময় মাপার যন্ত্রবিশেষ। 'আপনার জন্যে রেখেছি এই ক্রনোমিটার'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ক্রনোলজি [হি] বি ঘটনাপঞ্জির কালানুক্রমিক বিন্যাস। 'সেটি ক্রনোলজি নয়'। প্রমথ, ১৯২৬।

ক্রন্দন [স] ১ বি কান্না। 'না পাইআ জুড়িল ক্রন্দনে'। বড়ু, ১৮৫৩। ২ বি বিলাপ। 'হানিকার পায় সবে করে যে ক্রন্দন'। গরীব, ১৯৬৫।

ক্রন্দন-আভাস [স] বি কান্নার ইঙ্গিত। 'মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস'। নজরুল, ১৯২৪।

ক্রন্দন-উল্লু [স] ক্রন্দন+স হলহলী। বি কান্নার রোল। 'ঘরে ঘরে উঠে ক্রন্দন-উল্লু, চালে চালে ওড়ে কাক'। নজরুল, ১৯২৫।

ক্রন্দনজরী [স] বি কান্নাকে জয় করেছে এমন। 'পুরুষ ক্রন্দনজরী, - দুঃখ দেখে দুঃখ পায় - যিক তারে যিক'। নজরুল, ১৯২৪।

ক্রন্দন-ধ্বনি [স] বি কান্নার শব্দ। 'অকস্মাৎ জীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণশোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আস্থান করিলে ...'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

ক্রন্দনপরায়ণ [স] বিণ সহজেই কাঁদে এমন। 'ক্রন্দনপরায়ণ হেলেকে নিজের কোলে নিয়া ...'। মানিক, ১৯৩৯।

ক্রন্দনময় [স] বিণ ক্রন্দনপূর্ণ। 'ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনশীল'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ক্রন্দনমুখর [স] বিণ কান্নারত। 'অনুতাপদম্ব বিদ্যাপতির ক্রন্দনমুখর গলার স্বরই সেখানে কাঁপিয়া উঠিতেছে'। হাই, ১৯৫৪।

ক্রন্দনরত [স] বিণ কান্নারত। 'ক্রন্দনরত জন্মযেতের নিকটবর্তী'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

ক্রন্দনরতা [স] বিণ ক্রী কাঁদছে এমন। 'সে ক্রন্দনরতা রহিমার স্বামী'। ওয়ালী, ১৯৪২।

ক্রন্দনরোল [স] বি কান্নার রব। 'যে তীব্র ক্রন্দনরোল যুগের পর যুগ রেগিয়া আসিয়া তোমারই অনন্তের বেলাচুমে আছাড়িয়া পড়িতেছে'। সবুজ, ১৯২১। 'ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না'। নজরুল, ১৯২২।

ক্রন্দনশব্দ [স] বি কান্নার আওয়াজ। 'দক্ষিণ দিকে জীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

ক্রন্দনশীলা [স] বিণ ক্রী কাঁদছে এমন। 'ক্রন্দনশীলা পিসিমার বক্ষগলু হইয়া থাকিবার সময় ...'। মানিক, ১৯৩৭।

ক্রন্দনশূন্য [স] বি কান্নাজড়ানো নিখাস। 'আমি বিশ্ববার বুককে ক্রন্দন-খাস'। নজরুল, ১৯২২।

ক্রন্দনহারী [স] বিণ কান্না হারিয়ে গেছে এমন। 'আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে/ক্রন্দনহারী মুখে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ক্রন্দনোচ্ছ্বাস [স] বি কান্নার উচ্ছ্বাস; ক্রন্দনাবেগ। 'তীব্র লণঘাৎনিম্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস'। রবীন্দ্র, ১৮৪৮।

ক্রন্দনোন্মূখী [স] ক্রন্দন-উন্মূখী। বিণ ক্রী কাঁদতে উদ্ভাত এমন। 'জীবে ক্রন্দনোন্মূখী দেখিবারা চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ক্রন্দসী [স] ১ বি বর্ণ ও মর্ত্য। 'ওই নদিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিয়ে ক্রন্দসী'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি আকাশ। 'ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহিঃস্বা মেঘে'। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বি ক্রন্দনরত নারী। 'কাঁদে কাঁদে ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে'। নজরুল, ১৯২২।

ক্রন্দী [স] ক্রন্দন+ক্রী কান্না করা। 'বর্ণ উঠিছে ক্রন্দি, সুরপরিষদ বন্দী'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

ক্রন্দিত [স] বিণ কান্নাময়। 'তার প্রথম ক্রন্দিত নিখাস'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ক্রপা [স] কৃপা বি কৃপা। 'এক দিন গোসাঞি ক্রপা করি বৈল'। মালাধর, ১৫০০।

ক্রব্যাদ [স] ১ বি ক্রাফস। 'শব্দভেদী শর ঘরা ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া ... প্রত্যাগমন করিল'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি মাসোশী প্রাণী। 'দেখিয়ে ক্রব্যাদ দলে করে হাহাকার'। ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ক্রম [স] বি অনুক্রম। 'এবে কই চৈতন্যলীলার ক্রম-অনুবন্ধ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ক্রমগঠিত [স] বিণ ক্রমাগত বিন্যস্ত। 'বর্তমান ক্রমগঠিত হয়েছে অতীতের গর্ভে'। প্রমথ, ১৯১৭।

ক্রমগতি [স] বিণ ক্রমবিবর্তন। 'ঐতিহাসিক ক্রমগতির সর্বাব্যুদিক এবং প্রবলতম প্রকাশ ইসলাম'। মাহেনও, ১৯৪৯।

ক্রমনিম্নতা [স] বি ক্রমে নিম্নগামিতা। 'পূর্ব দিকে ক্রমনিম্নতার একটা একটানা প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে'। তারা, ১৯৪২।

ক্রমপরিবর্তনশীল [স] বিণ ক্রমে পরিবর্তন হচ্ছে এমন। 'সেই কারণেই জীবন্ত ভাষা ক্রমপরিবর্তনশীল'। প্রমথ, ১৯১৭।

ক্রমপরিমার্জিত [স] বিণ ক্রমাগত পরিমার্জিত। 'নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ঘরা ক্রমপরিমার্জিত না হওয়ায় ...'। মুরশিদ, ১৯৭০।

ক্রমবর্ধনশীল [স] বিণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'ক্রমবর্ধনশীল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের গভী হইতে খারিজ ...'। শহীদুল্লাহ, ১৯৩১। 'ক্রমবর্ধনশীল উত্তেজনায়ে সে হইয়া থাকে বোমার মতো'। মানিক, ১৯৪০।

ক্রমবর্ধমান [স] বিণ ক্রমে বৃদ্ধিশীল। 'সে দাবী দেখিতে দেখিতে

বাহিরের ক্রমবর্ধমান জনতার দাবী হইয়া উঠিল।' বেগম, ১৯৪৭।

ক্রমবর্ধিষ্ণু [স] বিণ ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রবাস্ত্রের চাপ হইতে আশ্রয় মুক্ত করা প্রয়োজন।' আজাদ, ১৯৬০।

ক্রমবিকাশ [স] বি ক্রমে উন্নতি হওয়া। 'এক অর্থে বাঙালি হিন্দু মতাবিধের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।' আনিস, ১৯৬৪।

ক্রমবিকাশন [স] বি ক্রমোন্নতি; বিবর্তন। 'উৎকর্ষসাধনে ও ক্রমবিকাশনে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রমবিকাশপদ্ধতি [স] বি বিবর্তনের ধারা। 'ক্রমবিকাশপদ্ধতি অনুসারে আজ কাল যাহা kinder garten-এ পরিণত হইয়াছে।' প্রমথ, ১৯২০।

ক্রমবিকাশমান [স] বিণ একটু একটু করে উন্নত হচ্ছে এমন। 'আমাদের ক্রমবিকাশমান স্বায়ত্তশাসনাদিকার প্রাপ্তির মেয়াদ ...' মনসুর, ১৯৪০।

ক্রমবিদূষণ [স] বি পর্যা্যক্রমিক দূরকরণ। 'মানুষের অজ্ঞতার ক্রমবিদূষণ, জীবনব্যবহারের প্রসার, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির ক্রমবিকাশ।' শরীফ, ১৯৬৮।

ক্রমবিবর্তন [স] বি ধারাবাহিক বিবর্তন। 'প্রতিবাসীদের মতোই এ ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের সৃষ্টি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ক্রমবিলয় [স] বি একটু একটু করে বিনাশ। 'ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই।' প্রমথ, ১৯৬৬।

ক্রমবিকৃতি [স] বি ক্রমাবধি প্রসার। 'এমনি ভাবেই গ্রাম্য সমাজের ক্রমবিকৃতি ছিল।' তারা, ১৯৪২।

ক্রমযুক্তি [স] বি ক্রমাগত সমৃদ্ধি। 'এ পথেই পৃথিবীর ক্রমযুক্তি হবে।' জীবন, ১৯৪২।

ক্রমশ [স] ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'জলও ক্রমশ উড়োন চঞ্জির টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগিলো।' হেতুম, ১৮৬১।

ক্রমশই ক্রিবিণ ক্রমে ক্রমে। 'বঙ্গমহিলা ক্রমশই আত্মশূন্য হইয়া পড়িতেছেন।' দীপিকা, ১৮৮৭।

ক্রমশঃ [স] ১ ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। 'ক্রমশঃ বাঙ্গলা সাবাদপত্রের বাহালা হওয়াতে এতদেশীয় লোকেরদের বিশিষ্টোপকার।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ ক্রিবিণ কালে কালে। 'অনেক অনেক জলজন্ম ক্রমশঃ হেলিয়া পড়ে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ ক্রিবিণ পর্যায়ক্রমে। 'বাণিজ্য ও শিল্পকার্যেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রমশূন্যায়মান [স] বিণ ক্রমশ শূন্য হচ্ছে এমন। 'ক্রমশূন্যায়মান কাসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

ক্রমসূত্র [স] বি পরম্পরা। 'জাতির ক্রমসূত্র গ্রথিত।' ইসলাম, ১৯৩২।

ক্রমশীত [স] বিণ ক্রমবর্ধমান। 'ক্রমশীত সময় হইতে বহাসাম্বল যুক্ত করার জন্যই ...' আজাদ, ১৯৬৪।

ক্রমহ্রস্বমান [স] বিণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে এমন। 'একটা ক্রমহ্রস্বমান ধারা লক্ষ করেন।' ধূর্জতি, ১৯৩১।

ক্রমাগত [স] ক্রম-আগত। ১ ক্রিবিণ ক্রমশ। 'ক্রমাগত বিবিধবিশিষ্ট বিদ্যায়ত্তে শ্রীযুত বাবু ...' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রিবিণ প্রতিনিয়ত। 'যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া ... থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৩ ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। 'ক্রমাগত দ্বাদশ দিবস গত হইলে

...।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ ক্রিবিণ ধারাবাহিকভাবে। 'দুই শতাব্দী ক্রমাগত যুদ্ধ ও ক্রমাগত হত্যা করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ ক্রিবিণ অব্যাহতভাবে। 'চামচিকৈ বাহিরের বারান্দায় উন্মত্ত দরবেশের মতো ক্রমাগত চক্রাকরে ঘুরিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ক্রমাগতভাবে [স] ক্রম-আগত-ভাবে। ক্রিবিণ একের পর এক। 'শৈশব হইতেই ক্রমাগতভাবে বাধা পাইতে থাকে।' বেগম, ১৯৪৭।

ক্রমানুসারে [স] ক্রিবিণ পর্যায়ক্রমে। 'কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবাহু হইল?' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ক্রমাশয়ে [স] ক্রম-অবধি। ক্রিবিণ একের পর এক। 'ইহার প্রযুক্তি ক্রমাশয়ে ৪টি আশ্রমান স্থাপিত হইয়াছে।' প্রচারক, ১৮৯৯।

ক্রমাবনতি [স] ক্রম-অবনতি। বি ক্রমে অধোগতি। 'সমাজে নারীর স্থান ক্রমাবনতির দিকে।' বেগম, ১৯৫১।

ক্রমাবিকৃত [স] ক্রম-আবিকৃত। বিণ ধারাবাহিকভাবে আবিকৃত। 'মানবিক বুদ্ধিবলে ক্রমাবিকৃত বৈজ্ঞানিক নিদুর্ভুত ভক্তসমূহই ইহার প্রধাতম নিনাদ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রমে [স] ১ ক্রিবিণ অতঃপর। 'ক্রমে দৈবকীর গর্ভত হৈল দশ মাস।' বহু, ১৪৫০: 'সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ অনুক্রমে। 'হাট বাট পথ রথ ক্রমে ক্রমসিঁত।' আলোওল, ১৬৮০। ৩ ক্রিবিণ অনুযায়ী। 'জৈদুন নিজ পৌরুষ ক্রমে ইহা স্বীকার না করিয়া ...' তারিণী, ১৮০৩। ৪ ক্রিবিণ একে একে। 'অতঃপর ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

ক্রমশ ক্রমে [স] ১ ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। 'ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে পরসরকে।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ একের পর এক। 'অনন্তর ক্রমে ক্রমে অগ্নির হইয়া ... জানা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

ক্রমোচ্ছ্রুতি [স] বিণ ক্রমশ ক্ষীত হচ্ছে এমন। 'ক্রমোচ্ছ্রুতি তুহার প্রপাতের গতিত ধারায় ক্রমোচ্ছ্রুতিত জলপ্রোত মত।' সবুজ, ১৯২১।

ক্রমোন্নতি [স] বি ক্রমবিকাশ। 'উহার নিত্যই ক্রমোন্নতি হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ক্রমোন্নতিশীল [স] বিণ যুগোপযোগী। 'বাধা অপসারিত করার জন্য চাই ... ক্রমোন্নতিশীল যন্ত্র, রীতিনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির সাহায্যে ...' শিব, ১৯৫৬।

ক্রমায়ত [স] ১ বিণ ক্রমাগত। 'ক্রমায়ত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা।' সূর্যদেব, ১৯৩৯। ২ ক্রিবিণ অনবরত। 'আকৃতির প্রবীণতা ক্রমায়ত করে সে বীলীন।' জীবন, ১৯৪০।

ক্রমিক [স] ১ ক্রিবিণ ধারাবাহিকভাবে। 'টেলিফোন নামক ইংরাজি পত্রে ক্রমিক প্রকাশ হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ ক্রিবিণ অনবরত। 'ক্রমিক আনগোনা করতে দেখে ব্যাকুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ক্রয় [স] বি অর্থের বিনিময়ে লাভ। 'আফিনের ক্রয় ও বিক্রয়াদি ব্যাপারে আসক্ত হইলে।' ফরস্টার, ১৭৯৭।

ক্রয়কেন্দ্র [স] বি যেখান থেকে ক্রয় করা হয়। 'এখন ইহাদের ক্রয়কেন্দ্র বাঙ্গলাদেশ।' ইছলাম, ১৯৪৫।

ক্রয়নার্থ [স] ক্রিবিণ ক্রয়ের জন্য। 'গ্রাহকবৃন্দের ক্রয়নার্থ নিবারণ করি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ক্রয়বিক্রয় [স] বি কেনাবেচা। 'এখন অভিশয় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতেছেন।' রাজীব, ১৮০৫: 'ইহাও ... ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ক্রয়শক্তি [স] বি ক্রয় করার ক্ষমতা। 'মুদ্রাসীলিত ক্রমাইয়া দেয়

সর্বসাধারণের ক্রয়শক্তি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ক্রমবীণ [স ক্রম-অধীন] ক্রিবিণ কেনার কারণে। 'জমিদারী ক্রমবীণ বহুতর দিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

ক্রমার্থ [স] ক্রিবিণ কেনার জন্য। 'একটি দুর্গবিনী স্ত্রীলোক একখানি বস্ত্র ক্রমার্থ ব্যয় হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ক্রমার্থে [স] ক্রিবিণ ক্রয় করার উদ্দেশ্যে। 'পুস্তক ক্রমার্থে কত টাকা ... দিতে হইবেক।' দর্পণ, ১৮২২।

ক্রল [হি] বি হামাগুড়ি। 'দ্যাখো তবু ১৯৭৩ জন শামসুর রাহমান ক্রল করে আসছে এখানে।' শামসুর, ১৯৭৪।

ক্রশচিহ্ন [হি ক্রশ+স চিহ্ন] বি খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক। 'পলায় ক্রশচিহ্ন খুলিয়ে ধর্মভাবে আশ্রিত হয়ে ...।' উমর, ১৯৬৮।

ক্রস [হি] বি জেরা। 'আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ক্রসওয়ার্ড [হি] বি শব্দ সাজানোর ধাঁধাবিশেষ। 'সে লটারি-টিকিট কেনা ও ক্রসওয়ার্ড খেলা আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করিল।' মনসুর, ১৯৪০।

ক্রস চেক [হি] বি আড়াআড়ি রেখাটানা চেক। 'প্রকাশক ক্রস চেক দিয়ে ছলনা করতেন আমাকে।' শিবরাম, ১৯৭০।

ক্রস ফোর্টার [হি] বি কয়েদিদের বাধার বিশেষ ব্যবস্থা। 'নানা রকম শৃঙ্খল বন্ধন (লিংক ফোর্টার, ক্রস ফোর্টার প্রভৃতি)।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্রসিং [হি] বি সাধারণ পথ ও রেলপথের সংযোগস্থল। 'ক্রসিং-এর পূর্ব একটা ঝাড়াই পথ।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ক্রাইম [হি] বি আইনানুযায়ী অপরাধ। 'ডেপুটি বাবু, আমি তোমার খুঁজালি কোড, এতে সব ক্রাইম আছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ক্রাইস্ট, ক্রাইষ্ট [হি] ১ বি যিহু খ্রিস্ট। 'বিশিষ্ট জুজেন্স ক্রাইস্ট এক টুকরো রুটিতে একশ লোককে খাইয়েছিলেন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি খ্রিস্টের মূর্তি। 'একটি আবশুখকারের ফ্রেশ আঁটা রূপের ক্রাইস্ট তার বুকের উপর অষ্টগ্রহের মূলত।' প্রমথ, ১৯১৫।

ক্রান্ত [স] বিণ অতীত। 'হয়তোবা ক্রান্ত ইতিহাস শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজে করেছো প্রায় গ্রাস।' জীবন, ১৯৪৪।

ক্রান্তি [স] বি হিসাবের অতি সূক্ষ্মভাগ; কড়ার ভূতীয়াংশ পরিমাণ। 'নবীর ভেদ পেলে এক ক্রান্তি/ঘুচে যেত মনের ভ্রান্তি।' লালন, ১৮৯০।

ক্রান্তিকাল [স] বি অবস্থা পরিবর্তনের সময়। 'একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ক্রান্তিবলয় [স] বি বিযুব রেখার প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণে কল্পিত বলয়াকৃতি রেখা। 'রুদয় আমার, ক্রান্তিবলয়ে তিমিরাসক্ত।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৬।

ক্রান্তিলগ্ন [স] বি অবস্থা পরিবর্তনের সময়। 'মনের সহস্র গপি রক্তস্নাত জ্ঞানায় প্রণাম/ক্রান্তিলগ্ন আবির্ভাবে।' বীরেন্দ্র, ১৯৫১।

ক্রিং [পন্য] বি সাইকেলের বেলের শব্দ। 'ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ক্রিকেট [হি] বি ব্যাট-বলের খেলাবিশেষ। 'তাহাদের অনেকে নৌকার দাঁড় টানে না, ক্রিকেট খেলে না, বই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে।'

রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ক্রিকেট-টীম [হি] বি ক্রিকেট দল। 'ক্রিকেট-টীমে আর রফন-টীমে কোনও তফাত নেই।' মুলতাব, ১৯৫৮।

ক্রিকেট-ব্যাট [হি] বি ক্রিকেট খেলায় বল চালানার জন্য ব্যবহৃত ব্যাট। 'অতীত কারো হাতে রয়েছে ক্রিকেট-ব্যাট।' প্রমথ, ১৯৩১।

ক্রিটিক [হি] বি সমালোচক। 'যত বেকার ক্রিটিক ভুলি টিকটিক ...।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

ক্রিটিকাল [হি] বিণ জটিল। 'আমাদের দর্শনচর্চা রিয়ালও নয়, ক্রিটিকালও নয়।' প্রমথ, ১৯১৫।

ক্রিটিসিজম [হি] বি সাহিত্য সমালোচনা। 'এই ত ক্রিটিসিজম। একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা।' শরৎ, ১৯১৭।

ক্রিড়া [স ক্রীড়া] বি খেলা। 'তাসনে করএ ক্রিড়া পালঙ্কে বসিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

ক্রিম [হি] বি মলমের মতো প্রসাধনীবিশেষ। 'সাবানদানি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাক্সালরের ডেল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ক্রিমি [স] বি কৃমি। 'কফ বাত ক্রিমি কুষ্ঠ ব্রণ করে নাশ।' গুণ, ১৮৫৮।

ক্রিমিনাল, ক্রিমিন্যাল [হি] ১ বিণ ফৌজদারি। 'এক দফা ক্রিমিন্যাল আর এক দফা সিভিল।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ বি অপরাধী। 'ক্রিমিনাল শব্দটা আমার বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।' রবীন্দ্র, ১৯৫১। ৩ বিণ কুটুবিপূর্ণ। 'ওই শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিশাতে পারে।' শিবরাম, ১৯৫০।

ক্রিমিন্যাল কেস [হি] বি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা। 'কিছু না হয়, এক ক্রিমিন্যাল কেসই চলে যেতো।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ক্রিম্যাক্স [স] বিণ ক্রিম্যাক্স। 'বর্তমান দেশে ক্রিম্যাক্স ইশ্বর পূজাদিরূপ কর্মের ফলভোগ যে দেখাছের হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ক্রিয়া [স] ১ বি ধর্মীয় আচার। 'যথোচিত ক্রিয়া করি করি গঙ্গাস্নান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি কাজ। 'সর্বাপেক্ষা অশ্রে এই ক্রিয়া আবশ্যক।' ফরস্টার, ১৭৯৫। 'কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বি ঘটনা। 'সেই স্থানে এক আশ্চর্য ক্রিয়া হইয়াছে।' রায়রাম, ১৮০১। ৪ বি (ব্যাক.) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ। 'বৈদিক সংস্কৃতের অন্তর্গত 'শবতি' ক্রিয়ার অর্থ প্রতিপাদনে লেখেন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি অনুষ্ঠানাদি। 'তত্ত্বি ত্ভাহার বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ক্রিয়াকর্ম, ক্রিয়া কর্ম [স] ১ বি কাজকর্ম। 'ক্রিয়া কর্ম এইক্ষণে থেঁকপ করিতেছ তাহা নিদ্রিত।' স্কের, ১৮০২। ২ বি শাস্ত্রীয় বা সামাজিক কার্যের অনুষ্ঠান। 'ক্রিয়া-কর্ম, দান-ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্বমতই হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ক্রিয়াকর্মনিরত [স] বিণ কাজকর্মে নিবর্ত। 'যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্মনিরত আর্বো ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

ক্রিয়াকলাপ [স] বি কাজকর্ম। 'যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ক্রিয়াকাণ্ড [স] ১ বি কাজকর্ম। 'আবার যখন ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি রীতিনীতি। 'আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড।' ইসলাহ, ১৮৯২।

ক্রিয়াশূন্য [স] বিণ কর্মমুখী। 'বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াশূন্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ক্রিয়ানিষ্ঠ [স] বিণ আচারনিষ্ঠ। 'ব্রাহ্মণেরা পূর্বে অত্যন্ত ক্রিয়ানিষ্ঠ

থাকিত'। দর্পণ, ১৮২৯।

ক্রিয়ানুষ্ঠান [স ক্রিয়ানুষ্ঠান] বি সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'যথাবিহিত কারণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের সাধন করা কর্তব্য'। অক্ষয়, ১৮৫০।

ক্রিয়াপদ [স] বি ক্রিয়াবাচক শব্দ। 'ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুবিভক্তির সন্ধান সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিতর পাওয়া যায় না।' প্রমথ, ১৯১৭।

ক্রিয়াপ্রাপী [স] বি কর্মপদ্ধতি। 'তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রাপী হইর করিয়া রাখে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া [স] বি পারস্পরিক ক্রিয়া। 'ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিযাক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ক্রিয়াবান [স] বিণ কর্মপ্রিয়; কর্মঠ। 'এদেশীয় যত ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রিয়াবান ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ক্রিাবৃক্ক বি ক্রিয়ারূপ বৃক্ক। 'মনুষ্যের ক্রিাবৃক্ক একরূপ কল্যাণকর ফল উৎপন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ক্রিয়াময় [স] বিণ ক্রিয়ালীল। 'আলোকিত থাকে শুধু সমুদ্র ময়ূরের ক্রিয়াময় অংশ।' মুনীর, ১৯৬৬।

ক্রিয়ারম্ব বি অনুষ্ঠান শুরু। 'বিবাহ ক্রিয়ারম্বের পূর্বকণ পর্বন্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ক্রিয়াশালী [স] বিণ ক্রিয়ালীল। 'বর্তমান যুগরচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

ক্রিয়ালীল [স] বিণ কর্মরত। 'বিধাতৃবিহিত স্ব স্ব কর্তব্যসাধনে ক্রিয়ালীল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রিয়ালীলতা [স] বি সক্রিয়তা। 'বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইয়ংবেল্লের ক্রিয়ালীলতা কোনদিনই তেমন পরিলক্ষিত হয়নি।' মুরশিদ, ১৯৬৬।

ক্রিয়াসক্ত [স] বিণ কর্মে অনুরক্ত। 'এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো ... সর্বদা ক্রিয়াসক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ক্রিয়াসাপেক্ষ [স] বিণ ক্রিয়ানির্ভর। 'গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব।' প্রমথ, ১৯১৩।

ক্রিয়ে [স ক্রিয়া] বি কাজকর্ম। 'কোন দিন না করিলে সংসারের কিয়ে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ক্রিয়েটিভিটি [হি] বি সৃষ্টিশীলতা। 'অধুনা সমজসারি কথাটা ক্রিয়েটিভিটির চেয়ে কম মূল্য পেলেও আসলে কম মূল্য নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

ক্রিচান [হি ক্রিচিয়ান] বিণ খ্রিস্টধর্মীয়। 'আপনাদের ক্রিচান নাম?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রিচিয়ান [হি] বি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'এসো ক্রিচিয়ান।' নজরুল, ১৯২২।

ক্রিচিয়ানিটি [হি] বি খ্রিস্টধর্ম। 'হিন্দুত্বের সঙ্গে ইসলামের যে অমিল ক্রিচিয়ানিটির সঙ্গে তার চেয়ে কম নয়।' অনন্দা, ১৯৩৭।

ক্রিসমাস [হি] বি যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে পালিত উৎসব; বড়োদিন। 'ক্রিসমাস ফুরোল, আবার দেখতে দেখতে আরেকটা উৎসব এসে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ক্রিসমাস কার্ড [হি] বি ক্রিসমাস উপলক্ষে বন্ধু-পরিজনকে পাঠানো শুভেচ্ছা পিপি। 'ক্রিসমাস কার্ড পাঠানোর রেওয়াজ এখানে আছে।' হাই, ১৯৫৮।

ক্রিসমাস ট্রি [হি] বি ক্রিসমাস উপলক্ষে চুমকি, মোমবাতি, উষ্যারাসাম্মী ইত্যাদি দিয়ে সাজানো ছোটো চিরসবুজ গাছ। 'এদের ঐ ক্রিসমাস ট্রি মঙ্গলের স্মরণ চিহ্ন।' হাই, ১৯৫৮।

ক্রিস্টমাস [হি] বি খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। 'ক্রিস্টমাসের সময় আগতপ্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ক্রিসেনখিমামে [হি] বি চন্দ্রমালিকা ফুল। 'লজ্জায় বিবর্ণ মন ঢেকে যাবে ক্রিসেনখিমামে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

ক্রিস্টলাইজড [হি] বিণ দানো-রাধা। 'যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাৎপে ক্রিস্টলাইজড হয়ে ওঠে সেই আমার যথাধা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ক্রিস্টাল [হি] বি স্ফটিকমণি; কেলাস। 'প্রত্যেক নুড়িটি টেট্রাহেড্রন ক্রিস্ট্যাল।' বিতুর্ভ, ১৯৩৭।

ক্রীজ [হি] বি কাপড়ের ভাঁজ পড়া প্রান্তিক দাগ। 'শিলওয়ার - তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মত ক্রীজের দুদিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

ক্রীডক [স] বি খেলার পুতুল। 'ক্রীডক, গর্জিত হইও না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ক্রীডন [স] বি খেলা। 'তাহে কর অতীত ক্রীডন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ক্রীডনক [স] বি খেলনা। 'সে একটি তুচ্ছ সামান্য ক্রীডনক মাত্র।' ক্রীড়া, ১৯৩২।

ক্রীড়া [স] ১ বি খেলা। 'বেদ উদ্ধারিলো ক্রীড়া সাগরজলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'বরাড়ীরাগঃ ঐ ক্রীড়া।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি লীলা। 'কিশোরধরুণ কৃষ্ণ ষষং অবতারা ক্রীড়া করে এই হয় রূপে বিশ্ব ভরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি হাসি-তামাশা। 'মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে, নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্তন-রঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি যৌন সম্বন্ধ। 'বন মধ্যে বেশ্যা পাইয়া কর তুচ্ছ ক্রীড়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বি কুকাওয়াজ। 'সৈনিকদিগের নৈনিক ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত প্রাঙ্গণ নাই।' মণাররক্ষ, ১৮৮৫।

ক্রীড়াকলাপ [স] বি খেলাধুলা। 'সকিনীদিগের সংসর্গে ক্রীড়াকলাপে অনুরাগী থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ক্রীড়াকৌতুক [স] বি খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদ। 'পেশবা আর তার ঘৃণ্য অনুচরদের সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ক্রীড়াকৌতুকে মন মজাবো না।' মুনীর, ১৯৬১।

ক্রীড়াক্ষেত্র [স] বি খেলার জায়গা। 'অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ক্রীড়াক্ষল [স] বিণ ক্রিয়ালীল। 'বিদ্যাসাগরের শিল্পীমনের ক্রীড়াক্ষল রূপটি সেখানে অনুপ্রস্থিত।' মুরশিদ, ১৯০৭।

ক্রীড়াঙ্কলে [স] ক্রিণি খেলার ছলে। 'বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াঙ্কলে পদদলিত করিতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রীড়াদি [স] বি খেলাধুলা। 'একসঙ্গে ক্রীড়াদি করাতে প্রণয়ের বিশেষ আধিক্য জন্মিয়াছিল।' মণাররক্ষ, ১৮৬৯।

ক্রীড়ানুষ্ঠান [স] বি খেলাধুলায় অনুষ্ঠান। 'ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী।' বেগম, ১৯৬৩।

ক্রীড়াপারায়ণ [স] বিণ খেলায় অনুরক্ত। 'আপনি কি ক্রীড়াপারায়ণ প্রজাতিটার কেউ?' শামসুর, ১৯৭২।

ক্রীড়াপ্রদর্শক [স] বিণ খেলা প্রদর্শনকারী। 'ক্রীড়াপ্রদর্শক বেদিয়া

ক্রীড়াপ্রদর্শন

প্রভৃতি জাতিরা ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রীড়াপ্রদর্শন [স] বি খেলা দেখানো। 'ইহাদের নানারূপ ক্রীড়াপ্রদর্শন দ্বারা অর্থোপার্জন করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রীড়াপ্রবণতা [স] বি খেলার প্রতি বোধক। 'অরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়াপ্রবণতা, ব্রাহ্মমুহুর্তে শয্যাভোগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদৃশ্যাবলী ...' বনফুল, ১৯৩৬।

ক্রীড়াবান [স] বি খেলার স্থান। 'ক্রীড়াবনে গিয়া প্রবেশিকি বক্রোজিতে নিপুণা ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ক্রীড়াবিদ [স] বি খেলোয়াড়। 'সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদের গৌরব অর্জন করেছেন।' বেগম, ১৯৬৩।

ক্রীড়াভূমি [স] বি খেলার মাঠ। 'তাহাদের ক্রীড়াভূমি সুপরিচ্ছন্ন পরিপাটি করা।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ক্রীড়াশীল [স] বি খেলারত। 'ক্রীড়াশীল করিশাবক।' বক্তিম, ১৮৮৭।

ক্রীড়াশৈল [স] বি খেলার জন্য নির্ধারিত উচ্চ স্থান। 'ক্রীড়াশৈলে আপন মনে/ দিতিম কষ্ট ছাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ক্রীড়াস্থান [স] বি খেলার জায়গা। 'যাহাতে শিশুগণ শিক্ষাস্থানকে ক্রীড়াস্থান ... বোধ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ক্রীত [স] বিণ অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত; কেনা। 'কর্তার ক্রীত তোতা আমি।' চঞ্জীচরণ, ১৮০৫; 'তদ্বারাই দেশীয় দ্রব্য ক্রীত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ক্রীতকিন্তর [স] বি ক্রয়কৃত দাস। 'মহিষীর ক্রীতকিন্তর।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ক্রীতদাস [স] বি কেনা গোলাম। 'ক্রীতদাসকেও এতদূর দূর করিতে হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ক্রীতদাসত্ব [স] বি কেনা গোলামের কাজ। 'উপবিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী ভূমিশত্ব ক্রীতদাসত্বের আইনসমত নামান্তর মাত্র।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্রীতদাসী [স] বি ক্রী কেনা দাসী। 'ক্রীতদাসী লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ক্রীতাসী [স] বিণ ক্রী কেনা হয়েছে এমন। 'বেশ্যা বাটীতে ক্রীতাসী দাসী অধিক থাকে।' দর্পণ, ১৮২৩; 'তত্ত্বজ্ঞাতির ব্যয়ে ক্রীতাসী ভূমি আছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

ক্রীম [স] বি নমি। 'আপে ডেভনশিয়রের ক্রীম তাঁদের এত ভালো লাগত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ক্রীরা [স] ক্রীড়া। 'গোপিনী লইয়া ক্রীরা করিলেন।' আন্তোনিয়া, ১৭৪৩।

ক্রীচান [স] বি খ্রিস্টান; খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'বিশ্বসংসার জ্ঞানে স্ফূর্তা ভয়ঙ্কর গোড়া ক্রীচান।' যুক্তবাব, ১৯৫২।

ক্রুদ্ধ [স] ১ বিণ ক্ষুব্ধ। 'জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হওয়া করে তিরস্কারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ২ বিণ ক্ষিপ্ত। 'এমন সময় শোনা গেল ক্রুদ্ধ চট্টোজার চটাত শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ক্রুদ্ধকর্ত্ত [স] বি রাগাধিত কর্ত্তব্য। 'ক্রুদ্ধকর্ত্ত চাকরকে ডাকলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

ক্রুদ্ধা [স] বিণ ক্রী রাগাধিত। 'অন্তঃস্থ না জানি বৃথা ক্রুদ্ধা হয়ে অতি।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ক্রুপা [স] কৃপা। বি কৃপা। 'ধর্মের ক্রুপায় দাদা জাতিরক্ষা হৈল।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

ক্রুশ [স] বি যোগচিহ্নের মতো কাঠের কাঠামো, যাতে বিন্ধ করে যীতকে হত্যা করা হয়েছিল। 'জুশের ক্রুশের ঘায়ে ত্যাগিলেন প্রাণ।' গুণ, ১৮৫৮; 'ক্রুশ আর সমাধি দেখেছ?' জীবন, ১৯৩৩।

ক্রুশকাঠ [স] ক্রুশ+স কাঠ। বি খ্রিস্টানদের মতে যীতখ্রিস্টকে যে কাঠের দণ্ডে বিন্ধ করা হয়েছিল। 'এ বাপক কাঁটাভারে জীবন খুলছে, মেনে ক্রুশকাঠ।' শ্যামসুর, ১৯৭২।

ক্রুশবিন্ধ [স] ক্রুশ+স বিন্ধ। বিণ ক্রুশের সঙ্গে বিন্ধ করা হয়েছে এমন। 'যীত-জননীরা কান্দন দেখেছি ডেস্তের পায়খারে/ ক্রুশবিন্ধ যে ক্ষত-বিন্ধত বেটার বেদন স্বরে।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

ক্রুসেড [স] বি মধ্যযুগে পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলের খ্রিস্টান বসতিপূর্ণ এলাকা মুসলমানদের দখল থেকে উদ্ধারের জন্যে খ্রিস্টানদের ধর্মযুদ্ধ। 'এই নৃপতি ক্রুসেড যুদ্ধকালে একবার শূকর-মাংস খাইবার অভিলাষ ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'আজিকার দিনে ক্রুসেড ও জেহাদের পুনরাভিযান সম্পূর্ণ অসম্ভব।' সত্যগায়ত্রী, ১৯২৮।

ক্রুসেডার [স] বি ধর্মযোদ্ধা। 'এদেশের সাধারণ খৃষ্টান মুসলমানদের সম্বন্ধে জানে যে, মুসলমানেরা ক্রুসেডার।' হাই, ১৯৫৮।

ক্রুর [স] ১ বি ঘৃণা। ওঙ্গী, ১৭৮৫। ২ বিণ বিষাক্ত। 'মস্তকে কতকগুলি ক্রুর, সর্প ধারণপূর্বক ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ বল; কপট। 'যদিও স্বভাব ধারী ক্রুর মূর্খ বলে তারি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৪ বি নিষ্ঠুর। '... সর্বকণ্ঠে সন্মোদন করিয়া কহিল, আরে ক্রুর! বিদ্যা, ১৮৫৬। ৫ বিণ নিষ্ঠুর। 'কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে, আচ্ছা সে দেখা যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বিণ হিংসা। 'সহস্র ক্রুর চক্ষু মেঘিয়া শিকারলুপ্ত দানবের মতো চূপ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রুরকর্ম [স] বিণ নির্দয়। 'শবর-নামক ক্রুরকর্মী ব্যাঘজাতির ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ক্রুরকাণ্ড [স] বি নিষ্ঠুর ঘটনা। 'হংসগদিকার সরল ককণ গীত এই ক্রুরকাণ্ডের ভূমিকা ইহায়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রুরতম [স] বিণ নিষ্ঠুরতম। 'শতাব্দীর ক্রুরতম এই অভিযান।' ফরকুশ, ১৯৪৩।

ক্রুরতর [স] বিণ অপেক্ষাকৃত নির্দয়। 'আমরা মানুষ ঢের ক্রুরতর।' জীবন, ১৯৪০।

ক্রুরতা [স] ১ বি কপটতা। 'দুট লোকের ক্রুরতা হইতে পরিগ্রাণ পাইয়া ...' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বি নির্দয়তা। 'কোন্‌ ঘেঁষে ক্রুরতা ও কুটিলতার অবতার-স্বরূপ ...' প্রমথ, ১৯১৫। ৩ বি ক্রুর স্বভাব। 'কৃত যে ক্রুরতা এর, কৃত কুটিলতা।' অনন্দা, ১৯২৯।

ক্রুরমতি [স] বিণ নিষ্ঠুর। 'ক্রুরমতি দুর্দোষন পাণ্ডববর্ষা দর্শনে সাতশিয় মর্দ্যাহত ইয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ক্রুরমনা [স] বিণ নিষ্ঠুর মনের অধিকারী। 'দুর্দোষন পাণ্ডী দুর্দোষন ক্রুরমনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ক্রুরসর্পিণী [স] বিণ ক্রুদ্ধ সাপের গতির মতো আকারাকা। 'গভীর সম্বোধনে তার ক্রুরসর্পিণী রেখা।' শওকত, ১৯৪৬।

ক্রুরহিংসা [স] বি নিষ্ঠুর হিংসা। 'ক্রুরহিংসায় তাদের হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি হবে।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

ক্রুৎকার, ক্রুৎকার [ধন্যনা] বি হাঁস অথবা ময়ূরের ডাক। 'রহিয়া রহিয়া ক্রুৎকার তারপরে যে একটি কাংসা-ক্রুৎকারধ্বনি উঠিত করে ...'।

রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রেডিট [হি] ১ বি অন্যদের কাছে ধারে কেনার অর্থাৎ। 'বাজারে তাহার ক্রেডিট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি ধার। 'যাহার ব্যবসা চলিতেছে বাজারে তাহারই ক্রেডিট থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রেডিটর [হি] বিণ কণী। 'এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ক্রেতব্য [স] বিণ ক্রয় করতে হবে এমন। 'এই মূল্যটি কৃষকের ক্রেতব্য পণ্যগুলির বহিষ্ঠ মূল্যের তুলনায় নিতান্ত অল্প।' সওগাত, ১৯৪৪।

ক্রেতা [সি] বি বরিদ্ধার। 'তবে ক্রীতদাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না-ইইবে?' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রেতী [স] বি স্ত্রী ক্রেতা। 'দোকানে ক্রেতা ক্রেতীর ভিড়।' অন্নদা, ১৯২৯।

ক্রেম [হি] বি যে যন্ত্রের সাহায্যে ভারী জিনিস তোলা হয়। 'ক্রান্তিহীন ক্রেম এরিয়েল।' জীবন, ১৯৪০।

ক্রেপ [হি] বি কোঁকানো পাটখা রেশমি কাপড়। 'কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর ইহতে বাদলা জড়ানো স্থূল ও সুদীর্ঘ চুলের বেণী দেখা যাইতেছে।' রোকেয়া, ১৯৩০।

ক্রেপা [স] কৃপা বি কৃপা। 'ধর্ম্যে কার্য করিতে শান্তের দিয়াছেন তাহান ক্রেপা।' আন্তোনিয়ো, ১৯৪৩।

ক্রেপাবস্ত [স] কৃপাবস্ত বিণ কৃপাবস্ত। 'রূপবস্ত গুণবস্ত ক্রেপাবস্ত তনু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ক্রেম [স] ক্রম বি অনুক্রম। 'চলাচল হইয়াছে এ ক্রেমে।' আন্তোনিয়ো, ১৯৪৩।

ক্রেম [স] বি ক্রয়ের উপযুক্ততা। 'স্বতন্ত্রতা মূল্য দিয়া তাহার ক্রেম সত্তি দৃষ্ট্য।' তারিণী, ১৮০৩।

ক্রেম্যা [স] ক্রম্য বিণ ক্রীত। 'খনিজ জমিও ... এই ক্রমের কারণ ক্রেম্যা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৮।

ক্রেমোহোমাম [হি] বি সোপাটি ফুলের মতো ফুলবিশেষ। 'ক্রেমোহোমাম কার্ণেশনের কোয়ারি-সমতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ক্রেমোহোমাম [হি] বি গাছের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র। 'নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নাম ক্রেমোহোমাম।' জগদীশ, ১৯১৯।

ক্রেমাক [হি] বি দেশের দাম্যে আদালতের হুকুমে সম্পত্তি আটক। 'আমরা তাহার ধাম্য ক্রেমাক করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

ক্রেমাকী [হি] ক্রেমাক বিণ ক্রেমাক করা হয়েছে এমন। 'ক্রেমাকী জিনিসপত্র।' মনসুর, ১৯৫৫।

ক্রেমাকাস [হি] বি বসন্তের প্রথম দিকে ফোটে এমন রঙিন ফুলবিশেষ। 'পুষ্পিত প্রান্তরে উদ্ভূত ক্রেমাকাসের দল।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

ক্রেমটন [হি] বি পাতাবাহারের পাছ। 'কে একজন শব্দ করিয়া গোটা কতক ক্রেমটন রোপণ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ক্রেমড [সি] বি কোল। 'আমার ক্রেমডে নিত্যা যাও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ক্রেমডগামিনী [সি] বিণ স্ত্রী আগিসনাবদ্ধ। 'সুভরাং আর দুই দিবস পরে আমারে তাহার ক্রেমডগামিনী হইতে হইবে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ক্রেমডপতি [সি] বিণ কোটপতি। 'বসে ক্রেমডপতি ও লক্ষপতি মূল্যমান নবাব-জমিদার আছেন।' প্রচারক, ১৮৯৯।

ক্রেমডপত্র [সি] বি অতিরিক্ত অংশ। 'তিনি উইলের এক ক্রেমডপত্র সৃজন করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ক্রেমডপথ [সি] বি মাথপথ। 'সমস্যার ক্রেমডপথে স্বাক্ষর যোজনা তোমারে করেছে ক্রান্ত।' আহসান, ১৯৪৪।

ক্রেমডবিদ্যুত [সি] বিণ নিরাস্রয়। 'জগতের ক্রেমডবিদ্যুত সেই অনাখিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ক্রেমডসঙ্গিনী [সি] বিণ অঙ্গশায়িনী। 'সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রেমডসঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রেমডুহ [সি] বিণ কোলের। 'হয় তোমরা এই ক্রেমডুহ দৃশ্যপোষ্য শিশুটিকে এখন বিনাশ কর ...।' গুপ্ত, ১৮৫৫।

ক্রেমডস্থিত [সি] বিণ কোলের। 'জননী আপনার ক্রেমডস্থিত ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ক্রেমড [সি] কোথ বিণ ক্রুদ্ধ। 'ক্রেমড হইয়া বিস্ময় কৈল আটোপ টঙ্কার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ক্রেমড [সি] ১ বি রাগ; ক্ষোভ। 'ক্রেমডে কাহাঈ রাধার আঞ্চলে ধরি মনে মনে হাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অভিপাত; ঘৃণা। ওর্গা, ১৭৮৫।

ক্রেমডপাত [সি] বিণ রুট। 'ক্রেমডপাত মুখ হই বসিয়া আছ।' সুলতান, ১৬৫০।

ক্রেমডজ [সি] বি রাগ। 'ক্রেমডজ অষ্ট প্রকার।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ক্রেমডজুত [সি] ক্রেমডযুক্ত বিণ ক্রুদ্ধ। 'হাতে বস্ত্র ধাএ ইন্দ্র ক্রেমডজুত হোয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

ক্রেমডদীপ্ত [সি] বিণ রাগে জ্বলছে এমন। 'ক্রেমডদীপ্ত ডাক ছাড়িয়া নাচে।' জসীম, ১৯৩৩।

ক্রেমড-নাদ [সি] বি ক্ষুব্ধ গর্জন। 'মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে ক্রেমড-নাদ বজ্রনাদে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ক্রেমডপরতত্ত্ব [সি] বিণ ক্রেমডপরায়ণ। 'তোমরা ক্ষত্রিয়, সহজেই ক্রেমডপরতত্ত্ব।' মাইকেল, ১৮৭৪।

ক্রেমডপরায়ণ [সি] বিণ ক্রুদ্ধ। 'কোরান ও বায়বিল অনুসারে পরমেশ্বরকে ক্রেমডপরায়ণ ... বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রেমডভরে [সি] ক্রিবিণ রাগতভাবে; রেগে। 'ক্রেমডভরে যদি মোরে ভাঙ আকারণ।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

ক্রেমডভাজন [সি] বিণ রেগেের পাত্র। 'স্বজ্ঞাতি ও স্বধর্মের মানুষের ক্রেমডভাজন হলে ...।' হাই, ১৯৫৪।

ক্রেমডমতি [সি] বিণ ক্রুদ্ধ। 'একদিকে স্বার্থাশ্রয়ী হিংসুক ক্রেমডমতি ...।' নজরুল, ১৯৪১।

ক্রেমডমন [সি] বিণ রাগান্বিত। 'এত তব মহাপ্রভু হৈলা ক্রেমডমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ক্রেমডরিপু [সি] বি ক্রেমডরূপ রিপু। 'শরীর পীড়িত হইলে, ক্রেমডরিপু প্রবল হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ক্রেমডাকুল [সি] বিণ অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ। 'ক্রেমডাকুল হয়ে শেষ দিলে অভিপাত।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ক্রেমডাকুলা [সি] বিণ স্ত্রী ক্রেমডে আকুল। 'ভাবিলা মনেতে দাসী ক্রেমডাকুলা।' ভবানী, ১৮২৫।

ক্রেমডাক্রান্ত [সি] বিণ রুট। 'তাহাদিগেরই ক্রেমডাক্রান্ত রক্তিমডা

মুম্বতল ... ' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কোষাঙ্গি [স] বি কোষরূপ আওন। 'কোষাঙ্গি তড়িত-রূপে; রকত নয়নে ...' মাইকেল, ১৮৬৬।

কোষাধান [স] কোষ-অনল বি কোষরূপ অনল; ক্ষুভতা। 'তাহাতে আমেরিকাবাসীদিগের কোষাধান প্রজ্জ্বলিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কোষাধিক [স] বিণ অতিশয় ক্রুহ। 'কোষাধিক মেঘের চক্রে জ্বলে যথা ধরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

কোষাধিত [স] বিণ রাগাধিত। 'দোতরফি নালিসে বাদসাহ কোষাধিত।' রামরাম, ১৮০১।

কোষাধিত হওয়া ক্রি রাগাধিত হওয়া। 'রাজা কোষাধিত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ঙ্গা হবে।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

কোষাবিষ্ট [স] বিণ রাগাধিত। 'করিল দান ছুড় কোষাবিষ্ট হৈয়া।' মালধর, ১৫০০।

কোষাবেশ [স] বি ক্রুদ্ধ অবস্থা। 'কোষাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কোষি, কোষী [স] কোষী ১ বিণ কোষাধিত। 'আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই কোষি।' রামরাম, ১৮০১; 'কোষী ব্যক্তি আপনায় বিষে আপনি জ্বালাতন হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি সংগীতের একটি শ্রুতি। 'কোষী' নজরুল, ১৯৩৫।

কোষিত [স] বিণ রাগাধিত। 'কোষিত হইল রাজা সাধুর বচনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কোষীশ [স] বিণ রাগাধিত। 'মহিষমর্দিনী দেবী কোষীশ ভৈরব।' ভারত, ১৭৬০।

কোষে অবিসার বিণ রাগে অস্থির। 'কোষে অবিসার ছোট জমাদার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

কোষোদ্বেগ [স] কোষ-উদ্বেগ বি রাসের উদয়। 'কোষোদ্বেগ হইতে কোষাঙ্গি পর্যন্ত বশিত চুপ করিয়া রহিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কোরপতি [স] বিণ কোটপতি। 'আপনি কোরপতি ভূষাধীকে এমন কথা বলেন?' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

কোশ [স] বি প্রায় চার হাজার গজ। 'কোশ চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কোশার্শ [স] বিণ প্রায় দুই হাজার গজ পরিমাপ। 'কোশার্শ দূরে একটি ক্ষুদ্র ঝাল বহিত।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

কোশী [স] বিণ কোশ পরিমাপ দীর্ঘ। 'একটা হাজার-কোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কোশ [স] কোশ বি প্রায় চার কিলোমিটার দূরত্ব; কোশ। 'এক কোশ অন্তর আছে।' ক্যাগলে, ১৮৬৪।

কৌশল [স] বি এক জাতের বক; কৌচক। 'কৌশলবধু সহ কৌশলে নিষাদ বিধিলা।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৌশলবধু [স] বি নারী কৌশল। 'কৌশলবধু সহ কৌশলে নিষাদ বিধিলা।' মাইকেল, ১৮৬১।

কৌশী [স] বি স্ত্রী বকজাতীয় পাখি। 'কৌশী কাদে ক্রুশ কুহ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ক্র্যাফটসম্যান [স] বি কারিগর। 'নীচের তলার ক্র্যাফটসম্যানেরও দরকার।' অবন, ১৯৪১।

ক্রব [স] বি ক্রাব; খেলাধুলা বা সংস্কৃতিচর্চার প্রতিষ্ঠান। 'লীপ, সোসাইটি, ক্রব প্রভৃতি কিছুই নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ ক্রাব

ক্রাইমেক্স [স] বি (সাহিত্য) চূড়ান্ত অবস্থা। 'ক্রাইমেক্স বাদ দিয়েও সরেস ছোট গল্প লেখা যায়।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ক্রান্ত [স] ১ বিণ অবসন্ন। 'একদা, গ্রীষ্মকালে, কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন সময়ের রৌদ্রে, অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত ক্রান্ত হইয়া পড়িল।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বিণ শেষ। 'দিন যে এল ক্রান্ত হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বিণ ক্ষীণ। 'ধূসর জীবনের গোপলিতে ক্রান্ত মলিন যেই স্মৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ক্রান্তকায় [স] বি পরিশ্রান্ত শরীর। 'এত ভার ... কোমল করুণ ক্রান্তকায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ক্রান্তগমন [স] বিণ ক্রান্তিভরে গমন করে এমন; ধীরগামী। 'ক্রান্তগমন পাহাড় হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ক্রান্তপক্ষ [স] বিণ ক্রান্তিকর ডানাবিশিষ্ট। 'শেষে সেই সৌরভেরি ডারে ক্রান্তপক্ষ মছুর পবন।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

ক্রান্তধ্বাস [স] বি ক্রান্তিপর্য নিঃশ্বাস। 'ক্রান্তধ্বাস হুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ক্রান্তা [স] বিণ স্ত্রী পরিশ্রান্ত। 'যবে নৃত্য-পরিশ্রম ক্রান্তা সীমন্তিনী ছাডেন নিশ্বাস ঘন।' মাইকেল, ১৮৬০।

ক্রান্তি [স] বি অবসন্নতা। 'কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই, তাহাদের শরীর শীতল ও ক্রান্তি দূর হইল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ক্রান্তিকর [স] বিণ বিরক্তিকর। 'শ্রুত সংবাদ ক্রান্তিকর হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ক্রান্তিদীর্ঘ [স] বিণ ক্রান্তিতে ভেঙে পড়েছে এমন। 'তবু সেই ক্রান্তিদীর্ঘ অবসন্ন মনে ...' সিকান্দার, ১৯৪৩।

ক্রান্তিবিহীন [স] বিণ অক্রান্ত। 'সঁপিয়ে প্রাণ ক্রান্তিবিহীন কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ক্রান্তিবিহীনা [স] বিণ স্ত্রী ক্রান্তি নেই এমন। 'ক্রান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ক্রান্তি-বোঝাই [স] ক্রান্তি+বোঝাই বিণ শ্রান্তিপূর্ণ। 'স্বপ্নশেষের ক্রান্তি-বোঝাই রাতি -।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ক্রান্তিবোধ [স] বি অবসাদ অনুভব। 'ক্রান্তিবোধ হইলে, লম্হমান রক্ত অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।' বিদ্যা, ১৮৬৬।

ক্রান্তিহর [স] বিণ ক্রান্তি দূর করে এমন। 'ক্রান্তিহর আদমি নিদ্রায় মগ্ন অকাতরে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

ক্রান্তিহরণ [স] বিণ ক্রান্তি দূর করে এমন। 'নেমে এসেছে ক্রান্তিহরণ শুভ্রতা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ক্রান্তিহরা [স] বিণ ক্রান্তি দূরকারী। 'সীমাহীন পথে সে-জল ক্রান্তিহরা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

ক্রান্তিহারা [স] বিণ ক্রান্তিহীন। 'আকাশে অসংখ্য তারা চিত্তাহারা ক্রান্তিহারা, হৃদয় বিন্ময়ে সারা হেরি একদিকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ক্রান্তিহীন [স] বিণ অক্রান্ত; অবিরাম। 'ত্রিভুবনদেবতার ক্রান্তিহীন আনন্দের মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ক্রাব [স] বি সংঘ। 'সোসাইটি, ক্রাব, এসোসিয়েশন ... নিবেদন, সমবেদন, - আমি তাহাতে নহি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ক্রায়েন্ট [স] বি মজেল। 'আগে ক্রায়েন্ট উকিলের সঙ্গে কি দেখা করতে

গেতো।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ক্রারিওনেট [ই ক্রারিওনেট] বি ধাতুনির্মিত এক ধরনের বাঁশ। 'ক্রারিওনেট ও করনেট পরস্পরে জ্যতি-শক্ততার ঝগড়া শুরু করে দিলে।' প্রমথ, ১৯১৬।

ক্রার্টেট [ই] বি মদবিশেষ। 'যাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্রার্টেট ... মদ্যের নামও সহ্য করেন না।' প্যারী, ১৮৫৯।

ক্রার্ক [ই] বি কেরানি। 'ক্রার্করা কোঠা-বালাখানা করে গেছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ক্রার্কগিরি [ই ক্রার্ক+গি গিরি] বি কেরানির কাজ। 'তাদের ছেলেরা এখন সার্ভি ক্রার্কগিরি করছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ক্রাশ [ই ক্রাস] বি বিদ্যালয়ের শ্রেণী। 'দ্বিতীয় ক্রাশের বালকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন।' দর্পণ, ১৮২৮। **দ্র ক্রাস**

ক্রাশফ্রেণ্ড [ই] বি সহপাঠী। 'সে পাঠশালায় আমির আলির ক্রাশফ্রেণ্ড ছিল।' মনসুর, ১৯৫৩।

ক্রাস [ই] ১ বি শ্রেণী। 'বিদ্যালয়কার ছয় ক্রাস অর্থাৎ শ্রেণী বন্ধ করিয়া অতিসুখরানুসারে বালকেরদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনে বাছন্দ্য অনুযায়ী ভাগ। 'সেকেন ক্রাস ও ওভস ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' হুতোম, ১৮৬১; 'আমরা সেকেন্ড ক্রাসে উঠিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি শ্রেণীকক্ষ। 'যদিও ক্রাসের বাইরে যেতে পারতুম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। **দ্র ক্রাস**

ক্রাস-টিচার [ই] বি শ্রেণী-শিক্ষক। 'ক্রাস-টিচারের কাছে ছুটি নিয়ে বেকছি।' শিবরাম, ১৯৪০।

ক্রাস-ফ্রেণ্ড [ই] বি সহপাঠী। 'তিনি আমার ক্রাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ক্রাসরুম [ই] বি শ্রেণীকক্ষ। 'সেখানে ক্রাসরুম টেবিল ছোঁতে ...।' অবন, ১৯২৫।

ক্রাসসূদ্ধ [ই] বিণ পুরো শ্রেণীকক্ষের। 'ক্রাসসূদ্ধ ছেলে বেত খাইল।' বনফুল, ১৯৩৬।

ক্রাসিক [ই] বিণ ধ্রুপদী। 'আরবী ফারসী 'ক্রাসিক' রূপে শিক্ষার ব্যবস্থা কুল কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে হওয়াই যথেষ্ট।' সওগাত, ১৯২৯।

ক্রাসিকতত্ত্ব [ই ক্রাসিক+স তত্ত্ব] বি ধ্রুপদীবাদ। 'এই সত্যানুসন্ধিৎসাই ক্রাসিকতত্ত্বের আত্মা।' শিব, ১৯৫০।

ক্রাসিকধর্মী [ই ক্রাসিক+স ধর্মী] বিণ আদর্শিক। 'বিদ্যাসাগরের ক্রাসিকধর্মী পদ্যরচনায় এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারক কাজে স্থায়িত্ব ...।' শরীফ, ১৯৭০।

ক্রাসিকযুগ [ই ক্রাসিক+স যুগ] বি ধ্রুপদী যুগ। 'আমি ক্রাসিকযুগের অজিতকুমার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ক্রাসিক্যাল, **ক্রাসিক্যাল** [ই] বিণ ধ্রুপদী। 'ক্রাসিক্যাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না।' নজরুল, ১৯৩১; 'ক্রাসিক্যাল সাহিত্য থেকে কোটেশন করা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ক্রাসিসিজম [ই] বি ক্রাসিক মতবাদ; ধ্রুপদী মতবাদ। 'ক্রাসিসিজম ও রোমান্সিসিজম - এর মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রিক [ই] বি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা শব্দ। 'ক্যামেরা ক্রিক করে উঠল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ক্রিন [ই] বিণ নিবৃত্ত। 'ক্রিন হিসেব।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ক্রিনিক [ই] বি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাকেন্দ্র। 'ক্রিনিকের কথায় নানের কথা উঠল।' অন্নদা, ১৯২৯।

ক্রিন [স] ১ বিণ অর্ধ। 'শেষে ক্রিন জনপদে লঘু করে করিবে বর্ষণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ২ বিণ নোংরা। 'ঘরটা আগাগোড়া ক্রিন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ক্রিনতা [স] বি ক্রেন্দ। 'তোমার শীর্ণ ক্রিনতা মুছে যাক।' ফররুখ, ১৯৪৩।

ক্রিনমনা [স] বিণ ক্রেন্দাক। 'মিথ্যার জীবন-যাত্রা চির ক্রিনমনা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ক্রিপ [ই] বি কাগজ ইত্যাদি একত্রে এঁটে ধরে রাখার কল। 'পিন, ক্রিপ যা চাই তাই দিতে পারেন ভুবনবাসু।' নরেশ্বর, ১৯৪৮।

ক্রিপ্ত [স] বিণ বিরহিত; বঞ্চিত। 'ক্রিপ্ত করিলে ভক্তন দুঃখে।' মানিকরাম, ১৭৭১।

ক্রিয়ার [ই] বিণ খোলা। 'তাড়া করলে বেঁচে হাওয়া দেওয়ার মতো লাইন ক্রিয়ার আছে কিনা।' নজরুল, ১৯২৭।

ক্রিয়ার করা ক্রি দূরে সরিয়ে দেওয়া। 'গোল-এরিয়ার ভেতর থেকে বল ক্রিয়ার করাই ওদের মুস্কিল।' শিবরাম, ১৯৪০।

ক্রিশিত [স] বিণ ক্রেশপ্রাপ্ত; জর্জরিত। 'ভয়ে নয়, বেদনা ক্রিশিত কোনো কৃষ্ঠাতেও নয়।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

ক্রিষ্ট [স] বিণ ধ্রুপদ; অবসন্ন। 'ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইলেন।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বিণ কষ্ট পেয়েছে এমন। 'সর্বদা সুখ ও ক্রিষ্ট যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বিণ কষ্টদায়ক। 'আমার এ ক্রিষ্ট ভালোবাসা।' নজরুল, ১৯২৩। ৪ বিণ স্বার্থ নয় এমন। 'ভুল উপমা মোহন উপমা ক্রিষ্ট উপমা ... এসব কিছুই কোনো মূল্য থাকে না।' অবন, ১৯২৫।

ক্রিষ্টকণ্ঠ [স] বি কাতর কণ্ঠ। 'ক্রিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, তুমি ভুললে কেন অন্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ক্রিষ্ট করা ক্রি পীড়া দেওয়া। 'আমাদের মতো পাঠককে তাহাতে অত্যন্ত ক্রিষ্ট করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্রিষ্টকল্প [স] বিণ বেদনাদায়ক ও কল্পণ। 'ক্রিষ্টকল্পরণে তাদের/ক্রান্ত বাঁশি বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ক্রিষ্টতা [স] বি কষ্ট। 'বহু দুঃখ, ক্রিষ্টতা আর গ্রানি পৃথিবীর বুকে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ক্রিষ্টদেহ [স] বিণ অবসন্ন শরীরবিশিষ্ট। 'অসুস্থ ক্রিষ্টদেহ রাজলক্ষ্মী বিছানায় পড়িয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ক্রিষ্টবিক্ষিপ্ত [স] বিণ কষ্টপ্রাপ্ত ও অস্থির। 'বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্রিষ্টবিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ক্রিষ্টভাব [স] বি কষ্টবোধ। 'শটাস্ত্রের দুর্বলতা ও ক্রিষ্টভাব কমিল না।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ক্রিষ্টমুখ [স] বি ক্রান্তি জড়ানো মুখ। 'কোরবান আর কিছু বললো না, ক্রিষ্টমুখে এগিয়ে চললো।' আলগুজিন, ১৯৬৩।

ক্রিষ্টশব্দ [স] বি বিরক্তির শব্দ। 'চাকার ক্রিষ্টশব্দে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ক্রিষ্ট হওয়া ক্রি পীড়াদায়ক হওয়া। 'উভয়ের বহুত ক্রিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ক্রিষ্টদ্বন্দ্ব [স] বি দুরিতি মন। 'ইহাই সে নিত্যন্ত ক্রিষ্টদ্বন্দ্বের সন্ধান

করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ক্লীব [স] ১ বিণ অকর্মণ্য। 'কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ বি অক্ষম। 'হে ক্লীব, হে জড়, মরিয়া যাও।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বিণ কাপুরুষ। 'অম্বে চলে না ক্লীব ভীক, ভয় দেখায়।' নজরুল, ১৯২২।

ক্লীবতা [স] বি কাপুরুষতা। 'নিজের ক্লীবতার জন্যে অনেকে দোষ দিয়ে না।' নজরুল, ১৯২৫।

ক্লীবত্ব [স] ১ বি নিক্রিয়তা। 'যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রদেশেই বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ বি পৌরুষহীনতা। 'ইহা কি তাঁহাদের নিজীবতা ও ক্লীবত্বের পরিচায়ক নহে?' ছোলতান, ১৯২৩।

ক্লীবলিঙ্গ [স] বি পুরুষ বা ক্লীবাত্মক নয় এমন শব্দ। 'ক্লীবলিঙ্গ শ্রয়োগ সম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরুদ্ধ।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ক্লু [বি] বি হৃদিস। 'কোনো ক্লু অনুসন্ধানের জন্যে।' সাদত, ১৯৬৭।

ক্রেদ [স] বি গুঞ্জ। 'করু-ক্রেদ মহাশত্রুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রক্ত, মাংস, ... ক্রেদ, লাল্য ইত্যাদি দুর্গন্ধ ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ক্রেদক্লিষ্ট [স] ১ বিণ কষ্ট জর্জরিত। 'ক্রেদক্লিষ্ট পৃথিবীতে একী পুণ্ড্র,' সুকান্ত, ১৯৪৮। ২ বিণ ক্রেদাতা। 'পাকিস্তানের পাক মাটির ক্রেদক্লিষ্ট পশ্চাদৃষ্টমিকে।' আছাদ, ১৯৬০।

ক্রেদলিঙ্গ [স] বিণ কসুয়মাথা। 'আছে মৃৎ ক্রেদলিঙ্গ লোভ।' বৃহৎ, ১৯৩০।

ক্রেদসিদ্ধ [স] বিণ সূক্ষ্মিত। 'সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্রেদসিদ্ধ হইল গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ক্রেদান্ত [স ক্রেদ-অন্ত] ১ বিণ নাৎরা। 'এই যে একটা শোণাজল্লা লোমশপতার ক্রেদান্ত সন্ন্যাসক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ কর্মদাম্য। ধ্বংসের ফটলে যেন সূর্যজীক ক্রেদান্ত দাদুরী।' সুখীন্দ্র, ১৯২৭।

ক্রেদাষিত [স ক্রেদ-অষিত] বিণ ময়লাযুক্ত। 'কত শত ব্যক্তি ক্রেদাষিত ... বাস্পরূপ বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ক্রেশ [স] ১ বি কষ্ট। 'ইহাথে ভাবহ মনে ক্রেশ।' মুক্তন, ১৬০০। ২ বি গ্লানি। 'যদি ভায়া থাকিত তবে এত ক্রেশ পাইত না।' ভবানী, ১৮২৫।

ক্রেশকটক [স] বি যন্ত্রণাদায়ক কাঁটা। 'চরণে ফুটিল ক্রেশকটক বিশেষ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ক্রেশকর [স] বিণ কষ্টকর। 'শ্রীত্ব আদাম সাহেব টেসনির কমিটির ক্রেশকর কর্ম হইতে মুক্ত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

ক্রেশদ [স] বিণ কষ্টদায়ক। 'সেখানে দুর্ভাগ্য যোড়া আপন অবশিষ্ট বয়েস ক্রেশদ দাসত্বে কাটাইলেক।' ভারিগী, ১৮০৩।

ক্রেশদায়ক [স] বিণ কষ্টকর। 'লোকের যাতায়াত করা বড় ক্রেশদায়ক হইয়া উঠে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

ক্রেশদায়িনী [স] বিণ ক্লী কষ্ট দেয় এমন। 'কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুমন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্রেশদায়িনী।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ক্রেশ-পাথার [স ক্রেশ+স প্রান্তর] বি কষ্টের সাগর। 'ক্রেশ-পাথারের সীতার জল।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্রেশপ্রশঙ্ক [স] বি কষ্টের উৎস। 'যে ব্যক্তি, রাজেশ্বর হইয়া, অভিশাপানুরূপ বিষয়ভোগ না করে, তাহার রাজ্য ক্রেশপ্রশঙ্ক মাত্র।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ক্রেশভোগ [স] বি কষ্টভোগ। 'তোমায় অনেক ক্রেশভোগ করিতে হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ক্রেশসহনশীল [স] বিণ কষ্টসহিষ্ণু। 'কৃষকেরা অভিশয় শ্রমপরায়ণ ক্রেশসহনশীল ও নিরীহ।' সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮।

ক্রেশসাধ্য [স] বিণ কষ্টকর। 'ইহার সংঘম তত ক্রেশসাধ্য হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্রেশানুভব [স ক্রেশ-অনুভব] বি দুঃখ অনুভব। 'দুঃসহ ক্রেশানুভবপূর্বক বিলাপ ও ক্রন্দন করে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ক্রেশান্ত [স ক্রেশ-অন্ত] বি দুর্ভোগের অবসান। 'ইহা দ্বারা প্রজাদের ক্রেশান্ত হা হউক ...।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

ক্রেশাবনত [স ক্রেশ-অবনত] বিণ দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর। 'পরিবার প্রতিপালনে বহু ক্রেশাবনত হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

ক্রেশিত [স] বিণ দুঃখিত। 'জনসমূহ সমুহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্রেশে ক্রেশিত থাকিত।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

ক্রেস [স ক্রেশ] বি যন্ত্রণা। 'বন্দি সালে রাজাপন পায়ে বড় ক্রেস।' মালাধর, ১৫০০।

ক্রেবা [স ক্রে] বি ক্লীবত্ব। 'আলস, কর্মবিমুখতা, ক্রেবা, অবিখাস দূর করার জন্য।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি অক্ষমতা। 'বশুদেহ ক্রেবা থেকে একমাথা অব্যাহতি পাবে।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ বি কাপুরুষতা। 'সুবিধাবাদের ক্রেবা বাজাল দম্ভে।' সুখীন্দ্র, ১৯৫৩।

ক্লোক [hi cloak] বি আলখালা। 'গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ক্লোজ [hi বিণ বন্ধ] 'কারবার ক্লোজ করছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ক্লোজ-অপ [hi বি নিকটদৃশ্য। 'মুখোমুখি পুরুষ-নারীর মীল নিট ক্লোজ-অপে।' জীবন, ১৯০৩।

ক্লোনিজেশিয়ান [hi ক্লোনোইজেশন] বি উপনিবেশ স্থাপন। 'ক্লোনিজেশিয়ান অর্থাৎ ইসরয়েল্লোকের এ প্রদেশে ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

ক্লোরাইন [hi বি রাসায়নিক মৌলবিশেষ। 'সডিয়ামের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষ লবণ।' বর্ধম, ১৮৭৫।

ক্লোরোফর্ম, ক্লোরোফরম [hi ১ বি বর্ষহীন চেতনানাশক তরলবিশেষ। 'ক্লোরোফর্ম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায়।' জগদীশ, ১৯১৬; 'সে গন্ধ ক্লোরোফর্মের দাদা।' প্রমথ, ১৯২৭। ২ বি অচেতন। 'তাকে একবার ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল।' মানিক, ১৯৩৫।

ক্লোরোফিল [hi বি গাছের পাতার সবুজ উপাদান যা সূর্য থেকে পাছের খাদ্য আহরণ করতে সাহায্য করে। 'তাদের মধ্যে ক্লোরোফিল বলে একটি পদার্থ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ক্লোসঅপ [hi বিণ নিবিড়। 'ক্লোসঅপ আলিঙ্গনে মদালস গভীর চুম্বনে ...।' বিশ্ব, ১৯৪১।

ক্ষ [স] বি ক্ষ বর্ণ। **ক্ষকারণ** [স] ক্রিবিণ ক্ষ বর্ণ পর্যন্ত। 'অকারাদি ক্ষকারণ সূত্রশীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্দকামধুরা সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হইলেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

ক্ষএ [স ক্ষয়া] বি ধ্বংস। 'আর জন্য লভিয়া করিমু বিস্মা ক্ষএ।' কবীন্দ্র,

১৬৮৯।

ক্ষণা [স ক্ষণ] ক্রি ক্ষয় হওয়া। 'মূলধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষণা গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ক্ষণ [স] ১ বি সময়। 'ভূমি দিবা ভূমি রাত্ দণ্ড গ্রহর ক্ষণ।' মালধর, ১৫০০। ২ বি মুহূর্ত। '... তাহার এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আরম্ভ করিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ক্ষণকাল [স] বি অল্প সময়। 'ওঁস, ১৭৮৫; 'দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি ক্ষণকাল।' মাইকেল, ১৮৬০।

ক্ষণকালিক [স] বি অল্প সময়ের। 'একটি ক্ষণকালিক সদিচ্ছার কাহিনী।' অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

ক্ষণকালীন [স] বি অল্প সময় স্থায়ী হয় এমন। 'একটা গোলাঘর কেবল ক্ষণকালীন অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ক্ষণকৃত [স] বি অল্প মুহূর্তে করা হয়েছে এমন। 'ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে ... দণ্ডের বিধান করেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ক্ষণচর [স] বি ক্ষণিকের। 'ছিল যাহা ক্ষণচর/ চেতনার প্রত্যস্ত প্রদেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ক্ষণজন্মা [স] ১ বি বিরল। 'ক্ষণজন্মা ক্রিতিপতি নির্দোষ শরীর।' রামহরসাদ, ১৭৮০। ২ বি অসাধারণ গুণসম্পন্ন। 'পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা।' দর্পণ, ১৮২১।

ক্ষণজীবিনী [স] বি ক্ষী অল্পকাল স্থায়ী। 'সে ক্ষণজীবিনী উষার বিদায়ের অশ্রুবিদ্যুতি নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ক্ষণজীবী [স] বি ক্ষী বস্তু। 'অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখানে যাতায়াত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ক্ষণতরে [স] ক্রিবি অল্পক্ষণের জন্য। 'এসেছ ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ক্ষণদীপ্ত [স] বি ক্ষণিকের অন্তরে প্রদীপ্ত। 'যেথা হতে ঘরে বড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ক্ষণমু্যতি [স] বি অস্থায়ী উজ্জ্বলতা। 'ক্ষণমু্যতিকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা হয় শুধু রচনার, জীবনে নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

ক্ষণপরে [স] ক্রিবি অল্পক্ষণ বাদে। 'এসেছ ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ক্ষণপূর্ব [স] বি অনতিপূর্বকাল। 'অবকাশ কোথায় ক্ষণপূর্বের দুঃখ মনে করে রাখার?' নজরুল, ১৯০০।

ক্ষণপ্রতীক্ষা [স] বি ক্ষণিকের প্রতীক্ষা। 'ক্ষণপ্রতীক্ষায় ফুল ফুটেছিল যত চরাগাছে।' ফররুখ, ১৯৬৩।

ক্ষণপ্রভা [স] বি বিদ্যুৎ। 'বহিবাণের ন্যায় ক্ষণে-ক্ষণে প্রভা প্রকাশিত।' নীনবস্তু, ১৮৬০।

ক্ষণপ্রাণ [স] বি অল্প প্রাণবিশিষ্ট। 'ক্ষণপ্রাণ মানুষের ভঙ্গুর রঙ্গিন অঙ্গীকার।' সুধীন্দ্র, ১৯০১।

ক্ষণশ্রেয়সী [স] বি অল্প সময়ের প্রিয়তমা। 'এ ভাষায় ওদের বরণ করে নেয় বন্দরের ক্ষণশ্রেয়সীরা।' কায়সার, ১৯৬২।

ক্ষণবাদ [স] বি জগতের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী - এই মতবাদ। 'প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ ... আমার রচনামাত্রেরই অতিশয় অস্থায়ী।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

ক্ষণবিনশ্বর [স] বি অল্পকাল স্থায়ী। 'ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবার নিয়োজিত হইবেক।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ক্ষণবিলাসী [স] বি অল্প সাময়িক আরাধন্য। 'উদ্দেশ্যহীন, ক্ষণবিলাসী, প্রাতিহিকতার শ্রোতে ভেসেযাওয়া জীবনের পথ নয়।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

ক্ষণভঙ্গুর [স] বি অল্পকাল পরেই ভেঙে যায় এমন। 'বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবীলা ... গভীর শ্রোতবস্তীর অত্যাচ্ছাদিত ক্ষণভঙ্গুর।' নীনবস্তু, ১৮৬০।

ক্ষণভঙ্গুরতা [স] বি খুব দ্রুত ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা। 'কমঠবস্তির অহংকারে ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

ক্ষণমাত্র [স] ক্রিবি অল্প মুহূর্তের জন্য। 'ক্ষণমাত্র নাহি হাড়ে প্রভুর চরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ক্ষণমুখরা [স] বি ক্ষী অল্পকাল মুখর থাকে এমন। 'সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা ব্যাতির মৌনসাধন বার বার দেখা গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ক্ষণলিখন [স] বি ক্ষণিকের লেখা। 'সে ক্ষণলিখন তখন কোথায় রবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ক্ষণসঞ্জিনী [স] বি ক্ষী অল্পকালের জন্য সঙ্গদানকারী। 'আপনার ক্ষণসঞ্জিনী।' বনফুল, ১৯৩৬।

ক্ষণস্থায়িত্ব [স] বি অল্পকালের স্থিতিশীলতা। 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে যখন চাক্ষুষ ও ক্ষণস্থায়িত্বকে দেখার কিছু নয় প্রমাণ করছেন।' ধূর্জি, ১৯৩১।

ক্ষণস্থায়ী [স] ১ বি অল্পকালীন। 'অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি ভঙ্গুর। 'মরণ-হরণ কীর্ষি তোমার, মোর সে ক্ষণস্থায়ী।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

ক্ষণহাসি [স] ক্ষণহাসি বি মুহূর্তের হাসি। 'সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ ক্ষণহাসির দৃশ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

ক্ষণে ক্ষণে [স] ১ ক্রিবি অল্প ক্রমে ক্রমে। 'শ্রীমুখ সুন্দরকান্তি বাড়়ে ক্ষণে ক্ষণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবি বার বার। 'ক্ষণে ক্ষণে আপন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ ক্রিবি থেকে থেকে। 'নানা দিকে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

ক্ষণেক [স] ক্ষণ-এক ক্রিবি অল্প সময়ের জন্য। 'ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ক্ষণিক [স] ১ বি ক্ষণস্থায়ী। 'আমরা কি নির্দোষ, ক্ষণিক সুখের জন্য, প্রাণ হারালাম।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি সাময়িক। 'ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ক্ষণিকাক্ষিপ্ত [স] বি ক্ষণিকের জন্য দ্রুতগামী। 'মৌন আলোর ধামে ক্ষণিকক্ষিপ্ত ট্র্যাফিকে।' বিষ্ণু, ১৮৫৫।

ক্ষণিকতা [স] বি ক্ষণস্থায়িত্ব। 'দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা এবং ব্যতন্ত্র্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ক্ষণিকা [স] ১ বি ক্ষী অল্পকাল স্থায়ী। 'কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি/ দূরে করি দিবে বরণন।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি ক্ষী ক্ষণস্থায়ী নারী। 'পরশমণিকা নিয়ে, কাছে কাছে ভ্রমিছে ক্ষণিকা।' সুধীন্দ্র, ১৯২৫।

ক্ষত [স] ১ বি আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। 'উঠিয়া দেখিল কর্ণের ক্ষত বহুতর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি ঘা। 'তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত হইয়াছে ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কতচিহ্ন [স] বি স্বাভাবিক হওয়ার পরেও থেকে যাওয়া আঘাতের দাগ। 'বৃহৎ সীমায় যুদ্ধের কতচিহ্নে যাহা চিহ্নিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কতপক্ষ [স] বিণ আঘাতপ্রাপ্ত পক্ষাবিশিষ্ট। 'কতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ-ভোঁ করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

কতপ্রাণ [স] বি দক্ষ হৃদয়। 'তোমার সাত্বনাসুখা অশ্রুবারিসম পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু কতপ্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কতবিকৃত [স] ১ বিণ আঘাতের ফলে বহু স্থানে কত সৃষ্টি হয়েছে এমন। 'আমরা অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর কতবিকৃত করিয়া, ... এক দূর্ব্বের আহ্বেরে যোগাড় করিয়া দিলাম।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বিণ অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত। 'ওই মহাবীর অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক রাবণকে কতবিকৃত করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

কতস্থল [স] বি আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। 'সামাজিক মানুষের বেদনার কতস্থল খুঁজে বের করে ...।' শরীফ, ১৯৭০।

কতস্থান [স] বি আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। 'ছুরি মেরেছে, সেই কতস্থান উঠল বিধিয়ে।' বিভূতি, ১৯৩৭।

কতাহিত [স] বিণ কত হয়েছে এমন। 'নেজ পর্য্যন্ত কতাহিত হইয়া, বড়ই ঠক্করিতে ছাড়ান পাইলেক।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

কতরা [স] কতি বি কতি। ভবানী, ১৮২৩।

কতি [আ খত] বি উৎকোচ। 'দশ উট তাহাত পঠাই দিল কতি।' সুলতান, ১৭০০।

কতি [স] ১ বি মাতল। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি লোকসান। 'তাঁহারদিশেরও সামগ্রী বিক্রয়ে না হওয়াতে যথোক্তি কতি হইল।' দর্পণ, ১৮১৮। ৩ বি অসুবিধা। 'অনেক কতি হইত।' দর্পণ, ১৮০০। ৪ বি ক্ষয়ক্ষতি। 'মোরতর সংগ্রাম হইলে কার্ণেজী লোকের বিস্তর কতি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কতিকর [স] বিণ অকল্যাণকর। 'সংকটধাকে বিরস ও বিষম করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের জন্য যেমন কতিকর এমন আর কিছুই নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কতিকারক [স] বিণ হানিকর। 'তাহার এমত প্রার্থনা কতিকারক হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

কতিগ্রস্ত [স] বিণ কতির শিকার হয়েছে এমন। 'যাহাতে প্রকাশককে কতিগ্রস্ত হইতে না হয়, সেজন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

কতিগ্রাহ্য [স] বিণ কতিকর। 'তাঁহার পরামর্শ অনেকের কতিগ্রাহ্য হইবে।' দর্পণ, ১৮৩১।

কতিজনক [স] বিণ কতিকর। 'যদি প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে পরের কতিজনক কোন কার্য্য না হয় ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

কতিপীড়িত [স] বিণ কতির দরুন কাতর। 'কতিপীড়িত শক্তি চিত করে সম্পদবান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কতিপূরণ [স] বি লোকসানের জন্য মূল্যপ্রদান। 'আপনি অবশ্যই আমার কতিপূরণ করিবেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কতিবৃদ্ধি [স] বি লাভ-লোকসান। 'তাহাতে তাঁহার বিশেষ কতিবৃদ্ধি বোধ করেন না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

কতিসাধন [স] বি অনিষ্ট সাধন। 'দুঃসাধ্য কতিসাধনের শক্তি দেহে দুর্জয়বেগে সম্ভার করলে কে?' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কত্র [স] বি ক্ষয়। 'বিশ্র কত্র বৈশ্য শূদ্র মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কত্রবীর [স] বি ক্ষয়ি বীর। 'নারী তুমি, নহ তুমি কত্রবীর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কত্রসৈন্য [স] বি ক্ষয়ি সৈনিক। 'প্রত্যেক কত্রসৈন্যে আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কত্রি [স] ক্ষয়ি বিণ ক্ষয়ি। 'কত্রি ব্যবহার বিদ্যা যকল জানত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কত্রিয় [স] বি হিন্দু বর্ণশ্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় বর্ণ। 'ক্ষয়ি কুলে জরম আকার।' বড়ু, ১৪৫০।

কত্রিয়নায়ক [স] বি ক্ষয়ি বীর। 'পূর্ব্বকালের কত্রিয়নায়কের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কত্রিয়বংশীয় [স] বি যোদ্ধা জাতির লোকজন। 'যুরোপে সাবেককালের কত্রিয়-বংশীয়েরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কত্রিয়শূন্য [স] বিণ নিঃকত্রিয়। 'কত্রিয়শূন্য দেশে ক্ষয়ি বলে গণ্য হয়েছিল।' অন্নদা, ১৯৩৭।

কন [স] ক্ষণ বি সময়। **কনেক** [স] ক্ষণ+এক> ত্রিবিধ কথনো। 'কনে চাহএ উগ্র কনেক সিতল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কম [স] বিণ সক্ষম; সমর্থ। 'তিনি পক্ষীকার ঘরা ... বিবেচনা করিতে কম হন।' দর্পণ, ১৮৩১।

কমতা [স] ১ বি প্রভাব। 'খলতা আর অন্যায় কমতার অস্ত্র ধারণ।' অরুণ, ১৮০৩। ২ বি শক্তি। 'বীর কমতায় অপ্রতিদ ও বিশ্বয়ে একান্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি সামর্থ্য। 'তাঁহার পিত্রম করিবার কমতা যাওয়াতে ... অসুবিধা উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৪ বি সাধ্য। 'মানুষের ব্যক্ত করিবার কমতা অতিশয় অল্প।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কমতা-অনুভূতি [স] বি কমতা অনুভব। 'কমতা-অনুভূতির সৃষ্টি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কমতাদর্শ [স] বি প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকার। 'নিজের কমতাদর্শ অনুভব করা বোধ হয় মানুষের একটা স্বভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কমতাত্য্যত [স] বিণ কমতা থেকে বিতাড়িত। 'যাঁরা ইংরেজ রাজত্বে কমতাত্য্যত হয়েছিল।' উমর, ১৯৬৮।

কমতাদর্প [স] বি কমতার অহংকার। 'নিষ্ঠুর কমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কমতাদীন [স] বিণ নিয়ন্ত্রণাধীন। 'তার আচরণ-ব্যবহার আর তার কমতাদীন নয় যেন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কমতানুশাস [স] ত্রিবিধ যোগ্যতা অনুসারে। 'সকলেই স্ব স্ব কমতানুসারে কর্তব্য করিলে, সকলের ভাৱের লাঘব হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কমতাপন্ন [স] ১ বিণ কমতার অধিকারী। 'এ আচার্য্য কমতাপন্ন।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ পটু; কর্মদক্ষ। 'রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ অধিক কমতাপন্ন।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ সক্ষম। 'যে সকল গ্রহ অধ্যয়ন করিতে কমতাপন্ন হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

কমতাপ্রয়োগ [স] বি কমতা ব্যবহার। 'যে ব্যক্তি কমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কমতাবল [স] বি শক্তির জোর। 'নারী বীর কমতাবলে তার বিনষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে।' গেমস, ১৯৫২।

কমতাবান [স] বিণ প্রভাবশালী। 'কমতাবান হইতে পারেন ইত্যাদি

আরও কএক নূতন নিয়ম। বঙ্গদূত, ১৮২৯।

ক্মতাময় [স] বিণ শক্তিশালী। 'ওর ক্মতাময় মমতাময় প্রভৃতির আসবে জানে।' জীবন, ১৯৩১।

ক্মতামাতাল [স] বিণ ক্মতা লাভের জন্য উন্মত্ত। 'ক্মতামাতাল জরী হে প্রভুরা।' শামসুর, ১৯৩১।

ক্মতালোভী [স] বিণ চীনদেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্মতালোভী ...। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ক্মতালালী [স] ১ বিণ শক্তিমান। 'যে প্রতিভাশালী, যে ক্মতালালী, সেই তখনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বিণ প্রতিভাবান। 'কেবল ক্মতালালী লেখকের উপর বাংলা সাহিত্য নির্ভর করিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ প্রভাবশালী। 'ক্মতালালী অভিভাবকের টেলিফোন কল কিম্বা অনুরোধের বদৌলিতে ... রেহাই পায়।' বেগম, ১৯৬৫।

ক্মতাসম্পন্ন [স] বিণ ক্মতাবান। 'যে জানী গুণী ক্মতাসম্পন্ন লোক জনগ্রহণ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ক্মতাসীন [স] বিণ ক্মতায় অধিষ্ঠিত। 'কয়েকটি উপনির্বাচনের সময় ক্মতাসীন আওয়ামী লীগ দলের বিরুদ্ধে ...।' আজাদ, ১৯৫৭।

ক্মতাস্পৃহা [স] বি ক্মতার লোভ। 'ক্মতাস্পৃহা, সন্ধিহতা, নিরুত্থা ইত্যাদি আদিম বৃত্তি থেকে ছাঁকাই করে আলাদা পরিবেশন ...।' শিব, ১৯৫০।

ক্মতাহীন [স] বিণ শক্তি নেই এমন। 'জনক জননী ... পিড়িত ও জরাজীর্ণ হইয়া ক্মতাহীন ও উপায়হীন হন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ক্মা [স] বি মার্জনা। 'ক্মা কর ঘর যাহা দেব গনাধর।' বড়, ১৪৫০।

ক্মাগুণ [স] বি সঙ্কুচিতাক্রম গুণ। 'ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস হোমসি ন্যায় একাত্ত পুরুষকে ক্মা না করিলে সৃষ্টিকর্তার ক্মাগুণ-কৃষ্ণামি।' হরহাসদ, ১৮৮১।

ক্মাদাত্রী [স] বিণ স্ত্রী ক্মাশীল। 'সে হঠাৎ ক্মাদাত্রী হয়ে বলল।' মানিক, ১৯৩৫।

ক্মা দেওয়া ক্রি ক্মা করা। 'তবে ক্মা দাও পিতৃদেব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ক্মানেত্রে [স] ক্রিবিণ ক্মাসুন্দর দৃষ্টিতে। 'ক্মানেত্রে বারেক হে, নেহার নন্দনে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ক্মা পড়া ক্রি ক্মান হওয়া। 'সায়ংকাল তাগাদ আমদানির ক্মা পড়িল।' রামরাম, ১৮০১।

ক্মাপন্ন [স] বিণ ক্মাশীল। 'অন্যেরদিগকে নীত্যাভ্যাসে ক্মাপন্ন হওয়া নহে।' রামরাম, ১৮০২।

ক্মাপ্রার্থী [স] বিণ দোষ বা অপরাধের মার্জনা চায় এমন। 'সর্বদা সজ্জিত ও ক্মাপ্রার্থী হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ক্মাশীল [স] বিণ ক্মাবান। 'যেহেতু আমি ক্মাশীল ব্রাহ্মণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ক্মাশীলতা [স] বি ক্মা করার গুণ। 'এত নম্রতা, ক্মাশীলতা, আবেদন-নিবেদন ...।' ওয়ালী, ১৯৬২।

ক্মাসুন্দর [স] বিণ ক্মাশীল। 'রুঢ় নীপের আলোক লাগিল/ ক্মাসুন্দর চক্ষু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ক্মা-সুন্দর দৃষ্টি [স] বি ক্মা করার মনোভাব। 'ব্যাপারটাকে ক্মা-

সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।' পাশা, ১৯৭১।

ক্মারিদ্ধ [স] বিণ ক্মাশীল। 'এসেছি তোমার ক্মারিদ্ধ বুকের কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ক্মাহীন [স] বিণ ক্মার অনুপস্থিত। 'সেই ক্মাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ক্মাহীনতা [স] বি ক্মা করার অক্মতা। 'ক্মিবে না, ক্মিবে না আমার ক্মাহীনতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ক্মাহীন [স] বিণ স্ত্রী ক্মা করে না এমন। 'সে কঠিনা, ক্মাহীন সুন্দরী সে নারী।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

ক্মা [স] ক্মা ক্রি মার্জনা করা। 'নিত্যানন্দ প্রভৃ মোর ক্ম অপরাধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ক্মহ ক্রি ক্মা করে। 'এতেক ক্মহ প্রভৃ মোর অপরাধ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ক্মহই ক্রি ক্মা করবো। 'কর জোড় করি সোস ক্মহই তোমারে।' মালধর, ১৫০০। ক্মুন ক্রি ক্মা করুন। 'ক্মুন এ অধিনীর অপরাধ।' গিরিশ, ১৮৮৭। ক্মি ক্রি ক্মা কর। 'ক্মি।' তোমার অপেক্ষা হেতু ক্মি শুধু আমি।' কাশীরাম, ১৬৫০।

ক্ময় [স] ১ বি বিনাশ। 'ধর্মার্থ ক্ময় করি সজ্জাইল উদরে।' মালধর, ১৫০০। ২ বি ক্রি। 'মোর কীর্তন মানা করিস করিমু তোহ ক্ময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি মুক্তি। 'বীরের বন্ধন ক্ময় দেখি রাজা সবিমুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ নষ্ট। 'হর্ব ক্ময় হইল।' রামরাম, ১৮৮১। ৫ বিণ ক্ষীণ। 'ভ্রমর দিন দিন ক্ময় হইতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

ক্ময়কর [স] বিণ ক্ময়িষ্ণু। 'সৌন্দর্য তো আসলে একটা অশক্ত, ক্ময়কর ব্যাপার, তা দিয়ে জগতের কি লাভ?' মোহনহর, ১৯৫০।

ক্ময় করা ক্রি গ্রাস করা। মানোএল, ১৭৪৩।

ক্ময়কারী [স] বিণ বিনাশকারী। 'ইশ্বরপরায়ন সত্ত্ব ক্ময়কারী স্বর্ণনাগর রক্ষিতা মহাশয়।' ওন্দা, ১৭৮২।

ক্ময়কাশ [স] বি যক্ষারোগ। 'ক্ময়কাশে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ক্ময়কেশো [স] ক্ময়কাশ- বিণ যক্ষারোগে আক্রান্ত। 'সত্যিকারের মজুর, ক্ময়কেশো হাড়চামড়া বের করা।' নজরুল, ১৯২৬।

ক্ময়কতি [স] ১ বি ক্তিসমূহ। 'সব ক্ময়কতিশেষে অবশিষ্ট রবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ২ বি বিনাশি। 'প্রচণ্ডতম নিদায়েও যার ক্ময়কতি হয় না।' মুক্তভবা, ১৯৬০।

ক্ময়-ক্ময়া [স] ক্ময়-বিণ ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে এমন। 'রোগ ক্ময়-ক্ময়া হোহো।' বিমল, ১৯৫৩।

ক্ময়ধরা [স] ক্ময়+ধরা বিণ ক্রমশ ক্ময়প্রাপ্ত হচ্ছে এমন। 'কী জ্যোৎস্না বিলানোর শখ অন্তটুকু আনমনা ক্ময়ধরা চাঁদের।' মানিক, ১৯৩৯।

ক্ময়প্রাপ্ত [স] ১ বিণ নিঃশেষিত। 'এ দিকে, ব্যাবিন্যাহের জন্য, যথাক্রমে যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ময়প্রাপ্ত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ ক্ময়িত; ক্ময় পরেছে এমন। 'সময়ে পূর্ণ ও ক্ময়প্রাপ্ত হয়।' মণ্ডাররক্ষ, ১৮৬৯।

ক্ময়মান [স] ক্ময়মাণ বিণ ক্ষীণ হয়ে আসছে এমন। 'কৃষ্ণা ষাদশীর পাত্রে ক্ময়মান চাঁদ।' ফরকশ, ১৯৪৬।

ক্ময়রোগ [স] ১ বি যক্ষা রোগ। 'শিরোমণি ক্ময়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি দিনে দিনে নিঃশেষ করে ফেলার

মতো রোগ। 'এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ক্ষয়সৃষ্টিশীল [স] বিণ ক্ষয় ও গঠন একসঙ্গে চলছে এমন। 'জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ত ক্ষয়সৃষ্টিশীল দেহই ব্যক্তির অস্তিত্বগত ঐক্যের একমাত্র অবলম্বন।' শিব, ১৯৫০।

ক্ষয়ে আসা ক্রি হ্রাস হওয়া। 'অভ্যাসের ঘরা পথ ক্ষয়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ক্ষয়ে যাওয়া বিণ 'স্বরগাতিত'। 'এই পুরোনো ক্ষয়েযাওয়া কথা তোমার ঠোঁটে ধোঁয়া না।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

ক্ষয়িষ্ণু [স] ১ বিণ ভসুর। 'ক্ষয়িষ্ণু' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বিণ ক্রমে ক্ষয় হয়ে যায় এমন। 'না জ্বলে ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

ক্ষয়িষ্ণুতা [স] বি ক্ষয়শীলতা। 'সব কিছু মধ্যে একটা ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিল।' উমর, ১৯৬৭।

ক্ষরণ [স] বি নিঃসরণ। 'এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ক্ষরা [স ক্ষরণ] ক্রি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়া। 'তৈলবিদ্যুৎ ক্ষরিয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ক্ষরিত [স] বিণ নিঃসৃত। 'ক্ষরিত হয়ে যাওয়ার অদৃশ্য শিহরণ জাগলো।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৬।

ক্ষাতি [স খ্যাতি] বি প্রসিদ্ধি। 'সতি ক্ষাতি কেন মোর করিলে লঙ্ঘন।' মাল্যধর, ১৫০০।

ক্ষাত্র [স] বি ক্ষয়িরা অনুসরণ করে এমন ধর্ম। **ক্ষাত্রধর্ম** [স] বি ক্ষয়িয়ার ধর্ম, কর্ম বা শক্তি। 'তবে দাও, ক্ষিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর -।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ক্ষাত্রবুদ্ধি [স] বি ক্ষয়িয়ার উপযুক্ত বুদ্ধি। 'রাজার ক্ষাত্রবুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।' নজরুল, ১৯০৮।

ক্ষাত্রব্রত [স] বি ক্ষয়িদের ব্রত গ্রহণের আচার। 'যাহার ক্ষাত্রব্রত বৈশ্রব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ক্ষাত্রশক্তি [স] বি স্বজাতীয়তাবোধ। 'যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয়।' নজরুল, ১৯২৭।

ক্ষাত্ত [স] ১ বিণ সমান্ত। **ডানকান**, ১৭৮৪। ২ বিণ নিরন্তর। 'নির্দয় মিরণ কদাচ ক্ষাত্ত হইল না।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বিণ সম্ভ্রষ্ট। 'রাড় ভাঁড় চাকর এয়ার ইহারদিগের ক্ষাত্ত করা মুকিল হইল।' ভবানী, ১৮২৫।

ক্ষাত্তবর্ষণ [স] বিণ বর্ষণ থেমেছে এমন। 'আজ ক্ষাত্তবর্ষণ প্রাতঃকালে হ্রান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ক্ষাত্তমতি [স] বিণ ধ্যানমগ্ন। 'ক্ষাত্তমতি হয়ে আছে দেবের অর্চনে।' ভবানী, ১৮২৫।

ক্ষাত্তা [স] বিণ স্ত্রী বিরত। 'তাহাতে কোন মতে কেহ কাহাকেও ক্ষাত্তা করিতে পারেন নাই।' দর্পণ, ১৮২৯।

ক্ষান্তি [স] বি বিরতি। 'একমুঠো অস্ত্রের জন্যে কলা-কৌশলের এক মুহূর্ত ক্ষান্তি নৈহ।' অনুদা, ১৯২৮।

ক্ষান্তিহীন [স] বিণ অবিরাগ। 'শরমিন্দা হলে ভূমি ক্ষান্তিহীন সজল চূষনে।' মাহমুদ, ১৯৩০।

ক্ষাপা [স] বিণ ক্ষিপ্ত। 'ক্ষাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ক্ষামতা [স] ক্ষমতা। 'ক্ষামতা' বি সামর্থ্য। 'আপন ক্ষামতার উদর পালন হয় না।' দর্পণ, ১৮২৫।

ক্ষামা [স] বি সক্র কোমর। 'অতনুতরে করেনি রচনা সে ত্রিবলি সিঁড়ি কুটিল কতিতটে, সতত তবু ক্ষামার আশেপাশে টংকারিত কুমুদধনু রুটে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

ক্ষার [স] ১ বি সাজিয়াটি। 'ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর খোলে।' কেতক, ১৬৫০। ২ বি সোডা জাতীয় পদার্থ। 'পূর্বে পল্লীবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত।' রোকেয়া, ১৯২১।

ক্ষার কাচা ক্রি সোডা দিয়ে কাপড় ধোয়া। 'মা-র আসতে ঢের দেয়ী - ক্ষার কাচতে গিয়েছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

ক্ষালন [স] ১ বি ধোয়া। 'শত হাতে করে হেন ক্ষালন মাজ্জান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মোচন। 'এমন কোনো দোষারোপ করিলেন না যাহা সে কালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ক্ষালা [স কালন] ১ ক্রি কালন করা; মোচন করা। 'দুই ভাই হৃদয়ে ক্ষালি অকারণ দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ ক্রি দূর করা। 'নিশার আঁধাররাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ক্ষালিত [স] ১ বিণ ধৌত। 'মহাসাগরের সমুদায় জলেও ক্ষালিত হইবার নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ দূরীকৃত। 'মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ক্ষিনি [স ক্ষীণ] বিণ সরু; চিকন। 'জিনি যুগরাজ মাঝা অতিশয় ক্ষিনি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ক্ষিত্তি [স] ১ বি ভূমি। 'পর্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিত্তি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পৃথিবী। 'চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিত্তি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ক্ষিত্তিজ [স] ১ বি মহীরুহ; বৃক্ষ। **গোরেসিও**, ১৮৭০। ২ বিণ ভূমিজাত। 'না নিতান্তই ক্ষিত্তিজ' **সত্যেন্দ্র**, ১৯২২।

ক্ষিত্তিজ রেখা [স] বি দিগন্তরেখা। 'যদিও নৈকো কিছু ক্ষিত্তিজ রেখার পথে আর।' জীবন, ১৯৩০।

ক্ষিত্তিতল [স] বি পৃথিবীপৃষ্ঠ। 'যথেক রসুল জমিয়াছে ক্ষিত্তিতল।' সুলতান, ১৬৫০।

ক্ষিত্তিপতি [স] বি পৃথিবীর অধিপতি; ভূপতি। 'যেই প্রভু আমাদের করিছে ক্ষিত্তিপতি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

ক্ষিত্যাকার [স ক্ষিত্তি-আকার] বি কঠিন আকার। 'ক্ষিত্যাকারে - অর্থাৎ কঠিনরূপে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

ক্ষিদ্যমান [স] বিণ দুঃখিত। 'আমি কিছু এ বাসকের জন্য ক্ষিদ্যমান নহি।' রায়রাম, ১৮০১।

ক্ষিধে [স ক্ষুধা] বি খাওয়ার ইচ্ছা। 'দূর ফোকলা, জল ক্ষিধে বৃথি বলে।' জল তেষ্টা, রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ক্ষিপ্ত [স] ১ বিণ পাগল। ওঁস, ১৭৮৫। 'যে জন বড় নির্কোষ অজ্ঞান ক্ষিপ্ত সেই জন এক মুগি ...।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ২ বিণ বিস্কৃত। 'এই সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রজাণদের প্রতি, দৃঢ়দেশ প্রচার করেন।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

ক্ষিপ্তচিন্ততা [স] বি ক্ষিপ্ত মানসিকতা। 'সেতাকে ক্ষিপ্তচিন্ততার লক্ষণ মনে হওয়া স্বাভাবিক।' উমর, ১৯৬৮।

ক্ষিত্যেতা [স] বি উন্মত্ততা। 'এক অভ্যাসের ওপর অন্ধ অভিমানের ক্ষিপ্ততায় হত্যা করবি।' নজরুল, ১৯২৭।

ক্ষিপ্তনিবাস [স] বি পাগলগাঘর। 'ক্ষিপ্তনিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উন্মাদমগ্ন ব্যক্তির বিবরণ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কিশুপ্রায় [স] *বিণ* পাগলের মতো। 'কিশুপ্রায় হইয়া অবিলম্বে কালমাসে পতিত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কিশুমতি [স] *বিণ* অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'চিত্তের খেরিল আসি হয়ে কিশুমতি।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

কিশুমন [স] *বিণ* বেখালা; অস্থিরমতি। ওসী, ১৭৮৫।

কিশ্তোনাত্ত [স] *কিশ্ত-উনাত্ত* *বিণ* প্রমত্ত। 'চারিদিকে কিশ্তোনাত্ত জল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কিশ্র [স] ১ *বিণ* দ্রুত। 'সাহসে মনুষ্য, কিশ্রকারিতায় গঙ্গারাম।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ *ক্রিবিণ* তৎক্ষণাৎ। 'বাজিল শব্দ, বাজিল ডঙ্ক, সেনানী ধাইল কিশ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ *বিণ* বেগবান। 'তাকে মছুরতা থেকে মুক্তি দিয়ে কিশ্র, সতেজ, চতুর করা।' সবুজ, ১৯১৭।

কিশ্রকলা [স] *বি* দ্রুতগতির কৌশল। 'কিশ্রকলায় চিত্র আঁকছে/ রঙ ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছেতাই।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

কিশ্রকারিতা [স] *বি* দ্রুত কার্য সমাধা করার গুণ। 'সাহসে মনুষ্য, কিশ্রকারিতায় গঙ্গারাম।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কিশ্রগতি [স] *বিণ* বেগবান। 'বহু শীর্ণ কিশ্রগতি প্রোতবতী তমসার তীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কিশ্রগামী [স] *বিণ* : গামী। 'শোণিতসিক্ত মুক্তিকায় কিশ্রগামী অশ্বপদ খণিত হইতে।' বশরতরক, ১৮৮৫।

কিশ্রতা [স] *বি* দ্রুততা। 'বগুকাবা লিখিতে ইহার কিশ্রতা অসামান্য ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কিশ্রদৃষ্টি [স] *বি* দ্রুতগতিসম্পন্ন দৃষ্টি। 'কিশ্রদৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে একবার তাকায়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কিশ্রবেগে [স] *ক্রিবিণ* দ্রুতগতিতে। 'দাভরায়ের অনুগ্রাস কিশ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কিশ্রভঙ্গি [স] *বি* কিশ্রতাপূর্ণ ভঙ্গি। 'কিশ্রভঙ্গিতে সে দল্লভের দিকে তাকায়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

কিশ্রভাবে [স] *ক্রিবিণ* দ্রুততার সাথে। 'মজিদও কিশ্রভাবে উঠে নাড়াল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কিশ্রহস্ত [স] *বিণ* খুব পারদর্শী। 'কেটি সিডিশন দমন করতে কিশ্রহস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কির বি কষ। 'কচু পাত্যার কির।' জহির, ১৯৬৪।

কীর্ণ [স] ১ *বিণ* ওষ্ঠাগত। 'দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ কীর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিণ* ক্ষমতাহীন। 'আমি পরাধীন অতিবড় কীর্ণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বিণ* শীর্ণ। 'বলবুদ্ধি হারাইল তনু হৈল কীর্ণ।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ *বিণ* ক্ষুদ্র। 'বিজ্ঞ বট ডাব দেখি কি প্রকার কীর্ণ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৫ *বিণ* লুপ্ত। 'যাহার মনের কপটতা কীর্ণ হয় নাই ...' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ *বিণ* দুর্বল। 'বীর্যহীন কীর্ণ লোকের উর আক্রমণ ... করিয়া আনিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ *বিণ* ক্ষয়প্রাপ্ত। 'কীর্ণ চন্দ্র অন্ত গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কীর্ণকটি [স] *বিণ* সরু কোমরবিশিষ্ট। 'চিহ্নহারিনী কেশবিনাসিনী কীর্ণকটি পুষ্টরকুচা বেশ্যাদিগমনে পাপ বোধ।' ভবানী, ১৮২৫।

কীর্ণকণ্ঠ [স] *বি* মৃদু স্বর। 'তাহার কীর্ণকণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কীর্ণকণ্ঠে [স] *ক্রিবিণ* মৃদুস্বরে। 'কীর্ণকণ্ঠে গান হল। তারপরে যবনিকা উন্মাদন করে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

কীর্ণকায় [স] *বিণ* শীর্ণকায়। 'ভিক্ষোপজীবীরা সতিশয় বুড়াকায় কীর্ণকায় ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

কীর্ণকায়ী [স] *বিণ* মৃদু শিখাবিশিষ্ট। 'আমার প্রদীপবানি অতি কীর্ণকায়ী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কীর্ণখর্ব [স] *বিণ* শীর্ণ ও ক্ষুদ্র। 'নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা অত্যন্ত কীর্ণখর্ব হইয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কীর্ণচন্দ্র [স] *বি* ঝললোড়িত চাঁদ। 'যেন তৃতীয়ার কীর্ণচন্দ্র।' মুক্তভাব, ১৯৬০।

কীর্ণজীবী, **কীর্ণজীবী** [স] *কীর্ণজীবী* *বিণ* অন্য়্যাবিশিষ্ট। 'কীর্ণজীবী সন্তান।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'উহার আমাদের অপেক্ষাও কীর্ণজীবী।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

কীর্ণজীবিত [স] *বি* ঝল্লায় বিশিষ্ট লোক। 'কীর্ণজীবিতে করে দান জীবনের প্রথম সম্মান।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কীর্ণজীর্ণ [স] *বিণ* রোগদুর্গল। 'কলিকাতার কীর্ণজীর্ণ ঝল্লায় কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কীর্ণজ্যোতি [স] *বিণ* আলো মৃদু হয়ে এসেছে এমন। 'সূর্য কীর্ণজ্যোতি হয়ে অন্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পৌঁছেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কীর্ণতম [স] *বিণ* সামান্যতম। 'অন্তঃপুরে কচু দৈববলে দূরতম ক্রোড়িষ্কর কীর্ণতম পদধনি তিল নাহি পশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কীর্ণতর [স] *বিণ* অপেক্ষাকৃত কীর্ণ। 'আলোকেও কীর্ণতর হইবে গাণিগ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

কীর্ণতা [স] ১ *বি* শীর্ণ অবস্থা। 'রঘুনাথের কীর্ণতা মালিন্য দেখিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বি* হ্রস্বতা। 'কিষ্ণ রাজ্যের অনেক কীর্ণতা হইয়াছে।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ *বি* বেদ। 'মদিরা ক্রম বিক্রয় করিতে পারিত না ইহাতে কলির অত্যন্ত কীর্ণতা ছিল।' দর্পণ, ১৮২৯। ৪ *বি* অভাব। 'মহাশয়গিণের উৎসাহ ও সাহসের কীর্ণতা।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৫ *বি* দুর্বলতা। 'শারীরিক কীর্ণতা ও রক্তপ্রাবণত তাহারা অকর্মণ্য হইয়া পড়িল।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ *বি* অসুস্থতা। 'কীর্ণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল।' ওত, ১৮৫৮।

কীর্ণতায়া [স] *বিণ* কীর্ণ জলধারাবিশিষ্ট। 'ওগো কীর্ণতায়া নির্বাহিণী নির্মল ধারা।' নল্লরঙ্গ, ১৯২২।

কীর্ণদীপ [স] *বিণ* নিভু নিভু প্রদীপ থেকে উৎপন্ন। 'কীর্ণদীপ উর্বর আলোতে/ চিরন্তন পথের সংকেত।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

কীর্ণদৃষ্টি [স] *বিণ* দুর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। 'এই বিন্যয়ময় বালিকাটি কীর্ণদৃষ্টি শলিভূষণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কীর্ণদেহ [স] *বি* শীর্ণ দেহ। 'কত প্রচণ্ড শক্তি এই কীর্ণদেহ পুরুষের।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কীর্ণপ্রাণ [স] *বিণ* অনুজ্জ্বল। 'অর্দ্ধবৃত্তাকার অতুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ কীর্ণপ্রাণ হইয়া আসে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কীর্ণপ্রাণ [স] *বিণ* দুর্বল। 'আমাদের মতো কীর্ণপ্রাণ জাতকেও তারা ... ডেকেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কীর্ণবল [স] *বিণ* দুর্বল। 'কীর্ণবল ক্ষুদ্র তনু অতি হৃৎ তার।' সুলতান, ১৬৫০।

কীর্ণবুদ্ধি [স] *বিণ* দুর্মতি। 'কীর্ণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লোক।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

কীর্ণভাবে [স] *ক্রিবিণ* মৃদুভাবে। 'বজ্রক্ষেত্রেরই অবর্তমানে

ক্ৰীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ক্ৰীণমতি [স] বিণ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমি যে অভাণা অতি, স্বভাবতঃ ক্ৰীণমতি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ক্ৰীণমধ্য [স] বিণ সরু কোমরবিশিষ্ট। 'ক্ৰীণমধ্য দেহে আজ কোলাহল।' আহসান, ১৯৫৯।

ক্ৰীণমধ্যা [স] বিণ স্ত্রী সরু কোমরবিশিষ্ট। 'হে কবিতা, হে বনিতা/ হও ক্ৰীণমধ্যা।' অন্নদা, ১৯৭২।

ক্ৰীণ-মর্মর [স] বিণ মৃদু ধ্বনিময়। 'বুকে বাজে আশাহীনা ক্ৰীণ-মর্মর বীণা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

ক্ৰীণশিখা [স] বিণ মৃদু আলোবিশিষ্ট। 'ঘরের কোণে একটি ক্ৰীণশিখা প্রদীপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ক্ৰীণসস্ত [স] বিণ অল্পপ্রাণ। 'শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চোখে ক্ৰীণসস্ত ও হীনশ্রুত হয়ে পড়ল।' প্রমথ, ১৯১৭।

ক্ৰীণসত্য [স] বিণ আংশিক সত্য। 'ক্ৰীণসত্য ভাষা তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ক্ৰীণসুর [স] বি মৃদু কণ্ঠস্বর। 'ক্ৰীণসুরে বলিল - ও পারবে না।' বিভূতি, ১৯৩১।

ক্ৰীণস্বাস্থ্য [স] বি দুর্বল শরীর। 'আমি কৃষকের কন্যা, ক্ৰীণস্বাস্থ্যের রাজকুমারী নই।' মুনীর, ১৯৬৬।

ক্ৰীণস্রোত [স] বিণ ক্ৰীণ স্রোতবিশিষ্ট। 'ক্ৰীণস্রোত তটিনীর অঙ্গস কল্লোল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ক্ৰীণস্রোতা [স] বিণ স্ত্রী অল্প স্রোতবিশিষ্ট। 'বামে ক্ৰীণস্রোতা ফল্ল।' বিভূতি, ১৯৩১।

ক্ৰীণা [স] বিণ স্ত্রী মলিন। 'নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ৰীণা' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ক্ৰীণাকারা [স] ক্ৰীণ-আকারা। বিণ স্ত্রী শীর্ণ আকারবিশিষ্ট। 'দীনা, হীনা, ক্ৰীণাকারা অবিরত ভাবনা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ক্ৰীণাকুর [স] ক্ৰীণ-অকুর। বি ক্ৰীণ আকাঙ্ক্ষা। 'আভা জমাবার রৌদ্রাত্মক ক্ৰীণাকুর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

ক্ৰীণাগিনী [স] ক্ৰীণ-অগিনী। বিণ স্ত্রী রোগাপাতলা। 'অদ্ভুতলোকের ক্ৰীণাগিনী এক স্ত্রী ও দুই ছেলের সংসার লইয়া ...।' মানিক, ১৯৩৬।

ক্ৰীণাঙ্গী [স] ক্ৰীণ-অঙ্গী। বিণ শীর্ণ দেহবিশিষ্ট। 'শরদে ক্ৰীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিনী শোভিছে পুঞ্জার পথ পুলিনে যাহার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'বে-ক্ৰীণাঙ্গী মেয়েটি বসে ছিল নীরবে।' গুণালী, ১৯৪২।

ক্ৰীণসদৃশ ক্ৰীণ [স] বিণ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ক্ৰীণাদিগি ক্ৰীণ পার্থক্যের রেখা।' প্রচারক, ১৯০৫।

ক্ৰীণায়ু [স] ক্ৰীণ-আয়ু। বিণ অল্প আয়ুবিশিষ্ট। 'মানুষ ক্ৰীণায়ু।' সূর্যস্ব, ১৯৩৯।

ক্ৰীণালোক [স] ক্ৰীণ-আলোক। বি মৃদু আলো। 'আমি সেই ক্ৰীণালোকে কাগজের উপর যুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ক্ৰীণাশ্বাস [স] ক্ৰীণ-আশ্বাস। বিণ অল্প আকাঙ্ক্ষা করে এমন। 'ক্ৰীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ক্ৰীণাহি [স] ক্ৰীণ-অস্ত্র। ১ বিণ কৃপ। 'কাতার ক্ৰীণাহি তনু বকে ধরে

দুর্বিষহ বলে।' সূর্যস্ব, ১৯২৭। ২ বিণ দুর্বল। 'তার আশ্রয়ের ক্ৰীণাহি ভগিনী কালের করল হতে কেড়ে, পারে না ...।' সূর্যস্ব, ১৯৩০।

ক্ৰীণি [স] ক্ৰীণ। বিণ চিকন। 'মধ্য ভাগে অতি ক্ৰীণি।' সুলতান, ১৬৫০।

ক্ৰীণী [স] ক্ৰীণ। বিণ হ্রস্ব। 'দীর্ঘ যামিনী দিবস ডাএ ক্ৰীণী ঝাপন তপন তুহার।' বাহরাম, ১৬৫০।

ক্ৰীণমাণ [স] ১ বিণ হ্রস্বশ্রাণ্ড হয়ে যাচ্ছে এমন। 'বাবধান ক্ৰীণমাণ হইয়া আশিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ ক্রমশ মৃদু হয়ে যাচ্ছে এমন। 'ক্ৰীণমাণ তব কণ্ঠস্বর।' সূর্যস্ব, ১৯৩১। ৩ বিণ ক্রমশ অস্পষ্ট হচ্ছে এমন। 'পারো না উড়তে! সেতার কি ক্ৰীণমাণ?' ফররুখ, ১৯৪৩।

ক্ৰী [স] ১ বি দৃশ্য। 'ছাড়াইবো তার ক্ৰী কাকুলী করিবো চীর।' বড়ু, ১৪০০। ২ বি দৃশ্য তৈরি মিশ্রনিবেশ। 'নানা বাস্তব ক্ৰী পিঠা পায়স রান্ধিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি স্তম্ভ। 'বাণে দিল স্তম্ভন বানি মায়ে দিল ক্ৰী।' মর্জ্জা, ১৭৫০।

ক্ৰীয়াহী [স] বিণ অমৃত গ্রহণকারী। 'সমুদায় লোক বিভিন্ন-মতাবলম্বীদিগের সম্মত উপদেশের ক্ৰীয়াহী হইয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ক্ৰীরতা [স] বি মিষ্টতা। 'নদচয় যথা লভয়ে ক্ৰীরতা বহি ক্ৰীরেদ সাগরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ক্ৰীরথারা [স] বি ক্ৰীরের ধারা। 'এই যুগ-ধারাই ... ধরিত্রীমাতার বক্ষস্করিত ক্ৰীরথারা।' তারা, ১৯৪২।

ক্ৰীরপায়ী [স] বিণ ফুল বা ফলে থাকা দুধের মতো রস পানকারী। 'ক্ৰীরপায়ী পক্ষী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ক্ৰীরপুলি, ক্ৰীরপুলী [স] ক্ৰীর-। বি ক্ৰীরের পুর দেওয়া মিশ্রনিবেশ। 'ক্ৰীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যথা, মোগা মুগি মনোহরা রসকরা ক্ৰীরপুলি ক্ৰীরপোরা বাদ্যমতঙ্গী বাদ্যম দেওয়া'। ভবানী, ১৮২৮।

ক্ৰীরপোরা [স] ক্ৰীর-+পোরা। বি ক্ৰীরের পুর দেওয়া মিশ্রনিবেশ। 'যথা, মোগা মুগি মনোহরা রসকরা ক্ৰীরপুলি ক্ৰীরপোরা বাদ্যমতঙ্গী বাদ্যম দেওয়া'। ভবানী, ১৮২৮।

ক্ৰীরভক্ষি [স] ক্ৰীর-+স ভক্ষণ। বিণ দৃশ্য পানকারী। 'নীর্ পরিত্যাগি ক্ৰীরভক্ষি হলেবন ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্বক অবশ্যই সাধ্যগ্রহী হইবেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

ক্ৰীরভর [স] ক্ৰীর-। বিণ ক্ৰীরভর্তি। 'ক্ৰীরভর ঘট হোয়ত বনট গোচন গন্ধ ন মিলো।' বাহরাম, ১৬৫০।

ক্ৰীরমোহন [স] বি মিশ্রনিবেশ। 'ক্ৰীরমোহন খেতে আমি বস্ত ভাণোবাসি।' শরৎ, ১৯১৬।

ক্ৰীরসমুদ্র [স] বি ভারতীয় পুরাণে উল্লিখিত সাত সমুদ্রের অন্যতম। 'ক্ৰীরসমুদ্রে সর্বদা দুগ্ধপান করিয়া থাকে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ক্ৰীরসর [স] বি উপদেশ খাবার। 'যে-শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ৰীরসর বাট চটে নিরাপদে বাওয়া যেতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

ক্ৰীরসা [স] ক্ৰীর-। বি ক্ৰীরের মিশ্রনিবেশ। 'অমৃতগুটিকা-আদি ক্ৰীরসা অপার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ক্ৰীরসিদ্ধ [স] বি ক্ৰীরসাধন। 'ক্ৰীরসিদ্ধ-ফেনা যেন - অতি মনোহর।' মাইকেল, ১৮৬০।

ক্ৰীরাইজালি [স] বি এক ধরনের ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান - রূপসাল, তিলককাচারি/ বাল্যম, ক্ৰীরাইজালি, দুধসর - মাঠের ঝিয়ারি।'

ফরকুখ, ১৯৩৬।

ক্ষীরই [স ক্ষীরকা] বি শশাজাতীয় সবজি ও তার লতানো গাছ। 'ক্ষীরই গাছের পাশে একাকী দাঁড়ায়ে।' জীবন, ১৯৩২।

ক্ষীরোদশায়ী [স বি ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত ক্ষীরের সমুদ্র। 'তিনি ক্ষীরোদশায়ী ভোগাবান বট পত্রে ভাসিয়ে ভাসিতে ফিরেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

ক্ষুজরা [ফা খুরদাহ] বি খুচরা। 'চাদার দ্বারা ক্ষুজরা টাকা সংগ্রহার্থ ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ক্ষুজরা বিক্রয় [ফা খুরদাহ+স বিক্রয়] বি কম পরিমাণে যে বিক্রি। 'ক্ষুজরা বিক্রয়ের হকুম।' দর্পণ, ১৮৩৬।

ক্ষুন্ন [স] ১ বিণ বিক্ষুন্ন। 'যথোচিত ক্ষুন্ন ভাবিলেন।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ ব্যথিত। 'ভাবনা করিবেন না যে বন্দুত তজ্জনা ক্ষুন্ন হইবেন।' বন্দুত, ১৮২৯। ৩ বিণ অপমানিত। 'নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে ... বিশেষ ক্ষুন্ন করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ খর্ব। 'অধিকার ক্ষুন্ন করার যে প্রচেষ্টা।' আজাদ, ১৯৪৫। ৫ বিণ কাতর। 'আমজাদ আরো ভয় পায়, ক্ষুন্ন স্বরে সে ডাকে, মা।' শওকত, ১৯৫৯।

ক্ষুন্নচিত্ত [স] বি ব্যথিত মন। 'ভোজপুরী-খান্নায় ক্ষুন্নচিত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

ক্ষুন্নতা [স] বি খর্বতা। 'ভিত্তিরক্কে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুন্নতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ক্ষুন্ন-মতি [স] বি ব্যথিত জন। 'কহু দাস, কহু প্রভু, ভন, ক্ষুন্ন-মতি।' হাইকেল, ১৮৬৬।

ক্ষুন্নমন [স] বি ভগ্নহৃদয়। 'হীরালাল ... ক্ষুন্নমনে বিদায় হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ক্ষুন্নমনা [স] বিণ মনঃক্ষুন্ন; অসন্তুষ্ট। 'কেহ ক্ষুন্নমনা হইয়া গমন করুন নাই।' দর্পণ, ১৮২৬।

ক্ষুন্নমনে ক্রিবিণ ভগ্নহৃদয়ে। 'হীরালাল ... ক্ষুন্নমনে বিদায় হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ক্ষুৎকাম [স] বিণ ক্ষুধ্য কাতর। 'আমার ক্ষুৎকাম দেহ হইতে মাংস কর্তনপূর্বক ...।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

ক্ষুৎকামোদর [স] বিণ অমাসী। 'অপরিণামদর্শী ক্ষুৎকামোদর অনেক জমিদার।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

ক্ষুৎপিপাসা [স] বি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। 'রাজা, যৎপরোনাস্তি জীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া ... চিত্তাকুল হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ক্ষুৎপিপাসাতুর [স] বিণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর। 'বাড়ির ভিতরে ক্ষুৎপিপাসাতুর ঘি-র দল।' শরৎ, ১৯১৭।

ক্ষুৎপিপীড়িত [স] বিণ ক্ষুধ্য কাতর। 'ইহার ক্ষুৎপিপীড়িত ও বিশেষ উত্তেজিত না হইলে ... অকারণ জীবপ্রাণহরণ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ক্ষুদকুঁড়া [স ক্ষুদ+কুঁড়া] বি খুনের সঙ্গে মেশানো কুঁড়া। 'ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ক্ষুদা [স ক্ষুধা] বি ক্ষুধা। 'গেল ক্ষুদা পাইল সুধা তাহে কি আনন্দর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ক্ষুদে [স ক্ষুদ] বিণ ছোটো। 'তোমার বড্ড ক্ষুদে মন।' জীবন, ১৯৪৮।

ক্ষুদ্র [স] ১ বিণ ছোটো। 'আমি অতিক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাক্ষসি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ কম; অল্প। 'ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই এতটুকু গাছে।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৩ বিণ হীন। 'ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম।' রবীন্দ্র,

১৮৮৪। ৪ বি দুর্বল মানুষ। 'গর্ব চলে যায় অকাতরে ক্ষুদ্রেতে দলিয়া পদতলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বিণ খর্বকায়। 'অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং বিজিবিজি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৬ বিণ অপমানিত। 'মানুষকে রুত ক্ষুদ্র করে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ক্ষুদ্রক [স] বিণ সামান্য। 'মুদ্রি পাপী ক্ষুদ্রক এ সব ফিরিতাও।' সুলতান, ১৬৫০।

ক্ষুদ্রকায় [স] বিণ ক্ষুদ্রদেহী। 'এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [স] বিণ ছোটো ছোটো। 'ফলবিজ্ঞাত বৃক্ষ হইতে অমৃতাধ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ক্ষুদ্রখণ্ড [স] বি সামান্য অংশ; অল্প কিছু। 'বিশাদ না জন্মে যেন বিখচরাচরে ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ক্ষুদ্রজীবী [স] বিণ অধম প্রকৃতির। 'বর্বর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী।' হাইকেল, ১৮৬১।

ক্ষুদ্রতম [স] বি সবার চেয়ে ছোটো কন্যাসন্তান। 'আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমটি তাঁর ক্ষুদ্র চোটে ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

ক্ষুদ্রতর [স] বিণ অতিশয় ক্ষুদ্র। 'ক্ষুদ্র কীটপুং গায়েও আবার ক্ষুদ্রতর কীটপুং সম্বরণ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ক্ষুদ্রতা [স] ১ বি সামান্যতা। 'বৃদ্ধির অতি ক্ষুদ্রতা ও অধিকক্ষরতা উপলব্ধি করিয়া ... তজ্জিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি সংকীর্ণতা। 'আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ক্ষুদ্রশম [স] বি ছোটো পত্রিকা। 'একখানি ক্ষুদ্রশম তৎপ্রকাশক অন্য মুদ্রায়ের দ্বারা মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

ক্ষুদ্রপল্লব [স] বি ছোটো পাতা। 'ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণমান তার আশ্রিত উদ্ভাঙ্গ চোখ।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ক্ষুদ্রপ্রাণ [স] ১ বিণ ভীক। 'আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ কোথা পড়ি আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বিণ অল্প সমৃদ্ধ। 'আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের নামটিও উচ্চ পর্যায়ভুক্ত।' প্রমথ, ১৯২৮।

ক্ষুদ্রপ্রাণী [স] বি সামান্য জীব। 'আমি অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী।' ডবলিউ, ১৮২৫।

ক্ষুদ্রবর্ষ [স] বি ক্ষুদ্র জাতি বা সে জাতির মানুষ। 'পঞ্চাশপ্রকার অন্য ক্ষুদ্রবর্ষ ৩৬০০।' দর্পণ, ১৮৩০।

ক্ষুদ্রবারিবিদ্যু [স] বি সূক্ষ্ম জলের ফোঁটা। 'ক্ষুদ্রবারিবিদ্যু হয়ে করছে টলমল।' নজরুল, ১৯৩৫।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি [স] বিণ অল্পবোধসম্পন্ন। 'জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ক্ষুদ্রমতি [স] বিণ সংকীর্ণমনা। 'ক্ষুদ্রমতি তুমি অতি রাগি কহে তরুণতি।' হাইকেল, ১৮৭৩।

ক্ষুদ্রমনা [স] বি সংকীর্ণ মনের অধিকারী। 'বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা।' নজরুল, ১৯২৯।

ক্ষুদ্র লোক [স] বি হীন প্রকৃতির লোক। 'অতি ক্ষুদ্র লোকেরা প্রায় অতি অহত্ব হয়।' তারিণী, ১৮০৩।

কুদ্রসংঘ [সি] বি স্বল্প পরিমাণে সংঘ। 'বরকুদ্রসংঘের স্বাভাবিক কার্যকরিতা' আজাদ, ১৯৬২।

কুদ্রা [সি] বিণ ক্রী হোটে। 'কুদ্রা এই পুরী' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কুদ্রাকার [সি] কুদ্র-আকার। বি হোটে আকার। 'লঘুতার অনুরোধে ... কুদ্রাকারে লিখিত হইত' বঙ্কিম, ১৮৭৫

কুদ্রাকর [সি] কুদ্র-অক্ষর। বি হোটে হরফ। 'প্রশস্তাকরে মূল এবং কুদ্রাকরে তদর্থ' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

কুদ্রাখাত [সি] কুদ্র-। বি কুদ্র জলাশয়। 'যে মহাসাগর বা সাগরের অংশ অখাত অপেক্ষা কুদ্র তাহাকে কুদ্রাখাত বলা যায়' অক্ষয়, ১৮৪১।

কুদ্রাদপি **কুদ্র** [সি] কুদ্র-অপি-কুদ্র। বিণ অতি হোটে। 'পুলিকলা অপেক্ষাও কুদ্রাদপি কুদ্র' প্রচারক, ১৮৯৯।

কুদ্রায়তন [সি] কুদ্র-আয়তন। বিণ স্বল্পপরিসরবিশিষ্ট। 'কেবল একটি কুদ্রায়তন গ্রাম্য ছবি চোখে পড়ে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কুদ্রাশয় [সি] কুদ্র-আশয়। বিণ সংকীর্ণমনা। 'তথায় গো মনুষ্যাদি কুদ্রাশয় অহিংশ পশুগণই বাস করে' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

কুদ্রাশয়া [সি] কুদ্র-আশয়া। বিণ ক্রী সংকীর্ণমনা। 'কলহপ্রিয়া, কুদ্রাশয়া রমণীর পানিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্রেশের বিষয়' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুদ্রা [সি] ১ বি খাওয়ার ইচ্ছা। 'পাসরিয়া কুদ্রা তুষা গৃহধর্ম শোক' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চাহিদা। 'নব নব কুদ্রা, নূতন তুষা, নিতানূতন কমিটি' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি আকাঙ্ক্ষা। 'সেই বহুপূর্ণ মেঘগর্জনের মতো বাক্য শুনিবার কুদ্রা' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি আশ্রয়। 'উত্তর মুহুর্তকামীরা বললে তাহলে বিদায়, একপেরিয়েটের কুদ্রা আমার রক্তে' মোতাহের, ১৯৫০।

কুদ্রাধ **ক্রিবিণ** অনাহারে। 'উদর নিত্যা কুদ্রাধ বিকল' রায়চন্দ্র, ১৮৫০।

কুদ্রাকাতর [সি] বিণ কুদ্রায় পীড়িত। 'কুদ্রাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুদ্রাকাতরতা [সি] বি কুদ্রা উদ্বেককরিতা। 'হাওয়ায় কুদ্রাকাতরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে না পারে' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কুদ্রাজীর্ণ [সি] বিণ কুদ্রায় কাতর। 'ও লোভীর কুদ্রাজীর্ণ মূর্তি' নজরুল, ১৯৩১।

কুদ্রাতুর [সি] বিণ কুদ্রায় কাতর। 'মুনি বোলে কুদ্রাতুর নহি জান মোকে' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কুদ্রাতুরা [সি] বিণ ক্রী কুদ্রার্থ। 'জননী কতোই না কুদ্রাতুরা, তুষাতুরা' হাসান, ১৯৬৭।

কুদ্রাতুষা [সি] বি কুদ্রা এবং তুষা। 'বিদ্যাবিলে কুদ্রাতুষা মনে কিছু নাথি' রূপরায়, ১৭৫০।

কুদ্রাদম্ভ [সি] বিণ কুদ্রাকাতর। 'কুদ্রাদম্ভ পেটের একটা কোণমাত্র ভরাইত' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কুদ্রানল [সি] বি কুদ্রারূপ অনল। 'অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত কুদ্রানলে গৃহীয়ায় কক্ষবচন' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুদ্রানিবৃতি [সি] বি কুদ্রার উপশম। 'রাজা, মল ও জল পাইয়া, কুদ্রানিবৃতি ও পিপাসাশান্তি করিলেন' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কুদ্রাপীড়িত [সি] বিণ কুদ্রায় কাতর। 'তাহাতে আবার শরীর ক্রিষ্ট, কুদ্রাপীড়িত' বরদর্শন, ১৮৭৪।

কুদ্রাবৃদ্ধি [সি] বি কুদ্রার আধিক্য। 'অথবা বংশবৃদ্ধি ও কুদ্রাবৃদ্ধি হইলে' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কুদ্রামান্য [সি] বি কুদ্রার অল্পতা। 'কুদ্রামান্য, দৌর্বল্য ইত্যাদি অশেষ প্রকার যন্ত্রণা' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কুদ্রামুক্ত [সি] বিণ কুদ্রাতুর। 'দস্য দেবিয়া কুদ্রামুক্ত হইয়া তৃপ্তিজনা খাইতে নামিয়াছে' রায়চন্দ্র, ১৮০২।

কুদ্রার্থ, **কুদ্রার্শ** [সি] ১ বিণ কুদ্রায় কাতর। 'এক কুদ্রার্শ কুকুর' তারিণী, ১৮০৩; 'কুদ্রার্শ কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে' মাইকেল, ১৮৬৬। ২ বিণ প্রতীক্ষিত। 'দুটি হাতে হাত দিয়ে কুদ্রার্শ নয়নে চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কুদ্রার্থ [সি] কুদ্রার্থ। বি কুদ্রায় কাতর ব্যক্তি। 'কুদ্রার্থের ভোজন যথা তথা দরিদ্রকে দান' রায়চন্দ্র, ১৮০২।

কুদ্রাশান্তি [সি] বি কুদ্রার উপশম। 'কোনো সুজাতার কল্যাণে কুদ্রাশান্তি করতে পেতেন হরতো' অনন্দা, ১৯২৯।

কুদ্রাশীর্ণ [সি] বিণ কুদ্রায় শুকিয়ে গেছে এমন। 'কুদ্রাশীর্ণ মুখে যেই ঢেপে দিই ফ্যান' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

কুদ্রাশান্তি [সি] বি অনাহার এবং ক্রান্তি। 'মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রোগশোক কুদ্রাশান্তি কত বৃহৎ' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কুদ্রাহরা [সি] বিণ ক্রী কুদ্রা দূর করে এমন। 'কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, কুদ্রাহরা সুখরাশি' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কুদ্রিহিত [সি] কুদ্রা-। বিণ কুদ্রা পেয়েছে এমন। 'তিন দিবস অকৃত অত্যন্ত কুদ্রিহিত' রাজীব, ১৮০৫।

কুদ্রিহিতকাতর [সি] বি কুদ্রায় কাতর ব্যক্তি। 'আমার আহারের সময়ে আমার সমুখে আট-নয়টি কুদ্রিহিতকাতরকে বসাইয়া রাখেন ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কুদ্রিহিতচক্ষ [সি] ক্রিবিণ কুদ্রায় কাতর হয়ে। 'কমলা কুদ্রিহিতচক্ষ জানলা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কুদ্রিহিত হওন বি কুদ্রা পাওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

কুদ্রিহিতহৃদয়া [সি] বিণ ক্রী কামনা-কাতর। 'কুদ্রিহিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববস্ত্র নবপ্রেমের ইতিহাস ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কুদ্রিবিবৃতি [সি] বি কুদ্রার উপশম। 'মুরসেনাপতি কুদ্রিবিবৃতি পিপাসাশান্তি ও ক্রান্তিপরহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে' বিদ্যা, ১৮৬৩।

কুদ্র [সি] বি গুণাবিশেষ। 'কুদ্র জাতের সুবিধে আছে যে কোনো গতিকে টব থেকে ছাড়া গেলে সে ডেজের বোড়ে ওঠে' অবন, ১৯২৫।

কুদ্র [সি] ১ বিণ ক্রুদ্র। 'সর্বদা কুদ্র ও ক্রিষ্ট যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা প্রদান করে' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ ব্যথিত। 'সূত্রং এমত মহাপুরুষের "জীবনচরিত্র" অপ্রকাশ থাকতে অনেকই কুদ্র হইতে পারেন।' ওর্সা, ১৮৫৫। ৩ বিণ উত্তাল। 'কুদ্র সমুদ্রের মতো আধার অরণ্য' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ বিণ আন্দোলিত। 'আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে/জনহীন পথ কাদিছে কুদ্র পবনে' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৫ বিণ বিপণ্ডিত। 'ধর্মের কুদ্র ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কুদ্রটিপ্ত [সি] বি ব্যথিত মন। 'আমরা শাসনকর্তৃগণের সুগোচরার্থে সাদরে কুদ্রটিপ্তে তদবিকল নিম্নভাষণ প্রকটন করিলাম' প্রজাকর, ১৮৫৩।

কুক্কতা [স] বি ব্যাকুলতা। 'ভিতরে আজ ভারি একটা কুক্কতা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কুক্কবিরক্ত [স] বিণ ব্যথিত ও বিরক্ত। 'তাই অত্যন্ত কুক্কবিরক্ত মনে ... গাড়িতে উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কুক্কতর [স] বি বায়ুর স্তরবিশেষ; troposphere। 'সম্মুখ বায়ুমণ্ডলের মাপে এই কুক্কতরে উচ্চতা খুবই কম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

কুক্কধর [স] বি রাগত কণ্ঠ। 'ইশা ঝা সহসা বিষন্ন হইয়া কুক্কধরে কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

কুঁড়া [স] ক্রি আশোড়িত হওয়া। 'ধূলিঞ্জালে কুঁড়িল বাতাস/ সন্ধ্যার আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

কুঁড়িত [স] বিণ আশোড়িত। 'প্রকৃতি কুঁড়িত করি বীর্যের আধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কুর [স] ১ বি ধারালো অস্ত্রবিশেষ, যা দিয়ে সাধারণত দাড়ি কামানো হয়। 'এয়েছাই সাকোর ধার যেন তেজ কুর।' গবীর, ১৭৬৫; 'দাড়ি কামাবার পর পায়ে কুর চালাই।' শিবরাম, ১৯৭০। ২ বি গবাদি পশুর শক হাড়ের পদতল। 'তালপাতা তাঁর কুর-গুলা ঠায়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

কুরধার [স] বিণ কুরের মতো তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'সে অবশ্যই বলিবেক কুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।' ভবানী, ১৮২৩।

কুরধারা [স] বিণ কুরের ন্যায় ধারালো। 'ভরা নদী কুরধারা খরগশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কুরসুন্দর [স] বিণ কুর দিয়ে দাড়ি-গোফ কামানোর অভিজ্ঞ। 'নরসুন্দরকে না পাঠিয়ে কুরসুন্দর কাউকে পাঠাবেন।' নজরুল, ১৯৩১।

কুরন্য [স] বিণ কুরের মতো। 'তার রিপাটি এমনই তীক্ষ্ণ এক কুরন্য ধারার ন্যায় নির্মম যে ...' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

কুরোজ্জল [স] কুর-উজ্জল বিণ অত্যন্ত দীপ্তিমান। 'কুরোজ্জল চকু ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

কুরিকর্ম, কুরিকর্ম [স] কৌরকর্ম বি কুর দিয়ে চুল-দাড়ি কামানোর কাজ; খেউরি। 'এক ব্যক্তি নাপিত বাজারে কুরিকর্ম করিয়া বেড়ায়।' ভবানী, ১৮২৩।

কুরোজ্জল দ্র কুর

কেউর [স] কুর> বি দাড়ি গোফ কামানো। 'করিল কেউর কর্ম দেবের নাপিত।' বিজয়, ১৬৫০।

কেউরি [স] কুর> বি গোফ-দাড়ি কামানোর কাজ। 'ল্যাঙলেডি যাতে ঘর গোছাবার সময় কেউরির জিনিসপত্র না দেখে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

ক্ষেপে [স] ক্ষপ> ক্রিণ ক্ষণিকের জন্যে। 'ক্ষেপে ক্ষেপে ক্রিণ ক্ষপে ক্ষপে।' ক্ষেপে ক্ষেপে উঠই মুরছি তনু লোটাই সুবল সবা করু কোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ক্ষে [স] ক্ষেত্র বি ক্ষেত। 'ক্ষে ভরা বৈসারী পেকেছে এই শীতে।' গুপ্ত, ১৫৮৮।

ক্ষেত [স] ক্ষেত্র ১ বি ফসলি জমি। 'আজি ক্ষেতে পাতা কুইতে হরেক।' কেরি, ১৮০২। ২ বি ফসল। 'ক্ষেত কাটিবার কথা হইলে তোমরা মন দিয়া গনিচো।' তারিণী, ১৮০৩।

ক্ষেত কাটা ক্রি ফসল তোণা। 'ক্ষেত কাটিবার কোন কথা হইলে

...।' তারিণী, ১৮০৩।

ক্ষেতখামার [ক্ষেত+খা খিরমন> বি আবাদি জমি। 'সে মরে গেলে তার ক্ষেত-খামার দেখবে কে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

ক্ষেতঝরা [ক্ষেত+ঝরা] বিণ জমি থেকে ঝরে গেছে এমন। 'আখিরে ক্ষেতঝরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে।' জীবন, ১৯৩২।

ক্ষেতি [স] খ্যাতি বি সুনাম; যশ। 'বৃক্ষে বৃহস্পতি আমি ক্ষেতিতে অধিষ্ঠি।' মালাধর, ১৫০০।

ক্ষেতি, **ক্ষেতী** [স] ক্ষতি ১ বি লোকসান। 'কম্পানির ক্ষেতি না হয়।' ক্যালগে, ১৭৮৪। ২ বি ক্ষতি। 'ক্ষেতী কি হালের কাপড় সরষ কবদক ...।' তাঁতি, ১৭৯২।

ক্ষেতি [স] ক্ষেত্র বি চাষাবাদের ক্ষেত। 'থামের ঘরবাড়ি ক্ষেতি বাজেয়াত্ত হয়ে গেল।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

ক্ষেত্ [স] ক্ষত বি ক্রিয় সপ্তপ্রদায়। 'মিজ হউক ক্ষেত্ হউক করাইব সুখ।' মালাধর, ১৫০০।

ক্ষেত্‌ধর্ম, ক্ষেত্‌ধর্ম [স] ক্ষতধর্ম বি ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম। 'ক্ষেত্‌ধর্ম সুন পূত্র ক্ষেত্‌র লক্ষন।' মালাধর, ১৫০০।

ক্ষেতেল [স] ক্ষেত> বিণ ফসলি জমি আছে এমন। 'ক্ষেতেল চাষী, গুরুমশায়, ডাকরাবাবু, পানের ছোকরা - হরেক-গুণের মানুষ।' মনোজ, ১৯৬১।

ক্ষেত্র [স] ১ বি পৃথিবী। 'পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি স্থান। 'যথা হৈতে ক্ষেত্র দল বোজন প্রমাণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি জী। 'বেদব্যাস ... বিচিত্রবীর্য রাজার ক্ষেত্রে তিন সন্তানোৎপাদন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বি ভূমি। 'ইতিহাস এক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপ বিদ্যা।' জানাধেয়, ১৮৩৬। ৫ বি ফসলি জমি। 'ক্ষেত্রে করি নেত্রপাত কোলে যত চাষা।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৬ বি গজ। 'সাহিত্যের ক্ষেত্র বর্তমানই সংকীর্ণ হইয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৭ বি এলাকা। 'তাহাদের বিচরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৮ বি প্রেক্ষিত। 'সকল প্রকার মুক্ত বিশ্বাসের এক প্রস্তর ক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ক্ষেত্রজ [স] বিণ নিজ জীবী গর্ভে অপরের গুরুসজাত। 'বিধবা জন্মায় জদি ক্ষেত্রজ তনয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ [স] বিণ অবহার উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমায়ের গণে।' সুশীল, ১৯৪৫।

ক্ষেত্রপতি [স] বি খেতের মালিক। 'ইতিমধ্যে ক্ষেত্রপতি দেখিলেন যে ভূমির শস্য কিসে খাইয়া যায়।' গোলোক, ১৮০১।

ক্ষেত্রপরিমাপবিদ্যা [স] বি জ্যামিতি। 'ছেলে ইসরেজী অল্প গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাপবিদ্যা ... পড়ে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

ক্ষেত্র-মাঝে ক্রিণ মাঠের মাঝখানে। 'জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত ছিন্নহরে শব্দহীন গতিহীন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা [স] বি জ্যামিতি। 'ক্ষেত্রমাপক বিদ্যাতোও কিকিৎ নিপুণ হইয়াছেন।' দর্শপ, ১৮৩৬।

ক্ষেত্রি [স] ক্ষত্রিয় বি ক্ষত্রিয়। 'কত্বে ক্ষেত্রি কত্বে গোপ নাহিক নিসচন।' মালাধর, ১৫০০।

ক্ষেদ [স] খেদ বি খেদ; আফসোস। 'সুকুমার এইরূপে ক্ষেদ করিতেছেন ...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ক্ষেদা [স] খিদ> বি হাতি ধরার ফাঁদ। 'ত্রিপুরা- লুসাই পর্বতে আর

হস্তিয়ারণ ক্ষেদা প্রস্তুত করেন না।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

কেন [স ক্ষণ] বি সময়। 'হেনই সমএ কেন মাহেন্দ্র হইল।' মালধর, ১৫০০।

কেনেক ক্রিবিধ ক্ষেপক। 'সোনাই বোলে ধনা রহোত কেনেকে।' বিজয়, ১৬৫০।

কেনে কেনে ক্রিবিধ থেকে থেকে। 'কেনে কেনে ভূঞিকক্ষ কুকুর জন্মন।' মালধর, ১৫০০।

ক্ষেপ [স] ১ বি ক্ষেপণ; কাটানো। দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিণ অভিবাচিত। 'অনৌপাখিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি নৌকায় মালামাল ও আরোহী নিয়ে যাত্রা। 'এই শরীর লইয়া তার মধ্যে আর ক্ষেপ দেওয়ার কাম করন যাইবে না।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

ক্ষেপণ [স] ১ বি ক্ষেপণ। 'ধারণালো সে পুণ ক্ষেপণ করিলে গড়ের উপর বন্ধিমত শোকেদের রাজ্যতে পুণ হয়।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি যান; অভিবাচন। 'রাজকন্যা ... রোদনমাত্র ক্রিয়াতে দিবারাত্রি ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ক্ষেপণী [স] ১ বি নৌকার দাঁড়। 'দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী ধারণ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি নিক্ষিপ্ত বস্তু। 'যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ক্ষেপা [স ক্ষেপণ] ১ ক্রি নিক্ষেপ করা। 'ক্ষেপে সজল নয়নে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি ত্রুস্ত হওয়া। 'ক্ষেপিয়া উঠিল আমাদের কোন হামি ইরেক না।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩। **ক্ষেপিস** ক্রি মারো। 'তাহারে ক্ষেপিস মূঢ় বিদিত মোহর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **ক্ষেপি** ক্রি নিক্ষেপ করে। 'পির ক্ষেপি ফিরিতাএ কক্ষ সংহার।' সুলতান, ১৬৫০। **ক্ষেপিও** ক্রি চালনা করবে। 'ক্ষেপিও তোমার কর উদর অন্তর।' সুলতান, ১৬৫০। **ক্ষেপিলেস্ত** ক্রি চালনা করলো। 'কর ক্ষেপিলেস্ত গাশ্ব উদর অন্তর।' সুলতান, ১৬৫০। **ক্ষেপে** ক্রি নিক্ষেপ করে। 'ক্ষেপে সজল নয়নে।' বড়, ১৪৫০।

ক্ষেপামি বি পাগলামি। 'কংগ্রেসের এই ক্ষেপামির দুঃখময় পরিণতি।' আজাদ, ১৯৪৭।

ক্ষেপিয়ে তোলা ক্রি ক্ষিপ্ত করা। 'ভদ্রলোকটাকে এই ভোরের বেলাতে ও একবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ক্ষেম [স] ১ বি কল্যাণ। 'কানে তোর দিব হেম চিত্তই আমার ক্ষেম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'মতিলাল ক্ষেম।' সেবাধি, ১৮৪০।

ক্ষেমংকর [স] বি কল্যাণকরী। 'হায়, ক্ষেমংকর, অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর।' সুখীন্দ্র, ১৯০২।

ক্ষেমঙ্করী [স] বিণ স্ত্রী মঙ্গলদায়ক। 'আতু মায়া-বলে স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইয়া জন্মী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ক্ষেমদাত্রী [স] বিণ স্ত্রী কল্যাণময়ী। 'শিবানী ইন্দ্রানী শিবা ক্ষেমদাত্রী কলজিহবা।' রূপরাম, ১৭৫০।

ক্ষেমনিয়া [স ক্ষেম] বিণ সহিষ্ণু। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

ক্ষেমটা [হি খেমটা] বি খেমটা নওকী। 'সুতরাং বাই খেমটা বেশার প্রয়োজন হয়।' তমাপুত্র, ১৮৭৮।

ক্ষেমা [স ক্ষমা] ক্রি ক্ষমা করা। 'ক্ষেমা করু কাহ মণে।' বড়, ১৪৫০। **ক্ষেম** ক্রি ক্ষমা করে। 'অপরাধ কৈল দোস ক্ষেম নারায়ন।' মালধর, ১৫০০। **ক্ষেমহ** ক্রি ক্ষমা করে। 'মিথাপূত্র মারিল দোস

ক্ষেমহ আমাএ।' মালধর, ১৫০০। **ক্ষেমাইব** ক্রি ক্ষমা করাবে। 'ক্ষেমাইব যথেক তুজি করিয়াহ বদি।' সুলতান, ১৬৫০। **ক্ষেমি** ক্রি ক্ষমা করে। 'অপরাধ ক্ষেমি রাখ দাসীর আইয়াত।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ক্ষেমিঞা** ক্রি ক্ষমা করে। 'ক্ষেমিঞা সকল দোষ হও মোরে পরিতোষ।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ক্ষেমিতে** ক্রি ক্ষমা করতে। 'ক্ষেমিতে।' ম্যানোএল, ১৭৪৩। **ক্ষেমিব** ক্রি দূর করবে। 'কেমনে ক্ষেমিব বোমো দারুণ রোদনা।' বাহরাম, ১৬৫০। **ক্ষেমিবার** ক্রি ক্ষমা করতে। 'সে সকল পাপ কিছু পারি ক্ষেমিবার।' সুলতান, ১৬৫০। **ক্ষেমিবেক** ক্রি ক্ষমা করবে। 'তুজি তাহে না ক্ষেমিলে ক্ষেমেক কোনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **ক্ষেমিলাঙ** ক্রি ক্ষমা করলাম। 'শিত্তজন দেখি আমি ক্ষেমিলাঙ দায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ক্ষেমা করা ক্রি ক্ষমা করা। 'ক্ষেমা করু কাহ মণে।' বড়, ১৪৫০।

ক্ষেমা দেওয়া ক্রি ক্ষান্ত করা। 'এখন এই তাসাদি ক্ষেমা দেও।' জেরি, ১৮০২।

ক্ষেমা [স ক্ষমা] বি ক্ষমা। 'ক্ষেমা করি আছে বস্ত্র তাহা করহ প্রকাশ।' মালধর, ১৫০০।

ক্ষেমাবস্ত [স] বিণ ক্ষমাশীল। ম্যানোএল, ১৭৪৩; 'তিলোকনাথ রায় তলয়ার বাহাদুর দিগ্গজপ্রভা ত্রিপিপালক সান্ত দান্ত দয়ালি ক্ষেমাবস্ত গরিব নেওয়াজ।' ওয়া, ১৭৮২।

ক্ষেমামুস্ত [স ক্ষমামুস্ত] বিণ ক্ষমাশীল। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

ক্ষেমারি [স ক্ষেপণ] বি খেয়া মাঝি। 'ধনা মনা দুই ভাই ঘাটের ক্ষেমারি।' বিজয়, ১৬৫০।

ক্ষেয়ার [স ক্ষেপ] বি নদী পরাপারের নৌকা। 'সে ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ার বোকাই দিয়া, বিনা কড়িতে পাড় করিয়া লইয়া যাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ক্ষেয়ারী [স ক্ষেপ] বি খেয়ার মাঝি। 'সে ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ার বোকাই দিয়া, বিনা কড়িতে পাড় করিয়া লইয়া যাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ক্ষেদিত [স ক্ষুদ] বিণ খোদাইকৃত। 'যাহার ক্ষেদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিসুদিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ক্ষেদিতা [স ক্ষুদ] বিণ স্ত্রী খোদাই করে নির্মিত। 'মেটর চেলটু দ্বারা যে সকল অতি চমৎকৃত প্রতিমূর্তি ক্ষেদিতা হইয়াছে।' জ্ঞানাবেশণ, ১৮৩৮।

ক্ষেপ ১ বিণ নিম্নমানের। 'আর-এক রকমের জাত ক্ষেপ জাত, মুত জাত।' অবন, ১৯২৫। ২ বি অভ্যস্তর। 'ক্ষেপে খাপে ক্ষেপরা কাঠ তাতে টেবিল-টোফিও তৈরি হয় না।' অবন, ১৯২৫।

ক্ষেত [স] ১ বি মনরকট। 'আমাদের ক্ষেতের আর পরিসীমা ছিল না এখন তোমাকে দেখে পরমাপ্যায়িত হইলাম।' রামরাম, ১৮০১; 'তুমি কোন বিষয় ক্ষেত পাইবা না।' জেরি, ১৮০২। ২ বি অসন্তোষ। 'আমারদিশের ক্ষেতের বিষয় এই যে ...।' জ্ঞানাবেশণ, ১৮৩৮; 'প্রবন্ধে লেখক সাহেবিয়াদার নকল লইয়া ক্ষেত প্রকাশ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি অনুতাপ। 'রাহা ব্যক্ত করিতে হইলে ক্ষেত, দুঃখ ও বিস্ময় যুগপৎ উদয় হইয়া, মনকে অত্যন্ত ব্যাকুল করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি অতৃষ্ণি। 'কোনো আকাঙ্ক্ষার কোনো ক্ষেত নাহি থাক মনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বি আলাড়ন। 'মুহূর্তে ইন্দ্রিয়কোত্তর করিয়া দমন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৬ বি দুঃখ। 'ক্ষতি ক্ষেত সকলি গেল টুটি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৭ বি অভিমান। 'ক্ষেত কি রাখিবে তবু যখন রন না আমি আর।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

কোভভরে দ্বিবিণ ক্ষুদ্রভাবে। 'তনি রাজা কোভভরে সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কোভময় [স] বিণ ক্ষুদ্র। 'মানুষের মতো কোভময় বেঁচে থাকা।' সুনীল, ১৯৬৬।

কোভহীন [স] বিণ কোভ নেই এমন। 'আশাহীন কোভহীন বহিতন্তু ধ্যানাসনে রব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কোভিত [স] ১ বিণ ক্ষুদ্র। 'ইহাতে সকলেই কোভিত।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ ব্যথিত। 'তুমি রাখিয়া রাখিয়া খাইতেছ দেখিয়া বড় কোভিত হই।' তারিণী, ১৮০৩।

কোম বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'হারাধন কোম।' সেবধি, ১৮৪০।

কৌমবাস [স] বি রেশমের কাপড়। 'কৌমবাস পরিধান করেছেন।' প্রমথ, ১৯২৭।

কৌর [স] বিণ দাড়ি পোষ কামানো হয়েছে এমন। 'নাপিতকে ডাক কৌর হইব।' কেরি, ১৮০২।

কৌরকর্ম [স] বি ক্ষুরকর্ম; কামানো। 'কৌরকর্ম নাপিত না পারে করিবার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

কৌরকার [স] বি নাপিত। 'চর্মকার, কৌরকার, গোয়ালা।' রওশন, ১৯২৫।

কৌরমসৃণ [স] বিণ দাড়ি কামানোর ফলে মসৃণ। 'কৌরমসৃণ মুখের গর্বোজ্জ্বল জ্যোতি হ্রান হইয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কৌরিত [স] বিণ কামানো হয়েছে এমন। 'একজন কৌরিতমন্তক শূশ্রুধারী ব্যক্তি ...।' রাজ, ১৮৭৪।

কৌরিতচিকুর [স] বিণ চুল-দাড়ি কামানো। 'সেই গোহত্যাকারী কৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

কৌরিতমন্তক [স] বিণ মাথা কামানো এমন। 'একজন কৌরিতমন্তক শূশ্রুধারী ব্যক্তি ...।' রাজ, ১৮৭৪।

কৌরী [স] বিণ চুলদাড়ি কামানো হয়েছে এমন। 'দুই মাস অন্তরে কৌরী হইয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ক্যাক্তি [স] কাক্তি বি বিরাম। 'এদিকে পানি উঠছে তো উঠছেই তার আর ক্যাক্তি নেই।' কায়সার, ১৯৬২।

ক্যাপা [স] কিপ> ১ বি বাউল। 'ফলতঃ ক্যাপা ও বাউল উভয়ই একার্থ শব্দ।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ ক্ষিপ্ত। 'কক্ষণভাব সাহেবটি মহা ক্যাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ পাগল। 'এনে মহাজনের ধন বিনাশ করিল ক্যাপা।' লালন, ১৮৯০। ৪ বিণ উত্তাল। 'এই ক্যাপা নদীর উপরে চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ক্যাপামি [স] কিপ> বি পাগলামি। 'দু-তিন বৎসরে একবার ক্যাপামি করে বেশি।' তারা, ১৯৪৬।

ক্যামতা [স] ক্মতা বি ক্মতা। 'তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তো তার ক্যামতা আছে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

খ^১ বি বাংলা ভাষার ধ্রুনিবিশেষ ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ। 'পড়এ সাধুর বাল্য
ক খ আঠার ফলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খয়ের [খ-এরা] বিণ খ বর্ণ-সংক্রান্ত। 'খয়ের বিবরণ খুঁসি খানকী
খানা খয়রাত।' ডবানী, ১৮২৫।

খ^২ বি আকাশ; নভমণ্ডল। 'খ-তত্ত্বের পাঞ্জি পুরাণ খাঁটতে হয়।' অন্নদা,
১৯২৮।

খঅ [স ক্ষয়] বি ক্ষয়। 'জরম গেল করমের খঅ।' বড়, ১৪৫০।

খই [স খদিকা] ১ বি ধান ভেঙ্গে তৈরি মুড়ির মতো খাবার। 'হইল সকল
পথ খই-কড়িময়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি খইয়ের মতো ফুল ফোটে
এমন ভেজজ গুল্মবিশেষ। 'খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র
তার।' জীবন, ১৯৪২।

খই ফোটা ক্রি অনর্গলভাবে কথা বলা। 'আমার কাছে সয়ের মুখে
খই ফুটতে থাকে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'ঘট ভরে নিতি ওই/ চোখে
মুখে ফোটে খই।' নজরুল, ১৯২৮।

খইরঙা [খই+স রঙ্গ] বিণ খই রঙের। 'খইরঙা হাঁসটির নিয়ে
যাবে।' জীবন, ১৯৩২।

খইদার [ফা খরিদদার] বি ক্রেতা। 'এই নি খইদারে কেনবে পয়সা
দিয়া?' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

খইনি [হি খৈনী] বি চুন মাঝোনে শুকনা তামাক পাতা। 'আমার যেমন
বিড়ি ওর তেমনি খইনি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

খইরত [আ খয়রাত] বি ভেট। 'আইসে ডিঁড়া তাজি সৈয়দ মোলনা
কাজী খইরত দেয় বীর বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খইল [স খলি] ১ বি তিল সরিয়া প্রভৃতির বীজ থেকে তেল বের করার
যে অংশ অবশিষ্ট থাকে। 'বিশাল খইলের জগৎ ছেড়ে ...' জীবন,
১৯৩২। ২ বি কানের ভিতরের ময়লাবিশেষ। 'কানের খইল খেতে
জীষণ তেতো?' নজরুল, ১৯৪১।

খইহার [স খদিকা] বি এক জাতের ধানের নাম। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খউ [স খ] বি আকাশ। 'নবশোভা হেরি, বিশ্বশাজ্জডরে, গেল খউ পরে।'
ডবানী, ১৮২৫।

খএ [স ক্ষয়] বি বিনাশ। 'তোমকে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।' বড়,
১৪৫০।

খএবরা [আ খবরা] ক্রি খবর দেওয়া। 'সেই সৈঁকা বাসী আনি খএবরী
সকলে।' সুগতান, ১৭০০।

খএর^১ [স খদিকা] বি খয়ের; খদির গাছ থেকে প্রস্তুত পানের মসলাবিশেষ।
'কেনটনি খএর জাঁতা আফিম।' ক্যামগে, ১৭৮৪; 'খএরের গাছ।'
গৌর, ১৮২২।

খএর^২ [আ খায়রা] বি মঙ্গল। 'দরগায় মোনাজাত করিতেছি জাহাতে এ
গোলামের খএর হয়।' ভেরিল, ১৮০০।

খএরখা [আ খায়ির+ফা বাহ] বিণ খোশামুদে। বিদ্যা, ১৮৯১।

খএরখুবি [আ খায়ির+ফা খুব] বি অত্যন্ত মঙ্গল; অত্যন্ত কুশল।
'শ্রীমুত সাহেবের খএরখুবি হামেসা ...।' তাঁতি, ১৭৯২।

খওয়া [স ক্ষয়] ক্রি ক্ষয় পাওয়া। 'পায়ে পায়ে খইয়ে দিতে চায়।'
রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খং [ধন্য] বি শুক কাঠের উপর আঘাতজনিত শব্দ। 'খোঁটাকাঠের উপরও
চোটে পড়লে সেটা এমন আতঁদানাপূর্ণ খং শব্দ করে ওঠে।' নজরুল,
১৯২৭।

খংসম [স খ+সম] বি শূন্যতা। 'হেরি যে মেরি তইলাবাড়ী খংসমে
সমতুলা।' চণ্ডী ৫০, ১২০০।

খক [ধন্য] বি কাশি বা উচ্চ হাসির শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খক খক [ধন্য] বি কাশির শব্দ। 'খক খক করে কাশছে।' রবীন্দ্র,
১৮৯০।

খকখকানি [ধন্যা বকখক] বি কাশির শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গলায়
ভিতর খকখকানি।' অন্নদা, ১৯২৯।

খণ [স] বি পাখি। 'হেন কালে খণাতক [খণ-অন্তক] ব্যাধ আইল তথা।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

খণচক্ষু [স] বি পাখির চোঁট। 'নাসা খণচক্ষু জিনি হেরে খণপাখী।'
ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

খণপতি [স] বি গরুড়। 'খণপতি চক্ষু জিনি নাসা সুললিত।'
আলাওল, ১৬৮০।

খণপতিচক্ষু [স] বি গরুড় পাখির চোঁট। 'নাসা খণপতিচক্ষু ডরম
ডয়েকুচগিরি সাক্ষি নিবাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খণপাখী বি পাখিবিশেষ। 'নাসা খণচক্ষু জিনি হেরে খণপাখী।'
ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

খণাতক [স খণ-অন্তক] বিণ পাখি হত্যাকারী। 'হেন কালে খণাতক
ব্যাধ আইল তথা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খণী [স] বি স্ত্রী পাখি। 'অতি ভয়ঙ্কর খণী গয়াল বহল।' বাহরাম,
১৬৫০।

খণেন্দ্রবাহন [স খণ-ইন্দ্র-বাহন] বি গরুড় পাখি যার বাহন।
'খণেন্দ্রবাহনে বন্দো দেব নারায়ণ।' রূপরাম, ১৭৫০।

খগোল [স] ১ বিণ আকাশমণ্ডল বিষয়ক। 'বৃহৎ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা
ও খগোল বিদ্যা ...।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কে
জ্যোতিষ বিষয়। 'ছেলে ... পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল
খগোল ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৩ বিণ আকাশের
মতো গোল। 'খগোলে নিত্য-বিষ; শোভিল তাহাতে মেখলা।'
মাইকেল, ১৮৬০।

খগোলবিদ্যা [স] বি জ্যোতির্বিদ্যা। 'বৃহৎ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা
ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পৃথ্বীভাষ্য বিদ্যা
প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২২।

খগোলীয় [স] বিণ জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত। দর্পণ, ১৮২২; 'বাক্সা
ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রন্থ অতিনীচ কমিটির
উদ্যোগে ... প্রকাশ হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৯।

খঙ্ক বি ক্রোধ। 'কি করিব তোর খঞ্জে।' বড়, ১৪৫০।

খন্দানো ক্রি তিরস্কার করা। 'খরে না দেখিবা বড় খন্দায়িবে মারে।' বড়,
১৪৫০।

খচ [ধন্য] বি এক চোটে কাটার বা অনুভূতিবাচক শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খচখচ [ধন্য] ১ বি অনবরত কাটার বা বেঁধার কল্পিত শব্দ। বিদ্যা,

১৮৯১। ২ বি দ্রুতগামিতা নির্দেশক শব্দবিশেষ। 'চলে খচখচ রাগে গজগজ জুতা মচমচ তানে।' সুকুমার, ১৯২০। ৩ বি স্নানবরত নড়াচড়ার শব্দ। 'বিড়ালের ছানাটা উড়ে কাগজপত্রের ভেতর খচখচ করছে।' জীবন, ১৯৩২। ৪ বি আক্ষেপের অনুভূতিবাহক শব্দ। 'মজিদের মনে অসন্তোষটা রাতদিন আরো খচখচ করে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

খচখচানি [ধন্যা] বি খচখচ শব্দ। 'কলের খচখচানিতে নিজেরই বিরক্ত ধরিতেছে ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

খচখচে [ধন্যা] বিগ্ৰহে গ্ৰহে ব্যাখ্যা দেয় এমন। 'সেই খচখচে যন্ত্রণা।' কায়সার, ১৯৬২।

খচমচ [ধন্যা] ১ বি বঞ্চিত; কামেলা। 'রাজসেবা কৃত খচমচ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিগ্ৰহে গ্ৰহবিশিষ্ট। 'নৌকার ডিম্বাণ্ডাগুলো ... খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খচর [স] বিগ্ৰহ আকাশে বিচরণকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

খচা [স সূচি] ক্রি খোঁচানো। 'সেই ছুঁমি খচিয়া জে ফেলাও জলেতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খচিৎ [স খচিত] বিগ্ৰহ অলঙ্কৃত। 'রত্ন খচিৎ হয়।' রামরায়, ১৮০১।

খচিত [স] ১ বিগ্ৰহ সংযুক্ত। 'চুনি ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার কাবা।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিগ্ৰহ অলঙ্কৃত। 'বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে খচিত।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বিগ্ৰহ আবৃত। 'গাছের ছায়ায় খচিত নিতুং রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খচোখচোখচকার [ধন্যা] বি মামল, করতাল প্রভৃতি বাজানোর ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'মামল করতালের খচোখচোখকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুন আবর্তিত গর্জনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

খচো মচো [ধন্যা] বি হাঁকডাক। 'কহিতেছে করি খচো মচো গুণ, ১৮৫৮।

খচর [স খেসর] বি যোড়া ও গাধার মিলনজাত প্রাণীবিশেষ। 'উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।' ভারত, ১৭৬০।

খজরা [স খুদাহ] বিগ্ৰহ খুদা। 'চাঁড়লের খজরা বিক্রীত নিরিখ।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

খঞ্জন [স খঞ্জন] বি খঞ্জন; উভয় দিকে ধারবিশিষ্ট হোরা। 'খোরাসানি খঞ্জন কোমরে ধরখার।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

খঞ্জা [স খঞ্জা] ক্রি খচিত করা। 'মার্গিক খঞ্জি দুই পাশে।' বড়, ১৪৫০।

খঞ্জী বি লতাফুল-বিশেষ। 'আশোক কিংবদন্ত চূড়া চিতা খঞ্জী।' বড়, ১৪৫০।

খঞ্জ [স] বি খোঁড়া। 'রাজা পরমহ্রদে শত ২ সুবর্ণ ... খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন।' রাজীব, ১৮৫০।

খঞ্জনপদ [স] বিগ্ৰহ পা খোঁড়া হয়েছে এমন। '... নগরবাসীদের হতাশবিশিষ্টগণ কেহ খঞ্জনপদ, কেহ চক্ষুকাণ্ড।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

খঞ্জন [স] ১ বি এক রকমের ছোটো চঞ্চল পাখি। 'আঞ্চল চঞ্চল তোর নমন খঞ্জে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি (শব্দার্থ) চোখ। 'চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খঞ্জন গঞ্জন [স] বিগ্ৰহ লজ্জা দেয় এমন; চঞ্চল। 'অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন অলি যথুগ্রিয় পানে।' আলগোল, ১৬৮০।

খঞ্জন-গঞ্জন [স খঞ্জন-গঞ্জন] বিগ্ৰহী খঞ্জনকে লজ্জা দেয় এমন; চঞ্চল। 'তন গো যুগ্মনা উত্তমবীষণা খঞ্জন-গঞ্জন রামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খঞ্জনগমণী [স] বিগ্ৰহ খঞ্জন পাখির মতো চলে এমন। 'খঞ্জনগমণী হৈল বিরহে আতুরী।' বাহরাম, ১৬৫০।

খঞ্জন-নয়ন [স] বি খঞ্জন পাখির ন্যায় চোখ। 'পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, তকচক্কু।' অবন, ১৯২৫।

খঞ্জা [স খঞ্জন] বি স্ত্রী সব সময়ে পুচ্ছ নাচায় এমন এক ধরনের ছোটো পাখি। 'নদীর নাম সেই অঞ্জন, নাচে তীরে খঞ্জন।' নজরুল, ১৯৩২।

খঞ্জনাকী [স খঞ্জন-অঙ্কি] বিগ্ৰহ খঞ্জন পাখির চোখের মতো। 'নাসামূলে হিদল পদ্ম খঞ্জনাকী।' চট্ট, ১৫৫০।

খঞ্জনী [স] বি স্ত্রী খঞ্জন; খঞ্জন-এর স্ত্রীজাতি। 'খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেমতিলেক না টুটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

খঞ্জনীর লেজ বিগ্ৰহ দুই; চঞ্চল। 'তোমর মতো খঞ্জনীর লেজ-ছেলে এতো অল্পেই শান্ত হবে?' হাফিজুর, ১৯৫৩।

খঞ্জনী, খঞ্জনী [স খঞ্জন] বি একদিকে চামড়ার আবরণযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। 'ঘারে ঘারে ভিঁকা করে খঞ্জনী বাজিয়ে।' গুপ্ত, ১৮৫৮। 'সে ... রসকলি ও খঞ্জনিতে চিত্ত বিক্রীত করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

খঞ্জনী-খঞ্জন

খঞ্জনী [স] বি উভয়দিকে ধারবিশিষ্ট হোরা। 'যোরতর খঞ্জন টোদিকে বিকিমিকি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

খঞ্জনী, খঞ্জনী [স খঞ্জন] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; খঞ্জনী। 'মঙ্গল বাজনা বাজে খঞ্জনিতে ঘাই।' মানিকরায়, ১৭৮১। 'খনকাল খমক খঞ্জনী স্নান ভিঁসা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

খঞ্জনীট [স] বি খঞ্জন পাখি। 'হুস খঞ্জনীটে দেখি পদে দিটে।' ভারত, ১৭৬০।

খট [ধন্যা] বি কঠিন জিনিসের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খটকা [স খট] ১ বি খিঁচা; সংশয়। 'এখন কেবল একটা আইনের খটকা উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি সন্দেহ। 'আমার একটা খটকা লাগছে ভাই।' শিবরাম, ১৯৪০।

খটকা খাওয়া ক্রি বেখাপা মনে হওয়া। 'যেখানেই মন খটকা খায় সেখানেই ভাড়িয়ে সহজ করে।' জীবন, ১৯৩২।

খটকা বাধা ক্রি অধিষ্ঠান তৈরি হওয়া। 'আমার মনের মধ্যে যে একটুখনি খটকা বেধেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

খটকা লাগা ক্রি সন্দেহ তৈরি হওয়া। 'নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খটকা লেগেছিল।' প্রমথ, ১৯১২।

খটখট [ধন্যা] বি ক্রমাগত খট শব্দ। 'রাতে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খটখট শব্দ করিয়া নড়িত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

খটখটানি [ধন্যা খটখট] বি ক্রমাগত খটখট শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খটখট [ধন্যা খটখট] বি খটখট শব্দ। 'সিবাঙ্গ খটখট সুনি মহারন।' মালধর, ১৫০০।

খটখটাজি [ধন্যা খটখট] বিগ্ৰহ কঠিন; নীরস। বিদ্যা, ১৮৯১।

খটখটে [ধন্যা খটখট] ১ বিগ্ৰহ খটখট শব্দ করে এমন। 'বাজীরের রঙ্গের পুস্তকের মত খটখটে ছটফটে।' দীপিকা,

১৮৮৭। ২ বিণ রক্ষ। 'ভাবলুম ভারতবর্ষের রোদে থলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা ভুতভক্ত কাঁজালো ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ অত্যন্ত শুষ্ক। 'পাকামেরের খটখটে ঘরখানার দক্ষিণখোলা সুন্দর একটা কামরা।' জীবন, ১৯৩২।

খটমটি [ধন্যা] বি কণ্ঠা; দৃশ্য। 'দুইজনে খটমটি লাগায় কোদল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খটা [স কোড়া] বি খুটা। 'বর্ণ যেতো শক্তি খাট সদ্য হল খটা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খটাং খটাং [ধন্যা] বি ক্যারাম খেলায় গুটি চলাচলের শব্দ। 'খটাং খটাং করে ক্যারাম পিটতে শুরু করে দিল সবাই।' শিবরাম, ১৯৭০।

খটাখট [ধন্যা] ১ বিণ খটখট করে এমন। 'এ স্থান ভরে শুধু খটাখট শব্দ।' ওয়ালী, ১৯৪৩। ২ ত্রিবিধ ক্রমগত খটখট শব্দে। 'দরজা জানলা খড়খড়ি খটাখট বন্ধ হয়ে গেল।' বিমল, ১৯৫৬; 'রামদয়াল তাঁতে বসিয়া খটাখট মাকু মারিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

খটাং খটাং [ধন্যা] বি খড়ম পায়ে হাঁটার শব্দ। 'পাঁড়েজি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেদ খটাং খটাং।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

খটাশ, খটাস [স খটাশ] বি দুর্গন্ধযুক্ত বিভ্রাল জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'বরাহ কুক্কর খটাস সজার।' ভারত, ১৭৬০; 'খটাশ।' ওসী, ১৭৮৫।

খটাস [ধন্যা] বি কোনো কিছু খোলা বা লাগানোর সময়ে উঠত জোরালো শব্দবিশেষ। 'খটাস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া।' বিষ্ণুতি, ১৯৩১।

খটেল বি বাতালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'নিত্যানন্দ খটেল।' সেবধি, ১৮৪০।

খট্ট [স খড়া] বি শূন্যতা। 'নাড়ি শক্তি দিচ্ খট্টে।' চর্যা ১১, ১৯০০।

খট্টা [স খট্টা] বি খাট। 'খট্টায় নিত্রা জায় বান্যা করিয়া শয়ন মুকুন্দ, ১৬০০।

খট্টাকড়া [স খট্টাকড়া] বিণ খট্টা খাটে শায়িত। 'খট্টাকড়া সুন্দরী তৎক্ষণাৎ ত্রস্তে পাতোধান করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

খট্টাস [স খট্টাস] বি গন্ধ ছড়ায় এমন এক ধরনের বনবিড়াল। 'দুটো কুলকুলে চোখ দেখেছিলাম – ভামবিড়াল কিংবা খট্টাসের।' সুনীল, ১৯৭০।

খট্টা [স] বি খাট। 'খট্টায় পাতিয়া তুলি খাটায় মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খড় [হি] বি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সুগভীর নিম্নভূমি। 'আবার পরক্ষণেই গভীর খড়।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

খড় [স] বি মাড়াকৃত শুকনা ধানশাখ; বিচালি। 'ঘরে বল এই দেখিতেছি খড় নাড়ি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খড়কুটা, খড়কুটো [স খড়+কুটা] বি খড় ও শুষ্ক তৃণালি। 'তন্তু বাতাস খুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হুহ শব্দ করে ছুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'সারা বৎসর এতে খড়কুটা, লাকড়ি-পাটতলা থাকে।' মনসুর, ১৯৫৫।

খড়বিচিলি, খড়বিচুলি [স খড়+বিচালি] বি শস্যহীন শুকনা ধান গাছ; নাড়া। 'চামড়ার মধ্যে খড়বিচিলি ভরে দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'একটি ইদুর ধমকে দাঁড়ায় খড়বিচিলির ক্ষেতে।' শক্তি, ১৯৬১।

খড়-ভরা বাছুর বি বাছুরের চামড়ার ভিতরে খড় ভরে তৈরি করা

পুতুল-বাছুর। 'সে খড়-ভরা বাছুরের মতো ছিল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

খড়মাটি [খড়+মাটি] বি খড় ও মাটি। 'মূর্তির রঙ খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড়মাটি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খড়ের আতন বি যে আতন সহজেই কুলে আবার সহজেই নিড়ে যায়। 'তাহারা যেন খড়ের আতন।' শরৎ, ১৯১৩।

খড়ো [স খড়] বিণ খড় দিয়ে ছাওয়া বা তৈরি। 'খড়োঘর বি খড়ের তৈরি ঘর। 'থাকি খড়ো ঘরে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

খড় [স খর] বি জলপ্রোত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

খড়ক [স খড়] বি উলুখড়ের শক্ত মূল বা কঠিন অংশ। 'মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুকনো খড়কের মতো আছে মাড়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

খড়কি [স খড়কী] বি পিছনের দরজা। 'জাইতে বীরের পাশ ধায় বান্যা খড়কির পথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খড়কুটা, খড়কুটো খড়

খড়কে [স খড়] বিণ খড়ের মতো সরু। 'কমলাপেড়ে, খড়কেপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

খড়কেকাঠি [খড়কে+স কাঠিকা] বি উলুখড়ের কাঠি। 'টুকরো বাসন চিনেমাটির মতো ঝাঁটা খড়কেকাঠির।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

খড়কেপেড়ে [খড়কে+স পার] বিণ খড়ের মতো চিকন পাতৃযুক্ত। 'খড়কেপেড়ে, খড়কেপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

খড়কী [স] বি খড়কি। 'বৃদ্ধকে, অন্তঃপুরের খড়কী দিয়া, বিদায় করিয়া দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

খড়কীঘার [স] বি পিছন-দরজা। 'তিনি খড়কীঘারের প্রতি দৃষ্ট করিয়া হরেনে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

খড়খড় [ধন্যা] ১ বি শুষ্কতা প্রকাশক শব্দ। 'একবারে তকিয়ে যেন খড় খড় করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি চাকার শব্দ। 'পথে গুনি কদাচিৎ চকু খড়খড়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি শুকনা পাতা বা কাগজের নাড়াচাড়া উদ্ভিত শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খড়খড়ানি [ধন্যা খড়খড়] বি ক্রমগত খড়খড় শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'স্বাভেজারের গাড়ির খড়খড়ানিতে রাত পোয়ালো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খড়খড়ায়িত [ধন্যা খড়খড়] বিণ খড়খড় শব্দ করছে এমন। 'জানলার খড়খড়াতলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

খড়খড়ি [ধন্যা খড়খড়] বি খড়ের সময়ে পাতায় পাতায় ঘর্ষনের শব্দ। 'বরবর জলের বাউর খড়খড়ি।' হ্যালহেড, ১৭৭৮।

খড়খড়িয়া [ধন্যা খড়খড়] বিণ শুষ্কতাবোধক খড়খড় করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

খড়খড়ে ১ বিণ খড়খড় শব্দ করে এমন শুষ্ক। 'তকিয়ে একেবারে পোলের মতো চমকে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বিণ স্বতঃস্ফূর্ত। 'কথাবার্তার আগের সেই খড়খড়ে ভাবটা কেটে গেল।' জীবন, ১৯৪৮।

খড়খড়ি খড়খড়

খড়খড়ি [স খড়কী] বি দরজা-জানালার ফাঁকযুক্ত পাল্লা। 'খড়খড়ি সেওয়া একটা গ্যালারিতে মেয়েদের জামা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খড়খড়িয়া [স খড়কী] বি জানালা অথবা দরজা ঢাকার জন্যে ব্যবহৃত

ভাঙ্ক-করা ঢাকনা। ক্যালপে, ১৭৮৯।

খড়খড় [স খড়খড়] বি খড়খড়ি; আনাশার আবরণ; ডেনিশিয়ান রাইন্ড। 'বওয়াটে ছেলেরা ... মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কতে লাগলো, সুতরাং সে ধারের খড়খড়গুলো বন্ধ কতে হলো।' ছুতোয়, ১৮৬১।

খড়খড়ি দ্র খড়খড়

খড়গ [স খড়গ] বি বাড়া। 'সীমন্ত চিকুর খড়গ দ্বার জোর/সর্বভূত মনে আসে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

খড়গী [স খড়গী] বি পিছনের দরজা। 'খড়গী উত্তরভাগে জলহরি তার আগে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খড়তড়ি [স খট+স টা] বি ওঠানামা। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আবি বুজিঅ বাট জাইউ।' চর্যা ১৫, ১২০০।

খড়বিচিলি দ্র খড়

খড়ম বি কাঠের পাদুকা। 'রঙ্গিম খড়ম পায় যায় সদাগর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খড়মড়ে [ধন্যা খড়মড়ে] বিণ বসখসে। 'এসে তুলোটি কাগজের খড়মড়ে শবে।' অবন, ১৯২৫।

খড়মাটি দ্র খড়

খড়া [স বরা] বি জলস্রোত। ম্যানেএশ, ১৭৪৩।

খড়ি [স খট] ১ বি লেখার কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের শক্ত চুন; চক। 'ভানি করে নিল খড়ি বাম করে পুঁথি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সুবন্ত সাধন হেতু টল্যা পড়ে খড়ি।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি শুষ্ক চামড়া। 'উল কিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি ক্লাসিক বিনোদ। 'খড়ি কুড়াও সোনার মেয়ে। শুকনো গাছের ডাল।' জয়ী, ১৯২৯। ৪ বি নলজাতীয় তৃণ। 'ধীর-সমীরে খড়িবনে শন শন শব্দ উথিত হয়।' শওকত, ১৯৫৮।

খড়ি ওঠা ক্রি শুষ্ক চামড়া ওঠা। 'শরীর রুক্ষ হইয়া খড়ি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৬।

খড়ি কষা ক্রি অন্ধ করা। 'নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কষি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খড়িগড়া [স খড়+স গড়া] বি চককাঠির মিহি দানা। 'ঘরের চালের উপর খড়িগড়ার ন্যায় এক পদার্থ ...।' রাজ, ১৮৭৪।

খড়ি পাড়া ক্রি ছবি আঁকা। 'মিহা খড়ি পাড়ে কাহাঞি কপট নাটে।' বড়ু, ১৪৫০।

খড়িবন বি নল জাতীয় তৃণের বন। 'ধীর-সমীরে খড়িবনে শন শন শব্দ উথিত হয়।' শওকত, ১৯৫৮।

খড়িমাটি [স খড়+মাটি] বি শুকনা চুনবিশেষ। 'মুখে মাখে ঘুটে পাশ পায় খড়িমাটি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খড়িকা [স খড়] বি খড়ি। 'জল খড়িকা জোপাইলা অনান্দর ঠাঞি।' রামাই, ১৭১০।

খড়িকামুঠি [স খড়+স মুঠি] বি একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'সুখা দুখকমল খড়িকামুঠি রাঞ্জে।' ভারত, ১৭৬০।

খড়িশ গোখরো [স খটিকা+গোক্ষুর] বি এক জাতের গোখরো সাপ। 'একটা হলদে খড়িশ গোখরো।' বিকৃতি, ১৯৩৭।

খড়ী [স খটিকা] বি শুকনা চুনবিশেষ। খড়ী পাড়া ক্রি ছবি আঁকা। 'লেখা করে কাহাঞি আপনে খড়ী পাড়া।' বড়ু, ১৪৫০। দ্র খড়ি

খড়ী [স খাটা] বি নদীবিশেষ। 'খড়ী নদী কাটাইয়া পৌর নদীতে আনাইয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

খড়ীচোচ [স খটিকচু] বি চিকন আকৃতির বিষাক্ত সাপ। 'খড়ীচোচ অজগর বিশ্বের ভাণ্ডার।' ভারত, ১৭৬০।

খড়ুয়া, খড়ুআ [স খড়] বিণ খড় দ্বারা নির্মিত। 'অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরতে একবারে ব্যাঙ।' দর্পণ, ১৮৩৫। 'খড়ুআ।' বিদ্যা, ১৮৯১।

দ্র খড়ো

খড়ো দ্র খড়

খড়গ [স ১ বি বাড়া; তরবারি। 'আজী কালী যদি না দেখাও মহাবীর/খড়গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শিং। 'জন্মকালে এই গথারশিত খড়গহীন থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

খড়গকৃপাণ [স বি তরবারি। 'অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না।' নজরুল, ১৯২২।

খড়গধার [স বি তরবারির মতো তীক্ষ্ণ ধার। 'আমরা তোমার শরফকে খড়গধারের পরিচিতি কিম্বা চিতাশায়ী করি।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

খড়গনাসা [স বিণ লম্বা নাকবিশিষ্ট। 'বৃহৎ খড়গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

খড়গনির্মিত, খড়গনির্মিত [স বিণ শিল্পের তৈরি। 'হিন্দুদের দৃষ্টিতে ইম্মুখিত খড়গনির্মিত কোশাকুশি প্রভৃতি পাত্র পরিভ্রমত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

খড়গপ্রহার [স বি খড়গ দিয়ে প্রহার। 'এইরূপে জীবিতাদিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

খড়গ-রক্ত [স বি খড়গের আঘাতে নিঃসৃত রক্ত। 'তোমার খড়গ-রক্ত হউক শ্রুটার বুকে লাগ ফিতা।' নজরুল, ১৯২২।

খড়গহস্ত [স বিণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। 'কাহারও উপর খড়গহস্ত হইও না।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

খড়গ-হস্ততা [স বি মারার জন্য প্রস্তুত অবস্থা; প্রতিকূলতা। 'ঘরে-বাইরে সমান খড়গ-হস্ততা।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

খড়গাঘাত [স খড়গ-আঘাত] বি বাড়া বা তরবারির কোপ। 'খড়গাঘাতে রণেত হোছেন মহাশয়।' বাহরাম, ১৬৫০।

খড়গিনী [স বিণ স্ত্রী খড়গ ধারণ করে আছে এমন। 'খড়গিনী টেটকথরা খড়গপতাকিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খড়গেশ্বরী [স খড়গ-ঈশ্বরী] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী দুর্গা। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়গেশ্বরী দুর্গতিনাদিনী হরজায়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

খণ [স ক্ষা] বি ক্ষণ। 'খণহ গ ছাড়ুঅ সহজ উন্মত্তো।' চর্যা ১৯, ১২০০।

খণে খণে ক্রিবিপ থেকে থেকে। 'খণে খণে হাসে বিগি কারণে।' বড়ু, ১৪৫০।

খণা [স খনন] ক্রি খনন করা। 'ভব বিদ্যারঅ মুসা খণঅ গাতী।' চর্যা ২১, ১২০০।

খণিএক [স ক্ষণেকা] ক্রিবিপ এক মুহূর্ত। 'খণিএক কাহের বুকত স্ততিঙ্গী।' বড়ু, ১৪৫০।

খণেক [স ক্ষণ] ক্রিবিপ ক্ষণেক। 'খণেক মনে বিমরিয়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

খণ্ট [স খণ] বি বাটপাড়। 'পথে পাইআ কিবা খণ্টে মাইল ফাসী দিয়া

কঠে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

খণ্ড [স] ১ বিণ টুকরা। 'হৃদের কাঞ্চলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ পরিচ্ছেদ। 'ইতি জনাখণ্ড সমাণ্ড'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি পাটলি ওড়। 'ফল-ফল-পত্রমুক্ত খণ্ডের বিকার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'খণ্ডে মিসাইয়া রাঙ্ক করঞ্জার ফল'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি সমযোগী। 'বহুর সপ্তদায় করে অন্যত্র কীর্তন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি পাটলি। 'বেদপণি হয় খণ্ড সভার পণ্ডিত ভণ্ড'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি অঙ্গ। 'শরীরের খণ্ডসকল পেটের চরিত্র হইতে কষ্ট হয় এই স্থির করিলেক'। তারিণী, ১৮০৩। ৭ বি ভূখণ্ড। 'ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট ...'। দর্পণ, ১৮৩৪। ৮ বি ভাগ। 'অতি বৃহৎ জলখণ্ডকে মহাসাগর কহা যায়'। অক্ষয়, ১৮৪১। ৯ বি গ্রহের ভাগ বা ভাগ্য। 'তাহার ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দুই খণ্ডে রচিত ...'। হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ১০ বি কপি; বানা। 'এই সকল বিরোধ-বিষয়ের বাক্য লক্ষ লক্ষ খণ্ড জ্ঞাপা হইয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

খণ্ডকপালিনী [স] বিণ অভাগিনী। 'খণ্ডকপালিনী ছায়া শব্দর ছাড়িল দয়া'। মুকুন্দ, ১৬০০।

খণ্ডকাব্য [স] বি ছোটো কাব্য। 'খণ্ডকাব্যের মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

খণ্ড খণ্ড [স] ১ বিণ ক্ষত-বিক্ষত। 'হিয়া খণ্ড খণ্ড নবের ঘাএ'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ টুকরা টুকরা। 'হৃদের কাঞ্চলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ বিভক্ত। 'সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বিণ ছিন্নভিন্ন। 'শিলাভূমি সূর্য্য-কিরণে তরু ও বিন্দীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বিণ ছোটো ছোটো। 'খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি উড়ে উড়ে যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

খণ্ডগাথা [স খণ্ড] বি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনি। 'ইলিয়াড এবং অডিসসিতে নানা খণ্ডগাথা ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খণ্ডতা [স] বি ক্ষুদ্রতা। 'খলন খণ্ডতা ক্ষতি ভগ্নদীর্ণ জীর্ণতার'পরে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

খণ্ডদেশ [স] বি দেশের অংশ। 'পরম্পর অসংযুক্ত নানা খণ্ডদেশ'। প্রমথ, ১৯১৫।

খণ্ডপ্রলয় [স] ১ বিণ জলপ্রাবন। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি যোর দাসাহাস্য। 'এ প্রকার ঘটনা হইলে একটা খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হইত'। অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি কল। 'অর্থ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে'। বিকৃতি, ১৯৩১।

খণ্ড-বিখণ্ড [স] বিণ ছিন্নভিন্ন। 'কতকগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মনটা যখন ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খণ্ডবিখণ্ডতা [স] বি এলোমেলো অবস্থা। 'কেমন করে খণ্ডবিখণ্ডতা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে'। অবন, ১৯২৫।

খণ্ডবিখণ্ডিত [স] বিণ টুকরা টুকরা করা হয়েছে এমন। 'খণ্ডবিখণ্ডিত তরকারিগুলো ছুপাকার হয়ে উঠছে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খণ্ডত্ব [স খণ্ডত্ব] বি অসমাপ্ত বৃত্ত। 'লগ্নাঙ্করে কত আমি খণ্ডত্ব লৈল'। মালাধর, ১৫০০।

খণ্ডত্ব [স] বি অসম্পূর্ণ বৃত্ত। 'খণ্ডত্ব কইল আক্ষে'। বড়ু, ১৪৫০।

খণ্ডভূমি [স] বি টুকরা ভূমি; সীমাবদ্ধতা। 'নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

খণ্ডমাত্র [স] বিণ অংশমাত্র। 'কোন নির্দিষ্ট ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট

খণ্ডমাত্র'। অক্ষয়, ১৮৫০।

খণ্ডমিলন [স] বি সাময়িক মিলন। 'যেন খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে'। নজরুল, ১৯২৩।

খণ্ডযুদ্ধ [স] বি ছোটোখাটো যুদ্ধ। 'বিকালে মাঠে যথার্থই খণ্ডযুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়'। আজাদ, ১৯৭০।

খণ্ড-রাষ্ট্র [স] বি ছোটো ছোটো সার্বভৌম দেশ। 'দেশ তখনই বিভিন্ন খণ্ড-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

খণ্ড-শক্তি [স] বি আংশশক্তি। 'আপন খণ্ড-শক্তিকে উন্নীত করবা মাএই ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খণ্ডসত্য [স] বি সূক্ষ্ম সত্য। 'যার ঘরা বহু খণ্ডসত্যের লাত করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান'। প্রমথ, ১৯১৪।

খণ্ডসার [স] বি মিছরি। 'পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খণ্ডস্থিত বিণ মহাদেশের। 'ইউরোপ খণ্ডস্থিত কোপার্নিকস নামক জ্যোতির্বেত্তা নির্ধার করেন'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

খণ্ডহীন [স] বিণ অখণ্ড; সমগ্র। 'খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি'। জীবন, ১৯৪৩।

খণ্ড [স] ১ বি মোচন; নিরাবরণ। 'লগাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'। বড়ু, ১৪৫০। 'বিধির নির্বন্ধ কহু না জাএ খণ্ডন'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি চূর্ণ। 'মানা মতে কৈল তার গর্ভে খণ্ডন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ক্ষাতি। 'এইমত তিনবার করিয়া খণ্ডন'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি উলটপালট। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৫ বি যুক্তি দিয়ে ভাঙে প্রমাণকরণ। 'সাহেব তাহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খণ্ডন করণার্থ যত্ন করিলেন'। দর্পণ, ১৮৩১। ৬ বি নিশ্চয়। 'বাক্যের বিবাদ কার্যের দ্বারা খণ্ডন কর'। অক্ষয়, ১৮৪৫। ৭ বি নিরসন। 'আমরা তাহার দোষ খণ্ডনে নিরন্ত হই'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

খণ্ডনপূর্বক [স] ক্রিবিণ অস্বীকার করে। 'কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সত্যেই খণ্ডনপূর্বক একটি উপদেশ প্রবন্ধ ...'। রবীন্দ্র, ১৯৮৩।

খণ্ডনা [স খণ্ডন] বি খণ্ডন। 'ভাবীর লিখন ভাই না যায় খণ্ডনা'। মনিকরাম, ১৭৮১।

খণ্ডনার্ণ [স] ক্রিবিণ নিরসনের জন্য। 'এমন দুর্গম দূরাভ্যাস দোষ খণ্ডনার্ণ ... নানা প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন'। অক্ষয়, ১৮৫০।

খণ্ডনীয় [স] বিণ পরিবর্তনযোগ্য। 'সে নিষেধাজ্ঞা খণ্ডনীয় নয়'। ওয়ালী, ১৯৬৪।

খণ্ড [স খণ্ড] ১ ক্রি নিরসন করা। 'খণ্ড কোপ ভয় দেহে শূন্যারে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি মোচন করা। 'এ দুখ খণ্ডি কবে যোগোদার পুত'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি খণ্ডিত করা। 'খণ্ডিত সব জঞ্জাল আর চৌটা দান'। বড়ু, ১৪৫০। ৪ ক্রি ভাগ করা। 'কেমতে খণ্ডে লাজ চিহ্নিল তথাই'। মালাধর, ১৫০০। ৫ ক্রি দূর করা। 'সবে মাএ খণ্ডাইলা কাকেরের রিতি'। আলাওল, ১৬৮০। **খণ্ড** ক্রি নিরসন করে। 'খণ্ড কোপ ভয় দেহে শূন্যারে'। বড়ু, ১৪৫০। **খণ্ডিত** ক্রি খণ্ডিত হোক। 'খণ্ডিত সব জঞ্জাল আর চৌটা দান'। বড়ু, ১৪৫০। **খণ্ডে** ১ ক্রি ভাগ করে। 'কেমতে খণ্ডে লাজ চিহ্নিল তথাই'। মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি দূর হয়। 'যার নান্য মরগে খণ্ডে জ্ঞানাপার'। বাহরাম, ১৬৫০। ৩ ক্রি দূর করা। 'ভিমির খণ্ডে যথ অঙ্গের পসার'। সুলতান, ১৭৫০। **খণ্ডা** ক্রি উলটপালট করা। 'খণ্ডা'। মানোএল, ১৭৪৩। **খণ্ডাইতে** ক্রি দূর করতে। 'লীলায় খণ্ডাইতে পারি নাহিক সংসার'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খগাইব *ক্রি* খজন করবে। 'তোন্ধার আপদ কহ খগাইব নিচ্চএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **খগাইবো** *ক্রি* মোচন করবে। 'বড়ায়ির করিআ তোহে খগাইবো আপন দোষে।' বড়ু, ১৪৫০। **খগাইল** *ক্রি* খজন করলো। 'সর্প মারি নারায়ণ সাঁপ খগাইল।' মালাধর, ১৫০০। **খগাএ** *ক্রি* দূর করে। 'শরশাগত জনের খগাএ মনোব্যাথা।' আলাওল, ১৬৮০। **খগি** *ক্রি* খজন করে। 'রোগ-শোক-দুখ-খগি পুজা না করিল চণ্ডী।' মুকুন্দ, ১৬০০। **খগিত** *ক্রি* খজন করতে। 'অবশ মল্লাকারে খগিতে ইচ্ছিল।' সুলতান, ১৭০০। **খগিব** ১ *ক্রি* মোচন করবে। 'এ দুখ খগিব কবে যশোদার পুত।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* খজন করবে। 'সাপান্ত খগিব তোর ব্যাস উপদেশে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **খগিবে** *ক্রি* দূর হবে। 'তনিলে খগিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **খগিবেক** *ক্রি* দূর হবে। 'এহার হতে খগিবেক প্রিথিবির ভার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **খগিবো** *ক্রি* দূর করবে। 'কারের সকল দোষণ খগিবো আপুণী।' বড়ু, ১৪৫০। **খগিল** ১ *ক্রি* দূর পেলো। 'আয়াস খগিল কিছু শীতল পবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* মোচিত হলো। 'খগিল সভার ভয় বাত বরিসন।' মালাধর, ১৫০০। ৩ *ক্রি* দূর হলো। 'খগিল যকল পাপ বিনাশিল আশ্রি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ *ক্রি* খণ্ডিত হলো; খণ্ডিত করলো। 'ওঙ্গী, ১৭৮২। **খগিলেক** ১ *ক্রি* পরিহার করলো। 'বামিরে ছাড়িলেক ভয় খগিলেক লাজ।' মালাধর, ১৫০০। ২ *ক্রি* যুটলো। 'খগিলেক দুহু-শোক প্রমোদে পুরিতে লোক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ *ক্রি* বর্জন করলো। 'তাহারা ভ্রমাপি তাহার পরামর্ষ খগিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। **খগী** *ক্রি* ক্ষমা করে। 'খগী সব দোষ গুণে।' বড়ু, ১৪৫০। **খগুক** *ক্রি* খণ্ডিত হোক। 'মোর একবার কল উপকার যতুক রাখার বিমতী।' বড়ু, ১৪৫০। **খগু** *ক্রি* দূর হয়। 'সকল আপদ খগে মোহর স্বরসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। **খগ্যা** *ক্রি* উপেক্ষা করে। 'লীর্থ পরবাস লাজ খগ্যা কহি মোর গর্ত ছয় মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খগা [স খগ>] *বি* বাটপাড়। 'চোর খগা হইতে কিবা নাড়ি কলঙ্ক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খগিত [স] *বিণ* অতৃপ্ত। 'আজ বিনোদিনীকে সমুখে দেখিয়া তাহার খগিত প্রেমের দাহ শান্তি মানিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

খগিত-জড়িত [স] *বিণ* খণ্ডিত ও জড়ীভূত। 'সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খগিত-জড়িত করিলে চলিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

খগিতা [স] *বি* অন্য নারীতে আসক্ত প্রেমিকের প্রতি ক্রুদ্ধ প্রেমিকা। 'খগিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি।' ভারত, ১৭৮০।

খগিনি [স খগন] *বিণ* খণ্ডনকারিণী। 'দুহুখ সুখ দারিদ্র খগিনি।' মালাধর, ১৫০০।

খং, **খত** ১ *ক্রি* ঘর্ষণ। 'তুমি অন্ধ দেও নাকে খত দেই আমি।' বিজয়, ১৬৫০। 'বাপ, নাকে খং।' গিরিশ, ১৮৮৭।

খং ২ [ফা] *বি* স্বীকারপত্র। 'এক ঘোণে খং লিখিয়া মনোহরলাশের কাছারিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

খত ৩ [আ] ১ *বি* ঋণস্বীকার পত্র। 'মামোএল, ১৭৪৩: ইহার করার টাকা লইয়া খত লিলাম।' মেয়র্স, ১৭৫৬: 'আর্জি ও খত ও টর্শিনায়া ও ইতিপাদদেশ প্রভৃতি আছে।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ *বি* প্রতিক্রমিতপত্র। 'এতিদা কুফর যত খত লিখেছিল।' গবীর, ১৭৬৫।

খতপত্র [আ খত+স পত্র] *বি* প্রতিক্রমিতপত্র; কোম্পানির কাগজ। 'ক্যালসে, ১৭৮৯।

খততোরিয়া [ও খন্দর] *বি* এক ধরনের মোটা কাপড়। 'রঙ্গ লাল ও জরদ ও খততোরিয়া।' ক্যালসে, ১৭৮৪।

খতম [আ] ১ *বি* পাঠ শেষ। 'কোরান খতম করি যেই মাগে মিলে।' আলাওল, ১৬৮০। ২ *বি* মৃত্যু। 'সেই যে শক্ত ব্যামো জল দেখলে ঘাবড়ায় তাহেই খতম হবে নির্বাত।' শিবরাম, ১৯৪০। ৩ *বিণ* বাক্তিল। 'এই অধিবেশন ৬ই মার্চের মধ্যে খতম করিয়া দেওয়া হইবে...'। আলাদা, ১৯৪২।

খতরা [ফা] ১ *বি* ক্ষতি। 'তাহাদিগের জ্ঞানে খরিসের কাজের খতরা ... হয়।' হ্যালহেড, ১৭৭০: 'মাশপজারিতও খতরা হয়।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ *বি* ভয়। 'কোনু কাজে খতরা করি।' চিঠিপত্রে, ১৮০৮।

খতা, **খতানো** [আ খত>] *ক্রি* হিসাবনিকাশ করা। 'খতান' *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'নিয়মসাধনার লোভও ক্রেশের পরিমাণ খতাইয়া আনন্দভোগ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খতিয়ে *দেখা* *ক্রি* হিসাব করে দেখা। 'তা আজ খতাইয়া দেখার প্রয়োজন করিয়াছে।' আলাদা, ১৯২২।

খতি [আ খত>] *বি* ঘৃণ। 'বিনা উপকারে খায় খতি।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'মরা লোকের খতি খাইয়া যেবা লইয়া আইস খাইয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

খতিআন [আ খীতান] *বি* খাজনার পরিমাণ ও আদায়-উসুলের হিসাবপত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খতিব [আ] *বি* খোতবাপাঠক। 'কারে তবে খতিব করিব।' গবীর, ১৭৬৫।

খতিয়ান [আ খীতান] *বি* জমা-খরচের বিস্তারিত হিসাবপত্র। 'বাজেটের খতিয়ান কোথা তার আছে রক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খতেন [আ খীতান] *বি* খতিয়ান। 'খতেন পেয়ে গেলে শরিকনি বুঝে নেব।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খতান [আ খত>] *বি* খতিয়ান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খনা [আ] *বি* ইসলামিতে পুরুষের লিঙ্গমুখের ত্বক্‌ছেদনের রীতি। 'খনার সময়ে আহোদ আহাদ।' যাক্ষেজ, ১৮৯৭।

খদ [স খাত] *বি* দুই পাহাড়ের মাঝখানের নিচু ভূমি। 'ডান দিকে জঙ্গলে ঢাকা খদ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খন্দর [ও খন্দর] *বিণ* খন্দরের মোটা কাপড়ে তৈরি। 'একটা খন্দর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

খন্দা [ফা খুদা] *বি* খোদা। 'বেপারি বৈশ্যের খন্দা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খদির [স] *বি* খয়ের গাছ। 'খদিরকুসুম *বি* খয়ের গাছের ফুল। 'খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।' বড়ু, ১৪৫০।

খন্দর [ও] *বি* খাতে-বোনো দেশি কাপড়বিশেষ। 'খন্দর-বাস [ও খন্দর+স বাস] *বি* তাঁতে বোনো এক রকমের মোটা কাপড়; খাদি। 'খন্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ভোর।' নজরুল, ১৯২৪।

খন্দরধারী [ও খন্দর+স ধারী] *বিণ* খন্দর পরিহিত। 'খন্দরধারী শায়তনের দল ... সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।' মোহাম্মদ, ১৯২৮।

খন্দের [স খদিরদার>] ১ *বি* ক্রেতা। 'ইয়েরজ খন্দেরের আসা যাওয়ায় ও দু চার ইরোজি কোম্পানির কন্ট্রাক্টে "কম" আইস "গো" যাও প্রভৃতি কথাও আসে।' হত্যাম, ১৮৬১। ২ *বি* গ্রাহক। 'গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করো, তবে নিজে খন্দের ডাকিয়া আনিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খন্দ্যোত [স] *বি* জোনাকি পোকা। 'মুগি কোন ক্ষুদ্র যেন খন্দ্যোত প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খদ্যোতখচিত [স] বিণ জোনাকি পোকাপূর্ণ। 'খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খদ্যোতিকা [স] বি জোনাকি পোকা। 'খদ্যোতিকাকে অন্ধকারে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

খদ্যোতিকাখদ্যোতি [স] বি জোনাকির আলো। 'খদ্যোতিকাখদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে।' মাইকেল, ১৮৬১।

খধূপ [স] বি আতশবাজি। 'অনুববী শান্তি-শান্তি; একান্তর উজ্জ্বল ও খধূপ।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

খন [স] ক্ষণ বি ক্ষণ। 'যোইগি তই বিগু খনহি ন জীবমি।' চর্যা ৪, ১২০০; 'খনহ ন ছাড়অ তুসুকু অহেরী।' চর্যা ৬, ১২০০।

খনিঅ [স] ক্ষণিক ক্রিবিণ কিছুক্ষণ। 'উত্তরিল খনিঅ আসিয়া অবিরথ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খনে খনে [স] ক্ষণ>। ক্রিবিণ বারে বারে। 'চাঁদ দিনহি দিন হীনা। সে পুন পলটি খনে খনে বীনা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খনৈ অথ্য ভবিষ্যৎ অর্থব্যঞ্জক প্রত্যয়বিশেষ। 'ছাষিলের দরেই দেবেখন।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খনক [স] বি খননকারী। 'সিফাই খনক বৈসে নুঙাইয়া মাথা।' রূপরাম, ১৭৫০।

খনখন [ধন্য] ১ বি ধাতুপায়ে আঘাতজনিত শব্দবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'কহিল কঁসার ঘটি খন খন স্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি কাশির শব্দ। 'বক বক খন খন যড় ঘড়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি ত্রুড়তা প্রকাশক শব্দ। 'তার মা খনখন করে উঠল।' ওয়াগ্নী, ১৯৪৫।

খনখনা [ধন্য] বিণ খনখন শব্দবিশিষ্ট; কর্কশ। 'সর্দারের উত্তেজিত খনখনা গলার আগুয়ার তলায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

খনখনে [ধন্য] খনখনা>। বিণ খনখন শব্দ করে এমন কর্কশ শব্দবিশিষ্ট। 'ভাড়া বাঁশের চোঙার মতো খনখনে নয়।' সঞ্জয়, ১৯২৭।

খনজন [স] খন্ডন বি খন্ডন পাখি। 'নয়ন বি খনজন জোর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খনন [স] বি গর্ত করণ; খোঁড়া। 'পুকুরী খনন করিবে দান উছগা করিয়া ঢোপ করহ।' চিঠিপত্র, ১৭৯৭; 'তঁহার ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলও ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

খননলজ্জ [স] বিণ খননের ফল জানা যায় এমন। 'প্রভুতাত্ত্বিক খননলজ্জ জ্ঞান আমাদের এ কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খনখনিআ [ধন্য] খনখন>। বিণ খনখন শব্দবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

খনা বি প্রাচীন বাংলার প্রখ্যাত নারী জ্যোতিষী। 'খনা নামে মিহিরাচার্যের স্ত্রী জ্যোতিষ শাস্ত্রের শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন।' গৌর, ১৮২২।

খনার বচন বি শস্য, বৃক্ষরোপণ, গৃহনির্মাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে ছড়ার আকারে প্রচলিত বচন যা খনার রচিত বলে প্রসিদ্ধ। 'প্রবাদফল' ও ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভ্রূয়াদর্শনের পরিপক্ব ফল।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

খনি [স] ১ বি আকর। 'প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন ধাতুর উৎপত্তিস্থান। 'তখন রত্ন অনুসন্ধিসুর রত্নের খনি লাভের আনন্দ উপস্থিত হইল।' অক্ষয়,

১৮৫৫। ৩ বি উৎস। 'পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে - প্রাণের ভাষাই এর খনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খনিকার [স] বি যারা খনি থেকে রত্ন তোলে। 'এ কথা অবশ্যবাক্যই যে, আগে আগে খনিকার, তারপর মণিকার।' প্রমথ, ১৯১৪।

খনিখনক [স] বি খনিশ্রমিক। 'মহাদিগের মধ্যে খনিখনক ও মণিকারের ব্যবসার প্রচলিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

খনিখোঁড়া [স] খনি+খোঁড়া। বিণ খনি থেকে আহরিত। 'খনিখোঁড়া রত্ন হাইয়ের গাদায় হারিয়ে না ফেলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খনিজ [স] বিণ খনি থেকে পাওয়া যায় এমন। 'বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকাদি খনিজ দ্রব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

খনিজবিদ্যা [স] বি খনিজ পদার্থবিশয়ক বিদ্যা। 'ন বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খনিজ সম্পদ [স] বি খনি থেকে পাওয়া সম্পদ। 'আমাদের মুদ্রাণীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খনিজ সম্পদ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪১।

খনিজীবী [স] বি খনিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহকারী। 'ভিক্ষুক কৃষিত খনিজীবী খুসি নয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

খনিত [স] বিণ খোঁড়া হয়েছে এমন। 'খনিত পথ সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে প্রস্তুত বিলান দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৮।

খনিবিদ্যা [স] বি খনিবিশয়ক বিদ্যা। 'ন বছর কাটিয়েছি খনিবিদ্যা খনিজবিদ্যা শিখতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খনিবিশিষ্ট [স] বিণ খনি আছে এমন। 'হার্টস নামক রত্নখনিবিশিষ্ট পর্বতময় প্রদেশ পর্যটন করিতে যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

খনিয় [স] বি মাটি কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'কেবল বহুতে হল-চালন ও খনিয় ব্যবহার না করিলে, সংসারে উপকার করা হয় না ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

খনে খনে ক্রিবিণ থেকে থেকে। 'খনে খনে দশনছটা ছুট হাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খন্ডা [স] খনিয়া বি মাটি খোঁড়ার সোহার হাতিয়ারবিশেষ। 'লহ খুড়ি কোলাল খন্ডা খুরখার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খন্ডিক [স] খনিয়া বি খন্ডা আকৃতির বৈষ্ণব চিত্রযুক্ত দণ্ড। 'খন্ডিক পুতিয়া মুকুতা বুলিয়া কহয়ে গাহকী আগে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

খন্ডী [স] খনিয়া বি খন্ডা আকৃতির বৈষ্ণব চিত্রযুক্ত দণ্ড। 'প্রভু তুরী খন্ডী ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

খন্দ [স] কন্দ বি ফসল। 'জখন পাকিবে খন্দ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খন্দের কাল বি ফসল কাটার মৌসুম। 'তখন খন্দের কাল।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৪৮।

খন্দৈ [আ খন্দক] বি গর্ত। 'খন্দতলোর আর সন্ধ্যাতি হয়নি - পিতি সেয়নি কেউ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খন্দক [আ] ১ বি নালা। 'পগার খন্দক খানা উলু কাশ্যা নল বেনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পরিচা। 'সেই ব্যূহের চারিদিকে খন্দক কাটি ছিল।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি গর্ত; নিচু জমি। 'টৌদিকে খন্দক খানা একে একে চায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খন্দকারী [ফা খোন্দকার] বি পিরগিরি। 'করেন তিনি খন্দকারী পেশা।' মনসুর, ১৯৪৪।

খন্ধ [স কন্ধ] বি ফসল। 'খন্ধ নঠ করে যেহু উদার্ত সাথে।' বড়, ১৪৫০।

খন্যে [স খনি] বি মূল্যবান সম্পদ রাখার আধার। 'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খপ [খন্য] বিশ অতর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

খপ করে ক্রিবিধ তৎক্ষণাৎ। 'একটি আদর্শ ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

খপড়দার [আ খবর+ফা দার] বিশ সতর্ক; সাবধান। বিদ্যা, ১৮৯১।

খপড়দারি [আ খবর+ফা দার] বি তত্ত্বাবধান। বিদ্যা, ১৮৯১।

খপতা [আ খত] বি ঘর্ষণ; খত। 'ফের হগু? জৌবা - নাক খপতা।' নজরুল, ১৯২৬।

খপর [আ খবর] বি খবর। 'বাড়ীর ভেতরে খপর ...।' হতোম, ১৮৬১।

খপরদার [আ খবর+ফা দার] ক্রিবিধ সাবধান। 'না না, খপরদার! বলিস নি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

খপসুরতি [ফা খব+আ সুরত] বি সৌন্দর্য। 'খপসুরতি দেখে বেটোর ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে।' প্রমথ, ১৯১৮।

খপ্পুস [স] বি আকাশ-কুসুম। 'সকলই খপ্পুস হইয়া গেল।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

খপ্পর [স খপরা] বি কবল। 'জীবনের ভবিষ্যট্টা এই সব কারণেই তোমার প্রশ্নের খপ্পরে পড়ে না।' জীবন, ১৯৩১।

খপ্পরে আসি ক্রি ফাঁদে পড়া। 'গংশেও হোসেন মিলার খপ্পরে আশিরে পড়বে।' মানিক, ১৯৩৬।

খফনাক [ফা খতরনাক] বিশ ভীতিজনক। 'নানা দিক হ'তে আসতে লাগলো ... খাবার মিঠাই নয়, খফনাক খবর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খবর [আ] ১ বি সংবাদ। 'ইমা আনি না বুঝিলে মহান্ত খবর।' আলতম, ১৬৮০; 'রসুলক খিজদাএ পুছিকা খবর।' সুলতান, ১৭০০; ২ বি তথ্য। ওগাঁ, ১৭৮২। ৩ বি সন্ধান। 'চেতনগুরুর সঙ্গ ধর খবর কর তাই।' পালন, ১৮৯০।

খবরওয়ালা [আ খবর+হি ওয়ালা] বি খবরের কাগজ বিলি করে যে। 'পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

খবর-কাগজ [আ] বি সংবাদপত্র। 'বড়ো কলারের খবর-কাগজ আঁকা শাট।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

খবর কাগজওয়ালা বি বাড়ি বাড়ি পত্রিকা পৌঁছে দেয় যে হকার। 'সকালে খবর কাগজওয়ালা (বাট্টা ধড়ীবাছ) দেয়নি কাগজ কোন।' হোসেন, ১৯৬৯।

খবর-টবর [আ খবর] বি খবরাখবর। 'তারপর খবর-টবর কি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

খবরদার [আ খবর+ফা দার] ১ ক্রিবিধ সাবধানে। 'করিয়ে বেদান্তগারী খুব খবরদার।' গব্বার, ১৭৬৮। ২ বিশ সাবধান। 'জদি ভাতি খবরদার না হয়।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ৩ বি তত্ত্বাবদ। 'আদালতের রীতিজ্ঞ অর্থাৎ আইন খবরদার হয়েন।' ভবানী, ১৮২৫।

খবরদারি, খবরদারী [আ খবর+ফা দার] ১ বি সাবধানতা; তত্ত্বাবধান; নজরদারি। 'খবরদারি করিবেক জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বি নজরদারি। 'অসৎক্রিয়া না হইতে পরিবার কারণ খবরদারী করে।' ফরস্টার, ১৭৯৬।

খবরদারি করা ক্রি কর্তৃক প্রদর্শন করা। 'চেনা উঠানের খবরদারি করিতে বাহির হইয়াছে যেন।' শওকত, ১৯৫৮।

খবর দেওয়া ক্রি আসার সংবাদ জানানো। 'খবর দে তোর সাহেবকে।' মিশার, ১৭৯৭।

খবর-পরী [আ খবর+ফা পরী] বি খবর সংগ্রহকারী কাল্পনিক প্রাণী (পরী)। 'খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

খবরবার্তা [আ খবর+স বার্তা] বি খবরাখবর। 'তাহাদের ঘরকন্নার আধুনিক সমস্ত খবরবার্তা জানাইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

খবরাখবর [আ খবর] ১ বি ঐচ্ছিকখবর। 'জেরাইল তাহার নিকট খবরাখবর রাখবর করেন।' মশাররফ, ১৯০৮। ২ বি তথ্য-সংবাদ ইত্যাদি। 'খবরাখবরের জন্য সকল চিঠিপত্রই সম্পাদিকা ...।' বেগম, ১৯৪৭।

খবরিয়া [আ খবর] বিশ খোশামুদে। মাহেনও, ১৭৪৩।

খবরের কাগজ [আ খবর+আ কাগজ] বি সংবাদপত্র। 'অশ্মদাদির এতৎপত্তে খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না।' দর্পণ, ১৮৩৬।

খবরের কাগজওয়ালা [আ খবর+আ কাগজ+হি ওয়ালা] বি বাসায় প্রতিদিন সংবাদপত্র সরবরাহ করে যে। 'খবরের কাগজওয়ালা অসময়ে কিছু আশ্রমের জন্য দরখাস্ত পেশ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

খবরের কাগজওয়ালা [আ খবর+আ কাগজ+হি ওয়ালা] ১ বিশ সাংবাদিকতার কাজ করে এমন। 'কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু ঠাট্টা-করিয়া বলিয়াছিলেন।' ইমান, ১৯০০। ২ বি খবরের কাগজ প্রকাশক-সম্পাদক। 'খবরের কাগজওয়ালারা মোচকাঠিতে সংবাদদাতা পাঠাতে শুরু করলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

খবরের-কাগজী [আ খবর+আ কাগজ] বিশ সংবাদপত্রে ব্যবহৃত। 'আজকালকার খবরের-কাগজী কিছু ভাষায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খবরদার [আ খবর+ফা দার] ক্রিবিধ সাবধান। 'খবরদার, কেউ নোড়ো-চোড়ো নাকো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

খবুরে [আ খবর] বি খবর সংগ্রহকারী। 'উভয় পক্ষেরই গুণ সন্ধানী, চর অনুচর, খবুরে, - সকলি আছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

খবিশ, খবিস [আ খবীছ] ১ বি অপদেবতা। 'খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কদাচরী ব্যক্তি (পালিবিষে)। 'অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদত্ত।' ভারত, ১৭৬০; 'খবিশগুলো রাইফেল হাতে কি ভাবে ডাকাচ্ছে।' পাশা, ১৯৭১।

খবুজ [ফা খবরুজ] বি তরমুজ। 'তকনো খবুজ খোঁরা চিচায়ে উমর দারাজ-দিল।' নজরুল, ১৯২৮।

খবুরে প্র খবর

খমক [ফা খুমক] বি খঞ্জনী জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'খমক জগন্নাথ বাজয়ে ভুমক বিধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খমণ [স ক্ষপণক] বি ভিক্স। 'হাঁট নিরাশী খমণ ভতারে।' চর্যা ২০, ১২০০।

খমুখ [স] বি আকাশ। 'পগাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা।' মাইকেল, ১৮৬১।

খম্বাঠাণা [স তম্বাহানা] বি তম্বাহানা। 'পাপপুণ্য বেগি তিড়িৎ সিকল মোড়িৎ খম্বাঠাণা।' চর্যা ১৬, ১২০০।

খয়রা [স খদির] বি মাছবিশেষ। 'পাঁকাল খয়রা চেলা তেচকা এলোশা।' ভারত, ১৭৬০।

খয়রাত, খয়রাৎ [আ] ১ বি দান। 'নামাজ খয়রাত রোজা কর তুম্ব মনে।' আল্লাহ, ১৬০০। ২ বি সেবা দান। ডবানী, ১৮২৩। ৩ বি ভিক্ষা। 'আমিও খয়রাৎ করিব ইচ্ছা করিয়াছি।' রহিম, ১৮৯২। ৪ বি প্রদান। 'তিনি ও তাঁর দলবল আজ যত্নের উপদেশ খয়রাত করিতেছেন।' আল্লাহ, ১৯৪০।

খয়রাতি [আ খয়রাত] ১ বিণ দাতব্য। 'খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি দানের জিনিস। 'দান-খয়রাত করলেও সে খয়রাতির বরসাত রক্ষাসুখা জেলতলোতেও পৌছল।' মুজতবা, ১৯৪৯।

খয়রী [স খদির] বিণ খয়েরি রঙের। 'খয়রী শাড়ীতে তাঁর/ হৃদয়ের ছোপ।' ওয়ারদুয়াহ, ১৯৭৪।

খয়ে-গোখরো বি বিষধর গোখরো সাপবিশেষ। 'একটা প্রকাও খয়ে-গোখরো খিয়ে দুই তার হাতসফাই দেখাবে।' প্রবন্ধ, ১৯৩১।

খয়ের' ট খ

খয়ের' [আ খায়ির] ১ বিণ মঙ্গলজনক। ডেরলি, ১৮০০। ২ বি মঙ্গল। ডেরলি, ১৮০০। ৩ বিণ খোশামুদে। 'পাকা খয়ের তার শ্বেদন ছাড়েনি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খয়ের খাঁ, খয়ের খাঁই [আ খায়ির+খা খা] ১ বিণ খোশামুদে। 'কর্তাপক্ষের নিকট খয়ের বা হওনের মানসে আপনাপন অধীনস্থ কার্য্যালয়ে ...' প্রভাকর, ১৮৫৭। ২ বি ধামাধরা; তল্লাবাহক। 'খয়েরখাঁই গণের মধ্যে ভেটরূপে গিয়ে পৌছায়।' মুয়াজ্জিন, ১৯৩৩।

খয়ের' [স খদির] ১ বি খদির গাছের নির্দাস থেকে প্রস্তুত পানের মালবিশেষ। 'বান্ধুবক নীলাবতী আর খয়েরচূর্ণ/ অসুরি তুলসী-বাকী বেড়িল প্রচুর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। 'খয়ের হযত থাকে কাণ্ডের বাজ্রে।' রোকেয়া, ১৯২১। ২ বিণ খয়েরের মতো রঙিন। 'পেটের একেবারে খয়ের।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খয়েরচূর্ণ [স খদিরচূর্ণ] বি এক জাতের ধান। 'বান্ধুবক নীলাবতী আর খয়েরচূর্ণ/ অসুরি তুলসী-বাকী বেড়িল প্রচুর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খয়েরি [স খদির+] বিণ খয়েরের রংবিশিষ্ট; গাঢ় বাদামি রঙের। 'হলুদ পাতা মিশিতেছে উঠানের খয়েরি পাতায়।' জীবন, ১৯৩২।

খর' [স] ১ বিণ তীব্র। 'পউ খর জালা ধূম গ দিশই।' চর্যা ৪৭, ১২০০। ২ বিণ প্রবল। 'খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ কর্কশ। 'রোখিলি রাখিকা দিল খর বচন।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বিণ অধিক। 'সে টঙ্গি ডাঙ্গর বড় সত্তর হাজার খর ...।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বিণ কড়া। 'তাজা তাজা খর ভাজা মজা বড় খেতে।' শুভ, ১৮৫৮। ৬ বিণ ধারালো। 'সযনে খর শর সন্ধিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৭ বিণ প্রখর। 'আকাশে উঠেছে খর রবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৮ বিণ ঝড়ের মতো। 'গগন ঢাকা ঘন মেঘে, পবন বাহে খর বেগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৯ বিণ তীক্ষ্ণ। 'খরকটকে ছিন্ন চরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ১০ বিণ ক্রক। 'লাবণ্য খরচোখে তাকিয়ে রইলো পূর্ণিমার দিকে।' সুনীল, ১৯৭০।

খরকটক [স] বি তীক্ষ্ণ কাটা। 'খরকটকে ছিন্ন চরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খর কর' [স] বি প্রখর তেজ। 'প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিং হ্রাস হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩২।

খরখড়গ [স] বি ধারালো তরবার। 'রসনায় মম সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়গম।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

খরখুর [স খর] বি তীক্ষ্ণ ধার। 'দিয়া চড়া খরখুর কাছে তিন বাণ।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

খরগতি [স] বিণ দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'খরগতি অয়লার (ঘোড়ার নাম) গুহে গুহে অনবরত নাড়িয়া হেঁচাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।' মগাররফ, ১৮৯০।

খরজাল [স] বি কড়া জাল। 'খরজালে কর্যা পাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খরতন্ত [স] বিণ প্রখর উত্তাপযুক্ত। 'বৈশাখের খরতন্ত তেজে/ ক্লাস্ত দুবাহু তব শৌহম্য হোক।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

খরতর [স] ১ বিণ অতি কঠোর। 'রাজা বড় খরতর নাহি তন কথা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ প্রবল। 'যমুনা বাহে খরতর ধার।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ দ্রুততর। 'খরতর বেগে সমীরণ সঙ্গরু চঞ্চরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ বিণ অতিশয় প্রখর। 'পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ তীক্ষ্ণতর। 'টঙ্ক অতি খরতর তান দিয়া পঞ্চস্বর।' বাহরাম, ১৬৫০। ৬ বিণ মারাত্মক। 'পরলে জড়িত বিষ দুই খরতর।' বাহরাম, ১৬৫০। ৭ বিণ বৃহৎ ক্রুদ্ধ। 'অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৮ বিণ অত্যন্ত উন্নত। 'হিন্দুর কপালক্রমে সুখ-দিনকর/ হয়েছিল এককালে অতি খরতর।' শুভ, ১৮৫৮। ৯ বিণ তীব্রতর। 'খরতর বাকি হাসি শুন্যে বরিষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

খরতরলহরি [স] বি প্রবল ঢেউ। 'খরতরলহরি ধাইল গোদাবরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খরতরুণ [স] বি প্রচণ্ড উত্তাপ। 'বৈশাখের খরতরুণে মূর্ছগপত গ্রাম।' দ্বিত্যন্তর, ১৯১২।

খরদন্ত [স] বি ধারালো দাঁত। 'রহস্যসন্ধানকারী সুষ্মদ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খরদীপালি [স খর-দীপাবলি] বি দীপ মশাল। 'বুকের ভিতর খরদীপালি জ্বালিয়ে বলে তালি তালি।' শম্ভু, ১৯৬৬।

খরদীপ্তি [স] বি প্রখর রোদ। 'মাখার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

খরদুপুর [স খর-কিছরি] বি উত্তপ্ত দুপুর। 'এই খরদুপুরে খোয়া ভেঙ্গে চলছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খরধার [স] বিণ তীক্ষ্ণ ধারালো। 'ধরে চাল তলোয়ার খোরোসানি খরধার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খরধরশা [স খরধরশা] বিণ স্পর্শ ধারালো মন হয় এমন। 'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরধরশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

খরপ্রবাহিনী [স] বিণ তীব্র স্রোতে প্রবাহিত। 'বর্ষা নামিলে খরপ্রবাহিনী নদী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খর বচন [স] বি কটুক্তি; কর্কশ কথা। 'রোখিলি রাখিকা দিল খর বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

খরবাণী [স] বি কটুবাক্য। 'না বোলে কাহাঞ্চি এখো খরবাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

খরবাহিনী [স] বিণ স্ত্রী খরস্রোতবিশিষ্ট। 'খরবাহিনী বৈতরণীসৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী প্রী এই কথা বলিতেছিল।' রহিম, ১৮৮৪।

খরবেগ [স] বি তীব্র গতি। 'আন্দোলনও পূর্বাপেক্ষা খরবেগ ধারণ করে।' নবনর, ১৯০৫।

খরভূমি [স] বি মরুভূমি। 'এই অস্থিরত্ব খরভূমিতে পল্লবঘন বীথিকা নির্মাণ করতে পেরেছিল।' মুজতবা, ১৯৬০।

খরযৌবন [স] বি উক্ত যৌবনদশা। 'বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

খররয় [স] বি মহাসুখ রূপ সূর্য। 'খররয় কিরণ সংতাশে রে গঅশ্রবণ গই পইঠা।' চর্য্য ১৬, ১২০০।

খররোদ [স খররৌদ] বি প্রখর রোদ। 'ওধারে উল্লস প্রান্তর ধু-ধু করছে বররোদে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

খররৌদ্র [স] বি প্রখর রোদ। 'জ্যোষ্ঠের খররৌদ্রই তো জ্যোষ্ঠেরই অশ্রুশূন্য রোদন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

খরলোচন [স] বি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'খরলোচন শর করত বিখার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

খরশর [স] বি ধারালো তিরি। 'কোটালেরে বীরবর ছোড়এ খরশর মেঘে জেন পানি পসলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খরশাণ [স খর+আ সেহেন] বিণ তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'আর বাম করিতে কৃপাণ খরশাণ।' ভারত, ১৭৬০।

খরশান [স খর+আ সেহেন] বিণ তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'খরশান কাতি এক আলিন যতনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খরশ্বাস [স] বি ঘন শ্বাস। 'খরশ্বাস বহে তার কর্ণে লাগে তাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খরসান [স খর+আ সেহেন] ১ বিণ তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'প্রবরের বান সব অতি খরসান।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি তকনা তামাক পাতা; দোক্ত। 'বিদ্যাদায়ীর বক্তৃতা শুনিছি আর খরসান খেয়ে কাসছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

খরশ্বাস [স খরশ্বাস] বি ঘন নিশ্বাস। 'খরশ্বাস বহে পক্ষরাজ আছে জখা।' মালাধর, ১৫০০।

খরশ্রোত [স] বিণ প্রবল শ্রোতবিশিষ্ট। 'খরশ্রোত বামনার বৃষ্টি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খরশ্রোতা [স] বিণ শ্রী প্রবল শ্রোতবিশিষ্ট। 'খরশ্রোতা জীবনের কোল ঘেঁষে যেখানে অসাড়।' ফররুখ, ১৯৪৩।

খর^১ [কা খোর] বিণ খাদক। 'দারুণ চণ্ডাল মুদ্রি কৃত্য গো-খর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খর^২ [কা] ১ বি খচর। 'কারোয়ানোরা ঘোড়া হাতি উট খর ... ইত্যাদি পালেত লইয়া বসিয়া আছে।' রামরায়, ১৮০০। ২ বি গাধা। 'খর ও হাবিণ এই দুই পণ্ডতে ...' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

খর-দরজাল [কা খর+আ দরজাল] বি ইসলামি বিশ্বাসমতে দরজাল নামের অত্যাচারী। 'খর-দরজাল আসছে বৃষ্টি শিগায়ে দিয়ে ইক।' জসীম, ১৯২৯।

খর-বাহন [স] বি গাধার গাড়ি। 'তাহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খরকি [স খড়কী] বি দরজা। 'পাচ খরকি দিয়া ডোমনী পলায়ে ডরে।' বিজয়, ১৬৫০।

খরখর [ধন্যনা] ১ বিণ নৌকার সঙ্গে পানির সংঘর্ষে সৃষ্ট ধ্বনির মতো। 'জল নেন ইস্পাতের করাতের মতো বাটের তলাটা খরখর শব্দে কাটতে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ খরখর করে এমন। 'কাগজের খরখর শব্দ, কারো কারো কলমের খসখস শব্দ।' মোতাহার, ১৯৩৭। ৩ বি তীব্রতা প্রকাশক শব্দ। 'এক ভরা দিনে রোদ খরখর করছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

খরখতি [আ খায়ির+ফা খত>] বি চুক্তিনামা। 'এই ককারে তাদুক ভূম বিক্রয় বরখতি দিলাম।' ওর্সা, ১৭৮২।

খরগোশ, খরগোশ, খরগুশ [ফা খরগোশ] বি বড়ো কানওয়ালা দ্রুতগামী তৃণভোজী ক্ষুদ্র জন্তুবিশেষ; শশক। মানোএল, ১৭৪৩। 'খরগোশ।' ওর্সা, ১৭৮৫; 'খরগোশ ও শূগাল ইহইকও আপন শক্কের পদবিক্ষেপের শব্দ শ্রবণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'এক খরগুশ কোনও কচ্ছপকে উপহাস করিতে লাগিল।' বারদা, ১৮৫৬।

খরচ [আ খরজ] ১ বি ব্যয়। 'জোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন/চিনির বলদ সঙ্গে একখানি গুণ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি অর্থ। 'সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

খরচ করা [ক্রি উচ্চারণ করা]। 'এই অবিহস কাজ সম্পর্কে একটা কথাও খরচ করিয়াছিলেন?' আজাদ, ১৯৩৯।

খরচখরচা [আ খরজ>] বি মূল খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ। 'ইহার খরচখরচা লাগীবেক না।' ক্যালগে, ১৭৯১।

খরচ দেওয়া [ক্রি ব্যয় নির্বাহ করা]। 'একত সাহেব ঐ বিষয়ের একত মাসের খরচ দিবেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

খরচপত্তর [আ খরজ+স পত্র] বি নানা ধরনের ব্যয়। 'অনেক খরচপত্তর করলাম, কিছুতেই বাঁচল না।' বনফুল, ১৯৩৬।

খরচপত্র [আ খরজ+স পত্র] ১ বি নানা ধরনের ব্যয়। 'তুমি খরচপত্র না পঠাইয়া খাতির জমায় সেখানে বসীয়া আছ।' ওর্সা, ১৭৮২; 'কাজ গোষ্ঠ্যার্থের খরচ পত্র মাসত তত্ত্ব সন্ধান করিয়া দেন।' রমরায়, ১৮০১। ২ বি যাবতীয় ব্যয়। 'খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত যদি থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খরচপাতি [আ খরজ+স পত্র] বি নানা ধরনের ব্যয়। 'কোনো খরচপাতি না, পয়সা-কড়ি না।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

খরচ বরদার [আ খরজ+ফা বরদার] বি খরচ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী; বাজার সরকার। ওর্সা, ১৭৮২।

খরচা [আ খরজ>] ১ বি ব্যয়। 'ঘরের খরচা আর কত ধন পায়।' কুমারায়, ১৭২০। ২ বি করবিশেষ। 'জমিদার কাছারিতে পদার্পণ করিলেন, খরচা দিতে হইবে।' সুলভ, ১৮৭৩।

খরচাঙ্কি [আ খরজ+স অঙ্ক] বি অতিরিক্ত খরচ। 'আইসা যাওয়াতে খরচাঙ্কি হয় ...' ডানকান, ১৭৮৪।

খরচাঙ্কিক [আ খরজ+স অঙ্ক] বিণ ব্যয়বহুল; অধিক খরচ করতে হয় এমন। 'পাঁচটি মানুষের খরচাঙ্কিক সংসারের দিকে চেয়ে বাবা তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিলেন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

খরচিআ [আ খরজ>] বিণ মুক্তহস্তে ব্যয় করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

খরটী [আ খরজ>] বিণ ব্যয়-সংক্রান্ত। 'আইদাম জমা খরটী কাজ দূর করিবার কারন।' হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

খর^৩ [আ খরজ>] বিণ মুক্তহস্তে ব্যয় করে এমন। 'যেমন রাজপেড়ে, তেমনি খরচে।' তারা, ১৯৪৬।

খরজ^১ [আ] বি ব্যয়। 'খরজ করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

খরজবরদার [আ খরজ+ফা বরদার] বি খরচ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী; বাজারসরকার। ওর্সা, ১৭৮৫।

খরজ^২ [স খড়জ (সংগীতের সঙ্গসুরের প্রথম)] বিণ কর্কশ। 'খরজ শব্দ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'তানপুরার কর্ণপিড়ক খরজ সুরের জন্মান্তাশণ

তাহাকে কী চক্ষে সমালোচনা করেন?' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খরতা বি পাবিবিশেষ। 'কিশোর কষ্টকে কবে খরতার বাসা?' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

খরবুজ [ফা] বি ফুটির মতো ছোটো ফল; খরমুজ। ওর্গা, ১৭৮৫।

খরমুজ [ফা খরবুজ] বি তরমুজ সদৃশ ফলবিশেষ। 'খোয়া খেজুর খরমুজ; ইক্ষু শশা তরমুজ।' ভবানী, ১৮৮২।

খরমুজা [ফা খরবুজ] বি খরমুজ; ফুটি জাতীয় ফল। 'খরমুজা কাঞ্চী।' বহু, ১৪৫০।

খরতলা, খরতলা [স খর-শফর] বি মাছবিশেষ। 'খরতলা তপসিয়া গাঙ্গাস ইলিশ।' ভারত, ১৭৬০।

খরশোলা [স খর-শফর] বি মাছবিশেষ; খরতলা। 'টান্টকিনি খরশোলার পনশে বাজান সমানে খেয়ে যাচ্ছেন।' মণীশ, ১৯৬৩।

খরা [স খর>] ১ বি উত্তাপ। 'বড় বরা লাগে গাএ ঘোঁরের তপনে।' মালধর, ১৫০০। ২ বি অনাবৃষ্টি। 'চৈত্র গেল ভীষণ বরায়, বোশেখ বোনে ফাটে।' জসীম, ১৯২৯।

খরাভীত [স খরা-ভীত] বিণ খরাকে ভয় পায় এমন। 'চাঁদের আশোয় খরাভীত ক্রিয়াণেরা বহুকণ মাঠ ওলজার করিয়া রাখিবে আজ।' শওকত, ১৯৫৮।

খরাখরি [খন্যা] ক্রিবিণ বনবন শব্দ করে। 'দুই বীর যুদ্ধ হৈল অত্র খরাখরি।' আলাওল, ১৬৮০।

খরাত [আ খরাতা] বি ডিঙ্গা। 'মা, তুমি আর খরাত কইরা না।' ইসহাক, ১৯৫৫।

খরাতনী বি স্ত্রী ভিখারি। 'মাইনঘে কয় খরাতনীর পুত?' ইসহাক, ১৯৫৫।

খরান [স খর>] বি অনাবৃষ্টি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খরাপ [আ খরাব] বি ক্ষতি। 'মোলনা মারিয়া সব করিল খরাপ।' বিজয়, ১৬৫০।

খরাব [আ] বিণ খরাপ; মাতাল। 'খরাব হওয়ার খরাবখানায় ছুটছি আমি আবার আজ।' নজরুল, ১৯৫৯।

খরিকা [স খটিকা] বি দাঁতের মাখন। 'উপরের দণ্ডে যেই খরিকা লাগাইব।' সুলতান, ১৭০০।

খরিতা [ফা খরীদ] বি খরিদ। ক্যালগে, ১৭৮৫।

খরিতকী [ফা খরীদ>] বি ত্রয়দলিল। 'রসিদ ও হুজী ও বত খরিতকী প্রভৃতি মূল্যক্রমে ট্যাক্স কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫।

খরিতা বি খলিবিশেষ। 'খিদ্দাত পরিধান করে রেশমের খরিতায় পত্রাদি বাঁধতেন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

খরিতানফর [ফা খরীদ+আ নফর] বি অত্যন্ত অনুগত সেবক; ক্রীতদাস। ওর্গা, ১৭৮২।

খরিদ [ফা] বি ক্রয়; কেনা। 'কোনো রেসম খরিদ করি নাই।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

খরিদওয়ালা বি ক্রেতা। ক্যালগে, ১৭৮৫; 'পুনরায় সেই জিনিষ বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে খেসারত হয় তাহা প্রথম খরিদওয়ালা নিসা করিবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

খরিদদার [ফা খরীদ+ফা দার] বি ক্রেতা। 'সেখানে খরিদদার বিস্তর আছে।' ওর্গা, ১৭৭৯।

খরিদা [ফা খরীদ] ১ বি ক্রয়। ওর্গা, ১৭৮২; 'খরিদার বাকী চাউল লইয়া জাগনের রওয়ানা ও হাড় চিঠী পাইবেক।' ক্যালগে, ১৭৯৬। ২ বিণ ক্রয়কৃত; কেনা। 'ইহাতে তজারত হইলে ঐ খরিদা মাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৮।

খরিদানফর [ফা খরীদ+আ নফর] বি ক্রীতদাস; অত্যন্ত অনুগত সেবক। 'মহাশএর আশীর্বাদপত্র পাইয়া এ খরিদানফর বড়ই ভিত্ত হইল।' ওর্গা, ১৭৮২।

খরিদা বন্দী [ফা খরীদ+ফা বন্দি] বি কেনা বন্দী; কেনা বন্দি। ওর্গা, ১৭৮২।

খরিদার [ফা খরীদ>] বি ক্রেতা। 'জদি কিছু লোকসান হয় পহিলা খরিদারের জিখা হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৯৬।

খরিদারান [ফা খরীদ>] বি ক্রেতার। 'এ কারণ তাঁতিদিগের হক ও খরিদারানের হক রক্ষা কারণ হুকুমনামা নতুন।' মেয়ার, ১৭৮৭।

খরিদার [ফা খরীদ+ফা দার] বি ক্রেতা। 'খরিদার নাই, সকলেই খেঁচিতে চায়।' বঙ্কিম, ১৮৮১।

খরিশ, খরিষ, খরিস [স খরবিশ] বি গোখরা সাপ। 'লিখিল কালিয়হুদে দুঃসমগণ গোনয় খরিষ কালী উড জার ফল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কেউতে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।' ভারত, ১৭৬০; 'প্রকাণ্ড খরিস সাপটা শুকাইয়া হইয়া আছে একেবারে দিড়ি।' মানিক, ১৯৩৬।

খরীতা বি চিত্র সংবলিত কার্যকার্যখচিত রেশমের আবরণ। 'সাতটি শর্ত-সম্বলিত খরীতাটি ... জেনারেলের কাছে পাঠালেন।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

খরুচে [আ খরজ] বিণ বেশি খরচ করে এমন। 'পান্টা চিরকাল খরুচে।' শামসুল, ১৯৬২।

খরুসালা [স খর-শফা] বি ছোটো মাছবিশেষ। 'খরুসালা কিনে কই কিনিল মহিষা দই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খরে [স খর] বিণ প্রবল। 'কুল লই খরে সোণ্ডে উজাখ।' চর্চা ৩৮, ১২০০।

খরে-দজ্জাল [ফা খর+আ দজ্জাল] বিণ উগ্র ও কণ্ডাটে। 'তৃতীয় পক্ষটি একেবারে খরে-দজ্জাল।' নজরুল, ১৯৩১।

খরোতী [স] বি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা ও লিপিবিশেষ। 'খরোতী ... হরফে লেখা।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

খর্গ [স খড়া] বি তরবারি। 'এক মুনাফেক হাতে খর্গ করি।' সুলতান, ১৭০০।

খর্গা [আ খরজ] বি ব্যয়। 'বেজায় বাজে খর্গা।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

খর্জুর, খর্জুর [স খর্জুর] বি খেজুর গাছ ও তার ফল। 'অর্জুন খর্জুর খরি গয়া আ'বত বোহারি।' মালধর, ১৫০০; 'আম্র খর্জুর যথ আছএ বদরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খর্জুরকুঞ্জ [স খর্জুরকুঞ্জ] বি খেজুরের বাগান। 'শীতল উৎসবের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খর্জুর, খর্জুর [স] বি খেজুর গাছ ও তার ফল। 'উত্তম অশ্ব, খর্জুর, নীল, মুক্তা, এবং কাওয়া।' অক্ষয়, ১৮৪১; 'স্বাধীনো খর্জুর ভক্ষণ করুক।' রোকেয়া, ১৯২২।

খর্জুরবীধি [স] বি খেজুরগাছের সারি। 'খর্জুরবীধির পাশে একটা টিলার উপর আতাইয়া ও আবু নওয়াস উপবিষ্ট।' শওকত, ১৯৬২।

খর্তাল [স করতাল] বি মন্দিরবিশেষ। 'খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু মন্দিরে

বেড়ান গেয়ে গেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

খর্পর [স কর্পর] ১ বি মাথার সুলি। 'দুহাথে খর্পর কাতি বদন বিশালা।' রূপায়, ১৭৫০। ২ বি পাত্র। 'শোভ খর্পরে পাতিত করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি মাটির পাত্র। 'বাম হস্তে সুলী ও খর্পর ও দক্ষিণ হস্তে চিমটা লইয়া ... ভিক্ষার্থ পর্যটন করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

খর্ব, **খর্ব** [স ১ বিণ মনঃক্লম্]। 'প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। ২ বিণ দুরীভূত। 'পরভারের দর্প শ্রীরাম করিল খর্ব।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি এক প্রকার ছন্দ। 'খর্ব।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৪ বিণ খাটো। 'কনক কাঞ্চি জিত শরীর সুবলিত খর্ব দীর্ঘ নহে অতি।' সুলতান, ১৭০০; 'শিবসুত মহামতি স্থল তনু খর্ব অতি।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৫ বি স হস্ত কোটি। 'ইহা ভিন্ন অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে ...।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৬ বিণ ব্রহ্ম; কপ। 'মনুষ্য অনেক পদদিশের অপেক্ষা শারীরিক সামর্থ্য বিষয়ে খর্ব বটেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

খর্ব করা, **খর্ব করা** [কি চূর্ণ করা]। 'সুখান্তের গর্ব খর্ব করহ এখন।' উমেশ, ১৮৫৭।

খর্বকায়, **খর্বকায়** [স ১ বি বেঁটে লোক; বামন]। 'খর্বকায়দিগের অপেক্ষা প্রাণও দেহ থাকতে আমার ... শোভা ইহা।' কৃষ্ণকমল, ১৭৫৮। ২ বিণ ক্ষীণ কলেবরবিশিষ্ট। 'তাহা অত্যাঁজি হইলো খর্বকায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খর্বকারী, **খর্বকারী** [স বিণ হীন করে এমন]। 'রুসিয়ার গর্ব খর্বকারী প্রেডনা সমরে জগ্মিখ্যাত।' প্রচারক, ১৮৯৯।

খর্বকেশিনী [স বিণ ছোটো চুলবিশিষ্ট]। 'আমরাও খর্বকেশিনী খর্বকেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেকনিকের হালফ্যাশন নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

খর্বতর [স বিণ আরও খাটো]। 'নিজেদের অধিকারকে ... হতে খর্বতর করে নিজেদের অঙ্গভাষ্য হেঁটে ফেলেছি।' অন্নদা, ১৯২৮।

খর্বতা, **খর্বতা** [স ১ বি অল্পতা]। 'পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্বতা।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি অমর্যাদা। 'এ বিষয়েও লোকের শ্রদ্ধার খর্বতা ইহাতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি ক্ষীণতা। 'তিনি দৃষ্টির খর্বতা হেতু পড়িতে কষ্টবোধ করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বি হ্রস্বতা। 'আমের খর্বতা বশত এক্ষণে সেরূপ চলা ভাঁহার ক্ষমতা বহির্ভূত।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৫ বি ঘাটতি। 'বিদ্যার অভাব বৃষ্টির খর্বতা একটা প্রকাশ্য জৈবিক বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি ক্ষুদ্রতা; জীর্ণতা। 'সর্ব খর্বতারে দহে ভব কোদ্যদাহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খর্বকু [স বি বেঁটে অবস্থা]। 'গাছের মতো পাশাপাশি না বাড়লে উভয়ের খর্বকু অবস্থান্য।' আলোড়িন, ১৯৬০।

খর্বদেহ [স বিণ লম্বা নয় এমন]। 'খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

খর্ববেশিনী [স বিণ স্ত্রী খাটো মাপের বস্ত্রপরিহিত]। 'আমরাও খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেকনিকের হালফ্যাশন নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

খর্ব [স খর্ব<] [কি হেঁটে করা]। 'খর্বীলা বলির গর্ব খর্বাকার ছলে, বামন।' মাইকেল, ১৮৬১।

খর্বাকৃতি, **খর্বাকৃতি** [স খর্ব-আকৃতি] বিণ বেঁটে। 'বিভাচলচ্ছ খর্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪;

'বর্ষমানের ভারাতুর, লজ্জাকাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্ঠবহীন, খর্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

খর্বাক্সিণি, **খর্বাক্সিণি** [স খর্বাক্সিণী] বিণ স্ত্রী বেঁটে। 'খর্বাক্সিণি নাহি সহ্য করে গর্ব খর্ব।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

খর্বীকৃত [স বিণ লঘু]। 'ইহার বিশাল আয়তন (বিহার ও উড়িষ্যাসহ) কতকটা খর্বীকৃত হইয়া বাংলাদেশ সুদূর ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে।' এনামুল, ১৯৫৫।

খর্বজ [ফা খর্বজ] বি তরুজ-জাতীয় ফল। 'আমিও কাটিব এ খর্বজ।' জেরি, ১৮০২।

খর্বান [স খর্ব<] বি শুকনা তামাক পাতা। 'খর্বান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, যাচ্ছে চাষার সার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

খল [স ১ বিণ হিংসক]। 'এক্টে এক্টে সখিজন সব মোর খল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দুর্জন। 'খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে বাইনু আপন মাথা।' চিচ্চি, ১৬০০। ৩ বিণ কুটুস্থিসম্পন্ন। 'মোর 'স্বামী' খল বড়।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ বিণ কপট। 'অগি খল, ছলচলিতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

খল-কোলাহল [স বি কপটতাপূর্ণ কোলাহল]। 'অসুরের খল-কোলাহলে এসো সুরের বৈতালিক।' নজরুল, ১৯৩০।

খলতা [স ১ বি নিষ্ঠুরতা]। 'অন্যর কুশল ও সুখপতনে অদ্রোদ কলুষ অনায়া ও খলতা বটে।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি নীচতা। 'খল, মদ, মাসেখা, খলতা ... দমন করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বি কপটতা। 'অভিমান, খলতা, হিংসা, ঘেঁষ, অহঙ্কার।' প্যারী, ১৮৬০।

খল-পনা বি খলের মতো অবস্থা। 'বাইরেতে এক ভিতরে এক এ মনে কার খল-পনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

খলমতী [স বিণ কপটচাচারী]। 'ধর্মসভায় নাচ হইয়া খলমতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খলমানুষ [স বি দুর্জন]। ওর্গা, ১৭৮৫।

খলমানুষী [স বি প্রতিশোধপরায়ণতা]। ওর্গা, ১৭৮৫।

খলরূপ [স বিণ ছলনাকারী; কপট]। 'মুখি সৃষ্টিতে আমায় খলরূপ করি।' মাল্যধর, ১৫০০।

খলস্বভাব [স বিণ কপট স্বভাববিশিষ্ট]। 'তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাশও বলি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

খল [স খল] বি ঊষধ পেষণে ব্যবহৃত পাথরের পাত্র। 'সামু খল আনয়ন করে আমি ঊষধ বাহির করি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০; 'পদ্মমুখ, অনুপান, চাবনপ্রাণ, খল - ইত্যাদি।' হাসান, ১৯৬৯।

খলই [স খল] বি মাছ রাখার বাশের কুড়ি। 'পদ্মাবতী বধি বায়ে খলই ধরে নেতা।' বিজয়, ১৭৫০।

খলকতা ওর্গা [কি নদী ফুলে ওঠা]। মানোএল, ১৭৪৩।

খলখল [ধন্যা] ক্রিবিণ ব্যবহার খল শব্দ করে। 'মহামায়া গগনে হাসেন খলখল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খলখলখল [ধন্যা] ক্রিবিণ বারংবার খল শব্দ করে। 'তনি খলখলখল ঔট হাসিনু, অজিও সে হাসি বাজে।' নজরুল, ১৯২৪।

খলখলি, **খল খলি** [ধন্যা খলখল<] ক্রিবিণ খলখল শব্দে। 'বিমুখ হইয়া খলখলি হাস তোর।' বড়ু, ১৪৫০; 'রখে চড়ি বিস্মা বির হাসে খল খলি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খলখলে

খলখলে বিণ প্রাণমোলা। 'শিতর খলখলে হাসি আমি তনেছি।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

খলপা [স খলপা] বি বাশের তৈরি চাটাই। 'অনেকখানি টিনের, খানিকটা খলপার।' জীবন, ১৯৩২।

খলবল [ধন্য] ক্রিবিণ তাড়াহাড়ার সঙ্গে। 'খোকা খলবল করিয়া হামাওড়ি দিয়া ...।' বিভূতি, ১৯২৯।

খলল [আ] বি ক্রি। 'অনেক খলল হইতেছে।' তাঁতি, ১৭৯২; 'আবাদের বড়ই খলল হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

খলসে [স খলিশ] বি কই জাতীয় ছোটো মাছবিশেষ। 'হাতির পিছে নেংচে চলে/ ব্যাঙা এবং খলসে রে।' নজরুল, ১৯৩১।

খলা [স খলন] ১ ক্রি খুলে পড়া। 'তাহাঁ তাহাঁ থলকমলদল থলই।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি খুলিত হওয়া। 'না নাড়িলে যদি বিন্দু খলা।' সুলতান, ১৭০০।

খলা [স খলা] বি ধান মাদানোর ও শুকানোর জন্য বিকৃত জায়গা। 'সেইওশো এখন ডিঙেছে এসে নিজ নিজ গেরস্তের খলার কাছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খলি [স খলী] বি খইল; তিল, সরিষা প্রভৃতি থেকে তেল বের করার পর যে বর্জ্য থাকে। 'খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

খলিত [স খলিতা] বিণ খুলিত হয়েছে এমন। 'কাহার নুপুর হাতে খলিত বসন মাথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খলিতবসন [স খলিতবসন] বি বস্ত্র খুলিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'খলিতবসনে সাধু পাঠে অশ্রু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খলিগা [আ খলীফাহ] বি প্রতিনিধি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খলিফা, খলীকা [আ খলীফাহ] ১ বি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ওয়া, ১৭৮৫। ২ বি প্রতিনিধি। 'বাবু সহি করিলেন টাকা খলিফা বুঝিয়া লুইসের।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি প্রধান শাসনকর্তা। 'আরবদিগের খলীকা হারুন উর রশীদের ... ধর্মপ্রাণ মন্ত্রী ছিলেন।' বিদ্যুৎ, ১৮৬৩। 'এই দুনিয়ার মুক্তিকা ছিল তখুৎ বে খলিফার।' নজরুল, ১৯৪১। ৪ বি দরজি। 'খলিফা সাহেব। সেলাম আলেকুম।' প্রভাত, ১৮৯৭। ৫ বি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের মুতা-পরবর্তী শাসনকর্তা। 'হজরতের সময়ে বা তাঁহার খলিফা চতুস্তয়ের যুগে।' মোহাম্মদী, ১৯২৭।

খলিফারূপে [আ খলীফাহ+স রূপে] ক্রিবিণ খলিফার পদমর্যাদায়; খলিফা হিসেবে। 'কিন্তু আজ খলিফারূপে আমি তোমাকে ডাকিনি।' শওকত, ১৯৬২।

খলিশা, খলিসা [স খলিশ] বি কই জাতীয় ছোটো মাছবিশেষ। 'গাঙ্গদাড়া তেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।' ভারত, ১৭৬০; 'খলিসা।' বিদ্যা, ১৮৯১।

খলীপা [আ খলীফাহ] বি সমর প্রশিক্ষক। 'যাহারা ঐ মুকুন্দসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত ...।' মস্তিষ্ক, ১৮৩৪।

খলু [স] বিণ কেবল। 'খলু সার স্বভব-মন্দির।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

খল্ল [স] বি ঔষধ পেষণের পাত্র; খল। 'ঔষধমারা খল্ল ও অল্প ইত্যাদি ক্রয় করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৫।

খশ [বি প্রাচীন বাংলার জাতিবিশেষ। 'বঙ্গদেশের পূর্ব পর্বতে খশদিগের নিবাস আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

খশখশ [ধন্য] বি গাছের পাতা প্রভৃতির ঘর্ষণের শব্দ। 'একটি শূণাল খশ খশ করিয়া শরবনের উপর দিয়া চলিয়া গেল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।
প্র খশখশ

খশখশানি [ধন্য খশখশ] বি শুষ্ক কাপড়, গাছের পাতা প্রভৃতির ঘর্ষণের শব্দ। 'শাড়ির খশখশানি উশখশানি না থাকলে চলে না।' জীবন, ১৯৪৮।

খশম, খসম [আ] বি বামী। 'তাহার উন্নত হৌক খসম আশ্বার।' সুলতান, ১৭০০; 'খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।' ভারত, ১৭৬০।

খশানো ক্রি খুলে ফেলা। 'রাত্রিযোগে হড়কা খশাই তয়ত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খস [ধন্য] বি এক প্রকার তৃণ। 'খাঁটায় খসের টাটি মুড়িয়াছে ঘর।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

খস [বি প্রাচীন ভারতীয় জাতিবিশেষ। 'আর্য্যক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে শক, খস, দরদ ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

খসখস [ধন্য] ১ বি শুষ্ক কাপড়, গাছের পাতা প্রভৃতির ঘর্ষণের শব্দ। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'কাপড়ের একটুখানি খসখস ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ অবিরাম খস শব্দ হই এমন। 'ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস খস শব্দ হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বিণ অমসৃণ; কর্কশ। 'তাহার সিক্কের শাড়ি বেশি খসখস।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি শরীরের শুক্কতাজনিত ডাব। 'গায়ের চামড়াটা কুবেরের আজ বড়ো খসখস করিতেছিল।' মানিক, ১৯৩৬। ৫ প্র খশখশ

খসখসানি [ধন্য খসখস] বি বসবস শব্দ। 'কানখাড়া করে শুনল শাড়ির ওই খসখসানি।' কায়সার, ১৯৬২।

খসখসিয়া [ধন্য খসখস] বিণ অমসৃণ। 'খসখসিয়া বস্ত্র।' মানোএল, ১৭৪৩।

খসখসে [ধন্য খসখস] বিণ অমসৃণ। 'তৃফানী নিজের আত্মল দিয়ে ছুঁগো পিতার খসখসে চামড়া।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৭।

খসখস [ধন্য খস] বি বোনা; সুগন্ধি তৃণবিশেষ। 'জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশানো অস্পষ্ট আলোয় ভিজে খসখসের গন্ধের মধ্যো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খসড়া [আ খুসরা] বি চূড়ান্ত করা হয়নি এমন পাণ্ডুলিপি। 'মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

খসন [স খল] বি খুলে ফেলা। 'বসন কসন ছলে বসন খসন।' ভবানী, ১৮২৮।

খসমসভাবে [স খ+সম+ভাবে] বিণ আকাশের মতো। 'খসমসভাবে রে বাণত কাকোএ।' চর্যা ৪৩, ১২০০।

খসল [আ] বি স্বভাব। 'ইচ্ছাত যায় খুলে, আর খসল যায় মলে।' নজরুল, ১৯২৭।

খসা, খসানো [স খল] ১ ক্রি খুলে পড়া। 'খসিল দেহ বসনে।' বড়ু, ১৪০০। ২ ক্রি মুক্ত করা। 'জাল বসাইতে তার অস্পর্শ হৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ ক্রি স্থানান্তর করা। মানোএল, ১৭৪৩। ৪ ক্রি ছাড়ানো। 'ছিলকা খসাইতে।' মানোএল, ১৭৪০। ৫ ক্রি বিচ্যুত হওয়া। 'আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি।' মাইকেল, ১৮৬০। ৬ ক্রি খুলে ফেলা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আমরা এসেছি কী করতে - খসিয়ে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৭ ক্রি দূর করা; দূর হওয়া। 'কবে আমার এ লঙ্কাত্তর খসারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'আমারা চোখের ঘুম খসেছিল হায়।' জীবন, ১৯৩৬। খসয় ক্রি খুলে ফেলা। 'এমন সময় কাঁটাল খসে দূর কর ছাড়ি সনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। খসাতী ক্রি খুলে; খুলিত করে। 'খসাতী বাকিল পূণী কুন্তলভার।' বড়ু, ১৪৫০। খসাইআ ক্রি খসিয়ে। 'ছাল

খসাইআ প্রিয়ে করা সিরুপোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। খসাইআঁ কি মুক্ত করে। 'কাফাখি হাথ খসাইআঁ।' বড়ু, ১৪৫০। খসাইয়া কি খুলে ফেলে। 'আপন গলার হার রসে খসাইয়া।' মালাধর, ১৫০০। খসাইল ১ কি মুক্ত করলে। 'রাবণ মারিয়া রামে বন্ধ খসাইল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি বিচ্ছিন্ন করলে। 'উদর ফাড়িয়া তান খসাইল পিত।' সুলতান, ১৭০০। ৩ কি খুললে। 'বিদ্যার অশ্বের বস্ত্র খসাইল তানি।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। খসায়্যা কি খুলে; পরিত্যাগ করে। 'ভূমিতে বসিয়া সতে খসায়্যা বসন।' মালাধর, ১৫০০। খসাল্য ১ কি মুক্ত করলে। 'হুহুকারে খসাল্য বন্ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি খসিয়ে ফেললে। 'ফুরাল্য মনের সাথ খসাল্য বোপার জাদ।' রূপরাম, ১৭৫০। খসি কি খুলে। 'হাতে হাতে খসি গেলা আকস উপরে।' মালাধর, ১৫০০। খসিআঁ কি খসে গিয়ে; খুলে। 'বাহুর বলএ সব খন খসিআঁ পড়এ।' বড়ু, ১৪৫০। খসিআ পড়ু কি খসে পড়ে। 'সুশীলার খসিআ পড়ু গায়ের অলঙ্কার।' মুকুন্দ, ১৬০০। খসিয়া কি খুলে। 'অসে হৈতে খসিয়া পড়ু জত অভদ্রন।' মালাধর, ১৫০০। খসিল ১ কি খুলে গেলে। 'খসিল দেহ বসনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি খুললে। 'নিগর খসিল বসুদেব হসিনত।' মালাধর, ১৫০০। খসে কি খুলে পড়ে। 'অসে ঘর্ম বহে দেখে খসে অলঙ্কার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। খসে পড়া কি খুলে পড়ে যাওয়া। 'প্রকৃষ্ট হৈতে মালা খসিয়া পড়িল।' কুন্দদাস, ১৫৮০। খস্যা কি খুলে। 'দরশনে সূর্যের পর্বত খস্যা পড়ে।' রূপরাম, ১৭৫০।

খসে-পড়া ১ বিণ খসে পড়েছে এমন। 'মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ হঠাৎ প্রকাশিত। 'কুড়ায় এনেছে মুখের দিনের খসে-পড়া ডাঙা ডাঙা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ বিণ ছুটল। 'খসেপড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকুর মাখখানে।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

খসাঁ। স স্বল্প। বিণ খুলে-যাওয়া। 'গলুই ডাঙ্গা জলুই খসাঁ বন্ধারি এমনি দশা।' লালন, ১৮৯০।

খসানিআ বি যে বসায়। বিদ্যা, ১৮৯১।

খসানোএ খসাঁ

খন্তরী। স কল্পরী। বি ফুলবিশেষ ও তার গাছ। 'খন্তরী কুসুম তোর বসনে।' বড়ু, ১৪৫০।

খাই। খা। ১ বি খাওয়ার জন্য অগ্রহ প্রকাশ। 'একবারে ভরপুর ইচ্ছা - খাই চাই খাই খাই করতে করতে কেটালের বারের মতো গর্জে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি চাহিদা। 'এমনি খাই বাড়ছে উনাগো যে এইসব আর মুখে রোদে না।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৮৮।

খাইখরচ। খাই+আ খরজ। বি খাওয়ার খরচ; খোরাকি। 'দু-তিন মাস খাইখরচ পর্বন্ত কমিয়ে লোকসান পুথিয়ে নিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খাইখরচা। খাই+আ খরজ। বি খোরাকি; খাওয়ার খরচ। 'খাই খরচা চালিয়েও কিছু টাকা জমাতে পেরেছিল।' কায়রাম, ১৯৬২: 'বেড়তে এসেছি তার আবার খাইখরচা দিতে হবে নাকি।' শিবরাম, ১৯৭০।

খাইখর্চা। খাই+আ খরজ। বি খাওয়ার খরচ। 'খাইখর্চার জন্য অন্ততঃ প্রকাশ্যে টাকা তো দিতে হয়।' মুকুন্দভা, ১৯৫২।

খাইখাই। বি খাওয়ার জন্য অত্যন্ত অগ্রহ। 'খাইখাই করো কেন, এসো বসো আহারে।' সুকুমার, ১৯১৮।

খাইখালসী। খাই+আ খলসী। বিণ জমির ফসল থেকে ঋণ পরিশোধিত হয় এমন। 'খাইখালসী বন্ধুদারদের দেনা ১৫ বৎসর

পরে আপনা-আপনি শোধ হইয়া বাইবে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

খাউই। স স্বল্প। বি বাঁশ বা বেতের তৈরি ত্রুটিবিশেষ। 'চরখা খাউই ফেলায় পলাইল রাড়ি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খাউকী। খা। বি খাই খাই ভাব। 'চাষীগণের শঠতা ও খাউকীতে সাবধান।' ফরস্টার, ১৭৯৭।

খাউজ। স স্বল্প। বি চুলকানি। মানোএল, ১৭৪৩।

খাউনি। স খা। বি যে খায়। 'ভই আসছে খাউনি থালা হাতে করে।' অবন, ১৯১৯।

খাউত্তি, খাউত্তিয়া। স খা। বি যে খায়। বিদ্যা, ১৮৯১।

খাউন। খা। বি খাওয়া। ওয়া, ১৭৮৫।

খাউন্দ। ফা। বি প্রভু; স্বামী। মানোএল, ১৭৪৩।

খাওয়া। স খা। ১ কি আহার করা। 'রুখের তন্তুলি কুড়িয়ে খায়।' চর্যা ২, ১২০০। ২ কি পান করা। 'বৎস প্রায় হইয়া গাভীর দুধ খায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ কি প্রাণিত করা। 'হায়রে নদী খেয়েছে সব কিছু।' মাহমুদ, ১৭৭০। খাঁ কি খাওয়া কিম্বার তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের রূপ। 'এই ঘাস খাঁ' অক্ষয়, ১৮৪৯। খাখ ১ কি খায়। 'রুখের তন্তুলি কুড়িয়ে খায়।' চর্যা ২, ১২০০। ২ কি খাও। 'ফুল পুঙ্খ ফল খায় কিছুবনে সার।' বড়ু, ১৪৫০। খাখাঁ কি খেয়ে। 'তিন লোক খাখাঁ মাহাদাস।' বড়ু, ১৪৫০। খাখান কি ভোজন বা পান করানো। 'পরম পিরিতে গোপি কানুরে খাখান।' মালাধর, ১৫০০। খাখার কি খাও। 'কর্ণূরবাসিত রাধা খাখার তামূল।' বড়ু, ১৪৫০। খাই ১ কি খায়। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই খারে কিং দূর বোড়ো খাই।' চর্যা ৪১, ১২০০। ২ কি সহ্য করি। 'লাতে কিল বাড়ী খাই বাকিল জাই।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ কি খেয়ে। 'নগরিয়ালগা বোলে মাগি খাই মরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ কি আহার করি। 'উইচারা খাই পত নাম ডব্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ কি উপভোগ করি। 'আইচাই করে খাই পাখার বাতাস।' তপ, ১৮৫৮। খাইআ কি আশ্রিত সহ্য করে। 'মুটকি খাইআ বাধা পুনরুপি ধায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। খাইই কি খেতে। 'ভূমিল হসিলে কাফাখি দুই হাথে না খাইএ।' বড়ু, ১৪৫০। খাইছি কি খেনেছি। 'মাআবিআ বোলিলেস্ত শব্দ খাইছি।' বাহরাম, ১৬৫০। খাইতা কি খেতো। 'যদি সে খাইতা সুরা অধিক ইহিত বুরা।' সুলতান, ১৭০০। খাইতে কি খেতে। 'কাঁজপাড়া খাইতে বদনে লাগে কাল।' রূপরাম, ১৭৫০। খাই দাই কি খাওয়া দাওয়া করি। 'স্নান করি খাই দাই লেখা দিব শেষে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। খাইব কি খাবে। 'খাইব মই দুট কুড়ুখাঁ।' চর্যা ৩৯, ১২০০। খাইবার কি খাওয়ার। 'নন্দ ঘোষে বেড়িলেক খাইবার মনে।' মালাধর, ১৫০০। খাইবারে কি খেতে। 'উপহার যথ আছে দিত খাইবারে।' সুলতান, ১৭০০। খাইবি কি খাবি। 'আকা মিছা দেখ কাহ খাইবি দুই আখী।' বড়ু, ১৪৫০। খাইবে কি খাবে। 'কেমনে খাইবে আসি মেরে ঘোল দই।' মালাধর, ১৫০০। খাইবো কি খাবে। 'বড় অপমান পাইলো এবে খাইবো বিসে।' বড়ু, ১৪৫০। খাইমু কি খাবে। 'খাইমু গম্বু সংহারিমু সব থাক।' বৃন্দা, ১৫৮০। খাইয়া ১ কি খেয়ে। 'চন্দ্রবদ্য খাইয়া কুন্ড রজনি বকিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি পান করে। 'দধি দুধ খাইয়া ডাও ডাসিয়া পেলায়।' মালাধর, ১৫০০। ৩ কি লজ্জাহীন হয়ে। 'চকু খাইয়া এমন বরে দিলাও দুহিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। খাইয়া-দাইয়া ক্রিবিণ খাওয়া-দাওয়া করে। 'তুমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-খাওয়া করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। খাইল কি খেলো। 'দান্য দিয়া ফল খাইল দেব নাগিন।' মালাধর, ১৫০০। খাইলি কি খেয়েছিল। 'আলপ বএসে খাইলি লাজে।' বড়ু, ১৪৫০। খাইলু কি খেলাম; ভোগ করলাম। 'গ্রেম

শেল খাইলু না পারি সহিবার।' বাহরাম, ১৬৫০। **খাইলে** কি খেলে। 'ফুল পিঙ্কিলে সে খাইলে ভাবুলা' বড়, ১৪৫০। **খাইলেন** কি খেলেন। 'ছুইলেন মরী' বড়, ১৪৫০। **খাইলো** কি খেলো। 'আতি বিরহে অন্ন না খাইলো।' বড়, ১৪৫০। **খাইলোঁ** কি খেশাম। 'হাথে তুলী ঘোঁ খাইলোঁ বায়ে।' বড়, ১৪৫০। **খাউ** ১ **ক্রি** খাক। 'যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দূর্য্য আখী' বড়, ১৪৫০। ২ **ক্রি** পান করুক। 'বৃন্দাবনে লোক সব সুখে জল খাউ' মালধর, ১৫০০। **খাউক** **ক্রি** খাক। 'পানি পিয়া সুখে বাস খাউক বাহুগণ।' মালধর, ১৫০০। **খাউ** **ক্রি** আহার করে। 'মুখ অভাবের গেলে সে ধরিয়াত খাউ' মালধর, ১৫০০। **খাও** ১ **ক্রি** আহার করে। 'প্রসন্ন হইল সুন খাও খাউ আসি।' মালধর, ১৫০০। ২ **ক্রি** নষ্ট করে। 'খাও ভ্রমরীর মাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। **খাওঁ** **ক্রি** খাই। 'কার পান চুন নাহি খাওঁ' বড়, ১৪৫০। **খাওণা**, **খাওণ্য** **ক্রি** আহার করা; ভোজন করা। **বিদ্যা**, ১৮৯১। **খাওণ্য** **ক্রি** ভোগ করা। 'ইহা সাজিয়া আমরা প্রায় বহুনি খাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। **খাওণ্যাই** **ক্রি** ভোজন করিয়ে। 'সবাকৈ খাওণ্যাই পুনি না খাও আপন।' আলোড়ল, ১৬৮০। **খাওণিয়া** **ক্রি** খাও এসে। 'বিষ্ময়র বোলে ভাই ভাত খাওণিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। **খাকু** **ক্রি** খাক; কাটুক। 'খাকু তাকে কাল সাপে যে করেহে ঘটনা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। **খাতি** **ক্রি** খেতে। 'কাজ অইলে মশায়েরে কিছু পান খাতি দিয়ে খাইব।' গিরিশ, ১৮৮৬। **খাতিস** **ক্রি** বাইতিস। 'আমনি খাতিস গর্তে না ছিল আধার।' মানিকরাম, ১৮৮১। **খাতে** **ক্রি** খেতে। 'রুড় দিয়া ফল খাতে জায় গদাধরে।' মালধর, ১৫০০। **খাতো** **ক্রি** খেতে। 'খাতো ভাত্যে বাকা বলে জুলন্ত আওন।' রূপরাম, ১৭৫০। **খাব** **ক্রি** ভক্ষণ করবো। 'প্রানে মারি খাব আজি দমন বিকটে।' মালধর, ১৫০০। **খাবদাব** **ক্রি** খাবো ও আনুষঙ্গিক কাজ করবো। 'আমি আর খাব দাব না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। **খায়ু** **ক্রি** খাবো। 'এক পোন দিয়া আমি কিছু কেশা খায়।' বিজয়, ১৬৫০। **খায়** ১ **ক্রি** ভোগ করে। 'ভুক্তির জতক ঘনি পাশে বটোরন্থি মেগি পরিজনে খায়।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। 'ভাত দনি খায় কেন নাখি আসা ঘর।' মালধর, ১৫০০। ২ **ক্রি** পান করে। 'বৎস প্রায় হইয়া গাজীর দুধ খায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ **ক্রি** লাভ করে। 'পাই লভা খায় দিন প্রতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ **ক্রি** নেয়। 'চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর।' রামতরঙ্গদাস, ১৭৮০। **খায়দায়** **ক্রি** খাওয়াদাওয়া করে। 'ব্রীজাতি খায়দায় ঘরকণা করে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। **খায়া** **ক্রি** খেয়ে। 'দধি খায়া ভাত ভাসে দেব নারায়ন।' মালধর, ১৫০০। **খায়িআ** **ক্রি** খেয়ে। 'কিবা মরোঁ গরল খায়িআ।' বড়, ১৪৫০। **খায়িব** **ক্রি** খাবে। 'এহা দেখি গরুড় না খায়িব তোমারোঁ' বড়, ১৪৫০। **খায়ি** **ক্রি** খেলে; খেয়েছে। 'আল বহুত ফল খায়িলেঁ।' বড়, ১৪৫০। **খায়ে** **ক্রি** খায়। 'না খায়ে আহার না পিনে নীর।' **চিচ্চঞ্জী**, ১৬০০। **খায়েন** **ক্রি** খান। 'আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। **খায়া** **ক্রি** খেয়ে। 'ভাত খায়া পুনর্নিখ খেলাহ আসিয়া।' মালধর, ১৫০০। **খাস** **ক্রি** খাচ্চিস। 'কেন মাটি খাস বাছা কীবা নাখি ঘরে।' মালধর, ১৫০০। **খাসু** **ক্রি** খাস। 'ভারিভুরি করিয়া নগর ভেড়া খাসু।' মানিকরাম, ১৭৮১। **খাই** **ক্রি** খাও। 'কর্ণুবাসিত রাধা খাহ তাম্বল।' বড়, ১৪৫০। **খাখী** **ক্রি** খাও। 'এহা গুণা পান তোহে আপনেই খাখী।' বড়, ১৪৫০। **খেখ** **ক্রি** খেয়ো। 'বিস মধু খেখনাক বোলেন নারায়ন।' রামাই, ১৭১০। **খেয়েই** **ক্রি** খেয়েছেন। 'খেয়া খা খেয়েইছেন, তার ভুল নাই।' হত্যাম, ১৮৬১। **খেয়ে** **খেয়ে** **ক্রি** অবিরাম খেয়ে। 'কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, ত্রীর দাস।' হত্যাম, ১৮৬১। **খেয়্যালি** **ক্রি** খেয়েছিলো। 'তোর কৃষ্ণ খেয়্যালি গোয়ালার ভাত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খাওআখাই **ক্রি** খাওয়া ও খাওয়ানো। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

খাওয়া-খাওয়া [স খা>] **বি** কামড়-কামড়ি। 'মাংস নিয়ে টানাটানি খাওয়া-খাওয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

খাওয়াছোঁওয়া **বি** খাওয়া-দাওয়া ও ছোঁয়াছুঁয়ি। 'খাওয়াছোঁওয়া নিয়ে আমি কিছু বাছ-বিচার করি নে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

খাওয়া দাওয়া **বি** খাবার ও পানীয় গ্রহণ ইত্যাদি। 'খাওয়া দাওয়া হলে একবার আমার কাছে যেও।' গিরিশ, ১৮৮৯।

খাওয়ানো **ক্রি** অনাকে খাওয়ানো। 'মানুষ খেয়ে সুখী আর খাইয়ে সুখী' হাই, ১৯৪৭। **খাওয়াইমু** **ক্রি** খাওয়াবো। 'কোটিজন এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু।' কুরুদাস, ১৫৮০। **খাওাবে** **ক্রি** খাওয়াবে। 'বুধা না সহিতে পারে খাওাবে সকালে।' মানিকরাম, ১৭৮১। **খাবাই** ১ **ক্রি** পান করিয়ে। 'বধিল দুর্জনগণে খাবাই গরল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ **ক্রি** খাওয়াবে। 'ধাকিরে বুলিয়া তুচ্ছি খাবাই ওধুখ।' সুলতান, ১৭০০। **খাবাইয়** **ক্রি** খাইয়ে। 'বিদ্যু নাড়ু খাবাইয়া ফালসাই জলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **খাবাইশুম** **ক্রি** খাওয়ালাম। 'ভাও ভাগিয়া ননী খাবাইশুম তোরে।' মর্জুকা, ১৭৫০। **খাবাই** **ক্রি** খাওয়ায়। 'বদ্ব করি বৈদ্যগণ খাবাই যতনে।' বাহরাম, ১৬৫০। **খায়াব** **ক্রি** খাওয়াবো। 'ফুনা গেলে ক্ষীর রেখেছি খায়াব।' মানিকরাম, ১৭৮১। **খায়ায়** **ক্রি** খাওয়ায়। 'ক্ষীরখণ্ড নাড়ু নুচি খায়ায় নিয়ত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খায়াই-পর্য **বি** অনুব্রত। 'বিবাহের পর হইতে খাওয়া-পর্য সম্বন্ধে হইলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

খাওয়াশো-পরানো [স খা>+পর্য] **বি** খাওয়া ও পরা। 'খাওয়াশো-পরানো সাজানো-গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে ... ঠালিয়া ধরা হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

খাওয়া পরা **বি** খাওয়া ও পরা। 'খাওয়া পরা বল, যাহা কিছু চাই/আপনার বলিতে কিছুই তো নাই।' অশ্বিনী, ১৯২০।

খেয়ে-পরে **ক্রি** খিখি খাদ্য খেয়ে ও বস্ত্র পরিধান ক'রে। 'তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লোকতা, কুৎসিহিতে করে ... কি থাকে বল দেখি?' শরৎ, ১৯১৬।

খেয়ে পরে বেঁচে থাক - কোনো রকমে জীবনযাপন করা। 'খেয়ে পরে বেঁচে থাকি যেখানে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' হাই, ১৯৫০।

খাওয়াস [আ খাবাস] **বি** ঘনিষ্ঠজন। 'বরষাভ্রা খাওয়াসমাত্র বিবাহেতে বরের বরচ কেবল দুই বা চারি পরশার সিদ্ধু'। দর্পণ, ১৮২৬।

খাঁ [খা খান] ১ **বি** সম্মানসূচক উপাধিবেশন। 'শ্রীমত মৌলবি সোলেমান খান।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ **বি** বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। **সেবধি**, ১৮৪০।

খাঁ [খা বাহিন] **বি** চাহিদা। 'এখন আমাদের তত্ত্ব খোলা - বড়ো খাঁই ...।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

খাঁই খাঁই করা **ক্রি** হনো হওয়া। 'বাবুরা সব বাড়ির জন্যি খাঁই খাঁই করে বেড়ায়।' ইমদাদুল, ১৯২০।

খাঁকিত **বি** অভাব। 'দল ভাড়া ও টাকার খাঁকিতত মন মরা হয়ে পড়ছে।' হত্যাম, ১৮৬১।

খাঁ খাঁ [ধন্য] **বি** শ্রুততার ভাব। 'বাড়ি ঘর খাঁ খাঁ করে।' শরৎ, ১৯১৭।

খাঁখার [স বন্ধার] ১ **বিশ** কল্লজিত। 'আলপ বএনে কৈল বড়ায়ি খাঁখার।' বড়, ১৪৫০। ২ **বি** হেনস্তা। 'আক্ষার খাঁখার যবে না করহ তোহো।' বড়, ১৪৫০।

বাঁচা [ফা খাঞ্চা] বি পিঙ্কর। 'রাজহংস পুরি বাঁচা জোড়ে জোড়ে পায়রার ছাঁ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঁচা-ছাড়া [ফা খাঞ্চা+ছাড়া] বিপ পিঙ্কর ত্যাগ করেছে এমন। 'আমার আত্মারাম তো বাঁচা-ছাড়া।' নজরুল, ১৯৩১।

বাঁচি [স কর্তরী] বি কাটার যন্ত্রবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

বাঁজ [স বাদ্য] ১ বি রেখা; ভাঁজ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'জড়পদার্থ ভাঙিয়া গেলে ... বাঁজে বাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি সোপানের প্রান্ত। 'ঘাটের বাঁজের উপর উরু হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিয়া দিল জটলা।' মানিক, ১৯৩৬।

বাঁজকাটা [স বাদ্য+কাটা] বিপ বাঁজযুক্ত; মাথখানে ফাঁক রয়েছে এমন। 'কুমির যেমন বাঁজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাঁজে-বাঁজে বিপ ধাপে ধাপে; ভাঁজে ভাঁজে। 'নিশ্চল পাহাড়ের বাঁজে-বাঁজে ঘাসের ডগায় আর গাছের চড়ায়।' ওয়ালী, ১৯৪২।

বাঁট [স খণ্ড] ১ বি দ্রব্য। 'লাগ পাইল কাছাফিঁ যেহেন বাঁটে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বদমাশ। 'সিংহলে সজ্জন নাই সবগুলো বাঁট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঁটি [স অর্থ] ১ বিপ নির্ভেজাল; বিতর্ক। 'গিলটি পিতল হইতে বাঁটি রূপা ভাল।' বঙ্কিম, ১৮৭০। ২ বিপ সত্যিকার। 'এখন আর বাঁটি বালালী কবি জন্মে না।' বঙ্কিম, ১৮৮৫।

বাঁটিরস [বাঁটি+স রস] বি যার্থ্য রস। 'ও দুখানি নাটকের বাঁটিরস করুণরস, বীররস নয়।' প্রমথ, ১৯২১।

বাঁটি [স খাঁটা] বি মৃতদেহ বহনের খাটিয়া। 'যখন চার ইয়ারে বাঁধবে বাঁটি কান্দবে রে ভাই মা-বাশে।' লালন, ১৮৯০।

বাঁড় [স খণ্ড] বি দানাওয়ালা গুড়। 'দধি দুধ বাঁড় পুরিআত ভাঁড়।' বঙ্কিম, ১৭১০।

বাঁড়া [স খড়গ] বি খড়গ। 'নফরের হাথে বাঁড়া বহুজ্বলের ভাঁড়া পরিণামে সেই মহাদুঃখ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলেক বাঁড়া।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

বাঁড়া-ঘাত [স খড়গাঘাত] বি বড়শের আঘাত। 'রশে কড়কড়কাড়া বাঁড়া-ঘাত।' নজরুল, ১৯২২।

বাঁড়ি [স বাতা] ১ বি নদীর মোহনা। 'বাঁড়ির বাড়ীতে রায় লইয়া পরিবার।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ২ বি নিচু খাল। 'জমিটার একটেরে ছোট্ট শীতল বাঁড়ীয়ায় গোখরোটিকে শুয়ে থাকতে দেখতে পেল।' হাসান, ১৯৬৭।

বাঁড়ি [স অর্থ] বি আন্ত বা আভাঙা ভাল। 'বাঁড়ির বিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর।' ওষ, ১৮৫৮।

বাঁড়ে দম্ভাল [ফা খর+আ দম্ভাল] বি প্রচণ্ড অত্যাচারী। 'মুসলমানেরা বলিত বাঁড়ে দম্ভাল।' নজরুল, ১৯৩১।

বাঁদা [স ক্ষুদ্র] বিপ বোচা। 'চীনদেশে বাঁদা নাকের আদর।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বাঁদাবাঁদি [স ক্ষুদ্র] বি বোচা নাকবিশিষ্ট নরনারী। 'গোদা পায় ঘুস্তর বেঁধে নাচিছে বাঁদা-বাঁদি।' নজরুল, ১৯৩৩।

বাঁদি [স ক্ষুদ্র] বিপ স্ত্রী বোচা; চ্যাপটা। বিদ্যা, ১৮৯১।

বাঁদু [স ক্ষুদ্র] বিপ চ্যাপটা নাকবিশিষ্ট। 'বাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক জেগেছে ড্যাং।' নজরুল, ১৯২৬।

বাঁন [ফা বান] বি সমানসূচক উপাধিবিশেষ। 'গুনরাজ বাঁন বলে কৃষ্ণের বিজয়ে।' মালাধর, ১৫০০।

খাক [ফা] ১ বি মাটি। 'আর আতস থাক আর রহিলেক বাই।' সুপতান, ১৭০০। ২ বি ধ্বংস। 'নীলকর বেটাদের জুপমে মুগুক থাক হইয়া গেল।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি ছাই। 'সে জলে অনল কুলে পড়ে হই খাক।' ওষ, ১৮৫৮।

খাক করা [ফা খাক+করা] ক্রি ধ্বংস করা। 'চাইর পাঁচনা গাঁও জ্বলাইয়া থাক করছে।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

খাকড়া, খাগড়া [স খড়গ] বি তৃণজাতীয় উদ্ভিদবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খাকড়ার কলম [স খড়গ] বি খাগড়ার নল দিয়ে তৈরি কলম। 'বুড়োমানুষের এই খাকড়ার কলম দিয়া বাহির হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

খাকতি বি খাতি। 'হরিচরণের দেয়া জলে খাকতি পড়ে নাকি?' জীবন, ১৯৩২।

খাকরাণি [হি ঝাঁকর] বি গলা পরিষ্কার করার কৃত্রিম কাশি। 'মাঝে মাঝে একটা গলার খাকরাণি।' জীবন, ১৯৩২।

খাকরি [হি ঝাঁকর] বি অক্ষুট কাশির শব্দ। 'একটা অপ্রসঙ্গিক গলার খাকরি।' জীবন, ১৯৩২।

খাকরি [হি ঝাঁকর] বি কৃত্রিম কাশি। 'হঠাৎ গলায় খাকরি দিয়ে খানজোঁদুর মোতালেব সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।' মাহেনব, ১৯৪৯।

খাকসার [ফা] বি সেবক। 'এরাই মানবজাতির খাদেম, ইহা রাই খাকসার।' নজরুল, ১৯৪১।

খাকা বি কবচ; মন্ত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

খাকান [তু খাকান] বি শ্রাতি। 'বাহরাম আসি শীঘ্র খাকান সমুখ।' আলীগল, ১৬৮০।

খাকান [ধন্য] বি পুত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

খাকার [স ঝাঁকর] বি কলঙ্গ। 'তোমা হইতে হইল তার কুলের খাকার।' গরীব, ১৭৬৫।

-খাকি দ্র -খাগি

খাকি, খাকী [ফা] ১ বিপ মাটির তৈরি। 'খাকি আদমের ভেদ পণ্ড কি কোষে।' লালন, ১৮৯০। ২ বিপ মেটে। 'খাকী রঙে থাক হ'ল দুই আঁখি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৩ বিপ বাদামি-হলুদ রঙের (বস্ত্র)। 'খাকি নরফোক কের্তা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খাকি-পুলিস [ফা খাকি+ই পুলিস] বি খাকি পোশাক পড়া পুলিস। 'খাকি-পুলিসকেই মানুষ কতো সুনজরে দেখে।' সাদত, ১৯৬৭।

খাখা [ধন্য] বি ব্যাকুলতা প্রকাশ। 'মিষ্টিমধুর আশার কথার জন্য খাখা করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

খাখার [স ঝাঁকর] বি কলঙ্গ। 'আরব নগরে এই রহিল খাখার।' বাহরাম, ১৬৫০।

খাগড়াই [স খড়গ] বিপ খাগড়া নামক স্থানে প্রস্তুত। বিদ্যা, ১৮৯১।

-খাগি, -খাকি [খা] বিণ খায় তথা লোপ করায় এমন। 'ফিরাইয়া আঁখি সে গরবাখি সমনে আমারে তাজে।' দীচঞ্জী, ১৬০০; 'ভালভাখাগি তোরা বুকে কি পান দিয়াছিলাম হাড়ে।' কেরি, ১৮০২।

খাগি [স খাদিকা] বি অভাব। 'তোহরা হুদয় ন রহল খাগি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খাঙরা বি খাটা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খাছ [আ বাস। বিগ খাটা। 'নবি-পর্যায়ের কি খাছ ভেবে আমি পাইনে
দিশে'। লালন, ১৮৯০।

খাছবাত [আ বাস+বি বাত। বি খাটা কথা। 'খাছবাত করিয়াছিল
মদিনার লোকে'। গরীব, ১৭৬৫।

খাজী [ফা বস্ত্রী। বিগ অস্থাবর। 'আপিল করে খাজী সম্প্রতি উদ্ধার
করবার প্রয়াস করেছিলেন'। মহাশেতা, ১৯৫৬।

খাজীদৌলতী [ফা বস্ত্রী+আ দৌলত]। বি অস্থাবর সম্পদের
অধিকার। 'এই ব্যক্তির টাকা ও খাজীদৌলতী রানিকে দেবার
জন্য ...'। মহাশেতা, ১৯৫৬।

খাজনা [আ খাজানাহ] ১ বি কর। 'অমিত হইনু বাদশা তেজহ খাজনা'।
গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ভূমিকর। 'আমার মহল জরিপ করিয়া বুঝাইয়া
না দিলে আমি খাজনা দিব না'। কেরি, ১৮০২। ৩ বি মাজন;
জরিমানা। 'সমস্ত জীবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়'। রবীন্দ্র,
১৯৪০।

খাজনা অপেক্ষা খাজনা বেশী - প্রয়োজনের তুলনায় বাহ্যিক
আড়খরের আধিক্য। 'খাজনা অপেক্ষা খাজনাই বেশী হইতে
লাগিল'। ইমদাদুল, ১৯২০।

খাজনাখানা [আ খাজানাহ+ফা খানা] বি কোষাগার। 'মিরটের
খাজনাখানতে এই নিমিত্ত দাখিল করিয়াছেন'। দর্পণ, ১৮৩৩।

খাজনাদাতা [আ খাজানাহ+স দাতা। বিগ কর প্রদানকারী। 'প্রজা
হইল জমির খাজনাদাতা মালিক'। সওগাত, ১৯৪৬।

খাজনা-দেবী [আ খাজানাহ+স দেবী। বি খাজনারূপ দেবী। 'আজ
খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

খাজলতি [আ বসলত। বি বাসলত; স্বভাব। 'খাজলতি কিসে ধূম
লালন, ১৮৯০।

খাজা [স খাদা] ১ বি তিসের তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'পদ্মচন্দ্র চন্দ্রকান্তি
খাজা বস্তর'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'খাজা গজা সরভাজা অতি সুমধুর
কাঁচামোরা বাদ্যমতজি আভা অনুপাম'। ভবানী, ১৮২৫। ২ বি
পাকলেও গলে না এমন। 'খাজা কোয়াওলা ডাল কাঁঠাল'। হুতোম,
১৮৬১।

খাজা [ফা খাজা] ১ বি ব্যবসায়ীদের প্রধান। 'কোনও দিন ফকীরের বেশ,
কোনও দিন খাজা অর্থাৎ সওদাগরের বেশ'। প্রভাত, ১৮৯৭। ২ বি
মালিক; প্রভু। 'মোট লোকের সাজা ছিল/ রোগা লোকের খাজা
ছিল'। অনুদা, ১৯৬৮।

খাজা [বিগ অপদার্থ। 'আহিস তো কতকগুলো খাজা মেয়ের সঙ্গে'।
জীবন, ১৯৩২।

খাজাহারা [ফা খাজা সরা] বি অন্তরমহলের প্রহরী। 'নিম্নশ্রেণীর সামরিক
অফিসার, খাজাহারা, গোয়েন্দা কর্মচারী প্রভৃতি ফাঁসিকাঠে প্রাণ
দিয়াছেন'। প্রচারক, ১৯০৮।

খাজাফি, খাজাফী [আ খাজানাহ+তু টি] ১ বি হিসাবরক্ষক। 'খাজাফি
আমার পতি সবারি অধম'। ভারত, ১৭৬০। ২ বি কোষাধ্যক্ষ।
'খাজাফী শ্রীযুৎ রামসুন্দর সরকার'। চিঠিপত্র, ১৭৯৮। ৩ বি
বাজি হিন্দু পদবি-বিশেষ। সেবরি, ১৮৪০।

খাজাফিখানা, খাজাফীখানা [আ খাজানাহ+ফা খানা] ১ বি
কোষাগার। 'খাজাফিখানা নহবত বাজাইবার স্থান নহে'। রবীন্দ্র,
১৮৯৭। ২ বি কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়। 'বা ধারে বদরিকাবাবুর

বৈঠকখানা আর ডানদিকে খাজাফীখানা'। বিমল, ১৯৫৩।

খাজানা [আ খাজানাহ] ১ বি রাজস্ব। 'খাজনা তহবিল জেলাদা হবের
তখন ...'। হাফেজ, ১৭৭৩। ২ বি কোষাগার। 'জাহারা চাহেন
আপন নগদ টাকা কোষানির খাজনাতো দাখিল করণ ...'। ক্যালসে,
১৭৮৬।

খাজারি [স খাত>। বি ইটের একপ্রকার গাঁপনি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খাজুয়া [স খর্জন>। বি পাঁচড়া। 'গাত্রকণ্ড হেলা রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খাজুয়ানো [স খর্জন>। ক্রি চুলকানো। 'আপনে খাজুয়াইতে'।
মানোএল, ১৭৪৩।

খাজুর [স খর্জুর। বি বেজুর। 'বিরী খাজুর বনকেন্দু'। বড়ু, ১৪৫০।

খাজুরহুড়ি [স খর্জুর+হুটা]। বি একপ্রকার ধান। 'কৈজুড়ি
খাজুরহুড়ি চিনা ধলবার'। ভারত, ১৭৬০।

খাজুরি [স খর্জুর]। বিগ বেজুরের রস থেকে তৈরি। 'গুড় নাও।
খাজুরি গুড়'। জহির, ১৯৬৪।

খাঞ্চা [ফা] বি কাঠের বড়ো থালা। 'মেওয়া-মিষ্টির খাঞ্চা ঘরে ঘরে ভেট
দিয়াছিল'। নজরুল, ১৯২৭।

খাঞ্চাপোশ [ফা] বি পানপাত্রের আবরণ। 'চোখের পানির ঝাল-
ঝুলানো হানির খাঞ্চাপোশ'। নজরুল, ১৯২৮।

খাঞ্চা [স খর্জুর। বি খজুর। 'খাঞ্চার উপরে খাঞ্চা পড়ে নিরাস্তর'। বাহরাম,
১৫৮০।

খাট [স খটা] ১ বি পালঙ্ক। 'তিথ খাট খাট পড়িয়া সবরো মহাসুহে
সেজি হাইলী'। চর্যা ২৮, ১২০০। ২ বি মৃতসেহ বয়ে নেওয়ার
খাটিয়া। 'খাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে'। গুণ, ১৮৫৮। খাট
পাড়া ক্রি বিছানা করা। 'খাট পাড় যমুনার তীরে'। বড়ু, ১৪৫০।
খাটে মাদুরে বিগ শোচনীয়। 'তোরা আবার এই রকম খাটে মাদুরে
অবস্থা'। নজরুল, ১৯২৪।

খাট-পালং [স খটা-পর্যন্ত] বি শোয়ার আসবাববিশেষ। 'খাট পালং
টেবিল কানো ছাড়তে ছাড়তে থায়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খাটশয্যা [স খটাশয্যা] বি খাটের উপর বিছানো শয্যা। 'বাসরের
খাটশয্যা চানোয়া ঝাল'। জীবন, ১৯৩২।

খাট [স খবা] ১ বিগ ছোটো। 'মসহাত করিল রাজা দিয়া খাটদড়ি'।
মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ তুজ; হীন। 'কোন জীব কাহারও এত খাট
নহে'। তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিগ চিকন। 'খাটপেড়ে, কোচপেড়ে ...
ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন'। ভবানী, ১৮২৮।

খাটপেড়ে [স খব>+স পার>। বিগ চিকন পাড়বিশিষ্ট। 'খাটপেড়ে,
কোচপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন'। ভবানী,
১৮২৮।

খাটনি, খাটনী [স কট>। বি পরিশ্রম; মেহনত। 'খাটনি'। বিদ্যা, ১৮৯১;
'জোরী হাঁটনি খাটনি ভরি'। সত্যভ, ১৯১২: 'অখচ আমাদের
খাটনীর দামটা দিলে না'। শওকত, ১৯৫৮।

খাটা, খাটানো [স কট>। ১ ক্রি স্থাপন করা। 'উঠানে খাটাইয়া পাট
কুণ্ডার কিটা'। মুহুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি পরিশ্রম করা। 'বোয়ার
বাটিতে জান'। ভারত, ১৭৬০। ৩ ক্রি কাজে লাগানো। 'কেল
বার্থবিগনে না খাটাইয়া দেশ হিতার্থে খাটান'। দর্পণ, ১৮৩৩। ৪ ক্রি
লম্বি করা; বিনিয়োগ করা। 'নগদ দশ বার লাক টাকা দান ও
চোটার খাটে'। হুতোম, ১৮৬১। ৫ ক্রি উপযুক্ত হওয়া। 'তাহার

অনেক তুলি বাঙ্গালি সম্বন্ধে বিশেষ খাটিয়ে পারে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৬ ক্রি পরিশ্রম করানো। 'প্রজাপলকে বিনাবেননে খাটিয়া লয়েন।' সাধাকণী, ১৮৭৪। ৭ ক্রি প্রয়োগ করা। 'কল-কৌশল খাটিয়া খান্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে।' মশাররফ, ১৮৮৯। ৮ ক্রি নিয়োজিত করা। 'সাদে চব্বিশ জেলায় খাটাও পাণ্ডি পালানো সে কোন শহরে।' লালন, ১৮৯০। ৯ ক্রি প্রযোজ্য হওয়া। 'আমাদের সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১০ ক্রি পৃথীত হওয়া। 'ভবিষ্যতের ফঁকা আশাস একদিনও খাটল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১১ ক্রি আরোপ করা। 'বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনদিন খাটান নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১২ ক্রি রত থাকা। 'মঙ্গ-ভালোর ঘন্থে খেটে/ গেছে তো দিন অনেক কেটে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ১৩ ক্রি বিস্তার করা। 'তোমাদের পরে রাজপ্রতাপের সম্বন্ধ খাটাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

খাটাখাটনি [স কট>] বি অনেক পরিশ্রম। 'খাটা খাটনি খাটিয়া কোন মত প্রকারে দিব।' কেরি, ১৮০২।

খাটাখাটি [স কট>] বি অনেক পরিশ্রম। বিদ্যা, ১৮৯১: 'আপনার কাগজের জন্যই খাটাখাটি করেছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

খাটাখুটি বি পরিশ্রম। 'দিনরাত খাটাখুটি করে ... এতদিনে রাস্তায় নামাতে পেরেছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৩।

খাটান [স কট>] ক্রি কাজে লাগানো। 'ঐ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালোবিদ্য দূর্ভিক্ষতা এবং বিশেষতঃ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীর মহাওকতর ব্যাপারে খাটান যায়।' দর্পণ, ১৮৩৮।

খাটানো [স কট>] বিণ টাঙানো। 'মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সখীর্ণ রাজপথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

খাটিয়ে [স কট>] বিণ পরিশ্রমী। 'অকারণে খাটিয়ে মনটা পাগলামি প্রকাশ করতছে।' লালন, ১৮৯০।

খাটিনি [স কট>] ১ বি মজুরি। 'তোর যত খাটিনি হুয়ে সে মুই তাকে দিব।' কেরি, ১৮০২। ২ বি পরিশ্রম। 'খাটুসি আমার দিবসরাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

খাটিনে বিণ পরিশ্রমপটু। 'চার জন জোয়ান খাটিনে ব্যাটা ঘরে।' শওকত, ১৯৭২।

খাটুয়ে বিণ পরিশ্রমী। 'খাটুয়ে কৃষাণ হিসেবে এরাই সবচাইতে দক্ষ।' হাসান, ১৯৬৯।

খেটেখুটে ক্রিবিণ খাটাখাটি করে: পরিশ্রম করে। 'বন বাদাড় সব খেটে খুটে।' আমরা মরি খেটে খুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খাটাল ১ বি ঘরের মেঝে। 'মধ্য খাটালে সোনাই গড়াগড়ি জ্ঞাএ।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বড়ো ঘর। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি গুরু-মহিষ রাখার স্থান; বাধান। 'চাকরিতা কি তোমার - খাটালের গুরু-মহিষের জাবনা মাথা?' মনোজ, ১৯৬১।

খাটাশ [স খটাশ] বি ভাষ: গন্ধমার্জার। ওঙ্গা, ১৭৮৫: 'বনশোর, খাটাশ, ছালাপ কী না বলে?' জীবন, ১৯৩২।

খাটাশ-মুখো বিণ খাটাশের মতো মুখবিশিষ্ট। 'না হয় নাচলই লক্ষীছাড়া মেরিটা এ খাটাশ-মুখো সেপাইটার সঙ্গে।' মুজতবা, ১৯৫২।

খাটি, খাটী [স অখণ্ড] ১ বিণ বোজা; বন্ধ। 'মহাশয় জালি দুই চক্ষু খাটি ছিল।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ আসল। 'বাটী।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

খাটি' [স খাটা] বি দাগ। মানোএল, ১৭৪৩।

খাটিয়া, খাটিয়া [স খটিকা] ১ বি ছোটো খাট। 'খাটিয়া।' বিদ্যা, ১৮৯১: 'দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বি লাশ হ্রাসের খাটিবিশেষ। 'মড়ার খাটিয়ার উপর শুয়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

খাটী [স অখণ্ড] বিণ অক্রিয়ম। ভবানী, ১৮২৩।

খাটুপনা [স খর্ব:] বি নীচতা। 'বচন বিষের কশা সভঅ মাঝে খাটুপনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খাটুপি, খাটুপী [স খটু:] বি ছোটো খাটিবিশেষ। 'ঘোড়ন খাটুপী চড়ে কমল দেখিতে নড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'খাটুপিটা বাইরে এনে অভিনাটার কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

খাটো [স খর্ব] ১ বিণ ছোটো। 'খাটো করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ লম্বা নয় এমন। ওঙ্গা, ১৭৮৫: 'আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্টা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিণ কম। 'যে মন্দ উদ্ভীপন করে সে মন্দকারী ব্যক্তি হইতে কিছু খাটো দেখা নহে।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বিণ তুচ্ছ। 'পীড়াতা কিছু খাটো নয় শক্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১। ৫ বিণ নীচ; হীন। 'কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে হেঁটেছুটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খাটো করা ক্রি বিনীত করা। 'নিজেকে খাটো করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

খাটুকান বিণ কানে কম শোনে এমন। 'দোষের মধ্যে একটু বেশী খাটুকান।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

খাটু [সি] ১ বি নৌকার পাল। 'আগা পাহা তুলি দিলুম খাটু।' সুলতান, ১৭৫০। ২ বিণ কক্ষ; কর্কশ। 'খাটু মেজাজ গীটা মারিছে দেশ-শত্রুর পিঠে পিঠে।' নজরুল, ১৯২৮।

খাটায়্যা [স কট>] ক্রি টানিয়ে। 'খটায় পাতিয়া তুলি খাটায়্যা মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খাড় [স খড়কা] বি (বাউল) আশ্রয়। 'খাড় করে যীন রয় চিরদিন প্রেমসন্ধি হুলে।' লালন, ১৮৯০।

খাড়ব [স খাড়ব] বি (সংগীত) ছয়টি ব্রবিশিষ্ট রাগ। 'ওড়ব খাড়ব প্রশব উদারা তারা লইয়া তর্ক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খাড়া [স খড়্ণা] বি খোড়া; খড়্ণ। 'ঢাল খাড়া লই সবে হও সমবায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খাড়া' [স খড়্ণা] ১ বিণ দস্তায়মান। 'তনিয়া রাঙ্কল খাড়া ইমামের আগে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ ক্রিবিণ শীত। ভবানী, ১৮৩৩। ৩ বিণ সজাণ। 'কানাকানিগে বাহুর কান খাড়া হয়।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বিণ লম্বভাবে অবস্থিত। 'শূঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে থোপ।' ওঙ্গা, ১৮৫৮। ৫ বিণ সোজা। 'চড়ক পাখি পুকুর থেকে তুলে মোচ বেঁকে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে।' হুতোম, ১৮৬১। ৬ বি ভাঁটা। 'সৌখীন চড়ক পার্শ্ব শেষ হলো বলেই যেন দুয়েথ সজনে খাড়া ফেটে গেলেন।' হুতোম, ১৮৬৩: 'চিবুতে সজনে খাড়া সজনিরা ভুলে যায়।' নজরুল, ১৯৩২। ৭ বিণ কড়া। 'কেফাতুল্লা দরওয়ান, সড়ির সমুখে পায়চারী করিয়া খাড়া পাহারা দিতেছে।' মশাররফ, ১৮৯০। ৮ বিণ হাজির। 'নিকারের দায় করে খাড়া মারিবে আতশের কোড়া।' লালন, ১৮৯০। ৯ বি উপস্থিত। 'একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১০ বি কল্পনা। 'মনের মধ্যে খাড়া করিয়া লইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১১ বিণ অক্ষত। 'শিকল-দেবীর ওই পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ১২ বিণ হঠাৎ ঢালবিশিষ্ট। 'পদ্মার

ভাঙনলাগা খাড়া পাড়ির বনখাউবনে ... ' রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

খাড়াই [স খড়ক>] বি খাদ; পরিখা। 'কেই বা জানতো পথের দৃশ্যে খাড়াই হচ্ছে করে ছাড়াই।' শক্তি, ১৯৬৯।

খাড়াওনে বি দাঁড়ানো। ওর্স, ১৯৮৫।

খাড়া করা ১ ক্রি সাজানো। 'হিসাবের বহুতর কবাকি-ঘরা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ ক্রি গ্রাম্য করা। 'প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্তি ... খাড়া করে দিয়েছেন।' প্রমথ, ১৯১৬। ৩ ক্রি তৈরি করা। 'মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ডবানিপুরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ ক্রি প্রতিষ্ঠিত করা। 'জীবনটাকে খাড়া করবে সে।' জীবন, ১৯৩২।

খাড়া খাড়া ১ ক্রিবিপ শীঘ্র। 'সেখানকার জবাব আইলেই খাড়া২ লোক পাঠাইব।' ওর্স, ১৭৭৯। ২ ক্রিবিপ সঙ্গে সঙ্গে; দাঁড়িয়ে থেকে। ওর্স, ১৭৮২।

খাড়াখোড়া [স খড়ক>] বিপ সতর্ক। 'খুব খাড়াখোড়া তাই আজও সে টিকে গেছে।' জীবন, ১৯৩২।

খাড়া হওয়া ক্রি দৃঢ় হওয়া। 'একটু খাড়া হও তুমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

খাড়ি [তা খাডাল>] ১ বি খাল। 'খাড়ি জুড়ী আদি করি দত্তের গণনা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি নদীর গভীর অংশ। 'নিচে ছিলো নদীর খাড়ি' সেদিনা, ১৯৭৫।

খাড়ি জুড়ী [তা খাডাল>] বি খাল ও জলাশয়। 'খাড়ি জুড়ী আদি করি দত্তের গণনা।' ভারত, ১৭৬০।

খাড়িয়া বি নৃশোভাবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুচ, কোড়োয়া, ওঁরাও বা ধাকড় প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস করে।' ঝট্টম, ১৮৯২।

খাড়ু [স খাদি] বি পায়ের অলংকারবিশেষ। 'পএর মগর খাড়ু মাথো-খোড়া চুলে।' বড়ু, ১৪৫০।

খাণিএক [স কপা>] ক্রিবিপ একটুকু; খানিক। 'বাটে এক তরুতলে খাণিএক বসল।' বড়ু, ১৪৫০।

খাণিকেহো [স ক্ষপ>] ক্রিবিপ ক্ষমেকের জন্যও। 'খাণিকেহো না তেজিবে যেহেন পরাণে।' বড়ু, ১৪৫০।

খাণী নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; খানা। 'উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।' বড়ু, ১৪৫০।

খাণী খাণী বিপ এক একটি। 'মধু রসময় তোর বোল খাণী খাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

খাঠা [স খা] বি দস্যু। 'বাটঅ ভঅ খাঠা বি বলঅ।' চর্চা ৩৮, ১২০০।

খাঠি [স খঠিকা] নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; খানি। 'কাঅ গাবড়হি খাঠি মণ কেডুআল।' চর্চা ৩৮, ১২০০।

খাটব [স বি] বি বনবিশেষ। 'ইন্ডের খাটব দহি মোর কর হিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খাটবদাহ, খাটবদাহন [স বি] বি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। 'তা হলে দুদিনের মধ্যে খাটব দাহন করি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

খাঠা [স খা] বি খড়গ; খাড়া। 'ডাহিন হাথে খাঠা কাড়ি পেলেন শ্রীহরি।' মালধর, ১৫০০।

খাঠানো [স খা] ক্রি খণ্ডন করা। 'অধর্ম খাঠান্য কৈলে ধর্মের উৎপত্তি।' মালধর, ১৫০০।

খাঠার [স খা] বিপ উষ্ম স্বভাববিশিষ্ট। 'যুথপতি হস্তী কিংবা খাঠার

গত্রার।' সিকান্দার, ১৯৬৩।

খাঠারী [স খা] বিপ স্ত্রী বগড়াটে। 'বড়বোটা যে খাঠারী।' গিরিশ, ১৮৮৯।

খাঠা ১ বি নালা। 'ভূশবার একাকার নদ নদী খাঠাং।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি বিপদ। 'উভয়ই কুপখ্যামী ও খাঠামধ্যে পতিত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি খাড়ি; মোহনা। 'উপত্যকাতৃমির মধ্যস্থলবর্তী স্বর্ণময়-বালুবিশিষ্ট বৃহৎ খাঠা দিয়া এক দীর্ঘ নদী গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

খাঠা [আ খা] বি হিসাব। 'এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসেবে বারোইয়ারি খাঠে জমা হয়ে থাকে।' হেতম, ১৮৬১।

খাঠক [স] ১ বিপ স্বয়ংস্বকায়ী। 'সকালে তোমার খুড়া গেছেন খাঠকপাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ মহাজনের কাছে কণী। 'কাজে শ্রীসিদ্ধির সেন তথা শ্রীধরনিধির সেন শ্রীশৌর্যমুখর সেন কল্লপের মিদংকাঃ আসে।' মের্স, ১৭৫৭।

খাঠকি [স খাঠক>] বিপ স্বপদান সম্বন্ধীয়। 'সামু খাঠকি।' কেরি, ১৮০২।

খাঠন [আ খীতান] বি খতিয়ান। 'খাঠন, দাখিলে - কোন জায়গাতেই কুবেস সব শরিকের নাম পায়নি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খাঠনা [আ খতনা] বি বিসর্জন। 'মোহলমবসের জাতীয় অন্তরকে খাঠনা দিয়া অসিতেছে বহুদিন ইহতে।' আজাদ, ১৯৩৬।

খাঠব [স] [আ খঠর>] বিপ বাতিল। 'তাহাদিশের জামিন খাঠরা হইবেক।' এডমন, ১৭৩৩।

খাঠা [আ] বি দোষ। 'মুখে হাত যেই দিল গো খাঠা মাফ হইল।' গরীব, ১৭৬৫।

খাঠা-কসুর [আ] বি ভুল-ত্রুটি। 'খাঠা-কসুর যদি কিছু কৈরাও থাকে।' মনসুর, ১৯৫৫।

খাঠা [আ খা] বি দল। 'তুকুনী গৃহিনী পক্ষ খাঠা২ উড়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খাঠা খাঠা ক্রিবিপ দলে দলে। 'তুকুনী গৃহিনী পক্ষ খাঠা২ উড়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'তাহারা খাঠা২ আসিয়া ... পরীক্ষা দিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৫।

খাঠায় খাঠায় ক্রিবিপ দলে দলে। 'তুখোড় ইয়ারের দল ... খাঠায় খাঠায় এর দরজায়, তার দরজায় চু মেয়ে বেড়াছেন।' হেতম, ১৮৬১।

খাঠা [আ খাঠা] ১ বি লেখার বই; হিসাবের বই। 'নমুনা সহী খাঠা করিয়া মোকাম কানীমবাজারের কুটীতে দিব।' ওর্স, ১৭৮২। ২ বি হিসাব মোলানো। ওর্স, ১৭৮২। 'পূর্বকার সমস্ত খাঠা মিলাইয়া যাহার কোনো প্রকার হিসাব পাওয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খাঠাপত্তর [আ খাঠা+স পত্র] বি হিসাবপত্র। 'ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর, খুলতে হয় না খাঠাপত্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

খাঠাপত্র [আ খাঠা+স পত্র] বি হিসাব-নিকাশ। 'কোন ভাষা কিখা খাঠা পত্র শিকিতে বাস্তব করে ...।' দর্পণ, ১৮৩৫।

খাঠাবাহক [আ খাঠা+স বাহক] বি চাঁদা আদায়ের খাঠা বহন করে যে। 'খাঠাবাহকের পলায়ন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খাঠাখি, খাঠাখী [আ খাঠানাহ+খা টি] বি কোষাধ্যক্ষ। 'বাবু ... বিধ বোণ এও পিকপকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাঠাখী।' হেতম, ১৮৬১। 'তোমার বাপের খাঠাখি কি না।' গিরিশ, ১৮৬৬।

খাতজিখানা [আ খাজানাহ+ফা খানাহ] বি কোষাগার। 'সরকারি খাতজিখানায় ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

খাতালা [আ] বিণ বগাডোটে; দুষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

খাতি [স ক্ষতি] বি ক্ষতি। 'বিস তিরিস ঢাকা তহশেল খাতি হইআ আসে'। চিঠিপত্র, ১৮৬২।

খাতির [আ] ১ বি সম্মান। 'ভাল জামা কোথা পাব ইমাম খাতিরে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ভাব। 'তুমি খাতির জমাতে থাক'। চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ৩ বি সমাদর। 'মুখ্যদের ছোট বারু লোকের খাতির কচ্ছেন।' হুতাম, ১৮৬১। ৪ বি শ্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। 'মৌখিক বিলক্ষণ খাতির রাখেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৫ বি হেতু। 'চাকরির খাতিরে আমাদের দুর্বলতা কতদূর বাড়িতেছে তাহা ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খাতির করা [ক্রি] ক্রি সমাদর করা। 'কাব্য সুন্দরকে সত্য-হিসাবে খাতির করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

খাতির জমা [আ] ১ বি আরাধ্য; মানসিক শাস্তি। 'খরচপত্র না পাঠাইয়া খাতির জমায় সেখা বসীয়া আছহ'। ওর্স, ১৭৭৯। ২ বি বেয়ালবুশি। 'খাতির জমায় আবাদ তরদুদ করহ'। ভেরলি, ১৭৯১। ৩ বিণ নিশ্চিত। 'দুই ভাতা খাতিরজমা ইয়া গেল রাজারদের সহিতও।' রামরায়, ১৮০১।

খাতির জমানো [ক্রি] ভাব করা। 'তুমি খাতির জমাতে থাক'। চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

খাতিরদারি [আ খাতির+ফা দার>] বি সমাদর। 'খাতিরদারিতে সে দিবস বাসায় বিদায় করিল'। রামরায়, ১৮০১।

খাতিরদারি করা [ক্রি] সন্তুষ্ট করা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

খাতির-নদারত [আ খাতির+ফা নাদারাদ] বিণ উল্লাসিক। 'আর চমাতফেরা বলা-কওয়ার ডিভর একটা খাতির-নদারত ভাবছিল।' প্রমথ, ১৯৩১।

খাতির পাতানো [ক্রি] সজাব গড়ে তোলা। 'সাকের আবার রেহিনী চৌধুরীর সঙ্গে খাতির পাতাইয়াছে।' শওকত, ১৯৫৮।

খাতিরি [আ খাতির>] বিণ খাতির আছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

খাতুন [তু খাতুন] বি স্পর্শের মেয়ী। 'রাছুল নদিনী তিনি বেহেশতের খাতুন।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

খাতেমা [আ খাতিমাহ] বিণ চূড়ান্ত। 'আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

খাতের [আ খাতির] বি আন্তরিকতা। 'দূর কর যদি মর্ম খাতের থাকিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

খাতেরজমা [আ খাতির+আ জমা] বিণ নিশ্চিত। 'খাতেরজমা হয়ে সবাই বাড়ি ফিরল।' মনসুর, ১৯৪৪।

খাতেরদারী [আ খাতির+ফা দার>] বি সমাদর। 'করেন খাতেরদারী বিবির খাতির।' গরীব, ১৭৬৫।

খাদ [আ] ১ বি নিচু জায়গা; খানা। 'পড়ি' অক্ষ মুঞি খাদের অন্তরে।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি খরনা। ওর্স, ১৭৮৫।

খাদ^১ [স ক্ষয়দ] বি সোনা বা রূপার সঙ্গে মিশ্রিত অন্য ধাতু। 'এইরূপ তামা ও রূপা মিশ্রিত করাকে খাদ সেওয়া বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

খাদ মিশ্রিত [স ক্ষয়দ-মিশ্রিত] বিণ আন্তরিকতাহীন। 'গহরের সমানুভূতি আদৌ খাদ মিশ্রিত নয়, আজহার বৃদ্ধিতে পারে।' শওকত,

১৯৫৮।

খাদক [স] বি যে খায়; ভক্ষক। 'খাদ্য বা খাদক সম্বন্ধ পরস্পর।' ওর্স, ১৮৫৮।

খাদিম, খাদীম [আ খাদিম] ১ বি ভূতা। 'খাদীমকে খত লিখিবার সেরেস্তা পির মুরিসের জবানী-।' চিঠিপত্র, ১৮৬৪। ২ বি সেবক। 'সাম্য মেয়ী মানবতার খাদিম।' নজরুল, ১৯০৭।

খাদেম [আ খাদিম] বি সেবক। 'ইব্রাহীম গুস্তর নাম খাদেম তোমার।' গরীব, ১৭৬৫।

খাদেমা [আ খাদিম>] বি স্ত্রী পরিচারকের কাজ করে যে। 'মা বাড়ির খাদেমা।' শওকত, ১৯৪৬।

খাদেমী [আ খাদিম>] বি দেখাশোনা করার দায়িত্ব। 'তোম্বায়ে খাদেমী দিল আকি।' সুলতান, ১৭০০।

খাদ্মিক [তু খদর>] বিণ খদর সঞ্চয়ী। 'সে অকৃতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবর্তিত হয়ে চরকাখাদ্মিক অস্পৃশ্যতাত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

খাদ্য [স] বি খাবার। 'খাদ্য সামগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল।' রামরায়, ১৮০১।

খাদ্যদ্রব্য [স] বি খাবার জিনিস। 'সেই বৎসরের খাদ্যদ্রব্য ঐ পুজলিকার জামার দামনে আর আন্তিনে রাখিত।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ [স] বি কম খেয়ে শরীরে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজ। 'ক্রোণা হবার জন্য খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আদ্র করছিল।' মানিক, ১৯৩৮।

খাদ্যপরম্পরা [স] বি খাদ্য সরবরাহ বা ভোজনের ক্রম। 'ভোজনে গোয়ামটা খাদ্যপরম্পরা এইভাবে অঙ্গুর হয়ে পরিসমাপ্তিতে গিয়ে শোভন উচিত।' শিবরায়, ১৯০৫।

খাদ্যপরিচারক [স] বি খাবার তৈরি ও পরিবেশন সংক্রান্ত চাকর। 'ভিত্তি, খাদ্যপরিচারক প্রভৃতি সকল ভূতাই রাখিল।' মধু, ১৮৫৭।

খাদ্যপরিপাক [স] বি খাদ্য হজমের প্রক্রিয়া। 'তাম্বুলের সহিত তদ্রুচুখ্য সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

খাদ্যপূর্ণ [স] বিণ খাদ্যভরা। 'নানারূপ খাদ্যপূর্ণ এক গ্রেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

খাদ্যপেয় [স] বি খাবার ও পানীয়। 'সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুখস্বাদী ধোয়া।' অন্নদা, ১৯২৯।

খাদ্যবস্ত্র [স] বি খাদ্যদ্রব্য। 'বাইরে থেকে খাদ্যবস্ত্র গ্রহণ করার দ্বারাই প্রাণী আপনাকে রক্ষা করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

খাদ্যবস্ত্র [স] বি খাদ্য ও বস্ত্র। 'জুরি জুরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্প-পত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানারকম মুদ্র সহযোগে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খাদ্যবিলাসী [স] বিণ ভোজনরসিক। 'দু-চারজন খাদ্যবিলাসী লোক।' বিজুতি, ১৯৩৮।

খাদ্যমন্ত্রী [স] বি খাদ্যবিষয়ক মন্ত্রী। 'খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সাহেব।' মনসুর, ১৯৪৫।

খাদ্যরস [স] ১ বি খাদ্যের তরল অবস্থা। 'খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি ভোজনবিলাসিতা। 'অন্য আরও দু-একটা রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাদ্যরস।' মুজতবা, ১৯৫৮।

খাদ্যরূপে [স] ক্রিবিণ খাদ্য হিসেবে। 'সেই সকল সামগ্রীই পুষ্টিকর

খাদ্যরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

খাদ্যলোভী [সি] বিণ খাদ্যবস্তুর প্রতি লোভুপ। 'আমারে ভাসিয়ে নেয় খাদ্যলোভী ক্ষেত্রের কাতারে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

খাদ্যশস্য [সি] বি কৃষিজাত আহার্য দ্রব্যাদি। 'প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রেশনি প্রথা দ্বারা সরবরাহ করা হইবে।' জামায়াত, ১৯৪৩।

খাদ্যশোষণ [সি] বি অপরকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা। 'না জানিয়া খাদ্যশোষণ ... নিজের পুষ্টিসাধন করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

খাদ্যসম্ভার [সি] বি খাদ্যসামগ্রী। 'পাশের একটি রেষ্টোরাঁ হইতে দেশী-বিদেশী নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনানো হইয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

খাদ্যসামগ্রী [সি] বি খাদ্য-উপকরণ। 'বসুমতী আপনা হইতে অনবরতই তাহাদের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

খাদ্য সামগ্রি [সি] খাদ্যসামগ্রী বি খাদ্য-উপকরণ। 'খাদ্য সামগ্রি ক্রয় করিতে রাজমহলে আসিয়াছিল।' রামরায়, ১৮০১।

খাদ্যসুখ [সি] বি ভোজনবিলাসিতা। 'আত্মলাভ, দম্ব, খাদ্যসুখ, যশোলাভ প্রভৃতিকে ইহার মূল কারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

খাদ্যাদি [সি] বি খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি। 'কল-কৌশল খাটাইয়া খাদ্যাদি প্রস্তুত করারও উপায় আছে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

খাদ্যাভাব [সি] খাদ্য-অভাব বি দুর্ভিক্ষ। 'ইংলন্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ... খাদ্যাভাব হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

খাদ্যার্থে [সি] ক্রিবিধ খাওয়ার উদ্দেশ্যে। 'তাহাতে ধর্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' দর্পণ, ১৮৩০।

খাদ্যাহরণ [সি] খাদ্য-আহরণ বি খাদ্য সমগ্র। 'সৈন্যের পুষ্টিার্থে এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৬।

খাদ্যোৎপাদন [সি] খাদ্য-উৎপাদন বি খাদ্যশস্য কৃষানো। 'ব্যাপক খাদ্যোৎপাদন, জনবাহ্য, জনশিক্ষা ইত্যাদি।' গুণ্ড, ১৯৪৮।

খাদ্যোপযোগী [সি] খাদ্য-উপযোগী বিণ খাবারের উপযুক্ত। 'সেতুলিকে খাদ্যোপযোগী করণের মত কঠিন কাজও তাদের নিজ হাতে সম্পন্ন করতে হয়।' বেগম, ১৯৫৩।

খাঁধ [সি] খাত বি খাদ; গর্ত। 'অন্যেদন করিতেই দেখেন সে পড়িয়া রহিয়াছে একটা খাঁধের মধ্যে।' রামরায়, ১৮০১।

খানি [সি] খও>। নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; টি। 'ভাঙ্গিল সকটখান সদ্য গেল দূর।' মালাধর, ১৫০০।

খানি [সি] হানো বি হান। 'অপচয় করি পলাইল কোন খানে।' বৃন্দা, ১৫০৮। 'মুর্ছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম খানে।' ষিট্রী, ১৬০০।

খানি [সি] হা ১ বি উপাধিবিশেষ। 'চলিলেন বুদ্ধিমত্ত খান মহাশয়।' বৃন্দা, ১৫০৮। ২ বি মহাশয়। মানোএল, ১৭৪৩।

খানি [সি] খও> বি খও। 'গদার প্রহারে গদা কৈল দুই খান।' সুলতান, ১৭০০।

খানকত [সি] খও>+কত। বিণ কিছু পরিমাণ। 'খানকত দলভট বিজিন্ন মেঘ সূর্য্যলোকোত্তম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

খানকতক [সি] খও>+কতক। বিণ কয়েকটি। 'মার নামে খানকতক কাগল ব্যাধে জমা রেখেছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

খান খান, খানখান [সি] খও>। বিণ টুকরা টুকরা; খও খও। 'চক্রে

কাটি গদাঘর করে খান খান।' মালাধর, ১৫০০; 'আঘাতে খানখান হল ঘারের আগল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

খানকা [সি] ফা বাহ্যখান। ক্রিবিধ অযথা। 'খানকা আমার পুত কাটে নাখি মারে।' কেরি, ১৮০২।

খানকা [সি] ফা খানগাহ>। বি বৈঠকখানা। 'আবু মোস্তাফির খানকা ঘরে বসে সারা রাত আত্মা আত্মা করে জেহাদী করেছি।' মশাররফ, ১৮৬৯।

খানকা [সি] ফা খানগাহ>। বি পিরের আত্মনা। 'দরবার শরীফ, খানকা শরীফ প্রভৃতির কথা।' সওগাত, ১৯০০।

খানকি, খানকী [সি] ফা খানগী। বি বারবনিতা; বেশ্যা। 'হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা।' কেরি, ১৮০২; 'এক জন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন দ্বী বিক্রয় করিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

খানকিগিরি [সি] ফা খানগী>+ফা গিরি। বি বেশ্যাবৃত্তি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খানকিপনা [সি] ফা খানগী>+স প্রবণ>। বি যৌনকর্মীর ন্যায় আচরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খানদান [সি] ১ বি বংশ বা পরিবার। 'আপন মৌকিলের খানদানের অর্থাৎ বংশের কুরসিনামা ...' চিঠিপত্রে, ১৮১১। ২ বিণ বংশমর্যাদাসম্পন্ন। 'গান হাসি হেসে কহিল ডাউটি, আমরা যে খানদান/ আমাদের মেয়ে রেখায় আসিলে ভীষণ অসখান।' জঙ্গীম, ১৯৫১। ৩ খানদান

খানদানি [সি] ১ বিণ বংশগত। 'এ বিদ্যে যাদের মনসাদানী।' প্রথম, ১৯৩৭। ২ বিণ অভিজাত। 'রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে ... কিছু একটা হতেই হবে।' মুক্তভাব, ১৯৪৯। ৩ বি বংশসৌরব। 'তধু হতবিত্ত খানদানির খেদ আর হায় আফসোস।' কায়সার, ১৯৬২।

খানপোষ [সি] ফা খানপোশ। বি ঢাকনা। 'একখানা বড় ধালায় রাখিয়া উপরে একটা খানপোষ বা সরপোষ ঢাকা দেন।' রোকেয়া, ১৯০৪।

খানবাহিদুর [সি] বি ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাববিশেষ। 'খান বাহিদুর কান খুইয়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

খানম [সি] বি খানের দ্বী। 'চতুর্থা খানম মোটেই ঘর সংসার দেখেন না।' রোকেয়া, ১৯৩০।

খানশামা [সি] ফা খানসামান। বি পরিচারক। 'মাতম ষা খানশামা পকৃত হইতে নামিয়া ...' রামরায়, ১৮০১।

খানসামা [সি] ফা খানসামান। ১ বি পরিচারকবিশেষ। 'ঘোড়া দাবাইয়া রণ করে খানসামা।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি বাবুর্চি। 'খানসামা কি কার্য করে।' কেরি, ১৮০১। ৩ বি আয়া। 'খানসামা বেজমৎগার ফরাস হুকামদার পাঞ্জাবখান।' ভবানী, ১৮২৫।

খানসামাগিরি [সি] ফা খানসামান+ফা গিরি। বি খানসামার কাজ। 'আমি সাহেবলোকের খানসামাগিরির কার্য করিয়া থাকি।' কেরি, ১৮০১।

খানসামানি [সি] ফা খানসামান>। বি রাজকোষ। 'জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া খানসামানির দেওয়ান করিলেন।' রামরায়, ১৮০১।

খানসেনা [সি] ফা খান। বি পাকিস্তানি সৈনিক। 'তরুণীর উপর প্যাঁচ-ছয়জন খানসেনা উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করেছিল।' শওকত, ১৯৭২।

খানি [সি] ফা খান। ১ বি ক্ষুদ্র খাল। 'খাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই খরস্রোত বানানর খানা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি খাত; গর্ত। 'প্যার খন্দক খানা উলু কায়া নল বোনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি খোয়ার জায়গা। মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বি ডোবা; খাদ। ওর্গা, ১৭৮৫। ৫

বি আবর্জনা ফেলার গর্ত। 'বাটার নিকটে এমন খানা আছে যে দুর্গন্ধে নিকটে যাওয়া ভার।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৬ বি স্থান। 'নিগন্ধ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রতুশ্চনা রাজতত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৭ বি বাসস্থান। 'ছব্বরের একবালে গরিবখানার অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি?' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

খানাখন্দ [ফা খানা+আ খন্দক] বি নানা প্রকার গর্ত। 'খানাখন্দ, শিলা, পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে?' *বিভূতি*, ১৯৩১।

খানা খন্দক [ফা খানা+আ খন্দক] বি গর্ত, নালা ইত্যাদি। 'খানা খন্দক প্রভৃতি নানা নামাল জায়গা উচ্চ করা যাইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

খানাডোবা [ফা খানা+ডোবা] বি জলাশয়াদি। 'খানাডোবা সব থৈ থৈ করিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

খানাতলাশি [ফা খানা+ফা তালাশ] বি বাসস্থানে বিশেষ তত্ত্বাশি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খানাতত্ত্বাশি [ফা খানা+ফা তালাশ] বি গৃহে বিশেষভাবে খুঁজে দেখা। 'বিভিন্ন মহত্ম্য খানাতত্ত্বাশি করে অনেকগুলো পঞ্চমবাহিনীকে প্রেফতার করেছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

খানাতত্ত্বাশি [ফা খানা+ফা তালাশ] বি গৃহে বিশেষভাবে খুঁজে দেখা। 'কোমর বাঁধিয়া খানাতত্ত্বাশি করিতে উদ্গত হন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খানাতত্ত্বাস [হি খানা+ফা তালাশ] বি বাসস্থানে বিশেষ অনুসন্ধান। 'খানাতত্ত্বাসের হিড়িক পড়িয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খানাতত্ত্বাসি, **খানাতত্ত্বাসী** [ফা খানা+ফা তালাশ] বি গৃহে বিশেষভাবে খুঁজে দেখা। 'সন্ন্যাসীর ভেতাব-ভুবড়ির খানাতত্ত্বাসী কণ্ঠে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'পুলিস খানাতত্ত্বাসিতে হরশাহেরও বাজ় সন্ধান করিতে ছাড়িল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খানায়-কাবা [ফা খানা+আ কাবা] বি কাবাঘর। 'পড়ুয়ায়সেরের নামাজ/কবে খানায়-কাবায়।' *নজরুল*, ১৯৩২।

খানার [হি] ১ বি ভোজ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমরা যখন একটা খানা দিই তখন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ বি খাবার। 'বাবুরচিকে কহ অন্য খানা শীঘ্র প্রস্তুত করে।' *কবির*, ১৮০২। ৩ বি ভোজ অনুষ্ঠান; ডিনার। 'ইয়ারই অভ্যর্থনা উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা খানা হইয়া গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খানা-কামরা [হি খানা+প কামরা] বি ভোজনকক্ষ। 'আমরা খানা-কামরায় ঢুকে সবে টেবিলে বসেছি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

খানাঘর [হি খানা+ঘর] বি খাবার ঘর; ভোজনকক্ষ। 'প্রথম দিনই খানাঘরে লক্ষ্য করলুম।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

খানা-জিয়াফত [হি খানা+আ জিয়াফত] বি ভোজনোৎসব। 'খানা-জিয়াফত আকীকা কোরবানীর রেওয়াজ আজও ... পুরোদস্তুর বজায়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খানাটেবিল [হি খানা+ই টেবিল] বি যে টেবিলে বসে খাওয়া হয়; ডাইনিং টেবিল। 'তুর্কী টুপির ট্যালেল টুলিয়ে দুলিয়ে খানা-টেবিল যে বিলক্ষণ ভণ্ড-গরম রাখলেন।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

খানাপিনা [হি] বি পান ও ভোজন। 'ফাতোমা দরুদ যত খানাপিনা কইল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খানার অর্থ নির্দেশক পদ। 'খানা বা খানি যোগ করি এর অন্যথা হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

খানি - বচন নির্দেশক প্রত্যয়। 'সঙ্গে কেহে লজা বুল নাতিনি খানি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খানি [স ক্ষণ] বিধ কিছু। 'এসব বচন বোল লাজ নাহি খানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

খানি খানি ১ *ক্রিবিণ* একটু একটু করে। 'কথা খানি খানি কহিল বড়ায়।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিণ* খণ্ড খণ্ড। 'খানি খানি করি কাটি গোড়াইল তারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খানিক [স ক্ষণ] ১ *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ; অল্পসময়। 'খানিক থাকিয়া কৃষ্ণ পাইলা চোতন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিণ* অল্প। 'খানিক বেগনি কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন।' *মধু*, ১৮৫৭।

খানিকক্ষণ [স ক্ষণেক+স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* কিছুক্ষণ। 'খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খানিকটা *বিণ* অল্প। 'গোন্ধর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না?' *রাজ*, ১৮৭৪।

-খানী - বচন নির্দেশক প্রত্যয়। 'সঙ্গে কেহে লজা বুল নাতিনিখানী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খানোওয়ালা [হি] বি খাওয়ার লোক; খাদক। 'খানোওয়ালার সংখ্যানুসারে খোরাকির পরিমাণ ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

খানেক [স ক্ষণ] *ক্রিবিণ* একটু সময়ের জন্যে। 'এইখানে এসে খানেক দাঁড়াই এই গৌও পথ বাকো।' *জসীম*, ১৯৫১।

খানোমান [স খণ্ড] *বিণ* টুকরা টুকরা। 'কাকড়ি জেনে খানে খান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খানোখারাপ [ফা খান+আ খারাব] *বিণ* নাকাল। 'হোথা হারামজাদ খানোখারাপ।' *কুঙ্করাম*, ১৭২০; 'খানার পোশাকের কায়দা-কানুন কণ্ড কণ্ডে নাকলানবুদ খানোখারাপ হতে হয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

খানোজাদ [ফা খানাজাদ] বি দাসীপুত্র। 'চোলা খানোজাদ যত কে করে গণন।' *ভারত*, ১৭৬০।

খান্দা [আ খন্দ] বি জমির পরিমাণবিশেষ। 'খান্দা খান্দা ভূত চালানি।' *লালম*, ১৮৯০।

খান্দান [ফা] ১ বি বংশ। 'চৌদ্দ খান্দান আর বন্দি দুচারি পীর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ বি উচ্চবংশ। 'তনিয়াছি বসদেশে কোন খান্দানের বাড়ীর নিয়ম।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

খান্দানহীন [ফা খান্দান+স হীন] *বিণ* বংশমর্যাদাহীন। 'মেয়ের কিয়া খান্দানহীন বিবাহিত ও সন্ত্রী হালিমের সহিত ঠিক কিনি ফেলিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

খান্দানি [ফা খান্দান] *বিণ* উচ্চবংশীয়। 'আরবের যত খান্দানি ঘর।' *নজরুল*, ১৯৪১।

খান্নাস [আ খান্নাস] বি শয়তান। 'হাকে খান্নাস, খবিস দল।' *ফরুক*, ১৯৪৬।

খাপ [আ খাফা; ফা খাম] বি অত্যাধার। 'খাপেতে রাবিল মদ হাতের তলওয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

খাপ খাইয়ে নেওয়া *ক্রি* মানিয়ে নেওয়া। 'বিবাহিত জীবনকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নেওয়া।' *বেগম*, ১৯৬৬।

খাপ খাওয়া ১ *ক্রি* মিল হওয়া। 'আমার কোন জিনিস তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* শোভা পাওয়া। 'বিলিতি নভেল কোনো মতেই খাপ খায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খাপ খাওয়ানো

খাপ খাওয়ানো কি সামগ্র্য বিধান করা। 'অশিষ্কার আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না।' বেগম, ১৯৪৮।

খাপখোলা *বিশ্ব* কোষমুক্ত। 'খাপখোলা ক্ষীণ চাঁদ।' হোসেন, ১৯৪০।

খাপ-খোঁশ [আ খাফ+স কোষ] বি তলোয়ার রাখার কোষ। 'বাইরে ফাঁকা পাইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-খোঁশ।' নজরুল, ১৯২৪।

খাপেখাপে মিল *ক্রি* বাজে বাজে বসা। 'কী করে এমন খাপেখাপে মিলে গেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

খাপে-ঢাকা *বিশ্ব* খাপে বন্দী। 'যেন খাপে-ঢাকা বঁকা তলোয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

খাপে পোরা *বিশ্ব* খাপের ভিতর আছে এমন। 'দিনরাত খাপে পোরা থাকলে মরতে ধরে যায়।' নজরুল, ১৯২৫।

খাপটি [আ খামসহ] বি খামটি। 'আর না খাপটি খেলা।' নজরুল, ১৯২৬।

খাপচু [আ খামসহ] বি অল্প খাবার। 'বাচ্ছে জুরে খাপচু?' নজরুল, ১৯২৬।

খাপছাড়া [আ খাফ+ছাড়া] ১ *বিশ্ব* সামগ্র্যহীন। 'পুরুষরা বেশ খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ *বিশ্ব* বোমানান। 'কতকগুলো খাপছাড়া জিনিসপত্র লইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ *বিশ্ব* উত্তর। 'এই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া ... শোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খাপচা [স বর্ধর] বি মাটির পাত্রবিশেষ। 'শীতরাত্রে শাড়র মার আওনে খাপড়ার মত কেমন একটা ...।' জীবন, ১৯৪৮।

খাপর [স বর্ধর] বি ভিক্ষাপাত্র। 'হাছে খাপর ভিখ মালাএ যোগিনী।' বঙ্কিম, ১৮৫০।

খাপরা [স বর্ধর] ১ *বি* মাটির হাঁড়ির ভাঙা অংশ। 'খাপরা' গুরিয়া জল উড়ছে চালাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বি* ঘর ছাওঁয়ার টালি। 'ওই খাপরা-ছাওয়া বস্ত্রিখানার ঢালে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

খাপরি [স বর্ধর] বি মাটির হাঁড়ির তলা। 'পাছে পাছে শিশুগণে খাপরি বাজাএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

খাপরেল [স বর্ধর] বি খোলা বা টালির ছাউনি দেওয়া ঘর। 'খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরোলে অধিক তাপ লাগে।' দর্পণ, ১৮৫৭।

খাপসুরত, খাপসুরত [ফা খুব+আ সুরত] *বিশ্ব* অত্যন্ত সুন্দর। 'লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, কই তেমন কিছু খাপসুরত অ্যাপলো তো নন।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

খাপা [ফা খফাহ] *বিশ্ব* ক্ষিপ্ত। 'মোর খাপটা দেখে মোর ভাতর বড় খাপা হয়েলো।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

খাপাখাপি [ফা খফাহ] বি ক্ষিপ্ততা। 'দুই দশে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত।' গুণ, ১৮৫৮।

খাপানো [ফা খাম] *ক্রি* খাপ খাওয়ানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাপা [আ খাফা; ফা খাম] *বিশ্ব* ঠাণ্ডাবনয়ক। 'মিহিন খাপি সিকু-কাফি পিখন চমৎকার।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

খাপা [ফা খফাহ] ১ *বিশ্ব* ত্রুষ্ণ। 'তেনা মোর উপর বড়ো খাপা।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ *বিশ্ব* অপ্রসন্ন। 'হাঃ হাঃ, ডায়া খাপা বড়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খাপুআ [ফা খফাহ] *ক্রি* বিপণ বেপণে গিয়ে। 'খাপুআ মারএ পুনি হানএ

কাটারি।' বাহরাম, ১৬৫০।

খাব, খাব [ফা] বি স্বপ্ন। 'সেই রাত্রে স্বপনেতে দেখে খাব সকলেতে।' গরীব, ১৭৬৫; 'খাব'ে দেখেছিলেন ইব্রাহিম।' নজরুল, ১৯২৪।

খাবড়া [স বর্ধর] *বিশ্ব* হোপ হোপ। 'মোহের কালো পিঠের মতো রৌয়া ওঠা খাবড়া খাবড়া মাগে ভরা।' সৈলিনা, ১৯৭৫।

খাবড়ি [স বর্ধর] বি ভাঙা বাসনকোসনের টুকরা; খোলা। 'নাদার গুড় নাইরে মনা খাবড়ি ছৌ ছৌ করে ছুটে বেড়াও।' লালন, ১৮৯০।

খাবলা [স কবল] বি গ্রাস। 'খাবলে খাবলে অস্থি লইল খুইয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

খাবলা [স কবল] ১ *বি* পাঞ্জা; থাবা; মুষ্টি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গাল দুটি তার খাবলা-মতন চোখ দুটি তার ফাঁকা।' সুকুমার, ১৯২০। ২ *বিশ্ব* মুষ্টি পরিমাপ। 'তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে।' মানিক, ১৯৩৬।

খাবলা-খাবলা [স কবল] *বিশ্ব* এলোমেলো। 'খাবলা-খাবলা কুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

খাবলানো [স কবল] *ক্রি* হাত দিয়ে তুলে নেওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খাবসুরত [ফা খুব+আ সুরত] *বিশ্ব* সুন্দর। 'সে বড় খাবসুরত।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

খাবা [স খা] বি খাওয়া। 'পোস্ত খাবার হোলটা সেই ভাস্যা গেল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কত বেলা হল আপনারা নাবা খাবা করবেন না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

খাবার [স খা] ১ *বি* খাদ্য। 'মায়ের খাবার দাবার সব রেখে এলুম।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ *বিশ্ব* আহার্য। 'খাবার দ্রব্য অনেক আছে।' গুণ, ১৮৫৮।

খাবারওয়ালা [খাবার+হি ওয়ালা] বি খাবার বিক্রেতা। 'খাবারওয়ালার কাছ থেকে চানাচুর, চিনেবাদাম কিনে যে ক্রয়সুখ উপভোগ করে অণিমা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

খাবার করা [খাবার+করা] *ক্রি* খাবার বানানো। 'মা খামতে খামতে খাবার করলেন।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

খাবার দাবার বি খাদ্যদ্রব্য। 'মায়ের খাবার দাবার সব রেখে এলুম।' উমেশ, ১৮৫৭।

খাবাস [আ খবাস] বি একান্ত চাকর। 'খাবাসে তুলিয়া দেয় পান।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খাবি [ফা খাপ] ১ *বি* বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিশ্বাস গ্রহণের অক্ষমতা। 'খাবি পেয়ে মরে সোক হাজার হাজার।' ভারত, ১৭৬০। ২ *বি* হাঁসফাঁস; শ্বাসকষ্ট। 'মুমূর্ষু খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

খাবি খাওয়া *ক্রি* হাঁসফাঁস করা। 'খাবি খায় তবু চাবি ছাড়ে নাকো।' নজরুল, ১৯৪১।

খাম [ফা] ১ *বিশ্ব* অপূর্ণ। 'খাম-আলু কিনে কিছু।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বিশ্ব* অপরিণত। 'জ্ঞান ধান খাম সোজা পেলাই হইবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ *বিশ্ব* জমি থেকে কাঁচা অবস্থায় তোলা। 'খাম আফিসে জল মিশাইয়া কন্দ্রাষ্টগালাকে দেয়া ...।' এডমন, ১৭৯৩।

খাম [ফা] ১ *বিশ্ব* দুমডানো; ভাঁজ-করা। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ *বি* লেফাফা; ইনভেলোপ। 'দরখাস্ত খামের মধ্যে মহুর করিয়া।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

খাম করন বি ভাজ করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

খাম করা' ক্রি চিটি সিলমোহর করা। 'খাম করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

খাম করা' বিশ খামে আটকানো। 'খাম করা দরখাস্ত।' এডমন, ১৭৪৩।

খাম' [স গুহ] ১ বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'নীলাম্বর খাম।' সেবধি, ১৭৪০। ২ বি ষ্টুটি: খাম। 'গোহাল ঘরের খাম খুঁজে তার চাল যে নিল টানি।' জসীম, ১৯২৯।

খামকা, খামখা [ফা বাহ্মাখা] ১ ক্রিবিং হঠাৎ। 'অজরাহ জবরজজি খামখা দেহতপুরুক জালাএগো পোড়াএগো ...।' চিটিপড়ে, ১৭৮৭। ২ ক্রিবিং অহেতুক; অযথা। 'খামখা কোন২ ব্যক্তি ... পতিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ ক্রিবিং অস্বাভাবিক। 'পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলে খামকা মেয়ে গেল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ ক্রিবিং অপ্রত্যাশিতভাবে। 'কোথা হইতে খামকা একটা-না একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

খামকা খামকা [ফা বাহ্মাখা] ক্রিবিং শুধু শুধু। 'এ ভদ্রলোকের ছেলেকে খামকা খামকা অপমান কর্কেন না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

খামকামুশি [ফা বাহ্মাখা+ফা কুশি] বি অকারণ আনন্দ। 'শরতের শাদা খামকামুশির মেঘ - পৃথিবী পাঠায় কানের নিমন্ত্রণ।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

খামখাম করা ক্রি খাই খাই করা। 'না হলে পুরুষ-মরদের জন্যে মন খামখাম করে।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

খামখাহ [ফা বাহ্মাখা] ক্রিবিং অকারণে। 'হালিম খামখাহ ভাবিয়া আকুল হইতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

খামখেয়াল [ফা খাম+আ খায়াল] বি বেচ্ছাচার। 'জোর কি শুধু আফ্রান, শুধু খামখেয়াল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

খামখেয়ালি, খামখেয়ালী [ফা খাম+আ খায়াল] বি বিপণ্ডিত। 'খামখেয়ালী লোকের দণ্ডে দণ্ডে মত ফেরে।' গায়ী, ১৮৫৮। 'কোন খামখেয়ালী বেলায়গাড় যে এই ভাস ডীল করে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ্ড অকারণ বা অযৌক্তিক। 'অদৃষ্ট মন্দ, এই সকল খামখেয়ালী কথা তুলিয়া বলিলে।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ বিণ্ড বেহিসাবি। 'এই ভাস ডীল করে এই খামখেয়ালী খেলা খেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ্ড অসচেতন। 'একজন খামখেয়ালী লেখকের হৈসো কথার সার দেওয়া উচিত ছিল না।' নজরুল, ১৯১৯।

খামচ [আ খমসাহ] বি থাবা; বাবল। বিদ্যা, ১৮৯১: 'তিনিও খামচ তুলেছেন।' তারা, ১৯৪০।

খামচা [আ খমসাহ] বি সবগুলো মন ঘরা আঘাত। বিদ্যা, ১৮৯১।

খামচাখামচি [আ খমসাহ] বি পরস্পরকে আঁচড় কাটা। 'পাশাপাশি বসি আর খামচাখামচি নুচোনুচি খুনসুড়ি মস্তানি করি।' নজরুল, ১৯২৭।

খামচানি [আ খমসাহ] বি খামচি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খামচানো [আ খমসাহ] ক্রি মন ঘরা আঁচড় দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১: 'পাপলের মত এখানে ওখানে খাঁস খাঁস করে খামচান।' মৃজতবা, ১৯৫২।

খামচে ধরা ক্রি আঁকড়ে ধরা। 'নগরের নির্ভাজ পোশাক খামচে ধরেছে হাঁট।' মাহমুদ, ১৯৭০।

খামটি বি নগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই খামটি,

সিফো, মিশিমি, চুলকাটা মিশিমি।' বক্তিম, ১৮৯২।

খামতি [ফা খাম?] বি কমতি। 'কোনো খামতি নেই।' জীবন, ১৯৩৩।

খামার [ফা খিরমন] ১ বি ক্ষেত থেকে ফসল তুলে তা মাড়াই করা ও রাখার স্থান। 'রাজাকে মানিআ দিব শতেক খামার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শস্য উৎপাদনের জায়গা। ওর্সা, ১৭৮৫।

খামারবাড়ি [ফা খিরমন+স বাটি] বি শস্য বাড়াই মাড়াই ও মজুদ করার স্থান। 'খামারবাড়িতে শুকাইতে দেওয়া ধান।' তারা, ১৯৪২।

খামি [ফা খাম?] বি অলংকার বা হারের মধ্যমণি; লক্টে। বিদ্যা, ১৮৯১।

খামিন [ফা খাম?] বি অলংকার। 'তোমার দাসীর সঙ্গে খামিন! তোমার বুসীর মতন সাজ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

খামিন্দ, খামিন্দ [ফা খাম?] বি মালিক। 'খামিন্দ সাক্ষ্যত তজবিজ আজা হয়।' হ্যালহেড, ১৭৭৩: 'খামিন্দ।' বিদ্যা, ১৮৯১।

খামির, খামিরা, খামীর [আ খমীরা] ১ বি সিদ্ধ ময়দার পিঠ। 'খামির।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি মসলাযুক্ত সুগন্ধি তামাকবিশেষ। 'খামিরা।' বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি লুপ। 'খামীর করা মাটি দেওয়া হল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

খামীর করা বিন লুপীকৃত। 'খামীর করা মাটি দেওয়া হল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

খামুশ [ফা] বিশ নীরব; নিঃশব্দ। 'ফুলকি মোরা সুর-দরদী! রইবো খামুশ গান।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

খামোশ [ফা বাহ্মাখা] ১ ক্রিবিং অসঙ্গতভাবে। 'খামোশ আমার পুরুষের ... তিন সও মসলা ধরাইয়া লইলেক।' ওর্সা, ১৭৮২। ২ ক্রিবিং অনর্থক। 'খামোশা ঘরের খেয়ে বেচারীদের রূপ বর্ণনার মুখে মেনো উঠিয়েছেন?' নজরুল, ১৯১৯।

খামোশ [ফা] বিশ বন্ধ। 'বাস! চূপ খামোশ রোদন।' নজরুল, ১৯২২: 'জবাব খামোশ রেখে ফুপুজান আইন বাঁচিয়ে চলতেন।' রশ্মি, ১৯৬৩।

খাখা [স গুহ] বি ষ্টুটি। 'খাখা লাগাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

খাখা আড় [স গুহ] বি স্তম্ভের আড়াল। 'কোপন স্বভাব দেখিলে অমনি গোপন খাখা আড়।' নজরুল, ১৯২৪।

খাখা লাগানো ক্রি ষ্টুটি গাড়া। মানোএল, ১৭৪৩।

খাখাজ বি (সংলীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী খাখাজ - তাল কাওয়ালী।' মশাররফ, ১৮৬৯।

খায়ুর [স বর্জুর] বি খেজুর। 'আনি খায়ুর গোটা যার মূল দর টাকা।' বিজয়, ১৬৫০।

খায়ের [আ খায়র] বিশ শান্ত। 'কোনো ঘটনা ঘটলে গুলন ওঠে শুধু, তারপর সব খায়ের।' আশাউদ্দিন, ১৯৫৯।

খায়েশ [ফা খাইশা] বি আকাজ্ঞা। 'কারও নাই খায়েশ।' নজরুল, ১৯২৮।

খার [স কাক] বি ছাই। 'হারে খারে জাউ মুখখী বড়ায়ি।' বড়ু, ১৪৫০: 'চুনে পান খদিরে করিআ তার খার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খারদার [ফা] বিশ অজীভিকর। 'মানুষ মরি মানুষ ধরি মানুষ খারদার।' লালন, ১৮৯০।

খার পুথি বি শব্দকোষ। মানোএল, ১৭৪৩।

খারা [বি খরা] ১ বি বেগুনের বোটা ও ফলের মাঝখানকার অপেক্ষাকৃত

শত অংশ। 'বাগানের খারা লাউ কুমড়া বাকলা'। মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সরল। 'মুই ত দেবিলাম যে মানুষ বড় খারা মোকে আও এক টাকা দিয়াছে।' কেরি, ১৮০২। খারা খারা ত্রিবিণ শীত। 'রাপুনি একবার খারা খারা বাটি যাসিবেন।' চিঠিপত্রে, ১৮২৮।

খারাজী [আ খারিজি] বিণ খারেজি। 'আত্মীয় স্বজনকে খারাজী ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য তিত্ত বড়ই উদ্যোগী হইয়াছিল।' সখা, ১৮৮৮।

খারাপ [আ খরাব] ১ বিণ নিকট মানের। 'ছেহাই খারাপ ছিল কাগজ পাতল।' সুলতান, ১৭০০। 'আগা লেখক থেকে খুব খারাপ লেখক পর্যন্ত সকলেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ মন্দ। 'মনটাকে খুশী না রাখলে শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে।' প্যারী, ১৮৫৯। ৩ বিণ বদ। 'খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

খারাপ পাড়া [আ খরাব+স পাটক] বি পতিতালয়। 'অজ পাড়াগায়ে খারাপ পাড়া বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই।' হাসান, ১৯৬০।

খারাপি [আ খরাব] বি কষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১: 'এমন যে ঘোর মনখারাপি/ বুকের মধ্যে ছিল চাপি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

খারাব [আ খরাব] ১ বিণ দুঃ। 'খারাব হইয়া যাবি হুসুম আত্মার।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ ক্ষতিগ্রস্ত। 'মকদমা রফা হইল না আমী সর্বতোভাবে খারাব হইলাম।' ওর্স, ১৭৮২। ৩ বিণ মন্দ; খারাপ। 'ভবানী, ১৮২৩: 'এ কিন্তু বড্ডো খারাব।' নজরুল, ১৯২২। ৪ বিণ অবিকৃত। 'সকলে কহে জে ডাকটর মজবুরের জে মযলা আছে শে অতি খারাব।' চিঠিপত্রে, ১৮৩১।

খারাবি, খারাবী [আ খরাব+] ১ বি দুঃসময়। 'মালের জোরেতে খারাবিবার দিনে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ খারাপ। 'কাজটা খারাবী হলো।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ৩ বি ক্ষতি। 'তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়, দীন-দুনিয়ার খারাবী হয়।' মশাররফ, ১৮৮৫।

খারিজ [আ বি] ত্যাগ। 'বারিজ করাব গারি ঘর।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি স্নিহ হওয়া; বাতিল। ওর্স, ১৭৮২। ৩ বিণ বহির্ভূত। 'মহার বয়স ৯৯ বছর কেবল তাঁহারাই বারিজ আছেন।' প্যারী, ১৮৫৯। ৪ বি জমির মালিকানা পরিবর্তন। 'আপন নামে খারিজ করিয়া লইয়া উহাকে ভিটাছাড়া করেন।' সোমশংকর, ১৮৬৮।

বারিজ দাখিল [আ বি] জমি বারিজ করার উপর মাতুল। 'বারিজ দাখিল - জমিদারি খাতার প্রঞ্জার নাম খারিজ করিবার সময় টাকায় সিকি খরচা।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

খারু, খারু [হি খড়ুবা] বি হাতের অলংকারবিশেষ; করুণ। 'মামী উচ্চারিত সেই খারু পাঠাইলা।' সুলতান, ১৭০০: 'খারু হস্তে দেখা ...।' চিঠিপত্রে, ১৮৫৩।

খারুয়া [হি খড়ুবা] ১ বি হাতের অলংকারবিশেষ; করুণ। 'ওল্ল আইদ্য খারুয়া তোরল বিরাজিত।' আলওশ, ১৬৮০। ২ বি লালবর্ণের মোটা সুতার এক প্রকার কাপড়। 'তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে।' রোকেয়া, ১৯৩১।

খারেজ [আ খারিজি] বি বহিষ্কার। 'তাহাকে সমাজ হইতে খারেজ করা হইবে।' এসলাম, ১৯১৯।

খারেজী [আ খারিজি] বিণ দেওবন্দ ঘরানার। 'এতেক তনিয়া এক সোফাই খারেজী।' গরীব, ১৭৬৫।

খাল ১ পথ। 'বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।' চর্চা ৩২, ১২০০। ২ বি ছোটো নদী। 'বাজ গাব পাড়ী পউআ খালে বাহিউ।' চর্চা ৪৯, ১২০০। ৩ বি গর্ত। 'মাটি খেদাইয়া খাল বানাইয়া।' চর্চা, ১৫৫০:

'খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খাল কাটা [খাল+কাটা] ১ ক্রি মাটি কেটে পানি চলাচলের পথ তৈরি করা। 'যদি এই মত খাল কাটা যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বিণ খাল কেটে নির্মিত। 'কলিকাতা পূর্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই সহরকে খালকাটা বলিত।' দর্পণ, ১৮২৬।

খাল কেটে কুমীর আনা - বিপদ ডেকে আনা। 'পাড়ায় পাড়ায় খাল কেটে কুমীর আনছে কেউ কেউ।' শামসুর, ১৯৭২।

খালপাড় বি খালের তীর। 'দু' তিনশো ফুট জুড়ে খালপাড়।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খাল পার হওয়া ক্রি নদী পার হওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

খালবিল [খাল+স বিল] বি জলপূর্ণ নিম্নভূমি। 'খালবিল বনবাগাদ ডাঙারাজা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

খালভরা বি গলিবিশেষ। 'ওরে খালভরা, যাস না, সাপে কামড়াবে।' হাসান, ১৯৬২।

খালে থোয়া ক্রি কবর দেওয়া। 'খালে খুইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

খালি ১ খাল। ১ বি আঙুলের কড়া। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি চামড়া। 'চাহুকে পীঠের খাল তুলিতেছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

খালা [আ খালাহ] বি মায়ের বোন; মাসি। 'দোছরা কুলসম মানা করে খোলাখালা।' গরীব, ১৭৬৫।

খালাআখা [আ খালাহ+হি অখা] বি মায়ের বোন। 'বলিলেন, 'খালাআখা, চলুন।' রোকেয়া, ১৯৩২।

খালাজি [আ খালাহ+হি জী] বি মায়ের বোন; মাসি। 'তা খালাজি কিছুতেই বলিলেন না।' নজরুল, ১৯২৭।

খালাড়ি [স ফার] বি লণ্ণ প্রস্তুতকরে। 'প্রত্যেক খালাড়ির জন্য ৫০০ টাকা দণ্ড দিতে হইবেক।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

খালাষ [আ খালাস] বি দায় থেকে মুক্তি; অব্যাহতি। 'ইহাতে জে কমী হয় আমাকে খালাস দিবেন।' মেয়র্স, ১৭৭০: 'রফা করিতে আর পাওনা দিতে আর খালাস দিতে।' ক্যালসে, ১৮০০। দ্র খালাস

খালাষএ বি মুক্তি। 'বাকীর দায় খালাষএ দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৬৭।

খালাষ করা ক্রি ছাড় করা। 'এই মতে না দেয় ও আফিম খালাষ না করে তবে এ আমানত ...।' ক্যালসে, ১৮০১।

খালাস [আ] ১ বি মুক্তি; অব্যাহতি। 'যদি দুই চোর মিলে খালাস পাইবে ...।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ২ বিণ মুক্ত। 'খালাস করিয়া দিব যদি কহ সাচ।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ৩ বিণ অতিযোগমুক্ত। মেয়র্স, ১৭৫৭। ৪ বিণ দায়মুক্ত। 'মামীমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস।' বিভূতি, ১৯০১।

খালাস করা ক্রি ছাড় করা। 'টাকা দিয়া মাল খালাস করিয়া আর সে কথা বলিল না।' মানিক, ১৯৩৬।

খালাস হওয়া ক্রি সন্তান প্রসব করা। 'শ্যাম রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির।' মানিক, ১৯৩৬।

খালাসী [আ খালাস+] বি মুক্তি। 'সেই সকল বিপদময় লোকের খালাসীর কারণ জ্ঞায়েচিত চেষ্টা হয়।' ক্যালসে, ১৭৯৪।

খালাসি, খালাসী [আ খালাসী] ১ বি ভারী বস্ত্র উঠানো-নামানোর কাজে নিযুক্ত শ্রমিক। 'খালাসীরদিগকে কহিয়া রাখেন যে ...।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি জাহাজের শ্রমিক। বিদ্যা, ১৮৯১: 'জাহাজের

হাসফাসাদি, আওনের তাপ, খালসীদের গোলমাল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭;
'জাহাজের খালসী' বিতৃতি, ১৯৩৭।
খালসিগিরি [আ খালসী+ফা গিরি] ত্রি জাহাজে শ্রমিকের কাজ।
'জাহাজের খালসিগিরি করিয়া নিঃসংশে আমেরিকায় গিয়া ...
বেড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

খালসী^২ দ্র খালস

খালসী^২ [আ খালিসাহ] বি রাজস্ব কর্মকর্তা। 'যদি ভূমি আমিন খালসীর
কথা না শোনা ...।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

খালি^২ [স খাত<] বি খাল। খালিঞ্জলি [স খাত<] বি ক্ষুদ্র জলপ্রোত।
'দেহলা পাড়িল আঠার খালি জুলি।' মুহুদ, ১৬০০।

খালি^২ [আ] ১ বিণ অনাবৃত। 'জার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে
কথা।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বিণ নগ্ন। 'খালি পাও।' মানোএল,
১৭৪৩। ৩ বিণ কেবল। 'খালি শির দেখি ধড় রহিল কোথায়।'
গবীর, ১৭৬৫। ৪ বিণ অপ্রয়োজনীয়; অযৌক্তিক। ওয়া, ১৭৮২। ৫
বিণ শূন্য। 'জায়গা খালি হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

খালি-খালি ঠেকা ত্রি শূন্য বোধ হওয়া। 'বুকের হাড় কখনা খসে
গেলে যেমন একদম খালি-খালি ঠেকে, ঐ ষ্ট্রীট আড়াল হলেও
তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খালিশা [আ খালসা] বিণ বাজ্যেস্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

খালিশা [আ খালিসাহ] বি রাজস্ব দপ্তর। 'খালিশা সরিফার কচহরিতে
নিলামে বিক্রী হবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

খালিশা সরিফা [আ খালিসাহ+আ শরফ] বি প্রধান দপ্তর। 'খালিশা
সরিফার কচহরিতে নিলামে বিক্রী হবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

খালু, খালুজী [আ খালা<] বি খালার স্বামী। 'মামুজী ও খালুজী
ফুপুজী।' চিটিপড়ে, ১৮৬৪।

খালুই [স খলু<] বি মাছ বা তরকারি প্রভৃতি বহন করার কুস্তিগেশ।
বিদ্যা, ১৮৯১।

খালুয়া [স খলু] বি মেঘের চামড়া। মানোএল, ১৭৪৩।

খাশ [আ খাস] ১ বিণ সরকারের মালিকানাভুক্ত। 'জীব পত্ত মারি কৈল
চাকলা সব খাশ।' কুক্ষদাস, ১৫৮০। ২ বিণ প্রধান। 'যাহাকে
বাদসাহর মনোমহ হইত ... তিনি হইতেন খাশ বেগম।' রামরায়,
১৮০১। দ্র খাস

খাশ করা ত্রি অন্যের অধিকার থেকে ভূসম্পত্তি নিজের অধিকারে
আনা। 'জোতদার জমি খাশ করিয়া পতিত ফেনিয়া রাখিছেন।'
আজাদ, ১৯৪৬।

খাশ কামরা [আ খাস+প কামরা] বি একান্ত কামরা। 'ছুটেছে সে
তাই রোজ মজীদার খাশ কামরায়।' হোসেন, ১৯৬৯।

খাশ বেগম [আ খাস+ফা বেগম] বি প্রধান রানি; পাটরানি। 'যাহাকে
বাদসাহর মনোমহ হইত ... তিনি হইতেন খাশ বেগম।' রামরায়,
১৮০১।

খাশা [আ খাসহাস] বিণ উত্তম। 'কে কাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি খাশা
জিনিশের কেহামতিতে।' জীবন, ১৯৩২।

খাস [আ] ১ বিণ সত্যিকার। 'আরবী আন্তার খাস জানিও জবান।'
সুলতান, ১৯০০; 'মাদি তোরা বাদি-বাক্তা দাস-মহলের খাস
গোলাম।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ সরকারের মালিকানাভুক্ত।
'আমি খাস তালুকের প্রজা, আমি কখন নাভান কখন সাতান।'
রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ বি সরকারি মালিকানা। 'অনেক মহল

সরকারের খাসে ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৪ বিণ বিশেষ। 'মহারানীর
খাস হুকুম আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বিণ পার্শ্ব। 'এই আম-
মহল ও খাস-মহলের দুই কর্তা - বার্থ ও পরমার্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।
৬ বিণ অন্দর; গোপন। 'সে দুঃমাত্রা, হৃদয়ের খাস-মহলে তাহার
অধিকার নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৭ বিণ মূল। 'খাস কলিকাতায় এত
শিত নষ্ট হওয়ার আর একটি প্রধান কারণ।' রোকেয়া, ১৯২২। দ্র
খাশ

খাস-কামরা [আ খাস+প কামরা] বি নিভৃত স্থান। 'এটা আমার
অন্তরের খাস-কামরায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খাসগেলাস [আ খাস+ই গ্লাস] বি শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত অস্ত্রের তৈরি
বাতিদানবিশেষ। 'লাল বনাতের খাস গেলাস ও রুপোর ডাঙিতে
রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ছোঁড়ারা।' হুতায়,
১৮৬১; 'কলকে ফুলের কুঙ্কবনে জ্বলছে আলো খাসগেলাসে।'
সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

খাস জমি [আ খাস+ফা জমীন] বি জমিদারের নিজ তত্ত্বাবধানের
ভূসম্পত্তি। 'খাস জমি রাখার সবোচ্চ পরিমাণ বসতবাটী ও বাগানসহ
১০০ একর।' আজাদ, ১৯৫৭।

খাসদখল [আ] বি একচেটিয়া অধিকার। 'যাদেরকে ও নিজে
আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খাস দপ্তর, খাস-দক্ষতর [আ খাস+ফা দক্ষতর] বি মূল কার্যালয়।
'স্বাধীনতার খাস-দক্ষতরের রহস্য কে ভেদ করবে?' মাহেনও,
১৯৯৯; 'ওঁর খাস দপ্তরে এ সম্বন্ধে কোনো খবরই নেই।' সাদত,
১৯৬৭।

খাস-দরবার [আ খাস+ফা দরবার] ১ বি অন্তরঙ্গদের সভা। 'খাস-
দরবার এবং আম-দরবার বাতীত সারিতোরে রাজ-দরবার।' রবীন্দ্র,
১৮৯৫। ২ বি বিশিষ্ট বৈঠকখানা। 'এদের শৌখিনতার আমদরবারে
দানবাঞ্ছিণ, খাসদরবারে ডোগবিলাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খাস-পেয়ারা [আ খাস+স প্রিয়ার] বি ভালোবাসার পাত্র। 'বাচ্চার
খাস-পেয়ারার প্রথম বরব পেয়েছিল।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

খাসপ্রজা [আ খাস+স প্রজা] বি সরকারের প্রজা। 'সে মহারানীর
খাসপ্রজা হইবে।' অমৃতবাজার, ১৮৭৩।

খাসবরদার [আ খাস+ফা বরদার] বি যে সৈন্য বন্দক বহন করে
আগে চলে। 'আগে চলে লাগপোশ খাসবরদার।' ভারত, ১৭৬০।

খাসমহলা [আ] বি সরকারি জমি। 'খাসমহলের কর বৃদ্ধি।' বন্ধিম,
১৯৯২।

খাসমহলী [আ খাসমহল<] বিণ সরকারি জমি সংক্রান্ত। 'জমিদারী
প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে খাসমহলী দুর্দশা-প্রবর্তনের একটা অচ্ছেদ্য
সম্পর্ক ...।' বলবুল, ১৯৩৭।

খাসলত [আ] বি অভ্যাস। 'এসব খাসলত তার একেবারেই ছিলো না।'
ইলিয়াস, ১৯৭৫।

খাসা [আ খাসহাস] ১ বিণ উত্তম। 'অঙ্গে হৈতে উতারিয়া দিল খাসা
জোড়া।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বিণ আকর্ষণীয়। 'মহিচাদের মেয়ে।
খাসা দেখতে ভাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বিণ সুস্বাদু। 'ঘোটা গাইলে
ওটা খাসা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিণ উপাধি; সুবাদ। 'খুব
খাসা বাবার পেটে এল।' জীবন, ১৯৩২। ৫ ক্রিণ গভোভাভে।
'প্রবীরের খাট জমিবে। খাসা জমিবে।' মানিক, ১৯৩৬। ৬ বি
একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এণ্ডোশের নাম হচ্ছে মুগা, ঝু, সরকারে
আলী, খাসা, সবনাম।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খাসি, খাসী [আ] বি দ্বিমুখ ছাগল। 'জোড়ে জোড়ে নিল খাসী জুবারিআ ভেড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'খাসি।' মানোএল, ১৭৪৩।

খাসির গোষ্ঠ বি ছাগলের মাংস। ওর্গা, ১৭৮৫।

খাসিয়ত [আ] বি গুণ। 'শরিক ঘরের মেয়ের মত যুক্ত আদত-খাসিয়ত অনুসারে বিনা কলহে ...।' মনসুর, ১৯৫০।

খাসিয়া বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

খাস্তা [ফা] খাস্তা/বিশ নষ্ট। 'ওপরে মাশ খাস্ত পড়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

খাস্তা [ফা] খাস্তা ১ বি মরদার মচমেত খাবারবিশেষ। 'পজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা ...।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি মচমেত অবস্থা। 'ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু খাস্তার কচুরি ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বিণ ভুল। 'তিন নকলে আসল খাস্তা হইয়া যাইবে যে।' এসলাম, ১৯১৭। ৪ বিণ কড়কড়ে। 'নিত্য তবু খাস্তা তবিল গুণি।' বেনজীর, ১৯৪৫।

খাহেশে [ফা] খাহিস বি আকঙ্ক্ষা। 'মানুষের খাহেশ তো সারাজীবনে মেটানো যায় না।' ময়ান, ১৯৬৮।

খাহেস [ফা] খাহিস বি শব্দ; সাধ। 'খাহেস করিয়া ব্যাবিবাহ দিবার জন্য।' রওশন, ১৯২৫।

খিআ [খেয়া] বি নৌকায় নদী পারাপার; খেয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিআঘাতি [খেয়াঘাতি] বি নৌকাযোগে নদী পার হওয়ার ঘট। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিআনো [স] ক্ষেপ-। ক্রি নৌকাযোগে পারাপার করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিআতি [স] খাতি/বি সুনাম। 'নবদীর্ঘ বসুমতি রাখিল খিআতি।' রায়, ১৭১০।

খিআল [আ] খেয়াল/বি স্বপ্ন; কল্পনা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিআলি [আ] খেয়াল-। বিণ কল্পনাবিশালী। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচ [হি] খিচনা-। বি টান; আকর্ষণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচড় [হি] খচড়া/বিণ দুষ্ট; বদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচড়ন [হি] খচড়ন-। বি দুষ্টামি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচড়া [হি] খচড়া-। বিণ দুষ্ট; বদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচড়ে [হি] খচর-। ক্রিবিণ বিক্ষিপ্ত হয়ে। 'তার মেজাজ আছে ভীষণ খিচড়ে।' হাসান, ১৭৭৪।

খিচন [হি] খিচনা-। বি অঙ্গভঙ্গিকরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচা [হি] খিচনা-। ১ ক্রি টানটান করা। 'কুকুরের চামড়া খিচা সে কী ভাই যায় রে ভুলা।' নজরুল, ১৯২৬। ২ ক্রি রাগে টানটান করা। 'মুখ দাঁত খিচে বেহুদ ...।' নজরুল, ১৯২৬।

খিচানো ক্রি বিকৃতভাবে প্রদর্শন করা। 'যখন দাঁত খিচোন মনে হয় দাঁত সর্ব্ব শরীর।' শামসুল, ১৯৫৭।

খিচিয়ে গুঠা ক্রি মুখ বিকৃত করে চিব্বার করা। 'আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিচিয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯৩০।

খিচুনি [হি] খিচনা-। বি বিকৃত ভঙ্গিতে আক্রমণ। 'মুলা-বিনিন্দিত বড়ো বড়ো দন্তের পূর্ণ বিকাশ আর খিচুনি।' নজরুল, ১৯২৭।

খিচুনি-খোচা [হি] খিচনা-। বি বিকৃত ভঙ্গিতে আক্রমণ। 'এ রকম খিচুনি-খোচা এসে পড়ল বলে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

খিকখিক [ধন্য] বি খিক খিক ক'রে উচ্চ হাসির শব্দ। 'খিকখিক হেসে ছেলেরা বলবে না, কতটা উঠল রে।' হাসান, ১৯৬০।

খিক করা [স] খিন্ন-। ক্রি ছেঁটে দেওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

খিচ [হি] খিচনা-। ১ বি টান। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি সন্দেহ। 'তবুও একটা খিচ দিয়ে গিয়েছিল উপপহার মতো।' জীবন, ১৯৪৮।

খিচখিচ [ধন্য] বি কলহ বা তর্কাতর্কি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচ খিচ করা ক্রি খিটমিট করা। 'খিচ খিচ করে উঠল রাজমিস্ত্রী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খিচখিচি [ধন্য] বি অনবরত বকাবকি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচড় [হি] খচড়া বি ময়লা। মানোএল, ১৭৪৩।

খিচড়ি [স] কুসর বি চাল-ডাল মিশিয়ে তৈরি করা খাবারবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচনি [ফা] খেছা বি গাঁথনি। 'তহি রত্ন আভরণ রত্নের খিচনি।' বন্দা, ১৫৮০।

খিচমিচিয়ে [হি] খিচনা-। ক্রিবিণ বকাবকি করে। 'দেখেই রাজা দাদার মতন খিচমিচিয়ে উঠে ...।' নজরুল, ১৯২৬।

খিচরি [স] কুসর বি খিচুড়ি। 'যুত দিয়া বায় যদি রাঙ্গিয়া খিচরি।' বিজয়, ১৬৫০।

খিচিমিচি [ধন্য] বি একটানা বকাবকি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিচুড়ি খিচুরী [স] কুসর ১ বি চাল ও ডাল মিশিয়ে তৈরি করা খাবারবিশেষ। 'কাচার খিচুড়ি তার সুখার অধিক।' ওর্গা, ১৮৫৮; 'ফুল প্রাঙ্গণে দরিদ্রদের খিচুরী খাওয়ানো হয়।' বেগম, ১৯৬৩। ২ বি ডালমো। 'ডালয্য ওদিকে বটে পাকায় খিচুড়ি।' ওর্গা, ১৮৫৮। ৩ বি একাধিক বিষয়ের বিসদৃশ সংমিশ্রণ। 'ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ মিশ্র প্রকৃতির। 'তনেছি জাতি হিসাবেও আমরা খিচুড়ি।' বর্জ্জি, ১৯৩১।

খিচুড়ি গেলানো ক্রি বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে বাধ্য করা। 'তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

খিচুড়ি পাকানো ক্রি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। 'সন্তোষে নির্ভণ এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খিচুড়ি-ভাষা বি একাধিক ভাষার মিশ্রণজাত ভাষা। 'অনুবাদ করে যে খিচুড়ি-ভাষার সৃষ্টি করেছেন, সেই ভাষা।' প্রথম, ১৯১৩।

খিজমত, খিজমৎ [ফা] খিদ্মত বি সেবায়ত্ত; পরিচর্যা। 'আমাকে গোমস্তাগীরীতে খিজমৎ বহন করিলেন।' চিঠিপত্র, ১৯০৮; 'খিজমত।' বিদ্যা, ১৮৯১।

খিজমতগার বি সেবক; ভৃত্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিজি [আ] খিজলাহি বি ছালাতন। 'ও সে পাগলা বোটার পাগলা খিজি।' লালন, ১৮৯০।

খিজিবিজি [আ] খিজলাহ-। বিণ উৎপাতকারী। 'অনেকগুলো মানুষ ভারা ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খিজুর [স] বর্জুর বি খেজুর। ওর্গা, ১৭৮৫।

খিজ্জা [স] খচিত ক্রি অলংকৃত করা। 'খিজিল মণিকে হিরা মণী।' বদু, ১৪৫০।

খিজির [আ] বি শূকর। 'জিজির পরা মোরা খিজির।' নজরুল, ১৯২২।

খিটখাট [ধন্য] বি কোনো কিছু কাটার শব্দ। 'চুঁকঠাক খিটখাট ছেমির শব্দ হচ্ছে।' অবন, ১৯২৭।

খিটখিট [ধন্য] বি বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'দিনরাত ঝুঁতঝুঁত খিটখিট করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খিটখিটআ [ধন্য খিটখিট] বিণ বদমেজাজি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিটখিটে [ধন্য খিটখিট] ১ বিণ অসহিষ্ণু। 'দেশের সম্বন্ধে মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ বদমেজাজি; রগচটা। 'অব্যাহ্যাকর অনুভূতি তাহাকে বিষণ্ণ ও খিটখিটে করিয়া রাবিল।' মানিক, ১৯৪০।

খিটখিটেনি [ধন্য] বি সবসময় খিটখিট করে এমন স্বভাব। 'তার খিটখিটেনি এখন অসহ্য।' ধূর্জতি, ১৯৩১।

খিটখিটেমি [ধন্য] বি খিটখিটানি; ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে সবসময় অসন্তোষ, বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ। 'অসুখ, খিটখিটেমি আর খাপছাড়া বসিকতা।' মৃজতবা, ১৯৫২।

খিটখিট [ধন্য] বি ভরসনা। 'নিজের ছেলেরদের সহিতও নাহক অনেক খিটখিট করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খিটখিটে [ধন্য] বিণ সহজেই বিরক্ত হয় এমন। 'এমন খিটখিটে মেজাজও হয়ে গেছে জানেন!' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

খিটিমিটি [ধন্য] বি তুচ্ছ কলহ। 'তবু কেন খিটিমিটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

খিটিমিটি করা ক্রি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা। 'ডাইয়ের সঙ্গে খিটিমিটি করে ফের এসে শরণ নেন সুবিমলের।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

খিটার-মিটার [ধন্য] বি সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া। 'ঠিক সময়ে কাগজ না পেলে বাঁধা গ্রাহকরা খিটার-মিটার করবেন।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

খিড়কি, খিড়কী [স খড়কিকা] ১ বি বাড়ির পিছনের ছোটো দরজা। 'খিড়কি দুয়ার পক্ষে বাড়ি প্রবেশ করিয়া।' মাল্যধর, ১৫৫৮। ২ খিড়কী দোরে পাঁকি আনিস।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বি বাড়ির পিছনের দিক। 'তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়কি।' হুতাম, ১৮৬১।

খিড়কি-দরজা [স খড়কিকা+ফা দরওয়াজা] বি বাড়ির পিছনের ছোটো দরজা। 'ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

খিড়কিদার, খিড়কীদার [স খড়কিকা-দার] বিণ একটু ফাঁক আছে এমন; জাহরিকাস। 'মাথায় খিড়কিদার পাগড়ী ...।' গ্যারী, ১৮৫৮: 'মাথায় খিড়কীদার পাগড়ী' হুতাম, ১৮৬১।

খিড়কিদোর, খিড়কীদোর [স খড়কিকা-দোর] বি বাড়ির পিছন দিকের ছোটো দরজা। 'খিড়কী দোরে পাঁকি আনিস।' উমেশ, ১৮৫৭: 'বাড়ীর খিড়কিদোরের বাঁশ বাগানে গিয়া হাঁক স্নেহ।' বিজুতি, ১৯২৯।

খিড়কিঘার [স খড়কিকা-ঘার] বি ছোটো দরজা। 'একবারে বাহিরে খিড়কিঘার পার হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

খিড়কিমহল [স খড়কিকা+আ মহল] বি অন্দরমহল। 'বিসেসে এসে তাদের পশাঘাটের খিড়কিমহলে রাজা জুড়ে দিতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

খিড়কির দুয়ার [স খড়কিকা-দার] বি বাড়ির পিছনের ছোটো দরজা। 'খিড়কির দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেলেন।' প্রমথ, ১৯৩২।

খিতাব [আ] বি সম্মানজনক উপাধি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খিতি [স ক্ষিতি] বি পৃথিবী। 'কেশরী ঠেলিয়া উঠে জেন খিতি উদয় তপন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খিতিতল [স ক্ষিতি+তল] বি পাতাল। 'অবিহিত গতি তোর হব খিতিতলে।' মাল্যধর, ১৫০০।

খিতিনাথ [স ক্ষিতিনাথ] বি রাজা। 'বড় ধন্য তুমি খিতিনাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খিদমত [আ] বি সেবা। 'আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমতগারির পুরস্কারস্বরূপ ... শিরোপা লাভ করেছি।' প্রমথ, ১৯০৫।

খিদমতগারি, খিদমতগার [আ খিদমত+ফা গার] ১ বি পরিচর্যাকারী; তত্ত্বাবধায়ক। 'সে আগে লার্টসাহেবের কুকুরদের খিদমতগারি ছিল।' প্রমথ, ১৯৩১। ২ বিণ সেবাদাতা। 'জাতিগঠনের এই মহান কাজে আমরা আপনাদেরই খিদমতগারি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খিদমতগারি [আ খিদমত+ফা গার] ১ বি গোলমি। 'আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমতগারির পুরস্কারস্বরূপ ... শিরোপা লাভ করেছি।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ বি লালন-পালন। 'মেডার খিদমতগারিতে নিযুক্ত।' প্রমথ, ১৯২৬।

খিদা, খিদে [স ক্ষুধা] বি খাবার ইচ্ছা। 'খিদা।' মাহোএল, ১৭৪৩: 'ওইতে আরাম নাই খিদা নাই পেটে।' গরীব, ১৭৬৫: 'সর্বদা খিদে পেলে বরচ বাড়বে বলে এক দিন অন্তর পাইখানায় যান।' হুতাম, ১৮৬১। ৩ বিখা

খিদার্ত [স ক্ষুধার্ত] বিণ ক্ষুধার্ত। মাহোএল, ১৭৪৩।

খিদেতেষ্টা [স ক্ষুধা+ফা] বি ক্ষুধা ও পিপাসা। 'খিদেতেষ্টা পায় না?' বিজুতি, ১৯২৯।

খিদামান [স] বিণ দুরিতি। 'খয়ং খিদামান হইয়া বিবেচনা করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

খিদামানা [স] ১ বিণ স্ত্রী দুরত্বপ্রাপ্ত। 'বেগম বিস্ময় বদনা খিদামানা অতি কাভরা হইয়া ...।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিণ স্ত্রী আক্ষেপ করছে এমন। 'রায়ের পৃথিবী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদামানা বোদনপারা।' রাজীব, ১৮০৫।

খিদ [স ক্ষুদ্র] বিণ ক্ষুদ্র। মাহোএল, ১৭৪৩।

খিধা, খিধে [স ক্ষুধা] বি ক্ষুধা। 'যাত খিধা বসে/ নাগরি রাধা।' বড়, ১৪৫০: 'কিছু নেই খিধে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ খিদা

খিন [স কীর্ণ] ১ বিণ শীর্ণ। 'দিনে দিনে খিন তনু' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'আসে খিন তনু তবে হইল রক্তিনি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিণ স্কর। 'খিন মাঝা খুলনার জেন মধুকরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ কৃশ। 'ডেবে ব্রজপুর লোক সতে হইল খিন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খিনী [স কীর্ণ] বিণ স্কর। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতবে।' বড়, ১৪৫০।

খিন্ন [স] বিণ কাতর। 'বিষাদ করয়ে কামবাণে খিন্ন হৈয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খিন্নমনা [স] বিণ ক্ষুণ্ণ। 'আপন দেশে স্বধর্মের দূরবাহ্য দৃষ্টে অতি খিন্নমনা।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

খিমচি [আ খমসাহ] বি খামচি; নখ দ্বারা আঁচড়। 'বরের ঘাড়ে বোপিয়ে পড়ে খিমচি কেটে ঝগড়া করে বউ অনর্থ করে।' মনোজ, ১৯৬১।

খিমা [আ রীমাহ] ১ বি তাঁর। 'আপনার বিমা হইতে জানানো খিমা।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি কুটির। 'পাতার খিমায়ে নির্জীব আছি পড়ি।' নজকুল, ১৯২৮।

ষিয়াতি [স খ্যাতি] বি সুনাম। 'ভূত নামে মহামুনি সংসারে ষিয়াতি।' রূপায়ম, ১৭৫০।

ষিয়ানো [স ক্ষিপ-] ক্রি ভাসানো। 'সমুদ্রে ষিয়ানু নৌকা বড় প্রতিআশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিয়ারি [খেয়া] বি মাঝি। 'তবে আমি নৌকা নিয়া ষিয়ারির রূপে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ষিয়াল [আ খেলা] বি নেশা। 'সিদ্ধির ষিয়ালে সদা শুক বুদ্ধিহীন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ষির [স ক্ষীর] বি দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন। 'ষির নবনি আছে আর দুগ্ধ সর।' মালাধর, ১৫০০: 'ষির ভোজন করিল দুই মহেশ ভবানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিরখণ্ড [স ক্ষীর-খণ্ড] বি ষিরের নাড়ু। 'দম্পত্যে গ্রন্থেষে ঘরে ষিরখণ্ড ভোগ করে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিরচাঁপা [স ক্ষীর>] বি মিঠাইবিশেষ। 'তবে একখান ষিরচাঁপা দিচ্ছি গ্রাণ ভরে খাও।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ষিরপুলি [স ক্ষীর>] বি পিঠাবিশেষ। 'ষিরখণ্ড ছেনা নাড়ু ... ষিরপুলি প্রচলিত খায়্যা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিরকা [আ ষিরকা] বি ফকির দরবেশদের অঙ্গবরণবিশেষ। 'সামান্য ষিরকা গায়ে হজরত চলছে ইদগাহে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ষিরকি [স খড়্গিকা] বি দরজা। 'পাখাঘসেউলের ষিরকিতে।' নজরুল, ১৯২৭।

ষিরগিজ [তু] বি মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজিস্তানের অধিবাসী। 'সে ষিরগিজ-জাতীয় চাষীর ছেলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ষিরদ [স ক্ষীরোদ] বি পৌরাণিক ক্ষীরোদ সাগর। 'পৃথিবির বচনে বৃষ্টি ষিরদেয়ে গিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

ষিরদম্বন [স ক্ষীরোদ-ম্বন] বি ক্ষীরসমুদ্র দলন। 'ষিরদম্বনে জেন অমৃত উঠিল।' মালাধর, ১৫০০।

ষিরপাই বি গুল্মবিশেষ। 'মহরি সেলপা ধন্যা ষিরপাই বেত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিরমিজ [আ কিরমিজ] বিণ রক্তবর্ণ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ষিরা [স ক্ষীরাবী] বি শসাজাতীয় ফলবিশেষ। 'এক ব্যক্তি বাহ্যে বসিয়া ষিরা খাইতেছিল।' মশাররফ, ১৮৮৯।

ষিরি, ষিরী [স ক্ষীরাবী] বি শসাজাতীয় ফল। 'ষিরী খাজুর বনকেন্দ্র মহকুত আর।' বড়, ১৪৫০: 'অজ্ঞান খর্বুর ষিরি গয়া আশত বোহারি।' মালাধর, ১৫০০।

ষিরেলা [স ক্ষীর>] বি ক্ষীরের তৈরি দ্রব্যবিশেষ। 'একদিন ডাক্তার বাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের ষিরেলা, খাজা, নিমিকি পাঠয়ে দিচলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ষিরোদ [স ক্ষীরোদ] বি পৌরাণিক ক্ষীরসমুদ্র। 'ষিরোদ শমুদ্রের তিরে।' মালাধর, ১৫০০।

ষিরোসা [স ক্ষীর>] বি দুগ্ধজাত মিষ্টান্নবিশেষ। 'কলা-বড়া মুগ-সান্ধলি ষিরোসা ষিরের পুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিল' [স] বিণ অনাবাদি; চাষের অনুবোধী। 'সরকার হইল কাল ষিল ভূমি লিখে নাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিল' [স কীল>] ১ বি কপাটের অর্গল। 'লোহার কপাট ষিল বিষম কুলুপ তায় সাজে।' কেতকা, ১৬৫০: 'ষিল খসানো।' মানোএল, ১৭৪৩।

২ বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'দশরথ ষিল।' সেবধি, ১৮৪০: ৩ বি মাংসপেশির আড়ষ্টতা বা টেনে ধরার ভাব। 'বুকে পিঠে লাগে ষিল নাহি থাকে চেতনা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪: ৪ বি আঁকশি; হুক। 'গৃহিণী ... হাতের বাউটির ষিল বুটিতে বুটিতে কর্তা মহাশয়ের নিবেতনে সমুপস্থিত।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ষিল ধরা ক্রি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ষিটুনি ধরা। 'রোগীর হাতে পায়ে ষিল ধরে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ষিলঝিল [ধন্য] ১ বি ষিল ষিল শব্দ করে। 'বামনি হাসে ষিলঝিল।' মুকুন্দ, ১৬০০: ২ বিণ ষিল্পাঙ্গক উঠু স্বরে। 'পরিচিত কণ্ঠের ষিল ষিল হাসি শুনিতে পাইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ষিলঝিল করে হাসা ক্রি উচ্চ স্বরে হাসা। 'হোকরার দলের মধ্যে একজন ষিলঝিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

ষিলান [স কীল>] বি ইট-পাথর দিয়ে তৈরি দরজা অথবা তোরণের উপরের অর্ধবৃত্তাকার কাঠামো। ওর্গা, ১৭৮২: কাগপে, ১৭৮৯: 'তিন ষিলানের একটা পাকা সাঁকো।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ষিলান-করা [স কীল>] বিণ দুই ধামের মাঝখানে ইট বা পাথরের অর্ধ বৃত্তাকার গাঠনি-সংবলিত। 'প্রকোষ্ঠসকল ষিলান-করা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ষিলানো [হি ষিলানা] ক্রি খাওয়া। 'জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত ষিলাইয়া।' বিজয়, ১৬৫০: 'বিশ মিলাওলি মধু ষিলাওলি মোর জীউ বড় সুখি।' বাহরাম, ১৬৫০।

ষিলাত [আ] বি রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পরিচয়। 'প্রজার পাপের ফলে ষিলাত পাইল মামুদ সরিপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ষিলাপ [আ ষিলাপ] বি অন্যাত্যচরণ। 'পাছে কোনো অপরাধপ্রথা ষিলাপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ষিলাফ [১] বি ভঙ্গ। 'ওয়াদা ষিলাফের বিরোধ কাটিতে ভঙ্গন না হয়।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি চুক্তিভঙ্গ। 'জে জে তাতি গাফিলতিতে কিস্তি ষিলাফ করিয়াছে।' তাতি, ১৭৯২। ৩ খেলাপ, খেলাফ

ষিলাফত, ষিলাফ [আ] বি তুরস্কের বাদশাকে মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক আবেদন ও দলবিশেষ। 'কংগ্রেস ও ষিলাফতের এই মিলনটার ভিতর সরদারত আদপেই নেই।' প্রমথ, ১৯২০: 'সেটা ঘটেছিল ষিলাফত সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ডরা জোয়ারের মুখেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ষিলাগ [আ] বি কাঠি ধারা দাঁত পরিষ্কার করার কাজ। 'কেহ কেহ টুথ পিক দিয়া ষিলাগ করিতেছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

ষিলি [স কীল] ১ বি ষিল। 'মাঝারে রহিয়া তারা দ্বারে দিল ষিলি।' বিজয়, ১৬৫০: ২ বি কীলক আকারে সাজা পান। 'পানের ষিলি প্রদানপূর্বক মর্যাদা করিয়া দিয়ায় করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

ষিলিষিলি [ধন্য] ক্রি ষিল ষিল ক করে। 'নদী হেসে চলে ষিলিষিলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ষিলেন [স কীল>] বি দুই ধামের মাঝখানে ইট বা পাথরের অর্ধবৃত্তাকার গাঠনি। 'গাড়িবানারার ষিলেনের কাছটাতে এসেই ...।' অবন, ১৯২৭।

ষিল্লাত [আ ষিলাত] বি রাজার দেওয়া সম্মানসূচক পোশাক। 'ষিল্লাত পরিধান করে রেশমের খরিয়ায় প্রদানি বাঁধতেন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিসা বি স্বীকর। 'ভিতরে ভিলের বিসা, সোঁদা সোঁদা গন্ধ।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৫।

বিস্তি বি অমঞ্জিত ভাষায় গালাগালি। 'ধোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আতনান, বিস্তি, অট্টহাসি।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

বিস্তি-খেউড় বি বগড়া; গালাগালি। 'এখন তোমাকে ধিরে বিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস।' শামসুর, ১৯৭০।

বী [স ক্ষেপ>] বি সুতার গাছ। 'এক-বী রেশমে সাত-বী সুতো।' অবন, ১৮৯৬।

বীকার [বি খাওয়ার] বি কলঙ্ক। 'কেন হেন কইলে পাপ সঙ্ঘাম বীকার।' মলাধর, ১৫০০।

বীড়কি [স খড়্গিক্তা] বি বাড়ির পেছনের দিক। 'বাটার বীড়কির ঘাট হইতে ... গিয়াছে।' ওসী, ১৭৮২।

বীন [স স্বীকর] ১ বিণ শীর্ণ। 'উন্নত গণ কপোল বীনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি স্বীকর। 'কটক গৌরব পাণ্ডল নিতম্ব/ ইহিকে বীন উনকে অবলম্ব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বীনা [স স্বীকর] বিণ শীর্ণ। 'সে পুন পলটি খনে খনে বীনা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বীনিম [স স্বীকর] বিণ স্বীকর। 'গুরু নিতম্ব ভরে চলএ ন পারএ মাঝ বীনিম নিমাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বীর [স স্বীকর] ১ বি দুধের তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'সকল গোষ্ঠ মেলাইবো বড়াকির বীর মোশাইবো।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি স্তন্য। 'মায় জসোদা পৃথিলেক দির্জা বীর।' বড়ু, ১৪৫০।

বীরি [স স্বীকর] বি দুধের তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'ভোজন করিয়া খাই হাড়ি দশ বীরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বীল [স বিলা] বি অনুবর্ততা। 'তন নাই আচট ভূমের ভায়ে বীল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

বীলাত [আ] বি রাজকীয় পোশাক। 'সাহেবরা রূপময় পায়ে বীলাত রাখিয়া রাজকে দিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

বীলান [স স্বীকর] বি ইট বা পাথরের অর্ধগোলাকার গাথনিবিশেষ। 'চান্দপালের ঘাটে অতিমনোহর এক বীলান গ্রহন হয়।' দর্পণ, ১৮২২।

বীলাফী [আ বিলাফ] বি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যে। 'বীলাফীর হকীকত লীখাবে।' তাঁতি, ১৭৯২।

খুআ [স ক্ষমা] বি রেশম; শশ; পাট। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুআড় [স ক্ষয়] বি ইটের ভাঙা টুকরা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুআর [ফা স্বওয়ার] বি নিন্দা; অপমণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুইয়ে বসা ত্র খোয়া'

খুগি [স করস] বি সুগি; দোয়াতকলম রাখার পাত্র। 'বিশায় হইএ আমি লএ খুগি পুঁথি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খুঁচ [স্বন্য] বি ধারালো ছুরি ইত্যাদি দ্বারা কাটার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুঁচনি [স্বন্য] বি খুঁচ। 'ব্রাহ্মকিয়র সাহেবের খুঁচনিতে এক এক বার ঘাবড়িয়া যাইতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

খুঁচা [স্বন্য] বি খুঁচ। 'বি বস্ত্র আঘাত; তীক্ষ্ণ আঘাত। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুঁচানি [স্বন্য] বি খুঁচ। 'বি বিচ্ছিন্ন। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুঁচানো [স্বন্য] বি খুঁচ। ১ ক্রি তীক্ষ্ণ আঘাত করা। 'আগে খাঁচার

ভিতর যাক, তার পর খুঁচয়ে আদমারা করবো।' মীনবজ্জ, ১৮৬৩। ২ ক্রি প্রহর করা। 'খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক জিনিস কুণ্ডলের মুখ দিয়ে গনোছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খুঁচি, খুঁচী [স্বন্য] বি খুঁচ। ১ বি মাটি বা ধাতুর ছোটো পাত্র। 'আকবরী মোহর পোরা লক্ষীর খুঁচির নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি ছোটো খোঁচ। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বিণ তীক্ষ্ণমুখ। 'খুঁচি খুঁচি সূচি-সারি হাড়ি মুখে কালো দাড়ি।' নজরুল, ১৯৩১। ৪ বি খড়ের চালের গুঁজি। 'ঘরটা এবার খুঁচি দিয়ে রেখো।' বিজুতি, ১৯৩১। ৫ বি চাল মাপার আধার। 'এক খুঁচি চীনার দানা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

খুঁজিলাল [খোঁজ] বি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর সংগ্রহ করে যে। 'খুঁজিলাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছে।' মনোজ, ১৯৬১।

খুঁট [স স্বত] ১ বি দোষ; ত্রুটি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ধূতি বা শাড়ির কোণ। 'কোঁচার খুঁট দিয়া নিঃসন্দেহ চোখ মুছিতে লাগিল।' শরৎ, ১৯১৪।

খুঁট আখুরে [স স্বত+স অক্ষর] বিণ অক্ষর পরিচয় ঘটছে এমন। 'এতে যে খুঁট আখুরে ছেলে মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে।' সওগাত, ১৯২৯।

খুঁটনি [স স্বত] বি বিদ্যুৎ; চিহ্ন। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুঁটরে খুঁটরে ক্রিণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। 'আমরা ... খুঁটরে খুঁটরে রাজা প্রতাপাদিত্যের কথা জিজ্ঞাসা করতাম।' হুতোম, ১৮৬১।

খুঁট, খুঁটো [স্বত] ১ ক্রি সুস্থভাবে সংগ্রহ করা। 'তোমরা সকলে এক চিত্তে করা ইয়া খুঁটয়া লও।' তারিণী, ১৮০৩। ২ ক্রি হালকাভাবে আঘাত করা। 'ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁট।' ওগু, ১৮৫৮। ৩ ক্রি একটা একটা করে তোলা। 'ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে তাই খুঁটে আজ মরব কি রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

খুঁটিয়া ক্রিণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। 'মহাশয়ের নানা গুণ, সকল খুঁটিয়া বর্ণনা করা ভার।' প্যারী, ১৮৫৮।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্রিণ স্বয়ং পরীক্ষা করে। 'সমালোচকেরা দেখেছেন ... চোখে ম্যাপিনিকায়িং গ্রাস লাগিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

খুঁটিয়ে জানা ক্রি পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নেওয়া। 'সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজিস্ট্রার করে না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

খুঁটিয়ে দেখা ক্রি সব দিক ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা। 'তা একটু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যক।' প্রমথ, ১৯১৭।

খুঁটে খাওয়া ক্রি কুড়িয়ে খাওয়া। 'খুঁটে খায় পরস্পরবিরোধী আহার।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

খুঁটে খুঁটে ক্রিণ একটা একটা করে। 'কাঁচের টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তোল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

খুঁটে বের করা ক্রি সময়ে খুঁজে দেখা। 'কালের ভাতাকুলা থেকে খুঁটে বের করার জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খুঁটা [স ক্ষোভ] বি খুঁট। বিদ্যা, ১৮৯১। 'খুঁটটাকে জোরে জোরে নাড়া দিল মালু।' কায়সার, ১৯৬৫।

খুঁটাবন্দী বিণ খুঁটিতে বাঁধা আছে এমন। 'গলুটা রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গায় খুঁটাবন্দী করে দিলে...'। শওকত, ১৯৭৩।

খুঁটি, খুঁটা [স ক্ষোভ] ১ বি বাঁশ বা কাঠের দণ্ড। 'আমরা দেওয়াল, খুঁটি, কপাট, গাছ ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি বাঁশ বা কাঠের ছুঁচালো মুখ বিশিষ্ট ছোটো দণ্ড। 'ছাপালের খুঁটি.'

বুটী গাড়া

শ্যামসুর, ১৯৬৩।

বুটী গাড়া ক্রি স্থায়ীভাবে অবস্থান করা। 'মানুষের অন্তরে বুটী গেড়ে থাকলেই যে সেটি তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক।' উমর, ১৯৬৮।

বুটী [স খণ্ড] বি পরিধেয় কাপড়ের প্রান্তভাগ। 'যুতির বুটী দিয়ে বুব পরিষ্কার করে।' জীবন, ১৯৩৩।

বুটিনাটি [স ক্রিট] ১ বি কড়াকড়ি। 'কুলের তদারকের কথা লইয়া বুটিনাটি করিলে ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ সূক্ষ্ম। 'বুটিনাটি করে বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি সূক্ষ্ম। 'চশমা ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলো ইঁট এবং বুটিনাটি চোখে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৪ বিণ ছোটোখাটো। 'নিজের আনন্দ নানা বুটিনাটি কাজে এটা-ওটা জিনিসে।' অবন, ১৯১৯। ৫ বি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে কলহ। 'রায়-বংশের সহিত আবার বুটিনাটি আরম্ভ হইয়া গেল।' তারা, ১৯৪০।

বুটো [স ক্ষোভ] ১ বি ধাম; বুটী। 'আন্দাজ এক বুটো গেড়ে চেনে না সীমানা কর।' লালন, ১৮৯০। ২ বি বুটীতে বাঁধা অবস্থায় গোর যতদূর পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে, সেই পরিমাণ স্থান। 'দড়ি ধরে যে দু-বুটো খাইয়ে আনব।' শরৎ, ১৯২৬। ৩ বুটী

বুড়া [স বুল্ল] বি কাকা। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুড়া [স খণ্ড] বি খনন করা। 'কে হায় হুয় বুড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।' জীবন, ১৯৪২।

বুড়ি [স বুল্ল] বি কাকি; চাচি। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুড়িআ বি ক্ষুদ্রাকৃতির কলাইবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুঁত [স ক্রত] ১ বি সোষ। 'বুঁত ধরা।' মানোএল, ১৭৪৩; 'চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলো ইঁট এবং বুটিনাটি চোখে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি অসম্পূর্ণতা। 'কামিনীর অঙ্গে কোন ইঁট নেই।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৩ বি অসঙ্গতি। 'এর ভিতর থেকে বুঁত ঘেঁষে করা বুব সহজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বুঁতবুঁত [ধন্য] ১ বি অসন্তোষ প্রকাশক শব্দ। 'দিনরাত বুঁতবুঁত বিটখিট করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বিরক্তবোধ। 'লুনা বুঁতবুঁত করতে থাকে।' শিবরাম, ১৯০০। ৩ বি অবজিবেধ। 'মনটা কেমন বুঁতবুঁত করে তার।' শ্যামসুর, ১৯৫৭।

বুঁতবুঁত করা ১ ক্রি সাধারণ ক্রটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা। 'জেলটম্যানেরা সর্বদা বুঁতবুঁত করতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি অব্যক্ত শব্দে অসন্তোষ প্রকাশ করা। 'আত্মীয়বন্ধনোরা বুঁত বুঁত করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ ক্রি অসম্পূর্ণ সঙ্কট না হওয়া। 'অপূর মন বুঁত বুঁত করিতে লাগিল।' বিভূতি, ১৯৩১।

বুঁতবুঁতনি [ধন্য] বুঁতবুঁত। বি বুঁতবুঁতে স্বভাব। 'বুঁতবুঁতনি আর তার শোভা পায় না।' বৃজ্জি, ১৯৩১।

বুঁতবুঁতনি [ধন্য] বুঁতবুঁত। বি ঠিক সঙ্কট হতে না পারার অনুভূতি। 'মনে মনে একটু বুঁতবুঁতনি জাগিয়ে কিনা।' মানিক, ১৯৩৮।

বুঁতবুঁত বি সন্দেহপ্রবণতা। 'আরতির মনেও যে বুঁতবুঁত একটু না ছিল, তা নয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বুঁতবুঁতনি [ধন্য] বুঁতবুঁত। বিণ সন্দেহ-প্রবণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুঁতবুঁতনি [ধন্য] বুঁতবুঁত। বি কিছুতেই সঙ্কট না-হওয়ার ভাব। 'বঁর বুঁতবুঁতনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বুঁতবুঁতে [ধন্য] বুঁতবুঁত। বিণ সহজে সঙ্কট হয় না এমন। 'তিনি

বুঁতবুঁতে বটে, রাণী নন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বুঁৎবুঁৎ [ধন্য] বি অব্যক্ত শব্দে বিরক্তি প্রকাশ। 'বেলিটা অকারণে বুঁৎ বুঁৎ আনন্দ করলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বুঁতবুঁত

বুঁৎবুঁৎ করা ক্রি অব্যক্ত শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করা। 'আমি কোণে কোণে বসে বুঁৎবুঁৎ করব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বুঁতমুত [স ক্রত] বি দোষক্রটি। 'বুঁতমুত কিছু নেই তো?' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বুঁতো [স ক্রত] বিণ দোষযুক্ত; ক্রটিযুক্ত। 'তার পাঁঠাটি বুঁতো।' তারা, ১৯৪৬।

বুঁয়া [স ক্ষমা] বি তিসিয়াছের ছাল থেকে তৈরি সুতা। 'শিরে দিতে নাহি জুটে বুঁয়ার বসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বুঁয়ে তাঁতি [স ক্ষমা+তাঁতি] বি তিসিয়াছের ছালের সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করে যে। 'বুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরতে হাত।' ভারত, ১৭৬০।

বুঁক [ধন্য] বি অল্প কাশির শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুঁকবুঁক [ধন্য] বি ক্রমাগত অনুচ্চ কানির শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুঁকরি [নেপালি বুঁকরি] বি নেপাল দেশীয় ছোরাবিশেষ। 'এদের বুঁকরি দেখলে এখনও জার্মানরা রাইফেল ছেড়ে পালায়।' নজরুল, ১৯২২।

বুঁকি, বুঁকী [ওরাও কোকি] বি ছোটো মেয়ে; শিশুকন্যা। 'দুখী সূখী মেয়ে কোকি কোঁচে হাবে বুঁকী।' ওর, ১৮৫৮; 'দেখো বাছা, তুমি কিছু আর বুঁকি নও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বুঁকু [ওরাও কোকো] বি ছোটো মেয়ে। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ বুঁকু রে।' নজরুল, ১৯২৬।

বুঁকুনি [ওরাও কোকি] বি ছোটো মেয়ের আদরসূচক ডাকনাম। 'মজনা! অ বুঁকুনি।' নজরুল, ১৯২৬।

বুঁকুমণি [ওরাও কোকো+স মণি] বি ছোটো মেয়ের আদুরে ডাকনাম। 'বুঁকুমণি ওঠো রে।' নজরুল, ১৯২৬।

বুঁঙি [স করঙ] বি কাঁপি। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুঁসি [স করঙ] ১ বি লেখার সরঞ্জাম রাখার পাত্র। 'কাখে করি পুঁথি বুঁসি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পুঁথি রাখার কাঁপি। 'বুঁসি পুঁথি লয়্যা পুঁমু করিল পুঁসি।' রূপরায়, ১৭৫০।

বুঁসিপুঁথি [স করঙ] বি বই রাখার ধলি ও বই। 'বুঁসিপুঁথি লইয়া ঘিরে ঘিরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বুঁচড়া [ফা বুঁচড়া] বিণ অল্প; ক্ষুদ্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুঁচরা, বুঁচরো [ফা বুঁচড়া] ১ বিণ অল্প মূলধনসম্পন্ন। 'বুঁচরা বুঁচরা মহাজনেরা ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ ভাংতি। 'বুঁচরা নোটও থাকবে।' গিরিশ, ১৮৮৬। ৩ বিণ ভেঙে ভেঙে প্রবো বিক্রয়কারী। 'বুঁচরা ব্যবসারী ও পাইকেষণ ব্যাহাতে তাহাদের সবো ব্যবসা বন্ধ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বিণ তরুণতরুন। 'চুটকি হাসি এবং বুঁচরো কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিণ ছোটো ছোটো। 'বুঁচরো প্রণয়ের যা তা জবাব দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৬ ক্রিণিণ বুঁচরে বুঁচরে। 'কলকারণে পথে পথে বুঁচরো যা বিক্রি করত শুধু।' জীবন, ১৯৩২।

বুঁচি ১ বি কানের অলংকারবিশেষ। 'শ্রবণে কুঞ্জ ফুলি বুঁচি পিলস্তর।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি খান চাল ইত্যাদি মাশার পাত্রবিশেষ। 'গৃহ অগ্নে নাই রুচি ভাজিছি লক্ষীর বুঁচি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বুঁচুরা [ফা বুঁচুরা] বি ছোটো কাজ। 'বুঁচুরা বুঁচ কতগলা।' কৃষ্ণরায়,

খুজ [হি খোজ] বি খোজ; সন্ধান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুজরা [ফা খুরদা] ১ বি খুরদা বিক্রয়। 'খুজরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ বিণ খুচরা। 'নিরিকন্দর হওয়াতে খুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

খুজলি [হি] বি খোস; পাঁচড়া। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

খুজা [হি খোজা] ক্রি সন্ধান করা; তালাশ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুজানো [হি খোজা] ক্রি অন্যের ঘারা অনুসন্ধান করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুঞা [স ক্ষুমা] বি রেশম। 'বরতর রবির কিরণ শিরে দিলে নাই আঁটে খুঞার বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুঞ্চ [ফা খাওয়াঞ্চা] বি বড়ো থালা; ট্রে। 'খুঞ্চের উপর জলখাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খুঞ্চা [ফা খাওয়াঞ্চা] বি থালা। 'পুষ্পের তোররা এক খুঞ্চা ভরিয়া বিবি সাহেবের সমুখে রাখিলেন ...' *দর্পণ*, ১৮২৩।

খুঞ্চেশোণ [ফা খাওয়াঞ্চা+ফা শোণ] বি থালা ঢাকার আবরণ। 'ঢাকলো মেঘের খুঞ্চেশোণে তালপাণির থাল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

খুট বি জমির পরিমাণবিশেষ। 'চৌক খুট জমি আমাদের দখলে আছে।' *চিঠিপত্র*, ১৮৬৭।

খুটখাট [ধন্য] বি ছোটো বস্তুর নাড়াচাড়ার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'শব্দ হচ্ছে ধূপধাপ, খুটখাট।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

খুটখুট [ধন্য] বি ক্রমাগত খুট শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খুটরি [স কট+] বি ছোটো কৌটা বা থোরা। 'চুন খাইবেন খুটরি ভরা অবন,' ১৯১৯।

খুটা [স কোডা] বি ঘরের হুঁট; নৌকা বাধার দণ্ড। *ওর্সা*, ১৭৮২।

খুটা [ক্রি কুড়িয়ে তোলা। 'তুমি হইতে শিকি দুয়ানি প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য খুটয়া লইতে পারে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। ২ খুটা^২

খুটি [স কোডা] বি পাটাতন। 'খুটি লাগাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

খুড় [স খুড়া] বি খুড়া; পিতার ছোটো ভাই। 'জেটুতুতা ভগ্নি, জেটুতুত ভগ্নিপতি, জেটু সয়ুর, খুড় সয়ুড়।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'খুড় আমার তিন বিদ্যাতেই মৃত্যুমুখ।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

খুড়ভাত [স খুড়ভাত] বিণ পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুড়ভাতো [স খুড়ভাত] বিণ পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বিন্দু তার খুড়ভাতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

খুড়ভা [স খুড়ভাত] বিণ পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'ভিন্নগর নহ তুমি খুড়ভা বহিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুড়ভুত [স খুড়ভাত] বিণ পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'আমার সেই খুড়ভুত ভাই এসে পৌঁছেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

খুড়ভুতা, খুড়ভুতো [স খুড়ভাত] বিণ পিতার ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'খুড়ভুতা ভগ্নিপতি', 'খুড়ভুতা সালা।' *ওর্সা*, ১৭৮২; 'খুড়ভুতো-জাঠভুতো ভাইবোন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

খুড়ভুতভগ্নি বি পিতার ছোটো ভাইয়ের মেয়ে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

খুড়ভুতভাই বি পিতার ছোটো ভাইয়ের ছেলে। *ওর্সা*, ১৭৮২।

খুড়সয়ুর [স খুড়-খুতরা] বি স্বামী বা স্ত্রীর খুড়া। *ওর্সা*, ১৭৮২।

খুড়সায়ুড়ী [স খুড়-খুতরা] বি স্বামী বা স্ত্রীর খুড়ি। *ওর্সা*, ১৭৮২।

খুড়সাস [স খুড়-খুতরা] বি খুড়শাওড়ি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুড়া [স খুড়া] বি পিতার ছোটো ভাই; পিতৃব্য। 'রঘুনাথ দাসের তিহে হয় জাতি খুড়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

খুড়াভাত [স খুড়ভাত] বিণ খুড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'পালিত খুড়াভাত ভাই সিংহজোয়া ধর্মবন্ধু দয়ালি কল্যানবরেশু।' *ওর্সা*, ১৭৭৯।

খুড়াখুতর [স খুড়+স খুতরা] বি খুতরের ছোটো ভাই। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খুড়াসয়ুর [স খুড়+স খুতরা] বি স্বামী বা স্ত্রীর খুড়া। *ওর্সা*, ১৭৮২।

খুড়ি [স ক্ষুদ্র+] বি খোড়ার হাতিয়ার। 'লহ খুড়ি কোদাল বজা খুরথার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুড়ি^১, খুড়ী [স খুড়+] বি স্ত্রী পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'খুড়ি সব প্রতি দিলা করিতে কৃষণ।' *সুলতান*, ১৭০০; 'খুড়ী।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

খুড়িয়া [স খুড়+] বি পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'খুড়িয়াকে লইয়া খুড়া দেশে থাকিয়া বিষয়কর্ম দেখেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

খুড়ীআ [স বন্ধুকারী] বি বেসারি। 'গোধূম কিনে খুড়ীআ সরিষা মুগ তিল মাড়য়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুড়ো [স খুড়+] বি পিতার ছোটো ভাই; চাচা; কাকা। 'খুড়ো আমার ভাইপো বলে ...' *ওর্সা*, ১৮৫৮। ২ খুড়া

খুড়ুয়া [স খুড়া] বি খুড়া। 'ই সে সিত ত্রয়োদশী খুড়ুয়া হইল স্বর্ণবাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খুড়ি [স কোডা] বি খুটি। 'খুড়ি উপাড়ী মেশিলি কাকী।' *চর্চা* ৮, ১২০০।

খুড়ি বি ছোটো থলোবিশেষ। 'কোমরে টাকার খুড়ি বেঁধে কতবারই না গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

খুঃখুতে বিণ সন্দেহপ্রবণ। 'এমন খুঃখুতে হওয়ার কোনো মানে নেই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

খুদ [স ক্ষুদ্র] ১ বিণ ছোটো। 'খুদ বড়সিঁদ্র কই বাকসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি চালের কণ। 'খুদ লয়া গেলা বিপ্র ঘরিকা নগরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

খুদকুঁড়া, খুদকুঁড়ো [স ক্ষুদ্র+স কণ] ১ বি সামান্য খাবার। 'গুমান হইল গুঁড়া না মিলিল খুদ কুঁড়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি ক্ষুদ্র কণ। 'সেই আমল-উৎসবের উৎস খুদকুঁড়াও ... বাহিরে আসিয়া পড় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

খুদ-বীটা [খুদ+ঘাটা] বি চালের ক্ষুদ্র কণার জড়। 'হেথা পায় নাকো কেহ খুদ-বীটা, কেহ দুখ-সর-নদী।' *নজরুল*, ১৯২৫।

খুদে খুদে বিণ ছোটো ছোটো। 'খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রেট পৃথিবী ছেয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

খুদের খুদ বিণ অতি সামান্য। 'গরে যাহা বাকি রহিল - অল্লাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

খুদরা [ফা খুরদা] বিণ খুচরা। 'কেবল আখুলি সিকিমাত্রা আছে তক্ষন্য খুদরা দেনা পাওনাবিষয়ে যে ক্রোধ ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

খুদা [স ক্ষুদ্র+] ১ ক্রি খোদাই করা। 'পশ্চিমে খুদিবে তাহা যক্ষ এক হয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'তাহারা এক কাঠপট্টে একবারে পুস্তকের এক এক পৃষ্ঠ খুদিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ ক্রি খনন

করা। 'কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ... সমুখাসমুখি হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'খুদিআছে কি খনন করেছে।' 'চারি দিকে কোটের খন্দক খুদিআছে।' সুলতান, ১৭০০। 'খুদে কি খনন ক'রে।' 'চারিদিকে গড় খুদে গড়বন্দী কইল।' গরীব, ১৭৬৫।

খুনানো [স ক্ষুদ<] কি অন্যের দ্বারা খোদাই কাজ করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুদা [ফা] বি খোদা; আত্মাহ। 'মা শা আত্মা, সোবান আত্মা, খুদা তোমার জিনেপী দরাজ করুন।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

খুদাতালা [ফা খুদা+আ তাআলা] বি মহান আত্মাহ। 'খুদাতালা মেহেরবান।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

খুদি [ফা খুদা] বি ক্ষয়। 'কোনরূপে ফানা করে খোদে খুদি হয়।' লালন, ১৮৯০।

খুদি [স ক্ষুদ<] বিণ ছোটো। 'খুদি খুদি পোকায় একেবারে অষ্টাঙ্গ হৈকে ধরত।' তারা, ১৯০০।

খুদে [স ক্ষুদ<] বিণ ছোটো। 'আমাদের খুদে কুকুরটা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

খুদ্যা [স ক্ষুদা] বিণ ক্ষুদ্র। 'নিদ্রা নাহি হয় খুদ্যা পিপীলিকার জালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুদ [স ক্ষুদা] বিণ ছোটো। 'আজী সংহারিব তোকে অতি নিসু খুদ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খুখা [স ক্ষুখা>] বি ক্ষুখা। 'সুন ভাই খুখা বড় পাইল আমারে।' মালাধর, ১৫০০।

খুখাতুর [স ক্ষুখাতুরা] বিণ ক্ষুখায় কাতর। 'খুখাতুর হৈয়াছে দুইহর সরিরে।' মালাধর, ১৫০০।

খুখাতুরা [স ক্ষুখাতুরা] বিণ ক্রী ক্ষুখার্ত। 'মুর্ছায় মরিল বসি কুখ্যা খুখাতুরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুখাতুসা [স ক্ষুখাতুফা] বি ক্ষুখা ও তুফা। 'জেই বাফু তাই দিব খতিব খুখাতুসা।' মালাধর, ১৫০০।

খুখার্ত, খুখার্ত [স ক্ষুখার্ত] বিণ ক্ষুখায় কাতর। 'আমি খুখার্ত আছি বিদায় হই।' মিলার, ১৭৯৭।

খুন [ফা] বি লাল রং। 'উলাইল আভনের খুন।' জ্ঞানদাস, ১৬০০।

খুন [ফা] ১ বি হত্যা। 'হের দেখ পিঠে চুন ভাঁড় দন্ত করে খুন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ নিহত। 'ভূমিকম্পে ... এক শত ছেখটি লোক খুন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি বিনাশ। 'ভবানী, ১৮২৩। ৪ বিণ রক্তাক্ত। 'আন গো তোর লাল ছড়ি। খোকাকে মেরে খুন করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি রক্ত। 'ভাইদের খুন-মাখানো সমাধি।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-আলুদা [ফা] বিণ রক্ত-রাঙা। 'শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে মনে হলো যেন তার ডালে ডালে নিরাশ প্রেমিকের 'খুন-আলুদা' হৃৎপিণ্ডগুলো টাঙানো রয়েছে।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-খাদক [ফা খুন+স খাদক] বি রক্তখোকা। 'প্রেম মানে না খুন-খাদক।' নজরুল, ১৯২৪।

খুনখারাপি, খুনখারাপী [ফা খুন+আ খারাবী] ১ বি খুন করা এবং অনুরূপ অপরাধ। 'খুনখারাপীর ব্যাপার এলোমেলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'পারতপক্ষে খুন-খারাপি করতে চায় না।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

খুনখারাবি, খুনখারাবী [ফা খুন+আ খারাবী] ১ বি খুনোখুনি; রক্তারক্তি। 'পূর্বে কি এত খুন খারাবী হইত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৬: 'পেশাটিক খুন-খারাবি আমাদিগকে ... সচেতন করিয়া দিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। 'খুন-খারাবি যে যত করিতে পারিবে।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-খুবি [ফা] বি রক্তোন্মত্ততা। 'রথ-দুদ্ভতি গনি খুন-খুবি।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-খেগো [ফা খুন+স খাদক<] বিণ রক্তপায়ী। 'খুন-খেগো তলওয়ার আজ শুধু রক্ত চায়।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-খোশরোজ [ফা] বি রক্তের মহোৎসব। 'সেই পুর রে যথা খুন-খোশরোজ খেলে হররোজ দুশমন - খুনে ভাই।' নজরুল, ১৯২২।

খুন চাপা [ফা] বি ক্রোধের ফলে মাথায় রক্ত ওঠা। 'সংসারের উপর বিনোদিনীর যেন খুন চাপিয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

খুনজোশি, খুনজোশী [ফা খুন-জোশ>] ১ বিণ রক্তোন্মত্ত। 'মোরা খুনজোশি বীর।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি রক্তোন্মত্ততা। 'পতিমে নীলা 'লোহিতের' খুন-জোশীতে রে লগে আগ।' নজরুল, ১৯২৪।

খুন ঝরা [ফা] বি রক্তপাত হওয়া। 'সাদিরের খুন ঝরা ধেমেছে।' মাহেন্ড্র, ১৯৪৯।

খুন-ঝারা [ফা খুন+স ধারা] বি রক্তের ধারা। 'অঁখিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, করে মুখে খুন-ঝারা।' নজরুল, ১৯২৪।

খুন-বদন [ফা খুন+স বদনা] বিণ অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'আজ জগদাদ নয়, খুদাদ ময় খোয়া খুন-বদন।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-মাখা [ফা খুন+মাখা] বিণ রক্তিম; রক্তমাখা। 'মদন মারে খুন-মাখা তৃণ।' নজরুল, ১৯২৩।

খুন-মাখানো [ফা খুন+মাখা>] বিণ রক্ত-মাখা। 'ভাইদের খুন-মাখানো সমাধি।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-মোচন [ফা খুন+স মোচনা] বি রক্তপাত। 'ওরে সত্য মুক্তি বানিনতা দেবে এই সে খুন-মোচন।' নজরুল, ১৯২২।

খুন-রঙিন [ফা খুন+রঙিনা] বিণ রক্তের মতো লাল। 'পিঁপড়িদের খুন-রঙিন নখ-ভাঙা এই নীল সন্নি।' নজরুল, ১৯২২।

খুনরেজি [ফা খুন>] বি অবলীলায় খুন করে যে। ওসা, ১৭৮৫।

খুন হওয়া [ফা] বি দিশাহারা হওয়া। 'তনিয়া গোবু ভাষিয়া হলো খুন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

খুনে [ফা খুন>] বি কাউকে হত্যা করতে পারে এমন লোক। 'দু বেটোই মৃজাপি গুণ্ডা, দু বেটোই খুনে।' প্রমথ, ১৯৩১।

খুনের টান [ফা] বি রক্তের আকর্ষণ। 'জানো বৌমা, একেই বলে খুনের টান।' শওকত, ১৯৫৮।

খুনখুনে বিণ অত্যন্ত বৃদ্ধ। 'তার মা একেবারে খুনখুনে হয়ে পড়েছেন।' মদোজ, ১৯৬১।

খুনশী, খুনসি [বি খুনশী] ১ বিণ ক্রুদ্ধ। 'বংশী আমার পতি সদাই খুনশী।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ক্রোধ। 'আসনা সুতা কাটে খুনসি ভালে।' গ্যারী, ১৮৬০।

খুনসুটি [ফা খুন>] ১ বি মান-অভিমান। 'প্রিয়ার সাথে খুনোখুনি খেলি না, কিন্তু খুনসুটি হয়তো করি।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি ছোটোখাটো বগড়া। 'ধাড়ে মুখে আলতো বুদিয়ে নিয়ে পাউডার পরম্পর খুব করি খুনসুটি।' শামসুর, ১৯৭০।

খুনসুড়ি [ফা খুন>] ১ বি হল। 'ও কি ভাই আসতে চায়, কত খুনসুড়ি কর্তে লাগল।' নীনবকু, ১৮৭৩। ২ বি উৎপাত। 'ইলশে গুঁড়ির খুনসুড়িতে/ মাড়িছে পাখা - টুটুনিতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বি মান-অভিমান; প্রণয়-কলহ। 'দিলে দিলে আজ খুনসুড়ি করে দিলশীলী।' নজরুল, ১৯২৮।

খুনখুনি [ফা খুন>] বি রক্তপাত। 'ছাগল যুড়ির তরে বয় খুনখুনি।' রূপরায়, ১৭৫০।

খুনি [স ক্ষ্মা] বি শণ থেকে উৎপাদিত বস্ত্র। 'শত শত এক জায় গুজরাতে তত্ত্ববায় খুনি খুনি খুতি বোনে গড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুনি, **খুনী** [ফা খুন>] ১ বি হত্যা। ওসী, ১৭৮৫। ২ বিগ বীর। ওসী, ১৭৮৫। ৩ বি হত্যাকাৰী। 'খুনি ও দস্যু ও সকল হস্তাধী লোক।' মেয়র, ১৭৮৭। ৪ বি খুনের কাজ। 'কাহারনামে খুনি ও ডাকাতি।' এডমন, ১৭৯০। ৫ বিগ খুন সংক্রান্ত। 'জন হেঙ্ক সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দমা ইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২; 'আমি যখন খুনী মামলার আসামী হই।' প্রমথ, ১৯২৭।

খুনিয়া [ফা খুন>] ১ বিগ হত্যাকাৰী। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি ঘাতক। 'দুনিয়াটা খুনিয়ার, তবে কেন মানো আর।' নজরুল, ১৯২২।

খুনিয়ারা [ফা খুন>] বিগ রক্তাক্ত। 'সেই খুনে খুনিয়ারা হলো ঘর, আর আমার কাপড়।' মানোএল, ১৯৪৯।

খুনোখুনি, **খুনোখুনী** [ফা খুন>] ১ বি রক্তাক্ত। 'দুই দলে খুনোখুনি পড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি তুমুল ঝগড়াবিবাদ। 'একটা খুনোখুনি হইতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বি পরস্পর মারামারি। 'গল্প নইলে হবে খুনোখুনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বিগ তুলকালাম। 'এক একদিন তুই যেরকম খুনোখুনি ব্যাপার বাথিয়ে তুলতিস।' নজরুল, ১৯২৭।

খুন্টি [স খনিয়া] ১ বি খন্ডা আকৃতির বৈষ্ণব চিহ্নসদৃশ দণ্ড। 'রক্তের ঋণে পোতা খুন্টি, নিশান, বৃষ্টি, ভোড়োং ও নেড়ির কবি।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি রক্তাক্ত কাঠে ব্যবহৃত হাতিয়ারবিশেষ। 'জাটীলা শাওড়ী খুন্টি পোড়াইয়া তাঁহার গায়ে...'। বামোবাখিনী, ১৮৮৬।

খুপড়ি, **খুপরি** [স ক্ষপ] বি খোপের মতো ছোটো ঘর। 'ক্ষুদীদের বাসের খুপড়ি।' বিজুতি, ১৯৩১; 'খুপির গান।' শ্যামসুর, ১৯৬৩।

খুপসুরং [ফা খুব+আ সুরতা] বিগ সুন্দরন। 'ওর বকী বুকি খুব খুপসুরং?' শ্যামরসক, ১৮৬৯।

খুপি, **খুবি** [স ক্ষপ] বি প্রকোষ্ঠ। মানোএল, ১৭৪৩।

খুব [ফা] ১ বিগ বেশি; অত্যন্ত। 'করিবে খেদমতগারী খুব খবরদার।' গরীব, ১৭৬৫; 'এ হুকুম খুব ভরস্কি...'। হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩। ২ ক্রিবিগ অত্যন্ত। 'ইজারা বোরঙ্গ করিব আর খুব সাজাই দিব।' ওসী, ১৭৮২। ৩ বিগ উত্তম। তবানী, ১৮২৩। ৪ বিগ রক্ষণশীল। 'আমার স্বামী খুব হিন্দু।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

খুবছুরত [ফা খুব+আ সুরতা] বিগ রূপবতী। 'হামেল রহিতে বৃড়ি খুবছুরত হইল।' গরীব, ১৭৬৫।

খুবসুরত [ফা খুব+আ সুরতা] বিগ রূপবান। 'রাহেলা খুবরত একটি সুন্দর খুবসুরত ছেলে হইল।' মনসুর, ১৭৫০।

খুবসুরতি [ফা খুব+আ সুরতা] বিগ স্ত্রী রূপবতী। 'মতলব হাসিল করো ভোমার খুবসুরতি রত্নির সাথে।' নজরুল, ১৯৩০।

খুবরি [স ক্ষপ>] বি ছোটো ঘর। 'একটি অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন।' প্যারী, ১৮৬০।

খুবলানো কি খাবলে নেওয়া। 'কয়েকটি কুঁড় পত্ন রামিটাকে খুবলে খেতে পরম উৎসাহী।' শ্যামসুর, ১৯৭০।

খুবানি, **খুবানী** [ফা] বি কমলা রঙের গোলাকার ফলবিশেষ। 'আকরোট পোতা খুবানী চলগোজা।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬; 'রসাল খুবানি মাটিতে পড়েছে বারে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

খুবি [ফা খুবী] বি কল্যাণ। 'তবে মেহরা মউতের খুবি।' গরীব, ১৭৬৫।

খুবিকর [ফা খুবী+স কর] বিগ কল্যাণকর। 'খুবিকর অখবর নাচএ মেদিনী।' বাহরাম, ১৬৫০।

খুনানো [স ক্ষয়] ক্রি হারানো। 'কামিনীর কান্ধন লুটে পিতৃদন খুনায়।' লালন, ১৮৯০।

খুর [পা] ১ বি গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্তের শক্ত অংশ। 'তরগুত্তে হরিয়ার খুর ন দীসখ।' চর্যা ৬, ১২০০। ২ বি হিল; জুতার নিচের গোড়ালি। 'উঁচু খুরওয়ালা জুতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খুরওয়ালা [পা খুর+হি ওয়াল] বিগ উঁচু গোড়ালিবিশিষ্ট। 'খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খুর-রেখু [পা খুর+স রেখু] বি খুর থেকে ওঠা খুলা। 'মাঠের পথে খেন চলে/ উড়িয়ে গোখুর-রেখু।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

খুর [স ক্ষুর] বি চুল কমানোর ধারালো অস্ত্রবিশেষ; ক্ষুর। 'খুর দিতে নাগিত সে চাঁচর চিকুরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খুরদার [স ক্ষুরদার] ১ বিগ উগ্রভাব। 'সতিন দুর্বীর জেন খুরদার জামানে ছাগ রাখায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ খুরের মতো ধার আছে এমন। 'বাড়া যেন খুরদার ছুঁতে মাটি কাটে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

খুরনখ [পা খুর+স নখ] বিগ খুরের মতো ধারালো নখবিশিষ্ট। 'দেখি বীর খুরনখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুরপা [স ক্ষুরপা] বি মাটি খোঁড়ার জন্য ব্যবহৃত ছোটো বস্তা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুরপি [স ক্ষুরপা] বি ছোটো বস্তা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'এছাড়া, খুরপি, নিড়নি নাগালের মধ্যে চাই।' শক্তি, ১৯৬৯।

খুরপো [স ক্ষুরপা] বি মাটি খোঁড়ার হাতিয়ারবিশেষ; খুরপা; খুরপি। 'খোড়া, খুরপো, নিড়নি, কাঁচি, কোদালি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

খুরপাচ বি খোঁড়ার জিন সংলগ্ন ক্ষিত্র ইত্যাদি। 'খোঁড়ার পিঠ হইতে জিন খুরপাচ খুলিয়া খোঁড়াকে ছাড়ায় বাঁধিল।' বিজুতি, ১৯৩৮।

খুরশ [স] বি ঘাস টেঁচে তোলার যন্ত্রবিশেষ। 'তিনি, খুরশ লইয়া, ঘাস তুলিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

খুরমথারিনী [স] বিগ স্ত্রী অস্ত্র ধারণকারী। 'খুরমথারিনী তুমি বাণ-বিধারিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুরসান [স খুর+আ সেহনে] বি উভয় দিকে ধারালো ছোরা। 'অর্জুনে হেদিল তাকে খুরসান ঘায়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খুরা [পা খুর>] বি খাটের পায়। 'খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

খুরাকি [ফা খুরাকি] বি খাবার। 'পরের ডান ভানতে ভানতে নিজের ঘরে নাই খুরাকি।' লালন, ১৮৯০।

খুরি, **খুরী** [ফা খোরাহ] বি ছোটো বাটি বা পাত্রবিশেষ। 'বাম করে নারায়ণ তৈলে পুরা খুরি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'খুরী - ১০০০।' চিঠিপত্রে, ১৭৫৩।

খুক [স খু] বি ধারালো হাতিয়ারবিশেষ; ক্ষুর। 'নখর-রঞ্জিত খুক নাই কাটে ভাল-তরু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুলতা [স খুল] বি মাতুল; মাতার ভাই। মনোএল, ১৭৪৩।

খুলা [আ খুলআ] ক্রি মুক্ত করা। ওর্স, ১৭৮২।

খুলানো [আ খুলআ] ক্রি অনের দ্বারা মুক্ত করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুলে দেওয়া ক্রি অব্যবহৃত করা। 'দূর হতে কার পায় সাড়া খুলে দেয়া গ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'মাকিরা নৌকা খুলিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

খুলে বলা ক্রি বিস্তারিতভাবে বলা। 'তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

খুলে যাওয়া ক্রি জেগে ওঠা। 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

খুলে লেখা ক্রি বিস্তারিত বর্ণনা করে লেখা। 'তোকে সমস্ত খুলে লিখিনি বলে তোর এই প্রশ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

খুলী বি ক্রী কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক। 'দরকার হলে ক্রীও স্বামীকে বর্জন করতে পারে; এরূপ বর্জনকে খুলা বলা হয়।' মাহেনও, ১৪৪৯।

খুলি [স কর্পর] বি মাথার হাড়; কেরাটি। 'শিল বাজে জেন গুলি ডাঙ্গিল মাথার খুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুলি [স খুল] বি (কলাপাছের) খোল। 'আনিয়া কলার খুলি ...।' বিজয়, ১৬৫০।

খুলিনা বি খুলনা। 'কলিকাতা ইহতে খুলিনা মোকাম।' কালপে, ১৭৮৫।

খুলুতাত [স] বি পিতার কনিষ্ঠ ভাই। 'পক্ষ সহোদর তবে বন্দে খুলুতাত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খুলুতাতপত্নী [স] বি পিতার ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী। 'আমার খুলুতাতপত্নী কুলত্যাগিনী ইহায়াছিলেন।' বহ্নিম, ১৮৭৪।

খুশি [ফা ১] বি খুশি; আনন্দ। 'খুশকারী।' ওর্স, ১৭৮৫। ২ বিগ সরস। 'হাসি থাকে খুশদিলে।' মুজতবা, ১৯৪৯। ৩ বিগ মজাদার। 'খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলাম।' মুজতবা, ১৯৫২। ৪ বিগ স্বতঃস্ফূর্ত। 'তোমাদের পক্ষে যেচ্ছায় খুশ একেয়ারে, বহালতবিরিতে ... যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা।' মুজতবা, ১৯৫৮। ৫ বিগ শৌখিন। 'প্যারিসের এক সুবিখ্যাত গর্মে অর্থাৎ খুশখানেওলা বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান।' মুজতবা, ১৯৫৮। ৬ খোশ

খুশকারী [ফা খুশ+স কাহী] বিগ মিষ্টভাষী। ওর্স, ১৭৮৫।

খুশখন্দকা বি ক্যালিগ্রাফার; সুদর্শন নকশা করে যে। 'এই জাপানী লমণ, কবি, দার্শনিক এবং খুশখন্দকা।' মুজতবা, ১৯৫৯।

খুশখানেওলা বি খাদ্য বা খওয়ার ব্যাপারে শৌখিন ব্যক্তি। 'প্যারিসের এক সুবিখ্যাত গর্মে অর্থাৎ খুশখানেওলা বা ভোজনরসিক একবার তুর্কীতে বেড়াতে যান।' মুজতবা, ১৯৫৮।

খুশগল্প [ফা খুশ+স জল্প] বি মজার গল্প। 'খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলাম।' মুজতবা, ১৯৫২।

খুশদিল [ফা] বি সরস হৃদয়। 'হাসি থাকে খুশদিলে।' মুজতবা, ১৯৪৯।

খুশনসিব [ফা খুশ+আ নসিব] বি সৌভাগ্য। 'শহীদে কারবালা হবার

খুশনসিবই-বা ক'জনের হয় বলা।' রশীদ, ১৯৬৩।

খুশনাম [ফা] বি সুনাম। 'এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে।' মুজতবা, ১৯৫২।

খুশবাই [ফা খোশবায়] বি সুগন্ধ। 'বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল দুর্গন্ধ মেরে ফেলে।' মুজতবা, ১৯৪৯।

খুশবোদার [ফা খোশবুদার] বিগ সুগন্ধযুক্ত। 'এ দুর্গিদে এরকম সোনামুখী খুশবোদার সিগারেট পেল কেখায়।' মুজতবা, ১৯৬০।

খুশকি [ফা] বি মাথার শুকনা চামড়া। ওর্স, ১৭৮৫।

খুশরোজ [ফা] বি আনন্দ-উৎসব। 'এসেছে কেউ খেলিতে সেরফ খুশরোজ হেথা।' নজরুল, ১৯২৮।

খুশরোজী [ফা] বিগ নতুন দিনের। 'খুশরোজী মুসাফের।' জীবন, ১৯২৭।

খুশি, খুশী [ফা খুশী] ১ বিগ আনন্দিত। 'পাতশা হইলা খুশি কহিতে লাগিলা তুখি।' ভারত, ১৭৬০; 'মনটাকে খুশী না রাখলে শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে।' প্যারী, ১৮৫৯। ২ বি আনন্দ। 'কোন দিকে হয় খুশির বাগান।' গালম, ১৮৯০। ৩ বি ইচ্ছা। 'ডাকি তাকে যা খুশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বিগ তৃপ্ত। 'লিখিয়া ভারী খুশি ইইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বি প্রশম। 'খুশি হয়ে একটুকু হেসো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৬ বি জোরের আলো। 'লেবুর ডালে খুশি যেমন প্রথম জেগে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

খুশি না ধরা ক্রি আনন্দে আত্মহারা হওয়া। 'ধরার খুশি ধরে না গো।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

খুশিভরা [ফা খুশী+ভরা] বিগ আনন্দপূর্ণ। 'সদা খুশিভরা বুক হেথা হাসিভরা গাল।' নজরুল, ১৯২৫।

খুশিমতো [ফা খুশী+মতো] ক্রিবিগ ইচ্ছা অনুযায়ী। 'মামলাকে জটিলতরো করিয়া খুশিমতো মীমাংসার দিকে ...।' মানিক, ১৯৩৭।

খুশিমনে [ফা খুশী+স মন] ক্রিবিগ আনন্দিত হয়ে। 'তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে বসে গুড়গুড়ি টানছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খুশিমুখ [ফা খুশী+স মুখ] বিগ হাসিমাখা মুখবিশিষ্ট। 'বিদায় নেবার দিন দেখি ... ভারি খুশিমুখ।' মুজতবা, ১৯৫২।

খুশীগমী [ফা খুশী+আ গম] বি সুখ-দুঃখ। 'বিবিজানের খুশীগমীতে তাহাকে বহুতে শককে।' মুজতবা, ১৯৪৯।

খুশকি [ফা খুশকী] বি শুকনা পথ। 'নায়ে যাবা না খুশকি যাবা।' কেরি, ১৮০২।

খুস [ফা খুশ] বিগ আনন্দিত; সন্তুষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুসকি, খুসকী [ফা খুশকী] বি মাথার শুকনো চামড়া। ভবানী, ১৮২৩।

খুসকী পথ [ফা খুশকী+পথ] বি পায়ে চলার পথ। 'বারাণসী ধামে খুসকী পথে প্রস্থান করিবেন।' দর্পণ, ১৮২২।

খুসখুস [ধন্য] বি গলা দিয়ে তৈরি কাশির অনুরূপ এক ধরনের শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুসখুসানী [ধন্য খুসখুস] বি গলা দিয়ে তৈরি কাশির অনুরূপ এক ধরনের শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুসখুসানো [ধন্য খুসখুস] ক্রি গলা দিয়ে কাশির অনুরূপ এক ধরনের শব্দ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুসখুসনি [ধন্য খুসখুস] বিগ খুসখুস ধনিবিশিষ্ট। 'গলার মধ্যে

একটু খুসখুসনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খুসরু [ফা খুসরু] বি সুশঙ্ক। 'খসখসের পর্যাং খাসা ওলাবপানি ছিটিয়ে খুসবুতে দিল মশতল করতেন না।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

খুশি, খুশী [ফা খুশী] ১ বি আনন্দ। 'বেগানী মনেতে খুশি।' চন্ডী, ১৫৫০। ২ বি ইচ্ছা। 'তোমার খুশী মাফিক হয় পাঠাইবা।' ওঙ্গা, ১৭৭৯। ৩ বি তৃপ্তি। 'যত চুশী তত খুশী হাড়ে হাড়ে রস।' ওঙ্গ, ১৮৫৮। ৪ বিগ্ন সম্ভষ্ট। 'দন্তজা ধরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুশি রাখবার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না।' হুতোম, ১৮৬১।

খুসিয়ানা [ফা খুশী] বিগ্ন আমাদের জন্য করা হয়েছে এমন। 'বাকী সকলি তামাসা ও খুসিয়ানা।' ডবানী, ১৮২৮।

খুশীমাফিক [ফা খুশী+আ মাফিক] দ্বিবিগ্ন খুশিমতো; ইচ্ছা অনুযায়ী। 'পাদরি কাতিয়ানের স্থানে ছাওয়ালের খুশীমাফিক তন্ডা লবেকে।' মেয়র্ন, ১৭৬২।

খুশী [ফা খুশী] বিগ্ন শুদ্ধ। 'জমি মজকুরা পতিত দুখী হয়।' চিঠিপত্রে, ১৮৬৭।

খুড় [স বুড়] বি বুড়া; পিতার ছোটো ভাই। 'মনে মনে খুড়র উপর মর্যাদিক চটা।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

খুধা [স ক্ষুধা] বি ক্ষুধা। 'খুধা তুধা দুঃখ আপনার জ্ঞেয় রূপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খুঃ অঃ, খুঃ অন্ড [খ্রিস্ট+অন্ড] বি খ্রিস্টান্দ। 'তিনি ১৪১৭ খৃঃ অব্দে, ফেব্রুয়ারির উনবিংশ দিবসে, বিলুপ্তানদীর তীরবর্তী ধরননগরে জন্মগ্রহণ করেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯; 'রাজশেখর ১০৪৮ খৃঃ অঃ গ্রন্থ রচনা করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

খুষ্ট, খুষ্ট [ই ক্রাইস্ট] বি যিষ্টখ্রিস্ট। 'খুষ্টের ধর্মবিষয়ক মত।' অক্ষয়, ১৮৪৪; 'খুষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খুষ্টসংঘ, খুষ্টসংঘ [ই ক্রাইস্ট+স সংঘ] বি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সংঘ বা সম্প্রদায়। 'সম্পূর্ণ পৃথক দুটি খুষ্টসংঘের সৃষ্টি হল।' প্রমথ, ১৯১৭; 'খুষ্টসংঘ গড়ে উঠেছে ...।' প্রমথ, ১৯৩০।

খুষ্টান, খুষ্টান [ই ক্রিস্টিয়ান] ১ বিগ্ন খ্রিস্টীয়। 'খুষ্টান ধর্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগ হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিগ্ন খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। 'যে ইংরেজ নয়, যে খুষ্টান নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খুষ্টানি, খুষ্টানি, খুষ্টানী, খুষ্টানী [ই ক্রিস্টিয়ান] ১ বি খ্রিস্টানসুলভ আচরণ। 'নিতান্তই খুষ্টানি বলিয়া অগ্রহা করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিগ্ন খ্রিস্টানসুলভ। 'এই-সব খুষ্টানি কাণ্ড ঘটতে দিব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি খ্রিস্টান। 'অহরহ আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী/ হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খুষ্টানী।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

খুষ্টান্দ [ই ক্রাইস্ট+স অন্ড] বি খ্রিস্টান্দ; যিষ্টখ্রিস্টের জন্য থেকে গণনা করা বৎসর। 'তিনি ১৭২০ খুষ্টান্দে এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান প্রবৃত্ত হন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

খুষ্টিয়ান, খুষ্টিয়ান [ই ক্রিস্টিয়ান] ১ বি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। 'মুসলমান ও খুষ্টিয়ানের তর্কযুদ্ধ।' প্রচারক, ১৮৯১; 'যীত যন্ত্র গ্রন্থপুর্বেক খুষ্টিয়ানের দলপুণ্ডি করিতেছিলেন।' প্রচারক, ১৯০১। ২ বিগ্ন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। 'কি মুসলমান, কি গ্রিহিনী, কি খুষ্টিয়ান।' প্রচারক, ১৯০৩।

খুষ্টীয় [ই ক্রিস্টিয়ান] +স দ্বয় বিগ্ন যিষ্টখ্রিস্ট সংক্রান্ত। '... কিন্তু

খুষ্টীয় শকের ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে, জ্যোতির্মল্লীর বিষয় বিতন্ড রূপে বিদিত হয় নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

খে [স ক্ষেপ] বি প্রসঙ্গ; সূত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেআ [স ক্ষেপ] বি নৌকা ঘারা নদী পারাপার। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেআঘাট বি নৌকাযোগে পার হওয়ার ঘাট। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেআনি [স ক্ষেপ] বি খেয়ার মাঝি। 'চাহিয়া খেআনি ভবে না পাইল আর।' মালধর, ১৫০০।

খেআনো [স ক্ষেপ] ক্রি খেয়া পার করা। 'নাঅ খেআইলো রাধা না পায়িলো কুল।' বড়, ১৪৫০; 'কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী।' বড়, ১৪৫০।

খেআতি [স ব্যাতি] বি সুনাম; যশ। 'উচিত্তে পালিলে প্রজা রাখিলে খেআতি।' মালধর, ১৫০০।

খেআনো [স ক্ষেপ] ক্রি নৌকা বাওয়া। 'নাঅ খেআইলো রাধা না পায়িলো কুল।' বড়, ১৪৫০।

খেআমত [আ কিয়ামত] বি মহাপ্রলয়ের দিন। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেআল [আ খেয়াল] বি স্বপ্ন; কল্পনা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেআলি [আ খেয়াল] বিগ্ন কল্পনাবিশালী। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেই [স ক্ষেপ] ১ বি সূতার মুখ বা প্রান্ত। 'দেড় কাহেন হবে দেখ দিকি কুমুদ খেই।' কেরি, ১৮০২। ২ বি প্রসঙ্গ। 'বড়দিনে বাবু সেজে কুচিহণ খেই।' ওঙ্গ, ১৮৫৮। ৩ বি ধারাবাহিকতা। 'গানের খেই হারাইয়া ফেলিল।' তারা, ১৯৪২। ৪ বি ভল। 'তার না পাই খেই না পাই ফাঁক।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

খেই-খেই বি হুইচই। 'কারা যেন খেই-খেই করছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

খেইহারা বিগ্ন খেই হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'মনও বেশিক্ষণ খেইহারা চিন্তার ... মতো নয়।' মানিক, ১৯৩৫।

খেই হারানো [খেই+স হারা] ক্রি মূল প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেউ [ধন্যায়] বি কুকুরের ডাক। 'খেউ কড়েই শিকারী কুকুর বলে বুঝা যায়।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

খেউখানো ক্রি খেউ খেউ করা। 'খেউখাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

খেউড় [স ক্ষেপ] বি আঠারো শতকে কলকাতায় উদ্ভূত বাদ-প্রতিবাদমূলক অনেক ক্ষেত্রে অগ্রীল গান। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা ... পাইয়া পল্লীকে কল্পিত করেন।' গ্যারী, ১৮৫৯।

খেউড়ি, খেউরি [স ক্ষৌর] বি নাপিতের দ্বারা চুল দাড়ি কামানো। 'আসি নরনন্দ পরম আনন্দ খেউরি কৈল সবাকারে।' কেতক, ১৬৫০; 'নাপিত ... বহু রকমের লোককে খেউড়ি করে।' জসীম, ১৯৬০।

খেউর [স ক্ষৌর] বি চুল দাড়ি কামানো। 'বিচারিয়া ধর্মার্থ করাই খেউর কর্ম।' আলোএল, ১৬৮০।

খেউরি দ্র খেউড়ি

খেওয়া, খেওয়া [স ক্ষেপ] ১ বি নৌকায় পারাপার করার কাজ। 'বল করি খেওয়া রাজা গছাইল মোরে।' মালধর, ১৫০০। ২ বি পারাপারের খেয়া। 'খেওয়া নাও পাতিয়া গোসাইরে করে পার।' বিজয়, ১৬৫০।

খেংরা বি ঝাঁট। 'চাকরদের কাছে ... তামাকের ওশ, মুড়ো খেংরার দিনে

দু'বার নিকেশ নেওয়া হয়।' হুতোম, ১৮৬১।

খেংরাপেটা বি'ঝড় দিয়ে প্রহার।' বলতে বলতেই খেংরাপেটা শুরু করলে।' পাশা, ১৯৭১।

যেই যেই [ধন্য।] বিশ কুকুরের ডাকের মতো। 'তাহাদের যেই যেই আওয়াজের মধ্যে কোনোকালে গাধারি অথবা পৌরব নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যেউড় [স ফেড়।] বি অকথা ভাষায় গালাগালি। 'হুতোমের নকশা কেবল ... যেউড় ও পচালে পোরা।' হুতোম, ১৮৬৮।

যেউড় গীত [স ত্রীড়া>+স গীত।] বি অশ্লীল গান। 'নেদীর গান শকের যারা যেউড় গীত তনিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১।

যেঁকশিয়াল [ধন্য। য়েক+স শৃগাল>।] বি এক জাতীয় শিয়াল। ওঁসা, ১৭৮৫; 'এক য়েকশিয়াল সাতারিয়া নদী পার হইতে ...' তারিণী, ১৮০৩।

যেঁকশিয়ালী [ধন্য। য়েক+স শৃগালী।] বি স্ত্রী এক জাতীয় শিয়াল। 'এক য়েকশিয়ালী দেখিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

যেঁকশিয়াল [ধন্য। য়েক+স শৃগাল>।] বি এক জাতীয় শিয়াল। 'তোলকান য়েক য়েকশিয়াল য়োড়ার।' ভারত, ১৭৬০।

যেঁকসিয়ালি [ধন্য। য়েক+স শৃগাল>।] বি স্ত্রী এক রকমের শিয়াল। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁকানো [ধন্য। য়েক>।] ১ ক্রি তাড়া করা। 'হঠাৎ আমাদের প্রতি যেঁকাইয়া আসে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ ক্রি বিরক্তি প্রকাশ করা। 'ঝাকালো গলায় থেকিয়ে উঠলেন।' সাদত, ১৯৬৭।

যেঁকি [ধন্য। য়েক>।] বিণ ব্যাক ব্যাক শব্দকারী। 'তোলকান য়েক য়েকশিয়াল য়োড়ার।' ভারত, ১৭৬০।

যেঁকি কুকুর বি ব্যাক ব্যাক করে বিরক্তি সৃষ্টি করে এমন কুকুর। 'কুকুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে যেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যেঁচ [হি যিচনা।] বি টান। 'ঘন ঘন মারে যেঁচ বড় মৎস্য উঠে।' কেতকা, ১৬৫০।

যেঁচকা [হি যিচনা।] বি আকর্ষণ; টান। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচকানো [হি যিচনা।] ক্রি অনবরত বিরক্তির অনুরোধ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচে হাওয়া দেওয়া ক্রি দ্রুত পালানো। 'তাড়া করলে যেঁচে হাওয়া দেওয়া মতো লাইন ক্রিমার আছে কিনা।' নজরুল, ১৯২৭।

যেঁচেড়া [স যচর>।] বিণ দুষ্ট; পান্ডি; বজ্জাত। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচেড়ানি [স যচর>।] বি দুষ্টমি। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচেড়াপনা [স যচর>+পনা।] বি দুষ্টের ন্যায় আচরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচনি [হি যিচনা।] বি রোগে হাত পা প্রভৃতি ফিল ধরা। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচা [হি যিচনা।] ক্রি আকর্ষণ করা। 'কামান যেঁচিতে।' মানোএল, ১৭৪০; 'নিকাড়ি যেঁচিয়া মুখে দিলেক লাগাম।' মানিকরাম, ১৭৮১।

যেঁচাযেঁচি [হি যিচনা>।] বি টানাতানি; চোঁচামেচি। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচানো [হি যিচনা>।] ক্রি ফিল হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁচি [স য়েচি।] বি ভোজ। 'সূরা যেঁচি বিনে মাঝ নাহিক আরতি।' আলোগল, ১৬৮০।

যেঁচি [স য়েচি>।] বি মোটা লাঠি। 'রয়ে যে যেঁচি এনেছিল, সাধুদাদা না ধরিলি জন্মের মত ভাত কাপড় দিত।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

যেঁচু [স ক্ষেড়।] বি আদিসমাজের গানবিশেষ; খেউড়। 'নদে শান্তিপুর হৈতে যেঁচু আনাইব।' ভারত, ১৭৬০।

যেঁতবেঁত [ধন্য।] বি শিশুর অসুস্থতায় করা কান্নার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁতবেঁতানি [ধন্য। য়েতবেঁত>।] বি যেঁতবেঁত করে কান্নার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁতবেঁতানো [ধন্য। য়েতবেঁত>।] ক্রি যেঁতবেঁত করে কান্না। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেঁসারি, যেঁসারী [স য়েককারী।] বি যেসারি; এক রকম ডাল। 'ক্ষেৎ ভরা যেঁসারী পেকেছে এই শীতে।' ওগু, ১৮৫৮; 'যেঁসারি ভালেরও চাষ করিস বুঝি?' রবীন্দ্র, ১৯১১।

যেকন [ধন্য। য়েক>।] বি গুহু। মানোএল, ১৭৪০।

যেকরানো [ধন্য। য়েক>।] ক্রি গুহু ফেলা। মানোএল, ১৭৪০।

যেকো বিণ ভোজনকারী। 'রোযো য়েকো, রোযো সব সাজে।' ওগু, ১৮৫৮।

যেগো বিণ খাদক। 'যদি কোনো মানুষ-যেগো সভাজাত থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

যেগুরা, যেগুরা বি ঝাঁটা। 'মনে করেছিলুম কালামুখীর দেখা পেলে মুহুর্ত সাধে যেগুরা পেটা করবো।' উমেশ, ১৮৫৭; 'যেগুরা মারিয়া বিন্দায় করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

যেগুরানো ক্রি ঝাঁটা দিয়ে আঘাত করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

যেগুরা দ্র যেগুরা

যেচড়া [স য়চর।] বি যিচুড়ি। 'তোমার যেচড়া আর কেলে মার গোত, পোলাও কালিয়ে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৬।

যেচর [স।] ১ বি পানি। 'গগনতলে উঠে নীল ধূগা চাতক যেচর জত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি আকাশচাটী। 'কিবা তিলিসমাত কিবা যেচর প্রমাণ।' আলোগল, ১৬৮০।

যেচরান্না [স কুর-অন্ন।] বি যিচুড়ি। 'পরমান্ন পরে যেচরান্না রাখে আর।' ভারত, ১৭৬০।

যেচরান্নাজীবী [স কুর-অন্ন-জীবী।] বিণ যিচুড়িভোজী। 'ছিল জাত হবিষ্যরান্নাজীবী, হল ক্রমে যেচরান্নাজীবী।' অবন, ১৯২৫।

যেচরী [স কুর।] বি যিচুড়ি। 'যেচরী ও অন্ন বাজ্ঞন ও পখাল অন্নের চারি ভাগ।' দর্পণ, ১৮২৫।

যেচা [হি যিচনা।] ক্রি টানা। 'তবে বাপ যেচি জ্বাঙ্গে চাপিল কিঞ্চিৎ।' আলোগল, ১৬৮০। যেচিয়া ক্রি বিদ্ধ করে। 'হোসেনের মারিরেক তলোয়ার যেচিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। যেচিল ক্রি মারলো। 'কুজু হই শাহ আলি চাবুক যেচিল।' সুলতান, ১৭০০।

যেচাখেচি [হি যিচনা।] বি ঘাত-প্রতিঘাত। 'যেচাখেচি মিশামিশি করএ অবিশ্রাম।' সুলতান, ১৭০০।

যেচামোচী [হি যিচনা।] বি চোঁচামেচি ও বকাবকি। 'তোমার যেচামোচীতে দু'একদিনের মধ্যেই পালাবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

যেজমত [আ যেদমত।] বি সেবা। মানোএল, ১৭৪০।

যেজমতগার, যেজমৎগার [আ যেদমত+গার।] বি যেদমতগার; সেবক। 'খানসামা যেজমৎগার ফরাস হুকাবন্দারি পাখাবন্দারি।'

ভবানী, ১৮২৫: 'কেহ বা দরবান কেহ বা খেলমতগার।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

বেজাবি [আ বিজাব] বি কলপ। 'বারু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব।' নজরুল, ১৯৩১।

বেজালতী [আ বিজালত] বিণ যন্ত্রণাদায়ক। 'অর্ধেক সময় যায় পাঁচ টাকাকে একত্রিশ ডাগ করে দুই কিংবা তিন দিয়ে গুণ করার বেজালতী কর্মে।' মুক্তবাব, ১৯৫৮।

বেজুর [স বর্জুর] ১ বি এক জাতীয় ফল ও তার গাছ। 'শয়ন করিল দোহে বেজুরের তলে।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ বেজুরের রস থেকে তৈরি। 'শীতকালে বেজুর গুড়ের সন্দেশ উঠিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বেজুরতঁড়ি বি বেজুর গাছের কাণ্ড। 'কর্তিত বেজুরতঁড়ি দিয়া রস চোয়াইতেছে।' নজরুল, ১৯৩১।

বেজুরহাড়ি [স বর্জুর+স ছটা] বি বেজুরের কাঁদি। 'বেজুরহাড়ি, নারকালঝিরঝিরি ঝাউয়ের শনশানি।' জীবন, ১৯৪৮।

বেজুর-বীথি [স বর্জুর+স বীথি] বি বেজুর গাছের সারি। 'কোথায় আমার বেজুর-বীথির গান?' ফররুখ, ১৯৪৩।

বেজুর-মেতি [স বর্জুর+মাথা] বি বেজুর গাছের মাথার কোমল অংশ; বেজুর গাছের মাথি। 'বেজুর-মেতি কাটিয়া বাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।' শরৎ, ১৯১৮।

বেজুরিআ [স বর্জুর] বিণ বেজুর সম্বন্ধীয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেজুরে [স বর্জুর] বিণ বেজুরের রস থেকে তৈরি। 'নতুন বেজুরে গুড়-সহযোগে চারি বৎসর ... খাওয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বেজুরের গুড় বি বেজুর গাছের রস থেকে প্রস্তুত গুড়। 'কোনটাতো সামান্য একটু বেজুরের গুড়।' বিদ্যুতি, ১৯২৯।

খেঞা [স ক্ষমা] ক্রি ক্ষমা করা। 'মোরি অবিনএ যত পরলি খেঞাব তত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খেটক [স] বি ঢাল। 'পাশাফুশ ঘন্টা খেটক শরাসন বাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খেটকধরা [স খেটক+স ধারী] বিণ ঢাল ধারণকারী। 'খড়গিনী খেটকধরা খড়গপতাকিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খেটে-খাওয়া বিণ শ্রমজীবী। 'আমি খেটে-খাওয়া মানুষ।' প্রমথ, ১৯৪০।

খেটেখুটে ৮ খাটা

খেটেল [স কষ্ট] বি শ্রমজীবী। 'কবন খেটেল কবন ভাঁড়ারী।' ভারত, ১৭৬০।

খেড় [স খড়া] বি বিচালি। 'খেড় আতনী এক করিয়া।' বড়ু, ১৪৫০।

খেড়খানা [স খড়+ফা খানা] বি সুগন্ধি খড়ের ঘর। মানোএল, ১৭৪৩।

খেড় ঘর [স খড়+ঘর] বি খড়ের ঘর। মানোএল, ১৭৪৩।

খেড় [স খেড়] বি খেউড়; বাদ-প্রতিবাদমূলক স্থল রসাত্মক গানবিশেষ। 'আমি বাইয়ানা গাহনা জানি, পীরির গীত জানি, সখীসম্মাদ বিরহ খেড় জানি, একটা শোনবাহ?' ভজনী, ১৮২৮।

খেড়া [স ক্রীড়া] বি খেলা। 'বার্ণমিসআ জিম কেলি করই বেলেই বহুবির খেড়া।' চর্চা ৪১, ১২০০; 'প্রাণ লয়্যা খেড়া হইল আগ হে বড়াই।' বড়ু, ১৪৫০।

খেড়ি, খেড়ী [স ক্রীড়া] বি খেলা। 'খেড়ী খেলাইএ আসা নাদের

ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০; 'খেড়ি হেতু বসিল যকল সচাচএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খেড়ী বি শ্যামা ঘাস। 'দু-বিশে খেড়ী ক্ষেত আছে।' বিদ্যুতি, ১৯৩৮।

খেড়ুয়া [স ক্রীড়া] বি খেলোয়াড়। 'পুনি ফিরাইতে পারে সেই সে খেড়ুয়া।' আলাওল, ১৬৮০।

খেড়ুয়া [স খড়] বি খড়ের ঘর। মানোএল, ১৭৪৩।

খেশেক [স ক্ষলেক] ক্রিণ কখনো। 'খেশেকে আলোপ চন্দ্র খেশেকে বিদিত।' আলাওল, ১৬৮০।

খেং [স ক্ষেত্র] বি খেত। 'বিহুটির খেং দেও বিছানা করিয়া।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

খেত [স ক্ষেত্র] ১ বি ফসলের জমি। 'টিটেন টিটানি, খেতের মিঠানি।' চন্দ্র, ১৫০০; 'কাপালের খেত হইতে আনিল গোমুও।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি জলা জায়গা। মানোএল, ১৭৪৩।

খেতখামার [স ক্ষেত্র+ফা খিরমান] বি আবাদি জমি; চাষাবাদ। 'চাষী খেতখামারের কাজে মাঠে গিয়াছে।' জলীম, ১৯৬০।

খেতপাথার [স ক্ষেত্র+স প্রান্তর] বি খেতখামার। 'খেতপাথার জোয়ারের পানি আসার সাথে সাথে করিম বকশের মনে আসে এক জোয়ার।' ইসহাক, ১৯৫৫।

খেতমজুর [স ক্ষেত্র+ফা মজদুর] বি খেতের কাজ করে যে। 'মজুরকে যোগ দেবার আগে সে ছিল খেতমজুর।' হাসান, ১৯৭৪।

খেতরানা [স খেত+রানা] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'উত্তরে খেতরানা বসে দেব মহামতি।' আলাওল, ১৬৮০।

খেতাপ [আ খিতাব] বি উপাধি। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ রাখায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি মেতে লাগলো।' হত্যাম, ১৮১১।

খেতাব [আ খিতাব] বি উপাধি। 'বাপের খেতাব দিলা মোরে।' বাহরাম, ১৬৫০।

খেতাববর্জিত [আ খিতাব+স বর্জিত] বিণ খেতাবের অপেক্ষা রাখে না এমন। 'এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অক্ষম্য খেতাববর্জিত-লোকে গমন করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

খেতাবি [আ খিতাব] বিণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। 'সাদুভাবা কেতাবি হলেও খেতাবি নয়।' প্রমথ, ১৯১৭।

খেতি [স ক্ষতি] বি দুঃখ। 'খেতি করে আন্ধার পরানে।' বড়ু, ১৪৫০।

খেতি [স ক্ষতি] ১ বি ক্ষতি। 'জাতক পড়িল খেতি তলে।' মাগধর, ১৫০০। ২ বি কৃষিক্ষেত্র। 'কড়্যা সাক তোলে দুয়া ফিরে খেতি খেত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খেয়ি [স ক্ষয়ি] বি ক্ষয়ি। 'বীর খেয়ি অজুত দোসর যমের দূত সমরে রহাএ রবিরব।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খেল [স] ১ বি দুঃখ। 'ন ডেল রক্ত রক্তস রত গেল/ইহি হম খেল একও নহি ডেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ক্রান্তি। 'বরিরে যথ খেল সভ করি পরিচ্ছেদ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি আক্ষেপ। 'চারিজোনে সে কন্য়াকে সেবিয়া বিস্তর খেল করিলেন।' হালহেত, ১৭৭৩। ৪ বি অনুভূতি। 'ভাদের জন্যে আমার খেল কি?' গ্যারী, ১৮৫৮।

খেল করন বি আক্ষেপ করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

খেলন [স] বি খেল করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

খোদার্পণ [স খেল-অর্পণ] বি দুঃখের সাগর। 'অত্যন্ত খোদার্পণে যগ্ন

হইয়া প্রকাশ করিতেছি ... ' দর্পণ, ১৮৩৭।

খেদং [সি খেদন্ত] বিশ তীক্ষ্ণ। 'প্রাণে যেন খেদং তিরের মতো এসে
বিশে'। নজরুল, ১৯২৪।

খেদমত, খেদমৎ, খেদমদ [আ খিদমত] ১ বি চাকরি। 'খন্য রে
কোটাশি খেদমত'। ভারত, ১৭৬০। ২ বি সেবা। 'খেদায় তেজিল
দুন্ করিতে খেদমত'। গরীব, ১৭৬৫; 'পীর সাহেবের খেদমতে
পৌছে দেবার জন্য'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

খেদমতগার [আ খিদমত+ফা গার] বি সেবক। 'আখিলুম ইমামের
খেদমতগার'। বাহরাম, ১৬৫০।

খেদমতগারী [আ খিদমত+ফা গার] বি পরিচর্যার কাজ। 'করিবে
খেদমতগারী খুব স্বরদার'। গরীব, ১৭৬৫; 'জমাদারী,
খেদমতগারী, ও আরও সব রকম তাবদারী ও ফরমাবারদারী
কিয়াথা'। ভবানী, ১৮২৮।

খেদমৎকার [আ খিদমত+স কার] বি দাস। 'মুটিয়া, মজুর ...
খেদমৎকারের জাতিতে পরিণত'। ছোলতান, ১৯২৩।

খেদমৎগার [আ খিদমত+ফা গার] বি সেবক; ভূতা। 'শরিফ
সন্ধানের এবং তাহাদের খেদমৎগারগণ উর্দু বলেন'। ইমান,
১৯০০।

খেদমদগারি [আ খিদমত+ফা গার] বি সেবকের কাজ।
'হিসটিরিয়া-ওয়ালী মেয়ের খেদমদগারি করবার ফুসসত আমার
নেই'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খেদা [সি খিদু] বি হাতি ধরার ফাঁদ। খেদা করা কি বিশেষ ফাঁদ দিয়ে
হাতি ধরা। 'তিনি একবার মহারাজ কিয়াজনাখের সঙ্গে গারো
পাহাড়ে খেদা করতে গিয়েছিলেন'। প্রমথ, ১৯২২।

খেদা [সি খিদু] বি তাড়া। 'চকু লৈয়া গোবিন্দাই পাছু খেদা দিল
মালাধর, ১৫০০।

খেদাওন [হি খেদনা] বি বিতাড়ন করা। ওঙ্গ, ১৭৮৫।

খেদানিআ [সি খিদু] বি, বিশ তাড়নকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেদানো [সি খিদু] ১ ক্রি তাড়ানো। 'খেদব মোঞে কোকিল
অলিকুল বারব করকন্ডন কমকাই'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি কেটে
তোলা; খনন করা। 'মাটি খেদাইয়া খাপ বানাইয়া'। চঞ্জী, ১৫৫০।
খেদব কি তাড়ানো। 'খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
করকন্ডন কমকাই'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। খেদাই কি তাড়িয়ে।
'খেদাই লইল লাগ হইয়া ক্রুদ্ধ মুখী'। সুপতান, ১৭০০। খেদাইতে
ক্রি তাড়াতে। 'পক্ষ খেদাইতে'। মানোএল, ১৭৪৩। খেদাইয়া ক্রি
তাড়িয়ে। 'বিনা জওয়াবে কারোদের খেদাইয়া দিল'। গরীব,
১৭৬৫। খেদায় ক্রি তাড়ায়। 'ধর ধর বলিয়া রাখোয়ালে খেদায়ে'।
বিজয়, ১৬৫০। খেদারিয়া ক্রি বিতাড়িত করে। 'বেহেশত হইতে
বৃষ্টি দিবে খেদারিয়া'। গরীব, ১৭৬৫। খেদি ক্রি তাড়িয়ে। 'ইস্ত
হুদি সগ্নি পিণ্ডে কৈল অনুমানে'। মালাধর, ১৫০০। খেদিয়া ক্রি
তেড়ে। 'রাম হৈয়া কেহো তাকে জ্ঞাত খেদিয়া'। মালাধর, ১৫০০।
খেদিয়ে ক্রি বিতাড়িত করে। 'ছেলে রাজা হায়ে তাকে খেদিয়ে
দিবে'। গিরিশ, ১৮৮৭। খেদিল ক্রি তাড়া করলে। 'আমারে
বাইতে পাছু গরুড় খেদিল'। মালাধর, ১৫০০।

খেদের দেওয়া ক্রি তাড়িয়ে দেওয়া। 'আমি যদি না থাকতুম ত
তাকে এত দিন গয়রার দিয়ে খেদের দিত'। গিরিশ, ১৮৮৭।

খেদাডানো [সি খিদু] ক্রি তাড়ানো। 'মাসে লোভে পক্ষসব তাহা
খেদাডিল'। মালাধর, ১৫০০। খেদাডিয়া ক্রি তাড়িয়ে। 'অনন্ত

বাসুকি তারে খেদাডিয়া খাএ'। রামাই, ১৭১০। খেদাডিয়া ক্রি
তেড়ে। 'খেদাডিয়া আইসে সেই দশন বিকটে'। মালাধর, ১৫০০।
খেদাডিল ক্রি তাড়ালো। 'মাসে লোভে পক্ষসব তাহা খেদাডিল'।
মালাধর, ১৫০০। খেদাড়ে ক্রি বিতাড়ন করে। 'মার মার কর্যা
কোপে খেদাড়ে বামনী'। মুকুন্দ, ১৬০০।

খেদাখিত [সি ১ বিশ রাগাখিত]। 'মহন্দরি খেদাখিত হইয়া ... আজ্ঞা
করিলেন'। রামরাম, ১৮০১। ২ বিশ অনুতাপযুক্ত। 'বাবু খেদাখিত
হইয়া কহিলেন'। দর্পণ, ১৮২১।

খেদার্থব দ্র খেদ

খেদিত [সি ১ বিশ বিষয়]। 'পুর না হওয়াতে সর্বদা খেদিত থাকেন'।
রাজীব, ১৮০৫। ২ বিশ দুঃখিত। 'ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে
খেদিত হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮২২।

খেদিব [ফা খিদিব] বি মিশরের রাজার উপাধি। 'এখানে মিশরের খেদিব
কখন কখন আসিয়া বাস করেন'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

খেদোকি [সি ১ বি দুঃখের কথা]। 'এই সকল খেদোকি শুনিয়া অনেকেই
সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন'। প্রভাকর, ১৮৩১। ২ বি আক্ষেপের
কথা। 'ভায়া লিপিতে যে খেদোকি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে
পাষণ ভেদ হয়'। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

খেন [সি ক্ষপ] বি ক্ষম; সময়। 'এই খেনে রসাবেশে কহে বড় চণ্ডীদাসে'।
বড়, ১৫৭০।

খেনেক [সি ক্ষপেকা] ক্রিবিধ ক্ষমাত্র। 'খেনেক রহিয়া কাম পাইল
মুদন'। মালাধর, ১৫০০।

খেনে খেনে ক্রিবিধ ক্ষপে ক্ষপে। 'খেনে খেনে মন্মগতি চলন
ঠমর'। আদ্যাপল, ১৬৮০; 'খেনে খেনে দণ্ডভর হএ বহুভর'।
সুপতান, ১৭০০।

খোপ বি বাহ; দফা। 'প্রতি খোপেই প্যারীমোহন সেনগুপ্ত নির্ময়ের মত তা
প্রত্যর্পণ করেন'। অচিভা, ১৯৫০।

খোপলা [সি ক্ষেপু] বি মাছ ধরার জালবিশেষ। 'আমরা খোপলা জাল আর
ফেলব না ভাই'। নজরুল, ১৯২৬।

খোপা [সি ক্ষেপু] ১ ক্রি উপভোগ করা। 'খোপেই জোইলি লেপ ন জায়'।
চর্চা, ১২০০। ২ ক্রি যাপন করা। 'তরুন তরুণি সঙ্গে রইনি
খোপে রসে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খোপা, খোপানো [সি ক্ষিপু] ১ ক্রি ছেড়ে দেওয়া। 'ছোলব চিপিয়া
নিমঝোলে খোপানো'। বড়, ১৫০০। ২ ক্রি ক্ষেপণ করণো। 'সহসা
রাখা চাহল সচিকত, দুরে খোপল মালা'। রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ ক্রি
ক্ষিপ্ত করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ৪ ক্রি উত্তাপ হওয়া। 'জেউ উঠেছে ঐ
খোপে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

খোপা [সি ক্ষিপু] ১ বিশ উন্মাদ। 'হারাইলে তুমি বাপা চায়া বুলি হইয়া
খোপা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ ক্ষিপ্ত। 'ভয়েতে হইল খোপা
কমজাত এজিয়া'। গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিশ এলামেলো। 'বিধুর
বিকল হয়ে খোপা পবনে ফাটন করিছে হাহা ফুলের বনে'। ১৯০৯।
৪ বিশ বৃষ্টিমুখর। 'কোন খোপা শ্রাবণ ছুটে এলো আশ্বিনেরই
অভিনায়'। রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৫ বিশ পাপলামির্গণ। 'কোথা থেকে
নামের রে সেই খোপা দিনের মন'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খোপামি [সি ক্ষিপু] বি পাপমির্গণ। 'এই খোপামির্গণ বন্যাকে ... সহজ
স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

খোপে ওঠা ক্রি রাগাখিত হওয়া। 'বিনা কারণে খোপিয়া উঠিয়া
বামুজা লভভ করিতে উদাত হইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

খেপে যাওয়া ১ ক্রি পাগল হওয়া। 'ছেলোটা একে খেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি বেপরোয়া হওয়া। 'খেপিয়া তনিয়া খেপিয়া গিয়াছি।' নজরুল, ১৯২৬।

খেপী, খেপী [স ক্রিপ্]> ১ বি ক্রী ক্ষিপ্ত ব্যক্তি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ ক্রী উন্মাদ। 'একরাশ ছিন্ন-মুগে খেপী বেটির পানে ছলছল চোখে ...' নজরুল, ১৯২৬।

খেবা [স ক্রিপ্]> বি খেয়া। 'ব্যাঙ্গ নারিলুম খেবা।' সুলতান, ১৭৫০।

খেম [স ক্রমা] ১ বি মাফ। 'উদ্দেশে তাবনা করি মনে করে বেম।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ভাতা। 'খেম নাহী এপা চারি মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খেমটা [হি] ১ বি (সংগীত) একপ্রকার তাল। 'আমি খেমটা বাদ্য বাজাই।' দর্শন, ১৮২১। ২ বি খেমটা তালের নাচ। 'দুটো ... ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচে।' হুতাম, ১৮৬১। ৩ বিণ মত্তপ্রায়। 'কেমন কানাজাত্য খোনা খেমটা উত্তেজের অবসাদে।' জীবন, ১৯৪৮।

খেমটাওয়ালা, খেমটাওয়ালা [হি] বি পেশাদার নর্তকী। 'বেয়ারা - ঐ খেমটাওয়ালাদের ডেকে দে তো।' মাইকেল, ১৮৬০। 'খেমটাওয়ালা।' বিদ্যা, ১৮৯১।

খেমটি [হি] বি নর্তকী। 'তোমার কল্যাণে আজ খেমটির নাচ দেব।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

খেমা [স ক্রমা] বি ক্রমা। 'কাকুতী করিআ বোলো খেমা কর মনে।' বড়, ১৪৫০। খেমএ ক্রি ক্রমা করা। 'সবে মিলি যত দোষ খেমএ আয়াএ।' বাহরাম, ১৬৫০। খেমা করন বি ক্রমা করা। ওঙ্গা, ১৭৮৫। খেমিআ ক্রি ক্রমা করে। 'খেমিআ সকল দোষ বীরকে করিব সেনাপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। খেমিল ক্রি ক্রমা করণে। 'খেমিল সকল দোষ জাই নিজ পুরি।' মালাধর, ১৫০০।

খেয়া [স ক্রিপ্]> ১ বি নদী পারাপারের নৌকা। 'অনন্ত অর্জুন সোঁক হৈল খেয়া ঘাটে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নদী পার হওয়ার মণ্ডল। 'কর্ণ ধরে পার করবেন দৃ-এক পয়সা খেয়া দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

খেয়াঘাট [স ক্রিপ্]> বি নৌকার পারাপারের নির্দিষ্ট জায়গা। 'পূর্বে পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খেয়া-তরী [স ক্রিপ্]>+স তরী। বি নদী পারাপারের নৌকা। 'কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

খেয়াতরীহারা [স ক্রিপ্]>+স তরীহারা। বিণ পারাপারের ব্যবস্থাহীন। 'আর রবে খেয়াতরীহারা এ পারের ভালোবাসা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

খেয়া দেওয়া ক্রি খেয়া নৌকায় পারাপার করা। 'নৌকোয় খেয়া দেওয়া, জল তোলা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খেয়ানী বি খেয়া পার কর যে। 'খেয়ানী ভাইরে হাতে নাই মোর কড়ি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খেয়া নৌকা, খেয়া নৌকো বি মাণ্ডল দিয়ে নদী পারাপারের নৌকা। 'খেয়া নৌকা।' ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'চাঘারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়া-নৌকায় পার হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'খেয়ানৌকা পাল তুলিয়া ডেউয়ের উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

খেয়া পার বি নৌকাযোগে পারাপার। 'পাটনি পাতিল খেয়া পার হইয়া যাইতে।' ভবানী, ১৮২৫।

খেয়া-পারাপার বি খেয়ায় পারাপার করার কাজ। 'খেয়া-পারাপার

বন্ধ হয়েছে আজিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

খেয়ার নৌকা বি নদী পারাপারের নৌকা। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

খেয়ার পাই বি খেয়া পারাপারের পয়সা। 'নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার।' মর্জুকা, ১৭৫০।

খেয়ারি [খেয়া]> বি খেয়ার মাঝি। 'খেয়ারি করিতে পার পড়িল সফটে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খেয়াতি [স খ্যাতি] বি যশ। 'খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্বসহা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খেয়ানত [আ খিয়ানত] বি বিশ্বাসভঙ্গ। 'আমানতে খেয়ানত সাব্দ রাখিয়া জোখানে জোখানে জে জুবাব সওয়াল হয় করিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

খেয়াল [আ] ১ বি লীলা। 'ইহা দেখ আন্তার খেয়াল।' গবীর, ১৭৬৫। ২ বি কাল্পনিক দৃশ্য। 'না এ তো স্বপ্ন নয়, তবে কি খেয়াল দেখিলাম?' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি উচ্চাঙ্গ সংগীতের আঙ্গিকবিশেষ। 'কত কত কল্যাণ, দাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... খেয়াল, প্রবন্ধ ... চতুর ও নকতলে মশগুল হইয়া আছে।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি যুক্তি। 'ভর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি চিন্তা। 'এ হয়তো আপনার একটা খেয়াল।' নজরুল, ১৯৩১।

খেয়াল-ববর [আ খেয়াল+আ ববর] বি ভালো-মন্দ বেজ। 'খেয়াল-ববর রাখি নে তো কোনো-কিছুই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

খেয়ালখাতা [আ খেয়াল+আ খাতা] বি খুশিমতো রচনার খাতা। 'নূতন বঙ্গের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্য একটি খেয়ালখাতা খুলনেন।' প্রমথ, ১৯০৫।

খেয়াল খাসলত [আ] বি আচার-আচরণ। 'বড় আপনার খেয়াল খাসলতটা দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে।' কায়সার, ১৯৬২।

খেয়ালখুশি, খেয়ালখুশী [আ খেয়াল+ফা খুশী] ১ বি সুবিধা-অসুবিধা। 'কেবল নিজের খেয়ালখুশি দেখতে চলে না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮। ২ বি নিজের ইচ্ছামতো চালচলন। 'খেয়ালখুশীর ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

খেয়ালখুশিমতো [আ খেয়াল+ফা খুশী+স মন্তা] ক্রিণ খেচ্ছাচারে। 'মানুষের সুখ-দুঃখ ঘটে মানব-ভাঙ্গা-বিধাতার একান্ত খেয়ালখুশিমতো।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

খেয়াল-খোলা [আ খেয়াল+খোলা] বিণ বেখেয়ালি। 'আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা স্বপনসোলা নাচিয়ে আয়।' সুকুমার, ১৯১৮।

খেয়ালি, খেয়ালী [আ খেয়াল]> ১ বি খেয়াল গায়ক। 'খেয়ালী যতই কার্গিল করুন না কেন, ত্যাগচ্যুত ... হবার অধিকার তাঁর নেই।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ বিণ কল্পনাবিলাসী। 'খেয়ালী লেখা বড়ো দুষ্টাখ্য জিনিস।' প্রমথ, ১৯০৫; 'যেন কোন খেয়ালী খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।' নজরুল, ১৯৩০। ৩ বিণ খেচ্ছাচারী। 'আমি খেয়ালী বিধির বন্ধ করিব ভিন্ন।' নজরুল, ১৯২২।

খেয়ালিপনা [আ খেয়াল]+স প্রবন্ধ> বি খেয়ালি স্বভাব। 'একবার খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে তার খেয়ালিপনা।' অচিন্তা, ১৯৫০।

খেয়াল্যাৎ [আ খেয়াল]> বি মতাদর্শ। 'ইহাদের খেয়াল্যাৎ ঠিক ইউরোপীয় নাস্তিকদেরই অনুরূপ।' প্রচারক, ১৯০৬।

খেয়ুড় [স ক্ষেড়]> বি আদিরসাত্মক গানবিশেষ; খেউড়। 'নদিয়া সান্তিপূর হইতে খেয়ুড়া অনাইব নৌতুন নৌতুন জাতে খেয়ুড় শুনাইব।'

হ্যালাহেড, ১৭৭৮। দ্র খেউড

খেয়ড়া [স খেউড়া] বি আদিরাসাত্মক গান খেউড়ের পরিবেশক।
‘নদিয়া সান্তিপুর হইতে খেয়ড়া আনাইব নৌতুন নৌতুন জাতে খেয়ড়
কনাইব।’ হ্যালাহেড, ১৭৭৮।

খেয়োখেয়ি বি পরস্পর তর্জনগর্জনসহ তুমুল ঝগড়া বা মারামারি। ‘এমন
ঝাপ্পা লাগে আমার এক-এক সময়ে এই খেয়োখেয়ি কাণ্ডে।’
শিবরাম, ১৯৪০।

খের বি খড়। ‘আসুক না খেরের নেড়ায় আন্তন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেব
না ...’ কায়রাম, ১৯৬২।

খেরাজ [খাযাজা] বি রাজস্ব। ‘মৌরসী-মোকরারী প্রভৃতির জরীয়াতেই
খাজনা-খেরাজ মায় আবওয়াব আদায়-উসুল করে আসছেন।’
মাহেনভ, ১৯৪৯।

খেরি [স খেঁড়া] বি খেলনা। ‘সম্মুখে লইয়া খেরি খেলে শিশুগণ।’
আলাওল, ১৬৮০।

খেরু [হি খারুয়া] বি ধূসর। ‘খেরু বর্ণ।’ মানোএল, ১৭৪৩।

খেরুজা, খেরুয়া, খেরুয়া [হি খারুয়া] বি লালবর্ণের মোটা সূতার
কাপড়বিশেষ। ‘ফুরের তাঁড়ি খেরুয়া কাপড় মোড়া আছে।’ ভবানী,
১৮২৩; ‘খেরুয়া’ বিদ্যা, ১৮৯১; ‘লাল খেরুয়ার পুরু পর্দা।’
অবন, ১৯২৭।

খেরেওয়ালি [স খেল] >+ হি ওয়ালী] বি বেশ্যা। ‘খেরেওয়ালি ১৬০০।’
দর্পণ, ১৮০০।

খেরেস্তান [হি ক্রিস্টিয়ান] বি খ্রিস্টান। ‘খেরেস্তান হয়ে গিয়েছে।’ নজরুল,
১৯৩০।

খেরো [হি খারুয়া] বি লালবর্ণের মোটা সূতার এক প্রকার কাপড়।
‘উঠানে ... তার উপর মাদরাজি খেরোর জাজিম হাসছে।’ হুস্তায়ি,
১৮৬১।

খেল [স খেল] > বি খেলা। ‘সোনালী আলোর খেল।’ জসীম, ১৯৩১।

খেল ভুলানী বি খেলাধুলার কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। ‘চোখের
পাতায় বাজে বাণী/ কাজ ভুলানী খেল ভুলানী।’ ব্রহ্মা, ১৯২৯।

খেলআড় [স খেল] > বি খেলোয়াড়। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেলওয়াড় [স খেল] > বি খেলোয়াড়। ‘ভাল খেলওয়াড়ে ছকা করিবার
বড় আছা প্রদর্শন করে না।’ বরদর্শন, ১৮৭২।

খেলওয়াত [আ] বি রাজদ্বার পোশাক। ‘ফটক দুয়ারে আইল খেলওয়াত
খানা।’ গরীব, ১৭৬৫। দ্র খেলাত

খেলকা [আ খিরকাহ] বি সুফিদের পরিধেয় লম্বা জামাবিশেষ। ‘পায়ে
খেলকা, পিরাণ, অথবা আলখোয়া দিয়া ... ভিকা করিতে যায়।’
অক্ষয়, ১৮৫০; ‘তখন খেলকা তহবন ছিল না।’ লালন, ১৮৯০।

খেলন বি খেলা। ‘শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খেলনক [সা] বি খেলার পুতুল। ‘মনুষ্যমূর্তির সহিত ব্রহ্মখণ্ডবিত
খেলনকের কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষু পড়ে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খেলনা [স খেলনক] বি খেলার জিনিস। ‘চীনদেশে ... নানাবিধ খেলনা,
চর্ম পাদুকা।’ অক্ষয়, ১৮৪১।

খেলনাওয়ালা [স খেলনক+হি ওয়াল] বি খেলনা বিক্রেতা।
‘বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনাওয়ালাকে সেই বই ...।’
রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খেলনাওয়ালা [স খেলনক+হি ওয়াল] বি খেলনা বিক্রেতা।

‘খেলনাওয়ালা, অস্ত্র কোন নৈই কাঁকায়?’ হোসেন, ১৯৪০।

খেলনা পুতুল [খেলনা+পুতুল] বি খেলার কাজে লাগে এমন পুতুল।
‘আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চমচম।’ সুকুমার, ১৯২০।

খেলনাসম [খেলনা+স সম] বিণ পুতুলের মতো। ‘অগ্নিরে খেলনাসম
পিতৃদান জানি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

খেলনেওয়ালি [খেলনা+হি ওয়ালী] বিণ স্ত্রী কোনো কাজে পটুত্ব
আছে এমন। ‘আরোহা মাই এত বড়ো শিকার খেলনেওয়ালি।’
মণীশ, ১৯৬৩।

খেলয়ার [স খেল] > বি কৃতকৌশলী খেলোয়াড়। ‘তুই পোড়াকপালি বড়
খেলয়ার।’ দীনবন্ধু, ১৮৭২।

খেলা, খেলানো [স খেল] > ১ ক্রি খেলা করা। ‘করুণা পিহাড়ি খেলাই
নয়বল।’ চর্যা ১২, ১২০০। ২ ক্রি উদয় হওয়া। ‘এই গ্রন্থের জবাব
হঠাৎ আজহার বীর মাথায় খেল।’ শওকত, ১৯৫৮। খেলাই ক্রি
বেলা। ‘আমিসুখা জিম কেলি করই খেলাই বহুবির খেলা।’ চর্যা ৪১,
১২০০। খেলাই ক্রি খেলা করে। ‘খেলাই কউতুক নব পচনাম।’
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। খেলাত ক্রি খেলাতে। ‘খেলাত না খেলাত লোক
দেখি লাগ।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। খেলগি ক্রি খেলা করদি। ‘খেলগি
বেলা খেলার ঘরে।’ লালন, ১৮৯০। খেলাই ক্রি খেলা করি। ‘করুণা
পিহাড়ি খেলাই নয়বল।’ চর্যা ১২, ১২০০। খেলাঅস্ত্র ক্রি খেলা
করে। ‘বসিয়া কুমার সবে খেলাঅস্ত্র সারি।’ আলাওল, ১৬৮০।
খেলাই ক্রি খেলা করি। ‘সব হাওয়ায়ে গিয়া ভাঙিরে খেলাই।’
মুহম্মদ, ১৫০০। খেলাই ক্রি খেলা করি। ‘খেড়ী খেলাইএ আক্ষে
নামের ঘরে।’ বড়ু, ১৪৫০। খেলাইতে ক্রি খেলা করতে।
‘খেলাইতে আছে শিশু দিঘ হাসিয়া।’ সুলতান, ১৭০০। খেলাই ক্রি
খেলা করে। ‘গেহুয়া খেলাই খনে গোকুল ভিতরে।’ বড়ু, ১৪৫০।
খেলাএস্ত্র ক্রি খেলা করে। ‘খেলাএস্ত্র কৌতুক কলেবর।’ রাহরাম,
১৫৫০। খেলাও ক্রি খেলা করি। ‘চাঁচরী খেলাও মোয়ঁ যমুনার
কুলে।’ বড়ু, ১৪৫০। খেলান ক্রি খেলা করেন। ‘দুই কুমার নাবার
জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একত্রেতে খেলান ও খেলান।’
রামরাম, ১৮০১। খেলানো ক্রি খেলা করা। ‘খেলাইতে।’ মানোএল,
১৭৪৩। খেলাবার বি খেলা করার। ‘আমি যে রে নিখিলের
খেলোবার সাথি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩। খেলার ক্রি খেলা করে। ‘খেলার
অসুর তথা সিসুরূপ হৈয়া।’ মালধর, ১৫০০। খেলাই ক্রি খেলা
করে। ‘ভাত বায়া পুনরপি খেলাই আসিয়া।’ মালধর, ১৫০০।
খেলি ক্রি খেলে। ‘খেলা খেলি সর্ব অঙ্গ ধূলয় ধূসর।’ বৃন্দা,
১৫৮০। খেলিছে ক্রি খেলছে। ‘করুণেশ খেলিছে বিজুলি।’
রূপরাম, ১৭৫০। খেলিবাম ক্রি খেলবো। ‘ক্রীড়া খেলিবাম তুচ্ছ
সনে।’ সুলতান, ১৭০০। খেলিমু ক্রি খেলবো। ‘খেলিমু কপট সারি
সে জাইব সর্বশ্ব হারি।’ রবীন্দ্র, ১৬৮৯। খেলিয় ক্রি খেলা কোরে।
‘বুজাই জ্ঞান করি না খেলিয় পাখা সারি।’ রবীন্দ্র, ১৬৮৯। খেলিয়া
বেড়ায় ক্রি খেলা করে। ‘হামতডি দিয়া গোরা খেলিয়া বেড়ায়।’
রূপরাম, ১৭৫০। খেলু ক্রি খেলে। ‘বিমল কখন কমল চড়ি ছনি
খেলু স্বপ্নন জোল।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। খেলো ক্রি খেলা করে।
‘হাওালের সঙ্গে খেলা খেলো নামোদর।’ মালধর, ১৫০০। খেলো
যাওয়া ক্রি শিহরিত করা। ‘শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলিয়া
গেল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

খেলা [স খেল] > ১ বি লীলা। ‘ভুজিয়া ব্রহ্মাল দণ্ড করে নানা খেলা।’
মালধর, ১৫০০। ২ বি ক্রীড়া। ‘সর্বকাল খেলার সক্তি পড়ুয়া ভাই।’
মুহম্মদ, ১৬০০। ৩ বি হাস্যপরিহাস। ‘এহীমতে নানা খেলা কলি
কুমার বালা।’ রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি আসা-যাওয়া। ‘জানলা দিয়েও
বাতাস খেলা করছিল।’ জীবন, ১৯৩৩। ৫ বি ধৃত কাণ্ড-কারখানা।

খেলা [স খেল] > ১ বি লীলা। ‘ভুজিয়া ব্রহ্মাল দণ্ড করে নানা খেলা।’
মালধর, ১৫০০। ২ বি ক্রীড়া। ‘সর্বকাল খেলার সক্তি পড়ুয়া ভাই।’
মুহম্মদ, ১৬০০। ৩ বি হাস্যপরিহাস। ‘এহীমতে নানা খেলা কলি
কুমার বালা।’ রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি আসা-যাওয়া। ‘জানলা দিয়েও
বাতাস খেলা করছিল।’ জীবন, ১৯৩৩। ৫ বি ধৃত কাণ্ড-কারখানা।

‘ব্রিটিশের এই একই খেলা আমরা ফেলিস্তিনেও দেখিতেছি।’
আজাদ, ১৯৪৬।

খেলাওয়াল। [খেলা+হি ওয়াল।] বি অনেকে খেলা করায় এমন লোক। ‘খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পরসায় চার পরসায় হিসাবে ভেঙে’ বিতুতি, ১৯৩৮।

খেলা করা ক্রি খেলানো। ‘খেলা করিতে।’ মানোএল, ১৭৪৩।

খেলাখেলি [খেলা>] বি খেলা করা। ‘হুসরের মূদু খেলাখেলি ফুলেতে ফলেতে হেলাহেলি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

খেলাগেহে। [খেলা+স গৃহ] বি খেলার জায়গা। ‘পল্লবখন আশ্রকানন রাখালের খেলাগেহে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

খেলাঘর [খেলা+পা ঘর] ১ বি কৃত্রিম সংসার। ‘ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছ কারা।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি খেলার স্থান বা ঘর। ‘শিতকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি কল্পনার জগৎ। ‘খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি মনের ভিতরে।’ রবীন্দ্র, ১৯২২। ৪ বি কল্পনাস্বায়ী ঘর। ‘খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে খেলায় নিয়ে ছিলেম যেতে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খেলাঘোড়া [খেলা+স ঘোঁটক] বি খেলনা ঘোড়া। ‘তুমি এলে আমার প্রিয়/বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

খেলাছেলে ১ ক্রিবি খেলার ভঙ্গিতে। ‘হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাছেলে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রিবি খেলাতে খেলতে। ‘তবু তোমাদের কাছে ফিরে আসি খেলাছেলে।’ শামসুর, ১৯৭০।

খেলাছড়া [খেলা+ছড়া] বি ক্রীড়া-কৌতুক। ‘কী নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই না খেলাছড়া করছে।’ জীবন, ১৯৩২।

খেলাছেলে ক্রিবি খেলতে শুরু না দিয়ে। ‘খেলাছেলে করো দান ধ্যান ব্রত।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

খেলাড় [স খেল>] বি খেলোয়াড়। ‘বাগিকা কালের যশে খেলাড় সবাই।’ কুমার, ১৭২০।

খেলাধুলা, খেলাধুলা [খেলা+স ধূলি>] বি নানা রকমের খেলা। ‘খেলাধুলা কে ভাঙ্গিবা।’ রামপ্রসাদ, ১৭৮০; ‘কুসুমেরে ফেলে রেখে খেলাধুলা ভুলে গিয়ে ...’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

খেলাধুলো বি খেলা ও আনুষ্ঠানিক বিনোদন। ‘ইতর লোকেরই ছেলেমেয়েগুলো হেসেখুশে ছুটে করে খেলাধুলো।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

খেলাধূলি [খেলা+স ধূলি] বি খেলাধুলা। ‘করিছে যেন রে খেলাধূলি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

খেলানো [স খেল>] ক্রি খেলা করা। ওস, ১৭৮৫। ২ ক্রি খেলা দেখানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেলাপাহাড় [খেলা+স পাহাণ>] বি কৃত্রিম পাহাড়। ‘নেবুগাছ কাঁকড়া হয়ে উঠেছে/খেলাপাহাড়ের গায়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

খেলা ফাঁদা ক্রি খেলার আয়োজন করা। ‘এই যে প্রেমের খেলা ফাঁদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করেছেন।’ রবীন্দ্র, ১৯১৬।

খেলাবাত্ত [খেলা+স ব্যাত্ত] বিশ খেলারত। ‘উঠানে খেলাবাত্ত যোগীন ও গোপাল।’ শওকত, ১৯৫৮।

খেলার ঘর বি পৃথিবী। ‘খেলগি খেলা খেলার ঘরে।’ লালন, ১৮৯০।

খেলার পুতুল বি ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন লোক। ‘তারা

ছিল খেলার পুতুল।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খেলাশ্রাভ [খেলা+স শ্রাভ] বিশ খেলা করে ক্রান্ত। ‘বসন্তের কোলে খেলাশ্রাভ প্রাণ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮০।

খেলাসভা [খেলা+স সভা] বি খেলার জায়গা। ‘লেখা হাতে করিয়া খেলাসভায় প্রবেশ করিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০১।

খেলাহার [খেলা+স হারা] বি খেলার পরাজয়। ‘বারে বারে ফিরে ফিরে খেলাহারের গ্রানি।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

খেলা-হার। বিশ খেলাহীন। ‘সতত-সম্বরণমান বল খেলা-হার, বেগলুগ সে আমার-ও।’ শক্তি, ১৯৬১।

খেলে যাওয়া ক্রি ছড়িয়ে পড়া। ‘সরিয়াবিবির ঠোঁটে হাসি খেলিয়া যায়।’ শওকত, ১৯৫৮।

খেলা, খেলানো [হি খিলানা] ক্রি খাওয়ানো। ‘খাও যদি তোমারে খেলাই অনিয়া।’ গরীব, ১৭৬৫।

খেলাত, খেলাৎ [আ খিল/আত] বি রাজপোশাক। ‘বহুলুখ খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন।’ চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫; ‘তিন লাখ টাকা আর খেলাত সহিত।’ গরীব, ১৭৬৫।

খেলানা [স খেলনক] বি খেলার জিনিস। ‘শুশ্বে উত্তম উত্তম কোঁট, বাটী, জলপাত্র ও খেলনা প্রস্তুত হয়।’ মদনমোহন, ১৮৫০।

খেলানিয়া [স খেল>] বি খেলোয়াড়। মানোএল, ১৭৪৩।

খেলাপ খেলোফ [আ খিলাফ] ১ বি নিয়ম ভঙ্গকারী। ‘যতক খেলোফ প্রসিদ্ধ যতক বদকার।’ গরীব, ১৭৬৫। ২ বি প্রতিশ্রুতি অথবা সুকিডল। ‘জৈ-২ কিস্তি খেলোফ করে।’ তাঁতি, ১৭৯২। ৩ বি ভঙ্গ। ‘ওয়াদা-খেলোফ বা পছন্দ করে না।’ শওকত, ১৯৫৮।

খেলোপ হলফ [আ খিলাফ+আ হলফ] বি শপথ ভঙ্গ। ‘খেলোপ হলফের দামে মারা যাইব যে।’ বর্জিস, ১৮৭৮।

খেলোপী [আ খিলাফ>] বিশ কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য আরোপিত। ‘খেলোপী সুদ ধরিয়া তাহার নামে কিস্তিখরচ লেখা হয়।’ সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮।

খেলোফি [আ খিলাফ>] বি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। ‘সওদার ও কজ্জা ও ওয়াদা খেলোফির বিরোধ।’ ডানকান, ১৭৮৪।

খেলাফত, খেলাফৎ, খেলাফাত [আ খিলাফত] বি খলিফার পদ বা মর্যাদা। ‘খেলাফত দিলেন মালেক আদ্রা।’ লালন, ১৮৯০; ‘খুদি বিকাশের তৃতীয় স্তর খেলাফাত।’ মাহেনও, ১৯৪৯।

খেলাফত/খেলাফৎ আন্দোলন বি তুরকের বাদশাকে মুসলিম জগতের খলিফা হিসেবে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক। ‘খেলাফৎ ও তুরকের সহিত হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই।’ ছোলতান, ১৯২৩।

খেলাফতী [আ খিলাফত>] বি খেলাফত আন্দোলনের সমর্থক। ‘খেলাফতীদের শিরোমণি – শহামখাত মওলানা আবুল কালাম আজাদ।’ দর্শন, ১৯২৫।

খেলাফ, খেলাফি দ্র খেলোপ

খেলাফাৎ [আ খিল/আত] বি সম্মানসূচক রাজপোশাক। ‘ভদ্রলোকের খেলাফাৎ সিরোপা হইল।’ দর্শন, ১৮৩০। দ্র খিলাত, খেলাত

খেলাল [আ খিলাল] বি দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার করার কাঠি। ‘দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কাউকে খেলাল চাপাতে দেখলাম না।’ হাই, ১৯৫৮।

খেলি [স খেলি] বি লীলা। ‘মন সুখে কর খেলি হের ঘরে চলি আমি।’

বিজয়, ১৬৫০।

খেলুআ [স খেলু>] বি খেলোয়াড়। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেলুড়ি [হি খেলাড়ী] ১ বিণ স্ত্রী খেলা করছে এমন। 'তনিয়া কাগজ ফেলে খেলুড়ি যুঝতি'। ভবানী, ১৮২৫। ২ বি স্ত্রী খেলোয়াড়। 'যথাত্তিকচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে'। অবন, ১৯২৭।

খেলুড়ে [হি খেলাড়ী] ১ বি খেলোয়াড়। 'ছেলেদের মধ্যে দেখি একটা-দুটো খেলুড়ে থাকে তারা খেলার সর্দার'। অবন, ১৯২৫। ২ বি খেলার সহযোগী। 'তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে ...'। বিজুতি, ১৯২৯। ৩ বিণ খেলায় মগ্ন। 'গলিতে খেলুড়ে ছেলেমেয়েদের দূ'একজনের ...'। শ্যামল, ১৯৬৭।

খেলোনো [স খেলু>] বি খেলার উপকরণ। 'শ্যয়ার পায়ের কাছে খেলোনো ছড়ানো আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

খেলোনোওয়ালা বি খেলনা বিক্রেতা। 'খেলোনোওয়ালা সুর ধরিয়া 'চাই খেলোনা চাই' 'চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত।'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

খেলো [খেলা>] ১ বিণ নিয়মানের। 'এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা'। প্রমথ, ১৯১৫। ২ বিণ গুরুত্বহীন। 'ভারতবর্ষের কাছে আমরা এতটা খেলো হয়ে পড়তুম না।'। প্রমথ, ১৯২০। ৩ বিণ অপদস্থ। 'তাকে খেলো করবার দুর্মতি'। নজরুল, ১৯২৮। ৪ বিণ লঘুপ্রকৃতির। 'একজাতের বাইজিমহলে চলতি খেলো সংগীত'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খেলোনো বি ছোটো অলংকার বা রত্ন। ক্যালগে, ১৭৮৪।

খেলোয়াড় [স খেলু>] ১ বি যে খেলা করে। 'একজন খেলোয়াড় মাথায় হাত ডাবি নিয়েছে'। প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ দৃঢ়; স্থানায়মী 'খেলোয়াড় যেয়েছে'। বিজুতি, ১৯৩১।

খেলোয়াড় [আ খিল'আত] বি খিলাত; রাজার দেওয়া স্বাধীনসূচক পোশাক। 'সকলকে খেলোয়াড় দিয়া বিদায় করিলেন'। বঙ্কিম, ১৮৬৫। দ্র খিলাত, খেলাত

খেশ [ফা খেশ] বি আত্মীয়। 'মাস্টারসাবের খেশ আসিয়াছেন'। মনসুর, ১৯৫৫।

খেশ-আকারের [ফা খেশ+আ আকারিবা] বি নিকট আত্মীয়বর্জন। 'খেশ-আকারের, দোস্ত-দৃশন ... প্রভৃতি খোশ-মেজাজে বহাল তরীয়েত হাজারো বৎসর যাবত বিবাহ-মজলিসে বিরাজমান'। মাহেনব, ১৯৪৯।

খেশ-কুটুম [ফা খেশ+স কুটুম] বি আত্মীয়বর্জন। 'গরিব খেশ-কুটুমের বিপদে সাহায্য করেন'। মনসুর, ১৯৫৫।

খেশ-কুটুমিতা [ফা খেশ+স কুটুমিতা] বি আত্মীয়তা। 'গ্রীক রমণী ক্রিয়োগাতার সঙ্গে তার নাকি খেশ-কুটুমিতা আছে'। মুজতবা, ১৯৫২।

খেশারত দ্র খেসারত

খেশারি [স খরকারি>] বি ভালবিশেষ। 'কাঁচকলা ভাঙ্গা, খেশারির ডাল'। জীবন, ১৯৩৩। দ্র খেসারি

খেস [ফা খেশ] বিণ আপন। বিদ্যা, ১৮৯১।

খেসি [ফা খেশ+] বিণ আপনজনের মতো। 'খেসি কুটুমিতা না থাকুক তোর বাপ আমার বাপজানকে তো ভাই বলেই ডাকত'। কায়সার, ১৯৬২।

খেসারত, খেশারত, খেসারৎ [আ খসারত] ১ বি লোকসান। 'পুনরায়

সেই জিনিষ বিক্রয় হইবেক তাহাতে যে খেসারত হয় তাহা প্রথম খরিশওয়ালা নিসা করিবেক'। ক্যালগে, ১৭৮৪। ২ বি জরিমানা। 'মিশ হাজার খেসারৎ দিতে হয়'। মণীশ, ১৯৬৩। ৩ বি ক্ষতিপূরণ। 'ভবিষ্যতে খেসারত পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'তাদের দুগ্ধির অনঙ্কতা এবং বিজাতীয় মনোভাবের খেসারত দিয়েছেন পরবর্তী মুসলমান জেনারেশন'। মুরাদ, ১৯৭১।

খেসারতি [আ খসারত>] ১ বি ক্ষতিপূরণ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ক্ষতিপূরণের অর্থাদি। 'আমার বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না'। মুজতবা, ১৯৪৯। ৩ বি প্রতিদান। 'মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আকারে মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া'। মুজতবা, ১৯৪৯।

খেসারি [স খরকারি>] বি খেসারির ডাল। 'খেসারি কলই কিনি কিছু দিল তাএ'। মাল্যধর, ১৫০০।

খৈ [স খদিকা] বি খই। 'ধনেখালির খৈচুর শান্তিপূরের মোয়া'। ভবানী, ১৮২৫।

খৈ ফোটা ক্রি বেশি কথা বলা। 'তাদের মুখ দিয়ে অনর্গল খৈ ফুটতে থাকে'। ওয়ালী, ১৯৪৩।

খৈচুর [স খদিকা-চূর্ণ] বি গিনিতে পাকানো খইয়ের মোয়াবিশেষ। 'ধনেখালির খৈচুর শান্তিপূরের মোয়া'। ভবানী, ১৮২৫।

খৈনি, খৈনী [হি বি তামাকপাতা ও চুনের এক রকমের মিশাল। 'খৈনী গুহিতেছে'। বিজুতি, ১৯৩১; 'খৈনি বায়'। বিজুতি, ১৯৩৮।

খোআ [স ক্ষয়] বি ক্ষতি। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোআনো [স ক্ষয়>] ক্রি হারানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোই [স খদিকা] বি ধান ভেঙ্গে তৈরি করা মুড়ির মতো খাদ্যবিশেষ। 'মোর কাছে ছোট হালদার্পির মুখি খোই ফুটিত থাকে'। দীনবন্ধু, ১৮৬০। দ্র খই, খৈ

খোওয়া [স ক্ষয়>] বি হারানো। 'তাহা খোওয়া গেলে অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খোওয়ানো [স ক্ষয়>] ক্রি হারানো। 'কেবলই খোয়াইতে থাকিবি'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খোওয়া খাওয়া ক্রি হারিয়ে যাওয়া। 'যাহা খোওয়া যাইতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খোওয়াব [ফা বি স্বপ্ন। 'ইব্রাহীম এয়ছাই যে খোওয়াব দেখিবা'। গরীব, ১৭৬৫।

খোআড় [আ খুয়ার] বি গোক, ছাগল প্রভৃতি পশু রাখার স্থান। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোআরি [ফা খারী] বি মনের নেশা কাটার পর অবসাদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোঁচ [স সূচি] ১ বি তীক্ষ্ণ খোঁচ। 'মরি কুনয়েন খোঁচ মারে প্রাণে'। গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বি কাঁটা। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি খাঁজ। 'পথিক কোনো পাহাড়ের খোঁচে প্রাণপণে পাথর আঁকড়ে ঝুলে থাকে'। শামসুর, ১৯৬৬।

খোঁড়াখুঁচি [স সূচি>] বি পরস্পর আঘাতকরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোঁড়াখি [স সূচি>] বি খোঁচা দেওয়ার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোঁড়ানো [স সূচি>] ক্রি খোঁচা দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোঁচা [স সূচি>] বি তীক্ষ্ণ বস্তু দিয়ে আঘাত। 'কাটা খোঁচা ভুকে পায়

উর্ধ্বাঙ্গে সানু ধায়।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বড়বাবুর বৃকে একটু খোঁচা লাগে।' দীপবন্ধু, ১৮৬০; 'কাঁটা আছে, খোঁচা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

খোঁচাওয়ালা বিন্ণ সূচ্যো। 'খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের হাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের হাঁদে নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

খোঁচাখুঁচি [স সৃষ্টি] ১ বি পরস্পর বিবাদ। 'সভাবের গীত তুলিয়া সকলেই কিচিকিচি ও খোঁচাখুঁচি করিয়া মরিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি পরস্পর আঘাতকরণ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'চতুর্থে চতুর্থে খোঁচাখুঁচি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৩ বি ক্রমাগত অপবাদ ও সমালোচনা। 'চতুর্দিক হইতে খোঁচাখুঁচি লাগাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি পরস্পরের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপ। 'কাগজগুলিই ছিল ওইরকম সব খোঁচা-খোঁচিতে ভরা।' অবন, ১৯৪১।

খোঁচা খোঁচা [স সৃষ্টি] ১ ক্রিবিণ তীক্ষ্ণায় হয়ে। 'মুখের এ দিকে ও দিকে খোঁচা খোঁচা বেরিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিন্ণ অমসৃণ। 'দীর্ঘবিলীর্ণ রুদ্ধ খোঁচাখোঁচা উদ্ভাস।' নবকল, ১৯২৭। ৩ বিন্ণ অল্প গজিয়েছে এমন। 'কদাকার মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে অন্ধকার।' মণীশ, ১৯৫৭।

খোঁচাখোঁচি [স সৃষ্টি] বি কটাক্ষপূর্ণ আলোচনা। 'প্রায় প্রতি সংখ্যায় ইহা লইয়া দুই একটি খোঁচাখোঁচি থাকে।' এসলাম, ১৯৩৩।

খোঁচা দেওয়া ক্রি লেখায় পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করা। 'তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খোঁচানো [স সৃষ্টি] ১ ক্রি খোঁচা দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি বার বার উৎসে দেওয়া। 'কাগজ-কলম লইয়া বসিবার জন্য কে ভোমাকে খোঁচাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

খোঁচা মারা ক্রি কটাক্ষ করা। 'ওদের মনে খোঁচা মারার ভিতর, বেশ কিছু নিষ্ঠুরতাও নেই।' প্রমথ, ১৯১৫।

খোঁজ [বি খোঁজ] বি সন্ধান। 'সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

খোঁজখবর [বি খোঁজ+আ খবর] বি তত্ত্বতন্ময়। 'বিহারীর খোঁজখবর কে রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

খোঁজদার [বি খোঁজ+দা দার] বি সন্ধানদাতা। 'সেই খোঁজদার আদি অবস্থায় গড়েপটে গোছগাছ করে দিল।' মনোজ, ১৯৬১।

খোঁজদারি [বি খোঁজ+দা দার] বি খোঁজখবর করার কাজ। 'খোঁজদারির বহরা অন্য লোকের যদি হয় এক আনা, ক্ষুদিরামের নিদেনপক্ষে ছয় পয়সা।' মনোজ, ১৯৬১।

খোঁজ লওয়া ক্রি খবর নেওয়া। 'সকালে আজহার প্রতিবেশী সাকেরের খোঁজ লইতে গেল।' শতকৃত, ১৯৫৮।

খোঁজা [বি খোঁজ] ১ ক্রি অনুসন্ধান করা। 'বহু দিন খুঁজিয়া পাইল দানঘাটে।' বড়, ১৫৭০। ২ ক্রি প্রত্যাশা করা। 'আশ্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে।' গুণ, ১৮৫৮। খুঁজিতে ক্রি চাইতে। 'দান খুঁজিতে মোকে দেখামসী সহী।' বড়, ১৪৫০। খুঁজিয়া ক্রি খুঁজে। 'কৃকক খুঁজিয়া তুলে গোকুল নগর।' রূপরায়, ১৭৫০। খুঁজিল ক্রি খুঁজলো। 'ঘরে ঘরে খুঁজিল না দেখে নারায়ণ।' রূপরায়, ১৭৫০। খুঁজন্তি ক্রি চাচ্ছেন। 'স্বামীর নিজ ধন খুঁজন্তি কালাঞ্জি।' বড়, ১৪৫০। খুঁজি ক্রি খুঁজে। 'পঞ্চমণ্ডে এক পতি খুঁজি বারে বার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। খুঁজিয়া ক্রি খুঁজে। 'খুঁজিয়া নারের জ্ঞানী করহ উষ্মপানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। খুঁজিয়া ক্রি খুঁজে। 'বহু দিন খুঁজিয়া পাইল দানঘাটে।' বড়,

১৫৭০। খুঁজ্যা ক্রি খুঁজে। 'তুমি যাও পাঠ পড়িতে আমি খুঁজ্যা বুলি।' রূপরায়, ১৭৫০। খোঁজ ক্রি অনুসন্ধান করে। 'কি হেতু তাঁহাকে খোঁজ কিবা প্রয়োজন।' মানিকরায়, ১৭৮১। খোঁজে ক্রি অনুসন্ধান করে। 'আহল বিহল খোঁজে আকারিআ কোণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ খোঁজা

খুঁজে নেওয়া ক্রি অধিকার করা। 'আপনারে খুঁজে লও, ধরো তারে বৃকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

খুঁজেপেতে ক্রিবিণ খোঁজাখুঁজি করে। 'আমি অনেক খুঁজেপেতে আর একটা পোকা প্রবন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেছি।' প্রমথ, ১৯২০।

খোঁজাখুঁজি [বি খোঁজ] বি অনুসন্ধান। 'দোহার মুখে দৌছে চেয়ে নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

খোঁট [স খণ্ড] বি শাড়ি, লুঙ্গি বা গামছার প্রান্তভাগ। 'গামছার খোঁট হইতে কটি চারখানা বুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।' জসীম, ১৯৬০।

খোঁটজাল বি মাছ ধরার জালবিশেষ। 'ডিসির মানুষগুলি হাভের খোঁটজালের ফাঁদ গাঙ্গে নামাইয়া সন্তপণে বসিয়া ...।' শ্যামসুন্দীন, ১৯৪৮।

খোঁটা [স ক্ষত] ১ বি অপবাদ। 'চিরকাল না রহিলে থাকি জাইবে খোঁটা।' বড়, ১৪৫০। ২ বিন্ণ মেকি। 'যদি টাকা দিয়াছিল সবগুলি খোঁটা।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিন্ণ অদক্ষ। 'বাকো জেঠা, কর্মে খোঁটা।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বি দোষের প্রতি ইঙ্গিত। 'প্রায়ই অমুষ্টিপাকে খোঁটা দিয়া বলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খোঁটা খাওয়া ক্রি অপবাদ সহ্য করা। 'কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

খোঁটা দেওয়া ক্রি দোষারোপ করা। 'এ ধর্মের ঘরে যিনি খোঁটা দিলেন, তাঁর বহর পার হবে না।' উমেশ, ১৮৫৭।

খোঁটা [স খণ্ড] ১ ক্রি ছোটো বস্তু একটি একটি করে সঙ্গ্রহ করা। 'তোমরা সকলে এক চিঠু হইয়া ইহা খুঁটিয়া লও।' তারিণী, ১৮০০। ২ ক্রি নখ দিয়ে আলতোভাবে আঘাত করা। 'গৃহিণী ... হাতের বাউটির ষিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্তা মহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিত।' ব্রহ্ম, ১৮৮২।

খুঁটিয়ে দেখা ক্রি যত্নের সঙ্গে সব দিক বিশ্লেষণ করে দেখা। 'জু কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খোঁটা [স ক্ষোভ] ১ বি গোল। 'গাওনার বেতেরা আওয়াজে চমকে উঠে খোঁটা ও পড়ি নিয়ে দৌড়লো।' হুতাশ, ১৮৬১। ২ বি খুঁটি। 'ভূতের খোঁটায় বাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

খোঁড়া [স খণ্ড] বি পল্লু। 'অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খুঁড়িয়ে চলা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা ১ ক্রি পায়ের পশ্চুর কারণে ধীরে গমন করা। 'সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে।' রোমায়, ১৯২১; 'মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ ক্রি কোনো কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে মল্লুর গতিতে চলা। 'কীর্তিনাশা খুঁড়িয়ে চলে বারো মাস।' জীবন, ১৯৩২।

খোঁড়ানো [স খণ্ড] ক্রি খোঁড়ার মতো হাটা। 'তুই খোঁড়াক্সি দে!' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে - বিপন্ন লোকের উপরই আরও বিপন্ন এসে পড়ে। 'খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৩।

খোঁড়া [স খণ্ড] ১ ক্রি আঘাত করা। 'এর উপরে মাথা ঝুঁড়ে মলেও

...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২. ক্রি. বনন করা। 'কুয়ো ঝুড়তে ঝুড়তে শুকন পেসে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বোড়াঝুড়ি ১ বি গভীর অনুসন্ধান। 'উত্তরপশ্চিম দেশে মহা বোড়াঝুড়ি আরম্ভ করেছেন।' প্রমথ, ১৯২৫। ২ বি বননের কাজ। 'মাটি বোড়াঝুড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৩ বিশ চাষ দেওয়া হয়েছে এমন। 'জায়গায় জায়গায় মাটি বোড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বোড়া [স. বুরা] বি চাচা; পিতার ছোটো ভাই। 'বিধু বোড়া সেটা নেহাত বাদর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বোড়া [স. বুরা] বি চাচা; পিতার ছোটো ভাই। 'বিধু বোড়া সেটা নেহাত বাদর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বোদল [স. কোডল] বি গর্ত; কোটর। বিদ্যা, ১৮৯১; 'পথের বোদলে বোদলে গ্যাসের আলো আছে জমে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

বোপা [স. কুপা] বি মেয়েদের ঝুটিবাঁধা চুল। 'লবন দোলক বোপা বাক্সিআ উরাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

বোপার ফাঁস বি বোপার বাঁধন। 'ভাদের বোপার ফাঁস বুসে যায়।' জীবন, ১৯৩২।

বোমারি [ফা. বারী] বি নেশা। 'শারীরিক গ্রানি অত্যন্ত, বোমারি হইয়াছে।' রাজ, ১৮৭৪।

বোয়াড়, বোয়ার [আ. বুয়ার] ১ বি গোক, ছাগল প্রভৃতি পত রাখার স্থান। 'নেকড়ে বাঘ, বোয়াড় হইতে একটি মেঘশাবক লইয়া যাইতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'বোয়ারের দিকে।' জীবন, ১৯৩৩। ২ বি হাঁস-মুরগি রাখার জায়গা। 'একাধারে টেকিঘর, রসুইঘর, হাঁস-মুরগির বোয়াড়।' কায়সার, ১৯৬২।

বোয়ার দ্র বোয়াড়

বোয়ারি [ফা. বারী] ১ বিশ স্ত্রী লাল্‌নাশ্রাণ্ড। 'অভাগী বোয়ারি কুটি না আইল ঘররা।' মর্ত্তজা, ১৭৫০। ২ বি মদের নেশা কুটির পর অবসাদ। 'ভাহার অন্তরাখা বোয়ারিগ্রস্ত মাতালের মতো' আজ যে অবস্থায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

খোকন [ওরাও কোকা] বি ছোটো শিশুর আদরের ডাকনাম। 'সোল দিয়ে শুধাতেন, কী হল খোকন?' নজরুল, ১৯২৬।

খোকা [ওরাও কোকা] ১ বি অল্পবয়সী বালক। 'বুড়ো মিনসে হয়েও ... খোকা সেজে বেহুতে লজ্জিত হন না।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি সন্তান। 'বসলে শুধু সংসারে আসে/ একখানি করে খোকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

খোকাকুঁকি [ওরাও কোকা] বি ছোটো ছেলেমেয়ে। 'ছুটল ওই খোকাকুঁকি সব।' নজরুল, ১৯২৬।

খোকাবাবু [ওরাও কোকা+ফা. বাবু] বি অবুঝ শিশু। 'আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খোকামণি [ওরাও কোকা]+স. মণি] বি ছোটো শিশুর আদরের ডাকনাম। 'বলে মোর খোকামণি।' নজরুল, ১৯২৬।

খোকামি [ওরাও কোকা]+আমি] বি ছেলেমানুষি। 'মরে তবু বাঁচিবার আদার খোকামি/ সংসারে এর চেয়ে নেই যোর বোকামি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

খোকাস [স. রাক্সস] বি রাক্সস জাতীয় কাল্পনিক প্রাণীবিশেষ। 'ভৈরব রাক্সস বোক্স খোকস...'। ভারত, ১৭৬০।

খোটা [স. সূচি] ক্রি চাষ করা। 'জমিন খোটা।' মনোএল, ১৭৪৩।

খোজা [হি. খোজ] ক্রি অনুসন্ধান করা। 'হামীর নিজ ধন খোজভি কাহাঙ্কি।' বড়ু, ১৪৫০। **খুজি** ক্রি খুঁজে। 'উকালি কত ঠাঙ্কি খুজি লাগ নাহি পাই।' মালধর, ১৫০০। **খোজ** ক্রি অনুসন্ধান করা। *মনোএল*, ১৭৪৩। **খোজএ** ক্রি খোজ করে। 'চৈত্যা চোষা সেহা পয়ে খোজএ সকল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **খোজ দেওয়া** ক্রি পথের সন্ধান দেওয়া। *মনোএল*, ১৭৪৩। **খোজন্তি** ক্রি খুঁজছে। 'হামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহাঙ্কি।' বড়ু, ১৪৫০। **খোজল** ক্রি খুঁজলাম। 'খোজল সকল মহীতল গেহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **খোজসি** ক্রি খুঁজহিস; অন্বেষণ করহিস। 'পাত্তরে হারাইআ বানী মোর থানে খোজসি।' বড়ু, ১৪৫০। **খোজিলে** ক্রি অনুসন্ধান করলে। 'খোজিলে আশা পাইবে নাহি।' বড়ু, ১৪৫০। **খোজে** ক্রি প্রত্যাশা করে। 'তন্ত পরমান্ন খোজে পার্বন করিতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খোজা [ফা. খাজা] ১ বি হিজড়া। 'চট্টরে বেড়িয়া মাজা ডাকিয়া আনিল খোজা।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বিশ বোঁদাবোগহীন। 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাজা।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

খোজা করা ক্রি নপুংসক করা। *মনোএল*, ১৭৪৩।

খোজগ্রহরী [ফা. খাজা+স. গ্রহরী, সমাসে ই-কার] বি হেরেমে নিমুক্ত নপুংসক গ্রহরী। 'খোজগ্রহরিক্ত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

খোজা [ফা. খাজা] বি পশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসরত মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ; ইসমাইলি সম্প্রদায়। 'তখন আলী খানের খোজা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল।' সুলতান, ১৯৫৯।

খোজামিঞা [ফা. খাজা] বি মান্য ব্যক্তি। 'খোজামিঞা সঙ্গে হাতে রাসা লাটি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

খোট [স. কুটা] বি ঠোকর। 'আঁশিত কুট্টে খোট মারিলেক তবে।' সুলতান, ১৭০০।

খোট [স. খও] বি কাপড়ের প্রান্তভাগ বা কোণ। 'কোঁচার খোটেতে চকু মুছিয়া কহিত।' জসীম, ১৯৩১।

খোট [স. কুটা] বি গল্পনা। 'সডায় কন্দল-ঘুমে খোট দিব লোক।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত। 'দ্বন্দ্বকন্দলে সদাই মেরে দেই বাঁজের খোট।' মুহুন্দ, ১৬০০। ৩ বিশ মেকি। 'জটি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোট।' হ্যাংলহেড, ১৭৭৫।

খোট ক্রি ঠোকর দেওয়া। 'সেই পদে খোটাই ডংসিলা।' সুলতান, ১৭০০।

খোট [স. কোড] ১ বি খুঁটি। 'ঘাটে চাপাইয়া নৌকা বাঁধিল খোটর।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ বি দণ্ড। 'বোঁশের খোট পোতা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

খোটাপাড়ি [স. কোড+গাড়ি] বি ঘাটে নৌকা বাঁধার জন্য প্রদেয় করবিশেষ। 'ঘাটে নৌকা লাগাইবে, জমিদার 'খোটাপাড়ি' লইবেন।' সুলত, ১৮৭৩।

খোটীলা বি কানের অলংকারবিশেষ। 'ক্ষণে ক্ষণে খোটীলা পৈরএ মনোহর।' জালাওল, ১৬৪০।

খোটী [স. সূত্র] ১ বি (অবজ্ঞাসূচক) হিন্দুতানি তথা উত্তর ভারতীয়। 'খোটী মোটা বুকি নাই লুকাইব কোন ঠাই।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিশ নীরস। 'খোটী লোকে তা বাখে না।' গুণ, ১৮৫৮।

খোটাই [স. সূত্র] বিশ হিন্দুতানি। 'রামশীলা এসেশের পরব নয় - এটি প্রলাপ খোটাই।' হুতোম, ১৮৬১।

খোটাকঠে [স. সূত্রকাঠ] বি শুক কাঠ। 'খোটাকঠের উপরও চোট

পড়লে সেটা এমন আর্দানদপূর্ণ খং শব্দ করে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

খোঁটাপিঁরি [স ক্ষুদ্র+ফা গিঁরি] বি হিন্দুস্তানিদের মতো আচরণ।
বিদ্যা, ১৮৯১।

খোঁটামোটা [স ক্ষুদ্র+বি (অবজ্ঞাসূচক) হিন্দুস্তানি তথা উত্তর ভারতীয় লোকজন। 'খোঁটা মোটা বুঝি নাই লুকাইব কোন ঠাই।' ভারত, ১৭৬০।

খোড় [স বহু] বিপ পঙ্ক। 'বগে হএ খোড় খোপেঁকে কানে।' বড়ু, ১৪৫০।

খোড়ল [স কোড+বি গরুর। 'রাতের খোড়ল থেকে আকাশের কিনারায়।' আহসান, ১৯৪৪।

খোড়া [স বহু] বিপ পঙ্ক। 'না পালার চষিতে খোড়া সাত বাড়ি করে জোড়া আতরে পাতরে রোপে কলা। মুকুন্দ, ১৬০০।

খোড়া, খোড়ানো [স বহু+ক্রি বুড়িয়ে চলা। 'ইমান না হল পোস্তা খোড়াই জমিনে।' লালন, ১৮৯০।

খোড়ো [স খড়+] বিপ বড়ের তৈরি। খোড়োঘর বি খড়ের তৈরি ঘর। 'খোড়ো ঘরে গুণবতগীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

খোপেঁকে [স ক্রপ] ত্রিবিণ মাঝে মাঝে। 'খপে হএ খোড় খোপেঁকে কানে।' বড়ু, ১৪৫০।

খোত [স ক্ষতি] বি ক্ষতি। 'আমি এমত চাকর নহী জে আপনকার কাজের খোত হইবেক।' ওর্সা, ১৭৮২।

খোতখতরি [বা ইত+ফা খতরা] বি ক্ষয়ক্ষতি। 'কোন দফায় খোতখতরি চুরি লোকসান করি নাই।' ওর্সা, ১৭৮২।

খোতবা, খোতবা [আ খুতবা] বি বলিগার প্রশংসা-বচন। 'মিখর উম্মেদে উঠি খোতবা পড়এ।' বাহরাম, ১৬৫০; 'লাগিলা খুতবা পড়াইবারে।' সুলতান, ১৭০০।

খোদ [ফা খুদ] ১ বিপ স্বয়ং। 'আমি আপন সূর্য্যখার খোদ মুক্তারে হরেক চাকুরি করিয়া ...।' চিঠিপত্রে, ১৭৯৩। ২ বি সৃষ্টিকর্তা; আত্মা। 'খোদ সুরাতে পয়সা আদম।' লালন, ১৮৯০।

খোদকস্ত [ফা খুদ+ফা কশত] বি স্থানীর প্রজা। 'প্রজা ... প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল - খোদকস্ত আর পাইকস্ত।' প্রমথ, ১৯১৯।

খোদকস্তা [ফা খুদ+ফা কশত] বিপ নিজে চাষ করে এমন। 'একক্ষে গাঁতি অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজা এত ও পাইকস্তা এত।' প্যারী, ১৮৫৮।

খোদকারী [স ক্ষুদ্র+স কাঁরা+] বি বিশেষজ্ঞের কাছে কম বিদ্যা নিয়েই সব জ্ঞানার বড়াই করা। 'খোদার উপর খোদকারী করবার প্রকৃষ্টিে কাজের লোকের পক্ষে যেমন অদম্য, সৌভাগ্যবশতঃ তেমনি নিষ্ফল।' প্রমথ, ১৯১৭।

খোদকারি [স ক্ষুদ্র+] বি খোদাই শিল্প। 'সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে।' অবন, ১৯২৫।

খোদান [স ক্ষুদ্র+] ১ বি খোদাই করা। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ বি বনন। 'এ টিপি খোদান করিয়া যাহা পাইবি।' রামরাম, ১৮০১।

খোদাল [স কোড+] বি কোটার। 'ডিমির খোদাল ভরে উঠেছে বড়-বড় চকচকে মাছ।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

খোদা [ফা খুদা] বি আত্মা; ঈশ্বর। 'হিন্দু যারে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

খোদা-অবেদী বিপ খোদাকে বোঝ করে এমন। 'উত্তর তনে স্তম্ভিত

হয়ে গেলেন খোদা-অবেদী সাধক।' কায়সার, ১৯৬৫।

খোদাই শিরনি বি কলেরা বা বসন্ত রোগ থেকে মুক্তির উদ্দেশে পালিত লোকচারবিশেষ। 'কোথাও কলেরা-বসন্ত লেগেছে। তার জন্য খোদাই শিরনি হচ্ছে।' ইসহাক, ১৯৫৫।

খোদাওন্দ [ফা খুদাবান] বি মান্য ব্যক্তিকে সম্বোধনের শব্দবিশেষ; মালিক। 'খানসামা উত্তর করিল, নহি হয়্য খোদাওন্দ।' রাজ, ১৮৭৪।

খোদাতাআলা, খোদাতালা [ফা খুদা+আ তাআলা] বি মহান সৃষ্টিকর্তা। 'খোদাতাওয়ার মর্জি।' মাইকেল, ১৮৬০; 'মহাবিচারক খোদাতাআলা।' ইসলাম, ১৯০৭।

খোদাতাআলা [ফা খুদা+আ তাআলা] বি মহান সৃষ্টিকর্তা। 'ক্রেমামত দিনে খোদাতাওয়ার আরশ ধরি।' জসীম, ১৯৩৩।

খোদাদাদী বিপ খোদাওন্দ। 'নাড়া সেওয়ার শক্তিটা খোদাদাদী, সমজদারের শক্তিটা সাধনা-শড়া।' মোতাহের, ১৯০০।

খোদাশ্রোয়ী [ফা খুদা+স দ্রোয়ী] বিপ খোদাকে অস্বীকারকারী। 'খোদাশ্রোয়ী নরায়ন নাস্তিকদিগকেও পরাজিত করিয়াছে।' দর্শন, ১৯২২।

খোদাশ্রেমিক [ফা খুদা+স শ্রেমিক] বিপ সৃষ্টিকর্তার অনুরাগী। 'খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাশ্রেমিক দীনদয়াময়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

খোদাশ্রুদ [ফা] বি মান্য ব্যক্তিগণের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ; প্রভু। 'জিলার খোদাবন্দ জজ সাহেবেরা সেই অত্যাচারি লবণের কর্মচারিদগের প্রতিই সাহায্য করিতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৫৪।

খোদাভক্ত [ফা খুদা+স ভক্ত] বিপ সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুরক্ত। 'খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাশ্রেমিক দীনদয়াময়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

খোদাভাবমত্ত [ফা খুদা+স ভাব-মত্ত] বিপ খোদাশ্রেমে মাতোয়ারা। 'যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুষনে চুষনে নিত্ব করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

খোদাভীত [ফা খুদা+স ভীত] বিপ আত্মাহুকে ভয় পায় এমন। 'খোদাভীত খোদাভীত খোদাশ্রেমিক দীনদয়াময়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

খোদা মালুম, খোদায় মালুম - একমাত্র খোদা জানে। 'খোদায় মালুম কি, তাই নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' মুজতবা, ১৯৪৯; 'ভাড়াডাড়িতে কি নাম নোট করেছেন ... তা খোদা মালুম।' সাদত, ১৯৬৭।

খোদায়ি [ফা] বি খোদার ভাব। 'নিজের খোদায়ি দাবি ত্যাগ কর।' মনসুর, ১৯৫০।

খোদার উপর খোদাকারি, খোদার উপর খোদাকারী ১ বি কর্তার উপর কর্তৃত্ব করা। 'খোদার উপর খোদাকারী করবার প্রকৃষ্টিে কাজের লোকের পক্ষে যেমন অদম্য, সৌভাগ্যবশতঃ তেমনি নিষ্ফল।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ বি কর্তার উপর কর্তৃত্বকারী। 'এই খোদার উপর খোদাকারি শক্তিকে দলিত করে।' নজরুল, ১৯২২।

খোদার খাসি বি (ব্যঙ্গার্থে) চিন্তাভাবনাবাহীন অলস অকর্মণ্য হ্রস্পৃষ্ট লোক। 'পূজারী দিনে দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসি।' নজরুল, ১৯২৪।

খোদার টিল বি বুটের সঙ্গে পড়া বরফখণ্ড। 'ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার টিল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

খোদে [ফা খুদা] ত্রিবিণ নিজে। 'আদমের কালেবো খোদা খোদে বিরাজে।' লালন, ১৮৯০।

খোদা^১ [স ক্ষুদ>] *ক্রি* খনন করা। 'চারি দিকে কোটের খন্দক খুদিআছে।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোদাইকর [স ক্ষুদ>+স কর] *বি* খননকারী। 'সুদূর-খোদাইকর বাসক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

খোদাই-নৃত্য [স ক্ষুদ>+স নৃত্য] *বি* খনন শ্রমিকদের আনন্দ-নাচ। 'আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

খোদা^২ [স ক্ষুদ>] *বিশ* খোদিত; উৎকীর্ণ। 'গোরস্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নিচে যে-সকল খোদা অক্ষর দেখিলে ...।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

খোদাই [স ক্ষুদ>] *বি* উৎকীর্ণ করণ। 'কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

খোদানি [স ক্ষুদ>] *বি* খোদাইয়ের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোদানো [স ক্ষুদ>] *ক্রি* অন্যের দ্বারা খোদাই কাজ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

খোদিত [স ক্ষুদ>] *বিশ* খোদাইকৃত। 'কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়েৎ খোদিত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

খোদিকার [ফা খোদ+কার] *বি* লেখাপড়ার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি; শিক্ষক; গীর। 'খোদিকার সাহেবকে দশ দুই তক্তা-।' *চিঠিপত্র*, ১৭৫৯।

খোদিকারী *বি* খোদিকার; গীরগির। 'আমি বুদ্ধি সেবানে খোদিকারী করতে যাব।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

খোনা [আ খাননা] *বিশ* নাকি সুরমুক্ত। 'তাঁহার খোনা আওয়াজ আশেপাশের দুই-একজন পাড়াসেঁয়ে মেয়েমানুষ গুনবিবামো ...।' *গ্যারী*, ১৮৫৮।

খোনুস *বি* ঘৃণা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোন্ডা [স খনিড়] ১ *বি* মাটি খোঁড়ার হাতিয়ারবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* শাবল। 'বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্ডা।' *গুণ*, ১৮৫৮।

খোন্ড [স খন্ড] *বি* ফসল। 'আর দু'মাস পরে খোন্ড উঠবে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

খোন্ডকারী [ফা] *বি* খোন্ডকারের পেশা; গির ব্যবসায়। 'খোন্ডকারী ব্যবসায়েরও উত্তরাধিকার পাইয়াছিলেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

খোপ [স ক্ষুপ] ১ *বি* হাঁস-মুরগি বা পায়রার বাসা। 'খোপের মধ্যে দুপুরবেলাকার পায়রার মতো সমস্তক্ষণ কেবল বকবক করছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* গর্ত; কোটর। 'তাদের খোপে খোপে গাঁটে গাঁটে পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

খোপওয়ালা [স ক্ষুপ+হি ওয়লা] *বিশ* খোপ আছে এমন। 'ইহা খোপওয়ালা একটি বড়ো বাজর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

খোপখাপ *বি* ফাঁক ফোকর। 'খোপেখোপে খোপেখোপে কত-না বিদ্যম ভয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

খোপনা [স ক্ষুপ] *বি* খোপা। 'মাজ্য পিড়ো খোপনা বান্ধে দিআ শিলা।' *মুরুদ*, ১৬০০।

খোপা [স ক্ষুপ] *বি* গোলকাকারে বিন্যস্ত লম্বা চুল। 'বড় পতিআর্শে মো খোপা ফুলে ভরী।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খোপাত লুলয়ে তোর দোলকের মাল।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'খোপাএ মৃদাম বেড়ি ময়ুর ডমর।' *সুলতান*, ১৭০০।

খোপায় *বি* চুলের কঁটা। 'খোপায় ১ এক খান।' *মেয়স*, ১৭৬২।

খোপা^১ *বি* কাঠ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোবসুরত [ফা খুবসুরত] *বিশ* সুন্দর। 'কোন দেশের মেয়েছেলে সবচেয়ে খোবসুরত?' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

খোবানি [ফা খুবানী] *বি* ফলবিশেষ। 'কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

খোমো [স ক্ষমো] *বি* বন্ধ। 'তুই হইয়া বলে গোসাই নৃত্য খোমো কর।' *বিজয়*, ১৬৫০।

খোমোর মূল্য [আ খুমার+ফা মহল] *বি* ঘুমানোর অথবা বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। *পৌড়ে*, ১৭৮৯।

খোম্পো [স ক্ষুপ] *বি* বোঁপা। 'খোম্পাত উপর গুজরে ভ্রমর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

খোয়া^১, খোয়ানো [স ক্ষয়>] ১ *ক্রি* নষ্ট করা। 'খোয়াইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* হারিয়ে ফেলা। 'মন আমার দিন কাটিলি মূল খোয়ারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ৩ *ক্রি* পার করতে নষ্ট করা। 'কী জানি কোথায় সারাদিন আজি খোয়ালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। *খুইয়ে বসা* *ক্রি* হারানো। 'তুমি বুড়োবরসে আক্কেল খুইয়ে বসেছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। *খোয়াইনু* *ক্রি* খোয়ালাম। 'খোয়াইনু নখের ছন্দ।' *চক্ৰ*, ১৫৫০। *খোয়াবি* *ক্রি* নষ্ট করবি। 'আপনার কর্মসোষে ইহকালটা পেছে আবার পরকালটা কেন খোয়াবি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

খোয়া^২ *বি* হারানো। 'আমার কাগজপত্র খোয়া গিয়াছে।' *বড়ু*, ১৭৫৭।

খোয়া^৩ [হি] *বি* ইন্টার হোটে টুকরা। *গুঁস*, ১৭৮৫; 'খোয়া পাচ হাজার।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

খোয়া^৪ [স ক্ষীর] ১ *বি* ফলবিশেষ। 'খোয়া খেজুর খরমুজ; ইক্ষু শশা তরমুজ।' *ডবান্ধী*, ১৮২৮। ২ *বি* গাঢ় শক্ত ক্ষীর। 'আপনাকে রোজ খোয়া খাওয়াতাম।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

খোয়াই *বি* বর্ষমানের একটি নদী। 'খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গুহার ছায়ায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খোয়াকার [স কুয়াশা] *বিশ* কুয়াশাচক্ষু। 'খোয়াকার নৈরাকার দেব পুরন্দর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

খোয়াড় [স কুটির] ১ *বি* পত-পাখি রাখার ঘেরবিশেষ। 'খোয়াড় ভাসার কথা শুন বলি রায়।' *কুঙ্করাম*, ১৭২০। ২ *বি* বন্দীশালা। 'বিরেক বিক্রমে করে বানাতেন বাকের খোয়াড়।' *মাহমুদ*, ১৯৭০।

খোয়ানিয়া [স ক্ষয়>] *বিশ* নাশশীল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

খোয়াব [ফা খাব] *বি* স্বপ্ন। 'হেমন তাদের খোয়াব।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

খোয়ার [ফা] ১ *বি* নেশা-পরবর্তী অবসাদ। 'নারীর প্রেমের খোয়ার ভারি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩। ২ *বি* অপমান। 'বলি পায়ের ধরে মাথার কীরে, আর নয় না খোয়ার।' *অমৃত*, ১৯০০।

খোয়ারি [ফা খারী] *বি* মদের নেশা কাটবার পর অবসাদ। 'নেসার খোয়ারি।' *হুতম*, ১৮৬১।

খোর [ফা খোর] ১ *বিশ* খাদক। 'বান্ধি বাচ্চা বদবস্ত গুরে হারামখোর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিশ* আসক্ত। 'প্রাণের নেশাখোর বাড়লের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

খোরপোশ, খোরপোশ [ফা] *বি* ভরণপোষণের ব্যয়। 'স্বামীর নিকট হইতে খোরপোশ লয়ন না।' *বক্তিম*, ১৮৭৫; 'আমরা অনেকে একটা খোরপোশের বন্দোবস্ত করতে বিলত হই।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

খোরমা, খোরমান [ফা খুরমা] বি বেড়ো বেজুর। 'সেব ও আতুর আর খোরমা খাজুর' *আলাওল*, ১৬৮০; 'চিনি আদি সর্বরা আতুর খোরমান'। *সুলতান*, ১৭০০।

খোরল বি গর্ত। 'একটি সারি খোরল বানিয়েছে'। *কায়সার*, ১৯৬২।

খোরসানি বি জাতিবিশেষ। 'খোরসানি খোশল পাঠান'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

খোরা [ফা আবখোরা] বি মাটি বা পাথরের বাটি। 'বড় খোরা লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন'। *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

খোরাক [ফা খুরাক] ১ বি খাবার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'খোরাক পোশাক পাবে'। *মেয়র্স*, ১৭৬২। ২ বি রসদ। 'কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিলে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

খোরাক পোশাক, খোরাক-পোশাক [ফা খুরাক+ফা পোশাক] বি ভূগ-পোশাক। 'ইহাতে বেতন দুই টাকা ও খোরাক পোশাক ...'। *পারী*, ১৮৫৮; 'বউয়ের খোরাক-পোশাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

খোরাকি, খোরাকী [ফা খুরাক] ১ বি খাবার জন্যে খরচ। 'খোরাকির টাকা পাঠাইবা'। *ওর্স*, ১৭৭৯; 'মার খোরাকি তিনতকা পাইবা'। *ভবানী*, ১৮২৫। ২ বি খাদ্য বা ভরণপোষণ। *ওর্স*, ১৭৮২; 'দেশে হাহাকার পড়েছে; কারণ নাকি খোরাকির অভাব'। *মনসুর*, ১৯৩৫।

খোরাকী খাঁওয়া কি ভরণপোষণের অর্থ নষ্ট করা। 'এখানে খামোখা বসে বসে খোরাকী খাওয়া'। *শকুন্ত*, ১৯৫৮।

খোরাসানি, খোরাসানী [ফা খুরাসা] ১ বি খোরাসান দেশের অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল'। *আলাওল*, ১৬৮০। ২ বিখ খোরাসান দেশে তৈরি। 'ধরে ঢাক্স তরোয়ার খোরাসানি খরখার'। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ বি খোরাসানী দেশের সৈনিক। 'খোরাসানি মহল সকল'। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

খোর্মা [ফা খুরমা] বি তকনা বেজুর। 'আজ চাই-ই লাগ-নিগাজি স্বচ্ছ-সরস খোর্মা-পারা'। *নজরুল*, ১৯২৬।

খোর্মাবীখি [ফা খুরমা+স বীখি] বি বেজুর বাগান। 'সাত সাহাবার সাইয়ুমে পোনে খোর্মাবীখির ডাক'। *ফররুখ*, ১৯৪৬।

খোলা [স খল/খোলক] ১ বি পানি সেঁচার পাত্র। 'গণ্ডন দুখোলে সিংহে পাণী ন পইসই সাহী'। *চর্য* ১৪, ১১০০। ২ বি কলা গাছের ছাল এবং তা থেকে তৈরি ক্ষার। 'খোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর খোলে'। *কেতক*, ১৬৫০। ৩ বি বায়বীয়বিশেষ; মৃদল। 'বাঞ্জে খোলে দগা'। *কেতক*, ১৬৫০। ৪ বি গর্ত। 'দুই চকু যেন তার নাকারার খোল'। *গরীব*, ১৭৬৫। ৫ বি আচ্ছাদন। 'তালি এক স্থানে ও খোল আর এক স্থানে'। *রামরাম*, ১৮০১। ৬ বি নারকেলের মালা বা শক্ত আবরণ। 'নারিকেলের খোল রাখিয়া ... এ পানীয় ঢালিয়া দিল'। *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৭ বি বাণিশ বা লেপ-তোষকের প্রথম আবরণ, যার মধ্যে তুল্য ভরা থাকে। 'বাণিশের খোল সেলাই করিতে বসিয়া গেলেন'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৮ বি নৌকা বা জাহাজের পাটাতনের নীচের অংশ। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তোমরা তবু হাল ছাড়নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৯ বি দিয়াশলুইয়ের কাঠি রাখার বাস। 'একটা দেশলাইয়ের কাঠিও সে বের করল খোল থেকে'। *হাফিজুর*, ১৯৫৩। ১০ বি কচ্ছপের শক্ত বহিরাবরণ। 'কচ্ছপের খোলের মত শক্ত শাট'। *মুক্তভা*, ১৯৫৯। ১১ বি সুগারি গাছের পাতার গোড়ার চওড়া অংশ। 'সোঁতাকে পিছল করে সুগারি খোল দিয়ে আসন বানিয়ে হট্টক করে নিচে নেমে যাই'। *মুক্তভা*, ১৯৬০। ১২ বি চালু জায়গা। 'গাভের খোল থেকে

ঠিক দেখা যাচ্ছে না'। *মনোজ*, ১৯৬১।

খোলা [স খলি] ১ বি খইল; তেলের কাইট। 'কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস'। *ওর্স*, ১৮৫৮। ২ বি কানের ভিতরের ময়লাবিশেষ। 'তোমায় কানের খোল খাওয়ায়াম?' *নজরুল*, ১৯৪১।

খোলবিচালি বি খইল এবং খড়। 'এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কদুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা বাইতেছিল'। *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

খোলকরতাল [স খোলক+করতাল] বি খোল ও করতাল; মৃদঙ্গ ও মন্দরা। 'রাসলীলা নবনিলিনী, খোলকরতাল তার কাঁটা'। *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

খোলতাই [স খল+ত] ১ বিখ দীপ্তিমান; শোভাময়। 'চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে'। *নজরুল*, ১৯৩১। ২ বি প্রচলন। 'বে-অঞ্চলে জন্ম আমার, সেখানে তেতোটার খোলতাই নেই'। *মুক্তভা*, ১৯৫৮।

খোলন বি খোলা। *ওর্স*, ১৭৮৫।

খোলনলচে [স খোলক+ফা নইচহ] বি সামগ্রিক কাঠামো। 'এর খোলনলচে দুই বদলে একেবারে নতুন করে সৃষ্টি করব'। *নজরুল*, ১৯৩২।

খোলশ [স খোলক] বি সাপের গায়ের চামড়া। 'সাপ করিয়ে দেয় তার খোলশ'। *বৃদ্ধ*, ১৯৪০।

খোলশি [স খোলক] ১ বি বহিরাবরণ। 'পড়ে আছে শুধু পৈতৃথানা জেজাইনি ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলশ'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ বি সাপের গায়ের চামড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যেন একটা প্রলাভ সাপের নানা-রঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ বি ছদ্মবেশ। 'মেঘবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

খোলসমুখোশ [স খোলক+স মুখকোষ] বি ছদ্মবেশ। 'কত রকমের না বাইরের খোলসমুখোশ রয়েছে'। *নজরুল*, ১৯২৭।

খোলাসা [আ খুলাসা] ১ বি মুক্তি। 'যত মনে রাকবি ততই মন্দ, বলে ক্ষেপে মন খোলাসা পায়'। *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ বিখ স্পষ্ট; বিশদ। 'এখানে মতামত নামক আসমানগাথী ডানা দুটো খোলাসা আছে বলে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৩ বিখ খোলাখুলি; খোলামেলা। 'না জ্ঞানে ভেদে খোলাসা কথায় কি মিলে'। *লালন*, ১৮৯০। ৪ বিখ উন্মুক্ত। 'পথ খোলাসা হোক'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

খোলা [স খল] ১ বি কলাগাছের বাকল। 'খোলাবেচা অর্থ তোর আছেয়ে অপুর'। *কৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি ফলের বহিরাবরণ। '... লেখকদিগকে ছাড়ি তেঁতুল-বলিয়া গণি'। *নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিনে'। বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ বি খোলা। 'ভিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৪ বি দেহের শক্ত আবরণ। 'খোলা ছাড়িয়া জীবিত ঝিনুক অথবা অয়স্করকে যখন গলাধরকরণ করা হয়'। *জগদীশ*, ১৯১৭। ৫ বি বাঁধের কুরুলের ছিলকা বা খোলা। 'বাঁধের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে'। *বিভূতি*, ১৯২৯।

খোলার চাল বি সুগারি গাছের খোলা দিয়ে তৈরি চালা। 'খোলার চালে ঘুপসি একখানা বিচ্ছিন্ন ঘর এই মনোস্তর'। *অভিত্য*, ১৯৫০।

খোলা [স খল] ১ বি টেকির যে অংশে ধান থেকে তুষ আলাদা হয়; লোট। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি ভাঙার পাত্রবিশেষ। 'খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি গতি'। *ওর্স*, ১৮৫৮। ৩ বি টালি; ঘরের ছাদ আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত পোড়ামটির ফলক। 'চূনাগলি অধিবাস খোলায় আলয়/তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়'। *ওর্স*, ১৮৫৮।

খোলাকুচি [স বর্ণর] বি মাটির হাড়িকলসি প্রভৃতির ভাঙা টুকরা।
বিদ্যা, ১৮৯১।

খোলা ১ ক্রি মোচন করা; খুলে নেওয়া। 'বেহারা বুট খোল' কেরি, ১৮০২। ২ ক্রি চালু করা বা হওয়া। 'পাঠশালা অসৌভেদে খুলিবেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৩ ক্রি তাকিয়ে থাকা; উদ্দীপন করা। 'আদিসেব খুলিলা নয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ ক্রি বের করা। 'খোমটা তুলিলেন, মুখ খুলিলেন।' দীপিকা, ১৮৮৭। ৫ ক্রি শ্রুতিমধুর হওয়া। 'কানমালা খেলে তবে খোলে তার গানটা।' সুকুমার, ১৯২০। ৬ ক্রি প্রতিষ্ঠা করা। 'মহিলা বিভাগ খোলা সম্ভবপর হইয়াছে।' বেগম, ১৯৪৮।

খোলা ১ বিণ বেচাবিক্রির জন্যে মুক্ত। 'এত দোকান থাকিতে কেবল মদের দোকান খোলা।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫। ২ বিণ অনাবৃত। 'আখো-ঢাকা আখো-খোলা ওই তোর মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিণ অব্যবহৃত। 'কোথা সে খোলা মাঠ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ দরজা দেওয়া নয় এমন। 'দেখে ঘর খোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বিণ ফসল মাড়ানোর জন্য নির্ধারিত উন্মুক্ত জায়গা। 'ওপারেতে ধানের খোলা/এই পারেতে হাট।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৬ বিণ বাঁধা নয় এমন। 'বিনোদিনী খোলা চুল পিঠে খেলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৭ বিণ মুক্ত। 'গঙ্গার খোলা হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৮ বিণ উন্মাদ। 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৯ বি ধান তরানোর চাতাল। 'ধানকল-পায়রা উড়ে চলে যায় খোলাক্ষেতে ছেড়ে।' শক্তি, ১৯৬৬। ১০ বি ইট তৈরি ও পাজা পোড়ানোর স্থান। 'বাড়িল খোলাগোড়া শানী-জমির মাঝে মাঝে বর্ষার জলে এক একটা দীঘি হয়ে আছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

খোলা-খাড়া বিণ সজাগ। 'চোখ-কান খোলা-খাড়া না রাখলেও সেখানে আপনাকে অনেক খবর অনেক গুজব তুলতে হয়।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

খোলাখুলি ১ বিণ অসংকুচিত। 'এতদূর ইংরেজি কায়দা শিক্ষিত যে, তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা কইতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ অকপট; স্পষ্ট। 'খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের।' বিজুতি, ১৯৩৮।

খোলাখুলিভাবে ক্রিবিণ অকপটে। 'ইংরেজ লেখক হ'লে কুরুচি-পরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো এমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ করতে পার।' অরুণ, ১৯২৯।

খোলাটিটি বি যে চিঠি সবার পড়ার জন্য উন্মুক্ত থাকে। 'তিনি যে একখানি খোলাটিটি লেবেন।' প্রমথ, ১৯২০।

খোলাপ্রাণ বিণ উদার। 'তোরা ফুল, তোরা পানি, তোরা খোলাপ্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

খোলামাঠ বি অব্যবহৃত প্রান্তর। 'অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়।' গুণাঙ্গী, ১৯৪৮।

খোলামেলা ১ বিণ উন্মুক্ত। 'একখানা খোলামেলা কোঠায় থাকে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ সরাসরি; রাখা-ঢাকা নয় এমন। 'খোলামেলা কথা পছন্দ করি।' শ্যামল, ১৯৬২।

খোলা-হাত বিণ উদার। 'দিল-দরজা, খোলা-হাত পাঠক হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে লেবেন...' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

খোলাই বি কোনো কিছু খুলে দেওয়ার বিনিময়ে প্রদেয় অর্থ। 'আমায় বে-ইজ্জত কোরবেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।' মশাররফ, ১৮৬৯।

খোলাডাই বি দ্বন্দ্বী। 'আমি অভাগিনী তার খোলাডাই মা।' রূপরায়,

১৭৫০।

খোলামকুচি, খোলামকুচি [স বোলক+স কুচি] ১ বি মাটির হাড়ি, কলসি প্রভৃতির ভাঙা টুকরা। 'খেজুর ভটিডাতে বসে একটা খোলামকুচি নিয়ে পায়ের কাছে...' নজরুল, ১৯৩০; 'খোলামকুচির মতো...' ঠেলিয়া দেন।' মানিক, ১৯৩৭। ২ বি তুচ্ছ বস্তু। 'গরীবরা পায় খোলামকুচি, একী অনাসুখি?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

খোলাঘা [আ খুলাসা] বিণ পরিষ্কার। খোলাঘাষ্মে ক্রিবিণ পরিষ্কারভাবে; সংক্ষেপে। হ্যালহেড, ১৭৭৩।

খোলাসা, খোলাসা [আ খুলাসা] ১ বি মীমাংসা। 'তাহার খোলাসা হইয়া আইলে ফয়সল হইবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ অব্যবহৃত। 'তোমার কাজ খুবিতামত ও খোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা পিষিতেহি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ বিণ ফাঁকা। 'স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরতিষ্ঠ ঘরের সমুখ খোলাসা করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বিণ আটকানো নয় এমন। 'একটা ব্যস্ত সে খোলাসা ও মনুষ্যের দেখে করে না।' দর্পণ, ১৮২৩। ৫ ক্রিবিণ বিস্তারিতভাবে। 'খোলাসা পড়।' নীনবন্ধু, ১৮৬০। ৬ বিণ বিস্তৃত। 'বেশি খোলাসা করে বলতে গেলে শ্রোতার বিরক্তি বোধ হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

খোলাসারূপে ক্রিবিণ অব্যবহৃত। 'তোমার কাজ খুবিতামত খোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা পিষিতেহি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

খোলাি বি খুলি। বি খোলা; গাছের বাকল। 'সুগরি গাছের খোলাি থেকেও সুগরি চোলা বানায়।' মাহেন্দ, ১৯৪৯।

খোলাি ফা খুশা বিণ আনন্দিত। 'হেকমতে ওস্তাদ হৈল বড় খোশ দিল।' গরীব, ১৭৩৫। ২ বি খোশ, খোশ।

খোশ-আমদেদ [ফা খুশ+ফা আমদিদ] ১ বি আনন্দ সংবাদ। 'খোশ-আমদেদ! স্বাগত হে দেশবন্ধু।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি স্বাগতম। 'খোশ আমদেদ।' নজরুল, ১৯২৮।

খোশ আলাপ [খোশ+স আলাপ] বি আমোদপূর্ণ আলাপ-আলোচনা। 'প্রশংসাসূচক খোশ আলাপে গা ভাঙ্গিয়ে দিইনে।' হাই, ১৯৫৬।

খোশ-কবলিতি [ফা খুশ+আ কবলা] ১ বি খোশ-বিক্রয় পত্র; সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল। 'যখন ডিটেয় হও বসতি দিয়েছিলে খোশ-কবলিতি।' লালন, ১৮৯০।

খোশখব [ফা খুশ+আ খব] বিণ প্রবর। 'খুড়র মত খোশখব বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

খোশ-খবর [ফা খুশ+আ খবর] বি সুসংবাদ। 'কেশর-রেশুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লাস্ত সমীর এরই খোশ-খবর চারিদিকে রটিয়ে এল।' নজরুল, ১৯২২।

খোশখবরী [ফা খুশ+আ খবর] বি সুসংবাদ। 'আত্ম বিজয়ের খোশখবরী তাহাদিগকে হাতহানী দিয়া ডাকিতেছে।' আজাদ, ১৯৬৫।

খোশ-খুমার [ফা খুশ+আ খুমার] বি খুশির নেশা। 'খোশ-খুমারে বিশ্বাস সুরমা-ডাগার চোখ করে টুপটুপ।' নজরুল, ১৯২২।

খোশখোয়াল [ফা খুশ+আ খোয়াল] বি খামখেয়াল। 'খোশখোয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্ধমান।' নজরুল, ১৯২৪।

খোশ-খোয়ালী [ফা খুশ+আ খোয়াল] বিণ খামখেয়ালি। 'পড়ে আছে আকাশটা খোশ-খোয়ালী।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

খোশখোশাল [ফা খুশ+ফা খুশ+আ খোশ] বিণ প্রস্তুত। 'সদস্যদের

মেজাজ ও হল অনেকটা খোশখোশাল।' মনসুর, ১৯৩৫।

খোশগল্প [ফা খুশ+স জল্প] বি মজাদার গল্পগুজব। 'খোশগল্পে মাতিয়া।' ইসলাম, ১৯২২।

খোশ-তবিরত [ফা খুশ+আ তবিরত] বি ভালো মানসিক অবস্থা। 'মেজাজটাও নাকি আজকাল বহাল খোশ-তবিরিতে নেই।' নজরুল, ১৯২৭।

খোশ নসীবী [ফা খুশ+আ নসীবী] বি সৌভাগ্য। 'জিরাতে, জায়দাদ প্রভৃতি আজও দস্তুর মত খোশ নসীবীর নমুনা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খোশনাম [ফা খুশনাম] বি সুনাম। 'ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

খোশবাই [ফা খোশবু] বিণ সুগন্ধে পরিপূর্ণ। 'বৌবাজার অঞ্চলটা একবারে খোশবাই হয়ে যাবে।' বিমল, ১৯৫৩।

খোশবাগ [ফা খুশবাগ] বি ফুলবাগান। 'খোশবাগ-ভরা কত যুখী আর টগরই।' নজরুল, ১৯২২।

খোশবান [ফা খোশবু] বিণ সুগন্ধি। 'খোশবান পানি।' ওর্সা, ১৭৮৫।

খোশবু [ফা] বি সুগন্ধ। 'খোশবুই নিয়ামত উঠাইয়া লিব।' গরীব, ১৭৭৫।

খোশবুদা [ফা] বিণ সুরভিত। 'যদিই পাই তার তোমার বোঁজার খোশবুদা থাকে খুল খোড়া।' নজরুল, ১৯৩৯।

খোশবুপানি [ফা খোশবু+হি পানি] বি সুগন্ধিযুক্ত পানি। 'যেতে সে খোশবুপানি ছিটায় কুলের ফুলমহলায়।' নজরুল, ১৯৪১।

খোশবো [ফা খোশবু] বি সুগন্ধ। 'জীব-মিঠে খোশবো তাহার উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।' নজরুল, ১৯৫৯।

খোশমহল [ফা খুশ+আ মহল] বি খাসমহল। 'মহারাজ আমরদুল জব্বারের সহিত খোশমহলে বার দিয়াছেন।' মশাররফ, ১৯৮৫।

খোশ-মেজাজ [ফা খুশ+আ মিজাজ] বি প্রফুল্লচিত্ত। 'কানীন-মোহরাণা ... প্রভৃতি খোশ-মেজাজে বহাল তবীরতে হাজারো বৎসর যাবৎ বিবাহ-মজলিসে বিরাজমান।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খোশমেজাজী [ফা খুশ+আ মিজাজ] ১ বিণ ফুরফুরে। 'ইংলন্ডে তরবার এমন খোশমেজাজী যে ...' অন্নদা, ১৯২৯। ২ বিণ টনবৎ; প্রাণোচ্ছল। 'আহায়া আরবী তাজী খোশমেজাজী।' অন্নদা, ১৯৫৪।

খোশরোজ [ফা] বিণ আনন্দপূর্ণ। 'বিজয়-পতাকা ওড়াতে হলে খুন খোশরোজ বেলা বেলেতে হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

খোশহাল [ফা খুশ+আ হাল] বি সন্তোষজনক অবস্থা; বহাল তবিরত। 'দিব্য আছিস খোশহালে।' নজরুল, ১৯৬৬।

খোশা [স কোষ] বি ফলের আবরণ। 'খোশা ছাড়াতে-ছাড়াতে স্বাজী আন্তে-আন্তে বলসো।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

খোশামোদ, খোশামদ, খোশামদ [ফা খুশামদ] ১ বি স্তাবকতা; চটুকরিতা। ওর্সা, ১৭৮৫; বক্রেশ্বর খোশামোদ ও বরামদ করিয়া ফা ফা করত।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি ভোয়াজ। 'এতো খোশামদ করেন বুঝিতে পারি না।' দর্পণ, ১৮৩৯। ৩ বি আকরগ প্রশংসা। 'খোশামোদ করতে হবে না।' শিবরাম, ১৯৭০। ৪ খোশামদ

খোশামুদি [ফা খুশামদ+] বি তোয়াজ। 'আমার এত ... পরজ পড়নি লোককে খোশামুদি করে চিঠি দিবার।' নজরুল, ১৯২৭।

খোশামুদে [ফা খুশামদ+] বিণ চটুকর। 'অর্ধী ও বার্ষপর খোশামুদে মিঠে মুখো।' দর্পণ, ১৮২১।

খোশাল [ফা খুশ+আ হাল] বিণ আনন্দিত। 'কোন বাহানায় যে খোশাল হও মোরে।' গরীব, ১৭৫৫; 'খোশাল হইয়া রণে রক্ত বায় পেতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

খোশালিত [ফা খুশ+আ হাল+স ত] বিণ আনন্দিত। 'ছেলে লৈয়া ছিল বৃদ্ধি খোশালিত দেলে।' মনসুর, ১৯৪৩।

খোষ [ফা খুশ] বি খুশি। 'ঘরমধ্যে প্রবেশিল মনে বড় খোষ।' বিজয়, ১৬৫০। ২ খোশ, খোশ

খোষখানা [ফা খুশ+ফা খানা] বি বাগানবাড়ি। 'তার আপে খোষখানা নানা রঙ্গে পঙ্কী নানা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

খোষ রেজা [ফা খুশ+আ রিজা] বি নিজের ইচ্ছা। 'খোষ রেজাতে আমার টরনি তোমাকে করিলাম।' মের্স, ১৭৬৬।

খোষামোদ [ফা খুশামদ] বি সুবিধা লাভের আশায় মিথ্যা প্রশংসা; চটুকরিতা। খোষামোদকারক [ফা খুশামদ+স কারক] বি চটুকরিতা করে যে। 'ভাগ্যবস্তুর অধীন ও খোষামোদকারক আর জ্ঞানরো পরিপাক হয় নাই।' জ্ঞানকোষ, ১৮৩২।

খোশ [ফা খুশ] ১ বি খুশি। 'কুকুর বদলে মেড়া লইয়া বড় খোশ।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বিণ উত্তম। ভবানী, ১৮২৩। ৩ খোশ, খোষ

খোষি [ফা খুশ+আ বত] বি আনন্দের চিহ্ন। 'এমন খোষখৎ আর কলিষাতে পারে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

খোষগলি [ফা খুশ+ফা বরীদ+] বি সন্তোষজনক বিক্রি। 'আপরেল মাথের পরিদা তক খোষগলি দে বিক্রি না হয়।' ক্যানগে, ১৭৮৪।

খোষখোয়ালি [ফা খুশ+আ খোয়াল] ক্রিবিণ খামখোয়ালিভাবে। 'খোষখোয়ালি মুকুট পরে রাজ্য করে জয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

খোশগল্প [ফা খুশ+স জল্প] বি হালকা মেজাজের গল্প-গুজব। 'কতিপয় খোশগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪০।

খোশগল্প [ফা খুশ+স জল্প] বি হালকা মেজাজের গল্পগুজব। 'তাহারদিগের সহিত দুটো খোশগল্প করিয়া স্নান করিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪২।

খোশ-চেহারা [ফা খুশ+ফা চিহ্নরা] বি সুন্দর চেহারা। 'আহা! এমন খোশ-চেহারা কি হানসের ঘরে সাজে।' মাইকেল, ১৮৬০।

খোসনবীসী [ফা খুশ+আ নবীস+] বি খোশনবিসের কাজ; সুন্দর হাতের লেখার কাজ। 'কৌশিলের বাঙ্গা খোসনবীসী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

খোসনাম [ফা খুশনাম] বি সুনাম। 'জাহাতে মহারাজার খোসনাম থাকে।' ওর্সা, ১৭৮২।

খোসপোশাকী [ফা খুশ+ফা পোশাক+] বি পোশাকবিলাসী। 'প্যালাদান বারু ... খোসপোশাকী হই।' হুতোম, ১৮৬১।

খোসবু [ফা খুশ] বি সুগন্ধ। 'আতরের খোসবু বড় পছন্দ করে।' মাইকেল, ১৮৬০।

খোশ মেজাজ [ফা খুশ+আ মিজাজ] বি ফুরফুরে মন। 'মোহাবেলোক সমভিব্যাহারে খোশ মেজাজে থাকিতেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

খোশমেজাজী [ফা খুশ+আ মিজাজ] বিণ প্রফুল্লচিত্তে আছে এমন। 'খোশমেজাজী বানর তোমায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

খোসরজা, খোষ রেজা [ফা খুশ+আ রিজা] বি খুশি; নিজের ইচ্ছা।
মেয়র্স, ১৭৫৭।

খোসাঁ [হি খোসানা] বি পায়ের ছাপ। 'নবীর পদের খোস নীচ হই রহে উট পাখ্যেতে রহিল নিশান।' সুলতান, ১৭০০।

খোসাঁ [সি কোষ] বি ছাল। মানোএল, ১৭৪৩।

খোসক বি ভরণ পোষণ। মানোএল, ১৭৪৩।

খোসলা [হি খেসড়া] বি পাট বা শশের বস্ত্র। 'হরিণ বদলে পাইল পুরাণ খোসলা' উড়িতে সকল অঙ্গে বরিসএ ধূলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খোসা [সি কোষ] ১ বি ফলের আবরণ। 'দাড়িৎ বদরে যেন খোসা না ধরিয়া।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি ভিমের শক্ত আবরণ। ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

খোসাপুরু বিণ অনুভূতি প্রথর নয় এমন। 'ইংরেজ খোসাপুরু জাত।' প্রমথ, ১৯০৫।

খোসা-ভাড়া [খোসা+ভাড়া] বিণ খোসা ছাড়ানো হয়েছে এমন। 'বৃথা খোসা-ভাড়া বাদাম পাথরে পড়ে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

খোসামোদ, খোসামদ [ফা খুশামদ] ১ বি তোয়াজ; চটুকরিভা। 'খোসামোদ করন।' ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'কেবল খোসামদ, তোহামদ?' এসলাম, ১৯১৯। ২ বি উপাসনা। ভবানী, ১৮২৩। দ্র খোশামোদ

খোসামদি [ফা খুশামদ] বি চটুকরিভা। 'তবে ছায়াপ্রায় খোসামদি করিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫।

খোসামদিআ [ফা খুশামদ] বিণ চটুকরিভা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খোসামুদ্রিয়া [ফা খুশামদ] বিণ খোসামুদ্রে। মানোএল, ১৭৪৩।

খোসামুদ্রী [ফা খুশামদ] বি চটুকরিভা। 'গোয়েন্দাগিরী, দাদাগী, খোসামুদ্রী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান।' হতেম, ১৮৬১

খোসামুদে [ফা খুশামদ] বি তোহামোদকারী। 'খোসামুদে'র স্তম্ভীর নিকট কহেন।' ভবানী, ১৮২৫।

খোসামোদি [ফা খুশামদ] বি তোহামোদ; ক্রতি। 'অন্য লোকের খোসামোদি করিতে হয়।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

খোসালিত [ফা খুশ] বিণ আনন্দিত। 'রহে নবী খোসালিত হইয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

খোঁকি [ফা খুশকি] বি শুকিয়ে মরে যাওয়া। 'খোঁকি ও খোসরাত বারুদি ... লহবেক না।' এডবেক না, ১৭৯৩।

খ্যাটো বিণ একত্রে বস্তাববিশিষ্ট। 'মাধ্য শশের মতো চুলওয়াল খ্যাটো বড়ি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

খ্যাংরা বি কাঁটা। 'ব'লে দেবে খ্যাংরা পিটে।' শুভ, ১৮৫৮।

খ্যাংরা কাঠি বি কাঁটার শলা। 'তার দাঁতগুলি খ্যাংরা কাঠির মতো, মুখমন্ডল বড়োই কাঁকালো।' হাসান, ১৯৬৭।

খ্যাক [ধন্য] বি কর্তৃশভাবে জ্ঞেয় প্রকাশক শব্দ। 'খ্যাক খ্যাক করে মিছে, সব-তাতে দাঁত খিচে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

খ্যাকি [ধন্য খ্যাক] বিণ অবিরত খ্যাক শব্দকারী। 'বাস রে খ্যাকি খ্যাক-শেয়ালি।' নজরুল, ১৯২৬।

খ্যাকশেয়ালি, খ্যাকশেয়ালী [ধন্য খ্যাক+স শূণাল] বি ক্রী এক প্রজাতির শিয়াল। 'কুঁদুলিকে নিয়ে গেল খ্যাকশেয়ালি এসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'কুকুরে বুঁজে খ্যাকশেয়ালী বার করে।' প্রমথ, ১৯৪১।

খ্যাচখ্যাচ [ধন্য] বি উচ্চ কলশর। 'চায়ের বাগানে পাখিদের খ্যাচখ্যাচ।' জীবন, ১৯৩১।

খ্যাচাখোঁচি [ধন্য খ্যাচখ্যাচ] বি ঝগড়া-বিবাদ। 'খণ্ড না বাপু খ্যাচাখোঁচি।' সুকুমার, ১৯২০।

খ্যাট মারা ক্রি নেশা করা। 'খ্যাট মেরে বদহজম হলে ও-সব বিলকি-খিলকি স্বপ্ন দেখা যায়।' জীবন, ১৯৪৮।

খ্যাড় [সি খড়া] বি শুকনা তৃণ। 'তাহাদের উপরে চাকস চিকণ, ভিতরে খ্যাড়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

খ্যাভা [সি কছা] বি কাঁধা। 'আর একটা খ্যাভা দে, মরে গেলাম, হেই বউ।' হাসান, ১৯৬৬।

খ্যাঁদা [সি ক্ষুদ্র] বিণ বোঁচা। 'খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাঁদা।' নজরুল, ১৯২৬।

খ্যাশ খ্যাশ, খ্যাস খ্যাস [ধন্য] বি আগতোভাবে কোনো কিছু কাটার শব্দ। 'খ্যাশ খ্যাশ খ্যাচ খ্যাচ, রাত কাটে ঐয়ে।' সুকুমার, ১৯১৮; 'পাঙ্গলের মত এখানে ওখানে খ্যাস খ্যাস করে যামচান।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

খ্যাক খ্যাক [ধন্য] বি পরিহাসযুক্ত হাসির শব্দ। 'খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।' জীবন, ১৯৩২।

খ্যাঙরা-কাটি বিণ কাঁটার শলার মতো। 'খ্যাঙরা-কাটি আঙলাগুলো।' নজরুল, ১৯২৬।

খ্যাঙরা বি কাটা। 'পৌণ জোড়াটি খ্যাঙরার মুড়া।' গ্যারী, ১৮৫৯।

খ্যাচখোঁচোনা [ধন্য খ্যাচখ্যাচ] ক্রি নিরন্তর ঝগড়াঝাতি করা। 'ঠ্যাং চ্যাগাইয়া পাঁচা যার যাইতে যাইতে খ্যাচখোঁচায়।' নজরুল, ১৯৩১।

খ্যাড় [সি খড়া] বি মাড়াইকৃত শুকনা ধানগছ। 'গরু তো লয় যে খ্যাড় খাবে।' হাসান, ১৯৬০।

খ্যাৎ [সি] ১ বিণ পরিচিত। 'তোর বাপ রাজ্যে খ্যাৎ নাম উজাড়নত মুখদোয়ে প্রবণবর্জিত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'খ্যাৎ বিখ্যাত অতি ক্ষমা কর মুখ জ্যোতি।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ জ্ঞাত। 'সেই তাঁর হৃদয়ে খ্যাৎ হই সর্বদেশ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ বিণ খ্যাৎ। 'ব'বর পায় যে তাহার এলাকায় খ্যাৎ ডাকাইত ওগরহর আশ্রয় লইয়াছে।' ফররুখ, ১৭৯৩। ৪ বিণ অভিহিত। 'তাঁহার স্বদেশে গিয়া নবাব নামে খ্যাৎ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

খ্যাৎনামা [সি] বিণ বিখ্যাত। 'কেননা খ্যাৎনামা লেখকদের বিচার করবার অধিকার ...' প্রমথ, ১৯১৫।

খ্যাৎনাম্নী [সি] বিণ ক্রী বিখ্যাত। 'খ্যাৎনাম্নী নেত্রী শ্রীমুন্ডা লীলাবতী মুলী' বেগম, ১৯৪৮।

খ্যাৎবিদ্যা [সি] বিণ বিদ্যার জন্যে খ্যাৎ। 'অনেকানেক খ্যাৎবিদ্যা ইংরাজ তাহা দৃষ্টি করিয়া উত্তেজ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

খ্যাভা [সি] বিণ ক্রী পরিচিত। 'হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাভা হইয়া বৃদ্ধাবহাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

খ্যাভাপন্ন [সি খ্যাৎ-আপন্ন] বিণ খ্যাতিমান; যশস্বী। 'দেশান্তরে খ্যাভাপন্ন হইয়াছেন।' রাজীব, ১৮৫৫।

খ্যাভাপন্নী [সি খ্যাৎ-আপন্নী] বিণ ক্রী সুপরিচিত। 'যত আর বেশ্যামহলে খ্যাভাপন্নী মান্যা ধন্য অগ্রশায়া ছিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

খ্যাতি [সি] ১ বি প্রচার। 'জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য খ্যাতি।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সম্মান। 'বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর ব্যাতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি উপাধি। 'অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আত্মকার্যের মধ্যে প্রধান কার্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন ব্যাতি রাখিলেন রায়মঞ্জুমদার। রাজীব, ১৮০৫। ৪ বিণ সুনাম। 'তাহারা ব্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গণ্য ও মান্য হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ব্যাতি-অব্য্যতি [স] বি সুনাম এবং দুর্নাম। 'এখন আমি ব্যাতি-অব্য্যতির বাইরে।' অবন, ১৯৪১।

ব্যাতিকীর্তি [স] বি যশ। 'আমার জীবনের সমস্ত ব্যাতিকীর্তি কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ব্যাতিক্লাস্ত [স] বিণ ব্যাতি লাভ করে ক্লাস্ত। 'ব্যাতিক্লাস্ত মনে যেতে যেতে পথের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ব্যাতিপ্রতিপত্তি [স] বি সুনাম ও মর্যাদা। 'মহাশয়ের বিন্দ্যাবিষয়ে ব্যাতিপ্রতিপত্তি লাভের বাসনা আছে...' অক্ষয়, ১৮৫০।

ব্যাতিপ্রত্যাঙ্গী [স] বিণ ব্যাতি চায় এমন। 'ব্যাতিপ্রত্যাঙ্গী অর্বাচীন বাসকের সেই অপরাধ ... মার্জনা করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ব্যাতিবিহীন [স] বিণ ব্যাতি নেই এমন। 'বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে ব্যাতিবিহীন কর্মে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যাতিমান [স] বিণ প্রশস্ত। 'একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধর্মিক ব্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ব্যাতির বাজনা [স] ব্যাতি+আ বাজানায় বি ব্যতির মাতল; ব্যতির আনুশঙ্গিক অসুবিধা। 'সমস্ত জীবন ধরে ব্যতির বাজনা দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ব্যাতিলাভ [স] বি সুনাম অর্জন। 'সুলেখক হইয়া লগতে ব্যাতিলাভ করিতে সক্ষম হইত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ব্যাতিশূন্য [স] বিণ ব্যাতিহীন। 'অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তার শূন্যতায় অগোচরে রয়ে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ব্যাতিসম্পন্ন [স] বিণ সুপ্রসিদ্ধ। 'করাচী ডাকের উন্নয়নের কাজটার ভার দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ব্যাতিসম্পন্ন একটা কোম্পানীর হাতে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ব্যাতিসম্পন্না [স] বিণ স্ত্রী ব্যাতিমান। 'ব্যাতিসম্পন্না মহিলাও রয়েছেন।' বেগম, ১৯৫০।

ব্যাতিহীন [স] ১ বিণ অপরিচিত। 'তাহাকেও ব্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ ব্যতির ব্যোমলা নেই এমন। 'স্বল্প অচেতন - ব্যাতিহীন শান্তি চাই আমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিণ অখ্যাত। 'ব্যাতিহীন কোনো গায়ক আত্মতৃপ্তি লাভ করার জন্যে গান রচনা করে।' হুই, ১৯৫৪।

ব্যাতিহীনতা [স] বি অপ্রসিদ্ধি। 'কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ ব্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

খ্যাদ [স] খেদা বি খেদ; আক্ষেপ। 'সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

খ্যাদা [স] খিদ্-১ ক্রি খেদানো; তাড়িয়ে দেওয়া। 'খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাছি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

খ্যান-খ্যানানি [ধ্রন্যা] বি বিরক্তিসূচক শব্দ। 'কেন জামিনে তার খ্যান-খ্যানানিও যেন নৃতন করে ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

খ্যানখেনে [ধ্রন্যা] বিণ কর্কশ। 'ভিতর থেকে একটা খ্যানখেনে

গলায় উত্তর শোনা গেল।' সুশীল, ১৯৭০।

খ্যাপন [স] ১ বি প্রচার। 'দুর্দ প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রকাশ। 'প্রাচীন শ্রোকে অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ব খ্যাপন করিতেছেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৩৩।

খ্যাপ মারা [স] বিণ+মারা ১ ক্রি বেঁটা বাওয়া। 'কুবের বলিল, গাও লাগাও বাই, জোরে খ্যাপ মার।' ময়নিক, ১৯৩৬। ২ ক্রি প্রত্যাশা অনুযায়ী লাভ করা। 'সুযোগ মতো খ্যাপ মারতে না পারলে ব্যাচার উৎসাহ অনেক খিটিয়ে আসে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

খ্যাপলা [স] বিণ+বি। বি মাছ ধরার জালবিশেষ। 'তোমার খ্যাপলা খেলে না/ তাই কাতলা খেলে না।' অমৃত, ১৯০০।

খ্যাপা [স] বিণ+বি। বি পাগল। 'খ্যাপার মতন আছি চিরদিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ আবেগপ্রবণ। 'সে কেবল খ্যাপা হৃদয়ের উদার উদ্ভাসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি বাউল। 'আপন-মনে খ্যাপার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ বিণ উন্মত্তের মতো বেগবান। 'কেন খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৫ বিণ কোষে উন্মত্ত। 'আমি খ্যাপা দুর্বাসা-বিষামিত্র-শিখা।' নজরুল, ১৯২২। ৬ বি বাউলগে। 'ওই খ্যাপাটাকে ভালোবাসেছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

খ্যাপা কুতা বি পাগলা কুকুর। 'ওরা এখন খ্যাপা কুতা।' পাশা, ১৯৭১।

খ্যাপাটে [স] বিণ+বি। বিণ উন্মত্ত। 'সেদিন এক রকম খ্যাপাটে ভাবে সেক্টরকার দক্ষিণের বারান্দাটায় নিচুর্মার মতো বেড়াচ্ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

খ্যাপানো [স] বিণ+বি। ক্রি রাগানো। 'আমাকে খ্যাপাত দাদা নিশি-পাওয়া ব'লে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খ্যাপামি [স] বিণ+বি। বি পাগলামি। '... কোনো খ্যাপামি নেই, ও ভারী রিফ্ট।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

খ্যাপামো [স] বিণ+বি। বিণ পাগলামিপূর্ণ। 'এই খ্যাপামো হঠকারিতায় কী তোমার চেয়ে আমি কম কষ্ট পেয়েছি।' নজরুল, ১৯২৭।

খ্যাপান বি স্বীকর্তন। 'বিশৃঙ্খল খ্যাপানটি সুর করিয়া উচ্চসরে বলিতে বলিতে ...।' প্রভাত, ১৮৮৮।

খ্যামটা [হি খেমটা] বিণ (সংগীত) খেমটা তালযুক্ত। 'মাতায় চাদর জড়িয়ে খ্যামটা নাচের উজ্জ্বল কচনের।' হুতোম, ১৮৬১।

খ্যামটায়ালি [হি খেমটায়ালি] বি নর্তকী। 'নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যামটায়ালি উপস্থিত হয়।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

খ্যাল [স] খেল-১ বি ভেসিকাবাজি। 'তুক তাক ময়ত্রস্ত কত সব খ্যাল।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

খ্যালনা [তুল হি খেলোনা] বি খেলার জিনিস। 'সেকলে চাল তলোয়ার, চীনে বাসন, গোকুর গলার ঘন্টা ... যত রাজ্যের খ্যালনা।' শিবরাম, ১৯৪০।

খ্যালা [স] খেল-১ বি খেলা। 'চুপি চুপি বহরুপী লুকাচুরি খ্যালা।' তত্ত্ব, ১৮৫৮। ২ ক্রি খেলা করা। 'নীলকরেরা অনরেরী মেজেটর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদন, গাদন ও শামটাদ খ্যালাতে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

খ্রীতানখর্ম [হি খ্রিস্টিয়ানা] বি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কর্ণপতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্রয় খ্রীতানদিগের উপাস্য দেবতা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

খ্রীতানখর্ম [হি খ্রিস্টিয়ানা+স ধর্ম] বি খ্রিস্টধর্ম। 'এই কি তোমার

খ্রীষ্টানধর্মের জিতেদ্রিয়তা? দীনবন্ধু, ১৮৬০।

খ্রীষ্টীয় [স ক্রিচ্চিয়ান+স ঈয়া] বিপ খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত। 'কোন ব্যক্তি রোম নগরীয় খ্রীষ্টীয় সমাজকে অগ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন?' অক্ষয়, ১৮৫৪।

খ্রিস্ট [ই ক্রাইস্ট] বিপ যিথ খ্রিস্ট। খ্রিস্টাশ্রয়ী [ই ক্রাইস্ট+স আশ্রয়ী] বিপ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বনকারী। 'খ্রিস্টাশ্রয়ী এলিয়ট এবং বৈদান্তিক হ্যাকসলি উভয়েই তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন ...।' শিব, ১৯৬০।

খ্রিস্টানি [স ক্রিচ্চিয়ান+স] বি খ্রী খ্রিস্টান নারী। 'যেতে দিবেন তো ওখানে খ্রিস্টাননিকে।' নজরুল, ১৯৩০।

খ্রিস্তান [ই ক্রিচ্চিয়ান] বি খ্রিস্টান। 'জরুর কেবল আছে যে খ্রিস্তান এহা না করুক।' মনোএল, ১৭৪৩।

খ্রীচ্চান [ই ক্রিচ্চিয়ান] বি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'ও-তে যেরকম হিন্দুর ব্রহ্ম লাভ, ত্রুশে যে রকম খ্রীচ্চানের গড লাভ।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

খ্রীষ্ট, খ্রীস্ট [ই ক্রাইস্ট] বি যিথখ্রিস্ট। দর্পণ, ১৮২৪।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী [ই ক্রাইস্ট+স ধর্মাবলম্বী] বিপ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। 'যে-জাতি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাহাদের দ্বারা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

খ্রীষ্টবাদী [ই ক্রাইস্ট+স বাদী] বি খ্রিস্টের মতবাদ অনুসরণ করে যে। 'খ্রীষ্টবাদীরা যে সকল অসার প্রমাণ প্রয়োগ করেন।' প্রচারক, ১৮৯৯।

খ্রীষ্টান [ই] ১ বিপ খ্রিস্ট প্রবর্তিত; খ্রিস্টের। 'খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবর্তি দিতে মহোদ্যোগী হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বিপ খ্রিস্ট ধর্মসম্বন্ধীয়। 'কর্ম প্রাপ্তি হেতু খ্রীষ্টান মতাবলম্বী হইলেও হইতে

পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৩ বি খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করেছে যে। 'খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচারকালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিপ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। 'আমি খ্রীষ্টান হইয়া যে সকল আশা সিদ্ধ করিব মনে করিয়াছিলাম ...।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

খ্রীষ্টানী [ই ক্রিচ্চিয়ান+স] ১ বিপ খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কিত। 'ইসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন।' সুখাকর, ১৮৯৩। ২ বি খ্রিস্টান সম্প্রদায়। 'জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বি খ্রিস্টান ধর্ম। 'খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টানী ছাড়িতে হইবে।' রোকেয়া, ১৯২১।

খ্রীষ্টাঙ্ক [ই ক্রাইস্ট+স অঙ্ক] বি যিথ খ্রিস্টের জন্মের পর থেকে গণনাকৃত বছর। 'খ্রীষ্টাঙ্কের প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর বৃদ্ধ গয়ার যে বোধিবৃক্ষ বিদ্যমান ছিল ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

খ্রীষ্টিয়ান [ই ক্রিচ্চিয়ান+স] বিপ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বনকারী। 'হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু।' দর্পণ, ১৮৩৭।

খ্রীষ্টিয়ানি [ই ক্রিচ্চিয়ান+স] বিপ খ্রিস্টানি। 'এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত।' মাইকেল, ১৮৬০।

খ্রীষ্টীয় [ই ক্রাইস্ট+স ঈয়া] ১ বিপ খ্রিস্টের জন্ম থেকে গণনাকৃত। 'অষ্টাদশ বৎসর পর খ্রীষ্টীয় ১৮৪৩ অব্দে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিপ খ্রিস্ট সম্বন্ধীয়। 'বাইবেল অনুবাদকণপ সেই ভাষার সর্ব অঙ্গে খ্রীষ্টীয় তিলক চিহ্ন দিয়া গিয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

খ্রীষ্টিয়ান [ই ক্রিচ্চিয়ান] বি খ্রিস্টান। 'ক্রিস্টিয়ানসংজ্ঞক খ্রীষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বিদিগের মধ্যে২ যে সংপ্রদায় আছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

খ্রীস্টমাস [ই] বি যিথখ্রিস্টের জন্মদিন। 'খ্রীস্টমাস ইতে খ্রীস্টমাস টি ছাপনা হলো।' অন্নদা, ১৯২৯।

গ বাংলা ব্রহ্মনের মধ্যে তৃতীয় বর্ণ। 'গ গগানো (মুমূর্ষু অবস্থা) গচ্ছানো (গচ্ছিত) গড়া (গঠন) ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গঅণ, গঅণা [স গগনা বি গগন। 'বাহ তু কামলি গঅণ উবেসে।' চর্য্য ৮, ১২০০; 'গিরন্তর গঅণন্ত তুসে যোলাই।' চর্য্য ১৬, ১২০০; 'মই অহরিল গঅণত গণিআ।' চর্য্য ৩৫, ১২০০; 'সরহ ভণই গঅণে পমাই।' চর্য্য ৩৮, ১২০০; 'অকট তু ভব গঅণা।' চর্য্য ৩৯, ১২০০।

গঅণাশ [স গগন+অগন] বি আকাশগঙ্গা। 'খরব বি ক্রিণ সংতাপে রে গঅণাশ গই পইঠা।' চর্য্য ১৬, ১২০০।

গঅন্দা [স গজেন্দ্র] বি গজেন্দ্র। 'মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।' চর্য্য ১৬, ১২০০।

গঅবর [স গজবর] বি হাতি। 'গঅবর সমরস সাকি গণিআ।' চর্য্য ১৭, ১২০০।

গআল [স গোপালক] বি গোপ। 'ধনে জনে মজাইলা গআলের মাইআ।' মালাধর, ১৫০০।

গই দ্র যাওয়া

গইন্দা [ফা গোয়িন্দাহ] বি গুণ্ডচর। বিদ্যা, ১৮৯১।

গইন্দাগিরি [ফা গোয়িন্দাহ-গিরি] বি গুণ্ডচরবৃত্তি: গোয়েন্দার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গইব [আ গায়ীবি] বিণ অদৃশ্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

গইবি [আ গায়ীবি] বিণ শুভ; আজুতবি। বিদ্যা, ১৮৯১।

গইরা [স গভীর] বিণ গভীর। মাগোএল, ১৭৪৩।

গউ [স গতম] বিণ গত। 'চালিঅ যবহর গউ নিবাসে।' চর্য্য ২৭, ১২০০।

গউড় [স গৌড়] বি গৌড়। 'সুখে আহ গউড় নগরে।' মুকুন্দ, ১৬০৫।

গউড়া [স গৌড়া বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ গউড়া ...।' ১৮, ১২০০।

গউন [স গৌণ] বি বিলম্ব। 'তিলেক গউন নাই তুরিত গমনে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গএ [স গয়া] > ক্রিণ গয়াতীর্থে। 'গএ গদাধর।' বড়, ১৪৫০।

গওনা [স গ্রন্থ] বি গহনা; অলংকার। 'কত গওনার শোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই তোলে না।' মশাররফ, ১৮৬৯।

গওর [আ ঘওরা] বি খেয়াল। 'কিছু গওর না করিয়া ...।' চিঠিপত্রে, ১৩৩১।

গওহর [ফা গওহার] বি মূল্যবান মতি। 'আনি গিবরাইল আজ হরদম দানে গওহর।' নজরুল, ১৯২৪।

গইকিশী বি নদীবিশেষ। 'একখানি হাসি। গইকিশী-জলে যেন বেহুলায় ভেলা।' জঙ্গীম, ১৯৩০।

গইখাঁদা [ও গ্রহণখণ্ডিয়া] বিণ উপরের ঠোট-কাটা। 'সাদাসিধে লোক কিন্তু জন্মাবধি গইখাঁদা।' প্যাঙ্গী, ১৮৫৮।

গঁদ [হি গৌদ] বি জিওল, বাবলা ইত্যাদি গাছের কষ থেকে তৈরি আঠা। ওস, ১৭৮৫; 'মুখে দিলে, না অম্ল, না মিষ্ট, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; সেমন, গঁদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।' বিদ্যা, ১৮৫১।

গঁদানো [হি গৌদ] > ক্রি আঠা লাগানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

গণড় বি গাছবিশেষ। 'দেবদান গণড় ময়না কাঁটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গণশ [স গগনা বি আকাশ। 'যেন মেঘ মহাঘোরে আসিয়া গণশ পরে।' গরীব, ১৭৬৫।

গগন [স] ১ বি আকাশ। 'মৃগদম কুচযুগ গগন মাঝার।' বড়, ১৪৫০; 'মেঘে আংশানিত হৈল গগন মণ্ডল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি স্বর্ণ। 'কত গগনবাসী অলরা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গগন-অগন [স] বি আকাশমণ্ডল। 'পূর্ণ কর রে গগন-অগন তাঁর বদনগানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গগনগমুজ [স গগন+ফা গমুজ] বি আকাশ রূপ গমুজ। 'আ-নীল গগনগমুজ-হোয়া।' নজরুল, ১৯৩০।

গগনচারিণী [স] বিণ স্ত্রী আকাশে বিচরণ করে এমন। 'কত গগনচারিণী তৈরী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গগনচারী [স] বি খেচর। 'স্বাধীন-গগনচারী, কাতরে নিশ্বাস সহস্র কন্দর হতে বাশ্প রাশি রাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গগনচূষী [স] বিণ আকাশস্পর্শী। 'ইহার অব্যবহিত উত্তরপ্রান্তে গগনচূষী ... কারাকোরামনাগী শাখা অবস্থিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গগন-ঢাক [স গগন+স ঢকা] বি প্রচণ্ড শব্দ করে এমন ঢাক। 'পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি।' নজরুল, ১৯২৪।

গগনদট [স] বি আকাশের প্রান্ত। 'মেঘের বেলা গগনদটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

গগনতল [স] বি আকাশের পৃষ্ঠ। 'জুঝে রে দানব সব কোটালের ঠাটে হান হান শব্দ করে গগনতল ফাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গগনপর্ধ্যট, গগনপর্ধ্যটক [স] বি আকাশচারী। 'গগনপর্ধ্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গগনপার [স] বি আকাশ। 'গগনপারের কারা আসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গগনবাসী [স] বিণ স্বর্গে বাস করে এমন। 'কত গগনবাসী অলরা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গগনবিচূষী [স] বিণ আকাশহোয়া। 'গগনবিচূষী তুষারকিরীটি হিমগিরি।' সিরাজী, ১৯১৮।

গগনবিদারি [স গগন+স বিদার] > বিণ আকাশ বিদীর্ণ করে এমন। 'মা ভূমি গগনবিদারি।' নজরুল, ১৯৩১।

গগনবিদারিণী [স] বিণ স্ত্রী আকাশ বিদীর্ণ করে এমন। 'গগনবিদারিণী বিদ্যুদ্ভাষা মানব জাতির দাস্যকর্মে নিযুক্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গগনবিদারী [স] বিণ আকাশভেদী। 'বৃহৎশের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ।' নজরুল, ১৯২৭।

গগনবিহারী [স] বিণ আকাশে বিহার করে এমন। 'মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাশ্রমে তাহার সম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।' জঙ্গীম, ১৮৯৫।

গগনবুক [স গগন-বক্ষ] > বি আকাশের মধ্যস্থল। 'প্রকৃতি শান্তমুখে/ ছুটায় গগনবুকে/ গ্রহভারাময় তার রং।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গগন-ডরা [স গগন+ডরা] বিণ আকাশ-জোড়া। 'এ গগন-ডরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গগনভাল [স] বি আকাশরূপ কপাল। 'অনল উঠিছে গগনভালে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

গগনভেদ [স] বি আকাশ ছেদন। 'তাহাই হিমালয়রূপে গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গগনভেদি [স গগনভেদী] বিণ আকাশ ভেদ করে এমন। 'তুলিবে গগনভেদি হাহাকার ধ্বনি।' গিরিশ, ১৮৮৩।

গগনভেদিনী [স] বিণ স্ত্রী আকাশ ভেদ করে এমন। 'কলপনা গগনভেদিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গগনভেদী [স] বিণ আকাশ ভেদ করে এমন। 'সঙ্গিগণ তিন বার গগনভেদী করে ...।' রাজ, ১৮৭৪।

গগনমণ্ডল [স] বি সমস্ত আকাশ। 'নিমিষেক জোড়ি মেঘ গগনমণ্ডল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গগনমণ্ডল [স] বিণ আকাশে আছে এমন। 'তিনি কখনও বা গগনমণ্ডল ভ্রিসজ্জা বৃহদাকার পদার্থ দর্শনে পরিতৃপ্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গগনময় [স] বিণ আকাশজুড়ে বিস্তৃত। 'তার কলধ্বনি দখিন হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গগনমার্গ [স] বি আকাশপথ। 'ক্রোধানল গগনমার্গে উজ্জীয়মান।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

গগন-মূল [স] বি দিগন্ত; আকাশপ্রান্ত। 'ওই যে পুরব গগন-মূলে/ সোনার বরন পালাট তুলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গগনযান [স] বি উড়োজাহাজ। 'এরোপ্লেন ও জেপলিন নামে অত্যন্ত গগনযানদ্বয় তদ্বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণস্থল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গগনলগ্ন [স গগনলগ্ন] বিণ আকাশছোয়া। 'শ্রাবস্তীপুরীর গগনলগ্নে প্রাসাদে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গগনললাটি [স] বি দিগন্ত। 'অবারিত মাঠ, গগনললাটী ক্রমে তব পদধূলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গগনশির [স] বি আকাশপ্রান্ত। 'যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা শোভে গো গগনশিরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

গগনস্থ [স] বিণ আকাশে অবস্থিত। 'ষোড়শী পূর্ণযৌবনবতী হয় তখন গগনস্থ চন্দ্রের যেরূপ রাহু গ্রহণের শঙ্কা হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

গগনস্থিতি [স] বি আকাশের অবস্থান। 'চলিল মন্দাকিনী ছাড়িআ গগনস্থিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গগনস্পর্শী [স] বিণ আকাশ স্পর্শ করতে চায় এমন। 'মধ্যে মধ্যে ... গগনস্পর্শী চূড়াসঘলিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকাশ্রেণী।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গগনস্পর্শী [স] বিণ আকাশছোয়া; আকাশকে স্পর্শ করে এমন। 'গগনস্পর্শী প্রলয় অনলাকার হইল।' রামরায়, ১৮০১।

গগনান্ন [স গগন-অন্ন] বি আকাশ রূপ অন্ন। 'পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় উর্ধ্বতর প্রেম গগনান্নে।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

গগলস, গগলুস [হি] বি রোদ থেকে চোপকে আরাম দেওয়ার বিশেষ রত্নিন চণমা। 'তাহাদের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগলুস ছিল।' রোকেয়া, ১৯৬২; 'রাতও গগলস-পরা।' মাল্লান, ১৯৬৮।

গগ্গানো [ক্রি] কালযাপন করা। 'পাশায় গগ্গাইলে দিন মর্যাদা করাইলে হীন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গগ্গ [স গগ্গা] বি গগ্গা। 'মালতি মাল সিরে নহ গগ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গগ্গা [স] ১ বি নদীবিশেষ। 'যেহু শোভ করে সুমেক গগ্গার ধারে।' বটু, ১৪৫০। ২ বি হিন্দু দেবীবিশেষ। 'গগ্গা গগ্গা বলি বহু করিলা শ্রবন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি গগ্গানদীর জল। 'অন্তে শ্রীশ্রী - গগ্গা দিবে।' ওর্সা, ১৭৮৪।

গগ্গাজল [স] বি গগ্গা নদীর জল। 'গগ্গাজলে পৈস গলে কলসি বাকিও।' বটু, ১৪৫০।

গগ্গাজলি [স গগ্গাজল] বি হাতে গগ্গার জল নিয়ে শপথ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গগ্গাজলিআ [স গগ্গাজল] বিণ গগ্গাজলের বর্ধাবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

গগ্গাজলী [স গগ্গাজল] বিণ গগ্গার পানির মতো পেরুয়া রংবিশিষ্ট। 'একই যোড়া গগ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক ...।' দর্পণ, ১৮২৬।

গগ্গাতীর [স] বি গগ্গার কিনারা। 'গগ্গাতীরে বহুযায়মুক্ত মারুকী নগরী।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গগ্গা দেন্তন বি মৃত্যুর আগে মুখে গগ্গাজল দেওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

গগ্গাধর [স] বি হিন্দুসেবতা শিব। 'গগ্গাধর হর শ্মশান বিহারী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

গগ্গাধারা [স] ১ বি গগ্গার জলপ্রবাহ। 'গগ্গাধারা মিশবে নাকি কালে যমুনাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি গগ্গাজলের ছিটা। 'তার, প্রসাদিমুখ পাই যদি মা/ গগ্গাধারাও চাইনা শিরে।' নজরুল, ১৯৩৫।

গগ্গা পাণ্ডয়া, ভাগের মা - 'ভাগের মা গগ্গা পায় না অর্থাৎ মাকে গগ্গাযাত্রা কখনো এক বিবাহ লেটো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গগ্গা পার করে দেওয়া [ক্রি] সজ্জানে মৃত্যুর মুখে ঢেলে দেওয়া। 'তার গালে চূণ কলি দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে গগ্গা পার করে সেই।' উমেশ, ১৮৫৭।

গগ্গাপুত্র [স] বি মৃতদেহ দাহকারী সম্প্রদায়ের মানুষ। 'গগ্গাপুত্র ১০০০।' দর্পণ, ১৮৩০।

গগ্গাপ্রান্তি [স] বি মৃত্যু। 'তোমার ভাই অনুপমের হৈল গগ্গাপ্রান্তি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮৩।

গগ্গাকড়িৎ [স গগ্গা+স পতঙ্গ] বি সবুজ রঙের এক জাতের পতঙ্গ। 'গগ্গাকড়িৎ লাফিয়ে চলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গগ্গাকল [স গগ্গা+স ফল] বি কচ্ছপের ডিম। 'গগ্গাকল তার নাম অমৃত অসীম।' ভারত, ১৭৬০।

গগ্গাবন্দনা [স] বি গগ্গার পূজা। 'ওগুর্বন্দনা, গগ্গাবন্দনা ও দাতাকর্ণাদি বাহ্যর সমুদয় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

গগ্গাবাস [স] বি গগ্গার তীরে বসবাস। 'প্রভুর আজ্ঞাতে বেঁচে কৈল গগ্গাবাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গগ্গামুস্তিকা [স] বি তিলক। 'নবাবাবু খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে গগ্গামুস্তিকা, কমা ও থুংকড়ি গায়ে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।' গার্লী, ১৮৫৮।

গগ্গা-যমুনা [স] বি শিশুভাষ্য লোকসঙ্গীতবিশেষ। 'গগ্গা-যমুনা খেলায় কোনখানায় ভাল তাক হয়।' বিভূতি, ১৯২৯।

গগ্গা যমুনা হয়ে যাওয়া [ক্রি] সহাবস্থান করা। 'কেশগুলি শাদা কালোয় গগ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গগ্গাযাত্রা [স] বি গগ্গাজল স্পর্শ করে মরার জন্য মূর্খ ব্যক্তির

গঙ্গাতীরে গমন। 'অমুরের মাতাকে গঙ্গাযাত্রী করাইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

গঙ্গাযাত্রী [সি বি মৃত্যুপথযাত্রী। 'বসছে উঠে গঙ্গাযাত্রী - সহমরণ করছি দাবী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গঙ্গালাভ [সি বি মৃত্যু। 'অত্যন্তব্যয়রূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

গঙ্গাসাগর [সি বি গঙ্গা নদী যে স্থানে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে - প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। 'তাহা এইক্ষেণে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

গঙ্গান্নান [সি বি গঙ্গা নদীর জলে অবগাহন; হিন্দুমতে পুণ্যান্নান। 'যথোচিত ক্রিয়া করি গঙ্গান্নান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গঙ্গাস্রোত [সি বি গঙ্গার পানিপ্রবাহ। 'গঙ্গাস্রোতে হস্তিনাপুর ভগ্ন হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গঙ্গোদক [সি গঙ্গা-উদক বি গঙ্গাজল। 'তিল তুলসী গঙ্গোদক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গঙ্গোদ্রী [সি বি হিমালয়ের প্রান্তবর্তী হিন্দু তীর্থস্থানবিশেষ। গঙ্গোদ্রীশিখর [সি বি হিমালয় পর্বতের গঙ্গোদ্রী নামক হিমবাহের চূড়া। 'জগতের গঙ্গোদ্রীশিখর হতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গঙ্গোপাধ্যায় [সি বি হিন্দু ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'বরানগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

গচ [সি গাছ বি ঘনত্ব। বিদ্যা, ১৮৯১।

গচানো [পা গছ> ক্রি চাপানো; গোছানো। 'গচাইয়া এড়িলেক জমুনার ঠাই।' মালাধর, ১৫০০। দ্র গছা

গচ্চা [পা গছ> বি অথবা ব্যয়। 'চার চারটা টাকা গচ্চা গেল।' শিবরাম, ১৯৭০।

গচ্ছা [পা গছ> ক্রি চলে যাওয়া। গচ্ছিত্তি ক্রি চলে গেলে। 'গচ্ছিত্তি বৈকুণ্ঠ দেবদেবে।' মালাধর, ১৫০০।

গচ্ছা [পা গছ> বি ক্ষতিপূরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গচ্ছিত [পা গছ> বিপ সঞ্চিত। 'সামুদায়িক বস্ত্র দুই আতর স্থানে গচ্ছিত হইল।' রামরাম, ১৮০১।

গছ [সি গাছ] ১ বি বাকের ডার। 'চিনির পুরিআ নিল গছ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ঘনত্ব। বিদ্যা, ১৮৯১।

গছা, গছানো [পা গছ> ১ ক্রি চাপানো। 'বল করি খেওয়া রাজা গছাইল মোরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি গচ্ছিত করা। 'লেজ কাটি গছায় ফুলের বরাবরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি কৌশলে সঞ্চয় করা। 'সেইখানে ধনজন গছাইয়া থো।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ ক্রি অর্পণ করা। 'গছাল।' বিদ্যা, ১৮৯১। দ্র গচানো

গছিয়া [সি গছ] বি গাছ। 'মোরাহি রে অংগনা চানদকেরি গছিয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গজ [সি] ১ বি হাতি। 'অসংখ্য তুরগ গজ রথ দাসদাসি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি দাবা খেলার বৃত্তিবিশেষ; বিশপ। ওয়া, ১৭৮৫; 'George হচ্ছে দাবার নৌকা, আর তুমি গজ।' প্রমথ, ১৯১৫।

গজকচ্ছপ [সি] বিপ অত্যন্ত প্রতিঘৃণিতাপূর্ণ। 'লাগিয়াছে সেহে গজকচ্ছপ রণ।' নজরুল, ১৯৩১।

গজকন্দা [সি গজকন্দা] বিপ হাতির কঁধের মতো মোটা কাঁধবিশিষ্ট। 'গজকন্দা চেহারার মানুষের মনের বিমর্ষতা।' জীবন, ১৯৩২।

গজ-কপালিয়া [সি গজ-কপাল] বিপ খুব ভাগ্যবান। 'আপনে হৈলেন গজ-কপালিয়া মানুষ।' মনসুর, ১৯৫৩।

গজকুল [সি] বি হাতির মাথার উপরের কলস আকৃতির মাংসপিণ্ড। 'সুররাজগজকুল কুচমূল।' বড়ু, ১৪৫০।

গজগড়ি [সি গজ+স গড়>] বিপ হাতির হাঁটার মতো আয়েশি গতিসম্পন্ন। 'হেন বুলী রাধা কলসী লণ্ডা জ্ঞাএ গজগড়ি ছাদে।' বড়ু, ১৪৫০।

গজগমা [সি গজ+স গমন] বি হাতির গতির মতো চলে যে। 'দেখিতে আইসে গজগমা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজগামিনি [সি গজগামিনি, সম্বোধনে ই-কারা বি স্ত্রী হাতির মতো সুন্দর ও মহুর গতিতে চলে এমন ব্যক্তি। 'ইউসি আনহ গজগামিনি রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গজগামিনী [সি] ১ বিপ স্ত্রী হাতির মতো চলনবিশিষ্ট। 'গজগামিনী, গোয়ালিনী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিপ বীরগতিবিশিষ্ট। 'এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গজগিরি [সি বি কুমারি পাড়ে শান-বাঁধানো চতুর। 'ঐ কুণ্ড সকল চতুর্দিশে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা।' দর্পণ, ১৮২৩।

গজঘড় [সি গজ> বি হস্তিবাহিনী। 'বিষম অতিবড় আইসে গজঘড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজঘটা [সি বি হাতির গলায় বাঁধা ঘন্টা। 'গজঘন্টা বাজে উত্তরায়ণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজঘোটি [সি গজ>] বি হাতির পিঠে বিছানোর বস্ত্র। 'চামর পামরি ভোট সন্ধ্যাত গজঘোটি পদ্মি সতরঙ্গ লাখে লাখে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজ-ঢাক [সি গজঢাকা] বি হাতির গলায় বাঁধা হয় যে বাদ্যযন্ত্র। 'চলেন যেন ব্যাংটি হো হো উ-র গজ-ঢাক গাল পুকা।' নজরুল, ১৯২৬।

গজদন্ড [সি বি হাতির দাঁত। 'আসুলে অসুদী পরি বিচির রন্তনে জড়ি করে গজদন্তের কন্তন।' সুশান্তনু, ১৭০০।

গজদন্তময় [সি] বিপ হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। 'স্বর্ণ ও রত্নপ্রচিত গজদন্তময় যান, বহুমুগা শয্যা...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গজপতি [সি বি হাতিশ্রেষ্ঠ। 'অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি।' বাহরাম, ১৬৫০।

গজপীঠ [সি গজপৃষ্ঠ] বি হাতির পিঠ। 'গজপীঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজবল [সি বি গজারোহী সৈন্য। 'পাইয়া কুশজল উঠিল গজবল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজবাজি [সি বি হাতি ও ঘোড়া। 'কৌতুক দেখন্তি বেড়ি গজবাজি রথে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গজবেশি [সি গজ>] বি হাতির পিঠের উপর যে বাদ্য বাজানো হয়। 'রায়বেশি গজবেশি বাজে রত্নবীণা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজবৃন্দ [সি বি হাতিসমূহ। 'সংগ্রামপরিচালনাকার্যে গজবৃন্দের সহায়তা আর গ্রহণ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গজভূত কপিত্ব ফল [সি বি অস্তঃসারশূন্য ফল। 'নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভূত কপিত্ব ফলের শস্যের ন্যায়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

গজমতি, গজমতী [সি গজমৌক্তিক] বি হাতির মাথায় উৎপন্ন কল্পিত

মানিকবিশেষ। গজমতি হার। গজমতি+স হার। বি গজমতির মালা।
'তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার।' বড়, ১৪৫০; 'রানী গলার গজমতি
হার দেখিয়ে বললেন ...।' অবন, ১৮৯৬।

গজমুক্তা [স গজ+স মুক্তা] বি হাতির মাথায় উৎপন্ন হয় এমন
কল্পিত মুক্তা। 'হৃদয়ে কাঞ্চী গজমুক্তার হার।' বড়, ১৪৫০।

গজমুক্তা [স] বি হাতির মাথায় উৎপন্ন হয় এমন কল্পিত মুক্তা।
'গজমুক্তা শোভে গুণ্ড গুণ্ডির সদনে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

গজমুতি, গজমুতী, গজমোতি [স গজ+স মৌক্তিক] বি হাতির
মাথায় উৎপন্ন হয় এমন কল্পিত মুক্তা। 'গাছে লাগি হিজিল সকল
গজমুতী।' বড়, ১৪৫০; 'যেন বিগঠ গজমুতি।' বাহরাম, ১৬৫০;
'গলে হার গজমোতি কৃপা কর সরস্বতী।' রূপরাম, ১৭৫০।

গজমূর্খ [স] বি নিরেট মূর্খ। 'রে গজমূর্খ! বলি প্রতুপাদ।' নজরুল,
১৯৩১।

গজমূখ [স] বি হাতিসমূহ। 'রণে মুখনাথ সহ গজমূখ যথা.'
মাইকেল, ১৮৬১।

গজরাজ [স] বি গজশ্রেষ্ঠ। 'গজরাজপতি পরিমল পরিজ্ঞাত।' বড়,
১৪৫০।

গজরাজক [স] বি গজরাজ। 'পল্লবরাজ চরনভূষণ সোভিত গতি
গজরাজক ভানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গজরাজি [স] বি হাতির দল। 'গজ রাজি সারি ২ লক্ষে ২ দাঘ
দাঘী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গজস্কন্ধ [স] বি গজ হাতির ঘাড়ের মতো। 'সিংহরীষ গজস্কন্ধ
কমলনয়ন।' বৃন্দা, ১৫৮০

গজাদি [স] বি হাতি এবং অন্যান্য পশু। 'বাদ্যের গভীর শব্দ গজাদি
চিকর।' ফজলুসো, ১৮৭৬।

গজারূঢ় [স গজ-আরুঢ় বিগ হাতিতে সওয়ার। 'গৃহীতারূঢ় গজারূঢ়
হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।' হরপ্রসাদ,
১৮১৫।

গজান্তরূপ [স] বি হাতির পিঠের আবরণ। 'মুকতারসি এবং গজান্তরূপ
আনয়নের বিষয় উক্ত পর্কে সন্নিবেশিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গজেন্দ্র [স] বি শ্রেষ্ঠ হাতি। 'গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন.'
বৃন্দা, ১৫৮০।

গজেন্দ্রগমন [স] বি সেয়া হাতির গতিতে গমন। 'গজেন্দ্রগমনে
ককশন্তরে গমন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

গজেন্দ্রগামিনী [স] বি স্ত্রী হাতির ন্যায় হেলেদুলে মধুর গতিতে চলে
এমন রমণী। 'স্থল নিত্যমিনী মধুরভাষিনী গজেন্দ্রগামিনী।' ভবানী,
১৮২৫।

গজেন্দ্রবদন [স] বিগ হাতির মতো মুখবিশিষ্ট। 'গীর্বাণপ্রধান দেব
গজেন্দ্রবদন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গজেন্দ্রধর [স গজ-ঈশ্বর বি হাতি চালক। 'একশত ছত্রধারী সভানের
অধিকারী/ধবল অরুণ গজেন্দ্রধর।' বাহরাম, ১৬৫০।

গজ [ফা] ১ বি পরিমাপের একক; ৩৬ ইঞ্চি পরিমাপ দৈর্ঘ্য। 'প্রথমে
করিল সজ দিবে ডিঙ্গা শত গজ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২-বি কাপড়
মাপার কাঠি। 'কাপড়-মাণা গজ দিয়া ...।' মানিক, ১৯৩৬।

গজকাঠি [ফা গজ+স কাঠিকা] বি একগজ পরিমাপক কাঠি।
'গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিতবস্তুর পরিমাপ হয় না।'

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গজবর [ফা] ক্রিবিগ গজকাঠির মাপ অনুযায়ী। 'হরেক গান কাপড়
তজবিজ করিয়া লইবা গজবর ও গোছে হরগিজ।' হ্যালাহেড,
১৭৭৩।

গজগজ [ধন্য] ১ বিগ অসন্তোষ প্রকাশক অস্পষ্ট উক্তি করে এমন।
'চলে খচখচ রাগে গজগজ জুতা মচমচ তানে।' সুকুমার, ১৯২০। ২
বি অসন্তোষ প্রকাশক শব্দ। 'গজগজ করে ওঠে।' জীবন, ১৯৩২।

গজগজানো [ক্রি অসন্তোষ প্রকাশ করা। 'মনুমিয়া আপন মনে
গজগজানো।' সেলিনা, ১৯৭৫।

গজব [আ গজব] ১ বি বিপদ। 'কোন দোহে এলাহী গজব এয়াছা কইল।'
গরীব, ১৭৬৫। ২ বি অভিশাপ। 'খোদার গজব সতুরই নাজেল
হইবে।' মোসলেম, ১৯২৫।

গজব নাজেল হওয়া ক্রি সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ কার্যকর হওয়া।
'কোন পাগে এমন গজব নাজেল হলো।' আলোউদ্দিন, ১৯৭১।

গজব নামা ক্রি বিপদ ঘনানো। 'আপামী বছর যে গজব নেমে
আসবে তাতে সন্দেহ নেই।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৪।

গজবি [আ গজব] বি বিপদ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গজর [হি] বি কাল নির্দেশক ধনি বা ঘণ্টা। 'দুই প্রহরের ঘড়ি গজরের
তড়বড়ি।' ভারত, ১৭৬০।

গজর গজর [ধন্য] বি বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশক অস্পষ্ট উক্তি। 'যুদ্ধে
হুসে মানিয়া নিবারণ গজর গজর করিতেছে।' মানিক, ১৯৪০।

গজরানো [স গর্জন] ১ ক্রি আক্রোশে গর্জন করা। 'শাওতী মাগী যেন
বিষন্ত বাগিনীর মত গজরাতে লাগলো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ ক্রি
চাপা গর্জন করা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গজরাতে গজরাতে তার পিছু-পিছু
যাই।' শিবরাম, ১৯৭০। গজরিয়ে ক্রি গর্জন করে। 'অমনি সে
গজরিয়ে উঠে সুখপাথিরে হানা দেয়।' লালন, ১৮৯০।

গজল [আ] ১ বি (সঙ্গীত) ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি মতো এক শ্রেণীর
গান। 'টরা, নব্রা, জঙ্গলা, গজল ও রেজা গাইবা পট্টাকে কশিত
করেন।' প্যারী, ১৮৬১। ২ বি প্রশংসাপীতি। 'চৈতী রাতের গাইত
গজল বুলবুলিয়ার বর।' নজরুল, ১৯২৫।

গজস্তা [আ গজল] বি হইচই। 'তাড়ি খেয়ে গজস্তা বাধাবে রাত-দুপুরে.'
শ্যামল, ১৯৬৭।

গজা, গজানো ১ ক্রি অনুগমন করা। 'পার উআরে সোই গজিই।' চর্যা
৩২, ১২০০। ২ ক্রি জ্ঞানো। 'ও জটা কি গজিয়েছে?' গিরিশ,
১৮৮৭। ৩ ক্রি অক্লুরিত হওয়া। 'আবার নতুন নতুন পাতা
গজাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ ক্রি পরানো। 'তার গায়ে গজাইল
কাপড়ীরা শাশি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ৫ ক্রি অনুভূত হওয়া। 'একটা
প্রব্রের চারাগ মনে গজাতে দিয়ে ...।' পাশা, ১৯৭১।

গজিয়ে ওঠা ক্রি জ্ঞানো। 'বরফ গলার দিনে গাছপালা গজিয়ে
উঠতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গজা [স গজা] বি ময়দা দিয়ে তৈরি শুকনা মিষ্টান্নবিশেষ। 'বাজা গজা
সরভাজা অতি সুমধুর কাঁচাপোড়া বাদামতক্তি আতা অনুপাম।'
ভবানী, ১৮২৫।

গজাড় [স গজ+অরি] বি গজারি; একজাতীয় গাছ। 'কি গজাড় জঙ্গল
সারা পাহাড়েরে' বিভূতি, ১৯৩৮।

গজার [স গজারি] বি গজারি গাছ। 'বড় গজার জঙ্গল।' বিভূতি,
১৯৩৮।

গজারি [স] বি গাছবিশেষ। 'গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটাবাঁশ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

গজারুঢ় দ্র গজ

গজাল [ফা গজ<] বি বড়ো আকারের পেরেক। মানোএল, ১৭৪৩: 'না বুঝিত ত মগজ তোর গজাল মেরে গোঁজাব।' সুকুমার, ১৯৮১।

গজি [ফা গজ<] ১ বি মোটা কাপড়। ক্যালগে, ১৭৮৪। ২ বিণ গজ পরিমাণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গজেন্দ্র দ্র গজ

গজেশ্বর দ্র গজ

গজ ১ বি বন্য জন্তু। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বর্বর। মানোএল, ১৭৪৩।

গজনা [স গজনা] বি তিরস্কার। 'কহিতে লাগিলা মাতা বচন গজনা।' বাহরাম, ১৬৫০।

গজ [ফা] বি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান। 'যে কেহ গজ মজকুরে উত্তরিবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

গজগ্রাম [ফা গজ+স গ্রাম] বি হাট সংলগ্ন গ্রাম। 'গজ-গ্রামের রাস্তায়, মাঠের আলো হাঁটবে।' হাসান, ১৯৬০।

গজপাতা [ফা গজ+স পতন] বি বাণিজ্য স্থান ও বসতি। 'বিশাশয় গজপাতা বাইশ বাজার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গজন [স] ১ বি তিরস্কার। 'সে জন কন্যার পতি দেবকুলে কেবল গজন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বদনাম; দুর্নাম। 'সতে করে কানাকানি না ঘৃণিত কুলের গজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজনা [স] বি তিরস্কার। 'জানাইল গজনা আঁহার।' বাহরাম, ১৬৫০।

গজনি [স গজন<] বিণ গজনা দেয় এমন। 'তন গজনি উত্তমধীশগা খজন-গজনি রামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গজিত [স] ১ বিণ তিরস্কৃত। 'বীণাগজিত মজ্জাবিশী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ গজনাগ্রাস্ত। 'কত দিনে রাতে অপমানঘাতে আছি নতশির গজিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গজল বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগ ধানশী। গজল।' বড়ু, ১৫৭০।

গজা [স গজন] ক্রি তিরস্কার করা। 'আম্বাক গজিহ বাড়ায় নির্ভয় মনে।' বড়ু, ১৪৫০। গজএ ক্রি তিরস্কার করে। 'গতি গজএ গজরাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। গজি ক্রি গজনা করে। 'আনিয়া আমারে গজি শ্রবণ করালো গজি।' মুকুন্দ, ১৬০০। গজিআ ক্রি তিরস্কার করে। 'বীরকে গজিয়া তারা কহে কটু কথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। গজিতে ক্রি তিরস্কার করতে। 'গজিতে লাগিল দুজ্জোধনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। গজিব ক্রি তিরস্কার করবে। 'বৃদ্ধ কালে লোক সবে গজিব আম্বারে।' সুলতান, ১৭০০। গজিয়া ক্রি গজনা করে। 'নিহঁর বচন বলে গজিয়া কোঁটাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। গজিল ক্রি তিরস্কার করলো। 'উমর রস্তাব প্রতি বহুল গজিল।' সুলতান, ১৭০০। গজিহ ক্রি গজনা দিয়ে। 'আম্বাক গজিহ বাড়ায় নির্ভয় মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

গজি [হি] বি ব্রিটেনের এফেনেজি দ্বীপে উদ্ভাবিত জামার নিচে পরার বোনানো বস্ত্র। 'সে গজি গায় দিয়া ঝড়ম পায়েই ঘরের বাহির হইয়া পড়ে।' মনসুর, ১৯৫৫। দ্র গজি

গজিকা [স] বি গাজা। গজিকাশাস্ত্র বি গাজায়ুরি শাস্ত্র। 'গজিকাশাস্ত্রকে গজিকাশাস্ত্র বলে গণ্য করে।' প্রথম, ১৯০৫।

গজিত দ্র গজনা

গজিফা [ফা গনজ্জফাহ] ১ বি ১৪৮ আসের খেলা। 'গজিফা খেলায় সকটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি তাস। মানোএল, ১৭৪৩।

গজীয়াত [ফা] বি গজসমূহ। শৌভে, ১৭৮৯; 'গজীয়াত ও বাজার।' চেহী, ১৭৯২।

গট [স ঘট] বিণ স্থির; নিশ্চল। বিদ্যা, ১৮৯১: 'ওর মনটি ও তেমনি ওর অন্তঃকুরটির মধ্যে দিবা গট হয়ে বসে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গট গট [ধন্য] ১ বি জুতা পায়ে হাঁটার শব্দ। 'গট গট করে চলতে চলতে গাভ্র আমার দিকে একটু তাকালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বি দস্ত পা ফেলার শব্দ। 'গটগট করে বেরিয়ে যায় সালু আপা।' শামসুল, ১৯৫৭।

গটর গটর [ধন্য] বি দম্ভভরে দৃঢ় পদক্ষেপে চলার শব্দ। 'ফুটপাতে গটর-গটর করে তল দেয়।' মুজতবা, ১৯৫২।

গটরা [আ গটরাহু] বি ভুল শব্দ। 'ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে।' হুতাম, ১৮৬১।

গঠন [স] ১ বি নির্মিত বস্তু। 'সকলে সুবর্ণ দর্বা জতেক গঠন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি নির্মাণ। 'পুর মধ্যে বইসে নড়ি নানা বর্ণে গড়ে চড়ি ছৌ দিয়া করয়ে গঠন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি গড়ে তোলা। 'ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা জাতি গঠন আরম্ভ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি আকার; অবয়ব। 'শারীরিক গঠন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সম্য আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গঠনকার্য [স] বি নির্মাণ কাজ। 'সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য।' কবীন্দ্র, ১৯০৫।

গঠন-গঠন [স গঠন<] বি শারীরিক গড়ন। 'ওই মেয়েটির গঠন-গঠন চলন-চোলন ভালো।' জঙ্গী, ১৯২৮।

গঠনতন্ত্র [স] বি রট্র অথবা কোনো সংগঠনের সংবিধান বা কাৰ্য্যপ্রণালী। 'এক প্রকারের গঠনতন্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গঠনতাত্ত্বিক [স] বিণ গঠনতত্ত্ব সংক্রান্ত। 'কোনো একটি লীসের গঠনতাত্ত্বিক ব্যাপারের স্থিতিটির আলোচনা ...' আজাদ, ১৯৪৩।

গঠননীতি [স] বি গঠনপ্রণালী। 'তখন তার গঠননীতি ও রূপকর্ম থাকবেই না।' ঘূর্জি, ১৯৩১।

গঠনপত্রিকা [স] বি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিমালা। 'ইস্কুল বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার গুপে ভোর দিয়াছিলো।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গঠনপ্রকৃতি [স] বি গঠিত হওয়ার ধরন বা বৈশিষ্ট্য। 'ভাষার এ রূপ তার ধনি ও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে।' হাই, ১৯৫৮।

গঠনপ্রণালী [স] বি গঠনপদ্ধতি। 'গঠনপ্রণালী এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন।' নজরুল, ১৯২৬।

গঠন প্রতিভা [স] বি উদ্ভাবনী বুদ্ধি। 'এই কলেজ-তাড়িত ... মজিদের মধ্যে এমন গঠন প্রতিভা ছিল।' মনসুর, ১৯৫৫।

গঠনমূলক [স] বিণ গঠনের সহায়তা করে এমন। 'সমাজের উন্নতি, গঠনমূলক কার্য ...' এসলাম, ১৯৩৪।

গঠনশক্তি [স] বি সৃজনশীলতা। 'মানুষ ... নিজেরই গঠনশক্তি ধীশক্তি ইত্যাদির পরিচয় দিতে চেয়ে রচনা করলে কিছু।' অবন, ১৯২৫।

গঠনিয়া [স গঠন<] বিণ রচক। মানোএল, ১৭৪৩।

গঠনীয় [স গঠন<] বিণ গঠনযোগ্য। 'বিষমস্ত প্রাচীন ও গঠনীয়

নবমূল্যবোধহীন অন্তর্বর্তীকাল - সমাজতত্ত্বে যাকে বলে anomy ।
মুরশিদ, ১৯৭০।

গঠা [স গঠন>] কি গঠন করা। 'চন্দ্রমণি সূর্যমণি পঠ ভূই বাট।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পঠিছে** কি গঠিত হয়েছে। 'নিজ করে যত্নে কি গঠিছে করতার।' *আলাওল*, ১৬৮০। **পঠিয়া** কি গঠন করে। 'আদমের পাইয়া বিধি গঠিয়া রূপের নিধি।' *কুজরাম*, ১৭২০। **পঠিল** কি গড়ে তুললো। 'বিধি কার জন্য, গঠিল বাটে।' *রামশ্রদাস*, ১৭৮০। **পঠি** কি গঠন করে। 'সেই সে সবল গঠে সকল ভাস্রএ।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'মৃত্তিকা আনিয়া গঠে।' *কুজরাম*, ১৭২০। **গঠেছে** কি গঠন করেছে। 'করে অতি আশ্রব ভাঙা গঠেছে সাঁই মানুষ-মকা।' *লালন*, ১৮৬০।

গঠিত [স] বিণ নির্মিত। 'ভূতলে অতুল সভা - কটিকে গঠিত; তাহে শোভে রত্নরাঞ্জি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গড় [হি] বি দ্বন্দ্ব। 'ও গড় ও গড় গড় লেখে বাইরেলে/ ঈও কি তোমার শিত ঠরসের ছেলে।' *গুণ*, ১৮৫৮।

গড়া [স গঠনা] কি গড়িয়ে পড়া। 'অতি শঙ্ক হৈয়া শেষে ভূমে পড়ে গড়ি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গড়ডল [স] বি ভেড়া। 'মৃৎ মুক গড়ডলেরে'দিই যেন বলি রজুপিপাসিত হুপে।' *স্বীকৃত*, ১৯৩২।

গড়লবুস্তি [স] বি গাড়লপনা। 'গড়লবুস্তিই তখন তার বিবেকের মুখ্য অবলম্বন।' *শিব*, ১৯৫০।

গড়ডরিকা [স] বি এক মেঘের অনুসারী মেঘদল। 'তবৎসংসর্পি গড়ডরিকাবলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গড়ডালিকা, **গড়ডালিকা** [স] বি স্ত্রী মেঘ। 'শার্দ্দল কি গড়ডালিকা সবাখ্যিকা দর্শনে সঙ্গুচিত হয়?' *দীনবন্ধু*, ১৮৭০।

গড়ডালিকাগ্রবাহ, **গড়ডালিকাগ্রবাহ** [স] ১ বি ক্রিবেদনাহীন অনুসরণ। 'গড়ডালিকাগ্রবাহ শব্দের গ্রয়োগ পথিতেরা করিয়া থাকেন।' *রামমোহন*, ১৮২৩; 'এখনো অনুকরণের গড়ডালিকা গ্রবাহেই ভাসিয়া চলিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪২। ২ বি এক মেঘের অনুবর্তী মেঘদল। 'গড়ডালিকাগ্রবাহ ঐরাবতীগ্রবাহে নিমগ্না হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গড়ডালিকাগ্রবাহী [স] বিণ গতানুগতিক। 'নেতাদের মধ্যে তার অপ্রভুলতা একানকার রাজনীতিককে গড়ডালিকাগ্রবাহী এবং উচ্ছাসনির্ভর করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

গড় [স গর্ত>] ১ বি দূর্ণ। 'আকাশপ্রমাণ লঙ্কার গড়।' *বড়*, ১৪৫০। ২ বি গর্ত। 'ধাকের মধ্যে ইন্দুর গড় করিয়াছিল।' *চিঠিপত্র*, ১৮১৭। ৩ বি গড়ান; ঢালু স্থান। 'রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৪ বি আচ্ছাদন। 'এক ছড়া যুঁই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি সবেষ্টন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

গড়খাই [গড়+স খাত>] বি পরিবেষ্টক জলখাত। 'কেহ গিয়া পড়ে গড়খাইর ভিতরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গড়খাই-করা [গড়খাই+করা] বিণ নির্দেশিত। 'এইজন্য গুস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

গড়চক্র [গড়+স চক্র] বি দূর্ণের প্রাচীর। 'লক্ষ্যেতে উল্লক্ষেতে, ধাবনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে ... নিপুণ হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। **গড়চক্র-ভেদ** [গড়+স চক্র-ভেদ] বি দূর্ণের প্রাচীর ভিঙানো। 'লক্ষ্যেতে উল্লক্ষেতে, ধাবনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে ... নিপুণ হও।'

মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

গড়-বন্দি, **গড়বন্দী** [গড়+ফা বন্দি] বিণ প্রাচীর ঘেরা; অবরুদ্ধ। 'চারিদিকে গড় খুঁদে গড়বন্দী কইল।' *গরীব*, ১৭৬৫। 'ইহার বাটার চতুর্দিকে গড়-বন্দি ছিল।' *গুণ*, ১৮৫৫।

গড়বাসী [গড়+স বাসী] বি দূর্ণের অধিবাসী। 'কহাডয় উপজিল গড়বাসী মনে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গড়ভুক্ত [গড়+স ভুক্ত] বিণ গড়ের সঙ্গে যুক্ত। 'যাহ্যো দামোদর নদ গড়ভুক্ত বাকা নদ।' *রামশ্রদাস*, ১৭৮০।

গড়ের বাদ্য বি বিলাতি ব্যান্ডের বাজনা। 'কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বাজনা দিতে আদেশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গড়ের মাঠ বি মধ্য কলকাতার সবচেয়ে বড়ো মাঠ। 'কাজল ... গড়ের মাঠ দেখিল।' *বিকৃতি*, ১৯৫১।

গড় [স গল] বি মাটিতে নিচু হয়ে প্রণাম। 'শিব শিব বলি সাতবার করে গড়।' *কেতক*, ১৬৫০।

গড় করা কি প্রণাম করা। 'দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

গড় হওয়া কি প্রণত হওয়া; নত হওয়া। 'গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গড় [স গঠন>] বি গঠন। 'অতি শুদ্ধ সুবর্ণের গড় সব জড়িত রতন।' *সুধাঙ্গ*, ১৭০০।

গড় [স গণ] ১ ক্রিবিণ মাথাপিছু। *গুণ*, ১৭৮২। ২ বি মোটামুটি সাধারণ হিসাব। 'গড়ে প্রতিদিন যদি চারি শত করিয়া ধরা যায়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গড়পড়তা [গড়+পড়তা] ১ ক্রিবিণ গড় হিসেবে। 'বেসেলের কৃত কটিবদ্ধ ... গড়পড়তা করা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ ক্রিবিণ গড়ে। 'গড় পড়তা মাথা পিছু বাৎসরিক মাত্র সাড়ে চার টাকা।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯। ৩ বিণ সাধারণ অটিশোরে। 'গড়পড়তা বাঙালীকে মুরগী বলার হক এদের আছে।' *মুহুরতা*, ১৯৪৯।

গড়ই [স গড়ক] বি টাকি মাছবিশেষ। 'গড়ই মাছের পোটা মুড়া তার মেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গড়গড় [ধন্যা] ১ বি রাগাধিতভাবে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার শব্দ। 'গা গা করে চিৎকার করে, এবং গড় গড় করে চলে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ বি কোনো কিছু আবর্তিত হওয়ার বা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গড়গড়া [ধন্যা গড়গড়>] বি তামাক খাওয়ার হাঁকাবিশেষ। 'মুখ্যোমশায়র বাহিরে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গড়গড়ানি [ধন্যা গড়গড়>] বি ক্রমাগত গড়গড় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গড়গড়িয়ে [ধন্যা] ক্রিবিণ গড়গড় শব্দ করে। 'কেউ বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া।' *সুখদাস*, ১৯২০।

গড়গড়ি বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিশিষ্ট। 'দুর্গাচরণ গড়গড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গড়গল [স গলগণ] বি গলগণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গড়ন [স গঠন] ১ বি গঠন। 'উত্তম গড়ন ভালে নিঃসঙ্গি করহ চালে।' *কেতক*, ১৬৫০। ২ বি রূপ; কাঠামো। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে

সর্বপ্রথম বাসলা গদ্যের গড়ন দেন।' প্রমথ, ১৯১৭।

গড়নপিটন [স গঠন>] বি দেহসৌষ্ঠব। 'গড়নপিটন বেশ মাট মাট।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গড়নপিঠোন [স গঠন>] বি গঠন ও সৌষ্ঠব। 'তার গড়নপিঠোন আপনি ঘটতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গড়না [স গঠন] বি গঠন। 'যদ্যপিস্যৎ এমতং রচনা গড়না হইত ...' রামায়ণ, ১৮০১।

গড়বড় বি সমস্যা। 'জলন্ত অনল গড় বড় ঘোরতর।' মাল্যধর, ১৫০০।

গড়বড়ি বি হইসো। 'সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গড়া [স গল্>] ১ ক্রি গত হওয়া। 'যৌবন গড়িলে তোর তনু হৈবে লাউ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি অতিক্রান্ত হওয়া। 'গড়াল্য দুপুর বেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গড়া [স গঠন>] ১ ক্রি তৈরি করা। 'রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ ক্রি রচনা করা। 'বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কি না সন্দেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। গড় ক্রি সৃষ্টি করা। 'ভূমি বিশ্ব গড় ভূমি বিশ্ব বড়।' ভারত, ১৭৬০। গড়নি ক্রি নির্মাণ করা। 'গড়নি পঞ্চনি মহাকাব্য।' মুকুন্দ, ১৬০০। গড়াইতে ক্রি তৈরি করতে। 'গড়াইতে পঞ্চর গৌড় নগর গেলাও আপনা খায়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। গড়ায়্যা ক্রি গড়িয়ে বা তৈরি করে। 'গড়ায়্যা আন্যাহে কেহ রজত কাঞ্চন।' মুকুন্দ, ১৬০০। গড়াল্য ক্রি গড়ালো। 'গড়াল্য দুপুর বেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। গড়িয়া ক্রি তৈরি করে। 'এখন গড়িয়া দেও বেউলার কাছলি।' বিজয়, ১৬৫০। গড়িয়া ক্রি তৈরি করে। 'গড়িয়া অনিয়াছে কেহ রজত কাঞ্চন।' মুকুন্দ, ১৬০০। গড়িল ক্রি গড়া হওয়া। 'চারিবারে গড়িল রে দ্বিধি চঞ্চালী।' চর্যা ৫০, ১২০০। গড়ে ক্রি নির্মাণ করে। 'প্রতিয়া গড়ে ডাকুরে মনোহর প্রতিষ্ঠা করে।' লালন, ১৮৯০।

গড়াগাঁথা বি সৃষ্টি। 'তাদের জন্য আমাদের কিছু গড়াগাঁথার দরকার আছে।' শবীন্দ্রনাথ, ১৯৩১।

গড়া [স গল্>] ক্রি গড়াগড়ি দেওয়া। গড়াহলি ক্রি গড়াগড়ি দাও। 'আরে ভেবপতনে গাঅ গড়াহলি গিরা।' বড়ু, ১৪৫০। গড়ি ক্রি ভয়ে। 'রহিল চৌরসি হই ধরণীত গড়ি।' সুলতান, ১৭০০। গড়িআ ক্রিবিগ গড়িয়ে পড়ে। 'রোদএ ইমাম ভাবে ভূমিত গড়িআ।' বাহরায়, ১৫৫০। গড়িয়া ক্রি গড়াগড়ি করে। 'ভূমিতে গড়িয়া সব কান্দিতে লাগিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। গড়িয়ানো ক্রি গড়াগড়ি দেওয়া। মাদোএল, ১৭৪৩।

গড়া [হি গাড়া] বি থান কাগড়। 'চঞের বদলে চন্দন দিবে পাগের বদলে গড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গড়াগড়ি বি দ্রুতগতি; ছড়াছড়ি। গড়াগড়ি জাওয়া/যাওয়া ১ ক্রি দ্রুতগতি পড়া। 'গলে লুকাইয়া কেহো জাএ গড়াগড়ি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রি হাবুড়বু খাওয়া। 'বাবু প্রেম বাবুর প্রেমসাগরে গড়াগড়ি যাইতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৩১। ৩ ক্রি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাঙ্গাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।' হত্যাম, ১৮৬১।

গড়াগড়ি বি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'অফিসের মাহিতি-দে-গড়াগড়ি-ওইবাবদের মত।' জীবন, ১৯৪৮।

গড়ান [স গল্>] ১ বি চালু স্থান। 'নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি গানের স্থায়ী তুক। 'গানের গড়ান গাহিয়া

দোহারদের ছাড়িয়া সিত।' জঙ্গীম, ১৯৬১।

গড়ান [স গঠন>] বিগ গঠিত। 'ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিগত শতাব্দীর গড়ান বাসলা ভাষার নতুন সংস্করণ নামে অভিহিত হইতে পারে।' এসলাম, ১৯১৫।

গড়ানিয়া [স গল্>] বিগ চালু। 'পাহাড়ের গড়ানিয়া পার্শ্বে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

গড়ানে [স গল্>] ১ বিগ চালু। 'হাদগুলি গড়ানে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বিগ গড়িয়ে চলে এমন। 'একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে খাচা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গড়ানো [স গল্>] ১ ক্রি বাহিত হওয়া। 'রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ানে পড়িছে হিমরাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি চালা। 'তাড়াতিড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে।' বিকৃতি, ১৯৩১। ৪ ক্রি উল্লীর্ণ হওয়া। 'স্বাধীনতা সঙ্গ্রামের দৌড় আর কতদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৬। ৫ ক্রি তরে এপাল-ওপাল করা। 'স্বপ্নাচারী বিছানায় গড়াই, লড়াই করি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

গড়াতে গড়াতে ক্রিবিগ গড়িয়ে গড়ছে এমনভাবে। 'গড়াতে গড়াতে অনেক দূরে গিয়ে থাকে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

গড়িয়ে-গড়িয়ে ক্রিবিগ অনবরত প্রবাহিত হয়ে। 'নিঃশব্দে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে রক্তের সাগর তৈরি করেছে।' ওয়াশী, ১৯৪৭।

গড়িয়ে দেওয়া ক্রি তৈরি করে দেওয়া। 'ছোটবাবু কি করবে? জয়গা গড়িয়ে দেবে?' মানিক, ১৯৩৬।

গড়িয়ে যাওয়া ক্রি অতিক্রান্ত হওয়া। 'সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।' মণীশ, ১৯৩৯।

গড়ানো [স গঠন>] ১ ক্রি তৈরি করা। বিদ্যা, ১৮৯১। 'সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি গড়ে তোলা। 'চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদের অভিপ্রেত।' এসলাম, ১৯২০।

গড়াপেটা [স গঠন>] ১ বি পছন্দমতো রূপদান। 'একে উকিলী ফন্দী, তাতে পূর্বে গড়াপেটা ইয়াহিয়ার।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিগ পরিকল্পিতভাবে গঠিত। 'ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গড়েপিটে ক্রিবিগ নিজের রুচি অনুযায়ী আকৃতি দিয়ে। 'গড়ে পিটে তার একটা আগা-গোড়া খাড়া করে তুলতে চেষ্টা করি।' রবীন্দ্র, ১৯৭১।

গড়াভাটি [স গল্>+ভাটি] বি ভাটির টান। 'দেও যদি মন গড়াভাটি কুল পাবা না।' লালন, ১৮৯০।

গড়ি [স গল্>] বি গড়াগড়ি। 'আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গড়িআন [স গরীয়ান] বিগ পৌরবসন্দর; মর্যাদাপূর্ণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গড়িমসি [স গল্>] ১ বি অলস। 'মানুষলোকের তেমন ভারী বাস্তব নেই, গড়িমসি করে চলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি টালবাহানা। 'ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা অনুমোদনে গড়িমসি ... অথবাভবিষ্যৎকে বাড়িয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

গড়িমসি করা ক্রি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। 'গহর এই দিকে বারো আনা গড়িমসি করে।' শবুজ, ১৯৫৮।

গড়িয়া [স গল্>] ১ ক্রিবিগ ভুলপতি হয়ে। 'ভূমি পরে নরপতি গড়িয়া রহিল।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিগ অলস। মাদোএল, ১৭৪৩।

গড়িয়ামি [স গল্>] বি টিলেমি। মাদোএল, ১৭৪৩।

গড়ুই [স গড়ক] বি মাছবিশেষ। 'বানি লাটা গড়ুই উলকা শৌল শাল।' ভারত, ১৭৬০। **দ্র গড়ুই**

গড়ুর [স] বি গরুড়; পুরাণে উল্লিখিত পাখিবিশেষ। 'সর্প আর গড়ুরে আছীল দুই ভাই।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গড়ুড়ী ময়ূ [স গরুড়+স ময়ূ] বি গরুড় ময়ূ। 'গড়ুড়ী ওই ময়ূ কেবা নাগের মাথায় যায় যে বাড়ি।' জসীম, ১৯৩০।

গড় [স গড়+] বি গড়; দুর্গ। 'সুয়েকু আকার গড়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

গড়ন [স গড়ন] বি গঠন। 'পাঙ্ক শুটি পাটি নাক গড়ন আকার।' বড়ু, ১৪৫০।

গড়া [স গঠন+] ক্রি গঠন করা। 'ধামার্বে চাটিল সাঙ্কম গড়ই।' চর্যা ৫, ১২০০। গড়ই ক্রি তৈরি করলো। 'ধামার্বে চাটিল সাঙ্কম গড়ই।' চর্যা ৫, ১২০০। গড়ল ক্রি গড়লো। 'মানিনি মন তোর গড়ল পসানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। গড়লী ক্রি গড়লো। 'কামিনি কোনে গড়লী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। গড়ায়িবো ক্রি গড়াবো; তৈরি করাবো। 'খাট পালাঙি গড়ায়িবো।' বড়ু, ১৪৫০। গড়ায়িল ক্রি তৈরি করলো; নির্মাণ করলো। 'নাক গড়ায়িল কাছাকি গুণিআ হুয়েয়।' বড়ু, ১৪৫০। গড়িল ক্রি গড়লো। 'বিধিএ গড়িল রাখা তোর দুই তন।' বড়ু, ১৪৫০। গড়িলে ক্রি গড়লে; নির্মাণ করলে। 'আনেক যতনে নাক গড়িলে।' বড়ু, ১৪৫০। গড়িলেক ক্রি মাটিতে প্রবেশ করলো। 'মোক গড়িলেক।' বড়ু, ১৪৫০।

-গণ [স] প্রত্যয় সমূহ; বৃন্দ। 'সময় উপেক্ষিয়া রহিলা দেবাগণ।' বড়ু, ১৪৫০; 'সুসর পঙ্কম শর গাএ পিক গণে।' বড়ু, ১৪৫০; 'দেখিলেন বসি আছে সন্ন্যাসীর গণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গণ [স গণন] বি গণন। 'গণ সমুদে টলিআ পইঠা।' চর্যা ৩৫, ১২০০।

গণ [স] ১ বি ভক্ত। 'গাইল বড়ু চন্দ্রদাস বাসলীগণে।' বড়ু, ১৪৫০। বি পারিষদ। 'দেখিলেন বসি আছে সন্ন্যাসীর গণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি দল। 'পাছে তনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি সম্প্রদায়। 'সাবধানে তনে সবে গন্ধকেরগণে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'প্রাণচন্দ্র গণ।' সেবধি, ১৮৪০।

গণঅভ্যুত্থান [স] বি সাধারণ মানুষের ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত অবস্থা। 'আর এই গণঅভ্যুত্থানের পশ্চাতে মুসলমানদের ভূমিকা যে সক্রিয়।' আনিস, ১৯৬৪।

গণ-অসন্তোষ [স] বি সর্বসাধারণের বিদ্বেষ। 'গণ-অসন্তোষের মুখে সমরকালের বেগরোয়া দমননীতিতে ...।' আজাদ, ১৯৬৮।

গণ-আন্দোলন [স] বি জনসাধারণের আন্দোলন। 'গণ-আন্দোলনের ... ঘরাই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়।' নজরুল, ১৯২৬।

গণউত্থান [স] বি গণজাগরণ। 'রুখনো তুমুল তানো গণউত্থানের গমগমে তরঙ্গ মালায়।' শামসুর, ১৯৭০।

গণকবর [স গণ+আ কবর] বি একসাথে অনেক লোকের কবর। 'গণকবরের বাঁ খা প্রতিবেশ সজা জুড়ে রয়।' শামসুর, ১৯৭৪।

গণগোষ্ঠী [স] বি জনগণের প্রতিষ্ঠান। 'সংঘ সমূহ গণগোষ্ঠী।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

গণচেতনা [স] বি জনগণের চিন্তাধারা। 'তিনি যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন গণচেতনার।' উমর, ১৯৬৮।

গণজাগরণ [স] বি জনতার জাগরণ। 'এই গণজাগরণের মুখে এরূপ

ধারণা আঁকড়াইয়া ...।' আজাদ, ১৯৪০।

গণজীবন [স] বি সাধারণ মানুষের জীবন। 'গণজীবন যখন এইভাবে এক শোচনীয় উদ্যমহীনতায় আক্রান্ত ...।' সনৎ, ১৯৭০।

গণজীবনেতর [স] বিণ সর্বসাধারণের পর্যাৱভুক্ত। 'তথাপি তা গণজীবনেতর হইল।' শরীফ, ১৯৬৮।

গণজোতি [স] বি জনসাধারণের জোতি। 'সে নিজেই এই মুসলিম গণজোতি হইতে আলাদা রাখিতেও পারে না।' মনসুর, ১৯৫৫।

গণতরঙ্গিত [স] বিণ জনতার ভিড় আছে এমন; জনাকীর্ণ। 'তবে আমি হাতবোমা ছুঁড়ে দেবো গণতরঙ্গিত চৌরাস্তায় দিনদুপুরেই।' শামসুর, ১৯৭৪।

গণতোষণ [স] বি গণমানুষকে খুশি করা। 'যারা শক্তিমানের পৃষ্ঠপোষণ এবং পুথুল গণতোষণ উভয়কেই বর্জন করবার হিম্মত রাখেন।' শিব, ১৯৬০।

গণ-দল [স] বি জনগণ। 'গণ-দল যত, তার পতি গণদেব, রাজা কলেবরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

গণদেব [স] বি জনগণের দেবতা। 'গণ-দল যত, তার পতি গণদেব, রাজা কলেবরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

গণদেবতা [স] বি জনসাধারণরূপ দেবতা। 'বিস্কুল গণদেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হংকার।' নজরুল, ১৯৩০।

গণদুর্ভিক্ষ [স] বি গণমুখিতা। 'এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে ঈশ্বর্য অবলম্বন করছে।' প্রমথ, ১৯১৩।

গণধর্মাবলম্বী [স] বি প্রচলিত বিশ্বাসের অনুসারী। 'এ কথা গণধর্মাবলম্বীরা সহজে মানতে চান না।' প্রমথ, ১৯১৩।

গণনাট্য [স] বি সর্বসাধারণের উপভোগের জন্য রচিত নাটক। 'প্রাচ্যের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণনৃত্য গণনাট্য গণসাহিত্যের উপর।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

গণনায়ক [স] বি জনসাধারণের নেতা। 'বাগ্মীপ্রবর গণনায়ক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গণনৃত্য [স] বি অনেকজনের সম্মিলিত নাচ। 'পূর্বেই নিবেদন করেছি গণনৃত্য নিন্দারী নয়।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

গণনেতা [স] বি জনগণের নেতা। 'হায় গণনেতা ডোন্টের ভিখারি নিজের স্বার্থ তরে।' নজরুল, ১৯৪১।

গণপতি [স] ১ বি হিন্দু দেবতাবিশেষ; গণেশ। 'বন্দো দেব গণপতি।' রূপায়ম, ১৭৫০। ২ বি রাজা। 'যে কালে ক্ষত্রিয়েরা ছিল গণপতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গণপরিষদ [স] বি আইন পরিষদ। 'কংগ্রেস গণপরিষদ লইয়া যেসব বাগাড়ম্বর করিতেছে ...।' আজাদ, ১৯৩৯।

গণপূজা [স] বি সর্বজনীন পূজা। 'আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে ইইমন একটি মিথ্যামন্ত্র।' ধূর্জতি, ১৯৩১।

গণপ্রতিষ্ঠান [স] বি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। 'কংগ্রেস প্রকৃত গণপ্রতিষ্ঠান হইলে এই কমিটির প্রয়োজন কি?' আজাদ, ১৯৩৬।

গণবল্লিত [স] বিণ জনগণ বন্দনা করে এমন। 'এ সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবল্লিত।' শরীফ, ১৯৬৮।

গণবিচার [স] বি সামগ্রিক বিবেচনা। 'তুরস্কের অগ্রনায়ক গণবিচার করিয়া দেখিয়াছেন।' ছায়াবীথি, ১৯৩৩।

গণবিদ্রোহ [স] বি গণঅভ্যুত্থান। 'তখনই তা ব্যাপক গণবিদ্রোহে পরিণত হল।' *আনিস*, ১৯৬৪।

গণবিশ্বস্ত [স] *বিশ্ব* জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এমন। 'গণবিশ্বস্ত বাংলাদেশকে সেনার বাংলায় রূপান্তর ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

গণবিপ্লব [স] বি জনসাধারণের বিদ্রোহ। 'গণবিপ্লব ঠেকাইয়া রাখার সমস্ত ফন্দি-ফিকিরে এরা সকলেই একপন্থী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গণবিরেক [স] বি জনগণের সুবিবেচনা। 'কথার অসামঞ্জস্য বাংলায় গণবিরেক সম্যকভাবে বুঝিতে পারিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গণভিত্তি [স] বি জনগণের সমর্থন। 'আত্মরক্ষা সমিতির গণভিত্তি গড়ে তুলতে হবে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

গণভোট [স] বি সকল যোগ্য নাগরিকের ভোট। 'যদি মোহাম্মদ ডারত গণভোটের ভিতর দিয়া পাকিস্তান চায়।' *আজাদ*, ১৯৪২।

গণমত [স] বি জনমত। 'এই সাফল্য শুধু গণমত গঠনে বা আইনে পাশ করাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।' *সনৎ*, ১৯৭০।

গণমান [স] ১ বি জনমত। 'গণমানের এই রকম ঝোড়ো অবস্থায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ বি সাধারণ মানুষের মন। 'গণমানের এই আকুল ও বিপুল আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গণমানব [স] বি সাধারণ মানুষ। 'গণমানবের আত্মিক উন্নতির জন্যেই সাহিত্য।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

গণমানস [স] বি গণচেতনা। 'আরবী বাঙ্গালী মিলে সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন গণমানস।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গণমানুষ [স] বি সাধারণ মানুষ। 'গণমানুষ, নারীপুরুষ ... অর্থবহীন হয়ে গেলে।' *জীবন*, ১৯৪০।

গণরায় [স] বি হিন্দু দেবতা গণেশ। 'ধর্মের কিঙ্কর গায় কৃপা ... গণরায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

গণশক্তি [স] বি জনসাধারণের শক্তি। 'সত্যকারের গণশক্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

গণশিক্ষা [স] বি সর্বজনীন শিক্ষা। 'গণশিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে ...।' *বেগম*, ১৯৫১।

গণসংগীত, গণসঙ্গীত [স] বি জনসাধারণের কল্যাণকামী ও দেশপ্রেমমূলক গান। 'বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে কণ্ঠে গণসংগীতের সুর।' *সুফাত*, ১৯৪৮; 'সবশেষে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।' *বেগম*, ১৯৭২।

গণসচেতনতা [স] বি জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন অবস্থা। 'রবীন্দ্রনাথের গণসচেতনতার স্বরূপ।' *মুরশিদ*, ১৯৬৬।

গণসমাজ [স] বি জনসমাজ। 'দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গণসাধারণ [স] বি জনসাধারণ। 'ইউরোপে এখন গণসাধারণ সেই বুনিয়াতি বংশের স্থান অধিকার করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

গণসাহিত্য [স] বি সাধারণ মানুষের উপভোগের জন্য রচিত সাহিত্য। 'প্রাচ্যের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে গণনৃত্য গণনাট্য গণসাহিত্যের উপর।' *মুক্তবাবা*, ১৯৫৯।

গণসেবা [স] বি সর্বসাধারণের কল্যাণ। 'গণসেবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

গণশাস্ত্র [স] বি জনগণের শাস্ত্র। 'গণ-প্রতিকায় প্রবন্ধ লিখে

গণশাস্ত্রের সত্রাহের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করে ...।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গণ-স্বার্থ [স] ১ বি জনগণের সুবিধা। 'স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক গণস্বার্থই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান বিষয়।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। ২ বি সাধারণ স্বার্থ। 'তাহা হিন্দুর গণ-স্বার্থ।' *আজাদ*, ১৯৪৭।

গণহত্যা [স] বি নির্বিচারে মানুষ হত্যা। 'নির্বিচার গণহত্যা সেখানে চালাতে পারে।' *গাশা*, ১৯৭১।

গণতন্ত্র [স] বি জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা জনগণের জন্যে শাসন। 'ডিমোক্রাসি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা - প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র ...।' *হুম্মত*, ১৯২০।

গণতন্ত্রকামী [স] বি গণতন্ত্র চায় যে। 'প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামীর কাজ এটা নয়।' *সওগাত*, ১৯৩৯।

গণতন্ত্রবাদ [স] বি গণতান্ত্রিক আদর্শ। 'ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি গণতন্ত্রবাদ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাবিকারবাদ।' *নজরুল*, ১৮২৭।

গণতন্ত্রমনা [স] বি গণতন্ত্রকামী। 'দেশের লোক গণতন্ত্রমনা তখনও ছিল।' *আজাদ*, ১৯৬০।

গণতন্ত্রসম্মত [স] বি গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্মতিপূর্ণ। 'তার এই রচনাই হইবে একমাত্র গণতন্ত্রসম্মত।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

গণতন্ত্রী [স] বি গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণকারী। 'তুমি বামপন্থী গণতন্ত্রী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গণতান্ত্রিক [স] বি গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণকারী। 'এ মুক্তি কোন গণতান্ত্রিক সমাজই মনিয়া লইতে ...।' *বুলবুল*, ১৯৩৬।

গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ [স] বি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। 'এই বিকাশকে ... গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ বলা চলে না।' *উমর*, ১৯৬৬।

গণতান্ত্রিক জাতীয়-রাষ্ট্র [স] বি প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র। 'প্রতিষ্ঠিত হলো গণতান্ত্রিক জাতীয়-রাষ্ট্র।' *উমর*, ১৯৬৬।

গণতান্ত্রিকতা [স] ১ বি গণতন্ত্রের আদর্শ। 'ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩। ২ বি গণতান্ত্রিক শাসন। 'বর্তমান গণতান্ত্রিকতার যুগে জাতীয় জীবনে জনমতের স্থান খুবই উর্ধ্বে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গণক [স] ১ বি জ্যোতিষী; ভাগ্য গণনাকারী। 'গণক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ।' *মুহম্মদ*, ১৬০০। ২ বি যিনি গণনা করেন। 'আর যত গণক গণিতে কি শক্তি।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'কালচাঁদ গণক।' *সেবধি*, ১৮৪০।

গণধকার [স গণনাকার] বি ভাগ্য গণনা করে যে; জ্যোতিষী। 'এক বিখ্যাত মারাঠি গণধকার আসিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গণন [স] বি গণনা। 'কেশবেরলীলার সূত্র করিল গণন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫০৮।

গণনযোগ্য [স] বি গণনা করা যায় এমন। 'মানুষটির হাড় গাঁজর সহজেই গণনযোগ্য।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গণনা [স] ১ বি চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের সাহায্যে ভবিষ্যৎ তত্ত্বাত্ত নির্ণয়। 'গ্রন্থেতে পারণ বড় গণনাতে আর্ধ্য।' *চিচ্চি*, ১৬০০। ২ বি

গণনা করা

হিসাব। 'জাতানুসারে এই গণনাতে এত লোক আছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

গণনা করা ক্রি গণ্য করা। 'যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে গণনা করি।' দর্পণ, ১৮৩৯।

গণনাচ্ছলে ক্রিবিগণ গণনা করতে গিয়ে। 'জ্যোতিষ গণনাচ্ছলে যেন তাবৎ বিষয় এককালে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গণনাতত্ত্ব [স] বি পরিসংখ্যান। 'সাহিত্যের গণনাতত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যাগণ বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গণনানগ্নর [স] ক্রিবিগণ গণনা করে। 'বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণনানগ্নর ... লিখিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৭।

গণনাবিদ্যা [স] বি গণনা করার দক্ষতা। 'রাজা আপনার গণনাবিদ্যা প্রকাশ ... করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গণনাবিহীন [স] বিগণ অগণিত। 'ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হয়ে পড়ে থাকে।' জীবন, ১৯৪০।

গণনালয় [স] বি ভাণ্ডার গণনা করা হয় যেখানে। 'যার বেশির ভাগ জ্যোতিষগণের গণনালয়।' মানিক, ১৯৩৮।

গণনানহীন [স] বিগণ অগণিত। 'এই নিমেষে গণনানহীন নিমেষ গেল টুটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গণনিত [স] বিগণ নিরূপিত। 'সরম সংহার তাহে নহে গণনিত।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

গণনীয় [স] বিগণ গণনার উপযুক্ত। 'অশিক্ষিত ব্যক্তি ... নিকট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্যান বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

গণা [স গণন>] ১ ক্রি বিবেচনা করা। 'ব্রহ্মা আদি দেবগণ পরমায়ুষ্যে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রি ওক্তব্য বা আমল দেওয়া। 'না সুখি আপন দুঃ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ ক্রি গণনা করা। 'করুণা মৃগল গণা দাড়িষ মুসিতমনা রাঙ্গ তুলসী তুলিল বিচারি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি গণ্য করা। 'এখন বিশ্বপুর বন্ধমান জিলার মধ্যে গণা যায়।' দর্পণ, ১৮১৯। ৫ ক্রি মনে করা। 'ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৬ ক্রি পরীক্ষা করা। 'তারুলি তার দেখছে ওনে সকল লোকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। গণি ১ ক্রি তোয়াত্তা করি। 'স্বর্গমর্ত্য পাভালে কহায় না গণি।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯। ২ ক্রি গণনা করে। 'ইসুখ কহানে গণি চাহিলেক তবে।' সুলতান, ১৭০০। গণিঞা ক্রি বিবেচনা করে। 'শঙ্করনন্দ আদি জেবা আস্যাহিল এথা অন্তরে গণিঞা সঙ্গে হেট কৈল মাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। গণিতে ক্রি গণনা করতে। 'ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।' দ্বিজেন্দ্র, ১৬০০। গণিয়া ক্রি গণনা করে। 'মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০। গণিলি ক্রি গণনা করলে। 'একে একে বীজ যত গণিলা সকল।' বাহয়াম, ১৬৫০। গণিলা ক্রি ওক্তব্য দিলে। 'অহঙ্কার করিয়া মোহোকে না গণিলা।' সুলতান, ১৭০০। গণে ক্রি বিবেচনা করে। 'শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

গণ্যা গণ্যা ক্রিবিগণ গণে গুণে। 'গণ্যা গণ্যা বারি করে ওষধের বড়।' রূপরাম, ১৭৫০।

গণাক্রান্ত [স] বিগণ দলভুক্ত। 'আপনাদিগের গণাক্রান্ত পণ্ডিতবর্গকে ... নিয়োজন করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

গণাগণি [স গণ+স অগণ>] বি জ্ঞাতি। 'হাবস দেশেতু আইলা যথ গণাগণি।' সুলতান, ১৭০০।

গণাধিপ [স গণ-অধিপ] বি গণেশ। 'গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিধর বিদ্যরাজ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

গণাপাড়া [স গণন+পড়া] বি ভাণ্ডার গণনা। 'হাত না দেখিয়াই গণাপাড়া করিত পারে।' জঙ্গীম, ১৯৬০।

গণি [ই gunny>] বি মোটা সূতার বস্ত্র। গণিচট [ই gunny>] বি মোটা সূতার বস্ত্র। 'তদ্বারা ... পোশাক ও গণিচটের খপে পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

গণিব্যাগ [ই gunny-bag] বি পাটের সূতো দিয়ে তৈরি করা ব্যাগ। 'গণি ব্যাগ ও হেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উকী বুকী মাড়ে।' হুতোম, ১৮৬১।

গণিকা [স] বি বারবনিতা। 'দক্ষিণে গণিকা দ্বিজ বিকশিত সরসিঙ্গ বায়ে শিবা পূর্ণ ঘটে কল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গণিকাবল্লভ [স] বি বারবনিতাপ্রণয়ী। 'রাজপথের দ্বিতীয় যামের মন্ড্যনারাগী সবা কদ্রপ সঙ্গীতভূত গণিকাবল্লভ সকলেই ...।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

গণিকাবৃত্তি [স] বি বেশ্যাবৃত্তি। 'গণিকাবৃত্তির প্রতি ইহাদিগের ঘৃণার উদ্রেক হয় না।' অক্ষয়, ১৯৪৬।

গণিকালয় [স] বি পতিতালয়। 'গণিকালয়ে নীচ বালক পুত্রাদি ... তাঁহার অনুমতিক্রমে খাচ্ছে গমনাগমন করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

গণিত [স] বিগণ গণ্য। 'অতএব তাহারা দ্বিতীয় স্রষ্টাদের মধ্যে গণিত দ্বিতীয় মৃত্যুধর, ১৮১০। ২ বি অঙ্কশাস্ত্র। 'তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ...।' দর্পণ, ১৮১৮। ৩ বিগণ গণনা হয়েছে এমন। 'যে সকল বালকাদি গণিত না হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা অনুমান ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বিগণ গণনার মাধ্যম। 'তাহারা এই হিসাবের মধ্যে গণিত নহে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি হিসাবশাস্ত্র। 'গণিত ও অঙ্কের হিসাব উত্তমরূপে লিখিত ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৬ বিগণ হিসাবকৃত। 'দেশস্থ লোকদিগের পরমায়ু গণিত হইয়া, গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ২৮ বৎসর নির্দিষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিগণ সংখ্যক। '৩১ গণিত সেনাবলির ৪০০ সিপাহী।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

গণিতজ্ঞ [স] বি গণিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

গণিততত্ত্ব [স] বি গণিতিক জ্ঞান। 'ব্যক্তিগুহারা অভিজ্ঞের গণিততত্ত্ব নিয়ে তখন বিরাট বিশ্বত্ববনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গণিত-ধুরন্ধর [স] বি গণিতশাস্ত্রে দক্ষ। 'এসো গণিত-ধুরন্ধর।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

গণিতবিদ [স] বি গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী। 'নীরস গণিতবিদ।' নবরূপ, ১৯২৮।

গণিতবিদ্যা [স] বি গণিতবিষয়ক বিদ্যা। 'পুনর্বীর বিদগ্ধ ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

গণিতবিষয়ক [স] বিগণ গণিত সংক্রান্ত। 'উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

গণিতবৃক্ষ [স] বি গণিতরূপ বৃক্ষ। 'এক গণিতবৃক্ষ অর্থ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গণিতবেত্তা [স] বি গণিতজ্ঞ; গণিতবিদ্যার পারদর্শী। 'লেগেন্ড নামক গণিতবেত্তা অতি কঠোর শিক্ষাদাতা করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গণিতব্যবসায়ী [স, সমাশে ই-কার] বি গণিতজ্ঞ। 'প্রাচীন

গণিতব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গণিতরূপ [সি] বি পরিসংখ্যান। 'লোকায়ত্ত বসতে কেবলমাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিতরূপ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গণিতশাস্ত্র [সি] বি গণিতবিষয়ক বিদ্যা। 'মহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির গণিতশাস্ত্র করিলেও ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গণিতশাস্ত্রজ্ঞ [সি] বি গণিত বিষয়ে পারদর্শী। 'গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রিহত্ত্ব আলোচনা করিয়া আত্মাদিত হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

গণিতশাস্ত্রবিৎ [সি] বি গণিতজ্ঞ। 'দাত্তে নামে একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গণিতশাস্ত্রী [সি] বি গণিতবিদ্যায় পণ্ডিত। 'গণিতশাস্ত্রীরা পৌরাণিকদের সঙ্গে একমত।' প্রমথ, ১৯২৫।

গণিতাধ্যাপক [সি] গণিত-অধ্যাপক বি গণিতের অধ্যাপক। 'সমধিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পূর্ণহরণ করেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

গণিতালোচ্য [সি] গণিত-আলোচ্য বি পরিসংখ্যান। 'নিম্নে গণিতালোচ্য প্রদর্শিত হইল।' দর্শন, ১৯২৪।

গণিতা [সি] বি গণী গণনা করা হয়েছে এমন। 'শকে রস রস বেদ শাস্ত্র গণিতা।' মুকুন্দ, ১৮০০।

গণিমাত [আ] বি শব্দের সম্পত্তি। গণিমাতের মাল বি শব্দের নিকট থেকে অপহৃত মালামাল। 'সকল সম্পদ এখন গণিমাতের মাল।' পাশা, ১৯৭১।

গণেশ [সি] বি হিন্দুদেবতা-বিশেষ। 'কার্তিক গণেশ হয় হুণ্ড শিব ওগার।' মুকুন্দ, ১৮০০।

গণেশজন্মনী পূজা [সি] বি দুর্গাপূজা। 'মধ্য পাড়ায় বিদ্যাবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজন্মনী পূজা।' দর্শন, ১৮১৯।

গণ্ড [সি] ১ বি গাল। 'উন্নত গণ্ড কপাল বীনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বড়ো। 'গণ্ড ও ক্ষুদ্র গ্রামসকল।' দর্শন, ১৮৩৫।

গণ্ডাল [সি] গলগাণ্ড বি গলগণ্ড। মনোএল, ১৭৪৩।

গণ্ডগ্রাম [সি] ১ বি বৃহৎ গ্রাম। 'শান্তিপুত্র প্রভৃতি প্রধান গণ্ডগ্রাম।' দর্শন, ১৮৩৬। ২ বি প্রত্যন্ত গ্রাম; গণ্ডী। 'জামতরা নামক গণ্ডগ্রাম লুটিত হইবে।' সুধাবর্ণ, ১৮৫৫।

গণ্ডময় [সি] বি গালময়। 'সযত্নে আত্মা কমিয়েছি দাড়ি, আকটার শেভ লোশনের দ্বারা গণ্ডময়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

গণ্ডমূর্ষ [সি] বি গণ্ডমূর্ষ মূর্ষ। 'দূর বেটা গণ্ডমূর্ষ পাশও, পাঞ্জি দেখিতে জালিন না?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গণ্ডগুণ [সি] বি গালজোড়া; দুই গাল। 'গণ্ডগুণ শোভে মধুক অখণ্ড।' বড়ু, ১৪৫০।

গণ্ডযোগ [সি] বি ভাগ্যগণনার শাস্ত্রমতে যে যোগে জন্ম হলে পিতামাতার মৃত্যু হয়। 'গণ্ডযোগে জন্ম হলে সে হয় মার্থেকো ছেলে।' রামহ্রসাদ, ১৭৮০।

গণ্ডশিলা [সি] বি বড়ো আকারের পাথর। 'গণ্ডশিলা উপর দিয়ে ছুটেছে অবিরত।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

গণ্ডশেল [সি] বি গণ্ডসদৃশ ছোটো পাহাড়। 'জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য। গণ্ডশেলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশীকৃত কি বস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গণ্ডসেল [সি] গণ্ডশেল বি ছোটো আকারের পাহাড়। 'গণ্ডসেল দুই স্তন কপিল কেস ডার।' মালাধর, ১৫০০।

গণ্ডস্থল [সি] বি গাল। 'মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে।' যানিকরাম, ১৭৮১।

গণ্ডক [সি] ১ বি গণ্ডার। 'গণ্ডক বারন মহিষ তিন সেনাপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গণ্ড সৃষ্টিকারী। 'নানাবিধ খোসামুদে ভোষামুদে বড়ামুদে বড়লে রমণীমেলক গণ্ডক।' ভবানী, ১৮২৫।

গণ্ডকী [সি] বি নদীবিশেষ। 'গণ্ডার সহিত গণ্ডকী নদীর সঙ্গম ইয়াছে তথ্যতে।' দর্শন, ১৮২২।

গণ্ডগোল [সি] গণ্ড> ১ বি শোরগোল। 'সকল গোলক কালে করি গণ্ডগোল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি বিপত্তি। 'ই বড় বিষম গণ্ডগোল।' রামাই, ১৭১০। ৩ বি ব্যা আক্ষলন। 'শ্রেতের ন্যায় সকল প্রকার উপরে গণ্ডগোল, মধ্যে জলবিকার।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বি এলোমেলো। 'ওদিকে তাকালেই দিনটা গণ্ডগোল।' শ্যামল, ১৯৬৭।

গণ্ডগোল করন বি গোলমাল করা; বিরোধিতা করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

গণ্ডা [সি] গণ্ড> বি গণ্ডার। 'গণ্ডা মহিস পোড়ে পোড়ে কটাস।' মালাধর, ১৫০০।

গণ্ডা [সি] ১ বি গণ্ডায় চারটির এক। 'পিতাভোগের এক চৌটি পাঁচ গণ্ডার বাজান।' কুন্ডদাস, ১৫৮০। ২ বি চার কড়া পরিমাপ। 'পৈতাণ্ডি তর্য্য চৌদ্ধ আনা আট গণ্ডা খাজনা সহি দিবা।' মেয়র্স, ১৭৬৪। ৩ বি জমি পরিমাপের একক। 'ঠিক পড়ে না কুড়ো কাঠা মূলে ধরে সতের গণ্ডা।' দালন, ১৮৯০।

গণ্ডাক্রিয়া [সি] গণ্ডা+সি ক্রিয়া> বি গণ্ডার নামতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

গণ্ডা গণ্ডা বি গণ্ডার প্রচুর; অনেক। 'গণ্ডা গণ্ডা খনার বচন আমার কষ্ঠায় রহিয়াছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গণ্ডার গণ্ডার ক্রিবি গণ্ডার পরিমাপে। 'কোনো দেশেই প্রতিভা গণ্ডার গণ্ডার জন্মায় না।' শরীফ, ১৯৬৮।

গণ্ডার এগুয়া সায় দেওয়া - গোলমালের মধ্যে কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া। 'পাঠশালের ছেলেনের ন্যায় গণ্ডার এগুয়া সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সায়েন।' হতেম, ১৮৬১।

গণ্ডার [সি] বি হিংস্র বন্যজন্তুবিশেষ। 'পাইলে গণ্ডার চণ্ড গিলয় ধরিয়া।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গণ্ডারমাস [সি] বি গণ্ডারের মতো ভক্ষণ। 'নিজে গণ্ডারমাসে বাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম।' মুক্তাবা, ১৯৬৬।

গণ্ডার-চর্ম [সি] বি গণ্ডারের চামড়ার মতো; অসংবেদনশীল। 'আমাদের গণ্ডার-চর্ম মন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

গণ্ডারশিণ্ড [সি] বি গণ্ডার শাবক। 'জনা কালে এই গণ্ডারশিণ্ড খড়্গশীল থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গণ্ডারী [সি] বি মাদি গণ্ডার। 'গণ্ডারীর এককালে একটিমাত্র শাবক হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গণ্ডারের চামড়া [সি] গণ্ডার-চর্ম> বি গণ্ডারের চামড়ার মতো মোটা বা শক্ত অর্থাৎ কিছুই গায়ে লাগে না এমন। 'গণ্ডারের চামড়া নয়, কেবল সহ্যগণ্ডাই একটু বেশি।' নজরুল, ১৯২১।

গণ্ডারের সীঘা [সি] গণ্ডার-শূণ্য> বি গণ্ডারের শিঁ। ওর্সা, ১৭৮২।

(মারি ভো) গণ্ডার লুটি তো ভাঙার - কিছু করলে বড়ো করেই করা ভালো। রবীন্দ্র, ১৯০৪।

গণ্ডি, গণ্ডী [সি] ১ বি ধনুক। 'গণ্ডী শর লয়া পাছু গেলেন লক্ষণ।' ৭৬৫

মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি নির্দিষ্ট পরিসর। 'গণ্ডির মধ্যে বন্ধ থাকিলে কিছুই হয় না।' প্রত্যক্ষ, ১৮৪৭। ৩ বি আবরণ। 'জান-অন্ত্রে কেটে দেহ মায়াক্রম গণ্ডী।' চন্দ্র, ১৮৫৮। ৪ বি বেষ্টিত। 'আমার চারিদিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি সীমানা। 'গণ্ডী ভাঙিয়া বন্ধুরা আসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

গণ্ডিদেশ [স গণ্ডি+দেশ] বিণ কৃপীকৃত। 'গণ্ডিদেশওয়া মাটি পাথরের দেয়ালের বাইরে।' নজরুল, ১৯২৫।

গণ্ডিবান [স বি গণ্ডি+বান] বিণ কৃপীকৃত। 'গণ্ডিবান জ্ঞান লক্ষ্যমুখে।' মালধার, ১৯০০।

গণ্ডিমুক্ত [স বিণ সীমানা অতিক্রম করেছে এমন। 'বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডিমুক্ত বন্দি-বীর।' নজরুল, ১৯২৪।

গণ্ডিশর [স বি তিরশনুক। 'লইতে চাহে ফুটুরা হাথের গণ্ডিশর।' মুকুন্দ, ১৯০০।

গণ্ডীবন্ধ [স বিণ এক গণ্ডিতে আবদ্ধ। 'যাদের অন্তর একান্ত বিষয়বাসনার গণ্ডীবন্ধ।' প্রমথ, ১৯২৭।

গণ্ডু [স গণ্ডু বি খাওয়ার আগে বা পরে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা গৃহীত হাতের এককোষ পরিমাণ জল। 'সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডু।' মুকুন্দ, ১৯০০।

গণ্ডু [স বি হাতের কোষ। 'গুণাচারী বশিকণের এক গণ্ডুই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'পরকালে এক গণ্ডু জল গণ্ডুজল, এই নিমিত্ত পুত্রের কামনা।' তমোমুক, ১৮৭৪।

গণ্ডুজল [স বি হাতের কোষ পরিমাণ জল। 'সত্তাং এক গণ্ডুজল আর তুলসীপত্র ভক্ষণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

গণ্ডুজলের সফরী বিণ সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। 'জিনি গণ্ডুজলের সফরী।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গণ্ডুমাত্র [স বিণ সামান্য। 'পৃষ্ঠি মাহ গণ্ডুমাত্র জলে ফরাস্ক করিয়া বেড়ায়।' বিন্দা, ১৮৭৩।

গণ্ডোলা [ইতালিয়ান] বি পর্যটকদের জন্যে ব্যবহৃত এক মঝিওয়ান্দা নৌকাবিশেষ। 'এ দেশে গণ্ডোলা বলে, ইহাদের দেখিতে আমাদের দেশের ডিল্লীর মত।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'চিকার জলে ভাসালাম গণ্ডোলা।' শক্তি, ১৯৬৫। প্র গণ্ডোলা

গণ্য [স ১ বিণ স্বীকৃত। 'পূর্বে কেবল শঙ্করদেবের শ্রেয়োমধ্যে গণ্য হইল।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ বিবেচিত। 'স্বামী স্বীয় পত্নীকে আপনার দাসীপ্রায় গণ্য করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

গণ্যমান্য [স বিণ বিশেষ সম্মানযোগ্য। 'আসে এক বুড়া গণ্যমান্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গণ্য [স বিণ ক্রী বিবেচিত। 'ইনি ... অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশসেবিকা রূপে গণ্য।' বেগম, ১৯৪৯।

গণ [স গণ্ডি] ১ বি যন্ত্রসঙ্গীতের বোল। 'গণ সব ভূগিয়া যাইতে লাগিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি নিয়ম; রীতি। 'পরিচিত বান্ধি গানের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি বুলি; কথা। 'দুইটী ইংরেজী বর্ণমালা বা দুই গণ বালসা ভাষা যাহার কণ্ঠ ...' সগররক্ষ, ১৮৮৯। ৪ বি গানের বাধা সুর। 'আমাদের হাল ফ্যানের কলটির গণগুলি তার প্রমাণ।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গণবোধ [গণ+বোধ] বিণ গণভূগণ্য। 'ব্যবসায়ীদের এই সব পুরাতন গণবোধ বুদ্ধিতে মস্তিষ্কলী কর্পাত করেন নাই।' সওগাত, ১৯৩৯।

গণ [স ১ বিণ অন্তর্গত। 'তোমার তনুগত রেণু চলিল পবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ সংক্রান্ত। 'সুট কর্ম গত পাগ লুকাইলে নহে।' মালধার, ১৯০০। ৩ বি গমন; যাওয়া। 'বিবি ও সাহেব লোকেরা গত মাহেই সমাদৃত হন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বিণ বিগত। 'যাঁহারা গত সন্ধ্যাক বিদ্যাদর্শনে আমাদিগের প্রভাবিত বিষয় পাঠ করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪২। ৫ বিণ মৃত। 'যে সমুদয় তীব্রব্যক্তি ... পূর্বে গত হইয়াছেন, তাঁহারাও আমাদিগের প্রেমপাত্র হইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৬ বিণ অতিক্রান্ত। 'গত নিশি করিয়াছে গত।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৭ বিণ নিরশেষিত। 'নিখাতিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ু গত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৮ বিণ শরণাগত। 'গুরু গত নাহলে ... সে ধন পায় না রে।' লালন, ১৮৯০।

গতকল্য [স ক্রিবিণ গতকাল। 'গতকল্য সমস্ত দিবস বহুক্রেণে স্বকার্য ... করিতেছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গতকল্যকার [স বিণ গতকালের। 'গতকল্যকার প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার সকলের কাছে বর্ণনা করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গতকাল [স গতকল্য] বি গত দিন। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

গতকালকার [স গতকল্যকার] বিণ গতকালের। 'গতকালকার আঁকাড়া চাল আর একটা কুলো নিয়ে ...' কায়সার, ১৯৬২।

গত-গৌরব [স বিণ মর্যাদাপূর্ণ। 'গত-গৌরব হৃত আসন নত-মস্তক লাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গতজন্য [স গতজন্য বি পূর্বজন্য। 'ভালাবেসেছিলে গতজন্যের মতি।' শক্তি, ১৯৬৫।

গতজন্য [স বি পূর্বজন্য। 'এসো আমার গতজন্য তোমায় চেনা যায় কিনা।' সুনীল, ১৯৬৬।

গতজীব [স বিণ মৃত। 'হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিবাদে।' মাইকেল, ১৮৬১।

গতজীবন [স ১ বি বিগত জীবন। 'বান্ধকাদশা উপস্থিত হইলে আপনার গতজীবনের তাবৎ কার্য পর্যালোচনা করিয়া দেখেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ প্রাণহীন। 'অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গতনিদ্রা [স বিণ নিদ্রাহীন। 'গতনিদ্র প্রকাণ্ড অভ্রগরসর্পের অনেককণা বৃক্কলীর মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গত পরত [স গতপরত] বি গতকালের আগের দিন। ওয়া, ১৭৮৫।

গতপ্রাণ [স বি হত্যা। 'তরুণিতলিকৈ ... গতপ্রাণ করিয়া ক্ষিতভলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গতপ্রাণী [স বিণ প্রাণহীন। 'রোহিণী গতপ্রাণ হইয়া ভূপতিতা হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

গতবর্ষ [স বি পূর্ববর্তী বৎসর। 'গতবর্ষে শ্রীযুত মেডাক ও বীটন সাহেব ... সম্বন্ধতা করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গতবল [স বিণ বলহীন। 'গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ডেঙে দিয়ে/অন্তরে প্রবেশ করে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গতবৃত্তি [স বিণ বৃত্তি-পরবর্তী। 'হায় গতবৃত্তি পূর্বমার রাজি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গতভূষণ [স বিণ ক্রী গহনহীন। 'গতভূষণ ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃসুপ্তে নিমন্ত্রণে গমন করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গতমাত্র [স ক্রিবিণ যাওয়া মাত্র। 'গতমাত্র বিমুক্ত করিল বৃক্কোদর।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

গতযৌবন [স] *বিশ* যৌবন গত হয়েছে এমন। 'স্ত্রী গতযৌবনে পুরুষ নির্ধনে' মুকুন্দ, ১৬০০।

গতযৌবনা [স] *বিশ* স্ত্রী যৌবন গত হয়েছে এমন। 'যেহেতু অতি প্রাচীনা গতযৌবনা ললিতমাংসা ...' হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৮।

গতখাস [স] *বিশ* মৃতপ্রায়। 'বন্ধ্যমোহ গতখাস আলুখানু বাঁচা।' শব্দ, ১৯৫৫।

গতহী [স] *বিশ* সৌন্দর্যহীন। 'গতহী, আনন্দহীন, প্রেরণাহীন, রুহপ্রিয় বস্ত্রাঙ্গী নারী নয়।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

গতসর্বশ্ব, গতসর্বশ্ব [স] *বিশ* সব হারিয়েছে এমন। 'গতসর্বশ্ব হইলেও, তিনি অধীর হন না।' অক্ষয়, ১৮৫২।

গত হওয়া *ক্রি* অতিবাহিত হওয়া। 'কতক দিবস গত হইল।' দর্পণ, ১৮২৮।

গতে *ক্রি*বিশ গত হয়ে যাওয়ার পরে। 'জ্যেদশ রাতি গতে এই মহাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

গত [স] *গতি*> বি গানের বাঁধা সুর; গং। 'বেণু-বীণার মধুর গত।' নজরুল, ১৯৫৯।

গতর [স] *গা* ১ বি শরীর। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কেবল গতর শোণা মাগিরা একধার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' গৌর, ১৮২২। ২ বি শারীরিক শক্তি। 'গতর থাকিলে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারব।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ৩ বি বায়ু। 'কপাল ভাঙলে আর কার গতর তাল থাকে, দাদা।' শওকত, ১৯৫৮।

গতরখাকি, গতরখাকী [গতর+খা] ১ বি (গালি) শরীরসর্বশ্ব। 'দুদিন বাদে শাওড় গতরখাকিকে বা বলবে গিয়ে।' নজরুল, ১৯২৭; 'যারা গতরখাকী তারাই অন্য জন্ম গতরের খোঁটা দিক।' *বিমল*, ১৯৫৩।

গতরখাকুআ [গতর+খা] বি (গালি) শরীরসর্বশ্ব। *বিদ্যা*, ১৯৫৩।

গতরখাপী [গতর+খা] বি স্ত্রী (গালি) শরীরসর্বশ্ব। 'কোন আবাগী গতরখাপী গবক করে যায়?' শুভ, ১৮৮১।

গতর খাটোনা *ক্রি* পরিশ্রম করা। 'আমরা কি গতর খাটাই না?' শওকত, ১৯৫৮।

গতরশোণা [গতর+শোকা] *বিশ* স্ত্রী একাধিক পুরুষ-সংসর্গকারী। 'কেবল গতরশোণা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' গৌর, ১৮২২।

গতা [স] ১ *বিশ* স্ত্রী গত। 'ওরে মোহময়ী রাতি গতা।' *রামখাসদ*, ১৭৮০। ২ *বিশ* গতি মৃত। 'মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা।' দর্পণ, ১৮২৮।

গতাআত [স] *গত-আগত*> বি যাতায়াত। 'দ্বার বাহির ঘর গতাআত করে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *গতা*আত

গতাআতা [স] *গত-আগত*> *বিশ* আসা-যাওয়া সংক্রান্ত। 'গতাআতা সেখানকার কুশলাদী লিখিবা।' ওঙ্গ, ১৭৭৯।

গতাআতে [স] *গত-আগত*> *ক্রি*বিশ যাতায়াতের মাধ্যমে। 'গতাআতে মঙ্গলাদী সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক।' ওঙ্গ, ১৭৮২।

গতাপাত [স] *গত-আগত* বি যাতায়াত। 'মানবের গতাপাত নাইক প্রকাশ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গতাপতি [স] *গত-আগত*> বি গমনাগমন। 'সেই দুই পথে বাউ গতাপতি হ'এ।' *মালাধর*, ১৫০০।

গতানুগতা [স] বি প্রাচীনত্বের প্রতি আনুগত্য। 'চিন্তার গতানুগতা কাটিয়ে তাঁরা বিদ্যাসাগরকে দেখতে পেতেন তাঁর যথার্থ বক্রপে।' শরীফ, ১৯৭১।

গতানুগতিক [স] ১ *বিশ* প্রচলিত ধারার মতো। 'তৎসংসর্গি গড্ডিরকারিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি অনুসারী। 'তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে পরিত্রস্ত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ *বিশ* পূর্বপ্রধানসারী। 'গতানুগতিক ভাবধারা বর্জন।' *বেগম*, ১৯৪৮। ৪ *বিশ* একঘেয়ে। 'দুর্বিষহ জিদেদানি, জীর্ণপ্রথা গতানুগতিক।' ফররুখ, ১৯৬৩।

গতানুগতিকতা [স] বি চিরাচরিত ধারণা। 'বাহীনতার পরিপন্থী যে-সব গতানুগতিকতা আছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

গতানুশোচনা [স] বি যা ফিরে পাওয়া যাবে না তার জন্য আফসোস। 'গতানুশোচনা বৃথা।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

গতানুশোচনারূপ [স] *বিশ* যা ফিরে পাওয়া যাবে না তার জন্য আফসোসের মতো। 'গতানুশোচনারূপ অন্তর্দাহের উদ্ভেক হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

গতানো [স] *গম*> *ক্রি* গছানো। 'অমিতের হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

গতাত্ত শোচন [স] বি আশের কাজের জন্য অনুশোচনা। 'আপে না ভাবিলে হ'এ গতাত্ত শোচন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গতাত্ত *বিশ* গত-আগত বি যাতায়াত। 'বেওয়ারিস হান কঠিন তটে নিয়াতের পথ নাই।' *রামরাম*, ১৮০১।

গতায়তি [স] *গত-আগত*> বি যাওয়া-আসা। 'এই পথে নিতি কর গতায়তি।' *চঞ্জী*, ১৫৫০।

গতায়াত [স] *গত-আগত*> বি যাতায়াত। 'পরিসে লহনা রামা করে গতায়াত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *গতা*আত

গতায়ু [স] ১ *বিশ* মৃত। 'যতদিন না লুটেনওয়ালারা গতায়ু হন।' *ধূর্জটি*, ১৯৩১। ২ *বিশ* নিঃশেষিত। 'সোনার তুলির গতায়ু উজ্জ্বল টানে দিবস মদির হয়েছিলো একদিন।' *আহসান*, ১৯৪৪।

গতপ্রায় [স] *বিশ* নিরাশ্রয়। 'হতাশাস গতপ্রায় মন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

গতাসু [স] ১ *বিশ* মৃত। 'তাহার এক প্রহায়েই যে কোন মনুষ্য তস্মুহূর্ত গতাসু হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ *বিশ* গত হয়েছে এমন; বিপত। 'গতাসু বরষে সহসা উঠিল ভ্রমো নিঘের বিপিনে।' *সুপ্রীত*, ১৯৩০।

গতি [স] ১ বি গমন। 'গজরাজগতি পরিমল পারিজাত।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি আশ্রয়। 'তোম্কার গমন লেখি রাজহংস গতি করিল সিলিগে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ বি অবস্থা। 'যাবৎ বৃদ্ধির গতি তাবৎ বর্গিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'দরিদ্র বরণ করে অনাথের গতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ বি পরিণতি। 'ভোজন করি না জানি হবে কোন গতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ বি সহায়। 'পাপ তাপ আপদেত তুমি মাতৃ গতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৬ বি উপায়। 'আজ্ঞা কর মোহোর হইব কোন গতি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৭ বি চলন। 'ঝলকএ বিজুলির গতি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৮ বি দখল। 'ন্যায় দর্পনে এবং তন্ময় বিদ্যালয়্যার ভট্টাচার্যের এরূপ গতি ছিল।' দর্পণ, ১৮৩২। ৯ বি চলার বেগ। 'পৃথিবী যে গতি ঘুরা ২৪ ঘণ্টাকার ... একবার নিজ নাটিকে বেটন করে।' অক্ষয়, ১৮৪১। ১০ বি কার্যকমতা। 'আপন প্রত্যক্ষ গতি নীকারপূর্বক শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ১১ বি আবর্তন। 'এই গতির নাম প্রতিবার্ষিক আবৃত্তি, তাহাতে আমাদিগের বৎসর হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ১২ বি ব্যবস্থা। 'গতি কবে দাও তো

মেয়েটা তরে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ১৩ বি কার্যধারা। 'আমার সকল গতির মাথোঁ পরম গতি হে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গতি করানো ক্রি নিয়ে যাওয়া। 'মহারাজাকে চতুর্দশে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

গতিক্রিয়া [স] ১ বি দীর্ঘসূত্রতা। 'গতিক্রিয়াক্রমে তাহার মত চলন না করেন।' ক্যাম্পে, ১৭৮৪। ২ বি সমাধান। 'গতিক্রিয়ায় কোন গতিক্রিয়া হইবেক না।' ভবানী, ১৮২৮।

গতিচঞ্চল [স] বিণ গতিময়। 'বর্তমান জগৎ এরই প্রভাবে গতিচঞ্চল।' মোতাহের, ১৯৫০।

গতি-চাঞ্চল্য [স] বি চলার ছন্দ। 'শত বন্ধনের মধ্যে তাহার জীবনের গতি-চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলে।' নজরুল, ১৯২২।

গতিচিত্র [স] বি রং, রেখা, রূপ ও ভাব দিয়ে অঙ্কিত চিত্রবিশেষ। 'তাকে আলোকায়িকেরা গতিচিত্র বলেন।' অবন, ১৯২৫।

গতিচিহ্ন [স] বি চলন চিহ্ন। 'সেখানে বিরাট সত্তা উড়ে যায় গতিচিহ্ন আঁধি।' ফররুখ, ১৯৬৩।

গতিচ্ছন্দ [স] বি গতিময় ছন্দ। 'সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

গতিচ্ছন্দ [স] বি নাচের তাল। 'উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পদসঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিচ্ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ...' মুক্তভা, ১৯৫৯।

গতিতত্ত্ব [স] বি গতি বিষয়ক তত্ত্ব। 'নাস্ত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আকর্ষণীয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গতিধারা [স] বি চলার পথ; গতিপথ। 'প্রবহমান সিঙ্কনের গতিধারায় পরিবর্তনই সম্ভবতঃ তার প্রধান কারণ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গতিপথ [স] বি চলার পথ। 'গতিপথ বিরোধিয়া রহে ক'থাবাঁচ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গতিপরিবর্তন [স] বি গতির বদল বা রূপান্তর। 'তত্ত্বপ্রবাহের আশ্রমিক গতিপরিবর্তনাদি হইতেই ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গতিপ্রকৃতি [স] ১ বি গতির বৈশিষ্ট্য। 'তার গতিবেগ এবং তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্বপরিচয় গ্রহে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ২ বি আদর্শ। 'ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের গতিপ্রকৃতি ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ আমাদের সেই নির্দেশই দিয়ে থাকে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩। ৩ বি বৈশিষ্ট্য। 'বৈষ্ণব কাব্যের গতিপ্রকৃতিতেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন।' হাই, ১৯৫৪।

গতিপ্রবণ [স] বিণ চলনশীল। 'দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গতিপ্রবাহ [স] বি গতিপ্রকৃতি। 'সেই রকম গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গতিবতী [স] বিণ গতিশীল। 'এবার বড় গতিবতী জায়েরা।' শওকত, ১৯৭২।

গতি-বিজ্ঞান [স] বি গতি বা বেগবিষয়ক বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। 'গতিবিজ্ঞানে যে গণিত দিখিজন্মী।' সবুজ, ১৯১৭।

গতিবিধি [স] ১ বি কার্যকলাপ। 'জ্যোতির্বিদের কুপাণি গতিবিধি বারণ নাই।' কেরি, ১৮১২। ২ বি যাতায়াত। 'ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজ্যের দুই বাটী।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৩ বি পরিক্রমণ। 'জ্যোতির্গণের গতিবিধি পরিমাণাদি প্রতিপাদক বিন্যাসকে পণ্ডিতরা

জ্যোতির্বিদ্যা ...' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি আদান-প্রদান। 'হৃদয়ে ক্রমে গতিবিধির একটা মন্ত বাধা দূর হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গতিবিশিষ্ট [স] বিণ প্রচলিত। 'একালের ব্যবহার এখনো গতিবিশিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

গতিবৃদ্ধি [স] বি গতির বিকাশ। 'তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

গতিবেগ [স] ১ বি গতিময়তা। 'গঙ্গে লম্বুতা এবং গতিবেগ আশংক্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি চলার বেগ। 'সে অপরাধ ... আমার দৃষ্ট গতিবেগের।' নজরুল, ১৯৩১।

গতিবৈচিত্র্য [স] বিণ গতির নানারূপ। 'তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব ও সুন্দর ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গতি-বৈলক্ষণ্য [স] বি চলার বেগের বিভিন্নতা। 'ইউরেনাস গ্রহের গতি-বৈলক্ষণ্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।' মোতাহের, ১৯৩৭।

গতিভঙ্গি, গতিভঙ্গী [স] ১ বি গতিপ্রকৃতি। 'তুচ্ছ উপলক্ষের গতিভঙ্গিতেই লোকটার যে প্রাণের বেগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি চলার ঢং। 'কিশোরী ... গতিভঙ্গীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।' শরৎ, ১৯১৬।

গতিমতী [স] বিণ স্ত্রী গতিসম্পন্ন। 'কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে গতিমতী, বিভিন্ন গতিমতী ... উষা উদয় হইলেন।' অবন, ১৯২৫।

গতিমন্ত [স] বিণ উত্তাল। 'ভরঙ্গিত গতিমন্ত সেই জল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

গতিময়তা [স] বি বেসবানতা। 'বাধা দেবে তার বহুদল গতিময়তার।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

গতিমান [স] বিণ গতিশীল। 'এই জন্যই সত্য গতিমান।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গতিমুক্তি [স] বি মুক্তির উপায়। 'বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গতিমুখরতা [স] বি গতিময়তা। 'গতিমুখরতার বিভিন্ন অটহাস্য কোথাও ধ্বনিত হচ্ছে না।' সেলিনা, ১৯৬৯।

গতিরহিত [স] বিণ গতিহীন। 'বলহি ব্যক্তি বা জাতির জীবনে দীর্ঘদিন গতিরহিত অবস্থার কথা।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

গতি-রাগ [স] বি গতিরূপ রাগ। 'গতি-রাগের সে ছিল গান।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

গতিরুদ্ধ [স] বিণ রুদ্ধবেগ। 'সে-আলোরোষায় যখন গতিরুদ্ধ শুকতা।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

গতিরোধ [স] বি পথরোধ। 'তুই কে, কি নিমিত্তে আমার গতিরোধ করিতেছিস, বল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গতিশক্তি [স] বি চলার সামর্থ্য। 'অবশেষে গতিশক্তি রহিতপ্রায় হইল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গতিশক্তিহীন [স] বিণ চলতে পারে না এমন। 'মোরা পরিস্রব শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গতিশক্তিহীন [স] বিণ স্ত্রী চলতে পারে না এমন। 'পদ্মপতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

গতিশব্দ [স] বি চলার শব্দ। 'বিহ্বানায় চক্ষু মেলে চিৎ হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গতিশীল [স] ১ বিগ প্রগতিশীল; আধুনিক। 'দ্বিতীশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতিরায়ে পার্শ্বমন্ডের রাজনৈতিক ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিগ বেগবান। 'সুরে-বেগবরে ঝেও-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মিন জটলা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গতিশীলতা [স] বি চলমানতা। 'কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার গতিশীলতা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গতিশীলা [স] বিগ জী বেগবান। 'তাহারই উপর জীব গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরগাটি'। শরৎ, ১৯১৭।

গতিশূন্য [স] বিগ স্থির। 'অট্টালিকা অচল গতিশূন্য'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গতিশ্রোত [স] বি চলার বেগ। 'আমাদের তির্যক গতিশ্রোত'। জীবন, ১৯৪২।

গতিহারা [স] ১ বিগ স্থির। 'স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাওলি গতিহারা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিগ উপায়হীন। 'হায় পথবাসী, হায় গৃহহীন, হায় গতিহারা'। রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বিগ সহায়হীন। 'গতিহারা, আপনজনহারা মুক্ত ব্যাপার দল'। নজরুল, ১৯২৫।

গতিহীন [স] ১ বিগ নিচল। 'কি আচর্য! আমি যে গতিহীন হলেম'। মহাক্স, ১৮৬১। ২ বিগ অসহায় জন। 'হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গতিক [স] ১ বি সংকার; অস্ত্রোত্তিক্রিয়া। 'কহিলাম সন্যাসির গতিক করিবার কী ইহবেক'। ওর্দা, ১৭৭৬। ২ বি অবস্থা। 'তাহাদিসের সকলের গতিকও সেইরূপ বোধ হইল'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি হালনা। 'কবি ভাবে মুখ করি বিবরন, "আজিকে গতিক মন্দ"'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গতি [স] গতি ১ বি সঙ্গ। 'নাচএ নারদ ডেকের গতি'। বড়, ১৮৫৫। ২ বি গতিবিধি। 'ভালমতে কহ বড়ায়ি তার থান গতি'। বড়, ১৮৫০। ৩ বি সহায়। 'গাইল বড় চণীদাস বাসলীশক্তি'। বড়, ১৮৫০। ৪ বি গতি; অবস্থা। 'সংসারে নানা প্রকার বিষয় দর্শনে ও শ্রবণে মনের গতি চঞ্চল হইয়া পড়ে'। গাঙ্গী, ১৮৬০। ৫ গতি

গতো [স] গতা বিগত। 'কাপড় বরিদ গতো সনে করিয়া ছিলাম'। ওর্দা, ১৭৭৯।

গতোকালি [স] গতকাল। ক্রিবিগ আগের দিন। ওর্দা, ১৭৮২।

গতোর [স] গাতা বি গতর; শরীর। 'বলে, গতোর আছে, খেটে খেলে ...'। ওর্দা, ১৮৫৮।

গতি বি মাংস। 'গায়ে গতি লাগে, মনে ক্ষুধি আসে'। মনোজ, ১৯৬১।

গৎবাধা [স] গতি+বহন<। বিগ গতানুগতিক। 'ব্যবসায়ীদের এই সব পুরাতন গৎবাধা যুক্তিতে মস্তিষ্কগলী কর্ণপাত করেন নাই'। সওগাত, ১৯৩৯।

গতান্তর [স] বি বিরুদ্ধ উপায়। 'শাসননীতি পরিচালন ব্যতীত গতান্তর নাই'। এসলাম, ১৯১৯।

গথিক [স] বিগ যাদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে গ্রন্থিক বিশেষ স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। 'ষোড়শোয়লা কোণওয়লা গথিক গির্জাগুলো, মন্দিরের মণ্ডপের ছাউনে নয়'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গদ [স] সক্রোধ বি ক্রোধ। মানোএল, ১৭৪৩।

গদগদ, গদ গদ [ধন্য] ১ বিগ আবেগপূর্ণ। 'জব পিয় ধরি বলে লেঅব পাস। নহি নহি বোলবি গদ গদ ডাষ'। বিদ্যাপতি, ১৮৬০। ২ বিগ ভয়জনিত কারণে অক্ষুট। 'গদগদ বাণী মোর উঠিল সরল'।

কৃন্দাস, ১৫৮০। ৩ বিগ আবেগপ্রবণ করে এমন। 'বারিরাশির গদগদ নিনাদ শুনা যাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৪ বিগ বিভোর। 'দুপুরবেলা আকাশের দিকে গদগদ হইয়া তাকাইয়া থাক কেন'। রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ বিগ স্বতঃস্ফূর্ত। 'অগ্নিগিরিনিপুত গদগদকলমুখর পত্রোত্ত'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গদগদকণ্ঠ [ধন্য] গদগদ+স কণ্ঠ বি আবেগে জড়ানো কণ্ঠ। 'মাথায় হাত রাখিয়া অগ্নিগদগদকণ্ঠে ইশান কহিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গদগদচিত্ত [ধন্য] গদগদ+স চিত্ত বি অপ্রতুত মন। 'গদগদচিত্তের পূর্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গদগদবচন [ধন্য] গদগদ+স বচন বি আবেগে কাঁপা কাঁপা জড়ানো কথা। 'জজ গগ জজ গগ গদগদবচন'। কৃন্দাস, ১৫৮০।

গদগদভাবী [ধন্য] গদগদ+স ভাবী বিগ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কথা বলেছে এমন। 'তার পূর্বে সন্ধ্যাসন্ধ্যাতের পূর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়গোচর গদগদভাবী আন্দোলন চলছিল'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গদগদবহন [ধন্য] গদগদ+স বহন বি আত্মদ্রুতি বহন। 'তাহারা গদগদবহনে কহিতে লাগিল'। এডুকেশন, ১৮৭৩।

গদগদে [ধন্য] গদগদ+স বিগ যেকি আবেগ দেখায় এমন। 'গদগদে দালাল, বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুগারা'। শামসুর, ১৯৭২।

গদরজমা [আ] বি জামানত-বিশেষ। 'কোন গদরজমা হিসাব যুদ্ধ করিয়া তৈয়্যুৎ করাইতে ...'। ক্যান্সেল, ১৭৮৭।

গদা [স] বি শস্ত্র ও মোটা লাঠি। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে/ সেই শস্ত্র চক্রে গদা শরঙ্গ ধরে'। বড়, ১৮৫০।

গদাইনক্ষর [স] গদা+ফা লশকর<। বিগ মন্ত্ররতিবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

গদাইলশকর [স] গদা+ফা লশকর<। বি গদাধারী যোদ্ধা। 'সোয়ালক গদাইলশকর হন হন করিয়া ছুটিল'। জসীম, ১৯৬০।

গদাই-লশকরি, গদাই-লশকরী [স] গদা+ফা লশকর<। বিগ অলস; চিৎ। 'লেখকের গদ্য গদাই-লশকরি ভাবে চলে'। প্রমথ, ১৯১২। 'প্রেম যখন গদাই-লশকরী টিমেতেলে চলতে থাকে'। নজরুল, ১৯৩৮।

গদাইলক্ষর [স] গদা+ফা লশকর<। বি কুঁড়ে। 'তাকে গদাইলক্ষর ছাড়া আর কিছু ভাববে না'। ওয়ালী, ১৯৪৫।

গদাইলক্ষরী চাল [স] গদা+ফা লশকর<। বি গাথাবোটারে মতো খুব মন্ত্রর গতি। 'গদাই লক্ষরী চাল ভাবিক্রি ধরন'। অনুদা, ১৯৫৫।

গদাঘাত [স] গদা-আঘাত বি গদার আঘাত। 'বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাক্সের পরিণাম'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গদাযুদ্ধ [স] গদাযুদ্ধ বি গদায় গদায় যুদ্ধ। 'অসম্মানে ছিল রাজা গদাযুদ্ধ জিনি'। মালাধর, ১৫০০।

গদাধার [স] বি কৃষ্ণ। 'বানী পাণ্ডুরে কিছু না বুলিব গদাধার'। বড়, ১৮৫০।

গদাধারী [স] বিগ গদা বহনকারী। 'রসুলের খুঁড়া হামকা গদাধারী'। সুলতান, ১৭০০।

গদাপাণি [স] বি গদা বার অস্ত্র; বিষ্ণু। 'গজদন্ত-গদাপাণি ফিরে দানাপণ মরিয়া গদার বাড়ি বধএ জীবন'। মুকুন্দ, ১৬০০।

গদাবিদ্যা [স] বি লাঠি চালানো সংক্রান্ত বিদ্যা। 'গদাবিদ্যা

যদুকুলতিলক বলজ্ঞপুত্রা 'মাইকেল, ১৮৭৪।

গদাযুদ্ধ [স] বি গদার সাহায্যে যুদ্ধ। 'মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ অনেক শিখাইল।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

গদা, গদী [হি গদী] ১ বি আরামদায়ক বসার জায়গা। 'হস্তপরিমিত উচ্চ গদির উপর বসিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি ব্যবসায়ীর দপ্তর। 'গদির গোমস্তা কহিলেন।' দর্পণ, ১৮২৭। ৩ বি কর্তৃত্ব নির্দেশক আসন। 'দক্ষিণাপথে রামানুজ-সম্প্রদায়ের ভূরি ভূরি আখড়া বিদ্যমান আছে। তাঁহার গদিও ঐ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি সিংহাসন। 'রাজা ম'রে গেলে আমি যখন গদিতে বসব।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৫ বি উচ্চ আসন। 'ধাক সে বসে গদির পরে, কালকে প্রেমে আসবে নেমে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ বি মর্যাদাসম্পন্ন পদ। 'সম্প্রতি তিনি গুজারতির গদি হারিয়েছেন।' মনসূর, ১৯৩৫।

গদিআঁটা, গদীআঁটা [গদি+আঁটা] বিগ গদিযুক্ত। 'শেখর একটা গদিআঁটা আরাম চৌকির উপর হেলান দিয়া।' শরৎ, ১৯১৪।

গদিওয়ালা [হি গদীওয়ালা] বি গদির মালিক। 'উমেন্দার, দালাল, পায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেলে ভরে গ্যালা।' হুতাত্ম, ১৮৬৩।

গদিচ্যুত [গদি+স চ্যুত] বিগ ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত। 'তার দলবল গদিচ্যুত হওয়ায় পর হইতে ...' মোহাম্মদী, ১৯৪২।

গদিনশীন, গদীনশীন [গদি+ফা নিশীন] ১ বি স্থলাভিষিক্ত। 'ছাঃবেজাদাশ যাহাতে তাহাদের গদিনশীন হইতে পারে।' মোগাজ্জিন, ১৯৩২। ২ বিগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। 'এই অধিবেশনে গদীনশীন মন্ত্রীদের মুখ দর্শন ...' আজাদ, ১৯৪২।

গদিশ্রাশ্ত [গদি+স শ্রাশ্ত] বিগ গদিনশিন। 'আমে টিচিকার হইয়া গেল মতিশ্রাশ্ত গদিশ্রাশ্ত হইলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

গদিমুখী, গদীমুখী [গদি+স মুখী] বিগ ক্ষমতালোভী। 'আমর গদীমুখী রাজনীতিবিদদিগকে অভয় দিয়া বলিতে পারি।' জগদী, ১৯৫৬।

গদিয়ান, গদীয়ান [গদি+ফা আন] ১ বি আভুতদার। 'গদিয়ান মহাজন যে-জন বসে কেনে প্রেম-রতন।' লালন, ১৮৯০। ২ বিগ ক্ষমতাবান; কর্তা। 'ঘরের তৈরি সমাজে যে যার গদীতে গদীয়ান।' অন্নদা, ১৯২৮।

গদী^১ [স গদা] বিগ গদাধর। 'বৈধাবৈধি জমখর পড়িল বীরবর গদাহাতে পড়িল গদী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গদোগদো [ধন্য] বিগ আবেশে বিহ্বল। 'প্রকায় ভক্তিতে মনুিয়া গদোগদো হয়ে যায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

গদগদ [ধন্য] বিগ বিচোর বা বিহ্বল। 'আত্মদে গদগদ হইয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

গদিনশিন [হি গদী+ফা নিশীন] বিগ অধিষ্ঠিত। 'ওই গদির গদিনশিন কলবার জন্য।' নজরুল, ১৯২৭।

গন্ধব [স গর্ভ] বি গাধা। 'আঙুরা আনে আর গন্ধবের দই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গদা [স] ১ বি গুণকীর্তন। 'বিষ্ণুপদতলে সেন নানা গদা গায়।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি পাশ্চা উত্তর। 'কৌতুক করণের পূর্বে আমাদিগে বিবেচনা করা কর্তব্য যে সে ক্ষিরে গদা করিলে তাহা আমরা সহিতে পারিব কি না।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি হৃদবন্ধ নয় এমন রচনা। 'কেহ হৃদ গদা পদ্য দ্বারা মনের চমৎকারিত্ব জমাাইতে পারেন ...' গৌর, ১৮২২। ৪ বি গ্রন্থ। 'পুনর্বীর আরবী ভাষাতে তাহার গদা প্রস্তুত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি রচনা। 'দুচারটি কথা বলে এই

নীরস গদ্যের অবসান করব।' নজরুল, ১৯১৯। ৬ বি গদাছন্দ। 'ফর্মাল, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর। আমি লিখেছি গদ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গদ্য অবস্থা [স] বি বাস্তবতা। 'ঋণদায়রূপ গদ্য অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।' রোকেয়া, ১৯২১।

গদ্য-আখ্যায়িকা [স] বি গদ্যভাষার রচিত কাহিনি। 'ইংরেজী সাহিত্যের ভাঙার থেকে উপকরণ নিয়ে অপর গদ্য-আখ্যায়িকাসমূহ রচনা করেছিলেন।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গদ্য-কবি [স] বি গদ্যকবিতা রচয়িতা। 'ইসলামশ্রেষ্ঠী গদ্য-কবির ভাষায় ...' মাহেনও, ১৯৪৯।

গদ্য কথা ক্রি ধন্যবাদ দেওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

গদ্যকাব্য [স] বি গদ্য রীতির কবিতা। 'বাল্মীকীর এক্ষণে গদ্যকাব্য, নাটক, দেশ পর্যটন বৃত্তান্ত ... ইত্যাদি লিখিতেছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

গদ্যকার [স] বি গদ্য লেখেন য়ার। 'তাহা' আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখলেই বুঝা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গদ্যকাহিনী [স গদ্য-কথনিকা] বি গদ্যরচনা। 'রবীন্দ্রনাথের এ মুগের গদ্যকাহিনীতে তা সম্যক পুষ্টি এবং পরিপতি প্রকাশ করেছে।' শিব, ১৯৫০।

গদ্যহীন [স] বি গদ্যরচনার হ্রদ। 'অনেকেই মনে রাখেন না যে, গদ্যহীন গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যহীন সহজ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গদ্যজীবী [স] বিগ কাঠেখোঁটা; রসবোধহীন। 'কিন্তু অবিশ্বাসী গদ্যজীবী লোকের এতটা কবিত্ব বিশ্বাস করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গদ্যপদ্য [স] ১ বি ত্রুটিমূলক রচনা। 'স্তবন গদ্যপদ্যে সঘন মুখাবদ্যে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গদ্য এবং কবিতা। 'গদ্যপদ্যর সম্বোধন-ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গদ্যপ্রবন্ধ [স] বি গদ্যরচনা। 'গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে মুক্তিসংঘদ্বের নিবিড় যোগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গদ্যবন্ধ [স] বি গদ্যশৈলী। 'ভাষার এর চাইতে ভারী অঙ্গের গদ্যবন্ধ জার্মানির বাইরে পাওয়া যায়।' প্রথম, ১৯১৫।

গদ্যবাহী [স] বি গদ্যময় কথা। 'আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাহীর মহাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গদ্যবোধশক্তি [স] বি গদ্যরচনা বোঝার সামর্থ্য। 'গদ্য ছিল না গদ্য বোধশক্তিও ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গদ্যভাষা [স] বি হৃদবন্ধ নয় এমন রচনার ভাষা। 'এই গদ্যভাষারই প্রকাশক্ষমতা যাচাই করার উদ্দেশ্য নিয়ে ...' মুরশিদ, ১৯৭০।

গদ্যময় [স] বিগ নীরস। 'ক্ষুধার রক্তো পৃথিবী গদ্যময়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

গদ্যময়ী [স] বিগ স্ত্রী সাধারণ। 'সে করে অতিশয় গদ্যময়ী ব্যবসা।' মুক্তভরা, ১৯৫৮।

গদ্যরচনাশৈলী [স] বি গদ্য রচনার ধরনবিশেষ। 'তার গদ্যরচনাশৈলী চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গদ্যরীতি [স] ১ বি গদ্য ভাষায়। 'গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি গদ্য লেখার ঢং। 'সেই যে

বাংলা গদ্যারিতির জনক বলে তাঁর এক খ্যাতি আছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

গদ্যলেখক [স] বি গদ্য রচনা করেন যিনি। 'তোমাদের প্রথম গদ্যলেখক সাহেব ফরেষ্টার ও কেরি।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

গদ্যসাহিত্য [স] বি গদ্যে রচিত সাহিত্য। 'বাংলাদেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

গদ্যাস্ত্রক [স গদ্য-আস্ত্রক] বি গদ্যধর্মী। 'যাহা সহজ সুলভ সাধারণ গদ্যাস্ত্রক।' *সর্বজ*, ১৯২১।

গদ্যিকা [স] বি গদ্যোচিত। 'গানের আলাপের সঙ্গে পুনশ্চ কাব্যস্বরের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করহ সেটা মন্দ হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

গন [স গণ] বি গণ; সশ্রদায়। 'রব্বিনি গন রস রব্বি নটই। রনরনি করুন কিব্বিনি রটই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'অভিজ্ঞ ভৈরব পূজা গন লৈয়া সঙ্গে।' *মালাধর*, ১৫০০।

গনি [ই gun] বি বন্দুক। 'রেজিমেন্ট কে রেজিমেন্ট গোরা, গন, বোট ও এসপেসিয়েল কমিসনের চট্টো।' *হুতম*, ১৮৬১।

গনগন [ধন্য] বি বিরক্তির বহিঃপ্রকাশক ভাব। 'বিরক্তির সঙ্গে এক কেটলি চা এনে ... গনগন করতে থাকবে।' *জীবন*, ১৯৩১।

গনগন করা [ক্রি প্রথর হওয়া] 'দুপুরের রোদ গনগন করছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

গনগনে [ধন্য গনগন] বি প্রচণ্ড উত্তাপযুক্ত। 'গনগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'গনগনে আতন।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

গনগর্বিত [স গণ+গর্বিত?] বি গুরুজন। 'গনগর্বিত দেখা বুকে না দেই বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গনতি [স গণতি] বি গণনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গনন্যকার [স গণন্যকার] বি ভাষ্য গণনা করে যে; জ্যোতিষী। 'গনন্যকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গনন [স গণন] বি বর্ণনা; হিসাব; 'পৃথিবী রেনু জদি করিএ গনন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গনপতী [স গণপতি] বি হিন্দু দেবতা গণেশ। 'গনপতী প্রনমোই বিদ্বী করতার।' *মালাধর*, ১৫০০।

গনমার্গ [স গণ-মার্গ] বি চলার পথ। 'গনমার্গে গমন করিল গৌড়মুখে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গনা [স গণন] ১ ক্রি অনুভব করা। 'ভনই বিদ্যাপতি লেহ মনে গনি কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ ক্রি গণনা করা। 'আকাশের তারা জদি একে একে গনি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ ক্রি হিসাব করা। 'ভিন চারি পাঁচ সাত গনিঞা অনুচরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ ক্রি আশঙ্কা করা। 'প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।' *বৃন্দা*, ১৫০০। ৫ ক্রি গ্রাহ্য করা। 'সেই সড় মহাবলী কাহাকে না গনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ ক্রি মান্য করা। 'রাজা প্রজা, উঁচু নিচু, কিছু না গনি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৭ ক্রি মিলিয়ে দেখা। 'টাকাওগিল গনিয়া আয়রন-চেটে না তুলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। **গন্যা** ক্রি গণনা করে। 'একে একে দিব গন্যা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গনা-গোষ্ঠী [স গণ+স গোষ্ঠী] বি গোষ্ঠীবর্গ; সমস্ত আত্মীয়স্বজন। 'ইয়াবুল-মাজ্জের গনা-গোষ্ঠী ঐ দেওয়ালের আড়ালে আটকা পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

গনানো [স গণন] ক্রি গণনা করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গভোলা [ইতালিয়ান] বি এক ধরনের নৌকা। 'সিনমার্ক দর্শন করে, চন্দ্রালোকে গভোলা চড়ে।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২। **দ্র গভোলা**

গন্তব্য [স] বি গৌড়াতে হবে এমন। 'গন্তব্য পথ মশালেতে সুশোভিত হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গন্তব্যস্থান [স] বি যেতে হবে এমন স্থান; গম্যস্থান। 'নাম, ধাম, গন্তব্যস্থান, পিতৃপুরুষের পরিচয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

গন্তা [স গম্+] বি গমনকারী। 'উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া একক দিবস পর্যন্ত গমন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গন্তকাম [স] বি গমনে উদ্যোগী। 'গন্তকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গন্দ [ফা] বি দুর্গন্ধ। 'গন্দে লুকাইয়া কেহো জ্ঞাএ গড়াগড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্দ পুষ্প [স গন্ধ-পুষ্প] বি সুগন্ধি ফুল। 'মুকু রাজা বর তুজি গন্দ পুষ্প দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

গন্দম [ফা] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গের নিবন্ধ ফল। 'গন্দম ভক্ষিআ হৈল দুক্তিত অন্তর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গন্দর্বিভা, **গন্দর্ববিভা** [স গন্দর্ব-বিবাহ] বি শুধু বর ও কন্যার পারম্পরিক সম্মতিতে বিবাহ। 'গন্দর্ব বিভার কার্যে সতে নিকৌজিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গণ্ডোলা [ইতালিয়ান গভোলা] বি পর্যটকদের ব্যবহারের জন্যে এক-মার্বিগোলা নৌকাবিশেষ। 'টারদের আলোয় আন্দোলিত গণ্ডোলাতে রূপসীকে জানায় পূজা হেঁড়া ষাটায়।' *বৃন্দ*, ১৯৬৬। **দ্র গণ্ডোলা**, **গভোলা**

গন্ধ [স] ১ বি সুবাস। 'তাত নাহি গন্ধের পরসে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ বি বিলুপ্তিযুক্ত। 'রক্ত এবং শ্বেতচন্দন গন্ধ কাঠের মধ্যে প্রধান।' *অক্ষর*, ১৮৪১। ৩ বি আভাস। 'কোম্পানী তাহাদের গতিবিধির গন্ধ পাইয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গন্ধওলা [স গন্ধ+হি ওলা] বি ঘ্রাণযুক্ত। 'কড়া গন্ধওলা অন্য কোনো মাল নেওয়া হয় না।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

গন্ধকাতর [স] বি গন্ধাক্ষর। 'আমি এমন গন্ধকাতর পোক দেখেছি।' *মুক্ততবা*, ১৯৬০।

গন্ধকালি [স গন্ধ+] বি মৎস্যগন্ধা; পৌরাণিক নারীচরিত্রবিশেষ। 'গন্ধকালি কুঞ্জিরিনি তাখাই মারিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্ধগহন [স] বি গন্ধগুপ্ত। 'এই গন্ধগহন-সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

গন্ধ-গোবুল [স] বি বেজিজাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'অন্ধবনের গন্ধ-গোবুল, ভরে আমার হৌঁখো রে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

গন্ধজালা [স] বি গন্ধের প্রবাহ। 'ওরে শিরীষ ... গন্ধজালা শূন্য ঘিরিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

গন্ধবীটি [স গন্ধ+] বি গুণাবিশেষ ও তার ফল। 'গন্ধবীটি কেতকী ফেরস।' *মালাধর*, ১৫০০।

গন্ধটগর [স গন্ধ+] বি ফুলবিশেষ। 'গন্ধটগর বনমহী।' *বড়*, ১৪৫০।

গন্ধতেল [স গন্ধতৈল] বি সুবাসিত তেল। 'গন্ধতেলে বৌপা বাঁধিলে শুধু চলিত না।' *মানিক*, ১৯৪০।

গন্ধতৈল [স] বি সুবাসিত তৈল। 'সে প্রদীপখানি আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গন্ধদ্রব্য [স] বি গন্ধ ছড়ায় যে দ্রব্য। 'জায়ফল অন্তরা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গন্ধধূপ [স] বি সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 'তারি দুইধারে ধূপাধারে হতে উঠিছে গন্ধধূপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গন্ধনিবিড় [স] বিণ গন্ধ ছড়িয়ে থাকে এমন। 'গন্ধনিবিড় আমবাগানে কেবিল ডাকছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গন্ধপিপ্লী [স] বি গন্ধপিপ্পল। 'গন্ধাষী গন্ধপিপ্লী।' বড়ু, ১৪৫০।

গন্ধপ্রবাহ [স] বি সুগন্ধের ধারা। 'অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মিশ্রিত মৃদু গন্ধপ্রবাহ বহন করে আনতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গন্ধবণিক [স] বি হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'গন্ধবণিক ৫৫১৫২।' দর্পণ, ১৮১৯।

গন্ধবতী [স] বিণ স্ত্রী সুগন্ধ-বিশিষ্ট। 'তরু হোক ত্রোতাঠা গন্ধবতী তোমার সুনামে।' মাহবুব, ১৯৬৩।

গন্ধবশ [স] বিণ ভ্রাণের বশবর্তী। 'সেই গন্ধবশ নাসা/ সদা করে গন্ধের আশা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গন্ধবহ [স] বি বাতাস। 'শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চারণ দ্বারা, পরম রমণীয়া হইয়া আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গন্ধবাণী [স] বি গন্ধ রূপ বাণী। 'স্থীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গন্ধবানী [স] গন্ধবণিক। বি হিন্দু গন্ধবণিক সম্প্রদায়। 'বৈসে যত গন্ধবানী গন্ধ বেতে ধূপধনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গন্ধবারি [স] বি গোলাপজল। 'গন্ধদ্রব্য, গন্ধবারি, কুসুমদাস' অক্সফোর্ড অভিধান করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

গন্ধবাস [স] বি সুগন্ধ। 'কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস।' নজরুল, ১৯৩০।

গন্ধবাসিত [স] বিণ ভ্রাণযুক্ত। 'সেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বুক ভরিয়া একটিমাত্র শেষ নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গন্ধবিক্রেতা [স] বি আতর বিক্রেতা। 'পুশ্পবিক্রেতা, গন্ধবিক্রেতা, তাম্বুলবিক্রেতা।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

গন্ধবিধুর [স] বিণ গন্ধভরা। 'আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গন্ধবেসে, গন্ধবেনে [স] গন্ধবণিক। বি হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ছুতার, গয়না, গন্ধবেসে ও কাশারির আনন্দের সীমা নাই।' হুতোম, ১৮৬১; 'গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

গন্ধব্যাকুল [স] বিণ গন্ধে আকুল। 'বনে দুলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল বাতাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গন্ধভরা ১ বিণ সুগন্ধী। 'সূর্য আঁকি দিল আঁখির পাতে, গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ গন্ধে পরিপূর্ণ। 'হেথা বাতাস গীতি গন্ধ-ভরা।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯১১। ৩ বিণ মধুর। 'গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গন্ধভাদাল [স] গন্ধভদ্রা। বি ভেষজগুণসম্পন্ন লতাবিশেষ। 'আটটা ডিম নিয়ে গন্ধভাদাল পাতার মাঝে বসিয়ে দেয়।' ইসহাক, ১৯৫৫।

গন্ধভার [স] বি গন্ধময়তা। 'অন্ধ ভরি অবিরাম উঠিছে উজ্জ্বল ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধভার।' বনফুল, ১৯৩৬।

গন্ধভেদালি [স] গন্ধভদ্রা। বি ভেষজগুণসম্পন্ন লতাবিশেষ। 'দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে।' বিভূতি, ১৯২৯।

গন্ধভেলা বি গন্ধরূপ ভেলা। 'শূন্যতলে গন্ধভেলা ভাসায় বাতাসেতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

গন্ধমধু [স] বি গন্ধরূপ মধু। 'দুকাইতে নারে বুকের গোপন গন্ধমধু।' নজরুল, ১৯৩১।

গন্ধময় [স] বিণ সুবাসিত। 'জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গন্ধমাদন [স] বি (পুরাণ) সুগন্ধিবনযুক্ত পর্বতবিশেষ। 'ঔষধ আনিতে গেলা গন্ধমাদনে।' মালাধর, ১৫০০।

গন্ধমোদিত [স] বিণ গন্ধে আমোদিত। 'তব নন্দনশক্ৰমোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গন্ধমস [স] বি ধূপ। 'কাহার করে হৈম ধূপদান, তাহে পুড়ি গন্ধমস, কুন্দর, অগুরু।' মাইকেল, ১৮৬০।

গন্ধ রাংগ [স] গন্ধরাণা। বি গন্ধরাণ। 'তাম্বুলরাংগে/ গন্ধ রাংগে রচিল বদনো।' বড়ু, ১৪৫০।

গন্ধরাজ [স] বি সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'গন্ধরাজ চাঁপা মাঝে বকুলের মধ্যি' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

গন্ধলোভী [স] বিণ গন্ধলোভ। 'হস যদি ওর গন্ধলোভী।' নজরুল, ১৯০০।

গন্ধশিলা [স] বি বাসমতী ধান। 'দ্বিজগণে বেদগান মহি গন্ধশিলা ধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গন্ধসলিল [স] বি সুগন্ধ তরল। 'ঝারিতে গন্ধসলিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গন্ধস্নিগ্ধ [স] বিণ সুবাসে স্নিগ্ধ। 'ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।' বুক, ১৯৩০।

গন্ধমুতি [স] বি মৃতিময়তা। 'নানা ঝড়ুর গন্ধমুতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গন্ধহস্তী [স] বি মদগন্ধ হাতি। 'গুজরের অনিদ্ৰা, গন্ধাররাজরূপ গন্ধহস্তীর পিক্কুর, লাটচোবের উপর বাটপাড়।' প্রমথ, ১৯৩০।

গন্ধ^১ [ফা গন্ধ] বি ঘৃণা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

গন্ধক [স] বি হলুদ রঙের রাসায়নিক পদার্থবিশেষ; সালফার। 'সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতো রং ধরায়েছি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

গন্ধাব [স] গন্ধাবী বি গন্ধাব। 'মরুমরীচি গন্ধাব নইনী দাপতিবিধু জইসা।' চর্যা ৪১, ১২০০।

গন্ধাম [ফা গনুদাম] বি ইসলামি মতে বেহেশতের নিষিদ্ধ ফল। 'বেহেঁশে খেয়ে গন্ধাম তাইতে এলো ভাবনগরে।' লালন, ১৮৯০।

গন্ধর্ষ, গন্ধর্ষ [স] ১ বি স্বর্ণের গায়কগোষ্ঠী। 'রবে চড়িয়া গন্ধর্ষ কৃষ্ণে ত্রুতি করে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি শুষ্ক পাত্র-পাঠীর সম্মতিতে সংঘটিত হিন্দু বিবাহবিশেষ। 'করির গন্ধর্ষ বিজা লইয়া যাব কাশী।' বিজয়, ১৬০০। ৩ বি নরক। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

গন্ধর্ষ-কিন্নর, গন্ধর্ষ-কিন্নর [স] বি (পুরাণোক্ত) স্বর্ণের গায়ক শ্রেণী গন্ধর্ষ ও কিন্নর। 'মনুষ্যের বেশে আসে গন্ধর্ষ-কিন্নর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গন্ধর্বভূ [স] বি গন্ধর্বের বৈশিষ্ট্য। 'আমার গন্ধর্বভূ গিয়াছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গন্ধর্বপাবনী, **গন্ধর্বপাবনী** [স] বিণ গন্ধর্বগণের ত্রাণকারী। 'গন্ধর্বপাবনী যশোদা নন্দিনী রাধা নাম ভানুসূতা।' *চঞ্জী*, ১৫৫০।

গন্ধর্ববিদ্যা, **গন্ধর্ববিদ্যা** [স] বি সংগীতশাস্ত্র। 'জ্ঞানশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ... গন্ধর্ববিদ্যা ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

গন্ধর্ববিবাহ, **গন্ধর্ব বিবাহ** [স] বি তধু পাত্র-পাত্রীর সম্মতিতে সংঘটিত হিন্দু বিবাহবিশেষ। 'শাস্ত্র বিচারে জরী হইয়া বিদ্যাকে গন্ধর্ব বিবাহ করিলেন।' *রাঞ্জী*, ১৮০৫।

গন্ধর্বলোক, **গন্ধর্বলোক** [স] বি কল্পিত গন্ধর্বদের বাসস্থান। 'নাগলোক, গন্ধর্বলোক, দেবলোক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

গন্ধা [স গেন্দু] বি গাঁদা; ফুলবিশেষ। *ওর্গা*, ১৮৫২।

গন্ধাধিবাস [স গন্ধ-অধিবাস] বি দেবপুজার আগে চন্দন, তেল, হুন্দ দিয়ে অনুষ্ঠিত আচারবিশেষ। 'সমস্ত সমাচার গন্ধাধিবাস করি।' *ভারত*, ১৭৬০।

গন্ধাধিবাসন [স গন্ধ-অধিবাসন] বি হিন্দুদের পুজায় বা রিয়েসহ অন্যান্য শুভকর্মে গন্ধদ্রব্য দিয়ে করা আচারবিশেষ। 'জ্ঞাতক বিপ্রমুনি করিল বেদধ্বনি কন্যার গন্ধাধিবাসনে।' *যুদ্ধ*, ১৬০০।

গন্ধামোদ [স গন্ধ-আমোদ] বি সুস্বাদু গন্ধ। 'দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী – গন্ধামোদে মোদিয়া কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গন্ধামোদী [স] বিণ আকুলকারী। 'গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গন্ধার বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৬৫০।

গন্ধিত [স] বিণ গন্ধযুক্ত। 'বোকেন্দ্র-গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাঙ্গা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

গন্ধী [স গন্ধ] ১ বি সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ী। *ওর্গা*, ১৮৫২। ২ বি গন্ধযুক্ত। 'সে-গন্ধের তীব্রতার কাছে অন্যান্য গন্ধীগাথ ঘেঁষা হয়ে গেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪২।

গন্ধেশ্বরী [স] ১ বি একপ্রকার ধান। 'বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কাছে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি গন্ধবণিকদের কুলদেবী। 'সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গন্ধাকটা [ও গ্রহণখণ্ডিয়া] বিণ উপরের ঠোঁট কাটা এমন। 'গন্ধাকটা মেয়ে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

গপ [স গপ্পা] বি গল্প। *মানোএল*, ১৭৪০।

গপগপা [ধন্যা] বি দ্রুত বাওয়ার শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'এই বা ভালুকের মতো, মীল আকাশ গপগপ করে গেলে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

গপগপি [ধন্যা] বি তোলপাড়। 'বুকের ভেতর এখন হাজার যন্ত্রণার গপগপি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গপাগপ [ধন্যা] ক্রিবিধ দ্রুত গপগপ শব্দ করে। 'গপাগপ ঝাও না সোজা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গপাস [ধন্যা] বি দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'গপাস করে গিলবে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

গপ্প, **গপ্প** [স জল্প] ১ বি গালগল্প। 'আমরা গল্প করতেছিলাম।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ বি ব্রপকথা। 'খোকন-মণি! গপ্প তুমি জানো?' *নজরুল*, ১৯২৬।

গপ্প টপ্প [স জল্প] বি আলাপ-আলোচনা। 'এখন সুচোচনার কথা

যা তুলি, যেন কোথাও গপ্প টপ্প করিসনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গপ্পি [স জল্প] ১ বি গল্পকারী। *মানোএল*, ১৭৪০। ২ বি গল্প। 'গোলবাগিশে ঠাণ্ডা মরি ভুড়ক তামুক খায়, গপ্পি করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

গপ্পিয়া [স জল্প] বি যে গল্প করে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গপ্পো, **গপ্পো** [স জল্প] বি অবাস্তব গল্প। 'বড় যে গপ্পো মাডিস।' *উমেশ*, ১৮৫৭। 'কচি খুঁকির মতো সকালে উঠে গপ্পো গিলছিস।' *হানিক*, ১৯৩৫।

গফিল [আ গাফিল] বিণ অমনোযোগী; যত্নহীন। 'ইহাতে গফিল না হইবেন।' *চিঠিপত্র*, ১৮০৭।

গবগব [ধন্যা] বি বড়ো বড়ো গ্রাসে ভাড়াভাড়ি গিলে বাওয়ার শব্দ। 'কাঁকা গব গব করে গিললেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

গবগবানো ক্রি লাফলাফি করা। 'চাইলেই কি আর ফসল গবগবায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

গবড়া [স গোড়া] বি রাগবিশেষ। 'রাগ গবড়া।' *চর্চা* ২, ১২০০।

গবনর [সি গভর্নর] বি শাসক। *মেয়র্স*, ১৭৭৭। *দ্র গবনর*

গবয় [স] বি গয়াল। 'শরত করত হয় গবয় হরিণ।' *যুদ্ধ*, ১৬০০।

গবনর, **গবর্নর**, **গবর্নর** [সি ১ বি পণ্ডিতালক। 'বহুমানের মতমহারাজ যে হিন্দু কলেজের প্রধান গবনর ছিলেন।' *জ্ঞানোন্মেষণ*, ১৮৩৫। ২ বি ব্রিটনের শাসনকর্তা। 'ইহার পরে গবনর ফ্রিক ... সাহেবেরা রাজত্ব করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ খ্রীষ্টীয়ত গবর্নর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

গবনর জেনরল, **গভনর জেনেরাল** [সি বি ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকায় রাজা বা রানির প্রতিনিধি। 'খ্রীষ্টীয়ত গবনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। 'বিজ্ঞবর গবনর জেনরল খ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব ...' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

গবনরনমেষ্ট [সি বি গভর্নমেন্ট। 'গবনরনমেষ্ট গেজেট হইতে তাহার চুমক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

গবনরনী [সি গভর্নর] বিণ গভর্নরের। 'এই শহরের গবনরনী পদ প্রাপ্ত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

গবর্নর জেনারেল, **গবর্নর জেনেরাল** [সি বি ব্রিটিশ ভারতে নিয়োজিত রানীর প্রতিনিধি। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ খ্রীষ্টীয়ত গবর্নর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। 'কয়েক বৎসর পরে গবর্নর জেনারেল তাঁহাকে আশাপুর নামক একখানি গ্রাম জায়গীর দেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গবর্নর হাউস [সি বি গবর্নরের বাসভবন। 'ঢাকায় গবর্নর হাউসে ... বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।' *বেগম*, ১৯৫১।

গবর্নর জেনারেল [সি বি সর্বপ্রধান শাসনকর্তা; বড়লার। 'গবর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর।' *রাজ*, ১৮৭৪।

গবরাট বি দরজার চৌকাঠ। 'ঘরের দুয়ারের গবরাটে মাথাটা হেলাইয়া ঢেসে দিয়া ...' *বিজুতি*, ১৯২৯।

গবর্ণমেন্ট, **গবর্নমেন্ট**, **গবরমেন্ট** [সি ১ বি সরকার। 'এতদেশীয় গবর্ণমেন্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।' *দর্পণ*, ১৮২৫। 'একপাশের পাঁচখানি বেষ্টিত গবর্ণমেন্টের দল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ বি প্রদেশের শাসনকর্তা। 'বাংলার গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব উড়িয়ায় ছিল না।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

গবর্ণগমেস্ত [হি] বি গবর্ণমেস্ত। 'গবর্ণগমেস্ত গেজেটে ইস্তাহ্যার দিয়াছেন।' দৰ্পণ, ১৮২০।

গবর্ণমেস্ত, গবর্ণমেস্ত [হি] বি সরকার। 'ময়লার গাড়ি দাখা দিয়েছেন, এঁরা গবর্ণমেস্তের পৃথি পুত্র।' হুস্তাম, ১৮৬১।

গবর্ণমেস্তো [হি গবর্ণমেস্ত] বি সরকার। 'গবর্ণমেস্তো আমার শ্রেষ্ঠেরে জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপিয়ে দিলে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

গবর্ণমেস্ত [হি গবর্ণমেস্ত] বি সরকার। 'গবর্ণমেস্ত আত্মা করিয়াছেন।' দৰ্পণ, ১৮২০।

গবর্ণর গ্র গবর্ণরনর

গবর্ণর গ্র গবর্ণরনর

গবর্ণর্স, গবর্ণর্স [হি বি স্ত্রী গৃহশিক্ষিকা। 'কাহারও বাড়ীতে গবর্ণর্স হইতেন অথবা কোন অথবা কোন আত্মরাম্যে অতি সামান্য বেতনে সেবিকা হইতেন।' রোকেয়া, ১৯২২; 'পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গবর্ণর্স'। রবীন্দ্র, ১৯২৮। গ্র গবর্ণর্স

গবন্তিত [স গ্রীবাস্তিত] বিণ গ্রীবাস্তিত। 'গবন্তিত গজেন্দ্রবন্দন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গবাক্ষ [সি] বি এক শ্রেণীর বানর। 'সরত গবাক্ষ আর বির হনুমান।' মাল্যধর, ১৫০০।

গবাক্ষ [সি] ১ বি জ্ঞানালা। 'গবাক্ষে আরোণী নেত্র।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বায়ু চলাবলের ছোটো পথ। 'কোন স্থানেই জ্ঞানালা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ আছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

গবাক্ষঝার [সি] বি জ্ঞানালা। 'তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইয়া, গবাক্ষঝার দিয়া রাজগণ নীরীকায় করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গবাক্ষবর্তিনী [সি] বিণ স্ত্রী জ্ঞানালায় পার্শ্ববর্তী। 'দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবর্তিনী পুটিকে দেখিলামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীধ্বনি।' বনফুল, ১৯০৬।

গবাদি [সি] বি গোন্ধ ও গোন্ধ জাতীয় গৃহপালিত পশু। 'গবাদি সেবা আমরা করিতাম।' দৰ্পণ, ১৮২২।

গবাহি [সি] বি গোন্ধর হাড়। 'গবাহি প্রভৃতি হিন্দুদিগের অনুষ্ঠার্য দ্রব্যর ...।' দৰ্পণ, ১৮৩৮।

গবিআ [স গবী] বি গাভি। 'বলদ বিআএল গবিআ বাক্যে।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

গবেট বিণ বোকা। 'কেউ গবেট, কেউ আকাট গবেট।' হাই, ১৯৫৬।

গবেটামি বি বোকাহি। 'এ দম্ব আমি করেছিলাম কোন গবেটামিতে।' মুজতবা, ১৯৬০।

গবেষণা [সি] বি তত্ত্বানুসন্ধান। 'তাঁহার গবেষণা প্রামাণ্য বটে।' অক্ষয়, ১৮৭৭।

গবেষণাগার [সি] বি পরীক্ষানিরীক্ষার জায়গা। 'সাম্প্রদায়িকতার গবেষণাগাররূপে কাজ করিতেছে।' সঙ্গীত, ১৯৪৬।

গবেষণাপরায়ণ [সি] বিণ গবেষণায় নিয়োজিত আছে এমন। 'বিজ্ঞান-গবেষণাপরায়ণ পণ্ডিতগণ বহু আলোচনা ও প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গবেষণাপূর্ণ [সি] বিণ গবেষণাভিত্তিক। 'তাঁর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বহুবেশে।' প্রমথ, ১৯২৮।

গবেষণাপ্রসূত [সি] বিণ অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এমন। 'তাঁহাদের সেই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিচার ও মীমাংসা ...।' অক্ষয়,

১৮৫৪।

গবেষণামূলক [সি] বিণ গবেষণাধর্মী। 'ঔষধের সমগ্রীয়া স্বঘনীয়া একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি।' জগদীশ, ১৯২৬।

গবেষণাশীল [সি] বিণ অনুসন্ধানে নিয়োজিত। 'জাগতিক তত্ত্বগবেষণাশীল পাকাতা পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিবরণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গবয়স্তণা [সি গবয়স্তণা] বি গবত যাতনা। 'রাধামাধব, এ কী গবয়স্তণা।' মুজতবা, ১৯৫২।

গব্য [সি] বি গোন্ধর দুধ থেকে তৈরি দধি, ঘি ইত্যাদি। 'পুরীসোসাঐ কৈল কিছু গব্যভোজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'লোহা শাক্ষা সোন গব্য বিক্র-এ সঞ্জিব বহু ধন।' মুরুল, ১৬০০।

গব্যঘৃত [সি] বি গন্ধর দুধে উৎপন্ন ঘি। 'এই স্থলে ক্রমাগত গব্যঘৃত মর্দন করা হয়েছে।' হাসান, ১৯৬৭।

গব্যভোজন [সি] বি গোন্ধর দুগ্ধজাত বস্ত্র ভোজন। 'পুরীসোসাঐ কৈল কিছু গব্যভোজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গব্যরস [সি] বি গন্ধর দুধ। 'গব্যরসে যেমন পারা শোধন করে।' মনোজ, ১৯৬১।

গব্যুতি [সি] বিণ দুই ক্রোশ। 'অনুরঞ্জে আইল যেন গব্যুতি অয়ন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গভর্নর [সি] বি শাসনকর্তা। 'বাংলার প্রথম গভর্নর।' মণীশ, ১৯৬৩।

গভর্নিং বডি [সি] বি পরিচালনা পর্ষদ। 'মহিলা সমিতির গভর্নিং বডি তার তীব্র সমালোচনা করে।' বেগম, ১৯৫৩।

গভর্নর্ট [সি] বি সরকার। 'আমি অবাক হয়ে বললুম, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। গ্র গভর্নর্ট

গভর্নর্স [সি] বি গৃহশিক্ষিকা। 'গভর্নর্স আছেন, তিনি হেল্পিংলেনের পড়াশোনা দেখেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। গ্র গভর্নর্স

গভির [সি] গভীর। বিণ প্রচণ্ড; গম্ভীর। 'অসেস গভির আমি তোমার স্ত্রীজিত।' মাল্যধর, ১৫০০; 'আসাড়ে নবিন মেঘ গভির গর্জন।' হায়দেউ, ১৭৭৮।

গভীর [সি] ১ বিণ ভিত্তর দিকে বিস্তৃত। 'নাড়ি গভীর তোর প্রেয়োগ উপমা।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ নিচু তলদেশবিশিষ্ট। 'কুপ গভীর তরলিনী তীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বিণ অধিক। '২ মাঘ তারিখের গভীর রানি।' দৰ্পণ, ১৮২৪। ৪ বিণ নির্বিড়। 'এক অতি বিস্তৃত ঘোরতর গভীর অরণ্যমধ্যে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বিণ উদার। 'কুখাপি গভীর ক্রদয়ের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিণ গম্ভীর। 'বল্লভনিন তুল্য ঘোরতর গভীর নাদ।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৭ বিণ তীব্র। 'গভীর দুখে দখী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৮ বিণ প্রগাঢ়। 'যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নির্বিড় মেঘ, গভীর ভাব ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৯ বিণ বিশিষ্ট তলদেশ পর্ষদ। 'আপনার কিছুই গভীরে তলিয়ে দেখেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১০ বিণ দ্বন্দ্ববিশিষ্ট। 'গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ১১ বিণ গাঢ়। 'আর একটা খুবই গভীর লাল।' নজরুল, ১৯২২। ১২ বিণ প্রবল। 'গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল।' জীবন, ১৯৪২। ১৩ বিণ আন্তরিক। 'মানুষের তরে এক মানুষের গভীর ধর্ম্ম।' জীবন, ১৯৪২। ১৪ বিণ রহস্যময়। 'হে উট, গভীর ধর্ম্মী, আমারে নাও।' শক্তি, ১৯৬১।

গভীর জলের মাছ - গভীর পানিতে বাসকারী মাছের মতো বুদ্ধিমান ও চাপা। 'মিঃ গান্ধী যে গভীর জলের মাছ ইহা অনেকবার দেখা

গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

গভীরতম [স] ১ *বিণ* অতিশয় গভীর। 'সেই পদার্থের গভীরতম নিগূঢ় ভাষা ভাষার অজ্ঞাতই রহিল দেখিতে পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* চূড়ান্ত। 'যা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গভীরতর [স] *বিণ* আরও গভীর। 'আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতর রূপে প্রতীয়মান হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

গভীরতল [স] *বি* জলের নিম্নতম স্তর। 'গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

গভীরতলা [স *গভীরতল*] *বি* অবহেলিত অংশ। 'সমাজের যে গভীরতলায় পল্লী ভলিয়ে আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

গভীরতা [স] ১ *বি* নিচের দিকের দৈর্ঘ্য। 'বস্তুর নীচের দিকের যে দৈর্ঘ্য, তাহার নাম গভীরতা।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বি* চকুত; গাঢ়তা। 'ভাষার শুষ্কতা আছে, চাক্ষুণ্য আছে, কাঠিন্য আছে, কিন্তু ভাবের গভীরতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

গভীরত্ব [স] *বি* গভীরতা। 'আঁধারের গভীরত্ব ভয় জন্মিয়ে তোলে মানুষের মনে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

গভীরভাবে [স] *ক্রিবিণ* দৃঢ়ভাবে। 'লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

গভীরা [স] *বিণ* স্ত্রী বোঝে। 'যবে গভীরা যামিনী।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

গভ্বর [স *গহবর*] *বিণ* দুর্গম। 'গহন গভ্বর গিরি কানলে চুকীল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গম [স *গোমুখ*] *বি* শস্যবিশেষ। 'গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা কাপাস মুকুন্দ, ১৬০০।

গম [আ] *বি* শোক; দুঃখ। 'আগ বরাবর ছুটে ডাতিজার গম' *গরীব*, ১৭৬৫।

গমক [স] ১ *বি* সংসীতের 'সরকম্পন বা 'সরবিন্যাসবিশেষ'। 'আর একটু গমক খেলাতে চেষ্টা কর।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* কম্পন। 'আবার দূরাশা বাসনা তিয়াসা গমকে, চমকে মেয়ের উরে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৫।

গমকা [স *গমক*] *ক্রি* প্রচণ্ড শব্দে কঁপে ওঠা। 'রণ-বাজা বাজে ... দামা দামা প্রিমি প্রিমি গমকি গমকি।' *নজরুল*, ১৯২২।

গমকে গমকে [স *গমক*] *ক্রিবিণ* কুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। 'গমকে গমকে কান্না আসছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

গমগম, **গম গম** [ধন্যা] ১ *বি* ধনিত-প্রতিধনিত হওয়ার ভাব। 'গম গম তোপ আবাজে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* জনসমাগম নির্দেশক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৩ *ক্রিবিণ* সরগরম। 'বিস্ময়রাশিতে গম গম করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। 'শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ গমকে শিরায় গমগম।' *নজরুল*, ১৯২২।

গমগমা [ধন্যা] *বিণ* সরগরম। 'উভয় অঞ্চলের আবহাওয়া গমগমা হইয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গমগমে [ধন্যা] *বিণ* জমজমাট। 'মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে শাট ... গমগমে এন্ডেলুর আনাচে কানাচে উড়ছে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

গমন [স] ১ *বি* হাটা। 'আঙ গেলি সড়র গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রস্থান। 'রাধা সব সবি সয়ে করিলা গমনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বি* চলন। 'রূপেতে রত্নির গতি, গমনেতে হংসগতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গমন করা *ক্রি* অস্থান করা। 'রথে হৈতে উলি পদে গমন করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

গমনকর্তা, **গমনকর্তী** [স] *বি* গমনকারী ব্যক্তি। 'গমনকর্তা পূর্বে ডাকের অধ্যক্ষের নিকট সমাচার জানাইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

গমনকাল [স] *বি* যাওয়ার সময়। 'একজন আঢ়া পাঠান বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী নগরে গমনকালে কাশীধাম দিয়া যান।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

গমনকালীন [স] *বিণ* যাওয়ার সময়কার। 'গমনকালীন তমোবিশিষ্ট যামিনীজন্য ইতস্ততঃ সক্ষম দৃষ্টি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গমনচোর [স] *বি* গোপনে গমনকারী জন। 'ভুখারী দীনতা নির্ভরহতা গমনচোর – জেলে দিবে সহমরণের চিতা।' *সুধীন্দ্র*, ১৯২৬।

গমন-দোল [স *গমন+দোল*] *বি* চলার হন্দ। 'গমন-দোল অতুল তুল।' *নজরুল*, ১৯২৩।

গমন-নিরন্ত [স] *বিণ* থেমে গেছে এমন। 'ছেলেটি গমন-নিরন্ত, হঠাৎ মুখ ঢাকিয়া সে ধৌপাইতে লাগিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গমনপথ [স] *বি* যাত্রাপথ; গমনের পথ। 'কাশী পর্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গমনপূর্বক, **গমনপূর্বক** [স] *ক্রিবিণ* যাওয়ার পরে। 'উত্তমশা অনুরূপ বা উত্তর মহাসাগর গমনপূর্বক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গমনমানস [স] *বি* যাত্রার ইচ্ছা। 'পোতাঙ্কিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

গমনরতা [স] *বিণ* স্ত্রী গমন করছে এমন। 'গমনরতা কোন তরুণী।' *বিকৃতি*, ১৯০৮।

গমনশীল [স] ১ *বিণ* গমনরত। 'নৌকায় গমনশীল দেশ বিদেশীয় পুরুষেরদের।' *জ্ঞানযেশ্বর*, ১৮৩৩। ২ *বিণ* অতিক্রান্ত। 'গমনশীল দিন ও রাত্রিকে বিস্তার করিয়া ... নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

গমনশীলতা [স] *বি* হাটার গতি। 'শারীরিক বল, দ্রুতগমনশীলতা প্রভৃতি বিষয়করই বলিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গমনাগমন [স *গমন-আগমন*] *বি* যাওয়া আসা; যাতায়াত। 'তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সন্তবার কতিলাস্ত গমনাগমন।' *সুলতান*, ১৭০০।

গমনাগমনকারী [স *গমন-আগমনকারী*] *বিণ* যাতায়াত করে এমন। 'গমনাগমনকারী বহুবিধ জলযান পরিচালিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গমনান্তর [স *গমন-অন্তর*] *ক্রিবিণ* গমনের পর। 'মহাদোয়ের গমনান্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুবাসগণে নিমগ্ন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

গমনেচ্ছুক [স *গমন-ইচ্ছুক*] *বিণ* যেতে ইচ্ছুক। 'বোঝার আমীর এ বৎসর পবিত্র হজব্রত সম্পাদনের জন্য আরবকুমে গমনেচ্ছুক ছিলেন।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

গমনোদ্যত [স *গমন-উদ্যত*] *বিণ* প্রস্থান করতে উদ্যোগী। 'পেয়াদাগম যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গমনোদ্যোগ [স *গমন-উদ্যোগ*] *বি* যাত্রার প্রস্তুতি। 'সতীর দক্ষলয়ে গমনোদ্যোগ।' *ভারত*, ১৭৬০।

গমনোদ্যোগী [স *গমন-উদ্যোগী*] *বিণ* যেতে প্রস্তুত। 'দিবাকর পশ্চিম দিক রক্তিমাবর্ণ করিয়া ত্রমশঃ অন্তাঙ্গে গমনোদ্যোগী

হইতেছেন।' উমেশ, ১৮৫৭।

গমনোন্মুখ [স গমন-উন্মুখ] ১ বিণ অন্তগামী। 'অনন্তর যেমন সন্দেহে অত্যাচল গমনোন্মুখ হইলেন।' ভবানী, ১৮২৮; 'প্রিয়তম নির্নকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিবাদে মুদিত প্রায়।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বিণ যেতে উদ্যত। 'মহিনন্দন এই বর প্রাপ্ত হইয়া, তপস্বীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্বক গমনোন্মুখ হইলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

গমনোপযোগী [স গমন-উপযোগী] বিণ যাতায়াতের উপযুক্ত। '... তাহা জলধি পারাপার গমনোপযোগী করা মনুষ্য বুদ্ধির চিহ্নকর কৌশল।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

গমভাঙানি [স গোখুম+ভাঙানি] বি গমের ভাঙা। 'তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির হুদ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গমস্থা [ফা গম+স্থা] বি রাজনা আদায়কারী। ভবানী, ১৮২৩।

গমাগম [স] বি যাতায়াত। 'মনুষ্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্রেশ হস্তাশ্ব শকটাদির গমন সুদূরপরাহত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

গমনোপ [স গম+] ক্রি কাটানো। 'সগরে রজনী বইসি গমোপল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গমার [স গ্রাম+] বি গোয়ার। 'গোপ ভরমে জন্ বোলহ গমার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গমাস্তা [ফা গম+স্তা] বি রাজনা আদায়কারী; জমিদারের কর্মচারী। কালিদাস, ১৭৮৯।

গমি [আ গম+] ১ বি শোক। ভবানী, ১৮২৩। ২ বি দুঃখ। 'নিতান্ত গমিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কতে হয়।' ছোতা, ১৮৬১।

গমোপযুক্ত [স] বিণ যাওয়ার উপযুক্ত। 'বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নির্মাণার্থ চাঁদা।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৩।

গমুজ [ফা গম+জ] বি ভবনের ছাদে পিয়াজ-আকৃতির কাঁপা স্থাপত্যবিশেষ। 'মর্মরাদিশস্তুরনির্মিত মিনার গমুজ বুরুজ ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'বসন্তবাটীতে গমুজ গুঁঠাতে হবে এ কখনোই হতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

গমুজওয়ালা [ফা গম+জ+ই ওয়ালা] বিণ গমুজবিশিষ্ট। 'যেখানে সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গমুজওয়ালা পাথরের বুরুদ বানিয়ে চলত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গম্ভারী [স গম্ভারিকা] বি বৃক্ষবিশেষ। 'গম্ভারী গুপসিগ্নী ভাঁটি ঘাটপারলী।' বটু, ১৪৫০।

গম্ভীর [স] ১ বিণ গভীর। 'ভবনই গহল গম্ভীর বেণে বাহী।' চর্য্য ৫, ১২০০। ২ বিণ নীরব। 'তোমার গম্ভীর হৃদয় বৃত্তিতে না পারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ ধীরস্থির। 'নির্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ ভারিকি। 'অখের আকার পৃষ্ঠ চলন গম্ভীর।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বিণ গম্ভীরপূর্ণ। 'অবিনশ্বর কীর্তিপতাকা মহাবাহু বেদ ... গম্ভীর স্বরে ব্যাক করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৬ বিণ প্রচণ্ড। 'গম্ভীর নিনাদে আইল রথ।' মাইকেল, ১৮৬০। ৭ বিণ স্তম্ভিত হতে হয় এমন। 'যেখানে চাই সেই দিকেই অন্ধকার ... সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৮ বিণ গমগম। 'অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার, খুব গম্ভীর, খুব নিস্তব্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গম্ভীরতর [স] ১ বি আরও গভীর। 'হায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বিণ অতিশয় গম্ভীর। 'প্রতিবাহে

গম্ভীরতর হৃদয় দিয়ে বলল।' মুক্তাবা, ১৯৫৯।

গম্ভীরতা [স] বি গম্ভীর্য। 'রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মানা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গম্ভীরনিদানী [স] বিণ প্রচণ্ড গর্জনকারী। 'গম্ভীরনিদানী জলপ্রপাত।' বিতুতি, ১৯৩১।

গম্ভীরভাবে [স] ক্রিণ গম্ভীরভাবে। 'একটি অন্তরকণ্ড অব্যক্ত হই বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গম্ভীরা [স] ১ বি মন্দিরের ভিতরে অবস্থিত ছোটো ঘরবিশেষ। 'গম্ভীরাত্তে বরুণগোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ভারিকি। 'রসিকা বিমলার পরিবর্তে গম্ভীরা, অনুদাপিতা।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ৩ বিণ গভীর। 'গম্ভীরা নিশি কাটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গম্ভীরে [স] বিণ গভীরে। 'যে জনে পড়িল প্রেমসাগর গম্ভীরে।' আলাওল, ১৬৮০।

গম্ভু [স গম্ভীর] বি মর্ম। 'কে পাইবে গম্ভু তারি।' লালন, ১৮৯০।

গম্য [স] ১ বিণ গন্তব্য। 'কদাচিত্ত কেহ যদি যাএ গম্য আশে।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ গমনের গোপ্য। 'মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইবে।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিণ লভ্য। 'ধ্যানশয্য ধবল ভূষণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গম্যবুদ্ধ [স] বি গন্তব্য বুদ্ধ। 'মরুভূমি পথমাঝে পথিক যখন দুর্য্যাদেশে তার করিতে গমন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গম্যপথ [স] বি গন্তব্যের রাস্তা। 'গম্ভীর আরোহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গম্যবিহীন [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'সেইজন্যই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গম্যমান [স] বিণ চলমান। 'গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

গম্যমানোত্তম [স] বিণ যাওয়ার জন্য উত্তম। 'প্রস্থানান্তর গম্যমানোত্তম স্থানে ...।' দর্পণ, ১৮২২।

গম্যস্থান [স] বি গন্তব্যস্থান। 'গম্যস্থানের প্রশ্ন যদি কেহ করে ...।' সেবধি, ১৮৩৯।

গম্যহীন [স] বিণ গন্তব্যহীন বা লক্ষ্যহীন। 'গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

গম্যগচ্ছ, গম্যগচ্ছ [স] বিণ অলস (যাচ্ছি-যাবো)। 'গম্যগচ্ছ।' বিদ্যা, ১৮৯১। 'গম্যগচ্ছভাবে ছিল না তাঁর ধাতুতে।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গম্যগচ্ছ প্র গম্যগচ্ছ

গম্যনা [স গ্রহণ+] বি গমনা; অলংকার। ওর্দা, ১৭৮৫; 'আমি গিয়ে গা ধুয়ে গম্যনা পরি ঘরে।' ভবানী, ১৮২৫।

গম্যনাগীতি, গম্যনাগীতি বি অলংকারাদি। 'গম্যনাগীতিও মন্দ দেবে না বলতে।' শরৎ, ১৯১৬; 'মেয়েকে গম্যনাগীতি দিবে কম।' মানিক, ১৯৩৭।

গম্যনা-যেওর [স গ্রহণ+যাচ্ছি+ওর] বি নানাবিধ দামি অলংকার। 'গম্যনা-যেওর দিয়া ... মন ভোলাবার চেষ্টা করেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

গম্যরত [আ গারত] বি ধ্বংস। 'ভিতরে-ভিতরে ভয় করাইল, আজকেই না দুনিয়া পরত হয়ে যায়।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৯।

গম্যরহ [আ ওগায়রাহ] অর্থ ইত্যাদি। 'জমিদার তাতী লোকের উপর

আসুরা খরচ গররহ তলপ করিয়া ... ' তাঁতি, ১৭৯২।

গয়লা [স গোপাল] বি গোরু পালনকারী সম্প্রদায়; গোয়ালা। 'ছুতর, গয়লা, গরববে ও কাশারির আনন্দের সীমা নাই।' হত্যায়, ১৮৬১।
গয়লানী, **গয়লানী** [স গোপাল] বি গয়লার স্ত্রী। 'তৃণী গয়লানীকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানটাই ঢলাসে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।
 'গয়লানি' বিদ্যা, ১৮৯১।

গয়া বি ফলবিশেষ ও তার গাছ। 'অর্জুন খজুর খিরি গয়া আশত বোহারি।' মালাধর, ১৫০০

গয়া [স] বি হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রবিশেষ। 'গয়াতে বসিব আমি দেব গদাধরে।' রূপরাম, ১৭৫০।
গয়াসুর [স] বি (পুরাণ) অসুরবিশেষ। 'সেইদিন গয়াসুর মহাযুদ্ধ দিবে।' রূপরাম, ১৭৫০।

গয়াওগয়রাহ [আ ওগায়রাহ] অবা ইত্যাদি। শৌভে, ১৭৮৯।

গয়ানদার [স গায়ন+ফা দার] বি গায়ক। 'প্রত্যেক নৌকায় গয়ানদার।' মনসুর, ১৯৫৫।

গয়াল [স গবল] বি বুনা মহিষ। 'অতি ভয়ঙ্কর বগী গয়াল বহল।' বাহরাম, ১৬৫০।

গয়ের বি শ্রেমা। 'অনবরত কাসছেন আর গয়ের ফেলচেন।' কাশীপ্রসন্ন, ১৯৬১।

গর [আ গায়র] অবা অভাব, বৈপরীত্য, না প্রভৃতি বোধক উপসর্গবিশেষ। 'আর মহল আবাদি কি গর-আবাদি।' কেরি, ১৮০২

গর-আদালত [আ গায়র+আ আদালত] বি অবিচার। ওর্স, ১৭৮৫।

গর-আবাদি [আ গায়র+ফা আবাদ] বি চাষের অনুপযোগী। 'আর মহল আবাদি কি গর-আবাদি।' কেরি, ১৮০২।

গর-এতবারি [আ গায়র+আ ইতিবারি] ১ বি বিশ্রামের কথ্য। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি অবিধ্বাসী। ওর্স, ১৭৮৫।

গরকবুল [আ গায়র+আ কবুল] ১ বি অস্বীকার। 'গর কবুল করন।' ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি অস্বীকৃত। 'গরকবুল হওন।' ওর্স, ১৭৮৫।

গরকবুলওন [আ গায়র+আ কবুল] বি অস্বীকারকরণ; রাজি না হওয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

গরকবুলন [আ গায়র+আ কবুল] বি অস্বীকার করণ। ওর্স, ১৭৮৫।

গরখুশি [আ গায়র+ফা খুশী] বি নিরানন্দ। ওর্স, ১৭৮৫।

গরচুতী [আ গায়র+হি চুতী] বি চুতীহীন। 'গরচুতী ৩৮৭১ খান দাখীল দায়।' তাঁতি, ১৭৯২।

গরঠিকানা [আ গায়র+ফা ঠিকানা] ১ বিণ ঠিকানাহীন। 'যে মেয়ের বার্থ প্রত্যশায় ঘটকালি করে সে গরঠিকানা মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি অসঙ্গ ঠিকানা। 'সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি/গরঠিকানার গথিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গরঠিকানি, **গরঠিকানী** [আ গায়র+ফা ঠিকানা] বিণ ঠিকানা নেই এমন। 'গরঠিকানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'কানা-লঠন মাথার উপর টালাছে যেন গরঠিকানী পাছ।' শক্তি, ১৯৬১।

গরঠিকানিয়া [আ গায়র+ফা ঠিকানা] বিণ ঠিকানাহীন। 'গরঠিকানিয়া বন্ধু কে আছ/কবির বাণীর বন্দী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গরবিক্রী [আ গায়র+স বিক্রয়] বিণ অবিক্রীত। 'গরবিক্রী নমক জাহা থাকবেক।' কালশে, ১৭৮৭।

গরবিলি [আ গায়র+হি বিলানা] বিণ বিলি হয়নি এমন। 'অনেক জমি গরবিলি থাকিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

গরমিল [আ গায়র+স মিল] ১ বি অমিল। 'পৃথিবীর মানুষে মানুষে গরমিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি প্রভেদ। 'এ দু মতের ভিতর কিন্তু একই গরমিল আছে।' প্রমথ, ১৯১৯।

গরমেজাজি [আ গায়র+আ মিজাজি] বিণ নাশোশ। 'ডগলাসকে গরমেজাজি মনে হল।' মণীশ, ১৯৬৩।

গররাজি, **গররাজী** [আ গায়র+আ রাজি] বিণ অসম্মত। 'জামাই একটু অগ্রসর দিতে কি গররাজী হইবে?' বিজুতি, ১৯২৯; 'গররাজি সোকেকে নিমরাজি নিজের পারে পটিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারেন।' মুক্তবা, ১৯৫২।

গরসহী [আ গায়র+আ সহিহ] বিণ স্বাক্ষরহীন। 'জদী কেহ কিছু কাগড় আমদানী করে সে কাগড় বাতা সহী কিছা গরসহী নাএক লিখবে।' তাঁতি, ১৭৯২।

গরহজম [আ গায়র+আ হজম] বি বদহজম। 'কিছু গরহজমের জন্যে দায়ী কে?' ধূর্তি, ১৯৩১।

গরহাজির, **গরহাজীর** [আ গায়র-হাজির] বিণ অনুপস্থিত। 'গরের হাজির গরহাজির লিখিতে।' ভারত, ১৭৬০; 'জাদি গরহাজীর হইয়া কোনাখানে জাই ...' হ্যালহেড, ১৭৭২।

গরহাজিরা [আ গায়র-হাজিরা] বিণ অনুপস্থিত। 'হুকুম হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া শ্রেণ্ডার হয় ...।' মগারক, ১৮৬৯।

গরীশজ [হি বি কেশ্য কামান বসানোর ক্ত]। 'শীঘ্র করি গরশজ বাহুহ পুনি তবে।' আলাওল, ১৬৮০।

গরশর [জন্য] ১ বিণ ব্যাকুল। 'রসে গর গর রসের অন্তর সেই সে মরম জানে।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিণ অভিভূত। 'স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ক্রোধের ভাব প্রকাশক শব্দ। 'আপায় শিখায় বাধ করে গরগর।' কপারাম, ১৭৫০। ৪ বি গর্ভনেত্র শব্দ। 'নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বি গদগদ ভাব। 'প্রেমের সৃষ্টি গরগর, কাঁপে ভাবে ধরধর।' অশ্বিনী, ১৯২০। ৬ বিণ গদগদ। 'আদর গরগর বাদর দরদর।' নজরুল, ১৯২৬। ৭ বি চাকায় চাকায় ঘর্ষনের শব্দ। 'আকাবাকায় ঘুরন্ত চাকায় গরগর গরগর।' হোসেন, ১৯৬৯।

গর গর করা ক্রি ক্রোধের ভাব প্রকাশ করা। 'তুমি যে রেশে গর গর করচো।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গরগরানি বি চাপা ক্রোধ। 'কেবল মেজাজ। কেবল গরগরানি।' শেলিনা, ১৯৭৫।

গরগরে বিণ গদগদ ভাবযুক্ত। 'গাঙ্গা টানে, গরগরে স্বরে বলে কথা।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৩।

গরজ [আ] ১ বি অগ্রহ। 'বুঝাইবার গরজ নাই।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি প্রয়োজন। ওর্স, ১৭৮২; 'আমারো সেইরূপ ভারী গরজ উপস্থিত।' ডাবনী, ১৮২৮।

গরজি [আ গরজ] বি যার অগ্রহ আছে। বিদ্যা, ১৮৯১।

গরজের আত্মীয়তা বি স্বার্থের সম্পর্ক। 'গরজের আত্মীয়তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গরজন [স গর্জন] বি গর্জন। 'বাহাতে মোচড়ে দাড়ি হসার হসার করি গরজন গভীর বিশাল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গরজনি [স গর্জন] বি গর্জন। 'ঘূমের ঘোরে ডেবেছিলেম/ মেঘের গরজনি' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

গরজা, গরজানো [স গর্জন] ক্রি গর্জন করা। 'আসাদৃ মাসে নব মেঘ গরজএ।' বড়ু, ১৪৫০। **গরজ** ক্রি গর্জন করে। 'গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর। রতনই লাগি ন সম্বর চোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গরজএ** ক্রি গর্জন করে। 'আসাদৃ মাসে নব মেঘ গরজএ।' বড়ু, ১৪৫০। **গরজন্তু** ক্রি গর্জন করছে। 'বাপি গরজন্তু সমুদ্রি ভুবন ভরি বরিস্তিয়া।' *শেখর*, ১৬০০। **গরজায়** ক্রি গর্জন করলে। 'পৃথিবীর আলগ হইয়া কসে গরজায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **গরজি** ক্রি উচ্চশব্দ করে। 'জ্বলনে গরজি ঘন বরিসতা রে কঞোন সে বিপরাঞো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গরজিলী** ক্রি গর্জন করলো। 'কোপে গরজিলী রাধা যেন কালসাপ।' বড়ু, ১৪৫০। **গরজে** ক্রি গর্জন করে। 'সিংহ যেন ফিরে গিয়ে গরজে নাগে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

গরজালী [ফা] **বিগ** ক্রি কলহপ্রিয়। 'গরজালী বুঢ়ী আছে তোমার পাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

গরদ [আ গরজ] বি এক প্রকার রেশমি কাপড়। 'তসর, গরদ, চেলী প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র বেশেয়ে প্রস্তুত হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গরদন, গরদান [ফা গরদান] বি ঘাড়; গর্দান। 'গরদন।' ওর্স, ১৭৮৫; 'কোতা গরদন ফোতা ভায়ী কোপীধারী ...।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গরদানি বি ঘাড় ধাক্কা; গদা ধাক্কা। 'ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

গরব [স গর্বা] বি অহংকার। 'যৌবন গরবে রাধা না চিহ্নি ম্যোরে।' বড়ু, ১৪৫০; 'তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোহার রূপে।' *জ্ঞান*, ১৬০০।

গরবা বি গুজরাটের একপ্রকার নৃত্যগীত। 'সাঁওতাল কিংবা গুজরাটের গরবা নাচ।' *মুজতবা*, ১৯৫৯।

গরবাখাকি [স গর্ব-বাদিক] বি সতীত্বের গর্ব হারিয়েছে এমন নারী; গালিবিশেষ। 'ফিরাইয়া আঁধি সে গরবাখাকি সখনে আমাঙ্গে তাঙ্গে।' *দীচঞ্জী*, ১৬০০।

গরবাতকি [স গর্বশোকা] বি গালিবিশেষ (যে নারীর গর্ভস্তিত শিশু মারা যায়)। 'এমন গরবাতকি বস্ত্রে আবার গালাগালি ঝকড়া করে।' *কেরি*, ১৮০২।

গরবি, গরবী [স গর্বিতা] ১ **বিগ** ক্রি গর্বিত। 'হরি বড় গরবী গোপমামে বসই/ এসে কুবির জৈসে বেরি ন হসই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ **বিগ** ক্রি গর্বিত। 'বনকুণ্ডলে গরবি আমি কানন-করবী।' *নজরুল*, ১৯০১।

গরবিনি, গরবিনী [স গর্বিনী] ১ **বিগ** ক্রি গর্বিত। 'তোমার গরবে গরবিনি হাম রূপসী তোহার রূপে।' *জ্ঞান*, ১৬০০; 'কাহারে রাধিধি ধরে দুটি ছোটো হাতে গরবিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ **বিগ** সৌন্দর্যগর্বিত। 'হোষা গরবিনী ফুটেছে ম্যাগনোলিয়া - কাননের যেন চোখের সামনে রূপরশি বুলি দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

গরবী দ্র গরবি

গরভ [স গর্ভ] বি গর্ভ; উদর। 'যশোদার গরভে কাহ উপজিল।' বড়ু, ১৪৫০।

গরভিনী [স গর্ভিনী] **বিগ** ক্রি গর্ভবতী। 'জ্ঞান লয়ে কাসে গরভিনী নারী কুঁড়ি লয়ে কাদে লতা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

গরম [ফা] ১ **বিগ** ক্রম। 'নরম গরম করি তাহা সভার তরে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ **বিগ** তত্ত্ব। 'গরম জল।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ **বিগ** সবল। 'নরমেতে করে জোর, গরমে নরম তার কাছে।' *ভবানী*,

১৮২৫। ৪ **বিগ** চড়া মূল্যের। 'বাজার বড় গরম! পাঁঠা পাঠি বিচার চলিবে না।' *সুপ্রহ*, ১৮৬১। ৫ **বিগ** শীতনিবারণক। 'কড়কগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বলি উর্বশী নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ **বিগ** উত্তেজনাপূর্ণ। 'তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।' *নজরুল*, ১৯২২। ৭ **বিগ** জ্বরতত্ত্ব। 'গা-টি গরম হলে মা সে চোখের জলে।' *নজরুল*, ১৯২৬। ৮ **বিগ** শীতমূলক। 'গরমের হুটিঙে ওরা যায় দাঙ্গিগিঙে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৯ **বিগ** জোর। 'অসুখ হলে পরয়ার গরমে ...।' *মনোজ*, ১৯৬১।

গরম গরম ১ **ক্রিবিগ** একেবারে সদা-ভাজা অবস্থায়। 'খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ **বিগ** সদা প্রকাশিত। 'ইংরেজি কাগজের দ্রুতলিখিত গরম গরম বাবালাে প্রবন্ধকে ইতিহাসে প্রতিফলিত করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

গরমজল [ফা গরম+স জল] বি গরম করা জল। 'ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভুতেরা কেহ সাহস করিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

গরম জামা [ফা গরম+ফা জামাহ] বি উর্ধ্বাঙ্গে পরার পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'গারে একটা গরম জামা পর্যন্ত নেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

গরম-মশলা [ফা গরম+আ মসালিহ] বি এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি উত্তেজক মসলা। 'কিছু হলদি গরম-মশলা আর পান সুপারি আনতে আইব।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

গরম মসলা [ফা গরম+আ মসালিহ] বি লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি উত্তেজক মসলা। 'তাহাতে গরম মসলা ও সুগন্ধি দ্রব্যের উত্তেজ ছাড়া।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গরমারম [ফা গরম] ১ **বিগ** গরম গরম। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ **ক্রিবিগ** সঙ্গে সঙ্গে। 'তজ্ঞান্য খুব গরমারম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

গরমাই [ফা গরম] ১ **বি** উত্তপ্ত। 'পৃথিবীর গরমাই।' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ **বি** অহংকার। 'ব্যবহারে টাকার গরমাইয়ের পরিচয় পর্যন্ত কোনোদিন পাইনি।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

গরমানি [আ গায়র+মানা] বি অমান্য; বিদ্রোহ। ওর্স, ১৭৮৫।

গরমি, গরমী [ফা] ১ **বি** উত্তাপ। ওর্স, ১৭৮৫। ২ **বিগ** গ্রীষ্ম। 'গরমি কালের কারণ কিছু চোপ হইয়াছে।' *কেরি*, ১৮০১। ৩ **বি** গরম। 'অদ্য বড় গরমী।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৪ **বি** রোগের নাম। 'তাই দেখে গরমি আর থাকতে পাঠেন না, 'ঘরে আঙন' 'জলে ডোবা' ও 'ওলাঠী' প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ **বি** রাগ; ক্রোধ। 'মনে বিলক্ষণ গরমি হইতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৬ **বিগ** অত্যন্ত। 'তাহার মেজাজ গরমী চড়িয়াছে।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ৭ **বি** দাম। 'বিদেশী টাকার তখন এমন গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকার ... রপ্ত গুজরান হয়ে যেত।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

গরমির কাল [ফা গরমী+স কাল] *বি* গ্রীষ্মকাল। 'শীত কাল গেলে গরমির কাল হএ।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৪।

গরমিল দ্র গর

গররা [আ গারার] *বি* উচ্চ হাসিসহ কলরব। 'কেবল হো হো শব্দ - হাসির গররা।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গররাজি, গররাঞ্জী দ্র গর

গরল [স] ১ **বিগ** বিষাক্ত। 'আর যত হুইল রাধা গরল বচনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** বিষ। 'অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া।' *চঞ্জী*, ১৫৫০।

গরলকণ্ঠ [স] **বিগ** কণ্ঠে বিষ আছে এমন। 'ম্যাসর্ব - যার সুখ,

পরদুখে, গরলকণ্ঠ।' মাইকেল, ১৮৬০।

গরলজ্বত, গরলমুত। [স গরলমুত] বিণ বিযাক। 'গরলমুত হইল সূত দেবি মুনি কৌতুক।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাজল গরলজ্বত বাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গরল-পিয়াল। [স গরল+ফা পিয়াল] বি বিয়ের পেয়াল। 'সাধ করে নিল গরল-পিয়াল, বর্ষা হানিল বুকে।' নজরুল, ১৯২৯।

গরলখাস। [স বি বিযাক নিখাস। 'বিয়ের ফণীর গরলখাসে।' নজরুল, ১৯২৯।

গরলাধার। [স গরল-আধার] বিণ বিযাক। 'সে অসুস্থীর গরলাধার।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

গরশাল, গরসাল। [আ গায়র-সালিক] ১ বিণ ধর্মাস্ত্রিত। 'হিন্দু হইআ মুসলমান হয় গরসাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অচল। 'হটা ছিল গরশাল হটা ছিল সেকী।' রামশ্রদাস, ১৭৮০।

গরহাজির, গরহাজিরা। ১ গর

গরা। [স গ্রহি] বি গাঁট। 'কাপোরিয়া তোলে গরা ইজার মসরির ধরা।' বিজয়, ১৬৫০।

গরা। বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'রামকিরা হিত্তোল কানড়া গরা বৈসে।' জাগাওল, ১৬৮০।

গরাগ্রী বি কল; পদবিশেষ। 'শ্রীহরিনার গরাগ্রী।' চিঠিপত্রে, ১৮৭০।

গরাট। [প গরাদে] বি শিক। 'জানলার গরাটের নিচে মাটির দেয়াল আধখানা চাঁদের মত কেটেছে।' মনোজ, ১৯৪৯।

গরাণ বি বন্য বৃক্ষবিশেষ। 'শ্রীহট্টের বন্যক্ষেলে জন্মে গরাণ, বাবুল ও সোনালী প্রভৃতি গাছ।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

গরাদ। [প গরাদে] বি শিক। 'সমস্তই লোহার গরাদ দ্বারা বিলক্ষণ রূপে রক্ষিত।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

গরাদে। [প] বি শিক। 'সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসুস্থকে গ্রাম্যপথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গরান বি বন্য বৃক্ষবিশেষ ও তার মজবুত কাঠ। 'কোম্পানির গরান সালি তাখা।' মেয়র্স, ১৭৫৬; 'আর বাঁস গরান দরমা এবং জাহাতে হটাত অগ্নি লাগে।' ক্যাপসে, ১৮০০।

গরাপ বি জাহাজ। মানোএল, ১৭৪৩। ১ গোরাপ

গরাস। [স গ্রাস] বি গ্রাস; লোকমা। 'বাংবার সময় গরাস ছোট কর।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

গরাসা। [স গ্রাস+] ক্রি গ্রাস করা। 'ঠেঁ নহি করখি গরাসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'আকালে গরাসে রাছ চন্দ্র দিবাকর।' মালাধর, ১৫০০। গরাসিয়া ক্রি গ্রাস করে। 'মুখশশী গরাসিয়া করিল মলিন।' বাহরাম, ১৬৫০। গরাসিলি ক্রি গ্রাস করলো। 'আনে চন্দ্র গরাসিল।' সুলতান, ১৭০০। গরাসে বি গ্রাস করে। 'আকালে গরাসে রাছ চন্দ্র দিবাকর।' মালাধর, ১৫০০।

গরাহক। [স গ্রাহক] বি গ্রাহক। 'আইল গরাহক অপণে বহিআ।' চর্যা ৩, ১২০০।

গরি। [স গ্রহ] বি পাপ। 'গরি হল কেবল যেন গোলাহাটের নটা।' মালিকরাম, ১৭৮১।

গরিব, গরীব। [আ] ১ বিণ দরিদ্র; নিঃস্ব। 'দেশান্তর গরিব বৃক্কের তলবাসী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দরিদ্র লোক। 'গরীবের বেটি আমি মালে কিবা কাম।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিণ বিনীত। 'বাবুর মেজাজ

গরিব। সৌখিনের রাজা।' হতেম, ১৮৬১।

গরিবখানা। [আ গরীব+ফা খানা] বি দীন্যের কুটির। 'হজুরের একবাশে গরিবখানার অমসলের সন্ধানবা কি?' রক্তিম, ১৮৮৪।

গরিবখো। [আ গরীব+] বি দরিদ্র লোকজন। 'বিনা ফি-তেই গরিবখো মধ্যবিত্তদের ঘরে চিকিৎসা করে এসেছেন।' তারা, ১৯৫৩।

গরিবখোরো। [আ গরীব+আ খোরো] বি দীন-দরিদ্র লোক। 'ডাক্তারবাবুর মতন গরিবখোরের উপকার কেউ করে না।' তারা, ১৯৫২।

গরিবগোর, গরীবগোর। [আ গরীব+ফা গোর] বি গরিবের সমাধি। 'গরীবগোরে দীপ জ্বেল না ফুল দিয়ো না কেউ ভুলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

গরিব-ঘর। [আ গরীব+পা ঘর] বি দরিদ্র পরিবার। 'সে বুধি মা তোমার মতো গরিব ঘরের মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গরিব নেওয়াজ। [আ গরীব+ফা নেওয়াজ] বি গরিবের রক্ষাকর্তা। 'গরিব নেওয়াজ শলামত।' হ্যাংহেড, ১৭৭৮।

গরিবমানুধি। [আ গরীব+স মানুষ+] বি গরিবি। 'অনেকের গরিবমানুধি করিবার সাধ্য নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গরিবানা। [আ গরীব+] বিণ দরিদ্রাচারিত। 'মহতের কার্য কর গরিবানা চলে।' শুভ, ১৮৫৮।

গরিবি। [আ গরীব+] ১ বি দৈন্য। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ দরিদ্রাচারিত। 'একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার স্বপ্ন একটু আঁচ লেগেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গরিবিআনা। [আ গরীব+] বি দরিদ্রের ভাব। 'আমার ধাঁচটা গরিবিআনার আপাদমস্তক টোকা।' গজি, ১৯৬৯।

গরিবিয়ানা। [আ গরীব+ফা আনা] বি দরিদ্রের ভাব। 'গরিবিয়ানায় সে মাণী শ্রেষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গরিবের কথা বাসি হলে ফলে - গুরুত্বহীন ব্যক্তির বক্তব্য ও মূল্যবান হতে পারে। 'এই গায়েবি খবর দিয়ে রাখলাম, এ গরিবের কথা বাসি হলে ফলেবেই ফলেবে।' নজরুল, ১৯২৭।

গরীবখানা। [আ গরীব+] বি গরিবের বাড়ি। 'মেহেরবানি করে গরীবখানায় তশরীফ আনবেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গরিমা। [স] ১ বি মায়াত্মা। 'নারদ বীণাপাণি গাঞ্জন বিজয়মুনি শঙ্করগুণের গরিমা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অহংকার। 'সমস্ত মানুষের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও কতিপ গরিমা রহিত হয়।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি শ্রেষ্ঠত্ব। 'গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে।' মাইকেল, ১৮৬১।

গরিমাজনিত। [স] বিণ অহংকার থেকে সৃষ্ট। 'বর্ণ এবং সভ্যতার গরিমাজনিত ওঁদাসীনা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠেছিল।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

গরিমাহীন। [স] বিণ নিরহংকার। 'অনাথ আজি ম্রিদিবের নাথ/ হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান।' মাইকেল, ১৮৬০।

গরিলা। [সি] বি বানরশ্রেণীর প্রাণী। 'গরিলা সাধারণত বানরশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গরিষ্ট। [স গরিহা] বিণ গরিহা। 'মুনি হইয়া রাজ্ঞ চিন্তা বড়িই গরিষ্ট।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গরিষ্ঠ। [স] ১ বিণ সবচেয়ে যোগ্য। 'সর্ব রাজ্ঞ সালি দিতে অর্জুন

গরিষ্ঠ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ **বিশ** সবচেয়ে বড়ো। 'আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মুগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া ...' **মহাভারত**, ১৮১৩। ৩ **বিশ** সবচেয়ে প্রধান। 'ফেল-করা ছেলেরদের সবচেয়ে গরিষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গরিষ্ঠতম [স] **বিশ** সবচেয়ে বেশি সংখ্যক; অধিকাংশ। 'সমাজের গরিষ্ঠতম মানুষ আজো অশিক্ষিত।' **বেদ্য**, ১৯২২।

গরীববোজ, **গরীববোয়াজ** [অ গরীব+ফা নেওয়াজ] **বি** গরিবের সহায়। 'প্রাণ রাখ গরীববোজ।' **ভারত**, ১৭৬০; 'গরীববোয়াজ বলি নেভাইলিম।' **কৃষ্ণায়ম**, ১৭২০।

গরীয়সী [স] ১ **বিশ** স্ত্রী পৌরবাসিত। 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।' **ভারত**, ১৭৬০। ২ **বি** অহংকারী নারী। 'কনক জজ্ঞার বিপুল মাঝখানে রচছো গরীয়সী এ কোন দর্প?' **মহমুদ**, ১৯৭৩।

গরীয়ানী [স] **বিশ** মর্যাদাপূর্ণ; মহান। 'জগৎপিতার গরীয়ান প্রভাময় মূর্তির ...।' **কৃষ্ণকমল**, ১৮৫৮।

গরু^১ [শা] **বি** গুরু। 'উমত সবরো গরুআ রোয়ে।' **চর্চা** ২৮, ১২০০।

গরু^২ [স গোরুপ] ১ **বি** গোক। 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **বিশ** (ব্যসার্থ) মূর্খ। 'যথার্থ ব্রাহ্মণ পতিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যাদিকে নিকোঁধ কহে।' **চন্দিকা**, ১৮৩০।

গরুখোঁজা করা **ক্রি** সবখানে সন্ধান করে বের করার চেষ্টা করা। 'আমি তোমাকে গরুখোঁজা করছি।' **শামসুল**, ১৯৭৩।

গরুখোর **বিশ** গোক খায় এমন। 'এই গরুখোর বেটারসো দৌলভেই যোগর পোঁচবর এত ফোঁপে ওড়তেচে।' **মাইকেল**, ১৮৬০।

গরুগাড়ি **বি** গোক দ্বারা চালিত গাড়ি। 'গরুগাড়ি ঠিক করিবার জন্য হালিম নিজেই বাহির হইয়া পড়ে।' **মনসুর**, ১৯৫৫।

গরুদৌড় [গোক+দৌড়] **বি** গোকের দৌড় প্রতিযোগিতা। 'গরুদৌড়ের মাঠবাণি।' **জসীম**, ১৯৩১।

গরুবাছুর **বি** গোক, বাছুর এবং অন্য গবাদি পশু। 'তেজস্বপত্র ঘরবাটা গরুবাছুর গহনাগাটী গাছপালা জিনিষপত্র।' **ওসাঁ**, ১৭৮২।

গরু মেরে জুতা দান - বড়ো অপরাধের পর যৎসামান্য দণ্ড দেওয়া। 'ভাইনামাইট অবিহর্তা গরু মেরে জুতা দান হে।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯১৭।

গরুর গাড়ি **বি** গোকচর টানা গাড়ি। 'একজন গেছে মালের সঙ্গে গরুর গাড়িতে।' **শামসুল**, ১৯৫৭।

গরুর মাংস **বি** গোমাংস। **ওসাঁ**, ১৭৮৫।

গরুঅ [স গুরুক] ১ **বিশ** গুরুভার। 'ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড় লাজ।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **বিশ** উল্লসিত। 'হাসে হাসি খলখলি কাহাঞি গরুঅ মনে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ৩ **বিশ** প্রসন্ন। 'উচিত্তে গরুঅ মনে/ তোঞ মুচকে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ৪ **বি** গুরু। 'অপন চতুরপন পিসুন হাথ দেল গরুঅ গরব দুর্দ গেলা।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

গরুড় [স] **বি** পুরাণে বর্ণিত পাখিবিশেষ। 'আখর দেখিলো নাসা গরুড় সমান।' **বড়ু**, ১৪৫০।

গরুড়ধ্বজ [স] **বি** হিন্দু দেবতা বিষ্ণু। 'ওরুড়ে গরুড়ধ্বজ গোত্রভিৎ গছে।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

গরুড়বাহন [স] **বি** বিষ্ণু। 'গরুড়বাহন মাহাবীরে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

গরুড়মণি [স] **বি** সাপ নিয়ন্ত্রণকারী বস্তু। 'অস্থলিঞ্জড়িত মোর আছে

গরুড়মণি/ এই হেতু হাথে মোর না খাইল ফণী।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

গরুজাতী [স] **বিশ** পাখির মতো। 'চলিলা যথা গরুজাতী তরি।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

গরুজাত্ত [স] **বি** পাখি। 'শান্তিত যেমতি কিমা নাগারি গরুর, গরুজাত্ত-কুলপতি।' **মাইকেল**, ১৮৬০।

গরুজ্ঞান [স] **বি** পারিবিবেশ। 'উড়ি গরুজ্ঞান, দেবতজঃ হর আজি রণে।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

গরুজী **বি** গর্ভ। 'খ্রিসের গরুজী গারত করিয়া বোও বোও তলোয়ার ঘোরায়ে।' **নজরুল**, ১৯২৮।

গরু [স গোরুপ] **বি** গোক। 'গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

গরুচালা [স গোরোচনা] **বি** উচ্ছল হৃদয় রঙের মূল্যবান পদার্থবিশেষ। 'অতিসঅ রূপ মুতা গরুচনা সঙ্গে।' **মালাধর**, ১৫০০।

গরুড় [স গরুড়] **বি** (পুরাণ) সর্পভুক্ত পাখিবিশেষ; বিষ্ণুর বাহন। 'না খাইব গরুড় আসি নাগ তোমার।' **মালাধর**, ১৫০০।

গর্গর [স] **বি** নদীর নামবিশেষ। 'পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্বে ঘটবর।' **বিজয়**, ১৬৫০।

গর্গরি [স গর্গরী] **বি** কলসি। 'সোনার গর্গরি তবে ডাসায়ে কমলে।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

গর্জন, **গর্জন** [স] ১ **বি** উচ্চ শব্দ। 'কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জন।' **বুলা**, ১৫৮০। ২ **বি** ক্রোধ, উদ্ভূত ইত্যাদি সূচক শব্দ। 'ভর্জন গর্জন করে শোক করে কোলাহল।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ৩ **বি** হুসার; প্রলায়ভরী ঝড়ের মতো বিকট চিৎকার বা ধ্বনি। 'প্রলায়কালীন গর্জনভূলা বারং বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল।' **দর্পণ**, ১৮২২। ৪ **বি** প্রতিকূলতা। 'কালের গর্জন অগ্রাহ্য করে এরা দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ের মতো উন্নতশিরে।' **মোতাহের**, ১৯৫০।

গর্জন করা **ক্রি** জোরে চিৎকার করা। 'যখন গর্জন করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিঠি লাগে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

গর্জনগান [স] **বি** গর্জনরূপ গান। 'ঝটকা উড়িয়ে রুদ্র পাখা গাইছে গর্জনগান।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৯।

গর্জনবিরত [স] **বিশ** গর্জন বন্ধ আছে এমন। 'হৃগিত-বিদ্যুৎ-লীলা, গর্জনবিরত।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৬।

গর্জনমুখর [স] **বিশ** হৃহুসারপূর্ণ। 'মোঘের-পাঠানের গর্জনমুখর ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২।

গর্জনরত [স] **বিশ** গর্জনপূর্ণ। 'মেঘের ন্যায় গর্জনরত।' **রবীন্দ্র**, ১৮৭৭।

গর্জনশব্দ [স] **বি** উচ্চ ও গর্জীর ধ্বনি। 'সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জন শব্দ দূর স্বপ্নের মতো।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

গর্জমান [স] **বিশ** গর্জনরত। 'মার্জনা তোমার গর্জমান বহাগ্নিশিখায়।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৬।

গর্জিত [স] ১ **বিশ** প্রচণ্ড শব্দে নিদানিত। 'উচ্চর দামা সব গর্জিত আকাশ।' **বাহরাম**, ১৬৫০। ২ **বিশ** গর্জনশীল। 'ঘন ঘন গর্জিত মেহ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৭৭।

গর্জা, **গর্জা**, **গর্জনো** [স গর্জন] **ক্রি** গর্জন করা। **গর্জা** **ক্রি** গর্জন করে। 'আষাড়ে গর্জা ঘন নাচএ মউর।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **গর্জয়ে**, **গর্জয়ে** **ক্রি** গর্জন করে। 'নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। গর্জি ক্রি গর্জন করে। 'প্রভঞ্জনসম ভীমপরাক্রম হন, গর্জি ভীমানন্দে।' মাইকেল, ১৮৬১। গর্জিতে ক্রি গর্জন করতে। 'মেহেন গর্জিতে আছে মস্তকী গণ।' সুলতান, ১৭০০। গর্জিয়া, গর্জিয়া ক্রি গর্জন করে। 'মাগর-বোজা নির্ভর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া ...।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মোহামত গজ জ্ঞেন উঠিল গর্জিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। গর্জিলা ক্রি গর্জন করলে। 'পান করি রক্ত-প্রোতঃ গর্জিলা পাবনি।' মাইকেল, ১৮৬৬। গর্জে, গর্জে ক্রি গর্জন করে। 'মনে মনে গর্জে চিত্ত না পায় সোয়াখ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'এ বলিয়া শিতপাল গর্জে ক্ষনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্জী [আ গরজ]। বি বার্থপর। ভবানী, ১৮২৩।

গর্জন, গর্জনে [স গর্জন] বি গর্জন গাছ। 'আর্জুন গর্জনে হরিড়া।' বড়, ১৪৫০।

গর্ত, গর্ত [স ১ বি বানা; ডোবা। 'ইহার বাপ-জোতা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্তের কীড়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মাটির মধ্যে খোঁড়া গল্লর। 'বাহিরে উজ্জিষ্ট গর্তে ফেলাইল লঞা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ছিদ্র। তঙ্গী, ১৭৮২। ৪ বি মাটির ঘর। 'যে যার নিজে গর্তে পড়ল।' মণীশ, ১৯৫৭।

গর্তগড় [স গর্ত] বি সৈনিকদের দ্রেক্ষকৃত ছাউনি। 'পদাতিক সৈন্যের একদল বিক্রামের জন্য গর্তগড়ের বাহিরে আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গর্তগাড়ি [স গর্ত] বি বানানন্দ। 'যেখানেই জলাঙ্গল, গর্তগাড়ি করে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গর্তসমীপে [স] ক্রিবিগ গর্তের সামনে। 'নিপু একটা পলায়ক কীটের গর্তসমীপে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

গর্দভ, গর্দভ [স] বি গাধা। 'গর্দভ শৃগাল তুল্য শিযগণ লৈয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'গর্দভ ও ক্ষুদ্র কুকুরের।' তারিণী, ১৮০৩।

গর্দভী [স] বি স্ত্রী গাধা। 'এতদিনে কথামালায় চিত্রিতা গর্দভী হয়ে যেত।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

গর্দান, গর্দান [ফা] বি ঘাড়। 'নেকালিয়া দিল মুখে ধরিয়া গর্দান।' গরীব, ১৭৬৩।

গর্দানা, গর্দানা [ফা গর্দান] বি ঘাড়গাছ। 'বেহারা, মাগিকে গর্দানা দে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

গর্দানা নেওয়া ক্রি শিরশ্ছেদ করা। 'রাজকুমার টের পেলে যে গর্দানা নেবে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

গর্দিশ [ফা গরদিশ] বি বিপর্যয়। 'যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

গর্প [স জগ্না] বি গল্প। 'এই মত একাশমান গর্প তাহার ঠেকানা অদ্যাপিও আছে।' রামরাম, ১৮০১।

গর্প সর্প [স জগ্ন] বি গল্পসল্প। '... কেবল বসিয়া গর্প সর্প মাত্র।' কেরি, ১৮০২।

গর্বি, গর্বি [স] বি অহংকার। 'নানা মতে কৈল তার গর্বি খণ্ডন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আমা সনে বিচার না কৈল গর্বি করি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গর্বগঞ্জন [স] বিগ অহংকার বিনাশকারী। 'তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ, সকলের তুমি গর্বগঞ্জন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গর্বনাশ, গর্বনাশ [স] বি অহংকার ধ্বংস করা। 'সন্ধ্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গর্ববিকারিত [স] বিগ অহংকারে প্রসারিত। '... গর্ববিকারিতপুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গর্বভরে ক্রিবিগ গর্বের সঙ্গে। 'সেই গর্বভরে সর্বভয়ে থাকো তুমি নির্ভর অন্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গর্বানু, গর্বানু [স] বিগ অহংকারমুক্ত। 'আমি জিত এই গর্বানু হইক চিত্ত/ঈশ্বরসভাব করে সবার হিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গর্বকীত [স] বিগ গর্বে ফুলে উঠেছে এমন। 'অব্ধ, অনুদার, সংকীর্ণ গর্বকীত ভাবের প্রাদুর্ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গর্বানুভব, গর্বানুভব [স গর্ব-অনুভব] বি গর্ববোধ। 'প্রত্যেক পাকিস্তানীর ইহার জন্য গর্বানুভব করা উচিত।' বেগম, ১৯৫২।

গর্বাক [স গর্ব-অক] বিগ অহংকারের কারণে উচিতাবোধশূন্য। 'প্রাণে আঘাত দেয় গর্বাক নিষ্ঠুর অভ্যাতারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গর্বাধিতা [স গর্ব-অধিতা] বি স্ত্রী গর্বিতা। 'হায়, গর্বাধিতা ... যোগ্যও ইন্দ্র তার লাসি।' সূর্যদাস, ১৯২৯।

গর্বিণী, গর্বিণী [স] বিগ স্ত্রী অহংকারী। 'গৌরবে গর্বিণী বড় আলিমা ঘরে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গর্বিত, গর্বিত [স] বিগ অহংকারী। 'শত্রু গর্বিত কেহো রাখিতে নারিল।' মালাধর, ১৫০০; 'আর, এও অতি মৃদু, সৌভাগ্যের সময়, গর্বিত হইয়া অকারণে, আমার অপমান করিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

গর্বিতকর্ত্ত [স] বি দর্পমুক্ত স্বর। 'গর্বিতকর্ত্তে সংবাদটি আবার পড়ে শোনান।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

গর্বিতচিত্ত, গর্বিতচিত্ত [স] বিগ অহংকারপূর্ণ। 'রামায়ণের রামস্ত্রের গর্বিতচিত্তভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

গর্বিতা, গর্বিতা [স] বিগ স্ত্রী অহংকারী। 'গর্বিতা গাছারীর অহংকার চূর্ণ।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩; 'তব জন্মঞ্জীর বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়া নিজ পথে।' নজরুল, ১৯২৯।

গর্বি, গর্বি [স] বিগ অহংকারী। 'কালিকার বড়মা জগা ঐছে গর্বি হৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তুমি সভাত-গর্বীদের মিটাওনি শুধু যুদ্ধ-সাধ।' নজরুল, ১৯২৯।

গর্বাচ্ছাস [স গর্ব-উচ্ছাস] বি গর্বের আভিযায। 'ইহাকে কেহ যেন গর্বাচ্ছাস বলিয়া মনে না করেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গর্বাচ্ছল [স গর্ব-উচ্ছল] বিগ গৌরবে উদ্ভাসিত। 'ক্ষৌরমণ্ড মুখের গর্বাচ্ছল জ্যোতিঃ স্নান হইয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গর্বাচ্ছত [স গর্ব-উচ্ছত] বিগ দাঙ্কিত। 'পরিপাতি-বেশধারী গর্বাচ্ছত কীতবন্ধ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গর্বাচ্ছত [স] বিগ অহংকারে উদ্ভত। 'একটি গর্বাচ্ছত প্রবল তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গর্বি, গর্বি [স গর্বি] বি গর্ভ। 'গর্বি হতে জন্ম হইল কান্দে ঘৃতাভার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্বজাত, গর্বজাত [স গর্বজাত] বিগ গর্বজাত। 'তিনপুত্র কুঞ্জির হইল গর্বজাত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্বধারণ, গর্বধারণ [স গর্বধারণ] বি গর্বধারণ; অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। 'সুভদ্রার গর্বধারণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্ববতী, গর্ববতী [স গর্ববতী] বিগ গর্ববতী। 'কালে দিনে

সৈত্যবতী হইল গর্ভবতী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্ভবাস, গর্ভবাস [স গর্ভবাস] বি গর্ভবাস। 'দাখিক উদরে গীয়া কর গর্ভবাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্ভবৃদ্ধি, গর্ভবৃদ্ধি [স গর্ভবৃদ্ধি] বি গর্ভবৃদ্ধি; গর্ভজাত ক্রণের বিকাশ। 'দিনে ২ সুভদ্রার গর্ভবৃদ্ধি হ'এ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্বা বি শুভ্রাটি লোকগীতি। 'হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা বাঁচার পাখির গর্বাতে।' নজরুল, ১৯২৭।

গর্ভ, গর্ভ [স] ১ বি সন্তান। 'যে হৈবেক দৈবকীর গর্ভ অষ্টম।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অন্তঃসত্তা অবস্থা। 'হেনাঞি সময়ে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি গর্ভের জন্ম। 'দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ দেবী-অনুবদে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি অভ্যন্তর। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিম্ব, উপসংহতি প্রভৃতি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৫ বি গর্ভ। 'আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ডেক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বি কবল। 'একবার এডমিনিস্ট্রেটরের গর্ভে গেলে আর কিছু বার হবে না।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৭ বি ডায়ার। 'সমস্ত টাকা ভারী জামাতার ভবিষ্যতে গর্ভ পূরণ করিয়া ফুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গর্ভকেশর [স] বি ফুলের বীজাধারের উপরস্থ রোম। 'তন্মধ্যে যে সুদৃগাধি সর্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গর্ভকেশর।' অক্ষর, ১৮৫২।

গর্ভচিন্তন [স গর্ভচিন্তা] বি অন্তঃসত্তার লক্ষণ। 'দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইল গর্ভচিন্তন।' বাহরাম, ১৬৫০।

গর্ভজ [স] বি গর্ভজাত। 'সীতার গর্ভজ পুত্রদিগকে মনে পড়িল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

গর্ভজাত [স] বি গর্ভে জাত। 'তিনপুত্র কুন্তীর হইল গর্ভজাত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্ভতল [স] বি অভলদেশ। 'ধরণীর কোন ঘোর গর্ভতলে এ ধনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গর্ভতি [স গর্ভবতী] বি গর্ভবতী। 'স্ত্রী গর্ভতি।' ম্যানেঞ্জ, ১৫৪৯।

গর্ভদাস [স] বি ক্রীতদাসীর গর্ভে জাত পুত্র। 'তারা ... গর্ভদাস না হলেও যে গর্ভদাস।' প্রমথ, ১৯১৯।

গর্ভদাসী [স] বি ক্রী গর্ভধারণী একমাত্র কাজ এমন দাসী। 'নারী সে গর্ভদাসী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

গর্ভ ধরা ক্রি অন্তঃসত্তা হওয়া। 'প্রথম শ্বারে গর্ভ ধরিল কন্যার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গর্ভধারণ [স] বি অন্তঃসত্তা হওয়া। 'সিহী পাঁচ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া একবারে তিন চারিটি সন্তান প্রসব করে।' মননমোহন, ১৮৫০।

গর্ভাধারিনী [স] বি মা। 'আপন গর্ভাধারিনীকে বিষ্ণুতা হইয়া ঐ বয়স্কাই মাড়সাখোদন করেন।' ডাবানী, ১৮২৮।

গর্ভপাত, গর্ভপাত [স] বি নির্দিষ্ট সময়ের আগে গর্ভ থেকে জন্মের অপসারণ। 'মাএর গর্ভপাত হল করিয়া আপশে রহিলা রোহিণীগর্ভত গির্জা।' বড়, ১৪৫০। 'গর্ভপাত হল করি।' মালাধর, ১৫০০।

গর্ভপাতন [স] বি জগত্যা। 'সহধর্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

গর্ভবতী, গর্ভবতী [স] বি গর্ভবতী। 'গর্ভবতী নারী চলে ঘন ঘাস বয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'পরাসের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

গর্ভবাস [স গর্ভ+বাস] বি মাড়জঠরে অবস্থান। 'হরি হরি নারায়ণ

গর্ভবাস লৈল।' মালাধর, ১৫০০।

গর্ভভূমি [স] বি মধ্যবর্তী স্থান। 'ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি।' তারা, ১৯৪০।

গর্ভবতী [স] বি গর্ভ অন্তঃসত্তা। 'স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে ...।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

গর্ভমন্দির [স] বি মন্দির অভ্যন্তরের অন্ধকার কুহুরি। 'এ মন্দিরে কোনো গর্ভমন্দির থাকবে না।' প্রমথ, ১৯১৪।

গর্ভযন্ত্রণা [স] বি প্রসববেদনা। 'তার উপর গর্ভযন্ত্রণা।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গর্ভযুতা [স] বি গর্ভ জী গর্ভবতী। 'পুরুষ 'দিব'র উরসে গো 'রাত্রি' নাকি গর্ভযুতা।' নজরুল, ১৯৩০।

গর্ভশয়ন [স] বি গর্ভরূপ শয্যা। 'অকালে বিফলে জাগালে বিকলে/গর্ভশয়ন-শাশী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

গর্ভসঞ্চার [স] বি গর্ভাধান। 'আমার সহযোগে, ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গর্ভস্থ [স] বি গর্ভে আছে এমন। 'গর্ভস্থ বালকের চক্ষুর সহিত আলোক সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।' অক্ষর, ১৮৪৩।

গর্ভস্রাব [স] ১ বি গহা; অনর্থক দগু। 'তাহার জন্মে এত টাকা গর্ভস্রাবে গেল তবু ছিড়েন নাই।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি নির্দিষ্ট সময়ের আগে গর্ভ থেকে জন্মের অপসারণ; গর্ভপাত। 'এ সব গর্ভস্রাব যাত্রতর নিষেক করে গেল।' মুজতবা, ১৯৫২। ৩ বি গর্ভস্রাব। 'বোটা নিকর্মী, হতভাগা, গর্ভস্রাব ইত্যাদি শব্দে সোরগোল করতে করিতে ...।' মনসুর, ১৯৫৫।

গর্ভাঙ্ক [স] বি নাটকের অঙ্কের মধ্যস্থিত দৃশ্য। 'প্রথম গর্ভাঙ্ক।' মাইকেল, ১৮৬০।

গর্ভাধান, গর্ভাধান [স] বি গর্ভধারণ। 'অদ্য তোমার গর্ভাধান হইল এ কথা অন্যকে কহিবা না।' রাজীব, ১৮০৫।

গর্ভাবস্থা [স] বি গর্ভে সন্তান ধারণের কাল। 'সীতার পূর্ণ গর্ভাবস্থার কথা গ্রহণ করেছেন।' মুরশিদ, ১৯৭৭।

গর্ভাশ্রিত [স] বি গর্ভাশ্রিত। 'গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকারে ভিন্নও মনুষ্যের শরীর উৎপন্ন হয়।' অক্ষর, ১৮৪৩।

গর্ভে-ধরা বি গর্ভে ধারণ করা হয়েছে এমন। 'দশ মাস দশ দিন গর্ভে-ধরা বৃকের লোহ দিয়ে মানুষ-করা একমাত্র মেয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

গর্ভাঙ্গী, গর্ভাঙ্গী [স] বি গর্ভবতী। 'বড়া আধবুড়া বুবা নবোঢ়া গর্ভাঙ্গী/লোমামী দিলেন সবে চতুর্ভণ তার।' জরত, ১৭৬০। 'কিঞ্চিৎ কালান্তরে রায়ের বনিতা গর্ভাঙ্গী হইয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫।

গর্মি [স] ১ বি ক্রোধ। 'এমতো অবস্থায় মনের গর্মি বড়ো ভয়ানক হইয়া উঠে।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি ক্রীন্দন। 'কিন্তু বাঙলাদেশের গর্মি কে কী দেওয়া বড়ো আশ্চর্য কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গর্শাল [স] গর্শ-সালিক। বি মেকি টাকা। ম্যানেঞ্জ, ১৭৪৩।

গর্হী [স] বি গর্হাযোগ্য। 'আত্মারামা অপি অপি গর্হী অর্থ কম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গর্হিত [স] বি গর্হিত। 'ভিক্রুক অধম মুক্তি পাণিষ্ঠ গর্হিত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গর্হিতকার্য, গর্হিতকার্য [স] বি অত্যন্ত নিন্দাযোগ্য কাজ। 'কোনও

বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা গর্হিতকার্য্য বলিয়া গণ্য।' প্রথম, ১৯২০।

গর্হ্য [স] বিণ নিন্দনীয়। 'এমত গর্হ্য কৰ্ম্ম ইহিত না।' দর্পণ, ১৮৩১।

গল [স গল] বি গলা। 'জো বুঝই তা গলৈ গলপাস।' চর্যা ৩৭, ১২০০; 'হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তখাঞি।' বড়ু, ১৪৫০।

গলকম্বল [স] ১ বি গোরু-মহিষের গলার নিচের ঝোলাসো মাংসপিণ্ড। সেনহি, ১৮৩৯; 'লোল গল-কম্বলেরে রহি রহি করিছে লেহন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ২ বি গলায় জড়ানোর জন্য পশমি কাপড়বিশেষ। 'কমফর্টার নামক গলকম্বলটি তাঁর গলদেশের ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল।' প্রথম, ১৯১৬।

গলক্কত [স] বি রোগবিশেষ। 'শোথ, রক্তাতিসার, গলক্কত আর কামলা।' শিবরাম, ১৯৪০।

গলগণ্ড [স] বি থাইরয়েডের অতিরিক্ত ক্ষরণহেতু গলদেশ ফুলে ওঠার রোগ। 'যেই কুঁজ - গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে।' জীবন, ১৯৩৬।

গলগ্রহ [স] বিণ পরের উপর ভারবরূপ। 'পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

গলঘট [স গলগণ্ড] বি গলার মাংস ফুলে যাওয়ার রোগ; গলগণ্ড। 'পুরাকালীন শহরে গলঘট কুঠরোণী।' সুহৃদ্ব, ১৯৪০।

গলদেশ [স] বি গলা; কণ্ঠদেশ। 'মন্ডির দোনার কণ্ঠা গলদেশে সাজে।' ভবানী, ১৮২৫।

গলনালাী [স] বি কণ্ঠনালা। 'ফুসফুস থেকে গলনালাী ও মুখবিবর দিয়ে বাতাস বের হয়ে যাবার সময়।' হাই, ১৯৫৪।

গলপাস [স গলপাশ] বি গলার দড়ি। 'জো বুঝই তা গলৈ গলপাস।' চর্যা ৩৭, ১২০০।

গলবন্ধন [স] ১ বি গলার বাঁধান। 'ক্ষিপ্ত কুরুদের গলবন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে পশমধ্যে পরিত্যাগ করা ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি ফাঁসি। 'প্রতিজ্ঞাসূত্রদ্বারা জমীদারপদে কৃষকের গলবন্ধন।' এডুকেশন, ১৮৭৩; 'রায়েদের বউ গলবন্ধনে মরেছিল যার শাখে।' জসীম, ১৯৩৩।

গলবন্ধ [স] বিণ (গলায় বন্ধ ধারণ ক'রে) অভ্যস্ত বিনীত। 'রাজা ব্রাহ্মণের মুখে অমন্ত্রল বাক্য শ্রবণে গলবন্ধ হইয়া বলিলেন, ঠাকুর!' মশাররফ, ১৮৬৯।

গলবস্ত্রে প্রণাম বি গলায় কাপড় পেঁচিয়ে বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম। 'দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম।' মাইকেল, ১৮৭৪।

গলগল্ল [স] ১ বিণ গলার জড়ানো। 'গলগল্ল বাসে কহে কর জোড় করি।' ফজলুল্লাহ, ১৮৭৬। ২ বিণ জীবনসঙ্গী। 'স্ত্রীরত্নদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ... পুরুষের গলগল্ল হওয়া।' প্রথম, ১৯১৫।

গলগল্লীকৃত [স] বিণ গলায় ধারণ করা হয়েছে এমন। 'গলগল্লীকৃত বস্ত্রে, কুতাজলিপুটে, তদীয় পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গলগল্লীকৃতবাস [স] বিণ অতিশয় বিনীত। 'জন সমাজ পূজ্যা বারাসনাগণধন্যা বকনাগেয়ারী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গলগল্লীকৃতবাস।' ভবানী, ১৮২৫।

গলগল্লীকৃতবাসী [স] বিণ বিনয় প্রকাশের জন্যে গলায় বস্ত্রধারণ করেছে এমন। 'জনসমাজ পূজ্যা বারাসনাগণধন্যা বকনাগেয়ারী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গলগল্লীকৃতবাসী।' ভবানী, ১৮২৫।

গল-শৃঙ্খল [স] বি গলার বন্ধন। 'গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও,

করিতে পারি না প্রণাম পায়।' নজরুল, ১৯২৪।

গলহস্ত [স] বি গলাযাতা। 'এ অনুকূল গলহস্ত, অপশস্ত নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গলহার [স] বি গলার মালা। 'গলহার হোক নীল ফাঁসি।' নজরুল, ১৯২২।

গলি বি পদবি-বিশেষ। 'ভাগবৎ গলি।' চিঠিপত্র, ১৮৭৫।

গলই [স গল] বি নৌকার অগ্র বা প্রান্তভাগ। 'ভানিল নায়ের গলই।' বিজয়, ১৮৫০।

গলগল [ধন্যতা] ১ বি দ্রুতবেগে পানি খাওয়ার শব্দ। 'সে কেবল গল গল করে জল খায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি তীব্র প্রবাহসূচক শব্দ। 'জল কলকল গলগল করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'গলগল করে পাকিয়ে উঠছে ধোয়া।' হাসান, ১৯৭৪।

গলগলানো [ধন্যতা গলগল] ক্রি কুলকুচা করা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

গলগলিয়ে ক্রিবিণ গড়িয়ে গড়ে এমনভাবে। 'স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেলে উঠত।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

গলং [আ গলং] বি ক্রটি। 'আরও একটি মন্ত গলং আছে।' সওগাত, ১৯৩৮।

গলৎকুঠী [স গলিতকুঠী] বি যে রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে গুঁজ, রক্ত প্রকৃতি বের হয়। 'বাসুদেব গলৎকুঠী তাতে কীড়াময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গলতা [আ গলৎ] বি ভুল। 'দরবারের মুহুম্মদী লোক গলতা করিয়া প্রেক্ষাবিলায় অবধি ...।' ওর্সী, ১৭৮২।

গলতি [আ গলৎ] ১ বিণ ফাঁক আছে এমন; ক্রটিপূর্ণ। 'এমন সব গলতি মামলায় আমি হাত দি না।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি ক্রটি। 'এটা না দিলে ব্যাকরণের গলতি হয়।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

গলদ [আ গলৎ] বি ভুল; ক্রটি। ওর্সী, ১৭৮২; 'রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গলদক্ষ [স] বিণ ক্রমাগত অক্ষ বরছে এমন। 'একাত্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, গলদক্ষ লোচনে, আকুল বচনে জিজ্ঞাসিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গলদর্ম্ম, গলদূর্ম্ম [স] ১ বিণ ঘাম বরছে এমন। 'প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদর্ম্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্যটন করিল ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'প্রখর রৌদ্রে সর্বশরীরে দক্ষদর্শ ও গলদূর্ম্ম হইতেছে ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ ক্রিবিণ অভ্যস্ত বিবর্ত করে। 'তুচ্ছ সারেগামার আমায় গলদর্ম্ম ঘামায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গলদা [ফা গাবনী] বি বড়ো আকারের চিড়িবিশেষ। ওর্সী, ১৭৮৫; 'গলদা চিড়ি মাছ নাম যার মোচা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

গলদাচিড়ি [ফা গাবনী] বি বড়ো আকারের চিড়িবিশেষ। 'কইমাছ, গলদাচিড়ি, ডিম, আলু।' বিভূতি, ১৯৩১।

গলন্ত [স] বিণ গলছে এমন। 'বিক্রান্ত ফেটে পড়ল আশ্বেমগিরির গলন্ত লাভার মত।' হাফিজুল, ১৯৫৩।

গলদ্বাভার, গলদ্বাভার [ই] বি পিণ্ড থলি। 'গলদ্বাভারে ক্রমে ক্রমে/চিনি জমছে কি ওরই।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'কিভিনিতে হতে পারে - গলদ্বাভারে হতে পারে।' জীবন, ১৯৪৮।

গলহিজ [আ গলীজ] বিণ গলিগ; মোহরা। 'ঘিন ঘিন করে আমার এরকম ময়লা গলহিজ সংসারে থাকতে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গলা^১।স গলা ১ বি গলাদেশ। 'গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে।' বড়, ১৪৫০: 'কুতকর সুমিহের গলা চাপি ধরি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি কঠস্বর। 'শানিত তরবারি গলাটি যেন/ নাচিয়া ফিরে দশ দিকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি কঠ। 'বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

গলা কাটাকাটি বি ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা। 'পরস্পরের গলা কাটাকাটির প্রতিযোগী করিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গলা কাঠ হওয়া ক্রি গলা তকানো। 'ভয়ে তাহার গলা কাঠ হইয়া গেল।' শরৎ, ১৯১৩।

গলা খাকরী [গলা+খাকরি] বি ক্রিয়ম কাশি। 'গলা খাকরী দিয়ে কার্দির মনোযোগ আকর্ষণ করে।' মুল্লী, ১৯৬১।

গলা-খাকরি [গলা+খাকরি] বি গলা পরিষ্কার অথবা অন্যদের হাঁসিয়ার করার জন্যে দেওয়া কাশি। 'বাইরে থেকে গলা-খাকরি শোনা গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গলা খা-খা দেওয়া ক্রি নিজের উপস্থিতি বোকানোর জন্য দেওয়া। 'রহমত সরকার পর্দার আড়াল হইতে গলা খা-খা দিয়া ঘরে ঢুকেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

গলা খাট করা, গলা খাটো করা ক্রি নিচু সরে কথা বলা; সর মুদ করা। 'তারপর গলা খাট করিয়া বলিল।' শরৎ, ১৯১৪; 'ফেউ যে গলা খাটো করে বলবে সমাজে সে দয়া বা স্ত্রুতা নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গলাগলি ১ ক্রিবিধ পরস্পর আলিঙ্গন করে। 'দুই বিধ গলাগলি কাদে গুহুর গুণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরস্পর আলিঙ্গন। 'গলাগলি করি দৌহে করেন ক্রন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিধ ঘনিষ্ঠ। 'দুই-এক দিনের মধ্যেই হলহলি গলাগলি তাব হইল।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বিধ আলিঙ্গনাবদ্ধ। 'অবিরল বিগলিত জলাধারবুল লোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন।' শরৎ, ১৮৭২। ৫ বি গণ-সম্মিলন। 'যাত্রী যায়, জয়-গান গায় রাজপথে গলাগলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

গলা চড়ানো ক্রি চিৎকার করা। 'সে একেবারে গলা চড়াইয়া গুরু করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গলা চেপে ক্রিবিধ কঠস্বর নিচু করে। 'গলা চেপে কথা কহে কেন?' গিরিশ, ১৮৮৭।

গলা-চেরা [গলা+চেরা] বিধ গলা প্রায় ফেটে যায় এমন। 'গলা-চেরা ধমকে গলাপালা চমকে।' শ্রুতমার, ১৯১৮।

গলা ছেড়ে ক্রিবিধ উচ্চস্বরে। 'গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গলা ছেড়ে গাওয়া ক্রি কঠস্বর উচ্চ করে গাওয়া। 'গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

গলাজলা [গলা+স জলা] বি গলা পর্যন্ত ডুবে যায় এতোটা পরিমাণ পানি। গলাজলে-ডোবা বিধ পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে এমন। 'গলাজলে-ডোবা নাচিছে আমন ধান।' জসীম, ১৯৫১।

গলা জাহির করা ক্রি উচ্চকণ্ঠে আকাশন করা। 'সবাই গলা জাহির করে, চোঁচায় কেবল মিছিমিছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

গলা টোপি ক্রি শ্বাস রুদ্ধ করা। 'গলা টিপিয়া তাহার একমাত্র পুত্র এংন কন্যাকে হত্যা করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

গলা-ধরাধরি [গলা+ধরা] বিধ অন্তরঙ্গ। 'গলা-ধরাধরি কথা

মেয়েদের।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গলাধাড়া [গলা+ধাড়া] বি যাড়ে হাত দিয়ে ধাক্কা। 'নববধূরা কবিরাজকে গলাধাড়া দিয়া ফেলিয়া ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

গলাধাড়া বাওয়া ক্রি চাপের মুখে বাধ্য হওয়া। 'গলাধাড়া খেতে খেতে তেরো নম্বরের গর্তে ঢুকেছি।' সাদত, ১৯৬৭।

গলা নামানো ক্রি কঠস্বর নিচু করা। 'গলা নামিয়ে বললেন।' শামসুর, ১৯৬২।

গলাপানি বি গলা পর্যন্ত ডুবে যায় এমন পানি। 'গলাপানিতে ডেউয়ের দোশায় দুলতে দুলতে চিৎকার করে উঠল।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

গলা ফসকানো ক্রি মুক্তি পাওয়া। 'ভয়ে লোকটা গলা ফসকাবার চেষ্টা করতাকে।' মনসুর, ১৯৫৩।

গলা-ফাটা [গলা+ফাটা] ১ বিধ উচ্চ শব্দপূর্ণ। 'আজ লোক বসে আছে, কিন্তু গলা-ফাটা চম্ফলতা নেই।' হাফিজুর, ১৯৫৩। ২ বিধ গলা ফেটে যায় এমন। 'লোকটার গলা-ফাটা চিৎকার ...।' মনসুর, ১৯৫৫।

গলাবদ [গলা+ফা বদ] বি নেকটাই অথবা গলায় জড়ানোর বস্ত্র। 'ঢাকাই গলাবদ ৪২ ধান।' মেয়ঙ্গ, ১৭৫৭।

গলাবদ্ধ [গলা+ফা বদ] ১ বি গলায় ঠাণ্ডা না লাগার জন্য ব্যবহৃত লম্বা সূত্রযুক্ত; মাফলার। 'মাথায় গলাবদ্ধ জড়ানো উষ্মচরণ শ্রীকৃষ্ণ সমাধা করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি টাই। 'গলায় গলাবদ্ধ।' শরৎ, ১৯১৭।

গলাবাজি, গলাবাজী [গলা+ফা বাজি] ১ বি গন গাওয়ার চেষ্টা। 'নিজে ভাল গাইতে পারেন আর নাই পারেন, আড়ালে ও নির্জনে সর্বদা গলাবাজী কনেন।' হেতুম, ১৮৬১। ২ বি বাগ্‌ডম্বরতা। 'আমরা কোনো উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকি করিয়া প্রতিবেশীর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গলা বাড়ানো ক্রি অনবিচার প্রবেশ করা। 'আমাদের সর্ব কারকাজে, অন্তিমাদী জিরাকেরা বাড়িয়েছে ব্যক্তিগত গলা।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

গলা ভাঙা, গলা ভাঙ্গা [গলা+ভাঙা] ১ ক্রি বরডল হওয়া। 'গলা ভাঙ্গা।' মাহোদল, ১৭৪৩; 'গলা ভাঙ্গা।' ওর্গা, ১৭৫৫। ২ ক্রি চিৎকার করা। 'আমি যে গলা ভেঙে মরিছি, আমার দিকে একবার তাকানো না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ ক্রি আবেগে কঠরোধ হওয়া। 'বলিতে বলিতে রাজলক্ষ্মীর গলা ভাঙিয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বিধ কর্কশ স্বরযুক্ত। 'এরকম গলাভাঙা বড়ি কলকাতা শহরে আর খিতীয়তি নেই।' প্রমথ, ১৯১৫।

গলাযোগ বি কথায় যোগদান। গলাযোগ করা ক্রি সুর মিলানো। 'সে গোলযোগে আমি গলাযোগ করতে চাই।' প্রমথ, ১৯১৬।

গলায় কাঁটা বাদলে লোকে বেরালের পায় পড়ে - বিপদে পড়লে তুচ্ছ লোকেরও সাহায্য নিতে হয়। 'তা গলায় কাঁটা বাদলে লোকে বেরালের পায় পড়ে, কি করবো।' উমেশ, ১৮৫৭।

গলায় গলায় ১ ক্রিবিধ নিবিড়ভাবে। 'যেই প্রেমে বরি গলায় গলায়, গাইতাম সূচ্যে অধ্যয়ন তরে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ ক্রিবিধ গলা পর্যন্ত। 'চাল গলায় গলায় ডুলে দিয়ে রাঙ্গা চড়িয়েছে।' শরৎ, ১৯১২। ৩ ক্রিবিধ প্রতিটি গলায়। 'গলায় গলায় গান ছিল ভাই।' নজরুল, ১৯২৬।

গলায় গলায় খাতির বি অতি মাত্রায় ভালোবাসা। 'মানুষটির সঙ্গে গলায় গলায় খাতির।' জীবন, ১৯৩২।

গলায় গলায় মিলি বি অতি মাত্রায় ভালোবাসা। 'আমাকে এত গলায় গলায় মিলি ছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

গলায় ছুরি চালানো কি সর্বনাশ করা। 'কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষিরা লাভ করিয়া ... মুসলমান সমাজের গলায় ছুরি চালাইতেছেন।' দর্শন, ১৯২৪।

গলায় ছুরি/ছুরী দেওয়া ১ কি সর্বনাশ করা। 'আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।' দর্পণ, ১৮২১। ২ কি আত্মহত্যা করা। 'সুশোচনা এ জানতে পাঞ্চে আপনা আপনি গলায় ছুরী দেবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

গলায় দড়ি/দড়ী দেওয়া কি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করা। 'যদি বড় পেড়পেড়ি হয় তবে এই রায়েই গলায় দড়ি দিয়ে ম'কোঁ।' মশাররফ, ১৮৬৯। 'এই বুড়ো বয়েসে আমায় গলায় দড়ী দিয়ে মতে হবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

গলায় রশি দেওয়া কি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করা। 'ঘরের বধু গলায় রশি দিক না যেরে।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

গলায় আল বি অশান্তি। 'রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

গলার কাঁটা বিন্ধ অবস্থিত। 'আমি সকলের গলার কাঁটা।' শওকত, ১৯৫৮।

গলার চোটি বি কথার তেজ। 'ওধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ঘন নের লুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গলার মোতীদানা বি গলার মুক্তোর হার। ওর্স, ১৭৮৫।

গলা-সাধা [গলা+সাধা] ১ কি কঠোর অনুশীলন করা। 'দুনিয়া' আর যে জন্যই সৃষ্টি হোক বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয়নি। শ্রমশ্ব, ১৯১৪। ২ বি ভাঙাডাকি। 'কোলেজ আর সোয়েল-বধু' গলা-সাধার ধুম পড়ে গিয়েছে।' নজরুল, ১৯২২।

গলাহু হওয়া কি গলায় বাধা। 'ফলে ইলিশাহি তাহার গলাহু হয়।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

গলা-হাঁড়ি বি হাড়ির গলা পরিমাণ। 'যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

গলিয়ে দেওয়া কি প্রবেশ করানো। 'ট্রাউজার্স জোড়টার হাঁ-দুটোতে পা-জোড়া গলিয়ে দিই।' অনন্দা, ১৯২৯।

গলা, গলানো ১ কি খুশি করা। 'মনসিজ গলতহি জপেলু তমালে রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি বঝা। 'অবিরল নয়ন গলে এ জলধার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'হরিসে গলে এ অঙ্গ দুইত নয়ানে।' মালানথর, ১৫০০। ৩ কি মিশ্রিত করা। 'যাহাঁ ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই।' গোবিন্দ, ১৬০০। ৪ কি বিকৃত হওয়া। 'বস্যা পড়ে অস্থি মাংস গলায় জায় দেহ।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৫ কি বিগলিত হওয়া। 'চন্দ্র হাঙ্গে আনন্দে গলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ কি আবেগে আপ্রত হওয়া। 'সোহাগে গলিয়া তোমার গায়ে আসিয়া পড়িবে।' দীপিকা, ১৮৮৭। ৭ কি প্রবেশ করানো। 'আমি ঝুঁটি গায়েল মারতে আসে।' গিরিশ, ১৮৮৭; 'পাচিলের ফেঁকল গলে ঢুকি গো বোসদের ঘরে।' নজরুল, ১৯২৬। গলাও গলি। 'হরিসে গল এ অঙ্গ দুইত নয়ানে।' মালানথর, ১৫০০। গলতহি কি গলাচ্ছে। 'মনসিজ গলতহি জপেলু তমালে রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। গলয়ে কি ঝরে পড়ে।

'নয়নে গলয়ে নীর।' মুকুন্দ, ১৬০০। গলিয়া কি গ'লে। 'কাজল গলিয়া পড়ে ...' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। গলে পড়া ১ কি গদগদ হওয়া। 'তোমার নামে গলে পড়েন, তিনি আবার তোমা ছাড়া হবেন।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ কি বর্ষিত হওয়া। 'মুখে যেন গলে পড়ে চাঁদ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। গলে যাওয়া কি আকুল হওয়া। 'এই চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গলে যাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। গল্যা কি গ'লে। 'বস্যা পড়ে অস্থি মাংস গল্যা জায় দেহ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গলা ১ বিণ অধিক শিখ হওয়ায় নরম। 'কখন গলা ভাত কখন মোরলা মাছের কোল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ গলিত। 'উত্তোলো তয়ে তয়ে পড়ে গলা বরফে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গলাসীসা বি গলিত সিসা। 'গলাসীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

গলাগলি ১ ক্রিবিণ গলা জড়িয়ে ধরে। 'গলাগলি দুইভাই কানে নিরন্তর।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি পরস্পরকে আলিঙ্গন। 'হ্যালহেড, ১৭৭৮। ৩ বিণ খুব আন্তরিক। 'আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭। ৪ বি আন্তরিক সম্পর্ক। 'গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গলাগলি ধরা কি কঠলয় হওয়া; আলিঙ্গন করা। 'আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

গলাটি [গলা>] বি রশি। 'সরু চামড়ার গলাটি দিয়ে সেটাকে বেঁধে ...' অরুণ, ১৯২৭।

গলাধিপ্সি গলাধা বি ভক্ষণ; গ্রাস। 'গো মাংস গলাধ করিতেই হইবে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

গলাধরকরণ [সা বি উদরপূর্তি। 'আহারাদি করিয়া থাক তাহা গলাধরকরণ হয় কি না।' ভবানী, ১৮২৫।

গলাধরকরণ হওয়া কি উদরপূর্তি হওয়া। 'আহারাদি করিয়া থাক তাহা গলাধরকরণ হয় কি না।' ভবানী, ১৮২৫।

গলি [হি গলী] ১ বি সরু পথ। 'কত গলা আলি আছে গলির মাথার।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি জাহাজের গোল জানালা। ওর্স, ১৭৮৫। ৩ বি উপপদ। 'আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গলিঝুঁটি [হি গলী+ফা গল্প>] বি অগলিগ। 'অবশ্য আরো বহু গলিঝুঁটিও আছে।' মুক্তবা, ১৯৫২।

গলি ঝুঁজি [হি গলী+ফা গল্প>] ১ বি অতি অগ্রশ্রুত পথ ও তার নানা শাখা-প্রশাখা। 'অন্ধকারে গলি-ঝুঁজি পার হইয়া অনেক পথ হাঁটিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ বি প্রত্যন্ত এলাকা। 'অবতারে ডরে শেল যত রাজ্যের গলিঝুঁজি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি সুস্বত্নত যান। 'মনের নানান আঁকা-বঁাকা গলি-ঝুঁজিতে সে খুঁজে বেড়িয়েছে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

গলিঘুপ্তি [হি গলী+ফা গল্প>] বি অগলিগ। 'অমটন তো কতই ঘটে রোজ রোজ রাস্তাঘাটের গলিঘুপ্তিতে।' আলোদ্ভিন, ১৯৭৩।

গলিপথ [হি গলী+পথ] বি চলাচলের সংকীর্ণ পথ। 'স্বপ্নের অচেনা গলিপথে দেখেছে অনেক কাঁটাবন।' শাসনুর, ১৯৭০।

গলিরাস্তা [হি গলী+ফা রাস্তা] বি সরু রাস্তা। 'রাজপথ না হয় তো অন্তত গলিরাস্তা হওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গলীহু [হি গলী+স হু] বিণ গলিতে অবস্থিত। 'গলীহু এক বাটীতে থাকিয়া প্রতিদিন ...' প্যারী, ১৮৬০।

গলিজ [আ গলীজ] ১ বিণ পচা; দুর্গন্ধময়। 'ময়লা গলিজ কিছু দেখিতে না চায়।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ বায়ে; বাধা। 'অতি গলিজ কাজ।'

গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বিংশ বোহাং। 'গলিত মুখে কোরান ভাঁজে।' নজরুল, ১৯২২।

গলিত [স] ১ বিংশ স্বলিত। 'গলিত বসন হীন রসন জ্বলনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিংশ শিখিল; নত। 'গলিত তোমার কূচ হেলএ পবনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিংশ প্রবাহিত। 'রোদনের ধারা দেখি বদনে গলিত।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বিংশ কুঠযাখিযুক্ত। মানোএল, ১৭৪৩। ৫ বিংশ গলে গিয়েছে এমন। 'মৃত শরীর ... অল্পকালের মধ্যেই গলিত ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়ে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

গলিতদন্ত [স] বি দাঁত পড়ে গেছে এমন। 'অতিবৃদ্ধ এমতো যে তার মুখের ভাঁজ গণনীয় না, গলিতদন্ত সে।' হাসান, ১৯৬৭।

গলিতদশনা [স] বিগঞ্জী বয়সের কারণে দাঁত পড়ে গেছে এমন। 'অতি প্রাচীন ... গলিতদশনা মলিনবসনা হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৮।

গলিতমাংস [স] বিগঞ্জী মাংস কুলে গেছে এমন। 'শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ...।' ভবানী, ১৮২৫।

গলিতযৌবনা [স] বিগঞ্জী বিগত-যৌবনা। 'শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিতযৌবনা ভগ্নদশনা ...।' ভবানী, ১৮২৫।

গলিতা [স] বিগঞ্জী বিগত-যৌবন। 'যত প্রধনা নবীনা গলিতা যবনী বারাসনা আছে।' ভবানী, ১৮২৫।

গলিস [আ গলীজ] বি বোহাং; আবর্জনা। 'ওই এগারোর মারপ্যাচে সব ধোয়াস গলিস, বদ-নসিব।' নজরুল, ১৯৫৯।

গলিসূতা [হি গলী+স সূত্র] বি একপ্রকার চিকন সূতা। 'ছুঁচ আর গলিসূতা এবেছি।' বিভূতি, ১৯৩১।

গলুই [স গল] বি নৌকার দুই প্রান্তের সরু অংশ। 'কেহ বা গলুয়ে বসিল ...।' গারী, ১৮৫৮।

গল্প [স জল্প] বি কাহিনি। 'হিষ্টেরী অর্থাৎ গল্পের বহি।' দর্পণ, ১৯০১।

গল্প-উপন্যাস [গল্প+স উপন্যাস] বি গল্প ও উপন্যাস। 'আমি গল্প-উপন্যাস লিখে থাকি।' নজরুল, ১৯২৭।

গল্পকথা [গল্প+স কথা] বি গল্পগল্প; মিথ্যা কাহিনি। 'তালীবেনে তাল রোদে লাল হতে দেখেছি - এ নাহে গল্পকথা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

গল্পকাহিনী [গল্প+স কথনিকা] বি গল্পকথা। 'গল্পকাহিনীর মারফতে, নবনারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখ বাঁচা ...।' মোতাহের, ১৯৫০।

গল্পখোর [গল্প+ফা খোর] বি গল্পপাঠক। 'ঘটনা সত্য কি কল্পিত, সে বিচার গল্পখোররা করে না।' প্রমথ, ১৯৩৩।

গল্পওজব [গল্প+ফা ওজাব] বি আলাপ-আলোচনা। 'নানাপ্রকার গল্পওজব।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

গল্প-ওজারি, গল্পগোজারি, গল্পগোয়ারি [গল্প+ফা ওজারাহ] বি গল্পওজব। 'নিকষেগে গল্পগোজারি ... করিতে লাগিল।' মনসুর, ১৯৩৫; 'গল্পগোয়ারি ও আমোদ-আহ্লাদ ফেলিয়া ...।' মনসুর, ১৯৫৩; 'এক পাল লোক বসিয়া গল্প-ওজারি ও তামাক সেবন করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

গল্প ছাড়া কি বড়ো বড়ো কথা বলা। 'তাই তাই-বোনদের সঙ্গে নানা গল্প ছাড়িল।' শওকত, ১৯৫৮।

গল্প জোড়া কি গল্প করতে শুরু করা। 'ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প ছড়িয়া দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গল্পটল্প [গল্প+] বি গল্প বা এ জাতীয় কোনো রচনা। 'আপনার লেখা

গল্পটল্প দিন না।' বিভূতি, ১৯৩১।

গল্পগোষা [গল্প+স গোষা] বিগঞ্জী গল্প গুনতে আশ্রয়ী। 'সকল বয়সেই মানুষ গল্পগোষা জীব।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গল্পময় [গল্প+স ময়] বিগঞ্জী গল্পে ভরপুর। 'চোরের জীবন গল্পময়।' মানিক, ১৯৩৭।

গল্পমূলক [গল্প+স মূলক] বিগঞ্জী কাহিনিভিত্তিক। 'গল্পমূলক রচনা পড়ে কবির স্বভাবসুলভ ভাবের আভির্ভাষে ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

গল্পরস [গল্প+স রস] বি গল্প পাঠের সুখ। 'রসবৃত্ত্ব মানুষের গল্পরস-পিপাসা মিটানোর কাজে ...।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গল্পলেখক [গল্প+স লেখক] বি গল্প রচয়িতা। 'অ্রদ্রাসকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী নামিয়া গেলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

গল্পলোক [গল্প+স লোক] বি গল্পের জগৎ। 'চলিয়াছে চিরদিন/খোকারদের গল্পলোক-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

গল্পলোভু [স] বিগঞ্জী গল্প গুনতে আশ্রয়ী। 'রাজশ্রোতা যদি গল্পলোভু হইতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গল্পসল্প [গল্প+] ১ বি আলাপ-আলোচনা। 'খুব সহজভাবে গল্পসল্প করতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি গল্প ও অন্যান্য রচনা। 'তোমার মা গল্প-সল্প কিছু লিখছেন তো?' সূত্রজ, ১৯৪১।

গল্পসাহিত্য [গল্প+স সাহিত্য] বি কাহিনি। 'তার গল্প-সাহিত্যের জগৎ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

গল্পশ্রোত [গল্প+স শ্রোত] বি চলমান গল্প। 'সাকেরের মা ঘরে চুকিতে গল্পশ্রোত মন্ডীকৃত হইয়া গেল।' শওকত, ১৯৫৮।

গল্পী [স জল্পী] বি গল্পকার। 'গোবুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি-না।' নজরুল, ১৯২৬।

গল্ফ [হি] বি একটি বিশেষ আকৃতির লাঠির আঘাতে দূরবর্তী স্থানে বল ছোড়ার খেলাবিশেষ। গল্ফস্টিক [হি] বি গল্ফ খেলার ব্যাট। 'ক্যান্টনমেন্টের মাঠে কপোতাবাহিনী গল্ফস্টিকে এখন তিনি গল্ফ খেলবেন।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

গসগস [ধন্য] বি চাপা রাগের ভাব প্রকাশক শব্দ। 'রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গসা [আ গুসসা] বি ক্রোধ; অভিমান। 'ক্রোধ করে কৃষ্ণবাস যান করে গসা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গস্ত [ফা গশত] বি মালামাল। 'বলে যারা জ্বরদস্ত, তাদের ঘরে লাভের গস্ত, মাগো।' গঙ্গ, ১৮৫৮।

গস্তানি, গস্তানী [ফা গাশতান] বি কুলটা নারী। 'কুটিলী গস্তানী বড় যে মতানী।' ভারত, ১৭৬০; চোপরাও গস্তানি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

গহণ [স গহন] বিগঞ্জী গভীর। 'ভবনই গহণ গভীর বেগে বাহী।' চর্চা, ১২০০।

গহন [স] ১ বিগঞ্জী গভীর। 'আনুপাম বল বীর মজীহ গহন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সমাগম। 'হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি দুর্গম স্থান। 'যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহন ভ্রমণ করেন ...।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৪ বিগঞ্জী নিবিড়। 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৫ বিগঞ্জী দুর্গম। 'যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ বিগঞ্জী গাঢ়। 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৭ বিগঞ্জী

মর্মপীড়াদায়ক। 'ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় বুঝে।' জঙ্গীম, ১৯২৯। ৮ বি গহর। 'বুঝের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গহনতল [স] বি গভীর তলদেশ। 'যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা গহনতলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গহননাদ [স] বি ঘন গর্জন। 'কর্ণবরণ গহননাদ।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

গহনবালা [স] বি বনবালা। 'বনের হরিণ বাঁধবে বুধা লক্ষী গহনবালা।' নজরুল, ১৯২৫।

গহনে গহনে ক্রিবিধ অরশ্যে অরশ্যে। 'গহনে গহনে যা রে তোরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গহনা [হি] বি অলংকার। 'সোনার গহনা ছাওয়ালা বিবাহ করিলে বহু পাইবেক।' মেয়র্স, ১৭৬২।

গহনগাটি [হি গহনা] বি অলংকারাদি। 'যে সকল জিনিষপত্র এবং গহনগাটি আছে এ সমস্তই আমার মায়ের।' ভবানী, ১৮২৮।

গহনগাটি বি অলংকারাদি। 'তৈজস্বণ্ড ঘরবাটী গহনগাটুর গহনগাটি গাছপালা জিনিষপত্র।' ওর্স, ১৭৮২।

গহনা দেওয়া ক্রি বন্ধ দেওয়া। 'মানোএল, ১৭৪৩।

গহনপত্র [হি গহনা+স পত্র] বি গহনগাটি। 'তোমার এই কাপড়োপড় গহনপত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গহনার নৌকা বি নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী চালাচকারী যাত্রীবাহী বড়ো নৌকা। 'একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গহবর [স গহর] বি গর্ভ। 'শেষে এক হনুমানের গহবরে গেল।' তারিণী, ১৮০৩।

গহরি [হি গহর] বি মাল বালাস করা অথবা জাহাজ হাড়ার বিশেষায়িত মামুল। 'জাহাজ ঘাটে থাকীবেক তাহার গহরি খরচ জড়োয়াগিবেক তাহা দিব।' ওর্স, ১৭৮২।

গহল [হি] বি ডি। 'আর বার আসি মহা লোকের গহলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গহিন [স গহনা] বি গভীর। 'সমুদ্রো বারো গহিন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গহিনা বি গভী গভীর। 'কালিমার গহিনা মন।' দর্পণ, ১৮২৮।

গহেরা [স গভীর] বি গভীর। 'পৌনে পোনের হাত গহেরা।' দর্পণ, ১৮১৮।

গহর [স] ১ বি গর্ভ। 'অতি বড় গহরদের মধ্যে এক অপূর্ব মনোহর বৃক্ষ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি গুহা; বাদ। 'তাহারা পর্বত-গহর ও গর্ভ প্রভৃতির রহস্যদির মধ্যে নব নববিশিত করিয়া লম্বমান থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৩ বি গুহা। 'আঁধার সে পর্বতের গহর বিশাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৪ বি অন্তর। তাহার পাঠকগণের হৃদগহর হইতে দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ বি গর্ভ। বিবাহের কাণোহা ক্ষুধিত গহর থেকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৬ বি মৃত্যুত। 'নিজের মনোহীনতার গহর ভরাবর জনেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৭ বি ভিতরের তলা। 'টুপিটা খুলে তার গহরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮। ৮ বি ঘর। 'বড়ো ছাওয়া স্বপ্নের গহরে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

গা [স গাতা] ১ বি শরীর। 'নাগরী রাধা হাণে সকল গাএ।' বড়ু, ১৪৫০; 'আখোর পার্শে তোআঁ গায় বেআপির্বে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বক্ষদেশ। 'কাঞ্চনী টানএ মোর গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি ইচ্ছা:

গরজ। 'বুঝি ঢাকা দিবার গা নাই।' কেরি, ১৮০২। ৪ বি শব্দ। 'আমাদের বাসার গায়েই এই-যে গলি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বি বেয়াল। 'এদিকে কারুর গা নাই আজই না আমার বিয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

গা করা ক্রি উদ্যোগ নেওয়া। 'তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবেন না।' বিতুতি, ১৯২৯।

গা কাটা দেওয়া ক্রি ভয় বোধ হওয়া। 'এমন লোক নেই যার ভয়ে গা কাটা দিয়ে না ওঠে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গা কুটানো ক্রি শরীর চুলকানো। 'আমজ্ঞাদের গা কুটাইতেছিল ডয়ানক।' শতকৃত, ১৯৫৮।

গা কেমন করা ক্রি শারীরিক অসুস্থি বোধ করা। 'পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গা-খোলা বিগ ঊর্ধ্বাঙ্গে জামা নেই এমন। 'গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গা-খিনখিন করা ক্রি ঘৃণায় গা ওলালো। 'দিনরাত গা-খিনখিন করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গা-ঘেঁষা ১ বিগ গায়ে লাগানো। 'গা-ঘেঁষা সংকীর্ণ এবং দরিদ্র।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিগ ঘন। 'পাবলিক গা-ঘেঁষা হয়ে শ্রোতারূপে ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গা-ঘেঁষে চলা ক্রি সমান পাত্তা দিয়ে চলা; পাশাপাশি চলা। 'ওদের কুপীসি বিলিতি কোশানির গা ঘেঁষে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গা ছুঁয়ে দেওয়া ক্রি শপথ করে বলা। 'তুই আমার গা ছুঁয়ে বল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গা ছোঁয়া ক্রি দিবি দেওয়া। 'এই তোমার গা ছুঁয়ে বলনুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গা-জোয়ারি [স গাতা+ফা জোয়ার] বি জবরদস্তি। 'মোটাই গা-জোয়ারি না।' জীবন, ১৯০২।

গা জ্বালা [গা+জ্বালা] বি রাগ। 'আমার গা জ্বালা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গা-জ্বালানো [গা+জ্বালানো] বিগ গা জ্বালা করে এমন। 'সেই গা-জ্বালানো হাসি।' মানিক, ১৯৪০।

গা-ঝাড়া [গা+ঝাড়া] বি জড়তা তাগ। 'তুষার-জনতা বুঝি জম্বাত হয় -/ গা-ঝাড়া দেবার প্রস্তাব বিপাহীন।' সূক্তাভ, ১৯৪৮।

গা ঝাড়ো দেওয়া ক্রি আসল ত্যাগ করে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। 'তারা মাঝ-দরিয়ায় না পৌঁছালে গা ঝাড়ো দেবে না।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

গাঝড়া মারি ক্রি নড়েচড়ে ওঠা। 'গাঝড়া মারিলে ইহল পর্বত দেউল।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

গা-টোপাটোপি করা ক্রি পরস্পর গোপন ইশারা বিনিময় করা। 'দিলিমারা পরস্পর গা-টোপাটোপি করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গা ঢাকা বিগ আত্মগোপন। 'একটু গা ঢাকা হইয়া ছিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গা-ঢাকা দেওয়া ক্রি পালানো। 'পূর্বরাখেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গা ঢাকা হইয়া থাকা ক্রি আত্মগোপনে থাকা। 'একটু গা ঢাকা হইয়া ছিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গা-ঢাকা হওয়া ক্রি আত্মগোপনে থাকা। 'তাই তনে ব্রাহ্মণী বাপের

বাড়ি এমনি গা-ঢালা হয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গা-ঢালা ১ বিণ অলস। 'কোনো কঠিন পণ দুরুহ চেষ্টা, মানস সংগ্রাম আঙ্গিকার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ কি শোয়া। 'যুম যেন পরম সুখের ভরল ধারা, গা ঢেলে দিয়েছে তাতে।' মণীশ, ১৯৬৩।

গা ঢেলে দেওয়া কি বিনা বিবেচনার বিশেষায়ণ। 'গা ঢেলে দিতে চান, সেই অন্যায় সমাজের বীভৎস পাগলোতে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

গা তোলা কি গাড়োখান করা। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে।' হুতোম, ১৮৬১।

গা দেওয়া কি গ্রাহ্য করা। 'মহেন্দ্র কোনোমতেই গা দিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গা ধোয়া কি স্নান করা। 'মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে ... চুল বাঁধত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গা পাক দেওয়া কি বমি বমি ভাব হওয়া। 'জ্বর আসবার মুখে বেরকম গা পাক দেয়; মাথা ঘোরে।' ধর্মশ, ১৯১৮।

গা বমি বমি করা, গা বমী বমী করা ১ কি বার বার বমির ভাব হওয়া। 'দিন রাত গা বমী বমী করে, যেখানে ওই সেই ঝানেই ঘুমই।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ কি ঘুণা বোধ করা। 'বা সেইখণ্ড আমার তেমনি গা বমি বমি করে।' মনসুর, ১৯৫৫।

গা বাঁচানো কি নিজেতে বাঁচানো। 'বৌচা দিতে হবে পোপনে গা বাঁচিয়ে।' পাশা, ১৯৭১।

গা-ভাসান দেওয়া কি ভেসে ওঠা। 'অত বড় কাতলা গা ভাসান দিলে অনেকেই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুরবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

গা ভাসানো কি চিন্তা-ভাবনা না করে অন্যদের দেখে কোনো কাজে যুক্ত হওয়া। 'অধিকাংশ মুসলমান গা-ভাসিয়ে দিলেন অর্ধদোলনের প্রোতে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গা-মত বিণ সম্পূর্ণ; ভালোমতো। 'যুম যেন গা-মত হয় নাই।' শওকত, ১৯৫৮।

গাময় বিণ সমস্ত দেহে আছে এমন। 'মারের চোটে সে বেচারী কাঁপছে - গাময় কাঁদা।' বনফুল, ১৯৬৩।

গা মাজনা করন বি গা রগড়ানো। ওর্সা, ১৭৮৫।

গা-মোছা বি গামছা। 'আর যে-গামছায় গা-মোছা তারও সেই দশা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গা মোড় দেওয়া কি গা মোচড়ানো। 'বেণীবাবু অধ্যয়নানন্তর গা মোড় দিয়ে উঠিয়া তামাক খাইতেছেন।' পার্শ্বী, ১৮৫৮।

গা ম্যাজ ম্যাজ করা কি খানিকটা অসুস্থ বোধ করা। 'গা ম্যাজ ম্যাজ করা: ঠিক এসব শব্দের ভাব বোকানো ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গায়গায় ক্রিবিণ শরীর ঘরা। 'সুন্দরী আসিয়া শোধ দিবে গায়গায়।' ভবানী, ১৮২৫।

গা-শিওরনো বি গা শিউরে ওঠা। 'তাহারা মাথার আকাশ-ডাঙা, গা-শিওরনো, চমক-লাগা ঘটনার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গা সিউরে ওঠা কি গায়ে কাঁটা দেওয়া। 'আমার গাটা সিউরে উঠলো।' উমেশ, ১৮৫৭।

গায় হাত তোলা কি প্রহার করা। 'তুমি স্বামীর গায় হাত তোল।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীনবন্ধু, ১৮৭২।

গায়ে কাঁটা দেওয়া কি শিহরিত করা; ঢেউ তোলা। 'ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

গায়েগাতরে ক্রিবিণ শারীরিকভাবে। 'জমিদ্বির যা আছে গায়েগাতরে খাটলে অন্তর ডালভাতের অভাব হবে না।' শওকত, ১৯৭২।

গায়ে গায়ে বিণ শরীরের সাথে শরীর পেগে আছে এমন। 'ঠেলাঠেলি গুণ্ডালা গায়ে গায়ে লোক।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গায়ে-পড়া বিণ অঘাচিত। 'বড্ডো বেশি গায়ে-পড়া কবিতু।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গায়ে-পড়া সখ্য বি অঘাচিত সখ্য বা বন্ধুতা। 'মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গায়ে পড়ে ক্রিবিণ অঘাচিতভাবে। 'অন্দ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নেড়ে কালি ছিটোয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

গায়ে বাজা কি কষ্ট লাগা। 'নিন্দা-বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকই বলিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গায়ে বাতাস দেওয়া কি দায়িত্বহীনভাবে চলা। 'নির্ভাবনায় গায়ে বাতাস দিয়া কাটাওয়া দিয়াছি।' হাই, ১৯৫৪।

গায়ে-মাথা ১ কি ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা। 'পোড়া মন মান-অস্থির মাখে না তো গায়।' গিরিশ, ১৮৮৩। ২ বিণ গোসলে স্থগিত। 'গায়ে-মাথা রঙিন সাবান।' মাহেনও, ১৯৪৯। ৩ কি শওকত দেওয়া। 'ওর যাবার কথাটা গায়েই মাখবে না।' কায়সার, ১৯৬২।

গায়ের জোর বি বাহুবল; শারীরিক শক্তি। 'কেবলমাত্র গায়ের জোরে ভয় দেখাইয়া বশে রাখিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গায়ের জোর খাটানো কি জুগুপ করা। 'কোনো অবস্থাতেই গায়ের জোর খাটাব না।' পাশা, ১৯৭১।

গায়ের জোরে ক্রিবিণ জবরদস্তিভাবে। 'শব্দের সঙ্গে একটা-একটা অভিধা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয় না।' অবন, ১৯২৫।

গায়ের ঝাল মেটানো কি মনে পোষা রাগ প্রবলভাবে প্রকাশ করা। 'তাকে গেলে একবার গায়ের ঝাল মেটাই।' উমেশ, ১৮৫৭।

গায়ের মহকুম [স গ্রাম+আ মহকমা] বিণ গ্রামবাসী অথচ জাতিসম্পর্কহীন। 'সে হল ধরণে তোমার গায়ের মহকুম।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গায়ে-লাগা বিণ সংশ্লিষ্ট। 'ওর জমির গায়ে-লাগা এ অংশটুকু অন্যের।' সেগিনা, ১৯৭৫।

গায়ে-হলুদ বি বিয়ের আগে বর-কনের গায়ে হলুদ মাখার অনুরোধ। 'গায়ে-হলুদের দিনে রাত তিনটার সময়ে হঠাৎ শশীকে ওলাওঠায় ধরিপ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গায়ে হাওয়া লাগানো কি নির্ভর হওয়া। 'শরতের যে হালকা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়া উড়িয়া বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গায়ে হাত বুলানো কি সান্ধ্য দেওয়া। 'গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গা লাগা কি উসাহ পাওয়া। 'আজ আর কিছুতে গা লাগছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গা-সওয়া বিণ অভ্যস্ত। 'পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম, ১৯১৫।

গা-সহা বিগ সহনীয়। 'তনতে তনতে গা-সহা হরে গেছে।' কায়সার, ১৯৬২।

গা বিগ সুপারির ক্ষেত্রে গণনার একক, সাধারণত ১১টি। 'গা চারি ওয়া দুয়া গাওয়া ভরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গা [ধন্য] অর্থাৎ সোধোনসূচক শব্দ। 'একবার দাঁড়াও ত গা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গা বি (সংগীত) তৃতীয় বর গান্ধার। 'কানাড়ায় সা রে গা-কোমল কি মা পা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

গাখ [স গাতা] বি শরীর। 'আচলে না ধর কাফ ভরে কাঁপে গাখ।' বড়, ১৪৫০।

গাঅখানী বি দেখানি। 'মিনতী করিআ বোপোঁ গাঅখানী তোল।' বড়, ১৪৫০।

গাওয়া দ গাওয়া

গাই [স গো] বি গাডি। 'বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই।' বড়, ১৪৫০।

গাই দ গাওয়া

গাই [স এডি] বি গেরো। 'আচলে আচলে গাইট বানিয়া নিয়াস।' বিজয়, ১৬৫০।

গাইড [স] বি পথপ্রদর্শক। 'কেবলা হাকিমের গাইড হুচেন আরদাশি খুড়ো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি পেশাদার পথপ্রদর্শক। 'অনেকগুলি গাইড পাঠ্য আমাদের হেঁকে ধরল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি গার্ল গাইড। 'পাচদিন ব্যস্তি হইবে গাইড গাইডারদের জন্য।' বেগম, ১৪৪৮।

গাইড-বই [স গাইড+আ বই] বি 'মতভদে নাই - গাইড-বই সাহিত্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গাইডবুক [স] বি ভৌগোলিক নির্দেশনামূলক বই। 'শিল্লোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইডবুক পর্যন্ত রচনা করার ...।' অবন, ১৯২৫।

গাইডার [স] বি প্রশিক্ষক। 'গার্ল গাইড গাইডারদের প্রথম আবাসিক ট্রেনিং।' বেগম, ১৯৪৮।

গাইতি [স গৈতী] বি কোদাল জাতীয় হাতিয়ার। 'গাইতি-দেতো, উঁচকে কপাল।' নজরুল, ১৯২৬।

গাইতি-দেতো [স গৈতী+স দস্ত] বি গাইতির মতো দাঁত বিশিষ্ট। 'গাইতি-দেতো, উঁচকে কপাল।' নজরুল, ১৯২৬।

গাইত্রি, গাইত্রী [স গায়ত্রী] বি গায়ত্রী মন্ত্র। 'গাইত্রি।' মনোএল, ১৭৪৩; 'গাইত্রী ভেদিয়ে তবে সে গিয়ান কহি।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গাইন [স গান] বি গায়ন। 'গীত অনিবারে দিলা গাইন সুবর।' বাহরাম, ১৫৫০।

গাইনোকোলজি [স] বি স্ত্রীগণ ও প্রসুতিবিজ্ঞান। 'গাইনোকোলজি বিভাগের আবাসিক সার্জন।' বেগম, ১৯৬৫।

গাইয়া [স গে] বি গায়ক। 'এক্ষণে মোহনমান ওস্তাদের প্রয়োজন নাই, আমি একজন বাঙ্গালী গাইয়া চাহি।' ভবানী, ১৮২৮।

গাইয়ে [স গে] বি গায়ক। 'দু চার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদরা আসবেন।' হেস্তোম, ১৮৬১।

গাইল, গাইলি [স গালি] বি গালি। মনোএল, ১৭৪৩।

গাউন [স] বি ইউরোপীয় মহিলাদের টিপেঢালা পোশাক; ড্রেস। 'কখন গাউনে বসি কচু বসি মুখে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

গাউল গম্বল বি বাঁশের আগায় ধ্বজাধারী পদাতিকবৃন্দ। 'রথ আগে গাউল গম্বল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাএন [স গান] বি গায়ক। 'জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরপাল।' রামাই, ১৭১০।

গাও [স গাতা] বি শরীর। 'মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও।' ষিচঞ্জী, ১৬০০; 'বেদনাএ জঙ্ঘর তনু রক্ত পড়ে গাও।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গাও মাজন করন বি গা ঘবা; গা মাজা। ওর্দা, ১৭৮৫।

গাওন [স গায়ন] ১ বি গাওয়া। ওর্দা, ১৭৮৫। ২ বি গায়ক। ওর্দা, ১৭৮৫।

গাওনা [স গায়ন] ১ বি গান। 'গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি যাত্রাপালা প্রদর্শনী। 'দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

গাওনা বাজনা [স গায়ন+স বাদনা] বি গান ও বাজনা। 'গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর।' ভবানী, ১৮২৫।

গাওনারসা [স গায়ন] বি বাদ্যবহন। মনোএল, ১৭৪৩।

গাওনিয়া [স গায়ন] বি গায়ক। মনোএল, ১৭৪৩।

গাওয়া [স গে] ১ বি গান করা। 'কাহ্নে গাই তু কামচগালী।' চর্চা ১৮, ১২০০। ২ বি বর্ণনা করা। 'কহেন বলে তন ভাই আপনার দোষ গাই।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ইতিয়াদির শুভ বর দিনে দিনে যায় যে গাই।' জসীম, ১৯৩১। গা ক্রি 'গাওয়া' ক্রিয়ার তুচ্ছার্থক শ্রোতৃপক্ষের অনুজ্ঞা রূপ। 'আয় সখী, গা তো সেই পুরানো গান।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। গাখ ক্রিগণ গাহে; গায়। 'দ্বিজ শ্রীমানিক গাখ।' মনিকরাম, ১৭৮১। গাখী ক্রি গৈয়ে; গান করে। 'সুন্দর সে গীত গাখী বাখা করতালী।' বড়, ১৪৫০। গাই ১ ক্রি গায়। 'কাহ্নে গাই তু কামচগালী।' চর্চা ১৮, ১২০০। ২ ক্রি গান পরিবেশন করি। 'তথ্যাপ্ত দেবকীরন্দন করি গাই।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি বর্ণনা করি। 'কহেন বলে তন ভাই আপনার দোষ গাই।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি গাইয়া; গৈয়ে। 'চলেছ কী কাতর গান গাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

গাইড় ক্রি গাইলেন। 'আইসন চর্চা কুকুরীপাড় গাইড়।' চর্চা ২, ১২০০। গাইয়া ক্রি গৈয়ে। 'গোহালো গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। গাইল ক্রি গান করলো। 'গাইল বড় চণ্ডীদার বাসলীগো।' বড়, ১৪৫০। গাই ১ ক্রি গাইছে। 'সুসর পক্ষম শর গাএ পিলকানো।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বলে। 'বিস্তর নাম যোর সর্বকোলে গাএ।' বড়, ১৫৭০। ৩ ক্রি গায়; গান করে। 'কোপে অতি কাশপিয়া গাএ।' মানিকরাম, ১৭৮১। গাই ক্রি বর্ণনা করে। 'প্রভু বোলে গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।' বৃন্দা, ১৫৮০। গাও ক্রি গান গান করেন। 'সখাতথা যাও তব গাও নিরন্তর।' আলগাবল, ১৬৮০।

গাইলুম ক্রি গাইছিলাম। 'আমি কাল-পরন্তু প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাইলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। গাইলো ক্রি গান করে। 'মহাপ্রভুর গুণ গাএা করেন কীর্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। গান ক্রি গান করেন। 'বাৎসলী বন্দিয়া বড় চণ্ডীদাসে গান।' বড়, ১৫৭০। গাখি ক্রি গায়। 'নাচিতি বাজিগ গাখি দেহী।' চর্চা ১৭, ১২০০। গাব ১ ক্রি গাইবো। 'ই রস বিদক রূপ নারায়ন কবি দিয়াগাখি গাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি গাইব। 'তপস্যাপ্রসঙ্গে লাচাড়ি গাব গীত।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'কী গাব আমি কী শোনার আজি আনন্দধামে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ ক্রি প্রশংসা করবো। 'লোকে গাব অতুল সখার।' মুকুন্দ, ১৬০০। গায় ক্রি গান করে। 'নাচে গায়

কাদে হাসে প্রেমে পূর্ণ হৈয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। গায়ন্ত্র কি গায়।
'সহেলা গায়ন্ত্র সবে বিবাহ মঙ্গল।' সুলতান, ১৭০০। গায়ায় কি
গাওয়ায়। 'বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ধনপূর্ণ লক্ষী হয় যে
গান গায়।' মানিকরাম, ১৭৮১। গায়িতে কি গাইতে। 'জায়িতে
হরষিত মণে গায়িতে মঙ্গল।' বড়, ১৪৫০। গায়িল কি গাইলো।
'অনন্ত নামে বড় চণ্ডীদাস গায়িল।' বড়, ১৪৫০। গায়েন কি গান
করেন। 'যে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্রোকবন্ধে।' বৃন্দা, ১৫৮০।
গায়্যা কি গয়ে। 'নাচ্যা গায়্যা উপায় করিতে চল কড়ি।' রূপরাম,
১৭৫০। গাহে কি গায়। 'কেহ কেহ সুখের মঙ্গলগীত গাহে।'
আলাওল, ১৬৮০।

গাওয়ায় [স গো+>] বিপ গোকুর দুধে তৈরি। গাওয়ায়ি [স গো+>স ঘৃতা
বি গোকুর দুধ থেকে উৎপন্ন] যি। 'যিনি যাহাই বলুন নুনের ট্যাক্স
বিদ্যাবিবাহ কিবা গাওয়ায়ি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'তিনিই তখন
বললেন টাটকা গাওয়ায়ি ঘিরে দৃষ্টি ভাজতে।' অবন, ১৯২৫।

গাওয়াই বি গায়ক। 'আধুনিক গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই সুর শুনতে
পাই।' মুক্ততবা ১৯৬৬।

গাওয়ারি [হি] বি গৌয়ার। 'দূর হইয়া হেথা হইতে যাওরে গাওয়ারি।'
গরীব, ১৭৬৫।

গাং [স গঙ্গা] বি নদী। ওর্সা, ১৭৮৫; 'মাচেরটক সাহেবভায়ে গাংপার
করবার কোমেট কণ্ঠি লেগেচে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

গাংচিল [স গঙ্গা+স চিল] বি নদী এলাকায় বসবাসকারী চিলজাতীয়
পাখিবিধের। ওর্সা, ১৭৮৫; 'নোরেং তাড়া গাংচিলের চাম্‌চল্যে অধীর
হৌয় না রোজগ।' শামসুর, ১৯৭০।

গাংপার [স গঙ্গা+স পার] বি নদীর অপর পাড়। 'মাচেরটক
সাহেবভায়ে গাংপার করবার কোমেট কণ্ঠি লেগেচে।' দীনবন্ধু,
১৮৬০।

গাং শালিক [স গঙ্গা+স সারিকা] বি নদী এলাকায় বসবাসকারী
শালিক জাতীয় পাখি। ওর্সা, ১৭৮৫; 'গাংশালিকের কোক মনে হয়।'
জীবন, ১৯৩২।

গাঁ [স গ্রাম] বি গ্রাম। 'চণ্ডিবারি জার গাঁ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পরিচয় দিবে
সতে কোন গাঁয়ে ঘর।' রূপরাম, ১৭৫০।

গাঁএ মানে না আপনি মঙল - লোকে স্বীকার না করলেও নিজেকে
প্রধান বলে জাহির করা। 'কোথাকার কেবা ভূমি কিসের আমল গায়
নাই মানে যেন আপনি মঙল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'আর গাঁএ মানে না
আপনি মঙল।' গৌর, ১৮২২।

গাঁছাড়া বিণ গ্রামত্যাগী। 'ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।'
দীনবন্ধু, ১৮৬০।

গাঁয়ে গাঁয়ে ক্রিণি গ্রামে গ্রামে। 'কৌজিবাগর থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে
দুরহে গায়ে গড়া চাপটি।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

গাঁ-সুন্ধ বিণ পড়া গ্রামের। 'হাক নাপিতের পর গাঁ-সুন্ধ লোক চটা
ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গাঁই [স গ্রাম+>] বি গ্রামের নাম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের শ্রেণী। 'বাসাল গান্ধী
গাঁই বেলভিহার ঘর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গাঁইগোত্র [স গ্রাম+>স গোত্র] বি গাঁই ও গোত্র: সুন্ধ জাত-পরিচয়।
'গাঁইমাতা গাঁইগোত্র নিয়ে তারাই সব মাথা ঘামাক।' মনোজ,
১৯৬১।

গাঁইট [স গ্রাম] ১ বি বাঁধন; গিট। 'রুপাটের বিল দড়ার গাঁইটও খুলিতে
পারে।' মদনমোহন, ১৮৫০। ২ বি আঁটি। 'এক গোয়ানচালক

গোশকটে বিস্তর পাটের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলস্টেশনে
যাইতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

গাঁতি [হি গাঁহতী] বি শোহার তৈরি কোদাল জাতীয় হাতিয়ার। 'হাতুড়ি
শাবল গাঁতি চালায়ে ডাঙিল যারা পাহাড়।' নজরুল, ১৯২৫।

গাঁইয়া [স গ্রাম+>] বিণ গৈয়ো। 'এদের যেন একটু গাঁইয়া।' মুক্ততবা,
১৯৫২।

গাঁও [স পাতা] বি শরীর। 'সেখে গাঁও করে ফালা।' জসীম, ১৯৩১।

গাঁও [স গ্রাম] বি গ্রাম। 'নৈলা গানের রক্তারে গাঁও কানছে বারে বারে।'
জসীম, ১৯২৯।

গাঁও-ঘেরা বিণ গ্রাম আচ্ছাদিত। 'সেই কথাটাই হেমন্তের গাঁও-ঘেরা
কুয়াসার মতো মাহবুবুর মনটা ঘিরে থাকে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

গাঁওছাড়া [স গ্রাম+ছাড়া] বিণ গ্রামছাড়া। 'মুসলমানেরে গাঁওছাড়া
করি তাড়াইয়া দিহ?' জসীম, ১৯৩৩।

গাঁওবুড়া, গাঁওবুড়ো বিণ গাঁয়ের প্রাণী লোক। 'গাঁও-বুড়োরা নাকি
তখন সাহানা দিয়ে বলেছিলেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২; 'শান্ত গাঁওবুড়া
গল্প বলে চায়ের মঞ্জলিসে।' নীরেন, ১৯৫৫।

গাঁওয়ারি [হি] বিণ যোদ্ধা। 'সে গাঁওয়ার মানুষ।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬। ২
বি গৌয়ার; অসভ্য লোক। 'বলবে নাকি, এসেছে কোন গাঁওয়ার?'
মাহমুদ, ১৯৭৩।

গাঁওয়ারি [স গ্রাম+>] বি কেরি; হেঁটে হেঁটে জিনিসপত্র বিক্রি করা। 'দেশে
গাঁওয়ারি গাঁওয়ারি করিব।' জসীম, ১৯৬০।

গাঁক [ধন্য] বি চড়া বর। 'আমি গাঁক গাঁক করে বললুম।' মুক্ততবা,
১৯৪৯।

গাঁ গাঁ [ধন্য] বি ইঞ্জিনের শব্দ। 'গাঁ গাঁ করে চিংকার করে, এবং গড় গড়
করে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

গাঁগোল [স গ্রাম+>স গোল] বি গ্রামময় শোরগোল। 'চৈচিয়ে গাঁগোল
করিস না।' তারা, ১৯২৯।

গাঁঙ্গ [স গঙ্গা+>] বি নদী। 'সাত ডিঙ্গা করি সোঁলে আনে ডমরার গাঁঙ্গে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাঁজর [স গর্জর] বি গাজর; সবজিবিধের। বিদ্যা, ১৮৯১।

গাঁজলা [হি গাজল] বি ফেনা। 'বেন স্কটিক পেয়ারায়া বাদশাহী মদের
শেষ গাঁজলা।' অবন, ১৯২৫।

গাঁজা, গাঁজানো [হি গাজ] কি গাঁজে ওঠা; পচে ওঠা। 'সমাজ
গাঁজিয়া উঠিয়া উঠাচরকপ জখন তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে।' রাজ,
১৮৭৪; 'আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গাঁজা [স গঞ্জিকা; হি গাঁজা] ১ বি সিঁধি গাছের জটা থেকে তৈরি মাদক-
বিষের। 'গাঁজাখোর রাজপুত।' ভারত, ১৭৬০; কালপে, ১৭৮৫; 'তামাক গাঁজা ভাজ চরস বিক্রি হইতেছে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ
মিথ্যা। 'অথবা হয়ত ভেবেছে সমস্তটাই গাঁজা।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

গাঁজাখুরি, গাঁজাখুরী [গাঁজা+ফা খোর] ১ বি আক্তবি। 'গাঁজাখুরী
করুময়ি সবলোটি ইত্যাদি শুকালে বিদ্যার অগ্রাচর্যা হেতুক ...।' দর্পণ,
১৮৩১। ২ বিণ ভিজিহীন। 'মারণ, উচটান, বশীকরণ -
এগুলো কি বেবাক গাঁজাখুরি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

গাঁজাখোর [গাঁজা+ফা খোর] বিণ গাঁজার নেশামত্ত। 'গাঁজাখোর
রাজপুত।' ভারত, ১৭৬০।

গাঁজাখোরি, গাঁজাখোরী [গাঁজা+ফা খোর] বিণ অবিশ্বাস্য। বিদ্যা,

১৮৯১: 'গাঁজাখোরী গল্প তোমার কেটা বিশ্বাস করব?' মনসুর, ১৯৫৫।

গাঁজাগুলি বি অতুত, অবিশ্বাস্য গল্প। 'না জানে ইতিহাস না পারে ছড়াতে গাঁজাগুলি।' মুজতাবা, ১৯৫৯।

গাঁজাগাঁজি বি তাঁসঠাসি। 'স্ত্রীকে লইয়া সে গাঁজাগাঁজি করিয়া বাস করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

গাঁট [স এছি] ১ বি হাড়ের জোড়া বা সন্ধিস্থল। ওঁসা, ১৭৮৫; 'পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি বস্তা: প্যাটরা; বাঁশিল। 'মহাশয়ের সমীপে আট গাঁট নরকপাল গ্রেহণ করিতেছি।' অক্ষর, ১৮৫০। ৩ বি ট্যাক। 'শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে।' হুতম, ১৮৬১। ৪ বি পুটলি। 'দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে।' জসীম, ১৯২৭।

গাঁটওঠা বিণ গিঠ উঠেছে এমন। 'আঁকাবাকা গাঁটওঠা আঙুলে তার মাথার হাত বুলাতে বুলাতে ...' হাসান, ১৯৭৪।

গাঁটওয়ালা বিণ গাঁট আছে এমন; এছিল। 'উঁচু গাঁটওয়ালা লাঠিগুলো বন বন করে যৌমাছিদের মত ঘুরতে শুরু করেছিল।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

গাঁটকাটা, গাঁটকাটা [স এছি] ১ বি পকেটমার। 'দু ভরি রূপে গাঁটকাটার কোটে নিয়েছে।' হুতম, ১৮৬১; 'কয়েকজন জুয়াড়ি, গাঁটকাটা ও পকেটমারও আসিয়াছে।' মনসুর, ১৯৪৫। ২ বি পকেটমারা। 'বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যবসা ধরবে নাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ ক্রি নিষেধ করা। 'মোজার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গাঁটছড়া [স এছি]+স ছড়া। ১ বি হিন্দু-বিয়েতে বরের চাদরের বুটো সঙ্গে কনের শাড়ির আঁচলের প্রান্ত বেঁধে দেওয়া। 'পূর্বাহ্নে মহাশয় দুইজনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া বিবাহ করিল, ১৮৮১। ২ বি মিত্রতা। 'আইন্ডিয়ান সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তার দিন কাটবে না গো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ গাঁট ছিঁড়া।

গাঁটবন্দী [স এছি] বি বস্তাবন্দী। 'কলিভারার কলে গাঁটবন্দী হইয়া ... চড়া দামে বিকাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

গাঁটবাঁধা [স এছি]+স বন্ধ বিণ পুটলি করে বাঁধা। 'আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোনো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গাঁটের পয়সা-কড়ি বি নিছের জমানো টাকা পয়সা। 'ক্রমে গাঁটের পয়সা-কড়ি ফুরাইয়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

গাঁটরি, গাঁটরী [স এছি] বি কাণড় দিয়ে বাঁধা পুটলি। 'কখন ধোবার গাঁটরি বহ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'বস্তার মতো বড় একটা গাঁটরী।' জালাউদ্দিন, ১৯৬৩।

গাঁটরী-পেটরা বি বোচকা-বুচিকা। 'হাটের শেষে গাঁটরী-পেটরা বাঁধিয়া তাঁহারা বাড়ী গেলেন।' আজাদ, ১৯৬৪।

গাঁটি [স এছি] বি কাণড় অথবা সূতার বস্তা। 'গাঁটিতে থোরমা ছিল অল্প অল্প গুণ।' জালাউল, ১৯৮০; 'গাঁটি' কামালেশ, ১৭৮৫; 'এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

গাঁটি ছড়া [স এছি]+স ছড়া বি গাঁটছড়া; হিন্দুবিয়েতে বরের চাদরের সঙ্গে কনের শাড়ির আঁচলের গিট বাঁধা। 'পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশীর্বাদ করিবে ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গাঁটা [সি গটা] বি হাত মুঠি করে আঙুলের গাঁট দিয়ে আঘাত। গাঁটা মারা [সি গটা+মারা] ক্রি ঘৃষা মারা। 'খাঁটা মেজাজ গাঁটা মারিছে দেশ-শত্রুর গিঠে গিঠে।' নজরুল, ১৯২৮।

গাঁটাঙটা [সি গটা] বিণ বেঁটে, মোটা ও কুটপুট। 'ছাই রঙের গাঁটাশোঁষি গুণা অথবা।' হাসান, ১৯৬৯।

গাঁঠি [স এছি] ১ বি গাঁটি নামক সবজি। 'গাঁঠিতে মাছের বিষ খাইলে সে মরি।' মুকুন্দ, ১৯০০। ২ বি শরীরের বিভিন্ন অস্থিসন্ধি। 'গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ বি গাছের কান্ডের ভাঁজ; জোড়া। 'তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি পকেট। 'গাঁঠের পানে গাঁঠ-কাটার দৃষ্টি হানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৫ বি বন্ধন। 'দৃষ্টনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৬ বি বাড়িল; বস্তা। 'গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার।' সুশীল, ১৯৫৩।

গাঁঠ-কাটা বি পকেটমার। 'গাঁঠের পানে গাঁঠ-কাটার দৃষ্টি হানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গাঁঠবাঁধা [স এছি] বিণ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। 'পাতিভের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গাঁঠে গাঁঠে ক্রিবিণ এছিতে এছিতে। 'গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

গাঁঠরি [স এছি] বি পুটলি। 'ও বিষ গাঁঠরি করা না যায় হরা।' লালন, ১৮৯০।

গাঁঠরি টানা [স এছি] বি তল্লাবাহক। 'আমার হল কামলোভী মন হলান মদনরাজার গাঁঠরি টানা।' লালন, ১৮৯০।

গাঁঠা [সি গাঠি] বি গহনা শব্দের অনুরাক শব্দ; গাঁটি। 'গহনা গাঁঠা বড় লোটা ভাল না আশ।' ভবানী, ১৮২৫।

গাঁঠি [স এছি] ১ বি পুটলি। 'প্রভু বলে সেবিলাম গাঁঠি দশ ঠাঠি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি এছি। 'আইদ গাঁঠি উরথ গাঁঠি কগাঁঠি মূলে।' রামাই, ১৭১০। ৩ বি গিঠি। মানোএল, ১৭৪৩।

গাঁড়ি [স গড়ি] বি গুহাঘরা। মানোএল, ১৭৪৩।

গাঁতা [স এছন] বি কৃষকদের পরস্পর শ্রমবিনিময়ে চাষাবাদের ব্যবস্থা। 'মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

গাঁতাঘর [স এছন] বি পুথির ভাণ্ডার। 'গাঁতার দোলাত আদী গাঁতাঘর হইতে ...' চিঠিপত্র, ১৮১১।

গাঁতি [স এছন] ১ বি এক ধরনের প্রজাবস্ত্র। 'এক্ষণে গাঁতি অর্থাৎ খোদকরা প্রজা এত ও পাইকরা এত।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি অল্প জোত-জমা। 'গাঁতিও যায় যায় হয়েছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

গাঁতি জমা [গাঁতি+জা জমা] বি জমিদারির জমা। 'যে২ গ্রাম ইজারাদার ও গাঁতি জমা তাহার তাগাবি সরকার হইতে দেওয়ার আবশ্যক নাহি।' রামরায়, ১৮০২।

গাঁতিদার [গাঁতি+দা দার] বি এক ধরনের প্রজা; গাঁতির মালিক। 'অনেক গাঁতিদারও জাল ও ছল্মে ডাঙাডাঙা হইয়া ...' প্যারী, ১৮৫৮।

গাঁতি [সি গৈণ্টি] বি গাঁতিভ; শক্ত মাটি, কয়লা ইত্যাদি কাটার হাতিয়ার-বিশেষ। 'লাঠি, সড়কি, গাঁতি, মুত্তর।' বিজুতি, ১৯৩৭।

গাঁতিদার [সি গৈণ্টি+দা দার] বিণ গাঁতিভ ব্যবহারকারী; গাঁতি বা গাঁতিভ দিয়ে কাজ করে এমন। 'গাঁতিদার কুলীদের একবার দেখে।' বিজুতি, ১৯৩৭।

গাঁতের মাল বি চোরাই মাল। 'দারোগা ও অমলাদিগকে বশ করিতে - গাঁতের মাল লইয়া হজম করিতে।' প্যারী, ১৮৫৮।

গাঁথন [স এছন] ১ বি গাঁথনি; গাঁথনি। 'দশ হস্ত পরিসর দেয়াল গাঁথন।' প্যারী, ১৮৫৮।

রামরাম, ১৮০১। ২ বি মালা। 'আসবি তোরা গন্ধরাজের গাঁথন নিয়ে হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

গাঁথনি, গাঁথনী [স গ্রন্থন] ১ বিণ গ্রথিত। 'ধনি অলপ বয়সী বালা জন্ম গাঁথনি পুষ্প মালা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মালা। 'এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি।' চিত্তজী, ১৬০০; 'নৃপবালা পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভানী।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ বি নির্মাণ। 'ফটকের গাঁথনি সূরমাণিকের ঢাকা।' রূপরাম, ১৭৫০। ৪ বি ইট দিয়ে কাঠামো নির্মাণের শব্দভি। 'পূর্ব কালের গাঁথনি বড় শক্ত।' দর্পণ, ১৮১৮। ৫ বি বিন্যাস। 'ভাষায় সুন্দর রূপে গাঁথনি করিতে পারেন ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৬ বি মাধুর্য। 'চিত্ত আপনার পরাইতে চায় সুরের গাঁথনি।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বি নির্মাণ প্রক্রিয়া। 'এখনো সংস্কার-কাজের গাঁথনি কাঁচা রয়েছে, এখনো পরিবর্তন চলবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গাঁথা [স গ্রন্থন] ১ ক্রি তৈরি করা; নির্মাণ করা। 'সার চুনি চুনি হার জে গাঁথা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'এক বাস্পীয় কল বসান যায় ও প্রণালী গাঁথা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ সংকলন করা। 'কন্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাধি।' চম্পী, ১৫৫০। ৩ ক্রি যোগ করা। 'সন্ধ্যায়িয়ে শেল মারে শূলে করে গাঁথে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ ক্রি বড়গিঠে আটকানো। 'অত বড় কাতলা গা জসান দিলে কানেকই গাঁথবার চেষ্টায় ঘুরবে।' গিরিশ, ১৮৮৬। ৫ ক্রি যোগ করা। 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দনহার।' রবীন্দ্র, ১৯১০। গাঁথিয়া ক্রি গাঁথে। 'সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার।' মুকুন্দ, ১৬০০। গাঁথিয়া গাঁথিয়া ক্রিবিণ বারবার রচনা করে। 'নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিক্ত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। গাঁথিল ক্রি গাঁথলো। 'তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেহুয়া।' বড়ু, ১৪৫০। গাঁথে ১ ক্রি একত্র করে। 'সমভাগ, গাঁথে নাগ, কেশর ধাতকী।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ ক্রি বিদ্ধ করে। 'সন্ধ্যায়িয়ে শেল মারে শূলে করে গাঁথে।' মানিকরাম, ১৭৮১। গাঁথেছি ক্রি তৈরি করেছি। 'যতনে কুসুম তুলি গাঁথেছি হার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

গাঁথা [স গ্রন্থন] ১ বিণ গ্রথিত। 'রামপ্রসাদ বলে ছুদিহুলে গুরুতত্ত্ব রাখ গাঁথা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ আবদ্ধ। 'নদয়ে সাধব আছে ইচ্ছা প্রেমখণ্ডে গাঁথা।' লালন, ১৮৯০। ৩ বিণ রচিত। 'তোরা গাঁথা গান।' জসীম, ১৯০১।

গাঁথুনি [স গ্রন্থন] ১ বি রচনা। 'পীযুষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথুনি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি গ্রন্থন। 'ইটের গাঁথুনি।' জসীম, ১৯৩৩।

গাঁদা [স গেন্দুকা] বি ফুলবিশেষ। ওঙ্গ, ১৭৮৫; 'সাজিয়েছে গাঁদা-গাদা তেজসের উপরে।' শুভ, ১৮৫৮।

গাঁদা-হার [স গেন্দুক+স হার] বি গাঁদা ফুলের মালা। 'প্রতি গেটে গাঁদা-হার করিগুরি হাতে।' শুভ, ১৮৫৮।

গাঁদাল [স গন্ধভদ্রা] বি ডেবজগৎসম্পন্ন লতাবিশেষ। 'পচনী ঘাঁটার সাথে গাঁদাল পাতার ...।' নজরুল, ১৯৩১।

গাঁদি [গাদা]+বি ধূম। 'আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি।' নজরুল, ১৯৩৩।

গাঁথি বি খোসা। 'ক্যাকডার গাঁথি, চিড়ির দাঁড়া, ছিবড়ে পিপড়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

গাণনিক [স] বিণ আকাশ সম্পর্কীয়। 'আট শত গাণনিক খণ্ড বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গাগর [স গগরী] ১ বি মাছবিশেষ। 'মাগুর গাগর আঁড়ি বাটা বাচা কই।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কলসি। 'বারিবাহিনী দিকবালার/ মাথায়

মেঘের গাগর।' মণীশ, ১৯৩৯।

গাগরি, গাগরী [স গগরী] বি ঘড়া; কলসি। 'গাগরি বারি ঢারি কল গাঁছল চলতি অমূলি চাপি।' গোবিন্দ, ১৬০০; 'সোনার গাগরী দিল বিষ ভরি।' চিত্তজী, ১৬০০।

গাঙ [স গঙ্গা] বি নদী। 'ভাঙন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার।' শুভ, ১৮৫৮।

গাঙচিল [স গঙ্গা+স চিলা] বি নদী এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ। 'জোড়া ডুক ওড়া যেন আসমানে গাঙচিল।' নজরুল, ১৯২৫।
দ্র গাঙচিল

গাঙচিল-মন বিণ গাঙচিলের মতো উত্তম মন। 'গাঙচিল-মন তেউয়ে তেউয়ে মেলে পাখা।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

গাঙশালিক [স গঙ্গা-সারিকা] বি নদী এলাকায় বসবাসকারী শালিকবিশেষ। 'ধু ধু করে বাবুচর সেখায় গাঙশালিকের ঘর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গাঙেপড়া বিণ নদীতে পতিত। 'গাঙেপড়া লোক যেমন করিয়া তৃণটি আকড়ি ধরে।' জসীম, ১৯২৯।

গাঙটি [স গ্রাম] বিণ গ্রাম্যতাপূর্ণ। 'সম্মনে নান্ডিয়া শির গাঙটি এবন্ধে ধীর ভাঁড় দত্ত কহে কানকথা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাঙিনী [স গঙ্গা] বি নদী। 'শূন্য যখন গাঙিনীর তীর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গাঙুড় বি স্তম্ভবিশেষ। 'গাঙুড়ের জলে ডেলা নিয়ে।' জীবন, ১৯৩২।

গাঙু [স গঙ্গা] ১ বি গঙ্গা। 'তোকে গাঙ বারানসী সুরুসৈসি জাগ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি নদী। 'গাঙে ফেল যেন দুঃখ পাখ চিরকাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গাঙচিল [স গঙ্গা+স চিলা] বি নদী এলাকায় বসবাসকারী চিলবিশেষ। 'গাঙ্গার কণোত লিখি লিখে গাঙচিল কুলিঙ্গ সালিকা ডোঁটা টোঠারি কোকিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাঙ্গদাড়া [স গঙ্গা+স দত্ত] বি মাছবিশেষ। 'গাঙ্গদাড়া ডোঁটা ঢেঙ্গ কুড়িশা বলিশা।' ভারত, ১৭৬০।

গাঙ্গদেবি [স গঙ্গাদেবী] বি গঙ্গাদেবী। 'আগে জাএ গাঙ্গদেবি অন্তরিক পথে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গাঙ্গরি [স গঙ্গা]+বি নদী। 'ঘরখান ডাঙ্গিয়া ফালায় গাঙ্গরির জলে।' বিজয়, ১৬৫০।

গাঙ্গলী [স গঙ্গাকুল] বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'সাবর্ণ গোয়ে বেদান্ত বংশোদ্ভব বীরভূত গাঙ্গলী।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গাঙুড় [স গঙ্গা]+বি নদী। 'কলার মাদ্যাস ভাসে গাঙুড়ের জলে।' রুতকা, ১৬৫০।

গাঙুলী [স গঙ্গাকুল] বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'বাহাল গাঙুলী গাঁই বেলভিহার ঘর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গাঙ্গেয় [স] ১ বিণ গঙ্গা নদীর। 'স্বর্ণকুণ্ড পূত অঙ্কোরশি গাঙ্গেয়।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ গঙ্গাতীরবর্তী। 'এই গাঙ্গেয় দেশই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দুস্থান।' প্রমথ, ১৯২৫।

গাঙ্গোতা বি সম্প্রদায়বিশেষ। 'গনু মহাহতে, জাতি গাঙ্গোতা।' বিভূতি, ১৯৩৮।

গাচ [স গজ] বি গাছ। 'ডাক্তর দিগল গাচ।' বিজয়, ১৬৫০।

-গাচা - গাছ; প্রঃ 'হাতে চার গাচা করে সোনার দমদম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গাছ' [স গছ] বি বৃক্ষ। 'কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।' বড়, ১৪৫০।

গাছ করা ক্রি গাছ লাগানো। 'তাহার চারিদিকে ফুলের গাছ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গাছকোমর বাঁধা ক্রি কোনো কাজের সময়ে কাপড়ের আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়ানো। 'গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা ...' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গাছগাছড়া [গাছ] বি নানা জাতীয় গাছপালা ও লতাপাতা। 'রাজারাজড়া গাছগাছড়া কাঠকাঠরা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'গাছ-গাছড়ার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ... বাতাস দূর হইয়া যাইতে লাগিল।' নজরুল, ১৯২২।

গাছ-গাছালি [গাছ] বি গাছ-লতাপাতা ইত্যাদি। 'ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গাছড়া বি ভেজজ ওপবিষিষ্ট গুল্মাদি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গাছড়া নশরৎ আলী পোয়েছিলেন কিন্তু ফল কিছু পাননি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

গাছতলা [গাছ+স তল] বি গাছের নীচের স্থান। 'নিদের আশেবে শুইয়া রহে গাছ তলা।' গরীব, ১৭৬৫।

গাছ-পাঠা বি কাঁচা কাঁঠাল; এঁচড়। 'আইজ নাড়ুর মা গাছ-পাঠা রানঘছে।' সুশীল, ১৯৭০।

গাছপাকা [গাছ+স পক] ১ বিগ গাছে থাকতেই পেকেছে এমন। 'গাছপাকা মর্তমান বর্তমান চোকে।' ওপ, ১৮৫৮। ২ বিশ পরিণত। 'আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গাছপাঁচর [গাছ+স পঁচর] বি ঠিক-ঠিকানা। 'তোমার কি বয়সের গাছ-পাঁচর আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গাছপালা বি তরু-লতা-গুল্মাদি। 'পর্বতের গাছপালা জুড়ে আছিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

গাছ-পোতা বি বৃক্ষ-রোপণ। 'তার এক গাছ-পোতা বাতিক হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গাছ মরিচ [গাছ] বি এক প্রকার মরিচ। 'সেই ভূমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ... সুন্দর জমিতেছে।' দর্পণ, ১৮২০।

গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল - কাজ শুরু করেই ফলডোলের উকাশ। 'তুই মুখ্য কি না, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল দিয়ে বসেছিন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল - কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই ফল প্রকাশ। 'তুমি যে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল গোছ কছ।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গাছে গাছে ক্রিবিণ প্রতিগাছে। 'গাছে গাছে চাহে গোপি চাহে তরুণের।' মাল্যধর, ১৫০০।

গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া - আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা। 'যদি দূর্বল করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গাছে নাই উঠিতে এক কাঁধি - কাজ শুরু করেই ফলের আশা। 'ওলো গাছে নাই উঠিতে এক কাঁধি।' গৌর, ১৮২২।

গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়ানো - সব দিক দিয়ে লাভবান হওয়ার চেষ্টা। 'ভাবীরা গাছেরও খাইবেন, তলারও কুড়াইবেন।'

আজাদ, ১৯৪৭।

গাছের খাই তলার কুড়াই - সব দিক দিয়ে লাভের চেষ্টা। 'ভাবনা হলো গাছের খাই তলার কুড়াই মানসিকতা।' শক্তি, ১৯৬১।

গাছের উপকা ক্রেটে আগায় জল দেওয়া - কারও সর্বনাশ করে অর্থহীন উপকারের চেষ্টা করা। 'গাছের গোড়া ক্রেটে আগায় জল দিতে বলে।' উমেশ, ১৮৫৭।

গাছের ছ্যান বি খেজুর গাছ কাটার হাতিয়ার। 'হানরে লাঠি - হানরে কুঠার, গাছের ছ্যান আর রামদা ঘুরা।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

-গাছ - নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'গঠিলে কামানচর কতগাছ শোহার শিকলে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গাছর [স গর্জর] বি গাছর। মানোএল, ১৭৪৩।

-গাছা - নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'সবে মাত্র দুই গাছা খাড়ু ছিল হাতে।' শুভ, ১৮৫৮।

-গাছি - নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'দুগাছি সজ্ঞ এড়ি কাড়িয়া পেলিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

গাছি [গাছ] বি খেজুর প্রভৃতি গাছে চড়ে গাছের উপযুক্ত স্থানে কেটে রস সংগ্রহকারী। 'রাছেকের মত অমন নামডাকওয়ালা গাছি ধারেকাছে ছিল না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

গাছু [গাছ] বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'ঘারকানাথ গাছু।' সেবধি, ১৮৪০।

গাছুনি [গাছ] বি যারা খেজুর প্রভৃতি গাছে চড়ে গাছের উপযুক্ত স্থানে কেটে রস সংগ্রহ করে। 'তিন চারজন গাছুনি'র সঙ্গে দেখা হয়ে গে'লো।' জহির, ১৯৬৪।

গাছ [বি] বি তুলা বা বেশমের তৈরি কাপড়বিশেষ। 'চীনদেশে ... গাছ, কার্পাস বস্ত্র, দুলাচা, কৃত্রিম পুস্প ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গাছপ [স গর্জন] বি চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের শিব পূজার অনুষ্ঠান। 'গাছপ উপলক্ষে - ৭ নীল।' চিঠিপথে, ১৮৬২।

গাছন [স গর্জন] ১ বি ধর্মরাজের উৎসব। 'সহিত গমনে জাহ্নবী ধর্মর গাছন।' রামাই, ১৭১০। ২ বি চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের শিব পূজার অনুষ্ঠান। 'ঘোল শত ডকা হৈল আদ্যের গাছনে।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি শিবের ভক্তগণ বা সন্ন্যাসীর দল। 'চাকের গটার সঙ্গে গাছন বেরিয়েছে।' হত্যোম, ১৮৬১।

গাছনওয়ালা [গাছন+বি ওয়াল] বিগ হিন্দুদের গাছন উৎসব আয়োজনকারী। 'যদ্যপি ঐ গাছনওয়ালা মহাশয়েরা গাছন না উঠান ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

গাছনতলা [গাছন+স তল] বি গাছন উৎসবের স্থান। 'ছেলেরা গাছনতলাই বাড়ি করে তুলেছে।' হত্যোম, ১৮৬১।

গাছর [স গর্জর] বি মুলার মতো কমলা রঙের সবজিবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'কপি, সাগশম, গাছর, বেদানা, পেজা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গাছা [স গর্জ] ক্রি গর্জন করা; আফালন করা। গাছাই ক্রি গর্জন করে। 'তিথিদি পাটে লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাছাই।' চর্যা ১৬, ১২০০। গাছে ক্রিবিণ আফালন করে। 'জ্ঞনুবাজন জ্ঞেন বাজে মনাক্রি কলিক কলণ গাছে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাছি, গাছী [আ] ১ বি ধর্মযুক্ত জয়ী। 'পশ্চিম দ্বারে রহে সৈয়দ উমর গাছি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গাছি পির। 'কোপে কহেন গাছী কাঁহাকা আখ গাছি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'কী করিবে বদর গাছি।'

গাজি মিয়ান বস্তানি

সালন, ১৮৯০।

গাজি মিয়ান বস্তানি বি কাপজের বস্তা বা কাপজের বাড়িল। 'একটা গাজি মিয়ান বস্তানি বা মধু মিয়ান দফতর হয়ে যাবে।' নজরুল, ১৯২৭।

গাজির গান, গাজীর গান বি লোকসংগীতবিশেষ; গাজি পিরের মাহাত্ম্যসূচক গান। 'জারিগান আর গাজির গানেতে সারা গ্রাম চম্প।' নজরুল, ১৯২৮। 'গাজীর গানের সুর তনে তনে পরান যেমন করে।' জসীম, ১৯৩৩।

গাজিহু, গাজীহু বি গাজির মর্যাদা। 'পালিয়ে গিয়ে গাজীহু লাভ করেছে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

গাজির গীত, গাজীর গীত বি গাজির গান; গাজি পিরের মাহাত্ম্যসূচক গানবিশেষ। 'জারিগান, গাজীর গীত ইত্যাদি।' সওগাত, ১৯২৯।

গাজোন [স গর্জন] বি চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুদের শিব পূজার অনুষ্ঠান। 'আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।' হুতাম, ১৮৬১।

গাজ্যা [আ] বি গাজি। 'সাজে কত সেখ সৈয়দ অনেক আঙ দলে ধায় গাজ্যা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

গাএরা দ্র গাওয়া

গাএরা [স গ্রাম] বি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গ্রামভিত্তিক পরিচয়। 'গ্রাতোকে দেখিয়েছিল এতকাল গাএরা, গোত্র, মেল।' নীরেন, ১৯৬১।

গাএরেন বি গায়ক। 'নারদ বীণাপাণি গাএরেন বিজমুনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাটকাটা দ্র গাটকাটা

গাটা কি স্থানন করা। 'বড় খোল কামান গেটে খোশাল সকলে আসে গাটাই, ১৭৬৬।

গাটাপাঠা [হি] বি মালয়ের পেটাই পাঠা (প্যালাকুইয়ায় গাটী) নামক গাছের রস থেকে তৈরি প্রান্তিক ও রাবার জাতীয় পদার্থ। 'গাটাপাঠা পুতুলের হে চিত্রের জননী।' জীবন, ১৯৩০।

গাটি [স গ্রহি] বি গ্রহি। 'ঠেলাঘাএ গাটি তবে বাউ যে ভরিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

গাটা [স গ্রহি] বি কাপড় অথবা সূতার বস্তা বা পোঁটলা। 'রেসম ২ গাটা করার করিয়া লইয়াছিলাম।' মেয়র্গ, ১৭৫৭; 'তোমার ছাব গাটা ভালে নাই।' বোগল, ১৭৭০।

গা-টেপাটেপি [গা+টেপা] বি শরীরে মৃদু টিপ দিয়ে কোনো বিষয়ের প্রতি ইশারা। 'সবাই গা-টেপাটেপি করে বলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গাটী [হি গাটা] বি মুষ্টিবদ্ধ হাত বা তা দিয়ে আঘাত। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'মাথায় একটা গাটী মারি।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

গাটীগোটা বিল খাটো ও স্থল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় অস্থি গ্রন্থিযুক্ত। 'এরা তাগড়া, গাটীগোটা ও প্রশস্ত।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

গাটী-মারা বিল ঘূমির মতো। 'ঠাটীতলোও গাটী-মারা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

গাটীবোচকা [হি গাট+ভূ বোগচহু] বি কাপড়ের টুকরা দিয়ে বাঁধা ছোটো বস্তা বা পুঁটলি। 'এই রকিম আপনার গাটীবোচকা।' জসীম, ১৯৩০।

গাঠ [স গ্রহি] বি সন্ধিস্থল। 'তৃতীয়াত বৈসে কাম পদের গাঠেত।' সুলতান, ১৭০০।

গাঠি [স গ্রহি] বি গিঠ। 'গাঠি ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ।' আলাওল, ১৬৮০।

গাঠরি [স গ্রহি] বি বোচকা। মানোএল, ১৭৪৩।

গাঠ্যা [স গ্রহি] বি নারীর হাতের অলংকার-বিশেষ। 'দুইটা সোনার গাঠ্যা পাইল ইনাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাড়় [স গর্জ] ১ বি গর্জ। 'গাড়়ের ভিতর থাকি লুকাবারে জানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বৃক্ষের অংশবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি পচনগ্রাস। 'সে নেই জন্তর গাড়়ে এমন কামাড়াইয়া ধরিত যে ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

গাড়় [স গড্ডল] বি ভেড়া। 'আমরা সিঙিল গাড়়।' নজরুল, ১৯২৪।

গাড়়ওয়ান [গাড়়ি] বি গাড়ির চালক। 'ওই যে রকম ঢাকার কুটি গাড়়ওয়ান, এক উদ্দেশ্যকে ভি-শেপের গেম্বি উলটো করে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

গাড়়তা [স গাড়়] বি গাড়িরতা। 'অন্যাপেক্ষা হৈলে গ্রেমের গাড়়তা না স্কুতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গাড়়ত্ব দ্র গাড়়া

গাড়়র [স গড্ডল] বি ভেড়া। 'ছাগল গাড়়র পায় তাহারে মারিয়া খায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাড়়ল [স গড্ডল] বিশ মূর্খ বা নির্বোধ। 'তুমি যে কি পদার্থ, তা কি পাড়ল রাজ্যতোয়ার কর্ম বোঝা।' মাইকেল, ১৮৬১।

গাড়়া [স গর্জ] ১ বি অল্পবিশেষ। 'বন কাটে দিয়া গাড়়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ছোটো ডোবা। 'বহুল ডলিল মূর্তি গাড়়াতে পেলাই।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি গর্জ। মানোএল, ১৭৪৩; 'স্বয়ংসের গাড়়া এটা এক কাশ নিচয়।' ভারত, ১৭৬০।

গাড়়া [স গর্জ] ১ কি পুঁতে রাখা। 'কটক গাড়়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ কি নিক্ষেপ করা। 'কুপেতে গাড়়িয়া পুত্র করিল সংহার।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ কি দেবে যাওয়া। 'রেণু মথ্যে সভানের পদ অতি গাড়়ে।' সুলতান, ১৭০০। ৪ কি ভাঁজ করা। 'ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িয়া হইল গাড়়ি।' মাইকেল, ১৮৬১। ৫ কি পণ্ডিত হওয়া। 'গেড়ে গাঙ্গে রে ক্ষাপা হাপুড় হপুড় ছুব পাড়িলে।' লালন, ১৮৯০। ৬ কি মাটির গভীরে প্রবেশ করা। 'যে ভিত্ত শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতকাল।' অবন, ১৯২৫। গাড়়ত্ব কি পুঁতে ফেলা। 'নেজা হানি গজ সব ভূমিতে গাড়়ত্ব।' বাহরাম, ১৬৫০। গাড়়ি কি পুঁতে। 'কটক গাড়়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।' গোবিন্দ, ১৬০০। গাড়়িয়া কি নিক্ষেপ করে। 'কুপেতে গাড়়িয়া পুত্র করিল সংহার।' বাহরাম, ১৬৫০। গাড়়িয়া কি পুঁতে। 'আমা সবাকারে তবে ডালিবে গাড়়িয়া।' গরীব, ১৭৬৫। গাড়়ে ১ কি পোঁতে। 'সতক দুরে গাড়়ে ঘরের চারি ভিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি দেবে যায়। 'রেণু মথ্যে সভানের পদ অতি গাড়়ে।' সুলতান, ১৭০০। গেড়ে কি পুঁতে রেখে। 'নহেত ময়দানে গেড়ে করহ নিশান।' গরীব, ১৭৬৫।

গাড়়িয়া দেওয়া কি কবর দেওয়া। 'গাড়়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।' জসীম, ১৯২৭।

গাড়়েপাড়়ে যাওয়া কি গোয়ারা যাওয়া। 'পুজো-আচ্চা করবি, না গাড়়েপাড়়ে যাবি।' তারা, ১৯৪৬।

গেড়ে ফেলা কি পুঁতে ফেলা। 'রাজা জানলে তোকে গেড়ে ফেলবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

গেড়ে বসা কি স্থায়ী হয়ে বসা। 'এখানে গেড়ে বসবে না।' জীবন, ১৯৩২।

গাড়়ি, গাড়়ী [স গর্জ] ১ বি যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত যান। 'পাকে

গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী।' জরত, ১৭৬০; 'গাড়ি ফের
বহানে শইয়া যা।' কেরি, ১৮০২। ২ বি মোটরগাড়ি। 'দেশের ধনী-
মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি
চড়িয়া ফিরিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

গাড়িওয়ালা, গাড়িওয়াল, গাড়ীওয়াল। [গাড়ি+হি ওয়ালা] বি যে
গাড়ি চালায়। মনোএল, ১৭৪৩; 'কৃষ্টিত সে গাড়িওয়াল গাছে
বাঁধা।' নজরুল, ১৯৩৯; 'গাড়ীওয়াল, দোকানদার থেকে শুরু করে
... সর্বত্র এতল বিক্ষোভের সম্ভার হল।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

গাড়িখানা [গাড়ি+ফা খানাছ] বি গাড়ি রাখার স্থান। 'ভাড়া গাড়িকে
যখন গাড়িখানায় রাখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গাড়িঘোড়া [গাড়ি+স ঘোটক] বি যানবাহন ইত্যাদি। 'সারথির
সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলবা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গাড়িঘোড়া চড়া ক্রি স্বেথ থাক। 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া
চড়ে সেই।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

গাড়িচাপা [গাড়ি+চাপা] বি গাড়ির নীচে পড়া। 'আপনি গাড়িচাপা
পড়েছিলেন।' শরৎ, ১৯১৩।

গাড়িছড়ি [গাড়ি+মু ছুড়ি] বি গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদি। 'তাহাদের
ভোগ-বিলাসের দীনতা-কুশতা-দৃশ্যতা গাড়িছড়ি এবং তকমা-
চাপরাসের ঘরা ঢাকা পড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গাড়িবারাণ্ডা [গাড়ি+প ভারান্ডা] বি ঘরের সামনে গাড়ি রাখার
বারান্দা। 'গাড়িবারাণ্ডা থেকে বাবুজীখানা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল
ধরলো।' হত্যেয়, ১৮৬১।

গাড়িবারান্দা, গাড়ীবারান্দা [গাড়ি+প ভারান্ডা] বি ঘরের সামনে
গাড়ি রাখার বারান্দা। 'গেটওয়াল লোহার রেলিংয়ের মধ্যে আশেদুর
গাড়িবারান্দা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'গাড়ীবারান্দায় বড় একখানা মোটর
গাড়ী।' বিভূতি, ১৯৩৮।

গাড়ি ভাড়া [গাড়ি+স ভাটকা] বি অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত
অন্যের গাড়ি ব্যবহার। 'মহাত্মার সেশল ও গোবাদের গাড়ি ভাড়া
করে ... বাড়ান।' হত্যেয়, ১৮৬১।

গাড়ির ঘর বি গাড়ি রাখার ঘর। ওর্স, ১৭৮৫।

গাড়ির ঘোড়া বি গাড়ি চানার ঘোড়া। ওর্স, ১৭৮৫।

গাড়ির নিশান বি যে পথ দিয়ে গেছে সেই পথে গাড়ির চাকার দাগ।
ওর্স, ১৭৮৫।

গাড়িসমেত ক্রিবিগ গাড়িসহ। 'বোকাই গাড়িসমেত খাসের মধ্যে
পড়িয়া হতভাগ্য বলদ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গাড়িয়া [স গাড়ী] বি গর্ত। 'মাটির গাড়িয়া।' মনোএল, ১৭৪৩।

গাড়িয়ান [স গাড়ী+ফা -আন] বি গাড়ির চালক। মনোএল, ১৭৪৩।

গাড়িয়াল বি গোরু অথবা মোহের গাড়ির চালক। 'ও কি গাড়িয়াল ভাই
...।' আকাশউদ্দিন, ১৯৩০।

গাড়ু [স গাড়ুকা] বি লখা নলযুক্ত জলপাত্র। 'দুই দিকে আগবাটী জলে
পুরা গাড়ু ঘটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাড়ুয়া [গড়ুকা] বি গেড়ুয়া। 'খেলা বাড়ি হানিয়া গাড়ুয়া কৈল দুড়।'।
আলাওল, ১৬৮০।

গাড়োয়ান [স গাড়ী+] বি গাড়িয়াল; গোরু অথবা ঘোড়ার গাড়ির চালক।
'মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে - টিকটিকি
দিতোছে।' প্রায়ী, ১৮৫৮।

গাড়োয়ানি, গাড়োয়ানী বিগ গাড়োয়ানের মতো; গাড়োয়ানসুলভ।
'... জানিতে পারিলে এডিটর কাম পরিত্যাগ করিয়া গাড়োয়ানি কাম
লইয়া।' প্রভাকর, ১৮৫৮; 'গাড়োয়ানী ফাশানের দশ আনা
ছ'আনা চুলের ওপরে চিমচী প্যাটার্নের সিল্ক টুপি পরে।' অন্নদা,
১৯২৯।

গাড়োয়াল বি ভারতের উত্তরাঞ্চলের গাড়োয়ান প্রদেশের অধিবাসী। 'এই
ওখা আর তাদের ভাররা-ভাই গাড়োয়াল।' নজরুল, ১৯২২।

গাঢ়া [গা+ঢা] বিগ গাড়। 'ক্রমে অন্ধকার গাঢ়া হয়ে এলো।'।
হত্যেয়, ১৮৬১।

গাড় [স] ১ বিগ নিবিড়। 'জ্ঞান যখন দিতছ আলিঙ্গন গাড়।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০; 'সোহাগ চুঘনে উঠি গাড় আলিঙ্গনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২
বিগ নিবিড়। 'আপন কারুণ্যে লোকের বৈরাগ্য-শিক্ষণ/ভক্তের গাড়
অনুগাণ প্রকটিকরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিগ প্রবল। 'নামদার
বাল্য দেখি ইচ্ছা বড় গাড়।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৪ বিগ দুর্ভেদ্য।
'ঘরের চারিদিকে গাড় ঢেঁকি আছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৫ বিগ
প্রগাড়। 'ইউরোপীয়রা কখন সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে গাড় সংস্কারপর
হইতে পারেন না।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৬ বিগ ঘন। 'অবশিষ্ট ভাগ গাড়
হইয়া লোককূপ সমুদায় রোধ করে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিগ গভীর।
ভেদি অমা নীশীরে গাড় অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৮ বিগ গহন।
'নিশার কালিমা, গাড় সে তিমির তলে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৯ বিগ
ঘনিত। 'সেই পথ, সেই পথ-চলা গাড় স্মৃতি।' নজরুল, ১৯২৬। ১০
বিগ উত্তম। 'তবুও পথার রূপ একুশ রত্নের চেয়ে আরো ঢের গাড়।'।
জীবন, ১৯০২। ১১ বিগ নিখুঁত। 'আমার খোকন গাড় দুপুরে
ধুমতো।' শ্যামসুন্দর, ১৯৩০।

গাড়ছায়া [স] বি গাড়ির ছায়া। 'বনভূমি গাড়ছায়ায় অন্ধকার হয়ে
আসুক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গাড়তম [স] ১ বিগ অতিশয় গভীর। 'সর ক্রমেই গাড়, গাড়তর,
গাড়তম হইতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বিগ অত্যন্ত ঘনীভূত।
'অজি বর্ষা গাড়তম নিবিড়কুশলসম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গাড়তর [স] ১ বিগ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘন। 'জল ... কিঞ্চিৎ
গাড়তর।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বিগ গভীরতর। 'সর ক্রমেই গাড়,
গাড়তর, গাড়তম হইতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

গাড়তা [স] ১ বি ঘনত্ব। 'ভাপকর্যে তাহা গাড়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত
হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি তীব্রতা। 'বরষা তার গাড়তা ঢের বেশি
বেড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গাড়শীল [স] বিগ ঘন শীল; ইতিশো; নেতি হু। 'আর এক দিকে
গাড়শীল সমুদ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গাড়বন্ধ [স] বিগ দৃঢ়তায়ুক্ত। 'ভাবকে যতদূর সম্ভব গাড়বন্ধ, গভীর
ও গতিশীল করার চেষ্টা পেয়েছে।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গাড়স্নেহ [স] বি নিবিড় স্নেহ। 'গাড়স্নেহ/চক্ষু দিয়া লেহন করেছে
মোর সেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গাড়াককার [স গাড়-অন্ধকার] বি ঘন অন্ধকার। 'রজনী গাড়াককার
হইলে ... নিম্নমন্ত্র সাধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন।' হরপ্রসাদ,
১৮৮১।

গাড়াসক্ত [স গাড়-আসক্ত] বি অতি আসক্তি। 'গাড়াসক্তে পিয়ে
কৃষ্ণের বদনকমল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গাঢ়া [স গর্ত+] বি নিচু ভূমি। 'উঁচুে আলো নামছে গাঢ়ার।' সত্যেন্দ্র,
১৯১২।

গাপপত্য় [স] ১ *বিণ* গণেশ সত্বকীর। 'গিরিজাপুত্র দ্বারা গাপপত্য় মত ও ঐক্যনাথ দ্বারা ডেবর উপাসনা প্রচারিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ *বি* গণেশের উপাসক। 'অবশিষ্ট দুই প্রকারের উপাসকের নাম সৌর ও গাপপত্য়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গাপিতিক [স] ১ *বিণ* গণিত বিষয়ক। 'গাপিতিক নিয়মগুলো জটিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ *বিণ* গণিতের। 'আজ মানুষের চরম ভৌতিক উপেক্ষা পৌছল গাপিতিক চিন্তাসংকেতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ *বি* গণিতজ্ঞ। 'তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাপিতিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গাপ্টি [স *গ্রহি*] *বি* বন্ধন; গিট। 'কটির কাপড় গাপ্টি কতবার খোলে।' রামধনসাদ, ১৭৮০।

গাপ্তার [স গণ] *বি* গপ্তার; প্রাণীবিশেষ। 'গাপ্তারের বাচ্চা আসিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৯৯।

গাপ্তিব, গাপ্তীব [স] *বি* ধনুক। 'ধর্মপুত্র নৃপমণি জগা ভীম গদাপাণি গাপ্তিব ধনেশ নন্দ্রয়।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বাম করে গাপ্তীব - কোদণ্ডোত্তম।' মাইকেল, ১৮৬২।

গাপ্তি [স গাপ্টি] *বি* ধনুক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাপ্তিব দ্র গাপ্তিব

গাপ্ত [স গাপ্টি] *বি* শরীর। 'পুলকে ভরয়ে গাপ্ত।' ষ্টিপ্ট, ১৬০০।

গাপ্ত [স গর্ত] *বি* গর্ত। 'হেন কালে সর্প তথা গাপ্তেখু নিকলি মাথা।' সুলতান, ১৭০০।

গাপ্তর [স গাপ্ত] *বি* শরীর; গা। 'পাঞ্চ পাটের নাজ গাপ্তর ভরা।' বড়, ১৪৫০।

গাপ্তি [স গর্ত] *বি* গর্ত। 'ভব বিংদারঅ মুসা খণঅ গাপ্তি।' চর্য ২১, ১২০০।

গাপ্তান বি ঝড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গাপ্ত [স] *বি* দেহ; গা। 'সফল উভয় নেত্র লোমাক্ষসিদ্ধিত গাপ্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাপ্তকু [স] *বি* শরীরের চুলকানি। 'গাপ্তকু হৈলা রসা পড়ে খাঙ্কুয়া হৈতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গাপ্তগণ [স] *বি* শরীরের ছাত্র। 'নবজাত শিশুর গাপ্তগণকে পেয়েছি প্রথম আধারের ভিজে মাটির গণ।' মুক্তাব্য, ১৯৫৮।

গাপ্তধাম [স গাপ্তধর্ম] *বি* গায়ের ঘাম। 'রহৈবে শুধু বৌটকা খানিক গাপ্তধাম।' নজরুল, ১৯৩১।

গাপ্তর্ঘ, গাপ্তর্ঘ [স] *বি* গায়ের ত্বক। 'গাপ্তর্ঘ ঘর্ষণ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

গাপ্তাদহ [স] *বি* মানসিক যন্ত্রণা। 'কই কথা উড় করিয়া গাপ্তাদহ নিবারণ করেন।' পৃষ্ঠচন্দ্র, ১৮৩৫।

গাপ্তদ্ব্যর্থার্থ *ক্রি* বিপ্লব স্নান করার জন্য। 'সমীপবর্তিনী পুষ্করিণীমধ্যে গাপ্তদ্ব্যর্থার্থ গমন করিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৫।

গাপ্তানিসূত [স] *বিণ* শরীর থেকে নির্গত। 'ইহাদের গাপ্তানিসূত দুর্ভবৎ রস হইতে তাপ্নি তৈল ও ধূনা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গাপ্তাপাত [স] *বি* শরীর স্থাপন। 'শয্যাতে গাপ্তাপাত করিয়া কাল হরণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

গাপ্তবর্ষ [স] *বি* ত্বকের রং। 'গাপ্তবর্ষ কালো হয়ে যায়।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

গাপ্তবস্ত্র [স] *বি* গায়ের কাপড়। 'লোমে গাপ্তবস্ত্র ও তামু প্রস্তুত করে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

গাপ্তময় [স] *বিণ* শরীরময়। 'গাপ্তময় লোমাবলি প্রযুক্ত তাহার শীত দ্বারা ক্রিষ্ট হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

গাপ্তমার্জন [স] *বি* গা-মোছা। 'গামছা দিয়ে গাপ্তমার্জন প্রথা প্রচলিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গাপ্তমার্জিনী, গাপ্তমার্জিনী [স] *বি* যা দিয়ে গা মোছা হয়; গামছা। *সেবধি*, ১৮৩৯।

গাপ্তস্পর্শ [স] *বি* গা ছোঁয়া। 'গাপ্তস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গাপ্তস্থিত [স] *বিণ* গায়ে আছে এমন। 'পুত্রদিগের অমানুষিকতায় গাপ্তস্থিত অলংকারগুলি পরায়ত্ন হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গাপ্তাচ্ছাদন [স গাপ্ত+আচ্ছাদন] ১ *বি* শরীরের আবরণ। 'প্রবাল কীটদিগের সেইরূপ গাপ্তাচ্ছাদন থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ *বি* পোশাক। 'সেখানকার একটি গাপ্তাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তা হলে কী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গাপ্তাবরণ [স গাপ্ত+আবরণ] *বি* বস্ত্র। 'মেঘের উপর পরিত্যক্ত গাপ্তাবরণে গোটোটা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাপ্তাবরণ বিক্ষিপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গাপ্তাবাস [স গাপ্ত+আবাস] *বি* পোশাক। 'এই লহো মোর আত্মবৃন্দসহ আমার গেকুয়া গাপ্তাবাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গাপ্তাচ্ছাদন [স গাপ্ত+উত্থান] ১ *বি* শয্যাভাগ। 'অভিপ্রায়ে গাপ্তাচ্ছাদন করিয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫। ২ *বি* আসন ভাগ। 'বাবু গাপ্তাচ্ছাদন করেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ *বি* জাগরণ। 'সূচনা দেখিয়া গাপ্তাচ্ছাদন করিলেন না কেন।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

গাপ্তাচ্ছাদন করা *ক্রি* শয্যা ভাগ করা। 'গাপ্তাচ্ছাদন করিয়া আপন শ্রিয়তমের নিকট শীত্র যাও।' চম্পকচরণ, ১৮০৫।

গাপ্ত [স গাপ্তা] *বি* গাপ্তা। 'বিজ্ঞ শ্রীমানিক রচিল গাপ্ত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গাপ্তক [স] *বি* পালার গান রচয়িতা এবং গায়ক। 'গাপ্তকগণের মৃদু মধুর মনোহর সুবর।' দর্পণ, ১৮২৯।

গাপ্তানি [স *গ্রহ*] ১ *বিণ* গ্রহিত। 'কর্ত্তে কনকহার হিরায় গাপ্তানি জার কার সঙ্গে শিব বা উপাম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* ইষ্টের সঙ্গে ইট গাঁথা। *কালগে*, ১৭৮৯।

গাপ্তা [স *গ্রহ*] *ক্রি* মালা গাঁথা। 'মালতী ফুল গাপ্তিবো।' বড়, ১৪৫০।

গাপ্তা [স] ১ *বি* বর্ণনা। 'অতএব গুনিলাম হরিণও গাপ্তা।' বৃন্দ, ১৫৮০। ২ *বি* ভ্রুতিমূলক গান। 'দক্ষযজ্ঞস্তর কথা প্রথমে রচয় গাপ্তা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ *বি* সংগীত। 'গাপ্তা শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সর্গীত বা গেয়-গ্লোক।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ *বি* কবিতা। 'কত-না আত্মবর্ষ গাপ্তা, অপরূপ কাহিনী, যত কিছু রচিয়াছে যত কবিশে।।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৫ *বি* বৃত্তান্ত। 'রাজার চিত্রে কৌতুক হল গুনিতে সাধুর গাপ্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গাপ্তি [স *গ্রহ*] *ক্রি* গাঁথামা। 'গাপ্তি ফুলের মালা।' ষ্টিপ্ট, ১৬০০।

গাদ [স *কর্দ*] ১ *বি* তলানি। 'নইলে ডাঁদের গাদে পড়ে থাকতে হবে।' প্রমথ, ১৯১৫। ২ *বি* তরল পদার্থের উপরে ভেসে ওঠা ময়লা। 'তেলের গাদমাথা পাত।' মানিক, ১৯৩৬।

গাদমাথা [স *কর্দ*+মাথা] *বিণ* গাদ লেগে আছে এমন। 'তেলের গাদমাথা পাত।' মানিক, ১৯৩৬।

গাদন [হি গাদনা] ১ বি চাপাচাপি। 'দাদনের গাদনে বাঁধনের ছাদনে ডিতে মাটি চাটি সার'। প্রভাকর, ১৮৫৮। ২ বি প্রহার। 'নীলের দাদন, চৈত্রার গাদন, বাঁধন চমৎকার।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বি নিষ্পেষণ। 'নীলের গাদন বসো ভাল হয় না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ৪ বি অত্যাচার। 'নীলকরেরা অনরেকী খেলেটর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে দাদন, গাদন ও শামটাড় খালাতে লাগলেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

গাদনি [হি গাদনা] বি চাপিয়ে দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

গাদা ১ বি বোকা; রাশি; গুচ্ছ। ওঁসা, ১৭৮২। ২ বি খুপ। 'গাচ সাত জন ঢাকার গাদায় গড়াপিড়ি দিবে।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৩ বি খয়ের খুপ। 'কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে।' শরৎ, ১৯২৬।

গাদা গাদা ১ বিণ অগণিত। 'পাঞ্জাবীরা গাদা গাদা রেস্তোরা খুলেছে।' মুক্তভা, ১৯৫৮। ২ বিণ খুপ খুপ। 'গাদাগাদা ছাই শুধু।' পাশা, ১৯৭১।

গাদাগাদি [গাদা+] ক্রিবিধ চাপাচাপি করে; চোঁচোঁচি করে। 'ডিডের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা।' শরৎ, ১৯১৭।

গাদা-গোদা বিণ মেটাসোটা। 'গাদা-গোদা হাংবা-হোংবা জর্জন আর ডাচ।' মুক্তভা, ১৯৫২।

গাদা [সি গদতা] বি গাধা। 'গাদা সকল ভার বইতে পারেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

গাদা বন্দুক [আ গাদ+তু বন্দুক] বি দীর্ঘ বাটের বন্দুকবিশেষ, যাতে চৌসে গুলি ভরতে হয়। 'গগনবাবুদের একটা মুসকী গাদা বন্দুক ছিল।' শরৎ, ১৯১৭।

গাদারা বি কীটের প্রজাপতি। মানোএল, ১৭৪৩।

গাদালি [হি গাদা+] বিণ রাশি রাশি। 'ঝড়ে যেন গাদালি ফিস ফিস কলাগাছ।' মনিকরম, ১৭৮১।

গাদি, গাদী ১ বি খুপ। 'খামারে গিয়া বোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইর নিকটে লুকাইয়া থাকিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বি বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'হরলাল গাদি।' সেবধি, ১৮৪০। ৩ বি বোকা। 'খাতার গাদি ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।' জীবন, ১৯৩০। ৪ বি ভিড়। 'গাদি করবেন না এক মুরায়।' মণীশ, ১৯৫৭।

গাধা [সি গদতা] ১ বি চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ; গদভ। 'উট গাধা যেম বাবে রাজার নক্ষর হবে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গালিবিশেষ। 'শূর্য! গাধা! তু ঘাতুর উত্তর জু করে তুত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বিণ নির্বোধ। 'তুই পালা না - গাধা কোথাকার।' শরৎ, ১৯১৭।

গাধাখাটুনি [গাধা+খাটুনি] বি গাধার মতো অনবরত পরিশ্রম। 'এত গাধাখাটুনির মাঝেও সেই একান্ত অকৃশ্মুতিটার ব্যথা ...।' নজরুল, ১৯২৪।

গাধাঘোট [গাধা+ই ঘোট] বি ইষ্টনিবহীন ভারবাহী নৌকা। 'বোকাই-ভরা গাধাঘোটটাকে প্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

গাধামি [গাধা+] বি বোকামি। 'তা হলে আরো গাধামি হত।' জীবন, ১৯৩২।

গাধার টুপি বি শাস্তিবরুণ মাথায় পরানো অবমাননাকর টুপি। 'হেডমাস্টার ... তাহার মাথার গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্যাহত।' শরৎ, ১৯১৭।

গাধিনি [গাধা+] বি মাদি গাধা। মানোএল, ১৭৪৩।

গাধী [গাধা+] বি স্ত্রী মাদি গাধা। ওঁসা, ১৭৮৫।

গান [সি] ১ বি সংগীত। 'বংশ বাজাও গানে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি ভক্তি। 'বৃন্দাবনদাস তত্ত্ব পদযুগো গান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সমুদ্র ধ্বনি বা রব। 'বিহঙ্গম সকল মধুর করে মনের সুখে গান করিয়া পথিকের মন হরণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি পদাবলি। 'বৈষ্ণবের গান, কৃতিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ বি সুর। 'গানের স্বরনালয় ভূমি সৈকির বেলায় এসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৬ বি স্মৃতি। 'গান আমার যায় ভেসে যায়, চাসনে ফিরে, সে ভারে বিদায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৭ বি উপহার। 'দিরে গেনু বসন্তের এই গানখানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

গানওয়ালা বি গান রচনা করে যে। 'গান সবকে যে কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বঞ্চনা করিয়া লইয়াছে- গানওয়ালা আর গানহওয়ালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গান করা কি গান গাওয়া। 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল।' চরিত্রণ, ১৮০৫।

গানখানি বি একটি গান। 'গুণহীনের গানখানি আজ বাজল তোমার প্রেমে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গান গাওয়া ১ কি সংগীত পরিবেশন করা। 'সারা দিন বসে পাশে/ একটি তম্বু আদরের গান গায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ কি গর্জন করা। 'গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে।' জীবন, ১৯৩৬।

গানটানি বি গান ইত্যাদি। 'ওঁর কাছে গিয়ে একটা গান-টান গেয়ে শুনালে উনি ভালো থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গান ধরা কি গান গাইতে শুরু করা। 'ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না।' তারা, ১৯৪২।

গান বাঁধা কি গান রচনা করে তাতে সুর দেওয়া। 'নৃপুরশিক্ষকের সুরে আপনার গান বাঁধিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গানবাজনা [সি গান+বাদন] বি সংগীতাদ্যুষ্ঠান; বাদ্যযন্ত্রসহ গান পরিবেশন। 'আমোদ দেবার জন্য সেখানে গিয়ে গানবাজনা করা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গানব্যবসায়ী [সি] বি পেশাদার সংগীতশিল্পী। 'গানব্যবসায়ীর চরিত্রের সঙ্গে জড়িত করে গানবিদ্যারই পবিত্র রূপকে বীতবস ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গানভোলা [সি গান+ভোলা] বিণ গান ভুলে গেছে এমন। 'গানভোলা তুই গান ফিরে নে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গানমুজরো [সি গান+আ মুজরা] বি গান-বাজনা। 'গানমুজরো না ডালোবাসে তা নয়।' জীবন, ১৯৪৮।

গান-রচন [সি] বি গান লেখা। 'আজও মালা হয়নি গাথা হয়নি আজও গান-রচন।' নজরুল, ১৯২৯।

গানশক্তি [সি] ১ বি গান রচনার প্রতিভা। 'গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অভিশয় ছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি সংগীতচর্চার সামর্থ্য। 'আমাদিককে গান-শক্তি ও পরিহাসপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

গানশাস্ত্র [সি] বি সংগীত বিষয়ক বিদ্যা। 'তিনি গান-শাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়।' অক্ষয়, ১৯৪৮।

গান সাধা কি গান অনুশীলন করা। 'একসঙ্গেই গান সাধিত।' জগীশ, ১৯৬৪।

গানহীন [সি] বিণ নিস্তরঙ্গ। 'প্রাণহীন গানহীন/ পুতলির মতো বসে

রবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গানারত্ব করা [স গান-আরত্ব+করা] ক্রি গান শুক করা। 'আসরে অনিরা উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারত্ব করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

গানাসক্ত [স গান-আসক্ত] বিণ সংগীতে আসক্তি আছে এমন। সেবধি, ১৮৩৯।

গানেওয়ালা [স গান+হি ওয়ালা] বি গায়ক। 'ভালো গানেওয়ালা না হইলে সেয়ার চলিবে না।' তারা, ১৯৪২।

গানেওয়ালা [স গান+হি ওয়ালা] বি গায়িকা। 'কোনো গানেওয়ালা নাচনেওয়ালা ছ'মাসের বেশী টিকতে পারে না।' মূলতবা, ১৯৪৯।

গানে গানে ক্রিবিধ ধারাবাহিক বিভিন্ন গানের মাধ্যমে। 'সকল দেহ পূর্ণ হোলো গানে গানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গানের ফুল বি গানরূপ ফুল; সুর। 'আমার গানের ফুল ছড়িয়ে যাই গো।' নজরুল, ১৯৩৫।

গানের মহাদেশ বি গীতময় পরিবেশ। 'আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ, উঠিবে গানের মহাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গানবোট [হি] বি কামান বা স্ক্রিপ্পারবাহী যুদ্ধজাহাজ। 'চণ্ডা বালের মধ্যে গানবোট নিরে ...।' শব্দকথ, ১৯৭২।

গানা [হি] বি গান। 'থিয়েটার গান, ফিল্মি গানা পর্যন্ত ...।' ধ্বজি, ১৯৩১।

গাছা [স গ্রন্থন+] ক্রি গাথা। 'এক কবী গাছিল মদনে।' বড়ু, ১৪৫০। গাছি ক্রি গেঁথে। 'রতিরপে জঘন্য/করএ কিঞ্চিণী তাক গাছি বান্ধিল মাঝে।' বড়ু, ১৪৫০। গাছিআ ক্রি গেঁথে; গ্রথিত করে। 'আজর গাছিআ নৈল মাহলী।' বড়ু, ১৪৫০। গাছিল ক্রি বিন্ধে। 'এক কবী গাছিল মদনে।' বড়ু, ১৪৫০।

গাছর্ব, গাছর্ব [স] বি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত সূর্যের গায়ক। গাছর্ববিবাহ, গাছর্ববিবাহ [স] বি নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্মতিতে সংগীত হিন্দু বিবাহরীতি। 'মাঘব ঐ কন্যাকে সেখিয়া গাঙ্গলের ন্যায় হইয়া তাহার সহিত গাছর্ববিবাহ অর্থাৎ বলাৎকার করিতে উদ্ভ্যত হইলে ...।' গৌর, ১৮২২।

গাছর্ববিধান [স] বি নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্মতিতে সংগীত হিন্দু বিবাহরীতি। 'রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া গাছর্ববিধানে, দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গাছর্বশাস্ত্র, গাছর্বশাস্ত্র [স] বি সংগীতবিদ্যা। 'এই চতুর্দশ বিদ্যা আয়ুর্বেদ ধর্মবেদ গাছর্বশাস্ত্র ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

গাছর্বীকলা [স] বি সংগীতবিদ্যাবিশেষ। 'গাছর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গাছার [স] ১ বি প্রাচীন দেশবিশেষ; কান্দাহার। 'গাছার রাজ্য অধিকার ও প্রোচ্ছেষে আধিপত্য করিবার প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি স্বরম্যের তৃতীয় স্বর 'গা'। 'ষড়জ, ষষড, গাছার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বিণ গাছার দেশজাত। 'যত রকমের মূর্তি চান, গাছার-শৈলীর যত উদাহরণ চান।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গাছারি, গাছারী [স গাছার+] ১ বি আশাবীঠী তাঁটের রাগবিশেষ। 'গাছারি রাগ।' মাদাধর, ১৫০০: 'দীপকা গাছারী বেলাবলির গমন।' আলগল, ১৬৮০। ২ বিণ গাছারজাত। 'গাছারি ঘের

ন্যায় রোমস।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গাছারীয় [স] বিণ গাছার দেশের। 'গ্রীকযজ্ঞকর্তা ... গাছারীয় জ্ঞতিবিশেষের নিবাস উল্লেখ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গাছি, গাছী বি গুজরাটী বংশনামবিশেষ। 'ইহার উদ্ভাবক ভারতের আদর্শ কৃতী সন্তান মহাত্মা গাছী।' এসলাম, ১৯২০।

গাছিক্যাপ [গাছী+ই ক্যাপ] বি মহাত্মা গাছী যে-ধরনের টুপি পরতেন, সে রকমের টুপি। 'হিন্দু সাজে গাছিক্যাপে।' নজরুল, ১৯৩১।

গাছীবাদ [গাছী+স বাদ] বি মহাত্মা গাছীর মতবাদ। 'জিন্না যেহেতু বিমুখ গাছীবাদে।' সূখীন্দ্র, ১৯৬৭।

গাছিবাদী [গাছী+স বাদী] বিণ মহাত্মা গাছীর অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী। 'গাছিবাদী নই, তবু হিংসাকে ডরাই ...।' শামসুর, ১৯৭২।

গাছীটুপি [গাছী+টুপি] বি মহাত্মা গাছী যে-ধরনের টুপি পরতেন সেই ধরনের টুপি। 'সাদাধর লোকদিগকে অন্মান বদনে গাছীটুপি পরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।' দর্শন, ১৯২১।

গাছীভক্ত [গাছী+স ভক্ত] বিণ গাছীর ভক্ত। 'বেঙ্গার গাছীভক্ত এবং কট্টর কংগ্রেসী।' সাগত, ১৯৬৭।

গাপি [আ গায়িব] বিণ অদৃশ্য। 'রানি কোথায় গাপ।' নজরুল, ১৯২৬।

গাপুস গুপুস [ধন্যা] বি দ্রুত বাওয়ায় ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'গাপুস গুপুস একেই খাও হাপুস হুপুস।' নজরুল, ১৯২৬।

গাফলত, গাফলত [আ গাফিলত] বি ওদাসীন্য। 'গাফলত।' ওর্সা, ১৭৮২: 'মোছলমানেরা খাবে গাফলতে আরামে ঘুমাতেছিলেন।' এসলাম, ১৯১৭: 'ভদ্র গাফলতে, শুধু খেলার ফুলে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

গাফলতি, গাফলতী [আ গাফিলত+] ১ বি অবহেলা। 'তুমি বাজে কাজে মন দিয়া পার্চেজে করছ গাফলতি।' মনসুর, ১৯০৫। ২ বি অসলত। 'গাফলতি হলে শুধু যে নিজের বুদ্ধিই বিপদগামী হয় তা নয়।' উমর, ১৯৬৭। ৩ বি ফাঁকি। 'কর্তব্যে গাফলতী দেখা দিলে।' উমর, ১৯৬৮।

গাফলিয়ত [আ গাফিলত] বি অবহেলা। 'গাফলিয়তের ঘুমে যখন/গ্রামের সবাই রয় ঘুমিয়ে।' নজরুল, ১৯৩০।

গাফিলত [আ] বি অবহেলা। ওর্সা, ১৭৮২।

গাফিলতি, গাফিলতী [আ গাফিলত+] বি ফাঁকিবাঁধি; অবহেলা। 'জে জে তাতি গাফিলতিতে কিস্তি খিলাফ করিয়াছে।' তাঁতি, ১৭৯২।

গাফেলতি [আ গাফিলত] বি অবহেলা। 'গাফেলতির ঘুম ভেঙে দাও/হউক নিশি অবসান।' নজরুল, ১৯৩২।

গাফিল [আ] ১ বি অসল। 'কার সাথে জ্ঞান নাই গাফিল আছিল।' গরীব, ১৭৭৫। ২ বি বেখেয়াল। 'নামাজের বেলা হইল নবীর গাফিল হইল।' গরীব, ১৭৬৫।

গাফিলি [আ গাফিল+] বি গাফিলতি; অবহেলা। ওর্সা, ১৭৮৫: 'জিনিসটা টিপে বুঝ গাফিলি গড়িমসি করে খেতে হচ্ছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

গাফিলী, গাফিলী [আ গাফিল+] বি অবহেলা। 'মাতামহের অদ্বৈত প্রতিপালিত ... সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তথ্যের বিলকণ গাফিলী হয়।' হতেম, ১৮৬১।

গাফীলীওয়ালা [আ গাফিল]—হি ওয়ালা বিণ অবহেলাকারী।
‘গাফীলীওয়ালা চারিপাচ তাক্তির নাম ... লীখাবে।’ তঁতি, ১৭৯২।
গাফেল [আ গাফিল]—১ বিণ বেবেয়াল। ‘আমাদের সকলই অপ্রজ্ঞত ও গাফেল ছিল।’ সিরাজী, ১৯১৮। ২ বিণ অবহেলাপরায়ণ। ‘কর্মক্ষেত্রে আমরা আত্মতোলা গাফেল মূলমানবগণ ...।’ মাহেনও, ১৯৪৯।

গাফেলি [আ গাফিল]—১ বি অবহেলা। ওসাঁ, ১৭৮৫: ‘কর্তব্যের অপ্রজ্ঞা এতই ভালো লাগছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বি কুঁড়মি: ঢিলেমি। ‘পলটনে এসে গাফেলিই তো এক মহা অন্যায়।’ নজরুল, ১৯২৭।

গাব [স গালব] ১ বি তবলার উপরি তলের খয়েরি বা কালো রঙের গোল অংশ। ‘কেহ বায়ার গাব আছে কি না তাহা ধপ ধপ করিয়া পিটে দেখে।’ প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি কথালো মিষ্টি ফলবিশেষ ও এর গাছ। ‘কোনো গতিকে একটা গাবগাছ জন্মেছে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গাবকালি [গাব+কালি] বি গাব গাছের কষ থেকে প্রস্তুত আঠালো পদার্থবিশেষ। ‘গাবকালিতে যায় না কসা কী করি তার নাই দিশে।’ লালন, ১৮৯০।

গাব জল। গাব+স জল। বি গাবের কষ। ‘হোগলার ছই নতুন বাঁধিয়া গাব জলে মাজা নায়।’ জসীম, ১৯৫১।

গাবের টেকি বিণ বিকটদর্শন। ‘গাবের টেকি কোথাকার।’ বিজুতি, ১৯২৯।

গাবইয়া বি গণ বা যশোগায়ক; কীর্তন বা উজনকারী। ‘আমি একে ব্রাহ্মণ, তা উপর গাবইয়া।’ প্রমথ, ১৯৩৭।

গাবদা [ফা গাবদী] ১ বিণ স্থূল। ‘কমিক জিনিসটা ভারী গাবদা এবং প্রকাণ্ড।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ মোটা। ‘গাবদা ছেলের মনটা সাদা।’ নজরুল, ১৯২৬।

গাবনর [হি গবর্নর] বি গবর্নর। ‘কোর্ট অফ ডেরেক্টর সাহেবেরা গাবনর জেনরেল সাহেবকে সংগ্রহি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন।’ ইয়াবর্ধন, ১৮৫৫।

গাবর [হি গবর] বি নব-যুবক। ‘আর ভিলাখান তোলে নামে দুর্গাবর আখও চাপিআ তার বসিব গাবর।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

গাবা [স গভী] বি গভ। ‘মুগল জঠর পাশ পুখুরের গাবা।’ রূপরায়, ১৭৫০।

গাবা বি গাওয়া। ‘আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলাম।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গাবি, গাবী [স গবী] ১ বি গাভি। ‘কুড়ি সহস্র গাবি দিল কনক সাগিন।’ মালখর, ১৫০০: ‘পরের গাবীর দুগ্ধ তাহা দুই খায়।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি গোজাত। ‘সপ্তদশে গাবী-মধ্যে প্রভুর পতন।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গাবিন [স গভিনী] বিণ গর্ভবতী। বিদ্যা, ১৮৯১।

গাবুর [হি গবর] বি নব-যুবক। ‘সেই গাবুরের সাথে সেকান্দর নিজেও ফুরসত মতো হাল ধরে।’ কায়রাম, ১৯৫৫।

গাবাগোন্দা [ফা গাবদী] বিণ মোটাসোটা। ‘এক গাবাগোন্দা ফিরিসী মেম।’ মুজতবা, ১৯৪৯।

গাবা [ফা গাবদী] বি অন্ধকার। ‘গাছের ছায়ার গাবা – তাতে টুকরো রোদের ফুলকরী।’ সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

গা-ভরা [গা+ভরা] বিণ শরীরজোড়া। ‘গা-ভরা বস্ত্র পেয়ে সস্তই হয় না।’

নজরুল, ১৯২৭।

গাভা [স গর্ভক] বি গুচ্ছ বা মাগা। ‘কবরী বাহিল রামা কুসুমের গাভা।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

গা-ভাসান [গা+ভাসা] বি অনাদের সঙ্গে তাল মেলানো। ‘তারা প্রচলিত ধারায় গা-ভাসান দিয়ে চলে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গাভি, গাভী [স গবী] বি ক্রী গোরু। ‘শবাবসুন্দর স্থানে শোভে গাভীগণে।’ বৃন্দা, ১৫৮০: ‘একটি গাভি মছরবানকে বিক্রয় করিআছিলাম।’ চিঠিপত্রে, ১৮২৩।

গাভিন, গাভীন [স গভিনী] বিণ গর্ভবতী। ‘গাভীন হইলে দুমি রস তায় কত।’ গুণ, ১৮৫৮: ‘গাভিন গরুর মতো কালো ছায়া ফলের বাগানে।’ শক্তি, ১৯৬১।

গাভুরালি [হি গবর] বি স্পর্শ। ‘ইরাকুতে আমি বেটা এথ গাভুরালি।’ সুলতান, ১৭০০।

গামছা, গামচা [গা+মোছা] বি গা মোছার কাপড়বিশেষ। ‘সীঙলি গামছা দিব ফুজিত কস্তুরি।’ মুকুন্দ, ১৬০০: ‘গামচা।’ ওসাঁ, ১৭৮৫: ‘তিতহেতে নাকবোড়া গামচা কাঁখে চুকত কানে।’ ভবানী, ১৮২৮।

গামবুট [হি] বি রাবারের তৈরি উঁচু বুট জুতা। ‘গামবুট রেনকোট মোড়া দুর্গা হাটীর হাতে এগিয়ে এলো।’ ইন্দিয়াস, ১৯৭২।

গাময় গ্র গা

গামলা [পা ১ বি মাটি বা ধাতুর তৈরি বাটির মতো বড়ো পাত্র। ‘যেন রাশি ভামলা, ফলে মামলা, গামলা ভাসে না।’ গুণ, ১৮৫৮। ২ বি ক্রীপথে পারাপার উপযোগী গোল মাটির পাত্র; মাটির চাঁড়ি। ‘মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাহারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে।’ রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

গামা [হি] বি ল্যাটিন বর্ণমালার তৃতীয় বর্ণ; কোনো নক্ষত্রমণ্ডলীর তৃতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত। ‘বীণা নামক নক্ষত্রমণ্ডলের বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গামার, গামারি [স গম্ভারী] বি বৃক্ষবিশেষ। ‘বরুনা গামার জাসি সেই বৃন্দাবন।’ মালখর, ১৫০০: ‘কুতুবছড়া কাটিল গামারি।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

গামা-রশ্মি [হি গামা+স রশ্মি] বি তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিশেষ। ‘বের হয় আরো খাটো ডেউ বাসের বলি গামা-রশ্মি।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গামিনী [স] বি ক্রী গমন করে যে। ‘সে মন্দ গামিনী হেলিয়া হেলিয়া পড়ে।’ ষ্টিজি, ১৬০০।

-গামী [স] বিণ গমনকারী। ‘সে মৃৎ নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে।’ ময়নিকরাম, ১৭৮১।

গামেলান [জাভা গ্যামেলান] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ‘গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গামোছা [গা+মোছা] বি গা মোছার মোটা বস্ত্রবিশেষ। ‘যে-জলে তার স্নান সে জলও যেমন, আর যে-গামোছায় গা-মোছা তারও সেই দশ।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গাম্ভারি [স গম্ভারী] ১ বি বৃক্ষবিশেষ ও তার কাঠ। ‘সামু ধনপতি মদন জিনি মুক্তি বসিলা গাম্ভারির পাঠে।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গ্রামের মণ্ডল। ‘মুক্তি কইল গাম্ভারির সনে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

গাম্ভারী [স] বি বৃক্ষবিশেষ। ‘গাম্ভারী – রোগান্তকারী যথা ধসন্তরি – দেবতাকুলের বৈদ্য।’ মাইকেল, ১৮৬০।

গাথ্য, গাথ্য [স] ১ বি গাথ্যরতা। 'না জানিয়া বড় গাথ্যরী রূপে ছিল।' তারকী, ১৮০৩; 'ক্রিয়াকাশের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাথ্যরী আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি গুপ্তত। 'সকলেই সমান গাথ্যরী বুঝিয়া চিনতে পারিত না।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি গাথ্যরতা। 'কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাথ্যরী...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি নীরবতা। 'ধাক্কা বেয়ে মানুষের অসহানি বা গাথ্যরহানির যে আশঙ্কা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

গাথ্যরশালী, গাথ্যরশালী [স] বি গাথ্যর ভাবসম্পন্ন। 'ঐ শিবমূর্তি দেখিতে অতীব গাথ্যরশালী।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গাথ্যরহানি [স] ১ বি নীরবতা ভঙ্গ। 'ধাক্কা বেয়ে মানুষের অসহানি বা গাথ্যরহানির যে আশঙ্কা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি গাথ্যরতা হ্রাস। 'তোমারও যেন গাথ্যরহানি হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

গায়ক [স] বি গান গায় যে। 'নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক।' ভারত, ১৭৬০।

গায়ক-গায়িকা [স] বি গান করে যারা। 'শ্রেষ্ঠ হুঁসি গায়ক-গায়িকা কত সাবধানে শব্দ উচ্চারণ করেন।'

গায়ক পাখি [স গায়ক+স পক্ষী] বি মিষ্টি সুরে ডাকে এমন পাখি। 'ওই যে ক্ষান্ত বর্ষণ-স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুখ দু-চারটি গায়ক পাখির ...।' নজরুল, ১৯২৭।

গায়ক-বাদক [স] বি যারা গান করে এবং যারা বাদ্য বাজায়। 'গায়ক-বাদকের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বিবাদ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

গায়কী [স] বি গায়কের নৈপুণ্যপ্রকাশক তৎ। 'সুরসৃষ্টির ধারা গায়কী ধারা নয়।' ধূর্তি, ১৯৩১।

গায়কী [স] বি বেদমন্ত্রবিশেষ। 'তুমি দেবমাতা গায়কী।' চন্দ্র, ১৫৫০।

গায়কীগাথা [স] বি (বেদের) গায়কী মন্ত্রাদি। 'প্রাচীন নীতিগত কথ্য হইতে উঠে গায়কীগাথা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গায়কীমন্ত্র [স] বি বেদমন্ত্রবিশেষ। 'যে সম্প্রদায়ের গায়কীমন্ত্রে জন্মসূত অধিকার আছে।' প্রমথ, ১৯২৮।

গায়ন [স] ১ বি গায়ক; গান করে যে। 'নর্তকী নাচএ সিত গাএত গায়নে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি গান। 'সন্ধ্যাসী হইয়া করে গায়ন নর্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গায়নে-বায়নে বি গান-বাজনা করে এমন। 'গায়নে-বায়নে জুটল এসে আরেক গুস্তাদ।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

গায়বী [আ] বি গায়বি; রহস্যময়। 'গিরিরাজের গায়বী-টোপের ওই পো দেখা যায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গায়া [স গব্য] বি গোরুর দুধ থেকে উৎপন্ন। 'উত্তম গায়া ঘৃত।' দর্পণ, ১৮২২।

গায়ানী [স গায়ন] বি গায়ন; গায়ক। 'ছবু কর্ণকার, গহের গায়ানী, মেহের বয়াতী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

গায়িকা [স] বি ক্রী গান করে যে। 'একজন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'বিমলা গায়িকাদিগের সহিত গায়িতেছেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

গায়কী [স গায়ক] বি বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। 'ছেলা গায়কী শিখিলেই হয়।' দর্পণ, ১৮২১।

গায়ন [স গায়ন] ১ বি গান করে যে। 'রঘুনাক নরপতি গায়নেদের দিলেন জুগথ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গান পরিবেশন। 'তুমি বুঝি খুব ভাল

গায়ন করেছ, লয়?' তারা, ১৯৪২।

গায়ে-পড়া ১ বিণ অর্থাত। 'অকারণ গায়ে পড়া রুচ ব্যবহার ও আড়ম্বরপূর্ণ আশ্রমের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ আক্রমণাত্মক। 'একশকার গায়ে-পড়া উদ্ধত হিন্দুমানি তাহাকে এখনো মনে মনে আঘাত করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বিণ স্বতঃপ্রসঙ্গিত। 'ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরী।' রবীন্দ্র, ১৮৩৪।

গায়েব [আ গায়ব] বি অদৃশ্য। 'ফাতেমা দেখিল শির গায়েব হইল।' গরীব, ১৭৬৫।

গায়েবি, গায়েবী [আ গায়বী] ১ বিণ সৈব। 'গায়েবী আওয়াজ এক শুনি হেনকালে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ রহস্যময়। 'এই গায়েবি খবর দিয়ে রাখলাম।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বিণ অনিশ্চয়। 'কখনও কখনও গায়েবি আওয়াজ করিয়া থাকেন।' জলীম, ১৯৬০।

গায়ে-হুদুদ [স গায়ে-হুদুদ] বি বিয়ের আগে কনের গায়ে হুদুদ মাখার অনুষ্ঠান। 'তবে আজি তোমার গায়ে হুদুদ দিব।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

গারড় [স গড়ল] বি গাড়ল; ভেড়া। 'গারড়ের হেন ঘুঘু মাথে মাথে করি।' মাল্যধর, ১৫০০।

গারড়ি [স গড়ড়] বি বিষময় দিয়ে সাপের বিষ বাড়ি যে। 'মরিল ওজা সত্ত্ব গারড়ি।' বিজয়, ১৬৫০।

গারত [আ] বি ধ্বংস। 'গোলাব চোটে নৌকা সমেত সমস্ত সেনা গারত হুসিয়া দেয়।' রামরায়, ১৮০১।

গারি [স] ১ বি কারাগার। 'কাছারির গারদে কয়েদ আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি গারদের বন্দি রাখার ও চিকিৎসা করার কেন্দ্র। 'ওখানটায় কি রকম খুঁদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গারদখানা [স] বি গারদ+খা খানা হি জেলখানা। 'সামরিক গারদখানার বাস।' নজরুল, ১৯২৭।

গারদ সেলামি [স] বি গারদ+আ সেলামি বি জমিদার জেলখানায় থাকলে তাঁর আটক থাকার সময়ে বরতা বাবদ প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা মাতুলবিশেষ। 'ভূষামী একদা কারারুদ্ধ হইলে তাঁহার কারাগৃহে থাকিবার ব্যয় নির্বাহার্থে প্রজাদিগের নিকট এক মাথক হয়, তাহার নাম গারদ সেলামি।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গারনাল [স গার্নার] বি গার্নার। 'এগোনের গারনাল সাহেব কুটি ২ আইবুড়া ভাত খেয়ে বেড়িয়েলো ক্যামন করে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

গারহা [স গর্ত] বি গুহা। 'রসুলে বুলিলা গারহা এক ঠাম/ তাহাতে নির্জন স্থানী অতি অনুপাম।' সুলতান, ১৭০০।

গারাজ [স] বি গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট ঘর। 'গাড়ীখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গারাজে।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

গারি [স অগার] বি ঘরসংসার। 'খারিজ করা গারি ঘর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গারিঘর [স অগার+আ ঘর] বি গৃহস্থালি। 'নচেৎ করিব গর্ত নিব গারিঘর।' মাদিকরায়, ১৭৮১।

গারি [স গারি] বি গাড়িপালাজ। 'গরল গারি কুল মহাকারি।' আল্যওল, ১৬৮০।

গারিহস্ত [স গারিহস্ত] বি সংসারধর্ম। 'গারিহস্ত ছাড়ি প্রভু করিব সন্মাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গারি [স গারি] বি গারি। 'ইথে কেই কর পরচাটী/ কান্দ মাঝি হাসি

দেই গারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গারী^২ [স অগার] বি গৃহস্থালি সম্পদ। 'সৃষ্টি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।' ভারত, ১৭৬০।

গারুড়ী [স গরুড়] বি বিষ-বৈদ্য; ওষা। 'আকোহো ভাল গারুড়ী।' বড়, ১৪৫০।

গারো বি আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসী। 'মেছ গারো কোছ লেপচা প্রকৃতি অনার্য জাতিগণ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

গারোয়ান [স গরী] বি গাড়িয়াল; চালক। 'হাকিয়ে গাড়ি কোন গাড়োয়ান।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গার্নন [হি গার্ডিয়ান] বি অভিভাবক। 'কেন্দে বলে, আমাদের নেই কোনো গার্নন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গার্সিয়ান [হি] বি অভিভাবক। 'না বুঝলে গার্সিয়ানদের জানাতে হবে।' আলউদ্দিন, ১৯৬০।

গার্সেন [হি] বি অভিভাবক। 'বাসার লোক ত আমার গার্সেন নয়।' শরৎ, ১৯১৭।

গার্ড [হি] ১ বি প্রহরী। 'এক্সনের দিকে গার্ড হাত তুলে জাবার সঙ্কেত করে।' হুতোয়, ১৮৬১। ২ বি পাহারা। 'উনি বলেছেন উনি আবার গার্ড দেবেন।' শিবরাম, ১৯৫০।

গার্ডার [হি] বি সেতুর ধারকবিশেষ। 'মেঘনাত্রীজের দৈত্যাকার গার্ডারতলোর বিকট সৌন্দর্য।' আলউদ্দিন, ১৯৫৮।

গার্ত [স গার] বি শরীর। 'গার্ত হৈতে বাহির না হৈত কদাচন।' আলগোল, ১৬৮০।

গার্বজ [হি] বি আবর্জনা। 'আমাকে নিক্ষেপ করে গার্বজ ডাম্পের অন্ধকারে।' শালসুর, ১৯৭৩।

গার্যাল [পা ঘর] বি সাংসারিক কাজকর্ম। 'তোমায় কি ইচ্ছে আমার মজিল গার্যাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গার্লফ্রেড [হি] বি পুরুষের নারী-সঙ্গী। 'কুলি-মেয়েদের বলে ওর গার্লফ্রেড।' আলউদ্দিন, ১৯৫৯।

গার্লস্কুল [হি] বি বালিকা বিদ্যালয়। 'ভবা বেশে পরদিন গার্লস্কুলে প্রাইজ বিলার।' মণীশ, ১৯৩১।

গার্স্ত্য [স] ১ বিণ সংসার সম্পর্কিত। 'দ্বিতীয় ভাগে দারপরিগ্রহণপূর্বক গার্স্ত্যার্থ পালন করিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি গৃহস্থালি। 'এই প্রেমের গার্স্ত্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গার্স্ত্যার্থ, গার্স্ত্যার্থ [স] বি গৃহস্থালি বিষয়ক আচার। 'দ্বিতীয় ভাগে দারপরিগ্রহণপূর্বক গার্স্ত্যার্থ পালন করিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গার্স্ত্যপ্রধান [স] বিণ সংসারধর্ম-কেন্দ্রিক। 'গার্স্ত্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গার্স্ত্য-বিজ্ঞান [স] বি গৃহকর্ম বিষয়ক বিদ্যা। 'গার্স্ত্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, গুজরা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' বেগম, ১৯৪৯।

গার্স্ত্যপ্রথম [স গার্স্ত্য-প্রথম] বি গৃহস্থজীবন। 'আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্স্ত্যপ্রথমে উপযোগী।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গাল^১ [স গলা] ১ বি মুখবিবর। 'গালে যত বাজিয়াছে অঙ্গুলি-অঙ্গুরী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি কপোল; গণ্ড। 'ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ।' বিদ্যা, ১৮৯২।

গাল-কমল বিণ কমলের মতো ঘন ও কালো। 'মান-মনোহর, গাল-কমল দাড়ি।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

গালগল্প [গাল+স গল্প] বি অপ্রয়োজনীয় গল্প। 'নামমালা হাতে করি, গালগল্পে কেবল কাল যায়।' ভবানী, ১৮২৫।

গালচান্দা [গাল+চান্দা] বি বর্ধিত জুগলি; গালপাটা। 'দ্বারবান গালচান্দা বাঁধিয়া সিঁচি বেঁটে।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

গালপাটা [গাল+পাটা] ১ বি বর্ধিত জুগলি। 'তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌপোতা ও ছাঁটা গালপাটা আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বি গালের দু গালের দাড়ি। 'বর এসেছে বীরের ছাঁসে, বিয়ের লগ্ন আটটা / পিতল-আটা লাঠি কাঁধে, গালেতে গালপাটা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গাল ফুলানো, গাল কোলানো কি অভিমানে মুখ ডার করা। 'গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪: 'ডাবরা ছেলে ডাবাডাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান।' নজরুল, ১৯২৬।

গালফোলা [গাল+ফোলা] বিল রাগে বা অভিমানে গাল ফুলেছে এমন। 'গালফোলা একটা খোকা যেন।' জীবন, ১৯৩২।

গালবাদ্য [গাল+স বাদ্য] বি মুখ দিয়ে বাজানো বাজনা। 'বমবম শব্দে বহু গালবাদ্য করে।' ভবানী, ১৮২৫।

গালভরা [গাল+ভরা] ১ বিণ সমস্ত গালজোড়া। 'গালভরা হাসিমুখে চালভাড়া মুড়ি।' সুকুমার, ১৯১৮। ২ বিণ আড়খরপূর্ণ। 'পূর্ণ স্বাধীনতার গালভরা কথা তাঁরা বলিতেছেন ...।' আজাদ, ১৯৩৯।

গালভর্তি [গাল+ভর্তি] বিণ সমস্ত মুখগহ্বর পূর্ণ। 'গালভর্তি পানদোজ।' বিমল, ১৯৫৩: 'গালভর্তি পানের পূর্ণ ছিটকে পড়ছে ওই গারে, আশপাশে।' কায়সার, ১৯৫৫।

গালভাঙা [গাল+ভাঙা] বিণ চিরুকর অস্থি বেরিয়ে গেছে এমন। 'গালভাঙা তামাতে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো।' আলউদ্দিন, ১৯৫৪।

গালে-গাল বিণ খুব কাহাকাছি অবস্থিত। 'কৃষ্ণচূড়ার পাশে রঙন অশোক গালে-গাল।' নজরুল, ১৯৩২।

গালে চূপ কালি দেওয়া - অপরাধের শাস্তিবরূপ লাঞ্চিত করা। 'তার গালে চূপ কালি দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে গলা পার করে দেই।' উমেশ, ১৮৫৭।

গালে দেওয়া কি মুখে পোরা। 'যেমন নবদন্তোদগতা রেণুকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গাল^২ [স গালি] বি গালি। 'আপনি যে নেড়ুদের এত গাল পাড়তেন ...।' মাইকেল, ১৮৬০।

গাল দেওয়া কি গালি দেওয়া। 'চাকরবাকরদের অঙ্গুর গাল দিতে আরম্ভ করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গাল পাড়া কি গালাগালি করা। 'আপনি যে নেড়ুদের এত গাল পাড়তেন ...।' মাইকেল, ১৮৬০।

গালমন্দ [স গালি+স মন্দ] বি গালাগালি; তিরস্কার। 'সমস্ত গালমন্দ মাথায় করে নিয়েই ... আছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গালচ [ফা গালিচা] বি গালিচা। 'ছেঁড়া গালচের উপর খুদাবংশ গড়াগড়ি দিচ্ছেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

গালচে [ফা গালিচা] বি গালিচা। 'মেঝেতে একখানা গালচে পাতা।' বিমল, ১৯৫৩।

গালা' বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ডুঙ্গী বাজাওত গালা।' ভারত, ১৭৬০।

গালা' [স গল্]> বি লাক্ষা। 'লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

গালাভরা [স গল্+ভরা] বিণ গালাপূর্ণ। 'বালা গালাভরা হলেও চলে।' প্রমথ, ১৯১৩।

গালা' [স গল্]> ১ ক্রি নিঃসৃত করা। 'রাহুল গালিল যেন চান্দ সুখধার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি তরল নিঃকাশন করা। 'ফেন গালি কামানলে তবনি নিভায়।' ভবানী, ১৮২৫।

গালা' ক্রি হলফ করিয়ে নেওয়া। 'নারীপ্রগতি সম্বন্ধে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে...'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গালাগাল [স গালি]> বি গালি; কটুবাক্য প্রয়োগ। 'গুরু মহাশয় আমাদের গালাগাল দিচ্ছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

গালাগালি, গালাগালী [স গালি]> বি কটুবাক্য প্রয়োগ। 'করে দৌছে বেছে গালাগালি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আনোআনি গালাগালী দুই বীর রায়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গালি [স বি কটুবাক্য। 'বাপ মাএ গালি তোরে দিবোর বিশ্বর।' বড়ু, ১৪৫০।

গালিগালাজ, গালীগালাজ [স গালি]> বি গালাগালি; বকাঝকা। 'তাহাকে গালিগালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন।' প্যারী, ১৮৫৮; 'ছেড়েছাড় মিঠি গালী গালাজ চলিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

গালি পাড়া' ক্রি গালি দেওয়া। 'সাসু দুকবায় ঘরে পাড়িবে গালী।' বড়ু, ১৪৫০।

গালিবর্ষণ [স বি কটুবাক্য প্রয়োগ। 'মওলানা সাহেব বেরিয়ে এসে মহিলাদের উপর কিছুক্ষণ গালিবর্ষণ করলেন।' বেগম, ১৯৫৩।

গালিমন্দ [স গালি]> বি কটু কথা; ভৎসনা। 'খ্রিফিন যখন গালিমন্দ দিয়াছেন...'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গালিয়ানো [স গালি]> ক্রি গালি দেওয়া। 'গালিয়াইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

গালিচা [ফা] বি মাদুর; কাপেট। 'সতরঞ্চ গালিচা কত বিহায় মসজিদে।' গরীব, ১৭৬৫।

গালিম [ফা গালিবি] বি শত্রু। 'গোলাম গোলামী কেঁল গালিম কয়েদ হইল।' ভারত, ১৭৬০।

গালিমি, গালিমী [ফা গালিব]> বি শত্রুতা। 'গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়।' ভারত, ১৭৬০; 'গালিমি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

গালিয়ানো দি গালি

গালিহো [স গালি] বি গালি। 'গালিহো সামুদ্রী স্থানে না পাইল আকী।' বড়ু, ১৪৫০।

গালী [স গালি] বি গালি। 'না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহি লখ গালী।' বড়ু, ১৪৫০।

গাহক [স গ্রাহক] বিণ গ্রাহক। 'পেশাওয়াবী হরী ... তার গাহক দিষ্টী থেকে বাগদাদ অবধি।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গাহকি [স গ্রাহক] বি গ্রাহক। 'দোকান দাকান মেলিল তখন দেখিয়া গাহকিগণ।' চন্দ্রী, ১৫৫০।

গাহন' [স গান] বি গান। 'গাহন বাজন তথা হইলে প্রকাশ।' জালাওল, ১৬০০।

গাহনেওয়ালা বি গাইয়ে। 'গান সম্বন্ধে যে কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার,

আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখরা করিয়া লইয়াছে' গানওয়ালা আর গাহনেওয়ালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গাহন' [স বি অবাগন। 'যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা গহনতলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গাহনা [স গান] ১ বি বর্ণনা। 'অল্প কিছু কহিতে আছি রূপের গাহনা।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি আবৃত্তি। 'সকের কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন...'। দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বি গান। 'আর ফারমাইস খাটে, এবং বাইআনা গাহনাও জানে।' ভবানী, ১৮২৮।

গাহনি [স গান]> বি গাওয়া। 'দিয়েছে কি সে রাতের বাণি/ গহন-হান গাহনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

গাহা [স গান]> ক্রি গাওয়া। 'নূতন কণ্ঠে গাহো নূতনের জয়।' নজরুল, ১৯৩০।

গাহলে [স গ্রাম]> বিণ নিকট মানের। 'উড়য়ে পাঙ্কর গাহলে চামর দেখিখা হাসনে ভবানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গাহেক [স গ্রাহক] বি ক্রেতা। 'বুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে।' লালন, ১৮৯০।

গিআ, গিআ, গিআছিলাঙ, গিয়াছিলাম দ্র যাওয়া

গিএ [স গ্রীবা]> ক্রিণি গলায়। 'গিএ তোর মুকতার হার।' বড়ু, ১৪৫০।

গিওম [স গুমুমা] বি গম। 'মানোএল, ১৭৪৩।

গিট [স গ্রিট] বি বাঁধন। 'তার সব গিট গেছে ঘুচে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।
গিটে বাত [স গ্রিট] বি বাতরোগ-বিশেষ। 'ভূমি দোহার ধরবে সাথে/ গিটে বাতের গিটকিরিতে।' নজরুল, ১৯৩৩।

গিঠা [স গ্রিঠ] বি গিঠ; জোড়া। 'বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গিজগিজ [ধন্য] বি ঠাসঠাসি করে একত্র অবস্থানের ভাব প্রকাশক শব্দ। 'গিজগিজ গিসিসি গুটগুট।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গিজগিজ [ধন্য] বিণ ঠাসঠাসি করে আছে এমন। 'মানুষে গিজগিজ ট্রেন।' হোসেন, ১৯৪০।

গিটকারি, গিটকিরি [হি] ১ বি (সংগীত) কয়েকটি সুরের পরপর দ্রুত উচ্চারণ; তানবিশেষ। 'সে তো হাসি নয়, হাসির গিটকারি।' প্রমথ, ১৯১৬। ২ বিণ (সংগীত) সুরের কম্পন-মাধুর্যপূর্ণ। 'গিটকিরি গান শুনেতে ভাল।' সুকুমার, ১৯১৮।

গিত [স গীতা] বি গান; সংগীত। 'গিতে মোহিত হৈয়া পরান হারাইল।' মালাধর, ১৫০০।

গিদের [হি গীদড়] বিণ নোংরা। 'থাক লো ছার কপালি গিদের থাক।' কেরি, ১৮০২।

গিন্দা [ফা গিরদা] বি তাকিয়া। 'গিন্দায় গৌরব কর্যা হেল্যাকে গা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গিন্দাড় [স গুন্ডা] বি শকুন। 'দুর্ভল এ গিন্দাড় কেঁদে তড়পানো আর।' নজরুল, ১৯২২।

গিধি [স গুধিনী] ১ বি শকুনবিশেষ। 'মজুরা করিয়া বলে এই গিধি চোর ...'। কুমার, ১৭২০। ২ বি কুলাঙ্গার। 'সেই গিধি নামাকুল হবে মালাউন।' গরীব, ১৭৬৫।

গিধিনি, গিধিনী [স গুধিনী] বি ক্রী শকুন। 'গিধিনীসদৃশ তোর দেখো দুই কান।' বড়ু, ১৪৫০; 'দৈত্য রাজের মাখে পড়ে সুকিনি গিধিনি।' মালাধর, ১৫০০।

গিধাড় [হি গীদড়] বি শিয়াল। 'গিধাড়কি শালা, তোমরা মোনাসেফ না হোয় কাম ছোড় দেও।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গিনি [হি] বি ইংল্যান্ডের মুদ্রা: এক পাউন্ডের চেয়ে একটু বেশি। 'তাহারে ৩০০ তিন সও টাকা আর কিছু গিনি আর রুপার টাকা হরেক রকমের ছিল।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

গিনিপিপ [হি] বি খরপোশ জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'একজোড়া গিনিপিপের বাচ্চা উপহার পাঠিয়েছিলেন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

গিন্দি, গিন্দি [স গুহিন্দি] বি গৃহকর্তা। 'কোথা গো, গিন্দি কোথা।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্দি হলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

গিন্দিপনা, গিন্দিপনা [স গুহিন্দি > +পনা] বি গৃহিণীর মতো আচরণ। 'উনি আমার কাছে গিন্দিপনা করতে এলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬; 'পরসা বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার গিন্দিপনার চাতুরী খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

গিন্দিবান্দি [স গুহিন্দি >] বি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গৃহকর্তা। 'যে সকল গিন্দিবান্দি জীবিত আছেন।' *রাজ*, ১৮৭৪।

গিন্দিয়া বি যে গৃহিণী মায়ের মতো। 'হিনেলীপনার জন্যে সেটাকে দেখতে পারতেন না গিন্দিয়া।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গিন্দি-অন্তপ্রাণ [স গুহিন্দি-অন্তপ্রাণ] বিধ ক্রীকে ছাড়া কিছুই বোঝে না এমন। 'কর্তা নতুন গিন্দি-অন্তপ্রাণ।' *শরৎ*, ১৯১৭।

গিন্দিপানা [স গুহিন্দি >] বি অল্পবয়সীর প্রবীণার মতো আচরণ। 'তোরা আর গিন্দিপানা দেখে বাচনে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

গিব [স গ্রীবা] বি গলা। 'মোরগি পীছ পরহি সবরী গিবত গুঞ্জরী মালা।' *চর্যা* ২৮, ১২০০।

গিবত [আ] বি পরচর্চা। 'তাহার গিবত গিধি জ্বাবনে চালায়।' *গুণী*, ১৭৬৫।

গিম [স গ্রীবা] বি গলা। 'গিম নীলকণ্ঠ গিরি সমুখে দেখিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গিমা [স গ্রীমা] বি ক্ষুদ্র শার্কবিশেষ। 'ইন্দিচা পলতা গিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গিমিক [হি] বি চটকদার আচরণ। 'এটা আমার একটা স্টাইল, একটা গিমিকও বলতে পারে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

গিয়া ত্র যাওয়া

গিয়াত [স জ্যাতি] বি জ্যাতি: সংগোহ। 'আমার সাতপুরুষের কুটুম না গিয়াত?' *নজরুল*, ১৯২৪।

গিয়ান [স জ্ঞান] বি জ্ঞান। 'তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান।' *মালাধর*, ১৫০০।

গিয়ামোস্তো [স জ্ঞানবস্ত] বিণ জ্ঞানী। 'তুমি এমত গিয়ামোস্তো হইয়া আমারদিগের পরমেশ্বরের নিন্দা করহ?' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

গিরপিটি [হি গিরপিটা] বি টিকটিকি জাতীয় এক প্রকার সরীসৃপ। 'আর একপ্রকার জন্ত আছে, ভায়াগিকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরপিটি, জেঙ ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

গিরগির [ধন্যা] বি উত্তেজনার্জনিত অনুভূতিবিশেষ। 'রাগে তার শরীর গিরগির করিয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গিরক [স গৃহস্থ] বি সংসারী লোক। *ওর্স*, ১৭৮৫।

গিরস্তি [স গৃহস্থ] বি চাষবাস। 'একটি চাকর গিরস্তির কাজ দেখে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

মনসুর, ১৯৫৩।

গিরস্থালি [স গৃহস্থ >] বি সংসারের কাজ। 'বাগের স্বাস্থ্য এবং গিরস্থালি দুইটাই সংশোধনের বাইরে চলিয়া গিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

গিরা [ফা গিরাহ] ১ বি গোড়ালি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি সিঁটা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পটপটপট গিরা ছিড়ে হাহা নড়ে ছটফট।' *নজরুল*, ১৯২২।

গিরা দেগুন বি সিঁটা দেওয়া। *ওর্স*, ১৭৮৫।

গিরা [ফা] ক্রি ঘিরে ধরা। 'রাহুলের পায় মর্ম গিরিল আসিয়া।' *গুরী*, ১৭৬৫। **গিরিল** ক্রি ধরলো। 'গিরিল কুফর যেন কলাগাছ ঝড়ে।' *গুরী*, ১৭৬৫।

গিরাগি [ফা গিরাহৃত] বি নোঙর; নৌকা বাঁধার আঁকশি। 'মায়ার গিরাগি কাট তুরায় প্রেমতরীতে ওঠে।' *লালন*, ১৮৯০।

গিরাম [স গ্রাম] বি গ্রাম। 'গিরাম বেড়ে অগাধ গানি/ও তার নাই কিনারা নাই তরলী পারে।' *লালন*, ১৮৯০।

গিরি [স গৃহ] বি গৃহ; ঘর। 'গিরি করিলো গোবালী মোথড়া।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গিরি [স] বি পাহাড়। 'সিআর কা জেগো সীগ জনমএ গিরি উপারএ চাহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'কুন্দ কন্যা গিরি তোর দুই গুন।' *বড়ু*, ১৫৭০।

গিরিকন্দর [স] বি পর্বত-গুহা। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে গুহাভয়ে চান্দ অকালে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গিরিকন্যা [স] বি স্ত্রী বরন। 'নাচে গিরিকন্যা চঞ্চল বরন।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

গিরিকুট [স] বি পর্বতশৃঙ্গ। 'হাই মোরা উচ্চ গিরিকুটে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

গিরি-গর্ভ [স] বি পর্বতের গুহা। 'যথার তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত গিরি-গর্ভে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গিরিগহ্বর [স] বি পর্বতের গুহা। 'কত দিকে কত বন-উপবন গিরিগহ্বর নিকুঞ্জ দিয়া গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গিরিগুহা [স] বি পর্বতের গুহা। 'গম্ভীর স্বরলহরীতে গিরিগুহা কন্দরাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া...' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গিরিগুহ [স] বি পর্বতরূপ ঘর। 'তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগুহত্যাগিনী অভিসারিণী বরনার 'চল চল চল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

গিরিচয় [স] বি পাহাড়সমূহ। 'আছে বাটে গিরিচয়, তাহে মাত্র তৃণ হয়।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

গিরিচর [স] বি পাহাড়চাটী। 'ডাহুক দাদুর কুহকে গিরিচর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গিরিচ্যুত [স] বিণ পর্বত থেকে বিচ্যুত। 'সরলশ্রুতাব, শ্রমশীল অরপ্যচরণ তুঙ্গগিরিচ্যুত নদের ন্যায়।' *সংসদ*, ১৮৯৮।

গিরিচূড়া [স] বি পর্বত-শৃঙ্গ। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচন্দ্র গিরিচূড়ার প্রতি করুণ শোলুপ দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করিয়া...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

গিরিচ্ছায়া [স] বি পর্বতের ছায়া। 'উন্নত শিবর, গিরিচ্ছায়া, বহুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

গিরিজাত [স] বিণ পর্বত থেকে উৎপন্ন। 'গিরিজাত স্রোতঃসম ভীমধ্বনি করে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

গিরিতট [স] বি পর্বতের উপরের সমতল ভূমি। 'সেই সন্ধ্যাকালে নিম্নতর গিরিতটে ... কোথাও কিছুমান শব্দ ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গিরিতটচূড়া [স] **বিশ** পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন। 'গিরিতটচূড়া পাথরের ব্যাখা বাতাস আনিছে বয়ে।' ফররুখ, ১৯৪৬।

গিরিতটতল [স] বি পাহাড়ের উপত্যকা। 'অন্ধকার গিরিতটতলে দেওদার তরু সারে সারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গিরিতনয়াধব [স] বি (হিন্দুদেবতা) শিব। 'গিরিতনয়াধব কতই নাম লব জপি জপি জীবন শেষ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গিরিদরি [স] **গিরি-দরি** বি পর্বতের গুহা। 'সারি সারি গিরিদরি দাঁড়য়ে দুয়ারে।' নজরুল, ১৯২৮।

গিরিনদী [স] বি পাহাড়ি নদী। 'একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সঞ্চেদ জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে করে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গিরিনন্দিনী [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'এ কী নূতন সংগীত ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গিরি-নিম্নপ্রাণ [স] বি বরনা। 'আঘাটের গিরি-নিম্নপ্রাণসম কোনো বাধা মানিল না।' নজরুল, ১৯২৯।

গিরিনির্ঝর [স] বি পাহাড়ি বরনা। 'মুক্তপ্রোত গিরিনির্ঝরের তালে।' বিজুতি, ১৯৩১।

গিরিনির্ঝরী [স] বি ঙ্রী পাহাড়ি বরনা। 'ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরীগুলোকে খেপিয়ে কুলছাড়া করবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গিরিপথ [স] বি পাহাড়ি পথ। 'ভূমি ... ওই পার্বত্য-গিরিপথ রক্ষা করবে।' নজরুল, ১৯৩১।

গিরিপাদ [স] বি পাহাড়ের পাদদেশ। 'শৈলশিখরের মধ্যস্থ পথকে গিরিপদ বা গিরিপদ কহে।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গিরিবর [স] বি পর্বত। 'গিরিবর সিংহর সন্ধি পইসন্তে সবলে খোঁড়িব কইসে।' চর্চা ২৮, ১২০০।

গিরিবর্ষ [স] বি গিরিপথ। 'শৈলশিখরের মধ্যস্থ পথকে গিরিবর্ষ বা গিরিপদ কহে।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গিরিবিবর [স] বি পর্বত গহ্বর। 'ইচ্ছলকে এক গিরিবিবরে লইয়া গেল।' বিদ্যা, ১৮৬০।

গিরিব্রজ [স] ১ বি বিহারের অন্তর্গত প্রাসিক নগরবিশেষ। 'গিরিব্রজ বৌদ্ধদিগের এত্বে তীর্থস্থান রাজগৃহ নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি পর্বতশ্রেণী। 'জরাসন্ধের পুরী গিরিব্রজ দ্বারা বেষ্টিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গিরিবেষ্টিত [স] **বিশ** পাহাড়-ঘেরা। 'গিরিবেষ্টিত উপত্যকা আর সমতল প্রান্তর।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

গিরিমণ্ডলী [স] বি পর্বতশ্রেণী। 'নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাতুঙ শহর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গিরিমাটি [স] **গিরিমৃত্তিকা** বি পার্বত্য লাল মাটি। 'গিরিমাটি-গোলা জলপ্রতা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয় ...' তারা, ১৯৪৬।

গিরিমালা [স] বি পর্বতসমূহ; পর্বতশ্রেণী। 'দিগন্তরোয়ী নীল গিরিমালায় পরগায়ে সর্বদা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গিরিরাজ [স] বি হিমালয়। 'গিরিরাজ-রাণী মেনকা, সুন্দরী।' মাইকেল, ১৮৬০।

গিরিরাজকন্যা [স] বি পর্বত রাজার কন্যা; হিন্দুদেবী পার্বতী। 'গিরিরাজকন্যার করুণা সর্বদা সম্বরণ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গিরিরাঞ্জি [স] বি পাহাড়ের সারি। 'দেখিতেছি আমি আজি এই গিরিরাঞ্জি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গিরিশিখর [স] বি পর্বতচূড়া। 'তিনি মানসপথ পর্যটনপূর্বক গিরিশিখর উদ্ভিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গিরিশির [স] বি পর্বতের চূড়া। 'উপাদি অস্ত্রভেদী মরীচক, হানে গিরিশিরে ঝড়ে।' মাইকেল, ১৮৬১।

গিরিশৃঙ্গ [স] বি পর্বতের চূড়া। 'তিনি কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া গিরিশৃঙ্গ দেশে আরোহণ করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গিরিসংকট, গিরিসঙ্কট [স] বি পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী পথরূপে ব্যবহৃত অল্পগিরির ভূমি। 'গিরিসংকট, ভীরা যাত্রীরা।' নজরুল, ১৯২৬। 'তিনটি দুর্গহ গিরিসঙ্কট অধিকার করে ...' মহাশেখা, ১৯৫৬।

গিরিসম [স] **বিশ** পর্বতের মতো। 'গিরিসম স্বচ্ছ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।' মালদহর, ১৫০০।

গিরিসানু [স] বি পাহাড়ের উপত্যকা। 'তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু।' বিজুতি, ১৯৩১।

গিরিসূত [স] বি মৈনাক নামক পর্বত। 'অবু তবু গিরিসূত মায় বলে পর পুত।' ভবানী, ১৮২৫।

গিরিসূতা [স] বি (হিন্দু পুরাণ) হিমালয় কন্যা পার্বতী। 'গিরি হস্তে নাসিকাইল কিবা গিরিসূতা।' আলোচল, ১৬৮০।

গিরীন্দ্র [স] বি সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বত; হিমালয়। 'গিরীন্দ্রের বনা মধুকরী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গিরিগিটে [বি গিরিগিটা] **বিশ** গিরিগিটার মতো কৃশ। 'গিরিগিটে তার কাকুলসে চং।' নজরুল, ১৯২৬।

গিরিজা [প ইয়েজা] বি খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'ইংরেজি গিরিজার এমারতে বরচ হইবেক।' কালগে, ১৭৮৪। **দ্র গির্জা**

গিরিদা [ফা গির্দা] বি বালিশ। 'রত্নসিংহাসন পাতে গিরিনা যুগল তাতে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

গিরিনার বি পর্বতবিশেষ। 'গিরিনার নামে পর্বতে গোয়ক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন।' দর্পণ, ১৮২২।

গিরিশ [স গ্রীষ্ম] বি গ্রীষ্ম। 'উপস্থিত হৈল হের গিরিশ সমএ।' বড়ু, ১৪৫০।

গিরিস [স গ্রীষ্ম] বি গ্রীষ্ম। 'শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গিরী [স গিরি] বি পর্বত। 'গোকুল রাখিল আগে করে গিরী ধরী।' বড়ু, ১৪৫০।

গিরীন্দ্র **দ্র গিরি**

গিরুয়া [ফা গিরা] বি গিঠ। 'মানেএল, ১৭৪০।

গিরে [ফা গিরাহ] ১ বি গেরো; প্যাচ। 'কার বা কথায় মন সুতায়/ দেই গিরে।' লালন, ১৮৯০। ২ বি পরিমাপের এককবিশেষ, এক গজের ষোলো ভাগের এক ভাগ, যা সোয়া দুই ইঞ্চির সমান। 'আমার দেশকে এক গিরে জমি কিংবা এক কড়ির আমদানি খোয়াতে হবে না।' মুজতবা, ১৯৫৮।

গিরেফতার [ফা গিরিফতার] বি আটক। 'তঁাহাকে নিভৃত স্থানে গিরেফতার করিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

গিরো। ফা গিরা। বি গিঠ। মানোএল, ১৭৪৩; 'যেমন বস্ত্র আঁটন তেমন ফসকা গিরো।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গির্জা, গির্জা। [প ইয়েজা] বি খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'পোতুগীশীয় গির্জায় তাঁহার গোর হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪; 'গির্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে চারটে বেজে গ্যালো।' হুতোম, ১৮৬১।

গির্জাঘর, গির্জা ঘর। [প ইয়েজা+পা ঘর] বি খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'একটা নতুন গির্জা ঘর হবেক।' দর্পণ, ১৮১৮; 'গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে।' মুক্ততরা, ১৯৫২।

গির্জা [প ইয়েজা] বি খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'এখানে রাতে কোনো গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গির্জেরঘর [প ইয়েজা+ঘর] বি খ্রিস্টীয় উপাসনালয়। 'ডগবানকে ফাঁকি প্রতি রবিবারে গির্জেরঘরে সে দেয়।' মুক্ততরা, ১৯৫২।

গির্দা। ফা। বি ঠেস দেওয়ার জন্য গদি। মানোএল, ১৭৪৩; 'পিঠের কাছে এক গির্দা নিয়ে খাটা-পত্তে হিসাবনিকশ লিখতেন।' অবন, ১৯৪১।

গিরা। ফা গিরা। বি গিঠ। 'কলাচোপা ইচ্ছা গিরা গিয়াছে ফেলিয়া।' কেতকা, ১৬৫০।

গিলটি, গিলটি। [ই গিল্টি] ১ বি সোনার প্রলেপ দেওয়ার কাজ। 'পৈতৃক পেশা গিলটি।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি সোনার প্রলেপ। 'স্বল্পে রূপ আছে গিলটি করা।' লালন, ১৮৩০।

গিলটি করা। বিণ সোনার প্রলেপ-দেওয়া। 'না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিলটি করা কল্পনা আছে, তাহা জাঙ্গিয়াতের কল্পনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

গিলন। [স] বি গলাধরকরণ। ওঁস, ১৭৮৫।

গিলা', গেলা। [স গিলন] বি গলাধরকরণ করা। 'অমিআ আছন্তে বিস গিলেসিরে।' চর্যা ৩৯, ১২০০। গিলাএ কি খায়। 'হয়া স্মেখ বিপরীত কামিনী গিলাএ করিবরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। গিলয় কি গিলে যায়। 'পাইলে গলার চণ্ড গিলয় ধরিয়া।' কুজরাম, ১৭২০। গিলিআ কি গিলে ফেলে। 'ভুবনমোহন নারী গিলিআ উপারে কবি।' মুকুন্দ, ১৬০০। গিলিতে কি গলাধরকরণ করতে। 'গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। গিলিবেক কি গিলবে। 'বুঝিলেক যে এখন আমাকে গিলিবেক।' তারিণী, ১৮০৩। গিলিলেক কি খেয়ে ফেললো; গিলে ফেললো। 'গিলিলেক মৎস্য গোটা কুক্ষের কোঁড়।' মালধর, ১৫০০। গিলুক কি বাক। 'যে আছে কপালের চন্দ্র তাহে গিলুক রাউ।' বিজয়, ১৫৫০। গিলে কি যায়। 'কুন্ডর উপারে গিলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। গিলেসি কি গিলেছি। 'অমিআ আছন্তে বিস গিলেসিরে।' চর্যা ৩৯, ১২০০। গিলাছিল কি গলাধরকরণ করেছিলো। 'তারাদীঘির জলে দাদা গিলাছিল সাপ।' রূপরাম, ১৭৫০।

গিলে খাওয়া কি লোভাতুরভাবে দেখা। 'চোখ দিয়ে গিলে খাবার খাত একেবারেই নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গিলে ফেলা ১ কি গোপন করা। 'যদি বিষয়ের সবটাকেই গিলিয়া ফেলার কুশী অভ্যাস তাহার থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ কি গলাধরকরণ করা; প্রকাশনে ভুলে যাওয়া। 'টানাটনি করে টোপ গিলে ফেলল শেষ পর্যন্ত।' সাদত, ১৯৬৭।

গিলা'। [স গিলন] বি গলাধরকরণ। 'উপরাধের কাজ টেকির মত গিলা কটন হয় কত।' লালন, ১৮৯০।

গিলাই বি দৈন্য। মানোএল, ১৭৪৩।

গিলানো। [স গিলন] বি গলাধরকরণ। 'কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।' ৮০৫

ভারত, ১৭৬০।

গিলাপ। [আ গিলাফ] বি বাগিচের ওয়াড়। মানোএল, ১৭৪৩।

গিলিপ। [আ গিলাফ] বি গিলাফ। 'সোনার গিলিপে ছিল সাধের চিরবি।' রূপরাম, ১৭৫০।

গিলে করা। [ও গিলি+করা] কি কৃষ্টিত করা। 'চাদর ও জামার আঙিন বহু যত্নে ও পরিশ্রমে গিলে করিয়া রাখিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গিলাটিন। [ই] বি শিরচ্ছেদ করতে ব্যবহৃত অস্ত্রসংবলিত যন্ত্রবিশেষ। 'ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলাটিনের অভাব হয়নি।' মুক্ততরা, ১৯৫৮।

গিল্টি। [ই গিল্টি] বিণ সোনার প্রলেপ-দেওয়া। 'গিল্টির গয়না কোথায় পাওয়া যায়?' শরৎ, ১৯১৭।

গিল্টিকরা। [ই গিল্টি+করা] বিণ সোনার পাতলা প্রলেপ-দেওয়া। 'তামার উপর গিল্টিকরা একজোড়া চুড়ির অর্ডার দিয়া ফেলিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

গিল্লা। ফা গিল্লাহ। বি কুৎসা। গিল্লা গাওয়ানো কি কুৎসা রটানো। 'সভা কৈরা আমার গিল্লা গাওয়াইছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

গিল্লে। ফা গিল্লাহ। বি নিন্দা। 'ধাক এসব পরের গিল্লে চর্চা।' নজরুল, ১৯২৭।

গিল্লাদ। ফা গিল্লাহ। বি কপটতা। 'হতে চাও হুজুরের দাসী মনে গিল্লাদ গোরা রাশি রাশি।' লালন, ১৮৯০।

গিসা। [স গুশী] বি ঠাসাঠাসি করে একত্র অবস্থানের ভাব। 'বৈঠকখানা গোকরাবা ... দালাল, আইবুড়, অন্নদাস গিস গিস কচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১।

গিসাই বি স্যাতসঁতে ভাব। মানোএল, ১৭৪৩।

গিহী। [স গুশী] বি গৃহকর্তা। 'বুলী চৌর পৈসে ঘরে গিহীক সতুর করে।' বড়ু, ১৪৫০।

গী। [স গ্রীবা] বি গ্রীবা। 'গীএ সাতেসরী হারে।' বড়ু, ১৪৫০।

গীটার। [ই] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তবলা সঙ্গীতে মিসেস ... ও গীটারে মিসেস ...।' বেগম, ১৯৬৬।

গীত। [স] ১ বি গান। 'ঢেপল পাএর গীত বিরিলে বুঝঅ।' চর্যা ৩৩, ১২০০। ২ বি স্তুতি। 'গীত কর আমার মঙ্গল।' কুজরাম, ১৭২০। ৩ বি গান করা। ওঁস, ১৭৮৫; 'দেবোহসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, গীতাদি বর্ণনাভীত উৎসাহ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বিণ বর্ণিত। 'ভারতবর্ষের পৌরব পশ্চিম রোমকে, পূর্বে টীনে গীত হইয়াছিল।' বিজয়, ১৮৭৯। ৫ বি কলধ্বনি। 'সিদ্ধুর পশীর গীত, মেঘের পশীর কণ্ঠধ্বন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বিণ গাওয়া হয় এমন। 'গীত হওয়াই গীতিকাবারে আদিম উদ্দেশ্য।' বিজয়, ১৮৮৭।

গীত করা কি গান গাওয়া। 'বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে।' কুজরাম, ১৫৮০।

গীতকলা। [স] বি সংগীতবিদ্যা। 'নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি।' অবন, ১৯১৯।

গীতকলি। [স] বি গানের বাণী। 'সে গীতকলি মুক্তরে অধরতলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

গীতগান। [স] বি সংগীত। 'অর্ধ-পাখা পাখিগুলি গীতগান গেছে ভুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

গীতঝংকার। [স] বি গানের সুর। 'মুর্খনভরে গীতঝংকার ধ্বনিছ

মর্মমাঝে? 'রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গীতধর্ম [স] বি সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য। 'সে তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গীতধার [স] বি গানের ধারা; কলকাকলি। 'পাখির গীতধার ফুলের বাসভার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গীতধারা [স] বি সুরের প্রবাহ। 'অনন্ত প্রাণের পথে/ বরিষিবি গীতধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গীতনাট্য [স] বি গীতিনাট্য। 'প্রতিঘরে গীতনাট অভিনব জেন ঘারাবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গীতপণ্ডিত [স] বি সংগীতবিশেষজ্ঞ। 'গীতপণ্ডিতদের কাছে তা অবজ্ঞার যোগ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গীতপটী [স] বি গানরূপ চিহ্ন। 'গোলাপবাগানের বুলবুলের গীতপটী মনে সে পৌছল ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

গীতবসন্ত [স] বি গানে পূর্ণ বসন্ত ঋতু। 'লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গীত বাঁধা ক্রি গান রচনা করা। 'কবি ও পাঁচালিওয়ালরা এই ভাষায় গীত বাঁধিত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

গীতবাদ্য [স] বি গানবাজনা। 'দৌত্য গীতবাদ্যাতংপর হইয়া কিঞ্চা পৌরোহিত্য ...।' ভবানী, ১৮২৫।

গীতময় [স] বিণ সুরে আদোষিত। 'দুলিছে পবন সন সন বন-বীথিকা, গীতময় তরুলতিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

গীতমুখর [স] বিণ গানে মুখরিত। 'কর সুন্দর গীতমুখর সীরব আরাধন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

গীতমুখরিত [স] বিণ সংগীত-মুখরিত। 'দীপগুলি তব গীতমুখরিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গীতমুগ্ধ [স] বিণ সংগীতের মধুর ধ্বনিতে মোহিত। 'গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলই চেয়ে চেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গীতরস [স] বি গান-বাজনা। 'যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

গীতরব [স] বি গানের ধ্বনি। 'উৎখলিত গীতরবে বুলে দে রে মনপ্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

গীতরস [স] বি সংগীত-মাধুর্য। 'নানারসে গীতরসে আইলাঙ লাভের আশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গীত-রসিক [স] বিণ গানের সম্বন্ধদার। 'তধু কথা রসিক নন, গীতরসিক।' নজরুল, ১৯২৯।

গীতরাগ [স] বি গানের সুর। 'তুণ্ড তুমি আমার গীতরাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গীতলেখা [স] বি গানের কথা। 'যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গীতলোক [স] বি সংগীতের জগৎ। 'দেশের সুখ দুঃখ আশা আকালকা অমৃত-অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গীতশব্দহীন [স] বিণ গানের সুরহীন। 'তন্ত্রাঘন বটশাখা-পরে ছায়াময় পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গীতশিল্পী [স] বি সংগীতশিল্পী। 'সৈন্যবী রাগিণীকে গীতশিল্পীরা

সাধারণত সিদ্ধুড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।' নজরুল, ১৯৩৫।

গীতসুধা [স] বি সংগীতরূপ অমৃত। 'চিত্ত পিপিলাত রে গীত-সুধার তরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গীতসুধারস [স] বি অমৃতরূপ সংগীতের রস। 'গীতসুধারসে এসো।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গীতসুর [স] বি গানের সুর। 'মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতসুর।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

গীতস্বর [স] ১ বি গানের সুর। 'সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি গানের কণ্ঠ। 'পেয়েছে অক্ষয় গীতস্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গীতহার [স] বি গানের মালা। 'চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাখিয়াছে গীতহার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গীতহীনা [স] বিণ স্ত্রী গানহীন। 'অনিয়াছি গীতহীনা আমার প্রাণের একটি ঘর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গীতাভ্যুত [স] গীত-আভ্যুত। বিণ গীতিধর্মী। 'এ ধরনের সৃষ্টি সাধারণত হয় গীতাভ্যুত বা বিবৃতিমূলক।' শরীফ, ১৯৬৮।

গীতানুরাগিণী [স] গীত-অনুরাগিণী। বিণ স্ত্রী সংগীত পছন্দ করে এমন। 'গীতানুরাগিণী একটি গৃহবধুর সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ।' নরেন্দ্র, ১৯৭৫।

গীতানুরাগী [স] গীত-অনুরাগী। বিণ সংগীতের প্রতি অনুরাগী। 'গীতানুরাগী বিচক্ষণ ভাবুক ব্যক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গীতাবলী [স] বি গানের সমগ্র: পদাবলি। 'ভাঁহার নিকট ব্যাকরণ, পাটীগণিত, গীতাবলী, এই তিন খানি মাত্র পুস্তক ছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

গীতাভিনয় [স] গীত-ভিনয়। বি গীতসহযোগে অভিনয়; অপেরা। 'আমাদের দেশে এবং যুরোপে গীতাভিনয় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গীতাভ্যাস [স] গীত-অভ্যাস। বি সংগীত চর্চা। 'মাঝে মাঝে নিতের ঘর থেকে শোনা যায় বিস্তারিত গীতাভ্যাস।' বৃন্দ, ১৯৪৯।

গীতোচ্ছ্বাস [স] গীত-উচ্ছ্বাস। বি গানের উচ্ছ্বাস। 'আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গীতোদ্যেশ্য [স] গীত-উদ্যেশ্য। বি গানের উদ্যেশ্য। 'তখন গীতোদ্যেশ্য দূরে রহিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

গীতোপকরণ [স] গীত-উপকরণ। বি গানের উপাদান। 'কনান্দা আড়না মালকোষ দরবারী ডোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গীতা [স] বি হিন্দু ধর্মগ্রন্থবিশেষ। 'যদি বা পঢ়ায় কেহো গীতা ভাগবত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গীতাকার [স] বি গীতার রচয়িতা। 'গীতাকার আজকাল জন্মালে ... তাঁকে অন্য উপকারি আশ্রয় খুঁজতে হত।' রেন্দ্রেন্দ্র, ১৯৫০।

গীতাপাঠ [স] বি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদভগবদ্গীতা পাঠ। 'এই লাগি গীতাপাঠে না ছাড়ে মোর মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গীতি [স] বি গান। 'চারিসাতে রচিত আটশপদী গীতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গীতিকবি [স] বি গীতপ্রধান কাব্য রচয়িতা। 'গীতিকবি চারি মুখে/ করিতে লাগিয়া বেদগান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গীতিকবিতা [স] বি সিরিক; খণ্ডকবিতা। 'গীতিকবিতা বাংলাদেশে

বহুকাল চলিয়া আসিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গীতিকলা [স] ১ বি সংগীতকলা। 'গীতিকলার নিজেই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি সুর। 'তুমু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে/ পরমের সুরে চরমের গীতিকলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গীতিকাব্য [স] বি গাওয়ার মতো কাব্য। 'গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭; 'গীতিকাব্যসমূহের বীজ মাত্র সেই মধ্যকাব্যের মধ্যে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গীতিকাব্যিক [স] বিণ গীতুল। 'একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

গীতিকার [স] বি গান-রচয়িতা। 'সে ধর্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত, কি গীতিকার-প্রণীত তাহার স্থিরতা কি?' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গীতিধারা [স] বি সঙ্গীতিক ধারা। 'এ তিন কাব্যরথীর রচনা পড়লেই গীতিধারা বাদ দিয়ে মধ্যযুগের ...।' হাই, ১৯৪৯।

গীতিনকশা [স] গীতি+আ নকশা/বি গান দিয়ে সাজানো অনুষ্ঠান। 'এক আকর্ষণীয় গীতিনকশার আয়োজন করা হয়।' বেগম, ১৯৬৯।

গীতিনাটকীয় [স] বিণ গীতিনাট্যসুলভ। 'এই গানটিকে পূর্ববর্তী গানের গীতিনাটকীয় প্রভৃতির ভাবা যেতে পারে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

গীতিনাট্য [স] বি গান দিয়ে অভিনীত নাটক। 'বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যে বিচ্ছিন্ন সমাগম উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গীতি-নির্ব্বর [স] বি গানের স্বরনাশ্রয়। 'গলিয়া সুরের তুহার গীতি-নির্ব্বর বয়ে যায়।' নজরুল, ১৯৩২।

গীতিবন্দনা [স] বি গান গেয়ে বন্দনা। 'প্রভাতিক গীতিবন্দনা সমাপনান্তে অশ্রমিকগণ স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

গীতিবীথির [স] বি সংগীত-সাহচর্য। 'এসা গীতিবীথির তুমু ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

গীতিবাবসামিনী [স] বি পেশাদার গায়িকা। 'যখন গীতিবাবসামিনীর অটালিকা হইতে বাদ্যনিকূপ, সান্ধ্য সমীরণে কর্ণে আসিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গীতিময় [স] বিণ সংগীতময়। 'দুলছে পবনে সনসন বনবীথিকা, গীতিময় তরুলতিকা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গীতিময়ী [স] বিণ ক্রী সংগীতপূর্ণ। 'ফুল বিহরের গীতিময়ী ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গীতিরচয়িতা [স] বিণ গীতিকার। 'গীতিরচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মন যে দুই প্রত্যন্ত রেখার মধ্যে সোদুল্যমান ছিল ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

গীতিরস [স] বি সংগীতময়তা। 'রবীন্দ্রনাথের গল্প যোগাসা চেষ্টক দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

গীতিশব্দ [স] বি গানের কথা। 'দুই একজন সুরাপ্রকৃত্তিক কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গীতিশিল্পী [স] বি গায়ক। 'স্বাভ্যনামা গীতিশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।' বেগম, ১৯৪৭।

গীতিশূন্য [স] বিণ সুর নেই এমন। 'গোধূলির গীতিশূন্য তুচ্ছিত গ্রহরখানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গীতিশৈলী [স] বি গানের শৈলী। 'ওরুদেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের

সূর্যাস্তের সময় যে লীলাযুক্ত লীলাঘরের সৃষ্টি করেছিল ...।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

গীতিসাহিত্য [স] বি গীতধর্মী সাহিত্য। 'রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতা দিয়ে যে বাঙলা গীতিসাহিত্য রচনা গিয়েছেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

গীতিহীন [স] বিণ সংগীতবিহীন। 'সারাদিন গীতিহীন স্ত্রীহীন চলে গেছে মোর বীণাপাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গীতিকা [স] ১ বি ছন্দোবদ্ধ পত্র। 'লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ...।' মাইকেল, ১৮৬২। ২ বি গীতিকবিতা; গাথা। 'ধনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে শতেক যুগের গীতিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গীম [স] গ্রীবা/বি গ্রীবা। 'আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গীমহার [স] গ্রীবা-হার/বি গলার হার। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' আলোড়ন, ১৮৮০।

গীমা [স] গ্রীবা/বি গ্রীবা। 'লোতে মুখ সোড গেলে বাঁধি ভুজগাস পিয় ধরব গীমা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গীয়মান [স] বিণ গাওয়া হয়েছে এমন। 'কোনো পুরুষ কর্তৃক গীয়মান বক্ত্যমাণ আর্বাতি মনলেন।' প্রমথ, ১৯৩০।

গীয়া [স] ঘাওয়া

গীয়ার [স] বি যান্ত্রিক যানের চালক অংশ। 'মটোরের ইঞ্জিন গীয়ার বদলের সাথে ঝিকিয়ে উঠল।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

গীরগিট [স] গিরগিট/বি টিকটিকি; সর্পীসুপবিশেষ। 'বোধ হয় কেবল গীরগিটই অপ্রভু ছিল।' হুতায়, ১৮৬১।

গীরি [স] গিরি/বি পাহাড়। 'লাফ দিয়া গেলা জ্ঞাথা পোবর্দন গীরি।' জ্ঞানানন্দ, ১৫০০।

গীরিদা [স] গিরিদা/বি তাকিয়া। 'গীরিদা হেলান গা মউর পুচ্ছের বা।' কুজুমার, ১৭২০।

গীর্জা [স] প ইয়োজা/বি খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'বিসপকালেজেতে যে গীর্জা আছে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

গীর্বাণ [স] বি দেবতা। 'গীর্বাণপ্রধান দেব গজেন্দ্রবন্দন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গীর্ঘা, **গীর্ঘা** [স] প ইয়োজা/বি গীর্জা; খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'যে স্থানে খ্রীষ্টিয়ান গীর্ঘা হওনের কল্প হইয়াছিল।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

গু [স] গুথ, কা গুহা/বি মল; বিষ্ঠা। 'দেখ আমি গু দিয়া খিরা খাইব।' মশাররফ, ১৮৮৯।

গু ঘাঁটা [স] আজেবাজে কাজ করা। 'ঢের গু ঘাঁটানো হয়েছে যেন সারাদিন ভরে।' জীবন, ১৯৩১।

গুয়ে গোবরে - বিপর্যস্ত অবস্থা। 'কপালের নাম গোপালচন্দ্র কপালের নাম গুয়ে গোবরে।' লালন, ১৮৯০।

গুআ [স] গুওক। বি সুগারি। 'এহা গুআ পান তোকে আপনেই খাহা।' বহু, ১৪৫০।

গুজেরী [স] গুজরা/বি রাগবিশেষ। 'রাগ কল্লগুজেরী।' চর্চা ৪১, ১২০০।

গুই বি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'কাশীনাথ গুই।' সের্ঘি, ১৮৪০।

গুজডানো [স] লুকানো। 'মুখ গুজড়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা আমার কর্ম নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গুজা [স] গুজা/বি গুজা ফল। 'জতনে কত ন কেন বেসাহএ গুজা দে দহ কীন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ওঁজা [স কুজ] *বিণ* কুঁজা। 'ওঁজা হই দুই করে কচালএ আঁখি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ওঁজাবুড়ি [স কুজ+বুড়ি] *বি* কুঁজো বুড়ি। 'অনেক দেমাকির দেমাক কঁনোছে ওঁজাবুড়ি।' *শরীদুলাহ*, ১৯৬২।

ওঁজা [হি গোজা] ১ *ক্রি* নোয়ানো। 'যার গকে মাথা ওঁজি বাসুকি পলায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রি* পাঁখা। 'নেকটাইয়ে একটি তলবারের আকারে পিন ওঁজি এসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* লুকানো। 'তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার খপির মধ্যে ওঁজলে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ওঁজিকানি [হি গোজা+কানি] *বি* খোপার কাঁটা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওঁটিখেলা *বি* খেলাবিশেষ। 'পল্লীগ্রামে নাট্যখেলা দেখা আছে কিখা ওঁটিখেলা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ওঁড়া [স ওওক] ১ *বিণ* চূর্ণ। 'কামড় দিয়া মেঘ করে ওঁড়া।' *বিজয়*, ১৫০০। ২ *বি* অবশেষ। 'এবে ওঁড়া তবু কিছু ওঁড়া আছে শেষে।' *ভারত*, ১৭৬০।

ওঁড়া গাঁড়া *বিণ* অতি সামান্য পরিমাণ। 'যাযা ওঁড়া গাঁড়া পড়িয়া থাকে তাহা জমিদারেরা লয়ন।' *জ্ঞানারূপোদয়*, ১৮৫২।

ওঁড়াগাড়া [ধন্য] *বি* পাতার মর্মরধনি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ওঁড়ানো [স ওওক] *ক্রি* চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। 'রথের চাকায় গেছে সে ওঁড়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ওঁড়ি [স ওওক] ১ *বি* রেণু। 'দুগি ওঁড়ি পায় মাত্র যে সুকৃতি জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* সূক্ষ্ম চূর্ণ। 'কিউটিকিউরা ট্যালকামের গুড়ি পেড়েছিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ওঁড়িওঁড়ি [ওঁড়ি] *বিণ* ইলশেওঁড়ি; বুব হালকা ধারায়। 'সকল হইতে ওঁড়ি ওঁড়ি বৃষ্টি নামিয়াছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ওঁড়ি [স গতি] ১ *বি* বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'প্রেমচাঁদ ওঁড়ি-সেবধি, ১৮৪০। ২ *বি* বৃক্ষের কাণ্ড। 'কঁটালের ওঁড়ি প্রায় ভুড়ি এলাইয়া।' *তত্ত্ব*, ১৮৫৮।

ওঁড়িওয়ালা [ওঁড়ি+হি ওয়ালা] *বিণ* ওঁড়িবিশিষ্ট। 'কাঠের মত শক্ত ওঁড়িওয়ালা।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

ওঁড়ি *বি* হামাওড়ি। 'তার পাশে সে ওঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

ওঁড়ি মারা *বি* সংকুচিত দেহে চলা। 'এত সংকীর্ণ যে ওঁড়ি মারিয়া চলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ওঁড়িসুড়ি *বিণ* জড়োসড়ো। 'দিবি ওঁড়িসুড়ি হয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছে।' *মণীশ*, ১৯৫৭।

ওঁড়ী [স ওও] ১ *বি* ওড় উৎপাদক। 'সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বি* রসিক। 'বিদ্যা বলে নহ বুড়ী, মাসাস রসের ওঁড়ী।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ওঁড়ো [স ওওক] *বি* চূর্ণ। 'ইটের ওঁড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফরসা করে এনেছিলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

ওঁত *বি* বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'দেবীদাস ওঁত।' *সেবধি*, ১৮৪০।

ওঁতওঁতি [আ গোতা] *বি* দাঙ্কাধাকি। 'দুজনে ছুড়ছি ও ওঁতওঁতি করিয়া মরিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ওঁতনি [আ গোতা] *বি* শিং দিয়ে দাঙ্কা মারার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ওঁতনিয়া [আ গোতা] *বিণ* শিং দিয়ে দাঙ্কা মারা স্বভাব এমন। *বিদ্যা*,

১৮৯১।

ওঁতনো, ওঁতানো [আ গোতা] *ক্রি* শিং দিয়ে আঘাত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'ওঁতানো না কি।' *শব্দ*, ১৯২৬।

ওঁতানি *বি* ওঁতা বা দাঙ্কা মারা। 'এর ধাতানি ওর ওঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

ওঁতি [আ গোতা] ১ *বি* ওঁতা; দাঙ্কা। 'ওরে জ্ঞান না কি ডাকের কথা না পড়িলে ওঁতার ওঁতি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ *বি* ঠাট্টানি। 'পড়িলে ওঁতিলে দুদিনতাই না পড়িলে ওঁতার ওঁতি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ওঁতো [আ গোতা] *বি* দাঙ্কা। 'বাবুর মান ওঁতোয় ওঁতোয় খেঁতো হয়ে গেছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ওঁতোওঁতি ১ *বি* তর্কবিতর্ক। 'দেশী ও বিলেতি ভাবের ওঁতোওঁতি ওঁতোওঁতি চলছে।' *প্রমথ*, ১৯২০। ২ *বি* দাঙ্কাধাকি। 'ওঁতোওঁতি করে নামবার চেষ্টা করল।' *হাসান*, ১৯৬৩।

ওঁতাগাঁতা *বি* মারধোর। 'দু-চারটে ওঁতাগাঁতা খাওয়ার পরই হিম্মৎ সংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

ওঁতো [স ওও] *বিণ* গোঁফওয়ালা। 'কাঁচি-কপচানো ওঁতো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ওঁয়ানো [স গম] *ক্রি* কাটানো। 'গোবর্ধন গিরিতে ওঁয়ালাম দিন কত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ওঁতি [স ওও] ১ *বি* সিঁদ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ওঁতুরি [স ওও+কা খোর] *বিণ* আহাযকি। 'অনেক কিছুই দাদার ওঁতুরির জন্য।' *জীবন*, ১৯৩২।

ওঁগলি, ওঁগলী *বি* ছোটো শামুক। 'ওঁগলি।' *ওঁগা*, ১৭৮৫; 'ছোট ছোট ওঁগলী ও ছোট ছোট কীট খরিয়া খায়।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

ওঁগলি [হি] *বিণ* (হিকেটে) লেজব্রেক বলের ভলিতে করা অস্ত্রব্রেক বল। 'ফাস্ট মিডিয়াম ব্রো ওঁগলি বোলার।' *মুক্ততবা*, ১৯৫৮।

ওঁগুতল [স] *বি* এক প্রকার সুগন্ধি নির্বাস। 'পুড়ছে দেদার ধূপ-ধূনো ওঁগুতল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ওঁগুরানো [ধন্য] *ক্রি* গোঁ শো দগ করা। 'অজ্ঞান হয়ে থাকিস বলেই তো ঝুল্লের চোটে তোরা ওঁগুরে মরিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ওঁড়ানো [স গম+ওঁ] *ক্রি* অভিবাহিত করা। 'বার সোল বৎসরে লোক জীবন ওঁড়াই।' *মালাধর*, ১৫০০।

ওঁড়াইল *ক্রি* অভিবাহিত করণো। 'জঘ ওঁড়াইল বিশ্ব কুলটা লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

ওঁছ [স] ১ *বি* গোছ। 'মস্তকে যে কেশওঁছ রাখা হয়, তাহাকেই নূর বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ *বি* থোকা; শুক। 'অতিভক্ত এফুন্স কুসুম ওঁছ ... সমস্তজনের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫১; 'আত্মের ওঁছ, গোপালপর বন, বৃন্দাবনের পান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ওঁছ ওঁছ [স] *বিণ* থোকা থোকা। 'নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা ওঁছ ওঁছ পুষ্পে ঢাকা, অম্রবন তাম্রকলময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ওঁছবছ [স] *বিণ* থোকা থোকা। 'ক্রমশঃ এদেশে ওঁছবছ রক্ত-কুসুম/ছড়ায় শত্রু-শবের গন্ধ, ভাঙে ভীত ঘুম।' *সুকাভ*, ১৯৮৮।

ওঁছানো [স ওঁছ] ১ *ক্রি* সঞ্জয় করা। 'টাকা করি থাকে, নাবালাক হইলে, এমন সব লাসের খবর ওঁছানে রাখবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ *ক্রি* সাঙ্গানো। 'জিনিসপত্র ওঁছাইয়া এমনভাবে বসিয়া আছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ওছানো গাছানো ক্রি বিন্যস্ত করা; পরিচ্ছন্ন করা। 'শস্যকাণ্ডনিকে মুখের মধ্যে ওছিয়ে গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয় - ' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ওছি [স ওছ>] বি ওছ। 'অলকে তার একটি ওছি করবীফুল রক্তকচি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ওছোন [প্রা গছ>] বিণ সাজানো। 'ও বৌমার হবিষ্যির সামগ্রী; কাল থেকে ওছোন ছিল।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ওজ, ওজা [স কুজ] বিণ কুজ। মানোএল, ১৭৪৩।

ওজগাছ [ধন্যা] বি চাপা উত্তেজনাপূর্ণ চুপি চুপি আলাপ। 'চার দিকে অসন্তোষের ওজগাছ পড়ে গ্যাল।' হত্যোম, ১৮৬১।

ওজব [ফা ওজাফ] ১ বি জনব। 'সূর্য তো এখানে ওজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি ভিত্তিহীন প্রচার। 'ও-সব ওজবের কথা শোনেন কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ওজরাতি, ওজরাটি [ওজরাট>] বিণ ওজরাট সংক্রান্ত; ওজরাট দেশীয়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ওজরাটি অঁজনী ছন্দে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

ওজরাতিভাবী বিণ ওজরাতি ভাষা ব্যবহারকারী। 'পাল্লাভীভাবী ও ওজরাতিভাবী জগৎগণের উপর ঐ দৃষ্টি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ওজরাণ [ফা] বি জীবিকা নির্বাহ। 'বসুপ্রাণীচ্ছক যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় তদ্বারা ওজরাণ করে।' দর্পণ, ১৮২৯।

ওজরাতি, ওজরাতি [ওজরাট>] ১ বিণ ওজরাটের। 'ওজরাতি হাতি।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি ওজরাটের অধিবাসী। 'ওজরাতিদের পতেড়ি।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

ওজরান [ফা] ১ বি চলার মতো আয়। 'চাকরী ছাড়িয়া দিলাম আমাকে ওজরান হইল না।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি সিন্ধবান। 'মেয়র্স, ১৭৫৭; 'মায়ের নিকটে থাকিয়া ওজরান করি।' দর্পণ, ১৮৫৭।

ওজরান করা ক্রি কাটানো। 'পাড়া-পতিবেশীরা কোন রকমে দিন ওজরান করে।' শওকত, ১৯৫৮।

ওজরানো [স ওঞ্জর>] ক্রি ওঞ্জর করা। 'মধুশোভে ভ্রমর ওজরে।' বড়, ১৪৫০।

ওজরানো [ফা ওজরান] ক্রি সময় কাটানো। 'কোন দরবারে ওজরানিবার জনো।' কাল্যপে, ১৭৮৭।

ওজরী, ওজরী [স ওঞ্জর] বি পায়ের অলংকারবিশেষ। 'অষ্টবেকি ওজরী কড়া, পায়েতে যুজুর জড়া।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ওজরী পক্ষম [স ওঞ্জর>+স পক্ষম] বি প্রাচীনকালে প্রচলিত পায়ের অলংকার। 'অলংকারা পায়ের ওজরী পক্ষম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ওজরী পাইজোর [স ওঞ্জর+স পাদ>+ফা জোর] বি পায়ের অলংকার-বিশেষ। 'ওজরী পাইজোরের রুমুঝুম।' নজরুল, ১৯২৪।

ওজস্তা পয়স্তা [ফা ওজস্তা+ফা পয়স্তা] ক্রিবিধ পূর্বাপর। 'ওজস্তা পয়স্তা ছো মালওজারি করিয়া আসিতেছে তাহাই করিবে।' ডেরলি, ১৭৯১।

ওজারী [ফা ওজরান] ক্রি পালন করা; সম্পন্ন করা। ওজারিতে ক্রি সম্পন্ন করতে। 'ওজারিতে নামাজ যে মনেত ইচ্ছা।' সুলতান, ১৭০০। ওজারিলে ক্রি পালন করলে। 'দুই ওজারিলে দুই কেমিব খোদাএ।' আলগোল, ১৬৮০।

ওজারী [ফা ওজরান] বি অতীত জীবন। মানোএল, ১৭৪৩।

ওজুর [ফা ওজারাহ] বি উপস্থাপন। 'রুজুর মিছিল ওজুর করিতে পারে না।' প্রজাকর, ১৮৫৮।

ওজুর ওজুর [ধন্যা] বি গোপন পরামর্শ। 'গৌরের শালারা এখনও সব ওজুর ওজুর করছে।' তারা, ১৯৪২।

ওজুর-মুণে [ধন্যা ওজুর+স মুণা] বিণ ওজুরী কীটের ঘারা আক্রান্ত। 'ওজুর-মুণে, দেড়-পাঁজুরে ল্যাভাগ্যাপচার।' নজরুল, ১৯২৬।

ওজুরি বি বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'বদনচন্দ্র ওজুরি।' সেবধি, ১৮৪০।

ওজোব [ফা ওজাফ] বিণ অহেতুক রটেছে এমন। 'এড়া কেবল ওজোব কথা।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ওজুরী বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'ওজুরীরাগঃ।' বড়, ১৪৫০।

ওজ্রান [ফা ওজরান; স ওজরান; সময় কাটানো। 'সময় মাফিক ওজ্রান করিব।' ওর্স, ১৭৭৯।

ওএরা [স ওবাক] বি সুপারি। 'সকল কটক মিলি লব পান গুয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

ওঞ্জ [সি বি ফুসের ওছ]। 'লতাকুঞ্জে বেটিল বিবিধ ওঞ্জ।' বড়, ১৪৫০।

ওঞ্জব [সি বিণ ওঞ্জবকারী। 'বিচিত্রবর্ণকমুত ওঞ্জব পক্ষীরা প্রাণবান সকোণ কাচখণ্ডের ন্যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ওঞ্জব [সি বিণ ওজনন ধনি। 'মলয়-বীজন, ভ্রমর-ওঞ্জব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ওঞ্জবান [সি বি ওজনন ধনি। 'তোমার ঘোঁচক থেকে বিদায় হবার ওঞ্জবান করে নেওয়া যাক।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ওঞ্জবধনি [সি বি ওজনন ধনি। 'চার দিক থেকে একটা প্রশংসার ওঞ্জবধনি উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ওঞ্জবমুখর [সি বিণ ওজনন শব্দে ধনিত। 'নবীন শিশিরসিক্ত ওঞ্জবমুখর স্নিগ্ধবনপথ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ওঞ্জবরাগ [সি বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'ওঞ্জবরাগ।' মালাধর, ১৫০০।

ওঞ্জনা [স ওঞ্জন>] বি বন্ধার। 'উঠিতেছে ধনি তোমারি বীণার ওঞ্জনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ওঞ্জনালাপ [স ওঞ্জন-আলাপ] বি অনূক্ত আলাপ। 'দুইজনের ওঞ্জনালাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ওঞ্জর [সি বি ওঞ্জন। 'মঞ্জুরী মঞ্জুর ভ্রমর ওঞ্জর।' বাহরাম, ১৬৫০।

ওঞ্জরগ [স ওঞ্জর>] ১ বি ওজনন ধনি। 'এইমত অসুষ্ঠুধনীর ওঞ্জরগ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি বন্ধার। 'বীণার ওঞ্জরগ আকাশে মেলে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ওঞ্জরগময় [স ওঞ্জর>+স ময়] বিণ ওজনন রবে পূর্ণ। 'এ-বিকেল মানুষ না মাছদের ওঞ্জরগময়।' জীবন, ১৯৪৮।

ওঞ্জরতান [সি বি ওজনন রব। 'ওঞ্জরতান করিয়াছি গান জ্যোৎস্নারাত্রে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ওঞ্জরী [স ওঞ্জর>] ক্রি ওজনন ধনি তোলা। 'বিদ্যাপতি এহো ভানে ওঞ্জরী ভজ্ঞ ভগবানে, কইহুয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ওঞ্জরী বেড়ায় পুষ্পবনে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০; 'ওঞ্জরিল অশি চারি দিকে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ওঞ্জরিত [সি বিণ ওজনন রব করে এমন। 'ওঞ্জরিত তানে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গুঞ্জরি [স গুঞ্জর+রাগ] বি (সংগীত) গুঞ্জরী রাগিণী। 'গুঞ্জরিরাগ'।
মালাধর, ১৫০০; 'মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ'। 'মালাধর, ১৫০০।

গুঞ্জরী [স গুঞ্জর] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ গুঞ্জরী'। চর্য্য ২২, ১২০০।

গুঞ্জরী [স গুঞ্জা বি গুঞ্জা ফল। 'মোরসি পীছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালা'। চর্য্য ২৮, ১২০০।

গুঞ্জা [স গুঞ্জন বি গুঞ্জন করা। 'সরস ভ্রমর গুঞ্জে'। বড়ু, ১৪৫০; 'অলিকুল গুঞ্জে নগবত বাঞ্জে'। বাহরাম, ১৬৫০।

গুঞ্জা [স] ১ বি কুঁচফল। 'সিন্দুর বদলে হিন্দুল পাব গুঞ্জা বদলে পলা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গুঞ্জালতা। 'যারা গুঞ্জাফুলের মালা গেঁথে পরে পরায় গলে'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

গুঞ্জামালা [স] বি কুঁচফলের মালা। 'গোবর্নরের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুঞ্জাহার [স] বি কুঁচের মালা। 'বেড় বংশী শিলা হাঁদদড়ি গুঞ্জাহার'। বৃন্দা, ১৫৮০।

গুঞ্জায়েশ [ফ গুঞ্জায়িশ] বি স্থান। 'এতেও গুঞ্জায়েশ হলো না'। মাহেনও, ১৯৯৯।

গুঞ্জিত [স] বিণ গুণজন ধ্বনিতো মুখর। 'কোকিল কুঞ্জিত ভ্রমর গুঞ্জিত'। রামভ্রসাদ, ১৭৮০।

গুটলি [স গুটি] বি ধাতব মুদ্রাবিশেষ। 'গুটলি বলিয়া বিখ্যাত ছোট মিশ্রলি পয়সা'। দর্পণ, ১৮৩৩।

গুটানো [স গোষ্ঠা] বিণ গুটিয়ে-রাবা। 'ছাতের উপর গুটানো বিছানা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

গুটানো [স গোষ্ঠা] ১ ক্রি সংকুচিত করা। 'পা গুটাইয়া পেটের হৃদয়ে রাখে'। মদনমোহন, ১৮৫০। ২ ক্রি ভাঁজ করা। 'আঁধারে গুটিয়ে পাখা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রি টেনে সঙ্কীর্ণ করা। 'আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ ক্রি তুলে নেওয়া। 'গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম'। রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ ক্রি স্থগিত করা। 'সাতচল্লিশ বছরের ব্যবসা গুটালে'। জীবন, ১৯৩২। ৬ ক্রি বন্ধ করা। 'হেথা এসে গণক গুটাল পুসি'। বৃন্দাবন, ১৯৩৩। **গুটে** ক্রি গুটিয়ে। 'দমের ঘরে রয়েছে সে আসলে কলের মূলটি গুটে'। লালন, ১৮৯০।

গুটি অব্য সংখ্যাব্যাক পদান্ত্রিত নির্দেশক। 'গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে'। বড়ু, ১৪৫০।

গুটিকবিশ বিণ অল্পসংখ্যক। 'বিবেকাদির প্রত্যয়ক গুটিকএক শব্দ আছে'। জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩২।

গুটিকত বিণ কয়েকটি। 'তেমনি গুটিকত কারিকাও আছে'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

গুটিকতক ১ বিণ কয়েকজন। 'ভ্রমশোক তাঁর জনতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ফ্রেডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন'। হুতোম, ১৮৬১। ২ বিণ অল্প কয়েকটি। 'গুটিকতক গাছ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গুটি কয় বিণ কয়েকটি। 'গুটি কয় হাঁস'। ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

গুটিকয়েক বিণ কয়েকটি। 'প্রায়-অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো হোটো মেয়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গুটিগুটি ১ ক্রিবিণ একে একে। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রিবিণ আস্তে আস্তে পা ফেলে। 'আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। 'নবীমা যেন গুটিগুটি পা ফেলিয়া ...'। ফাঁক

তালাস করিয়া বেড়াইতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

গুটি [স] ১ বি লুচু, পাশা ইত্যাদি খেলার চাল নির্ভর করে যে চারকোনা উপকরণের ওপর; ডাইস। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি দাবার ঘুঁটি। ওর্স, ১৭৮৫। ৩ বি রেশমের কোষ। 'রেশম নির্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রক্ষ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া বলে'। বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ বিণ কটি ফল। 'ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি'। গুণ, ১৮৫৮। ৫ বি ছোটো গোলাকার বড়ি। 'খেতে দেয় গোবরের গুটি'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গুটিগুটি বিণ ছোটো ছোটো। 'ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি'। গুণ, ১৮৫৮।

গুটিপোকা [স গুটি+স পুতিকা] বি রেশমের কীট। 'গুটিপোকা কীটপ নিজ লাগায় বন্দী হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুটি মারা ক্রি জড়সড় হওয়া। 'সুদূর কুঁহিভার মধ্যেই গুটি মারিয়া পোতা থাকিব'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

গুটিসুটি ক্রিবিণ জড়সড়। 'গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গুটিসুটি মারা ক্রি জড়সড় হয়ে থাকা। 'আমজাদ গুটিসুটি মারিয়া গতিবিধি লক্ষ্য করে শুধু'। শওকত, ১৯৫৮।

গুটিক [স গুটি] বিণ একজনমাত্র। 'হৃদয় মুখেতে এক সমতুল কোটিকে গুটিক পাই'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গুটিকা [স] বি গোল ফল। 'অমর গুটিকা দিলা জোড়া নারিকল'। রামাই, ১৭১০।

গুটা [স ক্ষোভ] বি খুঁটি। 'পাক গুটা পাট নাথ গঢ়ন আদ্যার'। বড়ু, ১৪৫০।

গুটী [স গুটি] বি গুটিকা; গুলি। 'দুই পাশে নিরমিল গুণোভন গুটী'। বড়ু, ১৪৫০।

গুড [স] বিণ শুভ। **গুড ইভনিং** [সি] বি শুভ সন্ধ্যা। 'বাবু উপরে এলেন - সেকথাও, গুড ইভনিং ও নমস্কারের ডিড চুকতে আদ ঘন্টা লাগলো'। হুতোম, ১৮৬১।

গুড ইভনিং [সি] শুভ সন্ধ্যা। 'এমন সময় গোরো "গুড ইভনিং স্যার" ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গুডউইল [সি] বি সুমন। 'এর গুডউইল কিনেছে তিন বছর আগে'। জীবন, ১৯৩২।

গুড-ডে [সি] বি (সমোথনে) শুভ দিন। 'প্রকাশ্যে গুড-ডে খুদিরাম বাবু'। গিরিশ, ১৮৮৬।

গুড ফ্রাইডে [সি] বি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'খ্রীষ্টীয় রোজার (গুড ফ্রাইডে) সময় ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানগণ ...'। রোকেয়া, ১৯০৪।

গুডবয় [সি] বি সুবোধ বালক। 'গুডবয় হয়ে গিলিছে আফিম'। নজরুল, ১৯৩১।

গুডবাই [সি] বি শুভ বিদায়। 'গুডবাই শাশী'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গুড মর্নিং, **গুড মার্নিং**, **গুড মার্নিং** [সি] বি সুপ্রভাত। 'গুড মার্নিং মডেম'। প্রভাকর, ১৮৩১; 'গুড মার্নিং শব্দান্তরে সকলে পেকেছেন'। পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬; 'গুড মর্নিং স্যার, বলে এস্টেডন মাস্টার নিশেনটা তুলেন'। হুতোম, ১৮৬১।

গুডস [সি] ১ বি জিনিসপত্র; পণ্য। 'সেকেন ক্লাস ও গুডস ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল'। হুতোম, ১৮৬১। ২ বি মালাবাধী

ট্রেন। 'ট্রেন আসে ... মেল, ওডস, সাটল, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার।' হোসেন, ১৯৪০।

ওড় [স। ১ বি আখ, বেজুর প্রভৃতির রস থেকে তৈরি মিষ্ট দ্রব্য। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া ওড়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ওড় এবং মতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি লাভ; কমিশন। 'দালালির ওড়ে সবারই লোভ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ওড়পিটে [স। ওড়+স পিষ্টক। বি ওড় দিয়ে তৈরি মালাপোয়া জাতীয় পিঠা। 'চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব ওড়পিটে।' ওষ, ১৮৫৮।

ওড়বীজ [স। বি আখ; তাল, বেজুর ইত্যাদি যা থেকে ওড় তৈরি হয়। 'ওড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা।' ওষ, ১৮৫৮।

ওড়-মুড়ি [স। ওড়+মুড়ি। বি ওড় মাখানো মুড়ি। 'এক পাখর ওড়মুড়ি জলযোগের কারণ দিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

ওড়ে পাখর বি নিফল আশা। 'শাকসব্বী? সে ওড়ে পাখর।' মূলতবা, ১৯৪৯।

ওড়ে বালি পড়া ক্রি আশাভঙ্গ হওয়া। 'আজ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার কল্যাণে সে ওড়ে বালি পড়েছে।' হৃদয়, ১৮৬১।

ওড়ের পাটালি বি পটায় জমানো ওড়ের বস। 'ও-ইড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান ওড়ের পাটালি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ওড় [স। বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'রাধাকৃষ্ণ ওড়।' সেবধি, ১৮৪০।

ওড়কাঁউলি বি উদ্ভিদবিশেষ। 'পাতা সিজ ঘোড়া সিজ ওড়কাঁউলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ওড়ওড় [ধন্য। ১ বি পাখিবিশেষ। 'ওড়ওড় ভারই ঘটা টুনটুনি তালচটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অবিরাম ওড় শব্দকারী। 'হুকুর ওড়ওড় আওয়াজ হঠাৎ খেমে গেল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ওড়ওড়ি [ধন্য। ১ বি নলযুক্ত হাঁকা। 'কেহ সোনাবান্ধা হাঁকাওড়, কেহ ওড়ওড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' ভূবলী, ১৬২৫। ২ বি ওড়ওড় শব্দ। 'দামামা নাকাড়ায় ওড়ওড়ি ডাঙ্কায় কর্ণভেদী ধনি আর অস্ত্রের চাকচিক্য।' মশাররফ, ১৮৮৭।

ওড়ওড়িয়ে [ধন্য। ক্রিবিধ চুপিসারে। 'সেই সময়ে ওড়ওড়িয়ে পিছন হতে এসে।' সুকুমার, ১৯১৮।

ওড়মী বি বুনা ফলবিশেষ। 'জললে ওড়মী ফল ফলে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

ওড়া [স। গণি। বি নৌকার ধারে বসানো সৰু পাটাতন। 'গড়ে ভিন্সা ময়ূরকর ... পাশে ওড়া বসিতে গাবর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ওড়া [স। ওড়ক। ১ বি চূর্ণ। 'জ্বাতে ঠেকে সেই সব হইয়া জ্বাএ ওড়া।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি হত্যা। 'দশবিধ বীরবর ধায় নৈয়া জমখর শীমন্তে করিতে ওড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নষ্ট। 'হয় মাস খুঁজো বাস হয়্যা গেল ওড়া/ লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ওড়াতা [স। বিগ্না থেকে বণ করেছো এমন; হিন্দু দেবতা শিব। 'আমি ওড়াকেশ নই, নিদ্রা আমি লায় করিনি।' মূলতবা, ১৯৫২।

ওড়াতুন [স। ওড়কচূর্ণ। বি ওড়া চুন। ওঙ্গা, ১৭৮২।

ওড়ানো [স। ওড়ক। ক্রি চূর্ণ করা। 'মনে আশা এহার পচাত ওড়াইব।' রূপরায়, ১৭৫০।

ওড়ামুড়ি [স। ওড়+মুড়ি। বি ওড় মাখানো মুড়ি। 'ওড়ামুড়ি খান খোল আড়ি।' নজরুল, ১৯২৬।

ওড়ি [স। গণি>। বি গাছের মূলের দিকের মোটা অংশবিশেষ; কাণ্ড। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

ওড়ি ওড়ি [স। গণি>। ক্রিবিধ ওটি ওটি। 'ক্ষণে চলে ওড়ি ওড়ি।' মুরারি, ১৫৭০।

ওড়ি মেরে বসা ক্রি শরীরটাকে সংকুচিত করে লুকিয়ে থাকা। 'গিয়া দেখিলেন, স্বর্কায় রমাই ভাঁড় ওড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ওড়িসুড়ি [স। গণি>। ক্রিবিধ ওটিসুড়ি: জড়সড় হয়ে। 'সারা রাত ওড়িসুড়ি মেরে তপে থাকে।' জীবন, ১৯৩০।

ওড়ুক [স। ওড়>। বি মিঠা তামাক। 'গোলবাগিনে গ্যাশ মারি ওড়ুক তামুক খায়, গল্পি করে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ওড়ুচ্যাদি তৈল [ওড়ি (স। ওলফ) +স। আদি-তৈল। বি ওলফ লতা থেকে তৈরি তেল। 'কবিরাজ মহাশয় এক বোতল ওড়ুচ্যাদি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

ওড়ুম [ধন্য। বি প্রচণ্ড ধনি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ভয়ানক শব্দ। - ওড়ুম-ক্রম-মুম।' নজরুল, ১৯২২।

ওড়ুম ওড়ুম ১ ক্রিবিধ ওড়ুম ওড়ুম শব্দ করে। 'বড় গোলা ফাটছে ওড়ুম ওড়ুম।' নজরুল, ১৯২২। ২ ক্রিবিধ অব্যাহত ওড়ুম শব্দে। 'চল ধরে তারে ওড়ুম ওড়ুম মারিল দু'তিন কিল।' লসীম, ১৯২৯।

ওড়া [স। গণি। বি সংযোজক কাঠ। 'ভাত ওড়া যোড়ী দিল তৌলঝোপে।' নুট, ১৪৫০।

ওড়া [স। ১ বি নৌকা টানার দড়ি। 'নৌবাহী নৌকা টাওণ ওড়ে।' চর্যা ৩৮, ১২০০; 'গুণ টেনে তোর বয়েস চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বি ধনুকের দ্বিলা; জ্যা। 'পূরার বচনে তৌ ধনুত না দে' গুণ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি গুণ বৈশিষ্ট্য। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।' বড়, ১৪৫০। ৪ বি দ্বারা। 'পাঁচ গুণ অধিক।' দর্পণ, ১৮১৯। ৫ বি (গণিত) পূরণ; গুণন। 'এ সেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'বড় বড় গুণ ভাগ হয়ে যায়।' শ্যামল, ১৯৬৭।

গুণ গুণ বিধ মৃদু গুণনমুখর। 'গুণ গুণ সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গুণটানা [স। গুণ>। বিধ গুণ টানা হয় এমন। 'বুনা ঝাউয়ের ঝোপ, গুণটানা পথ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গুণ টানা ক্রি নৌকার মাষ্টলে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া। 'যারা গুণ টানছে তারা সবলে মাটির উপর ঝুঁকে পড়বে ...' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

গুণবৃক্ষ [স। বি মাষ্টল। 'কত ব্যক্তি ইন্ডিয় ভোগের আতিশয্য দ্বারা ... নৌকার গুণবৃক্ষ ... হইতে পতিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুণ [১ বি ভাষা বৈশিষ্ট্য; সদগুণ। 'সকলগুণসম্পূর্ণী রামা চন্দ্রাবধী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ফল। 'রক্ষা পাইলাম আমি পরমায়ু গুণে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি যোগ্যতা। 'ভুলাইতে পারি এই গুণ আছে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৪ বি সুফল। 'এরূপ বর্ণনার গুণ এই যে, এক মুহুর্তে শীরবরের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বি বৈশিষ্ট্য। 'স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাম্পন জাতীয়দের প্রধান গুণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি জাদু কলা। 'কী যে বলে কেউ না জানে - কী গুণ করেছ।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৭ বি উদ্ভীপনা। 'আমাদের কী গুণ আছে কে জানে?' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৮ বি বস্তুর প্রকৃতি। 'শিক্ষক এখন হইতে বস্তুর গুণ নির্দেশ করিয়া ছাত্রকে ইংরেজিতে বাক্য রচনা করিতে উৎসাহ দিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গুণআগর [স। গুণ-আকর। বি গুণের আকর। 'তোহে গুণআগর নাগরা

রে সুন্দর সুগন্ধ হইয়া'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুণকথা [স] *বি* গুণকীর্তন। 'এইমত সনাতন রহে প্রভুহানে/ কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণকরণ [স] *বি* সন্মোহিত করা। 'তিনি তত্ত্বময়, গুণকরণ, বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন, তুচ্ছতাক, জাদু, ভেলিক ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুণ করা *ক্রি* জাদু দ্বারা বশীভূত করা। 'হোড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুণকর্ম, গুণকর্ম [স] *বি* গুণের বিশিষ্টতা। 'যে গুণকর্ম জ্ঞানী লোকের দ্বারা উচ্চল হইতে পারে।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

গুণকারী [স] *বি* গুণসম্পন্ন; কল্যাণকর। 'নম্রতা অনেক বিষয়ে কোণ অপেক্ষা গুণকারী।' *তারিণী*, ১৮০৩।

গুণ কাহিনী [স] *গুণ+হি* কহানী। *বি* গুণের আখ্যান। 'সতী রমণীগণের গুণ কাহিনী।' *বাসনা*, ১৯০৯।

গুণকীর্তন [স] ১ *বি* প্রশংসা। 'বিদ্যাস্বরী ভাষ্যদের নাম ও গুণকীর্তন করিলেন।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ২ *বি* মহিমা প্রচার। 'কাহার রসনা, — দেব কি মানব, — গুণকীর্তনে তোমার পারক?' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গুণগণ [স] *বি* গুণাবলি। 'ভগবান তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণগণাধার [স] *বি* গুণসম্পন্ন। 'তিনি গুণগণাধার হইলেও কেবল হিন্দুত্বদোষে মোসলমানেরা তাহার প্রতি তাদৃশ অনুরাগী হইলেন না।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুণগত [স] *বি* গুণ সম্পর্কিত। 'যাঁহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল ...' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গুণ-গরিমা [স] *বি* গুণাবলির মাহাত্ম্য; গুরুত্ব। 'ইংরেজি ভাষায় গুণ-গরিমা প্রতিবেশী হিসাবে যারা সব চাইতে বেশি জানে এক-সাতোয়ে।' *মুক্তাবা*, ১৯৫৮।

গুণগান [স] *বি* গুণকীর্তন। 'বৃন্দাবন গুণগান বিভোর হইয়া।' *মুরারি*, ১৫৭০।

গুণ গুণ [ধন্য] *বি* গুণ ধরন। 'গুণ গুণ ধরন।' 'গুণে গুণ গুণ করে গোরাগুণ গায়।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুণ্যাম [স] *বি* গুণাবলি। 'অন্য নাহি জানয়ে এসব গুণ্যাম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গুণ্যাহক [স] *বি* গুণ গুণের সমঝদার। 'গুণ্যাহক ব্যক্তি কর্তৃক তাহারা অন্তপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

গুণ্যাহকতা [স] *বি* গুণ গ্রহণের ক্ষমতা। 'তাঁহার বদান্যতা ও গুণ্যাহকতা কীর্তি শ্রবণ করিয়া ... উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

গুণ্যাহিতা [স] *বি* গুণের সমাদর। 'কত উপেক্ষিত গুণবান ব্যক্তির তাহার গুণ্যাহিতায় ...' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

গুণ্যাহী [স] *বি* গুণ গ্রহণ করতে জানে এমন। 'গুণ্যাহী অদোষদরশী সবা প্রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গুণচয় [স] *বি* গুণরাশি। 'ধৃত পুশ্পধনু চারু গুণচয় ভূষ।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গুণজ [স] ১ *বি* গুণ বিশেষ গুণ আছে এমন। 'ইহার তুল্য গুণজ বালক আমি দেখি নাই।' *রামরায়*, ১৮০১। ২ *বি* গুণ পায়দরী। 'প্রাপ্ত ধাতুগুণ হইতে তাহার স্বাভাবিক গুণজ হইয়া নানাবিধ আশ্চর্য বস্তু

নির্যাস করে।' *অক্ষর*, ১৮৪৩।

গুণদায় [স] *বি* গুণ নানা গুণের অধিকারী। 'কাকুকা মোছেব তার বৌটা অতি গুণদায়।' *গল্পী*, ১৭৬৫।

গুণধর [স] ১ *বি* গুণবান। 'ধর্মবস্ত্র কলেবর/ মহাদাতা গুণধর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বি* গুণ (ব্যাসার্থে) গুণবর্জিত। 'গুণধর ভাইয়ের কাণ দেখে হাসি পায় সকলের।' *শওকত*, ১৯৫৮।

গুণধরা [স] *বি* গুণ গ্রহী। 'উষানামে নন্দিনী সকল গুণধরা।' *কৃষ্ণরায়*, ১৭২০।

গুণধার [স] *বি* গুণী ব্যক্তি। 'যৌত ধৃতি পরি সমস্ত গুণধার।' *রামধর*, ১৭৮০।

গুণধার [স] *বি* গুণবান। 'হির ধীর গম্ভীর অনেক গুণধার।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

গুণনাথ [স] *বি* গুণের অধিপতি। 'গুণনিধি গুণনাথে বিষম দশনাধাতে।' *কৃষ্ণরায়*, ১৭২০।

গুণনাশ [স] *ক্রি* গুণ নষ্ট করা। 'তারকের গুণনাশে সৌচেনা যুঝে গোয়ে।' *কৃষ্ণরায়*, ১৭২০।

গুণনিধি [স] *বি* গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। 'সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি আর জানি কার হয়।' *কিটকি*, ১৬০০।

গুণনিধী [স] *গুণনিধি* *বি* গুণনিধি; কৃষ্ণ। 'হাথে হাথে ছাড়িলি কেহে গুণনিধি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গুণপনা [স] *গুণ+পনা* *বি* দক্ষতা। 'তাহাতে কোনো গুণপনা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

গুণপনামুক্ত [স] *বি* দক্ষ। 'আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনামুক্ত ছিবেলি।' *প্রথম*, ১৯০৫।

গুণপনা [স] *গুণ+পনা* *বি* নৈপুণ্য। 'ফুল নানা গুণপনা কি বলির তার।' *কৃষ্ণরায়*, ১৭২০।

গুণবৎ [স] *বি* গুণবস্তুরূপ। 'তথ্রয়ুজই বা হউক কিবা তাদৃশ গুণবৎ সংস্পর্গযুক্তই বা হউক।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গুণবতি, গুণবতী [স] *গুণবতী* ১ *বি* গুণী গুণাহিত; গুণসম্পন্ন। 'কত কত জনমক পুন ফলে মীলব সে হেন গুণবতী রাধা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* গুণী গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। 'বিদ্যা সন্মোহিয়া বলে তন গুণবতি।' *কৃষ্ণরায়*, ১৭২০।

গুণবস্ত [স] *বি* গুণ পূণ্যবান। 'হো গুণবস্ত সো পুন পায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুণবর্জিত [স] *বি* গুণ গুণহীন। 'চরিত্রসমূহ মানবীয় গুণবর্জিত।' *আশিস*, ১৯৬৪।

গুণবর্ণন [স] *বি* গুণের প্রকাশ। 'তাহারদিগেরও কিছু গুণবর্ণন করি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

গুণবান [স] *বি* গুণ গুণের অধিকারী। 'জগতের বন্দ্য তুমি রূপ-গুণবান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

গুণবার্তা, গুণবার্তা [স] *বি* গুণের প্রচার। 'নাগরিক গুণে নাগরীর গুণবার্তা হওনের উপক্রম হইল।' *ভবানী*, ১৮২৮।

গুণবাহী [স] *বি* গুণ গুণাহিত। 'কল্লোল যে উদার ও গুণবাহী তাতে সন্দেহ কি।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

গুণবোদ্ধা [স] *বি* গুণ গুণের সমঝদার। 'মহাশয়ের তুল্য গুণবান ও গুণবোদ্ধা আর দেখি না।' *ভবানী*, ১৮২৩।

গুণব্যাখ্যা [স] বি গুণের বর্ণনা। 'যে অহম সুরসুন্দরীর গুণব্যাখ্যা ও স্বীকর্তন করেন'। নজরুল, ১৯২৭।

গুণভেদ [স] বি গুণের পার্থক্য। 'উচ্চিদত্তব্রতং পণ্ডিত কৃষক এই গুণভেদের কারণ জ্ঞাত ... করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

গুণব্রহ্ম [স] বি ভুলবশত গুণ বিবেচনা। 'দোষগুলিকেই গুণব্রহ্ম বুলে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান।' প্রমথ, ১৯১৩।

গুণমণি [স] বি বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। 'মায় ছেড়ে কোথা যাবে গৌরগুণমণি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গুণমস্ত [স] গুণবস্ত্র বিণ গুণবান। 'মনেত ডাবিয়া দেখে প্রভু গুণমস্ত।' বাহরাম, ১৬৫০।

গুণময় [স] বিণ গুণধর। 'তথাপি সে যেন নাহি হয় গুণময় লো।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

গুণময়ী [স] বিণ স্ত্রী গুণধর। 'গোপনসুতা গুণময়ী গোপালভগিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুণমুগ্ধ [স] বিণ গুণের দ্বারা আকৃষ্ট। 'তানসনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসনকে যথার্থ ভাবে মরগ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গুণমুত [স] বিণ গুণী। 'বীর মাধবের সুত বাকুড়ায় গুণমুত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুণমুতা [স] বিণ স্ত্রী গুণমুত। 'দিনমণি জিনি রূপ গুণে গুণমুতা।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।

গুণযুক্ত [স] বিণ গুণবিশিষ্ট। 'ইউরোপীয়দিগের যে উত্তম গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

গুণযুক্তা [স] বিণ স্ত্রী গুণবিশিষ্ট। 'পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

গুণযোগ [স] বিণ গুণসম্পন্ন। 'তাদৃশ গুণযোগ হয় নাই।' মদন, ১৮২৮।

গুণরত্ন [স] বি গুণরত্ন রত্ন। 'সভার গুণরত্নকে অনেকে আহ্লাদপূর্বক ... স্পর্শ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গুণরত্ন [স] বি গুণ রূপ যে রত্ন; গুণমণি। 'এই সভা নানা গুণরত্নযুক্ত পণ্ডিত জনে আকীর্ণ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গুণরাশি [স] বি যাবতীয় গুণ। 'দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুণলব্ধ [স] বিণ গুণের প্রতি আকৃষ্ট। 'তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত, আমরা গুণলব্ধ।' প্রমথ, ১৯১৮।

গুণশক্তি [স] বি গুণের ক্ষমতা। 'উহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি গুণশক্তির প্রয়োজন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গুণশালি [স] গুণশালী বিণ গুণসম্পন্ন। 'সম্যক গুণশালি বস্ত্রও যদি অনায়াসলব্ধ হয় ...।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

গুণশালিনী [স] বিণ স্ত্রী গুণসম্পন্ন। 'সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গুণশালী [স] বিণ গুণবান। 'অধোমুখে কহে রাণী তন গুণশালী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গুণশিক্ষা [স] বি ধর্মশিক্ষা। 'সন্তানের প্রতিপালন, ও গুণশিক্ষা করিবেন।' গৌর, ১৮২২।

গুণশীল [স] বিণ গুণসম্পন্ন। 'ভাগ্যবন্ত পুরুষ যে হএ গুণশীল।' বাহরাম, ১৬৫০।

গুণসম্পন্ন [স] বিণ গুণবান। 'এ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুণসিক্ত [স] বিণ অত্যন্ত গুণবান। 'গুণসিক্ত রাজার কুমার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গুণনির্ভর [স] বিণ নির্ভর। 'যে গো গুণহীন সন্তানের মাথে।' মাইকেল, ১৮৬১।

গুণহেতু ক্রিবিণ গুণের কারণে। 'গুণহেতু মহাজনে করন্ত আদর।' আলোগল, ১৬৮০।

গুণাকর [স] গুণ-আকার বিণ গুণসম্পন্ন। 'কার্তিক গণেশ হর স্থাণু শিব গুণাকর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুণাক্রান্ত [স] গুণ-আক্রান্ত বিণ গুণসম্পন্ন। 'সে সর্ব গুণাক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গুণাখ্যান [স] গুণ-আখ্যান বি শ্রেষ্ঠ প্রচার। 'শ্রীবিজয়াদিত্যের গুণাখ্যান করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

গুণাত্মক [স] গুণ-অত্মক বি ভালো ও খারাপ বৈশিষ্ট্য; গুণ ও দোষ। 'তাহার গুণাত্মক প্রমিত না করিয়া অসীমা ...।' রামরাম, ১৮০২।

গুণাত্মিক [স] গুণ-অত্মিক বিণ অতিরিক্ত গুণসম্পন্ন। 'সে সকল দোষ গুণাত্মিক-মাত্র।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

গুণাতীত [স] গুণ-অতীত বি গুণের অতীত; পরম ব্রহ্ম। 'তোমারে যে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গুণাধিপ [স] গুণ-অধিপ বিণ গুণশ্রেষ্ঠ। 'রাজা গুণাধিপ ... পুনর্বীর রাজ্যকার্যে নিবর্তমান হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গুণানুবাদ [স] গুণ-অনুবাদ বি গুণের বর্ণন। 'তোমার গুণানুবাদ রচিত কয়টি সাধ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গুণানুসারে [স] গুণ-অনুসারে ক্রিবিণ গুণ অনুযায়ী। 'সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুণাত্তিকা [স] গুণ-অত্তিকা বি স্ত্রী অশেষ গুণযুক্ত। 'গড় রক্ষ গুণাত্তিকা গণেশ জননী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গুণাধিত [স] গুণ-অধিত বিণ গুণসম্পন্ন। 'সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণাধিত।' অবন, ১৯২৫।

গুণাপেক্ষা [স] গুণ-অপেক্ষা বি গুণের উপর নির্ভর। 'সকলেই নিজ নিজ গুণাপেক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্যস্ত হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুণাবলী [স] গুণ-আবলী বি গুণসমূহ। 'ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, প্রভৃতি গুণাবলী।' প্রভাত, ১৮৯৫।

গুণাবলোকন [স] গুণ-অবলোকন বি গুণ লক্ষ করা। 'অপর জ্ঞাতির গুণাবলোকন বিষয়ে তাহার নির্মীলিত নেত্র উন্মীলিত হইবার নয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

গুণামৃত [স] গুণ-অমৃত বি গুণরূপ অমৃত। 'নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব আনন্দ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুণালব্ধ [স] গুণ-অলব্ধ বিণ গুণসম্পন্ন। 'জননী আপনার অশেষ-গুণালব্ধ তরুণ বয়স সন্তানকে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গুণালয় [স] গুণ-আলয় বিণ গুণবিশিষ্ট। 'জ্ঞানবন্ত গুণালয়/ধর্মবন্ত

অতিশয়।' বাহ্যম, ১৬৫০।

গুণাশয় [স গুণ-আশয়] বি গুণের আধার। 'খগেন্দ্রাসনে গুণাশয় সূশোভন।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গুণা [স গুণ>] ১ ক্রি প্রতীক্ষা করা। 'গজবর সময়স সাক্ষি গুণিআ।' চর্যা ১৭, ১২০০। ২ ক্রি ভাবা। 'কেহে রাখা মনত গুণসি পাঁচ সাত।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি হিসাব করা। 'নিজ মনে আবদুল্লাহ গুণিতে লাগিলা।' সুলতান, ১৭০০।

গুণা [ফা গুনাহ] বি দোষ। 'উম্মী মুমিনের গুণা করিমে বকিবব।' আলাওল, ১৬৮০।

গুণাগার [ফা] ১ বি ক্ষতি। 'ঘর ঘর গুণাগার হবক সরকারে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিগ পাণী। 'তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবদ আছে।' ওয়ালী, ১৯৪৮। দ্র গুনা

গুণাগারি [ফা] বি পাপ। 'খোদার গজব নামে তখন যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৪।

গুণাহগার [ফা] বিগ পাণী। 'আমার ত প্রত্যেকটি লোম গুণাহগার।' রোকেয়া, ১৯৩১। দ্র গুনাগার

গুণা [স গুণ] বি লোহা ইত্যাদির তার। ফরুস্টার, ১৮০১।

গুণাশয় করা ক্রি বারে বারে বলা। 'গুণাশয় করিতে সকলে জান পাএ।' সুলতান, ১৭০০।

গুণাহগার দ্র গুনাগার

গুণিআ [স গুণ>] বি সুতার মালা। 'আমর কাড়িআ নিল গুণিআ গলার।' বড়ু, ১৪৫০।

গুণিন [স] ১ বি শিল্পী। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি ওঝা। 'পড়িলে গুণিনে কিসে তারে পাণী।' লালন, ১৮৯০।

গুণী ১ বি প্রেমিক। 'হেন গুণী মনত চঢ়িলী রাখা নাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি জ্ঞানী ব্যক্তি। 'অখনেই গুণী বিচারিলে জ্ঞান পাএ।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বিগ গুণসম্পন্ন। 'সমুদয় গুণী ব্যক্তি ... আমাদিগের প্রেমপার হইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৪ বি গুণীজন। 'ভূমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গুণিগণ [স গুণী-গণ, সমাসে ই-কার] বি গুণী ব্যক্তিগণ। 'নানা রস প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণে।' আলাওল, ১৬৮০।

গুণিগণাশয় [স গুণী-গণাশয়, সমাসে ই-কার] বিগ গুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বিশিষ্টগণি সমুহমান্য গুণিগণাশয় মহাশয়েরদের প্রতি ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

গুণিজন [স গুণী-জন, সমাসে ই-কার] বি পারদর্শী ব্যক্তিগণ। 'বলিগা গায়েন গুণিজনকে দুইজন মোছাহেবদিগকে ...।' ভবানী, ১৮২৫।

গুণিপনা [স গুণ+পনা] বি গুণপনা; দক্ষতা। 'লেখকের নীল-লোহিতের অনুরূপ গুণিপনা থাকা চাই।' শ্রমণ, ১৯২২।

গুণীজন [স] বি ধর্মিক ব্যক্তি। 'আহাদ সেথায় বিরাজ করেন/হেরে গুণীজন।' নজরুল, ১৯৩২।

গুণীজনসুলভ [স] বিগ গুণী ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় এমন। 'ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণীজনসুলভ।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুণীজ্ঞানী [স] বি জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি। 'গুণীজ্ঞানী যে গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভর্সেই পাওয়া যায় তা নয়।' মুক্ততাব, ১৯৫৮।

গুণীলোক [স] বি গুণবান ব্যক্তি। 'ইহা সেওয়ার কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

গুণোৎকীর্ণ [স গুণ-উৎকীর্ণ] বি গুণের বর্ণনা; গুণকীর্তন। 'বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানা গুণোৎকীর্ণনামের ভারতবর্ষের হিতার্থে তাঁহার ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

গুণোদয় [স গুণ-উদয়] বি সদগুণের উন্মেষ। 'হাতেরা যেই প্রস্তাব করেন তখিনের জনপদের গুণোদয়ের সম্ভাবনা না হয়।' কৌমুদী, ১৮৩০।

গুণোপেত [স গুণ-উপেত] বিগ গুণসম্পন্ন। 'অথবা ডিয়েয়ে যেই গোশোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে।' জীবন, ১৯৩০।

গুণ [স গুণ] বি গুণ। 'যত্ন করি গুণা করি পুরান সুকুতা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুণ [স গোণ] ১ বি পুণ্য। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি দুর্জন; বদমাশ। 'গুরুবরলোড়ী গুণার দল বালক দুইটিকে জোর করিয়া লইয়া যাইবে না।' মশাররফ, ১৮৮৫। 'ভূতপূর্ব গুণগণ আমায় সাদরে বরণ করে নিল।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বি সস্ত্রাণী। 'কংসেশী গুণার হাতে মার খাইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৬।

গুণ [স গোণ] বি ভবধুরে বৃত্তি। মানোএল, ১৭৪৩।

গুণগিরি [স গোণ+গা গিরি] বি বদমায়েশ; গুণামি। 'গুণগিরিকে যদি একবার রীতিমত জাগাইয়া তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গুণাশয়ের বিগ গুণার মতান। 'একটি গুণাশয়ের লোকের সহিত মিস-পরিহাসে মুখের হইয়া উঠিয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুণাত্ত [গুণ+অ তত্ত্ব] বি উচ্ছলতা। 'গুণাত্তের আখড়া জমল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গুণামি, গুণামী [স গোণ>] ১ বি গুণার আচরণ। 'ঘরে আশুন লাগানো এবং মাগধর করিয়া গুণামি করিতে আমাদের চন্দাচই প্রবৃত্তি হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি হেনস্তা; উৎপাদন। 'নার্ঘসিরা রাস্তায় কুমারিনীদের উপর গুণামি করতো।' মুক্ততাব, ১৯৫২।

গুণা সাণা বি দূচরিত লোকজন। 'লুন্সর শেষের বদনজর, গ্রামের যত গুণা সাণার কুই।' কায়সার, ১৯৬২।

গুণি বি যে বিছানার চাদর প্রস্তুত করে। মানোএল, ১৭৪৩।

গুণুর বি পাখিবিশেষ। 'গুণুর ভারই ভাউক লিখিল বক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুণন [স] বি ঘোমটা। 'লাজ-সুখে আজ যাতে গুণন।' নজরুল, ১৯২৮।

গুণনাবৃত্তা [স] বিগ স্ত্রী ঘোমটায় ঢাকা। 'নিভৃতদেশে গুণনাবৃত্তা হিতা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

গুণিত [স] বিগ অবগুণিত। 'আলোতে বিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের/ঘোমটার গুণিত আলোকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গুণিতা [স] বিগ স্ত্রী অবগুণিত। 'ধীরি ধীরি কুণ্ডিত ভাষা গুণিতারে ...।' নজরুল, ১৯৩১।

গুণাত্তি [আ গোতা] বি গোলামাল। মানোএল, ১৭৪৩।

গুণাত্তো [আ গোতা] ১ ক্রি পতর শিং দিয়ে আঘাত করা। 'পাঁজর ডাঙ্গিল মোর ঘাড়ের গুণাত্তো।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ ক্রি টেলা দেওয়া। 'চিরদিন গুণাত্তো পেড়ে আঁটসো না রে।' লালন, ১৮৯০। গুণিতয়ে ক্রিবিগ মুগ্ধির আঘাত দিয়ে। 'ভাঙ্গ জান না ভাবুক রসা ভাঙ্গিল রে মাটি গুণিতয়ে।' লালন, ১৮৯০।

গুণিয়া [স গুণ>] বি মাছবিশেষ। 'গুণিয়া ভাঙ্গন রাগি জেলা ভোলচেসা।' ভারত, ১৭৬০।

গুণ্ডা [আ গুতা] বি আঁচড়। 'তুলির গুণ্ডা ভাইনে মারেন, মারেন কড় বায়ে।' *মুক্তাবা*, ১৯৫৯।

গুণী [স গ্রহণ] কি গাথা। 'বিরচিত কুসুম গুণিত মুক্তাহার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুদ [স] বি গুহাঘর। 'গুদে ব্যাথা করে যেমনি বীর্য অতিরেক।' *সুলতান*, ১৭০০।

গুদড়ি [হি গুদড়ী] বি ছেড়া কাঁথা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

গুদম জাং [প গুদাও+] বি গুদামজাত: সজ্জিত। 'বারোহায়ারি গুদম জাং সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম।' *হুতোম*, ১৮৬১।

গুদাম [প গুদাও] বি মালপত্র জমা করে রাখার ঘর। 'রায়ে গুদাম খুলিয়া দুই পাটি কাপড় চুরি করিয়াছে।' *কাল্যাপে*, ১৭৮৫।

গুদামঘর [প গুদাও+পা ঘর] বি মালপত্র জমা করে রাখার ঘর। *গুণা*, ১৭৮৫; 'আপিসঘর-গুদামঘরের আশে-পাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

গুদামজাত [প গুদাও+স জাত] ১ বিণ আটক। 'যিনি একটু গুজর আপত্তি করিলেন, তিনিই সিরাজদৌলার অন্ধকূপসম গুদামজাত হইলেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০। ২ বিণ সজ্জিত। 'কিছুটা ঢাল গুদামজাত করেছিলাম।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

গুদামবাটি [প গুদাও+স বাটি] বি মালামাল রাখার ভাণ্ডার বা ঘর। 'কলিকাতায় নূতন গুদামবাটি নির্মাণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুদামঘাতকরণ [প গুদাও+স জাত-করণ] বিণ মালামাল সংরক্ষণের জন্য ভাণ্ডারে রাখা। 'বিনা মাসুলে এ গুদামঘাতকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

গুদাম সরকার [প গুদাও+ফা সরকার] বি মালামাল হিসাবরক্ষণ। 'কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

গুদারী [ফা গুদার] বি খেয়াঘাট। 'ভূমির রাজস্ব, ষ্টাম্পের কর, গুদারীর কর, মোকদ্দমার খরচা ইত্যাদি।' *প্রভাকর*, ১৮৫৩।

গুদোম [প গুদাও] বি মালামাল রাখার বড়ো ঘরবিশেষ। 'তবে মোরে গুদোমে পোরলে ক্যান।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

গুদুড়ি, **গুদুরি** [হি গুদুড়ী] বি ছেড়া কাঁথা। 'প্রেমের আবেশে প্রভুর তিভিল গুদুড়ি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমার দশা তলা ফাঁসা জল ছেঁচি আর গুদুরি গলায়।' *লালন*, ১৮৯০।

গুদ্র [স গোধা] বি এক ধরনের সাপ; গোখিকা। 'আনন্দে জঘন্য কাক নাচে গুদ্র কত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

গুনে [স গুণ] ১ বি ধনুকের ছিলা; জ্যা। 'খাঁট কবী কুলের ধনুত দেহ গুনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি নৌকা টেনে নেওয়ার রশি। 'একখানা বোট গুনে টেনে ফিরিয়া যাইতেছিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

গুনট [স গুণ+] বি শনের সূতা দিয়ে তৈরি মোটা চট। 'আমি গুনট আঁজ হুয় মাস আগাম খরিদ করে রেখেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

গুন [স গুণ] ১ বিণ বার; দফা। 'তুই জদি কহসি কবিএ অনুসঙ্গ। টৌরি পিরীতি হুয় লাখ গুন হুয়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বি ভালো বৈশিষ্ট্য। 'এহনি সুন্দরি গুনক আগরি পুনে পুনমত পাব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ বি প্রশংসা। 'পিরস্তুর গুন কহি হরকু তার মন।' *মালাধর*, ১৫০০। ৪ বি বৈশিষ্ট্য। 'অতুর বলিয়া নাম কোন গুনে খুইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৫ বি গুণাবলি। 'কি কহিব রূপ গুন অনঙ্গাগ লোভে।' *মালাধর*, ১৫০০। ৬ বি উদারতা। 'কৃষ্ণের গুনেতে আয়া রাখিল গোসাঁজি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুনধাম [স গুণধাম] বিণ গুণবান। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

গুণধামা বি স্ত্রী গুণী ব্যক্তি। 'রামা গুণধামা ছুমি গুণনিধি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

গুনবতি [স গুণবতী] বিণ স্ত্রী গুণসম্পন্ন। 'সোই গুনবতি গুন গনি গুন না জানি কি গতি মোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুনবন্ত [স গুণবন্ত] বিণ গুণী। 'নানা গুনবন্ত হয়ে সায়ের কোয়ার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

গুনমতি [স গুণবতী] বিণ গুণবতী। 'গুনমতি ধনি পুনমত জন্ম পাবে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গুনমনি [স গুণমণি] বি বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। 'কেমনে প্রেবেসিব পুরি সেই গুনমনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুনসাগর [স গুণসাগর] বিণ সাগরের মতো সীমাহীন গুণসম্পন্ন। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

গুন গুন [ধন্যা] বি মৃদু অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি। 'কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুন গুন।' *ভারত*, ১৭৬০।

গুনগুন করা কি আন্তে আন্তে কথা বলা। 'কানের কাছে গুনগুন করে আবার চলে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

গুনগুনা [ধন্যা] কি গুনগুন শব্দ করা। 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

গুনগুনানি [ধন্যা] ১ বি মৃদু অস্পষ্ট মধুর ধ্বনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোই তো এত গুনগুনানি সব কাজই ভুল ভুল।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ বি পতঙ্গের ডানা থেকে উদ্ভূত ধ্বনিবিশেষ। 'মশার গুনগুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

গুনগুনিয়ে [ধন্যা] ক্রিবিণ মৃদু মধুর ধ্বনিত। 'তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরিক পড়ছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

গুনটি বি বেড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুনতি [স গণন+] ১ বি উপস্থিতি; হাজিরা। *গুণা*, ১৭৮৫। ২ বি গণনা। 'হাত কেঁপে গিয়ে গুনতিতে যাও ফুলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

-গুনা নির্দেশক গুণো। 'বাকুরের অল্পগুনা খেতে হল বটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

গুনা, **গোনা** [স গণ+] ১ কি গণনা করা। 'চটুঘট্টি কোঠা গুনিআ লেই।' *চর্যা* ১২, ২২০০। ২ কি গণ্য করা। 'তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল অব পচতাবকে জাদি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গুন** ১ কি গণনা করা। 'এহা গুন মনে মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ কি মনে করা। 'পুকব আপর কথা রাখা মনে গুন।' *বড়ু*, ১৪৫০। **গুনল** কি গুণলাম। 'তৈখন লঘু গুরু কিছু নহি গুনল অব পচতাবকে জাদি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **গুনসি** কি গোনা। 'নূপ কুমুদল লাজ ভয় না গুনসি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **গুনি** কি ভেবে। 'না গোলা বাপের রার্থ্য পুতিজা মনে গুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **গুনিআ** কি গুণা। 'চটুঘট্টি কোঠা গুনিআ লেই।' *চর্যা* ১২, ২২০০। **গুনিএরা** কি গণনা করে। 'গুনিএরা তোলে শত ফুল।' *মুহুন্দ*, ১৬০০। **গুনিবে** বিণ বিবেচনা করবে। 'এলাহী গুনিবে তারে রাহুল বাদনো।' *গরীব*, ১৭৬৫। **গুনিল** কি গণ্য করলো। 'স্বাক্ষর লোক সব গুনিল প্রমাদ।' *মালাধর*, ১৫০০। **গুনে** কি চিন্তা করে। 'দেখিয়া সম্বর তবে গুনে গুনো মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গুনে গুনে ক্রিবিণ হিসাব করে। 'গুনে গুনে রেজগি দিয়ে প্রতিদিন।' *শায়সুর*, ১৯৬৩।

গুনেগেটে ক্রিবিণ সঠিকভাবে গণনা ক'রে। 'গুনেগেটে দেখলে হয়তো প্রায় সাড়ে আট লাখ' জীবন, ১৯৩২।

গুনা [ফা গুনাহ] বি পাপ। 'সুলতের গুনা ভাবে কত গুন তার' ভারত, ১৭৬০।

গুনাখাতা [ফা গুনাহ+আ খাতা] বি পাপের লিখিত হিসাব। 'লালন কয় বোঝ দেখি কখন হয় শিবর গুনাখাতা' লালন, ১৮৯০।

গুনাগার, গুণাগার [ফা] ১ বিণ, বি অপরাধী। মের্স, ১৭৭৭। ২ বি ক্ষতিপূরণ। 'ইহার গুনাগার তিন কুড়া টাকা' বোগল, ১৭৭০।

৩ বিণ অপরাধ। 'জদি সাবুদ করিতে না পারি তবে হাকিমের গুনাগার।' হ্যাংলহেড, ১৭৭২। ৪ বি ক্ষতি। 'ঘর ঘার গুণাগার হবের সরকারে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৫ বি জরিমানা। 'তবে হাকিমের সরকারে এক সও টাকা গুনাগার দিব।' ওর্স, ১৭৮২। ৬ বিণ পাপী। 'পানের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবদ আছে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

গুনাগারি, গুনাগারী [ফা] ১ বি অপরাধ। 'গুনাগারী' ওর্স, ১৭৮২। ২ বি জরিমানা। 'তারার উপর গুনাগারি কিমন আফিম তিনসও পচাওরি টাকা।' ক্যালশে, ১৭৮৯।

গুনাগীর [স গুণ+ফা গির] বিণ গুণগ্রাহী। 'মহানন্দে জাহাঁগীর গুনাগীর হয়ে' ভারত, ১৭৬০।

গুনানো [স গণনা] ক্রি গণকর দিয়ে তত্ত্বস্ত স্থির করা। 'দেবিজি ঠাকুরের কাছে হুনিয় নিয়ে আসতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

গুনাহ [ফা] বি ইসলাম ধর্মমতে পাপ। গুনাহগার [ফা] বি পাপী লোক। 'বদনসিব আর, আর গুনাহগার' নজরুল, ১৯৩২।

গুনাহগিরি [ফা] বি পাপ কাজ। 'গান-বাজনার উপর গুনাহগিরি ধর্মকণ্ডালনের যে আর খোশ রাখতে আছে না।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

গুনিজন [স গুণীজন] বি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'বানা জন্ত বাজনা লইয়া গুনিজন গাএ।' মালাধর, ১৫০০।

গুনিম [স গুনিম] বি ওয়া। 'গুনিমের জেনই এ কাম করেছে।' হাসান, ১৯৬৪।

গুনোগার [ফা গুনাহগার] বি জরিমানা। 'নিমকহারামির গুনোগার দিতে হবে না?' বিমল, ১৯৫৩।

গুতা দ্র গুণ

গুহা [স গ্রহণ] ক্রি গোঁথা। 'গুহিল ক্রিগণ বেদী' আলোড়ল, ১৬৮০।

গুহিত [স গ্রহণ] বিণ গ্রহিত। 'ঘর্মবিশু মুকুতা গুহিত।' সুলতান, ১৭০০।

গুন্দম [ফা গনদম] বি ইসলামি বিশ্বাসমতে বেহেস্তের নিষিদ্ধ ফল। 'আদম না হএ এহি গুন্দম বাবাইতুম।' সুলতান, ১৭০০।

গুন [স গুণ] বি গুণ। 'বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে ষোষ্ঠগুন তার' গুণ, ১৮৫৮।

গুনায়ে [স গুণ] বি গুণ। 'কিত্তার ... নয়টা গুনায়ে ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

গুন্যে [স গণন] ক্রি গণনা করে। 'বায় করিবারে কিছু রাখিলেন গুন্যে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুপগাপ [ধন্য] বি পিলে খাওয়ার শব্দ। 'মস্তী পড়ে টুপটা/ সোনা গোল গুপগাপ।' বীরেন্দ্র, ১৯৬৭।

গুপত [স গুণ] ১ বি আড়াল। 'গুপতে ধরিল কাহে।' বড়, ১৪৫০। ২

বিণ গোপন। 'রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি গোপনীয়তা। 'প্রকটে গুপতে আছে সবাক বেআপি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

গুপতি [স গুণি] বিণ গোপন। 'অকথ কথ্য গুপতি বেথা নঅনে তেজএ নোর' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গুপতে [স গুণ] ক্রিবিণ আড়ালে। 'গুপতে ধরিল কাহে।' বড়, ১৪৫০।

গুণিয়ন্তর [স গোণীয়ন্তর] বি এক তারমুক্ত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'গুণিয়ন্তর বাজবে বাঃ খুব' নজরুল, ১৯২৬।

গুণিয়ন্ত [স গোণীয়ন্ত] বি এক তারমুক্ত এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'একদল বৈষ্ণব ভিক্রু গুণিয়ন্ত ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গুপুস [ধন্য] বি কামানের গুলি ছোড়ার শব্দ। 'গুপুস করে তোপ পড়ে গ্যাল।' হস্তাম, ১৮৬১।

গুণ [স] ১ বি গোপন। 'গুণ বেসে রেহিনির কথাখাল গেল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি গোপন স্থান। 'গুণে তা সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ লুকানো। 'এই গুণ ধন যাহা বাপ কহিয়াছিলেন ...।' তারিণী, ১৮০০। ৪ বি বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'ব্রজকুমার গুণ' সেবধি, ১৮৪০। ৫ বিণ অব্যক্ত। 'তারার পূর্বকথিত গুণ বিষয় গোপন রাখি' অক্ষয়, ১৮৫০।

গুণকথা [স] বি অব্যক্ত কথা। 'এ মোর গুণকথা জে ব্যক্ত করিব।' মালাধর, ১৫০০।

গুণকৃত [স] বি গোপন যা। 'গোপন স্থানে গুণকৃতির মতো।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

গুণ্যতক [স] বি গোপনে হত্যাকারী; আততায়ী। 'কংস তোমার গুণ্যতক জোনো' মণীশ, ১৯৩১।

গুণ্যাতী [স] বিণ গোপনে হত্যাকারী। 'গুণ্যাতী শত্রুদের করি না আজ গণ্য' সুকান্ত, ১৯৪৮।

গুণ্ডার [স] বি গোপনে সংবাদ সংগ্রহকারী। 'অশ্বেই গুণ্ডার, চিত্রকর এবং কুটারধারীগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিতে হইতেছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

গুণ্ডারবিদ্যা [স] বি গোপনে সংবাদ সংগ্রহের দক্ষতা। 'গুণ্ডারবিদ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণ্য পেয়েছেন' মুক্তবা, ১৯৬০।

গুণ্ডারবৃত্তি [স] বি গোয়েন্দাগিরি; গোয়েন্দার কাজ। 'গুণ্ডারবৃত্তি, প্রেসিডেন্ট রক্ষার লোডে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গুণ্ডারী [স] বিণ স্ত্রী গোপনে কাজ করে এমন। 'গুণ্ডারী দাসীগণ লাস্টারের সংবাদ মুহূর্তে বহন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

গুণ্ডারী [স] বিণ স্ত্রী গোপনে চলে এমন। 'ওগো গুণ্ডারী শিত যাদুকর' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

গুণ্ডারিক [স] বি গোপন চিহ্ন বা প্রতীক। 'সাক্ষেতিক ও গুণ্ডারিক ব্যবহার করা হয়েছে।' বিজুতি, ১৯৩৭।

গুণ্ডচৈতন্য [স] বি অব্যক্ত চেতনা। 'আমার গুণ্ডচৈতন্য সূণ হয়ে ছিল' প্রমথ, ১৯২৬।

গুণ্ডতোয়া [স] বিণ অন্তঃসলিলা। 'উলসি ওঠে গুণ্ডতোয়া সূণ নদী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গুণ্ডদলন [স] বি গোপন নির্যাতন। 'পুলিসের গুণ্ডদলনের হাতে নির্বিকারে ছাড়িয়া দেওয়া' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গুণদ্বী [সি] বি স্ত্রী গোপন দ্বী। 'পেয়েছিল অস্তঃপুরে গুণদ্বী-
হাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গুণহার বি গোপন দরজা। 'সমুদায়ই বহির্দ্বার অথবা গুণহারের
সমীপে রানীকৃত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুণবন [সি] ১ বি লুকানো সম্পদ। 'পুত্রের মনে করিল, ঐ সকল
ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুণবন স্থাপিত আছে।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২
বি ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ব্রত - দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া,
গুণবন, ...।' অবন, ১৯১৯।

গুণপথ [সি] বি গোপন পথ। 'কতকগুলি লোক ... অপ্রশস্ত গুণপথ
দ্বারা স্থানান্তর গমন করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুণপুর [সি] বি লুকানো স্থান। 'সেই গুণপুর হতেই তনুতে পেচুম।'
নজরুল, ১৯২৪।

গুণ-পুলিস [সি] গুণ+ই পুলিস। বি গোয়েন্দা পুলিস। 'গুণ-পুলিসে
চাকরি করতে এসে ...।' সাদত, ১৯৬৭।

গুণবাক্য [সি] বি গোপন কথা। 'গুণবাক্যে ভুট্ট হেলা বরাহ ঈশ্বর।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

গুণবার্তা, **গুণবার্তা** [সি] বি গোপন তথ্য। 'ইহাদের মধ্যে কিছু
গুণবার্তা বা রহস্য ইঞ্জিয়া পান নাই।' সবুল, ১৯২০।

গুণবিন্দু [সি] গুণ+স বিন্দু। বি প্রচুর কটাক্ষ। 'হারান বাবুর
গুণবিন্দুগের আঘাতে সে সমস্ত সংকোচ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গুণ বিভাগ [সি] বি গোয়েন্দা বিভাগ। 'তৎকালীন গুণ বিভাগের
মধ্যমণি।' সাদত, ১৯৬৭।

গুণবেদনা [সি] বি গোপন ব্যথা। 'তাহার কত দিনের গুণবেদনার
সময় হইবে তাহা কেহ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

গুণবেশ [সি] বি ছদ্মবেশ। 'সেবধি, ১৮৩৯।

গুণবেশ [সি] গুণ+বেশ। বি ছদ্মবেশ। 'না জানিল কেহো আছে গুণবেশে
তারে।' মালধর, ১৫০০।

গুণভাবে [সি] ক্রিবিণ লুকিয়ে। 'মুদিত-কমল-দলে থাকে গুণভাবে।'
মাইকেল, ১৮৬২।

গুণমন্ত্র [সি] বিণ যে মন্ত্র কেউ জানতে পারে না। 'আর্ট মানে কোন
গুণমন্ত্র নয়।' ধূর্তি, ১৯৩১।

গুণমুগ [সি] বি প্রাচীন ভারতের গুণ রাজবংশের রাজত্বকাল।
'গুণমুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা খনী।' মুজতবা,
১৯৪৯।

গুণরূপে [সি] ক্রিবিণ গোপনীয়ভাবে। 'এক বৃক্ষের নীচে গুণ রূপে
এক শত ঢাকা রাখিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

গুণলিখন [সি] বি অদৃশ্যলিপি। 'বিধাতা ইহার ললাটে যে গুণলিখন
লিখিয়া রাখিয়াছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

গুণশক্তি [সি] বি অব্যক্ত শক্তি। 'তার অন্তরেও গুণশক্তি নিহিত
থাকে।' প্রমথ, ১৯১৪।

গুণস্বাক্ষর [সি] বিণ গোপনে অনুসন্ধানকারী। 'গুণস্বাক্ষরী অনুচরকে
কাসেন্দ পদে নিযুক্ত করিয়া ...।' মণোরম, ১৮৮৫।

গুণসেবা [সি] বি আড়ালে বাদ্যগ্রহণ। 'প্রচুর গুণসেবা কৈল স্বরূপের
সাথে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুণহীন [সি] বি গোপন জায়গা। 'এক গুণহীনে অবস্থিত হইয়া
লোভদেবের গুণদ্রব্য আহরণে নিয়ত নিযুক্ত আছেন।' অক্ষয়,

১৮৪৯।

গুণহত্যা [সি] বি গোপনে হত্যা। 'স্বাধীনতা গুণহত্যার সাহায্যে
অসিহতে পারে না।' নজরুল, ১৯২৬।

গুণহত্যা [সি] বি গোপনে খুন করে যে। 'গুণহত্যা দ্বারা ভাঙাতের মত
মনিবাসীদিগকে হত্যা করিল।' মণোরম, ১৯০৮।

গুণে ক্রিবিণ গোপনে। 'গুণে রাজমহলে পৌছিয়া অশ্লীল উকিল
পাঠাইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

গুণ্য [সি] গুণ্য বি স্ত্রী গোপন। 'পণ্ডিতদের অন্তঃকরণেই গুণ্য থাকিত।'
দর্পণ, ১৮২০।

গুণ্যবাস [সি] বি গোপন অবস্থান। 'পিতা মাতা প্রতি দেখাইল গুণ্যবাস।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

গুণি [সি] বিণ গোপন। **গুণি মন্ত্র** [সি] বি গোপন রক্ষামন্ত্র। 'গুণি মন্ত্রে
লীলা দিলে হয়তো ভাবীকালে ...।' নজরুল, ১৯৩১।

গুণাদার [গুণ+দা] দার বি গুণা নামক নৌকাবিশেষের মাঝি।
'গুণাদাররা গজল গাইছে, দাঁড় টানছে।' শওকত, ১৯৬২।

গুণ [ধন্য] বি জলে ডুব দেওয়ার শব্দ। 'গুণগুণে থেকে থেকে খামকা
জলের উপরে গুণ করে দিগবাকি খেলো যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গুণের পোকা, **গুণেরো পোকা** [সি] গোবিত্ত+পোকা। বি পোকাবিশেষ।
'গুণের পোকার ডাক তনিলেও অন্তর্জালে গুণের।' বহির্ম, ১৮৭৪।

'গুণের পোকার লেগেছে মড়ক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গুণ্য [সি] বি লগাখিড়ি। 'চিকেন পোলাওয়ের সঙ্গে মটন-কারিতে
মুটো মাংসের ককটেলকে আমার গুণ্যে বসে মনে হয়।' মুজতবা,
১৯৫৮।

গুণ্য [সি] বি সুগারি। 'মালা চন্দন গুণ্য পান অনেক আনন্দ।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুণ [ফা] ১ বিণ অদৃশ্য। 'জিবরিলের বাত তনি নবী হইল গুণ।' গরীব,
১৭৬৫। ২ বিণ নিবোজ। 'গুণ হইয়া বসা, গুণ হইয়া থাকা, গুণ
হইয়া থাকা, গুণ হইয়া যাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ নিচুপ ও
গম্ভীর। 'সে গুণ হইয়া বসিয়া থাকে।' মানিক, ১৯৩৬।

গুণ করা ক্রি গায়েব করা। 'তাই লোকটারে ... গুণ করাও সম্ভব
না।' মনসুর, ১৯৫৫।

গুণ খাওয়া ক্রি অসম্মত মনে চুপ করে থাকা। 'রাগে সে গুণ খাইয়া
রহিল।' মানিক, ১৯৩৬।

গুণ হওয়া ক্রি গম্ভীর হওয়া। 'জহিরি সাহেব গুণ হয়ে গেলেন।'
হাফিজুর, ১৯৫৩।

গুণ হয়ে থাকা ক্রি রাগে চুপ করে থাকা। 'গুণ হইয়া বসিয়া
রহিল।' শরৎ, ১৯১৩।

গুণে গুণে ক্রিবিণ ধীরে ধীরে। 'মাংস যেমন গুণে গুণে সিদ্ধ হতে
থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গুণ [সি] গুণ্য বি ধনুকের গুণ। 'মোনাএল, ১৭৪৩।

গুণমুখ [সি] বি গুণহত্যা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

গুণমুখ [ধন্য] বিণ গুণ গুণ করছে এমন। 'ভূবন ও কমল ... গুণ গুণ
শব্দে ঘরে কিল মারিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গুণমুখ [ধন্য] ক্রিবিণ গুণ গুণ করে। 'গুণমুখের থেকে থেকে
উঠছে ভেসে খোল-মুদনের হাসি।' মুজতবা, ১৯৫৯।

গুণমুখ [ধন্য] গুণমুখ> বিণ জমজমাট। 'সুব গুণমুখে কোশানি।'

জীবন, ১৯৩২।

গুমট [ফা গুম>] বি বায়ু চলাচলের অভাবে ভাপসা গরম। 'বাপ বাপ বাপ
একি গুমটের দাপ'। গু, ১৮৫৮।

গুমট কামান বি বিলানের গোল অংশ। মানোএল, ১৭৪৩।

গুমটভরা বিণ জম্যটবন্ধ। 'অহমিকার গুমটভরা অন্ধকারে
সংস্কৃতিকর্মীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' মোতাহের, ১৯৫০।

গুমটি [হি বি প্রহরী বা দারোয়ানের থাকার জন্য তিন দিক বন্ধ ও অপ্রশস্ত
ছোটো কুঠুরি। 'সমস্ত স্টেশন, গুমটি, লোকালয় এবং ময়দানে -'
শক্তি, ১৯৭০।

গুমটিঘর বি অপ্রশস্ত ঘর। 'হাঁফ-ধরা দম আটকানো গুমটিঘরের
মতো।' সেলিনা, ১৯৭৫।

গুমড় [ফা গুমরা] ১ বি চাপা শোক দৃষ্টব ব বেদনা। 'আহত অভিজান
আমার সারা বন্ধ আলোড়িত করে গুমড়ে উঠল।' নজরুল, ১৯২২।
২ বি রহস্য। 'মনের ভেতরেও কেমন একটা গুমড় থাকিয়ে উঠল।'
জীবন, ১৯৩২।

গুমরা [ফা গুমরা] বি গির্জার খিলানো ছাদ। মানোএল, ১৭৪৩।

গুমরা [ফা] ১ বি অহংকার। 'যে স্বীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার
একটা গুমর হয়।' প্যারী, ১৮৫৮; 'গটার গুমর দেখলে হাসি
পায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি গোপন কথা। 'সব গুমর ফাঁস হইয়া
যাইত।' মনসুর, ১৯৫০।

গুমরা, গুমরানো [ফা গুমরা] ১ ক্রিবিণ মনে মনে দৃষ্টব পাওয়া।
'বারাণসি জেতিকে গুমরে গুমরে পুড়াইতেছে।' বরদর্শন, ১৮৭২। ২
ক্রি কষ্ট ভোগে রাখা। 'সারা দিন রাত গুমরি গুমরি কেবলি আছি
বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'গুমরি ক্রন্দন তব রক্ত অনুভবে ফুলে
ফুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রি প্রকাশোন্মুখ হওয়া। 'মরমে গুমরি
মরিছে কামনা ভত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'অব্যক্ত ধ্বনির গুম্বুসুকারে
উঠেছে গুমরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ ক্রি গুপ্তন করা। 'চাঁদর চলে
ভার গুমরে না।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

গুমরি গুমরি ক্রিবিণ ক্ষুদ্রভাবে। 'সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছি বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গরজে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গুমরে ওঠা ক্রি প্রকাশিত হওয়া। 'গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাধীন
গুরু বেদনাতে।' নজরুল, ১৯২৩।

গুমরে থাকা ক্রি বিবাদমগ্ন হওয়া। 'আজও যদি দিনটা গুমরে থাকে
তার?' জীবন, ১৯৩৩।

গুমরে মরা ক্রি চাপা কষ্টে জর্জরিত হওয়া। 'তুই শুধু ওরে ভিতরে
বসিয়া গুমরি মরিতে চাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গুমরাণি [ফা গুমরা] বি কষ্ট। 'আমার এ মন-গুমরাণি শেষে যখন অসহ্য
হয়ে দাঁড়াল।' নজরুল, ১৯২৭।

গুমরানো দ্র গুমরা

গুমরানো [ফা গুমরা] ১ বিণ স্তম্ভ। 'মনের গুমরানো আশ্রয় দপ করিয়া
জুলিয়া উঠিল।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বিণ চাপা; ক্ষুদ্র। 'কেমন একটা
গুমরানো ধ্বনি পাশের ঘর থেকে আমার কানে আসে।' শিবরাম,
১৯৭০।

গুমরাও [ফা গুমরা] বি ক্ষোভ প্রকাশ করা। ওর্স, ১৭৮৫।

গুমরাহ [ফা] বিণ বিপথগামী। 'নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ বত
চোরে।' নজরুল, ১৯২৮।

গুমরাহা [ফা গুমরাহ] বিণ বিপথগামী। 'জানি না এবার কোন শ্রোতে
মোরা হব ফিরে গুমরাহা।' ফররুখ, ১৯৪৩।

গুমরুক বি স্তম্ভ আদ্যের কার্যালয়। 'গুমরুক বা কান্টম হাউস তখন বন্ধ
হয়ে গিয়েছে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

গুমশো, গুমসো [ফা গুম>] বিণ গম্ভীর। 'ধর্মকর্ত করতে গেলেই যে মুখ
গুমশো করে সব কিছু করতে হবে।' মুক্ততবা, ১৯৫২; 'মুখ গুমসো
করে বসে আছি।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

গুমসা [ফা গুম>] বি বায়ু চলাচলের অভাবে ভাপসা গরম। বিদ্যা,
১৮৯১।

গুমা [স গুল] বি থানা। 'ঘাট ন গুমা খড়ড়ি তো হোই আবি মুজিব বাট
জাইউ।' চর্চা ১৫, ২২০০।

গুমান [ফা] ১ বি অহংকার। 'এমত কহে হিন্দুয়ান বেটা এতেক গুমান।'
বিজয়, ১৬৫০। ২ বি গুহত্য। মানোএল, ১৭৪৩।

গুমার [ফা গুমরা] বি রহস্য। 'ভাঙিয়ে সকল গুমার যেদিন শমন রায়
আসিবে।' লালন, ১৮৯০।

গুমি [ফা গুম>] ১ বি লুকিয়ে রাখা ব্যক্তি। 'চারিদিকে তল্লাশ করিল কিন্তু
গুমি পাইল না।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি হত্যা করে মৃতদেহ লুকিয়ে
ফেলার কাজ। 'ভিপেশবারি ফুল হইলেই আশনারা, বুন গুমি হইলেই
...।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

গুমে [সু গুম>] বিণ ছাতা পড়া। 'গুমে চিড়ে জ্বালা দই তিত গুড় খেনো
খুশা রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গুমটি [ফা গুম>] ১ বিণ স্তম্ভ। 'এই সংশয়াচ্ছন্ন গুমেটির ভাবটা দূর
করিয়া দেওয়া উচিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ভাপসা গরম।
'জ্যোতিমাসের গুমেটি রে বন্ধু আসত নাকো নিদ।' নজরুল, ১৯৩৫।

গুমোর [ফা গুমরা] ১ বি দুঃখপ্রকাশ। 'তনিয়া গজবে গোপী গুমোর
করিয়ে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি রহস্য। 'না হলে কুঞ্জবনের এত কী
গুমোর।' গিরিশ, ১৮৮৩। ৩ বি অহংকার। 'অত গুমোর কোরা
না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৪ বি গোপন কথা। 'তবে তার গুমোর বুঝতে
পারবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ বি মূল্য। 'ফুলের গুমোর সবার চেয়ে
বড়ো।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গুম [স] বি গোঁফ। 'গুম ধরিয়া টানিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গুমছোছ [স] বি গোঁফের গোছ। 'নাসিকার ঠিক নিম্নবর্তী গুমছোছটি
পর্যবেক্ষণ করিবার বার্থ চোঁটা করিতে করিতে ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুমধারী [স] বিণ গোঁফ আছে এমন। 'গুমধারী গ্রৌঢ় পুরুষ
চাপকানপরিহিত বন্ধুর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গুমধাষয় [স] বি গোঁফের দুই প্রান্ত। 'গুমধাষয়কে সূচালো
করাই বর্তমানে তাহার সাধনার বিষয়।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুমবিশিষ্ট [স] বিণ গোঁফ আছে এমন। 'দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোলা,
গুমবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়।' শওকত, ১৯৫৮।

গুমবিহীন [স] বিণ গোঁফ নেই এমন। 'তকায় কিনা গুমবিহীন
বালক-সাত্বে মাত্রাসার।' নজরুল, ১৯৫৯।

গুমমুখী [স] বিণ গোঁফের দিকে। 'দন্তমহাশয় নয়নের দৃষ্টিকে নিজ
গুমমুখী করিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুমরাজি [স] বি গোঁফের রাশি। 'মাতুল মহাশয় তাঁহার সুগুচর
গুমরাজির অন্তরালে ইচ্ছাশাস্য করিয়া...' বনফুল, ১৯৩৬।

গুমরেখা [স] বি গোঁফের রেখা। 'ইংরেজ যুবক বিরল গুমরেখা

নিযে তার আসন দখল করলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গুরুশিক্ষা [সি বি দাডি-পৌফ। 'গুরুশিক্ষাবহুল বিশাল লাতিকন্ডে জগৎপুরি মশাই।' নজরুল, ১৯২৭।

গুরুমা [সি গুরু-অগ্র] বি পৌকের ডগা। 'ডাক্তারবাবু গলা ঝাঁকারি দিয়া গুরুমাতিকে তর্জনী ও অন্ত্র সহযোগে স্বেচ্ছতর করিতে লাগিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুরুজ্ঞান [ফা বি বনশীর্ষে অর্ধবেলুন আকারের চূড়া; গুরুজ্ঞ। 'দেখিতে গুরুজ্ঞের ন্যায়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

গুরু [ফা গুরুজ্ঞ বি গুরুজ্ঞ। 'সহস্রেক গুরু ভরি একসত ঘার করি এক ক্রোশ কর পরিসর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গুরা [সি গুবাক>] বি সুপারি। 'নিমলি পলাস সত গুরা জলপাই কত।' মালধর, ১৫০০।

গুরাওটি [সি গুবাক-ওটি] বি সুপারি। 'দর্পনে নেহালি দেখে জেনে গুরাওটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুরাখুবি [সি গুবাক>] বি একপ্রকার গুরু। 'গুরা শালি হরিলেবু গুরাখুবি সুন্দী ...।' ভারত, ১৭৬০।

গুরানান [সি গুবাক-পর্ণি] বি পানসুপারি। 'হরীতকী বহেড়া আমার গুরানান।' রূপরায়, ১৭৫০।

গুরামোরি [সি গুবাক+স মমুরিকা] বি মউরি; মোরি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

গুরারেখি [সি গুবাক>] বি ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙা সিংহমুখী নামে ডিঙা গুরারেখি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুয়াল [সি গোপাল>] বি গোয়াল। 'লয়া অত্রজাল সহস্র গুয়াল সাজিয়া চলিল বেগে।' মানিকরায়, ১৮৮১।

গুয়াল [সি গোপাল>] বি গোয়াল। 'জনম লভিনু আমি গুয়ালার কুলে।' বড়ু, ১৫৭০।

গুয়ালি, গুয়ালী [সি গোপাল>] বি গোয়ালিনী; গোপানারী। 'বার বরিষের দান দিবে জে গুয়ালি।' বড়ু, ১৪৫০; 'অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি।' বড়ু, ১৫৭০।

গুয়ে গৌবের দ্রু

গুর [সি গুড়] বি গুড়। 'আর আমি বাসায় গিয়া চিরা গুর চিবাইমু।' গিরিশ, ১৮৮৬।

গুরিয়া [সি ভক্তিকা] বিণ ছোটো। 'ছেড়া ন্যাকড়ার তাইরি গুরিয়া পুতুল।' হুতোম, ১৮৬১।

গুরু [সি ১ বি শিক্ষক। 'আলে গুরু উএসই সীস।' চর্যা ৪০, ১২০০। ২ বিণ প্রবল। 'জঘনে বসে নৃপুরু অভিযাশ রুটি গুরু।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ গুরুতর। 'গুরু পাণে বেড়িলের আলপ কালে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বিণ ভারী। 'গুরু জঘন নিতম্ভ উরু করিকর।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ বি সংঘীর্ষের লয়বিশেষ। 'লঘু ১৪ চৌদ কলা। পরে গুরু।' বড়ু, ১৫৭০। ৬ বিণ কঠিন। 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বিণ মোটা। 'অর্ধ শুক অর্ধ সরল।' সুলতান, ১৭০০। ৮ বিণ মূল। 'চোর দারিদ্র্যের গুরু রাজকন্যা কল্পতরু ...।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৯ বিণ বৃহৎ। 'গুরু কার্যের গুরু উপায় আশ্রয়ক।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ১০ বিণ তীব্র। 'ভাহার সুকুমার কর্তৃ প্রতিক্রমে গুরু, লঘু, মরুর, কর্কশ, বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১১ বিণ বড়ো। 'গুরুকার্য সম্পাদনে ইহাদিগকে নিযুক্ত দেখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ১২ বিণ প্রধান। 'লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু।'

গুড়, ১৮৫৮। ১৩ বিণ সহজে পরিপাক হয় না এমন; দুশ্পাচ্য। 'পাকে গুরু বাটে করে পিতৃ কক্ষ দূর।' গুড়, ১৮৫৮। ১৪ বি ধর্ম-উপদেশ; দীক্ষাদাতা। 'ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো, ভিখারী কি অন্ন পাবে?' গুড়, ১৮৫৮। ১৫ বিণ পরিমাণের চেয়ে বেশি গুজন। 'হরগুজনে তাহা ক্রম করিয়া, লঘুতর গুজনে লবণ দিতে লগিল।' সংস্কৃত, ১৮৯৮। ১৬ বি ভর্ৎসনা। 'গুরুবাক্য ও গুরুতর চণ্ডোদঘাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ১৭ বি কবিতরু (রবীন্দ্রনাথ)। 'গুরু কন তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁহা।' নজরুল, ১৯২৬। ১৮ বিণ সুন্দর। 'ব্যাবিলনের জাদু বৃষ্টি গুরু তব চটুল চোখের।' নজরুল, ১৯৩০।

গুরুকরণ [সি বি গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ। 'আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গুরুকুল [সি বি গুরুর বংশ। 'আক্ষি তোয় পিথিতুল্য গুরুকুল খিক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গুরুগম্ভীর [সি বিণ গম্ভীর অর্থপূর্ণ ও গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট। 'সান্ত্রি একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে 'চ্যালেঞ্জ' করলে, হস্ট, হু কামস দেয়ার।' নজরুল, ১৯২৪।

গুরু-গরজন [সি গুরুগর্জন] বি গম্ভীর গর্জন। 'আমার চিরবাহিত মেঘ গুরু-গরজনে ডেকে উঠল।' নজরুল, ১৯২২।

গুরুগারবিত [সি গুরু-গার্বিত] বি শ্রদ্ধাজ্ঞান। 'আশপড়শীপণ গুরুগারবিত জন।' ভবানন্দ, ১৮০০।

গুরুগর্জন [সি অত্যন্ত উচ্চস্বর। 'জনপুত্রব আমার সম্মুখে আসিয়া গুরুগর্জনে বলিলেন।' প্রমথ, ১৮৯৮।

গুরুগিরি [সি গুরু+ফা গিরি] বি গুরুর কর্তৃত্ব প্রকাশ। 'শিষ্যকে নিয়ে গুরুগিরি করা সহজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গুরুগুরু [ধন্যা] বিণ অব্যাহত গুরু গুরু শব্দ করে এমন। 'উদ্যমপনকবেশ, গুরুগুরু রব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গুরুগুটি [সি গুরুগোষ্ঠী] বি গুরুবংশ। 'ভাটপাড়ার গুরুগুটিরে প্রকৃত হিন্দু ...।' হুতোম, ১৮৬১।

গুরুগৃহ [সি বি গুরুর বাড়ি। 'অধ্যয়নের নিমিত্ত, গুরুগৃহে গ্রহান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গুরুগৃহবাস [সি বি গুরুর বাড়িতে থেকে শিক্ষা। 'তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গুরু-গৌরব [সি বিণ শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'গুরু-গৌরব ব্যবহার নিয়োজিত কৈল ভার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুরুজ্ঞান [সি ১ বি শিক্ষক। 'পুর্বে বাপ লখিবে শিষ্য গুরুজ্ঞানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি শ্রদ্ধাজ্ঞান ব্যক্তি। 'না মানে গুরুজ্ঞানে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি অভিভাবক। 'পরিবারহ গুরুজ্ঞানে ... যৎপরোনাস্তি মনঃপীড়া পাইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুরুজ্ঞানী [সি বি শ্রদ্ধায়ে ব্যক্তি। 'তার মধ্যে যেবা যুবা, মান্য গুরুজ্ঞানী সবা ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

গুরুজায়া [সি বি গুরুর পত্নী। 'এ নব যুবতি ভজ্ঞে নিশাপতি গুরুজায়া লেল তায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুরুজি [সি গুরু>] বি গুরু মহাশয়। 'গুরুজির ভিকাতাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গুরুজ্ঞান [সি বি গুরু হিসেবে বিবেচনা। 'চেতন্যগোষাধি মোরে করে গুরুজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুরু-ট্রেনিং [স গুরু+ই ট্রেনিং] বি প্রাইমারি-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।
'গুরু-ট্রেনিংয়ের এক পিলেওয়াল ছাত্র'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গুরুঠাকুর [স গুরু+ঠাকুর] বি হিন্দুদের পারিবারিক ধর্মগুরু। 'উনি আমাদের গুরুঠাকুর'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গুরুতত্ত্ব [স] বি গুরুর দেওয়া মন্ত্র। 'রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে গুরুতত্ত্ব রাখ পাঁখা'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

গুরুতম [স] বিণ দুরূহ। 'অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

গুরুতর [স] ১ বিণ ভারী। 'মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিত্যে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ অত্যন্ত। 'চতুর্দিশে পাষণ্ড বাড়ুরে গুরুতর'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ কঠোর। 'অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরুতর সাঁপ'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ গুরুত্বপূর্ণ। 'এই গুরুতর ও বহুলোকের অনুশীলিত শ্রদ্ধা বিচারার্থ বিতর্কিত হইল'। দর্পণ, ১৮৩২। ৫ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বিণ কঠিন। 'গণিত বিদ্যা অতি গুরুতর বিদ্যা'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৭ বিণ অমার্জনীয়। 'গুরুতর দোষে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৮ বিণ অধিক। 'অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে, শরীর ও মন উভয়েরই ...'। অক্ষয়, ১৮৫০। ৯ বিণ বিষময়। 'গতানুশোচনা ... পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল'। অক্ষয়, ১৮৫২। ১০ বিণ গুরুর মতো। 'কেবল গুরুতর লোকের সামনে দম্ব করে'। প্যারী, ১৮৬০। ১১ বিণ বেশি শক্তিসম্পন্ন। 'অব্রহ্ম অপেক্ষা কাকাল গুরুতর'। বঙ্কিম, ১৮৭৯। ১২ বিণ গুরুত্বপূর্ণ। 'অন্যান্য আর্থানারী-চরিত্র হইতে দ্রোপদী চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদে, ...'। বঙ্কিম, ১৮৮৭। ১৩ বিণ অত্যধিক। 'বিশেষ হইতে অনীত সাম্রাজ্য উপর গুরুতর গুরু বসাইতেন'। বঙ্কিম, ১৮৯২। ১৪ বিণ বেশি মূল্যবান। 'সকল কর্তব্য চেয়ে এই গুরুতর'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ১৫ বিণ প্রবল। 'গুরুতর বাস্তবিক ক্রিয়াক্রমে পারিলেন না'। রবীন্দ্র, ১৯০০। ১৬ বিণ গুরুতর। 'আনন্দলাভকেই গুরুতর বলিয়া গণ্য করেন'। রবীন্দ্র, ১৯০৮। ১৭ বিণ জোরালো। 'গুরুবাক্য ও গুরুতর চণ্ডোচ্চারণ শ্রবণ মনে জাগিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ১৮ বিণ মারাত্মক। 'মাদুরাতে একটা গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটয়াছিল'। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ১৯ বিণ দারুণ। 'বাদশার মুখখানা গুরুতর গম্ভীর'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২০ বিণ জটিল। 'যে - গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা আলোচনা হচ্ছে'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

গুরুতুল্য [স] বিণ গুরুর মতো। 'ব্যবহারে পরমার্থে তুমি গুরুতুল্য'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গুরুত্ব [স] ১ বি গুজন। 'তাহার আকার, প্রকার, লঘুত্ব, গুরুত্ব, কাঠিন্য, ... গরীক্য করিয়া দেখিতে পারে'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি অধিক। 'এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিস্কৃত হইল'। বিদ্যা, ১৮৪৯। 'অগ্নির গুরুত্ব'। নবদূর, ১৯০৩।

গুরুত্বপূর্ণ [স] ১ বিণ মহৎ। 'হিন্দু মুহলমান সমস্যা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে'। আজাদ, ১৯৩৭। ২ বিণ প্রধান। 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনা'। বেগম, ১৯৪৯।

গুরুত্বপূর্ণতা [স] বি গুরুত্বপূর্ণ ভাব। 'ভাষা ও গলায় গুরুত্বপূর্ণতা বজায় রেখে সে বল'। যানিক, ১৯৪৭।

গুরুত্বাভ [স] বি মহত্ত্বাভ। 'প্রশ্রবণের উচ্চকণ্ঠে গুরুত্বাভ'। ওয়ালী, ১৯৬৪।

গুরুত্বসম্পন্ন [স] বিণ গুরুত্ব আছে এমন। 'এবারকার অধিবেশন

অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন'। আজাদ, ১৯৩৬।

গুরুদক্ষিণা [স] বি গুরুর দেওয়া অর্থ অথবা উপঢৌকন। 'সেই যজ্ঞ-সমাপার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুশ্রুতা গ্রহণ করিত'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

গুরুদত্ত [স] বি বড়ো ধরনের শক্তি। 'লঘুদোষে গুরুদত্ত'। মুকুন্দ, ১৬০০। 'গুরুদত্ত দিয়ে না তাহারে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

গুরুদত্ত [স] বিণ শিক্ষক প্রদত্ত। 'নোট নামক গুরুদত্ত নানা আকারের ও নানাপ্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে ...'। প্রমথ, ১৯১৮।

গুরুদরবার [স গুরু+দরবার] বি শিখদের তীর্থ। 'অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

গুরুদারিত্ব [স] বি গুরুর সাক্ষ্য লাভ। 'অহীরা কন্যা সমভিষাহারে করিয়া গুরুদর্শনে গমন করিয়াছিলেন'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

গুরু দর্শা [স] বি পিতা-মাতার মৃত্যুজনিত অবস্থা। 'গুরু দর্শা লোকের দুঃসমনয়েতেই হয়'। রেজি, ১৮০২।

গুরুদায়িত্ব [স] বি মহান কর্তব্যভার। 'নারী-শিক্ষার যে গুরুদায়িত্ব সমাজের কাছে'। বেগম, ১৯৪৭।

গুরুদেব [স] ১ বি দেবতুল্য গুরু। 'শ্রাশ্রাবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি ধর্মগুরু। 'কত কত গুরুদেব ঐ শ্রেণী হইতে বিহীত হইয়া লঙ্ঘ্য অসম্মান হইলেন'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি স্বীকৃত্যনাথ ঠাকুরের প্রতি গুরুদেব সম্মানসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ পদ্য হাঙ্গামা হয়নি'। মুকুন্দ, ১৯৪৯।

গুরুদ্রোহী [স] বিণ গুরুর প্রতি বিদ্বেষী। 'অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, শিক্ত-মর্মভাতা, খোজাচার'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গুরু নিকেতন [স] বি গুরুগৃহ। 'পড়িবারে গেলা তবে গুরু নিকেতনে'। রূপায়, ১৭৫০।

গুরুনিত্যিনী বিণ স্ত্রী স্থল নিত্যবিশিষ্ট। 'তত্ত্ব কাম্বনবর্ণা, গুরুনিত্যিনী, আহা কি অপকৃপ ঐ বালিকা'। হাসান, ১৯৬৭।

গুরুনিদা [স] বি গুরুর নিদা। 'এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, ঘেঘ, গুরু নিদা ও অকৃতজ্ঞতাদি ...'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

গুরুপত্নী [স] বি গুরুর স্ত্রী। 'গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে'। বড়ু, ১৪৫০।

গুরুপদ [স] বি গুরুর পা। 'গুরুপদ ভজিয়া পড়এ প্রতিনিধি'। বাহরাম, ১৬৫০।

গুরুপাক [স] ১ বিণ সহজে পরিপাক হয় না এমন। 'সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক প্রব্য'। বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বিণ অসাজস্ব্যপূর্ণ। 'বাংলা ভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গুরুপাকত্ব [স] বি গুণার্থ। 'সারবান ওজাজের গুরুপাকত্ব হজম করিতে না পারিয়া ...'। মনসুহ, ১৯৩৫।

গুরুপাট [স] বি গুরুর আবাস। 'আপনাকে একেবারে খোদ গুরুপাটে নিয়ে উপস্থিত করব'। নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

গুরুপাশ [স] বি গুরুতর অপরাধ। 'ব্রাহ্মণবধে গুরুপাশ'। বঙ্কিম, ১৮৭৯।

গুরুপুত্র [স] বি গুরুর পুত্র। 'অস্থখাম গুরুপুত্র তাহাকে বধ করা অনুশ্রুত'। গৌর, ১৮২২।

গুরুপ্রসাদী [স] বি প্রসাদবিশেষ। 'মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তত্ত্বের

গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল। হুতোম, ১৮৬১।

গুরুবর্ষণ [স গুরু+বর্চন] বি গুরুবচন। 'গুরুবর্ষণ বিহারে রে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

গুরুবচন [স] বি গুরুজনের উপদেশ। 'গুরুবচনে শ্রদ্ধা করিও।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

গুরুবন্দনা [স] বি গুরুকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা। 'যাহার সম্যক লিপিবন্দনা, গুরুবন্দনা, গুরাবন্দনা, ও দাতাকর্ণাদি ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গুরুবর [স] বি শিক্ষক। 'দোহানের প্রেমডাব ... গুরুবরে তনিতা কহিলা শিগণণ।' বাহরায়, ১৬৫০।

গুরুবর্ষা [স] বি প্রবল বর্ষণ। 'আকাশিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বোঝাই প্রদেশের মাথার উপর ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গুরুবল [স] বি গুরুর আধীর্বাদ। 'আমার বড়ো গুরুবল যে অদ্যাপিও সরকারিগিরি কর্মটি বজায় আছে।' প্যারী, ১৮৫৮।

গুরুবাক [স গুরু+বাক্য] বি গুরুবাক্য। 'গুরুবাক পুস্তক বিক্রয়মণে বাণী।' চর্যা ২৮, ১২০০।

গুরুবাক্য [স] ১ বি গুরুর উপদেশ। 'গুরুবাক্যে দিখা কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গুরুর আদেশ। 'গুরুবাক্য সার যার শান্তি সেই লভে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বি ভূষণ। 'গুরুবাক্য ও গুরুতর চণ্ডেচাট্যাত স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গুরুবাণী [স] বি গুরুর কথা। 'না তনিলুম গুরুবাণী না পাইলুম তক্তি।' বাহরায়, ১৬৫০।

গুরুবার [স গুরু+ফা বার] বি বৃহস্পতিবার। 'গুরুবার মৃগশিরা তিথি একাদশী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুরুবিষয়ক [স] বি গুরুগম্ভীর। 'এখনি মোটের উপরে ভক্তি রসের গুরুবিষয়ক এছ হইয়া উঠিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গুরুবৃত্তি [স] বি গুরুদক্ষিণ। 'দোল, দুর্গোৎসব, বিবাহ, গুরুবৃত্তি প্রভৃতি।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

গুরুভক্তি [স] বি গুরুর প্রতি ভক্তি। 'তাহাদের প্রণাঢ্যতর গুরুভক্তি উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান পরিপক্ব হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গুরুভাই [স গুরু+ভাই] বি একই গুরুর শিষ্য। 'চরনদাস বাবাজি আহেন ওর গুরুভাই, সে লোকটার দয়াময়া নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গুরুভার [স] ১ বি অত্যধিক ওজন। 'কংশাদি মহীসুরে পিশুখির গুরুভারে।' ঝালাধর, ১৫০০। ২ বি অধিক দায়িত্ব। 'তাহারা এই বিকিঞ্চি কৃপা বিতরণ করাও গুরুভার বোধ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি গুরুত্বপূর্ণ। 'ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি গুরুত্ব। 'তাহা বিদ্যাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গুরুভারাক্রান্ত [স] বি গুরু বেশি ওজন বহন করছে এমন। 'গুরুভারাক্রান্ত গোপাল গাড়ির চাকার মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গুরুভাজন [স] বি অধিক ভোজন। 'গুরুভাজনে দোষ উপস্থিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

গুরুমশায় [স গুরুমহাশয়] বি শিক্ষক। 'গুরুমশায় দুপুরবেলায় বসে বসে ঢোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গুরুমশায়গিরি [স গুরুমহাশয়+গিরি] বি শিক্ষকতার কাজ। 'অপনিও কি গুরুমশায়গিরি শুরু করলেন? নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

গুরুমশায় [স গুরুমহাশয়] বি শিক্ষক। 'গুরু মশায়ের পাঠশালা বন্দ হয়ে গিয়েছে।' হুতোম, ১৮৬১। 'মাদুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উঠেওগে'র সুর করে করে নামাভা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

গুরুমশায়গিরি [স গুরুমহাশয়+গিরি] বি মাস্টারি। 'বোধ হয় গুরুমহাশয়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভালো।' প্যারী, ১৮৫৮। 'সে পূর্বে গুরুমশায়গিরি করিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গুরুমশায়ি [স গুরুমহাশয়] বি গুরুপতিসুলভ। 'তার সেই গুরুমশায়ি আপশোশের সঙ্গে কথা বলা ...।' মানিক, ১৯৪৭।

গুরুমস্তিক [স] বি যুক্তিবাদী মস্তিক। 'সব মানুষই অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি সামর্থ্যসম্পন্ন গুরুমস্তিকের অধিকারী।' শিব, ১৯৫৬।

গুরুমহাশয় [স] বি শিক্ষক মহোদয়। 'পঞ্চবর্ষব্যয়ক বালক বাবুদিগের শিক্ষারায় গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫।

গুরুমহাশয়ের কর্ম/কর্ম বি শিক্ষকতা বৃত্তি। 'কায়স্থজাতীয় মহাশয়েরা গুরু মহাশয়ের কর্ম করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

গুরুমা [স গুরু+মা] বি শিক্ষিকা। 'ইন্সুলের গুরুমা নই।' জীবন, ১৯৩৩।

গুরুমারা বিদ্যা [স গুরু+মারা+স বিদ্যা] বি শিষ্য কর্তৃক গুরুকে অপদস্থ করার কৌশল। 'কেবল গুরুমারা বিদ্যাই শিক্ষা করিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

গুরুমা [স গুরু] ১ বি বিশাল। 'গুরুমা নিতন্তু ভরে নানারূপ বেশ ধরে চলে রাজহংসের গমনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ভারী। 'শরীর গুরুমা ভার অতি ভয়ঙ্কর।' বাহরায়, ১৬৫০।

গুরুলোক [স] বি গুরুজন। 'গুরুলোকের নাম ধরিও না।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

গুরুশাপ [স] বি গুরুর দেওয়া অভিশাপ। 'গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

গুরুশিষ্য [স] বি শিক্ষক ও ছাত্র। 'গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্ধসম্মতি করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

গুরুশাস [স] বি ভারী শ্বাস। 'শক্তার কারণে ঘন ঘন গুরুশ্বাস বহিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

গুরু-সেবা [স] ১ বি গুরুর ভোজন। 'আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অজীত হচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বি গুরুর যত্নঅভি। 'আমার গুরুসেবা দেখিয়া আমার শ্রমীর মন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গুরুস্থানীয় [স] বি গুরুতুল্য। 'যাহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গুরুহস্ত [স] বি কঠোর হস্ত। 'সরকারের গুরুহস্তের ভার পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গুরুহীন [স] বি গুরু নেই এমন। 'অনিতালুক গুরুহীন মেঘাচ্ছন্ন মানবের জ্ঞানও তেমনি।' ফজলুল, ১৯১৩।

গুরুআ [স গুরু] বি গুরুতর। 'কতদিনে ঘুচবে ইহ হাযাকার/ কতদিনে ঘুচবে গুরুআ দুখভার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গুরুগুরু [ধন্য] ১ বি মেঘগর্জন ধনি। 'গুরুগুরু নীরদ গরজানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বি গুরুজনিত হৃৎস্পন্দনের অবাধাবিক

শব্দবিশিষ্ট। 'মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বৃক।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি ভয়জনিত হৃৎস্পন্দনের অস্বাভাবিক শব্দ। 'বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

গুরুজ [ফা গোজ] বি বেড়া মুক্তর জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র। 'গুরুজ কামান হাতে শেল পাটা পাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গুরুজবরদার [ফা গোজ+ফা বরদার] বি মুক্তরখারী। 'বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি।' দর্পণ, ১৮১৯।

গুরুপাণ্ডি বি গোষ্ঠী। 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাধী গুরুপের মধ্যকার বিভেদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৪।

গুরুব [আ] বিণ অন্তিমিত। 'তখনো আসানী আফতাব গুরুব হয়নি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গুরু [স গুরু] বি গুরু। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিখা বসিলো।' বড়ু, ১৪৫০।

গুরুগর্ভিত [স গুরুগর্ভিত] বি গুরুজন। 'গুরুগর্ভিতে মন্দ বলি আবেতার।' মালাধর, ১৫০০।

গুরুজন [স গুরুজন] বি সম্মানিত ব্যক্তি; সম্মানিত ব্যক্তি। 'কুর্ক হৈয়া গুরুজন পথ আগুলিল।' মালাধর, ১৫০০।

গুরুভর [স গুরুভর] বিণ ভয়ানক। 'খতাইব পুখুরি তার গুরুভরে।' মালাধর, ১৫০০।

গুরুদেশ [স] বি গুরুর উপদেশ। 'গুরুদেশ ব্যতিরিক্ত অন্যায়সে সংকৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক।' দর্পণ, ১৮২১।

গুর্খা বি নেপাল ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে বসবাসকারী জাতিবিশেষ। 'গোহতা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত একমত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গুর্খাণী বি গুর্খা জনগোষ্ঠী। 'এক সভায় ভারত গুর্খাণীদের বক্তৃতি ...।' আজাদ, ১৯৪৭।

গুর্জ [ফা গোজ] বি পদা। 'আশী মণ লোহার গুর্জ হাতে করি।' সুলতান, ১৭০০।

গুর্জঘাত [ফা গোজ+স আঘাত] বি গুরুজের আঘাত। 'মারিয়া গুর্জঘাত ডালিল কপাট।' সুলতান, ১৭০০।

গুর্জর ১ বি গুজরাত; ভারতের পশ্চিমবিকল্প প্রদেশবিশেষ। 'আভীরেরা আহির নামে অদ্যাপি গুর্জর রাজ্যে বাস করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি গুজরাটবাসী। 'গুর্জরের অনিন্দা, গান্ধারগুরুপ গন্ধহস্তীর পিতৃকর, শাটচাটের উপর বাটপাড়।' প্রমথ, ১৯৩০।

গুজরী, **গুজরী** [স গুজরা] ১ বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ গুজরী।' চর্চা ৫, ১২০০। ২ বি গুজরাটের ত্রীলোক। 'গুজরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

গুর্বিধী, **গুর্বিধী** [স] ১ বিণ বিগতযৌবনা। 'মোবা ইবে হয়্যাতি গুর্বিধী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ গর্ভবতী। 'গুর্বিধী ক্রী অন্ধ বিখিদি দৃষ্টি করিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুর্বা [স] বিণ ক্রী গুরুপত্নী। 'তোমার গুর্বা এই গরিব ভবিজি'কে কি এক-আখ্যান ডিগিপত্তর দেবে?' নজরুল, ১৯২৭।

গুল [ফা] ১ বি পোড়ানো তামাকের ডুঁড়া। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়া গুল ...।' ডবলী, ১৮৫২। ২ বি কলিকার মধ্যে ব্যবহৃত গুটিকা। 'রাজারা তার গায়ে গুল পুড়িয়ে দ্যান।' হেতুম, ১৮৬১। ৩ বি ভিজিহীন গুল। 'তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

গুলমারা ক্রি বানিয়ে গুল করা। 'কুল্লের মাল তো আর গুলমারা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

গুল [ফা] বি গোলাপ ফুল। 'কোথায় ঈরাণী গুল এ ফুলের সমতুল।' বন্দর্দন, ১৮৭২।

গুলদার [ফা] বিণ ফুলের নকশা-কাটা। 'ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উড়নিতে কাঠের কুচো বাদতে আরম্ভ কলে।' হেতুম, ১৮৬১।

গুলফাম [ফা] বিণ ফুলময়। 'বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' নজরুল, ১৯২৪।

গুলবদন [ফা গুল+স বদন] বি ফুলের মতো মুখশ্রী যার। 'সুরসোহাগে তস্তা লাগে কুসুম-বাগের গুলবদনে।' নজরুল, ১৯৩৫।

গুল-বদনী [ফা গুল+স বদনী] বি ফুলের মতো কোমল দেহমুখের অধিকারী নারী। 'হয়তো কোনো গুল-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর।' নজরুল, ১৯৪০।

গুলবন [ফা গুল+স বন] বি ফুলবাগান। 'শারাব বিনে হেরো গুলবন উচাটন।' নজরুল, ১৯৩২।

গুল-বনোসা [ফা গুল-বনফা] বি ফুলবিশেষ। 'নার্সি আর গুল-বনোসার দেখবে যেখায় সুনীল দল।' নজরুল, ১৯৪০।

গুলবাণ [ফা] বি ফুলের বাগান। 'খাতুনে জালাত মাতা ফাতেমার গুলবাণে।' নজরুল, ১৯২৮।

গুলবাগিচা [ফা] বি ফুলের বাগান। 'গুলবাগিচায় চলছে হাওয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

গুলবাহার [ফা] ১ বি সুশোভিত ফুলবাগান। 'গুলবাহারের উত্তরি কল জড়াগো তরুণতায়।' নজরুল, ১৯৩২। ২ বি রক্তিম ফুল তোলা শাড়িবিশেষ। 'তলে তলে শাড়ি গুলবাহার/ পরি সেদিন ধরশি মা।' নজরুল, ১৯৪১।

গুল-মজলিশ [ফা গুল+আ মজলিস] বি পুস্পোৎসব। 'মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এসো গুল-মজলিশে।' নজরুল, ১৯৪৫।

গুলমোর [ফা গুলমর] বি লাল রক্তের ফুলবিশেষ। 'উন্মীলিত গুলমোরের থোলো বনের মন্দির মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গুলমোহর [ফা গুলমর] বি ফুলবিশেষ। 'ফুটছে কি ঈশক আগুনের দাহে রক্তিম গুলমোহর?' রুরুল, ১৯৪৬।

গুলমোর [ফা গুলমর] বি গুলমোহর; এক জাতীয় ফুলের গাছ। 'গীত-গোহিতের চূর্ণমিঠ গুলমোরের ফুলে।' সূর্য্যস্র, ১৯৩১।

গুলরুখ [ফা গুল+ফা রুখ] বি ফুলের মতো মুখ। 'নীলিম প্রিয়ার নীলা গুলরুখ অবগুণ্টনে ঢাকা।' নজরুল, ১৯২৮।

গুলশন [ফা] বি ফুলের বাগান। 'গুলশনে গুল ফুটল যখন - নাই তুমি বুলবুল।' নজরুল, ১৯২৯।

গুলশান [ফা] বি ফুলের বাগান। 'বাজে কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' নজরুল, ১৯২৪।

গুলসুবাণ [ফা গুল+স সুবাস] বি গোলাপের সুগন্ধ। 'পিরাহানে মাখরে ত্যাগের গুলসুবাস।' নজরুল, ১৯৪১।

গুলগুলা [ধন্য্য] বি গুল্লন। 'আমি এই গুলগুলা গুলিলাম সহরের মধ্যে।' রামরায়, ১৮০১।

গুলজার [ফা] ১ বিণ জমজমাট। 'এদিকে যে নরক গুলজার হয়েছে তার খবর রাখ?' উমেগ, ১৮৫৭। ২ বিণ জনাকীর্ণ। 'কলকেতা সহর

বড়ই গুলজার।' হুতম, ১৮৬১। ৩ বিগ জাঁকজমকপূর্ণ। 'বাঞ্ছ কাহারবা বাজা, গুলজার গুলশান গুলফাম।' নজরুল, ১৯২৪।

গুলঞ্চ [স গুড়চী] বি লতাবিশেষ। 'কী জানি কেমনে দুটো গুলঞ্চের ফুলে সব গেন্নে ভুলে।' নজরুল, ১৯২২; 'কাছির মতো যেটা যেটা অনেককালের পুরানো গুলঞ্চ লতা।' বিকৃতি, ১৯২৯।

গুলটীকা [ফা গুল+স বটিকা] বি তামাকের তৈরি গুলিবিশেষ। 'আদি হুকা পানদান গুল টীকা তামাকু ভেলসা অম্বর।' ভবানী, ১৮২৫।

গুলতাই [ফা গুলেগ] বি গুলতি। 'গুলতাই কর্যা করে পক্ষী অবেষণ করে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গুলতান [ফা] বিগ মুখর। 'কোমরেতে এক গুড়না জড়িয়ে নেচে করে সভা গুলতান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গুলতান করা ক্রি কলরব করা। 'নীড়-প্রত্যাগত বন্ধুর দল গুলতান করিতেছে।' শওকত, ১৯৫৮।

গুলতানি [ফা গুলতান] ১ বি জটলা। 'মনে মনে গুলতানি পাকিয়ে আড্ডা গাড়বে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি গল্পগুঞ্জব। 'সারাদিন অফিসে গুলতানি।' সাদত, ১৯৬৭।

গুলতানি পাকানো ক্রি করেকজন একর হয়ে জটলা করা। 'মনে মনে গুলতানি পাকিয়ে আড্ডা গাড়বে।' জীবন, ১৯৩২।

গুলতানি মারা ক্রি আড্ডা দেওয়া। 'নাটকের মহড়া, বহুরা মিলে গুলতানি মারছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৯।

গুলতান্নি বি গালগল্প। 'গুলতান্নি, কটুকাটবোর ঝড় তুলি নিতা ধারের বুলির ভরসায়।' শ্যামসুর, ১৯৬৮।

গুলতি [ফা গুলেল] বি মাটির গুলি বা ঢিল ছোড়ার ধনুকবিশেষ। 'গুলতির গুলি এদের প্রাণ।' নজরুল, ১৯৪৫।

-গুলী [স কুল] অব্য বহুত্ব নির্দেশক প্রত্যয়। 'সেই গুলী আইল জীবী আমাকে ডাঙিয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

গুলী ক্রি জলের সঙ্গে মেশানো। 'হরিদ্রা গুলিয়া সঙ্গে দিলেন সুন্দনা।' মুহুদ, ১৬০০। **গুলিয়ে উঠা** ক্রি উঠলে গুঠা। 'প্রাণের মধ্যে গুলিয়ে উঠে ইহগোলের মাঝারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। **গুলিলে** ক্রি মিশালে। 'এক ঘটি জলে কিঞ্চিৎ অলুত গুলিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

-গুলান [স কুল+] অব্য সমষ্টিবোধক শব্দ; বৃন্দ। 'তখাচ ভট্টাচার্য্যগুলান ছাড়ো না।' ভবানী, ১৮২৫।

গুলাপ [ফা গুলাব] বি গোলাপ ফুল। 'গুলাপ মস্তিকা ধাই।' বিজয়, ১৬৫০।

গুলাব [ফা] বি গোলাপ ফুল। 'গুলাব সেউতী সেনী বিলাতী।' ভারত, ১৭৬০।

গুলাবগোলা [ফা গুলাব+গোলা] বিগ গোলাপের সুবাস মিশ্রিত। 'সে যে গুলাবগোলা/রঙে লহর তোলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

গুলাবপানি [ফা গুলাব+পানি] বি গোলাপ ফুলের গন্ধযুক্ত সুবাসিত পানি। 'খসখসের পর্দায় খাসা গুলাবপানি ছিটিয়ে সুসবুতে দিল মনস্তল করুনে না।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

গুলাবি [ফা] বিগ গোলাপি। ওর্গা, ১৭৮৫।

গুলাল [ফা গুল্লালাহ] ১ বি বাবুই তুলসী গাছ ও তার ফুল। 'ফুলিল গুলাল মাহলী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আবির্-বিশেষ। 'পরানে ছড়িয়ে আবির্ গুলাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গুলশা [হি] বি হাঙ্গেরিয়ান ঢঙে রান্না মাংসের ঝোলবিশেষ। 'হাঙ্গেরিয়ান

গুলশা আর সাদা-মাটা মাংসের ঝোলে কোনো তফাৎ নেই।' মুজতবা, ১৯৫২।

-গুলি প্রত্যয় বৃন্দ; সমূহ। 'মহেশ ঝাড়িল বুলি চালু হইল কথোগুলি।' মুহুদ, ১৬০০; 'পোস্তের হলনাগুলি মারিল আছাড়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গুলি', গুলী' [হি গুলী] ১ বি বন্দুকের গুলি। 'ঝাকে ঝাকে তবক পুরিআ এড় গুলি।' মুহুদ, ১৬০০; 'তাতে গুলী গোলা সকল তোড়া, ভক্তি-অস্ত্রে আছে শাণ।' ভক্ত, ১৮৫৫। ২ বি কন্দুক। মনোএল, ১৭৪৩।

গুলি খাওয়া ১ ক্রি তুলিতে আত হওয়া। 'যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?' সুকুমার, ১৯২০। ২ বি গুলিবিদ্ধ। 'প্রতিটি নাগরিক যে গুলিখাওয়া ক্যাপা বাঘ।' হাকিজুর, ১৯৫৩।

গুলি-গোলা [গুলি+স গোলাক+] বি বন্দুকের গুলি ও কামানের গোলা। 'গুলি-গোলাসকল অতি দূরে নিক্ষিপ্ত ... করিতে পারা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গুলিবাঁট [গুলি+স বট্টন] বি লটারি। 'ছাত্রদেরদের গুলিবাঁট করিয়া ঐ পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়।' দর্পণ, ১৮৩৬।

গুলিবাঁশ [গুলি+বাঁশ] বি বাঁটল। 'গুলিবাঁশ হাতে নিয়ে।' জীবন, ১৯৩২।

গুলিবিদ্ধ [গুলি+স বিদ্ধ] বিগ শরীরে গুলির আঘাতগ্রস্ত। 'গুলিবিদ্ধ ... দেহ নিয়ে রক্তাওয়ালারা ছুটে যায় হাসপাতালের দিকে।' হাকিজুর, ১৯৫৩।

গুলিবুটি [গুলি+স বুটি] বি বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ। 'দ্বিগুন জোরে গুলিবুটির আওয়াজ এলো।' হাসান, ১৯৭৪।

গুলীবর্ষণ [গুলি+স বর্ষণ] বি গুলি ছোড়া। 'অগণ্য স্থানে দাশ-হাকামা, গুলীবর্ষণ ইত্যাদি হইয়া কেন?' আজাদ, ১৯৪০।

গুলীভরা বিগ বুলেটপূর্ণ। 'বন্ধের ওপর মালার মতন বন্দুকের গুলীভরা বেল্ট।' বিমল, ১৯৩৫।

গুলি', গুলী' [হি গুলী] বি আফিম থেকে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যবিশেষ। 'গাজা গুলি চরস এফস এবং মদিরার মেদেদা ... সর্বদাই কর্থ চলে।' ভবানী, ১৮২৮; 'গাঁজা গুলী এবং চরসের পরিবর্তে ... আমাদের প্রচলন বৃদ্ধিগ্রস্ত হয়ে থাকে।' প্রমথ, ১৯০৫।

গুলিখোর [গুলি+ফা খোর] ১ বি আফিম খায় যে। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'যুদ্ধে যে গুলি খায় গুলিখোর সেও কি?' সুকুমার, ১৯২০। ২ বি গুলি খেয়ে মরতে প্রস্তুত যে। 'আমরা গুলিখোরের জাত।' নজরুল, ১৯৩০।

গুলিখোরসুলভ [গুলি+ফা খোর+স সুলভ] বিগ আফিমখোরের মতো। 'তাহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রশ্নহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা ...।' বনমূল, ১৯৩৬।

গুলি' বি মদ্রযুদ্ধকালীন আক্রমণ। 'করিআ আখড়া ঘরে দণ্ডযুদ্ধ কেহ করে মদ্রবিদ্যা গুলি চাপগারি।' মুহুদ, ১৬০০।

গুলিডাঙা, গুলিডাঙা [হি গুলী+স দঙ+] ১ বি একপ্রকার খেলা। 'পূর্বে গুলিডাঙা ও কপাটি নামক যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত ছিল ...।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বি মারপিট। 'ডানপিটেরা বুলগাপপুর গুলি-ডাঙার মদ খুব।' নজরুল, ১৯২৬।

-গুলিন প্রত্যয় বৃন্দ; সমূহ। 'কোম্পানির কাযকর্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসম্বল করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১; 'কতকগুলিন সিবিল সরবেন্ট কর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' জ্ঞানবোধক, ১৮৩৪।

গুলিষ্ঠা [ফা] বি ফুলের বাগান। 'দলিত শুক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিষ্ঠা হাসিবে ধীরে।' নজরুল, ১৯২৪।

গুলিষ্ঠান [ফা] বি ফুলের বাগান। 'গুলিষ্ঠানের বুলবুল পাখি।' নজরুল, ১৯২৮।

গুলী প্রত্যয় বৃন্দ; সমূহ। 'কমরবন্দিতে যত গুলী পরসা ধরিতে পারে, তত তুলিয়া লইল।' মধু, ১৮৫৭।

গুলী বি গোলামাল। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী ওহাডা তোহৌরী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

গুলী ^২ **গুলি**, **গুলি**

গুলীন প্রত্যয় বৃন্দ; সমূহ। 'কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্য।' দর্পণ, ১৮৩৬।

গুলেনার [ফা গুল+ফা আনার] বি ডালিমের ফুল। 'প্রশান্ত বাতাসে শুধু জাগিডেছে গুলেনার বন।' ফররুখ, ১৯৪৩।

গুলে-বকৌলি বি (উর্দুসাহিত্যে ব্যবহৃত) সাদা রঙের সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'গুলে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনি-চক।' নজরুল, ১৯২৮।

গুলো প্রত্যয় বৃন্দ; সমূহ। 'তুই আগে তুতকাতুলো কর।' উমেশ, ১৮৫৭।

গুল [স গুলক+?] বি অলংকার-বিশেষ। 'গুল আইদ খারুয়া তোরল বিরাজিত।' অলাওল, ১৬৮০।

গুলক, **গুলক** [স] বি পায়ের গোড়ালি। 'বিভাসেতে বাম গুলক ফেলিলা কেশব।' ভারত, ১৭৬০।

গুলু [স] ১ বি শব্দ কাণ্ডহীন ছোটো উদ্ভিদ। 'লতা গুলু ধরে ধরে শোভা করে ঘরে ঘরে।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি গ্রীহাবৃত্তি রোগ। 'গুলু হইল বুঝি পেটে।' ভারত, ১৭৬০।

গুলাবায়ু [স] বি রোগপ্রসূতা। 'ঘরে-ঘরে বিবর্ণ হায়াতে বহুবংশ বিশ্রামের গুলাবায়ু কলুষবিশাস।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

গুলাময় [স] বিণ গুলাপূর্ণ। 'এই মাটি গো এই পৃথিবী - এই যে তৃণ গুলাময়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গুলান্তরাল [স গুল+অন্তরাল] বি গুলের বা ঝোপের আড়াল। 'ভিতরি-দম্পতিও এই শব্দে সচকিত হইয়া গুলান্তরালে আশ্রয়পোষন করিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুটি, **গুটি**, **গুটী** [স গোষ্ঠী] বি গোষ্ঠী। 'বোটা মাতরাড়িয়া গুটিখেসো আমাকে যাহা খুশি তাহাই বলে ...। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩; 'আমাদের গুটিতে এমন কখনো হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

গুটি-কুটুম [স গোষ্ঠীকুটুম] বি আত্মীয়স্বজন। 'তাদের গুটি-কুটুম কান্নাকাতি করছে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

গুটিখেসো [স গোষ্ঠী+খা>] বি গাণিবিশেষ। 'বোটা মাতরাড়িয়া গুটিখেসো ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

গুটিতক, **গুটিতক** [স গোষ্ঠীতক] ১ ক্রিণিণ গোষ্ঠীর সবাই মিলে। 'হাতেম বখশের গুটিতক শহরে মদ টানে।' শওকত, ১৯৫৮। ২ ক্রিণিণ গোষ্ঠীর সবাই। 'পতঙ্গের গুটিতক খেতে দিতে যায়।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

গুটিসুখ, **গুটিসুখ** [স গোষ্ঠীসুখ] ১ বি আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গসুখ। 'শহরে এসে গুটিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল।' মুক্ততবা, ১৯৪৯। 'আগ্ন-বাতা নিয়ে গুটিসুখ অনুভব করছেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯। ২ বি বন্ধুজনের সঙ্গসুখ। 'সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুটিসুখ অনুভব

করি।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

গুহ [স] বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'আমি জৈমত শ্রীমুখ ভবানীপ্রসাদ গুহর এবং সকলের তত্ত্বাবধি করিতাত ...।' মেয়র্স, ১৭৬৬।

গুহর জালাল বি ছায়াপথ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

গুহা [স] ১ বি পর্বতের গায়ের গর্ত। 'দলক অরেনো গুহা খুইলেক লিয়া।' মালখের, ১৫০০। ২ বি উৎস। 'যে সুর গোপন গুহা হতে ছুটে আসে আকুল স্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৩ বি গহ্বর। 'জুতোর গুহায়।' শামসুর, ১৯৬০।

গুহাগর্ত [স] বি বৌড়াল বা গহ্বর। '...তলিয়ে যাচ্ছে অতলে অথবা অন্তহীন কোনো গুহাগর্তে।' শওকত, ১৯৭২।

গুহাগহ্বর [স] বি পাহাড়ের গুহাদেশ। 'গুহাগহ্বর-অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গুহাচর [স] বি বিবরবাসী। 'গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গুহাচিত্র [স] বি গুহার ভিতরে আঁকা চিত্র। 'গুহাচিত্রে করিছে সজাগ তার তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গুহাতল [স] বি গুহার অভ্যন্তর ভাগ। 'গহন ভিমির গুহাতলে যাই নামি যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গুহানিবাসী [স] বিণ গুহায় বাস করে এমন। 'যাহারা গুহানিবাসী সুও শব্দশব্দ ভগ্নের আঘাতে হনন করে ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

গুহা-নিরুদ্ধ [স] বিণ গুহাবন্দী। 'গুহা-নিরুদ্ধ নদীর মতো তাকে যে ভেঙে ফেলতে চাচ্ছে।' মানিক, ১৯৩৫।

গুহানিহিত [স] বিণ গুহার মধ্যে অবস্থিত। 'গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাদি।' বিকৃতি, ১৯০৮।

গুহাবাস [স] বি গুহার মধ্যে বসবাস। 'আলো-বাতাসহীন গুহাবাস।' বিকৃতি, ১৯০৮।

গুহাবাসী [স] বিণ গুহার মধ্যে বসবাসকারী। 'সেই অন্তর-গুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'গুহাবাসী নৃসিংহেরে বঁধিব না শীলের শৃঙ্খলে।' সুখীন্দ্র, ১৯৩১।

গুহাবিদারণ [স] বি গুহা বিদীর্ণ হওয়া। 'বন্যাবারির গুহাবিদারণের রক্তস্রাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গুহাভিভি [স] বি গুহার ভিত্তি। 'ছবি আঁকছে গুণী গুহাভিভির পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গুহামুখ [স] বি গুহার প্রবেশপথ। 'গুহামুখ ধূলায় পতিত বালিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'গুহা-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণমন্ত্র সুরে।' নজরুল, ১৯২৫।

গুহায়িত [স] বিণ অন্তর্ভুক্ত। 'এমন ক্ষেত্রে সময়ের পাখনা ছিড়ে যায়, শতাব্দী মুহূর্তের মধ্যে গুহায়িত হয়।' শওকত, ১৯৬২।

গুহাশায়ী [স] বিণ গোপনে রয়েছে এমন; লুক্কায়িত। 'তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গুহাশ্রয় [স] বি গুহার আশ্রয়। 'সখরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় ঝুঁজি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গুহাহিত [স] বিণ গুহ। 'প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

গুহাডা [স গোহর] বি অনুন্নয়। 'উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুণী গুহাডা তোহৌরী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

গুহা [স] ১ বি মলমল। 'উপহাস করে রাস্তা গুহা দেখাইয়া।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ গোপন। 'গুহা অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ অব্যক্ত। 'বহুজন সম্পর্কীয় কোন গুহা কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থলাভ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গুহ্যতম [স] বিণ গোপনতম। 'প্রজাতিগণের অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে ইহার মূল রোপিত হয় নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গুহ্যতর [স] বিণ গোপনতর। 'সেই গুহ্যতর তত্ত্ব।' মুক্তভাষা, ১৪৪৯।

গুহ্যঘার [স] বি মলমল। 'বাম পদ মুড়া নিয়া দিব গুহ্যঘারে।' সুলতান, ১৭০০।

গুহ্যভাব [স] বি রহস্যময়তা। 'উহার মধ্যে যে একটু গুহ্যভাব আছে, তাহা আমি ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

গুহ্যমূল [স] মলমল। 'গুহ্যমূলে চতুর্মূল পদ্য বিরাজিত।' চট্ট, ১৫৫০।

গুহ্যলীলা [স] বি গুপ্ত সাধনা। 'সখীভাবে গুহ্যলীলা কর দরশন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

গুহ্যসাধনা [স] ১ বি গোপন সাধনা। 'ইহাদিগের গুহ্যসাধনার বিষয় ব্যক্ত করিতে হইলে সবিশেষ অশ্লীল হইয়া পড়ে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি গুপ্ত সাধনা। 'বাস্যার্থের অনুশীলন যদি কবিকর্মকে গুহ্যসাধনায় পর্যাবসিত করে ...।' শিব, ১৯৭৩।

গুহ্যসাধনাবাদী [স] বিণ গোপন সাধনায় বিশ্বাসী। 'রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত গুহ্যসাধনাবাদী রমণী নন।' ওদ্র, ১৯৪৬।

গুহ্যস্থান [স] বি গোপন আস্তানা। 'কত কত পরম গুহ্যস্থানে প্রব্রিষ্ট হইয়া ... লেখাপত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গুহি [স গুহ্য] বি গুহ্যঘার। মানোএল, ১৭৪৩।

গুপ্ত [স] ১ বিণ গুপ্ত। 'ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কান/অশ্রুজল গুপ্ত প্রেম হয় চোটা জ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ প্রকৃত। 'মুঢ় না বুঝে কথা প্রবর্তার।' শেখর, ১৬০০। ৩ বিণ রহস্যময়। 'লেখক কি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বিণ অজ্ঞাত। 'বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে এক্ষণে সে গুপ্তরহস্য তাহার জ্ঞানার্থিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বিণ গোপন। 'হৃদয়ের গুপ্ত সেসে অক্ষরাশি মিলি ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বিণ সুপ্ত। 'মনের গুপ্ত ক্ষমতাগুলি যেমন সতেজে মাটি ফুঁড়িয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৭ বিণ সহজাত। 'স্বভাবের গুপ্ত নিয়মেই দর্শনশিক্ষা হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৮ বিণ গভীর। 'সেইখানে ধর্মশিখের গুপ্ত গুহার হতে যেখানে বিদ্যের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিত্তজন স্রোতে সংগীত তোমার।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৯ বিণ অপ্রতীয়মান। 'ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে কী গুপ্ত সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদম্বিন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ১০ বিণ অজ্ঞাপিত। 'নির্জন বনের গুপ্ত আনন্দের যত ভাষাধীন বিভিন্ন সংকেতে ললিতাম হৃদয়েতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ১১ বিণ লুক্কায়িত। 'মানবচিত্তের সাধনায় গুপ্ত আছে যে সত্যের রূপ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ১২ বিণ অক্ষকারাজ্ঞান। 'রাতের গুপ্ত আকাশের দিকে ইন্দ্রিত তুলে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

গুপ্তাচারী [স] বিণ গোপনচারী। 'দুর্নমিত, অসংযত, গুপ্তাচারী, গহন-গভীর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গুপ্ততত্ত্ব [স] বি গভীর জ্ঞান। 'হেঁতাতাস প্রকৃতির গুপ্ততত্ত্ব ... বুঝাইয়া দিতেছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

গুপ্ততম [স] বিণ গোপনতম। 'সৃষ্টির গুপ্ততম রহস্য, তাহার

অন্তরাস্তর কথা ...।' সর্বজ, ১৯২১।

গুপ্ততলচারী [স] বিণ অব্যক্ত। 'মনুষ্যানুদয়ের গুপ্ততলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

গুপ্তদর্শী [স] বিণ অন্তর্দর্শী। 'যে গুপ্তদর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে দেখিতে পান ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গুপ্তকথা [স] বিণ গুপ্তানো বা সংকুচিত কথা। 'পথে পথে গুপ্তসর্ব গুপ্তকথা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গুপ্তরহস্য [স] বি অনাবিস্কৃত সত্য। 'বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে এক্ষণে সে গুপ্তরহস্য তাহার জ্ঞানার্থিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গুপ্তাচারী [স] বিণ গোপনচারী। 'গুপ্তাচারী বিবর্তনের এক গুপ্তবেই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

গুপ্তানিধি [স] বিণ জটিলতর। 'ছগতের চেতনাচেতনের গুপ্তানিধি গুপ্ত তত্ত্ব সকলই নন্দদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গুপ্তার্থ [স] বি গুপ্ত-অর্থ। 'বিদূরোধ্য অর্থ।' 'তাহার গুপ্তার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

গুপ্তার্থসূচক [স] বি গুপ্ত-অর্থসূচক। 'পরম্পরের দিকে চাহিয়া একটু গুপ্তার্থসূচক হাস্য করিলেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গুপ্ত [স] বি শকুন। 'গুপ্ত শৃগাল স্বপ্নে গায়ের মাস খাও।' সুলতান, ১৭০০।

গুপ্তি [স] বি শকুন। 'গুপ্তি জম্বুকী নাচে করি রজপান।' আলোড়ন, ১৬৮০।

গুপ্ত [স] বিণ শোভা। 'চোর স্বভাবতঃ অর্ধগুপ্ত।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'গুপ্ত ওরা, লুকা ওদের লক্ষ অসুর বল।' নন্দকল, ১৯২২।

গুপ্ততা [স] বি লোভ। 'যে ব্যক্তি নিতান্ত ধনগুপ্ততা প্রযুক্ত অমৃত কন্যাবিব্রকরূপ দুঃসহ পাতক কীরক করে তাহাকে বিষ্ঠাহীন নরকে গমন করিতে হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গুপ্ত [স] বি শকুন। 'গোমায়ু মাতিয়া বলে গুপ্ত কাক বিজ্ঞ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গুবা [স] বি গ্রীবা। 'পৃষ্ঠে জানু দিয়া তবে গুবাৎ ধরিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গুম [স] বি গ্রীবা। 'চন্দনে চরুচ পয়োধ্য গুম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গুহ [স] ১ বি ঘর। 'গৃহকর্ম নাহি পাও তোমার লাগিয়া।' মালাধর, ১৫৫০। ২ বি অশ্রয়। 'সকল গৃহ হারাল যার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গৃহ-ওখা [স] বি গণক। 'আখি ঠারে হইল কথা অঙ্গে গৃহ-ওখা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গৃহক [স] বি গ্রাহক। 'জগতের খেত শ্যামল যথ গৃহক।' আলোড়ন, ১৬৮০।

গৃহকর্ত্তা [স] বি পরিবারের প্রধান পুরুষ; গৃহস্বামী। 'নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্ত্তার বড়ো উচ্চ পদ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গৃহকর্মী [স] বি শিল্পি; পরিবারের প্রধান নারী। 'ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্মী দাঁড়িয়ে আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গৃহকর্ম, **গৃহকর্ম** [স] বি ঘরকন্নার কাজ। 'গৃহকর্ম নাহি পাও তোমার লাগিয়া।' মালাধর, ১৫০০; 'গৃহকর্ম এবং সামাজিক ধর্ম প্রভৃতি ... উন্নত ও পরিমার্জিত হইয়া আসিয়াছে।' অক্ষয়, ১৫৪৪।

গৃহকর্মকারী, **গৃহকর্মকারী** [স] বিণ ঘরের কাজ করে এমন। 'গৃহকর্মকারী দাস ধনি লোকের বাড়ীতে অধিক থাকে।' দর্পণ,

১৮২৩।

গৃহকর্মনির্বাহক, গৃহকর্মনির্বাহক [স] বিণ গার্হস্থ্য। 'শিল্পবিদ্যা, গৃহকর্ম-নির্বাহক বিদ্যা ... শিক্ষা করিয়া থাকে।' প্যারী, ১৮৬০।

গৃহকর্মশিক্ষা [স] বি সাংসারিক কাজ শেখা। 'গৃহকর্মশিক্ষা নিম্নত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গৃহকর্মদি [স] বি ঘরকন্নার কাজ। 'পরগৃহের গৃহকর্মাদিতে অনুদিন নিরত।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

গৃহকাজ [স] গৃহকার্য বি ঘরকন্নার কাজ। 'অফুরান হল গৃহ-কাজে।' দ্বিজী, ১৫৫০; 'গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

গৃহকার্য, গৃহকার্য্য [স] বি সাংসারিক কাজ। 'তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৬৫; '... এই পৃথিবীর গৃহকার্য্য চালাইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

গৃহকার্য্যনিরতা [স] বিণ ক্রী বাড়ির কাজে নিয়োজিত। 'নখবিভূষিতা - গৃহকার্য্যনিরতা।' দীপিকা, ১৮৮৭।

গৃহকার্য্যবিরহিতা, গৃহকার্য্যবিরহিতা [স] বিণ ক্রী বাড়ির কাজ করে না এমন। 'গৃহকার্য্যবিরহিতা - সাবান-বিধৌত-দেহা।' দীপিকা, ১৮৮৭।

গৃহকার্য্যরতা [স] বিণ ক্রী বাড়ির কাজে রত। 'তাহার অশিক্ষিতা গৃহকার্য্যরতা ক্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গৃহকোণ [স] বি অন্তঃপুর। 'একদা গৃহকোণে দু-কথা বলি যদি কাছে তার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

গৃহকোণা [স] গৃহকোণ-বি অন্তঃপুর। 'ইচ্ছে করে বসে বসে/ পুন্ড্র লিখি গৃহকোণায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গৃহকোড় [স] বি ঘরের কোনো। 'হে স্নেহাত বসুভূমি, তব গৃহকোড়ে চিরশিত করে আর রাখিয়া না ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গৃহগঠন [স] বি সংসার গড়া। 'গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ ত্রীলোকেই করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

গৃহগত [স] বিণ ঘরে থাকতে ভালোবাসে এমন। 'কাদিতেছে রাবালের গৃহগত প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গৃহ-গবাক্ষ [স] বি ঘরের ছানাদা। 'কাছের স্তম্ভিময় নিম্মদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্য্যমালা।' মুক্তাবা, ১৯০৬।

গৃহস্থান [স] বি ঘরবাড়ি তৈরি। 'গৃহস্থস্থানের ক্রম ও গুণের উচ্চত ও স্থূলত এবং কুঠরি করিবার ... বিবরণ।' দর্পণ, ১৮২৫।

গৃহচারিণী [স] বিণ ক্রী ঘরে ঘরে এমন। 'এইসমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গৃহচূড়া [স] বি ঘরের শীর্ষদেশ। 'শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত/ শত শত সৌধশিখরে ভাতে সারি সারি কাঞ্চন-নির্মিত।' মাইকেল, ১৮৬০।

গৃহছায়া [স] বি ঘরের ছায়া। 'অপরূহ বেলার গৃহছায়ায় একা দাঁড়াইয়া।' মাদিক, ১৯৩৬।

গৃহচ্ছিন্ন [স] বি পারিবারিক কলঙ্ক। 'ঔষধ, যন্ত্রণা, গৃহচ্ছিন্ন, এসকল সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গৃহচ্ছেদন [স] বি ঘর ভাঙা। 'রাজা প্রভৃৎ সেই গৃহচ্ছেদন করিয়া ... দরিদ্র সকলকে বিতরণ করেন।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

গৃহ-চ্যুত [স] বিণ নিজের বাড়ি থেকে বিতাড়িত। 'গৃহ-চ্যুত করি

তোরে, লুটি লয় বলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

গৃহছাড়া [স] বিণ গৃহত্যাগী। 'মোর গৃহছাড়া এই পথিক পরান ডরুণ হৃদয় লোভাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গৃহছায়ে [স] বি ঘরের দাওয়া। 'গৃহছায়ে বসি সজলনয়ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গৃহজাত [স] বিণ গৃহে থাকে এমন (বিলাসবহুল) সামগ্রী। 'জমিদারদিগের ন্যায় গৃহজাত সামগ্রী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।' এডুকেশন, ১৮৭৮।

গৃহতল [স] বি ঘরের মেঝে। 'গৃহতল অর্থাৎ ঘরের মেঝে যত উচ্চ হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

গৃহত্যাগ [স] বি সন্ন্যাস গ্রহণ। 'হরিদাস যবে নিঃ গৃহত্যাগ কৈলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া। 'ক্রমবর্তে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া গোলাবোহল করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

গৃহত্যাগিনী [স] বিণ ক্রী ঘরছাড়া। 'শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে, এ সকল কিছুই ঘটিত না।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

গৃহত্যাগী [স] বিণ নিজের সংসার ত্যাগ করেছে এমন। 'আনাকাষ্ট কনবর্ট গৃহত্যাগী যারা।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

গৃহদাহ [স] বি আগুনে ঘর পোড়া। 'তুণকান্ত নির্খিত গৃহদাহ হইছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

গৃহদীপ [স] বি ঘরের প্রদীপ। 'তার গৃহদীপ আমার কলকাতার বাড়িতেই কুলল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'দূরবে সুখে ঘরে গৃহদীপ ক্লেদো কল্যাণ-করে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গৃহদুয়ার [স] গৃহদ্বার বি ঘরের দরজা। 'খুলি দিয়া গেলে তুমি যে গৃহদুয়ার ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গৃহদুর্গ [স] বি আবাসরূপ দুর্গ। 'গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গৃহদেবতা [স] বি গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতা। 'গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

গৃহদ্বার [স] বি ঘরের দরজা। 'তাহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিডেছিল তখন তিনি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গৃহদ্রোহী [স] বি ঘরের শত্রু। 'মিত্র যবে গৃহদ্রোহী, পৌর পরিবার/ নিতেডন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গৃহধর্ম, গৃহধর্ম্য [স] বি সংসার ধর্ম। 'পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহধর্ম্য শোক।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্য না হয় শোভন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৃহধর্ম্যপরাশা [স] বিণ ক্রী সংসার অনুরাগী। 'নারী এই কারণে গৃহধর্ম্যপরাশা ...।' বেগম, ১৯৪৭।

গৃহধর্ম্যার্থে [স] ক্রিণি সংসার ধর্ম পালনের জন্য। 'গৃহধর্ম্যার্থে তাহার গৃহিণী আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গৃহনিরীশ্বরী [স] বিণ গৃহিণীহীন। 'গৃহনিরীশ্বরী ঘরে আতিথ্যের ক্রটি হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

গৃহনির্মাণ [স] বি ঘরবাড়ি তৈরি। 'অনাথের গৃহনির্মাণ করাইয়া দিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

গৃহনির্মাতা, গৃহনির্মাতা [স] বি ঘর তৈরি করে যে। 'তাহারা উত্তম

গৃহনির্মাণা বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

গৃহনৈতিক [স] বিণ সাংসারিক নিয়ম সংক্রান্ত। 'গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ মিনি তিনি কনিষ্ঠের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

গৃহপতি [স] বি গৃহস্থামী। 'তদগৃহপতির এই সকল আচরণকেই ... করেন।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২৯।

গৃহ-পরিকর [স] বি বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক। 'চারি ভাইর দাস-দাসী গৃহ-পরিকর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৃহপরিচালনা [স] বি ঘরসংসার চালানো। 'সেলাই, গৃহপরিচালনা, রন্ধন ও খোলাইয়ের কাজ ইত্যাদি।' বেগম, ১৯৪৯।

গৃহ-পানে ত্রিবিধ ঘরের দিকে। 'বনপন দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া শূন্য গৃহপানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গৃহপালিত [স] বিণ পোষা। 'গৃহপালিত বিভাল কুকুরদিগে ভোজন করিয়া থাকে।' জ্ঞানানন্দোদয়, ১৮২২।

গৃহপিঞ্জর [স] বি গৃহ রূপ বাচা। 'স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

গৃহপিণ্ডা [স] বি ঘরের রোয়াক। 'পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পিণ্ডিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৃহপোষ্য [স] বিণ একই সংসারে লালিত। 'তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গৃহ-প্রত্যাবর্তন [স] বি ঘরে ফেরা। 'ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গৃহপ্রদীপ [স] বি ঘরে নিত্য জ্বালানোর বাড়ি। 'কোথা জ্বলিছে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিঁধুপারে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গৃহপ্রবেশ [স] ১ বি বসবাসের জন্য গৃহে প্রথম প্রবেশ। 'গৃহপ্রবেশের পূর্বী গৃহপ্রবেশ।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি নতুন বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ। 'গৃহপ্রবেশের সনাই যেন আজ শরতের আকাশে বাজতে আরম্ভ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

গৃহপ্রাশন [স] বি গৃহসংলগ্ন উঠান। 'অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাশনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গৃহপ্রাচীর [স] বি ঘরের দেয়াল। 'আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাশাপাশি ভেদ করিতে পারিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গৃহশ্রিয় [স] বিণ ঘর-সংসারের প্রতি খুব টান আছে এমন; ঘরকুনো। 'আমরা এই গৃহশ্রিয় শান্তিশ্রিয় জাতিই থাকব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গৃহ-ফেরা [স] গৃহ+ফেরা। বিণ ঘরে ফিরেছে এমন। 'খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে ও পারের গ্রামে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গৃহবধু [স] বি ঘরের বউ। 'নারীরা আজ আর শুধু গৃহবন্দী নন্দিনী বা গৃহবধুই নয়।' বেগম, ১৯৭১।

গৃহবন্দী [স] গৃহ+ফা বন্দি। বিণ ঘরে আবদ্ধ। 'যার স্বামী গৃহবন্দী আছে ভিন্নরাজ।' আলগোল, ১৬৮০।

গৃহবলিভূক [স] বিণ গৃহের খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে এমন। 'গৃহবলিভূক পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গৃহবহিষ্কৃত [স] বিণ ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বাল্মীকি গৃহকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গৃহবহি [স] বি পারিবারিক সমস্যা। 'অর্থনৈতিক বন্যা তাহাদের গৃহবহি নির্বাপিত করেছিল।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

গৃহবাতায়ন [স] বি ঘরের জানালা। 'গৃহবাতায়ন হইতে, মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া ... মিলাইয়া যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গৃহবাস [স] ১ বি গৃহে অবস্থান। 'চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বাসস্থান। 'গৃহবাস তেজিল তেজিল আত্মজ্ঞান।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি সংসারজীবন। 'গৃহবাস আর কার তরে?' গিরিশ, ১৮৮৭।

গৃহবাসী [স] ১ বি গৃহস্থজন। 'হিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী।' গিরিশ, ১৮৮৩। ২ গৃহে গৃহবাসী, তোরা খোল দ্বার।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বি গৃহে বসবাসরত। 'পঞ্চাচারী, গৃহবাসী, ব্যবসারী ও চাকুরিয়া।' নওরোজ, ১৯৪৬।

গৃহবিচ্ছেদ [স] ১ বি পরিবারের মধ্যে কলহ ও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ছাড়াছাড়ি। 'বহুবিবাহের জন্য তাঁহাদের গৃহবিচ্ছেদ।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি অভ্যন্তরীণ বিবাদ। 'এমনি করে ... গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটি করে নেবার চেষ্টা করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি সংসার ভাঙা। 'গৃহশঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ ত্রীলোকেই করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

গৃহ-বিস্ত [স] বি ঘরের সম্পদ। 'গৃহ-বিস্ত যেবা ছিল ত্রাণসেবের দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৃহবিগ্রহ [স] বি পরিজনদের মধ্যে সংঘটিত কলহ। 'আকস্মিক গৃহ-বিগ্রহের কোনো তাৎপর্য না বুঝিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গৃহবিধিগাণী [স] বিণ ঘরছাড়া; সংসারত্যাগী। 'এক উদাস, গৃহবিধিগাণী বসি।' বিকৃতি, ১৯২৯।

গৃহবিবাদ [স] বি পারিবারিক কলহ। 'পরিবারের মধ্যে গৃহবিবাদ ঘটয়া রক্তপাতে ফ্রাঙ্ক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা ব্যাপিল সর্ব দেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গৃহ-ব্যবহার্য [স] বিণ ঘরে ব্যবহৃত। 'বিলাতের সচরাচর গৃহ-ব্যবহার্য বস্ত্রভি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিত।' প্রমথ, ১৯০৫।

গৃহভিত্তি [স] বি ঘরের দেয়াল। 'অপরূপে গৃহভিত্তির যে দিকটাত্তে ছায়া পড়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গৃহভৃত্য [স] বি গৃহস্থালির কাজ করে এমন বেতনভোগী কর্মচারী। 'কোমারী মানে নারী, স্কুল শিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী।' অন্নমা, ১৯২৯।

গৃহমণি [স] বি মঙ্গলদীপ। 'চৌদিগে হুইই ধ্বনি কেহ জ্বালে গৃহমণি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গৃহমধ্য [স] বি ঘরের অভ্যন্তর। 'গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সর্ব দৃষ্টিগোচর করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

গৃহমাঝ [স] বি ঘরের অভ্যন্তর। 'যথা গৃহমাঝে বসি জ্বলিলে উত্তেজে।' মাইকেল, ১৮৬১।

গৃহমার্জন [স] বি ঘর পরিষ্কার করার কাজ। 'বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

গৃহমার্জনী, গৃহমার্জনী [স] বি ঝাড়ু; কাঁটা। 'গৃহমার্জনী দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া বিদায় করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গৃহলক্ষী [স] ১ বি ঘরের লক্ষীস্বরূপা বধু। 'তাঁহার গৃহলক্ষী ... তথায় উপস্থিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি স্ত্রী। 'হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষী হবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গৃহলেশন [স] বি ঘর নিকানো। 'ভোজনাদি পাত্য মার্জন, গৃহ

গৃহশত্রু [স] ১ বি আভ্যন্তরীণ শত্রু। 'গৃহশত্রু'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি নিজের বিবেক। 'মাঝখানে তাহার হৃদয়বাসী কোন গ্রহশত্রু তাহার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি বিশ্বাসঘাতক। 'অন্যান্য নিষাদগণ তাহাকে অর্ধপদসেবী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

গৃহশিক্ষক [স] বি গৃহে এসে পাঠদানকারী। 'প্রাণতাপ, গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠশিক্ষা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করতেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

গৃহশিল্প [স] বি কুটিরশিল্প। 'বাসালার না আছে কল কারখানা ও গৃহশিল্প।' সাম্যবাদী, ১৯২৪।

গৃহশূন্য [স] ১ বিগৃহহীন। 'সর্বদা ... গৃহশূন্য, তিতিক্ষায়ুক্ত, লোকসংস্পর্গবর্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'চলে যায় লক্ষ্যহারা গৃহশূন্য পাছ উদাসীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বিগৃহে স্ত্রী নেই এমন। 'আপনি গৃহ-শূন্য হইবামাত্র বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারেন না।' তমোগুপ্ত, ১৮৭৪।

গৃহশ্রব্দী [স] বি সারিবদ্ধ বাড়ি। 'অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী ঘারা প্রতিবন্ধ।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গৃহ-সংসার [স] বি ঘর-সংসার। 'জননীর সন্তান, পিতার আত্মজ, গৃহ-সংসারে অভিসংগরী তাঁর রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের দেহ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গৃহসংস্কার [স] বি গৃহ পরিষ্কারকরণ। 'গৃহসংস্কার না করিলে লোক বাস করিতে পারে না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

গৃহসংস্কা [স] ১ বি ঘরের সজ্জা। 'গৃহসংস্কা, বেশবিন্যাস, নৃত্যগীতাদি বর্ণনাতীত উৎসাহ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি আসবাবপত্র। 'গৃহসংস্কা চারি দিকে ছড়ানো রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গৃহসংস্কৃত [স] বিগৃহে সজ্জিত। 'মহোৎসবের জন্য গৃহসংস্কৃত যাবতীয় শস্য।' সংসার, ১৮৯৮।

গৃহসামগ্রী [স] বি ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। 'ভগ্নপুত্র হইতে ধাতুখনন ও তথারা গৃহসামগ্রী নির্মাণ, বিনা, শ্রম সম্পন্ন হয় না।' বিদ্যা, ১৮৫১।

গৃহস্থ [স] বি পারিবারিক ঐশ্বর্য। 'বড় নির্ভর্যুট গৃহস্থ অনুভব করিতেছিল ইয়াকুব।' শওকত, ১৯৫৮।

গৃহস্থ [স] বিগৃহস্থ বি সংসারী মানুষ। 'কোন ধর্ম গৃহস্থের সংসার তরির।' মালধর, ১৫০০।

গৃহস্থালী [স] বিগৃহস্থালি। বি গৃহস্থালি: ঘরকন্না বা সংসারের কাজ। 'বাদা গৃহস্থালী ছিল বটে।' তারিণী, ১৮০৩।

গৃহস্থো [স] বিগৃহস্থ। 'হিংসক, অগ্যান, গৃহস্থো বীর্যের শরীর নাগী।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গৃহস্থ [স] ১ বিগৃহস্থ সংসারী। 'কৃষ্ণদাস কহে মুখি গৃহস্থ পামর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সংসারের কর্তা। 'গৃহস্থ ও তাহার পুত্র এখানে আসিয়াছিল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিগৃহস্থারকর্মে ব্যাপ্ত। 'মানুষ গৃহস্থ আশ্রমে জনগ্রহণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

গৃহস্থ-আশ্রম [স] বি সংসার-জীবন। 'চকিৎস বৎসর ছিল গৃহস্থ-আশ্রমে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৃহস্থঘর [স] বিগৃহস্থ-ঘর। বি গার্হস্থ্য বাড়ি: সংসার। 'গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-যে দিব্যমূর্তি।'

গৃহস্থজন [স] বি সংসারী মানুষ। 'মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন আসিছে গ্রামের হাটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গৃহস্থজীবন [স] বি সাংসারিক জীবন। 'গৃহস্থজীবনের তার বহন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গৃহস্থধর্ম [স] বি গৃহস্থের কাজ। 'গৃহস্থধর্ম থাকিয়া, গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন কর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গৃহস্থপ্রাণ [স] বি ঘরসংলগ্ন উঠান। 'গৃহস্থপ্রাণের সচ্ছল শক্তির মধ্যে এই করুণাচ্ছবি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গৃহস্থবট [স] বিগৃহস্থ+বট। বি ঘরের বট। 'গৃহস্থবট, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন-ফেরা -।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গৃহস্থা [স] বিগৃহে আছে এমন। 'তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ হইলেও ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

গৃহস্থালি [স] ১ বি সংসারের কাজ। 'ধন ধান্য ও শান্তি গৃহস্থালি।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি কর্মনিপুণতা। 'যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গৃহস্থপ্রম [স] বি সংসারধর্ম। 'গৃহস্থপ্রম পরিচাণ।' দর্পণ, ১৮৩২।

গৃহস্থপ্রমী [স] বি সাধারণ গৃহী লোক। 'কন্যাজ্ঞানই গৃহস্থপ্রমীর অশেষ ক্রেশনায়ক।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গৃহস্থি [স] বিগৃহস্থ+। বি ঘরসংসার। 'করিম শেখের উচ্ছন্ন-যাওয়া গৃহস্থি আবার চালু করিয়া ফেলে।' মনসুর, ১৯৫৫।

গৃহস্থি [স] বিগৃহে বাস করে এমন। 'গৃহস্থের গৃহস্থিত বাড়াল গৃহস্থি লোমগুলি কেমন পরিকৃত ও চিক্কন করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গৃহস্থরূপ [স] বিগৃহে নিজ ঘরের মতো। 'তিনি সমুদায় তুমুলকে স্বকীয় দেশ এবং ভারতবর্ষকে গৃহস্থরূপ জ্ঞান করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গৃহস্থামিনী [স] বি স্ত্রী বাড়ির কর্তা। 'গৃহস্থামিনী, ঐ সময়ে ... জনিতে পাইয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

গৃহস্থামি [স] বি সংসারের কর্তা; বাড়ির কর্তা। 'গৃহস্থামি তাহার এই অল্পত কর্ম দেখিয়া বিস্ময়গণ্য হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

গৃহস্থার [স] ১ বিগৃহস্থারী। 'এরা সব কোথা ছিল, কেই বা সংবাদ দিল গৃহস্থার আনন্দের দল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি ঘরহীন মানুষ। 'হায় পথবাসী, হায় গৃহহীন, হায় গৃহহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিগৃহস্থাত্যাগী। 'সে তো আজকের গৃহস্থার নয় রে।' নজরুল, ১৯২৭।

গৃহস্থীন [স] ১ বিগৃহস্থহারা। 'আমাদের কে পারে করিতে গৃহস্থীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিগৃহস্থহীন। 'কোন দেশ হতে এসে চলে গেল কোন গৃহস্থীন দেশে?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গৃহস্থীনতা [স] বি ঘর না-থাকা। 'বাঙালী, মুসলমানের জীবনে গৃহস্থীনতা আরো এক ধাপ উঠতে।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

গৃহস্থীনা [স] বিগৃহস্থী আশ্রয় নেই এমন। 'কোন গৃহস্থীনা মল্লবাসিনীর কোলে মল্লবাসিনী করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গৃহস্থগণ [স] বিগৃহস্থগণ। 'গৃহস্থগণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার সুযোগই নারীশাখিনা নয়।' বেগম, ১৯৪৮।

গৃহস্থগণ [স] বিগৃহস্থগণ। 'গৃহস্থগণ বিগৃহস্থগণে আগত।' হরিনাসকে গৃহগত তনুনা ... আলয়ে উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গৃহাশ্রম [স গৃহ-অশ্র] বি ঘরের উপরিভাগ। 'তাহার মাঝারে হৈম গৃহাশ্রম অমৃত দ্যোতে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

গৃহাঙ্গন [স গৃহ-অঙ্গন] বি বাড়ির উঠান। 'জাতিকে শ্মশানঘাট থেকে গৃহাঙ্গনে, সংসারের ফিরিয়ে আনতে হবে।' *ওয়াল্ডেম*, ১৯৪০।

গৃহাঙ্গি [স] বি ঘরবাড়ি। 'সুন্দররূপে গৃহাঙ্গি নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

গৃহাবলী [স] বি ঘরবাড়ি। 'পশ্চিম ঘর দেখ রঘুমণি। হিরণ্যায়; এ সুদেখে হীরক-নির্মিতি গৃহাবলী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

গৃহাভিমুখে [স গৃহ+অভিমুখে] ক্রিবিধ বাড়ির দিকে। 'আকর্ষণী শক্তি বলে গৃহাভিমুখে ধাবিত হও।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

গৃহাভ্যন্তর [স] বি ঘরের অভ্যন্তর। 'গৃহাভ্যন্তরে মন্ত্রণাদাতা মারওয়ানসহ এলিড জাগরিত।' *মণ্ডাররক্ষ*, ১৮৮৫।

গৃহারুঢ় [স] বি বাড়ির উপরে শোভিত। 'শত শত বিমান ও দেবায়তন, গৃহারুঢ় উজ্জয়মান বিবিধ পতাকা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

গৃহাশ্রম [স গৃহ-আশ্রম] বি সংসার। 'গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

গৃহে গৃহে ক্রিবিধ ঘরে ঘরে। 'গণেশ-মুলীধারীরা ভিক্ষা গৃহে গৃহে গমন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

গৃহোচিত [স গৃহ-উচিত] বি গৃহতুল্য। 'সরাইখানায় কি কেউ আসে গৃহোচিত নীরবতা উপভোগে?' *শতক*, ১৯৬২।

গৃহন [স গ্রহণ] বি সূর্যগ্রহণ। 'সূর্য্য গ্রহনে প্রভাসকে করিল গমন।' *মালাধর*, ১৫০০।

গৃহবিশ্র [স গ্রহবিশ্র] বি দৈবজ্ঞের পেশাদারী ব্রাঞ্চ সম্প্রদায়বিশেষ। 'গৃহবিশ্র আনি ঘরে লগ্ন বিচার করে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গৃহা [স গ্রহণ] ক্রি গ্রহণ করা। 'হে পুত্র, পবিত্রের জন্ম গৃহীয়া।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

গৃহিনী [স] ১ বি গৃহকর্তা। 'নিখাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিনী।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। ২ বি পত্নী। 'অশ্বৈত-গৃহিনী মহাসতী পতিব্রতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

গৃহিনীগণা [স গৃহিনী+গণা] ১ বি গৃহিনীর দায়িত্ব পালনে দক্ষতা। 'ভবন হইলেক গৃহিনীগণা বলে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ বি গৃহিনীর আচরণ। 'এইরকম নান্যপ্রকার গৃহিনীগণা। তারপর ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়-চোপড় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

গৃহিনী [স গৃহিনী] বি গৃহকর্তা। 'গৃহিনী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

গৃহী [স] ১ বি সদস্যের ব্যক্তি। 'কি গণিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায় না করে অভিধিসেবা।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বিণ বৈয়াক্য। 'ভোগাসক্তচিত্ত গৃহী ব্যক্তির চর্য্যাক্ষুর দৃষ্টিতে অতি অসুখ কাণ্ড বলিয়া উপলব্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৩ বিণ বাস্তবতাপূর্ণ। 'ভাবলু কবিতা আমার হত লিখেছি গৃহী ও কর্মহীন গদ্য তত লিখিনি।' *সিরাজুল*, ১৯৭৪।

গৃহীনী [স গৃহিনী] বি গৃহকর্তা। 'এ জল নয় - এ দুধ - না হলে গৃহীনী কেন বলবেন?' *পারী*, ১৮৫৮।

গৃহীত [স] ১ বিণ গ্রহণ করা হয়েছে এমন। 'তিনি অতিসমাদর পুরস্কার তত্ত্বাবহক গৃহীত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'কেবল হিন্দুবংশা বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ বিণ স্বীকৃত। 'প্রস্তাবগুলি সর্বস্বাধীনতামে গৃহীত হয়।'

নজরুল, ১৯২৬।

গৃহীতশত্রু [স] বিণ শত্রু। 'পঁচিশ জন গৃহীতশত্রু সৈনিক সঙ্গে লইয়া ... উপস্থিত হইলেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

গৃহীতাত্ম [স গৃহীত-অত্ম] বিণ অত্ম গ্রহণ করেছে এমন। 'গৃহীতাত্ম ও গজারুঢ় হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

গৃহ্য [স] বিণ গৃহসংক্রান্ত। 'যাবদীয় গৃহ্য কর্ম সম্পাদনে একান্ত বাধ্য ছিলেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

গেআন [স জ্ঞান] বি জ্ঞান; চেতনা। 'এভোহো কাহাঈ তোত না ঠেল গেআনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেআনবাণ [স জ্ঞান-বাণ] বি জ্ঞানরূপ তির। 'গেআনবাণে ছেদিলো মদনবাণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

গেউর [স গৈরিক] বিণ গৈরিক্য। 'রসুলে গেউর মাটি কিনিলা বহল।' *সুলতান*, ১৭০০।

গেঁও [স গ্রাম্য] বিণ গ্রাম্য। 'এইখানে এসে বানেক দাঁড়াও এই গেঁও পথ বাকো।' *জসীম*, ১৯৫১।

গেঁও [স] বি গম। 'আড়াইসের গেঁও পেয়েছিল আগের হজায়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

গেঁজ [স] বি গজ। 'বিজ্ঞান। বিদ্যা, ১৮৯১।

গেঁজে [স] বি টাকা ইত্যাদি রাখার সৰু লম্বা থলি। 'গেঁজেটায় ...' *গেঁজ*, ১৯২৯।

গেঁজেল [স] বিণ গৈরিক্য। 'বিণে গৈজা সেবন করে।' *গাঁজার কন্ডের গেঁজেল* যে ভাবে দম দেয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

গেঁট [স গ্রহি] বি গাঁট। 'গেঁটে গেঁটে ভরা রস রসের আধার।' *গুণ্ড*, ১৮৫৮; 'আমার কিছু সঞ্চয় নাইকো গেঁটে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

গেঁটোবাত [স গ্রহিবাত] বি রোগবিশেষ; শরীরের জোড়ায় জোড়ায় বাধা। 'গেঁটোবাতে ভুগে মরে ও পাড়ার নন্দী।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

গেঁঠা [স গ্রহি] বিণ হুইপুট। 'গেঁঠার গাবর মায়ের নফর।' *কেতক*, ১৬৫০।

গেঁঠি [স গ্রহি] বি গাঁটহুড়া। 'সুরত নিকুঞ্জ বেদি ভলি ভলি জনম গেঁঠি দুহ মানস মেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

গেঁড় [স গৈরিক] বি গাঁটযুক্ত বালি। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'জলজ ফুলের গেঁড় পুড়িয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯০৮।

গেঁয়াজকুঁড়িম [স জাতিকুঁড়িম] বি জাতিকুঁড়িম; আত্মীয়-স্বজন। 'স্বাটো মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াজকুঁড়িমের মুখে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

গেঁয়ো [স গ্রাম্য] ১ বিণ গ্রাম্যে প্রচলিত আছে এমন। 'অপখিতের মুখে এই কথাটি শুনন্দু তাঁর গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ বিণ গ্রাম্যে থাকে এমন। 'পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুখিয়া যাইত চোখ।' *জসীম*, ১৯২৭। ৩ বিণ গ্রাম্য। 'গেঁয়ো নেহের নানান ছলে পড়ল বাঁধা দুইটি হিয়া।' *জসীম*, ১৯২৭। ৪ বিণ গ্রাম্যী। 'সেই যাটেতে ডুব দিয়েছে দীঘল গেঁয়ো বাঁট।' *জসীম*, ১৯৩১। ৫ বিণ লোকজনকে সূঁচ; লোকজ। 'শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১। ৬ বিণ গ্রাম্যের সমাজ কর্তৃক গৃহীত। 'ওদের মনের মতো করে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৭ বিণ অধর্মানিত। 'আপনারা গেঁয়ো পুলিশ এসবের কি জানেন।' *সাদত*, ১৯৬৭।

গেঁহ [স] বি গম। 'গেঁহের রুটি, গরম কোরমা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

গেছলাম, গেছলি, গেছলেম, গেছলি, গেছলুম, গেছেদ্র যাওয়া

গেছো [স গেছো] বিণ ভানপিটে। 'একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন।' বক্স, ১৮৭৪।

গেছ [ফা গছ] বি দাগাক্রান্ত মাগের ফিতা বা কাঠি। 'গেছের অস্ত্রিম দাগে কাঁপে নীল তরঙ্গ আতুল, আদমি ভ্রাগন যেন দ্রোণারের উচু করা ঘাড়।' মহমুদ, ১৯৬৩।

গেজিটি [হি গেজেট] বি সরকারী বিজ্ঞপ্তিবিষয়। 'গবর্নমেন্ট গেজিটিতে প্রকাশ পাইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৭।

গেজেট [হি বি সংবাদপত্র। 'গবর্নমেন্ট গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

গেজেটপত্র [হি গেজেট+স পত্র] বি সরকারি বিজ্ঞাপন। 'স্কালার-সিপের নিমিত্ত ... গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ...' প্রভাকর, ১৮৫২।

গেজেটেড [হি বিণ সরকারী গেজেটেড উচ্চশ্রেণীর কর্মকর্তা। 'একমাত্র গেজেটেড অফিসারগণকে এই কার্যের ভার অর্পণ করা হইক।' আজাদ, ১৯৪০।

গেজি [হি guernsey] বি ব্রিটেনের গুয়ের্নজি দ্বীপে উদ্ভাবিত জামার নীচে পরার উপযোগী বোনো বস্ত্র। 'পোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেজি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গেটি [হি গেইট] বি প্রবেশপথের তোরণ। 'ঘোড়াসাঁকোর চত্বরপথে গাথি গেটি নির্মিত।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

গেটি আপ [হি বি বইয়ের অঙ্গসজ্জা। 'ছাপা গেটি আপ যখন ভাল হয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গেটিপাশ [হি গেইট-পাশ] বি প্রবেশের অনুমতিপত্র। 'বহু গেটিপাশ দোজখীদের হস্তগত হয়েছে।' মনসুর, ১৯৪৩।

গেটাবা [হি গেট+ফা বাবু] বি রেলস্টেশনের গেটে টিকিট চেক করে যে লোক। 'সকাতরে গেট-বাবুক বলে, পরের গাড়ি কখন সার?' মনোজ, ১৯৬১।

গেডানো [ফি ক্রমিক মুখস্থ করানো। 'ছেলেদের গেডিয়ে দেও, অর্থাৎ ক্রমিক মুখস্থ করাও।' রাজ, ১৮৭৪।

গেডুয়া [স গেডুক] বি গোলক। 'মধ্যভাগে আরোপিয়া গেডুয়া ফেলিল।' আলোড়ন, ১৬০০।

গেডে [স গর্ত] বি গাড়া; ভোবা। 'সরোবর ত্যাগ করে পচা গেডেয় সরে।' মনিরুজাম, ১৮৩১।

গেডু [স গেডুক] বি গেডুয়া; বল। 'হাথে বাশী করি গেডু খেলাও গোঁকুলে।' বড়, ১৪৫০।

গেডুয়া [স গেডুক] বি গেডুয়া; বল। 'গেডুয়া খেলাএ বনে গোঁকুল ভিতরে।' বড়, ১৪৫০।

গেডুয়া [স গেডুক] বি বল; গোলক। 'রাতে নরমুজের গেডুয়া খেলিয়া নৃত্য।' শরৎ, ১৯১৭।

গেদা [স গর্ত] ১ বি শিত। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'বালেআর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গেদা [পা বি গাদা ফুল। 'অতসী গেদা এলাচী কৃষ্ণচূড়া পথ গোলরাজ।' বিজয়, ১৬৫০।

গেবদাগাবাদা [হি গাবদী] বিণ মেটােসোটা। 'আনমনা হাতের বসখসে তাড়ুটা ঘষে গেবদাগাবাদা টেবিলের কোণে।' আলোড়িন, ১৯৭৩।

গেম [হি বি খেলা। 'তোমায় হারাবো আমি কোন গেম-এ?' শক্তি, ১৯৬৯।

গেয় [স] বিণ কণ্ঠে গাওয়া যায় এমন। গেয়-শ্রোক [স] বি গীতিকাব্য। 'গাখা শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সঙ্গীত বা গেয়-শ্রোক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গেয়ান [স জান] ১ বি জান। 'এতদিন অহলিহ অপনে গেয়ানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০; 'তাহা হৈতে হৈল মোর উত্তম গেয়ান।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সমিতি। 'আর কিছু বলে নাহি আছিল গেয়ান।' গরীব, ১৭৬৫।

গেরদ [ফা গিরদ] ১ বি আটক। 'জ্ঞত আফিস জমদারের উৎপত্তা গেরদ করে।' এডমন, ১৭৯৩। ২ বি এলাকা। 'এত বড় ইদগা এ গেরদের যদি নেই।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গেরদা [ফা গিরদা] বি বড়ো বালিশ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গেরবাজ [স গৃহ+ফা বাজ] বি ভিগবাজি খায় এমন পায়রাবিশেষ। 'তুই আর-জনে ছিলি গেরবাজ।' প্রমথ, ১৯১৮।

গেরবারী [স গম্ভীর] বিণ গম্ভীর। 'গুটি দুই গেরবারী রাড়।' হুতাম, ১৮৬১।

গেরন্ত [স গৃহস্থ] বি গৃহস্থ লোক। 'ভাল গেরন্তের নাথি জোড়এ স্বপল।' মুহম্মদ, ১৬০০।

গেরন্ত কথা [স সাধারণ কথাবার্তা। 'অনেকগুলো শব্দের হাত থেকে গেরন্ত মিলেছে।' গেরন্ত কবায় - ছুটি' শক্তি, ১৯৬৯।

গেরন্তঘর [স গৃহস্থ+ঘর] বি সংসারী মানুষের বাড়ি। 'গেরন্তঘরে মুকলেই সবাই তাকে দূর করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গেরন্তালি [স গৃহস্থালি] ১ বিণ গৃহস্থের তৈরি। 'গেরন্তালি বাগানের একটু রঞ্জাপান্নার ফ্রাণ।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি গৃহ। 'সুযুতির পরিশেষে নামে গেরন্তালি ঘিরে।' মণীশ, ১৯৬৩।

গেরন্তা [স গৃহস্থ] বি সংসারী লোক। 'পরিব দুঃখী গেরন্তের হাঁড়ি চড়নি।' হুতাম, ১৮৬১।

গেরস্থ [স গৃহস্থ] বি সংসারী লোক। 'গেরস্থ হইল আবার ছকির বার আনা।' মিত্রপ্রকাশ, ১৮৭১।

গেরস্থালি [স গৃহস্থালি] বি ঘরকন্না। 'আপনাকে ঘিরে দৈনন্দিন ঘাস আর পোকামাকড়ের গেরস্থালি।' শামসুর, ১৯৭২।

গেরা [স গ্রহি] বি অঙ্কুর। 'ভিজলে ধানে গেরা হয়ে যাবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গেরাম [স গ্রাম] বি গ্রাম। 'গেরাম ভরি নাচে তারা।' জসীম, ১৯৩৩।

গেরাস [স গ্রাস] বি গ্রাস। 'এক গেরাস ভাত মুখে দিল।' জীবন, ১৯৩২।

গেরাখ [স গ্রাখ] বি গুরুত্ব। 'একে ভূমি এনোই না গেরাখো।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

গেরিলা [হি বি ছোটো দলে বিভক্ত চোরাপোতা আক্রমণকারী যোদ্ধা। 'এখন আমার কবিতার প্রতিটি অক্ষরে বনবাদাড়ের গন্ধ, গেরিলায় নিখাস।' শামসুর, ১৯৭২।

গেরিলায়ুদ্ধ [হি গেরিলা+স যুদ্ধ] বি ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ও চোরাপোতা আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করার যুদ্ধপ্রণালী। 'ছোটোখাটো গেরিলায়ুদ্ধ চলছে।' ওয়াশী, ১৯৪২।

গেরিমাটি [স গেরিক+মাটি] বি গেরিয়া রঙের মাটি। 'এখানে ওখানে গেরিমাটির গুঁড়ো ঘষে লাগিয়ে দিলে।' অবন, ১৯৪১।

গেরিসন [হি বি সেনাছাউনি। 'কোম্পানির গেরিসন ইষ্টরের মধ্যে ...'।
ক্যালগে, ১৭৮৪।

গেরু মাটি [স গেরিক>+মাটি বি গেরিক মাটি। মানে/এল, ১৭৪৩।

গেরুয়া [স গেরিক>] ১ বিশ গিরিমাটির মতো রংযুক্ত। 'গেরুয়া-বস্ত্র,
পরিয়া লেখায় চলিয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি গেরুয়া
পোশাক। 'আমার গেরুয়াখানা দাও।' গিরিশ, ১৮৮৭।

গেরুয়াধারী [স গেরিক>] বিশ গেরুয়া পোশাক পরিহিত।
'গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী দল ...'। বনফুল, ১৯৩৬।

গেরুয়াবসন [স গেরিক>+স বসন] বি গেরিক পোশাক।
'গেরুয়াবসন ও তিলকধারী দীর্ঘশূক্ষ বিরলকেশ ...'। রবীন্দ্র,
১৮৯৪।

গেরে [স গ্রিহি] বি পকেট। 'জামার গেরে এবং পীঠ-বোচকায় মোহর
ঠাস্যা।' মধু, ১৮৫৭।

গেরেস্তারি [ফা গিরিফতার] বি আটক। 'ঠকচাচা জাল এততাহামে
গেরেস্তারি হইয়াছে।' প্যারী, ১৮৫৮।

গেরেস্তারি [ফা গিরিফতার>] বি আটক-করণ। 'এখন ওমি
গেরেস্তারি লাঠিদাশ ফোর্জ চলবে না।' হুতোম, ১৮৬১।

গেরেস্তারি পরোয়ানা [ফা গিরিফতার-পরওয়ানা] বি গেরেস্তারের
আদেশ। 'গেরেস্তারি পরোয়ানা নিয়ে ছুটছে।' শামসুর, ১৯৭৩।

গেরেফতার [ফা গিরিফতার] বি আটক। 'সহজেই তো গেরেফতার
করিয়া লইতে পারিত।' নজরুল, ১৯২২।

গেরেমভারী [স গম্ভীর] বিশ গম্ভীর। 'সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী
লোক নয়।' মুজতবা, ১৯৫২।

গেরেন্ড [স গৃহস্থ] বি সাধারণ মানুষ; সিটিজেন। ওর্স, ১৭৮৫।
গেরেন্ড, গেরেন্ড

গেরো [ফা গিরাহ] ১ বি সিটি। 'একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো
দিলে।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি মুশকিল। 'নগরের দুই ক্রোশ দূরে
আসিয়া সৌহিল্যম; কিন্তু কি গেরো।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৩ বি
বিপদ। 'আজ্ঞা গেরো রে বাবা।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গেরোন [স গ্রহণ] বি গ্রহণ। 'গেরোনের দিনে কি হল সেবার -
পাখরপটির ভিতরে।' মনোজ, ১৯৬১।

গেরোবাজ [স গৃহ+ফা বাজ] বি ডালাে জাতের পায়রাবিশেষ।
'গেরোবাজের মতো আকাশে ডিগবাজি খেতে খেতে উঠতে হত।'।
প্রমথ, ১৯১৪।

গেরোস্ত [স গৃহস্থ] বি গৃহস্থ। 'গেরোস্তরা বাহির হইয়া বলে মার মার।'।
কৃষ্ণগ্রাম, ১৭২০।

গের্দী [ফা] বি মোটা তাকিয়া। ওর্স, ১৭৮৫; 'গের্দী হেলান দিয়া একটা
সবুজ বোরখা বসিয়া আছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

গের্দী [ফা গির্দী] বি অঙ্কল। 'পাঁচ লক্ষ সামস্ত দিল্পি গের্দী ছিল।' রায়রায়,
১৮০১।

গের্দীওয়ারি [ফা গির্দ+ওয়ারি] ক্রিবিধ এলাকা অনুযায়ী। মেয়ার,
১৭৮৭।

গেল [বিশ গত]। 'ঠাকুরপ গেল হাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন।'।
দীনবন্ধু, ১৮৬০।

গেলমান [আ গিলমান] বি ইসলাম ধর্মমতে বেহেশতের সেবাদানকারী
বালক। 'রেজধান গেলমান দরক্ত ছুবার।' আলওল, ১৬৮০।

গেলা ক্রি মুখস্থ করা। 'বিদেশী ব্যাকরণের শুদ্ধ সূত্র, বীজগণিতের কঠিন
আটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে ...'।
রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

গেলানো [স গলা>] ১ ক্রি কাইয়ে দেওয়া। 'আমাকে দশ রকম ওমুখ
গেলান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি জোর করে চাপানো। 'বিয়ে
গিলিয়ে দেবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গেলাপ [আ গিলাফ] ১ বি ওয়াড়। 'বীরকৃষ্ণ বাবু ... প্রেটওয়ালা (ঝাড়ের
গেলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই টাচার কাপড়ের চাদরে শোভা
পাচ্ছেন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি আবরণ। 'অভিনয়ের পরে
কাপড়ের গেলাপটি খুলে ফেললেই হল।' অবন, ১৯৪১।

গেলাপমোড়া [আ গিলাফ+স মুওন>] বিশ ওয়াড়পরানো। 'কাপড়ের
গেলাপমোড়া একটার পর একটা বড়ো ঝাড়।' অবন, ১৯২৭।

গেলাফ [আ গিলাফ] ১ ক্রি কাবাখরের আচ্ছাদন। 'খাস করে এই যে
গেলাফপাকের কাপড়টুকু আপনি দিলেন।' ইমদাদুল, ১৯২০। ২ বি
কাপড়ের খলি। 'কোরান শরিফ বন্ধ করে, গেলাফে ডরে।' ওয়াসী,
১৯৪৮। ৩ বি দাদর। 'নিজের গামের গেলাফটা ওর গামে জড়িয়ে
দিয়ে দুই হাতে ধরে।' আলওলিন, ১৯৫৮।

গেলাশ [হি গ্রাস>] বি পান করার জন্য ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ। 'মুখের কাছে
ব্র্যান্ডির গেলাশ ধরলেন।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গেলাশফ্রেম [হি গ্রাস+ফ্রেম] বি কাচের ফ্রেম। ক্যালগে, ১৭৮৯।

গেলাসি [হি গ্রাস>] বি পান করার জন্য ব্যবহৃত পাত্রবিশেষ। 'কাঁসায়
মসী, বাটী, গেলাস ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।' বিন্দা, ১৮৫১।

গেলাসওয়ালা [হি গ্রাস>+হি ওয়ালা] বিশ কাচের পাত্রাবিশিষ্ট। 'দুই
গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পুর্কক এমন সাজাইয়া
রাখেন।' তবানী, ১৮২৩।

গেলাস-দোলা [হি গ্রাস>+দোলা>] বি আড়বাতি। 'পলাশের গেলাস-
দোলা কাননের রম্যহলা।' নজরুল, ১৯২৮।

গেলাসি, গেলাসী [হি গ্রাস>] ১ বিশ গ্রাস আকৃতির। 'গেলাসী
ঝাড়।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি খাবারবিশেষ। 'পাগলার দোকানে এক
গ্রেট গেলাসি মেরে দেবে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

গেলাসী ঝাড় বি বাতিবিশেষ। 'তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমন
পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার।' দর্পণ, ১৮১৯।

গেলাসী বাগীচা বি বাতিবিশেষ। 'গেলাসী বাগীচা এক হাজার।'।
দর্পণ, ১৮১৯।

গেলিক [সি] বি আয়ারল্যান্ডের ভাষাবিশেষ। 'আইরিশ জাতি নিজের
গেলিক ভাষা ও গেলিক কালচারের উদ্ধার সাধন ...'। মোহাম্মদী,
১৯৩০।

গেলির [স গত>] বিশ গত। 'গুরু রাশি তোর কাহ গেলির জরমে।' বড়ু,
১৪৫০।

গেলী [স গত>] বিশ গত। 'গেলী জাম বহুড়ই কইসে।' চর্চা ৮,
১২০০।

গেলী [স গত>] ক্রি চলে গেলো। 'পাছে রাধিকা লখী বড়ায় গেলী
ঘর।' বড়ু, ১৪৫০।

গেসোমান [আ গিলমান] বি ইসলাম ধর্মমতে বেহেশতের সেবাদানকারী
বালক। 'স্বর্গের সুর-গেসোমান ... স্নানিতে লাগিল, হায় হোসেন!'।
মশাররফ, ১৮৮৫।

গেসোলীন [হি] বি পেট্রোল; গাড়ির তেল। 'গেসোলীনে ভিজিয়েছে সমস্ত

ব্যাঙ্গক 'হোসেন, ১৯৬৯।

গেস্ট [হি] বি অতিথি। 'কিতীয় গেমিং গেস্টটি প্রথমটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ...' শিবরাম, ১৯৭০।

গেহ [স গৃহ] বি গৃহ। 'দেহ গেহে সমর্পণ করহ উহানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গেহকাজ [স গৃহকার্য বি ঘরের কাজ। 'মাঠের কাজেতে ব্যস্ত রূপাই, নয়া বউ গেহকাজে।' জসীম, ১৯২৯।

গেহীন [স গৃহহীন] বিণ অশ্রয়হীন। 'গেহীন, স্নেহীন ... মৃত খাপার দল।' নজরুল, ১৯২৫।

গেহিনী [স গৃহহীন] বি গৃহহীন। 'সাবিত্রী সারদা শচী গৌরের গেহিনী।' মনিরুজাম, ১৭৮১।

গৈদা [স গদ্য] বি ঠাট্টা মন্তব্য। 'মানোএল, ১৭৪৩।

গৈব [আ গায়ব] বিণ গায়েবি; অদৃশ্য; গোপন। 'এই গৈব বাণীও আট-দশ দিনের মধ্যে প্রেস থেকে ছাপা হয়ে এল।' নজরুল, ১৯৩১।

গৈবী [আ গায়বী] বিণ গোপন। 'আমাদের চোখটার দিয়ে তারা গৈবী পন্য নিয়ে যায়।' জীবন, ১৯৩০।

গৈরিক [স] ১ বি গিরিধারা; বরনা। 'বহএ গৈরিক হৈয়ো নয়ানের জল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি গিরিজাত একধরনের রক্তবর্ণ মাটি। 'মিশ্রিত গৈরিকে পড়ে তলে প্রস্রবণ।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বিণ গেকরায় রঙের। 'পরিধানে গৈরিক বাস।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'গৈরিক বসনে হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বি গেকরায় রঙের বস্ত্র। 'লাল গৈরিক-গায় সৈনিক ধায়।' নজরুল, ১৯২২।

গৈরিকখারী [স] বিণ গেকরায় কাপড় পরিধানকারী। 'বীর সন্ন্যাসী চীর গৈরিকখারী।' নজরুল, ১৯৩২।

গৈরিকরাঙা [স 'গৈরিক+স রঙ্গ'] বিণ পোড়ামাটির রংবিশিষ্ট। 'চলিয়াছে কাদি বরষার নদী গৈরিকরাঙা-বসনা।' নজরুল, ১৯৩৫।

গৈরিকস্রাব [স] বি বরনার ধারা। 'অনর্গল গৈরিকস্রাব।' নজরুল, ১৯৩০।

গো [ধন্য] অর্থ সন্মোদনসূচক শব্দ; ওগো। 'ফেলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।' চর্যা ২০, ১২০০।

গো [স] ১ বি গোক। 'আপনা না চিহ্নি গো রাখেআল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ঐশ্বর্য; বিহুতি; জ্ঞান। 'এই গো অর্থে ঐশ্বর্য, বিহুতি, জ্ঞান।' নজরুল, ১৯৪১।

গো-খর [স গো+ফা খোর] বিণ গোমাংসভোজী। 'দারুণ চজাল মুঈর কৃত্রিম গো-খর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গোখাদক [স] বিণ গোকর মাংস ভোজনকারী। 'আমরা যেন আর গোখাদক বলিয়া অভিহিত না হই।' মশাররফ, ১৮৮৯।

গোখুর [স গো-সুর] বি গোকর পায়ের শব্দ তল। 'গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে উড়িছে গোখুরখুলি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোখুরখুলি [স গো-সুর+খুলি] বি গোকর খুরের আঘাতে ওড়া ধুলা। 'গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে উড়িছে গোখুরখুলি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোখুররেখু [স গো-সুর+রেখু] বি গোখুলি। 'সাঁঝের হিয়ায় রঙিয়া উঠিছে গোখুর-রেখু।' জসীম, ১৯৩০।

গোপাড়ি [স গো+গাড়ি] বি গোকর গাড়ি। ওয়া, ১৭৮৫।

গোমাস [স] বি গোকর মতো বড় গ্রাস। 'গোমাসে গিলিডেছে।' শরৎ, ১৯৩৮।

গোম্ব [স] বিণ গো-হত্যাকারী। 'গোম্ব ব্রাহ্মণ যক্ষ অপ্রচলিত হওয়ায় গোমাংসের খাদ হারিয়েছেন।' অন্নদা, ১৯৩৭।

গোচর [স] বি গোকর খাওয়ার জন্য ঘাসের জমি। 'গোচরটুকু ছিল তাও পরসার গোড়ে জমা-বিলি করে দিলে।' শরৎ, ১৯২৬।

গোচারণ [স] বি গোকর চরানোর কাজ। 'অরণ্যে থাকিয়া গোচারণ করিয়া নিরুপেষে জীবনক্ষেপণ করিব।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

গোচারণভূম [স] বি গোকর বিচরণের ক্ষেত্র। 'কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাহার রাখাল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

গোচারণ ভূমি বি যে ভূমিতে গোকর চরে বেড়ায়। 'গোচারণ ভূমিতে গাজীগুলি চরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

গো-চিকিৎসক [স] বি গোকর চিকিৎসক। 'গো চিকিৎসকের সন্ধান।' বিহুতি, ১৯৩১।

গোচোর [স গো-চোর] বি গোকর চোর। 'তাঁহার গোচোর।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গোজনা [স] ১ বি গোকর হিসেবে জন্ম। 'তিনি গোজনা গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ত্য হইবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি নিম্নশ্রেণীর জীবনধারণ। 'এতদিনে ... গো-জনা ঘুটে গেল, পাকা ইলপেটীর হলেন তিনি।' সানত, ১৯৬৭।

গোজাতী [স] বি যাবতীয় গোকর। 'গোজাতীর মনের কথা কি প্রকারে বলিতে?' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

গোজাতী [স গোজাতী] বি গোকুলবাসী জাতি। 'গোকুলে গোজাতী।' বড়ু, ১৪৫০।

গোদান [স] বি হিন্দুদের গোকুদানের আচারবিশেষ। '... গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্তব্য।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গোদুগ্ধ [স] বি গোকর দুধ। 'প্রভু কহে গোদুগ্ধ বাও গাজী তোমার মাতা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোদন [স] বি গোকর। 'ভালমতে ঘাস হৈলে জিএত গোদন।' মালখর, ১৫০০।

গোবৎসাদি [স] বি গোকরবছর। 'এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিড়ায়।' দর্পণ, ১৮২২।

গোবদ্যি [স গোবৈদ্য] বি হাতুড়ে চিকিৎসক। 'কেউ কেউ বলে, গোবদ্যি।' তারক, ১৯৫৩।

গোবধ [স] বি গোহত্যা। 'প্রত্নিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোবধী [স] বিণ গোঘাতক। 'তথাপি যদিপি আমি ব্রহ্মণ গোবধী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গোবাঘা [স গো+স ব্যাঘ্র] বি চিতা বাঘ। 'সে গোবাঘা নয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

গো-ভাগাড় [স গো+ভাগাড়] বি গোকর মরে গেলে যে স্থানে ফেলা হয়। 'এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে।' হুতোম, ১৮৩১।

গোভূত [স] বি (লোকবিশ্বাস) গোকরকে বিভ্রান্তকারী প্রেতাত্মা। 'দুপুর রাতে ত্রীকে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো গোভূতের মতো।' জীবন, ১৯৩২।

গোমড়ক [স গো+মরক] বি গোকর সংক্রামক রোগবিশেষ।

‘গোমড়কের ন্যায় সংক্রামক রোগে মরিলে ...?’ মশাররক, ১৯০৮।
 গোমাংস [স] বি গোমর মাংস। ‘ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।’
 বৃন্দা, ১৫৮০।
 গোমাতা [স] বি গোমরূপ মাতা। ‘গোমাতা অতি প্রাচীন সাদৃশ্য
 পৃথিবীকে বোঝাতে।’ অবন, ১৯২৫।
 গো-মুখ্য [স] গোমুখ্য বি নিরুত মুখ। ‘আমার মতো গো-মুখ্যর কথা
 যদি তবিস তাহলে ...।’ নজরুল, ১৯২৭।
 গোমুণ্ড [স] বি গোমর মাথা। ‘কাপাসের খেত হইতে আনিলা
 গোমুণ্ড।’ মুকুন্দ, ১৬০০।
 গো-মূর্খ [স] বি গোমর মতো নির্বোধ। ‘পুরুষমানুষ তা বিধান
 হোক বা গোমূর্খ হোক ...।’ সাদত, ১৯৬৭।
 গোমূর্খমি [স] গোমূর্খ> বি বোকামি। ‘গোমূর্খমির জন্য আমি মনে
 মনে নিজেকে খুব জুতোপেটা করলুম।’ মুলতবা, ১৯৫২।
 গোমেধ [স] বি যজ্ঞবিশেষ। ‘কাহাকে গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূর ...
 প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন।’ হরপ্রসাদ, ১৮৮১।
 গোমেধ [স] বি গোমর ও ভেড়া। ‘গোমেধ শূকর হংস কুকুড়া প্রভৃতি
 পালন করে।’ দর্পণ, ১৮২১।
 গোযান [স] বি গোমর গাড়ি। ‘তাহাদের পায়তে মোজা এবং জামা
 ইত্যাদি বেশ এবং গোযান ছিল।’ রামমোহন, ১৮১৫।
 গোযানচালক [স] বি গোমর গাড়ির চালক। ‘এক গোযানচালক
 গোরকটে কিস্তর পাটের গাইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলস্টেশনে
 যাইতেছিল।’ বিদ্যা, ১৮৫৬।
 গোয়ক্ষ [স] বি রাখাল। ‘বাড়ীর গোয়ক্ষক বারুকন।’ বঙ্কিম,
 ১৮৭৪।
 গোয়ক্ষ [স] বি গোমর রাখার কাজ। ‘কৃষিকর্ম করে গোয়ক্ষক।’
 মুকুন্দ, ১৬০০।
 গো-রক্ষা [স] বি গোমর রক্ষা করা। ‘গো-রক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তক
 আর্থসমাজীরা ...।’ মনসুর, ১৯৩৫।
 গোয়ক্ষক [স] গোয়ক্ষক বি রাখাল। ‘ইহার পুত্র গোয়ক্ষক ছিল।’
 চিঠিপত্র, ১৭৭৬।
 গোয়ক্ষ [স] গোয়ক্ষক বি গোমর রক্ষক। ‘দোহানের গোয়ক্ষ যদি কাছে
 থাকে।’ সুলতান, ১৭০০।
 গোয়স [স] বি গোমর দুধ। ‘গোয়স খাইলা প্রতি বাড়ি বাড়ি ফিরি।’
 মালধর, ১৫০০।
 গো-রাখা [স] গোয়ক্ষক বি গোমর রাখা এমনি। ‘রাজার সাজে
 কেমন মানায় গো-রাখা রাখাল-রাজে।’ নজরুল, ১৯৩৩।
 গোলাদ [স] গো+ই লাদ বি গোবর। ‘রাঙ্কিলে গোলাদ ফালে নাপাক
 কেবল।’ আলোড়ল, ১৬৮০।
 গো-শকট [স] বি গোমর গাড়ি। ‘গো-শকট প্রস্তুত।’ শরৎ, ১৯১৭।
 গোশালা [স] বি গোমর রাখার ঘর; গোয়ালঘর। ‘গোয়ালার গোশালা
 হয় অত্যন্ত বিস্তার।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
 গোশালা [স] গোশালা বি গোয়াল। ‘একটী ব্রীক্ষ অর্থাৎ ই গোশালে
 বন্ধ ছিল।’ চিঠিপত্র, ১৮৫৪।
 গোসেবা [স] বি গোমর পরিচর্যা। ‘দুর্গত জমিদার গৃহস্থের ন্যায়
 গোসেবা করেন।’ প্রভাকর, ১৮৫৮।

গোহত্যা [স] বি গোমর হত্যা। ‘গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর
 জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে।’ নীনবন্ধু, ১৮৬০।
 গোহত্যাচারী [স] বি গোমর হত্যাচারী। ‘পুরোহিত ... খড়গ লইয়া
 গোহত্যাচারী মুসলমানদিগকে হত্যা করিলেন।’ হিতৈষী, ১৮৯৫।
 গো-হাটা [স] গো+স হাটা বি গোমর কেন্দ্রবচার হাট। ‘লোকে বলে
 তোকে গো-হাটার বেচে কেন্দ্রেতে।’ শরৎ, ১৯২৬।
 গোহাড় [স] গো-হাড় বি গোমর হাড়। ‘গোহাড় ইটাল দিয়া ইট
 শূন্য হৈতে পড়ে।’ ভারত, ১৭৬০।
 গোহিংসা [স] বি গোহত্যা। ‘শাসনে গোহিংসা তো ধামবেই না।’
 রবীন্দ্র, ১৯১৫।
 গোঁ অর্থাৎ যদিও। মানেএল, ১৭৪৩।
 গোআ, গোআনো [স] গোপন> ক্রি লুকানো। ‘জইও জুতনে গোআ
 চাহএ হিগিরি ন নুকাএ।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
 গোআর [স] গোআয়ার বি গোয়ার; অসভ্য। ‘মিছাই ঝগড় কর কাহাঞি
 গোআরে।’ বড়ু, ১৪৫০।
 গোআরি [স] গোপালিকা বি স্ত্রী গোয়াল। ‘ভনই বিদ্যাপতি অররে
 গোআরি। বড়ু পুনে সম্বর আদর মুরারি।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
 গোআরী [স] গোআরী বি অভিযোগ। ‘রাজা কসে করিবে গোআরী।’
 বড়ু, ১৪৫০।
 গোআল [স] গোআল বি গোয়াল। ‘বিশী বিকীএ হএ গোআলের ধনে।’
 বড়ু, ১৪৫০।
 গোআলকুল [স] গোআলকুল বি গোআল। ‘গোআলকুলে কি তোকে
 উপজিল সাও।’ বড়ু, ১৪৫০।
 গোআলত [স] গোআল> ক্রি বি গোয়ালদের মধ্যে। ‘তোকে এবে
 গোআলত তেলা বড়ু জাতী।’ বড়ু, ১৪৫০।
 গোআলা [স] গোআল> বি গোয়াল। ‘পত্নী তোর গোআলা।’ বড়ু,
 ১৪৫০।
 গোআলি, গোআলী [স] গোআল> বি গোপন্য। ‘কাল উতপল
 নয়নে শোভসি গোআলী।’ বড়ু, ১৪৫০; ‘তোহে জমুকুল হম কুলিন
 গোআলি।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
 গোআলিনি, গোআলিনী, গোআলীনী [স] গোআলিনি বি
 গোপন্য। ‘আমার বদন না কর গোআলিনী আনে।’ বড়ু, ১৪৫০;
 ‘দিবেরে দখির দান সুনহ গোআলীনী।’ বড়ু, ১৪৫০। ‘গোআলিনি।’
 বিদ্যা, ১৮৯১।
 গোই [স] গোপন> বি গোপন। ‘লাজে রহু হিয়ে আনন গোই।’
 বিদ্যাপতি, ১৪৬০; ‘গোই করগিয়া।’ মানেএল, ১৭৪৩।
 গোইন্দা [স] গোয়াল বি গোয়াল। ‘তিনিই কি গোইন্দা।’ বঙ্কিম,
 ১৮৮২।
 গোইন্দা [স] গোয়াল বি গোয়াল। ‘বিদ্যা, ১৮৯১।
 গোইন্দাগিরি [স] গোয়াল বি গোয়াল। ‘গোইন্দা-গিরি।’ বিদ্যা,
 ১৮৯১।
 গোওয়ার [স] গোওয়ার বি একরোখা; উদ্ধত। ‘আও বাড়াইয়া আনে
 এজিয়া গোওয়ার।’ গরীব, ১৭৬৫।
 গোওল [স] গোপাল বি গোপ; গোয়াল। ‘এত সুনি বলে মুনি সুনহ
 গোওল।’ মালধর, ১৫০০।
 গোওলা [স] গোপাল> বি গোয়াল; গরল। ‘চলিলা গোওলা সব জার

ছেই স্থানে।' মালাধর, ১৫০০।

গোংগানী [ধন্য] বি গৌ গৌ শব্দ। 'বাবা গোংগানীর মত শব্দ করে কানেন।' হুয়ায়ুন, ১৯৭২।

গৌ [যা ওয়া] ১ বি জিন্দ। 'কোন রকমেই জেলের গৌ ঘুচলো না।' হুতাং, ১৮৬১। ২ বিণ ক্রক। 'আপনার ক্যাবিনে গৌ হয়ে বসে আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গৌ ধরা ক্রি জিন্দ প্রকাশ করা। 'সে গৌ ধরেছে, চাকরী করবে।' ইয়াদুল, ১৯২০।

গৌআ [স গম্] ক্রি অতিবাহিত করা। গৌআইবা ক্রি অতিবাহিত করবে। 'না পড়িলে অনুশোচে গৌআইবা কাল।' আলাওল, ১৬৮০।

গৌআইল ক্রি যাপন করলো। 'রসভোগে গৌআইল কাল।' আলাওল, ১৬৮০। গৌওব ক্রি কাটাবো। 'কসে গৌওব যামিনী।' আবহাওয়া, ১৬৫০। গৌয়াই ক্রি অতিবাহিত করি। 'তে কারণে অনুমিন কানিয়া গৌয়াই।' সুলতান, ১৭০০। গৌয়ায়ল ক্রি কাটালো। 'দিবস দিবস করি মাসা। মাস মাস করি বরস গৌয়ায়ল।' বিদ্যাগতি, ১৮৪০।

গৌআর [হি গাঁওয়ার] বিণ জেদি। বিদ্যা, ১৮৯১।

গৌপানি [ধন্য] বি রাগ, কই ইত্যাদির জন্য চাপা আর্তনাদে গৌ গৌ শব্দ। 'মানুষের গৌপানির শব্দ শুনে এলোম।' মাইকেল, ১৮৬০।

গৌজা [হি গোজী] ১ বি বাঁশের খোঁটা; বুটি। 'গৌজে বান্ধা এড়ে ডিলা লোহার সিকলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ গিম্মাহু। 'কেহ কেহ মুখটি গৌজ করিয়া বসিয়া থাকে।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বিণ নির্বাক ও গম্ভীর। 'সীলা খানিকক্ষণ গৌজ হয়ে চুপ করে রইল।' জীবন, ১৯৩২। ৪ বি সূতা পেঁচিয়ে রাখার কীলক। 'ঘরে-ঘরে ঘুরে চলে সুতার গৌজটা।' কায়সার, ১৯৬২।

গৌজা [হি গোজী] ১ ক্রি তুঞ্জে রাখা। 'কেফিডের পাঁজির মিল সাবখানে হরি শ্রুতি করিয়া কলম গৌজে কানে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি হিসাবে মনগড়া মিল দেওয়া। 'নিকাশে তাহার গৌজা তাকে হয় গৌজা।' ভারত, ১৭৬০। ৩ ক্রি গেলা। 'আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ডাত গৌজা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ বিণ লুকানো। 'কতকগুলো গদির নিচে গৌজা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ ক্রি আটকে রাখা। 'কানে তাদের গৌজা জবাব ফুল।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। 'কানে কলম গৌজা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৬ ক্রি নত করা। 'অড়কের ইদুরের মতো ঘাড় তুঞ্জে।' জীবন, ১৯৪৪।

গৌজা [হি গোজী] বিণ ঢোকানো। 'রান্নাঘরে রকে উঠতে ডান দিকে চালের বাতায় গৌজা আছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

গৌজা-গৌজা [হি গোজী] বি মেঝের তেলের জন্য তুঞ্জে দেওয়া। 'তালপাতার গৌজা-গৌজা দিয়ে এ বর্ষটা কাটিয়ে দেব।' শরৎ, ১৯২৬।

গৌজামিল [হি গোজী] +স মিলন। বি ফাঁকি; আপাত দৃষ্টিতে মিল। 'অনেক চাতুরী অনেক গৌজামিলের প্রয়োজন হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

গৌজামিলন [হি গোজী] +স মিলন। বি যেনতেন প্রকারে মিল। 'গৌজামিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গৌট [স ঘটা] বি লম্ব। 'সুমুন্দির গৌট বেঁদে তাঁনার বের সেজুয়ে মোগের কুটিতি এনেলো?' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

গৌড় বি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'গৌড়-পরিবারের দুটি মেয়ে আছে।' বিদ্যুতি, ১৯৩৮।

গৌড়া [স গোও] ১ বিণ রক্ষণশীল। 'হিল গৌড়া বৈষ্ণব হইল গৌড়া

শৈব।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি উগ্র সমর্থক। 'তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে এক জন প্রধান গৌড়া।' উমেশ, ১৮৫৭।

গৌড়া-রাম [স গোও] +স রাম। বি গৌড়া হিন্দু। 'গৌড়া-রাম তাবে নাজিক আমি।' নজরুল, ১৯২৬।

গৌড়াসমাজ [স গোও] +স সমাজ। বি রক্ষণশীল সমাজ। 'গৌড়াসমাজের মানস-প্রকৃতি লক্ষ করেই তিনি শাস্ত্রের সমর্থন বুঝেছিলেন।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গৌড়ামি, গৌড়ামী [স গোও] বি রক্ষণশীলতা। 'ঘুচাব গৌড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী।' গুণ, ১৮৫৮; 'ও গৌড়ামি ভাল লাগে না।' সাধারণী, ১৮৮০।

গৌড়ামিবর্জিত [স গোও] +স বর্জিত। বিণ রক্ষণশীলতাহীন। 'ধর্মীয় গৌড়ামিবর্জিত শিক্ষা হিন্দু কলেজে লাভ করেছিলেন।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গৌ [আ গুতাহ] বি মাথা নিচের দিক করে পতন। 'আকাশেতে কাৎ হয়ে গৌৎ খায় ঘুড়িটা।' সুকুমার, ১৯২০।

গৌৎ খাওয়া ক্রি হঠাৎ টাল খাওয়া বা ঘুরে পড়া। 'আকাশেতে কাৎ হয়ে গৌৎ খায় ঘুড়িটা।' সুকুমার, ১৯২০।

গৌতা [আ গুতাহ] বি মাথা নিচু করে মাথা ঘারা আঘাত। 'ঠিক যেন একটা চিলেঘুড়িকে খেলোয়াড় গৌতা মারে।' নজরুল, ১৯২২।

গৌতা [আ গুতাহ] বি গুঁতা; খোঁটা। 'শিগিরি তাদের ওই দাঁতের পাটি স্পর্শকৃত হবে। ততো সকলের উপর পড়বে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'গুঁতা মেরে, লাগি মেরে, কিল মেরে, ঘুয়ো মেরে কনুয়ের গুঁতা মারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গৌদ [হি গৌদা] 'গৌদ ও রেশম ও তুলাডরা মাজা ও গৌয়াজ রসুন।' দর্পণ, ১৮২৬।

গৌফ [স গুফ] বি চোঁটের উপরিভাগের লোম; মোচ। 'ঘন পাক দেই গোঁফে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গৌপ [স গুফ] বি গৌফ; মোচ। 'হাড়িয়া চামর গৌপ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গৌফওলা [গৌফ+হি ওয়ালা] বিণ গৌফ রয়েছে এমন। 'ফুলো গৌফওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পাখবিত্তীর সঙ্গে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গৌফওয়াল বিণ গৌফ আছে এমন। 'বালতি হাতে চুকলো গৌফওয়াল মেথর।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

গৌফওলা [গৌফ+হি ওয়ালা] বিণ গৌফ আছে এমন। 'একটি শ্যামল রঙের পাংলা-গৌফওলা যুবক।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

গৌফদাঁড়ি [গৌফ+স দাঁটিকা] বি গৌফ এবং দাঁড়ি। 'তাহার গৌফদাঁড়ি কামানো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গৌফসুহ [গৌফ+স গুহ] বিণ গৌফসহ। 'ইশা বা তাহার গৌফসুহ দাড়িসুহ মুখ বিকৃত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গৌফে তা দেওয়া ক্রি ডিবাধ্য লাভের আশায় উৎসুক হওয়া। 'গৌফে তা দিতে দিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গৌফে-তেল-গাছে-কাঁঠাল বি কাজ আশ্রয় হওয়ার আগেই ফলভোগের উচ্চাশা এবং প্রস্তুতি। 'বঙ্গদেশ গৌফে-তেল-গাছে-কাঁঠালের দেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

গৌয়া [হি গাঁওয়ার] বি অনুন্নত সম্প্রদায়বিশেষ। 'কলিকাতার গৌয়া

বাহিরে যাইতে পারিবে না।' দর্পণ, ১৮২০।

গোঁয়ার [হি গাঁওয়ার] ১ বিশ বর্ষ। 'কন্যা বলে ভূই বড় অধম গোঁয়ার।' আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বিশ নির্বোধ। 'জন কত তামরা গোঁয়ার আছ জানি।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিশ উদ্ধত। 'বর্ষর এক ঠুইয়া গোঁয়ার ব্যাধ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ৪ বি কাজজ্ঞানহীন। 'দোয়ার না হইলে গান করা গোঁয়ারের কর্তব্য।' ভবানী, ১৮২৮।

গোঁয়ারগোছ [হি গাঁওয়ার] বি একত্রে যত্ন। 'আমিও গোঁয়ারগোছের ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গোঁয়ারগোবিন্দ [হি গাঁওয়ার+স গোবিন্দ] বিশ কাজজ্ঞানহীন ও দুঃসাহসী। 'আমি ঐ-সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেষ্ট্রারের কথা জনতে চাইনে।' প্রমথ, ১৯১৮।

গোঁয়ারতিমো [হি গাঁওয়ার] বি ঔদ্ধত্য। 'গোঁয়ারমী ... গোঁয়ারতিমোয় গরম হয়ে পিটানোর পথ দেখবেন।' হুতোম, ১৬৬১।

গোঁয়ারতুমি [হি গাঁওয়ার] বি হঠকরিতা। 'যা কাজের বেলায় গোঁয়ারতুমিতে পরিণত নয়।' প্রমথ, ১৯১৭।

গোঁয়ারি [হি গাঁওয়ার] বি বর্বরতা। মানোএল, ১৭৪৩।

গোঁয়ার্ভমি [হি গাঁওয়ার] বি মুক্তিহীন জেদ। 'এই সকল সময়সার প্রতি মনোযোগ করিয়া এক প্রকার গোঁয়ার্ভমি গোঁড়ানি পরিত্যাগ করা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

গোঁয়ার্ভমি, গোঁয়ার্ভমি [হি গাঁওয়ার] ১ বি একত্রেমি; হঠকরিতা। 'গোঁয়ার্ভমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'ওদের গোঁয়ার্ভমি আর আবদারের যে অন্ত নেই।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি বিবেচনাবর্জিত জোরজবরদস্তি। 'গোঁয়ার্ভমির যার উর ও নীচের অসামঞ্জস্য থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গোঁয়ারা [ফা গোর] বি হাসান-হোসেনের কবরের প্রতীক। 'অম্বিকেশে মুসলমান গোঁয়ারা, তাজিয়া ও মসজিদে ফয়তাবা নেওয়া আদি পরিত্যাগ করিয়া ...।' এডুকেশন, ১৮৮৫।

গোঁসাই [আ ওসসাহ] বি অভিমান। 'কোথা ধরা গোঁসাই ভরা তপে জপে রত।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

গোঁসাই [স গোষাঈ] ১ বি বৈষ্ণবীয় গুরু। 'আচার্য গোঁসাই দেখিও নিতাই আমার আখির তারা।' যুগ্মরি, ১৫৭০। ২ বি ঈশ্বর। 'তোমার কারণে মোরে পাঠাইছেন গোঁসাই।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি সন্ন্যাসীবেশ। 'গোঁসাই লোক বলিলে শৈব উদাসীন বুঝিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গোঁকুল [স] ১ বি গোবর পাল। 'শতক ব্রাহ্মণ আর ময়িলে গোঁকুল।' বড়, ১৪৫০। ২ বি (পুরাণ) কৃষ্ণের বালা লীলাভূমি। 'মথুরা গোঁকুল বন্দো গোবর্ধন গিরি।' রূপরায়, ১৭৫০।

গোঁকুলপুর্নী [স] বি স্থানবিশেষ। 'তুম্বা প্রেম সাধি গোরি আইনু গোঁকুলপুর্নী।' চন্দ্র, ১৫৫০।

গোঁকুলের শাড়/বাঁড় বি স্বেচ্ছাচারী লোক। 'হলধর, গদাধর ও মতিলাল গোঁকুলের শাড়ের ব্যাক বেড়ায়।' প্যারী, ১৮৫৮; 'গোঁকুলের শাড়ের মত কল ফিরিয়ে ন্যূ ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১: ১।

গোঁকুর [স গো+স কুর] বি গোখরো সাপ। 'কেউটিরা; গোঁকুর, বেড়া, বোয়া প্রভৃতি প্রকাণ্ড অজগরসমূহ ...।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

গোঁকুরা [স গো+স কুর] বি বিষধর সাপবিশেষ যার ফণায় গোবর কুরের মতো: চিহ্ন আছে। 'মজ্জা গিয়ে গোঁকুরার ফাটলে হারায়।' ১৮৫৯।

জীবন, ১৯৩২।

গো-খর দ্র গোঁ

গোখরো [স গো+স কুর] বি বিষধর সাপবিশেষ। 'গোখরো সাপের মতন ফণা গুটিয়ে বসে পড়েহিস।' নজরুল, ১৯২৭।

গোখান্দক দ্র গোঁ

গোখুর দ্র গোঁ

গোখুরা [স গো+কুর] বি বিষধর সাপবিশেষ, যার ফণায় গোবর কুরের চিহ্ন আছে। 'গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

গোখুরী [স গো+ফা বোর:] বি অপকর্ম। 'সহরের যুবকদল গোখুরী বকমারি ও পক্ষির দলে বিভক্ত হলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

গোখুরে [স গো+কুর] বি বিষধর সাপবিশেষ। 'গোখুরেকে নিয়ে অবশ্য একটু সাবধান হতে হয়।' কায়সার, ১৯৬২।

গোখুরো [স গো+কুর] বি বিষধর সাপবিশেষ, যার ফণায় গোবর কুরের মতো চিহ্ন আছে। 'চোড়া, গোখুরো, দুখরাজ, পাডরাজ।' জীবন, ১৯৩৩।

গোপাণ্ডি দ্র গোঁ

গোপাল বি কালি। 'অনেকেরই চোখে গোপাল পড়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

গোপালকি বি ষ্টুটি বা কেশর। 'ঘোড়ার গোপালটির মতো আমার সোমসেন লম্বা চুলগাল।' নজরুল, ১৯২৪।

গোপীস দ্র গোঁ

গোপ্তরানি [ফা গুপ্ত:] বি গৌ গো ধ্বনি; গোপ্তানি। 'গলার ভিতর তার মৃত্যুর গোপ্তরানি।' জীবন, ১৯৩০।

গোপ্তরানো [ফা গুপ্ত:] ক্রি চাপা গর্জন করা। 'বাতাস ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সমস্ত আকাশ জুড়ে রাগে গোপ্তরাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গোপ্তানি, গোপ্তানী [ফা গুপ্ত:] বি গৌ গো শব্দ। 'স্তম্ভ গোপ্তানি ব্যথিয়ে উঠছে।' নজরুল, ১৯২২; 'মাঝে মাঝে কোথা থেকে অস্কৃত গোপ্তানী আসে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

গোপ্তানো [স গমন:] ক্রি কাল কাটানো। 'দিন গোপ্তায় মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যো।' মুকুন্দ, ১৬০০। **গোপ্তাই** ক্রি যাপন করি। 'এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোপ্তাই।' ফিচট্র, ১৬০০। **গোপ্তাইব ক্রি** কাল কাটানো। 'পোবে গোপ্তাইব নাহি অট প্রকারে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **গোপ্তাইল ক্রি** কাটানো; অতিবাহিত করলো। 'নানা রঙ্গ চলে কথো দিবস গোপ্তাইল।' মালাধর, ১৫০০। **গোপ্তাইলা ক্রি** কাটালে। 'সর্বদিন গোপ্তাইলা সখীকর্তন-রঙ্গে।' বৃন্দা, ১৫৮০। **গোপ্তাই ক্রি** অতিবাহিত করে। 'হরিসে গোপ্তাই কাল মূর্তি নাহি জানি।' মালাধর, ১৫০০। **গোপ্তায়েন ক্রি** কাল কাটান। 'ছাড়িয়া সংসারদুঃখ গোপ্তায়েন রঙ্গে।' বৃন্দা, ১৫৮০। **গোপ্তাইব ক্রি** সময় অতিবাহিত করবে। 'দেবরূপ পরিহরি কেমনে গোপ্তাইব নরলোকে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **গোপ্তায়লুঁ ক্রি** কাটালাম। 'আহ জনম হয় নিদে গোপ্তায়লুঁ জরা সিসু কতদিন গেলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গোপ্তানো [ফা গুপ্ত:] ক্রি গৌ গো শব্দ করা। 'রকম-বেরকমের গোপ্তানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি হুটছে দশদিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গোচ [স গুচ্ছ] ১ বি গুচ্ছ। 'দেতো সেধি গোচের হয়তো নিব।' কেরি, ১৩০২। ২ বি ধরন। 'বিরিয়ার কি শেরি কি পোট কি ক্রায়েট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না।' প্যারী, ১৮৫৯।

গোচ পাচ [স গুচ্ছ>] বি গোছগাছ। 'গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

গোচান [স গো+চানো] বি গোবর মূত্র। 'ক্ষীরডর ঘট হোয়ত বনট গোচান গন্ধ ন মিলি।' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ গোচানো

গোচর [স] ১ বিণ চাক্ষুষ। 'ত্রিভুবনজনমন গোচর তোক্ষা।' বহু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ সামনে। 'মংশ গিলিলে আইল কাম তোমার গোচর।' মালধর, ১৫০০; 'যতনে আনিলা তবে মালিক গোচর।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিণ জ্ঞাত। 'তত্ত্ববিধি সত্যর গোচর হইবার পূর্বে ...' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'তাহা সংবাদপত্রে উদিত হইয়া, সর্বসাধারণের গোচর হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিণ প্রত্যক্ষ। 'হিমালয়ের শিখর কত হাজার ফিট উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে ... বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৫ বিণ পরিচিত। 'তিনি বিশ্বের বরণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৬ বিণ গ্রাহ্য। 'তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৭ বিণ দৃশ্যমান। 'তোমার গলায় তুমি তো গোচর হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

গোচরতা [স] বি প্রত্যক্ষতা। 'এই ইন্দ্রিয়ের গোচরতাকে ভেনবুদ্ধির তিরস্করণিকার দ্বারা আবৃত করা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গোচরবর্তী [স] বিণ প্রকাশিত। 'যে অংশটা প্রধানত দেখাইতে চান সেইটাকে বিশেষরূপে গোচরবর্তী করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গোচর হওয়া [স] ক্রি জ্ঞাত হওয়া। 'উপকার হইতেছে তাহা সাধারণের গোচর হইলে।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৭।

গোচরার্থ, গোচরার্থে [স গোচর-অর্থ] ক্রিবিণ জ্ঞানার জন্য। 'মেঘটির সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্বাদপত্র পাঠাইবে।' দর্পণ, ১৮২৪; 'পাঠকবর্গের গোচরার্থ ... উদ্ধৃত করিলাম।' অক্ষয়, ১৮৫৮।

গোচরীভূত [স] বিণ অবগত। 'লোকচক্ষুর গোচরীভূত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস ...' মনসু, ১৯৫৮।

গোচরে আনা [স] ক্রি অবগত করানো। 'তথু গোচরে আনা নয় ... অভিজ্ঞতাকে ... সজ্ঞারিত করতে পারলে তবেই তিনি সুখী।' শিব, ১৯৭৩।

গোচর দ্র গোঁ

গোচরা [স গোচর+] ক্রি জানা। 'গোচরিয়া ফল করাইবো জেন জাপী।' বহু, ১৪৫০। গোচরিয়া, গোচরিয়া ক্রি প্রত্যক্ষ করে; জেনে। 'গোচরিয়া ফল করাইবো জেন জাপী।' বহু, ১৪৫০। 'গোচরিয়া ফল ধরাইব জেনা জানি।' বহু, ১৫৭০। গোচরিলা ক্রি জানলো। 'তাহার বৈকুন্ঠ তার পুত্রে গোচরিলা।' মালধর, ১৫০০। গোচরিলা ক্রি অবগত করলো। 'ইঙ্গিতের আগে আসি সব গোচরিলা।' সুলতান, ১৭০০।

গোচান দেওয়া ক্রি সমর্পণ করা। মানোএল, ১৭৪৩।

গোচারণ দ্র গোঁ

গো-চিকিৎসক দ্র গোঁ

গোচোনো [স গো+খন্যো চন+] বি গোবর মূত্র। 'গোচেনেরে গোচোনো কহি।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গোচোর দ্র গোঁ

গোচ্ছা [স গুচ্ছ] বি গোছা; গুচ্ছ। 'বুক ফেলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়।' হত্যাম, ১৮৬১।

গোছ [স গুচ্ছ] ১ বি অবস্থা; জোগাড়। 'অতি ঘোর কন্ট্রোল শব্দে কর্তৃক বোঝ হওনের গোছ।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি ধরন। 'একটি বালিকা কিছু বিবিয়ানা গোছে চলিত।' প্যারী, ১৮৬০। ৩ বিণ ধরনের। 'মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ৪ বিণ মতো। 'ঠিক যেন সাপের টুতো গোলা গোছ।' নজরুল, ১৯২২।

গোছগাছ [স গুচ্ছ+] বি সাজানো-গোছানোর কাজ। 'গোছগাছ মোটামুটি খোপখোপ খোলাখোলা জোগাড়-জাগাড়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'জিনিসপত্র গোছগাছ বাঁধাইদা করচে।' শরৎ, ১৯১৬।

গোছগাছাল [স গুচ্ছ+] বিণ সুবিন্যস্ত। 'গোছগাছাল শীতল নিবিড় নক্ষত্রগুলো।' জীবন, ১৯৩১।

গোছমত [স গুচ্ছ+] ক্রিবিণ ব্যবস্থা অনুযায়ী। 'কাগড় সরকারি গোছমত দাবিল না করে জদি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

গোছল [আ] বি স্নান। 'তৃতীএ গোছল অতি জন্তনে করিব।' বাহরাম, ১৬৫০।

গোছা [প্রা গুচ্ছ+] ক্রি গ্রহণ করা। 'কৃষ্ণের সঙ্গে করলে প্রেম সর্বসবি গোছাবে না।' লালন, ১৮৯০।

গোছা [স গুচ্ছ] ১ বি গুচ্ছ। 'তাহাকে এক গোছা চাচি ফেলিয়া দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'সূর্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ২ বি হাঁটুর নীচের ও গোড়ালির উপরের অংশ। 'সাপের গোছা পুঙ্ক।' অঙ্গাউদ্দিন, ১৯৫৯।

গোছানো, গোছান [স গুচ্ছ+] ১ ক্রি সম্পন্ন। 'দুই দিগে কাজ গোছান হলো।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বিণ সুবিন্যস্ত। 'আলনাতে কয়েকখানি কাগড় গোছান রহিয়াছে।' শরৎ, ১৯১৭।

গোছানো [স গুচ্ছ+] ক্রি সুবিন্যস্ত করা। 'গোছাতে গোছাতেই তোর সময় বয়ে যাবে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

গোছালো [স গুচ্ছ] ১ বিণ সম্পন্ন করা সহজ এমন। 'গোছালো ... শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলে গুলি করে থাকেন।' হত্যাম, ১৮৬১। ২ বিণ পরিপাটি। 'অনেকে গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সব এর তরজমা করে বোঝাচ্ছেন।' হত্যাম, ১৮৬১। ৩ বিণ মনোহর; মোহা; কী গোছালো কথা। 'আহা, কী গোছালো কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গোছের [স গুচ্ছ+] বিণ মতো। মানোএল, ১৭৪৩।

গোজনা দ্র গোঁ

গোজরানো [ফা গুজারাহ] ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'ওয়াফ গোজরে যাবার পর বাক্যদা নিয়ত করে সুরা ইত্যাদি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গোজরে যাওয়া ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'চার বছর গোজরে গেছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গোজাতি দ্র গোঁ

গোজারা [ফা গুজারাহ] ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'এরছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া যায়।' গরীব, ১৭৬৫।

গোজারেশ [ফা গুজারিশ] বি নিবেদন; বক্তব্য। 'রাষ্ট্র-ভাষার নাম নিয়ে আমার কিছু গোজারেশ রয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গোজাশতা [ফা গুজাশতা] বিণ বিপত। 'সোবেই সাদকেও গোজাশতা রাতের জোনাকীর কিকিমিকির কথা মনে পড়ে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গোজেন্তা [ফা গুজেন্তা] বি পূর্বকথা। 'গোজেন্তা কখন সব কহিতে লাগিল।' গরীব, ১৭৬৫।

গোঞানো [স গুচ্ছ+] ক্রি কাটানো। গোঞাই ক্রি অতিবাহিত করি।

‘অনুক্ষপ কান্দিয়া গোঞাই রাএদিন।’ বাহরাম, ১৬৫০। গোঞাইলা
কি গোহাঙ্গো। ‘গণিতে গণনে তারা গোঞাইলা রজনী।’ বাহরাম,
১৬৫০। গোঞাইএ কি কালা কাটার। ‘কুলবতী সকলে গোঞাই
মনোরঞ্জে।’ বাহরাম, ১৬৫০। গোঞাইও কি অভিবাহিত করে।
‘আনন্দে গোঞাইও নিশি নিম্নপতি সঙ্গে।’ বাহরাম, ১৬৫০।

গোট [স গোট] বি দল। ‘এক গোট সারিকা পতিত গুণধারী।’ আলোওল,
১৬৮০।

গোটী [স গোটক] বি কটিভূষণ। ‘সুবর্ণ সুন্দর গোট কটীদেশে দিয়ে।’
ভবানী, ১৮২৫।

গোটছড়া বি স্ত্রীলোকের কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। ‘গোটছড়াটি পর্যন্ত নষ্ট
করে ফেললে।’ শরৎ, ১৯১৬।

গোটা [স অঞ্চ] ১ বিণ সম্পূর্ণ। ‘যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা।’ বড়,
১৪৫০। ২ সংখ্যা নির্দেশক বান। ‘চারি গোটা টঙ্কি তথা অতি
মনোহর।’ সুলতান, ১৭০০। ৩ বিণ বুঝার। মানোএল, ১৭৪৩।
৪ বিণ আশ্র। ‘ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।’ ওত,
১৮৫৮। ৫ নির্দেশক টা। ‘ব্যাঙে আছে সব জামা, টাকে আছে খালি
গোটা দুস্তান।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৬ বিণ গুটিক; সংখ্যক। ‘আরো কুল
পাড়ে গোটা ছয়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৭ বিণ অবিকৃত। ‘আমাদের
দেশে যাত্রার দল বেশী দিন গোটা থাকে না।’ প্রমথ, ১৯১৭। ৮ বিণ
পুরো। ‘আমাদের গোটা দেশ আর-একটি গোটা দেশের পথদ্রব্যে
পরিণত।’ রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৯ বি ফুসকুড়ি। ‘সমস্ত মুখের ফাঁপনা
মাংস বড়ো গোটায়ে ডরিয়াছিল।’ মানিক, ১৯৪০। ১০ বিণ
সময়। ‘অমর-সৃষ্টি বলে গোটা দুনিয়ায় অভিনন্দিত।’ শরীফ,
১৯৬৮।

গোটাকত বিণ গোটাকতক। ‘গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও
মাসী।’ রামতসাদ, ১৭৮০।

গোটাকতক ১ বিণ কয়েকটি; কিছুসংখ্যক। ‘গোটা কতক বিজাজী
অক্ষর লিখিতে শেষেন।’ দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ কয়েকজনের। ‘আছে
গোটাকতক বড়ো যদিও তদিন কিছু রক্ষা পাবে।’ ওত, ১৮৫৮।

গোটা গোটা বিণ কাটা কাটা; আলাদা আলাদা। ‘বড়ো বড়ো গোটা
গোটা/ লিখব যখন তখন ভূমি দেখো।’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

গোটাঙক বিণ সামান্য কয়েকটি। ‘তাহার গোটাঙক স্থল স্থল চিক
পাওয়া যায়।’ বঙ্কিম, ১৮৮৭।

গোটী বি বাড়ি। মানোএল, ১৭৪৩।

গোটানাল [গোটা+স লালা] বি গাঞ্জা। ‘বালিশটা ময়লা তাতে তোমার
গোটানালে রাওদিন রসবতী।’ দীনবন্ধু, ১৮৭২।

গোটা [স একটি] বিণ একটি। ‘বেরল পাটর গোটা সজা করে।’ রামাই,
১৭১০।

গোটো করা কি গোটানো। ‘পা গোটো করিয়া ঝুপ করিয়া পড়িয়া
যাইত।’ বঙ্কিম, ১৮৭৮।

গোঠা [স গোষ্ঠা] ১ বি গবাদি পত-বিচরণের মাঠ। ‘সকল গোঠ
মেলাইবো।’ বড়, ১৪৫০। ২ বি গোয়াল। ‘গোঠে ধায় গরু।’
রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি দল। ‘বাবুহা পরিদর্শনের কয়েকজন ... একটি
গোঠ গঠন করার জন্য।’ আজাদ, ১৯৪২।

গোঠাচারী [স গোষ্ঠাচারী] বিণ গোচারণভূমিতে বিচরণকারী। ‘মাঘব
বংশীধারী বনোয়ারি গোঠাচারী।’ নজরুল, ১৯৩২।

গোঠা [স গুণ] বি গোড়ালি। ‘তৃতীয়াত রয়ে চন্দ্র পাএর গোঠাত।’

সুলতান, ১৭০০।

গোড়া বি গাঙ্গিবিশেষ; গুয়োট। ‘গোড়ার নীলি কল্পে কি।’ দীনবন্ধু,
১৮৬০।

গোড়িম [স গুদ+স ডিম] বি শিশুর জনের পর থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত
কাল। ‘গোড়িম ভাসেনি যবে উঠে নাই গৌণ।’ ওত, ১৮৫৮।

গোড়িমওয়ালা [স গুদ+স ডিম+হি ওয়ালা] বিণ অতি ছোটো।
‘কতক গুতো গোড়িমওয়ালা ছেলে নাহাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।’ হুমতাম,
১৮৬১।

গোড়া [স যুট] বি পা; চরণ। ‘জুতা গোড়ে প্রাণ যায় করে হেই চেই।’
ওত, ১৮৫৮।

গোড়তলা [স যুট+স তল] বিণ উঁচু গোড়ালি লাগানো। ‘গোড়তলা
জুতা।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গোড়তোলা [স যুট+স তুল] বিণ উঁচু গোড়ালিযুক্ত। ‘কালচাখের
পাদুকা ফিড়েবান্ধা গোড়তোলা মাথানেড়া বোঁচা সকল পায়ে দেন।’
ভবানী, ১৮২৩।

গোড়মুড়া [স যুট+স মুণ্ড] বি গোড়ালি। মানোএল, ১৭৪৩।

গোড়া [স যুট] বি অনুসরণ করা। ‘দেখিয়াত গোবিন্দাই পচাত
গোড়াই।’ মালাধর, ১৫০০। গোড়াএ কি অনুসরণ করে। ‘জনম
হইআ ঠাকুরাণী পাছতে গোড়াই।’ রামাই, ১৭১০। গোড়ায়্যা কি
গাড়ি। ‘যৌবন গোড়ায়্যা গেল।’ মুক্তার, ১৬০০।

গোড়া [স গুণ] ১ বি পাদদেশ। ‘চেতমের গোড়া।’ মানোএল, ১৭৪৩।
২ বি মূল। ‘ভাই বন্ধু দারাস্ত কবেল মারাসর গোড়া।’
রামতসাদ, ১৭৮০। ৩ বি উৎস। ‘সেই বালের গোড়া অবধি একটা
নূতন খাল কাটারের নিমিত্ত।’ দর্পণ, ১৮১৮। ৪ বি ভিত্তি। ‘উদ
মানুষ জগতের মূল গোড়া হয়।’ লালন, ১৮৯০। ৫ বি সূচনা।
‘আমাদের যুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।
৬ ক্রিবিণ সর্বপ্রথম। ‘গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে।’
রবীন্দ্র, ১৯১১।

গোড়াকার [গোড়া+স কার] বিণ গুস্তর দিকের। ‘কতকগুলি
গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ডাবিয়া লইতে হইবে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গোড়া কেটে আগায় জল – কারও বড়ো রকমের ক্ষতি করে পরে
কপট সহন্যতা দেখিয়ে উপকারের চেষ্টা। ‘আর গোড়া কেটে আগায়
জল কেন? সুনাম বুয়েছি।’ গিরিশ, ১৮৮৯।

গোড়াওড়ি [গোড়া] ক্রিবিণ সবসময়ে। ‘গোড়াওড়িই বলহিমুম
কায়স্থর পোঁকে বলতে দাও।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

গোড়াঘাট [গোড়া+ঘাট] ১ বি সূচনা। ‘বক্তৃতার গোড়াঘাটেও সে
ভুল করে ফেলেছে।’ জীবন, ১৯৩২। ২ বি ভিত্তিমূল। ‘নিঃস্বার্থতা,
ত্যাগশীলতা এবং আত্মসময় ধর্মের গোড়াঘাট।’ ওয়ালী, ১৯৬৪।

গোড়াপত্তন [গোড়া+স পত্তন] বি সূচনা। ‘বদেখীয়তার গোড়াপত্তন
এখানেই।’ প্রমথ, ১৯০৫।

গোড়া কাঁদা কি ভিত নির্মাণ করা। ‘এমন করিয়া গোড়া
ফাঁদিয়াছেন।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গোড়ায় ক্রিবিণ ওরুতে। ‘সেই জানে গোড়ায় চোঁটা করতেই ভয়
হয়।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গোড়ায় গলদ – শুরুতেই ভুল। ‘গোড়ায় গলদ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।
‘গোড়ায় গলদ থাকবার দরুন, ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই
আটিক্তিক হয় না।’ প্রমথ, ১৯০৫।

গোড়ার গলদ বি প্রারম্ভিক তুল। 'এই গোড়ার গলদ দূর করার জন্য আজ যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন।' আজাদ, ১৯৫৯।

গোড়াসুদ্ধ [গোড়া+স শুদ্ধ] ক্রিবিণ গাছের শিকড়সহ। 'গোড়াসুদ্ধ ও নড়ে অমনি।' রামতপস, ১৭৮০।

গোড়ে গোড় বি পদান্ত অনুসরণ। 'মেজো বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড়।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

গোড়ানো ক্রি পিছু পিছু যাওয়া। 'কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে গোড়াইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোড়ালি [স গুণ্য] বি পায়ের পাতার পেছনের অংশ। 'কেমনে লাগিল গায়ে গোড়ালির পানি।' কেতকা, ১৬৫০।

গোড়ি [গোড়া] বি মূল; শিকড়। 'সভা করে গোড়ি বসে ধরে ধর।' রামাই, ১৭১০।

গোড়ে [গড়িয়া (হাননাম)]> বি সুন্দর করে গাঁথা ফুলের মালা। 'কজিতে গোড়ে, গোঁফে আতর।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

গোড়েমালা [গড়িয়া (হাননাম)+স মালা] বি সুন্দর করে গাঁথা ফুলের মোটা মালা। 'হঠাৎ একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানটানি করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

গোঁশ [স গুণ্য] বি গুণ্য। 'রূপ গোণ জৌবন জে রসেত পুরিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

গোশা [কা] বি পাপ। 'ফেরেশতা করিল কোন গোশা।' গরীব, ১৭৬৫।

গোশাপার [কা] বিণ পাপী। 'না হক এক বাত কৈয়া হও গোশাপার।' গরীব, ১৭৬৫।

গোষ্ঠা [মু গুণ্য] বিণ গণনার একক; গণ্য। 'আত্ম তুলে কতে গোষ্ঠা, কেহু আন লুচি মোষ্ঠা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

গোত [গোত্র] বি গোত্র; গোষ্ঠী। 'তার গোত মুখিলেক আকারে ধৌত।' বড়ু, ১৪৫০।

গোতর [স গোত্র] বি গোত্র। 'তানের গোতর করে পাছে রাখে ধর্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গোষ্ঠা [আ গুণ্য] বি আঘাত। গোষ্ঠা খাওয়া ক্রি আঘাত পাওয়া। 'বেয়াড়া মুড়ির মত গোষ্ঠা খেয়ে সেদিকে চুঁ দিমুখ।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

গোত্র [স] বি বংশ। 'দুর্বারিণি গোত্র বটে কুলের প্রধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোত্রছাড়া বিণ গোষ্ঠী-বহির্ভূত। 'সে দলছাড়া, গোত্রছাড়া জীব।' মোতাহের, ১৯৫০।

গোত্রজ [স] বিণ গোত্রভূক্ত। 'পিকিং থেকে প্যারিস পর্যন্ত মানুষমাএই এক গোত্রজ।' প্রমথ, ১৯৩০।

গোত্রজাত [স] বিণ বংশজাত। 'এবং ঐ সকল গোত্রজাত ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গোত্রদেবতা [স] বি গোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'গোত্রদেবতা গর্ভে পুঁতিয়া/এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

গোত্রহীতি [স] বি গোষ্ঠীর প্রতি টান। 'গোত্রহীতির প্রভাব এখনও প্রত্যেক রাষ্ট্রে গভীরভাবে অনুভূত হয়।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

গোত্রবন্ধন [স] বি জ্ঞাতিক। 'বললাভের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গোত্রভিৎ [স] বি ইন্দ্র। 'গুরুড়ে গরুড়ধ্বজ গোত্রভিৎ গজে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মানিকরাম, ১৭৮১।

গোত্রভুক্ত [স] বি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। 'সেমীয়, নিম্নো প্রভৃতি নানা গোত্রভুক্ত মানবের রক্ত-সংশ্লিষ্টগোত্র এক বিচিত্র জনসমষ্টি।' এনামুল, ১৯৫৫।

গোত্রহীন [স] বিণ প্রজাতি যুঁজে পাওয়া যায় না এমন। 'নামগোত্রহীন রূপহীন ... কাটাগাছের ফুল।' বিভূতি, ১৯৩৮।

গোত্রাদি, গোত্রাদী [স] বি গোত্র ইত্যাদি; একই গোত্রের লোক। 'তাহার জাতি গোত্রাদী শাস্ত্রাদীকারি কিংবা ধনাধিকারী কেহ।' ওর্সা, ১৭৮৪; 'তাহার শ্রীশ্রী' প্রাচী হইলে তাহার জাতি গোত্রাদি ...।' ওর্সা, ১৭৮২।

গোত্রিক [স] বিণ গোত্রকেন্দ্রিক। 'ধনিতুলার অর্ববহতা একান্তভাবে স্থানিক বা গোত্রিক চুক্তিনির্ভর।' শরীফ, ১৯৬৮।

গোত্রীয় [স] ১ বিণ গোষ্ঠীগত। 'উন্নতশীল রাষ্ট্রে কোনরূপ গোত্রীয় ঐক্য নাই।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩। ২ বিণ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। 'কলকাতায় বাঙালী রান্নার রেস্তোরাঁ অনুসন্ধান এই একই গোত্রীয়।' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

গোত্রোদ্ভব [স] বিণ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব।' বরদর্শন, ১৭৪৪।

গোদ [স] বি রসে পা ফুলে যাওয়ার রোগবিশেষ। 'গোদে তেল দিতে কত তৃপ্তির নেকার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোদা [স গোদ] ১ বিণ গোদরোগে আক্রান্ত। 'আর জুবতি বলে সেই গোদা মোর পতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গোদ বিশিষ্ট পা। ওর্সা, ১৭৮৫।

গোদের উপর বিষফোঁড়া - বিপদের উপর বিপদ। 'যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

গোদাণা [স গোদা দাণ্য] বি হাতুড়ে পতকিত্বসক। 'উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গোদাণাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

গোদান দ্র গোঁ

গোদাবরী [স] বি দক্ষিণ ভারতের একটি নদী। 'হাইবো বারানসী কিবা গোদাবরী।' বড়ু, ১৪৫০।

গোদাম [প শুদাও] বি গুদাম। এডমন, ১৭৯৩।

গোদুখ দ্র গোঁ

গোঁখি [স গোঁখি] বি গোঁখি। মালোএল, ১৭৪৩।

গোঁধন দ্র গোঁ

গোঁধা [স] বি গোঁধিকা; গুঁইসাপ। 'সসক সৈলক গোঁধা নকুল শৃগাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোঁধিকা [স] ১ বি গুঁইসাপ। 'লোন কিছু দিবে বাড়্য নেউল গোঁধিকা গোঁড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উত্তর-পশ্চিম আকাশে জন্মায়ার মাসে দেখতে পাওয়া গুঁইসাপ সদৃশ তারকামণ্ডলী। 'কিছুকাল পূর্বে লাসেটা অর্থাৎ গোঁধিকা নামখারী নক্ষত্রগ্রহণি কাছে ... জ্বলে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গোঁধুম, গোঁধুম [কা গনদুম] বি গম। 'গোঁধুম খুঁড়া মুগ মাষ মাড়ুরা তিল যব আন্যাছি ছোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোঁধুমাদি চূর্ণ [ফা গনদুম+স আদি+স চূর্ণ] বি আটা বা ময়দা। 'আমের যত তুলু দালি গোঁধুমাদি চূর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোধূমভোজী [ফা গনদুম+স ভোজী] বি গম বা তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি খায় এমন ব্যক্তি। 'গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

গোধূমাদি [ফা গনদুম+স আদি] বি গম ও অন্যান্য শস্য। 'পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জনো।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গোধূলি [স। ১ বি সূর্যাস্তের কাল। 'জ্ঞান গোধূলি সময় বেলি/ধনি মন্দির বাহর ভেলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি গোরুর পায়ের আঘাতে উদ্ভূত ধূলি। 'দুরতীরে মাঠ দূসর গোধূলিধূলিময়।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বিণ গোধূলিকালীন। 'গোধূলি গগন মেঘে ঢেকেছিল তারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৪ বি শেষবেলা। 'দূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মগ্নি সেই 'স্মৃতি'।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

গোধূলি-অন্ধকার [স। বি গোধূলিকালীন অন্ধকার। 'শূন্যের গোধূলি-অন্ধকার পুরী প্রান্তে অতিথি আলিনু ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গোধূলি-আলো বি গোধূলিকালীন আলো। 'গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃষ্ঠী-পরে শ্রাবণের সায়াক্ষয়িকা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোধূলি-ছায়ে ক্রিবিণ গোধূলির ছায়ায়। 'গোধূলি-ছায়ে হল বিলীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

গোধূলি-দূসর [স। বিণ সন্ধ্যাবেলার মতো ছাই রংবিশিষ্ট। 'আরতিম গোলাবের পাপড়িতে, গোধূলি-দূসর।' ফররুখ, ১৯৬৩।

গোধূলি-নিকুতন [স। বি গোধূলির আশান। 'এইরূপে সায়াক্ষের কোলে রচেছি গোধূলি-নিকুতন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গোধূলিবেলা [স। বি সন্ধ্যাবেলা। 'গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলেনি দীপ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোধূলি-মন্দির [স। বিণ সন্ধ্যার আলোছায়ায় ময় পরিবেশে বিস্তার। 'পাড়ার বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মন্দির মেয়েটির মতো জীবন, ১৯৪২।

গোধূলিরাগ [স। বি সূর্যাস্তকালীন রং। 'শেষ বয়সের পক্ষে বেরিয়ে গোধূলিরাগে রাজা আলোতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গোধূলি-রেণু [স। বি গোরুর পাল ঘরে ফেরার সময়ে বুকের আঘাতে উড়ানো ধূলি। 'অঙ্গে গোধূলি-রেণু কটি তটে বেরে বেণু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোধূলি-লগন বি গোধূলির সময়। 'শ্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে জনো জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গোধূলি-লগ্ন [স। বি সন্ধ্যাবেলা। 'এক গোধূলি-লগ্নে সদ্যস্নাতা আল্লায়িতা-কেশা।' নজরুল, ১৯২৭।

গোন [স গুণ] বি গুণ। 'কি কহির রূপ গোন লাভনোর উর।' মাল্লাধর, ১৫০০।

গোনজায়েশ [ফা গুজাইশ] বি অবকাশ। 'এই বিষয়ে তর্ক-তক্রারের গোনজায়েশ নাই।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

গোনষ [স গোনসি] বি একজাতীয় বড়ো সাপ। 'লিখিল কালিয়হুদে ভূজসমগণ/গোনষ খরিয় কালী উড জার যশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোনা [স গণনা] ১ ক্রি ভাগ্য গণনা করা। 'তিনি মহিলাদের হাত দেখে গুনেতে আরম্ভ করলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি পরীক্ষা করা। 'তারগুলি তার দেখছে গুনে সকল লোকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

গোনাগাঁটা [স গণনা] বিণ কঁটায় কঁটায় হিসাব করা হয়েছে এমন। 'একেক্ষরে গোনাগাঁটা তিন তিনটে বছর।' জীবন, ১৯৩১।

গোনাপড়া [স গণনা+পড়া] বি ভাগ্য গণনা। 'আপনার গোনাপড়া করাইবেন?' জসীম, ১৯৬০।

গোনা [ফা গুনাহ] বি পাপ। 'আমাদের গোনা হবে।' শিশু, ১৯২৬: 'সাজু বলইে ডাকে সবে, নাম নিতে যে গোনা।' জসীম, ১৯২৯।

গোনাগারি [ফা গুনাহগারী] বি পাঙ্গী। 'গোনাগারির লাগি দেওয়া করা হরের মুসলমানের উচিত।' মনসুর, ১৯৫৩।

গোনাহ [ফা গুনাহ] বি পাপ। 'বড় গোনাহেরে কার্যতুলিকে বন্ধ করিতে পারে না।' হেদায়েত, ১৯২৬।

গোনাহগার [ফা গুনাহগার] বিণ অপরাধী। 'আমাকে গোনাহগার করবেন না, হুজুর।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গোনাগুটি [স গণগোষ্ঠী] বি আত্মীয় পরিজন। 'কি বলছ, তুমি তার গোনাগুটি খাইয়ে পরিয়ে রাখছ।' প্রমথ, ১৯১৮।

গোনািবন্ধ [বি গানি+স বন্ধ] বিণ সন্তাবন্দী। 'তাহাদিগকে গোনািবন্ধ করিয়া জগন্ময় করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গোন্দ বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'গোন্দেরা ট্রাবিড়ী বটে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

গোন্দম [ফা গনদুম] বি গম। 'গোন্দম রঙের ভোলী ভোলী পেয়ারী সুরত দেখিয়াছি।' রোকেয়া, ১৯৩০।

গোপ [স। ১ বি গোরক্ষক সম্প্রদায়বিশেষ; গোয়াল। 'সব গোপ যার মান ধরে।' বড়ু, ১৪৫০: 'মন্ম আদি গোপ নাচে উড বাহু করি।' মাল্লাধর, ১৫০০: ২ বি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'মাখন মজল, গণেশ গোস্ব প্রভৃতি।' তারা, ১৯৪২।

গোপকুমার [স। বি গোয়ালার সন্তান। 'আর যত ছিল গোপকুমার।' বড়ু, ১৪৫০।

গোপ-কোঠারি [স গোপকুমারী] বি গোপ সম্প্রদায়ের কন্যা। 'ডাকে প্রেম-সাহিকা আজও শত রাধিকা গোপ-কোঠারি।' নজরুল, ১৯৩২।

গোপগণ [স। বি গোয়ালাগণ। 'লবণিগ্রা দিল লোন ঘৃত দধি গোপগণ বান্যা দেই ভাস্কের পুটলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোপগোপী [স, সমাসে ই-কার] বি গোয়াল-গোয়ালিনি। 'আনন্দিত হৈয়া রহে গোপগোপিনি।' মাল্লাধর, ১৫০০।

গোপজাতি [স। বি গোয়াল সম্প্রদায়। 'গোপজাতি আমরা অরম্যে করি ঘর।' মাল্লাধর, ১৫০০।

গোপ-ঝিয়ারি [স গোপদুহিতা] বি গোপকন্যা। 'এলে শ্যাম বংশীধারী' গোপনের গোপ-ঝিয়ারি।' নজরুল, ১৯২৮।

গোপনারি [স গোপনারী] বি গোয়ালিনি। 'উদ্ধব পাঠায়া সান্ত কৈল গোপনারি।' মাল্লাধর, ১৫০০।

গোপনারী [স। বি গোয়ালিনি। 'তোর ফুল তুলী লৈল সব গোপনারী।' বড়ু, ১৪৫০।

গোপবধু [স গোপবধু] বি গোপনারী। 'এ সব গোপবধুজন লখী।' বড়ু, ১৪৫০।

গোপ-বধু [স। বি গোপনারী। 'মজাইলা গোপ-বধু-ব্রজ বাছায়ে বাঁধী।' মাইকেল, ১৮৬২।

গোপবালক [স। বি গোয়াল কিশোর; কৃষ্ণ। 'আমি কোনো জনো পারি হতে ব্রজের গোপবালক।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোপবেশ [স। বি রাবালের বেশ। 'পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ' কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোপমুখতা [স] বি গোপনারী। 'হেনই সম্মুখে সব গোপমুখতা।' বড়, ১৪৫০।

গোপরামা [স] বি গোপপত্নী। 'সরেশতি গোপরামা রসেতে চতুর।' মালধর, ১৫০০।

গোপরূপ [স] বি গোয়ালার বেশ। 'আছি গোপরূপ ধরী।' বড়, ১৪৫০।

গোপসূতা [স] বি গোয়ালার কন্যা। 'গোপসূতা গুণময়ী গোপালভগিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোপস্বামী [স] বি গোপের মালিক; গোয়াল। 'গোপস্বামী ও তরুর।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গোপহায় [স] বি গলার অপহকারবিশেষ। 'গোপহায় সরস্বতীহার সাতনরীও তার গলায় গুতপ্রোড়ভাবে দেওয়া হয়েছিল।' প্রমথ, ১৪৪০।

গোপাঙ্গনা [স] গোপ-অঙ্গনা বি গোয়াল। নারী; গোপনারী। 'ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে কাঁপে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোপালয় [স] বি গোয়ালঘর। 'নরকতুল্য ন্যাকারজনক গোপালয়, গৃহ সমুদায়ের অগ্রশততা ও অসচ্ছলতা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গোপন [স] গোপন। বি গোপন। 'যেহ তোকে গোপ কথা করহ বিকাশ।' বড়, ১৪৫০।

গোপন [স] গুপ্ত। বি গোপ। 'লম্প লম্প করে গোপ দাড়ি।' বিজয়, ১৬৫০।

গোপত [স] গুপ্ত। বি গুপ্ত; লুকায়িত। 'গোপত কাজত কাহাঞি ছয় আখি বারী।' বড়, ১৪৫০।

গোপন [স] ১ বি গুপ্ত। লুকায়িত; গুপ্ত। 'বালক এক কুড়নীর দ্বারা গোপন খোজের নিকট বাকা প্রেরণ করিলেন।' চম্পক, ১৮০৫। ২ বি গোপন। 'তঁাহাদিগের যে প্রসিদ্ধ আদার আছে, তাঁহা আর গোপন রাখিতেও যত্ন করিলেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি গোপন। 'অপরিস্রব; অনবগত।' 'ব্যবস্থাপকেরা বিচারস্থলে ... নিপুণ অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখেন।' অক্ষয়, ১৮৫১। ৪ বি গোপন। 'কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বি গোপন। 'দুয়ার রক্ষিয়া রেখেছিল তাকে গোপন ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গোপনকারিণী [স] বি গুপ্ত। গোপনকারী। 'সেই চিঠি গোপনকারিণী বৈদীর কাছে।' সুকান্ত, ১৯৪২।

গোপনকারী [স] বি গুপ্ত। লুকিয়ে রেখেছে এমন। 'বড়ো বড়ো লোককে মিশুক, প্রবন্ধক, সভাগোপনকারী বলা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গোপনগুহা [স] বি গুপ্ত গহ্বর। 'যে সুর গোপনগুহা হতে ছুটে আসে আকুল প্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

গোপনচর [স] বি গুপ্ত। 'যে ছিল গোপনচর/ জীবনের অন্তরতর।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গোপনচারিণী [স] ১ বি গুপ্ত। গুপ্তরূপী স্বভাববিশিষ্ট। 'অবাধাবিক রকমের গোপনচারিণী ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি গুপ্ত। মনের গোপনে বিচরণকারী। 'গোপনচারিণী মোর, লো চির-প্রেমসী।' নজরুল, ১৯২৮।

গোপনচারী [স] বি গোপনে বিচরণকারী। 'বিনা আদেশে পূজা, হে গোপনচারী।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

গোপনতম [স] ১ বি গুপ্ত। অত্যন্ত গোপনে আছে এমন। 'আমার গোপনতম কে যেন ... নিশুপ থাকতে আদেশ করে।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি গুপ্ত। গভীরতম। 'তার গোপনতম কোণে কোণে ... আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯৩৬।

গোপনতা [স] ১ বি গুপ্ত। গোপনতা। 'একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে ছিন্নভাবে বিরাজ করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি গোপনীয়তা। 'এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি লুকোছাপ। 'গবর্নমেন্টের নিরতিশয় শঠকারিতা ও একান্ত গোপনতা পরম দুঃখের বিষয় হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গোপনতাপ্রিয় [স] বি গুপ্ত। গোপন রাখতে ভালোবাসে এমন। 'গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবানু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গোপনতু [স] বি গোপনীয়তা। 'তবু তার গোপনতু খোঁচেন।' নরেন্দ্র, ১৯০০।

গোপনবাসী [স] বি আড়ালে অবস্থানকারী জন। 'কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গোপনভার [স] বি গোপন বেন্দনা। 'আজ অপমানের গোপনভারে অক্লান্তহৃদয় হইয়া কমলা চূপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

গোপনমর্মদাহিনী [স] বি গুপ্ত। নিভুতে মনকে পোড়ায় এমন। 'অভুত যত মহৎ বানান/ গোপনমর্মদাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গোপনমিলন [স] বি অভিধার। 'বান্ধবাদের মধ্যে ক্ষুদ্র খোলা স্থানে তাদের গোপনমিলন হয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

গোপনলোক [স] বি অজানা ভূবন। 'আজ নিবাস যার গোপনলোক।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গোপনসঞ্চার [স] বি গোপন চলাচল। 'অমনি চলে যেতে নাকো গোপনসঞ্চারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গোপনীয় [স] ১ বি গুপ্ত। অপ্রকাশ্য। 'তোমার কাছে কোনও কথাই গোপনীয় নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি গোপনীয়। 'যদিও ঐ স্থান অভি গোপনীয় বটে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গোপনীয়তা [স] বি অপ্রকাশ্যতা। 'গঠনশালায় গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতগুলি গুপ্তিগত কাঠ-খড়-বাহির-করা অসম্পূর্ণ বিরূপ মূর্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'গোপনীয়তার ছায়া মাড়াতে চাইল না।' জীবন, ১৯৪৮।

গোপনে [স] ১ বি গুপ্ত। একান্তে। 'দুত রাজা আজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া ...।' চম্পক, ১৮০৫। ২ বি গুপ্ত। চূপসারে। 'নিরপাথে গোপনে গুপ্তহস্ত দ্বারা ... হত্যা করিল।' মশাররফ, ১৯০৮।

গোপনে গোপনে [স] বি গুপ্ত। চূপসারে। 'মনের তলায় তলায় অতি গোপনে গোপনে ... একটি ভাবনাত্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

গোপন [স] গুপ্ত। বি গুপ্ত। পথ। 'গোপথে আইসে যদি অন্তরিক গতি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

গোপা [স] গোপন। ক্রি গোপন করা। 'গোপিলে এ সব কথা গ্রাণ যেন ফাটে।' মাইকেল, ১৮৬১।

গোপাঙ্গনা দ্র গোপ

গো-পাদপ [স] বি একপ্রকার গাছ। 'আমেরিকার দক্ষিণাংশে গো-পাদপ নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গোপাল [স] বি রাখাল। 'আবাল গোপাল না কর জঙ্গাল।' বড়, ১৪৫০;
'উঠপূত আবাল গোপাল।' মালাধর, ১৫০০।

গোপাল-কাছা [স গোপাল+কাছা] বিণ গোপালের ন্যায় কাছাবিহীন।
'উলকলু প্রায় গোপাল-কাছা হইয়া চিৎপটং দিয়া শুইয়া।' নজরুল,
১৯৩১।

গোপালপুরী নৌকা বি এক ধরনের নৌকা। 'গোপালপুরী নৌকা
আসছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

গোপালয় দ্র গোপ'

গোপি [স গোপী] বি গোপবধু। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট
মহাদেবির করবি হে আনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'গোপি লইয়া
বৃন্দাবনে করিল বেহার।' মালাধর, ১৫০০।

গোপিকা [স] বি গোপনারী। 'বস্ত্র অপছার দিয়া গোপিকা তুলিল।'
মালাধর, ১৫০০।

গোপিনি [স গোপিনী] বি গোপনারী। 'বিদ্বতের স্যোতি জিনি গোপিনি
সুন্দর।' মালাধর, ১৫০০।

গোপিনী [স] বি গোপনারী। 'মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

গোপিনীদল [স] বি গোপনারীদের দল। 'শোকিনী গোপিনীদল,
যমুনা-পুলিনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

গোপী [স] বি গোপনারী। 'সব গোপী লজা রাখা করি বিমিরিষে।' বড়,
১৪৫০।

গোপীগণ [স] বি গোপনারীগণ। 'সকল গোপীগণে মিলির্জা বুলিল
গির্জা।' বড়, ১৪৫০।

গোপীচন্দন [স] বি হিন্দুদেবতা কৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবনের পীত
মাটি। 'গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর বরণ সোনার চাঁদ চুয়া।' নজরুল,
১৯৩০।

গোপীজন [স] বি গোপনারীগণ। 'তোর কুবচন সব গোপীজন
কহে।' বড়, ১৪৫০।

গোপীভাববর্ষা [স] বিণ সবীভূই প্রধান এমন। 'কৃষ্ণসুখে তাৎপর্যা
গোপীভাববর্ষা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোপীরঞ্জন [স] বি হিন্দুদেবতা কৃষ্ণের নামবিশেষ। 'সব গোপীরঞ্জন
কাছাঞি।' বড়, ১৪৫০।

গোপীসমাজ [স] বি গোপনারীগণ। 'বিলসিবো গোপীসমাজে।' বড়,
১৪৫০।

গোপূর বি মন্দির-ঘর। 'অনশূনা উনুখ গোপূর।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৮।

গোষ্ট [স গুষ্ঠা] ১ বিণ গোপনীয়। 'এ গোষ্ট বস্ত্র তোন্ধার রাখিলা যার
মনে।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ আবৃত। 'বানরে দেখিল তোন্ধা
গোষ্ট এ সরির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গোষ্ঠচর [স গুষ্ঠচর] বি গুষ্ঠচর। 'বিদুরে পাঠায় গোষ্ঠচর একজন।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গোষ্ঠবেশ [স গুষ্ঠবেশ] বি ছদ্মবেশ। 'গোষ্ঠবেশ মুকুত কেশ।'
কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গোষ্ঠে ত্রিবিণ গোপনে। 'বুলিলা মোহোরে সূতা গোষ্ঠে বিহা কৈলা।'
সুলতান, ১৭০০।

গোপ্তা, গোপ্পা [স জ্ঞপ্ত] বি আজ্ঞত্ববি কল্পকাহিনি বলে বেড়ায় যে।
'গোপ্পাকে লইয়া পাড়ার লোকের হাসি-ভাষাণার আর শেষ নাই।'

জসীম, ১৯৬০।

গোপ্য [স] বি গোপন কথা। 'রাখার গোপ্য রাখিল সুবুধী বড়ায়।' বড়,
১৪৫০।

গোপ্য্য [স জ্ঞপ্ত] বি আজ্ঞত্ববি কল্পকাহিনি বলে বেড়ায় যে। 'গোপ্যার
বউ।' জসীম, ১৯৬০।

গোপ্যানন্দ [স গোপী+আনন্দ] বি মঙ্গলাচরণ। 'অধিবাস গোপ্যানন্দ করি
গদাধর।' মালাধর, ১৫০০।

গোফ [স গুফ] বি গোফ; নাকের নীচের লোম। 'গোফ দুটা লাগাচ্ছে
শ্রবণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোফা [স গুহা] বি গুহা। 'গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জন গোফায়।' বৃন্দা,
১৫৮০।

গোফা-হার [স গুহা-হার] বি গুহামুখ। 'তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা
গোফা-হার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোবদা [ফা গোবদী] বিণ মোটা। 'গোবদা গড়ন এমন ধরন আবদারে
কেউ টৌট ফুঁদেয়।' সুকুমার, ১৯২০।

গোবদা গোবদা [ফা গোবদী] বিণ ছটপুট। 'অমন গোবদা গোবদা
যার পায়ের গোছ।' কায়সার, ১৯৬২।

গোবদী দ্র গো'

গোবধ দ্র গো'

গোবর [স গোমল] বি গো-বিল্টা। 'পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।' ভারত,

গোবরকুঁড়ে [স গোমলকুণ্ড] বি গোবর-গাদা। 'সে যে গোবরকুঁড়ে
পদ্মফুল।' প্যারী, ১৮৫৮।

গোবরকুঁড়ে পদ্মফুল - অতি সাধারণ ঘরে জন্ম নেওয়া অসাধারণ
বাক্তি। 'সে যে গোবরকুঁড়ে পদ্মফুল।' প্যারী, ১৮৫৮।

গোবরগণেশ [গোবর+স গোপনা] বিণ অকর্মণ্য। 'পাত্র মিত্র
গোবরগণেশ।' ভারত, ১৭৬০।

গোবর-গাদা [গোবর+গাদা] বিণ মেধাহীন। 'গোবর-গাদা মাথায়
তোদের কাঁঠাল ভেঙে যায় শেয়ান।' নজরুল, ১৯২৪।

গোবর ছড়া [গোবর+ছড়া] বি পানিতে গোলাবো গোবরের ছিটা।
'শেষে দিবে গোবর ছড়া।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

গোবরজল [গোবর+স জল] বি গোবর মিশ্রিত জল। 'উঠানে
গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া ...' বিজুতি, ১৯১৭।

গোবরমস্ত [গোবর+মস্ত] বিণ গোবরমুক্ত। 'আজ গোবরগণেশ
গোবরমস্ত।' নজরুল, ১৯২৪।

গোবরলোপা বিণ গোবরের পোচ-দেওয়া। 'একটু এগিয়েই
গোবরলোপা উঠান।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭।

গোবরে পদ্মফুল - অতি সাধারণ ঘরে জন্ম নেওয়া অসাধারণ
বাক্তি। 'এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।' মাইকেল, ১৮৬০।

গোবরাট [স গর্ভকাঠ] বি দরজা-জালার নীচের কাঠ। বিদ্যা, ১৮৯১।

গোবর্ধন, গোবর্দ্ধন [স] ১ বি বৃন্দাবনে অবস্থিত পাহাড়বিশেষ।
'শ্রীমদ্বৈক-গোবর্ধন-সঙ্কেতবট।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বৃহৎ স্থপ।
'মিঠে, কড়া, ভ্যালসা, অমুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েছে।'
হত্যাম, ১৮৬১।

গোবাক [স গবাক] বি বাতায়ন। 'হারে হারে কলা ঝুলি গোবাক সুন্দর।'

মালাধর, ১৫০০।

গোবান্দা দ্র গোঁ

গোবান্দী [স গোপালক] বি গোপী। 'গিরি করিলো গোবান্দী মোখড়া।' বড়, ১৪৫০।

গোবি বি সবজিবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩: 'মটর-গোশং গোবি (কপি) গোশং বাঙালী বিলকুল চেনে না।' মুজতবা, ১৯৫৮।

গোবি [জি গোবি। বি চীনের উত্তরাংশ এবং মঙ্গোলিয়ায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। 'সাহারা গোবিতে সবজার জাগে দাগ।' নজরুল, ১৯২৪।

গোবিন্দ [স। বি (হিন্দু অবতার) কৃষ্ণ। 'দেখ সক্ষে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী।' বড়, ১৪৫০।

গোবিন্দ-পূজক [স। বি গোবিন্দের পূজা করে এমন। 'তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোবিষ্ঠা [স। বি গোবর। 'আমরা গোবিষ্ঠা অপবিত্র মনে করি।' মশাররফ, ১৮৮৯।

গোবু [স গো। বি বোকা। 'বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেলে ধরা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোবেচারা [স গো+ফা বেচারা] বিণ শাস্ত্রশিষ্ট। 'একবার গোঘ মানলে ঐ মন্ত্র প্রাণীগুলো এমন গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গোবেচারি [স গো+ফা বেচারা] বিণ জী নীরহ। 'এই যে গোবেচারি ডালো মানুষটিকে দেখছ।' মানিক, ১৯৩৫।

গোবেচারিত্ব [স গো+ফা বেচারা+স ত্ব। বি নীরহ ভাব। 'গোবেচারিত্বের লক্ষণ নয়।' মানিক, ১৯৪৪।

গোবোদ বি গর্ত। 'কোথায় গোবোদে ফেলিয়ে দিবে।' নজরুল, ১৯৩৬।

গোবোর [স গোমল] বি গো-বিষ্ঠা। 'গোরুর আর কিছু মুখ থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দে না?' রাজ, ১৮৭৪। দ্র গোবর

গো-ভাগাড় দ্র গোঁ

গোম [স গোমু] বি গম। 'মাস মসুরি তুলল বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোমঞ [স গোময়] বি গোবর। 'গোমঞে লেপি সস্ত ঈষ্টসল পদ্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোমখুনি [ফা গম+খুনি বি গুণহত্যা। 'আপনার নামে গোমখুনির নালিশ হইয়াছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

গোমড়া [ফা গুমরা] বিণ বিঘ্ন। গোমড়ামুখো [ফা গুমরাহ+স মুখ] বিণ বিঘ্নময়। 'গোমড়ামুখো হয়ে থাকব কেন?' জীবন, ১৯৩২।

গোমতি [স গোমতী] বি গোমতী নদী। 'গোমতি নদীর ও পঙ্গার আমদ রঙিতে ...।' ক্যালসে, ১৭৮৯।

গোমতী [স। বি নদীবিশেষ। 'দাইল কুন্তী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোময় [স। বি গোবর। 'জল গোময় দিয়া স্থান লেপাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোময়জল [স। বি গোবর মিশ্রিত জল। 'গোময়জলে লেপিয়া সব মাদিরপ্রাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোময়পঙ্ক [স। বি গোবরমাখা কাদা। 'গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গোময়লিঙ্গ [স। বিণ গোবরমাখা। 'ধরথরিয়ে কাঁপে, পঁচান্দেখ গোময়লিঙ্গ।' হাসান, ১৯৬৭।

গোমরামুখো [ফা গুমরাহ+স মুখ] বিণ মলিন মুখবিশিষ্ট। 'গোমরামুখো মুখ টেকি।' সূর্য্যার, ১৯২০।

গোমরাহ [ফা গুমরা] বিণ বিপথগামী। 'বাকলার গোমরাহ মুসলমানকে হেদায়েত করিবার জন্য।' সতগাত, ১৯২৮।

গোমরাহি, গোমরাহী [ফা গুমরাহ] বি বিপথগমন। 'দেশবাসী ততই বেশার গোমরাহির দিকে যাইতেছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

গোমস্তা [ফা গুমাশতা] বি রাজস্ব বিভাগের অধস্তন কর্মচারী। মেয়র্স, ১৭৫৭।

গোমস্তা [ফা গুমাশতা] বি জমিদারের খাজনা আদায়ের কর্মচারী। 'গোমস্তা ফেরাদির বাটী গেলে।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

গোমস্তাগিরি [ফা গুমাশতা-গিরি] বি খাজনা আদায়ের কাজ। 'একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গোমান [ফা গুমান] বি গুহৃত্য। 'গোমান মতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

গোমায়ু [স। বি শৃগাল। 'গোড়েশ্বর রাজাকে গোমায়ু জ্ঞান করি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গোমায়ু [ফা গুমাশতা] বি রাজস্ব বিভাগের অধস্তন কর্মচারী। মেয়র্স, ১৭৫৭।

গোমে গোমে [ফা গুমে] বিক্রিণ ভিতরে ভিতরে। 'পাপের আন্তর পাঁজার আন্তরের মত গোমে গোমে জ্বলে।' দীনবন্ধু, ১৮৭০।

গোমেদ [স গোমেঘ] বি রত্নবিশেষ: গাণ্ঠি। 'গোমেদ ভূষিত অঙ্গে শত সখ্যা সখি।' আলগাওল, ১৬৮০।

গোমেনচো [স গোমাস] বি গোমার মাংস। 'গোবহ ... গোমেনচো ভোবনের ...? আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গোম্প [স গুপ্ত] বি গৌর। 'তাহারা আপন গোম্প পরিকৃত মদিরাতো ভিজাইলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

গোয় [স গোপন] বিক্রিণ গোপনে। 'জব কিছু পিয় পুছব তোর/ অবনত মুখ রহবি গোয়।' দ্বিতী, ১৬০০।

গোয়া [স গুবা] বি সুগারি। 'গোয়া নারিকেল সেবি দুয়ারে দুয়ারে।' মালাধর, ১৫০০।

গোয়াঙ্গন বি সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। তর্জা, ১৭৮৫।

গোয়ানি বি ভারতের গোয়ার অধিবাসী। 'গোয়ানি বাঙালি মালাঙ যাই হোক না কেন।' জীবন, ১৯৩০।

গোয়ানো [স গুম] বি অভিবাহিত করা। 'তঁহা পড়ি রহৌ একা কাল গোয়াঙ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। গোয়াইল কি কাটালো। 'রজনিত সুখ ভোগ রজন গোয়াইল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। গোয়াঙ কি কাটাই। 'তঁহা পড়ি রহৌ একা কাল গোয়াঙ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। গোয়াঞি কি কাটায়। 'দান ধর্ম পূণ্যকথা দিবস গোয়াঞি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। গোয়াঞিব কি কাটাবো। 'অজ্ঞাত বরিষ এক গোয়াঞিব বাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গোয়ার [হি লৌওয়ার] ১ বি অসভ্য লোক। 'পণ্ডিত হইয়া কর গোয়ারের কাজ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ দুলাহী। 'বাসালী গোয়ার ভয় নাইক তিলেক।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি অমার্জিত লোক। 'গোয়ার

তুরিত চলে কুকের গোয়ার।' গবীষ, ১৭৬৫।

গোয়ার^২ বি উপকরণ। মানোএল, ১৭৪৩।

গোয়ারা [স গোশালা] বি গবাদি পশুর আহারপত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

গোয়াহুঁমি, গোয়াহুঁমি [বি গাঁওয়ার]। ত্রিবিধ একত্রেয়েমি। 'কুহুৎস গোয়াহুঁমি করিয়া মানিয়া লয় নাই।' আজাদ, ১৯৪৬। দ্র গোয়াহুঁমি

গোয়ালা [স গোপালা] বি দুধ ব্যবসায়ী; গোপাল। 'মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল।' কুহুৎস, ১৫৮০।

গোয়াল-গাথা [স গোপাল+গাথা] বি গোয়ালাদের মধ্যে প্রচলিত গান। 'গোয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালি মূলতানি সুরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গোয়াল-ছাওয়াল [স গোপাল+স শাবক] বি রাখালবালক। '... কুহুৎস প্রসঙ্গে হকি পুতুকিত গোয়াল-ছাওয়াল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোয়াল^১ [স গোশালা] ১ বি গোরু থাকার ঘর। 'গোরালের ভিতর গেলাম বাছুর খাইতে।' কুহুৎস, ১৭২০। ২ বি সংসার। 'তোরে গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গোয়ালঘর [স গোশালা+পা ঘর] বি গোরু রাখার ঘর। 'যেখানে ঐ গোসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গোয়াল-খানা [স গোপাল+খানা] বি গোয়ালঘর। 'গরুর বাধান গোয়াল-খানা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

গোয়ালি [স গোশালা] বি গোয়ালঘর। মানোএল, ১৭৪৩।

গোয়ালন্দী বিন গোয়ালন্দ থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে এমন। 'হবে গোয়ালন্দী জাহাজ।' মুক্তভা, ১৯৫২।

গোয়ালা [স গোপাল] বি দুধ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ; গো। 'সকল গোয়ালা ধায়।' মাল্যধর, ১৫০০।

গোয়ালিনী [স গোপালক] বি গোয়ালার ব্রী; গোপালারী। 'চৌকি মঙ্গলধনি দক্ষিণে আশুক্ষণি দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোয়ালে বি দাতাবিশেষ। 'ছোট গোয়ালে, নাটকোটা, ও নীল বন-অপরাজিতা।' বিজুতি, ১৯২৯।

গোয়েন্দা [ফা গোয়িন্দাহ] বি গুওচর। 'দারোগা ও গোয়েন্দারা ঐ দণ্ডের টাকার অংশ পাইয়া থাকে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

গোয়েন্দাগিবি, গোয়েন্দাগিরী [ফা গোয়িন্দাহ+ফা গিবি] বি গুওচরগিবি। 'গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান।' হুতোম, ১৮৬১। 'গোয়েন্দাগিবি করিয়া সভাকে মিথ্যা করিয়া ভুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গোয়েন্দা-বিভাগ [ফা গোয়িন্দাহ+স বিভাগ] বি গুওচর দপ্তর। 'গোয়েন্দা-বিভাগের একটি চালাক চতুর সুন্দর হেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

গোয়েন্দাবৃত্তি [ফা গোয়িন্দাহ+স বৃত্তি] বি গুওচরের কাজ। 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গোয়েন্দাবৃত্তি চালানো ভারতের ইীনম্যাতার পরিচায়ক।' আজাদ, ১৯৬৮।

গোয়েন্দাকল্পী [ফা গোয়িন্দাহ+স রূপী] বিন গুওচরের বেশধারী। 'ভারতীয় গোয়েন্দাকল্পী কুটনীতিকরা হয়তো তাহা জানিতেন না।' আজাদ, ১৯৬৮।

গোর^১ [স গৌর] বিন ফর্সা। 'গোর শরীর মৃগী সম দুয়ি আখী।' বড়, ১৪৫০।

গোর^২ [ফা] বি বনা গাধা। 'এক গোর দেখি বনে।' আলোড়ল, ১৬৮০।

গোর^৩ [ফা] বি কবর। 'গোরের সোয়াল আসো যথেক কখন।' আলোড়ল, ১৬৮০।

গোরখোদা [ফা গোর+স ক্ষুদ] বি কবর বননকারী। 'মুতেরা এবং গোরখোদকের দল।' শামসুর, ১৯৭২।

গোরপূজা [ফা গোর+স পূজা] বি কবরপূজা। 'শেরেক, বেদাত, গীর পূজা, গোর পূজা ও বৃক পূজা।' দর্শন, ১৯২০।

গোরস্ত [ফা গোর+স স্ত] বি কবরের ফলক। 'গোরস্ত দেখিতে দেখিতে তাহার নিচে যে-সকল খোদা অক্ষর ...।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

গোরস্তান [ফা] বি কবরস্থান। 'গোরস্তানের চারপাশে সারি-বাঁধা আমশাহ।' মনসুর, ১৯৫৫।

গোরস্থান [ফা গোরস্তান] বি কবরস্থান। 'আউলিয়া সবেব বহল গোরস্থান।' আলোড়ল, ১৬৮০।

গোরের কাফন [ফা গোর+আ কাফন] বি মুসলিম সমাজের বিধিমেতে যে কাপড় পরিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সমাধি করা হয়। 'গোরের কাফনে সাজিয়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

গোরস্ত [স] বি গোরুর রক্ত। 'যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরস্তপাতের সহিত গণ্য হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গোরা^১ [স গৌরা] ১ বিন ফর্সা। 'মোর সে কলিয়া তনু তছু গোরা অঙ্গ।' কুহুৎস, ১৪৫০। ২ বি চৈতন্যদেব। 'ভূমিট হইল গোরা উত্তম দিবসে।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি শ্বেতাঙ্গ; ইউরোপীয়। 'মাস দুই অবধি গোরা ও সেপাই ও সাহেব লোক।' কালপে, ১৭৮৫। ৪ বি শ্বেতাঙ্গ সৈন্য। 'একটি গোরা পুনা-রাঙ্গপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া আমোদ করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গোরাগুণ [স] বি গৌরাঙ্গের গুণগান। 'পথে গুণ গুণ স্বরে গোরাগুণ গায়।' ভবানী, ১৮২৫।

গোরাচাঁদ [স গৌরচন্দ্র] বি চৈতন্যদেব। 'গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।' মুরারী, ১৭৫০।

গোরাচাঁদ [স গৌরচন্দ্র] বি চৈতন্যদেব। 'নবখণ্ডে হও গোরাচাঁদ অবতার।' রূপরাম, ১৭৫০।

গোরা^২ বি গোড়ালি। 'শাড়ির পাড়ের নীচে পুষ্ট পায়ের গোরা।' আলোড়ল, ১৬৫৯।

গোরাপ বি জলযান। 'সুপুপা নানান ভাতি মাছুয়া গোরাপ পাতি জালিয়া ভাঅরি নানা রজ।' আলোড়ল, ১৬৮০। দ্র গোরাপ

গোরি [স গৌরী] ১ বি সুন্দরী। 'মমু মনে মনমথ রাখলি গোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিন গৌরবর্ণ। 'ওহার সবে রাঙ্গা সঁকা ঐ সে বরনে গোরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোরিব [আ গৌর] বিন দ্রিষ্ট। 'একজোন গোরিব লোক।' কালপে, ১৭৮৭।

গোরিলা [ই] বি অফ্রিকার বৃহদাকার বানরজাতীয় প্রাণী। 'কুহুৎস চোখে চায় গোরিলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

গোরী [স গৌরী] বি গৌরবর্ণ। 'সুন্দরি কনককেতা মুতি গোরী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

গোরীরূপ [স গৌরী+রূপ] বি গৌরীর প্রতিকৃতি। 'গৌরীরূপে কালি

মেঘে এলি।' নজরুল, ১৯৩৫।

গোলক [স গোলক] বি সুপরিচিত বৃহৎপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ। 'ধান্য গোলক কেহ নাড়িও কেনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোলক-খেদা [গোলক+খেদা] বিণ গোলক তড়ানোর মতো। 'গোলক-খেদা করে খেদিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঠেলে উঠাই।' নজরুল, ১৯২৭।

গোলক-ঝোঁজা করা ক্রি তন্ন তন্ন করে ঝোঁজা। 'কাব্যকে ঝুঁজেছি প্রায় গোলক-ঝোঁজা করে।' সুভাষ, ১৯৪০।

গোলকগোষ্ঠ [গোলক+গা গোষ্ঠ] বি গোলকের মাংস। 'বড় বড় করে কাটা গোলকগোষ্ঠ।' গুয়ালী, ১৯৬৪।

গোলক-চরা [গোলক+চরা] বিণ গোলক চরানো হয় এমন। 'শীতের মধ্যাহ্নকালে গোলক-চরা শস্যরিজ মাঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গোলকচোর [গোলক+স চোর] বি গোলক চুরি করে যে। 'গোলকচোরকে ছেড়ে দে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গোলকবাছুর [গোলক+বাছুর] বি গবাদি পশু। 'প্রচুর গুদের জমিজমা, গোলকবাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

গোলক মেয়ে জুতা দান - বড়ো অপরাধের পর খুব সামান্য দণ্ড দেওয়া। 'এরাই খোপেন লত্তরখানা - গোলক মেয়ে জুতা দান।' অন্নদা, ১৯৪৫।

গোলকের গাড়ি বি গোলকতে টানা গাড়ি। 'বাহন-হীন একটি শূন্য গোলকের গাড়ি পড়ে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গোলরূপ [স] বি গোলকের রূপ। 'এক দেবতা জীর্ণ গোলরূপ ধারণ করিলেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

গোলরোকাচড়লি বি ভূগবিশেষ। 'চাকলিআ কাসলিআ নিসক্যা ...' গোলরোকাচড়লি কাটে কাসীমলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোরোচনা [স গোরোচনা] বি উজ্জ্বল হলুদ রঙের পদার্থবিশেষ। 'দুর্কা ধান্য গোরোচনা হরিদ্য। কুকুম চন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোরোচনা [স] বিণ উজ্জ্বল হলুদ রঙের। 'গোরোচনা গোবী, নবীনাকিশোরী।' চণ্ডী, ১৫৫০।

গোরোচোণ [স গোরোচনা] বি উজ্জ্বল হলুদ রঙের পদার্থবিশেষ। 'রক্তত দর্পণ তাম্র গোরোচোণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোর্জ, **গোর্জ** [ফা] বি মুণ্ডর। লোহার খাঁড় অত্রবিশেষ। 'পহেলা মারিল গোর্জ কমজাত কুফরে।' গবীষ, ১৭৬৫; 'রক্তমের গোর্জের মতো এই মস্ত ঠাং।' নজরুল, ১৯২৭।

গোর্দা [ফা ওর্দা] বি অসম সাহস। 'যাহাদের জ্ঞান দিবার মতো গোর্দা আছে।' নজরুল, ১৯২২।

গোল [স] ১ বি বাজালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রামকান্ত গোল।' সেবধি, ১৮৪০। ২ বিণ বৃত্তাকার। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'পৃথিবীর আকার গোল।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গোল আলু [স গোল+ওরাও আলু] বি আলুবিশেষ। 'তাঁহার যে গোল আলুর চাব ছিল ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গোলগাল [স গোল+] ১ বিণ ঝুটপুট। 'দেখিতে গনিতে মোটসোটা, গোলগাল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ প্রায় গোলাকার। 'মানিকটা রঙঙ বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুশি হইয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গোল গোল বিণ অনেকগুলি গোলাকার। 'গোল গোল পাতেতে

ইচ্ছাতি মেলে তার।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

গোলটেবিল [স গোল+ই টেবিল] ১ বি গোলাকার যে টেবিলের চারপাশে বৈঠক বসে। 'লগনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করিবেন।' সওগত, ১৯০০। ২ বি গোলাকার টেবিল। 'জানালার কাছে একটা গোলটেবিল।' জীবন, ১৯৩২।

গোলটেবিলের বক্তৃতা বি আন্তরিক বক্তৃতা। 'অনুভূতিক জগ্নাত করিয়া দিয়াছেন ... তাঁহার গোলটেবিলের বক্তৃতায়।' আজাদ, ১৯৩৬।

গোলতাল পাকিয়ে ফেলা ক্রি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। 'পেছনে ছন্দের একটা টুংটাং ছড়িয়ে সব যেন গোলতাল পাকিয়ে ফেলেছে।' শওকত, ১৯৭২।

গোলবন্দী [স] বিণ বৃত্তাকার। 'মিছিলের লাইন ভাঙ্গিয়া জনতা রাস্তায় গোলবন্দী জটলায় পরিণত হইয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

গোলবাগিশ, **গোলবাগিস** [স গোল+ফা বাগিশ] বি গোলাকার বাগিশবিশেষ; কুশন। 'গোলবাগিসে ঠেস দিয়া আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭; 'গোলবাগিশে ঠাণ মারি শুড়ুক তামুক খায়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গোলমরিচ [স] বি ক্ষুদ্র গোলাকার বাগওয়াল মসলা। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

গোলমাল [স গোল+স বলয়+] বি পায়ের অলংকারবিশেষ। 'সুবর্ণের গোলমাল পরিয়াছে পায়।' ভবানী, ১৮২৫।

গোলাকার [স] বিণ গোলকের মতো। 'পৃথিবীর আকার প্রায় গোল অর্থাৎ যেমন কমলালের গোলাকার।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গোলাকৃতি [স] বিণ গোলাকার; বৃত্তাকার। 'রৌপ্যনির্মিত গোলাকৃতি বিশেষে অধিষ্ঠিত হার।' বরদুত, ১৮২৯।

গোলাদ্বলাকৃতি [স গোল+অদ্বলাকৃতি] বিণ আঙুলের মতো গোলাকৃতি বিশিষ্ট। 'তাঁহার লাম্বল গোলাদ্বলাকৃতি।' দর্পণ, ১৮২৩।

গোল [ফা] ১ বি বিবাদ। 'ততিসোক সকলে গোল করিয়া নাশিষ কারন জদি কলিকাতা জাইতে ...।' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩। ২ বি হস্তা। 'হাতীর ভিতর তো ভারি গোল।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ বি সমস্যা। 'সকল গোল মিটিয়া যাইত।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৪ বি ধাঁধা। 'আমি বড় গোলে পড়িয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৫ বি হেঁচ। 'কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি গুণগোল। 'এমন কি, গোল ধামাইতে গোল করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৭ বি উচ্ছ্বল। 'আজ মদ বাইয়া আর কোনো প্রকার গোল করিব না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৮ বি তর্ক। 'যার নাই আচার বিচার বদে পড়িয়ে গোল বাধায়।' *ললন*, ১৮৯০। ৯ বিণ এলোমেলো। 'গোল হত সব বানানেতে, ভুল হত সব টিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গোল পড়া ক্রি কামেলা তৈরি হওয়া। 'কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গোল বাধা ক্রি জটিলতা তৈরি হওয়া। 'দেবীলাম বড়ো গোল বাধিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'প্রথমত রচনাপ্রণালী লইয়া বড়োই গোল বাধে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

গোলমাল [ফা গোল+] ১ বি কামেলা। 'একাকি নাগর আছে নাহি গোলমাল।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি অনেক লোকের মিলিত চিন্তা। 'এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ ...।' দর্পণ, ১৮২৭। ৩ বি বিশৃঙ্খলা। 'যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন।' *বিদ্যা*,

১৮৫৬। ৪ বি বিচ্ছিন্নতা। 'তাহারা একত্রে মদ্যপান করিয়া অত্যন্ত গোলাম করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বি হৈচৈ। 'এ কথা বলিবোমাত্রই চারিদিকের খুচরা কাগজপত্রে বড় গোলামাল উঠিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বি জটিলতা। 'তাহাকে আবার এ-সকল গোলামালের কথা বলিবার আবশ্যক কী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ বি সমস্যা। 'আমার চিঠির কোনো রকম গোলামাল হলে ভাষী ব্যস্ত হয়ে পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৮ বি প্রতিবাদ। 'আর-কেউ হলে গোলামাল করতেম, কিন্তু যে সুন্দর চেহারা, গোলামাল করবার জো কী।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৯ বি চৌচায়েচি। 'অনেকগুলো ছেলে থাকলে যেমন তারা গোলামাল করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ১০ বি ধন্দ। 'কি বেঝায় তা নিয়ে অনেকে একটু গোলামালে পড়েন।' বেগম, ১৯৪৮।

গোলামাল বাধা ক্রি আমেলা হওয়া। 'পাড়ায় যে একটা গোলামাল বাধিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

গোলামেলে ১ বিশ অসংলগ্ন। 'কুটকালে অদ্ভুত গোলামেলে কাও আমার বেশিক্ষণ গোষায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিশ কাপসা। 'পাশপাটে চোবের দৃষ্টি আরো গোলামেলে হয়ে উঠল।' হাসান, ১৯৭৪।

গোলযোগ [যা গোল+স যোগ] ১ বি হুঁসোল; গোলামাল। 'সে গোলযোগমাত্র।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি বিপত্তি। 'এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে, তার কি সংখ্যা আছে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি বিশৃঙ্খলা। 'এই গোলযোগের উৎপত্তি হয়।' এডুকেসন, ১৮৭৩। ৪ বি বিতর্ক। 'এপিক শব্দটা লইয়া এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৫ বি মামলা-মকদ্দম; কাণ্ড-আট। 'উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৬ বি অসুখ। 'নাহয় হবে পেটের গোলযোগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

গোলে হরি বলা - ভিড়ের মধ্যে ঈশ্বরের নাম করা। 'গোলে হরি বললে কী হয়/নিশু তত্ত্ব নিরালা পায়।' লালন, ১৮৯০।

গোলে হরিবোল দেওয়া - অনেক লোক থাকার সুযোগে কাজে ফাঁকি দেওয়া। 'মতিলাল গোলে হরিবোল দিত।' গারী, ১৮৫৮।

গোল^১ [হি বি ফুটবল খেলায় বলের জয়সূচক অবস্থান। গোলা-কীপার [হি বি গোলরক্ষক। 'এঁর তুল্য গোলা-কীপার ভূ-ভারতে আর নাই।' প্রমথ, ১৯৩১।

গোলপোস্ট [হি বি ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলায় বল যে নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করতে হয়। 'আছে কি খেলার মাঠ ... গোলপোস্ট?' শক্তি, ১৯৬৬।

গোলবার [হি বি ফুটবল খেলার গোলপোস্টের আড়া। গোলা লাইন [হি বি বল গোলপোস্টের যে রেখা অতিক্রম করলে গোল স্বীকৃত হয়। 'একবার তো বলটা গোলবারের ভিতরে লেগে দূম করে পড়ে গেল গোলা লাইনের উপর।' যুক্তবার, ১৯৫৯।

গোলক^১ [স গোলোক] বি পৃথিবী। 'হেন মতে তিন পুত্র জন্মিল গোলক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

গোলক-চাঁপা [স গোলোক+চাঁপা] বি ফুলবিশেষ। 'গোলক-চাঁপার ফুলে গন্ধের হিষ্টাল ফুলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গোলকধাম [স গোলোকধাম] বি সংসার। 'গোলকধাম হল শূন্যকার।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

গোলক^২ [সি বি গোলাকৃতি বস্তু। 'সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

গোলকর্দ্বীধা [স গোলক+স ধ্বংস] বি যে স্থানে ঢুকলে বাইরে যাওয়ার পথ পাওয়া দুষ্কর। 'আমি এই সুড়ঙ্গ হইতে, অন্ধকার হইতে, গোলকর্দ্বীধা হইতে, এই সোনার গারদ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

গোলকল্পনী [সি] বিশ গোলকের মতো। 'বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গোলকল্পনী আকাশটাও বিক্ষারিত হয়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গোলগাছ বি সুন্দরবনাঞ্চলের গাছবিশেষ যার পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া হয়। 'নদীতীরে ঝুপকি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়।' বিজুতি, ১৯৩১।

গোলগোলি [স গোল+ফা গুল] বি ফুলবিশেষ। 'হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

গোলজার [ফা গুলজার] বিশ জাঁকজমকপূর্ণ। 'ইয়াকুব ইংসহাক দোন আইল গোলজার।' গরীব, ১৭৬৫।

গোলড় [সি] ১ বি গোলাকার অবস্থা। 'অতি ধীরে বক্রতায় এবং যত্রতত্র অতি যত্নে গোলড়ে পরিণত হইয়াছে।' প্রমথ, ১৮৯৮। ২ বি গোল আকার। 'ছোটো গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গোলদার [আ ঘালা+ফা দার] বি আড়তদার। 'ডেপটি, কাফীরের ঘবসংখ্যতে গোলদারবাড়ী মুবরিত হইতে লাগিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গোলদারী [আ ঘালা+ফা দার] বি আড়তদারি। 'কুতুবের গোলদারী সোফার পড়িয়া যাইবাব কথা।' বিজুতি, ১৯২৯।

গোলদাজ [ফা] বি কামান দাগে যে সৈনিক। 'গাড়ির উপর কামান তুলিয়া গোলদাজ।' গরীব, ১৭৬৫।

গোলদাজী [ফা গোলদাজ] বি কামানের গোলা ছোঁড়ার কাজ। 'নির্নামার এসেমান করে গোলদাজী।' ভায়াত, ১৭৬০।

গোলপাতা [স গোল+] বি নারকেলের পাতার মতো গোলগাছের পাতা, যা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া হয়। 'খ্যামটা খানিকির বাসা বাড়ি, অদ্ভুতগোলা গোলপাতা।' হেতাম, ১৬৬১।

গোলরাজ বি উদ্ভিদবিশেষ। 'অতসী পেন্দা এলাটী কৃষ্ণচূড়া পদ্ম গোলরাজ।' বিজয়, ১৬৫০।

গোলা^১ [আ ঘালা] ১ বি আড়ত। 'কিনিঞা বহুতর অনিঞাহে সদাগর লবণের পাতিআ গোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ধান-চাল ইত্যাদি শস্য রাখার আধার। 'সোঁতে, ১৭৮৯; 'আছে ধান গোলাভরা, সেখা খড়জা রাশ-খার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি হাট; বাজার। 'আপনি এখানে আইলে তবে ওই মোকামে গল্প গোলা হবে।' চিঠিপত্র, ১৭৯৮। ৪ বি জমায়েত। 'খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও মহাজন লোকের গোলা হইবে।' দর্পণ, ১৮১৮।

গোলাওয়ালা [আ ঘালা+হি ওয়ালা] বিশ আড়তদার। 'নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আপনার সঙ্গে দেবা করতে এসেছে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

গোলা করা ক্রি আড়ত করা। 'এমন জিনিস গোলা করিয়া কেহ সহরে রাখিতে পারিবা না।' কাল্যঙ্গ, ১৮০০।

গোলাগল্প [আ ঘালা+ফা গল্প] বি হাটবাজার। 'এঁরাবতী নদীর তীরে মহাৎ গোলাগল্প আছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

গোলাঘর [আ ঘালা+ফা ঘর] বি শস্য রাখার ঘর। 'নিশিতে শুইলায় গোলাঘরে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

গোলাপাররা [আ ঘালা+স পারাবত+] বি পায়রাবিশেষ। 'আমার ককণেট ছাদের উপর গোলাপাররা ছুটি-হওয়া ইঙ্কলের ছেলের মতন

বসেছিলো।' শক্তি, ১৯৬৯।

গোলাবাড়ি, গোলাবাড়ী [আ ঘালা+স বাটী] বি শস্যভান্ডার। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'ভাঙ্গর ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে।' বস্তু, ১৮৭৯; 'গোলাবাড়ি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

গোলাভরা বিণ গোলা ভরে আছে এমন। 'আছে ধান গোলাভরা, সেখা খড়গলা রাশ-করা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গোলায় গোলায় বিণ ভাগরপূর্ণ। 'গোলায় গোলায় ধান।' নজরুল, ১৯২৬।

গোলাহাট [আ ঘালা+স হাট] বি পাইকারি বাজার। 'নগর চাতর গোলাহাট।' মুক্তদ, ১৬০০।

গোলা' [স গোলা] ১ বি গোলাকার বস্তুবিশেষ। ম্যানোএল, ১৭৪৩: 'কগজের গোলাটা কিসের।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি কামান-বন্দুক থেকে ছোড়া অগ্নিময় পিণ্ড। 'গোলায় শব্দ ভনি নিঃসরে শাদুর।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি বল। 'কিকেট খেলায় গোলা ছুঁড়িতেও সে অধীরা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গোলাগুলি, গোলাগুলী [গোলা>] ১ বি কামান-বন্দুক প্রভৃতির গোলা ও অনুরূপ উপকরণ। 'সীসে গোলাগুলি নির্মিত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি গুলি ছোড়া যায় এমন অস্ত্রাদি। 'বাহিরে গোলাগুলী সৈন্য দেখাওয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন।' সূত্রাবলী, ১৮৫৫। ৩ বি গুণ্ড-পতঙ্গ। 'নোট নামক গুণ্ডদন্ত নানা আকারের ও নানাপ্রকারের গোলাগুলি বিদ্যালয়ে ...' প্রথম, ১৯১৮। ৪ বি পরস্পর গুলি বিনিময়। 'গোলাগুলি চলল।' মুক্তদ, ১৯৪৯।

গোলাবর্ষণ [সি বি গুলিবর্ষণ। 'মদিনার রওজা যোবারক আজ ... ওহাবীরে গোলাবর্ষণে বিচুর্বি।' দর্শন, ১৯২৫।

গোলাবারুদ [গোলা+তু বারুদ] বি বিস্ফোরক সামগ্রী। 'অসুখ আকৃতিবিশিষ্ট দুর্গটিকে গোলাবারুদ, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির সন্ধান হিসেবে ব্যবহার করা হতো।' মহাশক্তি, ১৯৫৬।

গোলাবুড়ি [গোলা+স বুড়ি] বি কামান-বন্দুকের ক্রমাগত গোলাবর্ষণ। 'এত দূরেও আমাদের উপর গোলাবুড়ি ...।' নজরুল, ১৯২২।

গোলা' [স গোলা>] কি তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করা। 'দস্ত সব করে কাল দিয়া গোলা মিসি।' ভবানী, ১৮২৫।

গোলাকার দ্র গোলা'

গোলাকৃতি দ্র গোলা'

গোলাধায়া [সি বি ভূগোল শাস্ত্র। 'অল্প বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধায়া জ্যোতির্বিদ্যা ...।' দর্পণ, ১৮৩৯।

গোলানো কি মিশ্রিত করা। 'গামলাতে হাত ভুবিয়ে নুপানি মেশানো ভুবি গোলায়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

গোলাশ [ফা গুলাব+বি ফুলবিশেষ। 'সেউতি গোলাশ নাগকেশর সুগন্ধ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

গোলাশকুড়ি [ফা গুলাব+স কোরকা] বি গোলাপের কলি। 'গোলাশকুড়ির ডাক শুনেছে আজ ঝুঝি বুলবুল।' নজরুল, ১৯২২।

গোলাপগন্ধী [ফা গুলাব+স গন্ধ>] বিণ গোলাপের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। 'মানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গোলাপজল [ফা গুলাব+স জল] বি গোলাপ ফুলের সুবাসযুক্ত পানি। 'উদ্ভগণেরা গোলাপজলে শরীর দৌত করাইলেক।' ভবানী, ১৮২৫।

গোলাপজাম [ফা গুলাব+জাম] বি গোলাপের মতো সুগন্ধযুক্ত ফলবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১: 'গোলাপজাম কামরাজ লটকান।' জীবন, ১৯৪৮।

গোলাপ-পানি [ফা গুলাব+হি পানি] বি গোলাপের পাপড়ি থেকে নিষ্কাশিত সুগন্ধ পানি। 'আনো গোলাপ-পানি, আনো আতরদানি।' নজরুল, ১৯০৫।

গোলাপপাশ [ফা গুলাব+ফা পাশ] বি গোলাপ পানি ছিটানোর ছিদ্রযুক্ত পাত্রবিশেষ। 'আদি শোভায়ুত আতরদান গোলাপপাশ ...।' ভবানী, ১৮২৫।

গোলাপ-ফোটা [ফা গুলাব+ফোটা] বিণ প্রস্তুতিত গোলাপের মতো সুন্দর। 'হেসে তাকানো গোলাপ-ফোটা তোমার মুখে।' বুজ, ১৯৩২।

গোলাপ-বাগ [ফা গুলাব+বাগ] বি গোলাপ ফুলের বাগান। 'লু হাওয়ার জ্বালা না আনো গোলাপ-বাগে।' নজরুল, ১৯৪১।

গোলাপ-বালা [ফা গুলাব+স বালা] বি গোলাপের মতো সুন্দরী কন্যা। 'বলি, ও আমার গোলাপ-বালা - ভালো মুখানি, ভালো মুখানি - কুসুমকুজ করে আলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

গোলাপ-বিতান [ফা গুলাব+স বিতান] বি গোলাপের বাগান। 'যদি না ফুলের ছুঁড়ি বিকশিত হয়ে গড়ে গোলাপ-বিতান।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

গোলাপী [ফা গুলাব>] ১ বিণ গোলাপের মতো রংবিশিষ্ট। 'গোলাপী, বড়নে, জরদা, সবুজ ...।' বসুদর্শন, ১৭৭২; বিদ্যা, ১৮৯১; 'চরণ গোলাপী মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ গোলাপ থেকে জাত। 'এ বৃকে জন্মে না গোলাপী ময়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ৩ বিণ মৃদু; হালকা। 'আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তন্দ্রা এনে দেয়।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গোলাপী খিলি [স গুলাব>+হি ঠিলি] বি গোলাপের সুগন্ধিযুক্ত পান। 'গোলাপী খিলির সোনা বিকী হচ্চে।' হতেম, ১৮৬১।

গোলাপী রকম [ফা গুলাব+আ রকম] বিণ হালকা ধরনের। 'বাবু ... গোলাপী রকম নেসার তর হয়ে বসেছিলেন।' হতেম, ১৮৬১।

গোলাপী-রেউড়ি [ফা গুলাব+হি রেউড়ি] বি গোলাপী রঙের একপ্রকার মিশ্রণ। 'ছিল এক পয়সা দামের গোলাপী-রেউড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গোলাব [ফা গুলাব+বি গোলাপ। 'পুষ্পেত গোলাব পুষ্প কষ্টক সসতি।' আলাওল, ১৬৮০।

গোলাবজল [ফা গুলাব+স জল] বি গোলাপ ফুল থেকে উৎপন্ন সুগন্ধি জল। 'বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গোলাবজাম [ফা গুলাব+জাম] বি গোলাপের মতো সুগন্ধি ফলবিশেষ। 'রসের-পীড়ায়-উসটসে-বুক ঝুরছে গোলাবজাম।' নজরুল, ১৯২৫।

গোলাব-পানি [ফা গুলাব+হি পানি] বি গোলাপ ফুল থেকে উৎপন্ন সুবাসিত পানি। 'সাদা মেঘের গোলাব-পাণে' অরিছে গোলাব-পানি।' নজরুল, ১৯৩৩।

গোলাবফুলী [ফা গুলাব+স ফুল] বিণ গোলাপ ফুলের মতো। 'গোলাবফুলী গাল গো তাহার।' নজরুল, ১৯৩০।

গোলাবাড়ি, গোলাবাড়ী ও গোলা

গোলাবি, গোলাবী [আ ওলাব] ১ বিণ গোলাপের মতো রংবিশিষ্ট; গোলাপি। 'গোলাবি রঙের গামছা কাঁদে।' ভবানী, ১৮২৫; 'চলতে চোখ দুটি গোলাবি শীল আকাশের পানে তুলে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিণ গোলাপ ফুলের সুগন্ধযুক্ত। 'সোবনু বিলায় গোলাবী আতর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গোলাবৃষ্টি ও গোলা

গোলাম [আ ওলাম] ১ বি দাস। 'জ্ঞান শূন্য হ'এ পড়ে যতকৈ গোলাম।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০; 'বিচার নাহিক কোথা সাহেব গোলাম।' গল্পীব, ১৭৬৫। ২ বি ক্রীতদাস। 'গোলাম স্বরূপ বেচিবার কারণ।' ক্যালসে, ১৭৮৯। ৩ বি গোলামের ছবি আছে এমন তাস। 'এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লো না, গোলামেই সব হবে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

গোলামখানা [আ ওলাম+ফা খানাহ] বি গোলামের বাসস্থান। 'গোলামখানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।' নজরুল, ১৯২২।

গোলামগর্দিশ [আ ওলাম+ফা গর্দিশ] বি দাসদের ভিড় বা জটলা। 'গোলামগর্দিশে খাড়া গোলাম সকল।' ভারত, ১৭৬০।

গোলামচোর [আ ওলাম+স চোর] বিণ অন্ধ অনুসারী। 'আট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলামচোর হওয়ার লজ্জা পাওয়া দূরে যাক।' প্রমথ, ১৯০৫।

গোলামজাতি [আ ওলাম+স জাতি] বি জাতিগতভাবে গোলাম। 'আমরা যে গোলামজাতি নই।' রোকেয়া, ১৯২১।

গোলাম-পাশ [আ ওলাম+স পাশ] বি গোলামের শৃঙ্খল। 'সমাজে গোলাম-পাশ করে দেওয়াতেই বণিক-বুদ্ধির সার্থকতা।' প্রমথ, ১৯১৩।

গোলামবুদ্ধি [আ ওলাম+স বুদ্ধি] বি সীমাবদ্ধ বুদ্ধি। 'স্বপ্নের মোটবওয়া গোলামবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

গোলামি, গোলামী [আ ওলাম+] বি দাসত্ব। 'গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হইল।' ভারত, ১৭৬০; '... জুতার তলে থাকিয়া গোলামি করনের আবশ্যক কি।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

গোলামি করা ক্রি দাসত্ব করা। 'বিদ্যালিঙ্কার সুযোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয়, তবে শিক্ষকে পরের গোলামি করিতেই হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গোলামিচাপা [আ ওলাম+স চাপ+] বি দাসত্বপুষ্ট। 'গোলামিচাপা এই বর্ব মনুষ্যভেদের দেশে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

গোলাল [স গোলাল+] বি গোয়াল; গোকার ঘর। 'একটি গরুর গোলাল ভগ্নিতে লাগিল।' চিঠিপত্র, ১৭৭৬।

গোলালো [স গোলা] বিণ গোলাগাল। 'সুকোমল ভুজবস্ত্রী গোলালো গমন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

গোলি [স গোলা] বি গোলাকার বস্ত্রবিশেষ। মাহেনও, ১৭৪৩।

গোলি [সি] বি গোলরক্ষক। 'গোলি সেটা তড়িৎবিদ্যে সরিয়ে ফেললে।' মজতবা, ১৯৫৯।

গোলুনি [তুলনীয়া ঘোলা] বি কাদা। 'জলকেলি করে বেউলা গোলুনি মারে পায়ে।' বিজয়, ১৬৫০।

গোলেমালে [সি গোলামাল+] ক্রিবিণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে। 'গোলেমালে হরিবোল গঙ্গোলা সার।' গুণ, ১৮৫৮।

গোলোক [সি বি স্বর্ণ]। 'গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গোলোক-ধাম [সি বি স্বর্ণ]। 'ভালো ছেলেদের জন্যে গোলোক-ধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

গোলোকপ্রাপ্তি [সি বি মৃত্যু]। 'বাবাজির গোলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

গোন্ডা [স গোল+] ১ বি রসগোন্ডা। 'এক দিকে দিগ্জ তুট গোন্ডা ভোগ দিয়া।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি শূন্য। 'গোন্ডা পেয়ে খোন্ডা ভরে আবার না হয় যাবেন কাজে।' সুকুমার, ১৯২০।

গোন্ডায় যাওয়া ক্রি উচ্চতর যাওয়া। 'মরি লো গোন্ডায় গেলি লাজ খেলি হয়ে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

গোন্ডা চিহড়ি বি গলদা চিহড়ি। গুণ, ১৭৮৫।

গো-শকট ও গো

গোশত [সি গোশত] বি মাংস। 'এক টুকরা গোশত ও একটুখানি লোআব তুলিয়া লইয়া ...।' ইমদাদুল, ১৯২০।

গোশা [আ গুসসাহ] বি ক্রোধ; অসন্তোষ। মাহেনও, ১৭৪৩; 'দুচারটা বদলোকের দোষে ... সব চাষীর উপর গোশা হবার পার না।' যনসুর, ১৯৫৫। ২ গো পাসা

গোশালা ও গো

গোশা [সি গুসসাহ] বি রাগ। 'কন্যা তাহা গোষা করিয়া ফিলিয়া দিলেন।' মাহেনও, ১৭৭৩। ২ গোশা

গোষ্ঠ [সি] ১ বি গোচারগুচ্ছ। 'অকুর আইলা কি বা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি গোয়াল। 'পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুঠীরে ফিরে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গোষ্ঠবেলা [স গোষ্ঠ+বেলা] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের গোচারণ লীলা। 'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণনিধি তার কি আছে কত গোষ্ঠবেলা।' লালন, ১৮৯০।

গোষ্ঠ-গৃহ [সি বি গোয়ালঘর]। 'গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাথা রবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

গোষ্ঠঘর [সি বি গোয়াল]। 'গোষ্ঠঘরে ফিরছে যেন শ্রান্তকায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়া [সি বি গোয়াল ঘরের ছায়া]। 'গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে শ্বেতবর্ণপাশিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গোষ্ঠবিদ্যা [সি বি পতপালনবিদ্যা]। 'আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠানুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গোষ্ঠবিহার [সি বি কৃষ্ণের গোচারণ লীলার স্মারক উৎসব]। 'রামনবমীর দোল, চড়কগুজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল।' বিতুতি, ১৯২৯।

গোষ্ঠবিহারী [সি বি কৃষ্ণ]। 'শোভে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে,/ গোষ্ঠবিহারী কত, কত দানবান।' নজরুল, ১৯৩৩।

গোষ্ঠবৃষ্টি [সি বি গোয়ালের বেড়া]। 'সহজে প্রাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে বালিবধু! কিংবা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে গোষ্ঠবৃষ্টি।' মাইকেল, ১৮৬১।

গোষ্ঠলীলা [সি বি হিন্দুপুরাণোক্ত বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোচারণ লীলা]। 'এত সকালে? গোষ্ঠলীলা মুখি?' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গোষ্ঠী [স, সন্ধিতে ই-কার (গোষ্ঠি)] ১ বি পূর্বপুরুষ। 'আদ্যে ব্রীচৈতন্যমিয গোষ্ঠীর চরণে'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দল। 'দুই জন বণি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈলা'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি বংশ। 'হোমভূ ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলি সন্তান'। রামরায়, ১৮০। 'কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবর্তি হইলে ...'। প্রভাকর, ১৮৫৩।

গোষ্ঠীপ্রধান [স গোষ্ঠী-প্রধান, সন্ধিতে ই-কার] বি গোষ্ঠের প্রধান। 'গ্রামের মাতঙ্গর বা গোষ্ঠীপ্রধানের তত্ত্বাবধানে কৃষককুল আপন আপন জমিজমা চাষ করে ...'। মুরগিদ, ১৯৭০।

গোষ্ঠীকুটুম্ব [স গোষ্ঠীকুটুম্ব] বি আত্মীয়বন্ধন। 'সর্বশেষে গোষ্ঠীকুটুম্বকে জিন্বেস করলেন'। মুক্তাবা, ১৯৫২।

গোষ্ঠীজীবন [স] বি সম্ভব জীবন। 'গোষ্ঠীজীবন ভাল কী মন্দ জানি না'। ধূজিতি, ১৯৩১।

গোষ্ঠীজ্ঞাপক [স] বি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'এই সমস্ত জনপদের অধিকাংশের নাম যে স্থানজ্ঞাপক না হইয়া গোষ্ঠীজ্ঞাপক ছিল'। এনামুল, ১৯৫৫।

গোষ্ঠীপতি [স] ১ বি গোষ্ঠীর প্রধান। 'রাষ্ট্রীয় কেশরী গ্রামী গোষ্ঠীপতি বিজ্ঞ বানী'। ভারত, ১৭৬০। ২ বি সমাজপতি। 'বড় কুলীন ও গোষ্ঠীপতি কি নিমিত্ত হইয়াছিল'। দর্পণ, ১৮২১।

গোষ্ঠীবন্ধ [স] বিণ সমাজবন্ধ। 'মনে হচ্ছে প্রাপ্তিহাসিক গোষ্ঠীবন্ধ মানুষ'। হাসান, ১৯৬২।

গোষ্ঠীবাদী [স] বিণ গোষ্ঠীতান্ত্রিক। 'বিভিন্ন গোষ্ঠীবাদী সমাজদর্শন জ্ঞানসাধারণের মনে ক্রমেই প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে'। শিব, ১৯৬০।

গোষ্ঠীভুক্ত [স] বিণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'বং-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাসভূমি বাংলাদেশ'। এনামুল, ১৯৫৫।

গোষ্ঠীভোজন [স] বি পরিজন ও জ্ঞাতিবর্গকে খণ্ডন্যমে। 'সাংবাদিকের গোষ্ঠীভোজনের আয়োজনটা এগিয়ে এল'। হাসান, ১৯৬২।

গোষ্ঠীমূলক [স] বিণ সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। 'আদর্শ হিসেবে গোষ্ঠীমূলক পরিকল্পনা এখন সভ্যজগৎ থেকে একরকম লোপ পেয়েছে'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

গোষ্ঠোৎপন্ন [স গোষ্ঠ-উৎপন্ন] বিণ গোয়ালে প্রস্তুত। 'গোষ্ঠোৎপন্ন ঘৃত ... বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

গোম্পন্দ [স] ১ বি গোম্পর পা রাখার ফলে সৃষ্ট ছোটো গর্ত। 'গোম্পন্দ আন্দন্দ কড় হয় রত্নাকরে?'। বঙ্গ, ১৮৫৮। ২ বি অতি ক্ষুদ্র জলাশয়। 'কোথাও ডোবা বলি কোথাও গোম্পন্দ বলি'। বঙ্কিম, ১৮৯২।

গোসআরা [ফা গোশওয়ারাহ] বি পুরুষের কানের অলঙ্কার। 'এক ঘোড়া শাল ও এক গোসআরা দিয়াছেন'। দর্পণ, ১৮২৪।

গোসাঙ্গ [স গোঃ] বি মাখন। 'আর ত্র্যম্বা গোসাঙ্গ চোরি করিয়াছিলেন ...'। আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গোসাবারা [ফা গোশওয়ারাহ] বি পুরুষের কানের অলঙ্কার। 'এক ঘোড়া শাল ও এক গোসাবারা পাইয়াছেন'। দর্পণ, ১৮২৭।

গোসাল [আ ওঙ্গল] বি স্নান। 'গোসাল করিয়া ঢকে সুরমা পড়িবা'। আলাওল, ১৬৮০।

গোসলখানা [আ ওঙ্গল+ফা খানা] বি স্নানের ঘর। 'একটা গলা পোনা গেল, গোসলখানার থেকে'। জীবন, ১৯৩২।

গোসসা, গোসুসা [আ ওঙ্গুসাহ] বিণ রাগাধিত: ক্ষুদ্র। 'ফেরাউন খুব গোসসা হইলেন'। মনসুব, ১৯৫০।

গোসসাঘর [আ ওঙ্গুসাহ+ঘর] বি রাগ করে থাকার ঘর। 'তাই বলে কি উমাভদ্রের গোসসাঘরে এখনও খিল দিয়ে বসে রইবেন?'। মুক্তাবা, ১৯৫৮।

গোসা [আ ওঙ্গুসাহ] ১ বি রাগ। 'হরিষে বিষাদে আছে মন করো না এ কথায় গোসা'। রামহংসদ, ১৭৮০। ২ বি অভিমান। 'অথচ ছেসেটিও আদুরে - গোসা করিলে পাছে প্রমাদ ঘটে'। প্যারী, ১৮৫৮।

গোসা এড়ানো ক্রি প্রকৃতিস্থ হওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

গোসা খাওয়া ক্রি অভিমান করা। 'একথা ওকথা গুণ্য গাজী গোসা খান'। কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

গোসাই [স গোষামী] বি সাধুপুরুষ। 'খেওয়া নাও পাতিয়া গোসাইরে করে পার'। বিজয়, ১৬৫০।

গোসাঁই [স গোষামী] বি সাধুপুরুষের উপাধিবিশেষ। 'আসনে বসিয়া উননা হইয়া ভাবেন ব্যাস গোসাঁই'। ভারত, ১৭৬০।

গোসাঞি, গোসাঞি, গোসাঞী [স গোষামী] বি প্রভু। 'ছাওআল নহো রাধা আইহন গোসাঞি'। বড়, ১৪৫০: 'ভক্ত অনুকল্পান্তে গোসাঞি দেব নারায়ন'। মালাধর, ১৫০০: 'গোসাঞীর জন্ম কৰ্ম কে কহিতে পারে'। মালাধর, ১৫০০। গোসাঞের ক্রিবিণ গোসাইয়ের। 'গোসাঞের আজ্ঞা হৈল তোমা মারিবার তরে'। মালাধর, ১৫০০।

গোসাপ [স গো+সাপ] বি গোঘা; গুইসাপ। 'তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে; যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি ... ইত্যাদি'। বিদ্যা, ১৮৫১।

গোসালা দ্র গৌ

গোসেবা দ্র গৌ

গোসোয়ারা [ফা গোশওয়ারাহ] ১ বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা এবং একজোড়া শাল'। দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি হিসাবের বাতা। 'কাহাকে বলে চিঠা, কাহাকে বলে গোসোয়ারা ...'। প্যারী, ১৮৫৮।

গোস্ত [ফা গোশত] বি মাংস। 'জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া'। বিজয়, ১৬৫০।

গোস্তাকি [ফা ওঙ্গতাকী] ১ বি খুস্তা। 'গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দখখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে'। মীনবন্ধ, ১৮৬০। ২ বি বেয়াদদ। 'হুজুর, গোস্তাকি হুসৈলি'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

গোস্তাধি, গোস্তাধী [ফা ওঙ্গতাকী] ১ বি বেয়াদবি। 'শান্তি দিগেছি গোস্তাধির'। নজরুল, ১৯২২। ২ বি সম্পর্ক। 'গোস্তাধি এই যে, তিনি নানা সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া সকল দলের এবং সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লাভ করিতেছেন'। আজাদ, ১৯৪৩।

গোস্তাকী [ফা ওঙ্গতাকী] বি অপরাধ। 'কী, এতবড় গোস্তাকী?'। সাদত, ১৯৬৭।

গোষা [আ ওঙ্গুসাহ] বিণ ক্ষুদ্র। 'তনিয়া রাহুল কহেন গোষা দিল হইয়া'। গল্পী, ১৭৬৫। দ্র গোসা

গোষাঘৃত [আ ওঙ্গুসাহ+স ঘৃত] বিণ রাগাধিত। 'গোষাঘৃত তার গলার আওয়াজ'। শওকত, ১৯৬২।

গোষামী, গোষামী [স, সন্ধিক্ষেত্রে ই-কার] ১ বি (হিন্দু) গুরু বা ধর্মোপদেষ্টা। 'শ্রীরামপুরের গোষামিদিগের স্থাপিত'। দর্পণ, ১৮২২। ২ বি বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। 'শ্রীমুখ গোপালচন্দ্র

গোখামী।' দর্পণ, ১৮৩৬।

গোহত্যা দ্র গো'

গো-হাটা দ্র গো'

গোহা। [স ওহা] বি ওহা। 'সয়ন করিয়া আছে গোহার ভিতর।' মালাধর, ১৫০০।

গোহাড় দ্র গো'

গোহারি, গোহারী [হি গোহার] ১ বি অভিযোগ। 'রাজা কংসে করিব গোহারি।' বড়, ১৪৫০। 'রাজা আগুে করিবো গোহারী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আবেদন। 'নাকি মানে প্রজার গোহারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোহারিক বিণ অভিযুক্ত। 'গোহারিক জন কেহ লাগ নাহি পায়।' আলাওল, ১৬৮০।

গোহাল [স গোশালা] বি গোয়াল। 'মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গোহালা [স গোশাল] বি গোয়াল। গোহালি বি ক্রী গোয়ালিনি। 'জ্যেষ্ঠ মাসে গোহালা গোহালি জেন পিটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গোহালী [স গোশালা] বি গোয়ালিনি। 'সরহ ভণ্ডি বর সূণ গোহালী।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

গোহাল্যে [স গোশালা] বিণ গোয়াল-সম্পর্কিত। 'গোহাল্যে গাইয়া গীত কোয়ালি কিরয়ে নিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গৌখানা [স গৌ+ফা বানাহ] বি গোয়ালঘর। 'গৌখানা উঠাইয়া দিবেক।' দর্পণ, ১৮২১।

গৌড় [সি বি বঙ্গদেশ। 'জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'পূর্বকালে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী গৌড় ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪১।

গৌড়জন [সি বি গৌড়দেশের মানুষজন। 'গৌড়জন যাহে আনন্দ করিবে পান।' মাইকেল, ১৮৬১।

গৌড়দেশ [সি বি প্রাচীন বঙ্গদেশের নাম। 'গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ রায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গৌড়দেশবাসী [সি/বিণ গৌড়দেশে বসবাসকারী। 'আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌড়-বাংলা [স গৌড়-বঙ্গ] বি গৌড়কেন্দ্রিক বঙ্গদেশ। 'এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা।' জীবন, ১৯৩২।

গৌড়-বৈষ্ণব [সি বি গৌড় অঞ্চলের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। 'গৌড়-বৈষ্ণবদিগের সহিত তাহাদের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গৌড়ভূমি [সি বি বঙ্গভূমি। 'নারিবে শোধিতে ধার কতু গৌড়ভূমি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

গৌড়-মদ্যার বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'গৌড়-মদ্যার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

গৌড়-সারঙ্গ বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'শূন্যতা থেকে উজ্জ্বলিত গৌড়-সারঙ্গের আলাপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গৌড়াসি [সি বি গৌড় ও অন্যান্য দেশ। 'গৌড়াসি পূর্ব দেশের নাম পুণ্ড্রদেশ ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গৌড়িয়া [স গৌড়ীয়া] বি গৌড়দেশের নাগরিক। 'হেনকালে এক গৌড়ীয়া সুবুদ্ধি সরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌড়ী [সি বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'এবে কহি নিদিশীত সন্ধ্যাকালে গৌড়ী।' আলাওল, ১৬৮০।

গৌড়ীয় [সি ১ বিণ গৌড়দেশে প্রচলিত। 'তাহাদের বিবরণ ১,৮০০ ঘিশরীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।' মৃদুভয়, ১৮১০; 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ।' রামমোহন, ১৮২৬। ২ বিণ গৌড় দেশের। 'ছয় শত বৎসর হইল গৌড়ীয় রাজা বঙ্গাল সেন।' দর্পণ, ১৬৩০।

গৌড়ীয় ভাষা [সি বি বাংলা ভাষা। 'তাহাদের বিবরণ ১,৮০০ ঘিশরীয় সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।' মৃদুভয়, ১৮১০।

গৌড়ীয় সমাজ [সি বি উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সমাজবিশেষ। 'বিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

গৌড়ীয়া [সি বি গৌড় দেশের লোক। 'এ তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছে আত্মশাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌড়েব্বর [সি বি গৌড় রাজ্যের রাজা। 'চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েব্বর কবি বিদ্যাপতি ডনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'পঞ্চ গৌড়েব্বর ভোগ-পুরন্দর ভণে বশরাঞ্চ খান।' মালাধর, ১৫০০।

গৌড় [সি ১ বি অপ্রকাশ্য। 'আর এ স্থানে গৌণ করিও না।' রাজীব, ১৮৩৫। ২ ক্রিবিণ পরে। 'কিঞ্চিৎ কাল গৌণে ডবানন্দ বিদ্যা সম্ভাস করিতে প্রবর্ত।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বিণ পরোক্ষ। 'কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মূখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহাদের সংযোগ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গৌণকল্প [সি বি অপ্রধান কল্পনা। 'তাহার প্রতিলিপি দ্বারা সম্যকপ্রকারে গৌণকল্প করেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

গৌণফল [সি বি পরোক্ষ ফল। 'এটা কেবল গৌণফল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গৌণরূপে ক্রিবিণ পরোক্ষভাবে। 'কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মূখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহাদের সংযোগ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গৌণার্থ [সি গৌণ-অর্থ] বি অপ্রধান অর্থ। 'মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌণ [সি গৌণ] ১ বি অবহেলা। 'তুমি ও তোমার নাএব গৌণ করিবা না।' বোলস, ১৭৭০; 'দাদনির দক্ষায় তুমি ও তোমার নাএব কিছু গৌণ করিবা না।' হালহেড, ১৭৭৩। ২ ক্রিবিণ বিলম্ব; আরও পরে। 'আশীবার গৌণ কি তাপানী ...' হালহেড, ১৭৭৩।

গৌর [সি ১ বিণ ফর্সা। 'দেহকান্তি গৌর কতু দেখিয়ে অরুণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি গৌরান্ন। 'অবিলের সার প্রভু গৌর চিন্তামণি।' জ্ঞান, ১৬০০। ৩ বি নদীবিশেষ। 'বড়ী নদী কাটাইয়া গৌর নদীতে আনাইয়া ...' দর্পণ, ১৮১৯।

গৌরকান্তি [সি বি ফর্সা চেহারা। 'প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার নবীন গৌরকান্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

গৌরকৃষ্ণ [সি বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'সেইকণ্ঠে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌরগুণমণি [সি বি চৈতন্যদেব। 'মায় ছেড়ে কোথা যাবে গৌরগুণমণি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গৌরচন্দ্র [স] বি চৈতন্যদেব। 'বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী-দেবা' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌরচন্দ্রিকা [স] বি ভূমিকা। 'কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেঙ্গেছে।' শ্রীনবমু, ১৮৬৬।

গৌরতনু [স] বি ফর্সা দেহ। 'দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনুতলে আরক্তিম আলঙ্কার আভাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গৌরপটল [স] গৌর+স পদতল। বি পোয়াজ। 'গৌরপটল নাম দিয়ে - রান্নাঘরে পোয়াজের জন্য স্বতন্ত্র উলান।' তারা, ১৯৪৩।

গৌরশ্রেম [স] বি চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রেম। 'গৌরশ্রেম অথাই, ঝাঁপ দিয়েছি তাই।' শালন, ১৮৯০।

গৌরবদন [স] বি ফর্সা মুখবিশিষ্ট। ম্যানেজ, ১৭৪৩।

গৌরবরন [স] গৌরবর্ণি বি ফর্সা রঙের। 'কেউ বা দিবিয়া গৌরবরন, কেউ বা দিবিয়া কালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গৌরবর্ণ [স] বি ফর্সা রঙের। 'গৌরবর্ণ শরীর ব্রাহ্মণের নারী।' বিজয়, ১৮৫০।

গৌরবর্ণা [স] বি ফর্সা গায়ের বং ফর্সা এমন। 'মেয়েটি গৌরবর্ণা।' কায়শার, ১৯৬৫।

গৌরভগবান [স] বি চৈতন্যদেব। 'ভক্তবাংসল্য যাঁহা দেখাইল গৌরভগবান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌরমণি [স] বি চৈতন্যদেব। 'ঈশ্বর হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌরহরি [স] বি চৈতন্যদেব। 'সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি।' মুরারি, ১৫৭০।

গৌরাক্ষ [স] ১ বি চৈতন্যদেব। 'নিভুতে বসিলা গিয়া গৌরাক্ষ শ্রীহরি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ উজ্জ্বলবর্ণপুঙ্খ (দেহ)। 'আহিরে গৌরাক্ষ তার ভিতরেতে শাদা।' গুণ, ১৮৫৮।

গৌরাক্ষমতাবলধিনী [স] বি জী চৈতন্যদেবের অনুসারী। 'এই গৌরাক্ষমতাবলধিনী দুর্ভাগ্য জীলোকদিগের সত্যিক্ত রক্ষা করা অতি ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

গৌরাক্ষসুন্দর [স] বি চৈতন্যদেব। 'হেন চিত্রলীলা করে গৌরাক্ষসুন্দর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌরাক্ষী [স] বিণ গৌরবর্ণ দেহবিশিষ্ট। 'যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাক্ষী বলি।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

গৌরনর [ই] বি গণ্ডর। গৌরনর জনরেল [ই] বি গণ্ডর জেনারেল। 'শ্রীমুখ প্রবল প্রতাপ গৌরনর জনরেল সাহেবর হযুরে।' ক্যালসে, ১৭৮৭।

গৌরব [স] ১ বি সম্মান। 'আপণ গৌরব রাখা রাখি আপণে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আত্মসম্মান। 'গৌরব চিনিআ বেটা হেতা হইতে জা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আনন্দ। 'কৌতুকে সজ্জিলা প্রভু করিয়া গৌরব' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি প্রশংসা। 'ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন।' কৌমুদী, ১৮৩৩। 'যে সকল মহাশয়েরা জীবিত্যার গৌরব করেন না ...।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৫ বি মর্যাদা। 'এই কথা লইয়া তাঁহার হুব গৌরব বুদ্ধির চেঁচা পাইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বি প্রশংসা। 'তাহা হইলে দেশের গৌরব কতদূর রক্ষিত হয় ঢাড়া বলা যায় নি।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৭ বি সুখাতি। 'সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৮ বি আত্মভক্তি। 'স্বজাতির যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া গৌরব লাভ করিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৯ বি পদমর্যাদা। 'পরীক্ষা দেওয়া গৌরব লাভে একপ্রকার জুয়া খেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ১০ বি গুরুত্ব। 'পুত্রস্নানকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১১ বিণ সম্মানসূচক। 'এ স্থলে তো গৌরবে বহুচলন খাটবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১২ বি ভারত। 'যেন তাদের কোনো গৌরব নেই, অর্থাৎ যেন তারা ভারতবর্ষের কোনো ধার ধারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ১৩ বিণ গৌরবময়। 'অখ্যাত ভিমিরতলে এসো গৌরব নিশীথে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

গৌরবকর [স] বিণ গৌরবজনক। 'তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয় সম্বন্ধ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গৌরববোধাশা [স] বি মর্যাদা প্রকাশ। 'যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরববোধাশা করিবার তার লইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গৌরবচ্ছটা [স] বি উৎকর্ষের দৃষ্টি। 'সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সমস্ত রশ্মিতে বিচ্ছুরিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গৌরবজনক [স] বিণ সম্মানজনক। 'জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উত্তিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গৌরবদীপ্ত [স] বিণ গৌরবমণ্ডিত। 'সে সাহিত্য হবে জাতীয় গৌরবদীপ্ত অথচ বিশ্বমানবতার ভাবে অনুপ্রাণিত।' শরীদুল্লাহ, ১৯৩১।

গৌরবদৃষ্টি [স] বি সুদৃষ্টি। 'আল্লাহর গৌরবদৃষ্টি তাহার উপরে।' রাইসাম, ১৬৫০।

গৌরবপুট [স] বিণ গৌরবপূর্ণ। 'হিন্দু গৌরবপুট হিন্দুসাহিত্য।' এসলাম, ১৮৭৯।

গৌরববর্জিত, গৌরববর্জিত [স] বিণ মর্যাদাহীন। 'তথাপি গুরুত্ব ধর্ম গৌরববর্জিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গৌরববিশিষ্ট [স] বিণ মর্যাদাপূর্ণ। 'কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং বিকারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

গৌরববাহিনী [স] বিণ গৌরব নেই এমন। 'গবর্মেন্টের সমুদ্রত ফাঁসিকাঠকি তাদের মতো গৌরববাহিনী প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

গৌরবভূমি [স] বি মর্যাদাপূর্ণ স্থান। 'এসলামের গৌরবভূমি তুরকের বুকের উপর ...।' এসলাম, ১৯৩৪।

গৌরবমণ্ডিত [স] বিণ মহিমাযুক্ত। 'একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

গৌরবময় [স] বিণ গৌরবপূর্ণ। 'অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও স্ফুর্তির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

গৌরবমিনার [স] গৌরব+আ মিনার। বি মহিমারূপ মিনার। 'তার কোন কৃত গৌরবমিনার হয়ে রহিল কীর্তি হিসেবে?' শরীফ, ১৯৭০।

গৌরবলাঘব [স] বি মর্যাদা হ্রাস। 'গৌরবলাঘবের ভয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গৌরবলাভেচ্ছা [স] বি গৌরব লাভের ইচ্ছা। 'গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুশ্রুত ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো।' হত্যায়, ১৮৩১।

গৌরবলোক [স] বি গর্বের ভূবন। 'পলিটিকস-ইকনমিকস'-এর বাইরেও আমাদের গৌরবলোক আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গৌরবশূন্য [স] বিণ মর্যাদাহীন। 'মুহলমানরা পুরাপুরি গৌরবশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল।' আজাদ, ১৯৬৪।

গৌরবসংবিত্তা [স] বি গৌরবরূপ সূর্য। 'ব্রহ্মাণ্ড-অবর-মধ্যে অনিবার্ণ গৌরবসংবিত্তা।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

গৌরবসূচক [স] বিণ সম্মানজনক। 'ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবসূচক না হলেও মেনে নিতে হবে।' প্রথম, ১৯১২।

গৌরবসূর্য, গৌরবসূর্য্য [স] বি গৌরবরূপ সূর্য। 'হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গৌরবস্পর্ধিনী [স] বিণ স্ত্রী গৌরবমণ্ডিত। 'বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌরবস্পর্ধিনী গৌর নগরীতে রাজত্ব।' সিরাজী, ১৯১৮।

গৌরবহানি [স] বি মর্যাদা লোপ। 'কলঙ্ক সত্ত্বেও গৌরবহানি হইতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

গৌরবহানিকর [স] বিণ মর্যাদা নষ্ট করে এমন। 'ইসলাম ধর্মের প্রতি গৌরবহানিকর যথেষ্ট লেখনী পরিচালনা ...।' মোসলেম, ১৯২৫।

গৌরবহীন [স] বিণ শুষ্কত্বহীন। 'এই গৌরবহীন মুখের চতুর্দিকে অনন্ত অস্তিত্বের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

গৌরবান্বিত [স] বিণ মহিমান্বিত; গৌরবযুক্ত। 'অতি গৌরবান্বিত ব্যক্তিরই মনোনিষ্ঠ হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

গৌরবীয়া [স] গৌরব বিণ সম্মানিত। 'তঁহার বিদ্যা অঙ্গসমাজে অবশ্যই গৌরবীয়া বটে।' দর্পণ, ১৮৩১।

গৌরবেচ্ছা [স] বি শ্রেষ্ঠত্বের বাসনা। 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হয়।' রাজ, ১৮৭৪।

গৌরবোজ্জ্বল [স] বিণ মর্যাদা বা গৌরবে পূর্ণ। 'বানের দেওখুয়ে-বিজড়িত অশ্রু গৌরবোজ্জ্বল ...।' নজরুল, ১৯২৪। 'সুই গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত মুখছবি চিরকাল ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

গৌরবদন প্র গৌর

গৌরবরন প্র গৌর

গৌরবর্ণ, গৌরবর্ণ প্র গৌর

গৌরয়াল [স] গৌর বিণ গুরুশ্রমশ্রিত শ্বেতবর্ণ। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

গৌরানী প্র গৌর

গৌরাল [স] গৌর বিণ গৌর বর্ণের। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

গৌরি [স] গৌরী বি (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'গৌরি রাগ।' মালাধর, ১৫০০।

গৌরিকাল [স] বি কুমারী নারীর আট বছর বয়সের সময়। 'তিনি, ধনবতীনালী নিজ কন্যার, গৌরিকালে, গৌরিসন্ত নামক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

গৌরিমা [স] গৌরী বি গৌরবর্ণ। 'মুঘের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণশ্লেপের দ্বারা এনামেল-করা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গৌরী [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) দুর্গা বা পার্বতী দেবী। 'বানী পাইল হর গৌরী বরে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'গৌরীরাগঃ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি কুমারী। 'পুথিখা পালিয়া সূত গৌরীকালে করিল আধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি স্ত্রী নদীবিশেষ। 'গৌরী, পালা, বমুনা, পার হইয়া সপরিবারে এ অঞ্চলে আসিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৯। ৫ বিণ সূর্য। 'গৌরী কাপালিকা দাঁড়াল সম্মুখে আসি।' সুখীন্দ্র, ১৯২৯।

গৌরীদান [স] বি আট বছর বয়সী কন্যার বিবাহ দানের রীতি। 'আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গৌর্যাদি [স] বি গৌরী আদি দেবতা। 'গৌর্যাদি করিল পূজা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

গৌল [স] গোশালা বি গোয়াল। 'দুই গরু থাকাচ্ছে যে শুনগৌল ডাল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

গ্যড় [স] গর্ত বি গর্ত। 'নকুল শেয়াল গ্যড়ে লুকাইল জমুকি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গ্যাং [স] বি দল। 'আমির তার গ্যাংকে চুপিচুপি কী বললে।' নজরুল, ১৯৩০।

গ্যাংস্টার [স] বি অপরাধীদের দল। 'মার্কিন গ্যাংস্টাররা যে রকম পকেটের ভিতর থেকেই ...।' মুজতবা, ১৯৬০।

গ্যাও গ্যাও [ধন্য] বি বিরক্তিকর শব্দের আওয়াজ। 'গ্যাও গ্যাও আওয়াজ শুককারকে ধরে মুচড়ে দিলে।' হাসান, ১৯৬৭।

গ্যাগো [ধন্য] বি বিরক্তিকর শব্দের আওয়াজ। 'গ্যাগো করে রেডিওটা, কে জানে কার জিৎ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গ্যাঙ্গা [স] গঙ্গিকা বি নেশাদ্রব্যবিশেষ। 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি পুরুত ঠাকুর গ্যাঙ্গা খায়।' হাসান, ১৯৬৭।

গ্যাঙ্গানী [স] গঙ্গিকা বি বাজে বকা; বার বার এক কথা বলা। 'ব্রু গ্যাঙ্গানীস, না?' শ্যামসুল, ১৯৭৩।

গ্যাট বি ছিঁর। 'গ্যাট হয়ে বসে ক্রি অটল হওয়া।' 'হুদীও গ্যাট হয়ে বসে আছে, দাম চড়াবার আশায়।' মুজতবা, ১৯৪৯।

গ্যাডাকল বি বিপদ; বামেলোয়ুত ফাঁদ। 'ও চলে গেলে আপন মনে বিড়বিড় করে, আছা গ্যাডাকল।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৩।

গ্যাগ [স] বি মুখাবরোধ; মুখের ঠুলি। 'গ্যাগ পরাইতে করে সমস্ত ভক্তারে ইনভিশেন।' নজরুল, ১৯৩১।

গ্যাগা বিণ পাজি; দুই। 'আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন।' মুজতবা, ১৯৬৬।

গ্যাঙের গ্যাঙের [ধন্য] বি ব্যঙের ডাক। 'ব্যাঙের গ্যাঙের গ্যাঙের ডাক।' তারা, ১৯৪২।

গ্যাগুয়ে [স] বি জাহাজের পার্শ্বদ্বার থেকে তীরে নামানোর সিঁড়ি। 'গ্যাগুয়ে এখানে তোলা হয়নি।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

গ্যাট বিণ শিকল। 'কারখানার সদর দরজায় গ্যাট হয়ে বসল।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

গ্যাট ম্যাট বি কোনো কিছু পরোয়া না করা বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। 'এরা গ্যাট ম্যাট করে হাঁটতে শিখলে না।' মুজতবা, ১৯৫৮।

গ্যাডা বি অভিমান। 'আর গ্যাডা করে হতছেদা করিস নে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

গ্যাডারি [স] গিধড় বি নোংরা। 'এমন গ্যাডারি বউ দেখিনি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

গ্যান [স] জ্ঞান বি জ্ঞান। 'হাজার মহা গ্যান পরমেশ্বর পরাচাও ভেদ থাকে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গ্যাপোন [স] জ্ঞাপন বি নিবেদিত। 'সকালি তোমাতে গ্যাপোন আছে ...।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

গ্যারাড [ফ গারাড] বি গাড়ি মেরামতের স্থান; গাড়ি রাখার ঘর। 'কোথায় যে একটা গ্যারাজের আঁটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিফেই ছাতে ওঠা যায়।' মুক্তাবা, ১৯৬৬।

গ্যারাটি [হি] ১ বি নিশ্চয়তা। 'হাজেরান মজলিসকে পুনঃপুনঃ গ্যারাটি দান করিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫। ২ বি প্রতিশ্রুতি। 'সে বিষয়ে আমাদের গ্যারাটি।' শিবরাম, ১৯৪০।

গ্যারেজ [ফ গারাড] বি গাড়ি মেরামতের স্থান; গাড়ি রাখার ঘর। 'সব আবার অস্ত্রবল, গ্যারেজ ও কারখানায় ফিরে গিয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

গ্যালন [হি] বি তরল পদার্থের মাপ (৪.৫ লিটার)। 'সোয়া কেটা হইতে দেড় কেটা গ্যালন জল পানোপযোগী ...।' আজাদ, ১৯৪১।

গ্যালারি [হি] ১ বি নীচ থেকে উপরের দিকে উঠে গেছে এমন সারিতে বিন্যস্ত। 'ঘরের চারি দিকে গোল গ্যালারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি চিত্রশালা। 'মক্কা শহরে স্টেটিমাকড নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

গ্যাস [হি] ১ বি বায়বীয় দাহ্য বস্তু। 'জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেলি, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে ...।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি বায়বীয় পদার্থ। 'বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে।' রোকেয়া, ১৯২২।

গ্যাসচেয়ার [হি] বি গ্যাসপূর্ণ করে যে কক্ষে প্রাণনাশ করা হয়। 'কারাগারে, দাসশিবিরে কি গ্যাসচেয়ারে প্রাণ দিয়েছেন।' শিব, ১৯৫০।

গ্যাসদেহী [হি] গ্যাস+স দেহী বি গ্যাসের তৈরি দেহবিশিষ্ট। 'এরা গ্যাসদেহী সূর্যেরই স্বগোত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্যাসপুঞ্জ [হি] গ্যাস+স পুঞ্জ বি গ্যাসের সমষ্টি। 'নক্ষত্রের বিকোম্পন হতে ছাড়া পাওয়া গ্যাসপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্যাসপোস্ট [হি] বি ল্যাম্পপোস্ট; রাস্তার ধারে যে স্তম্ভে গ্যাসের আলো জ্বলে। 'একটি গ্যাসপোস্টের নীচে একটা মানুষ দাঁড়িয়াম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

গ্যাসময় [হি] গ্যাস+স ময় বি গ্যাসপূর্ণ। 'এমন নক্ষত্র আছে যারা গ্যাসময় বটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্যাস-মাক [হি] বি গ্যাস প্রতিরোধক মুখোশ। 'প্রতিবেশীদের কেউ কেউ লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে গ্যাস-মাক পরত।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

গ্যাসলাইট [হি] বি গ্যাসে জ্বলে এমন বাতি। 'পথে পথে গ্যাসলাইটে রয়েছে ঝাঁকালো।' জীবন, ১৯৩০।

গ্যাস লাইটার [হি] বি গ্যাসচালিত আতন ধরনের যন্ত্রবিশেষ। 'গ্যাস লাইটারের দীর্ঘ শীলাড় শিখায় তার মুখের আঁকারাকা রেখা।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

গ্যাসল্যাম্প [হি] বি রাস্তার ধারের গ্যাসের বাতি। 'গ্যাসল্যাম্পগুলোর গায়ে সূর্যের আলো এমন চিকমিক করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্যাসালোক [হি] গ্যাস+স আলোক বি গ্যাসের বাতি। 'পাত্রিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বলা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গ্যাসীয় [হি] গ্যাস+স ইয়া বি গ্যাস থেকে উৎপন্ন। 'গ্যাসীয় অগ্নিকাণ্ডের অনেক খবর মেলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্যাসট্রিক [হি] বি পেটের অঙ্গজনিত। 'গ্যাসট্রিক পেনের কথা বাহিলে।' জীবন, ১৯৩২।

গ্যাসোলিন [হি] বি পেট্রোল। 'সবখানে গ্যাসোলিন পাইপ বিতঙ্ক।' শামসুর, ১৯৭০।

গ্রথিত [স] ১ বিণ রচিত; প্রস্তুত। 'সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ গোঁথা। 'কেশরনিকরেতে কদম-কুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রথিত আছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিণ নির্মিত। 'সুরকীয়ার প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৪ বিণ স্মৃতি। 'কুলীনের অংশ বংশ মিশ্র গ্রন্থে গ্রথিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

গ্রন্থচূড়া [স] বি গাটছড়া। 'গ্রন্থচূড়া পিতামহ করিল বন্ধনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গ্রন্থ [স] বি পুস্তক; বই। 'কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গ্রন্থকর্তা, গ্রন্থকর্তা [স] বিণ গ্রন্থের লেখক। 'গ্রন্থকর্তা ভাস্করাচার্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী।' দর্পণ, ১৮২২।

গ্রন্থকর্তা [স] বি স্ত্রী লেখক। 'গ্রন্থকর্তা' অবোধবন্ধু, ১৮৬৮; 'শৈশবাবস্থাতেই যখন এইরূপ প্রতিভাশালিনী গ্রন্থকর্তা প্রাপ্ত হইয়াছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

গ্রন্থকার [স] বি গ্রন্থ প্রণেতা। মিশার, ১৭৯৭। 'অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গ্রন্থকারক [স] বি গ্রন্থ রচয়িতা। 'বাসলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।' দর্পণ, ১৮৩৩।

গ্রন্থকীট [স] বি বইয়ের জগতেই সীমাবদ্ধ যে। 'এক গ্রন্থকীটগণ বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন শব্দমরীচিকাভালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গ্রন্থপত্র [স] বিণ গ্রন্থের অন্তর্গত। 'যাঁহার পাতিত্য শৈশবভাত্ত গ্রন্থপত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গ্রন্থদাস [স] বি বইপাগল। 'কেউ কেউ গ্রন্থদাস।' শামসুর, ১৭৭৩।

গ্রন্থঘর [স] বি দুইটি বই। 'অম্বাদমির অনুমেয় যে বর্তমান গ্রন্থঘর উত্তমোত্তমরূপে বিখ্যাত হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

গ্রন্থপত্র [স] বি গ্রন্থের পাতা। 'মহান সে গ্রন্থপত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গ্রন্থপাঠ [স] বি বই পড়া। 'এই গ্রন্থপাঠে আমাদের প্রয়াস ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গ্রন্থপাঠক [স] বি বইয়ের পাঠক। 'নাগিতকে তাহাতে গ্রন্থপাঠক জ্ঞান করিয়া যদি বল যে ...।' ভবানী, ১৮২৩।

গ্রন্থবর [স] বি প্রার্থিত বই। 'অবিলম্বে তাঁহার নিকট গ্রন্থবর প্রেরণ করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

গ্রন্থবাক্য [স] বি গ্রন্থের পদাবলি; গ্রন্থের বিষয়বস্তু। 'সেই দুই গ্রন্থবাক্য নাহি অবধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রন্থবিতান [স] বি বই বিক্রির দোকান। 'যেখানে যাই, অলিতে-গলিতে, গ্রন্থবিতানে, ক্যাফেটারিয়ার ভিড়ে।' শামসুর, ১৯৭৩।

গ্রন্থ-বিবরণ [স] বি গ্রন্থের আলোচনা; গ্রন্থ-তালিকা। 'পাঠকবর্গ পূর্কোক্ত গ্রন্থ-বিবরণ ... দেখিতে পাইবেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গ্রন্থবিভাগ [স] বি (বিষয় অনুসারে) পৃথকের ব্যাপ্তি। 'গ্রন্থবিভাগভয়ে ঠেঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রন্থবিহারী [স] বিণ গ্রন্থের মধ্যে যার মন বিহার করে এমন। 'সংসারে অনভিজ্ঞ গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের দারপা ছিল যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গ্রন্থভারনত [স] বিণ বইয়ের ভায়ে নত। 'গ্রন্থভারনত শিক্ষকমহাশয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গ্রন্থ-মুখবন্ধ [স] বি বইয়ের ভূমিকা। 'দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রন্থরচক [স] বি গ্রন্থ রচয়িতা। 'গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়।' দর্পণ, ১৮৩০।

গ্রন্থবহন্য [স] বি বইয়ের অজানা বক্তব্য। 'গ্রন্থবহস্য মধ্যে মন্দার পর্বতের মতো আপাতাল-নিমজ্জিত হওয়ারই নাম অন্তর পথ্যলোচনা।' গ্রন্থ, ১৯২৭।

গ্রন্থলোক [স] বি বইয়ের রূপ। 'গ্রন্থলোকের পরিক্রমা তো শেষ।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

গ্রন্থশালা [স] বি লাইব্রেরি। 'যাচ্ছে পুড়ে নতুন করে সেকেন্ডারি গ্রন্থশালা।' সত্যোত্তর, ১৯১২।

গ্রন্থশোধক [স] বি গ্রন্থ প্রাণ্ড ভুল সংশোধনকারী। 'লিখিত গ্রন্থশোধক দুই জনের ৮০ টাকা।' দর্পণ, ১৮২২।

গ্রন্থসমালোচনা [স] বি বইয়ের আলোচনা। 'তাহা গ্রন্থসমালোচনা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গ্রন্থসমূহ বি রচনাবলি। 'তাহার আজ্ঞানুসারে মতপ্রকাশ জন্য ভাষাদায়ী গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গ্রন্থসাহেব [স] গ্রন্থ+আ সাহিবি বি শিব ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ। 'সর্দারজী ... বললেন, আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি।' মুক্তবাবা, ১৯৪৯।

গ্রন্থসূত্র [স] বি বইয়ের তথ্য। 'পূর্বলিখিত গ্রন্থসূত্র অনুসারে/যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রন্থস্থ [স] বিণ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। 'লেখাকে আমি এখনও গ্রন্থস্থ করিনি।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

গ্রন্থাকার [স] বি গ্রন্থের আকার। 'সমস্ত কথা ... অনতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গ্রন্থাকৃতি [স] গ্রন্থ+আকৃতি বি বইয়ের আকার। 'গীরের আদেশে তিনি এটাকে গ্রন্থাকৃতি দেন।' আনিস, ১৯৬৪।

গ্রন্থাগার [স] গ্রন্থ+আগার বি পাঠাগার। 'জনসমাজের মঙ্গল নিমিত্তে গ্রন্থাগার স্থাপন করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গ্রন্থাগারিক [স] গ্রন্থ+আগারিক বি গ্রন্থাগারের পরিচালক; লাইব্রেরিয়ান। 'গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি।' জলীম, ১৯৬১।

গ্রন্থাদি [স] গ্রন্থ+আদি বি গ্রন্থ ও অন্যান্য বস্তু। 'তাহার ... বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদি সাধারণভাবে নিক্ষেপ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গ্রন্থানুশীলন [স] গ্রন্থ+অনুশীলন বি গ্রন্থের অনুশীলন; গ্রন্থচর্চা। 'ভ্রমশূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিত্রার্থ হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গ্রন্থানুসারে [স] ক্রিবিণ গ্রন্থ অনুযায়ী। 'উক্ত গ্রন্থানুসারে বিদ্যাকরের অর্থ বিদ্যাকল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গ্রন্থাবলম্বন [স] ক্রিবিণ গ্রন্থ অবলম্বন করে। 'এতদ্বিল্প ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গ্রন্থাবলি, গ্রন্থাবলী [স] গ্রন্থ+আবলি বি গ্রন্থসমূহ। 'চেতন এডুকেশনল কোর্স নামক গ্রন্থাবলি।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'তাহার

গ্রন্থাবলী দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রভূত উপকার হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

গ্রন্থারম্ভ [স] গ্রন্থ+আরম্ভ বি পুস্তকের শুরু। 'এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রন্থ [স] বি গ্রন্থ। 'কদম্ব পুস্তকের কেশরসকল তাহার গ্রন্থকে বেটন করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গ্রন্থন [স] ১ বি রচনা। 'সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি গাঁথন। 'কেহ বলে মালা আঁমি করিব গ্রন্থন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি নির্মাণ। 'গৃহস্থজনের ক্রম ও গুণের উচ্চত্ব ... বিবরণ তাহাতে আছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

গ্রন্থনা [স] বি গাঁথনি; রচনা। 'অসংখ্য বর্তমানের গ্রন্থনা আমাদের জীবন।' শাসনুল, ১৯৭৩।

গ্রন্থা [স] গ্রন্থন+> ক্রি গ্রন্থিত করা। 'বিচিত্রের সুরভিল গ্রন্থিবারে করেছে প্রয়াস/আপনার বীণার তন্ত্রতে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গ্রন্থাকারিত [স] বিণ গ্রন্থিত। 'ক্রমে বইটা গ্রন্থাকারিত হল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

গ্রন্থি [স] ১ বি দেহের হাড়ের মিলনস্থান। 'অগ্রি-গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম আছে মাত্র তাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ফুলের পাপড়িসমূহের সন্ধিস্থল। 'কেশরনিকরেতে কদম্ব-কুসুমের গ্রন্থির ন্যায় গ্রন্থিত আছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি তালি; গতি। 'তিনি শতগ্রন্থিযুক্ত চীর পরিধান করিয়া রমিমাংসে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি গীত। 'জলপাইয়ের গাছতলো নিম্নস্ত বাক্যচোরা, গ্রন্থি ও ফটিল-বিশিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বি প্রেরা। 'গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বি বন্ধন। 'আচারের হাজার গ্রন্থি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

গ্রন্থিচ্ছেদন [স] বি বন্ধন ছিন্নকরণ। 'অকস্মাৎ গ্রন্থিচ্ছেদন স্বর সংঘাত, লুপ্তি, সৃষ্টি, বিস্মৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

গ্রন্থিভোর [স] গ্রন্থি+ভোর বি গীতবন্ধন। 'ছিন্ন কর এ গ্রন্থিভোর/রিক হয়েছে চিত্র মোর।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

গ্রন্থিত [স] ১ বিণ গাঁথা হয়েছে এমন। 'মধ্য স্থল সামুদায়িক রেকতায় গ্রন্থিত।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি প্রস্তুত। 'ঘর গ্রন্থিত করাইয়া দিয়া সেবার বন্ধন করিয়া দিলেন।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বিণ লিখিত। 'তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে।' রামরায়, ১৮০১।

গ্রন্থিবন্ধ [স] ১ বিণ নথিভুক্ত। 'এটি গ্রন্থিবন্ধ হয় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭১। ২ বিণ গিট বাঁধা। 'তাহার গ্রন্থিবন্ধ শিখাতি কাঁচি দিয়া কাটয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল।' শরৎ, ১৯১৭।

গ্রন্থিবন্ধন [স] বি গিটহুড়া বাঁধা। 'একটা বিশেষ গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

গ্রন্থিবাঁধা [স] গ্রন্থিবন্ধন বিণ গিট দিয়ে বাঁধা হয়েছে এমন। 'পুরাতন বসনের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

গ্রন্থিযুক্ত [স] বিণ জোড়াগুলি রয়েছে এমন। 'তিনি শতগ্রন্থিযুক্ত চীর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গ্রন্থিল [স] ১ বিণ অনেক গ্রন্থিযুক্ত। 'গ্রন্থিল বাক্য হিত্তাল শাখা।' সত্যোত্তর, ১৯১২। ২ বিণ গ্রন্থিযুক্ত। 'সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহুগ্রন্থিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

গ্রন্থ [স] ১ বিণ আক্রান্ত। 'যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোকগত হইলেন। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ কবলিত। 'সকল বিপত্তিগ্রস্ত

হইব।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

এহ [স] ১ বি সূর্য অথবা নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী জ্যোতিষ্ক। 'সও ঋষি ঋতু হয় এহ আদি রবি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ গৃহীত। 'কোন২ কথার তাৎপর্য এহ হইল না।' দর্পণ, ১৮২৩।

এহকক্ষ [স] বি গ্রহের কক্ষপথ। 'ক্রমে সমস্ত এহকক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' হরহাসাদ, ১৮৮১।

এহকুলরাজা [স] বি সূর্য। 'এহকুলরাজা সমস্তমে প্রণাম করিলা মহিপতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

এহগণ [স] বি নক্ষত্রপুঞ্জ। 'এহগণ তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরে স্থিতি করতঃ তাহাকে প্রদক্ষিণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

এহতারক [স] বি গ্রহ-নক্ষত্র। 'এহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

এহতারকা [স] বি গ্রহ-নক্ষত্র। 'উর্ধ্বনদে নিম্নীখণগনের এহতারকার গতিবিধি নিম্নে করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

এহতারা [স] বি গ্রহ-নক্ষত্র। 'বিধ দেখা দেয় তার এহতারা লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

এহতারাময় [স] বিণ গ্রহনক্ষত্রবৈষ্টি। 'প্রকৃতি শান্তমুখে/ ছুটায় গগনবৃত্তে/ এহতারাময় তার রথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

এহদল [স] বি গ্রহাণুপুঞ্জ। 'চারি দিকে এহদল দাঁড়ায় সকলে নভোবাসে।' মাইকেল, ১৮৬০।

এহদোষ [স] ১ বি (জ্যোতিষ) গ্রহের অশুভ প্রভাব। 'এহদোষে নরকে ভলি করে দয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দূর্ভাগ্য। 'এহদোষে তার সে অভিশাপ নিম্ফল হলো।' মাইকেল, ১৮৭৩।

এহনক্ষত্র [স] বি নক্ষত্র, তাদের গ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। 'পৃথিবী গতি দ্বারা যে চন্দ্র সূর্য এহনক্ষত্রাদির উদয় অস্ত্র বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

এহপরিচয়ওয়ালা [স] গ্রহপরিচয়+হি ওয়ালা। বিণ গ্রহ আছে এমন। 'এহপরিচয়ওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিশেষ প্রায় অঘটনীয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

এহগ্রহযুক্ত [স] বিণ (জ্যোতিষ) মন্দ ভাগ্যযুক্ত। 'কি দোষে গৃহস্থের কন্যা এহগ্রহযুক্ত গৃহ হইতে বাহির হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

এহফল [স] বি (জ্যোতিষ) ভবিষ্যৎ। 'নাহি জানি কিবা এহফল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

এহবংশ [স] বি গ্রহ-উপগ্রহ। 'প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই ... বিকাশের দশা আসে, আর এহবংশের সৃষ্টি করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

এহবশত [স] ক্রিবিণ (জ্যোতিষ) দূর্ভাগ্যক্রমে। 'এহবশত তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

এহ-বিচ্ছিন্ন [স] বিণ গ্রহ থেকে আলাদা হয়েছো এমন। 'আমাকে এহ-বিচ্ছিন্ন উচ্চার সত্তে তুলনা করেছিস।' সুরভি, ১৯৪১।

এহবিজ্ঞান [স] বি জ্যোতির্বিজ্ঞান। 'এহবিজ্ঞানের বইখানা।' বিভূতি, ১৯৩১।

এহবিশ্ব [স] বি পেশাজীবী ব্রাহ্মণবিশেষ, যাদের অন্যতম জাতপেশা জ্যোতিষচর্চা। 'এহবিশ্ব বেশে যান ভানুর ভবন।' দ্বিচক্সি, ১৬০০।

এহবৈকল্য [স] বি (জ্যোতিষ) দূর্ভাগ্য। 'আমাদিগের এহবৈকল্য কেবল লেখা মাত্র সার হইয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

এহমালা [স] বি গ্রহসমূহ। 'আকাশে এহমালার আবর্তনের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

এহযজ্ঞ [স] বি গ্রহপূজা। 'তারপর তিনি সহস্রপক্ষ, কুণ্ড মণ্ডপদ্বয় এহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন।' মহাযোতা, ১৯৫৬।

এহশশী [স] বি গ্রহ ও চাঁদ। 'যেতান দিয়ে অবাক কর এহশশীরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

এহশাস্তি [স] বি হিন্দুদের মধ্যে অশুভ গ্রহের প্রভাব নষ্ট করার জন্য পূজা। 'সৈন্যজকে জিজ্ঞাসিলে তিনি গ্রহশাস্তির পরামর্শ দিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

এহশ্রেণী [স] বি গ্রহের সারি। 'পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রহশ্রেণী।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

এহসকল [স] বি সকল গ্রহ। 'এহসকল প্রকুলিত হইয়া উঠিল।' বনকুল, ১৯৩৬।

এহসন্ধান [স] বি গ্রহরূপ সন্ধান। 'সূর্য এক সময়ে ... আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্ধানের জন্ম দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

এহহু [স] গৃহস্থ। বি গৃহস্থ। 'এহহু কহিলেক, ওরে কৃত্ত্ব পাণ্ডা।' তারিণী, ১৮০৩।

এহচার্য্য, এহচার্য্যা [স] বি জ্যোতিষী; গ্রহবিশ্ব। 'দ্বিজ চতীদাসে বলে এই গ্রহচার্য্যা।' দ্বিচক্সি, ১৬০০।

এহজিহ্বা [স] বি অন্য গ্রহ। 'এহ হতে গ্রহান্তরে লয়ে যায় মোরে।' মলকল, ১৯২৮।

এহহেন্দ্র [স] গ্রহ-ইন্দ্র। বিণ গ্রহের অধিপতি। 'জ্যোতিষী? এহহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

এহের ফেরে বি (জ্যোতিষ) গ্রহের অশুভ প্রভাব। 'গ্রহের ফেরে এবার আমি ভুবেছি নির্বাচ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

এহশ [স] ১ বি সূর্য বা চন্দ্রের আংশিক বা পুরোটা অদৃশ্য হওয়া। ওর্সা, ১৭৮২; চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ দেখায় পাঠ্যে কোন দিন ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র পাঠে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি নেওয়া। ওর্সা, ১৭৮২; পারিভাষিকাদি গ্রহণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হইবেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বি বিবাহ। 'কুলীনেরা নিষ্কল হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে ষায়২ মর্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি বরণ। 'তাঁহাকে অতি সমাদরপূর্বক গ্রহণ করেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ৫ বি শীকার। 'সভার প্রতিজ্ঞাত মহৎকার্য্যে ... একবাক্যভায়ে গ্রহণ করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৬ বি অবলম্বন। 'প্রথমে সোকে যদ্যদ্বা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বি ভোজন। 'অন্ন গ্রহণ ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৮ বি ধারণ। 'আপনি কাষ্ঠপাদুকা গ্রহণ করিয়া গলার উপর দিয়া গমন করে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৯ বি অর্জন। 'শিক্ষা গ্রহণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১০ বি লাভ। দাসকু অনেক আত্মদের সহিত গ্রহণ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১১ বি শীকার। 'শব্দদায় গ্রহণ করিয়া কন্যাদায় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ১২ বি অবলম্বন। 'আমাকে ভুল বুদ্ধিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ১৩ বি ভোগ। 'সেও যে শাস্তিগ্রহণ করিতেছে।' মানিক, ১৯৪০।

এহগ্রন্থাণ [স] ক্রিবিণ গ্রহণের কারণে। 'নকল গ্রহগ্রন্থা মহা ধুমধাম।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

এহগ্রপূর্বক [স] ক্রিবিণ গ্রহণ করার পর। 'অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহগ্রপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

এহগ্রযোণা [স] বিণ গ্রহণ করা যায় এমন। 'লৌকিকের ন্যায়

আমাদের গ্রহযোগ্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

গ্রহণলাগা [স গ্রহণ+লাগা] *বিণ* গ্রহণ বা গ্রাস লেগে আছে এমন।
'যক্ষপুত্রী গ্রহণলাগা পুরী।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

গ্রহণশীল [স] *বিণ* সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে এমন। 'মন তখন ছিল অতুল রকমের তাজা ... গ্রহণশীল।' বিজুতি, ১৯৩১।

গ্রহণসাপেক্ষ [স] *বিণ* গ্রহণনির্ভর। 'মনোরাজ্যে দান গ্রহণসাপেক্ষ।' প্রমথ, ১৯১৮।

গ্রহণার্থ [স] *ক্রিবিণ* গ্রহণের উদ্দেশে। 'তাঁহা গ্রহণার্থ দুই শত মহাশয়ের যাক্ষর করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

গ্রহণী [স] *বি* পেটের কঠিন রোগবিশেষ। 'অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্ষাকশ।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

গ্রহণীয় [স] ১ *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যাঘাতক হইবেন ... বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ *বিণ* গ্রহণ করা উচিত এমন। 'যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গ্রহণীয়তা [স] *বি* গ্রহণযোগ্যতা। 'দলগুলির গ্রহণীয়তা বা অগ্রহণীয়তা বিচারপূর্বক জনসাধারণকে এক একটা দলের পক্ষে বা বিপক্ষে ...' সওগাত, ১৯৪৫।

গ্রহণীরোগ [স] *বি* একজাতীয় কঠিন উদরাময় রোগ। 'গ্রহণীরোগ তাও ছিল শেষ ভাগ্যে।' নজরুল, ১৯৩১।

গ্রহণেচ্ছা [স] *বি* গ্রহণের ইচ্ছা। 'বাহার গ্রহণেচ্ছা হয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

গ্রহণোপযোগী [স] *বিণ* গ্রহণযোগ্য। 'যদি সমাজের গ্রহণোপযোগী হয়।' দর্পণ, ১৮২৩।

গ্রহা [স গ্রহণ+] *ক্রি* সবেরণ করা। 'কাটারী গ্রহিয়া ধৈর্য আচরি মুখি।' আলাওল, ১৬৮০।

গ্রহান্তর দ্র গ্রহ

গ্রহিকা [স] *বি* গ্রহণ। 'ওদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে asteroids।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্রহিতব্য [স গৃহিতব্য] *বিণ* গ্রহণ করার উপযুক্ত। 'একস্থানে যাহা পরিত্যাজ্য, অপর স্থলে গ্রহিতব্য।' তমোদূক, ১৮৭৪।

গ্রহীতা [স] *বি* গ্রাহক। 'গ্রহীতাকে হীন করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গ্রাউণ্ড ফ্রোর [স] *বি* একতলা। 'মাটির সঙ্গে লাগানো তলাটিকে এরা ফাট ফ্রোর বলে না - বলে গ্রাউণ্ড ফ্রোর।' হাই, ১৯৫৮।

গ্রাঙ্জুয়েট [স] *বি* স্নাতক ডিগ্রিধারী। 'দুই একটা মেয়ে গ্রাঙ্জুয়েট।' দীপিকা, ১৮৮৭।

গ্রাঙ্জুরি [স] *বি* বিচারের উপযুক্ত সাক্ষ্যগ্রহণ আছে কি না তা ঠিক করে যে জুরি। 'প্রথমতঃ গ্রাঙ্জুরি, যাহারা পুলিশ-চালানি ও অন্যান্য লোক যে ইন্টারভিউ করে তাহা বিচারযোগ্য কি না।' প্যারী, ১৮৫৮।

গ্রানাইট [স] *বি* দূসর রঙের কঠিন পাথরবিশেষ। 'চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড়।' বিজুতি, ১৯৩৭।

গ্রান্ড [স] *বিণ* চমৎকার। 'তোমার মামাটি গ্রান্ড।' শিবরাম, ১৯৫০।

গ্রান্ডজুরি, গ্রান্ডজুরী [স] *বি* বিচারের উপযুক্ত সাক্ষ্যগ্রহণ আছে কি না তা ঠিক করে যে জুরি। 'গ্রান্ডজুরি হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছেন ...' দর্পণ, ১৮২৫; 'যে নাগিল হইয়াছিল তাহা গ্রান্ডজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

গ্রাফ খাতা [স] *বি* গ্রাফ+ফা খাতা। *বি* নকশা আকার খাতাবিশেষ। 'রুলকাটা গ্রাফের খাতার মত।' জীবন, ১৯৩১।

গ্রাফস [স] *বি* মদবিশেষ। 'গাঞ্জা গুলি চরস গ্রাফস এবং মদিরার মেয়েরা ... সর্বদাই কন্ঠ চলে।' ভবানী, ১৮২৮।

গ্রাবু [স] *বি* তাস খেলাবিশেষ। 'তাহারই অনুলিপি তাসের গ্রাবু খেলায়।' বরদর্শন, ১৮৭২।

গ্রাভিটেশন [স] *বি* মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। 'পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন যায় ন'ড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

গ্রাম [স] ১ *বি* কয়েকটি পাহাড়ের সমষ্টি। 'নানা গ্রাম হৈতে সব নানা উপায়ন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ *বিণ* গ্রামের। 'গ্রাম-সম্বন্ধে ভূমি আমা সবাকার ভাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ *বি* ক্ষুদ্র জনবসতি। 'যেখানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম।' বিদ্যা, ১৮৫১।

গ্রাম-কুকুট [স] *বি* পোষা মোরগ। 'মিষ্টিসূরের নহবৎ বাজে গ্রাম-কুকুটের অনবসর কণ্ঠে।' ব্রহ্মদেব, ১৯২৯।

গ্রামখরচা [স গ্রাম+আ খরচ] ১ *বি* গ্রামীণ সাগিনি বাবদ খরচ। 'এজারা কিছু গোলযোগ বাদাইলে ... থামাইবার জন্য গ্রামখরচা দিতে হইবে।' সুলত, ১৮৭৩। ২ *বি* ঘৃণবিশেষ। 'উৎকোচচরম্বল যাহা দেয়, তাহাকেই গ্রামখরচা কহে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

গ্রামচেতা [স] *বি* গ্রামের পূজার স্থান। 'বর্ষার প্রাকালে গ্রামচেতে গৃহবলিভুক্ত পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্রামজিহা ১ *বিণ* গ্রাম থেকে দূরবর্তী। 'গ্রামছাড়া ঐ রাজা মাটির পথ ভ্রমার মন ভুলায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ *বিণ* গ্রাম পরিত্যক্ত। কার্যোপলক্ষে স্বাধীনভাবে গ্রামছাড়া হতে হয়। 'ওয়ালা, ১৯৬৪।

গ্রামছাড়া করা *ক্রি* গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। 'শুনীকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া ... প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গ্রামজীবন [স] *বি* গ্রামীণ জনজীবন। 'গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূল কথা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণা ...' সনৎ, ১৯৭০।

গ্রামগুণ [স গ্রাম+] *বি* গ্রামের প্রধান শ্রেণীর ব্যক্তি। 'আর জত গ্রামগুণ নামে সম্বন্ধে তাই।' মুদ্রণ, ১৬০০।

গ্রামতলি [স গ্রাম+স তল+] *বি* গ্রামের উপকণ্ঠ। 'তফাতে একটি গ্রামতলি গড়িয়া উঠিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৭।

গ্রামদাহ [স] *বি* গ্রাম পোড়ানো। 'গ্রাম প্রত্যহ গ্রামদাহ ও লুণ্ঠনের সংবাদ আসিতে লাগিল।' সংসদ, ১৮৯৮।

গ্রামদৃশ্য [স] *বি* গ্রামের দৃশ্য। 'নিভৃত গ্রামদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গ্রাম-দেবতা [স] *বি* গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা। 'গ্রাম-দেবতার কাছে, নীরবে কহিও ছোট মনে ভব যত না বাসনা।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

গ্রামদেশী [স গ্রামদেশীয়] *বিণ* গ্রামে তৈরি। 'আমাদের গ্রামদেশী পুতুলগুলি আইডিয়ালিস্টিক।' জঙ্গীম, ১৯৬১।

গ্রামনাশা [স] *বিণ* গ্রামকে ধ্বংস করে এমন। 'যদি এমন গ্রামনাশা বিবাদ বেধে ওঠে।' তারা, ১৯৪০।

গ্রামনিবাসী [স] *বি* গ্রামে বাস করে যে। 'একজন গ্রামনিবাসী এই গত বৃজ্ঞত দেখিয়া ...' তারিণী, ১৮০৩।

গ্রামপতি [স] *বি* গ্রামের মোড়ল। 'গ্রামপতি, পুরপতি প্রভৃতির শাসন-কর্তৃত্ব পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

গ্রামপথ [স] *বি* গ্রামের রাস্তা। 'গ্রামপথে উক্ত পিরিবালার আসা

উচিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গ্রামপ্রাশ্ত [স] গ্রামের শেষ সীমানা। 'নদীতীরে কোনো-এক গ্রামপ্রাশ্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গ্রামবধু [স] বি গাঁয়ের বউ। 'গ্রামবধূদের জল তোলা, স্নান করা প্রায় বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

গ্রামবাসি [স] গ্রামবাসী। 'বিগ গ্রামে বাসকারী।' 'গ্রামবাসি বালকেরাই তথায় পাঠ করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

গ্রামবাসিনী [স] বিগ স্ত্রী গ্রামে বাসকারী। 'কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার স্বর্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গ্রামবাসী [স] বিগ গ্রামে বাস করে এমন। 'এক গ্রামবাসী নিরাকাক্ষী হিন্দুর ...।' তারিণী, ১৮০৩।

গ্রামবৃদ্ধ [স] বি গ্রামের বয়স্ক লোক। 'গ্রামবৃদ্ধদের ঘরের নিকটে যে চৈতাবট শুকাকাকীতে মুখের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্রাম ভাটি, গ্রামভাটি [স] গ্রাম>। বি বিয়ের মতো সামাজিক উৎসবে গ্রামের বারোয়ারিতে দেয় চাঁদ। 'গ্রামভাটি ও নানা প্রকার বারের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮; 'বউআটে ছোঁড়ারা গ্রাম ভাঁটির জন্য বরকর্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।' হতেম, ১৮৬১।

গ্রামভিত্তিক [স] বিগ গ্রামকেন্দ্রিক। 'প্রাক-বৃত্তি পূর্বে এ দেশে সমাজবান্ধব ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও প্রধানতঃ গ্রামভিত্তিক।' সনৎ, ১৯৭০।

গ্রামমুখী [স] বিগ গ্রামকেন্দ্রিক। 'কর্মতৎপরতা শহরকেন্দ্রিক না হয়ে গ্রামমুখী হওয়া উচিত।' বেগম, ১৯৭৫।

গ্রামযাত্রী [স] বি গ্রামের পুরোহিত। 'এক ঘরে পায়া মান গ্রামযাত্রী বিজ্ঞ জ্ঞান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গ্রামযুদ্ধ [স] বিগ গ্রাম সমন্বিত। 'গঙ্গাতীরে বহু গ্রামযুদ্ধ ঘটেছিল।' নন্দী, ১৮৪৭।

গ্রামযুদ্ধ [স] বি গ্রাম্য বিবাদ। 'মৌলানাগণ সেনাপতিরূপে এই গ্রামযুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।' শওকত, ১৯৫৮।

গ্রামলক্ষ্মী [স] বি গ্রামের ধন-ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক। 'গ্রামলক্ষ্মী শ্রোতবিনী ... অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গ্রামলয় [স] বিগ গ্রামের সঙ্গে লাগোয়া। 'গ্রামলয় দ্বিতীয় দিঘিটিতে জল তোলাপাড়।' হাসান, ১৯৬৭।

গ্রামস্বামী [স] বি গ্রামের সৌন্দর্য। 'তাহার গানে ... গ্রামস্বামী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিতরু হইয়া রহিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গ্রামসম্পর্ক [স] বি গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে সম্পর্ক। 'প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গ্রাম-সম্বন্ধ [স] বি গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার সূত্রে সম্পর্ক। 'গ্রাম-সম্বন্ধে ভূমি আমা সবাকার ভাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রামসীমা [স] বি গ্রামের প্রান্ত। 'তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গ্রামসীমানা [স] বি গ্রামের প্রান্ত। 'অন্ধকার হইয়া গিয়াছে দূর গ্রামসীমানা।' শওকত, ১৯৫৮।

গ্রামসূক্ষ্ম [স] গ্রাম-তত্ত্ব। বিগ সমগ্র গ্রামের। 'কোজাগরী লক্ষী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসূক্ষ্ম লোক সেখানে পাত পাড়িত।' বিভূতি, ১৯২৯।

গ্রামসুবাদ [স] বি একই গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে সম্পর্ক। 'তোমাদের

সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

গ্রামস্থ [স] বিগ গ্রামের। 'ঈশ্বরী পদ্মা স্নানে গ্রামস্থ প্রায় সকলি আনিয়াছিলেন ...।' কেরি, ১৮০২।

গ্রামহায় [স] গ্রাম+কা হায়। ক্রিবিগ গ্রামসমূহে। 'গ্রামহায় মহাজন কেহো নাগ্রী।' ওর্সা, ১৭৮২।

গ্রামাঞ্চল [স] বি পট্টী এলাকা। '... খুলনার গ্রামাঞ্চল সফর করেন।' বেগম, ১৯৫১।

গ্রামাধ্যক্ষ [স] বি গ্রামের প্রধান। 'গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজাগণকে দুঃখ দিয়া ধন সম্ভার করে।' রামস্বয়ম, ১৮০২।

গ্রামান্ত [স] বি গ্রামের শেষ। 'খেয়ালি আশায় সন্ধ্যানে যার দিনের শেষে গ্রামান্তে কোনো।' শামসুর, ১৯৫৯।

গ্রামান্তর [স] বি অন্য গ্রাম। 'আর গ্রামান্তর হইতে সাম্মী আনিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রামে গ্রামে ক্রিবিগ সর্বত্র। 'গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যাঘ্র স্থাপন করো।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গ্রাম্য বি সুর-সতরু, কোমল ও কড়ি-সহ মোট বোরোটি স্বর। 'প্রত্যেক গ্রামে ১২ সুর থাকায় ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

গ্রাম্যজন [স] বি রেকর্ড বাজিয়ে যে কোনো ধর্নি শোনার যন্ত্র। 'টেলিফোন, গ্রামফোন - ফোনোগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা য়িয়াছে।' রোকেয়া, ১৯২২।

গ্রাম্যভার, গ্রাম্যভারী [স] পট্টী। বিগ গুরুপট্টার। 'গ্রাম্যভারী গাও-বুড়োরা রবিবারের নেভির স্ট পেরে চলেছেন।' মুজতবা, ১৯৫২; 'জীকু অশ্লিল দিয়ে গ্রাম্যভারি সর্বযজ্ঞের কপালে তিলক দেয়।' মুজতবা, ১৯৬০।

গ্রাম্যর [স] বি ব্যাকরণ। 'ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রাম্যর।' দর্পণ, ১৮৩০।

গ্রাম্যিক [স] ১ বিগ গ্রাম্যিক চিন্তাধারাবিশিষ্ট। 'বছর দেশেক ধরে শহরেই আছে ... তবু সে নাগরিক নয়, মনে মনে গ্রাম্যিক।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

২ বি গ্রাম্যরক্ষক। 'এগিয়ে গেলে সেনানামিএর সঙ্গে আসা চার-পাঁচজন গ্রাম্যিক।' মাহেনব, ১৯৪৯।

গ্রাম্যজন [স] গ্রাম+জন। বি গ্রামের লোকজন। 'বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রাম্যজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রাম্যিনি [স] গ্রাম্যণী। বি নাপিত। 'কাটাইল নবনাড়ি আনিয়া গ্রাম্যিনি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

গ্রাম্যী [স] সমাসে ই-কার। বিগ গ্রামের। 'বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রাম্যজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রাষ্ট্রীয় কেশরী গ্রাম্যী গোষ্ঠীপতি বিজ্ঞ স্বামী।' ভারত, ১৭৬০।

গ্রাম্যীগ [স] বিগ গ্রামের। 'গ্রাম্যীগ উৎসব।' জীবন, ১৯৪০।

গ্রাম্যীয় [স] বিগ গ্রামে অবস্থিত। 'সুখচক্রগ্রাম্যীয় বৌদ্ধীয় সিমিনেরি।' দর্পণ, ১৮৩৬।

গ্রাম্যোক্ষেন [স] বি কলের গান। 'একটা গ্রাম্যোক্ষেনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গ্রাম্যারি, গ্রাম্যারী [স] পট্টী। ১ বিগ গুরুপট্টার। 'পলিটিক্স এবং অন্যান্য গ্রাম্যারি বিষয় নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিগ গুরুপাক। 'গ্রাম্যারী রান্না কেন, মাঝুরী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা ... পারে না।' মুজতবা, ১৯৫২।

গ্রাম্য [স] ১ বিগ পার্শ্বব। 'গ্রাম্য বিসএ জন্ম লইলাঙ আমি।' মালাধর,

১৫০০। ২ বিণ গ্রামে বাস করে এমন। 'গ্রাম্য মুখিকা।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ গ্রাম সম্পর্কিত। 'তদেশের যে ইতর ভাষা তাহার নাম গ্রাম্য।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি স্বল্পশিক্ষিত। 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বিণ গ্রামীণ; গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'পতিসরের নদী নিতান্তই গ্রাম্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৬ বিণ স্থল। 'আহাদের হিসাব অতিশয় সূক্ষ্ম তাহার মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে; তাহাদিগকে বলে গ্রাম্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৭ গ্রাম্য প্রতিনিধিদের আসন সংখ্যা অধিক করা হয়। 'আজাদ, ১৯৩৬।

গ্রাম্যকথা [স] বি লোকসমাজের কথা। 'গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসংগ করিয়া লইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্রাম্যচেতনা [স] বি গ্রাম্যতাবোধ। 'পৃথিবীর বয়েসি গ্রাম্যচেতনায় উপস্থিত হতে জানত।' হাসান, ১৯৬৭।

গ্রাম্যজ্ঞান [স] বি গ্রামের লোক। 'আমি যেন গ্রাম্যজ্ঞান বলে আছি বিমূঢ়, উৎসুক।' বিশ্ব, ১৯৪১।

গ্রাম্যজীবন [স] বি পল্লীতে জীবনযাপন। 'সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রাম্যজীবনের চিত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

গ্রাম্যতা [স] ১ বি ভাঁড়ামি। 'তাহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি ভাষার শব্দগত অর্ধগত অশোভনতা। 'দুটো-চারটে গ্রাম্যতা-দোষ সংশোধন করে দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি অমার্জিত ভাব। 'অমৃত গ্রাম্যতা উপরের দলের পক্ষে বিধম হাস্যকর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি অজ্ঞতা। 'কৈলাসের গ্রাম্যতায় বিমম্ব প্রকাশ করিয়া কহিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বি অশ্রীলতা। 'উক্তিটি গ্রাম্যতা-দোষে দুই।' প্রথম, ১৯২৮।

গ্রাম্যদেবতা [স] বি লৌকিক দেবতা। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ...' শীতলা, বৃড়োচাক্ষুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মলাই।' অবন, ১৯১৮।

গ্রাম্যপথ [স] বি কাঁচাঘাটের পথ। 'সেই ক্ষুদ্র গরাসে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গ্রাম্যপণ্ড [স] বি গৃহপালিত পণ্ড। 'গো, অশ্ব, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি জন্ত লোকালয়ে থাকে ... এই সকল জন্তকে গ্রাম্যপণ্ড বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

গ্রাম্যধূ [স] বি গ্রামের বউ। 'আসিছে শুভ্রা বহি গ্রাম্যধূসম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গ্রাম্যবার্তা, গ্রাম্যবার্তা [স] বি গ্রামের মানুষের কথা। 'গ্রাম্যবার্তা জগৎ দ্বিতীয় জনপঞ্জহীন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রাম্যব্যাক [স] গ্রাম্য+ই ব্যাক বি গ্রাম্যক্সে পরিচালিত ব্যাক। 'এ টাকার দ্বারা গ্রাম্যব্যাক প্রতিষ্ঠা করিয়া ...।' সওগাত, ১৯৩৯।

গ্রাম্যভাবে [স] ক্রিবিপ স্থলভাবে। 'সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্রাম্যভাষা [স] বি গ্রামের অমার্জিত ভাষা। 'গ্রাম্যভাষায় লিখিতে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

গ্রাম্যরস [স] বি আদরস। 'গ্রাম্যরস ভুলিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গ্রাম্যলোক [স] বি গ্রামে বাসরত জনসাধারণ। 'বহুবিবাহ আমরদিগের গ্রাম্যালোকের এক প্রকার ব্যবসায় হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪২।

গ্রাম্যাসংগীত [স] বি লোকসংগীত। 'গ্রাম্যসংগীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

গ্রাম্যসমাজ [স] বি গ্রামীণ সমাজ। 'এমনি ভাবেই গ্রাম্যসমাজের ক্রমবিকাশ ছিল।' তারা, ১৯৪২।

গ্রাম্যসাহিত্য [স] বি লোকসাহিত্য। 'গ্রাম্যসাহিত্য'-নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্রাস [স] ১ বি গলাধরকণ। 'বিশাল বোদালি তারে করিবেক গ্রাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ভক্ষীভূত। 'কাঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নির্গত হইবেক যে লবনার সর বৃষ্টিদিকেও গ্রাস করিবেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি খাদ্য। 'এমন সুখাদ্য গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিবে।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বি জোরপূর্বক দখল। 'গোরা মিত্রী আসিয়া ঐ কর্ম্য তাবৎ গ্রাস করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি আচ্ছাদন। 'রাহু দেতোর গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহাদিগের গ্রহণ হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বি অধিকার। 'পুত্র পুত্র মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে চতুর্দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বি লোপ। 'মৃত্যু তধু ফেলে ছায়া, পারে না করিতে গ্রাস জীবনের অমৃত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গ্রাসক [স] বিণ গ্রাসকারী। 'হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা অশনায় পাঁড়িত।' মাইকেল, ১৮৬০।

গ্রাসকট [স] বি ঘাস বা খাদ্য সরবরাহকারী। 'অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

গ্রাসকট [স] বিণ অধিকারভূক্ত। 'তাহাও ক্রমশঃ মহাজনের প্রাপ্তি হইয়া যাইতে থাকে।' মোহনন্দী, ১৯৩২।

গ্রাসচ্যুত [স] বিণ কবলমুক্ত। 'অসুর-গ্রাসচ্যুত।' নজরুল, ১৯২২।

গ্রাসপিণ্ড [স] বি খাওয়ার জন্য এক-একবার মুখে দেওয়া খাদ্যের পরিমাণ। 'প্রাচীনিক ব্রাহ্ম গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবেশ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গ্রাসাচ্ছাদন [স] গ্রাস-আচ্ছাদন বি বোরশোশ; অনবরত। 'হ্রাদদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ভিত্তি ছিল না।' দর্পণ, ১৮২৮।

গ্রাসকে বিণ এক গ্রাসে খাওয়া যায় এমন। 'অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসকে অল্পে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রাসা [স] গ্রাস+ ১ ক্রি ভক্ষীভূত করা। 'গ্রাসিতে আইসে অগ্নি কর নিবারণ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি শিকার করা। 'গ্রাসিলে কুরসে সিংহ ছাড়ে কি হে কড়ু তাহায়।' মাইকেল, ১৮৬১।

গ্রাসী [স] বিণ জ্বরদখল করেছে এমন। 'সর্বগ্রাসী বণিকদিগের ... হস্তে আসিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গ্রাহক [স] বি ক্রেতা। 'গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়নার্থ নিবারণ করি।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১২।

গ্রাহকতা [স] বি কেনার বা লাভের ইচ্ছা। 'কোন নূতন অশুদ্র দ্রব্য দ্রষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

গ্রাহকত্ব [স] বি গ্রাহকত্ব। 'এক্ষণে তদন্ত গ্রাহকগ্রাণ্য অর্থাৎ যাহারা গ্রাহকত্বসূচক বসন খান্নর করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট পুত্রক প্রেরিত হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

গ্রাহ্য [স] ১ বি গ্রহণ। 'সে মোক্ষমা ডিসমিস হইবেক অর্থাৎ গ্রাহ্য করা যাইবে না।' ফরস্টার, ১৭৯৫। ২ বিণ গৃহীত। 'তাহা অনায়াসে গ্রাহ্য হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'অন্য দেশীয় লোকেরদের গ্রাহ্য বস্ত্র এখানে উৎপন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮১৮। ৪ বি স্বীকার। 'এই ক্রটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য করিবেন না।' দর্পণ,

১৮৩৯। ৫ বিণ গোচর। 'জল ... লঘুতর হইলে বায়ুবৎ হইয়া আয়াদিশের গ্রাহ্য হইত না।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৬ বি বিবেচনা। 'জমিদারেরা অর্থমোহে অন্ধ হইয়া তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন না।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯। ৭ বিণ গ্রহণীয়। 'বদেশীয় সজ্জা ত্যাগ্য এবং বিদেশী পোশাকই গ্রাহ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৮ বিণ মান্য। 'সেখানে কোনো ইচ্ছিত্যত কেউ গ্রাহ্য করে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৯ বি পরোয়া। 'মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গ্রাহ্য করা ১ ক্রি মেনে নেওয়া। 'দয়ালু ভগবান কৃপা পূর্বক তাহা গ্রাহ্য করিয়া ... দিলেন।' ভারতী, ১৮০৩। ২ ক্রি পরোয়া করা। 'রৌদ্রের উত্তাপকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গ্রিজা [প ইয়েজা] বি খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। গ্রিজাঘর [প ইয়েজা+পা ঘর] বি খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'মদরসার নিকটে কোম্পানির এক গ্রিজা ঘর হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

গ্রিজাবাটী [প ইয়েজা+স বাটী] বি খ্রিস্টানদের উপাসনা-গৃহ। 'টাকশালের সমুখস্থ প্রধান গ্রিজাবাটীতে প্রধান স্থানে তাঁহার কবর হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

গ্রিন [হি] বিণ সবুজ। 'রং বেরং ... সাদা, গ্রিন, লাল।' হুতায়, ১৮৬১।

গ্রিনিজ মানদণ্ড [হি গ্রিনিজ+স মানদণ্ড] বি লভনের উপকর্তে গ্রিনিচ মানমন্দিরের অবস্থানকে শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমা বলে ধরে নিয়ে সে স্থানের সময়কে মান সময় বলে বিবেচনা করা। 'তিনি গ্রিনিজ মানদণ্ড-বিভাগে সংবাদ নিয়ে জানলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্রিল [১] বিণ লোহার শিকে গেঁথে আঠনে বলসানো। 'গ্রিল কাবাব বলসানও না কেন।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯। ২ বি লোহার পাত। 'গ্রিল দেওয়া জানালা।' শ্যামল, ১৯৬৭।

গ্রিলদান [হি গ্রিল+দান] দান। বি রান্না করার অথবা ঢাকা দেওয়ার পদ্ধতি কাঠামোবিশেষ। ওঙ্গা, ১৭৮৮।

গ্রিসিয়ান [হি] বিণ গ্রীক দেশীয়। 'গ্রিসিয়ান খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নেচে উঠে।' জীবন, ১৯৩২।

গ্রিস্মতাপ [স গ্রীষ্ম+তাপ] বি গ্রীষ্মের উষ্ণতা। 'গ্রিস্মতাপে নিতি নিতি জল হয় ক্ষয়।' মালাধর, ১৫০০।

গ্রিহ [স গৃহ] বি ভবন। 'রাজ গ্রিহে হৈব উপনিতি।' মালাধর, ১৫০০।

গ্রিহস্ত [স গৃহস্থ] বিণ গৃহস্থ। 'পাচ খান হাল আমার নিজে গ্রিহস্ত লোক ...।' ওঙ্গা, ১৭৮২।

গ্রীক [হি] ১ বি গ্রীসের ভাষা। 'আমি ল্যাটিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর আর গ্রীক ...।' কেরি, ১৮০১। ২ বিণ গ্রীক দেশের। 'প্লটার্ক নামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি গ্রীক দেশের অধিবাসী। 'গ্রীক, আরব, রোমক, জারমান ইংরেজ ইত্যাদি জাতি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

গ্রীকলোক [হি গ্রীক+স লোক] বি গ্রীক দেশের অধিবাসী। 'ইউরোপীয় গ্রীকলোক হাযারা ক্রিয়ৎকাল ভারতবর্ষের পশ্চিম বাল্লীক (বাল্য) ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

গ্রীজাঘর [প ইয়েজা+ঘর] বি খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। 'প্রধান গ্রীজা ঘরে তিনি ধর্মোপদেশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

গ্রীন [হি] বিণ তরুণ। 'তুমি হয়ে উঠছ, যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইন গাছের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

গ্রীনকুম [হি] বি সাজঘর। 'মস্তাবস্থায় গ্রীনকুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

ভারী গোল বাধাইয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনকুমের মধ্যে উকি।' শরৎ, ১৯১৭।

গ্রীন হাউস [হি] বি শীতপ্রধান অঞ্চলে গাছের চারা জন্মানো ও বৃদ্ধির জন্য নির্মিত কারের ঘর। 'মানুষকে যারা গ্রীন হাউসে পুরে সত্যি বা যতি বানাতো চান ...।' অন্নদা, ১৯২৯।

গ্রীব [স গ্রীবা] বি গ্রীবা; ঘাড়। 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

গ্রীবা [স] ১ বি ঘাড়। 'আমার ঘোড়ার গ্রীবা না ফিরায়ে উঠে নাহি চায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি গলদেশ। 'অসামুখ বোল কিবা কেবল কূর্মর গ্রীবা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

গ্রীবা-আদোলন [স] বি ঘাড় দোলানো। 'তারাত গ্রীবা-আদোলনে আমাদের প্রত্যাভিবাদন করতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গ্রীবাচ্যুত [স] বিণ ঘাড় হতে বিচ্ছিন্ন। 'মস্তকটি গ্রীবাচ্যুত হইয়া পক্ষ ভালের মত সশব্দে ভূপতিত হইল।' সিরাজী, ১৯১৮।

গ্রীবাদেশ [স] বি গলা; ঘাড়। 'গ্রীবাদেশ বন্ধ করিয়া অভ্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

গ্রীবামূল [স] বি ঘাড় ও গলদেশের সংযোগস্থল। 'লঙ্কায় গ্রীবামূল পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠে।' প্রমথ, ১৮৯৯।

গ্রীষ্ম [স] ১ বি গরম কাল; বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস। 'এককালে হয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ গরম। 'গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮৩৪। 'অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিম্নাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি ক্ষুধা। 'কেটে যায় জঠরের গ্রীষ্ম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মকঠিন [স] বিণ গ্রীষ্মের ন্যায় রুদ্ধ। 'গ্রীষ্মকঠিন বর্ষাকোমল শহরের মুখ।' শ্যামসূর, ১৯৫৯।

গ্রীষ্মকাতর [স] বিণ গ্রীষ্মের দরুন কাতর। 'এই বীজনপরায়ণ গ্রীষ্মকাতর মেমমুর্তিটির প্রতি কালীপদর ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

গ্রীষ্মকাল [স] বি বাংলা সনের প্রথম ঋতু। 'গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

গ্রীষ্মকালীন [স] বিণ গ্রীষ্ম ঋতুর। 'পাঞ্জাবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।' মাহেন্দো, ১৯৪৯।

গ্রীষ্মক্লিষ্ট [স] বিণ গ্রীষ্মের তীব্র গরমে কাতর। 'গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

গ্রীষ্মতপ্ত [স] বিণ গ্রীষ্মের প্রখর তাপযুক্ত। 'গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মতাপসম্ভ্রাত [স] বিণ গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে স্ট্র। 'শকুন্তলার পীড়া গ্রীষ্মতাপসম্ভ্রাত নয়।' মুরশিদ, ১৯৭০।

গ্রীষ্মদগ্ধ [স] বিণ গ্রীষ্মের গরমে পোড়া। 'গ্রীষ্মদগ্ধ তাপগুস্ত মারী-ধ্বংস-ধ্বংসে।' নজরুল, ১৯২৫।

গ্রীষ্মদিন [স] বি গরমের দিন। 'নিচের একটা যাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে।' বিজুতি, ১৯৩১।

গ্রীষ্মপ্রত্যাঘ [স] বি গ্রীষ্মের প্রভাত। 'গ্রীষ্মপ্রত্যাঘের ঝিরঝির হাওয়ার মতো।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

গ্রীষ্মপ্রধান [স] বিণ গ্রীষ্ম যেখানে দীর্ঘস্থায়ী। 'গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এর জন্মস্থান।' মদনমোহন, ১৮৫০।

গ্রীষ্মরক্ত [স] *বিণ* গ্রীষ্মের তীব্র পরমে নিঃশব্দ। 'গ্রীষ্মরক্ত অবলুণ্ড/ নদীপথে অকস্মাৎ প্রাবনের দুরন্ত ধারায় ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মশীর্ণ [স] *বিণ* গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে গেছে এমন। 'এখানকার গ্রীষ্মশীর্ণ হোটে নদীর শাখ ভ্রান্তি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

গ্রীষ্মাতিশয্য [স] *বি* গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের আধিক্য। 'দুর্বলতা, মনঃকষ্ট, গ্রীষ্মাতিশয্য ... এই অনুমান করতি প্রাধান্য পাইল বেশি।' মানিক, ১৯৩৭।

গ্রীষ্মাবকাশ [স] *বি* গ্রীষ্মকালীন ছুটি। 'গ্রীষ্মাবকাশে দেবদাস বিদেশ বেড়াইতে গিয়াছিল।' শরৎ, ১৯৭৭।

গ্রীষ্মাবাস [স] *বি* গ্রীষ্মকালে বাসযোগ্য আবাসস্থান। 'এখানে তাহাদের গ্রীষ্মাবাসের প্রতিষ্ঠা করতঃ ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

গ্রীস [হি] *বি* দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের প্রাচীন ঐতিহাসিক দেশ। 'ইজিপ্ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

গ্রীসদেশীয় [হি] *গ্রিস+স দেশীয়* *বিণ* গ্রীস দেশে সঞ্চরীয়। 'গ্রীসদেশীয় বেক্সদেরও পিঙ্গপূজা বিবৃতরূপে প্রচলিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

গ্রীসিয়ান [হি] *বিণ* গ্রীসদেশে তৈরি। 'হাইইলের জায়গার গ্রীসিয়ান স্যান্ডেল।' গেমস, ১৯৫১।

গ্রীসীয় [হি] *গ্রিস+স ইয়া* *বিণ* গ্রীসদেশীয়। 'গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

গ্রীহিনি [স পৃথিবী] পত্নী। 'অবস্তি নগরে বসি সঙ্গতে গ্রীহিনি।' মালধার, ১৫০০।

গ্রুপ [১] *বিণ* সমষ্টিগত। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্সোনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি জায়গা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। *২* *বি* দল। 'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট গ্রুপ গঠন করিয়া তাঁদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ঘোষণা করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৬।

গ্রুপ ফটো [হি] *বি* যৌথ ছবি। 'নিজের নানা বয়সের ছবি ছাড়াও আঠে পারিবারিক গ্রুপ ফটো।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

গ্রোট [হি] *বিণ* মহান। 'তুমি হবে শালীষহৃদি দি গ্রোট।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্রোট ওঅর [হি] *বি* প্রথম মহাযুদ্ধ। 'গ্রোট ওঅর-এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

গ্রোটম্যান [হি] *বিণ* বিখ্যাত ব্যক্তি। 'সকলেই গ্রোটম্যান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

গ্রোড [হি] *বি* পদমর্যাদা। 'নীচের গ্রোডের চাকুরীতে কোন সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার ...' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

গ্রেশ, গ্রেন [হি] *বি* গ্রেন; এক আউলের ৪০৭ ভাগের ১ ভাগ। 'ওজনে এক গ্রেশের ... ভাগের এক ভাগ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'কুইনিন খেতে হল দশ গ্রেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

গ্রেনেড [স] *বি* হাভেবোয়া। 'বোজে রাইফেল, গ্রেনেড, মেশিনগান, মুক্তিফৌজ, বিদ্রোহী তরুণ।' শামসুর, ১৯৭২।

গ্রেশোর [ফা গিরিফতার] *বিণ* আটক। 'সন্ন্যাসীকে গ্রেশোর করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪৪।

গ্রেশোরী, গ্রেশোরী [ফা গিরিফতার] *বিণ* গ্রেশোরের আদেশযুক্ত। 'গ্রেশোরী ওয়ারেন্ট [ফা গিরিফতার+ই ওয়ারেন্ট] *বি* গ্রেশোরের আদেশযুক্ত পত্র। 'তাহার গ্রেশোরী ওয়ারেন্ট হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া ...' মশাররফ, ১৮৯৮।

গ্রেশোরী পরওয়ানা [ফা গিরিফতার+ফা পরওয়ানা] *বি* গ্রেশোরের আদেশযুক্ত পত্র। 'তখনকার গ্রেশোরী পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

গ্রেশোর [ফা গিরিফতার] *বি* আটক। 'তুমি যদি তাহাদের জানোই তবে তাহাদের গ্রেশোর করিয়া দাও-না কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গ্রেশোরী [ফা গিরিফতার] *বিণ* আটকের আদেশযুক্ত। 'পুত্রের নামে গ্রেশোরী এক পরওয়ানা বাহির করেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

গ্রেশোরী পরওয়ানা [ফা গিরিফতার+ফা পরওয়ানা] *বি* গ্রেশোরের আদেশ। 'কর্মীদের মাঝর উপর যদি গ্রেশোরী পরওয়ানা বুলিতে থাকে।' আজাদ, ১৯৬৪।

গ্রে-হাউস [হি] *বি* শিকারি কুকুরবিশেষ। 'দুটি গ্রে-হাউস, দুটি ফল্স আর একটি বুল-টেরিয়ার।' প্রমথ, ১৯৩১।

গ্রোন [হি] *বি* আর্জানাদ। 'ভারতমাতা করেন গ্রোন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গ্রোস [হি] *বি* বারো ডজন; ১৪৪টি। 'এক গ্রোস যুবতি সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমগ্র ...' নলরঙ্গ, ১৯৩১।

গ্র্যাচুটি [হি] *বি* চাকরি শেষে প্রাপ্য এককালীন টাকা। 'গ্র্যাচুটি কিংবা ইনড্রাফিট পেনসন নিয়ে ...' সাদত, ১৯৬৭।

গ্র্যাঞ্জুয়েট [হি] *বি* স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি। 'কলেজ পাশ গ্র্যাঞ্জুয়েটের ফলে সমাজ পৃষ্ঠ হইতেছে।' ধরাকর, ১৯০১।

গ্র্যাঞ্জুয়েট [হি] *বি* স্নাতক ডিগ্রি। 'গ্র্যাঞ্জুয়েট+স ডিগ্রি' *বি* স্নাতক ডিগ্রি। 'গ্র্যাঞ্জুয়েট ডিগ্রি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাইয়া ...' মানিক, ১৯৩৭।

গ্র্যাটিফিকেশন [হি] *বি* একপ্রকার বিশেষ ফল। 'ওর নাম গ্র্যাটিফিকেশন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

গ্র্যান্ড পিয়ানো [হি] *বি* বড়ো পিয়ানো। 'নিম্নাপ্যোটিক গ্র্যান্ড পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

গ্র্যান্ডুডি [হি] *বি* বিচারের উপযুক্ত সাক্ষ্যগ্রহণ আছে কিনা তা বিচার করে যে জুরি। 'পুলিসের বিচারে শেষে সপত্তা তোমায় গ্র্যান্ডুডি।' হত্যাম, ১৮৬১।

গ্র্যাভিটি [হি] *১* *বি* আকর্ষণিক গুরুত্ব। 'স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। *২* *বি* গৌরব; সম্মান। 'নিজের গ্র্যাভিটি নিয়ে থাকবেন।' শ্যামল, ১৯৬৭।

গ্রান [স] *বিণ* কলঙ্কিত। 'ভবু যবনিকাপাত দেবে গ্রান পরাজয় ঢেকে।' সুশীল, ১৯৪১।

গ্রানি [স] *১* *বি* মণিগত। 'নগরবাসিন্দাদের মানের হানি ও মনের গ্রানি।' বনহৃত, ১৮২৯। *২* *বি* নিন্দা। 'তাহাতে ... যারের কথাসম্বলিত অকলঙ্ক গ্রানি আছে।' দর্পণ, ১৮৩১। *৩* *বি* অবমানকার। 'নানা সময়ে তিনি যে গ্রানি উক্তি করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১। *৪* *বি* অনুশোচনা। 'মনের গ্রানির আর পরিসীমা থাকে না।' অক্ষয়, ১৮৪৯। *৫* *বি* কালিমা। 'অসে লিগু ভবে ডানি লাগলার।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। *৬* *বি* কলঙ্ক। 'মুছে যাক গ্রানি, মুছে যাক জরা, অগ্নিগ্রানো গুটি হোক ধরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। *৭* *বি* ক্ষুদ্রতা। 'কালে কালে দেশে দেশে শিল্পবর্গে দেখে রূপানি, নহি তাহে প্রত্যহের গ্রানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। *৮* *বি* অবহেলা। 'কোনো কাজে কেহুমার গ্রানি সেবার মাথুর্বে ছায়া নাহি দেয় আনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

গ্রানিকর [স] *বিণ* নিন্দাসূচক; অপমানজনক। 'ভাঁকে কোন গ্রানিকর কথা কইবে না।' মাইকেল, ১৮৭৩।

গ্রানিজনক [স] *বিণ* অপমানজনক। 'অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা

বীরপুরুষের গ্রানিজনক নহে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

গ্রানিপূর্ণ [স] বিণ কলঙ্কময়। 'যখন নাগরিকদের নৈতিক জীবন গ্রানিপূর্ণ হয়।' ওয়াজেন, ১৯৪৩।

গ্রানিবিহীন [স] বিণ কালিমাসুক্ত। 'দৈবে যে পান গ্রানিবিহীন ফুলের মতো উঠল ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

গ্রানিমা [স] বি অবসন্নতা। 'নিরাশা গ্রানিমা জাস।' জীবন, ১৯২৭।

গ্রানিমিশ্রিত [স] বিণ অপমানজনক। 'গ্রানিমিশ্রিত কথা ... কহিয়া শেষে কহিলেন।' মশাররফ, ১৯০৮।

গ্রানিহর [স] বিণ গ্রানি দূরকারী। 'আমি রাজনর্তকী। জীবনের সুরা। গ্রানিহর। ক্রান্তিহর।' মুনীর, ১৯৬৬।

গ্রানিহীন [স] ১ বিণ নির্যাস। 'দাও সেই তপোবন পূণ্যচ্ছায়ারাশি, গ্রানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যায়ান ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বিণ প্রশান্ত। 'রোগ যদি আসে রুখে সক্রম শান্ত হাসি লেশে থাকে গ্রানিহীন মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

গ্রান্ডস [হি] বি দস্তানা; হাতমোজা। 'হাতে গ্রান্ডস।' হাই, ১৯৫৮।

গ্রাশ [হি] বি গ্রাস; জলীয় পদার্থ খাওয়ার পাত্রবিশেষ। 'তবে সেই বোতলটা আর একটা গ্রাশ শীঘ্র করে আন।' মাইকেল, ১৮৬০।

গ্রাস [হি] ১ বি জলীয় পদার্থ খাওয়ার পাত্রবিশেষ। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'কট গ্রাসের কোষা পড়িল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি আয়না; দর্পণ। 'সোনালি সোহাগের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্রাস ...।' মশাররফ, ১৮৯০। ৩ বিণ গ্রাস পরিমাণ। 'ততক্ষণ এক গ্রাস বরফ-দেওয়া জল খান।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

গ্রাসকেন্স [হি] বি পানপাত্র রাখার তাক বা আধার-বিশেষ। 'দেওয়ালগিরি, আরনা, গ্রাসকেন্সের মধ্যে ...।' শরৎ, ১৯১৭।

গ্রাসভরা বিণ গ্রাসপূর্ণ। 'গ্রাসভরা রক্তন পানীয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

গ্রাসের ঝাড় বি কাচের ঝাড়বাতি। 'গ্রাসের ঝাড় হাজার করিয়াছিলেন।' জেরি, ১৮০২।

গ্রুকোজ [হি] বি পরিতৃপ্ত শর্করা। 'একটু গ্রুকোজ দাও তো।' জীবন, ১৯৩৩।

গ্রেসিআর [হি] বি হিমবাহ। 'কামনার টানে সহত গ্রেসিআর।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

গ্রোব [হি] বি ভূগোলক। 'ইংরেজী গ্রোবের অর্থাৎ ভূগোলের ও দেশ বিভাগের ... পরীক্ষা দিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

AMARBOI.COM

ঘটি করা ক্রি কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ঘট [স] ১ বি ঘড়া; কলস। 'আগে সূনা ঘটে নারী হাঙ্কি জিঠিহো না বারী' *বড়, ১৪৫০।* ২ বি মূর্তি চিত্রিত কলস। 'লক্ষ্মীয়া তোমার ঘট ছয় ডিসা হইবে নঠ'। *মুকুন্দ, ১৬০০।* ৩ বি ঘর। 'যে আলিম জানিঅ ঘীরে ঘটে চোর'। *আলাওল, ১৬৮০।* ৪ বি দেহ। 'নিরঞ্জন আদমের ঘটে হুয়া খুইলা'। *সুলতান, ১৭০০।* ৫ বি পাত্র। 'ছোট মুখের লখা লখা ঘটে কুটি কুটি মাংস ভরা রাখিয়াছে'। *ভারিণী, ১৮০৩।* ৬ বি মাথা। 'একটু ঘটে বুকি নেই'। *গিরিশ, ১৮৮৯।* ৭ বি ভাগ্য। 'আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ডাসি, এই ছিল মোর ঘটে'। *রবীন্দ্র, ১৮৯৯।* ৮ বি আখার। 'কৃতান্ত আজ ব্যক্ত সর্ব ঘটে'। *সুশীল, ১৯৫৩।*

ঘটকক্ষ [স] বি ঘট সংবলিত কক্ষ। 'ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চলে গান'। *বিভূতি, ১৯৩১।*

ঘট-কঙ্কণ [স] বি কলস ও হাতের কাঁকন। 'তটে তটে ঘট-কঙ্কণে নটমদ্বারে ওঠে গান'। *নজরুল, ১৯৩১।*

ঘটদাসী [স] বি ধর্মী ধর্মীকুরের পূজারী। 'চন্দ্র কটাল আইল বসুআ ঘটদাসী'। *রামাই, ১৭১০।*

ঘট পট [স] বি পূর্ণ কলস ও চিত্রপট। 'ঘটে পটে সব জাগায় আছে আবার নাই বলা যায়'। *লালন, ১৮৯০।*

ঘট পাত্তা ক্রি কমানো। 'ঘট পাইতে'। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ঘটস্থাপনা [স] ১ বি অভিব্যক্তি। 'কাব্যমন্দিরে দেশের মায়ের ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পঙ্কের প্রতিষ্ঠা করতে চাই'। *প্রমথ, ১৯১৪।* ২ বি বিশেষ আচরণের মাধ্যমে পূজার ঘট সাজিয়ে রাখা। 'প্রথমে সামান্যকাল - যেমন আচমন, বস্ত্রিবাচন ... ঘট-স্থাপনা অবন, ১৯১৯।

ঘটক [স ঘটক+আ বিদ্য] ১ বি বিবাহের মধ্যস্থতাকারী। 'দৈবের বনমালী ঘটক শটী হানে আইল'। *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।* ২ বি রাধুনি। 'তার মত লুটী অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়াল্য বামনেও ভাজতে পাগো না'। *হেতাম, ১৬৬১।*

ঘটকতা [স] বি ঘটকের কাজ; ঘটকালি। 'আমিও ঘটকতা করিয়া থাকি'। *রামনারায়ণ, ১৮৫৪।*

ঘটকবিদায় [স ঘটক+আ বিদ্য] বি ঘটকের পারিশ্রমিক। 'তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব'। *বঙ্কিম, ১৮৭৪।*

ঘটকালি, ঘটকালী [স ঘটক+] ১ বি ঘটকের কাজের পারিশ্রমিক। 'ঘটকালী পাবে ওরা দ্বাদশ কাহন'। *মুকুন্দ, ১৬০০।* ২ বি ঘটকের কাজ। 'ঘটকালি মালীর মহিলা ভাল জানে'। *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।* 'বলে চলে যাব কালি ঘটকালী কি করিবে আর'। *রামনারায়ণ, ১৮৫৪।*

ঘটকী [স] বি স্ত্রী যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়ে বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয়। 'এখন যে অনেক ঘটকী হয়েছে'। *উমেশ, ১৮৫৭।*

ঘটঘট [ক্ষণ্য] ১ বি বারে বারে ঘোটার শব্দ। *বিদ্যা, ১৮৯১।* ২ বি ধাতব পদার্থের পরস্পরের সঙ্গে বার বার ঘর্ষণের ধ্বনিবিশেষ। 'দিবারাত্রি যন্ত্রের ঘটঘট শব্দ মনে হইত'। *প্রভাত, ১৮৯৬।*

ঘটন [স] ১ বি ঘটনা। 'দৈবে সে জাগএ যার যেহেন ঘটনে'। *বড়, ১৪৫০।* ২ বি বিধান। 'দৈব ঘটন কর্তৃ খজন না জাএ'। *মালাধর,*

১৫০০। ৩ বি স্থাপন। 'শতীর ইচ্ছিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন'। *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

ঘটনা [স] ১ বি গঠন। 'চাঁদ সার লএ মুখ ঘটনা রুক্ষ'। *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।* ২ বি ব্যাপার। 'অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার পোষকতা করিল'। *অক্ষয়, ১৮৪২।* ৩ বি ঘটনাপরম্পরা। 'এই ঘটনার প্রাণিন্তের নির্দর্শন স্বরূপ এমত এক আখ্যান আছে'। *অক্ষয়, ১৮৪৭।* ৪ বি কর্ম সম্পাদনা। 'তদবধি দেখানো কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে'। *অক্ষয়, ১৮৪৮।* ৫ বি রেওয়াজ। 'ঈদুশ অঘটন-ঘটনা ভূমণ্ডলে অতীব বিরল'। *অক্ষয়, ১৮৪৮।* ৬ বি পরিস্থিতি। 'মানসিক বৈলক্ষ্য্যই অনেক ঘটনার একমাত্র কারণ'। *অক্ষয়, ১৮৪৯।* ৭ বি অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা। 'অন্য দেশে এ প্রকার ঘটনা হইলে একটা খণ্ড-প্রশয় উপস্থিত হইত'। *অক্ষয়, ১৮৫০।* ৮ বি সংঘটিত বিষয়। 'ঘটনামূলে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত'। *সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।*

ঘটনাক্রম [স] বি ঘটনা পরম্পরা। 'ঘটনাক্রম আর সংলাপের অনুসরণও করেছেন বিন্দ্যাসাগর'। *মুরলিধ, ১৯৭০।*

ঘটনাক্রমে [স] ক্রিবিণ দেবাহ; ঘটনাপতিক। 'দৈবের ঘটনাক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল'। *রাজীব, ১৮০৫।*

ঘটনামূলে [স ঘটন-অঘটনা বি ভাণ্ডো ও খারাপ নানা ঘটনা। 'যার বহিঃপ্রায় আবার ইন্দীপান্তন ঘটনামূলে'। *সুশীল, ১৯৫৩।*

ঘটনাক্রম [স] বি ঘটনা পরম্পরা। 'সেই আদর্শকে ঘটনাচক্রে খোয়ালী বিবর্তনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় না'। *আজাদ, ১৯৭০।*

ঘটনানীধি [স] বিণ পরিস্থিতিজ্ঞাত। 'সে ইচ্ছাপূর্বক নহে, ঘটনানীধি'। *বঙ্কিম, ১৮৮২।*

ঘটনাপল্লী [স] বি ঘটনাবলি। 'একুশের ঘটনাপল্লী'। *হাফিজুর, ১৯৫৩।*

ঘটনাপরম্পরা [স] বি পর পর সংঘটিত ঘটনা। 'ইহার পূর্ববর্তী যে সকল ঘটনাপরম্পরা এই শেষ ঘটনাতিকে সম্ভবপর করিয়াছে ...'। *বনফুল, ১৯৩৬।*

ঘটনাপ্রবাহ [স] বি কতোগুলো ঘটনার পরম্পরা। 'যে অনতিতরঙ্গিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এতক্ষণ কাল্যাপন করিতেছিলাম ...'। *রবীন্দ্র, ১৮৮৩।*

ঘটনাপ্রবাহে [স] ক্রিবিণ পাকচক্রে। 'ঘটনাপ্রবাহে ইহা জঘন্য ঘাতকভাষ্য পর্যবসিত হইয়াছে'। *আজাদ, ১৯৭০।*

ঘটনাবলী [স] বি নানা ঘটনার সমাহার। 'এই সমস্ত প্রামাণিক ঘটনাবলী ধারা ... প্রাণিন্ত সপ্রমাণ হইতেছে না'। *অক্ষয়, ১৮৪৯।*

ঘটনাপ্রধান [স] বিণ ঘটনার আধিক্য সম্পন্ন। 'বৃশ এবং সুকুমার রায়ে প্রধান তফাত এই যে, বৃশ বেশির ভাগই ঘটনাবহুল'। *মুক্ততবা, ১৯৫৮।*

ঘটনামূলক [স] ১ বিণ ঘটনার উপর নির্ভরশীল এমন। 'এই-সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বর্ণনা গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই'। *রবীন্দ্র, ১৯১১।* ২ বিণ ঘটনাপ্রধান। 'ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক'। *অবন, ১৯২৫।* ২ বিণ ঘটনাসম্পর্কিত। 'প্রথম ঘটনামূলক সাদৃশ্য - নিছক প্রতিরূপ পেলেম সেটি দিয়ে'। *অবন, ১৯২৫।*

ঘটনাসংস্থান

ঘটনাসংস্থান [স] বি ঘটনার বিন্যাস। 'তিনি ... ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঘটনাস্থল [স] বি যে স্থানে ঘটনা ঘটে। 'ঘটনাস্থলে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

ঘটনাস্রোত [স] বি অনেকগুলি সংঘটিত বিষয়ের প্রবাহ। 'ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঘটপটিয়া [বি] বাক্যে বকে এমন। 'ঘটপটিয়া ঘৃণা ভূমি কাঁহা তোমার জ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘটয়িতা [স] বি সংঘটনকারী। 'সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঘটর-ঘটর [ধন্য] বি অবিরাম ঘট শব্দ। 'শিল আর নোড়ায় ঘষাঘষি করে শব্দ তুলছে ঘটর-ঘটর।' অবন, ১৯২৭।

ঘটা [স] ঘট ১ ক্রি সংঘটিত হওয়া। 'সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি দেখা পাওয়া। 'সুপুরুষ কুলোত্তম কোথা না ঘোয়া।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ ক্রি হওয়া। 'সুন্দর এক পতি যারে ঘটা ঘটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৪ ক্রি বওয়া। 'সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। **ঘটারে** ক্রি সংঘটিত করবে। 'কোনজন কবে, ঘটারে এবে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। **ঘটিকে** ক্রি ঘটবে। 'অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিকে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। **ঘটিল** ক্রি হলো। 'আসন্ন কালে বিপরিত বুদ্ধি দাঁড়কে ঘটিল।' রামরায়, ১৮০১।

ঘটে ওঠা ক্রি সম্ভবপর হওয়া। 'পরীক্ষায় পাশ করা অনেকের পক্ষেই ঘটে উঠবে না।' বেসম, ১৯৪৯।

ঘটা [স] ঘট ১ বি আড়ম্বর। 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা।' চিত্তমণি, ১৬০০। ২ বি আয়োজন। 'পূজার ঘটা করিতে সাধাপর্যন্ত কেই কসুর করে না।' দর্পণ, ১৮১৯।

ঘটাঘটি বি জাঁকজমক। '... ঘটাঘটি কে সো, কিছুই ফেলেছিনে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ঘটা বি পরিজন। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘটা [স] ঘট [বি] জল রাখার ছোটো মাটির পাত্র। 'মাটির ঘটায় করে পানি তুলে আনে ডোবা থেকে।' কায়সার, ১৯৬২।

ঘটাকাশ [স] বি ঘটনার স্থান। 'ঘটাকাশের ঘটনা সমস্ত থেকে অনেক দূরে।' অবন, ১৯২৫।

ঘটাঘট [স] ১ বি কঠিন বস্তু দিয়ে আঘাতের শব্দ। 'সঘন ঘটঘট বিজলী হটাট দশদিশ বরিক্রয় আগিনী।' আলাওল, ১৬৮০। ২ ক্রিবিধ দ্রুততার সঙ্গে। 'খানিক নোড়া ঘষে দিলে ঘটঘট।' অবন, ১৯২৭।

ঘটটোপ [স] ১ বি আচ্ছাদন। 'বর্ণমণ্ডিত উপরি ভাগে মখমলের ঘটটোপ।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি পর্দা। 'রহস্যের ঘটটোপ কীর্ণ করে প্রণল জগতে।' সুপ্রীত, ১৯২৮।

ঘটাপটা [স] ঘটপটা [বি] জাঁকজমক। 'বড় ঘটাপটা কিছু হইল না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ঘটামেঘ [ঘটা+স মেঘ] বি আকস্মিক মেঘের আড়ম্বর। 'ঘটামেঘ হইল বাদল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘটি [স] ঘট ১ বি ঘটিকা; ঘট। 'সাত ঘটি পেল হু দুঅজ পহর।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ক্ষুদ্র আকৃতির জলপাত্রবিশেষ। 'দূর হতো দেখে চোর ঘটি বাটি থালা।' রূপরায়, ১৭৫০। 'ঘোষেরা পাতকোড়ালার

বড় পেতলের ঘটিটা পাচ্ছে না।' হুতোম, ১৮৬১। ৩ বি (অপকর্ষমূলক) পশ্চিমবঙ্গের লোক। 'হ্যাঁ, ঘটিদের মেয়ে, তাদের আবার স্বভাব-উভাব অন্যরকম।' সুনীল, ১৯৭০।

ঘটি খেলা বি খেলাবিশেষ। 'ঘটি খেলা খেলিতে লাগিল আর জলে একজাই ডেলা বৃষ্টি করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

ঘটিজল [স] ঘট+স জল [বি] ঘটিতে রাখা জল। 'ঘটিজল বলে, ওশো মথাপারাবার/ আমি স্বজ সমুজ্জল, ভূমি অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ঘটিবাটি [স] ঘট+বি [বি] থালাবাটি ইত্যাদি; তৈজসপত্র। 'নানা দ্রব্য পরিপাতি তুতি লোটা ঘটিবাটি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০; 'সপরিবারে ঘটি-বাটি ... সমেত দাখিল হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ঘটিকা [স] ১ বি ঘড়ি। 'ইউরোপীয় ঘটিকা যন্ত্রের বাহুল্য দ্বারা বেলা কালের পরিমাণ প্রচলিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি ঘটনা; সময়ের একক; দিনরাত্রির ২৪ ভাগের এক ভাগ। 'প্রতি দিবস পূর্বকালে বেলা ১১ ঘটিকার অবধি ... আফিসে উপস্থিত।' প্রভাকর, ১৮৪৮।

ঘটিত [স] ১ বিণ যুক্ত। 'প্রবাল ঘটিত চক্ষু চরন তাহার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ সম্পর্কিত। 'মালঞ্জারির ঘটিত যে কোন বিষয়।' সময়ের একক; দিনরাত্রির ২৪ ভাগের এক ভাগ। 'প্রতি দিবস পূর্বকালে বেলা ১১ ঘটিকার অবধি ... আফিসে উপস্থিত।' প্রভাকর, ১৮৪৮।

ঘটা [স] ১ বি ছোটো জলপাত্রবিশেষ। 'কাচ ঘটা অনুগত জন জেম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'অবল খাইয়া পিলা জল ঘটা ঘটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ঘটিকা; সময়। 'সেই ঘটা ক্ষণ পল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘটা-যন্ত্র [স] বি ঘড়ি। 'ঘটা-যন্ত্রের ন্যায় কাচচক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্তমান ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ঘটোদারী [স] বিণ মূল কাটিবিশিষ্ট। 'যৌবন বিহনে তুমি হবে ঘটোদারী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘটোয়ী [স] বিণ ঘটের মতো প্রশস্ত এবং স্থূল স্তনবিশিষ্ট। 'উভয়েই লাভ্যময়ী এবং ঘটোয়ী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ঘটা [স] ঘট [বি] ঘট। 'দিব্য ঘটা হিন্দুলে পিতুলে শোভা করে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঘড়ই বি বাঙালি হিন্দু পদবিশেষ। 'ভিকারিদাস ঘড়ই।' সেবধি, ১৮৪০।

ঘড়ঘড় [ধন্য] ১ বি গাড়ি চলার শব্দ। 'ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি প্রোক্ষাজনিত গলার শব্দ। 'বক বক খন খন ঘড় ঘড়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘড়ঘড়ানি [ধন্য] ঘড়ঘড় [বি] ঘড় ঘড় শব্দ। 'কলকাতার দৌড়খাপ হাঁসফাঁস কড়ফড়ানি ঘড়ঘড়ানি ভারী ছোটো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘড়ঘড়ি [ধন্য] বি ঘড় ঘড় শব্দ। 'শরির নটখটি ঘড়ঘড়ির চেয়ে এ কান্না চেরে আলাদা।' জীবন, ১৯৪৮।

ঘড়র ঘড়র [ধন্য] বি চরকা ঘোরার শব্দ। 'চরকার ঘড়র ঘড়রও শুনি না।' জঙ্গীম, ১৯৬০।

ঘড়া [স] ঘট ১ বি কলস। 'লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বড়ো পাত্র। মানোএল, ১৭৪৩; 'এক ঘড়ার উপর পীঠ, যাহাতে কিছু ঝোল পড়িয়াছিল।' তারিণী, ১৮০৩।

ঘড়া ঘড়া বিগ বহু ঘট। 'ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গগড়াগড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘড়াঞ্চি [স ঘট]। বি ঘড়া বসানোর কাঠের মঞ্চ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঘড়ি [স ঘটকা] বি ১ বি ঘড়া। 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেউ পসারা।' চর্যা ৩, ১২০০। ২ বি ঘর। 'না জানি কোন ঘড়ি যাই।' সুলতান, ১৭৫০। ৩ বি ঘটকা; সময়ের এককবিশেষ। 'দুইজনে রাতি আউ নয় ঘড়ির সময় আমার বাটার দরোওয়াজায় আসীয়া কহিলেক ...' মেয়র্স, ১৭৫৭। ৪ বি সময়মাপক যন্ত্র। 'আপনে আমাকে একটী বড় ঘড়ি দিতে চাইছেন।' বোগল, ১৭৮০। 'ঘড়ি ছোট অল্প কিস্মত।' ক্যালগে, ১৭৮৪। 'সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বি পিতলের ধাপাকৃতি ঘট। 'আশা গোট, ঘড়ি ও চক্কা একত্র হলো।' হেতাম, ১৮৬১।

ঘড়িআলি [স ঘট+হি ওয়ালা] বি ঘড়ি বিক্রতা; ঘড়ি নির্মাতা; ঘড়ি মেরামতকারী। ওর্স, ১৭৮৫।

ঘড়িওয়ালা [ঘড়ি+হি ওয়ালা] বিঘ ঘড়ি টানানো আছে এমন। 'ঘড়িওয়ালা কোন বাড়িতে ঘটাক্ষনি বাজো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘড়িখানেক বিঘ ঘটখানেক। 'ঘড়িখানেক হইল কাছারিতে পিয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

ঘড়ি ঘড়ি ক্রিবিধ থেকে থেকে। 'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িআলে ঘন ফুকারএ।' আলাওল, ১৬৮০।

ঘড়িঘর [ঘড়ি+ঘর] বি ঘড়ি টানানো আছে এমন ঘর। 'তাহার উপরি ভাগে ঘড়িঘর।' রামরাম, ১৮০১।

ঘড়িঘরা [ঘড়ি+ঘরা] বিঘ নির্ধারিত। 'চিরাভাসমত একেবারে ঘড়িঘরা সময়ে মধুনন্দন ঘুমিয়ে গড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঘড়িবানাইয়া [স ঘট+হি বনানো] বি ঘড়িওয়ালা; ঘড়ি বানায় যন্ত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘড়ি ট্রো করা ক্রি ঘড়িতে সময় কমিয়ে রাখা। 'ঘড়িটা ট্রো কে ট্রো করে রেবেছিল।' ওয়াসী, ১৯৪২।

ঘড়িআল গ্র ঘড়িয়াল

ঘড়িআল [স ঘটকা] ১ বি ঘটাবাদক। 'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িআলে ঘন ফুকারএ।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি ঘড়ি। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘড়িয়াল, ঘড়িআল [হি] বি মেছো কুমির। 'ঘড়িআল কুমীর তাহাত আপার।' বড়, ১৪৫০। 'কুমীর হাসর লিখে ঘড়িয়াল সুতক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘড়ী [স ঘট] বি ছোটো ঘট। 'সোনার চূপড়ী রাখা রূপার ঘড়ী।' বড়, ১৪৫০।

ঘড়ী [স ঘটকা] ১ বি ঘট বা গ্রহের নির্ণায়ক পাত্র। 'কোঠায় কাসুরা ঘড়ী নিশান নবহব।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ঘড়ি; সময় নিরূপক যন্ত্র। 'মেহেরবান করায় ঘড়ী পঠাইবেন।' বোগল, ১৭৮০। ৩ বি ঘট। 'কেহ ৬ কেহ বা ১২/ ১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবের।' দর্পণ, ১৮২৬।

ঘড়ীওয়ালা [স ঘট+হি ওয়ালা] বি ঘড়িনির্মাতা। ওর্স, ১৭৮৫।

ঘড়ী ঘড়ী ক্রিবিঘ ঘটায় ঘটায়। 'এই ঔষধ দুই গ্রহের রাতি পর্যন্ত ঘড়ী ঘড়ী বাওয়াইবেন।' বক্তিম, ১৮৬৫।

ঘড়ুলী [স ঘট] বি ছোটো ঘড়া। 'এক সে ঘড়ুলী সক্রই নাশ।' চর্যা ৩, ১২০০।

ঘড়েল [ঘড়িয়াল] ১ বিঘ ধৃত; সতর্ক। 'ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হইনু

ভাল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিঘ সূচক। 'গাহের তলায় ঘড়েল খোয়ালা।' নজরুল, ১৯৩১।

ঘণ [স ঘন। ক্রি] ঘন। 'ভিগির্দি পাটে লাগেলি রে অণহ কণঘ ঘণ গাজই।' চর্যা ১৬, ১২০০।

ঘণা, ঘনানো ক্রি ঘনিষ্ঠ হওয়া। 'দেও পরী যক্ষ শ্রেত কাছে না ঘনএ।' আলাওল, ১৬৮০।

ঘন্ট [স ঘট] বি কয়েক রকম সবজি একত্র করে রান্না-করা এক প্রকার ব্যঞ্জন। 'অপুর্ন মোচার ঘট তাঁহা যে খাইল।' কুরুদাস, ১৫৮০।

ঘন্টঘর [স ঘট+স ঘর] বি নদীবিশেষ। 'পশ্চিমে গর্পর নদী পূর্বে ঘন্টঘর।' বিজয়, ১৬৫০।

ঘন্টা [স] ১ বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'অলিকালি ঘন্টা নেউর চরণে।' চর্যা ১১, ১২০০। ২ বি সময়ের একক; ৬০ মিনিটের সমান। ওর্স, ১৭৮২। ৩ বি কীসার তৈরি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। ওর্স, ১৭৮২। 'চাকীরা ... ঘন্টা ও ঘুমুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে বাজিয়ে ...।' হেতাম, ১৮৬১। ৪ বি বিদ্যালয়ে পাঠদানের নির্দিষ্ট সময়। 'ইতিহাসের পরে লজিকের ঘন্টা।' বিভূতি, ১৯৩১।

ঘন্টায়র [স ঘন্টা+ঘর] বি ঘন্টা বাঁধা আছে এমন ঘর। 'মন্দিরের আকার চূড়া তাহার নাম ঘন্টায়র।' রামরাম, ১৮০১।

ঘন্টাক্ষনি [স] বি ঘটায়র আওয়াজ। 'ঘড়িওয়ালা কোন বাড়িতে ঘন্টাক্ষনি বাজো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘন্টানিনাদিনী [স] বিঘ ঘটাবাদক। 'ঘোর ঘন্টানিনাদিনী ঘন্টারাস্য পতাকিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘন্টা পাড়া ক্রি ছুটি বা নির্দিষ্ট সময় শেষের ঘট বাজিয়ে সংকেত জানানো। 'ভ্রাস শেষ হওয়ার ঘট পড়ে।' বিভূতি, ১৯৩১।

ঘন্টাবধি [স ঘট+অবধি] ক্রিবিঘ নির্দিষ্ট ঘট পর্যন্ত। 'প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘন্টাবধি ৪ ঘন্টাবধি পরাহ পর্যন্ত।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ঘন্টাবাদক [স] বি ঘট বাজায় যে। 'ঘন্টাবাদক কল ফিরাইলেই আশা হতে ঘটনাঠানন্দ শব্দ করে।' রামরাম, ১৮০১।

ঘন্টাব্যাপিয়া [স ঘট+ব্যাপী] ক্রিবিঘ নির্দিষ্ট ঘট ব্যাপী। 'তিন ঘন্টাব্যাপিয়া এতদ্রুপ পরীক্ষা লওনের পর ...।' দর্পণ, ১৮৩৬।

ঘন্টী [স ঘট] বি রাজপথ। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘন্টিওয়ালা [স ঘট+হি ওয়ালা] বি ঘট বাজায় যে ব্যক্তি। 'সিন্দালের লোক, কুম্যান, মায় ঘন্টিওয়ালা।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ঘন্টো [স ঘট] বি পাচমশালি ব্যঞ্জন। 'এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেবড়ান লুকে ফুরসা ধুতি চাদরে ফিট হয়ে বসে আছেন।' হেতাম, ১৮৬১।

ঘণ্ড [স ঘট] বি বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। 'কালো ধলো কেহ রান্না দামা ঘণ্ড বাজায় সিঙ্গা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘন [স] ১ বিঘ প্রবল। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিঘ নিরেট। 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বিঘ পুষ্ট। 'দূর করো তোর হার ঘন পীন তনে।' বড়, ১৪৫০। ৪ বিঘ দ্রুত। 'মনতোষ ভৈল কাহুকি ছাড়ে ঘন শাসে।' বড়, ১৪৫০। ৫ বি ঘন। 'উনকাস বাএ রাখা কৈল ঘন গড়।' বড়, ১৪৫০। ৬ বি (গণিত) সমান তিন রাশির গুণফল (যেমন ৩x৩x৩)। 'হায়েরদিগের প্রতি বর্ণ ও বর্ণমূল ও ঘন ও ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিল।' দর্পণ, ১৮২২। ৭ বিঘ তাসবুনযুক্ত। 'অভ্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৮ বিঘ গড়। 'তিনি একপ্রকার ঘন

মসী প্রস্তুত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৯ বিণ নিবিড়। 'ঘনবনতলে এসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ১০ বিণ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ১১ বিণ ভারী; প্রশস্ত। 'ঘন শ্রোণির, গুরু উরুর, দাড়িম-ফাটার মুখা।' নজরুল, ১৯২৫।

ঘন-আঁওটা বিণ গাঢ়। 'আজকের দুখটুক বেশ ঘন-আঁওটা।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

ঘন-ইক্ষি [স] ঘন+ই+ইক্ষি [বি (গণিত) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ প্রতিটি এক ইক্ষি পরিমাপ। 'প্রত্যেক ঘন-ইক্ষিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘনকৃষ্ণ [স] ১ বিণ মেঘের মতো কালো। 'ঘনকৃষ্ণ পত্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ গভীর। 'তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮০০।

ঘনগন্ধ [স] বি প্রবল লক্ষণ। 'সে ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঘনগঞ্জিত, ঘনগঞ্জিত [স] বিণ মেঘের গর্জনযুক্ত। 'ঘনগঞ্জিত তুষার প্রপাতের গলিত ধারায় ক্রমোচ্ছ্বাসিত জলপ্রোত মত।' সবুজ, ১৯২১।

ঘনঘটা [স] ১ বি মেঘাভ্রমর। 'সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটা দ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বি সমারোহ। 'বরষার ঘনঘটা, বিজুলি খেলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঘনঘটাচ্ছন্ন [স] বিণ মেঘাচ্ছন্ন। 'এক কর্মমাকীর্ণ ঘনঘটাচ্ছন্ন বৈতরণী, যেখানে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই প্রবেশের পথ পায় না।' সবুজ, ১৯২১।

ঘন ঘন, ঘনঘন ১ ক্রিবিণ বারবার। 'মেলে ঘনঘন জীহ্বের সুগন্ধ।' বড়ু, ১৮৫০। ২ ক্রিবিণ ক্রমে ক্রমে। 'নভোমণ্ডল পরিব্যস্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎস্রবণ হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'গঙ্গা ঢাকা ঘন মেঘে, প্রসিদ্ধে ঘন ঘন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘনঘন ক্রিবিণ বারবার। 'প্রেমের কারণে হাঙ্গী হৈল ঘন ঘনে।' বড়ু, ১৮৫০।

ঘনঘুম [স] বি গভীর ঘুম। 'আঁধি তোমার তড়িৎবৎ ঘনঘূমের মোহে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ঘনঘোর [স] বিণ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন। 'অবশ্যেতে ঘনঘোর ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘনঘোরা [স] বিণ ক্রী মেঘে অন্ধকার। 'সেই ঘনঘোরা নিশি ঝপ্পে জাগরণে মিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘনচয় [স] বি মেঘমালা। 'ঘনচয় অহর্নিশি যিনি তমোহিয়া।' আলোড়ল, ১৬৮০।

ঘনচ্ছায়া [স] ১ বিণ গাঢ় ছায়ায় আচ্ছন্ন। 'মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়া প্রায়ের ধারে একটি ঘাট এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি গাঢ় ছায়া। 'বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘনমূল [স] বিণ অতিশয় গাঢ়। 'আঁধার কেন গো ঘনমত হয় উদয়-উষার আসণে।' নজরুল, ১৯৪১।

ঘনতমসা [স] বি গাঢ় অন্ধকার। 'ঘনতমসার মধ্যে হাতড়িয়ে ফিরছে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ঘনতর [স] বিণ অত্যন্ত গাঢ়। 'যমুনার নির্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ

হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ঘনতা [স] বি গাঢ়তা। 'পাখিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাসের।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘনত্ব [স] বি গাঢ়তা। 'কাঠিন্য, কোমলতা, ঘনত্ব, তারল্য প্রভৃতি প্রত্যেক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ঘনধারা [স] বি জলের বিপুল প্রবাহ। 'স্বরে ঘনধারা নব পল্লবে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঘননিবন্ধ [স] বিণ গাঢ়। 'বিতপীসমূহের ঘননিবন্ধ ছায়া এবং স্থানটি ঠাণ্ডা ও জনবিরল।' হাসান, ১৯৬৭।

ঘননিশ্বসিত [স] বিণ ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে এমন। 'ঘননিশ্বাসিতমুখে যুবকের কাছে/হেলিয়া বসেছে শ্যামা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ঘননীল [স] বিণ গাঢ় নীল বর্ণের। 'ঘননীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘনশঙ্কিত [স] বিণ খুব কাদাময়। 'কড়ু বা পহু গহন জটিল, কড়ু পিচ্ছিল ঘনশঙ্কিত।' রবীন্দ্র, ১৮৫২।

ঘনপতি [স] বি মেঘশ্রেষ্ঠ। 'চল, ঘনপতি! ঘন-কুলোত্তম তুমি।' মাইকেল, ১৮৬০।

ঘনশিনাক [স] বিণ শাক গাখুনি বিশিষ্ট। 'কড়ু কাঠলেট্টাইটক দৃঢ় ঘনশিনাক কায়া।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ঘনবনসামাচ্ছন্ন [স] বিণ ঘন জঙ্গলে ঢাকা। 'নদীর পরপার ঘনবনসামাচ্ছন্ন।' বনফুল, ১৯৩৬।

ঘনবরন [স] ঘনবর্ণি বি গাঢ় রঙের যে। 'ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঘনবর্ষণ [স] ১ বি প্রবল বৃষ্টি। 'ঘনবর্ষণের আড়ালে কলকাতার ইটপাটের বাড়িগুলো এল মোলায়েম হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বিণ প্রবল বর্ষণমুখর। 'এসেছি বুঝে ঘনবর্ষণ রাতে, প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলধাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঘনবর্ষা [স] বি মুখল ধারায় বৃষ্টি। 'ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখনি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঘনবসতি [স] বি জনবহুলতা। 'মানুষের ঘনবসতির ডেউ নিরুজ্জ্বল রাসাদের ভিতরে।' জীবন, ১৯৩০।

ঘনবসতিপূর্ণ [স] বিণ জনবহুল। 'ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার রাস্তাঘাটের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে ধীরে চলার নীতি অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৬৮।

ঘনবিন্যস্ত [স] বিণ নিবিড়ভাবে বিন্যস্ত। 'ঘনবিন্যস্ত লতাপ্রাণিবিশেষী বিশাল বিটপীসকল।' রবীন্দ্র, ১৮৬৮।

ঘনবুনুনি [স] ঘন+স বপন। 'বি ঘনবন্ধ। 'গোটাঘো ঘনবুনুনি পালক মেলে গেল।' হাসান, ১৯৬০।

ঘনবৃষ্টি [স] বি প্রবল বৃষ্টি। 'ঘনবৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মনের ভিতরে স্তম্ভির চেয়েও নিবিড়তর ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঘনমূল [স] বি (গণিত) ঘনের মূলরাশি; কিউব-রুট। 'যেমন ৮ এর ঘনমূল ২; ২৭ এর ঘনমূল ৩; ৬৪ এর ঘনমূল ৪।' দর্পণ, ১৮২২।

ঘনমূল্য [স] বিণ জম্যতবদ্ধ মেঘ। 'তখন ঘনমেঘের আড়ালে সূর্য আছে কি নেই জানি না।' হাসান, ১৯৬৩।

ঘনান্নানিমা [স] বি গভীর মলিনতা। 'এখনো তোমার পথ ছেয়ে আছে ঘনান্নানিমা।' ফরক্‌শ, ১৯৪৩।

ঘনরব [স] বি অবিরাম শব্দ। 'ঘনরব কৈলে ঘন ঘণ্টার বাজনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘনরাঙা [স] ঘন+স রঙ্গ বিণ গাঢ় লাল। 'ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ সেলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘনশীতল [স] বিণ বরফ-ঠাণ্ডা। 'ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুলকুল করিয়া করিয়া পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঘনশাস [স] বি দ্রুত শাস। 'মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঘনশ্যাম [স] বিণ গাঢ় সবুজবর্ণের। 'গঙ্গার জল ঘন নীল - তটাকৃৎ বনরাঞ্জী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ঘনশ্যামল [স] বিণ গাঢ় সবুজবর্ণের। 'ঘনশ্যামল তমাল-তরুমূলে দাঁড়িয়েছি এই দণ্ড-দূরের তরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঘনশ্রেণী [স] বিণ নিবিড়ভাবে সারিবদ্ধ। 'নীলমেঘ ঘনশ্রেণী-গাছপালার উপরে ভারবনত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঘনসন্নিবিষ্ট [স] বিণ ঘনবিন্যস্ত; মধ্যে প্রায় ফাঁকশূন্য। 'বাংলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ঘনসার [স] বি কর্ণর। 'হিস হিবুল দ্রাক্ষা ঘনসার গজভঙ্কা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘনসিদ্ধ [স] বিণ স্লিষ্টভায়ে পরিপূর্ণ এমন। 'খুলে দাও কেশভার, ঘনসিদ্ধ অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঘন হয়য়া ক্রি অন্তরঙ্গ হওয়া; কাছে আসা। 'হাজি সাহেব একটু ঘন হয়ে বসলেন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

ঘনাকার [স] ঘন-আকার বি মেঘের আকার। 'ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ঘনআচ্ছন্ন [স] ঘন-আচ্ছন্ন বিণ মেঘাবৃত। 'সদা ঘনআচ্ছন্ন বহু ঘন শশধর।' মাইকেল, ১৮৫৯।

ঘনাক্ষকার [স] বি ঘোর অন্ধকার। 'দুঃখের ঘনাক্ষকারে দেখিস ফেলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঘনাক্তমময়ী [স] বিণ গাঢ়তম অন্ধকারময়। 'রাতি প্রদোষকালেই ঘনাক্তমময়ী হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

ঘনাবর্ত, ঘনাবর্ত [স] ঘন+আবর্ত বিণ জ্বাল দিয়ে ঘন-করা; গাঢ়। 'তিন পায়ে ঘনাবর্ত দুঃখ দিল্লা ধরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘনাবৃততা [স] বি মেঘে আবৃত অবস্থা; মেঘাচ্ছন্নতা। 'আকাশের ঘনাবৃততা প্রযুক্ত নাবিকেরা ভীত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ঘনায়মান [স] বিণ ঘনীভূত। 'সেই ঘনায়মান গভীর রাতের ঘুম।' জীবন, ১৯৩২।

ঘনায়িত [স] ১ বিণ জমাট; ঘনিঘে এসেছে এমন। 'চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় দুঃখের মেঘা।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ গাঢ়। 'আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবীরের খিণগতর ঘনায়িত অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘনাসন [স] ঘন-আসন বি মেঘের আসন। 'ঘনাসন তাজি আত নামিলা ইস্ত্রাণী।' মাইকেল, ১৮৬০।

ঘনে ঘনে, ঘনে ঘন ১ বিণ অবিরাম। 'মজুরিআ বুদী ডাক দিল ঘনে ঘনে।' বহু, ১৪৫০: 'নিত্যানন্দ বলি শাস ছাড়ে ঘনে ঘন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ বায়বায়। 'নির্ঘাত সদ তথা হইল ঘনেঘন।' মালাধর, ১৫০০।

ঘনা [স] ঘন+ বিণ তেল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'তেলি বৈসে কত জানা কেহ চাষী কেহ ঘনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘনা, ঘনানো [স] ঘন+ ১ ক্রি কাছে আসা। 'কেহ না ঘনায় মন্দ কুচরিত্র পাশে।' আলগোল, ১৬৮০। ২ ক্রি ঘনীভূত হওয়া। 'নিজের নিশাশে কুয়াশা ঘনায় ঢেকেছে নিজের কায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রি নিবিড় হয়ে আসা। 'নিবিড় আধার ঘনাল বাহিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঘনিয়ে আসা, ঘনিঘে আসা ১ ক্রি কাছে আসা। 'ঘোর কলি এসেছে ঘনিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রি গাঢ় হয়ে ওঠা। 'এমনি স্তরে স্তরে ঘনিঘে এল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ ক্রি নিকটবর্তী হওয়া। 'বিদায়ের বেলা মোর ঘনিয়ে আসে।' নরকল, ১৯৩৫।

ঘনিমা [স] বি ঘনতা। 'নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ঘনিষ্ঠ [স] ১ বিণ অবিচ্ছেদ্য। 'তবন কর্মের সহিত বর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ নিবিড়। 'বাস্তব সত্যের ঘনিষ্ঠ সম্প্রদে তাহাদিককে শব্দ হইয়া উঠিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বিণ নিকট। 'হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ বিণ একান্ত। 'স্বজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঘনিষ্ঠতম [স] বিণ অতি অন্তরঙ্গ। 'মণির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জুটল ইউসুফ ...।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ঘনিষ্ঠতর [স] বিণ অধিক অন্তরঙ্গ। 'সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরার বিষবা শাওড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বহুর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘনিষ্ঠতা [স] ১ বি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। 'সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বি অন্তরঙ্গতা; প্রণয় সম্পর্ক। 'শ্যামলভির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন, দু-তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি ঘনভাবে অবস্থান। 'অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।' আহসান, ১৯৬২।

ঘনিষ্ঠভাবে [স] ক্রিবিণ নিবিড়ভাবে। 'ঘনিষ্ঠভাবে, এমন কি, অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘনিষ্ঠরূপে [স] ক্রিবিণ ঘনিষ্ঠভাবে; নিবিড়ভাবে। 'ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘনীকৃত [স] বিণ ঘন হয়েছে এমন। 'শীত দ্বারা ঘনীকৃত হইয়া তুষাররূপে অবস্থান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

ঘনীভূত [স] ১ বিণ জমাট। 'সেই সমস্ত পরমাণু শীতল হইলে ঘনীভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ জোরালো। 'পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অহুসাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ গহন। 'জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভূত বন সজ্জিত হয়ে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ অন্ধকারময়। 'যখন গোপাল ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বিণ সংহত। 'বাঙালি মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় ...।' জগদীশ, ১৮৯৫। ৬ বিণ পরিণত। 'ভাঙ্গোবাঙ্গা প্রেমে ঘনীভূত হইতে কতক্ষণ?' সিরাজী, ১৯১৮।

ঘনেশ্বর [স] বি মেঘরাজ। 'কোথায় পুঙ্কর, আবর্তক - ঘনেশ্বর?' মাইকেল, ১৮৬০।

ঘনেশ্বরী [স] বিণ জী অত্যধিক কালো। 'ঘণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরী।'

মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘয়লা [স ঘট] বি জলপাত্রবিশেষ। 'এদেশী পিতলের ঘয়লা' বিভূতি, ১৯৩৮।

ঘর [পা] বি আবাসগৃহ। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেহী' চর্যা ৩৩, ১৯০০। ২ বি সংসার। 'হইআ সতন্তর তুমি করহ ঘর' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বিবাহিত স্ত্রী। 'অধর্মিক হব নর দুই তিহ/জাত্য ঘর জাখ ধন সেই কুলজন' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি দেশ। 'রাজা বলে সানার কোথা তোমার ঘর' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি বাজালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'হিরালাল ঘর' সেবধি, ১৮৪০। ৬ বি কক্ষ। 'কলেশ গাড়ীর কামারার মত ছোট ছোট ঘর' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৭ বি (বাউল) দেহ। 'ঘরের মধ্যে আছে লতিফা ছয়জন' লালন, ১৮৯০। ৮ বি পরিবার। 'তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্মিলিত অনেক গ্রামি আছে' দর্পণ, ১৮৩১।

ঘরওয়া [ঘর>] বিণ পারিবারিক। 'আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরওয়া একটা পরামর্শ করি নি' গিরিশ, ১৮৮৯।

ঘরকন্না [ঘর+স করণ>] ১ বি গৃহস্থালি। 'ঘরের কাথ কর্ম রাঁধা বাড়ী না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি' গৌর, ১৮২২। ২ বি সংসার। 'কেমন করে সে ভাতারকে নিয়ে ঘরকন্না করবে? উমেশ, ১৮৫৭।

ঘরকরণ [ঘর+স করণ] বি ঘরকন্না; সংসারধর্ম। 'ভাবে মনে মনে সখিছে আপন ঘরকরণের কাজ' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঘরকরণা, **ঘরকরনা**, **ঘরকর্ণা**, **ঘরকর্না** [ঘর+স করণ>] ১ বি সংসারধর্ম। 'হিয়া বড় উত্তরোল ঘরকরণায় নাই সাথ' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'ঘরকর্নার কাজ নিয়ে থাকে' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'দুটিতে মিলে ঘরকরনা করছি' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম। 'স্রীজাতি খায়দায় ঘরকর্ণা করে' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

ঘর করা ১ ক্রি বিবাহিত জীবন যাপন করা। 'মনেতে আঁখি' দেখ কার ঘর কর' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আমার ঘরে গিয়া স্রীমীর ঘর করিবে' বন্ধিম, ১৮৮৩। ২ ক্রি জীবন অতিবাহিত করা। 'যে হরফকে নিয়ে বিবাহকুর, নজরুল ইসলাম সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে পেরেছিলেন' উমর, ১৯৬৮। ৩ ক্রি মিলেমিলে থাকা। 'মনকষাকষির থেকেই হিন্দু মুসলমানের এক সাথে ঘর না করার সিদ্ধান্ত' উমর, ১৯৬৮।

ঘরকুনো বিণ ঘরে থাকতে পছন্দ করে এমন। 'এমন ঘরকুনো মানুষ আপনি পাবেন না' শ্যামসুন্দ, ১৯২২।

ঘর কে ঘর ক্রিণ ঘরের পর ঘর। 'ঘর কে ঘর উজাড় হয়ে তাতে তালাচাখি পড়ল' নজরুল, ১৯২৪।

ঘর খরচ [ঘর+আ বরজ] বি ঘরের খরচ; সংসার চালনার খরচ। '২২ বাইশ তক্তা তহবিলে আছে তাহা এখন ঘর খরচ হইবেক' মেয়র্স, ১৭৬২।

ঘর-গড়া কথা বি বানানো কথা। 'এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয়' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঘরগাড়ি [ঘর+গাড়ি] বি গৃহস্থালি। 'সবংশে নাশিব নয় নিব ঘরগাড়ি' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঘরগারী [ঘর>] বি গৃহস্থালি। 'দুঃখ রহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে সঙ্কয় করিয়া ঘরগারী' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘরগাতি [ঘর+স গাতি] বি বংশের সব লোক। 'রাজার ঘরগাতি সব গুড়ে ছাই হয়ে গেছে' নজরুল, ১৯২৪।

ঘর-গৃহস্থালী [স ঘর+স গৃহস্থালি] বি ঘর-সংসার। 'ঘর-গৃহস্থালী সুনিপুণ হাতে সুসজ্জিত রাখিয়া ...' বেগম, ১৯৪৭।

ঘরপেরস্থ [ঘর+স গৃহস্থ] বিণ ঘর-সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'আমরা বুড়োবুড়ি ঘরপেরস্থ মানুষ কী বুঝব বল' জীবন, ১৯৩২।

ঘর পেরস্তি [ঘর+স গৃহস্থ] বি ঘর-সংসার। 'ভালমতো ঘর পেরস্তি করিতে পারিবে' রেক্সেয়া, ১৯৩০।

ঘর-পেরস্থালি [ঘর+স গৃহস্থালি] বি ঘর-সংসার। 'ঘর-পেরস্থালির একটু ঝাঝ সহিতে হবে' নজরুল, ১৯২৭।

ঘর ঘর ক্রিণ ঘর ঘরে। 'তবে ঘর ঘর উকীল হয়ে কিছু প্যাচ পরছে' গিরিশ, ১৮৮৬।

ঘরঘাশা [ঘর+ঘেঁষা] বিণ অতি চেনাজানা বিষয়ের মতো। 'অ্যাত ঘরঘাশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নকশায় চিনতে পারেন না' হুতোম, ১৮৮৮।

ঘরছাড়া [ঘর+ছাড়া] ১ বিণ ঘর থেকে বিতাড়িত। 'গৃহস্থকে কী করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয়' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ঘর ত্যাগ করেছে যে। 'ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে রইল মজে আপন মনে' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৩ বিণ অশ্রয়হীন। 'নিয়ে যায় ... ঘরছাড়া কোন পথের পানে' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৪ বিণ গৃহত্যাগী। 'কোন ঘর-ছাড়া বিবাগির বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি' নজরুল, ১৯২৫। ৫ বিণ ঘরে নেই এমন। 'প্রবীণ ভূতা ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বিণ/সুহাত। 'প্রাচীন সামগ্রী ঘরছাড়া হইবে' শওকত, ১৯৫৮।

ঘরজামাই [ঘর+স জামাতা] বি শ্বশুরালয় নিবাসী ও স্বতর পালিত জামাতা। 'আজ তারা ঘরজামাই ও অনুদাস ভাগনেদের দলে গয়া' হুতোম, ১৮৬১।

ঘর-ডাকা [ঘর+ডাকা] বিণ গৃহভিষ্মী। 'সদ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে' নজরুল, ১৯২৩।

ঘরদল [ঘর+স দল] বি নিজ দেশের বাদ্যদল। 'ঘরদল পরদল নাহি চিনি তোমা/ প্রবেশিআ রাজপুরে কেন বাজায় দামা' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘর-দুয়ার [ঘর+স দ্বার] ১ বি ঘরবাড়ি। 'দীবারের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি সংসার। 'রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার কেঁটারে লয়ে থাক' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি ঘর ও দলগা। 'ঘরদুয়ার মাটিয়া ঘষিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঘরদুয়ারে [ঘর+স দ্বার] বি ঘর, দরজা ইত্যাদি। 'ঘরদুয়ারে বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘরদোর [ঘর+স দ্বার] বি ঘরবাড়ি। 'আঁখিয়ার রেতে ঘরদোর দিল ছেলে রে' নজরুল, ১৯২২।

ঘরদার [ঘর+স দ্বার] বি সংসার। 'কী করিব ঘরদার সব মায়াবন্ধ' মালাধর, ১৫০০।

ঘর নাই তার উত্তর শিয়র - বৃথা আশ্বাস। 'কথায় বলে ঘর নাই তার উত্তর শিয়র' উমেশ, ১৮৫৭।

ঘরস্ত্রী [ঘর>] বিণ স্ত্রী গৃহকর্মে নিপুণ। 'নিজেরই ঘরের জন্যে ঘরস্ত্রী শক্তির নির্মমতা' জীবন, ১৯৩০।

ঘরপণ বি ঘরকন্না। 'আগুণ ঘরপণ সুনতো: বিআতী' চর্যা ২, ১২০০।

ঘরপর [ঘর+স পর] বি আপন ও পর। 'স্রীলোকেরা মূর্খগ্রন্থকই ঘরেপরে বিবাদ' দর্পণ, ১৮৩৮।

ঘর-পলাতক [ঘর+স পলাতক] ১ বিণ ঘর থেকে পালিয়েছে এমন।

‘ফিরিছে বালক ঘর-পলাতক খরা পালকের খড়ে।’ জীবন, ১৯২৭।
২. **বিশ** ফেরারি। ‘আমজাদও আজকাল ঘর-পলাতক।’ শওকত, ১৯৫৮।

ঘরপাঠ [পা ঘর+স পাঠ] **বি** পাঠশালা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘরপোড়া কাটের হিসাব – লোকসানের মধ্যেও সামান্য লাভ।
‘দণ্ডজ্ঞা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দায়ওয়ানজীকে খুসি রাখবার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না।’ *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় – যে একবার ঠেকেছে সে আর ভিত্তিরবার সেই কাজে এসোয় না। ‘তবে তনিতে পাওয়া যায় নাকি ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।’ *জামায়াত*, ১৯৩৬।

ঘরপোষা [ঘর+পোষা] **বিশ** ঘরকুনো। ‘ঘরপোষা নিজীব মেয়ে অন্ধকার কোষ থেকে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ঘরবন্ধন (ঘর+স বন্ধন) **বি** লৌকিক মন্ত্রবিশেষ। ‘ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধূলা-পড়া এ সব জান তোর।’ *শরৎ*, ১৯১৭।

ঘরবসত বি সংসার। ‘বিবাহের পর বধু এই প্রথম ঘরবসত করিতে আসিল।’ *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ঘর বাঁধা ১ **বি** সংসার পাতা। ‘তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ **ক্রি** ঘর মোরাত করা। ‘রূপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়।’ *জসীম*, ১৯২৯।

ঘরবাটী **বি** ঘরবাড়ি। ‘শ্রী সেকরমজানি মেত্রি কস্য ঘরবাটী বন্দকপত্রমিৎ।’ *মের্স*, ১৭৫৮।

ঘরবাড়ি, ঘরবাড়ী [ঘর+স বাটী] **বি** ঘর ও বাড়ি। ‘পুরের পশ্চিম পাটী বলায় হাসনহাটী এক মুন্দিয়া ঘরবাড়ি।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০: ‘কোথা রবে ঘরবাড়ী।’ *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ঘরবারান্দা [ঘর+ফা বরামন্দ] **বি** ঘর ও বারান্দা। ‘আমার ঘরবারান্দা।’ *ইঙ্গিয়াস*, ১৯৭৫।

ঘরবাসী [ঘর+স বাসী] **বিশ** গৃহবাসী; সংসারী। ‘ঘরবাসী তুই মনের আমার পিছরে তোর বাড়ি।’ *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘর-ব্যাভারি [ঘর+স ব্যবহার] **বি** নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র। ‘ঘর-ব্যাভারি থাকে, প্রীতি-উপহারও থাকে।’ *মনোজ*, ১৯৬১।

ঘরভরা [ঘর+ভরা] ১ **বিশ** পুরো ঘর। ‘পরিপূর্ণ কৈল ঘরভরা।’ *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ **বিশ** কানায় কানায় ভরা। ‘ঘর-ভরা মোর শূন্যতার বুকের পরে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

ঘর ভাড়া **বি** অর্থের বিনিময়ে অন্যের বাড়ি ব্যবহার। ‘এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঘর-ভোলানো [ঘর+ভোলানো] **বিশ** ঘরের কথা বা কাজের কথা ভুলিয়ে দেয় এমন। ‘বাজাত কোন ঘর-ভোলানো সুর।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ঘরময় [ঘর+স ময়] **ক্রি**বিশ ঘর জুড়ে। ‘ছয়গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় কমকম করিয়া, রামসদয়ের দিত্রা ভাঙ্গিয়া দিত।’ *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘরমুখ [পা ঘর+স মুখ] **বিশ** গৃহভিমুখী। ‘বারফটকা বাবুরা ঘরমুখ হয়েছে।’ *হুতোম*, ১৮৬১।

ঘরমুখী [ঘর+স মুখী] **ক্রি**বিশ ঘরের অভিমুখে। ‘ঘরমুখী যাইতে মোর না চল এ পাও।’ *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঘরমুখো [পা ঘর+স মুখ] ১ **বিশ** ঘরের দিকে যাচ্ছে এমন। ‘ঘরমুখো পাল-তোলা পালিন্দৌকোখানি।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ২ **বিশ** গৃহবাস্তব। ‘বর্গায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়।’ *মুক্তত্বা*, ১৯৪৯।

ঘর-লাগা **বি** ঘর-সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকে এমন। ‘বিয়ে করে ঘর-লাগা শিশু মানুষ হয়ে যাবে, এত বড় অপদার্থ ভাবলেন তাকে।’ *মনোজ*, ১৯৬১।

ঘর-শব্দ [ঘর+শব্দ] **বি** আত্মীয়রূপী শব্দ। ‘তাহাকে সত্যের ঘর-শব্দ করিয়া তাহার ...।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঘর-সংসার [ঘর+স সংসার] ১ **বি** সংসারের তাবৎ বিষয়। ‘কহে কবিজায়া, “পারি নেকো আর, ঘরসংসার গেল ছারেখারে।”’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ **বি** গৃহস্থালি। ‘ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল।’ *বিত্ততি*, ১৯২৯।

ঘর-সাজানা [ঘর+হি সজানা] **বিশ** ঘর সাজাতে ব্যবহৃত হয় এমন। ‘সেবুলয়েডের ঘর-সাজানা জাপানী সামুরাই পুতুল।’ *বিত্ততি*, ১৯৩১।

ঘরসুদ্ধ [ঘর+স শুদ্ধ] **বিশ** ঘরবাগী। ‘ঘরসুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘর হতে আড়িনা বিদেশ – ঘরকুনো; ঘর থেকে আড়িনা যার কাছে দূরের বলে মনে হয়। ‘ঘর হতে যার আড়িনা বিদেশ।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ঘরহারা [ঘর+স হারা] ১ **বিশ** ঘর হারিয়েছে এমন। ‘তাহার ণাণ শুনিয়া ওমরিয়া কৌপাইয়া উঠিতেছে, আর একজন আর এক সেকমের ঘরহারা কবির কথার।’ *সবুজ*, ১৯২১। ২ **বিশ** অশ্রয়হীন। ‘ঘর-হারা পরবাসী বন্ধুর পক্ষে চলিতে চলিতে দেখিবে।’ *জসীম*, ১৯৩১।

ঘরহীন [ঘর+স হীন] **বিশ** গৃহহারা। ‘গ্রাবন করেছে সত্তা ঘরহীন পথহীন প্রিয়হীন পরিচিতহীন।’ *শব্দ*, ১৯৭১।

ঘরাতিমুখ [ঘর+স অতিমুখ] **বিশ** ঘরের দিকে চলেছে এমন। ‘শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাতিমুখ চাঞ্চল্যে ধরধর করে কোঁপছে।’ *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ঘরুয়া [ঘর] **বিশ** পারিবারিক। ‘শরচ্চন্দ্রের উপন্যাস বাঙ্গালীর নেহাৎ ঘরুয়া কথা।’ *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঘরে কে ও, না কিছু খাই নাই – অসাবধানতা বশত নিজের দোষ স্বীকার করা। ‘একটা কথার কথা বলে “ঘরে কে ও, না কিছু খাই নাই।” উমেশ, ১৮৭৭।

ঘরে গড়া **ক্রি**বিশ নিজে তৈরি করা। ‘অক্ষর ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িয়া বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার ...।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ঘরে ঘরে ক্রিবিশ প্রত্যেক ঘরে। ‘ঘরে ঘরে মধুপুরি ভ্রমিল যেমতে।’ *মালাধর*, ১৫০০।

ঘরে ছুঁহার কীর্তন বাহিরে কোঁটার পসন – প্রকৃত অবস্থা গোপন করে বাইরে আড়ম্বর প্রদর্শন। ‘ঘরে ছুঁহার কীর্তন বাহিরে কোঁটার পসন।’ *সুধাবর্ষণ*, ১৮৫৫।

ঘরে ঢোকা **বি** পরতীতে গমন। ‘আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল।’ *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ঘরে-ফেরা **বিশ** ঘরে ফিরে যায় এমন। ‘ঘরে-ফেরা মুক্তি-দূত।’ *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘরে বাইরে ক্রিবিশ সর্বত্র। ‘ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত

রস বিষ হয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো – নিজের লাভ ছাড়া অন্যের জন্যে কাজ করা। 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ কত তাড়াইবে।' পৌর, ১৮২২।

ঘরের বেটি বি বাড়ির মেয়ে। 'জমির মাটি ঘরের বেটি।' নজরুল, ১৯৩০।

ঘরের ভাড়া বি অন্যের ঘরে থাকার জন্যে প্রদত্ত মাতল। ওর্স, ১৭৮২।

ঘরের মেয়ে বি সংসারের একজন মেয়ে। 'এক কালে তুই ছিলি যেন ওদেরই ঘরের মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ঘরের রশি বি ঘরের টান। 'তোমার ঘরের রশি ছিড়ে রে গেল/ ঘাটের কড়ি নাই।' নজরুল, ১৯২৯।

ঘরে লওয়া ক্রি গৃহত্যাগীকে আবার ঘরে আশ্রয় দেওয়া। 'সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘরের লম্বী বি সৌভাগ্যের প্রতীক। 'তুমি আমার ঘরের লম্বী।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ঘরে লওয়া ক্রি ঘরে আশ্রয় দেওয়া। 'সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘরো বিণ ঘরের। 'লোকে বলে সউরে মেরেগুলো কিছু ঠমকমারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঘরোওয়ানা [ঘর+ওয়ানা] বি অভিজাত গৃহ। 'নিলাম থেকে দাঁড়য়ে কেনা ঘরোওয়ানার আসল জামিওয়ান।' সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘরোয়া [ঘর+] ১ বিণ ব্যক্তিগত। 'এ আমাদের নন্দন-ভাঙ্কুর ঘরোয়া গোপন চিঠি।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিণ আত্মজন বা পরিচিতদের মধ্যে সীমিত। 'ঘরোয়া' অবনী, ১৯৪১; 'তাম্রাঘরোয়া বা সাধারণ মঞ্চ এ-নিয়মে জলসা বা অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।' বেগম, ১৯৪৮।

ঘরোয়ানা [ঘর+ওয়ানা] ১ বি বিশেষ রীতি। 'এই সব ঘরোয়ানার সুর ভেঙে কিংবা হিন্দুস্থানি কথার বদলে ...' ধৃষ্টি, ১৯৩১। ২ বি বনেন্দু অবস্থা। 'চলতি ইতিহাস খেমে গেছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঘরঘর [ধন্য] বি চাকা ঘোরার চলার শব্দ। 'শির পিষে হাঁকে রথ-ঘরঘরধনি ঘরঘর।' নজরুল, ১৯২২।

ঘর ঘর ঘর [ধন্য] বি চাকার চলার শব্দ। 'ছোট শন শন শন ঘর ঘর ঘর সাঁই সাঁই।' নজরুল, ১৯২২।

ঘরঘরি [ধন্য] বি ঘরঘর শব্দ। 'ঘরঘরি করন।' ওর্স, ১৭৮৫।

ঘরঘরে [ধন্য] ঘরঘর+ বিণ ঘরঘর করছে এমন। 'গলাঘর বর কেমন ঘরঘরে শোনায়ে।' শামসুল, ১৯৬২।

ঘরঘুটি [স ঘোর+] বিণ অতি ঘোর। 'আমার সোয়ামীর ডিটে আজ ঘরঘুটি অন্ধকার।' বিমল, ১৯৫৩।

ঘরট [ধন্য] ঘর+ বি পেশবস্ত্র; কাঁতা। 'তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিকল্প নির্মাণ করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ঘরনী [পা] বি গৃহিণী; স্ত্রী। 'হয় অনুকূল মাতা হরের ঘরনী।' মুরুন্দ, ১৬০০।

ঘরনি [পা ঘরনী] বি পত্নী; স্ত্রী। 'সুন দেবি নারায়নি হরের ঘরনি।' মালধর, ১৫০০।

ঘরষা [স ঘর+] ক্রি ঘরষণ করা। 'কত নিষ্ঠুর কঠোর দরশে ঘরষে মর্মমাঝরে শূল্য বরষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ঘরা [পা ঘর+] বি প্রকোষ্ঠ। 'এখন চুপনি ঘরা চুলকাইছে।' লালন, ১৮৯০।

ঘরাও [পা ঘর+] বিণ ঘরোয়া। 'এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয় ...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ঘরাও কথা বি ঘরোয়া কথা। 'এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয় ...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ঘরাও বিবাদ বি ঘরোয়া বিবাদ। 'ঘরাও বিবাদ ... ইত্যাদি যাবতীয় নালীশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

ঘরাঘরি [পা ঘর+] ক্রিবিণ নিজ নিজ ঘরে; ঘরে ঘরে। 'জলখেলা সাজ করি চলে সবে ঘরাঘরি।' মুরুন্দ, ১৬০০।

ঘরানা [বি] বিণ বিশেষ রীতি বা গোষ্ঠীর অনুসারী। 'লার্ড ঘরানা হো সক্তা; লার্ড ঘরানা হোসে সে হি লার্ড হোতা নেহি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'বহোর অঞ্চলে শরীফ ঘরানার মহিলাগণ ...।' রোকেয়া, ১৯৩১।

ঘরামি [ঘর+] বি ঘর বানায় যে। ওর্স, ১৭৮৫; 'কোন ঘরামি ঘর বেঁধেছে কেবলমানে সে বসে আছে।' লালন, ১৮৯০; 'ঘরামি দিয়ে চাল ছুঁতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ঘরামিগিরি [ঘর+গি] গিরি বি ঘরামির কাজ। 'যখন শস্যের কোন কাজ থাকে না, ঘরামিগিরি করে।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

ঘরি [ঘর+] বি বাসিন্দা। 'আপনি ঘর সে আপনি ঘরি।' লালন, ১৮৯০।

ঘরিনী, ঘরিনী [পা ঘরনী] বি গৃহিণী। 'বিঅ ঘরিনী চঞ্জালী লৌলী।' চর্যা ৪৯, ১২০০; 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লঙ্কাপুর বাস।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

ঘরিশণ [স ঘর+] বি ঘরষণ। 'গদা গদা ঘরিশণে ঝনাঝনি শব্দ।' সুলতান, ১৭০০।

ঘরিশয [স ঘর+] ক্রি ঘরে। 'কেহ ঘরিশয হস্তে যুগল চরণ।' আলাওল, ১৬৮০।

ঘরষর [ধন্য] বি চাকা বা ঐ জাতীয় কিছু ঘোরানোর শব্দ। 'ঘরষর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক।' ভারত, ১৭৬০।

ঘরষরঘর [ধন্য] বি চাকা ঘোরার শব্দ। 'ঘরষরঘর ঘুরি তোর।' নজরুল, ১৯২৪।

ঘরষরাদিনী [ধন্য] ঘরষর+স নাদিনী বিণ প্রচণ্ড শব্দকারিণী। 'বরাহী খেটকখরা ঘরষরাদিনী।' মুরুন্দ, ১৬০০।

ঘরষরমন্ড [স] বি কোলাহল-ধ্বনি। 'মুহুর্তে উঠিল বাজি চারি দিক হতে কর্ণের ঘরষরমন্ড সংসারের পাথে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ঘরষরা [ধন্য] ঘরষর+ ক্রি চাকার শব্দ হওয়া। 'স্বর্গতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দূর্যোদে ঘরষরি।' মাইকেল, ১৮৬৩; 'ঘরষরিয়া চলেছি আজ কিসের ব্যর্থতায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ঘরষরিত [স] বিণ ঘরষর ধ্বনিতে মুখরিত। 'ঘরষরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঘরষরা [ধন্য] বি নদীবিশেষ। 'ঘরষরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দির।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ঘর্ঘরা' ৫ ঘর্ঘর

ঘর্ম, ঘর্ম [স] ১ বি গ্রীষ্ম। 'ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ঘাম। 'পরিগ্রামে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘর্মবারি [স] বি ঘামের জল। 'গায়ে বহে ঘর্মবারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘর্মবিন্দু, ঘর্মবিন্দু [স] বি ঘামের কঁটা। 'শ্রমযুক্ত হইল কৃষ্ণ মুখে ঘর্মবিন্দু।' মালাধর, ১৫০০; 'ঘর্মবিন্দু মুকুতা তহিত।' সুলতান, ১৭০০।

ঘর্মসিক্ত [স] বিণ ঘামে ভেজা। 'প্রতিদিনের সুখদুঃখসমাকুল ঘর্মসিক্ত কর্মনিরত সংসার।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘর্মাক্ত, ঘর্মাক্ত [স] বিণ ঘামে ভেজা। 'ঘর্মাক্ত কলেবরে দালানে দগুমান।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ঘর্মাক্তকলেবর [স] বি ঘামে ভেজা শরীর। 'আমার সেই কাশ্মীরের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘর্ষণ [স] ১ বি মার্জন। 'এক পর্দভের গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিল।' কেরি, ১৮১২। ২ বি ঘষাঘষি। 'বিজ্ঞানতে হস্ত পদাদি ঘর্ষণ করিতেছে।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বি আঘাত। 'শরীরের ঘর্ষণে গাছ পালা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়।' মদনমোহন, ১৮৫০।

ঘর্ষণজনিত [স] বিণ ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট। 'মধ্যমা এবং বৃদ্ধাস্থলের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘলঘষি বি ফুলবিশেষ; দন্তকলস। 'লবঙ্গ তুলসী দনা ঘলঘষি বাকসনা প্রতাপিয়া তুলিল ধুস্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘলঘষি বি ফুলবিশেষ; দন্তকলস। 'পথের পাশের এই আলোকলতা ঘলঘষি ফুল।' নজরুল, ১৯২৭।

ঘলাপাড়ী বি হিঙ্গুরোধক পাটি। 'ঘলাপাড়ী সুবগুটি দিল সব না।' রবীন্দ্র, ১৮৫০।

ঘষড়ানি [স] ঘর্ষণ> বি ক্রমাগত আঘাত। 'কঁটার ঘষড়ানিতে এই আখবুটে মেয়েটাকে কালা ফালা করে দিয়েছে।' জীবন, ১৯৩২।

ঘষড়ানো [স] ঘর্ষণ> বি ক্রমাগত ঘষা। 'নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'কুঠরোগী ঘষড়াতে ঘষড়াতে রাস্তা দিয়ে ... চলেছে।' জীবন, ১৯৩২।

ঘষন [স] ঘর্ষণ> বি ঘষা। ওর্গা, ১৭৮৫।

ঘষা [স] ঘর্ষণ> ১ ক্রি লেপা; লেপন করা। 'এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি মালিশ করা। 'পায়ের তলায় গরম তেল সবোলে ঘষিয়া দিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঘষাঘষি [স] ঘর্ষণ> বি টানা-হ্যাঁচড়া; অতি চাপাচাপি। 'পরীক্ষা-পাশের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটতে পারেনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ঘষা পয়সা বি টাকালারে ছাপ মুছে যাওয়ার দরুন অচল মুদ্রা। 'ওধু ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না।' প্রমথ, ১৯০৫।

ঘষামাজা [ঘষা+মাজা] ১ বি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ। 'কত ঘষামাজা ঘটি ঘটি পালা লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি চুল, দেহের ত্বক ইত্যাদি ঘষে সৌন্দর্যচর্চা। 'কাউয়ার মতো মুল্লী বাড়ির দাওয়ায় দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

ঘষা', ঘষা [স] ঘর্ষণ> ১ বিণ চকচকে। 'মিশি দাঁতে ঘষা মাথা, গোটা কোমরে হাতে বেয়ালা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ টাকালারে ছাপ

মুছে গেছে এমন। 'পোদারেরা টাকাকে ঘষা পয়সা ১৬ পণ্ডা করিয়া দিতে চাহে।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৩ বিণ ঘষে ধারালো করা হয়েছে এমন। 'কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা যিহুদক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঘটানি [স] ঘট বি ক্রমাগত ঘর্ষণ। 'দাঁতের তুমুল ঘটানি।' শ্যামসুর, ১৯৭২।

ঘটানো [স] ঘট বি ঘষাঘষি করা। 'শান বাধানো ছ'ফর্শেটি চতুর ঘটতে হয় না।' মুকুতবা, ১৯৪৯।

ঘটি-ঘর্ষণা [স] ঘট+স ঘর্ষণ বি দোষগুণের আলোচনা। 'রামলালের সংক্রান্ত ঘটি-ঘর্ষণা এইরূপ হইতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

ঘস [ঘস] [ঘস] বিণ যান্ত্রিক। 'একটা মোটর লরী ঘস ঘস আওয়াজ করিতেছে।' বিতুতি, ১৯৩১।

ঘসর ঘসর [ঘসনা] বি হাতির কলাগাছ খাওয়ার শব্দ। 'তা বাদে কলাগাছ খায়ে ঘসর ঘসর ঘচমচরে।' হাসান, ১৯৬৭।

ঘসা [স] ঘর্ষণ> ক্রি ঘর্ষণ করা। ওর্গা, ১৭৮২। **ঘসানো** ক্রি হানচ্যুত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩। **ঘসিআ** ক্রি ক্ষয়প্রাপ্ত করে। 'কাঁওএ বসিআ তাক করিল চিকন।' বড়, ১৮৫০। **ঘসে** ক্রি ঘর্ষণ করে; ঘষে। 'পরিজ্ঞাত সুগন্ধি কীবা দুর্গন্ধি ঘসে নাকে।' মালাধর, ১৫০০। **ঘস্যে** ক্রি 'ঘসে'। 'হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্যে দিস লোন।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ঘস্যঘসি [স] ঘর্ষণ> বি অবিরাম ঘর্ষণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঘস্যামিথা [স] ঘর্ষণ> বিণ চুলহীন পরিষ্কার মাথা। 'নেড়ীবালা স্তম্ভকুল, ঘস্যামিথা ফাঁকাফুল।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘসা' ৫ ঘসা

ঘসি, ঘসী [স] কল্লী বি শুক গোবর বগ; ঘুঁটে। 'একে দহদহ ঘসির আতণ।' বড়, ১৮৫০; 'ঘসীর অনল তুঘের ঘুমা সদায় জুইলা উঠেবে।' জসীম, ১৯৩৩।

ঘসরায়া বিণ বিবৃতবদনা; মুখ হা করে আছে এমন। 'ঘোর ঘন্টা-নিমিন্দী ঘসরায়া পতাকিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘা [স] ঘাত ১ বি ক্ষত। 'ভার ঘাঁ পর্বত চুরে।' বড়, ১৮৫০; 'ঘাএত লবণ যেন সহন না যাএ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি আঘাত। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরণে।' বড়, ১৮৫০।

ঘা কশানো ক্রি আঘাত করা। 'একটা হাফুড়ির ঘা কশিয়ে দিলে আর কি।' নজরুল, ১৯২৭।

ঘা-খাওয়া বিণ তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। 'ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া কোড়ে বায়ের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঘা দেওয়া ক্রি আঘাত করা। 'তাহার সেই অহঙ্কারে রহম ঘা দিয়াছে।' তারা, ১৯৪২।

ঘা মারা ক্রি আঘাত করা। 'আধ-মরারে ঘা মেরে তুই বাঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯৯৪।

ঘাঘ [স] ঘাত ১ বি ক্ষত। 'কাটিল ঘাঘত লেঘুরস দেহ কত।' বড়, ১৮৫০। ২ বি আঘাত। 'হৃদয়ত বাঘ দিআ রাধা গোআলিনী।' বড়, ১৮৫০।

ঘাই [স] ঘাত ১ বি আঘাত; বাদন। 'মঙ্গল বাজনা বাজে বঞ্জিরিতে ঘাই।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি মাছের লাফ। 'রাঘববোয়াল কাব্য এখনি ভাষাজলে দিলে ঘাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বিণ শিকারের কাজে ব্যবহৃত। 'এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি।' জীবন, ১৯৩৬। ৪ বি জালের নিম্নপ্রান্ত। 'একখানির ঘাই অবধি পৌছে গেছে নবিনুন।' বি

ঘাই মারা

কায়সার, ১৯৬২।

ঘাই মারা *ক্রি* জলের উপরে লেজ দিয়ে আঘাত করা। 'মাছ যেমন ঘাই মেরে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ঘাইমূগী [ঘাই+স মূগী] *বি* শিকারের কাজে ব্যবহৃত মাদি হরিণ। 'ঘাইমূগী সারারাত ডাকে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

ঘাইহরিনী [ঘাই+স হরিনী] *বি* শিকারের কাজে ব্যবহৃত মাদি হরিণ। 'এক ঘাইহরিনীর ডাক শুনি।' *জীবন*, ১৯৩৬।

ঘাইট [হি ঘটতি] ১ *বিণ* ঘাটটি। 'সে সবের ঘাইট না রহিবে চিরকাল।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* দোষ-ত্রুটি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এ সাহেব-নাকেরা আপনাদের ঘাইট বীকার করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮০৫। ৩ *বিণ* কম। 'ঘাইট কিছু।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘাইটবাড়ি [হি ঘটতি+স বৃদ্ধি] *বিণ* কমবিশিষ্ট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘাউ [স ঘাত] *বি* আঘাত। 'না দেখিয়া জসোদা বুকে ঘাউ হানি।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

ঘাও [স ঘাত] ১ *বি* ঘা; ক্ষত। 'সেই গাঢ় মূনি শূঙ্গ হইলেক ঘাও।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* আঘাত। 'দুই হাতে ঘাও হানে বুকে।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ঘাওনা [স ঘাত] *বিণ* আহত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঘাঁই [স ঘাত] *বি* কাঁটা কোটানোর আঘাত। 'পোলের ডেতেরে হাত দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঘাঁই খেয়েছিলো।' *সেলিনা*, ১৭৭৫।

ঘাঁউ ঘাঁউ [ধন্যনা] *বি* কাশির শব্দ। 'বৃদ্ধ মহিষের মতো ঘাঁউ ঘাঁউ শব্দে কেউ কেহছিল।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ঘাঁটা [স ঘন্টা] *বি* ক্ষুদ্র ঘন্টা। 'ধবল চামর ছটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা মুকুন্দ', ১৬০০।

ঘাঁটা [স ঘন্টা] ১ *ক্রি* ঘাঁটা; আলোড়ন করা। 'ইন্দিচা পলতা গিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* উপরোক্ত পালটে দেখা। 'পুরনো বই-ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৩ *ক্রি* খোঁজা। 'কিছুও তার পাই যদি যেঁটে কবিতা-সাম্প্রদিত পেশার-বাক্ষেটে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৪ *ক্রি* ওলটপালট করা। 'হাতপাকা ভস্তর-নাড়িভুঁড়ি-ঘাঁটিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

ঘাঁটাঘাঁটা ১ *বি* মাতামতি। 'তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* অনবরত নাড়াচাড়া। 'কেঁতোতোলোকে লইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

ঘাঁটা দেওয়া *ক্রি* চটিয়ে দেওয়া। 'ঘাঁটা দিলে রকমবেরকমের গল্প বেরিয়ে আসে।' *মনোজ*, ১৯৬১।

ঘাঁটা পড়া *ক্রি* দাগ পড়া। 'এত দিনেও মনে ঘাঁটা পড়ে যায়নি?' *প্রমথ*, ১৯১৫।

ঘাঁটিয়া *ক্রি* ঘুঁটে। 'ইন্দিচা পলতা গিমা বোআলি ঘাঁটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাঁটে দেখা, ঘাঁটিয়া দেখা *ক্রি* অনুসন্ধান করা। 'হবি বৃজিতে হইলে আমাদের অভিধানতিরক্ত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮২।

ঘাঁটানো [স ঘন্টা] *ক্রি* সমালোচনা করে খেপিয়ে তোলা। 'আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ঘাঁটা-পড়া [স ঘন্টা+পড়া] *বিণ* ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে দাগ পড়ছে

এমন। 'ঘাঁটা-পড়া ঘাড় ওদের।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘাঁটি, ঘাঁটি [স ঘন্টা] *বি* ঘাঁটি; সৈনিকদের আস্তানা। 'নিকটে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

ঘাঁটু [স ঘন্টাকর্ষ] ১ *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হিন্দুসমাজে পুজিত লোকদেবতাবিশেষ। 'প্রণাম করিয়া বন্দো পুড়সের ঘাঁটু।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঘাঁটুকাল *বি* উদ্ভিদবিশেষ। 'ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাঁটুফুল [স ঘন্টাকর্ষ] *বি* ফুলবিশেষ। 'ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘাঁটোর নাচ [স ঘন্টাকর্ষ] *বি* চৈত্র মাসে হিন্দুসমাজে ঘাঁটু পূজা উপলক্ষে পরিবেশিত নাচ। 'ঘাঁটোর নাচ অর্থাৎ চৈত্র মাসীয় নাচ।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঘাঁতঘুঁত [স ঘাত] *বি* অক্সিকি। 'এই দেশের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও ঘাঁতঘুঁত সকল ভালো বুঝিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ঘাঁথঘাঁথ [স ঘাত] *বি* কাজের অনুকূল সুযোগ। 'অন্য সবাই যেখানে হাত ছেড়ে, ঘাঁথঘাঁথ বুজে ফিরছে, অমরেশ সেখানে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ঘাগর [স ঘর্ষা] *বি* ছোটো ঘন্টা। 'ঘাগর কিস্কিরা বাজে ঘন্টার কুণিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঘাগরা [স ঘর্ষা] *বি* স্ত্রীলোকের কাটজাতীয় লম্বা পোশাকবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'কেবল জামা ও ঘাগরা পরে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ঘাগরি [স ঘর্ষা] *বি* স্ত্রীলোকের কাটজাতীয় লম্বা পোশাকবিশেষ; ঘাগরা। 'ঘাগরির ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি-বাঁধা লাগায় নয়নালাকে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ঘাগি, ঘাগী [হি ঘাঘ] ১ *বিণ* ঘা খাওয়া এবং দৃঢ়তায় পাকা। 'ঘাগী বাটে কট ঠাটে কথা দড় দড়।' *রামশ্রাসদ*, ১৭৮০; 'দুই তিন ঘটা ... ঘাগি ও কুঁজড়া বেশ্যার সহিত বকাঝি করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯। ২ *বিণ* পূর্বে দণ্ডাগ্রস্ত; দাগি। 'আসামিটা পাক্কা ঘাগী চোর।' *মনসুর*, ১৯৫৫। ৩ *বিণ* দক্ষ। 'সুব শক্ত এবং ঘাগী লড়ুয়ে।' *হাসান*, ১৯৬৯।

ঘাও [হি ঘাঘ] *বিণ* সূচভূর। 'ঘাও রশিদ সাহেব হাসলেন মিটিমিটি।' *আশুউদ্দিন*, ১৯৮৮।

ঘাঘর [স ঘর্ষা] ১ *বি* বস্তুর। 'ঘাঘর মগর পাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। 'ধবল চামর ছটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* এক ধরনের তাল। 'নেপূরে ঘাঘর তাল বাজয় সুরসে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ঘাঘরা [স ঘর্ষা] ১ *বি* শাড়ির নীচে পরার বস্ত্রবিশেষ; পেটিকোট। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ *বি* মেয়েদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা টিলা পোশাক। 'রেসমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ঘাঘরি [স ঘর্ষা] ১ *বি* সায়া। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মেয়েদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা টিলা পোশাক। 'ঘাঘরি বলকি গাগরি ছলকি নাগরি জোহা যায়।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ঘাঘী [হি ঘাঘ] *বিণ* বাসু। 'মাগী বড়ই ঘাঘী।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ঘাট [স ঘন্টা] ১ *বি* শুষ্ক আদায়ের স্থান। 'ঘাট ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আঘি বৃজিত বাট জাইউ।' *চর্চা* ১৫, ১২০০। ২ *বি* ললাশয়াদিতে অবতরণের জায়গা। 'ঘাটত জেটিপ বান্দের পো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ঘাটদান [স ঘট্+স দান] বি ঘাটের তত্ত্ব। 'বাটদান হাটদান আর ঘাটদানে।' বড়, ১৪৫০।

ঘাটবঁধানো [ঘাট+বঁধানো] বিপ পাকা ঘাট আছে এমন। 'জানালার নীচেই একটি ঘাটবঁধানো পুকুর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঘাটমাঝি [ঘাট+মু মাঝি] বি খেয়াঘাটের মাঝি। 'নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাটমাঝি শ্রুতির কর্মও কাড়িয়া লইলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

ঘাটের মড়া বি নিরুদ্যম ব্যক্তি। 'তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে?' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঘাট্ [স ঘট্+] বি অপরাধ। 'পূর্বের ঘাট তাহা কাহারে বধিবে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

ঘাট মানা ক্রি শেষ স্বীকার করা। 'আমি ঘাট মানচি।' শরৎ, ১৯১৩।

ঘাট হওয়া ক্রি যথেষ্ট সাজা হওয়া। 'আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাফ করো তুমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘাটতি [বি] ক্রি কমতি। ওর্গ, ১৭৮২।

ঘাটতি-পড়তি [হি ঘট্+পড়্+] বি যান-অভিমান। 'বান্দা রকম ঘাটতি-পড়তির ভিতর দিয়েই ... তার গভীর বন্ধুত্ব চলেছে।' জীবন, ১৯৩২।

ঘাটলা [ঘাট্+] বি ঘাট। 'ভাড়া ঘাটলায় এই।' জীবন, ১৯৩২।

ঘাট্ [স ঘট্+] ১ ক্রি আলোড়িত করা। 'তোরে বাঁশী মোএ ঘসি না ঘাটো।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি জোগাড় করা। 'বাঁশী ঘরে পাইএ তবো ঘসি ঘাটএ চারি চারি করি বা পোড়াইএ।' বড়, ১৪৫০। ঘাটো ক্রি ঘাট; আলোড়িত করি। 'তোরে বাঁশী মোএ ঘসি না ঘাটো।' বড়, ১৪৫০।

ঘাট্ [স ঘট্+] ক্রি হার মানা। 'ঘাটলো ঘাটলো এই বলিল সেখানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঘাট্ [স ঘট্+] ১ বি পথ। 'ধীরে ধীরে বাড়ো পাও শিচ্ছ হৈছে ঘাট।' মর্জনা, ১৭৫০। ২ বি ঘাট। 'পারের ঘাটা পাঠোলা ভরী ছায়ার পাল তুলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ঘাটটোপ [স ঘাটটোপ] বি পর্দা রক্ষার জন্যে পালকি ঢাকার বস্ত্র। ওর্গ, ১৭৮৫।

ঘাটনো ক্রি বাগানো। 'তাদের কাউকে ঘাটনো নিরাপদ নয়।' পাশা, ১৯৭১।

ঘাটাপারলী [স ঘট্+পারল] বি ঘট্টা পারুল; ঘট্টার মতো দেখতে এক প্রকার ফুল ও এর গাছ। 'ভাঁট ঘাটাপারলী।' বড়, ১৪৫০।

ঘাট, ঘাটা [স ঘট্+] ১ বি ক্রটি। 'দোষ ঘাটা কিছুই নাটকি পাপ পরমাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আমার ঘাটা ক্ষমা করিয়া আমার স্বামীর সহিত আমাকে মিলাইয়া দিবেন।' চম্পীচরণ, ১৮০৫। ২ বি ফাঁড়ি। 'ডাকাইতি রহিতের নিমিত্তে ঘাটা ও রৌদগতি।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ঘাটিআল, ঘাটিয়াল [স ঘট্+আল] বি মাঝি; পাটনি। 'ঘাটে ঘাটিআল আছে তোমার কারণে।' বড়, ১৪৫০; 'ঘাটিয়াল প্রবেশি দেন বাসস্থান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘাটোআল [স ঘট্+] বি পাটনি; খেয়ানৌকার মাঝি। 'পার কর মথুরাক ঘাটোআল কহী।' বড়, ১৪৫০।

ঘাটিআল [স ঘট্+] বি ঘাটোয়াল; ঘাটের মাঝি। 'ঘাটে ঘাটিআল তেজ

নাগরাল।' বড়, ১৪৫০।

ঘাটিদানী [স ঘট্+স দানী] বি নদীর ঘাটে তত্ত্ব আদায়কারী। 'ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজপাঠ ঘরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘাটিয়াল এ ঘাটিআল

ঘাটা এ ঘাটি

ঘাট্ [স ঘট্+কর্ণ্+] বি ফুলবিশেষ। 'সামলতা ঘাট্ফুল কালাকড়া তোলে মৌল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘাট্ নাচ [স ঘট্+কর্ণ্+নাচ] বি হিন্দুসমাজে প্রচলিত ঘাট্ পূজায় পরিবেশিত নাচ। 'তনুযো ঘাট্ নাচ প্রধানতম।' ইঙ্গলাহ, ১৯৩৩।

ঘাটো [স ঘট্+] বি ভুট্টা বা মকাই সিদ্ধ। 'মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।' বিভূতি, ১৯৩৮।

ঘাড় [স ঘাট্] বি কাঁধ; পর্দান। 'পোসাক্রি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘাড়কাটা [ঘাড়্+কাটা] বি মনুষ্যদেহের কৌশল। 'ঘাড়কাটা মারি তার মন্তক ছিল।' মালাধর, ১৫০০।

ঘাড় থেকে দায় যাওয়া – কামেলা মুক্ত হওয়া। 'তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘাড় ধরা ক্রি জোরজবরদস্তি করা। 'আমি নিজেই ঘাড় ধরে কোনো একটা রচনাকার্যে নিযুক্ত করতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘাড়ধাকা [ঘাড়্+ধাকা] বি গলা ধাক্কা। 'ঘাড়ধাকা মারিয়া বাড়ীর বারি করে।' রূপায়ম, ১৭৫০।

ঘাড় ধাক্কা [ঘাড়্+ধাক্কা] বি গলা ধাক্কা। 'ঘাড় ধাক্কা কী রকম?' জীবন, ১৯৩২।

ঘাড় নুয়ে পড়া ক্রি বিনয়ে মাথা নিচু হওয়া। 'ভদ্রতার ভায়ে প্রতি কথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঘাড় পাতা ক্রি দায় স্বীকার করা। 'নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুখি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘাড় বাঁকা ১ বিপ অব্যাহা। 'ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাজা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বিপ ঘাড় সোজা নয় এমন। 'যখন তার বাকু ঘাড় আরও বেকিয়ে বলত ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঘাড় বাঁকানো ক্রি অবজ্ঞা দেখিয়ে গতিপথ পরিবর্তন করা। 'দেশী লোক দেখলে নাক তুলে, ঘাড় বেকিয়ে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'আমাকে দেখেই ঘাড় বেকিয়ে নিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঘাড় ভাঙা ক্রি ক্ষতি করা। 'একটা শোকাভূত মানুষের ঘাড় ভেঙে পালাতে পারতাম না।' মানিক, ১৯৩৬।

ঘাড় ভেঙে ঝাওয়া ক্রি অনোর অঙ্গে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা। 'তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া ঝাইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘাড় মটকানো ক্রি ঘাড় ভেঙে দেওয়া। 'ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘাড়মোড় ভাঙা ক্রি নিবিষ্ট চিত্তে একটানা কোনো কাজ করা। 'তোমরা একবার পড়লে ব্যাটবল গুলিভাড়া সবসুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঘাড়ে গন্দদানে বিপ অত্যন্ত স্থূল। 'শরীরটি ঘাড়ে গন্দদানে।' হুতায়ম, ১৮৬১।

াড়ে-গর্দানে ক্রিবিপ অত্যন্ত স্থূল। 'এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বোখাপ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ঘাড়ে চাপা ক্রি দায়-দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া। 'সেই কর্মের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'ধর্ম তা ঘাড়ে চাপাতে চায়।' উমর, ১৯৬৮।

ঘাড়ে চাপানো ক্রি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। 'ধর্ম তা ঘাড়ে চাপাতে চায়।' উমর, ১৯৬৮।

ঘাড়ে ভুত চাপা ক্রি ব্যতিক্রম হওয়া। 'তোমার ঘাড়ে ম্যালথসের ভুত চাপল নাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘাট [পা ঘট (ঘর্ষণ)] বি ঘর্ষণ। 'কমল কুলিণ ঘাট করই বিআলী।' চর্য্য ৪, ১২০০।

ঘাত [স] ১ বি আঘাত। 'চরণের ঘাত লাগে তাহার সরিরে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি বাধা। 'কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঘাত-প্রতিঘাত [স] ১ বি বাধা-বিষয়। 'কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি আঘাত ও প্রত্যাবর্ত। 'হেত-সত্তার ঘাতপ্রতিঘাত নিজনীর চোখ এড়ায় না।' মণীষ, ১৯৩০।

ঘাতসংঘাত [স] বি ঘাত-প্রতিঘাত। 'এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘাতসহ বিপ আঘাত সহ্য করতে সক্ষম। 'তাহা স্থূলবেধ ও সবিশেষ ঘাতসহ কাঠফলক ... মস্তিকামধ্যে ত্রুশঙ্গ প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করলে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ঘাতসহিষ্ণু [স] বিপ আঘাতে সহনশীল। 'রবীন্দ্র এতদ্ব্যতিরিক্ত আর একটু ঘাতসহিষ্ণু হইলে ভাল হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ঘাতক [স] বিপ হত্যাকারী। 'পুত্র পীড়ক, সন্তান ঘাতক, ভ্রূণহত্যা সাহিত্যে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ঘাতকান্তর [স] বি অন্য ঘাতক। 'ঐ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত ঘাতকান্তর নিযুক্ত ছিল না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ঘাতন [স] বি হত্যা। 'ঘোর রাজা নাটক করে জীবত ঘাতন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘাতা [স ঘাত>] ক্রি নাশ করা। 'দুঃসহ দুঃখপূর্ণ ঘাতি অপগত করে ভয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ঘানি, ঘানী [স ঘন] বি তিল-সরিষাদি তৈলবীজ পিষে তেল বানানোর যন্ত্র। 'কলু নগরে পিড়ে ঘানী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কলুয়া ঘানি জুড়ে দিয়েছে।' গারী, ১৮৫৮।

ঘানিকল [ঘানি+স কল] বি তৈলবীজ থেকে তেল বের করার যন্ত্র। 'তার কাল্লা শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘানিগাছ [ঘানি+গাছ] বি পেষণ করে তেল বের করার যন্ত্রের মূল ইটি। 'কর্তব্যচক্রের ঘানিগাছের [সঙ্গে] মনটাকে শক্ত দড়িতে বেঁধে দেওয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘানিঘর [ঘানি+পা ঘর] বি যে ঘরে তৈলবীজ থেকে তেল তৈরি করা হয়। ওর্স, ১৭৮৫।

ঘানি-চক্র [ঘানি+স চক্র] বি ঘানির চাকা, যা পেষণের কাজ করে। 'তোরে ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জুড়ে।' নজরুল, ১৯২৪।

ঘানি টানা ১ ক্রি অথবা ভার বহন করা। 'কেবল টাকার ঘানি টানিয়া দুই চারি হাত জমির মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে।' রবীন্দ্র,

১৮৮৩। ২ ক্রি শাস্তি ভোগ করা। 'সে বোটা ধনী বিশ বছর জেলের ঘানি টানছে।' মনসুর, ১৯৫৫। ৩ বিপ বার্থ ও কষ্টকর। 'জৈপে রয় ঘানিটানা জীবনের চৌহদ্দিতে ফলে।' শামসুর, ১৯৫৯।

ঘাপটি [স ওষ্ঠ] বি গোপনে অপেক্ষা। 'আফগান মারে ঘাপটি।' নজরুল, ১৯৩১।

ঘাটি [স ওষ্ঠ] বি উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোপনে অপেক্ষা। 'উকিলদিগের দালাল ঘাটি মেরে জাল ফেলিতেছে।' প্যারী, ১৮৫৮। দ্র ঘুটি

ঘাপলা [হি যবড়া] বি খামেলা। 'চারদিকে বাঁশি শব্দে, যেখানে যাও একটা না একটা ঘাপলা।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

ঘাবলা [হি যবড়া] বি বিপদ; খামেলা। 'এ আবার কি ঘাবলায় পড়া গেল।' অলাউদ্দিন, ১৯৬০।

ঘাবড়ানো [হি যবড়া] ক্রি ভয় পাওয়া; বিচলিত হওয়া। 'থেকে থেকে জান আমার ঘাবড়িয়ে উঠছে।' নজরুল, ১৯২২।

ঘাবড়ে যাওয়া ক্রি দমে যাওয়া। 'দস্তের কথা পড়িয়া ঘাবড়াইয়া গেল।' মনসুর, ১৯৫০।

ঘাম [স ঘর্ম] ১ বি পরিভ্রমের ফলে দেহনির্গত লবণাক্ত জল। 'কাকুলী ভিজিরা গেল ঘামে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অশ্রু। 'নয়নের ঘামে ঘামিল মুখশী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘাম ছোটা ক্রি ভয়ে শরীর থেকে ঘাম বের হওয়া। 'মজুমদারের দলি সিঁচা ঘাম ছুটিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘামবিন্দু [স ঘর্মবিন্দু] বি ঘামের বিন্দু। 'ঘামবিন্দু মুখে হেরে নাহ। চুখএ হরেন সরস অবগাহ।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

ঘাম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা - কঠোর পরিশ্রম করা। 'নামাবলীনা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ঘাম মোছা ক্রি শরীর থেকে ঝরে-পড়া ঘাম মুছে ফেলা। 'কপালের ঘাম মুছিয়া হর্ষ-বিকারিত নেত্রে দলজন প্রতিবীকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ঘাম হওয়া ক্রি শরীর থেকে ঘাম বের হওয়া। 'সেখান থেকে বেরিয়ে বুঝ ঘাম হতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

ঘামন [স ঘর্ম>] ক্রি ঘামা। ওর্স, ১৭৮৫।

ঘামা [স ঘর্ম>] ১ ক্রি ঝরে পড়া। 'ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তামার সাহ ঘামো।' জঙ্গীম, ১৯২৯। ২ ক্রি ঘাম বের হওয়া। 'দরদর করে ঘামতে লাগল সে।' শামসুর, ১৯৫৭।

ঘামাচি, ঘামাছি [স ঘর্ম>] বি ছোটো ছোটো ফুসকুড়ি। 'ঘামাছি ঘামের ফেলে উঠে দেহ ছেয়ে।' ওর্স, ১৮৫৮; 'ঘামাচি।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

ঘামানো [স ঘর্ম>] ক্রি যেমে যাওয়া। 'না ঘামাইনি।' জীবন, ১৯৩৩।

ঘামানো-চোমানো [স ঘর্ম>] বিপ ঘামে লেপটে আছে এমন। 'তেলময়লায় ঘামানো-চোমানো কীচে বসল সে।' জীবন, ১৯৪৮।

ঘায় [স ঘাত] বি আঘাত। 'বুকে ঘায় হানিয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

ঘায়ে ঘোয়ে ক্রিবিপ গায়ে বাতাস লাগিয়ে। 'বিষয় আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছেন, বারো মাস ঘায়ে ঘোয়ে ফেরেন।' হুতোম, ১৮৬১।

ঘায়েল [স ঘাত] ১ বি আহত। 'বহুত ঘায়েল হইল লেখা জোখা নাই।'

গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ শ্রান্ত; জন্ম। 'বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বিণ পরন্ত। 'যাকে এখানে কথা দিয়ে ঘায়েল করা যায়।' ওয়াসী, ১৯৪৪। ৪ ঘাল

ঘারণাটা [স ঘাট>] বি প্রহার-বিশেষ। 'দাড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘারণাটা।' বিজয়, ১৬৫০।

ঘারের পারের [পা ঘর+পা পর] ক্রিবিণ ঘরে ও পরে। 'ঘারের পারের কা বুলিলে মরে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

ঘারে ঘোরে ক্রিবিণ বুকিয়ে-সুকিয়ে। 'আমি মনে বুঝে তারে কব ঘারে ঘোরে।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘাল [স ঘাট] বিণ ঘায়েল। 'কান্তেন ঘাল হ'ল আর মদ কোথায় পাব?' গিরিশ, ১৮৮৯। ৫ ঘায়েল

ঘালা [স *ঘাতলা] ১ ক্রি মারা। 'সাসু ঘরে ঘালি কোজা তাল।' চর্যা ৪, ১২০০। ২ ক্রি ঘায়েল করা। 'ঘন ঘন পঞ্চবাণ ঘালাে মোহের প্রাণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ঘাশ [স ঘাশ] বি ঘাস; তৃণ। 'এক গাছ হোগলা ঘাশ আনিয়া নিরুপন করিল বড়প।' রামরাম, ১৮০১। ৫ ঘাস

ঘাশি [স ঘাস>] বি ঘাস সরবরাহকারী। 'এ কামে আর ২ চাকরেরা মজার। সেই ও ঘাশি আছে।' কেরি, ১৮০২।

ঘাস [স] ১ বি তৃণ। 'পনি পিয়া সুখে ঘাস বাউক বাহুবর্ণ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি দুর্বা। ওয়া, ১৭৮৫। ৫ ঘাশ

ঘাসকর [স] বি ঘাসের বাজনা। '... গোপের পসার লুটে নিতা ধরে ঘাসকর দায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘাসজল [স] বি ঘাস ও জল। 'কোনকালেও তনি নাই যে মরা গরুতে ঘাসজল হাইয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘাসপাতা [স ঘাস+স পত্র] বি ঘাস ও পাতা। 'পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বাশি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঘাসপাথর [স ঘাস+স প্রস্তর] বি ঘাস ও পাথর। 'যা কিছু আমার চারপাশে ছিল/ ঘাসপাথর সরীসৃপ।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

ঘাসফড়িং, ঘাসফড়িঙ [স ঘাস+স পতঙ্গ] বি একজাতীয় ক্ষুদ্র সরুজ পতঙ্গ। 'ঘাসফড়িঙের মত লাফাবে তখন।' জীবন, ১৯৩২; 'আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো।' জীবন, ১৯৪২।

ঘাসবন [স] বি তৃণবন। 'গভীর জঙ্গলে ও ঘাসবনের মধ্যে বিলায়েতী ও আফগানদের সঙ্গে ইংরাজদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

ঘাসশূন্য [স] বিণ ঘাসহীন। 'ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

ঘাসসমৃদ্ধ [স] বিণ ঘাস দ্বারা আবৃত। 'শিতুর দোলনা কিংবা স্লিফ ঘাসসমৃদ্ধ কবর।' শমসুর, ১৯৭৪।

ঘাসিনীকো বি ঘাস আনা-নেওয়ার উপযুক্ত নৌকা। 'কোরো-নাও আর ঘাসিনীকোর লাল-লাল আলো।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৩।

ঘাসী [স] ১ বিণ ঘাস কাটে যে। 'মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ ঘাস বোকাই। 'ঘাসী নৌকাটা কাত হয়ে ওঠে।' ওয়াসী, ১৯৪৫।

ঘাসুয়া বিণ ঘাসের। 'বয়সী মোহের ঘাসে ঘাসুয়া গন্ধ।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ঘাসে ঘাসে ক্রিবিণ অগ্রতে অগ্রতে। 'তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি

ঘাসে ঘাসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ঘি [স ঘৃত] ১ বি দুগ্ধজাত স্নেহ পদার্থ। 'স্বর্গের বাটিতে দুধলা দেই ঘি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ঘি; মস্তিষ্ক। 'কোন পিচাশের ঘি মনুষ্য-মাথার ঘি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘিউ [স ঘৃত] বি ঘি। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘিকলা [স ঘৃত-কদল] বি ঘানের জাতবিশেষ। 'দলকহু ওড়কহু ঘিকলা পাতরা।' ভারত, ১৭৬০।

ঘিজিমিজি [ধ্বন্য] বিণ মসৃণ। 'কেউ দিই ভালো করে। ঘিজিমিজি করে।' শিবরাম, ১৯৭০।

ঘিহি [ঘা ওজন] ১ বিণ ঝালোপূর্ণ। 'মানুষের জীবনটা ঘিহি।' জীবন, ১৯৩১। ২ বিণ ঘনবসতিপূর্ণ। 'লবটুলিয়ার নৃতন তৈরী ঘিহি কুশী টোলা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ঘিণ [স ঘৃণা] বি ঘৃণা। 'হাড়িও ভয় ঘিণ লোআচার।' চর্যা ৩১, ১২০০।

ঘিণি [স ঘৃণীতা] ক্রিবিণ নিয়ে। 'কাহেরি ঘিণি মেলি অছহ কীস।' চর্যা ৬, ১২০০।

ঘিত [স ঘৃত] বি ঘি। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘিন [স ঘৃণা] বি ঘৃণা। 'না ফেলিও জীর্ণবস্ত্র যদি লাসে ঘিন।' আলাওল, ১৬৮০।

ঘিনঘিন [স ঘৃণা>] বি ঘৃণার ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ঘিন ঘিন করে আমার এরকম ময়লা গলহিজ সংসারে থাকতে।' মাহে নও, ১৯৪৯।

ঘিনঘিনে [স ঘৃণা>] ১ বিণ ঘৃণার উদ্বেককারী। 'ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলেদে রং।' মুজতবা, ১৯৪৯। ২ বিণ বিরক্তিকর। 'একরোখার মতো এক চেয়ে ঘিনঘিনে গলায় জবাব দিচ্ছে।' হাসান, ১৯৬০। ৩ বিণ প্যাচপেচে। 'যেন ঘিনঘিনে কাদা না জমে গলির মোড়ে।' শামসুর, ১৯৭০।

ঘিনপিত, ঘিনপিং [স ঘৃণা+স পিত্ত] বি ঘৃণা ও লজ্জা। 'ঘিনপিত খেড়ে ফেলে কিনলুম।' মুজতবা, ১৯৪৯; 'মুখুধান টেওডর ঘিনপিং উপেক্ষা করে ... মেলা অরশর সংগ্রহ করে এনেছে।' মুজতবা, ১৯৬৬।

ঘিন্না [স ঘৃণা] বি ঘৃণা। 'ঘিন্নাও শরীর মোর দহএ সদাএ।' সুলতান, ১৭০০।

ঘিমশানি বিণ ভ্যাপসা। 'ঘিমশানি গরম।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ঘিয়ড় [স ঘৃত>] বি ময়দা ও চিনির তৈরি ঘিয়ে তাজা পিঠাবিশেষ। 'কলাবাড়ি ঘিয়ড় পাপড়ি জায়াপুলী।' ভারত, ১৭৬০।

ঘিরগিগি [স ঘৃত] বিণ ঘুটঘুটে। 'চোখের সামনে ঘিরগিগি অন্ধকার।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ঘিরা ক্রি আবৃত করা; অবরোধ করা। 'ঘোর নাতি ঘিরিয়া আহিল অন্ধকার।' সুলতান, ১৭০০। **ঘিরলো** ক্রি আচ্ছন্ন করলো। 'কী বৈদিকে ঘিরলো হৃদয় হ'লনা সুরাশের উদয়।' লালন, ১৮৯০। **ঘিরি** ক্রি ঘিরে। 'বহুত মাতম জ্বহরী করিবে ময়দান ঘিরি।' গরীব, ১৭৬৫; 'ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। **ঘিরিয়া** ক্রি বেঁটন করে। 'ঘোর নাতি ঘিরিয়া আহিল অন্ধকার।' সুলতান, ১৭০০। **ঘিরিল** ক্রি আচ্ছাদিত করলো। 'কুকুরে ঘিরিল যতো গিঘিরিল কোলা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। **ঘিরিলেক** ক্রি ঘিরলো। 'তীরদাঙ্ক লোক সব ঘিরিলেক আসি।' গরীব, ১৭৬৫। **ঘিরে আসা** ক্রি বেঁটন করে আসা। 'এলো আঁধার ঘিরে, পাখি এলো নিড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ঘিরা^১ ক্রি বেষ্টিত। 'জানশে নূরে খবর যাতে নিরঞ্জন ঘিরা' সুলতান, ১৭০০।

ঘিরাণ [স দ্রাণ] বি দ্রাণ। 'আজও তাহার মুখ ঝঁকিলে দুখের ঘিরাণ মেলে।' জসীম, ১৯২৯।

ঘিরিনা [স ঘৃণা] বি তীব্র অপছন্দ। ওর্সা, ১৭৮৫।

ঘির্না [স ঘৃণা] বি ঘৃণা। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘিলু [স ঘৃত>] বি মগজ; মানোএল, ১৭৪৩; 'মাথার ঘিলু বেরিয়ে আসছে।' মানিক, ১৯৪৭।

ঘিশালী বি একপ্রকার ধান। 'ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।' ভারত, ১৭৬০।

ঘিসকাপ [স ঘর্ষণ>] বি যে যন্ত্র দ্বারা ঘষে কাঠ মসৃণ করা হয়। 'গুন্দাস ওই ওলদার উড়ুনী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত রাসা ও ঘিসকাপ যন্ত্রেই হতেম, ১৮৬১।

ঘী [স ঘৃত] বি ঘি। 'নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী।' বড়, ১৪৫০।

ঘীণ [স ঘৃণা] বি ঘৃণা। 'না ফেলিও জীর্ণ কাঁথা যদি লাগে ঘীণ।' আলাওল, ১৬৮০।

ঘু [স ঘৃত] বি ঘি। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘুৎওর [প্রন্যা] বি নূপুর। 'নটীদের ঘুৎওরে যেন নৃত্যের মুদ্রায় তাল রাখা।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

ঘুঁচা ক্রি ঘুচা; শোপ পাওয়া। 'ঘুঁচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে।' রামপ্রসাদ, ১৭৭০।

ঘুঁচি বি মফস্বলের ছেলে। ওর্সা, ১৭৮৫।

ঘুঁজি [কা ওনজা] বি নোহো জায়গা; এঁসো জায়গা। 'আঁথার ঘুঁজির সুকুমার ঘুমায় এবার।' জীবন, ১৯৪৪।

ঘুঁটি [স গুটি] বি দাবা খেলার গুটি। 'গোচাকতক দাবার গুঁটি একটি ইক্ষাবনের গোলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘুঁটি চালা ক্রি দাবা খেলায় চাল দেওয়া। 'বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছিলেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

ঘুঁটে [স গোবিন্দা] বি শুকনা গোবরের চাকতি, যা ছালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। 'ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।' ভারত, ১৭৬০।

ঘুঁটেঅলা বি ঘুঁটে কুড়ায় যে। 'কাংস্য ঘুঁটেঅলা আমি বোর।' শক্তি, ১৯৭০।

ঘুঁটেকুড়ানি, ঘুঁটেকুড়ানী, ঘুঁটেকুড়ুনী বি ঘুঁটে কুড়ায় যে মেয়ে। 'ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।' দীনবন্ধু, ১৮৬০; 'জন্ম নিল ঘুঁটেকুড়ুনীর ঘরে।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৫; 'অথচ ঘুঁটেকুড়ানীর হাত সযত্নে সেলাই করে আমার মলিন পরিচ্ছদ।' শামসুর, ১৯৫৯।

ঘুঁটে দেওয়া ১ ক্রি ছালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে গোবর শুকানোর আয়োজন করা। 'ঘুঁটে দিয়া, হাত-পা ধুইয়া প্রদীপের জো করিতেছিলেন।' শরৎ, ১৯১৬। ২ বিণ ঘুঁটে দেওয়া হয় এমন। 'চৌচাঁদি দিয়ে তার ঘুঁটে দেওয়া হাতের গোবর ঢেঁছে ...।' নজরুল, ১৯৩০।

ঘুঁড়ি [স ঘোটকী] বি মাদি ঘোড়া। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘুঁষ [স ঘৃষ>] বি হালকা আঘাত। 'তারা তাল ঠেকে এ ওকে ঘুঁষ মারে।' নজরুল, ১৯২৭।

ঘুঁষি [স ঘৃষ>] বি মুষ্টির আঘাত। 'ঘুঁষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো সটান

বৃগ্হাভিমুখে হাওয়া দিলুম।' নজরুল, ১৯২৪।

ঘুঁষোঘুঁষি [স ঘৃষ>] বি হাতাহাতি; মারামারি। 'পায়জামা প্যাট ধুতি নিয়া হেথা হয় নাকো ঘুঁষোঘুঁষি।' নজরুল, ১৯২৫।

ঘুকসি, ঘুকসী বি ঘৃষ। বিণ অনাহত। 'রসিক পাড়ায় গেলে তোমায় ঘুকসি বলে দেয় নাথিরে।' লালন, ১৮৯০।

ঘুগনি [বি] বি মুখরোচর খাদ্যবিশেষ। ঘুগনীদানা, ঘুগনীদানা [হি ঘুঁঘনী+দানা] বি টক কাশ ও নানা মসলা মাথানো সিদ্ধ মটর আলু প্রভৃতি মিশ্রিত মুখরোচর খাদ্যবিশেষ। 'এক ঠোঙা ঘুগনীদানা নিয়ে এসেছে।' জীবন, ১৯৩১; 'সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা।' তারা, ১৯৪২।

ঘুগনিওয়াল্য বি ঘুগনি বিক্রি করে যে। 'পরে অনেক আশ্রু হোলো পেলাম, সেতুলো ঘুগনিওয়ালদের দিয়েছি, কিন্তু নোট বিলকুল গায়েব।' শিবরাম, ১৯৪০।

ঘুঘু [স ঘৃঘৃকৃ] ১ বি সুপরিচিত পাখিবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩: 'বৃত্তান্তিত সয়চান দেখিল ঘুঘু পাখি।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বিণ ধূর্ত। 'মস্তিক শোকটা ঘুঘু।' বিজুতি, ১৯৩১।

ঘুঘু চরা - সর্বনাশ হওয়া। 'এমন ছেলেকে তিনদিন রাখিলেই বাটীতে ঘুঘু চরিয়ে।' প্যাঠী, ১৮৫৮।

ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখনি - বিপদে ফেলার ভয় দেখানো। 'ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখনি।' সুকুমার, ১৯১৮।

ঘুঙড়ি কাশি [স ঘৃঘৃরিকা+কাশি] বি হৃগ্গ কাশি। 'ঘুঙড়ি কাশি, ওপী কবরেজ বলেছে ...।' বিজুতি, ১৯৩১।

ঘুঙনি [হি ঘুঁঘনি] বি ব্যঞ্জনবিশেষ। 'আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙনি।' সুকুমার, ১৯১৮।

ঘুড়ুর, ঘুড়ুর [স ঘর্ষা] বি নূপুর। 'সেই রজ্জুর দুই প্রান্তে ঘুঁষ বান্ধিয়া রাখে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'নটী তার সোনার ঘুড়ুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে।' নজরুল, ১৯২৮।

ঘুড়ুরওয়াল্য ১ বি ঘুড়ুর পরিহিত। 'ঘুড়ুরওয়াল্য চরণচক্রপরা বাড়ির নতুন বউ।' মুক্ততবা, ১৯৬০। ২ বি ঘুড়ুরবান্দক। 'নহবতখানায় শানাইওয়াল্য বশিওয়াল্য ঘুড়ুরওয়াল্য।' কায়সার, ১৯৬৫।

ঘুজুর [স ঘর্ষা] বি মলজাতীয় অলঙ্কারবিশেষ। 'ঘুজুর পাইল পাএ নেপুর বেষ্টিত তাএ।' সুলতান, ১৭০০।

ঘুজুরি বি পায়ের অলংকারবিশেষ। 'কনু খুনু বাজে সে ঘুজুরি।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ঘুচানো ১ ক্রি দূর হওয়া। 'এতঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুখদাশ।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি ক্ষান্ত হওয়া। 'ঘুচাহ কচাল কাহাঞি।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি অন্যত্ব করা। 'কাঞ্চলী ঘুচায়া রাধা দেহ মোরে কোল।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি সরে যাওয়া। 'এহা জাগী ঝাঁট ঘুচ আকার পাশে।' বড়, ১৪৫০। ৫ ক্রি ঘুচে দেওয়া। 'বিশের বন্ধন জ্ঞত ঘুচাইয়া দিল।' মাদাধর, ১৫০০। ৬ ক্রি ত্যাগ করা। 'উত্তিষ্ঠা বসিল বড়াই নিলো ঘুচাইয়া।' মাদাধর, ১৫০০। ৭ বি উন্মোচিত হওয়া। 'এক জানে বহুজন ঘুচিবে তোমার।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৮ ক্রি দূর করা। 'আপন কলঙ্ক ঘুচায়ে মরিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৯ ক্রি শেষ হওয়া। 'তোমার পথে চলা যখন ঘুচে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ১০ ক্রি ভাঙা। 'তিনশো পয়তাল্লিশ বছরের আপল তুমি ঘুচিয়েছ।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ১১ ক্রি বন্ধ হওয়া। 'বড়োরাশীরও সেবেসেবা ঘুচে যেত।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ঘুচ ক্রি সরে যাও। 'এহা জাগী ঝাঁট ঘুচ আকার পাশে।' বড়, ১৪৫০; 'ঘুচ ঘুচ মহাপাপী বিদ্যমান হৈছে।' বড়, ১৪৫০।

বৃন্দা, ১৫৮০। ঘূচএ কি দূর হবে। 'কেমনে ঘূচএ কাণি চিঠিতে লাগিলা' মালধার, ১৫০০। ঘূচয় কি ঘূচায়, দূর হয়। 'সকল ঘূচয়ে ধর্ম হইলে সদা' মানিকরাম, ১৭৮১। ঘূচাআঁ কি খুলে। 'কাঞ্চলী ঘূচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।' বড়ু, ১৭৫০। ঘূচাই কি দূর করি। 'হাইয়া যে ঘূচাই জঞ্জাল।' গরীব, ১৭৬৫। ঘূচাইয়া কি খুলে। 'বিশ্বের বন্ধন ভঙ ঘূচাইয়া দিল।' মালধার, ১৫০০। ঘূচাইল কি দূর করিলে। 'গোস্বামির নিকট জেবা কে ঘূচাইল।' মালধার, ১৫০০। ঘূচাইল কি খুলে নিলে। 'তখন ঘূচাইল কাণি কামের হার।' বড়ু, ১৭৫০। ঘূচাএ ১ কি দূর করে। 'তুঁকি যদি এ কটক ঘূচাএ আশার।' সুলতান, ১৭০০। ২ কি খুলে। 'কাপাট ঘূচাএ দিল উল্লু ম হাসএ।' রামাই, ১৭১০। ঘূচাও কি দূর করে। 'যে কেহ আল্লার বান্দা ঘূচাও দেলের ধান্দা।' গরীব, ১৭৬৫। ঘূচাবে কি দূর করবে। 'কারে শুধাবো এ কথা, কে ঘূচাবে ব্যথা।' লালন, ১৮৯০। ঘূচায় কি খোলে। 'অঙ্গের বসন ঘূচায় কখন কখন কাঁপয়ে তাই।' ঘিচরী, ১৬০০। ঘূচায়া কি দূর করে। 'চিহ্নের ঘূচায়া ধন উকটএ কাটা কন্দ।' মালধার, ১৫০০। ঘূচায়া কি মুক্ত করে। 'ভায়ে ঘূচায়া লিলেক ভাএর নারি।' মালধার, ১৫০০। ঘূচাল্য কি দূর করলো। 'ভুজাইয়া শ্রম তার ঘূচাল্য সকল।' মালধার, ১৫০০। ঘূচাই কি ঘূচাও; ক্ষতি দাও। 'ঘূচাই কচাল কাফ্রি।' বড়ু, ১৭৫০। ঘূচাইয়া কি দূর করে; ত্যাগ করে। 'উঠিয়া বলি বড়াই নিদ্রা ঘূচাইয়া।' মালধার, ১৫০০। ঘূচিব কি দূর হবে। 'তবে সে ঘূচিব মোর এই মনে দুখ।' মালধার, ১৫০০। ঘূচিবে বি উন্মোচিত হবে। 'এক জানে বহুজান ঘূচিবে তোমার।' গিরিব, ১৮৮৭। ঘূচিবেক কি ঘূচবে; দূর হবে। 'বিসা পূত্র হতে মোর ঘূচিবেক কেসেস।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ঘূচিল কি দূর হলো। 'ঘূচিল নিদ্রা তাপ বৃন্দাবন গুনে।' মালধার, ১৫০০। ঘূচুক কি দূর হোক। 'মনের ঘূচুক মনবোথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ঘূচুতে কি দূর করতে। 'সে একেবারে সব গেল ঘূচুতে বসেছে।' উমেশ, ১৮৫৭। ঘূচুতে কি দূর হয়। 'এতদোষ নাহি ঘূচুতে তোর মুখে দুখবাস।' বড়ু, ১৭৫০। ঘূচু যাতায়াত কি বন্ধ হওয়া। 'বড়োনারীও দেবসেবা ঘূচু যেত।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঘূজি [ফা ওনজা] বি অন্ধকার সংকীর্ণ জায়গা। 'গলি ঘূজিতে সন্ধ্যার পর কি মনুষ্য নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৬।

ঘূজিঘূজি [ফা ওনজা] বি বন্ধ জায়গা। 'অত ঘূজিঘূজিতে ওদের কষ্ট হবে।' জীবন, ১৯৪৮।

ঘূট [স ঘূট] ১ বিণ পাড়। 'ঘূটঘূট ঘোর রাত্তিরে তোর সঙ্গীরা তোকে বুকে।' বৃন্দা, ১৯৪৩। ২ বিণ ঘোর; অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ঘন ঘূট ঘূট চারদার।' হোসেন, ১৯৬৯।

ঘূটঘূটে [স ঘূট] বিণ পাড়। 'দুই এক লহমার মধ্যেই চারিদিকে ঘূটঘূটে অন্ধকার হইয়া আসিল।' গায়ী, ১৮৫৮।

ঘূটনি [স ঘূট] বি ডাল ঘোটার চামচবিশেষ। 'ডালের পাতিলে ঘূটনি ঘোরতে বসেন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৭।

ঘূটে [স গুথ] বি ঘূটে; গোবরের শুকনা খণ্ড। 'মুখে মাখে ঘূটে পাশ গায় খড়্গিমাটি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঘূটে পাশ বি ঘূটের ছাই। 'মুখে মাখে ঘূটে পাশ গায় খড়্গিমাটি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঘূড়ি, ঘুড়ী [হি ওড্ডী] বি ঘুড়ি। 'লাঠি, ঘুড়ী, কুকেট ও পায়রা পাড়ে রইলো।' বৃন্দা, ১৮৬১; 'বৌদ্বারা ঘূড়ি বানায়।' মনসুর, ১৯৪৪।

ঘুড়ি, ঘুড়ী [হি ওড্ডী] বি ঘুড়ি। 'ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১; 'ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাহার বিস্তর সময় যাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘুড়ি-ওড়া [ঘুড়ি+ওড়া] বি ঘুড়ি ওড়ানো। 'পাখি-ওড়া আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাত আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঘুড়ীন্দী [স ঘোটকী] বি স্ত্রী ঘোড়া। 'ঘোর হল ঘুড়ীন্দী ঘোড়ায় অভিমুখ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঘুড়ী [স ঘোটকী] বি মাদি ঘোড়া। 'আগাড়ি পিছাড়ি দড়ি ঘুড়ীর এলায়।' ঘনরাম, ১৭১১।

ঘুণ [স] ১ বি জীর্ণতা। 'যাত্রত যৌবনে রাধা নাহি লাসে ঘুণ।' বড়ু, ১৭৫০। ২ বি ক্ষতি করতে পারে এমন উপাদান। 'তাহার সামর্থ্যরপ দারুণপর্ভে এমন বিষম ঘুণ শুভ থাকিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ কাঠ নষ্টকারী পোকাবিশেষ। 'কল্পবৃক্ষে ঘুণ ধরে যেত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ বিণ ক্ষতিকর। 'জমিদারীর ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে।' বিজুতি, ১৯৩৮। ৫ বিণ সুন্দক। 'আমি ও কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ঘুণ ধরা কি খরিচা ধরা। 'তাহার কলমে যেন ঘুণ ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ঘুণ-ধরা [ঘুণ+ধরা] ১ বিণ ঘুণ পোকায় আক্রান্ত। 'প্রভেদজ্ঞান ঘুণধরা বাঁশের মতই।' সপ্তপাণ্ড, ১৯২৮। ২ বিণ জড়তাগ্রস্ত। 'ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ঘুণ লাগা কি পোকা লাগা। 'এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ঘুণাকর [স] বি সামান্যতম ইঙ্গিত। 'ঘুণাকরেও যদি টের পাইয়া থাকেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

ঘুণে-ধরা ১ বিণ পোকায় ধরা; দুর্বল। 'তাহাদের লাঠি ঘুনে ধরা, বাহুতে বল নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ২ বিণ অন্তঃসারশূন্য। 'বলতে শুরু করছে, যাকে মহৎ বলে মনে করি সে ঘুণে ধরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বিণ বিকারগ্রস্ত। 'ঘুণে-ধরা প্রাচীন সভ্যতাসেলার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে।' মাহেনও, ১৯৪৯। ৪ বিণ জ্বরাজীর্ণ। 'সেই সাবেক আমলের ঘুণে ধরা ইউনিয়ন বোর্ডের নাম পাল্টাইয়া ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ঘুন্টি [স ঘন্টা] বি ঘন্টা। 'উটের গলায় ঘুন্টি শুধু বাজে।' জীবন, ১৯২৭।

ঘুন্টিমালা [স ঘন্টা-মালা] বি ঘন্টায়ুক্ত গলার মালা। 'হাড়া পেয়ে ছুটল হঠাৎ ঘুন্টিমালা গলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ঘুন্টি [স ঘুন্টিকা] বি বোতাম। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ঘুৎকার [ধন্যা ঘুৎ+স কার] ১ বি পেঁচার ডাক। 'ঘুৎকার করে উলুক অমনি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বি ঘোঁষ ঘোঁষ ধ্বনি। 'ওঠে মৃত্যুআহত নিশাসে নিশাসে ঘুৎকার।' নজরুল, ১৯২২।

ঘুন [স ঘুণ] বি ঘুণ পোকা। 'পাঞ্জর বৈধিআ বৃকত লাগিল ঘুনে।' বড়ু, ১৪৫০।

ঘুনাকর [স ঘুণ-অন্ধকার] বি সামান্যতা। 'আমি ঘুনাকরে এ সকল সমাদ জানি না।' ওর্গা, ১৭৮২।

ঘুনখান [ধন্যা] বি শিচ্ শব্দে শব্দ। 'তন সর বলি হবে ঢলাঢলি, যদি তন ঘুনখান।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘুনঘুনে [ধন্যা ঘুনঘুন<] বি ঘুনঘুন শব্দ করে এমন। 'ঘুনঘুনে মাটির ঢেওও ছোটো মিহিন জলের কণা ফিনফিন করছে।' নজরুল, ১৯২৭।

ঘুনসি বি কোমের বাঁধা যে সুতা। 'কতগুলো চাবি ঘুনসিতে ঝোলান।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ঘুনানো কি কাছে আসা; ঘনানো। 'ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটে ঘুনাইতে লাগিল।' তারিণী, ১৮০৩।

ঘুনি [স ঘন>] ১ বি কেশবহীন-বিশেষ। 'শাসে পরে পাটের ঘুনি।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বাঁশের শলার তৈরি বাঁচার মতো মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ। 'বন্য বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে।' বিতুতি, ১৯০৮।

ঘুনি-ঘুনি [ধন্যনা] বিণ ঠুঁটি ঠুঁটি। 'ঘুনি-ঘুনি বৃষ্টি পড়ছে।' তারা, ১৯৫৩।

ঘুলি [ঘুম+রশি] বি কোমরে যে সূতা বাঁধা হয়; তাগা। 'কোমরেতে তিন পাক ঘুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ঘুপটি [স গুণ্ডি] বিণ সংকীর্ণ। 'লভনের কোন বাইসেনের কোন ঘুপটি আধো অন্ধকার কক্ষিমের ...' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

ঘুপটি [স গুণ্ডি] বি লুজায়িত ভাব। 'বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।' মুক্তভা, ১৯৪৯। দ্র ঘাপটি

ঘুপটি মারা কি অন্যের অগোচরে জড়সড় হয়ে গুত পেতে থাকা। 'বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

ঘুপসি [স গুণ্ডি] বিণ সংকীর্ণ। 'খোলায় চালে ঘুপসি একথানা বিচ্ছিন্ন ঘর এই মণীন্দ্রর।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ঘুম [স ঘূ+প] বি নিদ্রা। 'আভিশয় রতিশ্রমে আকুল হইলো ঘুমে।' বড়, ১৪৫০।

ঘুম কাড়া কি নিদ্রাহরণ করা। 'নয়নে ঘুম নিল কেড়ে/ উঠি বসি শয়ন হেড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ঘুমকাতুরে [ঘুম+স কাতর>] বিণ ঘুমতে ভালোবাসে এমন। 'ঘুমকাতুরে বলিয়া ... বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না।' বিতুতি, ১৯৩১।

ঘুম-ঘুম বিণ তদ্ভাঙ্কন। 'মহাসিক্ত উতলা ঘুম-ঘুম ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিধে নিবন্ধুম।' নজরুল, ১৯২২।

ঘুম ঘুমিয়ে [ঘুম] ক্রিবিণ ঘুমতে ঘুমতে। 'ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমলী স্বপন দেখেছে খালি।' জসীম, ১৯৫১।

ঘুমঘোর [ঘুম+স ঘোর] বি ঘুমের ঘোর; ঘুমের জড়িমা। 'রহিবে মিশি দিবসনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

ঘুমঘোরময় [ঘুম+স ঘোর+স ময়] বিণ ঘুমের ঘোরাক্ষয়। 'ঘুমঘোরময় পান বিভাবরী পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

ঘুম চুটানো কি নিদ্রাচ্ছন্নতা দূর করা। 'নীল আকাশের ঘুম চুটালে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ঘুম-জাপানো বি ঘুম থেকে জাগায় এমন। 'কখনো-বা প্রভাতের ঘুম-জাপানো গান।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ঘুম-টুটানো [ঘুম+টুটানো] বিণ ঘুম দূরকারী। 'ঘুম-টুটানো আজ্ঞা দিলে - 'আগ্নাহো আকবর!' নজরুল, ১৯২৯।

ঘুম তরাসে বিণ ঘুমালে ভয় পায় এমন। 'আমি ঘুম তরাসে লোক।' মণিশ, ১৯৬৩।

ঘুমদার [ঘুম+কা দার] বি ঘুমকাতুরে ব্যক্তি। 'সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ঘুমপাড়ান গান বি শিতকে ঘুমপাড়ানোর উদ্দেশে রচিত গীত। 'মনে করুন মাথের সেই ঘুমপাড়ান গান।' শরীদুল্লাহ, ১৯৩১।

ঘুমপাড়ানি, ঘুমপাড়ানি [ঘুম+পাড়া>] ১ বিণ ঘুমপাড়ানি; ঘুম পাড়ায় এমন। 'মায়াবিনী এই নিশি আসলো ঘুমপাড়ানি মাসি।' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বিণ শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত। 'সব-সুন্দ্র এমন একটা করুণ ঘুম-পাড়ানি গান ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঘুমপাড়ানিয়া [ঘুম+পাড়া>] বিণ ঘুম পাড়ায় এমন। 'ঘুম লয়ে সাথে চড়ছে তাহাতে/ ঘুমপাড়ানিয়া মাসি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ঘুম পাড়ানো কি ঘুমাতে সাহায্য করা। 'বর যে ঘুমুচ্ছে, কে ঘুম পাড়ালে লো?' উমেশ, ১৮৫৭।

ঘুম-পাড়ানো [ঘুম+পাড়া>] ১ বিণ ঘুম পাড়ায় এমন। 'কখনো-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিণ সুপ্ত। 'মত্ত ঘন ব্যথার বুকোও একটা বেশ আনন্দ ঘুম-পাড়ানো থাকে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ ঘুমন্ত। 'তার ঘুমপাড়ানো চিত্রকে সজাগ করে দিলি।' নজরুল, ১৯২৭। ৪ বিণ ঘুম আনতে সাহায্য করে এমন (কল্পিত নারী)। 'ঘুমপাড়ানো মাসিগণি ভাড়া করা হইয়াছে।' মণিক, ১৯৪০।

ঘুমপুর [ঘুম+স পুর] বি ঘুমের রাজ্য। 'ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুমপুরে আসি।' নজরুল, ১৯২৯।

ঘুমপুরী [ঘুম+স পুরী] বি ঘুমানোর ঘর। 'ঘুমপুরীর সকল কটা আগল দিবে।' মণিশ, ১৯৩৯।

ঘুমভাড়া [ঘুম+ভাড়া>] বিণ ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এমন। 'ঘুম-ভাড়া তার একতরফাতে কোন বাণী কয় একলা রাতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ঘুমভাড়ানিয়া [ঘুম+ভাড়া>] বি ঘুম ভাঙায় যে। 'তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো, ওগো ঘুম-ভাড়ানিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ঘুমভাঙানো [ঘুম+ভাড়া>] বিণ ঘুম ভাঙায় এমন। 'গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে ঘুমভাঙানো সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘুমভোলা [ঘুম+ভোলা] বিণ ঘুম বিচ্যোত। 'দেহটি আলসে এদায়ের ঘুমতে সে ঘুম-ভোলা।' জসীম, ১৯৩১।

ঘুময়ে পড়ন [ঘুম+পড়া>] বি ঘুমিয়ে যাওয়া। ওগো, ১৭৮৫।

ঘুমলি, ঘুমলী [ঘুম>] ১ বিণ নিদ্রামগ্ন। 'ঘুমলী রাতের গ্রহর।' জসীম, ১৯৩১। ২ বিণ তদ্ভাঙ্কিত। 'রাজ্য পায়ের ঘুমলি স্বপন দেখেছে নয়ন বুঁজি।' জসীম, ১৯৩১। 'ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমলী স্বপন দেখেছে খালি।' জসীম, ১৯৫১।

ঘুম-সেতু [ঘুম+স সেতু] বি স্বপ্ন রূপ সেতু। 'তুই উন্ন ক্ষিত্ত তেজ-মরীচিকা, নোস অমরার ঘুম-সেতু।' নজরুল, ১৯২২।

ঘুমহারা [ঘুম+স হারা] বিণ নিঘুম। 'ডাকছে থাকি থাকি ঘুমহারা কোন নাম-না-জানা পাখি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ঘুমাইয়া-পড়া বিণ ঘুমিয়ে গেছে এমন। 'সে ঘুমাইয়া-পড়া শিতটির মতো চুপ করিয়া থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘুমিয়ে-পড়া বিণ ঘুমিয়ে গেছে এমন। 'কোথায় দৃটি নয়ন ঘুমে-ভরা, নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ঘুমে-ভরা [ঘুম+ভরা] বিণ ঘুমন্ত; নিদ্রাক্ষয়। 'কোথায় দৃটি নয়ন ঘুমে-ভরা, নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'বাগলির সুঘুণ্ড, ঘুমে-ভরা অলস-প্রাণ জাগিয়ে তোলা।' নজরুল, ১৯২২।

ঘুমের গাড়ি বি ঘুমরূপ গাড়ি। 'ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-ঢাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলবে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ঘুমের ঘোর বি নিদ্রার আবেশ। 'এত ঘুমের ঘোর কেন।' উমেশ,

ঘুমের দুয়ার বি কালনিক ঘুমের দেশে প্রবেশ করা দরজা। 'ঘুমের দুয়ারে ঘুমের কে সেই খবর দিল মেলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

ঘুমের দেশ বি নীরব-নিস্তর জায়গা। 'ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা, তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘুমের নুপুর বি ক্রিষি পোকের একঘেষে ডাক। 'কিহিরা বাজায় ঘুমের নুপুর কত যেন বেসে ভালো।' জসীম, ১৯২৭।

ঘুমের পর্দা বি ঘুমের জগৎকে আলাদা করে রাখার কাল্পনিক পর্দা। 'সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের পর্দাখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঘুমের বৃদ্ধি বি ঘুমরূপ কাল্পনিক বৃদ্ধি। 'ঘুমের বৃদ্ধি আসছে উড়ি নয়ন-চুলানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ঘুমের সাগর বি ঘুমরূপ সাগর। 'বেড়াতেম সাতারিয়া ঘুমের সাগরময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঘুমের স্রোত বি ঘুমের ঘোর। 'ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর তরুতায় হাসে।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

ঘুমোঘুমো [ঘুম>] বিণ তন্ত্ৰাল্প। 'ছড়ার নুপুর বাজিয়ে তোমায় করতে পারি ঘুমোঘুমো।' জসীম, ১৯৫১।

ঘুমোনো [ঘুম>] কি ঘুমোনো। ওগাঁ, ১৭৮৫।

ঘুমোল [ঘুম>] বিণ ঘুমোচ্ছে এমন। 'সে-ঘুমোল চোখ দেখবার প্রয়োজন নেই।' ওয়াশী, ১৯৪৩।

ঘুমট [ফা ওম] বি আবরণ। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘুমন্ত [স ঘূর্ণ>] ১ বিণ ঘুমিয়ে আছে এমন; নিদ্রিত। 'আর ঘুমন্ত যেন সেই পিলি।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিণ স্তম্ভ। 'ঘুমন্তপ্রায় আকাল্পা যত/ পরানো উঠিবে জিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিণ অসচেতন। 'ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘুমন্তপুরী [স ঘূর্ণপুরী] বি নিঃশব্দ নগরী। 'সমস্ত দেশটাই ফেটে একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী।' অন্নদা, ১৯২৯।

ঘুমোনো [ঘুম>] কি ঘুম পড়া। 'মুদ্র মুদ্র বিজইত ঘুমল হাম। জনই যোনাপতি রব অনুপাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঘুমোনো [স ঘূর্ণ] কি ঘুরানো। 'মারিল মোসেব পরে নেজা ঘুমাইয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

ঘুমুর [স ঘূর্ণ] বি নুপুর। 'ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঝটা ও ঘুমুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে ...।' হুতোম, ১৮৬১।

ঘুর [স ঘূর্ণ>] ১ বি ঘোর। 'তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে ঘুর লেগেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি দ্রুত। 'দূরে গিয়ে বাড়াই-য়ে ঘুর, সে-দূর শুধু আমারি দূর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি বেশি ঘুরে যেতে হয় এমন অবস্থা। 'গম্যস্থানে পৌছিতে ঘুর পড়ে বটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘুরখাওয়া [স ঘূর্ণ>+খাওয়া] ১ বি আবর্তন। 'চলেছে প্রোতন-ইলেক্ট্রনের ঘুরখাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিণ ঘুরছে এমন। 'কুসুমের ঘুরখাওয়া ঢাকার সংবেগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ঘুরঘুটি [স ঘোর+স ঘটা] বিণ ঘন। 'চারদিক আঁধার ঘুরঘুটি।' তারা, ১৯৪৬।

ঘুরঘুটি, ঘুরঘুটী বিণ নিশ্চিন্ত; গাঢ়। 'অমাবস্যার রাত্তির - অন্ধকারে ঘুরঘুটী। হুতোম, ১৮৬১; 'যেতে যেতে ঘুরঘুটি অন্ধকার হবে।'

মানিক, ১৯৩৬।

ঘুর ঘুর [খন্যা] বি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাকেরা। 'কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুর ঘুর করে বেড়ানো যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।
ঘুর-ঘুর করা কি ঘোরায়ুরি করা। 'হতভাগা কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাপবাজারে এসে ঘুর-ঘুর করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘুর-চাকা [ঘুর+চাকা] বি ঘূর্ণনরত চাকা। 'তোর ঘুর-চাকাতে বল-দপীর তোপ কামানের টুক জোর।' নজরুল, ১৯২৪।

ঘুরতে থাকা ১ কি মাথা ঘোরা; নিমূর্নির ভাব হওয়া। 'আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশোনা সব ঘুরে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ২ কি আবর্তিত হওয়া। 'কুমোরের চাকা যখন ঘুরতে থাকে, তখনই কুমোর যাহা পারে গড়িয়া লয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ কি বাস করা। 'কর্ম উপলক্ষে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ঘুরপথ বি ঘোরানো পথ। 'ঘুরপথ ছেড়ে কোনোকুনি রাস্তায় নেমে আসে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ঘুরপাক [স ঘূর্ণ>+পাক] বি চক্রাকারে ঘোরা। 'নড়েচড়ে বেড়ানো বাইনাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরপাক।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ঘুরপাক খাওয়া কি আবর্তিত হওয়া। 'মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াড়ি করে ধরে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক বাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঘুরপাক-খাওয়া [স ঘূর্ণ>+পাক+খাওয়া] বিণ আবর্তমান। 'প্রকাণ্ড একশিচ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘুরপাক খাওয়ানো কি অথ্যা হয়রানি করা। 'অপরপক্ষকে আদালতে কিছুদিন ঘুরপাক খাওয়াইয়া মজা দেখিয়া নিবে।' আজাদ, ১৯৬৯।

ঘুরপাক দেওয়া কি ঘোরানো। 'বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঘুরন [স ঘূর্ণ] কি পাক দেওয়া। 'বিচিত্র কাচুলি পৈরে সর্ব্বাঙ্গে ঘুরন।' মাল্যধর, ১৫০০।

ঘুরনচাকি [স ঘূর্ণনচক্র] বি ঘূর্ণিচক্র। 'ঠিক সেই সময়েই উঠিল একটি ঘুরনচাকি।' তারা, ১৯৪০।

ঘুরনি [স ঘূর্ণ] বি ঘূর্ণি। 'পরিধান দিয়া জোড়া উড়নি ঘুরনি পরিণাটা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ঘুরন্ত [স ঘূর্ণ>] বিণ আবর্তমান। 'তারি পরে রূপ নিয়ে চ'লে যায়/ উদাসীন ঘুরন্ত প্রকৃতি।' অমিয়, ১৯৩৮।

ঘুরলা [স ঘূর্ণ>] বি ঘূর্ণি। মানোএল, ১৭৪৩।

ঘুরা, ঘুরানো [স ঘূর্ণ] ১ কি ঘূর্ণিত হওয়া। 'কুন্ডকার চক্র যেন ঘুরে দুই অক্ষ।' কাশীরাম, ১৬৫০। ২ কি ঘূর্ণন করানো। 'নরন ঘুরায় বড়ি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ঘুরি ঘুরি কিবিগ ঘুরে ঘুরে। 'তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি।' মুরারি, ১৭৭০।

ঘুরা ফিরা কি পরিভ্রমণ করা। 'শ্রাবণগণন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিবিগ নানাভাবে; একবার একভাবে তারপর অন্যভাবে। 'ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলায় অবসর নেই।' অবন, ১৯২৫।

ঘুরে ঘুরে বেড়ানো *ক্রি* আবর্তিত হওয়া। 'ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ঘুরে ঘুরে মরা *ক্রি* দিশাহারার মতো ঘুরে ঘুরে ক্রান্ত হওয়া। 'ঘুরে ঘুরে মরি আঁধার গহনে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ঘুরে ঘুরে যাওয়া *ক্রি* বার বার ঘুরে যাওয়া। 'ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেবে ঘুরে ঘুরে বেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঘুরে ফিরে কিনিব বার বার। 'ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ঘুরে মরা *ক্রি* ঘুরে ঘুরে ক্রান্ত হওয়া। 'নানা ঠাই ঘুরে মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘুরা ঘুরা *ক্রি* ঘুরে ঘুরে। 'ঘুরা ঘুরা বুলি শুধু পলাসনের বিশে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঘুরাফেরা *বি* আনাগোনা। 'দুদশ মিনিট ঘুরাফেরা করিলেই স্পিট বোঝা যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঘুরানি *[স ঘূর্ণি বি* পাক। 'ওর নাকটা ধরে একটা ঘুরানি দিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৫।

ঘুরানো *প্র* ঘুরা

ঘুরুশিয়া *[স ঘূর্ণি>]* *বিগ* ঘূর্ণি। 'ঘুরুশিয়া ঝড়ে ডিসা ঘন বয় পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঘুরুনি *[স ঘূর্ণি>]* *বি* পাক দেওয়ার কাজ। 'পাশা ফেপল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ঘুরুশি *[স ঘূর্ণি>]* *বি* ঘূর্ণিপাক। 'আছল দিয়ে টেনে-টেনে চুলের ঘুরুশি তেরি করছে।' *আঁচল*, ১৯৫০।

ঘূর্ণি *[স ঘূর্ণি>]* ১ *বিগ* আবর্তিত। 'বার মাসে তের বার ঘূর্ণি মেয়ে ফুল।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* মাথা ঘোরানো; ঝিমনি। 'ওঁস, ঘূর্ণি, ঘূর্ণি।' *প্র* ঘূর্ণি

ঘূর্ণিত *[স ঘূর্ণিতা বিগ* আবর্তিত। 'ধনার আভনে হলো ঘূর্ণিত অচলা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ঘূর্ণিয়া *[স ঘূর্ণি>]* *বি* ঘূর্ণাবর্ত। 'ওঁস, ১৭৮৫।

ঘূর্ণিল *[স ঘূর্ণি>]* *বিগ* ঘূর্ণায়মান। 'ঘূর্ণিল ফিলের রীল দ্রুত ভরে ওঠে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ঘূর্ণা *[স ঘূর্ণি বি* ঘূর্ণি। 'পানির ঘূর্ণা।' *মানেএল*, ১৭৪৩।

ঘূর্ণি *[স ঘূর্ণি বি* ঘূর্ণি। 'ওঁস, ১৭৮৫।

ঘূল *[স ঘূর্ণ>]* *বি* মাখন কূলে নেওয়া পানি মিশ্রিত দই; যোল। 'দধি দুদ্ধ ঘৃত ঘূল সাজাইল পসার।' *মালাধর*, ১৫০০।

ঘূলঘূলি *বি* ছোটো জানালা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'এই বেলা গিয়ে ঘূলঘূলিতে আড়াসি পেতে বসে থাকি।' *অবন*, ১৯২৫।

ঘূল্লা *[স ঘূর্ণ>]* *বি* শ্রোতের ঘূর্ণি। 'লালন গেল ঘূল্লায় পড়ে।' *লালন*, ১৮৯০।

ঘূলানো *[স ঘূর্ণ>]* ১ *ক্রি* আলোড়ন করে কাদাময় করা; ঘোলা করা। 'যে লল আমি পান করিতেছি তাহা ঘূলাইতে কেমন করিয়া সাহস করিয়াছিঃ?' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *ক্রি* গুলিয়ে ফেলা। 'আমরা কেবল ধুতুড় করে যে জায়গাটোতে থাকি তার চতুর্দিক ঘূলিয়ে তুলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ *ক্রি* এলোমেলো করা; ছড়িয়ে দেওয়া। 'ঘূলিয়ে দিয়ে নিত্যানিতো দু ধারে সব উদারচিত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ঘূলিয়ে ওঠা *ক্রি* ঘোলা হওয়া। 'নদী ঘূলিয়ে ঘূলিয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ঘূলিয়ে যাওয়া *ক্রি* তালগোল পাকিয়ে ফেলা। 'মাথা একেবারে ঘূলিয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ঘূলি ঘূলি *বিগ* আপসা। 'মায়ের দুঃখভরা মনটার মত ঘূলি ঘূলি অন্ধকার।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

ঘূলি-পথ *[ই গুলি+স পথ]* *বি* গুলিপথ। 'সদর ছাড়িয়া সড়কের ঘূলি-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

ঘূষ *[স]* *বি* উৎকোচ; কোনো কাজ করানোর জন্যে বাড়তি অর্থ প্রদান। 'মপশলে কোন মকদ্দমার ঘূষ খাইয়া কারসাজি করিব না।' *ওঁস*, ১৭৮২।

ঘূষখোর *[স ঘূষ+ফা খোর]* *বি* উৎকোচ গ্রহণকারী। 'বেকনের ঘূষখোর অপবাদ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘূষখোরী *[স ঘূষ+ফা খোর>]* *বি* ঘূষ বা উৎকোচ নেওয়ার কাজ। 'ঘূষখোরী, সরকারী মাল চুরি ...।' *সওগাত*, ১৯৪৫।

ঘূষ *[স ঘূষ বি* ঘূষি। 'ভাই আজ শয়তান ভাই - এ মারে ঘূষ কিল।' *নজরুল*, ১৯২২।

ঘূষঘূষি *বি* ঘূষির মাধ্যমে মারামারি। 'তারা হাসাহাসি ঘূষঘূষি ও কিসাকিসি করিয়া ... আনন্দের আশ্রয় নিভাইতে পাশে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ঘূষ ঘূষ *[স ঘূষ>]* *বি* চাপা আলোচনা। 'বিয়ে বাড়িআলারা অনেক সময়ই প্রায় ঘূষ ঘূষ করে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ঘূষড়া *[স ঘূষ>]* *ক্রি* ঘূষি দিয়ে মারা। 'তাহাকে পোঁদে ছেঁচড়ি দিয়া ঘূষড়িয়া লইয়া কান ঘূচড়িয়া ...।' *মৃদুভর*, ১৮১৩।

ঘূষা, ঘূষা *[স ঘূষ>]* *ক্রি* ঘোষণা করা। 'পুনমীর চান্দ তোকার বদন ঘূষিএ জগত জন্মে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। *ঘূষি* *ক্রি* ঘোষণা করি। 'মোর কুল সতে ঘূষি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *ঘূষিব* *ক্রি* ঘোষণা করবো। 'জুকে পরাইলে অবজ্ঞস ঘূষিব সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। *ঘূষিবেস্ত* *ক্রি* ঘোষণা করবে। 'স্বীয়া কুল অপঘন ঘূষিবেস্ত হনি।' *আলাওল*, ১৬৮০। *ঘূষিয়া* *ক্রি* ঘোষণা করে। 'কৃতক ঘূষিয়া সব অধ্যাপক মরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *ঘূষিল* *ক্রি* ঘোষণা করলো। 'কলঙ্ক ঘূষিল লোক।' *দীচত্রি*, ১৬০০। *ঘূষলঘূষানি* *বি* মিনমিনে ভাব। 'সাদুর হাটে ঘূষলঘূষানি কী বলিতে কী বলা।' *লালন*, ১৮৯০। *ঘূষি* *ক্রি* ঘোষণা করে। 'পুনমীর চান্দ তোকার বদন ঘূষিএ জগত জন্মে ল।' *বড়ু*, ১৪৫০। *ঘূষিব* ১ *ক্রি* ঘোষণা করবে। 'আর অনেক নাম ঘূষিব সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রি* ঘোষণা করবো। 'ঘূষিব তোমার যশ সঙ্কল ভুবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *ঘোষিব* *ক্রি* ঘোষণা করবে। 'না হইবে পতন জগৎ ঘোষিবে যশ।' *চট্ট*, ১৫৫০।

ঘূষাঘূষি *[স ঘূষ>]* *বি* মুষ্টি প্রহার। 'ঘূষাঘূষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

ঘূষি *[স ঘূষ>]* *বি* মুষ্টিপ্রহার। 'এক ঘূষিতে ভুলশশায়ী করিয়া ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

ঘূষিঘাষা *বি* মুষ্টি দ্বারা আঘাত। 'ইংরাজের ঘূষিঘাষা খাইয়া নাকিসূরে নাশিণ করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঘূষো *[স ঘূষ>]* *বি* ঘূষি। 'সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাঘি ঘূষোর আকারে আসতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ঘুস [স ঘূষ] বি উৎকোচ; কোনো কাজ করানোর জন্যে বাড়তি অর্থ প্রদান।
'আমলা বলপূর্বক টাকা ঘুস লইতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ঘুসখোর [স ঘূষ+স খোর] বি উৎকোচ গ্রহণকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঘুসখাস [স ঘূষ+] বি কার্যসিদ্ধির জন্য অবৈধভাবে দেওয়া টাকা, দ্রব্য প্রভৃতি। 'সকলে করিনু রাজী দিয়ে ঘুসখাস।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘুসকি [স ঘূষ+] বি গুণ বেশ্যা। 'খানকি, ঘুসকি ও গেরস্ত মেয়েদের মালা লেগে গ্যালো।' হুতোম, ১৮৬১।

ঘুসকো [স ঘূষ+] বিণ ঘুসঘুসে; ভিতরে ভিতরে চলছে এমন। 'চুলতলো সব বাবুই দড়ি - ঘুসকো জ্বরের কাবুয় গড়ি।' নজরুল, ১৯২৬।

ঘুসঘুসানি [স ঘূষ+] ১ বি গোপন কথা। 'সামুর হাতে ঘুসঘুসানি কী বলিতে কী বলা।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ সামান্য; হালকা। 'হেছিল একটু ঘুসঘুসানি জ্বর।' মনসুর, ১৯৫৩।

ঘুসঘুসানী ত্রিবিধ খিকিখিকি; ভিতরে ভিতরে। 'এবে' ঘুসঘুসানী গোড়ে তোর মন।' বড়ু, ১৪৫০।

ঘুসঘুসে বিণ গোপন; চাপা। 'ঘুসঘুসে কুর।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ঘুসা [স ঘূষ+] ক্রি ঘোষণা করা। 'মিছাই কারুঁকি ঘুসি দানে।' বড়ু, ১৪৫০।

ঘুসা, ঘুসানো [স ঘূষ+] বি মুষ্টি প্রহার। 'ঘুসা কিধা পিন্ডল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১; 'ঘুসানো।' বিদ্যা, ১৮৯১।

ঘুসাঘাত [স ঘূষ+] বি মুষ্টির আঘাত। 'চপেটাঘাত, কীলাঘাত এবং ঘুসাঘাত।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ঘুসাঘুসি [স ঘূষ+] বি পরস্পর ঘুষি দিয়ে মারামারি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঘুসি, ঘুসী [স ঘূষ+] বি মুষ্টি প্রহার। 'যদি কেহ কিছু বলে ধরে দেঙ্গ ঘুসি।' ওড়, ১৮৫৮; 'যদি অনাথ বামন হাত পেতে চায়, ঘুসী পড়ি ওঠেন তবে।' ওড়, ১৮৫৮।

ঘুসিত [স ঘূষ+] বিণ ঘোষিত। 'কোথা বীর পাইয়া ধন ঘুসিত পিন্ডল জন পরিবাদ ছিল লোক মাঝে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘুসিতড়া বি নদীবিশেষ। 'ঘুসিতড়া নদীতে এক শত হাত লম্বা এক সেতু।' দর্পণ, ১৮২৫।

ঘুসো [মারাতি ঘুস] বি কুচা চিংড়িবিশেষ। 'দীনের তারণকারী চিত্রড়ির ঘুসো।' ওড়, ১৮৫৮।

ঘুণ [পা ঘুণ্ট] বি পর্যটক। 'থাকিব তই ঘুণ কইসে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

ঘূমা [স ঘূর্ম+] ক্রি ঘূমানো। 'ঘূমই গ চেবই সপরিবিভাগা।' চর্যা ৩৬, ১২০০।

ঘূর্ণ [স] বিণ আচ্ছন্ন। 'অতিঘূমে ঘূর্ণ হই শয়নে সুতিল।' সুলতান, ১৭০০।

ঘূর্ণচক্র [স] বিণ চাকার মতো ঘুরছে এমন। 'ঘূর্ণচক্র জনতাংঘে বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘূর্ণন [স] বি ক্রমাগত আবর্তন। 'ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ঘূর্ণন্য [স] বি ঘুরে ঘুরে নাচ। 'সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণন্য আরম্ভ হল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঘূর্ণবায়ু [স ঘূর্ণিবায়া] বি ঘূর্ণিবাতাস। 'সংসারপথে শত সংকট ঘুরিছে ঘূর্ণবায়ু।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ঘূর্ণমান [স] বিণ ঘুরছে এমন; ঘূর্ণনরত। 'আমিও সেই ঘূর্ণমান

বিজিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া ... ঘুরিয়া বেড়াইতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘূর্ণা [স ঘূর্ণি] ১ বিণ ঘূর্ণয়মান। 'একটা ঘূর্ণা বাতাস বানিকটা ধূলা এবং শুকনা পাতার ওড়না উড়াইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি জলের আবর্ত। 'ঘূর্ণা এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উনুনের মতো ঘুরিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি ঘূর্ণিবায়ু। 'ঘূর্ণা-হাতাহানি দিয়া চলে ঘূর্ণি-পরি।' নজরুল, ১৯২৫।

ঘূর্ণাগতি [স ঘূর্ণি+স গতি] বি ক্রমাগত ঘোরার গতি। 'ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঘূর্ণাপাক [স ঘূর্ণি+স পরিক্রম] বি ঘূর্ণিচক্র। 'চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বন্ধেতে আবরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ঘূর্ণাবর্ত, ঘূর্ণাবর্ত [স] ১ বি ঘূর্ণি; প্রচণ্ড পাক। 'উর্মি-সংঘাত, ঘূর্ণাবর্তে তুমুল গর্জে।' নজরুল, ১৯৩৯। ২ বি ঘূর্ণয়মান অবস্থা। 'দেশ ও আতিকে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সমুখে আগাইয়া যাইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৭১।

ঘূর্ণাবর্তসংকুল [স] বিণ ঘূর্ণয়মান। 'ঘূর্ণাবর্তসংকুল ফেনায়িত বেগে বয়ে চলেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

ঘূর্ণাবাতাস [স] বি ঘূর্ণিঝড়। 'প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঘূর্ণায়মান [স] বিণ ঘুরছে এমন। 'সাগর বা মহাসাগরের জল যে সুষি-অত্যন্ত ঘূর্ণায়মান হয় সেই স্থানকে আবর্ত কথা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

ঘূর্ণায়িত [স] বিণ পাক বাচ্ছে এমন। 'সাইকেলের চাকার ঘূর্ণায়িত তরঙ্গে ক্রমে ক্রমে উদ্বেলিত হতে লাগলো।' বিমল, ১৯৫৩।

ঘূর্ণি [স] ১ বিণ বাতাসের আবর্তনমূলক। 'হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি আবর্ত। 'বাংলায় ঘূর্ণির মতো ... আশ্রন ছড়াইয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৪২।

ঘূর্ণি-আঘাত [স] বি চতুর্দিক থেকে আসা প্রচণ্ড আঘাত। 'য়ুরোপের ভিত্তাক্ষেপে যে হাওয়ায় মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ঘূর্ণিঘোর [স] বি ঘূর্ণনজনিত ঘোর। 'ব্যস্তির আবর্তে ঘূর্ণিঘোর, কার শির ছেড়ে সুদর্শন।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

ঘূর্ণিচাকা [স ঘূর্ণি+স চক্র] বি ঘুরছে এমন চাকা। 'তাহলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকে বেশি হত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘূর্ণিঝড় [স] বি বাতাসের আবর্তে সৃষ্ট প্রচণ্ড গতির ঝড়ের মতো। 'তারা বন্ধন ছিড়ে গর্জন করতে করতে ছুটল চার দিকে যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘূর্ণিত [স] ১ বিণ আবর্তিত। 'সবিশণ প্রতি বলে ঘূর্ণিত লোচনে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি চোখের তারা ঘোরাচ্ছে এমন। 'ঘূর্ণিত লোচনে চার বলে বীরসিংহ রায় ...।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

ঘূর্ণিদূর্গত [স] বি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। 'ঘূর্ণিদূর্গতের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ... রিলিফ কমিটি গঠন করা হয়।' বেগম, ১৯৬৯।

ঘূর্ণি-ধূলা বি বাতাসে প্রবল বেগে ঘুরতে-থাকা ধূলা। 'মনে হল, বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোর ঘূর্ণি-ধূলায় মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ঘূর্ণিনাচ [স] বি ঘুরে ঘুরে যে নাচ। 'নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে

ঘূর্ণিচান নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ঘূর্ণিচান [স। বি ঘূর্ণিময় নাচ। 'কোন নটিনীর ঘূর্ণিচান লাগে আমার গায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ঘূর্ণিসূতা [স। বি ঘুরে ঘুরে যে নাচ। 'এই সকল কন্যাহারী উজ্জ্বলনার ঘূর্ণিসূতার মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঘূর্ণিনেশা [স। বি আবর্তনের নেশা। 'এই কর্ম-নাগরদোশার ঘূর্ণিনেশা যখন এক-একটা জাতিকে পাইয়া বসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঘূর্ণিপথ [স। বি ঘূর্ণায়মান পথ। 'ক্রমাগত সময়তাড়িত তারা, যোরে ঘূর্ণিপথে।' শামসুর, ১৯৬৬।

ঘূর্ণি-পরি [স। ঘূর্ণি+ফা পরি] বি ঘূর্ণায়মান বায়ুরূপ পরি। 'ঘূর্ণি-হাতস্থান দিয়া চলে ঘূর্ণি-পরি।' নজরুল, ১৯২৫।

ঘূর্ণিপাক [স। ঘূর্ণি+পাক] ১ বি প্রচণ্ড পাকে ঘোরানোর অবস্থা। 'তরুণবাবুদ্বার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে পথিক ধুলায় তলে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি বায়ু বা পানির প্রচণ্ড আবর্ত। 'মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে ফেলাই এমন করে।' নজরুল, ১৯৩৫। ৩ বি দূর্বিশাক। 'তারারাজন তেমনই ঘূর্ণিপাকে পড়েছিল।' শওকত, ১৯৭২।

ঘূর্ণিফল বি ফলবিশেষ। 'বসন্ত বিজলি আটে ঘূর্ণিফল পাছে।' সুভাষ, ১৯৪০।

ঘূর্ণিফুল [স। ঘূর্ণি+ফুল] বি বাতাসে ঘোরে এমন নকশাদার ফুল। 'কাপালের ঘূর্ণিফুল।' তারা, ১৯৪২।

ঘূর্ণিবাত্যা [স। বি ঘূর্ণিঝড়। 'ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত করিদপুর।' বেগম, ১৯৫১।

ঘূর্ণিবাযু [স। ঘূর্ণি+বাযু] বি ঘূর্ণিঝড়। 'নিকটের তাপতত্ত্ব ঘূর্ণিবায়ে কুক-কোলাহলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘূর্ণি-বায়ু [স। বি ঘূর্ণি-বাতাস। 'ঐ বালুকা ঘূর্ণি-বায়ু দ্বারা প্রকৃত-মলে উৎকণ্ঠ হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

ঘূর্ণিবালা [স। বি ক্রমাগত ধাঁধায় ফেলে যে নারী। 'ঘূর্ণিবালা হাসির হররা হানি বলে ...।' নজরুল, ১৯২৪।

ঘূর্ণিবেশ [স। বি বায়ু বা জলের প্রচণ্ড আবর্ত। 'সেই সনাতন ময়ূরের ঘূর্ণিবেশে যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘূর্ণি-মাতন [স। বি পাকের মত্ততা। 'অসহ্য প্রোত্তের ঘূর্ণি-মাতন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ঘূর্ণিস্রোত [স। বি প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খেতে থাকা স্রোত। 'ঘূর্ণাস্রোত ঘূর্ণিস্রোত ঘিরেছে তোমাকে নিরঙ্কুশ।' ফররুখ, ১৯৬৬।

ঘূর্ণি [স। ঘূর্ণি] বি বায়ু বা জলের প্রচণ্ড পাক। 'কোথাও বিষম ঘূর্ণি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

ঘূর্ণিবায়ু [স। ঘূর্ণি+বি ঘূর্ণিঝড়। 'ধুলায় তিমিরচয়, ঘূর্ণিবায়ু অতিশয়।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘূর্ণ্যতাত্ত্বী [স। বি ঘুরে ঘুরে নাচে এমন। 'ও কি ঘূর্ণ্যতাত্ত্বী উন্মাদ সাধকের রূপমন্ত্র-উচ্চারণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘূর্ণ্যমান [স। বি ঘূর্ণায়মান। 'অমনি সেই ঘূর্ণ্যমান জলন্ত পদার্থ হইতে এক ষণ্ড বাহির হইয়া ...।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ঘূর্ণা [স। ঘূর্ণি] বি ঘূর্ণি। 'সারজনও মধ্যে মধ্যে দুই এক কিল ও ঘূর্ণা মারিতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

ঘূর্ণা [স। ১ বি শিকার। 'হেন বংশে ঘূর্ণা ছাড়ি কৈলে অসীকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অকৃতিকর কোনো বিষয়ের প্রতি অনুভূতি।

'ঘূর্ণা নাহি জন্মে তায় মহাসুখ পায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি অবজ্ঞা। 'অন্যে ছুইতে করে ঘূর্ণা।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ বি বিতৃষ্ণা। 'অধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘূর্ণা জন্মে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বি তুচ্ছতা। 'দোষী বালক যৎপরোনাস্তি ঘূর্ণা ও লজ্জা পাইয়া নিবৃত্ত হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বি অপছন্দ। 'আমি রাম এবং তাঁহার দলবলতলোকে ঘূর্ণা করি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৭ বি তাক্সিলা। 'কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘূর্ণা করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৮ বি অনগ্রহ। 'তন বসে, পিতৃ-রাজ্যে যদি তব ঘূর্ণা।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৯ বি অনাদর। 'তব ঘূর্ণা যেন তাকে তুলসম দাখে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ঘূর্ণাকর [স। বি ঘূর্ণার যোগ্য। 'কৌশলীনাচার-জনিত যত ঘূর্ণাকর ও ভয়ঙ্কর পাপ উৎপন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪২।

ঘূর্ণাঘেয [স। বি অশ্রদ্ধা এবং প্রতিহিংসা। 'ধরণী হইতে যাক ঘূর্ণাঘেয।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঘূর্ণাপূর্ণ বি ঘূর্ণার ভাবে পূর্ণ। 'অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘূর্ণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯৯০।

ঘূর্ণাবশত [স। ক্রিবিণ ঘূর্ণার বশতী হইতে। 'ত্রিপুরাঘবশত তাদের বাড়ি লুণ্ঠ করতে লাগল।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

ঘূর্ণাবহ [স। বি ঘূর্ণার উপযুক্ত। 'বিজ্ঞানবিহীন পশুচক্ষুও যাহা ঘূর্ণাবহ বিবেচিত হয়।' সংগ্রহ, ১৮৬১।

ঘূর্ণাবুদ্ধি [স। বি অশ্রদ্ধা-জ্ঞান। 'ঘূর্ণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘূর্ণাবোধ [স। ১ বি ঘূর্ণার উদ্বেগ বা চেতনা। 'যে আত্মানে অসুখ ও ঘূর্ণাবোধ হয়, তাহাকে দুর্গন্ধ বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি বিতৃষ্ণা। 'ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘূর্ণাবোধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বি অশ্রদ্ধাবোধ। 'সহযোগীদের প্রতি তীব্র ঘূর্ণাবোধ।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ঘূর্ণাব্যস্তক [স। বি ঘূর্ণা প্রকাশ পায় এমন। 'অত্যন্ত ঘূর্ণাব্যস্তক স্বরে বলে উঠলেন।' প্রমথ, ১৯৮৮।

ঘূর্ণা-ভরে ক্রিবিণ ঘূর্ণায় পূর্ণ করে। 'মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘূর্ণা-ভরে বলিয়া উঠিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘূর্ণাতাজন [স। বি ঘূর্ণার পাত্র। 'ঘূর্ণাতাজন মনে করতে স্থিধা বোধ করে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঘূর্ণাময়ী [স। বি ঘূর্ণা ঘূর্ণাপূর্ণ। 'ঘূর্ণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘূর্ণাই [স। বি ঘূর্ণার যোগ্য। 'ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘূর্ণাই।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ঘূর্ণাম্পন্দ [স। বি ঘূর্ণিত। 'ভূমি এ ঘূর্ণাম্পন্দ কর্ম কতো আমাকে আর অনুরোধ করে না।' মাইকেল, ১৮৬১।

ঘূর্ণাহত [স। বি ঘূর্ণাগ্রস্ত। 'ঘূর্ণাহত মাটি-মাখা ছেলেরে তোমার।' নজরুল, ১৯২০।

ঘূর্ণাহীন বি ঘূর্ণা নেই এমন। 'মানুষের প্রতি ঘূর্ণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ঘূর্ণিত [স। ১ বি ঘূর্ণা উদ্বেগকারী। 'এই ঘূর্ণিত ব্যবহার পরিবর্তনে মনোযোগ কখন।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি অবজ্ঞাত। 'তদ্ব্যতীত এদেশে ঘূর্ণিত অসভ্য অবস্থায় পতিত থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বি নিদাজনক। 'তাহাদের চরিত্র অত্যন্ত ঘূর্ণিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি লখন্য। 'নরকতুলা ঘূর্ণিত স্থানের বিষময় বাষ্প সংযোগে

নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বিণ তুচ্ছ। 'ভাবকে ক্ষান্তনের ঘৃণিত হীনত্বে পরিণত করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বিণ অবজ্ঞাত। 'সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ঘৃণিতা [সি বি ক্রী ঘৃণার পাত্রী। 'নারী সমাজের এক বৃহত্তম অংশ পত্নী অঞ্চলে হীন অবস্থায় ঘৃণিতা ও রক্ষিতার জীবনযাপন করছে।' বেগম, ১৯৫২।

ঘৃণা [সি ঘৃ] ক্রি ঘৃণা করা। 'সুদর্পণে হেরি বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ঘৃণ্য [সি ১ বিণ ঘৃণার যোগ্য। 'যদুপ হিন্দুধর্ম ঘৃণ্য করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি অরুচি। 'অপরিস্রব স্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাহার ঘৃণ্য ও বিরক্তি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিণ তুচ্ছ। 'দিশিকে ঘৃণ্য জ্ঞান করেন, সুতরাং দেশী সাহেবী প্রচলিত করা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিণ বাঞ্ছিত। 'ওই ঘৃণ্যটাই ঘৃণ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

ঘৃণ্যতর [সি বিণ অধিকতর ঘৃণিত। 'তোমার ব্যবসা ঘৃণ্যতর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ঘৃণ্যতা [সি ১ বি কর্দর্যতা। 'মুকোটারির যে একটা ঘৃণ্যতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ইতরতা। 'ভোগ-বিলাসের দীনতা-কৃপা-ঘৃণ্যতা গাড়িঞ্জড়ি এবং তকমা-চাপরাসের ঘারা ঢাকা পড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘৃণ্যার্থ [সি বি কর্দর্য বার্থ। 'ঘৃণ্যার্থ সর্বত্র ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কারও অধিকার।' বেগম, ১৯৬৩।

ঘৃত [সি বি বি। 'ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাক্ষিরা পসার।' বড়ু, ১৪৫০।

ঘৃতকুন্ড [সি বি ঘিয়ে ভরা কলস। 'আমি ঘৃতকুন্ড, সোনার ঝাঁড় দিয়ে তোমার পূজা দেব।' দীনবন্ধু, ১৮৭৭।

ঘৃতপক [সি বিণ ঘি দিয়ে রান্না-করা। 'অপূর্ব ঘৃতপক দুধেই স্নাতকুর জিলাঙ্গী শোলাও পানতুয়া প্রভৃতি।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘৃতভার [সি বি ঘিয়ের ভাগ। 'গর্ভ হতে জন্ম হইল কান্দে ঘৃতভার।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ঘৃতসংক্রান্তি [সি বি হিন্দুসমাজে প্রচলিত ব্রতবিশেষ। 'মনগড়া ব্রত ... ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িসংক্রান্তি, ধন-গোছানো।' অবন, ১৯১৯।

ঘৃতসিক্ত [সি বিণ ঘিয়ে ভিজানো। 'পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যেরে রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘৃতাত্ত [সি বিণ ঘিয়ে মাখা। 'পতকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শব্দে ঘৃতাত্ত করিয়া রক্ষণ বতনে গুইল চারি দিকে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ঘৃতাহুতি [সি ১ বি মন্ত্রপূত ঘৃতদান। 'অগ্নিকূলে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি যজ্ঞোত্তে ঘৃত নিক্ষেপ। 'ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে ...।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ঘৃতকুমারী [সি বি ঔষধি গাছবিশেষ। 'প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গা জলে ভাসাইয়া দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঘৃনা [সি ঘৃণা বি অবজ্ঞা। 'ঘৃনা করি পরিহর কী বলিবি আমি।' মালাধর, ১৫০০।

ঘেউ [ধন্যনা বি কুকুরের ডাক। বিদ্যা, ১৮৯১। ঘেউ ঘেউ বি কুকুরের অব্যাহত ডাক। 'একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতেছে।' গ্যাঙ্গী,

১৮৫৮।

ঘেওর [সি ঘৃত] বি মুখরোচক খাবারবিশেষ। 'বরকী বৃন্দে বৈদ্যর সেউ জিলাঙ্গী মচিহুর লুচি কচুরি ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিলারা ...।' ভবানী, ১৮২৮।

ঘেঁচি [সি ঘৃষ্ট] বিণ সুঁতযুক্ত। 'সাত কাহন নিল বাছ্যা ঘিয়া ঘেঁচি কড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘেঁচু [সি ঘেঁচুলিকা] ১ বি ছোটো কচুবিশেষ। 'কচু, ঘেঁচু, দুনিয়ার যত সব বিদ্যুটে আবেল-তাবেল দিয়ে মা যা রাঁধে।' মুলতাবা, ১৯৫২। ২ বি (অবশ্যার্থে) কিছুই নয়। 'আমাদের ঘেঁচুটা করবে।' সুনীল, ১৯৭০।

ঘেঁট [সি ফটা] বি ফটা। 'আছোলা আলুর ঘেঁট।' নজরুল, ১৯২৭।

ঘেঁটু [সি ফটাকর্প] ১ বি ভাঁট ফুল ও তার গাছ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ঘেঁটু ফুলের গাছ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি ব্রতবিশেষ। 'ধাম্যদেবতার ব্রত ... শীতলা, বড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মৃগাই।' অবন, ১৯১৯।

ঘেঁটু ফুল [সি ফটাকর্প+ফুল] বি ভাঁটফুল। 'ঘেঁটু ফুলের গাছ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ঘেঁটে ঘুঁটে [সি ঘট] ক্রিবিণ তন্ন তন্ন করে ঝুঞ্জে। 'বন বাদ্য সব ঘেঁটে ঘুঁটে' আমার মরি ঘেঁটে ঘুঁটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঘেঁষড়ে [সি ঘৃষ্ট] ক্রিবিণ নিকটবর্তী হয়ে। 'ঘেঁষড়ে বানিকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে।' তারা, ১৯৪৬।

ঘেঁষা [সি ঘৃষ্ট] বিণ ঘনিষ্ঠ। 'ইয়ার গোচের ব্রাহ্মসেবা শহর-ঘেঁষা।' শান্তি, ১৮৫৮।

ঘেঁষাঘেঁষি [সি ঘৃষ্ট] ১ বি পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ অবস্থান। 'দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ের পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি থাকিয়াও ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি মাখামাখি। 'পরিচিতদের সঙ্গে অন্যান্য ঘেঁষাঘেঁষি নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি গাদাগাদি; ঠাসাঠাসি। 'জিন্সের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিসপত্রের ঘেঁষাঘেঁষিটা বড়ো শান্তিজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঘেঁষা [সি ঘৃষ্ট] ১ ক্রি গায়ে গায়ে লেগে থাকা। 'এ একবার সরিয়া দূরে যাইতেছে, ও আবার সরিয়া সরিয়া ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া আসিতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ ক্রি নিকটবর্তী হওয়া। 'তাদের কাছে ঘেঁষতে গেলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঘেঁস [সি ঘর্ষ] বি পাথুরে কয়লার হাঁই। 'হাওয়ায় ওঠে ... নরম রোদুরে পোড়া মাটি, ঘেঁস, বালি আর কাঠতড়ো।' শক্তি, ১৯৬৯।

ঘেঁসড়ানো [সি ঘৃষ্ট] ক্রি ক্রমাগত ঘষা। 'দেওয়ালে গা ঘেঁসড়াইয়া ... তুলিতেছেন।' নজরুল, ১৯২২।

ঘেঁসা [সি ঘৃষ্ট] ক্রি স্পর্শ করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ঘেঁসে ক্রি ঘেঁসে। 'তার কাহেত ঘম ঘেঁসে না।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ঘেঁসে ঘেঁসে ক্রিবিণ স্পর্শ করছে এমন নিকটবর্তী হয়ে। 'ঘেঁসে ঘেঁসে, কাছে বসে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ঘেঁসাঘেঁসি [সি ঘৃষ্ট] বি খুব কাছে এসে চাপাচাপি করে অবস্থান। 'আজ বড়ই মিসামিসি ঘেঁসাঘেঁসি।' মশাররফ, ১৮৯০।

ঘেঁষা [ধন্যনা ঘ্যান] ক্রি ঘেঁষানো; ঘ্যান ঘ্যান করা। 'হাজার ক্রিশ টিক কর, রোজ রোজ ঘেঁষা ভাল নয়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ঘেঁটা [সি ঘট] ক্রি হ্রাস হওয়া। 'নব-কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা পরমায়ু যায় ঘেঁটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ঘেঁটি [সি ঘাট] বি ষাড়। 'না, না, ঘেঁটি ছোঁড়ার দরকার নেই।' সুনীল,

১৯৭০।

ঘেটু [স ঘট্যকর্ণ] *বি* হিন্দুসমাজে প্রচলিত লোকগানবিশেষ। 'অনেককে ঘেটু দলভুক্ত বা পতিভাবস্থিতে নিয়োজিত করবে অর্থ উপার্জনের ...'। *বেশম, ১৯৭০।* **ত্র ঘেটু**

ঘেটেল [স ঘট] *বি* ঘটমাঝি। 'কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী'। *ভারত, ১৭৬০।*

ঘেটোন [স ঘট] *বি* ঘট সম্পর্কিত। 'ঘাট ঘেটোন নৌকার ঘরচপত্র জেকিছু হইবেক'। *ওর্গা, ১৭৮২।*

ঘেড়া *ক্রি* সাং দেওয়া। 'সোণাঘবির সঙ্গে পিরীত করতে যেতুম বেটা যেড়ায় না'। *গিরিশ, ১৮৯৬।*

ঘেনর ঘেনর [ধ্বনা] *বি* টানা সুরে বক বক। 'নিদ্রামগ্না বর্ষায়সীর কাশের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল'। *বঙ্কিম, ১৮৮২।*

ঘেন্না [স ঘূণা] *বি* ঘূণা। 'জ্ঞাত বেতে আমার ঘেন্না করত'। *রবীন্দ্র, ১৯০৯।*

ঘেন্না-পিসি [স ঘূণা+স পিতৃ] *বি* ঘূণাবোধ। 'ঘেন্না-পিসি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই'। *শরৎ, ১৯১৭।*

ঘেমো [স ঘর্ম] *বি* ঘামের। 'ও মা গো, তোমার জটায় যে ঘেমো গন্ধ'। *গিরিশ, ১৮৮৭।*

ঘেয়ার [স যুত] *বি* ঘিয়ে রান্না করা মিষ্টান্ন। 'ঘেয়ার, ভাজফেনি, বেদানা, সেও ও জলসোজা ঝাইয়া টপ্পা মারিতে আরম্ভ করিলেন'। *প্যারী, ১৮৫৮।*

ঘেমো [স ঘাত] *বি* ক্ষতমুখ। 'এমন ঘেমো কুকুর'। *জীবন, ১৯৩২।*

ঘেমায় [স বেট] *১* *বি* আচ্ছাদন। 'চারি দিকে তমসিনী রজনী দিয়েছে টানি মায়াময়-ঘের'। *রবীন্দ্র, ১৮৯৫।* *২* *বি* সীমা। 'আমার আশ্রয়স্থল ঘেরের মধ্যে'। *রবীন্দ্র, ১৯২২।*

ঘেরওয়া [স বেটন] *বি* অবরুদ্ধ। 'পাহারাওয়াল জমাদার বাড়ী ঘেরওয়া করে রেখেছে'। *গিরিশ, ১৮৮৯।*

ঘের-দেওয়া [ঘের+দেওয়া] *বি* ঘোমটা ঢাকা। 'মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে'। *রবীন্দ্র, ১৯৪০।*

ঘেরফের *বি* প্রভাবান। 'এক কালে ছাত্রমহলে কিছু প্রতিপত্তি থাকবার দরুণ রাজনীতির ঘেরফেরে সে বেশ কৌশলের সঙ্গে নিজের কাজে লাগাত'। *মাহেনও, ১৯৪৯।*

ঘেরা [স বেটন] *১* *ক্রি* শুরু করা। 'ওলাও ওলাও কালিন্দীর বিষ আসে ঘের কাহিনী'। *বিজয়, ১৬৫০।* *২* *ক্রি* ঘিরে থাকা। 'দৈনিক ঘেরিয়া ঘেরসোয়ারের রেলা'। *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।* *৩* *ক্রি* ঢেকে ফেলা। 'ঘেরুক আঁধার, আমি তোর, তুই যে আমার'। *গিরিশ, ১৮৮৭।*

ঘেরা [স বেট] *১* *বি* আবাস। 'কাফেরের ঘেরা তলে লাসাশিরে যাই'। *গরীব, ১৭৬৫।* *২* *বি* পরিবেষ্টিত। 'বাবুজি কুর্শি ঘেরা, বহুয়ান বিচ ডেরা'। *রামপ্রসাদ, ১৭৮০।*

ঘেরাও [স বেট] *বি* অবরোধ। 'পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল'। *বঙ্কিম, ১৮৮২।*

ঘেরাটোপ [ঘেরা+স টোপ] *১* *বি* আবরণ। 'অন্ধকারের ঘেরাটোপে আমরা একাকী'। *সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।* *২* *বি* আচ্ছাদন। 'বারলঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়'। *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

ঘেরাটোপওয়ালা [ঘেরাটোপ+হি ওয়ালা] *বি* আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা। 'লাল বনাতের ঘেরাটোপওয়ালা পালকি এল দরজায়'। *রবীন্দ্র,*

১৯২৯।

ঘেরাটোপ-ঢাকা [ঘেরাটোপ+ঢাকা] *বি* রুদ্ধ; আবদ্ধ। 'ঘেরাটোপ-ঢাকা পিঠরের তুলনাকে ...'। *নজরুল, ১৯৩৮।*

ঘেরাটোপ দেওয়া *বি* আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা। 'নাই বা রইলো ঘেরাটোপ দেওয়া পাকি'। *বিমল, ১৯৫৩।*

ঘেরুয়ান [ঘের] *বি* জামার গলার ঘের। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ঘেরোয়া [ঘের] *বি* বেটনী। 'ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কড়ু যেনো না কেউ'। *নজরুল, ১৯৪১।*

ঘেসড়ানি [স ঘূট] *বি* হিচড়ে টানার শব্দ। 'তক্তা টানার ঘেসড়ানিতে সচকিত'। *নজরুল, ১৯৩১।*

ঘেসড়ুড়ে [স ঘাস] *বি* গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটে যে। 'ঘেসড়ুড়ে সেজে বসেছেন সব'। *জীবন, ১৯৪৮।*

ঘেসেড়া [স ঘাস] *বি* গবাদি পশুর জন্য ঘাস কাটে যে। 'ঘেসেড়া মরিচ ডুবে ভাহার হাবাসে'। *ভারত, ১৭৬০।*

ঘেসো [স ঘাস] *বি* ঘাসের মতো। 'মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে'। *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

ঘোঁঘট [স গুঠনা] *বি* ঘোমটা। 'খবনে চিকল বস্ত্রে করএ ঘোঁঘট'। *আলাওল, ১৬৮০।*

ঘোঁচ [স ঘুচা] *বি* কুঁচি। 'কোনো একটা ঘোঁচকে কিছুতেই যে পালিশ করতে পারা যাবে না'। *জীবন, ১৯৩১।*

ঘোঁচ [স ঘুট] *১* *বি* জটলা; আন্দোলন। 'দলের ঘোঁচ প্রায় সর্বদাই হয়'। *ভবানী, ১৮২৩।* *২* *বি* ঝামেলা। 'মিথ্যা গালগল্প কিংবা দলাদলির ঘোঁচ'। *প্যারী, ১৮৫৮।* *৩* *বি* আলোচনা। 'তথ্যবিধি স্থানে বসিয়া ঘোঁচ করিতে লাগিলেন'। *বঙ্কিম, ১৮৭৩।*

ঘোঁচকর্তা [স ঘট+স কর্তা] *বি* ঘোঁচ পাকায় যে। 'ইহা লইয়া পাড়ার ঘোঁচকর্তারা যথেষ্ট সংস্রব প্রকাশ করিয়া থাকেন'। *বঙ্কিম, ১৮৯২।*

ঘোঁচ পাকানো *ক্রি* জটলা পাকানো। 'কথা ঘোঁচ পাকিয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটা'। *হাসান, ১৯৬৯।*

ঘোঁচা [স ঘট] *১* *ক্রি* আলোচনা করা। 'রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়/মিছে মোলম শাশ্র ঘোঁচা'। *রামপ্রসাদ, ১৭৮০।* *২* *ক্রি* আলোড়ন করা; মছন করা। 'ঘোঁচা ঘোঁচা কাঁটা চাটা, ঝেরে গেল বমি উঠে'। *গুপ্ত, ১৮৮৮।*

ঘোঁড়া [স ঘোঁচ] *বি* ঘোড়া। 'ভালো চাইলের ঘোঁড়ায় থাকিয়া লামিতে'। *মানোএল, ১৭৪৩।* *২* *ঘোঁড়া*

ঘোঁড়ার ডাক *বি* হুঁহা। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ঘোঁড়ার বাগ *বি* লাগাম। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ঘোঁড়ার শাদ *বি* ঘোঁড়ার বিষ্ঠা। *মানোএল, ১৭৪৩।*

ঘোঁহ [ধ্বনা] *বি* শূরের ডাক। 'বুনা শুয়ারের মত মুখহানা ঘোঁহ করে উঠলেন'। *মুক্তাবা, ১৯৫২।*

ঘোঁতঘোঁত, ঘোঁতঘোঁহ [ধ্বনা] *১* *বি* নাক ডাকার শব্দ। 'কামিনী ঘোঁহ ঘোঁহ করে ঘুম ...'। *দীনবন্ধু, ১৮৭২।* *২* *বি* অবিরাম ঘোঁত ধ্বনিপূর্ণ। 'শূকরের দল ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে'। *তারা, ১৯৪৬।*

ঘোঁতঘোঁতানো *ক্রি* চাপা কোষজনিত শব্দ করা। 'একজনের আশা ঘোঁতঘোঁতিয়ে রোশা হবে'। *মুক্তাবা, ১৯৫৯।*

ঘোশ, ঘোষ [স কোক] বি কুকুরের আকৃতি বনা জন্তুবিশেষ। 'বাঘের ঘরে ঘোশের বাসা করি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬; 'বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারী ঘোষের বাসা।' অনঙ্গা, ১৯২৯।

ঘোঙা [হি ঘোঘা] বিণ লোভাতুর। 'মাকাল ফলটি রঙাচোঙা তাই দেখে মন হলি ঘোঙা।' লালন, ১৮৯০।

ঘোটা [স ঘুস>] ক্রি দূর হওয়া। 'তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোটে।' বিজয়, ১৬৫০।

ঘোচানো [স ঘুস>] ১ ক্রি নিয়ে যাওয়া। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি দূর করা; মুছে ফেলা। 'পোড়া নেটির নাম ঘোচাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঘোটক [স] বি ঘোড়া। 'হতী আগে থাকি যদি ঘোটক ধাবায়।' আলোড়ল, ১৬৮০।

ঘোটকশালা [স] বি ঘোড়ার আশ্রয়। 'হস্তিশালা ও ঘোটকশালা ও দুইই শিবালয়।' দর্পণ, ১৮৩০।

ঘোটকরূঢ় [স] বিণ অশ্বারোহী। 'ঘোটকরূঢ় ব্যক্তি পশ্চব পথের আর কিছু স্থিরাপাইসেন না।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

ঘোটকিনী [স] বিণ ঘোটকীর মতো। 'জিরাফের গলা তার ঘোটকিনী মুখ।' নজরুল, ১৯৩১।

ঘোটকী [স] বি স্ত্রী ঘোড়া। 'ঘোটকীর পেজ ভালোবেসে।' জীবন, ১৯৪০।

ঘোটনা [স ঘট>] বি দ্রব্যাদির মণ্ডবিশেষ। 'এ কাড়িয়া নিল মোর হিঙ্গের ঘোটনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোটটোপ [স ঘটাটোপ] বি গাড়ির ঢাকনা। ওর্সা, ১৭৮৫।

ঘোটশা [স] বি জটসা। 'এদিকে ওদিকে ছোট ছোট দলের ঘোটশা।' মুজতবা, ১৯৬৬।

ঘোড় [স ঘোটক>] বি ঘোড়া। 'হারে বান্ধা হাথি-ঘোড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোড়দৌড় [স ঘোটক>+দৌড়] বি ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা। ওর্সা, ১৭৮৫; 'কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে।' দর্পণ, ১৮২২।

ঘোড়সওয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার] বি অশ্বারোহী; ঘোড়ায় আরোহী সৈনিক। 'পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আর্মীর করিব।' দর্পণ, ১৮২১।

ঘোড়সওয়ারি [ঘোড়া+ফা সওয়ার] বিণ অশ্বারোহী। 'ঘোড়সওয়ারি সৈন্য সেখায় চলে পথে পথে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ঘোড়সোয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার] বিণ অশ্বারোহী। 'ঘোড়সোয়ার অবস্থায় বীরপুরুষের মতো প্রণয় নিবেদন করলে ...' প্রমথ, ১৯২৪।

ঘোড়ন-খাটুঙ্গী [স ঘোটক>+খাটু] বি ঢাল আবৃত খাটুয়া। 'ঘোড়ন খাটুঙ্গী চড়ে কমল দেখিতে নড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোড়া [স ঘোটক] ১ বি অশ্ব। 'প'এর মগর খাড়া মাথো ঘোড়া চলে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বন্দুকের চালি বা ট্রিয়ার। 'তার পর বন্দুকে ঘোড়া দুটি টানসেন।' প্রমথ, ১৯২৯; 'শম্ভর ঘোড়া টেপবার আগে আলভারজের রাইফেল ...' বিভূতি, ১৯৩৩। ৩ বি দাবার টুটিবিশেষ। 'গজ ঘোড়া কাটাকাটি হয়ে যাবে।' নজরুল, ১৯৩১।

ঘোড়াওয়ালা [স ঘোটক>+হি ওয়ালা] বি ঘোড়ার মালিক। 'প্রত্যেক ঘোড়াওয়ালাকে নশরং আলী কলস দিয়ে সম্মান দেখাতেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

ঘোড়াচুল [স ঘোটক>] বি ঘোড়ার চুলের মতো লম্বা চুল। 'মাথো ঘোড়াচুল হাথো মনোহর বাঁশী।' বড়, ১৪৫০।

ঘোড়া ভিঙিয়ে বাস খাওয়া – উপরওয়ালাকে অতিক্রম করে কাঠোদ্ধার। 'ঘোড়া ভিঙিয়ে বাস খাওয়া আর-কি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘোড়ায় চড়ে আসা – দ্রুত চলে আসা। 'এখানকার রাস্তির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঘোড়ার গাড়ি বি ঘোড়ার টানে এমন গাড়ি। 'চারি জন ঘোড়ার গাড়িতে এবং দুই জন অশ্বারোহী।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ঘোড়ার ঘাসী বি ঘোড়ার ঘাস কাটে যে। 'মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।' নজরুল, ১৯২৪।

ঘোড়ার ডিম ১ বিণ মূল্যবান। 'ডালকটির ঘম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ২ বি অসম্ভব বস্তু। 'সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া তা দিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'দিগ্ভীর লাভু, ঘোড়ার ডিম এরা কেউ প্রাচীন উপমা নয়।' অবন, ১৯২৫।

ঘোড়ারোগ [ঘোড়া+স রোগ] বি সাধারণত আকাক্ষ। 'আজকাল ওই ঘোড়ারোগেই গরিব কাঁচা যুবকগুলো মরছে।' নজরুল, ১৯২৭।

ঘোড়াশাল [ঘোড়া+স শালা] বি আশ্রয়। 'আজি শূন্য হইল মোর হাথি-ঘোড়াশাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোড়াশালা [ঘোড়া+স শালা] বি আশ্রয়। ওর্সা, ১৭৮৫।

ঘোড়াসিঁজ [ঘোড়া+সিঁজ] বি ক্যাকটাস জাতীয় গাছবিশেষ। 'পাতা সিঁজ ঘোড়া সিঁজ গুড়কাউলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোড়েল [হি ঘড়িয়াল] ১ বি এক ধরনের কুমির; ঘড়িয়াল। 'ঘোড়েল ছুটি পুরে।' জসীম, ১৯৩৩। ২ বিণ ফলিবাহু; দুষ্ট। 'মানুষটা তো ঘোড়েল কম নয়।' জীবন, ১৯৮৮।

ঘোশ [স ঘুস] বি গোপন স্থান। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঘোমটা [স ওর্ডনা] ১ বি মাথা এবং মুখের অংশবিশেষ ঢাকা বস্ত্রের অংশ। 'শিরায় প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি আবরণ। 'আঁধার ঘোমটা তুলি প্রকৃতি নয়ন খুলি ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; ৩ বি ঢাকনা। 'ভার মেঘের ঘোমটা সরিয়ে দিব গো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঘোমটা-আড়ো ক্রিণ চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ো অচেনা সেই উঁকি মারে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঘোমটা-বসা বিণ ঘোমটা উন্মোচন করেছে এমন। 'বেরিয়ে এল ঘোমটা-বসা নারী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ঘোমটাজন [ঘোমটা+স আছন্দ] বিণ ঘোমটার আবৃত। 'জড়োসড়ো ঘোমটাজন স্ত্রীপণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঘোমটা-ছায়া বি ঘোটার ছায়া। 'আধেক-খোলা বিজ্ঞান ঘরে ঘোমটা-ছায়া ঢাকা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ঘোমটাতাকা [ঘোমটা+ঢাকা] বিণ সজল। 'সেই ঘোমটাতাকা ভাবুকু।' দীপিকা, ১৮৮৭।

ঘোমটা-দেওয়া বিণ ঘোমটা দিয়ে ঢাকা হয়েছে এমন। 'পরিপাটা ও ঘোমটা-দেওয়া বিনীত ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ঘোমটা-পরা [ঘোমটা+পরা] বিণ গোপন। 'খিড়কির বাগানে ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঘোমটাকাঁদা [ঘোমটা+কাঁদা] বিণ অবজ্ঞিত। 'ঘোমটাকাঁদা আঁধার

মাথে ত্রুট পাখি 'রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঘোমটাবতী [ঘোমটা+স বতী] বিণ ঘোমটা দিয়ে আছে এমন। 'হঠাৎ কী করে ঘোমটাবতী কুলবতী হয়ে গেলেন।' মণীশ, ১৯৬৩।

ঘোমটাবৃত [ঘোমটা+স আবৃত] বিণ ঘোমটায় ঢাকা। 'ঘোমটাবৃত আশাকে বোঠান বলিয়া...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ - বাইরে সরল সাধুর মতো ব্যবহার, ভিতরে পাকামো ও দুটামি। 'ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ দেখে...' নজরুল, ১৯১৯।

ঘোমটামুণ্ডা [ঘোমটা+স মুণ্ডা] বিণ ঘোমটাহীন। 'ঘোমটামুণ্ডা তার মুখটা ঢাকা চাদের মতো।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ঘোমনো [স ঘূর্ণ] ক্রি ঘূমনো। 'জাগিতে ঘোমনোতে তোমা দেখিএ সপনে।' মালাধর, ১৫০০।

ঘোর [স ১ বিণ ঘন: নিবিড়। 'এহা ঘোর বঁনে রাখা কেহো নাহি সখী।' বৃন্দ, ১৪৫০। ২ বিণ অন্ধকার। 'গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর।' তত্ত্বকর হইল তথা ঘোর দরসন।' মালাধর, ১৫০০। ৪ বিণ ব্যাপক। 'সমুদ্রমথনে ঘোর উটিল গরল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ প্রচণ্ড। 'অতি ঘোর কত্রোদ শব্দে কর্ষ রাধ হওনের পোহ।' রামরায়, ১৮০১। ৬ বিণ গাড়। 'সেইখানে ঘোর সিঁদা গেল।' তারিণী, ১৮০৩। ৭ বিণ তীব্র। 'রক্ষিণীর ঘোর ঘটা, হেরিয়া রূপের হটা।' ওষ, ১৮৫৮। ৮ বিণ বিষম। 'আজ এক ঘোর যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলাম।' প্যারী, ১৮৫৯। ৯ বিণ প্রবল। 'ওই ঘোর মস্ত করে নৃত্য রম্যমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ১০ ক্রিবিণ অত্যন্ত। 'অনেকেই মনে করেন যে আসেকার ভীলোকেরা ঘোর ঘূর্ণ।' দীপিকা, ১৮৮৭। ১১ বিণ দুর্গোপার্ণ। 'এ ঘোর রাতে কিসের লাগি পরান মম সহস্র জাগি...' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ১২ বি ঘোহ। 'তিনি আমার এই সোঁত ভাঙিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঘোর-ঘোর বিণ নেশাগ্রস্ত। 'চোখে তো অমন ঘোর-ঘোর ভাব।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঘোরতপা [স বিণ বিকট শব্দকারিণী। 'ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণবৃষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোরতর [স ১ বিণ ভয়ঙ্কর। 'জলন্ত অনল গড় বড় ঘোরতর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ প্রচণ্ড। 'হ্যাংলহে, ১৭৭৮।' কশেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।' রামত্রয়দ, ১৭৮০। ৩ বিণ তীব্রতর। 'মহাশয়দিগের পরম্পর ঘোরতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বিণ তুমুল। 'তবে সক্তি, নহে, ঘোরতর রণ হবে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৫ বিণ প্রবল। 'ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৬ বিণ গোড়া। 'ঘোরতর বৈরাণী এবং ঘোরতর অনুরাণী।' অবন, ১৯২৫।

ঘোর-নয়না [স বিণ ক্রী মোহাচ্ছন্ন চোখবিশিষ্ট। 'মুক্তকেশী ঘোর-নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকি।' নজরুল, ১৯২৬।

ঘোরনাদ [স বিণ বিষম শব্দ। 'সৈন্যগণ বীরদর্পে ঘোরনাদে বলিয়া উঠিল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

ঘোরনালী [স বিণ বিকট শব্দকারী। 'যারা ঘোরনালী বজ্জ, জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজ্যে গাঢ়।' হুতোম, ১৮৬১।

ঘোর পড়া ক্রি আচ্ছন্ন হওয়া। 'যদি লেখাপড়ায় ঘোর পড়িতাম তবে কি এত যজ্ঞা করিতে পারিতাম।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘোরপেঁচ [স ঘোর+ফা পেঁচা] বি জটিলতা। 'সংসারের ঘোরপেঁচ

বোঝে না।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ঘোরপ্যাচ [স ঘোর+ফা পেঁচা] বি অস্পষ্টতা। 'ঘোরপ্যাচ এমনকী মেঘের নিজ মূর্তিগুলোর হুবহু ফটোগ্রাফও কাজে আসে না।' অবন, ১৯২৫।

ঘোরপ্যাচ [স ঘোর+ফা পেঁচা] বি ক্রটিগত। 'রাজনীতির ঘোরপ্যাচ সুদীর্ঘ ভালো বোঝেন না।' পাশা, ১৯৭১।

ঘোর ভাড়া ক্রি মোহ দূর করা। 'তিনি আমার এই ঘোর ভাড়াইয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঘোরমএ [স ঘোরময়] বিণ অন্ধকার। 'শশী বিনে প্রদীপেত যেন ঘোরমএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ঘোরমাতাল [স ঘোর+মাতাল] বিণ অত্যন্ত মাতাল। 'বামী গোড়া থেকেই ঘোরমাতাল।' বিজুতি, ১৯৩১।

ঘোররূপা [স বিণ অতি ভয়ঙ্কর আকৃতির। 'ঘোররূপা রাফসি দেখিয়াত ডরবাসি।' মালাধর, ১৫০০।

ঘোর-লাগা [স ঘোর+লাগা] ১ বিণ বিভ্রান্তিকর। 'মাঝখানে আঁকাবাকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।' বুদ্ধ, ১৯৪০। ২ বিণ আবেশ জাগায় এমন। 'কিছু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

ঘোরখনা [স বিণ তীব্র শব্দবিশিষ্ট। 'কালঘাম বহে মুখে মুকুট গগনে ঠেকে।' কল্পরবদন ঘোরখনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোরঘর [স ১ বি ভয়ানক কঠোর। 'মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরঘরে বোলে।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ২ বি বিকট শব্দ। 'একদা এক বিষয় মোর ঘরে/বল আঁগি পড়িল মোর ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঘোরঘার [স ঘূর্ণ] বি ঘোরঘূরি। 'চুপে চুপে আমি যত করি ঘোরঘার।' ভবানী, ১৮২৫।

ঘোরসওয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার] বি অশারোহী। 'ঘোরসওয়ার পথিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঘোরসোয়ার [ঘোড়া+ফা সওয়ার] বি ঘোড়সওয়ার। 'চৌদিক ঘেরিয়া ঘোরসোয়ারের রেলা।' কুন্ডরাম, ১৭২০।

ঘোরা, ঘোরানো [স ঘূর্ণন] ১ ক্রি ঘুরতে থাকা। 'বামবাহ নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মাতা ঘুরতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১। ২ ক্রি পরিবর্তিত হওয়া। 'বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ ক্রি ভ্রমণ করা। 'অনেক ঘুরেছি আমি।' জীবন, ১৯৪২।

ঘোরা [স ১ বিণ ক্রী ভয়ঙ্কর। 'রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ ক্রী গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ঘোরা রজনী, দিক-লখনা ডুয়াবল্লা।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ঘোরাঘুরি [স ঘূর্ণন] ১ বি ঘোঁরাঘুঁরি। 'সংস্কৃতের বেলায় ঠেকে, কেননা তাহার জন্য দূরে ঘোরাঘুরি করিত হয় - সকলের সামর্থ্যে ও সময়ে কুলোয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি আবর্তন। 'হালকা যেসব পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের ঘোরাঘুরি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ বি ভ্রমণ। 'পৃথিবী দু-একদিন অকৃষ্ণে ঘোরাঘুরি করে যায়।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

ঘোরান [স ঘূর্ণ] বি পেঁচিয়ে বা গোল হয়ে উঠেছে এমন। 'তিনি আর একবার ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫। ২ ঘোরানো

ঘোরাননা [স বিণ ক্রী কালো মুখবিশিষ্ট। 'ধিা তথিয়া নরমালী/

ঘোরানো রক্তদশনা। 'গিরিশ', ১৮৮৩।

ঘোরানো^১ দ্র ঘোরা

ঘোরানো^২ [স ঘূর্ণ] বিণ প্যাকানো। 'দিনে মধু রয় আঁখি, ওঠা-নামা ঘোরানো সিঁড়িতে।' 'অমিয়', ১৯৩৮। দ্র ঘোরান

ঘোরাকার [স বি ঘন অন্ধকার। 'জেলখানায় ঘোরাকার।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ঘোরাকেরা [স ঘূর্ণন] ১ বি ঘোরামুরি। 'এত ঘোরাকেরা করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি আবর্তন। 'আপনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ঘোরা-ফেরা।' তারা, ১৯৪৩।

ঘোরাল [স ঘূর্ণন] ১ বিণ অতি জটিল। 'এই মোকদ্দমা অতি ঘোরাল ও বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৪০। ২ বিণ পৌচানো। 'জলন্তস্তের পার্শ্বদেহ ... ঘোরাল দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৫২। দ্র ঘোরালো

ঘোরালো [স ঘূর্ণন] ১ বিণ নিবিড়। 'বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ পাড়। 'গন্ধে-ভরা অন্ধকার হয়েছে ঘোরালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ আঁকাবাঁকা। 'রাষ্ট্রা ঘোরালো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ বৃন্দ। 'নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জম্বাট হইয়া ওঠে।' মানিক, ১৯৩৭। ৫ বিণ জটিল। 'কারণটা নয় যেটেই ঘোরালো।' হোসেন, ১৯৪০। ৬ বিণ ভয়াবহ। 'দেশের এই ঘোরালো আবহাওয়া দূর করে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার মূলে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা সমর্থক কার্যকরী।' বেগম, ১৯৫০। দ্র ঘোরাল

ঘোরিঅ [স ঘূর্ণন] বিণ ঘূর্ণমান। 'ঘোরিঅ অবগামণ বিহীন।' চর্যা ৩৬, ১২০০।

ঘোরা [পা ঘর] বিণ ঘরোয়া। 'সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো শ্মিতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘোল [স ঘূর্ণ] ১ বি মাখন তোলা দ্র। 'ঘূত দধি দুধ ঘোলে-মাখিআ পসার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ ঘোলা। 'জল হৈল যেন ঘোলে-কর্মমের রূপ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি ঘুরপাক; নদীর পানিতে আঁবে। 'ওলা, ১৭৮২।

ঘোল খাওয়া ১ ক্রি অপদ্রব করা। 'ঘোল খাওয়ানো বলিয়া একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বেকায়দায় পড়া। 'কুবেরকে অনেকখানি ঘোল বেতে হল।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ঘোল খাওয়ানো ক্রি উচিত শিক্ষা দেওয়া। 'রাধীনভাবে চলিলে জমিদারকে ঘোল খাওয়াইয়া দিতে পারে।' সুলভ, ১৮৭০।

ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি - একজনের বোঝা ভিন্ন জনে বহন করে। 'ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি।' দর্পণ, ১৮২২।

ঘোলঘোলাট বি ফাঁকফোকর। 'আইনের ঘোলঘোলাট হেরফের অলিগলি বুঝি।' ওয়ালী, ১৯৬২।

ঘোলমউনি বি ঘোল তৈরির মছন্দণ। 'তোর ঘোলমউনির দিবা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ঘোলা^১ [স ঘূর্ণন] ১ ক্রি ঘোরা। 'শিতর গজগন্ত তুঙ্গে ঘোলাই।' চর্যা ১৬, ১২০০। ২ ক্রি ঘায়েল করা। 'গজবরে তোঁলিয়া পাখজয়া ঘোলাউ।' চর্যা ১২, ১২০০।

ঘোলা^২ [স ঘূর্ণ] ১ বিণ কর্মদময়। 'তোর এত বড় আশ্পর্শা যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল খোলা করিতেছিস।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি সন্দেহ; অস্পষ্টতা। 'ঘুচে যাবে মনের ঘোলা।' লালন, ১৮৯০। ৩ বিণ অনুজ্জ্বল; অসচ্ছ। 'আকাশের রঙ ঘোলা,

আলোক মৃতব্যক্তির চকুতারার মতো দীপ্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বিণ অস্পষ্ট। 'ঘোলা ইতিহাসে নানাখাতে উজ্জার।' বিষ্ণু, ১৯৩৭। ৫ বিণ অস্থির। 'ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ঘোলাচোখ বি জ্যোতিহীন চোখ। 'বুড়ো বয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ঘোলাজল বি অসচ্ছ জল। 'বাঁসালা সাহিত্যের হাতে ঝাঁটা দুখ বলে হুবহু ঘোলাজল চালিয়ে দিচ্ছে।' প্রমথ, ১৯১৭।

ঘোলা জলের ডোবা - বিণ অনুকূল নয় এমন; অগ্রসন্ন। 'আবার বলসুম মনে মনে, ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঘোলাটি [স ঘোলা] বিণ অসচ্ছ। 'ঘোলাট মেঘের দল ছুটে আয়।' জগীম, ১৯৩৩।

ঘোলাটে [স ঘোলা] ১ বিণ কাদামুক্ত। 'কে যেন তাকে পঙ্কিল ঘোলাটে করে দিয়েছে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ ধূসর; অসচ্ছ। 'শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ ফ্যাকাশে। 'ঘোলাটে রক্তের জিভ।' মাহমুদ, ১৯৬৩। ৪ বিণ অস্পষ্ট। 'ঢোলের সামনে ঘোলাটে হয়ে যায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ঘোলানো [স ঘূর্ণ] ক্রি ঘুলানো; গুলিয়ে ফেলা। 'দুটোতে ঘোলাইয়া দিবার দরকার কি?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঘোষ [স] ১ বি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'বাগ নাম ঘোষ/চাহিআ বুলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি গোয়াল। 'ঘোষপাড়তে হনহনিয়ে চলে মাখিউবউ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ঘোষজ, ঘোষজা [স বি ঘোষবংশজাত। 'কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইংরেজী বিদ্যায় ইহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না।' দর্পণ, ১৮৩০। 'গয়ামা ঘোষজার হুইবলি হইতে ... তজ্জা কর্জ করিলাম।' মেয়র্স, ১৭৫৬।

ঘোষণ [স ঘূর্ণ] ১ বি প্রচার। 'মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ ঘোষণ হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪। ২ বি শব্দ করা। 'স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ঘোষণতুষণা [স ঘোষণ-তুষণা] বিণ স্ত্রী শব্দকারী অলংকার পরিহিত। 'ঘোররূপা ঘোরতারা ঘোষণতুষণা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোষণা [স] ১ বি উচ্চৈঃশব্দে প্রচার। 'শেষে জয় ঘনি করয়ে ঘোষণা।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'শিবে জয় কর যশ করিব ঘোষণা।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি কীর্তিকথা। 'ঘোষণা রাখিব বীরের অবনি ভিতর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি উচ্চ রব। 'স্বর্ণ জায় বলি বীর উঠিল ঘোষণা ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল কাদনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি সংবাদ। 'তাঁহার ইউরোপ গমনের ঘোষণা দেশময় ব্যাপ্ত।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৫ বি রটনা। 'আমাদিগের অপযশ ঘোষণা করিয়া বার্থ লাভ করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ঘোষণা করা ক্রি প্রচার করা। 'আমাদিগের অপযশ ঘোষণা করিয়া বার্থ লাভ করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ঘোষণাকারী [স বি যে ঘোষণা করে। 'ঘোষণাকারীকে সাক্ষী মানতে হৈব।' মনসুর, ১৯৫৩।

ঘোষণাপত্র [স] ১ বি কোনো তথ্য বা আদেশ-নির্দেশ জানানোর জন্য প্রচ্যুতি বিজ্ঞপ্তি। 'গবরনর জেনারেল ... গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।' প্রভাকর, ১৮৫২। ২ বি ইতাহার। 'পাবনার গোলযোগের সময় তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

ঘোষণা-পোত [স ঘোষণাপত্র] বি ঘোষণাপত্র। 'ভাসাল ঘোষণা-

পোতে, এই কথা। 'মাইকেল, ১৮৬৫।

ঘোষণাবাণী [স] বি বিজ্ঞপ্তি। 'ইহুদীদের নিবাস স্থল গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়।' সওগাত, ১৯২৯।

ঘোষণালিপি [স] বি প্রজ্ঞাপন। 'তিথি আর তিথির বাইরে তার মোহনোত্তর ঘোষণালিপির শমন পৌছয়।' শঙ্খ, ১৯৫৫।

ঘোষণীয় [স] বিণ প্রকাশের যোগ্য। 'গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঘোষা [স ঘৃষ্]। ক্রি ঘোষণা করা। 'তবে সে অষ্টেতসিংহ নাম লোকে ঘোষে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ঘোষই ক্রি ঘোষণা করে। 'নিজস্বন বচন ঘোষ সম ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ঘোষএ ক্রি ঘোষণা করে। 'কি হৈল ২ করি ঘোষএ সকল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ঘোষুক ক্রি ঘোষণা করুক। 'চৌদিকে ঘোষুক শব্দধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ঘোষে ক্রি ঘোষণা করে। 'তবে সে অষ্টেতসিংহ নাম পোকে ঘোষে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঘোষাঘোষি বি উচ্চ স্বরে কথা বলা। 'ঘোষাঘোষি করন্ত বসিয়া এক মেলে।' সুলতান, ১৭০০।

ঘোষাশো [স ঘৃষ্]। বি দ্রব্যের নাম সুর করে মুখস্থ বলা। 'ঘোষাশোর অর্থ ... সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা।' রাজ, ১৮৭৪।

ঘোষণা [স ঘোঘ্]। বি বাঙালি ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। 'ব্রহ্মবংশে জন্ম বামী বাপের ঘোষণা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঘোষিত [স] বিণ ঘোষণা করা হয়েছে এমন। 'গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ঘোষিতভাবে [স] ক্রিবিণ ঘোষণা অনুয়ায়ী। 'তার প্রত্যক্ষ ঘোষিতভাবে উদারতত্ত্ববিরোধী।' শিব, ১৯৬০।

ঘোসন [স ঘোঘ্]। বি প্রচার। 'এত অবজস মোর হইল ঘোসন।' মালাধর, ১৫০০।

ঘোসানী [স ঘোঘ্]। বি উচ্চ শব্দে প্রচার। 'সাজ বলি ঘোসান দিলত সতুরে।' মালাধর, ১৫০০।

ঘোসা [স ঘৃষ্]। ক্রি ঘোষণা করা। ঘোসএ ক্রি ঘোষণা করে। 'উপেন্দ্র বলিয়া নাম ঘোসএ সংখ্যারে।' মালাধর, ১৫০০। ঘোসসি ক্রি ঘোষণা করছে। 'কমণ কারণে রাখা ঘোসসি মাউলানী।' বড়, ৪৪৫০। ঘোসে ক্রি ঘোষণা করে। 'অশ্রুতা করিয়া মোরে ঘোসে বসুমতী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ঘ্যাচ ঘ্যাচ [ধন্যা] বি আলতোভাবে কোনো কিছু কাটার শব্দ। 'খ্যাখ ঘ্যাচ ঘ্যাচ ঘ্যাচ, রাত কাটে প্রেরে।' সুকুমার, ১৯১৮।

ঘ্যাট [স ঘট্]। বি পাঁচমিশালি তরকারি। 'খানিকটা ঘ্যাট দিয়া সেরখানেক বুকড়ি ডালদের অন্ন।' প্রজাত, ১৮৯৭।

ঘ্যান [ধন্যা] বি গাড়ির চাকার খেমে যাওয়ার শব্দ। 'একটি জিপি এসে ঘ্যান করে ব্রেক কষে।' হাসান, ১৯৭৪।

ঘ্যানানো [ধন্যা] ক্রি ঘ্যান ঘ্যান করা। 'ঘ্যানান শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানের আর প্যানপ্যানে।' সুকুমার, ১৯১৮।

ঘ্যাচাং [ধন্যা] বি নরম জিনিস কাটার শব্দ। 'ছুরি বসিয়ে দেবে ঘ্যাচাং করে।' শিবরাম, ১৯৭০।

ঘ্যাটোটোপ [স ঘটোটোপ] বি ঘেরাটোপ; আচ্ছাদন। 'এরা যে ফুলের পাছে এক-একটি ঘ্যাটোটোপ পরিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘ্যানঘ্যান [ধন্যা] বি বারবার বিরক্তিকর শব্দ। 'ঘ্যানঘ্যান কোরো না।' মানিক, ১৯৩৬।

ঘ্যানঘেনে [ধন্যা] বিণ একঘেষে কথাপূর্ণ। 'তোমাদের ওইসব ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে গান আমার এখন ভাল লাগবে না।' মোতাহার, ১৯৩৭।

ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান [ধন্যা] বি অনবরত নাকি কান্না ও অনুযোগ। 'রাখিদিন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ঘ্যানঘ্যানানি [ধন্যা] বি একঘেষে বিরক্তিকর কথা। 'শোন - আর ঘ্যানঘ্যানানি তুল না।' গিরিশ, ১৮৯৬।

ঘ্যানর ঘ্যানর [ধন্যা] বি বিরতিহীনভাবে করা বিরক্তিকর ধ্বনি। 'ঘ্যানান শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানঘ্যানের আর প্যানপ্যানে।' সুকুমার, ১৯১৮।

ঘ্যেটু [স ঘটাকর্ণ]। বি (হিন্দু পুরাণ) শিবের অনূচর ঘটাকর্ণ; ঘাঁটু। 'ঘ্যেটু পুজোতেও চিনির নৈবদিক ও শকরে যাত্রা বরাদ্দে ছিলো।' হুতোম, ১৮৬১।

ঘ্রত [স ঘৃত্]। বি ঘি। 'দধি দুগ্ধ ঘ্রত ঘোল সন্কে সন্কে ভরিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

ঘ্রতধারা [স ঘৃত্]। বি ঘৃতপ্রবাহ। 'নিরন্তর অতধারা অগ্নি প্রজলিল।' মালাধর, ১৫০০।

ঘ্রা [স] ১ বি সুবাস। 'ঘোজনেক যাউক তোর সুললিত ঘ্রাণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি ব্রাহ্মেন্দ্রিয়; নাক। 'যাহার ঘ্রাণ গন্ধ জ্ঞান হয়, তাহার নাম ঘ্রাণ।' সেবধি, ১৮৩৯। ৩ বি গন্ধ। 'কাউকে চেনে ঘ্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ঘ্রাণ করা ক্রি গন্ধ নেওয়া। 'নবকৌতূহলী শিশুদের মতো সকল জিনিসই তাহার স্পর্শ করে, ঘ্রাণ করে, আবাদন করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ঘ্রাণজ [স] বিণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। 'ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ঘ্রাণলুকা [স] বিণ ঘ্রাণলোভী। 'চেটে বায় ঘ্রাণলুকা পাড়ার কুকুর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঘ্রাণশক্তি বি গন্ধ উপলব্ধি করার ক্ষমতা। 'প্রথর ঘ্রাণশক্তি ও প্রাণশক্তির বলে ... আক্রমণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ঘ্রাণে অর্ধভোজন - সরাসরি আবাদ না করে পরোক্ষভাবে স্বাদগ্রহণ। 'ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয় সেটা মিথ্যা কথা নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় [স] বি নাক। সেবধি, ১৮৩৯। 'ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রথরশক্তিসম্পন্ন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ঘ্রান [স ঘ্রাণ] বি ঘ্রাণ। 'লোজনেক জাউক তোর সুললিত ঘ্রান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ঘ্রেনা [স ঘ্রাণ] বি অবজ্ঞা। 'পামর তুঞা পরউচিট না করিল ঘ্রেনা।' মালাধর, ১৫০০।

ভুমা [স উমা বি (হিন্দু পুরাণ) দুর্গা। 'ভুমা তুমি আশিরা' ~~উমাতে কেননা~~
দয়া।' কৃষ্ণগাম, ১৭২০।

ভুমা [স উত্তরণ] কি আশ করা। 'ভুমাতে উচিত বিদ্যা মানে' ~~ভুমা~~
কৃষ্ণগাম, ১৭২০।

ভাল্লি বি নাল্লি: তীব্র গন্ধযুক্ত চাটনিজাতীয় খাবার। 'বার্মার ভাল্লিতে
বাগরে কি গন্ধ।' সুকুমার, ১৯১৮।

AMARBOI.COM

চ বি বাংলা ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ। 'চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বোলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চব্বিষ বি চ, ছ, জ, ঝ, ঞ – এই পাঁচটি বর্ণের সমষ্টি। 'দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কর্ণ চব্বিগাদি বর্ণ বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়।' অক্ষর, ১৮৪৯।

চই [স চবিকা] বি পিপুলজাতীয় ঝাল স্বাদের লতা ও মূল। 'চই মরীচ সূক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চইতন-চুটকি [স চৈতন্য+স চূড়া] বি টকি। 'ছিল চইতন-চুটকি আদিতৈ টকি হয় যার বংশ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। **চৈতন**

চউকি [স চমকিত] ক্রিণিণ চমকিত হয়ে। 'চউকি চলএ খনে খনে চল মন্দ। মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চউকোড়ি [স চতুঃ+কোটি] বিণ চার কোটি। 'চউকোড়ি ভগ্নার মোর লইআ সেস।' চর্য্য ৪৯, ১২০০।

চউখ [স চক্ষু] বি চোখ। 'এতো আর ধলাকর্তার হানিপড়া চউখ না।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

চউখণ [স চতুঃক্ষণ] বি চতুর্ধ ক্ষণ। 'আছুঁ চউখণ সংবোহী।' চর্য্য ৪৪, ১২০০।

চউঠ [স চতুর্থ] বিণ চতুর্থ। 'চউঠ পহরে কারু করিল আধার পান।' বড়ু, ১৪৫০।

চউদিস [স চতুর্দশি] বি চতুর্দিক। 'মাগত চউহিলে চউদিস চাহঅ।' চর্য্য ৮, ১২০০।

চউখরি [স চতুর্দ্বারী] বি রাজপ্রদত্ত পদবিবিশেষ। 'নিউগি চউখরি নহি না করি তালুক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চউপার [স চতুঃপ্রহর] ক্রিণিণ দিবানিশি। 'দেহত বরষত চউপস্রব্দপত বিরহীণী বৈরী।' বাহরাম, ১৬৫০।

চউশঠী [স চতুঃষষ্ঠিকা] বিণ চৌষষ্টি। 'চউশঠী ঘড়িরে দেট পসারা।' চর্য্য ৩, ১২০০।

চউষষ্ঠী [স চতুঃষষ্ঠিকা] বিণ চৌষষ্টি। 'চউষষ্ঠী কোঠা গুনিআ সেই।' চর্য্য ১২, ১২০০।

চউহাণী বিণ স্ত্রী আশঙ্কিত। 'না দেখিল তোকা হেন কথাহো চউহাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

চএ প্রত্যয়-চয়। 'নানা রত্ন নানা অস্ত্র নানা সাজ চএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চওড়া [হি চৌড়া] ১ বি খোলা জায়গা। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ বিণ প্রশস্ত। 'কোল, চওড়া চোটকা পান্দে রাখিয়াছে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ দীর্ঘ। 'বেশ একটু চওড়া গোছের নান।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চওড়া-পেড়ে বিণ প্রসারিত পাড়বিশিষ্ট। 'অসীমা চওড়া-পেড়ে খয়েরী রক্তের পুরনো একখানা তাঁতের শাড়ি দিল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

চক্রেশম [স] বি পরিভ্রমণ; ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ। 'তবে কত দিনে কৈল পাদ-চক্রেশম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চক [স চতুষ্ক] ১ বি চতুষ্কোণ ভূমি। 'চকের মাঝেতে কোতরাণি সন্তরা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি এলাকা। 'এ চকের মধ্যে ছে বাজে জমি আছে।' তেরগি, ১৭৮৩। ৩ বি হাট-বাজার। ওর্সা, ১৭৮৫। ৪ বি চতুর। 'চকের মুড়া পর্যন্ত সোকাতারি আসাবরদার ও চাপদার।'

রামরাম, ১৮০১। ৫ বি মাঠ। 'জল উঠেছে কি, ডুহার চকের কাছে?' জসীম, ১৯৩১।

চক-কাটা বিণ খোপ খোপ। 'ধর্মীতির যে সোজা সোজা চক-কাটা ঘর বানাইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চক [স চক্ষু] বি চোখ। 'কেবল চকের দেখা বৈতো নয়।' উমেশ, ১৮৫৭।

চক [হি] বি লেখার জন্য ব্যবহৃত খড়িমাটি। 'চকখড়ি চকখড়ি চক/এইবার আঁকছি বক।' অনন্দা, ১৯৫০।

চকখড়ি [হি চক+হি খড়ী] বি খড়িমাটি। 'চকখড়ি চকখড়ি চক/এই বার আঁকছি বক।' অনন্দা, ১৯৫০।

চকচক [ধন্যা] বি দীপ্তি প্রকাশ। 'তাদের চোখ চকচক করে উঠেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

চকচকে [ধন্যা চকচক+] বিণ উজ্জ্বল। 'হীরের মতো পল-কাটা চকচকে বকবকে।' প্রমথ, ১৮৯৮।

চকনামা [চক+ফা নামাহ] বি জমির সীমানা নির্ধারণ। 'কর্মচারি ও প্রজা কোততাল মোক্ষি চকনামা দরখাস্ত মতে নিশাদা করিয়া দিবেক।' চিঠিপত্রে, ১৭৯৭।

চকবন্দী [চক+ফা বন্দী] বিণ চারদিকে দালান-ধোরা; চকমিশান। 'অন্ধরমহলে চকবন্দী আঁতান।' মনসুর, ১৯৫৫।

চকমক [তু] ১ বিণ অত্যন্ত উজ্জ্বল; বকমক। 'চিকন কাবাই গায় চকমক শোনা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি ইশ্পাত। ওর্সা, ১৭৮৫।

চকমকে [ধন্যা] বিণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'মাণিক কলগী তোর চকমকে হীরা।' ভারত, ১৭৬০।

চকমকি [তু চকমক+] ১ বি আতন জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত পাথর। ওর্সা, ১৭৮২; 'চকমকি বেড়ে এক ছিলিম তামাক সাজা ভো?' প্যাঠী, ১৮৫৮। ২ বি চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা। 'বিদ্যুতের চকমকিতে ভরে ছুদে ছুদে ছেলেরা মার কোলে কুতুলি পাকাতে আরম্ভ কর্লে।' হতেম, ১৮৬১।

চকমকি-ঠোকা বিণ চকমকি দ্বারা আতন জ্বালানো হয়েছে এমন। 'সেই সুন্দরী চোখের চকমকি-ঠোকা আতনের ফুলকিট ...।' প্রমথ, ১৯৮৮।

চকমকির পাথর বি আগুন জ্বালানোর পাথর। 'চকমকির পাথর যদি কারু থাকে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

চকমিশান, চকমিশানো [স চতুষ্ক+] ১ বি পরিবেষ্টন। 'বাটী চতুর্দিশে চকমিশান করিয়া তিন চারি মহাল করিয়াছেন।' কেরি, ১৮০২। ২ বিণ চারদিকে ঘর দিয়ে বেষ্টিত। 'সে আমলের চকমিশানো বাড়ি।' তারা, ১৯৪০।

চকমেলানো [স চতুষ্ক+] বিণ চতুষ্কোণ উঠান ঘিরে তৈরি হওয়া। 'চকমেলানো বাড়ি।' প্রমথ, ১৯০৫।

চকলখোর [ফা চুগল-খোর] বিণ পরনিন্দাকারী। 'মানোএল, ১৭৪৩।

চকলেট [হি চকালেট] বি কোকোর তঁড়া, দুধ, চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শুকনা মিষ্টবিশেষ। 'জরিশাড়ি-মোড়া চকলেট।' নজরুল, ১৯৩১। **দ্র চকোলেট**

চকা^১ [স চক্র] বি চক্র। 'চন্দ সৃজ্ঞ দুই চকা সিঁচি সংহার পুলিঙ্গা'। চর্যা ১৪, ১২০০।

চকা^২ [স চক্রবাক] বি চকা; হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'হরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত'। গুপ্ত, ১৮৫৮।

চকাচকী [স চক্রবাক] বি পুরুষ ও স্ত্রী জাতের চকা পাখি। 'শরৎকালে যে নির্জনে চকাচকীর ঘর'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

চকা^৩ [স চকিত] ক্রি চকিত হওয়া। 'চকিয়া দিকে দিকে/ ডিমির চিরি যায় চলে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চকার বকার [স চকার ব-কার] বিশ অশ্লীল (গালি)। 'চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বোলে'। বৃন্দা, ১৫৮০।

চকিত [স] ১ বিশ চঞ্চল। 'চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বিশ চমকিত। 'তাহার প্রশস্ত্য ও তেজ এক বেগু দেখিয়া বড় চকিত হইল'। তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিশ শলকিত। 'ভড়িত চকিত অতি, যোবর মেঘব'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিশ ক্ষণিকের। 'চকিত এক হাসির ছটায়, ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি ক্ষণকাল। 'দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনিরচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বিশ বিশ্মিত। 'মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাতায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৭ বিশ হঠাৎ। 'চঞ্চল আশ্রয়ের চকিত স্বকার'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চকিতমাত্র [স] ক্রিবিপ ক্ষণকালের জন্য। 'ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন'। বঙ্কিম, ১৮৮৫।

চকিত হওয়া ১ ক্রি বিশ্মিত হওয়া। 'তখন রাজপুত্র চকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ ক্রি দীপ্তি পাওয়া। 'বিদ্যুৎকণ আশোক চকিত হইতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চকিতা [স] ১ ক্রিবিপ স্ত্রী হঠাৎ। 'পহিহি রাধা মুকুট ভেঙে/ চকিতাহি চাহি বয়ন কর হেট'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিশ স্ত্রী চঞ্চল। 'তনব বঁধুর বাঁশি বন-হরিনী চকিতা'। নজরুল, ১৯৩২।

চকিনী [স চক্রবাকী] বি স্ত্রী চাতক পাখি। 'চকোয়া বিচ্ছেদে যেন তাপিত চকিনী'। বাহরাম, ১৬৫০।

চকেবা [স চক্রবাক] বি চক্রবাক; পাখিবিশেষ। 'কুচক্স চাক চকেবা। নিখ কুল মিলিত আনি কোন দেবা'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চকো চকো [ধন্যতা] বি চুক চুক শব্দ। 'জল চকো চকো করে চাটে'। রবীন্দ্র, ১৮৩৩।

চকোয়া [স চক্রবাক] বি চাতক পাখি। 'চকোয়া বিচ্ছেদে যেন তাপিত চকিনী'। বাহরাম, ১৬৫০।

চকোর [স] বি পাখিবিশেষ। 'তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর'। বড়ু, ১৪৫০।

চকোরিণী [স চকোরী] বি স্ত্রী চাতক পাখি। 'চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে'। গুপ্ত, ১৮৫৮।

চকোরী [স] বি স্ত্রী পাখিবিশেষ। 'জলে তাম্রচূড় লেখে চকোর চকোরী'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চকোলেট [ই] বি কোকোর গুঁড়া, দুধ, চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শুকনা মিষ্টিবিশেষ। 'চকোলেট ঝাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চক্র, চক্রার [স চক্র] ১ বি ঘূর্ণি। 'পূব কোশেতে মেঘের গায়ে চক্রর

দিয়ে যায়'। জসীম, ১৯২৭; 'বিশের সঙ্গে খোজ নাই কুলোপানা চক্রোর'। সীনবতু, ১৮৭২। ২ বি গোলাকার স্থান। 'মেহেদির বেড়া ঘেরা সবুজ চক্রর'। অবন, ১৯২৭।

চক্রোত্তি, চক্রোত্তি [স চক্রবর্তী] বি হিন্দু পদবি-বিশেষ; চক্রবর্তী। 'আমার সঙ্গে পাঠশালে সেই যে হরি চক্রোত্তির ছেলোট ছিল'। শওকত, ১৯৫৮।

চক্রোত্তিগিরি [স চক্রবর্তী+গিরি] বি চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের পেশা। 'কিছু পেয়েছে? বড়ম পায়ে চক্রোত্তিগিরি করেছে'। হাসান, ১৯৬৭।

চক্র [স] ১ বি চক্রাকার পৌরাণিক অস্ত্র। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে/ সেই শব্দ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি চক্রাঙ্ক। 'মিছে কেহুে চক্র কাহাঞি করহ বাখান'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি (তরু) শরীরের কলিত কেন্দ্র। 'মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার'। চক্ৰী, ১৫৫০। ৪ বি সংঘ; বর্গ। 'বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে পৃথীত'। দর্পণ, ১৮৩১। ৫ বি চাকা। 'শকটের চক্রলিখি অতি ভীষণ কাঁচ কাঁচ রব করিতেছিল'। বিদ্যা, ১৮৫৬। ৬ বি বৃহৎ স্থান বলিবিশেষ। 'বৃহৎ, তর্ক, সৌত্র, চক্র, পঞ্চ ... শব্দচাতুরী দেখাওয়া দিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ বি চাকার মতো আকৃতি। 'একটি চক্র আঁকা'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ বি দফা। 'এই প্রথম চক্রে ভয় নাই'। মশাররফ, ১৯০৮। ৯ বি ক্ষণ। 'চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে'। শরৎ, ১৯১৮। চক্রেত ক্রিবিপ চক্রাকারে। 'দেখিলেই সুর শশী বিতক্ত চক্রেত'। আলাওল, ১৬৮০।

চক্রা^১ [স] বি প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'লোহার রাহুক আনি চক্রক করিল'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চক্রাচালন [স] বি চাকা ঘোরানো। 'কুমারের চক্রাচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চক্রাচল [স] বি চাকার ছাপ। 'গোরুর গাড়ি-চলাচলের সূণভীর চক্রাচল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চক্রদার [স চক্র+দার] বিশ চাকার মতো গোল নকশাসূক্ত। 'চক্রদার যত অঙ্গুর'। মাহবুদ, ১৯৩৩।

চক্রানৃত্য [স] বি চক্রাকারে নাচ। 'প্রচণ্ড বেশে চলছে ব্যস্ত-ব্যস্তের চক্রানৃত্য'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চক্রনেমি [স] বি চাকার বেড়। 'ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘুরয়ে চক্রনেমি'। মাইকেল, ১৮৬১।

চক্রপথ [স] বি বৃত্তাকার পথ। 'চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'গাড়িটা কেবলই ... চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চক্রপাশি [স] বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'শূন্যভর কোঁতুকে রহিলা চক্রপাশি'। রূপরাম, ১৭৫০।

চক্রপাণী, চক্রপাশি [স চক্রপাশি] বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'এবে তাক কি বুজিবে বোল চক্রপাণী'। বড়ু, ১৪৫০; 'কোন আজ্ঞা হউক মোরে দেব চক্রপাশি'। মালধার, ১৫০০।

চক্রবাণ [স] বি অস্ত্রবিশেষ। 'দোয়াড়ি চেয়াড় বাণ তরয়ার বরসান ভূষণি ভাষু চক্রবাণ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চক্রবাত্যা [স] বি ঘূর্ণিবায়ু। 'পারসো তার চক্রবাত্যা যখন পাক দিয়ে উঠিলি'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চক্রবান [স] বিশ চাকাওয়ালা। 'চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ করে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ করেছিল'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চক্রবাল [স] বি দিগন্তরেখা। 'নীল পর্বতসন্মুখ সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায়।' বিজুতি, ১৯২৯।

চক্রবালগত [স] বি আকাশ ও পৃথিবীর মিলনরেখা বলে মনে হয় যে স্থানকে। 'ধূধু ধূধু বালুকার বিজ্ঞান সঙ্কটে, চক্রবালগত ...।' জীবন, ১৯৩০।

চক্রবালরেখা [স] বি আকাশ ও পৃথিবীর মিলনরেখা। 'দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা।' বিজুতি, ১৯৩১।

চক্রবাহী [স] ১ বি আসল ও সুদের সুদ দিয়ে বৃদ্ধি। 'কিষ্টি বাকী পড়িয়া চক্রবাহীর ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল।' ইন্দ্রদাস, ১৯২০। ২ বি ক্রমে অধিক হারে বৃদ্ধি। 'বিপ্লবে বিপ্লবে বিনাষ্টির চক্রবাহী দেখে ...।' সুখীন্দ্র, ১৯৫৩।

চক্রবাহী [স] বি সৈন্যদের চক্রাকার বেটনী। 'চক্রবাহী ভেদকথা কহত আকাশে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চক্রবাহী [স] চক্রবাহী বি কৃদযন্ত্র। 'চক্রবাহী ভ্রমে যৈছে অলাত আকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চক্রমণ্ডলী [স] বি বৃত্তাকার বেটনী। 'পাঁচটা গাছের চক্রমণ্ডলী ছিল বনের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চক্রমুখরমন্দির [স] বিগ চাকার শব্দে মুখরিত। 'নমো যন্ত্র, তুমি চক্রমুখরমন্দির।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

চক্রমুখ [স] বি মোটর; পাম্প। 'আমাদের ইদারার জন্যে আমেরিকা থেকে একটা বায়ুচল চক্রমুখ এনেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চক্ররেখা [স] বি আবর্তন রেখা। 'চক্ররেখা পূর্ণ হল আরম্ভ আর শেষে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চক্রলহরী [স] বি ঘূর্ণমান ঢেউ। 'ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাহী চক্রলহরী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চক্রলঙ্ঘিত [স] বিগ বিশেষ পদকধারী। 'সেই চক্রলঙ্ঘিত, ওষ্ঠাভঙ্গপ্রাণ, প্রভুভক্ত লিপিবরের বচ চক্রে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

চক্রসীমা [স] বি আবর্তনপথের সীমানা। 'সূর্য আপন চক্রসীমাতকু ছাড়িয়ে বহুলক্ষ কোশ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চক্রহীন [স] বিগ চাকারহীন। 'শীতল-প্রদেশীয় লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণ-পূর্বক বরফের উপর দিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চক্রাকার [স] চক্র-আকার বি বৃত্ত। 'তার পরে চক্রাকারের সব অঙ্গে গোড়ে ক্লার কুমদ কুমদ খেত শতদল।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

চক্রাকৃতি [স] চক্র-আকৃতি বিগ চাকার মতো গোলাকার। 'গোল২ চক্রাকৃতি চিকু।' দর্পণ, ১৮১৯।

চক্রান্যাস [স] চক্র-আদি-অস্ত্র বি চক্র ও ঐ জাতীয় অস্ত্র। 'হস্ত মুখ নেত্র অস্ত্র চক্রান্যাস সম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চক্রান্তরে [স] দ্বিবিগ প্রকারান্তরে। 'যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

চক্রবর্তী [স] চক্র-আবর্তী বি স্রোতের ঘূর্ণি। 'চক্রবর্তে ঘোরে ডিগা সাধু কপমান।' কেতক, ১৬৫০।

চক্রোদ্ধার বিদ্যা [স] চক্র-উদ্ধার-বিদ্যা বি মাকড়সার জাল বোনার কৌশল। 'মাকড়সা চক্রোদ্ধার বিদ্যাত্মক আপন নিশুণতার প্রাণলভ করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

চক্রবর্তী, চক্রবর্তী, চক্রবর্তী [স] চক্রবর্তী ১ বি বাঙালি ব্রাহ্মদের

পদবি-বিশেষ। 'নীলাধর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'শ্রীরাধাকান্ত চক্রবর্তী।' চিঠিপত্র, ১৮৩৯। ২ বিগ প্রধান। 'আজ্ঞার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

চক্রবাক [স] বি হাঁসজাতীয় পাখি; চচা। 'অপকুব কুচ চক্রবাক যুগল।' বড়ু, ১৪৫০।

চক্রবাকী [স] বি স্ত্রী চক্রবাক পাখি। 'কুরবী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী।' জগত, ১৭৬০।

চক্রান্ত [স] বি ষড়যন্ত্র। 'এই চক্রান্ত করিয়া, তাহার পরিশ্রম ছাড়িয়া দিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

চক্রান্তকারী [স] বি ষড়যন্ত্রকারী। 'পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সঙ্কে বার বার সতর্ক করে দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চক্রান্তজাল [স] বি ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। 'সে ঘুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চক্রী [স] ১ বিগ ঘূর্ণমান। 'আমো যদি চক্রী সমীরণ নিরতীত নৈরাজ্যের রক্ত নিমগ্ন।' সুখীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি চক্র নামক অস্ত্রধারী। 'পদাভিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চক্র [স] চকু বি চোখ। 'দর্পণে বদন দেখে চক্রে বাত খো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চক্রে অন্ধকার দেখা ক্রি মহাবিপদে পড়া। 'জাহাঙ্গীর চক্রে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।' নজরুল, ১৯৩১।

চক্রে ধূলো দেওয়া ক্রি কাকি দেওয়া। 'তুমি বাইরে আইলেই শঙ্কর চক্রে ধূলো দিবা।' ভবানী, ১৮২৮।

চক্রে ধূলি দেওয়া ক্রি কাকি দেওয়া। 'এ বই হত্যোমের উত্তর বলে কতকগুলি উদ্ভাসকের চক্রে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন।' হত্যোম, ১৮৬৮।

চক্কের পলকে ক্রিবিগ খুব অল্প সময়ের মধ্যে; মুহূর্তের মধ্যে। 'তারে চড়ে চক্কের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চক্কের পাতা বি চোখের ঢাকনা। 'ওগা, ১৭৮২; 'কখনো বিন্দুবাবু, কখনো চক্কের পাতা কাকিভেটে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

চক্কের প্রবাহ বি অশ্রুধারা। 'দলনীর চক্কের প্রবাহ আবার ছুটিল।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

চক্কের বিষ বি শত্রু। 'তেজোময় বস্ত্র-মাত্রই তার চক্কের বিষ।' মাইকেল, ১৮৬১।

চক্কের মণি বি অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। 'ছোটো ছেলটি, সেই তাহার চক্কের মণি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চক্কের মাথা খাওয়া ক্রি অমনোযোগী হওয়া। 'খাইয়া চক্কের মাথা, মিছামিছি যথা তথা ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

চক্কের লাজ বি চোখের লজ্জা। 'এ পাণ চক্কের লাজ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চক্ক, চক্কু [স] চক্কু ১ বি চোখ। 'প্রবাল ঘটিত চক্কু চরন তাহার।' মাধৱ, ১৫০০। ২ বি দৃষ্টি। 'ছেলেটিকে দেখে চক্কু জুড়ায়।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৮।

চক্কু অর্পণ করা ক্রি নজর দেওয়া। 'পূর্ব সঙ্ঘারের দর্পণে চক্কু অর্পণ করাতো ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

চক্কু-আবরণী বি চোখের ঢাকনা। 'চোখে গগলসের স্থলাভিষিক্ত গাটিপার্শ্বের চক্কু-আবরণী।' ভাষা, ১৯৪৩।

চক্ৰজল [স] বি চোখের জল। 'অবিরল চক্ৰজল পুঁছিয়া আঁচলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

চক্ৰপ্রকাশ [স] বি চোখ খোলা; চোখ উন্মোচন। 'অনেকে চক্ৰপ্রকাশ পূর্বক ছাপার পত্র দেখিয়া থাকেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

চক্ৰশূল [স] ১ বিণ সকলের অগ্নি। 'সে চক্ৰশূল হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বিণ বিরক্তিকর। 'বাজালায় সন্ধি তাহার চক্ৰশূল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চক্ৰ কপালে উঠা কি আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া। 'সরকার সাহেবের চক্ৰ কপালে উঠে।' মনসুর, ১৯৫৫।

চক্ৰকর্ণের বিবাদভঞ্জন হওয়া কি কান-শোনা বিষয় চোখে দেখে তার সত্যাসত্য সযস্কে নিশ্চিত হওয়া। 'আজ চক্ৰকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চক্ৰকানা [স চক্ৰ+কান] বিণ অন্ধ। '... নগরবাসীদিগের হতাবশিষ্টগণ কেহ খঞ্জপদ, কেহ চক্ৰকানা।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

চক্ৰখাণী, চক্ৰখাগী, চক্ৰখাদিকা [স চক্ৰ+খাদিকা] বি গালিবিদেশ্য। 'চক্ৰখাণী তোর চোখের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না।' কেরি, ১৮০২; 'চক্ৰখাগী তাহা কি দেখিস নাই।' দর্পণ, ১৮২১; 'চক্ৰখাদিকা ভর্তার মরমামুহুরী, অষ্টকুটির পুরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চক্ৰ খোঁসা কি জ্ঞান লাভ হওয়া। 'মেজদা, আমার ক্রমে চক্ৰ খুলছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চক্ৰগোচর [স] বিণ দৃষ্টিগ্রাহ্য। 'চক্ৰগোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম।' দর্পণ, ১৮৩৩।

চক্ৰ চড়কগাহ - বিষয়ে অভিভূত চক্ৰ স্থির। 'সে-সব ভনেচ চক্ৰ চড়কগাহ হয়ে উঠবে।' নজরুল, ১৯২৪; 'রায়বাহাদুরের চক্ৰ চড়কগাহ।' সাদত, ১৯৬৭।

চক্ৰ ছানাবড়া - বিষয়ে চক্ৰ বিক্ষারিত। 'খেতাজ প্রত্যক্ষ চক্ৰ ছানাবড়া।' সাদত, ১৯৬৭।

চক্ৰ জল [স] বি অক্ষ। 'দু-চোখ চক্ৰ-জলেতে ভাসান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চক্ৰ জুড়ানো কি চোখ জুড়িয়ে যাওয়া। 'ছেলেটিকে দেখে চক্ৰ জুড়ায়।' প্যারী, ১৮৫৮।

চক্ৰ টেরা বিণ টেরা চোখবিশিষ্ট। 'এক ব্যক্তি চক্ৰ টেরা মাথা নেড়া লোম কটা ... মৃদুরের কহিলেন, সালাম গো বিবি।' ভবানী, ১৮৮৮।

চক্ৰতারকা, চক্ৰতারা [স] বি চোখের মণি। 'চক্ৰতারা বিবর্ণ হইয়া উল্লু উড়িয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫; 'তাহার যনকুম্ব বিপুল চক্ৰতারকার সূক্ষ্মতার আবেগতীর বেদনাগুণ অমরহট্টাক্ষপাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চক্ৰতে ধূলা দেওয়া কি ঝাঁক দেওয়া। 'কলিত ইংরেজি নাম রাখিয়া লোকের চক্ৰতে ধূলা দিতেছেন।' নজরুল, ১৯২২।

চক্ৰদান [স] বি দৃষ্টিশক্তি লাভ। 'পৃথিবীর চক্ৰদান হল সেই দিন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

চক্ৰদানি [স চক্ৰ+দান] বি (বাউল) জ্ঞান। 'নিজ নামে হয় চক্ৰদানি।' লালন, ১৮৯০।

চক্ৰদীপ [স] বি চোখরূপ বাতি। 'রূপ বহি তাই কি নিস্তেজ জ্বলে ক্ষুদ্র চক্ৰদীপে তার?' সূর্যশ্রী, ১৯৩০।

চক্ৰপল্লব [স] বি চোখের পাতা। 'চক্ৰপল্লবের মধ্য দিয়া ... গড়াইয়া

পড়িতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চক্ৰপীড়া [স] বি চোখের রোগ। 'কানার চক্ৰপীড়া মাত্র।' গোলোক, ১৮০১।

চক্ৰ কোটা কি জ্ঞান লাভ হওয়া। 'হিন্দুরদের চক্ৰ মুটিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

চক্ৰ কোটানো কি শিক্ষাদান করা। 'তাহারাই ইহাদের এ চক্ৰ ফুটাইলেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

চক্ৰর বালি বি চক্ৰশূল; অগ্নি পাত্র। 'আমি হব 'খামীর চক্ৰর বালি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চক্ৰ বোঁজা, চক্ৰ বঁজা কি চোখ বন্ধ করা; মরা। 'চক্ৰ বঁজে ... হরপরি সসে সমান আসন দিয়েছেন।' নজরুল, ১৯১৯।

চক্ৰ-বোঁজা বি মৃত্যু। 'শিখলি শুধু চক্ৰ-বোঁজা।' নজরুল, ১৯২৪।

চক্ৰ মুদা কি মরে যাওয়া। 'বাবুজী চক্ৰ মুদিয়া দেখ, কে কাহার।' ভবানী, ১৮২৫।

চক্ৰ রাখা কি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। 'আমলারদের কর্ণেতে নিরত চক্ৰ রাখেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

চক্ৰ রাখানো কি রাগ দেখানো। 'চক্ৰ রাখাইবেন, চোঁট ফুলাইবেন।' দীপিকা, ১৮৮৭।

চক্ৰবিস্তার [স] বি চোখ। 'চক্ৰবিস্তার দ্বারা দেখিতেছে।' ভবানী, ১৮৩১।

চক্ৰকম্বলীন [স] বি চোখ খোলা। 'তিলোত্তমা চক্ৰকম্বলীন করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

চক্ৰরোগ [স চক্ৰ+রোগ] বি চোখের ব্যাধি। 'রোগশান্তির কারণ চক্ৰরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ শ্রীমুত এজেন্ট সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

চক্ৰপূর্ত [স] বিণ চোখ সংশ্লিষ্ট। 'অন্ধদিগের লজ্জা চক্ৰপূর্ত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চক্ৰগোচর [স] বিণ দৃষ্টিগোচর। 'অশ্বদাদির চক্ৰগোচর নীচ হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।' দর্পণ, ১৮৩১।

চক্ৰধ্বংস [স] বি দুটি চোখ। 'কেনেই আরক্ত চক্ৰধ্বংস ব্যাভীর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

চক্ৰলজ্জা [স] বি চোখে লজ্জাজনক ঠেকে এমন কিছু করতে বা বলতে সংকোচ বা কুত্ব। 'একজন না একজন চক্ৰলজ্জায় পড়িয়া অবশ্য আসিবে।' গৌর, ১৮২২।

চক্ৰশূল [স] ১ বি অগ্নি পাত্র। 'এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধারণের চক্ৰশূল।' বামাবোধিনী, ১৮৭০। ২ বি বিরক্তির কারণ। 'শত্রু কচকি তাহাদের চক্ৰশূল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

চক্ৰশূল [স] ১ বিণ প্রত্যক্ষ। 'চক্ৰশূল উল্লহতায় অসিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ...।' জীবন, ১৯০২। ২ বিণ সত্য উপলব্ধি করতে পারে এমন। 'মৃত্তিকা-ধূলর মাথা আঙু বিবাসে চক্ৰশূল।' জীবন, ১৯৪০।

চক্ৰস্থির [স] বি অত্যধিক বিষয়। 'ব্যাপার দেখে আমার চক্ৰস্থির।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চক্ৰস্ট [স] বি দুরূহ বিষয় উপলব্ধি। 'দস্তস্ট অথবা চক্ৰস্ট করিতে সমর্থ হইবেন না।' জগদীশ, ১৮৯৫।

চক্ৰহীন [স] বিণ চোখ নেই এমন; দৃষ্টিহীন। 'তাহা চক্ৰহীন

লোককেও অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় না।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

চক্রোপ [স] বি চোখের পীড়া। 'চক্রোপ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অবশ্য।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

চক্রু [স চক্রু] বি দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চর্চ [স চর্চ] বি চোখ। 'তাই বাহা চর্চ আসে জল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চর্চা [স চক্রাকা] বি হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'দলে দলে চর্চাচর্চী করে সারাদিন বকাবকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চর্চাচর্চী, **চর্চাচর্চী** [স চক্রাকা-চক্রাকা] বি চক্রাকা ও চক্রাকা। 'দলে দলে চর্চাচর্চী করে সারাদিন বকাবকি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'জলের ধারে চর্চাচর্চী কাকলি-কল্লালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

চর্চি, **চর্চী** [স চক্রাকা] বি ত্রী হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'চর্চা পাশে আসে/বিরহরাতের চর্চি।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চছু [স চছু] বি চোখ। 'হেন রূপ দেখি চছু আড় করে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

চছু বি মই। 'বোহা নিয়ে চছু বেয়ে ওপরে ওটা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চছু *দ্র রঙ্গচছু*

চঙ্গিম [স চঙ্গ] বি গুণ রূপসী। 'রামা অধিক চঙ্গিম ভেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চঙ্গোতা [স চঙ্গপট] বি চাঙ্গাড়ি। 'তাঁতি বিকণ্ড ভোষী অবর না চঙ্গোতা।' *চর্যা* ১০, ১২০০।

চঙ্গো [স চঙ্গ] বি মই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চচড় [ধন্যা চড়চড়] ১ বি ব্যাধির অনুভূতি। 'মাস্টারমশায় এমন মার বেয়েছেন যে আজও পিঠ চচড় করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ বি অতিরিক্ত ক্ষীভ হয়ে ফেটে যাওয়ার মতো শব্দ। 'চচড় করে পুরা পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চচড়ি [ধন্যা চড়চড়] বি ওকনা ব্যঙ্গবিশেষ। 'সাধারণতঃ কুসংস্কৃতির ডাল ... কাঁটাচচড়ি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চঞ [স চঞ] বি গম্ভীরা-বিশেষ। 'চঞের বদলে চন্দন দিবে পাশের বদলে গড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চঞর [স] বি ভ্রমর। 'পাখায় পাখায় দৌড়ে দুই বাঁধে চঞর-চঞর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

চঞরি [স চঞরী] বি ত্রী ভ্রমর। 'খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চর চঞরিগ কক রোলে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চঞরিকা [স] বি ত্রী ভ্রমর। 'কমল বনে নেই কমলা, চঞরিকা চূপ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

চঞল [স] ১ বি গুণমান। 'চঞল নূপুর ঘন কিঙ্করী বাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি গুণ কটাক্ষপূর্ণ। 'চঞল নয়ন তোর সিনতে সিদ্ধুর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ ক্রিবিগ দ্রুত। 'ভোজন করেন ভিন ভাঁকুর চঞল।' *বৃন্দা*, ১৮০৮। ৪ বিগ নড়াচ্ছে এমন। 'সগাই চঞল বসন অঞল সবেগন নাহি করে।' *কিচকী*, ১৬০০। ৫ বিগ সহজে স্থানচ্যুত হয় এমন। 'কেহ পরি চঞল বসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৬ বিগ অশান্ত। 'পবনে চঞল খেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৭ বিগ গতিশীল। 'আজ বর্ষণ-অঙ্গে চঞল মেঘ এবং চঞল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৮ বিগ পরিবর্তনশীল। 'সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানবজাতির চঞল প্রতিবিম্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ বিগ অস্থির। 'আমি চঞল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ১০ বি অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি। 'চঞলেরে হৃদয়তলে লগে বরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

চঞলকামী [স] বিগ বিচলিত। 'কার কামনার সৃষ্টিতে তব রূপ চঞলকামী।' *নজরুল*, ১৯৪২।

চঞলগতি [স] বিগ দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'দেখিতে চঞলগতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চঞলগামিনী [স] বিগ ত্রী অস্থিরভাবে চলাচল করে এমন। 'দ্যুলোকে ভুলোকে বিলসিছে চলচরনে তুমি চঞলগামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চঞলগতি [স] বি অস্থির মন। 'আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়েছেন তাহাও চঞলগতিতে চূর্ণায়মান করিবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

চঞলতর [স] বিগ অপেক্ষাকৃত চঞল। 'নৃত্য চঞল হতে চঞলতর।' *মানিক*, ১৯৩৫।

চঞলতা [স] ১ বি দুটামি। 'চঞলতা না করিবা কবাইল শিক্ষা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি চপলতা। 'আমার এই চঞলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ বি অস্থিরতা। 'কেন পাহু, এ চঞলতা? কোন শূন্য হতে এল কার বারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৪ বি নড়াচড়া। 'বকুল শাখার চঞলতায় বনে উপবনে মর্মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪। ৫ বি উচ্চাঙ্গ। 'উচ্ছল প্রাণের চঞলতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৬ বি আবেগ। 'রক্তে অস্ত্র-ধারণের চঞলতা সুদীর্ঘ অনুভব করলেন।' *পাশা*, ১৯৭১।

চঞলমতি [স] বি অস্থিরচিত্ততা। 'তেজহ চঞলমতি স্থির কর মন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

চঞলমুখর [স] বিগ অস্থির ও কোলাহলময়। 'রাস্তা ও গলির মধ্যে স্রীত জনপ্রবাহে চঞলমুখর হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চঞলমুখরতা [স] বি ব্যাকুল ধ্বনিবহুলতা। 'বসন্ত সমীরণের চঞলমুখরতা মৌন করে দিল।' *মুক্তাবা*, ১৯৬০।

চঞলা [স] ১ বিগ ত্রী চপলা। 'রূপতরঙ্গিনী চঞলা রোহিণীকে ভাবিয়েছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ বিগ ত্রী অস্থির। 'বদ-মহিলা বলিলে বুঝি - চঞলা, চপলা ...।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

চঞলা [স চঞল] ক্রি ব্যাকুল হওয়া। 'আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

চঞলাক্ষী [স চঞল-অক্ষি] বিগ চঞল চোখবিশিষ্ট। 'কি ওশে বন্দিলা তারে চঞলাক্ষী ধন্যা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

চঞলিত [স চঞল] বিগ আন্দোলিত। 'চঞলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চঞলিনী [স] বি ত্রী চঞল স্বভাবের নারী। 'চলে গেছে সে-চঞলিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

চঞলী বি বাঁশের সরু ফালি। 'চারিবাঁশে গড়িল রেঁ দিরাঁ চঞলী।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

চছু [স] বি পাখির ঠোট। 'শুক চছু নাসিকা অধর বিশ্বজিৎ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চছুকত [স] বিগ ঠোটের আঘাতে ক্ষত। 'বাদুড়ের চছুকত ফলের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চছুচখন [স] বি ঠোটচখন। 'বৃক্ষশাখায় একজোড়া কপোত-কপোতী চছুচখন করিতেছে।' *বনমুকুল*, ১৯৩৬।

চছুজিৎ [স] বিগ ঠোটসদৃশ। 'শুক চছুজিৎ নাসিকা লালিত বলকে বেসর মোড়ি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চছুপুট [স] বি পাখির দুই ঠোটের মধ্যবর্তী স্থান। 'চক্রবাক চক্রবাকী

বেলে চকুপুটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চক্ষুশল্য [স] বিশ টোটে টোট লাগানো। 'পরম্পর চক্ষুশল্য হসনিমিত্র পাখা ঝাড়া দিল।' হাই, ১৯৫৪।

চক্ষুস্পর্শ [স] বি ঠোকর। 'আমিও অনুভব করিয়াছি সেই যত সব হিংস্র বায়সের করাল চক্ষুস্পর্শ।' সবুজ, ১৯২০।

চট [স] কাটা বি পাটের তৈরি মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'কাপোরিয়া তোলে গরা ইজার মসরির ধরা আর তোলে চট ঝগরা।' বিজয়, ১৬৫০।

চটকল [চট+কল] বি চট তৈরির কারখানা। 'চটকলের ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল।' শরৎ, ১৯১৭।

চটকলওয়াল [চটকল+হি ওয়াল] বি চট-কারখানার মালিক। 'চটকলওয়ালরা দুই কোটি ছালায় অর্ডার পাইয়াছেন।' সওগাত, ১৯৩৯।

চটকার [চট+স কার] বি চট তৈরির কাজ করে যে। 'চটকার পটকার মঠকার বেতননোগড়ক ইহয়া।' ভবানী, ১৮২৫।

চটবিছানা [চট+বিছানা] বি চটের বিছানা। 'কলসিদড়ি কাঠখড়ি আর চটবিছানা।' লালন, ১৮৯০।

চট [ধন্য] বি দ্রুতভা। চট করে ক্রিবিধ দ্রুত। 'আমি চট করে ফুল তুলে আনছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চট চট [ধন্য] বি জুতা পায়ে চলার শব্দ। '... চট চট করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চটক [স] বি চড়াই পাখি। 'চটক পর্বত দেখি প্রভুর ধাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চটকা [স চটক] বি চড়াই পাখি। 'চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাঙ্কা টোঠারি।' রূপরায়, ১৭৫০।

চটকী বি ক্রী চড়াই পাখি। 'চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাঙ্কা টোঠারি।' রূপরায়, ১৭৫০।

চটক [হি] ১ বি চমক। 'নূপুর-কীল্লি-ধনি হংস-সারস জিনি/কঙ্কণধনি চটক লাগায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি চাকচিক্য। 'তিনি কপট লম্পটের নিকট চটক দেখাইয়া আদরলীয়া হয়েন।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি ঘোর। 'গৃহিণীর চটক ভাঙিয়া গেলে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি চমক। 'চটক লাগাইতে করতালি জাগাইতে চোঁচাইয়া ভূত ভাগাইতে নিতান্তই ঘৃণা বোধ করি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি চমকানি। 'বিজলী চটকের ন্যায় থেকে থেকে বলক দেয়।' লালন, ১৮৯০। ৬ বি বিস্ময়। 'এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

চটকদার [হি চটক+দার] বি বিস্ময় সৃষ্টিকারী। 'মাসি প্রথমত অতি চটকদার লেখক।' প্রথম, ১৯২৭।

চটকা দ্র চটক

চটকা [স চটক] ১ বি অনমনস্কতা। 'তাহা ভনিয়া আমার সামরিক চটকা হইত।' প্যারী, ১৮৬০। ২ বি ঘোর। 'ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ ক্রিবিধ মুহূর্তে। 'এক চটকা ঘুরে এসেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।' শামসুল, ১৯৬২।

চটকা [বি] পান্থবিশেষ। 'সকলেই কুঠীর চটকা তলায় পড়িয়া ... পরগধর বা ইষ্টদেবতার নাম করিয়া থাকেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

চটকানা [বি] ঝাপড়। 'তরে না একখান চটকানা দিয়া কলতাবাজার পাঠিয়া দেই।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

চটকানো [স চট] ১ ক্রি চমকানো। 'চটকিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি পেষণ করা। 'দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

চটকিত [হি চটক] বিণ উজ্জ্বল। 'হইয়া দিবস মূর্তি চটকিত মণি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চটচট [ধন্য] বি খাওয়ার সময়ে জিহবার শব্দ। 'জিব ও তালুতে একটু চট চট শব্দ করত থাকে।' হাই, ১৯৪৭।

চটচটে বিণ আঠালো। 'এরকম চটচটে কড়কড়ে কাপা গুরুগুতো ...।' জীবন, ১৯৩১।

চটনমান [স বট] বিণ (কল্পিত) কোভের পরিমাণ নির্ণায়ক। 'তাদের চটাভাব চটনমান যথেষ্ট ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চটপট [স বট] ক্রিবিধ তাড়াতাড়ি। 'ভেবে ভবে তার পায়ে ধরি চটপট।' ভবানী, ১৮২৫।

চটেমটে ১ ক্রিবিধ চটে গিয়ে। 'তুই যদি ডাটপাড়ার পণ্ডিতের ঘরে জন্মতিস, তা হলে চটেমটে মেমসাহেব হয়ে উঠতিস।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ ক্রিবিধ রাগ করে। 'চটেমটে শেষে যদি কড়া কড়া বোল দাও।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ ক্রিবিধ ক্রোধসহকারে। 'আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

চটপটা [ধন্য] বিণ চটপট শব্দবিশিষ্ট। 'চটপটা করতালি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

চটা [সি খাট] ১ বিণ নড়বড়ে। 'মাথা নেড়া দাঁত চটা কোতা পরদন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ ক্ষিপ্ত। 'কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারী চটা।' মীনবন্ধু, ১৮৬০। ৩ বি ফালি। 'পটু বাশের চটার বৈঠাখানা তুলিয়া ধইয়া ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

চটাচটি বি রাগাণ্ডি; পরম্পর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। 'স্বভুর সঙ্গে চটাচটি করাও বিষম সঙ্ঘট।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

চটাপট বিণ ক্রমাগত। 'চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চটাভাব বি ক্ষুব্ধ মনোভাব। 'তাদের চটাভাব চটনমান যথেষ্ট ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চটা-মারা বিণ চঞ্চল। 'লালন তেমনি চটা-মারা ঠিক দাঁড়ায় না একখানে।' লালন, ১৮৯০।

চটেমটে ক্রিবিধ ক্রোধসহকারে। 'আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

চটা, চটানো [স কাটি] ১ ক্রি রাগান্বিত হওয়া। 'বিশামিত্র ... বশিষ্টকে দেখিয়াই চটিয়া গেলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ ক্রি রাগ করা। 'তাহারা চটিয়া আতন হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ ক্রি লোপ পাওয়া; নষ্ট হওয়া। 'দুহ চটে গেল।' জীবন, ১৯৪৮। ৪ ক্রি কেটে যাওয়া। 'তার বেশা চটার উপক্রম।' শওকত, ১৯৫৮।

চটাং চটাং [ধন্য] বিণ আশ্চর্যান্বিত। 'অমন যে চটাং চটাং কথা ছুড়িল ...।' কায়সার, ১৯৬৫।

চটাক চটাক [ধন্য] বি শস্যাদি খাড়ার সময় কুলায় আস্বলের আঘাত লাগার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'দুই আঙুলে চটাক চটাক শব্দ তুলে ঝেড়ে নিল চালগােলা।' কায়সার, ১৯৬২।

চটাচট [ধন্য] বি জুতা পায়ে চলার শব্দ। 'ক্লক চটিজুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চটি [বি] পায়ের পিছনের দিক খোলা জুতাবিশেষ। 'মুচি চটিজুতা পায়ে

পরিসা ...। মধু, ১৮৫৭; 'ক্লুট চটিকুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চটিকা [স্বন্যা চট<] বি চামড়ার তৈরি হালকা জুতা-বিশেষ; চটি। 'চটিকা ছাড়িয়া সেগিমি নাগরা ধরেছি।' নজরুল, ১৯৩১।

চটিকুতা [স্বন্যা চট<+জুতা] বি পায়ের পিছনের দিক খোলা হালকা জুতা-বিশেষ। 'মুচি চটিকুতা পায়ের পরিয়া ...।' মধু, ১৮৫৭।

চটি [স চতর] বি পখিকদের বিশ্রামস্থান। 'চটি কত দূর।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

চটি, চটা [স্বন্যা চট<] বি পাতলা; অল্প পৃষ্ঠার। 'বটতলার ছাপাখানা ওদাশারা প্রায় দুই শত রকমারী চটা বই ছাপান।' হেতাম, ১৮৬৮।

চটিত [স কাটিত] বি রূপাধিত। 'দাদারা ভয়ানক রকমের চটিত হইয়া যাইবেন।' নজরুল, ১৯২২।

চটুল [স ১ বি দ্রুতগতিবিশিষ্ট। 'বাস্তবসমুদ্র চটুল প্রোতবিনী যেমন দেখিতে দেখিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি চঞ্চল। 'বাবিলনের জাদু বুঝি শুরু তব চটুল চোখের।' নজরুল, ১৯৩০। ৩ বি দ্রুত লয়বিশিষ্ট। 'সংসীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটি চটুল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'বাদলা হাওয়ায় তালবনা ওই বাজায় চটুল দাদরা তাল।' নজরুল, ১৯৩২। ৪ বি হালকা চালবিশিষ্ট। 'দেহ তার হিপিহিপি, চলা তার চটুল চকিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চটুলতা [স ১ বি চপলতা। 'দুটো একটা ইংরিজি ধরণ-ধারণ ভড়ৎ এবং চটুলতা দেখিয়ে ছোটোখাটো বাহবা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি লম্বুতা। 'আপনার বীভৎস অসংযমকে সহসা চটুলতায় পরিণত করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চটুলনয়না [স বি চট চঞ্চল চোখের অধিকারী। 'হিপ্পিচিস্ট চটুলনয়না মেয়েটি আমার স্ত্রীর সখী।' বনকুল, ১৯৩৬।

চট্টামাষি বি চট্টামাষে ব্যবহৃত। 'এইগুলিকে এখন খাস চট্টামাষি-শব্দ বলা গেলেও ...।' এনামুল, ১৯৫৫।

চট্টা [স চতর] বি সরাইখানা; হোটেল। 'হিমালয়ের চট্টিতে মানুষ যে রকম মাছি সমূহে নির্বিকার।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

চট্টা [হি চট্টা] বি চট্টাপাখ্যায়। 'শ্রী গোপীমোহন বন্দ ও শ্রীজ্ঞানতরাম চট্টা।' মেয়র্স, ১৭৬৯।

চট্টাপাখ্যায় [হি চট্টা+স উপাখ্যায়] বি বাজালি হিন্দুর পদবিবিশেষ। 'হরিদাস চট্টাপাখ্যায়।' সেবধি, ১৮৪০।

চড় [স চপেট] বি থাপড়। 'এহা বুলী বাড়ারিক চড়ে মাইল রোয়ে।' বড়, ১৪৫০।

চড়-চাপড় [স চপেট+স চপটি] ১ বি করাঘাত। 'কালকেতু চড়-চাপড়ে করে রণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ডেয়েলের ছোটোবড়ো আঘাত। 'ডেয়েলের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চড়চিহ্ন [স চপেট+স চিহ্ন] বি চড়ের দাগ। 'ফুরিয়াছে চড়চিহ্ন সেখেন বিশাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চড়ই [স চটকা] বি পাখিবিশেষ। 'চড়ই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।' ভারত, ১৭৬০।

চড়ক [স চটকা] ১ বি চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় হিন্দু পার্বণবিশেষ। 'জিব কাটে জিব ফোড়ে করএ চড়ক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি যোরে এমন। 'জলে ডুবে জলকাক পাতিলা চড়ক পাক।' আশাওল,

১৬৮০। ৩ বি চড়কগাহ। 'দুই জন একর হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

চড়কগাহ [চড়ক+গাহ] বি চড়ক উৎসবে পাজনের সন্ন্যাসীদের ঘুরপাক খাওয়ার ষুটিবিশেষ। 'ছোট লোক কোথায় চড়কগাহ পায় যে চড়ক করে।' দর্পণ, ১৮৩১।

চড়কতলা [চড়ক+স তলা] বি যে জায়গায় চড়ক উৎসব হয়। 'চড়কতলায় তলতাবেশের দিনের মুহুরী দেখো বানী ... বিক্রি কতে বসেতে।' হেতাম, ১৮৬১।

চড়কপূজা [চড়ক+স পূজা] বি চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু পূজাবিশেষ। 'চড়কপূজার সময় সন্ন্যাসিরদের মধ্যে ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

চড়কী [স চটক] বি চড়ক-উৎসবে পিঠে বড়শি গৈঁথে যারা দোল খায়। 'চড়কীর হাসি বি কৃত্রিম হাসি। 'বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি।' তপ্ত, ১৮৫৮।

চড়চড় [স্বন্যা] ১ বি কাগজের উপরে দ্রুতগতিতে কলম চালানোর শব্দ। 'চড়চড় করিয়া টানাকলমে ইংরেজী লেখে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি কাপড় বা এ ধরনের কিছু দ্রুত ছেঁড়ার শব্দ। 'চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিড়িয়া ফেলিল।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি অবিরাম চড় শব্দ হয় এমন। 'সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় শব্দ করে বাজ পড়ল।' হাসান, ১৯৬৪।

চড়চড় করা [স চট] ১ বি তপ্ত হওয়া। 'দুপুরবেলা রোদ খুব চড়চড় করে গঠে।' জীবন, ১৯৪৮।

চড়চড়ানি [স্বন্যা চড়চড়<] বি চটচটে অবস্থা। 'পাহাড়কাটা শুকতার বিপুল চড়চড়ানি।' নজরুল, ১৯২৭।

চড়চড়িয়ে ক্রিবিণ বেড়ে। 'নদীর কানটার কানটায় হাঁটতে হাঁটতে মন্থিয়ার বুকের কটকটানি চড়চড়িয়ে গঠে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

চড়চড়ে [স্বন্যা চড়চড়<] বি কড়া। 'এই দুপুরের রোদের চেয়ে ঢের বেশি চড়চড়ে।' জীবন, ১৯৩২।

চড়চড়ি, চড়চড়ী [স্বন্যা চড়চড়<] বি শুষ্ক বাস্তববিশেষ। 'অম্মে দিয়া শৌল মাছে কোল চড়চড়ী।' ভারত, ১৭৬০; 'চড়চড়ি সরসি পোড়া আর ভাঙ্গা।' তপ্ত, ১৮৫৮।

চড়ন [স চট] বি আরোহণ। 'দুর্বারী পাইল মান চড়নের ঘোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চড়নদার, চড়ন্দার [স চট+স দা] বি আরোহী। 'চড়ন্দার।' ভবানী, ১৮২৩; 'ওরে আমার জেছানা হাওয়ার ঝপুড়োয়ার চড়নদার।' সুকুমার, ১৯১৮।

চড়বড় [স্বন্যা] ১ বি চড় বড় শব্দ করছে এমন। 'তেল চড়বড় শব্দ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রিবিণ বড়ো বড়ো ফোঁটায়। 'চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।' বিজুতি, ১৯২৯।

চড়বড়ি [স্বন্যা চড়বড়<] বি বাজিবিশেষ। 'অন্যদল তখন তাদের লক্ষ্য করে পটকা কি চড়বড়ি ছুঁড়নো।' হাই, ১৯৫৮।

চড়বড়ে [স্বন্যা চড়বড়<] বি বচাল; চালু। 'তুবড়ি মুখে চড়বড়ে গাল।' নজরুল, ১৯২৬।

চড়া, চড়ানো ১ ক্রি আরোহণ করা। 'লাফ দিয়া বলদেব তার কান্দ চড়ে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি চাপানো। 'বীর দেয় অস্তুরি বান্যা গুণাম করি জোঁখে বান্যা চড়াইখা পড়ান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি

চড়াও হওয়া। 'গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান করবেন আপনার এ অধিকার ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ 'কি বাজারে দাম বাড়ি।' 'কেন গো তোমার বাজার চড়িল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। চড়ু কি আরোহণ করে। 'তুষ্কি মোর পৃষ্ঠে চড়ু যেইমত বেশ।' সুলতান, ১৭০০। চড়ুয়া কি আরোহণ করে। 'চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত কদ দূরে এড়াইয়া চড়ুয়া পৰ্ব্বত।' ভবানী, ১৬৪০। চড়ুসিঁখা কি এসে ওঠে। 'আপন ইছাএ রাধা নাএ চড়ুসিঁখা।' বড়ু, ১৪৫০। চড়ুইখা কি চাপিয়ে। 'বীর দেয় অশুরি বান্যা প্রণাম করি জোঁখে বান্যা চড়াইখা পড়ান।' মুকুন্দ, ১৬০০। চড়াইয়া কি চাপিয়ে। 'আর চড়াই দেম চড়াইয়া।' বিজয়, ১৬৪০। 'দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া দেও।' ভবানী, ১৮২৫। চড়াইল কি আরোহণ করানো। 'হস্তী উপর তাবুশুহে স্রীণশে চড়াইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। চড়াইলৌ কি (চুলায়) চাপালাম। 'বিশি জলৈ চড়াইলৌ চড়িল।' বড়ু, ১৪৫০। চড়ান কি বড়ান। 'পালাপার্কণে ও শনিবারে বেলী মাতায় চড়ান।' হুতোম, ১৮৬১। চড়ায় কি তুলে নেয়। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় কল, ছাড়িয়ে আপন কুলধর্ম।' ভবানী, ১৮২৫। চড়ায়ন্ত কি লেপন করে। 'মহাসুখে চড়ায়ন্ত তেল।' সুলতান, ১৭০০। চড়াই কি চড়াও; উঠাও। 'দহির পসার নাএ চড়াই আসিখা।' বড়ু, ১৪৫০। চড়ি কি আরোহণ করে। 'তহি চড়ি নাচয় জোখী বাপুজী।' চর্যা ১০, ১২০০। চড়িতে কি চড়তে। 'উম্মতে চড়িতে যদি পাএ অবশেষে।' সুলতান, ১৭০০। চড়িবা কি চড়বে। 'নিশ্চিএ চড়িবা রখে কহিল জ্ঞানিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চড়িবারে কি চড়তে। 'তবে সে তোমারে আঁকি দিব চড়িবারে।' সুলতান, ১৭০০। চড়িমু কি চড়বো। 'আচ্চক চড়িমু সে পরস নাএ চড়বো।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চড়িয়া কি আরোহণ করে। 'লাফ দিয়া হুমান পাতিরে চড়িয়া।' মালধর, ১৫০০। চড়িলা কি আরোহণ করলে। 'জো রখে চড়িলা বাহবা গ জাই কুলে কুল বুড়ু।' চর্যা ১৪, ১২০০। চড়িলে কি চড়লে। 'সাক্ষমত চড়িলে দাহিগ বাম মু হোই।' চর্যা ৫, ১২০০। চড়িলেস্ত কি চড়লেন। 'এ বর্ষদী মোহারাম চড়িলেস্ত রখে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চড়িহ কি আরোহণ করে। 'বিনোদ মন্দিরে থাক না চড়িহ নায়।' মুকুন্দ, ১৬৮০। চড়ী কি আরোহণ করে। 'কদমতরুত চড়ী দহে দিল রীপ।' বড়ু, ১৪৫০। চড়ে কি আরোহণ করে। 'লাফ দিয়া বলদেব তার কাদ চড়ে।' মালধর, ১৫০০। চড়ে যাওয়া কি দাম বাড়ি। 'চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চড়া [স চট্>] ১ বি ধনুকের ছিল। 'ধনুকের ছিলি চড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ বেশি। 'নাচঘরে রূপসীর দর অত্যন্ত চড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিগ উচ্চ। 'কলিকাতার কলে গাঁটবী হইয়া ... চড়া নামে বিকাইডেছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৪ বিগ উগ্র। 'মেজাজ-চড়া উত্তপ্তো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বিগ প্রবর। 'রোদ চড়া হয়ে উঠলো ওদের কাজের কোনো বিরাম নেই।' গুয়ালী, ১৯৪০। ৬ বিগ তীক্ষ্ণ। 'কড়া, পাড়া, চড়া রেখা, যত চড়া ভত বাস।' বৃদ্ধ, ১৯৫৫।

চড়া [স চটকা] বি চড়ুই পাখি। ওয়া, ১৭৮৫।

চড়া [হি চরা] বি চর; নদীতে পলি জমে গঠিত স্থলভাগ। 'চড়া পড়িয়া গুরু হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

চড়া পড়া ১ কি চর জেগে ওঠা; চর জাগা। 'তাহাতে মুক্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ কি বিয় সৃষ্টি হওয়া। 'আনন্দের মাথায় একটু চড়া পড়ে গেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না।' অবন, ১৯২৫।

চড়াই [স চট্>] ১ বি হামলা; আক্রমণ। 'সমস্ত আনয়ন করিয়া লুকু হইল পৌড়ে চড়াই করিতে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি হস্তক্ষেপ।

'তাহার অধিকারের উপর চড়াই না করিয়া ঠাওরাই কোন কৌশলে।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিগ ধীরে ধীরে উঠু হচ্ছে এমন। 'কোথা-বা সে চড়াই উঠু, কোথা-বা উঠরাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চড়াই-উতরাই বি অসমতল পথ। 'হিন্দুকুশের চড়াই-উতরাই ডেঙে এসে পৌঁছেছে কাবুল।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

চড়াই [স চটকা] বি চড়ুই পাখি। 'চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।' নজরুল, ১৯২২।

চড়াইছানা [স চটকা-শাবক] বি চড়ুই পাখির বাচ্চা। 'চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।' নজরুল, ১৯২২।

চড়াও [স চট্>] বিগ ক্রমশ উঠু হচ্ছে এমন। 'একবার কটেকস্টে টানিয়া টেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চড়াও হওয়া কি আক্রমণ করা। 'রাহিযোগে চড়াও হইয়া সর্বশ্ব হরণ।' দর্পণ, ১৮৩৭।

চড়াচড়ি [স চপেট্>] বি পরস্পর চপেটাঘাত। 'ঠেলা ঠেলি চড়াচড়ি মারিল কতকালে।' গরীব, ১৭৬৫।

চড়াই [ধন্য] বি আকস্মিক নিদ্রাস্ত নির্দেশক শব্দ। 'চড়াই করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

চড়াই চড়াই [ধন্য] বি হুঁকা টানার শব্দ। 'থেলো হুঁকা যেন ফেটে যাবে - কাগীপ্রসন্ন চড়াই চড়াই টানে।' হাসান, ১৯৬৭।

চড়ানো [স চপেট্>] কি চড়ু মারা। 'চড়াইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

চড়ানো [স চট্>] ১ কি চাপানো। 'দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া চড়ান।' ভবানী, ১৮২৫। ২ কি তুলে নেওয়া। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায় কল, ছাড়িয়ে আপন কুলধর্ম।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ কি তীব্রতর করা। 'শোকক্রমাশের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চড়িভাতি [স চটকা] বি বনভোজন। 'দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চড়ুই [স চটকা] বি ছোটো পাখিবিশেষ। 'চাড়ি ফিলে চড়ুই গাভলিল বাবুদু সরিম।' রূপরাম, ১৭৫০।

চড়ুইভাতি [স চটকা] বি বনভোজন। বিদ্যা, ১৮৯১। 'চড়ুইভাতি করবি ...?' বিজুতি, ১৯২৯।

চড়ুক [স চটকা] বি হিন্দুদের পর্ব চড়কে অংশগ্রহণকারী। 'চড়কের পর চড়কেরা ক্রেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে।' প্যারী, ১৮৫৯।

চড়ুয়া [স চটকা] বি চড়ুই পাখি। মানোএল, ১৭৪৩।

চড়োয়া [স চট্>] বি চড়াও; হামলা। 'পুলিস যখন করে ঘরে এসে চড়োয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চড়া, চড়ানো [স চট্>] ১ কি আরোহণ করা। 'নিষধিতে আল রাধা চড়িলা নাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি চাপানো। 'মশল্যা আনিউ আওনে চড়ানু বিহুরিন আপন ভার।' চর্যা, ১৫৫০। ৩ কি তুলে ধরা। 'অধম জীবেরে চড়াইল উজ্জ্বলীমা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। চড়ল কি আরোহণ করলে। 'চাঁদ রাই ডর চড়ল সুমেক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চড়লিহ কি চড়লাম। 'তুখ গুণ গৌরব সীল সোভাব। সেহে লএ চড়লিহ তাহরী নাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চড়াইল কি তুলে ধরলো। 'অধম জীবেরে চড়াইল উজ্জ্বলীমা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। চড়ানু বি চাপালাম। 'মশল্যা আনিউ আওনে চড়ানু বিহুরিন আপন ভার।' চর্যা, ১৫৫০। চড়িতে কি আরোহণ করতে। 'না জাণিআ ততু চড়িতে বৃহলো নাএ।' বড়ু, ১৪৫০। চড়িলা কি চড়লে; আরোহণ করলে।

‘নিখিঁতে আল রাখা চঢ়িলা নাএ।’ বড়, ১৪৫০। **চঢ়িলী** কি উঠলো; আরোহণ করলো। ‘হেন শুণী মনত চঢ়িলী রাখা নাএ।’ বড়, ১৪৫০। **চঢ়িলে** কি চড়লো; আরোহণ করলে। ‘সন্ধ্যাই চঢ়িলে নাঅ না সহিব ডরা।’ বড়, ১৪৫০। **চঢ়ে** কি আরোহণ করে। ‘নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চঢ়ে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চপক [সি] বি ছোলা; চানা। ‘চপক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্যখন তাহার।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

চপ [সি] ১ বিপ প্রত্যয়। ‘বেন তুন যাএ চপ বাতে।’ বড়, ১৪৫০। ২ বি দানববিশেষ। ‘চপ মুও আদি বীর রসে কেহ নহে স্থির।’ রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বিপ উগ্র। ‘মহাকালের চপ-রূপে – ধূম-ধূমে।’ নজরুল, ১৯২২।

চপ্ণীতি [সি] বি ধ্বংসকর রীতি। ‘এই চপ্ণীতির পরিণাম কি?’ সওগাত, ১৯২৮।

চপ্তবৃত্তি [সি] বি প্রচণ্ড বৃত্তি। ‘চপ্তবৃত্তি-প্রপাত-ধারা-ফুলে/ বরষার বুকে ঝলে জল-মালা-হার।’ নজরুল, ১৯২৪।

চপ-রূপ [সি] বি ভয়ংকর রূপ। ‘মহাকালের চপ-রূপে – ধূম-ধূমে।’ নজরুল, ১৯২২।

চপাশোক [সি] চপ-অশোক। বি অহিংসা মতের দীক্ষা নেওয়ার আপেকার সম্মতি অশোক। ‘অশান্তিতে দেবতা হয় চপাশোক।’ নজরুল, ১৯৪১।

চণ্ডাল [সি] ১ বি ব্রাহ্মণের বিপরীতে উচ্চারিত পৌরাণিক সম্প্রদায়বিশেষ। ‘চণ্ডালে ত হেন কর্ম না করে আসিয়া।’ মালাধর, ১৫০০। ২ বি গালিবিশেষ। ‘কুতূহ-চণ্ডাল অভ্য করি।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর হিন্দু। ‘চণ্ডাল মুছলমান ফিরিলী ইংরাজ ফরাসীরা নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছ।’ ভবানী, ১৮২৮। ৪ বি নিম্নশ্রেণী। ‘তা এরা সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।’ দীনবন্ধু, ১৮৬০। ৫ বিপ জদয়হীন। ‘আমি কি-চণ্ডাল? না পাষাণ?’ মাইকেল, ১৮৬১। ৬ বি শব্দদাহ পেশাধারী সম্প্রদায়বিশেষ। ‘নদীতীরে শাশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৭ **চণ্ডাল**

চণ্ডালপনা [সি] চণ্ডাল+পনা। বি চণ্ডালের আচরণ। ‘চণ্ডালপনা সব কাজে গুর।’ সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

চণ্ডালিকা [সি] বি স্ত্রী চণ্ডালকন্যা। ‘চণ্ডালিকা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চণ্ডালিনী [সি] ১ বিপ স্ত্রী চণ্ডাল জাতীয়। ‘চণ্ডালিনী দূতীর আতঙ্ক হয়।’ ভবানী, ১৮২৮। ২ বি চণ্ডাল নারী। ‘ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি, ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চণ্ডালী [সি] বি চণ্ডাল নারী। ‘সমতা জোড় জলিঅ চণ্ডালী।’ চর্যা ৪৭, ১২০০।

চপাশোক প্রচণ্ড

চণ্ডিকা [সি] বি হিন্দুদেবী চণ্ডী। ‘পূজিতি চণ্ডিকা ঘট সূর্য পতিয়া।’ মালাধর, ১৫০০।

চণ্ডী [সি] বি হিন্দু দেবীবিশেষ। ‘চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

চণ্ডীদাসী [সি] বিপ বড় চণ্ডীদাসের পঙ্ক্তির মতো। ‘দ্বিতীয় লাইন চণ্ডীদাসী।’ মুক্তভাষা, ১৯৫২।

চণ্ডীপাঠ [সি] বি হিন্দুদেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক পুরাণ আবৃত্তি। ‘বিশ ক্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন।’ দর্পণ, ১৮১৯।

চণ্ডীপূজা [সি] বি দুর্গাপূজা। ‘একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবে।’ দর্পণ, ১৮১৯।

চণ্ডীমঙ্গল [সি] বি হিন্দুদেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন। ‘চণ্ডীমঙ্গল।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

চণ্ডীমণ্ডপ [সি] বি পূজামণ্ডপ। ‘প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গেপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায়।’ দর্পণ, ১৮২০।

চণ্ডীমূর্তি [সি] বি ভয়ঙ্কর চেহারা। ‘আজ কী আনন্দ, তোর চণ্ডীমূর্তি দেখে!’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চণ্ডু [সি] বি আফিম থেকে তৈরি মাদক দ্রব্য। ‘চরস, গাঁজা, গুণি, ছরয়া ও চণ্ডুতে তাহাদের মুগু দিবারাত্রি মুরিত।’ প্যারী, ১৮৫৯।

চণ্ডুড়ি [সি] বি চণ্ড+দাঁ বোরা। বিপ চণ্ডুসেবনকারীর কাজের মতো হাস্যকর ও স্থূল। ‘গপ্প করতে ঠাই পাওনি চণ্ডুড়ি আঘাতে।’ নজরুল, ১৯২৬।

চণ্ডুহ [সি] বিপ চার সংখ্যক। ‘বাহির চণ্ডুহশালাতে বসিলা দুইজন।’ বিজয়, ১৬৫০।

চণ্ডুহপার্শ্ব [সি] বি চারপাশ। ‘চণ্ডুহপার্শ্বে গোলা গল্প শহর বাজার নগর।’ রামরায়, ১৮০১।

চণ্ডুহপার্শ্ববর্তী [সি] বিপ চারপাশের। ‘চণ্ডুহপার্শ্ববর্তী গ্রাম, নগর ... আবৃত করিয়া ফেলে।’ অক্ষয়, ১৮৫২।

চণ্ডুহশালা [সি] বি কাছারি। ‘বাহির চণ্ডুহশালাতে বসিলা দুইজন।’ বিজয়, ১৬৫০।

চণ্ডুহযষ্টি [সি] বিপ চৌষষ্টি। ‘নববিবি চণ্ডুহযষ্টিপ্রকার বিহারবিদ্যায় বিলম্ব বিচক্ষণ হইলেন।’ ভবানী, ১৮২৮।

চণ্ডুহযষ্টি [সি] চণ্ডুহযষ্টি। বিপ চৌষষ্টি। ‘চণ্ডুহযষ্টি তনি গেল পাতাল ভুবনে।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চণ্ডুহসম [সি] বি কল্লুরী, চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর – এ চার প্রকারের মিশ্রিত রূপ। ‘প্রথম দিবসে পাইল চণ্ডুহসমের গন্ধ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চণ্ডুহসতি [সি] চণ্ডুহযষ্টি। বিপ চৌষষ্টি। ‘চণ্ডুহসতি সুন গেল পাতাল ভুবনে।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চণ্ডুহসীমা [সি] বি চারদিকের সীমা। ‘ভূমির চণ্ডুহসীমা দেখিয়া লইবা।’ রামরায়, ১৮০২।

চণ্ডুহসীমানা [সি] বি চতুর্দিকস্থ সীমানা; গতি। ‘বিবাহের চণ্ডুহসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চণ্ডুহসীমাবন্ধ [সি] বিপ চারদিকে ঘেরা। ‘এই চণ্ডুহসীমাবন্ধ ভূতাপের নাম পার্থীয়া।’ অক্ষয়, ১৮৪৭।

চণ্ডুহস্কন্ধরূপী [সি] বিপ চার কাণযুক্ত শরীরের অধিকারী। ‘দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিহে দলে অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চণ্ডুহস্কন্ধরূপী।’ মাইকেল, ১৮৬১।

চণ্ডুহবিমা [সি] চণ্ডুহসীমা। বি চারদিক। ‘জমী ১ বিঘা মাএ আমলা চণ্ডুহবিমা বং ... বন্দক রাখিয়া।’ মেয়র্স, ১৭৫৮।

চণ্ডুহী [চণ্ডুহী] বি স্ত্রী অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পরবর্তী চণ্ডুহ দিবস। ‘ভাদর মাসের তিথি চণ্ডুহীর রাতি।’ বড়, ১৪৫০।

চণ্ডুহিগ [সি] চণ্ডুহিগ। বি চতুর্দিক; সকল দিক। ‘ইহার বাটার চণ্ডুহিগে গড়-বন্ধি ছিল।’ গুপ্ত, ১৮৫৫।

চণ্ডুর [সি] ১ বিপ বুদ্ধিমান। ‘সরস কবি সুরস ভনে চারুস্তর চণ্ডুরপনে নারি আরাহিঅই পঞ্চবানা।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০: ‘সরেখতি গোপরায়া

রসেতে চতুর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিপ পরিশ্রমী। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি বুদ্ধিমান। 'চতুরের দোস্ত'। বোগল, ১৭৭০। ৪ বিণ চালাক। 'চতুর ব্যাকিটার অত্যন্ত কৌশলে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বিণ ধূর্ত। 'আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৬ বিণ কপট; 'শাট'। 'চতুর রাজা ঠোটে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৭ বিণ বুদ্ধিদীভ। 'মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৮ বিণ হলদাপূর্ণ। 'যে উদ্ধত শেল ও শলা, যে চতুর হোরা ও ছুরি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চতুরজ্ঞান [স] বি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। 'ইচ্ছা বাঁচাইলেন চতুরজ্ঞানের মত।' শওকত, ১৯৫৮।

চতুরতা [স] ১ বি দক্ষতা। 'তাঁহাদিগের চতুরতা বিবেচনা না করিয়া ...' ভবানী, ১৮২৩। ২ বি ধূর্ততা। 'সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চতুরপন [স চতুর-পন] বি চতুরতা। 'কি মোরা জীবনে কি মোরা জীবনে কি মোরা চতুরপনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চতুরা [স] ১ বিণ স্ত্রী নিপুণ; দক্ষ। 'ইতিদাদিতে চতুরা সুরতিতে পণ্ডিতা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি বুদ্ধিমতী। 'তাহা বৃথিতে বিমলার ন্যায় চতুরার অধিককাল অপেক্ষা করে না।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ৩ বিণ স্ত্রী হলদাময়ী। 'আমি নয় চতুরা, যে থাকে আছে।' গিরিশ, ১৮৮৩।

চতুরং [স চতুরং] বি একপ্রকার গান। 'কত কত কলায়ত, ... মুদ্র সারাম, চতুরং ও নরতলে মশতল হইয়া আছে।' গায়ী, ১৮৫৮।

চতুরক্ষর [স] বিণ চার অক্ষরবিশিষ্ট। 'প্রথম বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা ... আক্ষরযুক্ত চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণাচ্চারণ।' দর্পণ, ১৮২১।

চতুরগুণিত [স] বিণ চারগুণ। 'বিগুণিত, চতুরগুণিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চতুরঙ্গ [স] ১ বিণ হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতি - এই চার অস্ত্রে সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যদল। 'চতুরঙ্গ দল সাজে সমরে দুন্দুভি বোজো।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দাবা খেলা। 'প্রাচীন পারসীকের শূন্যচক্রকে বিকৃত করিয়া চতুরঙ্গ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি-সংগীতের প্রকারবিশেষ। 'অঙুরার লয়ের চেয়ে দ্রুততর হয়, চতুরঙ্গে তো হয়ই।' গুজ্জি, ১৯৩১; 'রামছাপী গায় চতুরঙ্গ বেড়ার ধারে।' নজরুল, ১৯৩২।

চতুরঙ্গিনী [স] বিণ স্ত্রী হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতি - এই চার অবস্থার বাণবিশিষ্ট। 'রাজা, চতুরঙ্গিনী সেনা শইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চতুরঙ্গ [স] ১ বি চতুর্দিক। 'সে জিলাতে চতুরঙ্গ বার শত কোশ আছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিণ চারকোনা। 'তদানন্তর চতুরঙ্গ স্বর্ণ চিহ্নিত দৃতি নির্মিত পটে সুবিধিত।' দর্পণ, ১৮২২।

চতুরা দ্র চতুর

চতুরাই [স চতুর] বি চতুরতা। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই। আজ বুঝব সখি তুয়া চতুরাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চতুরাংশ [স] বি চার ভাগ। 'যে টেক্স দেন তাহার চতুরাংশের একাংশ।' দর্পণ, ১৮২৬।

চতুরানন [স চতুর-আনন] বি (হিন্দুপুণ্য) ব্রহ্মা। 'কত চতুরানন মরি মরি জাগত ন তুয়া আদি অবসানা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চতুরাণি, চতুরাণী [স চতুর] ১ বি হলদাচতুরী। 'চতুরাণী জারী ছুরি তালিলে তো আজ।' উমেশ, ১৮৫৭; 'এ কী রীতি চতুরাণি।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি রসকৌতুক। 'শ্যামীর সাথে হাস্যমুখে করিয়া চতুরাণি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চতুরাশ্রম [স] বি ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস - মানবজীবনের এই চার অবস্থা। 'চতুর্ভুজ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম সকলই বেদ হইতে প্রকাশ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চতুর্গুণ [স] বিণ চারগুণ। 'সেলামী দিলেন সবে চতুর্গুণ তার।' ভণ্ডে, ১৭৬০।

চতুর্ষ [স] ১ বি চতুর্ষ স্থান। 'চতুর্ষেতে নরনারায়ন অবতারে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ চারসংখ্যক। 'চতুর্ষ প্রহরে কান/ করিল আধর চান।' বড়ু, ১৫৭০।

চতুর্ষ পক্ষ [স] বি চতুর্ষ বিবাহ। 'আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর তো আমি অনায়াসে চতুর্ষ পক্ষ করতে পারতুম।' প্রমথ, ১৯২৯।

চতুর্ষ রাত্রি [স] বি সংবাদপত্র এবং সেতুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা। 'সংবাদপত্রকে চতুর্ষ রাত্রি বলে অভিহিত করা হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চতুর্ষে ত্রিবিধ চতুর্ষত। 'চতুর্ষে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চতুর্ষেতে ত্রিবিধ চতুর্ষ স্থানে। 'চতুর্ষেতে নরনারায়ন অবতারে।' মালাধর, ১৫০০।

চতুর্ধাংশ [স] বি চতুর্ষ ভাগ। 'বালকেরা ব্যাকরণের অর্ধেক ও ত্রাংশ ও চতুর্ধাংশ আবৃত্তি করিল।' দর্পণ, ১৮২২।

চতুর্ধী [স] ১ বি স্ত্রী তিথির নামবিশেষ। 'ভদ্র চতুর্ধীর শশী দেখিয়াছি হেন কলি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ স্ত্রী চতুর্ষ। 'সিংহাসনের চতুর্ধী পূর্ণতাকা কহিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

চতুর্দল, চতুর্দল [স] বি (তন্ত্র) চার দল বিশিষ্ট চক্র। 'কর্তাযুক্তবাহি চতুর্দলে অবস্থান।' চরী, ১৫৫০।

চতুর্দল পক্ষ [স] বি (তন্ত্র) মূল্যধার চক্র। 'গুহামূলে চতুর্দল পক্ষ বিরাজিত।' চরী, ১৫৫০।

চতুর্দশ, চতুর্দশ [স] বিণ চোদ্দ সংখ্যক। 'চতুর্দশ বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চতুর্দশ ভুবনের পতি রঘুনাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চতুর্দশপদী [স] বি চোদ্দ চরণের কবিতাবিশেষ; সনেট। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী।' মাইকেল, ১৮৬৬; 'বিরহ এত গাঢ় হবে যে চতুর্দশপদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চতুর্দশবর্ষীয় [স] বিণ চোদ্দ বছর বয়সী। 'চতুর্দশবর্ষীয় একটি বালক - স্থানীয় স্কুলে পড়ে।' বনফুল, ১৯৩৬।

চতুর্দশশত [স] বিণ চোদ্দশো। 'চতুর্দশ শত বৎসরেরও পূর্বে ... বিদ্যমান ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

চতুর্দশী [স] ১ বি স্ত্রী চতুর্দশ তিথি। 'এই চতুর্দশীর শশী আকাশ উপরে।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ স্ত্রী চোদ্দ বছর বয়স্ক বালিকা। 'চতুর্দশী মুক্তকেশী কলন।' নজরুল, ১৯৩১।

চতুর্দশীতন্ত্র [স] বি চোদ্দ মাত্রায়ুক্ত পদের তন্ত্র। 'সনেটের চতুর্দশীতন্ত্র শাস্ত্রীয় কিংবা অশাস্ত্রীয় ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

চতুর্দশে, চতুর্দশে [স] ত্রিবিধ চতুর্দশত। 'চতুর্দশে দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চতুর্দিক, চতুর্দিক [স] বি সকল দিক। 'মন্দিরের চতুর্দিকে প্রাঙ্গণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চতুর্দিকে সারি সারি ঘূর্ত দীপ জ্বলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চতুর্দিকবর্তী [স] বিণ চারদিকের; ধারের-কাছের। 'তার কাছে

চতুর্দিক্

চতুর্দিকবর্তী সমস্ত জিনিস নিত্যন্ত কেবল জিনিস নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চতুর্দিক্ [স] বিণ চারপাশে আছে এমন। 'স্বচ্ছ স্বচ্ছ অণু চতুর্দিক্ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

চতুর্দিশ, চতুর্দিশি [স] ১ বি সকল দিক। 'চতুর্দিশে বিশ্বরূপ পায় মহাপ্রভু।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'এই মাত্র শব্দ চতুর্দিশে মহারাজার কুমার হইল।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি চারদিক। 'চতুর্দিশি প্রাচীর।' রাজীব, ১৮০৫।

চতুর্দিশবর্তী [স] বিণ চারদিকে বিদ্যমান। 'তাহাদের চতুর্দিশবর্তী স্বদেশীসমাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চতুর্দিশহু [স] বিণ চারপাশের। 'কোন২ জমিদারের নিয়ত চতুর্দিশহু বৃত্তাকৃ ভূতাবরণ ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

চতুর্দিশ, চতুর্দিশি [চতুর্দিক] বি পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারটি দিক। 'চতুর্দিশ চাহো কৃষ্ণ দেখিতে না পাও।' বড়ু, ১৪৫০।

চতুর্দোলা [স] বি চার বাহকের পালকি। 'সঘনে চলুই পড়ে রতি চতুর্দোলে চড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মহারাজাকে চতুর্দোলে আরোহণ করাইয়া গতি করাইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

চতুর্দোলা [স] বি চার বাহকের পালকি। 'সেবধি, ১৮৩৯। 'কত যোগা এবং অযোগা পাত্ত চতুর্দোলায় চড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চতুর্দশ [স] চতুর্দশ। 'বি ১৪ বছর বয়স। 'চতুর্দশে নরসিংহ অমৃত পরিণ।' মালধর, ১৫০০।

চতুর্ধা [স] বিণ চার টুকরায় বিভক্ত। 'তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে।' অবন, ১৯২৫।

চতুর্ধার [স] বি চারদিক। 'শূন্যাকার চতুর্ধার বিহীন বসতি।' আলোক, ১৬৮০।

চতুর্দ্বার, চতুর্দ্বারী [স] বি পদবি-বিশেষ; চৌদ্বারী। 'চৌদ্বারী চতুর্দ্বারী শ্রীল শ্রীচন্দ্র বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্বারী মহাশয় ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চতুর্বর্গ, চতুর্বর্গ [স] বি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – জীবনের এই চার লক্ষ্য। 'তুমি দাতা চতুর্বর্গ দানে।' ভারত, ১৭৬০; 'দর্শনে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ হয়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চতুর্বর্ষ, চতুর্বর্ষ [স] বি ব্রাহ্মণ, ক্রিয় বৈশ্য, শূদ্র – এই চার বর্ণ। 'চিরকালান্তিক্ত অগ্নিগতি ভারতবর্ষীয় চতুর্বর্ষ ধর্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় ...।' দর্পণ, ১৮৪০; 'চতুর্বর্ষ, যিলোক, চতুরাশ্রম সকলই বেদ হইতে প্রকাশ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চতুর্বিংশ [স] বিণ চব্বিশ সংখ্যক। 'চতুর্বিংশে মায়্যা মোহ যথেক টুটাই।' সুলতান, ১৭০০।

চতুর্বিংশতি, চতুর্বিংশতি [স] বিণ চব্বিশ সংখ্যক। 'চতুর্বিংশতি কথা।' তারিণী, ১৮০৩; 'চতুর্বিংশতি বেলাতে অহোরাত্র হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

চতুর্বিংশতিতম [স] বিণ চব্বিশ সংখ্যক। 'আমি চতুর্বিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলাম।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

চতুর্বিধ, চতুর্বিধ [স] বিণ চার প্রকার। 'আমারদের চর্য্য চোষ্য লেহ্য পোষ চতুর্বিধ ভক্য তদনা অন্ন অভক্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'চতুর্বিধ ভক্য দ্রব্য গ্ৰন্থত করিয়া, ভূপতিসমীপে সবাদ্য সিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চতুর্বিধাঘাত, চতুর্বিধাঘাত [স] বি চার ধরনের আঘাত। 'পদাঘাত

পাদুকাঘাত চতুর্বিধাঘাতে ... প্রাণ্ড প্রায় হইলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

চতুর্বেদ, চতুর্বেদ [স] বি ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব – এই চার বেদ। 'মৌলরূপে প্রথমেতে ... উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ।' মানিকরাম, ১৮৮১; 'চতুর্বেদ চতুর্ধুঃ ত্র্যাকার রচিত বলিয়া ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

চতুর্ভিত্তি [স] বি চারদিক। 'নিরখিয়ে চতুর্ভিত্তি, রাজা অতি পুনকিত।' ফয়জুরেসা, ১৮৭৬।

চতুর্ভিত্তি [স] চতুর্ভিত্তি বি চারটি ভিত। 'জলময় তার চতুর্ভিত্তি মধ্যে থানা।' লালন, ১৮৯০।

চতুর্ভূজ [স] ১ বিণ চারহাত বিশিষ্ট। 'সম্ভ চক্রে গদা পঞ্চ চতুর্ভূজ কলা।' মালধর, ১৫০০। ২ বি চারহাত যুক্ত হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভূজ রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ চারকোনা বিশিষ্ট। 'ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ রূবে ... এসে যেত হিম হাওয়া।' জীবন, ১৯৩০।

চতুর্ভূজা [স] বি হিন্দুদেবীবেশ; জগদ্ধাত্রী। 'চতুর্ভূজা, চারি হস্ত আই জোড় করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চতুর্ভূজাকার [স] বিণ চার বাহুবিশিষ্ট। 'বাম ভাগ চতুর্ভূজাকার, ডান ভাগ অষ্টভূজাকার।' মুনীর, ১৯৬৬।

চতুর্মাস্য, চতুর্মাস্য [স] বি চারমাস ব্যাপী কৃত্য। 'চতুর্মাস্য করিবারে আসিছে দুর্ভাসা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চতুর্মুখ, চতুর্মুখ [স] ১ বিণ চার মুখবিশিষ্ট। 'আপনে অনন্ত চতুর্মুখ পূর্ণমান।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'হিন্দুরা চতুর্বেদ চতুর্মুখ ত্র্যাকার রচিত বলিয়া ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি চার মুখ। 'চতুর্মুখে ব্রহ্মা ভাবনে' দেবী আছে চতুর্বেদে।' নজরুল, ১৯৩৫।

চতুর্মুখি [স] বি চারজন মানুষ। 'তখনই চতুর্মুখি একজন হঠাৎ মাথা তুলে কান খাড়া করল।' শতকর্ত, ১৯৭২।

চতুর্খ্যাম [স] বি চার প্রহর। 'এই রূপে চতুর্খ্যাম নিশি নির্বাহিল।' আলোক, ১৬৮০।

চতুর্সমে [স] চতুর্সমে ত্রিবিধ চতুর্দিক সমান করে। 'চতুর্সমে নিরিয়াছে সে সবার অঙ্গ।' সুলতান, ১৭০০।

চতুর্হস্ত [স] বি চার হাতবিশিষ্ট প্রাণী। 'পঙ্কিতরা উদ্যগিকে চতুর্হস্ত না বলিয়া চতুর্হস্ত বলিয়া থাকেন।' বিদ্যা, ১৮৫১।

চতুর্চতুর্বিংশৎ [স] বিণ চুয়াশ্লিশ সংখ্যক। 'চতুর্চতুর্বিংশৎ কথা।' তারিণী, ১৮০৩।

চতুর্চরণ [স] বি চার পা। 'এ কী অকারণ/ ধরি তব চতুর্চরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চতুর্খিয়া [স] চতুর্খীয়া বি চতুর্দিকের সীমানা। 'চতুর্খিয়া বসুন্ধ মাএ আমলা সমেত তোমার স্থানে ...।' মেঘর্ষ, ১৭৫৭।

চতুর্ঘটি [স] চতুর্ঘটি বিণ চৌঘটি সংখ্যক। 'নববিধ চতুর্ঘটি প্রকার বিহারবিদ্যায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইলেন।' ভবানী, ১৮৮২।

চতুর্কোণ [স] বি বার চারটি কোণ আছে। 'রেখা ও কোণ ও চতুর্কোণ।' তারিণী, ১৮০৩।

চতুর্কোণী [স] চতুর্কোণ বিণ চার কোণবিশিষ্ট। 'পৃষ্ঠ চতুর্কোণা নয়, সহজে ত্রিকোণময় ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

চতুষ্টিয় [স] ১ বি চারটির সমষ্টি। 'ভেদ, দত্ত, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টিয়েতে অভিশয় কুশল হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি চার সংখ্যক। 'তাই বলি বৎসন্তরী চতুষ্টিয় সহিত বুঝেবসর্গ।' রামনারায়ণ,

১৮৫৪।

চতুঃশ্লগাংশ [স] বিশ চ্যুয়ান সংখ্যক। 'চতুঃশ্লগাংশ কথা।' তারিখী, ১৮০৩।

চতুঃস্থ [স] বি চৌরাস্তা। 'কোন কোন স্থানে ঐ উভয় পথই ভূমিতলে একত্র মিলিত হইয়া চতুঃস্থ অর্থাৎ চৌমাথা হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

চতুঃস্পদ [স] ১ বি চার পা আছে এমন। ৩ঙ্গী, ১৭৮৫; 'চতুঃস্পদ জন্তুর মধ্যে হস্তীর আকার অতি বৃহৎ।' মদনমোহন, ১৮৫০। ২ বি চৌপদী কবিতা। 'কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুঃস্পদ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চতুঃস্পদী [স] ১ বি চার পা আছে এমন প্রাণী। 'কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুঃস্পদী যোগাইলা সন্তান আহার।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি ক্রী চার পদবিশিষ্ট হৃদ। 'ত্রিপদী কালক্রমে চতুঃস্পদীতে পরিণত হয়।' প্রমথ, ১৯১৩।

চতুঃস্পাদী [স] বি চৌল: হিন্দুশাস্ত্র শেখার বিদ্যালয়। দর্পণ, ১৮২০; 'আশীর্বাদ করিয়া স্বঃ চতুঃস্পাদীতে গমন করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

চতুঃস্পাদীহ [স] চতুঃস্পাদীহ বিণ চতুঃস্পাদীতে অধ্যয়নরত। 'চতুঃস্পাদীহ জিনি বিদেশীয় ছাত্র চঃ বিরাশী জন।' দর্পণ, ১৮২২।

চতুঃস্পাদী [স] বি যেখানে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ানো হয়; চৌল। 'চতুঃস্পাদীতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে অনান্যই কহিলেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

চতুঃস্পায়া [স] বি চারপায়া চৌকিবিশেষ। 'দুই তিনটি চতুঃস্পায়া।' নজরুল, ১৯৩১।

চতুঃস্পার্শ্ব [স] বি চারপাশ। 'চতুঃস্পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহে ... বিস্তার করিতে পারিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চতুঃস্পার্শ্ববর্তী [স] বি চারদিকে অবস্থানকারী। 'জাহাযা চতুঃস্পার্শ্ববর্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎসাহিত করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চতুঃস্পার্শ্ব [স] বি চারপাশের। 'আমাদের চতুঃস্পার্শ্ব রিয়ালিটির প্রতি মনোযোগ।' প্রমথ, ১৯১৪।

চতুঃস্পার্শ্বস্থিত [স] বি চারপাশে অবস্থিত। 'চতুঃস্পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহে ... বিস্তার করিতে পারিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চতুঃশ্লগাংশ [স] বিণ চৌবিশ সংখ্যক। 'চতুঃশ্লগাংশ-কথা।' তারিখী, ১৮০৩।

চতুঃশ্লগদশক [স] বি চৌবিশ অক্ষর। 'প্রথমতঃ তালপত্রস্থিত কণ্ঠবিশিষ্ট চতুঃশ্লগদশকরে ...।' ভবানী, ১৮২৫।

চত্বির [স] চৈত্র। বি বাংলা ষাদশ মাসের নাম; চৈত্র। 'এই চত্বির মাসের রোদুর্দে, ফের মাঘো না এই জ্বরে পড়লো বলে।' বিভূতি, ১৯২৯।

চত্বর [স] ১ বি আঙিনা। 'খুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উল্লুংক স্থান। 'নগর-চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে অনাথমণ্ডপ অঙ্গণালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চত্বরিংশ [স] বিণ চত্বিশ সংখ্যক। 'চত্বরিংশ কথা।' তারিখী, ১৮০৩।

চনক [স] চনক। বি ছোলা; চানা। 'প্রকৃতি পুরুষ উভয় মিলিত চনকদলের ন্যায়।' দর্পণ, ১৮২১।

চন করা [ধন্য। চন<] বি উত্তেজিত হওয়া। 'মাথায় রক্ত চন করে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চনচন [ধন্য। ১ বি তীব্র ব্যথার ভাবব্যঞ্জক শব্দ। 'শিরদাঁড়া করে চনচন।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি তীব্র ক্ষুধার অনুভূতিসূচক শব্দ। 'বিদেয় চনচন করছে গুর পেটটা।' কায়নার, ১৯৬২।

চনচনে [ধন্য। চনচন<] বিণ চনচন করে এমন। 'চনচনে একটানা বাখা।' মানিক, ১৯৩৬।

চনমনে [ধন্য। ১ বিণ চান্না। 'বিদেটা বহুগুণ চনমনে হয়ে উঠল।' অচিভ্য, ১৯৫০। ২ বিণ উকীলক। 'কি চনমনে গল্প ফুলের।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

চনাচুর [স] চনকচূর্ণ। বি ভাল, বাদাম প্রভৃতির মিশ্রণে তৈরি এক ধরনের হালকা ওজন্য বাবার। বিদ্যা, ১৮৯১।

চনার বি বৃক্ষবিশেষ। 'এই পাদপ ব্যতীত এখানে সররা বা সজ্জবৃক, দেবদারু, আখরোট, চনার, সফেদা প্রভৃতি বহুবিধ সুবৃহৎ বৃক্ষচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চন্দ [স] চন্দ। বি চাঁদ। 'চন্দ সূক্ষ্ম দুই চক সিঁঠি সংহার পুলিংদা।' চর্যা ১৪, ১২০০।

চন্দন [স] ১ বি চন্দন নামের সুগন্ধি কাঠের কাণ্ড। 'আগর চন্দন আস্তে মাখি।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সুগন্ধি কাঠবিশেষ। 'জিনি কর্পর বেনামূল চন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চন্দনকাঠ [স] চন্দনকাঠ। বি সুগন্ধি কাঠবিশেষ। 'চন্দনকাঠের বাস্ত্রের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

চন্দনকাঠ [স] বি চন্দন গাছের সুগন্ধি কাঠ। 'বড়ম চন্দনকাঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বোল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চন্দনকুঙ্কুম [স] বি চন্দন ও কুঙ্কুম; চন্দন ও জাফরানের সুগন্ধি প্রলেপ। 'কোন জনমের চন্দনকুঙ্কুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চন্দন-গন্ধ [স] বি চন্দনের সুগন্ধি। 'মনে আনে চন্দন-গন্ধ সোনার বঁয়ুর।' নজরুল, ১৯৩৩।

চন্দন-গন্ধিত [স] বিণ চন্দনের গন্ধযুক্ত। 'চন্দন-গন্ধিত মন্দ দখিনাবায়।' নজরুল, ১৯৩১।

চন্দনচর্চিত, চন্দনচর্চিত [স] বিণ বাটা চন্দন ঘাসা সজ্জিত। 'এই যে শলাট - প্রশস্ত, চন্দনচর্চিত চিন্তারোবা বিশিষ্ট।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; 'ময়ূরপঙ্খিতে একটি চন্দনচর্চিত অজ্ঞাতশূঙ্গ নববর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

চন্দনচৌকি [স] চন্দন-চতুর্ভুজ। বি চন্দন কাঠের তৈরি বসার আসন। 'সুখের চন্দনচৌকি বুকে রেখে বসেছো উপরে।' গুণ্ডি, ১৯৬১।

চন্দনটিকা [স] চন্দনতিলক। বি চন্দনের ফোঁটা বা তিলক। 'শ্যাম সন্ধ্যার পল্লববন অলকে চন্দনকলার চন্দনটিকা জ্বলে।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৮।

চন্দনতিলক [স] বি চন্দনের ফোঁটা। 'চন্দনতিলকে আঁতি শোভিত কপালে।' বড়, ১৪৫০।

চন্দনপঙ্ক [স] বি চন্দন বাটা। 'বিল ছেনে এনেছি চন্দনপঙ্ক।' নজরুল, ১৯৩৫।

চন্দনবর্ণা [স] বিণ চন্দনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। 'নাচে গিরিকন্যা চঞ্চল ঝরনা/ নন্দনপথ-ভোলা চন্দনবর্ণা।' নজরুল, ১৯৩৩।

চন্দনভূষণ [স] বি চন্দনের তিলক। 'চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসর্ভীরন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চন্দনভূষিত [স] বিণ চন্দনসজ্জিত। 'চন্দনভূষিত অঙ্গ দেখি দেবতার রস।' রূপরাম, ১৭৫০।

চন্দনলেশিত [স] বিণ চন্দন লেপন করা হয়েছে এমন।
'চন্দনলেশিত অঙ্গ তিলক সূঠাম'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চন্দনা [স চন্দন>] ১ বি পৃথিবীশেষ। 'টিয়া হোতা ফরিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি, হিরামন লালমন তয়া'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি নদীবিশেষ। 'চন্দনা নদীর তীরে'। মণিরঞ্জন, ১৮৯০।

চন্দনিত [স] বিণ চন্দনের সুগন্ধযুক্ত। 'ধূলের পথ থেকে চন্দনিত নন্দনের পথে নিতা ...'। নজরুল, ১৯২৮।

চন্দা [স চন্দ] বি চাঁদ। 'সামি সমাজ হয় পেমে অনুরক্তি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চন্দা [স চন্দন] বি চন্দনা; পোষ মানে এমন পৃথিবীশেষ। 'ময়না চন্দা কি আর চার আনায় হররে?' জীবন, ১৯৩৩।

চন্দেরী বি শাখির প্রকারভেদ। 'স্নানান্তে খেত চন্দেরী শাখি ও সাদা চেলি পরেছেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

চন্দ্র [স] বি চাঁদ। 'সংস্পৃগু চন্দ্র তোহোর বদন'। বড়, ১৪৫০। ২ বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'সহবদে চন্দ্র'। সের্বেশ, ১৮৪০।

চন্দ্রকর [স] বি চাঁদের আলো। 'নিরুজ্জ প্রাবিত চন্দ্রকরে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

চন্দ্রকরছায়া [স] বি জ্যোত্স্না। 'বহু সরাবের অকম্পিত চন্দ্রকরছায়া'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চন্দ্রকরোজ্জ্বল [স] বিণ জ্যোত্স্নায় আলোকিত। 'শয়ে ধূজটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চন্দ্রকলা [স] ১ বি চাঁদের বোলো ভাগের এক ভাগ। 'রাহ জেন গ্রাসে চন্দ্রকলা'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি চাঁদের সৌন্দর্য। 'চন্দ্রকলায় নায় অতিশয় রূপবান কুমার'। রামরাম, ১৮০১। ৩ বি পুণি। 'নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরা রাখিবেন স্থির কুহিলক'। বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৪ বি অলংকারবিশেষ। 'চতুরা বালিকা... আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে "বউ বরনে চন্দ্রকলা"'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি নাচের মুদ্রাবিশেষ। 'অনেক রাতে আজ চন্দ্রকলা নাচটা নাচব মা'। মানিক, ১৯৩৫।

চন্দ্রকলা-নাচ [স চন্দ্রকলা নৃত্য] বি পুর্ণিমা তিথির নাচ। 'সেই প্রথম রাতিতে চন্দ্রকলা-নাচ শেষ করার পর ...'। মানিক, ১৯৩৫।

চন্দ্রকলাপ [স] বি অর্ধচন্দ্রাকার চিত্রযুক্ত সজ্জা। 'চন্দ্রকলাপে দেখ নিজ পুছদেশে'। মাইকেল, ১৮৭৩।

চন্দ্রকান্ত [স] ১ বি মণিবিশেষ। 'চন্দ্রকান্ত মণি রূত কুলে ঠাণ্ডাঠাণ্ডা'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি বাউল সাধনার উপলক্ষবিশেষ। 'চন্দ্রকান্ত যোগ মাসান্ত জানে কেবল রসিক যারা'। লালন, ১৮৯০। ৩ বিণ চাঁদের মতো সুন্দর। 'চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ পাভা বিফারি তাকাও তুমি'। সূর্যমুখী, ১৯৩৩।

চন্দ্রকান্তমণি [স] বি মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'চিনি চন্দ্রকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অরুণকান্তমণি'। রাজীব, ১৮০৫।

চন্দ্রকান্তি [স] বি লাভ্য আকারের সাদা পিঠাবিশেষ। 'পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাওয়া খওসার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চন্দ্রকিরণ [স] বি চাঁদের আলো। 'বাহির চন্দ্রকিরণে সোঁস'। বড়, ১৪৫০।

চন্দ্রকীট [স] বি কালো রঙের পোকাবিশেষ। 'চন্দ্রকীটে ছেয়ে কালো ধাঁক নিচে তৈলল প্রণালী'। শক্তি, ১৯৬১।

চন্দ্রকণ [স] বি খন্টি চাঁদ। 'চন্দ্রকণ তাহার চোখের সম্মুখে ঘন দুনিয়ার পাঠক এক হও'। ~ www.amarboi.com ~

বাঁশবনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

চন্দ্রমহাশ [স] বি পৃথিবীর ছায়ায় চাঁদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া।

'সেইকালে নৈবারণে চন্দ্রমহাশ হয়'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চন্দ্রচূড় [স] ১ বি হিন্দু সেবতা শিব। 'কুলেশ্বরী আরাধন চন্দ্রচূড়ে রক্তিতে নন্দনে'। মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি অলংকারবিশেষ। 'চন্দ্রচূড় মেঘের গায়'। নজরুল, ১৯৩০।

চন্দ্রচূড়া [স] বি হিন্দুদেবতা শিবের পত্নী দুর্গা। 'আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া মাহেশ্বরী বৃষারূপা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চন্দ্রজ্যোতিঃ [স] বি চাঁদের আলো। 'গদাধর বোলে - প্রভু কোটা চন্দ্রজ্যোতিঃ'। বৃন্দা, ১৫৮০।

চন্দ্রজ্যোত্স্না [স] বি চাঁদের আলো। 'শৃঙ্গার-রস ছানি তারে চন্দ্রজ্যোত্স্না সানি/জনি বিধি নিরমিল তায়'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চন্দ্রতপন [স] বি চাঁদ এবং সূর্য। 'গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চন্দ্রতারা [স চন্দ্র>] বি ভিত্তি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সর্বধরা হিরামুখী চন্দ্রতারা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চন্দ্রতুল্যা [স] বিণ চাঁদের মতো সুন্দর। 'চন্দ্রতুল্যা উত্তম পুত্র জননি'। দর্পণ, ১৮২১।

চন্দ্রতিলি [স চন্দ্র>] বি পিঠাবিশেষ। 'স্কীরের ছাঁচ, চন্দ্রতিলি এবং রাসসরোবর রসমাধুরী খাওয়াইতে বড় ভালবাসেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

চন্দ্রপুত্র [স] বি চাঁদের উপরিতল। 'আমাদের ধনকুবেরেরা ... মধ্যমীমণী যাপন করবেন চন্দ্রপুত্রেই'। আইয়ুব, ১৯৭৩।

চন্দ্রবতী [স] বিণ জ্যোত্স্নাময়। 'চন্দ্রবতী রাতি বহে দক্ষিণ পবন'। বৃন্দা, ১৫৮০।

চন্দ্রবদন [স] বি চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'ঘোল কলা সংপূর্ণ চন্দ্রবদন'। বড়, ১৪৫০।

চন্দ্রবদনা [স] বিণ স্ত্রী চাঁদের মতো সুন্দর মুখের অধিকারী। 'রমের রাজচক্রবর্তীর চন্দ্রবদনা অতি সুন্দরী এক কন্যা আছে'। চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

চন্দ্রবদনী [স] বিণ স্ত্রী চাঁদের মতো সুন্দর মুখের অধিকারী। 'চন্দ্রবদনী রাধা সুন মোর বোল'। বড়, ১৪৫০।

চন্দ্রবয়ান [স চন্দ্রবদন] বি চাঁদমুখ। 'তোমার চন্দ্রবয়ান দেখে আমার প্রাণ আনচান করছে'। গিরিশ, ১৮৮৭।

চন্দ্রবাণ, চন্দ্রবান [স] বি অস্ত্রবিশেষ; অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ। 'চন্দ্রবান জিনি ভাল গুণিণী শ্রবণ'। আলাওল, ১৬৮০। 'গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান'। ভারত, ১৭৬০।

চন্দ্রবিন্দু [স] ১ বি চাঁদের মতো দেখতে অনুনাসিক বর্ণবিশেষ; (ঁ)। 'চন্দ্রবিন্দু'। নজরুল, ১৯৩০; 'ড-এ চন্দ্রবিন্দুর মতো গুর উচ্চারণ'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ২ বি চাঁদ-তারা। 'আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা করণ চন্দ্রবিন্দু'। নজরুল, ১৯৩১।

চন্দ্রবিধ [স] বি চন্দ্রমণ্ডল। 'অমৃতের ধারা চন্দ্রবিধে বহে যেন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চন্দ্রবোড়া [স চন্দ্র+স বোড়া] বি ফণাহীন বিষধর সাপবিশেষ। 'চন্দ্রবোড়া কিবা শজ্ঞাচূড় সাপের হাতে প্রাণ দিব'। বিজুতি, ১৯৩৮।

চন্দ্রব্রত [স] বি রাজধর্মবিশেষ; চাঁদ যেমন বিকশিত হয়ে চারপাশ

দ্বিধ্ব করে, রাজাও সবাইকে দান করেন এবং সবার দুঃখমেচন করেন – এই হলো চন্দ্রব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত ... চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত; এই সন্ত ব্রত'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

চন্দ্রভাগা [স] বি নদীবিশেষ। 'আমোদন দামুদর ধাইল দারকেশ্বর সিলাই চন্দ্রভাগা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চন্দ্রমণি [স] ১ বি চাঁদ। 'না জানি কি কোটী সূর্য চন্দ্রমণি জ্বলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি এক জাতের ধানের নাম। 'সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

চন্দ্রমণ্ডল [স] বি চাঁদ। 'জ্যেহেন চন্দ্রমণ্ডল বরিসং এরল।' মাল্যধর, ১৫০০।

চন্দ্রমণ্ডি, **চন্দ্রমণ্ডী** [স] চন্দ্রমণ্ডিকা বি চন্দ্রমণ্ডিকা ফুল। 'ধরে ধরে ফুটে চন্দ্রমণ্ডি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫; 'হুয়ে আছো চন্দ্রমণ্ডী, পৃথিবীর অমর বিধবা।' পঙ্কি, ১৯৬১।

চন্দ্রমণ্ডিকা [স] বি ফুলবিশেষ। 'জবা জুতী জাতী চন্দ্রমণ্ডিকা মোহন।' ভারত, ১৭৬০।

চন্দ্রমা [স] বি চাঁদ। 'সব তাপ সিত চন্দ্রমা রহিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

চন্দ্রমা-গাজন [স] চন্দ্রমা+গাজন বি পুর্ণিমা। 'নাকি ওরা ক্রম্যহীন সমুদ্রের ফেনা/ তারা টাক টাক টাক চন্দ্রমা-গাজনে।' শামসুল, ১৯৬৯।

চন্দ্রমাবৎ [স] বি চাঁদের মতো। 'চন্দ্রমাবৎ তাহার মাধুর্য্য কালিমাশ্রাও হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চন্দ্রমাস [স] বি চান্দ্রমাস; পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের যে-সময় লাগে (সোড়ে ২৯ দিন), সেই হিসাবে নির্ধারিত মাস। 'চন্দ্রমাস রবিরল আউসালের প্রথম তারিখ।' মশাররফ, ১৮৮৫।

চন্দ্রমালা [স] চন্দ্রমা বি চাঁদ। 'বদন বিকল রূপে যেন চন্দ্রমালার গরীব, ১৭৬৫।

চন্দ্রমুখ [স] বি চাঁদমুখ। 'দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগতজীবন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চন্দ্রমুখী [স] বি চাঁদবদনী। 'মৎস্য পুত্রী চন্দ্রমুখী পাঙশে মলিন দেখি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চন্দ্রলোখা [স] ১ বি চাঁদ। 'পাণ্ডুচন্দ্রলোখা আজি অস্ত গেল, আজি কুরুসূর্য একা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি চাঁদের আলো। 'নন্দনেরি নন্দিনী গো চন্দ্রলোখায় হৌওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

চন্দ্রলোক [স] বি হিন্দুপুরাণে উল্লিখিত দিব্যস্থান, যেখানে চাঁদ অবস্থান করে। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অখরে শোভিল, রজতীর্ণ নীলজল।' মাইকেল, ১৮৬০।

চন্দ্রশালা [স] বি চিলেকোঠা। 'কাছের সুপ্রিয় নিষ্পদীর্ণ গৃহ-গবাক চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

চন্দ্রসম [স] বি চাঁদের মতো। 'মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপাতী।' বড়ু, ১৪৫০।

চন্দ্রসুধা [স] বি চাঁদের আলো। 'চন্দ্রসুধা চকোরের – বায়স কি পায়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চন্দ্রহার [স] ১ বি গলার অলংকারবিশেষ। 'চন্দ্রহার গোদমল পাওজর ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি কোমরের অলঙ্কার বা মেখলাবিশেষ। 'কোমরে সোনার চন্দ্রহার বেরিয়ে পড়ে চিকচিক করছে।' মোহন, ১৯৬১।

চন্দ্রহাস [স] বি উজ্জ্বল বাক্য তলোয়ার। 'চন্দ্রহাস লইআ মাতা উর গো মশানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চন্দ্রাঙ্কিত [স] চন্দ্র-অঙ্কিত বিণ চাঁদ আঁকা রয়েছে এমন। 'অঙ্ক চন্দ্রাঙ্কিত জাতীয় পতাকার তলে আইস।' প্রচারক, ১৯০৩।

চন্দ্রাতপ [স] চন্দ্র-আতপ ১ বি জ্যোৎস্না। 'চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাণ। মলয়পবন সহ ভেল অনুরাগ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি শামিয়ানা। 'বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চন্দ্রানন [স] চন্দ্র-আনন বি চাঁদমুখ। 'জোমার চন্দ্রানন বন্ধে ধারণ করিয়া ...' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

চন্দ্রাননা [স] চন্দ্র-আননা ১ বি স্ত্রী চাঁদের মতো মুখবিশিষ্ট নারী। 'কাদিয়া কাদিয়া, নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ স্ত্রী চাঁদের মতো মুখ এমন। 'চাকুলোচনা কিছুকী চুলায়, মৃণালভূজ পান্দে আদোলা চন্দ্রাননা।' মাইকেল, ১৮৬১।

চন্দ্রাননি [স] চন্দ্রাননী, সমাধানে ই-কার বি স্ত্রী চাঁদের ন্যায় মুখবিশিষ্ট নারী। 'ওগো চন্দ্রাননি! মম এই নিবেদন।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

চন্দ্রাবলি, **চন্দ্রাবলী** [স] সমাধানে 'চন্দ্রাবলি' ১ বি রাধা। 'নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী।' বড়ু, ১৪৫০, 'ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।' বড়ু, ১৫৭০। ২ বি ছপের নাম। 'আলাওল, ১৬৮০।

চন্দ্রাতা [স] চন্দ্র-আতা বি চাঁদের আতা। 'চন্দ্রাতা পাতুর।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

চন্দ্রালোক [স] চন্দ্র-আলোক বি চাঁদের আলো। 'চন্দ্রালোকে সোঁড়াইয়া শুকু হইয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চন্দ্রালোকরেখা [স] চন্দ্র-আলোক-রেখা বি চাঁদের আলো। 'চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুরির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চন্দ্রালোকিত [স] চন্দ্র-আলোকিত বিণ চাঁদের আলোর উদ্ভাসিত। 'গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবরিত চলিয়া যাইব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চন্দ্রিকা [স] বি জ্যোৎস্না; চন্দ্রকিরণ। 'নখপাতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।' বড়ু, ১৪৫০।

চন্দ্রিয়া [স] বি চাঁদ। 'চন্দ্রিয়া উদর যেন অরুণ আকারে।' বাহরাম, ১৬০০।

চন্দ্রের কলঙ্ক বি ভাষার মধ্যে খারাপের উপস্থিতি। 'সুরসিক কবি মহাপয়েরা চন্দ্রের কলঙ্ক ... উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়া থাকেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

চন্দ্রের তুলামান বি চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তবর্তী অংশবিশেষের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব। 'গালিলি ... ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে, চন্দ্রের তুলামান প্রকাশ করেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

চন্দ্রোদয় [স] চন্দ্র-উদয় বি চাঁদ ওঠা। 'যখন সূর্য্যোত্তে চন্দ্রোদয় হইল।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

চন্দ্রোদয়পল্লব [স] বি চাঁদ ওঠার মুহূর্ত্ত। 'বিনা কৃমিকায় হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়পল্লবে লগিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর অভ্যাগমন।' বনকুল, ১৯৬১।

চন্দ্রক [স] বি ময়ূরপুঞ্জের চকাকার চিহ্ন। 'চন্দ্রক কলাপময়, নাচে কুতূহলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

চন্দ্রক-কলাপ [স] বি চন্দ্রকের আভরণ। 'প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ।' মাইকেল, ১৮৬০।

চন্দনা [স চন্দনা] বি চন্দনা। 'ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা তৃতী'। নজরুল, ১৯৩০।

চন্দ্রামৃত [স চরণামৃত] বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূজ্য ব্যক্তি বা আরাধ্যবিগ্রহাদির পায়ের স্পর্শে পবিত্র জল; চরণামৃত। 'মুচি-মোচলমানে চন্দ্রামৃতে পড়াগড়ি খেতে হয়'। জীবন, ১৯৪৮।

চন্দ্রামেষু, চন্দ্রামেষো, চন্দ্রামেষ্যো [স চরণামৃত] ১ বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূজ্য ব্যক্তি বা আরাধ্যবিগ্রহাদির পায়ের স্পর্শে পবিত্র জল; চন্দ্রামৃত। 'বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্দ্রামেষো ও মাদুলী ধারণ হলো'। হুতোম, ১৯৬১; 'এরকম গুণী চন্দ্রামেষ্যো খেতে হয়'। মুক্তবা, ১৯৪৯। ২ বি (ব্যাকরণে) পবিত্র বাবার। 'এ এক কাঁচা চন্দ্রামেষুর মুখে না দিলেই নয়'। গিরিশ, ১৮৮৯।

চপ [হি] বি মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদির পিঠা বা বড়া। 'তাঁহারা দুর্গাচর্চন বাটীতে বিফটেক ও মটন চপ ... মদিরা আনয়ন করেন'। দর্পণ, ১৮৩১।

চপ-কাটলেট, চপ কটলেট [হি] বি ইউরোপীয় প্রণালিতে তৈরি মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদির পিঠা বা বড়া। 'রঙ ভরপুর! সুপ চপ কটলেট, আন বাবা গ্রেট গ্রেট'। বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'আলু-কাবলি, ফুচকিয়া বাজে লোকানের চপ-কাটলেট ইত্যাদি খেয়ে ...'। শিবরাম, ১৯৪০।

চপচপে [ধন্য] ১ বিণ বেশি পরিমাণে তেল জাতীয় ভরলে মাখানো। 'তেলে চপচপে ছোলা ছুড়ে ছুড়ে পালো দিচ্ছে'। শ্যামল, ১৯৬৭। ২ বিণ মজার। 'ফুর্তির ফানুস চাই, চপচপে কথা আর গান চাই'। শ্যামসু, ১৯৭০।

চপর চপর [ধন্য] বি ঝাওয়ার শব্দ। 'বৈকশিয়াল অতি শীঘ্র চপর চপর করিয়া ঝাইতে লাগিল'। তারিণী, ১৮০৩।

চপল [স] ১ বিণ চঞ্চল। 'কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অস্থির। 'খৈর্য গেল হইল চপল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চপল-চপলা ক্রিবিণ চঞ্চল বিদ্যুতের মতো। 'চপল চপলা প্রায়, তারা এক খসি যায় ...'। বঙ্কিম, ১৮৫৫।

চপলচিৎস [স] বিণ অস্থিরমতি। 'যাঁহাদিপকে চপলচিৎস বলিয়া জানিতাম'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চপলতা [স] ১ বি চঞ্চলতা। 'সেখানে চপলতা, লঘুতা, আলস্য, বিলাস'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি প্রণলভতা। 'চপলতা আজি ঘটে যদি তবে করিয়া ক্ষমা'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

চপলভঙ্গী [স] বি চঞ্চল অভিব্যক্তি। 'নামিয়া আসিল চটুল নৃত্যের চপলভঙ্গী'। হাই, ১৯৫৪।

চপলমতি [স] ১ বি অস্থির মন। 'তোমার চপলমতি না হয় একত্র-স্থিতি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ চঞ্চল। 'চপলমতি বালকেরা এই সময় খুব করিয়া নামতা পড়ে'। শওকত, ১৯৫৯।

চপলা [স] ১ বিণ স্ত্রী চঞ্চল। 'তা দেখিয়া প্রভাবতি অধিক চপলা'। মালাধর, ১৫০০। ২ বি বিদ্যুৎ। 'তারক সমাজে নেন চমকে চপলা'। আলাওল, ১৬৮০।

চপলা-চপল [স] বিণ বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। 'আমি চপলা-চপল হিলোল'। নজরুল, ১৯২২।

চপলাবিকাশ [স] বি বিদ্যুতের চমক। 'চপলাবিকাশ দর্শনে ও বজ্রনির্বোধে অবগে ভয়ে একান্ত বিবল'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

চপলে ক্রিবিণ শীঘ্র। 'চপলে উল্কে চেপে চাঁপায়ে গমন'।

মানিকরাম, ১৭৮১।

চপেটা [স চপেট] বি চড়। 'ধরো ধরো বুড়ো চপেটা মুঠি'। নজরুল, ১৯২৪।

চপেটাঘাত [স] ১ বি চড়। 'চপেটাঘাত মুঠ্যাঘাত পদাঘাত ... প্রাণ্ড প্রায় হইলেন'। দর্পণ, ১৮২২। ২ বি আঘাত। 'কাঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি মৃদু চড়। 'আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চপ্পল [হি] বি পায়ে দেওয়ার চটিবিশেষ। 'মাথার সিঁহিমুখের থেকে পায়ের চপ্পল পর্যন্ত আপাদমস্তক পরিবর্তন'। শিবরাম, ১৯৭০।

চবুতরা [ফা চবতরহ] বি চাতাল; উচ্চ মঞ্চ। 'চবুতরা উপরে যত প্রভুর নিজগণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চবুতারা [ফা চবতরহ] বি প্রাঙ্গণ। 'এক চবুতারাঘর আমি ও রাজা ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈঠক হইয়াছে'। রামরাম, ১৮০১।

চবুয়া বিণ মৃতি সম্পর্কিত। মানোএল, ১৭৪৩।

২৪ বিণ চরিশ সংখ্যক। '২৪ ইঙ্গু মাপ'। সুলত, ১৮৭৩।

চকিশ [স চতুর্বিংশ] বিণ ২৪ সংখ্যক। 'চকিশ বৎসর শেষে যেই মাদ মাস'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চকিশ প্রহর [স] বি তিন দিবারাত্র। 'একভাবে চকিশ প্রহর য়ার নুহ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চকিশ বি, বিণ চকিশ সংখ্যার পুরক; মাসের ২৪ তারিখ। বিদ্যা, ১৮৯১।

চকিস [স চতুর্বিংশ] বি, বিণ ২৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। কালগে, ১৭৮৭।

চমক [স চুচক] ১ বি চুচক। 'বালক মহিমা যেন চমক পাখর'। বাহরাম, ১৬০০। ২ বি চৈতন্য; হুঁশ। 'কৃষ্ণকান্তের চমক হইল'। বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বি ঘোর। 'তখন চমক ভাঙল'। বিভূতি, ১৯৩৭।

চমক ঝাণ্ডা ক্রি মুহূর্তের জন্য গুপ্তিত হওয়া। 'শব্দ পেলে নেজটি তুলে চমক খেয়ে ওঠে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চমকদার [চমক+ফা দার] বিণ উজ্জ্বল। 'তখনকার রঙটা বেশ চমকদার'। নজরুল, ১৯২৭।

চমক দেওয়া ক্রি শিহরিত করা। 'বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো'। রবীন্দ্র, ১৯২৩।

চমকপ্রদ [স] ১ বিণ বিস্ময়কর। 'পতাকারাজীর সুবর্ণ-বচিত পূর্ণতারার চমকপ্রদ কিরণ'। মশাররফ, ১৯০৮। ২ বিণ আশ্চর্যজনক। 'একটি সরকারী এশতেহা-রে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের একটি চমকপ্রদ গড়ঘন্টার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে'। আজাদ, ১৯৪১।

চমক ভাঙা ক্রি ঘোর কেটে যাওয়া। 'তখন চমক ভাঙল'। বিভূতি, ১৯৩৭।

চমকময় [চমক+স ময়] বিণ চমকিত। 'তাহা তাহা বিজুরি চমকময় হোতি'। গোবিন্দ, ১৬০০।

চমক-মারা বিণ বলক দেওয়া। 'এ হঠাৎ চমক-মারা বিদ্যুৎখে গধু'। মুক্তবা, ১৯৬০।

চমক লাগা ক্রি চৈতন্য হওয়া। 'পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চমক-লাগানো বিগ চমক সৃষ্টি করে এমন। 'সেখানে আছে কেবল চমকলাগানো শক্তির প্রকাশ।' মোতাহের, ১৯৫০।

চমকসম্ভার [চমক+স সম্ভার] বি ভয়জনিত শিহরণ। 'শব্দমাঝেই উভয়ের দেখে যে একটি চমকসম্ভার হইতছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চমকা [চমক+] ১ বি চমক। 'আমি দিই ছেলে যত চাপা হাসি যতক মিছে চমকা।' অনুদা, ১৯২৭। ২ বিগ দমকা। 'দাউ দাউ করা চমকা হাওয়ার গমট।' জসীম, ১৯৩১।

চমকন [চমক+] বি চমকানি। 'বিজুলির চমকনে মিলে আলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

চমকানি [চমক+] বি ঝিলিক। 'বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

চমকানো [স চমককার+] ১ ক্রি বিশ্ময়ে আঁতকে ওঠা। 'রাজসম্মত দেখি জো চমকিই যারে কিং কং বোড়ো খাই।' চর্য্য ৪১, ১২০০। ২ ক্রি কাপা; শিহরিত হওয়া। 'চমকী চমকী উঠা মোর প্রাণ জ্ঞাএ।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি ঝিলিক দেওয়া। 'মেঘের বিজুলী চমকি চলিয়া গেল।' দ্বিষ্ট, ১৬০০। ৪ ক্রি বিস্মিত হওয়া। 'ছাও সবে মাঝের বচনে চমকিল।' সুলতান, ১৭০০। ৫ ক্রি হঠাৎ জীত হওয়া। 'চমকিতে।' ম্যানোএল, ১৭৪৩। চমকি ১ ক্রি চমকে। 'চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিসাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি ঝিলিক দিয়ে। 'মেঘের বিজুলী চমকি চলিয়া গেল।' দ্বিষ্ট, ১৬০০। চমকিই ক্রি চমকিত হয়। 'রাজসম্মত দেখি জো চমকিই যারে কিং কং বোড়ো খাই।' চর্য্য ৪১, ১২০০। চমকিয়া ১ ক্রি চমকে। 'চমকিয়া হিয়া উঠে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ ক্রি বিস্মিত হয়ে। 'অমনি কৃষ্ণকেরা চমকিয়া বলিল।' এডুকেশন, ১৮৭৩। চমকিল ক্রি বিস্মিত হলে। 'ছাও সবে মাঝের বচনে চমকিল।' সুলতান, ১৭০০। চমকী চমকী ক্রি কঁপে কঁপে। 'চমকী চমকী উঠা মোর প্রাণ জ্ঞাএ।' বড়, ১৪৫০। চমকে ১ ক্রি চমকায়। 'বিনি মেঘে চমকে বিজুলি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রি বিস্মিত করে। 'ধমকে চমকে তুমি জায়ায় তল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। চমকে ওঠা ১ ক্রি বিশ্ময়ে আঁতকে ওঠা। 'অমনি চমকে উঠে ত্রুণ হয়ে জিহ্বাসা করলেন।' উৎপল, ১৮৫৭। ২ ক্রি চমকিত হওয়া। 'ভনিয়া স্রোতপিনী চমকিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চমকি [চমক+] বিগ আতঙ্কিত। 'রাজা প্রথমত ততঃ হইয়া চমকি ছিলেন।' রামরায়, ১৮০১।

চমকিত [চমক+] ১ বিগ আতঙ্কিত। 'গদ গদ নাগর হেরি ভেল জীত। বচন ন নিকসয়ে চমকিত চীত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিগ বিস্মিত। 'দূর থেকে পঞ্জির দিকে চলেই ... চমকিত হয়ে যায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চমকিলী [চমক+] বিগ ক্রী চমকিত। 'চমকিলী রাধা উঠিআ দেখিল কাকে।' বড়, ১৪৫০।

চমকীত [চমক+] বিগ চমকৃত। 'চিত্রলেখা সেবি অনিরুদ্ধ চমকীত।' মালধার, ১৫০০।

চমচম [চমক+] বি ছানার তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'আমরা পাব খেলনা পুতুল, আমরা পাব চমচম।' সুকুমার, ১৯২০।

চমৎকার [স] ১ বিগ বিশ্ময়কর। 'অদ্ভুত চমৎকার সকল সংসারে।' মালধার, ১৫০০। ২ বি বিশ্ময়। 'দেখিয়া সকল লোক চমৎকার প্রাণ।' মালধার, ১৫০০; 'এত তনি সনাতনের হৈল চমৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিগ বিস্মিত। 'সনাতন দেখি প্রভু হইল চমৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি আনন্দ। 'বিচার করিলে চিত্তে

পাবে চমৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বিগ আনন্দিত। 'দেখি রাজা হইল চমৎকার।' সুকুমার, ১৬০০। ৬ বিগ ভালো। 'তনি বড় চমৎকার লাগিল সভায়।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৭ বিগ উত্তম। 'বড় গোলা শব্দ নিশান চমৎকার।' রূপরায়, ১৭৫০। ৮ বি সৌন্দর্য। 'সুকবি সুন্দর ভ্রমে/ কত ঠাই কত চমৎকার।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৯ বিগ বিশ্ময়করভাবে ভালো। 'সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিস্তর প্রশংসা করিলেক।' রাজীব, ১৮০৫। ১০ বি ভক্তি। 'জ্ঞান স্বরূপ কারণের প্রতি যাহার বিশ্বাস ও চমৎকার না জন্মে ...।' অক্ষয়, ১৪৮৮।

চমৎকার [স] ১ বিগ চমৎকার। 'মরি হায় কী নীলে কলিকালে/ বেদবিধি চমৎকার।' লালন, ১৮৯০। ২ বিগ উত্তম। 'কোনো-একটা চমৎকারা চিত্তা পড়াওনার কাঁধে চেপে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চমৎকারী [স] ১ বিগ ক্রী বিশ্ময়কর। 'তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্ব্বাংশেই চমৎকারী।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিগ ক্রী মনোহর; চমকপ্রদ। 'চমৎকারীরা লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।' বিদ্যা, ১৮৯২।

চমৎকারিতা [স] ১ বি উৎকর্ষ; শ্রেষ্ঠত্ব। 'ইসলজীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমৎকারিতা তাহা জ্ঞাত নহে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯। ২ বি মাধুর্য। 'বাগ্মনার শব্দে অধিত হয়ে তাই হৃদয়ের চমৎকারিতার কারণ হতে পারে।' শিব, ১৯৭৩।

চমৎকারিত্ব [স] বি শ্রেষ্ঠত্ব। '... উপদেশপ্রণালীর চমৎকারিত্ব ও অতিশয় প্রযুক্ত ভূরি ভূরি শ্রোতৃসমাগম হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

চমৎকারী [স] বিগ বিশ্ময়কর। 'মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যকার চমৎকারী শিল্পকলিকে।' অবন, ১৯২৫।

চমৎকৃত [স] ১ বিগ আত্মজনক। 'দুঃ আশা যে কিছু প্রকাণ্ড ও চমৎকৃত হইবেক।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিগ বিস্মিত। 'সকল লোক চমৎকৃত হইয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বিগ সুন্দর। 'মেরু সন্দর চৌকি ঘারা যে সকল অতি চমৎকৃত প্রতিমূর্ত্তি ফোঁদিতা হইয়াছে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৯৩৮।

চমৎকৃতিজনক [স] বিগ বিশ্ময়কর। 'তাহা না ছিল অত্যলঙ্ঘ্য, না চমৎকৃতিজনক, কিন্তু মূল্যবান।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চমন [ফা] বি বাগান। 'চমন বৃকে ফুটেছে কলি, মলয় উদাস প্রাণ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চমর [স] বি চমরী নামের তিকরতীয় গোত্র। চমরছত্র [স] বি চমর নামের তিকরতীয় গোত্রের ছত্র। 'সেকালের সব জিনিসপত্র আসাসোটা-গুলো চমরছত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চমরি [স] চমরী বি চমরী নামের তিকরতীয় গোত্র। 'কেসপাস লএ চমরিকে সোপল পাএ মনোভাব গীলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চমরী [স] বি ক্রী চমরী নামের তিকরতীয় গোত্র। 'কিবা কেশজটা, নবমেঘখটা; দেখিয়া চমরী, মনে লাঞ্ছখরি।' ভবানী, ১৮২৫।

চমস [স] বি চামচ। 'তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে।' অবন, ১৯২৫।

চমু [স] বি বৃহৎ সোদাল। 'চলে বাসবীয়া চমু জীমুত যেমতি ঝড় সহ মহারভে।' মাইকেল, ১৮৬০।

চমুর [স] চমর বি চমরী নামের তিকরতীয় গোত্র। 'বিশাল কৃষ্ণচমুর এমিক-ওমিক ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

চম্পক [স] বি চাণা ফুল। 'আত্মকী চম্পককলিকাজালে।' বড়, ১৪৫০। চম্পক-অঙ্গুলি [স] বি চাণা ফুলের মতো সুন্দর আঙুল। 'চম্পক-

অঙ্গুলি দুটি দিয়ে ... ' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চম্পক-আভরণ [স] বি চাঁপা ফুলের অলঙ্কার। 'কোথা চম্পক-আভরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চম্পককলি [স চম্পক-কলিকা] বি চাঁপা ফুলের কলি। 'আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে।' বড়ু, ১৪৫০।

চম্পককোরক [স] বি চাঁপা ফুলের বুড়ি। 'আমি ছিনু অঙ্গুরপূরে পড়ু, রুদ্দল চম্পককোরক মায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চম্পকদাম [স] বি চাঁপা ফুলের মালা। 'সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রত্ন।' মাইকেল, ১৮৬০।

চম্পকবন [স] বি চাঁপা ফুলের বাগান। 'চম্পকবন কল্লক রচন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

চম্পকবরলী [স চম্পকবর্ণ] বিশ স্ত্রী চাঁপার মতো রং এমন। 'বিভবশালিনী ধনী চম্পকবরলী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

চম্পকবর্ণ [স] বি চাঁপা ফুলের রং। 'তাহার সে চম্পকবর্ণ তুলকের কোমলতা দেখিলে কে বলিবে ...।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

চম্পকবর্ণিমা [স] বি চাঁপা ফুলের রং। 'তার সুবর্ণ পূর্ণিমা চম্পক-বর্ণিমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চম্পকমালা [স] বি চাঁপা ফুলের মালা। 'রেকত বিভুলি শোভে চম্পক-মালা।' বড়ু, ১৪৫০।

চম্পকধর [স চম্পক-অধর] বি চম্পকের মতো অধর। 'ধরধর কাঁপে চম্পকধর দিনের দুঃখপনে।' মণীশ, ১৯৩৯।

চম্পট [স চম্পট] বি পলায়ন। 'গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

চম্পটী [স] বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'শিবচন্দ্র চম্পটী সৌখিন, ১৮৪০।

চম্পা [স চম্পকা] বি চাঁপা ফুল। 'চম্পা-একাকলী ছিন্ন ছানে ঘুরে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া।' নজরুল, ১৯২৫।

চম্পানগর [স চম্পকনগর] বি ভাগলপুরের প্রাচীন নাম। 'চম্পানগর বর্তমান ভাগলপুরের সন্নিকট, অতএব তৎপ্রদেশের নাম অঙ্গদেশ ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

চম্পাবরণ [স চম্পকবর্ণ] বিশ চাঁপাফুলের বর্ণবিশিষ্ট। 'দেবে এলাম গাছের ডালে চম্পাবরণ কনে।' জসীম, ১৯৩৩।

চম্পাকাব্য [স] বি গদ্যপদ্যময় কাব্য। 'আমি, যাকে বলে, চম্পাকাব্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চয় [স] প্রত্যয় সমূহ; রাশি; পুঞ্জ। 'হেমরত্ন ছয়চয়।' আলাওল, ১৬৮০: 'পায়ের করিল কেশ চামরের চয়ে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

চয় [স চয়ন] বি চয়ন। 'প্রত্যহ প্রভাতে উঠা পথ কর্যা চয়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চয়ন [স] বি সংগ্রহ। 'অন্য অন্য প্রশাধা চয়ন করিয়া দেখ।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

চয়নিকা [স] বি সন্ধ্যা। 'নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চয় [স] ১ বি দূত। 'হেন কালে লজ্জা হইতে বিভীষণ-চর।' বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বি গুণচর। 'আইল বামনী বৃড়ি কোন বৃণতির হয়্যা চর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চর্য [স] ১ বি নদী অথবা সাগরের পলি জমে যে স্থলভাগ তৈরি হয়; চড়া। 'সাগরের মাঝে পড়িল চর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০: ২ বি উপবেশনের মঞ্চ। মানোজল, ১৭৪৩।

চরবিহারী [স চর+স বিহারী] বিশ চড়া অঞ্চলে বিচরণকারী। 'চরবিহারী জলচর পাখির ডাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চরভূমি [স চর+স ভূমি] বি চর জেগে ওঠা ভূমি। 'রেবিনিউ বিভাগ চরভূমির উপর যে প্রকার বাজনার হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।' সোমপ্রকাশ, ১৮৮২।

চরক [স] বি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক চরক-এর চিকিৎসাবিদ্যার সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ। 'আরবী সরক এদেশীয় বৈদ্যক গ্রন্থ চরক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

চরকা [স চরু] বি সূতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩: যেন আলকাক্ষরা মাথান বড় চরকা ঘুরছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চরকা কাটা ক্রি চরকায় সূতা কাটা। 'দাদা চরকা কাটো কেন?' বঙ্কিম, ১৮৮২: 'বিকলে চরকা কাটি মেয়েটির নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চরকা-টরকা বি সূতা কাটার যন্ত্রপাতি। 'কেউ যেন আমার চরকা-টরকা ভাঙ্গে না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চরকাবুড়ি বি চরকা-কাটা বুড়ি। 'সেনাদল হল চরকাবুড়ি গো।' নজরুল, ১৯৩০।

চরকি, চরকী [স চরু] বি সূতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'চাহিতে চাহিতে যেন চরকি ঘুরায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০: 'পিতৃগৃহে যে চরকী ঘুরছে।' বেঙ্গল, ১৯৫৩।

চরকি-ঘুরক [স চরু+ঘণি] বি চরকির মতো ঘোরা। 'এমন চরকি-ঘুরক ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিল।' জসীম, ১৯৬০।

চরখা [স চরু] বি হাত দিয়ে চালানো সূতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। 'ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরখায় সূত কাটরা ... ওজরান করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

চরণি [স চরণ+স গণি] বি চরণের কাজ। 'সে ওদের ওখানে চরণি করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চরণা [স চর্চিত] ক্রি চর্চিত করা। 'চন্দনে চরণ পয়োদর গুম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চরণ [স] ১ বি পা। 'আলিকালি ঘটা নেউর চরণে।' চর্যা ১১, ১২০০। ২ বি কবিতার পঙ্ক্তি। ওসী, ১৭৮৫। ৩ বি কবিতা। ওসী, ১৭৮৫। ৪ বি করুণা। 'তোমার চরণ দেবে তারে মধুর পরশ পাষণ-গালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

চরণ-আশ্রয় [স] বিশ শরণাগত; পদাশ্রিত। 'নীলাচলে রয়ে প্রভুর চরণ-আশ্রয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চরণকমল [স] বি পদরঞ্জ পা। 'দেবিলাম মাতা তোমার চরণকমল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চরণক্ষেপ [স] বি পদক্ষেপ; পা ফেলা। 'কালের চরণক্ষেপে পদে পদে বাধা দিতে জানে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চরণঘাত [স] বি পায়ের আঘাত। 'ধূলিবিপ্লবিত হই কালের চরণঘাত লেগে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

চরণচক্র [স] বি পায়ের অলঙ্কারবিশেষ; মল। 'তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজব্ব বা চরণচক্রের প্রয়োজন হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চরণচিহ্ন [স] ১ বি পায়ের ছাপ। 'একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি অবসৃত পদ। 'যত মাসবের গুরু মহৎজনের/ চরণচিহ্ন ধরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি স্পর্শ। 'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

চরণচূষন [স] বি পায়ের স্পর্শ। 'বিশ্বকমল ফুটে চরণচূষনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

চরণতরঙ্গী [স] বি চরণরূপ নৌকা। 'চরণতরঙ্গী দে মা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চরণতল [স] বি পদতল। 'বাল্লীকি চরণতলে সূচিত হইয়া বীণা গ্রহণ করিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

চরণতাড়ন [স] বি পদাঘাত। 'নিষ্ঠুর তার চরণতাড়নে বিয় পড়িছে খসে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চরণধূলা [স] চরণধূলি বি পায়ের ধূলা। 'আমি বিনা মইনের চাকর/ চরণধূলায় অধিকারী।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চরণ-ধূলী [স] চরণধূলি বি পায়ের ধূলা। 'কি দায় চরণ-ধূলী সে রহুক পাছে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চরণধূলি [স] বি পদধূলি। 'পাইনে চরণধূলি হে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চরণধ্বনি [স] ১ বি পায়ের আওয়াজ। 'খেলা-মাখে তনিতে পেয়েছি থেকে থেকে যে চরণধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি আগমন বার্তা। 'চরণধ্বনি তনি ভব, নাথ, জীবনতীরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি আগমনের শব্দ। 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

চরণ নিক্ষেপ করা ক্রি পা ফেলা। 'পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিক্ষেপ করেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

চরণপদ্ম [স] বি পদ্মের ন্যায় সুন্দর পা। 'সবার চরণপদ্মের নমস্কার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চরণপদ্মাব [স] বি পায়ের পাতা। 'চরণপদ্মাব/ আরোপ রাখা/ মোর মাথার উপরে।' বড়ু, ১৪৫০।

চরণপাত [স] ১ বি পদচারণ। 'সেই আনন্দ-চরণপাতে ছয় ঋতু যে নৃত্য মাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'তোমার চরণপাত মোর গুরু সায়াহ-আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি পদক্ষেপ। 'শব্দবিহীন চরণপাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চরণপুঙ্খ [স] বি পাদপঙ্খ। 'ঠক দৈত্যগণে হানি ঠাট্টি দেহ ঠাকুরানি সুরগণে চরণপুঙ্কে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চরণপূজা [স] বি পায়ের নিকটে বসে বন্দনা। 'করিয়া চরণপূজা ঘোড়শোপচারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চরণপ্রান্ত [স] বি পদমূল। 'চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন।' বক্তিম, ১৮৭২; 'আপন চরণপ্রান্তে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চরণবন্দন [স] বি পায়ের নিকটে বসে পূজা। 'স্তুতি-ভক্তো করেন তাঁর চরণবন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চরণবর্তী [স] বি পায়ের নিকটস্থ। 'পৃথিবীর সমস্ত যুবা পুরুষ ... আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চরণ-ভঙ্গ [স] বি পা ফেলার ভঙ্গি। 'চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দে।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

চরণমঞ্জীর [স] বি পায়ের নুপুর। 'তাহারি তালটি শিখে তোমার

চরণমঞ্জীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চরণমূল [স] বি পদমূল। 'কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ-মূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চরণরঞ্জ [স] বি পদমূলি। 'অধরামৃত চরণরঞ্জ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন।' দর্পণ, ১৮২২।

চরণরাজীব [স] বি পাদপঙ্খ। 'চরণরাজীবরাজে লয়েছি আশ্রয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চরণরেখা [স] বি পায়ের চিহ্ন। 'চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি/ চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

চরণরেণু [স] বি পায়ের ধূলা। 'তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর।' বক্তিম, ১৮৭৯।

চরণলেখা [স] বি পায়ের চিহ্ন। 'ঘাটের পথরেখা তারি চরণলেখা-ময়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চরণশব্দ [স] বি পায়ের চলার শব্দ। 'অলং জনের চরণশব্দে যেতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চরণশায়ী [স] বিশ পদাশ্রিত। 'লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

চরণশঙ্খা [স] বি পদসেবা। 'তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশঙ্খা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চরণশৃঙ্খল [স] বি পায়ের বাঁধন। 'সদা-হিন্ত চরণ-শৃঙ্খল!' নরসিং, ১৯২৪।

চরণশোভা [স] বি পায়ের সৌন্দর্য। 'চরণশোভায় ভক্তজনের মনে লাভ বাড়ান।' ভবানী, ১৮২৮।

চরণশ্লোক [স] বি পাদপঙ্খ। 'শ্রীকবিরূপ গীত আরোপণ চতীর চরণশ্লোকে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চরণসুধা [স] বি পা ধোয়া জল; চরণামৃত। 'চিত্রদিবস করিব তোমার চরণসুধা পান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চরণসেবন [স] বি পূজা। 'গোলাগ্রিদাস পূজারী করেন চরণসেবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চরণসেবা [স] বি পদসেবা; পরিচর্যা। 'আমি যাবজ্জীবন তোমার চরণসেবা করিব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চরণা [স] চরণ+বি চরণ। 'অস্তির রঞ্জিত চরণা।' গোবিন্দ, ১৬০০।

চরণাবরণ [স] বি জুতা। 'তিনি ... ঘন উপকেশ, কৃষ্ণবর্ণ রোমজ চরণাবরণ পরিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

চরণাভিহৃত [স] বিশ চরণ সেবায় অনুরক্ত। 'পুরুষ রতন এক, চরণাভিহৃত দেখো/ তাঁর শিরে জটাভূট ফনী।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

চরণামুজ [স] চরণ-আমুজ বি পদ্মের মতো কোমল বা সুন্দর পা। 'প্রমত্ত অনিত্য কাজে, অলস চরণামুজে/ কম ক্রোধে লাভ মোহে ভ্রমি অহংকারে।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

চরণামুখ [স] চরণ-আমুখ বি মোরগ। 'এই সময় চরণামুখ রব করিলেক প্রাতঃকাল হইল।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

চরণারবিন্দ [স] চরণ-অরবিন্দ বি পাদপঙ্খ। 'চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চরণালঙ্কার [স] বি পায়ের আলতা। 'সুন্দরীকুল চরণালঙ্কারে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন।' বক্তিম, ১৮৮৭।

চরণশ্রায় [স] বি পায়ের কাছে আশ্রয়। 'আমাকে তোমার চরণশ্রায়ে
যোগ্য করিয়া লও।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চরণশ্রায়ী [স] বিশ হীনভাবে অধীন থাকে এমন। 'স্বোভাগ-চরণশ্রায়ী
মস্তিসভার পক্ষে কিরূপে সম্ভব।' সওগাত, ১৯৪৩।

চরণশ্রিত [স] বিশ শরণাগত; পায়ের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে
এমন। 'উঁহার চরণশ্রিত সেই বড় ধন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চরণে ক্রিষি নিকটে। 'এড়িলো ঘরের আশ ল বাড়ায় কহিলো তোর
চরণে।' বঙ্কু, ১৪৫০।

চরন [স] চরণ বি চরণ। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

চরনজুগ [স] চরণযুগ বি চরণযুগ। 'পল্লবরাজ চরনজুগ সোভিত গতি
গজরাজক ভানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চরনারবিন্দ [স] চরণ-অরবিন্দ বি পাদপদ্ম। 'কোটি লব্ধি তোমার
চরনারবিন্দে।' মালাধর, ১৫০০।

চরবি [ফা চরবি] বি ডেলজাতীয় পদার্থ; মেদ। 'যুতের পরীক্ষা হইবাতে
চরবি মিশ্রিত সপ্তমাণ হইল।' দর্পণ, ১৮২৯।

চরম [স] ১ বিশ চূড়ান্ত। 'অরম্যে গিয়া ... চরমে চরম পুরুষার্থ
মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিশ অন্তিম।
'চরম কাল উপস্থিত।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ৩ বি চূড়ান্ত পরিণতি।
'প্রতিশোধের চরম হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ৪ বিশ অনন্ত। 'সন্ধ্যায়
ফিরে ডেকেছে চরম বিশ্রামে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৫ বিশ চূড়ান্ত।
'জগৎই চরম জগৎ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চরম কাল [স] বি মৃত্যুর সময়। 'চরম কাল উপস্থিত।' দীনবন্ধু,
১৮৬০।

চরমকালিক [স] বিশ মৃত্যুকালীন। 'চরমকালিক দুঃখের কথা
বঙ্কিম, ১৮৭০।

চরমতত্ত্ব [স] ১ বি মূলরূপ; সার কথা। 'সকলকে সন্দেহহীন
দেখাই তো আমাদের দেশের চরমতত্ত্ব ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি
চূড়ান্ত তত্ত্ব। 'সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চরমতম [স] বিশ সর্বোত্তম। 'বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি
নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চরমতা [স] বি চূড়ান্ত অবস্থা। 'কোনো কবিতারই প্রথম ছর থেকে
সময় ছর পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চরমদশা [স] বি শেষ অবস্থায় উপনীত হয়েছে এমন অবস্থা।
'আপনার প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান তাঁহার চরমদশা প্রাপ্তির
অন্তরঙ্গ সাধন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চরমদিন [স] বি অন্তিম দিন। 'এতদিনের সব আয়োজন/চরমদিনে
সাজিয়ে দিব উহারে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চরমপত্র [স] বি শেষবারের মতো সতর্ক করে দেয় এমন পত্র। 'এক
চরমপত্র মাণিক করিবার ক্ষমতা ... দেওয়া হইল।' মনসু, ১৯৪০।

চরমপত্নী [স] বি উগ্রপত্নী। 'আমাদের দলের চরমপত্নী ...'
বঙ্গীয়, ১৯১৮।

চরমবিকাশ [স] বি চূড়ান্ত প্রকাশ। 'এই জিনিষটা হচ্ছে ইউরোপীয়
সভ্যতার চরমবিকাশ।' ইয়াম, ১৯৪৬।

চরমসময় [স] বি মৃত্যুর সময়। 'চরমসময়ে নাহি নত হয় মন.'
গিরিশ, ১৮৮৭।

চরমা [স] বিশ ত্রী চূড়ান্ত। 'সব ভয় ভ্রম ভাবনার চরমা আবৃত্তি হে.'
রবীন্দ্র, ১৯২৩।

চরমোচ্ছ্বাস [স] চরম-উচ্ছ্বাস বি চূড়ান্ত আনন্দ। 'মানসিক শক্তিতেই
জীবনের চরমোচ্ছ্বাস।' জগদীশ, ১৯১৭।

চরমোৎকর্ষ [স] বি শ্রেষ্ঠত্ব। 'রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ.'
বঙ্কিম, ১৮৭৮।

চরমোন্নতি [স] চরম-উন্নতি বি চূড়ান্ত উৎকর্ষ। 'পারলৌকিক
চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত ...' সুকান্ত, ১৯৪২।

চরমোপলব্ধি [স] চরম-উপলব্ধি বি চূড়ান্ত উপলব্ধি। 'মানুষের
চরমোপলব্ধির ভাষা সুরহীন হয় ...' হাই, ১৯৫৪।

চরস [হি] বি গাভা থেকে তৈরি মাদকবিশেষ। 'তামাক গাভা ভাজ চরস
বিক্রি হইতেছে।' রামরাম, ১৮০১।

চরা, চরানো [স চর-] ১ কি ছড়ানো। 'গাশে উঠি চরঅ অমণ ধাপ।'
চর্যা ২১, ১২০০। ২ কি বিচরণ করে আহার করা। 'পাহাড় তাহার
তুচ্ছ/অলে চরে লক্ষ লক্ষ বাস।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ কি পবদি
পতকে মাঠে নিয়ে ঘাস খাওয়ানো। 'স্নান করছে, নৌকা বাছে,
গোক চরাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ কি বিচরণ করা। 'আমরা সুখের
স্বীকৃত বৃকের/হাযর তালে নাহি চরি।' রবীন্দ্র, ১৯০০। চরঅ কি
চরে খায়। 'গাশে উঠি চরঅ অমণ ধাপ।' চর্যা ২১, ১২০০।

চরাইছে কি চরাচ্ছে। 'একে একে সকলে ছাগল চরাইছে।' সুলতান,
১৯৫৩। চরাইতো কি বিচরণ করাতো। 'ছাগল চরাইতো নাঞ্চি
পয়সির স্থল।' মুকুন্দ, ১৬০০। চরাইলে কি চরালে। 'ছাগল
চরাইলে ছাগি বাগি বিপেষ।' সুলতান, ১৭০০। চরাতে কি চারণ
করাতো। 'ছাগল চরাতে স্থান নাহীক অবনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চরায়্যা কি চরিয়ে। 'শুকর চরায়্যা বেটা গেছে সব দিন।'
মানিকরাম, ১৭৮১। চরাই কি বিচরণ করাও। 'মনোহংস চরাই
তাহাতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। চরিতেছিল কি বিচরণ করছিলো।
'দূর গুল-পাশে চরিতেছিল হরিণী।' মাইকেল, ১৮৬১। চরিয়্যা কি
বিচরণ করে। 'বনে বনাচর কত চরিয়্যা বেড়ায়।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চরাই করা কি বেড়ানো। 'আপনি চরাই করে আসুক।' শরৎ,
১৯২৬।

চরে খাওয়া কি অবাধে বিচরণ করা। 'ধেনুদের চরে খেতে
দেওয়ারও দরকার হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চরেফিরে খাওয়া কি নানা জনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা।
'মেমসাহেবটির নাকি বাইরে চরেফিরে খাবার অভ্যাস ছিল।' সাদত,
১৯৬৭।

চরে শিক্ষা বি পর্যটনমূলক শিক্ষা। 'বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরে
শিক্ষা হনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চরা [স চর-] বি চর; চড়া। 'পলক ভরে বাড়ছে চরা/পলকে যায় তরকা
ধরা।' লালন, ১৮৯০।

চরাচর [স] বি সমস্ত সৃষ্টি। 'দেবলোক রক্ষা কৈল চরাচর গন।' মালাধর,
১৫০০।

চরাচরময় [স] ক্রিষি চরাচর জুড়ে। 'জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়
প্রাণিয়া বহিয়া যাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

চরাচরলোক [স] বি সমস্ত সৃষ্টিজগৎ। 'সমুখ-আকাশে চরাচরলোকে
এই অপক্লম আকুল আলোতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

চরাচরেশ্বরী [স চরাচর-ঈশ্বরী] বি সমস্ত বিশ্বসংসারের ঈশ্বরী। 'তুমি
অবিনশ্বরী তুমি চরাচরেশ্বরী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

চরাং চরাং [ধ্বনা] বি ঘাস ছিড়ে খাওয়ার শব্দ। 'তিনি গুদের ঘাস খাওয়ার চরাং চরাং শব্দ শুনেছেন।' হাসান, ১৬৫২।

চরি [স চরু] বি আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে গো-মহিষ চরায় যে। 'চাষী ও চরির প্রজা।' বিতুতি, ১৯৩৮।

চরি-মহাল বি গো-মহিষ চরানোর জন্য ইজারা দেওয়া সরকারি জমি। 'আগিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে।' বিতুতি, ১৯৩৮।

চরিত [স] ১ বি আচরণ। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি কার্যকলাপ। 'সবে তারা না মানিব আমার চরিত। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি চরিত্র। 'তাহার চরিতে হেন বৃষ্টি চিতে হাত বাড়াইলা চাদে।' দ্বিচক্রি, ১৬০০। ৪ বি বৈশিষ্ট্য। 'দেখহ মালতবালা কহুর চরিত।' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ বিণ মতো। 'বোরাকের দুই কর্ণ উঠে চরিত।' সুলতান, ১৭০০। ৬ বি জীবন-ব্যবাস্ত। 'বহুরে এয়ে তাহার চরিত বর্ণনা আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চরিতকথা [স] বি জীবন-কাহিনি। 'অবাক হয়ে তনছি রোঘোর চরিতকথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চরিতকাব্য [স] বি জীবনী বিষয়ক কাব্য। 'চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চরিতকার [স] বি জীবনী-লেখক। 'কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চরিত-গর্ভ [স] বি জীবনব্যবাস্তমূলক। 'তাহার চরিত-গর্ভ একখানি গৃহ রচনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

চরিতগান [স] বি চরিত্রকীর্তন। 'তাহার চরিতগানেক মুকুটিত করিয়া তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চরিতব্যয়গ্রন্থ [স] বিণ জীবনীর ক্ষেত্রে অতি-উৎসাহী। 'মুরাপুকে চরিতব্যয়গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চরিতাধ্যায়ক [স] চরিত-আখ্যায়ক। বিণ জীবনী রচনাকারী। 'চরিতাধ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

চরিতার্থ [স] ১ বিণ কৃতকার্য। 'সেবধি, ১৮৩৯। ২ বিণ পরিতৃপ্ত। 'আমরা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ ধন্য। 'তুমি সেই সর্বভোগাপকৃত কুশীন-মহারথী-কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৪ বিণ নিবৃত্ত। 'কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংক্ষেপে তীর্থযাত্রের ইতিহাস প্রদত্ত হইল।' হ্রীত্বি, ১৮৯৫। ৫ বিণ সার্থক। 'চরিতার্থ হোক বারতাও।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৬ বিণ পূর্ণ। 'অজ্ঞানকালের ভিকারগুলি চরিতার্থ হোক আজি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৭ বিণ সফল। 'অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি এই মহামন্ত্রাধিনি, চরিতার্থ জীবনের বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চরিতার্থতা [স] ১ বি কৃতার্থতা। 'আপনকার সমদর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা, চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি পরিপূর্ণতা। 'শবের বাহিনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চা এবং চরিতার্থতা হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি বাস্তবায়ন। 'কেবলমাত্র দৈহিক পরিতৃপ্তির চরিতার্থতা।' প্রমথ, ১৯১৮।

চরিতার্থী [স] বিণ ক্রী চরিতার্থ; সফল। 'তদুদার মৈত্রেয়ী চরিতার্থী হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

চরিত্র [স] ১ বি স্বভাব। 'তোমার চরিত্র দেখিআ কাঞ্চি ন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি নানা গুণের সমষ্টি রূপ। 'তোমার চরিত্র আর কতবা বৃষিব।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি উপন্যাস বা নাটকে পাত্র-পাত্রীর দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা। 'দুই একটি চরিত্র সূচিত্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

চরিত্র-কখন [স] বি মাধ্যম্যাকথা। 'রাহিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন প্রবাহের মহাশঙ্কর চরিত্র-কখন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চরিত্রগুণ [স] বি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'চরিত্রগুণে তিনি হয়তো দেবতার মর্যাদা লাভ করতেন।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

চরিত্রচিত্র [স] বি চরিত্র-চিত্রণ। 'চরিত্রচিত্র বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা করিলাম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

চরিত্রচ্যুত [স] বিণ অসচ্চরিত্র। 'অচ্যুতের যত বয়স বাড়ছে তত ও চরিত্রচ্যুত হচ্ছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

চরিত্রতত্ত্ব [স] বিণ চরিত্রতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। 'রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্ব পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

চরিত্রতা [স] বি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। 'হিন্দু জাতির ন্যায়পরতা ... বিতন্ম চরিত্রতা দেখিয়া বিদেশীয় লোকে বিম্যয়পন্ন হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

চরিত্রদৈর্ঘ্য [স] বি স্বভাবের দীনতা। 'যে চরিত্রদৈর্ঘ্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে সচেতনভাবে কাঁটার রীজ বপন করে চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চরিত্রদোষঘটিত [স] বিণ চরিত্রের জটিল জন্ম ঘটে এমন। 'নিজের ওই পরের চরিত্রদোষঘটিত অমঙ্গলের সঙ্গে যে-লড়াই সবে শুরু ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

চরিত্রনীতি [স] বি চারিত্রিক নিয়ম। 'বিশতন্ত্র সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চরিত্রপরিচয় [স] বি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'উদ্ঘাটিত হল ... এই আপদ্রব্ধের চরিত্রপরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চরিত্রবতী [স] বিণ স্ত্রী সচ্চরিত্র। 'চাই নারীদের সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন তাদের শিক্ষিতা, চরিত্রবতী, স্বাস্থ্যবতী ... হওয়া।' বেগম, ১৯২২।

চরিত্রবল [স] বি চারিত্রিক দৃঢ়তা। 'জর্মানজাতির যথেষ্ট বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল আছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

চরিত্রবান [স] বিণ সচ্চরিত্র। 'বিদ্বান, রূপবান, চরিত্রবান যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চরিত্রবিকার [স] বি চারিত্রিক বিকৃতি। 'অবনীভূষণের চরিত্রবিকারের পরিসর ঘোরে তিনি নিভাক্ত কাভর হয়ে পড়ছেন।' প্রমথ, ১৯৩৩।

চরিত্রবিকৃতি [স] বি চরিত্রহীনতা। 'চরিত্রবিকৃতি বা হিংস্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চরিত্র-বিশ্লেষণ [স] বি চরিত্রের স্বভাব বিচার। 'ও হচ্ছে তোমার চরিত্র-বিশ্লেষণ।' ওয়ালী, ১৯৪২।

চরিত্রবিশীন [স] বিণ খারাপ চরিত্রের। 'যা চরিত্রবিশীন তা অসুন্দর।' অবন, ১৯২৫।

চরিত্রহীন [স] বিণ চরিত্রহীন। 'যাহারা চরিত্রহীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চরিত্রময় [স] ক্রিবিণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'যদি তার সেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ও চরিত্রময় কলঙ্ক থাকে।' অল্পদা, ১৯২৮।

চরিত্র-মহিমা [স] বি চরিত্রের মাহাত্ম্য। 'বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা ও পাণ্ডিত্যে অভিজ্ঞত বহু সংকুচিতপণ্ডিতও ...।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

চরিত্রশোধন [স] বি স্বভাব সংশোধন। 'চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে

ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল।' **বক্টিম**, ১৮৭৮।

চরিত্রসূচী [সি] বি চরিত্রাচিত্রণ। 'সব ক্ষেত্রে চরিত্রসূচী নিতান্ত অগ্রধান রয়ে গেছে।' **শিব**, ১৯৫০।

চরিত্রহানিকর [সি] **বিগ** চরিত্র নষ্ট করে এমন। 'পদ্মারচনা সহ্য হলেও কবিতা ছিল চরিত্রহানিকর।' **অভিত্য**, ১৯৫০।

চরিত্রহীন [সি] **বিগ** দুচরিত্র। 'চরিত্রহীন ধর্মসংশ্লিষণ অবাবে প্রবেশ করিতে পারিবে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

চরিত্রহীনতা [সি] বি বিপথগামিতা। 'বিষয়বুদ্ধির মতে ... রূপের চর্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়।' **প্রমথ**, ১৯১৬।

চরিত্রহীনা [সি] **বিগ** স্ত্রী দুচরিত্র। 'যে সকল নীচ কুলোদ্ভবা - স্বধর্মত্যাগিনী - চরিত্রহীনা রমণী ...।' **দীপিকা**, ১৮৮৭।

চরিত্রালাোচনা [সি] **চরিত্র**-আলোচনা। বি চরিত্রিক দোষগুণ উপস্থাপন। 'এমথবাবুর চরিত্রালাোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়।' **নরেন্দ্র**, ১৯৫২।

চরীত [সি] **চরিত্রা** বি চরিত্র; স্বভাব। 'ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত।' **বড়ু**, ১৪৫০।

চরু [সি] বি পায়ের। 'কোথাএ জৈজ্ঞের চরু কুকুরের ভোণ।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

চরুয়া [সি] **চরু**। **বিগ** (অবজ্ঞার্থে) ধীপবাসী। 'সে-কথা চরুয়া ইংরেজ ছাড়া আর সবাই জানে।' **মুক্তভবা**, ১৯৫৮।

চর্কা [সি] **চক্র** বি চরকা। 'স্ত্রীলোকেরা চর্কা ও আসনা সুতা কাটে।' **প্যারী**, ১৮৬০।

চর্কি [সি] **চক্র** বি চক্র। 'চকু বুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মত।' **সুকুমার**, ১৯১৮; 'বরফের পাঁজে যেন সে বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চুলিয়া দিয়েছে।' **মুক্তভবা**, ১৯৪৯।

চর্কিপাক [সি] **চক্র**+**পাক** বি চরকির মতো ঘুরপাক। 'যখন সাঁচি উল্টো নাচন যতই না খাই চর্কিপাক।' **সুকুমার**, ১৯২০।

চর্কিবাজি, **চর্কিবাজী** [সি] **চক্র**+**ফা** বাজি। ১ বি চক্রাকারে 'স্কুলিগ ছড়ানো আতশবাজি-বিশেষ।' 'চকু বুজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মত।' **সুকুমার**, ১৯১৮; 'হেডমাষ্টার ইকুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচন নাচছেন।' **মুক্তভবা**, ১৯৫২। ২ বি ক্রমাগত ঘোরাঘুরি। 'অষ্টগ্রহের চর্কিবাজী কীর্তি-মশিরে।' **মুক্তভবা**, ১৯৫৯।

চর্চ, **চর্চ** [সি] বি চার্চ। 'রোমানকাতোলিক চর্চ অর্থাৎ পোপুর্কীয় গির্জায়...'। **দর্শন**, ১৮২৪; 'কেথলিক চর্চে গিয়া দেখে এস মন।' **গুণ**, ১৮৫৮।

চর্চা, **চর্চা** [সি] ১ বি পালন। 'ধর্মচর্চা রাজচর্চা একে একে কৈল।' **মালধর**, ১৫৫০। ২ বি অনের দোষ নিয়ে আলোচনা; পরচর্চা। 'চর্চা মাত্র করিলে সকল পুণ্য বাএ।' **আলাওল**, ১৬৮০। ৩ বি অনুসরণ। 'মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।' **রামমোহন**, ১৮১৫। ৪ বি কীর্তন। 'মহাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যাব এবং সকলের চর্চা করে।' **দর্শন**, ১৮২৫। ৫ বি সাধনা। 'বিদ্যার চর্চা এবং অনুশীলন না ছিল এমত নহে।' **কৌমুদী**, ১৮০০। ৬ বি অনুশীলন। 'তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই।' **দর্শন**, ১৮৩৭। ৭ বি ব্যবহার। 'কোনো একটি ভাষার যতই অনুশীলন ও চর্চা বৃদ্ধি হইতে থাকে...'। **প্যারী**, ১৮৫৯। ৮ বি সেবন। 'কেবল মদের কথা - মদের চর্চা - মদের আলাপ...'। **প্যারী**, ১৮৫৯।

চর্চিয়া [সি] **চর্চা**। **ক্রি** অনুসন্ধান করে। 'চর্চিয়া আসিতে সব আকাশ

উপর।' **সুলতান**, ১৭০০।

চর্চিত, **চর্চিত** [সি] **বিগ** প্রশ্লিষ্ট। 'চন্দন চর্চিত পাএ।' **বড়ু**, ১৪৫০; 'চন্দনে চর্চিত তু'। **মুকুন্দ**, ১৬০০।

চর্দ [সি] **চতুর্দশ** **বিগ** চোদ সংখ্যক। 'চর্দ সহস্র রাক্ষস একা রাম মাইল।' **মালধর**, ১৫০০।

চর্মমোহো [সি] **চর্যামৃত** বি চর্যামৃত। 'সাক্ষরদের মাদুলি ও বালসির চর্মমোহো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।' **হুতম**, ১৮৬১।

চর্ব [সি] **চর্য** **বিগ** চিবিষে খাওয়া হয় এমন। 'প্রতি ভাতারে চর্ব চোষা লেহা পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ।' **রাজীব**, ১৮০৫।

চর্বণ, **চর্বণ** [সি] ১ বি ভক্ষণ। 'আখিগুণেই আইলা একলা চলিয়া/ কড় উপবাস কড় চর্বণ করিয়া।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ২ বি চিবামোর কাজ। 'হাসিয়া করেন প্রভু তামূল চর্বণ।' **বৃন্দা**, ১৫৮০।

চর্বণ **করা** **ক্রি** চিবিষে খাওয়া। 'গরুর মত গিলিত চর্বণ করে না।' **মদনমোহন**, ১৮৫০।

চর্বন, **চর্বন** [সি] **চর্বণ** বি চিবানোর কাজ। 'করেতে ধরিয়া কার দেই তামূল চর্বন।' **মালধর**, ১৫০০।

চর্বি, **চর্বি** [ফা] ১ বি মেদ। **মানোএল**, ১৭৩৬; **ওর্সা**, ১৭৮৫। 'মাংসচর্বিওআলা শরীরের ও সুবাদের জন্য বিখ্যাত।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১। ২ বি প্রাণীদেহের স্নেহজাতীয় পদার্থ। '১.৭৫ আউণ চর্বি।' **গেগেন**, ১৯৫৫।

চর্বিদার, **চর্বিদার** [ফা] **বিগ** চর্বি বা তেলওয়ালা পদার্থ রয়েছে এমন। 'দিব্বি মোটাগোটা চর্বিদার জিনিস খাবাইয়া, কোরমা, কাশিয়া ...।' **মশাররফ**, ১৮৮৯; 'ভারি চর্বিদার আর ওজনী হয়েছে হাঁস দুটো।' **কায়দার**, ১৯৬২।

চর্বিমাথা [ফা] **চর্বি**+**মাথা** **বিগ** চর্বিযুক্ত। 'তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে হয়ে গিয়েছে চর্বিমাথা কাঁড়েরে কথা।' **মহশেখতা**, ১৯৫৬।

চর্বির **বাতি** বি মোমবাতি। **ওর্সা**, ১৭৮৫।

চর্বিত, **চর্বিত** [সি] **বিগ** চাবানো। 'এত বলি চর্বিত তামূল কৈল নান।' **বৃন্দা**, ১৫৮০।

চর্বিতচর্বণ, **চর্বিতচর্বণ** [সি] ১ বি পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরাবলোচনা; রোমন্থন। 'পূর্বলেখকদের চর্বিতচর্বণ নহে।' **বক্টিম**, ১৮৭৪। ২ বি প্রতিভা ও মৌলিকতার অভাবে অন্যের রচনা অনুকরণ। 'তাহার অধিকাংশই অগণের চর্বিতচর্বণ বলা যাইতে পারে।' **দর্শন**, ১৯২৬।

চর্বিতচর্বণশূন্য [সি] **বিগ** পুনরাবৃত্তি নেই এমন। 'এর মধ্যে চৌর্ঘ্যবৃত্তি নেই, চর্বিতচর্বণশূন্য।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

চর্বিশ [চর্কিশ]। **বিগ** ২৪ সংখ্যক। 'চর্বিশটা মৎস্য আনিয়াছি।' **কেরি**, ১৮২২।

চর্ব্য, **চর্ব্য** [সি] ১ **বিগ** চিবিষে খেতে হয় এমন। 'লেখা পেয় চর্ব্য চর্ব্য জ্ঞান ব্যঞ্জন।' **মালধর**, ১৫০০। ২ বি চিবিষে খেতে হয় এমন খাদ্য। 'চর্ব্য, চোষা, লেহা, পেয়ের নানান উপাদেয়।' **শিবরাম**, ১৯৭০।

চর্ব্যচোষা [সি] বি চিবিষে ও চুষে খাওয়া যায় এমন খাদ্যবস্তু। 'নিমন্ত্রণ-কারীর ঘরে চর্ব্যচোষা খাইয়া।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

চর্ব্যজ্ঞাত [সি] বি চিবিষে খেতে হয় এমন কিছু। 'কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজ্ঞাতের জিনিস।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

চর্ম, চর্ম [স] ১ বি চামড়া। 'পরস না লএ চর্ম সর্ব সমান।' *মালাধর*, ১৫০০; 'মাংস চর্ম সিদ্ধ হই শরীর রহিছে।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ বি চামড়ার বর্ম। 'মুন্দের জানিঞা বর্ম গায়ে আরোপিল চর্ম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বি চাল। 'ফেলি দূরে বর্ম, চর্ম, অসি, তুল, ধনু।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

চর্মকার, চর্মকার [স] বি জুতা তৈরি যার পেশা। 'চর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভূক হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫; 'এক চর্মকার, মৃত ব্যস্তের মাংস ও চর্ম লইয়া, প্রস্থান করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

চর্মকারসূতা, চর্মকারসূতা [স] বি চর্মকারের মেয়ে। 'চর্মকারসূতা, কিবা প্রভায় কথায়?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চর্মচক্ষু *ক্রিপণ* বাস্তব চোখ দিয়ে। 'কিছুক্ষণ চর্মচক্ষে এবং মনচক্ষে - চার চোখ মিলিয়ে ...।' *জীবন*, ১৪৪৮।

চর্মচক্ষু, চর্মচক্ষু [স] বি প্রত্যক্ষদৃষ্টি। 'চর্মচক্ষু দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ জ্ঞানমার্গে লেতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' *কৃষ্ণলাস*, ১৫৮০; 'চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোমনের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চর্মচটিকা, চর্মচটিকা [স] বি চামচটিকা। 'চর্মচটিকার জন্মা ও পদ অত্যন্ত অগুট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

চর্মধারী, চর্মধারী [স] *বিশ* চামড়ামুগ্ধ। 'গম্ভীর স্থূল চর্মধারী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

চর্মপত্র [স] বি চামড়ার কাগজ। 'বহু সহস্র চর্মপত্রে রূপালি সোনালি অক্ষরে তাদের ধর্মগ্রন্থ আবিস্তা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

চর্মপাদুকা, চর্মপাদুকা [স] বি চামড়ার জুতা। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'অভীষ্ট উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলনসম্মানার্থে ... জীর্ণ চর্মপাদুকাতে বহুলের ডালী দিয়া লইতে হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯; 'চর্মপাদুকা পরিহার করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

চর্মপেটক [স] বি চামড়ার ব্যাগ; স্ট্যুটকেস। 'বিক্রান্ত জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চর্মপেটিকা, চর্মপেটিকা [স] বি চামড়ার ব্যাগ। 'আমি সুকোমল চর্মপেটিকায় বন্ধ হইয়া সাহেবের পকেটে বাসা করিলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

চর্মবিশারদ [স] বি চামড়া বিশেষজ্ঞ। 'সুশিক্ষিত চর্মবিশারদের সাহায্যে এইখানে একটা টেনারি খুলিতে পারেন।' *শিশু*, ১৯২৬।

চর্মযবনিকা [স] বি চামড়ার আবরণ। 'যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চর্মলোলা [স] *বিশ* ঢিলা চামড়াবিশিষ্ট। 'ভাগ্যেই শূশানে উঠিল ঘোর/কাঁদে সমাজ চর্মলোলা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

চর্মাবরণ [স] চর্ম-আবরণ। বি চামড়ার আবরণ। 'গায়ে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চর্মঘর, চর্মঘর [স] চর্ম-অধর। বি চামড়ার পোশাক। 'ব্রহ্মানন্দ ভারতীর বুচাইল চর্মঘর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চর্মাসন [স] চর্ম-আসন। বি চামড়ানির্মিত আসন। 'পৃষ্ঠে চর্মাসন ধর।' *মাইকেল*, ১৮৬৫।

চর্ম [স] বি ব্রত। 'চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাওয়া করে ক্ষাত্যচর্মে দীক্ষা গ্রহণ

করতে রাজি কি?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চর্যা [স] ১ বি গান। 'অইসন চর্যা কুঙ্করীপাউ গাইড়।' *চর্যা* ২, ১২০০। ২ বি সেবা-সজ্জা। 'আত চিকিৎসা ও রোগিচর্যা সম্বন্ধে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চর্যাপদী [স] *বিশ* চর্যাপদের পঙ্ক্তির মতো। 'যার প্রথম লাইন চর্যাপদী।' *মুক্তবরা*, ১৯৫২।

চল [স] ১ *বিশ* চঞ্চল। 'সহসা জাগিয়া উঠে চলউর্মি সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। ২ *বিশ* প্রচলিত। 'গ্রামের লোকের মুখেও ওই কথার চল আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে; ভালোলাগা আর ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৩ বি রেওয়াজ। 'আজকাল বিয়েতে যৌতুক নেওয়ার কতকটা চল হয়ে গেছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

চলউর্মি [স] বি চঞ্চল চেউ। 'সহসা জাগিয়া উঠে চলউর্মি সবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

চলচঞ্চল [স] *বিশ* অতি চল। 'তরবীপতাকা চলচঞ্চল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চলচপলা [স] *বিশ* বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। 'চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চলচরণ [স] বি চঞ্চল পদক্ষেপ। 'দুলোকে ডুলোকে বিলসিহ চলচরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

চলচাইনি [স] চল-। বি চঞ্চল চাইনি। 'চকিতে চকিতে চলচাইনিত/জ্বায়েছ বায়ে বায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

চলচিত্ততা [স] বি অস্থিরচিত্ততা। 'গভীর হতাশা ও স্বামীর চলচিত্ততা তাঁর মনকে গভীর আঘাত করল।' *মুখলেন্স*, ১৯৭০।

চলবিদ্যুৎ [স] বি চঞ্চল বিদ্যুৎ। 'চলবিদ্যুৎ - চকিত আখির চঞ্চল শিহরন।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

চলকানো [স] চল-। *ক্রি* ছলকানো; উছলে পড়া। 'দুধ ঢালকে ... পড়িতে লাগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

চলগোজা বি বাদ্যবিশেষ। 'আকরোট পেস্তা বুঝানী চলগোজা।' *ফয়জুন্নেস*, ১৮৭৬।

চলচল [ধন্য] বি জলস্রোতের শব্দ। 'শোন চলচল ছলছল সদাই গাহিয়া চলছে জল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চলচিহ্ন [স] চলচিত্ত। ১ *বিশ* বিচলিত। 'আজ আপনাকে নিত্যন্ত চলচিত্ত দেখিবেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিশ* উদ্ভ্রিষ্ট। 'যিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

চলচিত্ত [স] বি অস্থির মন। 'যেটা তার চলচিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চলচিত্র [স] বি চলমান ছবি। 'চলচিত্র ছাড়া তার যথার্থ চিত্র হতেই পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চলচিত্রশালা [স] বি সিনেমা হল। 'প্রত্যেক জেলায় চলচিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

চলচিত্রশিল্পী [স] বি চলচিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'ঢাকার চারুকলাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চলচিত্রশিল্পী, কুশলী ...।' *বেগম*, ১৯৭২।

চলচ্ছিত্র [স] বি চলার ক্ষমতা বা শক্তি। 'জগদীশ! আমাদের ... চলচ্ছিত্র রহিত কর।' *মহাররক্ষ*, ১৮৮৫।

চলচ্ছবি [স] বি চলচ্চিত্র। 'চলচ্ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল আপামের চেহারা।' শ্যামসুল, ১৬৬২।

চলৎ [স] বি চলচ্চিত্র। 'পদবিশিষ্ট কিজন্য চলৎশক্তিহীন হয়, গুটিপোকা কিরূপ নিজ লালায় বন্ধী হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চলৎপ্রবাহ [স] বি চলন্ত ধারা। 'স্বাভবের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চলৎশক্তি [স] বি চলার ক্ষমতা বা শক্তি। 'আমি চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া আছি ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

চলৎশক্তিহীন [স] ১ বিগ লোকেরা করতে পারে না এমন। 'পদবিশিষ্ট কিজন্য চলৎশক্তিহীন হয়, গুটিপোকা কিরূপ নিজ লালায় বন্ধী হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিগ স্থবির। 'উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চলতা বি গতিশীলতা। 'ক্রিয়া উদ্যমশীল সেনাবাহিনীর মতো ভাষার চলতা ধর্মকে রক্ষা করে।' হাই, ১৯৫৪।

চলতি, **চলতী** [স চলিত] ১ বিগ প্রচলিত। 'এ তরজা করিয়াছি চলতি কথার দ্বারা।' মিলার, ১৭৯৭; 'ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চলতী নবত ছিল।' হুতোম, ১৮৬১; 'ইংরাজিতে একটি চলতি কথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিগ চলন্ত। 'বেদ্যবাটার ঘাটে থেয়া কিংবা চলতি নৌকা ছিল না।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'চলতি ছবি পরে চোখের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বি প্রচলন। 'সে সময়ে কেরোসিন তেলের চলতি হয় নাই।' মহাররফ, ১৮৯০। ৪ বিগ যৌথিক। 'চলতি ভাষার রূপ নানা জেলায় নানা রূপ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বিগ বিধে বিধি হয় এমন। 'আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলো গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে।' নজরুল, ১৯২৭। ৬ বিগ জনপ্রিয়। 'তারা হল ... বহুভাষার চলতি লেখক।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৭ বিগ প্রামাণ্য কথা। 'যদি তোমার চলতি কথা, আর-একটা চলতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৮ বিগ মুখে মুখে ফেরে এমন। 'চলতি ধবর - বলতি ধবর - উড়ে খবকী জঙ্গীম, ১৯৩৩।

চলতি অর্থে ক্রিয়বিধ সাধারণভাবে। 'চলতি অর্থে যা বোঝায় তার সাথে তার কোন সম্পর্কই কখনো থাকে নি।' উত্তর, ১৯৬৮।

চলৎবেগ [স] বি চলন্ত বেগ। 'আপন ছন্দস্পন্দনের চলৎবেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান করে তুলছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চলন [স] ১ বিগ চঞ্চল। 'চরণ চলন গতি লোচন পাব/ লোচনক ধৈরজ পদক্ষেপ জাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০। ২ বি ভঙ্গি। 'ধানশী নটিকা আর কদোর চলন।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৩ বিগ বর্তমানে প্রচলিত। 'চলন ১১০০ এগারো সত তরু।' মেয়র্স, ১৭৫৬। ৪ বিগ চলতে থাকা। ওর্সা, ১৭৮৫। ৫ বি আচারব্যবহার। 'ইহার কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক ... ইংরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীম ভক্তি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৬ বি চালু। 'অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃষ্টিমান জন্মাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৭ বি ব্যবহার। 'ফাসীর চলন উঠিয়া যাইতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৮ বি চলাফেরা। 'তবু তোমার যায় না দেবি তেতু চলন বদলেতো।' লালন, ১৮৯০। ৯ বি প্রচলন। 'মাংসের চলন ছিল না এমন নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চলন-চোলন [স চলন] বি বাহ্যিক স্বভাব। 'ওই মেয়েটির গঠন-গঠন চলন-চোলন ভালো।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

চলনধর্ম [স] বি গতিশীলতা। 'যে জাতির মনের মধ্যে চলনধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে।'

রবীন্দ্র, ১৯১৯।

চলনবলন [স চলন] বি জীবনধারা। 'ভিন্ন জাতীয় চলনবলন অভ্যাস করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চলন ভাষা [স] বি প্রচলিত ভাষা। 'এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না।' রামরায়, ১৮০২।

চলনশীল [স] বিগ চলমান। 'বাতাসে চলনশীল কুলনধর্মী অঞ্জিকের পরমাশ্রয়' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চলনসই [স চলন+আ সওয়া] ১ বিগ কোনো রকমে ব্যবহার করা যায় এমন। 'এমন কি তাশে ফেলে চলন সই জুতো জোড়াতাও খেড়ে আসেন না।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বিগ কাজ চালানোর উপযোগী। 'অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিগ মাঝারি মানের। 'তার কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চলন হওয়া [স চলন] হওয়া। 'সর্বত্র ইংরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে মনুষ্যদিগকে ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

চলনিয়া [স চলন] বিগ চলে এমন। 'অপথে চলনিয়া।' মানোএল, ১৭৪৩।

চলন্ত [স] ১ বিগ চলছে এমন। 'একজন লোক কোনোক্রমে চলন্ত গাড়িতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ বিগ গতিশীল। 'পা-গাড়ীর মত চলন্ত এই দেবতা।' জঙ্গীম, ১৯৩৩। ৩ বিগ নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে এমন। 'এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিস, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৪ বিগ চলমান। 'ওনব সব সুব, চলন্ত দিনরাত্রির মাঝখান দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চলন্তি ভাষা [স চলন্ত+ভাষা] বি চলিত ভাষা। 'অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা-বলা-নিয়ে চলন্তি ভাষা।' অবন, ১৯২৫।

চলবিদল [স চলন] বি এদিক-ওদিক। 'পুরুষের মন স্ত্রীর প্রতিও চল বিচল হয়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

চলমান [স] ১ বিগ চলছে এমন; গতিশীল। 'মাঝখানে পন্ডার চলমান শ্রোতের পরটো বুগিয়ে চলছে দুলাকের শিরী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'চলমান-বেগে প্রাণ-উল্লস' নজরুল, ১৯২৮। ২ বিগ নিত্যনতুন। 'চিরদিন তার শ্রোতে/ বাঁধন-বাহিরে ঘোর চলমান বাসা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চলা [স চল] ১ ক্রি অগ্রসর হওয়া। 'চল ঝাঁট জাই বিকে মধুরা নগর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি গমন করা। 'তবল্লক ছাঁদে বসন পিঁধে সঙ্গে চলয়ে হাঁটি' চঞ্জী, ১৫৫০। ৩ ক্রি বয়ে যাওয়া। 'নিজ অঙ্গ দুই আগে চলে অক্ষুধার।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ৪ ক্রি কাজ হওয়া। 'যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী?' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ ক্রি বিদায় নেওয়া। 'মতি। চললম তবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৬ ক্রি জীবনযাপন করা। 'তবে ধীরেসুস্থে তোমার মতে চলা যেত।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৭ ক্রি সক্রিয় হওয়া। 'পা আর চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ ক্রি ঘোরা; সক্রিয় থাকা। 'খড়িটার মতো - সে চলে ঠিক, বাজে ফুল' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ইয়া ক্রি চলে। 'দাঁহ চলো ক্রি চইয়া গেছে?' গিরিশ, ১৮৮৬। ৯ ক্রি অগ্রসর হও। 'চল ঝাঁট জাই বিকে মধুরা নগর।' বড়ু, ১৪৫০; 'চল চল নন্দ্যেবাস চল সেই ঠাকুর।' বড়ু, ১৪৫০। ১০ইয়া ক্রি চলে। 'মন্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে।' বড়ু, ১৪৫০। ১১ইয়া ক্রি চলে। 'পাগরি বারি টারি করু পীছল চলতহি অঙ্গলি চাপি।' গোবিন্দ, ১৬০০। ১২ইয়া ক্রি চলেতে

ক্রিবিপ প্রচলিত হয়ে। 'মুখে মুখে চলতে চলতে সমাজমনে স্থিতি পায়।' হাই, ১৯৪৭। চলবি কি অঙ্গুর হব। 'সবি অবলম্বনে চলবি নিতিনি খুব খুব সমীপে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চলয়ে কি গমন করে। 'তব্বক হৃদে বসন পিছে সঙ্গে চলয়ে হাঁট।' চঞ্জি, ১৫০০। চললহু কি চললাম। 'রাঁপল কূপ দেখিহি নহি পারল আরতি চললহু ধাঁক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চললা কি চলে গেলো। 'বহুতনে সে পহ চললা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চললি কি চলে গেলো। 'চমকি চললি গেরি চিত্তে নিহরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চলহ ১ কি চলে। 'চলহ রসার পাশে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি চলছে। 'বিনতে ত্যজিয়া গলা চলহ হুরিহে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চলাইয়া-বলাইয়া ক্রিবিপ হাঁটয়ে এবং কথা বলিয়ে। 'বর পক্ষ তাহাকে চলাইয়া-বলাইয়া শেষে চুলের দৈর্ঘ্য মাগিরা ডিসকোয়ালিফায়েড করিয়া ...।' বেগম, ১৯৪৮। চলি কি চলে। 'ধরিহ মোর যুগতী/ রাবার হুয়া সংহতী/ চলি জাইহ মুরার হাটে।' বড়, ১৪৫০। চলিআ কি চলে যায়। 'কালু ডোহি বিবাহে চলিআ।' চর্য ১৯, ১২০০। চলি চলি ক্রিবিপ যাই-যাই। 'তুমি চলি চলি করছ কেন?' গিরিশ, ১৮৮৭। চলিত কি চলতো। 'দুলা চলিত জেন কুঞ্জরগমিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০। চলিতে চলিতে ক্রিবিপ প্রতি পদক্ষেপে। 'চলিতে চলিতে তোর স্নুস্নুগু বাজে।' বড়, ১৪৫০। চলিতে চলিতে ক্রিবিপ একটু একটু করে এগোনোর ভঙ্গিতে। 'এক বৎসরের একটি শিশু, চলিতে চলিতে, চলিতে চলিতে ... সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। চলিব কি যাবো। 'নিচয় চলিব আমি করিতে সন্ধ্যাসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। চলিবাতে কি চলার জন্যে। কালসে, ১৭৮৮। চলিবেক কি চালু থাকবে। 'পাঠশালা কেবল সাধারণ লোকের কৃপাশালা চলিবেক।' জ্ঞানযেষণ, ১৮৩৪। চলিয়া কি চলে। 'নেই ইচ্ছা তেন কর মুক্তি যাঙ চলিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। চলিল কি চললো। 'চলিল কালু মহাসুহ সাধে।' চর্য ১৩, ১২০০। চলিলা কি চললো। 'বসুল চলিলা তবে কাহ করি কোলে।' বড়, ১৪৫০। চলিলাঙ কি গেলাম। 'তোমা সবর আছা বিনে চলিলাঙ বৃন্দবন্দু, কুজদাস, ১৫৮০। চলিলী কি চললো। 'আশুত চলিলী মেরি সুন্দরি নাভিনী।' বড়, ১৪৫০। চলিলেক কি চললো। 'এত সুনি চলিলেক বির ধনঞ্জয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চলিলেন কি চললেন। 'এত বলি মিশ্র চলিলেন কাঞ্চিগুণ্ড।' বৃন্দা, ১৫৮০। চলিলৌ কি চললাম। 'হরি হরি কিসকে চলিলৌ বাড়ায় মথুরা নগর।' বড়, ১৪৫০। চলিলৌ কি চললাম। 'চলিলৌ তাহার উচিত পাও ফলে।' বড়, ১৫০০। চলিহ কি যাও। 'আমার মন্দিরে থাক না চলিহ পুর।' মুকুন্দ, ১৬০০। চলিহলি কি যোগো। গমন কোরো। 'সবি সব সঙ্গে করি চলিহলি রাধা।' বড়, ১৪৫০। চলী ভেলী কি যাত্রা করলো। 'চলী ভেলী চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে।' বড়, ১৪৫০। চলু কি চলে। 'সবি লখি আনন্দ চলু বরনারি।' শেখর, ১৬০০। চলে ১ কি হাটে। 'কাটিতে কীকিনি চলে মন্দ গতি।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি গমন করে। 'অন্ধ বোড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি নচড় হু। 'সুমেরু-পর্বত যদি চলে তথাপি মহাত্মা জনের বাক্য চলিত হয় না।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১০। চলেহ কি যাচ্ছে। 'একা সো যুবতি, চলেহ কোথা।' মদনমোহন, ১৮৩৪। চলো কি গমন করে। 'নিজ নিকতনে সকলে চলো।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। চল্লম কি গেলাম। 'এখন চল্লম।' উমেশ, ১৮৫৭। চল্লো কি গেলো। 'বই পড়ে সচ্ছন্দে রত্নমানুষ বে কতো চল্লো।' উমেশ, ১৮৫৭। চল্যা কি চলে। 'গণেশের কাছে পুনঃ আশু চল্যা যাকু।' তেজক, ১৬৫০।

চলাচল [স চল>] ১ বি গমনাগমন। 'নহি ছিল ছিটি আর ন ছিল চলাচল।' রামাই, ১৭১০। ২ বি চলাফেরা। 'তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বি জীবনযাত্রার ধন। 'একটা

ছেলে হলে সাকেরের চলাচল বদলে যেত।' শওকত, ১৯৫৮।

চলাচলি [স চল>] বি জীবন-জীবিকা। 'আপনার কাছে চলাচলতির কোন একটা উপায় হয়।' বিজুতি, ১৯৩৮।

চলা-পথ বি হাঁটার পথ। 'পাথরবান চলাপথের উপর স্লো পড়তে ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

চলাফিরা, চলাফেরা [চলা+হি ফেরনা] ১ ক্রিবিপ যোরাযুরি। 'সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠেনি, পর্বত চলাফেরা করে বেড়ায়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি হাঁটাইটি। 'নানা ভঙ্গিতে চলাফেরা করে বেড়াই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি চলাচল। 'যে-পথে চলাফেরা বন্ধ সে-পথে বাস জন্মায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৪ বি ওঠা-বসা। 'লাট সাহেবের সাথে চলাফিরা করব।' মনসুর, ১৯৫৫।

চলাবলা [চলা+বলা] বি হাঁটা চলা ও কথাবার্তা। 'ঠমক ঠমক করে করে চলাবলা।' ভবানী, ১৮২৮।

চলায়মান [স] বিপ চলন্ত। 'চলায়মান রং রেখা রূপ ও ভাব।' অবন, ১৯২৫।

চলা-হাঁটা বি চলাফেরা। 'যখন বেঁচে ছিলেন তখনও চলা-হাঁটা করতে পারতেন না।' মিলন, ১৯৫৩।

চলাহীন [চলা+স হীন] বিপ স্থির। 'নিজেরে বরায়ে চল চলাহীন বেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চলে যাওয়া ১ ক্রি স্থান ত্যাগ করে যাওয়া। 'দেখ রে সবাই চলেছে বাহুরে পবাই চলিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'আর কতদিন কাটিবে এমন সময় যে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

চলে-যাওয়া বিপ চলে গেছে এমন। 'চলে-যাওয়া ফাটনের বরা ফুলে ভুই।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

চলে যেতে কি চলতে। 'চলে যেতে চারিদিকে চরণ পড়ে কাঁপা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চলা [চেরা>] বি ফাড়া কাঠের টুকরা। 'হাতের কাছের আমচলাটা দিয়ে সজোরে আঘাত করে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চলাচল [স] বি চরাচর। 'নহি ছিল ছিটি আর ন ছিল চলাচল।' রামাই, ১৭১০।

চলাচল'ত্র চলা'

চলান [ফা চালান] বি চালান। 'সে ছায়ে মোহেরে আমি চলান লয়ছিলাম।' বেগল, ১৭৭০।

চলিত [স] ১ বিপ নচড়। 'সুমেরু-পর্বত যদি চলে তথাপি মহাত্মা জনের বাক্য চলিত হয় না।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিপ প্রচলিত। 'এই হিন্দুস্থানের মধ্যে চলিত আছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বিপ চলমান। 'আর একবার এই চলিত সময়ের।' দীপিকা, ১৮৮৭।

চলিতদন্ত [স] বিপ দাঁত নড়ে গেছে এমন। 'কতকগুলি তরুকেস, গোলাকরা, চলিতদন্ত বৃদ্ধ ... যুবকদিগের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

চলিতনামা [স চলিত+ফা নামাহ] বিপ চটপটে। 'তাই তাকে নামজাদা না হোক, চলিতনামা বলতেই হবে।' অগাউজিন, ১৯৫৫।

চলিত ভাষা [স] বি প্রচলিত প্রামাণ্য ভাষা। 'সকল লোকের সহজে বোধার্থে চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

চলিতা [স] বি স্ত্রী চালু। 'সেই রীতি সর্বত্র চলিতা হইতেছে।' দর্পণ,

১৮২৯।

চলিষ্ [স] ১ বিণ পারদর্শী। 'সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম যোগ্য হইয়া কর্মে চলিষ্'। দর্পণ, ১৮২০। ২ বিণ চলন্ত। 'চলিষ্ রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিতে, মৃত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বিণ গতিশীল। 'তাহারা স্বভাবতই চলিষ্'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চলিষ্কৃত [স] বি প্রস্থান করতে উদ্ভাত এমন অবস্থা। 'মেয়েটির চলিষ্কৃতর কোনো লক্ষণ না দেখিযা ...'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চলোর্মি [স] বি চঞ্চল তরঙ্গ। 'যাদবপতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে'। মাইকেল, ১৮৬১।

চলোর্মি-চঞ্চল [স] বিণ তরঙ্গমুদ্র। 'ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা'। বিভূতি, ১৯২৯।

চল্লিশ [পা চত্বালিস] বিণ চল্লিশ সংখ্যক। 'মূর্খ বলিতে নারে বৎসর চল্লিশে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চল্লিশা বি মুসলিম সমাজে মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর পালনীয় অনুষ্ঠান। 'চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর হেলাম বা চল্লিশা এলো'। মাহেনও, ১৯৪৯।

চল্লিশেক বিণ চল্লিশ জনের মতো। 'আলাজ করি ভূমি বিঘা চল্লিশেক হইতে পারে'। কেরি, ১৮০২।

চশমখোর [ফা] বিণ নির্লজ্জ। 'বেহায়া চশমখোর, তাই কি বেহাই কই'। নজরুল, ১৯৩২।

চশমা [ফা চশমা] বি দৃষ্টিশক্তির সাহায্যকারী কাচনির্মিত যন্ত্রবিশেষ। ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'রামসদয়ের চশমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চশমাখাঁটা [ফা চশমাখ] বিণ চশমা পরিহিত। 'এই পল্লীর ছবি শহরের চশমাখাঁটা চোখের সামনে ধরতে পারবেন?' শরৎচন্দ্র, ১৯৩১।

চশমাধারী [ফা চশমা+স ধারী] বিণ চশমা পরিহিত। 'চৈরি-চশমাধারী যুবক'। শরৎ, ১৯১৭।

চশিমা [ফা চশম] বি চশমা। মানোএল, ১৭৪৩।

চষক [স] বি পানপাত্র। 'চষক যশের রাজা তাহাতে অক্ষয় সুধাপান'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চষা [স চষ] ১ ক্রি চাষ করা। 'তাহার তালুক বসি দামিন্যায় চাষ চষি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ানো। 'কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি'। মুক্তাবা, ১৯৫২। চষি ক্রি চাষ করি। 'তাহার তালুক বসি দামিন্যায় চাষ চষি'। মুকুন্দ, ১৬০০। চষিশো বি চাষ করলো। 'কেহো ভম কারণ হাল চষিশো'। আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

চষা [স চষ] বিণ চাষ করা হয়েছে এমন; কর্ণিত। 'জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৮২।

চষা-ভূ বি কর্ণিত জমি। 'নকলী রাতে চাষার সাথে চষা-ভূয়ের হচ্ছে বিয়ে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

চষে বেড়ানো ১ ক্রি তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা। 'যে কৌপীনবস্ত্র হয়ে বেলাভূমির বালুকা চষে বেড়াচ্ছে'। অন্নদা, ১৯২৮। ২ ক্রি নানা স্থানে ঘুরে বেড়ানো। 'রাভাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি'। বিভূতি, ১৯৩৮।

চশম [ফা চশম] বি চোখ। 'তার উপদেশ হয় চশম বেলপার'। আলোওল, ১৬৮০।

চশমখোর [ফা চশম+ফা খোর] বিণ নির্লজ্জ। বিদ্যা, ১৮৯১।

চশমনামা [ফা চশম] বি তিরস্কার। 'যে লিখেছিল, তার চশমনামাই হল'। লীনবন্ধু, ১৮৬৬।

চশমা [ফা চশমা] বি চশমা। ওর্সাঁ, ১৭৮২; 'কাহারো দন্ত বাহ্যনো, কেহ চশমা ব্যতিরেকে দেখিতে পায়েন না'। ভবানী, ১৮২৮।

চসা [স চষ] ক্রি চাষ করা। 'অষ্ট হালে জ্ঞা ভূমি তথাই চসিল'। মালাধর, ১৫০০।

চস্য [স চ্য] বিণ চুষে খাওয়া যায় এমন। 'সেহ্য পেয় চস্য চর্য্য জত অন্ন বাস্তব'। মালাধর, ১৫০০।

চহকি [হি চমক] ক্রিণিণ চমকি। 'চহকি চহকি দুই স্বপ্নন খেল'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চহ চহ [ফনায়া] বি ফরফর। 'ছোট পানী চহ চহ করপাঠী কে নহি জান'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চা [চি] বি চা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি পানীয়। ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'আমি চা খাইয়া আশীবো'। মিলার, ১৭৯৭; 'আমি চা খাইবার সময়ে নোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চা-আবাদী [চি চা+ফা আবাদ] বিণ চা উৎপন্ন হয় এমন। 'চা-আবাদী জেলাগুলি ম্যালেরিয়া ও কাশাক্ষরের জন্য অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চা-উৎসব [চি চা+স উৎসব] বি চা-সম্পর্কিত উৎসব। 'জাপানে প্রচলিত চা-উৎসব'। রবীন্দ্র, ১৯১৯।

চা-কর [চি চা+স কর] বিণ চা-উৎপাদনকারী। 'বার্মিংহাম রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চা-খানা [চি চা+ফা খানা] বি চা বিক্রি ও পান করার স্থান। 'চা-খানার যে ছেলেটি তাকে ঘৃষি মেরেছিল'। মাহেনও, ১৯৪৯; 'স্বাধীনতা ভূমি চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে কোড়া সংলগ্ন'। শামসুর, ১৯৭২।

চা-খোর [চি চা+ফা খোর] বিণ অতি মাত্রায় চা পান করে এমন। 'ফুলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর'। বিভূতি, ১৯৩৮।

চা-চক্রে [চি চা+স চক্রে] বি চা ও হালকা নাস্তা গ্রহণের অনুষ্ঠান। 'বিদ্যারী ছাত্রীদের এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়'। বেগম, ১৯৭০।

চা-দানি [চি চা+ফা দানি] বি চা দেওয়া হয় যাতে; চায়ের পাত্র। 'অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদনি'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চা-পাত্র [চি চা+স পাত্র] বি চায়ের কাপ। 'অন্নদাবাবু আজ চাপাত্রের মুহূর্ত্ত আখ্যান উপেক্ষা করিয়াছিলেন'। রবীন্দ্র, ১৯০৬।

চা-পানসভা [চি চা+স পানসভা] বি চা-চক্রে। 'মেয়েদের চা-পানসভা বসিত'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চা-পিপাসু [চি চা+স পিপাসু] বি চায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি। 'চাপিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটের পর থেকে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

চা-পেয়লা [চি চা+ফা পিয়াল] বি চা পান করা হয় যে-পেয়লায়। 'ওঠে চা-পেয়লার তলে, বিষম লেগে শোখিনদের চোখ জেলে যায় জলে'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চা-বাগান [চি চা+ফা বাগ] বি যে বাগানে চা জন্মানো হয়। 'তাহাদের চা-বাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রে চাষি, পাট-জোপানে পাইকড়'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চা-বিষ্ণুট [চি চা+ই বিষ্ণুট] বি হালকা নাশতা। 'একসঙ্গে বসে চা-বিষ্ণুটও খান।' সাদত, ১৯৬৭।

চা বৃক্ষ [চি চা+স বৃক্ষ] বি চা-পাতার গাছ। 'ভাঁহার সহকারির সমজিব্যাহারে চা বৃক্ষ রোপণার্থে আসাম দেশে গমন করিয়াছেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

চা-রস [চি চা+স রস] বি চা পাতা থেকে তৈরি পানীয়। 'চা-রস পানে শরীরের জড়তা পরিহার করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চা-সভা [চি চা+স সভা] বি চা পানের অনুষ্ঠান; টি পার্টি। 'চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকর্শন, পিকনিক ইত্যাদি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চা-স্পৃহ [চি চা+স স্পৃহ] বিণ চা-পানে আগ্রহী। 'চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকন্দল চল চল হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

চাঁ প্র চাওয়া

চাইনিজ [হি] বি চীন দেশের অধিবাসী। 'সব চাইনিজে ভরা।' জামায়াত, ১৯৩৭।

চাইর [স চতুরী] বিণ চার। 'কতো নরক আছে? চাইর।' মর্নোএল, ১৭৪৩।

চাইল [স তত্বল] বি চাল; চাউল। 'তুমি গেলে চাইল কলা সব আসে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চাউনি বি চাহনি; নজর। 'কি চাউনি' উমেশ, ১৮৫৭।

চাউর বি গাছবিশেষ। 'পিছনের চাউর গাছের পাতায় পাতায় কী সুশির বিলিমিলি।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

চাউল [স তত্বল] বি চাল। 'বিনি জল চড়াইলো চাউল।' বড়ু, ১৪৫০।

চাউলী [স তত্বল] বি চাল দিয়ে তৈরি লাডু। 'অমলা ফেলিয়া মুকুণ্ড গুড় চাউলী।' কেডকা, ১৬৫০।

চাওন বি চাওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

চাওয়া ১ ক্রি দেখা। 'এহি চিহ্নে কাহাঙ্কিহে চাইহ গোহুসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রত্যাশা করা। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ ক্রি চাহিদা জানানো। 'দাও দাও বলে সকলি যে চাস, জঠর ভুলিছে ঘুচে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি দেখা। 'কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৫ ক্রি তাকা; দেখা। 'আয় রে বাহা কোলে বসে চা মোর মুখপানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ ক্রি তাকাও; দেখা। 'আদর্শ উদয় ভৈল আবি মেলি চাখ।' মালাধর, ১৫০০। ৭ ক্রি প্রত্যাশা করি। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৮ ক্রি তাকাই। 'কাছে করি জসোদা পুত্র মুখ চাই।' মালাধর, ১৫০০। ৯ ক্রি তাকিয়ে। 'কারের পুতলী বেরায়ে চাই।' দ্বিজী, ১৬০০। ১০ ক্রি চায়। 'অভেব করিতে চাই বিজ্ঞের বন্দনা।' রূপরায়, ১৭৫০। ১১ ক্রি চাই না। 'আমি বেশী চাইনি, শুধু মাগী বশ করা অমুখটা আমায় শিখিয়ে দাও।' গিরিশ, ১৮৮৭। ১২ ক্রি চাইয়। 'কান্দে সতে গোবিন্দ চাইয়া।' মালাধর, ১৫০০। ১৩ ক্রি চাইয়। 'এহি চিহ্নে কাহাঙ্কিহে চাইহ গোহুসে।' বড়ু, ১৪৫০। ১৪ ক্রি চায়। 'বসিল তরুর ছাএ/ ঘন কুমু মুখ চাএ।' বড়ু, ১৫৭০। ১৫ ক্রি তাকাও। 'শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও।' বিজয়, ১৬৫০। ১৬ চাওনিয়া বিণ চায় এমন। মর্নোএল, ১৭৪৩। ১৭ চাক ক্রি তাকাও। 'নেস্তে ধরি-দেই পাক সিংহ ফিরে চাক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১৮ চাওনি ক্রি চাহিয়া; চেয়ে। 'রহে পথ পান চাওরা।' দ্বিজী, ১৬০০। ১৯ ক্রি তাকান। 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্বত্র গতাগতি।' ভারত, ১৭৬০। ২০ চাঙ্কি ক্রি চায়। দিবে রাত্রি খেতে চাঙ্কি।' গুণ, ১৮৫৮। ২১ চায়ে ক্রি

দেখবে। 'কে চাবে মুখের পানে কেবা দিবে দানা।' গরীব, ১৭৬৫। ২২ চায় ক্রি তাকায়। 'আপাদমন্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়।' দীপ্তী, ১৫৫০। ২৩ ক্রি চেয়ে। 'তোমার সে আঙা পায়্যা সকল সংসার চায়া।' মালাধর, ১৫০০। ২৪ ক্রি চায়। 'দুই ভাই চায়া সীতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২৫ ক্রি তাকাও। 'হে ডেরব শক্তি দাও ভক্তপানে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২৬ ক্রি চেয়ে। 'ফিরে চেএ দেখি ফের নাথি সেরাবর।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২৭ চেয়ে ১ ক্রি বিণ ধার ক'রে। 'শেষে না কুল্যায় কড়ি আশিলাম চেয়ে।' ভারত, ১৭৬০। ২ ক্রি তাকিয়ে। 'অকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২৮ চোহো ক্রি চেয়ে। 'খোকা বলে আপনার পানে তুমি চোহো/ মা যে কেন ভালোবাসে/ বোঝে না তা কেহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চাই-ই-চাই ক্রি অবশ্যই প্রত্যাশা করি। 'ইসপার কি উপসার! তার চানভানুকে চাই-ই-চাই।' নজরুল, ১৯৩১।

চেয়ে চিত্তে ক্রি বিণ যাচরা ক'রে। 'তুমি চেয়েচিত্তে যে প্রকারে পার, আনিয়া খাও।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চেয়ে চেয়ে ক্রি বিণ তাকিয়ে থেকে। 'সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

চাওয়াচাওরি বি পরস্পরের প্রতি অর্থবোধক দৃষ্টিপাত। 'দুইজনে একটু চাওয়াচাওরি করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

চাওয়া-চিঠা বি ইচ্ছা ও প্রার্থনা। 'তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিঠা নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চাওয়া-চিঠা বি ইচ্ছা ও প্রার্থনা। 'তার পরে ভিক্ষুকের চাওয়া-চিঠা নেই -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চাওয়া বি দেখা। 'কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

চাং [যা চকলাহ, শব্দসংক্ষেপ] বি চাকলা। 'চাং বর্দ্ধমান পরগণে বাগিচাডি মৌজে।' ওর্সা, ১৭৭৯।

চাং [স তত্বল] বি বাঁশ বা কাঠের তৈরি ঘরের মাচা। 'শক্রে রূপা আনলো পেড়ে চাং হতে তার সড়কিখানা।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

চাঁই [স চক্ষ] বি প্রধান নেতা। 'সেপাইরা ... নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে।' হুতাম, ১৮৬১।

চাঁই [যা চাক] বি দেশা; টুকরা। 'বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ভরা।' বিভূতি, ১৯৩১।

চাঁই [স চা] বি বাঁশের শলার তৈরি মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ। 'জোয়ানকাল গভীর পানিতে চিৎকির চাঁই পেতে অভ্যস্ত।' জালাউদ্দিন, ১৯৭১।

চাঁওড় বি চোঁটা। 'একটুকু চাঁওড় করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' নজরুল, ১৯৩১।

চাঁচ [হি চাঁচনা] বি চাটাই; দরমা। 'শশে ছাওয়া চাঁচের বেড়ায় গ্রামেরই চিরন্তন নিজস্ব নীড়।' মানিক, ১৯৩৬।

চাঁচড়া [স চচ্চরী] বি ছোটো বাগুড়। মর্নোএল, ১৭৪৩।

চাঁচনি [হি চাঁচনা] বি চেঁচে তোলা অংশের ন্যায় সূক্ষ্ম আকৃতি। 'চাঁদ একটুখানি চাঁচনি থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর ...।' অবন, ১৯২৫।

চাঁচর [স চচ্চরী] বিণ কুঞ্জিত। 'কাল কাহাঙ্কি চাঁচর কেশে।' বড়ু, ১৪৫০।

চাঁচরী [হি চাচরা] বি হিন্দুদের হোলি উৎসব। 'চাঁচরী খেলাও মোএ যমুনার

কুলে।' বড়, ১৪৫০।

চাঁচা [হি চাচনা] ক্রি মশ্ণ করা। 'সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুই মুঠী।' বড়, ১৪৫০।

চাঁচা [হি চাচা] বি চাচা। 'চাঁচা ফুফা ডাকে জোলা অতি তুরাতরি।' বিজয়, ১৬৫০।

চাঁচা [হি চাচনা] ১ বিণ সুকামল। 'মাজা-গলা চাঁচা সুর অল্পদে ভগ্নব।' সুকুমার, ১৯১৮। ২ বিণ তীক্ষ্ণ। 'টেড়িকাঁটা যুবক হাসিমুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে।' প্রমথ, ১৯১৮।

চাঁচাছোলা [হি চাচনা] ১ বি মশ্ণ করার কাজ। 'বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ গৌরদাড়িহীন। 'সোমনাথের চাঁচাছোলা মুখটি ছিল ঘড়ির ... মতো।' প্রমথ, ১৯১৫। ৩ বিণ স্পষ্ট। 'মুখের উপর চাঁচাছোলা ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন।' নজরুল, ১৯২২।

চাঁচা মাজা [হি চাচনা] বিণ মশ্ণ। 'দাড়িগোফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকা শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চাঁছা [হি চাচনা] ১ ক্রি কামানো। 'অপন মুর অপনে হম চাঁছল দোখ দিব গএ কাহি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'গুরু কন তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা।' নজরুল, ১৯২৬। ২ ক্রি অস্ত্রের সাহায্যে উপরের আবরণ মশ্ণ করা। 'শিলায় সানায়্যা বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঁছাছোলা [হি চাচনা] বিণ রূঢ়। 'তন্তের সিদ্ধান্তের মত হাঁটাছোঁটা, চাঁছাছোলা, আঁচাট-বাঁধা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চাঁছাপোছা [হি চাচনা] বিণ বন্ধককে; ধুয়েমুছে পরিষ্কার-করা। 'বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাঁছাপোছা নতুন?' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চাঁছি [হি চাচনা] বি দুয়ের গুরু অবশেষ, যা গাথ থেকে চেঁছে তুলতে হয়। 'দুখের চাঁছি গুথছে মাছি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

চাঁট [স চপেট] বি মুখরোচক খাবারবিশেষ। 'চাঁট ও চাঁটু-চায়েরই নাতনি।' নজরুল, ১৯৩০; 'বাল মেটিলির চাঁট আর এক নম্বর বাংলায় সফোটা বেশ গুলজার হয়।' সুবীল, ১৯৭০।

চাঁটি [স চপেটা] বি করাঘাত। **চাঁটি মারা** ক্রি করতল দিয়ে হালকা আঘাত করা। 'পাত হয়ে পাত লয়ে তোলে মারি চাঁটি।' গুণ, ১৮৫৮।

চাঁড় ইষর বি গাছবিশেষ। 'চাঁড়-ইষর মূল নৌকায় বাকিয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঁড়াল [স চতাল] বি (অপকর্মমূলক) সামাজিক মর্যাদাহীন হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; চতাল। 'চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুঠী ওঁড়ী।' ভারত, ১৭৬০।

চাঁড়ালনী, **চাঁড়ালগী** [স চতালিনী] বি (অপকর্মমূলক) চতাল নারী। 'বেদিনী, মুদিগী, চাঁড়ালগী, কলুগী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন।' মশাররফ, ১৮৬৯; 'চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

চাঁদ [স চন্দ্র] ১ বি চন্দ্র। 'সংগুন পুনরীচাঁদ তোছোনার বদন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি (বাউল) মনের মানুষ। 'অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়।' লালন, ১৮৯০। ৩ বিণ প্রিয়। 'চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলিকে জুড়াই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি আদরনীয় বস্তু। 'দ্যাবলগাণিতির স্পর্শমণির স্পর্শে সন্তুষ্ট অনায়া সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বি চন্দ্রমাস। 'অনেক চাঁদ আগেকার কথা।' বিভূতি, ১৯৩৩।

চাঁদ চুমানো বিণ জ্যোত্স্নাকে পরিস্রুত করা হয়েছে এমন।

'কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুমানো মুখ।' নজরুল, ১৯২৮।

চাঁদজাণা বিণ জ্যোত্স্নাময়ী। 'সেই চাঁদজাণা রাতে সৈয়দবাদি থেকে ফেরার সময় ...।' কায়সার, ১৯৬৫।

চাঁদপানা, **চাঁদপানা** [স চন্দ্র] বিণ চাঁদের মতো। 'চাঁদপানা মুখখানা দেখে তুলে পেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'ওর চাঁদপানা মুখ।' নজরুল, ১৯৩০।

চাঁদপাশা [স চন্দ্র] +হি পশা বি চাঁদের ফালির আকৃতিবিশিষ্ট পাঁচকড়ি টুপিবিশেষ। 'মাথায় চিকনিয়া চাঁদপাশা টুপি।' ইমদাদুল, ১৯২০।

চাঁদ কোটা ক্রি জ্যোত্স্না বিকুরিত হওয়া। 'আকাশে ঢেউ লেগেছে/ চাঁদ ফুটেছে চাঁদের গায়।' ক্ষীরোদ, ১৯২৫।

চাঁদবদন [স চন্দ্রবদন] বি চাঁদের মতো উজ্জ্বল গোল মুখ। 'যে না দেখে সে চাঁদবদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চাঁদবরগী [স চন্দ্রবর] বিণ চাঁদের মতো গায়ের রংবিশিষ্ট; ফরশা। 'চান করে কে চাঁদবরগী।' ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

চাঁদমালা [স চন্দ্রমালা] বি শোলা বা রাংতা দিয়ে তৈরি চাঁদের মতো মালা। 'ধবল বর্ণের চাঁদমালা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চাঁদমুখ [স চন্দ্রমুখ] বি চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'আর না দেবির চাঁদমুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঁদখোলা [স চন্দ্র+স হাস] বিণ চাঁদের আলায়ে উজ্জ্বল। 'ফলফুল গুলগুলাশোভিত চাঁদখোলা রজনীর শুক্লভাষ্য পূর্ণ।' নজরুল, ১৯৪১।

চাঁদের কর বি জ্যোত্স্না। 'খেলি চকোরের সনে, মেখে চাঁদের কর।' গিরিশ, ১৮৮৩।

চাঁদের ফুল বি জ্যোত্স্না। 'চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

চাঁদের বুড়ি বি চাঁদের গায়ে দেখা-বাওয়া কল্পিত বুড়ি। 'মনপবন আর চাঁদের বুড়ি মিলে কেমন যেন ...।' জীবন, ১৯৪৮।

চাঁদের ডুক বি ভ্রম মতো বাকা চাঁদ। 'কেন কলঙ্ক টিপে চাঁদের ডুক ভাঙিলে।' নজরুল, ১৯২৮।

চাঁদের হাট বি সৌন্দর্যের সমাবেশ। 'কর-নখ চাঁদের হাট বংশী উপর করে নাট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চাঁদওয়া [স চন্দ্রাতপ] বি শামিয়ানা। 'মোটা রূপার ভাগর উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চাঁদন [স চন্দন] বি চন্দন। 'চাঁদ চাঁদন ডেল আণী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চাঁদনি, **চাঁদনী** [স চন্দ্রিকা] বিণ জ্যোত্স্না। 'দামিনি বেচলি চাঁদনি বেশি।' জ্ঞান, ১৬০০; 'চাঁদনীর পোনেরো দিন সন্ধ্যার পর আলো জেলে ভাত খান না।' হতেম, ১৮৬১।

চাঁদনি-চক বি রূপের হাট। 'ওপে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনি-চক।' নজরুল, ১৯২৮।

চাঁদনী-চর্চিত [স] বিণ জ্যোত্স্নালোচিত। 'এমনি এক চাঁদনী-চর্চিত যামিনী।' নজরুল, ১৯২২।

চাঁদমারি বি লক্ষ্যবস্ত; নিশানা। 'অব্যর্থলক্ষ্য শব্দটি সরাসরি চাঁদমারি বিদ্ধ করে।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

চাঁদা [ফা চান্দা] ১ বি বিশেষ কাজের জন্যে সংগৃহীত অর্থ। 'উকীলেরা চাঁদা করিয়া পাঁচ হাজার টাকা জমা করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি কোনো সংস্থার সদস্য হিসেবে নিয়মিত প্রদত্ত অর্থ। 'টাকাটা

শ্রেণীভিত্তিক আসোনিয়াশ্যানে চাঁদা দিতে পারিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চাঁদা-আদায় কার্য বি চাঁদা সম্বন্ধের কাজ। 'পতিত ভারতের চাঁদা-আদায় কার্যে ব্যস্ত হিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চাঁদাওয়ালা। ফা চান্দাহ+হি ওয়ালা। বি চাঁদা সম্বন্ধকারী। 'হিরুজি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চাঁদাঢ়ি। [স চন্দ্র+স চোর] বি চাঁদার নামে চুরি। 'হিতসাধনী সন্তার চাঁদাঢ়ি কাণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চাঁদার খাতা বি চাঁদা আদায়ের হিসাবের খাতা। 'চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চাঁদার খাতা খোলা কি চাঁদা তোলা শুরু করা। 'ভারতমাতার তরে হবে খুলতে চাঁদার খাতা।' অমৃত, ১৯০০।

চাঁদা সাধা কি চাঁদা ভিক্ষা করা। 'তখন কি ছারে ছারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চাঁদাশ্রুপ ক্রিয়বি চাঁদা হিসেবে। 'গ্রামবাসীদিগকে চাঁদাশ্রুপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

চাঁদা^১ [স চন্দ্র+] বি ছোটো রূপালি মাছবিশেষ। 'টোঙা মৌরান পুটি বেলে আর চাঁদা।' শুভ, ১৮৫৮।

চাঁদা^২ [স চন্দ্র] বি চাঁদ। 'কোন গণনে মেঘের কোণে/ লুকায়ে কোন চাঁদা রে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চাঁদাকাঁটা [স চন্দ্র+স কটক] বি কাঁটামুক্ত গাছবিশেষ। 'চাঁদাকাঁটা বেতকাঁটার ঠাসবনান।' জীবন, ১৯৪৮।

চাঁদি [স চন্দ্র+] ১ বি মাথার তালু। বিদ্যা, ১৮৯১: 'চাঁদি-ফাটা রোদ্দুরের তাপে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি রূপা। 'আজিকের দুয়ারে নাই চাঁদির কবাব/ মোতির কবরপোষ আর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

চাঁদিফাটা [চাঁদি+ফাটা] বিণ অভ্যস্ত প্রথর। 'চাঁদি-ফাটা ঘোড়ার তাপে।' নজরুল, ১৯২৭।

চাঁদিনি, চাঁদিনী [স চন্দ্রিয়া] ১ বিণ জ্যোৎস্নাময়ী। 'তবে সেখা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি জ্যোৎস্না। 'যেখানে বনের কাছে বনদেবতার নাচে/ চাঁদিনিতে রনুঝনু নুপুরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি জ্যোৎস্নাময়ী রাত। 'তার চোখে চেয়ে হ্রান হয়ে যায় গো চাঁদিনী।' নজরুল, ১৯৩২।

চাঁদিনী রাত [স চন্দ্রিয়া+স রাত] বি জ্যোৎস্না-রাত। 'গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুপা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চাঁদিম [স চন্দ্রিয়া] বিণ জ্যোৎস্নাময়। 'প্রসন্ন আকাশ চাঁদিম রাতি।' সুকুমার, ১৯২০।

চাঁদিমা [স চন্দ্রিয়া] ১ বি চাঁদ। 'আমাদের তরে উঠে রে তপন/ আমাদের তরে চাঁদিমা ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ বি চন্দ্রকিরণ; জ্যোৎস্না। 'এই চাঁদিমা-গর্বিত যামিনীর সম্মুখ বন্ধ ব্যেপে ...।' নজরুল, ১৯২২।

চাঁদিমা-গর্বিত বিণ জ্যোৎস্নায় উজ্জাসিত। 'এই চাঁদিমা-গর্বিত যামিনীর সম্মুখ বন্ধ ব্যেপে ...।' নজরুল, ১৯২২।

চাঁদুয়া [স চন্দ্রিয়া] বি চাঁদোয়া। 'ধবল চাঁদুয়া খাট।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চাঁদোয়া [স চন্দ্রিয়া] বি শামিয়ানা; আচ্ছাদন। 'চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চাঁদ [স চন্দ্র] বি চাঁদ। 'দশনে দশ চাঁদ ভাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঁদমুখ [স চন্দ্রমুখ] বি চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'ডুঙ্গারে পাখাল

চাঁদমুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঁপদাড়ি [ফা চাঁপীদান] বিণ চাঁপদাড়ি। 'তুরাণি যোগলঘটা, চাঁপ দাড়ি মেতীকাটা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চাঁপদেড়ে [ফা চাঁপীদান+] বি সমস্ত চিবুক ও চোয়ালজোড়া দাড়ি চাঁপেছে এমন ব্যক্তি। 'একবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে।' শুভ, ১৮৫৮।

চাঁপা [স চন্দ্রক+] ১ বি চাঁপা ফুলের গাছ। 'কুন্দক চাঁপা নাগেশ্বর।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি এক জাতের কলা। 'চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'ভার দশ দধি কলা চাঁপা মস্তমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঁপাকলা [চাঁপা+কলা] বি কলাবিশেষ। 'চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চাঁপাকলি [চাঁপা+কলি] বিণ চাঁপাফুলের কলির মতো। 'চাঁপাকলি স্বর্ণমালা হাঁসলি রূপার।' ভবানী, ১৮২৫।

চাঁপাকুড়ি [চাঁপা+স কোরক] বি চাঁপা ফুলের কুড়ি। 'চাঁপাকুড়ি দেখিতে রূপসে।' বহু, ১৫৭০।

চাঁপাগাছ [চাঁপা+স গাছ] বি চাঁপা ফুলের গাছ। 'এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চাঁপাবরণ [স চন্দ্রকরণ] বিণ চাঁপা ফুলের মতো রঙিন। 'চাঁপাবরণ লম্বুতিনখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চাঁপা-রঙ [চাঁপা+স রঙ] বি চাঁপা ফুলের রং। 'চাঁপা-রঙের গামছা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চাঁপার পেয়ালা [চাঁপা+ফা পিয়লাহা] বি চাঁপা ফুলের গন্ধরূপ পেয়ালা। 'যে সুর চাঁপার পেয়ালা ভরে দেয় আপনারে উজাড় করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

চাঁপালতা [চাঁপা+স লতা] বি চাঁপা ফুলের গাছ। 'তমালতরু চাঁপালতার মতো জড়িয়ে কত জনম হল গত।' নজরুল, ১৯৩৫।

চাঁপালি [স চন্দ্রক+] বিণ চাঁপা ফুলের রঙের মতো। 'নিজের মনের রঙ মেলাবার বাটিতে/ চাঁপালি খড়ির মাটিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চাঁমঠলি [স চর্ম+] বি চামড়ার চক্কর। 'চাঁমঠলি ঢাকি আঁবি লইল সয়চান পাখি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঁমর [স চমর] বি চমরী গোবর লেজ। 'আশে পাশে পড়ে খেত চাঁমরের বা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাক^১ [স চক+] ১ বি মাটির বাসনপত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত কুমারের গোলাকার চাকা। 'সেই বায়ে ফিরে যেন কুমারের চাক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মৌচাক। ওসা, ১৭৮২: 'কিছু মৌমাছির মত, ... যে ছানে চাক আছে তাহার চারিদিকে বেটিয়া উড়িত।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি সজ্জা। 'সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বান্ধিয়া তুলিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চাক-নাড়া [চাক+নাড়া] বিণ মৌচাক থেকে উৎক্ষিপ্ত। 'মাথার চতুর্দিক হতে রাজ্যের বাংলা কথা চাক-নাড়া মৌমাছির মতো মুখছারে ভিড় করে ছুটে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চাকনাশক [চাক+স নাশক] বিণ মৌচাক ধ্বংসকারী। 'মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখ'। দর্পণ, ১৮২১।

চাকভরা [চাক+ভরা] বিণ চাকবাখা। 'একটি চাকভরা বোলতার দল আমার এই ঘরে অংশী।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

চাকভাঙা [চাক+ভাঙা] বিণ চাকহারা। 'চাকভাঙা যত ভীমরূপ এসে/

বাত করিছে কুচিঁমুলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

চাকচাক্য [স] বি চাকচিক্য। 'সড়কীর অগ্রভাগের চাকচাক্য।' মশাররফ, ১৮৯০।

চাকচিক্য [স চাকচাক্য] ১ বিণ উজ্জ্বল। 'হুল চাকচিক্য শরীর ও উদার স্বভাব।' মুতাজ্জয়, ১৮১৩। ২ বি জাঁকজমক। 'ইহাদিগের বেশের চাকচিক্য ও বাণিজ্যবহুর আর পরিসীমা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

চাকচিক্যময় [স চাকচাক্যময়] বিণ জাঁকজমকপূর্ণ। 'চাকচিক্যময় টেবিলে বসে লেখনীর চোটে পিছিয়ে পড়া কোঠাসা নারী জাতিকে জাগানো যায় না।' বেগম, ১৯৫২।

চাকণ চিকণ [স চিকণ, ফা চিকীন] বিণ উজ্জ্বল; চাকচিক্যপূর্ণ। 'তাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাড়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

চাকতি [স চক্র] বি চাকার মতো গোল বস্তু। 'এই চাকতির ঝাকতি ছিল না এ জীবনে কোনোদিন।' নজরুল, ১৯৪১।

চাকতি নিক্ষেপ [স চক্রনিক্ষেপ] বি খেলাবিশেষ। 'চাকতি নিক্ষেপ।' বেগম, ১৯৭০।

চাকলিআ বি বুনা ছোটো গাছবিশেষ; চাকুন্দা। 'চাকলিআ কাসলিআ নিসন্ধ্যা ভেলা পোরোকচালি কাটে কাসীমলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাকভাঙরি [স চক্র-ভ্রম] বি চক্রাকারে ভ্রমণ। 'লেখে ধরি ফিরায়ে তারে চাকভাঙরি।' মালাধর, ১৫০০।

চাকমা বি নু-গোষ্ঠীবিশেষ। 'রাজবংশী, চাকমা, জুমিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষ।' এনামুল, ১৯৫৫।

চাকর [ফা] ১ বি গৃহভূতা। 'চারিদিকে রয়ে জত নফর চাকর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বেতনভোগী কর্মচারী। 'বিবি রাযের চাকর সিবু সরকারের কাণ্ডে জমা করিয়া দিলেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

চাকরবাকর বি ভূতা এবং ভূতা শ্রেণীর কর্মচারী। 'চাকর চাকর যারা, ধনে বশ হবে তারা।' ভবানী, ১৮২৫।

চাকর চাক

চাকরান, চাকরাণ [ফা চাকরান] বি চাকর অথবা কর্মচারীকে ভরণ-পোষণের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। 'চাকরাণ জমিভোগী বেহালাদিগের বাগিতে লোক ছুটিল।' মশাররফ, ১৮৯০; 'চাকরান।' বিদ্যা, ১৮৯১।

চাকরানভোগী [ফা চাকরান+স ভোগী] বি বেতনের পরিবর্তে নিষ্কর ভূমি প্রভৃতির সুবিধাদি ভোগ করে যে। 'কাজের জন্য চাকরানভোগী হিসেবে খেতাব পেয়েছিল।' তারা, ১৯৪৬।

চাকরানি, চাকরানী, চাকরাণী [ফা চাকর] বি স্ত্রী গৃহপরিচারিকার কাজ করে এমন নারী। 'চাকরানি।' ওর্সা, ১৭৮৫; 'কোন বাবু আইলে ভাহাকে বহু সমাদরে ঘরে বসাইয়া চাকর ও চাকরাণীকে কহিয়া দিবা ...।' ভবানী, ১৮২৮; 'অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরাণী রাখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চাকরাণী মহল [ফা চাকর+আ মহল] বি চাকরানিরা থাকে যে জায়গায়। 'সুশোখিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

চাকরি, চাকরী [ফা চাকরী] ১ বি বেতনের বিনিময়ে কাজ করা। 'বিহিস্তের হুর সব করএ চাকরী।' সুলতান, ১৭০০; 'রাজার দরবারে গিয়া চাকরি করিব।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি কাজ। 'সাহিত্যসজ্জাশের মাধ্যম হিসেবে কানের চাকরি গেল, তার জায়গা দখল করে বসল চোখ।' শিব, ১৯৫০।

চাকরিআ [ফা চাকরী] বিণ চাকরিজীবী। বিদ্যা, ১৮৯১।

চাকরিজীবী [ফা চাকরী+স জীবী] বিণ চাকুরে; চাকরি করে জীবন ধারণকারী। 'আমরা চাকরিজীবী।' নজরুল, ১৯২২।

চাকরিপাসু [ফা চাকরী+স পিপাসু] বি চাকরিপ্রত্যাশী। 'চাকরিপিপাসুদের মতো কলোজে পাশ দেওয়া আমার বংশমর্যাদার হানিজনক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চাকরিপ্রার্থী [ফা চাকরী+স প্রার্থী] বি চাকরির প্রত্যাশাকারী ব্যক্তি। 'চাকরিপ্রার্থীদের চোঁটার ত্রুটি নেই।' অন্নদা, ১৯৪০।

চাকরি-বঞ্চিত বিণ চাকরি নেই এমন; চাকরি-চ্যুত। 'চাকরি-বঞ্চিত নেরাশপীড়িত কৃশ কন্যাসটাকে আরো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চাকরি বাকরি, চাকরী বাকরী [ফা চাকরী, অনুকার বাকরী] বি জীবিকার সংস্থান। 'চাকরী বাকরী করে আনছে - নিচ্ছে যাচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'দুর্বলজাতির চাকরি-বাকরি ... অসুবিধা ঘটবার কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চাকরিহুল [ফা চাকরী+স হুল] বি চাকরিহেত্র। 'কি চাকরিহুলই বলি ...।' মুয়াজ্জিন, ১৯৩২।

চাকরীয়া [ফা চাকরী] বি চাকরিজীবী। 'চাকরীয়াদের যতটা মাইনা বাড়িয়াছে তাহা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তুলনায় অতি সামান্য।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চাকুরে [ফা চাকরী] বিণ চাকরিজীবী। 'মধ্যবিধ শ্রেণীর চাকরে গিলেনের ত্রীরা সুখী।' সুলত, ১৮৭৩।

চাকলা [ফা চাকলাহ] ১ বি শাসন কার্য ও খাজনা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিভাগ। 'জীব পত মারি কৈল চাকলা সব বাশ।' কুজদাস, ১৫৮০। ২ বি ভাতের নলা। 'মুখে দিবিয়া চাকলা গিলে ছুট করে গাছের মাথায় চড় গিয়ে।' জীবন, ১৯৪৮। ৩ বি টুকরা। 'বেচাচাকরে তিনে চৌ চাকলা করে ফ্যালেন একেবারে।' শিবরাম, ১৯৫০।

চাকলা চাকলা [ফা চাকলাহ] বিণ গোলাকার খণ্ডে বিভক্ত। 'চৌটগাল হেঁড়া হেঁড়া, চাকলা চাকলা বুক।' আলোদ্দিন, ১৯৭৩।

চাকলাদার [ফা চাকলাহ+ফা দার] বি চাকলার অধিকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

চাকলে, চাকলে [ফা চাকলাহ] বি রাজস্ব আদায়ের এলাকা। ওর্সা, ১৭৮২; 'চাকলে যশহর ওগএরহের রাজতুর বহলি ক্ষমনা রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল।' রামরাম, ১৮৩১।

চাকলি বি ডেয়জ গাছবিশেষ। 'তেজপাতা ডোজপাতা চাম্পাতী চাকলি।' বড়ু, ১৫০০।

চাকা [বি চখনা] ক্রি স্বাদ গ্রহণ করা। চাকিনু ক্রি স্বাদ গ্রহণ করলাম। 'পরের বচনে চাকিনু বদনে হাইনু আপন মুড়।' চক্কি, ১৫৫০।

চাকিনি [বি চখনা] বিণ স্ত্রী স্বাদ গ্রহণকারী। 'উলসনের ভোগ রাগ চাকিনি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

চাকা [স চক্র] ১ বি গোলাকার বস্তু। 'ফটিকের গাথনি সুধামাণিকের চাকা।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি গাড়ির চাকা। ওর্সা, ১৭৮৫; 'শিশুওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় একার গাড়ী ... ২ টাকা।' প্রজাকর, ১৮৫১।

চাকা-আ বিণ চাকামুড়। 'সাইকেল ছিলো, তিন চাকা-আ।' শামসুর, ১৯৭২।

চাকা চাকা বিণ স্থানে স্থানে গোল হয়ে উঠেছে এমন। 'মার বেয়ে পিঠে ফুলে হল চাকা চাকা।' জসীম, ১৯৩৩।

চাকি, চাকী [স চক্ৰ] ১ বি চাক চাক করে কাটা অংশ। 'দেউল-প্রসাদ আদা চাকি লেখ সলবণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কানের চকাকার অঙ্গভাষ। 'চড়কতলায় চিনের চাকী ... বিক্রি কতে বসেচে।' হতেম, ১৮৬১। ৩ বি চাকতি। 'সম্মতী আকাশ ঢালের চাকি প্রাণ।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৪ বি চাকা; মুদ্রা। 'অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সম্মতের চোঁয়ার কুমারের চাকের ন্যায় ...' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চাকিয়া [স চক্ৰী] বি পাটি। 'দশন এক চাকিয়া।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

চাকী দ্র চাকি

চাকু [তু] বি ভাঁজ করে রাখা যায় এমন ছুরি। ওর্স, ১৭৮৫; 'য়েন দুফলা চাকু।' নজরুল, ১৯৩০।

চাকুমচাকুম [ক্ষন্য] বি চিবানোর শব্দ। 'সখিনা সেই চলিতা ... চাকুমচাকুম করিয়া ঝাইত মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

চাকুরী [ফা চাকর] বিণ চাকরিজীবী। 'সে ব্যক্তি নিজে বয়েহা চাকুরী।' কেরি, ১৮০২।

চাকুরানি [ফা চাকর] বি চাকরানি। ওর্স, ১৭৮৫।

চাকুরি, চাকুরী [ফা চাকরী] ১ বি বেতন নিয়ে নিয়মিত কাজ করার দায়িত্ব। 'আমি আপন সমুপধায় খোদ মুক্তার হরেক চাকুরি করিয়া ...' চিঠিপত্রে, ১৭৯৩; 'মেয়েরা চাকুরি করিবে না জমিদারি মহাজনী করিবে?' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি কাজ। 'পেয়েছ জল-হেঁচা এক চাকুরি।' লালন, ১৮৯০।

চাকুরিজন [ফা চাকরী+স জীবন] বি চাকরিকালীন জীবন। 'চাকুরিজন শেখ হলে ... তিনি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।' ওয়ালী, ১৮৬৪।

চাকুরিজীবী, চাকুরীজীবী [ফা চাকরী+স জীবী] বি চাকুরি জীবনের পেশা। 'চাকুরীজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি।' প্রচারক, ১৮৯৯।

চাকুরিপ্রার্থী, চাকুরীপ্রার্থী [ফা চাকরী+স প্রার্থী] বিণ চাকুরির সন্ধানকারী। 'অসিতও চাকুরীপ্রার্থী।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

চাকুরিবতী [ফা চাকরী+স বতী] বিণ স্ত্রী চাকরি করে এমন; চাকরিজীবী। 'বন্ধু-বান্ধব মহলে চাকুরিবতী স্ত্রী কার কার ঘরে আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

চাকুরি-বাকুরি, চাকুরী-বাকুরী [ফা চাকরী+] বি জীবিকানির্বাহক কার্যাবলি। 'আন্তঃপ্রাদেশিক চাকুরী-বাকুরীর ব্যাপারও আছে।' আজাদ, ১৯৬৪।

চাকুরিয়া, চাকুরীয়া [ফা চাকরী+] বি চাকরিজীবী। 'তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী ... এবং বড় চাকুরিয়া।' দর্পণ, ১৮২১; 'নূতন চাকুরীয়া।' কোহিনুর, ১৮৯৮।

চাকুরিসমস্যা, চাকুরীসমস্যা [ফা চাকরী+স সমস্যা] বি চাকরিপ্রাপ্তি সংক্রান্ত জটিলতা। 'চাকুরীসমস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা ...' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

চাকুরে [ফা চাকরী+] বি চাকরিজীবী। 'দেশী চাকুরের যাযা কর্ব্বা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চাকোর [ফা চাকর] ১ বি চাকর; সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তি। 'যতো কার্য করেন তাহার চাকোর নফরে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি কর্মচারী। 'তোমাকে ওকালতী বেদমতে চাকোর রাখিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২। দ্র চাকর

চাকা [স চক্ৰ] বি গাড়ির চাকা। ওর্স, ১৭৮৫; 'তুবড়ে যেত রেল গাড়ি লাগত শুতো চাকাতে।' সুকুমার, ১৯২০।

চাকু [তু চাকু] বি চাকু। 'পদ্মা নদী - কাটাল ভারি, চাকুতে যায় কাটা।' জসীম, ১৯২৭।

চাকি, চাকী [স চক্ৰ] ১ বি ছোটো চাকা। 'ভিতরের হাতল একটা চাকী।' ক্যালগে, ১৮০০। ২ বিণ গোল করে কাটা হয়েছে এমন। 'চাকি চাকি মাংস খেতে দিল।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

চাক্ষু [স] ১ বিণ চোখ দিয়ে দেখা। 'ইহা চাক্ষু প্রত্যক্ষের ন্যায় আমার অন্তঃকরণে অবিরত অবজালিত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫০। ২ বি চোখের দেখা। 'তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষু হইত না।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ৩ বিণ দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়। 'এইরূপ চাক্ষু, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, স্পর্শ এবং রাসন পঞ্চেন্দ্রিয়ার সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৪ বিণ প্রত্যক্ষ। 'আমাদের চাক্ষু পরিচয় হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'অনাসুতির চাক্ষু প্রমাণ দেবরা জন্মো ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চাক্ষু প্রত্যক্ষ [স] বি দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন। 'চাক্ষু প্রত্যক্ষের বিষয় - রূপ, বহির্বিষয়।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চাখড়ি [হি চক+হি খড়ী] বি সাদা মাটিবিশেষ। 'অনেকগুলি পর্বত কেবল চাখড়ি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চাখনাচুর [হি চখনা+স চূর্ণ] বিণ চূর্ণবিচূর্ণ; চুরমার। 'যশোখ্যাতির তীনতো এ কাচ করব ভেঙে চাখনাচুর।' নজরুল, ১৯৪২।

চাখা [হি চখনা] ১ ক্রি খাদ দেখা। 'সুখনা কৌসলকাল তুলিল রন্ধনশালা বিবি চাখে বানি যথা রাখে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কিষ্কিৎ চাখিয়া সবত উপহার।' আলোড়ল, ১৬৮০। ২ ক্রি উপভোগ করা। 'আমি অন্তরকাল সেই স্মৃতি চেখে কাটালাম।' হাসান, ১৯৬৩। চাখনি করা ক্রি চেখে দেখা। 'চাখনি করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। চাখে ক্রি খাদ গ্রহণ করে। 'সুখনা কৌসলকাল তুলিল রন্ধনশালা বিবি চাখে বানি যথা রাখে।' মুকুন্দ, ১৬০০। চেখে ক্রি খাদ নিয়ে। 'প্রেমের কি এই শিক্বে/ বেড়ায় বাজ্র চাখে।' লালন, ১৮৯০। চেখে খাওয়া ক্রি আখাদন করা। 'মন দিয়ে চেখে খাবার খাত আমার।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চাখন [হি চখনা+] বি খাদ গ্রহণ। ওর্স, ১৭৮৫।

চাখাচাখি [হি চখনা+] বি বারে বারে খাদ গ্রহণ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

চা-খানা দ্র চা

চাখি [স চক্ৰ] বি দাবা জাতীয় খেলাবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫।

চাপানো [স তুঙ্গ] ১ ক্রি উসকে দেওয়া। 'সুদের লোতে কাগজ কেনার বাড়িক চাপাতে ...' প্রভাকর, ১৮৫৩। ২ ক্রি ঠটানো; ঠটানো। 'বাগিয়ে থাপড় দে হাওয়া চাপিয়ে কাপড়।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ ক্রি চাড়া দেওয়া। 'আত্মসম্মানবোধ ... চাপিয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

চাঙ, **চাঙ্গ** [অ চাং, স তুঙ্গ] বি প্রাণদেও দেওয়ার জন্য নির্মিত উচ্চহান বা মস্ত। 'গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চাঙে **গুঠা** ক্রি বিফল হওয়া। 'বিমার ত্রিশ হাজার তো চাঙে উঠলো।' শশীশ, ১৯৬৩।

চাঙ [ফা চাঙ্গ] বি চাঁই; খণ্ড। 'মাঝে মাঝে ভেসে আসে বরফের চাঙ।' হোসেন, ১৯৪০।

চাঙা চোঙা [ফা চাঙ্গ] বি পিও। 'চাঙা চোঙা করিয়া ভাঙা পেল বড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাঙড় [ফা চাঃ] ১ বি দলা। 'জমাট রক্তের চাঙড়গুলো খুয়ে ফেললে।' জীবন, ১৯৩৩। ২ বি ঋণ। 'মাটির বড় বড় চাঙড় তুলিতেছে।' তারা, ১৯৪০।

চাঙরি, চাঙারী [পা চাঃটাক] বি চওড়া মুখ বাশের বুড়ি। 'ধামা চাঙারি কুলা প্রকৃতি তৈরি করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'মাখার চাঙারী নামাইতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে ...' বিজুতি, ১৯২৯।

চাঙ্গ দ্র চাঙ'

চাঙ্গড় [ফা চাঃ] বি ঋণ। 'এ যে আঁতুড়ুড়ে সোণার চাঙ্গড়।' মাইকেল, ১৮৬০।

চাঙ্গড়া [পা চাঃটাক] বি বাশের তৈরি বুড়ি। 'বান্ধিয়া বাশের আগে পাঠের পাছড়া ফিরাইল শত পল্লব চাঙ্গড়া।' মুকুল, ১৬০০।

চাঙ্গা [স তুঙ্গ] ১ বিণ দুরীত। 'জরুর ভঞ্জে বৈ চাঙ্গা নাহি হইবে দরদ।' গরীব, ১৭৫০। ২ বিণ উন্নত। 'লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুদনের চাঙ্গা শির।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ উচ্চম্যাসম্পন্ন। 'আমরা লবণ এমন চাঙ্গা কৈরা দিছি।' মনসুর, ১৯৪৫। ৪ বিণ সতেজ; সজীব। 'টেবের পাছগুলিতে পানি ঢেলে নিড়েন দিয়ে রোদ লাগিয়ে চাঙ্গা করে তোল তুমি।' হোসেন, ১৯৬৯।

চাঙ্গি, চাঙ্গী [অ চাঃ] বি ছাউনি। 'ডের জায়গা আছে এখানে চাঙ্গি করি।' কেরি, ১৮০২; 'যবন উঠায়ে চাঙ্গী, নগরেতে করিল প্রবেশ।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

চাচর [স চচরী] বিণ কৌকড়া। 'সুবলিত মস্তকে চাচর ভাল কেশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চাচরি [হি] বি এক ধরনের নৃত্যগীত। 'নাচিছে চাচরি সঙ্গে ভিলা যখন রাহে।' আলোচনা, ১৬৮০।

চাচা [হি চাচা] ১ বি পিতার ভাই বা পিতার বন্ধু। 'গ্রামসম্বন্ধে চাচা-বাবু হয় মোর চাচা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যাবত তোমার চাচা নুহি আসে দেশে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি চাচার মতো বয়স ব্যক্তি। 'ঠকচাচা দেখিলেন গতিক বড়ো ভালো নয়।' প্যারী, ১৮৫৮।

চাচা আপন বাঁচা - বিপদের মুহুর্তে অন্যের কথা না ভেবে নিজেকে নিরাপদ করা। 'কেবা আপত্তি করে! চাচা আপন বাঁচা।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চাচাশস্তর বি স্ত্রী বা স্বামী অথবা স্ত্রীর চাচা। 'বৃদ্ধ চাচাশস্তরের সেবা করবে।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

চাচী [হি] বি পিতার ভাইয়ের স্ত্রী। 'তখন মাথা কুটে চাচী মরে।' মিত্রপ্রকাশ, ১৮৭১।

চাঞ্চল্য [স] ১ বি চপলতা। 'শেষব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অস্থিরতা। 'এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

চাঞ্চল্যকর [স] ১ বিণ আশ্রয়হীন। 'কয়েকটা দিন আগে এমন চাঞ্চল্যকর জ্ঞান নাই বা জুটিত।' মানিক, ১৯৩৯। ২ বিণ উত্তেজনার্পণ। 'চাঞ্চল্যকর মোকাদ্দমার ফলে ... অনেককেই মীরপুরের নাম জানে।' মনসুর, ১৯৫৫।

চাঞ্চল্যজনক [স] বিণ চাঞ্চল্যকর। 'আধুনিক খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে চাঞ্চল্যজনক।' রবীন্দ্র, ১৯৬৮।

চাট [হি] বি চটে খাওয়ার মতো মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'দু-পয়সার চাট দিগে, তামাক টামাক যা চায়, দিস।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চাট [স চট] বি ছাপ। 'এ মেয়ের উপর কখনো কোনো জুতোর চাট পড়েনি।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

চাটগাঁ [স চটগ্রাম] বি চটগ্রাম। 'বাবাজীরা চাটগাঁ ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরোরোগের মত খার্ড ক্লাস বন্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কর্তে চলেছেন।' হুতাম, ১৮৬১।

চাটগামী [স চটগ্রামী] বি বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'সদীপী ও চাটগামী নামে পরিচিত।' এসলাম, ১৯১৮।

চাটগোয়ে বিণ চট্রগ্রামের। 'তাহারদিগের ন্যায় পোশাক পরিলে চাটগোয়ে ফিরিঙ্গি দেখায়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

চাটনি, চাটনী [হি চাটনী] বি টক-মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট খাবারবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তাই সাথে চাই ঝালের চাটনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'এ যে চাটনির মসলা -।' বোকেয়া, ১৯২২।

চাট [হি চাটনা] ক্রি লেহন করা। 'দুকাইয়া সেই পাড় আনি চাটি খায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। চাটি ক্রি লেহন করি। 'ঝোলমাখা মাস নীয়া চাটি করে চাটি।' শুষ্ক, ১৮৫৮। চাটিতে ক্রি লেহন করত। 'চাটিতে লাগিলা মাত্র না চটলা প্যাএ।' সুলতান, ১৭০০। চাটলা ক্রি লেহন করলে। 'চাটলা বুড়ার অক্ষ জিহ্বাএ নবীর।' সুলতান, ১৭০০। চাটে ক্রি লেহন করে। 'পায় চাটে লাউসেনে পাটাল চায় নিতে।' রূপরাম, ১৭৫০।

চাট [হি চাটনা] বিণ চটে খায় এমন। 'কথা খুটা, নজর ছোটা, পুতুরা চাটা।' ভবানী, ১৮২৮।

চাটচাটি বি অব্যাহত চাটা। বিদ্যা, ১৮৯১।

চাটাই [স কট] বি মাদুর; দরমা। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া ... চাঙরি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চাটি, চাটী [স চশপটী] ১ বি হাত অথবা আঙ্গুরের আঘাত। 'তবলার চাটির শব্দ।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি উচ্ছেদ। 'অনেক লোকের ভিটেমাটি চাটি করিয়াছেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

চাট্রগ্রাম বি চট্রগ্রাম। এডমন, ১৭৯০; 'মোঃ চাট্রগ্রামে ১৩ অক্টোবর অবধি।' দর্পণ, ১৮১৯।

চাটম [ধন্য] বি চাটি মারার শব্দ। 'তল দুখাম পৃষ্ঠে, - মাথায় চাটম চাটম।' নজরুল, ১৯২৬।

চাটম চাটম [ধন্য] বি তবলার বোল। 'বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটম চাটম বোল তোলে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

চাটমকলা বি এক প্রকার কলা। 'আখ্যান চাটমকলা খেয়ে বললে ...।' জীবন, ১৯৩২।

চাটী দ্র চাটি

চাট [স চিপিটা] বি লোহার তাওয়া বা ভাজবার পাত্রবিশেষ। 'লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈ মাছ ভাজে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চাট [সি] বি তোষামোদ। 'পালাক ছুটে গুছ তুলে মিথো চাট মক্তা কাশী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চাটকথা [সি] বি তোষামোদপূর্ণ বাক্য। 'তখন শুনেছি বহু চাটকথা, শুনিনি এমন সত্যবানী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চাটেকর [সি] বিণ তোষামোদকারী। 'তোমরাও চাটেকর/সত্যদসম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চাটুকার [সি] বিণ তোষামোদকারী। 'কোনও কাশেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী চাটুকার ছিলেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৯; 'এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং

জাদুকরের কাজ করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চাটুকারিতা [স] বি তোষামোদ; মন জুগিয়ে কথা বলা। 'সে ছলে যদি চাটুকারিতা দোষ উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

চাটুপান [স] বি তোষামোদ জপ পান। 'চাটুপান শুনি সারা নিশিদিন চাটু না ক্ষয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চাটুচাতুর্ঘ্য [স] বি তোষামোদী কৌশল। 'চমৎকার চাটুচাতুর্ঘ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চাটুচান [স] বি তোষামোদপূর্ণ কথা। 'প্রথমতঃ, শত শত চাটুচানেও, যে ব্যক্তি আলাপ করে নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'চাটু চবনের মিষ্টি রচন জানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চাটুবাণী [স] বি তোষামোদপূর্ণ কথা। 'দুটো চাটুবাণীর আঁচ দিয়েই ভাষাপিণ্ডে নবীন মতন গলাইয়া ফেলিবে।' নজরুল, ১৯২২।

চাটুবাণী [স] বি খোশামুদে কথা। 'করা চলে গিজার/চাটুবাণী দিয়ে ভুল্লাহতে দেবতায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চাটুবাদ [স] বি খোশামুদে কথা। 'পরচর্চা, প্রশংসা চাটুবাদে, তেজ ক্রোধে, এবং ধর্মগ্রীতি ধর্মাকৃতার স্তরে নেমে আসতে পারে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

চাটুভাষিণী [স] বি ঙ্গী চাটুবাক্য বলে এমন। 'চাটুভাষিণী বলিয়া গল্পনা করিতে ছাড়িত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চাটুভাষী [স] বি ঙ্গী চাটুবাক্য বলে এমন। 'চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কীরীটা শিল্পকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

চাটু [হি] চডা (ফোঁড়াবিশেষ) বিণ ফোঁড়াবৃত্ত। 'চাটু হস্তে মাছি মারতে হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

চাটুজ্যে [স চট্রোপাখ্যায়] বি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'তোমার বাসার পাটুজ্যে বিপ্রদাস চাটুজ্যের বাড়ি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চাটুতি বি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি-ভারত, ১৭৬০।

চাট্রি [চাঃ] বি অল্প পরিমাণ খাবার। 'মা-গো, চাট্রি খেতে দাও।' গুয়ালী, ১৯৪৫।

চাট্রিখানি বিণ অতি অল্প। 'নজর শুধু কাবুলের চাট্রিখানি ঘাসের উপর।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

চাড় [স চাপঃ] ১ বি চাপ। 'মানব স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বয়েয়ায়।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি অগ্রাহ; গরজ। 'রাতির হোলে যত লোখা-পাড়ার চাড়।' বিজুতি, ১৯২৯। ৩ বি তাগদা। 'নাহিবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

চাড় দেওয়া ১ ক্রি তা দেওয়া; হাত বুলাণো। 'নিচল হাতে পিতল কীপে তবু গোঁফে দাও চাড়।' নজরুল, ১৯২৪। ২ ক্রি কোনো কিছু ফাক জন্ম বিশেষ চাপ দেওয়া। 'মুখের ভিতর লোহার শিক পুরে দিয়ে মোক্ষম চাড় দিয়ে তবু মুখ খোলা যেত।' প্রমথ, ১৯৩১।

চাড়া বি তালু। 'মাথার চাড়া।' মনোএল, ১৭৪৩।

চাড়া [স চাপঃ] ১ বি মোচড়; তা। 'গরবেতে গোঁফে দেয় চাড়া।' গুড, ১৮৫৮। ২ বি গরজ। 'এখন শহরবাসী বলে তেমন চাড়া নেই।' শওকত, ১৯৭২।

চাড়া দিয়ে ওঠা ক্রি জঙ্গে ওঠা। 'ওর মনের ভেতর চাড়া দিয়ে ওঠে।' জীবন, ১৯৩২।

চাড়া দেওয়া ক্রি তা দেওয়া; হাত বুলাণো। 'বেকার বসিয়া বৃথা

গোঁফে চাড়া দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চাপক্য [স] বিণ রাজা চন্দ্রভণ্ডের মন্ত্রী চাপক্যের মতো ধূর্ততাপূর্ণ। 'ইষত হাসিয়া বলে চাপক্য বচনে।' সুলতান, ১৭০০।

চাপক্যতা [স] বি কূটনৈতিকতা। 'কলাকৌশল ধূর্ততা চাপক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মতো ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

চাপক্যনীতি [স] বি চাপক্যের নীতি। 'ছোট্ট মাথাটিতে অনায়াসে চাপক্যনীতি খেলো।' মণীশ, ১৯৬৩।

চাণ্ডাল [স চাণ্ডা] ১ বিণ (পালি) অত্যাচারী। 'চাণ্ডাল কাহ্নিকি এবে বল করে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পৌরাণিক নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সুনিগ্রহা চাণ্ডাল গুহা আইল ধাইয়া।' মালাধর, ১৫০০। ৩ চাণ্ডাল

চাতক [স] ১ বি পাণিবিশেষ - বৃষ্টির পানির জন্যে চেয়ে থাকে বলে কথিত। 'মরে চাতক পিতে না পাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি তৃষ্ণার্ত জন। 'চা-স্পৃহ চক্ষু চাতকল চলা হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

চাতক-উৎপে [স] বি চাতক পানির মতো উৎকর্ষ। 'চাতক-উৎপে চাই উৎসে হৃদয়।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

চাতকপক্ষ [স চাতকপক্ষী] বি চাতক পাখি। টোমিগে চাতকপক্ষ করে পিউ পিউ।' মালাধর, ১৫০০।

চাতকিনী [স] বি ঙ্গী চাতক পাখি। 'আর তোযে চাতকিনী-দলে জলদানে।' মাইকেল, ১৮৬০।

চাতকী [স] বি ঙ্গী চাতক পাখি। 'চাতক চাতকী জল মাগে ঘন ঘন।' মুহুদ, ১৬০০।

চাতুর [স চতুর] বি চতুর। 'নগর চাতরে ফিরে কেহ নাঞি সবে।' মুহুদ, ১৬০০।

চাতাল [স চতুর] বি চতুর। 'কাক পাহাড়ের চাতালের গোড়ার নিকট এক শর পাছের উপর বাসা করিয়াছিল।' তারিণী, ১৮০৩।

চাতুরতা [স] বি চালাকি। 'ধর্মব্যবহারের ধূর্ততা, চাতুরতা সীমারের বৃত্তিতে আর বাকী নাই।' শরীররক্ষ, ১৮৮৫।

চাতুরাই [স চতুরঃ] বি চাতুরী। 'এ সব ন রূর বহুত চাতুরাই।' বাহাম, ১৬৫০।

চাতুরালী [স চতুরঃ] বি চাতুর্য। 'চাতুরালী পহিরে মোরে দেহ দান।' বড়ু, ১৫৭০।

চাতুরি [স চাতুরী] ১ বি চালাকি। 'বচন চাতুরি লহ লহ হাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ চাতুর্যপূর্ণ। 'বচন চাতুরি তোর।' মালাধর, ১৫০০; 'মন বুদ্ধি সদাপর চাতুরি বচনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি কৌশল। 'এ সে জানে থ্রিকলা মোহন চাতুরি।' মুহুদ, ১৬০০। ৪ বি প্রভাষণ। 'বেকশিয়ালী যদ্যপি কৌতুকাপেক্ষে প্রায় চাতুরিতে অধিক রত।' তারিণী, ১৮০৩। ৫ বি বুদ্ধিকৌশল। 'অকণা তার বাবার চাতুরি স্পষ্টই ধরেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বি ফন্দি। 'চাতুরি ধারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্য।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

চাতুরী [স] ১ বি চালাকি। 'আচার্য্য কহেন ছাড় তুমি আপন চাতুরী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ঠাকানোর কৌশল; হাত-সাফাই। 'হাসয়ে সকল শিত দেখিয়া চাতুরী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি শঠতা। 'প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দর্শন করছে ...' হুতাম, ১৮৬১। ৪ বিণ কৌশলী। 'গয়সা বাঁচাবার জন্যে নানাপ্রকার গিল্পিপনার চাতুরী খেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চাতুরীজাল [স] বি নানা রকমের ছলনা। 'কেন করিলে হরণ/ স্বপ্নের চাতুরীজালে?' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চাতুর্য, চাতুর্য্য [স] বি চার বর্ষ। 'প্রতি পরিবারে চাতুর্য্য কাশো, ধলো, বৃদ্ধ, ব্রাউন' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

চাতুর্য্যি, চাতুর্য্যি [স] বি চার রকমের। 'চাতুর্য্যি প্রকার চব্য চ্যে লেহ্য পেয়' রামরায়, ১৮০১।

চাতুর্য্যাস, চাতুর্য্যাস [স] বি চারমাস ব্যাপী পালনীয় ব্রতবিশেষ। 'নীলাচলে চাতুর্য্যাস আনন্দে রহিলা' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চাতুর্য্যাস পূর্ণ হেঁপে ভট্টের আজ্ঞা লএ' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চাতুর্য্য, চাতুর্য্য [স] ১ বি দক্ষতা। 'অন্তরে নাহিক অগাধ চাতুর্য্যে কি করে' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চতুরতা। 'চাতুর্য্য করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠান' রামরায়, ১৮০১। ৩ বি নৈপুণ্য। 'কত বিবি আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্য্যে মোহিত' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮; 'আচর্য্য চাতুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে থাকে' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি কৌশল। 'তাহার অসাধারণ চাতুর্য্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চাতুর্য্যতা, চাতুর্য্যতা [স] বি চতুরতা। 'যেটুকটা ব্যবসায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় বৃবর্তির যৌবন ধন লুটহিবার নিমিত্ত ...' ভবানী, ১৮২৮।

চাতুর্য্যময়ী, চাতুর্য্যময়ী [স] বিপ্তী বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'বিমলা সুন্দরী, প্রেমিকা, রসিকা, প্রণলভা, চাতুর্য্যময়ী' দীপিকা, ১৮৮৭।

চাদর [কা] ১ বি পেতে দেওয়ার মতো বস্ত্রবিশেষ। 'সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ' সুলতান, ১৭০০। ২ বি উন্নয়ন চাকার বস্ত্রবিশেষ। 'একটা মানুষ চাদর মুড়ি দিয়া যাইতেছিল' বঙ্কিম, ১৮৬৪; 'জাহাজের খোলের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়া গতিসুটি মরিয়া বসিয়া আছে' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি খাতব পাত। 'একটা পিড়ির চাদরের ঘটি, একটা মাটির ছোবা' বিজুতি, ১৯২৯।

চাদরবিভূষিত [ফা চাদর+স বিভূষিত] বিণ চাদর দ্বারা সজ্জিত। 'তাহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চা-দানি দ্র চা

চান্দিক [চারিদিক] বি চারদিক; সব দিক। 'চান্দিক দিয়ে ... সর্বনাশ হয়ে গেল যে' মানিক, ১৯৪০।

চান [স স্নান] বি স্নান। 'আঁখা বাঝা রোগী কুড়ী চান করেন জলে' রামাই, ১৭১০।

চানক [স চন্দ্রক] বি চান্দোয়া। 'চানক দিল মানিক ভাঙার পুখুর আড়র উপর' রামাই, ১৭১০।

চানক [স চন্দ্রক] বি বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি স্থান আকৃতির বাঁচ। 'অগাধকার বহুতর চানকার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকর্প পথ সুরচিত ছিল' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চানকানো ক্রি চাড়া করা। 'আভারধানী চানকে তোলে মন' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

চানা [স চনক] বি ছোলা; বুট। 'আপনে রহে এক পৈসার চানা চাবানা খাইয়া' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চানাচুর [স চনকচূর্ণ] বি বুটের ডাল, বাদাম ইত্যাদি ভেজে তৈরি খাবার বিশেষ; ডালমুট। 'চানাচুর ভাজায় ঝাণছিটের মতো' নজরুল, ১৯৩০।

চানার বি বৃক্ষবিশেষ। 'সম্মত কাশীরে তাঁরাই চানার নামক মনোরম বৃক্ষ

রোপণ করেন' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

চানেল [হি] বি প্রশালী; প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলপথ। 'ব্রিটিশ চানেল নামক অনতিবিকৃত সাগরের উত্থিত সেটমেলো নগরে' অক্ষয়, ১৮৪৭।

চান্দ [স চন্দ্র] বি চাঁদ। 'চান্দসুজ বৈশি পথা ভাল' চর্যা, ১২০০; 'দেখি লাজে গেলো চান্দ দুই লাখ যোজনে' বড়ু, ১৪৫০।

চান্দকান্তি [স চন্দ্রকান্তি] বি চাঁদের মতো চেহারা। 'চান্দরে চান্দকান্তি ভিন্ন পতিভাসম' চর্যা, ৩১, ১২০০।

চান্দবদন [স চন্দ্রবদন] বিণ চাঁদের মতো সুন্দর মুখের অধিকারী। 'দেখি সর্ব তাপ হরে সে চান্দবদন' বৃন্দা, ১৫৮০।

চান্দমুখ [স চন্দ্রমুখ] বি চাঁদের মতো মুখ। 'গাওখানি মোড়া দিয়া উঠে রাধে চান্দমুখ চাই' মর্ত্ত্বজা, ১৭৫০।

চান্দসম [স চন্দ্রসম] বিণ চাঁদের মতো। 'মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ' বড়ু, ১৪৫০।

চান্দের মাস বি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের যে-সময় লাগে (২৯.৫ দিন) সেই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মাস। 'চান্দের মাস' মেয়ার, ১৭৮৭।

চান্দের হাঁস বি গলায় পরার ছিঁড়িয়ার চাঁদের মতো আকৃতির অলঙ্কারবিশেষ; চন্দ্রহাঁস। ওয়া, ১৭৮৫।

চান্দন [স চন্দন] বি চন্দন। 'বিকৃতি হৃষণ নহি চান্দনক রে' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চান্দনী [স চন্দ্রমা] বিণ চান্দনি। 'উজর চান্দনী রাতি/ মন্দিরে রতনবাতি' চিত্তজী, ১৬০০।

চান্দনীবাটী [স চন্দন+] বি চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরি নটিমন্দির। 'রথযাত্রা মহেশ্বেশ্বরার্থ যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটী নির্মিত আছে' দর্পণ, ১৮৩৩।

চান্দা [স চন্দ্র] বি চান্দোয়া। 'কিতা কথুরা বাক্যা উপরে টানায় চান্দা' মুরুন্দ, ১৬০০।

চান্দা [ফা চান্দা] ১ বি সস্ত্রহ। 'লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়া টাকা দিতেছেন' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি বহুজনের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ। 'এই পাঠশালায় নিমিত্তে একটা চান্দা হইল' দর্পণ, ১৮২৮।

চান্দাওড়া [স চন্দ্রওড়া] বি একপ্রকার ছোটো মাছ। 'চিকড়ী টেসরা পুঁটি চান্দাওড়া সোনা' ভারত, ১৭৬০।

চান্দি [স চন্দ্র+] ১ বি রূপা। 'টাকসালে চান্দি সোনা লওয়া আবেক' কায়েল, ১৮৭৭। ২ বি মাধার তালু। 'চান্দিতে পাট দিয়া হাত পঞ্চাঙ্গকে একটি নকল টিকি লাগাইয়া ...' জসীম, ১৯৬০।

চান্দিনিকচক [হি চান্দনী চৌক] বি প্রধান বাজার। 'চান্দিনিকচকের চিকিৎসালয়' দর্পণ, ১৮২২।

চান্দোয়া [স চন্দ্রাতপ] ১ বি শামিয়ানা। 'উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্খল' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি রূপা। 'হীরা জড়ি চান্দোয়া যে মাথিকা পেখন' সুলতান, ১৭০০।

চান্দ্র [স] বি চাঁদ-সম্বন্ধীয়। 'হিজরী সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানেয় গণনার বৈলক্ষণ্যে ...' মৃত্ত্বজা, ১৮১০।

চান্দ্রমান [স] বি চান্দ্রমাসের হিসাব। 'হিজরী সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানেয় গণনার বৈলক্ষণ্যে ...' মৃত্ত্বজা, ১৮১০।

চান্দ্রমাস [স] বি পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের যে সময় লাগে (২৯.৫ দিন) সেই দৈর্ঘ্যের মাস। সেবধি, ১৮৩৯; 'কলা সত্তম

চান্দ্রমাসের পঞ্চদশ দিবস। 'অক্ষর', ১৮৪৭।

চান্দ্রায়ণ, **চান্দ্রায়ন** [স চান্দ্রায়ণ] বি এক চান্দ্রমাস পালনযোগ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের কঠোর কৃষ্ণতাপূর্ণ উপবাসবিশেষ। 'সংকাল ভূকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি।' মালাধর, ১৫০০; 'তোমর মুখ দেখলেও চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।' প্যারী, ১৮৫৮।

চান্দ্রিক [স। বিণ চাঁদের। 'চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চাল [ই। বি সম্ভাবনা। 'তোমার প্রমোশনের কোনো চাল নেই।' মনসুর, ১৯৪৫।

চাপ [স। ১ বি শেষণ: পীড়ন। 'সহিতে নারিবি চাপ।' বহু, ১৪৫০। ২ বি চাপ পড়েছে এমন অবস্থা। 'ভীষণ অপমানের চাপ।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৩ বি তাড়া। 'জনসাধারণের উন্নতিবিধানের চাপ খুবই বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৪ বি ভর। 'হাওয়ার চাপ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া জিনিসের উপর প্রায় সাতাশ মণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৫ বি ভেদাভেদ। 'আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চাপকল [স চাপ+কল। বি নলকূপ। 'চাপকলের জল খালি কমটা লাগে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

চাপ-চাপ [স। ১ বিণ খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে এমন। 'কুরাটি, হাড়পোড়া, ধূলা - চাপ-চাপ জমটি রক্ত।' নীরেন, ১৯৪৪। ২ বিণ অভ্যস্ত ঘন। 'চাপ চাপ অন্ধকার জমেছে নদীর উপরে।' হাসান, ১৯৬৪।

চাপবন্দী [চাপ+ফা বন্দী। বিণ নিবিড়ভাবে দলবদ্ধ। 'গরুর গায়ে মাছি বসে থাকে চাপবন্দী হয়ে।' তারা, ১৯৪৬।

চাপমান যন্ত্র [স। বি বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র: ব্যারোমিটার। 'আদর্শতার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে।' জগদীশ, ১৮৪৫।

চাপরক্ত [স। বি জমট রক্ত। 'ঘেবানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

চাপ [স। বি ধনুক। 'চাপ লাগে শটনেকর তুলালাগে ডুত্তবর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাপগারি [স চাপ+ফা গারি। বি ধনুর্বিদ্যা। 'করিয়া আখড়া ঘরে দণ্ডমুখ কেহ করে মন্ত্রবিদ্যা গুলি চাপগারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাপদার [স চাপ+ফা দার। বি ধনুকধারী। 'চকের মুড়া পর্যন্ত মোকাতার আসাবদারও চাপদার।' রামরায়, ১৮০১।

চাপ [স। বি চাঙড়। 'মাটির একটা চাপ ছাড়াবার চেষ্টা করছিল।' তারা, ১৯৪৬।

চাপকান, **চাপকাণ** [ফা। বি লম্বা জামাবিশেষ: শেরওয়ানি। 'চাপকান, পাঞ্জামা, প্যামোথ, পাগড়ী আমমা ... ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৫; 'আমি তোমায় চাপকান পাগড়ী দিচ্ছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চাপচূপ [চূপ>। বিণ চূপচাপ। 'ঘরের কোণে বসে আছে/ কেন অমন চাপচূপ।' অরুণা, ১৯৫৫।

চাপটানো [স চিপিট>। ক্রি পেষণ করা। 'চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী চাপটিল জীবন মোর।' ঘিচঞ্জী, ১৬০০। **চাপটিল** [ক্রি পেষণ করণো। 'চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী চাপটিল জীবন মোর।' ঘিচঞ্জী, ১৬০০।

চাপড় [স চপট>। বি ধাপড়। 'চাপড় মারিয়া কৃষ্ণ এক ভিত্তে করি।' মালাধর, ১৫০০।

চাপড়া [স চাপ>। বি ঘাসসহ মাটির খণ্ড। 'সর্বত্র ঘাসের চাপড়া ধারা

অতিসুশোভিত হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

চাপড়া চাপড়া বিণ ছোপ ছোপ। 'চাপড়া চাপড়া রং চড়িয়েও তাকে দাম্পত্য কলহ কোনোমতেই বলা যায় না।' মানিক, ১৯৩৮।

চাপড়ানি বি মৃদু চাপড়। বিদ্যা, ১৮৯১।

চাপড়ানো [স চপট>। ক্রি প্রশংসা প্রকাশ করার জন্যে টেবিলের উপর হাত দিয়ে মৃদু আঘাত। 'ইংরাজি ইন্সপিচ ও টেবিল চাপড়ান চক্কো।' হস্তমল, ১৮৬১; 'বিদ্বানটীর মাথখানে বাগিল চাপড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চাপদাড়ি [ফা চাপদারি। বি হেঁটে-রাখা ঘন দাড়ি। 'চাপদাড়ি শোভে জন্ম।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

চাপন [চাপ। বি নিশ্চেষণ; দলন। 'গজ-চাপনে যেমন ভাঙ্গে নল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাপর [স চপট>। বি চড়। 'তাহা সভার অস্ত্র নিল চাপর মারিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

চাপরাশ [ফা চপরাশ। বি পরিচয় অঙ্কিত ধাতুফলকবিশেষ। 'রাম চাপরাশ গলায় বাধিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

চাপরাশবাহক [ফা চপরাশ+স বাহক। বি ভৃত্য; বেয়াদা। 'সকল দেখেই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

চাপরাশি, **চাপরাশী** [ফা চপরাশ। ১ বি বেয়াদা; পেয়াদা। 'তাতে কুলশাক্ত ভ্রমাইল চিত্তরাম চাপরাশী এসে।' রামধন্যদাস, ১৭৮০। ২ বি দুর্ভাগ্য ও তকমা পরিহিত কর্মচারী। 'তার চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চাপরাশ [ফা চপরাশ। ১ বি বেয়াদার কাজ। 'চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারসের প্রধান গুজর।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি পরিচয় অঙ্কিত ধাতুফলকবিশেষ। 'আরদালি খুঁটো চাপরাশবিল ইটের ওড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফরসা করে এনেছিলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ৩ বি পদক; সম্মানপত্রক খেতাব। 'গবর্নমেন্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চাপরাশি, **চাপরাশী** [ফা চপরাশ>। ১ বি পেয়াদা। এডমন, ১৭৯০; 'দোশীসের কোন চাপরাশিও নাই।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি পিয়ন। 'হাইকোর্টের চাপরাশীরাও ইকুরিটি আর কমন-ল'র মার-প্যাচ বোঝে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

চাপরাশিগিরি [ফা চপরাশ+স গিরি। বি পেয়াদার কাজ। 'তারা শুধু বেবেগেতের ... চাপরাশিগিরি করবে।' মনসুর, ১৯৪৩।

চাপলি বি জুতাবিশেষ। 'মারহাট্টা চটি কি মাদ্রাজী চাপলি।' প্রমথ, ১৯২৩।

চাপলুস [ফা। বি মোসাহেব। 'হেনকালে আহম্মদ চাপলুস আইল।' গরীব, ১৭৬৫।

চাপল্য [স। ১ বি চপলতা। 'এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫০০। ২ বি বাকচাতুরী। 'তুই চাপল্য করিস না।' ভাস্করী, ১৮০৩। ৩ বি অস্থিরতা। 'চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৪ বি হালকা মনোভাব। 'আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানেকে কখনো স্পর্শ করিতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি ছেলোনি; প্রসঙ্গভ্রতা। 'বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়ায় চাপল্য, এমন-কি, অন্যায় মনে করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

চাপা [চাপ>। ১ বি দল। 'একে চাপে চলিয়াছে দুই শত খোপা।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বিণ গোপন। 'পায়ে বুধ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।' বিজয়, ১৬৫০।

কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৩ বিণ চ্যাপটা। 'পৃথিবীও গোল কিন্তু উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৪ বি শিঙ। 'নিম্নের গাড়ির তলে চাপা পড়ার ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বিণ পাতলা। 'বন্ধিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাহার চাপা ঠোটে, তাহার ভীক্ষুদৃষ্টিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বিণ অস্পষ্ট। 'স্মিতিমত স্মৃতি নিহঁর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে।' শরৎ, ১৯১৭। ৭ বিণ ঢাকা। রাগিনী মৌর পড়েছে আঁখো চাপা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৮ বিণ মুদ্র। 'ডাকছে মিষ্টি চাপা সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৯ বিণ অহমত। 'বোবা স্মৃতির চাপা কান্দন হচ্ছে করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চাপাকান্না বি অব্যক্ত কান্না। 'আমার সেই গোপন আকাজিকতার বাস্পরূপ চাপাকান্নার আকুলতা।' নজরুল, ১৯২৪।

চাপাচাপি [চাপ>] ১ বি ঠাসঠাসি। 'লোকের চাপাচাপিতে হৃদিশ্র জ্বল মরে।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি জোরাজুরি। 'কোনো ভয় নেই, বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি' কোনো না।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৩ বি গোপনীয়তা। 'যে কথা সংসার-সুন্ধ শোকে জানে, তার আর চাপাচাপি কি?' শরৎ, ১৯১৭।

চাপাডাল [চাপ+ডাল] বিণ ঢালে ঢাকা। 'ধায় পাইক চাপাডাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাপাবসা বিণ চোয়ালভাঙ। 'ঘোঁচা ঘোঁচা দাড়িওয়ালা চাপাবসা একটা লোক।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

চাপাণী, চাপানো [চাপ>] ১ ক্রি চেপে ধরা। 'তিঅড্ডা চাপী জোইশি দে অঙ্কবালী।' চর্যা ৪, ১২০০। 'পলা চাপি প্রান নিল পড়িল কীঙ্করে।' মনোহর, ১৫০০। ২ ক্রি দংশন করা। 'আতিশয় না চাপিহ আধর চাপি।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি স্থির হওয়া। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিআ বসিলো।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি ভিড়ানো। 'আনেক যতনে আশি চাপাইল ঘাটে।' বড়, ১৪৫০। 'শুন ঘাটিআল নাঅ চাপাখিআ ঘাটে।' বড়, ১৪৫০। ৫ ক্রি আরোহণ করা। 'ভোর পিঠে চাপি আমি রসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ ক্রি পেগন করা। 'পায়ু চাপানে বীর করে ধবধর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ ক্রি বন্ধ করা। 'দুগ্ধর চাপিয়া দিল থানা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৮ ক্রি দোহন করা। 'কালিয়া কুচের আগে দুগ্ধ দেখে চাপি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৯ ক্রি ভর দেওয়া। 'শাদুল চাপ্যাছে দড় লউসেন রাউত।' রূপরায়, ১৭৫০। ১০ ক্রি ঠাসা। 'বুকেতে চেপে ধরে বলিছে - যুগ্মো যুগ্মো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ১১ ক্রি চুলায় রান্নার জন্য বসানো। 'ভাত চাপাইয়া জয়া রান্নাঘরের বাহিরে।' মানিক, ১৯৩৬। চাপিআ ক্রি চেপে। 'আর ভিসাখন তোলে নামে দুগ্ধাবর আখও চাপিআ তার বসিব গাবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। চাপিআ ক্রি চেপে। 'গুরুর আসনে কিবা চাপিআ বসিলো।' বড়, ১৪৫০। চাপিয়া ক্রি চেপে। 'কাহারে চুমএ কম্পাল চাপিয়া ধরি।' মনোহর, ১৫০০। চাপিল ক্রি চেপে ধরলো। 'বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে।' বড়, ১৪৫০। চাপী ক্রি চেপে ধরে। 'তিঅড্ডা চাপী জোইশি দে অঙ্কবালী।' চর্যা ৪, ১২০০।

চাপা দেওয়া ১ ক্রি গোপন করা। 'বড় বৌমা কথা চাপা দেয়।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ ক্রি ঢেকে রাখা। 'উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চাপা পড়া ক্রি দূষির আড়ালে পড়া। 'চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদির মধ্যে চাপা পড়ে গেল মানুষের হাস্যোচ্ছল মুখচ্ছবি।' বেগম, ১৯৭২।

চেপে আসা ক্রি প্রবলভাবে হওয়া। 'এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চেপে ধরা, চাপিয়া ধরা ১ ক্রি জড়িয়ে ধরা। 'সাব মিটায়া

হেমন্তের দুই পা জিওণতর আবেশে চাপিয়া ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা। 'কঠিন বিচারক সেটাকে চাপিয়া ধরিয়া সুখ পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চেপে পড়া, চাপিয়া পড়া ক্রি হাপিতোষণ করা। 'প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক চাপিয়া পড়ে, সে অতি হতভাগ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চেপে বসা ক্রি পুরানস্তর অধিকার করা। 'একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন ...।' বিভূতি, ১৯৩৮।

চেপে রাখা ক্রি গোপন করা। 'সে-সব কথা মানুষ চেপে রাখতেই ভালোবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চাপাচুপি দেওয়া [চাপ>] বি জোরাজুরি করা। 'কোনোরকমে চাপাচুপি দিতে গেল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চাপাটি [চাপ>] বি হাতে চাপড়িয়ে তৈরি পাতলা কুটিবিশেষ। 'চাপাটির মত পাতলা রুটি বানাবেন।' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

চাপান [চাপ>] বি ভিড়। 'বেড়িয়া মনান পাইকের চাপান ঘনবাজে দামামা পড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাপান দেওয়া ক্রি পান করা। 'খেরে ঢেঁকুর তুলে তার উপরে ঢকঢক করে গেলস দুই-তিন জল চাপান দিয়ে তখন সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়ে।' মনোজ, ১৯৬১।

চাপানি [চাপ>] বি খিল। 'গপের চাপানিটা লাগিয়ে দু'পা এণ্ডতেই ...' রমেন্দ্র খেন।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৭।

চাপানো, চাপাণী

চাপানো [চাপ>] ১ বিণ ঢাকা। 'আধখানা ভাঙা রুপট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকে।' অবন, ১৯২৭। ২ বি ভার স্থাপন করা। 'গির্শ মণ বাটখারা চাপানো সাোয়ের নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চাপিল [চাপ>] বিণ সংকুচিত। 'চাপিল বস্ত্র।' মনোহর, ১৭৪৩।

চাপিল করা ক্রি সংকুচিত করা। 'মনোহর, ১৭৪৩।

চাপুনি [চাপ>] বি চাপ। 'সইতে পারে না তার চাপুনি/পালাজুরে দিল তারে কাপুনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চাপেলি [চাপ>] বি মাছবিশেষ। 'পুকুরে চাপেলি পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে।' জীবন, ১৯৪০।

চাবকানো [চাবক>] ১ ক্রি চাবুক মারা। 'আমি সব বৌকে ধামে বেঁধে চাবকানো।' গিরিশ, ১৮৮৬। 'আজ্ঞে, আমায় চাবকান, গোলাম হাজির আছে।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ ক্রি প্রহার করা। 'জিনের বাহর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

চাবকে দেওয়া ক্রি চাবুক দিয়ে প্রহার করা। 'মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাবকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চাবড়া [চাপ>] বি ঘাসের চাপড়া। ওঈ, ১৭৮৫। 'ঘাসের চাবড়ার ওপর বসল।' জীবন, ১৯৪৮।

চাবানা [বি চাবনা] বি চাবানোর উপযোগী খাবার। 'আপনে রয়ে এক পৈসার চানা চাবানা খাইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চাবানো [স চর্বণ>] ক্রি চর্বণ করা। 'চাবাইতে।' মনোহর, ১৭৪৩। চাবাই ক্রি চর্বণ করি। 'নরম আউক হুয়ে লখাইরে চাবাই।' বিজয়, ১৬৫০।

চাবালি [স করল] বি চোয়াল। 'এমনি পাঞ্জর ঝাঁকি, সমিধির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই।' গীনবন্ধু, ১৮৬০।

চাবি, চাবী [পা] ১ বি তাল খেলার ধাতুনির্মিত কাঠি। 'তোমার হাথে তহবিলের চাবি'। ওর্গা, ১৭৮২; 'ভাগ্যের চাবী আপনি রাখবেন।' প্যারী, ১৮৬০। ২ বি তাল। 'মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে রাখবেন।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩; 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চাবিঅলা [প চাবি+হি ওয়ালা] বি নকল চাবি তৈরি করে যে ব্যক্তি। 'রাস্তা দিয়ে চাবি বাজাতে-বাজাতে যদি কোনো চাবিঅলা যায়।' ময়ান, ১৯৬৮।

চাবি আঁটা ক্রি তাল দেওয়া; বন্ধ করা। 'হক ছাবেই মুখে চাবি আঁটিয়া কোনক্রমে দুইকূল রক্ষার অসম্মা সাধনের চেষ্টায় আছেন।' আজাদ, ১৯৪২।

চাবিকাঠি [প চাবি+স কাঠিকা] বি কলকাঠি। 'তার সর্বস্ব আগলাবার সুন্দর চাবিকাঠি।' অবন, ১৯২৫।

চাবিতালা [প চাবি+স তালকা] বি তাল ও চাবি। 'মার মসলার বাব্বর চাবিতালা আনিয়া তাল লাসাইয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

চাবি দেওয়া ক্রি তাল দেওয়া। 'জয় বিজয় ঘারে চাবি দেয় ও ঢৌকি দেয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

চাবিবন্ধ [প চাবি+স বন্ধ] বিণ তালাবন্ধ। 'রিডলডারটি খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে চাবিবন্ধ করে রেখেছিলেন।' সাদত, ১৯৬৭।

চাবিবন্ধ [প চাবি+স বন্ধ] বিণ তালাবন্ধ। 'তাহারা নিজের কল্পশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চাবির গোছা বি একগুচ্ছ চাবি। 'আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা তাঁর পিঠে ঝুলিছেলি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

চাবির রিং বি চাবি রাখার কড়া। 'আঁচল-বীণ চাবির রিং।' নজরুল, ১৯২৩।

চাবি লাগানো ক্রি তালাবন্ধ করা। 'ঘরে ঢুকিয়া ঘারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চাবুক [ফা] বি চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি প্রহার করার উপকরণ। 'বুকেতে মারিয়া চাবুকের যা।' চম্পী, ১৫৫০।

চাবুক খাওয়া ক্রি চাবুকের প্রহৃত হওয়া। 'যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চাবুক-জ্বালা [ফা চাবুক+স জ্বালা] বি কণাঘাত। 'বিদ্রূপের চাবুক-জ্বালা, অনাদর, অপমান।' নজরুল, ১৯২৬।

চাবুক মারা ক্রি চাবুক দিয়ে প্রহার করা। 'ইন্সপেক্টরকে চাবুক মারে, ঘোড়ার পত্নাতে দৌড় করায়...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চাবুকসোয়ার [ফা] বি চাবুকধারী অথারোহী। 'সমুখে ফিরায়ে ঘোড়া চাবুকসোয়ার।' ভারত, ১৭৬০।

চাবুক হানা ক্রি চাবুক দিয়ে আঘাত করা। 'ঐ যে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িৎ চাবুক হানে।' নজরুল, ১৯২২।

চাম [স চর্ম] বি চামড়া; ত্বক। 'চামে ঢাকিল গোসাঞি ক্রীমায় পুজিয়া।' মালধার, ১৫০০।

চাম কুঠরি [চাম+স কোঠা] বি চামড়ায় ঢাকা দেহ; চর্মসার। 'তোমার নাই সর্বরি, চাম কুঠরি।' লালন, ১৮৯০।

চামচ [ফা চামচা] বি কোনো বস্তু তেলার জন্যে ব্যবহৃত ছোটো হাতল। ওর্গা, ১৭৮৫; 'সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে, পিড়ি পেতে আর কি খাবে।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

চামচরা [স চর্মচটিকা] বি চামচিকা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

চামচা [ফা চামচা] ১ বি চামচ। 'চামচা ওটা।' মেয়র্স, ১৭৬২; 'হাবু আনে ছুটি বৃন্তি, আবু উচাইয়া ধরে চামচা।' নজরুল, ১৯৩৩। ২ বি চটেকার। 'বাঁধা বুদ্ধিজীবী তাদের বেশির ভাগই বিতবান অথবা শক্তিমানের চামচাণিরিতে অভ্যস্ত।' শিব, ১৯৫৬।

চামচাণিরি [ফা চামচাহ+সা ণিরি] বি চাটুকিরিত। 'বাঁধা বুদ্ধিজীবী তাদের বেশির ভাগই বিতবান অথবা শক্তিমানের চামচাণিরিতে অভ্যস্ত।' শিব, ১৯৫৬।

চামচিকা, চামচিকে [স চর্মচটিকা] ১ বি চামড়ার পাখাওয়ালা বাদুড়ের মতো প্রাণীবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫; (তুচ্ছার্থে) 'মহাশয় তাঁহাদিগকে ... চামচিকা বরাবর জ্ঞান করেন।' বিন্দ্যা, ১৮৭৩। ২ বি গালিবিশেষ (চামচিকার সঙ্গে তুলনীয়)। 'তাঁহাকে চামচিকে বলিয়া ডাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চামচিটে [স চর্মচটিকা] বি চামচিকা। 'লোকটা একেবারে চামার। চিনে জৌক। চামচিটের মতো বিকাড়া।' অলাউদ্দিন, ১৯৫৮।

চামচিটেল [স চর্মচটিকা] বিণ চটচটে বা আঠালো। 'দেখছি চিটে গুড়ের চেয়ে চামচিটেল।' নজরুল, ১৯২৪।

চামচে [ফা চামচা] বি কোনো বস্তু তেলার জন্যে ব্যবহৃত ছোটো হাতল; চামচ। 'আমি চা খাইবার সময়ে দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চামড় বিপাচবিশেষ। 'চামড় পাছের বাঁধি কাটিলেক ডাল।' বড়ু, ১৫০০। **চামড়া** [স চর্ম] বি ত্বক; যে পাতলা আবরণ দিয়ে মাংসপেশি ঢাকা থাকে। ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'নাড়ীভুড়ী চামড়া গুলা খুন্ করিয়া ফেলিয়া দি ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

চামড়া বসানো ক্রি চামড়া তুলে নেওয়া। 'চামড়া বসাইতে।' ম্যানেএল, ১৭৪৩।

চামড়াবাঁধানো বিণ চামড়া দিয়ে বাঁধাই-করা। 'তার চামড়াবাঁধানো খাতায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চামড়ামোড়া বিণ চামড়ায় মোড়ানো। 'সেই চামড়ামোড়া প্যাকেটটা।' কায়সার, ১৯৬২।

চামড়া-শিল্প [স চর্মশিল্প] বি চামড়ার আমদানি, রপ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প। 'স্থানীয় চামড়া-শিল্পের অসুবিধা দূর করার জন্যে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

চামবাদুড় [স চর্মচটিকা+স বাতুলি] বি বাদুড় শ্রেণীর ছোটো প্রাণীবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫।

চামর [স চর্মর] ১ বি চমরী গোশুর লেজের লম্বা লোম। 'শেত চামর সম বেশে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি চমরী গোশুর লেজ দিয়ে তৈরি পাখাবিশেষ। 'দল চামরছটা উরমালা ঘাঘর ঘন্টা।' মুরুদ, ১৬০০। ৩ বি চুলের গুচ্ছ। 'অগ্নিময় তেজঃ বাকী লাইল অথরে, অকল্প চামর শিরে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বি পুছ। 'ধুমকেতু তার চামর হুলায়।' নজরুল, ১৯২২।

চামরধারিনী [স] বি চামর দিয়ে বাতাস করে যে নারী। 'কোথা গেল মোর চামরধারিনী?' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চামর বাজন [স চমর-বাজন] বি চমরী গোশুর পুছ দিয়ে তৈরি পাখার বাতাস। 'চামর বাজন নিমিত্ত চামর লেয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

চামরিনী [স চমর] বি ক্রী চামর দিয়ে বাতাস করে যে নারী। 'চুলাইছে কাদি চামরিনী সুচামর।' মাইকেল, ১৮৬১।

চামরী [স চমরী] বি চমরী গাইয়ের লেজের কেশগুচ্ছ। 'চামরী জিনিঞা তোর চিকু কবরী।' বড়ু, ১৫৭০।

চামর্যা [স চর্ম] বি চামড়া। 'চামর্যা পামরি ভেট সন্ধ্যা গজঘোট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চামসে [স চর্ম] বি চর্ম তকনে চামড়ার মতো। 'চামসে ধরনের গন্ধ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

চামাতি [স চর্মপত্র] বি চর্মরজ্জু। 'ডাঢ়কা চরশে কেন দুহাথে চামাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চামার [স চর্মকার] ১ বি চর্মকার। 'চামার বসিল এক ভিতে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (গালি) ইতর লোক। 'এ এক বেটা চামার।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চামারনী [স চর্মকার] বি স্ত্রী (গালি) ইতর লোক। 'নইলে চামারের বেট চামারনী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চামার-নন্দিনি [স চর্মকারনন্দিনী] বি (ব্যঙ্গ) চর্মকারের কন্যা। 'আরে আরে, চামার-নন্দিনি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চামারে বিণ (অপকর্মমূলক) চর্মকারের উপযোগী। 'আমি চামার – আমার সাথে চামারে কথা ক।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চামীকর [স চর্মীকর] বি সোনা। 'চাপারের চারিঘাট চামীকরে বাঁধা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চামীকর মাটা বিণ সোনা দিয়ে মণ্ডিত। 'চরণে নুপুর চারি চামীকর মাটা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চামুণ্ডা [স] বি দেবী চণ্ডীর আরেক নাম। 'চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডা চণ্ডবিনাশিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চামুরি [স চামর] বি চামর দিয়ে বাতাস করে যে। 'শুধু চামুরি তুমি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চামেলা [সি চামেলী] বি চামেলি ফুল। 'প্রাতে মল্লি চাঁপা, চামেলা চামেলা।' নজরুল, ১৯২৮।

চামেলি, চামেলী [সি চামেলী] বি জুই জাতীয় ফুলবিশেষ। 'কাননে চামেলি ফুটে ঘরে ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'বাদলশেষে করুণহেসে যেন চামেলী-কলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চাম্পা [স চম্পক] বি চাঁপা ফুল। 'চাম্পা নাগেশের আর নেআলী মল্লী।' বড়ু, ১৪৫০।

চাম্পাতী বি গাছবিশেষ। 'চাম্পাতী চাকলি।' বড়ু, ১৪৫০।

চাম্পলী [স চম্পক-কলি] বি চাঁপা ফুলের কলি। 'চাম্পলী সুকল লোচনে।' বড়ু, ১৪৫০।

চায়না কোট [সি] বি চীনা চট্ট তৈরি এক ধরনের কোট। 'কাকুর কফ ও কলারওয়ালা কামিজ ... কারো ইত্তিয়া রবর আর চায়না কোট।' হুতোম, ১৮৬১।

চায়নিজ [সি] বি চীনা পদ্ধতিতে তৈরি খাবার। 'চায়নিজ খেতে ভারি ভালবাসে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

চার [পা চতুর] বিণ চার সংখ্যক। 'দোসর বস্ত্র গান্য দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

চার আনা বিণ এক-চতুর্থাংশ। 'পৃথিবীতে বারো আনা জল চার আনা হুল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চারআনী বি সিকি টাকা মূল্যের মুদ্রা। 'প্যারিসে চারআনী টিকিটের জায়গা ...' মুক্ততবা, ১৯৬০।

চারকোণা বিণ চার কোণবিশিষ্ট। 'দোসর বস্ত্র গান্য দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

চারগাছি বিণ চার গুচ্ছবিশিষ্ট। 'তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চারগুছি বিণ চার গোছাওয়ালা। 'মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?' বিজুতি, ১৯২৯।

চার চন্দ্র বি (বাউল) তরু, রজঃ, মল ও মূত্র। 'এক চাঁদে চার চন্দ্র মিশে রয়।' লালন, ১৮৯০।

চার-দেয়াল বি চারদিকের ঘের। 'সমস্ত রাত একা একা ঘরে চার-দেয়ালে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

চারধার বি সব দিক। 'হার খুলে দিস চারধারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

চারপাই [চাপ+স পদ] বি চারপায়াযুক্ত ঝাটিয়াবিশেষ। 'দড়ির চারপাই।' বিজুতি, ১৯৩৮।

চারপাইয়ে [চাপ+স পদ] বি চারপায়াযুক্ত বসার আসবাববিশেষ। 'হারবানো চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

চার পা তুলে ছোটো কি দ্রুত গতিতে যাওয়া। 'বাকি রাস্তাটা একবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চারপায়ী [চার+স পদ] বি চারপায়াযুক্ত ঝাটিয়াবিশেষ। 'চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

চারপাই বি সব দিক। 'উজ্জবক জলবাশে ঘেরিয়াছে চারপাশে।' সারত, ১৭৬০।

চার-পেয়ে [চার+স পদ] বিণ চার পা-ওয়ালা। 'চার-পেয়ে জন্ত যত সহজে ভার বহন করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চার যুগ [স চতুর্যুগ] বি (হিন্দুপুরাণ) সত্য, ত্রেতা, বাগর এবং কলিযুগ। 'চার যুগে এ ক্লেসে সোনা শ্রীরাধার দাস হতে পারলো না।' গালন, ১৮৯০।

চার রঙ বি (বাউল) রঙের চার রং – লাল, গোলাপি, গীত এবং সাদা। 'এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।' লালন, ১৮৯০।

চারি [সি চারি] বি মাছকে আকৃষ্ট করার উপযোগী গন্ধযুক্ত মসলা দিয়ে তৈরি খাবার। '... চার ফেললেই মাছ পড়িবে।' প্যারী, ১৮৫৮।

চারি বি মাছ। 'আটটাকে তুলে রাখল চারের উপর।' কায়সার, ১৯৬২।

চারখানা বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'চারখানা, জামাদানী এবং মলমলখাস।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

চারটর [সি চার্টার] বি সনদ। '১৮১৩ সালের চারটর অর্থাৎ সনদের পূর্বে এতদেশীয় লোকের এমত বোধাধিকারের কোন লক্ষণ ছিল না।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২৯।

চারণ [সি] বি লোকপায়ক। 'চারণের মতো পথে পথে গান গেয়ে ফিরিছে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি পদচারণ। 'মানবের অনন্ত চারণ।' জীবন, ১৯৪০।

চারণভূমি [সি] বি বিচরণক্ষেত্র। 'আমাদের চারণভূমি অজীত।' ধর্মজি, ১৯৩১।

চারণসংগীত [সি] বি ত্রুটিমূলক সংগীত। 'দলিছে দুর্বীর দর্পে অজীতের চারণসংগীত।' সুশীল, ১৯২৮।

চারশা [স চারণ] বি অভিব্যক্তি। 'নির্বৈপ্রবিক মনের চারণ।' জীবন, ১৯৪৮।

চারম্যান [সি] বি চেয়ারম্যান; সভাপতি। 'এই সভার চারম্যান অর্থাৎ

সভাপতি শ্রীযুত রামকমল সেন হউন।' দর্পণ, ১৮২৩।

চারা ১ ক্রি ছাওয়া। 'চারিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি শোড়ামাটির ফলক; চালি। 'চারার ঢাকনি।' মানোএল, ১৭৪৩।

চারিয়ে যাওয়া ক্রি সঞ্চারিত হওয়া। 'প্রাণের ফোয়ারা ... আকাশে বাতাসে চারিয়ে গেল।' প্রমথ, ১৯১৫; 'সেই নতুন জ্ঞান নতুন ভাব কালক্রমে সমস্ত জ্ঞাতির মনে চারিয়ে যায়।' প্রমথ, ১৯২০।

চারা ১ [টিপরা চেরা] ১ বি কৃশকায় ব্যক্তি। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি নতুন গজাণো গাছ; কচি গাছ। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'সাহেব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

চারাপাছ [টিপরা চেরা] বি কচি গাছ। 'কিন্স চড় চাপড় চারাপাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চারা ১ [ফা চারায়] ১ বি ব্যত্যয়। 'এলাহী যা করে ভাই তাহে নাহি চারা।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি প্রতিকার। 'সত্য বুদ্ধি এই পীড়া তাহার সাংঘাতিক হইল। চারা কি।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি উপায়। 'ধর্মের বিশিষ্টতার খতিরে শব্দগুলি না চালাইয়া আমাদের কোন চারা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

চারি [স চড়াই, পা চত্তারি] বিণ চার সংখ্যক। 'চারিবাসে গড়িল রে দিআঁ চক্ষুশী।' চর্যা ০০, ১২০০।

চারিকোনা [চারি+স কোণ<] বিণ চার কোণবিশিষ্ট। ওসাঁ, ১৭৮২।

চারি চন্দ্রভেদ [চারি+স চন্দ্রভেদ] বি শোণিত, ভক্ত, মল, মুদ্র - বারি সপ্তশস্যের এই চার বস্তুর সাধনাবিশেষ। 'প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত চারি চন্দ্রভেদ নামে একটি ক্রিয়া আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

চারিটা বিণ চারটি। 'করিব নাচার ৪ চারিটা টাকা পাঠাই।' চিঠিপত্র, ১৭৯৩।

চারিটি-চারিটি ক্রিণ দ্রুত; সামান্য পরিমাণে। 'চারিটি-চারিটি খাইতে পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চারিদণ্ড [চারি+স দণ্ড] বি চার দণ্ড বা মুহূর্ত বা কলা; ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। 'চারিদণ্ড নিন্দা সেহো নহে কোন দিনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চারিদিক [চারি+স দিক] বি সব দিক। 'চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চারিদিককার বিণ চারদিকের। 'বাইছ খেলা দেখিবার জন্য চারিদিককার লোক ভাসিয়া পড়িয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

চারিদগি [চারি+স দিক] বি চতুর্দিক। 'চারিদগি ভক্তগণ চামর চুলায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চারিদিশ [চারি+স দিশ] বি চার দিক। 'নির্মল রমণী/ চারিদিশ নির্মল।' বাহরাম, ১৬৫০।

চারিধার [চারি+স ধার] বি চারপাশ। 'নিভৃত নির্জন চারিধার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চারিপানে ক্রিণ চারপাশে। 'দিবসে আন্ধার দেখি চাহি চারিপানে।' রূপরাম, ১৭৫০।

চারি পাশ [চারি+স পাশ] ১ বি চারপাশ। 'চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সব দিক। 'চারিপাশে তারই ডাকে কুতুর।' নজরুল, ১৯২২।

চারি পাস [চারি+স পাশ] বি চারপাশ। 'চারি পাস চাহৌ যেন বনের হরিণী ল।' বড়, ১৪৫০।

চারিশোয়া [চারি+স শাশ] বিণ পরিপূর্ণ। 'সত্য জন্তু তপোদান চারিশোয়া ধর্ম।' মাল্যধর, ১৫০০।

চারিবেদ [চারি+স বেদ] বি চার বেদ। 'যোল নাম চৌতিশ বর্ণ চারিবেদ সার।' রূপরাম, ১৭৫০।

চারি ভিত [চারি+স ভিত্তি] বি চারপাশ। 'সিংহাসন মার্জি চারি ভিত শোখিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চারিভিত্তা [চারি+স ভিত্তি<] বিণ চার ভিত্তিবিশিষ্ট। 'উজানির কথা গড় চারিভিত্তা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চারি ১ বি গবাদি পশুকে খাবার দেওয়ার মাটির পাত্রবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি চালনি। মানোএল, ১৭৪৩।

চারিণী [স। ১ বিণ স্ত্রী আচার পালনকারী। 'বিতুচ্ছচারিণী পাটরাণীর অনাদর করিয়াছি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ বিণ স্ত্রী বিচরণকারী। 'কত গগনচারিণী ডেরবী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

চারিত্র [স। ১ বি চরিত্র। 'চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল প্রদর্শন করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ জীবনীবিষয়ক। 'প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চারিত্র গ্রন্থে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি অনুসরণীয় চরিত্র। 'চারিত্রপুঞ্জ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি নৈতিকতা। 'চারিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর একটু সংহত করিয়া চারিত্র বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চারিত্রাচিত্র [স। বি মানসিকতা। 'ব্যক্তিবিশেষের ত্যাপ পীকারের দ্বারা এই চারিত্রাচিত্র যতক্ষণ নিজের বল প্রদর্শন করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চারিত্রনীতি [স। বি নৈতিকতা। 'চারিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর একটু সংহত করিয়া চারিত্র বলিলে ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চারিত্রনীতিগত [স। বিণ নৈতিকতা সংক্রান্ত। 'মানুষের চারিত্রনীতিগত নতুন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আপাতোচ্চা মিলে থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চারিত্রনৈতিক [স। বিণ নৈতিক চরিত্র গঠনকারী। 'চারিত্রনৈতিক শিক্ষা একেবারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চারিত্রশক্তি [স। বি স্বভাবের শক্তি। '...নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চারিত্রসৃষ্টি [স। বি স্বভাব সৃজন। 'তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উত্তোষন, চারিত্রসৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চারিত্রিক [স। বিণ আচরণগত। 'তার চারিত্রিক দোষঘটি হিংস্রতা অমানুষিকতা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

চারী [পা চত্তারি] বিণ চার। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।' বড়, ১৪৫০।

চারীভীত বি চারদিক। 'চারী ভীত চাহী রাখা বুইল বচনে।' বড়, ১৪৫০।

চারীত [স চরিত্র] বি চরিত্র। 'এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাকের চারীত।' বড়, ১৪৫০।

চারু [স। বিণ মনোহর। 'কুলমর্জিত চারু শ্রবণমুগ্ধলা।' বড়, ১৪৫০।

চারুকলা [স। বি সুকুমার শিল্প; ললিতকলা। 'যাদের দ্বারা দেশের চারুকলা রক্ষিত হয়ে এসেছে তাঁরা বেশ্য।' অন্নদা, ১৯২৮।

চারুকলাশিল্পী [স। বি চিত্রাঙ্কন ও আকর্ষ্যাদি নির্মাণশিল্পী। 'ঢাকার চারুকলাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, কুশলী ...।' বেগম, ১৯৭২।

চারুকূল [স চারু+স কোলি] বি ফুল ও গাছবিশেষ। 'নাদন চারুকূল

কাটিয়া উপাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চারুচিত্রিত [স] বিণ মনোহর চিত্রাঙ্কিত। 'কামরার কাঠের দেওয়াল, বিভিন্ন চারুচিত্রিত।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চারুতর [স] বিণ অপেক্ষাকৃত সুন্দর। 'সরস কবি সুরস ভনে চারুতর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'ভাষ্যবুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।' অশ্বাশ্ব, ১৬৮০।

চারুতা [স] বি সৌন্দর্য। 'একটুখানি চারুতা চর্চা করবার অবকাশ পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চারুদর্শন [স] বিণ সুদর্শন; দেখতে সুন্দর। 'বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিমুক্ত।' শরৎ, ১৯১৭।

চারুদর্শনা [স] বিণ স্ত্রী সুদর্শন। 'সহচারিণীরা সবাই ছিল চারুদর্শনা তরুণী।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

চারুনোয়া [স] বিণ স্ত্রী সুন্দর চোখ আছে এমন। 'নিবিড়-নিভবী সহ্য সহ চিত্রলেখা চারুনোয়া; সুমধমা তিলোত্তমা বামা।' মাইকেল, ১৮৬২।

চারুপদ [স] বি সুললিত পদ। 'তাহার সভাসদ রুচির চারুপদ রচেন মুকুন্দ কবিরব।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চারুবাস [স] বি সুন্দর পোশাক। 'তিশোভমার ... অংসারুদ চারুবাস কল্পিত করিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

চারুমতি [স] বিণ সুন্দর স্বভাববিশিষ্ট। 'চারুমতি শমিসুখি দেয় আলিঙ্গন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চারুমুখী [স] বিণ সুদর্শনা। 'চারুমুখী কন্যাটি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চারুলোচনা [স] বিণ স্ত্রী সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'চারুলোচনা কিস্করী মাইকেল, ১৮৬১।

চারুশিল্প [স] বি ললিতকলা। 'বয়নাদি, চারুশিল্প, উচ্চশিল্প ... সব শিখিয়েছি।' নজরুল, ১৯২৭।

চারুশীলা [স] বিণ স্ত্রী সং স্বভাববিশিষ্ট। 'তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদারশীলা।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চারুসর্বাঙ্গী [স] বি স্ত্রী সর্বাঙ্গ যার সুন্দর। 'আমার চারুসর্বাঙ্গীকে গভীর সময় আমি তুলি ফটোগ্রাফ।' মুক্তভবা, ১৯৬০।

চারুহাসিনি [স] চারু+সি হাসি। 'বি স্ত্রী হাসি যার সুন্দর। 'হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখছেন ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

চারু [স] চারু বিণ ললিত। 'সর্বকলা জ্ঞান ভূমি কাম চারু গতি।' মালাধর, ১৫০০।

চারুমতি বিণ স্ত্রী সুন্দর মনবিশিষ্ট। 'আজ্ঞা পাইলে অনিরুদ্ধে দিএ চারুমতি।' মালাধর, ১৫০০।

চারেক [চার+স এক] বিণ চার সংখ্যক। 'সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চার্ট [হি] বি পিজ; খ্রিস্টানদের উপাসনার ঘর। 'এটে চার্ট, এটে বাগান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চার্টগামিনী [হি চার্ট+স গামিনী] বি চার্টে যায় এমন নারী। 'চার্টগামিনীদের আকর্ষণে।' গুলাশী, ১৯৪৫।

চার্জ, চার্জ [১] বি কার্যভার। 'এই চার্জ পাইয়া গ্রাম্যের কামরার ভিতর গমন করিল।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি অভিযোগ। 'যদি ... চার্জ আনতো তাহলে সর্বনাশ হত।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বি দাবি। 'বেশী

গহনার চার্জ করিয়া বরপক্ষীয়কে জোলাম না করেন।' রওশন, ১৯২৫। ৪ বি বিদ্যুৎশক্তি। 'অতিরিক্ত হয়ে পড়বে পজিটিভ বেদুণ্ডের চার্জ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৫ বি মাতল। 'দশ টাকা আমাদের চার্জ।' শিবরাম, ১৯৪০। ৬ বি তত্ত্বাবধান। 'খান এককালে মিলিটারি মেসের চার্জে ছিলেন।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

চার্জশীট [হি] বি অভিযোগপত্র। 'শ্রীষ্টই তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হইবে।' আজাদ, ১৯৬৯।

চার্ট [১] বি সারণি; তালিকা। 'নক্ষত্রের চার্ট আছে।' বিজুতি, ১৯৩৭। ২ বি তথ্যভাণ্ডারক রেখাচিত্র। 'স্টেম্পারচারের চার্টের দিকে এমনি ভাবে তাকিয়েছিল।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

চার্ট [হি চার্টার] বি সরকারি সনদ। 'যদ্যপি কোম্পানি বাহাদুর ... পুনর্বর্ষার চার্টের পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।' দর্পণ, ১৮৩১।

চার্টার [হি] বি সরকারি সনদ। 'ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের পুনর্বর্ষার চার্টার প্রাপনের কথা বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন ...।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি [হি] বি সনদ দেওয়া হয় এমন হিসাববিদ্যা। 'চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে বিশেষ আছে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

চার্বাক, চার্বাক [স] বি চার্বাক মতবাদের অনুসারী; জড়বাদী। 'ইহারা কেহ নাটিক কেহ বা চার্বাক কেহ এক আত্মবাদী।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

চার্বাক-চেল্লা [স] বি দার্শনিক চার্বাকের অনুসারী। 'কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেল্লা? বলে যাও, বলো আরো।' নজরুল, ১৯২৫।

চার্বাকচরণ [স] চার্বাক-আচরণ। বি লোকায়ত আচরণ। 'কিন্তু ধর্মাত্মক এবং তত্বাত্মিক চার্বাকচরণ দেখে দেখে মানুষের চিন্তের প্রসার হয় বটে।' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

চার্য [স] আচার্য বি পণ্ডিত বাক্তি। 'মোনাএল, ১৭৪৩।

চার্য, চার্য [হি চার্য] বি অভিযোগ। 'জ্ঞান সাহেব যখন দুর্কোষ্য বাঙ্গালার চার্য দিতেছিলেন ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চাল [স] ১ বি চাচুরালি। 'তোকে বড়ায়ি বোলে চালে হইয়া যাবি পার।' বকু, ১৪৫০। ২ বি কূটলীলাশ। 'কেউ ... আজ আতীল হয়ে অনেক চাল চালচলেন।' হতোম, ১৮৬১। ৩ বি কৌশল। 'বর্নার চাল।' মশারফত, ১৮৮৭। ৪ বি গতিভঙ্গি। 'সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বি জীবনযাত্রার মান। 'আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ বি চলার ধরন। 'কেউ যান হার্তকে কেউ যান কদমে কেউ যান দুর্লকি চালে।' নজরুল, ১৯২৭। ৭ বি দাবা বেলার দান; ঘুটি চাল। 'বাজিয়াং করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চালচলন [স] ১ বি আচার-ব্যবহার। 'ফলতঃ দেশীয় লোকের চালচলন অন্য এক রূপ হইয়া উঠিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি ভাব-ভঙ্গি। 'একদমে বাবুনা চালচলন সাধারণ।' রাজ, ১৮৭৪। ৩ বি আচরণ। 'জানো যেটা জানা নিত্যন্তই সহজ, অর্থাৎ হাব-ভাব, চাল-চলন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বি জীবনযাপনের মান। 'এখন সাধারণের চালচলন বাড়িয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চাল চালা ক্রি কদমি খাটোনা। 'চাল চলেছে সাহেবানা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চালচিঙির [স চালচিত্রা] বি প্রতিমার পিছন দিকের পট বা চিত্র; খসড়া কাঠামো। 'চালচিঙির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সঙ্গে দাঁড় করিয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চালচিত্র [স বি পঞ্চাংপট। 'চারদিক বেঁটন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬: 'দক্ষিণের দেয়ালটি চালচিত্রের মত সাজানো হইলেই বিচিত্র ফুলে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

চালচোল [স চাল>] বি আচার-আচরণ। 'এক-এক জাতির বাইরের চালচোল রকম-সকম এবং অন্তরের ভাবনা-চিন্তা ...' অবন, ১৯২৫।

চালবাজ [স চাল+ফা বাজ] বিণ চালিয়াত। 'অরু ভায়ী চালবাজ।' বিভূতি, ১৯৩১।

চালবাজি, **চালবাজী** [স চাল+ফা বাজ>] বি ঠকামি; কনিবাজি। '... স্বামীর চালবাজী জানিতেন।' রোকেয়া, ১৯৩১: 'চালবাজির জন্যই ... দেখিতে পারে না।' বিভূতি, ১৯৩১।

চালমাথ বিণ কোণঠাসা। 'যদি কোণও উদ্দেশ্য থাকে ত সে হচ্ছে ইবোজ-রাজকে চালমাথ করা।' প্রমথ, ১৯২০।

চালমাত [স চাল+আ মাত] বি দাবাখেলায় রাজার অচল অবস্থাবিশেষ। 'দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।' মুজতবা, ১৯৫২।

চাল মারা কি ফাঁকি দেওয়া। 'তুই ভেবেছিস আমায় এখন চাল মেরে তুই করবি ফেল।' সুকুমার, ১৯২০।

চাল [স চল>] ১ বি ছাউনি। 'প্রবাল বিচিত্র চাল মুকুতা খোপনা।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি আবরণ। 'এই অধ্যা লিখা আছে কাচলির চালে।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি চালা। 'বাশের বেড়া ও খড়ের চাল তাহাদের।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চালকুমড়া, **চালকুমড়ো** [চাল+স কুমড়া] বি চালের উপরে ফলে এমন কুমড়াবিশেষ। 'শনিবারের রাতে পঁচিশটা চালকুমড়া কেনা হয়েছিল।' জীবন, ১৯৩২: 'পাকা চালকুমড়া।' বিভূতি, ১৯৩১।

চালকুমড়ী করা কি ঘর থেকে বের করে দেওয়া। 'যেহেঁকি সলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুমড়ী কর।' গিরিশ, ১৮৮৮।

চালশূন্য [চাল+স শূন্য] বিণ ছাদহীন। 'চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগ-হানা চরিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চাল [স তুলে] ১ বি ধানের শস্য। 'ধান্য চাল অবধি যাবদীর্ঘ সামগ্রি।' রায়রাম, ১৮০১। ২ বি ধান। 'ধানখেতে হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত ঝিখিয়া রাখালদের সঙ্গে ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

চালওয়ালা বি চাল বিক্রেতা। 'আমি চালওয়ালাকে কড়কে দেব।' জীবন, ১৯৪৮।

চালকড়াই বি চাল এবং কড়াই ভালের ভাজাবিশেষ। 'তার চালকড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চালকলাভোজী বিণ চাল-কলা খায় এমন। 'চালকলাভোজী বঙ্গদ্বারবাসী।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চাল কোটা বি চালের গুঁড়া। 'চাল কোটা নাই কার ঘরে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চালচুলা [চাল+স চুলা] বি আশ্রয়। 'নাহি যার চালচুলা, গায়ে মাখে ছাই ধূলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চালচুলাহীন [চাল+চুলা+স হীন] বিণ সহায়-সম্বলহীন। 'কহে, ওটা লম্বীছাড়া, চালচুলাহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চালচুলো বি বাসের ও আহারের ব্যবস্থা। 'আদর-অভ্যর্থনা চালচুলো চামবাস ...' রবীন্দ্র, ১৯০৪: 'ফুটো হাঁড়ি ভাঙা চাল চুলো।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

চালচুলাহীন বিণ আহার ও আবাসের ঠিকঠিকানা নেই এমন। 'এক পাগলা মেজাজের চালচুলাহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ জুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চালখোয়া বিণ চাল খুয়ে এসেছে এমন। 'কিশোরীর চালখোয়া ভিজ্জে হাত।' জীবন, ১৯৩২।

চালভাজা বি শুকনো ভাজা চাল। 'কুটুর কুটুর করে চালভাজা খায়।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

চালের কল বি ধান থেকে চাল তৈরির যন্ত্র। 'এখানে চালের কল আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চালক [স] ১ বি যে চালনা করে। 'লুব্ধ মানস চালক মজন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'চালক মনে করিলে উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ নিয়ন্ত্রক। 'আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চালকপদ [স] বি চালকের আসন। 'বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তা হলে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চালকড়ু [স] বি চালকের কাজ; নেতৃত্ব। 'তখন চালকড়ুর প্রত্যাশীরা তেমনি করেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চালচলন দ্র চাল

চালচুলা দ্র চাল

চালচোল দ্র চাল

চালচুলা [স চুরিআ] বি টক স্বাদযুক্ত ফলশাখবিশেষ। 'দীঘির উত্তর দিকে চালতার তলে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চালতামুল [চালতা+ফুল] বি চালতা গাছের ফুল। 'চালতামুল কি আর ভিজ্জেনে না।' জীবন, ১৯৩২।

চালন [মু চালা>] বি চালানি। *মানোএল*, ১৭৪৩। দ্র চালানি

চালনি বি চালানি। *ওগা*, ১৭৮৫।

চালন [স] বি চালনা। 'নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের গুরু কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায়, তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চালনা [স চালনা] ১ বি চলার ভঙ্গি। 'দেখিয়ে চালনা যোগী কি ভুলে না।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি পরিচালনা। 'স্বাধীন ও মনের অতিশয় চালনা করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বি চাষ। 'যাহাদের উপজীবিকা হল চালনা বাতীত আর কিছুই নহে।' দিক্শ্রকাশ, ১৮৬৯। ৪ বিণ প্রসারিত। 'দূর দূরান্তরে দৃষ্টি চালনা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৫ বি নিয়ন্ত্রণ। 'অশ্রুশ হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৬ বি পরিচালনা। 'রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চালনি, **চালনী** [মু চালা>] বি চালানি; ছাঁকনি। 'কুড়ুম চালনী আঁব।' বড়, ১৪৫০: 'যেহেন চালনি মধ্যে জল না রহিল।' বাহরাম, ১৬৫০।

চালবাজ দ্র চাল

চালশে, **চালসে** [স চড়াশিংশ] বি চট্টিশ বছর বয়সে যে দৃষ্টিক্ষণতা জন্মে। 'চট্টিশ বছরের চালশে ধরে।' রাজ, ১৮৭৪: 'চোখ চালসেলাগা।' নজরুল, ১৯২৭।

চালশে-ধরা বি বয়সের জন্যে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া। 'দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালশে-ধরা নয়।' প্রমথ, ১৯১৩।

চালসে-লাগা বিণ বয়সের জন্যে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে এমন।

‘চোখ চালাসে-লাগা’ নজরুল, ১৯২৭।

চালা, **চালানো** [স চালি>] ১ ক্রি চালনা করা; গতিশীল করা। ‘চালিঅ
ষহর গড় নিবাবে’ চর্যা ২৭, ১২০০। ২ ক্রি খেলার দান দেওয়া।
‘ভগন্তি বিরুআ খির করি চাল’ চর্যা ৩, ১২০০। ৩ ক্রি সামলানো।
‘ঘন চালিআ বসনে’ বড়ু, ১৪৫০। ৪ ক্রি ভাঙানো। ‘আপনার মেনু
বলি লইল চালাইয়া’ মালাধর, ১৫০০। ৫ ক্রি ছুড়ে দেওয়া। ‘জল
উঠক চালাইল’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৬ ক্রি সক্রিয় করা। ‘চুলের
সাঁই চালায় ফেরায়/সেই প্রকারে’ লালন, ১৮৯০। ৭ ক্রি গছানো;
কৌশলে অন্যকে গ্রহণ করানো। ‘সদুব্রাহ্মণের ঘরে তোমাকে চালিয়ে
দেব’ রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৮ ক্রি গুলি ছোড়া। ‘রাইফেল চালাইতে
আমার জুড়ি নাই’ শরৎ, ১৯১৭। ৯ ক্রি প্রবেশ করানো। ‘চুলের
ভিতর দিয়ে শিখন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে’ রবীন্দ্র,
১৯২৮। ১০ ক্রি ছাকা। ‘বাগি চালাতে চালাতে পাথরে নুড়ির রাশির
মধ্যে’ বিজুতি, ১৯৩৩। ১১ ক্রি ব্যবহার করা। ‘চালান দেশের
তৈরি ঝটি প্লেন কাসুদি’ মুক্ততাবা, ১৯৫৮। **চাল** ক্রি চালনা।
‘ভগন্তি বিরুআ খির করি চাল’ চর্যা ৩, ১২০০। **চালাঅন্ত** ক্রি
চলা। ‘চালাঅন্ত নানা হুদে’ আলগোল, ১৬৮০। **চালাইতে** ক্রি
চালাতে। ‘বহল প্রকারে উট চালাইতে চাহিলা’ সুলতান, ১৭০০।
চালাইত ক্রি চালাবো। ‘অঙ্গে অঙ্গে বাউ তবে অধে চালাইব’
মালাধর, ১৫০০। **চালাইয়া** ক্রি খেদিয়ে; ভাড়িয়ে। ‘আপনার মেনু
বলি লইল চালাইয়া’ মালাধর, ১৫০০। **চালায়** ১ ক্রি ছোড়ো।
‘তবকি চালায় গুলি’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ ক্রি সক্রিয় করে।
‘জীবহেহে সাঁই চালায় ফেরায়/সেই প্রকারে’ লালন, ১৮৯০।
চালায়া ক্রি ভাড়িয়ে। ‘বাছুর চালায়া ঘর আইলা শ্রীহরি’ মালাধর,
১৫০০। **চালিআ** ক্রি সামলে নিয়ে; সংবরণ করে। ‘ঘন চালিআ
বসনে’ বড়ু, ১৪৫০। **চালিউঅ** ক্রি চালিত হোক। ‘চালিউঅ ষষহর
মাগে অবহুই’ চর্যা ২৭, ১২০০।

চালিয়ে দেওয়া ক্রি আসলের পরিবর্তে অন্য পরিচয়ে ব্যবহার করা
বা গছানো। ‘তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিল’ রবীন্দ্র,
১৮৯২।

চালা [স চাল>] ১ বি অস্থায়ী ছাউনি। ‘মাঠের আগে রাখিল এক চালা
বাক্সিয়া’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ঝড়ের চালের ঘর। ‘গঙ্গে আনল
লাগল, একখানা চালা বাকি রইল না’ রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি
নৌকার হুই। ‘এ নায়ে কণিহে শিত মার কোলে – ও নায়ে চালার
তলে’ জঙ্গীম, ১৯৩৩।

চালাঘর বিপ ঝড় দিয়ে তৈরি চালযুক্ত ঘর। ‘আমার চালাঘরে নদী
বহে’ রক্তিম, ১৮৭৫।

চালা [স চাল>] বি কম্পন। ‘ভূচালার মত চালা কেটো সব লড়ে’
ভারত, ১৭৬০।

চালা [চোলা>] ১ বি রান্নার জন্যে ব্যবহৃত চেরা কাঠ। ‘এরে আজ চালা
করে ধরাইব আখা’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ ফাড়া। ‘মৃতন চালা
কাঠে আনল জ্বালাবার জন্যে’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চালাক [ফা] ১ বিণ বুদ্ধিমান। ‘তিন ভ্রাতার মধ্যে শিবানন্দ বড় চালাক’
রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ চতুর। অতঃপর বিবির মাতা বিবিকে
চালাক করিবার নিমিত্তে। ‘ভবানী, ১৮২৮।

চালাকদাস [ফা চালাক+স দাস] বিণ অতি চতুর। ‘আমরা যে
হেলেবোলা চালাকদাস ও জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম’ হেতাম,
১৮৬১।

চালাকি [ফা চালাক>] ১ বি চালবাজি। ‘আমার কাছে তোর চালাকি
খাটিকে না’ বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি চাতুরী। ‘নেহাইয়ত চালাকিতে

একাজ করিবা’ হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

চালাচালি [স চালি>] বি অব্যাহত আদান-প্রদান। বিদ্যা, ১৮৯১; ‘দুই
পক্ষে অনেক উত্তর চালাচালি হইলে পর ...’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চালান [ফা] ১ বি পাঠানোর দলিল। ‘মের্স, ১৭৬২; ‘মাছীক চালান নগদ
টাকা বুঝিয়া লইয়া রসিন পাঠাবে’। তর্জিত, ১৭৯২। ২ বি প্রেরণ।
‘আগামি মাঘের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিতে চাহ’ হ্যাগহেড,
১৭৭৩। ৩ বি খেপ। ‘পৌল্যা চালানের জে ফেরত কাপড় আমরা
পাইয়াছি’ তর্জিত, ১৭৯২। ৪ বি প্রেরিত মালের মূল্যসহ তালিকা।
‘লাল বাজারির চালান লইয়া বনে গিয়াছে’। কেরি, ১৮০২। ৫ বি
প্রেরণের পর বিচারের জন্য প্রেরণ। ‘মদ খেয়ে মাতলামী করে
চালান হওয়া’ হেতাম, ১৮৬১।

চালানকরী [ফা চালান+স করী] বি চোরাচালানী। ‘চালানকরীর
নামখান জানলে চেয়েছিল প্রেসিডেন্ট’। মাহেনত্ত, ১৯৯৯।

চালান যাওয়া ক্রি পাচার হওয়া। ‘দেশের টাকা বিদেশে চালান
যাচ্ছে’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চালানি, **চালানী** [ফা] ১ বি প্রেরণের ছাড়পত্র। ‘জেহাজ চালানি করিতে
কেন্দ্রদারকে নন্দকুমার রায়কে আমার স্থানে দিয়াছিলেন’। মের্স,
১৭৫৭। ২ বিণ চালান সংক্রান্ত। ‘আমলারা চালানি মকদ্দমা
টুকেছে’। গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ বিণ চালানকরী। ‘খাশা বান্দা ভুত
চালানি’ লালন, ১৮৯০। ৪ বিণ রজুনি সংক্রান্ত। ‘চালানী ব্যবসা,
ফুড্‌ফ্রাইমি কাফ, কিছু বাকী রাখে নাই’। বিজুতি, ১৯৩১। ৫ বিণ
কলিমযোগ্য চাল পাঠানো হয় এমন। ‘চালানি জাহাজ থেকে ঝরে
যায় গোপন চালান’। শক্তি, ১৯৭০।

চালানিয়া [স চালি>] বিণ নিকিত্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

চালানেওয়ালা [স চালন+হি ওয়ালা] বি চালক। ‘ধুমকেতুর পাইলট বা
চালানেওয়ালা’ নজরুল, ১৯২৭।

চালায়ন [স চালন>] ১ বি চালিয়ে দেওয়া। ‘কোম্পানির নোট কৃত্রিমকরণ
এবং কৃত্রিম জালিয়া তাহা চালায়নের বিষয়ে যে নালিশ’। দর্পণ,
১৮০০। ২ বি পরিচালনা। ‘তাহাকেই এই মহারাজ্যের
রাজশাসনকার্য্য চালায়নের উপযুক্ত বোধ করা যাইবে’। দর্পণ,
১৮০৪।

চালি [স চালন>] বি ঘোড়ার চালবিশেষ। ‘বোহা আর সন্ত চালি চালাইল
সকল’। আলগোল, ১৬৮০।

চালি [স চাল] বি বড়াই; অহংকার। ‘যে চালি আমারদিগের মর্যাদা
হইতে দূর ...’। তারিণী, ১৮০৩।

চালি [স তরুলা] বি চাল। ‘ভেটেল ধানের চালির ভাত’। বিজুতি, ১৯২৯।

চালিঅ [স চালিত] বিণ চালিত। ‘চালিঅ ষষহর গড় নিবাবে’। চর্যা ২৭,
১২০০।

চালিত [স। বিণ চালনা করা হয়েছে এমন। ‘স্রোতবেগচালিত ভাসমান
গুহুত্বহারবক্সসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর’। অক্ষয়, ১৮৫৪।

চালিতা [স চারিতা] বি অল্প-কষায় স্বাদবিশিষ্ট গোলাকার ফলবিশেষ।
‘চালিতা তেজলি সাডকড়া’ বড়ু, ১৪৫০।

চালিয়াত [স চাল>] বি ফলিবাজ। ‘উপস্থিত না থাকলে চাল-চালিয়াতরা
আরো সুবিধা পাইয়া যায়’। শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

চালিয়াতি [স চাল>] বি মিথ্যা বড়াই। ‘কনকল চালিয়াতি শেখেনি’।
মণীশ, ১৯৬৩।

চালু [স তরুলা] বি চাল। ‘নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সদেশ চালু কলা’।

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চালুতলিণি বি চালসমূহ। 'আপনে একবার কলিকাতায় জাইয়া সে চালুতলিণি বেচীয়া টাকা ... দাখিল করিবা।' ওর্সা, ১৭৮২।

চালুকোলা [চাল+কোলা] বি চাল ও কোলা। 'হররোজ চালুকোলা সাড়ে পাঁচ খায় ভালো।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

চালুআতি [স তরুণ+] বি ধান ভানা যাদের পেশা। 'চালু লয় চালুআতির ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চালু^১ [হি] বি চাল। 'সমাজ জীবন চালু রাখবার জন্যে কথা বলি।' হাই, ১৯৫৪।

চালুনি, চালুনী [যু চালা+] বি ছিদ্রবহুল পাত্রবিশেষ। 'বিঅনি চালুনী কাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চালুনি দিয়া জল আনা - অসম্ভবকে সম্ভব করার অযথা চেষ্টা। 'চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘল ঘন ঘাটেঘেরে অনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চাপ্পি [ফা চালাক] বিণ চালাক। 'হানিকও চাপ্পি কম নয়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

চাশী [স চ্য+] বি চাষি। এডমন, ১৭৯৩।

চাষ [স চ্য+] ১ বি কৃষিজমি। 'তাহার তালুকে বসি দামিয়ানা চাষ চাষ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি চাষাবাদ। 'পুণ্য মাইসর মাস পুণ্য মাইসর মাস বিফল জলম তার জার নাহি চাষ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি হাল চালানো। 'হালিয়া অনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কেন্দ।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ বি চর্চা। 'গান আমরা চাষ করি আনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৫ বি ফসল। 'বর্ষাকালে ধান ছাড়া অন্য চাষ নাই মাঠে।' শওকত, ১৯৫৮।

চাষ আবাদ [চাষ+ফা আবাদ] বি কৃষিকাজ। 'পরগা ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

চাষকারী [চাষ+স কারী] বিণ চাষ করে এমন। 'বিজুলিয়া কন্দলরগের ইটগোলায় নীলকরদিগের নীল চাষকারী প্রজা।' এডুকেশন, ১৮৯০।

চাষবাস [চাষ+] বি চাষাবাদ; কৃষিকাজ। 'মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাকি চাষবাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাষভূমি [চাষ+স ভূমি] বি কৃষিজমি। 'জত বৈসে ফিজবর তার নাহি নিব কর চাষভূমি বাড়ি দিব দান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চাষাবাদ [চাষ+ফা আবাদ] বি কৃষিকাজ। 'কিছু দিন চাষাবাদ করিয়া হাবির ফসলের দ্বারা বিলক্ষণ যোত্র করিয়াছিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

চাষা [চাষ+] ১ বিণ অমার্জিত। 'কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্যভাষা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি কৃষক। 'কে বুকে পণ্ডিত কেবা চাষা।' রামশ্রদাস, ১৭৮০; 'ভদ্রলোকের নিকট 'চাষা বেটা' প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চাষাণী বি পাড়াগাঁ; চাষাবাদ করা হয় যে গ্রামে। 'তিরকাল এই রকম চাষাণীয়ে বসে ঠাকুরপূজা করিবে।' বিজুতি, ১৯৩১।

চাষাড়ে বিণ মূর্খ। 'ইদা! কাবলাকান্ত! চাষাড়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

চাষাখোপা বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাখোপা বলিয়া পৃথক জাতি হইয়াযে।' মুন্সি, ১৮৯২।

চাষানী, চাষাণী বি চাষার বউ। 'চাষানী ধূলি অনিয়া দিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩; 'নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাড়িল নতুন ঘর।' জসীম, ১৯২৯।

চাষাভূষা, চাষাভূষা ১ বিণ অশিক্ষিত। 'চাষাভূষা লোকের ছেলেরা যাবৎ পরসা পাইত তাবৎকাল পাঠশালায় যাইত।' চন্দ্রিক, ১৮৩২। ২ বি অমার্জিত লোক। 'কোচম্যান, চাষাভূষা ইত্যাদি ছাড়া এই বিশাল জাতির মধ্যে মানুষের মত মানুষ খুব কম পাওয়া যায়।' উরকলী, ১৯২৬। ৩ বি কৃষক শ্রেণী। 'আমাদের চাষাভূষারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চাষাভূষা, চাষাভূষো ১ বিণ সাধারণ মানুষ। 'চাষাভূষার মুখে বে কথাতা ছোট বড়োলোকের মুখে সেইটেই কত বড়ো শোনার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'একটা চাষাভূষা ধরে দাও গে।' শরৎ, ১৯১৬। ২ বি কৃষক শ্রেণী। 'চাষা ভূষাদের আবাসের ক্ষেত হতে পারলো না।' মনসুর, ১৯৩৫।

চাষামি [স চ্য+] বি গ্রামাভ্যাস। 'হুজুর, পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চাষা^১ [স চ্য+] বি পাথিবিশেষ; নীলকণ্ঠ। 'আমি বড় চাষা গগনে আমার বাসা।' সুলতান, ১৭৫০।

চাষি, চাষী [চাষ+] বি কৃষক; কৃষিজীবী। 'তেলি বৈসে কত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'শসক্ষেত আগলিছে চাষি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চাষিত্ত, চাষীত্ত [চাষি+স ত্ত] বি নীচতা। 'বেশমসাহেবর চাষীত্ত প্রমাণের দ্বারা লুৎফনের আভিজাত্য খতিত।' মনসুর, ১৯৫৫।

চাষিপ্রধান, চাষীপ্রধান [চাষি+স প্রধান] বিণ অধিকাংশই চাষী এমন। 'অবস্থাপুর চাষীপ্রধান গ্রামে ...।' তারা, ১৯৪২।

চাষিবাসী বি কৃষক। 'চাষিবাসীর সংসারে ঋণাট্ট বেশি।' শওকত, ১৯৫৮।

চাষিবৌ [চাষি+স বৌ] বি কৃষকের স্ত্রী। 'পরও দিনে যে চাষিবৌ এসেছে, সেই বললে মুক্তিবাহিনী চারিদিকে প্রতিরোধ শুরু করেছে।' শওকত, ১৯৭২।

চাষিভূষি, চাষীভূষি বি কৃষক ও গ্রামের অশিক্ষিত লোক। 'যত চাষীভূষির সঙ্গে বৈসে গল্প করবে।' তারা, ১৯৪০।

চাষিমহিলা বি কৃষক পরিবারের নারী। 'শ্রোতা চাষিমহিলার কণ্ঠস্বর অনুরোধ মাথা।' শওকত, ১৯৭২।

চাষি-সদগোপ, চাষী-সদগোপ [চাষি+স সদগোপ] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুমার-সদগোপ, চাষী-সদগোপ এবং গন্ধবানিকদের বাস।' তারা, ১৯৪৬।

চাস [চাষ+] বি আবাদ। 'কাহাকেও অসম্মতিতে বলক্রমে পৌত্তের চাস না-করাইবার ...।' ফরাস্টার, ১৭৯৮।

চাসকর্ম [চাষ+স কর্ম] বি কৃষিকাজ। 'চাসকর্মের আধিক্যে মহাজনী দ্রব্যাদি অনেক জন্মে।' ফরাস্টার, ১৭৯০।

চাসবাস বি চাষাবাদ; কৃষিকাজ। 'দাদনী লইয়া কালক্রমে চাসবাস করিতে না পারিলে ...।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

চাসা [চাষ+] ১ বিণ গ্রাম্য। 'মহা চাসা বেটা জাতে পেট নাহি ডরে।' বন্দ্য, ১৫৮০। ২ বিণ অমার্জিত রুচিসম্পন্ন। 'রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা।' ভারত, ১৭৬৩। ৩ বি কৃষক। 'মূর্খ কেবল চাসা হাতি।' কেরি, ১৮০২।

চাসাকৈবর্ত [চাষ+স কৈবর্ত] বি পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুণি চাসাখোপা চাসাকৈবর্ত অনেক।' ভারত, ১৭৬০।

চাসী [চাষ] বি চাষি। ওর্সা, ১৭৮২।

চাহনি, চাহনী [স চক্ষু] ১ বি দৃষ্টি। 'হাসির চাহনি দেখাল কমিনী পরাণ হারানু তাহ'। ষিচী, ১৬০০; 'সে চাহনীতে একটা সম্ভেহের আবেশ'। হাই, ১৯৪৭। ২ বি তাকাবার ভঙ্গি। 'দেখি তাহার চাহনি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি জ্যোৎস্না। '(ও চাঁদ), বনে বনে দোল জাগাশো ওই চাহনি তুফান-তোলা'। রবীন্দ্র, ১৯২২। ৪ বি উদাসী দৃষ্টিপাভ। 'দিক-হারানো চাহনি অজানা আকাশের'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৫ বি আলোকন। 'শেষরাত্রের পায়ে-কাঁটা-দেওয়া আলোর আড়-চাহনি'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চাহনি-ছুরি বি চাহনিরূপ ছুরি। 'নয়নকোণের চাহনি-ছুরিতে মর্মতন্তু টুটে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চাহনি-তরে ক্রিবিগ দৃষ্টিপাতের আশায়। 'একটি চাহনি-তরে চেয়ে আছে কত ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চাহনি ফেরাফিরি বি পরস্পরের প্রতি অর্থবোধক দৃষ্টিবিনিময়। 'চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অজীর্ণ পথে গেল'। বঙ্কিম, ১৮৭৮।

চাহা' [স চক্ষু] ১ ক্রি দেখা। 'মাসত চড়হিলে চউদিস চাহা'। চর্যা ৮, ১২০০। ২ ক্রি খোঁজা। 'চাহেছে চাহেছে সুখ বিহার'। চর্যা ৩১, ১২০০। ৩ ক্রি ইচ্ছা করা। 'বোল চালে হাট জাইতে চাহসি সুন্দরী'। বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি কামনা করা। 'চাহিলেন সুরতি/ নাহি দিল পাগমতি'। বড়, ১৫৭০। ৫ ক্রি চেষ্টা করা। 'প্রথমে চাহিঅ তুষ্কি করিবাব বধ'। সুলতান, ১৭০০। ৬ ক্রি দাবি করা। 'কমল/ কারণে কাহাঞি/ চাহ এহার বিচার'। বড়, ১৪৫০। চাহঅ ক্রি দেখে। 'মাসত চড়হিলে চউদিস চাহা'। চর্যা ৮, ১২০০। চাহম ক্রি ভাওয়া। 'জাইঅ ও জতনে গোঅ চাহএ হিমগিরি ন নুকাএ'। বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০। চাহহ ক্রি ইচ্ছা করলে। 'শিশু সনে চাহহ ছাগল রাবিরার'। সুলতান, ১৭০০। চাহজি ক্রি ভাওয়া। 'নাহি সতে কড়া করে কড়ক চাহজি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চাহহে ক্রি ঝুজতে। 'চাহহে চাহহে সুখ বিহার'। চর্যা ৩১, ১২০০। চাহহি ক্রি চাহে। 'বোল চালে হাট জাইতে চাহসি সুন্দরী'। বড়, ১৪৫০। চাহা ক্রি চাহে। 'ভুলি চাহা মোর মুখে'। বড়, ১৪৫০। চাহী ক্রি চেয়ে; দেখে। 'রাখার বমন চাহা কাহাঞি হাশে'। বড়, ১২০০। চাহাম ক্রি ঝুজি। 'জা এথু চাহাম সো এথু নাহি'। চর্যা ২০, ১২০০। চাহি ১ ক্রি বুঝে। 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি'। চর্যা ২০, ১২০০। ২ ক্রি ইচ্ছা করে। 'চাহি লৈল বড়ায় মাই'। বড়, ১৪৫০। ৩ অব্য চেয়ে। 'জীবন চাহি জীবন বড় রঙ্গ'। তবে জীবন জব সুপুরুষ সঙ্গ'। বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ ক্রি ভাওয়া। 'জব পরিহার চলএ চাহি'। ষিচী, ১৬০০। চাহিঅ ক্রি চেষ্টা করে। 'প্রথমে চাহিঅ তুষ্কি করিবাব বধ'। সুলতান, ১৭০০। চাহিয়া ক্রি চেয়ে। 'এর্যে এর্যে সমাই সমাই মুখ চাহিয়া'। মালাগা, ১৫০০। চাহিঅ ক্রি বুঝে। 'সোদর মাউলানী পাইনী চাহিঅ'। বড়, ১৪৫০। চাহিএ ক্রি চাই। 'তোমার আকর চাহিএ ভাহাতে ...'। চিঠিপত্র, ১৭৩৫। চাহিত ক্রি কামনা করতো। 'এই চাহিত যে আর আর জাতিই ন্যায় তাহাদিগের একজন রাজা হয়'। তারিখী, ১৮০০। চাহিতে ক্রি দেখতে। 'নরক চাহিতে মোর হাবিলাশ অতি'। সুলতান, ১৭০০। চাহিতে ক্রি ঝুজতে। 'গাছ চাহিতে আশে জাইএ বৃন্দাবনে'। বড়, ১৪৫০। চাহিহু ক্রি দেখানো। 'কিগণ্ট লাহর ডিলি চাহিহু অনেক পল্লি'। মুকুন্দ, ১৬০০। চাহিব ক্রি ইচ্ছা করবো। 'রাখক দেখিলে আশে চাহিব দানে'। বড়, ১৪৫০। চাহিবা ক্রি দেখবে। 'জদি বা হারতে জাঅ রথে না চাহিবা'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চাহিবার ক্রি চাইতে; দেখতে। 'অন্তঃপুরে জত নারি আইল চাহিবার'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চাহিবেক ক্রি চাইবে। কালপে, ১৭৮৭। চাহিয়া ১ ক্রি চেয়ে। 'তোর দুঃখে তাই চাহিয়া আনিদু'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি

দেখে। 'স্বাতোমা বাপের শির এজিঙ্গে চাহিয়া'। গরীব, ১৭৬৫। চাহিলে ক্রি চাইলে। 'দুই মেলিণা কাহাঞি চাহিল'। বড়, ১৪৫০। চাহিলে ক্রি চাইলে। 'একে চাহিলে আরে পায়িলে'। বড়, ১৪৫০। চাহিলেক ক্রি তাকালো। 'চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তপল দিল বন্ধে'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চাহিলেন ক্রি কামনা করলেন। 'চাহিলেন সুরতি/ নাহি দিল পাগমতি'। বড়, ১৫৭০। চাহিহু ক্রি চাইলাম। 'বর্মির চাহিহু পক্ষে মুখি অল্পখি'। আলোড়ন, ১৬৮০। চাহিলো ক্রি চাইলো। 'নিজ পতি না চাহিলো তোমাক উপেখিলো'। বড়, ১৪৫০। চাহী ১ ক্রি চেয়ে। 'চরি পাশে চাহী বৃন্দাবনে'। বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি কামনা করি। 'আহোহিনি আশে সহি তোর ভাল চাহী'। বড়, ১৪৫০। চাহীএ ক্রি কামনা করে। 'এবে মঙ্গল চাহীএ দেখিলো বড়ায়'। বড়, ১৪৫০। চাহীব ক্রি চাইবো। ওর্গা, ১৭৮২। চাহীল ১ ক্রি চাইলাম। 'স্বাহাত লাগিঅ নিজ পতি না চাহীল'। বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি তাকিয়ে দেখলো। 'কতাকে লেহে কিলিখ চাহীল'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চাহ ক্রি দেখুক। 'বহিতে না পারিব রাখা তুলী চাহ ভার'। বড়, ১৪৫০। চাহ ক্রি চাই। 'বল করিতে চাহে তোর'। বড়, ১৫৭০। চাহে ১ ক্রি চায়। 'কাঙ্ক্ষী ভগিতে চাহে বলে'। বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি দেখে। 'ভুব দিঅা চাহিহু চাহে বহে দুর'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চাহেন ক্রি তাকান। 'শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ'। বৃন্দা, ১৫৮০। চাহেহু ক্রি কামনা করে। 'সন্ধেএ চাহেহু তোকে রোহু বনমালী'। বড়, ১৪৫০। চাহো ক্রি চাই। ওর্গা, ১৭৮২। চাহো ক্রি কামনা করি। 'তেরি সমহী করি নিতে চাহো রাই'। বড়, ১৪৫০।

চাহি' বা চাহ' বি বাসনা। 'উজির দৌলত ভাবত সতত পুরিতে মনের চাহা'। বাহাম, ১৬৫০।

চাহা' [চি চা] বি চা। 'চাহা পীয়নের পর দশ ঘড়ি তক'। কেরি, ১৮০২।

চাহারখানা [পা চিহরাখ+খানা] বি মুখচ্ছবি। 'সুর্কি রং চাহারখানার টিলে আরবি পায়জামা'। নবরঙ্গ, ১৯৩০।

চাহিত [স চক্ষু] বি বায়না। 'বাবুলনে তোমার গান বাজনা শুনিলে তবতে তোমাকে চাহিত করিবেক'। ভবানী, ১৮২৮।

চাহিদা [হি চাহ] বি প্রয়োজনের পরিমাপ; ডিমাত। 'চাহিদা ও সরবরাহের প্রচলিত প্রথা অচল ইহা পড়িয়াছে'। আজাদ, ১৯৪২।

চিঅ [স চিত্র] বি চিত্র। 'চিঅ কণ্ডহার সূত-মাঙ্গে'। চর্যা ১৩, ১২০০।

চিঅরাঅ [স চিত্তরাঅ] বি চিত্তরাঅ। 'চিঅরাঅ মই অহার কএলা'। চর্যা ৩৫, ১২০০।

চিঅরাঅ [স চিত্তরাঅ] বি চিত্তরাঅ। 'এবে চিঅরাঅ মুকু গঠা'। চর্যা ৩৫, ১২০০।

চিঅ, চিআনে ক্রি জ্ঞাত হওয়া। 'বড়ায়িক চিআইএ বুল বচন'। বড়, ১৪৫০। চিঅ ক্রি জ্ঞাপো। 'চিঅ পুর শিখরে জননী'। মুকুন্দ, ১৬০০। চিআইএ ক্রি সচেতন হয়ে। 'চিআইএ সমতী দেহ রাখা'। বড়, ১৪৫০। চিআইএ ক্রি জ্ঞাপিয়ে। 'বড়ায়িক চিআইএ বুল বচন'। বড়, ১৪৫০। চিআইএ ক্রি জ্ঞাপাতে। 'তর্ভোহে চিআইতে আজী না লাগিল গাএ'। বড়, ১৪৫০। চিআইয়া ক্রি জ্ঞাপিয়ে। 'নিদ্রা গেলে আমি চিআইয়া বাবী আপনি খাওয়ান ওয়া'। মুকুন্দ, ১৬০০। চিআইল ক্রি জেগে উঠলো। 'তার রাএ কংসের পত্নী চিআইল'। বড়, ১৪৫০। চিআইলী ক্রি জ্ঞাপিয়ে। 'চি আ জেগে উঠলো'। কথোখণ্ডে চিআইলী রাখা চন্দ্রাবলী'। বড়, ১৪৫০।

চিওড়ি, চিওড়ী [স চিওট] বি জলচর প্রাণীবিদ্যে। ওর্গা, ১৭৮৫; 'চিওড়িও একপ্রকার জলজ কীট, মৎস্য নহে'। বিন্দ্য, ১৮৫১; 'মাড়াওয়ালা

চিৎগী ... জালে পড়ল।' অবন, ১৮৯৬।

চিটি [ক্ষন্য] বি ক্ষীণ আর্তক্ষনি। 'ভারী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিটি করিয়া কথা বলিতেছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

চিটি করা ক্রি ক্ষীণ শব্দ করা। 'গলা চিটি করছে।' জীবন, ১৯৩২।

চিড়া, চিড়ে [স চিপিটক] বি চাল চ্যাপটা করে তৈরি করা খাবারবিশেষ। 'এই মত চিড়া ছড়ম সদেশ সকা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রামচরণে আমাতে চিড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চিড়িতন, চিড়েতন [হি] বি বেলার তাসবিশেষ। 'চিড়িতন।' ওয়া, ১৭৮৫; 'রং হল চিড়েতন সব গেল ঘুলিয়ে।' সুকুমার, ১৯২০।

চিহি চিহি [ক্ষন্য] ১ বিণ অবিরাম চিহি শব্দ করছে এমন। 'আস্তাবল থেকে চিহি চিহি শব্দে হ্রোয়ক্ষনি উঠছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি ঘোড়ার ডাকের মতো ধনি। 'সে চিহি চিহি করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

চিক [তু] বি বাশের শলা দিয়ে তৈরি পর্দা। 'দান দিতে চিক হারে আইল কলাবতী।' আলোএল, ১৬৮০।

চিক-ঢাকা বিণ বাশের শলার তৈরি পর্দায় ঢাকা। 'পাশের গলির চিক-ঢাকা ওই আপসা আকাশডালে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চিক [ক্ষন্য] বি বলায় পরার অগ্ধকারবিশেষ। 'ভায়মনকাটা চিক তাবিজ বাজু হাভের কড়া স্বর্ণ গোটা চাবির সিকপি; চন্দ্রহার ... ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৮।

চিকচিক [ক্ষন্য] বি ইষৎ উজ্জ্বল্য প্রকাশ; ঝিকমিক। 'দেখিতে অপরূপ যাহা করে চিকচিক।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চিকচিকানো [ক্ষন্য চিকচিক] ক্রি চিকচিক করা। 'কি শুধু উজ্জ্বল্যের সন্ধান পেয়ে চিকচিকিয়ে উঠেছে।' কায়সার, ১৯৬৫।

চিকচিকে [ক্ষন্য চিকচিক] ১ বিণ চিকচিক করছে এমন। 'সুখীর তৃণ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিকচিকে টসটেস হয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ ঝিকমিক করে এমন। 'পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে গোয়াস্রার আলো।' বিজুতি, ১৯২৯।

চিকড় [স শিখর] বি শিকড়। 'মূল চিকড় করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

চিকণ [ফা চিকিন] ১ বিণ চকচকে। 'নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ মসৃণ। 'চামরা ভিনিএরা ভোর চিকণ করবী।' বড়ু, ১৫৭০।

চিকণকাল, চিকনকাল বি কৃষ্ণ। 'চিকণকাল করিয়াছে থানা।' দ্বিজদাস, ১৬০০; 'আমার চিকনকাল ভালোবাসি/ কালা রাখার ঘাণখার।' গিরিশ, ১৮৮৩।

চিকন [ফা চিকিন] ১ বিণ মসৃণ। 'রাওএ ঘনিজী তাক করিল চিকন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ মিহি; সরু-দানাদার। 'কিনিতে চিকন দিনি কত ছড়াহুড়ি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৩ বিণ পাতলা। 'কত বা নেতের তুলি চিকন মশারী।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৪ বিণ মনোহর। 'চিকন গাখিয়া মালা, পরিতাম হার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৫ বিণ চকচকে। 'চিন্তা উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্ণপত্রের মতো পানুবর্ণ হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বিণ সরু। 'চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেখায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

চিকন কালো [ফা চিকিন+স কালা] বি মসৃণ কালো রং। 'মিশিকালো মোরেকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' অবন, ১৯২২।

চিকনচাকন [ফা চিকিন] বি চাকচিক্য। 'বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিকনদার [ফা] বি মিহি কাপড়নিমাতা। ওয়া, ১৭৮৫।

চিকনা [ফা চিকিন] বিণ লাভনয়ম। 'কেটেছে রক্তিন মখমল দিন ওজুদে চিকনা সরে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

চিকনাই [স চিকিন] বিণ উজ্জ্বল। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ঢেহারা বেশ চিকনাই হইয়া উঠিতে লাগিল।' মনসুর, ১৯৩৫।

চিকনা মাটি [স চিকিন+মাটি] বি সাচি মাটি। মানোএল, ১৭৪৩।

চিকনিয়া [ফা চিকিন] বিণ উজ্জ্বল। 'মাথায় চিকনিয়া চন্দপাতা টুপি।' ইমদাদুল, ১৯২০।

চিকমিক [ক্ষন্য] বি ঝিকমিক। 'একটু বিদ্যুৎ চিকমিক করতে আরম্ভ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চিকমিকিয়ে ক্রিবিণ ঝিকমিক করে। 'আকাশ জুড়ে চিকমিকিয়ে চিকমিকিয়ে রে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

চিকমিকে বিণ ক্ষয়ে ক্ষয়ে দ্রুতি প্রকাশ করে এমন। 'সমস্ত আকাশজোড়া পরজে ইন্দ্রের ঘোড়া/ চিকমিকে বিদ্যুতের আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিকরুনি [স চিকর] বি চিকর। 'দানার চিকরুনি দেখে বাবা কান্থনকে ডাকবে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠয়ে দিলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

চিকরি [স উদ্ভিদ বিশেষ]। 'বাগানটির চিকরি চারার বেড়ার গায়ে বসানো বাঁশের বাতা দিয়া তৈরি গোট।' মানিক, ১৯৩৭।

চিকারী, চিকারী [হি চিকারী] ১ বি চিকর। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি যেতারাদি তারযন্ত্রে কালা দেওয়ার জন্য সংলগ্ন অতিরিক্ত তার। 'চিকারির বনবাননি তাঁদের কানে অসহ্য।' প্রমথ, ১৯১৬; 'তারের যন্ত্রে চিকারী ও জুড়ীর সাহায্যে সুরকে পুষ্ট করিবার যে পদ্ধতি আছে ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

চিকিচিকি করা [ক্ষন্য চিকিচিকি] ক্রি চিকচিক করা। 'বালি চিকিচিকি করে চরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিকিছা [স চিকিৎসা] বি চিকিৎসা। 'ঘুচাইয়া লাজে চিকিছার কাজে বসিলা রোগীর কাছে।' চট্ট, ১৫৫০।

চিকিছে [স চিকিৎসা] বি চিকিৎসা। 'কিছু জ্ঞান না চিকিছের।' মানিক, ১৯৩৬।

চিকিতসা [স চিকিৎসা] বি চিকিৎসা। 'এক ঠাই ঘাঘর চিকিতসা কারিলে বড় উপকার হয়।' চিঠিপত্র, ১৮৩৯।

চিকিৎসক [স] বি যিনি চিকিৎসা করেন। 'ডাক্তর ও তাহারদিশের নীচে শতাধিক বাঙ্গালি চিকিৎসক।' দর্পণ, ১৮১৮।

চিকিৎসা [স] বি রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি। 'চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিকিৎসায়ত্ন [স] বি চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বই। 'এক চিকিৎসায়ত্ন তর্জমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২১।

চিকিৎসাধীন [স চিকিৎসা-অধীন] বিণ চিকিৎসা চলছে এমন। 'হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ৫৬ জন।' বৈশম, ১৯৭২।

চিকিৎসাযোগ [স] বি রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাদি। 'গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চিকিৎসাবিদ্যা [স] বি চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞান। 'ইংল্যান্ডেরদের মধ্যে যে চিকিৎসাবিদ্যা আছে ...।' দর্পণ, ১৮১৮।

চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ [স] বিণ চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী।
'চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ এতৃ কৃষ'। অক্ষয়, ১৮৫২।

চিকিৎসা-বিদ্যালয় [স] বি চিকিৎসাবিদ্যা শেখার বিদ্যালয়।
'কলিকাতা নগরীতে স্ত্রীশিক্ষা-চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া ...'। অক্ষয়, ১৮৫২।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ী [স] বি চিকিৎসা যার জীবিকার উপায়। 'ডাক্তার ... একজন আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চিকিৎসাভাস্য [স] বি চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা। 'সেই খানে থাকিয়া চিকিৎসাভাস্য করিয়া পরে ঐ আপন ব্যবসায় করিত'। দর্পণ, ১৮১৮।

চিকিৎসার্থ [স] চিকিৎসা-অর্থ ক্রিবিণ চিকিৎসার জন্য। 'চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন'। দর্পণ, ১৮৩৪।

চিকিৎসাধিনী [স] বি স্ত্রী রোগী। 'চিকিৎসাধিনীগণকে সন্মোচনের সঙ্গে পুরুষ ডাক্তারের নিকট ...'। বেগম, ১৯৬৩।

চিকিৎসালয় [স] চিকিৎসা-আলয় বি হাসপাতাল। 'এক চিকিৎসালয় মো কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে ...'। দর্পণ, ১৮১৮।

চিকিৎসাশাস্ত্র [স] বি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসা করা যায়। ওর্স, ১৭৮৫; 'তিনি ... তদ্দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচারকর্তা'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ [স] বিণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। 'চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আরব দেশে গমনপূর্বক বিবিধ শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

চিকিৎসাহীন [স] ক্রিবিণ বিনা চিকিৎসায়। 'বিনা ঔষধে চিকিৎসাহীন নিবেছে জীবন তার'। জসীম, ১৯৫১।

চিকিৎসিত হওয়া ক্রি চিকিৎসা গ্রহণ করা। 'ধনেশবাবু কিছুতেই আমাদের অনুমোদিত উপায়ে চিকিৎসিত হইতে রাজী হইলেন না'। বনকুল, ১৯৩৬।

চিকিৎসা^১ [স] চিকিৎসা-১ ক্রি চিকিৎসা করা। 'চিকিৎসিমু প্রাণপণ'। আলাওল, ১৬৮০; 'নিঃসরিল গর্ভ তবো বৈদ্যো চিকিৎসিল'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চিকিৎসিকি [ধন্যবা] ১ বিণ চিকিৎসিক শব্দ করছে এমন। 'কীটপতঙ্গের চিকিৎসিকি শব্দ বিব্রত হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বি কণে কণে আলোর ঝিলিক। 'কোথাও একটু জল ফুটিয়া উঠিতেছে - সেখানে একটু চিকিৎসিকি'। বঙ্কিম, ১৮৮২; ৩ বি ঝিকিঝিকি। 'কাদো মেঘ ভেসে এল হেসে চিকিৎসিকি'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিকিয়ে ওঠা ক্রি চকচক করা। 'আমার মনের মধ্যে চিকিয়ে উঠল আলোর বলক'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চিকীর্ষা [স] চিকিৎসা বি চিকিৎসা। 'তাহাতেই পিড়া হইয়াছিল চিকীর্ষা করানো গিয়াছিল'। চিঠিপত্র, ১৭৯৪।

চিকীর্ষু [স] বিণ করতে ইচ্ছুক। 'মাহারা ধর্মলোপ চিকীর্ষু হইয়াছেন'। দর্পণ, ১৮৩১।

চিকুর [স] ১ বি চুল; কেশ। 'খদিরকুমুমমালা আউলাইল চিকুরে'। বড়, ১৪৫০। ২ বি বিদ্যুৎ। 'ঈশানের উল্লি মেঘ সঘনে চিকুর উত্তর পর্বনে মেঘ ডাকে দূরদূর'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চিকুর চামরী [স] বি তিব্বতি গাভির পেছের চুল। 'সিংহকটি গজপতি চিকুর চামরী'। আলাওল, ১৬৮০।

চিকুর-জাল [স] বি কেশগুচ্ছ। 'চাঁচর চিকুর-জাল জলধর জিনি'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চিকুরভার [স] বি চুলের রাশি। 'মুকুতা চিকুরভার সুসন সবারে'। কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

চিকুর বি পক্ষীবিষেয; বাজ পাখি। ওর্স, ১৭৮৫।

চিকেন কারি [হি] বি সুগিরি মাংসের খোলা। 'চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছেই'। মুকুতবা, ১৯৫৮।

চিক্ণ [স] ১ বিণ মসৃণ; তেলতেল। 'বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্ণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি খোপদুরন্ত। 'গোরা গায় চিক্ণ কাবাই'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চিক্ণতা [স] ১ বি মসৃণতা। 'আপন চিক্ণতা যাহাতে দেবতা মনুষ্য তুষ্ট আছেন'। তারিণী, ১৮০৩। ২ বি উজ্জ্বলতা। 'রঙের চিক্ণতায়, নয়নের চটল ভঙ্গিমায় ...'। তারা, ১৯২৯।

চিকুর [স] চিকুরা বি তীব্র চিকুর। 'শোনা তার হেয়ার চিকুর'। নজরুল, ১৯২৪।

চিকুরি [স] চিকুর-১ বি চিকুর। 'যদি চিকুরি দেখতে! ... মাথায় জলটল দে তবো ভাল হল'। গিরিশ, ১৮৮৯।

চিকাতা বি চাকচিক্য। 'তাহাদের বেশভূষা স্বতন্ত্র, পরিচ্ছদে চিকাতা থাকে'। শওকত, ১৯৫৮।

চিৎ মায়া [স] চিকুর-১ মায়া ক্রি চিকুর করা। 'চিৎ মেয়ের কাদে আরোহণের পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক'। নজরুল, ১৯২৪।

চিহ্নিল [স] পিছিয়া বিণ কর্মমাজ। 'দু'আত্তে চিহ্নিল মার্কে ন থাই'। চর্যা ৫, ২২০০।

চিঙলি [স] চিঙা বি চিঙি। 'মোনাএল, ১৭৪৩।

চিঙড়ি [স] চিঙা বি চিঙি। 'দুইখাড়া চিঙড়ির ক'রে ডুটিনাশ'। গুণ, ১৮৫৮।

চিঙটি [স] চিঙা বি চিঙি। 'সরসভীর কমলবনে চিঙটিনামক কর্মমচর ক্ষুদ্র মৎস্যের সন্ধান'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিঙড়া [স] চিঙা বি চিঙি। 'রন্ধন-সন্ধান জানে পঞ্চাল চিঙড়া কিনে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

চিঙড়ি, চিঙড়ী [স] চিঙা বি চিঙি। 'কীছু ভাজ বালিকড়া চিঙড়ির তোল বড়া'। মুকুন্দ, ১৬০০; 'পুরাণ চিঙড়ী মাছ তার এই দাড়া'। কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

চিঙিড়ি [স] চিঙা বি চিঙি। 'চিঙিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং'। হস্তোম, ১৮৬১।

চিঙ্কারী [স] চিকুরা বি চিকুর। 'চিঙ্কারী পড়িল পাণী আর্তনাদ ছাড়ি'। সুলতান, ১৭৫০।

চিচিং ফাঁক হওয়া - গুণ বিষয় প্রকাশিত হওয়া। 'এ রে চিচিং ফাঁক হলো'। নজরুল, ১৯২২।

চিচিলা, চিচিড়ে [স] চিচিটা বি সবজীবিষেয। 'চিচিলা'। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ভূমি ঝিট আমি চিচিড়ে'। নজরুল, ১৯৩২।

চিচ্ছক্তি [স] চিচ্ছ-শক্তি বি চেতনাশক্তি। 'একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিজ [ফা] ১ বি খাদ্য। 'প্রথমে যীনের চিজ খাইব সকলে'। সুলতান, ১৭০০। ২ বি সামগ্রী। 'এই তিন চিজ দেখ এলাহির ভেজা'। গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিণ মৃত। 'সাবাস! উকিল কি চিজ'। গিরিশ, ১৮৮৯। ৪

বি মালামালা। 'সে বাপ বাপ বলে তোমার চিঞ্জ তোমায় ফিরিয়ে দেবে।' নজরুল, ১৯২৫। ৫ বি অতুত লোক। 'বুঝলে একটা চিঞ্জ বটে - সহজ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চিঞ্জবস্ত্র [ফা চিঞ্জ+স বস্ত্র] বি শুক্লতুর্পূর্ণ বিষয়-আশয়। 'তবসঙ্গে আরও কত কী কবিপ্রসিদ্ধির চিঞ্জবস্ত্র।' নজরুল, ১৯২৪।

চিঞ্জপেটি বি গলায় পরার অলংকারবিশেষ। 'সদ্যবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নখ, কণ্ঠে চিঞ্জপেটি বা চিক ... পরতেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

চিট [হি] বিণ ঠক; শঠ। 'চুল করে প্যানচিট, হয় ফিট কত চিট।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চিটচিটে [ধন্য] বিণ আঠালো। 'আর দেখলেন অন্তর্গত টুপির শোভা ... তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোঁড়া।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৪।

চিটানো [স ছটা] ক্রি ছিটানো। 'চিটাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

চিটাফোঁটা [স ছটা] বিণ ছিটাফোঁটা; সামান্য। 'দুর্বলা কহিল তাঁর সব বিবরণ চিটাফোঁটা ঔষধ নেহ পিরিত্তি কারণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চিটি, চিটী [হি চিটী] বি চিটি; পত্র। 'জেহাজ রওনার চিটি মেং এক সাহেবের হস্ত।' মেয়র্স, ১৭৫৭; 'সাহেব মোহর ১ খান আমাকে দিতে সাহেবকে চিটি লিখিয়াছেন।' ডেরলি, ১৮০০; 'তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বলবো।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

চিটিংবাজ [হি চিটিং+ফা বাজ] বি প্রতারক। 'চিটিংবাজদের মতোই আওয়াজ।' শিবরাম, ১৯৫০।

চিটিংবাজি [হি চিটিং+ফা বাজ] বি প্রতারণ। 'চিটিংবাজির মামলার জেলবানায় ঘনি টেনে আসুক।' কায়সার, ১৯৬২।

চিটে গুড় [স চিটি+স গুড়] বি চিটাগুড়; খোলা গুড়বিশেষ। 'চিটে গুড় হিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চিটে গুড়ে পিপড়ে - আঠার মতো লেগে থাকে। 'চিটে গুড়ে পিপড়ের মতো জড়িয়ে আছি দেখি।' পাশা, ১৯৭১।

চিটেপানা বিণ চুপসে রয়েছে এমন। 'ভুঁটিটা ... একদিক চিটেপানা আর একদিকে বেচণ মোটা।' মনোজ, ১৯৬১।

চিটা [হি চিটা] ১ বি হিসাবের খাতাপত্র। 'দেওয়ান ঘোষের বোটা বহিত আমার চিটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি চিটি। 'মহাশয় তুমি চিটা বাহির করিয়া দেখ'। কেরি, ১৮০২। ৩ বি জমি জরিপের বিবরণপত্র। 'কাহাকে বলে চিটা, কাহাকে বলে গোসায়ারা ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

চিঠি, চিঠী [হি চিঠা] ১ বি চিঠি। 'হার নামে হত রাঘব চিঠি লেখাইলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ইংরেজী চিঠী লিখেন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি লটারির চিঠিক। 'মাগের চিঠী সকলে ভিনসত পত্রিক্রিস চিঠী ইহার বিতং এক চিঠী।' ক্যালগে, ১৭৮৪। ৩ বি ফর্দ; তালিকা। 'নিমন্ত্রণপত্র কিংবা বাজারের চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

চিঠি চলা ক্রি চিঠির আদান-প্রদান করা। 'রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

চিঠি-চাপাটি বি চিঠিপত্র। 'কাজ না থাকলে হয়ত তারা চিঠি-চাপাটিও লেখে।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

চিঠি-চালাচালি বি চিঠি আদান-প্রদান। 'আমি গোপনে চিঠি-চালাচালি করছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

চিঠি-পত্র [হি চিঠা+স পত্র] বি চিঠিপত্র। 'তাই এতদিন চিঠি-

পত্র লেবনি?' নজরুল, ১৯২৭।

চিঠিপত্র [হি চিঠা+স পত্র] ১ বি চিঠি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র। 'কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তত্ত্বাসীতে পাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৪৯। ২ বি পত্রবিনিময়। 'আপনার বৃষ্টি এই সময়ে চিঠিপত্র চলছে?' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চিঠিপিঠি [হি চিঠা] বি চিঠিপত্র। 'কারো চিঠিপিঠি নিয়ে এসেছেন নাকি?' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

চিঠির বাস্ত্র [হি চিঠা+ই বস্ত্র] বি ডাকে পাঠানোর জন্য চিঠিপত্রাদি রাখার আধারবিশেষ। 'পোষ্ট অফিস, চিঠির বাস্ত্র এবং পোষ্টম্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।' আজাদ, ১৯৪৯।

চিঠিলিখিয়ে বি পত্রলেখক। 'এ চিঠিলিখিয়ার চিঠি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিঠীওয়ালা বি পত্রবাহক। 'উমেদার, বেকার রেকমেও চিঠীওয়ালার লোকে বৈঠকখানা খে খে।' হুতোম, ১৮৬১।

চিঠে [হি চিঠা] বি চিঠি। 'দুশো পাঁচো সাথশো হাজার, কত দিলে লিখে চিঠে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চিড় [স চিরা] বি ফাটল। বিদ্যা, ১৮৯১।

চিড় খাওয়া ক্রি ফাটল ধরা। 'কল্লোলের সংহতিতে যেন চিড় খেল।' অচিন্তা, ১৯৫০।

চিড়কার [স চিৎকার] বি চিৎকার। 'এ সভার চিড়কারে মোর নিন্দা হতেছে ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

চিড়চিড় [ধন্য] বি ফাটার অনুভূতি। 'অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দুফাঁক করে দিল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

চিড়চিড়ে বি কাঁটাগুলিবিশেষ। 'মাঝে চিড়চিড়ে, আকন্দ, বোয়ান এবং আরো কত কী কাঁটাগুলি ...।' নজরুল, ১৯২৭।

চিড়বিড় [ধন্য] বি তেলে ভাজার শব্দ। 'ফুটন্ত তেলে একবার এ পিঠি চিড়বিড় করে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিড়া [স চিপিটকা] বি চাল চ্যাপটা করে তৈরি করা বাসাদ্রব্যবিশেষ। 'নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কেঁপা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিড়াভাজা [স চিপিটকা+পা ভজা] বি তেল অথবা তেলহীনভাবে ভাজা চিড়া। 'আড়াইসের ধানের কিনিলা চিড়াভাজা।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ চিড়া

চিড়ামুড়কি বি মিশ্রিত চিড়া ও গুড়-মাখানো মুড়ি। 'বস্ত্র হইতে চিড়ামুড়কি পতন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

চিড়া [স চিরা] ক্রি নির্দীর্ণ করা। 'বাদি হই কাঙ্ক্ষই করাত লই চিড়ে।' বাহরাম, ১৬৫০; 'কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৮।

চিড়িক [ধন্য] বি বলকানি। 'কেরোসিনের ধোঁয়া, চিমনির চিড়িক, ঘরে গুমোট মাঝভার জ্বাল।' জীবন, ১৯৩১।

চিড়িতন [হি চিড়ী] বি তাসবিশেষ। 'আরে মশো, চিড়িতন যে রঙ, ত্রুপ খেললি কেন।' মাইকেল, ১৮৬০।

চিড়িমার [হি চিড়ী] বি চিড়িতন; তাসের চিৎবিশেষ। 'হরতন, রুইতন, ইক্কাব ও চিড়িমার এই চারিঙ্গ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

চিড়িয়া [হি] ১ বি পাখি। 'গুপ্ত, ১৭৮৫। ২ বি গুপ্তসংবাদ সরবরাহকারী। 'মাস দেড়েকের মধ্যেই একটা নতুন চিড়িয়া ধরে ফেলেছেন।' সাদত, ১৯৬৭।

চিড়িয়াখানা [হি চিড়িয়া+ফা খানা] বি পশুপক্ষীশালা। 'বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই।' হুতোম, ১৮৬১।

চিড়িয়ামারি বি পাখিশিকার। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

চিড়িয়া^১ [হি চিড়ী] বি তাসের রবিশেষ। চিড়িয়ার গোলাম বিণ তুচ্ছ; মূল্যহীন। 'হোট বাবু ইয়ারের টেকা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নোসায় শিবের বাবা।' হুতোম, ১৮৬১।

চিড়ে [স চিপটিক] বি চিড়া। 'সরু চিড়ে ভকো দই মস্তমান ফাকা খই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চিড়ে-কোটা বিণ টেকিতে চিড়া কোটার সময় তৈরি হয় এমন। 'নোলক উঠতো দুলে যার চিড়ে-কোটা তালে।' শামসুর, ১৭৭২।

চিৎ^১ [স] ১ বি চিত্ত। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি চেতন। 'শিশুে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

চিৎপ্রকর্ষ [স] বি মনের বেদন্ধ্য। 'চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিৎপ্রকৃতি [স] বি মনঃপ্রকৃতি। 'কসলের অধিকার নির্ণয় করতে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাছে চিৎপ্রকৃতির দাবি অগ্রাঘ্য হয়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিৎশক্তি [স] বি চেতনাশক্তি। 'তাঁহাদের চিৎশক্তি জ্ঞাতত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চিৎ হওয়া ক্রি চেতন হওয়া। 'শিশুে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

চিৎ^২ [হি চিতা বিণ উপরে মুখ নিয়ে পিঠের উপর শোয়া। 'বোটা বোনার বোকার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

চিৎশটাই [হি চিত>] বি হাত পা ছড়িয়ে পড়ন। 'দেইয়ো বসে হাত পা ছেড়ে পড়ছে তেড়ে চিৎশটাই।' সুকুমার, ১৯২০।

চিৎপাত [হি চিত>] বিণ সম্পূর্ণ চিত হয়ে পড়ে গেছে এমন। 'বাঁধনছেঁড়া মহিষ ঘোড়া পথের ধারে চিৎপাত।' সুকুমার, ১৯১৮।

চিৎ-সাঁতার [হি চিত>+স সন্তরণ] বি পানিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যে সাঁতার। 'তৃতীয় মাইল চিৎ-সাঁতার দিয়ে ...' প্রমথ, ১৯২২।

চিৎ হওয়া ক্রি বেহুশ হওয়া। 'আঙ বাড়িয়ে নিতে এসে গাঞ্জা টেনে চিৎ হয়ে আছে।' শামসুর, ১৯৬২।

চিত^১ [স চিত্তা বি মন; চিত্ত। 'তাহাত মজিল চিত না জ্ঞাএ ধরণ।' বড়ু, ১৪৫০।

চিত-উত্তরোল [স চিত্ত-উত্তরোল] বি মনের চঞ্চলতা। 'সে হাঙ্গি হিত্তোল জাই চিত-উত্তরোল।' নজরুল, ১৯২৬।

চিতকমল [স চিত্তকমল] বি চিত্তরূপ কমল। 'নমি চিতকমলদলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

চিত-কানন [স চিত্ত-কানন] বি চিত্তরূপ বাগান। 'পুলকিত চিত-কাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিতগামী [স চিত্তগামী] বিণ চিত্তে বিচরণশীল। 'এই চিতগামী হবে যার বামী।' ভারত, ১৭৬০।

চিত-চাতক [স চিত্ত-চাতক] বি চিত্ত রূপ চাতক। 'জাপো রে আনন্দে চিত-চাতক জাপো।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চিত-চোর [স চিত্তচোর] বি হৃদয় হরণকারী। 'এস মম চিতে ওণো চিত-চোর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

চিতসংকিত [স চিত্ত-সংকিত] বি হৃদয়ের ধনবরূপ অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি। 'আমার চিতসংকিত এসো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিত্রে ক্রিবি মনে। 'শেষখণ্ড কথা ভাই ভন এক চিত্রে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চিত^২ [হি] বিণ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে শায়িত। 'লক্ষ নির্ভা খণে আকাশ ধরে খণেকো ভূমিত রহে চিতরে।' বড়ু, ১৪৫০; 'চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ মহামনি।' মালাধর, ১৫০০।

চিতপাত বি সম্পূর্ণ চিত হয়ে পড়ে গেছে এমন অবস্থা। 'চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়।' ভারত, ১৭৬০।

চিতানো ক্রি ফেলানো। 'সে বুক চিতিয়ে খাড়া হল আমার সামনে।' শিবরাম, ১৯৭০।

চিতই পিঠা বি চালের মত ভেজে তৈরি পিঠাবিশেষ। 'আর চিতই পিঠা।' জসীম, ১৯৬০।

চিতকার [স চিৎকার] বি উচ্চ গলায় কথা বলা। ওঙ্গা, ১৭৮২।

চিতল^১ [স চিত্রফল] বি সুস্থ সাদা আঁশ-ওয়ালা বড়ো মাগের মাছবিশেষ। 'পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল শাল কই।' রূপরাম, ১৭৫০।

চিতল^২ [স চিত্রাল] বিণ চিত্রাল। 'চিতল হরিণ ঐ শিশু।' জীবন, ১৯৪০।

চিতল-হরিণী [স চিত্রল-হরিণী] বি ঐ চিত্রল হরিণ। 'একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া।' জীবন, ১৯৪২।

চিত^৩ [স] বি মূলগছ বিশেষ; রাণচিতা। 'অশোক কিংকট চূড়া চিতা খঞ্জী।' বড়ু, ১৪৫০।

চিত^৪ [স] বি মৃতদেহ দাহ করার অগ্নিকুণ্ড। 'চিতা শত ক্লানি জদি হয় মাসে পোড়ে বহুগণে।' মুকুল, ১৬০০।

চিতাগ্নি [স চিতা-অগ্নি] বি চিতার আগুন। 'স্বামীর উদ্দেশে পোয়ুয়ান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

চিতাচুল্লি [স] বি মৃতদেহ পোড়ানোর চুলাবিশেষ। 'চিতাচুল্লিতে শোকের শাবক, নিভে না বাতাস লেগে।' নজরুল, ১৯২৯।

চিতাধূম [স] বি চিতার ধোঁয়া। 'আসি চিতাওর গড় চিতাধূম দেখিলা বিদিত।' আলোড়ল, ১৬৮০।

চিতাধূলি [স] বি মৃতদেহ চিতায় ভস্মীভূত করার পর সংগৃহীত ছাই। 'উনাত লাগত জটাধর চিতাধূলি গায়।' মুকুল, ১৬০০।

চিতানল [স চিতা-অনল] বি চিতার আগুন। 'জগতের মহা চিতানল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

চিতাবহি [স] বি চিতার আগুন। 'সে চিতাবহি অতি ডেরব ভস্মও নাহি তার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিতাভস্ম [স] বি মৃতদেহ পোড়ানো ছাই। 'মৃত্যুমাঝে হবে তব চিতাভস্মে সবার সমান।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চিতাভূমি [স] বি শ্মশান। 'বারণ না ভুলিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

চিতারচনা করা ক্রি চিতা তৈরি করা। 'মৃতদেহ ... শ্মশানে লইয়া গিয়া, চিতারচনা করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চিতারোহণ [স চিতা-আরোহণ] বি চিতায় প্রাণ বিসর্জন। 'চিতারোহণ করিয়া আশ্রু শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

চিতাশায়ী [স] বি হত্যা; বধ। 'আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিতি কিংবা চিতাশায়ী করি।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

চিতা^১ [স চিত্রক] বিপ হনুদ রঙের উপর কাশো দাগওয়ালা। 'চিতা হরিণ।' ক্যালপে, ১৭৮৮।

চিতাবাধ [স চিত্রক-ব্যভূ] বি অত্যন্ত দ্রুতগামী বর্বাধুতি বাঘবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫; 'এক চিতাবাঘ মাত্র আছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

চিতাবাধিনী [স চিত্রক-ব্যভূ] বি স্ত্রী চিতাবাঘ। 'চিতাবাধিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে।' জীবন, ১৯৪২।

চিতা হরিণ [স চিত্রক-হরিণ] বি হরিণের প্রজাতি বিশেষ। 'দাগদার চিতা হরিণ।' ক্যালপে, ১৭৮৭।

চিতান, চিতেন বি কবিশাণ, আখড়াই প্রভৃতি গানের স্তবক বা তুকের নামবিশেষ, স্থায়ী বা মহড়ার পরে সাধারণত যা উচ্চ স্বরমানে পরিবেশিত হয়। 'এমন অধ্যাক্ষতা করা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওয়া।' প্যারী, ১৮৫৮; 'চিতান।' বিদ্যা, ১৮৯১।

চিতি, চিতী বি এক প্রকার সাপ। 'ডেমনা যেটিলা পুঁয়ে হলে চিতি চোড়া।' ভারত, ১৭৬০; 'ইয়া এক পাহাড়ে চিতি - ধরলে পিছনের ঘ্যাড়ে।' তরত, ১৯৪০।

চিতেন দ্র চিতান

চিতৈ বি রাচিতা গাছ; ফুলগাছ বিশেষ। 'রক্ত কণ্ঠের শিকড়, চিতৈর ডাল ও করবীর ছালের ... বরাদ্দ আছে।' হতোম, ১৮৬১।

চিত্কার [স বি চৌচান] 'জন কয়েক চোড়া ... চিত্কার করিতে করিতে আসিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

চিত্কার-চোমেচি বি হৈহুয়েড়া। 'আর চিত্কার-চোমেচি হবে না চেন?' মুজতবা, ১৯৫৮।

চিত্কারধ্বনি [স বি চিত্কারের শব্দ। 'যাত্রা গানের চিত্কারধ্বনি সেই স্তব্ধতাকে ভাঙিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিত্কারসর্ব্ব [স] বিণ চৌচোমেচি প্রধান বৈশিষ্ট্য এমন। 'সাম্প্রদিত যেমন বেসুরো তেমনি চিত্কারসর্ব্ব।' প্রমথ, ১৯৩৭।

চিত্কারা [স চিত্কার] ক্রি চিত্কার করা। 'হঠাৎকৈ ফিরে যেন অবাসে চিত্কার অনভিজাতিক দল্ল।' সৃষ্টি, ১৯২৮।

চিস্ত [স] ১ বি মন। 'অহেনিশি মোর চিস্ত বেআকুল।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বোধ। 'অদ্বৈত-সংকল্প চিস্তে হইল গোচর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি বন্ধ। 'যদি ঘুরে মরে চিস্তে বিদ্ধ মৃগসম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি অনুভূতি। 'যে-সকল সৌন্দর্যে আমাদের চিস্ত আকর্ষণ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিস্ত অধর [স] বি হৃদয়াকাশ। 'চিস্ত অধর কর তরঙ্গিত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চিস্ত-আকাশ [স] বি চিত্তরূপ আকাশ। 'কবে হবে বিভাসিত মম চিস্ত-আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিস্তকমল [স] বি চিত্তরূপ কমল। 'শান্তি সরসীমাঝে চিত্তকমল।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

চিস্তকাপটা [স] বি শঠতা। 'পূজার পারিগাটা বিস্তাণ্ডা ও চিস্তকাপটা রহিত ...।' দর্পণ, ১৮২১।

চিস্তকায় [স] বি কায়মম। 'টানরে দিয়ে সকল চিত্তকায়/ টানরে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চিস্তকুহর [স] বি মনের গহ্বর। 'চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিস্তকোষ [স] বি মনের কোঠা। 'তারা যে জানে আমার চিস্তকোষে

অমৃতরূপ আছে বসে গো।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

চিস্তক্ষুধা [স] বি মনের ক্ষুধা। 'সে ইহলৌকিক চিস্তক্ষুধাদায়ে একবারেই ভুলিয়া বসিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিস্তক্ষেত্র [স] বি মন। 'তাঁহাই তাঁহার চিস্তক্ষেত্রে প্রস্তরাস্তিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চিস্তক্ষেত [স] বি মনের খেদ। 'মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিস্তক্ষেত দমন করিয়া দিত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিস্তগগন [স] বি মনের আকাশ। 'চিস্তগগনে আঁকা থাকে তার নিত্যনীহাররেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিস্তগত [স] বিণ মনোগত। 'ধর্মের অন্যথা কল্পে মহাপাপ - এটি চিস্তগত আছে।' হতোম, ১৮৬১।

চিস্তগতি [স] বি মনের ভাব। 'ওবেস্টের চিস্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলাম।' মুজতবা, ১৯৫২।

চিস্তগহন [স] বি হৃদয়ের গভীরতা। 'অতল তোমার চিস্তগহন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিস্তগহা [স] বি হৃদয়গহ্বর। 'অমৃত চিস্তগহর তমো করে নাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিস্তাহী [স] বিণ চিত্তাকর্ষক। 'আমি এইমাত্র তোমার নিকট হইতে একমুনি দীর্ঘ ও চিস্তাহী পত্র পাইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চিস্তাচোর [স] বি চকোরের মতো ব্যাকুল হৃদয়। 'আমার চিত্তচোরের সারিতার্থ হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চিস্তাচলতা [স] বি মনের অস্থিরতা। 'আমার চিত্তচলতার কারণ স্নানতে উৎসুক।' মাইকেল, ১৮৫৯।

চিস্তাচল্য [স] বি মনের অস্থিরতা। 'সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তাচল্য না জন্মে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'উত্তেজনায আমাদের যে চিত্ত-চাল্যনা জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিস্তাচাল্য [স] বি মানসিক অস্থিরতা। 'তাগ, অলস, চিত্তাচাল্য ... এই চতুর্দশ রাজদোষ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চিস্তাচৈতা [স] বি মনমন্দির। 'ধৃম্বাক্তি চিস্তাচৈতা ভরে নেবে বর্ণাত্য প্রবাদে।' সৃষ্টি, ১৯৩৭।

চিস্তাচোর [স] বি মনচোর। 'আজি সে পাইনু চিত্তচোর বলি কান্দে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চিস্তজড়তা [স] বি মানসিক সংকীর্ণতা। 'স্বাভাবিক চিত্তজড়তা না থাকলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চিস্তজয় [স] বি মন জয়। 'সর্বসাধারণের চিত্তজয় করবার জন্য।' হাই, ১৯৫৪।

চিস্তজয়িনী [স] বিণ স্ত্রী চিত্তকে জয় করে এমন। 'তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে তনাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

চিস্তজ্বালা [স] বি মানসিক অশান্তি। 'সে মুখে আজ চিত্তজ্বালায় রক্তচ্ছটা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিস্ততনু [স] বি দেহ ও মন। 'প্রেমার স্বভাবে করে চিস্ততনু-ক্ষেত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিস্ততল [স] বি হৃদয়তল। 'নিত্য বিষণ্ণিত করি রাখে চিস্ততল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চিন্ততীর্থ [স] বি চিত্তরূপ তীর্থ। 'মানবের চিন্ততীর্থ নিত্যপূর্ণ নহে

মোর।' বৃদ্ধ, ১৯৩৩।

চিত্তভূমি [স] বি মানসিক ভূমি। 'তাদের নৃত্যকুশলতা ধারা সকলের চিত্তভূমি করে।' বেগম, ১৯৫৩।

চিত্ত দর্শন [স] বি চিত্তরূপ দর্শন। 'চিত্ত দর্শনেতে যেন বান্ধা সে সুন্দরী।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

চিত্তদল [স] বি আন্তরিকতা। 'ইহাদের বিত্ত নাই, পুঞ্জি চিত্তদল।' নজরুল, ১৯২৬।

চিত্তদাহ [স] বি মনের জ্বালা। 'সেই-সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিধায়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চিত্তদীর্ঘ [স] বি বিধ হৃদয়বিদারক। 'রাধিকার চিত্তদীর্ঘ তীব্র ব্যাকুলতা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিত্তদুয়ার [স] বি মনের দুয়ার। 'চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিত্তদৃষ্টি [স] বি অন্তর্দৃষ্টি। 'চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

চিত্তদোলা [স] চিত্তদোলনা। বি চিত্তকে নাড়া দেওয়া। 'আপনা-আপনি দক্ষিণবায়ে/দুলিছে চিত্তদোলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চিত্তদৌর্বল্য [স] বি মানসিক দুর্বলতা। 'ও সব রোমাঞ্চে তার কোনও চিত্তদৌর্বল্য নেই।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

চিত্তধারা [স] বি চিন্তার ধারা। 'বাতালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চিত্তনিবর্তি [স] বি মনোনিবেশ। 'লেখাপড়ায় চিত্তনিবর্তি করিলে বৈধবাদসা হয়।' প্রভাকর, ১৮৯২।

চিত্তনিবেশ [স] বি মনোনিবেশ। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'মৃত্যুকালে বহুদূর শিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে পরজন্মে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চিত্তপট [স] বি চিত্তরূপ পট; মনের ছবি। 'মুহূর্তের পরে লীন হল চিত্রায় চিত্রপট হতে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক।' বিদ্যা, ১৮৯২।

চিত্তপন্থা [স] বি চিত্তরূপ পন্থা। 'মোর চিত্তপন্থে বসি একাকিনী ঢালিতেছ স্বপ্নসুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

চিত্তপাবন [স] বি বি মানসিক প্রশান্তিদাতা। 'এসো গো চিত্তপাবন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিত্তপুঞ্জি, **চিত্তপুঞ্জী** [স] চিত্ত+স পুত্রিকা। বি মনের পুতুল। 'অনুশ্রবন কিছু না পাইয়া চিত্তপুঞ্জীর ন্যায় অবাক হইয়া রহিলেন।' ডাবলী, ১৮২৮; 'তাহার চিত্তপুঞ্জি একেবারে জুলিয়া জুলিয়া লুটিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিত্তপুলিন [স] বি মনের কিনারা। 'আজ পরশিলে চিত্ত পুলিন বিদায়-গোখলি লগানে।' নজরুল, ১৯২৮।

চিত্তপ্রকৃতি [স] বি মনের প্রকৃতি। 'একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিত্তপ্রতিমা [স] বি মনের প্রতিমা। 'প্রাণসমা গ্লিহতমা চিত্তপ্রতিমা।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

চিত্তপ্রবাহ [স] বি চক্রলতা। 'আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যভরসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিত্তপ্রভাব [স] বি মনের সান্নিধ্য। 'মেহদীর চিত্তপ্রভাবে হঠাৎ জেগে-

ওঠা সূর্যের মত।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চিত্তপ্রমোদকারিণী [স] বি বি মনকে আনন্দ দেয় এমন। 'পণ্ডিতেরা চিত্তপ্রমোদকারিণী সুমধুর সংকৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

চিত্তবংশী [স] বি চিত্তরূপ বংশী। 'বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিত্তবন [স] বি চিত্ত রূপ বন। 'চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্জলিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

চিত্তবান [স] বি বি হৃদয়বান। 'সে চিত্তও চিত্তবান পারসিকের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিত্তবারুদ [স] চিত্ত+তু বারুদ। বি মানসিক উত্তেজনা। 'কাত্যায়নীর বাক্যফুলির যখন ভৈরবের চিত্তবারুদে নিপতিত হইয়া ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

চিত্তবিকার [স] বি মনের বিকৃতি। 'ইহাতেও চিত্তবিকার জন্মে না।' দর্পণ, ১৮২২; 'ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

চিত্তবিকারশূন্য [স] বি বি মানসিক বিশ্রমহীন। 'তুমি এককাপীন চিত্তবিকারশূন্য হয়েছ?' মাইকেল, ১৮৫৯।

চিত্তবিক্ষেপ [স] বি মানসিক উত্তেজনা। 'সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত তেজ ডুলেছে - কত সংশয়, কত বিরোধ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চিত্তবিক্ষোভ [স] বি মানসিক উত্তেজনা-উৎকর্ষ। 'মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তবিক্ষোভ দমন করিয়া দিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিত্ত-বিজ্ঞান [স] বি মনস্তত্ত্ব। 'আহায্যতত্ত্ব, প্রাথমিক চিকিৎসা ও শিক্ষামূলক চিত্ত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।' বেগম, ১৯৪৯।

চিত্তবিনোদন [স] ১ বি মনোরঞ্জন। 'পরিশেষে চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় না দেখিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি মনে সুখে দেয় এমন। 'চিত্তবিনোদন, দুঃখবিশাল, বিপদভঞ্জন, লীনরঞ্জন তুমি যম।' রক্তিম, ১৮৭৮; 'হার্মোনিয়াম বাজাইয়া চিত্তবিনোদন করিবার জন্য সঙ্গী ছুটাইয়া আনিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

চিত্তবিনোদিনী [স] বি বি মনকে আনন্দিত করে এমন। 'যথা গুণি চিত্তবিনোদিনী বীণাধরিনী।' মাইকেল, ১৮৬০।

চিত্তবিপর্যয়, **চিত্তবিপর্যয়** [স] বি মানসিক উদ্ভ্রান্তি। 'তাঁহার এই চিত্তবিপর্যয় আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ।' ছেলতান, ১৯২৪।

চিত্তবিভ্রম [স] বি মনোবিকার। 'নৃত্যগীত পটীয়াসী, কামকলায় সিদ্ধ, চিত্তবিভ্রম উৎপাদনকারী।' মুনীর, ১৯৬৬।

চিত্তবিমোহিনী [স] বি বি মনমগ্ন; মনোমুগ্ধকর। 'চিত্তবিমোহিনী অবস্থা প্রভৃতিতে আনন্দেরই বিকাশ অনুভব ... করি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চিত্তবিস্মারক [স] বি বি মনকে কষ্ট দেয় এমন। 'এমন-একটি চিত্তবিস্মারক দ্রুত ও বৃহত্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিত্তবীণা [স] বি চিত্তরূপ বীণা। 'তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণিতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিত্তবৃত্তি [স] বি মনোবৃত্তি। 'মানব চিত্তবৃত্তি আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

চিত্তবেগ [স] বি আবেগ। 'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত যুরোপের মনে যখন প্রবাহিত হয়েছিল।' রবীন্দ্র,

১৯৩৭।

চিত্তবেদন [স] বি মনের দুঃখ। 'কী জানাব চিত্তবেদন।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চিত্তবৈকল্য [স] বি মনের বিকলত্ব। 'একপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবৈপর্য্য ঘটায় থাকে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

চিত্তব্যাসঙ্গ [স] বি হৃদয়ের অতি আসক্তি। 'এই সার্বজনিক চিত্তব্যাসঙ্গ দ্বারা আমার এক বারে নিদ্রা ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

চিত্তভবন [স] বি মনের ঘর। 'চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চিত্তভাব [স] বি মনের অবস্থা। 'রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ভিত চিত্তভাব।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চিত্তভূমি [স] ১ বি চিত্ত রূপ ভূমি। 'চিত্তভূমিতে কেবল অস্ত্রের প্রতিরূপ আঁকিত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি মনোজগৎ। 'রামায়ণ' চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি মননশীলতা। 'বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চিত্তমধ্য [স] বি মনের মধ্যস্থল। 'অতুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাপে ধন্দ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

চিত্তমনোহারিণী [স] বিণ স্ত্রী হৃদয় হরণ করে এমন। 'অনুপম সুন্দরী, চিত্তমনোহারিণী মন্তানীর সন্ধকে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।' মহাভোতা, ১৯৫৬।

চিত্তময় [স] ১ ক্রিবিণ সমগ্র চিত্তব্যাপী। 'হেরিনু হে স্নেহে প্রেমে জগতময় চিত্তময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বিণ প্রাণময়। 'এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়, এ যে চিত্তময়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চিত্তমহাসাগর [স] বি চিত্তরূপ মহাসাগর। 'তাদের চিত্তমহাসাগর উদ্দাম উত্তাল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চিত্তমালিনী [স] বি মনের কালিমা। 'বিচারাদি দ্বারা বাদি প্রতিবাদির চিত্তমালিনী দূর করিতে সক্ষম হইবেন।' দর্পণ, ১৮৫০।

চিত্তবস্ত্র [স] বি চিত্তরূপ বস্ত্র। 'সেদিন লেখকের চিত্তবস্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

চিত্তরঞ্জন [স] বি হৃদয়ের আনন্দ বিধান। 'তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণপ্রভা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চিত্তরঞ্জনার্থে [স] ক্রিবিণ মনের আনন্দের জন্য। 'বোধসৌকর্য ও চিত্তরঞ্জনার্থে, প্রয়োজনানুসারে, অনেক বিষয়ের ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি [স] বি মনের আনন্দদায়ক প্রবৃত্তি। 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ... সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চিত্তরম্য [স] বিণ মনের মতো। 'এই সকল পরামর্শ বিবির চিত্তরম্য হইল।' ভবানী, ১৮২৮।

চিত্তলোক [স] বি মনোলোক। 'বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে "আমি দেখছি" এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্ছে আমার কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

চিত্ত-শিখী [স] বি মনরূপ ময়ূরী। 'চিত্ত-শিখী নাচে মদালস ছন্দে।' নজরুল, ১৯৩৩।

চিত্ততত্ত্ব [স] ১ বি মনের তত্ত্ব। 'চিত্ততত্ত্ব সর্ব ভক্তি সাধন

উদগম।' তত্ত্বদাস, ১৫৮০। ২ বি মনের পরিশোধন। 'ফিলজফারের বুদ্ধি, দরকার করে বহু চিত্ততত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিত্তসংকীর্ণতা [স] বি মনের অনুদারতা। 'আত্মত্যাগের যে উে চিত্তসংকীর্ণতার কৃশ ছাপিয়ে উঠেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিত্তসংযম [স] বি কুপ্রবৃত্তি দমন। 'নিজের আচরণে লঙ্ঘিত হলেন এবং চিত্তসংযম আয়ত্ত করে ...।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

চিত্তসম্পদ [স] বি চিত্তরূপ সম্পদ। 'যেখানে মানুষের চিত্তসম্পদ আছে সেখানে ভেদ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

চিত্তসুখ [স] বি মানসিক তৃপ্তি। 'বিপদেও চিত্তসুখ সম্ভাগ করিয়া নিচিতে কালাপান করেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

চিত্তকৃতি [স] বি মনের আনন্দ প্রকাশ। 'চিত্তকৃতির কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

চিত্তস্রোত [স] বি চিত্তরূপ স্রোত। 'মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চিত্তহরণ করা ক্রি হৃদয় আকৃষ্ট করা। 'সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিত্তহারিণী [স] বিণ স্ত্রী চিত্তকে হরণ করে এমন। 'চিত্তহারিণী কেশবিলাসিনী ক্ষীণকটি কঠোরকৃতা বেশাদিগমনে ...।' ভবানী, ১৮২৮।

চিত্তহারিত্য [স] বি মনোহারিত্য। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈষম্য যে চিত্তহারিত্য ব্যাপার যেমন লোভনীয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চিত্তহারী [স] বিণ চিত্তকে হরণ করে এমন। 'হায় রে যত চিত্তহারী রূপকুমারী জর্জরায়।' নজরুল, ১৯৪২।

চিত্তহীন [স] বিণ নিস্ত্রাণ। 'তচিত্ত কেবল চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

চিত্তাকর্ষক [স] চিত্ত-আকর্ষক। বিণ মনকে আকর্ষণ করে এমন। 'প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিত্তাকর্ষণ [স] চিত্ত-আকর্ষণ। বি দৃষ্টি আকর্ষণ। 'পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করাত কাগজের বিশেষত্ব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।' এসলায়, ১৯২০।

চিত্তাকাশ [স] চিত্ত-আকাশ। বি মনের আকাশ। 'বাণী বুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চিত্তারতি [স] চিত্ত-আরতি। বি মনের অগ্রাহ। 'চিত্তারতি অনুরূপ না পাইয়া ভাল।' আলাওল, ১৬৮০।

চিত্তের রোকা বি প্রেমপত্র। ওগু, ১৭৮৫।

চিত্তোৎকর্ষ [স] চিত্ত-উৎকর্ষ। বি মনের সন্তুষ্টি। 'তাহাতে শ্রাব্ধকারীর চিত্তোৎকর্ষ হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক [স] চিত্ত-উৎকর্ষ-বিধায়ক। বিণ মনের উদ্দীপনা বাড়ায় এমন। 'সেই কলম ... বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ধ সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-রূপ গ্রহের অনুদার।' হতেম, ১৮৬৮।

চিত্তোগ্রাস [স] চিত্ত-উগ্রাস। বি মনের আনন্দ। 'এতখিঁচরে অনেকের চিত্তোগ্রাস হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

চিত্রা [স] চিত্রা বি বোধ। 'অলক্ষণচিত্রা মহাসূহে।' চর্যা ৩৪, ১২০০।

চিত্রা [স] চিত্রক। বি চিত্রা। মানোএল, ১৭৪৩।

চিত্র [স চিত্র] ১ বি চিত্র। 'চিত্রি করা হাঁড়ি ... বিক্রি কতে বসেছে।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বিণ বিশয়কর। 'সবচেয়ে চিত্রি যখন হঠাৎ কাজ নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন।' মুজতবা, ১৯৪৯।

চিত্রিমিত্তি [স চিত্র] একেবারে ছদ্মছদ্ম। 'হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেল চিত্রিমিত্তি।' মুজতবা, ১৯৬৬।

চিত্রপট্য দ্র চিত্র

চিত্রপাত দ্র চিত্র

চিত্রপ্রকর্ষ দ্র চিত্র

চিত্রপ্রকৃতি দ্র চিত্র

চিত্র [স চিত্র] বি মন। 'অধর্ম নাহিক চিত্রে স্বভাব গ্রীহরি।' মাল্যধর, ১৫০০।

চিত্র্য [স চিত্র] বি চিত্র। 'কায়মন চিত্তে দেবি সেবিল ব্রাহ্মণ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চিত্র [স] ১ বি নকশা। 'নানা চিত্রে পটবস্ত্রে রথ বিভূষিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ছবি; প্রতিকৃতি। 'চিত্রের পুতলি প্রায় একদৃষ্টে ঘন চায়।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৩ বি বর্ণনা। 'মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি নকশাকার। 'অদ্বৈত গুণ্ডার, চিত্রকর এবং কুটারধারীগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিত হইতেছে।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৪ বি আলোকচিত্রী। 'আজ একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চিত্রকর [স] ১ বি চিত্রশিল্পী; পটুয়া। 'কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থার ব্যঙ্গক এক আলেখ্য প্রস্তুত করাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ বর্ণনাকারী। 'মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি নকশাকার। 'অদ্বৈত গুণ্ডার, চিত্রকর এবং কুটারধারীগণকে ছদ্মবেশে প্রেরণ করিত হইতেছে।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৪ বি আলোকচিত্রী। 'আজ একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চিত্র করা [স] দ্র ছবি আঁকা। 'চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজ্যের সাম্রাজ্য দিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

চিত্র করা [স] বি নকশা। 'নীচ লোকের কথ্য সুন্দর অঙ্কর লেখা, painting অর্থাৎ চিত্র করা তাহাতে আবশ্যক নাই।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

চিত্রকর্ম, চিত্রকর্ম [স] বি চিত্রকলা। 'তাঁহার ... চিত্রকর্মে বিশেষরূপ অনুরক্তি ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'কোপনিকস ... গণিত, পরিস্রোক্ত, জ্যোতিষ ও চিত্রকর্ম এই কয়েক বিদ্যা ... অনুরাগী ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

চিত্রকলা [স] বি চিত্রশিল্প। 'লেখক কিছুই বাদ দেননি - চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়।' প্রমথ, ১৯০৫।

চিত্রকল্প [স] বি কবিতায় বা গদ্যে শব্দ দিয়ে বর্ণিত কল্পিত ছবি। 'যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পেয়েছি যাতে মূল ভাব ও চিত্রকল্প ... অপরিবর্তিত থাকে।' সূর্যস্র, ১৯৫৩।

চিত্রকাব্য [স] বি চিত্র সংবলিত কাব্য। 'বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা বেশি।' ভারত, ১৭৬০।

চিত্রকার [স] বি চিত্রশিল্পী। 'চিত্রকারকে উপমা দেবার বেলায় অন্য পথ দেখতে হয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

চিত্রকারি [স] চিত্রকারী। 'চিত্রশিল্পের কাজ।' 'সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে।' অবন, ১৯২৫।

চিত্রকারিণী [স] বি স্ত্রী অঙ্কনশিল্পী; চিত্রী। 'তাঁহার সমান চিত্রকারিণী প্রায় কেহ ছিল না।' গৌর, ১৮২২।

চিত্রকুশলা [স] বি স্ত্রী নকশা করায় পারদর্শী। 'চিত্রকুশলা ... আলোপনা দিতেছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

চিত্রকেন্দ্র [স] বি দৃশ্য। 'এই চিত্রকেন্দ্রে দৃষ্টি করিলে অনায়াসে বোধ হয়, পৃথিবী গোলাকৃতি না হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

চিত্রগতি [স] বিণ বিপ্লব সুন্দর ভঙ্গিমায়। 'চিত্রগতি চলে জেন নাটুয়া বঙ্কন।' মাল্যধর, ১৫০০।

চিত্রগ্রন্থ [স] চিত্র+গ্রন্থ গরা বি যে ছবি অঙ্কন করে; চিত্রকর। ওর্দা, ১৭৮৫।

চিত্রচর্চা [স] বি ছবি আঁকার অনুশীলন। 'সেওশোও যেন আনাড়ির চিত্রচর্চা।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

চিত্র জগৎ [স] বি সিনেমা সংশ্লিষ্ট এলাকা। 'নাহার চৌধুরী বিএ, চিত্র জগতে বনানী চৌধুরী নামেই পরিচিত।' বেঙ্গল, ১৯৪৯।

চিত্রণ [স] বি অঙ্কন। 'মুসলমান রমণীর চরিত্র চিত্রণে যেরূপ সঙ্গীততা ও একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।' এসলাম, ১৯১৫।

চিত্রাতারকা [স] বি সিনেমার অভিনেতা। 'মুছলমান চিত্রাতারকা অমুছলমানী নাম গ্রহণ করে ...।' জামায়াত, ১৯৪২।

চিত্রার্থ [স] বি চিত্রময়তা। 'ভাবার চিত্রার্থ এবং সঙ্গীতার্থ মারফত ব্যঙ্গনা সৃষ্টির সামর্থ্যে পাউন্ডের সমতুল্য কবি এ যুগে দুর্লভ।' শিব, ১৯৭৩।

চিত্রপট [স] ১ বি ছবি আঁকার মোটা কাপড়বিশেষ। 'বস্ত্র সললকে পুতাবতঃ যেরূপ দেখা যায়, আলেখ্যে অর্থাৎ চিত্রপটে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি চিত্রাঙ্কিত বস্ত্র। 'অথ এই চিত্রপটবানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।' মাইকেল, ১৮৬১।

চিত্রপুতলি [স] চিত্র+স পুত্রিকা বি অঙ্কিত পুতুল বা প্রতিমূর্তি। 'যে যেন আছে রহিব বসিয়া চিত্রপুতলি যথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিত্র পুতলির পারা - পটের পুতুলের মতো। 'চাহিয়ে রহিল চিত্র পুতলির পারা।' মানিকরাম, ১৭৮২।

চিত্রপুতলিকা [স] চিত্র+স পুত্রিকা বি অঙ্কিত পুতুল বা প্রতিমূর্তি। 'সমস্ত সামাজিক লোক ... চিত্রপুতলিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চিত্রফলক [স] বি ছবি আঁকার কাজে ব্যবহৃত কাঠের ফলক। 'অন্যদের নিকটে পঠ্য মনোহর চিত্রফলক উপস্থিত করিলে কি ফলাদয় হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চিত্রবৎ [স] বিণ ছবির মতো। 'ধুমময় চিত্রবৎ এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

চিত্রবয়ন [স] বি কাপড়ের উপর সুচ-সূতা দিয়ে নকশা তৈরির কাজ। 'চীনাগুণ্ডকের অঙ্কনপ্রাপ্তে চিত্রবয়ন জানাত তরুণীরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চিত্রবর্ণ [স] বিণ নানা বর্ণের। 'চিত্রবর্ণ পটশাড়ী স্ত্রী পোতা পট পাড়ি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিত্রবস্ত্র [স] বি চিত্রের বিষয়। 'চিত্রবস্ত্র সংস্থান, তার বর্ণকল্পনা, তার অঙ্কন ... অল্প লোকেরই জানা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চিত্রবাহ [স] বি বিচিত্র পোশাক। 'চিত্রবাহ আর ছত্র কিঞ্চিৎ চামরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিত্রবাহিনী [স] চিত্রকর। 'চিত্রবাহিনীরা যথা রোহে কীরাতিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

চিত্র-বিচিত্র [স] ১ বিপ্ণ নানা রকম নকশাযুক্ত। 'চিত্র বিচিত্র দেখে চোরের বিছানা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিপ্ণ নানা ধরনের। 'চিত্র-বিচিত্র কণ্ঠের সীমা ছাড়িয়ে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

চিত্র বিচিত্রিত [স] বিপ্ণ নানা ধরনের নকশাযুক্ত। 'পর্য্যক্ত দৃষ্টমোহানকৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

চিত্রবিদ [স] বি চিত্রশিল্পী। 'কে চিত্রবিদ কী বা চিত্র এ সম্বন্ধে মত প্রচারিত হয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

চিত্রবিদ্যা [স] বি চিত্রাঙ্কনবিষয়ক বিদ্যা। 'চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করবার কোন উপায় না থাকতে ...।' দর্পণ, ১৮২৯।

চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী [স] বিপ্ণ স্ত্রী চিত্রাঙ্কন কুশলী। 'একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী, রকুননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেশি ছিল ...।' নজরুল, ১৯৩৬।

চিত্রব্যাঘ্র [স] বি চিত্রাঙ্কন। 'চিত্রব্যাঘ্র পঙ্কজচিহ্নেরেখা ...।' নজরুল, ১৯৩২।

চিত্রভাণ্ডার [স] চিত্র+ভাণ্ডার। বি ছবির প্রদর্শনশালা। 'মকৌ শহরে ট্রেটিকাক্ত গ্যালারি নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চিত্র-ভারত [স] বি ভারতের মানচিত্র। 'তখনও চিত্র-ভারত বৃকে ধরিতা উপুড় হইয়া কাদিতেছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

চিত্রভারতী [স] বি ছবির বাণী। 'আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্রভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিত্রময় [স] বিপ্ণ সচিত্র। 'অনেক বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপও প্রকাশ করা গিয়েছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

চিত্রমুগ্ধ [স] বিপ্ণ ছবির মতো নিচল। 'আমরা চিত্রমুগ্ধ হয়ে মহানন্দে তাম্রকুটজানে খড়ের ধূস পান করছি।' প্রমথ, ১৯১৩।

চিত্ররচনা [স] বি ছবি আঁকা। 'চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রকাশ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

চিত্ররেখা [স] বি আলপনা। 'নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিত্রযোগ্যতা [স] বি ছবির বিষয় হওয়ার যোগ্যতা। 'আর্টিস্ট পুরনো ভাড়া বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার ববর লয় না।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চিত্রল [স] বিপ্ণ চিত্রবিচিত্র। 'উজ্জ্বলিত, দ্রুত, লঘু, মহুর, চিত্রল/কখনো অমর্ত্য গদ্যে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৯।

চিত্রশিল্পি [স] বি ছবির মাধ্যমে লেখার পদ্ধতি। 'তাহার সঙ্গে প্রাচীন ইজিপ্টের চিত্রশিল্পি ভিন্ন আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিত্রশীলা [স] বি বিচিত্র শীলাখেলা। 'হেন চিত্রশীলা করে গৌরাসুন্দর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিত্রলেখা [স] ১ বি স্বর্ণের অঙ্করা। 'উসার আরতি দেবি চিত্রলেখা জাএ।' মালধর, ১৫০০। ২ বি ছন্দ; কবিতা। 'সেইখানে বসে রচনা করি আমার চিত্রলেখা।' নজরুল, ১৯৩০।

চিত্রলোক [স] বি চিত্রপুরী। 'চিত্রলোক থেকে গ্রাণলোকে সূর্যের আশো ভোগ করতে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিত্রশাল [স] বি চিত্রশালা। 'চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিত্রশালা [স] বি চিত্র প্রদর্শনের ঘর। 'চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চিত্রশালিকা [স] বি স্ত্রী চিত্র সংগ্রহশালা। 'সাঁইহিন্দন নগরে সুইডেনের রাজমহিষীর যে চিত্রশালিকা ছিল ...।' শিব, ১৮৪৯।

চিত্রশিল্প [স] বি অঙ্কন-শিল্প। 'চিত্রশিল্প ও ভাষায় প্রভৃতি কলাবিদ্যা যদিচ সাহিত্যের ন্যায় মানবপ্রকৃতির সর্বগ্রন্থই পান্য নহে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিত্রশিল্পী [স] বি চিত্রকার। 'মদ্রাজে চিত্রশিল্পী রবিরবার দেশী ছবিগুলি যখন প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিত্রসনাথ [স] বিপ্ণ সচিত্র। 'এ যুগের সাহিত্য চিত্রসনাথ হয়ে উঠেছে।' প্রমথ, ১৯১৩।

চিত্রাঙ্কর [স] চিত্র-অঙ্কর। বি চিত্রালিপি। 'অঙ্কর বা চিত্রমূর্তি - কতকটা ইজিপ্টের চিত্রাঙ্করের মতো।' অবন, ১৯১৯।

চিত্রাগার [স] চিত্র-আগার। বি চিত্রশালা। 'বড় বড় থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কলার্ট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী।' অনুদা, ১৯২৯।

চিত্রাঙ্কন [স] চিত্র-অঙ্কন। বি ছবি আঁকা। 'পূর্বের সূর্যালোক সাহায্যেই এই আলোকচিত্রাঙ্কন সমাহিত হইত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চিত্রাঙ্কনরীতি [স] চিত্র-অঙ্কন-রীতি। বি ছবি আঁকার পদ্ধতি। 'চিত্রাঙ্কনরীতির সঙ্গে তাঁর দার্শনিক চিন্তার সম্পর্ক মেটেই দেহাবে প্রতিফলিত নয়।' শিব, ১৯৬৫।

চিত্রাঙ্কিত [স] বিপ্ণ ছবির মতো সুন্দর। 'চিত্রাঙ্কিত বৃকে যদি ঘুমাতে লাগে মাথা রাখি সুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

চিত্রার্পিত [স] চিত্র-অর্পিত। ১ বি অঙ্কিত ছবির মতো অবস্থা। 'তুমি, কি নিমিত্তে ... চিত্রার্পিতের ন্যায়, দখায়মান রহিয়াছ।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিপ্ণ চিত্রিত। 'বিমলা চিত্রার্পিত পুণ্ডলীবৎ নিশ্পন্দ হইনেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ৩ বিপ্ণ নিষ্পন্দ। 'সেইমতো চিত্রার্পিত নাড়াইয়া, দীর্ঘকায় বনস্পতিসম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিত্রার্পিতবৎ [স] বিপ্ণ চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো। 'দুর্গপ্রাকারে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছেন রানি।' মহাযেতা, ১৯৫৬।

চিত্রার্পিতা [স] চিত্র-অর্পিতা। বিপ্ণ স্ত্রী ছবির মতো স্থির। 'কামে পিড়িত গোণী চিত্রার্পিতা হয়।' মালধর, ১৫০০।

চিত্রের পুতলি [স] বিপ্ণ মূর্তি। 'চিত্রের পুতলি হেন চারি দিশে রহি।' মালধর, ১৫০০।

চিত্রক [স] বি ছবির পের প্রজ্ঞাতিবিশেষ। 'বৃদ্ধ অশ্রমমুগ্ধ চিত্রক ভূমিবন্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

চিত্রক লগনী [স] চিত্রক। বি সংগীতের তালবিশেষ। 'পাহাড়ীআরাগঃঃ চিত্রক লগনীঃ একতালী।' বকু, ১৫০০।

চিত্রভানু [স] বি আনন। 'গরজিলা ভালে চিত্রভানু, ধধধকি উজ্জল জ্বলেন।' মাইকেল, ১৮৬১।

চিত্রা [স] বি (তন্ত্র) নাড়িবিশেষ (শরীরস্থ সুমুখা নাড়ির ভিতর যুগ্মপলতঙ্গসদৃশ)। 'সুসম্মা ভিতরে আছে চিত্রা নামে নাড়ি।' মালধর, ১৫০০।

চিত্রা [স] চিত্র। বি বঙ্কিম করা। 'সাক্ষরসে পা দুখানি চিত্রিলা হরবে।' মাইকেল, ১৮৬১। 'অশোকের রক্তাক্তে চিত্রি পদতল।' রবীন্দ্র,

১৮৯৫।

চিত্রিকর [স চিত্রকর] বি যে ছবি আঁকে। ওঁসা, ১৭৮৫।

চিত্রিকরন [স চিত্রীকরণ] বি চিত্র অঙ্কন। ওঁসা, ১৭৮৫।

চিত্রিগর [স চিত্রকর] বি চিত্রকর; ছবি আঁকে যে। ওঁসা, ১৭৮৫।

চিত্রিপী [স] বি কামশাস্ত্রে বর্ণিত চার রকমের স্ত্রীজাতির একটি। 'পশ্চিমী চিত্রিপী আর শঙ্কিনী হস্তিনী।' ভারত, ১৭৬০।

চিত্রিত [স] ১ বিণ খচিত। 'তদানন্তর চতুরঙ্গ স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্মিত পত্রে সুসিখিত।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ নানা বর্ণে রঞ্জিত। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুগঠনবদন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮। ৩ বিণ অঙ্কিত। 'মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৯। ৪ বিণ চিত্রিত। 'অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

চিত্রিত করা [স] বিণ 'রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া বিচিত্র করিয়াছেন, তাহা নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

চিত্রিতবৎ [স] বিণ অঙ্কিত চিত্রের মতো। 'ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চিত্রিতভিত্তি [স] বিণ দেয়াল-অঙ্কিত। 'কাপেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীল-যবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিত্রিতরূপ [স] বিণ নানা বর্ণে রঞ্জিত। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুগঠনবদন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

চিত্রিতা [স] বিণ স্ত্রী অঙ্কিত। 'এতদিনে কথামালায় চিত্রিতা গর্ভস্তী হয়ে যেত।' মজতবা, ১৯৫৮।

চিত্রী [স] বি চিত্রকর। ওঁসা, ১৭৮৫; 'চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

চিত্রঙ্কি [স] বি চিত্রকর।

চিত্রল [স চিত্রফল] বি চিত্রল মাছ। 'কুটু তৈলে রাঙে রাম চিত্রলের কোল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চিদংশ [স] বি ভেদনার অংশ। 'চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিদম্বর [স] বি চিদাকাশ। 'হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্ব চরাচর সীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিদাকাশ [স] বি চিত্তরূপ আকাশ। 'তোমার চিদাকাশে ভাতে সুর্য চন্দ্র তারা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চিদ [স চিহ্ন] ১ বি চিহ্ন। 'সমর কানন ভাঙ্গে ... আজি হতে সম্পদের চিদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লক্ষণ। 'মেহ বিজুলীর বৃষ্টি বরিষার চিদ।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি পরিচয়। 'জিবরিলে দিল চিদ।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি ছাপ। 'এমন সময় এল মুসাফির গায়ে আছারির চিদ।' নজরুল, ১৯২৫।

চিদ [স চীন] বি চীন দেশ। চিদের কাগজ বি পাতলা কাগজবিশেষ। 'মেয়ে মানবের চরিত্র চিদের কাগজ।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৫ চীন

চিদচিন [ধন্য] বি অল্প অল্প বেদনার ডাব। 'প্রাণের ভিতর চিদচিন করছে।' জীবন, ১৯০২।

চিদচিনানো [ধন্য] বি ব্যথা হওয়া। 'পেটের ভেতর চিদচিনায়।' সেগিনা, ১৯৭৫।

চিদচিনে [ধন্য] বিণ অল্প অল্প। 'ধীরে-ধীরে একটা চিদচিনে রাগ চড়তে থাকে।' ওয়াপী, ১৯৪৮।

চিদন বি চেনা; চিনতে পারা। ওঁসা, ১৭৮৫।

চিনা বি চেনা। 'আপণা চিনহ কাহাজি।' বড়ু, ১৪৫০। চিন কি চিনে নাও। 'এহি মকার মধ্যে জিহুবন চিন।' সুলতান, ১৭০০। চিনই কি চিনতে। 'চিনলই রাই চিনই নাহি জান।' গোবিন্দ, ১৬০০। চিনএ কি চেনে। 'ধর্মবস্ত্রে চিনে তানে না চিনএ পাণী।' আলাওল, ১৬৮০। চিনলই কি চেনা। 'চিনলই রাই চিনই নাহি জান।' গোবিন্দ, ১৬০০। চিনস কি চেনা। 'মস্তো হইয়া তুষ্টি আকারে না চিনস।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। চিনহ কি চেনা। 'আপণা চিনহ কাহাজি।' বড়ু, ১৪৫০। চিনা কি চেনা। 'মুর্শিদ রতন চিনলে পরে চিনা যাবে অমনোরে।' লালন, ১৮৯০। চিনানো কি চিনিযে দেখা। 'পানতে চিনালেম সে চিরচিনারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। চিনি কি জানি। 'চিনি নিজ প্রভু সর্বভৌম মহাশয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। চিনিএ কি চিনে। 'শিখিআ ডাঙ্কিন-কলা ... বুড়ি আপনা চিনিএ জাহ বাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। চিনিতে কি চিনতে। 'চিনিতে নেচেচ বাছা খিঞ্জবর কেবা।' মানিকরাম, ১৭৮১। চিনিলা কি চিনলে। 'সুরেশ্বর অভিমানে তোমা না চিনিলা।' মালাধর, ১৫০০। চিনিলেক কি চিনলেন। 'চিনিলেক নৃপতি প্রতাপ মহেশ্বর।' আলাওল, ১৬৮০। চিন্যা কি চিনে। 'চিন্যা লহ সুন্দরী তোমার পুর কে।' রূপরাম, ১৭৫০।

চিনা [স চিহ্ন] বি চিহ্ন। 'টেরা রহিল পুরি লালনের চিনা।' মালাধর, ১৫০০; 'বিত্ত মুখের শোভা বসন্তের চিনা।' রূপরাম, ১৭৫০।

চিনা [স চীন] ১ বিণ চীনদেশ সংক্রান্ত। 'কৈজুড়ি খাজুরছড়ি চিনা ধলকি।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি চীনদেশে তৈরি বিশেষ রকমের ময়ূর। 'মেরু, ১৭৬২; 'চিনার বস্ত্র।' বোমল, ১৭৭০।

চিনাবাদাম [স চীন] +স বাতস্ত্র বি বাদামবিশেষ। 'চিনাবাদাম-ওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চিনাম্যান [স] বি চীন দেশের মানুষ। 'দাদু বুঝি চিনাম্যান মা, নাম বুঝি চাং হু।' নজরুল, ১৯২৬।

চিনা [চেনা] ১ বি পরিচয়। 'কার সাথে আজ হবে চিনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ পরিচিত। 'গাড়েয়ানের এটা চিনা রাস্তা।' মনসুর, ১৯৫৫।

চিনাচিনি [চেনা] বি পরস্পরের পরিচয়। 'এ চিনাচিনির কোন মানে হয় না।' মনসুর, ১৯৫৫।

চিনাশোনা বিণ পরিচিত। 'অনেকেই হালিমের চিনাশোনা লোক।' মনসুর, ১৯৫৫।

চিনার বি শশা জাতীয় এক প্রকার ফল। 'চিনার গাছের দোদুল হাওয়া।' মজতবা, ১৯৪৯।

চিনাল [স চিহ্ন] বি চিনিযে দেয় যে। 'চিনাল পেলে চিনে নিতাম/ যেত মনের মুকুর্খ।' লালন, ১৮৯০।

চিনি, চিনী [স চীনা] বি পরিতৃপ্ত গুড়। 'অতঃপু তত্তল ফুল চিনি চাপাকলা।' মালাধর, ১৫০০; 'কিনিএ নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি পান কিনে সহস্রের দরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চিনিকন্দ [চিনি+স কন্দ] বি শাখা আত্ম। 'তৃণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে ভাই।' গুণ, ১৮৫৮।

চিনিচম্পা কলা [চিনি+স চম্পক+স কন্দ] বি কলাবিশেষ। 'বাইছা বাইছা কাটো গিয়া চিনিচম্পা কলার পাড।' অবন, ১৯১৯।

চিনি চাপা [চিনি+স চম্পক] বি চাপাকলাবিশেষ। 'ভেট নিল কান্দি দুই চিনি চাপা কলা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পৃথিবীর রাজা রোদ চরিতেছে আকাজ্জায় চিনিচাপা গাছে।' জীবন, ১৯৩২।

চিনিচাপা [চিনি+স চম্পক] বি সুমিষ্ট কলাবিশেষ। 'অতঃ ততুল ফুল চিনিচাপা কলা।' মালাধর, ১৫০০।

চিনিশাপা [চিনি+স পত্র] বিণ চিনিমুড়। 'দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল, চিনিশাপা দৈ।' যোগীশ্বর, ১৮৯৭।

চিনির বলদ [চিনি+স বলীবর্দ] বি যে লোক অন্যের জন্য জিনিস বহন করে কিন্তু নিজে কিছুই ভোগ করতে পারে না। 'কোলে নিখি খরচ করিতে হয় খুন চিনির বলদ সববে একখানি গুণ।' ভারত, ১৭৬০।

চিনিরস [চিনি+স রস] বি চিনির রস। 'কঁটালের বীজ রাখে চিনিরসে বড়।' ভারত, ১৭৬০।

চিনি চিনি [স চিহ্ন] বিণ পরিচিত মনে হয় এমন। 'লোকটি কে ইনি যেন চিনি চিনি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিনে [স চীন] বিণ চীনদেশীয়। 'আমরা তাহাদিগকে চিনে লোক বলি।' মধু, ১৮৫৭।

চিনেবাদাম, চিনেবাদাম বি ছোটো বাদামবিশেষ। 'চিনেবাদাম ডালো।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'চীনে বাদাম বলতে আপত্তি করিনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চিন্তন [স] বি চিন্তা। 'তাহা দেখি মহাগড় করেন চিন্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চিন্তানাতীত [স] বিণ অভাবনীয়। 'তার অগ্নি আবর্তের চিন্তানাতীত প্রচণ্ডতা দেখে...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চিন্তানীতি [স] ১ বিণ ভাবনার যোগ্য। 'সৈয়দ সাহেবের একমাত্র চিন্তানীতি বিষয় হইয়া উঠিল।' ইমদাদুল, ১৯২০। ২ বিণ বিবেচনাযোগ্য। 'বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আঙ্গু পরম চিন্তানীতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চিন্তনা [স] চিন্তনা কি চিন্তা করা। 'ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলো নিমগ্ন কাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

চিন্তা [স] চিন্তন > কি ভাবা; চিন্তা করা। 'সব মস্তি পাত্র লখাঁ চিন্তিল হীত।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তা চিন্তা করে। 'না বোল না বোল নিরাস বড়ারি আপনে চিন্ত উপাএ।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তএ কি চিন্তা করে। 'দরশন উপায় চিন্তএ মনে মনে।' বাহরাম, ১৬৫০। চিন্তব কি চিন্তা করবে। 'জাই খনে ছনহি মনে মাধব চিন্তব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চিন্তহ কি চিন্তা করে। 'তাক দুখ দিঠে কিহ চিন্তহ উপাএ।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তি কি উদ্ভিগ্ন হয়ে। 'হেন মনে চিন্তি পেলা দেব দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তিআ কি চিন্তা করে। 'সন্কেই চিন্তিআ ব্রহ্মার ঠাএ।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তিতে কি চিন্তা করতে। 'সে দুখ চিন্তিতে মনে উড়এ পরানি।' মালাধর, ১৫০০। চিন্তিতে চিন্তিতে কি চিন্তা করতে করতে। 'শিশু হিলাম বৃদ্ধ হইলাম চিন্তিতে চিন্তিতে।' হ্যাগবেড, ১৭৭৫। চিন্তিব কি চিন্তা করবে। 'মহাদেবে পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল।' মুকুন্দ, ১৬০০। চিন্তিবারে কি চিন্তা করতে। 'চিন্তিবারে লাগিলা আপনা মনে মন।' সূতান, ১৬৫০। চিন্তিবো কি চিন্তা করবে। 'চিন্তিবো তোমার হিত পরাশকতি।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তিয়া কি চিন্তা করে। 'মুর্খরূপ গর্ভবাসে কৃষ্ণ চিন্তিয়া হতাস।' মালাধর, ১৫০০। চিন্তিল কি চিন্তা করলে। 'সব মস্তি পাত্র লখাঁ চিন্তিল হীত।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তিলা কি চিন্তা করলে। 'কি কর্ম সাধিবা মাও চিন্তিলা কি ফলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চিন্তিলু কি চিন্তা করলাম। 'অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিলু উপায়।' আলোড়ল, ১৬৮০। চিন্তিলুম কি চিন্তা করলাম। 'না চিন্তিলুম পরিণাম মুক্তি পত্তবুদ্ধি।' বাহরাম, ১৬৫০। চিন্তিলে কি ভাবলো।

'বৃদ্ধ রূপ ধরিআ চিন্তিলে নিরঙ্গন।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তিলেক কি চিন্তা করলেন। 'এথা গদ্য মনেই চিন্তিলেক কাজ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। চিন্তিহ কি চিন্তা করে। 'এহাত আশ্রয় মনে না চিন্তিহ বাধা।' বড়ু, ১৪৫০। চিন্তী কি চিন্তা করি। 'বিষভরা চিন্তে চিন্তী তার কথা শুনি।' ফয়জুররশ, ১৮৭৬। চিন্তে কি চিন্তা করে। 'কৃষ্ণ নাহি সম্মাএ সাপা চিন্তে মনে মনে।' মালাধর, ১৫০০। চিন্তেন কি চিন্তা করেন। 'বাহিরে থাকীয়া তবে চিন্তেন গোপাল।' মালাধর, ১৫০০। চিন্ত্য কি চিন্তা করি। 'সর্বকণ চিন্ত্য চীতী অষ্টাধর পড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চিন্ত্য করা কি ভাবা। 'পুত্র হবক রাজা উপায় চিন্ত্য কর।' মালাধর, ১৫০০।

চিন্তা [স] ১ বি উদ্যোগ। 'আলপ বএসে তেহু বিরহের চিন্তা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি স্মরণ। 'সেহো না বাখানে ভক্তি করে শুদ্ধ চিন্তা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি ভয়। 'নিশ্চিন্তে আহএ সভ কোন চিন্তা নাই।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি সংকল্প। 'এই সময় বটে যে নড়িবার চিন্তা করি।' তারিণী, ১৮০৩। চিন্তাএ বিণ চিন্তারত অবস্থায়। 'চলিতে না পারে সব চিন্তাএ আতুরী।' বাহরাম, ১৬৫০।

চিন্তাকালীন [স] বিকিণ চিন্তা করার সময়। 'যতদিন দেহ মধ্যে অন্তরেদ্রিয় ধারণ করিবেন এবং চিন্তাকালীন ভাষা প্রয়োগ করিবেন ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

চিন্তাকুল [স] চিন্তা-আকুল বিণ চিন্তিত। 'ভূমিতে বসিল রাজা চিন্তাকুল অতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চিন্তা কাঁথা [স] চিন্তা-কথা > বি চিন্তা-রূপ কাঁথা। 'ছেড়ে রাজস্য প্রেমের উদ্দিগ্ন চিন্তা কাঁথা উড়ে যায়।' লালন, ১৮৯০।

চিন্তাকৃত [স] বিণ দৃষ্টান্তময়। 'তারই ভারিছে হয়তো চিন্তাকৃত মজিদের অশেষ ঘুম ছুটে গেল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

চিন্তাখণ্ড [স] বি চিন্তার অংশ। 'দেখিবে তাবের আবর্জনা, ছিন্ন টুকরা, অব্যবহার চিন্তাখণ্ড লইয়া সমস্ত গড়িয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিন্তাশক্তি [স] বিণ চিন্তিত। 'কি যেন ভাবতে লাগলো বৌঠান নিজের মনে, যেন চিন্তামস্ত।' বিমল, ১৯৩৩।

চিন্তাজীবী [স] বি বুদ্ধিজীবী। 'মুসলমান চিন্তাজীবী ও নেতারা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংপ্রবহীন।' মাহেনব, ১৯৪৯।

চিন্তাঙ্কুর [স] বি দূর্ভাবনা। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'তাহারা কোন বিষয়ে নির্ধন লোকের ন্যায় চিন্তাঙ্কুরে জঙ্করীভূত হন না।' মশাররফ, ১৬৮৯।

চিন্তাতত্ত [স] বিণ চিন্তিত। 'স্নিগ্ধ মাতৃপাণি চিন্তাতত্ত ভালে তার তালে তালে বারবার হানি।' রবীন্দ্র, ১৮৩৩।

চিন্তাতাপ [স] বি চিন্তাঙ্কুর। 'চিন্তাতাপে জ্বলিয়া গোঞাই কথদিন।' বাহরাম, ১৬৫০।

চিন্তাতাপিত [স] বিণ চিন্তামস্ত। 'তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাহাভ মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিন্তাধার [স] বি চিন্তার আধার। 'যেহেতু মস্তিষ্ক চিন্তাধার ...।' মুক্ততর, ১৯৫২।

চিন্তাধারা [স] ১ বি কর্তব্য। 'কবির চিন্তাধারা হইতে একেবারে সরিয়া যাও।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি বুদ্ধিবৃত্তি। 'যুগযুগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ বি ভাবনারাপি। 'আমাকে পেয়ে নির্জনে জ্বমানো তাঁর চিন্তাধারা যেন উপড়ে পড়ল।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

চিন্তানত [স] বিণ চিন্তার ভায়ে নত। 'চিন্তানত মস্তকে বাহিরের

অন্ধকারে ঢলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চিন্তানায়ক [স] বি চিন্তাভাবী। 'চিন্তানায়কদের কেহ কেহ অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী।' সওগাত, ১৯২৯।

চিন্তা-নিমীলিত [স] বিণ চিন্তায় চোখ বুঁজে আছে এমন। 'কন্যাভারমন্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিন্দ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চিন্তানুরক্ত [স] বিণ চিন্তা করতে ভালোবাসে এমন। 'আমার চিন্তানুরক্ত ভক্তাশ্রয়ণ অমূল্যচরণের হৃদয়ের রেশমার বিকার জ্বলিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিন্তা-নেতা [স] বিণ শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদ। 'বাংলার শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ।' ওদুদ, ১৯৪৯।

চিন্তান্তর [স] চিন্তা-অন্তর। বিণ চিন্তিত। 'জুহুরসে ভিমসেন চিন্তান্তর হইল।' মাল্যধর, ১৫০০।

চিন্তাখিত [স] বিণ উদ্বিগ্ন। 'মহারাজ চিন্তাখিত আছেন।' রাজীব, ১৮০৫।

চিন্তাশীড়িত [স] বিণ চিন্তায় কাতর। 'চিন্তাশীড়িত সংশ্রয়াল্প মানুষের কাছে এই বিধাশূন্য ইচ্ছাশক্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিন্তাপুঞ্জ [স] বি চিন্তারানি। 'অনির্বচনীয় উত্তীর্ণ চিন্তাপুঞ্জ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিন্তাপ্রণালী [স] বি চিন্তার পদ্ধতি। 'ভারতবর্ষের চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপ।' জগদীশ, ১৯১৮।

চিন্তাপ্রবল [স] বিণ চিন্তাপ্রধান। 'আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চিন্তাপ্রস্রোত [স] বি ভাবনাস্রোত। 'আধাত-প্রতিভাতে চিন্তাপ্রস্রোত মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিন্তাপ্রসূত [স] বিণ ভাবনা থেকে উৎসারিত। 'বহু বিন্দ্র রজনীর চিন্তাপ্রসূত দর্শন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

চিন্তাবিনিময় [স] বি ভাবনার লেনদেন। 'দেশবিদেশের ভাবকদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময়ের বিশ্বনাগরিক উদ্যম ...।' শিব, ১৯৫৬।

চিন্তাবিষ [স] বি চিন্তারূপ বিষ। 'অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবর্তি হওয়াতে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চিন্তাবিহীন [স] বিণ নিশ্চিন্ত। 'চিন্তাবিহীন শিশিরমণ্ডিত ফুলের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চিন্তাবীর [স] বি চিন্তানায়ক। 'অনেক শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরকে অশেষ নির্ধাতন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

চিন্তাবৃত্তি [স] বি বুদ্ধিবৃত্তি। 'ইয়োরোপীয় চিন্তাবৃত্তি, অনুভবসম্পদ যোগ দিলে নূতন সভ্যতা ...।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

চিন্তাব্যথায়ুক্ত [স] বিণ দুঃসন্তোজনিত কষ্টে কাতর। 'খানিকটা চিন্তাব্যথায়ুক্ত হয়ে জেঠিয়া ... একবার তাকাল।' জীবন, ১৯৩২।

চিন্তাভাবনা [স] বি চিন্তা ও ভাবনা। 'তুচ্ছাতুচ্ছ কয়েকটি লাইন নিয়ে আজকের এই সমস্ত চিন্তাভাবনা।' জীবন, ১৯৩১।

চিন্তাময় [স] বিণ চিন্তায় নিবিষ্ট। 'চন্দ্রাবর সুগভীর চিন্তাময়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিন্তামণি [স] বি কাল্পনিক মণিবিশেষ; পরমমণি। 'প্রেম চিন্তামণি

রসেতে গাঁথিয়া।' চণ্ডী, ১৫৫০।

চিন্তামার্গ [স] বি চিন্তা প্রক্রিয়া। 'যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্রেশ করব, তা হলে ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

চিন্তামুক্ত [স] বিণ চিন্তিত। 'সবে চিন্তামুক্ত হইলেন মনে মনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চিন্তামুতা [স] বিণ ক্রী উদ্বিগ্ন। 'কহ ভগ্নী সত্য কথা না হইঅ চিন্তামুতা।' স্মৃতান, ১৬৫০।

চিন্তারতা [স] বিণ ক্রী চিন্তা করছে এমন। 'তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা।' বিভূতি, ১৯২৯।

চিন্তারাজ্য [স] বি চিন্তার জগৎ। 'চিন্তারাজ্যে মুসলিম এক যুগান্তর আনয়ন করুক।' ইসলাহ, ১৯৩২।

চিন্তারানি [স] বি চিন্তাপুঞ্জ। 'প্রকাশহীন চিন্তারানি করিছে হানাহানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিন্তারোখা [স] বি কপালের ভাঁজ। 'এই যে লগাট - প্রশস্ত, চন্দনচর্চিত চিন্তারোখা বিশিষ্ট।' বন্দর্শন, ১৮৭৪।

চিন্তারোহণ [স] বিণ চিন্তামুক্ত। 'উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারোহণ জ্যোতির্ময় প্রশস্ত লগাট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিন্তার্ণব [স] চিন্তা-অর্ণব। বি চিন্তারূপ অর্ণব; চিন্তার সাগর। 'সে যে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

চিন্তালোক [স] বি ভাবনার জগৎ। 'লেশক ও পাঠকের বহু উর্ধ্বে তাদের অচিন্তনীয় চিন্তালোকে অধিষ্ঠিত।' মোতাহার, ১৯৩৭।

চিন্তাশক্তি [স] বি চিন্তা করার ক্ষমতা। 'মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চিন্তাশীল [স] ১ বিণ ভাবুক; চিন্তা করে এমন। 'তাহা চিন্তাশীল শোকের অবদিত নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ চিন্তা উদ্বেককারী। 'চিন্তাশীল শব্দে গ্রন্থকার যাহা বুঝিলেন পাঠক তাহার ঠিক উদ্ভা বুলিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

চিন্তাশীলতা [স] বি চিন্তা করার ক্ষমতা। 'ভাষ্যে গাছের মতো চিন্তাশীলতা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিন্তাশূন্য [স] বিণ চিন্তাহীন। **চিন্তাশূন্যতা** [স] বি ভাবনাহীন অবস্থা। 'হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

চিন্তাসংকট [স] বি চিন্তাখিত অবস্থা। 'তাহাকে চিন্তাসংকটে হইতে উদ্ধার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চিন্তাসম [স] বিণ চিন্তার মতো। 'চিন্তাসম তাপ নাহি এ মহীতলে।' বাহরাম, ১৬৫০।

চিন্তাসূত্র [স] বি চিন্তার খেঁই। 'হিন্দু হয়ে গেছে ওর সমস্ত চিন্তাসূত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চিন্তা-সৌকর্য [স] বি চিন্তার উৎকর্ষ। 'যুগপৎ সম্বন্ধের জটিলতা ও চিন্তাসৌকর্য সাধিত হয়।' মোতাহার, ১৯৩৭।

চিন্তাস্রোত [স] ১ বি চিন্তাপ্রাণ। 'তাহারদিগের চিন্তাস্রোত এ পথে স্বল্পেও কখন প্রবাহিত হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি গভীর চিন্তা। 'দরিয়াবিধি পুনরায় চিন্তাস্রোতে মগ্ন হইয়া যায়।' শওকত, ১৯৫৮।

চিন্তাহারা [স] বিণ চিন্তাহীন। 'আকাশে অসংখ্য তারা চিন্তাহারা ক্রান্তিহারা, হৃদয় বিশ্বম্বে সারা হেরি একদিগি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিহ্নাঙ্ক [স] *বিণ* নিশ্চিত। 'দিখাইন চিহ্নাঙ্ক গ্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিহ্নিত [স] *বিণ* উদ্ভিন্ন। 'সুনিহিত চিহ্নিত কৃষ্ণ ব্যাজ না কইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিহ্নিতা [স] *বিণ* *স্ত্রী* উদ্ভিন্ন। 'দশনী চিহ্নিতা হইল।' *বন্দর্শন*, ১৮৭৪।

চিন্ন [স চিহ্ন] *বি* চিহ্ন। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'লামাকে জে জরদ রাগব বানাত একখন পত্র চিন্ন দিয়া লেখিয়াছেন।' *বোঙ্গল*, ১৭৭০।

চিন্ময় [স] *বিণ* চৈতন্যবরূপ। 'পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিন্ম [স চিহ্ন] *বি* চিহ্ন। 'অস্ত্রের চিন্ম দেবী গাএ ক্রিরি লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চিপ্, **চিক্** [হি] *বিণ* প্রধান। 'শ্রীমুখ চিপ জটিল সাহেবের সুখ্যতিপন্ন।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'পূর্বের চিফজুটিস সর এডবার্ড হাইডইষ্ট সাহেব।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

চিপজুটিস [হি] *বি* প্রধান বিচারপতি। *দর্পণ*, ১৮২৭। 'চিপজুটিস ও ... কএক জন সংগ্রাহক বাঙ্গালি ডপুলোক উপস্থিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

চিপড়ানো [কি] হাত দিয়ে বারে বারে কলনো; নিংড়ানো। 'আমের আঁচি যেমন হাতের মুঠো হইতে বড় হইলে চিপড়ানো অসুবিধা হয়।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

চিপস [হি] *বি* পাতলা ফালি করা ভাজা আলু। 'চিপস মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখল চিপসের রেকাবি।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

চিপসে [স চিপিট] *বিণ* চাপা; সর। 'পেটটা কান্নর চিপসে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

চিপা [চাপ] *কি* নিংড়ানো। 'ছোলঙ্গ চিপিআ নিমঝোলে পিপিলা। বড়, ১৪৫০।

চিপা দেওয়া *কি* খেঁতলে দেওয়া। 'হাত পাও চিপা দিলা বান্দিয়া পেলাই।' *সুলতান*, ১৭০০।

চিপা [চাপ] *বিণ* আঁটসাঁট। 'নীল চন্দ্রের বড়িদার আচকান, পাচ নীল চিপা পায়জানা ...' *মহাশব্দ*, ১৯৫৬।

চিপিক [ধন্য] *বি* চুইই পাখির ডাক। 'ওঠে চিপিক চিপিক ডাকি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

চিপিটক [স] *বি* চিড়া। 'কদলক চিপিটক ডঙ্কিত ততুল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

চিবন [স চর্বণ] *বি* চিবানোর কাজ। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫।

চিবা, **চিবানো** [স চর্বণ] *কি* দাঁত দিয়ে পেষণ করা। 'তরু কটী চাবানা চিবায় ভোগ পরিহরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'খুধা পাইলে সাধু ততুল চিবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিবাইয়ু** *কি* চিবিয়ে খাওয়া। 'আর আমি বাসায় গিয়া চিবা ওর চিবাইয়ু।' *গিরিধর*, ১৮৮৬। **চিবাইয়া** *কি* চিবিয়ে। 'নাপান করিয়া পেলে চিবাইয়া গুয়া' *রূপরাম*, ১৭৫০। **চিবি** *কি* চিবিয়ে। 'যেমত দশনে চিবি ইক্ষুরস লএ।' *আলাওল*, ১৬৮০। **চিবুতে** *চিবুতে*, **চিবোতে** *চিবোতে* *কি* অবিরাম চর্বণ করতে কহতে। 'কাণে উডেন পানসীল গুজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোত্রো সেরে যান।' *হত্যাম*, ১৮৬১; 'দাঁতন চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চিবিয়ে চিবিয়ে *ক্রি*ধা ধীরে ধীরে। 'সকল চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে

লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চিবুক [স] *বি* থুতনি। 'চিবুক কঠেত দিয়া যোগাসনে বসি।' *বাহয়াম*, ১৬৫০।

চিবে [স চর্বণ] *বি* পিক। 'কোথাও বা কতগুলো বাড়িওয়ালা ও বেশ্যা বসিয়া পানের চিবে ফেলছে।' *প্যাট্রী*, ১৮৫৮।

চিমটা [হি] *বি* বা আঙুল দিয়ে তোলা অথবা ধরা যায় না, তা ধরার দুই হাতওয়ালা ধাতব হাতিয়ার। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫; 'সন্ধ্যাসী তাহার চিমটার ইঙ্গিতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চিমটাগুন [হি চিমটা] *বি* চিমটি দেওয়া। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫।

চিমটান [হি চিমটা] *কি* চিমটানো। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫।

চিমটি, **চিমটা** [হি চিমটা] ১ *বি* দুই হাতওয়ালা হাতিয়ারবিশেষ, যা দিয়ে কোনোকিছু চিমটে ধরা যায়। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫। ২ *বি* দুই আঙুলের ডগা বা নখ দিয়ে চেপে ধরা। 'যাবৎ সে না ডাকিলেক তাহার কানে চিমটা কাটিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'এই না বলে কুটুং করে চিমটি কাটে ঘাড়ে।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

চিমটি কাটা *কি* বিদ্রূপ করা। 'চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙবার ... পলিসির উল্লেখ আছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চিমিটা [হি চিমটা] *বি* চিমটা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চিমটে [হি চিমটা] *বি* তপ্ত বস্ত্র ধরার কাজে ব্যবহৃত ধাতব যন্ত্র। 'চিমটে দিয়ে কয়লা থেকে যখন কালু তুলে আনল গনগনে গুসসাটা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

চিমনি, **চিমনী** [হি] ১ *বি* কল-কারখানার ধোয়া বের হওয়ার নলবিশেষ। 'চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পান্থরে কহলার ধোয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'বাড়ীর চিমনী বা ধোয়াঘর হইতে এত ধোয়া উঠে যে, কোন কোন দিন ...' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বি* বাতাসে যাতে আলোর শিখা নিচে না-যায়, তার জন্যে ব্যবহৃত কাঁচের চোড়ার মতো বেষ্টনী। 'লণ্ডনের চিমনি।' *মানিক*, ১৯৪০; 'ও বি আশন জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার ফায়ার প্লেসে।' *চিমনিতে* আবার কাঠ দেওয়া হল।' *মুজতাবা*, ১৯৩০।

চিমনিওয়ালা [হি চিমনি+হি ওয়ালা] *বিণ* চিমনিবৃত্ত। 'লণ্ডনের চিমনিওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে ...' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চিমসে [স চর্ব] ১ *বিণ* ছিপছিপে। 'তকিয়ে একেবারে শোলার মতো চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ *বিণ* শীর্ণ। 'বয়স হল অষ্টাশি চিমসে গারে চুনকাে হাড়।' *সুকুমার*, ১৯২০।

চিমসে জ্যোত্স্না *বি* ক্ষীণ জোহনা। 'একু চিমসে জ্যোত্স্না জোহানী আর লক্ষীপেচা।' *জীবন*, ১৯৩২।

চিয়া [স চেতন] *কি* জ্ঞাপানো। 'চিয়াইল প্রহরি সব কন্দন সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০। **চিয়াইয়া**, **চিয়াইয়া** ১ *কি* চেতনা পেয়ে। 'চিয়াইয়া যসোদা পুত্র দেখি পাসে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *কি* জাগিয়ে। 'চিয়াইয়া উত্তর দেহ রক্তির সংহতি লেহ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **চিয়াইল** *কি* জেপে উঠলো। 'চিয়াইল প্রহরি সব কন্দন সুনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

চিয়ার্স [হি] *বি* আনন্দধ্বনি। 'বরকনের উদ্দেশে শ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিন্ন [স চীরা] *বি* কাপড়। 'উন্নত উরজ চিরে কাপাবএ পুন পুন দরসএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

চিরে [স] ১ বি চিরকাল; দীর্ঘদিন। 'চির জীঅ কাফাঈ কুলের নন্দন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি চিরন্তন। 'বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

চির-অচেনা [স] ১ বিণ চিরজীবন যাকে চেনা যায়নি এমন। 'ওশো আমার চির-অচেনা পরদেশী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি চিরকাল অচেনা যে। 'সেই চিরচেনা, চিরঅচেনার শেষ হল নাকি ব্যর্থ অবেশ্য?' ফররুখ, ১৯৪৬।

চিরঅজ্ঞাত [স] বিণ চিরকাল ধরে অজানা। 'হিরণ্যায় চিরঅজ্ঞাত দেশের।' ফজলুল, ১৯১৩।

চির-অতৃপ্তিপূর্ণ [স] বিণ চিরকালই অতৃপ্তিতে ভরা। 'পুরুষের প্রেমের মধ্যে যে একটি চির-অতৃপ্তিপূর্ণ অনির্বচনীয় সুখ আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

চির-অপরোধী [স] বিণ চিরকাল দোষী। 'মার্কনাও করলে না? রেখে গেলে চির-অপরোধী করে?' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চিরঅভিসিদ্ধি [স] বিণ চিরকাল ঈশ্বিত। 'ভারত গ্রাস করা যে রুসিয়ার চিরঅভিসিদ্ধি।' প্রচারক, ১৯০৩।

চিরঅমর [স] বিণ কখনও মরে না এমন। 'তার চিরঅমর আত্মকে - তার সত্যকে বুঝতে হলে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

চির-আইবুড়ো বিণ আজীবন অবিবাহিত। 'এ দেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কান্নের শোক।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চির-আদৃত [স] বিণ চিরকাল সমাদর পায় এমন। 'মৃত্যুর আত্মনামাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরআয়ুস্মৃতিসু [স] বি দীর্ঘজীবী হও - এই সযোদ্ধ। 'চিরআয়ুস্মৃতিসু।' নজরুল, ১৯২৯।

চির-আয়ুশ্মান [স] বিণ চিরজীবী। 'চির-আয়ুশ্মান রবি - তোমার না দিক দৃষ্টিদান।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চিরআরাধনা [স] বি চিরন্তন প্রার্থনা। 'চিরআরাধনা সে যে প্রেমনিষ্ঠের।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

চির-আলস্য [স] বিণ চিরকাল ব্যাপী পরিশ্রমে অনিচ্ছুক। 'প্রকৃতির চিরসঙ্কষ্টি ও পালকের চির-আলস্য জম্বীদারীর পরাকাষ্ঠা।' সাধারণী, ১৮৭৫।

চিরআশ্রয় [স] বি অনন্ত ঠাই। 'কোথা তাপহারা পিপাসার বারি - হৃদয়ের চিরআশ্রয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চির-উৎস [স] বি চিরকালের উৎস। 'আপনার দুর্গমের মাঝে সাড়নার চির-উৎস কোথায় বিরাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চির-উৎসুক [স] বিণ চিরদিন উৎসুক এমন। 'প্রাণের স্বভাবই চির-উৎসুক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিরউৎসুকী [স] বিণ অসীম আগ্রহী। 'চিরউৎসুকী তাই মানুষের মুখে চাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

চিরউদাসী [স] বিণ চিরকাল নিরাশক্ত থাকে এমন। 'সে যে চিরউদাসী, চির বৈরাগী।' নজরুল, ১৯২৭।

চির-উপবাস [স] বি চির অনাহার। 'চির-উপবাস-ডুখারি ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চির-উপবাসী [স] বিণ চিরদিন অনাহারী। 'আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চির-একা বিণ সর্বদা সঙ্গীহীন। 'তাঁরা ছিলেন চির-একা।' শরীফ, ১৯৭০।

চির-একাকিনী বিণ স্ত্রী সর্বদা সঙ্গীহীন। 'অনঘরা অনাসক্তা চির-একাকিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চির-এয়োতি [স] চির-আয়ুস্মৃতি। বি যে নারীর মৃত্যু পর্যন্ত স্বামী বেঁচে থাকে। 'তুই চির-এয়োতি হ।' নজরুল, ১৯২৪।

চিরঋণী [স] বিণ চিরকাল কৃতজ্ঞ। 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিরকবি [স] বি অমর কবি। 'রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

চিরকলঙ্ক [স] বি দীর্ঘস্থায়ী কলঙ্ক। 'ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চিরকলতান [স] বিণ চিরকাল মুখরিত। 'সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা বহিছে আঁধার আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিরকল্যাণ [স] বি সবসময়ে মঙ্গল। 'দুঃখীর আশীর্বাদে তাঁহার চিরকল্যাণ হউক।' সুলত সমাচার, ১৮৭৩।

চির-কল্যাণকর [স] বিণ চিরকাল মঙ্গলজনক। 'বিশ্বের যা-কিছু মহানু সৃষ্টি চির-কল্যাণকর।' নজরুল, ১৯২৫।

চিরকাজাল [স] চির+কাজাল বিণ চিরনিঃশ্বাস। 'ডেবেছিল চির-কাজাল এই ডুবনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চির-কারা [স] বি চিরকালের কারাগার। 'কাঁদিছে হিন্দু-মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির-কারায়।' নজরুল, ১৯২৮।

চিরকাল [স] ১ ক্রিবিণ সবসময়ে। 'চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ সারাজীবন। 'আচার করিলে আউ হয় চিরকাল।' মাধবপুর, ১৫০০। ৩ ক্রিবিণ বহুদিন যাবৎ। 'তাহারা চিরকাল ধুঁকুতা করিয়া কাল যাপন করিতেন।' দর্পণ, ১৮২০।

চিরকালাবধি [স] চিরকাল-অবধি ক্রিবিণ বহুকাল পর্যন্ত। 'চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় তাবৎ পণ্ডিত সংকৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

চিরকালিনী [স] বিণ ক্রী চিরকালব্যাপী বিরাজ করে এমন। 'কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী। শুধু এ কালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চিরকালীন [স] বিণ চিরকালব্যাপী। 'লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দোবস্তের সময়অবধি।' দর্পণ, ১৮৩৩।

চিরকিঙ্কর [স] বি চিরকালের সেবক। 'আজ্ঞাবহ - চিরকিঙ্কর।' মহাররফ, ১৮৮৯।

চিরকিশোর [স] ১ বি চিরতরুণ। 'দ্রোমের রাত্ৰায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'এস যৌবনে যে চির-কিশোর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ চিরকাল কিশোরের মতো দুরন্ত। 'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর।' নজরুল, ১৯২২।

চিরকিশোরী [স] বি চিরকাল কিশোরী থাকে এমন নারী। 'তোমার সেই চিরকিশোরী।' নজরুল, ১৯২৭।

চিরকীর্তি [স] বি চিরকালের সুখ্যাতি। 'চিরকীর্তি করিয়া অর্জন তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চিরকুমার [স] **বিণ** আজীবন অববাহিত। **চিরকুমার-সভা** [স] **বি** আজীবন অববাহিত থাকে এমন ব্যক্তির সভা। 'চিরকুমার-সভার সভা হলো।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

চিরকুমার-ব্রত [স] **বি** চিরকুমার থাকার সংকল্প। 'চিরকুমার-ব্রত রক্ষা করেছেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

চিরকুমারী [স] **১** **বি** স্ত্রী চিরকাল অববাহিত থাকে যে। 'আমি চিরকুমারীই থাকব।' **গিরিশ**, ১৮৮৭। **২** **বিণ** চির-অক্ষর। 'যেথায় আনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী - আলোক-পরশ একটী রোমাঞ্চেরেখা আঁকেন তাহার গায়ে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩।

চিরকৃতজ্ঞতা [স] **বি** আজীবন কৃতজ্ঞ থাকার অবস্থা। 'হৃদয়ে জাগাবে রবে চিরকৃতজ্ঞতা।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

চির-কেনা [স] **চির+স ক্রীত**। **বিণ** আজীবনের জন্য ক্রয় করা হয়েছে এমন। 'করো তোমার চরণতলে চির-কেনা।' **রবীন্দ্র**, ১৯১০।

চিরকলে [স] **চিরকাল**। **১** **বিণ** চিরকালের। 'তখন চিরকলে শোনা কথাটা নতুন সংগীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজতে থাকে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫। **২** **বিণ** শাস্ত। 'দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকলে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

চিরকৌমার [স] **বিণ** চিরকুমার; সারাজীবন অববাহিত। 'যিনি দরিদ্রা, চিরকৌমার ... পডস কর্তৃক পরাজিত হইলেন।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৫।

চিরকৌমার্য [স] **বি** চিরদিন অববাহিত থাকার অবস্থা। 'অনেক, অপারঙ্গরসিকী, আমার চিরকৌমার্যের কথা ভনিয়া বলিয়া গিয়াছে।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৪।

চিরকীর্তি [স] **বিণ** চিরদিনের মতো কেনা। 'আমি আপনকার নিকট চিরকীর্তি রহিলাম।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭।

চিরগঠনশীল [স] **বিণ** সবসময়ে গঠিত হচ্ছে এমন। 'সেতারী আমার চিরগঠনশীল মনে উদ্ভিত হইয়াছিল মাত্র।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

চিরগম্ভীর [স] **বিণ** চিরকালের গম্ভীরপূর্ণ। 'হাওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৯।

চিরগম্যস্থান [স] **বি** চরম আকাল্পিত স্থান। 'সেই নির্জন শিবর এবং আমার কোনো-এক চিরনিকেতন, অন্তরাখ্যার চিরগম্যস্থান।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

চিরগৌরব [স] **বি** চিরকালের অহংকার। 'বহিছে একটি চিরগৌরব।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৪।

চিরচঞ্চল [স] **বি** চিরকাল অশান্ত যে। 'চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৬।

চিরচঞ্চলতা [স] **বি** চিরকালের চঞ্চলতা। 'কতকগুলি বিশেষ হৃদয়ের বিদ্যুৎযন্তীর চিরচঞ্চলতা।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৩।

চিরচলন্ত [স] **বিণ** চিরকাল বয়ে চলে এমন। 'বর্তমান চিরচলন্ত, চিরপরিবর্তমান।' **মোতাহের**, ১৯৫০।

চিরচলিত [স] **বিণ** চিরচলিত। 'তাদের কাছে চির-চলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ... ভালোবাসাকে অধীকার করব না।' **নজরুল**, ১৯২৪।

চিরচাঁদ [স] **চিরচন্দ্র** **বি** অনন্ত চাঁদ। 'চিরচাঁদ স্মৃতি-জ্যোৎস্নায়।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯১৬।

চিরচিনা **বি** চিরদিন চেনা যে। 'গানেতে চিনালেম সে চিরচিনারে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩০।

চিরচেনা **বিণ** চিরদিনের পরিচিত। 'চিরচেনা ছিল চোখে/অকস্মাৎ মিলালো অপরিচিত লোকে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৫।

চিরচোর [স] **বি** চিরকাল চুরি করে যে। 'যেন কোন চিরচোর অরক্ষিত মহাবিশ্ব তার হরণে।' **সুধীন্দ্র**, ১৯৩৩।

চিরছায়ায় [স] **বিণ** চিরকাল ছায়াঘেরা থাকে এমন। 'একটি চিরছায়ায় লতাঝিতান।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১।

চিরছায়ায় [স] **বিণ** নিত্য ছায়াবৃত। 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে চিরছায়ায়।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৬।

চিরজনম [স] **চির-জন্ম** **বি** সারা জীবন। 'চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমি।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৬।

চিরজয়ী [স] **বিণ** চিরকাল বিজয়ী। 'দেবর লক্ষণ, চিরজয়ী রণে।' **মাইকেল**, ১৮৬৬।

চিরজাগরুক [স] **বিণ** সবসময়ে মনে করিয়ে দেয় এমন। 'স্মৃতি চিরজাগরুক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৮। 'স্বপ্নস্মৃতি ব্যাধা সম চিরজাগরুক।' **নজরুল**, ১৯২৯।

চিরজ্যোত [স] **বিণ** সবসময়ে জেলে থাকে এমন। 'সেই চিরজ্যোত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতি।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

চিরজানা [স] **চির+জানা** **বিণ** চিরকাল ধরে জানা। 'অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪১।

চিরজীবী [স] **চিরজীবী** **বিণ** অমর। 'চিরজীবী হৈয়া আশি বেড়াই সপ্তর্ষী।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৯।

চিরজীব [স] **চিরজীবী** **বিণ** চিরজীবী। 'চিরজীবী রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

চিরজীবন [স] **১** **বি** পুরো জীবন। 'যিনি আমাদের কল্যাণার্থে চিরজীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন ...' **অক্ষয়**, ১৮৪৮। **২** **ক্রিবিণ** আজীবন। 'একটি জন্তুরও চির জীবন উদরপূর্তি হইতে পারে না।' **অক্ষয়**, ১৮৫০।

চিরজীবনরস [স] **বি** অমরত্বের মহৌষধ। 'চিরজীবনরস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

চিরজীবনী [স] **বিণ** দীর্ঘজীবী। 'তাহারদের সুখ্যাতিই চিরজীবনী হইয়াছে।' **দর্পণ**, ১৮৩৮।

চিরজীবী [স] **চিরজীবী** **বিণ** দীর্ঘায়ু। 'চিরজীবী হও তুমি।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

চিরজীবিত [স] **বিণ** অমর। 'ভালো-খারাপের প্রতিনিধি হিসেবে তারা চিরজীবিত।' **গুয়ালী**, ১৯৬২।

চিরজীবিনী [স] **বিণ** স্ত্রী দীর্ঘজীবী; অমর। 'এই ফল খাও, চিরজীবিনী হও স্থিরযৌবনা হইবে।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭।

চিরজীবী [স] **১** **বিণ** দীর্ঘজীবী। 'চিরজীবী হও দুই ভাই।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। **২** **বিণ** অমর। '... বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু চিরজীবী হইবে না।' **বিদ্যা**, ১৮৫১।

চিরজ্ঞাত [স] **বিণ** চির পরিচিত। 'কোনো-একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

চিরজ্যোতি [স] **বিণ** নিত্য আলোকিত। 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে চিরজ্যোতি চিরছায়ায়।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৬।

চিরজ্যোতির্ময় [স] **বিণ** চিরকাল আলোকিত। 'সূর্যের মতো ধর্ম চিরজ্যোতির্ময় চিরকাল আছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯১২।

চির জ্যোৎস্না [স] বিণ চিরকাল জ্যোৎস্নাময়। 'চির-শ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে।' বিজ্ঞপ্ত, ১৯১১।

চিরক্লী বি গাহবিশেষ। 'চিরক্লী গাহের পাভাতলি।' বিজুতি, ১৯৩১।

চিরক্লীবী [স] বি চিরক্লীবী। রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চিরক্লীবিনী [স] বিণ ক্লী অমর; অবিনশ্বর। 'মহাসাধ্বী মেয়েটির সৃষ্টিতে চিরক্লীবিনী অদ্যাপি আছে।' গৌর, ১৮২২।

চিরক্লীবেমু [স] বি চিঠিতে সখানপ্রদর্শক সযোজনসূচক শব্দ। 'চিরক্লীবেমু ভায়া নবীনকিশোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

চিরতপস্বিনী [স] বিণ ক্লী চিরকাল তপস্যায় যগ্ন থাকে এমন। 'ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী...'। মাইকেল, ১৮৬১।

চিরতরে [স] ক্রিবিণ চিরদিনের জন্য। 'সুখামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব।' নজরুল, ১৯৩৫।

চির-তিক্ত [স] বিণ চিরকাল অপ্রসন্ন। 'আমি রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ।' নজরুল, ১৯২৪।

চিরতুষারবৃত্ত [স] বিণ সবসময়ে তুষারে ঢাকা থাকে এমন। 'সে দেশে ভয়ঙ্কর শীত; নদী, মাঠ, পর্বত ইত্যাদি চিরতুষারবৃত্ত।' প্রমথ, ১৯২০।

চিরতুষ [স] বিণ সবসময়ে সস্ত্র। 'চিরতুষ দাস আমি, কোলে দাও চরণ তোমার।' শক্তি, ১৯৬৯।

চিরতুষা [স] বি অনন্ত তুষা। 'শান্তি পেত এই চিরতুষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিরতুষাতুর [স] বিণ চিরকাল ধরে তুষার্ত। 'চিরতুষাতুর দীন অক্লান্ত আমার।' নজরুল, ১৯২২।

চিরতৃষিত [স] বিণ চিরপিপাসার্ত। 'আমার চিরতৃষিত অন্তঃসুক বিপুল বলে চেপে ধরলুম।' নজরুল, ১৯২৪।

চিরতৃ [স] বি স্থায়িত্ব। 'চির-কুমার সভার চিরতৃ আমার অচিরে হুটিয়ে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চির দম্বলী [স] চির+আ দম্বল> বিণ দীর্ঘদিন ধরে দম্বলে আছে এমন। 'চির দম্বলী গৈতুক হাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

চিরদম্ব [স] বিণ চিরকাল যন্ত্রণাময়। 'আমার চিরদম্ব বুক তো শীতল হল।' নজরুল, ১৯৩১।

চিরদাস [স] বিণ চিরভৃত্য। 'মারওয়ান না আসিলে চিরদাস অলীদ বোধ হয় আর দামেকের মুখ দেখিতে পাইবে না।' মশাররফ, ১৮৮৫।

চিরদাসত্ব [স] বি ক্রীতদাসপ্রথা। 'আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন যোরতর সময় হইয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

চিরদাসী [স] বিণ ক্লী চিরকাল অনুগত থাকে এমন। 'মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চিরদিন [স] ১ ক্রিবিণ দীর্ঘদিন। 'চিরদিন মথুরাক না জাহা।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ আজীবন। 'তিন হ্রাসে তিন-বস্ত্র চিরদিন।' আলওল, ১৮৬০। ৩ বি অবশ্বকাল। 'আঁধারে বিলীন আকাশমণ্ডপ শুধু বসে আছে এক "চিরদিন"।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চিরদিনকার বিণ চিরস্থায়ী। 'যৌবন তোমার চিরদিনকার।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চিরদিন কারুর সমান যায় না - সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য চিরস্থায়ী নয়। 'জানিয়ে দিলে যে, চিরদিন কারুর সমান যায় না।' নজরুল, ১৯২৪।

চিরদিনের বিণ শাশ্বত। 'আসব যাব চিরদিনের সেই-আমি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চিরদিবস [স] চিরদিবস। বি বহুকাল। 'চিরদিবশের পরে তোমার পত্র পাইয়া সেখানকার বেদুরা সমাচার জ্ঞাতো হইলাম।' ওর্গ, ১৭৮২।

চিরদিবস [স] ১ বি দীর্ঘদিন। 'অত্র কুসল হয় বিশেষ চিরদিবসের পর সে বাটীর মঙ্গলাদি বাক্য পাইয়া পরম আনন্দিত।' ওর্গ, ১৭৮২।

২ বি সারা জীবন। 'চিরদিবসের সুখ রয়েছে গোপন আপনার আত্মার মাঝার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চির দিবা ক্রিবিণ চিরদিন ধরে। 'সংগীত ধ্বনিছে ... চির দিবা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরদীপ্যমান [স] বিণ চির উজ্জ্বল। 'কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিরদুঃখিনী [স] বিণ ক্লী আজীবন দুঃখী। 'চিরদুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিত না হয়?' উমেশ, ১৮৫৭।

চিরদুঃখী [স] বি আজীবন দুঃখী। 'পৃথিবীতে চিরদুঃখী অনেক আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিরদুঃখ [স] চিরদুঃখ। বি চিরকালের দুঃখ; অনন্ত দুঃখ। 'আমার নিতি-সুখস্থিরের এসো/ আমার চিরদুঃখ ফিরে এসো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিরদুঃখী [স] চিরদুঃখী। বি আজীবন দুঃখী। 'হতভাগী এই চিরদুঃখী।' জগদীশ, ১৯৩৩।

চির-দুর্জয় [স] বিণ চিরদিনই জয় করা কঠিন এমন। 'বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়।' নজরুল, ১৯২২।

চিরদুর্দম [স] বিণ কখনো দমন করা যায় না এমন। 'আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত।' নজরুল, ১৯২২।

চিরদুর্ভাগ্য [স] বিণ চির-অভাগ্য। 'হিন্দু বিধবদিগের মত চিরদুর্ভাগ্য, উপেক্ষিত, প্রতারণিত এবং অত্যাচারিত জীব আর কেহ নাই।' বামাবোধিনী, ১৮৭০।

চিরদুর্ভিক [স] বি চিরকালের দুর্ভিক। 'চিরদুর্ভিককে অন্ন আকার দান করাই যে যথার্থ অন্ননীতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চিরদুর্ভাগ [স] বি চিরদিনই পাত্তা কঠিন যা। 'চিরদুর্ভাগের একটি রক্তকণা শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চির-দুঃমন [স] চির+আ দুঃমন। বি চিরশত্রু। 'মানুষের চির-দুঃমন যক্ষা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

চিরদুঃখ [স] বিণ চিরকাল দুঃখবর্তী। 'ভারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আশ্রয়-বারতা চিরদুঃখ বর্ণপূরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চিরদৈন্য [স] বি চিরকালের দীনতা। 'চিরদৈন্যও তাহাদের ভাগ্যবিধার করে।' দিকৃষ্ণকায়, ১৮৬৯।

চিরদৈন্যপীড়িত [স] বিণ চিরকাল দারিদ্র্যে আক্রান্ত। 'সেই চিরদৈন্যপীড়িত অন্তহীন দুর্ভাগ্যের জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চিরধনী [স] বিণ চিরদিন সম্পদশালী। 'অস্তর-মারে চিরধনী ভূই অন্তবহীন বিবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিরধীর [স] বিণ চিরস্থির। 'পারি আমি উপাড়িতে তরুণর ... চিরধীর শৃঙ্গরে বজ্রসম চোটে অধীরিতে।' মাইকেল, ১৮৬০।

চিরনগণা [স] বিণ অত্যন্ত তুচ্ছ। 'চিরনগণা অর্থ সভা নিম্নশ্রেণীর

হিন্দু বংশজ বলিয়া ...।' প্রচারক, ১৯০৬।

চিরনন্দন [স] বিণ সবসময়ে আনন্দদায়ক। 'হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন চিরবস্ত্র বায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিরনবীন [স] বিণ সবসময়ে নতুন। 'মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চিরনবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার এমন।' প্রমথ, ১৯০৫।

চিরনবীনতা [স] বি সবসময়ে নতুনের ভাব। 'চিরনবীনতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চির-নাবালক [স] চির+ফা নাবাগিণি। বিণ চিরকালের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'ইচ্ছাটাকে পর্যন্ত আমরা বেহাত করে পাকাচুলের কাছে চির-নাবালক সেজেছি।' অন্নদা, ১৯২৮।

চিরনিকেতন [স] বি স্থায়ী আবাস। 'সেই নির্জন শিবর এবং আমার কোনো-এক চিরনিকেতন, অন্তরাআর চিরপম্যস্থান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরনিদ্রা [স] বি মৃত্যু। 'নামিয়ে দিয়ে শেষে/ বহুদিনের বোঝা তোমার চিরনিদ্রার সেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিরনিদ্রা উপভোগ করা ক্রি মৃত্যুবরণ করা। 'মানুষ তখন চিরনিদ্রা উপভোগ করতে বাধ্য হবে।' প্রমথ, ১৯১৪।

চিরনিশ্চিত [স] বিণ চিরকাল ধরে ঘুমিয়ে আছে এমন। 'আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিশ্চিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চিরনিশীড়িত [স] বিণ চিরকাল নির্ধাতিত। 'এই চিরনিশীড়িত জাতির নিকট।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিরনিবাসভূমি [স] বি চিরকালের বাসস্থান। 'নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধি স্থাপন হইত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিরনিবিড় [স] বিণ চিরকাল একান্ত থাকে এমন। 'সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরনির্মল [স] চিরনির্মল। বিণ চিরপবিত্র। 'চিরনির্মল তবু স্মৃতির ভায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

চির-নিরন্তর বিণ কোনোদিন উত্তর দেয় না এমন। 'হিমাশ্রি কহিল, মোর চির-নিরন্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চিরনির্জন [স] বিণ চিরকাল জনশূন্য। 'যমালায় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরাককার।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরনির্বাক [স] বিণ চিরকাল বাক্যহীন। 'চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে চিরনির্বাক রহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিরনির্ভর [স] বি চিরদিনের নিরাপদ আশ্রয়। 'চির বন্ধু, চির নির্ভর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরনিশাবৃত্ত [স] বিণ চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত্ত।' মাইকেল, ১৮৬১।

চিরনিশি [স] ক্রিবিণ বহু রাত ধরে। 'নদী চিরদিন চিরনিশি রবে অতর আদরে শিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিরনিশিদিন [স] ক্রিবিণ আবহমানকাল ধরে। 'অরণ্য যথা চিরনিশিদিন/ শুধু মর্মর শনিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিরনিশীথিনী [স] বি ক্রী অনন্ত রাত। 'পিছনে অন্ধকার চিরনিশীথিনী।' নজরুল, ১৯২৯।

চিরনিশ্চিত [স] বি চিরকালীন নিশ্চয়তা। 'তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চিরনীলব [স] বিণ চিরকাল নিঃশব্দ। 'এই-যে আকাশ চিরনীলব

অমৃতময় বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চিরনীলবতা [স] বি মৃত্যু। 'এ আর্তশরের কাছে রহিবে অটুট চৌদিকের চিরনীলবতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিরনুত্তন [স] বিণ সর্বদা নতুন থাকে এমন। 'বহে জীবন রজনী দিন চিরনুত্তন ধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

চিরনুত্তনত্ব [স] বি চিরদিন নতুনভাবে প্রকাশ পায় এমন অবস্থা। 'পুরাতনের মধ্যে যে চিরনুত্তনত্ব আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিরনৈশূন্য [স] বি চিরদিনের দক্ষতা। 'মৌচাক-রচনায় চিরনৈশূন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চিরন্তন [স] ১ বিণ প্রাচীন। 'এখন যার-তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ চিরদিনের। 'টোকা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ চিরকাল ধরে প্রচলিত ও সমাদৃত। 'থেকে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বি চিরসত্য। 'আমি কবি, চিরন্তনের কণ্ঠস্বর।' শওকত, ১৯৬২।

চিরন্তনীয় [স] ১ বিণ ক্রী চিরকালীন। 'এই চিরন্তনীয় ব্যবস্থা অনুসারে ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বি ক্রী শাস্ত নারী। 'সামান্যদের সোহাগ খরিদ ক'রে চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চিরপঙ্খ [স] বি জন্ম থেকে পঙ্গু। 'দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্খ তার লাঠি হেলে সেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চিরপশুনিদার [স] চির+স পশু+শা দার। বিণ চিরদিনের জন্য জমি হ্রদশাক্ত নিয়েছে এমন। 'কায়মী মৌরশী চিরপশুনিদার হিন্দুকে ...।' দর্শন, ১৯২৪।

চিরপথ [স] বি অনন্ত পথ। 'চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চিরপথহারা [স] বিণ চিরদিনের জন্য পথ হারিয়েছে এমন। 'শীলাহলে ভূমি চিরপথহারা/ বন্ধনহীন নৃত্যের ধারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিরপথিক [স] বিণ চিরদিন পথ চলে এমন। 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে/ দিলে চিরপথিক সাজ।' নজরুল, ১৯৩১।

চিরপদাতিচ [স] বি চিরকালের পদচরী সৈনিক। 'আমাদের পদে পদে মেহাভক্ত, তবু আমরা চিরপদাতিচ।' অন্নদা, ১৯২৮।

চিরপরানী [স] বিণ চিরকাল পরানী। 'চিরপরানী প্রাচ্যদেশে সর্বথা উপযোগী নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিরপরিচিতি [স] ১ বিণ অতি ঘনিষ্ঠ। 'আপনার চিরপরিচিতি বহুদূরে নকশায় চিত্রে পারেন না।' হুতোম, ১৮৬৮। ২ বিণ চিরব্যবহৃত। 'হুতোমের চিরপরিচিতি রীতিনুসারে ...।' হুতোম, ১৮৬৮। ৩ বিণ অনেক দিনের চেনা। 'এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিতি তাই সবচেয়ে অপরিচিতি।' প্রমথ, ১৯১৫।

চিরপরিচিতি [স] বি ক্রী চিরকাল পরিচিত যে। 'অনন্ত জীবনের অসংখ্য ষণ্ডপরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চির-পরিপঙ্খী [স] বিণ সবসময়ে বিরোধী। 'মুহলমান জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের চির-পরিপঙ্খী।' আজাদ, ১৯৪২।

চিরপরিবর্তনশীল [স] বিণ প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে এমন। 'কাল তো চিরপরিবর্তনশীল।' গদুস, ১৯৪৯।

চিরপরিবর্তমান, চিরপরিবর্তমান [স] বিণ প্রতিনিয়ত বদলে যায় এমন। 'বর্তমান চিরচলন্ত, চিরপরিবর্তমান।' মোতাহের, ১৯৫০।

চিরশত [স] বিণ চিরমুহূ; চিরকালের জন্যে বিবেকহীন। 'তারা চিরশত বা চিরশত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চিরশালিত [স] বিণ দীর্ঘদিন ধরে পোষণ-করা। 'আমার চিরশালিত আশালতার উচ্ছেদ হলো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

চিরশিপাসিত [স] বিণ দীর্ঘকাল ধরে ভূক্ষার। 'তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা, সেই চিরশিপাসিত যৌবনের কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চির-শিয়সী বিণ দীর্ঘদিন ধরে তৃষ্ণার্ত। 'চির-শিয়সী আমার চিরন্তন তৃষিত আস্থা ...।' নজরুল, ১৯২২।

চিরপুরাতন [স] ১ বিণ চিরদিনের চেনা। 'চিরপুরাতন মুহূ আছি ঘান-আঁখি সেজেছে সুন্দর বেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বি একেবারেই সেকেন্দ্রে যা। 'ভোল রে চির-পুরাতনের সনাতনের বাণ।' নজরুল, ১৯২৯।

চির-পূজারী বি ঙ্গী চিরকাল পূজা করে যে। 'তুমি মম চির-পূজারী।' নজরুল, ১৯২৩।

চিরপূজা [স] বিণ ঙ্গী চিরকাল পূজনীয়। 'তুমি চিরপূজা মা।' নজরুল, ১৯৩১।

চিরপূর্ণ [স] বিণ সর্বদা পরিপূর্ণ। 'চিরসৈন্য, চিরপূর্ণ হেম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চির-শোণিত [স] বিণ চিরকাল জ্বিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'চির-শোণিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া ...।' নজরুল, ১৯২২।

চিরপ্রকাশ [স] বি যে সবসময়ে প্রকাশিত; ঈশ্বর। 'হে মহাজ্যোতি হে চিরপ্রকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিরপ্রচলিত [স] বিণ বরাবর চলে আসছে এমন। 'সমর-পুষ্কতির চিরপ্রচলিত বিধি।' মশাররফ, ১৮৮৫।

চিরপ্রতীক্ষিত [স] বিণ চিরদিন প্রতীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'আপনারে ব্যক্ত করি আপন আশাতে চিরপ্রতীক্ষিত চিরসম্মনের বেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

চিরপ্রত্যাশা [স] বি চিরকালের আশা। 'তোমার মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন বাঁশি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

চিরপ্রত্যাশিত [স] বিণ চিরকাল প্রত্যাশা করা হয়েছে এমন। 'সে আমাদের চিরপ্রত্যাশিত।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

চিরপ্রথা [স] বি চিরন্তন প্রথা। 'এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চিরপ্রথিত [স] বিণ চিরপ্রথিত। 'ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চিরপ্রবহমান [স] বিণ চিরকাল বয়ে চলে এমন। 'এই চিরপ্রবহমান কালধারার বাধাকে অগ্রাহ্য করে এমন কতিপয় লোক আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ান।' মোতাহের, ১৯৫০।

চিরপ্রবাদ [স] বি লোকমুখে চলে এসেছে এমন প্রবাদ। 'চিরপ্রবাদ আছে যে, সময় বিশেষে অর্থাৎ অনবধি মূল হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চিরপ্রবাসী [স] বিণ দীর্ঘকাল প্রবাসে আছে এমন। 'বদেশানুরাগী চিরপ্রবাসী ব্যক্তি ... একান্ত উৎসুক হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চিরপ্রবাহিত [স] বিণ চিরকাল ধরে বহমান। 'শব্দ তনিয়ে ওদের

চিরপ্রবাহিত চৈতন্যধারার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিরপ্রবীণ [স] বিণ চিরকাল রক্ষণশীল। 'তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরপ্রভুত্ব [স] বি চিরদিনের আধিপত্য। 'তাহাদের চিরপ্রভুত্ব রক্ষা হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

চিরপ্রশ্ন [স] বি যে প্রশ্ন সবসময় অসীমাংসিত থেকে যায়। 'চিরপ্রশ্নের বেসীসমুখে চিরনিবাক রহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চিরপ্রাণ [স] বি চিরন্তন প্রাণ। 'রাখো যদি ভালোবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরপ্রাণারাম [স] বি চিরন্তন প্রাণের আরাম। 'এই সীমাহীন চিরন্তন চিরপ্রাণারাম।' ফজলুল, ১৯১৩।

চিরপ্রাপ্তি [স] বি স্থায়ীভাবে পাওয়া। 'অনুধ্যানে পাওয়াই চিরপ্রাপ্তি।' সুনীল মুখো, ১৯৭০।

চিরপ্রিয় [স] বি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। 'অপরূপ সৌন্দর্যালোকের মধ্যে কোনো-একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরপ্রিয়জন [স] বি চিরকাল প্রিয় যে। 'আরও প্রিয় করে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে।' নজরুল, ১৯২৬।

চিরপ্রিয়া [স] বি ঙ্গী চিরকালের প্রিয়। 'চিরপ্রিয়া, চিররাণী, নিধি হৃদয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

চিরপ্রেম [স] বি চিরদিনের ভালোবাসা। 'চিরপ্রেম বর মাগি লব ওলো মলনে।' মাইকেল, ১৮৬১।

চিরপ্রোজ্জ্বল [স] বিণ চিরকাল ধরে জ্বলতে থাকে এমন। 'তবু একবার সেই চিরপ্রোজ্জ্বল আলোর দেশে।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৬।

চিরবুদ্ধ [স] বিণ চিরপুষ্পিত। 'সেই ব্লিঙ্ক তপোবন, চিরবুদ্ধ তরুণণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

চিরবন্ধিত [স] বিণ সবসময়ে প্রভাবিত। 'অত্যাচারিত চিরবন্ধিত জাগে জীবনের দোলে।' জসীম, ১৯৫১।

চিরবন্ধ [স] বিণ চিরকাল অবরুদ্ধ। 'শকুন্তলা চিরবন্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চিরবধির [স] বিণ কোনো দিন ভনতে পায় না এমন। 'যদি চিরবধির হইয়া জনিভাম সেই ভাল ছিল।' প্রজাত, ১৮৯৬।

চিরবন্দী [স] চির+বন্দী বিণ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। 'চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণপিঞ্জরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চিরবন্ধু [স] বি চিরদিনের মিত্র। 'চির বন্ধু, চির নির্ভর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরবসতি [স] বি চিরদিনের আবাস। 'তোমার মাঝারে ঝুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

চিরবসন্ত [স] বি সবসময় বসন্ত ঋতু বিরাজ করে এমন অবস্থা। 'হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন চিরবসন্ত বায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিরবহমান [স] বিণ চিরকাল প্রবাহিত। 'চিরবহমান নদীরধারায় আর হাওয়ায় চিরপ্রবাহী মহাসমুদ্রে মিলন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিরবাহা [স] বি চিরকালের সাধ। 'চিরবাহা শিরচূড়ায় সাপ।' শক্তি, ১৯৬১।

চিরবাহিত [স] বি চিরকালের কাম্য জন। 'আমার চিরবাহিত এসো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিরবাসিত [স] বিণ চিরদিনের জন্যে কৃতজ্ঞ। 'এতৎপত্তে দর্শনাপণে চিরবাসিত করিয়া উজাত্যাতার রাজ্যপ্রজা উভয়ের সুশোচন করাইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

চিরবার্তা [স] বি চিরকালের বাণী। 'সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান অনন্তের চিরবার্তা নিয়া।' বৃহৎ, ১৯৩০।

চিরবাসিনী [স] বিণ চিরকাল বাস করে এমন। 'স্বয়ং মা কমলা রাজপুত্রে চিরবাসিনী।' মাইকেল, ১৮৪৪।

চিরবাসী [স] বিণ চিরকাল এক সঙ্গে অবস্থান করে এমন। 'কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী?' মাইকেল, ১৮৬০।

চিরবিচিত্র [স] বিণ কোনোদিন বৈচিত্র্য শেষ হয় না এমন। 'চিরবিচিত্র আকার-ইঙ্গিতে কেবলমাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চিরবিচ্ছিন্ন [স] বিণ স্বতন্ত্র। 'অবুঝির বাধায় সঙ্কলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'এ মহাদেশ দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত।' প্রমথ, ১৯১৫।

চিরবিচ্ছেদ [স] বি চূড়ান্ত বিচ্ছেদ। 'চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরবিজয়িনী [স] বিণ ক্রী নিত্য বিজয়ী। 'চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

চিরবিজয়ী [স] বিণ সবসময়ে জয়ী। 'মহারাজ চিরবিজয়ী হোন।' মাইকেল, ১৮৭৪।

চিরবিদায় [স] চির+আ বিদা। বি চিরদিনের জন্য বিদায়; মৃত্যু। 'ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চিরবিত্রোদী [স] বিণ চিরকাল বিত্রোদী: চির-আগোশহীন। 'আমি চির-বিত্রোদী বীর -।' নজরুল, ১৯২২; 'চিরবিত্রোদী মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চিরবিরহ [স] বি চিরকালের বিরহ। 'মনের মধ্যে চিরবিরহের একটা শুকতা রয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরবিরহী [স] বি ক্রী চিরকাল বিরহকাতর যে। 'এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরবিরাগী [স] বিণ চিরকালের জন্য বিরাগী। 'মানুষের লাগি যে চিরবিরাগী।' নজরুল, ১৯৩০।

চিরবিরোধ [স] বি নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা। 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহারের চিরবিরোধ থেকে যাবে।' প্রমথ, ১৯০৫।

চিরবিরোধী [স] বিণ চিরকাল বিরোধী। 'আমিও চিরবিরোধী।' মাইকেল, ১৮৫৯।

চিরবিশ্রাম গৃহ [স] বি সমাধি মন্দির। 'মির্জা ঈশা তারখানের চিরবিশ্রাম গৃহটি একটা অতি চিত্তাকর্ষক আট্টালিকা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চিরবিশ্ময় [স] ১ বি চিরকাল বিশ্ময় জাগায় যা। 'আমাদের সামান্যের মুখহীতেই চিরবিশ্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ অতি আশ্চর্যজনক। 'উষ্টিয়াছি চির-বিশ্ময় আমি বিধ-বিধাত্রী।' নজরুল, ১৯২২।

চিরবৃদ্ধ [স] বিণ চিরকাল তারুণ্যবর্জিত। 'আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চিরবৈধব্য [স] বি চিরকাল বিধবার দশ। 'রমণীপাণের চিরবৈধব্য

যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতে হয়।' ভৈরবপুঙ্ক, ১৮৭৪।

চিরবৈরাগী [স] ১ বি চিরকাল বৈরাগ্য সাধনা করে যে। 'ওগো চির-বৈরাগী।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বি চিরকাল বৈরাগ্য সাধনা করে এমন। 'সে যে চিরউদাসী, চিরবৈরাগী।' নজরুল, ১৯২৭।

চিরবৈরি [স] চিরবৈরী। বি চিরশত্রু। 'চিরবৈরি হেরি, - তরঙ্গদল রণরঙ্গ মাতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

চিরবৈরী [স] বিণ দীর্ঘদিনের শত্রু। 'মহাবীর কাসেম চিরবৈরী বিনাশ করিত ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

চিরব্রতধারিণী [স] বিণ ক্রী চিরকাল ব্রতচার পালন করেন এমন। 'আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ-যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চির-ব্রহ্মচারী [স] বি চিরকুমার। 'কোন আনন্দ-প্রেরণীর পেয়ে, হে চির-ব্রহ্মচারী।' নজরুল, ১৯৪১।

চিরভিখারী বিণ চিরদিন ভিক্ষা করে এমন। 'চিরভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চিরভোলা [স] চির+ভুল। বি চির-উদাসীন ব্যক্তি। 'হায় চিরভোলা! হিমালয় হতে অমৃত আনিতে গিয়া ...।' নজরুল, ১৯২৫।

চিরমঙ্গল [স] বি অনন্ত কল্যাণের আধার। 'তুমি চিরমঙ্গল সখা হে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরমুখ [স] বি চিরন্তন পৌরব। 'চিরানন্দ রাগিণীর দ্বারা একটা চিরমুখো লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিরমানব [স] ১ বি চিরন্তন মানব। 'উদাস শাস্তি করিতেছে দান চিরমানবের প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি মহামানব। 'সর্বমানুষের মাথের এক চিরমানবের আনন্দকিরণ চিত্রে মোর স্নেহ বিকীরিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চিরমিলন [স] বি অস্তহীন মিলন। 'শরৎপূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে?' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চিরমুক্ত [স] বিণ চির স্বাধীন। 'সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'আমি কারা-আস চিরমুক্ত বাধাবন্ধ-হারা।' নজরুল, ১৯২৪।

চির-মৌন [স] বিণ চিরকাল নীরব। 'চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিল কঠিন বন্ধনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'তাই তব চির-মৌন ভাষা।' নজরুল, ১৯২৩।

চিরমূগ [স] বি অনন্তকাল। 'যেন চিরমূগ ধরে মোরে মনে করে রেখেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিরমুখা [স] ১ বিণ অনন্ত যৌবনের অধিকারী। 'চিরমুখা শুব বীর/বিজয়ীর কুঞ্জে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪; 'চিরমুখা তুই যে চিরজীবী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ চিরন্তন যৌবনের প্রতীক। 'যিনি চিরমুখা তিনি ডাকে যৌবনে মগ্নিত গগনের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চিরযৌবন [স] বি অনন্ত যৌবন। 'চিরযৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

চিরযৌবনা [স] বিণ চিরযৌবনবিশিষ্ট। 'জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'আমি পঞ্চদী কন্যা চিরযৌবনা।' গিরিশ, ১৮৯৬।

চিররজনী [স] বি অনন্ত রাত। 'সংগীত ধ্বনিত হে ... চির দিবা চির রজনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিররহস্য [স] বি কোনোদিন যে রহস্যের অবসান বা সমাধান হয় না। 'সমস্ত জানাকে বহুদূর পঁচাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্যের অন্ধকারের ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'সৃষ্টির মূলে যে চিররহস্য আছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

চিররাত্রী [স] চিররাত্রী। বি চিরকালের রাত্রি। 'চিরপ্রিয়া, চিররাণী, নিধি হৃদয়ের ...' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

চির-রাত [স] চিররাত্রি। বি অনন্ত রাত। 'বসে থাকি ... চির-রাতের পাথার পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

চিররাত্রি [স] ১ ক্রিবিণ বহু রাত। 'চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি সবসময়ে থাকে এমন রাত; চির অন্ধকারের রাত। 'দণ্ড প্রহরের ঘারা অবিশ্রুত এই ভুলগত চিররাত্রির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর-একবার ঘুমাইয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি শেষ হতে চায় না এমন রাত। 'প্রাণীকার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, তারা।' নজরুল, ১৯২৬।

চিররূপণ, চিররূপ [স] বিণ চিরদিন অসুস্থ। 'চিরজীবন এই চিররূপণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'স্ত্রী চিররূপ' শরৎ, ১৯০১।

চিরকুমা [স] বিণ স্ত্রী সবসময়ে অসুস্থ। 'একজন চিরকুমা এবং প্রাণিনা' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চিরকুচি [স] বি চিরকালীন সৌন্দর্য। 'চিরকুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

চিরকুন্ড [স] বিণ সবসময়ে আবদ্ধ। 'চিরকুন্ড গৃহ' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চিরকুণ্ডারশি [স] বি চিরকালের রূপের সমাহার। 'ফুটে চিরকুণ্ডারশি/চিরমুখ্য হাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিররোগী [স] বিণ সারাজীবন ধরে অসুস্থ। 'অতি কষ্টকর চিররোগী সন্তানেরও বিবাহ দেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চিরশঙ্খিত [স] বিণ চিরকাল দীনদশাবিশিষ্ট। 'বার যা আছে তার তাই থাক, আমি থাকি চিরশঙ্খিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

চিরশঙ্ক [স] বি যার সঙ্গে দীর্ঘকালীন শত্রুতা। 'জগৎময় আমার চিরশঙ্ক' মশাররফ, ১৮৮৫।

চিরশরণ [স] বি স্থায়ী আশ্রয়দাতা। 'চিরশরণ হে, তুমি কাছে থাকো সুখে দুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চিরশান্তি [স] ১ বি অনন্ত শান্তির উৎস। 'চির নির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি মুক্তি; মৃত্যু। 'এমন চিরশান্তি এমন চিরশান্তনা আর কিসে থাকত?' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চিরশিশু [স] ১ বিণ চির অপরিণত। 'হে স্নেহহৃত বহুভূমি, তব গৃহকোণে চিরশিশু করে আর রাখিযো না ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বিণ অত্যন্ত অবুঝ ও দুরন্ত। 'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ অত্যন্ত নির্বোধ। 'তারা চিরশিশু বা চিরপণ্ড' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চির-শীতাতুর [স] বি চিরকাল ঠাণ্ডায় কাতর যে। 'রবি বিনা মাতা বসি কে দিলে/এই চির-শীতাতুরে?' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

চির-শুদ্ধা [স] বিণ স্ত্রী চিরকাল পবিত্র। 'তুমি দেবী, চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী।' নজরুল, ১৯২৩।

চিরশূন্য [স] বিণ চিরকাল ফাঁকা। 'কারে পেতে চেয়েছি চিরশূন্য মম হিয়া-তলে।' নজরুল, ১৯২৩।

চিরশ্যাম [স] বিণ চিরদিনের জন্যে সবুজ। 'অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি তুলের স্বর্ণগুণ্ডলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চিরশ্যামল [স] বিণ চিরদিনই শ্যামলতায় ভরা। 'চির-শ্যামল বসুন্ধরা।' হিরেঞ্জ, ১৯১১।

চিরসংলগ্ন [স] বিণ চিরকাল সম্পর্কযুক্ত। 'যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চিরসংশয়বাদী [স] বিণ সবসময় সংশয়গ্রস্ত। 'আরম্ভ সংশয়ে, পরিসমাপ্তি সংশয়ে এবং তারা চিরসংশয়বাদী।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

চিরসখা [স] বি আত্মনা বন্ধু। 'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চিরসন্ধি [স] বি স্ত্রী চিরদিনের সখী; স্ত্রী। 'কোন বিশ্বাসে আমার জীবনের চিরসন্ধি ... করিয়া লইব' মশাররফ, ১৮৮৫।

চিরসঙ্গী [স] বি চিরদিনের সখী। 'চিরসঙ্গী চির জীবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরসজাগ [স] বিণ সদাজাগত। 'আমাদের মুমূর্ষুজাতিকে চিরসজাগ রাখিতে ...' নজরুল, ১৯২২।

চিরসঙ্কিত [স] বিণ দীর্ঘকাল ধরে আকৃত। 'অন্যায়সে ঐশ্বর্যের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, চিরসঙ্কিত কর্মফলে বঞ্চিত হইলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৬।

চিরসম্মতি [স] বি চিরদিনের স্ত্রী। 'প্রকৃতির চিরসম্মতি ও পালকের চির আলস্য।' সাধারণী, ১৮৭৫।

চিরসন্ধি [স] বি আত্মনা সমঝোতা। 'স্বামীশোকে সপত্নীযুগল বিশ্বাসের চিরসন্ধি করিয়া ...' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

চিরসন্ধ্যা [স] বি মৃত্যু। 'রাখিবে পাতিয়া শয্যা চিরসন্ধ্যা-তরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চির সময় [স] বি চিরকাল। 'চির সময় সঙ্কিত উ ভয় তোর মগে।' বড়ু, ১৪৫০।

চিরসমাপ্তি [স] বি চিরকালের মতো অবসান। 'এখানেই তাঁহার বৃন্দাবনলীলার চিরসমাপ্তি ঘটিয়াছে।' হাই, ১৯৫৪।

চিরসমুজ্জ্বল [স] বিণ সর্বদা উজ্জ্বল। 'সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চিরসম্পাদ [স] বি অক্ষয় ঐশ্বর্য। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পাদে সব সম্পদ কহো হস্তসরা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

চিরসম্বন্ধ [স] বি চিরকালের সম্পর্ক। 'এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

চিরসম্বন্ধযুক্ত [স] বিণ চিরকালের জন্যে সম্পর্কিত। 'তার চেয়ে বড়ো অথচ তার সঙ্গে চিরসম্বন্ধযুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চিরসম্বল [স] ১ বি চিরদিনের সম্বল। 'রূপকথাই লোকসাহিত্যের চিরসম্বল' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি একমাত্র সম্বল। 'মরণে পুড়েছে বাদ, আছে শুধু হেম/যাত্রীর চিরসম্বল' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

চিরসম্বল [স] বি সবসময়ে সম্বল এমন পরিস্থিতি। 'আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলাতে চিরপ্রতীক্ষিত চিরসম্বলের বেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

চিরসহচর [স] বি চিরদিন সঙ্গে আছে এমন। 'তাহার উপর চিরসহচর

ম্যালেরিয়া'। অক্ষয়, ১৮৪৬।

চিরসহযোগী [স] বিণ চিরকালের সাহায্যকারী। 'চিরসহযোগী প্রাতঃ মনরন্ধা, ধর্মরন্ধা, আর যাহা রন্ধা, তাহা বার বার বলিব না।' মশাররফ, ১৮৮৯।

চিরসহিষ্ণু [স] বিণ সবসময়ে সহ্য করে এমন। 'চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চিরসাথী [বি] চিরদিনের সঙ্গী। 'দুর্দিনে সুদিনে তুমি থাকো চির সাথী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

চিরসাধ্য [স] বিণ জীবনব্যাপী সাধনার যোগ্য। 'চিরসাধ্য প্রেমের দেশ।' ফজলুল, ১৯১৩।

চিরসান্ত্বনা [স] বি চূড়ান্ত সান্ত্বনা। 'এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্বনা আর কিসে থাকত?' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চিরসারথি [স] বি চিরদিনের সারথি। 'তুমি চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

চিরস্নিগ্ধ [স] বিণ চিরদিনই স্নিগ্ধতার পূর্ণ। 'হেথা বাতাস গীতি পঙ্ক-ভরা চিরস্নিগ্ধ মধু ঘাসে।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯১১।

চিরসুখী [স] বিণ চিরকাল সুখী। 'রাজনন্দিনী! চিরজীবনী ও চিরসুখিনী হোন।' মাইকেল, ১৮৭৪।

চিরসুখী [স] বিণ চিরকাল সুখী। 'চিরজীবী হও! চিরসুখী হও।' মাইকেল, ১৮৭৪।

চিরসুন্দর [স] বিণ চিরকাল দূরবর্তী। 'পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম/হে চিরসুন্দর প্রিয়তম।' নজরুল, ১৯২৯।

চিরসুখা [স] বি অমৃত। 'চিতে চিরসুখা করে সজ্জার তব সঙ্গরণ করণলব্ব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

চিরসুন্দর [স] বিণ চিরকালীন সুন্দর। 'চাঁদের মত চিরসুন্দর সে সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

চিরসুখমুখ [স] বিণ চিরকাল সুখমুখ এমন। 'সব কাজে সবার ভাবনায় জাগে চিরসুখমুখ।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

চিরসৌন্দর্য [স] বি অনন্ত সৌন্দর্য। 'সে আমাকে ... চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন ঊর্ধ্বচিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চিরস্থান [স] বি স্থায়ী আসন। 'ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার চিরস্থান লভিতাম সেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরস্থায়ী [স] চিরস্থায়ী। বিণ চিরদিনের জন্যে স্থায়ী। 'যদি চিরস্থায়ী যশ লভ্য হয়ে ...।' হরহাসদ, ১৮১৫।

চিরস্থায়িত্ব [স] বি দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব। 'অমৃতাদির এই প্রার্থনা যে উক্ত সত্যের চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা হউক।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

চিরস্থায়িনী [স] বিণ চী চিরদিনের জন্যে স্থায়ী। 'কীর্তি চিরস্থায়িনী হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫।

চিরস্থায়ী [স] ১ বিণ চিরকালের জন্যে স্থায়ী। 'তবে সে চিরস্থায়ী হবে না ধর্মকে শরীরের মত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিণ চিরদিনের জন্যে টিকে থাকে এমন। 'তখন জানিত না যে, সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত [স] চিরস্থায়ী+ফ+বন্দ-ও-স্ত। বি ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত জমিদারি ব্যবস্থা। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

অভাবই ইহার মূল কারণ।' দিকপ্রকাশ, ১৮৮৯।

চিরস্থিতি [স] বিণ চিরস্থায়ী। 'বাহার অধ্যাক্ষেপে এই বস্তুটির চিরস্থিতি প্রজ্ঞা ...।' প্রভাকর, ১৮৫১।

চিরস্থির [স] বিণ চিরদিনের জন্য স্থির। 'যদ্যপি অচিরপ্রভা চিরস্থির হয়।' রামশ্রী, ১৭৮০।

চিরস্বচ্ছ [স] বিণ সর্বদা নির্মল। 'সে যে তার অন্তরের পথ সে চিরস্বচ্ছ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চিরস্বচ্ছ [স] বি চিরকালীন মালিকানা। 'যে সম্পত্তির কথা লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার জীবনস্বত্ব অথবা চিরস্বত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চিরস্বভাব [স] বি চিরকালীন প্রকৃতি। 'সই স্বর্ঘ্যটাই আমাদের চিরস্বভাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চিরস্বয়ম্বর [স] বিণ স্ত্রী চিরদিন ধরে প্রেমিক সন্ধানকারী। 'পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বর।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

চির-বান্ধব [স] বি অমোচনীয় চিহ্ন। 'আমার জীবনে চির-বান্ধব তোমার নাম।' আহসান, ১৯৫৯।

চিরস্মরণ [স] বি চিরকালের স্মৃতি। 'চিরস্মরণের ধন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

চিরস্মরণার্থ [স] ক্রিবিণ চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে। 'মুদ্রায়ত্ত্ব মৃত্ত হওনোপকার চিরস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্মাণকরণের কল্প হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

চিরস্মরণীয় [স] বিণ চিরকাল মনে রাখার যোগ্য। 'এইরূপ চিরস্মরণীয় উপকারে অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

চিরস্মরণীয়া [স] বিণ স্ত্রী চিরদিন মনে রাখার মতো। 'এ কীর্তি চিরস্মরণীয়া থাকুক।' দর্পণ, ১৮২৫।

চিরস্মরণীয়গার [স] চিরস্মরণীয়-আগার। বি চিরকালীন স্মৃতির ভাণ্ডার। 'অপূর্ব ছবি এক মুহূর্তে চিত্রিত হয়ে গেল ... চিরস্মরণীয়গারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চিরস্রোত [স] বিণ চিরকাল বহমান। 'প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চিরস্রোতা [স] বিণ স্ত্রী চিরকাল প্রবাহিত। 'চিরস্রোতা ডটিনীর/মশ্রুভাষী জলধির/তনি পান নিত্য মনোরম।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

চিরহরিৎ [স] বিণ চিরসবুজ; চিরনবীন। 'চিরহরিৎ হৃদয় দুঃখ জুড়াতে যায় ভ্রান্ত দুঃখ জুড়াতে যায় পথে পথে।' শক্তি, ১৯৬১।

চিরহরিতা [স] বিণ স্ত্রী চিরসবুজ। 'এই চিরহরিতা ফলশস্যপূরিতা নন্দনীভূষিতা বসন্তমি।' শশীদুর্গা, ১৯৩১।

চিরহাওয়ার [স] চির+ধন্যতা হাওয়া+স+কার। বি চিরকালের আর্দ্রনাদ। 'তবু ঘুলিল না চিরহাওয়ার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

চিরহিতৈষী [স] বিণ সবসময়ে কল্যাণকারী। 'এই বৃদ্ধ আপনার পিতার চিরহিতৈষী।' মশাররফ, ১৮৮৭।

চিরহিম [স] বিণ অনন্তকাল ধরে জমে থাকা বরফ। 'এ পর্বতের অধিকাংশই চিরহিমের আলয়।' প্রমথ, ১৯২৫।

চিত্রাঙ্কিত [স] চিত্র-আকাঙ্ক্ষিত। বিণ চিত্র প্রত্যাশিত। 'তদীয় আবেশে উপস্থিত হইয়া, ... চিত্রাঙ্কিত মদনরসের আশাদন দ্বারা ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

চিরাগত [স চির-আগত] *বিশ্ব* বহুকাল ধরে চলে আসছে এমন। 'লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন ...'। *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

চিরাগত অধিকার [স] *বি* চিরদিন চলে এসেছে যে অধিকার। 'এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরাগত নিয়ম [স] *বি* চিরদিন ধরে চলে এসেছে এমন নিয়ম। 'মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জন্মে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরাগত প্রথা [স] *বি* চিরদিন চলে এসেছে যে প্রথা। 'একান্ত মনিত্বি করি চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা চিরপ্রবাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরাগত প্রেমসী [স] *বি* চিরদিনের প্রিয়া। 'হৃদয়ের পরে চিরাগত প্রেমসীর প্রায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চিরাগত রীতি [স চির-আগত-রীতি] *বি* ধ্রুপদী। 'ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

চিরাচরিত [স চির-আচরিত] *বিশ্ব* প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। 'আহারবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানা রকম ক্রটি হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিরাভূর [স চির-আভূর] *বি* চির রুগ্ন। 'হে চিরাভূর, হে উদাসীন, তুমি ওঠো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরাধিপত্য [স চির-আধিপত্য] *বি* সর্বকালের কর্তৃত্ব। 'একনারায়ণের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চিরাধীনতা [স চির-অধীনতা] *বি* চিরদিনের অধীনতা। 'তৎকালীন ব্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

চিরাধীনা [স চির-অধীনা] *বিশ্ব* *স্ত্রী* চিরদিন অধীন হয়ে থাকুক এমন। 'পিতা, মাতা ও পুত্রের চিরাধীনা, তাহাদের আবার কিসের সুখ?' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

চিরানন্দ [স চির-আনন্দ] *বি* অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। 'সুখে দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দ রইতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চিরানন্দরাগিণী [স চির-আনন্দ-রাগিণী] *বি* চিরন্তন আনন্দের সুর। 'চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

চিরানুগত [স চির-অনুগত] *বিশ্ব* দীর্ঘদিনের অনুগত। 'সে ছিল রাম-শ্যামের চিরানুগত বন্ধু।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

চিরাক্ষকার [স চির-অক্ষকার] *বি* অন্তহীন অক্ষকার। 'স্বদেশীয় লোকদিগকে চিরাক্ষকারে রাখিবার জন্য ... অশিক্ষা প্রদান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

চিরাবলম্বিত [স] *বিশ্ব* আজীবন গৃহীত। 'তথ্য চিরাবলম্বিত হিতব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যান নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

চিরাবলান [স চির-অবলান] *বি* চিরকালীন সমাপ্তি। 'সেই ধরনের ইবলিশী খেলার চিরাবলান কামনা করি।' *বেগম*, ১৯৫১।

চিরাভিলাষ [স চির-অভিলাষ] *বি* দীর্ঘদিনের বাসনা। 'চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবার অবসর ও সুযোগ অবশেষেই সর্বদাই সমুৎসুক।' *মহাররক*, ১৮৮৫।

চিরাভ্যস্ত [স চির-অভ্যস্ত] *বিশ্ব* চিরকাল ধরে অভ্যস্ত। 'চিরাভ্যস্ত

নিকট পরিজ্ঞাত ছাড়িয়া রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

চিরাভ্যাস [স চির-অভ্যাস] *বি* দীর্ঘকালের অভ্যাস। 'চিরাভ্যাসমতো যেখানে শয়ন করিয়া থাকে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরায়মান [স চির-আয়মান] *বিশ্ব* চিরকাল বিদ্যমান। 'প্রিয়প্রাপ্যিত দিনের চিরায়মান উৎকণ্ঠিত প্রহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

চিরায়মানা [স চির-আয়মানা] *বিশ্ব* *স্ত্রী* চিরকাল বিদ্যমান। 'চিরায়মানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

চিরায়িত [স চির-আয়িত] *বিশ্ব* চিরন্তন। 'আশাশীল রাত্রি আসে চিরায়িত আশা ভালোবেসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

চিরায়ু [স চির-আয়ু] *বিশ্ব* দীর্ঘজীবী। 'সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চিরার্জিত [স চির-অর্জিত] *বিশ্ব* চিরকাল ধরে অর্জিত। 'চিরার্জিত তপস্যার ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

চিরোত্তর [স] *বিশ্ব* চিরবিকশিত। 'চিরোত্তর ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতে আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

চির^১ [স চীর্ণ] *বি* টুকরা। 'খড়্গগেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

চিরকুট [স] *বি* ছোটো চিঠি। 'চিরকুট পেলাম, দেমিফ লিখেছেন।' *মুক্ততর*, ১৯৪৯।

চিরচিরকাল [ধন্য্য চিরচির+স কারা] *বিশ্ব* বিকট। 'চিরচিরকাল শব্দেতে মৌলি পতোয়ারি গর্ভপাত হইলো।' *অন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

চিরশ [স চীর্ণ] *১* *বি* চেরা। 'দুই পদ ধরি জে করিবে চিরশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *২* *বি* চিরুনি। 'চুপড়ি মালা আঁশি চিরণ কোঁটা ইত্যাদি এ সকল দ্রব্যের মাসুল আমদানি কালে মহাজনেরা দিয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

চিরশি *৩* *চিরনি*

চিরতা [স চিরতিত] *বি* তিক্ত স্বাদযুক্ত ওষধিবিশেষ। 'নিম ও চিরতা তিক্ত ...'। *বিদ্যা*, ১৮৫১।

চিরধারিণী [স চিরধারিণী] *বিশ্ব* *স্ত্রী* ছেঁড়া কাপড় পরিহিত। 'অন্ধ ভিক্ষুক চিরধারিণী পত্নীর হাত ধরে দেশলাই বেচেছে বা বাজনা বাজাচ্ছে।' *অন্নল*, ১৯২৯।

চিরনি, চিরশ [স চির] *বি* চিরুনি। 'কেশমার্জন করে কেহ চিরনি লইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। 'সোনার পিলিপে ছিল সাধের চিরশি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চিরল [স চীর্ণ] *১* *বিশ্ব* সুরু ও লম্বা। 'পাশে একটি নারকেল গাছ চিরল-চিরল পাতায় ছাওয়া।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

চিরলা [স চীর্ণ] *২* *বি* লম্বা পাতাওয়ালা উদ্ভিদবিশেষ। 'চিরলার হর গৃহ বাতুলো।' *পরে*। *আলাওল*, ১৬৮০।

চিরা^১ [স চির] *১* *ক্রি* ছেঁড়া। 'আজি পুণি চিরি এই দেশ বিদ্যামানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *২* *ক্রি* চিরে; বিশারণ করে। 'চৌট চিরি লইলে পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০। *৩* *ক্রি* ছেঁড়ে। 'চিরিআ বাজতি পাণ্ড পানান চিরিআ।' *রামাই*, ১৭১০। *৪* *ক্রি* চিরিবেঁধি কিংবদন্তি করবে। 'পাঞ্জী পুথী তোমার চিরিবেঁধি বাম হাথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *৫* *ক্রি* চিরিআ *ক্রি* চিরে; ছেঁড়ে। 'তীক্ষ্ণবাক এক ছুরী লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। *৬* *ক্রি* চিরিয়াছে *ক্রি* ছিঁড়ে গেছে। 'মসারিটা চিরিয়াছে।' *কবির*, ১৮০২। *৭* *ক্রি* ছিঁড়ে ফেলিলো। 'কাঞ্চলী চিরিল টানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *৮* *ক্রি* বিদীর্ণ হলো। 'অবিচারে পাকাতীর চিরিল উদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *৯* *ক্রি* ফাটলো। 'করাতিরা কাঁট

যেন চিরিল করাতে।' পরীব, ১৭৬৫। চিরী কি ছিড়ে। 'তীন ভাগ চিরী তাক পেশাৎ এখানে।' বড়, ১৪৫০। চির্যা কি চিরে। 'দুই চোটে চির্যা তারে কইল দুই চীর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চিরা^১ [স চিরা] কি আঁচড়ানো। 'চুল চিরিতে চিরিতে এইরূপ হইতে লাগিল।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

চিরাই [স চিরায়] বিণ চিরায়। 'জীঅ জীঅ কুর্খ বাহা হওরে চিরাই।' রামাই, ১৭১০।

চিরাগা [ফা] বি বাতি। 'কুটির বা গৃহাঙ্গনে দীপ্ত সেই চিরাগের শিখা।' ফরকশ, ১৯৬৩।

চিরিগড়া [বিণ টুকরা কাগড় দিয়ে তৈরি। 'কৌশীন পরিল চিরিগড়া।' ভবানী, ১৮২৫।

চিরিতন [হি চিড়ী] বি একটি বিশেষ রঙের তাসের নাম। 'এই হরতন, চিরিতন, রুহিতন, ইশকাগনের চারনালা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লাটকে দিয়েছেন।' মুক্ততরা, ১৯৫৮।

চিরুণ [স চীর্ণ] বি চিরুণি। চিরুণ-চুমা [স চীর্ণ]+স চুঘন। বি চিরুনির আঁচড়। 'গুলাফ চুমে কান্দবে গো কেশ চিরুণ-চুমার আশেপাশে।' নজরুল, ১৯২৬।

চিরুণদাতী [স চীর্ণদাতী] বিণ স্ত্রী চিরুনির মতো ফাঁকা-ফাঁকা দাঁত বিশিষ্ট। 'বও-কপালিনী তুই বেছো চিরুণদাতী।' কেতকা, ১৬৫০।

চিরুণি, চিরুণী [স চীর্ণ] বি চিরুনি। 'হস্তিদন্তে বাস্ত্র, কৌটা, চিরুণী, পাশা, পাশা প্রভৃতি নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়।' মদনমোহন, ১৮৫০; 'চিরুণ চিরুণি চাক চিকুরের জালে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চিরুনি [স চীর্ণ] বি চুল আঁচড়ানোর উপকরণ বিশেষ। 'করেও চিরুনি ধরি আঁচড় কেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চিরুনি করা কি চুল আঁচড়ানো। 'তাছাড়া চুলটল চিরুনি করে।' নজরুল, ১৯৩১।

চিরুণী [স চীর্ণ] বি চিরুনি; চুল আঁচড়ানোর উপকরণ বিশেষ। 'সোনালি সাহেবের কএক ছোড়া কাগড় তৈলিয়া চিরুণী, ব্রাস, গ্রাস ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

চিরেতা [স চিরিত্তি] বি তিতাখাদযুক্ত ঔষধিবিশেষ। 'এখন বুঝি কেবল মুখ সিন্ধকে চিরেতা খাচ্ছিল?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিরোত্তির দ্র চির^২

চিরোশ [স চীর্ণ] বিণ সরু এবং লম্বা। 'চিরোশ চিরোশ পাতার ডগায় খোপা খোপা ফুল।' তারা, ১৯৪২।

চির্ষ [স চির্ষ] বি মন। 'গোকুলের রমনির চির্ষ সে হরিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

চির্শ [স চির্শ] বি চিহ্ন। 'হুদএ শ্রীবৎস চির্শ লর্বাটে উদ্ধগতি।' মালাধর, ১৫০০।

চিল [স চিলা] বি শিকারি পাখিবিশেষ। 'চিলে জেন ছুঁয়া লয় মীন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চিলদুষ্টি [চিল+স দুষ্টি] বি প্রথের দুষ্টি। 'সুপরিষর চিলদুষ্টির ভেতর কবলিত করে।' জীবন, ১৯৪৮।

চিলপুরুষ [চিল+স পুরুষ] বি পুরুষ জাতীয় চিল। 'প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো।' জীবন, ১৯৪২।

চিলসত্বর [স চিল+স সত্বর] ক্রিয বিণ চিলের মতো দ্রুতগতিতে।

'যা শকী চিলসত্বর চইল্যা আবি।' ইসহাক, ১৯৫৫।

চিলছাদ [আ জিলদ+স ছাদ] বি চিলেকোঠার ছাদ। 'চিলছাদের ওপরে বসে।' বিজুতি, ১৯৩১।

চিলতি [আ জিলদ] বিণ লম্বা চিকন ফালিযুক্ত। 'চিড়িয়াখানার চিলতি চিলতি মাঠ।' জীবন, ১৯৪৮।

চিলমটি, চিলমটী [তু চাবলটী] বি হাত ধোয়ার পাত্রবিশেষ। 'চিলমটী ২ দুই।' মের্য, ১৭৬২; 'খেদমতগার চিলমটি ও পাত্র করিয়া জল আন।' কেরি, ১৮০২।

চিলাই বি নদীবিশেষ। 'ধলেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে।' জীবন, ১৯৩২।

চিলিম [ফা চিলম] বি তামাক বা গাঁজার কলিকা। 'চিলিমটা দেখে ভক্তি হল - ইয়া ডাবর পরিমাণ।' মুক্ততরা, ১৯৫২।

চিলিমিলি বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'গঙ্গাপ্রসাদ চিলিমিলি।' সেবধি, ১৮৪০।

চিলিয়া বি বালতি। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

চিলু [স চিতা] বি চিতা। 'তাহার কামাই নাই রাবণের চিলুর মত জ্বলিতেছে।' কেরি, ১৮০৬।

চিলুমটি [তু চাবলটী] বি হাত ধোয়ার গামলাজাতীয় পাত্র। 'হাত ধুইবার জন্য চিলুমটি ছিল না।' মনসুর, ১৯৫৫।

চিলেকুটি, চিলেকোটা [আ জিলদ+স কোটা] বি ছাদসংলগ্ন ঘরবিশেষ। 'ঘরটি ছাদে এক-একটা চিলেকোটা উঁচু হইয়া থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'চিনের চালের একটি চিলেকুটি আছে এ বাড়িতে।' মানিক, ১৯০৮।

চিলে ঘর [আ জিলদ+গ ঘর] বি ছাদসংলগ্ন ঘরবিশেষ। 'কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলে ঘরের ছায়ায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চিলেমুড়ি [চিল+স ঘূর্ণ] বি চিলের আকৃতিবিশিষ্ট ঘুড়ি। 'ঠিক যেন একটা চিলেমুড়িকে খেলায়াড় গৌতা মারছে।' নজরুল, ১৯২২।

চিঙ্কা বি ভারতের একটি বিখ্যাত হ্রদ। 'চিঙ্কার জলে ভাসামাল গণ্ডোলা।' শক্তি, ১৯৬৫।

চিল্যানে [হি চিট্যানা] ক্রি চিৎকার করা। ওঙ্গা, ১৭৮২।

চিল্লা [স] বি চিল; পাখিবিশেষ। 'একটা চিল্লা পক্ষি তিরেতে বিধিত।' রামরায়, ১৮০১।

চিল্লাচিল্লি [স চিল্লা] বি চিৎকার-চোঁচামেচি। 'যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

চিল্লানো [স চিল্লা] ক্রি চিৎকার করা। 'চিল্লায় জোর ওই ওই নায়ে দীন।' নজরুল, ১৯২৪।

চিহ্ন [স] ১ বি সংকেত। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইয়া।' চর্যা ৩, ১২০০। ২ বি লক্ষণ। 'রাজ চিহ্ন বস্ত্র এড়ি কপিন পরিল।' মালাধর, ১৫০০; 'সার্কটোয়ে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫০৮। ৩ বি দাগ। 'বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি নমুনা। 'কৃতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ যাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি প্রতীক। 'অনেকে চিহ্নধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৬ বি ছাপ। 'যেখানে তোমার দৃষ্টি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চিহ্নধারণ [স] বি বেশধারণ। 'অনেকে চিহ্নধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চিহ্নধারী [স] বিণ বেশধারী। 'এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের

ভজদল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চিক্খমাত্র [স] বি সামান্য চিহ্ন। 'তিনদিনের মধ্যে তাহাদের আর চিক্খমাত্র রহিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

চিক্খশূন্য [স] ১ বিণ ছাপহীন। 'আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই চিক্খশূন্য বাধান্য ধরণী উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ চিহ্নহীন। 'আনন্দ তলিয়ে গেল চিক্খশূন্য হয়ে।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

চিক্খসংকেত [স] বি সাংকেতিক লিখন। 'ভৌতিক উপলব্ধি পৌছল গণিতিক চিক্খসংকেতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চিক্খহারা [স] ১ বিণ নিশানাহীন। 'চিক্খহারা পথে আমার টানবে অচিন-ডোরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ সনাক্ত করার মতো চিহ্ন নেই এমন। 'হারানো সে চিক্খহারা যুগগুলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

চিক্খহীন [স] ১ বিণ কোনো চিহ্ন নেই এমন। 'এমনি করিয়া চিক্খহীন পথহীন অকল ধরিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ বিলুপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'বিগত সে-দিন, সে-মৎসর অহংকার চিক্খহীন অক্ষয় ফিচারে।' সূর্য্য, ১৯২৯। ৩ বিণ সীমাহীন। 'চিক্খহীন প্রান্তরে প্রান্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চিক্খাভাব [স] চিহ্ন+স অভাব। বি চিহ্নের অভাব। 'বাসালা লেখার শেষদি নির্ণায়ক চিক্খাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

চিক্খার্থ [স] চিহ্ন+স অভাবে। ক্রিবি চিহ্নের জন্য। 'অশীচের চিক্খার্থে কেবল কুলগণ মাত্র করেন।' ভবানী, ১৮২৩।

চিহ্নিত [স] ১ বিণ চিহ্নযুক্ত। 'সেকটরি যে সাহেব তিনিও স্বাক্ষর চিহ্নিত এক প্রশংসাপত্র এই বিদ্যার্থিকে দিবেন।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বিণ অধিকৃত। 'তিন সহোদরে পৃথক হইয়া আপন আপন চিহ্নিত বিভক্ত স্থাবরাদি ধনে ভোগদান থাকিয়া ...।' চিঠিপত্র, ১৮২২। ৩ বিণ নির্ধারিত। 'নীলকর সাহেব ... কৃষকের অনভিমতে অধিকৃতভূমি চিহ্নিত করিয়া যান।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বিণ কলঙ্কিত। 'শুলি-জরা দুটি লইয়া চরণ/ চিহ্নিত করি রাজস্বত্বণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বিণ নির্দিষ্ট। 'প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ছি-ছির ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল।' সরৎ, ১৯১৭।

চিহ্নঃ [স] চিহ্নিত। বিণ চিহ্নিত। 'সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্নঃ-করা সাধুসম্মত প্রেম।' ঞ্জনা, ১৯২৮।

চিহ্না [স] চিহ্ন+। ক্রি চেনা। 'মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহি চিহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০। চিহ্ন ১ ক্রি চেনা। 'কি না লাভ সোতো হলাকি না চিহ্ন এমন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি জানা। 'আপনা না চিহ্ন কেহে এবে বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০। চিহ্নই ক্রি চিনতে। 'বিদ্যাপতি কহ সুন বর কান/ তরুনিম্ন সৈসব চিহ্নই ন জান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চিহ্নই ক্রি চিনলাম। 'ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নই ঐকম কুটিল কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চিহ্নি ক্রি চেনা; জানা। 'আমাকে না চিহ্নি তোজি।' বড়ু, ১৪৫০। চিহ্নি ক্রি চিনে; জেনে। 'এবোহে আপন চিহ্নি জাউ নিজ ঘর।' বড়ু, ১৪৫০। চিহ্নি ক্রি চিনে। 'আপনাক চিহ্নি আঁহের ধান যাহা।' বড়ু, ১৪৫০। চিহ্নিল ক্রি চিহ্নিত করলে। 'তরু অঙ্গে অনেক চিহ্নিল নিজ করে।' আলোড়ন, ১৬৮০। চিহ্নিলি ক্রি চিনলে। 'না চিহ্নিলি আল রাখা না গুলি বাত।' বড়ু, ১৪৫০। চিহ্নিলী ক্রি চিনিলি; চিনলে। 'বৌবন গরবে আমা না চিহ্নিলী।' বড়ু, ১৪৫০। চিহ্নী ক্রি চিনি। 'ও নহি ডেলাহে চিহ্নী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চিহ্নী ক্রি চেনে। 'মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহি চিহ্নে।' বড়ু, ১৪৫০।

চীঅ [স] চিত্ত। বি চিত্ত। 'মাতেল চীঅ গন্ডনা ধাবই।' চর্যা ১৬, ১২০০।

চীএ ক্রিবিণ চিত্তে। 'চক্কল চীএ পইঠো কাল।' চর্যা ১, ১২০০।

চীঅণ [স] চিত্তণ। বি চিত্তণ। 'চীঅণ বাকসঅ বাক্খি বাক্খঅ।' চর্যা ৩, ১২০০।

চীজ [ফা] ১ বি উপকার। 'হায় রে পুজিব কিসে কোন চীজ নাই।' ভারত, ১৯৬০। ২ বি অমৃত বস্তু। 'ঐ এক চীজ আছে, হিমফ।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

চীজ [হি] বি পনির। 'ভেজটেরিয়ানদের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

চীটী [হি চিটী] বি চিটি। '২ দুই সাহেব ১ সাহেবকে চীটী গিয়াছিলেন।' মেয়র্স, ১৭৭১।

চীং [হি চিত] বিণ উপরের দিকে মুখ করে শোয়া। 'একলা চীং হয়ে গ্যে আকাশের তারা গণনা করবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চীত [স] চিত্ত। ১ বি চিত্ত। 'তার খিউ হত্যা তোর কেহে হেন চীত।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মন। 'আম্মার বচনে রাখা সেহ তোমো চীত।' বড়ু, ১৪৫০।

চীতক চোর বি চিত্তচোর। 'সজন সো ধনি চীতক চোর।' গোবিন্দ, ১৬০০।

চীৎকার [স] ১ বি উচ্চশব্দ। 'অমূল্যের ঘায়ে হত্যা করয়ে চীৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি চৈতান। 'মাদক মনে উন্মত্ত হইয়া সুদীর্ঘ চীৎকার সংযুক্ত উদ্ভাস।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি আর্তনাদ। 'রাখালের চীৎকার গুনিয়া সকলে দৌড়িয়া আসিল।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ৪ বি হেঁচো। 'পরান মজল অনেক চীৎকার করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

চীৎকারধ্বনি [স] বি উচ্চ কণ্ঠস্বর। 'ডাড়া থেকে এক চীৎকারধ্বনি শোনা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চীৎকারবর [স] বি উচ্চ শব্দ। 'হাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকারবরে হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চীৎকারা [স] চিৎকার। ক্রি চিৎকার করা। 'করে কেলি তাহে জীঘ-মুরতি ডেক, চীৎকারী গম্বীরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

চীন [স] ১ বি ভারতের উত্তরে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ দেশ। 'হয় হিন্দুতানে হত্যা খোরাসানে/ বিভাল চীন দেশে।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি চীন দেশের অধিবাসী। 'আর্য্যক্ষেত্রের চতুঃস্পর্শে কব, বস ... চীন যবন প্রভৃতি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি চতুঃ নামক হরিণ। 'ডালপালাতলো চীনের পায়ের মতো বিষম বাকচোরা।' অবন, ১৯২৫।

চীনদেশীয় [স] বিণ চীন দেশের। 'যখন চীনদেশীয় পর্যটক ছয়েছ সাঙ এতদেশে অমনে আগমন করিয়া ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

চীনবন্যীয় [স] বিণ চীনাবংশের ভাষা থেকে জাত। 'সিকিম ভূতানের ভাষা চীনবন্যীয়।' রঘব, ১৯২৫।

চীনবাস [স] বি চীনদেশীয় রেশমি বস্ত্রবিশেষ। 'তোমার ও চীনবাস ভ্যাগ করিয়া আমি যে বসন দিই, তাই পর।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

চীনসমুদ্র [স] বি চীন সাগর। 'চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতনো কাপবৈশাখী।' বিকৃতি, ১৯২৯।

চীনাৎকক [স] চীন-অৎকক। বি চীনে প্রস্তুত রেশমি কাপড়বিশেষ। 'চিত হোক রাজোচিত, কটি চীনাৎকক।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

চীনাঘরা [স] চীন-অঘরা। বিণ স্ত্রী রেশমি বস্ত্র পরিহিত। 'শবেদারা, চীনাঘরা, বরাহবন্দনা বারাহী।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

চীনীয় [স] বিণ চীন দেশীয়। 'চীনীয়েরা দশেই ঐ স্থানে রীতিমত

মেজ সমেত আসিয়াছিল।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭।

চীনে বিপ চীনের অধিবাসী। 'চীনে মিস্ত্রির সাহায্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চীনে-ঘুড়ি বি চীন দেশে প্রচলিত ঘুড়ি। 'চীনে-ঘুড়ির সে যে বর্ণনা করত।' প্রমথ, ১৯৩১।

চীনেবাদাম দ্র চীনে

চীনের খেলনা বি চীন দেশে তৈরি খেলনা। 'শব্দের জিনিস চীনের-খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চীনের প্রাচীর বি চীনে অবস্থিত সুউচ্চ ও সুদীর্ঘ প্রাচীর। 'বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে/ দু-হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল।' নজরুল, ১৯২৯।

চীন' [স চীনাংক] বি বস্ত্রবিশেষ। 'কাটি দেখি ক্ষীণ কসে পড়ে চীন।' ভারত, ১৭৬০।

চীনা [স চীন>] বি একপ্রকার শস্য ও তার ঘাসজাতীয় গাছ। 'আরও ফুটিক ডলক দিলে চীনার ভাত খাই।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

চীনা ঘাস [চীনা+স ঘাস] বি ক্ষুদ্রের মতো শস্য হয় এমন ঘাসবিশেষ। 'চীনা ঘাসের দানা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

চীনা জ্বা [চীনা+স জ্বা] বি ফুলবিশেষ। 'পাতাবাহার ও চীনা জবার কোপটা।' বিজুতি, ১৯৩১।

চীনাপট্ট [চীনা+স পট্টা] বি চীনের অধিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। 'কলকাতার চীনাপট্টিতে পা দিলেও ...।' জামায়াত, ১৯৩৭।

চীনাবাদাম বি চিনেবাদাম। চীনাবাদামওয়ালি বি চীনাবাদাম বিক্রেতা। 'একটি চীনাবাদামওয়ালি প্রায়স্কারে কর্তব্যচক্রে ঘুরে পেলো।' মাল্লান, ১৯৬৮।

চীনাভাষাভিজ্ঞ [চীনা+স ভাষা-অভিজ্ঞ] বিপ চীনা ভাষায় পারদর্শী। 'চীনাভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চীনাম্যান, চীনেম্যান [চীনা+ই ম্যান] বি চীন দেশের মানুষ। 'ইহুদি, পার্শি, মোঙ্গল, চীনেম্যান, মন্ডাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান বাজনা আহ্বারাদি করবে।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ভেঙে দুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিন্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।' শিবরাম, ১৯৪০।

চীনীয় দ্র চীন

চীনেজোক [স শীর্ণ>+স জলোকা] বি ছোটো আকারের জোক। 'মেজবানী দাও বলে তারে ধরবে চীনেজোকে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

চীনেম্যান দ্র চীনা

চীপ হুইপ [হি বি সর্বসদে দলীয় শৃঙ্খলা, উপস্থিতি প্রভৃতির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নেতা] 'উনিই চীপ হুইপ।' মনসুর, ১৯৪৫।

চীফ [হি বি নেতা বা শাসক] 'দিল্লির ন্যেডে চীফ' হতেম, ১৮৬১।

চীফ ইনসপেক্টর [হি বি প্রধান পরিদর্শক] 'প্রাইমারী চীফ ইনসপেক্টর খান বাহাদুর ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চীবর [সি বি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ]। 'ফিরেছি ধনীর ঘারে অপলগা চীবরে সজ্জিত।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

চীর [সি ১ বিপ ছিন্ন। 'হাড়াইবো তার ক্ষীর কাঞ্চলী করিবো চীর।' বড়, ১৮৫০। ২ বি বিনীর্ণ। 'প্রাণ হেহে ফুটি জাও বুক সেলে চীর।' বড়,

১৮৫০। ৩ বি বস্ত্র। 'না বাকো চিকুর না পরে চীর।' খিচরী, ১৬০০। ৪ বি গাছের ছাল। 'চীর ও কুজাজিন পরিহিত।' বিজুতি, ১৯৩১।

চীরখণ্ড [সি বি কাপড়ের ফালি। 'মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া ভাঁহার চক্ষু হুলস্থল করিয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চীরধারী [সি বিপ ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। 'ভূমিতেলে চীরধারী মলিন পুরুষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চীর' [স চীর>] বি কুমি। মানোএল, ১৭৪৩।

চীরা [স চীরা] বি কাপড়। 'নরখ নরী মর্যে উভিল চীরা।' চর্যা ৪, ১২০০।

চীরি [স চীরা] বি বসন। 'উত্তম কাজিম চীরি।' আলাওল, ১৬৮০।

চীর্ণ [সি বিপ খণ্ড-বিখণ্ড। 'সঙ্গারের নির্বেধ সংঘাতে চীর্ণ, দীর্ঘ হৃদয় আমার।' সূরীন্দ্র, ১৯৩১।

চীল [স চিল্লা] বি বাজ জাতীয় পাখিবিশেষ। 'কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল।' রামত্নোসাদ, ১৭৮০।

চীলানী [স চিল্লা>] বি চিৎকার। 'চীলানী আর মারামারি, ধড়ে কি আর পরাণ থাকতো?' মাহেনও, ১৯৪৯।

চীহড় বি বুনা ফলবিশেষ। 'চীহড় ফলের গাছ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

চুআ, চুয়া [স চু>] বি সুগন্ধবিশেষ। 'অশোক কিংকর চুয়া চিতা খুঁটি বড়, ১৪৫০; 'কুসুম চন্দন চুয়া করিয়া চুমিত।' মুকুন্দ, ১৯০০।

চুমানো [স চু>] কি চুইয়ে পড়া। 'নিরবধি ঘর তার শ্রীঅঙ্গে চুআয়।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

চুইংগাম [হি বি বাদ ও সুগন্ধ যেশানো রাবারের খণ্ডের মতো বস্তু, যা অনেক ক্ষণ ধরে চিটানো যায়। 'ভাই চুইংগাম, মামার পায়ে লাগিয়ে তাকে আটকে রাখতে চাও?' শিবরাম, ১৯৫০।

চু ধরা কি বিশেষ বুলি আওড়ানো। 'কবাবি খেলার চু ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

চুয়ানো [স চু>] কি ফোটা ফোটা করে ঝরা। 'এক-এক জায়গায় জল চুইয়া পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চুক [হি বি ক্রটি। 'সপক্ষতা ও পক্ষপাতের নিমিত্তে কোন চুক অসঙ্গত নহে।' তারিণী, ১৮০৩।

চুকচুক [ধন্যা] ১ বি চকচকে ভাব। 'বীচিগুলো তেল চুকচুক কছে।' বিজুতি, ১৯২৯। ২ বি জিহ্ব দিয়ে ধীরে ধীরে তরল পদার্থ পান করার কোশল শব্দ। 'এই চুকচুক শব্দটিও নিতরুণ রায়ে কানে বড় মিটে লাগত।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

চুকলি, চুকলী [ফা চুগল>] বি আড়ালে নিন্দা করা। 'চুকলী।' ভবানী, ১৮২৩; 'নিচয়ই কেউ চুকলি করেছে।' যশীল, ১৯৫৭।

চুকলি কাটা বি ভজানি দেওয়া; নিন্দা করা। 'তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন।' মাইকেল, ১৮৬১।

চুকলিখোর [ফা] বিপ আড়ালে অপবাদকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

চুকলিহ [তু চুগল] বিপ পরোক্ষে নিন্দা করা হয় এমন। 'ন মোয় কবছ তুঅ অনুপতি চুকলিহ বচন ন বোলল মন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চুকলি [তু চুগল>] বি আড়ালে নিন্দা বা অপবাদ। 'আকুলি বিকুলি

চুকনো

কত চুকুলির লাগি । ওঁও, ১৮৫৮।

চুকনো কি পাওনা চুকিয়ে দেওয়া। ওঁও, ১৭৮৫।

চুকা, **চুকানো** [হি চুক>] ১ কি শেষ করা। 'দমি দুধে সজাইআ চুকে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি সমাপ্ত করা। 'বচন চুকিলিহ সব্বিহি সমাজে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ কি দাম মেটানো। ওঁও, ১৭৮৫। ৪ কি মিটিয়ে ফেলা। 'আমি এখন যাই, বাকি জুকি এই সময় চুকাই গে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৫ কি দূর হওয়া। 'আমায় বাধিয়ে দিন, আপদ চুকে যাপ।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৬ কি পরিশোধ করা। 'ডাক্তার এলে ভিজিট চুকিয়ে।' শামসুর, ১৯৬৬। **চুকতে** কি শেষ করতে। 'বাবু উপরে এলেন ... সেকহায়া, গুড ইভনিং ও নমস্কারের ভিড় চুকতে আদ ঘণ্টা লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১। **চুকাই** কি মিটিয়ে ফেলা। 'আমি এখন যাই, বাকি জুকি এই সময় চুকাই গে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। **চুকাইয়া** কি মিটিয়ে দিয়ে। 'দরদস্তত চুকাইয়া সওয়াপত্তে পিখিয়া ... লইয়াছিলাম।' ওঁও, ১৭৮২। **চুকিলিহ** কি সমাপ্ত করলাম। 'বচন চুকিলিহ সব্বিহি সমাজে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চুকাবুকা কি মিটানো। 'চিরকালের মতো চুকবুকে যায় তেমন নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চুকবুকে যাওয়া কি নিশ্চিন্ত হওয়া। 'সব কিছু চুকবুকে গেলে তার আপন দেশ ...' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

চুকিয়ে দেওয়া ১ কি নিয়শেষে সমর্পণ করা। 'তোমার হাতে আপনাদের শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ২ কি শোধ করা। 'মৌলবী সাহেবকে বল, আমার বাপ এলে সব চুকিয়ে দেব।' শওকত, ১৯৫৮।

চুক যাওয়া ১ কি মিটে যাওয়া। 'এখন ইন্দুর এই গোলটা চুক গেলেই বাঁচা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৯২। ২ কি শেষ হওয়া। 'আমর নাম যাক না চুকে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চুকা [স চুক] বিণ শব্দ। মানোএল, ১৭৪৩।

চুকু চুকু চুকু [ধ্বন্য] দ্রবিশ্রু অবিরাম চুক শব্দ করে। 'চুকু চুকু চুকু চুকু চুমিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

চুকুম [ধ্বন্য] বি চুলনি। 'আগা নায়ে যন-মনুরায় বসে বসে চুকুম খেলায়।' লালন, ১৮৯০।

চুকুমবুদাই বি মুখচোরা ও ক্ষপে ক্ষপে চটে যায় এমন বভাবের লোক। 'এক চুকুমবুদাই অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ওদিক চটে যায় ক্ষপে ক্ষপে, এসেছে কলকাতায়।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

চুকুলি দ্র চুকুলি

চুকি [হি চুকতী] ১ বি মীমাংসা; সম্বাদিনা। 'খান চুকির সময় তাতি সাফতে বাতীয়া চুকি করিবেক।' হাফহেড, ১৭৭৩। ২ বি শর্ত; অঙ্গীকার। 'তুমি চুকি ভঙ্গ করিয়াছ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'এ চুকি ভাঙ্গিলে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। 'আমার এত বড়ো একটা চুকির কথা আমি ভুলিনি ভাই।' নজরুল, ১৯২৭।

চুকিনামা [হি চুকতী+নামা] বি শর্তযুক্ত দলিল। '১০টি শর্তে ইহাদের মধ্যে চুকিনামা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।' জামায়াত, ১৯৩৭।

চুকিপত্র [স বি শর্তযুক্ত দলিল। 'খতিয়েকাত চুকিপত্র আর চেকপত্র দুয়ের বিনিময়েই দুখানা হাতনোট লিখে দান।' শিবরাম, ১৯৫০।

চুকিবন্ধ [স বিণ শ্রী চুকি করেছে এমন। 'তার সঙ্গে চুকিবন্ধা সন্তান-উৎপাদন করবে বলে।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

চুগলি [তু চুগল>] বি পিছনে নিন্দা। 'পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগলি খেয়ে ভয়ায় উদর।' নজরুল, ১৯২২।

চুঙা [হি চোঙ্গা] বি নলাকৃতি পাত্র। 'নাগিতের ষোল চুঙা বুকি।' জসীম, ১৯৬০।

চুঙ্গল বি ধারালো তীক্ষ্ণ নখ। 'পায়ে চুঙ্গল এবং মাথায় শিং দেখেছ।' নজরুল, ১৯২৮।

চুলি, **চুলী** [হি চোলা] বি ছোটো নল। 'পিস্তল ও দুই চুলীর বন্ধুক।' দর্পণ, ১৮৩৬; 'আদ আঙ্গুল চুলিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কায়েই ফাটে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

চুলিওয়ালা [হি বি শুক কর্মকর্তা। 'চুলিওয়ালা বলবে, নিচয়।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

চুলিঘর বি মাল আমদানির উপর ধার্য নগর-করের কার্যালয়। 'চুলিঘর একটা বাংলা ভাষাতে কখনও বুঝ বেশি চালা ছিল না।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

চুচি [হি চুচী] বি স্তন। 'সে সব নারীর চুল চুচিৎ বাকিয়া গিরির উপরে সব রাখিছে টাঙ্গিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

চুচুক [স বি স্তনবৃত্ত। 'সহকার পত্নী চুচুক সেব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চুচুড়া [স চচু] বি ঘাসবিশেষ। 'বরাটা চুচুড়া মুখা আমার ডক্কপ।' মুরুন্দ, ১৬০০।

চুচুরে [স চুচুরে] বি নেশাশ্রুত। 'চুচুরে হয়ে মদে, এলোচলে কোমর বেঁধে।' গিরিশ, ১৮৮৩।

চুচু [হি চুচী] বি চুচুক। মানোএল, ১৭৪৩।

চুটকি, **চুটকী** [স ছোটিকা] ১ বি পায়ের আঙুলে ব্যবহৃত আটটিবিশেষ। 'অনট চুটকী দরশন সহস্ররাম বিদ্যানিধি ...।' চিঠিপত্রে, ১৭৪৭; 'দাদাঙ্গুলে আছে চুটকী ছায়াতে মিশারে।' ভবানী, ১৮২৫; 'তোমার শ্রীচরণে চুটকি হয়ে পড়ে আছি।' নীনবন্ধু, ১৮৭২। ২ বি মুচকি। 'চুটকি হাসি এবং চুচুরো কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি লঘু চটুল ছোটো ও রসালো রচনা বা কথা। 'অর্থযুগেও চুটকি কাব্যচার্যদ্বিগের নিকট অতি উপাদেয়।' প্রমথ, ১৯১৫। ৪ বি চটুল রসিকতা। 'এই চট করে যাঁহা বলে ফেলা যায় চুটকি তাহারে কম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ৫ বিণ মূল্যহীন। 'চুটকি কথা দিয়ে আমাদের ভোলাতে পারবেন না সাহেব।' পাশা, ১৯৭১।

চুটকিছু বি ছোটো ও চটুল রসের ভাব। 'কাব্যের চুটকিছু তার আকারের উপর নয়।' প্রমথ, ১৯১৫।

চুটকিলা [হি চুটকুলা] বিণ চটুল রসিকতাপূর্ণ। 'নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন - প্রধানত শব্দর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

চুটখিলা [হি চুটকুলা] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিনী গৌরী। চুটখিলা।' বড়ু, ১৫৭০।

চুটা কি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা। 'বন্ধু হাসিছে চুটে।' নজরুল, ১৯২৫।

চুটীয়া বি নৃশোভিবিশেষ। 'আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চুড়া [স চুড়া] ১ বি ঝুঁটি। 'মধুর পুর্বে বাকিআ চুড়া।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি শীর্ষ; সর্বোচ্চ জায়গা। ওঁও, ১৭৮৫।

চুড়ামনি [স চুড়ামণি] বিণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বৃন্দাবনে বিহারে গোপাল চুড়ামনি।' মালাধর, ১৫০০।

চুড়ি, চুড়ী [হি চুড়ী] বি হাতের অলংকার বিশেষ। 'বাহতে কনক চুড়ী।' বড়, ১৪৫০; 'পুর মধ্যে বইসে নড়ি নানা বর্ষে গড়ে চুড়ি জৌ দিয়া করয়ে গঠন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চুড়িওলা [হি চুড়ীওয়ালা] বি চুড়ি বিক্রেতা। 'আসবে কখন চুড়িওলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

চুড়িদার [সি চুড়ী+দা দার] বিশ চুড়ির মতো কৌচকানো ও সুরু নিয়ন্ত্রণাবিশিষ্ট। 'দোকো' ক্যালানে (বাইয়ের ডেভুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা ... মনোমত পোসাক।' হুতাশ, ১৮৬১।

চুড়িলী [হি চুড়ীলি] বি পিশাচী। 'তহি চুড়িলী মাতসি পোইয়া লীলে পার করেই।' চর্চা ১৪, ১২০০।

চুড়ো [সি চুড়া] বি সর্বোচ্চ অগ্রভাগ। ওর্স, ১৭৮৫।

চুড়োবাঁধা বিশ কুটি-বাঁধা। 'খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে - চুড়োবাঁধা একমিনসে।' বিভূতি, ১৯২৯।

চূপ [সি চূর্বা] বি চূন। 'চূপ বিহনে জেন তাশুল তিতা।' বড়, ১৫৭০।

চূপা [সি চূর্বা] বি চূন। 'কেহ সুখা চূপা ডক্কো।' আলোচল, ১৬৮০।

চূতমারানি, চূতমারানী [হি চূত>] বি (অশ্রীল গালি) যত্রতত্র বৌনসম্ম করে এমন স্ত্রীলোক। 'চূতমারানির ব্যাটারী।' সুশীল, ১৯৭০; 'আবে চূতমারানী, এহেনে খাড়াইয়া কিয়ের রং দ্যায়েহো?' ইলিয়াস, ১৯৭২।

চূতা [সি চূত>] বি জুতা। মানোএল, ১৭৪৩।

চূতরা [সি চূতি] বি বিহুটি পাতা। 'সাহেবজাদীর নামে যেন তার গায় কে চূতরার বাড়ি মারে।' মনসুর, ১৯৫৫।

চূন [সি চূর্বা] ১ বি বিনুক, শামুক ইত্যাদি পুড়িয়ে তৈরি করা ক্ষার। 'কার চূন নাহি খাও।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ইট গাঁথার কাজে ব্যবহৃত উপকরণবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫ ও ৩ বি বিবর্ণ। 'বুক ফাটলেও কুঁহু তারা মুখটি করে চূন।' নজরুল, ১৯৩৯।

চূনকাম [সি চূর্বা+সি কর্ম>] বি গোলানো চূনের প্রলেপ। ওর্স, ১৭৮২; 'চূনকাম করে নিয়েছে সে।' জীবন, ১৯৩২।

চূনকাম-করা বিশ গোলানো চূনের প্রলেপযুক্ত। 'চূনকাম-করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

চূনকামকরক [চূনকাম+সি করক] বি চূনকামকারী। 'শোভাশিখিত চকু চিনার জাকুরেরা তাহার চূনকামকরক।' রায়মায়, ১৮০১।

চূনকালি, চূনকাণী [চূন+কালি] বি চূন ও কালি। 'জাকুয়া বলিয়া গালি মুখে জেন চূনকাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'গালে দেখে চূনকালি বদনে মাহুর।' রূপরায়, ১৭৫০।

চূনখড়ি [চূন+সি খটিকা] বি দাগ। 'শোখ হয়েছে এই মেয়েটার, শূনখড়ি চূনখড়ি নেই।' জীবন, ১৯৪৮।

চূন-বালি [চূন+বালি] বি চূন ও বালি; নির্মাণ সামগ্রী। 'চূন-বালি মাখা আননে।' নজরুল, ১৯৩০।

চূনবাগি-ঝরা বিশ পলেক্তারা উঠে গেছে এমন। 'দুপাশে চূনবাগি-ঝরা দেয়াল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

চূনরেখ [চূন+সি রেখা] বিশ চূনের রেখার মতো) সাদা ও সুরু। 'জহি চূনরেখ বেরু দেখি।' বড়, ১৪৫০।

চূন-সুরকি [চূন+সি সুরকী] বি ইটের কাজে ব্যবহৃত উপকরণ। 'ইট-কাত চূন-সুরকির প্যাটার্ন দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদের ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬; 'চূন-সুরকি ঢাকা সাজানো ইটের স্থপ।' মানিক, ১৯৩৭।

চূনের গোলা বি চূনের আড়ত। 'হরেক রকম সওদাগরি আছে বেলেখাটায় চূনের গোলা।' ভবানী, ১৮২৫।

চূনের পাথর বি চূনাপাথর। 'শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চূনের পাথর।' দর্পণ, ১৮২৬।

চূনট [সি চূর্বা+সি ট] বি কুঞ্জন। 'রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চূনট-করা বিশ কুঞ্জন। 'পরনে চূনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চূনটদার [সি চূর্বা+সি দা দার] বিশ কাপড়, জামা প্রভৃতির হাতা বা কিনারা কুঞ্জন এমন। 'অভিনেতারী বৃহৎ চূনটদার জামাকাপড় পরে।' মুক্ততরা, ১৯৫৯।

চূনরি ১ বি বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'লোচনরাম চূনরি।' সেবধি, ১৮৪০। ২ বি রঙিন কাপড়। 'পরায় তাকে আপন হাওয়ার চূনারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

চূনরিয়া বি রঙিন কাপড়ের পোশাক। 'পরো মেঘ-নীল শাড়ি ধানি-রঙের চূনারিয়া।' নজরুল, ১৯৩২।

চূনা [সি চূর্বা] বি খুব ছোটো মাছ। 'বাজারে বিক্রয় হয় চূনা বহুতর।' ওর্স, ১৮৫৮।

চূনাগলি [চূনা+হি গলী] বি সংকীর্ণ গলি। 'চূনাগলি অধিবাস খোলায় আলয়/তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়।' ওর্স, ১৮৫৮।

চূনাগাথর [চূনা+সি গাথর] বি প্রাকৃতিক পাথরবিশেষ; লাইমস্টোন। 'চূনাগাথর ও গ্রানাইটের ছোট বড় পাহাড়।' বিভূতি, ১৯৩৭।

চূনা পুঁটি বি ছোটো পুঁটিমাছবিশেষ; গুরুত্বহীন লোক। 'চূনা পুঁটির কিছু চূপল প্রকৃতির।' প্রভাত, ১৮৯৬।

চূনোপুঁটি [চূনা+পুঁটি] বি ছোটো মাছবিশেষ। 'নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে ... চূনো পুঁটিও এড়ায় না।' হুতাশ, ১৮৬১।

চূনাপোকা [চূনা+সি পুঁটিকা] বি শুয়েপোকা; যে পোকা রেশমগুটি থেকে বের হয়। ওর্স, ১৭৮৫।

চূনারি [সি চূর্বা+সি] বি চূন তৈরি করা যাবের পেশা। 'চৌদুলি চূনারি মাখি কোরবা দেবায় বাজি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চুনি [হি চুন্নী] বি সাল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; রুবি। 'সার চুনি চুনি হার জে গাঁথল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চুনিন্দা [ফা চিনীদা] বিশ বাছাই-করা। 'চুনিন্দা সেফাই আর যতক সরদার।' গরীব, ১৭৬৫।

চুনি বিহু, চুনিবিহু [চোরনী+হি বিহু] বি চুরি করে ধরা-পড়া অসহায় বিভাদ। 'মতবাব পাকিয়ে চুনি বিহুর মতো চূপসে বসেছিলেন।' নজরুল, ১৯২৭; 'চুনিবিহুর মতো মুখ করে সকলে বেরিয়ে গেল।' নজরুল, ১৯৩০।

চূনুরি [সি চূর্বা] বিশ বাড়িন। 'তোমার যে চূনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

চূনো [সি চূর্বা] বিশ চূনের। 'চূনো গন্ধ আসে রক্তের ভেতর থেকে।' জীবন, ১৯৪৮।

চূনোট [সি চূর্বা+সি ট] বি কাপড়ের কিনারা, জামার হাতা প্রভৃতির কুঞ্জন। 'চমৎকার চূনোট-করা সেলুয়া কাপড়ে ...' অবন, ১৯২৭।

চূপ [সি] বিশ নীরব। 'রূপ দেখা মদন কোকিল করে চূপ।' রূপরায়, ১৭৫০।

চূপ কথা [সি] বি নীরব বাণী। 'পথ ভুলে যাই দূর পায়ে সেই চূপকথার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চূপ করন বি চূপ করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

চূপ কথা কি কথা না বলা। 'নির্ব্বরের ধারে কোপের আড়ালে চূপ করিয়া বসিয়া থাকে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

চূপকার [সি] বি চূপ করে আছে যে। 'রূপকারের কাজের চেয়ে চূপকারের কাজ অনেক ভালো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চূপশানা [সি চূপ+শা খানা] বি খাস কামরা। মানোএল, ১৭৪৩।

চূপ চাপ ১ বিণ নীরব। 'বে বাড়ী সব চূপ চাপ দেখতেছি।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বিণ নিস্তব্ধ। 'চূপচাপ চারি দিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৩ বিণ অল্প কথা বলে এমন; মৃদুভাষী। 'বুঝ নিরীহ শাস্ত্র প্রকৃতির চূপচাপ মানুষ।' মানিক, ১৯৪০।

চূপচাপ করে ক্রিণ নীরবে। 'আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চূপচাপ করে শুনে যাচ্ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চূপ মেরে থাকা ক্রি মৌন থাকা। 'তেমনি একটা কথা বলিয়া চূপ মারিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

চূপচাপে ক্রিণ নীরবে। 'বাদ্যতুল্যে বদ্ধ রেখে চূপচাপেই চললি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চূপে চূপে ১ ক্রিণ চূপসারে; গোপনে। 'চূপে চূপে আমি যত করি ঘোরবার।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রিণ ফিসফিস করে। 'কানের কাছে কে যেন চূপেচূপে বলিতেছিল।' মনসুর, ১৯৫৩।

চূপটি [সি চূপ+] বিণ নীরব। **চূপটি করে** ক্রিণ নীরবে। 'বলব, তুমি চূপটি করে পড়ো।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

চূপড়ি, চূপড়ী, চূপড়ি, চূপড়ী [বি হুবড়ী] বি ক্ষুদ্র বুড়ি; বাঁশ নির্বিঘ্নে পরাবিশেষ। 'চলিতে না পারে কাখে চূপড়ী করিয়া।' বড়, ১৮৫০। 'চূপড়ি করিয়া বাঁস বনেতে পেলাএ।' মালাধর, ১৫৫০। 'কোহো সিকাহ কোহো চূপড়ি নিল কোলে।' মালাধর, ১৫০০।

চূপনি ঘরা [সি চূপ+স ঘটা+] বি (নীরব প্রকোটি অর্থে) পাকস্থলী। 'এখন চূপনি ঘরা ফুলকাইছে।' লালন, ১৮৯০।

চূপশানো ক্রি সংকুচিত হওয়া। 'মাহমুদ ভয়ে চূপশে গেলো আরো।' মাল্লান, ১৯৬৮।

চূপসা ক্রি শুষ্ক নেওয়া। **চূপসে তোলা** ক্রি শুষ্ক নেওয়া। 'যেন মোটা মোটা প্রাণে প্যাড দিয়ে একেবারে চূপসে ভুলে নিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চূপসে যাওয়া ১ ক্রি শুকিয়ে যাওয়া। 'ভিতরে যা ছিল সব চূপসে, ওর নাম কি, শুকিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ ক্রি সংকুচিত হওয়া। 'নটন তো চূপসে গেছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

চূপি [সি চূপ+] ক্রিণ চূপসারে। 'ও চূপি কী বলে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চূপিচাপি [সি চূপ+] ১ বিণ শাস্ত্র বদ্যযুক্ত। 'নিত্যন্তই চূপিচাপি মাটির মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রিণ নীরবে। 'ভাবলুম ফিরে গিয়ে চূপিচূপি তার কথল বহানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চূপিচূপি [সি চূপ+] ১ ক্রিণ অপরের অজ্ঞাতসারে; নীরবে। 'অনঙ্গের পিসি তার সঙ্গে চূপি চূপি।' ভবানী, ১৮২৫। 'চূপিচূপি প্রাণের প্রথম জানালোনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ গোপন। 'তনি যেন কাহাদের

চূপিচূপি কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চূপিসারে [সি চূপ+] ১ ক্রিণ নীরবে। 'মানুষকে চূপিসারে এত ডাকে।' জীবন, ১৯৩১। ২ ক্রিণ গোপনে। 'অন্ধকারে চূপিসারে তাহারেই বুঁজে বুঁজে মরি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৮।

চুবক [সি চ্যুত+] বি চূয়া; সুগন্ধি প্রব্যবিশেষ। 'চুবক লইয়ে ফুকরি কহয়ে।' চট্ট, ১৫৫০।

চুবড়ি, চুবড়ী [বি হুবড়ী] বি ছোটো বুড়ি। 'চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুলরা। কুশাণ জেন হাটে দেই মুশার পশারা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আলিপনা নিশুর চুবড়ী গাথা কোঁটা কাটা বুটা তোলা ...।' গৌর, ১৮২২।

চুবনি [বি চূডনা] বি পানিতে ডোবানো। 'চক্কু রাঙ্গা ভরে পেট খাইয়া চুবনি।' কেতক, ১৬৫০।

চুবানি [বি চূডনা] বি চুবনি। 'লালন তাতে খেতো চুবানি।' লালন, ১৮৯০।

চুবানো [বি চূডনা] ক্রি পানি বা অন্য তরলে ডোবানো। 'পানিতে চুবাইলে পাপালের পাগলামী সারে।' জসীম, ১৯৬৪।

চুবসানো ক্রি শুকিয়ে যাওয়া। 'রক্তের কোঁটা দুটি ছড়াতো চুবসাতে আরম্ভ করবে।' মুক্ততা, ১৯৬০।

চুবসে আসা ক্রি স্তিমিত হয়ে আসা। 'উৎসাহ ত্রমেই চুবসে আসছিল।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

চুবসে যাওয়া ক্রি সংকুচিত হওয়া। 'আঙনের কাছে ধরলে পর জামা চুবসে গিয়ে জুখুখু হয়।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

চুম [সি চূ] বি চূষন। 'বালু চুম যদি দিবে দশনের ঘাত।' বড়, ১৪৫০।

চুমকুড়ি [সি চূমকুড়ী] বি চূষনের মতো আওয়াজ। 'চুম দিতে গেলে চুমকুড়ি দিয়ে কথন হাসি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

চুমহারা [চুম+স হারা] বিণ চূষনহীন। 'চুমহারা চৌটে পানের পিকের হিঙল বন্ধে রাঙবে না।' নজরুল, ১৯২৬।

চুমক [সি চূ] বি চূমক। 'চুমকের টানের মত তার মুখটা হঠাৎ আরো নিচে নেমে যায়।' আল্লাউদ্দিন, ১৯৭৩।

চুমকি, চুমকী [সি চূ] বি সোনা রূপ ইত্যাদির উজ্জ্বল ছোটো ছোটো চাকতি পাত বা বুটি। 'চুমকি জড়িত চারু পীতাম্বরী চেলি।' গুপ্ত, ১৮৫৮; 'কাসারির দোকানে রাশীকৃত মৃৎপঙ্কের বাটী চুমকী ঘটা।' হুতোম, ১৮৬১।

চুমড়া ক্রি পাকানো; মোচড় দেওয়া। 'দাড়ি চুমড়ে মুচকি হেসে কেওয়াল সিং বলাশো।' সুদীপ, ১৯৭০।

চুমরাণো [সি চূ] ১ ক্রি পাকানো। 'চুমরিয়ে দিল তার জুলুকি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ ক্রি চৌটের গুপের চৌটে চেপে মুচকি হাসা। 'চৌটে চুমড়ে একটু হেসে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

চুমা, চুমানো [সি চূ] ক্রি চুমু খাওয়া। 'সেতাবি চুমিয়া মর্দ লিলেক ত্বরিত।' গল্পী, ১৭৬৫।

চুমা [সি চূ] ১ বি চূষন। 'দুই ভায়ের মন্তকে চুমা দিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৫৫। ২ ক্রি শীকার করা। 'বাতা পশের পথিক তুমি/ চরণ চলে বাতা চুমি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চুমাওন [সি চূষা] বি বরষ। 'করিয় চুমাওন রাএ বসন্ত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চুম [সি চূ] বি স্পর্শ। 'ও লো হিমেরে চুম হার মেনেছে এইটুকু

আইবুড়িকে। 'নজরুল, ১৯২৬।

চুমু-ভুচ্চানি বি প্রবল চুম্বনস্পৃহা। 'চুমু-ভুচ্চানি লাগে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

চুমু<। [সি চুম>। বি টোট লাগিয়ে চোষণ। 'চুমুক জুড়িয়া গ্রান লএত আমার।' মালাধর, ১৫০০।

চুমুক দেওয়া ক্রি পায়ে টোট লাগিয়ে তরল পান করা। 'চুমুক দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

চুমুক^১ বি জলবিধ। 'আসন ছাড়িআ পরভু বৈসেন চুমুক উপরে।' রায়মাই, ১৭১০।

চুমো [সি চুম>। বি চুম্বন। 'ঠাকুরঝিকে দেবেই অমনি ধরে ওর পায়ে একটা চুমো খেলেন।' মাইকেল, ১৮৬০।

চুমো খাওয়া ক্রি চুম্বন করা। 'চুমো খেয়ে যায় কত বার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

চুমোচুমি ১ বি পরস্পর চুম্বন। 'কবে কোন মোহনায় তাদের চুমোচুমি হবে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি একে অন্যকে স্পর্শ। 'আকুল আকাশ আর উদাস মাঠে চুমোচুমি হয়েছে। নজরুল, ১৯২৭।

চুম [সি বি চুমু। 'সরসজয় করি দেহ চুম কোল।' বড়, ১৪৫০।

চুমদান [সি চুম>+সি দান। বি চুমু দেওয়া। 'এবে দেহ চুমদানে আর দেহ মমুপানে।' বড়, ১৪৫০।

চুমক [সি ১ বিণ সন্নিধি। 'যে আয়িন নিরুপণ করেন তাহার চুমক তর্জমা এই।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি লোহাকে আকর্ষণ করে এমন কঠিন পদার্থ। 'চুমক লৌহ আকর্ষণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চুমক ফর্দ [সি চুমক+আ ফর্দ। বি সন্নিধি তালিকা। 'সকালকালে একখানা হিসাবের চুমক ফর্দ লইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চুমকশক্তি [সি বি চুমকত্ব। 'চুমকশক্তি বিদ্যুৎ তাপ ও সান্দ্রলোককে বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম।' জগদীশ, ১৮৯৫।

চুমকশলা [সি চুমক+সি শলাকা। বি চুমকের তৈরি কাঁটা। 'বিনয়ের মন বৈদ্যুতচঞ্চল চুমকশলার মতো স্পন্দিত হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চুমক-শলাকা [সি বি চুমকের তৈরি দিক-নির্ণায়ক শলাকা; কম্পাস। 'একটা চুমক-শলাকা সঙ্গে থাকিলে, কি অকূল সমুদ্রে, কি নিবিড় অরণ্যে, সকল স্থানেই দিক নিরূপণ করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

চুমকশৈল [সি চুমক+সি শৈল। বি চুমকের মতো লোহা আকর্ষণকারী পাহাড়। 'চুমকশৈলের আকর্ষণ দূর হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চুমকের কাঁটা [সি চুমক-শলাকা। 'বিদ্যুৎপ্রসার বহিয়া চুমকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

চুম্বন [সি ১ বি চুমু। 'আঁড়ি মেহেঁ করিআ চুম্বনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি স্পর্শ। 'কেশকলাপ ঈষৎ দুপিয়া দুপিয়া গোলাপীণ্ড চুম্বন করিতেছিল।' সিরাজী, ১৯১৮।

চুম্বনকণিকা [সি বি চুমু। 'অসংখ্য তারার মতো চুম্বনকণিকায় ভরে দিগে পারভূম।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

চুম্বন-তাপ [সি বি চুম্বনের উষ্ণতা। 'চন্দনে সেখা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ।' নজরুল, ১৯২৫।

চুম্বনভূষিত [সি বিণ চুম্বনের পিপাসায়ুক্ত। 'কোথা সেই হাসিপ্রাভ চুম্বনভূষিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চুম্বনধ্বনি [সি বি চুম্বনের শব্দ। 'সে চুম্বনধ্বনি শুনে চমকে আপনি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

চুম্বন-পরশ [সি চুম্বন+সি স্পর্শ। বিণ চুম্বনরূপ স্পর্শ। 'বসন্তের প্রাণভরা চুম্বন-পরশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চুম্বনপ্রয়াসী [সি বিণ চুমু পেতে ব্যাকুল। 'শান্ত-মধুর-রূপে আমার চুম্বনপ্রয়াসী হয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯২৭।

চুম্বন-বিস্ত [সি বি চুম্বরূপ ধন। 'তোমারে করিব দান চুম্বন-বিস্ত।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

চুম্বনমদিরা [সি বি বৈশা ধরিয়ে দেয় এমন চুম্বন। 'চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

চুম্বনরঙ্গ [সি বি চুম্বন রূপ বস্ত্র। 'অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান অমূল্য চুম্বনরঙ্গ, আগ্নিস্নানুধা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চুম্বন-সংকেত [সি বি মুখভঙ্গিতে চুম্বনের ইঙ্গিত। 'ট্রেন ছাড়বার সময়ে আমাদের সহযোগিগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আদোলন, অনেক চুম্বন-সংকেত-প্রেরণ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চুম্বনা [সি চুম্বনা ক্রি চুম্বন করা। 'কেহ বেশ্যামুখ চুম্বনে কেহ আক্লিমে।' ভবানী, ১৮২৫।

চুম্বা [সি চুম>। ক্রি চুম্বন করা। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস গীর্বা।' চর্চা ৪, ১২০০। চুম্বই বি চুম্বন করি। 'কাছক চুম্বই ধাই নিশ্চল।' শেখর, ১৮৫৫। চুম্বএ ক্রি চুম্বন করে। 'কাহারে চুম্বএ কপোল চাণিয়া ধরি।' মালাধর, ১৫০০। চুম্বও ক্রি চুমু খাই। 'হের তোর চুম্বও বন্দন।' বড়, ১৪৫০। চুম্বয়ে ক্রি চুম্বন করে। 'কেশের আগ চুম্বয়ে টাপ।' চর্চা, ১৫৫০। চুম্বি ক্রি চুম্বন করে। 'নয়ানে বহানে চুম্বি ললাট ডাগিল।' আলাওল, ১৬৮০। চুম্বিয়া ক্রি চুম্বন করে। 'শিরেত তুলিয়া পর চুম্বিয়া অধরে।' বাহার্য, ১৬০০। চুম্বিল ক্রি চুম্বন করলে। 'চুম্বিল কপোল গল আধর নয়নে।' বড়, ১৪৫০। চুম্বিলা ক্রি চুম্বন করলে। 'চুম্বিলা সে স্রষ্টা আঁধি দেব অসুরারি লোহাগে।' মাইকেল, ১৬৬০। চুম্বী ক্রি চুম্বন করি। 'তো মুহ চুম্বী কমলরস গীর্বা।' চর্চা ৪, ১২০০। চুম্বীলা ক্রি চুমু শিলে। 'নানা ধানক চুম্বীল।' বড়, ১৪৫০। চুম্বয়ে ক্রি চুম্বন করে। 'অঙ্গ মোহে মুখ চুম্ব করে নিরীক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। চুম্বো ক্রি চুম্বন করি; চুমু দিই। 'এ বোলে পাইলো সুখ/চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ।' বড়, ১৪৫০।

চুম্বিত [সি ১ বিণ চুম্বন করা হয়েছে এমন। 'অলিফুলচুম্বিত অবিনিবন্ধিত বনি বনমালা বিটম্ব।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিণ স্পর্শিত। 'কাঁপিছে উদ্ভাসে আজানুঘ্রীত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চুম্বক [সি চুম্বক। বি চুম্বক। 'লোহার সহিত চুম্বক পাখরের যে সম্পর্ক।' হত্যাম, ১৮৬১।

চুম্বন [সি চুম্বন। 'অধরে অধরে কার এরএ চুম্বন।' মালাধর, ১৫০০।

চুম্বা [সি চুম>। ১ বি বৃক্ষবিশেষ। 'অসোক বাসক কিয়া কিসুক রাসন চুম্বা।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি তিলক। 'খাওয়াব বিরখণ্ড পরাব চুম্বা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি গন্ধদ্রব্য বিশেষ। 'আতর, চন্দন, চুম্বা, কস্তুরী।' নীলবন্ধু, ১৮৭৬।

চুম্বাড় [সি চগা। বি নৃপোষ্ঠী বিশেষ। 'কি তোমরা রাড় চুম্বাড় মত রাতি দিন বকড়া করহ।' কেরি, ১৮০২।

চুম্বাড়ের দেশ [সি বর্বরের দেশ। 'আশ্রয় কি মানুষ নাই যে, চুম্বাড়ের দেশে যাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

চুয়ানি বাঁধা

চুয়ানি বাঁধা [স চু>] *ক্রি* ক্ষয় রোধ করা। 'চুয়ানি বাঁধিয়ে খেলে যে জনা' *লালন*, ১৮৯০।

চুয়ানো, **চুয়ান** [স চুত>] ১ *ক্রি* ক্ষরণ করা। 'চুয়াইতে' *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* পরিত্রাণ করা। 'মুখে দিলে, না অম্র, না মিষ্ট, না ডিঙ্ক, না কটু, কিছুই বোধ হয় না: যেমন, পদ, চুয়ান জল ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। **চুয়ান** *ক্রি* চুইয়ে পড়ে; বিচ্ছুরিত হয়। 'নিরাকারে কী প্রকারে/ নূর চুয়ান খোদার' *লালন*, ১৮৯০।

চুয়ানো *বিশ* পরিত্রাণ। 'কল্পনাতই আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ' *নজরুল*, ১৯২৮।

চুয়ান্ন [পা চুতপঞঃসা] *বিশ* ৫৪ সংখ্যক। 'লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান্ন কলা' *বড়*, ১৫৭০।

চুয়ান্দিশ [স চতুঃস্রাঙ্গীসা] *বিশ* ৪৪ সংখ্যক। 'শরীর আধার মূল চুয়ান্দিশ আত্ম' *সুলতান*, ১৭০০।

চুর [স চূর্ণ] ১ *বিশ* বিনষ্ট। 'লঙ্কার রাবণ বীর করিলো চুর' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বিশ* ত্রি। 'শতশত শির করে চুর' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ৩ *বিশ* বিহ্বল; নেশামগ্ন। 'চুর হয়ে থাকে তার মখিখানে' *মুক্তাবা*, ১৯৫২।

চুর চুর ১ *বিশ* খও ঋঃ। 'প্রতিমা ভেঙে হর চুর চুর' *জসীম*, ১৯২৭। ২ *বিশ* বিভোর; বৃন্দ। 'সেদিন থেকেই তো নেশায় চুরচুর' *মুনীর*, ১৯৬১।

চুরমার [স চূর্ণ>] *বিশ* সম্পূর্ণ চূর্ণ ও বিনষ্ট। 'মাঝ বুকে ডাঙ্গিয়া করিছে চুরমার' *রূপরাম*, ১৭৫০।

চুরট [তা ছুরট্, ই চেকট] *বি* সিগারেট জাতীয় ধূমপানের সামগ্রীবিশেষ। 'পেমালা করা চা, চুরট, গুণ্ডে করা জল' *হেতোম*, ১৮৬৩।

চুরণী [স চূর্ণ>] *বি* ক্রী চোর। 'কলঙ্ক খুঁটল মোর বাঁশীচুরণী' *বড়*, ১৪৫০।

চুরমার চুর

চুরা [স চূর্ণ>] *ক্রি* চূর্ণ হওয়া। 'অষ্টাবক্রের মতো বাকিয়া চুরিয়া গিয়াছি' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

চুরা [স চূর্ণ>] *ক্রি* চুরি করা। 'কে দিল খোকার ঘুম চুরায়ে' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

চুরা মাল [স চূর্ণ>] *বি* চোরাই মাল। 'মারফতি সেই প্রকারে/ চুরা মালের মহরতি' *লালন*, ১৮৯০।

চুরাশি [পা চূলাশিতি] *বিশ* ৮৪ সংখ্যক। **চুরাশি লক্ষ** *যোনি* *বি* (বাউল) বৃক্ষ রূপে ত্রিশ, কুমি রূপে দশ, মাছ রূপে নয়, পাখি রূপে এগারো, পত্ন রূপে বিশ এবং মানব রূপে চার লক্ষ বার জন্মান্তর। 'যুবতে বৃখি হল রে মন/ এবার চুরাশি লক্ষ যোনি' *লালন*, ১৮৯০।

চুরি, **চুরী** [স চূর্ণ>] ১ *বি* অপহরণ; অপরের জিনিস না বলে গ্রহণ। 'গোপী মারবে বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী' *বড়*, ১৪৫০; 'ডেকারনে নন্দঘোষে আমি কেনে চুরি' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* গোপনে আলাপনা; ওর্স, ১৭৮৫।

চুরি করন *বি* চুরি করা। ওর্স, ১৭৮৫।

চুরি কে চুরি উলটো সিঁদুছুরি – চুরি করার পরও বড়ো গলায় কথা বলা। *নজরুল*, ১৯২৭।

চুরি-চামারি [চুরি>] *বি* চুরি ও এ জাতীয় অন্যান্য অপকর্ম। 'বাপের চুরি-চামারির পরসায় লেখাপড়া শিখে এত কেন?' *মানিক*, ১৯৩৬।

চুরিডাকাতি [স চূর্ণ>+হি ডাকাতি>] *বি* চোর ও ডাকাতের কাজ। 'ডয়ের শাসন যদি চুরিডাকাতি এবং পরের অন্যায়ের উপরেই টানা যায়' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চুরিধারি *বি* চুরি ও অন্যান্য অপকর্ম। 'চুরিধারি করে হলেও শাড়িটা-চুড়িটা এনে দেয়' *আলওর্দিন*, ১৯৫৮।

চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা – চুরি বিদ্যা অর্থ সম্বাদের অপভ্রম উপায়, কিন্তু ধরা পড়লে রক্ষা নেই। 'সাহিত্যে চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা' *প্রমথ*, ১৯১২।

চুরির উপর বাটপাড়ি করা *ক্রি* অন্যায়াভাবে অর্জিত কারও সম্পদ প্রভাণার মাধ্যমে নিজের আয়েতে আনা। 'এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চুরীদোষ [চুরি+স দোষ] *বি* চুরিদোষ; চুরির অপবাদ। 'মিছা চুরীদোষ দিখা জাইতে দেহ রাধা' *বড়*, ১৪৫০।

চুরিশী [চোর>] *বি* ক্রী অপহরণকারী; চোর নারী। 'চুরিশী হয়লাহো তোর ধামে' *বড়*, ১৪৫০।

চুরী চ চুরি

চুরট [তা ছুরট্, ই চেকট] *বি* ধূমপানের জন্য পাকানো তামাকপাতার মোটা শলকা। 'কুঠেল এক শোলার টুপি মাথায় – মুখে চুরট ...' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চুরটখোর [চুরট+ফা খোর] *বি* চুরটের মাধ্যমে ধূমপান করে যে। 'চুরটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে চেয়ে হাসছে' *অন্নদা*, ১৯২৯।

চুরোট [তা ছুরট্, ই চেকট] *বি* সিগারেট জাতীয় ধূমপানের সামগ্রীবিশেষ। 'এই বৃটিশ গবর্নেন্ট এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

চূর্ম [স চূর্ণ>] *বি* চূর্ণ। 'চরন গ্রহণের তার চূর্ম কৈল রখ' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চূর্মবত [স চূর্ণবৎ] *বিশ* ঠুঁড়া হয়েছে এমন। 'ক্ষণ ছত্র সারথি করিল চূর্মবত' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

চুল [স চূত>] *বি* চোয়াল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

চুল [স চূড়া>] *বি* মাথার কেশ। 'পএর মগর খাড় মাথে ঘোড়া চুলে' *বড়*, ১৪৫০।

চুলওয়ালা [চুল+হি ওয়ালা] *বিশ* চুলবিশিষ্ট। 'ডেলডেলে চুলওয়ালা মাথার নিচে ১ হাত রেখে ... অঝোরে ঘুমায়' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

চুলওয়ালা [চুল+হি ওয়ালা] *বিশ* চুলযুক্ত। 'কালো চুলওয়ালা চামরের মতো পরিচ্ছন্ন লগা লেজ' *হাসান*, ১৯৬৯।

চুল কাটা *বিশ* মাথার চুল নিষিদ্ধ মাগে কাটা হয়েছে এমন। 'আচার ব্যবহার ও পোশাক ভাগ্য করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাত্ত জুতাধারী মালাহীন' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

চুলখোলা *বিশ* চুল বাঁধা নেই এমন। 'চুলখোলা আয়েসা আক্তার' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

চুলচেরা [চুল+স চীর্ণ] *বিশ* সূক্ষ্ম। 'কড়াগড়া হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যস্ত' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চুল পাকা *ক্রি* অভিজ্ঞতা হওয়া। 'শ্রদ্ধ দেখতে দেখতে আমার মাথার চুল পাকুলো, আমি আর ব্যবস্থা জানিনে' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

চুলপেড়ে *বিশ* সুরু পাড়বিশিষ্ট। 'চুলপেড়ে সাদা একবানা আখময়লা ধূতি' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

চুলভর্তি বিপ্ণ অনেক চুল আছে এমন। 'এইরূপ ভূনিতাপর্বের পর অতি দ্রুত পুরোহিত মানোহরের উক্খুখ জটিল চুলভর্তি বৃহৎ মাথাটিকে ...'। হাসান, ১৯৬৭।

চুলমাত্রা [চুল>] বিপ্ণ সামান্যতম। 'ভারতবর্ষের সঙ্গে চুলমাত্রা বিচ্ছেদ ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চুলাচুলি [স চুড়া>] বি ভীষণ বগড়া। 'দুই দশে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি বরযাত্রী দেউটা না ছাড়ে।' মুহুন্দ, ১৬০০।

চুলের গার্ড চেন বি পকেটঘড়ির সঙ্গে লাগানোর জন্য চুল দিয়ে বোনা সর্ক চেন। 'কারো ইঞ্জিয়া রবর আর চারনা কোট, হাতে ইটিক, ক্রম্পের চাদর, চুলের গার্ড চেন গলায়।' হত্যোম, ১৮৬১।

চুলের দড়ি বি কৃত্রিম চুলের বেণী। 'বিমুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে বোঁপা তৈরি হত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চুলকানি [চুলকা>] বি শরীরের চামড়ায় নখ দিয়ে আচড়ানো। ওসাঁ, ১৭৮৫।

চুলকানো [চুলকা>] ক্রি নখ ইত্যাদি দিয়ে আচড়ানো। 'চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল।' ভারত, ১৭৬০; 'তিনি ... কাহারো গলা চুলকাইয়া দেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

চুলকুনি [চুলকা>] বি চুলকানি। 'নৃতন গেক্সির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

চুলকোনি [চুলকা>] বি চুলকানি। 'কত দিনের চুলকোনি যে জন্ম হয়ে রয়েছে মাথার মধ্যে।' সুনীল, ১৯৭০।

চুলচুলা [চুল>] বি কীটবিশেষ। 'মৃত্যুশয্যা হইল খুলা সহচরি চুলচুলা।' মুহুন্দ, ১৬০০।

চুলচেরা দ্র চুল

চুলবুল [ধন্যনা] ১ বি অস্থিরতা প্রকাশক ভাব। 'চোখ-ইশারায় ভাব দিল তাই মন করে চুলবুল।' নজরুল, ১৯২২। ২ ক্রিবিধ অস্থিরতা। 'চুলবুল বুলবুল শিস দেয় পুষ্পে।' নজরুল, ১৯২৬।

চুলবুলে [ধন্যনা চুলবুল>] ১ বি অশান্ত ব্যক্তি। 'চুলবুলেরা সবখানে পায় লজ্জা চের।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিপ্ণ চক্কল। 'তোরা মতন চুলবুলে লাজের মামুদ ... বেজার বেখালা ওলাল।' নজরুল, ১৯২৭।

চুলমাত্রা দ্র চুল

চুলা [চুলা>] বি চুল। 'তোরা মাখে শোভে বোড়া চুলা।' বড়ু, ১৪৫০।

চুলা [স চুড়া] বি উনান। 'বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাতি চুলাতে ঘরিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চুলায় দেওয়া ক্রি বিসর্জন দেওয়া। 'বি.এ. ডিগ্রি অকাতরচিতে আমি চুলায় দিতে পারিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চুলায় থাক - উচ্ছেদে থাক। 'তাহাকে কানাকড়ি সাহায্য করা চুলায় থাক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

চুলাশাল [স চুড়া-শালা] বি রান্নাঘর। 'দরিয়াবিবি আবার চুলাশালে ফিরিয়া আসিল।' শওকত, ১৯৫৮।

চুলাচুলি দ্র চুল

চুলি [স চুড়া>] বি চুল। 'দেখয়ে খসয়ে চুলি।' দ্বিজী, ১৬০০।

চুলি [পা বি উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক; জ্যাকেট।] মের্স, ১৭৬২।

চুলির বোতাম বি জামায় লাগানোর বোতাম। 'চুলির বোতাম ৮ আটটা।' মের্স, ১৭৬২।

চুলি [স চুড়া] বি উনান। 'নাই চাল নাই চুলি ধুলির পর্বতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চুলাচালা বি চুলা ও চালা। 'চুলাচালা সব ফেলেছে সে ডেঙে।' জীবন, ১৯২৭।

চুলো [স চুড়া] বি চুলা। 'রোগাপেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চুলো।' ওগু, ১৮৫৮।

চুলামুখী [স চুড়া>] বি গাদিবিশেষ। 'লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগী, চুলামুখী।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চুলাতে যাওয়া ক্রি গোয়ায় যাওয়া। 'এখন কাজকর্ম চুলাতে যাক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চুলোয় যাওয়া ১ ক্রি মরা। 'রোগাপেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চুলো।' ওগু, ১৮৫৮। ২ ক্রি গোয়ায় যাওয়া। 'জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

চুলাচুলি [স চুড়া>] বি পরস্পর চুল টানটান করে যে মারামারি। 'শেষটা হাভাহাতি চুলাচুলিই বা হয়, কিন্তু তাহাতে আমাকে পারা ভার।' মৈশেপ, ১৮৫৭।

চুলি, চুলী [স] বি উনান; চুলা। 'নিয়তির চুলী কে এড়ায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

চুলি-শাশান [স] বি শাশানের চুলি। 'আগো ভাগীরথী-কুলে-কুলে চুলি শাশান।' নজরুল, ১৯৩০।

চুলা [সি] চুহ> ক্রি শোষণ করা। 'অরসজ্জ কাক চুহে জ্ঞান-নিমফলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চুহি, চুহী [স চুহ>] বিপ্ণ চুহে খেতে হয় এমন। 'চুহী ক্রটি রামরোট মুণের সাহুলী। ভারত, ১৭৬০।

চুহিকাটি [স চুহ>+স কাঠিকা] বি কাঠের তৈরি খেলনাবিশেষ। 'সোলা, চুহিকাটি, বিনুকবাটি, মাথের কোল ...' বিজুটি, ১৯৩১।

চুহিকাটি [স চুহ>+স কাঠিকা] বি কাঠের তৈরি খেলনাবিশেষ। 'মাতনচাপের হাড়তুলা হয়েছিল হাতির দাঁতের চুহিকাটি।' অবন, ১৯৪১।

চুহী ক্রটি [স চুহ>+হি রোটি] বি পিঠাবিশেষ। 'চুহী ক্রটি রামরোট মুণের সাহুলী।' ভারত, ১৭৬০।

চুশা [স চুহ>] ক্রি মুখ দিয়ে চুহে খাওয়া। 'যত চুশী তত খুশী হাড়ে হাড়ে রস।' ওগু, ১৮৫৮।

চুহান বি চৌহান; যোদ্ধা সম্প্রদায়ের লোক। 'বাইশ বন্দুকী সঙ্গে বিংশতি চুহান।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চুড় [স] ১ বি মুকুট। 'চুড়খড়া পরিলে হইলে কুড়হুলী।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি শীর্ষদেশ। 'একটি কথার বিধাধরখর চুড়ে ভর করেছিল নাভটি অমরাবতী।' সৃষ্টি, ১৯৩১।

চুড়া [স] ১ বি মুকুট। 'মঘর পুছে বাকিআ চুড়া।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বোঁপা। 'মস্তিকা-চম্পক-দামে চুড়ার টালনী বামে।' দ্বিজী, ১৬০০। ৩ বি শীর্ষদেশ। 'হিরা নিলা মরকতে নির্মালি চুড়া।' মুহুন্দ, ১৬০০। ৪ বি মুকুট। 'অর্বেক মাথায় কালা একজাগ চুড়া টালা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৫ বি মিনারা। 'মশিরের আকার চুড়া তাহার নাম বৃন্দাবন।' রামরাম, ১৮০১। ৬ বি চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত। 'ফলের পিতৃবা বৃদ্ধা শালা রসিকের চুড়া।' ওগু, ১৮৫৮। ৭ বি নেতা। 'সেই রাজপুত্র জাতির চুড়া রাজা মানসিংহ।' বঙ্কিম, ১৮৬৮। ৮ বি শূন্য। 'পর্বতের চুড়া ভাঙ্গিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৯ বি কর্কট। 'ভাঙবে

চূড়াওয়ালা

তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

চূড়াওয়ালা [স চূড়া+ই ওয়ালা] **বিণ** চূড়া আছে এমন। 'মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চূড়াঙ্করণ [স] **বি** হিন্দুসমাজের বিশেষ সম্প্রদায়ের পালনীয় মতকমুন্ডানি আচারবিশেষ। 'কর্ণবেধ করাইলা শ্রীচূড়াঙ্করণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

চূড়াপদবাচ্য [স] **বিণ** শীর্ষস্থানীয়। 'সভাতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক গ্রন্থীত হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চূড়া বাঁধা **ক্রি** মাথার চুলে ঝুটি করা। 'দে মা চূড়া বেঁধে দে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

চূড়ামণি [স] ১ **বি** শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'পাণ্ডব বংশের চূড়ামণি।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ **বি** শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। 'ভালো ওলো ধনি, যদি চূড়ামণি/যতনে বসনে ঢেকেছ ঢাক।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ৩ **বি** সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০। ৪ **বিণ** প্রবর। 'যিনি মতিভাসনের উপদেশক, তিনি ধার্মিক চূড়ামণি।' প্যারী, ১৮৫৮। ৫ **বিণ** সর্বশ্রেষ্ঠ। 'সমুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু।' মাইকেল, ১৮৬১। ৬ **বি** নেতা। 'যাহারা সমাজের চূড়ামণি তাহাদের মধ্যে এমন কত শত মহাপুরুষ আছেন।' সুলত, ১৮৭৩।

চূড়াশূন্য [স] **বিণ** শিখরহীন। 'চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন বীর হুয়ে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

চূড়াশযলিত [স] **বি** চূড়াবিশিষ্ট। 'গগনস্পর্শী চূড়াশযলিত মনোমুগ্ধকর অটালিকাশ্রেণী।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

চূড়ান্ত [স] ১ **বিণ** একশেষ। 'যদি আর আর বিন্যাসেও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ **বি** সমাধান। 'এ ফেরেবাকিস্ত একটা চূড়ান্ত কাজ উচিত।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৩ **বিণ** সর্বশেষ। 'ইহুদী পরে আর কোথায় যাইবে? ইহাই চূড়ান্ত সীমা।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৪ **বি** চরম উৎসর্গ। 'হিন্দু কালেজে পড়িলে ইন্দুরজীর চূড়ান্ত ইহুদীক।' বিদ্যা, ১৮৯১। ৫ **বিণ** চরম। 'যাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি এয়াগ করত তবো রূপ-রূপে টিকে থাকতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৬ **বিণ** তর্কাতীত। 'প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে কথা চূড়ান্ত হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৭ **বি** সর্বশেষ কথা। 'ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৮ **বিণ** সর্বশেষ। 'ব্রিটিশ গণ্ডর্বয়েন্ট গ্রুপ গঠন সম্বন্ধে তাঁদের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ঘোষণা করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৬।

চূড়ান্তভাবে [স] **ক্রিণ** একেবারে। 'নিজের বিধায়ন্ত জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্তভাবে সমর্পণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চূড়ান্তসত্য [স] **বি** চরম সত্য। 'শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চূড়ামণি [স] **বিণ** সর্বশ্রেষ্ঠ। 'সকল সর্বজ্ঞ চূড়ামণি বিষ্ণুস্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০

চূড়াশি [স চূড়া+] **বি** শীর্ষদেশ। 'জালের জানালা খোলা, গগনে তাকা/চিপচিপি পাহাড় চূড়াশি।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

চুড়ি **বি** চুড়ি। 'হাতে দুগাছি গাঙ্গার চুড়ি।' শরৎ, ১৯১৭।

চূড়ো [স চূড়া+] **বি** শীর্ষদেশ। 'বোম্বাইয়ের রাজাবাই টাওয়ারের উঁচু চূড়োটা।' বিভূতি, ১৯৩৭।

চূশ [স চূর্ণ] **বি** চূন। 'একপালে কালি আর গালে চূশ দিল।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

চুনকাম করা **বিণ** লোকদেখানো। 'বাইরের চুনকাম করা মিলের

কোন মূল্য নাই।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

চূশকার [স চূর্ণ+স কার] **বি** চূন ও কার। 'চূশকার ছালাছালা ফেলে সেই জ্বলে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

চূত [স] **বি** আম। 'চূত মুকুল কুল সজলদলিকুল গুন গুন রঞ্জন গানে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

চূতকষায়কণ্ঠ [স] **বিণ** কণ্ঠে আমার কষ লেগে আছে এমন। 'কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহকাকলি?' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

চূতবৃক্ষ [স] **বি** আমগাছ। 'পল্লবাবলি-ধারা চূতবৃক্ষ যে সংকেত করে তাহা সাময়িকের সম্পূর্ণ অনূপক নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চূত-রেণু [স] **বি** আমার মুকুলের রেণু। 'হাওয়া তারে মাতায়েছে চূত-রেণু-মাথা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

চূতলতা [স] **বি** আমগাছ। 'মুকুলিত চূতলতা কোরক জ্বলে।' আলাওল, ১৬৮০।

চূনা [স চূর্ণ] **বি** চূন। 'ইট, চূনা, সুড়কী, বালি, লোহার একটা বিরাট বিরাট স্থাপ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চুনি চুনি [স চূর্ণ+] **ক্রিণ** চূর্ণ-বিচূর্ণ। 'চুনি চুনি ওএ কাঁচুচ ফাটল।' বিদ্যাশক্তি, ১৪৬০।

চুমকী দ্র **চুমকি**

চূর [স চূর্ণ] ১ **বিণ** ভুল্ল। 'ঢাবস হইল দূর টোল রশ হৈল চূর।' বাহরাম, ১৬৪৩। ২ **বিণ** চূর্ণ। 'নতুবা বামিলে মাঝ রথ এই চূর।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ **বিণ** বর্ষ। 'ভাঙ্গা গেল যত ভূর চাতুরী হইল চূর ...।' ভারত, ১৭৬০। ৪ **বিণ** বিকল। 'দেহ যে ধরেছে হেথা দূরখে সম্মুখে সেই হবে চূর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

চূর্ণ [স] ১ **বিণ** নিম্নস্থ। 'চূর্ণ কর্তে মায়া তার অশেষ বিশেষে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ **বিণ** খও খও। 'চরণ প্রহারে তার চূর্ণ কৈল রথ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ **বিণ** ভঙ্গ। 'সে দর্প চূর্ণ হ'ল।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৪ **বি** চূন। 'এই শ্বেতচূর্ণের প্রতি তাহার সতর্কতা।' শরৎ, ১৯১৭।

চূর্ণকর [স] **বি** গুঁড়া করা। 'তিসিজাত হাট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

চূর্ণ করা **ক্রি** গুঁড়া করা। 'পারি আমি উপাড়িতে তরুণর, পাখান চূর্ণিতে।' মাইকেল, ১৮৬০।

চূর্ণকুস্তল [স] **বি** কপালের উপর এসে-পড়া চুলের গুচ্ছ। 'বেদবিজড়িত চূর্ণকুস্তলের শোভা।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

চূর্ণপাত [স] **বিণ** টুকরা টুকরা। 'চূর্ণপাত হই পুনি ভাগিয়া পড়িত।' সুলতান, ১৭০০।

চূর্ণপ্রায় [স] **বিণ** প্রায় বিধ্বস্ত। 'ইংরাজ তখন হিটলারের আঘাতে চূর্ণপ্রায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

চূর্ণবত [স চূর্ণ+ব] **বিণ** গুঁড়া হয়েছে এমন। 'ধ্বজ ছত্র সারথি করিল চূর্ণবত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চূর্ণবিচূর্ণ [স] ১ **বিণ** ভেঙে টুকরা টুকরা হয়েছে এমন। 'অটল অচলের পাত্রও চূর্ণবিচূর্ণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ **বি** সম্পূর্ণ ধ্বংস। 'কলমের খোঁচায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা কখনই সম্ভব নয়।' বেগম, ১৯৪৮। ৩ **ক্রিণ** খও-খও। 'পাক্তানাকে অচল করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করার যে যড়যন্ত্রের আয়োজন।' আজাদ, ১৯৪৯।

চূর্ণশিশি [স] **বি** আলোকগুচ্ছ। 'দুটি বহু নেত্র হতে কাঁপিত আলোক নির্মল-নির্মল-প্রোতে চূর্ণশিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চূর্ণা [সি চূর্ণ>] ক্রি চূর্ণকার করা। 'চূর্ণিবে সে লোকালয়, উজ্জ্বল করিবে দেশ গ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চূর্ণায়মানা [সি বিণ ক্রি বিনষ্ট]। 'আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়াছেন তাহাও চঞ্চলচিত্তে চূর্ণায়মানা করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

চূর্ণিত [সি ১ বিণ বিনষ্ট]। 'নিজে চূর্ণিত হইয়া।' আহমদী, ১৮৮৮।

২ বিণ ভঙা। 'নিজে চূর্ণিত হইয়া চিনি, লবণ পরিষ্কার করিয়া তোমারই খাদ্যের সুবিধা করিতেছে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

চূর্ণীকরণ [সি বি ভেঙে ফেলার কাজ]। 'দেবমূর্তি চূর্ণীকরণ প্রভৃতি ইহাদের নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে।' সোমকলাশ, ১৮৭৩।

চূর্ণীকৃত [সি বিণ বিধ্বস্ত]। 'ভাঁহার মানস শিখোরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

চূর্ণি [সি চূর্ণ>] বি চুনি; পদরাগ মণি। 'লালে লাল করে কুন্তসাগর রক্ত-প্রবাল চূর্ণি স্নেহ।' নজরুল, ১৯২৮।

চূষ্য [সি চূষ>] বি চুষে খাওয়া হয় যা। 'চূক চূক চূক চূষা চুষিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

চেতন [সি চেতনা] বি চেতনা। 'চেতন গণ বেতন ভর নিদ গেল।' চর্যা ৩৬, ১২০০।

চেইন [সি বি শিকল]। 'চেইনপেড়ে ই চেইন+স পারা বিণ শিকলসদৃশ পাড়বিশিষ্ট। 'রাজা পেড়ে, চেইনপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

চেউটি [সি চর্মচটিকা] বি চামচিক। 'হস্তী না পার্য দিশে, তথা চেউটি এসে বেওরা করে।' লালন, ১৮৯০।

চেংড়া [সি চঙ্গ] বি দুই তরুণ। 'জন কয়েক চেংড়া ... চিৎকার করিতে করিতে আসিল।' প্যারী, ১৮৫৮; 'চেংড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার কুল কুয়ারা জানালে।' লালন, ১৮৯০।

চৌচটে [সি চিৎকার] বি বহুজনের একসঙ্গে চিৎকার। 'তখন শূর্য্যমারি, কাটাকাটি, চৌচটে ... ভারি হুলস্থল পড়িয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

চৌচাড়ি [সি চঙ্গা] বি বাঁশের পাতলা ফালি। 'চৌচাড়ি দিয়ে তার ঝুঁটে দেওয়া হাতের গোবর চেঁছে ...' নজরুল, ১৯৩০।

চৌচানি, চৌচানী [সি চিৎকার] বি চিৎকার; চৌচামেচি। 'ভাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চৌচানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'চৌচানীর পালাটা আমাদের উপরেই রইল।' নব্রত, ১৯৫৩।

চৌচানো, চৌচান [সি চিৎকার] ক্রি চিৎকার করা। 'চৌচানো।' মনোএল, ১৯৪৩; 'চৌচান।' ওগা, ১৯৫৫; 'বৎসকে বাহির করিয়া চৌচাইয়া কহিতে লাগিল।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮৫৫।

চৌচিয়ে উঠা ক্রি চিৎকার দিয়ে ওঠা। 'বাবু মজলিস থেকে তড়াক করে লাগিয়ে উঠে বারেআয় গিয়ে ... চৌচিয়ে উঠলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

চৌচামেচি [সি চিৎকার] বি অব্যাহত চিৎকার। 'খুব চৌচামেচি গোলমালও করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

চৌচে-পুঁছে, চৌছেপুঁছে [সি ভঙ্ক>] ক্রিবিণ একটুও অবশিষ্ট না রেখে। 'স্বল্প লোকে হাড়ি চৌচে-পুঁছে খেত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চেক' [সি বি ব্যাংক থেকে টাকা তোলায় একপ্রকার আদেশপত্র। 'ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চেকপাড় [সি চেক+স পড়া] বি ব্যাংক জমা টাকা তোলায়

আদেশপত্র। 'প্রাতিয়েকজ চুক্তিপ্রদ আর চেকপাড় দুয়ের বিনিময়েই দুখানা হ্যান্ডনোট লিখে দ্যান।' শিবরাম, ১৯৫০।

চেকবই [সি চেক+বই] বি ব্যাংক থেকে টাকা তোলায় আদেশপত্রের বই। 'অন্য পক্ষে শুকনাক চেকবইখানি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চেক' [সি ১ বিণ চারকোনা আকৃতির নকশা অঙ্কিত]। 'একজন লা-চেক রূপায়ণ গায়ে।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বি যাচাই। 'হামার অফিসর লোগ খাতাপত্র চেক করবে।' মনসুর, ১৯৪৫।

চেক-আপ [সি বি রোগ-নির্ণায়ক পরীক্ষা। 'আপনাদের মেডিক্যাল চেক-আপ হবে।' শিবরাম, ১৯৭০।

চেককাটা [সি চেক+কাটা] বিণ চারকোনা আকৃতির নকশাবিশিষ্ট। 'চেককাটা কখনো।' জীবন, ১৯৪৮।

চেকন-চোকন [সি চিকিৎসা] বিণ মিথি; সন্ধ্যা। 'ফাঁপগুলি তার কাঠের মত, চেকন-চোকন আঁশ।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

চেকনাই [সি চিকিৎসা] ১ বি চাকচিক্য। 'হারাম-বাঁধা পরসা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা।' নজরুল, ১৯৩০। ২ বিণ মসৃণ। 'শোয়ালের চেকনাই কান।' জীবন, ১৯৪০।

চেকনাইওয়াল [সি চিকিৎসা]+ই ওয়াল] বিণ হুইপুট। '... হায় হায় রে আমার চেকনাইওয়াল খাসিটারে।' কায়রাম, ১৯৬২।

চেকার [সি বি টিকিট চেক করে যে। 'রেল-লাইনের টিকিট চেকার।' বিষ্ণু, ১৯৩৮।

চেকস' [সি চঙ্গ>] বিণ বাচাল। 'কি বলে ডেপরা বড় যে চেকস।' ভারত, ১৭৬০।

চেকস' [সি চঙ্গ>] বি অল্পবয়সী পুরুষ; বিদ্যা, ১৮৯১।

চেক [সি চঙ্গ] বি চ্যাং মাছ। 'হোট হোট চেক মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।' বিজয়, ১৬৫০।

চেকমুড়ী বিণ চ্যাং মাছের মতো মাথা যার। 'নিরন্তর বলে মোরে কানী চেকমুড়ী।' কেতকা, ১৬৫০।

চেকড়া হৌড়া [সি চঙ্গ>] বি অল্পবয়সী পুরুষ। 'কতকগুলো চেকড়া হৌড়া শুনিয়া বলিল ...' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

চেকস' [সি চঙ্গ>] বি বাঁশ বেত প্রভৃতি দিয়ে তৈরি বুদ্ধিবিশেষ। 'মাথায় চেকস'ী করিয়া উইলসনের দোকান হইতে ...' রাজ, ১৮৭৪।

চেকা হুওয়া [সি ভঙ্ক>] ক্রি আরোগ্য লাভ করা। 'চেকা হইতে।' মনোএল, ১৯৪৩।

চেক্সি বিণ মধ্য এশিয়ার মধ্যযুগীয় অভিবাসনকারী চেক্সি খানের মতো নির্মম ও নৃশংস। 'আমি বেদুইন, আমি চেক্সি।' নজরুল, ১৯২২।

চেক্স [সি বাঙ্ক>] ক্রি চেয়ে। 'নয়ান জুড়ায় চেক্স।' চট্টী, ১৫৫০।

চেক্স বি তেঁতুল গাছ। 'চেক্স বহু বাঁস কাটিল মাশারি।' মুহুদ, ১৬০০।

চেক্স [সি বি শাস্ত্রের উন্নতির আশায় বায়ু-পরিবর্তন। 'চেক্সের দরকার, বাঁচি সুত করবে।' জীবন, ১৯৩১।

চোট [সি বি ভুতা। 'কুমারে ধরিয়া আনে চোট।' মুহুদ, ১৬০০।

চোটক [সি ১ বি ভাঁটিয়া। 'কখন নাটক কখন চোটক।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি চাটুকার। 'ভাঁহারা ... দশজন চোটক ও যোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঙ্গা চরস খান।' ভবানী, ১৮২৮।

চোটাই [সি কট>] বি চাটাই। 'তালপাতার চোটাই পাতিয়া বসিলাম।'

বিভূতি, ১৯৩৮।

চোটাল বিপ চণ্ডা। 'লোহিতসাপর বেশি চোটাল নয়, বিশেষ এডেন হইতে ছাড়িয়া কতক দূর অতি অল্প প্রশস্ত।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

চোটাস [স] বি অহঙ্কার। 'কিসের চোটাস কর কার ধন বাই।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চোটী [স চোটী] বি চাকরানি। 'সামু বিদ্যামানে আইল পাটরানির চোটী' মুকুন্দ, ১৬০০।

চোট্টেপুছে ক্রিবিপ একটুও অবশিষ্ট না রেখে। 'পয়সার মাল চোট্টেপুছে খাবে' মনোজ, ১৯৬১।

চোট্টেপুটে ক্রিবিপ একটুও অবশিষ্ট না রেখে। 'জিউ দিয়ে খোরটাকে চোট্টেপুটে খায়।' কায়াসার, ১৯৬২।

চোটো [স চোটিকা] বি দাসী। 'চোটো হয়ে চাকরিতে আছ লক্ষ্মা খেয়ে।' ভবানী, ১৮২৫।

চোটো বি তাল। 'হাতের চোটো উপড় করে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

চোটী বি মানব সম্প্রদায়বিশেষ। 'সিাপুরেই পেনাভি, চোটী, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহাদি, মেডো ...' জীবন, ১৯৩৩।

চোট্টে নেট্টে বি অল্পবয়সী বধু। 'চোট্টে নেট্টে যায় জলে তারে তুমি ধর চুলে।' চট্ট, ১৫৫০।

চোট্টা [স চীথ] ক্রি বিদীর্ণ করা। 'চিড়িয়া ক্রি চিরে।' 'এক নখে চিড়িয়া করে দুই বান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চোট্টি [স চোটী] বি দাসী। 'লহনার বাক্যে চলে চোট্টি দুল্লা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চোটী [স চোটী] বি নারী গ্রহণী। 'সঙ্গে লঞা দাসী চোটী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কল্যাণী মাগিকী ঘারে হাসে দুই চোটী।' রূপরাম, ১৭৫০।

চেং [স চেতনা] বি রাগ। 'আমি কি করছি তোমার যে চেং দেহাখিয়ার?' আলাউদ্দিন, ১৯৭৩।

চেতন [স] ১ বিপ জ্ঞাত। 'পূর্বব জ্ঞানমিতি আশ্মে করায়িত চেতন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ চতুর। 'চেতন পাণ্ডু চিন্তাঞে আকুল হরশে সবে সোহাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি হঁশ। 'মুর্খিতা হৈয়া রামা হবিশা চেতন।' মালাধর, ১৫০০। ৪ বিপ জীবন আছে এমন। 'সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্ত' বিদ্যাপতি, ১৮৫১। ৫ বিপ অনুভূতিসম্পন্ন। 'চেতন এবং অচেতন পদার্থ সৃজন করিয়াছেন।' জ্ঞানানুশাসন, ১৮৫২। ৬ বিপ সচেতন। 'গবর্মেন্টকে চেতন করাইতে তাহার পক্ষিম করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৭ বি অনুভূতি। 'আসিব যখন জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৮ বি চেতনা। 'অনন্তর জড়বিশ্বে জেগে থাকে মানুষী চেতন।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

চেতন-অচেতন [স] বিপ জ্ঞাত অথবা সূত। 'তোমার তো চেতন-অচেতন পার্থক্যজ্ঞান নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চেতনগুরু [স] বি আত্মা। 'চেতনগুরুর সঙ্গে কর ভগ্যাংশ শিক্ষা।' লালন, ১৮৯০।

চেতনপুস [স] বি হৃদয়। 'চেতনপুসে ফুলের চারার ধরলা নতুন কলি।' শ্যামসুর, ১৯৬৬।

চেতন-বন [স] বি চেতনারূপ বন। 'বেথায় অন্ধকার ঘনিষে আছে চেতন-বনের ছায়াতলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চেতনমন [স] বি সচেতন মন। 'চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন চাপ দিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চেতন মানা ক্রি চেতনা জ্ঞাত হওয়া। 'যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চেতন-লোক [স] বি সচেতনতা। 'ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে যে উঠে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চেতনহারা [স] বিপ অচেতন। 'চেট্টাহারা চেতনহারা কেবল তন্দ্রাভরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

চেতনানন্দ [স চেতন-আনন্দ] বি চেতনার আনন্দ। 'আমার বন্ধু চেতনানন্দ হয়ে কাদ চুপে চুপে।' নল্লরঙ্গ, ১৯৪১।

চেতনা [স] ১ বিপ সচেতন। 'কুমার চেতনা দেখি হরিস উসাবতি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি জীবন। 'মন্মথের পুতলিকার মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা সমুদয় গড়িতে পারে ... কিন্তু চেতনা দিতে পারে না।' বিদ্যাপতি, ১৮৫১। ৩ বি উপলব্ধি। 'বেদনা আরো বেদনা দাও মোরে আরো চেতনা।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বি অনুভূতি। 'অকর্ণরাজা চেতনা জাগে চিতে। রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ বি চেতন্যজ্যোতি। 'আমারই চেতনায় পান্না হল সবুজ চুনি উঠল রাজা হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৬ বি চিন্তা। 'নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

চেতনাচেতন [স] বি চেতনা ও চেতনাহীনতা। 'জগতের চেতনাচেতনের গুঢ়াদপি গুঢ় তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চেতনোচ্ছন্ন [স] বিপ চিন্তায় আচ্ছন্ন। 'নাভার চেতনোচ্ছন্ন মনও পুর কথায় অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

চেতনাগঞ্জ [স] বি বস্তুরগঞ্জ। 'চেতনাগঞ্জে তার বাসস্থান বটে কিন্তু এক অদৃশ্য অচেনা লোকেরই সে বাসিন্দা।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

চেতনাদীপ্ত [স] বিপ জাগরিত। 'নারী সমাজকে নতুন করে চেতনাদীপ্ত করে তোলে।' বেগম, ১৯৬৬।

চেতনার্থী [স] বিপ চেতনাসম্পন্ন। 'চেতনার্থী সত্তা এবং উপাদানসম্পন্ন প্রকৃতির সঙ্গে রূপ এবং অর্থের জ্ঞান।' শিব, ১৯৫০।

চেতনাধারা [স] বি চিন্তার প্রবাহ। 'চমকি কম্পিছে চেতনাধারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চেতনানন্দ ক্রি চেতন

চেতনাশ্রাণ [স] বিপ হঁশ ফিরেছে এমন। 'আমি যখন পুনর্বার চেতনাশ্রাণ হইলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

চেতনাবান [স] বিপ চেতনাময়। 'আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চেতনাবোধ [স] বি সজ্ঞান উপলব্ধি। 'রাজনৈতিক চেতনাবোধ জন্মত করার জন্য।' বেগম, ১৯৪৯।

চেতনাময় [স] বিপ চেতনাময়। 'আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

চেতনা মানা ক্রি চেতন্য হওয়া। 'যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে সৃষ্টি আমার চেতনা না মানে/ বহুবেদনে জাগায়ো আমারে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

চেতনামুগ্ধ [স] বিপ জ্ঞানসম্পন্ন। 'মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা ও রাজনৈতিক চেতনামুগ্ধ নারী যদি অধীর হয়ে পড়েন ...' বেগম, ১৯৪৯।

চেতনাশব্দ [স] বিণ অনুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত। 'চেতনাশব্দ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।' নজরুল, ১৯২৩।

চেতনাসমূহ্য [স] বিণ চেতন। 'চেতনাসমূহ্য শয্যাধরা, প্রায় মরা রোগীর মুখে ...'। মশাররফ, ১৮৮৯।

চেতনাসম্ভার [স] বি চেতনা জন্মতরুণ। 'জড় উপাদানের মধ্যে যেন এক অশূণ্য নিয়মে চেতনা সম্ভার ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'তখন চেতনাসম্ভারের জন্য অহমিকাবাণীর দরকার হয়ে পড়ে।' মোতাহের, ১৯৫০।

চেতনাসমৃদ্ধ [স] বিণ চৈতন্যময়। 'ভাঁর লোকান্তর চেতনাসমৃদ্ধ হৃদয় থেকে গভীর ধ্যান ও জ্ঞানের কথা'। হাই, ১৯৫৪।

চেতনাসম্পন্ন [স] বিণ চৈতন্যময়। 'মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারী আপদের।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চেতনাসিদ্ধ [স] বি চেতনারূপ সমুদ্র। 'চেতনাসিদ্ধির ক্ষুদ্র তরঙ্গের মৃদঙ্গসর্জনে নটরাজ করে নৃত্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চেতনাসূর্য [স] বি চৈতন্যরূপ সূর্য। 'এদেশে প্রতীচা-চেতনাসূর্যের উদয় ঘটে রামমোহনের মাধ্যমেই।' রমেন, ১৯৭০।

চেতনাহীন [স] বিণ বোধশক্তিহীন। 'চেতনাহীন ছায়ামাত্রাসার আমারো নামটা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

চেতনাহীনতা [স] বি সংজ্ঞাহীনতা। 'সে চেতনাহীনতা থেকে ক্ষীণভাবে তার মনে একটি প্রশ্ন জাগে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

চেতন্য [স] চেতনা। বি চিহ্ন। 'চেতন্যের গোড়া।' মনোএল, ১৭৪৩।

চেতয়িতা [স] বি, বিণ চেতনা সম্ভারকারী। '... সমস্ত চেতনার চেতয়িতা, তাঁহাকে সেই নিত্যরূপে, সেই চেতয়িতারূপেই পাইবো চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চেতা, চেতানো [স] চেতন। ১ ক্রি স্বংসর করা। 'ন চেতন্য-চকুর ন চেতএ চীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি উত্তলা করা। 'এ সখী চেতাওসি মোহে।' বাহরায়, ১৬৫০। ৩ ক্রি জাগা। 'সখী বোলে চেতন চেতহ মন মাঝ।' আলাওল, ১৬৮০। ৪ ক্রি জন্মত করা। 'পুনর্বীর আসিয়া চেতাইল সেই জনে।' সুলতান, ১৭০০। ৫ ক্রি রাগানো। 'তব্বিয়ে আমারদিগকে বিলক্ষণ চেতাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ৬ ক্রি চেতনা দান করা। 'অমৃত-আসারে চেতাইবি মৃত-চরত।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৭ ক্রি উচ্চ নেওয়া। 'নৃতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৮ ক্রি উত্তেজিত করা। 'দুঃস্বপ্নে অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

চেতাবনী [স] বি সতর্কবাণী। 'চোড়া ফুঁকে নানারূপ চেতাবনী দেওয়া হয়।' হাসান, ১৯৬৭।

চেন [হি] ১ বি শিকল। 'মস্ত চেন বুলচে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি গলার অলংকারবিশেষ। 'তাঁহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বি আবরণী আটকানোর জন্য ছোটো দাঁতওয়ালা ধাতব চেন। 'প্যাণ্টের চেন টানতে টানতে জাফর ফিরে আসে।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

চেন-ছাড়া [হি] চেন+ছাড়া। বিণ বন্ধন থেকে মুক্ত। 'কেউ বেরয় চেন-ছাড়া পাখির মত তিড়িং তিড়িং করে।' মুজতবা, ১৯৫৮।

চেন-স্ফোকার [হি] বি বিরতিহীনভাবে ধূমপান করে যে। 'সন্ধ্যা সাঁতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-স্ফোকারদের মত এ্যাট্টখানি

...।' মুজতবা, ১৯৬৬।

চেনা [স] চিহ্ন। বি জানাশোনা। 'চেনা পরিচয় নাহি করে কাটাকাটি।' গলীব, ১৭৫০।

চেনাচিনি, চেনাচেনি [স] চিহ্ন। বি পরস্পরকে জানা বা চেনা। 'ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'চোখে চোখে আঁজ চেনাচেনি।' নজরুল, ১৯২৮।

চেনা-চেনা বিণ কিছুটা পরিচিত। 'মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা-মত্না মনে হয় থেকে থেকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'তাকে যেন চেনা-চেনা বলে মনে হল।' মুজতবা, ১৯৪৯।

চেনাছানা বিণ পরিচিত। 'চেনাছানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

চেনা বায়ুনের পৈতের দরকার হয় না - সুপরিচিত লোকের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 'চেনা বায়ুনের পৈতের দরকার হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চেনাতনো বিণ পরিচিত। 'চেনাতনো জিনিসে পণ্ডিতের মনস্তাট্টি হয় না।' প্রমথ, ১৯১৬।

চেনাশোনা [চেনা+শোনা] ১ বি আশা-পরিচয়। 'ক্ষীণালোকে বৃথি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনাশোনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি মেশামেশি। 'সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ বি পরিচিত জগৎ। 'চেনা শোনার কোন বাইরে যেখানে পথ সুগম নাইরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

চেনাঘাঁটা বি পরিচিত জনের চলাফেরা। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই গেটের কাছে চেনাঘাঁটার শব্দ।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৬।

চেনা [স] চিহ্ন। ১ ক্রি জেনে নেওয়া। 'আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ ক্রি উল্লঙ্ঘি করা। 'চিনতেম যদি চরণ-জোড়া কপাল হতো কি এমন গোড়া?' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। চেনহ [স] চিহ্ন। ক্রি জ্ঞানো। 'হালাল হারাম মাঝা চেনহ যতনে।' গলীব, ১৭৬৫।

চেনার বি গাছবিশেষ। 'সারা কাশীর সুদৃশ্য চেনার বৃক্ষে ছাইয়া ফেলিয়াছে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

চেনেটা [স] চিপটি। বিণ চাপে খেবড়া হয়েছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১; 'নবেন্দু ... চাপিয়া চেনেটা করিয়া বেলিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

চেনেচুপে [স] চাপ। ১ ক্রিবিণ গোপন করে। 'ডুবে দেখ দেখি মন ভবকূপে/ আর কত দিন রাখবা চেনেচুপে।' লালন, ১৮৯০। ২ ক্রিবিণ জোরাজুরি করে। 'আমরা চাঁচজনের পড়ে চেনেচুপে কোনো গতিকও গর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৩ ক্রিবিণ গাদাগাদি করে। 'কী জানি কোন দোষে তেলোঁহলে চেনেচুপে মারে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ ক্রিবিণ তছিন্ন। 'বালিশ একটু চেনে-চুপে ঠিক করে গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চেন্টি [স] চিপটি। বিণ চাপে খেবড়া হয়েছে এমন। 'তাঁহাদের চম্চু কোমল ও চেন্টি।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

চেন্টিয়া [স] চিপটি। বিণ চাপটা। 'চেন্টিয়া করিতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

চেনা [স] চেতন। ক্রি বুঝতে পারা। 'স্বপ্নরাপের ন চেনই দারিক সম্ভাবনাস্তর মাণী।' চর্চা ৩৪, ১২০০।

চেবেল্লা [আ সাফাহ?] বিণ দুর্বিনীত। 'দুটি বন্ধুতেই এত বেশি বেয়াদব আর চেবেল্লা হয়ে পড়েছিল ...' নজরুল, ১৯২৭।

চেম্পিয়ন [হি প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভকারী। 'গেল বছরই এ অঞ্চলের চেম্পিয়ন হয়েছে।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

চেম্বার, চেম্বার [হি ১ বি আইনজীবীদের দপ্তর। 'সদূর শহরে হোখা চেম্বারে চেম্বারে হাসিল এছাড়া যত জঞ্জ'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি কক্ষ। 'একতলায় মাটির নীচে ব্রিক চেম্বার'। শ্যামল, ১৯৬৭।

চেম্বার অফ কমার্স, চেম্বার অব কমার্স [হি বি ব্যবসায়ীদের সংগঠনবিশেষ। 'চেম্বার অফ কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৭; 'নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেম্বার অফ কমার্স রাজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'চেম্বার অব কমার্স নামক খেতান্দ ব্যবসায়ী সমাজের প্রেসিডেন্ট।' সপ্তপাণ্ড, ১৯৩৯।

চেয়েন [স চেয়েন বি চেতন; হুঁশ। 'আমার বাচ্চকে না মেয়ে দেখি তোমার চেয়েন হবে না।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

চেয়াড় [স চম্বা বি তীক্ষ্ণধার বাশের ছাল। 'দোয়াড়ি চেয়াড় বাণ তরয়ার বরসান ভুখি ডাফুস চক্রবান।' মুহুন্দ, ১৬০০।

চেয়াড়ি বি শলাকা। 'সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ফুরুর মাঝে টিপ পরছেন।' অবন, ১৮৯৬।

চেয়ার [হি বি চার পা-ওয়ালা ও পেছনে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা-সংবলিত আসনবিশেষ। 'সকলি ইংরেজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস।' হুতোম, ১৮৬১।

চেয়ারম্যান [হি বি প্রধান কর্মকর্তা। 'লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান।' জীবন, ১৯৩২।

চেয়ারম্যানশিপ [হি বি সভাপতিত্ব। 'খ্রিশ বছর ... চেয়ারম্যানশিপ করে এই তো হল।' জীবন, ১৯৩২।

চেয়ে অব্য হতে; থেকে। 'কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চেয়েচিহ্নে দ্র চাওয়া

চেরা [স চীর্ণা ক্রি বিদীর্ণ করা। 'ভূমি যদি মন কর পর্বত চিরিতে পার।' মুহুন্দ, ১৬০০।

চেরা-কর্ত [স চীর্ণ-কর্ত] বি ভাঙা গল। 'প্রায় আসন্ন-মৃত্যু রোগীর মতো চেরা-কর্ত ইয়াকুব ডাকিল।' শওকত, ১৯৫৮।

চেরাগ [হা চিরাপ] ১ বি প্রদীপ। 'ঘরের চেরাগ পুত করতে রৌশন।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি আলো। 'দীনের চেরাগ আলেম ফাজলেরা ...।' মনসুর, ১৯৩৫। ৩ বি জ্যোতি। 'সূর্য আঁকা আঁখির চেরাগ চাই না আজ।' বেনজীর, ১৯৪৫।

চেরানো [স চীর্ণা ক্রি ফাঁক করা। 'চেরাইতে।' মাহেন্দ্র, ১৭৪৩।

চেরাপুঞ্জি বি আসামের চেরাপুঞ্জি নামক সর্বধিক বৃষ্টিপাতের স্থান। 'অভিযোজকের বারি ঝরে নিতা চেরাপুঞ্জিতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

চেরি, চেরী [হি ১ বি ফল ও ফুলবিশেষ। 'পথে হল দেবি, ঝরে গেল চেরি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭; 'ও যে চেরীফুল তব বন-বিহারিণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ২ বি লাল রঙের চোটো ফলবিশেষ। 'কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরী।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

চেরিটি [হি চ্যারিটি] বিদ্য দাতব্য। 'চেরিটি বা দাতব্য স্থল।' প্রভাকর, ১৮৩১।

চেরিটেবল [হি চ্যারিটেবল] বিদ্য দাতব্য। 'হিন্দু চেরিটেবল ইনস্টিটিউশন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

চেরু বি এক প্রকার লেবু বা তার গাছ। 'চেরু বিলুপ্ত ফেকুস।' বড়,

১৪৫০।

চেরেক পাণ্ড হওয়া ক্রি (ঘোড়ার বেলায়) পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। 'চেরেক পাণ্ড হইতে।' মাহেন্দ্র, ১৭৪৩।

চেরেচ [হা সিরীশ] বি শিরিশ আঁঠা। 'মাহেন্দ্র, ১৭৪৩।

চেরেট [হি বি দুজন আরোহী যেতে পারে এমন চার চাকার হালকা ঘোড়ার গাড়ি। 'চেরেট গাড়িতে আরোহণ করিয়া ... বাগানে প্রস্থান করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

চেরেটী [হি চ্যারিটি] বিদ্য দাতব্য; বিনাবতেনে পড়ানো হয় এমন। 'চেরেটী স্থল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

চেরো বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নির্খতি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চেল [স তুলু] বি চাল। 'এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চেল [সি] বি ধুতি বা শাড়ি; কাপড়। 'চেলের পুটিল এক আছে ডান হাতে।' ভবানী, ১৮২৫।

চেলাখল [স চেল-অঞ্চল] বি শাড়ির আঁচল। 'বেশুছায়া তোমার চেলাখলে উঠিছে স্পন্দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চেল [স চালা] বি ধরন; চঙ। 'হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চেল [সি] ১ বি শিষ্য। 'রায়চাঁকুরের তথা ছিল এক চেলা।' কুজরাম, ১৯০১। ২ বি অনুসারী। 'চেলো খানেন্দ্রাদ যত কে করে গণন।' ভারত, ১৭৬০।

চেলগিরি [হি চেলা+গি] বি শিষ্যত্ব। 'আমি চেলগিরিতে যেতে কোলে ঘোলের পা দিইছি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চেলোচামুতা [হি চেলা+স চামুতা] বি শিষ্য ও অন্ধ অনুগামী। 'তঁার চেলোচামুতার আমায় লিখতে শেখাবার জন্য সমুৎসুক।' নজরুল, ১৯২৬।

চেলোসমেত [হি চেলা+স সমেতা] ক্রিবিণ শিষ্যসমেত। 'চেলোসমেত তার নামও উহ্য রাখা তারা বুদ্ধিসকত মনে করে থাকবে।' গুলালী, ১৯৬৮।

চেল [সি] বি মাছবিশেষ। 'পোকা খরার চেলো তেচকা এলোনা।' ভারত, ১৭৬০।

চেল [স চীর্ণা] ১ বি শক্ত মাটির চাপ। 'পোয়ালের কুণ্ড সম হনমান তোলে চেলো।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি ফাড়া অংশ। 'কিছু কাঠের চেলো উঠানে পড়িয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৩ বি ফাড়া কাঠ। 'তোমার কণে গড়াতে দিরেছি, মোটা মোটা সুঁদুরী চেলো দিয়ে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চেলোকাঠ [স চীর্ণাকাঠা] বি ছোটো চেলি কাঠ। 'ফুটি ফাটা হল ঘাট চেলোকাঠ যেন মাঠ।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চেলাখল দ্র চেল

চেলানো ক্রি দূরে অপসারণ করা। 'চেলাইতে।' মাহেন্দ্র, ১৭৪৩।

চেলি, চেলী [স চেলিকা] বি রেশমি কাপড়। 'চেলীর শাড়ী।' দর্পণ, ১৮১৯; 'চুমকি জড়িত চারু পীতাম্বরী চেলি।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

চেলি-পরা বিণ চেলি-পরিহিত। 'ওই অবলম্বিতা চেলি-পরা মেটেটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে।' বনমূল, ১৯৩৬।

চেলোচিহ্নি, চেলোচেলি [স চিহ্ন] ১ বি কথার বাড়াবাড়ি। 'তিন দিনের

বর্ষা, তার জন্য বারো মাস চোলাচিল্পি।' মুজতবা, ১৯৪৯। ২ বি চিংকার-চোমেচি। 'চেল্লাচেল্লা না করে তবে দুনিয়ার সামনে তারা মুখ দেখাতে পারে না।' মুজতবা, ১৯৫২।

চেল্লানি [স চিল্পা] বি চিংকার। 'প্রচণ্ড চেল্লানি অস্পষ্ট সাগর গর্জনের মতো মিঠে লাগে।' হাসান, ১৯৬৭।

চেল্লো [হি বি বাদে বাজানোর বড়ো বেহালাবিশেষ। 'বাপ পিয়ানো আর মেজো ছেলে হুবেট চেল্লো ...' মুজতবা, ১৯৫২।

চেট [সি বি চেটা] 'পয়ার লিখতে চেট করি।' হুতোম, ১৮৬১।

চেটবেশ [সি বি অগ্রহ। 'রাষ্ট্রহিতৈষার চেটবেশ যতই বাড়িতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চেটক [সি ১ বিশ সচেট। 'ইংরাজী পড়বার নিমিত্ত বাবুদা স্বয়ং চেটক হইলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি প্রয়াসী। 'আপনি দেশের মঙ্গলাকাকী ধর্ম প্রতিপালনচেটক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৩ বি উদ্যোগ। 'সতীর্ঘ্যত্বাবরণের প্রথম চেটক।' দর্পণ, ১৮৩৪।

চেটড্রয়ার [হি বি দেবাজওয়াদা আলমারিবিশেষ। 'চেটড্রয়ারের একটি দেবাজ বুলিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

চেটনাট [হি বি কার্তবাদ্যম গাছ ও এর ফল। 'মে মাস ছিল টিউলিপ, উইলো ... চেটনাট আর ডেইজীর।' হাই, ১৯৫৮।

চেটনিয়া [স চেটা] বিণ প্রার্থনাকারী। 'মোনোএল, ১৭৪৩।

চেটা [সি বি প্রয়াস। 'এমন চেটা হইল তাহার।' মালধার, ১৫০০।

চেটা-চরিত্তির [স চেটা-চরিত্র] ১ বি তদবির। 'চেটা-চরিত্তির করে এ-সব জিনিস হয় না।' প্রমথ, ১৯১৬। ২ বি উদ্যোগ-আয়োজন। 'আমার কবি না হওয়ার জন্যে যা-কিছু চেটা-চরিত্তির করার প্রয়োজন।' নজরুল, ১৯২২।

চেটা চরিত্র [সি বি তদবির। 'তবু অনেক চেটা চরিত্র ধরাখির ফল ... ঐ-বেডের ব্যবস্থা হয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

চেটাতুর [স চেটা-আতুর] বিণ চেটা করছে এমন। 'একশ্রু বুদ্ধির নিমিত্তেই সত্য চেটাতুর।' দর্পণ, ১৮৩৩।

চেটাত্তর [স চেটা-অত্তর] বি অন্য উপায়। 'ঈশ্বর আছে ইহাই বলিয়া চেটাত্তর পাইতে লাগিল।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

চেটাত্তিত [স চেটা-অতিত] বিণ সচেট। 'একবার সকলে চেটাত্তিত হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

চেটাবেশ [স চেটা-আবেশ] বি উদ্যোগ-আয়োজন। 'রাষ্ট্রহিতৈষার চেটাবেশ যতই বাড়িতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চেটানীল [সি বিণ প্রয়াসী; সচেট। 'ঘাঁহারা চেটানীল তাঁহাদের চেটা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চেটানুশ্য [সি বিণ তৎপরতাহীন। 'চেটানুশ্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

চেটাসাধ্য [সি বিণ চেটা দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব এমন। 'চেটাসাধ্য অধিক পণ্ডন না করিতে পারিলে পণ্ডন পণ্ডন হওন তার হইবেক।' রামরায়, ১৮০২।

চেটাহারা [সি বিণ নিচ্ছেট। 'চেটাহারা চেতনহারা কেবল তদ্রাভের।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

চেষ্টিত [সি ১ বিণ চেটা করেছে এমন। 'এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে/উদ্ভাস-চেষ্টিত হয় প্রশাপবচনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ সচেট। 'পরাপেকার করিতে সর্বদা চেষ্টিত থাকেন।' মৃত্যুঞ্জয়,

১৮১২।

চেষ্টিত [সি চেষ্টিত] বিণ চেষ্টিত। 'ক্যালসে, ১৭৯২।

চেস [হি বি দাবা। 'চেস ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

চেসবোর্ড [হি বি দাবা খেলার বোর্ড। 'মাকে চেসবোর্ড একধারে চেসেরে শিউলি।' নজরুল, ১৯৩১।

চেহলাম [ফা চহলাম] বি মুসলমান সমাজে প্রচলিত মৃত্যুর চতুর্দশদিন পরের অনুষ্ঠান। 'চতুর্দশ দিন গত হওয়ার পর চেহলাম বা চতুর্দশা এলো।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চেহার [ফা চিহরাহ] ১ বি আকৃতি। 'পাইবা চোরের জাতি দেখে চেহারায়।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি রূপ। 'আয় না, আরেক চেহার দেখবি।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বি মুখচ্ছবি। 'কাদখিনীর যেরূপ চেহরা হইয়াছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বি বিন্যাস। 'সবসুদ্ধ ঘরের চেহরা অনারকম।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চেহারাবাজ [ফা বিণ রূপবান। 'মেয়ে-মানুষ দেখ। মনে করেছে, তোমরাই চেহারাবাজ।' গিরিশ, ১৮৮৯।

চে [সি চবি বি মসলার মতো রান্নার উপযোগী ঝাল স্বাদের লতা। 'বিদ্যা, ১৯৯১; 'চে মিশানো নারিকেল তৈল।' বিজুতি, ১৯৩১।

চৈ [সি চবি বি মসলার মতো রান্নার উপযোগী ঝাল স্বাদের লতা। 'মুম নিম্মু রাখে দিয়া চৈইর ঝাল।' বিজয়, ১৬৫০।

চৈ [সি চৈ বি চৈয় মাস। 'চৈ-বৈশাখ মাসে রাত্তায় ফেরিওয়ালা হৈকে দেখে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চৈ [সি চৈ বি চৈয়; বাংলা মাসবিশেষ। 'আইল চৈত মাস।' বড়ু, ১৪৫০।

চৈন্যটিক [সি চৈন্য+স চূড়া] বি টিকি। 'লখাচুলের চৈন্যটিকি সর্বদা খোপার মত বাঁধা থাকতো।' হুতোম, ১৮৬১।

চৈন্য ফল্কা [সি চৈন্য+স ফল্কা] বি টিকি। 'মতায় কামান চৈন্য ফল্কা মুটি করে বাদা।' হুতোম, ১৮৬১।

চৈন্যি বাগা [সি চৈন্য+স বাগা] বি টিকি। 'রাখি ফেলে চৈন্যি বাগা।' নজরুল, ১৯৩১।

চৈন্য [সি ১ বি চৈন্য। 'বিশে বিশ হরিল চৈন্য পাইল ভিম।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ সজ্ঞা। 'রাণী অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়া চৈন্য হইয়া রাজাকে পাঠোখান করাইলেন।' রাজীব, ১৮০৫।

চৈন্যকথা [সি বি চৈন্যমাহাত্ম্য। 'চৈন্যকথা বিনা মুখে আর কথা নাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চৈন্যচরিত [সি বি চৈন্যদেবের জীবন-কাহিনি। 'স্তীর কি অতুত চৈন্যচরিত বর্ণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চৈন্য চুটিকি [সি চৈন্য+স চূড়া] বি টিকি। 'স্তীর পাঁচপুয়া পরিমিত চৈন্য চুটিকিটা ভেঙহানাসম ...।' নজরুল, ১৯২৪।

চৈন্যজন্ম [সি দ্বিবিণ সচেতনতার জন্ম। 'লোকসকলের চৈন্যজন্মা লাগরাখারা বায়োদ্যাম করিলে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

চৈন্যধারা [সি বি চৈতন্যপ্রবাহ; অনুভূতি। 'যে চৈন্যধারা সহসা উজ্জ্বল হয়ে অসম্মাং হবে গতিহারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চৈন্যপাণী [সি চৈতন্য-পঙ্খা] বিণ চৈতন্যদেবের অনুসারী। 'চৈতন্যপাণী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখে রূপান্তরিত হয়েছে ...।' প্রমথ, ১৯২৮।

চৈতন্যপ্রবাহ [সি বিণ শান্তি চৈতন্যসম্পন্ন। 'আমার পুরনো কাপ্তে

পুড়ে গেছে স্ফুহার আভনে/ তাই দাও দীপ্ত কাণ্ডে চৈতন্যগ্রন্থর - ' সূক্তান্ত, ১৪৪৮।

চৈতন্য-বিমূখ [স] বিণ অবৈক্ষর। 'চৈতন্য-বিমূখ যেই সেই ত গাথর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চৈতন্যবোধ [স] বি চেতনা। 'আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম সমুদ্রি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।' মুক্তভা ১৯৫২।

চৈতন্যভক্ত [স] বি বৈক্ষর। 'গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপে গণন/ অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় কখন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চৈতন্যরহিত [স] বিণ অচেতন। 'চৈতন্যরহিত দেহ শুকচাক্ষর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চৈতন্যলোক [স] বি চেতনার জগৎ। 'অসীম চৈতন্যলোকে পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চৈতন্যসত্তা [স] বি সচেতন সত্তা। 'একটা চৈতন্যসত্তা' বিভূতি, ১৯৩১।

চৈতন্যসমুদ্র [স] বি চৈতন্যরূপ সাগর; চেতনা-জগৎ। 'তেমনই চৈতন্যসমুদ্রে নিমজ্জিত।' শতকত, ১৯৭২।

চৈতন্যসাধন [স] বি চেতনা সজ্ঞার। 'ভাক্তার তার চৈতন্যসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চৈতন্যহীনতা [স] বি অবসৃত্তিশূন্যতা। 'যেন চৈতন্যহীনতার কোন গহ্বর থেকে আচমকা উঠে এলো কান্তান দিকস।' কায়সার, ১৯৬২।

চৈতন্যোদয় [স] বি চেতনার জাগরণ; বোধোদয়। 'ইহাতে কিছু চৈতন্যোদয় হইয়াছে।' সুলভ, ১৮৭৩।

চেতাগি, চেতালী [স] চেতাগি। ১ বিণ চেত্ন মাসে উৎপন্ন। 'চেতাগি, রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'চেতাগি ফসলে ... সৌন্দর্যের আভন লুপ্তি গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি চেত্ন মাসের ফসল; রবীন্দ্র, ১৯১২। 'ফলিবে ... সোনার চেতালী।' সুলভ, ১৯২৯।

চেতি, চেতী [স] চেত্ন। বিণ চেত্ন মাসের; বসন্তকালীন। 'চেতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর।' নজরুল, ১৯২৫; 'কুসুমি-রাজা শাড়িখানি চেতি সাথে পরবে রানী।' নজরুল, ১৯২৮; 'চেতী ঢাকের বাদ্য গনি।' জসীম, ১৯৩৩।

চেতিফসল [স] চেত্ন+আ ফসল। বি চেত্ন মাসে উৎপন্ন ফসল। 'চেতিফসল তুলবার সময় চাষিদের জোর করে ধরে এনে রাস্তা তৈরি করাচ্ছে।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

চেতিবায় [স] চেত্ন+স বায়ু। বি চেত্ন মাসের বাতাস। 'বায়ু প্রবীণ চেতিবায়/ আয় নবীন শক্তি আয়।' নজরুল, ১৯২৭।

চেতী হাওয়া [স] চেত্ন+আ হাওয়া। বি চেত্ন মাসের বাতাস। 'বইছে আবার চেতী হাওয়া।' নজরুল, ১৯২৫।

চেতে পাওয়া [স] ভাবাবেগে আক্রান্ত হওয়া; উদাসীনতায় আক্রান্ত হওয়া। 'ভাক্কেই চেতে পাওয়া বলে।' মানিক, ১৯৩৬।

চেত্যা [স] বি বৌদ্ধ মঠ, মন্দির বা স্তুতিস্তম্ভ। 'ধর্মশালা, বিহার, চেত্যা সংস্থাপিত ... হইয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

চেত্যাট [স] বি মঠের নিকটবর্তি বটগাছ। 'গ্রামবৃদ্ধদের ঘরের নিকটে যে চেত্যাট শুককাকীতে মুখর ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চেত্যাবিহার [স] বি বৌদ্ধ বিহার। 'ওগাছস্বরে চেত্যাবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্ণাণ্ড প্রকাশ পেয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চেত্যা [স] বি চেতনা। 'জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে শুরু চৈত্যরূপে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চেত্রে [স] বি বাংলা মাসবিশেষ। 'চেত্রে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চেত্রেমাসে পূজে হর নানা উপহারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চেত্রেত্তম [স] বিণ চেত্রেমাসের তাপযুক্ত। 'চেত্রেত্তম দিনে যারা বেঁধেছিল একদা মৌচাক।' ফররুখ, ১৯৬৩।

চেত্রেপবন [স] বি চেত্রেের বাতাস। 'চেত্রেপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সজ্জিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

চেত্রেবায় [স] চেত্রেবায়। বি চেত্রে মাসের হাওয়া। 'যেন চেত্রেবায়বিভাতিত হনিসকু।' দীপিকা, ১৮৮৭।

চেত্রেমাস [স] বি বাংলা বছরের শেষ মাস। চেত্রেমাসীয়া [স] বিণ চেত্রে মাসের। 'বাঁটোর নাচ অর্থাৎ চেত্রে মাসীর নাচ।' দর্পণ, ১৮২২।

চেত্রেসংক্রান্তি [স] বি চেত্রে মাসের শেষ দিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান। 'কাল চেত্রেসংক্রান্তি ... আমার নৃত্যের দিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চেত্রেী [স] বিণ চেত্রে মাসে ফোটে এমন। 'পিয়ালগলি তুলে ধরে চেত্রেী শালা ফুলের প্রায়।' নজরুল, ১৯৫৯।

চেদ্র [স] পা চতুদশ। বি চেদ্র। 'বন্দিনু ইমায় বার চেদ্র মাসমে।' গরীব, ১৯৫৫।

চেন [স] বি চীন দেশের অধিবাসী। 'চেন, শক, পঙ্কব এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চেনিক [স] বিণ চীন দেশীয়। 'চৈনিক পরিব্রাজক হোরেছ সাঙ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

চৈনিকত্ব [স] বি চীনা বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' অন্নদা, ১৯৩৭।

চৈনিকীয় ভাষা [স] বি চীনদেশী ভাষা। 'আমরা ঐ ভাষাতলি চৈনিকীয় ভাষা বলিব।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

চেব্যো [স] চর্য্য। বি, বিণ চর্য্য। 'চেব্যো চেব্যো লেহ্যা পেয় খোজ্ঞএ সকল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

চোআল [স] কবল। বি চিবুক সংলগ্ন দু গালের অস্থি। 'চোয়াল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

চৌচ ১ বি বাঁশের দ্বারােলা ছাল। 'কুটো-কাটা বাঁটানোর জন্যে ছিল চৌচের মধ্যে খোঁচা দুফাঁক ঝাঁটা।' অবন, ১৯২৭। ২ বি কাঠের পাটোলা ফলি। 'কাঠের চৌচ ও টুকরা কুড়াইয়া আনে।' বিভূতি, ১৯০১। ৩ বি চামড়া। 'কিসের মোটা ও শক্ত চৌচ লেগে আছে।' বিভূতি, ১৯৩৩।

চৌচা [ধন্যা] ক্রিবিধ রুদ্ধশ্বাসে। 'থলি ফেলে চৌচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন।' হুতোম, ১৮৬১।

চৌ, চৌ, চৌ চৌ [ধন্যা] ১ বি স্ফুহার আধিকা নির্দেশক শব্দ। 'পেটের মধ্যে চৌ চৌ করতে আরম্ভ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রিবিধ কোনোদিকে না তাকিয়ে। 'সে দৌড় চৌ চৌ আঁধারমলে পাঁচিল হতে নেমে।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ ক্রিবিধ অবিরাম চৌ শব্দ করে। 'সেপলাই ঝুপিয়ে বিড়ি ধরিয়ে চৌচৌ টানতে থাকবে।' হাসান, ১৯৬০। ৪ বি শরীর থেকে রক্তপানের ধ্বনি। 'চৌ-চৌ-চৌ করে কেবল রক্ত টেনে চলেছে।' মুনীর, ১৯৬১।

চৌ মায়া [ক্রি] শব্দ করে চুহুক দেওয়া। 'চৌ মেরে সমস্ত মাংস

নিরশেষ করলে ...।' শওকত, ১৯৭২।

চোঁতা [স চ্যুত>] *বিণ* (কাগজের ক্ষেপে) টুকরা। 'কেবল চোঁতা কাগজে ঘটনাবলীর একটু একটু ইতিহাস চোঁকা আছে।' *অবন*, ১৯৪১।

চোঁয়া [স চুক>] *বিণ* ঢক গন্ধযুক্ত। 'ধোঁয়া বিনে চোঁয়া ঢেকুর চেঁলে ওঠে কঁটমূলে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

চোঁয়ানো, চোঁয়ান [স চ্যু>] *বিণ* চুইয়ে পড়েছে এমন। 'তোমার হৃদয়ে সাধারণ রক্তও নাই, - পাখর চোঁয়ান রস থাকিতে পারে।' *মশাররক*, ১৮৮৫।

চোঁয়ানো^১ [স চ্যু>] *ক্রি* তরল পদার্থের আস্তে আস্তে ঝরা। 'বিসানিনী দত্তবাস চোঁয়ানে চুয়েন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'খেজুরগুড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চোঁয়ানে নামা *ক্রি* চুইয়ে পড়া। 'এক ফোঁটা জল মেঘ চোঁয়ানে নামল না গাঁর বাটে।' *জসীম*, ১৯২৯।

চোঁয়াল [স কবলা *বি* চোয়াল। 'বাবা ত্রাণির ভঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

চোক^১ [স চকু *বি* চোখ। 'মৃতের দোকানো দেখি এত কেন চোক।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

চোকে ধুলা দেওয়া *ক্রি* ফাঁকি দেওয়া। 'আমাদের সকলের চোকে ধুলা দিয়ে তুই কেমন করে এ কাজ করলি?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোক ফোটা *ক্রি* বুদ্ধি হওয়া। 'দেশের লোকের চোক ফুটেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোকের মাথা খাওয়া *ক্রি* মনোযোগ না থাকা। 'তুই যেমন চোকের মাথা খেয়েছিল।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

চোক^২ [স চতুর্ক *বি* চাকার অংশবিশেষ; চার পণ অথবা তিন অংশ সমান। *হালহেড*, ১৭৭৮।

চোক^৩ [ধন্যনা *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'রুঘি লঙ্কাপতি চোক চোক শরে শূন্য ছাছিরিলা শূরে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

চোকলা [স চোলক] ১ *বি* মাছের আঁশ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* পাতলা অংশ। 'তার থেকে ছালের চোকলা উড়তে লাগল।' *সুলাভ*, ১৯৪৮। ৩ *বি* খোসা। 'নিজের দাঁত দিয়ে চোকলা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে।' *ইসহাক*, ১৯৫৫।

চোক^৪ [স চোলক *বি* ফলের খোসা। 'চুঘি চুঘি চোকা আঁটি ফেলিল পটুয়াতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চোক^৫ [স চোক্ষ>] *বিণ* তীক্ষ্ণ। 'তর্জ্ঞে গর্জ্জে হরি সাধু চোকা বাজ হাতে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

চোক^৬ [স চুক>] *ক্রি* ঘোচা; চুকে যাওয়া। 'না থাকিলেই আপদ চোকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

চোকা-চোকি [স চকু>] *বি* পরস্পরের চোখে চোখ পড়া। 'চোকা-চোকি হলে আবার ভাব না বেরিয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

চোকানি [স চুক>] *বি* পরিশোধ। 'বন্ধুরা দায় চায়, দায় চায় চোকানি/চাকর-বাকর চায় মাসহারা চোকানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

চোকানো [স চুক>] *ক্রি* মিটিয়ে দেওয়া। 'তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

চোকিদার [স চতুর্ক+ফা দার] *বি* চোকিদার; গ্রামে পাহারা দেয় যে। 'মাঝে মাঝে চোকিদারের হাঁক।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

চোকোলা [স চোলক *বি* আঁশ। 'মাছের চোকোলা।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

চোখ [স চক্ষু] ১ *বি* চক্ষু। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* বাতি। 'বাসখানার মত একখানা চোখ' *মুক্তবাণ*, ১৯৪৯। ৩ *বি* বাঁশ আখ ইত্যাদির গিট, বেথানে প্রশাখা বা মুকুল গজানোর চিহ্ন থাকে। 'লাঠিটার দৃম্বাখা ও সবগুলি চোখ রূপায় বাঁধ।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

চোখ-ইশারা [চোখ+আ ইশারা] *বি* চোখের ইঙ্গিত। 'চোখ-ইশারায় ডাক দিল তাই মন করে চুলতলা।' *নজরুল*, ১৯২২।

চোখ উল্টানো *ক্রি* মরে যাওয়া। 'যেমন কবিরাজের বড়িটি ঝাওয়া অমনি চোখ উল্টে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চোখ এড়ানো *ক্রি* নজরে না পড়া। 'একটা হাতের কাছের যেটাকা চোখ এড়িয়ে গেছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

চোখওয়াল [চোখ+হি ওয়াল] *বিণ* সচেতন। 'এরা অন্ধভক্ত, চোখওয়াল ভক্ত নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

চোখ কপালে তোলা *ক্রি* বিম্বিত হওয়া। 'চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন।' *শরৎ*, ১৯১৬।

চোখকান বোজা *ক্রি* সবকিছু নীরবে সহ্য করা। 'চোখকান বুজিয়া অন্ধের অন্ধের পালন করা উচিত।' *মানিক*, ১৯৪০।

চোখখাপী [চোখ+খা>] *বিণ* স্ত্রী বিচারবুদ্ধিহীন। 'কোন চোখখাপী আবাগির বেটি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চোখ খোলা ১ *ক্রি* জ্ঞান হওয়া; কোনো বিষয়ে সচেতন হওয়া। 'কে চোখ খুলে দিল ভনি?' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ *বিণ* চোখ খোলা রাখে এমন। 'চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

চোখ গরম *ক্রি* চোখ রাগ দেখানো; ভয় দেখানো। 'সীলা চোখ গরম করে বললে।' *জীবন*, ১৯০২।

চোখ গেল [ধন্যনা *বি* পারিবিশেষের 'চোখ গেল' শব্দের মতো ডাক। 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

চোখ ছলছল করা *ক্রি* চোখ অশ্রুপূর্ণ হওয়া। 'তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

চোখজুড়ানো *বিণ* দৃষ্টিসুন্দর। 'এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

চোখ-ঝলসানো *বিণ* চোখখানো। 'কি দিগন্ত-ছোঁয়া ফেস্ট-এর চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়।' *ধেমন্ত*, ১৯৪০।

চোখ টাটানো ১ *ক্রি* উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত করা। 'এক বলক আলো এসে চোখ টাটিয়ে দিল।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ *ক্রি* অপরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখে ইর্ষান্বিত হওয়া। 'আমার হাতে কয়েকটা টাকা হইয়াছে দেখিয়া আপনার চোখ টাটাইতাহে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

চোখ টিপে বলা *ক্রি* উপহাস করে চোখের পাতা একটু কুঁচকে বলা। 'লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চোখ টোপা *ক্রি* চোখের পাতা টিপে ইঙ্গিত করা। 'হাঁগা তুমি চোখ টিপলে যে?' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

চোখ টোপাটোপি *বি* চোখের ইশারা বিনিময়। 'চোখ-টোপাটোপি করিয়া হাসি চলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

চোখঠার [চোখ+স ঠার] ১ *বি* চোখের ইশারা। 'আমাদের চোখঠার দিয়ে তারা শৈবী পন্থা নিয়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০। ২ *বি* মিথ্যা সন্ধ্যা। 'হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুরে রেখে ...।' *জীবন*, ১৯৪৮।

চোখঠারানি *বি* বাঁকা দৃষ্টিতে ইশারা। 'মেয়েমানুষের চোখঠারানি

চোখ দিয়ে কথা গেলা

ছাড়া কি এমন কাজ করতে সাহস পায়? আলুউদ্দিন, ১৯৫৪।

চোখ দিয়ে কথা গেলা কি অতিমাত্রায় মনোযোগী হওয়া। 'কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা শিলছে।' মুজতবা, ১৯৫২।

চোখধাঁধক [চোখ+স দ্বন্দ্ব] বিধ চোখে ধাঁধা লাগে এমন; চোখ ঝলসানো। 'চার দিকেই ... চোখধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চোখ-ধাঁধানি [চোখ+স দ্বন্দ্ব] বি উজ্জ্বলতা। 'তার তকমার চোখ-ধাঁধানি বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চোখধাঁধানো বিধ চোখে ধাঁধা লাগায় এমন। 'কক্ষ হাওয়ায় ধরার বৃকে স্নান কীপন কাঁপে চোখ-ধাঁধানো তাপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চোখ নরম হওয়া কি চোখ অক্ষুণ্ণ হওয়া। 'বিরজার চোখ নরম হয়ে এল।' জীবন, ১৯৩২।

চোখপড়ামাত্রা কিবিধ দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। '... সকলের কথা খেমে গেছে সখিয়ার দিকে চোখপড়ামাত্র।' শওকত, ১৯৭২।

চোখ পাকানো কি রেখে চোখ ঘোরানো ও বড়ো করা। 'এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন ...।' শরৎ, ১৯১৭।

চোখ ফেরানো কি তাকানো। 'কত দিকেই চোখ ফেরালেম কত পথেই চলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চোখ কোটা ১ কি প্রকৃত বিষয় জানতে পারা। 'তনে রাজার চোখ ফুটবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ কি জ্ঞান লাভ করা। 'আমিও সম্প্রতি চোখ-কোটার পর হইতে বৃত্তিতে তরু করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ কি বুদ্ধি হওয়া। 'আজ আমাদের অনেকেরই চোখ ফুটেছে।' প্রমথ, ১৯০৫।

চোখবন্ধ বিধ চোখ খোলা নেই এমন। 'ঘুমুচ্ছেন, না চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক তাহার হয়নি।' মুজতবা, ১৯৫২।

চোখ বুলানো কি দ্রুত দেখে নেওয়া। 'জ্বালাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চোখ বোজা ১ কি আরামে চোখ বন্ধ করা। 'রোদ পোহাতে ভাঙাই উঠি, হাওয়াটি খাই চোখ বুজে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ কিবিধ বাধ্য হয়ে। 'বিয়ে করেছিলুম চোখ বুজে বড়ি গেলার মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ কিবিধ বিপত্তিভায়ে। 'চোখ বুজে ভাবি - এমন আঁধার, কালি দিয়ে ঢালা নদীর দু ধার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ কিবিধ অন্ধের মতো। 'দেশসুদ্ধ লোক ক্ষুণ্ণ হয়ে চোখ বুজে পথ চলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৫ কি মনোযোগের জন্য চোখ বন্ধ করা। 'চোখ বুজে কান পেতে শোন না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চোখ-ভুলানো বিধ নয়ন মুদ্রকারী। 'একপারে হঠাৎ-খামা নারীর কৌতুহলদৃষ্টি, অন্যপারে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম।' অন্নদা, ১৯২৯।

চোখ-ভোলানো বিধ নজরকাড়া। 'নানাত্রকার চোখ-ভোলানো সস্তা শৌখিন জিনিস আনাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

চোখ মারা কি গোপন ইঙ্গিত করা। 'যদি চোখ মারি তো কুড়ি-পঁচিশটা মেয়ে ... কাছে এসে গড়াবে।' জীবন, ১৯৩২।

চোখ মুখ ঘোরানো কি চোখমুখ পাকিয়ে রাগ দেখানো। 'চারু কণ্ঠস্বর সন্তমে বড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চোখমুখের খেলা বি চোখমুখের ভঙ্গি। 'বড্ডো চোখমুখের খেলা।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চোখ মুদলে কেবা কার - মৃত্যুতেই সব সমাপ্তি। 'কথায় বলে - চোখ মুদলে কেবা কার।' নজরুল, ১৯২৭।

চোখরাজানি ১ বি ক্রোধ। 'চোখ-রাজানি ও বুক-ফুলানির যতই ডান কর-না কেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি তীব্র সমালোচনা। 'রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের চোখরাজানি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।' প্রমথ, ১৯১৪। ৩ বি চোখ লাল করে রাগ দেখানো। 'রাফুসি বলে কুন্দা, ঘোরা, মুখ ব্যাকানি, চোখ রাজানি।' নজরুল, ১৯২৪। ৪ বি ডব দেখানো। 'ও কি কোনো অজ্ঞান দুষ্ত্রহের চোখ-রাজানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চোখ রাঙানো কি রাগ দেখানো। 'চক্ষু রাঙাইলে সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

চোখরাজানি বি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ। 'গোড়া ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত ও চোখরাজানিকে ভয় না করিয়া।' শব্দীন্দ্রাহ, ১৯৩১।

চোখ রাঙানো কি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করা। 'তিনি চোখ রালিয়ে শাসন করলেন।' সেলিনা, ১৯৬৯।

চোখে অন্ধকার দেখা কি অত্যন্ত কাতর হওয়া। 'আমরা কামনা করি, কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চোখে আঁচল ঝেঁজে বোঝানো কি প্রমাণ দিয়ে বোঝানো। 'কিষ্কিন্ধ্যালালার যেন পণ ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঁচল ঝেঁজে বোঝাবে।' অন্নদা, ১৯২৯।

চোখে আঁচল দিয়া/দিয়ে দেখানো কি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া। 'হাছানের চোখে আঁচুর দিয়া দেখাইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'চোখে আঁচল দিয়ে দেখানো হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চোখে-কালি পড়া ১ কি চোখের নীচে কালো দাগ পড়া। 'তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি চোখের নীচে কালি পড়েছে এমন। 'ছেলেগুলো লখা-ফুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চোখে খাটো বিধ নির্লজ্জ। 'পুরুষগুলো মেয়েদের চেয়ে একটু চোখে খাটো না?' নজরুল, ১৯২৭।

চোখে ঘোর লাগা কি মোহে আচ্ছন্ন হওয়া। 'চোখে একটু ঘোর লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। 'অবোধকে জোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চোখে চোখে ১ কিবিধ দুজন দুজনের চোখে তাকিয়ে থাকা। 'কথা কও নাহি কও চোখে চোখে চেয়ে রও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ কিবিধ সম্মুখ দৃষ্টিতে। 'চিরকাল চোখে চোখে নুতন নৃত্যলোকে/ পাঠ করে রাজ্যিনি ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ কিবিধ চোখে চোখ মিলিয়ে। 'আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

চোখে চোখে রাখা ১ কি চোখের আঁচল হতে না দেওয়া। 'চোখে চোখে রাখব তারে/ আর কি মুদিবো আঁখি।' জ্যোতিরিন্দ্র, ১৮৮১। ২ কিবিধ নজরদারিতে। 'সর্বদা ওকে চোখে চোখে রাখতে হবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

চোখে-ঠুলি-দেওয়া বিধ আরবণ দিয়ে দৃষ্টিতে প্রতিহত-করা। 'সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘনিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চোখে ঠুলি পরা বিধ চোখ বাঁধা আছে এমন; উগাঙ্গীন। 'চোখে ঠুলি পরিয়া তাহার কেবল টাকার ঘনি টানিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩:

‘এরা ঠিক যেন চোখে ঝুলি-পরা কঙ্গুর ঘানির বলদ।’ নজরুল, ১৯২৭।

চোখে ঝুলি বাঁধা কি আবার দিয়ে চোখ বাঁধা। ‘বৈধে দিয়ে চোখে ঝুলি কল্পনারে করি অঙ্ক।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

চোখে ঠেকা ১ কি ব্যতিক্রম মনে হওয়া। ‘বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন জিনিস ঠেকে।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ কি দৃষ্টিগোচর হওয়া। ‘আমাদের মতো প্রাণী লোক হঠাৎ চোখে ঠেকে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৪।

চোখে-সেখা বিগ চোখে দেখেছে এমন। ‘সে জিনিস ছিল তাদের চোখে-সেখা পদার্থ।’ প্রমথ, ১৯২০।

চোখে বাঁধা লাগানো কি দৃষ্টিবিস্তার করানো। ‘সে এক নিমেষে চোখে বাঁধা লাগিয়ে দেয়।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫।

চোখে ধুলা দেওয়া ১ বি ফাঁকি। ‘এ কৈয়দার মতো কিছু চোখে ধুলা দেওয়া আছে এইরূপ আমার অনুমান করি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ কি ফাঁকি দেওয়া। ‘যদি পালিয়ে চোখে ধুলা দিয়ে/ মায়াকান্দ ফেলে।’ নজরুল, ১৯৩৫।

চোখে ধুলা দেওয়া কি ফাঁকি দেওয়া। ‘তাদের কাগজ গোপন করে শর্মিষ্ঠারই চোখে ধুলা দিয়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চোখে পড়া কি দৃষ্টিগোচর হওয়া। ‘সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চোখেমুখে কথা বি প্রগল্ভতা। ‘এর যে খুব চোখেমুখে কথা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

চোখের আগা বি চোখের সমুদ্র। ‘যে রূপ জাগার চোখের আগার কিসের স্বপন সে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৫।

চোখের আলো বি দৃষ্টি। ‘চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫।

চোখের ইঙ্গিত বি চোখের ইশারা। ‘চোখের ইঙ্গিতে তব তমিষ্ঠা কাল।’ সুধীন্দ্র, ১৯০২।

চোখের দেখা বি ক্ষণিক দর্শন। ‘চোখের দেখা দেখতে গেলে/ তাও দেখা নাহি মেলে।’ জ্যোতিব্রত, ১৮৮১।

চোখের পলকে ক্রিবিগ মুহূর্তের মধ্যে। ‘হাজার টাকার ন-শো নব্বই চোখের পলকে পেল সর্বই।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২। ‘জ্বরকাল হই, পাঁচন বড়ি দিয়া চোখের পলকে সারাইয়া দিবে।’ মানিক, ১৯৩৬।

চোখের পাতা ১ বি চক্ষুপত্র। ‘কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চানির চোখের পাতা।’ রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বি চোখের দৃষ্টি। ‘আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম।’ নজরুল, ১৯৩১।

চোখের পালিস বি চোখে লাগানোর রং; আইশেড। ‘কবরী, পাউডার, মাফ্রা, চোখের পালিস, রক্ত, নখ-পালিস।’ বেগম, ১৯৪৭।

চোখের বাতায়ন বি দৃষ্টিশক্তি। ‘চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই।’ অচিন্ত্য, ১৯৫০।

চোখের বালি বি চক্ষুশূল; (এখানে) বান্ধবী। ‘আমার চোখের বালিকে কেমন লাগিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

চোখের বাহির ১ বি দৃষ্টির অগোচর। ‘মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বাহ্যজগৎ। ‘চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫।

চোখের ভাষা বি ইশারা। ‘এ লোক জানে না চোখের ভাষা।’ রবীন্দ্র, ১৯০০।

চোখের মণি বিণ অত্যন্ত শ্রিয়। ‘আমার চোখের মণি - তোর কথাতেই এতবড়ো পাগে হাত দিছি।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩; ‘তুই আমার চোখের মণি।’ মানিক, ১৯৩৭।

চোখের মাথা খাওয়া কি দেখেও না-দেখা; প্রকট জিনিসও দেখতে না-পাওয়া। ‘সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চোখের সুখ বি চোখের শান্তি। ‘যদি চোখের সুখ দিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত করো।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চোখে লাগা কি পছন্দ হওয়া। ‘আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা গুর চোখে খুব লেগেছে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চোখে সর্বেশ্বল দেখা - বিপদে পড়ে দিশাহারা হওয়া। ‘মনে পড়েছে চোখে কী করে সর্বেশ্বল দেখে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চোখা [স চোক্ষ] ১ বিশ ধারালো। ‘হাতে করি লইল দাও অতি চোখা ধার।’ বিজয়, ১৮৫০। ২ বি কূট বুদ্ধি। ‘মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বিশ তীক্ষ্ণ। ‘থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোখা বুলি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিশ বুদ্ধিদীপ্ত। ‘তোমার চোখা লেখার জন্য নয়।’ নজরুল, ১৯৩০।

চোখা চোখা বিশ তীক্ষ্ণ ও চোক্ষ। ‘থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা চোক্ষ বুলি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

চোখাচোখি [স চোক্ষ] বি কূটতা। ‘মানোএল, ১৭৪০।

চোখাচোখি, চোখাচোখি [চোখ] বি পরস্পরের চোখে চোখ পড়া। ‘চোখাচোখি হতে ঘটাতে প্রমাদ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

চোখাচোখি হওয়া, চোখাচোখি হওয়া ১ কি মুখোমুখি হওয়া। ‘চোখাচোখি হতে ঘটাতে প্রমাদ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ কি পরিচয় হওয়া। ‘নতুন নতুন সত্যের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়।’ মনসুর, ১৯৫৫।

চোখো [স চোক্ষ] ১ বি দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। ‘মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিশ তীক্ষ্ণ। ‘অভিশাপলোকে আরও চোখো আর স্পষ্ট করে তুলিয়ে চলেছিল।’ কায়সার, ১৯৬২। ৩ চোখো

চোখালখোর [ফা] বি পরচর্চা। ‘পঙ্কিত কানা অহঙ্কারে/ মাতব্বর কানা চোখালখোরে।’ লালন, ১৮৯৫।

চোখা [ফা] বি লগা চিলেতালা জামাবিশেষ। ‘চোঙ চাপকান, কেহ বা দোদুল্যমান চোখা ...।’ বরদর্শন, ১৮৭২।

চোখাচাপকান [ফা] বি লগা চোলা বুকখোলা জামাবিশেষ। ‘দুই একদিন চোখা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪; ‘একালের অশ্বেতবাদীরা চোখাচাপকান পরে আদিয়ে যান।’ প্রমথ, ১৯১৫।

চোঙ [হি চোলা] বি ফাঁপা নল। ‘ধোয়ার চোঙ হইতে প্রস্থলিত অঙ্গার উৎখিত হয়।’ অক্ষয়, ১৮৫৫।

চোঙর ভোঙর বি মাথার মুকুট। ‘চোঙর ভোঙর মাখে কৃপাণ কামান হাখে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

চোড়া [হি চোলা] ১ বি ফাঁপা নল। ‘বিদ্যা, ১৮৯১; রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিশ ফাঁপা নলের মতো। ‘নাকটা ইষৎ চোড়া।’ জীবন, ১৯৩২। ৩ বি বশুকের ফাঁপা নল। ‘রাইফেলের চোড়া চোখের সামনে দেখতে গেলুম।’ মুক্তভাট, ১৯৪৯।

চোশা [হি চোশা] ১ বি ফোপা নল। 'চোশার ভিতর দ্রব্যাদি পুরিয়া' বক্সিম, ১৮৭৫। ২ বি তামাক রাখার বাঁশের তৈরি আধারবিশেষ। 'কবির তামাকের চোশা ... লইয়া বসিয়া আছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

চোচা বি খোসা বা ছাল। 'দুই হাতে চোচা ধরি লইল কামড়।' বিজয়, ১৬৫০।

চোট [স চুট] ১ বি কোপ। 'এক চোটে গজশির করিয়া ছেদন।' যুকন্দ, ১৬০০। ২ বি আঘাত। 'আগি দেখি সেই চোট লইল সামালিয়া।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি বাগাড়ম্বর। 'বৃথা গেল চোট যে কৃষ্ণ বড় লাজে।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি তেজ। 'প্রথমেই এই চোট, শেষ কি করেন বলা যায় না।' উমেশ, ১৮৫৭। ৫ বি অভিশয। 'গানের চোটে বাটার সকলের নিদ্রা ছুটে পালাইল।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৬ বি আকর্ষণ। 'রসকে বঁদুর রূপের চোটে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৭ বি দক্ষা; বার। 'ও আমার ঘরে থাকে এই চোটে মুকিল।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৮ বি আঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্ষত। 'চোটের কাছ রক্তমাখা চোট।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

চোট পাওয়া কি ব্যথা পাওয়া। 'কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

চোটপাট বি ধমক; তিরস্কার। 'গোসা করে পরে মোরে কহে চোটপাট।' ভবানী, ১৮২৫।

চোটপাট করা কি ধমকানো। 'তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু'পয়সা কামিয়ে নিল।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

চোট মারা কি কোপ দেওয়া। 'এক মোসোলমান বিষে তরোয়াল দিয়া তারিএক চোট মারিলো।' মনোএল, ১৭৪৩।

চোট হানা কি আঘাত করা। 'যে যারে পাশোটে পায় হা করিয়া একা চোট হানে।' রামজসাদ, ১৭৮০।

চোটা কি রাগ করা। 'বলি, শোন না, তারপর চোটা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চোটানো কি আঘাত করা। 'দুন্দাম চোটায়ে দুহাতে ধর্যা ঝাড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চোট বি সেচন। 'চোট দিতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

চোটী [হি চোখা] বি মহাজনী ঋণবিশেষ। 'চোটীর নিয়মটি বড় সহজ নয়।' সোমশংকর, ১৮৬৮।

চোটোখোর [হি চোখা+ফা খোর] বিণ চড়া সুদখোর। 'চোটোখোর বেগের ঘরে, ও ঢাকাওয়ালার বাড়িতে একবার যেতেই হবে।' হুতাম, ১৮৬১।

চোত্রী [হি বি চোর। 'শালা চোত্রী।' মাইকেল, ১৮৬০।

চোত্রিমি বি প্রতারণা। 'চোত্রিমি কৈরা পরের টাকা মারবার চাইলে দেনা হেব নাহ?' মনসুর, ১৯৫৫।

চোত [স চোত্র] বি চৈত্র। 'না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

চোতরা বি বিচুটি পাভা। 'ভিসুরের কামড়ে জর্জর সর্বজন অধিক তাপ হইল চোতরার কারণ।' বিজয়, ১৬৫০।

চোতা [স চুতা] বিণ হিসাব-লেখা কাগজের টুকরা। 'সামনে কতকগুলো খোলা বাতা ও এক খুড়ি চোতা কাগজ আর এক দিকে চার পিচ জন ব্রাহ্মণ পঠিত।' হুতাম, ১৮৬১।

চোতাদার বি যাদের কাছে লিখিত কাগজের টুকরা আছে। 'পেচোনে চোতাদারেরা চৈতিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্ছেন।' হুতাম,

১৮৬১।

চোখাপত্তর [স চুত+স পত্র] বি নানা বিষয়ের খসড়া কাগজপত্র। 'অফিস

যাবে কি বয়ে চোখাপত্তর।' শক্তি, ১৯৬১।

চোদন [স বি (অশ্রীল) যৌনসম্বন্ধ। মনোএল, ১৭৪৩।

চোদ [পা চতুদশ] বিণ চোদ। 'লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ কলা।' বড়, ১৫৭০।

চোদ আনা বিণ বেশির ভাগ। 'আজ তারই চোদ আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

চোদাই [চোদ+ই] বিণ চোদ সংখ্যক। ওর্গা, ১৭৮৫।

চোদগুটি [চোদ+স গোষ্ঠী] বি পুরো বংশ; চোদ পুরুষ। 'তোমার চোদগুটির নিকৃতি করে ছেড়ে দেবে।' জীবন, ১৯৩২।

চোদ পুরুষ [চোদ+স পুরুষ] বি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অবন্তন চোদ পুরুষ বা প্রজন্ম। 'আমার ফোরটিন জেনারেশন অর্থাৎ চোদ পুরুষ মরিবে।' রাজ, ১৮৭৪।

চোনা [ধন্যনা] বি গবাদি পত্তর মুত্র। 'পইতেয় যে চোনা লাগবে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

চোপ [ফা চুবা] বি গাছবিশেষ। 'সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্মিত।' দর্পণ, ১৮২৫।

চোপদার, চোপাদার [ফা] বি দণ্ডধারী। 'যেদিন আজরাইলে আসা হইবে চোপদার।' গরীব, ১৭৬৫। 'বিচিত্র নিশান ঝাটা চোপাদার।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

চোপড় [ধন্যনা] বি বস্ত্রের অনুরূপ কিছু। 'কাপড় চোপড়নো সেরে সুরে গায় দিচ্ছি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

চোপরা বি চোপা; তর্ক-বিতর্ক। 'মুখে মুখে চোপরা করিস, এত বড় আশ্পর্ধা।' মনোজ, ১৯৬১।

চোপরাও [হি] চিত্র চুপ করে। 'চোপরাও গুস্তানি।' গিরিশ, ১৮৮৯। 'চোপরাও ভীক' নজরুল, ১৯২৪।

চোপসানো বিণ বসে-যাওয়া। 'চোখের চোপসানো চুলোয় বলকানো আঁধার ফুটিয়ে ...।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

চোপা [স চোলক] বি খোসা। 'আঠা চোপা খাইলে নহে কুলের বাঁখার।' যুকন্দ, ১৬০০।

চোপা [স ছুবা] ১ বি তর্ক-বিতর্ক। 'তুই তো কম মেয়ে নয়, আবার চোপা করিস?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি বড়ো বড়ো কথা। 'ঘটকের মুখে সুখ কুশীনের চোপা।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৩ বি মুখ। 'প্রতিবাদ করবার মত চোপা নেই তার।' জীবন, ১৯৪৮।

চোপা করা কি উদ্ধতভাবে তর্ক করা। 'তুই তো কম মেয়ে নয়, আবার চোপা করিস?' উমেশ, ১৮৫৭।

চোপাড় [স চপেট] বি চড়। 'চোপাড়ে চাপড়ে ভাস্কর গাল।' বিজয়, ১৭০০।

চোপাদার চ চোপ

চোপার চাপর [স চপেট] বি চড় চাপড়। 'চোপার চাপর মারে দেয় চুনকালি।' বিজয়, ১৬৫০।

চোব [ফা] বি তরবারির আঘাতে ক্ষত। মনোএল, ১৭৪৩।

চোবদার [ফা] বি ১ বি পদবিবিশেষ। 'খ্রীসেক কালে চোবদার যুচিরেছু'। হ্যাগহেড, ১৭৭২। ২ পার্শ্বের ভূতা। '২৫ জন

চোরদার সোটাবদার বস্ত্রমদার তৈনতি ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৩।

চোবে বি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'পাড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

চোমৎকার। স চমৎকার। বিণ চমৎকার। 'গোটা কত দংশিয়া দেখাউক চোমৎকার।' বিজয়, ১৬৫৫।

চোমনানো কি পাকানো; তা দেওয়া। 'দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমনানো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

চোয়াড় [হি চুহড়া] ১ বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাড়।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি পার্বত্য জাতিবিশেষ। 'পর্বতস্থ চোয়াড় লোকেরা নিত্যন্ত অশিষ্ট।' ফরস্টার, ১৭৯৫।

চোয়াড়ে [হি চুহড়া] ১ বি অসভ্য। 'ভাবনা এমন চোয়াড়ের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ অমার্জিত। 'তার চোয়ারাতে চোয়াড়ে ভাব ছিল না।' প্রমথ, ১৯২৯।

চোয়ানি [স চ্যু] বি ঝরে বা চুইয়ে পড়া। 'যাতে চোয়ানিতে এবং বাশ্পীভূত হয়ে নষ্ট না হয়।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

চোয়ানো [স চ্যু] বিণ পরিস্রুত। 'মেঘ-চোয়ানো আশোর ভিতর।' প্রমথ, ১৯১৫।

চোয়াল [হি চুয়াল] বি মুখমণ্ডলের যে অস্থিরয়ের সঙ্গে দাঁত লাগানো থাকে। 'গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চোয়াল-জাঙ্গা বিণ গাল বসে গিয়ে চোয়ালের হাড় বেশি করে চোখে পড়া। 'লতিকার চোয়াল-জাঙ্গা ক্যাকাশে মুখ।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

চোয়ালভাঙা কথা বি উচ্চারণ করা কঠিন এমন কথা। 'নূতন গড়া চোয়ালভাঙা কথায় চিলাহেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

চোয়ালভাঙ্গা বিণ উচ্চারণ করা কষ্টকর এমন। 'কথাটা একে চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার সংকুচিত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

চোর [স] বি যে অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করে। 'কান্টে চোরে মিস কাগাই মাগঅ।' চর্য্য ২, ১২০০। ২ চোরো

চোরকাটা, চোরকাটা [স চোর+স কটক] বি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদবিশেষ যার কাটা কাগড়ে বিধে গেলে ছাড়ানো কঠিন। 'চোরকাটিতে মাঠ রয়েছে ঢেকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'কাশ আর চোরকাটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।' জীবন, ১৯৪৪।

চোরকুঠির, চোরকুঠরী, চোরকুঠুরি [স চোর+স কোঠ] বি বাড়ির ভিতরের ছোটো গুপ্ত ঘর। 'মাটির নীচে অনেক চোর-কুঠরী বাহির হইল।' বরদ্বা, ১৮৮২; 'সিঁড়ি, চোরকুঠরী, কুপ্তি ইত্যাদিতে ভরা এই বাড়ি।' অবন, ১৯২৭; 'নিখিলনাথ চোর-কুঠরী হইতে বাহির হইলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

চোর-চোখ বি আড় চোখ; বাকা দৃষ্টি। 'সরে এসে চোর-চোখে আনু ভাকাল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

চোরচোম্বা বি চোর ও প্রভারক। 'চোরচোম্বার ভয়ে শেষতক।' মুক্তভা, ১৯৫২।

চোর-জোজোর বি চোর ও প্রভারক। 'আজবোঝে চোর-জোজোর মানু এসেও তো দাঁড়াতে পারে ছাঁচলয়।' মনোজ, ১৯৬১।

চোর-ডাকাত [চোর+হি ডাকাত] বি চোর ও ডাকাত। 'বাংলাদেশে কেবল চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চোরদায় [স চোর+স দায়] বি চুরির অভিযোগ। 'আমি কি পড়েছি সখী চোরদায়ে ধরা।' ডাবনী, ১৮২৮।

চোর-ধরা বিণ চোর ধরার কাজে ব্যবহৃত। 'পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লঠনের হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে - সময় চলে গেলে সঠিক কর্তব্য মনে হয়। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে - ঠিক বিয়ের দিনটিতে বৃষ্টি তোমার চৈতন্য হল?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

চোরবাদ [স] বি চুরির অপবাদ। 'চোরবাদে তোম্মা বাকিয়া থুয়িবো।' বড়ু, ১৪৫০; 'চোরবাদে জেন তোমারে সান্তি করে।' মাল্যধর, ১৫০০।

চোরে যাওয়া বিণ চুরি হওয়া। 'রাজার ভাগ্য কিবা দ্রব্য চোরে গেল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

চোরের উপর বাটপাড়ি - চোরকে ঠকিয়ে উপার্জন। মাইকেল, ১৮৫৯।

চোরের উপর বাটপাড়ের ভয় - অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ প্রভারকের হাতে হারানোর আশঙ্কা। 'একশ্রে আবার চোরের উপর বাটপাড়ের ভয় উপস্থিত।' ডাবনী, ১৮২৮।

চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া - অপরাধে রাগ করে নিজেকে কষ্ট দেওয়া। 'চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চোরের তাড়না বি চোরের মতো করে পেটানো। 'নিরুপক কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে।' শ্যামসুন্দর, ১৮১৯।

চোরের মন বোচকার দিকে - নিজের লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ। জসীম, ১৯৬১।

চোরের রাহিবাস লাভ - বিশেষ লাভের প্রত্যাশায় গিয়ে লাভ না হওয়া। উমেশ, ১৮৫৭।

চোরোয়ালি করা বিণ চৌকিদারি করা। 'চোরোয়ালি করিতে।' মনোমল্ল, ১৭৪৩।

চোরতা [চোরতা] বি বিচুটি লতা। মনোমল্ল, ১৭৪৩।

চোরপালীটা [স চোর] বি বৃক্ষবিশেষ। 'ডাদালী ভাষনা চোরপালীটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চোরো [স চোর] বি চুরি করা। 'কতি সয় রূপ ধনি আনলি চোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চোরোয়াঁ কি চুরি করে। 'দুহারি কপট হাসী চোরোয়াঁ আকার বাঁশী।' বড়ু, ১৪৫০। চোরোবএ কি চুরি করে। 'মানিনি মান মনুষ্য ধন তোর/ চোরোবএ অএলাহ অনুচিত তোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চোরোয়ব কি ঢেকে দেবো। 'জব হরি করে ধরি কোর বইসাতব আঁচরে চোরোয়ব দীপে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চোরোয়ল কি চুরি করলো। 'এ সখি পেখল অপূর্বব গোরি/ বল করি চীত চোরোয়ল মোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। চোরোয়লি কি চুরি করলো। 'চীত নয়ন মনু দুই সে চোরোয়লি শুন হৃদয় অব মান।' গোবিন্দ, ১৬০০। চোরোয়িআঁ কি চুরি করলো। 'নিকট গিআঁ/ বাঁশী চোরোয়িআঁ সতুরে।' বড়ু, ১৪৫০। চোরোয়িতে কি চুরি করতে। 'তথো বাঁশী চোরোয়িতে করিউ যতনে।' বড়ু, ১৪৫০। চোরোয়িব কি চুরি করবে। 'তবে তার কেনমতে চোরোয়িব বাঁশী।' বড়ু, ১৪৫০। চোরোয়িলি কি চুরি করহিস। 'তো মোর চোরোয়িলি বাঁশী।' বড়ু, ১৪৫০। চোরি কি চুরি করে। 'কতি সয় রূপ ধনি আনলি চোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চোরো [স চোর] ১ বি চোর। 'কেহ বলে ধর ধর এই চোরা যায়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি স্নেহস্পর্শ গালিবিশেষ। 'তনি প্রহু কহে চোরা

দিলি দরশন।' কুজদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ গোপন। 'মোর সুক ভঙ্গ কৈলে চোরা বান মারী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বিণ চোরাই। 'চোরা যেকি পরসায় বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চোরা আলো বি আড়াল থেকে বিজ্ঞুরিত আলো। 'মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাজা হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চোরাই [স চোর+] ১ বিণ চুরি করা হয়েছে এমন। 'তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বিণ অপহৃত; চুরি-করা। 'চুরিও করিয়ায়, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি অপহরণ। 'চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চোরাই চালান বি খুব গোপনে পাচার। 'কেউ কেউ এসব মালের চোরাই চালান দিতে শুরু করেছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চোরাই মাল ১ বি চুরি করা জিনিস। 'তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আসিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি অবৈধ পণ্য। 'চোরাই মাল সমেত মোট্রা সাহেবের ট্রাকখানাকে ভাঙা উষ্ট্রানো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেলো।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চোরা-উৎপাত বি গোপন আমোলা। 'এইরকম চোরা উৎপাতের সময় সমুদ্রের ওপার হইতে খবর আসিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

চোরাও [স চোর+] বিণ চোরাই। 'একটা ছকুমের চোরাও নকল দিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

চোরা-কটাক [চোরা+স কটাক] বি বাঁকা চাউনি। 'কবির ললনা আখখানি বৈকে চোরা-কটাকে চাহে থেকে থেকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

চোরাকটা বি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদবিশেষ যার কাঁটা কাপড়ে বিধকে খোলা কটিন। 'দাঁত দিয়ে একটা চোরাকটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

চোরাকারবার [স চোর+ফা কারবার] বি অবৈধ ব্যবসা। 'মোহরামি মজুতদারি চোরাকারবার এ সমস্তের কী ...।' মানিক, ১৯৪৭।

চোরাকারবারি, চোরাকারবারি [স চোরা+ফা কারবার+] বি অবৈধ ব্যবসায়ী। 'মজুতদার ও চোরাকারবারীদের ট্রাকগুলো যুদ্ধের কয়েক বছর ধরে সে চালিয়ে এসেছে।' মাহেনও, ১৯৪৯; 'চোরাকারবারি, মজুতদার, মুনাফাখোর ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য ...।' বেগম, ১৯৭২।

চোরাকোঠা [স চোর+স কোঠ+] বি বাড়ির ভিতরের ছোটো গুপ্ত ঘর। 'হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন চোরাকোঠায় গিয়ে ঢোকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চোরাগলি বি গোপন পথ। 'সেটা যথার্থই একটা পথ, চোরাগলি নয়।' প্রমথ, ১৯১৭।

চোরাগুপ্তি বি গোপন পথ বা উপায়। 'আইনের ফাঁকি দেওয়ার পথ-বিপথ চোরাগুপ্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৯।

চোরা গোষ্ঠা ১ বি গোপনে করা হয় এমন কাজ। 'বাজে দর্শকদের মধ্যে দু এক জন কুটিল চোরা গোষ্ঠা মাচ্ছেন।' হুজুম, ১৮৬১। ২ বিণ গোপনে ও অতর্কিত করা হয় এমন। 'সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত হয়ে তারা চোরাগোষ্ঠা হামলা চালাচ্ছিল।' মুরশিদ, ১৯৭০।

চোরা গোষ্ঠান বি প্রকৃত বিষয় গোপন রাখা। 'আজ কালও অনেক কাগজে চোরা গোষ্ঠান চলে।' হুজুম, ১৮৬১।

চোরাচর বি ডুবোচর। 'নাইলে তা যে কোনো সময় চোরাচরে আটকা

পড়তে পারে।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

চোরা-চাওয়া বি গোপন চাহনি। 'সবাইকে লুকিয়ে ঐ একটি চোরা-চাওয়া ...।' নজরুল, ১৯২২।

চোরাচালান বি অবৈধভাবে আমদানি-রপ্তানি। 'চোরাচালান ও তাহারই অনুসঙ্গী কাসোবাজারী যে বন্ধ হইবে।' আজাদ, ১৯৫৯।

চোরাচালানকারী বি অবৈধভাবে আমদানি-রপ্তানি করে যে। 'চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া বাইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৬০।

চোরাচালানী বি অবৈধভাবে আমদানি-রপ্তানি করে যে। 'কাসোবাজারী ও চোরাচালানী সমাজে সন্দর্শে বিচরণ করিতেছে।' আজাদ, ১৯৫৬।

চোরাচোখ বি আড়াল। 'কাজেই সুযোগ বুঝে চোরাচোখে এদিক-ওদিক তাকানো।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

চোরা না শুনে ধর্মের/ধর্মের কাহিনী - খরাপ লোকে ভালো পারমার্থ শোনে না। 'মনে মনে বলিবে এ বোটা উঠে গেলে বাঁচি - চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' প্রার্থী, ১৮৫৯; 'কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' রোকেয়া, ১৯০৪।

চোরাবাজার [স চোর+ফা বাজার] বি অবৈধ পণ্যের বাজার। 'চোরা-বাজারের থেকে তবু টুলি চাই।' জীবন, ১৯৩০।

চোরাবাজারী [স চোর+ফা বাজার] বি অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে। 'আড়তদার আর চোরাবাজারীর দল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

চোরাবালি [স চোর+স বালুকা] বি পানিতে ডোবানো ফাঁপা বালির চর, যার উপর ভর দিলে তা ডুবে যায়। 'বিরহের চোরাবালি বড়ই দুকর।' উমেশ, ১৮৫৭।

চোরাবালু [স চোর+স বালুকা] বি চোরাবালি। 'প্রিয়তমা, পথে পড়িনি তো চোরাবালু?' শক্তি, ১৯৬৫।

চোরা রাস্তা বি গুপ্তপথ। 'লোভের প্রকাশ্য ও চোরা রাস্তা দিয়ে কারখানাঘরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

চোরে [স চোর+] বি চুরি। 'সোনার ঘড়ী চোরে গিয়াছে।' ডানকন, ১৭৮৫।

চোরা [স চুর+] বি ধান, ছুরি প্রভৃতির অগ্রভাগ। মানোএল, ১৭৪৩।

চোরো [চর+] বিণ নদী বা চর সংলগ্ন। 'ফোটা সরিষার পাপড়ির ভরে চোরো মাঠখনি কাঁপে থরে থরে।' জঙ্গীম, ১৯৩০।

চোলনা [স চোল+] বি নেংটি। 'চোলনা পরিধান কোপে বীর কম্পমান।' মুহুস, ১৬০০।

চোলা বি জ্বালানি কাঠ; চোলা; চলা। মানোএল, ১৭৪৩।

চোলাই [বি চুলা+] বিণ পরিস্রুত। 'রসের বাজারে চোলাই করিতেছ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭; 'যতই চোলাই করা যাক।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

চোলাইখানা বি মদের কারখানা। 'রবীন্দ্রকাক্যের চোলাই-খানার দশে তামাসা করাটা সব অবস্থাতেই সোজা।' মানিক, ১৯৩৯।

চোলানো [বি চুলা+] ১ ক্রি পরিস্রুত করা। 'বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চোলানো লইলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ ক্রি মিশ্রণ করা। 'দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একরূপ চোলানো একটা অগুণ্ড আরক বানাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

চোলি, চোলী [বি চোলী] বি কাঁচলি। 'বসন্ত বসন রসন চোলি বিগলিত বেশি সেলসিন।' গোবিন্দ, ১৬০০; 'তাসের কাপড়ের ঘাঘড়া,

কিংখাপের ঢোলী, দিল্লির ওড়না ... ।' প্রথম, ১৯৪০ ।

চোষা [পা চতুষ্টয়] বিশ ৬৪ সংখ্যক । 'ক খ আদি ইকিতে চোষা বর্ণ জানে ।' রূপরাম, ১৭৫০ ।

চোষা বিশ চোষা এমন । 'মহাশোষা দধি চোষা চোষা জল বত ।' গুণ, ১৮৫৮ ।

চোষা [স] বিশ চুষে খেতে হয় এমন । 'প্রতি ভাঙারে চর্ব চোষা লেহা পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ ।' রাজীব, ১৮০৫ ।

চোষা [স চোষা] বিশ চোষা । 'চোষা চোষা লেহা পেয় খোজএ যকল ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

চোস্ত [ফা] ১ বিশ ক্ষীণ । 'পরমি কালের কারণ কিছু চোস্ত হইয়াছে ।' কেরী, ১৮০১ । ২ বিশ চতুর । 'প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও ধড়িবাড় লোক ।' হতোম, ১৮৬১ । ৩ বিশ আঁটসাঁট; ঢিলা নয় এমন । 'একটি সাটিনের চোস্ত কুরতি ছিল ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭ । ৪ ক্রিবিধ চটপটে । 'বয়স কম চোস্ত কাজ করে ।' জীবন, ১৯০২ । ৫ বিশ চমৎকার । 'বলেছো তো বেশ চোস্ত ।' অন্নদা, ১৯৪২ । ৬ বিশ উঁচু মানের । 'রেডিয়েওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা ।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯ । ৭ বিশ দক্ষ । 'হাত কত চোস্ত হলে তাড়াভাড়ির মধ্যে এমন লিখুত গর্ত হয় ।' মনোজ, ১৯৬১ । ৮ বিশ নির্ভেজাল । 'বাইরের লোকের সামনে চোস্ত ক্যাপকেশিয়ান ।' সুনীল, ১৯৭০ ।

চোস্তো [ফা] বিশ দারুণ; চমৎকার । 'তোফাই! উমদা চিঞ্জই বটে, আমীর-ওমরদের আর অপরাধ কি দম্ভরমতোই চোস্তো বাবার ।' শিবরাম, ১৯৪০ ।

চোহাড় বি বন্য জাতিবিশেষ । 'অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড় ।' মুকুন্দ, ১৮০০ । ৮ চোয়াড়

চোহে [হি চুলা] বি মুখরিত আনন্দ-উৎসব । 'কেউ ঘেটের কোলে ঘুট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আবেশে নাচ, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলেসের এক শেষ করেন ।' হতোম, ১৮৬১ ।

চৌ [পা চতু] বিশ চার সংখ্যক । 'চৌ চৌ যুগ আত্ম লঙ্কার রাবণ ।' বড়, ১৪৫০ ।

চৌচালা বি চারটি চালওয়ালা ঘর বা মন্দির । ওর্গা, ১৭৮৫ ।

চৌআড়ি, চৌআরি [স চতুর্ধারী] ১ বিশ চার চালাবিশিষ্ট । 'চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন ।' বাহরাম, ১৬৫০ । ২ বি পাঠশালা । 'এই কন্যা মনোরমে ... এই চৌআড়িত নিতা যাএ ।' বাহরাম, ১৬৫০ । ৩ বি বৈঠকখানা । 'ঘরে ঘরে সকলের সুবর্ণ চৌআরি ।' আলগল, ১৮৮০ ।

চৌকরা [স চতুর্ক] বি অলঙ্কারবিশেষ । 'মুজার চৌকরা পাইলেন ।' দর্পণ, ১৮২৫ ।

চৌকশ [হি চৌকস] বিশ নিশ্চিন্ত । 'নির্বিবাদ চৌকশ ঘুমে ।' জীবন, ১৯৪৮ । ৮ চৌকোস

চৌকশ [হি চৌকস] বিশ পরিশ্রমী । মানোএল, ১৭৪৩ । ৮ চৌকোশ

চৌকা [স চতুর্ক] বিশ চার কোণবিশিষ্ট । 'শয্যার নীচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা ।' বঙ্কিম, ১৮৮২ ।

চৌকাঠ [হি চৌখা] বি দরজার চারপাশের ফ্রেম বা কাঠাঘো । 'সূত্র ধরিয়া ডিত দিল চারি পাট, জৌ বান-কট কৈল কপালি চৌকাটি ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'করিয়া লোহার পাট দিল চারি চৌকাঠ ।' কেতকা, ১৬৫০ ।

চৌকাঠ মাড়ানো কি বাড়িতে আসা; দরজা দিয়ে ঢোকা । 'কখনও যে চৌকাঠ মাড়ায় নাই ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'একদিনও তো আমাদের চৌকাঠ মাড়াননি ।' রবীন্দ্র, ১৯০২ ।

চৌকাঠ [স চতুর্ক] বিশ চার কোনাবিশিষ্ট । ওর্গা, ১৭৮৫ ।

চৌকি, **চৌকী** [স চতুর্কী] ১ বি ঘাঁটি; পাহারার স্থান । 'পাশাপ পাঁচির বেড়ি রাখি দিবা চৌকি এড়ি পুরুষ কেমনে গেল তথা ।' কুফরাম, ১৭২০ । ২ বি চৌকিদার । 'চৌকিগে সহরপনা ধারে চৌকী কত জনা ।' ভারত, ১৭৬০ । ৩ বি ফাঁড়ি । 'তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড় ।' রায়হুসাদ, ১৭৮০ । ৪ বি শুদ্ধ আদায়ের জায়গা । ওর্গা, ১৭৮২; 'আমীন সাহেবের তম্ভাৎ যথাকার ব্যাপা যে চৌকী হয় তথায় পাঠাইয়া দিবে ।' ফরস্টার, ১৭৯৭ । ৫ বি পাহারা । 'সন্তান হইলেই তাহাকে মারিব, এই নিশ্চয় করিয়া ... চৌকি বসাইলেন ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০ ।

চৌকিখানা [স চতুর্কী+ফা খানা] বি ফাঁড়ি; থানা । ওর্গা, ১৭৮৫ ।

চৌকিদার, চৌকীদার [স চতুর্কী+ফা দার] বি পাহারাদার । 'চৌরে চৌকিদার বাহে ।' বিজয়, ১৬৫০; 'সাতজন দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখিল করিয়াছিলাম ।' ডেরলি, ১৭৮০ ।

চৌকিদারি, চৌকীদারী [স চতুর্কী+ফা দার] ১ বি পাহারাদারের জন্যে কর । 'শিলাম হইলে চৌকিদারি ও বাজনা কিম্বা টেকস দিগর যাহা লাগে ।' ক্যাগনে, ১৭৮৪ । ২ বি পাহারা দেওয়ার কাজ । 'অধিক তখন চৌকীদারী করি ।' সত্যভদ্র, ১৯১৫ ।

চৌকীদারানা [স চতুর্কী+ফা দারানা] বি গ্রামের অথবা পুলিশ ফাঁড়ির পাহারাদারগণ । ওর্গা, ১৭৮২ ।

চৌকি [স চতুর্কী] ১ বি চেয়ার; টুল । মানোএল, ১৭৪৩; ওর্গা, ১৭৮৫ । 'সমাদর পুরসরে, যত্ন করে বিপারের, চৌকি আনি দিল ।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮০৬; 'বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ । ২ বি চার পায়মুক্ত কাঠের বাট । 'গ্রহরী ঘুমায় সতে চৌকির উপর ।' রূপরাম, ১৭৫০ ।

চৌকীয়াত [স চতুর্কী] বি রাজস্ব আদায়ের স্থান অথবা পাহারা । 'নমক চৌকীয়াতের যে আমলারা নিষেধিত নমকের কারবারের বারগার্থ ... ।' ফরস্টার, ১৭৯৭ ।

চৌকে [স চতুর্ক] বিশ চার সংক্ৰান্ত । 'প্রথমে কড়াকে গণকে বড়কে চৌকে নামতা পর্যন্ত ।' ভবানী, ১৮২৫ ।

চৌকো [স চতুর্ক] ১ বি চারকোনা ছাঁচ । 'কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপর সে ছোটো ছোটো খিনুক সমাধাত ।' রবীন্দ্র, ১৯২২ । ২ বিশ চারকোনা । 'চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো খলি ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮ ।

চৌকোড়ি [স চতুর্কোটি] বিশ চার কোটি । 'চৌকোড়ি বিমুকা জইসো তইসো হৌই ।' চর্যা ৩৭, ১২০০ ।

চৌকোশ [স চতুর্কোশ] বিশ চার কোণবিশিষ্ট । 'সমুখে অন্তঃপুরের আভিনা ঘেরিয়া চৌকোশ বারাদা ।' রবীন্দ্র, ১৯১২ ।

চৌকোনা [স চতুর্কোশ] বিশ চার কোণবিশিষ্ট । 'বাড়িগুলো চৌকোনা ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'সুন্দর সপরিকল্পিত চৌকোনা আসন ।' জঙ্গীম, ১৯৬১ ।

চৌকোশ [হি চৌকস] ১ বিশ কাজের উপযুক্ত । 'কাজই যা গোল, তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন ।' প্রথম, ১৯১৯ । ২ বিশ মুক্ত করে এমন । 'যেমন সুন্দর চেহারা তেমন চৌকোশ কথাবার্তা ।' সুনীল, ১৯৭০ ।

চৌকো শাক

চৌকো শাক বি শাকবিশেষ। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

চৌকোষ [হি চৌকস] বি মজ্জবৃত্ত ও সুন্দর। 'বড়ো বড়ো চৌকোষ থাম সেকালের স্মৃতি বহন করছে।' প্রমথ, ১৯৪১।

চৌকোস [হি চৌকস] বি সকল বিষয়ে পারদর্শী। 'আজকালকার ছেলেরা কি চৌকোস।' প্রমথ, ১৯২৭।

চৌক্ষ [স চক্ষু] বি চোখ। 'তবে কেন কানা চৌক্ষের ঔষধ না কর।' বিজয়, ১৬৫০।

চৌখ [সচক্ষু] বি চোখ। 'নাহি তার দুয়ি চৌখে লাঞ্জে।' বড়ু, ১৪৫০।

চৌখ ঠারা ক্রি চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করা। মানোএল, ১৭৪৩।

চৌখের বালি বি চোখের বালি। 'ননলী দেখেছে চৌখের বালি।' ফিচট্রী, ১৬০০।

চৌখণ্ড [স চতুঃ-খণ্ড] বি চার টুকরা। 'খণ্ডে খণ্ডে চৌখণ্ড বুদ্ধ বহুতর।' আলাওল, ১৬৮০।

চৌখণ্ডি [স চতুঃ-খণ্ড] বি চৌচালা। 'বিচিত্রা চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে সুন্দর।' মাসাধর, ১৫০০।

চৌখার [চৌ+ফা খার] বি কাঁটাময় চতুর্দিক। 'চাহিতে চৌখার দেখে চমকে শরীর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চৌখুলি [চৌ+স ক্ষুপ>] বি চেককাটা; চারকোনা নকশা-আঁকা। 'চৌখুলি কথল জড়িয়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

চৌখুরি, চৌখুরী [চৌ+স ক্ষুর>] বি চার পায়খুচ পিড়ি; চৌকি। 'চন্দন চৌখুরি দিল রত্ন কঠমালা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'চন্দন চৌখুরী দিল ব্যারি কঠমালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চৌখন [স চতুর্গুণ] বি চার গুণ। 'মনে পাওল ডেল চৌখন বানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

চৌখনা [স চতুর্গুণ] বি চার গুণ সম্পন্ন। 'সৈয়দগিন্নী তেহুয়া কহেবা চৌখনা অখের ব্যবস্থা করে।' কায়সার, ১৯৬৫।

চৌশৌলা [চৌ+স শুষ্ক>] বি দাড়ি দুই ভাগ করে উপর দিকে পৌষের সাথে তুলে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বাবুরামবাবু চৌশৌলা ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

চৌশৌফা [চৌ+স শুষ্ক>] বি দাড়ি দুইভাগ করে উপর দিকে পৌষের সাথে তুলে দেওয়া হয়েছে এমন। 'চৌশৌফা ম্রুজাই দাড়ি, খুলিয়াছে ভালে।' রামখন্দা, ১৭৮০; 'নির-পৌষের নাকে চড়ে ইদুর চৌশৌফা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

চৌষড়া বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; নহবত। 'চৌষড়া বাজল না।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

চৌঘড়ি, চৌঘড়ী [চৌ+স ঘোটক] বি চার ঘোড়ার গাড়ি। 'শিল্পাকাড়া করতল চৌঘড়ি ঘোড়ায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'চৌঘড়ী, ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি।' হত্যম, ১৬৮১।

চৌচল্লিশ [পা চতুঃচল্লীশা] বি চুয়াল্লিশ। 'চৌচল্লিশ বাব কথা শুন অনুভাব।' আলাওল, ১৬৮০।

চৌচির [চৌ+স চীরা] বি খণ্ডবিখণ্ড। 'পাখর ফাটয়া শোকে হইল চৌচির।' গরীব, ১৭৬৫।

চৌচাপটে ক্রিবিপূর্ণ মাত্রায়। 'ইয়ার গোচের বামুনদিগের চৌচাপটে জিত।' গ্যারী, ১৮৫৮।

চৌচাল [চৌ+স চাল] বি চার চালবিশিষ্ট। 'চৌচাল বাজলা শোভে বিশেষ জৌযর।' রূপরাম, ১৭৫০।

চৌচালা [চৌ+স চাল] বি চার চালবিশিষ্ট। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

চৌট [হি চৌট] বি আঘাত। 'তোবের গোলার চৌটে নিপাত করিল।' রামরাম, ১৮০১।

চৌটখণ্ডি বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিশিষ্ট। 'গঙ্গাধর চৌটখণ্ডী।' সেবধি, ১৮৪০।

চৌটি [চৌ>] বি চার ভাগের এক ভাগ। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

চৌঠ [স চতুর্থা] বি চতুর্থ। 'চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতের।' বড়ু, ১৪৫০।

চৌঠমেতে ক্রিবিপূর্ণ চতুর্থ। 'চৌঠমেতে নূর হিতারা।' লালন, ১৮৯০।

চৌঠা [স চতুর্থ] ১ বিপ চতুর্থ। 'চৌঠা জ্বর।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ (তারিখের ক্ষেত্রে) চার সংখ্যক। মের্স, ১৭৫৭।

চৌঠা জ্বর বি চার দিন পর পর আসে এমন জ্বর। মানোএল, ১৭৪৩।

চৌঠি [স চতুর্থী] ১ বিপ চতুর্থী। 'কী হয়ে সাঁঝক একসরি তারা ভাদর চৌঠিক সসী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিপ চতুর্থীংশ। 'পিণ্ডাজাগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

চৌড়া [হি চৌড়া] বি চওড়া। মানোএল, ১৭৪৩; 'আর জে সকল জিনিষ ছিল, তাহার জায়দাদ সিদ্দুক লখা ১২ ইঞ্চি চৌড়া ৯ ইঞ্চি উচা ৭ ইঞ্চি ক্যাঙ্গে, ১৮০০।

চৌড়াই বিপ প্রস্থবিশিষ্ট। 'অমন লখাই চৌড়াই কর কেন।' গিরিশ, ১৮৯৬।

চৌত [হি চৌথ] বি প্রজ্ঞার উপস্থাপ্তের চার ভাগের এক ভাগ। 'চৌত দিতে হবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

চৌতরা [ফা চবতরাহ] ১ বি চতুর। 'আর যত লোক সব চৌতরা দালানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সভাপৃথ। মানোএল, ১৭৪৩।

চৌতলা [স তলা>] বি চারতলা। 'চৌতলাতে একটা খারে জ্বালালাখনার ফাঁকে/ প্রাণীপশিখা ছুঁতের মতো বিধে আঁধারটাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৩৭।

চৌতাল [চৌ+স তাল>] বি (সংগীত) তালবিশেষ; দুই মাত্রার পর্ববিশিষ্ট বারো মাত্রার তাল। 'আমারদিগের সর্কাসে বিব্রল করিয়া খেমটা আড়খেমটা চৌতাল ঝাঁপতাল বাজাইলে ছেনাল বলে না।' ভবানী, ১৮২৮; 'ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

চৌতাল্লা [চৌ+স তলা>] বি চার তলাবিশিষ্ট। 'এক উত্তম চৌতাল্লা বাটী লওয়া গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৭।

চৌতিশ [স চতুঃসিংহতি] বি ৩৪ সংখ্যক। 'ঘোল নাম চৌতিশ বর্গ চারিবেদ সার।' রূপরাম, ১৭৫০।

চৌতিশা বি চৌত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণের প্রতিটিকে আদ্যক্ষর ধরে রচিত ছোটো ছোটো কবিতা বা পদসমষ্টি। 'বারমাস বিলাপএ চৌতিশা সহিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

চৌতুলা বি এক ধরনের টুপি। 'চামের চৌতুলা শোভে শিরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

চৌত্র বিপ অভিযোগকারী। মানোএল, ১৭৪৩।

চৌত্রিশ [পা চতুঃসিংহতি] বি ৩৪ সংখ্যক। 'চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা গুর।' ভারত, ১৭৬০।

চৌথ [হি ১] বি চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ। 'জমিদার মহাশয়রা চৌথ

অর্থাৎ চারিভাগের এক ভাগ লন।' *সত্যার্থব*, ১৮৫৫। ২ বি গাছের উপর নিরূপিত করবিশেষ। 'আপনার জায়গায় গাছ তয়েরি করিবে, তাহার চৌধ জমিদার পাইবে।' *সুলত*, ১৮৭৩।
চৌধা [হি] *বিণ* চতুর্থ। 'তাকে চৌধা আসমানে লইয়া গেলেন।' *মনসুর*, ১৯৫০।

চৌধাই [হি চৌধা>] বি চার ভাগের এক ভাগ। 'চৌধাই সেলামি দিয়া আপন নামে পাঠা করিয়া লইবা।' *ওর্স*, ১৭৮২।

চৌদ [পা চতুদস] *বিণ* চতুর্দশ সংখ্যক। 'চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।' *বহু*, ১৪৫০।

চৌদল [স চতুর্দল] বি চতুর্দল। 'আহুবেহু দুলিআ চৌদল করে কান্দে।' *মুহুদ*, ১৬০০।

চৌদানি, চৌদানী [চৌ+ফা দানাহ>] বি কানের অলংকার বিশেষ। 'ঘষা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলভা ...।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'কেহ কেরাপাত পরে কেহ বা চৌদানী।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

চৌদিক, চৌদিগ [স চতুর্দিক] বি চতুর্দিক। 'চৌদিশে গোপিনিগণ মন্ডে নন্দবাবা।' *মাল্যধর*, ১৫০০; 'চৌদিকে লোক বলি উঠে হরি হরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

চৌদিশ, চৌদীস [স চতুর্দিশ] বি চারদিক। 'বেড়িল হাক পড়জ চৌদীস।' *চর্চা* ৬, ১২০০; 'সখিজন হলহলী পাড়ে চৌদিশে।' *বহু*, ১৪৫০।

চৌদুন [স চতুর্দণ] *বিণ* (সংগীত) চারওণ দ্রুততাসম্পন্ন। 'দম দিয়ে কলের তাল দুন চৌদুন করা শক্ত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

চৌদুলি [স চতুর্দল] বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'চৌদুলি হুনারি মাঝি কোরসা দেখায় বাজি।' *মুহুদ*, ১৬০০।

চৌদোল [স চতুর্দল] বি এক প্রকার পালকি। 'ভগমণ চৌদোল চাইনি, সত্যেন্দ্র', ১৯১০।

চৌদোলা [স চতুর্দল] বি এক প্রকার পালকি। 'চৌদোলায়-সালঙ্কার সূন্দরী বধু।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

চৌদ [পা চতুদস] *বিণ* চৌদ (১৪) সংখ্যক। 'আড়ে চৌদকোস বটে গোবর্দ্ধন গিরি।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

চৌদআনা *বিণ* সিংহভাগ। 'রিলিফ ফাওরে টাকার চৌদআনা কর্মীদের ভরণ-পোষণে ব্যয় হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

চৌদ কলা বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'লঘু ১৪ চৌদ কলা। পরে তরু।' *বহু*, ১৫৭০।

চৌদ পুরুষ বি পূর্বপুরুষ। 'তাহার চৌদ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া।' *শরৎ*, ১৯১৮।

চৌদপুরুষের চট্টিশার আয়োজন হওয়া- অস্বাভাব্য গালাগাল করা। 'আজহার ও তার চৌদপুরুষের চট্টিশার আয়োজন হইতেছিল দরিয়াবিরি টোটে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

চৌদপেয়ে *বিণ* চতুর্দশপদী; চৌদশংকতিবিশিষ্ট। 'আমি লিখি ... চৌদপেয়ে কবিতা।' *প্রমথ*, ১৯২০।

চৌদ পেয়া বি এক ধরনের শান্তির নাম (দুই পায়ের পাতা সাড়ে তিন হাত দূরত্বে রেখে দুয়েদে দাঁড় করিয়ে রাখা)। 'তনি চৌদ পোয়ার কথা/ কুড়ো কাঠা কই আন্দাজে।' *লালন*, ১৮৯০।

চৌদ ভুবন বি (বৈষ্ণব) সত্ত্ব স্বর্গ ও সত্ত্ব পাতাল অথবা চৌদ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সেহ। 'চৌদ ভুবনে ভুবন তিন।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

চৌদ্ধ [পা চতুদস] *বিণ* চৌদ (১৪) সংখ্যক। 'পৈতালিহ তন্ম চৌদ্ধ আনা আট গজা বাজনা সহি দিবা।' *মেয়র*, ১৭৬৪। *ঐ চৌদ্ধ*

চৌধর বি ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'পঞ্চমাল আনচাল মমহি চৌধর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌধুরাণী [স চতুধুরী] বি স্ত্রী পদবি বিশেষ। 'বুঝি দেবী চৌধুরাণী হরবোলা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

চৌধুরি, চৌধুরী [স চতুধুরী] ১ বি মোড়ল। 'সম্ভ্রাম মল্লকের যে হয় চৌধুরী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি থাকের প্রধান। *হ্যানহেড*, ১৭৭৩। ৩ বি জমিদার। *ওর্স*, ১৭৮৫। ৪ বি বাজলি পদবি বিশেষ। 'তাহার তরগি শ্রীমত লালমোহন চৌধুরি।' *দর্পণ*, ১৮২০; 'রাজকৃষ্ণ চৌধুরী।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

চৌশদী [চৌ+শ পদী] বি সঙ্গীতবিশেষ। 'মথুরাজীব, চৌশদী, রসকদমী; এই তিন রকম গান শিকিচি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

চৌপর [চৌ+শ প্রহর] *ক্রিবিণ* চার প্রহর ধরে। 'চারিজন বসি পারে খেলিতে চৌপর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌপর [চৌ+শ পল] বি টুপি। 'ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

চৌপল [হি চৌপালা] ১ বি চারকোনা বিশিষ্ট সভাগৃহ। *ওর্স*, ১৭৮২। ২ বি চারকোনা বেতল। 'চৌপলের শোয়ার ছিপিট খুলে ফেলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চৌপাড়া [হি] বি চারপদবিশিষ্ট কবিতা। 'হিন্দুস্তানী ভাষে সেই চৌপাড়া' *ওর্স*, *আলাওল*, ১৬৮০।

চৌপাড়ি, চৌপাড়ী [স চতুপাঠী] ১ বি টোল; স্থল। *যানোএল*, ১৭৪৩; 'চৌদিকে চৌপাড়িমর, পাঠ চার পড়ুয়াচয়।' *রামজন্মদাস*, ১৭৮০। ২ বি প্রহাশ্য। *ওর্স*, ১৭৮৫। ৩ বি টোল; হিন্দুশাস্ত্র শেখার বিদ্যালয়। 'অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্বত্র বাহুল্যরূপে আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

চৌপায়া [চৌ+শ পাদ] ১ *বিণ* চার পাওয়ালা। 'টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লটন জ্বলিতেছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯। ২ বি চারটি পায় দিয়ে তৈরি ছোটো আসনবিশেষ। 'চৌপায়া নিয়ে আয়, শিগগির।' *তার*, ১৯৪০।

চৌবাচ্চা, চৌবাচ্ছা [বা] বি পানি রাখার চারকোনা আধার। 'ভড়দেশের এক খমির ও চৌবাচ্চা পূর্ণাঙ্কন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'কয়েকটা চৌবাচ্ছা বা পুকুর আছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

চৌবাচ্ছাঘর বি যে ঘরে পানি রাখার চৌবাচ্চা স্থাপিত। 'এখন কুঠির ভাড়া চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর ... ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

চৌবাড়ী [স চতুপাঠী] বি টোল; সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র। 'গ্রামেই চৌবাড়ী ও পাঠশালা ও মকতবখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

চৌবেড় [স চতুর্বেষ্টনী] বি চারদিক। 'বেড়িবে চৌবেড়ে ময়না বিশিষ্ট বাহুিত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

চৌবেদী [স চতুর্বেষ্টনী] বি এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। 'কত কত দোবেদী, চৌবেদী ... ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

চৌমহলা [চৌ+আ মহল>] *বিণ* চার মহলবিশিষ্ট। 'উত্তর দক্ষিণ দিয়ল - চৌমহলা সে ঘর।' *রামরাম*, ১৮০১।

চৌমাথা [স চতু>] বি চার পথের মিলনস্থল। 'দেখিলাম, চৌমাথার কাছে, একটি ছোট বালক।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

চৌধক [স] **বিপ** চুখকের আকর্ষণ-শক্তিবিশিষ্ট। 'বেদুতীয় বলে, বা চৌধক বলে।' **বকিম**, ১৮৭৫।

চৌয়াল [পা চতুঃপ্রাঙ্গণা] **বিপ** চুয়াল সংখ্যক। 'আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ালবার।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

চৌয়ার **বি** পাশা খেলায় চার সংখ্যক দান। 'বিসু পেল্যা সদাশর পেলিল চৌয়ার।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

চৌয়াল্লিশ [পা চতুঃস্তম্ভীলাসা] **বিপ** চুয়াল্লিশ সংখ্যক। **হ্যালহেড**, ১৭৭৮; 'চৌদ লাখ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক।' **দর্পণ**, ১৮১৯।

চৌর [স] ১ **বি** চোর। 'কানেট চৌরি [চৌর+ই] নিল অধরাণী।' **চর্চা** ২, ১২০০; 'জো যো চৌর সৌ দুখাধী।' **চর্চা** ৩০, ১২০০। ২ **বিপ** অভিযোগকারী। **মানোএল**, ১৭৪৩।

চৌরতুল্য [স] **বিপ** চোরের মতো। 'চৌরতুল্য দাসে মাতা কর পরিত্রাণে।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

চৌরসংজ্ঞা [স] **বি** চোরের চোর চেনাজানার জন্য নানারকম গোপন-সংকেত। 'দেবভাষায় এ-জিনিসের নাম চৌরসংজ্ঞা।' **মনোজ**, ১৯৬১।

চৌরসি [হি চৌরস] **বি** হাত-পা বিচ্ছিন্ন অবস্থা। 'রহিল চৌরসি হই ধরণীত গড়ি।' **সুলতান**, ১৭০০।

চৌরসিয়া [হি চৌরস] **বি** পক্ষাঘাত-রোগী। **মানোএল**, ১৭৪৩।

চৌরসিবাতে [হি চৌরস] **বি** এক প্রকার বাতরোগ। 'জাতিটাকে যখন চৌরসিবাতে ধরল ...।' **অবন**, ১৯২৫।

চৌরস [স চতুঃপ্রা] **বিপ** চারকোনা ভাঁজবিশিষ্ট। 'চৌরস করিয়া পাত্র শ্রীমুখ করিল।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

চৌরানি [পা চতুঃনবুতি] **বিপ** চুরানকই। **হ্যালহেড**, ১৭৭৮।

চৌরাম করা **ক্রি** কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। 'চৌরাম করিতে।' **মানোএল**, ১৭৪৩।

চৌরাশি, **চৌরাশী**, **চৌরাশি** [পা চতুঃরাশীতি] **বিপ** চুরাশি সংখ্যক। 'চৌরাশি নরক কুণ্ড জত জমলাকে।' **মালাধর**, ১৫০০; 'চৌরাশী-কোশ সেই খণ্ডের ময়াল।' **বৃন্দা**, ১৫৮০; 'লুট কর্যা খায় বাঘ চৌরাশি বাজার।' **রূপরাম**, ১৭৫০।

চৌরাস্তা [চৌ+ফা রাশতহ্] **বি** চার রাস্তার মিলনস্থল। 'চৌরাস্তার বামপার্শ্বে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে।' **দর্পণ**, ১৮২৩।

চৌরাহ [চৌ+ফা রাহ] **বি** চৌরাস্তা। 'চৌরাহে যেথা যেথা লটকায় পরওয়ানা।' **গরীব**, ১৭৬৫।

চৌরি [স চৌরা] **বিপ** গুপ্ত। 'তুই জদি কহসি করিএ অনুসর/ চৌরি পিরীতি হএ লাখ জন রস।' **বিদ্যাগড়ি**, ১৪৬০।

চৌরি ঝাড় **বি** গোপন স্থান। 'দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।' **রামহসাদ**, ১৭৮০।

চৌর্য, **চৌর্য** [স] **বি** চুরি। 'পরদার পরহিসা পরধন চৌর্য।' **মালাধর**, ১৫০০।

চৌর্যকরণ [স] **বি** চুরির কাজ। 'চৌর্যকরণহেতু লাফেট সাহেবের বেত বাইয়া ...।' **ভবানী**, ১৮২৮।

চৌর্যক্রিয়া [স] **বি** চুরির কাজ। 'নগরে গুরুতর চৌর্যক্রিয়া আরম্ভ হইল।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭।

চৌর্যবিদ্যা, **চৌর্যবিদ্যা** [স] **বি** চুরিবিদ্যা। 'মহোদয় নৃতন গ্রন্থ

প্রকাশে যে চৌর্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।' **দর্পণ**, ১৮৩৯।

চৌর্যবৃত্তি, **চৌর্যবৃত্তি** [স] **বি** চুরির পেশা। **সেবধি**, ১৮৩৯; 'ধনলুকা হইয়া চৌর্যবৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯; 'চৌর্যবৃত্তিতে রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

চৌর্যাদি, **চৌর্যাদি** [স চৌর্য-আদি] **বি** চুরি এবং অনুরূপ খারাপ কাজ। 'আত ও আশত বাস্ত হইয়া ... চৌর্যাদি বৃত্তিতেই বীৰ্য্য প্রকাশ করেন।' **ভবানী**, ১৮২৮।

চৌর্যাপরাধ [স চৌর্য-অপরাধ] **বি** চুরির অপরাধ। 'চৌর্যাপরাধে শূলে আরোহিত হইয়াছি।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭।

চৌর্যার্থে, **চৌর্যার্থে** [স চৌর্য-অর্থ] **ক্রি** চুরি করার উদ্দেশ্যে। 'যেমত চোরেরা ধনবানেরদের বাটীতে চৌর্যার্থে গমন ...।' **চট্টোপাধ্যায়**, ১৮০৫।

চৌতরা **বিপ** চারটি। 'সেখো; সেই মস্তকের চৌতরা জোরা।' **অজ্ঞানিয়ো**, ১৭৪৩।

চৌষটি [পা চতুঃসূতি] ১ **বি** চৌষটি মাতৃকা (দেবী)। 'যাহা কহি আমি তাহা তন ভূমি তনহ চৌষটি সনে।' **চট্ট**, ১৫৫০। ২ **বিপ** ৬৪ সংখ্যক। 'চৌষটি জুগিনী মেলে যুদ্ধ কৈল তোমা খিএ দেখা।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

চৌষটি করা **ক্রি** প্রতিমা পূজা করা। 'চৌষটি করা।' **মানোএল**, ১৭৪৩।

চৌষটি [পা চতুঃসূতি] **বিপ** চৌষটি সংখ্যক। 'চৌষটি লাখ তাত মের দানে।' **বড়**, ১৪৫০।

চৌষটি [পা চতুঃসূতি] **বিপ** চৌষটি সংখ্যক। 'পড়িল চৌষটি বিদ্যা গুরু সন্নিধানে।' **মালাধর**, ১৫০০।

চৌষট্ঠী [স চতুঃসূতি] **বিপ** চৌষটি সংখ্যক। 'এক সো পদমা চৌষট্ঠী শাবুড়ী।' **চর্চা** ১০, ১২০০।

চৌহদ্দি [আ হুন্ড] **বি** চারদিকের সীমানা। **বিদ্যা**, ১৮৯১; 'দক্ষিণদেশের নির্ভুল চৌহদ্দি নির্ণয় করে দেওয়া আমার সাধ্য নয়।' **প্রমথ**, ১৯১২।

চৌহরা [হি] **বিপ** চারদিকে প্রশস্ত। 'চৌহরা বাজার দেখে অনেক দোকান।' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০।

চৌহাশুরি [পা চতুঃসূতি] **বিপ** চুয়াশুর সংখ্যক। **ওসী**, ১৭৮২।

চৌহাশিনী **বিপ** স্ত্রী আশঙ্কিত। 'আকে নাগরী গোআলী বড়ায় চৌহাশিনী।' **বড়**, ১৪৫০।

ছেল **ছেল** [ধন্য] **বি** নদীর পাড়ে জলের টেউয়ের আঘাত হানার শব্দ। 'নদীর ছেল ছেল শব্দে জেগে উঠলাম।' **জীবন**, ১৯৪২।

ছাড়া **ক্রি** ভাগ করা। 'বাম দাখিল দো বাটা ছাড়া সাতি বুলখউ সংকেলিউ।' **চর্চা** ১৫, ১২০০।

ছিছা [পা ছিছাতি] **ক্রি** ছেদ করা। 'নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন ছিছাই।' **চর্চা** ৪৬, ১২০০।

ছিছালী [পা ছিছিকা] **বিপ** স্ত্রী ঝট্টা। 'ভোংবিত আপলি গাছি ছিছালী।' **চর্চা** ১৮, ১২০০।

ছেদন [স ছেদন] **বি** কর্তন। 'স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণ নাসিকা ছেদন।' **দর্পণ**, ১৮২৫।

ছেদস্থল [স ছেদস্থল] **বি** নিরসনের জায়গা। 'শাত্রার্থের সন্দেহ ছেদস্থল একরূপ অনাভ প্রায় নাই।' **দর্পণ**, ১৮২১।

চ্যবনশ্রাশ [স] বি কবিরাজি ওষুধবিশেষ। 'যা চ্যবনশ্রাশ বলে কিনে আনা হয়।' *গ্রন্থ*, ১৯১২।

চ্যাটাই বি খেজুর বা নারিকেল জাতীয় গাছের পাতা থেকে তৈরি মাদুর। 'সে একটা চ্যাটাইয়ে ভয়েছিল।' *হাসান*, ১৯৬৯।

চ্যাংড়া [স চঙ্গ] বি অপরিণতবুদ্ধি পুরুষ। 'দোহাই বাবা চ্যাংড়া থাম।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাংড়া-চিংড়ী বি অপরিণতবুদ্ধি ভরুণ-তরুণী। 'চ্যাংড়া-চিংড়ীরা কী বেদম ফুটিতাই না করতে জানে।' *মুজতবা*, ১৯৫২।

চ্যাংড়ামি বি চেংড়ার ভাব। 'আওয়ামী লীগের এই সব চ্যাংড়ামি সেনাবাহিনী ঘুচিয়ে দিতে পারে।' *পাশা*, ১৯৭১।

চিথিড়ি বিণ ছোটোখাটো ও ছটকটে। 'চিথিড়ি বউদের ঠোঁটবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

চ্যাংদোলা [স তুঙ্গ+স দোলন] বি দুই হাত দুই পা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে বহন। 'হাংলা হাতি চ্যাংদোলা শূন্য তাদের ঠ্যাং তোলা।' *সুকুমার*, ১৯৮৮।

চ্যাচানি [চৈচা] ১ বি চিংকার। 'প্যাচা কয় প্যাচানি খাসা তোর চ্যাচানি।' *সুকুমার*, ১৯১৮। ২ বি চোঁচামেচি। 'এত চ্যাচানি কিসের রে বাবু।' *মানিক*, ১৯৩৯।

চ্যাচানো [চৈচা] ক্রি চিংকার করা। 'মস্তক-বিকৃতি ঘটলে এমন সুর করে চ্যাচাতে পারে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাচারি বি বাঁশের চটা। 'বাঁশের চ্যাচারি পুরিয়া দিয়েছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাগানো ক্রি দুই পা ফাঁক করে হাঁটা। 'ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাচা যায়।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাঙারি [পা চলোটক] বি চওড়া মুখো ঝুড়িবিশেষ। 'চ্যাঙারি বেয়েছি করিয়া আনিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

চ্যাটা [স কট] বি চাটাই। 'ভান্সা কলসী ছেঁড়া চ্যাটা।' *রামশ্রাসদ*, ১৭৮০।

চ্যাটার্জি, **চ্যাটার্জী** [স চট্টোপাধ্যায়] বি বাঙালি ব্রাহ্মণ-পদবি চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি প্রতিবর্ণিত রূপ। 'হিন্দু-বঙ্গের বহু সম্মানলব্ধ প্রতিনিধি মিঃ বি সি চ্যাটার্জী।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'ভারী রাশভারী মানুষ নবনী চ্যাটার্জী।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

চ্যাটাংলো [স চিপিটা] বিণ চ্যাণ্টা। 'আফিকের সময় খ্যালবার তাদের মত চ্যাটাংলো সোণার ইট্রি কবচ পরে থাকেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চ্যানেল [হি] বি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী প্রণালী। 'ব্রিটিশ চ্যানেল পার হবার সময় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

চ্যালেঞ্জর [হি] বি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। 'চ্যালেঞ্জর কথটা মোনায়েম

খান ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারতেন না।' *পাশা*, ১৯৭১।

চ্যাণ্টা, **চ্যাণ্টা** [স চিপিটা] ১ বিণ সমান্তরাল। 'ভূমিতে চ্যাণ্টা হইয়া আত্মশোপনপূর্বক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ বিণ থ্যাংড়া। 'চ্যাণ্টা নাকেই বাজত সাতটা শাঁখ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'নাকটা ওইরকম চ্যাণ্টা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

চ্যাণ্টার [হি] বি অধ্যায়। 'পড়িয়া ফেলেছি চ্যাণ্টার তিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

চ্যাম্পিয়ন [হি] বি প্রতিযোগিতামূলক খেলায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ব্যক্তি; বিজয়ী ব্যক্তি। 'বল্লিঃ চ্যাম্পিয়ন।' *জীবন*, ১৯৩২।

চ্যাম্পিয়নশিপ, **চ্যাম্পিয়নশীপ** [হি] ১ বি বিজয়। 'এই প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেন।' *বেগম*, ১৯৬২। ২ বি বিজয়ী নির্ধারণী প্রতিযোগিতা। 'ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৬৩।

চ্যারিটি [হি] বি বদান্যতা; সহানুভূতি। 'ইংরেজি ভাষায় যাকে চ্যারিটি বলে এর মধ্যে তা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

চ্যাশা [হি চেলা] বি শিষ্য। 'আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি ... পরীক্ষা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

চ্যালা কাঠ [স চীর্ণকাঠ] বি চেরাই কাঠ। 'হল্পুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক ছিলমটে ও পানের খিলটে আর ফেরে না।' *হুতোম*, ১৮৬১।

চ্যালেঞ্জ [হি] ১ বি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান। 'ইহা আমার চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ বি কাউকে থামতে বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য সান্নি কর্তৃক উচ্চারিত নির্দেশ। 'সান্নি একবার গুরুশ্রীর আওয়াজে চ্যালেঞ্জ করলে, হস্ট, হ কামস দেয়ার।' *নজরুল*, ১৯২৪।

চ্যালেঞ্জ করা ক্রি শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করা। 'গ্রামের টিম এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল ম্যাচে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

চ্যুত [স] ১ বিণ বিচ্যুত; বিচ্ছিন্ন। 'অচ্যুত বলেন ভূমি দৈবে জীবসখা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'ঘন কাঁপে অঙ্গ, কক্কাচ্যুত হেমঘট।' *রামশ্রাসদ*, ১৭৮০। ২ বিণ বিতাড়িত। 'ভূই স্বর্ণ হইতে চ্যুত হইয়া মস্ত্যলোকে গর্ভভরণে থাক।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

চ্যুতবৃত্ত [স] বিণ বৌটা থেকে খসে পড়েছে এমন। 'তরুতলে চ্যুতবৃত্ত মালতীর মূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

চ্যুতি [স] বি বিকৃতি। 'অনেকই স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ... নানা দোষ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯; 'তোমার ভাষায় চ্যুতি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ছ' বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনি ও বর্ণবিশেষ। '৬ বর্ষ ছ হেঁচড়ামি।' ভবানী, ১৮২৮।

ছ' [পা] বিণ হয় সংখ্যক। 'ছ মাসের মড়া হয়্যা জলে ডাসা যায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

ছটা' বিণ ছটা। 'ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ছটি বিণ ছয়টি। 'কাদি ছটি পুর শোকে।' কেতকা, ১৬৫০।

ছনঘরী [ছ+ই নয়র>] বিণ ছয় নয়র মাপবিশিষ্ট। 'আমার ছনঘরী পা-কে আটনঘরী পরাতে যাব নাকি?' মুক্তবা, ১৯৫৯।

ছ-পাই ন-পাই [ধন্য] ১ বি জীর্ণতা। 'বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি দুর্দৃঢ় শব্দ। 'বুকের ভেতর ছপাই নপাই ধুকপকুনির ঢোটে।' নজরুল, ১৯২৬।

ছ-ফুটি [ছ+ই ফুট>] বিণ ছয় ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। 'দেখি সামনে এক ছ'ফুটি পাড়া।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

ছই' [পা ছপতি] ক্রি ছি। 'ছই হোই জাই সো বান্ধ নাড়িয়া।' চর্যা ১০, ১২০০।

ছই' [স ছদি] ১ বি ছাউনি। 'ঘন ঘন ঝড়ে ছই গেল উড়ে।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বি নৌকার অর্ধগোলাকার ছাদ বা চাল। 'ছইয়ের এ-মাথা দিয়ে বেড়িয়ে যাত্রী অল্ললোকটি তার সামনে এসে দাঁড়াল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ছইওয়ালা [ছই+হি ওয়ালা] বিণ ছাউনিযুক্ত। 'যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গরুর গাড়ির যোগাড় করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ছইশূন্য [ছই+স শূন্য] বিণ ছই নেই এমন। 'আবছা-আবছা ককরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছইশূন্য ভারি খেয়া নৌকাটা।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ছইলরী [হি ছই>] বিণ চতুর। 'ন বুঝিস ছইলরী বানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ছএ [পা ছ বিণ হয়। 'তথা থাকি দেখিল মনিসা ছএ জন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ছও [পা ছ বিণ হয়। 'ছও অনুপম এক ঠামা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ছওয়াব [আ সওয়াব] বি পুণ্য; সৎকর্মের ফল। 'হজ্জে আকবরের ছওয়াব অনেক।' মোহাম্মদী, ১৯০১।

ছওয়ার [ফা সওয়ার] বি আসীন। 'যার বাবা আলী সাহা দুল দুল ছওয়ার।' গরীব, ১৭৬৫।

ছওয়ালা [আ সওয়ালা] বি প্রশ্ন। 'এই ছওয়ালের জওয়াব খুঁজিলেই বুঝা যাইবে।' আজাদ, ১৯৪৬।

ছটি কিণ নষ্ট বা অতৃষ্ণ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ছড়া [স ছমত>] বি চাংড়া; ছেলে। 'আবার জেলে ছড়া জাল নামাইয়া করে দিল লবজবা।' ভবানী, ১৮২৮।

ছক [স ঘটকা] ১ বি নকশা। 'বিদ্যা, ১৯১১। ২ বি দাবা পাশা ইত্যাদি খেলার ঘর। 'এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়েলোশা চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ছককাটা বিণ পরিকল্পিত। 'আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে ছককাটা পথে

... পরিচালনা করা যায় না।' আজাদ, ১৯৭০।

ছকড়া [স শকট] বি ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'ছকড়া গাড়ির উৎপাতে।' দর্পণ, ১৮২২।

ছকড়া নকড়া [স কপর্দক>] বি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। 'উনি আমাকে ছকড়া নকড়া করেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ছকা [স ঘটকা] বিণ পরিকল্পনার খসড়া-করা হয়েছে এমন। 'সে মতলব মনে মনে সুখামুখীর ছকা রয়েছে।' মনোজ, ১৯৬১।

ছক [ধন্য] বি তেলে-ভাজা বা ঘিয়ে ভাজা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ছেঁচকি - হোকা - ছক - চচ্চড়ি - লাবড়া।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

ছকড় [স শকট] বি ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'আজ ছকড় মহলে শোহাবারো।' হুমায়, ১৮৬১।

ছকরবাজি নাচ বি নাচের প্রকারবিশেষ। 'ছকরবাজি নাচ শিবোৎসব।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ছকা' [ধন্য] বি একধরনের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ডাল আর কুমড়ার ছকা ছাড়া ও কিছু নেয় না।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

ছকা' [পা ছকা] ১ বি ছয় ফোঁটামুখ তাস। 'শেষ কচে বার পেরে মাগো পজা ছকার বন্ধ হলো।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি ছয় ফোঁটামুখ লুডের ঘুঁটার চাল। 'লুডোর ছকে এককালে ছকা ফেলেছিল।' শক্তি, ১৯৩১।

ছকাপাঞ্জা [পা ছক+ফা পাঞ্জা] বি বড়ো দান। 'ছকাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ছকৈল বি হামানদিস্তার নীচে যে অংশ নড়ে। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ছগমগ ক্রি বিরক্ত হওয়া। 'সরসু ছগমগ করতে করতে বললে, বড় গোলামাল কর তুমি।' জীবন, ১৯৩২।

ছগয়াস [ফা সগ>] বি যে পাথরের বাদে কাজ করে। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ছগু বিণ পাথুরে। 'ছগু-সায়রে কার বহিহ বাওয়া।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।

ছচড় [ধন্য] বি হাত ও পা সামান্য আলগা করে লম্বা গাছ থেকে দ্রুত নামার শব্দ। 'ছচড় করে গিয়ে পড়বে একেবারে রমজানের মুঠোয়।' কায়সার, ১৯৬৫।

ছছন্দ [স বচ্ছন্দ] বি বচ্ছন্দ। 'গোপীজন সঙ্গে আক্ষে ছছন্দে বুলিলো ল।' বটু, ১৪৫০।

ছছদা [আ সিঙ্গদাহ] বি সেজদা; মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে সম্মান জানানো। 'পীরকে ছছদা করে।' এসলাম, ১৯২০।

ছট [স ঘটী] ১ বি ছট ব্রতের প্রসাদ। 'নদীতে ছট ডাসাতে যায়।' বিজুতি, ১৯৩৮। ২ বি হিন্দুস্তানিদের পর্ববিশেষ; ঘটী পর্ব। 'ছট-পরবের পিঠে বাবুজী।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ছট পরব বি হিন্দুস্তানিদের পর্ববিশেষ। 'কার্তিক মাসে ছট পরবের দিন।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ছটকা [স ছটা] ক্রি উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। 'সম্মুখে ছটকে চকু তারা।' আলগোল, ১৬৮০।

ছটকে বেড়ানো ক্রি ছোট্টাট করে বেড়ানো। 'ফটকে ছেলে ছটকে বেড়ায় আঁটি তারা বজ্ঞাডের।' নজরুল, ১৯২৬।

ছট **ছট** [ধন্য] বি সবেগে বৃষ্টিপাতের শব্দ। 'বৃষ্টি যেন একেবারে ছিটেগুলির মতো বিষম জোরে ছট ছট শব্দে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ছটপট [ধন্য] বি অস্থিরতা নির্দেশক অনুকার শব্দ। বিন্দ্যা, ১৮৯১।

ছটপটে [ধন্য] বি যন্ত্রণার কাতর; অস্থির। 'কথটা শুনে জববে-করা প্রাণীর ন্যায় আমি ছটপটে হয়ে পড়লুম।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ছটফট [ধন্য] ১ বি অস্থির। 'ভূমি নিপতিত অঙ্গ করে ছটফট।' আলাওল, ১৬৮০। ২ ক্রিবিণ অকূল হয়ে। 'হঠাৎ সেই প্রবাহটা ভেঙে গেলে মনটা ছটফট করে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ছটফট করা ক্রি অস্থির হওয়া। 'ভূমি নিপতিত অঙ্গ করে ছটফট।' আলাওল, ১৬৮০।

ছটফটান [ধন্য] বি চঞ্চলতা। 'এই ছটফটানই মিসেস খানের ভালো লাগতো।' সেনিলা, ১৯৬৯।

ছটফটানো [ধন্য] বি অস্থিরতা। 'স্কুলে থাকিতে গেলে ছটফটানো ধরে ...' প্যারী, ১৮৫৮।

ছটফটি বি অস্থিরতা। 'অগ্নি-তাগে ছটফটি ভীম দুঃমতি।' মাইকেল, ১৯৬৩।

ছটফটিয়ে তোলা ক্রি অস্থির করে তোলা। 'সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছটফটিয়ে তুলেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ছটফটে বিণ অস্থিরমতি। 'বাজীকরের কলের পুস্তকের মত খটখটে ছটফটে।' দীপিকা, ১৮৮৭।

ছটা [স] ১ বি শোভা। 'সেহ নীল মেঘ ছটা।' বড়, ১৪৫০। ২ বি দৃষ্টি। 'গোভাতানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বিপ্লব। 'রোদের ছটা।' মানোএল, ১৭৪৩।

ছটী ক্রি দ্রুতগতিতে যাওয়া। 'নীল পদ্ম ভাবি লুবধ অমরা ছটীতে নিরবধি।' দ্বিজী, ১৬০০। **দ্র ছটী**

ছটাক [হি ছটাক] বি এক সেরের ষোলো ভাগের এক ভাগ। মায় ৬০ গ্রাম। 'হালহেত', ১৭৭৮: 'চার পয়সা ছটাক বালচরে পাতি ডরা গাঙ্গা আনিতে লাগিল।' ভবানী, ১৮২৮।

ছটাহট [স ছটা] বি চমকানি। 'বিজলী ছটাহট।' আলাওল, ১৬৮০।

ছটা [স ছটা] বি অলংকারবিশেষ। 'রজাত পাসুলি ছটা পরে দিবা তুলাকোটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছড় [স শব্দ] ১ বি হাল। 'অভাগি ফুল্লরা পরে হরিশের ছড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কাঠি। 'মাঝে মাঝে ছড়ের বাড়ি পড়ত আমার আঙুলে।' অবন, ১৯৪১।

ছড়গাই [স যড়-গতি] বি যড়গতি। 'ছড়গাই সতল সহাবে সৃধ।' চর্যা ৯, ১২০০।

ছড় ছড় [ধন্য] বি ছড় ছড় শব্দ। 'ভাল নাড়া দিলেই জল ছড় ছড় করিয়া পড়িয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ছড়া [স ছটা] ১ বি গুচ্ছ। 'বেণী বিরাজিত কুমুদ রচিত লম্বিত মুকুতা ছড়া।' আলাওল, ১৬৮০: 'জ্ঞাও পৈহা ৪ ছড়া।' দর্শন, ১৮২২। ২ বি পানির ছিটা। 'শেষে দিবে গোবর ছড়া।' রামভ্রাসাদ, ১৭৮০। ৩ বি এক ধরনের কবিতা। 'নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছড়া কাটা ক্রি ছড়ার ভাষায় বিদ্রূপ করা। 'লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ছড়াকাটাকাটি বি ছড়ায় ছড়ায় প্রতিপক্ষকে উত্তর বা প্রত্যুত্তর

দেওয়া। 'দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে মুখে ছড়াকাটাকাটি করে।' অবন, ১৯১৯।

ছড়া ছড়া বিণ গুচ্ছ গুচ্ছ। 'হাথের উপরে বাজুবন্ধ ছড়া ছড়া।' রূপরায়, ১৭৫০।

ছড়াদার [স ছটা+ফা দার] বিণ ছড়া কাটতে পারে এমন। 'ছড়াদার কবি তাহার উক্ত ছড়ায় ...' এসলায়, ১৯৩৪।

ছড়া-বাঁধা চতুর্দোশা বি যে পালকির বেহারারা চলার সময়ে সুর করে ছড়া বলে। 'ছড়া-বাঁধা চতুর্দোশা চলেছিল যে-গলি বাহিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ছড়া [স সরিং] বি বরন। 'চণ্ডীমণ্ডপ আর হৈসেলঘর কেবল শুদ্ধ করে ছড়ার নুড়ি।' লালন, ১৮৯০।

ছড়া [স ছিঃ] ক্রি চামড়া গুঠা। 'পাড়তে গিরে সর্বাস ছড়ো যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ছড়াছড়ি [স ছটা] ১ বি প্রাচুর্য; ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে থাকা। 'গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি অবহেলাজনিত অপচয়। 'জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিল ছড়াছড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিণ ছড়িয়ে-থাকা। 'ঘরময় ছড়াছড়ি বাস্তব-পটুটির মধ্যে দাঁড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ছড়া [স ছটা] ১ ক্রি ত্যাগ করা। 'রোস ছড়াএ বদাওল হাস।' বিন্দুপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি প্রচার করা। 'নিত্যানন্দ বোলে যাহা ছড়াইয়া পেলির্ন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি ছিটানো। 'সব ঘরে অন্ত ছড়াইয়া হেল হাস।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ ক্রি ছড়িয়ে পড়া। 'রবির ক্রমে হাসি ছড়াইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ ক্রি ছিড়ে ফেলা। 'কেহ বা আছে যাহাকে ছড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ ক্রি বিকৃত হওয়া। 'পূর্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়।' প্রমথ, ১৯২২।

ছড়িয়ে দেওয়া ক্রি বিছিয়ে দেওয়া। 'পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেরা খাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ছড়িয়ে-পড়া বিণ ছড়িয়ে পড়েছে এমন। 'ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি/কুড়িয়ে ভূমি লও গো তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ছড়ি বি উন্মাদ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ছড়ি [স ষষ্টি] ১ বি লাঠি। 'চার দিশে ধার মিশ্র হাতে ছড়ি লগ্না।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সরু লাঠি। 'লাঠি গালি দেয়, ছড়ি, তুই সরু লাঠি। ছড়ি তারে গালি দেয়, তুমি লাঠি লাঠি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি যে তারগালা চিকন লাঠির সাহায্যে বেহালায় সুর তোলা হয়। 'বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ছড়িত্ত [স ষষ্টি] বি লাঠির রূপ। 'ছড়িত্ত প্রাণ ইহা শৃগাল-কুকুর-ভীত বাবুবর্ণের হাতে শোভা কর।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ছড়িবরদার [ছড়ি+ফা বরদার] বি প্রভুর ছড়ি বহন করে যে ভৃত্য। 'অগ্নিপ্রাণ ভাকেন তো ছড়িবরদার হাড়ে না।' অবন, ১৯২৫।

ছড়ি বি কলের বোড়া গুচ্ছ; কাদি। 'মৌসুমের এই প্রথম ছড়ি, মোটাভাঙা বাইশ হালি সাগর।' আলাউদ্দিন, ১৯৭১।

ছড়া [স ছড়] ক্রি ছাড়িয়ে। 'যন্ত্র আড়ি বাঘ মারি ছড়া লয় ছাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছতর [আ সতরা] বি সজ্জাহান। 'দুহাতে ছতর ঢাকিয়া মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

ছত্রহীনতা [আ সতর+স হীনতা] বি অস্ত্রহীনতা। 'এখানে ছত্রহীনতা পাশেবাে উল্লেখ করে বৈইকী'। শওকত, ১৯৭২।

ছত্র [স ছত্র] বি নৌকায় ছই। 'মতিলাল এদিক ওদিক দেখছে ... এক একবার ছত্রের উপর বসছে।' গাঙ্গী, ১৮৫৮।

ছত্তর [স ছত্র] বি ছাত্র। 'নবীর শির পর মেঘের ছত্তর।' সুলতান, ১৭০০।

ছত্ৰিশ [পা ছত্ৰিশ] বিশ ৩৬ সংখ্যক। 'রামকিরী সিন্ধুছড়া ছত্ৰিশ রাগিণী চড়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

ছত্র [স] বি ছাত্র। 'আপন মাথার ছত্র ধর মোর মাথে।' বড়ু, ১৪৫০।

ছত্রধান [স ছত্রধা] বিশ দলচ্যুত। 'পিছু হটে ছত্রধান হয়ে পালিয়ে যখন যারনি।' মানিক, ১৯৪৭।

ছত্রধর [স] বি রাজার ছাত্রা ধারণ করে যে। 'ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল।' অবন, ১৮৯৬।

ছত্রদণ্ড [স] বি ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ছাত্রা ও লাঠি। 'আজি অধিবাস কলি পাব ছত্রদণ্ড।' কৃষ্ণবাস, ১৬৫০।

ছত্রধর [স] বি ছত্র বহনকারী। 'ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি ...।' মাইকেল, ১৮৬১।

ছত্রধারিণী [স] বি স্ত্রী ছাত্রা ধরে যে। 'শশী, তুই সাজ ছত্রধারিণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ছত্রধারিণী [স] বি ছাত্রিনিতে থাকে এমন সেনা। 'একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী ধবল অক্ষণ গজেন্দর।' বাহরাম, ১৬৫০।

ছত্রপতি [স] বি সম্রাট। 'রাজা ... রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সাজা এক দৃতকে পাঠাইলেন।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

ছত্রভঙ্গ [স] ১ বি বিশৃঙ্খলা। 'বিহার কালে ছত্রভঙ্গ না দেখিছ আর।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বিশৃঙ্খল। 'শত্রু হয় ছত্রভঙ্গ।' রূপ, ১৮৫৮। ৩ বি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। 'সেই ছত্রভঙ্গের দল একসাষ্ট্রিক সতাকে উত্তাবিত করবে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ছত্রাকার [স ছত্র-আকার] বিশ ছাত্রার আকৃতিবিশিষ্ট। 'বর্ণা-উৎসারিত ছত্রাকার জলবিন্দুর উত্থান-পতনে এই লীলার আভাস কিছুটা চোখে পড়ে।' শওকত, ১৯৬২।

ছত্র [স সত্র] বি খাদ্য বা পানীয় বিতরণের স্থান। 'ছত্রে মাগি বার বিষয় স্পর্শ নাহি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ছত্রপাট করা ক্রি ভোজন শেষ করা। 'ছত্রপাট করি নাট লাগাইল আশি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ছত্রভোগ [স] বি খাওয়াদাওয়া। 'অমলঙ্গ দিখা সাধু গেল ছত্রভোগে।' মুরুদ, ১৬০০।

ছত্র [স সত্র] বি পঙ্খিক; লাইন। 'তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ছত্রক [স] বি ছত্রাক। 'ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোনও কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ছত্রি [স ক্ষত্রিয়] বি ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ। 'আমি ছত্রির মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

৩৬, ছত্রিশ [পা ছত্ৰিশ] বিশ ছত্রিশ সংখ্যক। 'লঘুওক সকলে ৩৬ ছত্রিশ কলা।' বড়ু, ১৫৭০।

ছত্রিশরাগিণী [স] বি (সংগীত) ছয় রাগের ছত্রিশ পত্নী হিসেবে কল্পিত ছত্রিশটি প্রধান সুর। 'ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত।'

মাইকেল, ১৮৬১।

ছদকা [আ সদকাহ] বি ইসলামি মতে বিপদ থেকে মুক্তি কামনায় দান। 'কোরবানী, ফেরা, আকিকা, ছদকা।' রওশন, ১৯২৫।

ছদপ বি বিনুক। 'ছদপের মুক্তা হৈল কাচ প্রতিপ্রাণ।' আলগোল, ১৬৮০।

ছদরিয়া বি কারুকাঙ্ক করা একপ্রকার ছোটো জামা। 'কতিপয় ছদরিয়া, পাগড়ী এবং জুস্বাধারী।' সওগত, ১৯২৯।

ছন্দ [স] বিশ কপট; নকল। 'ছন্দবোধধারী নেকড়িয়ার।' তারিণী, ১৮০৩।

ছন্দঐতিহাসিক [স] বিশ কল্পিত আধা-ঐতিহাসিক। 'আমীর হামজা কাবোর একটি ছন্দঐতিহাসিক পটভূমি আছে।' আনিস, ১৯৬৪।

ছন্দকংগ্রেসী [স] বিশ কংগ্রেসের ছন্দবোধধারী। 'দলত্যাগী ছন্দকংগ্রেসী শামছীরা কৃষক-প্রজাদলের অবলম্বন ...।' আজাদ, ১৯৩৭।

ছন্দাতা [স] বি স্থলের ভাব। 'ছন্দাতা ছন্দাতা ছন্দ নয় করি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ছন্দীপ্তি [স] বি কপট দৃষ্টি। 'কাঠপ্রফুল্লতার ছন্দীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে কালিমায় ব্যাঙ হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ছন্দনাম [স] বি সত্যিকার নয় এমন নাম; কৃত্রিম নাম। 'এ দুর্গতির অনেক ছন্দবোধ, অনেক ছন্দনাম।' অন্নদা, ১৯২৮।

ছন্দপরিচয় [স] বি কপট পরিচয়। 'অতিথি ছন্দপরিচয়ে তাহার স্ত্রীকে প্রকৃষ্ণিত প্রভাশা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ছন্দ-প্রগতিবাদী [স] বিশ বাইরে প্রগতিশীল হলেও অন্তরে রক্ষণশীল। '... প্রকৃতপক্ষে কেবল ছন্দ-প্রগতিবাদী ছিলেন।' মুরশিদ, ১৯৭০।

ছন্দবন্ধ [স] বিশ গুণ। 'কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছন্দবন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ছন্দবেশ [স] ১ বি পরিচয় গোপন করার জন্য কৃত্রিম বেশ ধারণ। 'ছন্দবেশধারী নেকড়িয়ার।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি ভুজগমি। 'কেন এ হিংস্রমেঘ, কেন এ ছন্দবেশ, কেন এ মান-অভিমান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি লুকানো অবস্থা। 'যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছন্দবেশ থেকে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ছন্দবেশধারী [স] বিশ কপট বেশ ধারণকারী। 'ছন্দবেশধারী নেকড়িয়ার।' তারিণী, ১৮০৩।

ছন্দবেশী [স] ১ বি কপট লোক। 'হেন ছন্দবেশী তার অধর্মের্তে ভয় কি?' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বিশ কপট বেশ ধারণকারী। 'কহ, তুমি কেহো ছন্দবেশী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ছন্দব্যবহার [স] বি কপট আচরণ। 'এই গভীর ছন্দব্যবহারে বার বার বিশ্বয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ছন্দভাবে [স] ক্রিবিধ গোপনে। 'বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া ছন্দভাবে গমনাগমন করিত।' দর্পণ, ১৮২৪।

ছন্দ-লক্ষণ [স] বি ভুয়া বৈশিষ্ট্য। 'এ দুর্গতির অনেক ছন্দবেশ, অনেক ছন্দনাম, অনেক ছন্দ-লক্ষণ।' অন্নদা, ১৯২৮।

ছন্দসাজ [স] বি পরিচয় গোপন করার উপযুক্ত সাজ। 'রাগিশ বুকে লয়ে বিনা কাজে আশি' বেড়াই ছন্দসাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ছন্দী [স] বিশ ছন্দবেশধারী। 'ছন্দারি আসিছে ছন্দী মৃগরাজ-গতি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ছন [স শব্দ] বি শব্দ; ত্ত্ববিশেষ। 'মাথা উঠু করে রয়েছে দীর্ঘধারালো ছন

ও ভাতসোলা।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ছন ছন [ধন্য।] বি বীণার শব্দ। 'ঝম ঝম ছন ঝনন ঝনন ... বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ছনতি বিণ হেঁটে ফেলা হয়েছে এমন। মনোএল, ১৭৪৩।

ছনন ছনন [ধন্য।] বি বীণার শব্দ। 'ছন ছন ঝনন ঝনন ছনন ছনন ... বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ছনবন বি উসখুস। 'সেই থেকে ছনবন করছে ওদের মনটা।' কায়সার, ১৯৬২।

ছনমনে বিণ ব্যাকুল। 'দিন দিন ছনমনে হয়ে উঠছে।' মণীশ, ১৯৫৭।

ছনঘরী গ্র ছ'

ছন্দ [স ছন্দঃ] ১ বি সাবলীলতা। 'গোপীজন সঙ্গে আক্ষেপে হৃদয়ে বুলিগোঁ, ১০০, ১৪৫০। ২ বি (সংগীত) তাল। 'করুনা ছন্দ।' মাল্যধর, ১৯০৬। ৩ বি হৃদয়। 'খোয়াইনু নখের ছন্দ।' চণ্ডী, ১৫৫০। ৪ বি পদ্যরচনা। 'রচিআ ক্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি কাব্য। 'মানবের জীব বাঁকো মোর ছন্দ দিবে নব সুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'সে যেন হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাজীকির।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৬ বি কুজন। 'অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯০৩। ৭ বি সংগীত। 'সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ বিহবুদ্বন ছেয়ে ছেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৮ বি কাব্যের তাল। 'বাঁশো ছন্দ সখকে যতকিছু আলোচনা করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৯ বি নিয়ম। 'অনেকদিন একই ছন্দে পায়ে মাগে বাড়ি ফিরেছে।' শক্তি, ১৯৬১। ৮ ছন্দো

ছন্দ-অছন্দ [স] বি ছন্দ ও ছন্দের অভাব। 'কাব্য জিনিষ্টা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ছন্দঃপাত [স] বি ছন্দহীনতা। 'সংস্কৃত পদ্যের ছন্দঃপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

ছন্দঃপাতন [স] বি ছন্দবিচ্যুতি। 'সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছন্দঃপ্রোত [স] বি ছন্দঃপ্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া ...। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ছন্দছাড়া বিণ ছন্দছাড়া। 'ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা, - ঘরে তাদের কেউ আনে না।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

ছন্দতত্ত্ব [স ছন্দঃ-তত্ত্ব] বি ছন্দবিষয়ক বিদ্যা। 'সাহিত্যের কলকারণিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব, তার রচনারীতি সম্বন্ধে আলোচনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ছন্দতরঙ্গ [স ছন্দঃ-তরঙ্গ] বি ছন্দের প্রবাহ বা ঢেউ। 'তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে, কলকল্লালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছন্দতরঙ্গিতা [স ছন্দঃ-তরঙ্গিতা] বিণ স্ত্রী ছন্দময়। 'কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছন্দনৈপুণ্য [স ছন্দঃ-নৈপুণ্য] বি ছন্দ প্রয়োগের দক্ষতা। 'তার ছন্দনৈপুণ্যে বিন্দুযাবিষ্ট হতে হয়।' হাই, ১৯০০।

ছন্দপতন [স ছন্দঃ-পতন] বি ছন্দের ক্রটি। 'হেরি কত শত ছন্দপতন অপূর্ণতা বিরাজে।' নজরুল, ১৯৪৫।

ছন্দ-পাত [স ছন্দঃ-পতন] বি ছন্দপতন; ছন্দের ক্রটি। 'লিখিতে লিখিতে হন আনন্দনা, সৃষ্টিতে হয় ছন্দ-পাত।' নজরুল, ১৯৪০।

ছন্দ-ভাঙা বিণ ছন্দপতন ঘটায় এমন। 'ছন্দ-ভাঙা শুকতার ভাঙি

এনে দিল চিরন্তন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ছন্দময় [স ছন্দঃ-ময়] বিণ ছন্দযুক্ত। 'ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ছন্দ-মাতন [স ছন্দঃ-মতন] বিণ ছন্দের আনন্দে উন্মত্ত। 'আসলো বাঘবন্ধারা ছন্দমাতন পাগলাপাজন-উল্লাসে।' নজরুল, ১৯২৩।

ছন্দশাশ্রী [স ছন্দঃ-শাশ্রী] বি কবিতা। 'পাণাঘ গলাবার ক্ষমতা আছে আমার ছন্দশাশ্রীর।' বনফুল, ১৯৩৬।

ছন্দলোক [স ছন্দঃ-লোক] বি ছন্দের জগৎ। 'ছন্দলোক অতিক্রম করে কাব্যলোকে আর পৌছাতে পারেনি।' নজরুল, ১৯৩০।

ছন্দশাস্ত্র [স ছন্দঃ-শাস্ত্র] বি ছন্দবিষয়ক বিদ্যা। 'বিদেশী কোনোরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।' প্রমথ, ১৯১৩।

ছন্দস্পন্দন [স ছন্দঃ-স্পন্দন] বি ছন্দের লয়। 'আপন ছন্দস্পন্দনের চরণেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান করে তুলছে নানা প্রকার চাঞ্চল্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ছন্দ-হরিশী [স ছন্দঃ-হরিশী] বি ছন্দরূপ হরিশী। 'এরই তাগে মম ছন্দ-হরিশী নাচিবে তমাল-ছায়ে।' নজরুল, ১৯২৯।

ছন্দহীন [স] বিণ ছন্দ নেই এমন। 'ছন্দহীন বুনে চালতার।' জীবন, ১৯৩২।

ছন্দবন্দে [স ছন্দঃ-বন্ধ] বিণ বিণ কথার কৌশলে। 'ছন্দবন্দে ঘোড়িবে কমনে।' বড়, ১৪৫০।

ছন্দবন্ধে [স ছন্দঃ-বন্ধ] বিণ বিণ কথার-কৌশলে। 'ছন্দবন্ধে তাঁড়ের দোকানের আমোজমার্য নেননি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ছন্দের ঘের বি ছন্দের বেষ্টিত। 'যত রজ্যের যত কবি তাকে ছন্দের ঘের দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ছন্দা [স ছন্দ] জিহ্বা ইচ্ছামতো। 'বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই হা ছন্দা।' চণ্ডী, ১৪৪, ১২০০।

ছন্দায়িত [স] বিণ দোলায়িত। 'ছন্দায়িত হবে ছন্দে সৃষ্টি যতদিন।' নজরুল, ১৯৪৫।

ছন্দিস [স সন্ধি] বি ছন্দিস। 'সেই সে প্রেমের ছন্দিস জানা যায় না মূলে না ছুঁবিলে।' লালন, ১৮৯০।

ছন্দিতা [স] বি মানসকন্যা। 'আমার মনের ছন্দিতা আর সে নৃশুর পরে না পায়।' নজরুল, ১৯৪১।

ছন্দো [স ছন্দঃ] বি ছন্দ। 'ছন্দো ভাগ ১২০০ ইহতে ১০০০।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। গ্র ছন্দ

ছন্দোজাল [স] বি ছন্দের মালা। 'ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ছন্দোবতী [স] বি সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'ছন্দোবতী।' নজরুল, ১৯৩৫।

ছন্দোবন্ধ [স] ১ বি ছন্দশৈলী। 'ছন্দোবন্ধ তাল মান কিছুই না জানি।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিণ পদ্যকাঠামো। 'পদ্যরাশি নানা ছন্দোবন্ধে ডাবিত করিয়া প্রকাশ করণেজু হইয়াছি ...।' মদনমোহন, ১৬৩৪। ৩ বি ছন্দের গাঁথনি। 'কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছন্দোবন্ধন [স] বি ছন্দোজাল। 'অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে এ মোর ছন্দোবন্ধনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ছন্দোবন্ধহীন [স] বিণ ছন্দের গাঁথুনিহীন। 'ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায়

গদ্যের প্রত্যেক পদ ... 'রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছন্দোবিৎ [স] বি ছন্দশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'ছন্দোবিৎ কী বলছেন ভালে করে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ছন্দোবিধি [স] বি ধ্বনি ও মাত্রার সুখম বাঁধনি সংক্রান্ত রীতি। '... (৩) সন্ধি ও সঙ্গতি, (৪) ছন্দোবিধি, (৫) লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' হাই, ১৯৫৪।

ছন্দোভঙ্গ [স] ১ বি ছন্দঃপতন। 'প্রকৃতির সেই ছন্দ এসেছিল তনিয়া সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হয়েছে তাহার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রি ধারাবাহিকতা নষ্ট করা। 'তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না।' রবীন্দ্র, ১৮২৯।

ছন্দোময় [স] বিণ ছন্দপূর্ণ। 'ছন্দোময় পদ্য রদয়ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ছন্দোময়ী [স] ১ বি ছন্দ আছে যার। 'ওরে আমার ছন্দোময়ী, সেখায় করবি যাত্রা।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণ স্ত্রী ছন্দে নাচে বা চলে এমন; নৃত্যময়ী। 'কোন উর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে ডুবুরি ঘরে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯০২।

ছন্দোমুক্ত [স] ১ বিণ ছন্দহীন। 'ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দকোলাহল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ ধ্বনি ও মাত্রার সুখম বাঁধনবিমুক্ত। 'সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুক্ত এবং বিভক্তিক্রান্ত করিয়া ...' প্রমথ, ১৯১৪।

ছন্দোমুক্ত [স] বিণ ছন্দবিশিষ্ট। 'কবির ভাষা ছন্দোমুক্ত।' প্রমথ, ১৮৯০।

ছন্দোম্রোত [স] বি ছন্দের গতি। 'ছন্দোম্রোত বজায় রাখিয়া যথার্থ আবৃত্তি বা পাঠের ঘরা।' হাই, ১৯৫৪।

ছন্দোদীন [স] বিণ ছন্দবর্জিত। 'অসহীন ছন্দোদীন প্রেম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ছন্দ [স] বি ছন্দ্য; বি ছান্দন; আঁটনি। 'কত রকম করি দমন ক্রতই করি বন্ধন ছন্দ।' লালন, ১৮৯০।

ছন্দ [স] ১ বিণ আচ্ছন্ন। 'শিত মৈল হেন করি নহ ছন্দ মন।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ দূরীভূত। 'পাপ তাপ হবে ছন্দ নানা রস সুস্পন্দ।' ভারত, ১৭০৬। ৩ বিণ বিধস্ত। 'কত শোক অন্ন বিগ্নর ছন্দ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৮। ৪ বিণ আচ্ছাদিত। 'মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি/ হায়ার ছন্দ অরণ্য অঙ্গনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৫ বি উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণকারী। 'ছন্দর মত ঘুরে বেড়াছি।' মুজতবা, ১৯৬৬।

ছন্দছাড়া [স] ছন্দ+ছাড়া ১ বিণ আশ্রয়হীন। 'ছন্দছাড়া হয় যে পলে পল।' সেতন্ত, ১৯১৫। ২ বিণ শূন্যলগ্ন; লক্ষীহারা। 'এমন ছন্দ-ছাড়া 'সেবদাস'-এর জীবন।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ অনৈক্য। 'আমাদের রাজনীতিতেও ছন্দছাড়ার ব্যতাস লাগিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৩।

ছন্দতা [স] বি বুদ্ধিস্রুত। 'এ রকম কথা বলায় ছন্দতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিসের ...' প্রমথ, ১৯২৭।

ছন্দবুদ্ধি [স] বি বুদ্ধিশূন্যতা। 'সাদু সবে বোলে ছন্দবুদ্ধি নহে ভাল।' সুলতান, ১৭০০।

ছন্দমতি [স] বিণ জ্ঞানভ্রষ্ট। 'নির্বুদ্ধি করিলে পান ছন্দমতি হয়।' আলাওল, ১৬৮০।

ছপ ছপ [ধন্যা] বি পানিতে কোনো কিছুর আঘাতজনিত শব্দ। 'শাওভাবে

ছপ ছপ দাঁড় ফেলে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ছপর্ণো [পা ছপর্ণাসা] বিণ ছাপার্ন। 'ছপর্ণো কোটি যথাবশো আপনের তাহা বলিলেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

ছ-পাই হ-পাই দ্র হ'

ছফর [আ সফরা] বি ভ্রমণ। 'ছফর শেষ করিয়া আহমদাবাদ যাত্রার প্রাক্কালে ...' আজাদ, ১৯০০।

ছফীনা [আ সাফীনা] বি সমন; আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ। 'মৌকন্মাহায়ের জওয়াবের হেতুক ছফীনা কিফা উলবচিঠী।' ফরস্টার, ১৭৯৭।

ছফেদ [ফা সফেদ] বি সাদা। 'ভাইরা তাকে আজকে ছাকা ছফেদ কর।' বেনজীর, ১৯৪৫।

ছবক [আ সবকা] বি পাঠ। 'এই ছবক সরকার ও দেশবাসী উত্তমরূপেই শিক্ষা করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৬৫।

ছবছবে [ধন্যা] বিণ ভিজে জবজব করছে এমন। 'কদিন ধরেই এগুলো ভিজে ভিজে ছবছবে।' জীবন, ১৯৩১।

ছবি [স] বি দীপ্তি। 'তিমির দহন করে ছবি।' মুহম্মদ, ১৬০০।

ছবি [আ সবীহ] ১ বি চিত্র। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'বর ও বরযাত্রা যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কোটা বাগান নৌকা প্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে পিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি চেহারা। 'এমন বিকট ছবি না দেখি কখনও পূর্বব, ১৭৬৫। ৩ বি দৃশ্য। 'ছবির কি কব ছটা, রবির ভ্রাস্ক ছটা।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৪ বি ঘটনাবলী। 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যাব জ্ঞানি না।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বি স্মৃতি। 'এই ছবি ভৈরবী আলোপ দোলে মোর কল্পিত বন্ধে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৬ বি চলচ্চিত্র। 'আমাকে ছবিতা দেখতেই দিচ্ছে না।' জীবন, ১৯৮৮।

ছবিওয়ালা [আ সবীহ+বি ওয়ালা] ১ বিণ ছবি আছে এমন। 'সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলের পঙ্কের বই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি চিত্রগ্রাহক; ফটোগ্রাফার। 'কলকাতা থেকে ছবিওয়ালা আনিবে ... দাদা এটি তুলিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ছবিওয়ালা [আ সবীহ+বি ওয়ালা] বিণ ছবি ছাপা আছে এমন। 'বায়ান্দার বসে ছবিওয়ালা বিদেশী পত্রিকার পাতা ওটান।' বুদ্ধ, ১৯৭১।

ছবিনিয়া [আ সবীহ+] বিণ মূর্তি সম্পর্কিত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ছবি-নোয়া-কল বি ক্যামেরা। 'বায়স্কোপের ছবি-নোয়া-কল এমন ভাবে কাজ করে চলেছে।' অবন, ১৯২৫।

ছবিপূর্ণ [আ সবীহ+স পূর্ণা] বিণ সচিত্র। 'ছড়া ও ছবি-পূর্ণ এমন পুস্তক মোনাদির পূর্বে দেখে নাই।' শওকত, ১৯৫৮।

ছবিয়া [আ সবীহ+] বিণ মূর্তি সম্পর্কিত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ছবি লিখা ক্রি ছবি আঁকা। 'পাত্রমসয়া শুধু যে ছবি লিখে তাকেই যে পুরণ করতে হয় তা নয়।' অবন, ১৯২৫।

ছবি-লিখিয়ে বি চিত্রকর। 'ছবি-লিখিয়ের হা-হুতাশ হচ্ছে কলালক্ষীর জীবন।' অবন, ১৯২৫।

ছবিল বিণ সুন্দর; ছবির মতো। 'শহরটা ছবিল কিন্তু আমার মনে হয় এ সঙ্কেও বেষে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়।' অল্পদা, ১৯২৯।

ছবুড়ি বিণ হয় কুড়ি; ১২০ সংখ্যক। 'সারাদিন বড়শি বাও ছবুড়ি নবুড়ি

পাও।' কেতকা, ১৬৫০।

হুম বি আশ্রয়। 'হুমে রাহিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

হুমকি [ধন্য] বি হলকে ওঠার ভাব। 'আমি চল চল ঠমকি হুমকি পথে যেতে যেতে।' নজরুল, ১৯২২।

হুমহুম [ধন্য] বি ভয়জনিত শিহরণ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'অন্ধকারে তাহার সমুখ দিয়া চলিতে গা হুমহুম করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি শরীর শিহরিত হয় এমন। 'হুম হুম নিস্তরুণায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হুমহুমে বি শিহরিত। 'শরীরে কেমন যেন হুমহুমে হয়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

হুমহুমা [ধন্য] হুমহুম।> ক্রি গায়ে কাঁটা দেওয়া। 'হুমহুমিয়ে এলো রাত ডুবন ডাঙার মাঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

হুম্বর [স শব্দ] বি হরিশের প্রজাতিবিশেষ। 'হুম্বর মারিয়া চর্ম বেচন্ত আনিয়া।' আলোণ, ১৬৮০।

হুম [পা হ] বিণ ৬ সংখ্যক। 'এহাত হুম লক্ষ দানের আশা।' বড়ু, ১৪৫০। হুমই বিণ ছয় সংখ্যক। ওর্গা, ১৭৮৫। ছয়গ্রি বিণ মাসের ছয় তারিখ। ডানকান, ১৭৮৮।

হুমখতু [পা হ+স বক্ত] বি বাংলা খতুচক্র। 'একে একে হুমখতু নিঃপতি স্নেহে।' বাহরাম, ১৬৫০।

হুমপদী [পা হ+স পদী] বিণ ছয় চরণবিশিষ্ট। 'পতস্থাপনে বনে ছয়পদী গীত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুমঘটি [পা হ+সটি] বিণ ৬৬ সংখ্যক। 'হুমঘটি লক্ষ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

হুমলাপ, হুমলাব [ফা সয়লাব] ১ বিণ পূর্ণপূর্ণ। 'ফুটনোটে ফুটনোটে হুমলাপ।' মুক্তাবা, ১৯৫২। ২ বিণ প্রাতিত। 'পানি হবে হুমলা - হুমলাব হবে দুনিয়া ...।' হাসান, ১৯৬৭।

হুয়া [স ছায়া] বি কলঙ্ক। মানোএল, ১৭৪৩।

হুমকট [স ছহু] বি বিশৃঙ্খলা। 'দিদ্যাসাগর বাবু এ হুমকট টের পান নাই।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

হুমকুট [স ছহু] বিণ ছড়াছড়ি। 'বাঁধাঘাট কাদার হুমকুটে আছে।' হাসান, ১৯৬৭।

হুমহর [ধন্য] বি দ্রুত পানি পড়ার শব্দ। 'হুমহর করিয়া মুতিয়া ফেলায় ...।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১৩।

হুমপেশ [ফা সরপেশ] বি ঢাকনা। 'নকশীদার হুমপেশ দ্বারা উহা আবৃত করিয়া ...।' মোগাজ্জিন, ১৯৩২।

হুমরা [ছি ছরা] ১ বি ছড়াছড়ি। 'হাসির গররা ও তামাক চরস গাঞ্জার হুমরা ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি বন্দুকের ছোটো গুলি। 'হুমরা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি।' শব্দ, ১৯১৭।

হুমহল [ফা সরহল] বি সৈনিকবিশেষ। 'এক হুমহল ছিল নৃপতি বিদিত।' আলোণ, ১৬৮০।

হুমাদ [স শাঙ্ক] বি শাঙ্ক। 'কোথা বৃষ্টি হুমাদ কবি গেছে, বামুদেবের কি?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

হুমি [স যষ্টি] বি শাঠি। ওর্গা, ১৭৮৫।

হুমি মারন বি লাঠি পেটা করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

হুমিষ [পা হুগিষ] বিণ হুমিষ। 'হুমিষ আশ্রমে খ্যাতি গন্ধবণিক জাতি

উজানি নগরে মোর স্থিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুমি ক্রি ছিলো। 'জ্বেদ হল সীতল বৈভে ভেল তীখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হুমি [স] ১ বি কৌশল। 'মাএর পূর্বপাত হল করিয়া আপসে রহিলা রোহিণীপূর্ব পূর্ণা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি হলনা। 'কুইয় ধরির হল পীরীকাতো অনুবল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি রূপ। 'মনুষ্য শরীরে হল সন্থাক্র ক্রিতিতলে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৪ বি পালক। 'শত২ মুর হল লইয়া লোকেরা ডুবত ইইয়া রহিয়াছে।' রামরায়, ১৮০১। ৫ বি অভিনয়। 'অনবরত ইংরাজী কখনাদি দ্বারা এইরূপ হল করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বি ছুতা; অজুহাত। 'এমনি যদি নাহি পারি ভিকার হল বলবো হরি।' লালন, ১৮৯০।

হলকানী [স] বিণ হলনাকারী। 'সাধিতে রমণী মন হয় হলকানী।' ফয়জুরেসা, ১৮৭৬।

হলকুমারী [স] বি হল করে যে তরুণী। 'হলকুমারী নানান হলে আমারে সে জানায়।' নজরুল, ১৯২৫।

হলক্রমে [স] ক্রিবিণ হলনা করে। 'তাহাকে হলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হলস্রাঘী [স] বিণ হলনাকারী। 'হলস্রাঘী জন সুশীল নহে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

হলস্রাতুরী [স] বি হলনা। 'ছাড় রে মন হলস্রাতুরী।' লালন, ১৮৯০।

হল-ছাওয়া বিণ হলনাপূর্ণ। 'অতুলনীয় সে হল-ছাওয়া হাসি।' সুশীল, ১৯৩৩।

হললক্ষ [স] বিণ প্রতারণার মাধ্যমে পাওয়া। 'হললক্ষ পাকস্কীত রাজ্যখনজনে ফেলে রাধি সেও চলে যাক নির্বাসনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হলে-বলে ক্রিবিণ কলে-কৌশলে। 'এত যে সাধনা করি নানা হলে-বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হলেবলেকৌশলে ক্রিবিণ যে কোনো প্রকারে। 'ভারতবর্ষ হলেবলেকৌশলে হস্তগত করিয়া এখানকার লোকদিগকে অশেষ প্রকার পীড়া প্রদান করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

হলভরে ক্রিবিণ হল করে। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কতো হল ভরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হলকি হলকি [ধন্য] ক্রিবিণ অবিরাম ছিটকে পড়ে। 'জলে ডেউ তুলি হলকি হলকি কর খেলা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হলকে বিণ ছিটকে পড়ে এমন। 'ওর হলকে বলকে উছলে পড়া জোয়ানকি।' কায়সার, ১৯৬২।

হলহল [ধন্য] বিণ হলহল শব্দে প্রবাহিত হয় এমন। 'হলহল টলটল কলকল তরঙ্গ।' ভারত, ১৭৬০।

হলহল [ধন্য] ১ বিণ অক্ষপূর্ণ। 'পুছয়ে কানুর কথা হল হল আঁধি।' হিচকি, ১৬০০; 'হল২ আক্ষিতে রোদন করিলেন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিণ আবেগপূর্ণ। 'তোমার নয়নে ভাসে হলহল অভিমান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিণ ডেউয়ের হলহল হলহল ধ্বনিবিশিষ্ট। 'মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঢেলে দেয় তারই হলহল শব্দ ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি উচ্ছলতার ভাব। 'জল ও মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে হলহল জ্বলজ্বল করত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বি অশ্রুর লক্ষ প্রকাশ। 'দুই চক্ষু হলহল/ বিষম অধর, মান মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বিণ মান; টিকরে পড়ছে এমন। 'বরষার নদী-পরে হলহল আলো।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ছলছলানি [ধন্যা ছলছল>] বিণ অশ্রুপূর্ণ; ছলছল করছে এমন।
'ছলছলানি চোখে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছলছলানো [ধন্যা ছলছল>] ক্রি অশ্রুপূর্ণ হওয়া। 'মোর সরোবরে জলতল ছলছলি' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ছলছলিনী [ধন্যা ছলছল>] বিণ স্ত্রী ছল ছল করছে এমন। 'কাজল আঁখি চোখের জলে ছলছলিনী' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ছলছলে [ধন্যা ছলছল>] বিণ জলভরা। 'ছলছলে নেড়ে চাহিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

ছলছলানো [ধন্যা ছলছল>] ক্রিবিণ অশ্রুপূর্ণ চোখে। 'কৃতজ্ঞতায় কেমন ছলছলো হাসে কদম।' কায়সার, ১৯৬২।

ছলছুতো, ছলছুতো [স ছল+স সূত্র>] বি অস্থিলা; ভান। 'এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'হাজার ছল-ছুতো ... করে খুব মশু মাথা নাড়া দিয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

ছলন [স] বি ছলনা। 'মোহের ছলনে তুলে অজ্ঞান যে জন।' মাইকেল, ১৮৬১।

ছলনা [স] ১ বি ধোঁকা। 'গুরু মোরে মন্ত্র দিছে ডুজ্জ ছলনা' বিজয়, ১৫০০। ২ বি শততা। 'প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দাহ করে ...' হুতোম, ১৮৬১। ৩ বি প্রলোভন। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বি কপটতা। 'ভাল সে বাসিত যবে করেনি ছলনা' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি প্রতারণা। 'ছলনা করছে মোরে প্রভু ... ছলনা বুঝি আমি তব' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৬ বি প্রত্যাশা। 'আশা নাই, আশা গুরু মিত্র' ছলনা' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ছলনা-জাল [স] বি ছলনারূপ জাল। 'তোমার সৃষ্টির পক্ষ রেখেছ আকীর্ণ করে বিচিত্র ছলনা-জালে' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ছলনা-বিলাস [স] বি প্রবঞ্চনা করার বিলাসিতা। 'জ্বলে যাক এই ছলনা-বিলাস মিথ্যার কারসাজি' ফররুখ, ১৯৪৬।

ছলনাভরা ১ বিণ প্রতারণাপূর্ণ। 'কালো জলে কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি, যেন সে ছলনাভরা সুগভীর চুরি' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ মায়াময়। 'মুখের ছলনাভরা হাসি' ময়নিক, ১৯৩৬।

ছলনাময় [স] বিণ কপটতাপূর্ণ। 'রমনীর ছলনাময় হাস্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ছলনাময়ী [স] বিণ স্ত্রী মায়ারী; ছলনাপূর্ণ। 'ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শির পরাভূত' রবীন্দ্র, ১৯১৯; 'আজ হেরি - তুমিও ছলনাময়ী' নজরুল, ১৯২৩।

ছলনা' বি অলংকারবিশেষ। 'দমদম, চৌমানি, বোশা, দোলড়া, হলনা, মৃত্যুর গছা দেওয়া কর্ণফুল ...' ভবানী, ১৮২৮।

ছলনি [স] ছলনা। বি চালাকি। 'গৌর সোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবায় হেলনি, কথার ছলনি' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

ছলা [স] ছলা ১ বি ছলনা। 'মার গিয়া পাতি নানা ছলা' মালধর, ১৫০০। ২ বি শোষণ। 'ঘরে ঘরে বুসে সেই পাতিয়া নানা ছলা' মালধর, ১৫০০।

ছলাকলা [ছলা+স কলা] বি ছলচাতুরী। 'তোমার রীতি সরল অতি, নাই জ্ঞান ছলাকলা' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ছলাকলানিপুণা [ছলা+স কলা-নিপুণা] বিণ ছলাকলায় দক্ষ। 'ছলাকলানিপুণা নায়িকা ক্রিপণ্ডিতা ভাই যেচ্ছাবত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ...' শিব, ১৯৬০।

ছলাময় [ছলা+স ময়] বিণ ছলনাময়। 'ছলাময় গগনের নীচে' জীবন, ১৯২৭।

ছলা [স] ছল> ক্রি ছলনা করা। 'দাতা বলি ছলিআ মো নিলো পাতালে' বড়ু, ১৪৫০। ছল ক্রি ছলনা করো। 'হেন বর দিয়া কেন ছল গদাধর' মালধর, ১৫০০। ছলিআ ক্রি ছলনা করে। 'ভালভর করি ছলা দিবে কন্যা রত্নমালা ছলিআ আনিবে বসুমতী' মুকুন্দ, ১৬০০। ছলিআ ক্রি ছলনা করে। 'দাতা বলি ছলিআ মো নিলো পাতালে' বড়ু, ১৪৫০। ছলিতে ক্রি ছলনা করতে। 'বড়ুরূপে রহিলা কৃষ্ণ তাহাকে ছলিতে' মালধর, ১৫০০। ছলিয়া ক্রি প্রতারণা করে। 'বলিকে ছলিয়া নিল রসাতলপুরে' মালধর, ১৫০০। ছলিল ক্রি ছলনা করলো; চলালো। 'তারে ছলিল কৃষ্ণ রূপ ধরিয়া বামনে' মালধর, ১৫০০। ছলিলে ক্রি ছলনা করলে। 'বামন রূপে তোকে বলিক ছলিলে' বড়ু, ১৪৫০।

ছলাৎহল [ধন্যা] বি পানি ছলতে পড়ার শব্দ। 'ছলাৎহল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই।' শব্দ, ১৯৬৬।

ছলাৎ ছলাৎ [ধন্যা] বি তরল পদার্থের ছলকে পড়ার অবস্থা। 'বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি' জসীম, ১৯২৯।

ছলি [স] ছলি বি চামড়ার রোগবিশেষ; শ্বেতী; লিউকোডার্মা। ওগাঁ, ১৮৮৫।

ছলি বলি [স] ছল। ক্রিবিণ ছলে বলে। 'হইয়া বামনরূপ ছলি বলি মহাশূণ পাতালে রাখিলা চিরকাল' কুমারম, ১৭২০।

ছলোছলো [ধন্যা] ১ বিণ ছলছল করছে এমন। 'বাপ্প আভাসে দিগন্ত ছলোছলো' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিণ ছলছল শব্দ করছে এমন। 'মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'হাঁটুজল জমেছে রাস্তায় ... ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছহবত [আ সুবত] বি সহবাস; সঙ্গ। 'ছহবত করিল বুড়ি আঞ্জার লাগিয়া' গরীব, ১৭৬৫।

ছহর [ফা শহর] বি শহর। 'তাহারা লিখিলেন - ছহর কলিকাতা!' মোহাম্মদী, ১৯৩০।

ছহি [আ সহীহ] বিণ নির্ভরযোগ্য; শুদ্ধ। 'ছহি হাদিস।' মোহাম্মদী, ১৯২৯।

ছা [স ছায়া] বি ছায়া। 'বসিল তরুর ছাএ' বড়ু, ১৫৭০।

ছা' [স শাবক] বি ছানা। 'রূপ বলে শুন যা আমার জতেক ছা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছাঅ [স ছায়া] বি ছায়া। 'ছাঅ মাআ কাঅ সামাণ।' চর্যা ৪৬, ১২০০।

ছাই [স ক্ষার] ১ বি ভস্ম। 'পাখা কাতা বিধাতার কপালে দিলে ছাই।' চট্ট, ১৫৫০। ২ বি বাধা। 'আমলার আশায় ছাই পড়িল' দর্পণ, ১৮৩৭। ৩ বি শস্তা জিনিস। 'ছাই বেয়ে কেন মাঝড়ি দিগ্রেহিলেম গো।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৪ বিণ অধীন। 'ছাই মহিষীসৌরব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বিণ ভস্ম। 'বুঝে কাজ নেই এত শত কথা, ফিলজফি হোক ছাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৬ বিণ খামখা। 'কী তুমি ছাই ইচ্ছলে যেও' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৭ বিণ ধ্বংস। 'পুড়ে যোক ছাই বাসনা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৮ ক্রি লুপ্ত হওয়া। 'ছাই হোক যা ছাই হবার' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ছাই আর ভসসো বি অজৈবাজ জিনিস। 'যত ছাই আর ভসসো

রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন।' বিজুতি, ১৯২৯।

ছাইকপালো [ছাই+স কপাল>] **বিণ** কন্দাভাণ্য। 'ছারকপালো ছাইকপালো দেখে পায় ডর লো।' ভাষ্যত, ১৭৬০।

ছাইপানী **বি** ছাইয়ের ধূপ। 'চক্ৰান্ত করে দুয়োরাণীর সাত ছেলে ছাইর এক মেয়ে ছাইপাদান পুঁতে ফেলেছিল।' মনোজ, ১৯৬১।

ছাই-চাপা ১ **বিণ** অন্তরে বিদ্যমান অথচ বাইরে অপ্রকাশিত। 'বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আতন আবার ক্লিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ **বিণ** সুগু। 'চুস্কটের ছাইচাপা আতনের এক-আধটা কণিকার দিকে।' জীবন, ১৯৪৮।

ছাইচাপা দেওয়া **ক্রি** ঢেকে রাখা। 'বাহির হইতে তাহাকে ছাইচাপা দিয়া রাখেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছাই-ঢাকা **বিণ** ভস্মাবৃত। 'কোথায় ছাই-ঢাকা আতন আছে?' প্রমথ, ১৯০৫।

ছাইদান [ছাই+ফা দান] **বি** সিগারেটের ছাই রাখার পাত্র। 'আমজাদের পাশে ছাইদান পূর্ণ হয়ে উঠছে।' ওয়ালী, ১৯৪৬।

ছাইদানি [ছাই+ফা দানী] **বি** সিগারেটের ছাই রাখার পাত্রবিশেষ। 'ছাইদানিতে জ্বমতে থাকে, ছাই, দেশলাইকাঠি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ছাইপাঁশ, ছাইপাশ [ছাই+স ভস্ম>] **বি** বাজে বিষয়। 'লাগে না ভালো ছাইপাঁশ পড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'এসব কি ছাইপাশ, ধামরে তুমি।' জীবন, ১৯৩২।

ছাই ফেলতে ডাঙা কুলো - ঠেকায় পড়ে অবহেলিত ব্যক্তির সমাদর। 'হৃদয়ের মানে যদি হয় ছাই ফেলতে ডাঙা কুলো ...' প্রমথ, ১৯২৭।

ছাই ফেলতে ডাঙ্গাকুলো - ঠেকায় পড়ে অবহেলিত ব্যক্তির সমাদর। 'পাণী কহে কতগুলো, ছাই ফেলতে ডাঙ্গাকুলো।' হেন্সি, ১৮২৫।

ছাইভস্ম [ছাই+স ভস্ম] ১ **বি** বাজে জিনিস। 'বখায় ভিলক ধরে ছাইভস্ম খেয়ে।' গুণ, ১৮৮৫। ২ **বি** গুরুত্বহীন বিষয়। 'কতকগুলো ছাই-ভস্ম যে লিখে পাঠিয়েছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

ছাইমাখা **বিণ** ছাই রঙের। 'সেই ছায়াটুকুর আঙ্গয়ে ছাইমাখা কাকটা গা ধুতে এলো।' হাসান, ১৯৬৫।

ছাইরঙা **বিণ** ছাইয়ের মতো বর্ণবিশিষ্ট। 'আকাশে চৌরঙ্গির মতো চওড়া ছাইরঙা রঙা।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

ছাই হওয়া ১ **ক্রি** বিনষ্ট হওয়া। 'দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হতাশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ **ক্রি** শেষ হওয়া। 'পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সু-স্বাদ।' নজরুল, ১৯০৫।

ছাইয়া [স ক্ষার>] **বিণ** ছাই রঙের। 'ছাইয়া বস্ত্র।' মানোএল, ১৭৪৩।

ছাইলা [স শাবক] **বি** ছেলে। 'দুধ বিনে ছাইলা কান্দে মায়ের বড় দুখ।' বিজয়, ১৬৫০।

ছাইনি [স ছাদনা] ১ **বি** সৈন্যদের ব্যারাক; সৈন্যদের বসবাসের আশ্রয়। ওয়া, ১৭৮৫; 'মাংস ঘাবে সামরিক ছাইনিতে।' মহাশব্দ, ১৯৫৬। ২ **বি** রেসটেলশন। 'ইংলিশিয়ান অর্থাৎ ছাইনি হওয়াতে এ পর্যন্ত শহর আছে।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ **বি** আশ্রয়। 'উল্টে ছাইনি করি বাড়নি বঁধিয়া।' গুণ, ১৮৮৫। ৪ **বি** চালা। 'একটা গোলপাতার ছাইনি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ছাও [স শাবক] **বি** ছাদনা; শাবক। 'বিসাক ধরিয়া তোলে জেন সিংহছাও।' দুনিয়ার পাঠক এক হও।

কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ছাওল [স শাবক] **বি** পুত্র; ছেলে। 'ছাওল হইয়া করে এত বড় রনে।' মালাধর, ১৫০০।

ছাওনি [স ছাদনী] ১ **বি** ছাইনি। 'ভিসার ছাওনি ভাঙা করে খান খান।' মৃদুলা, ১৬০০। ২ **বি** ঢাকনা; ঢালার মতো আচ্ছাদন। ক্যালগে, ১৭৯৯।

ছাওনি ঘর **বি** সুগন্ধি ঝড়ের ঘর। মানোএল, ১৭৪৩।

ছাওয়া [স ছায়া>] ১ **ক্রি** বিছানো। 'তিজ খাট খাট পড়িয়া সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।' চর্যা ২৮, ১২০০। ২ **ক্রি** ঢেকে ফেলা। 'আঁধার ছাইল, রজনী আইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ **ক্রি** আবরণে ঢাকা। 'ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ **ক্রি** ভিজিয়ে দেওয়া। 'আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ/ নয়নবান্ধ্প ছেয়ো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ **ক্রি** ভরে থাকা। 'তেমনি তোমার আশার আমার হৃদয় আছে ছেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ছাইছে **ক্রি** ভরে গেছে। 'বন্ধুর হাতে তিত ব্যাকুল অঙ্গ ছাইছে বিধে।' সুলতান, ১৭৫০। ছাইতে ১ **ক্রি** বস্তুর চাল আবৃত করতে। মানোএল, ১৭৪৩। ২ **ক্রি** আচ্ছাদিত করতে। 'জাহাজে সিয় অগ্নি লাগে ইহা দিয়া ছাইতে পারিবা না।' ক্যালগে, ১৮০০। ছাইল ১ **ক্রি** আচ্ছাদন করলো। 'সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **ক্রি** ভরে গেলো। 'বিধে ছাইল সর্ব গায়ে।' বিজয়, ১৬৫০। ছাইলী **ক্রি** বিছানো হলো। 'তিজ খাট খাট পড়িয়া সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।' চর্যা ২৮, ১২০০। ছাইলেক **ক্রি** বিস্তৃত হলো। 'ছাইলেক হাট বাট স্বর্ণ পাটাবরে।' আলোএল, ১৬৮০। ছেয়ে **ক্রি** আচ্ছন্ন হয়ে। 'দক্ষ দিনের বৃকে মেঘন/ আসে শীতল আঁধার ছেয়ে।' নজরুল, ১৯০৫।

ছেয়ে ফেলা **ক্রি** আচ্ছন্ন করা। 'ভালোবাসা দিয়ে ছেয়ে ফেলো না আমায়।' নজরুল, ১৯২৪।

ছেয়ে যাওয়া **ক্রি** ভরে যাওয়া। 'নাটক নডেল কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছাওয়া [স ছায়া] ১ **বিণ** আচ্ছাদিত। 'ভালিয়া ছাওয়া দেখি ছাওয়া নাই চাল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ **বি** নারীর জনমেন্দ্রিয়। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ **বি** ছায়া। মানোএল, ১৭৪৩; 'যাঁরা আপনার ছাওয়া দেখে ভর পান।' হুতোম, ১৮৬১। ৪ **বি** ছাইনি। 'রোম্বুর প্রাটফর্মের ছাওয়াল বাইরে।' মূলতত্ত্ব, ১৯৪৯।

ছাওয়া-পোয়া [স শাবক] **বি** ছেলে-মেয়ে; সন্তান। 'হুজুরের ছাওয়া-পোয়া নাই।' শামসুল, ১৯৬২।

ছাওয়াল [স শাবক] ১ **বি** ছেলমানুষ। 'ছাওয়াল কাফাতি।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** পুত্র। 'নিবারণ কর খাট আপন ছাওয়াল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ **বি** নবজাতক। 'প্রসবীয়া ছাওয়াল খুইল মিষ্টিকাণ্ড।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ **বিণ** বালকের মতো অপরিশুদ্ধ। মেয়র্স, ১৭৬২। ৫ **বি** পুত্রতুল্য ব্যক্তি। মেয়র্স, ১৭৬২।

ছাওয়ালকি **বি** ছেলমি। মানোএল, ১৭৪৩।

ছাওয়ালদিশের **বি** ছেলদের। ওয়া, ১৭৮২।

ছাওয়ালপান **বি** ছেলমেয়ে। 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

ছাই **বি** পুত্র; পিতা ইত্যাদির ভিতরে পোরা হয় এমন জিনিস। 'ভিতরে পুরিয়া ছাই আনু দেয় ঢাকা।' গুণ, ১৮৮৫।

ছাঁকা [স শাতন>] **ক্রি** শোধন করা। 'চালুনির মত শোধ ছাঁকিয়া ফেলা ইহার উদ্দেশ্য।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

হেঁকে ধরা কি ঘিরে ধরা। 'গাইড পাণ্ডা আমাদের হেঁকে ধরলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ছাঁকা [স শাতন>] বিণ বাটি। 'একবারে ছাঁকা কথা' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ছাঁকাতেল [স শাতন-তেল] বি ছাঁকনি দিয়ে হেঁকে তোলা যায় এই পরিমাণ তেল। 'টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকাতেলে ভাজা' ৩৩, ১৮৫৮।

ছাঁচ [স সাজ] ১ বি আদর্শ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি ছাপ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি গড়ন। 'সং এদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম' হুতোম, ১৮৬১। ৪ বি কাঠামো। 'নিয়ন্ত্রণবিরতমান জিনিষকে প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বি ছাঁচে তৈরি মিষ্টান্ন। 'স্কীরের ছাঁচ, মতিচূর মেঠাই গড়ালেন।' অবন, ১৮৯৬। ৬ বি নরম বস্তুকে একই আকার দেওয়ার উপকরণ। 'এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৭ বি দাগ; চিহ্ন। 'পাথরের বুকুে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

ছাঁচ-গলি বি দুই ঘরের ছাঁচের নিচে সরু জায়গা। 'সারাটি রাত মারে-পোয়ে গুয়ে ছাঁচ-গলিতে।' নজরুল, ১৯৩৯।

ছাঁচতলা বি ঘরের চালের বা ছানের প্রান্তভাগের নিচের জায়গা, যেখানে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ে। 'আজেকাজে চোর-জোড়োর মানুষ এসেও তো দাঁড়াতে পারে ছাঁচতলায়।' মনোজ, ১৯৬১।

ছাঁচে ঢালা বিণ ছাঁচে তৈরি। 'এইরূপ একই ছাঁচে ঢালা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ছাঁচে তোলা কি ছাঁচ দিয়ে গড়া। 'মুখ খানি যেন ছাঁচে তুলেছে।' উৎপল, ১৮৫৭।

ছাঁচি বিণ প্রকৃত; দেশি। ছাঁচিপানি বি একপ্রকার সুগন্ধি পান। 'বাসা গুয়া, যুগ ছাঁচিপানি' কেতকা, ১৬৫০।

ছাঁচিলাউ বি লাউয়ের প্রজাতিবিশেষ। 'নূতন ছাঁচিলাউ কাটা হইয়াছে।' শওকত, ১৯৫৮।

ছাঁচি [স শাত] ১ বি ভাঙা অংশ। 'তিসিজাত ছাঁচ চূর্ণকরণেতে যত কাশ বায় হয়।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি কাটার পদ্ধতি। 'কোটের কোন ছাঁচটা ক্যানন-সংগত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি বায়ুভাঙ্গি বৃষ্টির ঝাপটা। 'যে দিকে বৃষ্টির ছাঁচ পৌঁছেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ছাঁচিকাট ১ বি ছাঁচি। 'ছাঁচিকাট হবে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি হাবভাব। 'শহরের ছাঁচিকাট এনেছে কিন্তু পয়সা আনতে পারেনি।' শওকত, ১৯৫৮।

ছাঁচি [স শাত] ১ বিণ কেটে ছোটো-করা হয়েছে এমন। 'তাহার বর্ষিষ্ঠ গঠন, চৌমোশা ও ছাঁচি গালপাটা আছে।' বক্রিম, ১৮৮২। ২ ক্রি বাদ দেওয়া। 'উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁচিয়া দিতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ টুকরা। 'ছাঁচি কাপড়, নানা রঙের ফিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৪ বিণ খোসা ছাড়ানো হয়েছে এমন। 'চৈকির চাল হবে কলে ছাঁচি।' জীবন, ১৯৪২।

ছাঁচিছোটা বিণ কেটে ছোটো করা হয়েছে এমন। 'গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁচিছোটা কুর্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হেঁটেহুঁটে ক্রি কাটছাঁচ করে। 'কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে হেঁটেহুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ছাঁচি [স শাত>] ১ বি ছাঁচিই করা যায় যা দিয়ে। 'তারা ছাঁচিই-কলের

মধ্যে মানুষ বনশ্পটিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি 'ছাঁচি থেকে ছাঁচিই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ বিণ চাকরিচ্যুত। 'মহিলা শ্রমিককে সম্প্রতি ছাঁচিই করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৬৬।

ছাঁচিইকৃত বিণ ছাঁচিই করা হয়েছে এমন। 'ছাঁচিইকৃত শ্রমিকদের প্রায় সবাই ৭/৮ বছর যাবৎ সেখানে কর্মরত ছিলেন।' বেগম, ১৯৬৬।

ছাঁচিই-বাছাই বি যাচাই-বাছাই। 'ছাঁচিই-বাছাইয়ের যে কথা আছে সেটাও সম্ভব মনে হইতেছে না।' আজাদ, ১৯৬৭।

ছাঁছ [ধন্য] বি ঘটনার আকস্মিকতায় মানসিক শিহরনের অনুভূতি। (বুক) ছাঁছ করে ওঠা ক্রি হঠাৎ কাঁচ পাওয়া। 'ছাঁছ করে ওঠে সেই শেষ কাতারের মানুষতোয়ার বুক।' কায়সার, ১৯৬৫।

ছাঁদ [স ছন্দ] ১ বি ধরন। 'তব্বকর ছাঁদে বসন সিঁধে সঙ্গে চলয়ে ছাঁচি।' চম্প, ১৫৫০। ২ বি গড়ন। 'নিমিকুলন বিদ্যুতাদ বিশদ দেহের ছাঁদ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি বন্ধন। 'চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুক।' ৩৩, ১৮৫৮। ৪ বি ভঙ্গি। 'নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৫ বি বেশিষ্ঠ। 'পক্ষি ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ছাঁদদড়ি বি ছাঁদনদড়ি। 'শিশা বের বংশী ছাঁদদড়ি গুঞ্জামালা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ছাঁদনা তলা [স ছন্দ>+স তল] বি হিন্দুবিবাহের ছায়ামণ্ডপ বা চাঁদোয়া। 'ছাঁদনা তলায় চারটি কলা গাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে মুদ্রা হয়েছিল।' হুতোম, ১৮৬১।

ছাঁদা [স ছন্দ] ১ ক্রি আটক করা। 'ছলিয়া মধুর ভাষে ছাঁদিয়া বিশ্বম পাশে।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রি ফাঁদা। 'রূপকথাটি ছাঁদা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ছাঁদা [স ছন্দ] ১ বিণ বাঁধা। 'তার পিছনের পা দুটো দড়ি দিয়ে ছাঁদা।' প্রমথ, ১৯২২। ২ বি শ্রাচ্ছ উপলক্ষে দেওয়া ব্রাহ্মণের খাবারের পুঁটি। 'ছাঁদনে তোমার ছাঁদা।' বিভূতি, ১৯২৯।

ছাঁদাছাঁদি বি জড়াজড়ি। 'দু-হাত ছাঁদাছাঁদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ...।' তারা, ১৯৪২।

ছাঁপা [স উপচয়>] ক্রি প্রারম্ভ হওয়া। 'বর্ধায় নদী ছাঁপিয়া খেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ছাকা [স শাতন>] বি অবশিষ্ট অংশ। 'উত্তরের ছাকা।' মানোএল, ১৭৪৩।

ছাকা [স শাতন>] ক্রি তন্নতন্ন করে খোঁজা। 'ছাকিল কোটাল সব রাজার বাজার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ছাকিনা [স শাতন] বি ছাঁকনি। ছাকিনার কানি বি জল ছাঁকার ন্যাকড়া। 'পোস্তের হোলা ভেসে গেল ছাকিনার কানি।' কেতকা, ১৬৫০।

ছাকা [স সত্য] বিণ বাটি। 'আমি কি ফকির করব ছাকা।' লালন, ১৮৯০।

ছাগ [স] বি ছাগল। 'রাখ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।' বড়ু, ১৪৫০।

ছাগ-ছানা [স ছাগশাবক] বি ছাগল-ছানা। 'চাগশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগ-ছানা চরিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছাগ-ছাল বি ছাগলের চামড়া। 'বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছাল।' ৩৩, ১৮৫৮।

ছাগদুধ [স] বি ছাগের দুধ। 'তন্নির কোষার্ধে ছাগদুগ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখবিবরে প্রদান করিতে উদ্যোগ করিতেছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ছাগ-নাদী বি ছাগলের বিঠা। 'ঘুচাব পোড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী।' গুণ, ১৮৫৮।

ছাগবৎস [স] বি ছাগলের বাচ্চা। 'কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ছাগমাতা [স] বি মা ছাগল। 'একটা ছাগমাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধ-ভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ছাগ-রাখাল [স] ছাগ+রাখাল বি ছাগল চরায় যে। 'অই দোষে হৈলি ছাগ-রাখাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছাগলোম [স] বি ছাগলের লোম। 'তিক্রত দেশে বিস্তর ছাগলোম পাওয়া যায় তাহাতে শালবস্ত্র হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

ছাগশাবক [স] বি ছাগলছানা। 'ছাগশাবক কাকদস্তির হিসাব পর্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ছাগশিত [স] বি ছাগলছানা। 'ছাগশিতকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ছাগা [স] ছাগ বি পাঠা। মানোএল, ১৭৪৩।

ছাগি [স] ছাগী বি মাদি ছাগল। মানোএল, ১৭৪৩।

ছাগী [স] বি মাদি ছাগল। 'সামু সামু সামু ভূমি ছাগীর সন্ধান।' গুণ, ১৮৫৮।

ছাগল [স] ছাগ বি গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ। 'অমি অভাজন না কহিল পালন ছাগল রাখিলে বনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছাগলছানা বি ছাগলের বাচ্চা। 'ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ছাগলদড়ি বি ছাগল বাঁধার দড়ি। 'বিধি ছাগলদড়ি যারে দেখে তারে কেন ছাগলদড়ি দিয়ে বাঁধিব না।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

ছাগলের পায় জব মাড়া - কোনো বড়ো কাজ অক্ষম ব্যক্তিকে দিয়ে করানোর চেষ্টা। 'এ কি ছাগলের পায় জব মাড়া।' গৌর, ১৮২২।

ছাগলের বাচ্চা বি ছাগশিশু; ছাগলছানা। ওসী, ১৭৮৫।

ছাণ্ডা বি ছাতাপড়া ভাব। মানোএল, ১৭৪৩।

ছাচ [স] সাজা ১ বি ঠাট। 'মিছে ছাচে কাফি ডাঙায়া যাই ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ছাঁচ। 'যেন তেন ছাচের আছয়ে এক গুণ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ছাচা [স] সত্য। বিগ সত্য। 'রচনের খুট ছাচা আমি নাই ঠেকি।' গরীব, ১৭৬৫।

ছাজা [স] সাজা বি শান্তি। 'শ্বেদমত করিবা তফাত করে ছাজা পাইবা।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

ছাত্রিঅণ [স] পতঙ্গবি। বি ছাত্রিম গাছ। 'পঞ্চকাত আর ছাত্রিঅণে।' বড়ু, ১৪৫০।

ছাট [স] শাতন ১ বি গাছের সরু ডাল। 'দনা ছাট খুঁয়া বাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গবাদি পশু তাড়ানোর লাঠিবিশেষ। 'ছাট হাতে ডাল মাখে ধীরে ধীরে জায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি চারুক। 'হাতের উপরে ছাট অশ্বরে চাপিয়া।' আলোএল, ১৬৮০। ৪ বি আঘাত।

'মহাবীর আলিএ ঢালের ছাট দিয়া।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বি জলের ছিটা, যা বায়ুহাতি হয়ে আসে। 'প্রবল বাতাস বৃষ্টির ছাট লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ছাটছোট বি কাটছাট। 'মস্তির ছাটছোট করিয়া ২০৫১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে স্থির বৃত্তিয়া রিপোর্ট করিলে।' দর্পণ, ১৮৩০।

ছাটন [স] শাতন ১ বি আঘাত। 'ছাটন করিয়া যেন হোড়াএ কপাট।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি চালের বাইরের অংশ। 'পিরীত আটন পিরীত ছাটন পিরীতির দুখান চাল।' জসীম, ১৯৩৩।

ছাটা [স] শাতন > ক্রি ছেটে ফেলা। 'কেহই গৌপ ছাটিয়া দাঁতে মিশি দিয়া ... বেড়াইতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২১।

ছাড় [পা ছড্ >] ১ বি ছাড়ানোর প্রক্রিয়া। 'সেক্টরী সাহেব নমকের ছাড় রওয়ানা দিবেন।' ক্যালগে, ১৭৯৮। ২ বি মুক্তি। 'জেল হলে মেয়াদ অন্তে কোন একদিন ছাড়ও হয়ে যায়।' মেনোজ, ১৯৬১।

ছাড়টিটি, ছাড়টিটী [ছাড়+হি টিটি] বি ছাড়পত্র; গমনাগমনের অনুশিষ্টপত্র। 'খরিদার বাকী চাউল লইয়া জাওনের রওয়ানা ও ছাড় টিটী পাইবেক।' ক্যালগে, ১৭৯৬। 'ভারত-সরকারের ছাড়টিটি জুটল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ছাড়-দেওয়া বিগ আলাপ-করা। 'বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়া এবং চান-রাখার নিত্যশীলাতেই সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছাড়পত্র [ছাড়+স পত্র] ১ বি স্বাক্ষরিত। 'কাজেই কবিদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।' অবন, ১৯২৫। ২ বি অনুমতি। 'অরুণ অল্পত একটা মাজি দেখবে তার কাছে ছাড়পত্র নিয়ে।' অবন, ১৯২৫। ৩ বি ক্ষমিকার। 'বর্মমালায় সে চুকেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি অধিকারপত্র। 'ভুল দিয়ে উঠেছে সে বিপুলিতর অধিকার হতে/ মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। 'যে শিত ভূমিষ্ঠ হল আজ রাতে তার মুখে খবর পেশুম : সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।' সুকান্ত, ১৯৪৮। ৫ বি সনদ। 'অনেকে পাসের ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে ...।' বেসম, ১৯৪৮।

ছাড়-পাওয়া বিগ মুক্ত; অব্যবহৃত। 'উড়ানীর চরে ছাড়-পাওয়া রোঙ্গ।' জসীম, ১৯৩০।

ছাড়তোক বি ঘোড়ার চলনবিশেষ। 'ছাড়তোক ভাঙিয়া দুলকি চাল।' বিতুতি, ১৯৩৮।

ছাড়ন [পা ছড্ >] বি ত্যাগ করা। 'রঘুনাতের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ছাড়া, ছাড়ানো [পা ছড্ >] ১ ক্রি ত্যাগ করা। 'ছাড় ছাড় মাআমোহা বিষমো দুশালী।' চর্যা ৫০, ১২০০: 'ছাড় ছোঁ আকার দানের আশে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি ছিটকে পড়া। 'পসার টিলিয়া গেল/ ছাড়ায়িল কিছু দুখ দহী।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি ছড়িয়ে পড়া। 'যুত দধি দুখ যোগ ছাড়ার্যা মোর।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ ক্রি ফেলে দেওয়া। 'ঘর খুই প্রাণিকার জল ছাড়ি দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ ক্রি কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। 'দালাল ছাড়াইলে কৃষ্ণানির দানদিন দফার জামিন কেহ থাকে না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৬ ক্রি ডিঙিয়ে যাওয়া। 'সেখানকার আলাদা কোটা ছাড়াইয়া দ্বারহাটায় সামিল করিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৭ ক্রি অতিক্রম করা। 'ইহা ছাড়াইলে পুরীর আরম্ভ।' রামরাম, ১৮০১। ৮ ক্রি বাদ দেওয়া। 'এ প্রযুক্ত আমার কর্ম হইতে ছাড়াইল।' ভবানী, ১৮২৫। ৯ ক্রি ত্যাগ করা। 'ভিনটের ট্রেনে ব্রিটিশ ছাগলময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১০ ক্রি নিষ্কৃতি দেওয়া। 'সরলা যে ছাড়বে এমন বোধ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ১১ ক্রি পরিবর্তন করা। 'কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

১২ কি ভোগাধিকার দেওয়া। 'বিস্তার ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১৩ কি বন্ধ করা। 'লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলাম?' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১৪ কি পৃথক করা। 'যদি পার দেহ থেকে রূপ নাও ছাড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ১৫ কি বাজারজাত করা। 'চাউল ছাড়িতে কৃষকদের সম্মত করিবার পথে বাধা আছে।' আজাদ, ১৯৪৭। ১৬ কি উচ্চারণ করা। 'যে হয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯। ১৭ কি খালাস করা। 'বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯। ছাড় ১ কি ছাড়ো। 'ছাড় ছাড় মাথাঝোবা বিষমো দুন্দলী।' চর্যা ৫০, ১২০০। ২ কি ত্যাগ করা। 'ছাড় তৌ আকার দানের আশা।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়ু ১ কি ছাড়ে। 'বনহ ন ছাড়ু সহজ উন্মত্তো।' চর্যা ১৯, ১২০০। ২ কি ত্যাগ করে। 'এখনে আমার সঙ্গ ছাড়ু বৃন্দ।' মাল্যধর, ১৫০০। ছাড়ু ২ কি ত্যাগ করে। 'উলট বসিষ্ঠা সুন্দরি রাধা ছাড়ু ১ দীর্ঘ নিশাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়ু ৩ কি ছাড়ুক। 'মোহি বক অন্ত অন্ত কু ছাড়ু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ছাড়ু ৪ কি ত্যাগ করছে। 'অধিক চিন্তিত হই ছাড়ু নিশাস।' মুক্ততাবা, ১৭০০। ছাড়ু ৫ কি বাদ দেওয়ার। 'আঁকতে গেলে একটি সামান্যতম রেখা পর্যন্ত ছাড়ুবার যো নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ছাড়ু ৬ কি ত্যাগ করে। 'না না খেলা খেলিয়া না ছাড়ু আশা।' আলপল, ১৬৮০। ছাড়ু ৭ কি ছাড়ে। 'চিন্তায় আবুল রাজা ছাড়ুয়ে নিশাস।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ছাড়ু ৮ কি ত্যাগ করলে। 'সৈমতে বাগুড়ে সীমা ছাড়ল জড়নে বাঁধ ফেদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ছাড়ু ৯ কি ত্যাগ করে। 'জাইবার বাননা তোকে ছাড়হ গোলালী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি বসো। 'পালাই না করিব না ছাড়হ রুট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ছাড়া ১ কি ত্যাগ করা। 'মারিলে না যায় ছাড়া।' চর্যা, ১৫৫০। ২ অবা বতীত; বাদ দিয়ে। 'কাঁবা ছাড়া একটুকু কদাচিত মুখে নাই ভাষা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ছাড়া ২ কি ছাড়াতে। 'আপনে আহার ইয়ায় স্বামী ছাড়াইতু।' অর্ধচন্দ্র, ১৬৮০। ছাড়াইতে কি মুক্ত করতে। 'ঘটি দানী ছাড়াইতে মুক্তপাণ্ড হারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ছাড়াইবো কি ছাড়িয়ে দেবে। 'বিষ্ণু করবো।' ছাড়াইবো তার ক্ষীর কাম্বলী করিবো চীর।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়াইয়া কি ছাড়িয়ে। 'সেখানকার আলানা কোটা ছাড়াইয়া বারহাটার সমিল করিবা।' হালহেড, ১৭৭৩। ছাড়াতে কি খালাস করতে। ওর্গ, ১৭৮২। ছাড়ায়া কি খালাস করে। 'ওঝা ঠাট্টা যাই যদি সে ভূত ছাড়ার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ছাড়ায়া ১ কি হিটকে পড়লো। 'পসার টলিখা পেল/ ছাড়ায়া কিছু দুখ নহী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি ছড়িয়ে পেলো; বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। 'তখন ছাড়ায়া যত দখি ঘোলা।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়ায়াই কি ছাড়াতে। 'দখি দুখ ছাড়ায়াইলে তার কড়ী সেউ।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়ি ১ কি ছাড়লাম। 'তোহোরে অন্তরে ছাড়ি নড়এটা।' চর্যা ১০, ১২০০। ২ কি ত্যাগ করে। 'বড়াইকে ছাড়ি কেন ইইব একাকিনী।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ কি ছেড়ে দিই। 'সে মুচ নরকপাশী আমি ছাড়ি তাকে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ছাড়ি ৪ কি ছেড়ে। 'ছাড়ি ভয় খিণ সোভ্যকার।' চর্যা ৩১, ১২০০। ছাড়ি ৫ কি ছেড়ে। 'পূরক ছাড়িআ বাপ ধাএ প্রাণ লইআ।' বাহরাম, ১৬৫০। ছাড়ি ৬ কি ছেড়ে। 'না জাইবো ঘর আর তোমাক ছাড়িঞা।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়ি ৭ কি ছেড়ে দেবো। 'ছাড়ি দান রাধা দেহ অগ্নিস্নান।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়ি ৮ কি ছেড়ে যাও। 'ভূমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ছাড়িবেন কি ছাড়বেন; ত্যাগ করবেন। 'জামিলেন প্রভু শ্রী ছাড়িবেন ঘর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ছাড়িয়া কি ছাড়বো। 'ভূমি গেলে প্রাণ মুক্তি সর্বথা ছাড়িমু।' বৃন্দা, ১৫৮০। ছাড়িয়া কি ছেড়ে। 'সরির ছাড়িয়া গেলা বৈকুণ্ঠ পুরি।' মাল্যধর, ১৫০০। ছাড়িয়াত কি

ছেড়ে। 'ছাড়িয়াত নিজপুর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ছাড়িল কি ত্যাগ করলো। 'ছাড়িল রাধা/ ভোর দখির দাশ।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়িলাম কি ত্যাগ করলাম। 'ছাড়িলাম আপনা দীন মানিলাম তোমাকে।' সুলতান, ১৭০০। ছাড়িমু কি ত্যাগ করলাম। 'ছাড়িমু সকল আসা সব অকারণ।' মাল্যধর, ১৫০০। ছাড়িলে কি ত্যাগ করলে। 'মনেও ভাবিল তান সুখি ছাড়িলে।' সুলতান, ১৭০০। ছাড়িলেক কি ছাড়লো। 'ছাড়িলে ছাড়িলেক ভয় খপসেক লাজ।' মাল্যধর, ১৫০০। ছাড়ী কি ছেড়ে। 'বাম দাখিঁ দো বাটা ছাড়ী সান্তি বৃন্দাউ সনেকটিউ।' চর্যা ১৫, ১২০০। ছাড়ু কি ত্যাগ করুক। 'ছাড়ু সুতীর আশে।' বড়ু, ১৪৫০। ছাড়ু ১ কি ত্যাগ করে। 'না ছাড়ু নানের পোএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি ফেলে। 'মনতোষ ভৈল কাহাঞি ছাড়ু ঘন শাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ কি ছাড়ে। 'বিপরিত ডাক ছাড়ু রাক্ষসি দারনি।' মাল্যধর, ১৫০০। ছাড়েন কি ত্যাগ করেন। 'হিয়ার উপরে থুয়া ছাড়েন নিশাস।' মাল্যধর, ১৫০০। ছাড়া কি ছেড়ে। 'ছাড়া গেল কালিদহ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ছেড়ে কি ত্যাগ করে। 'শহরের লোক যত কাম কাজ ছেড়ে।' গরীব, ১৭৬৫। ছেড়া কি ছেড়ে। 'ভূমি ছেড়া তিন বার নেচা উঠে থালা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ছেড়ু কি ছেড়ে দাও। 'ছেড়ে ছেড় শিশন, নিচোলে পাছে ফাটে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ছেড়ে কি ত্যাগ করে। 'ইটিমারের হইল ঘুরে ছেড়ে দিলে।' হত্যাম, ১৮৬১।

ছেড়ে ছুড়ে কি পরিত্যাগ করে। 'কখন তা ছেড়ে ছুড়ে হাতে করে দেখুই।' ভবানী, ১৮২৫।

ছেড়ে দেও ভাই কেনে বাঁচি - উপকার না চেয়ে বরং নিষ্কৃতি চাওয়া। 'এখন ছেড়ে দেও ভাই কেনে বাঁচি।' উৎসে, ১৮৫৭।

ছেড়ে দেওয়া ১ কি মুক্ত করা। 'ভাদুক বৎসরদিগকে আনিয়া কাছারিতে সকল লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেক।' চর্যাচরণ, ১৮০৫। ২ কি ত্যাগ করা। 'সাহেবি হ্যাট পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ছাড়ি [পা ছড়] ১ বি মুক্তি। 'একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে বুঝ উদ্ধার ছাড়িল তাহে ছাড়া দিতে পারতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ মুক্ত। 'যেমন ছাড়া বনের পাখি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ছাড়া কাপড় বি ব্যবহৃত পোশাক। 'আলনার উপরে হিমাগুর কুলের ছাড়াকাপড় খুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ছাড়া-ছাড়া ১ ক্রিয়বি বিচ্ছিন্নভাবে। 'ছাড়া-ছাড়া ভাবে দুই-চারটে কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ বখ ওণ। 'ছাড়া-ছাড়া মেঘ করেছে সেদিন।' বৃন্দা, ১৯৪৯।

ছাড়াছাড়ি [পা ছড়] ১ বি বিচ্ছেদ। 'সাহী হারামজাদী ... করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ব্যবধান। 'নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি নিষ্কৃতি। 'কোনো ছাড়াছাড়ি নাই, আপনাকে আসতেই হবে।' ওরালী, ১৯৪২।

ছাড়াছাড়ি [পা ছড়] ১ বি মুক্তি। 'সকলোবেলায় কোনোমতেই ছাড়াছাড়ি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ছাড়া-পাওয়া বিণ মুক্ত; বন্ধনহীন। 'আজ তারা সব ছাড়া-পাওয়া জানোয়ার।' হোসেন, ১৯৪০।

ছাড়াবাড়ি বি পরিত্যক্ত বাড়ি। 'কবেকার ছাড়াবাড়ি কে জানে।' কায়সার, ১৯৬২।

ছেড়ে দেওয়া দ্র ছাড়া
ছেড়ে-দেওয়া বিণ আশুলারিত। 'ছেড়ে-দেওয়া চুলের চারপাশে

অন্ধকার জ্বলছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ছাড়ান অবা ব্যতীত। 'ছয় মাসের পচামড়া অস্থি আর মাংস ছাড়ান' কেতকা, ১৬৫০।

ছাড়ান [পা ছড্ডা] বি ত্যাগ। 'নেত্র পর্যন্ত ক্ষতাবিত ইয়ায়, বড়ই ঠক্করকিত ছাড়ান পাইলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

ছাড়ান দেওয়া ক্রি ত্যাগ করা। 'আরবী ফারসীর সংস্রব ছাড়ান দিয়া ... হিন্দু ভ্রাতৃগণের ও সংস্কৃতির সেবা করিলাম।' *এসলাম*, ১৯১৫।

ছাড়ী [পা ছড্ডা] অবা ব্যতীত। 'আজা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহি জালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাড়া অবা ছাড়া; ব্যতীত। 'পঞ্চ গোত্র ছাঙ্গান গাঁই ইহা ছাড়া বামন নাই।' *রামানারায়ণ*, ১৮৫৪।

ছাত [স ছাদ] বি ছাদ; ঘরের পাকা চাল। ওর্দা, ১৭৮৫; 'চতুর্দিশের প্রাচীর ও সোকানের ছাত প্রভৃতি।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ছাতওয়ালা [স ছাদ+হি ওয়ালা] বিণ ছাদবিশিষ্ট। 'বাড়িগুলো লতনের মতো থামবারাদান্য, ঢালু ছাতওয়ালা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছাতপেটা বি ছাদ পেটানোর কাজ। 'ছাতপেটার শব্দের মতই ছাতপেটার শব্দ ছিল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ছাতরোপার [স ছাদ+স উপর] বি ছাদের উপরিতল। 'কোন২ দিন ছাতরোপারে। বঁধু মধু আশে ভ্রমণ করে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ছাত [স ছাতক] বিণ ময়লা; ছাতক। **ছাতকুড়ো** [স ছাতক] বি ছাতক। 'পুরনো নরম ছাতকুড়োর জন্য মমতার কোনো গন্ধও নাই।' *জীবন*, ১৯৩১।

ছাতকুরা [স ছাতক] বিণ ময়লা; ছাতক। 'ছাতকুরা বস্ত্র' *মানেএল*, ১৭৪৩।

ছাতা [স ছত্র] ১ বি রাজছত্র। 'ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি সূর্যের তাপ এবং বৃষ্টি থেকে শরীর ঢুকা করার দ্রব্যকাজ। 'যবে যে বাগ বাটি/ধরিয়ে ছাতার বাটি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছাতাহস্তক [স ছত্র+স হস্তক] বিণ ছাতি হাতে ধরে আছে এমন। 'চারিদিকেই ছাতাহস্তক, টুপিমস্তক ও চোখধাঁধক ডিঙির আনাগোনা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ছাতা [স ছাতক] ১ বি ছাতক। 'বর্ষাকালে পুত্রে যে ছাতা পড়ে ... উহাঙ্গিকে বেস্তুর ছাতা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ বি বিরক্তিকর বস্ত্র। 'কি ছাতার এক টিন দিয়ে গড়া।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ছাতা-ধরা বিণ ছাতলায়ুত। 'সে কালেতে কোনো জৌলুস নেই - মেমন ছাতা-ধরা, মসনে-গড়া ছাতা ছাতা।' *মুস্তাবা*, ১৯৫৯।

ছাতাপড়া বিণ ছাতলায়ুত। 'টোল-খাওয়া ছাতাপড়া মাথা, ফাটা-মত মনে হয় যেন।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

ছাতানাটা [স ছত্র] বি টুকরা টুকরা খণ্ড। 'ভাবে আকাশের নীল শামিয়ায় হিড়ে করি ছাতানাটা।' *জসীম*, ১৯৫১।

ছাতা পড়া ক্রি বিনা ব্যবহারে নষ্ট হওয়া। 'আমার ... টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছাতার [ধন্য] বি একপ্রকার পাখি। 'স্বপ্নকে গল্পন দিয়া ছাতারের মান বাড়িয়া সকলকে মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ছাতারের নৃত্য বি আনাড়ি নাচ। 'বাবুর ছাতারের নৃত্য ইহল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

ছাতরিয়া [ধন্য] বি সাপ বিশেষ। 'শিয়র চাঁদা ছাতরিয়া নাগ চর্ম কষা।' *কেতকা*, ১৬৫০।

ছাতরিয়া, ছাতারে [ধন্য] বি পাখি বিশেষ। 'ছাতরিয়া করুটে ফিসা দহিয়াশ।' *ভারত*, ১৭৬০; 'ছাতারে পাখি কিচমিচ করিতেছিল।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

ছাতি [স ছত্র] বি ছাতা। 'নিভানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ছাতিওয়ালা বি ছাতা বিক্রেতা। 'ছাতিওয়ালায় দোকান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ছাতিপেটা বি ছাতা দিয়ে পেটানো। 'ছাতপেটার শব্দের মতই ছাতিপেটার শব্দ ছিল।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ছাতিপেটা দ্র ছাতি

ছাতিহীন [স ছত্রহীন] বিণ ছাতা নেই এমন। 'শিলাবৃষ্টির নিচে ছাতিহীন পথিকের মতই হালিম ...।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ছাতি [স ছত্র] বি বন্ধ। 'অতি দুঃখ কতি যেই করে ছাতি বাহু বহুবিন নারে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ছাতিপেটা বি বন্ধের ছাতি চাপড়ানো। 'গাছ থেকে লাশ নামিয়ে সে ত ছাতিপেটা শুরু করল আর হাউ মাউ কান্না।' *শওকত*, ১৯৬২।

ছাতি-ফাটা বিণ পিপাসার বুক তকিয়ে যাওয়া। 'আহুশেখানা দেখে কানেশোকে ছাতি ফাটে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ছাতিম [পা সত্তপণ্ডি] বি এক ধরনের বৃক্ষ। 'ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় বুলিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ছাতিন, ছাতীঅন, ছাতিন [পা সত্তপণ্ডি] বি ছাতিম গাছ। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভাঙি দুখিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সিমুলি ছাতিন আসনা নিম পারলি সেবদাক মাফলায় সিম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাতীঅন [স সত্তপণ্ডি] বি গাছবিশেষ; ছাতিম। 'রবি লোধ ছাতীঅন ভাঙি দুখিআকন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাতিয়া [স ছত্র] বি বৃক্ষ। 'ফাটি যাওত ছাতিয়া।' *শেখর*, ১৬০০।

ছাতিয়ারা বি হিন্দুসমাজের মাদলিক অনুষ্ঠানবিশেষ। 'শামত', ছাতিয়ারা এবং অন্ত্রপ্রাণন। *মানেএল*, ১৭৪৩।

ছাতী [স ছত্র] বি ছাতা। 'হরিয় করিআ তার মাথে ধর ছাতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ছাতু [স শকু] ১ বি ধবের গুঁড়া। 'তনুযে ধান্য ইহতে তুলু, যব ইহতে ছাতু, গম ইহতে ময়দা ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ বি ধ্বংস। 'দেশের অস্থিরতা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্ত্রবন্দী ভালোমানুষি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ছাতুখোর [ছাতু+খা খোর] ১ বিণ ছাতুতোজী। 'তোমরা এদের ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা কর।' *প্রমথ*, ১৯৩১। ২ বি হিন্দুস্তানি। 'ঐ ছাতুখোর নির্বুজি উকিলের চাইতে তুমি মামলা চের ভালো চালাতে পারবে।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

ছাতো [স ছত্রাক] বি ছাতাপড়া ডাব। *মানেএল*, ১৭৪৩।

ছাতুর [স ছত্র] বি ছাত্র। 'গুরু-ট্রেনিঙের এক শিশেওয়ালা ছাতুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ছাত্র [সি বি শিক্ষানবিশ। 'গুরু সঙ্গে জেনে ছাত্র হও তুমি মহাপাত্র।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছাত্র-জীবন [সি বি শিক্ষার্থীকাল। 'ছাত্র-জীবনের মতো মধুর জীবন

আর সেই 'নজরুল, ১৯২৭।

ছাত্র [স] বি শিষ্যকৃত। 'আজ তাহাকে ছাত্র বীকার করিতে হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ছাত্রদল [স] বি ছাত্রসমষ্টি। 'আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল।' নজরুল, ১৯২৬।

ছাত্রদশা [স] বি ছাত্রজীবন। 'তার পরে এদের ছাত্রদশা কেটে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ছাত্র ধর্মঘট [স] বি শিক্ষার্থী কর্তৃক আহ্বানকৃত ধর্মঘট। 'ঢাকার ছাত্র ধর্মঘট পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই আশঙ্কাই পোষণ করিতেছিলাম।' আজাদ, ১৯৬৯।

ছাত্রনিবাস [স] বি ছাত্রদের বাসস্থান; হস্টেল। 'যে ছাত্রনিবাসে ফেলনা বাস করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ছাত্রনেতা [স] বি শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দানকারী। 'আহত ছাত্রনেতা ... শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৬৯।

ছাত্রবয়স [স] বি ছাত্রজীবন। 'ছাত্রবয়সের সহিত কর্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছাত্রবিক্ষোভ [স] বি ছাত্র আন্দোলন। 'ছাত্রবিক্ষোভ কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে।' আজাদ, ১৯৬৯।

ছাত্রবৃত্তি [স] বি মেধাবী ছাত্রদের প্রদত্ত পুরস্কার। 'নিউটন ... ত্রিাশীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা [স] বি বৃত্তি প্রদানের বাছাই পরীক্ষা। 'ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছাত্রমণ্ডলী [স] বি ছাত্রসমাজ। 'ছাত্রমণ্ডলী সমবেতভাবে এই উৎসব বর্জন করিয়াছিলেন।' মোহাম্মদ, ১৯৩৬।

ছাত্রমহল [স] বি শিক্ষার্থী সমাজ। 'ছাত্রমহলে সোহিনী পৃষ্ঠা প্রকাশ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ছাত্ররাজনীতি [স] বি ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ। 'ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকগণ ...' আজাদ, ১৯৬২।

ছাত্রশ্রমে [স] ক্রিবিধ ছাত্র হিসেবে। 'কেবল হিন্দুবংশ্য বালকগণ ছাত্রশ্রমে গৃহীত হইবেন।' দর্পণ, ১৯৩৮।

ছাত্রলীগ [স] ছাত্র+ই লীগ। বি ছাত্র সংগঠনবিশেষ। 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের মহিলা সংগঠন।' বেগম, ১৯৪৯।

ছাত্রসংস্থা [স] বি শিক্ষার্থীর সংস্থা। 'শিক্ষালয়ের ছাত্রসংস্থা নিত্যন্ত অল্প হওয়া বিহিত নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ছাত্রসভা [স] ১ বি ছাত্রজীবন। 'ছাত্রসভার ডিম ভেদ করিয়া গোরা বয়স্কসভায় কাকলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি ছাত্রদের সমাবেশ। 'এলাহাবাদের এক ছাত্র-সভায় বর্ণিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৬।

ছাত্রসমাজ [স] বি শিক্ষার্থীগণ। 'এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ছাত্রাগার [স] বি ছাত্রাবাস। 'ছাত্রাগার-সকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছাত্রাবাস [স] বি ছাত্রদের বাসস্থান। 'তাহার ছাত্রাবাসে নো হাতের অক্ষরে একখানি চিঠি পাইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ছাত্রালয় [স] ছাত্র। বি বিদ্যালয়। 'উক্ত ছাত্রালয়ে এক উপদেশকর্তা

নিযুক্ত ...' দর্পণ, ১৮৩৬।

ছাত্রী [স] বি স্ত্রী শিক্ষানবিশ; শিক্ষার্থী। 'শ্রীমতী বিবি তাহেরণ পেছা, মেদো বালিকা বিদ্যালয়, প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রী।' বামাবোধিনী, ১৮৬৫।

ছাত্রীদল [স] বি স্ত্রী শিক্ষার্থীগণ। '... এবং তাঁর বাছাই করা ছাত্রীদল।' বেগম, ১৯৪৯।

ছাত্রীনিবাস [স] বি ছাত্রীদের আবাসস্থল। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীনিবাস।' বেগম, ১৯৬৯।

ছাত্রীনেত্রী [স] বি ছাত্রীদের নেত্রী। 'ছাত্রীনেত্রীবৃন্দ বক্তৃতাকালে ... স্বাধীনতা-পরবর্তী অবস্থা আন্দোলন করেন।' বেগম, ১৯৭২।

ছাত্রীবাহী [স] বিণ ছাত্রী বহনকারী। 'ছাত্রীবাহী গাড়িগুলির অব্যবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে বহুরা জানিয়েও কোনো ফল হয়নি।' বেগম, ১৯৪৮।

ছাত্রীবাস [স] বি ছাত্রীদের বাসস্থান। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রীবাস রোকেয়া হলে ...' বেগম, ১৯৭১।

ছাত্রী সংসদ [স] বি ছাত্রীদের সঙ্ঘ। 'নবনির্বাচিত ছাত্রী সংসদের অভিক্কে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৬৫।

ছাত্র [স] ছন্দ। বি গঠন। 'বদন ছাত্র কামের ফাঁদ।' চিত্তজী, ১৬০০।

ছাত্র [স] ১ বি পাকা বাড়ির চালা; আছাদেন। ওয়া, ১৭৮৫; 'অনেক ছাত্র পড়িয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি চালা। 'দুই-চারিটি টিনের-ছাত্র-বিশিষ্ট কুটির।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ছাত্র [স] বি আদরণ। 'দাদদের গদনে বাঁধনের ছাদনে ডিটে মাটি চাটি সার।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

ছাদনাতলা [স] ছাদন+স তল। বি হিন্দুবিবাহের ছায়ামণ্ডপ বা চানোয়া। 'যেন অপরোধীর মত, ছাদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।' শব্দ, ১৯১৭।

ছানচে [স] আ কুনাসাহ। বি ঘরের দেয়ালের পাশ। 'ঘর ছেড়ে ছানচেতে বাসা কুণ্ডে তার যাওয়া আসা।' লালন, ১৮৯০।

ছানলা [স] ছাদন+স তল। বি চানোয়া। 'উঠানে বিয়ের ছানলা তুলতে পারত না।' নজরুল, ১৯৩১।

ছানা [স] স্করণ। ১ বি টক মিশ্রিত দুধ থেকে তৈরি পিণ্ড। 'অমৃতমত্তা ছানার বড়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সন্দেশ। 'ছাগ মেঘ দিখি দুধ সুমধুর ছানা।' রূপরাম, ১৭৫০।

ছানা কাটা ক্রি দুধ থেকে ছানা পৃথক করা। 'কাল রাতে ছানা কেটেছিল।' মানিক, ১৯৩৫।

ছানাবড়া [স] ছানা+স বটক। ১ বি ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টিবিশেষ। '... লুচি কচুরি ছানাবড়া নিম্নী খেওর সিলারা গজা বাজা বাতা বাদাম কিসমিস পেস্তা মোহনভোগ অমৃত।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ বিশ্লেষণে ছানাবড়ার মতো গোলাকার ও বড়ো। 'ব্যাপার দেখে অবাক সবাই চকু ছানাবড়া।' সুকুমার, ১৯২০।

ছানার বড়া বি ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টিবিশেষ। 'অমৃতমত্তা ছানার বড়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ছানী [স] শাবক। বি শাবক। মানোএল, ১৭৪৩; 'নকুলের ছানা বলি বাকিল বসনে।' রূপরাম, ১৭৫০।

ছানী [স] স্করণ। ১ ক্রি ছাকা। 'গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি মছন করা। 'শ্লার-রস ছানি তারে চন্দ্রজ্যোৎস্না ছানি/ ছানি বিধি নিরমিল তায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩

কি চটকানো। 'কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া ...' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।
ছানিয়া, **ছানিয়া** *কি* ছেনে। 'কিবা বা দিওরা অমিয়া ছানিয়া গড়িল
 কেনে বা রাজে।' *দীচী*, ১৫৫০; 'গোবিন্দ-কুণ্ডের জল অনিল
 ছানিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ছানিয়া-পড়া *বিশ* মছন করে তৈরি। 'তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হানি,
 শৈশবতারালা, চাঁদ ছানিয়াগড়া মুখ।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

ছানি [স ছাননী] ১ *বি* চোখের মণিতে-পড়া হালকা আবরণ বার ফলে
 দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়। 'কন্য়ার পিতার চক্ষে পড়ুক ছানি।' *মুকুন্দ*,
 ১৬০০। ২ *বি* ছাউনি। 'রূপার বাড়ির রুশাই ঘরের ছুটল চালের
 ছানি।' *জসীম*, ১৯২৯।

ছানিপড়া ১ *বিশ* চোখে আবরণ পড়েছে এমন। 'এতো আর
 ধলাকর্তার ছানিপড়া চউষ না।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫১। ২ *বিশ* আবৃত।
 'বুড়ো রাজহিন্তীর চোখের মতো ছানি-পড়া আকাশে।' *জ্যামিতিক চাঁদ*
 শোনে তারার কথকতা।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

ছানিত [স ক্রবণ<] *বিশ* ছেকে নেওয়া হয়েছে এমন। 'ছানিত কিলসে
 ভাসে দশদিশি।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ছান্দ [স ছন্দ] ১ *বি* ছন্দ। 'হেন বুলী রাধা কলসী লজা জ্ঞাএ গল্পগড়ি
 ছান্দে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* ছল। 'করসি তোঁড় ছান্দ।' *বড়ু*,
 ১৪৫০। ৩ *বি* প্রকার। 'সুখা করে সুবন্দে শোভা কত ছান্দে।' *মানিকরাম*,
 ১৭৮১।

ছান্দ দড়ি *বি* ছান্দনদড়ি। 'তাড় খাডু বেতা বংশী শিশা ছান্দ দড়ি।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

ছান্দক [স ছন্দ<] *বিশ* ছন্দের; বাসনার। 'এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করবক
 পাটের আস।' *চর্চা* ১, ১২০০।

ছান্দলা [স ছন্দ<] *বি* ছান্দা-মণ্ডপ; ছান্দানতলা। 'আরোপী হেমকুম্ব করিল
 কর্মান্তর ছুরিতে বান্ধিল ছান্দলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ছান্দসিক [স] *বিশ* হনুজ্ঞানী। 'যে স্তরে উঠলে ছান্দসিক কবি হয়ে
 ওঠেন।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ছান্দা [স ছন্দ] ১ *কি* বিন্যস্ত করা। 'বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নীর কাদা
 ডরিল যতক নারী।' *মুরারি*, ১৫৭০। ২ *কি* নির্মাণ করা।
 'দুয়ারখানি ছান্দ।' *জসীম*, ১৯৩০। **ছান্দিয়া** *কি* বেঁটন করে। 'মব
 ঘার বান্ধিয়া ভাঁড়ার ঘর ছান্দিয়া মন মোর সদার নাগরী।' *সুলতান*,
 ১৭৫০। **ছান্দে** *কি* বেঁটন করে। 'বলদেধ ধরি ছান্দে মধের বন্ধনে।' *মলধর*,
 ১৫০০।

ছাপ [প ছাপা] ১ *বি* খোদাই করা ধাতুফলক। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি*
 চিহ্ন। 'একখন ছাপ রাখা কর্তব্য।' *দীনবন্ধু*, ১৮৩৩। ৩ *বি* দাপ।
 'আমাদের সর্বত্র কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে যেত।' *রবীন্দ্র*,
 ১৮৯৩। ৪ *বি* প্রলেপ। 'তার পরে কখন তার উপরে নতুন নতুন
 ছাপ পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছাপ করেন *বি* ছাপানোর কাজ। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছাপমারা ১ *বিশ* মুদ্রিত; সিল-দেওয়া। 'কতকগুলো ছাপমারা
 লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিশ*
 খ্যাতিমান; খ্যাতির চিহ্নমুক্ত। 'তারা হল ... বহুবাজারে চলতি
 লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ছাপ [আ ছাপ] ১ *বিশ* পরিচারক। 'শতং মালিনা তাহার তদবির করে
 নিরপাছ ছাপ ও সমশির রাশিতেছে।' *রামরায়*, ১৮০১। ২ *বিশ*
 স্পষ্ট। 'কোয়ানে ছাপ ওদিত পাই অগ্নিয়েম মুরশিদ সাই।' *লালন*,
 ১৮৯০।

ছাপছন্দ [আ সাক্ষ+স ছন্দ] *বি* পরিচারক-পরিচ্ছন্ন। 'খেলার শেষে
 ছাপছন্দ হয়ে কনকল যখন নিছের ঘরে যায়।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ছাপড়া [হি ছপরা] *বি* ছাউনি। 'ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না
 করছিল।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ছাপর [হি ছপরা] *বি* ছাউনি। 'অনেকগুলো ছাপরওয়ালা গোরুর গাড়ি
 দাঁড়িয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ছাপর-খাট [হি ছপরা+খাট] *বি* মশারি টাঙানোর ব্যবস্থা আছে এমন
 কুমুদখ খাট। 'হেঁকুর হেঁকুর তেঁকুর তুলে, অজে সুখে ছাপর-খাটে।' *ওস্ত*,
 ১৮৫৮।

ছাপরবিহীন [হি ছপরা+স বিহীন] *বিশ* ছাউনিহীন। 'ছাপরবিহীন
 খোলা নৌকা এগিয়ে চলে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৮।

ছাপরা [হি ছপরা] ১ *বি* ছাউনি। 'সে ছাপরায় অ্যানিটেক ম্যাগেজেন্ট
 করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ *বি* তৃণাদি দিয়ে ছাপোয়া ঘর; কুঁড়েঘর।
 'কিছুদূরে দেখা যাচ্ছে একসারি বাঁশের ছাপরা।' *আলাউদ্দিন*,
 ১৯৭৩।

ছাপা [স ছপ] ১ *বি* মুদ্রণ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫; 'ছাপা গেট আপ যখন ভাল
 হয়েছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯। ২ *বি* সিলমোহর। 'কাপড়ের কিনারায়
 পলডার নামে এক ছাপা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫। ৩ *বিশ* মুদ্রিত।
 'বাসালা ভাষায় তরফা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে।' *দর্পণ*,
 ১৮৮১। ৪ *বি* চিহ্ন। 'ওক বাকির দায় যাবি যমালয় হবে রে
 কপালে দায়মাল ছাপা।' *লালন*, ১৮৯০।

ছাপওয়ালা [ছাপা+হি ওয়ালা] *বি* মুদ্রণকারী; মুদ্রণ ব্যবসায়ী। 'এই
 ছাপওয়ালাদিগের জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচে না।' *ভবানী*, ১৮২৩।

ছাপা করা *কি* মুদ্রিত করা। 'অনুষ্ঠান পত্র ছাপা করিয়া সর্বত্র প্রেরণ
 কর।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ছাপা কর্ম, **ছাপা কর্ম** [ছাপা+স কর্ম] *বি* মুদ্রণের কাজ। 'শ্রীমদপুরে
 অবস্থিতানন্তর শ্রীমত ডাং কেরি সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কর্মের
 সূজন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ছাপাকারী [ছাপা+স কারী] *বি* মুদ্রক। 'যে সকল লোক প্রিন্টের অর্থাৎ
 ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

ছাপাখানা [ছাপা+ফা খানা] *বি* যেখানে ছাপা যায়; মুদ্রণশালা।
 'ইতর সাহেবের ছাপাখানায় পৌছিয়া দিবা।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

ছাপাগর [ছাপা+স কর<] *বি* মুদ্রক; ছাপানোর কাজ করে যে।
 'ছাপাগর।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছাপাঘর [ছাপা+ পা ঘর] *বি* ছাপাখানা। 'ছাপাঘর।' *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

ছাপাদোষ [ছাপা+স দোষ] *বি* মুদ্রণের ত্রুটি। 'ছাপাদোষ ছাপা রহে
 না।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

ছাপান্তর [ছাপা+স অন্তর] *বি* ছাপার ভুল। 'আমি বৈতালিক শব্দের
 ছাপান্তর মনে করেছিলাম।' *প্রমথ*, ১৯১২।

ছাপাযন্ত্র [ছাপা+স যন্ত্র] *বি* মুদ্রণযন্ত্র। 'এতদ্বন্দে ছাপাযন্ত্র প্রকাশ
 হওয়া অবধি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

ছাপাযন্ত্রবিষয়ক সভা [ছাপা+স যন্ত্র-বিষয়ক-সভা] *বি* ছাপা সংক্রান্ত
 সভা। '১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখের ছাপাযন্ত্রবিষয়ক সভা।' *জ্ঞানবেষণ*,
 ১৮৬৩।

ছাপার কাগজ [ছাপা+ফা কাগজ] *বি* মেশিনে মুদ্রিত কাগজ।
 'একখানি ছাপার কাগজে জুতা ঘোড়টি বান্ধা ছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ছাপারক্ত [ছাপা+স আরক্ত] *বি* ছাপা গুরু। 'উত্তম কাগজে এবং

উত্মাক্ষরে ছাপারত্ব হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

ছাপা' [হি ছিাপা] ১ বিণ অপ্রকাশিত। 'কোন কৰ্ম নাহি ছাপা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ গোপন। 'ছাপাদোষ ছাপা রহে না।' দর্পণ, ১৮২৮।
ছাপাছাপি বি লুকোটুরি। 'দুই দলে ঝাপাঝাপি ছাপাছাপি কত।' গুণ, ১৮৫৮।

ছাপা' [হি ছিাপা] ১ ক্রি লুকানো। 'ইমামের শির তবে ছাপাইআ রাখিল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রি একত্র হওয়া। 'তাহাতে মোমেন লোকে যাইয়া ছাপিল।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ ক্রি উপচে পড়া। 'মদের ফেনা মেমন পার ছাপিয়া পড়িয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ছাপাই ক্রি লুকিয়ে। 'রসুলক যথাযথ ছাপাই খুইছে নারী।' সুলতান, ১৭০০। ছাপাইআ, ছাপাইয়া ক্রি লুকিয়ে। 'ইমামের শির তবে ছাপাইআ রাখিল।' বাহরাম, ১৬৫০; 'একজন মাযিয়ায়ে কহে ছাপাইয়া।' গরীব, ১৭৬৫। ছাপায় ক্রি লুকিয়ে। 'আর কয়দিন রাখবে ছাপায়ে/ নিজ রূপ মাযুরী।' লালন, ১৮৯০। ছাপিল ক্রি একত্র হলো। 'তাহাতে মোমেন লোকে যাইয়া ছাপিল।' গরীব, ১৭৬৫।

ছাপাই সাকী [হি ছিাপা] বি অনির্ভুক্ত বা তালিকার বাইরের সাকী। 'ছাপাই সাকী আরও দুজন আছে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ছাপাছাপি [হি ছিাপা] বি গোপনীয়তা। 'দুই দলে ঝাপাঝাপি ছাপাছাপি কত।' গুণ, ১৮৫৮।

ছাপান' [স উপচয়]। ক্রিবিণ ব্যাপী; জুড়ে। 'আরশ কুরসী যথ ভুবন ছাপান।' আলাওল, ১৬৮০।

ছাপান' [স ছপ]। বি মুদ্রিত করা। 'তাহা পূর্বে ছাপান গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

ছাপান' [হি ছিাপা] বি একের রক্ষিতা হয়ে অন্যের সাথে গোপন প্রসঙ্গ। 'ছলনা, হেনালি, ছেসেমি, ছাপান, ছেসো, ছেডামি।' গুণ, ১৮২৮।

ছাপানো' [স ছপ]। ক্রি প্রকাশ করা। 'গত শনিবার স্থল প্রেসিয়েটর বিষয় ছাপাইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

ছাপানো' [হি ছিাপা] ১ ক্রি স্পষ্ট হওয়া। 'নিন্দা-অপবাদকে ছাড়াইয়াও তাহার মূল্য ছাপাইয়া উঠিত না?' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রি উপচে পড়া। 'বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ ক্রি লুকানো। 'তোর চোখের জল ভাই ছাপাতে চাস/ নদীর জলে এসে।' নজরুল, ১৯২৯। ৪ ক্রি অতিক্রম করা। 'বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে তোকে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৫ বিণ নকশাওয়ালা ছাঁচ দিয়ে ছাপ দেওয়া। 'কুমার রঙে ছাপানো শাড়ী।' বিভূতি, ১৯৩৮। ছাপিয়ে ক্রি অতিক্রম করে। 'প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ছাপিয়ে ওঠা ক্রি ঘনীভূত হওয়া। 'আন্তে-আন্তে আঁধার ছাপিয়ে উঠেছে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

ছাপিয়ে পড়া ক্রি ছাপিয়ে ওঠা। 'রং ছাপিয়ে পড়ে আপনা-আপনি।' অবন, ১৯২৫।

ছাপিয়ে যাওয়া ক্রি উপচে পড়া; প্রাবৃত হওয়া। 'বর্ষাভরনের চল নেমেছে, ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ছাপানো' [স ছপ]। বিণ প্রকাশ করা। 'নকশাওয়ালা ছাঁচ দিয়ে ছাপ দেওয়া।' কুমার রঙে ছাপানো শাড়ী।' বিভূতি, ১৯৩৮।

ছাপান্ন [পা ছপ+পোষা] বিণ ছাপান্ন; ৫৬ সংখ্যক। 'ছাপান্ন কোটি যদুবংশ লয়া নারায়ণ।' রূপরাম, ১৭৫০।

ছাপি [হি ছিাপা] বিণ গোপন। 'ইহা কত ছাপি নাহি হবে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ছাপোষা [স শাব+পোষা] ১ বিণ অনেকগুলো সম্ভাবনের ভরসাপোষণ করতে হয় এমন। 'গরীব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বিণ দরিদ্র। 'ছা-পোষা মানুষ হলোও ...।' নজরুল, ১৯২৪।

ছাপ্পর খাট [স বর্পর+স খট্টা] বি মশারি টাঙানোর ফ্রেমযুক্ত খাট। 'বড় ছাপ্পর খাট রয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

ছাপ্পান্ন [পা ছপ+পোষা] বিণ ৫৬ সংখ্যক। 'আটচল্লিশ কিংবা ছাপ্পান্ন ফর্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস ২ ছাপা হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

ছাক [আ সাফ] ১ বিণ স্পষ্ট। 'বড় বজ্জাতি, ছাক নেমকহারামি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি পরিষ্কার। 'তাকে ধুয়ে-মুছে রগের ছাক করে নিচ্ছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

ছাকা [আ সাফ] বি পরিষ্কার। 'ভাইরা তারে আজকে ছাকা ছুফদ কর।' বেনজীর, ১৯৪৫।

ছাকাই [আ সাফ] বি দোষস্থান। 'এসব কথা প্রতিক্রিয়াশীল হক মন্ত্রীমণ্ডলের ছাকাই।' আজাদ, ১৯৪০।

ছাব [ছাপ] বি চিহ্ন। 'শশিবিধ অঙ্গুলে অস্বরী ছাবময়।' রূপরাম, ১৭৫০।

ছাবড়া [ছাপ]। বিণ ছোপ ছোপ। 'সে কালোতে কোনো কৈলুস নেই - কেমন ছাতা-ধরা, মসনে-পড়া ছাবড়া ছাবড়া।' মুক্তভবা, ১৯৫৯।

ছাব মোহর [ছাপ+ফা মোহর] বি সিলমোহর। 'সে পর চিন্নি কাথতে বাসিন্দা ছাব মোহর লয়াছে।' বোঙ্গল, ১৭৭০।

ছাবা [ছাপ] বি মুদ্রা বা মোহরের চিহ্ন। 'সর্বস্বে শোভিত ছাবা।' ভারত, ১৭৬০।

ছাবান [ছাপ]। বিণ মুদ্রিত। 'ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক ঝানা ছাবান হেউংওয়ালা কাগজে নাম সই করি।' হুতাম, ১৮৬১।

ছাবাল বি ছেলে। 'মালাকার আন্যা গলে দিল ওড়মাল টিটকারি দেই জত নগরিয়া ছাবাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছাবিশ [পা ছবী+সতি] বিণ ২৬ সংখ্যক। 'লকনয়ের কাপড় নামে কোকরা লতা ২৬ ছাবিশ হাত।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

ছামনি, ছামনী [স ছাদন] বি বরকন্য়ার শুভদৃষ্টি। 'হরিশে পুলক তনু দুজনে ছামনি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তভমুখে দুইজনে ছামনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছামাল [স শাবক] বি ছাওয়াল; সন্তান। 'ছামালে ছমতা ছাড় হয় নয় করি।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

ছায় [স ছায়া] বি ছায়া। 'কালো কালো গাহের ছায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ছায়নি [স আছাননি] বি বরকন্য়ার শুভদৃষ্টি। 'ছায়নি করিতে আসিল মনসা চাহে এক দিষ্টে।' বিজয়, ১৬৫০।

ছায়নী [স ছাদন] বি ছাউনি। 'সোল পাট দিআ কৈল ছোয়ের ছায়নী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছায়ী [প সায়া] বি পেটিকোট; শাড়ির নীচে পরার বস্ত্র। মেয়র, ১৭৬২।

ছায়ী [স] ১ বি আড়াল। 'কাল মেঘের ছায়া নাহি জাও।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অন্ধকার। 'এক সূর্য্য জল তির্পে অনবন্ধত ছায়।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি আশ্রয়। খণ্ডিয়া দুর্গতি রাখ ভগবতী দিআ চরমের

ছায়া'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি আলোকরশ্মির গতিপথ রুদ্ধ হওয়ায় সূর্য বস্তুর প্রতিবিম্ব। 'অয়নাংশ মতে আঘাতমাস্ত্র দিনে মাধ্যক্ষিক ছায়ার শূন্যভূমিতক ছায়া পাদতলে আসিয়া থাকে'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ৫ বি প্রতিবিম্ব। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে লগ্না হওয়াতে চন্দ্রমহৎ জনে।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৬ বি প্রতিরূপ। 'যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেখি বিবাদের ছায়া'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বি ইঙ্গিত। 'তিনি ... আরপি রেকম্প অব ব্রিটিশ ভিভিয়া নামক পুস্তক পাঠ করিয়া গৃহঘর অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দেখিতে পাইবেন'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৮ বি অনুবন্ধ। 'ভাষার দুগ্ধের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া শোকের বিষয় কিয়ৎকণ বিশৃঙ্খল রাবিত্তে পারি'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ৯ বি অনুকরণ। 'ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ১০ বি অশরীরী অবয়ব। 'তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ছায়ে বিণ ছায়ার। 'নিরালাতে গাছের ছায়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ছায়া-অঙ্ককার [স] বি ছায়া থেকে সৃষ্ট অঙ্ককার। 'ছায়া-অঙ্ককার। মাঠ-নদী-বন পেয়েছে নিদ্রার শক্তি'। নীরেন, ১৯৫১।

ছায়া-অরণ্য [স] বি ছায়ারূপ অরণ্য। 'কাঁচ-রোদ্দর, ছায়া-অরণ্য, হ্রদের স্বপ্ন'। নীরেন, ১৯৪৪।

ছায়া-আলোক [স] বি আলো ও ছায়া। 'এই ছায়া-আলোকের আকুল কপণে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ছায়া-কাঁপা বিণ আলো-আঁধারি। 'ছায়া-কাঁপা ঘরে মিটমিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ছায়াকুঞ্জ [স] বি অস্থায়ী নিবাস। 'নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ছায়া-কুহেলি [স] বি ছায়ার রহস্য। 'তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির ...'। নজরুল, ১৯২৬।

ছায়াগহন [স] বিণ ঘন ছায়াময়। 'অর্ধ ছায়াগহন হান'। বিভূতি, ১৯৩৮।

ছায়াগিরি [স] বি ছায়ার মতো দেখা যায় এমন পর্বত। 'সুদূরের ছায়াগিরি তাহারে খিরি খিরি'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ছায়াঘন [স] বিণ ঘন ছায়াময়। 'পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামাশ্রী'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ছায়া ঘনানো ক্রি ছায়া ঘনীভূত হওয়া। 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'। রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ছায়াঘনিষ্ঠ [স] বিণ ছায়াঘেরা। 'উপর থেকে তাদের ছায়াঘনিষ্ঠ শ্যামল মূর্তি দেখা যায়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ছায়া-ঘেরা [স] ছায়া> বিণ ছায়াঘেরাচিত। 'তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দিছি'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

ছায়াঙ্কিত [স] বিণ ছায়া-মেশানো। 'শাখাডাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ছায়াচর [স] বিণ ছায়ানুবর্তী। 'তারা ভ্রমলোকের ছায়াচর, তাদের প্রকাশ অস্বচ্ছল'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ছায়াচিত্র [স] বি সিনেমা; চলচ্চিত্র। 'দেবদাস দেখতে গেছিলাম ছায়াচিত্রে'। নজরুল, ১৯২৮।

ছায়াচিত্রাশিল্প [স] বি চলচ্চিত্রশিল্প। 'সঙ্গীত, ছায়াচিত্রাশিল্প, চিত্রকলা ... কোন ক্ষেত্রে সে দেশের নারী আজ পচাংপদ নয়'। বুলবুল, ১৯৩৭।

ছায়াচূর [স] ছায়াচূর্ণি বি ধানের জাতবিশেষ। 'কালিন্দী কনকচূর

ছায়াচূর পুদি'। ভারত, ১৭৬০।

ছায়াচ্ছন্ন [স] ১ বিণ ছায়ায় ঢাকা। 'ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেশগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির বরনার মতো'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ অন্ধকারে নিমজ্জিত। 'ছায়াচ্ছন্ন হে অফ্রিকা'। বুদ্ধ, ১৯৪৩।

ছায়াচ্ছন্দা [স] বিণ ক্রী ছায়ার ঢাকা। সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ছায়াচ্ছবি [স] ছায়া+আ সর্বাধি বি ছায়ার মতো অস্পষ্ট ছবি। 'প্রকীর্তির ছায়াচ্ছবি নিরন্তর চোখে ফুটে ওঠে'। সূরীন্দ্র, ১৯৩৯।

ছায়াছবি [স] ছায়া+আ সর্বাধি ১ বি ছায়াময় ছবি। 'নামো জলে ছায়াছবি-সুজলে'। রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বি ছায়া দিয়ে তৈরি ছবি। 'আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি'। নজরুল, ১৯২২। ৩ বি ছায়ার মতো অস্পষ্ট ছবি। 'আমার বিশ্বের শেষেরোক্তে যেখানে বস্তুর ছায়াছবির চলাচল'। রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বি চলচ্চিত্র। 'ছায়াছবি লাকি পি এবং আরও নানা প্রকারের আমোদ আয়োজনও করা হইতেছে'। গেমস, ১৯৪৮।

ছায়া ছায়া ১ বিণ ছায়ার মতো অস্পষ্ট। 'মলিন সে সাঁঝের আলোতে/ ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ হালকা। 'মাঠে-মাঠে নামে ছায়াছায়া ঘুম'। নীরেন, ১৯৫০। ৩ বিণ নিভেজ। 'বিকেলের ছায়া-ছায়া আলো'। বিমল, ১৯৫৩।

ছায়াজাল [স] বি ছায়ার জাল। 'পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল'। রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ছায়াভাঙ্গা ১ বিণ ঘন ছায়াময়। 'তোমাদের ছায়াঢাকা, পাখিডাকা ...'। নজরুল, ১৯২৬। ২ ক্রিণ অস্তরালে। 'এখানকার জিনসাধারণ ভ্রমলোকের আওতায় একটুও ছায়া ঢাকা পড়ে নেই'। রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বিণ প্রভাব জড়ানো। 'স্বপ্নের ছায়া-ঢাকা সুরভবনের মিলনময় লগ্নে কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছায়াতরঙ্গী [স] বি ছায়ার মতো অস্পষ্ট নৌকা। 'ময়ালোক হতে ছায়াতরঙ্গী ভাসায় স্বপ্ন পারাবারে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ছায়াতরী [স] বি ছায়ার মতো অস্পষ্ট নৌকা। 'ভাসিয়ে দিলে তারার ছায়াতরী'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ছায়াতরু [স] ১ বি ছায়াদানকারী বৃক্ষ। 'পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেখার ছায়াতরু'। রবীন্দ্র, ১৯১৩। ২ বি বৃক্ষতল। 'পশ্চের ধারে ছায়াতরু নাই তো তাদের কথা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি ছায়ারূপ তরু। 'জীরু ছায়াতরু'। নজরুল, ১৯২৫।

ছায়াতল [স] ১ বি ছায়াময় স্থান। 'সেই ছায়াতলে পাখ কনকত বিশ্রাম'। আলাওল, ১৬৮০; 'তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি ছায়ার নীচ। 'দুই-একটি বরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া ... বরিয়া পড়িতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি অন্তরাল। 'কলব একা বসে, মনের ছায়াতলে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ছায়াতুলি [স] বি তুলির মতো ছায়ার গুচ্ছ। 'উড়ে মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছায়াতুল্য [স] বিণ ক্রী নিজের ছায়ার মতো। 'সুখ দুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্য সহচরী'। রোকেয়া, ১৯২১।

ছায়াবস্ত্রা [স] বিণ ক্রী ছায়া দেখে ভয় পায় এমন। 'আপনার ছায়াবস্ত্রা হরিণীর মতো'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ছায়া-দিগন্ত [স] বি ছায়ারূপ দিগন্ত। 'গোধূলি মেঘের ছায়া-দিগন্ত চরে থাকে উল্লাসে'। সিকান্দার, ১৯৪৬।

ছায়াদেহ [স] বি ছায়ারূপ দেহ। 'সে তাঁহাকে ধরিডেছে পিছন হইতে, ধরিডেছে তাঁহার ছায়াদেহ।' সবুজ, ১৯২১।

ছায়াদেহী [স] বিণ ছায়াই দেহ এমন। 'আমার ছায়াদেহী দলবল জুটেছে শরতের শিশিরভজা ঘাসের উপরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ছায়াদীপ [স] বি ছায়ার মতো দীপ। 'মনে পড়ে কোন ছায়াদীপে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ছায়াধূপ [স] বি ধূপছায়া; আলো ও ছায়ার মিশ্রণ। 'খুঁজে ফিরি রূপ সৃজনের ছায়াধূপে, আকাশে আলোকে।' জীবন, ১৯৩০।

ছায়ানট [স] ১ বি (সংগীত) রাতের বেলা গেয় রাগিণীবিশেষ। 'অমি হাযীর, আমি ছায়ানট।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি ছায়ার মতো অস্পষ্ট নৃত্য। 'ডাকে অদৃশ্য অলসী ছায়ানটে।' সুশীল, ১৯৫৩।

ছায়ানটী [স] বি ছায়ারূপ নর্তকী। 'নাচে ছায়ানটী কানন পুরে।' নজরুল, ১৯২৮।

ছায়ানাট্য [স] বি ছায়ারূপ নাটক। 'ছায়ানাট্যে ক্ষবিকের নৃত্যস্ববিধা যায় লিখে লিখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছায়াশিবিড় [স] বিণ ছায়াঘন। 'পথের প্রান্তে ছায়াশিবিড় তপোবনের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ছায়ানিভৃত [স] বিণ ছায়াময় ও বিজন। 'অন্যলোপ কৃষিক্ষেত্র অগ্নে অগ্নে ছায়ানিভৃত অরণ্যতলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ছায়ানৃত্য [স] বি ছায়ার নাচ। 'দক্ষতাত্র দিগন্তে আবুছে ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়।' মূলভব, ১৯৫৮।

ছায়াপট [স] বিণ ছায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। 'বসে আছি একা শহরতলীর হৃৎ হৃৎ ছায়াপট প্রান্তরে।' শামসুর, ১৯৭০।

ছায়াপট [স] ১ বি ছায়ার পর্দা। 'নুলালে রবিরে, ছায়াপটে আঁকা এ কোন ছবিরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বি চলচ্চিত্রের পর্দা। 'নিষ্ঠুর কপট ছায়াপট প্রেমে পড়িয়াছে জনগণ।' নজরুল, ১৯৩৮।

ছায়া পড়া ক্রি প্রভিবিধিত হওয়া। 'জলের উপরে কুসুমের ছোটো ছোটো পড়িত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ছায়াপথ [স] ১ বি রাতের আকাশে অস্পষ্ট সাদা মেঘের মতো দেখতে নক্ষত্রপুঞ্জ (মিঙ্কিওয়ে)। 'গগন-মণ্ডলে যে দক্ষিণোত্তর-বাঁদিলী ত্তবর্ষ রেখা হরিতাঙ্গী ও ছায়াপথ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি ছায়ামুক্ত পথ। 'ঘাটে যাইবার ছায়াপথে স্নান সারিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ছায়াপথচারী [স] বিণ ছায়াপথে চলাচল করে এমন। 'ছায়াপথচারী দয়িতের পদধ্বনি।' মণীশ, ১৯৩৯।

ছায়াপথ-বীথি [স] বি সারিবদ্ধ গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন পথ। 'ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

ছায়াপথ-সরণি [স] বি ছায়াপথের মতো আকাশপথ। 'এসো বলাকার রং পালক কুড়ায়ে/ বাহি ছায়াপথ-সরণি।' নজরুল, ১৯৩৩।

ছায়াপাত [স] ১ বি ছায়া পড়া। 'দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় ইয়া আসিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি ছায়াবিস্তার। 'চারিদিকে বিচ্ছেদ-বেদনার একটি করুণ ছায়াপাত হইতেছে।' মানিক, ১৯৩৭। ৩ বি ছায়ার মতো প্রকাশন। 'প্রচ্ছদে ওই ছায়াপাত করে কারা।' সুশীল, ১৯৩৮।

ছায়াপিণ্ড [স] বি অশরীরী অবয়ব। 'ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর।' জীবন, ১৯৪৮।

ছায়াপূরী [স] বি রহস্যময় জগৎ। 'দেবে বহুদূরে ছায়াপূরীসম অতীতজীবন-রেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ছায়াপূর্ণ [স] বিণ ছায়ায় ভরা। ছায়াপূর্ণ সুকোমল হেঁদের আচ্ছাদন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ছায়াপ্রধান [স] বিণ মুখ্যত ছায়া দানকারী। 'ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভজন করিতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ছায়াপ্রায় [স] ১ বিণ ছায়ার মতো নিত্য সহচর এমন। 'ছায়াপ্রায় খোসামদি করিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ ছায়ার মতো। 'মাই জানাবার কাছে, ছায়াপ্রায়।' শামসুর, ১৯৭২।

ছায়াপ্রিয় [স] বিণ ছায়া পছন্দ করে এমন। 'মনের গুণগুলি যে ছায়াপ্রিয় শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ছায়াবট [স] ক্রি ছায়াদানকারী বটগাছ। 'কোথাও প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর অপেক্ষী দূতি চারিটি পারের যাত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ছায়াবৎ [স] বিণ অন্ধকারের মতো। 'সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ছায়াবরণ [স] ছায়াবর্ণি বিণ ছায়ার ন্যায় রবিশিষ্ট। 'তবু চিনি ঘাসের ঘাগরা-পরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

ছায়াবলখন [স] ছায়া-অবলখন বি অনুকরণ। 'আজন্তবী গল্পের ছায়াবলখনে লিখিত।' এসলাম, ১৯১৯।

ছায়াবাজি [স] স ছায়া+ফা বাজি ১ বি তামাশা। 'অবশেষে ধনাভাবে হোসো ছায়াবাজি' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি ছায়ার বা ম্যাজিক লষ্টনের লেগ। 'চোবের সামনে ছায়াবাজির মতো অস্পষ্ট একেকটা শহরের ছবি ভেসে ওঠে।' শামসুর, ১৯৫৭।

ছায়াবাহী [স] বিণ ছায়া বহন করে এমন। 'ছায়াবাহী মেঘ নির্দাসিত প্রেমিকের অশ্রু বহন করে ...।' মহাশ্বোতা, ১৯৫৬।

ছায়াবিলাস [স] বি ছায়াশোভা। 'তোমার ছায়াবিলাসে নইতো শরিক আমি।' শামসুর, ১৯৭৪।

ছায়াবিষ্ট [স] বিণ ছায়াপূর্ণ। '... আম, তেঁতুল, সজনে গাছের ঘনশ্যামল বেঠনে ছায়াবিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ছায়াবিহীন [স] বিণ ছায়া পড়ে না এমন। 'শব্দবিহীন শূন্য পরে ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'সেরকম ছায়াবিহীন জ্যোত্স্না জীবনে দেখি নাই।' বিভূতি, ১৯৩৮।

ছায়াবিধি [স] বি ছায়ামুক্ত পথ। 'শালের ছায়াবিধি বাজায় বনের কলগীতি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ছায়াবীথিকা [স] ১ বি আশ্রয় ও আশ্বাসপূর্ণ পথ। 'নন্দিনীর নিবিড় বীথিকার ছায়াবীথিকায় নদীরে মায়ামুগ্ধে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বি ছায়াদানকারী বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত পথ। 'বসে আছি কাজ ভুলে অস্ত্রাচলমূলে ছায়াবীথিকায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ছায়াবৃত [স] ছায়া-আবৃত বিণ ছায়ায় আবৃত। 'ছায়াবৃত সূর্যের অশ্রের উপরে সলিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'মেঘাবৃত আকাশম ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ছায়াবৃত্তা [স] ১ বি ক্রী ছায়ায় আবৃত্ত। 'হায় ছায়াবৃত্তা, কালো ঘোটার নীচে অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বিণ ক্রী ছায়ার মতো আবৃত্ত। 'মাকে দেখি প্রতিদিন ধ্যানী প্রদক্ষিণে ছায়াবৃত্তা আপন সংসারে।' শামসুর, ১৯৬৩।

হায়াবুত [স] বিণ হায়ার আবর্তিত। 'ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন হায়াবুত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হায়াবোষ্ঠিত [স] বিণ ছায়া-ঘেরা। 'আর সুন্দর সব হায়াবোষ্ঠিত লোকালয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হায়া-ভয় [স] বি অকারণ ভিত্ত। 'ছায়া-ভয় চকিত-মূঢ় করহ পরিভ্রাণ হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

হায়া-ভরা বিণ হায়াচ্ছন্ন। 'হায়া-ভরা সিঁড়ি।' অমিয়, ১৯৩৮।

হায়ামগ্ন [স] বিণ হায়াচ্ছন্ন। 'তদ্ভ্রাম্যন বটশাখা পরে হায়ামগ্ন পক্ষিনীড় গীতশব্দহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হায়ামগ্না [স] বিণ ক্রী হায়াময়। 'অন্তরের অন্তরীক্ষে হায়ামগ্না যে শক্তি-শরণী।' হোসেন, ১৯৪০।

হায়াময় [স] ১ বিণ হায়াবুত। 'কোন নিভৃত স্তম্ভিকর হায়াময় স্থানে নিদ্রা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ হায়াপূর্ণ। 'স্নেহময় হায়াময় সন্ধ্যাসম আঁধি মেঘি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ হায়ার মতো। 'হায়াময় পাখি হয়ে কার পানে ধায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বিণ অক্ষয় হায়াচ্ছন্ন। 'গোপনে থেকে সা মনোলোকে হায়াময় মায়াময় সাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হায়াময়ী [স] ১ বিণ ছায়া ঘারা আবৃত। 'হায়াময়ী মৃতিখানি/আপনে আপনি মিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ ক্রী হায়ার মতো অস্পষ্ট। 'কোন হায়াময়ী অমরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হায়ামাখা বিণ হায়ায় মেশানো; হায়াচ্ছন্ন। 'হায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার-মধ্যে-ডুবে-থাকা।' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'ফাছনের হায়ামাখা হাসে তয়ে আছি।' জীবন, ১৯৪৪।

হায়া মাড়ানো ১ ক্রি নিকটে যাওয়া। 'অজ্ঞার কি সাধা যে তোমার ছায়া মাড়ায়।' ভবানী, ১৮২৮। ২ ক্রি সস্তর রাখা। 'আগে আর অন্তর্বেষে ছায়া মাড়াতেন না কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হায়ামাড় [স] ক্রিবিণ লেশমাড়। 'আজকের সকালে সেই চকালের হায়ামাড়ও নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হায়ামূর্তি [স] বি অশরীরী কায়। 'অতি দীপ্তি মনোহর হায়ামূর্তি কলবর।' সুলতান, ১৭০০।

হায়াম্মান [স] ১ বিণ হায়ার মতো মলিন। 'হায়াম্মান অর্ধ একঘেয়ে দিনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ হায়ায় মলিন। 'বিরহের হায়াম্মান বৈকালোতে ওই জানালায় বিজনে কেটেছে বেলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হায়াযুত [স] বিণ হায়াযুক্ত। 'বিরহপরিপূত হায়াযুত শরনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হায়ায়চিত [স] বিণ হায়ার তৈরি। 'চাঁদের আলোতে এমন একটা হায়ায়চিত কাল্পনিক আকার ধারণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হায়ায়ান্ত [স] বি স্বপ্নের মতো অবাস্তব জগৎ। 'স্বপ্ন-বাহ্য-সৌন্দর্যময় জীবজগৎকে অতি দূরবর্তী হায়ায়ান্তের মতো বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হায়ায়রূপিনী [স] বিণ ক্রী হায়ার মতো সহচর এমন। 'হায়ায়রূপিনী সীতা ... নিকটে ছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

হায়া-রোখা [স] বি অস্পষ্ট রূপ। 'পুঁটি ও কঙ্কির হায়া-রোখা আঙনের ঝলকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।' শওকত, ১৯৫৮।

হায়াব্রোদ্রময় [স] বিণ আলো-ছায়া মিশ্রিত। 'মধ্যাহ্নের স্বপ্নাত্তর হায়াব্রোদ্রময় সুদীর্ঘ প্রহরগুলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হায়ালোক [স] বি আকাশ। 'উদয়াস্ত এবং হায়ালোকের নিভৃত রসভূমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হায়াশরীরী [স] বি শ্রেত। 'হে হায়াশরীরীগণ, সোমক আমার নাম, বিদেহভূপতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হায়াশীতল [স] বিণ হায়ায় ঠাণ্ড। 'বাংলার হায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হায়াশূন্য [স] বিণ কোনো ছায়া নেই এমন। 'বিশেষ হায়াশূন্য প্রান্তর।' মশাররফ, ১৮৮৫।

হায়াসঙ্গিনী [স] বিণ ক্রী খুব ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। 'হায়াসঙ্গিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'যে ব্যক্তি তোমার হায়াসঙ্গিনী ...।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

হায়াসুনিবিড় [স] বিণ ঘন হায়াময়। 'হায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হায়া-সৈনিক [স] বি হায়ারূপ সৈনিক। 'সময়ের ইশারায় অগণন হায়া-সৈনিকেরা।' জীবন, ১৯৪৪।

হায়াতুত [স] বিণ হায়াময়। 'করো তামসগুণন। হায়াতুত একখানি ধূসর-বাতাস।' শব্দ, ১৯৫৫।

হায়াস্কুট [স] বিণ হায়ারূপে প্রস্তুত। 'কল্পনার স্বর্ণলেখা হায়াস্কুট ছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

হায়াস্রোত [স] বি হায়ারূপ স্রোত। 'তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় হায়াস্রোতের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হায়াবরণ [স] বি হায়ারূপ বরণ। 'আলোর বাঘ কখনো হায়াবরণে করে তড়া।' বৃক্ষ, ১৯৪৪।

হায়াহীন [স] বিণ ছায়া নেই এমন। 'ঝাউপাছ হায়াহীন নিম্বসিছে উদাসীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হায়াবানুগতা [স] হায়া+স এবং+স অনুগতা। বিণ ক্রী হায়ার মতো অনুগত। 'মনে জানে তুমি তার হায়াবানুগতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

হায়াল [স] শাবক। বি ছাওয়া; শিশু। 'কেমনে হাইবি তোরা দুন্দের ছায়াল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হায়াল পায়াল বি ছেলে মেয়ে। 'হায়াল পায়াল লইয়া ঘরে যাও ...।' কেরি, ১৮০২।

হার [পা] ১ বি ছাই। 'রাগ দেশ মোহ লাইখ হার।' চর্যা ১১, ১২০০; 'দয়া মায়াকো হার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ তুচ্ছ। 'হার তিরী বামা জাতী রাখে ল।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ অধম। 'কোন ক্রুতি জান্নো মুক্তি হারের শক্তি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হার কপালি [পা হার+স] বিণ অজাগী। 'থাকলো হার কপালি গিদেরি থাক।' কেরি, ১৮০২।

হারকপালিআ [পা হার+স কপাল+স] বিণ দুর্ভাগ্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

হারক্ষার [পা হার+স ক্ষার] বিণ বিক্ষুব্ধ। 'এর মধ্যে গাঁথান হারক্ষার করো তুলেছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

হারবার, হারোবার [পা হার+স ক্ষার] ১ বি সর্বনাশ; ধ্বংস। 'বহুল পসার করিবা হারবার।' বড়ু, ১৪৫০; 'হারে খারে জাউ মুগ্ধী বড়ায়।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ ছিন্নিচ্ছিন্ন। 'বেশ হইল হারবার খসিল চির ভার ...।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হারোবার যাওয়া ক্রি ধ্বংস হওয়া। 'আর যত সব যায় হারোবার।' লালন, ১৮৯০।

হারোবারে দেওয়া ক্রি ধ্বংস করা। 'সংসারটা এমনি হারোবারে

দিলি। গিরিশ, ১৮৮৯।

হারেখারে যাওয়া ক্রি ধ্বংস হওয়া। 'হারে খারে জাউ মুণ্ডা বড়ায়।' বড়, ১৪৫০; 'মহম্মদপুর হারেখারে যাক।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

হারতক [তু হারতক] বি ঘোড়ার চলনের গতিভাববিশেষ। 'দুলকি কদম হারতক সব চালেই চলে।' প্রমথ, ১৯১২।

হারপোকা [পা হার+পোকা] বি বিছানাপত্রে থাকে এমন এক ধরনের ক্ষুদ্র কীট; মকুন্দ। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'উকুন, হারপোকা, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কীট জাতি।' বিদ্যা, ১৮৫২।

হারমায়াদার বি পুঞ্জিপতিগণ। 'কৃষকের ঘরের মজুত পাট যাতে সরকার ও হারমায়াদার ... উচিত মূল্যে খরিদ করে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হার্য [স হর্ন] ক্রি ত্যাগ করা। 'হার হার বসি সামুঝিরে বলে দিঙ্গবর।' মাল্যধর, ১৫০০। হারিতে ক্রিবিপ ছেড়ে দিতে। 'বিনা দোষে হারিতে চাহে বিস্বা অধিকারী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

হার্য্য অব্য ব্যতীত। 'তিনি এক হইলে কি তিনি সচি হারা?' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

হারান [ছাদন] বি বাদ। 'মাঝি বলে, হারান দে।' মণীশ, ১৯৬৩।

হারো বি বৃক্ষবিশেষ। মাহোএল, ১৭৪৩।

হার্তক [তু হারতক] বি ঘোড়ার চলনের গতিভাববিশেষ। 'কেউ যান হার্তকে কেউ যান কদমে কেউ যান দুলকি চালে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাল [স শল্য] ১ বি চামড়া। 'মুখে তার ছাল গেল জিহ্বা করে ছালা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ভুজঙ্গের ছাল আন্য নেউলের অণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বাকল। 'কাফুর কণ্ঠী জিনি সে বৃক্ষের ছাল।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি খোসা। মাহোএল, ১৭৪০। ৪ বি শুক্ক। 'তাহার উপরকার ছাল এত পাতলা হইতে পারে যে ...।' বঙ্কিম, ১৮৫২। ৫ বি ঢাকনা। 'বগভেদের ছাল ছাড়িয়ে ফেলেনি রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হাল-পাতলা [হাল+স পত্র] বিগ স্পর্শকাতর। 'আমাদের মতো হাল-পাতলা লোকের মোটেই মিশ খায় না।' নজরুল, ১৯২৭।

হালন [হি সালন] বি তরকারি। মাহোএল, ১৭৪৩।

হালনা [স ছাদন] বি ছাদনা। ছালনাডলা [স ছাদন+স ডল] বি ছাদনাডলা। 'বাটার ছালনাডলায় উপস্থিত হইলে এ কন্যাকে সভাতে আনিল।' দর্পণ, ১৮২২।

হালনা-বাঁধা [স ছাদন] বিগ চাঁদোয়া টানানো। 'বিরে-বাড়ির ছালনা-বাঁধা আনিয়ায়।' নজরুল, ১৯২২।

হালা [স শল্য] বি বস্তা। 'কেহ বলে এদিশ আয়ে হালা ভরিয়া লই।' বিজয়, ১৬৫০।

হালাহালা ক্রিবিপ প্রচুর পরিমাণে। 'চূর্ণকর ছালাছালা ফেলে সেই জলে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হালা [ক্রি ত্যাগ করা। 'তা দেখিয়া লোভ মুক্তি ছালিঙ্গু সংসারে।' মাল্যধর, ১৫০০।

হালাম [আ সালাম] বি শক্তি কামনা। 'একে একে সবাকারে ছালাম আমার।' গরীব, ১৭৬৫।

হালামত [আ সালামত] বি সত্তাব। 'ইয়ার আমার কেহ নাহি ছালামত।' গরীব, ১৭৬৫।

হালামী [আ সালামী] ১ বি উপঢৌকন। 'দুই ভাই এসে মুখে দেহ

যে ছালামী।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি উপরি আর। 'জমিদারের সকল প্রকার ছালামী রহিত হইল।' মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

হালি [পা ছালিকা] বি ছাই। 'রমের মুখে ছালি দিছি মৃত্যু নাহি মোর।' বিজয়, ১৬৫০।

হালুন [হি সালন] বি রান্না করা বাস্তুন। 'অনেক দিনই এমন হালুন খাইনি কারো ঘরে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

হাল্য [স শাবক] বি ছেলে। ওসাঁ, ১৭৮২; 'হাল্যাটি সুবুজি বটে সৌন্দর্য্য সুখী।' কেরি, ১৮০২।

হাল্যাপিলা বি সন্তানাদি। 'এখন যে মত আমি তাহারও হাল্যাপিলাগুলি আছে।' রামরাম, ১৮০১।

ছাহাবা, ছাহাবী [আ সাহাবী] বি নবীর সঙ্গী বা সহচর। 'ছাহাবাগণের সময়ে কোন প্রকার গীত ...।' ইসলাম, ১৯২৫; 'বলিফাগণ ও ছাহাবীবৃন্দ যে সকল বস্তুর প্রতি।' মোহাম্মদী, ১৯২৭।

ছাহেব [আ সাহিব] বি সম্মানসূচক পদবী। 'শীর ছাহেবের বৃজুরগী ও কেমামত বয়ান করিয়া ফাঁদে ফেলে।' এসলাম, ১৯২০।

ছাহেবজাদা [আ সাহিব+জা জানা] বি সম্মান ব্যক্তির পুত্র। 'ছাহেবজাদাগণ যাহাতে তাহাদের গদীনশীন হইতে পারে।' মাহোজিন, ১৯৩২।

ছিআরি [পা ধীতা] বি ঝিয়ারি। 'নিরঞ্জন বোলন্ত ছিআরি তুগি থাক ঘরে।' রামাই, ১৭১০।

ছিচক্ক [ফা সীখয়াহ] বি শিক। মাহোএল, ১৭৪৩; 'রাম অমনি হাঁকায় ছিচকা দিয়া ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

ছিচকাদানিলা [ছি+স ক্রন্দন] বি অল্পেই কঁদে ফেলে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ছিচকান্না [ছি+স ক্রন্দন] বি কারণ-অকারণে কান্না; অল্পতেই কান্না। 'বউ-এর ছিচকান্না তাহার কানে গেল।' তারা, ১৯৪২।

ছিচকাদুনে [ছি+স ক্রন্দন] বি অল্পেই কঁদে ফেলে এমন লোক। 'ছিচকাদুনের মত প্যান প্যান করে কানো না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ছিচকে [স সূচক] বিগ চোরা স্বভাবের। 'বড্ড ছিচকে তুমি।' জীবন, ১৯৪৮।

ছিচকে চোর বি সামান্য জিনিস চুরি করে এমন চোর। 'বড়ো বড়ো সন্ধ্যা বড়ো বড়ো চোর ... তারা ছিচকে চোর মারবার পূর্বেই যারা ধরা পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ছিচে পানি [স ছটা+হি পানি] বি পানির ছিটা। 'ছিচে পানি আর মিছে কথা মানুষের গায়ে বড়ো লাগে।' নজরুল, ১৯২৭।

ছিট [হি ছীটা] বি কাপড়। 'ছিটের সাঠে বাংলা অ্যানাটমির সৌন্দর্য্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে ...।' অবন, ১৯২৫।

ছিটেফোটা বি সামান্য পরিমাণ। 'রচনার মধ্য থেকে যতটুকু ছিটেফোটা পরিচয় পাওয়া যায়।' হাই, ১৯৪৯।

ছিড়া [স ছিন্ন] ১ ছিন্ন করা। 'কাঞ্চলী ভাগিনা/তন বিভক্তিল/ছিড়ি সাতেরশি হারা।' বড়, ১৪৫০। ২ বিগ ছিন্ন। 'ছিড়া কখনে বসি মুখে মৃদু মন্দ হাসি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিগ কাঁড়া। 'বসনবিহীন ঘোষ ছিড়া কাঁধা গায়।' রূপরাম, ১৭৫০। ৪ ক্রি বৃষ্টিয়াত করা। 'একটি পাতা ছিড়িলে আমার বাথা জাগিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ ক্রি মুক্ত করা। 'ছিড়ি মর্মের শত বন্ধন, তোমা পানে ধায় শত ক্রন্দন।' রবীন্দ্র, ১৯৪৮।

হিড়ে-বুড়ে ফেলা কি হিন্নভিন্ন করা। 'হুদয়ের দলওলি হিড়ে-বুড়ে ফেলি।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

হিড়েবুড়ে যাওয়া কি হিন্নভিন্ন হওয়া। 'মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি হিড়েবুড়ে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হিপি [পা শিল্পী] বি হিপি: শিশি-বোতলের মুখ বন্ধ করার জন্য কাঠ, শেলা বা কাচের তৈরি পোজ। 'বোতলের হিপি খুলে যদি খাই সোদা।' গুণ, ১৮৫৮।

হিপি-আটা বি হিপি আটকানো। 'মনের ভিতর রাশীকৃত কৌতুহল হিপি-আটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হিয়েপড়া বিণ যেন থাকে এমন। 'শালের পেটরোগা হেচো রুগীর মতো হিয়েপড়া থান।' হাসান, ১৯৬৪।

হিকরেট [ই সিগারেট] বি সিগারেট। 'সে বখন ফুটপাঞ্জ, কব্বিক আর সুত নিয়ে হিকরেট টানতে টানতে কাজে যায়।' নজরুল, ১৯৩০।

হিক্স [স শুল্জ] বি শিক্স। 'বুগার হিক্স শিরে।' বিজয়, ১৬৫০।

হিক্সি [স শুল্জ] ১ বি শিক্সের কড়ার মতো বন্ধনযুক্ত হুন্স। 'হিক্সিগর হুন্সে পয়ার মধ্যে লাচারি।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি শিক্স। মালোএল, ১৭৪৩।

হিকা, হিকে [স শিক্যা] বি দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য দড়ির তৈরি এক রকম বুলানো আধার। 'ঘরে একটিমাত্র হিকা।' কায়সার, ১৯৬২; 'মাকখানে চিলে কাঠের সঙ্গে কতকগুলো হিকে।' জহির, ১৯৬৪।

হি হি [ক্ষন্য] বি বিকার বা লজ্জাব্যঞ্জক শব্দ। 'হি হি বিষয়িংশর্শ হইল আমার।' কুন্ডদাস, ১৫৮০।

হি হি হি [ক্ষন্য] বি বিকার নির্দেশক ধ্বনি। 'জীবনটাকে একটা হুন্স হি হি হি হুড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই।' শব্দ, ১৯১৭।

হি-হি পড়া কি বিকার পড়া। 'দেশময় তার নামে হি-হি পড়িয়া গিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

হিঞ্জা [পা হিঞ্জ] কি ছেদ করা। 'বরতরু বজ্রনে কুঠারে হিঞ্জা।' চর্যা ৪৫, ১২০০।

হিট [হি হিট] ১ বি ছাপানো রঙিন কাপড়। 'এক সত থান হিট।' ক্যালগো, ১৭৮৫। ২ বি কিছু পাগলামি। 'সবকটার মাথার হিট আছে।' মানিক, ১৯৩৭। ৩ বি দাপ। 'হীরের টুকরোর হিট দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৪ বি ঈষৎ পাগলামি। 'ক্ষেত্রের মাথায় ... হিট দেখা দিয়াছে।' মানিক, ১৯৪০; 'অভিদূরে করতালি দিয়ে একা ভাকে মারাত্মক হিটকোকিল।' শক্তি, ১৯৬৫। ৫ বি বাতিক। 'যেখালখুশীর হিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

হিটমাস্ত [হি হিট+স গ্রস্ত] বিণ বাতিক্রমস্ত। 'যদিও একটু হিটমাস্ত।' বিতৃতি, ১৯৩১।

হিটকানো [হি হিটকানা] ১ কি নিশ্চয় হওয়া বা করা। 'পথের মধ্যে হিটকিয়ে পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'ঠুন করে একটু হুন্সেই স্কুলিগ হিটকে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ কি দ্রুত ছুটে আসা। 'বোড়াদি হিটকে এসে আমার পেটে লাধি মেরে যেত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিণ সম্প্রদায়িক; বিচ্ছিন্ন। 'শহরতলির বানিকটা হিটকানো অংগের মতো একটা গ্রাম।' মানিক, ১৯৩৭। ৪ বিণ হিটকে পড়েছে এমন। 'জমি ... কোনোটো হিটকানো পায়স।' ম্যামল, ১৯৬৭।

হিটকে পড়া কি বিক্ষুব্ধভাবে ছড়িয়ে পড়া। 'হিটকে পড়ছে তার সীকরবিন্দু।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হিটকিনি [হি সিটকিনি] বি দরজা-জানালা বন্ধ করার হুড়কা বা খিল। 'জানলা-দরজার হিটকিনিগুলি নড়িয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হিটনি, হিটনী [হি সিটকিনি] বি দরজা বন্ধ করার ছোটো খিল। 'জৌ বান-বাতা কৈল জৌয়ের হিটনী সোল পাট দিয়া কৈল জৌয়ের হায়নী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'রঙ্গরঙ্গ পরিপাট ঘরের হিটনি।' রূপরায়, ১৭৫০।

হিটা [স হিটা] বি সামান্য অংশ। 'যদিও সে পায় না নারীর মুখমন্দের হিটা।' রবীন্দ্র, ১৯০০। দ্র হিটে

হিটাকোটা, হিটাকোটা বিণ অতি সামান্য পরিমাণ। 'হিটা ফোটা করিআছে ঔষধ প্রবন্ধে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'হিটা ফোটা তত্ত্ব মস্ত আসে কতগুলি।' ভারত, ১৭৬০।

হিটানো [স হিটা] ১ কি ছড়িয়ে পড়া। 'ডক শেষে সুগন্ধি হিটএ বহুর।' আলোএল, ১৬৮০। ২ কি ছড়িয়ে দেওয়া। 'জামার উপরে থোড়া হিটাইল পানি।' গরীব, ১৭৬৫। হিটকিয়া কি হিটকে পড়া। 'আমদান উপরে লহ হিটকিয়া লাগিল।' গরীব, ১৭৬৫। হিটে কি হিটায়। 'খুলি হিটে ধনস্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হিটাল বিণ অনুচিত ব্যবহারকারী। মালোএল, ১৭৪৩।

হিটকিনি [হি সিটকিনি] বি দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ করার খিল। 'আমার জানালা বন্ধ ছিল উঠেও হিটকিনি খুলিনি।' সুশীল, ১৯৬৬।

হিটে [স হিটা] বি আফিম-গুলিতে তৈরি মাদক দ্রব্যবিশেষ। 'কিছুই ধাপনি এই যে এতে হিটে খেলি।' মগাররক্ষ, ১৮৬৯। দ্র হিটা

হিটেগুলি, হিটে-গুলী বি বন্দুকের ছোটো ছোটো গুলি। 'পিটে পুলি পেটে নেন হিটে-গুলী ফোটে।' গুণ, ১৮৫৮; 'কাকরঙলো বায়ুতাড়িত হয়ে হিটেগুলির মতো আমাদের বিপদে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হিটেকোটা বিণ অতি সামান্য পরিমাণ। 'শিক্ষার আবশ্যক ... সেও যে সামান্য হিটেকোটা মাত্র তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হিটে বেড়া বি মাটির প্রলেপ দেওয়া বাঁশের বেড়া। 'ঘরখানা নিত্যন্ত হোট, হিটে বেড়ার সেয়াল।' বিতৃতি, ১৯২৯।

হিড়ি [স হিড়া] বি পাগল। মালোএল, ১৭৪৩।

হিড়িপনা বি পাগলামি। মালোএল, ১৭৪৩।

হিড়া [স হিড়া] কি ছেঁড়া। হিড়িল কি হিড়লো। 'প্রদক্ষিণ সত্ত্বার/ হিড়িল গলার হার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হিড়ে কি হিড়ে ফেলে। 'বস্ত ফালাও হার হিড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হিড়্যা কি হিড়ে। 'বৈষ্ণবের কৌপীন বাতাসে গেল হিড়্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হিও [স হিড়া] বিণ হিন্ন।

হিঙা [স হিঙা] কি ছেঁড়া। 'বল করি হিঙিবেক সাতেসেরী হার।' বড়, ১৪৫০; 'অশেষ জন্মের বন্ধ হিঙে সেই ক্ষণে।' বৃন্দা, ১৫৮০। হিঙউক কি হিঙিয়ে দিক। 'সুগন্ধি সকল যথ হিঙউক পছন্দ পছন্দ।' সুলতান, ১৭০০। হিঙসি কি হিঙিয়ে নিয়েছি। 'কাঞ্চলী ভাগসি মোর হিঙসি হার।' বড়, ১৪৫০। হিঙি কি হিঙি; হিঙি করি। 'হার মোর হিঙি নির্লে বাহের কঙ্কন।' বড়, ১৪৫০। হিঙিয়া কি হিঙি। 'মুন্দের থোড়া হিঙিয়া দড়া হইল অধীর।' মুকুন্দ, ১৬০০। হিঙিখা কি হিঙি। 'হিঙিখা পেলাইবো গল্পমুকতার হার।' বড়, ১৪৫০। হিঙিব কি হিঙি নেবো। 'বিদ্যার করিতে বড় সে ডোর হিঙিব।' বাহরাম, ১৬৫০। হিঙিবেক কি হিঙি করবে। 'বল করি হিঙিবেক সাতেসেরী হার।' বড়, ১৪৫০। হিঙিয়া কি হিঙি। 'পেতা হিঙিয়া শাপে প্রচণ্ড দুখুখ।' কুন্ডদাস, ১৫৮০; 'হিঙিয়া পেলিল শিব মহিতলে

জটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। **হিণ্ডিল** ক্রি হিণ্ডিলো। 'গাছে লাগি হিণ্ডিল সন্ধ্যা গজমুখী।' বড়, ১৪৫০। **হিণ্ডে** ক্রি হিণ্ড করে। 'মাটি আঁচড়িয়া বুলে হিণ্ডে লতাপাতা।' রূপায়, ১৭৫০।

হিণ্ডা [স হিণ্ড] বিণ হেঁড়া। 'হিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হিণ্ডারানো [হি হিটকানা] ক্রি ফেটে হিণ্ডভিন্ন হওয়া। 'পাকা কুলগুলি হিণ্ডারাইয়া চটচটে শাঁসে ...।' তারার, ১৯২৯।

হিণ্ডেড় পড়া [হি হিটকানা] ক্রি ছড়িয়ে যাওয়া। 'আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হিণ্ডেড় পড়লাম।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

হিণ্ডিছান বিণ বিশ্লব্দ; বিপণ্ড। 'হিণ্ডিছান হয়েছিল ঘর-দোর হাট-বাজার।' কায়সার, ১৯৬২।

হিণ্ডাম বি সিকি পয়সা। 'ত্যাগ নাই তোর এক হিণ্ডাম।' নজরুল, ১৯২৪।

হিণ্ডিরা [হি হিণ্ডানা] ক্রি অনুসন্ধান করলো। 'কিরিত্তা সকল আদি হিণ্ডিরা কোসর।' অশাওল, ১৬৮০।

হিণ্ডিত [আ সিদ্ধত] বি বিপদ। 'হিণ্ডিতে ভরাস না, আসবে সুখের দিন।' কায়সার, ১৯৬২।

হিণ্ড [স] ১ বি দোষ। 'সন্ন্যাসীর অল্পহিণ্ড সর্বলোকে গায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ফুটা। 'নিহিণ্ডি লোহার ঘর কোন হিণ্ড নাই।' বিজয়, ১৭৫০। ৩ বি সুযোগ। 'হিণ্ড পাই আশি তাক চাহি মারিবার।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি ফাঁক। 'মেঘের হিণ্ড দিয়া দেবা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হিণ্ডতল [স] বিণ তলার হিণ্ডমুখ। 'হিণ্ডতল পায়ে মাপ করিয়া প্রতারণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল।' সবসন, ১৮৯৮।

হিণ্ডপথ [স] বি হিণ্ড রূপ পথ। 'সুগভীর তামসীর হিণ্ডপথে বহল দ্যোতিময় তোমার আভাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হিণ্ডবিশিষ্ট [স] বিণ হিণ্ড আছে এমন। 'নিবিড়তম বস্ত্রও জালের মতো হিণ্ডবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেয়ার তাহাকে আমরা অহিণ্ড বলিয়াই ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

হিণ্ডময় [স] বিণ হিণ্ডবিশিষ্ট। 'শতহিণ্ডময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে বাজাই সতত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হিণ্ডমুখ [স] বি প্রবেশদ্বার। 'যক্ষনাথ হিণ্ডমুখে পাথর চাপা দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হিণ্ডশূন্য [স] বিণ হিণ্ড নেই এমন। 'তাঁহা সবগুলি হিণ্ডশূন্য নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

হিণ্ডহীন [স] বিণ নিহিণ্ড। 'হিণ্ডহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসারপথের পক্ষে ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হিণ্ডানুসন্ধান [স হিণ্ড-অনুসন্ধান] বি পরের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো। 'আমর শত্রু পক্ষগণ সহজেই হিণ্ডানুসন্ধান করে।' উমেশ, ১৮৫৭।

হিণ্ডান্তরাল [স] বি হিণ্ডের আড়াল। 'আশপাশের দ্বার-জানালায় হিণ্ডান্তরাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

হিণ্ডা-অশেষণ [স হিণ্ড-অশেষণ] বি ফুটো অনুসন্ধান। 'তটে অবতরণ করিয়া নৌকার হিণ্ডা-অশেষণ প্রবৃত্তি হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হিণ্ডাশেষী [স হিণ্ড-অশেষী] ১ বিণ অনোর দোষ খুঁজে বেড়ায় এমন। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'তাহারই মত সে হিণ্ডাশেষী ও অসহিষ্ণু।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বিণ হিণ্ড-সন্ধানী। 'ছাত্রপোকা, হিণ্ডাশেষী ইদুরের

উৎপাত।' শ্যামসূর, ১৯৬৩।

হিণ্ডিত [স] বিণ হিণ্ডমুখ। 'দেবতাহীন দেউলের সপর্ববিরহিণ্ডিত বেদি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হিণ্ডা [ফা সীনাহ] বি বুক। 'তুণ্ড ডেন্দ সব দিলাম হিণ্ডায়ে।' লালন, ১৮৯০।

হিণ্ডা জোঁক, হিণ্ডে জোঁক [স শীর্ণ-জোঁকো] বি রক্তগণী কীটবিশেষ। 'হিণ্ডা জোঁক আনি ষেত কাকের শোণিত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'হিণ্ডে জোঁক, কাঁটারের আঁট, আর ভুট্টাচার্য্য বামন, অল্পে ছাড়ে না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হিণ্ডানো [স হিণ্ডা] ক্রি কাড়া। 'এহাছা নিয়ামত দিয়া ফের লেয় হিণ্ডানো।' গরীব, ১৭৬৫; 'তাঁহার ভূষণ হিণ্ডানো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হিণ্ডার [স হিণ্ডা] বি লম্পট। 'ডাকাতি হিণ্ডার চোর হাজার হাজার।' ভারত, ১৭৬০।

হিণ্ডারী বিণ কুলটা; প্রগলভ। 'হিণ্ডারী পামরী নাগরী রাখা কিলেক পাতসিমায়ী।' বড়, ১৪৫০।

হিণ্ডাল [স হিণ্ডা] বি বেষা। 'সে কান্টে পরে আছে হয়তো বা চোরের হিণ্ডাল।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

হিণ্ডালি, হিণ্ডালী [স হিণ্ডা] বি নষ্ট নারীর চলচাতুরী। 'হিণ্ডালি।' ওস, ১৪৮৬; 'বেবুয়ার মতো ন্যাংটা আর অমন হিণ্ডালী চা।' কায়সার, ১৯৩২।

হিণ্ডালিপনা বি দুষ্টরিত্তা নারীর চাতুর্য। 'কত আর হিণ্ডালিপনা করবি।' কায়সার, ১৯৬২।

হিণ্ডেলীপনা বি নির্লজ্জ আচরণ। 'হিণ্ডেলীপনার জন্যে সেটাকে দেখতে পারতেন না গিন্নিয়া।' সান্ত, ১৯৬৭।

হিণ্ডিমিনি [স হিণ্ডিগ্নি] বি জন্মের উপর লি বা মাটির ভাঙা পাত্রের টুকরা ছুড়ে মারার খেলা বিশেষ। 'হিণ্ডিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হিণ্ডিমিনি খেলা ক্রি যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করা। 'হৃদয় নিয়ে এ হিণ্ডিমিনি খেলার অভিনয় যেন আর ভালো লাগছিল না।' নজরুল, ১৯২৪।

হিণ্ড দ্র আছা

হিণ্ডা [স হিণ্ডা] ক্রি হিণ্ড করা। 'পানের হিণ্ডিয়া বৌট কানে দেহ কাটি।' রূপায়, ১৭৫০।

হিণ্ড [স] ১ বি হেঁড়া। 'পুরাতন বস্ত্রের এক স্থান সংকুচিত হইতে-না-হইতে অপর স্থান হিণ্ড হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ বিহিণ্ড। 'তাঁহাদিগের জননীদিগের গর্ভ হইতে হিণ্ড করিয়া আনা গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ মুক্ত। 'বাঁধন কর হিণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৪ বিণ স্বর্গবিখণ্ড। 'যে দিকে হিণ্ড মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল বেলায় আলো বিজ্জ্বলিত হয়ে বেরিয়ে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বিণ আহত। 'রাক্ষসের অস্ত্রাঘাতে হিণ্ড আমি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হিণ্ড-কণ্ঠ [স] ১ বি ভাঙা গলা; বিকৃত কণ্ঠস্বর। 'হিণ্ড-কণ্ঠে আর্ত কণ্ঠে তোমাদের ওই ভীরু বিধাতার ...।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ গলদেশ বিহিণ্ড হইয়াছে এমন। 'সুদীর্ঘ কান্টা হিণ্ডকণ্ঠ হইয়া পুরাকীর্তির গুহ্মের মত দাঁড়াইয়া থাকে।' তারার, ১৯৪০।

হিণ্ড কছা [স] বি হেঁড়া কাঁথা। 'যে একে অন্তরে জেনেছে, সে হিণ্ড

কছার লজ্জা পায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হিন্ন করা ক্রি হিড়ে ফেলা। 'হিন্ন করি কালের বন্ধন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হিন্নকেতু [স] বি হেঁড়া পতাকা। 'চুলল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী/ভগ্নবর হিন্নকেতুর প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হিন্নখণ্ড [স] বি বিচ্ছিন্ন অংশ। 'অনেক আলস্যাক্রান্ত দিনরজনীর উপেক্ষিত হিন্নখণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হিন্নচেতন [স] বিণ চেতনহীন। 'এলোমেলা হিন্নচেতন/টুকরো কথার বোক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হিন্ন হিন্ন বিণ টুকরো টুকরো। 'সেই দলিল হিন্ন হিন্ন করিয়া ফেলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হিন্নতন্ত্রী [স] বিণ তার হিড়ে গেছে এমন। 'আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন হিন্নতন্ত্রী বীণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হিন্নতা [স] বি বিভক্তি। 'একলা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে হিন্নতা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হিন্নতাপ [স] বিণ উত্তাপ-গ্রন্থিত। 'বর্ষার নবজলসেকে হিন্নতাপ বনান্তে পনচালিত কদমশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

হিন্নপক্ষ [স] ১ বিণ পাখা হিড়েছে এমন। 'কটকে হিন্নপক্ষ অমরী যেমন দূর্লভ সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষতলে কটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিণ ওড়বার ইচ্ছা বা শক্তি নেই এমন। 'আকাক্ষাহীন, প্রেমহীন, হিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধূলায় লুপ্তিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হিন্নপত্র [স] ১ বি বোঁটা থেকে খরে পড়া পাতা। 'হিন্নপত্র সকল ধূলি সঙ্গে সমিশ্রিত।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বি বইয়ের বিচ্ছিন্ন পাতা। 'মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড হিন্নপত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হিন্নপত্র [স] বি হেঁড়া পত্রমূল। 'তার হিন্নপত্রের পাপড়িগুলোই আমার দিকে মন ... ঘুরে বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হিন্নপ্রায় [স] বিণ প্রায় হিড়ে গেছে এমন। 'তাহার হিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হিন্নবল্গা [স] বিণ লাগামহেঁড়া। 'নৌকা তখন হিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হিন্নবসন [স] বিণ হেঁড়া পোশাক পরিহিত। 'একজন হিন্নবসন কৃশকায় বৃদ্ধ ক্ষরী।' প্রভাত, ১৮৯৫।

হিন্নবসনা [স] বি হেঁড়া কাপড় পরিহিত নারী। 'একটি স্নানমুখী হিন্নবসনা দরিদ্রবালিকা অশ্রুস্রবনে নেড়ে শৈলের পথে ভ্রমণ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'মোকের ওপর, আলুখালু হিন্নবসনা।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৩।

হিন্নবাধা [স] বিণ বাধা অতিক্রম করেছে এমন। 'হিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হিন্নবাস [স] বি হেঁড়া পোশাক। 'পর্য্যও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণকছা হিন্নবাস।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হিন্নবিচ্ছিন্ন [স] ১ বিণ বহুধাবিভক্ত। 'হিন্ন-বিচ্ছিন্ন উপদ্রুত শ্রান্ত দেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। 'কতকগুলো হিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে বেড়ায় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিণ লভভণ্ড। 'তাহার সুখস্বপ্নজাল

হিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হিন্নবিচ্ছিন্নতা [স] বি ইতস্তত বিক্ষিপ্ততা। 'বাহিরে এই-সমস্ত বাধাবিরাধে হিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

হিন্নবিচ্ছিন্নভাবে [স] ক্রিবিণ বিক্ষিপ্তভাবে। 'স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিখণ্ডপত্রের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি হিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হিন্নবৃত্ত [স] বিণ বোঁটা-হেঁড়া। 'দিন মোর নিরুদ্দেশ স্রোতে হিন্নবৃত্ত চলিয়াছে ভেসে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হিন্নবেশ [স] বিণ হেঁড়া পোশাকধারী। 'হিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রক্ষ বিভীষণ।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

হিন্ন ভিন্ন ১ বিণ বিধস্ত। 'মহামারিতে হিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাড়িসের সেনারদিগকে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ ক্ষতবিধস্ত। 'নারাচাঙ্গ প্রহারে হিন্নভিন্ন কলেশ্বর।' হরশ্রবাস, ১৮১৫। ৩ বিণ বহু ভাগে বিভক্ত। 'তা'হাতেই সে সমাজ হিন্নভিন্ন হইল।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বিণ পৃথক। 'ব্রহ্মবিং ব্যক্তির ... পরস্পর অজ্ঞাতরূপে হিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৫ বিণ হিড়েইড়ে একাকার করা হয়েছে এমন। 'কনকপত্রটি যথার্থই হিন্নভিন্ন কতো এলোম।' মাইকেল, ১৮৬১। ৬ বিণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। 'হিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটো, বৃষ্টি পড়ে, ভোবার আকাশ।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

হিন্ন ভিন্ন করা ক্রি বিধস্ত করা। 'মহামারিতে হিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল দাড়িসের সেনারদিগকে।' রামরাম, ১৮০১।

হিন্নমতা [স] বিণ স্ত্রী মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন এমন দেশীপ্রতিমাশিল্প; হিন্দুদেশী চণ্ডীর অন্যতম রূপ। 'হিন্নমতা হইলা সতী অতি বিপরীত।' ভারত, ১৭৬০; 'আমি হিন্নমতা চণ্ডী, আমি রণদ্য সর্কানাশী।' নজরুল, ১৯২২।

হিন্নমুণ্ড [স] বি কাটা মাথা। 'মোর হিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে জালধর-রাজ-করে দিবে উপহার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

হিন্নমূল [স] ১ বিণ মূল উৎপাটিত হয়েছে এমন। 'বাহুবলে হিন্নমূল পাদপের ন্যায় মদহারী শিক্তসৌভাগ্যিণি ...' বঙ্কিম, ১৮৮৭; 'হিন্নমূল তরুসম পড়ে পুণ্ড্রিতলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ বাস্তবহারা। 'হিন্নমূল হৈয়া অজ্ঞানা-অচেনা ভিন দেশের পানে ভাইসা বাব?' মনসুর, ১৯৫৫।

হিন্নমেঘ [স] ১ বি খণ্ড খণ্ড মেঘ। 'মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ হিন্ন মেঘের ফাঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ হিন্ন মেঘে পূর্ণ। 'শ্রাবসের বৃষ্টি-ধরা হিন্নমেঘ রাতে কোনো, - নুতন ধরণী' পরে ...' প্রেমেশ্বর, ১৯৩২।

হিন্না বিণ স্ত্রী হেঁড়া। 'ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যাঘ্র লুটায় হিন্না-লতিভা-সমা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হিন্নাংশ [স] বি হেঁড়া টুকরো। 'চিঠির গুটিকতক হিন্নাংশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

হিন্নাভিন্না [স] বিণ স্ত্রী লভভণ্ড। 'পৃথিবী হিন্নাভিন্না হইয়া যাইবে।' নজরুল, ১৯২২।

হিন্নি [ফা শীর্ণাণী] বি শিরিনি; আটা, কলা, চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খাদ্যবস্তুবিশেষ। 'এবার যে পিরির দরপায় কতো হিন্নি দিহা তা আর বলবো কি?' মাইকেল, ১৮৬০।

হিপ [স ক্টিপ] বি বাঁশ বা কড়ির তৈরি বড়শি ফেশার পাতলা ও লম্বা দণ্ডবিশেষ। 'এক মোন গোহার বড়শি বড়োয়া বাঁশের হিপ।' বিজয়,

১৬৫০।

হিপফেলা বি বড়শি দিয়ে মাছ ধরা। 'ছুটির দিনে হিপফেলার পাস হাড়ে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

হিপ^১ [স ক্শিপ] বি দ্রুতগামী লম্বা ও সরু নৌকাবিশেষ। 'রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, হিপ খোল।' বন্ধিম, ১৮৮২।

হিপহিপানি [স ক্শিপ>] বিণ সক্র। 'কখনো হিপহিপানি নালার কাদামাটি।' সেলিনা, ১৯৭৫।

হিপহিপে [স ক্শিপ>] বিণ পাতলা ও লম্বা গড়নবিশিষ্ট। 'বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিহ্ন, হিপহিপে বালক।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হিপড়ে বি পোকামাকড়। 'একটা মত্ত বড় হিপড়ের জঙ্গল হয়েছে মশারিটা।' জীবন, ১৯৪৮।

হিপরা [স হুপ>] বিণ লুকায়ে। 'ছলা করে বাঘটা হিপরা কৈল গা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হিপি^১ [পা সিল্পী] বি বিন্দুক। 'সুজিলেক হিপি মৃতি রত্ন বহুমূল।' আলোড়ন, ১৬৮০।

হিপি^২ [পা সিল্পী] বি শিশি ইত্যাদির মুখ বন্ধ করার উপকরণবিশেষ। ওয়া, ১৭৮৫; 'স্পেন দেশে কর্ক নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। উহার বহুল রূপ হল, কোমল ও রক্তশূন্য যে তদুদার শিশি, বোতল প্রভৃতির হিপি নির্মিত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

হিপি-আঁটা বিণ অবরুদ্ধ। 'জীবনের হিপি-আঁটা সমস্ত কর্তব্য।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হিবড়া, হিবড়ে ১ বি ফলের সারহীন অংশ। 'কমলার হিবড়েটা পড়ে রয়েছে।' জীবন, ১৯০১। ২ বি মূল্যহীন অংশ। 'হিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হিবলেমি [স শাব>] বি চাপলা। 'আমাদের দেশের আজকাল হিবলেমি অভাব গুণনাময় হিবলেমি।' প্রমথ, ১৯০৫।

হিমহাম [স শ্রী>] ১ ক্রিবিণ স্বচ্ছন্দে। 'হিরিকি যুবক কটি চলে যায় হিমহাম।' জীবন, ১৯৪৮। ২ বিণ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। 'চাটিকে কী সুন্দর হিমহাম দেখাচ্ছে।' শ্যামসুল, ১৯৫৭। ৩ বিণ গোছালো। 'হিমহাম কথা তার মুখ পর্যন্ত আর আসে না।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

হিমহিমে বিণ লিকলিকে। 'পাতলা ছাতলা একবারে হিমহিমে।' হাই, ১৯৫৬।

হিয়া বি মুখবিশেষ। 'হিয়া লৈয়া কন্যা সেই ধান্য কোটে ঘরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

হিয়াশী [পা ছাসীতি] বিণ হিয়াশি (৮৬) সংখ্যক। 'রাজস্ব তিন লক্ষ হিয়াশী হাজার টাকা।' দর্পণ, ১৮১৯।

হিরকুটা ক্রি কামড়ে ধরা। 'কোন দিন দাঁত হিরকুটে মরে থাকবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

হিরহির [ধন্য] বিণ অবিরাম হির শব্দ হয় এমন। 'তাকিয়ে থাকে বালেশহীন চোখে, ল্যাম্পোস্ট পেলেই হিরহির গোছাব করে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

হিরফল [স শ্রীফল] বি বেল। মানোএল, ১৭৪৩।

হিরা বি পাইন গাছ ও তার তক্তা। মানোএল, ১৭৪৩।

হিরি [স শ্রী] ১ বি শ্রী। 'হিরি মনোহর চতুর শোভাকর।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি রাগিণীবিশেষ। 'সিন্দুরী রাগিণী গাই তার পাছে হিরি।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ বি চেহারা। 'বেড়ার ফাঁকেতে উকি

মেয়ে দেখি দুটি খেয়ালীর হিরি।' জসীম, ১৯২৯। ৪ বি দশা; অবস্থা। 'কী হাসি লাগে আবার হিরি দেখলে।' শওকত, ১৯৫৮।

হিরিহাঁদ [স শ্রী+স হুদ>] বি সৌন্দর্য। 'তোরা কখার, জানিস আনন্দ, হিরিহাঁদ নেই।' মানিক, ১৯৩৫।

হিল দ্র আছা

হিলকা, হিলকে [স হুল্লকা] ১ বি মাংস। 'হিলকা বসাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি খোসা; ছাল। 'রমুনের হিলকা।' হ্যালহেড, ১৭৭২। ৩ বিণ টুকরা; খণ্ড। 'এক সোরাহি সুগা দিয়ে, একটু রুটির হিলকে।' নজরুল, ১৯৫৯।

হিলহিলে বিণ ছিটেফোটা। 'হিলহিলে পানিজমা ডোবা।' হাসান, ১৯৬৪।

হিলট [স শ্রীহট] বি সিলেট। এডমন, ১৭৯০।

হিলা, হিলে [স ছল্লা] বি ধনুকের গুণ। 'যে ধনুর হিলা বাঁধা মত্ত মধুকের।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'হিলে-হেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে গেল।' মানিক, ১৯৩৯।

হিলাট বি একপ্রকার ধান। 'দাদুসাহি বাঁশফুল হিলাট করুচি।' ভারত, ১৭৬০।

হিলান [স শিলিন] বি পানাস জাতীয় মাছবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

হিলাম দ্র আছা

হিলামি [স হিলা] বি হিলাপি। 'চুরি হিলামি জখন জে ধরা পড়িবেক।' ওয়া, ১৭৮২।

হিলিম [ফা চিলম] বিণ এক কলকে পরিমাণ। 'এক হিলিম তামাক খাওয়া যেমন সহজ।' দর্পণ, ১৮৩০।

হিলিমিলি [ধন্য] বি মুসলমান ফকিরদের মালা। 'মাথায় চিকন কালা হায়ে হিলিমিলি মালা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হিলে দ্র হিলা^১

হিলেট [স শ্রীহট] বি সিলেট। 'হিলেটের পাখরীয়া চূপ।' ক্যালগে, ১৭৯১।

হিলেম^১ [ফা চিলম] বি হিলিম; তামাকের কলিকা। 'বর্তমানে আর-এক হিলেম তামাক ডাকো।' প্রমথ, ১৯২৭।

হিষ্ট [স সৃষ্টি] ১ বি সৃষ্টি। 'নহি ছিল হিষ্ট আর ন ছিল চলাচল।' রামাই, ১৭১০। ২ বিণ যাবতীয়। 'হিষ্টের কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাব।' বিজুতি, ১৯২৯।

হিষ্টিছাড়া বিণ অজ্ঞত। 'মুখপোড়ার যত হিষ্টিছাড়া কথা।' মানিক, ১৯৩৬।

হিসটি [স সৃষ্টি] বি সৃষ্টি। 'হিসটি কর হিসটি কর্তা বোলিয়ো তুমাকে।' রামাই, ১৭১০।

হীটে বি হিটা। 'মুকে জলের হীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তবির হলো।' হুতোম, ১৮৬১।

হীম [স শিখ] বি শিম। 'ইহার বাঁচি ঢের পাইব কিন্তু লাউ সসা হীম।' জের, ১৮০২।

হীল ক্রি হিলা। 'তাঁহার সঙ্গে পোসা দুই ছুত হীল।' হ্যালহেড, ১৭৭০।

হীলাম ক্রি হিলাম। 'সেই হুকুমামা এখানের জমিদার দিগকে ওয়ালীব করাইয়া হীলাম।' ভাতি, ১৭৯২।

হীড়িয়া [স হিড়া] ক্রি হিড়িয়া; হিড়ে। হ্যালহেড, ১৭৭০।

ছুঁয়া, ছুয়া [স ছুপ>] কি হোয়া; স্পর্শ করা। **ছুঁইত** কি ছুঁতেই। 'ছুঁইত বলি মলিন ভৈ গেলি।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। **ছুইয়া** কি স্পর্শ করে। 'তুমি ছুইয়া হাথ পরসও দুই কানে।' **বড়ু**, ১৪৫০। **ছুইঞা** কি ছুঁয়ে। 'তুমি ছুইঞা হাথে পরশি দুইকানে।' **বড়ু**, ১৫৭০। **ছুইল** কি স্পর্শ করলে। 'কোণে কর্তা মোকে হাথে না ছুইল সারী।' **বড়ু**, ১৪৫০। **ছুইলৈ** কি ছুঁলে; স্পর্শ করলে। 'ছুইলৈ হাইলৈ মরী।' **বড়ু**, ১৪৫০। **ছুয়া** কি স্পর্শ করে। 'পক্ষ উড়া যায় যেন ছুয়া লয় বাজে।' **রূপরাম**, ১৭৫০। **ছুই** কি স্পর্শ করি। 'প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুই।' **রামপ্রসাদ**, ১৭৮০। **ছুইতে** কি স্পর্শ করতে। 'পরের বসন হাতে না পারি ছুইতে।' **সুলতান**, ১৭০০। **ছুইবারে** কি স্পর্শ করতে। 'তবে সে উত্তম কেশ ছুইবারে পারে।' **বাহরাম**, ১৬৫০। **ছুইল** কি স্পর্শ করলে। 'সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। **ছুইহ** কি স্পর্শ করো। 'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুইহ মোরে।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। **ছুতে** কি স্পর্শ করতে। 'ছুতে না জুয়ায় বোটা জাক্সা ঢেমনে।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **ছুয়া** কি স্পর্শ করে। 'ভোজনের কালেতে কুকুর ছুয়া যায়।' **রূপরাম**, ১৭৫০।

ছুইচ, ছুঁচ [স সৃচি] বি সূচ। **মানোএল**, ১৭৪৩।

ছুই ছুই [স ছুপ>] ১ বিপ নিরুত্তর। **বিদ্যা**, ১৮৯১। ২ বিপ ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে এমন। 'সবসময়ে ছুই ছুই ভাব।' **সেলিনা**, ১৯৬৯।

ছুঁচ [স সৃচি] বি সূচ বা সুই। 'পাড়, পিপসুজ, ছুরি, কাঁচি, চুঁচ ইত্যাদি বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।' **বিদ্যা**, ১৮৫১।

ছুঁচলো, ছুঁচলো, ছুঁচলো [স সৃচি] ১ বিপ সূচের মতো সরু; সুচালো। 'ছুঁচলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পারে ফোটে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৬। ২ বিপ ক্রমশ সরু। 'উথো দিয়ে দাঁত ঘষে ছুঁচলো করেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৩।

ছুঁচা, ছুঁচো [স ছুছন্দর>] ১ বি গালিবিশেষ। 'বিপক্ষে দিতেছে গালি বন্ধি ছুঁচো পাণি।' **গুণ**, ১৮৫৮। ২ বি অসং ব্যক্তি। 'রহ ছুঁচো, অক্ষিণে তোর উপর এক চাল চালিবা।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৮। ৩ বি হিন্দুজাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'ছুঁচা' **বিদ্যা**, ১৮৯১: 'চিহ্ন যেন সাপের ছুঁচো গেলা গোছ।' **নজরুল**, ১৯২২।

ছুঁচাবাজি, ছুঁচোবাজি [স ছুছন্দর>+ফা বাজি] বি এক ধরনের আতশবাজি। 'ছুঁচাবাজি।' **বিদ্যা**, ১৮৯১: 'দেবতার একটা বিদ্যাতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন।' **প্রমথ**, ১৯১৮।

ছুঁচোখা সাপের অবস্থা — নোরা বিষয় নিয়ে বিবর্তকর অবস্থা। 'বাঙালীর যে ছুঁচোখা সাপের অবস্থা হয়েছে তা ত সর্বজনবিদিত।' **প্রমথ**, ১৯২০।

ছুঁচোপারা বিপ ছুঁচার মতো। 'ঐ যার সেই ছুঁচোপারা মুখ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

ছুঁচোমো বি ছুঁচার মতো আচরণ। 'ছুঁচোমো, ছাঁছাড়ামো ওদল থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে।' **মুজতবা**, ১৯৫২।

ছুঁচার কীর্তন — ঝগড়া-ঝাট; চোঁচোমোচি। 'বাইরে দুজনে মানিয়েছিল বেশ, কিন্তু ভেতরে ছুঁচার কীর্তন।' **সাদত**, ১৯৬৭।

ছুঁচি [স সৃচি] বি সৃচি। **ছুঁচিবাঁই** [স সৃচি+বাঁই] বি সৃচিবাঁই। 'নিজের তো ছুঁচিবাঁই, করে আহ্নে করে নেই।' **বিমল**, ১৯৫৩।

ছুঁচিবয়ে [স সৃচি+বাঁই] বিপ সৃচিবাঁই+বাঁই। 'নিজের ছুঁচিবয়ে মা পর্যন্ত কাছে মাড়ানি।' **বিমল**, ১৯৫৩।

ছুঁছলো [স সৃচি] বিপ সুচালো; সুচের মতো তীক্ষ্ণ। 'পাথরের মতো শক্ত

ছুঁছলো ঢেলা মাড়িয়ে ...।' **হোসেন**, ১৯৪০।

ছুঁছা [স ছুছন্দর] বি হিন্দু জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'ঘরে ছুঁছার কীর্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন।' **সুধাবর্ণন**, ১৮৫৫।

ছুঁড়া কি নিক্ষেপ করা। 'যখন পর্জন ক'রে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিটি লামে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪। **চু ছোড়া**

ছুঁড়ি, ছুঁড়ী [স ছমত>] বি (তাঁজিলো) বালিকা। 'হ্যাঁদে ছুঁড়ি হাস্যা মোর ভল কৈলি নুতা।' **মানিকরাম**, ১৭৮১: 'তাহার মধ্যে ছোট ছুঁড়ী ভাল মানুষের মাইয়া।' **কেরি**, ১৮২২।

ছুঁত, ছুঁৎ [স সৃচি] বি অস্পৃশ্যতা। 'গুণ দেহে নয় মনেও ছুঁতমার্পী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।' **প্রমথ**, ১৯২২।

ছুঁবাইখন্ত [স সৃচি+খন্ত] বিপ স্পর্শদোষের ভয়ে ভীত। 'শব্দ গ্রহণ বাবদ সে যে কত মারাত্মক ছুঁবাইখন্ত ...।' **মুজতবা**, ১৯৫২।

ছুঁমার্গ [স ছুত+স মার্গ] বি অস্পৃশ্যতা। 'আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁমার্গটাকে দূর করো দেখি।' **নজরুল**, ১৯২২।

ছুঁতমার্পী, ছুঁমার্পী [স ছুত+স মার্গী] বিপ অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাসী। 'গুণ দেহে নয় মনেও ছুঁতমার্পী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।' **প্রমথ**, ১৯২২: 'আমাদের ছুঁমার্পী আচারনিষ্ঠদেরও সেই দশা।' **অন্নদা**, ১৯২৮।

ছুঁনানাতা [স সূত্র>] বি অজ্ঞবৃত। 'হাসবো আবহাওয়া সহজ করিতে ছুঁনানাতা খোঁজে।' **শতকর্ত**, ১৯৫৮।

ছুকরি, ছুকুরী [স ছমতী] ১ বি কাজের মেয়ে; পরিচারিকা। 'ছুকুরী শুন কানি কুলিতে নিতান্ত কাতরা হইয়া ...।' **রামরাম**, ১৮০১: 'ছুকুরি রূপে নিযুক্তা হইলেন।' **ভবানী**, ১৮৮৮। ২ বি বারবনিতা। 'আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকুরী সঙ্গে লইয়া ...।' **ভবানী**, ১৮২৫।

ছুচ [স সৃচি] বিপ সূচের মতো সূক্ষ্ম; সরু। 'দুই পাশে ছুচ করী মাঝে পুঁচ করী।' **বড়ু**, ১৪৫০।

ছুছন্দর [স ছুছন্দর] বি হিন্দু জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'কীর্তন গায় ছুছন্দর।' **নজরুল**, ১৯৩১।

ছুছা [স ছুছন্দর] বি হিন্দু জাতীয় প্রাণীবিশেষ। 'কিচিকিচি করে তথা ছুছা পনে পন।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

ছুছার [স সুসার] বি সুসার। 'চৌদিকে ছুছার হইল জাল।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

ছুছন্দর, ছুছন্দরী [স ছুছন্দরী] বি একপ্রকার বাজি। 'সুঘট ডয়ছুরি সঘনে ছুছন্দর গগনে হানে সিঁহাবাণ।' **মুকুন্দ**, ১৬০০: 'অনেক চরক ছুছন্দর।' **আলাওল**, ১৬৮০।

ছুছান বি গিলি ফুল। **মানোএল**, ১৭৪৩।

ছুঞা [স ছুপ>] কি হোয়া। 'ছায়া ছুঞি যে জন করিল গঙ্গানানে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। **ছুঞা** কি ছোবল মেয়ে। 'অবতার মনে করি চিলে ছুঞা নিল।' **রূপরাম**, ১৭৫০। **ছুঞা** কি ছিনিয়ে। 'চিলে জেন ছুঞা লয় মীন তেন তোর রতি সতিন।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **ছুঞি** কি ছুঁয়ে। 'ছায়া ছুঞি যে জন করিল গঙ্গানানে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। **ছুঞিতে** কি স্পর্শ করতে। 'ব্রাহ্মন ছুঞিতে আসা কেমন সাহসে।' **মালাধর**, ১৫০০। **ছুঞির** কি ছোঁবে। 'যদি বা মারিয়া বাণ গোপিকার লই প্রাণ না ছুঞি দিনমুখ কালে।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **ছুঞিঞে** বি ছুঁলে। 'কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী ছুঞিঞে উচিত হয় স্নান।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **ছুঞা** কি স্পর্শ করে। 'হাটে নিঞা বেচে লোন কিনে ডোম হাড়ি ব্যাযজের তরে ছুঞা করে কাড়াকাড়ি।' **মুকুন্দ**,

১৬০০।

ছুট [স ক্ষিপ্ৰ] ১ বি দৌড়। 'ভজনা হইলে পর উঠে সেন ছুট'। ৩৩, ১৮৫৮। ২ বিপ বর্জিত। 'এ ঝড় পাখি-ছুট'। প্রমথ, ১৯১৪।

ছুট দেওয়া ক্রি দৌড় দেওয়া। 'হাবেলির দিকে দমবন্ধ করে ছুট দিল'। জীবন, ১৯৩২।

ছুটকি [স ক্ষুদ্রক] বিশি। 'বড়কি নাচে ছুটকি নাচে/ মুটকি নাচে খাতিং তিং'। নজরুল, ১৯৩৩।

ছুটকো [স ক্ষুদ্রক] ১ বিপ তুচ্ছ। 'ও যে ফুট-কড়য়ের ছুটকো বেসাতি'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিপ বিক্ষিপ্ত; হঠাৎ ছুটে আসা। 'সম্মত দলের বেগে তার চেয়ে বড় ছুটকো অণুর বেগ অনেক বেশি'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বিপ টুকটাকি। 'ছুটকো কাজে অনেক সময় গেছে'। নরেন্দ্র, ১৯৫০।

ছুটকো-ছাটকা [স ক্ষুদ্রক] বিপ গণনার মধ্যে আসে না এমন। 'অটোগ্রাফ লিখে দিয়েছেন ছুটকো-ছাটকা'। অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

ছুটছাট [স ছটা] বিপ হাতছাড়া। 'মনোমত নাহি দিলে সব ছুটছাট'। ভবানী, ১৮২২।

ছুটন্ত [পা ছুটন্ত] বিপ ছুটে চলেছে এমন; দাবমান। 'ছুটন্ত চৌকো জানালায় সবুজ ধান শুখ'। শ্যামল, ১৯৬৭।

ছুটন্দাজ [পা ছুটন্ত+ফা আন্দাজ] বি ছুটন্ত ব্যক্তি। 'ছুটন্দাজকে একদমে পৌছাতে হবে'। মণীশ, ১৯৬৩।

ছুটা, **ছুটানো** [পা ছুটন্ত] ১ ক্রি অতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। 'আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ'। বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রকাশিত হওয়া। 'বনে বনে দমনছটা ছুট হাস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ ক্রি বিপর্যিত হওয়া। 'সর্বস্বাশ্রয়ে প্রবেশ ছুটে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ ক্রি দ্রুত হওয়া। 'বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে'। ভারত, ১৭৬০। ৫ ক্রি প্রবাহিত হওয়া। 'সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৬ ক্রি দৌড়ানো। 'তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্জপুর ক্রিশ্র'। মানিকরাম, ১৭৮১। ৭ ক্রি প্রবাহিত করা। 'ছুটাও শোণিতপ্রোত'। রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৮ ক্রি বেগে ধাবিত করা। 'কৃষ্ণকলশখী ছুটায় কুসুম তুলিছে ফুটায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৯ ক্রি ঘুর করা। 'নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে'। রবীন্দ্র, ১৯০২। ১০ ক্রি লোপ পাওয়া; কাটা। 'আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫। ১১ ক্রি অতিক্রান্ত হওয়া। 'না ছুটিয়া না ছুটিয়া'। রবীন্দ্র, ১৯০৬। ১২ ক্রি ছাড়াতে। 'পারবে না তার গন্ধাকু ছোটাতে'। রবীন্দ্র, ১৯০৬। ১৩ ক্রি ভাঙা। 'ঘার ছুটায় বাধা টুটায় মোরে করো ত্রাণ'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ১৪ ক্রি দূর হওয়া। 'গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬। **ছুটাও** ক্রি প্রবাহিত করা। 'ছুটাও শোণিতপ্রোত'। রবীন্দ্র, ১৮৮০। **ছুটায়** ক্রি চালনা করে। 'আশোয়ার ছুটায় যোড়া দানাগলে সোফে'। মুকুন্দ, ১৬০০। **ছুটি** ক্রি ছুটে। 'আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ'। বড়, ১৪৫০। **ছুটে** ১ ক্রি দূর হয়। 'বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে'। ভারত, ১৭৬০। ২ ক্রি প্রবাহিত হয়। 'সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ ক্রি দূর হয়ে। 'কর্মদায়ে যায় গো ছুটে'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৪ ক্রি দৌড়ে। 'তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্জপুর ক্রিশ্র'। মানিকরাম, ১৭৮১।

ছুটাহুটি, **ছুটোছুটি** বি বাস্তব। 'ছুটি পেয়ে ছুটাহুটি আশ্বিন কত'। ৩৩, ১৮৫৮; 'একদিনের ছুটোছুটিতেই তিন দিন বেতলা হয়ে পড়ে থাকি'। জীবন, ১৯৩১।

ছুটাহুটি করা ক্রি দৌড়াঁদৌড়ি করা। 'অনেকে মিলিয়া ছুটাহুটি করিয়া

নামিয়া আসিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ছুটে আসা ক্রি দৌড়ে আসা। 'ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ছুটে পালানা ক্রি দৌড়ে গিয়ে লুকানো। 'ছুটিয়া পালাইয়া গেল'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ছুটা [হি ছুটা] বিপ বাঁধা নয় এমন। 'রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি থিলি সাজাইয়া'। ভারত, ১৭৬০।

ছুটি, **ছুটী** [পা ছুটন্ত] ১ বি কর্মের অবসর। ভবানী, ১৮২৩; 'শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পবিত্র প্রভাতিকে ছুটি দেওয়ার আবশ্যকতা প্রমুখ ...'। দর্পণ, ১৮৩৯; 'ছুটির পরে বৃষ্টি, সেখানে খেলা করিতেছিলে?' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি ছাড়। 'সমাজে যেমন নিয়মের বাধাবাধি, তেমনি মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছুটিও থাকে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি মুক্তি। 'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর - তার পর ছুটি দিব'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি বাধাহীনতা। 'যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল সেখা তোর জানাটুটি'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ছুটিছাটা বি কর্ম বিরতি। 'ছুটিছাটার দিন আজকাল তাদের সঙ্গে দেখা হয়'। ধ্বজি, ১৯৩১।

ছুটি নেওয়া ক্রি অবসর নেওয়া। 'সময় যেন আজ সমস্ত দিনের মতো ছুটি নিয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ছুটি-পাওয়া বিপ ছুটি পেয়েছে এমন। 'ছুটি-পাওয়া ছেলেরা দেখে মাথায় হেঁচক রবে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ছুটিবার বি ছুটির দিন। 'ছুটিবারে আসে তার দরিয়ার ইয়ারেরা'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

ছুটির ঘণ্টা বি ছুটির সংকেত। 'কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

ছুটির দিন বি কর্মবিরতির দিন। 'একদিন ছুটির দিনে রামলোচনাবাবুর বাসায় ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ছুটিসজোগী [ছুটি+স সজোগী] বি ছুটি উপভোগ করতে বাচ্ছে যারা; হলিডে মেকার্স। 'মোটর বাস ভর্তি করে চলেছে সব ছুটিসজোগীর দল'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছুটো [পা ছুটন্ত] ১ বি যেসব যৌনকর্মীর বাঁধা বন্ধের নেই। 'মেয়ে মানুষ পেলেন না; তাদের জানতে ও সহরের ছুটো গোছের বাচতে বাকী করেন নাহি'। হেতম, ১৮৬১। ২ বিপ ছুটন্ত। 'ছুটো ইলেক্ট্রনের মধ্যে থেকে অভাব পূরণ করে নিয়ে স্বধর্ম ফিরে আসে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছুটোছাটা বিপ ছোটোবাটো। 'ছুটোছাটা কাজ কোথা থেকে সে বুঁজে বের করে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ছুটোছুটি ১ বি দৌড়াঁদৌড়ি। 'মাইল কতক ছুটোছুটি করে তবে ঠিক সময়ে পৌছতে পারবে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বেগে প্রবাহিত হওয়া। 'সদা হেসে করে লুটোপুটি, চলে কোনখানে ছুটোছুটি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ছুড়ান, **ছোড়ান** বি তালুা খোলায় হাতিয়ার। 'চার ঘুমে ঘর চাবি আঁটা ছুড়ান পরের ঠাই'। লালন, ১৮৯০; 'যে-জন স্বীকরণ গত হবে তালার ছোড়ান পাবে'। লালন, ১৮৯০।

ছুড়ি [স হুমণ] বি যুবতী। 'নিষেধ না মানে ছুড়ি না মানে নোহাই'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ছুটনো [স ক্ষিপ্ৰ] বিপ ছোটো; ঠুনকো। 'ছুটনো কথায় মুখভার করে

চলে গেল।' শামসুল, ১৯৫৬।

ছুতর [স সূত্রধর] বি ছুতার; কাঠমিষি। '... অবশেষে, তিনি ছুতরের কর্ম করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ছুতা [স মুক্ত>] বি ছুতা। মানোএল, ১৭৪৩।

ছুতা, ছুতো [স সূত্র] ১ বি ছলনা করা। 'মড়ার আকার হইয়া রহিলাম ছুতার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি অধিলা। 'ছল ছুতা মিছা সাঁচা।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি উপলক্ষ। 'হয়তো একটা ফুলের গন্ধের ছুতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ছুতা করা ক্রি অজুহাত দেখানো। 'ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ছুতানতা, ছুতানতা [স সূত্র>] ১ বি সামান্য অজুহাত। 'ছুতোনতায় ঘুরে আসে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'ছুতানতা করিয়া দুই একটা কাজ করিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'অনেক ছুতানাতা ভেবে চলেছি একেলা মনে।' জসীম, ১৯২৭। ২ বি ক্রটি। 'সামান্য ছুতানাতা সকলই পাথরে পাখা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ছুতা-নাতা বি সামান্য কারণ বা অজুহাত। 'ছুতা-নাতায় তাহার সহিত কথা কহিতে ভালোবাসিতাম।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ছুতার, ছুতোর [স সূত্রধর] বি কাঠমিষি। 'দুই শত ছুতার চলে তিন শত করাতি।' বিজয়, ১৬৫০; 'ছুতোর ধোবা মামা যত।' গঙ্গ, ১৮৫৮।

ছুতারনি [স সূত্রধর>] বি ছুতারের স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

ছুতারপাড়া [স সূত্রধর+স পাটক] বি কাঠমিষিদের পাড়া। 'সে ছুতারপাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ছুতারমিষি [স সূত্রধর>+প মিষি] বি কাঠমিষি। 'ছুতারমিষিরা অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ...।' প্রমথ, ১৯২২।

ছুষ [পা ছুছা] বিণ অপরিষ্কার। 'ভাবাব্যবলাগন ছুয।' চর্য্য ৯, ১২৫০।

ছুন্নত [আ সূত্রত] বি নবীর অনুসৃত জীবনচরণ ও উপদেশ। 'ছুন্নত ব্যবহার ছন্নত।' এসলাম, ১৯২৩।

ছুন্নী [আ সূত্রী] বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'যোগল সম্রাজ্ঞী ধংসে শিয়া ছুন্নীর মনোভাব ...।' ছোলতান, ১৯২৬।

ছুপই [স ছুপ>] ক্রি ছোয়। 'তিশ গ ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।' চর্য্য ৬, ১২০০।

ছুপানো [স ছুপ>] ক্রি রাখানো। 'কার বুকের রঙে হাত ছুপিয়েছ।' প্রমথ, ১৯১৫।

ছুপারিশ [ফা সিকারিশ] বি সুপারিশ; প্রস্তাব। 'হোমপার্চে লোক লওয়া হইয়াছে হিন্দুসভার চাইসের ছুপারিশ অনুসারে।' আজাদ, ১৯৪২।

ছুক্ষী [আ সূক্ষী] বি সুক্ষি; মুসলমান মরমি সাধক। 'ছুক্ষী সাহেব কিছু মনে করিবেন না।' মশাররফ, ১৮৮৯।

ছুবলানো [স কবল>] ক্রি ছোলেল মারা; দংশন করা। 'আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত?' শরৎ, ১৯১৭।

ছুয়া [স ছুপ>] ক্রি স্পর্শ করা। 'রাযার ছুয়িল জখনে।' বড়ু, ১৪৫০; 'তাক যো না ছুয়িলো হাথে।' বড়ু, ১৪৫০। 'ছুতে ক্রি স্পর্শ করতে। 'বাড়া যেন খুরখার ছুতে মাটি কাটে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ছুয়ে ছুয়ে ক্রি স্পর্শ করে করে। 'অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুয়ে ছুয়ে ফেলে দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ছুরত, ছুরৎ, ছুরাৎ [আ সুরাত] বি রূপ। 'বাহিরে সেখনি এক আজব ছুরত।' গরীব, ১৭৬৫; 'বড়ই ছুরৎ তার দেখিতে সুবান।' গরীব,

১৭৬৫; 'আপন ছুরাৎ আপনি সারা।' লালন, ১৮৯০।

ছুরা [আ সুরা] বি সুরা; কোরানের এক-একটি পরিচ্ছেদ। 'মৃত জনের কাতেহা, আমিন, ছুরা কাতেহা।' এসলাম, ১৯২০।

ছুরাত [আ সুরাত] বি রূপ। 'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।' গরীব, ১৭৬৫।

ছুরাতহাল [আ সুরহাল] বি ঘটনার বিবরণ; অবস্থা। হ্যালহেড, ১৭৭২।

ছুরাতাল [আ সুরহাল] বি ঘটনার বিবরণ; সুরতহাল। 'হকীকত ছুরাতাল সন ১১৭৯ এগারো সও উনছত্তর সাল ...।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

ছুরি, ছুরী [স ছুরিকা] বি লোহা বা অন্য কোনো ধাতু দ্বারা নির্মিত ছোটো অস্ত্র। 'করে ধরি করা ছুরি মুগণী জবাই করি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তীক্ষ্ণধার এক ছুরী লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ছুরি কাঁচির গঞ্জ বি ছুরি ও কাঁচির বাজার। ওর্স, ১৭৮২।

ছুরিকাঁটা বি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভোজনকালে ব্যবহার্য ছুরি ও শলাকাবিশেষ। 'ছুরিকাঁটা ব্যবহার করলে শুধু আঙুলের ডগা মুলেও চলে।' প্রমথ, ১৯০৫।

ছুরি মারা ক্রি ছুরি দিয়ে আঘাত করা। 'ছুরি মেয়ে নিজেই মৃত্যু করতে চাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ছুরিকা [স] বি ছোট ছোরা; চাকু। 'কেহ কেহ ... সঙ্গে মদা, মাংস ও ছুরিকা রাখিরা দেয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ছুরিকাঘাত [স] বি ছুরির আঘাত। 'তার সহপাঠীকে ছুরিকাঘাত করে।' আজাদ, ১৯৫৫।

ছুলাক [আ সুলাক] বি ছিদ্র। মানোএল, ১৭৪৩।

ছুলি [স ছল্লি] বি চামড়া বিবর্ণ হওয়ার রোগবিশেষ; শ্বেতী; শিউকোডার্মা। ওর্স, ১৭৮৫।

ছুলুনি বি জিন্সা পরিষ্কার করার কাঠিবিবিশেষ। 'পিতলের একটা ছুলুনি দিয়ে একেক দিন সকালে ময়লা কেটে ফেলতে।' শামসুল, ১৯৫৭।

ছুলো [স ছল্লি] বিণ বসবসে। 'তোবড়ানো গাল, টিকটা ছুলো।' নজরুল, ১৯২৬।

ছেআনি [স ছেন্দী] বি ছেনি; লোহার ধারালো অস্ত্রবিশেষ। 'বন্দির ডাঙকা তারা ছেআনিত কাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছেইলে [স শাবক] বি ছেলে। 'নাবালক ছেইলে, এমনি সব লাসের খবর শুন্ডয়ে রাখবেন।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ছেঁকেছেঁকানি [ধন্য] বি রান্না করার শব্দ। 'তনে ছেঁকেছেঁকানি শব্দ কানে, তবু কতক বাঁচি প্রাণে।' গঙ্গ, ১৮৫৮।

ছেঁকা [ধন্য] বি তাপযুক্ত ধাতব বস্তুর স্পর্শ। 'বৌকে ছেঁকা দেওয়া বস্তের একটা রোগ।' এডুকেশন, ১৮৭৪।

ছেঁকে ছুরা ক্রি ঘিরে ধরা। 'কাজের ভিড় এখানে চতুর্দিকে ছেঁকে ধরেনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ছেঁকি বি বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'নন্দকুমার ছেঁকি।' সেবধি, ১৮৪০।

ছেঁচকি [ধন্য] ১ বি ষোলহীন ব্যঞ্জনবিশেষ; শব্দ। 'বাওন ছেঁচকি করেছিলো।' কেরি, ১৮০২। ২ বিণ ছোটোখাটো জিনিস চুরি করে এমন। 'ছেঁচকি চোরের মতো এই সুঝি কেউ দেখে ফেললে রে।' নজরুল, ১৯২৭।

হেঁচড়া [স সূচক] ১ বিপ নীচ প্রকৃতির। 'ওগো হেঁচড়া লম্বীছাড়া মাগী ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিপ ইতর। 'যদ্যপি কেহ তোমাকে হেঁচড়া কহেন।' ভবানী, ১৮২৮।

হেঁচড়ামি [স সূচক] বি নীচ প্রকৃতি। '৬ ষষ্ঠ ছ হেঁচড়ামি ...' ভবানী, ১৮২৮।

হেঁচড়ি দেওয়া [স হিন্দি] ক্রি খ্যাতলাশো। 'তাহাকে পোঁদে হেঁচড়ি দিয়া মুখড়িয়া লইয়া কান মুচড়িয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

হেঁচতলা [বি ছন্দ+স তল] বি চালের প্রান্তভাগের নীচে ঘরের পাশ; হাঁট। 'রাশাঘরের হেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে।' বিকৃতি, ১৮২৯।

হেঁচো [স সিদ্] বিপ পিষ্ট। 'হেঁচো পানের বড়ি' জীবন, ১৯৪৮।

হেঁচো [স সিচ্] ১ ক্রি সেচন করা। 'জন্মভাঙ্গা ডিঙ্গে আমার বল ফুরালো জল হেঁচে।' লালন, ১৮৯০। ২ বিপ সেচন করা যায় এমন। 'ভাল জল-হেঁচো কল পেয়েছ মনা।' লালন, ১৮৯০। **হেঁচেতে ক্রি** সেচন করতে। 'পেয়েছি এক ভাঙা নৌকা জন্ম গেল হেঁচেতে পানি।' লালন, ১৮৯০। **হেঁচি ক্রি** সেচন করি। 'আমার দশা তলা ফাঁসা জল হেঁচি আর শুধরি গলায়।' লালন, ১৮৯০। **হেঁচে ক্রি** সেচন করে। 'জন্মভাঙ্গা ডিঙ্গে আমার বল ফুরালো জল হেঁচে।' লালন, ১৮৯০।

হেঁচো [স হিন্দি] ১ বিপ ছিড়ে-খাওয়া। 'ভাঙ্গা কলনী হেঁচো চাটো।' রামপ্রসাদ, ১৮৮০। 'এক হেঁচো টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাটুলন এবং কাঁচের টাল সফল মায় ...' প্রভাকর, ১৮৪৭। ২ বিপ উপড়ে যায় এমন। 'হেঁচো চুল দিয়ে পাকিয়েছিলাম।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ ক্রি দেদ করা। 'মেঘ ছিড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের চাঁদের স্ফোহনা কেমন ছিটে-কোঁটা হয়ে পড়েছে।' নজরুল, ১৯২২। ৪ বিপ বিছিন্ন। 'লাফানোটো একটা ঝাপছাড়া হেঁচো জিনিস।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ বিপ থসে পড়া। 'কোন এই হাত ছিড়ি উদ্ধার মতো ছুটেছি বাইয়া সৌরলোকের সিঁড়ি।' নজরুল, ১৯২৯। ৬ বিপ মুক্ত। 'প্রভাতের বাঁধন হেঁচো আলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৭ বিপ অশ্লীল। 'কাপসা পুরানো হেঁচো ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৮ বিপ ইচ্ছাকৃত বিক্ষিপ্ত। 'হেঁচো মেঘের আলো পড়ে/ দেউলিচূড়ার ত্রিশূলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হেঁচোকাঁথা বি ছিন্ন কাঁথা। 'হেঁচো কাঁথা আর শাল-দোশালা এল জড়িয়ে মিশিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। 'অগ্রিম নিয়ে নিয়ে হেঁচোকাঁথার মতো মাসকাবারের মাইনেটা।' হাসান, ১৯৬০।

হেঁচো কাপজের বুড়ি বি বর্জনযোগ্য হেঁচো কাপজ ফেলা হয় যে বুড়িতে; ব্রস্টেট পোপার বাসস্টেট। 'হেঁচো কাপজের বুড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হেঁচোখোঁড়া ১ বিপ ছিন্নবিছিন্ন। 'পাতাগুলিন হেঁচোখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিপ বিছিন্ন জায়গায় ছিড়েছে এমন। 'হেঁচো-খোঁড়া কাপড়।' বিকৃতি, ১৯৩১। ৩ বিপ অগোছালো। 'কড়ি আর রাজা নুড়ি : হেঁচোখোঁড়া খেলার সংসার।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

হেঁচোছিড়ি বি ক্ষতবিক্ষত করা। 'শকুনি-গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি হেঁচোছিড়ি করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হেঁচো হেঁচো ১ বিপ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। 'আছে শুধু হেঁচো হেঁচো ঘরবাড়ি এখানে সেখানে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯। ২ বিপ খণ্ড খণ্ড; টুকরা টুকরা। 'এসব হেঁচোহেঁচো খবর জুড়ে দিয়ে বৃথতে পারশুম।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

হেঁচোশৃতি [হেঁচো+স শৃতি] বি ভগ্ন শৃতি। 'সে কোন ... হেঁচোশৃতি

মনের বলে ঝাপছাড়া মেঘের মতো ভেসে উঠছে।' নজরুল, ১৯২৭।

হেঁচো [স হেঁদ] বি বিরতি। 'উঁচু গলার ডাকে ওর কথায় হেঁদ পড়লো।' জহির, ১৯৬৪।

হেঁদো [স হিন্দি] বি দ্বন্দ্ব। 'কানে হেঁদো মুদে যদি তবে সে প্রমাণ।' ভারত, ১৭৬০।

হেঁদোওয়ালা [স হিন্দি+ই ওয়ালা] বিপ হ্রস্বযুক্ত। 'হেঁদোওয়ালা একটা কাঁঠের বাটি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হেঁদুর [স হিন্দি] বি হিন্দি। 'ভরে দেবো কানের হেঁদুর।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

হেঁদে [স হ্রস্ব] ক্রিবিধ জড়িয়ে। 'আদর করি কোলে বসি হেঁদে ধরি গলে।' ভারত, ১৭৬০।

হেঁদো [স হ্রস্ব] বিপ কৌশলপূর্ণ। 'হেঁদো কথা ছাড়িয়া দেও।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

হেঁদো কথা বি অসার কথা। 'একজন খামখেয়ালি লেখকের হেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না।' নজরুল, ১৯১৯।

হেঁক [স হেঁদ] বি নমুনা। 'প্রথম পিঠার হেঁক সমুখে আনিয়া রাখে।' দর্পণ, ১৮২৫।

হেঁকড়া [স শকট] বি ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'হেঁকড়া প্রভৃতি সমুদয় ভাড়াটিয়া গাড়িতে আসো দেওনের অনুমতি কি ভাল হইয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৫২।

হেঁচড়া [স সূচক] বি নীচ প্রকৃতি। 'হলনা, হেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেয়ো, হেঁচড়ামি।' ভবানী, ১৮২৮।

হেঁচট্টিশ [পা ছতলালীসা] বি হেঁচট্টিশ বছর বয়স। রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'হেঁচট্টিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

হেঁচো [স হিন্দি] ১ ক্রি পানি ছিটানো। 'মাছে জেন বাড়ে পাড়ে ছেঁচিআ দানা ছাটে।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বিপ খেঁতলাশো। 'নারিকেল ঘৃত দিল আর আদা ছেঁচো।' বিজয়, ১৬৫০।

হেঁছড়ানো, হেঁছড়ানো ১ ক্রি টেনে নিয়ে যাওয়া। 'নিকালিল হেঁছড়াই দাড়িত ধরিয়া।' সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি আছাড় দিয়ে ফেলা। 'গুদ ছেঁছড়ি দিল তার ধরি দুই পা।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৩ ক্রি টেনে-ছিড়ে নেওয়া। 'সুড়ুসে ফেলিয়া পায়ু হেঁছড়িয়া লইল চোরে পাশে।' ভারত, ১৭৬০।

হেঁছন্দা [আ সিঙ্গদা] বি সেজনা; মাথা নুইয়ে কপাল মেঘের সঙ্গে লাগিয়ে স্থান্য জানানো। 'আদ্যার আদেশে মানুষকে তারা হেঁছন্দা করল।' মাহেনেও, ১৯৪৯।

হেঁচি [বি সোঁ] বি দ্বন্দ্ব। 'বুড়ুবার সন্ধের সময় এক হেঁচি লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে।' ক্যাগগে, ১৮০০।

হেঁচোভোটা ক্রি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া। 'খইয়ের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিটেভিটে যায় চারদিকে।' কারসার, ১৯৬২।

হেঁছড়াছড়ি বিপ পলম্পর। 'হেঁছড়াছড়ি মিঠি গাণী গালাজ চলিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

হেঁদ [স] ১ বি বিছিন্ন। 'নাহি বল চলে, কোমল কমলে/ বদ্ব হয়ে করে হেঁদ।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি অসন্ততি। 'যখন দেখে কার্যকারকের কোনো হেঁদ নেই তখন ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিপ বিরতি নির্দেশ করে এমন। 'হেঁদ চিহ্নগুলো আ-এক জাতের।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

হেঁদ করা ১ ক্রি হেঁদন করা। 'উদ্ধোভাবে বশীক হেঁদ ... করিলে

যেরূপ দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ কি নিরসন করা। 'এই অল্পত ব্যাপার কীর্তন করে আমাদের সংশয়হীন করল।' মাইকেল, ১৮৭৪। ৩ কি ভেদ করা। 'হেদ করি বাষ্পের আবরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ কি ভিন্ন। 'নিকটের সংকীর্ণতা করি হেদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হেদ টানা কি ইতি টানা; সাময়িকভাবে বন্ধ করা। 'গুধু ক্ষুধার তাড়না এই অবসর উপভোগে হেদ টানিল।' শওকত, ১৯৫৮।

হেদ পড়া কি বিরতি পড়া। 'গৃহকর্মে হেদ পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

হেদ ভেদ চিহ্ন [স] বি বিরামচিহ্ন; যতিচিহ্ন। 'পুস্তকাদিতে যে সকল হেদ ভেদ চিহ্ন আছে তাহাতেই সংস্কার হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

হেদহীন [স] বিশ বিরামহীন। 'বিশাল হেদহীন, বাধাবন্ধনহীন।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হেদন [স] ১ বি কর্তন। 'এক চোটে গজশির করিয়া হেদন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ধ্বংস। 'জমদগ্নি সূত হলে/ ক্ষত্রিয় হেদন কৈলে।' মনিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি বিনাশকরণ। 'এদেশে অজ্ঞান বন হেদন ও জ্ঞানাতুর রোগের পথ প্রদর্শন করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি বিচ্ছিন্নকরণ। 'অবিবাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন হেদন করি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হেদা [স হেদ>] ১ কি ভেদ করা। 'গেখানবাগে হেদিলো মদনবাগ।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হেদন করা। 'মস্তক হেদিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ৩ কি জড়ানো। 'ভানুমতী রজার গলা ধরে হেদ্যা।' মনিকরাম, ১৭৮১। হেদি কি ভেদ করে। 'হেদি গিরি তারে ধরে হেদি কি সংহার।' গিরিশ, ১৮৮৭। হেদিতে কি হেদন করতে। 'মস্তক হেদিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। হেদিয়া কি ভেদ করে। 'পাচ গজ জমিন হেদিয়া প্রবেশিল।' গরীব, ১৭৬৫। হেদিল কি ভিন্ন করলো। 'অজ্ঞেয় হেদিল তাকে বুরসান যায়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হেদিলো কি ভিন্ন করলো; হেদন করলো। 'গেখানবাগে হেদিলো মদনবাগ।' বড়, ১৪৫০। হেদ্যা কি জড়িয়ে। 'ভানুমতী রজার গলা ধরে হেদ্যা।' মনিকরাম, ১৭৮১।

হেদিত [স] বিশ হত; কর্তিত। 'এক মহিষ ও এক নর ... হেদিত হইয়া পড়িয়া আছে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

হেনা [ছানা>] বি ছানা। 'পিতা পানা হেনাবড়া তোমরা সে লেহ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ছানা।

হেনা নাড়ু [ছানা+স লজ্জাবি] বি খাবারবিশেষ। 'হেনা নাড়ু কাঁজি বড়া অদ্রকে বার্তা কি গোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেনা পনা বি ছানার পানীয় বিশেষ। 'হেনা পনা পেড় আশ্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হেনাবড়া [ছানা+স বটক] বি ছানার তৈরি খাদ্যবিশেষ। 'পিতা পানা হেনাবড়া তোমরা সে লেহ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হেনানো কি হেনি দিয়ে পাথর দেদন করা। 'বহু সাধনায় হেনিয়ে তোলা মর্মরমূর্তির মতো।' আলওপিন, ১৯৬০।

হেনারী [স ছিন্দা] বিশ নী কুলটা; ব্যভিচারী। 'পামরী হেনারী নারী।' বড়, ১৪৫০।

হেনাল [স ছিন্দা>] ১ বি ব্যভিচারী নারী। 'হেনালের কত ছল কে বুঝিতে পারে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি পর-পুরুষে আসক্ত নারী। 'আপন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাকেই হেনাল কহেন।' ভবানী, ১৮২৮।

হেনোলপনা [হেনাল+স পণ>] বি লজ্জা ত্যাগ করে প্রণয়ভাব

দেখানো। 'হেনোলপনা সব সময়ই ভাল লাগে।' জীবন, ১৯৩২।

হেনালি [স ছিন্দা>] ১ বি ব্যভিচারী নারীর প্রেমের অভিনয়। 'হলনা, হেনালি, ছেলিমি, ছাপান, ছোমো, ছেচডামি।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি প্রেমের ভাব। 'ছুড়ীর কি চমৎকার রূপ গা আর একই হেনালিও আছে।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বি বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা ও তার অভিনয়। 'এইবার তোর হেনালি ভঙ্গ হইবে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

হেনি [স হেনদী] বি কাঠ, পাথর ইত্যাদি কাটার ধারালো হাতিয়ারবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫। 'কুঠার কি টিখাট হেনির শব্দ হচ্ছেই।' অবন, ১৯২৭।

হেন্দা [স ছিন্দা] বি গর্ত; ফুটে। ওর্স, ১৭৮২।

হেপ [স ছেপ] বি থুত। 'রসুলে মুখের হেপ সেই ঘাএ দিল লেপ।' সুলতান, ১৭০০।

হেপ ফেলা কি থুত ফেলা। 'হেপ ফেলাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

হেফাত [আ সিরফ] বি গুণ। 'জাতে হেফাত হেফাতে জাত।' লালন, ১৮৯০।

হেব [স হেদ] বি হেদ। 'জো তরু হেব ডেবই ন জাইগ।' চর্যা ৪৫, ১২০০।

হেবা [স হেদ] কি হেদ করা। 'হেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।' চর্যা ৪৫, ১২০০।

হেঘহলা [ফা সেহু+আ মহল>] বিশ তিন মহল সম্বিতি। 'সামিয়ানা চারি দিহে/হেঘহলার ছাতেতে।' রামরায়, ১৮০১।

হেগো বি গোপন প্রেম ঢেকে রাখার জন্য ছলনা। 'হলনা, হেনালি, ছেলিমি, ছাপান, ছোমো, ছেচডামি।' ভবানী, ১৮২৮।

হেয়া [স ছিন্দা] বি হামানলিঙ্গার দণ্ড। মানোএল, ১৭৪৩।

হেয়াস্তর [পা ছসবতি>] বিশ ছিয়াস্তর (৭৬) সংখ্যার পূরক। 'সনাত ৭৬। সায়ে হেয়াস্তর তছা।' বোপল, ১৭৮০।

হেয়াস্তরি [পা ছসবতি>] বিশ ছিয়াস্তর (৭৬) সংখ্যার পূরক। ওর্স, ১৭৬৭।

হেয়ানই [পা ছসবতি] বিশ ছিয়ানবই। 'পুন চারি গুণ করি হয় হেয়ানই।' চর্যা, ১৫৫০।

হেয়ানবই [পা ছসবতি] বিশ ছিয়ানবই। 'ছয় স্বর্ণ ঘোড়শ ও হেয়ানবই রূপার ঘোড়শ।' দর্পণ, ১৮১৮।

হেয়ানমি [পা ছসবতি] বিশ ছিয়ানবই। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

হেয়ানি [স হেনদী] বি কাঠ, পাথর ইত্যাদি কাটার উপযোগী হাতিয়ারবিশেষ। 'হেয়ানিকে কেহ কাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ছেলি

হেয়াশী [পা ছসবতি] বিশ ছিয়াশি (৮৬) সংখ্যক। 'হেয়াশী হাত লছা এক সেতু।' দর্পণ, ১৮২৫।

হের [ফা শের] বি মাথা। 'কহে সবে এই বাত হের পরে মারে হাত।' গরীব, ১৭৬৫।

হেরে তাজ [ফা শের+আ তাজ] বিশ মাথার তাজের মতো। 'আমার হেরে তাজ মাথার মণি আলেম মহোদয়গণ।' এসলাম, ১৯২০।

হেরেপ, হেরেফ [আ সিরফ] ক্রিবিণ কেবল। 'এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান হেরেপ জমিতে সার দিয়ে।' প্রমথ, ১৯১৯; 'হেরেফ কল্পনামূলক।' প্রমথ, ১৯২০।

হেল [স শলা] বি বর্শা। 'বুকে পৃষ্ঠে হানিলেক হেল।' বিজয়, ১৬৫০।

হেলম [স ছত্রী] বি খোলস। 'সাপের হেলম পায়ে জড়িয়েছে।' জসীম, ১৯৩৩।

হেলহই [স হ্রীত্ব] বি সিলেট। কালগে, ১৭৮৯।

হেলি [স ছত্রী] বি হাগল। 'তৃণ লোতে যায় হেলি না আইসে নেউটা।' মুরুদ, ১৬০০।

হেলে [স শাবক] বি পুত্রসন্তান। 'কারো হেলে কান্দে কারো হেলে মারি যায়।' ভারত, ১৭৬০।

হেলিয়া [স শাবক] বি হেলিপিলে। 'এক হেলিয়ার পাল হঠাৎ তাহার খারে খেলিতে উপস্থিত হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

হেলেকাল [হেলে+স কাল] বি হেলেবেলা। 'হেলেকালে হেলেখরা কনিয়াকি কানে।' গুণ, ১৮৫৮।

হেলে-খাওয়া বি হত্যা করা। 'হেলে-খাওয়ার ঘট দেখে রাজার মাকে একদিন রাণের চোটে ডাইনি বলে ফেলেছিলাম।' নজরুল, ১৯২৭।

হেলেখেকো বিণ ক্রী (গালিবিশেষ) আপন পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী। 'তোমার পাশে আমার এমন দশা হয়েছে, হেলেখেকো রাক্ষসি।' মনিক, ১৯৪০।

হেলেখেলা [হেলে+খেলা] ১ বি সহজসাধ্য কাজ। 'মিছামিছি বকাবকি যেন হেলেখেলা।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি অতি তুচ্ছ কাজ। 'আজি ফুরিয়েছে বেলা, জগতের হেলেখেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কাজ। 'যা-কিছু সব চলছে ওই হেলেখেলার রথে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৪ বি অপরিণত স্তর। 'আমাদের কাছে সঙ্গীতের হেলেখেলা বলে ঠেকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হেলেছোকা [হেলে+ছোকা] বি অপরিণত তরুণ। 'হেলে ছোকারা নিজেরা প্রেম করতে এত ব্যস্ত ...।' প্রমথ, ১৯১৮।

হেলেখরা বি অল্পবয়স্ক হেলেমেয়ে অগ্নহরণ করে অথবা অল্পবয়স্কের নৈরবে। 'মিশানি হেলেখরা হেলে ধরে যায়।' গুণ, ১৮৫৮।

হেলে-পড়ানো বি গৃহশিক্ষকতা; টিউশনি। 'আর গরিবার হেলে-পড়ানো নাই।' বিজুতি, ১৯৩১।

হেলেপিলা, হেলেপিলে, হেলেপুলে, হেলেপেলে [হেলে+] বি সন্তান-সন্ততি। 'হেলে পিলে বুড়া রোগা মেল কত ঠাই।' ভারত, ১৭৬০; 'হেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন।' গৌর, ১৯২২; 'আমার হেলেপুলে নাই।' প্যারী, ১৮৫৮; 'অন্ন মহাদেয়গণের হেলেপেলে শিকা লাভ করিয়া উন্নতি লাভ করিতেছেন।' ইসলামিয়া, ১৮৯৫।

হেলেবয়স [হেলে+স বয়স] বি বাল্যকাল। 'হেলেবয়স ফিরিয়া গাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হেলেবুড়া [হেলে+স বুদ্ধি] বি নবীন ও প্রবীণ। 'হেলেবুড়োর শখ বলে একটা জিনিস ...।' অবন, ১৯৪১।

হেলেবেলা, হেলেব্যসা [হেলে+স বেলা] ১ বি শৈশবকাল। 'হেলে বেলা পতি হীন, কিন্তু নহি পরাধীন।' উমেশ, ১৮৫৭; 'আমরা যে হেলেব্যসা চালাকদাস ও জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম।' হেতাম, ১৬৬১। ২ বি বাল্যকাল। 'আমাদের দেশে যেমন হেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'কারও কারও হেলেবেলা কিছু দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হেলেবেলাকার বিণ বাল্যকালের। 'হেলেবেলাকার ঘোরা স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হেলেভুলানো, হেলেভুলানি [হেলে+ভুলানো] ১ বিণ শিশুদের মন ভালোতে ব্যবহৃত; শিশুকে মুগ্ধ করে এমন। 'হেলেভুলানো গল্প খুড়ি খুড়ি বাহির হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'এই হেলেভুলান চুখিকাঠিতে কেউ সন্তুষ্ট হইতে পারে না।' আজাদ, ১৯৪৩। ২ ক্রি ফাঁকি দেওয়া। 'তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে হেলে-ভুলাইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

হেলেমহল [হেলে+আ মহল] বি হেলেদের দল। 'হেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক।' শরৎ, ১৯১৭।

হেলেমানবি, হেলেমানসী [হেলে+স মানুষ] বি বালকসুলভ আচরণ। 'সব জিনিসের সীমা আছে কেবল হেলেমানবির সীমা নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'এ শিকার হেলেমানসী।' প্রমথ, ১৯৪১।

হেলেমানুষ [হেলে+স মানুষ] ১ বিণ অল্পবয়স্ক। 'তোমার সুলেচনাকে নেও, হেলে মানুষ বড় ভয় পেয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি অল্পবুদ্ধির মানুষ। 'বিশেষ বিষয় নিয়ে হেলেমানুষের মতো বৃত্তবৃত্ত করতে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমরা যে কেবলই হেলেমানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

হেলেমানুবি, হেলেমানুসী বি অল্পবয়স্কের মতো আচরণ। 'কত প্রকার যে হেলেমানুবি করেন তার ঠিক নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'দুজনে মিলেমিশে একটা হেলেমানুসী করে ফেলে।' শরৎ, ১৯১৭।

হেলেমি [হেলে+] বি বালকসুলভ আচরণ। 'হলনা, হেনালি, ছেয়েছি, হাগান, হোমো, ছেয়ডামি।' ভবানী, ১৮২৮।

হেলের হাতের পিটে - অতি সহজলভ্য বস্তু। 'একি হেলের হাতের পিটে?' প্যারী, ১৮৫৮।

হেলের হাতের মোয়া - অতি সহজলভ্য বস্তু। 'জাত হেলের হাতের নয় তো মোয়া।' নজরুল, ১৯২৪।

হেল্যা [হেলে+] বি হেলে। 'হেল্যার তরে মোয়া সব গুণ্ড যায় বাতে।' রূপরাম, ১৭৫০।

হেযমি [পা ছসটটি] বিণ ৬৬ সংখ্যক। 'হেযমি লোক খুন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

হেসে বি বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'নিবিরাম হেসে।' সেবধি, ১৮৪০।

হেহস্তর [পা ছসটটি] বিণ ছিয়ার। 'হেহস্তরের মশস্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ।' দর্পণ, ১৮২১।

হেহাই [ফা সিয়াহী] বি কাগি। 'হেহাই খারাপ ছিল কাগজ পাতল।' সুলতান, ১৭০০।

হেহাত [আ সিহাত] বি শাস্তা। 'হেহাতের খাতির সেটি বাদ দেওয়া যায় না।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হে [স ছদ্মি] বি ছউনি। 'নৌকোর হয়ের ভিতরের দিকটা ...।' মুজতবা, ১৯৮৮।

হেয়দ [আ সয়িদ] বি মুসলিম পদবী বিশেষ। 'গুণীর সম্পদ হেয়দ মহামদ।' আলাওল, ১৬৮০।

হোঃ [ধ্বন্য] বি ঘৃণা বা লজ্জাব্যঞ্জক শব্দ। 'আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল। হোঃ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হৌ [স হুপু+] বি হঠাৎ আক্রমণ। 'উপরে ঐমনি ঘোরের ঘন দেই হৌ।' রূপরাম, ১৭৫০।

হৌ হৌ ক্রি হনো হওয়া। 'নাদায় গুড় নাইরে মনা খাবড়ি/ হৌ হৌ করে ছুটে বেড়াও।' লালন, ১৮৯০।

হোঁ মারা ১ কি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। 'কাহার কিসে হোঁ মারিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ কি অতর্কিত চৌকর দিয়ে নেওয়া। 'তারা বাজের মতো হোঁ মেয়ে খায়।' নজরুল, ১৯২৬।

হোঁ মেয়ে নেওয়া ১ কি হঠাৎ আক্রমণ করে কেড়ে নেওয়া। 'হোঁ মারিয়া তুলিয়া শইয়া কহিল, আবার টাকা।' শরৎ, ১৯১৭। ২ কি হঠাৎ আক্রমণ করে তুলে নেওয়া। 'তাকে হোঁ মেয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসবেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হোঁওয়া [স ছুপ্] বি স্পর্শ। 'হোঁওয়া লাগলে কালো হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হোঁওয়াখাওয়া বি হোঁয়া-ছুঁয়ি। 'হোঁওয়া-খাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হোঁওয়াছুঁয়ি বি স্পর্শজনিত সোষ। 'তাকে কি ভাই ভাত্তে পারে হোঁওয়াছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।' নজরুল, ১৯২৪।

হোঁকহোঁক [ধন্য] বি শোলুপতা। 'আসামে আসবার জন্য তাঁদের হোঁকহোঁকের অঙ্ক ছিল না।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

হোঁকা [ধন্য] বি থিয়ে ভাজা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'হেঁচকি - হোঁকা - হুক - চচ্চড়ি - লাবড়া।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

হোঁচা [স ছুছন্দর] বি অতি লোভী। 'কেহ হোঁচা কেহ বোঁচা কেহ বা সরল।' মুক্তভা, ১৬০০।

হোঁচানো [স শৌচ] কি শৌচ করা বা করানো। 'গোলাপজল দিয়ে হোঁচান ...।' হুতোম, ১৮৬১।

হোঁছা [স ছুছন্দর] বি অতি পেভী। 'ছি ছি ওরে হোঁছা ভেড়া ছার তোর জীবনে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হোঁড়া [স ছমও] বি ছোঁকরা। 'ক'এক জন হোঁড়া উক্ত বাবু ইহক' ইংরেজী বিদ্যা অধিক শিকিয়াছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

হোঁড়াছুঁড়ি [স ছমও] বি কিশোর ও কিশোরী। 'বড়ি স্মৃতি ছুঁড়ি নাচে নাচে হোঁড়াছুঁড়ি গো।' নজরুল, ১৯৩৩।

হোঁড়া [স কিপ্] ১ কি ছুড়ে মারা; নিক্ষেপ করা। 'বন্দুকের হুড়া মারে কেহ হোঁড়ে তীর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ কি সম্বলন করা। 'সাঁতার দিতে গিয়া অভ্যস্ত বেশি হাত-পা হোঁড়া অণ্টুতারই প্রমাণ দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হুঁড়ে কেলা কি হোঁড়া; নিক্ষেপ করা। 'অবশিষ্ট টাকা ... ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হোঁড়াছুঁড়ি [স কিপ্] বি পরস্পর নিক্ষেপের কাজ। 'ছেলেরা কোদার উপরে পড়িয়া জল হোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হোঁয়া [স ছুপ্] কি স্পর্শ করা। 'হ্যালহেড, ১৭৭৩; 'কারণ, সে পূর্বে ওনিয়ালি, ভালুক মরা মানুষ হোঁয় না।' বিদ্যা, ১৮৫৬। হোঁয়াইয়া কি ছুঁয়ে। 'হ্যালহেড, ১৭৭৩।

হোঁয়া [স ছুপ্] বি উচ্ছিন্ন খাদ্য। 'কেউ খায় না কারো হোঁয়া।' লালন, ১৮৯০।

হোঁয়াহানো বি খোয়াখুয়ি। 'একটা বিন্দী হোঁয়াহানার কাজ করছে।' জীবন, ১৯৪৮।

হোঁয়াছুঁয়ি [স ছুপ্] ১ বি পরস্পর স্পর্শ। 'দুটি চুম্বনের হোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে শরমেসে হাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি অস্পৃশ্যতা। 'তিনি তো খুব সাবধানে হোঁয়াছুঁয়ি মেনে চলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'হোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দুসমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন।'

নজরুল, ১৯২৭।

ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রিযণ চোখ বুলিয়ে। 'অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হোঁয়াচ [স ছুপ্] বি স্পর্শ। 'কেবল হোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হোঁয়াচে কি স্পর্শ সংক্রামিত হয় এমন। 'রোগটা হোঁয়াচে।' মানিক, ১৯৪০।

হোঁকরা [আ সুগরা] ১ বি ক্রীতদাস। 'বিবির চাকর ফিরাঙ্গি হোঁকরা।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি বালক। 'কাশীপুর অঞ্চলের এক জন হোঁকরা বালক।' হুতোম, ১৮৬১।

ছুকরি [আ সুগরা] ১ বি বালিকা। 'মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি ক্রীতদাসী। 'মেয়র্স, ১৭৬২।

হোঁকরি, হোঁগরি [আ সুগরা] বি বালিকা; কমবয়সী মেয়ে। 'মনিলা হোঁগরি ছাওয়ালকে দিলাম।' মেয়র্স, ১৭৬২; 'হোঁকরি।' ওয়া, ১৭৮২।

হোঁকা [বি হোঁকরা] বি থিয়ে ভাজা ব্যঞ্জনবিশেষ। 'মেজোবউ কোথা, তেঁকে দাও তারে/ কোথা হোঁকা, কোথা লুচি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ হোঁকা

হোঁকা [আ সুগরা] বি বালক। 'রাখাল হোঁকরার প্রত্যহ ঐ মাটে ... ঐশ্বর্য্যে খেলায়।' রামরাম, ১৮০১।

হোঁয়া [স ছুছন্দর] বি ছোট্টলোক। 'মাহদ্যা প্রবন্ধ করিয়া মর বেটা হোঁয়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হোঁট হোঁটো

হোঁটখাট হোঁটোখাটো

হোঁটগল্প হোঁটোগল্প

হোঁটলোক হোঁটোলোক

হোঁটা [স ক্ষিপ্ত] ১ কি দ্রুত বেগে চলা। 'মন মাতা হাতি ছোট্ট দিবা রাত্তি নিবারি শান্তি অল্পশ্রমে।' মুক্তভা, ১৬০০। ২ কি আবর্তিত হওয়া। 'উঠিতেছে, ছুটিতেছে এই উপগ্রহ দলে দলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ কি যাওয়া। 'সব সেরা জিনিস শহরে ছুটেছে।' শওকত, ১৯৫৮।

হোঁটোছুটি বি ব্যস্ততার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি। 'শহরে হোঁটোছুটি করছে।' জীবন, ১৯৩২।

হোঁটা [পা ছুট্টা] বিণ হোঁটো। 'কথা বুটা, নজর হোঁটা, পাতরা চাটা।' ভবানী, ১৮২৮।

হোঁটি [পা ছুট্টা] বিণ হোঁটো। 'রঅনী হোঁটি হোঁ দিবস বাড়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'হোঁটি বাটি।' মনোএল, ১৭৪৩।

হোঁটো, হোঁটি [পা ছুট্টা] ১ বিণ হয়। 'কাছে হাল পিয়া বলাই হোঁট কৈল তারে।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ ক্ষুদ্রায়তন। 'হোঁট বড় মন্দির।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'হোঁটো কুরা।' মনোএল, ১৭৪৩। ৩ বিণ কনিষ্ঠ। 'ভাঙ্গ দণ্ডের হোঁট ভাই নাম তার শিবা।' মুক্তভা, ১৬০০। ৪ বিণ অল্প পরিমাণ। 'হোঁট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তাল।' মুক্তভা, ১৬০০। ৫ বিণ ক্ষমতায় বা পদমর্যাদার খাটো। 'ভিলকে অধিক হোঁট কিসে আমি বড়।' মুক্তভা, ১৬০০। ৬ বিণ তুচ্ছ। 'তাহা ভাবিয়া ছোট ছোট জ্ঞান করিবা না।' রামরাম, ১৮০১। ৭ বিণ নিম্নবর্ণের। 'বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, হোঁট জাতির মেয়ে খুঁজিবা।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৮ বিণ হীন। 'তোমার হোঁটো মন।'

রবীন্দ্র, ১৯০২। ৯ বিণ ক্ষুদ্র। 'এইগুলো সব ছায়ালা পাখি নেহাৎ ছোটো জাত।' সুকুমার, ১৯২০। ১০ বিণ নশাণ। 'পুষ্করীণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ১১ বিণ গুরুত্বহীন। 'ছোটো কথা, ছোটো সুখ।' রবীন্দ্র, ১৯৯৩। ১২ বিণ তেমন সফল নয় এমন। 'বড়ো কবিতা জানে ছোটো কবিতা জানে, অকবিতা জানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১৩ বিণ মনস্তর নয় এমন। 'ছোটো-ইংরেজের জোরে সমস্ত আমাদের ছোটো শক্তির উপরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ছোটো আদালত [ছোটো+আ আদালত] বি নিম্ন আদালত। 'পর দিবস ছোটো আদালতে দুই মাসের মহিযানার ...।' ভবানী, ১৮২৫।

ছোটো কাল [ছোটো+স কাল] বি বাল্যকাল। 'ছোটো কালে ঢাকার দেবেছি ...।' উমর, ১৯৬৮।

ছোটো পিল্লী [ছোটো+স গৃহিণী] বি পরিবারের ছোটো কর্তার স্ত্রী। 'আর আছেন বিধবা ছোটো পিল্লী।' তারা, ১৯৪৩।

ছোটো কবিতা [ছোটো+স কবিতা] বি দীর্ঘ নয় এমন কবিতা। 'একাত্তরের ছোটো গল্প কিংবা ছোটো কবিতার বই।' প্রমথ, ১৯১২।

ছোটো-কর্তা [ছোটো+স কর্তা] বি কনিষ্ঠ কর্মকর্তা। 'কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ছোটো কাজ, ছোটো কাজ [ছোটো+স কার্য] বি অসামান্যজনক কাজ; যোগ্যতার অনুপযুক্ত চাকরি। ওর্সী, ১৭৮২।

ছোটো খাটো, ছোটো খাট [ছোটো+পা খুদ] ১ বিণ স্বর্ষাকৃতি। 'নেপোলেয়ন ছোটো খাট বয়ো বহু নয়।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ ছোটো আকারের। 'ছোটো খাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিসিসিও তাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ অপ্রধান। 'আমার এ কলয়ের ছোটো খাটো গীতগুলি, স্নেহ-কলরব, তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের সঙ্গীত তৈরব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ ক্ষমতার বা পদমর্যাদার অপেক্ষাকৃত খাটো। 'দেশীয় ছোটো খাট শাসনকর্তা।' নজরুল, ১৯২২। ৫ বিণ সামান্য। 'ক্ষুদ্র একটু মিঠি কথা, ছোটো খাটো উপহারে/এত খুশি হতো ...।' জসীম, ১৯৫১।

ছোটো গল্প, ছোটো গল্প [ছোটো+স গল্প] বি দীর্ঘ নয় এমন গল্প। 'পিল্লী বলিয়া একটা ছোটো গল্প লিখিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২। 'আমাদের হাতে শুধু জননাভ করে শুধু ছোটো গল্প।' প্রমথ, ১৯১৩।

ছোটো/ছোটো গল্পলেখক [ছোটো+স গল্প+স লেখক] বিণ ছোটো গল্প-রচয়িতা। 'ঔপন্যাসিক, কবি, ছোটো গল্পলেখক সকলেরই প্রতি প্রযোজ্য।' নজরুল, ১৯২২।

ছোটো ছোটো ১ বিণ ক্ষুদ্রাতন। 'ছোটো ছোটো পুকুরের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ টুকরা টুকরা। 'ছোটো ছোটো মেখগুলি/সাদা সাদা পাখা তুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ছোটো-দি বি কনিষ্ঠ দিদি। 'যদি জ্যেষ্ঠে দরদি ছোটো-দি বা বড়ো-দি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ছোটো/ছোটোপাত বি ছোটো থালা। 'ছোটোপাতে মুখরোচক আচার-চাটনিও কয়েক পদের।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ছোটো/ছোটোবড়, ছোটোবড়ো ১ বিণ সাধারণ ও অসাধারণ। 'ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার চীতরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ভালো-দুশ; যোগ্য-অযোগ্য। 'একালে যে বৈষ্ণবের ছোট বড় বলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। 'মোটবাহী ও যাত্রীবাহী অনবধো ছোটোবড়ো নৌকা।' মানিক, ১৯৩৬।

ছোটো বাবু, ছোটো বাবু [ছোটো+আ বাবু] ১ বি অল্পবয়স্ক বাবু।

'ছোটো বাবুকে কহিলেন তুমি আমার সহিত অঙ্কশপুরে চল।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি ঘরের বা সংসারের ছোটো কর্তা। 'ছোটো বাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ।' হুতাম, ১৮৬১।

ছোটো/ছোটোমনা বিণ সংকীর্ণ মনবিশিষ্ট। 'আমরা অত ছোটোমনা না।' মনসুর, ১৯৫৫।

ছোটো মোজা বি পায়ের পাতা ঢাকার ছোটো আবরণ; সস্ত্র। ওর্সী, ১৭৮৫।

ছোটোলোক, ছোটোলোক [ছোটো+স লোক] ১ বি সামাজিক মর্যাদায় পিছিয়ে-থাকা সস্ত্রদায়। 'বিশেষতঃ ছোটোলোক বত।' ওর্সী, ১৮৫৮। 'চাষকে ... তাঁতিকে ... ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি গালিবিশেষ; নীচ স্বভাবের লোক। 'যাহা মুখে আসিল গাল দিতে লাগিল। বলিল, ছোটোলোক।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি পরিষ মানুষ। 'ছোটোলোকদের dirty পায়ের মধ্যেও আমরা যাইনে।' শরৎ, ১৯১৭। ৪ বি নিম্নশ্রেণীর লোক। 'কেমনে সহ্যে মা আজি ছোটো লোকে কষ্ট বলে।' অশ্বিনী, ১৯২০। ৫ বিণ নীচ মনের অধিকারী। 'পরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৬ বি ইতরজন। 'পরিবের মধ্যে সে পরিব, ছোটোলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটো লোক।' মানিক, ১৯৩৬।

ছোটোলোকত্ব [ছোটো+স লোকত্ব] বি নীচ লোকের মতো আচরণ। 'গৃহস্থামীর ছোটোলোকত্বের কথা তারহরে যুক্তিপ্রমাণসহ দেখাতে থাকেন।' নজরুল, ১৯২৭।

ছোটো/ছোটোলোকামি বি নীচ লোকের মতো আচরণ। 'বাঙলা কথায় একদম ছোটোলোকামি করলেন।' মুক্তাবা, ১৯৮৫।

ছোটো সাহেব [ছোটো+আ সাহিব] বি ডেপুটি গভর্নর। ওর্সী, ১৭৮৫।

ছোটোহাজরি [ছোটো+আ হাজরি] বি নাপতা; সকালের খাবার। 'ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ছোটোহাজারির অঙ্গ হয়িয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। 'ছোটোহাজারি খর প্রকাশ করে তারা ছোটোহাজারি অশেষখণ্ড চতুর্দিকে চলে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ছোটো [পা ছুট] বিণ অত্যন্ত ছোটো। 'ছোটো ছোটো নালি মথস্যর ফলাইয়া মুরি ... বাহিলেক ঝুরি।' বিলয়, ১৬৫০।

ছোটো দেখা কি অল্প সময়ের জন্য দেখা। 'মাসেকাব্যুহর সাথে ছোটো দেখা হলো ফারুকের।' শামসুল, ১৯৫৬।

ছোটোদা [পা ছুট+ই দাদা] বি ছোটো দাদা। 'ছোটোদা এসে ঘুরি বাগান।' অহুদা, ১৯৭২।

ছোটোদি, ছোটোদিদি [পা ছুট+ই দাদা] বি ছোটো দিদি। 'ছোটোদিদিও বঞ্চিত হবেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'তুমি আমার ছোটোদি হবে?' নজরুল, ১৯২৬।

ছোটোদন, ছোটোদন [স ক্ষিপ্] ১ বিণ ক্ষুদ্র। 'বসি ছোটোদন করি আনি অনিরুদ্ধ বিরো।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ছাড়া। 'বসন চন্দন দিয়া করিল ছোটোদন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি মুক্তি। 'চলী না ভক্তিগে তোরা নাহিক ছোটোদন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ছোটো [স ক্ষিপ্] কি ছুড়ে ফেলা; খোলা; ত্যাগ করা। ছুড়ি কি ছেড়ে। 'তোমার আন্ধার বৈদী না দিবা তাহারে ছুড়ি।' সুলতান, ১৭০০। 'ছোটো ছুড়ে ফেলো।' ছোটো ছোটো পিঙ্কন, নিচোল পাছে ফাটে।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'ছোটো ছুড়ে ফেলে।' 'কোটালোরে বীরবর ছোটোদন খরশর মেঘে জেন পালি পসলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'ছোটো ছুড়ে ফেলে।' 'যাবত জীবন/ প্রেম ন ছোটোদন।' বাহরাম, ১৬৫০।

হোড়বি কি হোড়ে দিবি। 'দেই ডুলসী ভিল দেহ সমর্পিলু দয়া জনি হোড়বি মোয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হোড়য়ে কি হোড়ে। 'দক্ষের বীরবর হোড়য়ে বর শর।' মুকুন্দ, ১৬০০। হোড়াইতে কি বুলতে। 'গাঠি হোড়াইতে হল করি সবাগণ।' অলাওল, ১৬৮০। হোড়াইয়া কি ছাড়িয়ে; মুক্ত করে। 'বসি হোড়াইয়া তাতে বলে পূয় বানি।' মালাধর, ১৫০০। হোড়ি কি ত্যাগ করে। 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি শঙ্খের সোল রে।' গোবিন্দ, ১৬০০। হোড়ু কি ত্যাগ করে। 'হোড়ে লাজ কংস পাশ কহ গো গোহারি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হোতিয়ারা বি বিবাহের আচারবিশেষ। 'শতামৃত, হোতিয়ারা এবং অন্ত্রাশান।' মানোএল, ১৭৪৩।

হোনি [পা ছন্দ] বি শব্দ। 'মনে পড়ে ঘর ছোনের ছাউনি।' জসীম, ১৯৩১।

হোপে [স ছপ>?] বি দৌড় প্রতিযোগিতা। 'ইষকারি কুস্তা চলে দিতে চাহে হোপ।' বিজয়, ১৬৫০।

হোপে [স ছপ>] বি ছাপ; দাপ। 'স্বামীর খুনের হোপ-দেওয়া।' নজরুল, ১৯২২।

হোপড়া [স ছড়া বি ছোবড়া। 'কায়েব অর্থাৎ নারিকেলের হোপড়ার রজুতে সকল প্রস্তুত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

হোপানো [স ছপ>] কি রাত্তানো। 'ভাল করে হোপাইব রুঘিরের জলে।' গুণ, ১৮৫৮।

হোপানো [স ছপ>] বি গুণ রাত্তানো। 'আলতা-হোপানো পায়ের আঁখর টানি।' জসীম, ১৯৩৩।

হোবড়া [স ছড়া] ১ বি ফলের আঁশওয়ালা বহিরাবরণ। 'নারিকেলের চারটি সামগ্রী - জল, শস্য, মালা আর হোবড়া।' বসন্ত, ১৮৭৫। ২ বি অতুচ্চ। 'কয়েদিরা হোবড়া পেটে ঘানি টানে সতরঞ্চি বোঁকো মনোজ, ১৯৬১। ৩ বি রসহীন পদার্থ। 'সে তো এখন হোবড়া।' সেলিনা, ১৯৭৫।

হোবল [স কবল] বি প্রবল জলের ঝাপটা; দংশন। 'দেঁতো ক্রিটিকের মতো হোবলে ডাকে আমি জখম করে দিছি।' নজরুল, ১৯২৭।

হোবা [স শব্দ] বি মাটির পাত্র। 'বান কত হোবা লহিল উল্টা কোছে।' বিজয়, ১৬৫০; 'পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে হোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।' বিজুতি, ১৯২৯।

হোবানো, হোবান [স ছপ>] বি গুণ রত্ন। 'তারকেশ্বরে হোবান গামচা হাতে।' হতোম, ১৬৮১; 'শেফালির বৌটার-হোবানো ফিরোজা রং।' নজরুল, ১৯২৭।

হোভা [স শব্দ] বি নারিকেলের খোসা। 'নারিকেল ছালিয়া ফালাইল হোভা বোট।' বিজয়, ১৬৫০।

হোয়া [স ছপ>] কি স্পর্শ করা। হো কি স্পর্শ কর। 'কাকুড়ি মোরে নাহি ছো।' বড়, ১৪৫০। হোই কি ছুই। 'ছই ছোই জাই সো বান্ধ দাইয়া।' চর্য ১০, ১২০০। হোবে কি ছুয়ে দেখাবে। 'হোবে না তার গন্ধ গেলে।' রামতসাদ, ১৮৮০। হোয় কি স্পর্শ করে। 'কারে ছোয় কারো অঙ্গে কুন্ডলা প্রদান।' বৃন্দা, ১৫৮০। হোয়াইল কি স্পর্শ করে। 'সাত গাছ কাছনা ছোয়াইল দুই পায়ের।' বিজয়, ১৬৫০।

হোয়াব [আ সওয়াব] বি পূণ্য। 'হোয়াবের কথা তনে একবার আপাদমস্তক মজিলক দেখে নেয়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

হোর [হি বি গোফ]। 'দুই হোর আন্ধার মুড়াইমু।' সুলতান, ১৭০০।

হোরমা [ফা সুর্মহ] বি সুরমা। 'হস্তে লয়ে হোরমাদানী।' জসীম, ১৯৩৩।

১৯৩৩।

হোরমাদানী [ফা সুর্মহ+ফা দান] বি সুরমা রাখার ছোটো পাত্র। 'দুখের দহে ভাসল তাহার হোরমাদানী।' জসীম, ১৯৩৩।

হোরমারেখা [ফা সুর্মহ+স রেখা] বি সুরমার দাগ। 'তাহার চোখের হোরমারেখা।' জসীম, ১৯৩৩।

হোরা [স ছুরিকা] বি ছুরি। 'তাহার গলায় এক হোরা মারিল।' দর্পণ, ১৮২১।

হোরাছুরি [স ছুরিকা] বি ছুরি চালিয়ে মারামারি। 'জলে হাওয়ায় হোরাছুরি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'পাড়ার হিন্দু বীরদের ধর্মীয় জিকিরে বহু হিন্দু জমায়েতে হইল এবং তৎপর শুরু হইল নিষ্ঠুর হোরাছুরির খেলা।' আজাদ, ১৯৩৯।

হোলকা [স চপক] বি ছোলা। 'ঘোড়ার দানা হোলকা।' মনসুর, ১৯৫৫।

হোলঙ্গ [স সুবঙ্গ] বি বাতাবি লেবু। 'হোলঙ্গ চিপিয়া নিমঝোলে খেপিলো।' বড়, ১৪৫০।

হোলতান [আ সুলতান] বি সুলতান। 'আজ্ঞা কৈল ছোলতানে হরষিত মন।' অলাওল, ১৬৮০।

হোলা [স চপক] বি ডাল জাতীয় শস্যবিশেষ। 'তুতুল কিনিল ছোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হোলাভাজা বি ভাজা হয়েছ এমন ছোলা। 'বাদাম দেওয়া হোলাভাজা ছোলাভাজা পানতোয়া।' ভবানী, ১৮২৮।

হোলা [স শব্দ] ১ কি খোসা ছাড়ানো। 'যত নারিকেল ছোলিয়া লও সমান।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি যা ছুলে ফেলে দেওয়া হয়; ফলের খোসা। মানোএল, ১৭৪৩।

হোলা [স শব্দ] বি যা ছুলে ফেলে দেওয়া হয়; ফলের খোসা। মানোএল, ১৭৪৩।

হোহরা [হি ছুহারা] বি খোরাম; শুকনা বড়ো শেখুরবিশেষ। 'বাদাম হোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জুর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ছাঃ [ধন্য] বি তাখিল্য নির্দেশক শব্দ। 'মামার এটো হাঁকয়ে টান মারতে ছাঃ।' শিবরাম, ১৯৫০।

ছাঁক [ধন্য] বি হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দনের শব্দ। 'কম হতে দেখলে প্রাণ ছাঁক করে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

ছাঁক ছাঁক [ধন্য] বি গরম ভেলে রান্নার শব্দ। 'ছাঁক ছাঁক শব্দ হয়ে ঢাকা দেন মুচি।' গুণ, ১৮৫৮।

ছাঁকা [ধন্য ছাঁক] বি গরম বস্তুর স্পর্শ। 'মামা মামীরা ছাঁকা দিয়ে গুড়িয়েছে।' শরৎ, ১৯১৬।

ছাঁচড় [স ছিড়ুর] ১ বিণ্ড দুই বা নিম্ন প্রকৃতির। 'ছাঁচড় ছেলে-মেয়ের দললকে ... জাদ করার কথা চোটা।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিণ্ড শঠ। 'আজ ছাঁচড় লোক তো আপলি।' মণীশ, ১৯৩৬।

ছাঁচড়া [স ছিড়ুর] ১ বিণ্ড পাজি। 'ছাঁচড়া ছেলে বেদড় ভরি।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিণ্ড অতি নিচু শ্রেণীর। 'বোঝা গেল ঘরে ছাঁচড়া চোর আসে নাই।' মনিক, ১৯৩৬। ৩ বিণ্ড শঠতাপূর্ণ।

'গোনের যেন কন্ডন ছাঁচড়া অভ্যাস।' ওয়ালী, ১৯৪৭। ৪ বি শাকসবজির রস। 'রাঙি ছাঁচড়া রাঁধছে।' জীবন, ১৯৪৭।

ছাঁচরামি [স ছিড়ুর] বিণ্ড টানটানি অবস্থা। 'কতদিন আর এমন ছাঁচরামির ভেতর দিয়ে টিকে থাকতে পারা যায়?' জীবন, ১৯৩১।

ছাঁটা [স ছিড়ুর] ১ বিণ্ড চ্যাপটা। 'ওরে ছাঁটা বিনুক।' নজরুল, ১৯২৭।

ছ্যাছড়ামো

২ বি মারধর। 'অনেক ধমক, অনেক ছ্যাচা।' মানিক, ১৯৩৭।

ছ্যাছড়ামো [স ছিড়র] বি ছেচড়ামি; নীচ বৃত্তি। 'ছুঁচোমো, ছ্যাছড়ামো ওদেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ছ্যাৎ [ধরনা] বি আকস্মিক বিশ্ময়ে বা ভয়ে হৃৎকম্পন। 'বুকের ভিতরটায় ছ্যাৎ করিয়া উঠিল।' শরৎ, ১৯১৭।

ছ্যাদা [স হিদ্] ১ বিণ ছলনাময়; ফালতু। 'আইনের কর্তারা সেদিক অতি ছেলে-ছুলান ছ্যাদা কথায় চাপা দিয়া রাখিয়াছেন।' জামায়াত, ১৯৩৯। ২ বি হিদ্। 'চৌবাচ্চার ছ্যাদার ন্যাতা খসিয়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

ছ্যারা বি ছেলে। 'ওই ছ্যারাটা?' মণীশ, ১৯৬৩।

ছ্যাকড়া [হি ছকড়া] বি ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। 'ছ্যাকড়া টানে না বোঝাও বহে কড় ঘোড়া কড় গাধা।' নজরুল, ১৯৩২।

ছ্যাকরা গাড়ি বি ঘোড়ার গাড়ি। 'ছ্যাকরা গাড়িতে করে মাসিমাকে কালাঘাটে পৌছিয়ে দিয়ে।' জীবন, ১৯৩২।

ছ্যাতলা [স ছ্যাকা] বি শেওলা। 'নানা রঙের ছ্যাতলা পড়া পাথরটার নীচে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ছ্যাতলা পড়া বিণ শেওলাযুক্ত। 'পাঁচিলের ছ্যাতলা পড়া সবুজে কালোর মেশা নানা রেখায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ছ্যাতা [স ছ্যাকা] বি শেওলা। 'রঙে ছ্যাতা পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রং ধবধব করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ছ্যাতলা [স ছ্যাকা] বি শেওলা। 'পাঁচিল ছ্যাতলা-পড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ছ্যাদা [স হিদ্] বি ফুটা। 'চৌবাচ্চার ছ্যাদার ন্যাতা খসিয়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

ছ্যান [স ছেননী] বি খেজুর গাছ কাটার হাতিয়ারবিশেষ। 'হানদে লাঠি - হানদে কুঠার, গাছের ছ্যান আর রামদা ঘুরা।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

ছ্যাবলা [আ সিফলাহা] বিণ হালকা স্বভাবের। 'এইগুলো সব ছ্যাবলা পাখি নেহাৎ ছোট জাত।' সুকুমার, ১৯২০।

ছ্যাবলামি ১ বি রসিকতা। 'কৌতুকরসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাহেই ছ্যাবলামি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি গম্ভীরহীনতা; ছেলেমি। 'হাসি-তামাশারে যাবে কব ছ্যাবলামি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ছ্যাবা [স শব্দ] বি ছিবড়া; দ্রব্যের সারহীন অংশ। 'তাহার শুষ্ক ছ্যাবা বাহির করিয়া দিতে থাকে।' নজরুল, ১৯২২।

ছ্যামড়া [স হমতা] বি বালক; ছোটো ছেলে। 'চুপ কর ছ্যামড়া, বেগমিজের মতো কথা কইস না।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ছ্যালা [স শাবক] বি ছেলে। ওসাঁ, ১৭৮২।

ছ্যালো [স শাবক] বি পুরা। 'সাঁপোলতলার ও কুড়ো জুঁই যদি নীলি গ্যাল তবে মাগ ছ্যালোরে খাওয়াব কি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ছ্যালোপিলে বি ছেলেমেয়ে। 'ছ্যালোপিলে খাবে কি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ছ্যালোবেলা [ছেলে+স বেলা] বি ছেলেবেলা। 'ছেলেবেলা তাঁর ... গ্লাইবদের উপর বিজাতীয় ভয় ও ঘৃণা ছিল।' হুতোম, ১৮৬১।

জ^১ [স ঘঃ] সর্ব যা। 'কাজ ন কারণ জ এহ জুঅতি।' চর্যা ২৬, ১২০০।
 জ^২ বি বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি ও বর্ণবিশেষ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাংকেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' দর্পণ, ১৮২১।
 জকার [সি বি] 'জ' এই বর্ণ। 'অঙ্কসংখ্যা ও সাংকেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' দর্পণ, ১৮২১।
 জঅ [স জয়] বি জয়। 'জঅ জঅ দুঃখি সামু উছলিআ।' চর্যা ১৯, ১২০০।
 জঅকার [স জয়কারি বি জয়ধ্বনি। 'গড়িবি জঅ জঅকার।' রামাই, ১৭১০।
 জঅঢাক [স জয়-ঢাক] বি জয়ঢাক। 'বেআস্ত্রিষ বাজনা বাজে জঅঢাক বাজে।' রামাই, ১৭১০।
 জঅা [স জয়া] বি হিন্দু দেবী দুর্গা। 'জগতজননী জঅা শিবের জীবন।' মুকুন্দ, ১৬০০।
 জঅস্তি [স জয়স্তি] বি বৃক্ষবিশেষ। 'জঅস্তি মুজাএ ফল পিপিলির লতা।' মালধর, ১৫০০।
 জই^১ [স যদি] অব্য যদি। 'মোহ বিমুক্তা জই মাণা।' চর্যা ৪৬, ১২০০।
 জই^২ [স জয়ী] বিণ জয়ী। 'রাক্ষসের রূপে জখন রাম হইলা জই।' মুকুন্দ, ১৬০০।
 জইঅও [পা যন্তক] ক্রিবিণ যতই। 'জইঅও জতনে গোঅএ চাহএ হিমগিরি ন নুকাএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
 জইউ [স যদি] অব্য যদিও। 'তুঅ দরসন বিনু তিলও ন জীব। জইউ কলামতি গীতু গীব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
 জইউহ ক্রি যেতাম। 'মোয়ে অভাগলি নহি জানল রে সর্দই জইউহ নহি দেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
 জইন [স যমানী] বি মসলাবিশেষ। 'জইনের তঁড়া চিবাও।' জঙ্গীম, ১৯৬০।
 জইফ [আ] বি বৃদ্ধ। 'মেছেল নাহিক হয় জইফ ও জওয়ান।' গরীব, ১৭৬৫।
 জইর [আ জওর] বি জলুম। 'একটা মন্ত জইর গজব।' নজরুল, ১৯২৪।
 জইষ [স যাদুশ] বিণ যেমন। 'বাতাবটে সো দিও তইআ অর্পে পাখর জইষ।' চর্যা ৪১, ১২০০।
 জইঠ [স জোঠ] বি জোঠ; বন্ধদের দ্বিতীয় মাস। 'পাপিঠ জইঠ মাস প্রচও তপন/খও খও হইল মোর খুঁঞার বসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।
 জইসনে [স যাদুশ] ক্রিবিণ যেমন। 'জইসনে অহিলেস তইসনে অহ।' চর্যা ৩৭, ১২০০।
 জইসাঁ [স যাদুশ] বিণ যেমন। 'পেখু সুঅনে অদশ জইসাঁ।' চর্যা ৪৬, ১২০০।
 জইসো [স যাদুশ] বিণ যেমন। 'গন্ধ পরসরস জইসো তইসো।' চর্যা ১৩, ১২০০।
 জইফ [আ] বিণ বৃদ্ধ। 'প্রধান কারণ তার জইফ অবস্থা।' ওয়াসী, ১৯৪৮।
 জউ [স জতু] বি গালা। 'জউ দিয়াঅ অভেস করিল হরিডালে।' মানিকরাম,

১৭৮১।

জউতুক [স যৌতুক] বি যৌতুক। 'জউতুকে কিস আগুতু ধাম।' চর্যা ১৯, ১২০০।

জউবন [স যৌবন] বি যুবাবস্থা। 'নব জউবন নব কস্তা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জউনা [স যমুনা] বি যমুনা। 'পঙ্গা জউশা মাঝে রে বহই নাই।' চর্যা ১৪, ১২০০।

জএধনি [স জয়ধ্বনি] বি জয়সূচক ধ্বনি। 'দেবগনে আকাসেত করে জএধনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জএব [আ জওয়াব] বি জবাব; উত্তর। 'বোগল, ১৭৭০।

জও [স জনা] বি জন্ম। 'জনম হোঅএ জদি জও পুনু হোই। জুতী ভহ জনমএ জনি কোই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জওয়ান [ফা] ১ বি যুবক। 'মেছেল নাহিক হয় জইফ ও জওয়ান।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি যুবতী। 'বুড়িকে জওয়ান আলা করিবারে পারে।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি সেনাবাহিনীর সেপাই। 'পাকিস্তানী জওয়ানদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে ... পরিচালনার আস্থান জানাইয়াছেন।' আজাদ, ১৯৭১।

জওয়ারনি [ফা জওয়ান] বি যৌবন। 'সুরাত জামাল জওয়ারনির টোটে দেবের নওজোয়ান।' ফররুখ, ১৯৪৩।

জওয়ার [আ] বি উত্তর। 'আখেরে কি জওয়ার পুছিবে বোদায়।' গরীব, ১৭৬৫।

জওয়ারবিদি [ফা জওয়ারবেদী] বি কারণ দেখানো। 'এসব প্রশ্নের জওয়ারবিদি আজ করিতেই হইবে।' আজাদ, ১৯৪২।

জওয়ারহের [আ জওহর] বি বহু মূল্যবান রত্ন। 'এলবাস পোষাক ও সোণারপার পঙ্ক ও বাসন ও জওয়ারহের প্রভৃতি।' দর্পণ, ১৮৩০।

জওহর [আ] বি মূল্যবান রত্ন। 'পানি কওসর মণি জওহর।' নজরুল, ১৯২৪।

জওহরাৎ [আ জওহর] বি জহরত; হীরা পান্না চুনি ইত্যাদি নানা রত্ন। 'বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী ... অলঙ্কার-জওহরাৎ বের করলেন।' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

জওহরি [ফা জওহর] বি মণিমুক্তার ব্যবসায়ী। 'কোন দিশে জওহরিদের দোকান।' রামরাম, ১৮০১।

জওব [ফা জওয়ারব] বি জবাব; উত্তর। 'মেহেরবান করবনে ইহা জওব।' বোগল, ১৭৭০।

জং [ফা জঙ্গ] বি মরিচা। 'সেই আবার রোজই 'অয়েন্ড' হচ্ছে, তার কোথাও একটু জং ধরে না।' নজরুল, ১৯২২।

জংধরা [ফা জঙ্গ+ধরা] ১ বিণ মরিচা ধরে আছে এমন। 'বুলেছে কাবার পথে সে রুদ্ধ লাগে জংধরা ঘার।' ফররুখ, ১৯৪৬। ২ বিণ কল্মিভ। 'জ্যোতির পাপড়ি কাঁটায় ছিড়তে চায় জংধরা পাখাণ দিল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

জংগী [ফা জঙ্গী] বিণ যুদ্ধসংক্রান্ত। 'আজ নিতে হবে জংগী সাঁজোয়া মাপ্তার নীল বেশ।' ফররুখ, ১৯৪৩।

জংহ [স জঙ্গা] বি উক। 'কীণ মধ্য রামরত্না জংহযুগল।' বড়ু, ১৪৫০।

জংঘমুগল [স জঙ্ঘামুগল] বি উরুমুগল। 'কনক কেতকী জংঘমুগলে।' বড়, ১৪৫০।

জংঘা [স জঙ্ঘা] বি উরু। 'জংঘার পাশে ছিল তার বয়েরি জরুল।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

জংজাল [স জঙ্গা] বি গোলযোগ; ঝগড়া। 'মিছা পাতি দান করহ জংজাল।' বড়, ১৪৫০।

জংঘরা দ্র জং

জংঘা [ফা জঙ্গল] ১ বি জংলি। 'জংঘা কতু পোষ মানে না।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ বুনো। 'সে উদাস মনে বসে থাকে জংঘা পথের পাশে।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'জংঘা কাহারবা।' নজরুল, ১৯৩২।

জংঘাটো [ফা জঙ্গল] বিণ জঙ্গলে ডরা। 'গী খানা বড় জংঘাটো।' শওকত, ১৯৫৮।

জংঘি, জংঘী [ফা জঙ্গল] ১ বিণ অসভ্য। 'জঙ্গলে থাকি জংঘী নই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিণ বন্য। 'এই কি প্রশং-নিবেদন রীতি/জংঘি দাঁদর অঙ্গলুশ।' নজরুল, ১৯৩৯। ৩ বি জঙ্গলের অধিবাসী। 'একদল বুনো জংঘি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এলো।' শিবরাম, ১৯৪০।

জংগন [হি বি একাধিক রেলপথের মিলন হয় যে স্টেশনে। 'গাড়িটি আসিয়া জংগনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জক জক [ধন্য] বি বকবক। জকজক করা ক্রি উচ্চল হওয়া। 'চারডেলে দিয়াগণিরিতে বাতি জ্বলচে - মজলিস জক জক কচে।' হত্যাম, ১৮৬১।

জকর, জকরা সর্ব যার। 'জকর মরমে বৈসায় বরনারী।' বিদ্যাসুন্দর, ১৪৬০: 'জকরা ভরসে রসবতী রে সে কৈসে জাএ বিদ্যাসুন্দর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জক্কী [স যক্কী] বিণ অভ্যস্ত কৃপণ। 'মাগি যে জক্কী।' হত্যাম, ১৮৬১।

জক্ক [স যক্ক] বিণ ধনরক্ষক। 'জক্ক রক্ষ সর্ব জনে করিয়া বিনএ।' মাদাধর, ১৫০০।

জখন [স যংঘন] ক্রিবিণ যখন। 'আজি জখনে মৌ বাঢ়ায়সৌ পাএ।' বড়, ১৪৫০।

জখনকার [স যংঘন]+স কার বিণ যে সময়ের। ওর্গা, ১৭৮২।

জংঘম [ফা] ১ বি আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত। 'বহুত জংঘম পায়ে লহ চুয়ে পড়ে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি সমস্যা। 'জান সাহেবকে দশ পনরো হাজার টাকা সরবরাহ করিতে হইবে তাতে কিছুমাত্র জংঘম নাই।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি রক্তপাত। 'দালা হাসামা খুন জংঘম করিবে।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ৪ বিণ ক্ষতিগ্রস্ত। 'হাত যে একেবারে জংঘম হইয়া যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বি বিক্রপ। 'মনের কথা বললে খুলে টিটকারি সে করবে জংঘম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৬ বিণ আহত। 'আপনারা প্রেমে জংঘম হলে তো বাঘের মত রুখে দাঁড়াবেন।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

জংঘমের স্রোত বি রক্তের স্রোত। 'শেয়ার মার্কেট, থানা, রেডিও, যোরে জংঘমের স্রোতের পাকে।' অমিয়, ১৯৩৯।

জংঘমী [ফা জংঘম] ১ বিণ আহত। 'সরাব খাইয়া তলওয়ার হাতে করিয়া আসিয়া হাদি মজ্জুককে নাহক জংঘমী করিয়াছে।' হ্যাগহেড, ১৭৭২: 'জংঘমী।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি আহত ব্যক্তি। 'দুজন ছাত্র ... জংঘমীটাকে বয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেছে।'

হফিজুর, ১৯৫৩।

জংঘমি-ঘায়েল [ফা জংঘম+ঘায়েল] বিণ আহত। 'জংঘমি-ঘায়েল ভাইকে আগে আঁতে নামা রে।' নজরুল, ১৯২২।

জংঘমি হি হামানদিভার নিম্নভাগ। মানোএল, ১৭৪৩।

জংঘ [স জংঘ+ঘায়েল] বি জংঘ+ঘায়েল। 'এ জংঘ জলবিধ করে।' চর্চা ওজ, ১২০০।

জংঘজ [স] বি জংঘবাসী। 'কাল কাজলে নারী জংঘজনে মোহে।' বড়, ১৪৫০।

জংঘজি [স] বি জংঘ জয় করে যে। 'দশন ডড়িত যিনি হাস্য জংঘজি।' বাহরাম, ১৬৫০।

জংঘতারণ [স] বিণ জংঘ-উজারক। 'জয় জংঘতারণ কারণধাম।' জ্ঞান, ১৬০০।

জংঘত্রয় [স] বি ত্রিভুবন। 'আমি যদি এই জংঘত্রয়ের অধীশ্বর হতাম।' মাইকেল, ১৮৫৯।

জংঘপতি [স] বি ইশ্বর। 'প্রেম আলোকে প্রকাশো জংঘপতি হে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

জংঘবন্ধু [স] বি সূর্য। 'বন্ধু গেলেন জংঘবন্ধু দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মতো।' অবন, ১৯২৫।

জংঘভর [স] ক্রিবিণ জংঘ জুড়ে। 'মারুত চতুর শোভএ জংঘভর।' বাহরাম, ১৬৫০।

জংঘমজ্ঞা [স] বি বিজ্ঞজংঘ। 'ছন্দে জংঘমজ্ঞা চলিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জংঘমন [স] বি জংঘতের সকলের মন। 'বিকশিলে জংঘমন মোহে।' বড়, ১৫৭০।

জংঘমন্দির [স] বি জংঘতের মন্দির। 'তব জংঘমন্দির উজলি রমে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

জংঘমিত [স জংঘ+মিত] বিণ জংঘতের মিত। 'জংঘমিত পরহিত কৃত চিত্ত নিত।' আলাওল, ১৬৮০।

জংঘহর্তা [স জংঘ+হর্তা] বি ইজংঘতের কর্তা। 'তাহা হোন্তে সকল সেই সে জংঘহর্তা।' আলাওল, ১৬৮০।

জংঘ [হি] বি তরল পদার্থ রাখার পেটমোটা মুখসর হাতলযুক্ত আধারবিশেষ। 'পেয়ালা করা চা, চুটর, জংঘে করা জল।' হত্যাম, ১৮৬১।

জংঘজ্ঞা [ধন্য] বিণ বলমূল। জংঘজ্ঞা করা ক্রি বকমক করা। 'স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে জংঘজ্ঞা করে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

জংঘজ্ঞান [স জংঘ+জ্ঞান] বি জংঘবাসী। 'আমরা সচরাচর দেখিতেছি ধনবানের জংঘজ্ঞান মধ্যে বিশেষ গম্যণ ও আদরণীয় হন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জংঘজ্ঞানী [স জংঘ+জ্ঞানী] বিণ বিশ্বমাতা। 'জ্ঞেয়াতবাসিনী জংঘজ্ঞানী বিবি ফাতেমাও মায়মুনাকে ভালবাসিতেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জংঘবান্দ [স] বি বড়ো ঢাকবিশেষ; জয়ঢাক। 'ঘন বাজে জংঘবান্দ।' হুসুদ, ১৬০০।

জংঘবান্দওয়ালী [স জংঘবান্দ+হি ওয়ালী] বি জংঘবান্দ বাজানদার। 'আমি জংঘবান্দওয়ালী বা কীর্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব।' চন্ডিকা, ১৮৩০।

জগন্নাথ [স জগৎ+নাথ] বি বড়ো ঢাকবিশেষ; জয়ঢাক। 'কার হাতে দণ্ড কার হাতে জগন্নাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জগদুর্মুর [স যজ্ঞ-উর্ডুঘর] বি এক জাতের ডুমুর। 'জগদুর্মুর গাছের ডালে ...।' বিতুতি, ১৯২৯।

জগৎ [সি বি ত্রিভুবন; বিশ্ব। 'না হইবে পতন জগৎ যেসিবে যশ।' চণ্ডী, ১৫৫০; 'জগতের জগন্নাথ/সেহ আমি রাজপথে।' বড়ু, ১৫৭০। দ্র জগত

জগৎআলো [স জগৎ+আলো] বি জগতের আলো স্বরূপ। 'আজকে তোমার দেখতে এলাম জগৎআলো নূরজাহান।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জগৎকর্তা, জগৎকর্তা [সি বি সৃষ্টিকর্তা। 'বুদ্ধি দ্বারা জগৎকর্তার সত্তা নিরূপিত হইতে পারিত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জগৎকল্যাণকর [সি বি জগতের জন্য মঙ্গলজনক। 'ঈশ্বরের প্রেমকল্যাণময় বা জগৎকল্যাণকর মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ...।' আইয়ুব, ১৯৭০।

জগৎকারণ [সি বি বিশ্বসৃষ্টির নিদান। 'সেই বিপত্তার জগৎকারণ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জগৎকার্য, জগৎকার্য [সি বি জগতের স্বরূপ। 'মনুষ্য যখন বুদ্ধিসহকারে জগৎকার্য আলাচনা দ্বারা ... জগতের যে সকল নিয়ম অবগত হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জগৎঘোষিত [সি বি পৃথিবী বিখ্যাত। 'তোমার জগৎঘোষিত পূর্ব প্রতিভা ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

জগৎচরার [সি বি বিশ্বসংসার। 'কাঁপায়ে জগৎ-চরার চরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জগৎছাড়া [সি বি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'আমি তো জগৎছাড়া নই। জগৎ আমাছাড়া নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

জগৎজননী [সি বি বিশ্বমাতা। 'জগৎ জননী জয়া করবে প্রাণদান।' রূপরাম, ১৭৫০।

জগৎ-জনা [সি বি পরমেশ্বর। 'জগৎ-জন্যর মন রূপ করে পাগলিনী।' লালন, ১৮৯০।

জগৎজ্ঞতা [সি বি বিশ্বজয়ী। 'জগৎজ্ঞতা জাহারীর জগৎ আজি অন্ধকার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জগৎজোড়া [সি জগৎ+১ বি জগৎবিভক্ত। 'তাহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাতে আমাকে স্থান দিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'জগৎজোড়া কলত্রদান তনুতে পাচ্ছি বটে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ বিশাল। 'ভূঁড়ির পরে জগৎজোড়া আচকানেরে লয় সে টানি।' জসীম, ১৯৩১।

জগৎ-তত্ত্ব [সি বি বিশ্বতত্ত্ব। 'টলেমির জগৎতত্ত্ব আমাদের ধারণাশাখা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জগৎপতি [সি বি জগতের প্রভা। 'বিশ্ব অতুতসৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ব সৃষ্টি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জগৎপাতা বিণ জগতের সৃষ্টিকারী। 'জগৎপাতা জগদীশ্বরের এই সমস্ত অত্যন্ত ... নিদর্শন প্রতীত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জগৎপাবন [সি বিণ পৃথিবীর জাগকর্তা। 'জগদীশপতিত্ব হয় জগৎপাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জগৎ-পিতা [সি বি জগতের পিতা; ঈশ্বর। 'তিনি তদুদার এককালে নানাবিষয় দর্শন করিয়া জগৎপিতার মহিমাবলোকন করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জগৎপূজিতা [সি বিণ স্ত্রী জগতে সবার পূজনীয়। 'অবৈত আচার্য্য ভাণ্ডা জগৎপূজিতা আচার্য্য নাম তাঁর সীতা ঠাকুরানী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জগৎপ্রকাশক [সি বিণ বিশ্বকে উপস্থাপন করে এমন। 'টাইমস-এর জগৎপ্রকাশক তত্ত্ব আমাদের নাম না হয় নাই উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জগৎপ্রকৃতি [সি বি বিশ্বসংসারের স্বরূপ। 'এক হিসাবে জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রকৃতির বিরোধী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জগৎপ্রদীপ [সি বিণ জগতের আলোকস্বরূপ। 'জগৎপ্রদীপ সূর্য্য জাঙ্কলামান থাকিতেও এই দুর্কর্ম করিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

জগৎপ্রাণ [সি ১ বি পৃথিবীর প্রাণ। 'প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি অনন্ত প্রাণ। 'আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জগৎপ্রান্ত [সি বি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। 'নিভৃত জগৎপ্রান্তের সেই বাক্যহীন ব্যাকুলতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জগৎ-ফুল [সি জগৎ+ফুল] বি পৃথিবীরূপ ফুল। 'কত যুবার অধাদিত হইল জগৎ-ফুলের মধু।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

জগৎ-বরণ্য [সি বিণ পৃথিবী জুড়ে বরণীয়। 'স্বাধীনতা লাভে যারা দিল, ধোণ জগৎ-বরণ্য তারা গরীয়ান।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

জগৎবরণ্য [সি বিণ স্ত্রী পৃথিবীব্যাগী খ্যাতিসম্পন্ন। 'দুই দিকপালের জন্মানন্দ করিয়া জগৎবরণ্য।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

জগৎবশ [সি বি পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব। 'বিলুপ্তি করিয়া জগৎবশ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

জগৎবাসী [সি বিণ জগতের অধিবাসী। 'ওগো, তোমরা জগৎবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জগৎবিখ্যাত [সি বিণ বিখ্যাত। 'একটি জগৎবিখ্যাত ফরাসী লেখক আজীবন দুনিয়া দেখে তখন ...।' প্রমথ, ১৯২০।

জগৎব্রহ্মাণ্ড [সি বি বিশ্বজগৎ। 'তাই এত বড়ো জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুটিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জগৎময় [সি বিণ জগৎ-জোড়া। 'জগৎময় হোম।' মশাররফ, ১৮৯০।

জগৎ-মা, জগৎমাতা [সি জগৎমাতা] ১ বি জগৎ রূপ মা। 'খোকা থাকে জগৎ-মায়ের অন্তর্ভুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'তখন কথা জগৎমাতা কানিয়া অস্থির।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জগৎমাতার দেখ মহারণ দশদিকে।' নজরুল, ১৯২২।

জগৎমান্য [সি বিণ বিশ্ববরণ্য। 'জগৎমান্য হজরত মহম্মদের প্রতি ...।' মোসলেম, ১৯২৫।

জগৎমুখী [সি বিণ পার্শ্ব। 'ঐতিহ্য এবং আবহাওয়া থেকে ... জগৎমুখী, আত্মনির্ভর ও উদ্যোগী মনোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার নামই হেনসীস।' শিব, ১৯৫৬।

জগৎমানি [সি বি বিশ্বপ্রভা। 'হে বিভো জগৎমানি, অযোনি আপনি, জগন্মত নিরন্তক।' মাইকেল, ১৮৬০।

জগৎ-রচনা [সি বি সৃষ্টিজগৎ। '... জগৎ-রচনার ভিলমাত্র সংশোধন হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জগৎরহস্য [সি বি বিশ্বরহস্য। 'এমনি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জগৎরাশি [স] বি বিশ্বজগৎ। 'নবজগত নয়নে আনিবে/ নৃতন জগৎরাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জগৎলক্ষ্মী [স] বি জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রিকতায়, নিঃস্বতায়, পূর্ণতার প্রেক্ষভবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জগৎঘোলাচন [স] বিণ জগৎ দেখতে পায় এমন। 'জগৎঘোলাচন রবি।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জগৎ-শেঠ [স] জগৎ+স শ্রেষ্ঠী। বিণ ধনী। 'দেবিয়াছি মোরা রাজা-সন্ন্যাসী প্রেমের জগৎ-শেঠ।' নজরুল, ১৯২৫।

জগৎসংসার [স] ১ বি পৃথিবী। 'এমন নির্ণূণ মোরে কেবা কৃপা করে/ এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎসংসারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মানবিক জগৎ। 'জগৎসংসারের ঐশ্বর্যও সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি পার্থিব জগৎ। 'জগৎসংসারে বৈরাগ্যটা খুব মুক্তিসঙ্গত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি পৃথিবী ও গার্হস্থ্যজীবন। 'আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, ... এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জগৎ-সভা [স] বি বিশ্বসভা। 'দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জগৎহু [স] বিণ জগতে আছে এমন। 'নিবিল জগৎহু প্রাণিরাজ্যের উপরি একেধরু হইতে সমর্থ হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জগৎপ্রোভ [স] বি জগতের কর্মভাব। 'জগৎ-প্রোভে ভেসে চলে, যে যেথা আছ ভাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জগত [স] জগৎ ১ বি বিশ্ব; ত্রিভুবন। 'নিজ মাসে জগতের বৈরী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি রাজ্য; দেশ। 'বিহিসার অশোকের ধূসর জগতে।' জীবন, ১৯৪২। ৩ জগৎ

জগত উদ্ধার [স] জগৎ-উদ্ধার। বিণ মুক্তিদাত্রী। 'যার মা যাহাউর বিবি জগত উদ্ধার।' গরীব, ১৭৬৫।

জগত-চরাত্রা [স] জগৎ-চরাত্রা। বি জগতের সমস্ত সৃষ্টি। 'সব কবিতায় জগত-চরাত্রা/ সব শোভায় নেহারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জগত জন [স] জগৎ-জন। বি জগৎবাসী। 'পুনর্মীর চান্দ তোফার বদন/ মুসিএ জগত জনে শ।' বড়ু, ১৪৫০।

জগতজননি [স] জগৎ-জননী। বি জগতের মা। 'ত্রিভুবনেশ্বর দেবি জগতজননি।' মালাধর, ১৫০০।

জগতজননী [স] জগৎ-জননী। বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'জগতজননী জম্মা শিৱের জীবন।' মুহুন্দ, ১৬০০।

জগতজীবন [স] জগৎ-জীবন। ত্রিবিধ জীবনব্যাপী। 'দেবিয়া সে চন্দ্রমুখ জগতজীবন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জগতনাথ [স] জগৎ-নাথ। বি জগতের নাথ; জগন্নাথ। 'তোর রূপ যোবানে মোহিত জগতনাথ।' বড়ু, ১৪৫০।

জগতনিবাস [স] জগৎ-নিবাস। বি বিশ্বময় যার আবাস। 'রাখোআল হর্ষা বোল জগতনিবাস।' বড়ু, ১৪৫০।

জগতপালক [স] জগৎ-পালক। বি জগতের পালক। 'শিবশদ ভজ তিলি জগতপালক।' রামমঙ্গল, ১৭৮০।

জগতপুরবাসী [স] জগৎ-পুরবাসী। বি পৃথিবীর বাসিন্দা। 'জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

জগত বহুভ [স] জগৎ-বহুভ। বি জগতের স্বামী। 'যেক্রমে করিলা কৃপা জগত বহুভ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জগতবান্ধব [স] জগৎ-বান্ধব। বি জগতের বন্ধু। 'যথোচিত দুঃখ পাশো জগতবান্ধব।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জগতবিতার [স] জগৎ-বিতার। বি চরম ব্যবধান। 'দেখিত সে অশ্রুদীন জগতবিতার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জগত মোহন [স] জগৎ-মোহন। বিণ পরম সুন্দর। 'একবিনে বৈদ্য রূপে জগত মোহন।' মালাধর, ১৫০০।

জগতমোহিনি [স] জগৎ-মোহিনী। বিণ স্ত্রী পরমাসুন্দরী। 'জগতমোহিনি দেবি নামে সত্যভামা।' মালাধর, ১৫০০।

জগতযোনি [স] জগৎ-যোনি। বি সৃষ্টিকর্তা। 'হে বিতো, জগতযোনি, দয়াসিদ্ধু তুমি।' মাইকেল, ১৮৬০।

জগতারণ [স] বি জগতের উদ্ধারকর্তা। 'তুই জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহরি বিশোয়াসা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জগতীতল [স] জগৎ+স তল। বি পৃথিবী। 'জগতীতল এক্ষণে অস্মাদ্ধূণ বিয়োগী ব্যক্তি হৃদয়ে ... সুশীতল হইল?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জগতীয় [স] বিণ জগৎ সম্বন্ধীয়। 'ইহা জগতীয় জাতিগণের মধ্যে ভাই ভাই সংস্থাপনের মুক্তি।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

জগতারণকারী [স] বিণ জগতের উদ্ধারকর্তা। 'তুমি জগতারণকারী দীনদয়াময় হবি।' হাই, ১৯৫৪।

জগদন্ত [স] বিণ বিশ্বনাথী। 'হে বিতো জগতযোনি, অযোনি আপনি, জগদন্ত নিরন্তক।' মাইকেল, ১৮৬০।

জগদল-শিলা [স] জগদল+স শিলা। বি সহজ নেড়ানো যায় না এমন পাথর। 'অংকারের জগদল-শিলা, শান্তের কঙ্কাল।' নজরুল, ১৯২৯।

জগদানন্দ [স] বি জগতের আনন্দ। 'জয় শ্রীজগদানন্দ শ্রীগতজীবন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জগদীশ [স] বি পরমেশ্বর। 'জয় জগদীশ গোপীনাথের ঈশ্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জগদীশ্বর [স] বি জগতের ঈশ্বর; বিশ্বপতি। 'শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত।' দর্পণ, ১৮৩১।

জগদীশ্বরতা [স] বি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য। 'জগদীশ্বরের জগদীশ্বরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, ন্যায়পরতার বিধান নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জগদীশ্বরী [স] জগদীশ্বরী, সম্বোধনে ই-কার। বি স্ত্রী জগতের ঈশ্বর। 'কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয়মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশ্বরী পূজা হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। 'দেবীর সম্মুখে কৃতজ্ঞগণ হইয়া কহিল, জগদীশ্বরী।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জগদীশ্বরো [স] বি জগতের ঈশ্বর। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জগদগুরু [স] বি গুরোধা। 'কাট সাহিত্যের জগদগুরু।' প্রমথ, ১৯১৭।

জগদল [স] ১ বিণ অতিশয় ভারী। 'তিল তিল করি জগদল সে পাখাণ ফেলোছি সরোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি মস্ত পাথর। 'জগদল হয়ে চেপে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জগদলন [স] বিণ খুব ভারী। 'ভাবিস এ কি রইবে বকে চেপে জগদলন-শিলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জগদল পাথর [স] জগদল+স প্রস্তর। বি তুরুভার পাথর। 'একটা জগদল পাথর চাপাইয়া দিলে সহিস্ত্র ভারতবর্ষই কেবল তাহা মার্জনা করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জগদল পাষণ [স] বি সহজে নড়ানো যায় না এমন পাথর। 'প্রতিভার উৎসমুখে পৈতৃক বৃত্তির জগদল পাষণ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

জগদ্ধাত্রী [স] ১ বিপ ত্রী পরম পালক। 'অমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩। ২ বি হিন্দুদেবী বিশেষ। 'যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য তনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জগদ্বাসী, জগদ্বাসী [স] বি পৃথিবীর বাসিন্দা। 'জগদ্বাসী শতলক ডক্তের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। 'ওঠ রে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাভল'। *নজরুল*, ১৯২৬।

জগদ্বিখ্যাত [স] বিণ জগতের সর্বত্র এসিদ্ধ। 'ফিনিশিয়ার জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক পোতবনিকেরা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

জগদ্বিনাশী [স] বিণ বিশ্বধ্বংসী। 'সেই কোণ হইতে জগদ্বিনাশী কড় উঠিবৈ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

জগদ্ব্যাপক [স] বিণ বিশ্বব্যাপী। 'তাহার ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাভীত শক্তি মাত্র।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

জগদ্ব্যাপার, জগদ্ব্যাপার [স] বি জাগতিক বিষয়। 'জগদ্ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। 'কল্পনাবলে সাধারণ জগদ্ব্যাপারের ভিতর অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

জগদ্ব্যাপিনী [স] বিণ ত্রী পৃথিবীর সর্বত্র পরিবাস্ত। 'এইরূপে আমার কলঙ্কবোধনা, ক্রমে ক্রমে, জগদ্ব্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জগদ্ব্যাপী, জগদ্ব্যাপী [স] বিণ বিশ্বব্যাপী। 'ও জগদ্ব্যাপী পরমপুরণ্ড থাকবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। 'অসম্ভব এই জগদ্ব্যাপী সৌন্দর্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জগদ্ব্যাপ [স] বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'তুই হউ দেব জগদ্ব্যাপ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

জগদ্ব্যাপ [স] বি পৃথিবী। 'এই জগদ্ব্যাপে এলয়জলবিজলে নিলীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

জগদ্ব্যাপ [স] ক্রিবিণ জগৎজুড়ে। 'জ্বিল করে মুক্ত করে সর্বজগদ্ব্যাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

জগদ্ব্যাপী [স] বিণ সর্বত্র বিরাজিত। 'আয় মা শ্যামা জগদ্ব্যাপী।' *নজরুল*, ১৯৩২।

জগদ্ব্যাপাতা [স] বি জগতের মাতা। 'সেইকণ্ঠে ভক্ত-অন্তরে রমা জগদ্ব্যাপাতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

জগদ্ব্যাপাতা [স] বিণ বিশ্বের কাছে মান্য। 'কোথাও এরূপ ব্যক্তি জগদ্ব্যাপাতা হইবেন...'। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জগদ্ব্যাপিচুড়ি [জগা+বিচুড়ি] বি পাঁচমিলাশি। 'তার বদলে সর্বত্র জগদ্ব্যাপিচুড়ির পরিবেশন হইবে।' *ধূর্জটি*, ১৯৩৫।

জগদ্ব্যাপ [স] বি জগত। বি শুদ্ধ। 'তবে হে দয়ালে ব্রাহ্মণের জগদ্ব্যাপ না লবো কোন কালে।'। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জগদ্ব্যাপি [স] বি জগতঃ? বি বাধা-বিষয়। 'ক্রেতাদেশ দূরপথ জগদ্ব্যাপি অপার।'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জগদ্ব্যাপি [স] জগৎ? বি পেশাজীবী জাতিবিশেষ। 'আসি পুর ওজরাটে বৈসে জগদ্ব্যাপি।'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জগদ্ব্যাপি [স] যজ্ঞ। বি ভোজ। ওঁস, ১৭৮৫।

জগদ্ব্যাপ [স] বি যে স্থানের তৃণ খাওয়া হয়েছে। 'দাবদাহে জগদ্ব্যাপ দক্ষমর।'। *বিষ্ণু*, ১৪৪১।

জঘন [স] বি কোমর। 'ওরু জঘন নিতম উরু করিকরে।'। *বড়ু*, ১৪৫০।

জঘনক বিণ জঘনের। 'ওরুয়া কুচভরে চল উলটপদ নীন জঘনক তার রে।'। *গোবিন্দ*, ১৬০০।

জঘনা [স] বি কটিদেশ। 'অশ্রুদলিগত স্থগিত জঘনা।'। *কমলাকান্ত*, ১৮২০।

জঘন্য [স] জঘন+য ১ বিণ নোংরা। 'পৃথিবীজগৎ শোণিতে দূষিত হইয়া অতিমাত্র জঘন্য হইয়া থাকে।'। *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ বিণ ঘৃণিত। 'এমন কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিলেই, এ জঘন্য ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন।'। *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ৩ বিণ গুরুতর। 'এক রকম জঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ...।'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ বিণ হেয়। 'এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে।'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

জঘন্যতম [স] বিণ ঘৃণ্যতম। 'কুটুম্ব-মাংস ভক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জঘন্যতম পাণাচরণ পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখে নাই।'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

জঘন্যতা [স] বি ঘৃণা। 'আমি জঘন্যতার জলনিধি।'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

জঘন্যতাবোধ [স] বি নোংরাতির উপলব্ধি। 'আরো জঘন্যতাবোধ, অস্বস্তি মরিয়া হতাশা।'। *হাসান*, ১৯৬৫।

জঙলা [স/ফা জঙ্গল] বিণ অমার্জিত। 'না হয় সুরও আমাদের জঙলা হোক।'। *ধূর্জটি*, ১৯৩১।

জঙলী বিণ অভ্যাসিত। 'ওরকম জঙলী লাড়ি মানুষ রাখে কেন।'। *মুক্তভাষা*, ১৯৪৯।

জঙ্গ [ফা] ১ বিণ যুদ্ধে কাজে লাগে এমন। 'জঙ্গ ডিনা লইআ তারা বাণিজ্যেরে আইসে।'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'ডিনা জঙ্গ গটে আর নৌকা কত পরকার যথায় তথায় কারখানা।'। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ বি যুদ্ধ। 'ইমাম এজিদ জঙ্গ হইবে আলবত।'। *গব্বী*, ১৭৬৫।

জঙ্গবাজ [ফা] বিণ যুদ্ধবাজ। 'বড় জঙ্গ বাজ ছিল আপনা মতলব।'। *গব্বী*, ১৭৬৫।

জঙ্গম [স] ১ বি প্রাণী। 'বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা।'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিণ গতিশীল। 'হাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম।'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জঙ্গমশক্তি [স] বি প্রাণশক্তি। 'মুরোগীয়া চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের হাবর মনের উপর আঘাত করল।'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জঙ্গল [স/ফা] বি অরণ্য; বন। ওঁস, ১৭৮৫। 'লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন।'। *রামরাম*, ১৮০১।

জঙ্গলভা [জঙ্গল+স তা] বি আগাছার প্রাধান্য। 'উপবনে জমা হোক জঙ্গলভা।'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জঙ্গল-নীতি [জঙ্গল+স নীতি] বি বর্বরতা। '... আজ এই জঙ্গল-নীতির প্রবর্তন করিতেই কোমর বাধিয়া প্রস্তুত হইতেছেন?'। *আজাদ*, ১৪৪২।

জঙ্গলবিধি [জঙ্গল+স বিধি] বি বনভূমিবিষয়ক আইন। 'জঙ্গল বিধি দ্বারা কাঠসংগ্রহ নিষেধ, নিজ ব্যবহারের জন্যও লবণ প্রস্তুত করিতে নিষেধ ... অসম্ভব শুদ্ধ স্থাপন।'। *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জঙ্গলভরা [জঙ্গল+ভরা] বিণ জঙ্গলময়। 'অন্ধকার দিয়ে রাতি গ্রাম

নগর জঙ্গলভরা পৃথিবীকে সাবধানে ঘিরে রেখেছে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

জঙ্গলভূমি [জঙ্গল+স ভূমি] বি বনভূমি। 'টাকি অঙ্গলের রক্তক জঙ্গলভূমি।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

জঙ্গলময় [জঙ্গল+স ময়] বিণ সমস্ত জঙ্গল ভূড়ে আছে এমন। 'গভাঘুমুর অস্তবৈদীর উত্তরভাগে জঙ্গলময় দেশ।' *অক্ষর*, ১৮৮৮।

জঙ্গলমহল, **জঙ্গলমহাল** [জঙ্গল+আ মহল] বি সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা বনাঞ্চল। 'সাহেব জিলা জঙ্গলমহলের জঙ্গ মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'এদের উপজীবিকাই হচ্ছে ... জঙ্গলমহাল বন্দোবস্ত নিয়ে চাষাবাস করা।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

জঙ্গলা [জঙ্গল+] ১ বিণ জঙ্গলাকীর্ণ। 'জঙ্গলা জাণা তোমাকে কুটী করিতে পাঠা দীলাম।' *বোগল*, ১৭৭০। ২ বি সংগীতের রাগিনীবিশেষ। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টঙ্গা, নর্রা, জঙ্গলা, গজল ও রেজা গাইয়া পন্থীকে কণ্ঠিত করেন।' *গান্ধী*, ১৮৫৯।

জঙ্গলাকীর্ণ [স] বিণ কোপঝড়ে ঢাকা। 'নীলমনি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটা।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

জঙ্গলাবৃত্ত [স] বিণ জঙ্গলে ঢাকা। 'জঙ্গলাবৃত্ত বাগিয়াড়ি টিলা।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

জঙ্গলি, **জঙ্গলী** [জঙ্গল+] ১ বি যারা জঙ্গলে বাস করে। 'জঙ্গলিরা পূর্ববাহি প্রব্রা বিনিময় দ্বারা ব্যবসায় করিয়া থাকে।' *অক্ষর*, ১৮৮৮। ২ বিণ জঙ্গলে অনেক। 'জঙ্গলী লতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জঙ্গুলে [জঙ্গল+] বিণ জঙ্গলপূর্ণ। 'একটি জঙ্গুলে জায়গা হল আমার প্রথম কর্মস্থল।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

জঙ্গি, **জঙ্গী** [স] জঙ্গী ১ বি সৈনিক; যোদ্ধা। 'ভিড়নে চলিল জঙ্গি বাইক হাজার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিণ যুদ্ধবাহী। 'নির্ভয়ে রচনা করে জঙ্গী কাব্য এ মাটির বুকে।' *সুকাণ্ড*, ১৯৮৮। ৩ বিণ যুদ্ধরত। 'জঙ্গমাং জঙ্গী জেট ছিড়ে বুড়ে যায় নীলমাকে।' *শ্যামসুর*, ১৯৭২।

জঙ্গিরাজ বি দুষ্ট রাজা। 'নিজ বলে প্রথমে মারিল জঙ্গিরাজ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জঙ্গীবাদী [স] জঙ্গী+স বাদী বিণ যুদ্ধবাহী। 'দোষ বিজ্ঞানী অটো হানের নয়, দোষ জঙ্গীবাদী হিটলার, তোজো ...।' *সংগত*, ১৯৪৫।

জঙ্ঘ [স জঙ্ঘা] বি হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। 'জঙ্ঘে জঙ্ঘে দিয়া, পায়েরে ছানিয়া বাশের উপর চড়ে।' *চন্দ্র*, ১৫৫০।

জঙ্ঘা [স] বি হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। 'জঙ্ঘা সুশ্লিষ্ট অতি।' *সুশতান*, ১৭০০।

জঙ্ঘা [স] বি বিচারক। 'প্রধান জঙ্ঘ শ্রীযুত ইষ্ট সাহেব ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

জঙ্ঘ-আদালত [স] জঙ্ঘ+আ আদালত বি দেওয়ানি বিচারালয়। 'জঙ্ঘ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

জঙ্ঘকোট [স] বি জঙ্ঘকোট-ডবন। 'সে জঙ্ঘকোটের সামনে দিয়া বিজলি-বাতি ঘরের কাছে আসিয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

জঙ্ঘকোট উকিল [স] জঙ্ঘকোট+আ ওয়াকিল বি জঙ্ঘকোটে মামলা পরিচালনা করেন এমন আইনজীবী। 'বড়ো জোঁর, পাটকলে পদস্থ কেরানী, জঙ্ঘকোট উকিল হয়াও-বা।' *বিষ্ণু*, ১৯৪১।

জঙ্ঘপণ্ডিত [স] জঙ্ঘ+স পণ্ডিত বি ইরেজ বিচারকের সাহায্যকারী হিন্দু আইনের ব্যাখ্যাদাতা পণ্ডিত। 'তাহারা আদালতে জঙ্ঘপণ্ডিতের

পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জঙ্ঘমোট [স] বি বিচারের রায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জঙ্ঘসাহেব [স] জঙ্ঘ+আ সাহিব বি বিচারক মহোদয়। 'জঙ্ঘসাহেব ... প্রজাপালক সচিবচারক লোকোপকারক।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জঙ্ঘ গণ [স] গণ্য বি গোষ্ঠারি অস্পষ্ট শব্দ। 'জঙ্ঘ গণ জঙ্ঘ গণ গণপদবচন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জঙ্ঘন [স যজ্ঞ] বি হিন্দু সম্প্রদায়ের যজ্ঞ-পূজাদির কাজ। 'জঙ্ঘন জাজন বেদ পঠে অধ্যয়ন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঙ্ঘিয়তি [স] জঙ্ঘ+বি বিচারকের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'হাইকোর্টের শ্রুত জঙ্ঘ জঙ্ঘিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শ্রুত জমিদার ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২; 'বড় হয়ে তোকে জঙ্ঘিয়তি করতে হবে না।' *শরৎ*, ১৯১৪।

জঙ্ঘর [স জঙ্ঘর] বিণ ক্রিষ্ট; কাতর। 'সিত্যার সোকে রঘুনাথ জঙ্ঘর সরিরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঙ্ঘ [স যজ্ঞ] বি যজ্ঞ; পূজার অঙ্গবিশেষ। 'আরদিনে মৌনজঙ্ঘ করিল গদাধর।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কেমতে নিধা জঙ্ঘ না দেখি উপায়।' *হ্যাগহেড*, ১৭৭৮।

জঙ্ঘদান [স যজ্ঞ-দান] বি যজ্ঞের দান। 'তুমি জপ তুমি তপ তুমি জঙ্ঘদান।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঙ্ঘভূমি [স যজ্ঞভূমি] বি যজ্ঞের ক্ষেত্র বা স্থান। 'অটহালে জঙ্ঘভূমি ত্রাসি চিলিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঙ্ঘশালা [স যজ্ঞশালা] বি যজ্ঞের স্থান। 'জঙ্ঘশালে জঙ্ঘ জ্ঞা করএ ব্রাহ্মণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঙ্ঘস্থান [স যজ্ঞস্থান] বি যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'কস্যপের জঙ্ঘস্থানে দেব হসি মুনিগনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঙ্ঘ [স যোগ্য] বিণ যোগ্য। 'পুণ্ড্রি মজল নাহি তার জঙ্ঘ পতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

জঙ্ঘো [স যেন] ১ অব্য যেন। 'বাম নয়না জঙ্ঘো ভেল দুতে ও দাহন রহ লজাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ অব্য যদি। 'হম জঙ্ঘো জানিতও কানুক রীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জঙ্ঘাল [স অঙ্ঘা] ১ বি উপদ্রব। 'বড়ই সব জঙ্ঘাল আর টোটা দান।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি অঙ্ঘাট। 'আবাল গোপাল না কর জঙ্ঘাল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ বি আবর্জনা। 'প্রাণপথে পৃথিবীর সরাব জঙ্ঘাল।' *সুকাণ্ড*, ১৯৪৮।

জঙ্ঘালজাল [স অঙ্ঘা+স জাল] বি কামেলাসমূহ। 'বিসেনী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জঙ্ঘালজালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জঙ্ঘাল-ঝকি [স অঙ্ঘা+স ঝকি] বি কামেলা। 'হাজার জঙ্ঘাল-ঝকির মাঝে পড়ে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জঙ্ঘালমুক্ত [স] বিণ আবর্জনাহীন। 'জমিকে জঙ্ঘালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জঙ্ঘালাবদ্ধ [স জঙ্ঘাল-আবদ্ধ] বিণ আবর্জনাযুক্ত পরিপূর্ণ। 'সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঙ্ঘালাবদ্ধ।' *মুক্তবাবু*, ১৯৪৯।

জট [স] ১ বিণ বিশৃঙ্খলভাবে জড়িয়ে গেছে এমন। 'পাঁচ ঠাণ্ডি তাঁড়ুর রাখিল জট চুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি জটিলতা। 'শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন।' *শরীফ*,

জট ছাড়ানো কি জটিলতা মোচন করা। 'কী করলে জট ছাড়ানো যাবে, জঙ্ঘাল দূর হবে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জট পড়া ১ ক্রি জট পাকিয়ে যাওয়া। 'প্রস্থি খুলতে গেলে তাতে আরও জট পড়ে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিণ জড়িয়ে গাঁট হয়েছে এমন। 'জট-পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

জট পাকানো কি তালগোল পাকিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা। 'তুই আবার এক কী জট পাকিয়ে বসে আছিস।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জটবাঁধা বিণ জড়িয়ে গাঁট হওয়া। 'জটবাঁধা খুল কালো বটাগছতলে।' সুকুমার, ১৯১৮।

জটমোচন বি জটিলতা দূরীকরণ। 'শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন।' মুরশিদ, ১৯৭০।

জটলা [স জট] ১ বি জঙ্ঘলা। 'অস্ত্র-কাননের মধ্যে দস্যুদল জটলা করিতেছে।' বরিয়, ১৮৬৮। ২ বি ভিড়। 'বাড়িটাতে গিয়ে জটলা করে বসলেই যেন আপাততঃ সংসারের সমস্ত অভাব দূর হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বি অনেকের সমাবেশ। 'জটলা করে ভীরে রাখাল এসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি সম্মিলন। 'সুরে-বেসুরে খণ্ডে-খণ্ডে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মিনির জটলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জটা [স] ১ বি বিশৃঙ্খল চুলের গুচ্ছ। 'কেশপাশে নির্জা বেলু কনয়া কুমুমে বাঁধী জটা।' বড়ু, ১৪৫০: 'তোমার মুখখানা বিন্দী জটাতা ছিল।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বি বুরি। 'বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জটাক [স] বি খোঁপা। 'সিরে ধরে জটাক বসন বাকল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জটাকাঙ্ক্ষা [স] বি চুলের জটার নড়াচড়া। 'সে যেন উলসিত হবার জটাকাঙ্ক্ষা।' নজরুল, ১৯২৬।

জটাজাল [স] ১ বি চুলের জটারাশি। 'চন্দ্রহৃৎ-জটাজালে অহিলা যেমতি জাহ্নবী।' মাইকেল, ১৮৬৬: 'ধূলয়া ধূসর রক্ত উভীন পিঙ্গল জটাজাল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি জটিলতা। 'চিত্তার এলোমেলো জটাজাল অন্ধকারে হামাতাড়ি দেওয়া পর্যন্ত বিবৃত।' শওকত, ১৯৫৮।

জটাজুট [স জটাজুট] বি জটারাশি। 'জটাজুটময়ী জয়া যাত্রা-শিরোমণি।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'জটাজুট করিল মুকল।' আলোড়ল, ১৬৮০।

জটাজুটধারী [স জটাজুটধারী] বিণ জটাবদ্ধ চুলের অধিকারী। 'প্রাণে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জটাজুটবতী [স জটাজুটবতী] বিণ স্ত্রী জটাবদ্ধ চুলের অধিকারী। 'জটজুটবতী জে যাত্রিক-শিরোমণি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জটাজুট [স] বি চুলের জটারাশি। 'নিজে তত্ত্বাক্ষর বর্ণাভ, তৎপন্যচ্য আত্মবিশ্বাসিত পিঙ্গল বর্ণ জটাজুটধার।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

জটাজুটধারী [স] বিণ জটাবদ্ধ চুলের অধিকারী। 'জটাজুটধারী এক পৌনে-ঘোলা-আনা নাগা সন্ন্যাসী।' নজরুল, ১৯৩১।

জটা-ঝোলা বিণ জটা খুলে পড়েছে এমন। 'জটা-ঝোলা বটের ডালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জটাতাকা বিণ জট দিয়ে আবৃত। 'তোমার মুখখানা বিন্দী জটাতাকা

ছিল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জটধার [স] বিণ জটা ধারণ করেছে এমন। 'উন্মত্ত শাশত জটধার চিতাখিল গায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জটধারণ [স] বি চুল জটা করে রাখা। 'মদারি-সম্প্রদারী লোকে জটধারণ, তন্মলেনপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সখিদা সেবন করিত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জটধারী [স] বিণ জড়ানো গুচ্ছাকৃতি চুলের অধিকারী। 'কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটধারী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জটানিঃসূত [স] বিণ অবিন্যত লম্বা কেশরাশি থেকে নামা। 'হোক জটানিঃসূত অগ্নিভুজঙ্গম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জটাপাক [স] বি জটাজাল। 'শূন্যাক্ষরা নীরে বিভবিত জিহ্বাসার বক্র জটাপাক।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

জটাবন্ধল [স] বি গাছের জড়ানো-পাকানো ছাল। 'রামকেও জটাবন্ধল ধারণ করিতে হইয়াছিল।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

জটা বুড়ি বি চুলে জটা আছে এমন বুড়ি। 'ধোয়ার কুটিল জটা বুড়ির চুলের মতো কেবলই পাকিয়ে উঠছে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

জটভার [স] বিণ জটামুক। 'নবি মোরা জটভার চিকুংক বেনী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'জটভার মস্তকে গোপি করিয়া গমন।' মালাধর, ১৫০০।

জটভ্রষ্ট [স] বিণ জটা থেকে পতিত। 'গেছে উড়ে জটভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নবিহ্বল।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

জটাময় [স] বিণ বিশৃঙ্খল। 'ধীরে ধীরে মহারশ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জটারাশি [স] বি চুলের জটগুচ্ছ। 'দীর্ঘ জটারাশি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জটাইবুড়ি [স জটা+বুড়ি] বি স্ত্রী জটধারী বুড়ি। 'ইকুমাশি গুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জটাই [স জটায়] বি রামায়ণে উল্লিখিত পাখিবিশেষ। 'সেখিতে জটাই পক্ষ আর কথা দূরে।' মালাধর, ১৫০০।

জটায়ু [স] বিণ রামায়ণে বর্ণিত পাখিবিশেষ। 'বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ের-শিকিল-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ু পাখির মতো ডানা আছড়ে ঝটপট ঝটপট করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জটিল [স] ১ বিণ অসমকালো: জটাকালো। 'কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদে এক প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ পৈচানো: জটবাঁধা। 'জটিল সে তরু বটে কুটিল ত নয়।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বিণ যন্ত্রণাময়। 'কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ দুর্ভাগ। 'রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিবৃত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ বিণ ভয়ানক। 'কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বিণ কুটিল। 'আমরা জটিল চের হয়ে গেছি।' জীবন, ১৯৪২। ৭ বিণ গুরুতর: কঠিন। 'নূতন জ্ঞানাজানির ভিতর দিয়া দেশের অনেক জটিল সমস্যা সহজ মীমাংসার পথে আসিবে।' আল্লাদ, ১৯৪২।

জটিলখুরি বি জটপাকানো চেনসমূহ। 'দীর্ঘতর বট, এমন জটিলখুরি ...।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

জটিলতম [স] বিণ অত্যন্ত জটিল। 'বৃহত্তম অনুভব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভব, জটিলতম অনুভব হইতে অতি বিশদতম অনুভব ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। '... একটি জটিলতম আলোচ্য বিষয়।'

মোহাম্মদী, ১৯৩১।

জটিলতর [স] বিপ অপেক্ষাকৃত জটিল। 'ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত জটিলতর সম্ভব থাকে যে, বালিকা নিকট ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'ক্রমে সমাজজীবন জটিলতর হল।' শিব, ১৯৫০।

জটিলতরো [স] জটিলতর। বিপ অধিকতর জটিল। 'মামলাকে জটিলতরো করিয়া খুশিমতো মীমাসার দিকে ...।' মানিক, ১৯৩৭।

জটিলতা [স] বি দুর্বোধতা। 'ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংগ্রহ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জটিলতাপূর্ণ [স] বিপ গোলমালে। 'ভারতের অবস্থা এখন জটপাকানো জটিলতাপূর্ণ।' নজরুল, ১৯২২।

জটিলতামুক্ত [স] বিপ সরল। 'ব্যাপারটাকে জটিলতামুক্ত করবার জন্য জিনিশগুলি খুলে ধরে ...।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

জটিলমস্তক [স] বিপ মাথায় জটামুক্ত। 'জটিলমস্তক বট চারিদিকে ঘুরি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জটিল্য [স] বিপ স্ত্রী কুটবুদ্ধিসম্পন্ন; দক্ষাল। 'জটিল্য শাস্ত্রী খুন্সি গোড়াইয়া তাঁহার গায়ে ...।' বামোবাখিনী, ১৮৮৬।

জঠর [স] ১ বি পেট। 'হেনক নরক সুন জঠর জননি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি গর্ভ। 'জই কালে জলিলাঙ যশোদা-জঠরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি গরুর। 'একটু হেসে-খেসেই ভরে যায় এর মনের জঠর।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জঠরঙ্কাল [স] বি ক্ষুধার যন্ত্রণা। 'প্রবাসীরা জঠর-ঙ্কালয় ব্যাকুল হয়য়া ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জঠরদেশ [স] বি পেট। 'স্বাভাবিক তার জঠরদেশ - স্নীতির কোন চিহ্ন নাই সেখানে।' শওকত, ১৯৫৮।

জঠরযন্ত্রণা [স] বি প্রসববেদনা (এখানে মুদ্রণবিষয়ক বিজ্ঞাপকের অভিজ্ঞতা)। 'মুদ্রাযন্ত্রের জঠরযন্ত্রণার হাত সে এড়াইল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

জঠরলগ্না [স] বিপ উদরসংলগ্ন। 'রাত্রির জঠরলগ্না। হায়াচ্ছন অপরসংভার।' শামসুর, ১৯৫৯।

জঠরস্থ [স] বিপ উদরে অবস্থিত; গর্ভস্থ। 'তাহার জঠরস্থ মোহরসে অঙ্গে অঙ্গে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জঠরহতাশ [স] বি ক্ষুধার যন্ত্রণা। 'পরের উজ্জ্বল লয়ে ঢালিনু জঠরহতাশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জঠরায়ি [স] বি ক্ষুধার তাড়না। 'জঠরায়ির বাড়া তো আর অগ্নি নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জঠরাল [স] জঠর-অনল। বি ক্ষুধার তাড়না। 'জীবত জঠরানলে ছাওয়াল না মানে।' মালাধর, ১৫০০।

জটি [স] জোড়া। বি টিকটিকি। মাদেনাএল, ১৭৪৩।

জঠর [স] জট>। বিপ শক্ত। 'যার মাংসে জঠর ও বিশ্বাস।' বিজুতি, ১৯৩৭।

জঠর [স] জঠর>। বি পেট। 'কিসের আওন? জঠরেরে।' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

জড় [স] ১ বিপ আতরিকতাহীন। 'কাঁহা ঔচাখ্যের পূর্বে জড়-ব্যবহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি একর। 'চারি পাচ মুগ্ধ মোর হইয়া গেল জড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি মূল। 'শত হাত পতাকা উপরে যার জড়।' রূপরাম, ১৭৫০। ৪ বিপ অজ্ঞান। 'তিনি পতদিশের জড় বুদ্ধির ন্যায় তাহাদিশের বুদ্ধিও এ প্রকার নির্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া

দিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৫ বিপ বিকলঙ্গ। 'তদবস্থায় তাঁহার যে দুই সজান জন্মে, দুটিই জড় হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিপ নিশ্চান। 'বিচারপতি সাহেব বুদ্ধিজীবী মানুষকেও জড় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করেন।' অক্ষয়, ১৮৫১। ৭ বি বস্তুর উপাদান। 'মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ জড়িয়াই সংসার নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৮ বি বন্ধ। 'মহারাজ জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৯ বিপ গুণীকৃত। 'নিজের ক্ষুধার অন্ত আনিয়া চরণে করিব জড়?' জমীম, ১৯৩১।

জড়কণা [স] বি বস্তুকণা। '... জ্যোতির্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, জনরূপে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

জড় করা [স] বি জোড়া করা। 'জড় করে আনি সব, থাক সেই আশাতে।' সুকুমার, ১৯২০।

জড়জগৎ [স] বি বস্তুরূপ। 'ইউরোপে ঘোর মেটেরিয়ালিজমের যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

জড়তা [স] ১ বি আড়ষ্টতা। 'জিত্যার জড়তা কিবা মনের বাসনা।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি প্রাণনিতা। 'লোকের অন্তঃকরণ জড়তায় আচ্ছন্ন হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জড়তাক্রান্ত [স] জড়তা-আক্রান্ত। বিপ জড়তায়ত্ত। 'দুর্ময় চারিগিকেই সমাবেশের মূলেও সমাজ জড়তাক্রান্ত হতে পারে।' শিব, ১৯৫৬।

জড়তাপ্রায়ু [স] বিপ জড়তায়ত্ত। 'বুদ্ধির জড়তাপ্রায়ু, বাহ্যবস্তুর সন্নিবেশ আপনাদিগের আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জড়তাশিলা [স] বি জড়তা রূপ পথর। 'আত্মার আলোকচ্যুত জড়তাশিলা।' ফররুখ, ১৯৪৬।

জড়তানু্য [স] বিপ আড়ষ্টতাহীন। 'পাখির মতো জড়তানু্য দৃষ্টি নিয়ে জগে উঠতে পারে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

জড়তাহারী [স] বিপ আড়ষ্টতা দূর করে এমন। 'মুখের জড়তাহারী কে আর এমন।' গুজ, ১৮৫৮।

জড়তু [স] ১ বি নিষ্ক্রিয়তা। 'আমারে ডুবরে দেয় জড়তুর তলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি জড়তা। 'অভ্যাসের জড়তু হঠাৎ এক মুহূর্তের ... কেন যে একটুখানি ছিড়ে জানি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জড়তুজনক [স] বিপ স্থবির; জড়পদার্থের ন্যায়। 'এমন জড়তুজনক জিনিষ আর কিছু নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জড়তুজরী [স] বিপ স্থবিরতাকে জয়কারী। 'জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী - / জাগে জড়তুজরী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জড়তুনাশা [স] বিপ জড়তা-নাশক। 'এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়তুনাশা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

জড়তুপ্রাণ [স] বিপ আড়ষ্টতাপূর্ণ। 'পৃথিবীর প্রচলিত ও জড়তুপ্রাণ নীতির বিরুদ্ধে।' হাই, ১৯৫৪।

জড়তুপ্রাণি [স] বি আড়ষ্টতা। 'তাতে অনুভূতির স্বচ্ছতাসাধনের চাইতে অনুভূতির জড়তুপ্রাণির সম্ভাবনাই বেশি।' শিব, ১৯৫০।

জড়দেহ [স] বি স্থূল দেহ। 'আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

জড়দেহী [স] বিপ অচেতন দেহের মতো। 'ভুলে থাকি শিশু, মোহে, নীচতায়, রূপ জড়দেহী।' শক্তি, ১৯৬১।

জড়ধর্ম [স] বি জড় পদার্থের স্বভাব। 'আমাদের মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেকটা পরিমাণে জড়ধর্ম আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জড়দী [স] *বিণ* জড় বুদ্ধিসম্পন্ন। 'নিতান্ত জড়দী না হলে এই অসামান্য সংঘটনকে অস্বাভাবিক করা একেবারেই অসম্ভব।' *শিব*, ১৯৫৬।

জড়নিদ্রা [স] *বি* জড় পদার্থের মতো নিশ্চলতা। 'আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ ... আবর্তিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জড়পদার্থ [স] *বি* অচেতন পদার্থ। 'জড়পদার্থ ঘটিত কার্য্য বিবিধ প্রকার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৮৮।

জড়-পিণ্ড [স] *বি* জড়পদার্থ। 'বাস্তবিক উহা পৃথিবীর তুল্য এক প্রকাণ্ড জড়-পিণ্ড।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জড়পিণ্ডবৎ [স] *বিণ* জড় বস্তুর মতো। 'বর্তমান কালের ন্যায় জড়পিণ্ডবৎ করিতে সমর্থ হয় নাই।' *এডুকেশন*, ১৮৮৬।

জড়পুত্তলিক [স] *বিণ* প্রাণহীন পুতুলের মতো। 'জড়পুত্তলিক ও মনুষ্যের বর্ককার অবস্থায়।' *সংগীত*, ১৮২৬।

জড়পুঞ্জ [স] *বি* জড় বস্তুর উপাসনা। 'নরপুঞ্জার, জড়পুঞ্জার, প্রতীক ও প্রকৃতিপুঞ্জার।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৬।

জড়প্রকৃতি [স] *বিণ* জড়ের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জড়প্রতিমা [স] *বি* প্রাণহীন প্রতিচ্ছবি। 'আমাদের মনে জ্ঞাত না থাকিলেও তাহার জড়প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাঁট বজায় রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জড়প্রথাবন্ধন [স] *বি* প্রাণহীন নিয়মের বন্ধন। 'কেবল পূর্বাণুপ্রচলিত জড়প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

জড়বৎ [স] *১* *বিণ* জড়ের মতো। 'স্পন্দনহীন জড়বৎ নীরব মশাররক্ষ', ১৮৮৫। *২* *বিণ* স্থির। 'শব্দ উচারণে আত্মহার্য্য হইয়া জড়বৎ ভগ্নাঙ্গমাত্র থাকিতে হইতেছে।' *মশাররক্ষ*, ১৯০৮।

জড়বস্ত্র [স] *বি* অচেতন পদার্থ। 'চন্দ্র সূর্য্যাদি জড়বস্ত্রের আরাধনা ...' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

জড়বাদ [স] *বি* দেহাত্মবাদ; আত্মার চেতনাত্মক অবিদ্যা। 'বাঁট জড়বাদের মধ্যে বুদ্ধির একটি সত্যতা আছে।' *ধূর্জটী*, ১৯৩১।

জড়বাদী [স] *বিণ* আত্মার চেতনাময়তায় বিশ্বাস করে না এমন; বস্তুরাদী। 'আজিকার জড়বাদী জগতের পক্ষে উপলব্ধি করা একবারে মুশ্কিল ব্যাপার।' *জয়ন্তী*, ১৯৩০।

জড়-বিজ্ঞান [স] *১* *বি* জড় পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। 'উনবিংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অমূল্য উন্নতি।' *সবুজ*, ১৯১৭। *২* *বি* বস্তুরাদ। 'পুরাতন জড়-বিজ্ঞান ও দর্শন নির্বাসিত করত হলে।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪০।

জড়বিশ্ব [স] *বি* নিশ্চাপ বস্তুরাজ্য। 'অনন্তর জড়বিশ্বে জেগে থাকে মানুষ চেতন।' *সূর্য্য*, ১৯৩৩; 'আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিষয়ের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

জড়বিষাদ [স] *বি* জড়তা আচ্ছন্ন বিষাদ। 'মোচন করে জড়বিষাদ মোচন করে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জড়বুদ্ধি [স] *বি* নির্বুদ্ধিতা। 'যারে দিলে জড়বুদ্ধি বচনে নাইক সিদ্ধি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

জড়ভরত [স] *১* *বি* স্থূলবুদ্ধি ও জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তি। 'গাড়ীতে বসিয়া জড়ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৯; 'এ রকম

স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪। *২* *বি* পৌরাণিক রাজাবিশেষ। 'আমার বাবার মুখে শোনা জড়ভরতের উপাখ্যান।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

জড়ভাবাপন্ন [স] *বিণ* জড়তাপ্রাপ্ত। 'সজীব বস্ত্র কিরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

জড়ময় [স] *বিণ* জড়নির্মিত। 'তাহাও এক অমূল্য জড়ময় বস্ত্র, অন্তরীক্ষে অতি দ্রুতবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জড়মুগ্ধ [স] *বি* অচেতন পদার্থ। 'মানুষ তো জড়মুগ্ধ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জড়যবনিকা [স] *বি* অন্ধকারের পর্দা। 'যবে আলোতে আলোতে লীন হত জড়যবনিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

জড়রাজত্ব [স] *বি* প্রাণহীনতার রাজত্ব। 'জড়রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

জড়রূপে ক্রিয়ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে। 'অষ্টমেত জড়রূপে ভরষ অবতরি।' *মালাধর*, ৫৫০০।

জড়শক্তি [স] *বি* প্রাণহীন শক্তি। 'জড়শক্তি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দূর্ব্ব্যবতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জড়শয্যা [স] *বি* অলস শয্যা; কর্মহীনতার শয্যা। 'সে তার জড়শয্যা থেকে বিদূষ দিয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জড়শয়ন [স] *বি* জড়ের মতো নিদ্রা। 'সুবিদীর্ণ প্রান্তরের বন্ধের উপর ... জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

জড়শীলতা [স] *বি* ভীত ও আড়ম্বর। 'পবিত্রদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্বেষ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ হয়ে গিয়েছে সেই পবিত্র।' *মুক্তাবা*, ১৯৫২।

জড়সংস [স] *জড়* ১ *বিণ* আড়ম্বর। 'জঙ্ঘর হইয়া কাঁপিতে অবস্থক অর্থাৎ জড়সং হইয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। *২* *বিণ* কুঁচকানো। 'আমরা ভয়ে জড়সং হইব না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'জ একটু জড়সং করিয়া।' *বহির্ম*, ১৮৭৮। *৩* *বিণ* ভীত। 'অসির শাসনে মোরা হব জড়সং।' *জয়ন্তী*, ১৯৩১। *৪* *জড়সংস*।

জড়াবস্থা [স] *জড়* অবস্থা। *বি* স্থিরতা। 'পূর্ববর্তী জড়াবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক বৈষম্য ... রেনেসাঁকে চিহ্নিত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

জড়োপাসক [স] *জড়-উপাসক*। *বিণ* জড় বস্তুর আরাধনাকারী। 'ঐক্যবিশীল, জড়োপাসক নির্বীর্ণ নগণ জাতিতে পরিণত করবে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

জড়া [স] *জট* ১ *বি* কুণ্ডলী। 'বাহির হইতে পথ নাই নাগে করিছে জড়া/লিখিতে গণিতে নারি যত আছে বড়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। *২* *বিণ* জড়ানো। 'অটবেকি গুঞ্জির কড়া, পায়েতে ঘুঞ্জর জড়া।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

জড়াও [স] *বি* হিমা-মণি-মুক্তা ঝটিত গহনা। 'কএক আদম জড়াও দ্রব।' *কালপে*, ১৭৮৫।

জড়াও জিগা *বি* মূল্যবান মণিঝটিত অলংকার। 'জড়াও জিগা, সিরপেচ, মুক্তার মালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

জড়াজড়ি [স] *জট* ১ *বি* জাপটী-জাপটি। 'ময়ে ময়ে হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি ক্ষিতিপড়ি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *২* *বি* ঘনিষ্ঠভাবে লাগালাগি অবস্থা। 'জীবদেহ বট অশ্বথের গাছ জড়াজড়ি করি ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। *৩* *বি* আলিঙ্গন। 'মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে নিয়ে পালনের

মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'নিজের চোখে বউ আর বন্ধকে জড়াওড়ি করিতে দেখিলেও ...' মানিক, ১৯৪০।

জড়ানো, জড়ান [স জট>] ১ ক্রি জড়িয়ে ধরা। 'হাথ পাথ গল জড়ী রাখিল তথাখি' বড়ু, ১৪৫০। ২ বেষ্টন করা। 'জড়াউ কামরে পটা' আলোওল, ১৬৮০। ৩ ক্রি আচ্ছন্ন হওয়া। 'আলস্যে পিড়িত দেবি নিদ্রাও জড়িল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ ক্রি জটিল করা। *মনোএল*, ১৭৪৩। ৫ ক্রি প্যাঁচিয়ে যাওয়া। 'দেবাহ কসার গঙ্গা যে ডেঙ্গার নিকট হইয়াছিল তাহাতে জড়াইয়া পড়িল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৬ ক্রি পরিধান করা। 'জড়াও পৈছা ৪ ছড়া' দর্পণ, ১৮২২। ৭ ক্রি সম্পৃক্ত করা। 'তুমি এসো, দাঁও যোগ বাধার মতন জড়াও চরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৮ ক্রি পাকানো। 'তার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল বোঁপা হইতে বিশিষ্ট করিয়া লইয়া আচ্ছলে জড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৯ ক্রি আশ্রয় করা। 'কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিম্মাসা করিল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জড়িয়ে আসা ক্রি আড়ষ্ট হওয়া। 'তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জড়িয়ে-জড়িয়ে ক্রিবিণ আড়ষ্টভাবে। 'কথায় কথায় ইনিযে-বিনিযে লতিযে-লতিযে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জড়িয়ে-পড়া ১ ক্রি আটকা পড়া। 'বপ্লের জালে বার্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ মিশে-থাকা। 'আমার বিধে হালের জীবনে জড়িয়ে-পড়া নিভাঙ্গ আপনার মানুষটিকে হারাতে হবে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ বিণ বাঁধা-পড়া। 'সে অশ্বখের আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জড়িয়ে-মড়িয়ে ক্রিবিণ ভালো-মন্দ মিশিয়ে। 'সবসুদ্ধ জড়িয়ে-মড়িয়ে কাইরা টুরিস্টজনের ভূষণ।' *মুক্তভা*, ১৯৫২।

জড়াপটকি বি বিশৃঙ্খল। 'নানা স্নেহের এহেন জড়াপটকি বাধানো ...' *সম্ভব*। প্রথম, ১৯১৪।

জড়ালসভাবে [স] ক্রিবিণ নিক্রিয় আলস্যের সঙ্গে। 'নিবান্দী সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেন্দারায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জড়ি [স জরীনা] বিণ সোনা। 'হীরা জড়ি চান্দোয়া যে মাণিক্য শেখন।' *সুতান*, ১৭০০।

জড়িপাড় [স জরীনা+পাড়া] বিণ সোনালি পাড়যুক্ত। 'এককোণে চওড়া জড়িপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

জড়িত [স] ১ বিণ বচিৎ। 'হিরাওঁ জড়িত/রতন কুজল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ পরিহিত। 'অসুখিজড়িত মোর আছে পলকডমণি/এই হেতু হাথে মোর না শাইল ফণী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বিণ মিশ্রিত। 'সুরলে জড়িত বিষ দুই স্বরতর।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৪ বিণ আবদ্ধ। 'দরিদ্র ভারত দুচ্ছেদা ঋণজালে জড়িত।' *অক্ষয়*, ১৮৬৬। ৫ বিণ পড়া। 'সরমে জড়িত জিহ্বা, বচন না সরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৬ বিণ সংশ্লিষ্ট। 'যোগাৎ ও তুরস্কের সহিত হিন্দুর কোন স্বার্থ জড়িত নাই।' *হোলতান*, ১৯২৩।

জড়িতকর্ত [স] বি ধরা-গলা। 'জড়িতকর্তে মুকি আবাব জিম্মাসা করে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

জড়িতবিজড়িত [স] বিণ সম্যকভাবে সংশ্লিষ্ট। 'প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িতবিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকৃষ্ণ নির্মাণ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জড়িতমিশ্রিত [স] বিণ ভালোমেল-পাকানো। 'মানবের ভাব সমৃদ্ধ প্রকৃত সত্য জড়িতমিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জড়িতশ্বর [স] ১ বি জড়িয়ে গেছে এমন কর্ত্তশ্বর। 'বিছানার চারি দিকে হাত বুলিয়ে জড়িতশ্বরে বললেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি টানাবাদ। 'বই বুলে একঘেয়ে জড়িতশ্বরে পড়তে শুরু করল।' *হাসান*, ১৯৩০।

জড়িবড়ি, জড়িবুটি [স জটা+স বটী] বি শিকড় বা জড় থেকে তৈরি ওষুধ। 'জড়িবুটির পুঁটি হাতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায়।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮; 'রাজবেলা তার জড়িবড়ি ওষুধের পাটা ঘষিতে ঘষিতে আসিলেন।' *রসমী*, ১৯৬০।

জড়িমা [স] ১ বি জড়তা। 'বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দবিহীন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'স্মরণে জড়িমা জায় দূরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি আবেশ। 'জড়িমা জড়িত তনু।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

জড়িমা-জড়িত [স] বিণ আড়ষ্ট; জড়তায় আচ্ছন্ন। 'কি কারণে শকাব্দরময় জড়িমা-জড়িত ভাষা মনে করেন।' *প্রথম*, ১৯১৩।

জড়ীভূত [স জড়>] ১ বিণ জড়তায় আচ্ছন্ন। 'আপন সঙ্গেতে জড়ীভূত হইয়া ...' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ বিণ সম্পদনহীন; চেতনা নেই এমন। 'আমাদের জড়ীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ বিণ আচ্ছন্ন; হতবুদ্ধি। 'বিবম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ৪ বিণ উৎসাহহীন। 'জড় অভ্যাসের জালে প্রতিদিন জড়ীভূত হয়ে পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জড়ুল [সি] বি শরীরের তিলের চেয়ে বড়ো চিহ্ন। 'শিরিছে জড়ুলে, ফিহিছে তুরুর তিলে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

জড়ো [সি জটা>] বিণ জমা। 'করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁতি খুলে।' *ওসা*, ১৮৫৮।

জড়ো-হওয়া বিণ সমবেত। 'গেটের পাশে জড়ো-হওয়া কাঙালীরা হাসে।' *সুকাণ্ড*, ১৯৪৮।

জড়োপাসক *দ্র* জড়

জড়োয়া [সি জড়াউ] বি মণিমুক্তা বা মৃশাবান প্রস্তরাদি বচিৎ অলঙ্কার। 'আমাদের জড়োয়া চিক নিশ্চিত হইয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

জড়োসড়ো [স জটা>] ১ বিণ জীত ও আড়ষ্ট। 'কতকগুলি জড়োসড়ো ঘোমটোচ্ছন্ন স্ত্রীসংকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ সংকুচিত। 'জড়োসড়ো নিবোধ কাঁচুমাচু ভাব কিছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্মম ব্যবহার।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। *দ্র* জড়সড়

জগি [স যেন] অব্য যেন। 'সেজলি এহাক তপে।' বড়ু, ১৪৫০।

জং বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিনী সিন্ধু - তাল জং।' *মহাররফ*, ১৬৬৯।

জন্ত [স মাংস] ১ বিণ যত। 'হাথ দিঅ দেখে বড়ায়ি মোর কুলবরে/জন্ত বড় উপজিল জরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ যে পরিমাণে। 'জন্ত জন্ত করিতহ তত মন জাগ। অনুস এইন ভেল অনুরাগ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জন্তখন ক্রিবিণ যতো সময়; যে পর্যন্ত। *ওসা*, ১৭৮২।

জন্তদিন ক্রিবিণ যতোদিন। 'কট দেনে প্রান মোর জন্তদিন ধরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জন্তবার ক্রিবিণ যতোবার। 'জন্তবার মৈল গৌরী তাহার নিসান করি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জতোদী বি যতোটি। *ওসা*, ১৭৮২।

জন্তগৃহ [স জন্তগৃহ] বি লাফা বা গালা দিয়ে তৈরি ঘর। 'জুক্তি করি

ইন্দ্রগ্রহে জতগৃহ করে।' মালাধর, ১৫০০।

জতচীত [স যথোচিত] *ক্রি* যথোচিত। 'তাহাতেই জতচীত ভাবিত আছি।' ওর্সা, ১৭৭৯।

জতন [স যত্ন] ১ বি সাবধানতা। 'তোকা তেজিলো জতনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি চেষ্টা। 'না কর জতন/ সুন্দরী রাখা/ আক্ষাত না পাত মায়া।' বড়, ১৪৫০।

জতনে *ক্রি* যত্নে। 'বুদ কিছু ধার নিহ সয্যের ডবনে/ কাঁচড়া খুদের কীজি রাফিবে জতনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জতয় [স যাবৎ] *ক্রি* যথ-পরিমাণে। 'সম্ভ সিন্দুর আদি জতয় কঙ্কন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জতি [স যত্ন] অবা যদি (সম্ভাবনা অর্থে)। 'চলিতে না পার জতি গোড়ালার নারি।' মালাধর, ১৫০০।

জতু [স] বি লাক্ষা বা গালা। জতুগৃহ [স] বি লাক্ষা বা গালা দিয়ে তৈরি ঘর। 'জতু গৃহে মুঞি পক্ষ পাণ্ডবে রক্ষি'। বৃন্দা, ১৫৮০; 'হিংসকের বন্ধহার জতুগৃহে আনো অবকাশ।' নজরুল, ১৯২৮।

জতুঘর বি লাক্ষা বা গালা দিয়ে তৈরি ঘর। 'নির্বিরো দিয়ে পড়ে শৌচাচর অভ্যাসিক যৌথ জতুঘরে।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

জতুর ঘর বি জতুগৃহ। 'চতুর্থে জতুর ঘরে/ রাধিলা হামিদ খাঁরে/ আনলে দহিয়া পরীক্ষীলা।' বাহরাম, ১৬৫০।

জতুচিতি [স যথোচিত] *ক্রি* যথ উপযুক্তরূপে। 'কানু বোলে ঘুল মুখ কহি জতুচিতি।' মালাধর, ১৫০০।

জতেক [স যাবৎ] *ক্রি* যত্নে। 'জতনে জতেক ধন পাণে বটোরলু মেলি পরিজনে যায়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জতৌটীতে *ক্রি* যত্নে যত জায়গায়। 'চেষ্টা জতৌটীতে করিও বরচপরে ...।' ওর্সা, ১৭৭৯।

জন্তন [স যত্ন] বি যতন; আদর। 'পূর্বে নিসেদিল তোরে করিয়া জন্তন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জন্তনে *ক্রি* যত্ন সহকারে। 'তুঁতীএ গোছল অতি জন্তনে করিব।' বাহরাম, ১৬৫০।

জন্তু [স যত্ন] বি অগ্রহ। 'জন্তু করি আনিল তাহারে।' মালাধর, ১৫০০।

জন্তনে *ক্রি* যত্নে রসকে; সযত্নে। 'আর এক বর দিব পালিঘ জন্তনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জন্তেক *ক্রি* যত্ন সহকারে। 'মায় সময়ে জন্তেক খাএ চারি সহোদর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জন্তেন *ক্রি* যত্নে রসকে। 'নিবায় জন্তেন করি পাপিষ্ঠ আতনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জন্তো [স যত্ন] বি যত্ন। 'আমি ঘোড়া বে গীহাত জন্তো তনদামি করিছিলাম।' বোগল, ১৭৭০।

জথ [স যতি] *বি* যত্নে। 'সজীবে করহ গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ মোহব্রত জথ সতত্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জথা [স যথা] *ক্রি* যথোক্ত। 'আছএ অমৃত জথা নন্দন বনে।' মালাধর, ১৫০০।

জথাএ *ক্রি* যথোক্ত। 'জথাএ চলি জাগে তুঙ্কি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জথী *ক্রি* যথোক্ত। 'জথী আইলো সি তথা জানী।' চর্চা ৪৪, ১২০০।

জথাযোগ্য [স যথাযোগ্য] *বি* উচিতমতো। 'জথাযোগ্য জথাদান বিষ্ণুর সেবন।' মালাধর, ১৫০০।

জথাতথা [স যথাতথা] *ক্রি* যথ ইতস্তত। 'জথাতথা সয়ন অলস সুবেস রত।' মালাধর, ১৫০০।

জথাদান [স যথাদান] বি উপযুক্ত দান। 'জথাযোগ্য জথাদান বিষ্ণুর সেবন।' মালাধর, ১৫০০।

জথাবিধি [স যথাবিধি] *ক্রি* যথ নিয়মানুযায়ী। 'জথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল অবসান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জথি [স যথা] *ক্রি* যথোক্ত। 'জথি সোমো উপচার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জথোচিত [স যথোচিত] *ক্রি* যথোক্ত। 'জথোচিত দক্ষিণা দিল জতেক ব্রাহ্মণ।' মালাধর, ১৫০০।

জদি, জদী [স যদি] অবা যদি। 'তুঁই জদি কহসি করিএ অনুসল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সেহ জদি অল্প জ্ঞান করিল আমারে।' মালাধর, ১৫০০; 'জদী কোনো ইংরেজ লোক।' ক্যালসে, ১৭৮৯।

জদ্যপি, জদ্যপী [স যদ্যপি] অবা যদি। 'জদ্যপী ... তোমার কাজ কথক তথ্যত পড়িবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩; 'জদ্যপি ব্যক্তি ময়কুর আদায় না করে ... তবে নিলামে বিক্রী হবক।' ক্যালসে, ১৭৮৭।

জদ্যবি, জদ্যবি [স যদ্যপি] অবা যদিও। 'জদ্যবি ইন্তবা দিয় তবে আকীম কহিবেক তুমি কাহিল ...।' ওর্সা, ১৭৭৯; 'জদ্যবি।' ওর্সা, ১৭৮২।

জন [স] বি ব্যক্তি। 'ভাল বুলিবে তোরে শুণী কোন জন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি গণ। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' বড়, ১৪৫০।

জন-অরশ্য [স] বি বহু লোকের জড়। 'জন-অরশ্য হেরিছে হেলায় অচল-অটল-হবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জনকতক [স জন+স কতি] *বি* যথ কয়েকজন। 'জনকতক আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য সমাধা করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

জনকতো [স জন+স কতি] *বি* যথ কয়েকজন। 'একদিন হাটে যায় জনকতো মেয়্যা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

জনকয়েক [স জন+স কতি+স এক] *বি* যথ কয়েকজন। 'জনকয়েক পিয়াড়া হন হন করিয়া আসিয়া বরদাবাবুকে ঘিরিয়া ফেলিল।' প্যাগ্লী, ১৮৫৮।

জন খাটা [স জন+খাটা] *ক্রি* মজুরের কাজ করা। 'দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জনে জনে *ক্রি* যথ প্রত্যেককে। 'জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলাম ঘরে ঘরে।' মনিকরাম, ১৭৮১।

জনক [স] ১ বি পিতা। 'স্মরণে সক্ষম লোক জনক জননি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* সৃষ্টিকারী। 'উৎপন্ন জনক সে ব্যক্তি হয়।' সের্ঘি, ১৮৯৯।

জনক জননী [স] বি পিতামাতা। 'জনক জননী আর না করে তনুস।' রূপরাম, ১৭৫০।

জনকতাপসি [স] বি উৎপাদনশক্তি। 'জীবের জনকতাপসি অতি ভয়ানক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জনকতু [স] বি প্রবর্তনকারী। 'সেই জনকতুই তাঁর স্থিতি।' শরীফ, ১৯৭০।

জনকবর [স] বি পিতা। 'দাক্ষণ জনকবর আকুল হৃদএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

জনক-ভবন [স] বি পিতার বাড়ি। 'জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কী তার।' ওষ, ১৮৫৮।

জনকানুরাগ [স] জনক-অনুরাগ। বি পিতার প্রতি অনুরাগ। 'কন্যার জনকানুরাগে অখণ্ড বিশ্বাস করেন।' মুক্ততা, ১৯৬০।

জনকেশ্বর [স] জনক-ঈশ্বর। বি খ্রিস্টানদের দেবতা। 'জনকেশ্বর, তন্ময়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরত্ৰয় খ্রিস্টানদিগের উপাস্য দেবতা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জনকল্যাণ [স] বি সর্বসাধারণের কল্যাণ। 'তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই ...।' জীবন, ১৯৪০।

জনকল্যাণকর [স] বিণ জনগণের কল্যাণকর। 'দু' একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

জনকল্যাণবোধ [স] বি সর্বসাধারণের মঙ্গল করার উপলব্ধি। 'জনকল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ মহিলারা গ্রহণ করুন।' বৈশম, ১৯৪৯।

জনকল্যাণমূলক [স] বিণ জনহিতকর। 'গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক রট্টবাহুর প্রতি।' আজাদ, ১৯৫০।

জনকোলাহল [স] বি মানুষজনের শোরগোল। 'গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জনখানি বি শিষ্টাচার বিনিময়। মনোএল, ১৭৪৩।

জনগণ [স] বি জনসাধারণ। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সন্ত্রমভিলাষী হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

জনগণতান্ত্রিক [স] বিণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত। 'জনগণতান্ত্রিক বাঙাল্যদেশের মানুষ।' পাশা, ১৯৭১।

জনগণনেতা [স] বি জনগণের নেতা। 'জনগণনেতা হতে চায় হায় তারা।' নজরুল, ১৯৪১।

জনগণপতি [স] বি জনগণের প্রধান নেতা। 'ইহায্যে ভারতে জনগণপতি।' নজরুল, ১৯৪২।

জনগণমত [স] বি জনমত। 'জনগণমতে বিখিনিষেঘের বেড়ি পরাও।' সুভাষ, ১৯৪০।

জনগণমন [স] বি জনগণের মন। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

জনগণশেখ [স] বি গণদেবতা। 'আমি জনগণশেখের প্রচণ্ড কৌতুক।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

জনজঙ্গল [স] জন+ফা জঙ্গল। বি লোকজনের ঘনবসতি। 'রাস্তার দুপাশের জনজঙ্গলের ভিতর ...।' জীবন, ১৯৩১।

জন-জাগরণ [স] ১ বি গণ-জাগরণ। 'বর্তমান জন-জাগরণের যুগে এই বিচ্ছেদ।' মোহাম্মদী, ১৯৩৪। ২ বি গণ-অভ্যুত্থান। 'জনজাগরণে সদনবলেই মেনেছি হার।' সুভাষ, ১৯৪০।

জনজীবন [স] বি নাগরিক জীবন। 'আমাদের দেশের জনজীবনের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।' বৈশম, ১৯৭৭।

জনতন্ত্র [স] বি জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা শাসন। 'ডিমোক্রাসি কথাটার নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা - প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, জনতন্ত্র ...।' প্রমথ, ১৯২০।

জনতরঙ্গ [স] বি জনসাধারণের ডিঙি। 'জনতরঙ্গে আমরা ক্ষিপ্ত ঢেউ যেনিল।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জনতরঙ্গী [স] বি জনতারঙ্গ নৌকা। 'আজ আর তোলে নাকো/

জনতরঙ্গীর পাল।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জনতা [স] ১ বিণ ভিড়। 'এই বিশ্বযাপন বিষয় প্রত্যেক করিবার জন্যে লোক বড় ইচ্ছা করিয়া জনতা করিয়াছে।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি জনসাধারণ। 'বহু জনতা দেখিয়া কোপাবিষ্ট।' দর্পণ, ১৮২৪। ৩ বি অনেক লোকের সমাবেশ। 'লোকের এত জনতা হতো যে কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রী হয়েছিলো।' হেতোম, ১৮৬১।

জনতা-আঁধার [স] জনতা-অন্ধকার। বি জনতারূপ আঁধার। 'কোলাহল-কুৎসিত এ-নগরের ডিড়ে/ দুষ্টাঙ্গ জনতা-আঁধারে বার হয়ে এসে।' বিষ্ণু, ১৯৩২।

জনতা-উৎসব [স] বি জনতার আনন্দানুষ্ঠান। 'আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা-উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জনতা-কোলাহল [স] বি জনতার উচ্চশব্দ। 'জনতা-কোলাহল হইতে কল্পনাযোগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জনতা-জটলা বি আড্ডা। 'হৈ-হুয়া, জনতা-জটলা ডালে লাগে না।' অচিরা, ১৯৫০।

জনতা-জোয়ার [স] জনতা+স জলবৃদ্ধি। বি জনতারূপ জোয়ার। 'আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্রাণন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জনতাপাথার [স] জনতা+স প্রান্তর। বি জনসমুদ্র; জনসমাজ। 'দেবী, ছেড়ো না আমারে, যেহে না একেলা ফেলি জনতাপাথারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

জনতাময় [স] বিণ জনকীর্ত্ত। 'জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার উত্তমরূপে উদ্ভাসনা।' বুদ্ধ, ১৯৭১।

জনতা-মহারাজ বি জনতারূপ মহারাজ; শক্তিমান জনতা। 'জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জনতারণ্য [স] জনতা-অবস্থা। বি জনারণ্য; বহু লোকের ডিঙি। 'ওই নৈঃগমী - জনতারণ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জনতাসংঘ [স] বি জনগণ; নগরবাসী। 'ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ বন্ধনহীন মহা-আসন্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জনতাসমুদ্র [স] বি বিপুল জনতা। 'রাস্তায় রাত্রির অন্ধকার কালা বৃক জনতাসমুদ্রে ডুবে গেছে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

জনতা-সাগর [স] বি জনসমুদ্র। 'এ নিরাশ্রয় জনতা-সাগরে চুকেছে ভাসা রুদ্ধশ্বাস।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

জনতোষিণী [স] বিণ স্ত্রী জনতাতে তুষ্ট করে এমন। 'তার কবিতা হয়তো জনতোষিণী নয়, কিন্তু মনোতোষিণী।' অচিরা, ১৯৫০।

জনত্রাতা [স] বিণ জনগণের আগকারী। 'বৃটিশ এখন এখানে জনত্রাতা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জন-দরদ [স] জন+ফা দরদ। বি জনসেবা। 'জন-দরদ, পার্টি-মিটিং, বক্তৃতাও বহুকাল বন্ধ।' শক্তি, ১৯৬৯।

জনদাবী [স] জন+ফা দাবি। বি গণমানুষের দাবি। 'নৈতিক বিজয় ও জনদাবীর স্বীকৃতি সর্বত্র।' আজাদ, ১৯৫৬।

জনন [স] বিণ প্রজনন। জননযোগ্য [স] বিণ প্রজননের উপযুক্ত। 'যেখানে ইহাদের জননযোগ্য স্থান এবং রোগবীজের সংস্পর্শ সম্ভাব্য আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

জননশক্তি [স] বি জনুদানের ক্ষমতা। 'যৌবনের বন্দনা আমার সে কি শুধু জননশক্তির পূজা?' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

জনশাস্ত্র বি জন্মশাস্ত্র। 'হাঁ, জনশাস্ত্রের সৌন্দর্যনি নয়, এ জন্মেরই ব্যাপার।' হাসান, ১৯৬০।

জনশাস্ত্রিক [স] বি জনগণের নেতা। 'জনশাস্ত্রিক বলিয়া সর্বদা সভামঞ্চের উপরে আরোহণ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জননি [স জননী] বি মাতা। 'চোর জননি জুগে মনে মনে ঝাখগে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'জননির জঠরে দুগ্ধ না জাএ সহন।' মালাধর, ১৫০০।

জননিরাপত্তা [স] বিশ জনসাধারণের সুরক্ষা সংক্রান্ত। 'জননিরাপত্তা অভিশাপ বলে তাঁহাকে (ক্ষেত্রের ক্রাণ প্রসঙ্গে) আক্রান্ত, ১৯৬৪।

জননী [স] বি মা। 'পাক পাণ্ডবের ভৈরা কুন্তী জননী।' বড়ু, ১৪৫০।

জননীমাহি [স] বি জন্মনাড়ি। 'জননীমাহি কেটে যায় শিগিরই।' জীবন, ১৯৪৮।

জননীজঠর [স] বি মায়ের গর্ভ। 'জননীজঠরে আসিবার পূর্বে কোথায় কোন পথ।' ফজল, ১৯১৩।

জননী জন্মভূমি [স] বি জননীরূপ জন্মভূমি। 'জননী জন্মভূমির দুগ্ধ মোচনার্থে ঘেরুপ বন্ধ করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী [স] - মা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও গৌরবের বস্ত্র। 'অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকাক্রান্ত না হয় যে, জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'আমরা অন্য মা মানি না - জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

জননী-ব্রহ্মা [স] বিশ ক্রী মায়ের সমতুল্য। 'জননী-ব্রহ্মা জন্মভূমির পরিত্রাণ-সাধনের নিমিত্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জননীতিক [স] বি জননেতা। 'যুগের নিকটে ঋণ মনবিনিময় এবং নৃকুল জননীতিরের কথা।' জীবন, ১৯৪০।

জননেতা [স] বি জনগণের নেতা। 'তিনি একজন ব্রিটিশ বিরোধী জননেতা হন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জনপদ [স] ১ বি সমাজ। 'তবু আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত ...' রামমোহন, ১৮২১। ২ বি জনপদের মানুষ। 'কখন তনি নাই যে ছাত্রেরা যে প্রভাব করেন তথ্যবিশয়ের জনপদের গোপদেবের সম্ভাবনা না হয়।' ক্রৈমুদী, ১৮৩০। ৩ বি লোকালয়। 'হিমপ্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপর্যাপ্ত পথ, পক্ষী, ও মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি রাজ্য; প্রদেশ। 'সে সময় উল্লিখিত জনপদ-নিবাসীরা দারুণ দুর্ভিক্ষের পতিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জনপদকল্যাণী [স] বিশ ক্রী জনপদবাসীদের কল্যাণ করে এমন। 'জনপদকল্যাণী সরোজিনী।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

জনপদপীড়া [স] বি রাজ্যে অস্থিরতা। 'পরজাতীরেরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

জনপদপ্রাণী [স] বিশ জনসাংখ্যার ভিত্তি অধ্যয়িত। 'কোনো জনপদপ্রাণী জলোচ্ছ্বাসকে ডাকে।' হাসান, ১৯৬৭।

জনপদবধু [স] বি গাঁয়ের রবীন্দ্র। 'অনেকগুলি "জনপদবধু" তার সমুখে ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে।' বঙ্কিম, ১৮৯১।

জনপদবাসী [স] বিশ লোকালয়ে বাসকারী। 'যাহারা জনপদবাসী বিদ্যান অনুকূল প্রভাৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

জনপদাধিকার [স] জনপদ-অধিকার। বি জনসাধারণের অধিকার। 'জনপদাধিকার করণে ব্যক্তি হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২৮।

জনপদাধ্যক্ষ [স] জনপদ-অধ্যক্ষ। বি জনপদের প্রধান। 'মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং জনপদাধ্যক্ষ এবং গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজ্ঞাপনকে দৃঢ় দিয়া ধন সঞ্চয় করে।' রায়রাম, ১৮০২।

জনপদরম্পরা [স] বিশ জনসাধারণে প্রচলিত। 'জনপদরম্পরা বাক্যের অর্থটি ঘেরুপ বিপরীত হইয়া থাকে।' দিকপ্রকাশ, ১৮৬৯।

জনপদ্রী [স] বি আবাসিক এলাকা। 'জনপদ্রী নয় জায়গাটা।' শওকত, ১৯৪৬।

জন-পাষি [স] জন+স পক্ষী। বি জনতারপ পাষি। 'জন-পাষিদের কণ্ঠে তবুও আলোর অভ্যর্থনা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জনপিত্ত [স] বি অনেক মানুষের সম্মিলন। 'চলমান জনপিত্তের বেগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জনপীড়া [স] বি জনগণের ঠেলাঠেলি। 'আমি জনপীড়ায় অনিচ্ছায় সরছি শহরের দিকে।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

জনপূজব [স] বি শ্রেষ্ঠজন। 'জনপূজব আমার সমুখে আসিয়া গুরুগর্জনে বলিলেন।' প্রমথ, ১৮৯৮।

জনপূর্ণ [স] বিশ অনেক লোক আছে এমন। 'জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জনপ্রতি [স] ক্রিবিধ মাথাপিছু। 'ততুল আড়াই সের দিব জন প্রতি।' আলোড়ন, ১৬৮০।

জনপ্রবাহ [স] বি মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ। 'জনপ্রবাদে লোকের গুণাগুণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জনপ্রবাহ [স] বি জনগণের জীবনযাত্রা। 'রাজকুমার প্রাসাদ হইতে জনপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছেন।' জগদীশ, ১৮৯৪।

জনপ্রাণী [স] বি জীবজন্তু। 'এই বিজ্ঞান অরণ্যে ত জনপ্রাণীরও সম্ভার নাই।' মাইকেল, ১৮৭৪।

জনপ্রয়োজন [স] বি গণ-আকাঙ্ক্ষা। 'জনপ্রয়োজনে পাষ্টাতে হল নিয়ম ও আদর্শের ধরন।' শরীফ, ১৯৬৮।

জনপ্রচার্য [স] বিশ লোকসাংখ্যার অধিকার। 'জনপ্রচার্য ও সম্পন্নভায় মুর্শিদাবাদ ম্লান করে দিয়েছিল লণ্ডনকে।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

জন-প্রাণ [স] বিশ জনতার জন্য নিবেদিত। 'স্নেহজন্য জন-প্রাণ তুমি দেবপুত্র।' মাইকেল, ১৮৬৬।

জনপ্রাণী [স] বি মানুষজন। 'মাঠে জনপ্রাণীর আভাস নাই।' শওকত, ১৯৫৮।

জনপ্রাণীহীন [স] বিশ জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই এমন। 'তারা দুজনে যেন জনপ্রাণীহীন তৃণসায়ী হই গিয়া।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

জনপ্রিয় [স] বিশ জনসাধারণের নিকটে আদৃত। 'জনপ্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জনপ্রিয়তা [স] বি লোকপ্রিয়তা। 'আকস্মিক জনপ্রিয়তা তাকে এখানে ভুলিয়া রাখিবার জন্য।' মানিক, ১৯৩৬; 'ভাবাবেগ শাসিত বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ বটে।' হরি, ১৯৫৪।

জন-বসতি [স] বিশ জনগণ বাস করে এমন। 'এক একটি জন-বসতি এলাকা।' পাশা, ১৯৭১।

জনবহুল [স] বিশ জনাকীর্ণ। 'আট্টারা সুমাত্রার একটি সুবিকীর্ণ জনবহুল জাতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের

জন-বাহিনী

... ' ওয়াগী, ১৯৪৮।

জন-বাহিনী [স] বি জনসাধারণ। 'এদেশে জন-বাহিনী তাই নিম্নে বহু
তৈরি।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জনবিরল [স] বিণ কন্ড জনবসতিপূর্ণ। 'এই জনবিরল নির্বাসনেও টিনের
বলি চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জনভারাক্রান্ত [স] বিণ জনতার ভারমুক্ত; জনবহুল। 'জনভারাক্রান্ত ট্রেন
হেলদুলে প্রাতিফর্ম অতিক্রম করে।' ইন্দিয়াস, ১৯৭২।

জনভোজ [স] বি সর্বসাধারণের ভোজের অনুষ্ঠান। 'আমরা
হিন্দুসম্মানে জনসভা না করে জনভোজ করতুম।' অন্নদা, ১৯২৯।

জনম [স জন্ম] ১ বি জীবন। 'পুরুষ জনমে কৈল জলধি মথানে।' বড়ু,
১৪৫০। ২ বি জন্ম। 'হাম সাগরে তেজব পরাণ আন জনমে হোয়ব
কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জনম জনম [স জন্ম] ক্রিবিণ বহু জন্ম ধরে। 'জনম জনম
হসপৌরি অরাধনৌ সিব ভেল সকতি বিভোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জনমদিন [স জন্মদিন] বি জন্মদিন। 'বৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম।' গুপ্ত,
১৮৫৮।

জনমদুখিনী [স জন্মদুখী] বিণ স্ত্রী জন্ম থেকে দুঃখী। 'রাজার নন্দিনী
জনমদুখিনী/ ভিয়ারিনি বেশে ভ্রমে বনে বনে।' ক্ষীরোদপ্রসাদ,
১৯২৫।

জনম-দুখী [স জন্মদুখী] বিণ চিরদুঃখী। 'জনম-দুখী বিশ্ববাদের
অক্ষজলের ধারায় ভাসি।' কবীন্দ্র, ১৯৩১।

জনম-পাণ্ডা [স জন্ম-পাণ্ডা] বিণ (স্নেহার্থে) জন্ম থেকেই পাণ্ডা
হবারে। 'অজিঞ্জ আমার জনম-পাণ্ডা মা-নেওটা ছেলে।' নজরুল,
১৯২৪।

জনমভর [স জন্ম-ভর] ১ বি সারাটা জীবন। 'মনকে বুঝাইয়া সারি
জন্ম ভরে।' লালন, ১৮৯০। ২ ক্রিবিণ সারা জীবন ধরে। 'তুই কি
জনমভর এই রকম ব্যাপাই থাকবি।' নজরুল, ১৯২৪।

জনম-ভরা [স জন্ম-ভরা] ক্রিবিণ সারা জীবন ধরে। 'দুলিয়ে দিল
জনম-ভরা বাখা-অতলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জনমভূমি [স জন্মভূমি] বি জন্মভূমি। 'জননী জনমভূমি, সে তোমায়
হৃদয়ে রেখেছে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

জনমনুখা [স জন্ম]+স সুখা বি জনমরূপ সুখা। 'তুমি চন্দন
তোলালে বর জনমনুখার ধারা।' শক্তি, ১৯৬১।

জনমাবধি [স জন্ম]+স অবধি ক্রিবিণ জন্ম থেকে। 'বঞ্চিত
জনমাবধি জনক-সেবায়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জনমভূম [স জন+ম মজদুর] বি কাম্য; কৃষিপ্রসিক। 'প্রচুর ওদের
জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমভূম, পালপার্শ্ব, আদায়বিদায়।' রবীন্দ্র,
১৯২৯।

জনমগলী [স] বি লোকজন। 'সুবৃহৎ জনমগলী উপস্থিত ছিল।' রবীন্দ্র,
১৯০৭।

জনমত [স] বি জনসাধারণের অভিমত। 'ক্ষণে ক্ষণে উল্লিখিত জনমতের
অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করিনি।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

জনমত গড়া ক্রি জনসাধারণের সমর্থন আদায় করা। 'জনমত
গড়তে গিয়ে দেশের ভাষাকে তাদের প্রচারমুখী আদর্শের বাহন করে
তোলে।' হাই, ১৯৫৮।

জনমতামত [স] বি জনসাধারণের অভিমত। 'নিজেদের অপর

সবায়ের জনমতামতে ...' জীবন, ১৯৪৪।

জনমন [স] বি জনসাধারণের মন। 'মনের মধ্যে বহু জনমনের যে অখণ্ড
ধারাবাহিকতা।' শরৎ, ১৯১৭।

জনমননিধি [স জনমন্য] বি মানুষজন। 'গর্তে ঢুকে পড়ল পৃথিবীর
জনমননিধি সব।' জীবন, ১৯৪৮।

জনম্মা [স জন্ম] ক্রি জনস্বগ্রহণ করা। 'কিএ মানুষ পশু পাখিয়ে জনম্মিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **জনম্মিআ** ক্রি জনস্বগ্রহণ
করে। 'জনম্মিআ যেই জনে না লএ তান নাম।' আলাওল, ১৬৮০।
জনম্মিএ ক্রি জনস্বগ্রহণ করেছে। 'নরকূরে জন্মিএ তুমি বিদ্যাপর।' বাহরাম,
১৬৫০। **জনম্মিএ** ক্রি জনস্বগ্রহণ করে। 'পৃথিবিতে
জনম্মিএ আর কোন কাজ।' মাল্যধর, ১৫০০। **জনম্মিবি** ক্রি জন
নেবে। 'ফাতেমা এর গর্ভ হইব দুই নাতি জনম্মিবি।' বাহরাম,
১৬০০। **জনম্মিআ** ক্রি জনস্বগ্রহণ করে। 'রক্তের রোষবহিতে
জনম্মিআ।' নজরুল, ১৯৩৭। **জনম্মিয়ে** ক্রি জনস্বগ্রহণ করে। 'কিএ
মানুষ পশু পাখিয়ে জনম্মিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
জনম্মিল ক্রি জনস্বগ্রহণ করলে। 'দেব হৈয়া জনম্মিল নন্দের কুমার।' মাল্যধর,
১৫০০। **জনম্মিলা** ক্রি জনস্বগ্রহণ করলে। 'পুরুষতপবরে
তাহার উদরে জনম্মিলা মহামায়া।' ভারত, ১৭৬০। **জনম্মু** ক্রি
জন্মেছে। 'জনম্মু সেমার লতা বিনু নীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জনমানব [স] বি মানুষজন। 'কোনাথানে জনমানব নাই।' রবীন্দ্র,
১৯৩৩।

জনমানবশূন্য [স] বি মনুষ্যবিহীন। 'সেইসময় সেই জনমানবশূন্য
নিরক্ষর মরুভূমির মধ্যে পঙ্খীরগরে কে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'অতি
প্রাচীন ও জনমানবশূন্য অষ্টালিকা শ্রেণীর মতো দেখাচ্ছে।' হাসান,
১৯৭৪।

জনমানবহীন [স] বিণ জনশূন্য। 'জনমানবহীন অরণ্য।' বিজুতি,
১৯৩১।

জনমানুয [স জনমানুষ] বি সাধারণ মানুষ। 'সাধারণ কথা জনমানুযীর
কাছে বলে যায়।' জীবন, ১৯৪৪।

জনমাবধি ৮ জনম

জনমুনিশ, জনমুনীষ [স জনমন্য] বি অধীনস্থ কর্মচারী। 'গালাগাল
খেত জনমুনিশেরা।' শওকত, ১৯৪৬; 'কামলা বা জন-মুনীষদের
মুখে শোনা গীতের কয়েক চরণ অবিকল গাহিয়া সে সকলকে অবাক
করিয়া দিত।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৪৮।

জনমুদ্র [স] বি জনসাধারণের মঙ্গলার্থে মুদ্র। 'জনমুদ্রের ব্যাপারে তুমিই
আমারে এক বছর আগে ভাবাইয়া তুলছিল।' মনসুর, ১৯৫৫।

জনয়িত্রী [স] বি জনআদানকারী। 'সংঘম মানে পীড়ন আর পীড়ন
নিষ্ঠুরতার জনয়িত্রী।' মোতাহের, ১৯৫০।

জনরব [স] ১ বি লোকমুখে প্রচারিত কথা। 'লোক পরম্পরা মাত্র সিদ্ধ
জনরব প্রযুক্ত লোকের পাঠবিষয়ে দোষ জ্ঞান করিয়া ...' গৌর,
১৮২২। ২ বি কোলাহল। 'হুজুম উপস্থিত হইলে সকলে জনরব
করবে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বি উত্তেজক। 'হুবহাজের মুতার
জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি গুণবর।
'কী এজন্য জনরব শোনা গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

জনরাজ্য [স] বি জনতা। 'এদেশে বিপ্রবী আছে, জনরাজ্যে মুক্তির
সম্বাদী।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জনরেল [স] বি জনরেলো। 'গভর্নর জেনারেল; শাসক। ডানকান, ১৭৮৪।

জনশক্তি [স] বি সর্বসাধারণের শক্তি। 'হুরোপের রাজশক্তি, প্রজাশক্তি,

ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া ... ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

জনশিক্ষা [স] বি সর্বজনীন শিক্ষা । 'আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আর্থিক বলব না, তাকে বলব বৈজ্ঞিক' । রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে' । বেগম, ১৯৫০ ।

জনশূন্য [স] বিণ জনহীন । 'দুর্ভিক্ষ প্রকাণ্ডে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে' । অক্ষয়, ১৮৪৬; 'নর্যমান অত্যাচারে দেশ কতখানি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল' । রবীন্দ্র, ১৮৮১ ।

জনশূন্যতা [স] বি নির্জনতা । 'হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি, জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া' । রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি' । সূরীন্দ্র, ১৯৩২ ।

জনশ্রদ্ধেয় [স] বিণ জনগণ শ্রদ্ধা করে এমন । 'এই জনশ্রদ্ধেয় নেতার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য ...' । সওগাত, ১৯৪০ ।

জনশ্রুতি [স] বিণ বিখ্যাত । 'জনশ্রুতি শৈবিত্যের অগ্রদূত প্রতীকিত' । সূরীন্দ্র, ১৯৩১ ।

জনশ্রুতি [স] বি জনরব । 'জনশ্রুতি হইয়াছে যে ... সমারোহপূর্বক সম্পন্ন করিবেন' । দর্পণ, ১৮২৬ ।

জনশ্রেণী [স] বি মানুষের সমষ্টি । 'কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে' । রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

জনসংকুল [স] বিণ লোকপূর্ণ । 'ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, উর্বর, জনসংকুল' । রবীন্দ্র, ১৯৩৬ ।

জনসংখ্যা [স] বি বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা । 'তিনি, তাঁর স্ত্রী ... নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা' । রবীন্দ্র, ১৮৮১ ।

জনসংখ্যিত [স] বি লোকসংখ্যিত । 'জনসংখ্যিতের প্রবাহ সেও ছিল বহু শাখায়িত' । রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

জনসংঘ [স] বি সংঘবদ্ধ জনতা । 'জনসংঘের আঘাত' । রবীন্দ্র, ১৯৩৬ ।

জনসংঘাত [স] বি গণযুদ্ধ । 'সেই ভীষণ জনসংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মতো একক প্রাণী আর কে ছিল?' । রবীন্দ্র, ১৮৯৭ ।

জনসংঘের [স] বি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার । 'কংগ্রেসের গঠিত জনসংঘের কমিটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে' । আজাদ, ১৯৩৬ ।

জনসংকুল [স] বিণ জনবহুল । 'জনসংকুল স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে' । ওয়াশী, ১৯৪২ ।

জনসঙ্গহীন [স] বিণ নির্জন । 'গ্রাম্যবার্তা ভয়ে দ্বিতীয় জনসঙ্গহীন' । কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

জনসজ্জ [স] ১ বি সম্ভবদ্ধ জনতা । 'জনসজ্জের আঘাত' । রবীন্দ্র, ১৯০৫ । ২ বি জনগণ । 'এ বিরাট জনসজ্জের জীবিকা যোগাতে হইলে ইউরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের চাকা একদিনও অচল হলে চলবে না' । সূরজ, ১৯২০ ।

জনসভা [স] বি সর্বসাধারণের সমাবেশ । 'এখন জনসভার জন্য গদ্য উপনীত হইল' । রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

জনসভাপতি [স] বি জনসমাবেশের সভাপতি । 'জনসভা ও জনসভাপতিদের মধ্যে ভূদেববাবু ...' । রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

জনসমর্থন [স] বি জনসাধারণের পোষকতা । 'আমো গ্যামে পার্টির জন্য জনসমর্থন সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছিল' । মাহেনও, ১৯৪৯ ।

জনসমর্থনহীন [স] বিণ জনগণের সমর্থন নেই এমন । 'জনসমর্থনহীন এক বা একাধিক বিরোধীদের এই তৎপরতার

চ্যালেঞ্জ' । আজাদ, ১৯৬৮ ।

জনসমষ্টি [স] বি জনগোষ্ঠী । 'সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য-এশিয়ার অসিতচর্ম মানুষও আছে' । রবীন্দ্র, ১৯৩১ ।

জনসমষ্টিভূক্ত [স] বিণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত । 'রাজবংশী, চাকমা, জুমিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভূক্ত মানুষ' । এলামুল, ১৯৫৫ ।

জনসমাগম [স] বি অনেক লোকের জমায়েত । 'নানা জনসমাগম পুরে' । গিরিশ, ১৮৮৭ ।

জনসমাজ [স] বি লোকসমাজ । 'জন সমাজ পূজ্যা বারাদনাগপন্যা বকনাপেরায়ী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গলপস্বীকৃতবাসা' । ডাবানী, ১৮২৫; 'সুখে-দুঃখে বাধায়-বিষয়ে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত' । রবীন্দ্র, ১৯০৬ ।

জনসমাজপূজ্যা [স] বিণ স্ত্রী লোকসমাজে শ্রদ্ধার পাত্র বলে পূজনীয় । 'জনসমাজ পূজ্যা বারাদনাগপন্যা বকনাপেরায়ী প্রভৃতির নিকটে নববাবু গলপস্বীকৃতবাসা' । ডাবানী, ১৮২৫ ।

জনসমাবেশ [স] ১ বি বিরাটসংখ্যক লোকের একত্রে বাস । 'শহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিকীর্তি অগ্রপ্রত্যয়ের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত ...' । রবীন্দ্র, ১৯২৯ । ২ বি জনসভা । 'সেখানে জনসমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়' । বেগম, ১৯৭২ ।

জন-সমারোহ [স] বি জনসমাগম । 'বাণিজ্যের আড়ম্বর, মনোহর শোভা, জন্মোৎসব' । অক্ষয়, ১৮৪৮ ।

জনসমিতি [স] বি জনগোষ্ঠী । 'নিষ্কিট এক জনসমিতিতে বিভেদের পথে নিয়ে না গিয়ে ...' । ওয়ালেস, ১৯৪৩ ।

জনসমুদ্র [স] ১ বি বিপুল জনতা । 'এরূপ অগাধ জনসমুদ্রমধ্যে যখন চারি দিকে এরূপ শত্রুতা ও বৈরিতা' । হরপ্রসাদ, ১৮৮১ । ২ বি জনসংখ্যার আধিক্য । 'লন্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাটা খেলে' । রবীন্দ্র, ১৮৮১ ।

জনসমুদ্রতীর [স] বি জনতার ভিড় । 'তরঙ্গমন্ডিত জনসমুদ্রতীরে' । রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

জনসমূহ [স] বি জনসাধারণ । 'তিনি অবিলম্বে জনসমূহের সাহায্য পাত্র হইবেন' । দর্পণ, ১৮৩৫; 'তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় জনসমূহের উপমেষ' । অক্ষয়, ১৮৪২ ।

জনসম্প্রদায় [স] বি সকল শ্রেণীর লোক; সমাজ । 'জনসম্প্রদায় বলিতে যে পরিভাষা পার্থক্যে বুঝি' । রবীন্দ্র, ১৯০৫ ।

জনসম্প্রদায় [স] বি বিপুল জনতা । 'নীরব জনসাধারণ পুলিশ বেটীরা বাহিরে দাঁড়িয়ে' । মাহেনও, ১৯৪৯ ।

জনসাধারণ [স] ১ বি সাধারণ লোক । 'ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্ত বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল' । অক্ষয়, ১৮৫৪ । ২ বি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী । 'বাণিজ্য বহুলরূপে প্রচারিত হইলে জন-সাধারণ সীতাই তাঁহারের অনুগামী হইবে' । রবীন্দ্র, ১৮৭৯ । ৩ বি জনগণ । 'জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উজ্জ্বলিত হইয়া তরঙ্গের কার্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই' । রবীন্দ্র, ১৮৯৮ ।

জনসাধারণ [স] বি লোকসাধারণ । 'জনসাধারণে প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত' । রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

জনসাহিত্য [স] বি সাধারণ জনের জন্যে রচিত সাহিত্য । 'জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা' । নজরুল, ১৯৩৮ ।

জনসিংহ [স] বি জনতারূপ সিংহ; গণশক্তি । 'জনসিংহের ক্ষুদ্র নখর/হয়েছে তীক্ষ্ণ, হয়েছে প্রখর' । সুকান্ত, ১৯৪৮ ।

জনসেবক [স] বি সমাজসেবক। 'দেশ ও জনসেবকদিগকে চিরকাল ... ভক্তি করিয়া আসিয়াছে।' মনসুর, ১৯৩৫।

জনসেবা [স] ১ বি জনগণের সেবা। 'যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি জনহিতকর কাজ। 'জনসেবা মহৎ কার্যে সে জীবনে কোনও দিন যায় নাই।' মনসুর, ১৯৩৫।

জনশৈল্য [স] বি জনপদ। 'গিরিশিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবৃক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত জনহাসনের মধ্য দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জনস্বার্থ [স] বি জনগণের সাধারণ স্বার্থ। 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত হইতে জনস্বার্থের উদ্ধার।' আজাদ, ১৯৪৯।

জনস্বাস্থ্য [স] ১ বি দেশবাসীর স্বাস্থ্য বিষয়ক। 'জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী।' বেগম, ১৯৪৮। ২ বি জনগণের শারীরিক সুস্থতা। 'সবচেয়ে বড় কাজ হলো জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।' বেগম, ১৯৪৯।

জনস্রোত [স] বি জনতার গিড়। 'কোথা জনস্রোত! কোথা জীবনমরল! কোথা সেই মানবের অবিশ্রাম সুখদুঃখ-সম্পদ-তরঙ্গ উজ্জ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জনস্রোতঃ [স] বি মানুষের প্রবাহ। 'বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

জনহিত [স] বি জনগণের কল্যাণ। **জনহিতকর** [স] বি জনগণের কল্যাণমূলক। 'জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।' জগদীশ, ১৯১৭; 'নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

জনহিতব্রতী [স] বি সর্বসাধারণের কল্যাণকারী। 'খ্যাতনামা জনহিতব্রতী ব্যবসায়ী।' মনসুর, ১৯৪৫।

জনহিতৈষী [স] বি সর্বসাধারণের কল্যাণকারী। 'জনহিতৈষী লোকদের সূচ্যুতে শোক প্রকাশ করিবে।' মনসুর, ১৯৪০।

জনহীন [স] ১ বিণ আত্মীয়জন বিহীন। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বহুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বিণ লোকশূন্য। 'পথঘাট জনহীন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৩ বিণ শূন্য। 'তব জনহীন ভবনে থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জনহীনতা [স] বি নির্জনতা। 'এই সুনিষ্কণ্ড অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম কোণ দিয়ে পড়বার সময় অনেকগুলি বন্ধনে টান পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জনা [স জন] ১ বি জন। 'কে না বাঁশী বাএ বাড়ায় সে না কোন জনা।' বড়ু, ১৪০০। ২ বি প্রতিজন। 'বেদেও বুঝায় স্বর্ণ বোলে জনা জনা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জনাকীর্ণ [স] বিণ জনবহুল। 'হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবন আলি বিজন জনার পক্ষে।' মাইকেল, ১৮৬২।

জনাকীর্ণতা [স] বি জনবহুলতা। 'এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত।' সূর্য্য, ১৯৪১।

জনাফুল [স] বি মানুষ্যে পূর্ণ। 'পথটিকে জনাফুল করিয়া রাখিল।' মালিক, ১৯৩৬।

জনাদর [স] বি জনপ্রিয়তা। 'রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার প্রতি জনাদর হ্রাস পাইয়াছিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

জনানা [ফা জানানাহ] বি নারী। **জনানা** সোয়ারি বি নারীদের বহনকারী পালকি। 'একদিন সন্ধ্যার সময় বৈদ্যবাটী বাটার নিকট দিয়া

একথানা জনানা সোয়ারি যাইতেছিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

জনাঙ্কিকে [স] ক্রিবিণ (নাটকে) লোকের সম্মুখে কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য অভিনেতা জনতে না পার এমনভাবে। 'অনু।' (জনাঙ্কিকে) দক্ষিণা দিগুণ পাবে শীঘ্র দাও বিয়া।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জনাপবাদ [স] বি লোকনিন্দা; কলঙ্ক। 'তাহাতে জ্ঞাপিত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে তাহাদের জ্ঞপনের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া উঠে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জনায়াত্র [স জন-মাত্র] বিণ একজনও। 'সারাদিনে জনায়াত্র নেইকো খরিদার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

জনায় [স যবনালি] বি ডুটীজাতীয় শস্যবিশেষ। 'জনারের খেতে লাঙল থাময়ে গ্রাম্য চাষারি গুণিত তোমার বাণী।' জগীশ, ১৯৫১।

জনারণ্য [স] ১ বি মানুষের ভিড়। 'জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি লোকজন। 'নিঃশঙ্কিত, জনারণ্য উল্লিখি, সে চলে।' সৃষ্টি, ১৯২৯।

জনারোহণ [স] বি যানবাহন। 'আপনং জনারোহণে সেই স্থানে গেলে।' রামরায়, ১৮০১।

জনালায় [স] বি লোকালয়। 'জনালায় নেই ওদিকে, বাদাবন।' মনোজ, ১৯৬১।

জনি [স যেন] ১ ক্রিবিণ যেন না। 'পাছে জনি লোক উপহাসে।' বড়ু, ১৪৫৮। ২ অব্য যেন। 'দুঃহ মন মনোভাব পেয়ল জনি।' কৃষ্ণদাস, ১৮৩০।

জন্মিতা [স] বি জনক। 'অসংখ্য পতিকা যাহে জন্মিতা বিরলে।' গুণ, ১৮৫৮।

জনী [স যেন] অব্য যেন। 'পাছে জনী রোষ কর তোমো।' বড়ু, ১৪৫০।

জন্ম [স যেন] অব্য যেন। 'মেষমালা সয় ভড়িতলতা জন্ম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জন্মরবাজন [আ জন্মর] বি কোমরবন্ধের বাজন। 'জন্মরবাজন জেমন বাজে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জনেক [স জনেক] বিণ অনির্দিষ্ট কোনো। 'নাহি জনেক ভুবনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

জনেয়েল [সি] বি জেনারেলে। 'গবর্ণর জনেয়েল বহাদর ইংরেজী ১৮২৩ সালের মাহ মার্চের ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

জনৈক [স] বিণ কোনো এক। 'জনৈক মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ইহার অর্থকথা পালিভাষায় ... প্রস্তুত করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জনৈকা [স] বিণ স্ত্রী কোনো এক। 'একটি গ্রামের জনৈকা সম্রাট্টা মোহলেম মহিলাকে জানি।' বেগম, ১৯৪৮।

জনেচ্ছাস [স] বি উচ্ছ্বাসিত জনতার ঢল। 'দুই জনোচ্ছাস মিলে গিয়ে যে খণ্ড খণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েচে।' মুক্তবা, ১৯৬০।

জনেপকার [স] বি জনগণের উপকার। 'যথার্থ জনোপকার বটে।' দর্পণ, ১৮২৬।

জনেয়ার [ফা জানোয়ার] বি জানোয়ার। **জানোএল**, ১৭৪৩।

জন্মিস [সি] বি পাঙ্করোপ, যাতে চোখ ও ত্বক হলদে হয়ে যায়। 'মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্মিস জন্মায়।' অন্নদা, ১৯২৯।

জন্মন বি পরিমাপ। **জানোএল**, ১৭৪৩।

জন্মি, **জন্মী** ১ বি একপ্রকার বৃক্ষ ও তার ফল। 'ওপারে রে জন্মি গাছ

জন্মি বড় ফলে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'নদীর পারে জন্মিগাছটি তাতে জন্মি ফল ফলে।' অবন, ১৮৯৬। ২ বি ফুলবিশেষ। 'হাতে বেঁধেছিল জন্মীর ফুল কাঁখেতে মাটির হুড়া।' জসীম, ১৯৩০।

জন্ম [স] ১ বি পত। 'কোনো জন্ম তাতে না করএ জল পান।' বড়, ১৪৫০। ২ বি প্রাণী; জীব। 'মক্সা একপ্রকার জন্ম।' বিদ্যা, ১৮৫১।

জন্মজানোয়ার [স] জন্ম+জা জানোয়ার। বি হিংস্র জীবজন্তু। 'জন্মজানোয়ারের কিছু নাই।' মানিক, ১৯০৬।

জন্মতত্ত্ব [স] বি প্রাণীবিজ্ঞান। 'জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ও জন্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে ... সহায়তা করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জন্মধর্ম [স] বি জন্মের বৈশিষ্ট্য। 'তারা রইল জন্মধর্মের হাবর বেড়ার মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জন্ম-বিচারক [স] বি জন্ম হয়েও বিচারক। 'জন্ম-বিচারক মানুষকে কি নিকোথ বশবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

জন্ম [স] যন্ত্র ১ বি বাদ্যযন্ত্র। 'সিবিবুল নাচত অলিকুল জন্ম। খিজকুল আন পড় আসিষ মন্ত্র।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি যন্ত্র। 'সভাকে ভূধাই আমি জেন কাট জন্ম।' মালাধর, ১৫০০।

জন্মী [স] যন্ত্রী বি বাদ্যযন্ত্র বাজায় যে। 'জন্মীরা আপনাদের জন্মেতে দিবা রাতি বাদ্যোচ্চম করিতেছে।' রায়মর, ১৮০১।

জন্মণী [স] যন্ত্রণা বি যন্ত্রণা; কষ্ট। 'স্ত্রীকে জন্মণা দিয়া সংহার করিল।' রায়মর, ১৮০১।

জন্ম [স] ১ বিণ প্রসব সংক্রান্ত। 'জন্ম জাতনা দুঃখ অল্প করি মানি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি জীবনকাল। 'কোন জন্মে না জানহ গ্রহ-অভিমত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি ভূমিষ্ঠ হওয়া। 'চন্দ্রবৎসে জন্ম মোর হস্তিনার প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি সৃষ্টি। 'সকলে এক অপেক্ষাতে আছে যে কিছু অদ্বিত জন্ম তুরা উপস্থিত হইবেক।' তারিণী, ১৮০৩।

জন্ম-অকর্মণ্য [স] বিণ জন্ম থেকে অলস। 'আমিও জন্ম-অকর্মণ্য, কিন্তু লেখবার শক্তি স্বাভাবিক থাকতে আমি এ যাত্রা এক রকম করে তরে গেলুম।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জন্ম-অধিকার [স] বি জন্মগত দাবি। 'তাই তো ওদের আছে জন্ম-অধিকার যৌবনের জাদুকর রূপান্তরে।' বুদ্ধ, ১৯৪৪।

জন্ম-ইতিহাস [স] বি উৎপত্তির বৃত্তান্ত। 'কৃষ্ণৈশ্যায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্যক অপহরণ করে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; ভীকৃতার জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।' মানিক, ১৯৩৫।

জন্ম-একলা [স] জন্ম+একলা বিণ আজন্ম নিরসন। 'এই রকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জনতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জন্ম-এয়ো [স] জন্ম-অবিধবা বিণ চিরসধবা। 'জন্ম-এয়ো হও তুমি, রসবতী সতী।' গুণ, ১৮৫৮।

জন্মঋতু [স] বি জন্মের মৌসুম। 'এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মঋতু আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জন্মকালাবধি ক্রিবিণ জন্মের সময় থেকে। 'যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহাঙ্গণিকে বিদ্যাত্যাসকরণেই ইচ্ছাওদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহাদোষ্য হইতেছে। দর্পণ, ১৮৩০।

জন্ম-কাহিনী [স] জন্মকথনিকা বি জন্মবৃত্তান্ত। 'তাহার জন্ম-কাহিনীর বেদনা।' নজরুল, ১৯৩১।

জন্মকুঁড়ে [স] জন্ম+স কুঁড়া বিণ (কুঁড়ে) সবসময়ে অলস। 'আমি সুবোধকে বলিতাম জন্মকুঁড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জন্মকুণ্ডলী [স] বি জন্মপত্রিকা; কোঠী। 'আমার জন্মকুণ্ডলীতেও নাকি লগ্নে আছে চন্দ্রদেবতা।' তারা, ১৯৪০।

জন্মকোষ [স] বি গর্ভ। 'জন্মকোষের মাথো রহি শুধু এই করিয়াছি জপ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

জন্মকোঠি [স] জন্মকোঠী বি জন্মপত্র। 'জন্মকোঠিতে লেখা আছে।' বিতুতি, ১৯৩৭।

জন্ম-ক্রান্ত [স] বিণ চিরকালে ক্রান্ত। 'আমি এক জন্ম-ক্রান্ত লোক।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

জন্মক্ষণ [স] বি জন্মের মুহূর্ত। 'জন্মক্ষণ ও সন-তারিখ লইয়া গনহিতে গেলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জন্মখ্যাপা [স] জন্ম+ক্ষিপ্ত বি চির উন্মত্ত লোক। 'সে যে জন্মখ্যাপাদের মণজে মণজে দেশে দেশে দেখা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জন্মগত [স] বিণ সহজাত। 'এটে হয়তো আমার জন্মগত প্রকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জন্ম-গরিব [স] জন্ম+আ গরিব বিণ জন্ম থেকে গরিব। 'আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জন্মশিখ [স] বি যে বাড়িতে জন্ম হয়েছে। 'অতিকণিক জন্মশিখবাসের প্রথম শ্রুতিচিহ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জন্মশ্রবণ [স] বি জন্মলাভ। 'প্রভাকর একেবারে ধর্মক্ষেত্রী হন নাই কেননা ধর্মশ্রবণ করিয়া জন্মশ্রবণ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

জন্মনামা [স] বি যে এসে জন্ম হয়েছে। 'আমাদের জন্মনামাকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জন্মচিহ্ন [স] বি জন্মদাগ। 'বাড়ের কাছে লোমভরা মস্ত জন্মচিহ্ন।' মানিক, ১৯৪০।

জন্মজন্ম [স] ১ বি জন্মজন্মান্তর। 'যে প্রভু আমার জন্মজন্মের জীবন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ যুগ যুগ ধরে। 'মনে হয় জন্ম-জন্ম আছে এখানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

জন্মজন্মান্তর [স] বি এই জন্ম ও পরবর্তী অন্যান্য জন্ম। 'জন্মজন্মান্তরের যেন বসন্তের গীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

জন্ম জন্মান্তর [স] বি (হিন্দুতে) বর্তমান জন্ম এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য জন্ম। 'যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জন্মজন্মান্তরে ক্রিবিণ অন্য জন্মে। 'জন্ম জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই দুঃখ দিয়েছিলো।' রায়প্রসাদ, ১৭৮০।

জন্মজায়গা [স] জন্ম+যা জায়গা বি জন্মস্থান। 'ওদের জন্মজায়গা খুলনায় থাকেন।' মাল্লান, ১৯৬৮।

জন্মাতপস্বিনী [স] বি স্ত্রী চিরস্নানাসী। 'তোমার জন্মী কখনই জন্মাতপস্বিনী নন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

জন্মাতারকা [স] বি যে নক্ষত্রের প্রভাবকালে জন্ম। 'জন্মাতারকার ডাকে বারবার পৃথিবীতে ঘিরে এসে।' জীবন, ১৯৪০।

জন্মতিথি [স] বি যে তিথিতে জন্ম। 'বারমাসে আইল জন্মতিথি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জন্মদরিদ্র [স] বি জন্ম থেকেই যে গরিব। 'আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাত্তান্ত কথটা মুহূর্তেই ভুলে যাই ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জন্মদাতা [স] ১ বিপ জন্মদানকারী। 'জন্মদাতা পিতা নারে প্রায়দ্ধ খণ্ডাইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পিতা। 'সুশীলা জননী মোর তুমি জন্মদাতা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি কোনো বিষয়ের উদ্ভাবক বা সূচনাকারী। 'ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

জন্মদাত্রী [স] বি স্ত্রী জন্ম দিয়েছে যে। 'সে নারী আমারই জন্মদাত্রী।' নজরুল, ১৯৩১।

জন্মদান [স] ১ বি সৃজন। 'চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি জন্ম দেওয়া। 'দুই দিকপালের জন্মদান করিয়া জগৎবরণ্যা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

জন্মদাস [স] বি জন্ম থেকেই দাস। 'সে জন্মদাস নহে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জন্মদিন [স] বি জন্মের তারিখ। 'লোকপুণ্য হেতু তাঁর হইল জন্মদিন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জন্মদিনের পোশাক বি উলঙ্গ অবস্থা। 'আদুল গা, ধূলিলিঙ্গ গামছা পরনে, কেউ বা জন্মদিনের পোশাকে।' হাসান, ১৯৬৭।

জন্মদিবস [স] বি জন্মদিন। 'জন্মদিবসের আবর্তন হয়ে আসে সমাপন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জন্মদিবসাবধি [স] ক্রিবিণ প্রথম প্রকাশ থেকে। 'এই পরিকার জন্মদিবসাবধি।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

জন্মনক্ষত্র [স] বি (জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়কারণ নক্ষত্র। 'তারহে জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জন্মনালা [স] বি জন্ম দরজা। 'ঈশ্বরের জন্মনালা ভাব মনে মনে।' লালন, ১৮৯০।

জন্মনিয়ন্ত্রণ [স] বি জন্মনিয়ন্ত্রণ। 'জন্মনিয়ন্ত্রণ কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

জন্মনিরপেক্ষ [স] বি কোন বংশে জন্ম তার উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'ইংরেজরা ... শ্রমবিভাগকে করলো জন্মনিরপেক্ষ।' উমর, ১৯৬৬।

জন্মনিরোধ [স] বি জন্মনিয়ন্ত্রণ। 'জন্মনিরোধ না করলে কী ভীষণ অবস্থারই না সৃষ্টি হবে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

জন্মনির্ভর [স] বিণ যে বর্ণে জন্ম তার উপর নির্ভরশীল। 'ইংরেজপূর্ব যুগে ভারতবর্ষে শ্রমবিভাগ ছিল জন্মনির্ভর।' উমর, ১৯৬৬।

জন্মপাত্র [স] বি কোঠী। 'জন্মপাত্র দেখিয়া করিল আশীর্বাদ।' আল্লাওল, ১৬৮০।

জন্মপত্রিকা [স] বি কোঠী; ঠিকুজি। 'ভারতীয় জন্মপত্রিকা না দেখানো পর্যন্ত আমরা পাসপোর্ট দেব কি করে?' মুক্তবা, ১৯৫২।

জন্ম-পরিচিতি [স] বিণ জন্মলগ্ন থেকে চেনা। 'আমার জন্ম-পরিচিতি কলকাতা ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে।' সুকান্ত, ১৯৪১।

জন্মপট্টী [স] বি যে গ্রামে জন্ম। 'তাহার জন্মপট্টীর কথা ... যা আছে সেখানে।' বিজুতি, ১৯৩১।

জন্ম-পাগল [স] বিণ জন্ম থেকে পাগল। 'পতঙ্গ যদি বিচারক হত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জন্মশাপ [স] বি জন্মেই যে পাপের অংশীদার হতে হয়। 'যার নাম শ্রবনে খণ্ডে জন্মশাপ।' বাহরাম, ১৬৫০।

জন্মশূর্ব [স] বিণ জন্মের পূর্ববর্তী। 'তার অতীত জীবনের উপর

জন্মপূর্বের অন্ধকার নামে।' হাসান, ১৯৬৭।

জন্মবয়স [স] ক্রিবিণ জন্মের পর প্রথমবার। 'জন্মবয়সে আজ প্রথম আমাকে যেতে কথাটা বলতে এলেন।' মানিক, ১৯৩৬।

জন্মবার্ষিকী [স] বি জন্মের বর্ষপূর্তি। 'রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন।' কোম, ১৯৪৮।

জন্মবাসর [স] বি জন্মদিন। 'অপরূহ এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জন্মবিবরণ [স] বি জন্মবৃত্তান্ত। 'ত্রয়োদশে মহাশত্রুর জন্মবিবরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জন্মবীজ [স] বি সৃষ্টির সম্ভাবনা; তত্ত্ব। 'বাতাসে ভাসিছে যেখা জন্মবীজ, রতি-সমোহন।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

জন্মবৃত্তান্ত [স] ১ বি জন্মবিবরণ। 'শঙ্করাচার্যের জন্মবৃত্তান্তের বিষয়ে কিছু সংশয় আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি উৎপত্তির বিবরণ। 'জন্মবৃত্তান্তের ভাষায় আদ্যোপাত্ত জন্মবৃত্তান্ত কলহপূর্ণ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জন্ম-বোকার [স] জন্ম+ফা বোকার। বিণ চিরকর্মহীন। 'যে মানুষ জন্ম-বোকার ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জন্মবেদনা বি প্রসবকালীন ব্যথা। 'জন্মবেদনার তীক্ষ্ণযন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

জন্মভাঙ্গা বিণ তৈরির সময় থেকেই ভাঙা। 'জন্মভাঙ্গা ডিঙ্গে আমার কিশু ফুরালো জল হৈছে।' লালন, ১৮৯০।

জন্ম-ভিখারিনী [স] জন্ম+ভিক্ষারী। বি স্ত্রী জন্ম থেকে ভিখারী। 'জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল।' নজরুল, ১৯৩২।

জন্মভূমি [স] জন্মভূমি বি জন্মভূমি। 'তখির কারণে জন্মভূমিতে আসিয়া।' মাল্যবর, ১৫০০।

জন্মভূমি [স] ১ বি জন্মস্থান। 'জন্মভূমি জননী শরীরে গরীয়সী।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বসেদ। 'জন্মভূমিতে অন্তর্গত থাকিয়া কালাগণ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি উৎপত্তিস্থল। 'এ অঞ্চল বিদ্যাহিতার জন্মভূমি।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

জন্মমরণ [স] বি জন্ম ও মৃত্যু। 'আমরা জন্মমরণের অধীন। আমরা স্তুতিদিনায় আন্দোলিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জন্মমাত্রা [স] ক্রিবিণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে। 'জন্মমাত্রা এ চারি দিকের বেদে কাঠ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জন্মমাস [স] বি যে মাসে জন্ম হয়েছে। 'ভদ্র মাস আমার জন্মমাস।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

জন্মমুদ্রা [স] বি জন্ম থেকে অঙ্কিত। 'নানা পর্যায়ের জন্মমুদ্রা আছে বলেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জন্মমৃত্যু [স] বি জন্ম ও মৃত্যু। 'জীবের জন্ম মৃত্যু কর্মবশতো ...।' দর্পণ, ১৮২১।

জন্মমৃত্যুপরাঙ্গনা [স] বি জন্ম ও মৃত্যুর চক্র। 'জন্মমৃত্যু-পরাঙ্গনারূপ দুর্জনা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জন্মযাত্রা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের জন্মদিনে শোভাযাত্রা। 'জন্মযাত্রা, বাসযাত্রা - বিশেষ উৎসব।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

জন্ম-যাযাবর [স] বিণ জন্ম থেকে ভ্রমণে। 'উভয়ের মতো স্থাবর হতে তার আগুণি, সে জন্ম-যাযাবর।' অন্নদা, ১৯২৬।

জন্মলক্ষীছাড়া [স] জন্ম+স লক্ষী+ছাড়া। বি জন্ম থেকেই লক্ষীছাড়া

যে। 'আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষীহাড়া কি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জন্মলাগ্ন [স] বি জন্মের সময়কার লগ্ন। 'আমার জন্মলাগ্নে আছে চাঁদ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'আমার জন্মলাগ্নে কেতুর দশা চলছিল।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

জন্মলাভ [স] বি জন্মগ্রহণ। 'উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্মলাভ সার্থক হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

জন্মলীলা [স] বি জন্মবৃত্তান্ত। 'ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ-ধন জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জন্মশক [স] বি শকাব্দ অনুযায়ী জন্মের সাল। 'ঝড় পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

জন্মশত্রু [স] বি চিরকালের শত্রু। 'তারা জানলো তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা হিনিয়ে আনা হয়েছে মুসলমানদের জন্মশত্রু হিন্দুদের কাছ থেকে।' মুরশিদ, ১৯৭১।

জন্মশাসন [স] বি জন্মনিয়ন্ত্রণ। 'জন্মশাসন না করায় গর্ভের সংখ্যা ও জন্মহার ...।' মোহাম্মদী, ১৯২৭।

জন্মশিখর [স] বি জন্ম হয়েছে যে শিখরে; উৎপত্তি স্থল। 'পার্বতী নদীর মতো জন্মশিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জন্মশোধ [স] ক্রিবি জন্মের মতো। 'জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়।' ভারত, ১৭৬০।

জন্মসংখ্যা [স] ১ বি জন্মের ক্রম। 'নূতন জন্ম সংখ্যায় সংযোজিত ছিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি জন্মগ্রহণকারী লোকসংখ্যা। 'মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়ায় কল্যাণের লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জন্মসংগীত [স] বি সূচনাসংগীত। 'নবজাতির জন্মসংগীত জ্ঞান হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

জন্মসংবাদ [স] বি জন্মের সংবাদ। 'পিতামহসেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

জন্মসংরোধ [স] বি জন্মনিয়ন্ত্রণ। 'জন্মসংরোধ সফল হইতে কেহ পাপের কথা ভুলিতে পারেন।' মোহাম্মদী, ১৯২৭।

জন্মসময় [স] বি জন্মের সময়। 'আমার জন্মসময়ে পিড়সেব বাটীতে ছিলেন না।' বিদ্যা, ১৮৯১।

জন্মসুলভ [স] ১ বি জন্মকালীন অবস্থার মতো। 'জন্মসুলভ নয়তা হইতে অনাবশ্যকরূপ পরিচ্ছিন্নপ্রার্থ্য ইহাদের মধ্যে সমভাবে প্রকটিত।' প্রমথ, ১৯২০। ২ বি জন্মলাভ। 'যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে।' প্রমথ, ১৯২৮।

জন্মসৈনিক [স] বি জন্ম থেকেই সৈনিকের স্বভাবসম্পন্ন। 'যাহারা জন্মসৈনিক তারা ছুটে এসে।' নজরুল, ১৯৪১।

জন্মস্থান [স] বি যে স্থানে জন্ম। 'নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জন্মবৃত্ত [স] বি জন্মলাভ অধিকার। 'দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মবৃত্ত থেকে বঞ্চিত না করে ...।' অন্নদা, ১৯২৯।

জন্মস্বাধীন [স] বি জন্ম থেকেই স্বাধীন। 'মোরা বন্দনহীন জন্মস্বাধীন।' নজরুল, ১৯২৫।

জন্মস্মরণ [স] বি আত্মনাশ স্মরণযোগ্য। 'জন্মস্মরণ কার প্রশংসা সারিগান

স্বপ্নাবেশে পিক গুঞ্জে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

জন্মস্রোত [স] বি জন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। 'জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া তেলিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জন্ম-হাডাতে [স] জন্ম+হাডাতে। বিপ জন্ম থেকেই দূর্ভিক্ষপীড়িত। 'মৃগাকাদাতে বৃকে হেঁটে বেড়াস যেন জন্ম-হাডাতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

জন্মা [স] জন্ম+। বি জন্ম। 'মাগুজারি করিয়া মিরাস জন্মা হইয়া পুরোপ্রোদি ক্রমে যুগে ভোগ করহ।' ওর্দা, ১৭৮২।

জন্মাক [স] জন্ম-অক। ১ বি জন্ম থেকে অক। 'জন্মাক ব্যক্তি তাহার দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইলে আনন্দ অনুভব করে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বিগ গোড়া; প্রাচীনপন্থী। 'এই জন্মাক মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল।' বিভূতি, ১৯৩৮।

জন্মাক্রান্ত [স] জন্ম-অক্রান্ত। বি আত্মনা অক্রান্ত। 'রুচির দিক থেকে জন্মাক্রান্ত উত্তর।' অন্নদা, ১৯২৯।

জন্মাবচ্ছিন্ন [স] জন্ম-অবচ্ছিন্ন। ক্রিবিগ আত্মবিন। 'মেলবন্ধ থাকতে অনেক কলীকন্মা জন্মাবচ্ছিন্ন অদর্শাই থাকিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

জন্মাবধি [স] জন্ম-অবধি। ক্রিবিগ জন্ম থেকে। 'বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

জন্মাতীর্থ [স] বি শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। 'ভাদ্র মাসের অরন্ধন ও জন্মাতীর্থ পর অনেক বায়গায় প্রিতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো।' ধ্রুপদ, ১৮৬১।

জন্মের মত, জন্মের মতো ক্রিবিগ সারা জীবনের জন্ম। 'জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস - একটি মাত্র কাজ করে গর্ব করে এমন। উমেশ, ১৮৫৭।

জন্মোৎসব [স] জন্ম-উৎসব। বি জন্ম সম্পর্কিত আনন্দানুষ্ঠান। 'তার পুত্রের জন্মোৎসব বাতিল করে।' বেগম, ১৯৬৯।

জন্মোদয় [স] জন্ম-উদয়। বি জন্মলাভ। 'ফাদুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জন্মা, জন্মানো [স] জন্ম+। ১ ক্রি জন্মগ্রহণ করা। 'জন্মিবাঙ আমি গিয়া মধুরা গোকুলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি প্রতীয়মান হওয়া। 'কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি জন্মাত হওয়া। 'মারের ভিতর এই রকম যে একটি ইচ্ছা জন্মায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। **জন্মউক** ক্রি জন্মাক। 'জন্মের মনে আতি জন্মউক সন্তোষ।' সুলতান, ১৭০০। **জন্মএ** ক্রি জন্মগ্রহণ করে। 'তৃতীয় কহিলা শিশু জন্মএ যেইরূপে।' সুলতান, ১৭০০। **জন্ময়** ক্রি জন্ম নেয়। 'দেখিতেই যাত্র তার সাধনস নুনি।' বৃন্দা, ১৫৮০। **জন্মাই** ক্রি জন্মগ্রহণ করি। 'ততৈকনে দুই পুত্র গেলেক জন্মাই।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **জন্মাইলি** ক্রি জন্ম দিলি। 'অপার আনন্দে দুঃখ জন্মাইলি চিত্তে।' মানিকরাম, ১৭৮১। **জন্মাইলেক** ক্রি জন্ম নিলেন। 'কেন্যাকালে জন্মাইলেক পরাশর নুনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **জন্মাইলেন** ক্রি জন্ম দিলেন। 'শ্রী আপন স্বামীর আজ্ঞামতে ... সেবতা হইতে পাঁচ পুত্র জন্মাইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। **জন্মাবে** ক্রি জন্মগ্রহণ করবে। 'প্রথমে কলির অংশে জন্মাবে আশ্চর্য বংশে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **জন্মাই** ক্রি জন্ম দেয়। 'বিধবা জন্মাই যদি ক্ষেত্রজ তনএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **জন্মিহ** ক্রি জন্মগ্রহণ করেছে। 'সাক্ষাতে জন্মিহ তুষ্টি বিশ্ব অবতার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **জন্মিহে** ক্রি উৎপন্ন হয়েছে।

'জন্মিছে প্রেমের মুক্তা আব সিন্ধু যথা।' বাহরাম, ১৬৫০। জন্মিছে
'কি হয়েছ।' 'কেহ বোলো তাহার নাভি জন্মিছে নিচএ।' বাহরাম,
১৬৫০। জন্মিতাম কি জন্ম নিতাম। 'পক্ষি ইহায়া জন্মিতাম
ধাকিতাম বৃন্দাবনে।' হ্যাপহেড, ১৭৭৮। জন্মিব ১ কি জন্ম নেবে।
'তাহাতে জন্মিব পুত্র বস্ত্রবাহন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি জন্মগ্রহণ
করে। 'পৃথিবীত না জন্মিব তান সম সতী।' সুলতান, ১৭০০।
জন্মিবাত কি জন্ম নেবে। 'জন্মিবাত আমি গিয়া মথুরা গোকুলে।'
বৃন্দা, ১৫৮০। জন্মিবেক কি উদ্দেশ্য হবে। 'বধিব উন্মাদ মতি
জন্মিবেক জ্ঞান।' বাহরাম, ১৬৫০। জন্মিমু কি জন্ম নেবে।
'বিসের বধের হেতু জন্মিমু ভুবনে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। জন্মিয়াছে কি
জন্মেছে। 'চিতে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।
জন্মিল কি জন্ম নিলো। 'জন্মিল চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মিয়ায়।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। জন্মিলা ১ কি জন্ম নিলো। 'মুমিন ইহায়া সেই
জগতে জন্মিলা।' সুলতান, ১৭০০। ২ কি জন্ম নিলো। 'যোগরূপে
জন্মিলা আপনি।' রূপরাম, ১৭৫০। জন্মিলাও কি জন্মেছিল।
'জ্যেই কালে জন্মিলাও যশোদা জঠরে কৃষ্ণ হেতু পড়িলাও পাণ কস
করে।' মুকুন্দ, ১৬০০। জন্মিলেক কি জন্ম নিলো। 'দারুণ জনক
মনে জন্মিলেক পীড়।' বাহরাম, ১৬৫০। জন্মুক কি জন্ম হোক।
'যথাতথা জন্মুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। জন্মো কি জন্ম
নেয়। 'বিয়েগী জনার চিতে জন্মো মহাপীড়া।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।
জন্মিয়াছে কি জন্মগ্রহণ করেছে। 'দৈন্য পুত্র জন্মিয়াছে কুলের
নন্দন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জন্মান্তর [স] ১ বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূর্বজন্ম। 'জন্মান্তরে নাহি সেবে
গোবিন্দ চরন।' মালধর, ১৫০০। ২ বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী
পরজন্ম। 'জন্মান্তরে যেন সুখী হই।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বি জন্ম ও
মৃত্যু। 'জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-মুহুরে।' সূরীশ্র, ১৯৩২। ৪ বি
নবন জন্ম। 'আনছে আমার জন্মান্তর।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

জন্মান্তরবাদ [স] বি পুনর্জন্মবাদ। 'শৌভলিকতাবাদ, বহুজন্মবাদ,
নিরাশ্রববাদ, জন্মান্তরবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' বসীয়া, ১৯৩১।

জন্মান্তরিত [স] বিণ অন্য জন্মপ্রাপ্ত। 'আজ তারই চোদ আনা
ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

জন্মান্তরীণ [স] বিণ পূর্বজন্মে সংঘটিত। '... জন্মান্তরীণ পুণ্যসঙ্কর
যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জন্মান্তরীয় [স] বিণ জন্মান্তর সম্বন্ধী। সেবধি, ১৮৩৯।

জন্মান্বিত জন্ম

জন্মান্বিত [স] ক্রিবিণ জন্ম থেকে। 'মেলবন্ধ থাকতে অনেক
কুলীনকন্যা জন্মান্বিত অদভ্যতী থাকিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

জন্মায়তি [স] জন্ম-আয়তন্যতী বিণ চিরসম্বদ। 'জন্মায়তি হও।' নীনবন্ধু,
১৮৬০।

জন্মায়্যাতি [স] জন্ম-আয়তন্যতী বিণ আজীবন সম্বদ। 'জন্মায়্যাতি হয়
বাহা জিয়ে থাক সুখে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জন্মায়টমী দ্র জন্ম

জন্মায়টমী [স] বিণ ঔরসজাত। 'অনন্তর কন্যা আপন পূর্বস্বামির জন্মায়টমী
পুত্রের কথা...' চম্পীচরণ, ১৮৫০।

জন্ম [স] অবা কারণে। 'বিধি কার জন্ম, গঠিল বটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।
'তিরোধান মনে দিএ যোগ জন্ম মায়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জন্মো ১ ক্রিবিণ উদ্দেশ্যে। 'চিন্তামণি তবে চিন্তিত বৈভবে সৃষ্টি
সৃজিবার জন্মো।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ ক্রিবিণ কারণে। 'তাই

জন্মো ইহারা আপে হইতে পদে পদে জগৎকে অপমান করিবার ...'
রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

জপ [স] বি ইষ্টমন্ত্রাদির পুনঃপুন পাঠ বা মনে মনে আবৃত্তি। 'অহনিস জপ
হরি নাম তোহারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'ভক্ত বিনা জপ তপ
অকিঞ্চিৎকর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জপ তপ [স] ১ বি ঈশ্বর আরাধনা। 'ভক্ত বিনা জপ তপ
অকিঞ্চিৎকর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বারবার আবৃত্তি ও উপাসনা।
'শমস্ত দিন জপতপ করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জপন [স] বি জপ। 'পুরাণ বেদের মন্ত্র কয়েক জপন।' আলাওল,
১৬৮০।

জপনিরতা [স] বিণ স্ত্রী জপে মগ্ন। 'তাহার কাতরতার উচ্ছ্বাস
জপনিরতা পিসিমার কানে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র,
১৮৯৪।

জপনীয় [স] বিণ জপ করার যোগ্য। 'বিশ্বামিত্রদেব মন্ত্র গায়ত্রীনায়ে
ব্রাহ্মণ্যম্বরেই আরাধ্য জপনীয় মন্ত্র বিশাখা বীকার করা হইল।' হরপ্রসাদ,
১৮৮১।

জপমন্ত্র [স] বি পুণ্যের উদ্দেশ্যে বারবার নীরবে পাঠ করার শ্লোক -
ইষ্টমন্ত্র। 'তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।' রবীন্দ্র,
১৯৩২।

জপমালা [স] জপমালা। বি জপমালা। 'যোগপাটা জপমালা/ জটাজুট
যেতে ভাল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জপমালা [স] বি জপ করার মালা। 'কাল হইল জপমালা।' ষিটজী,
১৬০০।

জপের বাড়ি বি রক্ষিতাঙ্গ। 'বাবু ... ও গলির "জপের বাড়ি"
থেকে উঠে এসেই দেখবেন।' হুতোম, ১৮৬১।

জপতা [স] জপতপ। বি উপদেশ। 'যদি দুরাশা কর্ণে জপতা না করিত।'
কৃষ্ণকমল, ১৮৮৮।

জপা [স] জপ। ১ কি বার বার বলা। 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল
গো।' ষিটজী, ১৬০০। ২ কি আরাধনা করা। 'জপে পির পেশবর।' মুকুন্দ,
১৬০০। জপএ কি জপ করে। 'অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ
নীরব।' বাহরাম, ১৬৫০। জপয়ে কি জপ করে। 'জপয়ে শ্রীদুর্গানাম
পূর্ব হেতু মনকাম।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। জপি কি জপ করে।
'তোকার নাম জপি উজ্জ্বল হএ পাণী।' সুলতান, ১৭০০। জপিলা কি
জপ করলো। 'মহাভক্তি করি তারা দুজনে জপিলা।' মালধর,
১৫০০। জপিলা কি জপ করলো। 'জপিলা অমর্যাসন আর প্রানামে।' মালধর,
১৫০০। জপ্যা কি জপ করে। 'মুক্ত হইল অজ্ঞানিল জপ্যা
তুয়া নাম।' মানিকরাম, ১৭৮১। জপ্যায়া কি জপ করিয়ে। 'প্রসূতি
জপ্যায়া ধর্ম্যে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জব [স] যদা ১ অব্য যদি। 'এ সখি এ সখি জব রহু জীব। হরি দিগে
চাহি পানি নহি পীবা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিণ যখন। 'জব
পরিহরি চলএ চাহি। কুটিল নয়ানে হেরবি তাহি।' ষিটজী, ১৬০০।

জবতক ক্রিবিণ বতক্শপ পর্যন্ত। 'জবতক হানিয়া মর্দ নাহি হয়
হাত।' গবীর, ১৭৬০।

জবহী ক্রিবিণ যখন। 'রতস সাঁগব পিয়া জবহী।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

জবহু ক্রিবিণ যখন। 'অবহন জবহু মোহে পরি হোয়ল তবহি মানহ
নিজ দেখা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জব্বী [স যব] বি দৈর্ঘ্য মাপার একক; এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ।
হ্যালহেড, ১৭৭৮।

জব্বী [স যব] বি যব; গম জাতীয় শস্য। ওর্স, ১৭৮২; 'এ কি ছাগলের
পায় জব মাড়া।' গৌর, ১৮২২।

জব্বী [আ জগ্গাব] বি জবাব। 'আমার কতাব জব দিবে না আয়াত ভাই।'
সেলিনা, ১৯৭৫।

জব্বাকর [স যবাকর] বি একপ্রকার তীব্র ক্ষার; পটাশিয়াম নাইট্রেট।
ম্যানেএল, ১৭৪৩।

জবজব [ধন্যা] বি তেল, যি ইত্যাদি তরল পদার্থে সিক্ত হওয়ার ডাব।
'বৃত্তে জব জব খায় মীন মাংস বড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জবজবা [ধন্যা জবজব] বি ভিজা। 'আবার জেলে হুঁড়া জাল
নামাইয়া করে দিল জবজবা।' ভবানী, ১৮২৮।

জবজবে [ধন্যা জবজব] বি জবজব করছে এমন। 'আজ চলে
আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৬।

জবড়জড়, জবড়জড় ঢ জবরজজ

জবড়-জসিয়া [আ জবর+ফা জস] বি এসোমেসো। 'জ্বার কোপে
দাড়ি-গোপে হয় নি জবড়-জসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

জবত [স যাবত] ক্রিবিণ যাবত; যে পর্বত। 'জবত তোমার টাকা সোদ করি
তবত বাগ মজুকরের ব্রহ্মে আদি বরজায় রাখিয়া রাজার মালভঞ্চারি
দিয়া ভোগ করিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

জবদ কাগজ [আ জাবিতাহ+ফা কাগজ] বি হিসাব রাখার কাগজ। ওর্স,
১৭৮৫।

জবন [স যবনা] বি যবন; মুসলমান। 'জবন রাজার সঙ্গে
আসিয়া।' মালখার, ১৫০০।

জবনকরণক [স যবন+স করণক] বি মুসলমান বাদ্যকর। 'জবনকার
চাটার শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন।'
দর্পণ, ১৮৩০।

জবনকৃত [স যবনকৃত] বিণ মুসলমানের তৈরি। 'প্রাকৃত্যাপূর্বক
প্রায় জবনকৃত মিসি যাহা শত্রু মতে স্পর্শ পাপ।' জ্ঞানকুশোদয়,
১৮৫২।

জবনাদি [স যবনাদি] বি মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়। 'কেহ
গোপনে উপপতি ভজিত কিন্তু জবনাদি শীচামিনী হইতে পারিত
না।' দর্পণ, ১৮২৯।

জবনাদিকার [স যবনাদিকার] বি মুসলমান শাসনামল। 'এই অনাদি
বিদ্যা পূর্ব জবনাদিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমর্থা প্রদর্শিকা
ছিলে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

জবনানীন [স যবনানীন] বিণ মুসলমানদের অধীন। 'এইপ্রদেশ
জবনানীন ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৮।

জবনী [স যবনী] বি মুসলমান নারী। 'এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর
এইটি মোসলমানের কন্যা।' জ্ঞানকুশোদয়, ১৮৩৭।

জবর [ফা জবর] ১ বিণ বড়ো। ভবানী, ১৮২৩; 'কোনখানে পাড়ো তুমি
জবর সোনার আখা।' মাহমুদ, ১৯৭৩। ২ বিণ খাসা; উৎকৃষ্ট।
'ক্যাপ বুঝ জবর, পাটিনসে, একজিবিসন হতি পারে।' গিরিশ,
১৮৮৬; 'সে বুঝ জবর কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বিণ দারুণ।
'তখন বাংলাদেশে একটি জবর যাত্রার দল ছিল।' প্রমথ, ১৯১৭।

জবরজজ, জবড়জড়, জবড়জজ [আ জবর+ফা জজ] ১ বিণ

বিশৃঙ্খল। 'রামেশ্বরের লোকেরা বাবুকে জবড়জজ বলিয়া ডাকে।'
রাজ, ১৮৭৪। ২ বিণ অত্যধিক জমকালো। 'মস্তক কোম্পানির
জবড়জজ জ্যাকেট।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'একটা জবরজজ সেন্স-শাপানো
জ্যাকেট গায়ে দিয়া ...।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ বিণ স্ববির।
'একেবারে জবর-জজ আর কী।' নজরুল, ১৯২৭। ৪ বিণ
আগোছালো। 'ময়লা টেবিলের ওপর জবরজজ খাতাটা।' আলগুন্ডিন,
১৯৫৮।

জবড়জজি [আ জবর+ফা জজ] বিণ জাঁকালো। 'তুই জাতফিরদী
জবড়জজি।' রাজ, ১৮৭৪।

জবর-দখল [ফা জবর+আ দখল] বি জোরপূর্বক অধিকার। 'তাহা
জবর-দখল করিতে চেষ্টা করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জবরদস্ত [ফা] ১ বিণ শক্তিশালী; ক্ষমতাসম্পন্ন। 'ওর্স, ১৭৮২;
'সবে যারা জবরদস্ত, তাদের ঘরে লাভের গন্ধ।' গঙ্গ, ১৮৫৮। ২
বিণ জোরালো। 'ওখান থেকে জবরদস্ত একখানা চিঠি নিয়ে
এসেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

জবরদস্তি, জবরদস্তী [ফা] ১ বি অন্যায়ভাবে জোর খাটানো।
'তাহাদিশের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও ... আদায় করিতে পারে
না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩; 'মস্কলীরদের দ্বারা জবরদস্তিতে নিমক গ্রহণ
করা যাইতছিল।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি জোর। 'বাঙলা ব্যাকরণের
সম্প্রদায় কারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জবরদস্তিমূলক, জবরদস্তীমূলক [ফা জবরদস্তি+স মূলক] বিণ
অন্যায়ভাবে জোর খাটিয়ে করা হয় এমন। 'বেগার প্রভৃতি
জবরদস্তিমূলক প্রথার কল্যাণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার
চালাইয়া আসিয়াছে।' এসলাম, ১৯৩২; 'এই জবরদস্তীমূলক নীতি ও
হুমকী দ্বারা গণবৈমৈত্রিক কংগ্রেস দাবী স্বীকার করিতে ...।' আজাদ,
১৯৪১।

জবরব [আ জবর] বি জবরদস্তি। 'আমার পরিবারের প্রতি কোন
নরাদম নারকী জবরবো হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।' মশাররফ,
১৮৮৫।

জবরদস্তি [ফা] বি জোর; শক্তি প্রয়োগ। 'কোনো কোনো ক্ষুদ্র কবি কিছু
জবরদস্তি করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জবল [আ জবাল] বিণ দুর্গাধ্যময়। 'জবল আরাকতে গেলা কুতুহল
রসে।' সুলতান, ১৭০০।

জবহ [আ] বি জবাই। 'গুরু জবহ করা যে এসলামী ধর্মসঙ্গত ...।'
মশাররফ, ১৮৮৯।

জবা [স] বি ফুল বিশেষ। 'ভূজঙ্গকেশর রাখিল জবা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জবাকুসুমসম্ভাষ [স] বিণ জবা ফুলের মতো লাল। 'জবাকুসুমসম্ভাষ
ওই উদার অরুণোদয়।' নজরুল, ১৯৩৩।

জবাকুশ [স] বি অলঙ্কারবিশেষ। 'যেথি জুব্ব জবাকুশ।' মানিকরাম,
১৭৮১।

জবাপুশ [স] বি জবাকুশ। 'সাঁড়াগিএ ধর্যা আনে ... জবাপুশ
সমান সাবল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জবাপুশাঞ্জলি [স জবাপুশ+অঞ্জলি] বি জবাকুশের অঞ্জলি। 'লহো
জবাপুশাঞ্জলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

জবাকুল [স জবা+ফুল] বি কুণ্ডলবিশেষ। 'তোর ঢোক দুটী যেন রাঙ্গা
জবাকুল হয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

জবাযুগ-সম [স] বিণ জবা ফুলের লাল রঙের মতো। 'জবাযুগ-সম

আঁখি - রক্তবর্ণ সদা।' মাইকেল, ১৮৬২।

জবাই [আ জবহ] ১ বি ইসলামি মতে আত্মহত্যার নাম নিয়ে গলনাগি কেটে প্রাণী হত্যা। 'বকরি জবাই জখা মোল্লাকে সেই মাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ধ্বংস। 'পরসার জন্য আটকে জবাই করছে।' মালিক, ১৯৩৬। ৩ বি জবাই করা পতর মাংস। 'কসাইখানায় যেন কুলে আছে একগুণ সদাকাটা সন্ধ্যার জবাই।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

জবাইকরা [আ জবহ+করা] বিণ গলাকাটা হয়েছে এমন। 'নিশিদিন জবাই করা অসহায় প্রাণীর মতন।' নজরুল, ১৯২৭।

জবান [ফা] ১ বি ভাষা। 'আরবী আশ্রায় খাস জানিও জবান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি মুখ। 'তাহার গিবত গিষি জবানে চালায়।' গরীব, ১৭৬৫; 'আরো লক্ষ লোকের জবান খুলিয়া যায়।' নজরুল, ১৯২২।

জবানবন্দি, **জবানবন্দী** [ফা] ১ বি মৌখিক বিবৃতি। ওস, ১৭৮২। ২ বি ঘটনা সম্পর্কে শপথ করে দেওয়া বিবৃতি। 'মোকদ্দমার ওকিলাপ লোকদিগের জবানবন্দি ...' এডমন, ১৭৯২। ৩ বি সাক্ষ্য। 'জবানবন্দী' ভবানী, ১৮২৩; 'তোমাদের জবানবন্দিতে মকদ্দমা জিতব।' গার্লী, ১৮৫৮।

জবানবন্দিবিস [ফা] বি সাক্ষ্য লেখক। 'জবানবন্দিবিস হন হন করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে।' গার্লী, ১৮৫৮।

জবানি, **জবানী** [ফা] ১ বি ভাষা। 'সে সকল আদ্যাপান্ত আপনার মনুষ্য জবানীতে জ্ঞাত হবেন।' বোপাল, ১৭৭০। ২ বি উক্তি। ভবানী, ১৮২৩; 'বিশেষ মহিমা তব কি তব জবানী।' ওস, ১৮৫৮।

জবাব [আ জওয়াব] বি উত্তর; প্রত্যুত্তর। 'তেম্বরা রাণীটির জবাব দিতেছি।' মেয়র্স, ১৭৭৭।

জবাবদিহি [আ জওয়াব+ফা দিহি] ১ বি কারণ দর্শানো। 'তুমি কি জবাবদিহিতে পড়বে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি দায়িত্ব। 'ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি কৈফিয়ত। 'যত রকম পাপ আছে করে সবার, তার জবাবদিহি করতে হয় না।' নজরুল, ১৯২৬।

জবাব দেওয়া ১ ক্রি শেষ কথা বলা। 'উপকার করিলেন না জবাব দেও নো না।' দর্পণ, ১৮২১। ২ ক্রি বিদায় করে দেওয়া। 'আর কেরাণি ও মুন্সি ইহাদিগের জবাব দেও।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ ক্রি নিষেধ করে দেওয়া। 'কর্তা তাহারদিগের জবাব দিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি ইস্তফা দেওয়া; পদত্যাগ করা। 'তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাঁতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জবাব যোগানো ক্রি উত্তর বুঁজে পাওয়া। 'কোন জবাব যোগাইতেছিল না মোনাদিগের মুখে।' শওকত, ১৯৫৮।

জবাব সওয়াল [আ জওয়াব+আ সওয়াল] বি আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর। 'জোখোন জোখোন জে জবাব সওয়াল হয় করিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

জবাবি, **জবাবী** [আ জওয়াব+] ১ বিণ জবাব সংবলিত। 'জবাবি।' বিন্দ্য, ১৮৯১। ২ বিণ সাড়া দেয় এমন। 'জবাবী দেহ ও মন পাইলে ... বড় ভালবাসায় পরিণত হৈতে পারে।' মনসুর, ১৯৫৫।

জবাবী তার বি উত্তর পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত মতল দেওয়া টেলিগ্রাম। 'বীরপুরের সায়েবের নামে একটা জবাবী তার কৈরা দেও।' মনসুর, ১৯৫৫।

জবায় [আ জবহ] বি ইসলামি মতে গলনাগি কেটে প্রাণী বধ। 'জবায়ের লো গরু বাচুর এড়ায় না।' হেতোম, ১৮৬১। **জবাই**

জবাহ [আ জবহ] বি জবাই। 'মুসলমানগণ কখনই দুন্দবতী গাজী ও

দুন্দগাজী বৎস জবাহ করে না।' মশাররফ, ১৮৮৯।

জবুথবু [স বুঝবু] ১ বিণ আড়ষ্ট। 'তুমি রক্ত জবুথবু।' জসীম, ১৮২৭। ২ বিণ জড়সড়। 'জবুথবু জাতকে নিয়ে এ তো দেশি বিষম লায়ী।' নজরুল, ১৯৩৩।

জবুর [আ] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী দাউদ নবির উপরে অবতীর্ণ ধর্মমুহুরিবেশ। 'জবুরাদি যথ শাস্ত্র সব লুকাই।' সুলতান, ১৭০০।

জবুস্থবু [স বুঝবু] বিণ জড়সড়; ঝির। 'গাছগুলো বোকার মতো জবুস্থবু হয়ে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জবে [স যদা] ১ ক্রিবিণ যখন। 'জবে করহা করহকলে পিটিউ।' চর্যা ১৭, ১২০০। ২ অব্য যদি। 'সঙ্গে আসিবে জবে লয় দখিভারে।' বটু, ১৭৭০।

জবে [আ জবহ] বি জবাই-করা পত। 'দাড়ি রাখে বানী রাখে আর জবে খায়।' ভারত, ১৭৬০।

জবে-করা বিণ জবাই-করা। 'হাসান-হুসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর।' নজরুল, ১৯২৪।

জবে [স যদা] ক্রিবিণ যখন। 'জবে মুখাএর অচার তুটায়।' চর্যা ২১, ১২০০।

জবেহ [আ জবহ] বি জবাই। 'জীবনে জবেহ আছে মরণে হালাল।' আলগোল, ১৬০০।

জবাই-করা বিণ জবাইকৃত। 'কথাটা তনে জবেহ-করা প্রাণীর ন্যায় গুটিমি ছটপটে হয়ে পড়লুম।' মাহেনেও, ১৯৪৯।

জস [আ দব্ধ] ১ বিণ শায়েস্তা। 'নূরনবী মোহাম্মদ কুফেরে করিয়া জস।' গরীব, ১৭৭৫। ২ বিণ আটক; বাজেয়াপ্ত। 'আহা সরকারে জস হবেক।' ক্যানসে, ১৭৮৮। ৩ বিণ প্রশমিত। 'নাতি কেঁটা না হলে জস হয় না।' গার্লী, ১৮৫৮। ৪ বিণ শান্তি। 'এক ব্রহ্মদান গৌসাই বড় জস হয়েছিলেন।' হেতোম, ১৮৬১।

জস করা ক্রি শায়েস্তা করা। 'একে, আজ জস করতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

জসী [আ জব্ধ+ফা হী] বিণ আটককৃত। 'জসী মাল।' এডমন, ১৭৯৩।

জসর [আ জবর] ১ বিণ ভীষণ। 'বায়স্কোপে জসর গরমের ছ'হাজার ফুট বর্ণনা দেখা যায়।' মুজতবা, ১৯৪৯। ২ বিণ দারুণ। 'মসিয়ো ভোতিয়ে একটা জসর রকমের জোলাপের ব্যবস্থা করেছিলেন।' মুজতবা, ১৯৫২।

জসুর [আ] বি জবুর; ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী দাউদ নবির উপরে অবতীর্ণ ধর্মমুহুরিবেশ। 'নাউলে জসুর কেতাব হইল হাসিল।' গরীব, ১৭৬৫।

জম [স যদা] বি হিন্দুমতে মৃত্যুর দেবতা। 'মোর বানে আজি জাবে জমের করন।' মালাধর, ১৫০০।

জমঘর [স যম+ফা ঘর] বি মৃত্যুপুরী; যমের আলায়। 'সভাকে মারিয়া কৃষ্ণ পাঠাইল জমঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

জমপুরি [স যমপুরী] বি যমের আলায়। 'তাহার দক্ষিণে জমপুরির আলম।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জমলোক [স যমলোক] বি যমালয়। 'চৌরাসি নরক কুণ্ড জত জমলোকে।' মালাধর, ১৫০০।

জমক [বি] বি আড়ম্বর। **জমক-জৌদুস** [হি জমক+আ জল্‌স] বি অতি আড়ম্বর। 'খানাপিনার জমক-জৌদুস দেখেছেন।' মুজতবা, ১৯৪৯।

জমকালো, জমকালি [হি জমক<] ১ বিপ জাঁকজমকপূর্ণ। 'এখানে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপ প্রভাবশালী। 'যখন আসন্ন দুর্ভিক্ষের কাল বিজীষিকায় দেশবাসী সন্ন্যস্ত - সে একজন জমকাল কর্মচারী হয়ে বসল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জমকিয়ে বসা [হি জমক<] ক্রি গাঁট হয়ে বসা। 'কাছারিতে গিয়া বসকিয়া বসিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

জমকে [হি জমক<] বিপ জাঁকালো। 'জমকে গোষাক করি গাড়ী আরোহণে। চর্চের বান সুরপসী শ্রীমতীর সনে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

জমজ [স যমজ] বিপ একই গর্ভজাত এবং একই সময়ে ভূমিষ্ট। 'জমজ মনুষ্য হ'এ যাহার কারণ।' সুলতান, ১৭০০।

জমজম [আ] বি মজার একটি কৃপ যা মুসলমানদের কাছে পকিয়। 'জমজম কৃপা পাড়ে তাহার বসতি।' সুলতান, ১৭০০।

জমজম [আ] বি গমগম; সরগম ভাব। 'আর-একবার বাড়ি-ঘরদের জমজম করলে।' শব্দ, ১৯১৭।

জমজমা [আ জমজম<] বিপ জমজমাট। 'টাল মাটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগমও জমজমা হয় না।' প্যারী, ১৮৫৮।

জমজমাট [আ জমজম<] ১ বিপ বাস্তবসম্মত। 'তারই ফলে জেসেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বিপ জমে উঠেছে এমন। 'সজা জমজমাট।' সূক্তাঙ্ক, ১৯৪৮। ৩ বিপ দনীভূত। 'জমজমাট অন্ধকার।' মুজতবা, ১৯৬০।

জমজমে [আ জমজম<] বিপ জমজমাট। 'সেদিনের সেই জমজমে শহরতলী জায়গা জমজমে শহর এখন।' মনোজ, ১৯৬১।

জমধর [স যম<] বি দুই দিকে ধারওয়ালা ছুরিবিশেষ। 'প্রথর নখর জমধর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জমরাদ [আ জমকর<] বি পান্না। 'জড়াও দ্রব্য ও হিরা ও জমরাদ।' ক্যালগে, ১৭৫৮।

জমরুদ [আ] বি পান্না। 'পতসব জমরুদ জিনি জোত অতি।' সুলতান, ১৭০০।

জমল [স যমল] বিপ যুগল। 'জমল আঙ্কন তরু উপাঙিল আঙ্কে।' বড়, ১৪৫০।

জমা [আ] ১ বিপ লিপিবদ্ধ। 'বিবি রাঘের চাকর সিবু সরকারের কাগজে জমা করিয়া দিলেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি আয়ের হিসাব। 'জমা লেখের বাকী দেখে খরচেতে অস।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিপ সজ্জিত। 'তাড়ির নামে জমা হইবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৪ বি বাজনার পরিমাণ। 'এখন দারইজার্দার শ্রীজানবরাম রায় আমার জমায় ক্রিষ টাকা বেসী করিয়াছে।' ওসী, ১৭৮২।

জমাওয়াসিল [আ] বি আয়-ব্যয়ের হিসাব। '... কাহাকে বলে জমাওয়াসিল বাকি কিছুই বোধ নাই।' প্যারী, ১৮৫৮।

জমা করন [বি জমানো; সগ্রহ করণ। ওসী, ১৭৮৫।

জমা করা ১ ক্রি সঞ্চয় করা। 'সূর্যের আলো জমা করে রাখে গাছের অনেক বৃক্ষে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিপ সজ্জিত; জমানো। 'বাগের জমা-করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া।' মানিক, ১৯৪০।

জমাখরচ [আ জমা+আ খরজ] ১ বি আয়-ব্যয়ের হিসাব। 'পঞ্চ অম্বত্ব যো টাকা আনিয়াছে সকল জমা খরচ করিয়া ...' চিঠিপত্রে, ১৭৬১। ২ বি দেনাপাওনা। 'বোধ হয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না।' রবীন্দ্র,

১৮৯৪।

জমাখরচা [আ জমা+আ খরজ] বি হিসাব। 'আগের রাতেও অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।' মুজতবা, ১৯৪৯।

জমাখরচি [আ জমা+আ খরজ<] বি আয়-ব্যয়ের হিসাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

জমা খারিজ [আ জমা+আ খারিজ] বি এজমালি সম্পত্তির অংশীদারগণ কর্তৃক দাখা, জমিদার বা সরকারকে পৃথকভাবে বাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা। 'উত্তর মাঠে অজবস্তুর জমা খারিজের মধ্যে ...' চিঠিপত্রে, ১৬০১।

জমা জমি [আ জমা+ফা জমি] বি ভূসম্পত্তি। 'স্বর্গীয় কর্তারা যে জমা জমি করে গিয়েছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি বীকার করিতে হয়নি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

জমাট [আ জমা] ১ বিপ গাড়। 'খালি জমাট নেশা চম্পুণ।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিপ তীব্রতর। 'এবার শীতটাও বড় জমাটভাবে চেপে এসেছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জমাট বাঁধা ১ ক্রি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়া। 'বাড়িগুলি গায়ে গায়ে বেসিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বিপ ঘনসন্নিবিষ্ট। 'জমাট-বাঁধা ভিড়।' মানিক, ১৯৪৭। ৩ বিপ ঘনীভূত। 'জমাটবাঁধা কুয়াশায় তখনও চারদিক চান্দমি রাতের মতই আবছা।' যনসুর, ১৯৫৫।

জমাদার [আ জমা+ফা দার] ১ বি সেনাবাহিনীর কর্মচারীবিশেষ। 'জমাদারী সিফাই যতক জমাদার।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি মেথর। 'ভাবনী, ১৮২৩; 'বেনিগারদের জমাদার তাহার নিকট দাঁড়াইয়া ...' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি দারোগারদের সর্দার। 'সেবধি, ১৮৩৯: 'পুলিসের রাতকানা সাজ্জন, চৌকাকাটা দারোগা, নুলা জমাদার ... মহাফরোয়া গোলা সেরে মস করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন।' হুতোম, ১৮৬১। ৪ বি বাজলি পদবিবিশেষ। 'সেবধি, ১৮৪০।

জমাদারনী [আ জমা+ফা দার<] বি স্ত্রী মেথর। 'রিকসাওলা জমাদারনী ডেরেই ভাগে।' হোসেন, ১৯৬৯।

জমাদারী [আ জমা+ফা দার<] ১ বি প্রহরীদের নেতৃত্ব প্রদান। 'জমাদারী, খেদমতগারী, ও আর ২ সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াখা।' ভাবনী, ১৮২৮। ২ বি দারোগানি। 'জমাদারী ও জমাদারী।' দর্পণ, ১৮৩১।

জমাদার [আ জমা+ফা দার] বি জমাদার। 'দ্বারী কহে তবে পারি জমাদার বখশীরে কয়ে।' ভারত, ১৭৬০।

জমান [আ জমা<] বিপ সজ্জিত। 'হাতে যাদের ছিল জমান-টাকা।' সবুজ, ১৯২০। ৮ জমানো

জমানবিল [আ জমা+ফা নবীস] বি জমিদারি সেরেস্তায় জমি ও বাজনার হিসাবরক্ষক কর্মচারী। 'বেচারার কাছ থেকে ন্যাবে গোমস্তা জমানবিল ... দু-পয়সা আদায় করে নেয়।' প্রমথ, ১৯১৯।

জমানবিস [আ জমা+ফা নবীস] বি জমি ও বাজনার হিসাবরক্ষক কর্মচারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

জমা নেওয়া ক্রি বাজনার বিনিময়ে ইজারা নেওয়া। 'এই কুলবন জমা লইয়া থাকে।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

জমানো [আ জমা<] ১ ক্রি আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা। 'খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি বৃদ্ধি করা। 'তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাখামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রি সগ্রহ করা। 'ডাকের টিকিট জমায়।' রবীন্দ্র,

১৯০৫। ৪ ক্রি সম্বয় করা। 'পাঁচ টাকা করে মাইনে। তুমি জমিও।' বিতৃতি, ১৯৩১। ৫ ক্রি বসানো। 'বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসরি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ জমায়

জয়াপপন [আ জয়া+স পপন] বি জমির প্রজাবৃত্ত। '১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায় - এক নতুন জয়াপপন।' তারা, ১৯৪৬।

জয়াবর্ষি, জয়াবর্ষী [আ জয়া+কা বর্ষি] ১ বি নামওয়ারি হিসাব। 'কদলীপরে তেরিঙ্গ জয়াবর্ষি প্রভৃতি।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি বন্দোবস্ত। 'জমিদারীর ভূমিসকল সম্পূর্ণ উচ্চহায়ে জয়াবর্ষী হইয়াছে।' স্মৃতা, ১৮৭৩।

জয়া রাখি ক্রি শক্ত করা। মানোএল, ১৭৪৩।

জয়াসমেত ক্রিবিণ জয়াসহ। 'পঞ্চ হাজারির মনশবে আপনার সমস্ত লওয়া জয়াসমেত রাখব রায়ের নালিসে ...।' রমণ্য, ১৮০১।

জয়া হওয়া ক্রি একত্র হওয়া। 'বখারীতি কাতার করিয়া জয়া হইল।' মনসুর, ১৯৩৫।

জমে যাওয়া ক্রি অসাড় হওয়া। 'আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।' মুক্তবলা, ১৯৪৯।

জমা [আ জমা] ১ ক্রি জমাট বাঁধা। 'জল শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ ক্রি অন্তরন হওয়া। 'কোনো রমণীর সাক্ষ্য পাইয়া তাহার সহিত জমিয়া গিয়াছেন।' প্রমথ, ১৮৯০। ৩ ক্রি উৎসাহ নিয়ে। 'কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪। ৪ ক্রি জমজমাট হওয়া। 'দিল-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ ক্রি ঘন হওয়া। 'ঘনশ্রেণী খাউদাছলির মাথার উপর অন্ধকার এমন জমিয়া আসিল যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৬ ক্রি বসে যাওয়া। 'গলার বর দইয়ের মতো জমে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৭ ক্রি প্রাণবন্ত হওয়া। 'দুই পক্ষের কথা বুঝ জমিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জমাত [আ জমায়াত] ১ বিণ সঙ্গত। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি মানুষের সম্মিলন। 'ইদের জমাত মোহলম সমাজে একদা সম্প্রীতি ...।' এসলাম, ১৯১৯। ৩ বি সম্প্রদায়। 'মোহাম্মদী জমাতে সামাজিক শাসন প্রচলিত।' এসলাম, ১৯১৯। ৪ বি ইসলাম ধর্মমতে নামাজের জন্য শ্রেণীবদ্ধ সারি। 'ওই জমাতের পিছে কারা দাঁড়ায় রয়েছে।' নজরুল, ১৯২৮।

জমাতি [আ জমায়াত] বি জমায়েত। মানোএল, ১৭৪৩।

জমানত [আ জমানত] বি জামিন স্বরূপ গচ্ছিত অর্থ। 'কাজীকে কজাই কর্তৃক হইতে মাজিস্ট্রেট হুজিৎ করিয়া ১০০০ টাকার জমানত দওয়ারে সোপর্দ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

জমানা [আ জমানাহ] বি কাল; যুগ। 'ইহা সবে বোজরণ জানিবে জমানার।' গরীব, ১৭৬৫।

জমায়ত, জমায়ৎ, জমায়াত, জমায়তে [আ] ১ বি জনসমাবেশ। 'দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত।' দর্পণ, ১৮১৯। 'লোক জমায়তে করিয়াছে।' বক্তিম, ১৮৯২। ২ বি ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'স্থানে স্থানে অনেক সন্ন্যাসী একত্র দলবদ্ধ হইয়া অবিস্থিতি করেন অথবা ভীর্ণ-প্যাঁচন করিয়া থাকেন। ঐ দলকে জমায়াত বলে।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৩ বিণ একত্র। 'বুন জমখ করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে।' বক্তিম, ১৮৭৯। 'তারৎ বিবাহিত গুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়তে হয়।' মুজতবা, ১৯৫২। ৪ বিণ সঞ্চিত। 'মেঘরা যে সাধারণত ওই অজ্ঞাত কোণেই জমায়তে হয়, এটা ওর

জানা আছে।' শিবরাম, ১৯৫০। 'সমস্ত ভাষাভাষী জনগণের শক্তি জমায়তে হবে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

জমায়ববস্ত [আ জমায়ত+ফা বস্ত] বি জনসমাবেশে শরিক। 'ডাকহাঁতের দল জমায়ববস্ত হইয়াছে।' বক্তিম, ১৮৮২।

জমি, জমী [ফা জমীন] ১ বি ভূমি। 'জমি তরিক্ত দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। 'আমার বসতবাটা কারণ জমী ও একটা কোঠা দিয়াছিলেন সর্ব্ব তাগণ করিয়া।' মেয়র্স, ১৭৭০। ২ বিণ সমস্ত। 'তারিখ ১৮ আগস্ত মায় আমদা কিতা জমী মতালকে ...।' ক্যালগে, ১৭৯২।

জমিছাড় বিণ জমিহার। 'তাতে প্রজারা জমি ছাড় হত।' মনসুর, ১৯৪৪।

জমিজমা [ফা জমীন+আ জমা] বি ভূসম্পত্তি। 'তোমার জমিজমা জে আছে তাহাতে বেশীর বিষয় নাই।' ডেরলি, ১৭৯১।

জমিজরাত [ফা জমীন+আ জরায়াত] বি কৃষিক্ষেত্র। 'জমিজরাত যন্ত্রপাতি থেকে মানুষ কী ভাবে বিচ্যুত হলো।' ব্রুজি, ১৯৩১।

জমি-জিরাত, জমিজিরাৎ, জমি-জেওরাত, জমিজেরাৎ [ফা জমীন+আ জরায়াত] বি ভূ-সম্পত্তি। 'তৎকালেই জমিজেরাৎ বন্ধক পড়ে।' প্যারী, ১৮৬০। 'আমার তালুক-মুলুক, জমি-জেওরাত, বিষয়-আশয় সর্ব্ব দিতেছি।' বক্তিম, ১৮৮৪। 'ছেলে-পেলে বেশী অর্থ সে আদাজ জমি-জিরাত নাই।' মনসুর, ১৯৫৫। 'জমিজিরাৎ যা আছে গায়েগড়েরে বাটলে অন্তত ডালডাঙের অভাব হবে না।' শতভট্ট, ১৯৭২।

জমিজিরাতহীন [ফা জমীন+আ জরায়াত+স হীন] বি জমিজমাহীন। 'পরে জমিজিরাতহীন চাষী।' শতভট্ট, ১৯৪৬।

জমিবদ্ধকী [ফা জমীন+স বদ্ধক] বিণ জমি বদ্ধক রাখে এমন। 'নতুন আশার সম্ভার করিল - জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্ক।' মোহাম্মদী, ১৯০৫।

জমিভোগী [ফা জমীন+স ভোগী] বিণ জমি ভোগদখলকারী। 'চাকরাণ জমিভোগী বেহারাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

জমিদার, জমীদার [ফা জমীনদার] ১ বি জমির মালিক; সরকারে রাজস্ব দিয়ে যে জমির মালিকানা পেয়েছে। 'জমীদার।' মেয়র্স, ১৭৫৭। 'এখনের জমীদাররা বাজে।' তাঁতি, ১৭৯২। ২ বি মেয়র; কলকাতার মেয়র। ওর্গা, ১৭৮৫।

জমিদারতনয় [ফা জমীনদার+স তনয়] বি জমিদারের ছেলে। 'আপনার ভাবিনে ন যা, আমি কোনও জমিদারতনয়।' বনফুল, ১৯৩৬।

জমিদারনি [ফা জমীনদার+স নি] বি মহিলা জমিদার। 'জমিদারনির প্রত্যয়ে জমিদারিতে কানাহুয়াও হইতে পারিল না।' নজরুল, ১৯৩১।

জমিদারবহুল [ফা জমীনদার+স বহুল] বিণ জমিদারের সংখ্যাধিক্যপূর্ণ। 'বাঙ্গলার জমিদারবহুল মজিসসা এ-কাজে হাত দেবেন কি না।' বুলবুল, ১৯০৭।

জমিদারবারু [ফা জমীনদার+স বারু] বি জমিদার মহাশয়। 'তাহা অনেকটা যেন নধরকাজি জমিদারবারুর শব্দ করিয়া হৃদয়তে বসার মতো।' বনফুল, ১৯৩৬।

জমিদারান/জমীদারান [ফা জমীনদার, বহুল] বি জমিদারগণ। ওর্গা, ১৭৮২।

জমিদারি, জমিদারী, জমিদারী [ফা জমিনদার] ১ বি জমিদারের এলাকাধীন অঞ্চল। 'তারে দিলে জমিদারি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ বাঁ মছদরির জমিদারি ছিল।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি কর্তৃত্ব; শাসন। 'সাহেবদিগকে গঙ্গাসাগরে জমিদারী করিতে অনুমতি দিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বি জমিদারের কাজ। 'আপন বাটীতে বসিয়া জমিদারী ও সদস্যর কর্ম ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বিণ জমিদারের। 'জমিদারী নিরিখ টাকায় চারি টাকা বার আনা দিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

জমিদারি তোলা ক্রি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা। 'জমিদারি তুলবার, খাজনা কমাবার ... কত প্রস্তাবই ত দিয়েছে।' মনসুর, ১৯৪৩।

জমিদারি/জমিদারীলোপ [ফা জমিনদার]+স লোপ বি জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন। 'একটি হাইল জমিদারীলোপ; দ্বিতীয়, বর্ণপ্রথায় তেভাঙ্গা-নীতির প্রবর্তন।' সত্যগাত, ১৯৪৬।

জমিদারি-সেরেস্তা [ফা জমিনদার]+ফা সুরিগতাহ বি জমিদারের দফতর। 'হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেস্তার কাজ দিচ্ছিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জমিদারিষত্ব [ফা জমিনদার]+স বত্ব বি ভূসম্পত্তির মালিকানা। 'কোম্পানি বাহাদুর ... পেয়েছিলেন শুধু চব্বিশ-পরগনার জমিদারিষত্ব।' প্রমথ, ১৯১৯।

জমিন, জমীন [ফা জমীন] ১ বি ভূমি। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠকিয়া।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ভূপৃষ্ঠ। 'জমীন আশমান মসারক।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

জমিনহারা [ফা জমীন+স হারা] বিণ ভূমিহীন। 'জমিন পেয়ে বর্তে যাবে/জমিনহারা ছুঁখা চাষ।' অন্নদা, ১৯৫২।

জমিবন্ধকী দ্র জমি

জমিভোগী দ্র জমি

জমিয়ত [আ জমায়াত] বি জনসমাবেশ। 'জমিয়ত, আঞ্জমন, শীপ ... প্রভৃতির সঙ্গে হামদর্দ রাখ।' রওশন, ১৯২৫।

জমিদার দ্র জমিদার

জমিদারান দ্র জমিদার

জমীন দ্র জমিন

জমুনা [স যমুনা] বি নদীবিশিষ্ট। 'জমুনাক তির উপবন উদবেগল ফিরি ফিরি ততাই নিহারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'জমুনা কক্সাল দেখি পাইল ভরাস।' মালধর, ১৫০০।

জমুন [স যমুনা] বি যমুনা। 'জমুনক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জমোয়াৎ [আ জমায়াত] বিণ একত্র সমবেত। 'দোয়ারার কুটী থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে জমোয়াৎ হন।' হস্তোম, ১৮৬১।

জমৈতি বি ঘোড়ার নাচের প্রকারবিশেষ। 'ঘোড়ার নাচ দু রকম, জমৈতি আর ফঁনতি।' বিদ্যুতি, ১৯৩৮।

জমু [স] বি জাম ফল। 'কেহ সেই মোয়া জমু কর্কটিকা ফল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জমুকুজ [স] বি জাম গাছের বন। 'কদম ফুটিবে, জমুকুজ ভরিয়া উঠিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জমুপুজ [স] বি জাম গাছের বন। 'জমুপুজ শ্যাম বনান্ত।' রবীন্দ্র,

১৯২৯।

জমুবন [স] বি জাম গাছের বন। 'পরিণতফলশ্যাম জমুবনছায়ে কোথায় দর্শাণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জমুক [স] বি শৃগাল। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জমুকি, জমুকী [স জমুকী] বি ক্রী শিয়াল। 'পড়সিক বাক কাক সাম কল কল ননদিনী জমুকী বোলে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'নকুল শেয়াল গ্যাড়ে লুকাইল জমুকি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জমুরা [স জমীর] বি জামুরা; বাতাবি লেবু। 'দাদা আমাকে জমুরা (বাতাবি লেবু) দিয়ে খেলার বল বানিয়ে দিত।' সুনীল, ১৯৭০।

জম্ব [স] বি দৈত্যবিশেষ। 'মহিষ রাক্ষস জম্ব নাশিলে সভার দম্ব।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জম্বলিকা [স] বি হাই তোলাশর শব্দ। 'ওই শোনা যায়, জম্বলিকা! নৃসিংহ-হকার।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

জম্ব [স জম্বা] বি জম্ব। 'এখনে তৃতীয় জম্ব তোমার উদরে।' মালধর, ১৫০০।

জম্বা [স জম্বা] ক্রি জম্বা লাড করা। **জম্বি** ক্রি জম্বা লাড করি। 'তেজেশ্বেত জম্বি আমি আদি দড়ে কার।' মালধর, ১৫০০। **জম্বি** ক্রি জম্বা গ্রহণ করবে। 'জম্বি সুনহ তুমি।' মালধর, ১৫০০। **জম্বিল** ক্রি জম্বা লাড করলো। 'জম্বনে জম্বিল অই বাপের অবলি।' মালধর, ১৫০০। **জম্বে জম্বে** ক্রিবিণ প্রতি জানে। 'জম্বে জম্বে পাই দেব গদাধর।' মালধর, ১৫০০।

জম্বিৎ [স জম্বা] বিণ জম্বাঘলকারী। 'কায়েতরা বলত অমাবস্যার জম্বিৎ।' নজরুল, ১৯৩১।

জয় [স] ১ বি জয়ধ্বনি। 'জয় জয় হল্লাহলি দিল দেবগণে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি স্তুতিসূচক উক্তি। 'জয় জয় বিশ্বর বৈষ্ণবের নাথ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সাফল্য। 'যথা ধর্ম তথা জয় কড় নহে আন।' আলাওল, ১৬৮০। ৪ বি দখল; অধিকার। 'রাজার পূর্বে পুরুষ ঐ বহু দেশ জয় করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২০। ৫ ক্রি জয় হোক। 'জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ।' নজরুল, ১৯২৪।

জয় করা ক্রি চূড়ায় আরোহণ করা। 'একদিন যাবে মাউন্টেন অফ দি মুন জয় করতে।' বিদ্যুতি, ১৯৩৭।

জয়কার [স] বি উল্লেখনি। 'নারীগণে হরি বলি দেয় জয়কার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জয়কেতু [স] বি সুবিধাবাদী। 'কলকেতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু" আছেন।' হস্তোম, ১৮৬১।

জয়গর্ভ [স] বি বিজয়ের অহংকার। 'আশীর্বাদ করি ফিরে এসো জয়গর্ভে অঙ্কত শরীরে পিতৃসিংহাসন-পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জয়গাথা [স] বি জয়সূচক গান। 'গাহে তব জয়গাথা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

জয়গান [স] ১ বি জয়ের আনন্দসূচক গান। 'জয়-গান গায় রাজপথে গলাগলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি গুণকীর্তন। 'তাহাতে আমরা কংগ্রেসী নীতি ও কার্য-পদ্ধতিরই জয়গান গনিয়াছি।' আজাদ, ১৯৪০।

জয়ঘণ্টা [স] বি জয়সূচক বাদ্যধ্বনি। 'জয়ঘণ্টা বাজাইআ নিসান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জয়বাঁটা [স জয়ঘণ্টা] বিণ জয়ঘণ্টা। 'মুক্তাফল মাথায় গলায় জয়বাঁটা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জয়জয় [স] বি সংগীতের তালবিশেষ। 'গুজরীরাগঃ' রূপকং ৷ লগনী ৷ জয়জয়।' বড়, ১৪৫০।

জয়জয়কার [স] ১ বি আনন্দধ্বনি। 'ইশ্বের ভূবনে পড়ে জয়জয়কার' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বিগ জয়সূচক। 'জয়২ কার ধ্বনি দিয়া টেঁড়ি মারিল সমস্ত সহভে২।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বি সর্বত্র জয়। 'আনন্দমতী আদর্শের পূর্ণ জয়-জয়কার।' আজাদ, ১৯৩৬।

জয় জয় ধ্বনি [স] বি বিজয় ঘোষণার ধ্বনি। 'শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা।' বৃন্দা, ১৫০৮।

জয়জয়ন্তী [স] বি রাতের রাগবিশেষ। 'জয়জয়ন্তী, বেহাগ, বা কানোড়া বজায় আছে কি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জয়টাকা [স] বি জয়ের চিহ্নরূপ তিলক। 'আমার কপালে জয়টাকা পরিয়ে দেবেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জয়ডঙ্ক [স] জয়+স ঢঙ্কা বি জয়সূচক বাদ্যধ্বনি। 'বক্ষে আমার দুখেত তব বাজবে জয়ডঙ্ক।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জয়ডঙ্কা [স] জয়+স ঢঙ্কা বি বিজয়বাদ্য। 'প্রতাপাদিত্য রায়ে শিঞ্জরা ভরিয়া ঢোল রাজা মানসিংহে জয়ডঙ্কা দিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

জয়ঢঙ্কা [স] বি বিজয়বাদ্য। 'ঢঙ্কা জয়ঢঙ্কা ডঙ্কা ঢোল ডঙ্ক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

জয়ঢাক [স] জয়+স ঢাকা ১ বি বিজয়বাদ্য। 'জয়ঢাক বীরঢাক বালিগ বাজনা প্রলয়সমএ জেন পড়িছে বঞ্ছনবা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অহঙ্কার। 'কোণা, তবে কোণা রবে তব জয়ঢাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

জয়ঢোল [স] জয়+মু ঢোল ১ বি যুদ্ধে জয়সূচক ঢোলের বাদ্য। 'মেচা টমক সিঙ্গা বাজে জয়ঢোল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বৃন্দার ঢোলবিশেষ। 'করনান জয়ঢোল মৃদঙ্গ বিশাল।' কব্জল, ১৭২০।

জয়তিলক [স] বি জয়সূচক তিলক। 'ভট্টাচার্য সন্ন্যাসের জয়তিলক ... পরিয়ে দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জয়তু [স] ক্রি জয় হোক। 'জয় জয়তু বন্দী-বীর।' নজরুল, ১৯২৪।

জয়-তুর্ঘ্য [স] বি জয়ধ্বনি। 'দিকে দিকে বাজে তব জয়-তুর্ঘ্য।' সূক্তান্ত, ১৯৪৮।

জয়তোষণ [স] বি বিজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মিত তোষণ। 'পুরওয়ারী ক্রতোয় যুগান্তরের জয়তোষণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

জয়দুর্গা [স] বি অলংকারবিশেষ। 'বাম কানে জয়দুর্গা বন্ধারে কঙ্কণ।' রূপরাম, ১৭৫০।

জয়দুগ্ধ [স] বিগ জয়লাভে উৎসিত। 'তিতুও এত জয়দুগ্ধ হইয়াছিল যে, আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল।' হিতৈষি, ১৮৯৫।

জয়ধর্ম [স] বি জয় করার মনোভাব। 'রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

জয়ধ্বনি, জয়ধ্বনী [স] জয়ধ্বনি বি জয়ধ্বনি। 'রতিরশে জয়ধ্বনী করএ কিঙ্কিণী।' বড়, ১৪৫০; 'চতুর্দিশে ভক্তগণ করে জয়ধ্বনি।' বৃন্দা, ১৫০৮।

জয়ধ্বজা [স] বি বিজয় পতাকা। 'নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জয়ধ্বনি [স] বি আনন্দসূচক ধ্বনি। 'পরাসনা সেই জয়ধ্বনি।'

মুকুন্দ, ১৬০০; 'সঘনে পড়ে জয়ধ্বনি।' কেতকা, ১৬৫০।

জয়নাদ [স] বি জয়ধ্বনি। 'দামেক রাজের জয়নাদে আকাশ ফাটোয়া ... এখনই যাত্রা কর।' মণাররত্ন, ১৮৮৫।

জয়পতাকা [স] বি বিজয়সূচক পতাকা। 'পরে মিশরেও তাহাদের জয়পতাকা উড়ীয়মান হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জয়পতাকিনি [স] জয়পতাকা বি জয়সূচক পতাকাধারিণী। 'জয়ন্তর জয়পতাকিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জয়পত্র [স] ১ বি সন্দেহভঞ্জনপত্র। 'জয়পত্র ছিল মোর সন্তম মহলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বিজয়ের স্মারকপত্র। 'ওঁর মাথায় জয়পত্র বেঁধে দিস।' উমেশ, ১৮৫৭।

জয়পত্রী [স] বি বিজয়ের স্মারকপত্র। 'যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জয়পরাজয় [স] বি জয় ও পরাজয়। 'কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সখিলন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

জয়পাতি [স] জয়পত্র বি বিদেশ যাত্রাকালে স্ত্রীর স্বভাব সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের্থ স্বামীর প্রমাণপত্র। 'গুন পূর্ব ইতিহাস মাতার আদর্শ নিদর্শন তিনে জয়পাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জয়পিপাসু [স] বিগ জয় আকাঙ্ক্ষী। 'জয়পিপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জয়পুরী [স] বিগ জয়পুরে উৎপন্ন। 'জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জয়গান-পাত্র ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জয়-প্রাচীর [স] বি জয়সূচক দেয়াল। 'লঙ্কিলে আজি ভয়-দানবের ... জয়-প্রাচীর।' নজরুল, ১৯২৪।

জয় বাংলা [স] জয়+বাংলা বি প্রোগানবিশেষ। 'জয় বাংলা।' মুজিব, ১৯৭০; 'জয় বাংলা প্রোগানে যেন বিচ্ছুরিত জ্বালা।' পাশা, ১৯৭১; 'সহযোগীবৃন্দ বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো "জয়বাংলা।" সাগুর্ভিক বাংলাদেশ, ১৯৭১।

জয়বাণী [স] বি বিজয়ের বার্তা। 'তোমাতাই লড়িয়াছে জয়বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জয়বাদ [স] বি জয়ধ্বনি। 'তৎকাল্যে বাইসী শ্রাঘ্য করিতে লাগিল, এবং জয়বাদ করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

জয়বাদ্য [স] বি জয়সূচক বাদ্যনা। 'ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জয়বান [স] বিগ জয়ী। 'বদি জয়বান জাতি স্বামিকৃত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জয়বিজয় [স] বি বিজয় ক্রিয়ার। 'তিন জনে মুক্তি কৈল জয় বিজয়।' মালধর, ১৫০০।

জয়ভেরী [স] বি জয়ঢাক। 'তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জয়মন্ত্র [স] বি সাফল্যের মন্ত্র। 'জয়মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করলেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জয়মালা [স] বি জয়ের নিদর্শনরূপ পাওয়া মালা। 'জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ-বে হাতের দান।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

জয়মালা [স] বি জয়ের গৌরবসূচক মালা। 'জয়মালা নিতে আনি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জয়যাত্রা [স] ১ বি জয় করার উদ্দেশ্যে যাত্রা। 'জয়যাত্রার যাও গো,

ওঠো জয় রথে তব।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি বিজয়ী বেশে গমন।
'ওদের জয়যাত্রার ওই অপরূপ শোভা।' নজরুল, ১৯৩১।

জয়যাত্রী [স] বি জয়যাত্রার যাত্রী। 'তবে শেষে যোএ হয়ে সবে জয়যাত্রী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জয়যুক্ত [স] ক্রিবিণ জয়বিশে। 'তাহা তখন বৈকশিয়ারী উঠাইয়া লইয়া জয়যুক্ত প্রস্থান করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

জয়যুক্তা [স] বিণ ক্রী জয়ী; সফল। 'নানা দেশের পণ্ডিতেরদের সঙ্গে বিচার করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছিলেন।' গৌর, ১৮২২।

জয়যুক্তো [স] - জয়যুক্ত হোক, এই ইচ্ছা প্রকাশক সম্বোধনবিশেষ।
নজরুল, ১৯২৭।

জয়যুগ [স] বি জয়সূচক যুগ। 'জনগণ-পথ তব জয়যুগচক্রমুখর আজি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

জয়রোল [স] বি জয়ধ্বনি। 'স্বমক বীণা বাঁশি বাজয়ে শব্দ কঁসি চৌদিকে তনি জয়রোল।' রূপরাম, ১৭৫০।

জয়লক্ষ্মী [স] বি জয়রূপ লক্ষ্মী। 'জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জয়লঙ্কা [স] ১ বিণ বিজয়ী। 'তাহাতে তাহারদিগের পক্ষেই জয়লঙ্কা হইয়া থাকে।' প্রভাকর, ১৮৪৮। ২ বিণ জয়ের মাধ্যমে লাভ করা হয়েছে এমন। 'নানা দেশের জয়লঙ্কা সাম্রাজ্য ও উপটৌকনাদি প্রাপ্ত হইয়া রোমের ক্রমশঃ ধনসম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জয়লাভ [স] বি বিজয় অর্জন। 'নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইহারা যেন ইন্দ্রকু পাইতেন।' রাজ, ১৮৭৪।

জয়লালসা [স] বি জয় করার আকাঙ্ক্ষা। 'একদিকে দুর্ধর্ষ বৈশেষিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত।' বিভূতি, ১৯২৯।

জয়লিপি [স] বি জয়লেখ। 'এই চলাই যেন আমার জয়লিপির জয়লিপি।' বিভূতি, ১৯৩৮।

জয়লেখ [স] বি জয়ের লেখা। 'ললাটে দিয়েছে জয়লেখ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জয়শব্দ [স] বি জয়সূচক শব্দধ্বনি। 'সঘনে বাজায় জয়শব্দ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জয়শালী [স] বিণ জয়ী; জয়যুক্ত। 'দুইটির দ্বারা বাল্যপ্রাপ্তকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জয়শীল [স] বিণ বিজয়ী। 'এই রাজমুদ্রা সৌরভ দৈশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলাম ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

জয়শূল [স] বি শিলা নামের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নাক্ষত্রী রণশূল জয়শূল মৃদঙ্গ ...।' হৃদাঙ্কুর, ১৮১২।

জয়শ্রী [স] বি জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রী।' নজরুল, ১৯২২।

জয়সংগীত [স] বি জয়ের আনন্দ-প্রকাশক সংগীত। 'শূন্যতলে উৎসবে জয়সংগীত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জয়সাধনা [স] বি জয়লাভের প্রচেষ্টা। 'দিনে দিনে জয়সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জয়সূচক [স] বিণ বিজয় প্রকাশ করে এমন। 'রক্ষিত পতাকাসকল হেলিয়া দুলা জয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জয়স্তম্ভ [স] বি বিজয় অর্জনের প্রতীক স্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ। 'মনোহর

অট্টালিকা, মহোচ্চ জয়স্তম্ভ, ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জয়োৎসব [স] জয়-উৎসব। বি বিজয়লাভ উপলক্ষে উৎসব। 'মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জয়োদ্ধত [স] জয়-উদ্ধত। বিণ বিজয়ের কারণে উদ্ধত। 'দলে দলে গেছে লোক লোকের সুদীর্ঘ অতীতে জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জয়োদ্রাস [স] জয়-উদ্রাস। বি বিজয়ের আনন্দ। 'ঐ শোন, জয়োদ্রাসে গায় প্রজাগণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জয়োজ্ঞ [স] - জয় হোক। 'জয়োজ্ঞ রাজন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জয়তুণী [আ জয়তুণী] বিণ জয়তুণ বা জলপাই সংক্রান্ত। 'কোন জয়তুণী স্মৃতিকথা বহি জাগো অ-শ্রাব্য রজনী-দিন?' ফররুখ, ১৯৪৬।

জয়তী [স] জয়তীপত্রী। বি মঙ্গলাবিশেষ। 'নানা প্রকার মঙ্গলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়তী জোয়ান ধনে সুপারি।' ভবানী, ১৮২৮।

জয়দাদ [স] জয়দাদ। বি সম্পত্তি। ভবানী, ১৮২৩।

জয়দেবী [স জয়দেব] বিণ জয়দেব রচিত। 'তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রভাক্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জয়দেবীয় [স] বিণ জয়দেবের। 'যেগুলি আমার নিকট বিশেষরূপে জয়দেবীর বলিয়া বোধ হইয়াছে।' প্রমথ, ১৮৯০।

জয়ন্তিকা [স] বি দুর্গার সহচরী। 'বিজয়শব্দ বাজায় বর্ণে জয়ন্তিকা।' নজরুল, ১৯৩০; 'চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা।' নজরুল, ১৯৩১।

জয়ন্তী [স] ১ বি গাছ ও তার ফুলবিশেষ। 'জয়ন্তী বিষকরঞ্জ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বাৎসরিক স্মরণোৎসব। 'কর্মপথের যাত্রা সন্তর বছরের গোমূলবৈরাগ্য একটা উপসংহারে এসে পৌছল। আলো মান হবার শেষ মুহূর্তের এই জয়ন্তী।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'রাজতুলা পঁচন বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জুবিলী বা রক্ত জয়ন্তী মহোৎসব।' মোহাম্মদী, ১৯৩৫। ৩ বি পাহাড়ের নাম। 'সিলেট ও জয়ন্তী পাহাড়ের কাছে নদী।' হাই, ১৯৫৪।

জয়ন্তীয়া [স] বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'মিকির, জয়ন্তীয়া, খানিয়া ও গারো জাতি।' বঙ্কিম, ১৯৯২।

জয়লে [স] বি বিবরণ। 'তাহাতে রে দুই নীময় জয়লে লিখ হইতেছে।' কাল্যাণে, ১৭৮৭।

জয়া [স] ১ বি ফুলবিশেষ; জয়ন্তী। 'আঙলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুর্গাদেবী। 'জয়া যোগেশ্বরজয়া।' আনন্দি, ১৮০০।

জয়াক্ষ [স] বিণ জয়চিহ্নাক্ষিত। 'জোর করিয়া জয়াক্ষে বস্ত্রের ঘোড়া ধরে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জয়ানিগি [স] জয়গান+কি> বি যৌবন। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জয়াহের [আ জওহর] বি রত্ন। 'বেরেল সাহেবের জয়াহেরের গহনা আদম হরেক তরোর।' ডেরলি, ১৭৯৪।

জয়িত্রী [স] বি মঙ্গলরূপে ব্যবহৃত জায়ফলের শুকনা ছাল। 'জায়ফল জয়িত্রী দারুচিনি প্রভৃতি নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জয়ী [স] বিণ জয়লাভ করেছে এমন। 'সমরে করাইব জয়ী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জয়ীক [আ] ১ বিণ জয়প্রাপ্ত। 'এখানে জয়ীক স্থবির আবার - জমানো ঘেঘ।' ফররুখ, ১৯৪৬। ২ বি অর্থর্ব ব্যক্তি। 'এ কাহিনী পুরাতন,

‘তবু বৃদ্ধ জয়ীফেরা বলে।’ ফররুখ, ১৯৬৩।

জয়েন [হি] *বিণ* যুক্ত। ‘একেবারে মাটির সঙ্গে ‘জয়েন।’ নজরুল, ১৯২৭।

জয়েন করা *ক্রি* যোগদান করা। ‘আজই তার জয়েন করা চাই।’ নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

জয়েন্ট, জয়েন্ট [হি] ১ *বিণ* যৌথ। ‘ও যদি বলে জয়েন্ট ফেমেলি, দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন।’ গিরিশ, ১৮৮৯। ২ *বিণ* সহযোগী; যুগ্ম। ‘কলিকাতা মোহাম্মদ নীশের জয়েন্ট সেক্রেটারী।’ আজাদ, ১৯৪১।

জয়েবাদ [স] জয়বাদ। *বি* জয়ধ্বনি। ‘সাধু২ সন্দ করি আকাশে জয়েবাদ।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জয়েল [ফা জায়] ১ *বি* ফর্দ। ‘ওগরহ মহাবকে তপশীল জয়েল জদি ইয়েজি সন ...।’ ক্যালসো, ১৭৮৪। ২ *বি* বিবৃত্ত বিবরণ। ‘তাহা খোলাসা নিকালিয়া জয়েলে লিখা জাইতেছে।’ মেয়ার, ১৭৮৭।

জয়োৎসব *দ্র* জয়

জয়োদ্ধত *দ্র* জয়

জয়োপ্লাস *দ্র* জয়

জয়োস্ত্র *দ্র* জয়

জর [স] জরা। *বি* জ্বা। ‘হাথ দিখা দেখে বড়ারি মোর কলেবরে/ জত বড় উপজিল জরে।’ বটু, ১৪৫০।

জরহরণ [স] জ্বরহরণ। *বি* জ্বরের উপশম। ‘তোম্বা ছাড়ী নাহি জরহরণ উপাএ।’ বটু, ১৪৫০।

জরুআ [জুর-উয়া] *বি* জুরাক্রান্ত ব্যক্তি। ‘বিরহে পুড়িয়া কাহ হাকুস বিকল জরুআ সেবিআ যেহু রুচক আখল।’ বটু, ১৪৫০।

জর [স] জরা। *বিণ* একত্রে। ‘মানোএল, ১৭৪৩।

জর [ফা জর] *বি* সোনা। ‘বাসালার আবরফি জর টাকসালে মণ্ডকুপ হইবেক।’ ক্যালসো, ১৭৮৭।

জরকশী [ফা] *বিণ* জরির কাজ করা। ‘জরকশী পাদুকা পায়।’ আলোওল, ১৬৮০।

জরকশীচীরা [ফা জরকশী+স চীরা] *বি* সোনা বা সোনালি রঙের তার দিয়ে কাজ করা বস্ত্র। ‘বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।’ ভারত, ১৭৬০।

জরকসি [ফা জরকশী] *বিণ* জরির কাজ করা। ‘জরকসি কাবাই গায় করিয়া পৈরণ।’ আলোওল, ১৬৮০।

জরজর [স] জর্জর ১ *বিণ* জর্জরিত। ‘দূরসহ মদনশর দুই অঙ্গ জরজর।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বিণ* জীর্ণ। ‘তনু হল জর জর।’ ভবানী, ১৮২৫।

জরজরে *বিণ* কাঁচা। ‘অবলার শরীরে বিকি করে জরজরে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জরট [স] জলজ। *বি* জলচর। ‘জরট কমট ভেট দিয়া কৈল মাথা হেট সোমাক্রি ওঝা করিল কল্যাণ।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

জরতারি [ফা] *বি* জরি বা সোনালি সূতায় নির্মিত কাপড়। ‘থেনে নেত পাট পৈরে থেনে জরতারি।’ আলোওল, ১৬৮০।

জরতী [স] *বিণ* ক্রী অতি বৃদ্ধ। ‘হইলা দেবী জরতী ব্রাহ্মণী।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

জরজরতী [স] *বি* প্রাচীন প্রাচীন। ‘এস জরজরতী, এই মিলনমন্দিরে

এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।’ শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

জরথুদ্রী [ফা] *বিণ* জরথুদ্রপন্থী। ‘বোম্বাইয়ের জরথুদ্রী কামা-প্রতিষ্ঠান।’ মুম্বতরা, ১৯৪৯।

জরদ [ফা জরদ] ১ *বি* হলুদ রং। ‘মোজা কশা পরিলে জরদ অতি ভাল।’ আলোওল, ১৬৮০। ২ *বি* উজ্জ্বলতা। ‘শেতের আড়ালে এসে নগ্ন করে যৌবন জরদ।’ মাহমুদ, ১৯৭৩।

জরদ কাগজ [ফা জরদ+আ কাগজ] *বি* স্বকমকে উজ্জ্বল কাগজ। ওর্স, ১৭৮৫।

জরদ জবা [ফা জরদ+স জবা] *বি* জবামূলের প্রজাতিবিশেষ। ‘শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জরদা [ফা জরদ] ১ *বি* জাফরানি রং ও কিশমিশমিশ্রিত মিষ্টি পোলাও। ‘ফিরি জরদা আর উত্তম পৌরুটি।’ ভবানী, ১৮২৮। ২ *বি* জাফরান রং। ‘সোশালী, বেত্তনে, জরদা, সবুজ ...।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ *বি* পানের সঙ্গে আওয়ার সুগন্ধী মসলামিক ডামাকপাতাচূর্ণ। ‘তাম্বুল বিহার জরদা কিমাম এইসব আমরা ব্যবহার করি।’ জীবন, ১৯৩২।

জরদে [ফা জরদ] *বিণ* হলুদাভ। ‘হলুদে জরদে-সোনা।’ জসীম, ১৯৩১।

জরদগব, জরদগব [স] ১ *বি* বড়ো বাঁড়। ‘অতএব জরদগব মারে মুনিগণ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিণ* অর্থর। ‘তোমার পাপের ভাগী হক্কে ডাকহ জরদগব হবে।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জরদগব [স] জরদগব। *বি* সাময়িকপত্র। ‘২০ দিসেখরের কলিকাতার জরদগব হইতে আমরা লইলাম ...।’ দর্পণ, ১৮২২।

জরম [স] জরা। *বি* জরা। ‘অন্ত জরমে গুর ব্রাহ্মণেরে দিলো নানা দুখতারে।’ বটু, ১৪৫০।

জরমক *বিণ* চিরকালের। ‘জরমক তরুর কূলে কলঙ্ক থুইরে।’ বটু, ১৪৫০।

জরমদুখ [স] জরাদুখ। *বি* জরাদুখ। ‘পালাউ জরমদুখ দেহ আলিঙ্গন।’ বটু, ১৪৫০।

জরমান [সি] *বি* জার্মান ভাষা। ‘ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্টা ... জরমান, ইটালীয় এবং স্প্যানীয়।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জরমানা [আ জরম+ফা আনান] *বি* অর্থদান। ‘হাজার আসরফি জরমানা দিবে।’ বঙ্কিম, ১৮৮৪।

জরল [স] জর্জর। *ক্রি* জর্জরিত হওয়া। ‘পিরীতের ডুঙ্গসমে ডহিলি সোহান মর্মে পরল জরল সর্বদেহে।’ বাহরাম, ১৬৫০।

জরা [স] জর্জর। *ক্রি* জর্জরিত হওয়া। ‘বিরহ জরে তেহে জরিল।’ বটু, ১৪৫০। জরিতে *ক্রি* আক্রান্ত করতে। ‘ঐ বিষে রসুলক লাগিল জরিতে।’ সুলতান, ১৭০০। জরিল *ক্রি* আক্রান্ত হওয়া। ‘যথজনে খাইলেস্ত না জরিল বিষে।’ সুলতান, ১৭০০। জরিলি *ক্রি* জর্জরিত হওয়া। ‘বিরহ জরে তেহে জরিল।’ বটু, ১৪৫০।

জরা [স] ১ *বি* বার্ষিক। ‘আখ জনম হম নিদে গোজারলু জরা সিসু কতদিন গেলা।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ *বিণ* বৃদ্ধা। ‘বাহী বিনু বুঢ়াকালে জরা।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বিণ* জর্জরিত। ‘চিন্তায় কোটাল বড় হইয়াছে জরা।’ কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

জরাকাল [স] *বি* দুঃসময়। ‘দেনা-দুঃখজালে এ জরাকালে বিকল ভিঙ্গা নির্মাণে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

জরামন্ত [স] *বিণ* বার্ষিকপ্রাপ্ত। ‘জরামন্ত নহিব দৌহার কলেবর।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

জরাজটিল [স] **বিণ** অত্যন্ত গভীর। 'জরাজটিল অরণ্যে তার ঠাই হলো না, ঠাই হলো না।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

জরাজর্জর [স] **বিণ** জরাযন্ত। 'মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

জরাজীর্ণ [স] **বিণ** বার্ষকীপীড়িত। 'জরাজীর্ণ দেখি ঘোষে বেড়ি কেন পায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

জরাঙ্কুর [স] **বি** বার্ষক্য ও ব্যাধি। 'নাহি জরাঙ্কুর পাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জরাঞ্চল [স] **বি** জরাযন্ততা। 'দীপ্ত জ্যোতির্শিখার ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল।' নজরুল, ১৯৪২।

জরাতুর [স] **বিণ** বার্ষক্যযন্ত। 'আমি বৃদ্ধ জরাতুর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জরাক [স] **বিণ** জরাযন্ত। 'জরাক, নির্ণয়হারা নিয়তির বাহুর আড়াল।' সূরীন্দ্র, ১৯২৭।

জরা-বিশীর্ণ [স] **বিণ** জরাবশত কৃশ। 'অনেক দিনের জরা-বিশীর্ণ পায়রা সে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

জরামরণ [স] **বি** বার্ষক্য ও মৃত্যু। 'ঐ সমস্ত দেব দেবী ... জরামরণের বশবর্তী নহেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জরামরণাদিচ্ছ [স] **বিণ** বার্ষক্য, মৃত্যু প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃত। 'জরামরণাদিচ্ছ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জরামৃত [স] **বি** জরা ও মৃত্যু। 'ভক্তি মুক্তির কণন সেতো তাতে যায় না জরামৃত।' গানন, ১৮৯০।

জরামৃত্ত [স] **জরামৃত্তা** **বি** বার্ষক্য ও মৃত্যু। 'নাহি হৃৎ জরামৃত্ত পয়সে।' যলাধর, ১৫০০।

জরামৃত্তা [স] **বি** বার্ষক্য ও মৃত্যু। 'যাও না ছেড়ে জরামৃত্তা নাই যে দেশেতে।' গানন, ১৮৯০।

জরা-মৃত্তা-ভীষণা [স] **বিণ** জীর্ণতা ও মৃত্যুর ভয়পূর্ণ। 'বন্য-খাপদ-সংকুল জরা-মৃত্তা-ভীষণা ধরা।' নজরুল, ১৯২৯।

জরামৃত [স] **বিণ** বয়স ভারাক্রান্ত। 'জরামৃত হইল তনু বসিতে খরিত জানু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জরায়ু ফৌপরা - জরাবশত অন্তঃসারহীন। 'ঘৌবনের দিনগুলোও একবারে জরায়ু ফৌপরা।' জীবন, ১৯৩২।

জরায়-মরা **বিণ** জরাযন্ত। 'জরায়-মরা মুমূর্ষুদের গ্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে।' নজরুল, ১৯২২।

জরায়ু [স] **১** **বি** নারীদেহের যে অঙ্গে ঋণ থাকে; গর্ভকোষ। 'সন্তান যখন জননী গর্ভে জরায়ু শয়ান শয়ান থাকে ...' অক্ষর, ১৮৫২। **২** **বি** গর্ভ; গহ্বর। 'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু।' জীবন, ১৯৪২।

জরি, **জরী** [ফা জরীন] **বি** সুতায় বোনো সোনালি বা রূপালি তারের ফিতা। 'খরি ননেক প্রহরণ জরীর পহিরণ সিপাইগণ রণমাঝে।' ভারত, ১৭৬০। 'জরি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

জরিদার [ফা জরীন+ফা দার] **বিণ** জরির কাজ করা। 'উত্তম বস্ত্র ও জরিদার শাল উপহার দিগেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

জরিপেড়ে **বিণ** জরির পাড়যুক্ত। 'জরিপেড়ে খুঁটি।' মূলতবা, ১৯৪৯।

জরির চটি **বি** জরি বসানো চট্টিভূতা। 'জরির চটি ফুলা পায়জামা

এবং রঙিন কাচলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জরিশাড়ি-মোড়া [ফা জরীন+স শাটী+স মুতন] **বিণ** জরির আবরণে আবৃত। 'জরিশাড়ি-মোড়া চকলেট।' নজরুল, ১৯৩১।

জরিন, **জরীন** [ফা জরীন] **বিণ** সোনালি। 'কুন্তে জরীন ফারসি ফরাস বিছিয়েচে।' নজরুল, ১৯২৬। 'দোলা-ঢিলা তার সোহাগ-বেণির জরিন ফিতার মোড়ে।' নজরুল, ১৯৩৯।

জরিপ, **জরীপ** [আ জরীবা] **১** **বি** জমির মাপ। 'আমার মহল জরিপ করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমি খাজনা দিব না।' কেরি, ১৮০২। **২** **বি** কর দেওয়া হয় এমন জমির পরিমাপক দল। 'গ্রামে জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে।' বিতুতি, ১৯২৯। **৩** **বি** যাচাই-বাহাই। 'বিমান সার্ভিসের ব্যবস্থাও জরীপে হওয়া উচিত।' আজাদ, ১৯৪৯। **৪** **বি** বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধান। 'দেহকে জরীপ করেই তারা তাদের দেহের অধিকারী মনের মানুষ মনের মাঝে করে অবৈষণ।' হাই, ১৯৫৪। **৫** **বি** কন্ডা। 'ভবিষ্যতের দিপন্ত জরিপ ছাড়া আর কোন পথ খোলা আছে?' শতকর্ত, ১৯৫৮।

জরিমানা, **জরীমানা** [আ জুর্ম+ফা আনাহ] **বি** অর্থদণ্ড। 'চারি শত টাকা করিয়া জরীমানা।' দর্পণ, ১৮২৩। 'সে জরিমানারূপে প্রতিফল পাইয়া থাকে।' সত্যার্থব, ১৮৫৫।

জরিপানা [আ জুর্ম+ফা আনাহ] **বি** জরিমানা। 'তাহারদিগের জরি জরিপানা হইল।' দর্পণ, ১৮২০।

জরিবানা [আ জুর্ম+ফা আনাহ] **বি** জরিমানা; অর্থদণ্ড। 'এইরূপ জরিবানা এক খবরের করিলে জমিদারগণ আর জমিদারী রক্ষা করিতে পারিবেন না।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

জরিমানা-দেওয়া **বিণ** শাস্তিবরূপ অর্থ কাটা গেছে এমন। 'ছাতার অবস্থানানু জরিমানা-দেওয়া মাইনের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জরিফু [স] **বিণ** ক্ষয়শীল। 'পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি আমাদের স্মৃতির বাসরে জরিফু ধমনী ক্ষিপ্ত করে।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

জরিফুতা [স] **বি** জরা। 'সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন দিক থেকে লিখেছেন জরিফুতার উপন্যাস।' শিব, ১৯৬০।

জরী **দ্র** জরি

জরীন **দ্র** জরিন

জরীপ **দ্র** জরিপ

জরীমানা **দ্র** জরিমানা

জরীয়াত [আ জরয়াত] **বি** চাষাবাদ। 'মৌরসী-মোকরারী প্রভৃতির জরীয়াতেই খাজনা-স্বেরাজ মায় আবওয়াব আদায়-উসুল করে আসছেন।' মাহেদেও, ১৯৪৯।

জরু [হি জোর] **১** **বি** নারী। 'জরুর খেয়াল সব দূর করি দিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। **২** **বি** ত্রী। 'ব্যানে বিকেলে দুপহরে/ জরু ছালাব সাথে করে।' দীনশঙ্কর, ১৮৭২।

জরুজাত [হি জোর+স জাত] **বি** সন্তান। 'কার ঘর কার বাড়ী কার জরুজাত।' গরীব, ১৭৬৫।

জরুড় [স জরুল] **বি** শরীরের জন্মদাগ। 'জরুড় দক্ষিণ করে কুন্তল সকল শিরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জরুর, **জরুরত**, **জরুরাত** [আ জরুর] **১** **বিণ** গুরুত্বপূর্ণ। 'জরুর কেবল অলিখে যে প্রস্তাবন এহা না করুক।' মালোএল, ১৭৪৩। **২** **ক্রিবিণ** অলিখে; দ্রুত। 'তনু ভাই মেরা বাত নিকা কর জরুরাত।' গরীব, ১৭৬৫। **৩** **ক্রিবিণ** অবশ্যই। 'নাদনা দিয়ে জরুর রানির ভাতা

চাই-ই মাঝা।' নজরুল, ১৯২৬। ৪ বি প্রয়োজন। 'সোজার সঙ্গে একটু বাটা চানিরও জরুরত আছে।' আলতাকিন, ১৯৫৯।

জরুরি, জরুরী [আ জরুর] ১ বিণ গুরুত্বপূর্ণ। 'এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বিণ আবশ্যক। 'এইরূপ কার্যে তত্ত্বাও তজদিসে-ইমান জরুরী হইবে।' জামায়াত, ১৯৩৭। ৩ বিণ সংকটময়। 'তারপর জরুরী অবস্থার ফলে দেশে যত ... বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৫।

জরুরি/জরুরী অবস্থা বি রাষ্ট্রের সংকটজনক পরিস্থিতি। 'তারপর জরুরী অবস্থার ফলে দেশে যত ... বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৫।

জরুল [স জরুল] বি শরীরের জন্মানাগ। 'জংঘার পাশে ছিল তার খয়েরি জরুল।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

জর্জর, জর্জর [স] ১ বিণ আচ্ছন্ন। 'জর্জর হইয়া প্রভু ভাবের প্রহারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ পীড়িত। 'রুসিআ বীরবর করিল জর্জর।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'তোমার বচনে আমি ইইলাম জর্জর' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বিণ কাতর; জর্জরিত। 'বেদনাএ জর্জর তনু রক্ত পড়ে গাও।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যাখায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

জর্জরতা [স] বি জীর্ণতা। 'এই জর্জরতার বিবর্তে মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে।' তারা, ১৯৪২।

জর্জরা [স জর্জর] বিণ স্ত্রী জর্জরিত। 'বসুন্ধরা, অন্যায়ের আক্রমণে বিবাহগে জর্জরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জর্জরিত, জর্জরিত [স] ১ বিণ ক্ষত-বিক্ষত। 'করুণ, নীরস, অন্তর্ভাগী, মর্মস্পীড়িত নিদারুণ বাক্য-রোগে সর্বদা বন্দীদিগকে জর্জরিত করিতে থাকে।' মশাররফ, ১৮৯০। ২ বিণ জীর্ণ; পীড়িত। 'ভেদ-বিভেদে জর্জরিত ...।' আজাদ, ১৯৪০।

জর্জরিতা [স] ১ বিণ স্ত্রী জর্জর করা হয়েছে এমন। 'অশ্রুজের অত্যাচার এবং অন্যায় জর্জরিতা নারী সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত বেদনা ...।' বেগম, ১৯৪৮। ২ বিণ স্ত্রী পীড়িত। 'যন্ত্রণার জর্জরিতা দুঃখবীণা সে আলোর স্বরূপে।' সুনীল, ১৯৬১।

জর্জরিতাঙ্গী [স] বিণ পীড়িত। 'অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গশরৎহারা জর্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জর্জরীভূত, জর্জরীভূত [স] ১ বিণ বিষাক্ত। 'সর্বগণ নিঃশ্বাস নিঃসরণে নিকটস্থ চতুর্দিক বিষ বারী জর্জরীভূত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৪৪৩। ২ বিণ পীড়িত। 'এ প্রকার অচরণে একেবারে জর্জরীভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বিণ ক্রিষ্ট। 'রোগে জর্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। 'জর্জরীভূত হয়ে কোনো ফল প্রসব না করেই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ আক্রান্ত। 'তাহারা কোন বিষয়ে নির্ধন সোকের ন্যায় চিন্তাভ্রমে জর্জরীভূত হন না।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জর্জরীভূতা [স] বিণ স্ত্রী পীড়িত। 'এখন দুঃখের হলাহলে একপ্রকার নীলকণ্ঠ। জর্জরীভূতা হয়ে রয়েছি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

জর্জীয় [স] বি উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার দেশ জর্জিয়ার অধিবাসী। 'বাহ্লীক প্রদেশে জর্জীয় আর্মিনিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জর্জেট [স] বি একপ্রকার মিহি কাপড়বিশেষ। 'অপরূপ জর্জেটের শাড়ি বের করে এনে।' জীবন, ১৯৩২।

জর্ডন [স] বি ফিলিস্তিন ও জর্ডানের মধ্যবর্তী নদীবিশেষ। 'জর্ডন নদে

ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম।' নজরুল, ১৯২৮।

জর্গাল [স] বি দৈনিক সংবাদপত্র; সাময়িকী। 'জর্গালের পাতায় যেখানে প্রাত্যহিক ঐক্যতানে/শিপিবন্ধ আরো কিছু।' শামসুর, ১৯৬৩।

জর্দা, জর্দা [স জর্দা] ১ বি পানের মসলাবিশেষ। 'যেই পাবে না ... কৌটো পানের জর্দার।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি হৃদয়। 'যার রক্ত কখনো লাল, কখনো বেগুনী, কখনো বা ফিকে জর্দা।' শিবরাম, ১৯৪০।

জর্নেল [স জর্নাল] বি সাময়িকপত্র। 'এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নেলের মঠ ভাঙে ইহা প্রকটিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জর্ম, জর্ম [স জন্ম] বি জন্ম। 'গোসাঞির জর্ম কর্ম কে কহিতে পারে।' মালাধর, ১৫০০। 'না করিলে কোন কর্ম বিফল দেবতাজর্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জর্মদাতা [স জন্মদাতা] বি জন্মদাতা। 'ওগা, ১৭৮২।

জর্মহ বি জন্ম। 'ফুলে জর্মহ বানিএর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জর্মিবেক [স] জন্মাবে। 'এহাতে উক্তি জর্মিবেক।' মাদোএল, ১৭৪৩।

জর্মিন, জর্মিন [স] ১ বি জার্মান দেশের অধিবাসী। 'এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জর্মিন প্রভৃতি যুরোপীয় জাতিরা ...।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ জার্মানি সংক্রান্ত। 'নূতন জর্মিন সম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৯।

জর্মিনজান [স জর্মিন+স জ্ঞান] বি জার্মান ভাষায় পাণ্ডিত্য। 'চাচার জর্মিনজান ছিল।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

জর্মনি, জর্মনি [স] বি জার্মানি; পশ্চিম ইউরোপের দেশবিশেষ; উল্লেখ্য। 'জর্মনি দেশে এক প্রকার নূতন ছাপা সৃষ্টি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

জর্মনিয়, জর্মনিয় [স জর্মিন+স ঈয়া] বি জার্মানির অধিবাসী। 'জর্মনিয়গণ অনুকারীই রহিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জার্মান, জার্মান, জার্মান [স] ১ বি জার্মানির নাগরিক। 'জার্মানেরা বিজ্ঞ, প্রতিভাশালী, এবং বিদ্যান।' অক্ষয়, ১৮৪১। ২ বি জার্মান ভাষা। 'তিনি ইংরাজি, ... জার্মান ও ইটালিক ভাষায় দ্ব্যুৎপন্ন ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'জার্মান ... ভাষা সুন্দর রূপে অভ্যাস করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ জার্মানি। 'ইংলন্ড-প্রবাসী জার্মান ইতালীয় গোলায় ইহুদিগণের প্রতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জার্মানিক [স] বিণ জার্মান দেশের। 'সুধারের প্রবর্তিত রিফর্মেশনই জার্মানিক ভাষাসমূহকে ...।' প্রমথ, ১৯১৭।

জার্ম [স জর্জর] বিণ জীর্ণ; ক্রিষ্ট। 'হ'এ নহে দেখ এই বিরএ জার্ম।' মালাধর, ১৫০০।

জল [স] ১ বি পানি; সলিল। 'জলে মাছ কুলে গাছ মৈল তার বিধে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি জলাধার। 'জলে পলি তপ করে নীল উতপল।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ শীতল। 'সে দেখে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি বৃষ্টি। 'চারদিক আঁধার ঘুরঘুরি।' আর কুমম জল।' তারা, ১৯৪৬। ৫ বি ভরল পদার্থ। 'সব ঘুটিয়ে জল করে ফেলতে হয়।' শ্যামল, ১৯৬৭। **জলেতে** ১ ক্রিণিণ জল খাওয়া। 'দুঃখভরন কৈল জলেতে মার্যন।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিণিণ জলে। 'না ভিজল জলেতে অগ্নিত না পোড়ায়।' আলাওল, ১৬০০। **জলেতে ক্রিণিণ** জলের মতো। 'মনে মর্ন্ত হৈয়া করে জলেতে বেহার।' মালাধর, ১৫০০। **জলেতে ক্রিণিণ** জল আনতে। 'প্রহুয়ে জলেতে

গেলি।' আলাওল, ১৭৫০।

জল অঞ্জলি [স] বি অঞ্জলি-ডরা জল। 'তিরথ জানি জল অঞ্জলি দেবা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জলকণা [স] ১ বি জলবিশ্দ। 'সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা সমুহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'মরিয়া যাব একা হলে একটা জলকণা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বি জলের ছিটা। 'হস্তখলিত জলকণা কপি-তপস্বীর সঙ্গে নিশ্চিত হইল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জলকণিকা [স] বি জলের কণা; জলের ফোঁটা। 'জলের ওপরে জলকণিকার কথিকার শব্দের মতন।' জীবন, ১৯৪০।

জলকন্যা [স] বি জলপরি। 'জলকন্যা দেখলা নাকি।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

জলকর [স] বি জল ব্যবহারের শুদ্ধ। 'জলকর বিষয়ে নতুন আইন।' দর্পণ, ১৮২৬।

জলকলস [স] বি জলের কলস। '... জলকলস, চীর ও কৃষ্ণাঙ্গিন পরিহিত মুনিগণের বেদপাঠধনি।' বিতুতি, ১৯৩১।

জলকল্লোল [স] বি জলের কলকল ধ্বনি। 'মনোমোহন দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

জলকট [স] বি পানির অভাবে কট। 'অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত জল কট হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

জলকাচা [স] বি শুষ্ক পানি দিয়ে ধোয়া। 'কাঁথাখানা জলকাচা করে রোদে দেই।' বিতুতি, ১৯৩১।

জল কাটা [স] বি বেয়ে নিয়ে যাওয়া। 'ছোটো ডোঙায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জলকাদা [স] বি বৃষ্টির পানি ও তার ফলে সৃষ্ট পথের কাদা। 'বৃষ্টির জলকাদা বৃষ্টি পাতা অবজ্ঞা দ্বিষিত পৃথিবীদ্বয় হাওয়া নাই।' সুব্রত, ১৯২১।

জলকিন্মরী [স] বি স্ত্রী জলে বসবাসকারী দেবলোকের গায়িকা। 'শহরে পানির ফোয়ারা শোনাতো তাকে জলকিন্মরীর কতো গান।' শায়সুর, ১৯৭২।

জলকুণ্ড [স] বি পুকুর। 'অপরিকার জলকুণ্ডে স্নান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জলকুমারী [স] বি জলে বাস করে এমন কল্লোলের পূর্ণবৌবনা সুন্দরী নারী। 'সুভা যদি জলকুমারী হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জলকুমুদী [স] বি জলপদ্ম। 'বকে তাহার জলকুমুদী মেলেছে শতদল।' জসীম, ১৯২৯।

জলকুড়া [স] বি জলক্রীড়া। 'দেখিলেক জলকুড়া করে নারি লোক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জলকে চলা [স] বি পানি আনতে যাওয়া। 'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জলকেশি [স] বি জলক্রীড়া। 'জলকেশি করিবারে কাছ কৈল মন।' বড়ু, ১৪৫০।

জলক্রীড়া [স] বি পানিতে নেমে সাঁতার বা এ-রকম খেলাবিশেষ। 'হরসিতে জলক্রীড়া করে এক মনে।' মালাধর, ১৫০০।

জল খাওন [স] বি জল পান করা। ওয়া, ১৭৮৫।

জল-খাবার [স] বি জল+খাবার। 'নান্দা; হালকা খাবার।' সন্ধ্যা হল - আর জল-খাবার থাকুক ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

জল খাবার ছুটি বি হালকা খাবারের বিরতি। 'পড়া বলতে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় ... বেষ্ণের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন হয়ে রয়েছে।' হেতোম, ১৮৬২।

জলখুরি [স] বি জলের পোকাবিশেষ। 'মাছ যেন অকস্মাৎ জলখুরির কামড় খেল।' জীবন, ১৯৩২।

জলখ্যাংরা [স] বি জলে ভিজানো কাঁটা। 'তোমার বাড়ী ওরে এক দিন আনি, এনে জলখ্যাংরা খাইয়ে বিদেয় করি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

জলগন্ধু [স] বি এক আঁজলা পানি। 'গঙ্গায় জলগন্ধু ভাসাইয়া দিয়া ...।' শরৎ, ১৯১৭।

জলগর্ভ [স] বি জলের ভিতর। 'জলগর্ভে রবে বার্তা হৃদয়-আগারে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জলগামী [স] বি জলগামী। বিশ পানিপথে চলাচলকারী। 'মিনি ... জলগামী নৌকা সকলের স্থান জ্ঞানেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জলগোজা [স] বি জল+গোজা। 'সেও জলগোজা খাইয়া উপ্পা মারিতে আরম্ভ করিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

জলগ্রহণ [স] বি খাদ্যগ্রহণ। 'প্রত্যহ বহু স্তোত্র ও বহু মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তবে জলগ্রহণ করেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

জলঘট [স] বি পানি রাখার ঘটিবিশেষ; জলপাত্র। 'কেহ জলঘট দেয় মহাশয়র করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জলঘর্ষ [স] বি পানিতে জনে এমন এক ধরনের ঘাস। 'সুস্তাসিগণি ইহং কপিছে তাদের চলার দোলে।' জসীম, ১৯৫১।

জলঘর্ষি [স] বি নদী প্রভৃতিতে জলের পাক। 'জলঘর্ষির ভিতর ধীর পড়ে গেল।' জীবন, ১৯৩২।

জলচকী [স] জল+স চতুর্ক। বি ছোটো চারকোনা কাঠের নিচু আসনবিশেষ। 'জলচকীর চাকা ঘুরায় ঘুরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

জলচ যন্ত্র [স] জলচ-যন্ত্র। বি পিচকারি। 'কৃত্যামোড় কার হাথে কার জলচ যন্ত্র সাধুকে তাড়িয়া ধরে নহে পরতন্ত্র।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জলচর [স] বি জলে বাস করে যে প্রাণী। 'নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে।' মালাধর, ১৫০০।

জলচল [স] বি সামাজিকভাবে খাদ্যাদি গ্রহণ। 'তাদের সঙ্গে জলচল বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জলচুড়ি [স] বি জল+চুড়ি। বি জলতরঙ্গ। 'বাজায় জলচুড়ি কিস্কিনী।' নজরুল, ১৯২৯।

জলটোকা, জলটোকী [স] জল+স চতুর্ক। বি ছোটো ও নিচু চারকোনা কাঠের আসনবিশেষ। 'একটা জলটোকির উপর মাজাঘাষা কতকগুলি পিতল-কাঁসার বাসন।' শরৎ, ১৯১৭; 'জলটোকীর উপর বসিয়া গুজু করিতেছিলেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

জলছবি [স] জল+স ছবি। বি জলে ভিজিয়ে অন্য কাগজে স্থাপ তোলা যায় এমন ছবি। 'জলছবি আর লাটু লাটাই ...।' সুকুমার, ১৯২০।

জল-ছল-ছল [স] জল+ধ্বন্যা ছলছল। ১ বিশ জলশ্রোতের মতো। 'আমি উজ্জল জল-ছল-ছল।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিশ এই বৃষ্টি জল গড়িয়ে পড়ে এমন। 'শীরবে জল-ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে।' নজরুল, ১৯২২।

জল ছোঁড়া [স] বি জল ছিটানো। 'বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দূরত্বপনা করিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

জলজ [স] বিশ জলে জনে এমন। 'চিহ্নিতও একপ্রকার জলজ কীট,

মৎস্য নহে'। **বিদ্যা**, ১৮৫১।

জলজঙ্ঘ [স। বি জলে বাস করে এমন জঙ্ঘ। 'সমুদায় জলজঙ্ঘ নষ্ট হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জলজলা [স। জল>। ১ বি জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা। 'দিন কতক জলজলে বড় জলজলা হয়ে উঠেছিলো।' হুতোম, ১৮৬১। ২ জীবন নির্বিশেষে। 'প্রতি বছর কলার উপরে জলজলা চলে।' আলোউদ্দিন, ১৯৭১।

জলজলাট [স। জল>। ১ বিণ জাঁকজমকপূর্ণ। 'এই মত অতি জলজলাট দিবা রায়ি সেখানে।' রায়রাম, ১৮০১। ২ বি জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা। 'পূর্বে মিস্ত্রি বাবুদের বড় জল জলাট ছিল।' হুতোম, ১৮৬১।

জলজ লিপি [স। জলজ+ই লিপি। বি জলপত্র। 'জলজ লিপির দল ফুটিত।' বিজুতি, ১৯৩৮।

জলজান [স। বি হাইড্রোজেন গ্যাস। 'তিনি জলজান বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জলজ্যাস্ত [স। ১ বিণ প্রত্যাক্ত। 'আমি তার একটি জলজ্যাস্ত উদাহরণ।' প্রমথ, ১৮৯৮। ২ বিণ সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত। 'সব কটাই জলজ্যাস্ত বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।' নজরুল, ১৯২৬।

জলঝড় [স। বি বৃষ্টি ও ঝড়। 'সেই জলঝড়ের মধ্যে পাণ্ডলের মতো আপিসে গিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জলঝাঁট [স। জল+ঝাঁট>। বি জলের ঝাপটা। 'নুসিহের মস্ত পড়ি মারে জলঝাঁট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জলমুখি [স। জল+স তুল্য। বি জলাশয়ের মাঝে তৈরি ঘরবিশেষ। 'এবার আমি নিছিছু ছুটি, ছুটিই এবার জলমুখিতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৩। **জলডোরা** বি ডোরাকাটা দেহতুক বিশিষ্ট নির্বিষ সাপবিশেষ। 'মাঝের ছোঁলে জলডোরা সাপের চলন।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

জলটোড়া বি ডোরাকাটা দেহতুক বিশিষ্ট নির্বিষ সাপবিশেষ। 'সমংখ্য চন্দ্রবেড়া, অজগর, জলটোড়া নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

জলতরঙ্গ [স। ১ বি জলের তেউ। 'কেবল প্রকাণ্ড জলতরঙ্গের পরস্পর আঘাত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি জলতরা বাটিতে কাঠির আঘাতে সত্ত্ব স্বরের সরতিপূর্ণ সর তোলা হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'জলতরঙ্গ গুণীর হাতে পড়ল।' অরুন, ১৯২৫।

জলতল [স। বি জলের নিম্নস্থ ভূমি। 'গুতার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অল্লুরী কেশদামের মতো কৃষ্ণিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জলতলবিহারী [স। বিণ পানির নীচে বিচরণকারী। 'জলতলবিহারী প্রাণীগণের আহার, ক্রীড়া, যুদ্ধ প্রভৃতি।' প্রভাত, ১৮৯৬।

জলতৃক্ষা [স। বি পিপাসা। 'জলতৃক্ষায় তালু ও কণ্ঠ পরিতৃষ্ণ হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জলতেষ্টা [স। জলতৃক্ষা। বি জলপিপাসা। 'আমার আজও জলতেষ্টা পেয়ে যায়।' নজরুল, ১৯২৭।

জলদস্যু [স। বি নদী বা সমুদ্রে যারা ডাকাতি করে। 'অকূল জলধির পূর্বপশ্চিম দিক তাহাদের অজ্ঞাত, তাহাতে জলদস্যু পরিপূর্ণ।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জলদাস [স। বি জেলে। 'জলদাসদের সেই একরঙা মেয়ে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

জলদেবতা [স। বি হিন্দুমতে জলাধিপতি দেবতা; বরুণ। 'জলদেবতা অতিথয় অসঙ্কট হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

জলদোষ [স। বি উদরী; পেটে জল জমা রোগ। 'দেবিতেছি কিছু কিছু আছে জলদোষ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জলধনু [স। বি চাঁদের চারপাশে যে বাষ্পরেখা দেখা যায়। 'জলধনু তনু জিনিয়া উপমা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জলধর [স। ১ বি সাগর। 'ইচ্ছা মাত্র হইল অমৃত জলধর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি মেঘ। 'নব জলধর রূপ মুনি মন মোহে গো তেওঁ জলে যেতে করি মানা।' দ্বিচ্ছী, ১৬০০।

জলধর-ধ্বনি [স। বি মেঘের গর্জন। 'চাতকী আমি স্বজনী/ তনি জলধর-ধ্বনি।' মাইকেল, ১৮৬১।

জলধরপটল [স। বি মেঘরাশি। 'দেখতে এলেম বর্ষার জলধরপটল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জলধরাবৃত্ত [স। জলধর-আবৃত্ত। বিণ মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'জলধরাবৃত্ত তব শলাকবদন?' গিরিশ, ১৮৮৭।

জলধার [স। বি পানির প্রবাহ। 'অবিরল নয়ন গলএ জলধার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জলধারা [স। বি জলের প্রবাহ। 'কেশ নিসাড়িতে বহ জলধারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জলধোয়া বিণ পরিষ্কার করা হয়েছে এমন। 'এমন কি পাতালের জল-ধোয়া অমল প্রাসাদ।' শামসুর, ১৯৭০।

জলধৌত [স। বিণ জলে ধোয়া। 'কৃষ্ণচূড়া গাছের বর্ষা-জলধৌত পত্রবিত্ত চিক্ণতা দেখা যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জল-নাটনি [স। জলনাটনি। বি নৃত্যময়ী বর্ষা। 'তরঙ্গেরই নূপুর পরে জল-নাটনি আয় নেমে।' নজরুল, ১৯৩৩।

জলনাথ [স। ১ বি হিন্দুদেবতা বরুণ। 'কোথা জলনাথ? কোথা অলকার পতি?' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি সমুদ্র। 'মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

জলনিকাশ [স। বি জলনিকাশন। 'চণ্ডা রাষ্ট্র আর চাম্বকার জলনিকাশের বন্দোবস্ত।' হাসান, ১৯৭৪।

জলনিধি [স। বি সাগর। 'আমি জঘন্যতার জলনিধি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

জলপটি [স। জলপত্রিকা। বি জলে ডেজা টুকরা কাপড়; জলসেক। 'শীতলার চোখে জলপটি দিতে দিতে।' মানিক, ১৯৩৭।

জল পড়া বি মন্ত্রপূত জল। 'কত ঝড়ান ঝোড়ান, সরষে পড়া, জল পড়া ও লক্ষ্য পড়া দিতে, তবে ভাল হয়।' হুতোম, ১৮৬১।

জলপতি [স। বি (হিন্দু পুরাণ) জলের দেবতা; বরুণ। 'জলপতি হরপরি স্বর্গ বিদ্যার্থী।' বাহরাম, ১৮৫০।

জলপথ [স। বি নৌযান চলাচলের পথ। 'জলপথে অনীত বাণিজ্যদ্রব্যের হাঙ্গুল বিষয়ে নতুন আইন হয়।' দর্পণ, ১৮২৬।

জলপথ [স। বি জলে জানে এমন পদ্ধতিবিশেষ। 'হেনা, কেয়া, হানুহানা? জলপথ? না স্থলপথ?' শিবরাম, ১৯৪০।

জলপাই, **জলপাই**, **জলকই** [স। জল>। বি বৃক্ষবিশেষ ও তার ফল। 'কেব বেরে সফল জলপাই বেরের' বড়, ১৪৫০; 'সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত।' মালাধর, ১৫০০; 'দক্ষিণে কাটিল পদ্মা জলকই পায়োলা।' বিজয়, ১৬৫০।

জলপাইরঙ বিণ জলপাইয়ের রংবিশিষ্ট। 'পথের কুকুর দেখি বারংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাইরঙ একটি জীপের দিকে।' শামসুর, ১৯৭২।

জলপাত্র [স] বি পানি রাখার পাত্র। 'এত বলি মুরারি ধরিল জলপাত্র।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জলপান [স] ১ বি পানি পান। 'কোহো জ্বর তাত না করএ জলপান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি জলখাবার। 'বাঘরাল সমস্ত করিল জলপান।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

জলপান-পাত্র [স] বি জল পানের পাত্র; গ্লাস। 'জয়পুরী খেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজন-পাত্র নির্মিত হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জলপানি [স] জল-পানীয়। ১ বি প্রাত্রাশ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'সকাল বেলার জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া।' সুকুমার, ১৯১৮। ২ বি ছাত্রবৃত্তি। 'চন্দ্রাবাবু যে কালেজে পাঁচ বছরের চল্লিশ টাকা করে জলপানি পেয়েছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ৩ বি হাতখরচা। 'এই তোমাকে কিঞ্চিৎ জলপানি দিচ্ছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

জলপায়রা [স] জলপারাবত। বি পাবিবিষে। 'ডাকত ডাহক জল-পায়রা, নাচত ভরা বিল।' নজরুল, ১৯২৫।

জল পিণ্ডন বি জলপান করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

জলপিড়ি [স] জল+স পিঠি। বি পা খোয়ার পিড়ি। 'বেহুলা আনিল জলপিড়ি।' কেতক, ১৬৫০।

জলপিপাসা [স] বি জলপান করার ইচ্ছা; তৃষ্ণা। 'আমাদের জলপিপাসা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জলপিপি [স] জল+ধন্য। পিপি। বি ছোটো জলচর পাখিবিধে। 'কলমী-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

জলপুলিশ [স] জল+ই পুলিশ। বি জলপথ পাহারা দেয় যে পুলিশ। 'ভাগ্যনোমে নিজেও পড়তে পারে জলপুলিশের শিকার হয়ে।' মনোজ, ১৯৬১।

জলপুষ্প [স] বি পানিতে জন্মে এমন ফুল। 'পদ্ম, কুমুদ প্রভৃতি জলপুষ্প প্রফুল্লিত হইয়া, জলাশয়ের শোভা করে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

জলপূর্ণ [স] বিণ জলে ভরা। 'তেই তকালি জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদায়ে।' মাইকেল, ১৮৬১।

জলপৃষ্ঠ [স] বি পানির উপরিভাগ। 'পরিবর্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বৃন্দ।' অন্নদা, ১৯২৯।

জলপ্রাণালী [স] বি জল নিষ্কাশনের নালী বা খাল। 'নগরান্তর্গত জলপ্রাণালী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জলপ্রপাত [স] বি পর্বত বা খুব উঁচু থেকে তীব্রবেগে নীচের দিকে প্রবাহিত জলধারা। 'আমেরিকার জলপ্রপাত সমুদায় সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।' অক্ষয়, ১৮৫২।

জলপ্রবাহ [স] বি পানির স্রোত। 'একটা প্রকাণ্ড জলপ্রবাহ প্রভূত বাষ্পরাশিতে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

জলপ্রবেশ [স] বি জলে ডুবে জীবন বিসর্জন। 'জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ ও উদ্ভূতানি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা।' অক্ষয়, ১৮৫২।

জলম্রিয় [স] বিণ জল পছন্দকারী। 'জলম্রিয় পাখিগুলো উড়ে উড়ে।' মাহবুদ, ১৯৭৩।

জলপ্লাবন [স] ১ বি প্রবল বন্যা। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায়।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি জলোচ্ছাস। 'ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছাস জলপ্লাবন ভূযাসনসহচি কালে কালে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

জলফুল [স] জল+ফুল। বি পদ্ম, শাপলা ইত্যাদি জলজ ফুল। 'সংসারের সুনির্ধ্যল শত শত শতদল তাহে আর নানা জলফুল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জলবৎ [স] ১ বিণ জলের মতো। 'কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ ক্রিবিণ সহজে। 'জলবৎ অর্থব্যয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

জলবতী [স] বিণ জলে পরিপূর্ণ। 'জলহীনা স্রোতযতী, হবে কি লো জলবতী।' মাইকেল, ১৮৬১।

জলবর্ষণ [স] বি জলধারার আকারে নীচে ফেলা। 'কর্তৃপক্ষীদের জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জলবসন্ত [স] বি শরীরে জলবিদ্যুর মতো গোটা ওঠা রোগবিশেষ। 'এম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জলবাতাস [স] জল+হি বাতাস। বি আবহাওয়া। 'কেবল-মাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জলবায়ু [স] বি আবহাওয়া। 'স্থানিক জলবায়ুর স্বাভাব্যদণ্ডে ... বিমুগ্ধ বুদ্ধিতে সমর্থ হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জলবায়ুতত্ত্ব [স] বি আবহাওয়া-বিদ্যা। 'তাহার রহস্য জলবায়ুতত্ত্বের রহস্যের মতোই দুর্বোধ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জলবিষ্টি [স] জল+স বৃষ্টি। বি বুনে গাছবিশেষ, যার পাতা গায়ে লাগলে চুলকায় ও ক্বালা করে। 'জলবিষ্টি দিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দিতুম।' শরৎ, ১৯১৩।

জলবিদ্যুৎ [স] বি জলস্রোতের দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ। 'দুর্লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জলবিন্দু [স] বি জলের ফোঁটা। 'জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজবল-মুণ্ডে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জলবিন্দুবৃষ্টি [স] বি বৃষ্টির ফোঁটা। 'এদের নাচ বর্ষার ক্রমাক্রম জলবিন্দুবৃষ্টির মতো নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জলবিধ [স] বি পানির বৃন্দ। 'জীব-আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিধবৎ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জলবিধকার [স] বিণ জলবিধের মতো; জলবিধাকার। 'এ জগ জলবিধকারে।' চণ্ডী ৩৯, ১২০০।

জলবিধপারা [স] জলবিধপ্রায়। বিণ পানির বৃন্দের মতো। 'সংসা কে ডুবে যায় জলবিধপারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

জলবিম্ব [স] জলবিধ। বি জলের বৃন্দ। 'সংসার অসার জেন জলবিম্ব হায়া।' মালধার, ১৫০০।

জলবিশিষ্ট [স] বিণ জলপূর্ণ। 'এই জলবিশিষ্ট স্থানটি অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

জলবিহার [স] বি জলপথে বেড়ানো। 'শখ হল - একদিন ডিঙি চড়ে জলবিহার করবেন।' প্রমথ, ১৯৪২।

জলবুদ্দ [স] বি জলের বৃন্দ যা মূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

‘জলবুদ্বদের ন্যায় মরণোত্তর কেহ কাহারো নয়।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

জল-বোঝাই [স জল+স বাহা] বিণ অশূন্যপূর্ণ। ‘উলমল আঁবি জল-বোঝাই।’ নজরুল, ১৯২৮।

জলবোড়া [স জল+স বোড়া] বি সাপের প্রজাতিবিশেষ। ‘জলবোড়া সাপ এখানে-সেখানে বুড়িয়া বেড়ায়।’ জসীম, ১৯৬৪।

জলভরতি [স জল+ভরতি] বিণ জলপূর্ণ। ‘টেবিলের উপর জলভরতি পড়ে রয়েছে ...।’ জীবন, ১৯৩২।

জলভরা [স জল+ভরা] ১ বিণ অক্ষতভরা। ‘ঘরে যাব ফিরে দৌড়ে দুই জলভরা বৃষ্টি নয়ানে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ জলপ্লিত। ‘আজি জলভরা বিরিয়ান।’ রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বিণ অক্ষতভরা। ‘কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া।’ রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৪ বিণ জলপূর্ণ। ‘জলভরা ঘটে চলে নদীতটে বধূ চরণ ত্রাণ্ড।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বিণ বেনদার। ‘নিশীথের জলভরা কণ্ঠে কোন বিরহিণীর বাণী।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জলভারনত [স] বিণ জলের ভারে নুয়ে-পড়া। ‘চারুর চিত্ত পুশকিত কৌতুহলে জলভারনত মেঘের মতো।’ রবীন্দ্র, ১৯০১।

জলভারনন্দ [স] বিণ জলের ভারে নুয়ে আছে এমন। ‘অন্তরকনক জলভারনন্দ মেঘের মতো পরিপূর্ণতার দ্বারা নত হইয়া পড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জলভারাক্রান্ত বিণ জলের ভারে পূর্ণ। ‘আজ সকালে সমস্ত আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘে যেন নত হয়ে পড়ছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২। ‘তাহা জলভারাক্রান্ত শিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জলময় [স জলময়] বিণ জলে পরিপূর্ণ। ‘গিরিশূরে উজ্জল পাখুর জলময়।’ আলাওল, ১৬৮০।

জলময় [স] বিণ পানিতে ডুবে-যাওয়া। ‘কিছু দিনের মধ্যে ইহাও জলময় হইবে।’ দর্পণ, ১৮২৬।

জলমঞ্জীর [স] বি জলের নুপুর। ‘তব জলমঞ্জীর বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়াছ নিঃশ পথে।’ নজরুল, ১৯২৯।

জলমধুক [স] বি জলের ব্যাঙ। ‘জলমধুক বাঘা ব্যাঙয় সবে করতলে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জলমদ্যার [স জল-মদ্যার] বিণ জলময়। ‘জলমদ্যার পুথি গ্রীষ্ঠে তুলি লেল।’ মাল্যধর, ১৫০০।

জলময় [স] ১ বিণ জলে মগ্ন। ‘জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ জলে একাকার। ‘ওধু জলে জলে জলময়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিণ জলপূর্ণ। ‘বর্ষাকালে চারিদিকে জলে জলময় হইয়া যায়।’ মনিক, ১৯৩৬।

জলময়ী [স] ১ বিণ স্ত্রী জলাশয়। ‘হলে তুমি জলময়ী, ও জলে ডুবিয়া সেই জুড়াব জীবন।’ গুণ, ১৫৮৫। ২ বিণ স্ত্রী জলপূর্ণ। ‘ওগো জলময়ী নদী।’ সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

জলমরু [স] বি মরুভূমি নিম্নাংশ জলরাশি। ‘সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা করিয়া উঠিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জলমসৃণ [স] বিণ তেলতেলে। ‘ভিত্তি বুড়ো কৈপে কৈপে তার জলমসৃণ মশক বয়।’ শ্যামসূর, ১৯৫৯।

জলমেয়ে [স জল+স মাতৃকা] বি স্নানরত মেয়ে। ‘সেই জলমেয়েদের স্তন ঠাণ্ডা, শালা, বরফের কুঁচির মতন।’ জীবন,

১৯৩৬।

জল-মোশানো বিণ পানি মিশে আছে এমন। ‘এ আমার চোখের জল-মোশানো হাসির শিলাবৃষ্টি।’ নজরুল, ১৯২৭।

জলযন্ত্র [স] ১ বি জলের ফোয়ারা। ‘জলযন্ত্র-ধারা যেন বাহে অক্ষজল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মেঘ। ‘পরমেস্বরের জলযন্ত্র দিবারাি দ্রব্য করিতেছে।’ অক্ষয়, ১৮৪৩।

জলযাত্রা [স] বি জলপথে ভ্রমণ। ‘আমরা জনকরকে বন্ধুতে মিলে একবার নিকরদেশ জলযাত্রা করেছিলাম।’ প্রথম, ১৯৩৩।

জলযান [স] বি জলে চলে এমন পরিবহন। ‘সমুদ্রজলের উপরিভাগ ও অভ্যন্তর-প্রদেশ দিয়া গমনাগমনকারী বহুবিধ জলযান ...।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

জলযুদ্ধ [স] বিণ জল আছে এমন। ‘জলযুদ্ধ স্থানের জল দূর করিয়া ...।’ দর্পণ, ১৮২০।

জলযুদ্ধ [স] ১ বি জলক্রীড়া বিশেষ। ‘জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দরিয়াযুদ্ধ। ‘ওগো, ১৭৮৫।

জলযোগ [স] বি হালকা খাবার; নাশতা। ‘শত আশ্রুপলি কাশালি জলোদগিকপে দিয়া জলযোগ করিত।’ রামরাম, ১৮০১।

জলরক্ত [স জলরক্ত] বি জলে তুলে নিয়ে আঁকতে হয় এমন রং। ‘দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরক্ত, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট।’ বৃন্দা, ১৯৩৬।

জলরাজ্য [স] বি জলসীমা। ‘শৈবালবিকীর্ণ সুবিশীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জল রৌদ্র।’ রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

জলরাশি [স] বি বিপুল পরিমাণ জল। ‘জলরাশি সতেজে নদী-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড-বেগে গমন করিতে থাকে, ইহাকেই বান কহে।’ অক্ষয়, ১৮৪৭।

জলরুটি [স জল+হি রোটি] বি জল ও রুটি। ‘গাছের আগার জলরুটি তোর পথিক জনে সাথছে গো।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জলরেখা [স] ১ বি জলধারা। ‘আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি জলবিন্দু; অশ্রু। ‘দিত দেখা দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা নিষ্কারণে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জলরেখাবলয়িত [স] বিণ জলরেখাবলয়িত। ‘জলরেখাবলয়িত মৃণ্মতিই আমার কাছে পৃথিবী।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জল-লহরী [স] বি জলের ঢেউ। ‘জল-লহরীর হেরিতাম দোলা।’ জসীম, ১৯৩১।

জলশিখি [স] বি জলের লেখা; অক্ষর দাগ। ‘সেই ফলদের লেখাে গ্রীতি, সজল আঁখির জলশিখি।’ নজরুল, ১৯২৯।

জলশয্যা [স] বি জলরূপ শয্যা। ‘জলশয্যা লোচনের লোহে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

জলশযী [স] বি সন্ধ্যাসী বিশেষ। ‘কোন কোন সন্ধ্যাসী সায়াংকাল অবধি সূর্যোদয় পর্যন্ত জলময়্যে শরীর মগ্ন রাখিয়া তপস্যা করেন, ... এ সমস্ত তপস্বীকে জলশযী বলিয়া উল্লেখ করা যায়।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

জলশূন্য [স] ১ বিণ শুকনো। ‘জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন।’ বঙ্গদর্পন, ১৮৭৪। ২ বিণ জল নেই এমন। ‘জলশূন্য কলসখানি গভীর গৃহতলে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জলসই [স জলসাই] বিণ পানিতে নিমজ্জিত। ‘এক টুটে জগদদ্বারে

জলসই করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

জলসংহতি [স] *বিণ* জলের তৈরি এমন। 'নানা বান-সমাকীর্ণ জলসংহতি রাজমার্গ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জলসঞ্চার [স] *বি* জলের প্রবাহ। 'জলসঞ্চারে, হৃদয় রসে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

জলসত্র [স] *বি* পিপাসার্তকে জল দানের বন্দোবস্ত। 'একাদশীর তেপান্তরে খুলবে কে জলসত্র গো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

জল-সম্মাধি [স] *বি* জলে ডালিয়ে দেওয়া। 'ইহাকেই মৃৎ-সম্মাধি ও জল-সম্মাধি বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

জলসরা *ক্রি* জলাশয় থেকে নিত্য ব্যবহারের পানি নেওয়া। 'সে পুরুষটিতে পাড়াপড়সি সকলে জলসরে।' *ওর্স*, ১৭৮২।

জলসাই [স] *জলসাধ* *বি* মুমূর্ষু ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য হিন্দু মতে তার নিম্নাঙ্গ গলাজলে ডুবিয়ে রাখার আচার। 'হৈল জলসাই পতি ইন্দ্রবধু ছায়াবতী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলসাধ [স] *বিণ* জলে পরিণত। 'হায় সে অতীত - জলসাধ হইয়াছে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জল সারা *ক্রি* প্রস্রাব করা। 'এত লোক দিনের মধ্যে কতবার জল সারে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

জলসিঁড়ি, **জলসিঁড়ি** [স] *জলশ্রেণী* ১ *বি* কল্পিত নদীবিশেষ। 'তখন এ জলসিঁড়ি শুকায়নি।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিণ* সিঁড়ির মতো ঢেউখেলানো। 'কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে।' *জীবন*, ১৯৪২।

জলসিক্ত [স] *বিণ* পানিতে ভেজা। 'বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখন লজ্জায়।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলসিক্তিত [স] *বিণ* জলসিক্ত। 'জলসিক্তিত ক্ষিতি-সৌরভ-রসসিক্ত রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জলসেক [স] *বি* পানি ছিটানো। 'জলসেক করিলেই অগ্নি নির্বাণ হয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

জলসেচন [স] *বি* পানি সেচ দেওয়া। 'জলসেচনের দ্বারা অকর্ণধা ভূমিকে কণ্ঠ্যাকরণ।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

জলসেচনি [স] *জলসেচনা* *বি* সেঁটটি। 'ঈশ্বরী পাটনী কহিলেন পা দুইখানি জলসেচনির উপরে রাখ।' *রাজীব*, ১৮০৫।

জলসেবা [স] *বি* খানাপান। 'অবিল ভরিয়া সুখে করে জলসেবা।' *গুণ*, ১৮৫৮।

জলসে [স] *জলসাধ* *বি* জলসই; বরকনের স্নানের জল তোলার আচার। 'পাদর মেয়েরা জলসেতে যারে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

জলস্তম্ভ [স] *বি* সমুদ্রে স্তম্ভের মতো ওঠা জলরাশি। 'সমুদ্রের যে স্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয় ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জলস্থল [স] ১ *বি* মাটি ও জল। 'জলস্থলে শরীর স্থাপনপূর্বক অন্তর্জলে সহোদর সকলে তারকব্রহ্ম নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* সারা পৃথিবী। 'আজি সর্ব জলস্থল কেন এত স্থির?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

জলস্পর্শ [স] *বি* জলস্পর্শ। 'কোন ব্যক্তি কুকর্ষ করিলে তাহার বাটীতে কেহ জলস্পর্শ করে না।' *ভবানী*, ১৮২৩।

জলশ্রোত [স] *বি* জলের ধারা। 'জলশ্রোতে ইহা ক্রমে সমধাতল হইতেছে।' *সাধারণী*, ১৮৭৫।

জলহস্তী [স] *বি* হাতির মতো একপ্রকার জলজন্তু। 'জিরাফ আসে ১৮৩৪ সালে।' *সিম্পাট্রী*, *জলহস্তী* ও সাপ ১৮৫০-এ। 'হাই, ১৯৫৮।

জল-হাওয়া [স] *জল+আ হাওয়া* *বি* আবহাওয়া। 'সে দেশের জল-হাওয়ায় ভটা ঠিক ঠিকতে পারবে কি না সন্দেহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জলহীন [স] *বিণ* ঠী শুকনা। 'জলহীন শ্রোতস্থতী, হবে কি লো জলবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

জলাকার [স] *জল-আকার* *বিণ* জলময়। 'নাভি কুণ্ড উদধি তাঁওর জলাকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জলাঞ্জলি [স] *জল-অঞ্জলি* *বি* বিসর্জন। 'লাজে জলাঞ্জলি দিলাঙ তাপে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলাতঙ্ক [স] *বি* পাণল কুকুরের কামড়ের ফলে সৃষ্ট জলের প্রতি আতঙ্কিত হওয়ার রোগ। 'দুইজনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে।' *বনমূল*, ১৯৩৬।

জলাধার [স] *বি* জলের পাত্র। 'অগভীর একটা গোলা জলাধার ধার করে আনতে হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জলাধিপ [স] *জল-অধিপ* *বি* হিন্দুদেবতা বরুণ। 'ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডের জলাধিপ নিশাকর ঈশান কুবের সমীরণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জলাবশেষ [স] *জল-অবশেষ* *বি* অবশিষ্ট জল। 'পদ্মকুণ্ডের হরিহরণ জলাবশেষ থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

জলাভাব [স] *জল-অভাব* *বি* জলের অভাব। 'জলাভাবে কৃশ শাখা দেখিয়া মরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

জলার্ভ [স] *জল-যত্ন* *বিণ* জলপূর্ণ; অক্ষপূর্ণ। 'কোনো কোনো সন্ধ্যা যুবতীর জলার্ভ চোখের মতো।' *শ্যামসু*, ১৯৭০।

জলার্থী [স] *জল-অর্থী* *বি* জল চায় যে। 'বামে শহরের জলার্থীদের জল সরবরাহ করা হয়।' *মানিক*, ১৯৪০।

জলার্দ্ [স] *জল-অর্দ্* *বিণ* অক্ষসিক্ত। 'এমন স্থান মনে করিয়াই নয়ন জলার্দ্ হইত।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

জলাশয় [স] *জল-আশয়* *বি* জলের আধার; পুকুর; বাল; নদী ইত্যাদি। 'এই দেশের উদ্যান ক্ষেত্রে ও পর্বত কান্তার এবং রত্নকরাপি জলাশয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় ...।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭।

জলাসার [স] *জল-আসার* *বি* বৃষ্টির ধারা। 'বরষা জলাসার, কি কৌশলে ঘোবর্ষনে তুলি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

জলাহার [স] *জল-আহার* *বি* কেবল জল পান। 'উপবাস ফলাহারে জলাহারে সুস্থি।' *মালধর*, ১৫০০।

জলে কুমির, **ডাঙায় বাঘ** - উভয় দিকেই বিপদ এমন অবস্থা। 'নিশ্চিত মরিতে হইবে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ।' *নজরুল*, ১৯২২।

জলে-খাওয়া *বিণ* জল-প্রাণিত। 'নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ।' *মাহমুদ*, ১৯৭৩।

জলে-ডোবা *বিণ* জলে ডুবছে এমন। 'জলের প্রত্যাশায় জলে-ডোবা মানুষের মতো এলোপাখাড়ি টোক গিলতে লাগলো।' *ইন্দিয়া*, ১৯২২।

জলে-ধোয়া *বিণ* পরিষ্কার। 'কী সুন্দর জলে-ধোয়া আকাশ।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জলে পড়া ১ *ক্রি* বিপদে পড়া। 'আপনাদের প্রাণের বহুটি জলে পড়েননি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'কিছু এ টাকাতো

জলে পড়ছে না' নজরুল, ১৯৩১।

জলে ফেলা ক্রি অপচয় করা। 'মধ্যে হতে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।' প্রমথ, ১৯১৯।

জলে-ভরা বিপ অক্ষপূর্ণ। 'সেখানে জলে-ভরা দুইটি সরল স করণ চক্ষু।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জলে যাওয়া ক্রি বিফল বা অহেতুক খরচ হওয়া। 'তিনটে টাকা জলে গেল।' শ্যামল, ১৯৬৭। পৃ. ২১

জলের কণা বি বৃদ্ধ। 'ঘুনঘুনে মাছের চেয়েও ছোটো মিহিন জলের কণা ফিনফিন করছে।' নজরুল, ১৯২৭।

জলের ডাক বি জলপ্রবাহের শব্দ। 'এ-গাঁও ও-গাঁও মধ্যে ত দুই শুধুই জলের ডাক।' জসীম, ১৯২৯।

জলের দর বি অত্যন্ত শক্ত। 'আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জলের দাম বি নামমাত্র মূল্য। 'তামাম সম্পত্তিও পেয়ে গেলেন জলের দামে।' তারা, ১৯৪৬।

জলের ধার বি জলাশয়ের কিনারা। 'কেতকী জলের ধারে/ ফুটিয়াছে মেয়েপে আড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জলের ধারা বি বৃষ্টি। 'এক দিবস অতিশয় মেঘাভ্রম্বর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে।' গৌর, ১৮২২।

জলের মতো ক্রিবিধ সহজ; বিনা কষ্টে। 'সে-সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জলেশেখা বিপ জল দিয়ে লিখিত। 'অবশেষে একদিন জলে লেখা নাম কবি মাটির বাসরে ঘুম রচে।' শঙ্খ, ১৯৫৫।

জলেশ [স] বিপ হিন্দুমতে জলদেবতা। 'উত্তর করিলা তবে জলেশে বন্দন পাশী।' মাইকেল, ১৮৬০।

জলেশ্বর [স] বি হিন্দুমতে জলের অধিষ্ঠাতা দেবতা বরুণ। 'শঙ্খ দিল জলেশ্বর শক্তি দিল বৈশ্বানর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জলোচ্ছাস [স] ১ বি জলের প্রাবন। 'দরিদ্রদিগের কল্লাবাবিষ্ট মূর্তি দেখিলে ... মরুচক্ষেও জলোচ্ছাস হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি জলের ক্ষীতি। 'তিনি ... সমুদ্রে জলোচ্ছাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

জলোপরি [স] বিপ জলের উপরিস্থ। 'অতিশয় মনোভোতা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

জলওয়া [আ জলওয়াহু] বি জেল্লা বা ঝুঙ্কল। 'সে নূরের জলওয়া গীর সাহেবের চক্ষে সত্য হইত না।' মনসুর, ১৯৩৫।

জলওয়ার বি একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'জলওয়ার, পান্নাবাজার, দুর্বিজাল, সাওয়ালা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

জলদ [স] ১ বি মেঘ। 'সমস্ত জলদে যেহু উইল নব সুরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি (সংগীত) দ্রুত লয়। 'রাগিণী ধানশী ৥ জলদ।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ বিপ মেঘপূর্ণ। 'হেমন্তের জলদ বাতাসে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

জলদখণ্ড [স] বি টুকরা মেঘ। 'আকাশে জলদখণ্ড শ্রেণী বাঁধিয়া হিমালয় পালে ছুটিয়াছে।' সিরাজী, ১৯১৮।

জলদগম্বীর [স] বিপ মেঘের গর্জনের মতো গম্বীর। 'জলদগম্বীর স্বরে কহিল সন্ধ্যাসী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জলদগম্বীর [স] বিপ মেঘের গর্জনের মতো গম্বীর। 'জলদগম্বীর

স্বরে/ তপনের করে জ্বপান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জলদগর্জন [স] বি মেঘের মতো উচ্চগর্জন। 'ডাকো তুমি সামমজ্জে জলদগর্জনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জলদগ্নি [স] জলদ+অগ্নি বি জ্বলন্ত আতন। 'দৃঢ় বন্ধন পুরসরে জলদগ্নিতে দগ্ধ করণ ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

জলদঢ়ারী [স] বিপ মেঘে বিচরণ করে এমন। 'সে গান শোনায় মধুরতর গো সমস্ত জলদঢ়ারী।' নজরুল, ১৯৪১।

জলদজল [স] বি বৃষ্টি। 'বরষে জলদজল হরিষে ডেকের দল।' তপ্ত, ১৮৫৮।

জলদ-জাল [স] বি মেঘমালা। 'সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জলদধনি [স] বি মেঘের গর্জন। 'দামা-আড়ঘর পুরিল অঘর অভিনব জলদধনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জলদবাপ [স] বি জলীয়বাপ। 'চক্রসীমাতুর্ক ছাড়িয়ে ... জলদবাপের অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জলদমন্দ [স] বি মেঘের গম্বীর শব্দ। 'নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দের, স্ফীত করি শ্রোতাবোণ তোমার ছন্দের।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জলদসুন্দর [স] বিপ মেঘের মতো সুন্দর। 'জলদসুন্দর কম্বু কন্ধর নির্মিষসিদ্ধর ভঙ্গ।' গোবিন্দ, ১৬০০।

জলদাম্পর্শী [স] বিপ মেঘের মতো সুউচ্চ। 'জলদাম্পর্শী শৈলমালা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জলাদি, জলাদী [আ] ক্রিবিধ তাড়াহাড়া। 'বানা জলাদি তৈয়ার হওনের আটক হবেক না।' কেরি, ১৮০২; 'কোথায় রয়েছ ডাট ব্রাহ্মণ, কোথায় গণক দল/ জলাদী করিয়া গুলে দেখ কেন দিখিতে ওড়ে না জল?' জসীম, ১৯৫১।

জলাদানো [স] জল+স দানবা বি জলে বসবাসকারী কল্লিত দানব। 'জলাদানো নদী হতে উঠে এল।' নজরুল, ১৯৩১।

জলাদী দ্র জলাদি

জলাধি [স] বি সাগর। 'পুরুব জনমে কৈল জলাধি মথানে।' বড়ু, ১৪৫০।

জলাধিতরঙ্গ [স] বি সাগরের ঢেউ। 'উজল জলাধিতরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

জলন্ত [স] বিপ জ্বলন্ত। 'জলন্ত আনলে জেন ঘৃত দিল ধারে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জলদার [স] জলকরা বি বাধা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জলদারি বিপ বাধাপ্রাণ্ড। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জলবাশ [আ জল+বাশ] বি অঝারোহী সেন্য। 'উজ্জবক জলবাশে ঘেরিয়াছে চারপাশে।' ভারত, ১৭৩০।

জলসা [আ জলসাহু] বি আসর। 'নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন।' নজরুল, ১৯৩০।

জলসাঘর [আ জলসা+ঘর] বি নাচ-গানের ঘর। 'সিগার সিগারেটের অত্যাচারে সমুদ্রের লোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারেনি।' মুক্তভা, ১৯৫২।

জলা [স] জল+> ক্রি দগ্ধ হওয়া। 'জলে ক্রি জ্বলে; জ্বলছে।' 'ভিতরে অনন্য আনল জলে।' বড়ু, ১৪৫০।

জলা [স জল>] ১ বিণ অগভীর। 'জলা হ্রদ।' ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি জলাধার। 'হরিণ এক পরিকৃত জলাতে জল পান করাতো ...।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি জলপূর্ণ নিম্নভূমি। 'জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

জলা-জমি [জলা+ফা জমীন] বি জলময় নিম্নভূমি। 'এই আমাদের জলা-জমি জঙ্গল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

জলাভূমি [স] বি জলে ডুবে থাকে এমন নিচুভূমি; বিল। 'জলাভূমিতে ও সমাধিক্ষেত্রে সচরাচর যে আলোকময় বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জলাময় [স] বিণ জলাবদ্ধ। 'কতখানি তার অতিত-পতিত কতখানি সে জলাময়।' শালন, ১৮৯০।

জলামাটি বি পানি ও কর্মদাতা নিম্নভূমি। 'শিল্পী এসেছিল জীবিকার জন্যে জলামাটির দেশে।' বিমল, ১৯৫৩।

জলাহ্রদ [জলা+স+হ্রদ] বি অগভীর হ্রদ; বিল। ওর্স, ১৭৮৫।

জলাধী বি নদীবিশেষ। 'জলাধীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।' জীবন, ১৯৩২।

জলাঞ্জলি দ্র জল

জলাতন দ্র জল

জলাধার দ্র জল

জলাশ [স] বি জলজ উদ্ভিদ। 'জলের জলাশ এনে জাল দিবে তায়।' মানিকরায়, ১৭৮১।

জলাশয় দ্র জল

জলি [স জল>] বিণ জলে উৎপন্ন। 'ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জলি [স জল>] বিণ জলো। **জলিধান** [জলি+স ধান্য] বি চন্দ্রাবাদ হয়ে গিয়াছে এমন বিশেষ ধরনের ধান; জলো ভূমিতে চাষ-করা ধান। 'ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জলিঅ [পা জলিত] বিণ প্রকৃতিত। 'সমতা জোঁড় জলিঅ চঞ্জালী।' চর্চা ৪৭, ১২০০।

জলিবাট [স] বি পানসি। 'একটি বড়ো জলিবাটের উপর ছাত্তর তৈরি করে এই বাটটি হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জলীয় [স] ১ বিণ জলের মতো তরল। 'জলীয় দ্রব্য মৃত্তিকার পাথ্রে বা কাঁচপাথ্রে স্থাপিত করে।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বিণ জলে জন্মে এমন। 'জলীয় লম্বা ঘাস ভিজা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা দোলায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

জলীয় অংশ [স] বি রস; রসালো অংশ। 'সমস্ত আঁঠি আঁশ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জলীয় বাষ্প [স] বি জলপূর্ণ বাতাস। 'সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জলীয় ভাগ [স] বি জলপূর্ণ অংশ। 'তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

জলুই [স জল>] বি নৌকার তক্তা জোড়া লাগানোর দুমুখে পেরেক; পাতাম। **জলুই খসা** বিণ নৌকার পাতাম খুলে গেছে এমন। 'গলুই ডালা জলুই খসা বরাবরি এমনি দশা।' শালন, ১৮৯০।

জলুশ [আ জলুস] বি চাকচিক্য; জৌলুশ। 'চেহারা ও পোশাক দুয়েরই দিবা জলুশ।' মানিক, ১৯৩৯।

জলুস [আ] ১ বিণ উজ্জ্বল। 'এজলাসে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ বি উজ্জ্বলতা। 'বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জলুস দেখেছি।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

জলুসী [আ জলুস>] বি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার কাল। 'তাহার পর ঐ বাবরের পুত্র হুমায়ুন অবধি শাহা আলমের জলুসী ৪৫ সন পর্যন্ত ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

জলেশ দ্র জল

জলেশ্বর দ্র জল

জলো [স জল>] ১ বিণ পানিমেশানো। 'ওমো চিড়ে জলো দই তিত তড় ধেনো বই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ জলপূর্ণ। 'চোখ যেমন বড়ো, তেমনই জলো।' প্রমথ, ১৯১৫।

জলোদুগ্ধ [স জল+দুগ্ধ] বি পানি মেশানো দুগ্ধ। 'জলোদুগ্ধের আমদানি আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারিবে।' প্রমথ, ১৯১৪।

জলো-হাওয়া বি ভেজা বাতাস। 'জলো-হাওয়ার নাড়া পেয়ে শিউলি ঝরে পড়ার মতো।' নজরুল, ১৯২৪।

জলোচ্ছ্বাস দ্র জল

জলৌকা [স] বি জৌক। 'উড়ুয় কন্যাবস্ত্রা সসা জেন মসাতলা জলৌকা কুঞ্জতুৎগকার।' মুহুদ, ১৬০০।

জল্লানি [স] ১ বি আশাপ-আলোচনা। 'তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্লানয় বৃথা কালক্ষেপ করেন।' জ্ঞানদেবশেখর, ১৮৩০। ২ বি চিন্তা-ভাবনা। 'কেহ আপনাকে কদেধ হিতৈষিক্রমে পরিচিত করিবার নিমিত্ত ... যথেষ্ট কথা জল্লান করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি বৃথাব্যবহার। 'তাহারই পার্শ্ববর্তী হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কত কথাই জল্লান করিতে থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি কল্পনা বিলাসিতা। 'এ ভালোবাসা হ'ত না হ'ত-আশা, কেবল কবিতার জল্লান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বি পরিকল্পনা। 'দুটি বোন তারা করে কানাকানি কী না জানি জল্লান।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জল্লান-কল্পনা [স] ১ বি চিন্তাভাবনা। 'যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্লান-কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি পরিকল্পনা। 'পত্রিকা ছাপাবার রঙিন জল্লানকল্পনা।' অজিতা, ১৯০০।

জম্বস [আ জমুস] বি সিংহাসন আরোহণ। 'পাদসাহের সন ২৪ চক্ৰিশ জম্বস সন।' ডানকান, ১৭৮৪।

জম্বাদামিল [স] বি প্রাণদগ্ধনে কার্যকর করে যে। 'জম্বাদকে ডাকিয়া তবে আঙ্গা দিল।' সুলতান, ১৭০০।

জম্বাদখানা [আ জম্বাদ+ফা খানা] বি কসাইখানা। 'জম্বাদখানার গহবরে সে একজন সমব্যথী হারাইল।' শতকৃত, ১৯৫৮।

জম্বাদিনী [আ জম্বাদ+স ইনী] বি জম্বাদের মতো নিষ্ঠুর নারী। 'জম্বাদিনী ডায়াগম্বী, ওর্কে ওগো গ্রেহের ফের।' নজরুল, ১৯৫৯।

জম্বাদী [আ জম্বাদ+স ই] বিণ নিষ্ঠুর। 'জম্বাদী পর্দার প্রচলন।' মোহাম্মদী, ১৯২৮।

জশন [ফা] বি উৎসব। 'একটা শূণীর জশন (পরব) উপস্থিত হল।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

জাতি [স জোঠ] বি বাংলা মাসের নাম; জ্যৈষ্ঠ। 'বোশেখ-জাতি মাসকে ওরা/দুপুর বেলা কম।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

জট্টিমাশ [স জ্যোতিমাশ] বি জ্যোতি মাশ। 'আর বছর জট্টিমাশে।' বিজুতি, ১৯২৯।

জট্টিস, **জট্টীয়** [ই জট্টিস] বি বিচারক। 'কলিকাতার পুলিশ আফিসের জট্টীয় সাহেবান হুকুম দেন।' মিলার, ১৮০০; 'শ্রীমন্ত চিগ জট্টিস সাহেবের সুখ্যাতিপত্র।' দর্পণ, ১৮২২।

জট্টি [স জ্যোতি] বি জ্যোতি। 'বোশেখ জট্টি পাহাড়গুলো লোকে লোকারণ্য।' অন্নদা, ১৮৫৫।

জট্টিস [ই জট্টিস] বি বিচারক। 'জট্টিসেরা ধর্মঅবতার, কায়মনে কঠেনে সুবিচার।' হুতোম, ১৮৬১।

জম্যপূর ক্রিবিগ যার পরে। 'জম্যপূর আমার মধ্যমা কন্যার বুড়বিভাহ পটীয়া আসাড়ে।' ওর্সা, ১৭৭৯।

জস [স যশ] বি সুখ্যাতি। 'তোমাকে মারিলে জস দিবেক কোন জনে।' মালদার, ১৫০০।

জস অপজস [স যশ-অপযশ] বি খ্যাতি-অখ্যাতি। 'জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জসটিস [হি] বি বিচারক। 'শিবকোষ্টের মকদ্দমার মুখে জসটিস ওয়েলস নতুন ইণ্ডেন্ট হন।' হুতোম, ১৮৬১।

জসম [ফা জসনস] বি বাজু; হাতের অলংকার। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

জসিমী বিগ জসীমউদ্দীনের মতো। 'জসিমী ঢঙে লেখা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

জসু [স যশা] সর্ব যার। 'কান্ন বাক চিঅ জসু গ সমাঅ।' চর্চা ৪০, ১২০০।

জসোদা [স যশোদা] বি যশোদা; কৃষ্ণের পালক-মাতা। 'মায় জসোদা পুর্বিলে ক্রিষ্টা খীর।' বড়ু, ১৫০০।

জস্যপূর, **জম্যপূর** [স] - যার উপরে। ওর্সা, ১৭৮২।

জহন্নম [আ] বি ইসলামি মতে নরকবিশেষ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

জহমত [আ] বি কষ্ট। 'চাপা নাহি হইবে জহমত।' গরীব, ১৭৬৫।

জহর [ফা] বি বিষ। 'আখেরে মরিব আমি জহর খাইয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

জহর আলুদা [ফা জহর+ফা আলুদা] বিগ বিষমাথা। 'জহর আলুদা তির হেনেই আমার সুখ।' নজরুল, ১৯২৭।

জহরব্রত [ফা জহর+স ব্রত] বি সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে অথবা বিধানান করে জীবন বিসর্জন। 'বুঝলেন মেয়েরা জহরব্রত নিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জহরমাথা [ফা জহর+মাথা] বিগ বিষমাথা। 'শিত আসগর তুজা তুজা করে জহরমাথা তীর খেয়ে মরেছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

জহর [আ জহর] বি মণি রত্ন ইত্যাদি। 'পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জহরকোট বি জহরাল্লাহ নব্বুয়-এ-চতুর্দশ কোট পরতেন, সেই ধরনের কোট। 'একটা জহরকোট গায়ে এঁটে ভাড়াভাড়ি নীচে নেমে গেলেন।' জীবন, ১৯৪৮।

জহরত [আ জওয়াহিরাত] বি হীরা পান্না চুনি প্রভৃতি রত্ন। 'তাহাদিগের সর্বদা এই ইচ্ছা যে জরি জহরত ও মুক্তা প্রবাল পরিব।' প্যারী, ১৮৫৮।

জহর [আ জওয়াহিরাত] বি হীরা পান্না চুনি প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন।

'হাতাঘাটে যদি হীরে জহর পাওয়া যেত।' বিজুতি, ১৯২৯।

জহরতি বি হীরা পান্না চুনি প্রভৃতি রত্ন। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

জহর [আ জওয়াহিরাত] বি বহুমূল্যবান রত্নরাজি। 'জহর পাড়রণ ও জাহাদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার নুন হইবে না।' দর্পণ, ১৮৬৬।

জহরি, **জহরী** [আ জহর] ১ বি মণিমুক্তার ব্যবসায়ী; অলংকার ব্যবসায়ী। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রামচন্দ্র জহরী।' সেবধি, ১৮৪০। ৩ বি জহরি; রত্ন বিশেষজ্ঞ। 'পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরির।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি সমঝদার। 'এতদিনে তো একটা জহরির জুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জহাঁ ক্রিবিগ যেখানে। 'জহাঁ জহাঁ পদজুগ ধরই। তহি তহি সরোকহ ডরই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জহানপনা [ফা] বি সম্মানসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'জিদাবাদ শাহানশাহ জহানপনা চিৎকার খাইবারের দুদিকের পাহাড়ে।' মুলতাব, ১৯৪৯।

জহরী [ফা আহাজারি] বি বিশপ। 'বহুত মাতম জহরী করিবে ময়দান খির।' গরীব, ১৭৬৫।

জহি ক্রিবিগ যেখানে। 'জহি মণ ইন্দিঅবণ হো গাঁ।' চর্চা ৩১, ১২০০।

জহিআ ক্রিবিগ যখন। 'জহিআ কারু দেল তোহে আনি। মনে পাওল ভেল চৌজন বানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জহিআ ক্রিবিগ যেমন। 'কহএ ন পারিঅ দেবলি জহিআ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জহীন [আ] বিগ ঢালাক। 'জহীন কিচা ঢালাক বললে আমার বুঝতে পারি।' মাইকেল, ১৮৬০।

জহর [আ জহর] বি অলৌকিকত্ব। 'মুসা এর জহর বুঝিতে পারিলেন।' মনসুর, ১৯৫০।

জহরি, **জহরী** [আ জহর] ১ বি মণিমুক্তার ব্যবসায়ী; অলংকার ব্যবসায়ী। ওর্সা, ১৭৮৫; 'আধুনিক জহরীরা সকলগুলি নামও জানেন কিনা সম্পর্কে।' অক্ষর, ১৮৪৭; 'সে জহরি বা বণিক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিগ সমঝদার। 'নওজোয়ানীর জহরি ঢের।' নজরুল, ১৯২৮; 'আমার বক্তুরা সকলেই সুশিক্ষিত ও পানবাজনার জহরী।' প্রমথ, ১৯৩৭।

জহুকন্যা [স] বি গঙ্গা। 'যেথা সেই জহুকন্যা যৌবনচঞ্চল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জহাদ [আ জহাদ] বি জহাদ; নির্মম বা নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'মর্তে নামে কামাতুর জহাদ জহাদ।' হোসেন, ১৯৪০।

জা [পা যা] ১ সর্ব যা। 'জা এথু চাহাম সো এথু নাহি।' চর্চা ২০, ১২০০। ২ বি যে বিষয়। 'জা সেবি কার্তিকবির্ঘা জগতে অধিকারি।' মালদার, ১৫০০।

জা [স যাভা] বি বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। 'তোমার জা, এর এমন দশা কেন গা?' গিরিশ, ১৮৮৯।

জাই বি ফর্দ 'তালিকা এক জাই জীনিব বিবি ইয়প্রসাদী রোজাক।' মেঘস, ১৭৬২। ৩ জায়

জাইংগা [স জঙ্ঘা] বি নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস। 'লম্বা হয়ে ঘুমুছে হাফ জাইংগা পরা লোকগুলো।' কায়সার, ১৯৬২।

জাইং [পা এগ্রা] ক্রি জানে। 'জো তরু ছেব ভেঙেউ ন জাইং।' চর্চা ৪৫, ১২০০।

জাইত [স জাতি] বি জাতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

জাইন [আ জহীন>] বি বুদ্ধিমত্তা; ধাধা। 'বিবাহে অথবা ডোজের সভায়, যে ছেলে জাইন বাড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জাইন্ট [হি] বিণ যুগ্ম। 'জিলার জাইন্ট মজিস্ট্রেট'। *দর্পণ*, ১৮৩৯।

জাইর [আ জাহির] বি প্রকাশ। 'এখানকার সমাচার পিসীয়া কি জাইর করিব।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

জাউ [স যবণ] বি বেশি সিদ্ধ করে রান্না-করা মণ্ড। 'মুন্ধ তিলে গুড়ে জাউ'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাউপাকানো কি মোচড় দেওয়া। 'কথাটা তার পেটে জাউ পাকাইতেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

জাএজ [আ জাইজ] বিণ ইসলামিতম শাস্ত্রসমর্পিত। 'সন্নীতকে জাএজ বলিয়া মনে করিতেন।' *মোহাম্মদী*, ১৯২৯।

জাও [স যাত্] বি স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। 'আহা অমন পোড়া জাও পেরেছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাখে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জাওগুত্রি [স জামাত] বি জামাই। 'ঘরে জাওগুত্রি রাখিয়া পুঁথি বাকতলাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জাওন [পা যা] বি গমন। 'তাহাদিশের জাওনে খরিসের কাজের খতরা ... হয়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

জাওনওয়ালা বি যে যায়। 'লইয়া জাওনওয়ালা পান্ডা এই নোট ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

জাওনকালিন ক্রিবিণ যাবার সময়ে। 'এ মূলুক হইতে বিলাত জাওনকালিন ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

জাওয়া [স যাত্রি] বি যাত্রা। জা কি যাও। 'দশি বিকে জা আকি মসরার রাজ'। *বড়*, ১৪৫০; 'বেগ সৎসার বড়লি জাখ'। *চর্য* ৩৮, ১২০০।
জাখ ১ কি যায়। 'আও জাখ রাধা কাহু চাহিতে আপুণী'। *বড়*, ১৪৫০। ২ কি যাও। 'জদি বা দক্ষিনে জাখ এক পুরি পাইবা'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। জাই ১ কি যায়। 'জো রখে চড়িলা বাহবা গ জাই কুলে কুল বুঝই'। *চর্য* ১৪, ১২০০। ২ কি যাই; গমন করি। 'ডাক লর্য জাই আক্ষে রাধিকার পানে'। *বড়*, ১৪৫০। ৩ কি পারি। 'অবহার জত করু কহিতে না জাই'। *মালাধর*, ১৫০০। জাইখ কি যেয়ো। 'তরুণী সাজিয়া জাইখ সিংহল নগর'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।
জাইখ কি গিয়ে। 'সেই অনুসারে সবে তানে দেখে জাইখ'। *মালাধর*, ১৫০০। জাইউ ১ কি যাই। 'বাট ন ওমা খড়ড়ি নো হোই আখি বুকিষ বাট জাইউ'। *চর্য* ১৫, ১২০০। ২ কি যেয়ো। 'মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিষে'। *বড়*, ১৪৫০। জাইএ কি যাই; যাকি। 'জাইএ আক্ষে মথুরার হাটে'। *বড়*, ১৪৫০। জাইইএ কি যাইতেছে; যাচ্ছে। 'বিশ্বাস তন্তু করিতেছেন পাওয়া জাইছে না'। *ওর্সা*, ১৭৮২। জাইতাম কি যেতাম। 'পক্ষী জদি হইতাত উড্যা জাইতাম ঘর'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। জাইতি কি যায়। 'ভাগি জাইতি মনসিঞ্জে ধরি রাখিলি ত্রিবিপল লতা অকুঝাই'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। জাইতে কি যেতে। 'পথে জাইতে মহাবীর খায় বনফল'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। জাইতে কি যেতে। 'পাছে পাছে জাইতে পথ হারাইল আকি'। *বড়*, ১৪৫০। জাইবি কি যাবে। 'না থাকিব তোর পানে জাইবি আকি রোহে'। *বড়*, ১৪৫০। জাইবা কি যাবে। 'জাইবার বাসনা তোকে ছাড়হ গোআলী'। *বড়*, ১৪৫০। ২ কি যাবে। 'দিন দিশে এমিয়া দক্ষিনে না জাইবা'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জাইবি কি যাবে। 'আকা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে'। *বড়*, ১৪৫০। জাইবে কি যাবে। 'চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোটা'। *বড়*, ১৪৫০। জাইবৈ কি যাবে। 'মোএ আপোঙে হৈবো তোকে জাইবৈ মার'। *বড়*, ১৪৫০। জাইবেক কি যাবে। 'অখন সরকার মথুরার তলব করিবেন তখন যুদ সমেত টাকা বেণ্ডজারে দেয়া জাইবেক'। *মেয়র্স*, ১৭৬২। জাইবেন কি যাবেন। *ক্যালগে*, ১৭৮৫। জাইবো কি যাবে। *ক্যালগে*, ১৭৭০। জাইবৌ কি যাবে। 'মুর্তিয়া পেলাইবৌ বেশ জাইবৌ সাগর'। *বড়*, ১৪৫০। জাইমু কি যাবে। 'এমত সোশরী হাড়ি জাইমু কি কারন'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। জাইয় কি যেয়ো। 'কদাচীত রখে চড়ি না জাইয় মথুরা'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। জাইল্য কি গেলা। 'সহিত গমনে জাইল্য ধর্মর গাজন'। *রামাই*, ১৭১০। জাইহ কি যেয়ো। 'ধরিহ মোর যুগাণী রাধার হর্য সাহেবী/চলি জাইহ মথুরার হাটে'। *বড়*, ১৪৫০। জাউ কি যায়। 'মেশি মেশ সহজে জাউ গ আনে'। *চর্য* ৩৮, ১২০০। জাউক কি যাক। 'এরূপ সাজন বসে জাউক রসাতলে'। *মালাধর*, ১৫০০। জাউ কি যাও। 'আপলে আপনা চিহ্নিআ ঘর জাউ'। *বড়*, ১৪৫০। জাএ ১ কি যায়। 'ধরি লর্য জাএ কুজতলে'। *বড়*, ১৪৫০। ২ কি যাবে। 'অকরা ভরসে সবকণী রে সে কৈসে জাএ দৈশে'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। জাএস্ত কি যায়। 'মহা ২ বীরপণ জাএস্ত পলাইআ'। *বাহরাম*, ১৬৫০। জাএব কি চলে যাবে। 'তা দেখিতে প্রাণ জাএব যাবে'। *বড়*, ১৪৫০। জাও কি যাও। 'ঝাটে জাও পঞ্চ দূত আনে ডাক-দিয়া'। *বিজয়*, ১৬৫০। জাও কি যাই; যাকি। 'মথুরা জাও মো বিজয়'। *বড়*, ১৪৫০। জাওত কি যায়। 'ভনই বিদ্যাপতি দৌতিক মনে'। *বিসকল অঙ্গ না জাওত ধরনে'। বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। জাওবি কি যাবে। 'জাওবি বসনে বাপি সব অঙ্গ'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। জাঝু কি যাক। 'মর্য জাঝু সারিতয়া তোমার বলাই লইআ'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। জাত্যো কি যেতে। 'হাট জাত্যো না পাইল মথুরা'। *বড়*, ১৪৫০। জান কি গমন করেন। 'হাথে গণিধান জান লম্বায়ে'। *মালাধর*, ১৫০০। জাব কি যাবে। 'লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'তাহানে দেখিতে জাব ইচ্ছা থাকে মনে'। *মালাধর*, ১৫০০। জাবা কি যাবে। 'পুরি মৈকে জাবা জদি পাইবা এক কৈয়া'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। জাবি ১ কি যাবে। 'কুঞ্জে পেলিয়া কহে আজি জাবি কহি'। *মালাধর*, ১৫০০। ২ কি যাবি। 'জাবি জদি আন আবে আমার ইনাম'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। জাবে কি যাবে। 'মোর বানে আজি জাবে জমের কনন'। *মালাধর*, ১৫০০। জাবেক কি যাবে। 'টাকসালে চান্দি সোনা লওয়া জাবেক'। *ওর্সা*, ১৭৮২। জাম কি যাবে। 'শীঘ্র জাম ময়না সম্পাণ'। *আলাওল*, ১৬৮২। জায় কি যায়। 'খেপড় জোইপি লেপ ন জায়'। *চর্য* ৪, ১২০০। জায়ন্ত কি যাচ্ছেন। 'মাও প্রশমিয়া মুনি চলিয়া জায়ন্ত'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। জায়ি কি যাই। 'চলি জায়ি ঘর'। *বড়*, ১৪৫০। জায়িতে কি চলতে। 'জায়িতে নারো তুরিত গমনে'। *বড়*, ১৪৫০। জায়িব কি যাবে। 'এবে ঘর জায়িব কোণ ছলে'। *বড়*, ১৪৫০। জায়িবাক কি যেতে। 'জায়িবাক নামে মোরে বল করে'। *বড়*, ১৪৫০। জায়িবৌ কি যাবে। 'জায়িবৌ তোহোর পাশে'। *বড়*, ১৪৫০। জাসি ১ কি যাও। 'অইসসি জাসি ডোখী কাহরি নারো'। *চর্য* ১০, ১২০০। ২ কি যায়। 'ডাক দিয়া বলে বির জাসি কোথাকারে'। *মালাধর*, ১৫০০। জাহ কি যাও। 'আপনা চিহ্নিআ জাহ ঘর'। *বড়*, ১৪৫০। জাহা কি যাও। 'কোণ বধু লর্য জাহা মথুরা'। *বড়*, ১৪৫০। জাহিহ কি যেয়ো। 'পুনরপি জাহিহ সেই পুরি'। *মালাধর*, ১৫০০। জাহী কি যেয়ো। 'নিশকণী বোহি দূর ম জাহী'। *চর্য* ৫, ১২০০। জাহ কি যাও। 'নিয়ডুহি বোহি মা জাহরে লাক'। *চর্য* ৩২, ১২০০।

জাওয়াতি, জাওয়াতি [স জনপত্র] বি জনপত্র। 'দীপিকা ভাষাধী ধরে জৌতিষ বিচার করে বালকের শিখরে জাওয়াতি'। মুহুন্দ, ১৬০০।

জাওর [স যবস] বি জাবর; চর্বিত বস্ত্র আবার চিবানো। 'সবাই কেবল চিবোছে আর জাওর কাটছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জাওলা বি জিয়দ মাছ ধরার বিশেষ জাল বা ফাঁদ। 'জাওলা পেতে ... বান-বোয়াল শেষ করতে পারেনি'। শ্যামল, ১৯৬৭।

জাওতে [পা যা] ক্রি যেতে। 'সুনা পাত্তর উহ ন দিসই ভক্তি ন বাসসি জাওতে'। চর্য্য ১৫, ১২০০।

জাওলা [স জঙ্গাল] বি মাচা। 'ঘরের ওধারে জাওলার পরে খিজা ও সিমের লতা'। কঙ্গীম, ১৯৫১।

জাঁক [স চমৎকার] বি আড়ম্বর। ভবানী, ১৮২৩; 'সে দরবার জাঁক অতিশয়'। দর্পণ, ১৮২২।

জাঁকজমক বি আড়ম্বর। 'তাহা বড়ই জাঁকজমকের কথায় কহিয়া ...'। তারিঙ্গী, ১৮০৩।

জাঁকজমকশালী বিপ আড়ম্বরপূর্ণ। 'জাঁকজমকশালী ইংরেজি ভাষার চোটে'। এসলাম, ১৯১৯।

জাঁকজমকসহকারে ক্রিবিগ জাঁকজমকপূর্ণভাবে। 'মেলাটাও বেশ জাঁকজমকসহকারেই বসিয়াছিল'। বনফুল, ১৯৩৬।

জাঁক জৌক বি আড়ম্বর। 'তুমি বড়শোক বলে করি জাঁক জৌক'। ভবানী, ১৮২৫।

জাঁকা [স চমৎকার] ১ ক্রি জমে ওঠা। 'দিনরতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল'। বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ ক্রি চেপে বসা। 'কমেন জাঁকিয়ে বসা হয়েছে আবার, দ্যাখোনা! শিবরাম, ১৯৫০। জাঁকিয়া বসা ক্রি গাট হয়ে বসা। 'কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন'। বঙ্কিম, ১৮৯২। জাঁকিয়ে তোলা ক্রি গৌরবাখিত করা। 'মানুষই নামকে জাঁকিয়ে তোলে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭। জৌকে ওঠা ক্রি জমে ওঠা। 'টাকে করেন, ব্যাখ্যা করেন, জৌকে ওঠে'। বঙ্কিম, ১৮৮৬। জৌকে বসা ক্রি চেপে বসা। 'নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন'। বঙ্কিম, ১৮৭৮।

জাঁকান [বি জকড়ান] বি চাপ; ভার। 'কিকরে রাখিল ফেলে ফলার জাঁকানে'। মানিকরাম, ১৭৮১।

জাঁকালো, জাঁকাল [স চমৎকার] বিগ জাঁকজমকপূর্ণ। 'আর্ক-ফলার ঘটটা জাঁকাল রকম'। বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জাঁত [স যত্র] বি চাপ। 'গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাভীয়া লোকের চপটানে ইষ্টপ্রেসের ফরমার ও ইচ্ছ কলের গাঁটের মত জাঁত সহ্য করে ...'। হুতোম, ১৮৬১।

জাঁতচাপা বি গাদাগাদি; ঠাসাঠাসি। 'ঘরের ভেতর ... এরা যা জাঁতচাপা হয়ে থাকে'। জীবন, ১৯৩২।

জাঁত [স জাত] বিগ সজ্জিত। জাঁতঘর বি মালখানা; গুদাম। 'জাঁতঘরে ছালালী মাল জাঁত হইতেছে'। মশারফ, ১৮৯০।

জাঁতা [স যত্র] ১ বি শয্য পোষার যন্ত্রবিশেষ। 'হুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি'। রামাই, ১৭১০। ২ বি কামারের হাপরে হাওয়া দেওয়ার যন্ত্র। 'তার কিছু অস্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাচুড়ি ও হামামদিতে পড়ে রয়েছে'। হুতোম, ১৮৬১।

জাঁতাকল [স যত্র+কল] ১ বি ইদুর মারার কলবিশেষ। 'ইদুরের মতো চুরি করে খেতে এসে খাতার জাঁতাকলের মধ্যে পড়ে গেছে

দেখছি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বি চাপকল; নলকূপ। 'গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে ... তারপর জাঁতাকলের কাছে গেল'। আলাজিন, ১৯৭৩।

জাঁতা [স যত্র] ১ ক্রি চেপে ধরা। 'কাকতলি জাঁতি খুদ লুকায়্যা রাখিল'। মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি মর্দন করা। 'অঙ্গ জেন জাঁতেন কিঙ্কর'। মুহুন্দ, ১৬০০।

জাঁতি [স যত্র] বি সুশারি কাটার যন্ত্র। 'সাপিনী পলাইতে মারে সুবর্ণের জাঁতি'। কেতকা, ১৬৫০।

জাঁতিকল, জাঁতীকল [স যত্র+স কল] বি ইদুর ধরার ফাঁদ। 'নলিন ফেল করিতে করিতে এন্ট্রান্স ক্লাসে জাঁতিকলের ইদুরের মতো আটকা পড়িয়া রহিল'। রবীন্দ্র, ১৯০০; 'আচ্ছা জাঁতীকলে ফেলেছে রে বাবা'। পাশা, ১৯৭১।

জাঁদরেল [বি জেনারেল] ১ বিগ বিরাট। 'জাঁদরেল আওয়াজ'। জীবন, ১৯২২। ২ বি সেনাপতিবিশেষ। 'কতকগুলি একাধিপত্যলেশুণ জাঁদরেল পরস্পর লড়াই করে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ বিগ নামডাকওয়ালা। 'জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক'। মুক্তাবা, ১৯৫২। ৪ বিগ জ্বরদন্ত। 'জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বলে আজো যার নাম ডাক আছে'। হাফিজুর, ১৯৫৩।

জাঁদরেলি [বি জেনারেল] ১ বিগ বিরাট; দশদসই। 'একটি জাঁদরেলি চেহারার পুরুষের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন'। প্রমথ, ১৯১৫। ২ বিগ বড়ো রকমের। 'জাঁদরেলি গোছের দাপাদপি'। নজরুল, ১৯২৭।

জাঁহাণী [ফা জহান-পনাহ] বি সম্রাটের প্রতি সার্থোদনবিশেষ; হজুর। 'কাজি কহে জাঁহাণী কত কব আর'। ভারত, ১৭৬০।

জাঁহাবাজ [ফা জাহানবাজ] ১ বিগ দুরন্ত; দুঃসাহসী। 'জালিম জাঁহাবাজ মেয়ে'। নজরুল, ১৯২৭। ২ বিগ দম্ভাল। 'আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জাঁহার [পা যে] সর্ব যার। 'জাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচ্ছিত'। মালাধর, ১৫০০।

জাক [পা যে] সর্ব যাকে। 'আখি জাক জনমাইব তাক দিও ঠাই'। রামাই, ১৭১০।

জাক [স চমৎকার] বি বড়াই। 'আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দূদ করেছিলেন, সেদিন তারও জাক ভঙ্গে গ্যালে'। হুতোম, ১৮৬১।

জাকজারি বি বাহাদুরি। 'ভারতের তরে তোমার, কত জাকজারি'। অশ্বিনী, ১৯২০।

জাকাত [আ জকাত] বি ইসলামি মতে সজ্জিত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ দান করা। 'সকল বাবেত সল জাকাতের কথা'। আলগোল, ১৬৮০।

জাকাতদারী [আ জকাত+স দারী] বিগ স্ত্রী জাকাত দান করে এমন। 'রোজা-পালিশী ও জাকাতদারী হইতে হইবে'। বেগম, ১৯৪৮।

জাকানো ক্রি শানিয়ে দেওয়া। 'আমার লাঙ্গল জাকাইয়া দিয়া আসবি বুঝিল'। হনসু, ১৯৫৩।

জাকি [বি] বি খাটো কোট; স্ফ্যাকেট। 'পেনটলন জাকিট পরে, খুতি চাদর তুছ করে'। পৃষ্ঠচন্দ্র, ১৮৩৬।

জাকে [পা যে] সর্ব যাকে। 'জাকে দুখ যোগাও তারে কি বুজিবো'। বড়ু, ১৪৫০।

জাগ [স যত্র] বি যজ্ঞ। 'পয়সি পয়সে জাগ সত জাগই'। বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

জাগ^১ [স জাগ] বি কাঁচা ফল পাকাবার জন্যে কৃত্রিম চাপ বা আবরণের সাহায্যে চাপ দেওয়া। 'সহিত্যকে সংস্কৃতের জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন।' প্রমথ, ১৯১৪।

জাগ দেওয়া বিণ পচানোর জন্য পানিতে ভিজানো। 'জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

জাগ^২ [হি বি জগ; হাতলমুক জলপাত্রবিশেষ।] 'আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ হিমশীতল জল।' মুক্তভাট, ১৯৬৬।

জাগড়া বি বর্ণা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

জাগত [স জগত বি জগত।] 'সে বড় পাণিষ্ঠ হ'এ জাগত মাঝার।' বাহরাম, ১৬৫০।

জাগতিক [স] ১ বিণ জগৎবিষয়ক; ইহলৌকিক। 'জাগতিক জীব জীবনধারণ করিতে পারিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে কোনো সুখ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ জগৎমুখী। 'জাগতিক, সুখশান্তিকামী ... গৃহী ব্যক্তির চর্যচক্র দৃষ্টিতে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জাগতিকতত্ত্ব [স] বি বস্তুকেন্দ্রিক তত্ত্ব। 'অধুনা জাগতিকতত্ত্ব-গবেষণাশীল পাদ্যাত্ম পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিবরণ পাঠেই ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জাগতিকতা [স] বি জগতের আচরণ। 'পাশবিক জাগতিকতায় সে জেগে উঠল।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

জাগন বি জাগা। ওর্সী, ১৭৮৫।

জাগনা [স জাম্‌থ বিণ সজাগ।] 'সারা রাইতে জাগনা আছিল।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

জাগন্ত [স জাম্‌থ ১ বিণ জাম্‌ত। ওর্সী, ১৭৮৫। ২ বিণ পানি সরু। 'সেই এমন।' 'জাগন্ত চরের বেশিরভাগই চোরাবাগি।' মণীশ, ১৯৬৭।

জাগর [স] বি জাগরণ। 'কমলাদীকে পরিত্যাগই আমার কৃত জাগর, কৃত চিন্তা।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

জাগরক্রান্ত [স] বিণ জাগরণে ক্রান্ত। 'খনা হলি ওরে পাহাড়/রজনী জাগরক্রান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জাগর-ডঙ্কা [স জাগর+স ঢকা] বি জাগরণী ঢাক। 'শান্তিপুণ্ডে গুনবে কে তোর জাগর-ডঙ্কা-রোল।' নজরুল, ১৯২৯।

জাগরমন্ত্র [স] বি জাগরণের মন্ত্র। 'নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে আমার বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জাগরমুখর [স] বিণ জাগরণে মুখর। 'এসো জাগরমুখর প্রভাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জাগররক্ত [স] বিণ জাগরণরক্ত রক্তিম। 'উনুত্তর জাগররক্ত দীপ্তবস্ত্রের নায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জাগর-সুর [স] বি জাগরণের গান। 'তন্ত্রা অলস নয়নে বুলাও জাগর-সুরের স্পর্শ।' নজরুল, ১৯৩০।

জাগরণ [স] ১ বি জাম্‌ত অবস্থা। 'কি শয়নে কি জেজনে কিবা জাগরণে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চৈতন্য। 'সেইকালে ভট্টাচার্যের হৈল জাগরণ।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ৩ বি অস্তিত্ব। 'ছয় দিনে যাত্রাকার করিল জাগরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি চেতনা। 'কোথা হতে সখীরাণ আসে নব জাগরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি উদ্দীপনা। 'জাগরণসম ভূমি আমার ললাটে চুমি উদ্দিহ নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

জাগরণকাল [স] বি জেগে থাকার সময়। 'আমাদের জাগরণকালের

মেঘাদ ফুরাইয়া আসিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

জাগরণতান [স] বি জাগরণের সুর। 'শ্যামল জীবনগাথা জাগরণতান।' নজরুল, ১৯২৫।

জাগরণমন্ত্র [স] বি জাগিয়ে তোলার বাণী। 'সত্যের জাগরণমন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জাগরণ-রোল [স] বি জাগরণের উচ্চ শব্দ। 'এই জাগরণ-রোলে এ-মেরের দেশও জাগাও ফের।' নজরুল, ১৯২৮।

জাগরণহীন [স] বিণ কখনো জেগে ওঠে না এমন। 'জাগরণহীন নিদ্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

জাগরণী [স] ১ বি জাগিয়ে দেয় যে। 'আনন্দের এই জাগরণী ছুইয়ে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি হিন্দুদেবী দুর্গার আগমন উপলক্ষে গাওয়া গান। 'সেদিন গাইব নব জাগরণী।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ জাগরণবিষয়ক। 'আমি শুধু গান গেয়ে চলেছি - জাগরণী গান।' নজরুল, ১৯২৭।

জাগরণ [স জাগরণ বি জাম্‌ত অবস্থা।] 'পুঞ্জিয়াত ডগবতি করিল জাগরণ।' মাল্যধর, ১৫০০।

জাগরণি [স জাগরণ] বি জাগরণের গান। বিদ্যা, ১৮৯১।

জাগরিত [স] বিণ জাম্‌ত। 'তাহাকে সুপ্ত দেখিয়া জাগরিত করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জাগরী [স] বিণ নিদ্রাহীন। 'দেখ একবার আমরা জাগরী চারকোটি পরিবার।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

জাগরক [স জাগরক ১ বিণ জাম্‌ত।] 'লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ... হৃদয়ে জাগরক করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ জাক্‌ল্যমান। 'বিদ্যান লোকদিগের উপদেশ সমস্ত চিরকাল জাগরক রহিতেছে।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

জাগরক [স] ১ বিণ জাম্‌ত; সজাগ। 'রাহি দিন জাগরক পবনন্দন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সতর্ক। 'আমি জাগরক হইয়া আছি সজ্ঞেত পাওয়া মাত্রে তুমি তুরায় পলায়ন করিও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ৩ বিণ অবিশ্রুত; না-ভোলা। 'পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরক ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ প্রকৃতিত। 'কেবল একটি হাসি অধরের প্রান্তে আসি আনন্দ করিত জাগরক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বিণ উদ্যোচিত। 'মানুষের প্রতি ঋষির্মথ যে অসীম শ্রদ্ধা জাগরক করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

জাগা [স জাগ্রাহ্য বি জাগা।] 'জন্মলা জাগা তোমাকে কুটী করিতে পাত্রী দীপ্যাম।' বোমল, ১৭৭০।

জাগা^১ [স] ১ বি জেগে থাকা। 'স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা কাদি আকুল ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি জাগরণ। 'ঘুমও যায় ঘুমিয়ে/জাগাও যায় ঘুমিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

জাগানে [স জাগ] বিণ 'স্মরণ করিয়ে দেয় এমন। 'বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জাগিয়ে তোলা বি 'স্মরণ করা। 'চেষ্টা করতে গেলেই বিস্তর অগ্রিয় আলোচনাকে জাগিয়ে তোলা হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জেগে উঠন বি জেগে ওঠা। ওর্সী, ১৭৮৫।

জেগে ওঠা ১ ক্রি সহসা উজ্জীবিত হওয়া। 'জাগিয়া উঠিলে প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি উদিত হওয়া। 'পাহালা, সূর্যলোক, গৃহ, লোকজন কোথা হতে জেগে ওঠে হুহার মাঝারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ ক্রি সম্ভার হওয়া। 'মনের ভিতরে এমন একটা সুতীর্থ অখচ

সুমধুর চাক্সল জেগে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ কি প্রকাশ পাওয়া।
'জেগে ওঠে সব শোভা, সব মায়ুরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জেগে থাক। ১ কি নিমজ্জিত না হওয়া। 'আমার চারিটিমাত্র খাপ
জলের উপরে জাগিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ কি উন্মূখ থাক।
'দিনরাত ডানা বাপটায় আর শুধু ইচ্ছে জেগে থাকে।' বাহুবুদ,
১৯৬৩।

জাগা [স জাগ্]> ১ কি জেগে থাক। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' চর্চা ২, ১২০০; 'চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুত ডবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ কি উদিত হওয়া। 'দুহাৰ মুরতি বদে রিদএত জাগ।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ কি ঘুম ভাঙানো। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'ঘুমের যোরে ভাঙয়ে দিব উষারে জাগিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ কি জাগ্রত হওয়া। 'সে উসুবুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ কি উজ্জীবিত হওয়া। 'হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে/ পরশ লভিনু তার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৬ কি সৃষ্টি করা। 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ কি কুলে ওঠা। 'একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৮ কি মুক্ত হওয়া। 'বার্ষ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৯ কি উদ্বুদ্ধ করা। 'পরিবর্তনের সময়ে মানুষ নিজের সমস্ত বুদ্ধিকে জাগাবে কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১০ কি বাজা। 'তা হলেই সুর জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ১১ কি উসকিয়ে দেওয়া। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।' জীবন, ১৯৪২। জাগঅ কি জাগে। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' চর্চা ২, ১২০০। জাগি কি জাগে। 'পয়সি পয়সে জাগ সত জাগই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। জাগত কি জাগে। 'জাগত অঙ্গ খন কাঁপে অঙ্গ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। জাগন্তে কি জেগে থাকতে। 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপজায়।' চর্চা ৫০, ১২০০। জাগা কি ঘুম ভাঙা। 'মানোএল, ১৭৪৩। জাগিতে কি নিদ্রা ত্যাগ করতে। 'তোমার নিদ্রা সে নিদ্রা জাগিতে জাগরন মাল্যধর, ১৫০০। জাগিয়া কি জেগে। 'কেহ বলে তুজি বহু জাগিহি জাগিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। জাগিয়া কি জাগত হলে। 'কেন্দ্র রবে জাগিয়া সকল দস্যুগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। জাগু কি জাগত হয়। 'মুনিহক মনন মনমথ জাগু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। জাগে কি জাগত হয়। 'সে বচন জাগে মোর পাঞ্জর ভিতরে।' মাল্যধর, ১৫০০। জাগেস্ত কি জেগে থাকে। 'সবে নিদ্রা যায়স্ত জাগেস্ত নরপতি।' আলাওল, ১৬৮০। জাগোস্ত বিদ্র জেগে আছে এমন। ওসাঁ, ১৭৮২।

জাগাজাগি [স জাগ্]> বি বারে বারে জাগা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জাগাত [আ জ্জকাত] বি শুক। 'মায়ায় গম হঠে জাগাতের মুড়াঘাটে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

জাগানিয়া বি জাগিয়ে তোলে যে। 'ওগো দুখ-জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাব।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

জাগানো? [পা জাগ্]> ১ বি ফোটানো। 'এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বি জাগতকারী। 'দিল-জাগানো দক্ষিণভা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

জাগারদার [মা জাগীর] বি কর্মের জন্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত জমির অধিকারী ব্যক্তি। চন্দ্রী, ১৭৮৮।

জাগি কি যায়। 'অযোগ্যে জাগি লীলাবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাগুতি [স] বি জাগরণ। 'অজিক্রে আমার নভে জাগুতির শুকতারা হাঙ্গে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

জাগুহি [স জাগ্]>? বিদ্র জাগত। 'আজ জাগুহি মা, আজ জাগুহি মা।' নজরুল, ১৯২৪।

জাগোয়াল [পা জাগর] বি জাগ্রত গ্রহণী। 'রজনী দিবস সম জাগে জাগোয়াল।' আলাওল, ১৬৮০।

জাগ্রৎ [স] বিদ্র জীবিত। 'নিরমিত কাশপর্যন্ত জাগ্রৎ থাকিয়া কাশবশে নিদ্রিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

জাগ্রৎকরণ [স] বি জাগিয়ে তোলা। 'সুপ্তদশা হইতে জাগ্রৎকরণ।' দর্পণ, ১৮২৭।

জাগ্রৎচিহ্ন [স] বি জাগরক মন। 'আমাদের সেই জাগ্রৎচিহ্ন যে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জাগ্রৎচৈতন্য [স] বি জাগরক চেতনা। 'জাগ্রৎচৈতন্য এতবড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জাগ্রৎসত্তা [স] বি জাগরক সত্তা। 'তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জাগ্রৎস্বপ্ন [স] বি জাগ্রত অবস্থায় দেখা স্বপ্ন। 'অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রৎস্বপ্নে নিবৃত্ত ছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জাগ্রত [স] ১ বিদ্র সজাগ। 'জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাকে বনপ্রিয়।' ভারত, ১৭৬০; 'এ ঘরে কে জাগ্রত আছে।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বিদ্র সচেতন। 'অন্য নিদ্রিত লোককে জাগ্রত কর।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ বিদ্র সতর্ক। 'এইক্ষণে আমাদিগের মনে জাগ্রত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি সচেতন অবস্থা। 'শৈবলিনী জাগ্রি বসে জাগ্রতেও, সুখীয়া বলিল, আমার কি হবে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৫ বিদ্র সজাগ। 'জাগ্রি বসন্ত জাগ্রত ঘারে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৬ বিদ্র সজাগ। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্সোনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি জাগ্রত আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৭ বিদ্র অসৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। 'সবাই বলে ঠাকুর বড় জাগ্রত।' বিতৃতি, ১৯০৭।

জাগ্রত-ইমান [স জাগ্রত+আ ইমান] বিদ্র বিশ্বাস জাগ্রত এমন। 'জাগ্রত-ইমান মুহলমান ভোটার সম্পূর্ণ বিধস্ত ...।' আজাদ, ১৯৩৬।

জাগ্রত করা কি জাগরক করা। 'যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জাগ্রত থাকা কি জাগরক থাকা। 'বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জাগ্রত রাখা কি জাগরক রাখা। 'ইংলণ্ডে বর্তমানই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জাগ্রত হওয়া কি জাগরক হওয়া। 'পাখে পখে কর্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জাগ্রতা [স] বিদ্র স্ত্রী অসৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। 'মা কি এতই জাগ্রতা।' হাসান, ১৯৬৭।

জাগ্রতাবস্থা [স] বি জাগ্রত অবস্থা। 'শৈবলিনী অপহৃত চেতনা হইয়া, অর্ধ নিদ্রাভিভূত, অর্ধ জাগ্রতাবস্থায় রহিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

জাগি কি যাচ্ছে। 'নিতি নিতি দিগি বিকে জাগি।' বড়, ১৪৫০; 'তেজি সে দিগি বিকে জাগি মণ্ডুরা হাটে।' বড়, ১৪৫০।

জাগুলা [স জাগলা] বি মাছ। 'জাগুলা ভরিয়া লাউয়ের লতায়।' জসীম, ১৯৩০।

জাগুলা [স জাগলা] ১ বি বাঁধ। 'উঠ, বলি; বীরবলে এ জাগুলা ভাঙি।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি পথ। 'দাঁড়িয়ে তোমার যম - জাগুলায়

বক মোড়ে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। দ্র জাঙ্গাল

জাঙিয়া [স জঙ্ঘা] বি নিম্নাঙ্গে পরার অন্তর্বাস। 'পায়জামা পরিণত হয়েচে জাঙিয়ায়।' নজরুল, ১৯৪০।

জাঙিয়া [স জঙ্ঘা] বি নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ; জাঙ্গিয়া। বিদ্যা, ১৮৮১।

জাঙ্গলিকতা [ফা জঙ্গল+স ইক+স তা] বি বর্বরতা। 'জাঙ্গলিকতা পরিহার পূর্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জাঙ্গাল [স জঙ্ঘাল] ১ বি বাঁধ। 'উত্তরিল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দেয়াল। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি উঁচু আলপথ। 'কাকর সঙ্গে জলা-জাঙ্গালে পথ ভাঙিতে লাগিল সে।' শওকত, ১৯৫৮।

জাচক [স যাচক] বিণ বিনা আব্বানে কিছু বলে বা করে এমন। 'জাচে রে জাচক জন ভারে দিতে নাহি ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাচা [স যাচ] বি প্রীতিকা করে দেবা। 'ন সুনলি মহাজন মুখকা। জাচত বাহন খাওত বনকা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জাচাই [স যাচ] বি যাচাই; প্রীতিকা করে দেখা। 'ফেরত কাপড় জাচাইর ফর্ম।' তীতি, ১৭৯২।

জাচাইসই [যাচাই+আ সওয়া] বি যাচাইকৃত পরিমাণ। 'কার কতো জাচাইসই কতো ফেরত তাহা শিবিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

জাছুহ [আ জাছু] বি গুস্তর। 'কুটনী তালসে ডেঙ্গে জাছুহ কমিনা।' গরীব, ১৭৬৫।

জাজ [বি বিচারক। জাজসাহেব] হি জাজ+আ সাহিব। বি বিচারক। 'পৈতৃকধিকারে অনঙ্গীকরণ স্বরণ দণ্ড দিবেন এমত কোন জাজসাহেব নাহি।' দর্পণ, ১৮৩১।

জাজন [স যাজন] বি পৌরোহিত্য। 'জজন জাজন বেদ পঠে অঙ্গন।' মাসাধর, ১৫০০।

জাজিম [ফা] বি পুরু গদিবিশেষ। 'উঠানে ... তার উপর মাদরাজি খোরো জাজিম হাসচে।' হুতোম, ১৮৬১।

জাজুল [স] বিণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'দিরসের হৈম ক্লালা দীপ্ত দিকে দিকে উজ্জ্বল-জাজুল-অনিমিখ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

জাজুল্লা [স] বিণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। **জাজুল্যমান** [স] ১ বিণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। 'জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজুল্যমান থাকিতও এই দুর্ঘর্ষ করিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিণ প্রত্যক্ষ। 'এই জাজুল্যমান জগৎ যদি অসৎ হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্তমান থাকিব।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ সুস্পষ্ট। 'দেখেই অবস্থা তিনি কত জাজুল্যমান করিয়া আঁকিতে পারেন।' প্রথম, ১৮৯০। ৪ বিণ সুস্পষ্ট। 'সূর্য্যটকে বিচিত্র এবং জাজুল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জাট [হি] বি পাহাড় ও রাজপুতনার জাতিবিশেষ। 'শক, জাট, হুং প্রভৃতি অসভ্য জাতিয়েরা ... সিদ্ধুদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জাটি [স যাটি] ১ বি যটি; লাঠি। 'সেজ্যা এল্য অস্ত্রজাল লয়ে শেল জাটি।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ। 'শেল, শক্তি, জাটি, তোমার, ভোমর, নারাচ, কোন্ত - শোভে দন্তরূপে।' মাইকেল, ১৮৬১।

জাঠ [হি জাট] বি পাহাড় ও রাজপুতনার জাতিবিশেষ। 'নানা জাতি বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী ... জাঠ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জাঠসর্দার [হি জাট+স সর্দার] বি পাহাড় ও রাজপুতনার হিন্দু

গোত্রবিশেষের সর্দার। 'কোন জাঠসর্দার কোথায় ভাত রাখিয়া খাইয়াছে।' শরৎ, ১৯৩১।

জাঠ [স যাঠি] বি মাড়াই কলের পেশণ-দণ্ড। 'মন আমার কুসর-মলা জাঠ হল রে।' লালন, ১৮৯০।

জাঠতুতো, জাঠততো [স জোঠতাতা] বিণ জোঠর সঙ্গে সম্পর্কিত। 'ওর জাঠতুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।' গিরিশ, ১৮৮৯। 'তোমার জাঠততো ভাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জাঠরিক [স] বিণ দৈহিক। 'লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জাঠা [স যাঠি] ১ ক্রি প্রহার করা। 'মাহুত হাথির পিঠে শেল শাবল জাঠে গগনে পুরয়ে আড়খর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি যটি; বড় লাঠি। 'শব্দ শুনা সৈন্য সহ লয়া শেল জাঠা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

জাঠি, জাঠী [স যাঠি] বি শোহার লাঠিবিশেষ। 'কখনে দস্তে তুণ লয় কখনে জাঠি মারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'কাহার হাতে ঝড় জাঠী নানা অঙ্গে পরিপাঠা।' বিজয়, ১৬৫০।

জাড্য [স জড়] বি জড়তা। 'এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জাড্যদোষ বি অলস। 'জাড্যদোষ দূর কর।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

জাড় [স জাড়া] ১ বি শীত; ঠাণ্ডা। ওসী, ১৭৮৫। 'শেল জাড়ের পালা/ওলা আনন ক্লালা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি শীতজনিত জড়তা; শীতলতা। 'আমার কি জাড় আছে?' মাহমুদ, ১৯৭৭।

জাড়কাল [স জাডাকাল] বি শীতকাল। 'বাতাসের আমেজ ভালো করে অনুভব করতে না করতেই হৃদয়ড করে জাড়কাল এসে পড়ল।' হাসান, ১৯৬৪।

জাড়ি, জাড়ী [স জড়] বি মাটির বড়ো ঘড়া বা কলস। 'বাইশ জাড়ী পানি দিলে ভরেন রমাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জাণ [তুল. ফা জানা] বি জীবন। 'জাণ জৌন মোর ভাইলৈসি পূরা।' চর্য্য ২০, ১২০০।

জাণা [পা এগ্রন] ক্রি জ্ঞাত হওয়া; অবগত হওয়া। 'লুই ভদই গুরু পুঞ্জিঅ জাণ।' চর্য্য ১, ১২০০। 'নাই জাণ এবে তৌ আপনার নাশ।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণাও** ক্রি জানে। 'দৈবে সে জাণাও যার যেহেন ঘরেনে।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণাও** ক্রি জানি। 'আল জাণও রতি সকল।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণামি** ক্রি জানি। 'গ জাণামি আপা কই গই পইঠা।' বড়ু ৩১, ১২০০। **জাণল** ক্রি জানাম। 'কালকট বিষহরি জাণল কটাণ।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণশি** ক্রি জানো। 'না জাণশি ধরমবেবখা।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণহ** ক্রি জানো। 'এতেরে এ সব/কাজের প্রকার/জাণহ আশেয়ে বিশেষে।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণই** ক্রি জানি। 'অঙ্গে ন জাণই অচিন্ত জোই।' চর্য্য ২২, ১২০০। **জাণা** ক্রি জানাও। 'জাণা গিষ্ঠা গোজাল আইহনে।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণাআ** ক্রি জানিয়ে। 'মরিবৌ পরাশে তোকে জাণাআ গোআল।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণাইহ** ক্রি জানায়ে। 'না জাণাইহ কাহাজিক্রে সুন বড়ায়ল।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণায়িআ** ক্রি জানিয়ে। 'কংশ জাণায়িসা তোকে কটায়ির আখো।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণায়িবৌ** ক্রি জানাবে। 'মোহঁ কান্দিআ সানু জাণায়িবৌ।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণায়িল** ক্রি জানানো। 'দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণি** ক্রি জানি। 'জাণি মেখ আপ বড়ায়ি কাকের কাঁধী।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণিএ** ক্রি জানি। 'এ সব কাজেরে আশে জাণিএ অবদুই।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণিবৌ** ক্রি জানাবে। 'জৈলানে রতি জাণিবৌ/তেসানে কারু আণিবৌ।' বড়ু, ১৪৫০। **জাণিল** ক্রি জানানো। 'দৈবেরে প্রসাদে

তবে বসল জাবিল।' বড়, ১৪৫০। জাবিলৌ কি জানলাম। 'এবেঁ সে জাবিলৌ কাহ বাটোআড় তেজো' বড়, ১৪৫০। জাবী কি জেনে। 'বাতকুরু সন্তারে জাবী।' চর্চা ৩৭, ১২০০; 'এহা জাবী ঝাঁট চল রাখিকার পাশে।' বড়, ১৪৫০। জাবীআঁ কি জেনে। 'এহাক জাবীআঁ রাধা পুর মোর আশ।' বড়, ১৪৫০। জাণে কি জানে। 'আহা হাতী তাক আন কেহো নাহি জাণে।' বড়, ১৪৫০। জাণৌ কি জেনেছি। 'সে নিল জাণো আনুয়ানে।' বড়, ১৪৫০।

জাত [স জাতি] ১ বি জাতিগোষ্ঠী। 'সুরানি লোহাঘী স্পানী কিতাপী বিদ্যানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' মুদ্র, ১৬০০। ২ বি ভালো বংশ। 'হালাল হারাম জান জাত কি অজাত।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি নির্দিষ্ট ত্ববেষে বাসকারী অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জনগোষ্ঠী; নেশন। ওঁসা, ১৭৮২। ৪ বি দল। 'ছেলের জাত ভাল মন্দ কিছুই জানে না।' সুলত, ১৮৭১। ৫ বি চরিত্র। 'তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৬ বি ধর্ম। 'কেউ মালা কেউ তসবি গলে তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে।' লালন, ১৮৯০। ৭ বিশ প্রকৃত। 'যারা জাত লেখক তারা পাগলের রূপান্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৮ বি বংশানুক্রমিক পেশাভিত্তিক সম্প্রদায়। 'জাতের কথা হচ্ছে না, বংশের কথা হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'জাতে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'জাতের নামে বন্ধাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।' নজরুল, ১৯২৪।

জাতকবি [স জাতি+কবি] বি জন্যতভাবে প্রতিভাবান কবি। 'অক্ষয়কুমার বড়াল জাতকবি।' প্রমথ, ১৯১২।

জাত কাড়া কি জাতিচ্যুত করা। 'তিনি নিজে এসে আমার জাত কাড়ে নিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জাত-কুঁড়েমি [স জাতি+কুঁড়েমি] বি আত্মনা অলসতা। 'এই তো দেখি পুরুষ জাতের জাত-কুঁড়েমির চিহ্ন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জাতকুল [স জাতিকুল] বি বংশমর্যাদা। 'জাতকুলের কথাটাকে কুল তার ভক্তি দিয়ে ঢাণা দিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জাতক্রোধ [স জাতিক্রোধ] বিশ জাতের প্রতি ক্রোধ। 'বাবু জাতক্রোধ হইয়া তৎকালীন মনে মনে বিবেচনা করেন যে ...।' ভবানী, ১৮২৮।

জাত খাওয়া কি জাতিচ্যুত করা। 'তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।' গিরিশ, ১৮৮৯।

জাত খোয়ানো কি জাতিচ্যুত হওয়া। 'হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, জাত খোয়াইবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জাতগুণী [স জাতি-গুণী] বি প্রকৃত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। 'ঘোষাল একজন জাতগুণী।' প্রমথ, ১৯৩৫।

জাতগুণী [স জাতিগোষ্ঠী] বি বংশ-গোত্র। 'বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুণের কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জাত-গোথরো [স জাতি+স গোথরো] বি আসল কেউটে সাপ। 'ফৌস-ফৌসানি থাকলেই হল, লোকে মনে করবে জাত-গোথরো।' নজরুল, ১৯৩১।

জাতচাষী [স জাতি+চাষি] বি প্রকৃত কৃষক। 'মকরুল জাতচাষী নয়।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

জাত-জালিয়াৎ [স জাতি+জা জালীয়াত] বি পুরোদস্তর ধোকাবাজি। 'জাতের নামে বন্ধাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।' নজরুল, ১৯২৪।

জাত-জুয়াড়ি [স জাতি+স জুয়াত] বি পুরোদস্তর প্রতারক। '(এই) জাত-জুয়াড়ির ভাণ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া।' নজরুল,

১৯২৪।

জাতচোটেলা [স জাতি+চোটেলা] বি জাত নিয়ে বাঘবিচার; জাতের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা। 'জাতচোটেলা অনেকটা পরিমাণে খোটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জাত পেশা [স জাতি+ফা পেশাবা] বি বংশপরম্পরায় ক'রে আসা ব্যবসা। 'এ তো আমার জাত পেশাই বলা চলে।' বিমল, ১৯৫৩।

জাতবান্ধবী [স জাতি+বান্ধবী] বি পেশাদার বান্ধবী। 'সিনেমা মঞ্চপরিবর্তিনী রক্ত মাখানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জাতবিচার [স জাতি+স বিচার] ১ বি জাতপাতের বিষয় বিবেচনায় নেওয়া। 'পূর্বরূপ তো আর জাতবিচার করে হয় না।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বি জাত নিয়ে ভেদাভেদ। 'ভগবানের সৌজদারি-কোর্ট নাই সেখানে জাত-বিচার।' নজরুল, ১৯২৪।

জাত-বিজ্ঞাত [স জাতি+স বিজ্ঞতি] বি নিজ জাত ও ভিন্ন জাত। '(বোম্বে) জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজ্ঞাতের জুতো ধোওয়া।' নজরুল, ১৯২৪।

জাত-বিদ্রোহী [স জাতিবিদ্রোহী] বি ঝাঁট বিদ্রোহী। 'এই হল জাত-বিদ্রোহীদের উপকৃত কথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জাতবেজাত [স জাতি+ফা বে+স জাতি] বি নানা জাত। 'আর সে কত জাতবেজাতের লোক।' মুক্তবাৎ, ১৯৫২।

জাতব্যবসায় [স জাতিব্যবসায়] বি বংশগত পেশা। 'সময়ের সদ্ব্যয় কল্যাণের জাত-ব্যবসা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জাতভাই [স জাতি+ভাই] বি একই জাতিভুক্ত হিসেবে ভাই। 'জন-তিনেক জাতভাই জুটিয়ে।' প্রমথ, ১৯৩৭।

জাত মানা কি স্বজাতির আচার রক্ষা করা। 'ঠাকুর-পুজো, জাত মেনে চলা, সবই হল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জাত মারা ১ কি ধর্ম নষ্ট করা। 'পুঁটের নামে জাত মারার দাবী দিয়া এক নম্বর সৌজদারী করেন।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ কি জাতিচ্যুত করা। 'একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ কি গুণগত মান নষ্ট করা; গানের দ্রুপদী চরিত্র নষ্ট করা। 'তখন হারমোনিয়াম আসেনি এসেণের গানের জাত মারতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জাতমিত্র [স জাতি+স মিত্র] বি আত্মনা বন্ধু। 'অজাতশত্রু শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম - জাতমিত্র।' অচিভ, ১৯৫০।

জাতমিত্রী [স জাতি+প মিত্রি] বি প্রকৃত কারিগর। 'আপনি জাতমিত্রীর চেয়েও সেরা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

জাত রাজনীতিক [স জাতি+স রাজনীতিক] বিশ অভিজ্ঞ রাজনৈতিক। 'তুমি জাত রাজনীতিক হতে পারনি।' পাশা, ১৯৭১।

জাত-লেখক [স জাতি+স লেখক] বি প্রকৃত বা শ্রেষ্ঠ লেখক। 'আজকাল প্রমাণ হয়েছে যারা জাত-লেখক তারা পাগলের রূপান্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জাতশত্রু [স জাতিশত্রু] বি আসল শত্রু। 'একমাত্র সাহিত্যই ... সংকীর্ণতার জাতশত্রু।' প্রমথ, ১৯১৪।

জাত-শিকারি [স জাতি+ফা শিকার] বি দক্ষ শিকারি। 'সে ব্যক্তি জাত-শিকারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জাতশিল্পী [স জাতিশিল্পী] বি প্রকৃত শিল্পী। 'তারা কদাচিৎ জাতশিল্পী হয়।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

জাত-সমাজ [স জাতিসমাজ] বি জাতিভেদ দিয়ে গঠিত সমাজ। 'জাত-সমাজের নাই সেখা ঠাই/ জগন্নাথের সাম্য-লোক।' নজরুল, ১৯২৪।

জাতসাপ [স জাতি+স সর্প] বি বিবধের সাপবিশেষ। 'সে জাতসাপ।' নজরুল, ১৯৩১।

জাতসাপিনী [স জাতি+স সর্পিনী] বি ঐ বিবধের সাপবিশেষ। 'তাহারা নাকি জাতসাপিনীর বংশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জাতে ওঠা কি উঠ শ্রেণীভুক্ত হওয়া। 'জাতে ওঠার লোভে প্রচুর অর্থ খুঁষ দিয়ে তাদের অভিশ্রেয় শ্রেণীবিশেষের ছেলের হাতে কন্যা সমর্পণ করে থাকেন।' বেগম, ১৯৪৮।

জাতে ঠেলা কি জাতিচ্যুত করা। 'জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জাতে-ঠেলাঠেলি বি শ্রেণী নিয়ে বিতর্ক। 'সাহিত্যে এইরকম জাতে-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হাফে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জাতে তোলা ১ কি সমাজভুক্ত করা। 'তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ কি মর্যাদা দেওয়া। 'সংস্কারকে তারা সাধারণের জাতে তুলতে কুচিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জাতে-বাঁধা বিণ জাত দিয়ে চিহ্নিত। 'জাতে-বাঁধা রীতি ছাড়া আর কোনো রীতি না থাকতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

জাত [স] বিণ জন্মেছে এমন; উৎপন্ন। 'পার্বনি পঙ্কজ জাত গুড়ালোন সান্না ভাত ধানকাটী কলম কসুরে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ইনি কুলীদের উলসে জাত।' দর্পণ, ১৮২১।

জাতক [স] ১ বি যে জন্মলাভ করেছে। 'জাতক অদ্ভুত দেখি বহু পর্যটন।' ক্ষয়জন্মেন্দো, ১৮৭৬। ২ বি যার জন্মপত্রিকা সে। 'জাতক যদি এখানে সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চলবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ বি বুদ্ধের জন্মের আগের কাহিনি-সংবলিত গ্রন্থ বিশেষ। 'আমাদের সার্বকথা জাতকের বার্থ বিদ্যুৎপে।' সুধীন্দ্র, ১৯৪০।

জাতকর্ম, **জাতকর্ম** [স] বি শিশুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠেয় হিন্দু আচারবিশেষ। 'করাইল জাতকর্ম যে আছিল বিধি-ধর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'জাতকর্ম ... বৈদিক মন্ত্র-ধারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জাতকোঠী [স] বি জন্মপত্রিকা। 'জাতকোঠী প্রকাশে স্রোতিবের প্রথম আভার প্রথম কিরণে ...।' দর্পণ, ১৮২৬।

জাতপত্র [স] বি কোঠী; জন্মপত্রিকা। 'জাতপত্র অম্বুর বাপের নিদর্শন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাতা [স] বিণ ঐ জাত; জন্মস্থলস্বাক্ষরী। 'মেনকা-উদয়ের জাতা হইলাভ শিখরিসুতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাতকি [স জাতি] বি চামেলি বা মাচালী ফুল। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জাতনা [স যন্ত্রণা] বি দুঃখ; বেদনা। 'আর কত দিন আমি জাতনা পাইব।' মালধর, ১৫০০।

জাতবেদা [স] বিণ সর্বজ্ঞ। 'জাত জাতবেদা যাহারে আনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

জাত [পা যতি] > কি যায়। 'কালিপি তীর ধীর চলি জাতা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জাত [স যন্ত্রণা] কি চেপে ধরা। 'দুইশা জাতি তুই কৈল চক্রপানি।' জাত

মালধর, ১৫০০।

জাতাভাত, **জাতাভাত** [পা যতি] > বি যাতায়াত। 'আমিহ দুই একবার জাতাভাত করিতাম।' ওর্দা, ১৭৮২; 'তেজের মূলকে তেজারতের দক্ষা জাতায়াত হয়।' কালাধর, ১৭৮৪।

জাতাতালা [স যন্ত্র] বি জাতাতাওয়ালা। মানোএল, ১৭৪৩।

জাতি [স] বি চামেলি ফুল। 'জাতি জুতি মালতির কথাদূরে দেখি।' মালধর, ১৫০০। **দ্র জাতি**

জাতিফুল বি ফুলবিশেষ। 'এত লিখি জাতিফুল মুঠি ডরি লৈয়া।' আলাওল, ১৬৮০।

জাতি [স] ১ বি প্রাণীর ক্ষেত্রে শ্রেণী; প্রজাতি। 'পাখি জাতি নহে বড়ায়ি উড়ি পড়ি যার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পেশাগত শ্রেণীপরিচয়। 'গোপজাতি আমরা অরম্যে করি ঘর।' মালধর, ১৫০০। ৩ বি বংশোদ্ভূত। 'জাতি অনুসারে তবু সেই শত্রু মানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি বর্ণভঙ্গি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ। 'দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা সমান দাঁড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি শ্রেণী। 'জাতিতে পৃথিবী বালী অশির উজ্জ্বলি।' বাহরাম, ১৬৫০। ৬ বি নির্দিষ্ট তৃণভেদ বাসকারী অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জনগোষ্ঠী; নেশন। ওর্দা, ১৭৮২: 'জয়পাপাসু রোমান জাতির চরিত্র পাঠে অল্লাদ সক্ষার হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বি সম্প্রদায়। 'প্রাণিজীভাঙ্গদর্শক বেদিয়া প্রভৃতি জাতিরা ইহাদের পায়ে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৮ বি ধরন। 'এক এক জাতি পুষ্প' জনেক প্রকার।' ক্ষয়জন্মেন্দো, ১৮৭৬। ৯ বি ধর্মাবলম্বী। 'এই জাতি বৃদ্ধান জাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১০ বি একই স্বাধীন দেশের নাগরিক। 'মহারো এক রাজত্বের অস্ত্রভুক্ত তাহারো এক জাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ১১ বিণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'বঙ্গালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জাতিক [স] বিণ জাতিভিত্তিক। 'তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জাতিকুল [স] বি বংশ ও গোত্র। 'জাতি কুল যাক পিছে থিবি তার কাজে কাহে।' ঘটিক, ১৬০০।

জাতিগঠন [স] বি জাতিনির্মাণ। 'মনে করো কি দেশ-উদ্ধার হইবে, জাতিগঠন হইবে?' নজরুল, ১৯২২।

জাতিগত [স] ১ বিণ সম্প্রদায়গত। 'জাতিগত ধর্ম তাহার একেবারেই ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত প্রকা'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জাতিচ্যুত [স] বিণ আপন সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। 'পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয়।' দর্পণ, ১৮৩৫।

জাতিজীবী [স] বিণ বিভিন্ন জাতির উপর নির্ভরশীল। 'দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় তোল জাতিজীবী বসিল কেমালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাতিভক্ত [স] বি নৃত্যরূপ। 'জাতিভক্ত, প্রাচীন ও আধুনিক জাতিসমূহের ইতিহাস।' এসলাম, ১৯২০।

জাতিভূবোধ [স] বি নৃত্যরূপ বিষয়ে পণ্ডিত। 'জাতিভূবোধ জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয় শিল্পসমালোচক প্রভৃতির হাতে ...।' অবন, ১৯২৫।

জাতিভূ [স] ১ বি গোত্র; বর্ণবিভাগ। 'ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিভূ প্রাপ্ত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি জাতীয় পরিচয়। 'কিনে আমাদের জাতিভূ থাকে।' রাজ, ১৮৭৪।

জাতিভূবোধ [স] বি জাতীয়তাবোধ। 'ভারতের দশকোটি

মুসলমানের সমবেত মনে যেই জাতিভ্রুবোধ জাগছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

জাতিধর্ম [স] বি জাত ও ধর্ম। 'জাতিধর্ম, জন্মস্থান ও জনমৃত্যুর তারিখ।' হাই, ১৯৫৪।

জাতিনাশ [স] বি জাতিচ্যুতি। 'নদীয়ার বিশ্বের করিব জাতিনাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জাতিনিগড়বন্ধ [স] বিশ জাতিভেদ প্রথা ঘারা আবদ্ধ। 'এই জাতিনিগড়বন্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জাতিপাত [স] বি জাতিচ্যুতি; জাতি নষ্ট হওয়া। '... জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে তাহাদের অভ্যন্তর আনুশঙ্গিক ফল হইয়া উঠে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জাতিপীড়া [স] বি জাতিভেদের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। 'রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে তাহা দুইপ্রকারে ঘটে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জাতিপ্রেম [স] বি স্বজাত্যাবোধ। 'ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

জাতিবর্ণ [স] বি জাতপাত। 'এ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষত কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।' তারা, ১৯৪২।

জাতিবাচক [স] বিশ জাতি নির্দেশক। 'ইউরোপে এই সকল শব্দের যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জাতিবাদ [স] বি বংশপরিসর। 'জাতিবাদ নহে তার জন্ম হয় রক্ত।' মৃতদেহ, ১৯০০।

জাতিবিচার [স] ১ বি জাতিগত ভেদ। 'ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার নাই।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি সম্প্রদায়গত ভেদ। 'এই ক্ষেত্রে জাতিবিচার করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জাতি-বিষেধ [স] বি জাতিসমূহের মধ্যে শত্রুতা। 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিষেধ নাই, জাতি-বিষেধ নাই।' নজরুল, ১৯২২।

জাতিবিষেধমূলক [স] বিশ জাতিবিষেধ উসকে দেয় এমন। 'ধর্মদ্রোহিতা ও জাতিবিষেধমূলক কোন পুস্তক।' এসলাম, ১৯৩০।

জাতিবিদ্যা [স] ১ বি পুরুষানুক্রমে অর্জিত জ্ঞান। 'আপনারদিগের জাতিবিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি জাতীয় শাস্ত্র। 'ইসরোজী তাঁহার জাতিবিদ্যা নহে।' দর্পণ, ১৮৩২।

জাতি বিবেচনা [স] বি জাতবিচার; জাতিভেদ জ্ঞান। 'মযেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই।' দর্পণ, ১৮২০।

জাতিবিভাগ [স] বি শ্রেণীবিভাগ। 'জাতিবিভাগ-সংবলিত আমাদের বিশাল সমাজ-দেহই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'শিল্পের মোটামুটি জাতিবিভাগ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ঘটেছে।' অবন, ১৯২৫।

জাতি-বিশুদ্ধি [স] বি নৃতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা। 'রাষ্ট্রনীতিতত্ত্বে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোজ রাখে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জাতিবরতা [স] বি জাতিভিত্তিক শত্রুতা। 'তাহাদের স্বাভাবিক জাতিবরতার পরিবর্তে একটা মেলামেশার ভাব আসিয়া পড়ে।' প্রমথ, ১৯২০।

জাতি-ব্যবসা [স] জাতিব্যবসায় বি বংশগত পেশা। 'জাতি-ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল।' রামরায়, ১৮০১।

জাতিভাই [স] জাতি+ভাই বি বস্তুসম্প্রদায়ের সদস্য। 'অফিন-আদালত সবই দখল করিয়া আছে আমাদেরই জাতিভাইরা।' মনসুর, ১৯৪৫।

জাতিভাষা [স] বি স্বজাতির ভাষা; মাতৃভাষা। 'প্রথম কথা কহিতে শিখা, স্বজাতীয় লোকের নিকটে হয়; এ নিমিত্ত প্রথম শিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

জাতিভেদ [স] ১ বি হিন্দুসমাজের জাতিগত বিভেদ। 'জাতিভেদ প্রভৃতি সকল প্রতিবন্ধক ...।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি শ্রেণীগত ভেদ। 'দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ। 'আমি যে মুসলমান ভাই আজি জাতিভেদ নাই।' অশ্বিনী, ১৯২০।

জাতিভেদপ্রস্তাব [স] বিশ জাতিভেদ রয়েছে এমন। 'জাতিভেদ-প্রস্তাব সমাজেরই এক অংশের নাম যে যবন ...।' সাম্যবাদী, ১৯৪২।

জাতিভেদপ্রথা [স] বি জাতিগত ভেদাদিভেদের রীতি। 'জাতিভেদপ্রথা এখানে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত।' শিব, ১৯৫৬।

জাতিব্রংশ [স] বি জাতিচ্যুতি। 'হিন্দুশাস্ত্রের কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে জাতিব্রংশ বিষয়ে নিত্য অতি সাবধান।' দর্পণ, ১৮৩২।

জাতিভ্রষ্ট [স] বিশ জাতিচ্যুত। 'ক্ষুদ্র অপরাধকে প্রায় জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

জাতিব্রতা [স] বিশ স্ত্রী জাতিচ্যুত। 'আমি কুলটাও নই, জাতিভ্রষ্টা নই।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

জাতিমর্যাদা, জাতি-মর্যাদা [স] বি হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান। 'ব্রহ্মণ ভূপাল ... জাতি-মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জাতি যাওয়া ক্রি ধর্ম নষ্ট হওয়া। 'উহার জাতি গিয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

জাতিয় [স] জাতীয় বিশ শ্রেণীর। 'মনিলা ও মেলাই এ সকল জাতিয় কথক লোক।' ক্যালিফোর্নিয়া, ১৭৮৭।

জাতিরক্ষা [স] বি জাত বজায় রাখা। 'ধর্মের ক্রুশার দাসা জাতিরক্ষা হৈল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জাতির জনক বি কোনো জাতির স্বাধীনতার দ্রষ্টা ও এ-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রধান নেতা। 'আজ জাতির জনক ... সম্পর্কে যদি প্রশ্ন ওঠে।' মাহেনবু, ১৯৪৯।

জাতির পিতা বি কোনো জাতির স্বাধীনতার দ্রষ্টা ও এ-সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রধান নেতা। 'জাতির পিতা ... আমাদের স্বন্ধে যে জিন্দাদারি দিয়া গেছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

জাতিলোক [স] বি একই সম্প্রদায়ের মানুষ। 'মোরদে এই জাতিলোক অনেক বসতি করে।' দর্পণ, ১৮২৭।

জাতিশ্রেষ্ঠ [স] বিশ স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'যিনি জাতিশ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠতম, বয়োবৃদ্ধ, ধার্মিক, তাহারই প্রতি রাজার ভক্তি জন্মে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

জাতিসংঘ [স] বি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা, রাষ্ট্রপুঞ্জ; ইউনাইটেড নেশনস। 'জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।' বেঙ্গল, ১৯৪৭।

জাতিসাপ [স] জাতি-সর্প বি অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ; কেউটে। 'প্রেম পীরিতের এমন ধারা/ যেন জাতিসাপের লেজে ধরা।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

জাতিস্মরণ [স] বি আগের জন্মের কথা স্মরণ আছে যার। 'কেবল চরীর বর দুহেই হলো জাতিস্মরণ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

জাতিস্মরণতা [স] বি গভজন্মের কথা স্মরণ রাখার ক্ষমতা। 'এই জাতিস্মরণতা লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস'। প্রমথ, ১৯১৪।

জাতিহিতৈষিতা [স] বি জাতির হিতসাধন করবার ইচ্ছা। 'জাতিহিতৈষিতা প্রকাশপূর্বক পরম সুখে নানাবিধ পতনন করিতে থাকুন'। বক্তিম, ১৮৭৪।

জাতিহিত [স] জ্যোতি বিপ জ্যোতিষ্মান। মনোএল, ১৭৪৩।

জাতী [স] বি চামেলি ফুল ও তার গাছ। 'অগোচর কিন্তুক বাটি জাতী জুতি দুইবটী'। মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র জাতি

জাতী [স] জাতি ১ বি শ্রেণী। 'বিষম পুরুষ জাতী/ কপটপুত্র মতী'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সম্প্রদায়। 'গোকুলে থাকো যে গোআল জাতী'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি ধর্ম অনুযায়ী শ্রেণী। 'আপনি এই দেশের কর্তা আপনকার নিকটে সকল জাতীর মনুষ্য আছে'। রাজীব, ১৮০৫। দ্র জাতি

জাতীভূত [স] বি জাতির অন্তর্ভুক্ত। 'বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতীভূত না হইলেন'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

জাতীয় [স] ১ বিপ ধরনের। 'আশ্রয়জাতীয় সূত্র পাইতে মন ধায়'। কৃষ্ণসার, ১৪৮০। ২ বিশ রকমের। 'নানা জাতীয় ও নানা দেশীয় পুস্তক'। দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বিশ সম্প্রদায়ভুক্ত। 'সংপ্রতি কৈবর্তাদি নানা জাতীয় প্রায় অনেকই ...'। ভবানী, ১৮২৫। ৪ বিপ জাতিগত। 'ইংরাজদিগের সহিত আমরদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না'। অক্ষয়, ১৮৪৩। ৫ বিপ সমগ্র জাতি। 'একতাই জাতীয় শক্তির ভিত্তি'। অক্ষয়, ১৮৪৬। ৬ বিশ সমগ্র দেশবাসী। 'কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বিপ রাষ্ট্রীয়। 'জানিলে জাতীয় বিদ্যা-সুখ তাহে নানা'। শুভ, ১৮৫৮। ৮ বিশ দেশসংক্রান্ত। 'সকলে মিলে শিশুক শ্রোক 'জাতীয়' উপদেশ'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জাতীয় আন্দোলন [স] বি সমগ্র জাতির কল্যাণে পরিচালিত আন্দোলন। 'যে কোন প্রকার জাতীয় আন্দোলনকে বাধা দান করিতে বন্ধপরিকর'। উমর, ১৯৬৮।

জাতীয়করণ [স] বি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণতকরণ। 'ভূমিকে জাতীয়করণের দাবী যারা করেন'। সওগাত, ১৯৪৪।

জাতীয়-চেতনা [স] বি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাসকারী অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি-ভিত্তিক জনগোষ্ঠী-সংক্রান্ত চেতনা। 'স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষে জাতীয়-চেতনার প্রথম সজ্জার মেটামুটিভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে'। উমর, ১৯৬৬।

জাতীয় জীবন [স] ১ বি জাতিসত্তাগত পরিচয়। 'আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতাহারা'। প্রচারক, ১৯০৩। ২ বি রাষ্ট্রীয় পরিচয়। 'ভারতের জাতীয় জীবনে এক মর্যাদাপূর্ণ রেখাপাত করিয়া গেলেন ...'। আজাদ, ১৯৪০।

জাতীয়ত্ব [স] বি জাতীয় বিশেষত্ব। 'এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'ভূমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব চাকিয়া আসিয়াছে তখন এবারকার মতো আমাদের দ্রাবের সভা কোথায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জাতীয় পতাকা [স] ১ বি জাতিসত্তার পরিচয়-নির্দেশক পতাকা। 'অন্ধ চন্দ্রান্ত্রি জাতীয় পতাকার তলে আইস'। প্রচারক, ১৯০৩। ২

বি রাষ্ট্রের পরিচয়-নির্দেশক পতাকা। 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের উভয় সমাজের মধ্যে একটা দারুণ চাক্ষুশের সৃষ্টি হইয়াছে'। আজাদ, ১৯৩৬।

জাতীয় পরিষদ [স] বি সংসদ; পার্লামেন্ট। 'সভায় অন্যায়ের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য ...'। বেগম, ১৯৭০।

জাতীয় বিষয়ে [স] বি জাতিগত দ্বন্দ্ব। 'আছে কুসংস্কার, ধর্মাত্মতা, জাতীয় বিষয়ে প্রভৃতি'। শব্দীন্দ্রাধ, ১৯৩১।

জাতীয়-বিদ্যালয় [স] বি জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিদ্যালয়। 'তোমাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-বিদ্যালয়ে কুল-মান্দারি করব'। প্রমথ, ১৯২০।

জাতীয় ভাষা [স] ১ বি মাতৃভাষা। 'আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া ... বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন'। দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি সর্বজনব্যবহৃত ভাষা। 'কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি দেশীয় ভাষা। 'তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই'। মাইকেল, ১৮৬০। ৪ বি সমগ্র দেশের সরকারি ভাষা। 'ভারতের 'জাতীয় ভাষা' 'রাষ্ট্রভাষা' প্রভৃতি ব্যাপারে পাকিস্তান-ওয়ালাদের মনে আজ কোন সন্দেহ ও গোজালিলের অবকাশ নাই'। আজাদ, ১৯৪১।

জাতীয় মহত্ত্ব [স] বি জাতিগত মহত্ত্ব। 'জাতীয় মহত্ত্ব শৃঙ্খলায় হইয়া আসিয়াছে'। জগদীশ, ১৮৯৫।

জাতীয়-রাষ্ট্র [স] বি জাতীয়তাবৃত্তিক রাষ্ট্র। 'জাতীয়-রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে কোন সংঘর্ষ ছিল না'। উমর, ১৯৬৬।

জাতীয় সংগীত, জাতীয় সঙ্গীত [স] বি জাতীয়-পরিচয়সূচক রাষ্ট্রীয় সংগীত। 'এই আমার রাজ্যের জাতীয় সংগীত'। নজরুল, ১৯৩১; 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের উভয় সমাজের মধ্যে একটা দারুণ চাক্ষুশের সৃষ্টি হইয়াছে'। আজাদ, ১৯৩৬।

জাতীয় সংসদ [স] বি আইন পরিষদ। 'জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ নিযুক্ত হয়েছেন'। বেগম, ১৯৭০।

জাতীয় সংস্কৃতি [স] বি সমগ্র জাতির সংস্কৃতি। 'সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে অনেকদূর পর্যন্ত ব্যাহত করে'। উমর, ১৯৬৮।

জাতীয় সংহতি [স] বি জাতিগত ঐক্য। 'সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় সংহতির মূলে কূটরাধাত করিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

জাতীয় সাহিত্য [স] বি জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিকলিত হয় এমন সাহিত্য। 'হিন্দু ও মুসলমানী জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখিন'। এসলাম, ১৯১৬।

জাতীয় স্তোত্র [স] বি জাতীয় সঙ্গীত। 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্র লইয়া একটা নৃতন আন্দোলন ...'। আজাদ, ১৯৩৬।

জাতীয় স্বভাব [স] বি জাতিগত প্রকৃতি। 'প্রকৃতির শিক্ষা, জাতীয় স্বভাব'। ফজলুল, ১৯১৩।

জাতীয়া [স] বিশ ক্রী জাতিভুক্ত। 'হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন ...'। বক্তিম, ১৮৭৯।

জাতীয়তা [স] ১ বি জাতীয় বৈশিষ্ট্য। 'ঘুরোপের সম্পর্কে আমাদের এই জাতীয়তা সংকোচন হইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি জাতীয় ভাব; একজাতির অন্তর্গত - এই ভাব। 'একটি সর্বাসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি রাষ্ট্রীয় পরিচয়।

'মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি জাতিগত ভেদে 'মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বর্ণভেদ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৫ বি জাতীয় পরিচয়। 'যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারায়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

জাতীয়তাবাদ [স] ১ বি জাতীয় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত মতবাদ। 'আত্মসর্বধ প্যাত্য জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুরতা প্রলম্বকার বিশপদের দিকে চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি জাতীয়তাবোধের চেতনা। 'জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা ঘটবে।' বুলবুল, ১৯৩৬।

জাতীয়তাবাদী [স] বিণ জাতীয় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাসী। 'ইনি হইতেছেন জাতীয়তাবাদী মুহম্মাদ।' আজাদ, ১৯৪০।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন [স] বি জাতীয়চেতনা ও স্বরূপভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন। 'পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সমুহ ক্ষতিসাধন করেছে।' উমর, ১৯৬৬।

জাতীয়তাবোধ [স] বি জাতিভেদের ধারণা। 'ভারতবর্ষের স্বকীয় জাতীয়তাবোধ।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

জাতীয়তামূলক [স] বিণ জাতীয়তা-ভিত্তিক। 'বর্তমান জগতের বিভিন্ন জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে উঠেছে।' ওয়াশিংটন, ১৯৪৩।

জাতুধান [স] বি রাফস। 'মোহ তাজে শীত্ৰগতি এসে জাতুধান।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

জাত্য [স] বি বর্ণাশ্রম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ; জাত। 'জাত্যের নির্ণয় নাহি তাহে আত বরি।' মাল্যধর, ১৫০০। জাত্যের বিণ জাতের। 'জগতে নাহিক জাতি জাত্যের নাহিক স্থিতি কাম্যেত বলাও গুজরাটে।' মুকুন্দ, ১৮০০।

জাত্যংশ [স] জাতি-অংশ। ১ বি জাতি-গোত্র। 'বিবাহ ও জাত্যংশের বিবাদ।' কালসে, ১৮৪৪। ২ বি বংশ। 'তাহারা জাত্যংশের যেমন আর অন্যযোগ স্বল্প আছে।' ফেরি, ১৮০২।

জাত্যন্তর [স] জাতি-অন্তর। বিণ জাতিচ্যুত; জাতিভ্রষ্ট। 'ইহাতে কেহ জাত্যন্তরও হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩২।

জাত্যন্তরিত [স] জাতি-অন্তরিত। বিণ জাতিচ্যুত। 'তিনি জাত্যন্তরিত হইলেন।' রাজ, ১৮৭৪।

জাত্যভিমান [স] জাতি-অভিমান। বি উঁচু বংশে বা বর্ণে জন্মের জন্য অহংকার। 'তিনি ... জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের ধর্ম পরিবর্তনে সাহসী হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জাত্যহংকার [স] জাতি-অহংকার। বি বংশগরিমা; উচ্চবংশে জন্মের অহংকার। 'ইংরাজের ... জাত্যহংকার কি যথেষ্ট নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জাত্যচ্যার [স] জাতি-আচার। বি গোত্র ও জাতির চিরাচরিত রীতিনীতি। 'তাহাদিগের কুলধর্ম ও জাত্যচ্যার।' ফরাস্টার, ১৯৬৬।

জাত্রা [স] যাত্রা। বি প্রস্থান। 'সুক্ষ্মে জাত্রা করি হইলা বাহির।' মাল্যধর, ১৫০০।

জাত্রাবর [স] যাত্রা। বি পেয়াদা। 'জাত্রাবর রাওখালেতে আনিল ধরিয়া।' বিজয়, ১৮৫০।

জাত্রীলোক [স] যাত্রী-হি লোক। বি যাত্রীরা। 'শৌভে, ১৮৯৯।

জাদ [স] জাদু। বি রেশমি ফিতা বা চুল বাঁধার দড়ি। 'খসিল পাটের জাদ বিপণিত কেস।' মাল্যধর, ১৫০০।

জাদা [স] বি পুত্র। 'বহু শেষ সৈয়দ জাদা।' আলোড়ন, ১৮৮০।

জাদু [স] জাত্য। বি পুত্র অর্থে আদরের সম্বোধন। 'জাদু! তুমি আবার কেমন হবে বলতে পারি না।' গ্যারী, ১৮৫৮।

জাদুমণি [জাদু+স মণি] বি আদরসূচক সম্বোধন। 'আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

জাদু [স] বি ভেলকি। ওয়া, ১৮৮২; 'সঙ, নিম্নের গান, জাদু, গ্রন্থন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জাদুকর [স] জাদুগর। বি ভেলকি দেখায় যে। ওয়া, ১৮৫৮; 'সদীপ হচ্ছে আইডিমার জাদুকর।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জাদুকরি, জাদুকরী [স] জাদুগর। ১ বিণ ভেলকিগার। 'হার মানে ও চোখের কাছে, জাদুকরি সকল লোকের।' নজরুল, ১৯৩০। ২ বিণ মায়ারী। 'সেই জাদুকরী শক্তি খানিকটা আমি পেয়েছি।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

জাদু কাটা ক্রি সম্বোধন দূর হওয়া। 'ওকে ওষুধ খাওয়ালেই ওর জাদু কেটে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জাদুগর [স] বি ভেলকি দেখায় যে। বিদ্যা, ১৮৯১।

জাদুগরি [স] জাদুগর। বি জাদুকরের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

জাদুগিরি [স] বি প্রস্তুতকৃত। 'দেশলাই কাটি ক্লালাইয়া জাদুগিরি করিতে চাহেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জাদুগীর [স] বি জাদুকর। 'সে বড় জাদুগীর।' হালহেড, ১৭৭৩।

জাদুগুহ [স] জাদু+স গুহ। বি জাদুঘর। 'আজনের বাতাসে জাদুগুহের কাশো পদাতি পং পং ...' হাসান, ১৯৬৭।

জাদুঘর [স] জাদু+পা ঘর। বি যেখানে কৌতুকশৌধিক বিরল ও প্রাচীন বস্তু সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সেকালের কাব্যের জাদুঘর হলে উড়িয়ে দেওয়া যায়।' প্রমথ, ১৯৬৬।

জাদুবিদ্যা [স] জাদু+স বিদ্যা। বি ভেলকিবিদ্যা; মায়িক। 'সে এক রকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জাদুভরা বিণ মায়ারী। 'তার সেই জাদুভরা হাসি।' নজরুল, ১৯০০।

জাদু ভাঙা ক্রি সম্বোধন দূর করা। 'এমন জাদু তো ভেঙে দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জাদুমন্ত্র [স] জাদু+স মন্ত্র। বি মায়ামন্ত্র; ইন্দ্রজাল। 'মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জাদুমাখা বিণ মায়াময়; স্নেহমাখা। 'এত জাদুমাখা তার ও ততিন অঙ্গুণী।' নজরুল, ১৯২৮।

জাদুশক্তি [স] জাদু+স শক্তি। বি সম্বোধনশক্তি। 'জলধারায় এমন অতৌচিত জাদুশক্তির সম্ভার হয় যাত স্নানকারীর ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জান [স] যেন। অব্য যেন। 'দখিচির অস্থি জান পাইল সকুনি।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জান [স] ১ বি প্রাণ। 'যাহা পার কর মেরা জানের তাপাশ।' গুলীব, ১৮৬৫। ২ বি আত্মা। 'অন্ত ভেদে করলেন ছরখান পাঁচ তনতেত বসালেন জান।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি ছদ্ম। 'বিরহের ব্যাঘ্র জানটা যখন পিয়া পিয়া বলে ফরিয়াদ করে মরে।' নজরুল, ১৯২২।

জান কবচ করা ক্রি প্রাণ হরণ করা। 'অনেক আদমীর জান কবচ করে ফিরহিল হয়তো।' আলোড়িন, ১৯৬৩।

জান-কবুল [ফা জান+আ কবুল] বিপ্ৰ প্রাণ বাজি রাখতে পারে এমন। 'বাজলি যে প্রতিজ্ঞা পাশনে জান-কবুল।' মুক্ততাব, ১৯৫২।
জানজাহান [ফা] বি জীবন ও ভূ-সম্পত্তি। 'আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মাল্লেও মার্চে পুরেন; রাখলেও রাখতে পারেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জান বেরিয়ে যাওয়া ক্রি মায়াভিত্তিক ষাটনি হওয়া। 'জমির তদারক করতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে।' আলউদ্দিন, ১৯৫৪।

জানমাল [ফা জাল+আ মাল] বি জীবন ও ধনসম্পদ। 'এই বিপদ টাঙ্গিবার জন্য ... জান মাল শূদ্ধা খোদার রাহে দিতে আছে।' আখবার, ১৮৭৭।

জানে মন - (সোধেদন) আমার প্রাণগ্রিয়। 'ও রমজান খান, জানে মন, বরাদরে মন এদিকে এসো।' মুক্ততাব, ১৯৪৯।

জানের তালাশ [ফা জান+ফা তালাশ] বি জীবন হরণ। 'যাধা পার কর মেয়া জানের তালাশ।' গরীব, ১৭৬৫।

জান [স জান] বি গণক। 'কেমন করিয়া বলিব, আমি তো আর 'জান' নহি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জানওয়ার [ফা] বি প্রাণী। 'হা বঙ্গদেশ! ... তোমাতে যে সকল জানওয়ার আছে, তা পৃথিবীর কোন ডিঙিয়া খানায় নাই!।' হুতাম, ১৮৬১।

জানদার [ফা] বি গোয়েন্দা। 'জানদার সভার আছে প্রজাণ পলায় পাছে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাননিয়া [স জান+নি] বিপ বিজ্ঞ। 'মানোএস, ১৭৪৩।

জাননেওলা, জাননেওলায়া বিপ জানে এমন। 'ইয়েজি জাননেওলা শহুরেকে তরু কাবু করে জানতে পারে।' মুক্ততাব, ১৯৫৮; 'ফরাসি-জাননেওলায়া ফরাসি অফরাসি ভ্রমলোক ভ্রমহিলা ...।' মুক্ততাব, ১৯৫৯।

জানপাদিক [স] বিপ জনপদের। 'জানপাদিক ইশেকশনের উপস্থিতি সহ্য করবার পক্ষে তাহাদিগকে অপটু করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জানবার [ফা জানওয়ার] বি জীব; জানোয়ার। 'বিধাতা সে জন্য আলাদা জানবার সৃষ্টি করে রেখেছেন।' জীবন, ১৯৩১।

জানয়ার [ফা জানওয়ার] বি জন্তু। 'এডা কি জানয়ার কতি পারিস?' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

জানরেল [ই] বি জেনারেল। 'গবনর জানরেল মেন্টর হিটিন।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

জানলা [স জান+নি] বিপ জানা। 'অব নিত মতি জদি হরলকি মেরি। জানলা চোরে করব কী চোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জানলা [স জানালা] বি বাতায়ন; খিড়কি। 'শেখরায়ে এই জানলা দিয়ে নেবে যাবেন।' উমেশ, ১৮৫৭।

জানি [স জান+নি] ১ ক্রি অবগত হওয়া। 'কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি চেনা। 'তোমাকে যতটা জানি, দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ ক্রি উপলব্ধি করা; বুঝতে পারা। 'তখন তাকে চিনি আমি তখন তারে জানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। জান ১ ক্রি জানো। 'সব জান তারে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি জেনে রাখা। 'সাক্ষ্য জনম জান আশ্চর্য সজান।' বাহরাম, ১৬৫০। জানএ ক্রি জানে। 'কেবা উগ্রসেন কেবা জানএ সহস্রায়।' মালশধর, ১৫০০। জানতুম ক্রি জানতাম। 'আমি আগেই জানতুম, যেখানে এ কর্ষ হয়।' উমেশ, ১৮৫৭। জানতে আসা ক্রি নিতে আসা। 'আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসি।' রবীন্দ্র,

১৮৯২। জানন্ত ক্রি জানে। 'মোহাম্মদ হানিফাএ কিছু না জানন্ত।' বাহরাম, ১৬৫০। জানম ক্রি জানি। 'ন জানম কোল হোন্তে শিত কোরেনে নিল।' সুলতান, ১৬৫০। জানমি ক্রি জানি। 'গ' জানমি অগা কঁহি গই পইঠা।' চর্যা ৩১, ১২০০। জানয় ক্রি জানে। 'তথাপিহ ডক্ত বহি অন্য না জানয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। জানল ক্রি জানলাম। 'ন জানল কতি খন তেজি গেল রে বিচুরল চক্কেব জোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। জানলাম ক্রি জানলাম। 'তা এখন ভাল করে জানলাম।' উমেশ, ১৮৫৭। জানলাম ক্রি জানলাম। 'নচেৎ জানলাম তোর হতেই আমার সব সুখ নষ্ট হলো।' উমেশ, ১৮৫৭। জানহ ক্রি জানো। 'তোকে না জানহ রাহী।' বড়, ১৪৫০। জানাইয়া ক্রি অবগত করে। 'পুনি ভাবে নৃপতির না জানাইয়া দিলে।' সুলতান, ১৭০০। জানাইল ক্রি জানালো। 'দৈবকীর গর্তপাত জানাইল রাজারে।' মালশধর, ১৫০০। জানাইলে ক্রি জানালো। 'কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।' বড়, ১৪৫০। জানাই ক্রি অবগত করে। 'রাজারু সতে দিয়া রাজাকে জানাএ গিয়া।' মালশধর, ১৫০০। জানাও ক্রি অবগত করাও। 'আল জানাও রতি সকল।' বড়, ১৪৫০। জানাঞিল ক্রি জানালো। 'সতুরে রাজার ঠাঞি জানাঞিল গিয়া।' মালশধর, ১৫০০। জানাঙ ক্রি অবগত করান। 'যখ নীতি জানাঙ বসিয়া বিদিত।' সুলতান, ১৭০০। জানা-বোঝা ক্রি যথাযথভাবে অবগত হওয়া। 'এই-সমস্তই ভালো করে জেনে-বুঝে নিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। জানায় ক্রি অবগত করায়। 'লোকেরে জানায় ভাব হইল আঘাত।' বৃন্দা, ১৫৮০। জানায়া ক্রি জানিয়ে। 'জানায়া তোমার পদে মুঞি জাইব নাইয়ের।' মুকুন্দ, ১৬০০। জানি ১ ক্রি জানা আছে। 'তিন ভুবনে জানি তপস্যা জাহার।' বড়, ১৫৭০। ২ ক্রি জেনে। 'ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।' বড়, ১৫৭০। ৩ ক্রি অবগত হই। 'চৈতন্যকথার অদি অন্ত নাই জানি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ ক্রি অনুভব করি। 'মোসর বর্জিত প্রভু মনে জানি সার।' বাহরাম, ১৬৫০। জানিশ ক্রি জেনে রেখে। 'জানিশ মোহের দীন বলসন্ত অতি।' সুলতান, ১৭০০। জানিয়া ক্রি জানে। 'এথেক জানিয়া সবে গর্ব অনুভিত।' আলগ, ১৬৮০। জানিএ ক্রি জানি। 'না জানিএ কিবা দিবারতি।' মালশধর, ১৫০০। জানিছিল ক্রি অবগত হয়েছিলো। 'জানিছিল এসব প্রকার।' সুলতান, ১৭০০। জানিঞা ক্রি জেনে। 'জানিঞা না জান তুমি।' বড়, ১৫৭০। জানিতও ক্রি জানতাম। 'হম জেঞা জানিতও কানুক রীত।' তব কিজ তা সয় বাঁধয় চীত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। জানিতাঙ ক্রি জানতাম। 'জানিতাঙ জদি আমি এমত বিচার।' মুকুন্দ, ১৬০০। জানিতাম ক্রি জানতাম। 'আসে যদি জানিতাম প্রণয় এমন।' উমেশ, ১৮৫৭। জানিনু ক্রি জেনেছি। 'জানিনু সাক্ষাত জন্ম নারায়ণ তুমি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। জানিবা ক্রি জানবে। 'পাইবা সাপের ফল জানিবা পকতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। জানিবি ক্রি অবগত হবে। 'এখনি জানিবি বোটা কিবা তোর প্রাণ।' রূপরাম, ১৭৫০। জানিয় ক্রি জেনে। 'না জানিয় কহ কাহ পরিমাণ তুছি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। জানিয়া ক্রি জেনে। 'উড়ি পড়ে জানিয়া উদ্যান।' সুলতান, ১৭০০। জানিয়াছ ক্রি জেনেছো। 'নিভুতে আছেয়ে প্রভু জানিয়াছ দঢ়।' বৃন্দা, ১৫৮০। জানিল ১ ক্রি জানালো। 'না জানিল কেহা আছে গুণবসে তারে।' মালশধর, ১৫০০। ২ ক্রি জানলাম; জ্ঞাত হলো। 'এখন জানিল আমি পুরুষ উত্তম তুমি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। জানিলা ক্রি জানলো। 'জান্নাথ যোগেশ্বর যোগেতে জানিলা।' মাদিরাম, ১৭৮১। জানিলাঙ ক্রি জানলাম। 'জানিলাঙ তোমারে কপট কহিঙ্গু।' মুকুন্দ, ১৬০০। জানিলাম ক্রি জানলাম। 'যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম।' মাদিরাম, ১৭৮১। জানিনু ক্রি জানলাম। 'জনম জানিনু সার্থক জীবন সম্বন্ধ।' বাহরাম, ১৬৫০।

জানিলেক কি জানলেন। 'বলত্রে জানিলেক কৃষ্ণের প্রকার।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। জানিলেন কি জানলেন; অবগত হলেন। 'জানিলেন প্রভু শীঘ্র হাড়িবেন ঘর।' বৃন্দা, ১৫৮০। জানিলেস্ত্রি কি অবগত হলেন। 'জানিলেস্ত্রি এহি শিত্ত হইব প্রধান।' সুলতান, ১৭০০। জানিস কি জেনে নিস। 'জিহ্বাসিয়ে জনকে জানিস আমি কবো।' মানিকরাম, ১৭৮১। জানিহ কি জেনো। 'জানিহ সে অতি সত্য কহিল তোমারে।' বৃত্ত, ১৫৭০। জানী কি জানে। 'আনন্দে নন্দন সব আপনা না জানী।' বৃন্দা, ১৫৮০। জানে ১ কি অবগত হয়। 'কে জানে তোমার ভেদ ব্রহ্ম সনাতন বেদ।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ কি উপলব্ধি করে। 'না জানি তোমার তত্ত্ব যোগী যারে যোগে নাহি জানে।' মানিকরাম, ১৭৮১। জানেন কি জ্ঞাত আছেন। 'মহেশ জানেন কিছু মহিমা তোমার।' মানিকরাম, ১৭৮১। জানো কি জানি। 'না জানো কপট কাহাঞি আশো শুদ্ধমতি।' বৃন্দা, ১৪৫০। জেনে শুনে ১ কি জ্ঞাত হয়ে। 'নিকানী কাশ বাঘে গলে/ জেনে শুনে কেন তুলি।' লালন, ১৮৯০। ২ কি ভালোভাবে জেনে। 'রিজনের মতো কাদিয়ে এসেছ? জেনেতল, ইছাপূরক?' রবীন্দ্র, ১৯০৭। জেনো কি জেনে রেখো। 'বিশ্বাস দুর্লভ অতি জেনো বাহানন।' গির্জা, ১৮৮৭। জেন্যা কি জেনে। 'শুভ হয় শুভ শুভ্রা মনে জেন্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জানাজা [আ জানাজাহ] বি ইসলামি মতে মৃতকে সমাধিস্থ করার আগেকার প্রার্থনা। 'জানাজার পাছে মাত্র করিবা পয়ান।' আলাওল, ১৬৮০।

জানাজানি, জানাজানী [স জানা>] ১ বি প্রচার; প্রকাশ। 'বড়কাজ করিআ না করী জানাজানী।' বৃত্ত, ১৪৫০। 'জানাজানি।' বিদ্যা, ১৮৯১। 'কত কানাকানি, মন-জানাজানি, সাধাসাধি কত ছলে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি আশা-পরিচয়। 'নূতন জানাজানির ভিতর দিয়া দেশের অনেক জটিল সমস্যা সহজ রীমাংসার পথে আনিব।' আজাদ, ১৯৪২।

জানান [স জানা>] কি জ্ঞাত করানো। 'কেবল লোক জানান কারণ এই সকল নাম রাখে।' দর্পণ, ১৮২২।

জানান দেওয়া কি প্রকাশ করা। 'নিজেরে জানান দেয় তীব্রকণ্ঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জানানী [ফা জানানাহ] ১ বি নারী। 'সকল জানানাহ আর হোসেনের শির।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি পর্দা; অপরোহ। 'আমাদের দেশে জানানাহ রীতি প্রচলিত হইয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জানানাহ রীতি [ফা জানানাহ+স রীতি] বি পর্দা-প্রথা। 'আমাদের দেশে 'জানানাহ' রীতি প্রচলিত হইয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জানানিস্তান [ফা জানানাহ+ফা ইস্তান] বি নারীদের বসবাসের এলাকা। 'আমার দেশকে মরদানিস্তান ও জানানিস্তান এই দুই ভাগে ভাগ কৈরা ...।' মনসুর, ১৯৪৫।

জানানো [স জানা>] কি জ্ঞাত করানো। জানাইব কি জানাবো। 'উৎপাত্তম্ব হইয়াছি যদি অব্যাক হয় পচাং লিখিয়া জানাইব।' চন্দ্রিকা, ১৮০০।

জানালী [প জেনোলা] ১ বি বাতায়ন। কাগলগে, ১৭৮৯। 'আমি জানালা দিয়া সকল দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি পাতা ও ভালের ফাঁকফোকর। 'অশ্রুয়ের জানালায় ফাঁকে' জীবন, ১৯৪২।

জানালাবন্ধ [জানাল+স বন্ধ] বিগ জানালা আটকানো। 'জানালাবন্ধ, কর্মমোড়া ঘরে জীবন কাটিয়েও প্রলভ এ যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাশি উপন্যাস ...।' শিব, ১৯৭৩।

জানাতনা [স জানা>+শোনা] বি পরিচিতি। 'আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতির স্বভাব ধরা পড়ে যায়, আন্তর্জাতিক জানাতনা হয়।' অন্নন, ১৯৯৯।

জানাতশোনা [স জানা>+শোনা] ১ বিগ পরিচিতি। 'এত যে আনাতশোনা, কে আছে জানাতশোনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি পরিচয়। 'চুপিচুপি প্রানের প্রথম জানাতশোনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জানি [স যেন] অব্য যেন। 'দিনে দিনে খিন তনু হিম কমলিনি জন্ম না জানি কি স্নিগ্ধ পরজন্ত।' বিন্যাসপতি, ১৪৬০। 'কেহো জানি আসিয়াছে বাড়ির ভিতরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জানিত [স জ্ঞাত>] বিগ চেনা; পরিচিত। 'আপনার জানিত একজন যুবাপুরুষের ভাগ্যে উদাসাই একমাত্র ...।' মাইকেল, ১৮৭৩।

জানিতনি [স জানা>] বিগ অজিহ্ত। 'আমি জানিতনি একটু কমই।' রশ্মীদ, ১৯৬৩।

জানী [স জানা>] বিগ জ্ঞাত। 'জখা আইলেনি তথা জানী।' চর্যা ৪৪, ১২০০।

জানী' [ফা জানা>] বি প্রাসন্দ্যরী। 'এখন আমি তোমার জানী হইচি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

জানু [সি] বি হাঁটু। 'ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।' বৃত্ত, ১৪৫০।

জানু-চংক্রমণ [সি] বি হামাতুড়ি। 'তাহে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।' কুন্ডলাস, ১৫৮০।

জানুত কিবিরি হাঁটুতে। 'ভুজযুগকরিকর জানুত লুলে।' বৃত্ত, ১৪৫০।

জানুযুল [সি] বি দুই হাঁটু। 'জানুযুল পরিশ্রান্ত হইল, কিন্তু গল্লের কোণেও সুরাহা হইল না।' বনফুল, ১৯৩৬।

জানুয়ারি, জানুয়ারী, জানুআরি, জানেওয়ারি [সি] বি খ্রিস্টীয় বছরের প্রথম মাস। 'জানেওয়ারি।' এডমন, ১৭৯৩। 'প্রধান পরীক্ষা গত জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে ... হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১। '২০ জানুয়ারি ১৮২১।' দর্পণ, ১৮২১। '... সাহেব তরা জানুয়ারী ঢাকায় তশরীক এনেছেন।' মাহে নল, ১৯৪৯।

জানের [সি] বি জানুয়ারি মাস। মেয়র্স, ১৭৫৭। '১৭৫৮ সাপ ইব্রেরজী ২৭ জানের।' মেয়র্স, ১৭৫৮।

জানোরেল [সি] বিগ সাধারণ; প্রধান। 'একোনেটে জানোরেল।' কাগলগে, ১৭৯৪। 'তাঁহার গবর্নর জানোরেলির কাজ ইন্তফার বিসএ ...।' কাগলগে, ১৭৯৪।

জানোশা [প জানোলা] বি বাতায়ন। ওর্সা, ১৭৮৫। 'জানোলা তুলিয়া দেখিয়া বলিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

জানোয়ার [ফা] ১ বি জন্তু। 'সেরাগোস ভঁসে গড়া জোয়ারের জানোয়ারের।' রামকৃষ্ণদাস, ১৭৮০। 'কতকগুলি সাপ হতেও ডয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে তারা একরকম ডয়ানক জানোয়ার।' হস্তময়, ১৮৬১। ২ বি জন্তুতুল্য শত্রু। 'জানোয়ার ভাই।' জানোয়ার সব সাফ।' নজরুল, ১৯২২।

জানোয়ারতু [ফা জানোয়ার+স তু] বি পতুধর্ম। 'বিলেত ঘুরে এলেই জানোয়ারতু ঘুরে যেত?' মণীশ, ১৯৫৭।

জানোয়ারী [ফা জানোয়ার>] বিগ পতুসুলভ। 'জানোয়ারী উন্মাদ নিয়ে ... এগিয়ে এল পুণিশের এক সাহেব।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

জান্তব [সি] ১ বিগ পাশব। 'জান্তব জিনীয়া বন্ধে অতীতের সে নিষাদ অন্ধকার।' মণীশ, ১৯৩৯। ২ বিগ জন্তুতুল্য। 'জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল সংস্কৃত থাকে না আর।' সূর্যসী, ১৯৪০। ৩

বিশ্ব শ্রাণীসূলভ। 'ফের ঘরে ঢোকার জন্তব টানে সে পিছুতে চেয়েছিল।' হাসান, ১৯৭৪।

জান্দরেণ [হি] বি জেনারেল। 'গৌরনর জান্দরেণ।' শৌভে, ১৭৮৯।

জান্নাব [আ জাহান্নাম] বি অধঃপাত। 'একেবারে জান্নাবে গিয়েচে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

জান্নাত [আ] বি ইসলামি মতে বেষেশত। 'জান্নাত হতে ফেলে ছরি রাশ রাশ ফুল।' নজরুল, ১৯২২।

জান্নাতবাসী [আ জান্নাত+স বাসী] বিণ স্বর্ণবাসী। 'পরকালে ঈশ্বর তোমাদিগকে জান্নাতবাসী করিবেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জান্নাতবাসী হওয়া কি মৃত্যুবরণ করা। 'তিনি জান্নাতবাসী হইলেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

জান্নাতী [আ জান্নাত+] বিণ স্বর্ণীয়। 'জান্নাতী ফেরেশতা সেও লাজনস্ত।' ফররুখ, ১৯৪৬।

জান্না [স জান্ন+] বি জানিয়ে। 'তবে জান্না বিখাতা হইল তাকে বাম।' মনিকরাম, ১৭৮১।

জাপটানি [আ জপত+] বি বাহ ও বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরা। 'পাহাড়-ভাড়া জাপটানি তোর - ভাবিস সোহাগ-সুখ-হৌওয়া।' নজরুল, ১৯২৪।

জাপটানো [আ জপত+] কি আঁকড়ে ধরা। 'সকলেই এই উপায়াটাকেই ... জাপটিয়া ধরিয়াজেন।' নজরুল, ১৯২২।

জাপটে ধরা কি জড়িয়ে ধরা। 'শাকিয়ে-ঝাপিয়ে পড়ে জাপটে ধরি।' অচ্যুত, ১৯৫০।

জাপ্টে ধরা কি জড়িয়ে ধরা। 'ভয়ে বাবাকে জাপ্টে ধরেছি।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

জাপন [স যাপন] বি অভিযান। 'গোপাল রায় সর্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল জাপন করেন।' রাজীব, ১৮৫০।

জাপপুস্পক [হি জাপান+স পুস্পক] বি জাপানি যুদ্ধবিমান-শিক্ষণ বোমা। 'জাপপুস্পকে জ্বলে ক্যান্টন, জ্বলে সাংহাই।' সুভাষা, ১৯৪০।

জাপা [স জপ+] কি জপ করা। 'দিশসনা কী জপ জাপে, হাওয়ায় লাগে মোহপরশ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জাপানী [হি জাপান+] ১ বিণ জাপান দেশীয়। 'উহা জাপানী ভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়া ... বিতরণ করিবেন।' প্রচারক, ১৯০৪। ২ বি জাপানের অধিবাসী। 'একটি শিক্ষিত জাপানী বলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিণ জাপান দেশে তৈরি। 'সেলুলয়েডের ঘর-সাজানা জাপানী সামুরাই পুতুল।' বিভূতি, ১৯৩১।

জাপা [স] বি একই কথা বারে বারে উচ্চারণ। 'বাবু আপন দোষ কখনো স্বীকার করেন না, সর্বদাই জাপা করেন।' গ্যারী, ১৮৫৯।

জাপ্য মালা বি জপমালা। 'চিহ্ন নেয় জাপ্য মালা অজয় কাটারি।' মনিকরাম, ১৭৮১।

জাফরান, জাফরাণ [আ জা'আফরান] ১ বি রং এবং মসলা হিসাবে ব্যবহৃত ফুলের রেশম; কুহুম। ওয়া, ১৭৮৫; 'জাফরানমণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে ...'। রোকেয়া, ১৯২২। ২ বিণ হৃদয়ে। 'কেবল জাফরান রঙের স্ত্রীত পায়জামার নিম্নভাগে জরিব-চটি-পর্য্য দুইখনি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জাফরানি, জাফরানী, জাফরাণি [আ জা'আফরান+] বিণ জাফরান অর্থাৎ হৃদয়ে রঙের। 'বসন রঙিয়ে পরি কখনো বা শানী, কখনো জাফরানী।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'পউবের বোলাশে পরি জাফরানি বেশ।' নজরুল, ১৯২৬; 'তার ভেতরে হুন্দু, বেগুনে, লাল, নীল, জরদ, জাফরাণি, ধূসর ও আসমান রঙের বাসব জ্বলে।' হাই,

১৯৫৮।

জাফরি [আ জাফরী] বি বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি বেড়া। 'বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা।' বিভূতি, ১৯৩১।

জাফরি-কাটা বিণ একটু একটু ফাঁক আছে এমন। 'ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি এই সমস্ত-'। শক্তি, ১৯৬৫।

জাব [স যবস] বি কুচি কুচি করে কাটা খড়, ভুসি, খেল, পানি ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি গরুর খাদ্য। 'গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা।' গিরিশ, ১৮৮৯।

জাবক [স যাবক] বি আলতা। 'বেষ্টিত জাবক রু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাবত [স যাবত] ১ ক্রিবিণ যতকল্প পর্যন্ত। 'জাবত নাহিক আসো দেব গদাধর।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ যে পরিমাণ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জাবত জনম [স যাবৎ-জন] ক্রিবিণ জন্মাবধি। 'জাবত জনম হয় তুখ পদ ন সেবিব জুবতী মতিময় মেলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জাবদ [স যাবৎ] ক্রিবিণ যাবৎ। 'তাবদ জাবদ নহে তোমার সন্তোষ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাবদা [ফা জাবিদা] বি দৈনিক হিসাবের খাতা। 'ওরে সেখানেতে তোর দৈনিকতে আছে রে যে জাবদা আটা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। দ্র জাবোদা

জাবনা [স যবস] ১ বি কুচানো খড়ের সঙ্গে মিশ্রিত বইল, ভুসি প্রভৃতি মিশ্রিত গোরু-মহিষের খাদ্য। 'নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি উজ্জ্বল খাবার; নগশা খাবার। 'প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জাবরা [স যবস] ১ বিণ সিন্ধু। 'যুত তৈল মিশাইয়া করিল জাবরা।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি চর্চিতচর্চণ। 'তিনি সজায় বসে মদের জাবর কাটছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

জাবরকাটা কি চর্চিতচর্চণ করা। 'তাঁর ত সভা হওয়া নয়, জাবরকাটা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

জাবরাণ [আ জওত+] বি ধস্তাধস্তি। 'মোস্তার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরাণ।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জাবার [ফা জাই] বি হিসাব। 'কাপড় পাঠাইতে সঙ্গতি হইছিল না অদ্য কাপড় মএ জাবার ফর্দ সম্মিলিত পাঠাই।' তাঁতি, ১৭৯২।

জাবার' কি যাবার। কালগে, ১৭৮৪।

জাবিন [আ জামিন] বি জামিন। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জাবিনদার বি জামিনদার। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জাবোদা, জাবোতা [আ জাবিহুতা] বি দৈনিক হিসাব। 'হাতকাঠি ও হার নিরিখের জাবোতা নকল লইবার নিমিত্ত।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

জাবোদা নকল বি অবিকল প্রতিকরণ। 'তোমার দৃষ্টির জন্য এই সঙ্গে গল্পটির জাবোদা নকল পাঠাইছি।' প্রমথ, ১৯১৮।

জাবোদা প্রস্তাব [আ জাবিহুতা+স প্রস্তাব] বি আইনসম্মত বিবেচনার আবেদন। 'কর্মপন্থা দুইটিই জাবোদা প্রস্তাবের আকারে পেশ করা হইল।' মনসুর, ১৯৪০।

জাবাকোজোবা [আ জুববাহ] বি বুকখোলা ও হাঁটু পর্যন্ত লম্বা টিলাঢালা জামাবিশেষ। 'জাবাকোজোবা দিয়ে ধোঁকা দিবি আগ্নেয়ে, ওরে বোকা।' নজরুল, ১৯২৪।

জাতানি [জাতা] ১ বিণ জাতা দেশীয়। 'এই কীচক জাতানি মহাভারতে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি জাতাবাসী। 'জাতানিরা ভারতবর্ষে গিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জাম্ [স জন্ম] বি জন্ম। 'গেনী জাম বহুই কইসে।' চর্যা চ, ১২০০।

জাম্ [স জন্ম] বি মিষ্টি ফলবিশেষ। 'আম জাম সিয়াকুণি কালচিত ফল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জামবাগান [স জন্ম+ফা বাগ] বি জাম গাছের বাগান। 'জামবাগানের তলায় চরে ধোবানের গাথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জাম্ [ফা] বি পানপাত্র। 'কঁধের কলসে কওসর ভর, হাতে আব-জম-জম-জাম।' নজরুল, ১৯২৪।

জামবাটি [ফা জাম+স বাটি] বি কঁসার তৈরি বড়ো বাটি। 'কঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাইতেছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

জামদগ্ন্য [স] বি (হিন্দুপুরাণ) জমদগ্নি মুনির পুত্র পরওরাম। 'জামদগ্ন্য তবু পাত্তিবে না স্বর্গরাজ্য হবে।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৮।

জামদানি [আ জামদানী] বি নকশা-তোলা মিহি তাঁতের কাপড়বিশেষ। 'ঢাকাই মুড়ি জামদানের একলাই পরাধান করিয়া ...' ভবানী, ১৮২৩।

জামদানি, জামদানী [আ জামদানী] বি তাঁতের ফুলতোলা মিহি কাপড়বিশেষ। 'চারখানা, জামদানী এবং মলমলখাস।' মাহেনও, ১৯৪৯; 'শাদা ও সবুজ জামদানি শাড়ির খসখস আওয়াজ।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

জামদানে [আ জামদানী] বি জামদানি; নকশাতোলা মিহি তাঁতের কাপড়বিশেষ। 'গাএর বস্ত্র একখানি জামদানে দোলাই ...' চিঠিপত্র, ১৮২৮।

জামধর [ফা জামদার] বি সাঁড়াল জাতীয় প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। 'সপ্তর্ষি কাটার ভাঁতির মত জামধর।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

জাম-ধরা [ফা জম+ধরা] বিণ মরচে ধরা। 'আজ ফদয়ের জাম-ধরা যত কবচি ভাঙিয়া দাও।' নজরুল, ১৯২৫।

জামবুরি [বি jamboree] বি বয়সকাউন্ট বা গার্লসগাইডদের সম্মিলন। 'জামবুরি মানে নানান জায়গায় বয়সকাউন্ট দলের জমায়েত।' শিবরাম, ১৯৭০।

জামরুদ [আ জমরুদ] বি উজ্জ্বল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'আনি আলমাস, গওহর লুটে আনি জামরুদ লাল।' ফররুখ, ১৯৪৩।

জামরুল [স জন্ম] বি ফলবিশেষ ও তার গাছ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গাছে উঠে গাছে জামরুল।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

জামা [ফা] বি শরীরের উপরের অংশ ঢাকার বস্ত্রবিশেষ। 'ভাল জামা কোথা পাব ইমাম খাতিরে।' গরীব, ১৭৫০।

জামাকাপড় [ফা জামা+স কাপড়] বি পোশাক-পরিচ্ছদ। 'ধ্যাডখেড়ে জামাকাপড় ন্যাকড়ার ফালির মতো তারে তারে বুলছে।' জীবন, ১৯৩২।

জামাজোড়া [বি একপ্রহ পোশাক; দুটি ও শাল]। 'ছাতা জুতো জামাজোড়া চিরকাল থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জামাটামা [বি পোশাকাদি]। 'জামাটামা ঢাকা দিলে চলবে না?' গিরিশ, ১৮৮৭।

জামাধরা [বিণ পরনির্ভরশীল]। 'ধামাধরা। জামাধরা। মরণভিত্তি! চূপ রহো।' নজরুল, ১৯২৪।

জামাই [স জামাত] বি মেয়ের স্বামী। 'অনুমতি রাখ জামাই হইআ প্রবেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জামাই আদর [জামাই+স আদর] বি (ব্যঙ্গ) জামাইয়ের মতো বিশেষ আদর-যত্ন। 'আধার কক্ষে জামাই আদরে বেঁধেছে শিকল গ্রন্থ-ডোরে।' নজরুল, ১৯২৪।

জামাইনাড়ু [জামাই+নাড়ু] বি ধানের নাম। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

জামাই পিঠা [জামাই+স পিঠক] বি পিঠাবিশেষ। 'জামাই পিঠা, বউ পিঠা, আরও কত কি?' জঙ্গী, ১৯৬০।

জামাইবাড়ি [জামাই+স বাড়ি] বি জামাতার ঘর। 'হালিমকে গালাগালি করিবার জন্যই ... জামাইবাড়ি চলিয়া আসেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

জামাইঘরী [জামাই+স ঘরী] বি জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লষষ্ঠীতে জামাইকে নিমন্ত্রণ ও উপহার প্রদানের হিন্দু আচারবিশেষ। 'তঁাহাদিগকে জামাইঘরী পাঠাইয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জামাফি [স জামাত] বি জামাই। 'জামাফি শব্দও ঘন হইল বহুকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জামাত [আ জমায়াত] বি ইসলামমতে নামাজে পড়ার শ্রেণীবদ্ধ সারি। 'সকলে আসিয়া জামাতে দাঁড়াল, কঠে কালাম পড়ি।' জঙ্গী, ১৯৫১।

জামাতখানা [আ জমায়াত+ফা খানা] বি যে স্থানে অনেক লোক সমীচিত হয়। 'প্রতি জামাতখানাতে একটা সুন্দর প্রকাণ্ড শোয়ার সিঁদুক থাকে।' মুক্তভা, ১৯৫৯।

জামাতা [স] বি কন্যার স্বামী। 'নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জামাতু [স] বি জামাই। জামাতুগুহ [স] বি জামাইয়ের বাড়ি। '... দোহিহমুখ নিরীক্সের পূর্বে জামাতুগুহে অভাবহারেও বিমুখ থাকেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জামাদার [আ জমা+ফা দার] বি জমাদার; কর্মচারী। 'তাহাও প্রাক্ষীক নহি তোমার জামাদারে।' বোঙ্গল, ১৭৭০।

জামানত [আ] বি জামিনরূপ গৃহিত অর্থাদি। 'রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

জামানতনামা [আ জামানত+ফা নামা] বি যে পত্রে জামানতের শর্তাদি লেখা থাকে। 'রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

জামানা [আ জমানাহ] বি যুগ। 'অত আগারপাগার ডেবে কাজ কল্পে আর এ জামানায় কোন কাজ করা যায় না।' লালন, ১৮৯০।

জামায় [স জামাতা] বি জামাই। 'তুনে জামায়ের প্রতি কহিল শুন্দরী।' ভবানী, ১৮২৫।

জামায়েত [আ জমায়াত] বিণ একত্রে সমবেত। 'আজিও তেমনই জামায়েত হয় সিদগাহে মসজিদে।' নজরুল, ১৯৪৫।

জামাল [আ] বি রূপ। 'কার হবে আর রৌশন এমন জামাল।' নজরুল, ১৯২২।

জামিওয়ার [ফা জামওয়ার] বি ফুলতোলা দামি কাম্বীর শালবিশেষ। 'নিলাম থেকে দাঁড়য়ে কেনা ঘরোওয়ারান আসল জামিওয়ার।' সুখীন্দ্র, ১৯৩২।

জামিদার [ফা জমীনদার] বি জমিদার। বিদ্যা, ১৮৯১।

জামিদারিক [ফা জমীনদার>+স ইক] বিণ জমিদারি সম্বন্ধীয়।
'জামিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জামিন, জামীন [আ] ১ বি অপরকে হাজির করার দায়িত্ব। 'জামিন লইয়া মোরে দিয়াছে খালাস।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ অপরকে দায় গ্রহণকারী। 'দালাল ছাড়াইলে কুশপানির দানবির দফায় জামিন কেহ থাকে না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ বি জামানত। 'হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মোকরর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭; 'জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হোক ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

জামিনদার [আ জামিন+ফা দার] বি যে অন্যের পক্ষে দায়ী থাকতে রাজি হয়। ওয়া, ১৭৮২; 'জামিনদারের কাছে ব্যাংক টাকা চাইব কেন?' মনসুর, ১৯৫৩।

জামিননামা [আ জামিন+ফা নামা] বি দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকারপত্র। 'নিজে জামিননামা সম্পাদন করিয়া দেন।' মনসুর, ১৯৫৩।

জামিনবন্ধন [আ জামিন+স বন্ধপ] ত্রিবিধ জামানত হিসেবে। 'কোম্পানির কাগজ জামিনবন্ধন রাখিলে জামিনীর বিবেচনা করা যাইবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

জামিনি, জামিনী [আ জামিন>] ১ বি জামিনের দায়িত্ব বা কাজ। 'ওই জামিনির জন্যে দালালি খরচ বদস্তর সাবেক ধান করা।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বি জামানত। 'তাঁহা জামিনি আনিত ব্রীহত দত্ত দেওয়া মহাসয়।' ভেরলি, ১৭৯৭। ৩ বি (হাজির বাবদ) করবিশেষ। 'হাজির জামিনী দিয়া মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

জামিনে [আ জামিন>] বি জামিনদার। 'পেশাদার জামিনেরা তাঁদের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

জামীনীপত্র [আ জামিন+স পত্র] বি জামিন হওয়ার স্বীকৃতিপত্র। 'এই কাকের জামীনীপত্র দিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

জামিনি [স যামিনী] বি রজনী; হাত। 'জামিনি আখ অধার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'প্রসন্নত নদ নদী প্রসন্ন জামিনি।' মালাধর, ১৫০০।

জামিনি দ্র জামিন

জামিনী দ্র জামিন

জামিনে দ্র জামিন

জামিয়ার [ফা জামওয়ার] বি মূল্যবান কাশ্মীরি শালবিশেষ। 'একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জামির, জামীর [স জমীর] বি বড়ো আকারের অশ্ববাদযুক্ত লেবু। 'গোটা কাশদি তায় জামিরের রস।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কুল আম জামীর খাইতে মন ধাই।' রূপরাম, ১৭৫০।

জামীনীপত্র দ্র জামিন

জামে মসজিদ [আ] বি (ইসলাম) বড়ো জামাত অনুষ্ঠানের উপযোগী মসজিদ। 'জামে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন।' প্রচারক, ১৮৯৯।

জাম্পার [বি] বি হাতাওয়ালা বা হাতাওয়ালা উল দিয়ে বোনোনা উষ্ণ বস্ত্রবিশেষ। 'সে বেশিণে শীতের সোয়েটার আর জাম্পার তৈরি হবে।' নরেশ্বর, ১৯৪৯।

জাখীর [স জখীর] বি বড়ো আকারের লেবুবিশেষ। 'জাখু জাখীর আখড়া।' বড়ু, ১৪৫০।

জাখু [স জখু] বি জাম। 'জাখু জাখীর আখড়া।' বড়ু, ১৪৫০।

জাখুবান [স] বি হিন্দুপুরাণে বর্ণিত ভয়ঙ্করাক্ষ। 'হনুমান, জাখুবান ও বন্ধসৈন্য ঘারা পরিবৃত্ত হইয়া যাও।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জাখুরা [স জখীর] বি বাতাবি লেবু। 'টাইটুখুর সুলোল ছোড়া জাখুরা যেন।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৩। দ্র জাখীর

জায় [ফা জাই] বি বিবরণ; তালিকা। 'জায় মাফিক দীয়া জে বাকী থাকিবেক ...।' মের্স, ১৭৭০।

জায়দাদ [ফা] ১ বি জমির চুক্তি। 'সালিয়ানা সুদ আদায় করিবার জন্যে মাদ্রাস এক জায়দাদ মোকরর ছিল।' ক্যালগে, ১৭৮৬। ২ বি বিবরণ। 'আর কে সকল জিনিস দিলা তাহার জায়দাদ শিন্দুক লখা ১২ ইঞ্চি চৌড়া ৯ ইঞ্চি উচা ৭ ইঞ্চি।' ক্যালগে, ১৮০০। ৩ বি ভূসম্পত্তি। 'জহরাং আভরন ও জায়দাদ ইত্যাদিতে ৬০ শতক টাকার নূন হইবে না।' দর্পণ, ১৮৩৬।

জায়পত্র [ফা জায়+স পত্র] বি হিসাবের ফর্দ; তফসিল। 'এমন তনিএ সাধু যুগ্মনার ডারখি জায়পত্র লিখিবারে দিল অনুমতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জায়বদলি [ফা জায়+আ বদল] বি বিনিময়। 'জায়বদলি বা Exchange বন্ধপ তাঁর সহোদরার পাণিপিড়ন করলে ...।' নরেশ্বর, ১৯২৭।

জায়গা [ফা জায়গাহ] ১ বি জমি। 'পাইরে জায়গা।' ম্যানোএল, ১৭৪৩: 'সেই জায়গাতে একটা পুস্কর পুরিয়া কোটা এমারত দেওয়াল ওয়াহে অনেক দফায় খরচ অনেক করিয়াছি।' মের্স, ১৭৭০। ২ বি পদ। 'তাহার বড় সাহেবির জায়গা খালি হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

জায়গাজমি [ফা জায়গাহ+ফা জমী] বি ভূসম্পত্তি। 'সব জায়গাজমি বিক্রী করে বেরিয়ে পড়ল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জায়গা জোড়ানো কি স্থান পাওয়া। 'আমার এক তিল জায়গা জোড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জায়গায় জায়গায় [জায়গায় জায়গায়] ত্রিবিধ স্থানে স্থানে। 'তফসিল মনসুক এই সকল ... জায়গায়ই মোকরর।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

জায়গা রাখা কি স্থান দেওয়া। 'পরস্পরের জন্য যথেষ্ট জায়গা রেখে দিই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জায়গির, জায়গীর [ফা জাগীর] ১ বি দান বা পুরস্কার পাওয়া নিম্নর জমি। 'অর্থ অঙ্গ জায়গির তাঁর।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গির আছে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি শিক্ষার্থী বাছনিয়ের পড়ানোর বিনিময়ে পরিবারে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। 'একটা কলেজে পড়া ছেলেকে জায়গীর রেখেছেন।' শামসুল, ১৯৫৭।

জায়গিরদার, জায়গীরদার [ফা জাগীরদার] বি জায়গিরের মালিক। 'জায়গিরদার ও তালুকদারগণ বাহার যাহা ইচ্ছা সে তাই করে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬; 'বড় জায়গীরদার মাকিনো তাঁর চরিঘের ব্যাতি তনে ...।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

জায়গিরদারী, জায়গিরদারী [ফা জাগীরদার>] বি রাজা বা সরকার প্রদত্ত জমিদারি বা ভূসম্পত্তির ভোগ-দখল। 'সেখানে সেদিন পর্যন্ত জায়গিরদারী প্রথা অটুত ছিল।' আজাদ, ১৯৫৯।

জায়গিরনামা [ফা জাগীরনামা] বি জায়গিরের স্বত্ববিষয়ক পত্র। 'নিজের নামে জায়গিরনামা লিখিয়ে ঝাঁসিরাজ্যের ... তহসিলদারদের পাঠালেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

জায়গিরি, জায়গিরী [ফা জাগীর>] বি ভূসম্পত্তির অধিকার।
'তজরাত জায়গিরী আর দিব মখুগিরী' মুকুন্দ, ১৬০০।

জায়দান দ্র জায়

জায়নামাজ [ফা] বি ইসলামিতে উপাসনার আসনবিশেষ। 'মগরেবের সময় জায়নামাজে বসেন, আর এশার নামাজ শেষ করে ওঠেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

জায়পত্র দ্র জায়

জায়ফল [স জাতীফল] বি একপ্রকার সুগন্ধযুক্ত বীজ; জাতিফল। 'অখথ রাখিল মূল বাকিয়া রাখিল রুদ্দাক জায়ফল লবঙ্গ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জায়বদলি দ্র জায়

জায়মান [স] বিণ জন্মান্ত করছে এমন। 'সংশয় তার্য করিয়া মরণবধারপথে জায়মান আনন্দসন্দেহে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

জায়া [স] বি স্ত্রী। 'বসে জায়া নিলেসি।' চর্য্য ৩৯, ১২০০।

জায়াকেন্দ্রিক [স] বিণ স্ত্রীকে কেন্দ্র করে ঘটে এমন। 'বামীর শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক।' জীবন, ১৯৪৮।

জায়দ্রাণহীন [স] বিণ স্ত্রীর সংস্পর্শহীন। 'তার কামস্পর্শহীন জায়দ্রাণহীন আনন্দ্যাকে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

জায়েজ [আ জাইজ] বিণ বৈধ। 'কাউলিলে যাওয়া কেবল জায়েজ নহে বরং বিশেষ কর্তব্য।' ছোলতান, ১৯২৩।

জার' সর্ব যার। 'আল রাখে জার ধনী সরণ দুয়ারে।' বড়ু, ১৪৫০।

জার' [স] ১ বি উপপত্তি। 'সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি গোপন প্রণয়। 'কদাচিত না করিম পরদার জার।' সুলতান, ১৭০০।

জার' [স জুপ>] বিণ জুলন্ত। 'করএ বিলাস দীপ লএ জার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জার' [স জাডা] বি শীত। মানোএল, ১৭৪৩।

জারানো দ্র সিহরিত হওয়া। 'দেখলে গা জারিয়ে আসে।' শামসুল, ১৯৬২।

জার' [সি] বি রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক শাসক। 'জারের আমলে সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থা আমাদের দেশের মতোই ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

জার-তন্ত্র [সি জার+স তন্ত্র] বি জারের শাসন। 'রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বস্তুগতিক তন্ত্র একই দানবের পাপমোড়া দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জারক [স] বিণ হজমকারক। 'প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

জারকরস [সি] বি পরিপাককারী রস। 'জঠরে জারকরস অনেকের পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকাতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জারজ [স] বি বিবাহবহির্ভূত সন্তান। 'যে কর্মে জারজ আঁকি আপনে জুলিয়া।' আলাওল, ১৬৮০।

জারজা [স] বিণ স্ত্রী বিবাহবহির্ভূত কন্যা। 'জারজা কন্যাতে বিবাহ করিলে কি প্রকারে।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

জারজার [ফা] বিণ একান্ত কাতর। 'জার জার হইয়া নবী কান্ধিল বিস্তর।' গরীব, ১৭৬৫।

জারদর্জি [আ জার+কা দরজী] বি কাপড়ের উপরে যে নকশা করে।

মানোএল, ১৭৪৩।

জারমান, জারম্যান [সি] বি জার্মানির অধিবাসী। 'একজন জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৬; 'ইংলিশ, আর্মেনিয়ান, জারম্যান।' গিরিশ, ১৮৮৬।

জারল [স জারি>] দ্রি জর্জর করলে। 'জারল বীথ ভরল সব অঙ্গে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জার' [স জুর>] ১ দ্রি জর্জরিত হওয়া। 'ভাবিতে রসের তনু জারিলে ঘুশে।' চট্ট, ১৫৫০। ২ দ্রি দক্ষ হওয়া। 'মনমথ পাণ দহনে তনু জারত।' গোবিন্দ, ১৬০০। ৩ দ্রি জারিত বা শোধান করা। 'এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জার' [স জর্জরা] বিণ জর্জরিত। 'কাঁচা বাঁশে ঘুশে জারা না চিনিলে ঘটিবে দায়।' লালন, ১৮৯০।

জারি', জারী [আ] ১ বি কার্যকর। 'ওজর ওহিলা জারি হইবেক না।' হালহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ চালু। 'বিমার যে ধারা বিলায়েতে জারি আছে।' ক্যাপসে, ১৭৮৯। ৩ বি প্রবর্তন। 'আইনের মতে নির্দিষ্টয়া জারী করিলেন।' ফক্টর, ১৭৯৩; 'জেনরল বাহাদুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম রক্ষা করণপূর্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ৪ বি প্রয়োগ। '... দুই প্রজা ব্যতীত নির্দেশ্য প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার হস্তম বা পঞ্চম আইন জারী করেন না।' প্রজাকর, ১৮৫২। ৫ বি বড়াই; অহংকার। 'কিসের জারি করিম, বেড়ায়।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৬ বিণ উপস্থিত। 'এইক ধারে মুসিক গণ্য বুকসি জারি প্রেম-টারুশালে।' লালন, ১৮৯০।

জারিজুরি, জারী জুরি [আ জারি>] ১ বি বড়াই; বাহাদুরি। 'অনেক বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি।' ভবানী, ১৮২৫; 'অমর ভাগিবি তোর জারী জুরি আজ।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি কলাকৌশল। 'বাঙালিয়ানার সমস্ত জারিজুরি বলে ফেলেছে সে।' জীবন, ১৯৩২।

জারি' [ফা] ১ বি শোকগীত। 'হইল বহুত সুর কান্দনের জারি।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি কান্না। 'হায় হায় করে মর্দ করে বড় জারি।' গরীব, ১৭৬৫।

জারিগান [ফা জারি+স গান] বি মুসলমানদের ধর্মীয় কাহিনিনির্ভর গানবিশেষ। 'জারিগান আর গজির গানেতে সারা গ্রাম চম্ফল।' নজরুল, ১৯২৮।

জারিত [স] বিণ শোখিত। 'তীব্র জারক রসে জারিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জারশি [স জার>] বি গালিবিশেষ; উপপত্তি নিয়েছে যে। 'ওরে ভাতারখাইকা জারশি।' ওয়ালী, ১৪৪৮।

জারুয়া [স জার>] বি বিবাহবহির্ভূত সন্তান। 'জারুয়া বলিয়া গালি মুখে জেন চুনকালী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জারুল [সি] এক প্রকার গাছ ও তার ফুল। 'আবলুস, জারুল, সুন্দরি, পশরি, কুপা কটকি প্রভৃতি কাঠ নানা কর্ণোযোগি হয়।' অক্ষর, ১৮৪১; 'জারুল ফুল পারুল ফুল দুটল রে।' নজরুল, ১৯২২।

জারেজার [ফা জারজ+স] ১ বিণ একান্ত কাতর। 'দেবিলাম সিয়া মুখ কান্দে জারে জার।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ ক্ষতিবিক্ষিত। 'ভোমার সমস্ত শরীর জখমে-খুনে জারেজার।' শওকত, ১৯৬২।

জার্নাল [সি] বি সাময়িকপত্র। 'বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌লস ম্যাগাজিন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'জার্নালের পাতা নেড়েচেড়ে দেখছে উৎপলা।' জীবন, ১৯৪৮।

জার্নালিজম [সি] বি সাংবাদিকতা। 'জার্নালিজম করতে পারে বিলেতে গিয়ে।' জীবন, ১৯৩২।

জার্নালিস্ট [হি] বি সাংবাদিক। 'জার্নালিস্ট হলে ... একবার ফিরে তাকাতে পারত।' জীবন, ১৯৩২।

জার্নি [হি] বি ভ্রমণ। 'একে সন্দেরাত, তার ওপর শীত, তদুপরি জার্নির ট্রেন।' জীবন, ১৯৩১।

জার্ম [হি] বি জীবাণু। 'মুড়ির সঙ্গে ছেলে তোর জার্ম খাচ্ছে জানিস?' মানিক, ১৯৩৬।

জার্মান [হি] বি জার্মানির নাগরিক। 'এদের 'খুকরি' দেখলে এখনও জার্মানরা রাইকেল ছেড়ে পালায়।' নজরুল, ১৯২২।

জার্মানি [হি] বিণ জার্মানির। 'ধর্মিনী নয়, জার্মানি শেল!' নজরুল, ১৯৩১।

জার্মেন, জার্মেন [হি] বি জার্মানির নাগরিক। 'জার্মেন ও ডেনিশদের মত।' জীবন, ১৯৩২।

জাল^১ [সি] বি রাশি। 'আমুলী চম্পকলিকা জালে।' বড়ু, ১৪৫০।

জাল^২ [সি] বি পাশ নামক যুদ্ধাস্ত্র। 'কন্মুগ শোভে যেহ বক্রনের জাল।' বড়ু, ১৪৫০।

জাল^৩ [সি] জাল^৩] বি জ্বালা। 'তখন বিষের জালে দশম পরাণ।' বড়ু, ১৪৫০।

জাল দেওয়া ১ ক্রি উত্তপ্ত করা। 'আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সিন্ধু করা। 'তোমার জাল-দেওয়া দুখ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

জাল^৪ [সি] ১ বি ফাঁদ। 'তুল কনা দিয়া জাল সে পেলিল।' মালাধর, ১৪০০। ২ বি মাছ ধরার উপকরণ বিশেষ। 'পড়ি বোদালি বন্দি ধীরেবে জালে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি মাড়ুসা নির্মিত শিকার ধরার ফাঁদ। 'মাড়ুসার জালে হঠাৎ জড়াইয়া পড়িল।' তারকিনী, ১৮০৩। ৪ বি জট। 'বাস্তবিকে কালনিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী সে একটা জাল পাকিয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বি আবশিণ। 'আমার মাথো জড়িয়ে আছে ঘুরের জালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জাল কাটা ক্রি ঝামেলায়ুজ হওয়া। 'একটা জাল কাটিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জাল ফেলা ১ ক্রি মাছ ধরা। 'জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ ক্রি সুরিক্তার করা। 'রাগরাগিনীর জাল ফেলাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

জালবন্ধ [সি] বিণ জালের মতো পাতলা বুননের কাপড় থালা আবৃত। 'শিখ সর্দারজীসের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

জালবুনন [সি] জাল+হি বুননা। বি ফাঁক ফাঁক করে বোনা সুতা। 'জরা যেন জালবুনন, যত দীর্ঘই হোক ফাঁকে ফাঁকা।' অন্নদা, ১৯২৮।

জাল-বুনানি পথ বি মাছধরার জাল রাখে শুকানোর সময়ে এর উপর সুতেরে আলো পড়লে যেহরকম পঞ্চদশ তৈরি হয়। 'বাঁশনের আলোছায়ার জাল-বুনানি পথ।' বিচ্ছিত, ১৯২৯।

জালাবৃত [সি] জাল-আবৃত। বিণ জালে বন্ধী। 'ভূমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

জাল^৫ [আ] ১ বিণ বানোয়াট। 'জাল সালীসিনামাহারের তৈয়ারি করলে কসুরে।' কালমে, ১৭৯৮। ২ বি কৃত্রিমতা। 'অসত্য-জাল থালা কিস্তাকে একবারে আচ্ছন্ন রাখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ নকল। 'তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখাপত্র প্রস্তুত করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জাল-কর্তা [আ] জাল+স কর্তা। বি নকল কর্তাবক্তি। 'সব জাল-কর্তা আর জাল-গিলি/শালগ্রাম আর পিরের সিলি।' অমৃত, ১৯০০।

জালখত [আ] জাল+আ খত। বি নকল দলিল। 'রোজেন ক্রেনজ জালখত প্রস্তুত করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

জাল-গিলি [আ] জাল+স গৃহীণী। বি নকল গৃহীণী। 'সব জাল-কর্তা আর জাল-গিলি/শালগ্রাম আর পিরের সিলি।' অমৃত, ১৯০০।

জাল-জালিয়াতি [আ] জাল+আ জালিয়াত^৩] বি ধোকাবাজি। 'কত লোকে জাল-জালিয়াতি করিয়া ইহকাল পরকাল খোয়াইতে উদ্যাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জাল-জুয়াচুরি [আ] জাল+জুয়াচোর^৩] বি ধোকাবাজি। 'জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে কত বড় বড় ওয়াকফ স্টেট চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে।' মুয়াজ্জিন, ১৯৩৩।

জাল-জোড়ুরি [আ] জাল+জুয়াচোর^৩] বি প্রতারণা। 'দাঙ্গাবাজি জাল-জোড়ুরি করার ক্ষমতা যার আছে।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

জালদড়ি [সি] জাল+স দোরক^৩] বি চুল বাঁধার উপকরণবিশেষ। 'আলদড়ি বাকিয়া রক্তিত কেল কেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জালপত্র [আ] জাল+স পত্র। বি মিথ্যা দলিল। 'ক্লাইব সাহেব এই বিষয় সাধনার্থ মিথ্যা কথন, কপট ব্যবহার, প্রতারণা, জালপত্র প্রস্তুতকরণ, কুফরি নাম বাফরকরণ ইত্যাদি ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

জাল-ফাঁদ [সি] জাল+ফা ফন্দ। বি জাল দিয়ে তৈরি ফাঁদ। 'জাল-ফাঁদ নুস-আড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জালবাজ [আ] জাল+ফা বাজ। বিণ কপটায় পট। 'সকলেই মিথোবাদী ও জালবাজ।' হেতম, ১৮৬১।

জালসাজ [আ] জাল+ফা সাজ। বিণ জালকারক; জালিয়াত। 'লেটেরা, ফেনেজ, জালসাজ প্রভৃতি বদমাশি মাত্রের বোধক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

জালসাজী [আ] জাল+ফা সাজ^৩] বি জালিয়াতি। 'খুড়র জালসাজী ধরিয়া ... সাজা দিতে আজ্ঞা হয়।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

জালসাজে [আ] জাল+ফা সাজ^৩] বিণ প্রবঞ্চক। 'কোন জালসাজে জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি।' রক্তিম, ১৮৭৪।

জাল^৬ বহুবচন নির্দেশক অনুসর্গ। 'মাতৃভাষা-রূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

জালক [সি] বি জানালা। 'রথের জালক অর্থাৎ জানালা দিয়া হস্ত, পদ ও মন্তক প্রসারিত করিয়া দেওয়াতে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জালনা [প] জানোনা। বি বাতায়ন। 'কোনো-একটি জানালা থেকে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জাল^৭ [পা] বি অগ্নিশিখা। 'গড় বর জালা ধূম প দিশি।' চর্চা ৪৭, ১২০০।

জাল^৮ [ফা] বি মাটির তৈরি বড়ো পাত্র। ওর্গা, ১৭৮২; 'নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা, জালায় নাই জল।' চণ্ড, ১৮৫৮।

জাল^৯ [সি] জ্বালা। বি জ্বালা। 'কত না সহিব রে কুসুমরজালা।' বড়ু, ১৪৫০। জালে দ্রিণ বস্ত্রগায়। 'দ্বিতা নাহি হয় বুদ্যা পিপিলিকার জালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জাল^{১০} [সি] জ্বালা^৩] ক্রি প্রজ্জ্বলিত করা। 'আবামিল খাতত বিষ জালিল কাফাজি।' বড়ু, ১৪৫০। জালাও ক্রি জ্বালাও। ওর্গা, ১৭৮২। জালাও ক্রি জ্বালিয়ে। 'অজরাহ জ্বরজন্তি খামখায় দেহতপুরকে

জালাএর পোড়াএর ...।' চিঠিপত্রে, ১৭৮৭। জালালে কি প্রকৃতিত করলে।' সন্ধ্যার পর ... শিবের ঘরে বাতি জালালে তবে জ্বল বাবে।' হেডাম, ১৮৬১। জালি কি জ্বলে।' পঞ্চশিখা জালি পুন করে বন্দীপনা।' বৃন্দা, ১৫৮০। জালিআ কি জ্বলে।' জালিআ যতের বাতি গায়েন প্রসাদের আদরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। জালিআ কি জ্বলে।' কলি নী বাতি মৌ প্রাণী জালিবণ জ্বলে।' বহু, ১৪৫০। জালিব কি জ্বালাবে।' কুণ্ড কুড়ি জালিব আনল।' মুকুন্দ, ১৬০০। জালিয়া বি জ্বলে।' জোগে অগ্নি জালিয়া দহিলা কলেবর।' মালাধর, ১৫০০। জালিল কি জ্বালসে।' আত্মণি জালিল দেহে তখন দক্ষণপবনে।' বহু, ১৪৫০। জালী ক্রিবিব জ্বলে।' মরিবো জালী আত্মণী।' বহু, ১৪৫০। জাল্যা কি জ্বালিয়ে।' তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবধ দণ্ড বাপের পুণ্যেতে মোরে জাল্যা দেহ কুণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০। জালে কি প্রকৃতিত করে।' আরে কে না জালে ফুকে।' বহু, ১৪৫০।

জালাতন [ফা জালওতন] বি বিরক্তি। বিদ্যা, ১৮৯১। দ্র জ্বালাতন

জালাতিয়া বিণ সঙ্ঘরী। মানোএল, ১৭৪৩।

জালানি [স জ্বালানি] বিণ জ্বালানো হয় এমন। 'অনেকগুলি জালানি কাঠ ও কয়লা।' ক্যালমে, ১৭৮৯।

জালানিকঠ [স জ্বালানিকঠ] বি জ্বালানি কাঠ। 'জালানিকঠ আনিতে ৫০০ পাচ সত টাকা লইলাম।' ওর্সী, ১৭৮২।

জালাবৃত্ত দ্র জাল

জালায়ন [স জালকা] বি চিক; বাশের শলা দিয়ে তৈরি পর্দা। 'মৌন জালায়ন ঢুলে।' জীবন, ১৯২৭।

জালালি কবুতর [জালাল+ফা কবুতর] বি গোষা নয় এমন একজাতের কবুতর। 'অগণিত জালালি কবুতর ঘরে ফিরে আসছে।' মঞ্জুর, ১৯৬৩।

জালাসাচ [আ জাল>] বিণ প্রভারক। 'সুই তিন ঘণ্টা যাবতীকরকলিয়া ও জালাসাচ লোক ... সহিত বকবকি করিতেন।' প্যাট্রী, ১৮৫৯।

জালি [স জাল>] ১ বি জ্বালের মতো বোনা কাপড়। 'খাটয়া মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মেয়েদের মুখের অংশবিশেষ ঢেকে রাখে জ্বালের মতো এমন পোশাক। 'আপনং পসন্দ মত পোশাক ... যথা পাজামা, কুরতি, দোপাট্টা, আন্তিন, জালি ...।' তবানী, ১৮২৮। ৩ বি আরব দেশীয় অলংকারবিশেষ। 'লগাটের উপরিস্থিত মালার জালি।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৪ বি মাছ ধরার জাল। 'একে যাই খেপো বিলি তাতে বই ঠেলা জালি ওঠে শামুকের তারা।' লালন, ১৮৯০।

জালি [স জালকা] বিণ কচি। 'জালি কুমড়া হিড়ে কেন করলি জাতের হেঁটারে।' জসীম, ১৯২৭; 'জালি লাউয়ের ডগার মত বাছ দুখন সর্ব।' জসীম, ১৯২৯।

জালিআ [স জাল>] বি নৌকার প্রকারবিশেষ। 'মাছুয়া গোরাপ পাতি জালিআ ডাহরি নানা রঙ্গ।' আলোএল, ১৬৮০।

জালিআত [আ] বি জালকারক। বিদ্যা, ১৮৯১।

জালিআতি [আ জালিয়াত>] বি জাল করার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

জালিক [স] বি জ্বলে। 'নদীতট হেরো হোথা জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জালিবাট [হি] বি জাহাজের সঙ্গে বেধে-রাখা ছোটো নৌকা। 'জালিবাট জুটানো বড় শক্ত।' জীবন, ১৯৩২।

জালিম [আ] বি অত্যাচারী। 'কাহে কো ডালিয়া যাহ জালিমের হাতে।' গরীব, ১৭৬৫; 'আজ জাল ফেসোছে জালিম যত জমাদারের চরে।' নজরুল, ১৯২৬।

জালিমশাহী [আ জালিম+ফা শাহী] বি অত্যাচারী শাসনামল। 'জালিমশাহীর বিপক্ষে রায় দিয়ে আদর্শ ও মানবতাকেই সমর্থন জানিয়েছেন।' বেগম, ১৯৪৪।

জালিয়া [স জাল>] বি জ্বলে। 'দেখে এক জালিয়া আইসে কান্দে জ্বাল করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জালিয়াত, জালিয়াৎ [আ] ১ বি প্রভারণ। 'হলধর ... ফের ফদিত্তে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভকর।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বিণ প্রবন্ধক। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেদজ জ্বা।' নজরুল, ১৯২৪।

জালিয়াতি [আ জালিয়াত>] বি ধোঁকাবাঁজি। 'না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিলটি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

জালুন বি ডুলার প্রকারবিশেষ। 'জালুন ডুলা আটার টাকা মোন।' দর্পণ, ১৮১৯।

জালুয়া [স জাল>] বি জ্বলে। 'কোন জালুয়ার মাছ সে খেয়েছে/ নাহি দিয়ে তার কড়ি।' জসীম, ১৯২৯।

জালেম [আ জালিম] বি অত্যাচারী। 'কিবা যাকে জালেমে জুলুম করি কার্যে।' আলোএল, ১৬৮০।

জাস [স] যসসা সর্ব যার। 'জাস সুশস্ত্রে তুইই ইন্সিআল।' চর্চা ৩০, ১৯০০।

জাসুগিরি [আ জাসুস>] বি ধৃততা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জাস্টিস [হি] বি বিচারপতি। 'বেগম জাস্টিস আসির শিতদের ...।' বেগম, ১৯৬০।

জাস্টিস অব পিস [হি] বি স্থানীয় আদালতে কম তরুতর বিষয়ের বিচারক। 'যাহারা জাস্টিস অব পিস হবেন তাহাশিগের হকুম এদেশের সর্বস্থানে জারি হয়।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

জাষ্টি [ফা জিয়াদতী; আ জিয়াদত] বিণ অধিক; গ্রহুর। 'জাষ্টি না মেলে তবু খুশি রব খোড়াতেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জাষ্টতো [স জোষ্টতাত] বিণ জোষ্টতো। 'ওর জাষ্টতো ভাইটে বড় অলসোক, ওটার মতন নয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

জাহগিরদার [ফা জাগিরদার] বি জাগিরের মালিক। 'কালিগিরের জাহগিরদার চৌবে এবং বাপপুরের মর্দন সিং-এর মধ্যস্থতায় ...।' মহাখেতা, ১৯৫৬।

জাহা সর্ব যা কিছু। 'সোনা রুপা কাপড় জাহা হয়ে সোদ দেও তবে আমার এতবার হয়।' মেয়র্প, ১৭৫৭।

জাহার সর্ব যার। 'সৃষ্টি হিঁজি প্রশম জাহার অধিকার।' মালাধর, ১৫০০।

জাহাপনা [ফা জহান-পনহা] বি সম্মানসূচক সম্বোধন। 'কাজি কহে জাহাপনা কত কব আর।' ভারত, ১৭৬০।

জাহাবাজ [ফা জাহানবাজ] বিণ দুর্দান্ত; সাহসী। 'জাহাবাজ কিশোরীর দাপাদাপি মনে পড়েছিল রে?' নজরুল, ১৯২৭।

জাহাগিরনগর [ফা জাহানগীর+স নগর] বি জাহাগীরনগর; ঢাকা। এডমন, ১৭৯০।

জাহাজ [আ] ১ বি বড়ো জলযান। 'তাহার জাহাজ ও নৌকা সকল ডুবিয়া

গেল।' হালহেত, ১৭৭৩। ২ বি রণতরী। 'দেশী জাহাজ।' ওরা, ১৭৮৫।

জাহাজঘাট [আ জাহাজ+স ঘাট] বি জাহাজে যাত্রী ও মালামাল ওঠানো-নামানোর ঘাট। 'জাহাজঘাটে স্তিমার ভিড়িলে কুকের গিয়া ... দাঁড়াইয়া থাকে।' মানিক, ১৯৩৬।

জাহাজঘাটা [আ জাহাজ+স ঘাট] বি জাহাজ থামা ও ছেড়ে যাওয়ার স্থান। 'আর এ সোনার নায়/ ধরিয়া দীনের রশি/ কলমার জাহাজঘাটার।' নজরুল, ১৯৩২।

জাহাজ-ডুবি [আ জাহাজ+ডুবি] বি জাহাজ ডুবে যাওয়া। 'যেদিন তুফান উঠল সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জাহাজ-যাত্রী [আ জাহাজ+স যাত্রী] বি জাহাজে ভ্রমণ করছে এমন যাত্রী। 'জাহাজ-যাত্রীদের সমস্ত জিনিসপত্র।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

জাহাজারোহণ [আ জাহাজ+স আরোহণ] বি জাহাজে আরোহণ। 'অনুমতি না পাইয়াও দেন্যাকীরা এক জাহাজারোহণে তারতবারে আগত হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

জাহাজি, জাহাজী [আ জাহাজ>] ১ বি জাহাজে বাসিজ্য করে যে। 'সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী।' ভারত, ১৭৬০; 'জাহাজি।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ জাহাজে বহন করা হয় এমন। 'জাহাজি দ্রব্যের পরমিটে অধিক লভ্য জানিয়া তাহারি প্রবলতা করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি জাহাজের চালক। 'জাহাজীরা যাদের মানে - হাজা-মাজার হিসাব জানে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৪ বিণ জাহাজে প্রযোজ্য। 'জাহাজে থাকবার সময় জাহাজী কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ...' অনুরা, ১৯২৯; 'জাহাজি ভাষায় একে এশিয়ার বিচিত্র ভূগোল।' মাহমুদ, ১৯৬৬। ৫ বিণ জাহাজে অতিক্রমণ। 'জাহাজী জীবনের অনিদিষ্ট দিনগুলোর একটি দিন শুরু হইল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

জাহাজীয় [আ জাহাজ+স ইয়া] বিণ জাহাজের কাজের সঙ্গে যুক্ত এমন। 'জাহাজীয় সমাজের প্রথম বার্ষিক বৈঠক।' দর্পণ, ১৮৩৭।

জাহাত [স যৎ>] সর্ব যার। 'জাহাত লাগিয়া নিজ পতি না চাইল।' বড়, ১৪৫০।

জাহাতে সর্ব যাতে। 'জাহাতে হলা কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর।' মালাধর, ১৫০০।

জাহার সর্ব যার। 'তিন ভুবনে জানি তপস্যা জাহার।' বড়, ১৫৭০।

জাহারা সর্ব যারা। কালগে, ১৭৯৫।

জাহের সর্ব যার। 'জাহের বানদ্বিহ্ন রূপ গ জানী।' চর্যা ২৯, ২০০০।

জাহেরি সর্ব যার। 'পদযাবক রস জাহেরি হৃদয় অহ আও কি কহব অনুরাগে।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০।

জাহান [ফা] বি বিশ্ব। 'সেইরূপে পয়দা হইল দুনিয়া জাহান।' গরীব, ১৭৬৫।

জাহাননুরী [ফা জাহান+আ নূর>] বি বিশ্বজগতের আলো। 'জাগ তুমি জাহাননুরী আলোর গুর দিক আবার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জাহান্নাম, জাহান্নাম [আ] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী নরকবিশেষ। 'একেশ্বরে জাহান্নামে দাখিল সে হয়।' গরীব, ১৭৬৫; 'নরক ও জাহান্নাম পৃথিবীর দুঃখ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জাহান্নামী [আ জাহান্নাম>] ১ বিণ ইসলামিমতে নরকবাসী। 'তুই ত আজই জাহান্নামী (প্রধান নারকী) হইলি।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২

বিণ জাহান্নামের মতো। 'জাহান্নামী জঠরকুলা নিবৃত্ত করিয়া আসিতছিল ...।' আজাদ, ১৯৩৯।

জাহান্নামে যাওয়া [স] কি গেলোয় যাওয়া; সর্বনাশের পথে যাওয়া। 'ব্যবসায়ীর লাভ হউক অথবা সে জাহান্নামেই যাইক ...।' আজাদ, ১৯৪০।

জাহান্নামের খেলা বি উদ্ভবের কাণ্ড। 'আগুন পেলই কুলবে সেখায় জাহান্নামের খেলা।' জসীম, ১৯২৯।

জাহাবাজ [ফা জাহানবাজ] বিণ যুদ্ধবাজ। 'বড় জাহাবাজ লাড়কা রূপে অনুশাম।' গরীব, ১৭৬৫।

জাহাবাজী [ফা জাহানবাজ>] বি যোদ্ধা। 'সবে স্তেরাপোস গায় বড় জাহাবাজী।' গরীব, ১৭৬৫।

জাহির, জাহীর [আ] ১ বি প্রকাশ। 'জাহির করিবে গুণ জিয়াইয়া মরা।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি প্রদর্শন। 'কোরামতে দুনিয়াতে করিলে জাহির।' ভবানী, ১৮২৮।

জাহিরি [আ জাহির>] বি প্রদর্শনের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

জাহিলি [আ জাহিল>] বিণ নিষ্ঠুর। 'অকর্ম জাহিলি কার্যে নরকেত পড়ে।' আলগোল, ১৬৮০।

জাহের [আ] ১ বিণ প্রকাশ্য। 'জাহের বাতেন নাম মহিমা প্রকাশ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ ব্যক্ত। 'যে সব ব্যক্ত তুমি জাহের করলে সে সব সাক্ষা ব্যক্ত।' প্যারী, ১৮৫৮।

জাহেরি, জাহেরী [আ জাহের>] ১ বিণ ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী স-মরমি। 'হানকী, লা-মজহাবী ও জাহেরী, বাতেনী দলের সমস্যা ...।' প্রচারক, ১৯০৩। ২ বিণ প্রকাশ্য। 'সেই লোককে আমি জাহেরি-বাতেনি উভয় প্রকারের জ্ঞান দান করিয়াছি।' মনসুর, ১৯৫০।

জাহেল [আ জাহিল] বিণ মূর্খ। 'যাহারা জাহেল এবং ধর্মবিষয় অনভিজ্ঞ ...।' মশাররফ, ১৮৮৯।

জাহুবী [স] ১ বি গঙ্গা। 'জাহুবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৪৮০। ২ বি নদী। 'তোমারি জটে আমি তোমারি ভাবের জাহুবী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জাহুবীপ্রবাহ [স] বি গঙ্গার স্রোত। 'জাহুবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারা বেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জিঅন, জিআন [স জীবন>] কি (মাছের ক্ষেত্রে) পানির মধ্যে রাখা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জিঅন্ত [স জীবন্ত] বিণ (মাছের ক্ষেত্রে) পানির মধ্যে রাখা হয়েছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

জিঅল [স জীবন>] বিণ অল্প পানিতেও জীবিত থাকে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

জিআ [স জীব>] ১ কি বাঁচিয়ে তোলা। 'জিআ কহাফিঁ রাখা দিআ চুম কোল।' বড়, ১৪৫০। ২ কি জীবন থাকা। 'জিঅঁতে না এড়ে রাখা কহাফিঁ তোর পাশ।' বড়, ১৪৫০। ৩ কি বেঁচে থাকা। 'চিরকাল থাক জিআ আর কর সাত বিভা।' মুকুন্দ, ১৬০০। জিঅ কি জীবিত হও। 'সব মরছিল রাখা জিঅ একবার।' বড়, ১৪৫০। জিঅতে কি জীবন থাকতে। 'জিঅতে না এড়ে রাখা কহাফিঁ তোর পাশ।' বড়, ১৪৫০। জিআখ কি বাঁচিয়ে তোলা। 'জিআখ কহাফিঁ রাখা দিআ চুম কোল।' বড়, ১৪৫০। জিআইবার কি বাঁচাতে। 'রাখা জিআইবারে কহাফিঁ কর পরকার।' বড়, ১৪৫০। জিআউলি কি বাঁচানো। 'আজ ধরি মোঞে আসে জিউলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জিই কি বাঁচি। 'কহ নবী মহাশয় জিই এ কেমন।' সুলতান, ১৭০০। জিউকি কি জীবিত থাকুক। 'মুগে মুগে জিউকি' আলাওল, ১৬৮০। জিএ কি বেঁচে থাকে। 'সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু।' মুকুন্দ, ১৬০০। জিএত কি বাঁচে। 'ভালমতে ঘাস হৈলে জিএত গোমন।' মালাধর, ১৫০০।

জিইয়ে রাখা কি জমিয়ে রাখা। 'সে-সব জিইয়ে রাখার বা সফল করে তোলার প্রেরণা ও প্রয়াস থাকে।' বেগম, ১৯৫৩।

জিআপ্ত [স পুত্রীবা] বি পাহাড়ি গাছবিশেষ। 'আতড়ড়ি জিআপ্ত বনে।' বড়ু, ১৪৫০।

জিউ [স জীব>] ১ বি জীবন। 'তা সুনিগ্রা গোপিগল নাড়ি ধরে জিউ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি মন। 'যাহাতে সর্বদা জিউ খুসি থাকিবেক।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বিণ মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়। 'জিউয়ের দিনে অর্থাৎ ধ্বংসের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব।' ভবানী, ১৮২৫।

জিউদান বি জীবনদান। বিদ্যা, ১৮৯১।

জিউয়ের দিন বি যে তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। 'জিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব।' ভবানী, ১৮২৫।

জিউলিরি [বি] বি রত্নখচিত অলংকারাদির সম্ভার। 'কলিকাতার জিউলিরি অর্থাৎ সোনারূপার হীরকাদি দ্বারা আভরণ প্রস্তুত।' ভবানী, ১৮২৩।

জিউলি [স জীব>] বি একপ্রকার গাছ, যার কষ থেকে আঠা তৈরি হয়। 'বৈচি জিউলি আকন্দ বনধুধুলের জল।' জীবন, ১৯৩২।

জিউলির আটা [স জীব>] বি জিউলি গাছের আটা। 'কতকটা জিউলির আটা, একটা নিকি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

জিওগ্রাফি, জিওগ্রাফি [বি] ১ বি ভূগোল। 'ফ্রান্স ইংরাজী বিজ্ঞানি জিওগ্রাফি ... ইত্যাদি শাস্ত্র।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি মানচিত্র। 'বসে শহরের জিওগ্রাফীতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি গলির বস্তুতে।' অন্ননা, ১৯২৯।

জিওমেট্রি [বি] বি জ্যামিতি। 'তিন বৃক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথা।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

জিওলজিস্ট [বি] বি ভূতত্ত্ববিদ। 'মিঃ রায়চৌধুরী, জিওলজিস্ট।' বিভূতি, ১৯৩১।

জিঞ্জির [ফা জিনজীর] বি জিঞ্জির; শিকল। 'কাকোলে জিঞ্জির শিরে সোনার টোপার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জিঁশা [স জি>] ক্রি জয় করা। 'মাণিক জিঁশাও তার দশনের পাণ্ডী।' বড়ু, ১৪৫০।

জিকির, জিকীর [আ জিকুর] ১ বি যাকে আরাধনা করা হয়, তাঁর নাম বারে বারে উচ্চারণ বা জপ। 'না পড়িও সবক জিকির না করিয়।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি প্রচারণা; প্রোপাগান্ডা। 'পাড়ার হিন্দু বীরদের ধখায় জিকিরে বহু হিন্দু জন্মায়েত হইল এবং তৎপর শুরু হইল নিষ্ঠুর ছোরাহুরির খেলা।' আজাদ, ১৯৩৯। ৩ বি স্লেগান। 'ঘন ঘন জিকীর তুলছিলেন 'বন্দে' আর তার অনুগামীরা ...।' সাদত, ১৯৬৭।

জিকির তোলা বি কোনো বিষয়ে বার বার বলা। 'অবশ্য সেই একই জিকির তোলা এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য নয়।' রশ্মি, ১৯৩৬।

জিকে [স জীব>] বি গাছবিশেষ। 'রাচিতে কি জিকে গাছের চল নেই।' মণীশ, ১৯৬৩।

জিগজ্যাগ [বি] বি আঁকাবাঁকা অবস্থা। 'আমি সারল্য ডেঙে জিগজ্যাগ করেছি কোশল।' শক্তি, ১৯৬৬।

জিগর [ফা] ১ বি জিওল গাছ। 'এই জিগরগাছের বেড়া।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বি সাহস। 'মস্ত তেওয়ার জিগর।' সাধনা, ১৯২১। ৩ বি ক্রমশঃ। 'তৈয়ার হয় ... ফাড়তে জিগর শক্রদের।' নজরুল, ১৯২২।

জিগা বি অলংকারবিশেষ; জড়াও জিগা। 'এক জিগা ও এক ছড়া মুক্তার মালা।' দর্পণ, ১৮২৫।

জিগাসা [স জিগাসা বি জিগাসা। মানোএল, ১৭৪৩। 'অল্পে অল্পে জিগাসা করি।' আভেনিয়ে, ১৭৪৩।

জিগির, জিগীর [আ জিকুর] ১ বিণ প্রকাশিত। 'তাহার নম্বর সন তারিখ নিচে জিগির আছে।' ক্যালগে, ১৭৯৪। ২ বি বিশেষ জোর দিয়ে বলে বৈ চৈ সৃষ্টি। 'সাম্প্রদায়িক জিগীরে হিন্দু জনসাধারণকে প্রভাবিত ...।' আজাদ, ১৯৪৭। ৩ বি ধূয়া। '১৮৫৭ সালে ধর্মশাস ও জাতিভাষার জিগির তুলেছিলেন সামন্ত নৃপতি ও পুরোহিত গোষ্ঠী।' মহাশোভা, ১৯৫৬।

জিগীষা [বি] বি জয়ের ইচ্ছা। 'তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত।' দর্পণ, ১৮১৯।

জিগীষু [স] বিণ জয় করতে ইচ্ছুক। 'জিগীষুদিগের দুর্দান্ত সংহারক।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

জিগেস [স জিগাসা বি জিগাসা। 'নাম যদি তার জিগেস কর/ সেই আছে এক ভাবনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

জিগেসপড়া [স জিগাসা] বি ষোড়শবর। 'পাছে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগেসপড়া করব তার জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

জিঘাংসা [বি] বি হত্যা করার ইচ্ছা। 'জিঘাংসাবৃত্তিও এ পৃথিবীতে সম্যক অবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জিঘাংসু [স] বিণ হত্যা করতে ইচ্ছুক। 'হিন্দু সংস্কৃতি আজ জিগীষু ও জিঘাংসু উভয়ই।' মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

জিগালস [স জিগালক] বি বিস্মা। 'আকোরল জিগালস দ্রাক্ষা সুদর্শন।' বড়ু, ১৪৫০।

জিগোপনা [বি জিগো+ফা পনা] বিণ উচ্চ বাদেশিকতা; জিগোইজম। 'আর্যমি আর জিগোপনার ছাই দিয়ে দে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জিগির, জিগীর [ফা জিঞ্জির] বি গলার মালা; চেইন। 'আর একটা সোনার জিগীর সামতে।' ক্যালগে, ১৭৮৫। 'অনেকে ... জিঞ্জিরের মতো একরূপ অলঙ্কার পরিয়ে পরে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জিগীবিধা [স] বি বেঁচে থাকার ইচ্ছা। 'পরমেশ্বর যখন জিগীবিধা দিয়াছেন, তখন জীবন রক্ষার যত্ন করা উচিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জিগীবিধু [স] বিণ বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক। 'আমার প্রচণ্ড আকুলতা - জিগীবিধু প্রজাপতির বিদ্রমণ।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

জিগাস [বি] বি প্রশ্ন। 'বড় ব্যস্ত হয়ে শাধা করেন জিগাস।' গরীব, ১৭৬৫।

জিগাসক [স] বি প্রশ্নকর্তা। 'অপ্রতিভ না হইয়া জিগাসকের উপরে রাগাসক্ত।' দর্পণ, ১৮২১।

জিগাসন [স] ক্রি জিগাসা করা। 'দীলাবতী তাহার কুশল জিগাসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জিজ্ঞাসা^১ [স] ১ বি প্রশ্ন। 'নিত্যানন্দ স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ প্রশ্নবোধক। 'জিজ্ঞাসা ও আত্মব্যবোধক চিহ্ন ... অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই।' দর্পণ, ১৮৩৪। জিজ্ঞাসাশব্দ বি জিজ্ঞাসা করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

জিজ্ঞাসাবাদ [স] ১ বি সাক্ষাৎকার। 'তাঁহারা জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ করিলেন ...।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বি প্রশ্ন ও আলাপ আদোচনা। 'হাসপাতালে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে।' মানিক, ১৯৩৬।

জিজ্ঞাসাবিরোধী [স] বিণ ভক্তিপ্রধান। 'জিজ্ঞাসাবিরোধী যে আশোলাল অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে ... রবীন্দ্রনাথ ... তার প্রভাব অনেকটাই এড়াতে পারেননি।' শিব, ১৯৫০।

জিজ্ঞাসাবৃত্তি [স] বি প্রশ্ন করার প্রবণতা। 'জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তিই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জিজ্ঞাসাতরা [স] জিজ্ঞাসা+তরা। বিণ প্রশ্নপূর্ণ। 'কেবল বঞ্চিত বিহবল বিমূঢ় জিজ্ঞাসাতরা চোখে।' সূক্তান্ত, ১৯৪৮।

জিজ্ঞাসা^১ [স] জিজ্ঞাসা। 'ক্রি প্রশ্ন করা; জানতে চাওয়া। জিজ্ঞাসা ক্রি জিজ্ঞাসা করে। 'ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন কাছে।' বৃন্দা, ১৫৮০। জিজ্ঞাসাএ ক্রি জিজ্ঞাসা করে। 'যাক তাক জিজ্ঞাসাএ পুয়ের কখন।' বাহরাম, ১৬৫০। জিজ্ঞাসা করা ক্রি জিজ্ঞাসা করা। 'জিজ্ঞাস করিতে।' মনোএল, ১৭৪৩। জিজ্ঞাসাশক্তি ক্রি জানতে চাইলে। 'জিজ্ঞাসন্ত ভক্তি করি পছিকের হৃদয়ে।' সুলতান, ১৭০০। জিজ্ঞাসায় ক্রি জিজ্ঞাসা করে। 'জিজ্ঞাসায় বারেবার/উত্তর না পায়।' কুসুম, ১৭২০। জিজ্ঞাসি ক্রি জিজ্ঞাসা করে। 'চাহ তুমি জিজ্ঞাসি দেখেনি তাহানে পূনর্বর।' সুলতান, ১৭০০। জিজ্ঞাসিণি ক্রি প্রশ্ন করে। 'কহিল যদি সে কথা জিজ্ঞাসিণি তারে।' সুলতান, ১৭০০। জিজ্ঞাসিণী ক্রি জিজ্ঞাসা করে। 'বার্তা জিজ্ঞাসিণী তার করিল মাননা।' মুকুন্দ, ১৬০০। জিজ্ঞাসিতে ক্রি জিজ্ঞাসা করতে। 'দেখিছা অবিত মোর জিজ্ঞাসিতে ডয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। জিজ্ঞাসিয়ে ক্রি জিজ্ঞাসা করে। 'জিজ্ঞাসিয়ে জানকে জানিস আমি কেবা।' মনিকরাম, ১৭৮১। জিজ্ঞাসিল ক্রি প্রশ্ন করলে। 'কেমতে মায়ির সম্মর রভিতে জিজ্ঞাসিল।' মালাধর, ১৫০০। জিজ্ঞাসিলা ক্রি প্রশ্ন করলে। 'পায় জাতি জিজ্ঞাসিলা পূর্ব সোহরিয়া।' মালাধর, ১৫০০। জিজ্ঞাসিলে ক্রি জিজ্ঞাসা করলে। 'কালপে, ১৭৯৫। জিজ্ঞাসিলেক ক্রি জিজ্ঞাসা করলে। 'কারণ জিজ্ঞাসিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। জিজ্ঞাসিলেন ক্রি জিজ্ঞাসা করলেন। 'যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সব ভক্তগণে।' বৃন্দা, ১৫৮০। জিজ্ঞাসীবা ক্রি জিজ্ঞাসা করা। 'আমি জিজ্ঞাসীবা মায়ে ইহারা দুই জনে কহিলেন ...।' ওর্গা, ১৭৮২। জিজ্ঞাসে ক্রি প্রশ্ন করে। 'যে জনে জিজ্ঞাসে তানে করিতে উচিত।' আলাওল, ১৬৮০। জিজ্ঞাসেন ক্রি জিজ্ঞাসা করেন। 'আগনি ভূপতি তারে তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন।' রূপরাম, ১৭৫০।

জিজ্ঞাসিত [স] বিণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন। 'জিজ্ঞাসিত হইলে সে জানায় যে, তার নাম হইতেছে ...।' আলাদ, ১৯৪০।

জিজ্ঞাসু [স] ১ বিণ জানতে আগ্রহী। 'কেহ যদি কৃষকদিগের দূরবাহার কারণ জিজ্ঞাসু হন।' সোমগ্রন্থ, ১৮৬৮। ২ বিণ অনুসন্ধানী। 'মানুষের জিজ্ঞাসু বৃত্তি তাকে বার বার স্বনির্মিত সন্ধানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে।' শিব, ১৯৫০।

জিজ্ঞাসু [স] ১ বি জিজ্ঞাসা করার বিষয়। 'ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র সিদ্ধ হয়।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি প্রশ্ন। 'কার বিরুদ্ধে সে সম্বন্ধে এখনও তাঁদের জিজ্ঞাসা আছে।' আলাদ, ১৯৪৬।

জিজ্ঞেসবাদ [স] জিজ্ঞাসাবাদ। বি জোরার মাধ্যমে জানার চেষ্টা।

'বেশি জিজ্ঞেসবাদ করলে চৌকাতারা হয়তো বেশে বসবে ...।' মুক্তবা, ১৯৫২।

জিজ্ঞেসা [স] জিজ্ঞাসা। বি কৌতুহল। 'পচিমের বাত্যায়িক হাওয়ার হোয়ার সে-জিজ্ঞেসা গভীর ও ব্যাপক হয়ে ওঠে ...।' মুরশিদ, ১৯৭০।

জিঞা [স] জীব। ক্রি বাঁচা। 'দরজি কাপড় শিঞে বেতন করিয়া জিঞে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জিঞ্জির [ফা জিন্‌জীরা] ১ বি শিকল। 'বাঘহাথা হাতে দিল গলায় জিঞ্জির।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হাজত। 'জেলেই যাউক আর জিঞ্জিরেই যাউক কিছুতেই ঘর নাই।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি জেল। 'বাসালির কূলে কাঙ্গী দিয়ে চোদ বৎসরের জন্য জিঞ্জির গ্যালেন।' হুতাম, ১৮৬১।

জিঞ্জিরধনি [ফা জিন্‌জীর+স ধ্বনি] বি শিকলের শব্দ। 'তাঁহাদের জীবনের প্রতি স্তরে যতই বন্ধনের জিঞ্জিরধনি বাজিয়া ওঠে।' বেগম, ১৯৫৩।

জিঞ্জির-মঞ্জীর [ফা জিন্‌জীর+স মঞ্জীর] বি শিকলের নুপুর। 'আমি বড়, জুপুনের জিঞ্জির-মঞ্জীর বাজে ত্রেস্ত মম পায়।' নজরুল, ১৯২৪।

জিঠী [স] জ্যোতী। বি টিকটিকি। 'হাঁছি জিঠী আয়র উকট না মানিলো।' বড়, ১৪৫০।

জিণ্ডেরা [পা জিনপুর] বি জিনপুর। 'সং ওরু পাখপএ জাইব পুণ জিণ্ডেরা।' চর্চা ১৪, ১২০০।

জিণ্ডেরাম [পা জিনতরন] বি জিনরত্ন। 'ভগই কান্ন জিণ্ড রঅণ বি কইসা।' চর্চা ৪০, ১২০০।

জিশা [স] জি। ক্রি জয় করা। জিশি ক্রি জয় করে। 'হেম পাট জিশি তোহার জঘনে।' বড়, ১৪৫০। জিশিআ ক্রি জয় করে। 'পাকিল শীফল জিশিআ শোভে তোকার দুই তনে।' বড়, ১৪৫০। জিশী ক্রি জয় করে। 'মাঝা খিনী গুরুস্তর বিপুল নিভয়ে মন্ত রাজহংস জিশী চলএ বিলম্বে।' বড়, ১৪৫০। জিশে ক্রি জয় করে। 'নখপাতি তোর চন্দ্রিকা জিশে।' বড়, ১৪৫০।

জিৎ [স] ১ বিণ জয়ী। 'সর্বো দয়া করেন, সর্বো জিৎ, তিনি কারো অন্যএ না করেন।' আতোনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি জয়। 'কিন্ত অবশেষে জিৎ হলো ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জিত [স] ১ বিণ বিজিত; জয় করা হয়েছে এমন। 'কনক কাঞ্চি জিত শরীর সুবলিত।' সুলতান, ১৬৫০। ২ বি লাভ। ওর্গা, ১৭৮২। ৩ বি জয়। 'তোদের বারের জিত হয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭। ৪ বি পরাজিত জন বা গোষ্ঠী। 'জিত ও বিজেতা অবশ্য প্রত্যেকে সুখতিষ্ঠ অনুকরণীয় সংখ্যা।' সূচীন্দ্র, ১৯৫০।

জিতজরামর [স] জিত-জর-অমর। বিণ জরাকে জয়কারী। 'জিতজরামর হয় সেই নর।' ভারত, ১৭৬০।

জিত-জাতি [স] বিণ পরাজিত জাতি। 'জেহু ও জিত-জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জিতন [পা জিত] বিণ জয়ী। 'জিতন হৈতে।' ওর্গা, ১৭৮৫।

জিতশ্রম [স] বিণ শ্রমবিমুক্ত। 'গভলিকা, জিতশ্রম, বাহুদ্যাবিবীণ, গমনসদৃশ তোরা।' সূচীন্দ্র, ১৯২৭।

জিতা [পা জিত] ক্রি জয় করা। 'সদুত্তর বোহঁ জিতল ভববল।' চর্চা ১২, ১২০০। জিতল ক্রি জয় করলে। 'দেখিছ সে শ্যাম জিনি কোটি কাম বদন জিতল শশী।' ফিচরী, ১৬০০। জিতা রও ক্রি বেঁচে থাকে। 'কামল জিতা রও।' নজরুল, ১৯২২। জিতি ক্রি জয় করে। 'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিয়া ভাতি রহয়ে মদন জিতি।' ফিচরী, ১৬০০।

জিতিল কি জিতলো। 'বনু মুস্তাহ পাপী না জিতিল রশে।' সুলতান, ১৭০০। জিতে কি বেঁচে থাকার। 'জিতে পরকার নাই বোল মাহাদানী।' বড়, ১৪৫০। জিতেল কি জিতলাম। 'সদগুরু বোহে জিতেল ভববল।' চর্যা ১২, ১২০০।

জিতা রহ – বেঁচে থাকো। 'বোমা পিত্তলের কামকারবার নাই – জিতা রহ।' সাদত, ১৯৬৭।

জিতেদ্রিয় [স] বি ইন্দ্রিয়জয়ী। 'শত দান্ত জিতেদ্রিয় নির্ণোত বিষয়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জিতেদ্রিয়াত [স] বি ইন্দ্রিয় সংযম। 'এই কি তোমার ব্রীষ্টানধর্মের জিতেদ্রিয়াত?' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

জিতেদ্রিয়ত্ব [স] বি ইন্দ্রিয় জয়করণ। 'বৃদ্ধাবতার ইইয়া, দয়ালুত্ব, জিতেদ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদগুণের পরাকাষ্ঠা এদর্শিত করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জিতেদ্রিয়া [স] বিদ্যে ক্রী কামাদি রিপু বশে এনেছে এমন। 'নয়নরমণী – কহু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে – জিতেদ্রিয়া।' মাইকেল, ১৮৬০।

জিদ [আ জিদ] বি পো; প্রবল ইচ্ছা। 'কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে মনসাপূজা করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর জিদ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জিদ-ছাড়া করা কি জিদ ভাঙা। 'কিশোর বালকগুলির জিদ বোধহয় জীবনে তাকে প্রথম জিদ-ছাড়া করিল।' শওকত, ১৯৫৮।

জিদি [আ জিদ্দী] বিণ একরোষা। 'ত এমন জিদি সোকে হলে একটা সুটে যে তিন জেনারেসন কাটানো যায়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

জিদ্দি, জিদ্দী [আ] বিণ একতরো। বিদ্যা, ১৮৯১। 'মনশী সাহেব ধড়িঙা জিদ্দী এবং দাসসেনেওয়ালা বান্দা।' শওকত, ১৯৪৬। 'জিদ্দী মেয়ে।' মনসুর, ১৯৫৫।

জিন^১ [ফা জীন] ১ বি চামড়ার আসনবিশেষ। 'মোজা পানবন্ধ জিন নিরময়ে অনুদিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ঘোড়ার পিঠে বসার চর্মাসন। 'ঘোড়ার জিনেতে সাজে নৈ হাজার কাঠি।' রূপরাম, ১৭৫০।

জিন কষা কি ঘোড়ার পিঠে পদী লাগানো। 'একটা ভাল ঘোড়া, শীঘ্র জিন কষিতে বস।' শরৎ, ১৯১৩।

জিন দেওয়া কি ঘোড়ার জিন পরানো। 'ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একবারে।' বিজুতি, ১৯৩১।

জিন^২ [হি] বি একপ্রকার মদ। 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে ব্রাহ্মি, রম, জিন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জিন^৩ [হি] বি একধরনের মোটা কাপড়। 'নীল-সোহিত-রোখান্ধিত জিনের রাঙ্গিবর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জিন^৪ [আ] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আতন থেকে তৈরি অদৃশ্য সত্তাবিশেষ। 'সেইদিন উক্ত জিনগণ মনস্থ করিল।' রোকেয়া, ১৯২২; 'রোয়ে ওয়হা-হোবল' ইবলিস খারোজিন, – কাঁপে জিন' নজরুল, ১৯২৪।

জিনউর [পা জিনপুর] বি জিনপুর। 'হেরি সে কাহ্নি গিঅড়ী জিনউর বইই।' চর্যা ৭, ১২০০।

জিনদেগী [ফা জিন্দগী] বি প্রাণ। 'জাতীয় জীবনে এসেছে নতুনতর জিনদেগীর জোয়ার।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

জিনন [স জি-] ১ বি জয়ী হওয়া। 'ভক্তি বিনু বিশ্বস্ত জিনন না জায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আধিক্য। মানোএল, ১৭৪৩।

জিননিয়া বিণ জয়ী। মানোএল, ১৭৪৩।

জিনপোষ [ফা] বি ঘোড়ার পিঠে বসার জন্য ব্যবহৃত আসনের বাঁধনি। 'সম্ভব জিনপোষ থেকে পেরেকটি সেখানে বিধেছিল।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

জিনা^১ [স জি-] কি জয় করা। 'জিনিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। জিনএ কি জয় করে। 'ভুরু যুগা জিনি ধনু কটাকে জিনএ কামপুর।' সুলতান, ১৬৫০। জিনি ১ কি জয়লাভ করি। 'সকল জলদরুতি জিনি দেহকাজী।' বড়, ১৪৫০। ২ কি জয় লাভ করে। 'হেনকালে কৃষ্ণ জিনি কাহার সকতি।' মালাধর, ১৫০০। ৩ কি জয় করে। 'রাহুৎসবর জিনি চরণে নুপুর ধরনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। জিনিআ, জিনিআ কি জয় করে। 'মাণিক জিনিআ দশনদুতী।' বড়, ১৪৫০; 'তালফল জিনিআ তোকার পয়োভার।' বড়, ১৪৫০। জিনিও কি জয় করে। 'মুকুতা জিনিও দুই দশন প্রকাশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। জিনিএও কি জয় করে। 'মাণিক জিনিএ দশন জুতি।' বড়, ১৫৭০। জিনিতে কি জয় করতে। 'কেহোত জিনিতে নারে একেই শোনার।' মালাধর, ১৫০০। জিনিবি কি জিতবো। 'না জিনিব আশি তার রশে।' সুলতান, ১৭০০। জিনিবে কি জয়ী হবে। 'বিচারে জিনিবে যেই জন।' রামতনয়, ১৭৮০। জিনিবেক কি জয় করবে। 'সুগুণী জিনিবেক সত্তম সমুদ্র।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। জিনিমু ১ কি জয় করবে। 'অংকার করিয়া বোলে জিনিমু বসতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি জয়ী হবে। 'অন্যায় করিলে তবে সে জিনিমু।' সুলতান, ১৬৬৬। জিনিয়া কি জয় করে। 'কোমর জিনিয়া মাঝি বীন দুলাহ জোন কুনক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'কিবা দন্তভাতি মুকুতার পতি জিনিয়া কুদার কড়ি।' ফিঙ্গি, ১৫৫০। জিনিশ কি জয়লাভ করলো। 'সিনু হেয়া প্রভুরাম তাহাকে জিনিল।' মালাধর, ১৫০০। জিনিলা কি জয় করলে। 'প্রোমতে জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ।' আলাওল, ১৬৮০। জিনিলে কি জয় করলে। 'তোমার চরণে জার আহয়ে ভকতি জিন্বেলে জিনিলে তার কি করে দুর্গতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। জিনে কি জয় করে। 'জেই জন জিনে তারে কান্দেতে করিয়া।' মালাধর, ১৫০০। জিনেন কি জয় করেন। 'জয়যোগে যদ্যপি জিনেন করে রণ।' মানিকরাম, ১৭৮১। জিন্যা কি জয় করে। 'বিদু জিন্যা বরণ বৈশাখ ঠাপা ফল।' মানিকরাম, ১৭৮১। জিন্যাছি কি জিতেছি। 'অনেক হারাইছি গো জিন্যাছি একবার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জিনা^২ [আ জিনা] বি বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গম। 'জিনা করহ ...।' মনসুর, ১৯৫৫।

জিনাকারি [আ জিনাকার] বি ব্যভিচার। 'বিয়া ছাড়া পেটে সন্তান ধরা যে সত্যই জিনাকারি।' মনসুর, ১৯৫৫।

জিনি সর্ব যিনি। 'ধর্মে জিনি যুধিষ্ঠির।' আলাওল, ১৬৮০।

জিনিয়া [হি] বি ফুলবিশেষ। 'সে অর্কিড, ডালিয়া, জিনিয়া, ক্যানার চারা চেয়ে নিত।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

জিনিয়াস, জিনিয়াস [হি] বি প্রতিভাবান ব্যক্তি। 'সত্যি তুই একটা জিনিয়াস।' শিবরাম, ১৯৪০; 'বাঘা জিনিয়াসের মত তেড়ে এলেন না।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

জিনিশ [আ জিনাস] বি বস্ত্র। 'পুরানা পল্টনের যে-জিনিশটি আমি কখনো ভুলবো না, তা হচ্ছেতার বর্ষার রূপ।' বুদ্ধদেব, ১৯৩২।

জিনিষ [জিনিয়াস] ১ বি মালামাল; বিভিন্ন বস্তু। 'জে জিনিষ এখানে আদায় পৌঁছায়ছে দাবিল মাফীক পাইলাম।' ওর্গা, ১৭৮২। ২ বি কাজ। 'সে একটা জিনিষ নিজে আরম্ভ করেছে বলেই ... শেষ করতে চায়।' কবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৩ জিনিষ

জিনিষপত্র [আ জিন্স+স পত্র] বি দ্রব্যসামগ্রী। 'তৈজসপত্র ঘরবাটী গরুবাছুর গহনাপাটী গাছপালা জিনিষপত্র।' ওসাঁ, ১৭৮২।

জিনিস [আ জিন্স] ১ বি বস্ত্র। *মাদোএল*, ১৭৪৩; 'এই খবর কিখা কোন জিনিস ঠাইলনা জায় কিখা পাওয়া জায়।' *ক্যালপে*, ১৮০০। ২ বি প্রতিষ্ঠান। 'বিশভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।' *শিব*, ১৯৫০।

জিনিসপত্তর [আ জিন্স+স পত্র] বি মাগপত্র। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'মোকদ্দাস সত্বর শ্রদ্ধত হইল বাধি জিনিস-পত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জিনিসপত্র [আ জিন্স+স পত্র] বি দ্রব্যসামগ্রী। 'পুনরায় সিদ্ধক সমেদ জিনিসপত্র রাখিলেন।' *ডেরলি*, ১৮০০; 'নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিসপত্রের বেঁধাঘেঁষা বড়ো শ্রান্তিজনক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জিন্দা [ফা] বিশ জীবিত। 'মুর্দা মীল আর জিন্দা দেহের নিছক স্তব।' *বেনজীর*, ১৯৪৫।

জিন্দাপির, জিন্দাপীর [ফা] বি সিদ্ধপুরুষ। 'তুমি সর্বশাস্ত্র জ্ঞান জিন্দাপীর প্রায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'আপো জিন্দাপিরের বাদনানে যাও দেখিয়ে দিবে সন্ধানো।' *লালন*, ১৮৯০।

জিন্দাবাদ [ফা জিন্দা+স বাদ] বি অমর হোক - কামনাসূচক শব্দ। 'আল্লাহ জিন্দাবাদ-এর ধ্বনি।' *নজরুল*, ১৯৪১।

জিন্দান [ফা] বি কারাগার। 'বজ্রহাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিকে নাড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জিন্দান-কুয়া [ফা জিন্দান+স কুপ] বি কারাগার স্বরূপ কুপ। 'এরকম জিন্দান-কুয়ায় পড়ে থাকতে দেখা হযনি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

জিন্দানখানা [ফা] বি জেলখানা। 'জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাতে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

জিন্দিশানী [ফা] বি জীবন। 'একী ঘন-সিয়া জিন্দিশানীর বাব।' *মুকুন্দ*, ১৯৪৩।

জিন্দিশি, জিন্দিশী, জিন্দেগি [ফা] বি জীবন। 'জিন্দেগীর বাকি কালাটা যে আল্লার নাম নিয়ে কাটিয়ে দেব।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'জিন্দিশি ভরিয়া পতি আর ত দেখা হল না।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'সহযোগী হিন্দু মন্ত্রিদগকে চটাইলে তাঁর মন্ত্রিসভার জিন্দিশী কাবার হইবে।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জিন্নাত, জিন্নাত [আ জিন্নাত] বি ইসলাম ধর্মমতে বেহেশ্ত। 'আল্লাহ তাকে জিন্নতে আয়গা দেন।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'জিন্নাতে সে যাইবে নাক, মা না তাহার সঙ্গী হলে।' *জসীম*, ১৯৩১।

জিন্নতবাসিনী [আ জিন্নাত+স বাসিনী] বিশ স্ত্রী ইসলাম ধর্মমতে বেহেশ্তবাসী। 'জিন্নতবাসিনী জাহান-আরার স্বরণে।' *মুজতাবা*, ১৯৪৯।

জিপ [বি] বি মোটরগাড়িবিশেষ। 'কোথা থেকে ছেলেরা এল জিপ নিয়ে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

জিপসি, জিপসী [হ] বি ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন জাতি। 'জিপসিদের গান গাইবার ঢং।' *ধৃষ্টি*, ১৯৩১।

জিপসী নাচ [হি জিপসি+নাচ] বি জিপসিদের অনুরূপ নাচ। 'নার্সিস মুর্শিদার একটি সারি নাচ, তখনের জিপসী নাচ এবং ...' *বেগম*, ১৯৬০।

জিব [স জিব্রা] বি জিব্রা। 'জিব কাটে জিব ফোড়ে করএ চড়ক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিব কাটা ক্রি লজ্জা প্রকাশ করা। '(জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে

কি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

জিব [ফা জিব্রা] বি পকেট। ওসাঁ, ১৭৮৫।

জিবন [স জীবন] বি প্রাণ। 'ধরিয়া অক্ষুট তার বহিল জিবন।' *মালাধর*, ১৫০০।

জিববন্ধন [স জীববন্ধন] বি জীবন-বন্ধন। 'ডনই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি জিববন্ধন আসপাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জিবরিল [আ জীবরাদিল] বি ইসলামমতে স্বর্গীয় দূতবিশেষ। 'জিবরিল স্থানে প্রহু কহিলা বচন।' *সুলতান*, ১৭০০।

জিব [ক্রি] যাওয়া। 'জাবে হে সাগর ব্যাঘ্রা সে পথে না জিব নায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিব [স জীব] বি বাঁচা। 'সাজনি জিবথু সএ পচাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'না জানি কি জিব পরজন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'জদি আছে জিবর সাদ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিবে গজা বি জিহ্বার মতো আকৃতিবিশিষ্ট গজাবিশেষ। 'গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মজা।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

জিব্রিল [আ জীবরাদিল] বি জিব্রিল; ইসলামমতে স্বর্গীয় দূতবিশেষ। 'জিব্রিল রহিল তথা রহিলেক হএ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

জিত [স জিহ্বা] বি জিহ্বা। *মাদোএল*, ১৭৪৩; 'তীব্র ধারটুকু তোমার জিহ্বের আগায় রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

জিতজলা [স জিহ্বা+হি ওয়াল্লা] বিশ শিখামুকু। 'বেরিয়ে আসবে খারালো জিতজলা আওন।' *হাসান*, ১৯৭৪।

জিত কাটা ক্রি লজ্জা প্রকাশ করা। 'এমন কথা স্বপ্নে ভাবলে স্বপ্নে জিত কাটেন।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

জিত বের হওয়া ক্রি সাধারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম করা। 'অন্নসংস্থান করতেই তার জিত বেরিয়ে যাচ্ছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

জিত [স জিহ্বা] বি জিহ্বার মতো আকৃতি এমন। 'জিত-গজার ফেরওয়ালারা ... বাজনা বাজিয়ে ছেলেরের আকর্ষণ করতো।' *বিমল*, ১৯৫৩।

জিতে পানি আসা ক্রি লোভ হওয়া। 'জিতে পানি এসে যাচ্ছে।' *শামসুল*, ১৯৬২।

জিত্যা [স জিহ্বা] বি জিহ্বা। 'জিত্যার জড়তা কিবা মনের বাসনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

জিম [স যম্বিন] বি যম্বিন। জিম জিম [স যম্বিন] ক্রিবিধ যেভাবে। 'জিম জিম করিয়া করিনিহের রিসত।' *চর্যা* ৯, ১২০০।

জিমনাসিয়াম, জিমন্যাসিয়াম [হি] বি ব্যায়ামাগার। 'জিমনাসিয়াম নেই।' *জীবন*, ১৯৩২; 'জিমনাসিয়ামে যা দলাইমলাই দেয় একখানা।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

জিমনাস্টিক, জিমন্যাস্টিক [হি] ১ বিধ এক রকমের শারীরিক কসরত-সম্পর্কিত। 'শেষবারে সে এক জিমন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ বি শারীরিক প্রশিক্ষণ। 'জিমনাস্টিকের মাস্টার এসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

জিহা [আ জিহ্বা] বি জিহ্বা। 'দশানি হয় আনি ভাসের নিরাকরন কাগজ পত্র সোরস্ত করিয়া দস্তাখতি ২ করাইয়া আপন জিহা রাখিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

জিজ্ঞিত [স জিজ্ঞিত] বিশ হাইতোলা। 'জুর নহে অঙ্গে সদাই তাপ জিজ্ঞিত মুখ কলবের কাঁপ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

জিম্মা, জিম্মো [আ জিম্মা] ১ বি আয়ত্ত; অধিকার। 'তোর জিম্মা মোর পুরী'। ভারত, ১৭৬০। ২ বি জমা। 'বাকি দালালের জিম্মে আখেরি মৌযুমে হইবেক'। হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ বি তত্ত্বাবধান। 'ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা'। রামধনসাদ, ১৭৮০।

জিম্মাদার, জিম্মেদার [আ জিম্মা+দা দার] ১ বি যার কাছে কোনো জিনিস জমা রাখা যায়। 'জিম্মাদার'। বিদ্যা, ১৮৯১; 'শেয়ারের টাকা ও লভ্যাংশের জন্য জিম্মাদার খোদ গভর্ণমেন্ট'। মাহেনও, ১৯৪৯। ২ বি তত্ত্বাবধানকারী। 'তার জন্য গাইডকে জিম্মেদার করেছেন'। মূলতবা, ১৯৬৬।

জিম্মাদারি, জিম্মাদারী [আ জিম্মা+দা দারি] বি কোনো কিছু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। 'জাতির পিতা ... আমাদের কাছে যে জিম্মাদারি দিয়া গেছেন'। মনসুর, ১৯৪৫; 'তোমার জিম্মাদারী এখন বেড়ে গিয়েছে'। মূলতবা, ১৯৬০।

জিয়ন-মরা [স জীবন+মরা] বিণ জীবনহীন। 'যারা বস্ত্র ছিল আঁকড়িয়ে/ তারা জিয়ন-মরা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জিয়ন্ত [স জীব+] বিণ জীবন্ত; জীবিত। 'কাহ্নের বিরহভার জিয়ন্তে ময়িলো ল'। বড়ু, ১৪৫০।

জিয়ন্তে মরা বি জীবিত থেকেও মৃত অবস্থা। 'জিয়ন্তে মরা থেকে মুক্তি গেলে সে শেষে হাফ ছেড়ে বাঁচে'। অবন, ১৯২৫।

জিয়ল, জিয়েল, জিয়োল [স জীব+] ১ বি অল্প পানিতে বহুদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় এমন মাছ। 'পোতাটা জিয়োল, এক গগা বাচা'। শমসুল, ১৯৬২। ২ বি গাছবিশেষ। 'জিয়লের ডালের দীর্ঘ ছায়াটা সুধানীর সোথে এসে পড়েছে'। সেগিনা, ১৯৬৯। ৩ বিণ অল্প পানিতে বহুদিন বাঁচে এমন। 'যে সব প্রত্যয় ও প্রজিভা মানুষকে বন্ধকপের জিয়লে মাছ করে রেখেছে'। শরীফ, ১৯৭০; 'জিয়ল মাছের ডরা বিশাল ভাঙের মতো'। মাহমুদ, ১৯৭৩।

জিয়লজিকাল [বি] বি ভূতাত্ত্বিক। 'আমাকে জিয়লজিকাল সার্ভে কাজে লাগিয়ে দিলেন'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জিয়লজিস্ট [বি] বি ভূতত্ত্ববিদ। 'আসিস্টেন্ট জিয়লজিস্ট পিখেছেন'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জিয়া, জিয়ানো [স জীব+] ক্রি বাচা; জীবিত থাকা। জিয়এ ক্রি বাঁচে। 'তুমি জিলে সকল জিয়এ'। মালাধর, ১৫০০। জিয়া ক্রি জীবিত থেকে। 'মাও মেল তখি বুড়া জিয়া কাজ কী'। মুকুন্দ, ১৬০০। জিয়াইতে ক্রি জীবিত করতে। 'কর্ণুর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি'। মুকুন্দ, ১৬০০। জিয়াইয়া ক্রি জীবিত করে। 'কাহ্নের করিবে গুণ জিয়াইয়া মরা'। রূপরাম, ১৭৫০। জিয়াইল ক্রি জীবন দান করলে। 'অমৃত দিগ্দি দিয়া কৃষ্ণ সভারে জিয়াইল'। মালাধর, ১৫০০। জিয়াইলা ক্রি জীবন্ত রাখা। 'পাইতে আজনা দুঃখ কেন জিয়াইলা'। আলগল, ১৬৮০। জিয়াএ ক্রি জীবিত করে। 'সজীবকে মৃত করে মৃতকে জিয়াএ'। বাহরাম, ১৬৫০। জিয়াব ক্রি জীবিত করলে। 'মরা শিত আন তবে জিয়াব এখন'। রূপরাম, ১৭৫০। জিয়ায় ক্রি জীবন দান করে। 'অধরঅমৃত দিয়া জিয়ায় প্রীহারি'। মালাধর, ১৫০০। জিয়ায়া ক্রি জীবিত করলে। 'লুইচন্দ্রে জিয়ায়া আপন বিদ্যামান'। রূপরাম, ১৭৫০। জিয়ে ১ ক্রি বাঁচে। 'এছ নরকাকি বিচ কৈছে শোক জিয়ে'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি উজ্জীবিত হয়ে। 'জিয়ে মোর কাম'। ভারত, ১৭৬০। জিয়া বিণ জীবন্ত। 'তোমার আসিবে জদি বাবা আইল জিয়া'। মুকুন্দ, ১৬০০। জিল ক্রি জীবিত হলো। 'মরিয়া জিল পুর মোর আবার সুন্দরে'। মালাধর, ১৫০০। জিলা ক্রি বেঁচে গেলো। 'কালীয়া সাপের মুখে জিলা দেবরাজে'। বড়ু, ১৪৫০। জিলাহৌ ক্রি জীবন লাভ করলে। 'ভাগে

পূণী জিলাহৌ এখুণী মরিতাহৌ'। বড়ু, ১৪৫০। জিলী ক্রি জীবিত হলি। 'মরিয়া জিলী রাখা গোকুল সমাজে'। বড়ু, ১৪৫০। জিলে ক্রি জীবিত হলে; বাঁচলে। 'তুমি জিলে সকল জিয়এ'। মালাধর, ১৫০০। জিলো ক্রি বাঁচলাম। 'জিলো মোঞি গোকুল আগে'। বড়ু, ১৪৫০।

জিয়াদা, জেয়াদা [আ জিয়াদাহা] বিণ বেশি; অতিরিক্ত। 'জিয়াদা কি লিখিব'। ওর্গা, ১৭৮২।

জিয়ানো [স জীব+] ১ বিণ জন্মট বাঁধা। 'জিয়ানো মিছরি রসে তার হাসি অতুল'। নজরুল, ১৯৩৪। ২ বিণ জীবন্ত। 'যদি তুমি ছিড়ে দাও, ভেঙে দাও জিয়ানো কুসুম'। বিষ্ণু, ১৯৩৭।

জিয়াফত [আ] বি ভোজনের নিমন্ত্রণ। 'তাদেরও দেখি সেদিনে খোদার জিয়াফত করুল করতে'। হাই, ১৯৪৭।

জিয়ারত [আ] বি ভক্তির সঙ্গে কর্তব্য পরিদর্শন করে প্রার্থনা। 'হজরত নূরনবী মোহাম্মদের রওজা জিয়ারত'। মশাররফ, ১৮৮৫।

জিয়েল, জিয়েল ট্র জিয়ল

জিয়েলখাফি [বি] বি ভূগোলবিদ্যা। 'তোমার জিয়েলখাফি আনো'। শরৎ, ১৯১৭।

জিয়েমেট্রি [বি] বি জ্যামিতি। 'জিয়েমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জির বি কঁচো। 'মাটিতে লেগে থাকে জিরের মতো'। আলআউদ্দিন, ১৯৭৭।

জিরগু [বি] জরগাখি বি আফগান রাজ্য পরিষদ। 'বাড়িতে পাঠানমুহুরকের জিরগা বসে যেত'। মূলতবা, ১৯৪৯।

জিরা [স জীরক] বি মসলাবিশেষ। 'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস চড়িয়ে খোঁজানি মছরি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

জিরাই [ফা জিরা] বি শিকল-নির্মিত বর্ম। 'শিরের মুকুট কাটি কাটিল জিরাই'। সুলতান, ১৭০০।

জিরান কাট [ফা জিরয়ান+কাটা] বি খেজুর গাছ কেটে পরপর তিনদিন রস নিয়ে বিরতিতে পর প্রথম দিনের কাটা। 'জিরান কাটের টাটকা রস'। বিষ্ণু, ১৯৩১।

জিরানিয়ম [বি] বি ফলবিশেষ। 'জিরানিয়ম, ডর্বিয়া, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ'। বটম, ১৮৭৮।

জিরানো [ফা জিরয়ান] ক্রি বিক্রাম করা। মানোএল, ১৭৪৩; 'সিংহ একটু জিরাইবা মায় কহিলেক'। তাম্রিণী, ১৮০৩। জিরুতি ক্রি বিক্রাম করতে। 'এটু জিরুতিও পালাম না'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জিরাক [বি] বি আফ্রিকার লম্বা গলাওয়ালা উঁচু প্রাণীবিশেষ। 'সারিমিটি'র সঙ্গে কমিকালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে - সেই জন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাক কমিক, ঝুলতা কমিক'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জিরি জিরি [স জর্জরা] বিণ সুরু সুরু। 'ও-পারের তীরে জিরি জিরি পাতা বুরিতেছে কিরি কিরি'। নজরুল, ১৯২৯।

জিরে [স জীরক] বি মসলাবিশেষ। 'মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি ... ইত্যাদি এক সপল দ্রব্যের মাসুল ...'। চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

জিরেশ [ফা জিরয়ান] বি অবসর। 'মোড়োঙ্গোলা জিরেন পেলেন'। হুতাম, ১৮৬১।

জিন্ন [স জীর্ণ] বিণ ক্ষয়প্রাপ্ত। 'সংসারের সার গোসাঞ্জি সব জিন্ন জ্ঞাএ'। মালাধর, ১৫০০।

জির্মা [আ জিমা] বি জমা। 'জির্মে'। ওর্সা, ১৭৮২।

জির্মা [আ জিমা] বিণ দায়িত্বাধীন। 'জদি কিছু লোকসান হয় পহিলা খরিদারের জির্মা হইবেক'। ক্যালগে, ১৭৯৬।

জিলকদ [আ] বি হিজরি একাদশ মাস। 'নামে জিলকদ রাতের শা'দাী তেত তবকের চাঁদ'। ফরকস, ১৯৪৮।

জিলকি [হি বলকী] বি ঝিলিক। 'তরবারির মত ঝকঝকে জিলকি আর আতন'। আলাউদ্দিন, ১৯৭১।

জিলাহুজ্জ [আ] বি হিজরি ষাদশ মাসের নাম। 'সন্ত দিন জিলাহুজ্জ চানদের হৈল যবে'। সুলতান, ১৭০০।

জিলা [আ] বি দেশ অথবা প্রদেশের অংশবিশেষ। 'তোমাকে জিলার আদালত আমার তরফ ... মোকরর করিলাম'। ওর্সা, ১৭৮২; 'জিলা ভাগলপুর'। এডমন, ১৭৯৩।

জিলাদার [আ জিলা+ফা দার] বি জেলার শাসক। 'জিলাদার সাহেব লোক ও অন্য সাহেব লোক অনেক আসিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

জিলাপি, জিলাপী [হি জলেবী] বি প্যাচানো কুপাণ্ডুতির মিঠাইবিশেষ। 'অপূর্ব মৃতপক মিঠাই মতিচূর জিলাপী গোলাও পানচুয়া প্রকৃতি'। ভবানী, ১৮২৫।

জিলাপির ফের - জিলাপির পাকের মতো মনের কুটিলতা। 'জিলাপির ফেরে চলে, তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কথা বলে'। প্যাট্রী, ১৮৫৮।

জিলাবি [হি জলেবী] বি প্যাচবিশিষ্ট গোলাকার মিঠাইবিশেষ। 'জিলাবি মিঠে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জিলাবোর্ড [আ জিলা+ই বোর্ড] বি জেলা পরিষদ। 'জিলাবোর্ড ইউনিয়ন বোর্ড এসব কিছু নয়'। মনসুর, ১৯৪৩।

জিলিপি, জিলিপি [হি জলেবী] বি জিলাপি। 'এই আদুকবিশিষ্ট এই জিলিপির সোকাণ পর্বস'। শিবরাম, ১৯৫০; 'সোকানের সোকাণে গরম জিলিপি ভাজছে একটা লোক'। বিমল, ১৯৫৩।

জিলিবি [হি জলেবী] বি জিলাপি; মিষ্টান্নবিশেষ। 'জিলিবি আর মেঠাই আনাব'। নজরুল, ১৯৩০।

জিফু [স] বিণ জয়শীল। 'আর্য সনাতন জিফু ইন্দ্র অজ মহাবিফু'। মনিকরাম, ১৭৮১।

জিহাদ [আ] বি ইসলাম ধর্মমতে ধর্মের জন্য যুদ্ধ। 'আমান উল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন'। মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

জিহি [স জিহা, হি জীহ] বি জিড। 'জিহি গোটা পাইল তার সকল ভুবন'। মালাধর, ১৫০০।

জিহোবা [আ] বি ইহুদি বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বশক্তিমান। 'গ্রিহনীয়েয়া জিহোবাকে ... অসীকার করিয়া আসিয়াছেন'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

জিহ্বা [স] ১ বি জিড। 'জিহ্বার সহিত দন্তের পরিণতি'। চন্দ্রী, ১৫৫০। ২ বি কঠ। 'সভার জিহ্বায় সেই ভাগবতী গায়'। বৃন্দা, ১৫৮০।

জিহ্বাওয়ালা [স জিহা+হি ওয়ালা] বিণ জিহ্বাধারী। 'জিব নাটিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সন্তের দল'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

জিহ্বা খসা [জি বোবা হওয়া]। 'মহিনের সখকে নিন্দা ... তাহার জিহ্বা খসিয়া যাক'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

জিহ্বাশ্র [স] বি জিহ্বার ডগা। 'হরিবংশে আছে ... জিহ্বাশ্র হইতে নাম, এবং মূর্ধা হইতে অথর্বের সূত্রন হইয়াছিল'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জিহ্বা দংশন [স] বি দাঁত দিয়ে জিব চেপে ধরা; জিবকাটা। 'হুখু

আলীর সেই জিহ্বা দংশন, সেই পদস্পর্শন'। রশ্মীদ, ১৯৬৩।

জিহ্বাদোষ [স] বি কঠির ভারত্যা। 'কেহ তিক্ত বাসে জিহ্বাদোষের কারণে'। বৃন্দা, ১৫৮০।

জিহ্বামূল [স] বি জিহ্বার গোড়া। 'কঠ হোন্তে চারি আনুল জিহ্বা মূল'। সুলতান, ১৭০০।

জিহ্বামূলীয় [স] বিণ জিহ্বামূল বিষয়ক। 'জিহ্বামূলীয় বর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে'। রাজ, ১৮৭৪।

জিহ্বালম্পট [স] বিণ লোভী। 'যতি হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জিহ্বাশেষ [স] বি জিহ্বার রোগবিশেষ। 'জিহ্বাশেষ এবং নাড়ীর চাক্ষুষ হওয়াতে গুরুতর রোগ বোধ হইল'। অক্ষয়, ১৮৪২।

জিম্মা [স জুম্মা] ক্রি হাই ওঠা। 'সাক্ষাৎ জিম্মা হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে ...'। চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

জীআ, জীয়া [স জীব>] ক্রি বাচ। 'রাখিকা এড়িয়া আজি জীবো কোমনে'। বড়ু, ১৪৫০। জী ক্রি বাচে। 'বৃথা জীবন জী'। চন্দ্রী, ১৫৫০। জীঅ ক্রি জীবিত থাকে। 'চির জীঅ কাহাঞি'। কুলের নন্দন। বড়ু, ১৪৫০। জীআউক ক্রি জীবিত করুক। 'বানী দিআ জীআউক মোরে'। বড়ু, ১৪৫০। জীউব ক্রি বাচবে। 'অরে কৈসে জীউব মঞেরে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। জীউক ক্রি বেঁচে থাকুক। 'কু আনুমতী'। নাগর কাহাঞি'। জীউক তার পরসে'। বড়ু, ১৪৫০। জীম ক্রি বাচে; জীবন ধারণ করে। 'মরে ভাল জীএ ভাল জগাইলো তোরে'। বড়ু, ১৪৫০। জীও ক্রি জীবিত আছি। 'দিঠা দিঠা চিত্ত মজিয়া গেল তোর আনুমতী জীও'। বড়ু, ১৪৫০। জীওব ক্রি বেঁচে থাকবে। 'যাবত জীওব/শ্রম ন হোড়ব'। বাহরাম, ১৬৫০। জীও ক্রি বাচবে। 'কিনা জীও মারো এই হউ মোর আশ'। বৃন্দা, ১৫৮০। জীওঁরা ক্রি জীবিত আছি। 'জীওঁরা মৌ সঙ্গমে তোরে ল'। বড়ু, ১৪৫০। জীতে ক্রি বাচতে। 'বিফল জনম তার জীতে কেন সাদ'। মুকুন্দ, ১৬০০। জীবো ক্রি বাচবে। 'রাখিকা এড়িয়া আজি জীবো কোমনে'। বড়ু, ১৪৫০। জীল ক্রি জীবিত হলে। 'জত মরিয়াছিল জীল তক্ষণ'। বিজয়, ১৬৫০। জীলো ক্রি বাচে। 'তোর প্রসাদে আর জীলো একবারে'। বড়ু, ১৪৫০।

জীউ [স জীব] বি জীবন; শ্রাণ। 'দয়া করী কাহু মোরে দেউ জীউ দান'। বড়ু, ১৪৫০।

জীউত বিণ জীবিত। 'এক ধোয়ানে জীউত পয়াণ'। বাহরাম, ১৬৫০।

জীউভা [স জীবন্ত>] বিণ জীবন্ত। 'জীউভা জেদেদী ভর বন্দখানা রহে'। গরীব, ১৭৬৫।

জীউদান বি জীবনদান। 'এক বার দেহ জীউদানে'। বড়ু, ১৫৭০।

জীউন [স জীবন] বি জীবন। 'তেজব জীউন কঠে পরাণ'। বাহরাম, ১৬৫০।

জীউ [স জীব>] বি বুক। 'জীউত উগর উঠি নিবারিলো কাহে'। বড়ু, ১৪৫০।

জীওন [স জীবন] ১ বি জীবন। 'পশ জীওনের'। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি জীবন দেওয়া; জীবন দেওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

জীওল [স জীব>] বি গাছবিশেষ, যার কণ দিয়ে আঠা তৈরি করা যায়। 'নদীর ধারের বাবলা ও জীওল গাছের আড়ালে ...'। বিজুতি, ১৯২৯।

জীৱাসা [স জিঙ্কাসা] বি জিঙ্কাসা। মেয়ৰ্ণ, ১৭৫৭।

জীজ্ঞাসা [স জিঙ্কাসা বি জিঙ্কাসা; প্রশ্ন] 'রাজা বিক্রমাদিত্যকে জীজ্ঞাসা কৰিলেন।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

জীতা [স জি:] বি জীৱিতগণ। 'আলীকে দেখিয়া সবে জীতা হইল মরা।' গরীব, ১৭৬৫।

জীন [ফা] বি ঘোড়ার পিঠে বসার গদি। 'হামেশা বাকিনু জীন বাঘের পিঠেতে।' গরীব, ১৭৬৫।

জীনা ক্রিয় করা। 'চান সতাবএ সবিতাহ জীনা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জীনিয়স, জীনিয়াস [হি] বি প্রতিভাবান ব্যক্তি। 'কর্তার ঔকে জীনিয়স বলত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'আমাগো বাঙ্গালগো মইধ্যে কত জীনিয়াস আছে।' সুনীল, ১৯৭০।

জীনিষ [আ জিন্স] বি বস্ত্র; মাল। 'খত চাহি না আমাকে জীনিষ দেও।' মেয়ৰ্ণ, ১৭৫৭।

জীনিস [আ জিন্স] বি বস্ত্র; মাল। ওর্গা, ১৭৮২।

জীপ [হি] বি এক ধরনের মোটরগাড়ি। 'শুক্ল-নারী পথে ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে।' জীবন, ১৯৪০।

জীব [স] ১ বি প্রাণী। 'পিবএ চাহ মধু জীব উপেবি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ জীবিত। 'তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি মানুষ। 'সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি জীবন। 'শিব সঙ্গে পরসে পুতলি পাইল জীব।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জীবকঙ্কাল [স] বি জীবদেহের কঙ্কাল-কাঠামো। 'অতীত যুগের জীবকঙ্কালের ন্যায় তাহাকে কেবল দেখিবার জন্য রাখিয়া দাও।' শরীদুয়াহ, ১৯০১।

জীবকীট [স] বি জীবিতজন্ত। 'জীবকীট কোথায় পাইবে তার...' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জীবকুল [স] বি প্রাণীজগৎ। 'যেখানে ডুময় জীবকুল (ফুলকুল যথা নিদায়ে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে বহিল।' মাইকেল, ১৮৩০।

জীবকোষ [স] বি জীবদেহের সূক্ষ্মতম একক। 'মানবদেহে বহুকেটি জীবকোষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জীবঘন [স] বিণ জীবপূর্ণ। 'অভিশাপ হেথা বর্ষে নিরন্তর নক্ষত্রের ঋতুরূপে জীবঘন ধরিত্রীর বুকে।' সূর্যদ্র, ১৯৩১।

জীবচেতনা [স] বি জীবনের অনুভূতি। 'রাত্রে দুপুরে তার মস্তগম্ভীর ধনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জীবজগৎ [স] বি প্রাণীজগৎ। 'জীবজগতের কোন দ্রুতগমনশীল জন্তই ধাবনে ইহাদের সমকক্ষ নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জীবজনক [স] বি নতুন জীবগণের স্রষ্টা। 'শরীর মধ্যে প্রব্রিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জীবজননশীলা [স] বি জীব জন্মের প্রক্রিয়া। 'কত জগৎ আপন লক্ষ্যকোটি বৎসরের জীবজননশীলা সঞ্চরণ করে আজ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবজন্ত [স] বি সব ধরনের প্রাণী। 'ভোকে নিরমিল ত্রিভুবনে জন্ত গল জীবজন্তগণে।' বড়ু, ১৪৫০।

জীবতত্ত্ব [স] ১ বি জীবনের গূঢ় কথা। 'জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘূচাইল দুঃখে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি জীববিজ্ঞান। 'জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।' জগদীশ,

১৮৯৫।

জীবতত্ত্ববিদ [স] বি জীববিদ্যায় অভিজ্ঞ যে। 'জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জীবদেহ [স] বি মানবদেহ। 'জীবদেহ সাঁই চালায় ফেরায় সেই প্রকারে।' লালন, ১৮৯০।

জীবদ্রোহী [স] বিণ জীবসংহারক। 'জীবদ্রোহী ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া নিরুপদ্রব ছাপ মেঘের সহিত...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জীবধর্ম [স] বি প্রাণীমাত্রের অত্যাব্যাক্ত বৃত্তিসমূহ। 'জীবধর্মরক্ষার চেষ্টাতেও মানুষের নিরন্তর একটা দৃশ্য আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জীবধর্মী [স] বিণ জীব-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'ইহা যে একটা জীবধর্মী পদার্থ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জীবধাত্রী [স] বিণ স্ত্রী জীবের পালনকারী। 'জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীবনাশ [স] বি জীবহত্যা। 'জীবনাশে সত্য বিরত।' মাইকেল, ১৮৬১।

জীবন্যাস [স] বি জীবন প্রতিষ্ঠা। 'জীবন্যাস দিয়া বারি করিল অর্চনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জীবপণ্ড [স] বি জীবজন্ত। 'জীবপণ্ড মারি কৈল চাকলা সব খাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জীবপাল [স] বিণ জীবের পালনকর্তা। 'মহীরূপে তুমি সর্ব জীবপাল মাতা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জীবপালন [স] বি জীবনধারণ। 'আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও...' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জীবপালিনী [স] বি স্ত্রী জীবের পালনকারী। 'সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জীব-পুর [স] বি জীবজগৎ। 'উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

জীবপ্রাণ [স] ১ বি জীবের প্রাণ। 'ইহারা ক্ষুণ্ণীড়িত ও বিশেষ উত্তেজিত না হইলে ... অকারণ জীবপ্রাণহরণ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি রক্তমাংসের জীব। 'জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান ছোট ওই মাতৃভবনে স্নেহরসে...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

জীবপ্রীতি [স] বি জীবের প্রতি ভালোবাসা। 'তার অপরূপ সত্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি, জীবপ্রীতি তাঁর অনুরাগীদের অনুধাবনের বিষয় হলো না।' ওদুদ, ১৯৪৯।

জীববস্ত্র [স] বিণ সজীব; প্রাণবন্ত। 'মুহীন যেহেন অরুণী জীববস্ত্র।' সুলতান, ১৭০০।

জীববলি [স] বি দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো প্রাণী হত্যা। 'সৈন্য লয়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে জীববলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীববস্ত্র [স] বি শরীর। 'প্রকৃত বে শরীর, সেই বস্ত্র সং ... প্রতিবিধের ন্যায় জীববস্ত্র অসং।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

জীববাচক [স] বিণ জীব নির্দেশক। 'জীববাচক।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

জীববিজ্ঞান [স] বি উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞান। 'প্রাথমিক জীববিজ্ঞান।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

জীববিজ্ঞানী [স] বি উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিজ্ঞানী। 'জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও

তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জীববিদ্যাবিশারদ [স] বি জীববিদ্যায় পারদর্শী। 'বিখ্যাত জীববিদ্যাবিশারদ প্রখরেশ পাল বিদ্যাসমুদ্র মছন করিয়া ...' বনফুল, ১৯৩৬।

জীববিধাতা [স] বি সর্বশক্তিমান। 'জীববিধাতার পরিত্যক্ত পৃথিবী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জীববীণা [স] বি জীবনরূপ বীণা। 'অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর অংকুত আজ সে অনুনাদে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩০।

জীবভাব [স] বি জীব-প্রকৃতি। 'একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জীবমানব [স] বি প্রাণী হিসাবে মানুষ। 'অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জীবযাত্রা [স] বি প্রাণধারণ। 'জীবযাত্রার সধুম অনল জ্বালেনি মানের বোকা।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।

জীবরক্ত [স] বি প্রাণীরক্ত। 'দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবদ্য দেওয়া হত না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জীবরচনা [স] বি জীব সৃষ্টি। 'সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা-পরীক্ষায় মানুষের সৎকে হঠাৎ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জীবরাজ্য [স] বি জীবজগৎ। 'জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯৮২।

জীবলক্ষী [স] বি জীবজগতের পালনকর্তা। 'যে জীবলক্ষীর মনে পালনের শক্তি বহমান ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জীবলীলা [স] বি জীবনের কার্যবলি। 'এত দিনে আজি ফুরাইলা জীবলীলা জীবলীলাস্থলে।' মাইকেল, ১৮৬১; 'তাহার জীবলীলা সাধ করিবেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৭।

জীবলীলাস্থল [স] বি সংসার। 'এত দিনে আজি ফুরাইলা জীবলীলা জীবলীলাস্থলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

জীবলোক [স] বি জীবজগৎ। 'ব্রহ্মপ্রভৃতি কীটপর্গ্যন্ত জীবলোকের ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

জীবশক্তি [স] বি প্রাণশক্তি। 'অন্তরঙ্গা চিহ্নজি তটস্থ জীবশক্তি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জীবশরীরবাসী [স] বি জীব শরীরে বসবাসকারী। 'জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জীবশিলা [স] বি জীবশা। 'জীবশিলা যদি ফসিলের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জীবসখা [স] বি প্রাণীর বন্ধু। 'অচ্যুত বলেন তুমি দৈবের জীবসখা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জীবসীমা [স] বি জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সীমা। 'তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জীবসৃষ্টি [স] বি জীবজগৎ। 'জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

জীবহিংসা [স] বি প্রাণীবধ। 'জীবহিংসা করা যে নিষিদ্ধ কর্ম, ইহা কোন না কোন সময়ে প্রায় সকলের মনেই উদয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জীবহীন [স] বি জীবজন্তু নেই এমন। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন,

তৃণহীন, শব্দহীন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জীবণ [স] জীবন। 'জীবন; প্রাণ। 'কিন্নরো বাঁচিত তবে জীবের জীবণ।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

জীবৎ [স] বি জীবিত। 'যে যাহাকে জীবৎ সময়ে প্রীতি করে।' দর্পণ, ১৮২২।

জীবৎকাল [স] বি জীবনকাল। 'তার জীবৎকাল, পিতৃপিতামহের পরিচয়।' হাই, ১৯৪৯।

জীবৎশরীর [স] বি জীবন্ত শরীর। 'স্ত্রী পুরুষ দুইজনে জীবৎশরীর হইবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

জীবৎসময় [স] বি জীবনকাল। 'যে যাহাকে জীবৎসময়ে প্রীতি করে।' দর্পণ, ১৮২২।

জীবতকাল [স] জীবৎকাল। বি জীবদশা। 'আমি জীবতকালে মালিক আছি।' মেয়র্স, ১৭৬৬।

জীবন্ত [স] জীবন্ত। বি জীবিত কাল। 'জীবন্তে দেখিতে হলা মরণ তোমার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জীবত্ব [স] বি জীবের ধর্ম। 'জৈতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

জীবদবস্থা [স] জীবৎ-অবস্থা। বি জীবদশা; জীবিত অবস্থা। দর্পণ, ১৮২৩।

জীবদশা [স] বি জীবিতাবস্থা। 'মুখ হইয়া জীবদশাতে থাকা কদাচ ভাণ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

জীবদর্শন [স] বি প্রাণবিসর্জন। 'নরবলি গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদর্শন করণ ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

জীবন [স] ১ বি প্রাণ। 'তবে রহে আশ্রয় জীবনে।' বৃন্দা, ১৪৫০। ২ বি জীবনকাল। 'ধিক জাউ নারীর জীবন।' বৃন্দা, ১৪৫০। ৩ বি জীবিকা। 'এবে গোআলার গেল জীবন উপাএ।' বৃন্দা, ১৪৫০। ৪ বি পানি। 'একটি কুপ আছে, তাহা হইতে জীবন আনাইয়া কুমারকে পান করাইলে পূর্বমত সুস্থির হইবেন।' ফয়জুরেঙ্গা, ১৮৭৬।

জীবন অঞ্জলি [স] বি জীবনরূপ অঞ্জলি। 'জীবন অঞ্জলি দিয়ে পুজিব অতি যতনে।' জ্যোতিষ্মত, ১৮৮১।

জীবন-আধার [স] জীবন-অঙ্ককার। বি জীবনের অঙ্ককার। 'জীবন-আধারে জ্বালো প্রেমভক্তি মম।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জীবন-আবেশ [স] বি প্রাণের উচ্ছ্বাস। 'গৃহকোশে এই জীবন-আবেশ' করি বসে পরিপাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীবন-আহুতি [স] বি জীবনরূপ হোম। 'জীবন-আহুতি দিলাম কী আশাহুতোশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জীবন-ইতিহাস [স] বি জীবনের ইতিহাস। 'মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।' নজরুল, ১৯২৬।

জীবনকক্ষ [স] বি জীবনের পথ। 'আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু, মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাঁপা ধুমকেতু।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জীবনকণা [স] বি জীবনের মূল উপাদান। 'মানুষের জীবনকণা পরম সূন্দরের আশ্রয় পেয়ে।' অবন, ১৯২৫।

জীবন কাটাণা [স] বি জীবন-অভিব্যক্তি করা। 'রাজপুত্র হইয়া সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

জীবন-কানন [স] বি জীবনরূপ কানন। 'পাপ-জাত মৃত্যু জীবন-কাননে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

জীবনকানাই

জীবনকানাই [স জীবনকৃষ্ণ] বি মনের মানুষ। 'কার ভাবে এ ভাব হারে জীবনকানাই।' লালন, ১৮৯০।

জীবনকাব্য [স] বি জীবনরূপ কাব্য। 'জীবনকাব্য দেখিলাম।' মোতাহার, ১৯৩৭।

জীবনকার [স] বি জীবনী-রচয়িতা। 'এই সব আচরণের অর্থ মহামাত্রায় জীবনকার এমনভাবে করেছেন ...' মহাশেতা, ১৯৫৬।

জীবনকাল [স] বি জীবিতাবস্থা; আয়ুষ্কাল। 'যাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

জীবনকাহিনী [স জীবন+কাহিনি] বি জীবনের গল্প। '... জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অসীকারে বাঁচা।' মোতাহার, ১৯৫০।

জীবনকুঞ্জ [স] বি জীবনরূপ কুঞ্জ। 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

জীবনকল [স] বি জীবনকাল। 'এইকু জীবনকল আমার নিজেদেরি ইচ্ছামতো নিজেদেরি সাধ্যমতো বাঁচতে চাই।' অন্নদা, ১৯২৮।

জীবনক্ষেপ [স] বি জীবন অতিবাহিত করা। '... সংসর্গেই জীবনক্ষেপ করিব।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

জীবনখাতা [স জীবন+আ খাতা] বি জীবনরূপ খাতা। 'জীবন-খাতার অনেক পাতাই এমনতিরো শূন্য থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'জীবনখাতার পাতাগুলো কি এমনই শূন্যই থেকে যাবে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

জীবনগতি [স] বি জীবনযাপনের ধারা। 'শাশীনতার প্রশ্ন তুলে আপনার সহজ জীবনগতিতে যারা বাধা দেয়।' বেগম, ১৯৪৮।

জীবনগান [স] বি জীবনের গান। 'যে-ঋষদ পদিয়েছি বাঁধি বিজ্ঞানদে মিলাব তাই জীবনগান।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

জীবন গেহ [স জীবনগৃহ] বি জীবনরূপ ঘর। 'তোমার জীবন গেহ।' নজরুল, ১৯৩০।

জীবনগ্রন্থ [স] বি জীবনরূপ গ্রন্থ। 'জীবনগ্রন্থে নতুন পৃষ্ঠা উলটিয়া যাব ডুরিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবনঘড়ি [স জীবন+স ঘটা] বি জীবনরূপ ঘড়ি। 'জীবনঘড়ির বুব বেশী নয় দম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

জীবনযাতিনী [স] বিগী জীবনকে ধ্বংস করে এমন। 'দূর কর তোর জীবনযাতিনী মায়া।' নজরুল, ১৯২৬।

জীবনযেবা [স জীবন+] বিগী জীবনযতিষ্ঠ। 'ব্যর্থ মোদের জীবনযেবা কুহক সব মেঘলা প্রায়।' নজরুল, ১৯৫৯।

জীবনচরিত [স] বি জীবনী। 'এই দুই ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলাম।' অক্ষর, ১৮৫৪।

জীবনচর্চা [স] বি জীবনের অনুশীলন। 'মানুষ এক নীচুস্তরের জীবনচর্চায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।' সনস, ১৯৭০।

জীবনচাক্ষুস্য [স] বি প্রাণের চক্ষুশতা। 'যেখানেই জীবনচাক্ষুস্য লক্ষিত হ'ল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জীবনচিত্র [স] বি জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'নিজেদের জীবনচিত্র নিজেরা যেমন নিহুঁতভাবে আঁকতে পারব।' বেগম, ১৯৪৮।

জীবনচেতনা [স] বি জীবনবেদনা। 'নারী সেদিন পেগো-এক নতুন জীবনচেতনা।' বেগম, ১৯৫০।

জীবন-হবি [স] বি জীবনরূপ হবি। 'আমাদের জীবন-হবির দাগ একটু আপসা করেই টেনে সেম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জীবন-জাহাজ [স জীবন+আ জাহাজ] বি জীবনরূপ জাহাজ। 'আজকে তাহার জীবন-জাহাজ ডেঙেছে রোগের ঘায়।' জসীম, ১৯৫১।

জীবন-জিজ্ঞাসা [স] বি জীবন সম্পর্কিত কৌতূহল। 'তিনি ... জীবন-জিজ্ঞাসার জনক।' শরীফ, ১৯৭০।

জীবন জুড়ানো [স] বি মৃত্যুবরণ করা। 'হলে তুমি জলময়ী, ও জলে ডুবিয়া সহ জুড়াব জীবন।' জগু, ১৮৫৮।

জীবন-ভোবানো [স] বিগী সস্তা ভূমিয়ে ফেলছে এমন। 'জীবন-ভোবানো বৃষ্টি যখন ঝরে।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

জীবন-চল [স জীবন+চল] বি জীবনস্রোত। 'আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-চল।' নজরুল, ১৯২৯।

জীবনতত্ত্ব [স] বি জীবন-দর্শন। 'জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গুরতর অমিল আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জীবনতন্ত্রী [স] বি জীবনরূপ বীণার তার। 'জীবনতন্ত্রী ক্রমশ সরুগ করি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবন-তরঙ্গ [স] বি জীবনের লীলাখেলা। 'মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ।' মাইকেল, ১৮৬০।

জীবনতরঙ্গী [স] বি জীবনরূপ নৌকা। 'অকুল সাগর-মাঝে চলেছে তরঙ্গী জীবনতরঙ্গী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীবনতরী [স] বি জীবনরূপ নৌকা। 'ভাসায়ে জীবনতরী সাগরের মাঝে তরঙ্গ লঙ্ঘন করি পারি না বাহিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

জীবতারা [স জীবন-তারকা] বি জীবনরূপ তারা। 'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এ দেহ আকাশ হতে।' মাইকেল, ১৮৬১।

জীবন-তীর [স] বি জীবনের পার। 'চরণ-ধ্বনি তনি তব নাথ, জীবন-তীরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জীবন-তুলি [স] বি জীবনরূপ তুলি। 'সবুজের জীবন-তুলি।' নজরুল, ১৯২৫।

জীবন-দর্শন [স] বি জীবনদর্শন। 'কারণ পাকিস্তান একটা বিরাট idea, একটা জীবন-দর্শন।' আজাদ, ১৯৪২।

জীবনদাতা [স] বিগী প্রাণদাতা। 'জীবনদাতা জীমূতবাহনের জীবনরক্ষণের উপায়প্রার্থনা করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জীবনদান [স] বি পুনরুজ্জীবন। 'কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান, বংশের একমাত্র পুত্র - পিশ্রলোপ ইত্যাদি।' বিভূতি, ১৯২৯।

জীবন দান করা [স] বিগী উদ্ধার করা। 'তারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?' বর্মিন, ১৮৭৬।

জীবনদায়িনী [স] বিগী জীবন দানকারী। 'সুখানিধি তুমি, দেব সুখাণ্ড; বিতর জীবনদায়িনী সুখা বাঁচাও লক্ষণে।' মাইকেল, ১৮৬১।

জীবনদায়ী [স] বিগী প্রাণ দান করে এমন। 'মোক্ষকা কামালের সাধনার ফল ... জীবনদায়ী অমৃতরূপে দেখা দিয়েছে।' সওগাত, ১৯২৯।

জীবনদীপ [স] বি জীবনরূপ দীপ। 'প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্বাণিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

জীবনদেবতা [স] বি জীবনের অধিপতি। 'এখানেও তুমি জীবনদেবতা। কহি নু নয়নজলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবনদেবী [স সম্বোধনে পদান্তে ই-কার] বি জীবনকে পরিচালনা করে বসে মনে কথা হয় এমন কল্পিত দেবী। 'ওগো জীবন-দেবি!' নজরুল, ১৯২৫।

জীবনদ্বন্দ্ব [স] বি জীবনযুদ্ধ। 'চক্রবর্তীরা জীবনদ্বন্দ্বে বিজয়ী।' তারা, ১৯৪৩।

জীবনধর্ম [স] বি জীবনের প্রকৃতি। 'নিজের বকুনিতেই মন জীবনধর্মের ভূঁটি পায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জীবন-ধাত্রী [স] বিণ জীবন পাশনকারিণী। 'সেদিন ছিলো না জীবন-ধাত্রী ধরা নির্মম এতোখানি।' সিকান্দার, ১৯৪০।

জীবনধারণ [স] বি প্রাণধারণ। 'আর কি সুখেই বা জীবনধারণ করি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জীবনধারণপদ্ধতি [স] বি জীবনধারণের ধরন। 'সাঁওতালদের জীবনধারণপদ্ধতি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলেন।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

জীবনধারা [স] ১ বি জীবনের প্রবাহ। 'তেমন করে খেয়ে এলাম জীবনধারা বেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি জীবনের গতি। 'চাই স্রোতপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা।' নজরুল, ১৯৪১।

জীবন-নদী [স] বি জীবনরূপ নদী। 'জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জীবননাটক [স] বি জীবনরূপ নাটক। 'নবীনমাত্রবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

জীবননাট্য [স] বি জীবনরূপ নাটক। 'আমাদের জীবননাট্যকে প্রতিদিন নব নব গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জীবননাথ [স] বি জীবনের অধিপতি। 'হে জীবননাথ, আমার রজনী আমার প্রভাত আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজ্ঞন বাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবন-নাশিনী [স] বিণ স্ত্রী জীবন শেষ করে দেয় এমন; প্রাণহস্তারক। 'ঘোরতর পিপাসা আমার জীবন-নাশিনী ইহাচ্ছে, আর সহ্য হয় না।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জীবননির্ভর [স] বি জীবনরূপ স্বরনা। 'প্রত্যেক মানুষের জীবননির্ভরের এক-একটা বিশেষ উপত্যকা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জীবননির্বাহ [স] বি জীবনযাপন। 'যেখানে পরের অর্থেই জীবননির্বাহ হয় সেখানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জীবননিশি [স] বি জীবনরূপ রাত। 'দিবাসে দীপ জীবননিশি যাপনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জীবনপণ [স] বিণ জীবন বাজি রাখে এমন। 'দামেক্কাবাজ্য সমভূমি করিতে জীবনপণ।' মশাররফ, ১৮৮৭।

জীবনপথ [স] বি জীবনরূপ পথ। 'আমি জীবনপথের পথিক।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

জীবনপদ্ধতি [স] বি জীবনযাপনের রীতি। 'উন্নততর আরেক জীবনপদ্ধতি ও সভ্যতা।' মাহেনড, ১৯৪৯।

জীবনপন্থ [স] বি জীবনরূপ পন্থ। 'জীবনপন্থে সেগোপন রবে নামের মধু।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

জীবনপাত্র [স] বি জীবনরূপ পাত্র। 'পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র জনসংঘাতমদিরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জীবন-পাছশালা [স] বি জীবনরূপ পাছশালা। 'জীবন-পাছশালার দেয়ালে তুলিতেছে ঝঙ্কার।' জীবন, ১৯২৭।

জীবনপাশ [স] বি জীবনের বন্ধন। 'মাধবীলাটটির মতো এই কোমল জীবনপাশ ছিড়িয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জীবন-পুথি [স] জীবনপুস্তিকা। বি জীবনরূপ পুথি। 'জীবন-পুথির পাতাগুলি পড়বে ঝরে, নাই দেয়।' নজরুল, ১৯৫৯।

জীবনপোতা [স] বি জাহাজভূমির সময়ে খামড়ের স্থানান্তরিত করার নৌকা; লাইফবোট। 'আরোহীণ সর্কলেই উক্ত জীবনপোতের অশ্রয় লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জীবনপ্রদীপ [স] বি জীবনরূপ প্রদীপ। 'নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জীবনপ্রদীপ নেভা ক্রি মূঢ়া হওয়া। 'বীরোচিত কাজের ভিতরেই তাঁহার জীবনপ্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে।' ইসলাহ, ১৯৩৮।

জীবনপ্রবাহ [স] বি জীবনের চলমানতা। 'জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিদ্ধ পানে যায়।' মাইকেল, ১৮৬১।

জীবন-প্রভাত [স] বি শৈশব। 'জীবন-প্রভাত কাটিল খেলায়।' নজরুল, ১৯৩২।

জীবনপ্রান্ত [স] বি জীবনের শেষপর্যায়। 'দুই আসো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জীবনপ্রেরণা [স] বি জীবনোদ্বীপনার উৎস। 'বাইরের ধর্মকে যারা প্রবৃত্তি করে তারা আত্মাকে জীবনপ্রেরণা রূপে পায় না।' মোতাহের, ১৯৫০।

জীবনফুল [স] জীবন-ফুল। বি জীবনরূপ ফুল। 'যারা প্রবেশি জীবনফুলে, কীট ঘেন, নাশে সে ফুলের অপকরণ রূপ।' মাইকেল, ১৮৬০।

জীবনবঁধু [স] জীবন-বন্ধু। বি জীবনরূপ বন্ধু। 'ওকি জীবনবঁধু, ঢালিছ মধু।' অম্বিনী, ১৯২০।

জীবনবধু [স] বি জীবনরূপ বধু। 'জীবনবধু হবে তোমার নিত্য অনুগত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জীবনবদ্ব্যত [স] বি জীবনবাহী; প্রাণগতি। 'জীবনবদ্ব্যত মরণ অধিক সো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জীবনবাশি [স] জীবন-বংশী। বি জীবনরূপ বাশি। 'শিত্তর নবীন জীবনবাশিণে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

জীবন-বাণ [স] জীবন+বাণ। বি জীবনরূপ বাণ। 'আনন্দহীন জীবন-বাণে ফলে শুধু ভিত্ত ফল।' নজরুল, ১৯৪২।

জীবনবোধ [স] বি জীবনবোধ। 'রাজনৈতিক নয়, জীবনবোধের বিদ্রোহ।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

জীবনবাদী [স] বিণ জীবনমুখী। 'দুইজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতাব্রতী মৃতপুরুষ।' শরীফ, ১৯৭০।

জীবনবান [স] বিণ প্রাণবন্ত। 'এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলোদের শাসন করিয়া দলন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

জীবনবাসনা [স] বি বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। 'প্যারাসাইটের মতো একপ্রাণিক জীবনবাসনা?' শক্তি, ১৯৬৬।

জীবনবিচ্ছিন্ন [স] বিণ জীবনের সাথে সম্পর্কহীন। 'তদ্রাকাতর ভাবশাসিত জীবনের যে সৌন্দর্য আছে তা শুধু কর্মময় জীবনবিচ্ছিন্ন।' হাই, ১৯৫৪।

জীবনবিধাতা [স] বি জীবনের কল্পিত নিয়ন্ত্রকশক্তি। 'ঠিক তার পূরাজেই আমার জীবন-বিধাতা এসে আমার ঘারে আঘাত করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জীবনবিন্দু বি প্রাণের ক্ষুদ্র নিদর্শন। 'মৃত্যুর আগমনে জীবনবিন্দু বীজে সক্ষম করিয়া রাখিয়াছিল।' জগদীশ, ১৮৯৫।

জীবনবিমা, জীবনবীমা [স] জীবন+মা বিমাহ। বি নিয়মিত অর্থসঞ্চয়ের বিনিময়ে মেয়াদশেষে অথবা তার আগে মৃত্যুতে বর্ধিত হারে অর্থপ্রাপ্তির চুক্তি। 'জীবনবীমা আমরা সমর্থন করি না।' শিবা, ১৯২৬; 'জীবনবিমার হাজার দুই টাকা।' মানিক, ১৯৩৭।

জীবনবিমুখ [স] বিণ জীবনের প্রতি নেতিবাদী। 'তিনি আড়াল নিলেন শেষের কবিতার জীবনবিমুখ ভাবোচ্চাসে।' শিব, ১৯৫০।

জীবনবিমুখতা [স] বি জীবনের প্রতি অগ্রহীনতা। 'এই বইটির জীবনবিমুখতার তুলনা নেই।' শিব, ১৯৫০।

জীবনবিমুখী [স] বিণ জীবনের প্রতি অগ্রহীন। '...তাত্ত্বিক সূখ ও জীবনবিমুখী আমোদই প্রথম পায় বেশী।' সনৎ, ১৯৭০।

জীবনবিবহ্ন [স] বি প্রাণপাণি; আত্মা। 'উড়িবার আগে বুঝি জীবনবিবহ্ন বিচিন্ন-বরন পাখা করিছে বিস্তার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জীবনবিবীনা [স] বিণ জীবন্ত নয় এমন। 'তার মন নিভাত সজীবী এবং কঠিন এবং জীবনবিবীনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীবনবীজ [স] বি বীর্ষ। 'কুৎসিত উদ্ভূতে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

জীবনবীণা [স] বি জীবনরূপ বীণা। 'জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জীবনবৃক্ষ [স] বি জীবনরূপ বৃক্ষ। 'কাবের মতো দর্শনবিদ জীবনবৃক্ষের ফুল।' প্রমথ, ১৯১৫।

জীবনবৃন্ত [স] বি জীবনের বৃত্তান্ত। 'এই জীবনবৃন্ত পৃথিবীতে প্রাথমিক লিখিত।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

জীবনবৃন্তান্ত [স] বি জীবনী। 'দুই একটি প্রত্যক্ষগোচর বিষয়ের ও তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের কোন কোন বিষয়ের পোষকতা করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

জীবনবেদ [স] বি জীবনদর্শন। 'জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়।' জীবন, ১৯৪০।

জীবনবোধ [স] বি জীবন সম্পর্কিত চেতনা। 'আদর্শের গোড়ামীর জন্য সে বৈচিত্র্যবোধ তথা জীবনবোধ হারিয়ে বসে।' মোতাহের, ১৯৫০।

জীবন-ব্যবস্থা [স] বি জীবনযাত্রার প্রণালী। 'পুরুষের তৈরি জীবন-ব্যবস্থাই তাঁদের ভাগবত।' বেগম, ১৯৫০।

জীবনব্যাপী [স] ক্রিবিণ আজীবন। 'সে জীবনব্যাপী যে-একটা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জীবনভয় [স] বি জীবনের আশঙ্কা। 'জীবনভয়, অপেক্ষা মানুষের মনে ধর্মভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল।' এডুরেশন, ১৮৮৬।

জীবনভর [স] ক্রিবিণ সারা জীবন। 'জীবনভর বোরখার ভিতর মুখ লুকাইয়া রাখছি।' মনসুর, ১৯৪৫।

জীবন-ভরা [স] জীবন+ভরা ১ বিণ সারা জীবন ধরে। 'আছে ত জীবন-ভরা দুখ।' হিজেন্স, ১৮৯৭। ২ বিণ প্রাণপূর্ণ। 'আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবন-ভরা অসীমকে ...।' রবীন্দ্র,

১৯১৬; 'জীবন-ভরা চঞ্চলতা দিয়ে ... মুগ্ধ করিস কেন?' নজরুল, ১৯২৭।

জীবনভাবনা [স] বি জীবন সম্পর্কিত চিন্তা। 'কালোপযোগী জীবনভাবনা জগৎ চেতনা তাকে প্রোহী ... করে তুলেছিল।' শরীফ, ১৯৭০।

জীবনভিত্তিক [স] বিণ জীবনমুখী। 'আজকের সাহিত্য মানুষের জীবনভিত্তিক।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবনভূমি [স] বি জীবনরূপ ভূমি; পৃথিবী। 'জীবনভূমির এক প্রান্ত দূর হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

জীবন-ভেলা [স] জীবন+স ভেলা বি জীবনরূপ ভেলা। 'মরণ-সাগরপানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা।' নজরুল, ১৯৩৩।

জীবনভোগ [স] বি জীবনকে উপভোগ। 'জীবনভোগের জন্য এ-সব দরকার।' মনসুর, ১৯৫৫।

জীবনভোজ [স] বি জীবনরূপ ভোজ। 'জীবনভোজের শেষ উজ্জ্বলতার পানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জীবনভোর [স] জীবন-ভরা ক্রিবিণ জীবন ব্যোপে। 'কাদ তুই অভাগিনী এ জীবন-ভোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'এই পশ মোর, সমস্ত জীবন-ভোর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় জীবনভোর কলম টেনে।' শামসুর, ১৯৫৯।

জীবনযাত্রা [স] বি জীবনরূপ যাত্রা। 'মোদের জীবন যাত্রা দুটি হায়/কতবার ফোটে কতবার ঝরে যায়।' নজরুল, ১৯৩৫।

জীবনযাত্রা [স] বি জীবনরূপ যাত্রা। 'প্রেমাক্ষর জ্বলনের নিকট বিধাতাদত্ত অমূল্য জীবনযাত্রা কিছুই নয়।' মাইকেল, ১৮৭৩।

জীবনময় [স] ১ বিণ জীবনপূর্ণ। 'সংসার জীবনময়, নাহি সেখা মরণের স্থান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিণ প্রাণবন্ত। 'অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদান-প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ ক্রিবিণ সমস্ত জীবন ধরে। 'অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ করে এসেছেন।' অন্নদা, ১৯২৯। ৪ ক্রিবিণ জীবনব্যাপী। 'এ জীবনময় তব পরিচয় এখানে কি হবে শূন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জীবনমরণ [স] বি জ্ঞা এবং মৃত্যু। 'কোথা জীবনমরণ! কোথা সেই মানবের অক্লান্ত সুখ-দুঃখ-বিপদ-সম্পদ-ভরস উল্লেখ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন মরণে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জীবনমরণ পথ বি যে কোনো উপায়ে কার্যনির্বাহী ইচ্ছা। 'পৌছবার জন্য জীবন মরণ পথ করিয়া দাঁড়াইল।' বেগম, ১৯৫১।

জীবনমরণপ্রভু [স] বি জীবন-মৃত্যুর অধিপতি। 'সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়বাসী জীবনমরণপ্রভু।' নৌকা দিল বুলি। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

জীবন-মরণবিহারী বি জীবন ও মরণের মধ্যে বিহার করে যে। 'মম জীবন-মরণবিহারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জীবন-মরণের প্রশ্ন বি অস্তিত্বের প্রশ্ন। 'মুহুর্তমানদের রাজনৈতিক জীবন-মরণের প্রশ্ন - আত্মসম্মানের প্রশ্ন।' আজাদ, ১৯৪০।

জীবন-মরু [স] বি জীবনরূপ মরুভূমি; শুষ্ক জীবন। 'জ্ঞানে শুধু জীবন-মরুর বাসুর চর।' নজরুল, ১৯৩০।

জীবনমাত্রা [স] বি যে-কোনো জীবন। 'এ-পথ জীবনেরই পথ, কিন্তু জীবনমাত্রের নয়।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

জীবনমুখী [স] বিণ জীবনযনিষ্ঠ। 'মানুষ অধিকতর জীবনমুখী হল।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবন-মৃত্যু [স] বি জীবন ও মরণ। 'পরমেশ্বর রোগ আরোগ্য ও জীবন-মৃত্যু অনেকাংশে আমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'এই-সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন-মৃত্যু খেলা বৈ তো নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

জীবনমৃত্যুকারণী [স] বিণ ক্রী মৃত্যুতৃপ্ত। 'জীবনমৃত্যুকারণী লজ্জা আমাকে আর যত্না দিতে পারিবে না।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জীবনযজ্ঞ [স] বি জীবনরূপ যজ্ঞ। 'মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র খুলেছে জীবনযজ্ঞ রক্ত আবালবৃদ্ধরমণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবনযাত্রা [স] ১ বি প্রাণপ্রবাহ বা জীবিকা। 'জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে কেবল পদ্যব্য অপহরণের উপর নির্ভরশীল ... হইয়া উঠিল।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি জীবনপ্রবাহ। 'জীবনযাত্রা দূর্বিষহ যন্ত্রণাবরূপ হইত।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৩ বি জীবনের পথে যাত্রা; জীবনের সূচনা। 'সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাবে আরম্ভিত খেলিবার ছলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি জীবনযাপন। 'সভা জাতিদের পক্ষে একরূপ জীবনযাত্রা নিত্যত অসহ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৫ বি জীবনযাপনের পদ্ধতি। 'জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বি জীবননির্বাহ। 'কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

জীবনযুদ্ধ [স] বি বেঁচে থাকার লড়াই। 'এ জেহাদপ্রচার করা মানে যীকার করা যে একুত জীবনযুদ্ধে, যেখানে জয়ী হ'তে হয় পরকে মারার শক্তিতে নয় ...।' সবুজ, ১৯২০।

জীবনরক্ষা [স] বি বেঁচে থাকার তাগিদ। 'তখন জীবনরক্ষা, ধর্মরক্ষা, সুস্থসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই নিমিতে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জীবন-রক্ত [স] বি জীবনলীলা। 'শ্মশানের বুকে নাচিত তাখই জীবন-রক্তে তাল-বেতাল।' নজরুল, ১৯২৯।

জীবনরথ [স] বি জীবনরূপ রথ। 'জীবনরথের হে সারথি জামি নিত্য পথের পথী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জীবনরস [স] ১ বি প্রাণশক্তি। 'শাখায় বন্ধলে পড়ে উঠি সরসিয়া নিপট জীবনরসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি প্রাণরস। 'তারা জীবনরসে প্রাণবন্ত ও গতিশীল।' অবন, ১৯২৫। ৩ বি জীবনীশক্তি। 'জীবন-রস দিন দিন ক্রিপণ শোচনীয়ভাবে শুকাইয়া আসিতেছে।' আজাদ, ১৯৩৯।

জীবনরসিক [স] বিণ রসবোধসম্পন্ন। 'এমনি বোধের অধিকারী হলেই মানুষ হয় জীবনরসিক।' শরীয়, ১৯৬৮।

জীবনরহস্য [স] বি জীবনের দুর্বোধ্য অংশ। 'জীবনরহস্য যায় মরণরহস্য-মাঝে নামি।' রবীন্দ্র, ১৯৩০; 'এ জীবনরহস্যের সন্ধান।' বিভূতি, ১৯৩১।

জীবনলক্ষী [স] বি প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'জন্মত জীবনলক্ষী পরায় আপন মালাগাছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

জীবন-লতা [স] বি জীবনরূপ লতা। 'জীবন-লতা অবনতা তব চরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জীবনলীলা [স] বি আয়ুষ্কাল। 'মরণে বাবুর্জি-জীবনলীলা সাঙ্গ করে।' রোকেয়া, ১৯০৪।

জীবনশক্তি [স] বি প্রাণের শক্তি। 'সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাহাদের জীবনশক্তি তাহাদের চিহ্নশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবনশালিনী [স] বিণ ক্রী জীবনপূর্ণ। 'জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জীবনশিখা [স] বি জীবন রূপ আলো। 'জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র মৃচিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জীবনশিল্পী [স] বি জীবনের নান্দনিক দ্রষ্টা ও উদ্‌যাপনকারী। 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ যদি জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত হয় তবে তার রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'তাই শিল্পী হলেও জীবনশিল্পী তারা হতে পারে না।' মোতাহের, ১৯৫০।

জীবনশূন্য [স] বিণ নিশ্চান। 'নগর যেন জীবনশূন্য হইয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

জীবনসংকট [স] বি মৃত্যুর আশঙ্কা। 'তাহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

জীবনসংগীত [স] বি জীবনপ্রবাহরূপ সংগীত। 'মানুষের জীবনসংগীতে কেবল অবিশ্রাম তানই আছে, আর কোনো জাগরণতেই সম নাই, এ কথা আমরা মানি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

জীবনসংগ্রাম [স] বি বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই। 'জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, ... প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সববেশে চলছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জীবনসংশয় [স] বি মৃত্যুর আশঙ্কা। 'তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাহার জীবনসংশয়।' বনফুল, ১৯৩৬।

জীবনসঙ্গিনী [স] ১ বি ক্রী জীবনের সহচর। 'জীবনসঙ্গিনী, বিরহসংগ্রামে তব বরকরে আজ আমি চিনি।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি ক্রী। যিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, আজও তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী রয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জীবনসঙ্গী [স] বি স্বামী। 'সেছেজায় জীবনসঙ্গী বাছাই করার ব্যাপারটা ...।' বেগম, ১৯৪৮।

জীবনসম্ভার [স] ১ বি প্রাণদান। 'উহাদের মধ্যে জীবনসম্ভার করিতে পারিবা না।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি প্রাণের আবির্ভাব। 'জীবনসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারি দিকে সেই বায়ুসম্ভারও আরম্ভ হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জীবন-সন্ধ্যা [স] বি জীবনের শেষ সময়। 'জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার পূর্বেই ...।' দর্শন, ১৯২০।

জীবনসমুদ্র [স] বি জীবনরূপ সমুদ্র। 'জীবনসমুদ্র অমন করিয়া মধুর করিতে গেলে, কাহারও কপালে অমৃত, কাহারও কপালে গরল উঠে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জীবনসর্ব্ব [স] বি জীবনের সবকিছু। 'তাঁর বৃথতে বাকি রইল না যে, মীলমাঘর প্রকৃতই তাঁর জীবনসর্ব্ব।' বনফুল, ১৯৩৬।

জীবন-সাঁজ [স] জীবনসন্ধ্যা। বি জীবনের সন্ধ্যা। 'তোমার রাতে মিলাক আমার জীবন-সাঁজের রঞ্জিরেখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জীবনসাধনা [স] বি জীবনব্যাপী চেষ্টা। 'আমাদের জীবনসাধনা সৈনিক সত্যকার সার্থকতার পথে এসে পৌঁছেবে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

জীবনসিদ্ধ [স] বি জীবনরূপ সিদ্ধ। 'মনে করিয়াছিলাম - এ জীবনসিদ্ধ সাতারিয়াই আমাকে পার হইতে হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জীবনসীমা [স] বি জীববকাল। 'তারা প্রত্যেকে নিজেরই স্বতন্ত্র জীবনসীমায় বর্তমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'যা ছিল শুধু জীবনসীমায় বহিঃপ্রাচীর।' মানিক, ১৯৩৬।

জীবনসুখ [স] বি জীবনের সুখ। 'কৈশোর জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জীবনসূধা [স] বি জীবনরূপ অমৃত। 'আনন্দের এই জীবনসূধার পায় নাকো যাদ।' নজরুল, ১৯০০।

জীবনসূর্য্য [স] বি জীবনরূপ সূর্য্য। 'এ জীবনসূর্য্য যবে অস্তে গেল চলি, হে বনজননী মোর, আয় বৎস বলি খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশদুয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জীবনসৈকত [স] বি জীবনরূপ সৈকত। 'জীবনসৈকতে তব দুখে যায়।' জীবন, ১৯২৭।

জীবনসৌধ [স] বি জীবনরূপ সৌধ। 'বন্ধ-অন্ধকার দুর্গন্ধময় জীবনসৌধের প্রতিটি কক্ষে ...' তারা, ১৯৪২।

জীবনস্নায়ু [স] বি জীবনী শক্তি। 'নূতন জীবনস্নায়ু দানিছে হতাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীবনস্পন্দন [স] বি প্রাণের স্পন্দন। 'গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন তব মাতৃহৃদয়ের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জীবনশত্ৰু [স] ১ বি আজীবন অধিকার। 'মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনশত্ৰু।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি জীবনধারণের অধিকার। 'কেবল ভোগশত্ৰু এবং জীবনশত্ৰু।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি সহায়-সম্পত্তি। 'আমার জীবনশত্ৰু আমি দেবদেরই লিখিয়া দিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জীবনশব্দ [স] বি জীবনের আকাঙ্ক্ষা। 'যদি কোথা থাকে লেশ জীবনশব্দের শেষ তাও যাক মরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জীবনশর্ব্ব [স] বি জীবনের সবকিছু। 'তুমি আমাদের জীবনশর্ব্ব।' মাইকেল, ১৮৬১।

জীবনশ্রমী, জীবনশ্রমি [স, সম্যোদনে ই-কার] ১ বি জীবনের আরাধ্য। 'প্রতিদিন আমি, হে জীবনশ্রমী, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'আজি তুমি ডাকো অভিসারে, হে মোহন, জীবনশ্রমী।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি জীবনের প্রভু। 'যেন আরও কাদায় ঘন-বিরোধ, হে মোর জীবনশ্রমী।' নজরুল, ১৯০৩; 'হে মোর সুদূর জীবনশ্রমি।' নজরুল, ১৯২০।

জীবনশ্রুতি [স] বি অতীত জীবনের কথা। 'জীবনশ্রুতি লিখিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

জীবনশ্রোত [স] বি জীবনের প্রবাহ; জীবনধারা। 'উন্মুক্ত জীবনশ্রোত বহে দিনরাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জীবনহত [স] বিপ নির্জীব। 'জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা জীবনহত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীবন-হননকারী [স] বিপ প্রাণ ধ্বংসকারী। 'পরধীনতার মতো জীবন-হননকারী তীব্র হলাহল আর নাই।' নজরুল, ১৯২২।

জীবনহারা [স] ১ বিপ প্রাণের স্পন্দনহীন। 'যে জীবনহারা অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকচার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বিপ মৃত। 'যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জীবনাচরণ [স] জীবন-আচরণ বি জীবনযাপন। শিল্পে ও জীবনাচরণে কিছুতকিমাকার হওয়াটাই যুগের দাবি।' অলাউদ্দিন, ১৯৬০।

জীবনাতিপাত [স] জীবন-অতিপাত বি জীবনযাপন। 'সামান্যমাত্র বৃত্তিপাত করিয়া অতি কষ্টে ও মনোদুঃখে জীবনাতিপাত করিতেছেন।' প্রচারক, ১৯০৮।

জীবনাদর্শ [স] জীবন-আদর্শ ১ বি জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে পুঙ্খভিত্তিক মানদণ্ড। 'তঁহার জীবনাদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ...' এসলাম,

১৯৩৪। ২ বি জীবনবোধ। 'রবীন্দ্রপ্রতিভা হচ্ছে বহুমুখী এবং বহু দেশ ও বহু জাতির জীবনাদর্শ তাঁর প্রতিভায় এসে মিশেছে।' হাই, ১৯৫৪।

জীবনাধার [স] জীবন-আধার বিপ জীবনের অবলম্বন স্বরূপ। 'আমি মীন আর তুমি আমার জীবনাধার পানি।' হাই, ১৯৫৪।

জীবনাধিক [স] জীবন-অধিক বিপ প্রাণের চেয়ে অধিক। 'জীবনাধিক সজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জীবনানন্দ [স] জীবন-আনন্দ বি প্রাণের আনন্দ। 'আমি মুক্ত জীবনানন্দ।' নজরুল, ১৯২২।

জীবনানুভূতি [স] জীবন-অনুভূতি বি জীবনের উপলব্ধি। 'ভাষা হচ্ছে জীবনানুভূতির বাহন।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবনান্ত [স] জীবন-অন্ত ১ বি জীবননাশ; মৃত্যু। 'মৈলে জীবনান্ত যার অঙ্গে বহে নাম।' আল্লাওল, ১৮৮০। ২ বি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত। 'তিনি ... জীবনান্ত পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের উপদেশ দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জীবনাবধি [স] বিপ আজীবন। 'আমি কহিলাম সব্বদা জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক।' ভবানী, ১৮২৫।

জীবনাবস্থা [স] জীবন-অবস্থা বি জীবনের হাল। 'তাহাদিশের জীবনাবস্থা জ্ঞাত ... ইইবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জীবনাজিন্য [স] জীবন-অভিনয় বি জীবনের অভিনয়। 'হতভাগ্য নৃপতি সন্তানদিশের জীবনাজিন্য সমাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

জীবনাভিসার [স] জীবন-অভিসার বি জীবনের অভিসার। 'তারপর শুরু হবে নূতন জীবনাভিসার।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জীবনামৃত [স] জীবন-অমৃত বি যা পান করলে প্রাণ ফিরে পাওয়া যায়। 'যেখানে ডিম্বময় জীবকুল (ফুলকুল যথা নিদায়ে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে বহিল।' মাইকেল, ১৮৬০।

জীবনায়োজন [স] জীবন-আয়োজন বি জীবনের প্রার্থ্য। 'এদের সার্থক করে তোমার জন্য দরকার তেমনি বিপুল জীবনায়োজন।' মোতাহের, ১৯৫০।

জীবনার্থ [স] জীবন-অর্থ বি জীবনসঙ্গী। 'আমার জীবনার্থ, - যাকে প্রাণ দিবারাত্রি প্রার্থনা করে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

জীবনাশা [স] জীবন-আশা বি বেঁচে থাকার আশা; জীবনের আশা। 'স্বী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া ...' দর্পণ, ১৮২২।

জীবনেতর [স] জীবন-ইতর বিপ জীবনের চেয়ে উন্নত। 'সাহিত্য হবে ব্যবহারিক জীবনেতর এক কল্পজগতের দিশারী।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবনেতিহাস [স] জীবন-ইতিহাস বি জীবনের ইতিহাস। 'পার্ববর্তীসীর জীবনেতিহাস।' মানিক, ১৯৩৫।

জীবনের তাপ বি জীবন-যন্ত্রণা। 'অতলে মগ্ন হয়ে তুলে যাব জীবনের তাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জীবনের বন্দর বি জীবনের আশ্রয়। 'আমার এ জীবনের বন্দর।' জীবন, ১৯৪০।

জীবনের সাগরসঙ্গম বি মৃত্যু। 'জীবনের সাগরসঙ্গম মুক্তি সম্মুখে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

জীবনেশ্বর [স] জীবনেশ্বর বি জীবনদেবতা। 'আমি সহজ-আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জীবনোত্তাপ [স জীবন-উত্তাপ] বি প্রাণের উত্তাপ। 'মানুষের সঙ্গে যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জীবনোদ্বেগ [স জীবন-উদ্বেগ] বি প্রাণচাঞ্চল্য। 'জীবনোদ্বেগে তড়ি করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে।' নজরুল, ১৯২৯।

জীবনোপভোগ [স বি জীবন-উপভোগ] 'জীবনোপভোগের পরিধি হল প্রসারিত।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবনোপায় [স জীবন-উপায়] বি জীবন রক্ষার উপায়; জীবিকা। 'বাবু বৈদ্যেরদিশের জীবনোপায় করিয়া দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

জীবনোপায়ী [স জীবন-উপায়ী] বি জীবিকা অর্জনকারী। 'তদ্রূপ ঐ ব্যক্তিরও আপন জীবনোপায়ী হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

জীবনোন্মাস [স জীবন-উন্মাস] বি জীবনের আনন্দ। 'ব্যক্তিভেদেই তার আনন্দ, তার জীবনোন্মাস, তার আরাম।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবনী [স ১ বি প্রাণশক্তি। 'তন ধনি কমলিনী জীবের জীবনী।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি জীবনচরিত। 'মহাত্মার প্রধানতঃ ... যুগিষ্ঠির ও ভীষ্মজনের জীবনী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জীবনীকার [স বি জীবনী রচনাকারী। '... তাঁর একজন জীবনীকারের।' আনোয়ার, ১৯৭০।

জীবনীক্রিয়া [স বি জীবনের প্রক্রিয়া। 'আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জীবনী দোলক [স বি হৃৎপিণ্ড। 'বাজে বাঁচার অমোঘ শব্দ অবিরাম জীবনী-দোলকে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

জীবনীশক্তি [স বি যে শক্তি জীবকে জীবিত রাখে। 'দীর্ঘ জীবন ও দুর্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জীবন্ত [স ১ বিণ জীবিত। 'কে তারে জীবন্ত বলে।' চন্দ্র, ১৯২০। ২ বিণ স্পষ্ট। 'তাঁহার লেখার জীবন্ত ভাব, জলন্ত রচনা।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৩। ৩ বিণ টাটকা। 'বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত হৃদয় দিয়ে অব্যাহত প্রবেশ করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ আন্তরিক। 'সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বিণ প্রাণবন্ত। 'সমগ্রী তাহার বস্ত্রের উপর জগত জীবন্ত ভাবে বিরাজমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বিণ মূর্তিমান। 'তথাপি আবার কহিলাম - তুমি জীবন্ত বর্তমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৭ বিণ সজীব। 'মরা মন জীবন্ত ভাব ধারণ করে।' মশাররফ, ১৯০৮। ৮ বিণ চলমান। 'জীবন্ত ভাষা চিরকাল এক রূপ ধারণ করে থাকে না।' প্রমথ, ১৯২১। ৯ বি উৎসাহ ও উজ্জীর্ণায় পূর্ণ তরুণ। 'আর জীবন্ত, আর রে আমার কাঁটা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

জীবন্তে [স বিণ জীবন থাকতে। 'জীবন্তে ভেলা বিহীন মএল গঅনি।' চর্চা ২৩, ১২০০।

জীবন্তিকা [স বি জীবনের বাস্তবতা আছে এমন গল্প। 'রূপকথা সে যুগের জীবন্তিকা।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবনুখিত [স বিণ প্রাণকে আলোড়িত করে এমন। 'চোখ ছুড়ে আছে কিম্বার জীবনুখিত দৃশ্য।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

জীবনুভু [স বিণ মোহমুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী। 'কোনদিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবনুভু হয়ে বসে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জীবন্মৃত [স বিণ জীবিত থেকেও মৃতপ্রায়। 'ডোজুর ডিরোজিওর]

মরশে তাহার জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকিবেক।' দর্পণ, ১৮৩২। বিণ আধ-মরা। 'আমি শয্যাগত জীবন্মৃত পড়ে ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জীবন্মৃতবৎ বিণ জীবিত থেকেও মরার মতো। 'সমস্ত মুসলমান সমাজ নিঃশাউ হয়ে জীবন্মৃতবৎ জীবন অতিবাহিত করছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জীবন্মৃতা [স বিণ স্ত্রী জীবিত থেকেও মৃতপ্রায়। 'তোমার দর্শনলালসার বুদ্ধবনে পথাসনে জীবন্মৃতা।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

জীবন্মৃত্যু [স বিণ জীবিত থেকেও মৃতের মতো। 'আমাদের বউ জীবন্মৃত্যু হয়ে রয়েছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

জীবা [স জীবা] ক্রি বাচ। 'যেইশি তঁই বিগু খনহি ন জীবিম।' চর্চা ৪, ১২০০; 'তোমার জীবার আর নাহিক উপাধি।' বড়ু, ১৪৫০।

জীবাণু [স ১ বি অতি ক্ষুদ্র জীব। 'অনেক জীবাণু এসে রোমকূপে জমে।' জীবন, ১৯৩০। ২ বি ক্ষুদ্রতা। 'লিশার জীবাণু আছে অনেক।' আহসান, ১৯৪৪।

জীবাণুকোষ [স বি জীবদেহের অতি সূক্ষ কোষ। 'জীবাণুকোষের সঙ্গে সমস্ত দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জীবাণুতত্ত্ব [স বি রোগজীবাণু সম্পর্কে জ্ঞান। 'পর্যায়ক্রমে নার্সিং, শরীরতত্ত্ব, জীবাণুতত্ত্ব, পথ্য বিধান, আকস্মিক বিপৎগতে প্রাথমিক প্রতিবিধান ইত্যাদি ...।' বেগম, ১৯৪৮।

জীবাণুতত্ত্ববিৎ [স বি জীবাণুবিশারদ। 'জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করেইা বলিলেন, যন্ত্রার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

জীবাণু [স জীবাণু] বি জীবাণু। 'জীবাণু পরমাণু তথ্যত যে বৈশেষ্য বাহরাম, ১৬৫০।

জীবাণু [স বি জীবের দেহস্থ চৈতন্য; জীব-জীবনের মধ্যে অবিস্ত্রিত পরমাণু। 'প্রথমে কহিঁ জীবাণুর সম্ভার।' সুলতান, ১৭০০।

জীবাধম [স বিণ প্রাণীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। 'অধম পায়র মুণ্ডি হীন জীবাধম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জীবাত্তর [স বি অন্য জগৎ। 'জীব মলে যার জীবাত্তরে।' লালন, ১৮৯০।

জীবাভিমান [স বি জীবের অহংকার। 'জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা।' দর্পণ, ১৮২১।

জীবিকা [স বি জীবনোপায়। 'অজি আমি জীবিকা না দিলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জীবিকাভ্রাপক [স বিণ জীবিকাচ্যুত। 'ব্যবসায়ীগকে বিশেষ বিশেষ বর্ণ অর্থাৎ জীবিকাভ্রাপক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জীবিকা-নির্ধারণ [স বি জীবনধারণের ব্যবস্থা। 'সম্ভানের বিদ্যাশিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও জীবিকা-নির্ধারণ আবশ্যিক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জীবিকানির্বাহ [স বি জীবনযাত্রা সম্পাদন। 'আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

জীবিকাপ্রয়াস [স বি জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা। 'জীবিকাপ্রয়াস হল তীব্রতর।' শরীফ, ১৯৬৮।

জীবিকাবিজ্ঞানী [স বিণ পেশাগত জীবনে সফল। 'জীবিকাবিজ্ঞানী প্রাণ আজ যেন মনে হলো ভিত্তি।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

জীবিকা-যন্ত্র [স] বি জীবিকারূপ যন্ত্র। 'জীবিকা-যন্ত্র যখনই দিয়েছে ছাড়া।' বৃদ্ধ, ১৯৫৫।

জীবিকার্জন, জীবিকার্জন [স] জীবিকা-অর্জন বি চাকরি ইত্যাদি লাভ বা অর্থ-উপার্জন। 'জীবিকার্জনের শিক্ষাদান বিষয়ে কার্য করেন।' বেগম, ১৯৪৯।

জীবিত [স] ১ জীবন। 'হস্তী জীবিত পাইয়া সে-চারিজনকে তও ধরিয়া শিলাতে আছাড়িল।' কেরি, ১৮১২। ২ বিপ জীবন্ত। 'আরও দশ বৎসর বহুদৈ জীবিত থাকিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

জীবিতকাল [স] বি জীবনকাল। 'পণ্ডিতের জীবিতকাল নির্ধারণ করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'ক্রিষণ জীবিত থাকা পর্যন্ত।' 'মা'র জন্য জীবিতকাল পর্যন্ত ৭৫ টাকা মাসহারা বরাদ্দ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

জীবিতপ্রায় [স] বিপ জীবিত আছে এমন। 'অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেব-দানব কেটে বার করেছেন তিনিও।' প্রমথ, ১৯১৫।

জীবিতবান [স] বিপ জীবন্ত। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতবান আদর্শ বরুণ হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জীবিতমৃত্যু [স] বি মৃত্যুভূলা জীবন। 'আমাকে জীবিতমৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

জীবিতা [স] বিপ স্ত্রী জীবন্ত। 'তাহারা যৎকালে পৃথিবীতে জীবিতা ছিলেন।' প্রভাকর, ১৮৩১।

জীবিতাবস্থা [স] জীবিত-অবস্থা বি জীবদ্দশা। 'ইহাৱদিগের অভিভাৱণে তদেশস্থ তবল্লোক জীবিতাবস্থায় শবাকার হইয়া থাকে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

জীবিতাশা [স] জীবিত-আশা বি বেঁচে থাকার আশা। 'যত বয়স হচ্ছে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্ছে।' হুতায়, ১৮৬১।

জীবিতেশ [স] জীবিত-ঈশ বি প্রিয়তম। 'জীবিতেশ! জগৎ-সমূহ বাঁচিয়া থাকিতে তোমার সেহ ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জীবিতেশ্বর [স] জীবিত-ঈশ্বর বি প্রিয়তম। 'জীবিতেশ্বরের সঙ্গে পর্বকূটের গিয়ে ...।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

জীবোৎপাদক [স] বিপ জীব উৎপন্ন করে এমন। 'জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জীব্য [স] বি অস্তিত্ববান। 'ব্যক্তির কৈবল্যে, সবা, বাহ্য্য ব্যক্তিও/জনসমষ্টিতে জীব্য তোমার ব্যক্তিও।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

জীয়া [আ জিয্যাহা] বিপ গচ্ছিত। 'পূর্বে যে সকল শয়্যাজীয়া জিনিষপত্র করিয়াছিলেন ...।' ভবানী, ১৮২৫।

জীমূত [স] বি মেঘ। 'সরোবরে নামি জল তোলয় জীমূত।' আশাওল, ১৮৮০।

জীমূতনাদ [স] বি মেঘের গর্জন। 'তনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জীমূত-মন্ত্র [স] বিপ মেঘের গর্জন। 'অশ্রুবারি ধারা আসার; জীমূত-মন্ত্র হাফার রব।' মাইকেল, ১৮৬১।

জীঘা [আ জিঘা] বি দায়িত্ব। 'কন্যাক্রান্ত গাশার জীঘা হইবেক।' এডমন, ১৭৯৩।

জীঘতে [স জীব<] বিপ জীবিত থাকা অবস্থায়। 'জীঘতে মোহর নাম করিয়া মোচন।' বাহরাম, ১৮৫০।

জীঘন [স জীবন<] বি জীবন। 'জীঘনের শেষ।' মানোএল, ১৭৪০।

জীঘনকাঠি [স জীবন+স কাঠি] বি যে কাঠির স্পর্শে জীবন সঞ্চার হয়

বলে কল্পনা করা হয়। 'জীঘনকাঠির স্পর্শ পাওয়া যাবে উজ্জ্বল রোদ্দুহের?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

জীঘনিয়া বিপ জীবন্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

জীঘন্ত [স জীব<] ১ বিপ জীবিত। 'জীঘন্ত থাকিত যবে নান্দনের নন্দনে।' বটু, ১৪৫০। ২ বি জীব। ওর্গ, ১৭৮৫।

জীঘন্তে ক্রিষণ জীবিত অবস্থায়। 'রক্তাবতী বনি মোর জীঘন্তে মরিল।' রূপরাম, ১৭৫০।

জীঘন্তে কবর বি জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলার কাজ। 'পরদিন তাহার জীঘন্তে কবর হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

জীঘন্তেমরা বিপ জীবদ্দশাতেই মৃতের মতো জীবনধারণকারী। 'সে হচ্ছে জীঘন্তেমরা।' নলকল, ১৯২৭।

জীঘ [স জীব<] বিপ অনেকদিন বাঁচে ও জীঘিয়ে রাখা যায় এমন। 'হাটের ঘাটে জীঘল মাছের তালশে জাগিয়ায়াও আসে।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

জীয়া [স জীব<] বি প্রাণ। 'হটফট করে জীয়া দরদ হইল হিয়া।' গলীব, ১৭৬৫।

জীয়া, জীয়ানো [স জীব<] ১ ক্রি বাঁচানো। 'জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি জীবিত করা। 'মারিয়া তাহার পুর দিনু জীয়াইয়া।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ ক্রি জ্ঞানানো। 'অক্লেশে একবার মরে গেলে আর জীয়ার না।' জীবন, ১৯৩২।

জীয়াইতে ক্রি বাঁচাতে। 'জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। জীয়াইয়া ক্রি জীবিত করে। 'মারিয়া তাহার পুর দিনু জীয়াইয়া।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। জীয়াইল ক্রি বাঁচিয়ে রাখা। 'যে জ্ঞানাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। জীয়ায় ক্রি জীবন দেয়। 'ওর সে মারয় আমা ওর সে জীয়ায়।' আলাওল, ১৬৮০। ২ ক্রি জ্ঞানায়। 'ভালবাসা একবার মরে গেলে আর জীয়ায় না।' জীবন, ১৯৩২। জীয়ে ক্রি বেঁচে থাকে। 'সেই ভলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। জীয়া ক্রি বেঁচে। 'জীয়া থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জীযানরস [স জীবনরস] বি জীবনরস। 'করিবারে চায় পরাভব যোগায়ে জীযানরস অপুস্পক বীজে।' সুশীল, ১৯৩৫।

জীযণ [স জীর্ণ] বি পুরানো দশা বা অবস্থা। 'দেবের দুর্গত ধন জীযণের ঘড়া।' ওষ্ঠ, ১৮৫৮।

জীরা [স জীর্ক] বি রান্নার কাজে ব্যবহৃত একপ্রকার মসলা। 'ঘৃত জীরা সন্তাননে রাখিবে পালস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জীরা সিকি [স জীর্ক+স সিরকা] বি সিরকাবিশেষ। ওর্গ, ১৭৮৫।

জীর্ণ [স] ১ বিপ কাতর। 'চৈতন্যবিরহে জীর্ণ সর্ব ভক্তগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ ছেঁড়া। 'না ফেলিও জীর্ণ কাঁধা যদি লাগে খাঁপ।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বিপ শীর্ণ। 'এক দেবতা জীর্ণ গোপুন্ড ধারণ করিলেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ বিপ অসুস্থ। 'জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিপ হজম। 'নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৬ বিপ ক্ষয়প্রাপ্ত। 'বিষ জীর্ণ হইবার নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৭ বিপ অপ্রয়োজনীয়। 'যে জীবনহারার অচল অসাড় পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৮ বিপ বহু ব্যবহারে ক্ষতিকাঁ; ক্রিশে। 'অনন্ত এবং অসীম শব্দ-দুটা আজকাল সর্বদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৯ বিপ শুকনা। 'জীর্ণ পাড়া খরার

বেলায়' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ১০ বিণ সংস্কারযোগ্য। 'সমাজের জীর্ণ আদর্শ'। বৈশম, ১৯৪৭।

জীর্ণকর্ত [স] বি দুর্বল কর্তব্য। 'জীর্ণকর্ত মিশবে মাটিতে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জীর্ণকছা [স] বি হেঁড়া কাঁথা। 'পর্যাপ্ত লজ্জাহারা জীর্ণকছা ছিন্নবাস'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

জীর্ণ-কাঁথা [স] জীর্ণকছা। বি হেঁড়া কাঁথা। 'ভিক্কু তার জীর্ণ-কাঁথা মেলে বসে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

জীর্ণটার [স] বি ছেঁড়া পোশাক। 'সেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণসেহে জীর্ণটারে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জীর্ণটারধারিণী [স] বি স্ত্রী পুরানো হেঁড়া কাপড় পরিহিত। 'আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণটারধারিণীভারতমাতা ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জীর্ণতম [স] বিণ অতি পুরানো ও নড়বড়ে। 'জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জীর্ণতা [স] বি জরাজততা। 'আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

জীর্ণতামুক্ত [স] বিণ জরা থেকে মুক্ত। 'তাকে জীর্ণতামুক্ত করে নবজীবনের খাতে পরিচালিত করার এক সুকঠিন দায়িত্ব ...'। শ্রীক্ষ, ১৯৭০।

জীর্ণধূসর [স] বিণ প্রাচীন ও একচেয়ে। 'স্মৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিঘাতার এক জীর্ণধূসর কৌশল'। জীবন, ১৯৩২।

জীর্ণনীড় [স] বি পুরানো ভাঙা বাসা। 'রামমোহন রায় বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় খঁড়াবতই পরিচাণ করিয়া ... সত্য কৃষ্ণকর্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

জীর্ণপত্র [স] বি হেঁড়া চিঠি। 'সেই আলোতে জীর্ণপত্রের ছিন্ন টুকরোগুলো একবার দেখে নিল'। কায়সার, ১৯৬২।

জীর্ণবস্ত্র [স] বি হেঁড়া পোশাক। 'না ফেলিও জীর্ণবস্ত্র যদি লাগে যিন'। আলাওল, ১৬৮০।

জীর্ণভিত্তি [স] বিণ ভিত্তি ক্ষয় হয়েছে এমন। 'মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ে যাবে জীর্ণভিত্তি অটলিকা-সম'। রবীন্দ্র, ১৯৮০।

জীর্ণশরীর [স] বি ভগ্নবাহ্য। 'ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক ক্লম ও জীর্ণশরীর হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

জীর্ণশীর্ণ [স] বিণ অসুস্থ ও কৃশ। 'দৃষ্টি লোক অন্যহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসাধার অভ্রম লইতেছে'। অক্ষয়, ১৮৪৬।

জীর্ণশীর্ণতা [স] বি জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। 'জীর্ণশীর্ণতা ঘূচল না'। জীবন, ১৯৩৩।

জীর্ণসাজ [স] জীর্ণসজ্জা। বি হেঁড়া পোশাক। 'জীর্ণসাজপরা বরকম্বাজেরা লজ্জার ঘর হতে বার হতে চায় না'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জীর্ণা-শীর্ণা [স] বিণ স্ত্রী অসুস্থ ও কৃশ। 'এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিণী'। নজরুল, ১৯২৭।

জীলা [আ জিলা] বি জেলা; দেশ অথবা প্রদেশের প্রশাসনিক বিভাগ। 'জীলা মজকুরের জমিদার লোকের নিকট জারি করিবে'। তাঁতি, ১৭৯২।

জীলাদার [আ জিলা+ফা দার] বি জেলার শাসক। 'জীলাদার সাহেবের দস্তখতি পরোয়ানা পাঠাই'। তাঁতি, ১৭৯২।

জীলান [আ জল+ওয়ায] বিণ উজ্জ্বল। 'এনে দাগ সুপ্রবল প্রাণ-বহি জীলান সূর্যের'। ফররুখ, ১৯৪৬।

জীহ [স জিহ্বা] বি জিহ্বা। 'মেলে ঘন ঘন জীহের আগ'। বড়ু, ১৪৫০।

জীহা [স জিহ্বা] বি জিহ্বা। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় জীহা কর্ণ নাসা ত্বক চক্ষু'। চণ্ডী, ১৫৫০।

জু [হি] বি চিড়িয়াখানা। 'বৃহত্তম জু দেখিব জীবনে'। নজরুল, ১৯৩১।

জুওলজিকাল গার্ডেন [হি] বি চিড়িয়াখানা। 'সার্কাস দেখাইতে, জুওলজিকাল গার্ডেনে লইয়া যাইতে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জুওলজিকাল [হি] বি চিড়িয়াখানা। 'জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জুঅতি [স যুক্তি] বি যুক্তি। 'কাজ ন কারণ জু এহ জুঅতি'। চর্যা ২৬, ১২০০।

জুআ [স দ্যুত] বি টাকাপয়সা বাজি রেখে তাস পাশা ইত্যাদি খেলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জুআচুরি [স দ্যুত] বি জুয়াচুরি। বিদ্যা, ১৮৯১।

জুআচোর [স দ্যুত] বি জুয়াচোর। বিদ্যা, ১৮৯১।

জুআএ [সি যুক্তি] কি যোগ্য হয়। 'এবে মথুরার হাট জাইতে জুআএ'। চণ্ডী, ১৫৫০।

জুআই [সি যুক্তি] বি জুয়াই। 'জুআই খনে দিতহ আলিগন গাঢ়। জনি জুআর পক সে খেল গাঢ়'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জুই [স যুক্তি] বি সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'ফুটেছে সাঁকের জুই ফুল'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জুইকুড়ি [জুই+কোরক] বি জুই ফুলের কুড়ি। 'জুইকুড়ি সব নেতিয়ে পড়ে'। নজরুল, ১৯২৫।

জুইবাগান [জুই+ফা বাগ] বি জুই ফুলের বাগান। 'জুইবাগানের আরেকদিনের গান'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

জুইহি [স যুক্তি] বি জুই; সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'জুইহি-বেলির গন্ধে মেশা'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জুকত [স যুক্ত] বি মিলন। 'বায়ীর আদেশে মাত্র করিব জুকত'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জুকতি [স যুক্তি] বি যুক্তি। 'তবে বিস্মে পৃথু সমে করিয়া জুকতি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জুকি [স যুক্তি] ১ বি পরামর্শ। 'বারিকা জাইতে মোরে প্রিয়া জুকি দিল'। মালাধর, ১৫০০। ২ বি মধ্যম্র। 'জুকি করি ইন্দ্রপ্রস্থে জতুপুহ করে'। মালাধর, ১৫০০। ৩ বি স্থির। 'সান্তনুরে রাজর্ষ দিতে মনে জুকি করি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি বিচার-বিবেচনা। 'সান্ত জুকি দ্বারা দৃষ্ট বেবহার দেখিয়া ঐ জ্ঞানমুদিকে ত্যাগ করিয়া ...'। চিঠিপত্র, ১৮২৪।

জুক্তিয়া [স যুক্তি] বি পরামর্শ করে। 'মনে বুদ্ধি জুক্তিয়া ভজহ সীহরি'। মালাধর, ১৫০০।

জুখা [স যোগ্য] ক্রি পরিমাপ করা। **জুখিয়া** বিণ ওজন করে। 'পঞ্জরের তরে সোনা দিলেন জুখিয়া' মুরুন্দ, ১৬০০। **জুখ্যা** ক্রি পরিমাপ বা পরিমাপ করে। 'কেহ কাটে কেহ কোটে কেহ জুখ্যা ভাগ বাটে'। মুরুন্দ, ১৬০০।

জুগ [স যুগ] ১ বি যুগল। 'পল্লববাজ চরনজুগ সোভিত'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি যুগ। 'চৌদ জুগ গেল পরভর এক ক্ষণ জানে'। রামাই, ১৭১০।

জুগত [স যুক্ত] বিণ উচিত। 'তোমাকে জুগত নহে এ সব করম'। বড়, ১৪৫০।

জুগতগালা [স যুক্ত] বি সক্ষম ব্যক্তি। 'গুনাগারি ও তহ খরচা দিগর সমেত দাদানের টাকা আদায় হয় এমত জুগতগালার নাম লিখিয়া পাঠাইবে'। তীতি, ১৭৯২।

জুগতি [স যুক্ত] ১ বি মন্ত্রণ। 'বৃহস্পতি আনি ইন্দ্র করিল জুগতি'। মালাধর, ১৫০০। ২ বি যুক্তি: সিদ্ধান্ত। 'নড়িলা পড়না নারি সজার জুগতি'। মালাধর, ১৫০০।

জুগল [স যুগল] বি জোড়া। 'খন্ডন জিনিঞা শোভে নয়ান জুগল'। মালাধর, ১৫০০।

জুগি [স যোগী] বি যোগী। 'বিখাতা নির্মাল ঘর নাক্রক দুয়ার জুগি পুরুষ তাহে আছে অনাহার'। মুরুন্দ, ১৬০০।

জুগিনী [স যোগিনী] বি যোগিনী। 'হান হান করিয়া ধরে আমার বেশ চৌষটি জুগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ'। মুরুন্দ, ১৬০০।

জুগতি [স যুক্তি] বি যুক্তি। 'সীতল উকুতি জোহো জুগতি সমদল হল আনে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জুগুন্না [সা] ১ বি অপবাদ। 'রতি ভয় ক্রোধ উৎসাহ জুগুন্না বিশ্বয় আলাওল, ১৬৮০। ২ বি ঘৃণা। 'ভয়, বিশ্বম, বিরাগ, জুগুন্না বশঙ্গর, ১৮৭২।

জুগুন্না [স] বিণ নিন্দাজনক। 'লৌকিক স্তরে যে ভাব হয়তো নিতান্তই জুগুন্না...।' শিব, ১৯৭৩।

জুগলিত [স] বিণ নিপিত। 'অতি জঘন্য জুগলিত চরিত্রের নাটক, থিয়েটার ও অভিনয়'। এসলাম, ১৯১৬।

জুগা [স যোগ্য] বিণ যোগ্য। 'সেই বর জুগ্য কন্যা তোমার মুহুরী'। মুরুন্দ, ১৬০০।

জুচ্চুরি, **জুচ্চুরী** [স দ্যুত] বি প্রতারণা। 'জুচ্চুরী ধণ্ডে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বহুবাবুর বাড়িতে গেলেন'। হতেম, ১৮৬১। 'জুচ্চুরি করে বিষয় রাখবে'। গিরিশ, ১৮৮৯।

জুচ্চুরী [স দ্যুত] বি ধোকাবাজি। 'জুয়ার সাথে জুচ্চুরী, ঘোড়া দৌড়, মদ, নারী ঘটিত ব্যাপার'। আজাদ, ১৯৬৩।

জুচ্চোর [স দ্যুত] বি ঠক। 'শালা জুচ্চোর। কান্দিবাজ'। কায়সার, ১৯৬২।

জুজ্ঞান [ফা] বি কাপড়ের ধলি। 'কাপড়ের ধলিতে (জুজ্ঞান) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি'। রোকোয়া, ১৯২৭।

জুজা [স যুগ] ক্রি যুদ্ধ করা। 'সমরের মাঝে জুজে পাতা দুই অঁটু'। মুরুন্দ, ১৬০০।

জুজু [সা জু] ১ বি কল্পিত ভয়ঙ্কর মূর্তি বা জীব। 'প্রজারা হজুরকে জুজুর অপেক্ষা করি ভয় করে'। প্রভাকর, ১৮৪৮। ২ বিণ কাতর। 'কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, ক্রীর দাস'। হতেম, ১৮৬১।

জুজুবুড়ি, **জুজুবুড়ী** [স জু+বুড়ি] বি শিশুদের কাছে ভীতিজনক কল্পিত বৃদ্ধা। 'ঠিক যেন ওই গোলন্দাড়ার জুজুবুড়ির পারা'। নজরুল, ১৯২৬। 'ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী'। রোকোয়া, ১৯৩১।

জুজুবুসু [জা] ১ বি জাগনি কুতিবিশেষ। 'হাবু সে দেখায় জুজুবুসু পাঁচ, আবু মোহরমি ছন্দ'। নজরুল, ১৯৩৩। ২ বি মারপ্যাচ। 'মকদ্দমার জুজুবুসু খেলা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জুঝা [স যুগ] ক্রি যুদ্ধ করা। 'নিতে নিতে খিআলা ঘিহে যম জুঝা'। চর্যা ৩৩, ১২০০। **জুঝা** ক্রি যুদ্ধ করে। 'নিতে নিতে খিআলা ঘিহে যম জুঝা'। চর্যা ৩৩, ১২০০। **জুঝাও** বি যুদ্ধ করি। 'দেহ অনুমতি হে জুঝাও পঁচনান'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **জুঝি** ক্রি যুদ্ধ করে। 'দক্ষিণ দুয়ারে বীর জুঝি তেজবাম'। মুরুন্দ, ১৬০০। **জুঝিতে** ক্রি যুদ্ধ করতে। 'বরখুন হইয়া কেহ জুঝিতে আইল'। মালাধর, ১৫০০। **জুঝিবারে** ক্রি যুদ্ধ করতে। 'তার সঙ্গে জুঝিবারে নারে প্রিথিবিতে'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **জুঝিবে** ক্রি যুদ্ধ করবে। 'কটাকে করহ বধ জুঝিবে কি কারনে'। মালাধর, ১৫০০। **জুঝিবেন** ক্রি যুদ্ধ করবেন। 'বিলসেন একাএকি ভিম জুঝিবেন গিয়া'। মালাধর, ১৫০০। **জুঝিল** ক্রি যুদ্ধ করলো। 'অয়েদস শিবস জুঝিল এহী মতে'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **জুঝিলেক** ক্রি যুদ্ধ করলেন। 'তোমা সনে জুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্যে'। বৃন্দা, ১৫৮০। **জুঝে** ক্রি যুদ্ধ করে। 'সার্ককীর সনে জুঝে বান নরপতি'। মালাধর, ১৫০০।

জুট [হি] বি পাট। **জুটবোর্ড** [হি] বি পাট বিষয়ক দস্তর। 'জুটবোর্ড আশা করুন যে, ইহা আরো দুই লাখ বেল বেশী ইহাতে পারে'। আজাদ, ১৯৬৪।

জুটমিল [হি] বি পাটের কারখানা। 'কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল'। নজরুল, ১৯৪১।

জুট করা [হি জুট] ক্রি যুগবদ্ধ হওয়া। **মানোএল**, ১৭৪৩।

জুটা, **জুটানো** [হি জুটা] ১ ক্রি সংগ্রহ করা। 'কিছু জুটিয়ে পুটিয়ে দাও'। গিরিশ, ১৮৮৬। ২ ক্রি ডেকে আনা। 'ভিথিরি জুটিয়ে আন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ ক্রি একত্র হওয়া। 'পারে কে যাবি তোরা আয় না জুটে'। লালন, ১৮৯০। ৪ ক্রি যোগাড় করা। 'কাজ জুটাইয়া দেওয়া সরকারের অন্যতম কর্তব্য'। আজাদ, ১৯৬৬।

জুটাজুটময়ী [স জুটাজুট] বিণ ক্রী জুটাপরী। 'জুটাজুটময়ী জয়া যাত্রা-শিরোমণি'। মুরুন্দ, ১৬০০।

জুটি [মু জুড়ি] বি সঙ্গী; নোসর। 'আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই দুটি'। ভণ্ড, ১৮৮৮।

জুডিসিয়াল, **জুডিশ্যাল** [হি] বিণ বিচারসংক্রান্ত। 'একজিকুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'সরকার নিয়োজিত জুডিসিয়াল এনেকোয়ারী কমিটি'। সাদত, ১৯৬৭।

জুড়া, **জুড়ানো** [স যুক্ত] ১ ক্রি যুক্ত করা। 'বলনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে'। বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি তুষ্ট করা। 'কাহু আগিগিআ সকল দেহ জুড়ায়িবে'। বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি শীতল হওয়া। 'জুড়ায়িলে সোআদ লাগে তপত দুখ'। বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি প্রশান্ত হওয়া। 'তনি প্রভুর জুড়াইল কাণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ ক্রি সেঁটে দেওয়া। 'কপালে জুড়ি ফোঁটা'। মুরুন্দ, ১৬০০। ৬ ক্রি ঠাণ্ডা করা। 'জুড়াইতে'। মানোএল, ১৭৪৩। ৭ ক্রি আশ্রয় করা। 'না জুড়িতে'। মানোএল, ১৭৪৩। ৮ ক্রি মুগ্ধ হওয়া। 'পাহাড়িয়া যত পাখী লেপিতে জুড়ায়ি আঁখি'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৯ ক্রি প্রশমিত হওয়া। 'হারামজাদীর মাখাটা ভাঙ্গি, তা হলি গা জুড়য়'। মাইকেল, ১৮৬০। 'নিবিড় কাননে পশি এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরল'। মাইকেল,

১৮৬১। ১০ কি দখল করা। 'যতসব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ১১ কি প্রসন্ন হওয়া। 'জুড়াবে হিয়া সুধাবিষণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ১২ কি নিবারণ করা। 'জুড়াতে গৌড়ের ভূষা সে বিমল জলে।' মাইকেল, ১৮৬৬। ১৩ কি মুগ্ধ হওয়া। 'আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ১৪ কি ব্যাণ্ড হওয়া। 'স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১৫ কি বিবৃত থাকার। 'উত্তরচল্লিশ আমি ... গলকষয়ের থর মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০। জুড়ুপি কি আরোপ করিল। 'আমি সে সঙ্কীলা দান আমারে জুড়ি মান।' বড়, ১৫৭০। জুড়াই কি তুণ্ড করি। 'কি করি এখন জুড়াই জীবন বদন সেবিব তার।' চণ্ডী, ১৫৫০। জুড়াএব কি জুড়াবো। 'পুনহি দরসন জীব জুড়াএব টুটব বিরহক ওর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। জুড়াওহ কি শীতল করা। 'হৃদয় জুড়াওহ মোর।' মুরারি, ১৫৭০। জুড়াও কি জুড়াক। 'দেহ আলিঙ্গন জুড়াও চিত্ত।' মানিকরাম, ১৭৮১। জুড়াও কি তুণ্ড করবো। 'জুড়াব জীবন আজি মিলনের জালে।' উমেশ, ১৮৫৭। জুড়ায় কি মুগ্ধ হয়। 'পাহাড়িয়া যত পাখী দেবিতে জুড়ায় আঁখি।' রামহরসাদ, ১৭৮০। জুড়ায়িবো কি জুড়াবো। 'কাহ্ন আলিঙ্গিতা সকল দেহ জুড়ায়িবো।' বড়, ১৪৫০। জুড়ায়িলো কি ঠাণ্ডা হলে; শীতল হলে। 'জুড়ায়িলে সোআদ লাগে তপত দুধ।' বড়, ১৪৫০। জুড়ালো কি শান্ত হলো। 'জুড়ালো হৃদয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। জুড়ি ১ কি যুক্ত করে। 'বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি যুক্ত করি। 'আরজ করিল আসি সোান হাত জুড়ি।' গরীব, ১৭৬৫। জুড়িআ কি জোড় করে। 'জুড়িআ উভয় পাণি বলে সবিনয় বাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০। জুড়িতে কি আরম্ভ করতে। 'না জুড়িতে।' মাদোএল, ১৭৪৩। জুড়িয়া কি জুড়ে। 'চুমুক জুড়িয়া প্রান লগত আমার।' মাদোএল, ১৫০০। জুড়িয়াছে কি যুক্ত করেছে। 'তবে ধর্ম নরনাথে জুড়িয়াছে দুই হাতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। জুড়িল ১ কি জুড়লো; ওর করলো। 'নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন।' বড়, ১৪৫০। ২ কি সম্মিলন করলো। 'জুড়িল তার কন্দ মুগ্ধে।' মুকুন্দ, ১৬০০। জুড়িলা কি বেঁধে দিলো। 'মজ্জনুর বসনে জুড়িলা হিত জানি।' বাহুবলী, ১৬০০। জুড়িলাও কি জুড়লাম। 'ভূমি বৈলে অনুর অমি জুড়িলাও শর।' মুকুন্দ, ১৬০০। জুড়িহো কি জুড়ো; যোজনা করো। 'পুরিহো গোমার আশ না জুড়িহো বাণে।' বড়, ১৪৫০। জুড়ী কি জুড়ে দেয়। 'নাগর কাহ্নাক্রি মোকে বিত্ততে আশে নোআ জুড়ী।' বড়, ১৪৫০। জুড়ে কি বিবৃত হয়ে। 'ক্লেশ যুগ জুড়ে হৈল নরনের রেখা।' মানিকরাম, ১৭৮১। জুড়া কি জুড়ে। 'কুল জুড়া বাহে জল একাকার খাণ্ডা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জুড়িয়ে আনা কি শীতল করা। 'আর একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জুড়িয়ে যাওয়া কি তুণ্ড হওয়া। 'রাতার উপর গেলে শরীর একেবারে জুড়াইয়া যায়।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

জুড়ে দাঁড়ানো কি আগলে দাঁড়ানো। 'সাদা পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জুড়ে দেওয়া কি যুক্ত করা। 'এসে জুড়ে দিলে হয় না?' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

জুড়ে নেওয়া কি একত্র করা। 'তার স্মৃতিতো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জুড়ি/মু জুড়ি ১ বি জোড়। 'এক এক মিলি জুড়ি মনহের পুণ্ডি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুই ঘোড়ার টানা গাড়ি। 'কিছুদিনের মধ্যে তকমা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বদে গ্যালো।' হত্যাম, ১৮৬১। ৩ বি

প্রতিষন্ধী। 'লোককে কথায় ভুলিয়ে বশ করতে ওর জুড়ি কেউ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি দোসর; সাথি। 'রতনের জুড়ি নাকি?' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

জুড়িকর্তা [জুড়ি+স কর্তা] বি দৈতকর্তা। 'দুই পেচক কলহ করিয়া আবার জুড়িকর্তা মিশাইল।' শওকত, ১৯৫৮।

জুড়িগাড়ি, জুড়িগাড়ী [জুড়ি+স গাড়ী] বি দুই ঘোড়ার টানা গাড়ি। 'একটা বড়ো জুড়িগাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'মোটর, জুড়িগাড়ী ... বিভিন্ন দাশান অমারত প্রকৃতি।' হেদায়েত, ১৯৩৫।

জুড়ি জুড়ি কিবিল জোড়ায় জোড়ায়। 'সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনতা আরম্ভ হল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জুড়িয়ার বিণ সমকক্ষ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'তারই জুড়িয়ার আরও জন ডিন-চার রাজমিস্ত্রি।' নরকল, ১৯৩০।

জুড়িয়ার বি সমকক্ষতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জুড়িনুতা বি যুগল নাচ। 'দুই জাতীয় বৈদ্যুতওয়ালা কন্যাক্ষর জুড়িনুতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জুড়ি বি প্রলাপ। মাদোএল, ১৭৪৩।

জুড়ি, জুড়ী [মু জুড়ি] বি বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ বিন্যাসে ব্যবহৃত তার। 'তারের যন্ত্রে চিকারী ও জুড়ীর সাহায্যে সুবক পুঁজ করিবার যে পদ্ধতি আছে ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

জুঠ [সংস্কৃত/বিণ একত্র; জোটবদ্ধ। 'প্রজারা এক জুঠ হইয়া মিলি নুনিবে না ঐ প্রতিজ্ঞা করিল।' অমৃতবাজার, ১৮৬৯।

জুঠা [স যথ>] কি জুড়ে হওয়া। 'জুঠিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

জুগি [স যেন] অব্য যেন। 'মাথার মুকুট কাহ্নাক্রি তাঁগি জুগি জাএ।' বড়, ১৪৫০।

জুং [স যুক্ত>] ১ বি সুবিধা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি যথার্থ্য আরাম। 'একটা চেয়ার টেনে জুং করে তার সামনে বসলেন।' শ্যামসুগ, ১৯৭৩।

জুংসই [জুত+আ সওয়া] ১ বিণ সুস্থ-সমর্থ। 'দেহ জুংসই টেকসই রাখিবার জন্য ওসবের দরকার আছে।' মনসুর, ১৯৩৫। ২ বিণ উপযুক্ত। 'ধার তুলে তুলে জুংসই করে নিতে হবে ছান।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

জুত [স যুক্ত] ১ বি সুখকর অবস্থা। 'যক্ষ দানা প্রেত ভূত বসতি সভার জুত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সুবিধা। 'অকথা ভাষায় তেমন জুত করে উঠতে পারে না সে।' শিবরাম, ১৯৫০।

জুত করিয়া বসা কি আরাম করে বসা। 'তামাক সাজিয়া বেশ জুত করিয়া বসিতেই ...।' তারা, ১৯৪২।

জুতসই বিণ সুবিধামতো। 'মাঝে মাঝে ভান করতেন যেন জুতসই শব্দ ইচ্ছে পাচ্ছেন না।' মুক্তাবা, ১৯৫৬।

জুতি কিবিল অনুকূল অবস্থায়। 'নীরে ক্ষীরেতে ভেলা বায় কি জুতি।' লালন, ১৮৯০।

জুত[হি জুতা] বি জুতা। 'ও ত জুত নয়।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

জুতা, জুতো [হি ১ বি পাদুকা। 'পায়ে দিল জুতা।' বিজয়, ১৬৫০: 'জুতা' ওয়া, ১৭৫৫: 'সাহেবেরা যে প্যাকেরমার জুতো পরে জানিস নে?' মীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি জুতার বাড়ি। 'এর দাম বিশাখা জুতো।' হত্যাম, ১৮৬১।

জুতা খাওয়া কি জুতা দ্বারা প্রকৃত হওয়া। 'চাবুকের বদলে স্বামীর জুতা খাইতে রাজি হইয়াছিল।' মানিক, ১৯৪০।

জুতাখাকি বি ক্রী গালিবিষেব; জুতাপেটা হয় যে। 'সন্ন্যাসীর ওষুধ খেয়ে ছেলোটো জানিস জুতাখাকি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জুতাধারী বিণ জুতা পরিহিত। 'আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাত্ জুতাধারী মালাহীন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

জুতাবরদার, **জুতোবর্দার** [হি জুতা+ফা বরদার] বি জুতা বহনকারী স্ত্রী। 'জুতাবরদার।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'ডেকে দাও কোথা আছে সর্দার, নিয়ে যাক দশ জুতোবর্দার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

জুতাবিক্রেতা বি জুতা বিক্রি করে যে। 'আমি জুতাবিক্রেতার বাড়িওয়ালার হাতে গিয়া পড়িলাম।' প্রভাত, ১৮৯৬।

জুতো-পেটা ১ বি জুতা দ্বারা আঘাত। 'যারা এসের জুতো-পেটা করত।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি অপমান। 'গোম্বার্মির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতোপেটা করবুম।' মূলতবা, ১৯২২।

জুতো-বওয়া বিণ জুতো বহন করে এমন। 'তুমি জুতো-বওয়া তার অধীন।' নজরুল, ১৯২৪।

জুতো সেলাই থেকে **চটীপাঠ** - হোটোবড়ো নির্বিশেষে সব কাজ করা। 'জুতো সেলাই থেকে চটীপাঠ।' প্রমথ, ১৯৪০।

জুতা [স যুত>] কি জুড়ে নেওয়া। 'অনেকগুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জুতে, এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জুতানো [হি জুতা>] বি জুতা দিয়ে প্রহার। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ঠাডানো, কিলানো, ঘুঘানো, তেতানো, চড়ানো, লাথানো, জুতানো।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জুতার বি গোড়ালি। মানোএল, ১৭৪৩।

জুতি [স জ্যোতিঃ] বি জ্যোতিঃ। 'মানিক জিনিঞা/ দশন জুতি।' বড়, ১৭৭০।

জুতি [স যুতি>] বি এক প্রকার সুগন্ধী ফুল। 'তুলসি মালতি জুতি অমলকী কুন্দ জুতি।' মালাধর, ১৫০০।

জুতি [হি জুতা>] বি জুতা। 'চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোণমুখি।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

জুতির্ময় [স জ্যোতির্ময়] বিণ জ্যোতির্ময়। 'রতনের কদিল অধিক জুতির্ময়।' সুভাষা, ১৭০০।

জুতী [স যুতি] বি মনোযোগ। 'স্বাক্ষরের জুতী হারায়িলো বড়ায়ি।' বড়, ১৪৫০।

জুতুয়া [স যুতা] বি জুতা। 'সেই নাল জুতুয়া হয়ে দেখা দিলে।' অবন, ১৯২৫।

জুতো দ্র জুতা

জুতোবর্দার দ্র জুতা

জুথি [স যুথী] বি জুই ফুল। 'সতবর্ণ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জুদা [ফা] বিণ ভিন্ন। 'তাহা মোরে দেহ জুদা।' চন্দ্র, ১৫৫০।

জুদিসিয়াল [হি] বিণ বিচার বিভাগীয়। 'জুদিসিয়াল ও রেবিনিষ্ট সম্পর্কীয় যে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ পাইয়াছে...'। দর্পণ, ১৮৩৫।

জুদু [স যুদা] বি লড়াই। 'পাইলে জুদু সহিবারে নারি।' মালাধর, ১৫০০।

জুফরিস [স যুফরিশারদ] বিণ যুফরিশারদ পারদর্শী। 'জুফরিস হউক স্বামী রনে মহাবলী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জুজি [স যুজা] বি যুক্ত; সংগ্রাম। 'তবেত আমার বাপ জুজি সঙ্কলিল।' মালাধর, ১৫০০।

জুন [হি] বি খ্রিস্টীয় পঞ্জিকার ষষ্ঠ মাস। '১৭৫৬ সালের জুন মাসে নবাবি হলামার সময়...'। মের্স, ১৭৫৭।

জুনি, **জুনী** [স যেনা] অবা যেন না। 'বন্ধন ঘূচাই জুনি দেখে দেবগণে।' বড়, ১৪৫০; 'কোলে কর কাফাক্রি বড়ায়ি জুনী জাগে।' বড়, ১৪৫০।

জুনিয়র [হি] বিণ নিম্নপদস্থ। 'যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাভিষিক্ত।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

জুনিয়র পরীক্ষা [হি জুনিয়র+স পরীক্ষা] বি প্রাথমিক স্কুলের সমাপনী পরীক্ষা। 'দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

জুনো [হি] বি একটি গ্রহাণুর নাম। 'জুনো, সীরিস, পাদাস, হাইজজির প্রভৃতি ১৪৮০ এক শত আটচল্লিশটা ক্ষুদ্র গ্রহ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জুপ জুপ [ধ্বন্য] বি ভারী বস্ত্র পানিতে পড়ার শব্দ। 'হাত পা অস্থি আলাদা আলাদা জুপ জুপ পড়ে গেল সাগরজলে।' কায়সার, ১৯৬২।

জুবডি [স যবস] বিণ অতিরিক্ত ভিজা। 'মাখটা ভিজ্জে যে একেবারে জুবডি হয়ে গিয়েছে।' বিকৃতি, ১৯২৯।

জুবড়ে [স যবস>] বিণ খুব ভেজা। 'সাপুর সুপুর জুবরে দাড়ি।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

জুবতি, **জুবতী** [স যুবতি] বি ক্রী প্রাণ্ডযৌবন নারী। 'জনম হোঅং জদি জও পুনু হোই। জুবতী ডহ জনমং জনি কোই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'কোমতে পাইব সেই সুন্দর জুবতি।' মালাধর, ১৫০০।

জুবান [ফা জওয়ান] বি জোয়ান। 'সব জুবান রাজপুত পাঠান মজবুত।' ভারত, ১৭৬০।

জুবিলি, **জুবিলী** [হি] বি জয়ন্তী; অনুভাবিণ। 'পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে সভা।' রোকেয়া, ১৯২৭; 'জুবিলি উৎসবে সভাপতি।' নজরুল, ১৯২৮।

জুবুথু [স যুবথুরি] বি আড়ট। 'কতোকাল জুবুথু হয়ে মধ্যবিভ নাগরিক জীবনের সুখ নিংড়ে বের করতে চাইবে?' সেলিনা, ১৯৭৫।

জুবেক [স যুবক] বি যৌবন। মানোএল, ১৭৪৩।

জুব্বা [আ] বি আলখাল্লা। 'গলায় হজ্জের জোব্বা খুলে পড়ে গায়।' গরীব, ১৭৬৫।

জুভা [স জিব্বা] বি জিব্বা। 'জুভাখান খাওয়ার সমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জুম [আ জুম্মা] ১ বি স্পর্ধা। 'এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি জুম্মা। 'বিস্তর লঙ্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি পার্বত্য এলাকায় চাষাবাদের বিশেষ পদ্ধতি। 'জুম চাষের জন্য আশ্রয় দিয়াছে।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

জুমজুম [আ জুমজুম] বি মক্কার জুমজুম নামক কূপ। 'জুমজুমের পানি যেন করছে তারা পান।' জর্সীম, ১৯২৯।

জুমল [আ জুমলা] বি মোট। বিদ্যা, ১৮৯১।

জুমলা [আ] ১ বি হিসাব। 'এই আমদানীর জুমলা এইরূপে লেখা যায় যে...'। দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিণ মোট। দর্পণ, ১৮২৮। 'শ্যামবাজারের পাঠশালাতে ও জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৪০

জন হইল।' দর্পণ, ১৮২৮।

জুম্মা [আ জুম্মআহ] বি ইসলামিতে শুক্রবার দুপুরের সমবেত উপাসনা।
'জুম্মা জমাতে শরিক করা।' এসলাম, ১৯১৯।

জুম্মিয়া [জুম্] বি নগরী বিশেষ। 'এক-এক জায়গায় জুম্মিয়া চাঘরা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দক্ষ করিয়া রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'রাজবংশী, চাকমা, জুম্মিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় জনসমষ্টিভুক্ত মানুষ।' এনামুল, ১৯৫৫।

জুম্মা [আ জুম্মআহ] বি শুক্রবার। 'জুম্মা দিনে নৃপতি হইয়া রোজাদার।' আলাওল, ১৬৮০।

জুম্মাবার [আ জুম্মআহ+ফা বার] বি শুক্রবার। 'আগামী জুম্মাবার জয়নাল দ্বারা মহারাজের নামে খেতবা পাঠ করািব।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জুম্মা মসজিদ [আ বি শুক্রবার দুপুরের সমবেতভাবে নামাজ পড়া হয় এমন মসজিদ। 'রেশমী চাদর উপরে টানাইয়া জুম্মা মসজিদে লইয়া গেল।' দর্পণ, ১৮২১।

জুম্মার ঘর [আ জুম্মআহ+ঘর] বি জুম্মার নামাজ পড়া হয় এমন মসজিদ। 'আগা করুড়া জুম্মার ঘরে দিয়া আবি।' ইশহাক, ১৯৫৫।

জুম্মার নামাজ [আ জুম্মআহ+ফা নামাজ] বি ইসলামিতে শুক্রবার দুপুরের সমবেত উপাসনা। 'জুম্মার নামাজের জমাতে এবং হাট-বাজারের অলি-গলিতে।' মনসুর, ১৯৪৪।

জুম্মা, জুম্মানো [স দ্যুত] ১ ক্রি যোগ্য হওয়া। 'লোকচার উর্ধ্বেস তার করিতে জুম্মাই।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি ইচ্ছা হওয়া। 'অজ্ঞ-অপরাধ ক্রমা করিতে জুম্মায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ ক্রি হওয়া। 'কহিতে না জুম্মায় তবু রহিতে না পারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ ক্রি গোড়া পাওয়া। 'চম্পাদীস কহে রাই ইহা না জুম্মায়।' দ্বিপ্র, ১৬০০। ৫ ক্রি ইচ্ছা করা। 'হুঁতে না জুম্মায় বেটা জারুয়া চেমনে।' বুদ্ধদেব, ১৬০০। ৬ ক্রি উচিত হওয়া। 'এমত অশকা কথা কহিতে না জুম্মা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৭ ক্রি সযোগ্য হওয়া। মানোএল, ১৭৪০। ৮ ক্রি জোয়ানো। 'সে এলে অবশ তনু, কথা না জুম্মায় আর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

জুম্মা, জুম্মো [স দ্যুত] বি বাজি রেখে প্রতিযোগিতামূলক খেলা। 'অনেকই লোক আসিয়া জুম্মা খেলা করে।' দর্পণ, ১৮১৮; 'এখন জুম্মো খেলায় মত্ত হয়ে/কাদিতে হবে সব হারায়ে।' লালন, ১৮৯০।

জুম্মা খেলান [স দ্যুত] বি জুম্মা খেলা। ওর্গা, ১৭৮৫।

জুম্মাহুরি, জুম্মাহুরী [স দ্যুত]+স চোর] ১ বি ঠাকানোর জন্যে ডুল বৃত্তি দেওয়া। 'জুম্মাহুরী।' ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বি ধোঁকাবাজি। 'চুরি জুম্মাহুরি পরদারী ডাঁড়ামী ঠাকামী বদনামী কোটনামীতে অভিযীয়া।' ডাবানী, ১৮২৮; 'খুড়োর কথা মত - এ সকল প্রলয় জুম্মাহুরী।' হুতাম, ১৬৬১।

জুম্মাচোর [স দ্যুত]+স চোর] বি প্রতারক। 'এক গ্রামে দুই জুম্মাচোর থাকে।' কেরি, ১৮১২।

জুম্মাচুরি, জুম্মাচুরী [স দ্যুত]+স চোর] ১ বি জোচ্চুরি। 'ক্রমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুম্মাচুরীরও লাঘব হয়ে আসছে।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি ধোঁকাবাজি। 'ও-সব জুম্মাচুরি কথা আর তানহিনে।' প্রমথ, ১৯১৮।

জুম্মাড়ি, জুম্মাড়ী [স দ্যুত] বি জুম্মা খেলায় আসক্ত বে। '(এই) জাত-জুম্মাড়ির ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সওয়া।' নজরুল, ১৯২৪; 'বিকালের দিকে জুম্মাড়ী ধরা পড়িল।' বিজুতি, ১৯৩৮।

জুম্মাদার [স দ্যুত]+ফা দার] বিণ জুম্মা খেলে এমন। মানোএল, ১৭৪০।

জুম্মোখেলা [স দ্যুত] বি যে খেলায় বাজি রাখা হয়। 'বুকের উপর দিয়ে জুম্মোখেলা চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

জুম্মান [ফা জুম্মান] ১ বি যুবক। ওর্গা, ১৭৮২। ২ বিণ তরুণ; শক্ত-সমর্থ। 'আমায় বে দিলি কেন? আমার অমন জুম্মান ভাতার ছিল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জুম্মার [বি জুম্মার] বি জোয়ার; চাঁদসূর্যের আকর্ষণে নদী ও সাগরের জল স্ফীত হওয়া। ওর্গা, ১৭৮২।

জুম্মার ভাঁটি [বি জোয়ার ও ভাঁটা; নদী ও সাগরের জলের প্রবাহ। 'জুম্মার ভাঁটি হউক টুটিআ জাউক জল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জুম্মারি, জুম্মারী [স দ্যুত] ১ বিণ জুম্মারি মতো। 'জুম্মারী চেমন সম চরিত্র তোমার।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি জুম্মা খেলে যে। 'প্রসিদ্ধ জুম্মারিদিশের খেলার নিমিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।' জ্ঞানাবেশণ, ১৮৩৭।

জুম্মারিয়া [স জলবৃত্তি] বিণ জোয়ারের ফলে সৃষ্ট। 'জুম্মারিয়া বিল ও চর সমস্ত জল ভরা।' কেরি, ১৮০২।

জুম্মোল [বি বি রত্ন] 'অপু একটা জুম্মোল।' বিজুতি, ১৯৩১।

জুম্মোলার [বি বি অলংকার প্রস্তুতকারী। 'টাকাটা ওরা জুম্মোলারকে দিচ্ছে।' শামসুল, ১৯৭০।

জুম্মোলারি [বি বি রত্নখচিত অলংকারসামগ্রী। 'জুম্মোলারির আর কাপড়ের দোকান।' নজরুল, ১৯৩১।

জুম্মো দ্র জুম্মা

জুম্মা [ফা জোয়ার] বিণ জোয়ার। 'জুম্মা পায় জুম্মো।' আলাওল, ১৬৮০।

জুম্মাতাই [বি টাক। ওর্গা, ১৭৮৫।

জুরি, জুরী [বি বি বিচারকের সহায়তাকারী মনোনীত অন্তর্মণ্ডলী। 'বিজ্ঞ বাঙালিরদিককে এই উক্ত জুরিপদ অর্পণ করিবার মানসে ...' দর্পণ, ১৮২৫।

জুরিস্ভিক্সন [বি বি এক্সিয়া; প্রভাবসীমা। 'সংহরের অনেক বেশ্যা গোঁসায়ের জুরিস্ভিক্সনের ভেতর।' হুতাম, ১৬৬১।

জুর্জতা [স যোগ্যতা] বি যোগ্যতা। 'এত বড় জুর্জতা আমার ঘর ভাঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

জুর্জপতি [স যোদ্ধাপতি] বি বড়ো যোদ্ধা। 'আতিবড় জুর্জপতি সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর।' মালাধর, ১৫০০।

জুলজুল [স জলজল] ক্রিবিণ লোভাতুর দৃষ্টিতে। 'যেমন সিংহ শীকার ধরিলে শৃগাল জুলজুল চাহিয়া দেখে।' ডাবানী, ১৮২৮।

জুলনী [ফা জুল্লাহা] বি স্ত্রী মুসলমান তর্গতি। 'জোলা আর জুলনী হাত ধরাধরি করিয়া ...' জসীম, ১৯৬৪।

জুলপি, জুলপী [ফা জুলফা] বি জুলফি; কানের পাশ দিয়ে বুকে-পড়া লম্বা চুল। 'তাহারা আপনই পশদ মত চুল কাটিয়া জুলপী বাহির করেন।' ডাবানী, ১৮২৮।

জুলফ [ফা জুলফা] বি কানের পাশ দিয়ে বুকে-পড়া লম্বা চুল। 'জুলফ ধরিয়া করে ফেলিল টানিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

জুলফওয়ালি [ফা জুলফ+বি ওয়ালী] বিণ অলংকার আছে এমন নারী। 'নব বোণদাদি আলিফ লায়লা, শাজাদি জুলফওয়ালি।' নজরুল, ১৯২৮।

জুলফি

জুলফি [ফা জুলফা] বি কানের পাশ দিয়ে ঝুলে-পড়া লম্বা চুল।
'জুলফির পাশের দাগটাও বেশ সরু আর লম্বা।' জীবন, ১৯৩২।

জুলফিআলা [ফা জুলফ+হি ওয়ালা] বিশ কানের পাশে গালের কিছুদূর পর্যন্ত দাড়ি আছে এমন। 'জুলফিআলা মতানগুলি হালায় ফাইব ফিফটি ফাইব মারতাহে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

জুলফিকার, জুলফেকার [আ বি (ইসলাম) হজরত আলীর তলোয়ার।
'মারিকের জুলফিকার সিম্বর উপর।' সুলতান, ১৭০০; 'জুলফেকার
খুলবে তার দুধারী ধার।' নজরুল, ১৯২২।

জুলমাত [আ জুলমাত] অন্ধকার। 'দিনের আকাশে একী জুলমাত
মখি।' মুরুব্ব, ১৯৪৩।

জুলয়া [হি জুলনা>] বি মঙ্গলধনিবিশেষ; উল্ধধনি। 'মঙ্গল জুলয়া দিলা
সুললিত সুরে।' আলাওল, ১৬৪০।

জুলা [ফা জুলাহা] বি তীতি। ওর্গা, ১৭৮৫।

জুলাই [হি বি ব্রিস্টীয় পঞ্জিকার সপ্তম মাস। 'দসগ্রি জুলাই সন ১৭৮৪।'
ক্যালগে, ১৭৮৪।

জুলি [স জল>] বি সরু নাসা; জোল। 'দেহলা পাতিসি আঠার খালি
জুলি।' মুরুব্ব, ১৬০০।

জুলু বি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী সবচেয়ে বড়ো উপজাতির ভাষা। 'জুলু
ভাষায় বললে ...।' বিতুতি, ১৯৩৭।

জুলুওয়া [হি জুলনা>] বি বিবাহের আচারবিশেষ। 'নেকা পড়াইয়া যে
জুলুওয়া দেলাইল।' গরীব, ১৭৬৫।

জুলুফে [ফা জুলফা] বি কানের দু পাশ দিয়ে ঝুলে-পড়া লম্বা চুল। 'দেখিয়া
জুলুফে মদন কুলুফে।' চব্বী, ১৫৫০।

জুলুম [আ জুলম] ১ বি অত্যাচার। 'কিবা যাকে জালেমে জুলুম করে
কাটে।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি জবরদস্তি। 'তার সঙ্গে বৈধব্রতের
জুলুম সহ্য করিতে কোনো কষ্ট হয় না।' শওকত, ১৯৫৮।

জুলুমতত্ত্ব [আ জুলম+স তত্ত্ব] বি নির্ধাতনতত্ত্ব। 'সম্পর্কিত মানুষ
... নেতার অনুসরণ করে ... জুলুমতত্ত্বের গণ্ডল সমর্থক হয়ে ওঠে।' শিব, ১৯৫৬।

জুলুমবাজ [আ জুলম+ফা বাজ] বি অত্যাচারী। 'গোলাম ওরা সালাম
করে জুলুমবাজে।' নজরুল, ১৯২২।

জুলুমবাজী [আ জুলম+ফা বাজী] বি অত্যাচারীর আচরণ।
'জুলুমবাজীর পাহাড় ভার।' ফররুখ, ১৯৪৬।

জুলুয়া [হি জুলনা] বি মঙ্গলধনিবিশেষ; উল্ধধনি। 'জুলুয়া দিলেস্ত সব
করি হলাহলি।' সুলতান, ১৭০০।

জুষ্টিষ [হি জাস্টিস] বি বিচারপতি। ক্যালগে, ১৭৯৪; 'চিপ জুষ্টিষ আফ দি
পিস সাহেব লোকেরা এই হুকুম দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

জুষ্টিস [হি জাস্টিস] বি সুবিচার। 'জুষ্টিস কর।' বহ্নিম, ১৮৭৪।

জুস [স যু] বি ঝোল। 'রোহিত মখসের জুস যতনে রাঙ্কিয়া।' মানিকরাম,
১৭৮১।

জুহ [স জিহা] বি জিভ। 'জুহ লোলনা সঘন লার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

জুহার [স জয়কার] বি জয়ধনি। 'কাণু কয় সম্মুখে জুহার সাত বার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জুহকাত্ত [সি বি দিব্যাবিশেষ। 'জুহকাত্ত প্রয়োগ বর্ণনা অশাভাবিক,
অতিশ্রুত।' বহ্নিম, ১৮৮৭।

জুহুণ [সি] বি হাই তোলা বা ওঠা। 'আমি আহি দীর্ঘাশে খনিষ্ঠ আশ্রেণে,
জুহুণেই অথবা কান্নায়।' আহসান, ১৯৫০।

জুহুতি [সি] বিণ বিকৃত। 'তখনও যেসব স্কুলের রান্ধা ছিল কলকাতা
য়ুনিভার্সিটি প্রবেশদারের দিকে জুহুতি।' বহ্নিম, ১৮৮৭।

জেকে ওঠা, জেকে বসা প্র ভ্রাক্ষা

জে [পা যে] ১ সর্ব যে। 'জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই।' চর্চা ১৫, ১২০০। ২ বিণ যত। 'মো জে সখি সব সঙ্গে করিবো।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ সর্ব যা। 'করে কর ধরি জে কিছু কহল বদন বিহসি
থের।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জেকালে *ক্রিবিণ* যে সময়ে। 'জেকালে অভয়া আইল কলিসের
দেশে।' মুরুব্ব, ১৬০০।

জেখান বি যেখান। 'জেখানে পড়ে যা গো তোমার তালের ঘা।' বিজয়, ১৬৫০।

জেখানে *ক্রিবিণ* যেখানে। 'জেখানে বসিয়া আছে সাধু শ্রীযপতি।' মুরুব্ব, ১৬০০।

জে জে ১ *ক্রিবিণ* যে যে। 'জে জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা
সোই।' চর্চা ১৫, ১২০০। ২ *ক্রিবিণ* যেমনি যেমনি। 'জে জে উপায়
করি চিষ্ট সিদ্ধ করি।' মালাধর, ১৫০০।

জে তাগাদি *ক্রিবিণ* যারপরনাই। 'তবে জে তাগাদি তোমার উপর
বৈধব্রত হইব।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

জেবা ১ সর্ব যেই। 'জেবা দুট কংসরাজা তোমার নাম সুনি।' মালাধর, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* যেমন। 'গোচরিত্রা ফল ধরাইব জেবা
জানি।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ সর্ব যা। 'অবশেষে জেবা ছিল রন্ধন
করিল।' মুরুব্ব, ১৬০০।

জে মত *ক্রিবিণ* যে রকম। 'পূর্বে অন্ধত যুনি আছিল জে মত।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯।

জেমত *বিণ* যেমন। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'জেমত২ কথোপকথোন।' রাগেল, ১৭৭০।

জেমতী *ক্রিবিণ* যেমনি। *মেয়র্স*, ১৭৭৩।

জেমতে *ক্রিবিণ* যে প্রকারে; যেরূপে। 'জেমতে কইল বিভা
প্রীমধুসোদনে।' মালাধর, ১৫০০।

জেরুপ *বিণ* যেমন। 'জেরুপ চাতুরি দেখিল সন্তুর শিষ্যগণ।' বিজয়, ১৬৫০।

জে সকল *বিণ* যে সকল; যেসব। 'দুই প্রহর সময় নিলাম সুরু
হবেক এবং সেই কালানিয়ো জে সকল লোক ... হাজির হবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

জে হজ *ক্রি* যা হয়। ওর্গা, ১৭৮২।

জেহএ *বিণ* যেমন। 'বিচিত্র বসন দিল জেহএ উচিৎ।' মালাধর, ১৫০০।

জেহি *বিণ* যেমন। 'জেহি মত জেহি দিন জেহি পরভাব।' বাহরাম, ১৬৫০।

জেহেন ১ *বিণ* যে রকম। 'জেহেন অর্জুন দেখি সিনু অল্প বএ।' মালাধর, ১৫০০। ২ *অব্য* যেমন। 'পুন্শের জেহেন মালা।' মুরুব্ব, ১৬০০।

জেহের *ক্রিবিণ* যে রূপ। 'জেহের দক্ষিণা বাত সেহ করে
আনোআন্ত।' মালাধর, ১৫০০।

জৈআদা [আ জিয়াদাহ] বিগ অধিক। 'জৈআদা কী লিখী।' ওর্সা, ১৭৭৯।

জৈআরত [আ জিয়ারত] ক্রি পরিদর্শন। 'মণ্ডতার কবর করিব জৈআরত।' আল/ওল, ১৬৮০।

জৈই [পা যে] ১ সর্ব যে। 'ধর্ম হিঁসা জৈই করে অকালে সে মরে।' মালখর, ১৫০০। ২ বিগ যেমন। 'জৈই ইচ্ছা করহ তেমন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ সর্ব যা। 'নিজ মনে জৈই লএ সেই কর্ম করে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জৈইক্খ [পা বে+স ক্খ] ক্রিবিগ যতক্ষণ অবধি। 'মদিনাতে যেইক্খে আছিল ইয়াম।' বাহরাম, ১৬৫০।

জৈওর [ফা জীওয়ার] বি অলঙ্কার। 'সকল জৈওর খুশিয়া ফেলিলে তুমি।' নজরুল, ১৯২৮।

জৈওরপত্তর [ফা জীওয়ার+স পত্ৰ] বি অলঙ্কারাদি। 'লাশ উল্টেপাল্টে দেখেছে, পয়সাকড়ি জৈওরপত্তর যদি মেলে।' আল/উদ্দিন, ১৯৬৩।

জৈওরা [ফা জীওয়ার] বি অলঙ্কার। 'জৈওরাতে শোভা যেন করিয়াছে মিলি।' গরীব, ১৭৬৫।

জৈে [স যেন] ক্রিবিগ যেন। 'জৈে অজরামর হোই দিচ্ কাক্ষঃ।' চর্যা ৩, ১২০০।

জৈঁশ [স যেন] সর্ব যেন। 'জৈঁশ তুঁজ অবগা গববা।' চর্যা ২১, ১২০০।

জৈকের [আ জিকর] বি জিকরি; জপ। 'এই জৈকেরের দরজা ভারি।' লালন, ১৮৯০।

জৈগে ওঠা, জৈগে থাকা দ্র জাগা

জৈলালি পেয়াজি বি এক প্রকার রঙের নাম। 'কুসুমি সন্মলি, জৈলালি পেয়াজি ... ইত্যাদি নানা রঙের রঙীন সাড়ি পরিধান করেন।' কপালী, ১৮২৮।

জৈট [হি] বি দ্রুতগামী বিমানবিশেষ। 'জৈট-গ্রেন উঠে যায় কোনো-এক অবতীর্ণ রাত্রির হৃদয়ে।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

জৈটতুত, জৈটতিত, জৈটতুতা [স জ্যেষ্ঠতাত] বিগ জ্যেষ্ঠার সূত্রে আত্মীয়। 'বাপের জৈটতিত ভাই।' ওর্সা, ১৭৭৯; 'জৈটতুতা ভগ্নি, জৈটতুত ভগ্নিপতি, জৈট সম্বর, বড় সমুদ্র।' ওর্সা, ১৭৮২।

জৈটসম্বর [স জ্যেষ্ঠবতর] বি স্বামী বা ভ্রীর জৈটা। ওর্সা, ১৭৮২।

জৈটসামুদ্রী [স জ্যেষ্ঠবতর] বি স্বামী বা ভ্রীর জৈটাই। ওর্সা, ১৭৮২।

জৈটা [স জ্যেষ্ঠ] বি জৈটা; পিতার বড়ো ভাই। 'শ্রীমুখ রামানন্দ ঘোষজা জৈটতাত এংং জৈটা তথা শ্রীযুত ...।' ওর্সা, ১৭৭৯।

জৈটি [স জ্যেষ্ঠা] বি টিকটিকি। 'শজের মুটি জৈটি মক্ষিকার মুণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জৈটি [হি] বি বড়ো ধরনের নৌযান থেকে যাত্রী ও মালমাল নামানো ও তোলার ঘাট। 'স্টিমারটা জৈটিতে লাগল।' জীবন, ১৯৩১।

জৈঠ [স জ্যেষ্ঠ] বি জ্যেষ্ঠ মাস। 'জৈঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।' বড়ু, ১৪৫০।

জৈঠ [স জ্যেষ্ঠ] বি জ্যেষ্ঠ। 'বাল্য সৈসব তারুন ভেট। লব্ধ এ ন পারিঅ জৈঠ কনট।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জৈঠতত [স জ্যেষ্ঠতাত] বিগ পিতার বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

জৈঠতুতো ভগিনী [স জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী] বি জৈঠার কন্যা। ওর্সা, ১৭৮৫।

জৈঠতুতো ভাই [স জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা] বি জৈঠার পুত্র। ওর্সা, ১৭৮৫।

জৈঠা [স জ্যেষ্ঠ] ১ বি পিতার বড়ো ভাই। 'ইহার বাপ-জৈঠা বিষয়-বিটা-গব্বের কীড়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ পাকা। 'বাক্যে জৈঠা, কর্মে খোঁটা।' ভবানী, ১৮২৮।

জৈঠামশায় [স জ্যেষ্ঠমহাশয়] বি পিতার বড়ো ভাই। 'জৈঠামশায় কবে কলিকাতায় ফিরিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

জৈঠাই [স জ্যেষ্ঠ] বি পিতার বড়ো ভাই। বিদ্যা, ১৮৯১।

জৈঠাইমা [স জ্যেষ্ঠ-মাতা] বি পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'কেন জৈঠাইমা, আমার কলিকালের মেয়ে কেন।' মাইকেল, ১৮৬০।

জৈঠাত [স জ্যেষ্ঠতাত] বিগ পিতার বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

জৈঠামি [স জ্যেষ্ঠ] বি পাকমি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বাইরের লোক মেয়েদের জৈঠামি সহিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জৈঠি [স জ্যেষ্ঠা] বি টিকটিকি। 'কোমন দারুণ বেলো আইলাও তাতবশালা হাঁছি জৈঠি না পড়িল বাধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জৈঠি [স জ্যেষ্ঠতাত] বি পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'পুত্র বলি কোলে কুমুদখুঁজি আর জৈঠি।' রূপরাম, ১৭৫০।

জৈঠিমা [স জ্যেষ্ঠ-মাতা] বি পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'পিসিমা জৈঠিমা কাকিমারা কেউ এলেন না।' জীবন, ১৯৩২।

জৈড়শাস [স জ্যেষ্ঠশজ] বি ভ্রীর বড়ো বোন। 'আগনি আমার জৈড়শাস।' নজরুল, ১৯২৭।

জৈষ্টিলম্যান [হি] বি অস্ত্রলোক। 'আমি হামেহাল জৈষ্টিলম্যান।' মুজতবা, ১৯৫২।

জৈত [স জাতি] বি জাত। 'লালন কয় জৈতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।' লালন, ১৮৯০।

জৈতত [পা যতো] ক্রিবিগ যতোই। 'জৈতই বোলা তেতবি টাল।' চর্যা ৪০, ১২০০।

জৈত্ৰা [স জ্যাতা] বি জ্যাত য। 'জৈত্ৰা এড়িয়া কেন মড়া বাইতে চাও।' বিজয়, ১৬৫০।

জৈত্ৰা [স] বি স্বামী হয়েছে যে। 'তাহা জৈত্ৰা ও বিজিতের মধ্যে।' বক্তিম, ১৮৭৯।

জৈত্ৰ [স] বি জিতোছে যে। 'জৈত্ৰ ও জিত-জাতির মধ্যে সেতুবন্ধন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জৈত্ৰপক্ষ [স] বি জয়লাভ করেছে এমন পক্ষ। 'জৈত্ৰপক্ষের ঘন ঘন হাজারে ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

জৈতে [স জাতি] ১ বিগ জাতের। 'সে বেটা জৈতে নেড়ে ...।' প্যাগী, ১৮৫৮। ২ বিগ একই শ্রেণীর বা ধর্মের অন্তর্গত। 'না হবে কেন? জৈতে-ভাই কি না।' গ্রামবার্তা, ১৮৭২।

জৈদ [আ জিহাদ] বি যুদ্ধ। 'এরূপ রাজকুমতাবারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জৈদ না করিলে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জৈদ [আ জিহাদ] ১ বি জোর। 'আপনাকে আমি জৈদ করে এখানে

পারয়েহিলাম'। দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বি একত্রেয়েমি। 'বাস্তবেরা ... সর্ববাস্তব করিয়াও, জেন বজায় রাখে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

জেনোজেনি [আ জিন্দ] বি পুনঃপুন একত্রেয়েমি। '... জেনোজেনি করিয়াই হবার জন্য ধ্বংসাত্মকিত প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' এসলাম, ১৯১৫।

জেনাশো [আ জিন্দ] ১ বিণ একত্রেয়ে। 'নেলি ঘেরকম জেনাশো মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ উত্তাল। 'ফেনিয়ে উঠছে জেনাশো জেট।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জেনী [আ জিন্দ] বিণ একত্রেয়ে। 'হিফৎ সিংয়ের মত জেনী ... আমার জীবনে দুটি দেখিনি।' মুক্ততর, ১৯৫২।

জেন [সি যেন] ১ ক্রিবিণ যেমন। 'গোচরিয়া ফল করাইবে জেন জাগী।' বন্ধু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ যেন। 'বন্ধবর জন জেন বিষ্ণু অনুসারে।' মালধর, ১৫০০।

জেনক ক্রিবিণ বেরুণ। 'জেনক কৃসক রয়ে দেখি অনাবৃষ্টি।' মালধর, ১৫০০।

জেনমত ক্রিবিণ যেরূপ। 'জেনমত জার অঙ্গ জার জেন কেসে।' মালধর, ১৫০০।

জেনমতে ক্রিবিণ যেভাবে। 'অষ্টমে কপোথ গুরু মোর জেনমতে।' মালধর, ১৫০০।

জেন [আ জিন] বি জিন; ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে আত্মনের তৈরি অদৃশ্য দেহধারিবিষয়। 'দেব, দৈত্য, দানব, জেন, পরী, সাগরে, জঙ্গলে পর্বতে, কোথায় কে সুকাইত।' মশাররফ, ১৮৯০।

জেনরল [হি] বিণ সাধারণ। 'তাহার এক মাস পূর্বে জেনরল এডবার্টাইজ করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৭।

জেনা [আ জিনা] বি বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গম। 'তখনই জানতাম জেনা করার শক্তি।' মাল্লা, ১৯৬৮।

জেনাকার [আ জিনা+স কারা] বিণ বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসঙ্গমকারী। 'জেনাকার হারামজাদ এজিদা মাভাল।' গম্বী, ১৭৬৫।

জেনাকারিণী [আ জিনা+স কারিণী] বি স্ত্রী ব্যভিচারকারী। 'পাথর চোলাতে থাক যতক্ষণ না যেনাকার বা জেনাকারিণী মৃত্যু হয়।' কায়সার, ১৯৬৫।

জেনানা [ফা জানানাহ] বি অবরোধ। 'স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধ।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

জেনানা-বন্ধ [ফা জানানাহ+ই বন্ধ] বি মেয়েদের বসার জন্য নির্ধারিত স্বেচা-জায়গা। 'জেনানা-বন্ধ থেকে একটি হাসির আওয়াজ তাঁর কানে এল।' প্রমথ, ১৯১৬।

জেনারেল, জেনারল [হি] ১ বি সেনাবাহিনীর অতি উচ্চপদ। 'জীবন-রশে সেই জেনারল টোপো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বি বীর সৈনিক। 'চাই না নেতা, চাই জেনারেল, প্রাণ-মাতাদের ছুঁক ধুম।' নকুল, ১৯২৪। ৩ বিণ সাধারণ। 'জেনারেল নলেজের পরিধি বাড়ার প্রয়াস পাই।' শিবরাম, ১৯৪০।

জেনারেশন, জেনারেসন, জেনেরেশন [হি] বি প্রজন্ম। 'তেমন জিদি লোক হ'লে একটা সূটে যে তিন জেনারেসন কাটানো যায়।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার।' বিজুতি, ১৯৩১; 'গত জেনেরেশনের কেমব্রিজ যুনিভার্সিটির পিএইচ.ডি. দলের একজন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জেনাহ [আ জিনা] বি বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা। 'জেনাহ কবির্য গোনাহ।' কায়সার, ১৯৬৫।

জেনাইন [হি] বিণ আদত। 'এ ঢেক জেনুইন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

জেনোনা [আ জানানাহ] বি অন্দরমহল। 'নিজেকে যেন একেবারে জেনোনার মধ্যে বন্ধ করে রাখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জেনেল [হি] বিণ সাধারণ। 'জেনেল কমিটি আব পরবলিক ইনিস্ট্রাকশন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

জেনেরাল [হি] বি প্রধান কর্মকর্তা। ওয়াশ, ১৭৮৫।

জেনেরাল লেটার [হি] বি স্ট্যাম্প লেখার জন্য বিশেষ মাপের কাগজ। 'দুইখানি জেনেরাল লেটার কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

জেনেরেল [হি] বিণ প্রধান। 'মেং তামস ইকাট সাহেব এককৌনটেট জেনেরেল।' ক্যালিফ, ১৮০০।

জেন্টেলমেন, জেন্টেলম্যান [হি] ১ বি স্ত্রলোক। 'জেন্টেলমেন, আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত করুন ...।' মাইকেল, ১৮৬০; 'একজন জেন্টেলম্যানের অফরটি ত্যাগ করা উচিত নয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি বিষয়সম্পত্তি আছে এমন লোক। 'জেন্টেলম্যানরা যেখানে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

জেন্দ [ফা জিন্দ] বি প্রাচীন পারস্যের ভাষা। 'প্রাচীন পারসীক জেন্দ ভাষাতে এই শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

জেন্দা [ফা জিন্দানাহ] ১ বিণ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; সদা-জায়গত। 'দুশ শ্রম্যবাসি মানিয়া আসিল জেন্দাপীরের ঘর।' জসীম, ১৯৩৩। ২ বিণ সঙ্গ। 'যেন দুটি জেন্দা কামান।' জসীম, ১৯৩৩।

জেন্দাপীর [ফা জিন্দা+কা পীর] বি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ধর্মগুরু; সদা-জায়গত পীর। 'দুশ মোমবাসি মানিয়া আসিল জেন্দাপীরের ঘর।' জসীম, ১৯৩৩।

জেন্দেগানী [ফা জিন্দগী] বি আয়ুষ্কাল। 'জেন্দেগানী কাটাইব খোদায় ভাবিয়া।' গম্বী, ১৭৬৫।

জেন্নাত [আ জন্নাত] বি স্বর্গ। 'এই ব্যক্তি জেন্নাতের যথার্থ অধিকারী।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জেন্নাতবাসিনী [আ জন্নাত+স বাসিনী] বিণ স্ত্রী স্বর্গবাসী। 'জেন্নাতবাসিনী জগজ্জননী বিবি ফাতেমাও মায়মুনাকে ডালবাসিতেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জেনপলিন, জেনপেলিন [হি] বি এক ধরনের আকাশযান - জার্মানির বিজ্ঞানী কার্লট জেনপলিন-এর নাম অনুসারে এই নামকরণ। 'তাহার অভিযোজ্যবিত এরায়েনো ও জেনপলিন নামে অত্যন্ত গগনযানদ্বয় তথ্যধরে প্রকৃষ্টি প্রমাণস্থল।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'জার্মানদের জেনপেলিনগুলো দূর থেকে দেখায় যেন একটা বড় ঠোঁটোপাকা।' নকুল, ১৯২২।

জেন [ফা জেন] বি পকেট। 'মানোএল, ১৭৪৩। 'জেন হতে দুটোয়ে সুপরি বাই করে চিবুতে লাগলেন।' হুমতায়, ১৮৬১।

জেনঘড়ি [ফা জেন+ঘড়ি] বি পকেটে রাখার ঘড়ি। 'পকেট থেকে জেনঘড়ি বের করে সময়টা যাচাই করে নে।' ওয়াশ, ১৯৬৮।

জেন্রা [হি] বি আফ্রিকার ঘোড়া জাতীয় গায়ে ভোরাকাটা এক প্রকার বন্য পশু। 'হাজার হাজার জেন্রা, জিরাফ।' বিজুতি, ১৯৩৩।

জেনভিল [হি] বি বর্ষা। 'পালক-লাগানো জেনভিল হাতে নিয়ে ঠিক ব্যালান্স করাই মুশকিল।' সুবীল, ১৯৭০।

জেমত [স যৎ+মত] অব্য যেমন। 'জেমত আকৃতি জার জেমেন বএসে।' মালাধর, ১৫০০।
জেমতী ক্রিবিণ যেমন। '২ লোককে জেমতী দিবে।' মেয়র্স, ১৭৭৪।

জেমন [স যমিন] ১ ক্রিবিণ যেমন। 'জেমত আকৃতি জার জেমেন বএসে।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ যেন। 'নারীর যৌবন কেবল অধন জেমন জলের ফোটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জেমনি ক্রিবিণ যেভাবে। 'জেমনি জেমনি গোপি করএ ম্মোরণ।' মালাধর, ১৫০০।

জেমনে ক্রিবিণ যেভাবে। 'অজমিল মুক্ত পদ পাইল জেমনে।' মালাধর, ১৫০০।

জের [ফা জীওয়ান] বি অলঙ্কার। 'তরুরের হাত থেকে জেরের কি পাওয়া যায় তুরা।' মাহমুদ, ১৯৭০।

জের্যোচ কুণ্ড [স জীবিতবৎস+স কুণ্ড] বি প্রাণীপূর্ণ জলাশয়। 'এই জের্যোচ কুণ্ডে যখন ইচ্ছা করিবা তখনি শৌল মথস্যার পোনা পাইবা।' দর্পণ, ১৮২১।

জের্যোজতি [আ জিয়াদতি] বি বৃদ্ধি। 'ইহা না মানিয়া ফের জের্যোজতি করে তোমি আমার এখানে আসীবা।' ওর্সা, ১৭৮২।

জের্যোদা [আ জিয়াদাহ] ১ বিণ অতিরিক্ত। 'এহার জের্যোদা দাম দেবেন তোমাকে সেই নাহি আর দেলাই নাহি।' হ্যালাহেড, ১৭৭২। ২ বিণ প্রুর। 'সেবেস্তানার ও পেসকার নীলকরের নিকট হইতে জের্যোদা খুব লইয়া ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বিণ চড়া; বেশি। 'বাবু বলে দাম খুব জের্যোদা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জের্যোফত [আ জিয়াক্ত] ১ বি মুসলিম সমাজে মৃতের কল্যাণে আয়োজিত ভোজ অনুষ্ঠান। 'তাহাকে খানা জের্যোফতে ডাকা হইল ...।' এসলাম, ১৯১৯। ২ বি দাওয়াত। 'তিন গ্রামের ঘরিক - মিসকিন জের্যোফত পেল।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

জের্যোত [আ জিয়রত] বি ইসলামি রীতিতে কবর পরিদর্শন। 'করিলেন ইমামের জের্যোত কাম।' গরীব, ১৭৬৫।

জেরা [ফা বিণ পরাজিত]। 'জের হইল নিমকহামাম।' ভারত, ১৭৬০।

জেরদন্ত [ফা বিণ দুর্বল]। বিদ্যা, ১৮৯১।

জেরপাই বি এক প্রকার জুতা। 'হুটে আল্লি জেরপাই নাগের ... ইত্যাদিতে চরণ শোভায় ভক্তজনের মনের লোভ বাড়ান।' ভবানী, ১৮২৮।

জেরবার [ফা] ১ বি হেন্দু। 'দ্বিগুণ টাকা লইয়া নানা প্রকারে জেরবার করেন।' এডুকেশন, ১৮৭০। ২ বিণ হয়রান। 'প্রজ্ঞাকে ... জেরবার করতে চাও তো করো উচ্ছেদের মামলা।' প্রথম, ১৯১৯। ৩ বি পয়সুদস্ত। 'জেরওয়ার শের কই? জেরবার জানোয়ার।' নজরুল, ১৯২২।

জেরা [ফা বি বর্ম]। জেরাবন্ধ [ফা বিণ বর্মযুক্ত]। 'মাথায় ফেলিল পাগ জেরাবন্ধ পোস।' গরীব, ১৭৬৫।

জেরাবন্দি [ফা বি পোশাক]। 'তার জেরাবন্দি পরে আছি সর্বদায়।' গরীব, ১৭৬৫।

জেরা [আ জহর] বি জিজ্ঞাসাবাদ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বাকিস্তানের জেরার জেলাকোর্টে ... নাকাল হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জেরা করা ক্রি জিজ্ঞাসাবাদ করা। 'তাকে এইরূপ জেরা করিতেছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

জেরা [আ জররা] বি অল্প কয়েকটির দল। 'নীলগাইয়ের জেরা শৌড়েছে।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

জেরেনিয়াম [বি ফুলবিশেষ]। 'বৈদেশী ফুলের টব, সেখা জেরেনিয়ামের গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জেল [ই] ১ বি কারাগার। 'তারে লয়ে দিল গিয়ে জেলে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি কারাদণ্ড। 'মা শোনেনি, তার জেল হয়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

জেলখাটা বিণ জেল খেটেছে এমন। 'আমার কয়েকজন জেলখাটা বন্ধু।' নব্বেন্দ্র, ১৯৫৮।

জেল+ফা খানা[হ] বি কারাগার। 'আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

জেলখালাসি [ই জেল+আ খলাসী] বিণ কারাগার থেকে মুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

জেলগেট [ই] বি কারাগারের ফটক। 'জনতা জেলগেট হইতে তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া অনিরাচ্ছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

জেলদারগা, **জেলদারোগা** [ই জেল+ফা দারোগাহ] বি কয়েদিসের তত্ত্বাবধায়ক ও জেলের শাস্ত্রিগত কর্মকর্তা। 'জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০; 'জেল-দারোগার হাতে আমাকে সমর্পণ করে দেবেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জেল+পাখী [ই জেল+স পাখী] বি আগে জেল খেটেছে এমন লোক। 'আমি আসামির কেউ পুরাতন জেল-পাখী।' মনসুর, ১৯৫৫।

জেল পুলিস [ই বি কারারক্ষী পুলিস]। 'হিজলীর জেল পুলিসের যথেষ্ট গুলিবর্ষণ কোনমতেই ...।' সাদত, ১৯৬৭।

জেলেকেরত [ই জেল+হি ক্রিতরা] বিণ কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। 'জেলেকেরত সিপাহিরা প্রায়ই জাতিচ্যুত হতো।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

জেলর [ই] বি কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক। 'জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

জেলার [ই বি কারাধ্যক্ষ]। 'জেলার আসিয়া জাহাঙ্গীরকে লইয়া চলিয়া গেল।' নজরুল, ১৯৩১।

জেলকদ [আ] বি হিজরি একাদশ মাস। 'জেলকদ মাসে নেকা বিবাহ না করা।' হাফেজ, ১৮৯৭।

জেলদ [আ জিলদ] বি বাঁধাই। 'এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেলদ করা।' দর্পণ, ১৮১৮।

জেলদগার [আ জিলদ+ফা গর] বি পুস্তক বাঁধাই করে যে। ওর্সা, ১৭৬৫; 'অন্য পরের হস্ত দূরে থাকুক জেলদগার ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই।' ভবানী, ১৮২৮।

জেলদবন্দি [আ জিলদ+ফা বন্দি] বিণ বাঁধাইকৃত। 'বাক্সা অফরে মুদ্রাঙ্কিতোক্ত জেলদবন্দি হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

জেলা [আ জিলা] বি দেশ অথবা প্রদেশের প্রশাসনিক বিভাগ। কালমে, ১৭৮৮; 'জেলা হওয়ালাী শহরের পুলিসের দারোগা।' দর্পণ, ১৮২৬।

জেলাওয়ানী [আ জিলা+ফা ওয়ানী] বিণ জেলাভিত্তিক। 'জেলাওয়ানী হৃদ্যতা দেখাতেই বললে ...।' শওকত, ১৯৭২।

জেলা-কোর্ট [আ জিলা+ই কোর্ট] বি জেলা আদালত। 'উকিল হইয়া তাহাদের জেলা-কোর্টে ব্যবসার চালাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

জেলা প্রশাসক [আ জিলা+স প্রশাসক] বি জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। 'রাজশাহী জেলা প্রশাসক ...।' বেগম, ১৯৬৬।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট [আ জিলা+ই ম্যাজিষ্ট্রেট] বি জেলার ফৌজদারি মামলার বিচারক। 'এডমিন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, না, কালেক্টর হয়েছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

জেলাস্থিত [আ জিলা+স স্থিত] বিণ জেলার অন্তর্গত। 'পাটনা জেলাস্থিত রাজপিরিতে অনেকগুলি উচ্চ প্রস্রবণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

জেলাসি [বি জলেবী] বি প্যাচবিশিষ্ট কুলাকার মিঠাইবিশেষ। 'বুদ্ধিতে উনি জেলাসির পাক।' *তারা*, ১৯৪০।

জেলাসির পাক বিণ জিলাসির প্যাচের ন্যায় জটিল বা অসরল। 'বুদ্ধিতে উনি জেলাসির পাক।' *তারা*, ১৯৪০।

জেলাস [হি] বিণ ঈর্ষাপরায়ণ। 'কম বয়েসী টিউটর রাখলে ওর হেলে বহুরা জেলাস হবে।' *সুনীল*, ১৯৭০।

জেলাসি [হি] বি ঈর্ষা। 'ওটা তোমার জেলাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

জেলা, **জেলাী** [হি] বি ফলের রস, মণ্ড, চিনি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি খাদ্যবিশেষ। 'জেলা মাঝানো টোস্ট।' *জীবন*, ১৯৩২; '১ বার জেলাী ... চালান করে দিচ্ছে গেষ্টের মধ্যে।' *ইলিয়াস*, ১৯৭৭।

জেলে [স জাল>] বি জাল দিয়ে মাছ ধরে যে; ধীবর। 'সেকরা ছুতার নুড়ী খোবা জেলে গুঁড়ী।' *ভারত*, ১৭৬০।

জেলায়া [স জাল>] বি জেলে। 'ইতিমধ্যে একজন জেলায়া বেদ্যবাতীর বাটীতে মাছ বেচেতে আসিল।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

জেলে জমা [জেলে+আ জমা] বি মাছ ধরা বাবদ কর। 'প্রত্যেক জেলেকে "জেলে জমা" দিতে হইবে।' *সুপত*, ১৮৭৩।

জেলেডিক্তি, **জেলেডিক্তি** [জেলে+ডিক্তি] বি জেলেদের মাছ ধরার ছোটো নৌকা। 'বৃহৎ বৃহৎ দেশীয় পোতে ঐরূপ এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বা জেলেডিক্তি সংলগ্ন থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'এক-আধখানা জেলেডিক্তির গভায়াত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

জেলেপাড়া [জেলে+স পাটক] বি জেলেদের পল্লী। 'পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া।' *মানিক*, ১৯৩৬।

জেলেনি [স জাল>] বি জেলে নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'তোমরা তো নও জেলেনী, ডাভিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

জেলেবোনা [স জাল>+স বপন>] বিণ জালের মতো করে বোনা। 'জেলেবোনা বাড়নের একটি কুর্ভা, আর পিচহাতি একখানি গামছা।' *প্রমথ*, ১৯৪১।

জেলাদ [আ জিলান] বি বই ইত্যাদির চামড়ার মলাট। 'খুব বড় আকারের সুন্দর জেলাদ বাঁধা কোরান খানা।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

জেলা [আ জলওয়াহ] বি উজ্জ্বলতা। 'বাবু যেমন রোদ কাটিরে, খুলো বাঁচিয়ে, নিজের রঙের জেলা, চুলের বাহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

জেলাই [আ জলওয়াহ] বি জাঁকজমক। 'দিল্লী অথবা সেকেন্দ্রার জেলাই।' *মুক্তাবা*, ১৯৪৯।

জেলাময় [আ জলওয়াহ+স ময়] বিণ দীপ্তিময়। 'কিন্তু এমন জেলাময় তোমাকে তো কখনো দেখি নি।' *শওকত*, ১৯৭২।

জেট [স জ্যেট] ১ বিণ জ্যেট। 'তুমি জেট সহদর জুড়তি পরিণয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ বি ভাইদের মধ্যে যার বয়স বেশি। ওর্গা, ১৭৮২।

জেটতাত [স জ্যেটতাত] বি পিতার বড়ো ভাই। 'শ্রীযুত রামানন্দ ঘোষা জেটতাত এবং জেটা তথা শ্রীযুত ...।' ওর্গা, ১৭৭৯।

জেট্রা [স জ্যেট] বি জ্যেট হওয়ার সুবাদে বেশি অধিকার; অগ্রাধিকার। 'তাহা মহাশয়ের জেট্রা রহিল।' ওর্গা, ১৭৮২।

জেঠ [স জ্যেঠ] বি জ্যেঠ। 'মাহ জেঠ তজ্ঞা পরিসোধ করিব।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জেঠ [স জ্যেঠ] ১ বি বয়সে বড়ো যে। 'কনিষ্ঠে লখ্ণিৎ জেঠ হজাঁ দুঠমানে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিণ বয়সে সকলের বড়ো। 'তোমার জেঠপুত্র শ্রীরামকানাই দত্তজার সহিত আমার কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতি রামানবির হুস্তসম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম।' ওর্গা, ১৭৮২।

জেঠ [স জ্যেঠ] বিণ বয়সে বড়ো। **জেঠ্য ভ্রাতা** বি সবার বড়ো ভাই। 'বাবুনিগের পিতা কিম্বা জেঠ্য ভ্রাতা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জেহাজ [ফা জাহাজ] বি জাহাজ। 'জেহাজ রওনার চিঠি মেং এক সাংবেহের হস্তে।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

জেহাদ [আ জিহাদ] ১ বি ইসলামি মতানুযায়ী ধর্মযুদ্ধ। 'মোহাম্মদীয়গণ জেহাদের নাম তলিয়া অল্লাহে নাচিয়া উঠিলেন।' *মশাররফ*, ১৮৮৫। ২ বি সত্যের জন্য সংগ্রাম। 'জাতিয়া আদর্শ-সাধনার জীবন জেহাদ ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

জেহাদরত [আ জিহাদ+স রত] বিণ ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ করছে এমন। 'বহু কষ্টে জেহাদরত নায়েবে-নবীদ্বয়কে ...।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

জেহাদি, **জেহাদী** [আ জিহাদ>] বিণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ক। 'একটা জেহাদি জোশে বপীয়ায়।' ওয়ালা, ১৯৪৮; 'বাঁচনু খোরা কেবল তব জেহাদী খনকায়ে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

জেহালৎ, **জেহালাত** [আ জাহিলীয়াত] বি মূর্খতা; অজ্ঞতা। 'কারণ জেহালৎ বা মূর্খতা।' *ইমান*, ১৯০১।

জেহীর [আ জিকর] বি জিকির। 'খানকা ঘরে বসে সারা রাত আত্মা আত্মা করে জেহীর করেছি।' *মশাররফ*, ১৮৬৮।

জেহ বিণ যেমন। 'জেহ হল সীতল সেহ ভেল তীখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

জেহেন বিণ যেন। 'জেহেন চন্দ্রমঙ্গল বরিসএ গরল।' *মালাশর*, ১৫০০।

জেহেল [হি জেইল] বি কারাগার। 'তোমার জেহেল হতে পারে।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

জেহেলখানা [হি জেইল+ফা খানা] বি কারাগার। *মেয়র্স*, ১৭৫৭; 'তাহারা বাবুকে জেহেলখানায় লইয়া গমন করিল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

জৈজ্ঞ [স যজ্ঞ] বি যজ্ঞ। 'তবেত প্রৌদর রাজা জৈজ্ঞ আড্ডিলল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

জৈঠ [স জ্যেঠ] বি জ্যেঠ। 'জৈঠ মাস বস রাসি।' *রামাই*, ১৭১০।

জৈত বি ফুলবিশেষ। 'মধ্যখানেনেত রঙে রঙ মেলি জৈত ফুলের।' *জঙ্গীম*, ১৯৩৩।

জৈতুন [আ জয়তুন] বি জলপাই। 'জৈতুন বৃক্ষকে কহিলেক, তুমি আমাদিগের রাজা হও।' *ডাবিণী*, ১৮০৩।

জৈন [স] বি মহাবীর প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় ও সে ধর্মের অনুসারী। 'জৈনদিগের শাস্ত্রে তাহাদিগের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরের ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'জৈন পারসিক মূল্যমান শ্রীষ্টানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

জৈব [স] ১ বিণ জীবজাত। 'তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ।' *বক্তিম*, ১৮৭৫। ২ বিণ জৈবিক। 'সহজ বুদ্ধি জৈব অভ্যাসের অনুগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

জৈবক্ষেত্র [সি বি জীবজগৎ। 'জৈবক্ষেত্রে প্রকৃতির অধিকারের মধ্যে মানুষের অনেক সৃষ্টি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জৈবপ্রবৃত্তি [সি বি জৈব লাঙ্গল। 'আপন জৈবপ্রবৃত্তিপক্ষে বশীভূত করে আপন পাপক্ষয় ও দুঃখলাঘব করতে হবে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

জৈবনিক [সি বিণ জীবনঘটিত। 'আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জৈবিক [সি ১ বিণ জীব সংক্রান্ত। 'তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ জীবনের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত। 'মানুষ নিয়ে করে কিছুটা জৈবিক কারণ।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

জৈবিকতা [সি বি জীবসুলভ সীমাবদ্ধতা। 'অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মানুষের জীবনকে নিছক জৈবিকতার গ্রানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

জ্যেষ্ঠ [সি বি বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস। 'জ্যেষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা।' কুরুদাস, ১৫৮০।

জ্যেষ্ঠ [সি জ্যেষ্ঠা বি বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস: জ্যেষ্ঠ। 'জ্যেষ্ঠ মাসে দাবাগ্নি বনে উপজিল।' মালাধর, ১৫০০।

জ্যেষ্ঠী [সি জ্যেষ্ঠা বি জ্যেষ্ঠ। ক্যালসে, ১৭৯২।

জ্যেষ্ঠমধু [সি যষ্টিমধু বি মসলা হিসাবে ব্যবহৃত গাছের মিষ্টি শিকড়। ওস, ১৭৮৫।

জৈসন [সি যাদুশ। বিণ তেমন। 'মুকুতা জৈসন, সোহত ঐসন/ সরম জল উপজেল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

জৈসাণে ক্রিণ যখনই। 'জৈসাণে রতি জাগিবো তেসাণে কাহু আণিবো।' বড়ু, ১৪৫০।

জৈবা [সি যা<। ক্রি যাওয়া। 'হমরো রত্ন রত্নস লএ জৈবহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জো [পা যো ১ সর্ব যে। 'জো রথে চড়িলা বাহবা গ জাইকুলে কুল বুড়ই।' চর্য ১৪, ১২০০। ২ অব্য যদি। মানোএল, ১৭৪৬।

জো [সি যোগ ১ বি সুযোগ। 'একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি উপায়। 'নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবার জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি অনুকূল অবস্থা। 'যে জন রসিক চাষা হয় জমির জো বুঝে হাল বয়।' লাঙ্গল, ১৮৯০। ৪ বি উপক্রম। 'দীঘরের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জোই ক্রিণ যোগে। 'সমতা জোই জলিগ চণালী।' চর্য ৪৭, ১২০০।

জোআর [সি জলবৃদ্ধি বি চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে নদী ও সাগরের জলকীতি; জোয়ার। 'যে পর্যন্ত জোআর উঠে প্রায় সেই পর্যন্ত উঠিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

জোই [সি যোগী বি যোগী। 'ভোষীএর সঙ্গে জো জোই রঙো।' চর্য ১৯, ১২০০।

জোইআ [সি যোগী বি যোগী। 'মাগরে জোইআ মুসা পবনা।' চর্য ২১, ১২০০।

জোইনি [সি যোগিনী বি যোগিনী। 'তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অম্বালী।' চর্য ৪, ১২০০।

জোইনিজাল [সি যোগিনীজাল বি যোগিনীজাল। 'জোইনিজালে রএণি পোহাম।' চর্য ১৯, ১২০০।

জোই [সি যোগী বি যোগী। 'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।' চর্য ৩৭, ১২০০।

জোওয়ান [ফা জওয়ান<। বিণ যুবক। 'জোওয়ান শায়ীর মুখ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে।' শওকত, ১৯৫৮।

জোওয়ানি [ফা জওয়ান<। বি যৌবন। 'ওয়ারত বিবির হৈল জোওয়ানি হাছিল।' মনসুর, ১৯৪৫।

জোয়ারা বি বাঁশের চটাই দিয়ে তৈরি এক ধরনের ছাতা। 'জোয়ারাটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল নবিতুন।' কায়সার, ১৯৬২।

জোক [সি জলৌকা বি রক্তপায়ী কীটবিশেষ। 'জোকে পোকে ভাসে ডার্সে কামড়াই মারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জোক-সম [জোক+স সম] বিণ জোকের মতো। 'জনগণ যারা জোক-সম শোবে তারে মহাজন কয়।' নজরুল, ১৯২৬।

জোক [মু জোকা বি আন্দাজমতো মাপ। 'হলদপটী বাঁধতে কপালে জোক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

জোকা [মু জোকা ক্রি ওজন করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জোখ [মু জোকা বি মাপ। 'রুদ্রা সুতা দিসা জোখে বরের অধর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোদা [সি যমদুতিকা বিণ অত্যন্ত টক বাদ্যযন্ত্র। 'তার তার বোদা লাসে মুখ হয় জোদা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

জোকাত [সি যুক্তি বিণ যথাযথ। 'আওরাতো দশ কর্ম করিতে জোকাত।' মহিমাম, ১৬৫০।

জোকার [সি জয়কার] ১ বি জয়ধ্বনি। 'গীতে নাটে হলুতুলি করয় জোকার।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি শামুক। মানোএল, ১৭৪৩।

জোকায়রি বি লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকায়রি, সানালি, পগচানল, প্রেম-ফকির ... দলতলি।' হেদায়েত, ১৯৩৬।

জোখ [মু জোকা বি হিসাবনিকাশ। 'বাহ্যবস্তুর মাপজোখের সঙ্গে আমাদের মানস-জাত বস্তুর মাপজোখ হুবহু মিলে যেতেই হবে।' প্রমথ, ১৯১৩।

জোখা [মু জোকা বি পরিমাপ। 'আপনেরা গয়নার জোখা নেন নাই?' ইসহাক, ১৯৫৫।

জোখোন [সি যৎ-কপা ক্রিণ যখন। 'জোখোনে জেখোনে জে জবাব সওয়াল হয় করিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

জোগ [সি যোগ ১ বি মিলন। 'রজোবির্জো জোগ হয় চুমুদ লক্ষনে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সান্না। 'মুনি রূপে জোগ সব করিল বাখান।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি খ্যানের বিষয়। 'তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান।' মালাধর, ১৫০০।

জোগেনিদ্রা [সি যোগেনিদ্রা বি ধ্যান অবস্থায় সুপ্তি। 'তবে জোগেনিদ্রা হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

জোগবস [সি যোগবশা বিণ যোগের বশবর্তী। 'অভ্যাসের জোগবস করিয়া পবন।' মালাধর, ১৫০০।

জোগবানি [সি যোগবানী বি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন-বার্তা। 'উকুবেরে শোসাঞি বুঝাইল জোগবানি।' মালাধর, ১৫০০।

জোগা [সি যুজ<। ১ বি আয়োজন। বিদ্যা, ১৮৯১। 'তিন জনে মিলিয়া নানপ্রকার জোগাড় করিয়া ... রাধাবাড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি সম্মেলন। 'সেই রকম গদ্য কিংবা পদ্যের জোগাড় করা যেতে পারত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি উপক্রম। 'মিঠাইওয়াদা ফতুর হবার জোগাড়

হল।' অবন, ১৯২৫।

জোগাড়জাগাড় ১ বি গোছগাছ। 'গোছগাছ মোটামুটি খোপখোপ ঘোলাখোলা জোগাড়-জাগাড়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ২ বি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। 'এত মেয়ে ঝুঁজবার জোগাড়-জাগাড়ও আমাদের নেই।' জীবন, ১৯৩২।

জোগাড় দেওয়া ক্রি কারো কাজে সাহায্য করা। 'আমাকে কাল থেকে জোগাড় দিতে নিয়ে যাবে।' নজরুল, ১৯৩০।

জোগাড়-যন্ত্রণা বি আয়োজনাদি। 'আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়-যন্ত্রণা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জোগাড় বিণ জোগাড় করতে পারদর্শী। 'আসলে মোটেই জোগাড়ে লোক নও তুমি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

জোগান [স যোগ>] ১ বি সরবরাহ। 'জ্বন মালিনী জ্ঞাএ জোগান লগয়া।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ঘনিষ্ঠ অনুগমন। 'নগরিয়া জোগান ধরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোগানদার [স যোগ>+ফা দার] বি সরবরাহকারী। 'জোগানদার হইয়া থাকিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জোগানিএরা [স যোগ>] বিণ অনুচর। 'জোগানিএরা পাইক সাধুর ধরিল জোগান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোগানো [স যোগ>] ১ ক্রি সরবরাহ করা। 'ফুল জোগায় নীলারব।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি উদ্ধৃত হওয়া। 'কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমত তাহার মাথায় জোগাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। জোগাইয়া ক্রি সরবরাহ করে। 'পাদুকা জোগাইয়া পাএ হরিন অন্তরে।' মালাধর, ১৫০০। জোগাউ ক্রি জোগাই। 'রাজাক জোগাউ মুক্তি কুমকুম কুন্তরী।' মালাধর, ১৫০০। জোগায় ক্রি সরবরাহ করে। 'সেবক প্রধান জোগায় গুণ্য পান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোগালদার [স যোগ>+ফা দার] বি কাজের সহকারী। 'যে জোগালদার আমার কাশা হেনিয়া দিয়াছিল।' জঙ্গীম, ১৯৩৬।

জোগি, জোগী [স যোগী] ১ বি তপস্বী। 'জোগী বেস ধরি আঙল আজ। কে ইহ সমুদ্রব অপবুঝ কাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ মনোযোগী। 'দাণ্ডাইল রাজার পাশে অত্যন্ত জোগি হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

জোগ্য [স যজ্ঞ] বি যজ্ঞ। 'বরিয়া বসিলা রাজা জোগ্য করিবারে।' মালাধর, ১৫০০।

জোগ্য^২ [স যোগ্য] বিণ উপযুক্ত। 'জ্জেই জেন মত জোগ্য দিবাভ জুয়াএ।' মালাধর, ১৫০০।

জোগ্যতর [স যোগ্যতর] বিণ অধিক যোগ্য। ওসাঁ, ১৭৮২।

জোগ্যবর [স যোগ্যবর] বি উপযুক্ত পাত্র। 'জোগ্যবরে ভগীনি দিয়া করিব কার পুজা।' মালাধর, ১৫০০।

জোঙ্গ [স যজ্ঞ] বি যজ্ঞ। 'নানা জোঙ্গ নানা দান করিল সতৃচিতে।' মালাধর, ১৫০০।

জোচ্চুরি, জোচ্চুরি [জুয়া+স চোর>] বি ধোকাবাজি। 'আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।' হুতাম, ১৮৬১। 'জোচ্চুরি করে ঠকিয়ে ... টাকা নিয়েচ।' শরৎ, ১৯১৭।

জোচ্চোর [জুয়া+স চোর>] বি প্রভারক। 'আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।' হুতাম, ১৮৬১।

জোচ্চোরণী [জুয়া+স চোর>] বি স্ত্রী প্রভারক। 'হাঁগা তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা?' গিরিশ, ১৮৮৯।

জোচ্চোরি [জুয়া+স চোর>] বি প্রভারক। 'তুমি বলবে জোচ্চোরি।' জীবন, ১৯৩২।

জোছনা [স জোছনা] বি চাঁদের আলো। ওসাঁ, ১৭৮২। 'এমন জোছনা সমুদ্র বারিষা বজিছে দূর দূর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জোছনা-চন্দন [স জ্যোত্স্না+স চন্দন] বি জ্যোত্স্নারূপ চন্দন। 'কোটি চাঁদের জোছনা-চন্দন মেখে যা।' নজরুল, ১৯৩৩।

জোছনার কুচি বি জ্যোত্স্নার আলো। 'জোছনার কুচিগুলি পড়ে হেথাহেথা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

জোছনামস্তা [স জ্যোত্স্না+স মস্তা] বিণ স্ত্রী চাঁদের আলোতে প্রাকৃত। 'বরিছে মুকুল, কৃজিছে কোকিল যামিনী জোছনামস্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

জোজন [স যোজন] ১ বি চার কোশ। 'লাফে ডিএইল সমুদ্র সতেক জোজন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ সমবেত। 'এক শত কুমারী জোজন করাইয়া ...' দর্পণ, ১৮২২।

জোজনেক [স যোজন+স এক] দ্রিবিণ এক যোজন দূরে। 'পায়ের আমিষ গন্দ জোজনেক যায়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জোজ্ঞ [স যোগ্য] বিণ উপযুক্ত। 'তোমার জোজ্ঞ মালা লেহ নারায়নে।' মালাধর, ১৫০০।

জোট [স যুথ/বি ভিড়] বিদ্যা, ১৮৯১।

জোট পাকানো ক্রি একতাবদ্ধ হওয়া। 'প্রজা-সমিতির জোট পাকানোর ফলে।' মনসুর, ১৯৪৪।

জোটপাট বি জোগাড়। 'টাকার জোট পাট কিছুই হয় নাই।' প্যারী, ১৮৫৮। 'দাশা হাসামের জোটপাট ...' প্যারী, ১৮৫৮।

জোটবদ্ধ [স যুথবদ্ধ] বিণ একত্র। 'প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুখ তারিখে ...' মশাররফ, ১৮৬৯।

জোটবন্দী [জোট+ফা বন্দী] বিণ একতাবদ্ধ। 'মক্ষফলে গিয়া জোটবন্দী ও বিদ্রোহী হইবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

জোটবন্ধন [জোট+স বন্ধন] বি জোট গঠন। 'সামরিক চুক্তি ও জোটবন্ধন।' আজাদ, ১৯৬২।

জোট বাঁধা ক্রি একত্র হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

জোটনা [হি] বি সঙ্গহ। 'খরিদ ও জোটনা করতে।' কালগে, ১৭৮৯।

জোটো [স যুথ>] ১ ক্রি সঙ্গহ হওয়া; মেলা। 'দিনান্তেও অন্ত জোটো ডার।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ ক্রি একত্র হওয়া। 'জুটল অলিদল লুলল পরিমল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৮।

জোটান [স যুথ>] বি ঐক্য। 'গাঁয়ের জোটান আছে আপনাদের?' তারা, ১৯৪২।

জোটানো [স যুথ] ১ ক্রি সঙ্গহ করা। 'আপনি আমার ক্লার্ক হবেন ... ক্লারকে জোটানো।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ ক্রি একত্র করা। 'অধিক লোক জোটোতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জোড় [ফা জোরা] বি শক্তি। 'শির হইতে জোড়োতে মাড়িয়া তলওয়ার।' গরীব, ১৭৬৫।

জোড়ওয়ার [ফা] বিণ শক্তিদর। 'জাগিয়া দেখিল সাপ বড় জোড়ওয়ার।' গরীব, ১৭৬৫।

জোড়^২ [স যোগ] ১ বিণ যুক্ত। 'হাত জোড় করি ভক্ততি কর।' বড়, ১৫৭০। ২ বিণ জোড়া। 'এক তক্তা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার।'

বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি জুটি। 'কুরশ ভ্রমএ যেন হারাইয়া জোড়।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বিণ যুগ্ম। মানোএল, ১৭৪৩। ৫ খুতি ও চাদর। 'বাবাজীর ... বুটাদার সাজি জোড় একটা আর সাম্যহীর দক্ষা দখ টাকা সিজা পাঠাই।' ওর্সা, ১৭৮২।

জোড়কর [জোড়+স কর] বি করজোড়; যুক্ত দুই হাত। 'কারণ না জানে কিছু রহে জোড়করে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

জোড়করপুটে [জোড়+স করপুটে] বি জোড় হাত। 'জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে দেশের প্রধান চর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জোড়তালি [জোড়+স তালিক] বি জোড়তালি। 'ভাঙা এ মন জোড়তে এখন হচ্ছে নিতি জোড়-তালিতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

জোড়পাণি [জোড়+স পাণি] ক্রিবিণ হাতজোড় করে। 'তনিএঁরা শ্রীমন্ত ভারে বনে জোড়পাণি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোড়বাংলা বি দোচালা কুঁড়েঘর। 'শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গৈয়ে সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

জোড়-বিজোড় [জোড়+স বি+স জোড়] বি বেলাবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'ডান হাত আর বাঁ হাতকে প্রতিপক্ষ করে বেলে জোড়-বিজোড়।' মানিক, ১৯৩৫।

জোড়ভাঙা [জোড়+স ভঙ্গ] বিণ জোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন। 'জোড়ভাঙা পাখিকুল।' জীবন, ১৯৪৮।

জোড়মাণিক [জোড়+স মাণিক্য] বি মানিকজোড়; ঘনিষ্ঠ জুটি। 'জোড়মাণিকেরা ঘুমায় রেয়েছে এইখানে তরুছায়।' জসীম, ১৯২৭।

জোড়-লাগানো বি মেলানো। 'আপেরকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জোড়হস্ত [জোড়+স হস্ত] বি করজোড়। 'জোড়হস্তে মহাশয় বলিলেন, "গোলাম হাজির।"' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জোড়হস্তে ক্রিবিণ হাতজোড় করে। 'জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্য তুলি মাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জোড় হাত [জোড়+স হস্ত] বি যুক্ত দুই হাত। 'জোড় হাতে কহে কিছু বান্ধা গোচার।' গরীব, ১৭৬৫।

জোড়হাত করা ক্রি মিনতি করা। 'ব্রহ্মেশ্বর ... নিশির কাছে জোড়হাত করিল।' রক্তিম, ১৮৮২।

জোড়হাতে ক্রিবিণ হাত জোড় করে। 'জোড়হাতে দাঁড়াইল পদ্মার সাক্ষাতে।' বিজয়, ১৬৫০।

জোড়হাথ [জোড়+স হস্ত] বি হাতজোড়। 'মস্তকে করিয়া জোড়হাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোড়া [স যোগ] ১ ক্রি অডো হওয়া। 'ভাল গেরস্তের নাড়ি জোড়এ সখল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি ভরা; ছেয়ে ফেলা। 'পীলায় জুড়িল পেট শশা যে খাইল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ ক্রি আরম্ভ করা। 'জুড়িতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ৪ ক্রি যুক্ত করা। 'শির লিয়া ফেরেশতারা ধড়ে জোড়া দিল।' গরীব, ১৭৬৫। ৫ ক্রি উত্থাপন করা। 'সাতেরের মা সংসারের কথা জুড়িল।' শওকত, ১৯৮৮। জোড়এ ক্রি জুড়ো হয়। 'ভাল গেরস্তের নাড়ি জোড়এ সখল।' মুকুন্দ, ১৬০০। জোড়াইল ক্রি আরম্ভ করলে। 'বারমতি গীত জোড়াইল ততক্ষণে।' কৃষ্ণরাম, ১৭৫০। জোড়ি ক্রি জুড়ো হলো। 'নিমিষেকে জোড়ি মেঘ গগনমণ্ডল।' মুকুন্দ, ১৬০০। জোড়িঅ ক্রি জোড়া হলো। 'ফাউডহ মোহতরু পটি জোড়িঅ।' চর্যা, ১২০০।

জোড়া [স যোগ] ১ বিণ যুক্ত। 'সে শির বেনানী জালে নবজন্মবি মালে উপরে চঞ্চল চাঁদ জোড়া।' ফিচিট, ১৬০০। ২ বি খুতি ও চাদর। 'অশ হৈতে উভরিয়া দিল খাঙ্গা জোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ যুগ্ম; দৃষ্টি। 'অমর্ত চটিকা দিলা জোড়া নারিকল।' রামাই, ১৭১০। ৪ বিণ অর্থগতি; অবিভক্ত। 'কোনও কোনও পতর খুর অর্থগতি অর্থগ জোড়া।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৫ বি সমকক্ষতা। 'ইহার জোড়া নাই।' রক্তিম, ১৮৭৮। ৬ বিণ অন্য কক্ষিগ সঙ্গে যুক্ত। 'তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বিণ পরস্পর যুক্ত। 'হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ বিণ জরির কাজ-করা। 'ফুল পাগড়া মাথায় তাহার জোড়া জামা গায়।' জসীম, ১৯২২। ৯ বি সঙ্গী। 'এর জোড়াটা যে এবার তোকে বুঁজে বেড়াবে।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

জোড়া খসানো ক্রি হাড়ের জোড়া খুলে ফেলা। মানোএল, ১৭৪৩।

জোড়াভাড়া ১ বি কোনোপ্রকারে জোড়া বা ঠেকান। 'ঐ সকল ফুলে জোড়াভাড়া দিয়া যখন তখন মনের সুখে ...' প্রমথ, ১৮৯০। ২ বি জোড়তালি। 'দুইয়ে মিলে জোড়া-ভাড়া দিয়ে এখানকার শোকাশয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জোড়াভালি ১ বি গোঁজামিল। 'জোড়াভালি দিয়ে চালাতে হয়।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি অসম্পর্ক অবস্থা। 'জোড়াভালি দিয়া কোনো রকমে সবই সে করে।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ বি কোনোরকমে কাজ চালাবার মতো অবস্থা। 'জোড়াভালি দিয়ে জীবন কাটিয়ে গী লাভ।' জীবন, ১৯৪৮।

জোড়াভালি দেওয়া ক্রি আশাশ করা। 'না পেলে হয়তো সে জোড়াভালি দিয়ে কোনো মতে ... চালিয়ে যায়।' সাদত, ১৯৬৭।

জোড়া-দেওয়া বিণ জোড়া দেওয়া হয়েছে এমন। 'সেই আমার জোড়া দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

জোড়ান [স যুক্ত] বি যুক্ত করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জোড়ানক্ষত্র বি একত্রে পাক-খাওয়া দুই নক্ষত্র। 'আকাশে অনেক জোড়ানক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জোড়ানিয়া বি যে ধাতুপদার্থ মিশ্রণের কাজ করে। মানোএল, ১৭৪৩।

জোড়ানো ক্রি খাতব পদার্থের সংযোগ করা। মানোএল, ১৭৪৩।

জোড়া মানিক [জোড়+স মাণিক্য] বি মানিকজোড়; ঘনিষ্ঠ জুটি। 'যেন দুইটি নদীর পুতুল, সোনার চাঁদ, জোড়া মানিক বাবা।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জোড়াসন বি সমতল জায়গায় হাঁটু ভাঁজ করে বসা (পদ্মাসনের অনুরূপ)। 'চেয়ারের উপর একটি অঙ্গুলেক জোড়াসনে হয়ে বসে আছেন।' প্রমথ, ১৯৩৮।

জোত [স জ্যোতি] বি জ্যোতি। 'পরবর জন্মরুদ জিনি জোত অতি।' সুশতান, ১৭০০।

জোত [আ জ্যোত] বি বি চাষের জমি। 'আমার মালভূজার নিজ জোতে সাড়ে তিন সও টাকা।' ওর্সা, ১৭৮২।

জোতজমি [আ জ্যোত+জা জমি] বি ভূসম্পত্তি। 'নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জোতজমি [আ জ্যোত+জা জমী] বি ভূসম্পত্তি। 'পৈত্রিক জোতজমি সেবা শোনা করিয়া সুখে-সন্ধানই আছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

জ্যোতদার [আ জ্যোত+ফা দার] বি জ্যোতের মালিক; ছোটো জমিদার। 'জ্যোতদার, প্রজা, সকলেই ভয়ে ভীত।' মশাররফ, ১৮৯০।

জ্যোতা [স যুক্ত>] ১ ক্রি গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া (গোরু বা ঘোড়া)। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গরু দুটো জুতে সামাদকে তারই গাড়িতে উঠিয়ে বাড়ি ফিরে এল।' হাসান, ১৯৬২। ২ বিশ যুক্ত। 'কাজের ঘনিতে জ্যোতা রোয়েছি।' অবন, ১৯২৫।

জ্যোতাস্থিতি [স যুক্ত>] বি বারে বারে মুক্ত করার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

জ্যোতি [স জ্যোতি] বি জ্যোতি। 'অধর পল্লব নব মনোহর দমন দাগিম জ্যোতি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জ্যোতিষ [স জ্যোতিষ] বি গ্রহাদির অবস্থানের পরিশ্রেক্ষিতে ভাগ্য গণনাকারী; গণক। 'কিতাব চাহিয়া পুনি জ্যোতিষে চাহিনু।' সুলতান, ১৭০০।

জ্যোতিসপুরি [স জ্যোতি-পুরী] বি এহ-উপমহ-নক্ষত্রাদি পূর্ণ নভোমণ্ডল। 'পরম জ্যোতিসপুরি মহাঘোরতর।' মালাধর, ১৫০০।

জ্যোতদার [আ জ্যোত+ফা দার] বি ছোটো জমিদার। 'জ্যোতদার বেটারা খুঁটান হবে বলে পাদরী সাহেবের কাছে পড়েছিল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

জ্যোতা [স] ১ বি জ্যোতাড়। 'পৃথিবী সমুহ পত্র সারদা করিয়া জ্যোতা।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ বি উপায়। 'জমী জ্যোতা ক্রমে কিছু পাঠাইতে পার তাহা চেষ্টা করিয় পাঠাইবা।' ওর্সা, ১৭৮২।

জ্যোতা [স যথা] ক্রিবিধ যেখানে। 'সর্গে হৈতে পরিজাত আরোপিল জ্যোতা।' মালাধর, ১৫০০।

জ্যোতদার [আ জ্যোত+ফা দার] বি ছোটো জমিদার। 'এই জমীর খাজানা জ্যোতদায়ে পাশ দেলাইয়া দীনেনে ...।' চিত্রি পত্রে, ১৮০০।

জোন [স জন] ১ বি মানুষ। মেয়র্দ, ১৭৫৭। ২ বি মজুর। 'মুইটিকিরি - জোন খাটে খাই।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

জোনাই [স জ্যোতস্বাকীর] বি জোনাকি পোকা। 'নিতি দেখি রাতের বেলা একটি গধু জোনাই আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জোনাক [স জ্যোতস্বাকীর] বি জোনাকি পোকা। 'গাছে গাছে জোনাক জ্বলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জোনাকি [স জ্যোতস্বাকীর] বি অন্ধকারে শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এমন এক রকমের পোকা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আসিছে সমনে অগণ্য জোনাকীত্রয়, এই উরুতলে ...।' হাইকেল, ১৮৬৬।

জোনাকিজীবন বি জোনাকির মতো জীবন। 'দুরাশায় আজো জোনাকি-জীবন, কখনো তারা।' শামসুর, ১৯৫৯।

জোনাকি পোকা বি অন্ধকারে শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এমন এক রকমের পোকা। 'বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

জোনাকী ফুলা বি ফুলবিশেষ। 'তাহারি সোলায় বন পথে পাখে ফুটিছে জোনাকী ফুল।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

জোনাকী মেয়ে বি জোনাকি পোকা। 'জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

জোনাকীর রাজত্ব বি দুর্বল শাসনব্যবস্থা। 'জোনাকীর রাজত্ব কায়েম করতে হলে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তাড়াতাই হবে।' উমর, ১৯৬৮।

জোনাজাতি ক্রিবিধ একে একে। 'মনে মনে করব রব পেরেশানি যায় জোনাজাতি।' গরীব, ১৭৬৫।

জোনাপোকা [স জ্যোতস্বাকীর] বি অন্ধকারে শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় এমন এক রকমের পোকা। বিদ্যা, ১৮৯১।

জোনাব [আ জনাব] বি জ্ঞানপনা; মহাশয়। 'সাহেবের জোনাব দৌলিতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া ...।' তীতি, ১৭৯২।

জোনি [স যোনি] বি স্ত্রী-জননেদ্রিয়। 'বাম হস্তে জোনি ঢাকী লজ্জা তো পাইয়া।' মালাধর, ১৫০০।

জোনিছেদ [স যোনিছেদ] বি যোনিভেদ। 'জোনিছেদ করিএ আন্ধি বাহির হইবা।' রামাই, ১৭১০।

জোনদা [স যমদুতিকা] বি তেঁতুল। 'পঞ্চগ্রন্থেরা জোনদা কিন হে ভোড়ানি মন্দা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোবর [আ জবর] বিশ অনেক। 'জোবর তো - এত পান করবার পারমু ক্যান?' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

জোবা বি সুযোগ। 'এমন জোবা সচরাচর পায় না বলিয়া শিকারীদেরও শোভ বাড়িয়া উঠিয়াছিল।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

জোবানবদী, জোবানবন্দী [ফা জবান>] ১ বি কোনো তদন্ত কর্মচারীর কাছে প্রদত্ত বিবরণ। 'তাহার নিকট আসিয়া জোবানবন্দী করতে ঐ অভাগিনী ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বি আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য। 'কম্বুজাক্ষের জোবানবন্দী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জোবো [ফা জুবোহ] বি আলখাল্লা; ঢিলা ও লম্বা পোশাকবিশেষ। 'গলায় হুজুর জোকা বুলে পড়ে গায়।' গরীব, ১৭৫০।

জোবাজুকা বি ঢিলা এবং দীর্ঘ জামাবিশেষ। 'শানদার জোবাজুকা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

জোয়া [স দ্যুত>] বি জুয়া। 'মতি দেদার মদ খায় - জোয়া খেলে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

জোয়াইন [স যমানী] বি যমানী; মসলা বিশেষ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

জোয়াচোর [জুয়া+স চোর>] বি প্রবন্ধক। ওর্সা, ১৭৮২; 'সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা।' গ্যারী, ১৮৫৮।

জোয়ান [ফা জওয়ান] ১ বি পুরুষ। 'জোয়ান হতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি যুবক। 'এ দেশস্ত মনস্য জি ও পুরুষ ও হোকরা এবং জোয়ান।' ক্যালগে, ১৭৮৯। ৩ বিশ বলিষ্ঠ। 'একটা জোয়ান পেটমোটা ব্যক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি সেনাসদস্য; সিপাই। 'সাবাস জোয়ান সাবাস।' নজরুল, ১৯২২।

জোয়ানকি, জোয়ানকী [ফা জওয়ানকি] বি যৌবন। 'জোয়ানকির সুরুজ একবার ডুবে গেলে আবার কি উঠবে রে?' কায়সার, ১৯৬২; 'জোয়ানকীর জোয়ার বড় তেজী।' আলাউদ্দিন, ১৯৭৩।

জোয়ানমন্দ [ফা জওয়ান+ফা মরদা] বি যুবা পুরুষ। 'ওই জোয়ানমন্দ।' মানিক, ১৯৩৮।

জোয়ানী [ফা জওয়ান>] বি যৌবন। 'তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৮।

জোয়ান [স যমানী] বি এক প্রকার মসলা। 'ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়হী জোয়ান খনে সুপারি।' ভবানী, ১৮২৮।

জোয়ানি [স যমানী] বি মসলা বিশেষ। 'সাতলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোয়ার [স জলবৃদ্ধি] ১ বি চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদীর জল ফুলে

ওটা। 'জোয়ারের শ্রোতে ডুবি জলে ভাসা যায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।
 ২ *বি উচ্ছলতা*। 'কথার ভিতর এমন একটি প্রশ্নের জোয়ার বইত।' *প্রমথ*, ১৯১৫। ৩ *বি প্রবল আলোড়ন*। 'ফ্যাকাশে জীবনে এলো রক্তের জোয়ার।' *আহসান*, ১৯৪৪।

জোয়ার-উতলা [জোয়ার+স উতলণ] *বিণ* জোয়ারের আগমনে অশান্ত। 'জোয়ার-উতলা সিদ্ধ পূর্ণিমা চাঁদের পেয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

জোয়ারজল [জোয়ার+স জল] *বি* জোয়ারের পানি। 'মায়ের পরাণ তারি জোয়ারজলে ডাসে।' *জসীম*, ১৯২৯।

জোয়ার-জ্বর [জোয়ার+স জ্বর] *বি* জোয়াররূপ জ্বর। 'তন্তু ডেউয়ের মত জোয়ার-জ্বরে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

জোয়ারবেলা [জোয়ার+স বেলা] *বি* জোয়ারের সময়। 'জোয়ারবেলায় কানায় কানায় যে জল জমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

জোয়ারভাঁটা [জোয়ার+অ ভাঁটা] *খি* বি কখনো বাড়়া কখনো কমা। 'লভনের জনসম্মুখে জোয়ারভাঁটা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* পর্যায়ক্রমিক আবর্তন। 'আকাশেতে আলো-আঁধার খেলে জোয়ারভাঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

জোয়ার-ভাটি [জোয়ার+অ ভাটি] *বি* জোয়ার ও ভাটি। 'ও ভাই দরিয়ায় আসে জোয়ার-ভাটি রে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

জোয়ারলাশা *বিণ* বাড়়ন্ত। 'জোয়ারলাশা ভরাগাং না হলেও একেবারে টসকানো নয়।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

জোয়ারি [ফা জারক] *বি* স্বভাব; মূল সূরের পেছনে সমান্তরাল সুর। 'তাতে জোয়ারি ছিল।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

জোয়ারি [ফা জরওয়ার] *বি* গমজাতীয় শস্যবিশেষ। 'নদীর ধাক্কা জোয়ারির খেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

জোয়ালা [স যুগল] *বি* শব্দগুণের সঙ্গে জোড়া সেওয়া কার্তের আদ্যভাষিত দণ্ড যা চাচ কায়র সময় গোরুর কাঁধে দেওয়া হয়। 'মাথার ওপরে দেখে পুরান জোয়ালা।' *বিজয়*, ১৬৫০।

জোয়ালাটানা *বি* দাসত্ব। 'সেক্ষেত্রে মানুষের ইতিহাস পর্যবসিত হত ... অভ্যাসের জোয়ালাটানা ... অর্থহীন দিনগুজরানিতে।' *শিব*, ১৯৫৬।

জোর [স যোগ] ১ *বিণ* যুগল। 'ন জানল কতি খন তেজি গেল রে বিরুল চক্কা জোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* বলময়। 'জোর চন্দ্রের।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

জোর কাটি [জোর+স কাটিকা] *বি* এক জোড়া কাঠি; টাকের কাঠি। 'পূজ বাটিতে, জোর কাটিতে, বাজচে যেন ঢাক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

জোর হাথ [জোর+স হস্ত] *ক্রিণি* জোড়াহাতে; করজোড়ে। 'বসুন্দের দৈবকী বদিলাম জোর হাথ।' *কুম্ভার*, ১৭২০।

জোরি [স জলবৃষ্টি] *বি* জোয়ার। 'কোথায় সোকানি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর।' *জসীম*, ১৯৫১।

জোর [ফা] ১ *বিণ* একত্বয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* শক্তি। 'দেখিবে আগরত হইয়া কেহুহা জোর ধরে।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *বি* শক্তি প্রয়োগ। 'তাহাদিগের উপর জোর ও জবরদস্তিতে ও ... আদায় করিতে পারে না।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ৪ *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'এই কলমের আদায় কি তেমন জোর আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। ৫ *বি* দৃঢ় কঠোর। 'জোরগলায় বললে, "ক" বর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৬ *বিণ* জমজমাট। 'এখন তো ভর সকালবেলা - জোর বাজার।' *শ্যামল*,

১৯৬৭।

জোরআর [ফা জোরওয়ার] *বিণ* বলশালী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোরআরি [ফা জোরওয়ার] *বি* বলবান। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

জোরওয়ার [ফা জোরওয়ার] *বিণ* শক্তিশালী। 'জোরওয়ার শের কই? জোরবার জানোয়ার।' *নজরুল*, ১৯২২।

জোর কদম [ফা জোর+আ কদম] *বি* দ্রুত পদক্ষেপ। 'জোর কদম চল রে চল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

জোর কলম [ফা জোর+আ কলম] *বি* কলমের জোর। 'ঘোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোনো ধার ধারিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

জোর করা ১ *ক্রি* শক্তি প্রয়োগ করা। 'নরমেতে করে জোর, গরমে নরম তার কাছে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রি* ইজ্জার বিরুদ্ধে যাওয়া। 'জোর করিয়া এখানে ধরিয়া বাধিবার অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

জোর জবরদস্তি, **জোরজবরদস্তি** [ফা] *বি* জোরাজুরি। 'জোর জবরদস্তির কথা বলিলে আমাদের মনে বিজাতীয় যুগ ও রোমের সঞ্চার হয়।' *সশারক*, ১৮৮৯। 'তার সঙ্গে জোরজবরদস্তি খাটবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। 'জোর-জবরদস্তি কিসের জন্যে। সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

জোরজবরি [ফা] *বি* জোরাজুরি; জোরজবরদস্তি। 'সত্য সত্য সাকী আমাদের জোরজবরিতে নাই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

জোরজবাবতি [ফা জোর+ফা জোরওয়ার] *বি* পীড়াপিড়ি। 'জোর জবাবতি নাই।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

জোরজার [ফা জোর] *বি* জোরাজুরি। 'জোরজার করে কোনোমতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

জোরজারি [ফা জোর] *বি* বলপ্রয়োগ; জবরদস্তি। 'জোরজারি করতে গেলে উল্টো ফল ছোবল দেয়।' *মনোজ*, ১৯৬১।

জোর-জুলুম [ফা জোর+আ জুলুম] *বি* বলপ্রয়োগ; জোরাজুরি। 'সত্যতে জোর-জুলুম নাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

জোরদার [ফা] *বিণ* শক্তিশালী। 'জোরদার কজন দল বেঁধে বাকীগুলিকে মেরে ফেলে ...।' *সরুজ*, ১৯২১।

জোর দেগুন *বি* গুরুত্ব দেওয়া। *গুর্গা*, ১৭৮৫।

জোরবার [ফা জোরওয়ার] *বি* বলদৃঢ়তা। 'ঘাতক জালিম জোরবারের।' *নজরুল*, ১৯২২।

জোর যার মুখক তার - যার শক্তি আছে সেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী। 'জোর যার মুখক তার এই নীতি স্বীকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

জোরসে [ফা জোর] *ক্রিণি* জোরেশোরে। 'শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

জোরাবত্তী [ফা জোরওয়ার] *বি* জবরদস্তি। 'জোর জোরাবত্তী কদিন চলে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

জোরাবরী [ফা জোরওয়ার] *বি* জবরদস্তি। 'বর্তমানে যে চলিত ধারা অর্থাৎ জোরাবরী করা কিংবা গর্ভবতী কিংবা ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

জোরাযার [ফা জোরওয়ার] *বিণ* শক্তিশালী। 'সেয়াসোস ভেসে গড়া জোরাযার জানোয়ার ঢের।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

জোরাশো, **জোরাশাল** [ফা জোর] ১ *বিণ* শক্তিশালী। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'জোরাশো সুডোল শরীর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিণ* প্রকাশক্ষম। 'তার লেখা ধারালো, ভাষা জোরাশো।' *নজরুল*, ১৯৩২। ৩ *বিণ*

যুক্তিপূর্ণ। 'প্রবন্ধে তোমার তর্কটা খুব জোরালো হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৪ বিপ্ণ প্রবল। 'আন্দোলন খুব জোরাল রূপ লাভ করতে পারেনি।' বেগম, ১৯৬০।

জোরেসোরে ত্রিবিধ জোরালোভাবে। 'ইহা আরো জোরেসোরে চলিতে থাকে।' আজাদ, ১৯৬০।

জোক [হি জোক] বি পত্নী। 'এই বিপদ টালিবার জন্য জোক, লাড়কা, জান মাল শুধা ...।' আখবার, ১৮৭৭।

জোল [স য়াল] বিণ য়াল। 'বিমল কখন কমল চড়ি জনি বেধু খঞ্জন জোল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জোলফ [ফা জুলফ] বি জুলফি: কানের পাশ দিয়ে নেমে-আসা চুলের গোছা। 'দুই ভ্রাতার জোলফে জোলফে বন্ধন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

জোলসি [আ জুলস] বিণ জৌলস; সিংহাসন আরোহণ; অভিষেক। 'সন একইস ও সন তেরো জোলসির দুই ফকুমনামা।' ক্যালশে, ১৭৮৫।

জোলা [বি সর জলাশয়]। 'জোলায় সোঁত আছে তো?' মণীশ, ১৯৬৩।

জোলা [ফা জুলাহা] বি মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়বিশেষ। 'চাঁচা ফুলা ডাকে জোলা অতি তুরাতরি।' বিজয়, ১৬৫০।

জোলা-কারিকর [ফা জুলাহা+ফা কারিগর] বি মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়বিশেষ। 'গায়ে গায়ে সাজে সব জোলা কারিকর।' বিজয়, ১৬৫০।

জোলাপ [ফা জুলাব] ১ বি কোঠ-পরিষ্কারক ঔষধ। ওর্সা, ১৭৮২। ২ বিণ উপাত্ত: ঘৃণা। 'বন্ধবেহারি বাবু স্ত্রী লোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়লেন।' হুতোম, ১৮৬১।

জোলাপ লণ্ডন কি মলনিরোসার ঔষধ গ্রহণ করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

জোলাভাতি বি চতুর্ভাতি। 'জোলাভাতি রাঁধতে আস না?' রায়চাঁদ, ১৯৬২।

জোলো [স জল>] ১ বিণ পানসে। 'রাতামুখে বাবা অন্ন দি তুলি নিজে খাই জোলো মাড়।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ জলীয়। 'তাকে জোলো বাপের সন্ধান যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বিণ জলবিশিষ্ট। 'জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাকুয়া (পেকো) ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জোশ [ফা] বি উদ্দীপনা। 'ডগমগিয়ে জোশ উঠেছে।' নজরুল, ১৯২২।

জোঠিমাস [স জ্যেঠমাস] বি জ্যেঠ মাস। 'জোঠিমাসের গুমেটা রে বন্ধু।' নজরুল, ১৯৩৫।

জোস [ফা জোশ] বি উদ্দীপনা। 'ইসলামী জোস একটু দেখান।' পাশা, ১৯৭১।

জোহর [আ জুহর] ১ বি ইসলামিমতে দুপুরের নামাজ। 'জোহরে সুরত নুহ পড়িবা নিচর।' আলগল, ১৬৬০। ২ বি অপরাহ্ন। 'ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কঁদে।' নজরুল, ১৯২৮।

জোহর [আ জুহরি] বি অতিমূল্যবান পাথরবিশেষ; রত্ন। ওর্সা, ১৭৮৫।

জোহরী [আ জুহরি] বি জহরত অথবা মূল্যবান অলঙ্কারের ব্যবসা করে যে। ওর্সা, ১৭৮৫।

জোহা কি যুদ্ধ করা। 'সুহিতে'। মানোএল, ১৭৪৩।

জোহানি [স যমানী] বি গন্ধমসলা-বিশেষ। 'নরম কিনে তালশীস হিঙ্গ জিরা রসবাস চট্টা মেথি জোহানি মহরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জোহার [হি জুহার] ১ বি প্রণাম। 'আসিয়া কোটাল মূণে কবিল জোহার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অভিবাদন। 'চতুর্দিকে জোহার তনিল জয় রোণ।' আলগল, ১৬৮০।

জোহা [পা জুহা] বি জ্যোত্স্না। 'তইলা বাড়ির পারের জোহা বাড়ি তাএলা।' চর্যা ৫০, ১২০০।

জৌ [স জুতু] বি গালা। 'পুর মধ্যে বইসে নড়ি নানা বর্ণে গড়ে চুড়ি জৌ দিয়া করয়ে গঠন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জৌগূহ [স জুতুগূহ] বি গালা নির্মিত ঘর। 'জৌগূহ নামে তারা হেটমাখা করে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জৌঘর [স জুতুগূহ] বি গালা দিয়ে নির্মিত ঘর। 'জৌঘর করিল সীতা সডে কহে সেই কথা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জৌ-শালা [স জুতুশালা] বি জুতুগূহ। 'উপনীত হইল রামা জুখা জৌ-শালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জৌ [স যদি] অব্য যদি। 'হমর সপখ জৌ হেরহ মুরারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

জৌতা [স মুক্ত] বিণ যৌথ। 'আমারদিগের জৌতা লেখাতে তাবা বন্দক রাখিয়া ঢাকা লইয়াছিলাম।' মেরয়, ১৭৫৭।

জৌতিষ [স জোতিষ] বি গ্রহের অবস্থান দেখে ভাগ্যগণনা। 'দীপিকা ভাখতী ধোরে জৌতিষ বিচার করে বালকের লিখয়ে জাওয়াতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জৌতুক [স যৌতুক] বি উপঢৌকন; বিবাহে বর ও কন্যাকে যে সম্পদ প্রদত্ত হয়। 'হস্তি ঘোড়া রথ দিল জৌতুক করিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

জৌবণ [স যৌবন] বি যৌবন। 'জাগ জৌবণ মোর ভইলেদি পূরা।' চর্যা ২০, ১২০০।

জৌবন [স যৌবন] বি যৌবন। 'কি মোরা জীবনে কি মোরা জৌবনে কি মোরা চতুরপনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'রূপ গোণ জৌবন জে রসেত পুরিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

জৌবনি [স যৌবন] বি যৌবনকাল। 'তৈলকা সুন্দরি কন্যা উনার জৌবনি।' মালাধর, ১৫০০।

জৌলস [আ জলুস] বি চাকচিক্য; উজ্জ্বলতা। 'কী বিচিত্র জৌলসে রাঙে নিখর রজিতল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

জৌলশী [আ জলুস] বি উজ্জ্বল। ভবানী, ১৮২৩।

জৌলুশ [আ জলুস] বি জীকজমক। 'সে মেসার জৌলুশ তত বেশী।' মুক্তভরা, ১৯৫২।

জৌলুহ [আ জলুস] বি চাকচিক্য। 'তোমার আরক্ত বর্ণে নাই সেই উজ্জ্বল জৌলুহ।' ফররুখ, ১৯৬৩।

জৌলুশ [আ জলুস] বি উজ্জ্বলতা। 'দাড়িতে কি মুখের জৌলুশ বাড়়ে না?' নজরুল, ১৯৩১।

জৌলুশ খোলা কি খোলতাই বৃদ্ধি পাওয়া। 'রংটি ফর্সা, শহরের ছায়ায় আরো জৌলুশ বুলিয়াছে।' শওকত, ১৯৫৮।

জৌতির্ময় [স জ্যোতির্ময়] বিণ দীপ্তিময়। 'জৌতির্ময় দেখি ব্রহ্মা দৈবকী উদরে।' মালাধর, ১৫০০।

জ্ঞাত [স] ১ বিণ সতর্কতা। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ অবগত। 'আপনকার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম।' বেগল, ১৭৭০।

জ্ঞাত করা কি অবহিত করা। 'তাহা তোমারদিগকে এক্ষণে জ্ঞাত করা উপযুক্ত জানিয়া কহি।' তারিণী, ১৮০৩।

জ্ঞাত কারণ ক্রিবিগ অবগতির জন্যে। মেয়ার, ১৭৮৭।

জ্ঞাতকুলশীল [স] বিগ বংশ-চরিত্র জ্ঞান এমন। 'সন্ততির জড়য়ে গিয়েছে জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঝঞ্জে' জীবন, ১৯৪৪।

জ্ঞাতব্য [স] বিগ জ্ঞানর ঘোষ্য। 'যাকিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জ্ঞাতসার [স] বি অবগতকরণ। 'এ বিষয়ের নালিশ কিবা জ্ঞাতসার আদালতে করিয়া থাকে।' ডানকান, ১৭৮৫।

জ্ঞাতসারে ক্রিবিগ জ্ঞান মতে; গোচরে। 'আমারদের জ্ঞাতসারে যেহে কর্ম হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

জ্ঞাতা [স] ১ বিগ জানে এমন। 'নিত্যানন্দ জ্ঞাতা পৌরচন্দ্রের অন্তর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পণ্ডিত ব্যক্তি। 'জ্ঞাতা বড়ো/জ্ঞাতা মহৎ।' মানোএগ, ১৭৪৩।

জ্ঞাতে ক্রিবিগ সমজ্ঞানে; জ্ঞেনেতনে। 'জ্ঞাতে হরিলে একবিংসতি পুরুষ নাস করে।' মালাধর, ১৫০০।

জ্ঞাতি [স] বি সংবাদ। 'নৌকাযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতি পাঠাইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

জ্ঞাতি [স] ১ বি একই বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। 'না গিবেক তোমারে জ্ঞাতি বন্ধু জন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ঘনিষ্ঠজন। 'জ্ঞাতি অর্থাৎ জানাশোনার দলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

জ্ঞাতিকুটুম্ব [স] বি বংশের লোক ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়। 'জ্ঞাতিকুটুম্ব সকল কহে উহার জাতি গিয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

জ্ঞাতিকুটুম্ব [স] বি বংশের লোকজন। 'জ্ঞাতিকুটুম্ব সব ধড়ধড় করে উঠে যাচ্ছে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী [স] বি বংশের লোকজন। 'উপরওআলার জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী [স] বি বংশের লোকজন। 'আমার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর খবর যতটা আমার জ্ঞান ছিল তাহা তাহাকে বলিতে হইল।' বনফুল, ১৯৩৬।

জ্ঞাতিকৃত্ত [স] বি জ্ঞাতির সম্বন্ধ। 'কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, গনি, জ্ঞাতিকৃত্ত, আত্মকৃত্ত, জ্ঞাতি - এসকলে দিলা জ্ঞানজ্ঞাপি।' মাইকেল, ১৮৬১।

জ্ঞাতিপুত্র [স] বি আত্মীয়ের পুত্র। 'মিলিলেস্ত রণস্থলে জ্ঞাতিপুত্র জন।' বাহরায়, ১৬৫০।

জ্ঞাতিবন্ধন [স] বি আত্মীয়তার বন্ধন। 'বললাভের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

জ্ঞাতিবন্ধু [স] বি আত্মীয়স্বজন। 'ছাগল রাখাইলা তোরে জ্ঞাতিবন্ধু ছলে ধরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জ্ঞাতিবিরোধিতা [স] বি সগোত্রীয়দের প্রতি বৈরিতা। 'আর্যেরা জ্ঞাতিবিরোধিতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্রতা দোষে এমনি নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

জ্ঞাতিবিবাদ [স] বি গোড়ে গোড়ে ঝগড়াঝাটি। 'জ্ঞাতিবিবাদ তখনও ছিল এখনও আছে।' অবন, ১৯২৫।

জ্ঞাতিবিরোধ [স] বি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিরোধ। 'ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি জনশাভ করে।' প্রমথ, ১৯২০।

জ্ঞাতিজ্ঞাতা [স] বি জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাই। 'তাহার এক জ্ঞাতিজ্ঞাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী।' বিভূতি, ১৯২৯।

জ্ঞাতিশত্বুর [স] জ্ঞাতিশক্তি বি বংশের শত্রু। 'সেও নাকি বলেছে, জ্ঞাতিশত্বুর।' বিভূতি, ১৯২৯।

জ্ঞাতিশত্রুতা [স] বি সগোত্রীয়ের সঙ্গে শত্রুতা। 'উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়।' প্রমথ, ১৯১৪।

জ্ঞাতিসম্পর্ক [স] বি একই বংশজাত সম্পর্ক। 'আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মধুরদানা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জ্ঞাতিসম্বন্ধ [স] বি জ্ঞাতিসম্পর্ক। 'পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুদৃষ্টি বাহির করিবার পূর্বেরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জ্ঞাতো [স] জ্ঞাতা বিগ অবগত। 'বেওয়া সমাচার জ্ঞাতো হইলাম।' ওর্সা, ১৭৮২।

জ্ঞাতিকুটুম্ব [স] জ্ঞাতিকুটুম্ব বি জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণ; আত্মীয়-স্বজন। 'জ্ঞাতিকুটুম্ব দুঃখে মরে।' তপ্ত, ১৮৫৮।

জ্ঞান [স] ১ বি অনুভব। 'কৃষ্ণ মুখ জ্ঞান করি হরিস অন্তরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি চেতনা; বুদ্ধি। 'এতোহ কানাক্রি তোর না ভইল জানে।' বড়, ১৫৭০। ৩ বি ধারণা। 'তোমারের সভার হইল মুখ জ্ঞান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি অবলম্বন। 'ধর্মপদ ভাবএ সতত সং জ্ঞান।' বাহরায়, ১৬৫০। ৫ বি পরমতত্ত্ব। 'তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাছা ত্রিদিবেশ।' মানিকরায়, ১৭৮১। ৬ বি বিবেচনা। 'মহারাজ আমাকে স্নান জ্ঞান করিবেন।' রামরায়, ১৮০১। ৭ বি মনে হওয়া। 'রাতকো রাত জ্ঞান হয় না।' প্যারী, ১৮৫৮।

জ্ঞান-অর্জন, জ্ঞান-অর্জন [স] বি শিক্ষালাভ। 'নাহি জ্ঞান-অর্জন কামনা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

জ্ঞান-ইন্দ্రిয় [স] বি চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্రిয়। 'অনামক আচিনায় কখন জ্ঞান-ইন্দ্రిয়ে না সম্ববে।' লালন, ১৮৯০।

জ্ঞান এরও [স] বি জ্ঞানরূপ এরওফল। 'ওরে জ্ঞান এরওরে এ যে ফল।' নজরুল, ১৯৩১।

জ্ঞানকরী [স] বিগ জ্ঞান লাভ হয় এমন। 'জ্ঞানকরী শিক্ষাতে সুবিবেচনা ও ধর্ম মতি হয়।' প্যারী, ১৮৬০।

জ্ঞান করা ক্রি গণ্য করা; বিবেচনা করা। 'শোভনীয় বস্তুরকে কাজুয়া বস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে ...।' তারিণী, ১৮০৩।

জ্ঞানকাণ্ড [স] বি বুদ্ধিবিবেচনা। 'কেবল জ্ঞানকাণ্ড-বিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুসঙ্গিক কর্ম কাণ্ড বিষয়েক ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

জ্ঞান-কূপ [স] বি জ্ঞানরূপ কুমা। 'জেনে তনে ঘোলা করে তোলা জ্ঞান-কূপ।' সত্যভ, ১৯১০।

জ্ঞানকৃত [স] বিগ সচেতনভাবে কৃত। 'অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বস্তুর শান্তি প্রতিহত্যা হইবেক।' ফরস্টার, ১৮০১।

জ্ঞানকেন্দ্র [স] বি জ্ঞান বিতরণের প্রধান স্থান। 'প্রতিষ্ঠানটি ... শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হইবে।' সত্যভ, ১৯৪১।

জ্ঞানগম্য [স] বিগ জ্ঞানের আওতাধীন। 'মানব বুদ্ধি ... কিঞ্চিৎ স্বল্পরূপে অতি কষ্টে জ্ঞানগম্য করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞান-গমি [স] জ্ঞানগম্য বি বুদ্ধিবুদ্ধি বা জ্ঞানশোনা। 'আমার যা কিছু জ্ঞান-গমি তা ঐ আড্ডারই বাড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।' মুজতবা, ১৯৫২।

জ্ঞানগম্য [স] বিগ জ্ঞান দ্বারা বোঝা যায় এমন। 'জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলে পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

জ্ঞানগমি [স] জ্ঞানগম্য বি বুদ্ধিবিবেচনা। 'চাচার পরেই

জ্ঞানগম্যিতে তাঁর প্রাধান্য।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

জ্ঞানগরিমা [স] বি বিদ্যার গৌরব। 'জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভাৱে মধুর অধ্যাপক' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

জ্ঞানগর্ভ [স] বিগ্ণ জ্ঞানপূর্ণ। 'যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের অর্থ অবগত হয়য়া লোকের পক্ষে অতিশয় কঠিন ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

জ্ঞানগুণ [স] বি বিদ্যাবুদ্ধি। 'বঙ্গালিদিশের জ্ঞানগুণ বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

জ্ঞানগোচর [স] ১ বি জ্ঞানচোখ। 'যেখানে আরোপিত কথা প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর সোপ পায়।' তারিখী, ১৮০৩। ২ বিগ্ণ জ্ঞানের অধিগম্য। 'তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জ্ঞানচক্ৰ [স] বি জ্ঞানরূপ চক্ৰ। 'ঈশ্বর-কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ৰ উদ্গীলিত হইয়াছে।' মণ্ডাররক্ষ, ১৮৮৫।

জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানচর্চা [স] বি জ্ঞানের অনুশীলন। 'জ্ঞানচর্চার ক্রমশঃ বাহ্যগতযুক্ত ... আশা প্রবল হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'ইংরেজ কামিনিকালেও কোনও প্রকারের জ্ঞানচর্চা করেনি।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

জ্ঞানছাড়া [স] জ্ঞান+স ছর্দ বিগ্ণ জ্ঞানহীন। 'মন রে তুই ডেড়ুয়া বাজাল জ্ঞানছাড়া।' লালন, ১৮৯০।

জ্ঞানজনক [স] বিগ্ণ জ্ঞানমূলক। 'নানপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তকও ছাপা হইয়া সর্বদেহে যাইতেছে।' দর্পণ, ১৮৪২।

জ্ঞানজ্যোতি [স] বি জ্ঞানের আলো। 'চতুর্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জ্ঞানত [স] ১ ক্রিবিগ্ণ সম্ভানে। 'জ্যোত্ দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কনিষ্ঠগণের নিকট ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ক্রিবিগ্ণ সচেতনভাবে। 'যদিও জ্ঞানত পদ্য-পদ্যের নির্বিষয়-ধর্মী সৃষ্টি, ১৯৫৩।

জ্ঞানতত্ত্ব [স] জ্ঞানতত্ত্ব বি যথার্থ বিষয়বোধ। 'জ্ঞানতত্ত্ব' কথা কহি বিরে লোভাইল।' মাল্যধর, ১৫০০।

জ্ঞানতপস্বী [স] বি জ্ঞানের তপস্যা করে যে। 'উকিল-জজ-কোরানির অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

জ্ঞানতৃষ্ণা [স] বি জ্ঞান অর্জনের প্রবল অগ্রহ। 'তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে বেগে বৃদ্ধিতে পারশুম।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

জ্ঞানদান [স] বি বিদ্যাদিক্ষা। 'দুই সাহেব এতদেশে জ্ঞানদানের যে সকল উপায় করিয়া লোকেরদিশের যেরূপ উপকার করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

জ্ঞানদিবস [স] বি জ্ঞানচর্চার সময় বা কাল। 'নূতন জ্ঞানদিবসের উত্থান যাত্র সম্প্রতি উপস্থিত বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

জ্ঞানদীপ [স] বি জ্ঞানরূপ প্রদীপ। 'ছাণ্ডিলে প্রথম জ্ঞানদীপ আনি হইলে বিশ্বনন্দিতা রানী।' নজরুল, ১৯৩২।

জ্ঞানদৃষ্টি [স] বিগ্ণ জ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান। 'জ্ঞানদৃষ্টি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইরূপে বিজ্ঞানের জয়পতাকা উত্তোলিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জ্ঞানদৃষ্টি [স] বি শিক্ষার আলো। 'হিন্দুর্মমণীরা বহুকাল পর্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টিবিহীন রাখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

জ্ঞানধন [স] বি জ্ঞানরূপ ধন। 'শ্রুতি, তাঁহার জ্ঞানধন কাঙালিবিদ্যায় অপব্যয় করেন না।' প্রমথ, ১৯২০।

জ্ঞানধর্ম, জ্ঞান-ধর্ম [স] বি জ্ঞানরূপ ধর্ম। 'যাহাদের স্বদেশে জ্ঞান-ধর্ম প্রচারিত হয় ...' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জ্ঞাননির্জ্ঞানমুখি [স] বি চেতন-অবচেতন মন। 'জ্ঞাননির্জ্ঞানমুখি নিয়ে খুব চিন্তিত হয়েছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

জ্ঞাননেত্র [স] বি জ্ঞানের চোখ। 'মানব জ্ঞাতির জ্ঞাননেত্র যে পরিমাণে পরিষ্কৃত হইবে ...' অক্ষয়, ১৮৫৫।

জ্ঞানপঙ্খী [স] বিগ্ণ জ্ঞানবাদী। 'জ্ঞানপঙ্খী সাম্যবাদী মুসলমান পৃথিবীর যে দেশেই গিয়েছে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

জ্ঞানপান [স] বি (বাউল) চেতনা। 'কটাক্ষেতে অমনি ভুলি জ্ঞানপান যায় সকলি।' লালন, ১৮৯০।

জ্ঞানপাপ [স] বি জ্ঞানেতলে করা পাপ। 'অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।' জীবন, ১৯৪০।

জ্ঞানপাপী [স] বি বুঝে-তলে পাপ করে যে। 'তার সত্যতায় আজ জ্ঞানপাপী করে কে সন্দেহ?' ফররুখ, ১৯৪৬।

জ্ঞানপিপাসা [স] বি জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা। 'যেটা ... জ্ঞানপিপাসা যেটানো ছাড়া মানুষের অন্য কোনো কাজে লাগছে না ...' আইয়ুব, ১৯৭৩।

জ্ঞানপিপাসু [স] বিগ্ণ জ্ঞানের প্রতি অগ্রহী। 'তাহা জ্ঞানপিপাসু পৃথিবী দিশের অবদিত নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

জ্ঞানপূর্বক [স] ক্রিবিগ্ণ সচেতন অবস্থায়। 'টোয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০।

জ্ঞানপ্রচার [স] বি জ্ঞানের প্রচার। 'ঈনহোপ ... লৌহবস্ত্র নির্মাণ করিয়া, জ্ঞানপ্রচারের পথ সর্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানপ্রদ [স] বিগ্ণ জ্ঞানদায়ক। 'মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্যন্ত জ্ঞানপ্রদ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

জ্ঞানপ্রদায়িনী [স] বিগ্ণ জ্ঞানপ্রদান করে এমন। 'জ্ঞানপ্রদায়িনী হৃদয়ে আলো দিলে।' নজরুল, ১৯৩০।

জ্ঞানপ্রদীপ [স] বি জ্ঞানরূপ প্রদীপ। 'অবির্ত্ত সুন্দর, সেখানে জ্ঞানপ্রদীপের সাহায্য নেওয়ার দরকারই হয় না।' অবন, ১৯২৫।

জ্ঞান-প্রবীণ [স] বিগ্ণ অকর্মণ্য তাত্ত্বিক। 'বল রে তোরা বল নবীন/ চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ।' নজরুল, ১৯২৪।

জ্ঞানপ্রাপ্তি [স] বি জ্ঞান অর্জন। 'পর্যাপ্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি ও ... সমুচিত ফল কদম্বম হইতে পরিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জ্ঞানবতী [স] বিগ্ণ জ্ঞান আবে এমন। 'যদি বিশেষ জ্ঞানবতী কি ধর্মনিষ্ঠা হইলেন।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

জ্ঞানবন্ধ [স] বিগ্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন। 'জ্ঞানবন্ধ গাভীরের সাথে কিছু উচ্ছতা ঢালে সৈয়দ-পুত্র।' কায়সার, ১৯৬২।

জ্ঞানবস্ত্র [স] বিগ্ণ জ্ঞানবান। 'জ্ঞানবস্ত্র তপস্বী আজন্ম উদাসীন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জ্ঞানবাদ [স] বি জ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায় - এই দার্শনিক মতবাদ। 'হেতুবাদ বা ঐহিকবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

জ্ঞানবান [স] বিগ্ণ জ্ঞানী। 'আজন্ম ধর্মিক উদাসীন জ্ঞানবান।' বৃন্দা, ১৫৪০।

জ্ঞান-বানিয়া [স জ্ঞান-বণিক] বি জ্ঞান নিয়ে ব্যবসা করে যে। 'আমরা চাহি না ... জ্ঞান-বানিয়ার বই-গদ্যাম।' নজরুল, ১৯২৮।

জ্ঞান-বাণী [স] বি জ্ঞানরূপ পুরু। 'জ্ঞান-বাণীর জলে সন্ধ্যা নামিল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

জ্ঞান-বিজ্ঞান [স] ১ বি জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্র। 'মানব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর হইতে উন্নততম সোপানে আরুঢ় হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি তত্ত্বজ্ঞান। 'নিতি নব হোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।' নজরুল, ১৯২৬।

জ্ঞানবিতরণ [স] বি জ্ঞানের প্রসার। 'সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জ্ঞানবিরুদ্ধ [স] বিপ জ্ঞানানুসারী নয় এমন; জ্ঞানের সঙ্গে মেলে না এমন। 'জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য।' প্রমথ, ১৯১৩।

জ্ঞানবিশিষ্ট [স] বিপ জ্ঞানপূর্ণ। 'ভাব্য জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস কর।' দর্পণ, ১৮৩৪।

জ্ঞানবিশিষ্টা [স] বিপ স্ত্রী জ্ঞানের অধিকারী। 'নর জাতির ন্যায় ব্যক্তি জ্ঞানবিশিষ্টা।' জ্ঞানরূপদায়, ১৮৫২।

জ্ঞানবিস্তার [স] বি জ্ঞানের প্রসার। 'দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জ্ঞানবীজ [স] বি জ্ঞানের আধার। 'গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিধর বিয়রাজ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

জ্ঞানবীর [স] বিপ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 'জ্ঞানবীর আবু হানিফার ধর্মমত।' সত্যাগত, ১৯২৮।

জ্ঞান-বুদ্ধি [স] বি বিবেচনাবোধ। 'যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ডক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

জ্ঞানবৃক্ষ [স] বি জ্ঞান রূপ বৃক্ষ। 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোগ বিষয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া - চতুর হয়ে ওঠা। 'এরা এখনো জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জ্ঞানবুদ্ধি [স] বি জ্ঞানের বুদ্ধি। 'তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবুদ্ধি হানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'তিনি সেতুদো সানন্দে এবং অনায়াসে মেরামত করে দিয়ে আমার জ্ঞানবুদ্ধি করে দেবেন।' মৃগতর, ১৯৫৮।

জ্ঞানবোধ [স] বি জ্ঞানের উপলব্ধি। 'জ্ঞানবোধ আর চারিত্রিক অভাব কিছুটা কাটে।' ওয়ালা, ১৯৬৪।

জ্ঞানভর [স] ক্রিবিপ জ্ঞান দিয়ে। 'তরুণা মৃদারনে করিবেন ... তিন জবান মঞ্জুরের জ্ঞানভর।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

জ্ঞানভাগ্য [স] জ্ঞান+ভাগ্য বি জ্ঞানের আধার। 'তাহার জ্ঞানভাগ্যপূর্ণ করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জ্ঞানভিক্ষা [স] বি বিদ্যা প্রার্থনা। 'কেউ করে গুরুর কাছে জ্ঞানভিক্ষা।' প্রমথ, ১৯৩৮।

জ্ঞানভূমি [স] বি জ্ঞানের জগৎ। 'এক নূতন প্রকার জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

জ্ঞানভূষণ [স] বি জ্ঞানরূপ অলংকার। 'রাজ চিহ্ন, ধর্ম তিলক, জ্ঞানভূষণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

জ্ঞান-মঞ্জুর [স জ্ঞান+ফা মঞ্জুর] বি জ্ঞানের সেবা করে যে। 'শাত্র-শকুন জ্ঞান-মঞ্জুর যেতে নারে সেই ছরি-পরি ...।' নজরুল, ১৯২৮।

জ্ঞানমত্ত [স] বিপ জ্ঞানবান। 'হেন জ্ঞানমত্ত বিপ্র নাহিক সংসার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

জ্ঞানমন্দির [স] বি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব।' জগদীশ, ১৯১৮।

জ্ঞানময় [স] ১ বিপ সর্বজ্ঞ; সমস্ত-কিছু জ্ঞানে এমন। 'উপনিষদশাস্ত্রিখিত নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিপ জ্ঞানপূর্ণ। 'পরিপূর্ণ জ্ঞানময় কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'দিব্য জ্ঞানময় নয়ন লভি।' সুকুমার, ১৯২০।

জ্ঞানমার্গ [স] বি জ্ঞান সাধনের পথ। 'চর্চ্যচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্কিংশে জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জ্ঞানমার্গী [স] বিপ জ্ঞানপন্থী। 'এত বড়ো জ্ঞানমার্গী কবি কী করে জন্মাল।' নজরুল, ১৯২৭।

জ্ঞানমিশ্রভক্তি [স] বি জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি। 'রায় কহে জ্ঞানমিশ্রভক্তি সাধ্যসার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জ্ঞানমূল [স] বি জ্ঞানের আকর। 'তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে?' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

জ্ঞানযজ্ঞ [স] বি জ্ঞানের পূজা। 'প্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

জ্ঞানযোগ [স] ১ বি জ্ঞানরূপ যোগ। 'কেমতে দেখুক আজি জ্ঞানযোগ রাখে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি জ্ঞান অর্জন। 'বেদপাঠ করিয়া যে ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৩।

জ্ঞানযোগী [স] বিপ জ্ঞানযোগের সাধক। 'অক্ষয় সে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী বিদ্যার সাগর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

জ্ঞানরত্ন [স] বি জ্ঞানরূপ রত্ন। 'তিনি স্বয়ং যে জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়া-হিলেন, তাহা সর্বসাধারণকেই বিতরণ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জ্ঞানরহিত [স] বিপ জ্ঞানহারা। 'রাজা, দর্শনমাত্র, অতিমাত্র মোহিত ও জ্ঞানরহিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জ্ঞানরাজ্য [স] বি জ্ঞানের জগৎ। 'জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল-তিল করিয়া বাড়িতেছে।' জগদীশ, ১৮৩৫।

জ্ঞান লক্ষ্য ক্রি চেতনা পাওয়া। 'জ্ঞান লক্ষ্য কুমার হৈল অচেতন।' আলগোল, ১৬৮০।

জ্ঞানলাভ [স] বি জ্ঞান অর্জন। 'কথায় বার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'জ্ঞানলাভ গৌণ এবং পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

জ্ঞানশক্তি [স] বি জ্ঞানরূপ শক্তি। 'ইহার মধ্যে যে অমেয় জ্ঞানশক্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জ্ঞানশাস্ত্র [স] বি তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র। 'ধর্মশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

জ্ঞানশিখা [স] বি জ্ঞানচর্চা। 'জ্ঞানশিখাকে প্রদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি লৌকিক শিক্ষা। 'যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্ঞানশূন্য [স] ১ বিণ অচেতন। 'জ্ঞান শূন্য হএ পড়ে যতক গোলাম।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ অবোধ। 'আমি জ্ঞান শূন্য হয়েছি, কিছুই স্থির করতে পারছি না।' উমেস, ১৮৫৭। ৩ বিণ মূর্খ। 'জ্ঞান-শূন্য করিল গৌসাই।' মাইকেল, ১৮৬৫। ৪ বিণ হিতাহিত জ্ঞান নেই এমন। 'দিখিদি-জ্ঞানশূন্য জুয়া খেলোয়াড় হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বিণ ব্যাকুল; উদ্বিগ্ন। 'এজিদের মুখ এক মূর্খের না দেখিলে চোখের জ্ঞানশূন্য হন।' মগারমফ, ১৮৮৫।

জ্ঞানশূন্যতা [স] বি জ্ঞানহীনতা। 'হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা তাদের সঙ্গারটাকে পণ করে ফেলেছে।' জীবন, ১৯৩২।

জ্ঞানসমৃদ্ধ [স] বিণ জ্ঞানে গরীয়ান। 'বলিষ্ঠ দেহ; অটুট স্বাস্থ্য; জ্ঞানসমৃদ্ধ; ভাবে গরীয়ান; আর ত্যাগে মইয়ান।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

জ্ঞানসম্পন্ন [স] ১ বিণ জ্ঞানী। 'সর্বাবশেষে নির্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ... বজ্রিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ জ্ঞানসমৃদ্ধ। 'প্রকাশিত বিবরণ পাঠেই আমরা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানসাধক [স] বিণ জ্ঞানের সাধনাকারী। 'সাহিত্যিক ও জ্ঞানসাধক হিসাবে তাঁর অতুলনীয় অবদান।' আজাদ, ১৯৬৯।

জ্ঞানসাধনা [স] বি জ্ঞানের অনুশীলন। 'ধর্মসাধনা জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

জ্ঞানসাপেক্ষ [স] বিণ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। 'ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমন জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ।' প্রমথ, ১৯১৮।

জ্ঞান-সূর্য [স] বি জ্ঞান রূপ সূর্য। 'উজ্জ্বল হোক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

জ্ঞানস্তর [স] বি জ্ঞানের স্তর। 'মানব-মন যে জ্ঞানস্তরে সমিতিত হইল ইদানীন্তন যুগে সে স্তর এত সুদূর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানস্পৃহা [স] বি জ্ঞান লাভের ইচ্ছা। 'তাহার জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জ্ঞান হওয়া ক্রি মনে হওয়া। 'জ্ঞান হয় তুমি দেব, সেই মহাজন।' গিরিশ, ১৮৭৭।

জ্ঞানহত [স] ১ বিণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'হরিশ্রি বিবাদে হিমালয় জ্ঞানহত।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ জ্ঞানহীন। 'তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত।' গুণ, ১৮৫৮।

জ্ঞানহারা [স] ১ বিণ কাজজ্ঞানশূন্য। 'অনিমিষ নয়ান হইল জ্ঞানহারা। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ বিবেচনামূল্য। 'সেই জ্ঞানহারা উদ্ভ্রান্ত উল্লেখনে ভক্তিমদধারা নাহি চাহি নাথ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

জ্ঞানহীন [স] ১ বিণ মূর্খ। 'অতি জ্ঞানহীন তাহে অজ্ঞান।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ জ্ঞান নেই এমন। 'ভাঙারি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানহীন পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বিণ অচেতন। 'হয়ে জ্ঞানহীন কটিল দুদিন, বন্ধ হইল নাড়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জ্ঞানহীনা [স] বিণ স্ত্রী জ্ঞান নেই এমন। 'জ্ঞানহীনা মাতার দ্বারা প্রেরিত হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জ্ঞানাহুর [স] জ্ঞান-অজ্ঞান বি জ্ঞানরূপ অজ্ঞান। 'এদেশে ... জ্ঞানাহুর রোগের পথ প্রদর্শন করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জ্ঞানাহীন [স] জ্ঞান-আজ্ঞান বিণ অচেতন। 'কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাহীন হইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জ্ঞানাহীন [স] জ্ঞান-অজ্ঞান বি তত্ত্বজ্ঞানরূপ কাজল। 'ডেঙে গড়ে তুচ্ছ মাটির চোলা করলে মানুষ - দিলে জ্ঞানাহীন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। জ্ঞানাহীনশলাকা [স] জ্ঞান-অজ্ঞান-শলাকা বি তত্ত্বজ্ঞানরূপ কাজল দেওয়ার কাঠি। 'জ্ঞানাহীনশলাকার অপ-প্রয়োগে যাদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

জ্ঞানাতীত [স] জ্ঞান-অতীত বিণ জ্ঞান দ্বারা লভ্য নয় এমন। 'তাঁহার ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত সক্তি মায়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

জ্ঞানান্বিকারবজ্রিত [স] জ্ঞান-অধিকার-বজ্রিত বিণ জ্ঞানের অধিকার থেকে বজ্রিত। 'বিদ্যাসূর্য পুরুষেরা ও জ্ঞানান্বিকারবজ্রিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জ্ঞানান্বিগত [স] বিণ জ্ঞানের অধিকারে এসেছে এমন। 'বিজ্ঞানান্বীলনের ফলে এক্ষণে সে গৃহরহস্য তাহার জ্ঞানান্বিগত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানান্বিষ্ঠা [স] বিণ হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাকারী। 'জ্ঞানান্বিষ্ঠা সুরবন্তী ... ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি এই অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানানুশীলন [স] জ্ঞান-অনুশীলন বি জ্ঞানচর্চা। 'প্রতিদিবসই জীবিক-নির্বাহে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া, অবশিষ্ট কাল জ্ঞানানুশীলন ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানান্ব [স] জ্ঞান-অন্ধ বিণ অজ্ঞান। 'উহার নিত্য জ্ঞানান্ব জীব।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানাপন্ন [স] জ্ঞান-আপন্ন ১ বিণ জ্ঞান রয়েছে এমন। 'মুঞ্চবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ জ্ঞানবান। 'জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানের-দিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

জ্ঞানাপত্তা [স] বিণ স্ত্রী জ্ঞানপ্রাপ্ত। 'স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অভিশীঘ্র জ্ঞানাপত্তা হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮২২।

জ্ঞানাত্যাস [স] জ্ঞান-অভ্যাস বি জ্ঞানের চর্চা। 'বক্তৃতা শুনিয়া সমস্তোষপূর্বক জ্ঞানাত্যাস করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪১।

জ্ঞানামৃত [স] জ্ঞান-অমৃত বি জ্ঞান রূপ অমৃত। 'জ্ঞানামৃত-রস সফলিত অপরাধিত আনন্দ-সুখ পান করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

জ্ঞানারণ্য [স] জ্ঞান-অরণ্য বি জ্ঞান রূপ অরণ্য। 'সুশিক্ষিত ব্যক্তি বৃদ্ধিবৃষ্টি মার্জিত ও বর্ধিত করিয়া ... পরমস্বচ্ছ পরিভ্রম জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানারূপোদয় [স] জ্ঞান-অরূপোদয় বি জ্ঞানরূপ সূর্যোদয়। 'নাথিকতার বশতাপন্ন হইয়া ... জ্ঞানারূপোদয় পূর্ণ করিতেছি।' জ্ঞানারূপোদয়, ১৮৫২।

জ্ঞানার্জন, জ্ঞানার্জন [স] বি জ্ঞানলাভ। 'তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জন করিবার উপায়ও নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জ্ঞানার্জনী, জ্ঞানার্জনী [স] জ্ঞান-অর্জন বিণ জ্ঞানার্জন সম্বন্ধীয়। 'জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

জ্ঞানালোক [স] জ্ঞান-আলোক বি জ্ঞানরূপ আলো। 'জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত।' দর্পণ, ১৮৩৮।

জ্ঞানালোকিত [স] জ্ঞান-আলোকিত বিণ জ্ঞানরূপ আলোতে উদ্ভাসিত। 'এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্ঞানোচ্ছ্রক [স] জ্ঞান-ইচ্ছক বিণ জ্ঞান লাভে ইচ্ছক। 'জ্ঞানোচ্ছ্রক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।' দর্পণ, ১৮২১।

জ্ঞানেন্দ্রিয় [স জ্ঞান-ইন্দ্রিয়] বি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্তৃকেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক।' চঞ্জি, ১৫৫০।

জ্ঞানের দেশ বি জ্ঞানের গণ্য। 'জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

জ্ঞানের বীজ বি জ্ঞান রূপ বীজ। 'অত্রে' তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপিত হইক।' অক্ষয়, ১৮৪২।

জ্ঞানোৎসর্গ [স জ্ঞান-উৎসর্গ] বি জ্ঞানের উৎসর্গ। 'এইরূপ জ্ঞানোৎসর্গ বিধানের সুসঙ্গত সমাবেশ ... ইহা ধাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানোৎপত্তি [স জ্ঞান-উৎপত্তি] বি জ্ঞানোদয়। 'বিদ্যাশিক্ষাজন্য জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্ব্যতীত লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।' কৌমুদী, ১৮৩০।

জ্ঞানোদয় [স জ্ঞান-উদয়] ১ বি উপলব্ধি। 'এই নিবন্ধ ও অন্য২ নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বি জ্ঞানের উন্মেষ। 'লক্ষ্য ও ভয় উভয় জন্মিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারিবেক কিম্বদন্তে বিস্তরণ।' ভবানী, ১৮২৮।

জ্ঞানোদ্ধৃক [স জ্ঞান-উদ্ধৃক] বিণ চেতনাসম্পন্ন। 'অহং জ্ঞানোদ্ধৃক মানুষ সমগ্র মানব সমাজের ...।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

জ্ঞানোদ্রেক [স জ্ঞান-উদ্রেক] বি জ্ঞানের উদয়। 'জ্ঞানোদ্রেক বিনা তাহা নিবারণিত হইবার উপায় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জ্ঞানোপদেশ [স জ্ঞান-উপদেশ] বি জ্ঞান সংক্রান্ত উপদেশ। 'যে ব্যক্তি মনুষ্যত্বের ভাবনা রাখে না, সে জ্ঞানোপদেশ কৃষ্টি মানে।' তারিণী, ১৮০৩।

জ্ঞানোপযোগি [স জ্ঞানোপযোগী] ১ বিণ জ্ঞানের উপযোগী। 'উক্ত গ্রন্থকালে জ্ঞানোপযোগি কোন কথা নাই।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বিণ জ্ঞানার্জন। 'জ্ঞানোপযোগি শাস্ত্রপাঠে শ্রুত জ্ঞাতীয়ের অধিকার।' জ্ঞানোৎসর্গ, ১৮৩৩।

জ্ঞানোপার্জনার্থে, জ্ঞানোপার্জনার্থে [স জ্ঞান-উপার্জন-অর্থো] ক্রিবিণ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে। 'বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে এক সমাজ স্থাপন হয়।' দর্পণ, ১৮২৩।

জ্ঞানোষা [স জ্ঞান-ইষা] বি জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ। 'জ্ঞানোষা ত্রী পুরুষ উভয় জ্ঞাতিতে সমান।' অক্ষয়, ১৮৪২।

জ্ঞানি [স জ্ঞানী] বিণ জ্ঞানবান। 'জ্ঞানি লোকের সহিত আলাপ।' জ্ঞানোৎসর্গ, ১৮৩৩।

জ্ঞানিক [স] বিণ জ্ঞান স্বত্বী। 'জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

জ্ঞানিকৃত [স] বিণ বিজ্ঞানের দ্বারা করা হয়েছে এমন। 'যেমন ভগবৎ-সেবা, জ্ঞানিকৃত, মহাপুজা ইত্যাদি।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

জ্ঞানী [স] ১ বিণ জ্ঞান আছে এমন। 'সেইই বোধাত্মী জ্ঞানী সেভেই তপস্বী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি জ্ঞানের অধিকারী। 'অনেক ভূয়োদর্শনভিত্তিক জ্ঞানী মনোবী ভূমিকম্পকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্ঞানীশ্বরী [স] বি জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ব্যক্তি। 'যেখানে যত আছিল জ্ঞানীশ্বরী দেশে বিদেশে যতক ছিল স্বতী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জ্ঞাপক [স] ১ বিণ নির্দেশক। 'বাবুসাহীদিগের বিশেষ বিশেষ বর্ণ অর্থাৎ জীবিকাভ্যাপক সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ প্রকাশক। 'সৈয়দ সুলতানের সময় জ্ঞাপক একটি চরণ পাওয়া যায়।'

হাই, ১৯৫৪।

জ্ঞাপকত্ব [স] বি সূচকতা। 'কোন শব্দ বা রবের অনুকরণের এই দত্তা নর নিষেধ জ্ঞাপকত্ব সৃষ্টি?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

জ্ঞাপন [স] ১ বি নিবেদন। 'অতি আহ্লাদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি।' বঙ্গত, ১৮২৯। ২ বি জানানো। 'বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে।' জ্ঞানোৎসর্গ, ১৮৩৯। ৩ বি ঘোষণা। 'অতিবেদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ... কোলবোরোক সাহেব লোকান্তরগত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৪ বি প্রচার। 'দেশের উৎকৃষ্টতা জ্ঞাপন জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি প্রকাশ। 'বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

জ্ঞাপনা [স জ্ঞাপন] ক্রি জ্ঞাপন করা। 'সখী বলে রাজবালা জ্ঞাপন চোখি কাশ।' আলোড়ন, ১৬৮০।

জ্ঞাপনার্থ [স] ক্রিবিণ জানার জন্য। 'আমারদিগের বংশ পরস্পরের জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।' দর্পণ, ১৮২২।

জ্ঞাপনার্থে ক্রিবিণ জানার জন্য। 'সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

জ্ঞেয়াতি [স জ্ঞাতি] বি জ্ঞাতি। 'দেশে দেশে আছে জ্ঞত হুটুস্ব জ্ঞেয়াতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জ্বর [স] ১ বি শরীরের তাপ ও নাড়ির স্পন্দন বৃদ্ধি করে এমন রোগবিশেষ; জ্বালা। 'তনু দহে বিরহের জ্বরে।' বড়, ১৫৭০। ২ বি প্রশল কামপ্রবৃত্তি; কামজ্বর। 'শ্রাবণের মেঘ কী মহুর। তোমার সর্বাঙ্গ জ্বড়ে জ্বরে।' শক্তি, ১৯৬৫। ৩ বি উত্তাপ। 'সন্ধ্যাবেলা আলোর জ্বরে ঝাঁঝ করে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

জ্বরগ্রস্ত [স] বিণ জ্বরে আক্রান্ত। 'সাহেব গোক জ্বরগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরগত হইলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

জ্বরয় [স] বিণ জ্বরনাশক। 'জ্বরয় রস গিলিয়ে দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্বরজাড়ী [স] বি জ্বর ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ। 'এতো আর জ্বরজাড়ী নয়, জল দিতে দোষ কি।' উমেশ, ১৮৫৭।

জ্বরজারি [স] বি জ্বর ও আনুষঙ্গিক উপসর্গ। 'আমাদের শরীরের জ্বরজারি বাতের ব্যাধিও টানের জোরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্বরজ্বর ১ বিণ জ্বরজ্বিত। 'কহই কবির, কুসুমশরবর দহনে জ্বরজ্বর দেহ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ জ্বরের ভাব আছে এমন। 'জ্বরজ্বর মনটা বেশ একটু বরষের হয়ে উঠল।' নলকল, ১৯২৫।

জ্বরজ্বালা [স] ১ বি দুর্গন্ধ-যন্ত্রণা। 'উদর পুরিয়া খাইতে পায় না বলিয়াই বাসলায় এত জ্বরজ্বালা।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি জ্বর ও তার উপসর্গ। 'জ্বরজ্বালা হয়, পাঁচন বাড়ি দিয়া চোখের পলকে সারাইয়া দিবে।' মানিক, ১৯৩৬।

জ্বরতত্ত্ব [স] বিণ জ্বরে উত্তত্ত্ব। 'তাহার জ্বরতত্ত্ব দুই করতলের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জ্বরবিকার [স] বি রোগ বাড়ার কারণে উচ্চারিত প্রলাপ। '... বেধ হয় জ্বরবিকার ও উগ্র হইয়াছে।' প্যারী, ১৮৫৮।

জ্বরভুক্ত [স] বিণ জ্বরে আক্রান্ত। 'জ্বরভুক্ত হইয়া ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র শুক্লাব পরলোকপাশী হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

জ্বররোগ [স] বি শরীরের তাপ ও নাড়ির স্পন্দন বৃদ্ধি করে এমন রোগবিশেষ। 'জ্বররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দিনস পর্যন্ত

শয্যাপত।' দর্পণ, ১৮৩০।

জ্বরহর [স] বিশ জ্বরনাশক। 'জ্বরহর শুভকর বল করে দান।' ৩৩, ১৮৫৮।

জ্বরাক্রান্তা [স] জ্বর-আক্রান্তা। বিশ স্ত্রী জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত। 'বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্তা।' শরৎ, ১৯৩১।

জ্বরাতুর [স] জ্বর-আতুর। বি জ্বরে কাতর। 'জ্বরাতুর দেহখানি শীর্ণ হয়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

জ্বরারি-বটিকা [স] জ্বর-অরি-বটিকা। বি জ্বর সারানোর বড়ি। 'একজন লোক ... জ্বরারি-বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জ্বরশনি [স] জ্বর-অশনি। বি জ্বরের চিকিৎসার ব্যবহৃত কবিরাজি ওষুধ। 'মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরশনি বটিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

জ্বরোষাণ [স] জ্বর-উষাণ। বি জ্বরের উষাণ। 'ইন্দুরিয়ায়াজমের জ্বরোষাণ যখন ঘন্টায় ঘন্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জ্বর্য [স] জ্বর্য। বিশ জ্বরগ্রস্ত। 'ধর্ম নাহি পাব স্থান অগ্নিতে সত্যর মান যোড়শ বৎসরে হব জ্বর্য।' মুকুন্দ, ১৬০০।

জ্বর্য [স] জ্বর্য। ক্রি জর্জর হওয়া। 'ওগো মা সাপের বিষেতে জ্বরেছি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

জ্বর [স] জ্বর্য। বিশ জ্বর রোগে আক্রান্ত। 'হৃদি২ জ্বর দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে মারা পড়িতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

জ্বল জ্বল [স] ১ ক্রিবিণ উজ্জ্বলভাবে। '... বড়ো বড়ো তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি উজ্জ্বলতার ভাব। 'জ্বল ও মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে হলহল জ্বলজ্বল করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিশ উজ্জ্বল। 'কেউ বা অতি জ্বল জ্বল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জ্বলজ্বলে ১ বিশ জ্বলন্ত। 'হীরকখণ্ডের মতো নিরেট কাঁচের জ্বলজ্বলে সত্য খুব অল্পই আছে।' প্রমথ, ১৯২০। ২ বিশ উজ্জ্বল। 'একটা জ্বলজ্বলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জ্বলচ্চিটা [স] বি জ্বলন্ত চিটা। 'সামির জ্বলচ্চিটায় অনায়াসে আরোহণ করে।' দর্পণ, ১৮২৯।

জ্বলচ্চিত্তারোহণ [স] বি জ্বলন্ত চিত্তায় আরোহণ। 'সামিগণবহু জ্বলচ্চিত্তারোহণপূর্বক ইংলান্ড পরিত্যাগ ... করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

জ্বলজ্বলমণ্ডিত [স] বিশ অগ্নিময় শিখাবিশিষ্ট। 'তাহার জ্বলজ্বলমণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জ্বলন্তডিং [স] বিশ বিদ্যুৎময়। 'তাহাদের জ্বলন্তডিং রোষকটাক্ষপাত হইতেও আমরা বঞ্চিত।' প্রমথ, ১৮৯৮।

জ্বলদগ্নি [স] বি জ্বলন্ত আগুন। 'এক দেবালয় নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট তৈল পুরিত ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২১।

জ্বলদর্শি [স] বিশ জ্যোতির্ময়। 'উড়িছে তোমার ধজা মেঘরঞ্জন্যত তপনের জ্বলদর্শিরেখা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জ্বলদী [অ] জ্বলদী। ক্রিবিণ তাড়াতাড়ি। 'ফুক দিতে জ্বলদী চলে যান।' গরীব, ১৭৬৬।

জ্বলন [স] ১ বি আতন। 'সকল মুখ হইতে জ্বলন নির্গত হইতেছে।' ফয়জুনোয়া, ১৮৭৬। ২ বি জ্বালা। 'যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

জ্বলনচটী [স] বি প্রচণ্ড জ্বালানিশক্তি। 'হীলিয়াম গ্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সুবস্ত জ্বলনচটী নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্বলনধর্মী [স] বিশ দহন করার গুণসম্পন্ন। 'বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অস্ত্রিভেদের পরিমাণ অল্প।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জ্বলনশীলতা [স] বি জ্বলে ওঠার শক্তি। 'তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

জ্বলন্ত [স] ১ বিশ জ্বালাময়। 'বাতো ততো বাক্য বলে জ্বলন্ত আতন।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিশ দাউদাউ-করা। 'জ্বলন্ত অনলে হইবে হাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ৩ বিশ উজ্জ্বল। 'জ্বলন্ত নয়নে বন্ধ করি হস্তমুঠি - কুটার হইতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ বিশ প্রাণবন্ত। 'তাহার লেখার জীবন্ত ভাব, জ্বলন্ত রচনা।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ৫ বিশ তপ্ত। 'রৈতুলোকে জ্বলন্ত বালুকারাশি সৃষ্টি বিধে চোখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বিশ আলোকিত। 'পূর্ববর্তীরা গ্রাম বন নাহি যায় দেখা, জ্বলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জেরেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৭ বিশ আতরিক। 'দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৮ বিশ সুস্পষ্ট। 'জ্বলন্ত আদর্শবোধ ও সূর্য পরিকল্পনা লইয়া লীপের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪৯। ৯ বিশ তেজস্বী। 'তরুণ জ্বলন্ত বাঘ হয়ে ফের নেমেছে নদীতে।' শামসুর, ১৯৬৬।

জ্বলন্ত অদ্বার [স] বি যে কয়লাখণ্ড জ্বলছে। ওসী, ১৭৮৫।

জ্বলন্ত বর্ষ বি শাল রং। 'জ্বলন্ত বর্ষের জামা পাজামা জ্বুতায়/ হেঁটে আঁড়ি রেতোয়ারী।' শামসুর, ১৯৬৯।

জ্বলন্ত জ্বল [স] ১ ক্রি প্রজ্বলিত হওয়া। 'লক্ষকোটী দীপ সব চতুর্দিশে জ্বলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি বাগাশিত হওয়া। 'জ্বরতন্ত ক্রান্ত দেহ আরো জ্বলন্ত উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ ক্রি উজ্জ্বল হওয়া। 'কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ ক্রি আলো ছড়ানো। 'মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি।' নজরুল, ১৯২৬। জ্বলএ ক্রি জ্বলে। 'চক্ষু কর্ণ মুখ হোস্তে জ্বলএ আলন।' সুলতান, ১৭০০। জ্বলিল ক্রি প্রজ্বলিত। 'সুখের লাগিয়া রন্ধন করি ন জ্বালাতে জ্বলিল দে।' বিচক্ষি, ১৬০০। জ্বুলে ক্রি প্রজ্বলিত হয়। 'লক্ষকোটী দীপ সব চতুর্দিশে জ্বলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জ্বলে ওঠা ১ ক্রি জ্বলে ওঠা। 'স্রবণের জ্যোতি উঠিল জ্বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ২ ক্রি খুব তৃপ্ত হওয়া। 'হঠাৎ তার জ্বলে উঠা মুখটি দেখে ...' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

জ্বলা [স] জ্বল। বিশ জ্বলন্ত। 'রকি চিবোয় অভ্যাসবশে জ্যোত্স্নাজ্বলা দীপে।' শামসুর, ১৯৩৬।

জ্বলাতনা [স] জ্বলাত। বিশ দক্ষ। 'বিচ্ছেদ জ্বালাময় জ্বলাতনা হইয়া শবদহ জলজ্ঞান জলদগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

জ্বলিত [স] ১ বিশ দক্ষ। 'কোনো কামিনী স্বামীর জ্বালাময় জ্বলিতা হইয়া ...' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিশ তৃপ্ত। 'এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোণে জ্বলিত হইয়া বলিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

জ্বলুনি [স] জ্বল। বি জ্বালা। 'খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

জ্বাল [স] জ্বল। বি আতনের তাপ। 'সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া, এখনও লবণ প্রস্তুত করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

জ্বালঘর বি কারখানার যে ঘরে তুলা স্থাপন করা হয়। 'এখন কুটির ভাঙা চৌবাচ্চায়, জ্বালঘর ... ইটের রূপে পরিণত হইয়াছে।' বিতুতি, ১৯২৯।

জ্বাল দেওয়া ক্রি আতনের তাপ দিয়ে জ্বোটানো। 'দুখ জ্বাল

দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

জ্বালা [স] ১ বি যন্ত্রণা। 'সুবেশ লগিয়া রক্তন করিনু জ্বালাতে জ্বলিল সে।' চিত্রী, ১৬০০। ২ বি আত্মনের হলকা। 'উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট হিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বিণ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'একটি ঘরে রত্নদ্বীপ জ্বালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি ক্ষুধা। 'জীবনে আনন্দ অল্প, অল্প স্টেটের জ্বালা কম নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি উৎপাত। 'মশার জ্বালায় সর্বাস চাপড়াইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৬ বি রোদ। 'দিবসের হেম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৭ বি শিখা। 'নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা।' নজরুল, ১৯২২। ৮ ক্রি আলোকিত করা। 'সোনার প্রদীপে জ্বালো আঁধার ঘরের আলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

জ্বালাকর [স] বিণ জ্বালাবোধ হয় এমন। 'জ্বালাকর চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

জ্বালা-করা বিণ যন্ত্রণা দেয় এমন। 'মানুষের জ্বালা-করা বেদনার হুড়া প্রবেশ করে নাই।' মানিক, ১৯৩৬।

জ্বালা ধরা ক্রি যন্ত্রণা হওয়া। 'আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালা ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জ্বালা-পিচকিরি বি আত্মনের হলকা। 'মেঘ-বৃশাবনে মুছ ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা-পিচকিরি।' নজরুল, ১৯২৪।

জ্বালাবাম্প [স] বিণ জ্বলন্ত বাষ্পময়। 'হাতাত্ত জ্বালাবাম্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।' শঙ্খ, ১৯৫৫।

জ্বালাভরা বিণ জ্বালাপূর্ণ। 'মুখে জ্বালাভরা হাসি দেখা দেয়।' মানিক, ১৯৪০।

জ্বালাময় [স] ১ বিণ উদ্দীপিত করে এমন। 'অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যোত্তে ... দুর্বিধব অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন ...' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বিণ যন্ত্রণাদায়ক। 'জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনায় মতো ধরখর করে কাঁপছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ উত্তপ্ত। 'সুখে সুখে জ্বালাময় রোষ।' নজরুল, ১৯২২।

জ্বালাময়ী [স] বিণ জ্বালা ধরিয়ে দেয় এমন। 'সেতুলো শুধু জ্বালাময়ী প্রখর তেজে জ্বলছে।' নজরুল, ১৯২২।

জ্বালামুখ [স] বি জ্বালাময় মুখবিশিষ্ট। 'সম্মুখে সংরক্ষিত সভ্যতার জ্বালামুখ প্রাকরমণে।' সূর্য্য, ১৯৩৩।

জ্বালামুখী [স] ১ বি আশ্রয়গিরি। 'কারাগারের নামক একটি ক্ষুদ্র জ্বালামুখীর সমুদ্রতলবর্তী একটি স্থানে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিণ প্রজ্বলিত মুখবিশিষ্ট। 'সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু।' নজরুল, ১৯২২।

জ্বালাতন [স] জ্বালাওতন। ১ বিণ কষ্ট ভোগ করে এমন। 'ক্রোধী ব্যক্তি আপনার বিষে আপনি জ্বালাতন হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি উৎপাত। 'কোথা পালাইবে মোরে করে জ্বালাতন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৩ বিণ বিরক্ত। 'প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

জ্বালান কাঠ [জ্বালানি+স কাঠ] বি জ্বালানি কাঠ। ওর্গ, ১৭৮৫।

জ্বালানি, জ্বালানী [স জ্বাল] ১ বিণ জ্বালাবার উপযুক্ত। 'এক গুণ জ্বালানি কাঠ পাইলেই মহাসম্ভট।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ জ্বাল দেওয়ার হয়েছে এমন। 'জাতঘরে জ্বালানী মাল জাঁত হইতেছে।' মশাররফ, ১৮৯০। ৩ বি জ্বাল দেওয়ার উপকরণ। 'কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

জ্বালানো [স জ্বাল] ১ ক্রি প্রজ্বলিত করা। 'নিশাকালে লক্ষ লক্ষ কদিল

জ্বালিয়া।' আলোড়ন, ১৮৮০। ২ ক্রি অগ্নিসংযোগ করা। 'প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ ক্রি উত্তাপ করা। 'আজীরের সন্ধানে অন্য ... জ্বালিয়ে খেয়েছিল।' বিভূতি, ১৯৩৭। **জ্বালাইয়া** ক্রি প্রজ্বলিত করে। 'প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে।' দর্পণ, ১৮২০। **জ্বালাউক** ক্রি জ্বালাক। 'আকাশে প্রদীপ জ্বালাউক সারি সারি।' সুলতান, ১৭০০। **জ্বালাস** ক্রি জ্বালাস। 'মরুর বাতাস জ্বলিস জ্বালাস কত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। **জ্বালি** ক্রি প্রজ্বলিত করি। 'সজল প্রদীপ জ্বালি সফল সহিতে।' রূপরাম, ১৭৫০। **জ্বালিয়া** ক্রি প্রজ্বলিত করে। 'তবে বনুলের সৈন্য আনল জ্বালিয়া ...' সুলতান, ১৭০০। **জ্বালিয়ে খাওয়া** ক্রি উত্তাপ করা। 'আজীরের সন্ধানের জন্য ... জ্বালিয়ে খেয়েছিল।' বিভূতি, ১৯৩৭। **জ্বোলে** ক্রি প্রজ্বলিত করে। 'লালন বলে ভাবুক যারা/জ্ঞানের বাড়ি জ্বোলে চরণ পাবে।' লালন, ১৮৯০।

জ্বালায়তন [স জ্বালাওতন] বিণ উৎপীড়িত। 'মীলকরের দৌরাহো লোকসকল জ্বালায়তন।' চন্দ্রিকা, ১৮৪৪।

জ্বিলকুদ [স] বি হিজারি সনের মাসবিশেষ। '৬ই জ্বিলকুদ ১৩৬৭ হিজরী রোজ শনিবার।' মাহেনও, ১৯৪৯।

জ্যা [স] বি ছিলা; গুণ। 'ধনুকের জ্যা হয়ে থাকুন।' গুজ্জি, ১৯৩১।

জ্যাকেট [স] বি জামার উপরে পরার মতো পোশাকবিশেষ; কোট। 'এক হেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাউলুন এবং ...' প্রভাকর, ১৮৪৫।

জ্যাতি [স জ্যাতি] বি ইচড়ে পাকা। 'আমরা ছেলে বেলাতেই জ্যাটার শিয়ামশি ছিলেম।' হত্যাম, ১৮৬১।

জ্যাতিমি, জ্যাতিমো [স জ্যাতি] বি পাকামি। 'কুল ছাড়াতে জ্যাতিমি ভাতের ফ্যানের মতন উত্তলে উঠলো।' হত্যাম, ১৮৬১।

জ্যাঠা [স জ্যাতি] ১ বি ইচড়ে পাকা। 'বৃদ্ধর কাছে সে বালক নহে, অথচ জ্যাঠাও নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ প্রবীণ। 'তুমি এই জ্যাঠা অভিনবুর পৃষ্ঠপাশী।' নজরুল, ১৯২৭।

জ্যাঠাই [স জ্যাতি] বি পিতার বড়ো ভাই। 'জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জ্যাঠাইমা [স জ্যাতি+স মাতা] বি পিতার বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'জ্যাঠাইমা তাঁহার বড়ো আদরের কমলাকে ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জ্যাঠামহাশয় [স জ্যাঠামহাশয়] বি পিতার বড়ো ভাই। 'তোার জ্যাঠা-মহাশয়ে প্রশম কর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

জ্যাঠামি [স জ্যাতি] বি কম বয়সে বড়োদের মতো ককাভাবা। 'পাকা ককাভ জ্যাঠামি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জ্যাস্ত [স জীবস্ত] ১ বি জীব। ওর্গ, ১৭৮৫। ২ বিণ জীবন্ত। 'তার পেটের মধ্যে জ্যাস্ত একজন।' লালন, ১৮৯০।

জ্যাস্ত মরা বিণ জীবন্ত হয়েও মৃতের মতো। 'কুলশীলে ইস্তরা দিয়ে হতে হবে জ্যাস্ত মরা।' লালন, ১৮৯০।

জ্যাবড়ানো বিণ জড়ানো। 'মোটা গলা, র-অক্ষরবিহীন জ্যাবড়ানো উচ্চারণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জ্যাভেলিন প্রো [স] বি বর্গানিচ্ছেপ। '৮০ মিটার হার্ডল, জ্যাভেলিন প্রো, ডিসকাস প্রো।' বেগম, ১৯৬৩।

জ্যাম [স] বি ফল ও তার রস দিয়ে তৈরি জ্যাম-বাঁধানো খাবারবিশেষ। 'বিহুট জ্যাম।' জীবন, ১৯৩৩।

জ্যামিতি [স] ১ বি ভূমি পরিমাপ বিষয়ক শাস্ত্র; রেখাগণিত। 'পাটীগণিত

জ্যামিতিক

এবং জ্যামিতি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট ভূখণ্ড। 'সে জ্যামিতি থেকে ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু।' মাইমুদ, ১৯৭৩।

জ্যামিতিক [স] ১ বিণ জ্যামিতিশাস্ত্রসংক্রান্ত। '... জ্যামিতিক প্রণালীই সকল জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী।' সর্বজ, ১৯১৭। ২ বিণ জ্যামিতির মতো। 'অতি বিস্তৃত জ্যামিতিক নিয়ে চাক বাঁধবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিণ জ্যামিতিবিদের মতো। 'যুদ্ধ, রক্ত, জ্যামিতিক ঈশ্বর, মাকড়শা, মশার জঞ্জাল।' জীবন, ১৯৩০।

জ্যালেজেলে বিণ ঘন নয় এমন বুনটের। 'শাড়ি এমন জ্যালেজেলে?' জীবন, ১৯৩২।

জ্যাসমিন [হি] বি জুঁই জাতীয় ফুলবিশেষ। 'লাইলাক জ্যাসমিন ভায়েলেট আমাদের নিকট নামমাত্র।' প্রমথ, ১৯১৪।

জ্যোতা [স] ১ বিণ পিতার বড়ো ভাই। 'বাপ জ্যোতা আন নহে পাইবে যাতনা।' কৃষ্ণানন্দ, ১৫৮০। ২ বিণ অকালপক। 'কাঁটাল হইল জ্যোতা এঁচড়ে পাকিয়া।' গুণ, ১৮৫৮।

জ্যোষ্ট [স] ১ বিণ অগ্রজ। 'জ্যোষ্ট ভ্রাতা মহারাজার আজ্ঞা।' রামরাম, ১৮০১।

জ্যোষ্টা [স] ১ বিণ অগ্রজ। 'জ্যোষ্টা কন্যা অম্বা।' প্যারী, ১৮৬০।

জ্যোষ্ট [স] ১ বিণ বড়ো। 'ব'এসে জ্যোষ্ট।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অগ্রজ। 'জ্যোষ্টের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম।' বৃন্দা, ১৫৮০।

জ্যোষ্টগ্ন [স] ১ বিণ অগ্রজ। 'ব'এসে জ্যোষ্টগ্ন। 'বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যোষ্টগ্ন তার।' গুণ, ১৮৫৮।

জ্যোষ্টভাত [স] ১ বিণ পিতার বড়ো ভাই। 'জ্যোষ্টভাতকে সম্মত করিল কে?' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

জ্যোষ্টভাত্ত [স] ১ বিণ অগ্রামি। 'এ সব জ্যোষ্টভাত্ত সম্মত সবে করিও না।' মুগ্ধবাবা, ১৯৫৯।

জ্যোষ্টক [স] ১ বিণ বড়ো ভাইসুলভ আচরণ। 'উৎকর্ষিত মুখে ফের দেবতে পেলাম গুঁর জ্যোষ্টক।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

জ্যোষ্টপুত্র [স] ১ বিণ বড়ো ছেলে। 'জ্যোষ্টপুত্র হরমোহন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জ্যোষ্টভাতা [স] ১ বিণ বড়ো ভাই। 'জ্যোষ্টভাতা ভবুঁহরি আছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

জ্যোষ্ঠা [স] ১ বিণ নক্ষত্রবিশেষ। 'না চিনিল জ্যোষ্ঠা মূলা খেলাধূলা কে ভাসিবা।' রামশ্রদাদ, ১৭৮০।

জ্যোষ্ঠাফি [হি] ১ বিণ ভূপাল। 'চোখের সামনে যে-জ্যোষ্ঠাফি খুলে যেত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

জ্যোষ্ঠানা [স] ১ বিণ জ্যোষ্ঠানা; চাঁদের কিরণ। 'মেঘ ছিড়ে পূর্ণিমা আশের দিনের চাঁদের জ্যোষ্ঠানা কেমন ছিটে-ফেঁটা হয়ে পড়েছে।' নজরুল, ১৯২২।

জ্যোষ্ঠানার বোদ বি জ্যোষ্ঠানার আলো। 'জ্যোষ্ঠানার বোদে কতিপয় চুল রূপালী।' ওষায়দুদ্রাহ, ১৯৭৪।

জ্যোত [স] ১ বিণ জ্যোতি। 'মণিকাপ্রদীপ জ্যোতে বাসর উজ্জ্বল।' আশাওণ, ১৬৮০।

জ্যোতি, জ্যোতিঃ [স] ১ বিণ জ্যোতিঃ। 'মধ্যে তিস্রক জ্যোতি তন্তু হেমমঞ্জি।' মালানন্দ, ১৫০০; 'নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হোহাং

মলিনভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতিঃ তখন কোথায় থাকে?' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি আলো। 'জ্যোতি রূপে কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি আভা। 'ধবল অঙ্গের জ্যোতি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ বি দৃষ্টিশক্তি। 'দৃঢ় বা দৃঢ় সংযুক্ত কোন দ্রব্য না থাকিলে চক্ষের জ্যোতিঃ...' মশাররফ, ১৮৮৯।

জ্যোতিঃকণা [স] ১ বি আলোর কণা; অণু। 'জ্যোতিঃকণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্ভাবনারূপে, জনরূপে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

জ্যোতিঃধারা [স] ১ বি আলোর প্রবাহ। 'শিকারীর ফ্লাস লাইটের জ্যোতিঃধারা।' নজরুল, ১৯৩১।

জ্যোতিঃপদার্থ [স] ১ বি নক্ষত্র। 'একাকী করিতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্যোতিঃপাত [স] ১ বি আলোর কণা। 'বিস্কুরিলে জ্যোতিঃপাত মদগর্ব যোগদলের প্রবেশদ্বারেতে।' জীবন, ১৯৩০।

জ্যোতিঃপুঞ্জ [স] ১ বি নক্ষত্রপুঞ্জ। 'সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে দগুয়ারন ইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জ্যোতিঃপূর্ণ [স] ১ বিণ আলোকময়। 'আকাশমণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাবদাহ তুল্য অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়গ্ন হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

জ্যোতিঃপ্রবাহ [স] ১ বি আলোর ধারা। 'অত্যাচার্য অনির্বচনীয় রূপায় জ্যোতিঃপ্রবাহ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জ্যোতিঃশাশ্র [স] ১ বি জ্যোতিঃবিজ্ঞান। 'জ্যোতিঃশাশ্র জ্ঞানবান।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় [স] ১ বিণ জ্যোতিঃবিজ্ঞান সম্পর্কিত। 'জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় কোন গ্রহের রচনাকাল ধার্য করিবার জন্য...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

জ্যোতিঃশূন্য [স] ১ বিণ নক্ষত্রহীন। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জ্যোতিঃসমুদ্র [স] ১ বি আলোর সমুদ্র। 'কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃসমুদ্রে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

জ্যোতিঃসম্পদ [স] ১ বি আলোক রূপ সম্পদ। 'জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক চিত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জ্যোতিঃসীমা [স] ১ বি আলোর রেখা। 'রূপেরে আনিল ডাকি অরূপের অসীমোত্তে জ্যোতিঃসীমা আঁকি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

জ্যোতিঃহীন [স] ১ বিণ দীপ্তিহীন। 'চন্দ্রমা গগনমধ্যস্থ জ্যোতিঃহীন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

জ্যোতিঃছায়া [স] ১ বি জ্যোতিঃ-ছায়া। 'বি আলোকরশ্মি। 'অঁধার মুহুর্তা/ চলে জ্যোতিঃছায়া তার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

জ্যোতিঃকণা [স] ১ বি জ্যোতিঃকণা। 'ছড়ায় হৃদয়ে, কোটি জ্যোতিঃকণা বিলাস মনে।' শামসুর, ১৯৫৯।

জ্যোতিঃদীপা [স] ১ বি জ্যোতিঃদীপা। 'বি আলোর নির্দেশনা। 'তিমির রাত্রির চির প্রভীক পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিঃদীপা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

জ্যোতিঃদীপ্তি [স] ১ বি জ্যোতিঃদীপ্তি। 'বি আলোর প্রভা। 'যে জ্যোতিঃদীপ্তি রাভায় রাভের সীমা।' নজরুল, ১৯২৯।

জ্যোতিঃপরিবার [স] ১ বি জ্যোতিঃপরিবার। 'বি জ্যোতিঃকমল। 'উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতিঃপরিবার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

জ্যোতিঃপূর্ণ [স] ১ বি জ্যোতিঃপূর্ণ। 'বি দীপ্তিময়। 'তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল

শ্যাম, চক্ৰ জ্যোতির্পূর্ণ।' প্রথম, ১৯২০।

জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত [স জ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত] বিশ আলোকোজ্জ্বল। 'অপরূপ জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমায়' নজরুল, ১৯৪১।

জ্যোতিঃবিভাসিত [স জ্যোতিঃ-বিভাসিত] বিশ আলোকে উজ্জাসিত। 'তব জ্যোতিঃবিভাসিত বিশ্বপটে।' সুকুমার, ১৯২০।

জ্যোতিঃবিষ [স জ্যোতিঃ-বিষ] বি আলোর প্রতিচ্ছায়া। 'জলে যথা জ্যোতিঃবিষ যেমতি তরল।' মাইকেল, ১৮৬১।

জ্যোতিঃমুখরিত [স জ্যোতিঃ-মুখরিত] বিশ দীপ্তিময়। 'জ্যোতিঃমুখরিত মহাগগন-অঙ্গনে।' নজরুল, ১৯২৪।

জ্যোতিরঙ্গুণি [স জ্যোতিঃ-অঙ্গুণি] বি আলোকরশ্মি। 'তোমার জ্যোতিরঙ্গুণি যখনই স্পর্শ করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

জ্যোতির্গণ [স জ্যোতিঃ-গণ] বি গ্রহ-নক্ষত্রের সমষ্টি। 'সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধুমকেতুর এক সাধারণ নাম জ্যোতির্গণ।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

জ্যোতির্গেহ [স জ্যোতিঃ-গেহ] বি আলোময় ঘর। 'জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো।' নজরুল, ১৯২৫।

জ্যোতির্মহু [স জ্যোতিঃ-গ্রহ] বি গ্রহ-নক্ষত্রবিষয়ক বই। 'তিনি ভাষায় অনেক জ্যোতির্মহু রচনা করিয়াছেন।' গৌর, ১৮২২।

জ্যোতির্চক্ৰ [স জ্যোতিঃ-চক্ৰ] বি নক্ষত্রাদির চক্ৰ। 'ইন্ডিতেছে ভঁটা জ্যোতির্চক্ৰে ঘূর্ণমান।' নজরুল, ১৯২৮।

জ্যোতির্জগৎ [স জ্যোতিঃ-জগৎ] বি গ্রহ-নক্ষত্রাদির সমষ্টি। 'আকাশে সমস্ত জ্যোতির্জগৎ সমস্ত লোকলোকান্তর...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জ্যোতির্জ্ঞ [স জ্যোতিঃ-জ্ঞ] বি জ্যোতির্বিদ। 'জ্যোতির্জ্ঞ মহর্ষি ... লীলাবতীকে অবগত।' দর্পণ, ১৮৩৪।

জ্যোতির্দীপ্ত [স জ্যোতিঃ-দীপ্ত] বিশ আলোকোজ্জ্বল। 'উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে।' নজরুল, ১৯২৪।

জ্যোতির্দৃষ্টি [স জ্যোতিঃ-দৃষ্টি] বি আলোক-দৃষ্টি। 'সভাতার বর্বর কলুষ কালিমা মুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে?' মূলতাবা, ১৯৫২।

জ্যোতির্দেহ [স জ্যোতিঃ-দেহ] বি জ্যোতির্ময় দেহ। 'দিবা জ্যোতির্দেহ পাবে, দানবঅসুর ভয় রবে না।' নজরুল, ১৯৩৫।

জ্যোতির্দারা [স জ্যোতিঃ-দারা] বি আলোর দারা। 'কেমন করে কালী হয়ে নামে ব্রহ্ম জ্যোতির্দারা।' নজরুল, ১৯০৫।

জ্যোতির্বাম্প [স জ্যোতিঃ-বাম্প] বি নভোমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো বাষ্প। 'জ্যোতির্বাম্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ [স বিশ জ্যোতির্বিদ]। 'তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ গাণিতিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ, জ্যোতির্বিদ [স জ্যোতিঃ-বিদ] বি জ্যোতির্বিদ্যায় পণ্ডিত। 'দিবাহারি মধ্যে জ্যোতির্বিদের কুত্রাপি গতিবিধি বারণ নাই।' কেরি, ১৮১২; 'ব্রহ্মগুপ্ত, বরামিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা স্ব স্ব গ্রন্থে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা [স জ্যোতিঃ-বিদ্যা] বি গ্রহ-নক্ষত্রবিষয়ক বিজ্ঞান। 'অত্যা জ্যোতির্বিদ্যা ... গ্রহ প্রকৃত কলি।' দর্পণ, ১৮২৯; 'ইজিপ্ট, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা জনপদে জ্যোতির্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

জ্যোতির্বিদ্য [স জ্যোতিঃ-বিদ্যা] বিশ আলোকবিদ্যা। 'অনূর্ণ সুবিজনে

জ্যোতির্বিদ্য আধারে বিলীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

জ্যোতির্বেত্তা [স জ্যোতিঃ-বেত্তা] বি জ্যোতির্বিদ্যায় পণ্ডিত্য আছে যার। 'এক জ্যোতির্বেত্তা ও এক পৌরাণিক।' দর্পণ, ১৮২২।

জ্যোতির্ভূষা [স জ্যোতিঃ-ভূষা] বি আলোর সাজ। 'কে জেগেছে জ্যোতির্ভূষা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জ্যোতির্মণিকা [স জ্যোতিঃ-মণিকা] বি উজ্জ্বল রত্ন। 'তাহারই জ্যোতির্মণিকা কণিকা এসেছে প্রকৃতি হয়ে।' নজরুল, ১৯৪১।

জ্যোতির্মণ্ডল [স জ্যোতিঃ-মণ্ডল] বি গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাবিশ্ব। 'প্রত্যেক জ্যোতির্মণ্ডল এক এক প্রকাণ্ড জীবলোক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

জ্যোতির্মণ্ডলী [স জ্যোতিঃ-মণ্ডলী] বি নক্ষত্রাদির জগৎ। 'ঐ জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জ্যোতির্মতী [স জ্যোতিঃ-মতী] বিশ স্ত্রী জ্যোতিতে পূর্ণ। 'মা যে আমার জ্যোতির্মতী।' নজরুল, ১৯৩৫।

জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্ময় [স জ্যোতিঃ-ময়] বিশ আলোকিত; উজ্জ্বল। 'জ্যোতির্ময় দেবি সকল আকাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সূর্য্যে জ্যোতির্বীর্ণ হওয়ার তৎসন্নিহিত সমুদয় স্থান জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্যোতির্ময়ী [স জ্যোতিঃ-ময়ী] বিশ স্ত্রী আলোকপূর্ণ। 'এই জ্যোতির্ময়ী আলোকচ্ছটার বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর ধারণ করিয়া গতি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্যোতির্মহান [স জ্যোতিঃ-মহান] বিশ আলোকোজ্জ্বল। 'আবার হল পবিত্র জ্যোতির্মহান তোমার দিল।' নজরুল, ১৯৪১।

জ্যোতির্লোক [স জ্যোতিঃ-লোক] ১ বি আলোকোজ্জ্বল ভুবন। 'শোভা দেখালে শান্তিলোক, জ্যোতির্লোক প্রকাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি নক্ষত্রের জগৎ। 'কত জ্যোতির্লোক গুণ্ড বহিময়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

জ্যোতির্শিখা [স জ্যোতিঃ-শিখা] বি আলোর রশ্মি। 'কী এক জ্যোতির্শিখার বলকে।' নজরুল, ১৯৪১।

জ্যোতির্হীন [স জ্যোতিঃ-হীন] বিশ দীপ্তিহীন। 'একটা ছিন্ন টুকরা ... হয়তো জ্যোতির্হীন নির্বাণিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জ্যোতিঃচক্ৰ [স জ্যোতিঃ-চক্ৰ] বি নক্ষত্রমণ্ডলী। 'বহুকোটি ঘূর্ণমান নক্ষত্রে তৈরি এক মহা জ্যোতিঃচক্ৰের টানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্যোতিঃকণা [স জ্যোতিঃ-কণা] বি আলোক রশ্মি। 'জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিঃকণা নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

জ্যোতিঃমণ্ডল [স] বি গ্রহ-নক্ষত্রাদি। 'চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড জ্যোতিঃমণ্ডল পরস্পর বদ্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জ্যোতিঃমৌম [স জ্যোতিঃ-মৌম] বি (হিন্দুতে) যজ্ঞবিশেষ। 'রাজসূয়, অগ্নিমৌম, গোমৌম, জ্যোতিঃমৌম প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

জ্যোতিঃশিখা [স জ্যোতিঃ-শিখা] বি সূর্য। 'এই জ্যোতিঃশিখা উদয় হইতে তিরোধানের কাল পর্যন্ত ... গৃহকর্মাদি সমাপন করিয়া লয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

জ্যোতিঃমন্ত্ৰ [স জ্যোতিঃ-মন্ত্ৰ] বিশ জ্যোতির্ময়। 'আমারে করিলে জ্যোতিঃমন্ত্ৰ, আপন জ্যোতির ভাঙ্গী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

জ্যোতিষ্মান [স জ্যোতিঃ-মান] ১ বিণ উচ্চল। 'তাহা এই শ্রেণীর সঙ্গ আসন হইতে উন্নত ও জ্যোতিষ্মান বলিয়া প্রতীয়মান হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ আলোকপূর্ণ। 'নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিষ্মান হইয়া দেখা দিয়াছিল।' বিভূতি, ১৯৩১।

জ্যোতিষিক্ত [স জ্যোতিঃ-সিক্ত] বিণ আলোক বিধৌত। 'ঐ জ্যোতিষিক্ত আকাশ পর্যন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

জ্যোতিষ্তত্ত্ব [স জ্যোতিঃ-তত্ত্ব] বি জ্যোতিষ শাস্ত্র। 'দীপিকা ও জ্যোতিষ্তত্ত্বের বাক্যার্থে ...' দর্পণ, ১৮২২।

জ্যোতিষ্তর [স জ্যোতিঃ-স্তর] বি আলোক স্তর। 'উর্ধ্বাভ্য জ্যোতিষ্তরের মতো।' মানিক, ১৯৩৫।

জ্যোতিষ্তরঙ্গ [স জ্যোতিঃ-তরঙ্গ] বি আলোকতরঙ্গ। 'জ্যোতিষ্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জ্যোতিষ্মাত [স জ্যোতিঃ-মাত] বিণ আলোক বিধৌত। 'জ্যোতিষ্মাত মূর্তিমতী উষা, হাতে সাজি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

জ্যোতিহার [স জ্যোতিঃ-হারা] বিণ দীপ্তিহীন। 'দেবতার আভ্র জ্যোতিহার।' নজরুল, ১৯২২।

জ্যোতিহীন [স জ্যোতিঃ-হীন] বিণ দৃষ্টিহীন। 'শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন।' জ্যোতিষ্মিত্ত, ১৮৮১।

জ্যোতিহ্রাস [স জ্যোতিঃ-হ্রাস] বি উচ্চলতা কমে যাওয়া। 'অঙ্গলগ্নের জ্যোতিহ্রাসের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ওজরিক অনুমান করেন যে ...' মোতাহার, ১৯০৭।

জ্যোতিষ, জ্যোতিষঃ [স] ১ বি জ্যোতিষী; ভাগ্যগণনাকারী। 'বিচারে জ্যোতিষ নানা পুথি।' হুসুন্, ১৬০০। ২ বি জ্যোতিষ শাস্ত্র। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রন্থ লইয়া সভা'।' রায়চন্দ্র, ১৮০১; 'ন্যায় ও স্মৃতি ও পুরাণ ও জ্যোতিষের ব্যাকরণাদি গ্রন্থসং ...' দর্পণ, ১৮২২।

জ্যোতিষশাস্ত্র [স] বি গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থানের পদার্থশাস্ত্রিক ভাগ্যগণনার বিদ্যা। 'কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

জ্যোতিষ্যর্ষ [স] বি জ্যোতিষীশ্রেষ্ঠ। 'একতলায় থাকেন জ্যোতিষ্যর্ষ।' মানিক, ১৯৩৮।

জ্যোতিষিক [স] বিণ জ্যোতিষিদিয়া সংক্রান্ত। 'জ্যোতিষিক গবেষণার এক নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে।' মোতাহার, ১৯০৭।

জ্যোতিষী [স] বি ভাগ্যগণনাকারী। 'মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে জ্যোতিষী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

জ্যোতিষ্ক [স] বি গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উচ্চ ইত্যাদি। 'গগনের জ্যোতিষ্ক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

জ্যোতিষ্কজগৎ [স] বি গ্রহ-নক্ষত্রাদির জগৎ। 'আমার অনন্ত হয় মহিষার জ্যোতিষ্কজগতে।' জীবন, ১৯৪০।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী [স] বি গ্রহ-নক্ষত্ররাজি। 'নীলব-জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-অধিরাজিত অনন্ত জগতের।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

জ্যোতিষ্কলোক [স] বি নক্ষত্রলোক। 'ভাপোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জ্যোতিষ্কশিখা [স] বি চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদির আলো। 'আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্কশিখা।' জীবন, ১৯৪০।

জ্যোত্মার্গ [জ্যোৎ+স মার্গ] বি সন্ধ্যাসীদের গোপন অনুষ্ঠান। 'জ্যোত্মার্গে

সুরাপানাদি গুহ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জ্যোত্মার্গানুসারী [জ্যোৎ+স মার্গানুসারী] বিণ জ্যোত্মার্গের পথের অনুসরণকারী। 'জ্যোত্মার্গানুসারী সন্ধ্যাসী ব্যক্তিরেকে অন্তে তাহা জানিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

জ্যোত্মা [স] বি চাঁদের আলো। 'গঙ্গার লহরী জ্যোত্মায় করে বলমল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোত্মায়।' ভারত, ১৭৬০।

জ্যোত্মা-আশিস [স] বি জ্যোত্মারূপ আশীর্বাদ। 'জ্যোত্মা-আশিস করে উলিয়ায় শশী-খাল।' নজরুল, ১৯৩৩।

জ্যোত্মাউজাসিত [স] বিণ চাঁদশোভিত। 'জ্যোত্মাউজাসিত রাতের প্রতি তার অদমনীয় আকর্ষণ।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

জ্যোত্মাজরি [স জ্যোত্মা+জরি] বি হালকা রঙের জরি। 'জ্যোত্মাজরির সূতায় বোনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

জ্যোত্মাধারা [স] বি চাঁদের আলোর ধারা। 'জ্যোত্মাধারায় যায় ভেসে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

জ্যোত্মাধৌত [স] বিণ চাঁদের আলোয় স্নাত। 'পড়িবে না আমার কবিতাখানি জ্যোত্মাধৌত বাতায়ন-তলে।' বুদ্ধ, ১৯৩৩।

জ্যোত্মানিশীথ [স] বি জ্যোত্মাপূর্ণ রাত। 'জ্যোত্মানিশীথে পূর্ণ শশীতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

জ্যোত্মাপ্রাবিত [স] বিণ জ্যোত্মাস্নাত। 'সুখো সেই জ্যোত্মাপ্রাবিত ত্রিভুজ ঘাসের উপর গাহিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

জ্যোত্মাবতী [স] বিণ স্ত্রী জ্যোত্মায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এমন। 'জ্যোত্মাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্মল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

জ্যোত্মাবরণী [স জ্যোত্মা+স বর্ণ] বিণ জ্যোত্মার মতো রবিশিষ্ট। 'জ্যোত্মাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী ডরুণী।' বিভূতি, ১৯০১।

জ্যোত্মাবিন্দু [স] বি আলোকবিন্দু। 'শিশির রূপে ঝরিয়া/পড়ে জ্যোত্মাবিন্দু।' নজরুল, ১৯২৯।

জ্যোত্মা-বিবশ [স] বিণ চাঁদের আলোর বিভোর। 'এসো জ্যোত্মা-বিবশ-নিশীথে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

জ্যোত্মা-বিবশা [স] বিণ স্ত্রী জ্যোত্মায় বিহ্বল। 'জ্যোত্মা-বিবশা নিশীথিনীর মতোই যেন ...' নজরুল, ১৯২২।

জ্যোত্মাভুক্ত [স] বিণ জ্যোত্মা পান করে এমন। 'জ্যোত্মাভুক্ত পাখি গাইতো সুখিচ্ছ গান।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

জ্যোত্মায় বিণ জ্যোত্মাপূর্ণ। 'জ্যোত্মায় গ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

জ্যোত্মায়মী [স] বিণ স্ত্রী জ্যোত্মাপূর্ণ। 'সুতরুপেকের শুভাকারা জ্যোত্মায়মী যামিনীতে ...' প্রভাকর, ১৮৫২।

জ্যোত্মারাত [স জ্যোত্মারাত] বি জ্যোত্মাপূর্ণ রাত। 'গুপ্তরতান করিয়াছি গান জ্যোত্মারাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

জ্যোত্মারাজ [স] বি জ্যোত্মালোকিত রাত। 'জ্যোত্মারাজে পাঠাওলি কি সুন্দর দেখা'। বিভূতি, ১৯২৯।

জ্যোত্মারামি [স] বি জ্যোত্মালোকিত রাত। 'এই জ্যোত্মারামি, এই বসন্তকাল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

জ্যোত্মারোহা [স] বি পানিতে প্রতিফলিত জ্যোত্মার আলো। 'একটি প্রশস্ত জ্যোত্মারোহা ঝিক ঝিক করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জ্যোত্মালোক [স] ১ বি চাঁদের আলো। 'জ্যোত্মালোকে রাজা

গ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি জ্যোৎস্নাময় জগৎ। 'এই বসন্তিহীন জ্যোৎস্নালোকে উপস্থিত করতে পারতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

জ্যোৎস্নালোকিত [স] বিপ চাঁদের আলোয় আলোকিত। 'একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

জ্যোৎস্নাশীর্ষ [স] বিপ পূর্ণিমা বা পূর্ণচাঁদের আলোয় উজ্জ্বলিত। 'হেয়ন্তের কোন-এক জ্যোৎস্নাশীর্ষ রাতে।' জীবন, ১৯৩০।

জ্যোৎস্নাক্ষ [স] বিপ চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল। 'জ্যোৎস্নাক্ষ আকাশে সিপারেটের ধূম-সহযোগে বিভিন্ন কল্পনাকল্পী নির্মাণ করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

জ্যোৎস্নাসম্পাত [স] বি চাঁদের আলো পড়া। 'রাশা জ্যোৎস্না-সম্পাতে চিকচিক করিতেছে।' বিতৃতি, ১৯৩৮।

জ্যোৎস্নাসুপ্ত [স] বি চাঁদের আলোয় ঘুমন্ত। 'জ্যোৎস্নাসুপ্ত বিনীতের

নিভরু প্রহরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

জ্যোৎস্নান্নিধি [স] বিপ জ্যোৎস্নার আলোকিত। 'জ্যোৎস্নান্নিধি দক্ষিণ হাওয়ায়।' বিতৃতি, ১৯২৯।

জ্যোৎস্না-হানা [স জ্যোৎস্না+স হন>] বিপ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'তোরা জ্যোৎস্না-হানা হাসিতে আজ ফুটল কি মাণিক।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

জ্যোৎস্না [স জ্যোৎস্না] বি জ্যোৎস্না। 'সাহস থাকে চাকো না জ্যোৎস্নাকে।' মাহমুদ, ১৯৭৩।

জ্যোতিষিক [স] ১ বিপ জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয়। 'জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ গ্রহ লইয়া ... কোটী স্থির করিলেন।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিপ জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। 'হর্শেল, মৃত্যুর ... পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণে ক্ষান্ত হয়েন নাই...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

AMARBOI.COM

ঝংকার [স] ১ বি তিরস্কারপূর্ণ চিৎকার। 'শাতড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, শ্রী তো ভারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি ঘৃণা। 'বীণার ঝংকার-সম, সে তো মোর নহি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ **ঝঙ্কার**

ঝংকার দিয়ে ওঠা **ক্রি** ক্রোধ প্রকাশ করা। 'তিনু ঝংকার দিয়ে উঠল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ঝংকারা [স ঝংকার] **ক্রি** ঝংকার করা। 'মল্লিকা মল্লিকী ঝংকারিত কতা' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঝংকারিত [স] **বিণ** মুখরিত। 'কালঝঞ্ঝাঝংকারিত দূর্যোগ-আঁধারে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ঝংকৃত [স] **বিণ** ঝংকারযুক্ত। 'শূন্য ছাতের উপরে আপন জরগান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঝংকৃতা [স] **বিণ** স্ত্রী ঝংকারযুক্ত। 'হে নিঃশঙ্কিতা, আত্মহারানো রুদ্রভালের নুপুর ঝংকৃতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ঝককি **বি** ঝামেলা। 'ঝককি পোয়াতে বাস্তুরাম, আর পারে পা রেখে লাভের কড়ি গোনবার ব্যালা তুই।' মণিশ, ১৯৫৭।

ঝকঝক [ধন্যা] **বি** উজ্জ্বল্য প্রকাশক ভাব। 'বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ঝকঝকানি [ধন্যা ঝকঝক] **বি** দীপ্তি। 'সে যেন দামী হীরের ঝকঝকানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঝকঝকে [ধন্যা ঝকঝক] ১ **বিণ** চকচকে। 'দাঁতগুলি সব ঝকঝকে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ **বিণ** উজ্জ্বল। 'ঝকঝকে কারখানা তার পাশে।' অমিয়, ১৯৩৯।

ঝকড়া [হি ঝকড়া] **বি** বল্লম। 'ঝকড়া বিলিমে ঘোরে পাপ কালিদাস' মুরুপ, ১৬০০।

ঝকড়া [স ঝকড়া] **বি** ঝগড়া; কলহ। 'মাতুল ভাগিনা ঝুঁঝুঝু ঝকড়া' রূপরাম, ১৭৫০; 'এই কথায় বড়ই ঝকড়া হইল।' হালহেড, ১৭৭৩।

ঝকমক [ধন্যা] **বি** উজ্জলভার ভাব। 'সর্বাসে পুতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করহ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ঝকমকা **ক্রি** ঝকমক করা। 'দৈতাস্থয়ে ঝকমকি বীর-আভরণে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ঝকমকানি [ধন্যা ঝকমক] **বি** ঝলকানি। 'বাহারে রঙের সতেজ ঝকমকানিতে সেটা বোঝা যায়।' তারা, ১৯৪৩।

ঝকমকায়মান [ধন্যা ঝকমক] **বিণ** ঝকমক করছে এমন। 'জরিতে ঝকমকায়মান পাগড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঝকমকি [ধন্যা ঝকমক] **বি** ঝকমক করার অবস্থা। 'বাহিরেতে আমলকী/করিতেছে ঝকমকি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ঝকমকে [ধন্যা ঝকমক] **বিণ** ঝকমক করছে এমন। 'ঝকমকে সাটিন মকমলের চোস্ত চাপকান।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ঝকমারি [হি ঝক] ১ **বি** ঝামেলা। ভবানী, ১৮২৩; 'দেখ না মন ঝকমারি এই দুনিয়াদারি।' লালন, ১৮৯০। ২ **বি** অর্থহীন ব্যাপার। 'পাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটি ইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্য হেতু ...' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ **বি** তোকানি। 'ওরে আমি কি ঝকমারি করয়ে হিন্দুকাজে দিয়াহিলাম ... জাতি মান সমুদায়

গেল।' প্রভাকর, ১৮৩১। ৪ **বিণ** ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। 'চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ঝকা **ক্রি** ঝকমক করা। 'সমুদ্রের জলে সূর্য্যের কিরণ পড়ায় উহা ঝকিতে লাগিল।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ঝকি [হি ঝকী] **বি** ঝামেলা। 'সংসারের সব ঝকি এখন আমার ওপর।' নজরুল, ১৯২৭।

ঝকা [হি] **ক্রি** পাগলামি করা। 'অনুধনে ঝকিতে তনু তেল সেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঝগড় [স ঝকটা] **বি** ঝগড়া। 'কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।' বড়ু, ১৪৫০।

ঝগড়া [স ঝকটা] ১ **বি** গণ্ডগোল। 'ঝগড়া করাইলে মাতা দিতা নিজ বসু।' মুরুপ, ১৬০০। ২ **বি** কলহ। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'দুইজনে ঝগড়া এয়াহা কাটা কাটি ছিল।' গল্পী, ১৭৬৫।

ঝগড়া করা **ক্রি** বিবাদ করা; কোন্দল করা। ওয়া, ১৭৮৫।

ঝগড়াওল [ঝগড়া] **বি** ঝগড়া করা। ওয়া, ১৭৮৫।

ঝগড়াঝাটি [ঝগড়া] ১ **বি** বাদানুবাদ; কলহ-বিবাদ। 'অনেককণ ঝগড়াঝাটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **বি** দ্বন্দ্বকলহ। 'চোপা করে একটা ঝগড়া-ঝাটির পত্তন করে বসে।' নজরুল, ১৯২৭।

ঝগড়াটিআ [ঝগড়া] **বিণ** ঝগড়াটে। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঝগড়াটে [ঝগড়া] ১ **বিণ** ঝগড়ায় পটু। ওয়া, ১৭৮৫। ২ **বিণ** আক্রমণাত্মক। 'তাহারা ... ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঝগড়ানো [ঝগড়া] **ক্রি** প্রশ্ন করা; অনিষ্ট করা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ঝগড়া-বিবাদ [ঝগড়া+স বিবাদ] **বি** ছোটোখাটো কলহ; তর্কাতর্কি। 'অতএব তোরা ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ কর।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ঝগড়েটে [ঝগড়া] **বিণ** কলহপ্রিয়। 'ঝগড়েটে বামা নাচে।' নজরুল, ১৯৩১।

ঝগমগ [ধন্যা] **বিণ** প্রদীপ্ত। 'পীন তার মনোভব ঝগমগ অধিক বিরাজ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ঝগরি [হি ঝকরা] **বি** প্রবল বাতাস। 'ঝগর পাইয়া অগ্নি মহাবলী হএ।' সুলতান, ১৭০০।

ঝগরা **বি** অস্থায়ী মোকান পাতানোর আসন। 'কাপেরিয়া তোলে গর/ইজার মসরি ধরা/আর তোলে চট ঝগরা।' বিজয়, ১৭০০।

ঝঙ্কার [স] **বি** ওজ্জ্বল। 'নিকরে মধুর ঝঙ্কারে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ **বি** ঝংকার **ঝঙ্কার**পূর্ণ [স] **বিণ** ঝংকৃত। 'জগন্টো সেই রকম বাশ্পময় এবং ঝঙ্কারপূর্ণ হয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঝঙ্কারমুখর [স] **বি** ওজ্জ্বলিত। 'রাত্রিকে করেছো তাই ঝঙ্কারমুখর।' সুদীপ, ১৯৬১।

ঝঙ্কারা [স ঝঙ্কার] ১ **ক্রি** তিরস্কার করা। 'আর কড়ো না ঝঙ্কারিবি ঘোরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **ক্রি** উচ্চারণ করা। 'ঝঙ্কারন্ত নবীবরে আগ্নার ফরমান।' সুলতান, ১৭০০। ৩ **ক্রি** ঝংকৃত হওয়া। 'বাম কানে জয়দুর্গা ঝঙ্কারে কল্লণ।' রূপরাম, ১৭৫০।

ঝঙ্কারিত [স] বিণ ধ্বনিত। 'পাঁচ ওয়াক্ আজানের সুমধুর ধ্বনি ঝঙ্কারিত হইত।' এশ্বলাম ১৯৩৪।

ঝঙ্কৃত [স] বিণ ঝংকারমুক্ত। 'উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঝঞ্ঝুট [স] ঝঞ্ঝা > বি ঝামেলা। 'মদিরার আশাদ ... কেবল ঝঞ্ঝুট আর উদ্বেগ লইব।' তারিণী, ১৮০৩।

ঝঞ্ঝুনা [স] ১ ক্রিবিণ ঝন ঝন শব্দে। 'হাজার বাজনা পড়িল ঝঞ্ঝুনা।' কেতক, ১৬৫০। ২ বি উচ্চশব্দ। 'ঝঞ্ঝু-ঝড়ের ঝঞ্ঝুনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ঝঞ্ঝুনিত [স] বিণ ঝন ঝন শব্দমুক্ত। 'বজ্রঝঞ্ঝুনিত মৃত্যুমাতাল দিনের/হৃৎকোর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ঝঞ্ঝা [স] বি ঝড়। 'ঝঞ্ঝা প্রত্যবেশে মাস্তুলে আঘাত করিতে লাগিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

ঝঞ্ঝাফুস্ক [স] বিণ ঝড়ের মতো উত্তাল। 'ঝঞ্ঝাফুস্ক জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়।' সুভাষ, ১৯৪০।

ঝঞ্ঝাঘাত [স] বি ঝড়ের আঘাত। 'ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ঝঞ্ঝাচুর [স] ঝঞ্ঝা-চূর্ণি বিণ ঝড়ের অঘাতে চূর্ণ। 'চূর্ণি চলে ঝঞ্ঝাচুর মম আগে আগে।' নজরুল, ১৯২৪।

ঝঞ্ঝাজীর্ণ [স] বিণ ঝড়ে আক্রান্ত। 'বৈশাখীর ঝঞ্ঝাজীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় তন্দ্রানীল।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

ঝঞ্ঝা-ঝড় বি ঝঞ্ঝা ও ঝড়। 'ঝঞ্ঝা-ঝড়ের ঝঞ্ঝুনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ঝঞ্ঝাবাত [স] বি ঝোড়ো বাতাস। 'ঝঞ্ঝাবাত আসে কেন ছালাও প্রাণী।' অলাওল, ১৬৮০।

ঝঞ্ঝাবায়ু [স] বি ঝোড়ো বাতাস। 'উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তরঙ্গিত উঠিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঝঞ্ঝাবেগ [স] বি ঝড়ের গতিবেগ। 'পাশমুক্ত কার ঝঞ্ঝাবেগ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

ঝঞ্ঝা-মখিত [স] বিণ ঝড়ের বেগে উত্তাল। 'ঝঞ্ঝা-মখিত বীচি-বিকোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উদ্বেল উজ্জ্বল।' মুক্তাবা, ১৯৫৯।

ঝঞ্ঝামদমস্ত [স] বিণ ঝড়ে উন্মত্ত। 'ঝঞ্ঝামদমস্ত রাতে, বজ্র-বহি বহি মাথে।' মণীশ, ১৯৩৯।

ঝঞ্ঝা-মদরস বি মস্ত ঝঞ্ঝার নেশা। 'হে হংস-বলাকা ঝঞ্ঝা-মদরসে মগ্ন তোমাদের পাখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঝঞ্ঝাশাস [স] বি ঝোড়ো বাতাসের মতো প্রশ্বাস। 'মুক্তির ঝঞ্ঝাশাসে পাজরের হাবাকার ছিন্ন পঙ্কের মত।' শওকত, ১৯৪৬।

ঝঞ্ঝাশ্বর [স] বি ঝড়ের আওয়াজ। 'মরু বিয়াবান কাঁপণ্ডে প্রবল ঝঞ্ঝাশ্বর।' ফররুখ, ১৯৪৬।

ঝঞ্ঝাহত [স] বিণ ঝড়ে বিধ্বস্ত। 'মূর্হতে হইয়া যাবে ধূলিসাৎ, বজ্রদীপ, দক্ষ, ঝঞ্ঝাহত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঝঞ্ঝাট [স] ঝঞ্ঝা > বি ঝামেলা। 'মদিরার আশাদ ... তাজিয়া কেবল ঝঞ্ঝাট আর উদ্বেগ লইব।' তারিণী, ১৮০৩।

ঝট [স] ঝটিতি ১ ক্রিবিণ শীঘ্র। 'সাদু বলে ঝট চল 'কাজ নাই এথা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ ক্রিবিণ হঠাৎ। 'ঝট করি একজন নেকাল ময়দানে।' গরীব, ১৭৬৫।

ঝট করে ক্রিবিণ জলদি করে। 'ঝট করে এইবারে ছেড়ে দে রে

বাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঝটকা [স] ঝটিকা ১ বি ঝড়। 'কার্তিকের ঝটকায় দাঁড়কাগুনো মরে গেছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বি ঝাপটা। 'এক-একবার গামছার ঝটকা মারে আঙ্গুরার।' শওকত, ১৯৫৮।

ঝটঝট [ধ্বন্য] বি দাঁড় পতনের শব্দ। 'ঘন কেবল পড়ে সুনি ঝটঝট।' মুহুন্দ, ১৬০০।

ঝটপট [ধ্বন্য] বি ডানা সঞ্চালনের শব্দ। 'দাঁড়কাক, এইরূপে বড় হইয়া, ঝটপট ও প্রাণচয় কা কা করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ঝটপট করা ক্রি ডানা ঝাপটানো। 'হৃদয় বিহঙ্গমত ঝটপট করত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঝটপটা [ধ্বন্য] ঝটপট > ক্রি ডানা সঞ্চালন করা। 'দাঁড়কাক স্নান করে জলে পাখা ঝটপট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ঝটপটানি [ধ্বন্য] ঝটপট > বি অবিরাম ঝটপট শব্দ। 'বিদ্যা, ১৮৯১: 'পাখিটা ঝখন ... পাখনার ঝটপটানিতে ...' জীবন, ১৯৩৩।

ঝটাটপ [ধ্বন্য] ক্রিবিণ দ্রুত। 'মহিষের লেজ ঝটাটপ চাবকে গেল তাকে।' জীবন, ১৯৩২।

ঝটাটপি [ধ্বন্য] ঝটাটপ > বি ডানা সঞ্চালন। 'পাখির দল কিচমিচ ও ঝটাটপি করিতেছে।' বিভূতি, ১৯৩১।

ঝটিকা [স] বি ঝড়। 'এক প্রবল ঝটিকা উঠিল।' তারিণী, ১৮০৩।

ঝটিকামস্ত [স] বিণ ঝড়ে আক্রান্ত। 'কর্ণধারবিহীন ঝটিকামস্ত তরুণীর ন্যায় বিনাশ অবশম্বাবী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ঝটিকাঝুটি [স] বি ঝড় ও বৃষ্টি। 'তাঁহাদের অন্তরাকাশে তুমুল ঝটিকাঝুটি হইতেছিল।' হরপ্রসাদ, ১৮১১।

ঝটিকাময়ী [স] বিণ ঙ্গী ঝটিকাপূর্ণ। 'ত্বর ঝটিকাময়ী রজনী।' বিভূতি, ১৯২৯।

ঝটিৎ [স] ঝটিতি ক্রিবিণ অতি দ্রুত। 'ঝড়ের মেঘ ঝটিৎ এসে/দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঝটিত [স] ঝটিতি ক্রিবিণ শীঘ্র। 'ঝটিত করহ মাতা ঝগড়া মোচন।' মুহুন্দ, ১৬০০।

ঝটিতি [স] ১ ক্রিবিণ দ্রুত। 'ওয়াদা খিলাফের বিরোধে ঝটিতি ভক্তন না হয়।' ডানকাল, ১৭৮৪। ২ ক্রিবিণ ঝড়ের দ্রুত দ্রুত পতিতে। 'ঝটিতি ক্রিহাঙ্গিনী কেশলিলাসিনী ক্ষীণকটি ...' তবানী, ১৮২৫।

ঝড় [স] ঝট বি বাতাসের প্রবল প্রবাহ। 'সাত দিন নয় রাত্রি গোফুলেত বড়।' বড়ু, ১৪৫০।

ঝড়গতি [স] ঝট-গতি বিণ ঝড়ের মতো তীব্র গতিসম্পন্ন। 'ঝড়গতি যোড়।' মাইকেল, ১৮৬১।

ঝড়-ঝঞ্ঝা [স] ঝট-ঝঞ্ঝা বি বাধা-বিপত্তি। 'বহু ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উল্লেখ্য করে এসে এখন মুসলিম ...' মাহেনব, ১৯৪৯।

ঝড়-ঝাপটা, ঝড় ঝাপটা [ঝড়+মু ঝাপটা] ১ বি বিপদের ধাক্কা। 'আপনিই ঝড় ঝাপটা খাচ্ছেন, আর কেউ কখন ঝাঘনি?' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি ঝড় ও তার আঘাত। 'ঝড়-ঝাপটের দিনে তুফানকে অটলভাবে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঝড়-তরঙ্গ [ঝড়+স তরঙ্গ] বি ঝড়-তরঙ্গ। 'চাঁদের তীটারে ঝড়-তরঙ্গে যুঝে সে হয়েছে স্নান।' ফররুখ, ১৯৪৩।

ঝড়তুফান [ঝড়+আ তুফান] ১ বি ঘূর্ণি। ওয়া, ১৭৮৫। ২ বি প্রবল ঝড়। 'যতদিন ঝড়-তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ ...' রবীন্দ্র, ১৯২৩; 'আমরা ঝড়-তুফানে সাগর-দোয়ার নাগরদোলায় দুলি।' বি

ঝড়-বাদল

নজরুল, ১৯২৬।

ঝড়-বাদল [ঝড়+মু বাদর] বি ঝড় ও বৃষ্টি। 'উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।' নজরুল, ১৯২৬।

ঝড়বিধ্বস্ত [ঝড়+মু বাদর] বিধ্ব ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। 'প্রলয়ঙ্করী ঝড়বিধ্বস্ত মদনপুর।' বেগম, ১৯৬৯।

ঝড়বৃষ্টি [ঝড়+স বৃষ্টি] বি একই সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি। 'ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিস্মল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঝড়শ্রান্ত [ঝড়+স শ্রান্ত] বিধ্ব ঝড়ে বিধ্বস্ত। 'অতলাস্ত দরিয়ার ঝড়শ্রান্ত, বিশীর্ণ যাত্রিক।' ফররুখ, ১৯৬৩।

ঝড়হীন [ঝড়+স হীন] বিধ্ব ঝড় নেই এমন। 'ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে জীবনের অনন্ত আলয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঝড়ঝড়ানি [ধন্যা ঝড়ঝড়া] বি গাড়ি বা ভারী পদার্থের চলার ফলে সৃষ্ট ঝড়ঝড় শব্দ। 'গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ...।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

ঝড়তি-পড়তি [ঝরা+পড়া] বিধ্ব ঝরে-পড়া ও পরিত্যক্ত। 'ঝড়তি-পড়তি নষ্ট ফসল।' জীবন, ১৯৪৮।

ঝড়ি [ঝড়+] ১ বি বৃষ্টি। 'মানোএল, ১৭৪০। ২ বি ঝড়। 'বরসা কাল ঝড়ি বৃষ্টি হইয়া ...।' বোশাল, ১৭৭০; ওসী, ১৭৮২; 'আসবে ঝড়ি, নাচবে তুফান, টুটবে সকল বন্ধন।' নজরুল, ১৯২৩।

ঝরা [মু ঝাড়া] বি নিশান। 'দাউদের শিরচন্দন করিয়া ঝগার উপরিভাগে টাঙ্গাইয়া ...।' রামায়ণ, ১৮০১।

ঝনঝন [ধন্যা] ক্রি ঝনাং শব্দ করা। 'কলসে কাকনে ঝলকি ঝনকি তোলায় দে কিস্রাস্তে।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'ঝিট্টি ঝনকিছে বিনিঝিনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ঝনঝন [ধন্যা] ১ বিধ্ব বার বার ঝন করে এমন। 'ঘন-ঘন ঝন-ঝন কক্কর নিপাত।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বি ধাতব পাত্র ভূমিতে পড়লে শব্দ। 'পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ঝনঝন করা ১ ক্রি ঝনঝন শব্দ করে ওঠা। 'তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ ক্রি প্রকম্পিত হওয়া। 'তার গলা ঝনঝন করে ওঠে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ঝনঝনা [ধন্যা] ক্রি ঝনঝন করা। 'হেঁবি আন্ধলি হয়-বৃন্দ; ঝনঝনিল কৃপাণ পিধানে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ঝনঝনা [ধন্যা ঝনঝন+] ১ বিধ্ব ঝনঝন শব্দ করে এমন। 'শিলাবৃষ্টি চতুর্দিশে বাজে ঝনঝনা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ঝনঝন। 'করেল মার মার শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা।' মশাররফ, ১৮৮৫।

ঝনঝনাং [ধন্যা ঝনঝন+] বিধ্ব ভেঙে ঝানঝান। 'একবারে চিমিনিসুদ ঝনঝনাং।' জীবন, ১৯৩২।

ঝনঝনানি [ধন্যা ঝনঝন+] বি অবিরাম ঝনঝন শব্দ। 'মাহিরি ভান্ডানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ঝনঝনি [ধন্যা] বি ঝনঝন শব্দ। 'নুপুরের ঝনঝনি।' মশাররফ, ১৮৮৫।

ঝনঝা [স ঝাড়া] বি ঝড়। 'কৃষ্ণ পতাকা পশ্চিমা-ঝনঝায় থরথর করিয়া কঁপিতেছে।' নজরুল, ১৯২২।

ঝনং [ধন্যা] বিধ্ব ধাতব বস্তুতে উত্ত্বত ঝন শব্দের মতো। 'ঝনং শব্দে আগুড় খুলিয়া গেল।' মধু, ১৮৫৭।

ঝনংকার [ধন্যা ঝনং+স কার] বি ঝনঝন শব্দ। 'টাকা ঝন ঝন

ঝনংকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝনন ঝন [ধন্যা] বি তলোয়ার ইত্যাদি ধাতব পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনি। 'বাজে তরবারি ঝনন ঝন।' নজরুল, ১৯২২।

ঝনন ঝনন [ধন্যা] বি বীণার শব্দ। 'ঝম ঝম ছন ছন ঝনন ঝনন ... বসিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ঝনন রণন [ধন্যা] বি অনুরণিত ঝনঝন শব্দ। 'দক্ষিণ করে ধরিয়া যত্ন ঝনন রণন স্বর্ণতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝনা [ধন্যা] ক্রি ঝন ঝনি করা। 'ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝনাঝন [স ধন্যা] ক্রি ঝনঝন শব্দের। 'সুর না বেঁধেই ঝনাঝন বংকার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঝনাঝনি [ধন্যা] ১ ক্রি ঝনঝন করে এমন। 'ঝনাঝনি শব্দে অস্ত্র হুএ ঝান ঝান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি শ্রোতের শব্দ। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

ঝনাং [ধন্যা] বি ধাতব বস্তুর শব্দ। 'বাহির হইতে ঝনাং করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝপ [ধন্যা] ১ বি দ্রুত গতিতে জলে ছুব দেওয়ার শব্দ। 'ঝপ করে দুটো ছুব দিয়ে নেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি জলে জাল ফেলার শব্দ। 'ঝপ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।' মানিক, ১৯৩৬।

ঝপঝপ [ক্রিবিধ ঝপঝপ শব্দে]। 'ঝুমঝুম ঝপঝপ বৃষ্টি পড়ছে।' কায়সার, ১৯৬২।

ঝপাঝপ [ধন্যা] ১ ক্রিবিধ ঝপঝপ শব্দ করে। 'ডালে ডালে ঝপাঝপ বাদরের হ'ত লাফলাফি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ ক্রিবিধ দ্রুত। 'ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড় পড়িতে লাগিল ঝপাঝপ ...।' মানিক, ১৯৩৬।

ঝপট [স ঝটিডি] ক্রিবিধ দ্রুত। 'ঝপট পত্রের কালি তরির বিচার।' মুহুদ, ১৬০০।

ঝপাং [ধন্যা] বি জলে ঝাপ দেওয়ার শব্দ। 'শব্দ হল ঝপাং।' মণীশ, ১৯৬৩।

ঝপাং ঝপাং [ধন্যা] ক্রিবিধ ঝপাং ঝপাং শব্দে। 'লেজ আর মাথা এক করে ঝপাং ঝপাং ঝপাটা মারতে থাকে।' কায়সার, ১৯৬৫।

ঝপাং [ধন্যা] বি কঠিন পদার্থে জলে পড়ার শব্দ। 'ঝপাং করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম।' শরৎ, ১৯১৭।

ঝপাস [ধন্যা] বি ঝপাস শব্দ। 'ঝপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঝমকা [ধন্যা] ক্রি আঁতকে ওঠা। 'ঝমকে ক্রিবিধ আঁতকে।' মেয়েটা আমার অবাক হয়েছে, কাল থেকে ঝমকে উঠছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঝমকে ঝমকে [ধন্যা] ক্রিবিধ অবিরাম ঝমক শব্দ করে। 'ঝিট্টির সাথে ঝমকে ঝমকে চরণে ভূষণ বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ঝম ঝম [ধন্যা] ১ বি নুপুর পায়ে হাঁটার শব্দ। 'এই যে ঝম ঝম কতক করে আসছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'ধরময় ঝমঝম করিয়া, রামসদয়ের দিতা ভাঙ্গিয়া দিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি পানি পতনের শব্দ। 'ঝরনা হইতে ঝম ঝম রবে দুধের ফোনার মতো সাদা জল বেশে পড়িতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ৩ বি নাচের তালে পা ফেলার শব্দ। 'শ্রাবণঘণ্টে নাচে নটবর/ ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম।' নজরুল, ১৯২৯। ৪ ক্রি অবিরাম ঝম শব্দ করে এমন। 'চারদিক আঁধার ঘুরঘুরি। আর ঝমঝম জল।' তারা, ১৯৪৬।

ঝমঝমানি [ধন্য] বি বৃষ্টি পড়ার শব্দ। 'আকুল মেঘের ঝমঝমানি শোনা যাচ্ছে, ঝিম ঝিম ঝিম' নজরুল, ১৯২২।

ঝমর ঝমর [ধন্য] বি মল, নৃপূর ইত্যাদি পায়ে দিয়ে হাঁটার শব্দ। 'নয়নতারা গুরফে কালপেটা বমর বমর করিয়া ফিরিয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ঝমরু ঝমরু [ধন্য] বিণ বমর বমর করে এমন। 'ঝমরু ঝমরু সঙ্গে বাজে কেজালা।' মাল্যধর, ১৫০০।

ঝমঝম [ধন্য] ১ ক্রিবিণ ঝমঝম শব্দ। 'ঝমঝম ঝমঝম রণ বাদ্য বাএ।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ মৃদলধার। 'বর্ষার ঝমঝম জলবিন্দু-বৃষ্টির মতো নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঝম্পা [স] বি ঝাপ। 'অগ্নির সমুদ্র দেখি তাত দেয় ঝম্পা।' আলাওল, ১৬৮০।

ঝম্পাক [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিনি ধানসী। ঝম্পাক।' বড়ু, ১৫৭০।

ঝম্পবহুল [স] বিণ লাফালাফির্পূর্ণ। 'বিসিতি নাচের মতো ঝম্পবহুল নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঝম্পটি বি বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। 'রঘুনাথ ঝম্পটি।' সেবধি, ১৮৪০।

ঝম্পা [স ঝম্পা] ক্রি ঝাপ দেওয়া। 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সমস্তি ভুবন ভরি বরিস্তিয়া।' শেখর, ১৬০০।

ঝরক [স ক্ষর:] বিণ পতিত। 'ঝরক পানী ডোভক কোঁড়ি গরব উপজু জাহি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঝরকে **ঝরকে** ক্রিবিণ ঝরে ঝরে। 'ঝরকে ঝরকে বরিছে বকুল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঝরকা [হি অরোখা] বি জানালা। 'ধূপাবলি রাবিল সকল ঝরকায় মালিকরাম, ১৭৮১।

ঝরঝর [ধন্য] ১ ক্রিবিণ অবিরল ধারায়। 'দুই চক্রে জুগে ঘুরে ঝরঝর।' ডাবানী, ১৮২৫; 'হয়তো বরষা কাল - ঝর ঝর বারি ঝরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ অবিরাম ঝর শব্দ করে এমন। 'নারকেলা গাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করে কাপছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'গাড়ির খড়খড়তলো থরথর করিয়া কাঁপিয়া ঝরঝর শব্দ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ এখনই ঝরে যাবে এমন। 'ঝর-ঝর কামিনীর, এলো চোখে ঘুম।' নজরুল, ১৯২৬।

ঝরঝরে [ধন্য ঝরঝর:] ১ বিণ ঝরঝর শব্দ করে এমন। 'এমন মেঘঝরে, বাদল ঝরঝরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিণ জর্জরিত। 'ক্রমে ঝরঝরে হয়ে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ ফুরফুরে। 'জ্বরজ্বর মতো বেশ একটু ঝরঝরে হয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯২৫। ৪ বিণ পঙ্কিম। 'ঝরঝরে ঢালা বিছানার ওপর শুয়ে।' জীবন, ১৯৩২। ৫ বিণ বিনষ্ট। 'পরকাল ঝরঝরে করে রাড়ি তো হয়েছিল।' জীবন, ১৯৪৮। ৬ বিণ স্পষ্ট। 'এমন ঝরঝরে, নির্ভর তত্ত্ব শব্দ প্রয়োগের কারুকালা।' হাই, ১৯৫৪।

ঝরঝরানি [ধন্য] ১ বিণ অবিরল বর্ষণের শব্দ জ্ঞাপক। 'ঝরঝরানি গান গাব ওই বনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি অবিরল প্রবাহ। 'ঝরঝরানি হঠাৎ-হাওয়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ঝরঝরি [ধন্য] বি পানির পড়ার শব্দ। 'ঝরঝরি জলের বাউর খড়খড়ি।' হ্যাগহেড, ১৭৭৮।

ঝরন [স ক্ষর:] বি ক্ষরণ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'অঝোর ঝরন শ্রাবণজলে/ তিমিরমেদুর বন্যজলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ঝরনা [ঝরন:] বি পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের ধারা। 'হেট ভাগে পর্বত ঝরনা বহু নদী।' আলাওল, ১৬৮০।

ঝরনা-ঝরানো বিণ অব্যয়ে নির্ণত। 'তাইতে তোমার বাণী বাজে ঝরনা-ঝরানো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঝরনা-ঝোরা [ঝরনা+স ক্ষর:] বিণ ঝরনাধারা থেকে সৃষ্ট। 'ঝরনা-ঝোরা তচিনীর নটিন-নাচন-সুখ লাগে।' নজরুল, ১৯২৪।

ঝরনাতলা [ঝরনা+স তল:] বি ঝরনার পাদদেশ। 'গানের কন্যাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ঝরনাধারা [ঝরনা+স ধারা] বি ঝরনাধারা। 'ঝরনাধারের কুটিরে তার ফিরে এল তাই।' নজরুল, ১৯৩৯।

ঝরনাধারা [ঝরনা+স ধারা] বি ঝরনার প্রবাহ। 'একটি ক্ষীণ ঝরনাধারা।' নজরুল, ১৯২৭।

ঝরনাহাসি [ঝরনা+স হাস্য] বি উচ্ছল হাসি। 'মুখভরা তোর ঝরনাহাসি।' নজরুল, ১৯২৫।

ঝরনির্ঝর [ঝরন+স নির্ঝর] বি ঝরনাধারা। 'ঝরে ঝরনির্ঝর পাশায়ে।' নজরুল, ১৯২৯।

ঝরা [ঝরন:] ১ ক্রি নিঃসৃত করা। 'বচন ঝরএ তার আমৃতের ধার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি নির্ণত হওয়া। 'ধারে ঝরে রাধিকার নয়নের পাশী।' বড়ু, ১৪৫০; 'তনে হেঁটে বরিজা পড়িল ক্ষীরধারে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি পতিত হওয়া। 'জ্ঞার রূপ দেখিআ বনের পুষ্প ঝরে।' মাল্যধর, ১৫০০। ৪ ক্রি বিচ্ছুরিত হওয়া। 'বদন শরত চান্দ মুগা হাসি ঝরে।' বড়ু, ১৫৭০। ৫ ক্রি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া। 'ঝর ঝর বারি ঝরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ঝরা-জল বি ঝরে পড়ছে এমন জল। 'মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল।' নজরুল, ১৯২৫।

ঝরা-পাতা [ঝরা+স পত্র] বি পড়ে বা শুকিয়ে পড়ে যাওয়া পাতা। 'আমরা ঝরাপাতার দল।' প্রমথ, ১৯০৫।

ঝরে-পড়া [স ক্ষর:] বিণ ঝরে-পড়া। 'স্বপ্নের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত ঝরে-পড়া পাতার মতন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঝরা ফুল [স ক্ষর+ফুল] বি গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুল। 'কখন বকুল-ফুল ছেয়েছিল ঝরা ফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঝরে-পড়া বিণ ঝরে গেছে এমন। 'ঝরে-পড়া মালতি তার গন্ধবাসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ঝরা [ঝরন:] ১ বি ঝরনা। 'ঝরার বালে বাধ বাঁধিলে রূপের পলক বলক স্নেহ।' লালন, ১৮৯০। ২ বি ঝালর। 'দরজায় লক্ষীপুজার সময় টাঙানো সোনার ঝরা।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

ঝরাঝরা [ধন্য] বি ধাতব পদার্থের পরস্পরের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনিবিশেষ। 'রিকশাগুলি খোয়ার উপর ঝরাঝরা শব্দ গড়িয়ে চলে যায়।' হাসান, ১৯৬৪।

ঝরানি [ঝরন:] বি কোনো বস্তুর ঝরা বা গলিত অংশ। 'মোমের ঝরানি থেকে বেশি।' জীবন, ১৯৪৮।

ঝরিত [স ক্ষরিত] বিণ ঝরে পড়ছে এমন। 'সহস্রই ব্যক্তির নয়নবারি ঝরিত হইয়া অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ হইবেক।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

ঝরোকা [স জালক] ১ বি জানালা। 'ঝরোকা শ্রীপতি নেত।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি ঝালর। 'পাকত্যা দস্যুর অনুরণনে চোখের ওপর দিয়ে কালো কাপড়ের ঝরোকা বাঁধা।' মুনীর, ১৯৬৬।

ঝরোখা [স জালক] ১ বি জানালা। মোনাএল, ১৭৪৩; 'উছলি চলি - ঝোলা - ঝরোখা পেরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ২ বি জানালায় ব্যবহৃত

ঝরঝর

ফাঁকমুড় আবরণ; ভেনিশিয়ান ট্রাইভ। 'ঝরঝা সব খুলে যেত ফদর-বাতায়নে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঝরঝর [ধন্য] *ক্রিবিণ* বরষার শব্দে। 'এখনো শ্রাবণ ঝরঝর/অবিশ্রান্ত মাতায় অন্তর।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ঝরঝর [ধন্য] *বি* অবিরাম বর শব্দ। 'তালপত্রের ঝরঝর ধ্বনি আমার শ্রবণে ...।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

ঝরঝর-পান [ধন্য] বরষার+স পান। *বি* বরনার জলপ্রবাহের শব্দ।

'ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্বর নীরব ঝরঝর-পানে পড়িছে বরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঝরঝরা [ধন্য] *ক্রি* বর বর করা। 'নদীর জলে বঝরি বরিছে জলধারা।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ঝরনা, **ঝর্ণা** [স নিষ্করীণী] *বি* বরনা। 'তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝরনার মতো আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঝর্ণাধারা [ঝরনা+স ধারা] *বি* ঝরনার প্রবাহ। 'ঝর্ণাধারায় আনবেই বরাতায়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

ঝর্ণাতলা [ঝরনা+স তল] *বি* ঝরনার পাদদেশ। 'ঝর্ণাতলায় আনতে বারি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঝলক [মু] ১ *বি* দৃষ্টি। 'কিছিত ঝলক পাইল হীরা রত্ন মুক্তি।' আলাওল, ১৬৮০। ২ *বি* ফালি। 'এক ঝলক জোহনা এসে পড়েছে তার মুখের ওপর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ঝলক-ঝলক [মু] *বিণ* হঠাৎ আপটার মতো পড়ে এমন। 'সে-রাত্তে ঝলক-ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিল ঘাটের রানা।' শক্তি, ১৯৬৯।

ঝলক মারি *ক্রি* ঝলকানো। 'তড়িৎ-রেখা ঝলক মেয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ঝলকানি *বি* প্রথর আলোর আকর্ষিত ক্ষুদ্র। 'দিগন্তে আলোয় ঝলকানিতে আমাদের পথ উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

ঝলকে উঠা *ক্রি* ঝলকে উজ্জ্বল আলো প্রকাশ করা। 'সিঁদুর শ্যাম পরপটে আলোক ঝলকি উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঝলকে ঝলকে *ক্রিবিণ* থেকে থেকে অধিক পরিমাণে। 'ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝলকা, **ঝলকানো** [মু ঝলক] ১ *ক্রি* ক্ষুদ্রিত হওয়া। 'সেখিতে সেখিতে বিছুরি ঝলকে।' চিত্রঙ্গী, ১৬০০। ২ *ক্রি* চকমক করা। 'লালপেড়ে শাড়ি ঝলকচ্চে: রক্ত ছুটছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫। **ঝলকছে** *ক্রি* ক্ষুদ্রিত হয়। 'বিনি ববি ঝলকছে বিজুলির গতি।' সুলতান, ১৬৫০। **ঝলকত** *ক্রি* ঝলকায়। 'জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ। তহি তহি বিছুরি তরঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০। **ঝলকে** *ক্রি* আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হয়। 'সেখিতে সেখিতে বিজুরি ঝলকে।' চিত্রঙ্গী, ১৬০০।

ঝলকিত [মু ঝলক] *বিণ* উজ্জ্বল আলোয় উজ্জ্বলিত। 'আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঝলঝলায়মান [ধন্য ঝলঝল] *বি* ঝলঝল করছে এমন। 'কিবা তোমার তিরীচবিন্দু ঝলর ঝলঝলায়মান।' বঙ্কিম, ১৮৭২।

ঝলম [স ঝলরা] *বি* ঝালর। 'ঝলম বিচিত্র সাজ ঝলমলিএ বিরাজ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ঝলমল [ধন্য] *বিণ* ঝকঝক। 'যমুনার জল করে ঝলমল' চণ্ডী, ১৫৫০।

ঝলমলা [ধন্য ঝলমল] *ক্রি* ঝলমল করা। 'ঝলম বিচিত্র সাজ ঝলমলিএ বিরাজ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ঝলমলানি [ধন্য ঝলমল] *বি* উজ্জ্বলতা। 'দুদিন গেল আলোর ঝলমলানির ভেতর দিয়ে।' ওয়ালী, ১৯৩৯।

ঝলমলি [ধন্য ঝলমল] *বিণ* ঝকঝক। 'রত্নকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝলসন [আ জলস] *বি* গোড়া গন্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঝলসা [আ জলস] ১ *বিণ* সেকা; ঝলসানো। 'ঝলসা, গোড়া, সিদ্ধ, সুকুয়া - যাহায যেরূপ অভিক্রটি হয় করিয়া উদরে ফেল।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ *বিণ* দম্ভপ্রায়; তামাতে। 'ভারতবর্ষের রোদে ঝলসা শুকনো বটখনি হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁজানো খুনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝলসানি [আ জলস] *বি* ঝলসানোর ভাব বা অবস্থা। 'সাইকেলের থিকমিকানিটাকে জোজালির ঝলসানির মত।' জীবন, ১৯৪৮।

ঝলসানি-লাগা *বিণ* ঝলসানোর অবস্থা তৈরি হয় এমন। 'শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

ঝলসানো [আ জলস] ১ *ক্রি* ঝলমল করা। 'সুবর্ণমধ্য হইতে হীরকদি রত্ন ঝলসিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬; 'বাঁধের জলরেখা ঝলসে যায় দেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ *ক্রি* দম্ভ করা। 'ঝলসিয়ে দিশি দিশি দুরাও তড়িৎ-অনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। **ঝলসে যাওয়া** *ক্রি* উজ্জ্বল আলোতে দেখতে না পাওয়া। 'তেজ্জে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ঝলসিত [আ জলস] *বিণ* চোখ ধাঁধার এমন। 'মজুর বুবার রোদে ঝলসিত দম্ভ বাহুর এছিল পেশী।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

ঝলসা [স জল] *বি* ঝলক; প্রথর দীপ্তি। 'বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা।' মাইকেল, ১৮৬০; 'বিজলীর ঝলাসম ঝলসি নয়নে।' মাইকেল, ১৮৬২।

ঝলা [স জল] *ক্রি* ঝলমল করা। 'ঝলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা।' মাইকেল, ১৮৬১; 'ঝলিতেছে জল তরল অনল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'চওড়ি-প্রগাঢ়-ধারা-ফুলে/বরষার বৃকে ঝলে জল-মালা-হার।' নজরুল, ১৯২৬।

ঝল্লা [সি] *বি* ত্রাতা ক্রিয়। 'কত ঝল্লা, বীর মল্ল, হাতে ভল্ল, ভাঁজে।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

ঝল্লুরি [স ঝল্লুরী] *বি* বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঝল্লুরি বাজে বস্ত্রে ঘনঘন।' নজরুল, ১৯৩১।

ঝষ [পা ঝল] *বি* মাছ। 'মুলা দিয়া পণ দশ জিয়ন্ত কিনিল ঝষ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝা *সর্ব* বা কিছু। 'মুনিব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ঝাইট [স ঝাই] *বি* ঝাড় দেওয়া। 'ঘরের পাইট ঝাইট কুটনা বাটনা রাখা বাড়ি দেওয়া খোয়া কলিতেই দিন যায়।' পৌর, ১৮২২।

ঝাউ [স ঝাবু] *বি* সরু পাতাওয়ালা উদ্ভিদ বিশেষ। 'আহুড় বিহুড়ে চুছে ঝাউ খিটি কান্ধা গহন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝাউগাছ *বি* সরু পাতাওয়ালা উদ্ভিদ বিশেষ। 'ঝাউগাছে পাতাটি নড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ঝাউ-ঝুমঝুমি *বি* ঝুমঝুম শব্দ করা ঝাউবন। 'শহর বিশ্বাসে ঢেকে, ডাকি; ঝাউ-ঝুমঝুমির ছায়ায় এসো হে।' সুভাষ, ১৯৪০।

ঝাউঝোপ *বি* ঝাউগাছের বন। 'ঝাউঝোপের ধুলো বালির মধ্যে আজকাল আমরা যেমন শহরে প্রবেশ করি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ঝাউডাঙা বি ঝাউবেত। 'তুমু রাতদুপুরে/শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙটার 'পরে'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ঝাউডাল বি ঝাউগাছের শাখা। 'ঝাউডালের মতো দুলছে মনের
ভিতরটা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ঝাউবন বি সুচের মতো তীক্ষ্ণ ও সরু পাতাযুক্ত গাছের বন।
'ভেঁতুলের তলা দেবে আর ঝাউবন'। রূপরাম, ১৭৫০।

ঝাউবাগান বি ঝাউগাছের বাগান। 'বৃষ্টি-ধারার বরষেরে ঝাউ-
বাগানের মরমেরে'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

ঝাউবাঁধি বি ঝাউগাছের সারি। 'রাবীন্দ্রিক সুরে নানান বিন্যাসে
অবিরাম দুলবে সত্তার মৌন ঝাউবাঁধি'। শামসুর, ১৯৭০।

ঝাউফল বি ঝাউ গাছের ফল। 'মাঠের কিনারে ঢের বরা ঝাউফল'
জীবন, ১৯৪২।

ঝাউশাখা বি ঝাউ গাছের শাখা। 'বুনো ঝাউ-শাখে বুনিয়া গোলাপী
শাড়া'। জঙ্গীম, ১৯৩১।

ঝাউশাখা বি ঝাউগাছের শাখা। 'মাথার উপর ঝাউশাখার করুণ
মর্মর ধ্বনি'। নজরুল, ১৯৩০।

ঝাও [স. ঝামকা] বি ঝামা। 'ওরই বর্দোয়ায় নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে
ঝাও হয়ে যায়'। নজরুল, ১৯২৪।

ঝাওন [পা. ঝাপন] বি পেড়া গছ। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝাওয়া [পা. ঝাপন] ক্রি ঝলসে যাওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝাঁ [স. ধাব] বি অত্যন্ত শীঘ্রতার ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১: 'আধ-ইশারায় সব
বুকে নেয় ঝাঁ করে'। নজরুল, ১৯২৬।

ঝাঁও [স. ঝামকা] বি ঝামা। 'ঝাঁওঁ ঘনিতা তাক করিল চিকণ'। বড়,
১৪৫০।

ঝাঁক [হি. ঝাঙ্ক] ১ বি বহুর সমাবেশ। 'ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে ঝাঁকে
ঝাঁকে তীর'। রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি পাখির দল। ওসো, ১৭৫০।

'যাহাতে সেসে পাখীর এক বড় ঝাঁক বহু ছিল'। তারঙ্গী, ১৯৪৫।

ঝাঁক বাঁধা ক্রি দল বেঁধে থাকা। 'পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়'
হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ঝাঁকে ঝাঁক ক্রিবিধ দলে দলে। 'জার বাসে নাহী রাক বাণ এড়ে
ঝাঁকে ঝাঁক'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রিবিধ একত্রে অনেক। 'ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে ঝাঁকে
ঝাঁকে তীর'। রূপরাম, ১৭৫০।

ঝাঁকড় ঝাঁকড় [ঝাঁক] বিণ এলোমেলো। 'ঝাঁকড় ঝাঁকড় চুল নাহি আঁদি
সাঁদি'। ভারত, ১৭৬০।

ঝাঁকড়া [ঝাঁক] ১ বিণ ঝোপের মতো। 'ছোট কুকুরটি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া
রোয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ দীর্ঘ গুচ্ছবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩
বিণ গুচ্ছযয়। 'ঝাঁকড়া ডাল মাটির কাছ ঘেঁষে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ঝাঁকবন্দী [ঝাঁক+ফা বন্দি] বিণ দলবদ্ধ। 'মাথার উপর ঝাঁকবন্দী মশা
সঙ্গে চলে ডনডন শব্দ ডুলে'। তারা, ১৯৪৬।

ঝাঁকরা [ঝাঁক] বিণ গুচ্ছবিশিষ্ট। 'পাথরের মতো কালো ঝাঁকরা-চুলের
খুঁটি বাঁধা মানুষ'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঝাঁকা [হি] বি চওড়াযথো শব্দ বুড়ি। 'কেহ বলিল – আমার ঝাঁকা
কেলিয়া দিয়াছে ...'। প্যারী, ১৮৫৮।

ঝাঁকা মুটে বি ঝাঁকা বহনকারী কুলি। 'ওগো বাবু, ঝাঁকা মুটের উপর
বসে যাবে?'। প্যারী, ১৮৫৮।

ঝাঁকানি [প্রা. ঝাঙ্ক] ক্রি সবেগে নাড়ানো। 'কলসি তুলিয়া বুঝ করিয়া

ঝাঁকানি দিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঝাঁকা দেওয়া ক্রি ধাক্কা দেওয়া। 'একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে
উঠবে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঝাঁকে ওঠা ক্রি জোরে নড়া বা আন্দোলিত হওয়া। 'তার
ভয়ভাবনাগুলো তর্কবিতারকে ভিড়িয়ে ভিড়িয়ে ঝাঁকে ওঠে'। রবীন্দ্র,
১৯২৯।

ঝাঁকে ঝাঁকে ১ ক্রিবিধ বিক্ষুব্ধ হয়ে। 'তাকে বারবার ঝাঁকে ঝাঁকে
বললের'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রিবিধ ক্রমাগত ঝাঁকুনি দিয়ে।

'ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঝাঁকাঝাঁকি [ঝাঁকা] ক্রি ধাক্কাঝাকি করা; ঠেলাঠেলি করা। 'আগে
পাছে পাকাপাকি, ঝাঁকাঝাকি তাকাতাকি, ঝাঁকাঝাকি স্থান নাহি
পায়'। ওসো, ১৮৫৮।

ঝাঁকানি [ঝাঁকা] ১ বি জোরে নাড়া। 'নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে
নেওয়া আবশ্যক'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ঝাঁকুনি। 'গোঙ্গুর গাড়ির
ঝাঁকানিতে সর্বদে বাথা'। মানিক, ১৯৩৫।

ঝাঁকানি দেওয়া ক্রি জোরে ঝাড়া দেওয়া। 'নিজেকে খানিকটা
ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঝাঁকিয়ে দেওয়া ক্রি নাড়া দেওয়া। 'মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা
অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে'। প্রমথ, ১৯১৪।

ঝাঁকি [ঝাঁকা] বি জোরে নাড়া দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঝাঁকিজাল বি মাছ ধরার জালবিশেষ। 'কামের ফাঁকে ফাঁকে
ঝাঁকিজাল বুচ্ছে'। কায়সার, ১৬৬২।

ঝাঁকুনি [স. বর্ঝরা] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঘড়িয়ালেরা দণ্ডে ২ তাহারদের
কাংসা ঝাঁকুর উপরে মুক্কার ক্ষেপন করিতেছে'। রামরাম, ১৮০১।

ঝাঁকু [স. অর্জিস] ১ বি তেজ। 'তাহার এতই বেশি ঝাঁকু'। রবীন্দ্র,
১৮৯১। ২ বি জ্বালা; উত্তাপ। 'কোনোপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁকু নেই'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝাঁকুর [স. বর্ঝর] ১ বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সাঁজে কিল্লি-ঝাঁকুর বাজায়ে
কত করেছে তোমার স্তুতি আরাধনা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি পায়ের
মল বিশেষ। 'কেউ কিনিয়াছে নূতন ঝাঁকুর'। জঙ্গীম, ১৯৩৩।

ঝাঁকুরা [স. বর্ঝর] ১ বিণ বহুছিন্নবিশিষ্ট। 'ঝাঁকুরা চকে আমাকে ফাকি
দিতে পারবে না'। দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বিণ জীর্ণ বা পুরানো।
'ওদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁকুরা'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঝাঁকুরা চক [স. বর্ঝর+চোখ] বি অল্পতই অব্যবহার্য ধারায় অক্ষ
করে এমন চোখ। 'ঝাঁকুরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পারবে না'।
দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ঝাঁকুরাপারা [স. বর্ঝর+পা] বিণ ঝাঁকুরা হয়েছে এমন।
'ঝাঁকুরাপারা বন্ধ ... দেখিয়া কাদিয়ো না!'। নজরুল, ১৯২২।

ঝাঁকুরী [স. বর্ঝর] বি কাসার তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কাড়া নাকাড়া ও
ডঙ্কা-ঝাঁকুরী'। মশাররক, ১৮৮৫।

ঝাঁকানো [ঝাঁক] বিণ ঝাঁকুযুক্ত। 'আমার ও ঝাঁকানো কথা তনেও ...'।
নজরুল, ১৯২৭।

ঝাঁকালো, ঝাঁকাল [ঝাঁক] ১ বিণ উগ্র। 'অত্যন্ত ঝাঁকালো বুনে
আলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে'। রবীন্দ্র,
১৮৯১। ২ বিণ তীব্র। 'ঝাঁকাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙার
স্বর'। নজরুল, ১৯২৫।

ঝাঁকানি [স. বর্ঝরা] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'প্রদ্রব ঝাঁক হৈল কুমুম মৃদঙ্গ'।

বাহরাম, ১৬৫০।

বাঁবান [বাঁজ] > বি তীব্র তেজঃ; আঁচ। 'বৌদ্রের বিবম ঝাঁবে শুক ডোবা ফাটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বাঁবান [স বর্ধা] ১ বি ছিঁ। 'বাঁবা রোদ আকাশ জুড়ে, মাখাটার কাঁবরা ফুঁড়ে।' সুরমার, ১৯১৮। ২ বিণ বহুছিন্নবিশিষ্ট। 'বেদনার কাঁটায় কত ছিন্নিভি ক্রি রকম কাঁবরা হয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিণ দুর্বল। 'পরের দিন থেকে মাটির তলায়/ ভিত হয়েছে কাঁবরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বাঁবরি, **কাঁবরী** [স বর্ধা] ১ বি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'দুন্দুভির শব্দ অতি মোহোরি কাঁবরি তধি।' সুলতান, ১৭০০। 'সন্তস্রা বাঁবা বাঁশি পিনাক কাঁবরি।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি বহু ছিদ্রযুক্ত নল; শাওয়ার। 'কাঁবরি বুদিয়া দিয়া অকালে মনের সাথ মিটাইয়া স্নান করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাঁবা [স বর্ধা] বি বলায়কার অলঙ্কারবিশেষ। 'অধরোষ্ঠ বেড়িয়া সযম কাঁবা সনে ঘুঘুর পাইল অতি শোভে চরণে।' সুলতান, ১৭০০।

বাঁকা [ধন্য] ১ বি রোদের প্রচণ্ড উত্তাপের ভাব। 'চারটে সময় রোদুর কাঁকা করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি গভীর নিতরুণতা প্রকাশক ভাব। 'দুপুর বেলাকার নিতরুণতার কাঁকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি ক্লাবাবোধ। 'এখনই কান কাঁকা করতে শুরু করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

কাঁকানো [কাঁজ] > কি ক্রুদ্ধভাবে কথা বলা। 'এবার কাঁকিয়ে উঠল ...।' কায়সার, ১৯৬২।

কাঁকালো, **কাঁকাল** [কাঁজ] > ১ বিণ কাঁকবিশিষ্ট। 'নূতন প্রেমে নূতন বধু আগাগোড়া কেবল মধু, পুরাতনে অম্মমধুর একটুকু কাঁকালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ উগ্র; রাগাধিত। 'দুপুরবেলায় স্বামীকে কাঁকাল গলায় বলল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩। ৩ বিণ তাঁক। 'কির দাঁতগুলি ব্যাঘ্র কাঠির মতো, মুখমণ্ডল বড়োই কাঁকালো।' জগদান, ১৯৬৮। ৪ বিণ তীব্রতাপূর্ণ। 'পতাকা-শোভিত দ্রৌপদী-মুখর কাঁকালো মিছিল।' শ্যামসূর, ১৯৭২।

কাঁকি বি এক প্রকার জলজ গুল্ম। 'জলের ভিতরে কাঁকি।' শক্তি, ১৯৬৬।

কাঁট [স কাঁটি] ক্রিবিপ তাড়াহুড়ি। 'রাধা লঞা কাঁট বিনএ যাহা ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০।

কাঁট [স কাঁট] বি কাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা। 'উঠান কাঁট দিতেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

কাঁটপাট বি ঘর পরিষ্কার করা ও সাজানোর কাজ। 'কাঁটপাট দেওয়ার ধুম দেখে অনুমান করা যায়।' মনোজ, ১৯৬১।

কাঁটা [স কাঁট] বি যা দিয়ে কাঁট দেওয়া হয়; কাঁড়। 'বিঅনি চালুকাঁটা চোম গড়ে ছাড়া নাটা।' মুহুন্দ, ১৬০০।

কাঁটাপিটা, **কাঁটাপেটা** বি কাঁটা দিয়ে পেটানো। 'যে যায় তাহাসে স্বামী কাঁটাপিটা করে।' ভবানী, ১৮২৫। 'কাঁটাপেটা করে আসবো এখন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কাঁটারি বিণ কাঁটা সদৃশ। 'কাঁটারি মুণ্ডের কেশ দীর্ঘল লক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০।

কাঁটান [কাঁট] > বি কাঁড় দেওয়ার কাজ। 'ঘর কাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

কাঁটানো [কাঁট] > ১ কি কাঁটা দিয়ে প্রহার করা। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'গোড়ামুখীরে বেঁটিয়ে করিব সারা।' জগদান, ১৯৩০। ২ কি তাড়ানো। 'একবারে কাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায়

দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কাঁটিয়ে বেড়ানো কি খুঁজে বেড়ানো। 'পাত্র খুঁজতে দেশ বেঁটিয়ে বেড়াতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

কাঁটাল [স কাঁটি] বি ঘটাপারুল ফুল। 'ফুল তুলিবাক লাগিল কাঁটাল বনে।' বড়ু, ১৪৫০।

কাঁটি, **কাঁটা** [কাঁট] > ১ বি কাঁড়। 'কাঁটা আনি বোঝা একর করিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ঘর বাটা কাঁটি দেওয়া এবং ইঁক বৈঠক মাজা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি বিবাদ। 'অনেকরূপ ঝগড়াকাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

কাঁটি [স কাঁটি] বি গাছবিশেষ। 'টাঙুর কাঁটি কাটিল কাল্যা নোয়া।' মুহুন্দ, ১৬০০।

কাঁড় [স কাঁট] বি গুচ্ছ। এক কাঁড়ের বাঁশ — একজাতের লোক। 'এক কাঁড়ের বাঁশ।' মশাররফ, ১৮৯০।

কাঁড়ফুক [স কাঁট+ধন্য ফুক] বি ময়র বা সোয়া পড়ে ফু দেওয়া। 'তিনি গিয়ে কাঁড়ফুক করতে পারেন।' শ্যামসূর, ১৯৬২।

কাঁপ [স কাঁপ] বি লাফ। 'কাঁপ দিবে ঘনুর জলে।' বড়ু, ১৪৫০।

কাঁপ [প্রা কাঁপ] ১ বি দোকানের তুলে-রাখার দরজা। 'সারি সারি কাঁপতোলা দোকান।' বিজুতি, ১৯২৯। ২ বি দরজা। 'কেয়ার বা কাঁপ বাঁধিয়া ঘরের দরজা।' জলীম, ১৯৬৪।

কাঁপটা [ধন্য] বি বেগে ধাক্কা। 'চিটা বাঘ তাহার অভিনিকটে কাঁপটা ছাটয়া চলিয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৬৬।

কাঁপটা [প্রা কাঁপ] বি শ্রীলঙ্কের মাথার বোঁপাবিশেষ। 'সীতের ট্যাঁড়া সাজী, কাঁপটা ও ফিরিঙ্গি বোঁপার বেহেদ বাহার বেরিয়েছে।' হুতোম, ১৬৬১।

কাঁপটা কাটা কি বোঁপা বাঁধার সময়ে সিঁথি কেটে কানের দুই পাশে চুলের গুচ্ছ বুলিয়ে দেওয়া। 'কাঁপটাকাটা সহজ কর্ণ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

কাঁপতাল [কাঁপ+স তাল] বি (সংগীত) দশ মাত্রার তালবিশেষ। 'আমারদিগের সর্বোপে বিব্রত করিয়া খেমটা আড়োখেমটা চৌতাল কাঁপতাল বাজাইলে ছোলাল বলে না।' ভবানী, ১৮২৮।

কাঁপ, **কাঁপানো** [প্রা কাঁপ] ১ কি আচ্ছাদন করা। 'উরিহ অঙ্কল কাঁপি চঙ্কল আধ পয়োধর হেরে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি কাঁপ দেওয়া। 'লাফিয়ে কাঁপিয়ে লেজ নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ কি বন্ধ করা। 'ওঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার কাঁপি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ কি লুকিয়ে থাকা। 'কুখিয়া অধরদ্বারে/ কাঁপিতে চাহিলি তারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। **কাঁপএ** কি আচ্ছাদন করে। 'কাঁপএ সহস্র কোষ যাহার ছায়ায়।' অলাওল, ১৬৮০। **কাঁপল** কি আচ্ছাদন করলো। 'তাপর সাপিনি কাঁপল মোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **কাঁপাইয়া** কি আচ্ছাদিত হয়ে। 'পলাই রহিছে পাপী রেণু কাঁপাইয়া।' সুলতান, ১৭০০। **কাঁপি** কি আচ্ছাদিত করে। 'উরিহ অঙ্কল কাঁপি চঙ্কল আধ পয়োধর হেরে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **কাঁপিয়া** কি ঢেকে। 'কত প্রিয়তামে সাধু কাঁপিয়া বদনবিধু চলে রামা ভিতর মহল।' মুহুন্দ, ১৬০০।

কাঁপাকাঁপি [প্রা কাঁপ+কি] বি লাফালাফি। 'জলে কাদায় মাখামাখি কাঁপাকাঁপি করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কাঁপিয়ে পড়া কি প্রাপণে কিছু করা। 'যদি কাঁপিয়ে পড়ে কাজের মধ্যে।' বেগম, ১৯৪৭।

কাঁপা [প্রা কাঁপ] ১ বিণ পাতানো। 'নেয়াল করিয়া আট প্রথমে বিহায়

খাট তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপা। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ আছাদিত।
'আকারে সাকার ঝাঁপা মন সামান্যে কি যায় জানা।' লালন, ১৮৯০।

ঝাঁপানি [প্রা ঝম্প] বি সাপ খেলা দেখানোর মত। 'বাদ্য্য রোজা পড়য়ে
ঝাঁপান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝাঁপানি [প্রা ঝম্প] বি পাহাড়ের ওঠার উপযোগী পালকিবিশেষ।
'সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্বাস করিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঝাঁপানি [প্রা ঝম্প] বি পাহাড়ের ওঠার উপযোগী পালকি বা তুলি
বহনকারী। 'সেখানে ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্বাস করিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঝাঁপালো [প্রা ঝম্প] বিণ ডালপালায় বা লতাপাতায় ভরা; ঝোপদার।
'ওহার মুখে প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ।' বিজুিত, ১৯৩৮।

ঝাঁপি, ঝাঁপী [প্রা ঝম্প] ১ বি বাঁশ-বেতের তৈরি ঢাকনাযুক্ত পাত্র।
'সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বাঁশের
তৈরি কপাট। 'পথিপার্শ্বের দোকানগুলো ঝাঁপি বন্ধ করছে।' রশ্মিদ, ১৯৬৩।

ঝাঁপিটুপরি [প্রা ঝম্প] বি বন্য গুলিবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝাঁশ [প্রা ঝম্প] বি ঝাঁপ। 'ঝাঁশ দিয়া গোসল করম।' সুলতান, ১৭০০।

ঝাঁক [হি ঝাক] বি ঝাঁক। 'অগ্নি উড়ে ঝাক ঝাক।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ঝাঁকড়া [ঝাক] বিণ ঝাঁকড়া; কক্ষ ও উসকাথুসকো। 'বালল, ঝাঁকড়া
চুল, মুল্লপি বয়ে সরষে ডেল পড়ছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ঝাঁকনা [ঝাক] বি ঝোপঝাড়। 'আহুড় বিহড়ে চুটে ঝাঁট ঝাঁট ঝাঁকনা
গহন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝাঁকমারি [হি ঝক] বি ঝামেলা। 'রহুল বলে এ দুনিয়া মিছে ঝাঁকমারি
লালন, ১৮৯০।

ঝাঁকি জাল [প্রা ঝম্প+স জাল] বি হাত দিয়ে নিক্ষেপ করার মতো জাল।
'ঝাঁকি জাল আর খেপলা জাল লইয়া।' জসীম, ১৯৬৪।

ঝাঁকিঝুঁকি [প্রা ঝম্প] বি উকিঝুঁকি। 'আহুড়ে বিহড়ে কপি মারে
ঝাঁকিঝুঁকি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝাঁক্কারি [স ঝকার] ১ ক্রি ঝাঁকনি দেওয়া। 'ঝাঁক্কারিতে লাগিলেত্ত বহু
আলিঙ্গনা।' সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি বর্ণনা করা। 'ঝাঁক্কারত্ত
নবীরে আন্তার ফরমান।' সুলতান, ১৭০০। ঝাঁক্কারিবা ক্রি ঝাঁকনি
দিবে। 'ঝাঁক্কারিবা বাহুত ধরিয়া ঘন ঘন।' সুলতান, ১৭০০।

ঝাঁ চকচকে [ধন্যা] বিণ জাঁকজমকপূর্ণ। 'ঝাঁ চকচকে ফ্যাগি দোকান
ঝুল।' মুজতবা, ১৯৪৯।

ঝাঁজয় [স ঝর্ঝর] বি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'ঝাঁজর বাজয়ে ঘন ঘন।' বিজয়, ১৬৫০।

ঝাঁঝর [স ঝর্ঝর] বিণ ঝাঁঝরা; বহুহ্রস্বযুক্ত। 'ঝাঁঝর নাখ নৈল চারি
পাশেপাশী।' বড়, ১৪৫০।

ঝাঁঝরি [স ঝর্ঝর] বি পাছে জল ছিটানোর পাত্রবিশেষ। 'ঝাঁঝরিটা
হাতে নিয়ে সে ঝানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৭।

ঝাঁজনী [স ঝঞ্ঝা] বি ঝড়। 'কাল কাকোদর যেন ঝাঁজনীর শ্বাস।' আলোউদ্দিন, ১৮৬০।

ঝাঁট [স ঝাটতি] ১ ক্রিবিণ শীঘ্র; তাড়াহুড়ি। 'ঝাঁট করি দেহ মোরে সেই
নিজ পতি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি গণনা। 'রাশি রাশি রত্ন কত
ঝাঁট নাই যায়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঝাঁট দেখন বি ঝাঁট দেওয়া। ওগু, ১৭৮৫।

ঝাঁটারি বিণ ঝাঁকড়া। 'ঝাঁটারি মাথার কৌকড়া চুলে লেগেছে ঝড়কুটো।' জসীম, ১৯৩১।

ঝাঁটাই [স ঝাট] ক্রিবিণ দ্রুত। 'পুনি মক্কাদেশে নবী চলিলা ঝাঁটাই।' সুলতান, ১৭০০।

ঝাঁটাপারা [স ঝাট+স প্রায়] বিণ ঝাঁটার মতো। 'ঝাঁটাপারা দুটা গৌফ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝাঁটি [স ঝট] বি ঝাঁট। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝাঁটি [স ঝিটী] বি গুলি বিশেষ ও তার মূল। 'অশোক কিংকট ঝাঁটি জাতী
জুতি দুইবট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝাড় [স ঝাট] ১ বি ঝোপ। 'মিহে গিয়া জাল অড়ি ঝাড় মারে বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শাখাযুক্ত দীপাধার; ঝাড়বাতি। 'সুবর্ণের ঝাড়
জ্বলে ঝোল গথা বাড়ি।' রূপরাম, ১৭৫০।

ঝাড়ফানুস বি ঝাড়বাতি। 'ঝাড়ফানুসে মসজিদের অন্দর ও বারান্দা
আলোকময় এবং শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

ঝাড়বংশ [স ঝাট+স বংশ] বি বংশের সমস্ত লোক। 'মিছে সেই
বোকা নয় ঝাড়বংশে বোকা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ঝাড়বরদারী [ঝাড়+স বরদার] বি ঝাড়বাতি জ্বালানো-নিভানোর
কাজ। 'বাইলোকেরো তোমাকে ... ঝাড়বরদারী কর্য করিতে কহিয়া
থাকিবেক।' ডাবনী, ১৮২৮।

ঝাড়লটনি [ঝাড়+ই ল্যানটার্ন] বি ঝাড়বাতি। 'ঝাড় লটনি বাদ্য নাচ
ঝাড়ের আধিকা।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

ঝাড়লটনি [ঝাড়+ই ল্যানটার্ন] বি ঝাড়বাতি। 'ঝাড়লটনি ভাঙিয়া-
চুরিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঝাড় [স ঝাট] বি ঝাড় দেওয়া। ঝাড়পোচ [ঝাড়+স পুত] বি
ধূলবাগি মোহার কাজ। 'অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোচ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঝাড়পোষা [ঝাড়+স পুত] বি ধূলবাগি পরিষ্কারকরণ। 'বাইরের
বৈঠকখানায় ঝাড়পোছ করবার উপলক্ষে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঝাড়ফুঁক [ঝাড়+ধন্য ফুঁ] বি রোগ বা বিপদ থেকে মুক্তির আশায়
ধর্মীয় বচন পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার আচারবিশেষ। 'মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক,
কবচ-মাণ্ডলি।' নজরুল, ১৯২৭।

ঝাড়ুন [স ঝাট] ১ বি যা দিয়ে ধূলা ঝাড়া হয়; ঝাঁট। 'একটি ঝাড়ুন
নিয়ে জুড়িৎ রুম সাফ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি রুমাল।
'কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ুন ককেটে করে ... চুটতে
হবে।' বিজুিত, ১৯৩৭। ৩ বি নিগমানের কাণ্ডবিশেষ।
'জেলেনবোনা ঝাড়ুনের একটি কুর্ভা, আর পাঁচহাতি একখানি গামছা।' গ্রন্থ, ১৯৪১।

ঝাড়ী [ঝাড়] ১ ক্রি ঝালি করা। 'মহেশ ঝাড়িল মুলি চালু হইল
কথোতলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি চেলে পরিষ্কার করা। মানোএল,
১৭৪৩; 'চাঁটল ঝাড়িয়া কুঁড়া বাহিরকরণ।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ ক্রি
ঝাড়ফুঁক করা। 'তারো নি পারিবি বিষ নামাইতে ঝাড়িয়া।' মর্জুজ, ১৭৫০। ৪ ক্রি আঘাত করা। 'এক চোট কিল ঝাড়ুরে না কি?'
দীনবন্ধু, ১৮৭৩। ৫ ক্রি বলা। 'বড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ো।' বঙ্কিম,
১৮৮২। ৬ বিণ ঝুইয়েছে এমন। 'সর্ব্ব ধন নিল চোরে নেটেটি ঝাড়া
করলো আমারে।' লালন, ১৮৯০। ৭ ক্রি (ভাষা) প্রয়োগ করা। 'যদি
আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়ুন।' মুজতবা,
১৯৪৯।

ঝাড়ী [ঝাড়] ১ বিণ ঝাড়মোছা; পরিষ্কার। 'পগেকে দুই পোন পান

সেহ নহে ঝাড়া।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ২ বি ঝাকুনি। 'মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বিণ পুরো। 'ঝাড়া পনেরো বৎসর চুরি করেছেন।' প্রমথ, ১৯১৮।

ঝাড়া-ঝোড়া ক্রি খুলাবালি ইত্যাদি পরিষ্কার করা। 'ঝেড়ে-ঝেড়ে পরিষ্কার করে ...।' অবন, ১৯২৫।

ঝেড়ে কেশা ক্রি পরিষ্কার করা। 'স্বতনে ঝেড়ে ফেলা বসন হইতে প্রতি নিমেষের বত ধূলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঝাড়াঝাড়ি [ঝাড়>] বি বকুনি। 'দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি।' ভারত, ১৭৬০।

ঝাড়াঝাপটা [ঝাড়>+মু ঝাপটাও] ১ বিণ লজ্জা। 'লোহার শিকড়লোকে ভেঙেচুরে ঝাড়াঝাপটা করে ফেলতে পারে না।' জীবন, ১৯৩৩। ২ বিণ আমোলামুগ্ধ। 'আপনারা বেশ ঝাড়াঝাপটা থাকতে চান।' জীবন, ১৯৪৮।

ঝেড়েঝুড়ে ক্রিবিণ চটপট করে। 'অকিসারেরা ঝেড়েঝুড়ে টাইট হলেন।' সাদত, ১৯৬৭।

ঝাড়ান ঝোড়ান [ঝাড়>] বি ঝাড়ফুক। 'কত ঝাড়ান ঝোড়ান, সবধে পড়া, জল পড়া ও লক্সা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়।' হুতোম, ১৮৬১।

ঝাড়ানি [ঝাড়>] বি ঝাড়া দেওয়ার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঝাড়ু [সঝু>] বি ঝাটা। ম্যানেএল, ১৭৪০।

ঝাড়ু করা ক্রি পরিষ্কার করা। 'ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঝাড়ুখাকি [ঝাড়ু+খা>] বি ঝাড়ু দিয়ে পিটানোর উপযুক্ত যে (গালি)। 'তনবি নি, ঝাড়ুখাকি, পাছে পত্তাবি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঝাড়ুদার [ঝাড়ু+দা ক্রি] বি ঝাটা দেয় যে। 'আমি এখনও ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া বাইতে অনিচ্ছুক।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

ঝাড়ু দেওয়া ক্রি পরিষ্কার করা। 'রশ্মিহলে ঝাড়ু সিন্দা জ্ঞাত ফিরিতাএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ঝাড়ুবরদার [ঝাড়ু+ফা বরদার] বি ঝাটা দেয় যে। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঝাড়ুবর্দার [ঝাড়ু+ফা বরদার] বি ঝাটা দেয় যে। 'ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরঘর ঝেড়ে।' সুকুমার, ১৯২০।

ঝাড়ু মারা ১ ক্রি ঝাটা পেটা করা। 'তোরা মুখে ঝাড়ু মারেনি?' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বি অবজ্ঞা করা; কাজ হাড়া। 'ঝাড়ু মেরে জেলা কোটে চলে যাব।' সাদত, ১৯৬৭।

ঝাড়ে-মূলে [স ঝাট>+স মূল>] ক্রিবিণ সবতজ। 'ঝাড়েমূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঝাণবখান [পা খান+স ব্যাখান] বি ধ্যান ব্যাখান। 'কিতো রে ঝাণবখানে।' চর্চা ৩৪, ১২০০।

ঝাণা [মু] ১ বি নিশান। 'ঠাই ঠাই গাড়াইল ঝাণা ও নিশান।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি সৈন্যবাহিনীর পতাকা। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

ঝাণগাড়া বিণ নিশানবাহী বাঁশ পোতা। 'ফেরেব ফকিরের ধারা দরগা নিশান ঝাণগাড়া।' শালন, ১৮৯০।

ঝাণি [মু ঝাণা] বি ফেজটপির তালুতে চিকির মতো যে লেজ থাকে। 'তুর্কি ফেজের উপরের কাপো ঝাণিটা যেমন হিন্দুস্তানের ...।' নজরুল, ১৯৩১।

ঝাণু [পা খান] বিণ ঝানু। 'রহমান ঝাণু লোক: বাংলা না বুকেও বুজত।' মুক্তভাব, ১৯৬০।

ঝান [পা খান] বিণ মজবুত। 'জৌ ঝান-বাতা কৈল জৌয়ের ছিটনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝানকাট [পা খান+স কাটা] বি দরজার প্রান্তের কাঠ। 'বাছিয়া পাখর দিল বীর ঝানকাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝান-বাতা বি হাঁচার চেঁরা বাঁশের দীর্ঘ খণ্ড। 'জৌ ঝান-বাতা কৈল জৌয়ের ছিটনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝানু [পা খান] ১ বিণ পাকা। 'সে ঝানু হয়ে না গেলেও ডাশিয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ চালাক। 'বড় ঝানু মেয়ে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ঝাপ [প্রা ঝম্প] বি দরজা বা বেড়া। 'কাজির ঘরে ভাঙ্গা ঝাপ তাহা দিয়া সামাইল সাপ।' বিজয়, ১৬৫০।

ঝাপট [মু ঝাপটাও] ১ বি বৃষ্টির প্রবল আঘাত। 'বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি থাঙ্গা। 'লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বি পাখির পাখার আঘাত। 'পাখার ঝাপট দিন-রাত যাব তনে?' বিজু, ১৯৩৭।

ঝাপটা [মু ঝাপটাও] বি নারীদের মাথার অলংকার; ঝাপটা। 'তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঝাপটী, ঝাপটানো [মু ঝাপটাও] ১ ক্রি পাখা নাড়া দিয়ে শব্দ করা। 'শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রি ঝাপটা অর্থাৎ প্রবল আঘাত দেওয়া। 'ওঠে ঝাঙ্গা ঝাপটি দাপটি সুখটি।' নজরুল, ১৯২২।

ঝাপটী [মু ঝাপটাও] ১ বি জোরালো ছিটা। 'মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি হঠাৎ জোরে থাঙ্গা। 'কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দোলায়।' নজরুল, ১৯২২।

ঝাপড়া [হি ঝাংক] বিণ ঝাকড়া। 'মস্তবড় ঝাপড়া কামিনী গাছের ভেতর।' জীবন, ১৯৩২।

ঝাপতড়া [প্রা ঝম্প>] বি বাঁশের তৈরি কপাট বা ঘার। 'দোকানীরে ঝাপতড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জ্বল কচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১।

ঝাপশা [ঝাপ>] বিণ অস্পষ্ট। 'ঠাঙ্গা হাওয়ায় ঝাপশা আলোর বুকের মন্দিরে কোন এক নিস্তাপ মধুর আলো বাজছিল।' মল্লান, ১৯৬৮।

ঝাপসা [ঝাপ>] ১ বিণ আবহা। 'পাহাড়গুলোর উপরে মেঘ জমে ঝাপসা হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিণ অগোছালো। 'নিরুপস্থিত দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বিণ অরূপপূর্ণ হওয়ায় দৃষ্টি অস্পষ্ট। 'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ অকুট। 'গলার সূরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঝাপা [প্রা ঝম্প>] ক্রি ঢাকা; আবৃত করা। 'ঝাপি ক্রি ঢেকে।' 'সে গাতের মুখ চাপি রাবিসেন্ত পদে ঝাপি।' সুলতান, ১৭০০। 'ঝাপিয়া ক্রি আচ্ছাদন করে।' 'বিক্ত ঝাপিয়া লতা শুভি মনুহর।' মালার, ১৫০০। 'ঝাপিলেক ক্রি আবৃত করলো।' 'গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক।' বড়ু, ১৪৫০।

ঝাপা [প্রা ঝম্প] ক্রি ঝাপ দেওয়া। 'পাখ ফর তলেত ঝাপম।' সুলতান, ১৭০০।

ঝাপাই ঝোড়া বি গ্রাম্য রসিকতা। 'গ্রাম্য ইতর ভাষায় তাহার নাম ঝাপাই ঝোড়া।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ঝাপিনী [স ঝম্প] বিণ স্ত্রী ঝাপ দেয় এমন। 'সালন বলে রূপের করণ দরশনে রূপ ঝাপিনী।' শালন, ১৮৯০।

ঝাপুটে [ঝাপ>] ক্রিবিণ জাপটে। 'লাউসেন উলটে ধরিল ঝাপুটে।'

মনিরাম, ১৭৮১।

বাগ্নাতি [বাগ্না] বি জলে বাগ দেওয়ার খেলা। 'জলে রে যাইয়া লো বাগ্নাতি খেলাই' অবন, ১৯১৯।

বাগ্না [বাগ্না] বি অস্পষ্টতা। 'তখন সন্ধ্যার কালা কাটিয়া গিয়া ...' শরণ, ১৯১৭।

বাগ্না [হি বাগ্না] বি বাগর। 'তেজস্কর চুনী ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার বাবা চতুর্শার্ধে' রামরাম, ১৮০১।

বাবুক [হি বাগ্না] বি ঝাঁউ গাছ। 'উন্মীষ বাবুক জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীকার' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

বায়র [পা বায়ক] বিণ কালো; বায়র মতো মলিন। 'তনি পদ্মাবতী মুখ হইল বায়র' জালাওল, ১৬৮০।

বায়াম [পা বায়াম] বি অতিরিক্ত পেড়ানো ইট অথবা ইটের অংশ। ওর্গ, ১৮২২: 'ভাঙ্গা ইট ইহার মফিক বায়াম ...' কালগে, ১৭৭৭।

বায়োলা [হি বায়োলা] বি ঝঞ্ঝাট। 'ঝকি নেই, বায়োলা নেই, বেশ হিলাম' নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

বায়োলা [হি বায়োলা] ১ ক্রি আবৃত করা। 'ক্ষেনে চকু প্রকাশয় ক্ষেনে পুন বায়োলা' জালাওল, ১৬৮০। ২ ক্রি ঝাঁপিয়ে পড়া। 'আপন প্রভুর বুকের উপর বায়োলাইতে উদ্যত হইল।' ভারিণী, ১৮০৩: 'বায়োলা ক্রি চোখ বন্ধ করে।' 'ক্ষেনে চকু প্রকাশয় ক্ষেনে পুন বায়োলা' জালাওল, ১৬৮০।

বায়োলা [পা বায়োলা] বিণ প্রশস্ত; বিশাল। 'বুকতে বায়োলা ঢাল ফুল লোচন লাল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

বায়র [স বায়র] বিণ আলোকময়। 'পিন্দি অলঙ্কার পুরা এ বায়র পুরী চড়া' সুলতান, ১৭০০।

বায়রফুক [বাড়+ফুক] বি তুচ্ছতাক। 'কুহকীর বাড়ফুকে ডুবে গেছে মন' জীবন, ১৯৩২।

বায়রলঠন [বাড়+ই ল্যানটার্ন] বি বাড়বাতি; বাতির গছ। 'বায়রলঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটাপ পরিয়ে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বায়রা [স ধারা] বি বাগর। 'মুক্তার ব্যাৱা পাটখোপ দুই পাশে' বড়, ১৪৫০।

বায়রি [স ধারা] ১ বি জল রাখার বিশেষ পাত্র। 'তুফানরূপ ব্যারি ভরি হোয়ে কেল গান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'পুরিয়া সুগন্ধি ব্যারি কেহ লয়া জায় ব্যারি' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গাছে পানি দেওয়ার পাত্রবিশেষ। 'ভরি হয়ে ব্যারি এনেহ কি ব্যারি সেকেহ কি গুটি দুকুলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বি কিরণধারা। 'উষা আসে হাতে আলোকের ব্যারি' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বায়ল [স জ্বালা] ১ বি কটু বাদ। 'অমৃতনিদ্রক পঙ্কবিধ তিক্ত বায়েল' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'দিবে ভায় মরিচের বায়ল' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ বায়বুজ। 'চিড়ীয়ার বায়ল বাগা অমৃতের তার' ভারত, ১৭৬০: 'বুনে হইলে জ্বল একটু বায়ল হইয়া যায়' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি তেজ। 'অঁদের গায়ে মেয়েদের বায়ল আছে' নজরুল, ১৯২৭। ৪ বি কঠিন ব্যবহার। 'গিল্লির এরকম বায়ল ছাড়তে হয় মাথে মাথে' নজরুল, ১৯২৭। ৫ বি বেশি মরিচ দিয়ে রান্না করা ব্যঞ্জন। 'বায়লের বায় উপচে পেড়ে খোলে' মাহমুদ, ১৯৭০।

বায়লচচরি [বায়ল+চচরি] বি বায়লের চচড়ি। 'বায়লচচরি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্ডাভাত বাইতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বায়লচানা [বায়ল+স চনক] বি বায়ল-মেশানো ছোলা-ভাজা। 'বায়লচানা

হলেই চলবে।' জীবন, ১৯৩২।

বায়লছিটে [বায়ল] বি সামান্য পরিমাণ বায়ল। 'চানার ভাজায় বায়লছিটের মতো।' নজরুল, ১৯৩০।

বায়ল ঝাড়া ক্রি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা। 'মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর বায়ল ঝাড়িতেন।' বঙ্কিম, ১৮৭২: 'সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে বায়ল ঝাড়া। অর্থাৎ মনে জ্বালা ধরিলে আর-একজনকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বায়ল-মসলা বি বায়ল বাসের মসলা। 'জ্বলন্ত চুলিতে হাঁক-ডাক বায়ল-মসলা ও বরতর ভাষার ঘটু পকাইয়া খাইবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭: 'শুধু বায়লমসলার তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে লাগল।' হাসান, ১৯৭৪।

বায়ল মেটানো ক্রি উদ্মা প্রকাশ করে বস্তু লাভ। 'মনের বায়ল মেটোবার উদ্যয় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বায়লতা রাং [বায়ল+স রঙ্গ] বি বায়লাই করা টিন বা ধাতু। 'সারা গায়ে মোড়া বায়লতা রাং' নজরুল, ১৯৩০।

বায়লরা [স কলরা] ১ বি বজ্রাদির কুচিত বাড়ানো অংশ। ওর্গ, ১৭৮৫: 'কিবা তোমার কীর্তিবিহীন বায়লরা বলকলায়মান।' বঙ্কিম, ১৮৭২: 'দোশিত পাথার বায়লর মুদু মুদু নড়িতেছে।' মণারফ, ১৮৯০। ২ বি কার্যক্রমের তুলন্ত ও দোদুল্যমান অংশ। 'শাটিন বয়েতে সোনা রূপের টুট ও বায়লর দেওয়া।' দর্পণ, ১৮২০।

বায়লরওয়াল [স কলরা+ই ওয়াল] বিণ বায়লবিশিষ্ট। 'জরি-জহাজের বায়লরওয়াল দেড়-হাত দুই-হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বায়লর-বোলানো বিণ কার্যক্রমমতি কুচিত কাপড় বুনানো হয়েছে এমন। 'সামুতে-মোড়া বায়লর-বোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বায়লা, বায়লানো [বায়ল] ১ ক্রি নতুন করে পরিচিত হওয়া। 'নতুন গৃহিণীর সঙ্গে আলোপাতা একবার ব্যালিয়ে গেলে হয় না' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ ক্রি কাপন ধরানো। 'সমস্ত গ্যাঞ্জেটিক ড্যালি শীতে ব্যালিয়ে যায়' জীবন, ১৯৩৩। ৩ বি ঝন্ডা; সেতার বাজনার শেষ দিকে অত্যন্ত দ্রুত বাদন। 'শিরায় শিরায়ে সেতারের বালা' শামসুর, ১৯৬৬। ৪ ক্রি চর্চা করা। 'তরুণ কেউ প্রেমিক এসে নতুন গান বালাক' মাহমুদ, ১৯৬৬। ৫ ক্রি যাচাই করা। 'যা কিছু হোয়ে দেখেছি সবি ব্যালিয়ে' মাহমুদ, ১৯৭৩।

বায়লাই বি জোড়া লাগানোর কাজ। 'দেব-অংশের বায়লাই দিয়ে এর মেহখানা তৈরি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বায়লাপালা [স জ্বালা] ১ বিণ কর্ণবিদারী শব্দে অস্থির। 'শরীর হইল বায়লাপালা' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বিরক্তিকর শব্দের মাধ্যমে করা উপপাত। 'কী জন্যে এত প্রাতে মরিস ডেকে, এ যে বিষম জ্বালা বায়লাপালা' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়লাফালা [স জ্বালা] বিণ সব বিরক্ত। 'এমনি বায়লাফালা হয়ে বসে আছি' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়লি, বায়লী [মুজারি] ১ বি বেতের বুড়ি। 'সে সব সামগ্রী যত ব্যালিতে ভরিয়া' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'বাদ্যিয়ার বায়লী বয়ে ফিরি দেশে দেশে।' জঙ্গীম, ১৯৩৩। ২ বি বুলন খেলা। 'বায়লি খেলে চণী সহ সবিশণ' মাহমুদ, ১৬০০।

বায়লিআরজল [মু ব্যালি+স জলা] বি মরীচিকা। 'বায়লিআর জল মনে তখনে পালাইল' বড়, ১৪৫০।

ঝালোর [হি ঝল্লরী] বি বস্ত্র অথবা অলংকারের কারুকার্যময় ও মূলত অংশ। ওর্গ, ১৭৮২। ১ বালর

ঝি [স দুহিতা] ১ বি কন্যা। 'গোআলের বহু ঝি লইয়া জাইব আশে।' বড়, ১৪৫০; 'চৌষটি ছুগিনী মেলে যুদ্ধ কৈল তোমা কিএ দেখা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গৃহস্থালি কাজের জন্য নিমুক্ত নারী; পরিচারিকা। 'মনে কহে ঝি রাখবে?' গিরিশ, ১৮৮৯।

ঝি-গিরি [ঝি+গি] বি পরিচারিকার কাজ। 'ঘুটে দিয়ে ঝি-গিরি করে মরলাম।' মানিক, ১৯৩৭।

ঝি-বুত্তি [ঝি+স বুত্তি] বি পরিচারিকার কাজ। 'বাবুদের বাড়ির ঝি-বুত্তি করলে।' তারা, ১৯৪৬।

ঝিয়ের কাজ বি পরিচারিকার কাজ। 'মা নিজেদের অংশটায় ঝিয়ের কাজ করছেন।' তারা, ১৯৪৩।

ঝিঅর [স দুহিতা] বি কন্যা। 'সুন্দরার দিনে গো ঝিঅর করিব হবিস।' রামাই, ১৭১০।

ঝিআরি, ঝিআরি [স দুহিতা] বি ঝি; কন্যা। 'হয় তো গোআল ঝিআরি।' বড়, ১৪৫০; 'ঝিআরি বলিখা তাক করিল সম্মান।' রামাই, ১৭১০।

ঝিউ [স দুহিতা] বি কন্যা। 'তার ঝিউ হই তোর কেহে হেন চীত।' বড়, ১৪৫০।

ঝিউড়ি, ঝিউড়ী [স দুহিতা] বি কন্যা। 'লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।' ভারত, ১৭৬০; 'কি ঝিউড়ি, কি বউ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ঝিক [স শূ] বি চুলার উঁচু অংশ, যেখানে হাড়ি বসে। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঝিকা মারা, ঝিকে মারা [ধন্যা ঝিকা>] ১ ক্রি মাড় টানা। 'ঝিকে মারতে মাঝিদের কাল ঘাম ছুটেবে।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ ক্রি হেঁচকু টান দেওয়া। 'দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিকা মারিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঝিকুর [স কড়র] বি কাকর। 'তু-ধূলি ঝিকুর সব একত্রে করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঝিঝট খাঘাজ [হি ঝিঝটো+স জ্জ] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী ঝিঝট খাঘাজ - তাল আড়া ঠেকা।' মশায়রক, ১৮৬৯।

ঝিঝি [ধন্যা] ১ বি ঝিঝি শোকার দশ। 'ঘাসের মধ্যে ঝিঝি করে...'। রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি ঝিঝি লম্বক করে এমন পোকা। ওর্গ, ১৮৫৫; 'ঝিঝি পোকা ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ঝিঝি ধরা ক্রি ঝিম ঝিম করা। 'হাতে ঝিঝি ধরে যায়।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

ঝিঝিট [হি ঝিঝটো] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী ঝিঝিট।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ঝিক বি মাটির চুলার তিন চূড়া যার উপর হাড়ি বসানো হয়। 'কাঁচা মাটি আনিয়া গড়ি তিন ঝিক।' কেতকা, ১৬৫০।

ঝিক ঝিক [ধন্যা] ১ বি আলোর চঞ্চল দীপ্তি বা প্রভা প্রকাশ। 'একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারোখা ঝিক ঝিক করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ বলমল। 'এক-এক জায়গায় একটু-একটু স্বচ্ছ জল ঝিক ঝিক করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝিকটিক [ধন্যা] বি ঝিকিমিকি রং। 'গালের ঝিকটিকগুলো দেখা যাচ্ছিল না।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঝিকমিক [ধন্যা] বিণ বলমল। 'সে স্থানে তেজস্কর ঝিকমিক করে।' রামরায়, ১৮০১।

ঝিকা [ধন্যা] ক্রি বলমল করা। 'নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে আলোকে ঝিকিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝিকিয়া-ওঠা [ধন্যা ঝিকা>] বিণ বলমল করে এমন। 'আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘণ্টা কাঁপে পল্লীমেয়েদের/ যোমটায় গুচ্ছিত আলোকে...'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ঝিকিয়ে ওঠা ক্রি হেলেন্দুলে চলা। 'আঁশটে দুধরাজের মত ঝিকিয়ে উঠছে দোতালার ঘরে।' জীবন, ১৯৪৮।

ঝিকিঝিকা [ধন্যা] বি উজ্জ্বল। 'গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঝিকমিকানি [ধন্যা ঝিকমিক>] বি ঝিকমিক করার ভাব। 'সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে ভোজালির বলসানির মত।' জীবন, ১৯৪৮।

ঝিকমিকি [ধন্যা ঝিকমিক>] বি উজ্জ্বলতা। 'রাধিকার রক্ত-অলংকারের ঝিকমিকি।' অবন, ১৯২৫।

ঝিকিমিকি, ঝিকিমিকী [ধন্যা ঝিকমিক] ১ বি উজ্জ্বলতা। 'কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি।' জ্ঞান, ১৬০০। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'কহিতে সোনার হার করে ঝিকিমিকী।' মুকুন্দ, ১৬০০। বি বলমল। 'সায়ারুকিরণ জলে করিত গো ঝিকিমিক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। বিণ বলমলে। 'মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে... ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ঝিঙা, ঝিঙে [মু ঝিঙা, স ঝিঙক] বি সবজি বিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ঝিঙা ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙা ছল ফুকিবে শিলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'ঝিঙে ফুল। ঝিঙে ফুল।' নজরুল, ১৯২৬; 'ঘরের ওধারে জালায় সারি ঝিঙা ও সিমের লতা।' জসীম, ১৯৫১।

ঝিঙে ফুল বি ঝিঙে লতার ফুল। 'সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল।' নজরুল, ১৯২৬।

ঝিঙুর [হি] বি ঝিঝি পোকা। 'ঝিঙুরে শিখিনী ডেক পাণিয়ার রোলে।' আলাওল, ১৬৮০।

ঝিঙা [মু ঝিঙা, স ঝিঙক] বি সবজিবিশেষ। 'নারিকেল দিয়া রাঙ্কিলেক ঝিঙা।' বিজয়, ১৬০০; 'ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙা ছল তখনি ফুকিবে শিলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঝিঙে [স ঝিঙী] বি ঝিঝি। 'পাও ঝিঙে হইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

ঝিঙে [মু ঝিঙা, স ঝিঙক] বি সবজিবিশেষ। 'ঝিঙে লাউ কুমড়োর পুল।' ওয়ায়দুহা, ১৮৭৪।

ঝিঙি [স ঝিঙী] ১ বি ঝিঝি পোকা। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ নিদ্রিত; জড়। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝিটি [স ঝিটি] বি গুল্ম বিশেষ। 'আহুড়ি বিহুড়ে চুপে ঝাউ ঝিটি বাকনা গহন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝিট্টা [স] বি ঝাটি ফুল বা গাছ। 'কিংখত দাড়কী ঝিট্টা তোলে মুচকুন্দ।' রামখন্দা, ১৭৮০।

ঝিনই, ঝিনাই [স গুচ্ছিত] বি ঝিনুক। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝিনঝিন [ধন্যা] ১ বি অব্যাহত ঝিনঝিন শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি রক্ত চলাচল বন্ধের কারণে কোনো প্রত্যঙ্গের ঝিমঝিম অনুভূতি। 'কোমর টন টন করছে, পা ঝিন ঝিন করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি সেতারের ধ্বনি। 'ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমনকল্যাণ বাজিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঝিনি ঝিনি [ধন্যা] ১ বি স্তম্ভার ধ্বনি। 'চলেছে গোকার গাড়ি, ঝিনি ঝিনি খটা তারি বাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি সেতারের ধ্বনি। 'ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমনকল্যাণ বাজিতে লাগিল।' রবীন্দ্র,

১৯০৭। ৩ বি বিকি পোকার ডাক। 'বিল্লির বিমান-বিনিবিনি/ শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে।' নজরুল, ১৯২৪।

বিনুক [স তকি] ১ বি শামুকের মতো শক্ত খোশা বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী; তকি। ওয়া, ১৭৮৫; 'সমুদ্রের তলদেশে, স্থানে স্থানে একজাতীয় বড় তকি বা বিনুক আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি বাতুনির্গত বিনুকাকৃতি চামচ। 'দুধ খাওয়াইবার পিতলের বিনুকটি তুলিয়া রাখিয়াছিল।' মানিক, ১৯৪০। ৩ বিণ সামান্য পরিমাণ। 'গুড় মোর দুধ পায় নাই এক বিনুক।' নজরুল, ১৯৪১।

বিনুকবাটি [স তকি+স বাটি] বি শিশুদের খাওয়ানোর কাজে ব্যবহৃত বিনুকের তৈরি বাটি। 'দোলা, চুঁচিকাটি, বিনুকবাটি, মাঘের কোল ...।' বিকৃতি, ১৯৩১।

বিম [ধন্যা] বি ক্লান্তিজনিত অবসন্নতা। 'বিম ছাড়ি মন আর কাজেত না যাএ।' সুলতান, ১৭০০।

বিমকিনি [ধন্যা বিম>] বি বিমানি। 'এক একবার বিমকিনি ভাঙলে মনে ককেন যেন উড়ি।' হেতুম, ১৮৬১।

বিম বিম [ধন্যা] ১ বি নেশাদ্রব্য গ্রহণের ফলে আচ্ছন্নতার অব। 'বিম বিম ভুম ভুম ভুম ... মাথা ঢলছে, বকুটার হাত নাও।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি শিরণ নির্দেশক অনুকৃতি। 'মানসম্মত যা-কিছু ছিল সমস্ত যেন বিম বিম করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ বি নুপুরের শব্দ। 'বিমবিম রিমবিম - রিমিরিমি রিম বিম বাজে পাইজোর।' নজরুল, ১৯২৪।

বিমধরা বিণ বিম মেরে থাকে এমন। 'বিমধরা রেলগাড়ি সর্পিলা গতিতে এসে পৌছয়।' ওয়াহা, ১৯৪৮।

বিমবিমানি [ধন্যা বিম>] বি দুর্বলতা বা মানসিক চাপে সৃষ্ট এক ধরনের শারীরিক অবস্থা। 'মাথার বিমবিমানি বাড়িয়া গিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৯।

বিমভ্র [ধন্যা বিম>] বিণ ঘূমের আবেশে চুলছে এমন। 'বিমভ্রনের আকাশ আমার হয়েছে তন্ত্রাতুরা, বিমভ্র।' ফররুখ, ১৯৪৬।

বিমমারা বিণ বিমিয়ে আছে এমন; নিস্তব্ধ। 'দুপাশে বিমমারা ঘর বাড়ী, দলহজি।' হাকিজুর, ১৯৫৩।

বিমানি [ধন্যা বিম>] বিণ ক্লান্তিপূর্ণ। 'বিল্লির বিমানি-বিনিবিনি/ শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে।' নজরুল, ১৯২৪।

বিমায়িত বিণ বিমোচ্ছে এমন। 'নিদ্রিত সভাপতি ও বিমায়িত সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ।' মনসুর, ১৯৩৫।

বিমি বিমি [ধন্যা বিম>] বিণ রাতের নিস্তব্ধতায় যে শব্দ শোনা যায় তেমন। 'চাঁদের আলোয় গুজ তনু, বিমি বিমি গীত।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বিমিক বিম [ধন্যা বিম>] বি নাচের তাল। 'বিমিক বিম বিমিক বিম।' নজরুল, ১৯২৩।

বিমুনি [ধন্যা বিম>] বি ঘূমের আবেশে চুল্লি। 'আমাদের সুখ বিমুনিত।' প্রমথ, ১৯০২।

বিমুনো [ধন্যা বিম>] ক্রি নেশা বা তন্দ্রার আবেশে চোখ বন্ধ করে তোলা। 'আমি বসে থাকি।' শরীর বিমুনো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বিমা, বিমানো [ধন্যা বিম>] ১ ক্রি ঘূমে চলে পড়া। 'বিমাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি বি ধরা; বিল ধরা। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রি মাথা ঘোরা। ওয়া, ১৭৮৫। ৪ ক্রি ঘুরা। 'হিমের রাতে আমরা জাগি আমরা কতু বিমাই নে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বিণ ঘুম ধরিয়ে দেয় এমন। 'একটা বিমানো সুর এসে কানে

ফিসফিস করে।' শামসুল, ১৯৬২। বিমে ক্রি ক্লান্তিতে অবসন্ন থাকে। 'ঝরিয়া রাখই মন বিমে অনুক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০।

বিমিয়ে দেওয়া ক্রি বিগ্রাম দেওয়া। 'চলব সারারাত, মাঝে মাঝে নেব বিমিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিমিয়ে-পড়া বিণ ভ্রমিত। 'এ জায়গাটা বিমিয়ে-পড়া ঝাপসা চেতনার দেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিয়ারি, বিয়ারী [স দুহিতা] বি কন্যা। 'রাজার বিয়ারী বয়সে কিশোরী।' চিট্রা, ১৬০০; 'কোন রাজসের পুরে ঘুমাইত রাজার বিয়ারী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিরবির [ধন্যা] ১ বি বৃষ্টি পড়ার শব্দ। 'ধন্যাত্মক শব্দ ঝিকঝিক ঝিকমিক ঝিকমিক ঝিনঝিন বিরবির ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি ধীরগতিতে জল প্রবাহিত হওয়ার শব্দ। 'একটুখানি জল বির বির করে বয়ে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বিরবিরে [ধন্যা বিরবির>] বিণ মৃদু বেগে প্রবাহিত। 'সকাল বেলাকার এই বিরবিরে বাতাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিরি বিরি [ধন্যা] ১ ক্রিবিণ বিরবির শব্দ করে। 'তাই বুক বুক খিরি খিরি নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রিবিণ বিরবির করে। 'কাঁপে বিরিবিরি বাতাসের শাড়ি।' নীরেন, ১৯৫০। ৩ বিণ মৃদুমন্দ বেগে বাতাস প্রবাহিত হয় এমন। 'বিরিবিরি ফাল্গুনের পরে বৈশাখের সুখের শিখর।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

বিল [ক্রিবিলা] বি জলাশয়। মানোএল, ১৭৪৩; 'বিল হইতে জলসেচনের চক্সা ...।' দর্পণ, ১৮৩৫।

বিলবিল [প্রা বিল্ল+স বিলা] বি বিল ও বিল। 'নদীনে, বিলবিল হুদে, মাছ ধরে খায় মালা জলে।' ওয়া, ১৮৫৮।

বিলকানো [ধন্যা বিল>] ক্রি বিলিক দেওয়া। 'তবু তার আত্মলের পঙ্কদ্বার বন্ধিম ভঙ্গিতে বিদ্যাতা বিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ।' শব্দ, ১৯৫৫; 'এ হৃদয় যেন বিলকিয়ে কখনো উঠতে চায়।' মাহমুদ, ১৯৬৫।

বিলম বি কাশীরের নদীবিশেষ। 'সন্ধ্যারাগে বিলিমিলি বিলমের স্রোতখানি বাকা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বিলমিল [ধন্যা] ১ বি জানালার ঝড়খড়ি। 'বিলমিল শারি কে ডাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে।' বন্ধিম, ১৮৭৮। ২ ক্রি বিলমিল করে ওঠা। 'রোদ উঠেছে বিলমিলিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বিলিমিলি বি জানালার ঝড়খড়ি। 'তোমার বাতায়নের বিলিমিলি খুলে রেখো।' নজরুল, ১৯৩০।

বিলিমিলি [ধন্যা] ১ বি উজ্জ্বলতা প্রকাশক ভাব। 'বিলিমিলি করে পাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ বিলবিল করে এমন। 'সন্ধ্যারাগে বিলিমিলি বিলমের স্রোতখানি বাকা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বিলিক [স বলক] বি চমক; বলক। 'সূর্য যোথায় অস্তে নামে বিলিক মারে মেঘে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বিলিক-দেওয়া বিণ বিলিক দিয়ে ওঠে এমন। 'বিলিক-দেওয়া বাখা।' মানিক, ১৯৩৬।

বিলিক মিলিক বি বিলিমিলি। 'কোন সাগরের বিলিক মিলিক।' জয়ী, ১৯৪৯।

বিলিক হানা ক্রি যুদ্ধের জন্যে আলোতে চোখ রাখিয়ে দেওয়া। 'বিলিক হানে চোখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিল্লি, বিল্টী [স] বি বিকি পোকা। 'বিল্লিরবে একমস্ত জপিতেছে তাপসিনী নিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিক্তিব্যংকত [স] বিণ বিকি পোকার শব্দে মুখরিত। 'বিক্তিব্যংকত রাত'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিক্তিব্যকৃত [স] বিণ বিকি পোকার শব্দে মুখরিত। 'বিক্তিব্যকৃত নিশীথে পথে যেতে বাশরিতে শেষ গান পাঠাও'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিক্তিবনক [স] বিণ বিকি পোকার শব্দবিশিষ্ট। 'আষাঢ়ের বিক্তিবনক রাতে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বিক্তিধ্বনি [স] বি বিকি পোকার শব্দ। 'কেবল বিক্তিধ্বনি শোনা যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিক্তিমন্ত্র [স] বি বিকি পোকার শব্দ। 'বিক্তিমন্ত্রে তন্ত্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিক্তিমন্ত্রিত [স] বিণ বিকি পোকার শব্দে মুখরিত। 'বিক্তিমন্ত্রিত খন্দোয়াখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিক্তিমুখর, বিক্টিমুখর [স] বিণ বিকি পোকার শব্দে মুখরিত। 'বিক্টিমুখর পল্লভবন'। সত্যেন্দ্র, ১৯১১; 'বিক্তিমুখর বেণুধীকার ছায়ে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিক্তিরক্ত [স] বি চামড়ার পাতলা আরবের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ থাকে। 'অসংখ্য বিক্তিরক্তে যাদের গোপন বাসর'। কায়সার, ১৯৬২।

বিক্তিরব [স] বি বিকি পোকার শব্দের মতো একটানা ধ্বনি। 'বিক্তিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিক্তিশব্দ [স] বি বিকি পোকার শব্দ। 'বিক্তিশব্দে তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিতে সঘনে বীণার তঞ্জীর মতো'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিক্তিশব্দ [স] বি বিকি পোকার শব্দ। 'পাখি-গান নাই, আছে বিক্তিশব্দ'। রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

বিকি [স] বিকি বিকি পোকা। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝী [স] দুহিতা বি কন্যা; দুহিতা। 'আর জাইতে না পাইবে গোপালীর ঝী'। বড়ু, ১৪৫০।

ঝুঁকা [স] বি ঝুঁকা বিপণি পড়া। 'একবারে ঝুঁকে পড়ে কুক্ষর সর্বস্ব'। গরীব, ১৭৬৫। ২ ক্রি হেলা। 'পাহাড় সমুদ্রের জলের উপর খুব ঝুঁকে পড়েছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঝুকিয়া পড়া ক্রি আকৃষ্ট হওয়া। 'শ্রীমতি ... দিকে, কাজেই, ঝুকিয়া পড়িলাম'। মাহেনও, ১৯৪৯।

ঝুকি [স] বিকি ১ বি ভার; দায়িত্ব। 'কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরীক্ষার ঝুকি লইলেক না'। তারিণী, ১৮০৩। ২ বি তত্ত্বাবধান। 'দর্পণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুকিতেই ঘোলা বহুরেরও অধিক হইল'। দর্পণ, ১৮৪৪।

ঝুকী [স] বিকি বি বিপদের আশঙ্কা থাকা। ওগু, ১৭৮২।

ঝুটা [স] জুটা বি ঝুটি। 'সক্রেম্ব তপলোক ব্যাপিলেক ঝুটা'। মালাধর, ১৫০০।

ঝুটান, ঝুটো [স] জুটা ১ বি মিথ্যা। 'ঝুটা'। ডবানী, ১৮২৩। ২ বিণ নকল। 'পুখিরীর ছোটো এবং বড়ো, খাঁটি এবং ঝুটা, সমস্ত বড়োড়ের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঝুটি [স] জুটা ১ বি খোপা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি চুড়া ক'রে বাঁধা চুল। 'ঝুটি চুল দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ করে দিলে'। রবীন্দ্র, ১৯৬১। ৩ বি মুদ্রার মুখের কাছের পাত্রের চহ। 'মুদ্রার ঝুটি কুলিয়ে নাকে'। সুকুমার, ১৯২০। ৪ বি মাথায় গজানো মাংসপিণ্ডবিশেষ। 'লাল ঝুটিওয়ালা মুরগিটা'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

ঝুটিওয়ালা বিণ ঝুটিমুক্ত। 'লাল ঝুটিওয়ালা মুরগিটা'। ওয়ালী,

১৯৪৮।

ঝুটো দ্র ঝুটা

ঝুটোপুটি [স] বি ঝোটা। 'বি বামেলা'। 'তার পর থেকে ঝুটোপুটি চলল'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঝুড়ি [স] বি ঝুপড়া বি কুটির। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝুট [স] বি মিথ্যা কথা। 'পাপলাই না করিহ না ছাড়িহ ঝুট'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঝুটবাত [স] বি মিথ্যা কথা। 'ওফাত হয়েছে? ঝুটবাত! আলবত!'। নজরুল, ১৯২৮।

ঝুটমুট ক্রিবিণ মিছামিছি। 'ঝুটমুট ক্যান চইলা যান, তনশেন না তা!'। মাহেনও, ১৯৪৯।

ঝুটা, ঝুটো [স] ১ বি উজ্জিষ্ট খাবার। 'বৈষ্ণবের ঝুটা বাও ছাড়ি ঘৃণা লাগে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মিথ্যা। 'মেরস, ১৭৫৭; 'কন্যা কালে জ্যোদা জাহির করি ঝুটা'। হ্যাগহেড, ১৭৭২; 'যে কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না কিংবা ঝুটো বলে জানেন'। প্রমথ, ১৯০৫। ৩ বিণ নকল; আসল নয় এমন। 'প্রলাপ আসল ও ঝুটা'। ক্যানসে, ১৭৮৪; 'টাকা দিতে চায় না, কে নাকি বলেছে ঝুটো গহনা'। গিরিশ, ১৮৮৯।

ঝুটা [স] জুটা বি চুলের বেণী; খোপা। 'ঝুটা মুকুতার লতা শোলক সহিত'। ভবানী, ১৮২৫।

ঝুটপুটি, ঝুটোপুটি [স] জুটা ১ বি চুলচালি; তর্কাতর্কি। 'সমাজে ঝুটপুটি কলে মাঝে-মাঝে ঝুটোপুটি বাধিয়া যায়'। রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ জাপটাজাপটপূর্ণ। 'তার সঙ্গে একবারে ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঝুটো দ্র ঝুটা

ঝুটা [স] জুটা বিণ মিথ্যা। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝুড়ি [স] জুড়ি বি বাঁশ বা বেতের তৈরি পাত্র। 'হাখে নড়ি কাখে বুড়ি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝুড়ি বুড়ি [স] জুড়ি বিণ গুচর। 'আমরা বুড়ি বুড়ি মিথ্যা কথা কহি ...'। প্যাগী, ১৮৫৮।

ঝুড়ি বি গালা। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝুড়েন [স] জুড়ি বি ঝোটা। মানোএল, ১৭৪৩।

ঝুণা [স] জুণা বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এতদোর নাম হচ্ছে ঝুণা, রঙ, সরকারে আলী, খাসা, সবনাম'। মাহেনও, ১৯৪৯।

ঝুণা [স] জুণা বিণ সূক্ষ্ম। 'ঝুণা শব্দটা এসেছে হিন্দী ঝিণা থেকে'। মাহেনও, ১৯৪৯।

ঝুণি বি ঝুটি। 'দেখছ নেড়ে ঝুণি ধরে বাচা কেমন চটপটে'। সুকুমার, ১৯১৮।

ঝুনঝুন [ধন্য] বি ধাতব পদার্থে ঠোকা লাগার শব্দ। 'প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে টুটোয় ঝুন ঝুন চলছেই'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঝুনঝুনি [ধন্য] ঝুনঝুনি ১ বি নুপুরের মতো ঝুন ঝুন শব্দ। 'যে পথে পলায় শশকরা তনি ঝরনার ঝুনঝুনি'। নজরুল, ১৯২৯। ২ বি ঝুনঝুন শব্দ করে এমন ঘণ্টি। 'রাস্তায় যেরি অলা একটা হেলায় পিচিচ-পেলায় মোকান সাজিয়ে ঝুনঝুনি বাজিয়ে চলছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ঝুনা, ঝুনা [স] জুণা ১ বিণ (নারকেলের বেলায়) পাকা। 'মাকড়ের

হাথে যেক খুরা নারীকল।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ মানসিকভাবে পরিশক্ত। 'আমার এ খুরো মাথায় বিনুর দন্তফুট করবার জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ বয়স্ক। 'অত্যন্ত ঝাঁপালো খুরো আয়েলো-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বিণ পুরানো। 'একটা খুরো বাসার দরজায় রক্তা নাড়তে ...' ওয়ালী, ১৯৪২।

খুপ [ধন্য] বি দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'খুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

খুপঝাপ [ধন্য] ১ বিণ কঠিন বস্ত্র জলে পড়ার ভাবপ্রকাশক। 'পাড় ভাজার অবিশ্রাম খুপঝাপ শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ ক্রিবিণ খুপঝাপ শব্দ করে। 'কত বড়ো পাখরের চাপ জলে ঝসে পড়ে খুপঝাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

খুপ খুপ [ধন্য] ১ ক্রিবিণ অব্যাহত খুপ শব্দ করে। 'খুপ খুপ জলের উপরে মাছ তোলে।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বিণ খুপ খুপ ভাবপ্রকাশক। 'খুপ-খুপ শব্দ আর বরবর পাচা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি পানিতে মাটি ভেঙে পড়ার শব্দ। 'নদীর তীরে স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই খুপ খুপ করে মাটি ঝসে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি পানিতে ক্রমাগত ডুবাব শব্দ। 'খুপ খুপ করিয়া দ্রুতবেগে কতগুলো ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

খুপখুপিয়ে ক্রিবিণ খুপখুপ শব্দ করে। 'খুপখুপিয়ে বৃষ্টি যখন/বাশের বনে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

খুপগি [প্রা খুপুগা] বি কোণ। 'নদীতীরে খুপগি হইয়া থাকে গোলগাছের সবুজ সারিও ...' বিজুতি, ১৯৩১।

খুপড়ি [প্রা খুপুডা] বি ছোটো ঘর। 'খুপড়ি বাকিরা এক পাশে।' মুকুল, ১৬০০।

খুপড়ি ঘর বি এক ধরনের কুঁড়েঘর। 'এক নেকড়িয়া এক খুপড়ি ঘরের ভিতর ...' তারিণী, ১৮০৩।

খুপের [প্রা খুপুগা] বি খুপড়ি; ডালপালা, লতাপাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘর। 'ঘরতো নয় খুপরি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

খুপসি [প্রা খুপুগা] ১ বি খুপড়ি। 'খুপসির ভিতরে, অন্যান্য নৌকের কাছে, জলের গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি পোটলা। 'ভিজিয়া খুপসি হইতেছে।' বিজুতি, ১৯০৮। ৩ বি গাছবিশেষ। 'খুপসি গাছের ডাল।' বিজুতি, ১৯০৮।

খুপসি অন্ধকার [প্রা খুপুগা+স অন্ধকার] বি যোর অন্ধকার। 'শিশুস্বাস্থ্যশালের তলায় খুপসি অন্ধকারে শুকনো পাভার ওরা একটা সর-সর শব্দ তনতে পেল।' সুনীল, ১৯৭০।

খুপি [প্রা খুপুগা] বি তুর্পনির্মিত কুটির। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুপ্পা বি খুটি। 'কাল খুপ্পাটি হাওয়ায় উড়িতেছে।' মনসুর, ১৯৫৩।

খুবড়ি [প্রা খুপুগা] বি কুটির। ওর্গা, ১৭৮৫।

খুমক [ধন্য] বি খুমুর। 'হাসি খেলি সকলে খুমক গায় গীত।' জলাওল, ১৬৮০।

খুমকা, খুমকো [ধন্য] ১ বি খুমকা ফলের মতো কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'তাবিল, বাবু, স্বর্ণ, পঙ্কজির, পাসা, খুমকা, ইত্যাদি পড়েন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি ফল্টার মতো দেলায়মান এক প্রকার ফল। 'কুটিরেতে বেড়ার পরে দোলে খুমকালতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'আপন রং ঘুচাল খুমকালতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

খুমকালতা, খুমকোলতা [ধন্য] খুমকা+স লতা। বি খুমকো ফলের লতা। 'কুটিরেতে বেড়ার পরে দোলে খুমকালতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'আপন রং ঘুচাল খুমকোলতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

খুমকো-জবা [ধন্য] খুমকা+স জবা। বি খুমকা ফলের আকৃতিবিশিষ্ট জবা ফল। 'খুমকো-জবা দেলায় দুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

খুমকি [ধন্য] খুম+বি। বি খুমখুমি। 'তালিবন খুমকি বাজার।' নজরুল, ১৯২৮।

খুমখুম [ধন্য] ১ বি বৃষ্টি পড়ার শব্দ। 'ধন্যাত্মক শব্দ ... বিরতির খুনখুন খুপখুপ খুমখুম।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি নৃপূরের পুনঃপুন ধনি। 'খুম খুম খুমরা নাচ নেচে কে এল গো।' নজরুল, ১৯৩৫। ৩ ক্রিবিণ খুমখুম শব্দ করে। 'রানার ছুঁচে তাই খুমখুম ঘণ্টা বাজছে রাতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

খুমখুমি [ধন্য] খুমখুম+বি। ১ বি নদীবিশেষ। 'ধাইল খুমখুমি করিয়া দামাদামী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শব্দ করে এমন খেলনাবিশেষ। 'খুমখুমি বাজিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

খুমখুমিয়ে [ধন্য] খুমখুম+বি। ক্রিবিণ খুমখুম করে। 'নিশ্চিন্ত রাত খুমখুমিয়ে আর্তনাদের বর্ণা এল ছুটে।' শম্ভু, ১৯৫৫।

খুমরা নাচ [ধন্য] খুমুর+নাচ। বি খুমুর নাচ। 'খুম খুম খুমরা নাচ নেচে কে এল গো।' নজরুল, ১৯৩৫।

খুমরো [মু কোলা] বিণ খুলন্ত। 'খুমরো বটের বুরি মোদের খুলনের কোলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

খুমা [মু কোলা] বি কোলা। 'পাতুর চাঁদ মুমিছে গগন কোশে।' জসীম, ১৯৩৩।

খুমকা খুমা [ধন্য] বি খুমকো ফলের মতো কানের অলঙ্কার। 'খুমকা সোনার কোঁড়া।' মের্স, ১৭৬২।

খুমুর [ধন্য] ১ বি নাচ যোগে পরিবেশিত সংগীত-বিশেষ। 'খুমুরের গীত গায়, বেহালা বাজায়।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি নাচ। 'মনটা খুমুর দিয়ে ওঠে।' জীবন, ১৯৪৮। ৩ বি নৃপূর। 'কার্ত্তিবিড়ালের পায়ে খুমুর।' ওয়ালী, ১৯৬২।

খুমুর খুমুর [ধন্য] বি নৃপূরের শব্দ। 'শিরীষের পাতায় নৃপূর/বাজে তার খুমুর খুমুর।' নজরুল, ১৯৩৩।

খুমুরের দল বি খুমুর নৃত্যের দল। 'দলটি একটি খুমুরের দল।' তারা, ১৯৪২।

খুরখুর [ধন্য] ১ বি মৃদু। 'নারকেল-পাতার খুরখুর কাঁপনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ক্রমাগত পড়ার মৃদু শব্দ। 'ফলের বনে ফল খুর খুর করে।' জসীম, ১৯৩৩। ৩ বি ছোটো কিছু পড়ার ভাব। 'খুরখুর করে, ভাল থেকে নাড়া পেয়ে আরো কত শিউলি যে ছড়িয়ে পড়ত।' শামসুল, ১৯৫৭।

খুরখুরে বিণ জীর্ণ। 'খুরখুরে প'ড়ো ঘরে থরথরে বুড়ী।' সূকুমার, ১৯১৮।

খুরন [স ক্ষর+] বি ক্রন্দন। মনোএল, ১৭৪৩।

খুরা [স ক্ষর+] ১ ক্রি কান্না করা। 'একসরী খুরো মো কদমতলে বসী।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বরা। 'দুই ভুল হস্তে বিন্দু বুরিতে লাগিল।' জলাওল, ১৬৮০। ৩ ক্রি ঝরে পড়া। 'এসো গো হৃদয়ে এসো, খুরিছে হেথায় লাজরক লালসার রাজা শতদল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। বুরি ক্রি কান্না করি। 'আমি বুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে।' মুরারি, ১৫৭০। খুরিরা ক্রিবিণ খুরিয়ে। 'খুরিয়া খুরিয়া কান্দে।' হিচকী, ১৬০০। খুরে ১ ক্রি করে। 'মধুরার নামে প্রাণ খুরে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি করে। 'ভেদ-পরিচয় দেয় না আমার ওই খেদে খুরে আঁখি।' লালন, ১৮৯০। খুরো ক্রি অশ্রু বর্ষণ করি; কান্না করি। 'একসরী খুরো মো কদমতলে বসী।' বড়, ১৪৫০। খুরা ক্রি

দূরছে। 'মূর্তি দেখায়া সদাই মদন সুত্রা মরে।' মানিকরাম, ১৭৮১।
সুত্র কি কানে। 'সুনি ধনি মনক্কাই সুত্র।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুত্রা [স দুল্>] বি ব্রহ্মবৃত্তে। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুত্রি [স দুল্>] ১ বি গুহ। 'মনোহর মুক্ততার ব্রি।' কৃষ্ণগাম, ১৭২০।
২ বি বুল্লন্ত শিকড়। 'বটের সুত্রির দোলনাতে হার দুলিছে শিত।' নজরুল, ১৯২৮।

সুত্রিনামানো বিণ ঘনীভূত। 'কোথায় চলে গিয়েছিলাম সুত্রিনামানো সন্ধ্যাবেলা?' শঙ্কর, ১৯৬৬।

সুক্র-সুক্র, সুক্রবুর। ধন্য। ১ ক্রিবিণ সুক্রবুর ক'রে। 'জানলা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস সুক্রবুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ অবিরত বরছে এমন। 'সুক্র-সুক্র বরা পাতা হুহ হাওয়ার কাণ্ড।' অমির, ১৯৩৯। ৩ বিণ মৃদুমন্দ। 'তাই সুক্র সুক্র ঝিরি ঝিরি নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুত্রো [স চূর্] ১ বিণ বরে গেছে এমন। 'পড়ে আছে বৃষ্টি সুত্রো ফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ ব্রহ্মবৃত্তে। 'মাটিটা সুত্রো।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

সুত্র [স দুল্>] ১ বি মাকড়সার জালের সঙ্গে মেশা ধোয়ার কালি। 'সুত্রের ঝালর দেয়া মাকড়সার জাল।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি পরিষেয় কাপড়ের লম্বাশাখি দৈর্ঘ্য। 'স্কাটের সুত্র হাটুর ওপরে উঠে কোমর অভিমুখে অঙ্গসর হচ্ছে।' অন্তর, ১৯২৯।

সুত্রকালি বি মাকড়সার জালের সঙ্গে মিলিত ধোয়ার কালি। 'কুসুর নিচে জমালা সুত্রকালি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সুত্র ধরা কি পীড়াপীড়ি করা। 'বিয়ের জন্য শেষ দিকে বড় সুত্র ধরেছিল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

সুত্রাণ্যপুত্র, সুত্রাণ্যপুত্র [স দুল্>] ১ বি হইচই ও শোরগোল প্রকাশক শব্দ। 'ডানপিটেরা সুত্রাণ্যপুত্র গুলি-ভাগায় মদ খুব খেব।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিণ ঢিলাঢালা। 'এই সুত্রাণ্যপুত্র পোশাকগুলো সুত্র ফেলো।' নজরুল, ১৯৩০।

সুত্রন [স দুল্>] ১ বি দোলন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি দোলনা। 'এস তুমি বাদল-বয়ে সুত্রন সুত্রাবে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সুত্রন-উৎসব [সুত্রন+স উৎসব] বি হিন্দু পার্বণবিশেষ। 'বাবাজীর আভাড়ার সুত্রন-উৎসব দেখার স্মৃতি।' তারা, ১৯৪২।

সুত্রনকুঞ্জ [সুত্রন+স কুঞ্জ] বি দোলনকুঞ্জ। 'অমর গুঞ্জে দোলনটাগার সুত্রনকুঞ্জে।' নজরুল, ১৯৩১।

সুত্রনখেলা [সুত্রন+স খেলা] বি দোলন ক্রীড়া। 'আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে সুত্রনখেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুত্রনযাত্রা [সুত্রন+স যাত্রা] বি হিন্দু পর্ববিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুত্রনা [সুত্রন] বি দোলনা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'নীলশাখের বাঁধে সুত্রনা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সুত্রনিয়া [সুত্রন] বি দোলনা। 'সম্বী বাঁধে লো বাঁধে লো সুত্রনিয়া।' নজরুল, ১৯৩২।

সুত্রন্ত বিণ শূন্যে ভাসমান। 'বিকেল বেয়ে সুত্রন্ত ধোয়া সমস্ত বাতাসটুকু গুহে নেবার ভাল গুঞ্জছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

সুত্রমূলে [স দুল্>] বিণ ঢিলা হয়ে সুত্র পড়েছে এমন। 'চুল পেকে হয়েছে হুড়ো চামড়া বড়ো সুত্রমূলে।' লালন, ১৮৯০।

সুত্রা [স দুল্>] বি ভিক্ষার বুলি। 'আঁচলা সুত্রা করুয়া কোপীন সার।' লালন, ১৮৯০।

সুত্রা [স দুল্>] বিণ কুঞ্জে। 'নরই সরই নুলা সুত্রা পেঁচ পেঁচী আলা-

ভোলা।' লালন, ১৮৯০।

সুত্রা, সুত্রানো [স দুল্>] ১ ক্রি সুত্র পাকা। 'ইহার গুঠ অধরের উপর সুত্র পড়িয়া আছে।' মদনমোহন, ১৮৫০। ২ বিণ সুত্র আছে এমন। 'কড়িকাঠ হইতে সুত্রানো থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রি ঝোলানো। 'বীরগণের বামপার্শ্বে সুত্রিয়া অবাতিফুলের সন্ধান লইতেছে।' মশাররফ, ১৯০৮। সুত্রানো ক্রি সুত্রিয়ে। 'বস্ত্রিক পুতিয়া, মুকুতা সুত্রানো, কহয়ে গাহকী আশো।' চক্ৰ, ১৫৫০। সুত্রি ক্রি সুত্র। 'শরীর পড়েছে সুত্রি চুলগুলি পাকা।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৪ ঝোলা

সুত্রাসুত্রি [স দুল্>] বি অবিরাম ঝোলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুত্রানো [সুত্রন] ক্রি সুত্রিয়ে রাখা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুত্র সুত্র সুত্র ক্রিবিণ অনবরত সুত্র থেকে। 'মানুষ দু পায়ের খাড়া হয়ে চলে বলে তাদের হৃদয় প্রাকমুগ্ধ সুত্র সুত্র মরছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সুত্র পাকা বিণ সুত্র আছে এমন। 'সুত্র পাকা বামুড়ের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সুত্রপেড়া ১ ক্রি শিথিল হওয়া। 'পালের মাংস সুত্র পড়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বিণ সুত্রন্ত। 'স্বকে সুত্র পড়ে আছে শুধু পেতেবানা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'নিচু সুত্র পেড়া কুহুদ।' হাসান, ১৯৬৯। ৩ ক্রি খাপিরে পড়া; অঙ্গসর হওয়া। 'ভয় কী, দুর্গা বলে বুকে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

সুত্রানীসা [স দুল্>] বি কানের অলংকারবিশেষ। 'কানে হুগুড়ী বা সুত্রানদা, গলায় কঁচিচি পরিতেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

সুত্রি, সুত্রী [স দুল্>] ১ বি কাপড়ের ধলি। 'মহেশ কাড়িল সুত্রি চালু হইল কথোখলি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র রাখিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সুত্রী গ্রহণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি বাউলসের ভিক্ষার ধলি। 'সুত্রি, লাঠি ও ক্রিষ্ট সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সুত্রোসুত্রি [স দুল্>] বি সাধাসাধি। 'খিয়েটার-ওয়ালারা সুত্রোসুত্রি করবে এটা অভিনয় করবার জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সুত্রান [সুত্রন] বি সুত্রন; দোলা। 'ওরে রে বরই গাছ, সুত্রান দে।' অবন, ১৯১৯।

সুত্রোয়া [স দুল্>] বি ঝি; দাসী। 'তন সুত্রোয়া চেড়ী আমি মদন নারী।' কেতকর, ১৬৫০।

সুত্রো গুঠা দ্র বাক্য

সুত্রোন [সুত্রা] বি ঝাঁট দেওয়ার কাজ। 'স্বর সুত্রোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সুত্রোনো [সুত্রা] ক্রি ঝাঁট দেওয়া। 'চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জনাগুলো একেবারে সুত্রোয়ে সুদূরে ফেলে দিই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। সুত্রোয়া [সুত্রা] ক্রি ঝাঁট মারে। গুপ্ত, ১৮৮২।

সুত্রোয়ে-ফেলা বিণ ঝাঁট দিয়ে ফেলা। 'এ-য়ে ক্লাস্ত রাতিরাটারই সুত্রোয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সুত্রো বি হোটে মাহবিশেষ। 'সুত্রো মাহের ঝাঁক লেগেচে।' বিভূতি, ১৯২৯।

সুত্রোয়ে-বুড়ে দ্র ঝাড়া

সুত্রো ফেলা দ্র ঝাড়া

সুত্রো [সুত্র] ১ বি আকর্ষণ; টান। 'কাহনের হিসাবেতে আহাদের

ঝোক।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি গুরুত্ব। 'নিজত্ব-প্রকাশের উপর এতটা ঝোক দিয়েছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি গুণানামা; ভক্তি। 'যরের ঝোক আর হাত-পা নাড়া দেখে জানছি ...।' অবন, ১৯২৭।

ঝোঁকা।'ঝুক>। ১ ক্রি আকৃষ্ট হওয়া। 'পাড়ার মেয়েছেলে দেখিবার জন্য ঝুকিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ ক্রি অবনত হওয়া; নোয়া। 'হিপ কল্লনা করিয়া ঝুকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ঝোটন।'স জুট।'বি ঝুটি। 'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঝোঁপাল।'স ক্ষুপ>।'বিণ ঝোঁপময়; ছোটো গাছের ঝাড়ে আচ্ছন্ন। 'ঝোঁপাল গাছতলার পাতা সরিয়ে সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে অন্ধকার।' কায়সার, ১৯৬২।

ঝোঁকড়া।'স ক্ষুপ>।'বি গুল্মবিশেষ। 'ঝোঁকড়া ঝাউ কাটে আড়াআড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝোঁকা।'বি গুণ। 'সুতোয় ঝোলানো এক ঝোঁকা তবিজ্ঞ দোলে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ঝোটন।'স জুট।'বি ঝুটি। 'উচ্চ ঝোটন আকারে বিরাজমান।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ঝোড়ঝাড়।'স ক্ষুপ>।'বি ঝোঁপঝাড়। 'ঝোড়ঝাড় ঝড়ার রাখিল নানা খাল।' রূপরাম, ১৭৫০।

ঝোড়া।'মু ঝুরি।'বি হাতগাড়ি।'মানোএল, ১৭৪৩।

ঝোড়া।'মু ঝোলা।'বি গাছের ঝুরি। 'বটের উচ্চশাখা যেমন তাহার নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঝোড়াচাপা।'বিণ ঝুড়িতে পুরে দেওয়া হয়েছে এমন। 'ঝোড়াচাপা মুরগির মতো জবাই হবার জন্যে অপেক্ষা করা।' নজরুল, ১৯৪১।

ঝোড়ো।'ঝড়>।'১ বিণ ঝড় হয়ে থাকে এমন। 'জায়গাটা নাকি জারি ঝোড়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ ঝড়যুক্ত। 'নিবিড়-কুসুম-ঝোড়ো মেঘে ...।' বিভূতি, ১৯২৯। ৩ বিণ ঝড়ের দ্বারা গীড়িত। 'পোসাই একেবারে ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে এসে হাজির।' নরেন্দ্র, ১৯৫১। ৪ বিণ ঝড়ের মতো উত্তাল। 'স্বাধীনতা তুমি চা-বানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।' শামসুর, ১৯৭২।

ঝোড়োয়াত।'ঝড়>+স রাত্রি।'বি ঝড়ের রাত। 'কত ঝোড়োয়াতে বাদলের সাথে মেঘেতে বাজিয়ে ঢোল।' জসীম, ১৯৩০।

ঝোঁপ।'স ক্ষুপ>।'১ বি ছোটো গাছের ঝাড় বা জঙ্গল। 'নিরবধি ফিরি ঝোঁপ দরী গিরি বাঘে সাপে নাই খায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গুল্ম। 'শ্বেতকান্তি শঙ্কাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোঁপ।' গুণ, ১৮৫৮।

ঝোঁপঝাড়।'বি ঝাড় বা জঙ্গল। 'এক তীরে ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঝোঁপঝাপ।'বি ছোটো গাছের জঙ্গল। 'উঁহুনিচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোঁপঝাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঝোঁপ ঝুঁকে ঝোঁপ - অবস্থা ঝুঁকে সুযোগ গ্রহণ। 'আমাদেরও ঝোঁপ ঝুঁকে ঝোঁপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ঝোঁপ ঝুঁকে ঝোঁপ মারা - অবস্থা ঝুঁকে সুযোগ গ্রহণ করা। 'বাবুদিগের মন যোগাইয়া কথাবার্তা কহেন - ঝোঁপ ঝুঁকে ঝোঁপ মারেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

ঝোঁপ ঝুঁকে ঝোঁপ হওয়া - সুযোগ ঝুঁকে কাজ হওয়া। 'ঝোঁপ ঝুঁকে ঝোঁপ হয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

ঝোর।'স ক্ষু>।'বি জলনালি। 'ঝোরে না চাপাও নাও বিনে ফরমান।' বিজয়, ১৬৫০।

ঝোরা।'স ক্ষু>।'১ বি জলের উৎস।'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি ঝরনা। 'আজ বিধাতার বিড়ম্বনায় চোখের জলে ঝরছে ঝোরা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ঝোরা।'মু ঝোলা।'বি কট, অশব ইত্যাদি গাছের শাখা-প্রশাখা থেকে নেমে আসা শিকড় সদৃশ ছটা। 'বটের উচ্চ শাখা ... নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঝোল।'স জল।'বি তরল বস্তু। 'যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঝোলা।'স ক্ষু>।'বিণ তরল। 'ঝোলাগুড় তোলো ছিল শিকের উপরে।' গুণ, ১৮৫৮।

ঝোলাগুড়।'ঝোলা+স গুড়।'বি তরল ঘোলের মতো গুড়। 'ঝোলাগুড় তোলো ছিল শিকের উপরে।' গুণ, ১৮৫৮।

ঝোলা।'মু।'১ বি বড়ো থলি। 'ঝোলা কচ্কে, ঘটি হস্তে ...।' মশাররফ, ১৮৯১। ২ বি তিকার ঝুলি। 'হিলাম কুলের কুলবালা ঝুঁকে দিলাম গুটীলা-ঝোলা।' মালন, ১৮৩০।

ঝোলাঝুলি।'বি ছোটো-বড়ো নানা ধরনের থলি। 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে জুলতলো সব আন রে বাছা-বাছা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ঝোলা।'মু।'১ ক্রি টানা।'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ ঢোলা। 'ঝোলা আতিনের ভিতর দিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ ক্রি দোল খাওয়া। 'বিশ্বপাতার বন্ধ-কোলে রক্ত তাহার কৃপাণ ঘোলে।' নজরুল, ১৯২২।

ঝুলিয়া-পড়া।'বিণ ঝুলে আছে এমন। 'একগাছা ঝুলিয়া-পড়া তুকনো কক্ষিতে ...।' বিভূতি, ১৯২৯।

ঝোলানো।'বিণ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'একটা বড় আয়না এক জায়গায় ঝোলানো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঝোলানো।'ক্রি চাপানো; পরা। 'শাড়ির উপরে গাউন ঝুলিয়ে ডিম্বি নিচে গেছে কনভোকেশনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ঝোলা।'মু ঝোলা।'বি ঝুলি। 'গোলা পেয়ে ঝোলা ডরে আবার না হয় যাবেন কাজে।' সুকুমার, ১৯২০।

ঝ্যাটা।'ঝাটা>।'বি ঝাঁটা; ঝাড়। 'কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাটা মেরে ... পালিয়ে যাব।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঝ্যালাঝোলে।'ধরনা।'বিণ ঝলমল করে এমন; ঝলমলে। 'ঝ্যালাঝোলে শিকের শাড়ি পরে।' সুনীল, ১৯৭০।

-এই প্রথম বিজ্ঞি। 'এবেঁ দৈবকীএঁ যত শব্দ ধরিব।' বড়, ১৪৫০।

একদ্র। স ইন্দ্র। বি ইন্দ্র। 'একদ্রের আপদ হরো কৃপায় কেবল।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

একশান। স ইশান। বি ইশান। 'একশান বনিতা তুমি ইন্দিয় সজ্ঞা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

-এই সত্তমী বিজ্ঞি। 'হেন মনে শুণী বড়ায়ি পেলাতি তখাঞি।' বড়, ১৪৫০।

এইহো সর্ব তিনি। 'তার প্রিয়শিষ্য এইহো পণ্ডিত হরিদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

এইহো সর্ব একে। 'এইহো পূজিবে পুরন্দর আদি রাজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

এইহাকে সর্ব একে। 'এইহাকে জিজ্ঞাসা কর।' দর্পণ, ১৮২১।

এইহার সর্ব এর। 'কাজী যবন কেহো এইহার না কর হিংসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

AMARBOI.COM

২

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা

অভিধান



- বাংলা ভাষার সব শব্দ একই সময়ে জন্ম নেয়নি অথবা একই সময়ে সেসব শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হয়নি। কোন শব্দ প্রথম কখন ব্যবহৃত হলো, এবং তারপর ধীরে ধীরে তার অর্থ কিভাবে বদলে গেলো, এ অভিধানে প্রধানত তা-ই দেখা যাবে। কেবল অর্থের বিবর্তন নয়, শব্দের বানান কিভাবে বদলে গেলো, সে ইতিহাসও জানা যাবে এই অভিধান থেকে।
- এই অভিধানে ভুক্তি অর্থাৎ মূলশব্দ আছে প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার। আর, এসব মূলশব্দের রূপান্তরগুলো হিসেব করলে মূলশব্দের সংখ্যা হবে প্রায় দেড় লাখ। এ ছাড়া, অর্থান্তর বোঝানোর জন্যে প্রয়োগবাক্য আছে এক লাখ ষাট হাজারের বেশি।
- আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত রচিত নানা ধরনের পুথি, দলিল-দস্তাবেজ, বই, পত্র-পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই অভিধানে শব্দ গৃহীত হয়েছে।
- শব্দ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই অভিধানে যেসব প্রয়োগবাক্য দেওয়া হয়েছে, তার অনেকগুলোর কালই আনুমানিক। তবে ১৭৪৩ সালের পর থেকে বেশির ভাগ প্রয়োগবাক্যের সময় সুনির্দিষ্ট।
- প্রতিটি মূলশব্দের অর্থ এবং অর্থান্তর নির্ণয় করা হয়েছে প্রয়োগবাক্য থেকে।
- প্রয়োগবাক্যগুলোর উৎস নির্দেশ করা হয়েছে কখনো গ্রন্থ, কখনো লেখক, কখনো পত্রিকা, এমনকি কখনো দপ্তরের নাম দিয়ে। এসব নামের শব্দসংক্ষেপ ছাপা হয়েছে বাক্য হরফে।
- সাধারণভাবে ক্রিয়াপদের রূপান্তর এই অভিধানে নেই। তবে আঠারো শতকের আগেকার ক্রিয়াপদের রূপান্তরের কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি মূলশব্দের পাশে সে শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, তা বন্ধনী [] চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো শব্দের বেলায় তা আনুমানিক। আর, আদৌ জানা না-গেলে, সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়নি। যেসব শব্দের শেষে [স] লেখা আছে, সেসব শব্দ যে সবই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ছিলো, তা নয়। বরং সেগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণ-সিদ্ধ বলে [স] লেখা হয়েছে।

বাংলা একাডেমির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

- প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
- প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
- বাংলা উচ্চারণ অভিধান
- বাংলা বানান-অভিধান
- ছোটদের অভিধান
- সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
- আরবি-বাংলা অভিধান
- চরিতাভিধান (তৃতীয় সংস্করণ)
- বিজ্ঞান বিশ্বকোষ
- শাহনামা
- English-Bangla Dictionary
- Bengali-English Dictionary

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
দ্বিতীয় খণ্ড (ট-ব)

বাংলা একাডেমি
বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
দ্বিতীয় খণ্ড (ট-ব)

সম্পাদক
গোলাম মুরশিদ

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার



বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচি

জুলাই ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৩

সংশোধিত: জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৪

প্রথম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ ১৪২০/ নভেম্বর ২০১৩

বাএ ৫১৫৪

মুদ্রণসংখ্যা

৬০০০ কপি

প্রকাশক

শাহিদা খাতুন

পরিচালক

প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক

সমীর কুমার সরকার

ব্যবস্থাপক

বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ

কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য

এক হাজার টাকা মাত্র

BIBARTANMULAK BANGLA ABHIDHAN, DWITIYA KHANDA [A Diachronic Dictionary of Bangla Language, Second Volume]. Editor: Ghulam Murshid. Associate Editor: Swarochish Sarker. Publisher: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition: November 2013. Price: Taka 1000.00 only, US \$ 100.00

ISBN 984-07-5173-5

বাস্তবায়ক
শীমসুজ্জামান খান

কর্মসূচি পরিচালক
শাহিদা খাতুন

সমর্থয়কারী
/ মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

সংকলক
আসিক আজিজ কল্পনা ভৌমিক
আমাল উদ্দিন জাহেদি ফারহান ইশরাক
মতিন রায়হান মাহফুজা হিলালী
মোঃ আমিরুল ইসলাম মোঃ মাইমুল ইসলাম
রাজীব কুমার সাহা শীমসু নূর

প্রকাশনা সহযোগী
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

শব্দসংক্ষেপ

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| অ | অসমিয়া | উমর | বদরুদ্দীন উমর |
| অক্ষয় | অক্ষয়কুমার দত্ত | উমেশ | উমেশচন্দ্র মিহ্র |
| অচিন্ত্য | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | একব | একবচন |
| অতুল | অতুলপ্রসাদ সেন | একাডেমি | বাংলা একাডেমির নথি |
| অন্নদা | অন্নদাশঙ্কর রায় | এডমন | নীল এডমনস্টোন |
| অবন | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | এডুকেশন | এডুকেশন গেজেট |
| অবোধবন্ধু | অবোধবন্ধু পত্রিকা | এনামুল | মুহাম্মদ এনামুল হক |
| অমিয় | অমিয় চক্রবর্তী | এসলাম | শরিয়তে-এসলাম পত্রিকা |
| অমৃত | অমৃতলাল বসু | ও | ওড়িয়া |
| অমৃতবাজার | অমৃতবাজার পত্রিকা | ওদুদ | কাজী আবদুল ওদুদ |
| অযোধ্যা | অযোধ্যানাথ পাকড়াশি | ওবায়দুল্লাহ | আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ |
| অশ্বিনী | অশ্বিনীকুমার দত্ত | ওয়াজেদ | এস ওয়াজেদ আলি |
| আ | আরবি | ওয়ালী | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ |
| আইয়ুব | আবু সয়ীদ আইয়ুব | ওরীও | ওরীও |
| আকরম | মোহাম্মদ আকরম খাঁ | ওল | ওলন্দাজ |
| আখবার | মহাম্মদি আখবার পত্রিকা | ওসী | অগুস্তা ওসী |
| আজাদ | আজাদ পত্রিকা | কবীন্দ্র | কবীন্দ্র পরমেশ্বর |
| আনটুনি | হেন্সম্যান আনটুনি | কমলাকান্ত | গোবিন্দ অধিকারী |
| আনিস | আনিসুজ্জামান | কায়সার | শহীদুল্লা কায়সার |
| আনোয়ার | আলী আনোয়ার | কালান্দার | কালান্দার পত্রিকা |
| আন্তোনিয়ো | দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো | কালীপ্র | কালীপ্রসন্ন সিংহ |
| আলাউদ্দিন | আলাউদ্দিন আল আজাদ | কাশীরাম | কাশীরাম দাস |
| আলাওল | সৈয়দ আলাওল | কৃত্তিবাস | কৃত্তিবাস ওঝা |
| আহমদী | আহমদী পত্রিকা | কৃষ্ণকমল | কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য |
| ই | ইংরেজি | কৃষ্ণচন্দ্র | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার |
| ইংলিশম্যান | ইংলিশম্যান পত্রিকা | কৃষ্ণদাস | কৃষ্ণদাস কবিরাজ |
| ইছলাম | নেদায়ে-ইছলাম পত্রিকা | কৃষ্ণভাবিনী | কৃষ্ণভাবিনী দাস |
| ইব্রাহীম | ইব্রাহীম খাঁ | কৃষ্ণরাম | কৃষ্ণরাম দাস |
| ইমদাদুল | কাজী ইমদাদুল হক | কেতকা | কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ |
| ইমান | নূর-অল-ইমান পত্রিকা | কেরি | উইলিয়াম কেরি |
| ইমাম | ইমাম পত্রিকা | কৈলাস | কৈলাসবাসিনী দেবী |
| ইলিয়াস | আখতারুজ্জামান ইলিয়াস | কোহিনুর | কোহিনুর পত্রিকা |
| ইসলামিয়া | আখবারে ইসলামিয়া পত্রিকা | কৌমুদী | সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা |
| ইসলাহ | আল-ইসলাহ পত্রিকা | ক্যালগে | ক্যালকাটা গেজেট |
| ইসহাক | আবু ইসহাক | ক্রি | ক্রিয়া |
| ঈশান | ঈশানচন্দ্র ঘোষ | ক্রিবিপ | ক্রিয়াবিশেষণ |
| উপ | উপসর্গ | ক্ষীরোদপ্রসাদ | ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ |
| | | গণবাণী | গণবাণী পত্রিকা |

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|
| গরীব | ফকির গরীবুগ্লাহ | দক্ষিণা | দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার |
| গিরিশ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ | দর্পণ | সমাচার দর্পণ পত্রিকা |
| গুণ্ড | ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ড | দর্শন | ইসলাম দর্শন পত্রিকা |
| গুলিতা | গুলিতা পত্রিকা | দাশরথি | দাশরথি রায় |
| গোপাল | গোপাল হালদার | দিক্‌শাকাশ | দিক্‌শাকাশ পত্রিকা |
| গোবিন্দ | গোবিন্দদাস | দীচঞ্জী | দীন চণ্ডীদাস |
| গোরেসিও | গাসশেল গোরেসিও | দীনবন্ধু | দীনবন্ধু মিত্র |
| গোলক | গোলকচরণ শর্মা | দীপিকা | দীপিকা পত্রিকা |
| গৌর | গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার | ঘিচঞ্জী | বিজ্ঞ চণ্ডীদাস |
| গ্রামবার্তা | গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকা | ঘিজেন্দ্র | ঘিজেন্দ্রলাল রায় |
| গ্রী | গ্রীক | ধুমকেতু | ধুমকেতু পত্রিকা |
| ঘনরায় | ঘনরায় চক্রবর্তী | ধুঞ্জটি | ধুঞ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় |
| চণ্ডী | চণ্ডীদাস | ধন্য | ধন্যাত্মক |
| চণ্ডীচরণ | চণ্ডীচরণ মুনশী | নওরোজ | নওরোজ পত্রিকা |
| চন্দ্রিকা | সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা | নজরুল | কাজী নজরুল ইসলাম |
| চর্চা | চর্চাপদ | নজিবর | মোহাম্মদ নজিবর রহমান |
| চাষী | চাষী পত্রিকা | নবনূর | নবনূর পত্রিকা |
| চিঠিপত্র | চিঠিপত্রে সমাজচিত্র | নবমুগ | নবমুগ পত্রিকা |
| চী | চীনা | নরেন্দ্র | নরেন্দ্রনাথ মিত্র |
| চেরী | জর্জ ফ্রেডারিক চেরী | নীরেন | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী |
| ছায়াবীথি | ছায়াবীথি পত্রিকা | প | পর্ভুগিজ |
| হোলতান | হোলতান পত্রিকা | পরশু | রাজশেখর বসু |
| জ | জর্জন | পা | পালি |
| জগদীশ | জগদীশচন্দ্র বসু | পাশা | আনোয়ার পাশা |
| জয়ন্তী | জয়ন্তী পত্রিকা | পূর্ণচন্দ্র | সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা |
| জয়বাংলা | জয়বাংলা পত্রিকা | পূর্ণিমা | পূর্ণিমা পত্রিকা |
| জয়ানন্দ | জয়ানন্দ | প্যারী | প্যারীচাঁদ মিত্র |
| জসীম | জসীমউদ্দীন | প্রচারক | প্রচারক পত্রিকা |
| জহির | জহির রায়হান | প্রভাকর | সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা |
| জা | জাপানি | প্রভাত | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় |
| জামায়াত | চুল্লত অল-জামায়াত পত্রিকা | প্রমথ | প্রমথ চৌধুরী |
| জিন্নুর | জিন্নুর রহমান সিদ্দিকী | প্রা | প্রাকৃত |
| জীবন | জীবনানন্দ দাশ | প্রেমেন্দ্র | প্রেমেন্দ্র মিত্র |
| জ্ঞান | জ্ঞানদাস | ফ | ফরাসি |
| জ্ঞানাবেষণ | জ্ঞানাবেষণ পত্রিকা | ফজলুল | শেখ ফজলুল করিম |
| জ্ঞানারূপোদয় | জ্ঞানারূপোদয় পত্রিকা | ফয়জুল্লাহ | ফয়জুল্লাহ চৌধুরানী |
| জ্যোতির্বিদ্রু | জ্যোতির্বিদ্রুনাথ ঠাকুর | ফয়জুল্লাহ | মীর ফয়জুল্লাহ |
| ডানকান | জোনাকান ডানকান | ফররুখ | ফররুখ আহমদ |
| ঢাকাপ্রকাশ | ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা | ফরস্টার | হেনরি পিটস ফরস্টার |
| তবলীগ | তবলীগ পত্রিকা | ফা | ফারিস |
| তমোলুক | তমোলুক পত্রিকা | ফোর্ট | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ |
| তা | তামিল | বঙ্কিম | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| তাঁতি | তাঁতিদের চিঠিপত্র | বঙ্গদর্শন | বঙ্গদর্শন পত্রিকা |
| তারকচন্দ্র | তারকচন্দ্র সরকার | বঙ্গদূত | বঙ্গদূত পত্রিকা |
| তার | তারাপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | বঙ্গনূর | বঙ্গনূর পত্রিকা |
| তারিখী | তারিখীচরণ মিত্র | বঙ্গীয় | বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য |
| তু | তুরকি | | পত্রিকা |

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| বড়ু | বড়ু চণ্ডীদাস | মাহমুদ | আল মাহমুদ |
| বনফুল | বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | মাহেনও | মাহেনও পত্রিকা |
| বন্দে | বন্দে আলী মিয়া | মিত্রপ্রকাশ | মিত্রপ্রকাশ পত্রিকা |
| বপ্তত | কবি বপ্তত | মিলার | জন মিলার |
| বাংলার মুখ | বাংলার মুখ পত্রিকা | মিহির | মিহির পত্রিকা |
| বান্ধব | বান্ধব পত্রিকা | মু | মুগারি, অমিত্রিক |
| বামাবোধিনী | বামাবোধিনী পত্রিকা | মুকুন্দ | মুকুন্দরাম চক্রবর্তী |
| বাসনা | বাসনা পত্রিকা | মুক্তিমুখ | মুক্তিমুখ পত্রিকা |
| বাহরাম | দৌলত উজির বাহরাম খান | মুখলেস | মুখলেসুর রহমান |
| বি | বিশেষ্য | মুক্ততবা | সৈয়দ মুক্ততবা আলী |
| বিজয় | বিজয় গুপ্ত | মুজিব | শেখ মুজিবুর রহমান |
| বিশ | বিশেষণ | মুনীর | মুনীর চৌধুরী |
| বিদ্যা | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | মুরশিদ | গোলাম মুরশিদ |
| বিদ্যাপতি | বিদ্যাপতি | মুরারী | মুরারী গুপ্ত |
| বিনোদিনী | বিনোদিনী পত্রিকা | মুসলমান | মুসলমান পত্রিকা |
| বিপ্লবী বাংলাদেশ | বিপ্লবী বাংলাদেশ পত্রিকা | মৃত্যুঞ্জয় | মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার |
| বিকৃতি | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | মেয়র | জর্জ মেয়র |
| বিমল | বিমল মিত্র | মেয়র্স | মেয়র্স কোর্ট |
| বিষ্ণু | বিষ্ণু দে | মোজাম্মেল | মোজাম্মেল হোসেন |
| বীরেন্দ্র | বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | মোতাহার | কাজী মোতাহার হোসেন |
| বুদ্ধ | বুদ্ধদেব বসু | মোতাহের | মোতাহের হোসেন চৌধুরী |
| বুলবুল | বুলবুল পত্রিকা | মোয়াজ্জিন | মোয়াজ্জিন পত্রিকা |
| বৃন্দা | বৃন্দাবন দাস | মোসলেম | মোসলেম ডারত পত্রিকা |
| বেগম | বেগম পত্রিকা | মোস্তফা | গোলাম মোস্তফা |
| বেনজীর | বেনজীর আহমদ | মোহাম্মদী | মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা |
| বোপল | জর্জ বোপল | মোহিত | মোহিতলাল মজুমদার |
| ব্র | ব্রজমূলি | যোগীন্দ্র | যোগীন্দ্রনাথ সরকার |
| ভবানন্দ | ভবানন্দ | রওশন | রওশন হেলায়েৎ পত্রিকা |
| ভবানী | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | রঙ্গ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ভারত | ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর | রবীন্দ্র | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ভারত সংস্কারক | ভারত সংস্কারক পত্রিকা | রমেন্দ্র | রমেন্দ্রনাথ ঘোষ |
| ভেরলি | জঁ ভেরলি | রশীদ | রশীদ করীম |
| মণীশ | মণীশ ঘটক | রসরাজ | সখাদ রসরাজ পত্রিকা |
| মদনমোহন | মদনমোহন তর্কালঙ্কার | রাজ | রাজনারায়ণ বসু |
| মধু | মধুসূদন মুখোপাধ্যায় | রাজীব | রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় |
| মধ্যস্থ | মধ্যস্থ পত্রিকা | রামনারায়ণ | রামনারায়ণ ভট্টরত্ন |
| মনসুর | আবুল মনসুর আহমদ | রামপ্রসাদ | রামপ্রসাদ সেন |
| মনোজ | মনোজ বসু | রামমোহন | রামমোহন রায় |
| মশাররফ | মীর মশাররফ হোসেন | রামরাম | রামরাম বসু |
| মহাখেতা | মহাখেতা দেবী | রামাই | রামাই পণ্ডিত |
| মা | মারাঠি | রূপরাম | রূপরাম চক্রবর্তী |
| মাইকেল | মাইকেল মধুসূদন দত্ত | রোকেয়া | রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন |
| মানিক | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | লালন | লালন শাহ |
| মানিকরাম | মানিকরাম গাঙ্গুলি | শওকত | শওকত ওসমান |
| মানোএল | মানোএল দা আসসুন্সপাঁও | শক্তি | শক্তি চট্টোপাধ্যায় |
| মান্নান | সৈয়দ আবদুল মান্নান | শক্ত | শক্ত ঘোষ |
| মালাধর | মালাধর বসু | শরৎ | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| শরিয়ত | শরিয়ত পত্রিকা | সুকুমার | সুকুমার রায় |
| শরীফ | আহমদ শরীফ | সুখাকর | মিহির ও সুখাকর পত্রিকা |
| শহীদুল্লাহ | মুহম্মদ শহীদুল্লাহ | সুধাবর্ষণ | সমচার সুধাবর্ষণ পত্রিকা |
| শামসুদ্দীন | শামসুদ্দীন আবুল কালাম | সুধীন্দ্র | সুধীন্দ্রনাথ দত্ত |
| শামসুর | শামসুর রাহমান | সুনীল | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় |
| শামসুল | সৈয়দ শামসুল হক | সুনীলমুখো | সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় |
| শাহাদাত | শাহাদাত হোসেন | সুবল | সুবলচন্দ্র মিত্র |
| শিখা | শিখা পত্রিকা | সুভাষ | সুভাষ মুখোপাধ্যায় |
| শিব | শিবনারায়ণ রায় | সুলতান | সৈয়দ সুলতান |
| শিবরাম | শিবরাম চক্রবর্তী | সুলভ | সুলভ সমাচার পত্রিকা |
| শেখর | রায় শেখর/কবি শেখর | সেবধি | শিওসেবধি পত্রিকা |
| শৌভে | জন শূই শৌভে | সোমপ্রকাশ | সোমপ্রকাশ পত্রিকা |
| শ্যামল | শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | জী | জীলিঙ্গ |
| স | সংস্কৃত | জীশিক্ষা | জীশিক্ষাবিধায়ক পত্রিকা |
| সওগাত | সওগাত পত্রিকা | ষরো | ষরোদয় পত্রিকা |
| সম্মহ | বিবিধার্থ সম্মহ পত্রিকা | হরপ্রসাদ | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী |
| সংবিধান | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | হরপ্রসাদ রায় | হরপ্রসাদ রায় |
| সখা | সখা পত্রিকা | হাই | মুহম্মদ আবদুল হাই |
| সত্যার্থ | সত্যার্থ পত্রিকা | হাকিম | আবদুল হাকিম |
| সত্যেন্দ্র | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত | হানাকী | হানাকী পত্রিকা |
| সৎসঙ্গ | সৎসঙ্গ পত্রিকা | হাফিজুর | হাসান হাফিজুর রহমান |
| সনৎ | সনৎকুমার সাহা | হাফেজ | হাফেজ পত্রিকা |
| সবুজ | সবুজপত্র পত্রিকা | হাবীব | আহসান হাবীব |
| সখো | সখোখন | হামজা | সৈয়দ হামজা |
| সাঁ | সাঁওতালি, অস্ট্রিক | হালিসহর | হালিসহর পত্রিকা |
| সাদত | সাদত আলী আখন্দ | হাসান | হাসান আজিজুল হক |
| সাধনা | সাধনা পত্রিকা | হি | হিন্দি |
| সাধারণী | সাধারণী পত্রিকা | হিউতহী | হিউতহী পত্রিকা |
| সাঙাহিক বাংলা | সাঙাহিক বাংলা পত্রিকা | হিম্পা | হিম্পানি |
| সাম্যবাদী | সাম্যবাদী পত্রিকা | হুতোম | কাগীপ্রসন্ন সিংহ |
| সাহিত্যিক | সাহিত্যিক পত্রিকা | হুমায়ূন | হুমায়ূন আহমেদ |
| সিকান্দার | সিকান্দার আবু জাফর | হেদায়াত | হেদায়াত পত্রিকা |
| সিরাজী | ইসমাইল হোসেন সিরাজী | হেম | হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সুকাশ | সুকাশ ভট্টাচার্য | হোয়াত | হোয়াত মামুন |
| | | হোসেন | আবুল হোসেন |
| | | হ্যালহেড | ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড |

টাইটাই [ধন্য] ক্রিবিপ উদ্দেশ্যবিহীন। 'তুমি শুধু দিন-রাত টাইটাই ঘুরবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

টাইটুম্বর, টাইটুম্বর [স তুস+আ তুম্বর] বিপ পরিপূর্ণ। 'শূন্য গেলাস টাইটুম্বর।' নজরুল, ১৯৩০; 'যে নাটা মূলে হাসারসে টাইটুম্বর তার অভিনয় হবে কী প্রকারে?' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

টউরানো ক্রি ক্রমাগত ঘোরা। 'সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে।' বিকৃতি, ১৯২৯।

টং [স তুস] ১ বি উঁচু স্থানে নির্মিত ঘরবিশেষ। 'চারিদিক জলময় – মধ্যে মধ্যে টোঁকি দিবার টং।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিপ অত্যন্ত ক্রোধাধিত। 'রেগে-মেগেই টং।' মনসুর, ১৯৩৩। ৩ বিপ লেশময়। 'কে শরাব খেয়ে টং হয়নি বল।' মুক্ততাবা, ১৯৬০। দ্র টঙ

টং হওয়া ক্রি অতিশয় রাগাধিত হওয়া। 'সাহেব রাগে টং হয়ে উঠলেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

টংসে [ধন্য] বি অংকারপূর্ণ পদক্ষেপের ভাব। 'কোথাও বা ফেরাদিরা নীচে ওপরে টংসে টংসে করিয়া ফিরিতেছে।' প্যারী, ১৮৫৮

টংকরা [স টংকার] ক্রি ধনুকের ছিয়ার শব্দ করা। 'ঝন-ঝন পিণাক টংকরো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

টংকার [স। বি ধনুকের ছিয়ার শব্দ। 'প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধনুক, টংকারে টংকারে, মেঘগর্জন অনুভব হইতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

টংকারা [স টংকার] ক্রি ধনুকের ছিয়ার মতো শব্দ করা। 'অধরের অধিত কার্য্যকে বিবল গুজনধনি টংকারিছে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

টংকুত [স টংকার] বিপ খুব ব্যাধা অনুভূত হচ্ছে এমন। 'পেটের নাড়ি ব্যাধায় টংকুত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

টং টং [স ধন্য] বি ঘড়ির ঘটার শব্দ। 'টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল।' শব্দ, ১৯১৭।

টক [স তক্ত] বি অন্ন দাদ। ওর্স, ১৭৮২। **টকের ভরে** পালিয়ে এসে তেঁতুল-তলায় বাসা – কোনো কিছু এড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা। নজরুল, ১৯২২।

টক [ধন্য] বি অতি দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'আমার মন বলে কথাটা হক হলেও টক করে মেনে নিতে আমার বাধ্যছে।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

টকটক [ধন্য] ১ বি ছুটা পায়ের হাঁটার শব্দ। 'টেঁকা সর্বদা ভারি টকটক করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৯২। ২ বিপ অবিরাম টক ধ্বনি করে এমন। 'ষড়্টি ৩মু টকটক শব্দ করিতেছে।' শব্দ, ১৯১৭। ৩ ক্রিবিপ অতি দ্রুতগতিতে। 'বিলম্বল তয়োক্তা না করে টক-টক হক কথা বলে যাবেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

টকটাকায়মান [ধন্য টকটক] বিপ টকটক শব্দ করে এমন। 'প্রাচীরবিশিষ্ট টকটাকায়মান ঘড়ি।' বনকুল, ১৯৩৬।

টকাটক [ধন্য] ১ ক্রিবিপ টটট। 'রাজনীতি সোপান টকাটক অতিক্রম করিয়া ফেলিব।' নবনর, ১৯০৪। ২ বি টমটম ঢালায় শব্দ। 'একটা টমটম ঢালে গেল টকাটক টকাটক করতে করতে।' শামসুল, ১৯৫৭।

টকটক [ধন্য] বি রক্তের উজ্জ্বলতার ভাব। 'শেফাফাখানি একেবারে রাজা টকটক করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

টকটকে [ধন্য টকটক] ১ বিপ গাঢ় লাল। 'বিষঘটা বেশি মানসিক

উদ্ভাঙ্গ লেগে খুব টকটকে কড়া গোছের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিপ উজ্জ্বল। 'বস্তু তনি দ্রুতহৃদয় রাজা টকটকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

টকর [স তগর] বি টগর ফুল। 'টকর তুলসী রাখিল রাসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টকর [ধন্য] ক্রিবিপ মাথা পর্বত। 'ঢালে অল্প ঢাকিল টকর পরিমাণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

টকি, টকী [হি] বি সবাক চলচিত্র। 'প্রাজার চমৎকার টকি ছিল।' জীবন, ১৯৩২।

টকী হাউস [হি] বি সিনেমা হল। 'সৈদ উপলক্ষে বিভিন্ন টকী হাউস, থিয়েটার ...।' এসলাম, ১৯৩৪।

টকর [ধন্য] ১ বি যোগ্যতার লড়াই। 'কেবল তা হলেই ... সভ্য দেশের সঙ্গে টকর দিতে পারবে – নচেৎ নয়।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি প্রহার। 'লাঠির গুতো, বুটে টকর লাগাইয়াছে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি ধাক্কা। 'গাড়ির চাকায় দ্বন্দ্ব টকর খেল।' জীবন, ১৯৩২। ৪ বি হেঁচক। 'টকর খেয়ে ওলটে পড়ে ময়দা গাড়ি।' নজরুল, ১৯৩৩। ৫ বি দ্বন্দ্ব। 'ম্যাপের উল্লিচুর টকরের সঙ্গে শাখগল্য রাখতে পারবে।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

টকরাটকরি [ধন্য] বি অবিরাম টকর শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

টগবশ [ধন্য] ১ বি ফুট জয়ের শব্দ। 'টগবশ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া করিয়া গিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিপ দ্রুতগতিসম্পন্ন। সামনে ভাকিয়ে দেবি পরিবর্তনের টগবশ ঘোড়া।' শামসুর, ১৯৬৬।

টগবশ করা ক্রি ফোটা। 'ছসয়ের কটোহে রাগ টগবশ করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

টগবশা [ধন্য টগবশ] ক্রি টগবশ শব্দ করা। 'আমি যাছি রাজা ঘোড়ার প'রে টগবশিবে তোমার পাশে পাশে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

টগবশানি [ধন্য টগবশ] বি অতি উৎসাহ। 'চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগবশানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

টগবশানো [ধন্য টগবশ] ক্রি উত্তেজিত হয়ে ওঠা। 'একটা মেয়েল রাগ অনবরত টগবশায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

টগবশে [ধন্য টগবশ] বিপ উত্তেজনাপূর্ণ। 'ভায়াও এঙটা বড়ো হয়েছে যে নিজের মধ্যে তেমন টগবশে ঝগড়াও আর করে না।' বুক, ১৯৪৯।

টগর [স তগর] বি ফুলবিশেষ। 'নেহালি বাহুলি টাশা টগর তুলসী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টঙ [স তুস] ১ বি কবুতর রাহা হয় যেখানে। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি উঁচু স্থানে নির্মিত ঘরবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'পাহাড় পরে ঢিপর আড়াল টঙ সে সারে সার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বিপ অত্যন্ত রাগাধিত। 'বিনা মোমে ভাই রেখে হই টঙ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। দ্র টং

টঙারি ক্রি ধনুকের ছিয়ার শব্দ করা। 'হুহুকারি টঙারিলা ধনু ধনুধারী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

টঙ [স। বি বর্ণাদি গলাবার জন্য ব্যবহৃত ক্ষারজাতীয় পদার্থ] সোধায়া। 'বিড়স বদলে লবঙ্গ পাব বস্তের বস্ত্র টঙ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টঙ [স টঙ] ১ বি বিজ্ঞ করার বস্তু। 'টঙ অতি বরতর টান দিয়া পক্ষপার।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিপ বাত। 'টঙচাচা হেলবার

দোলবার পাত্র নয় – মামলায় বড়ো টঙ্ক ...।' *প্যাগী*, ১৮৫৮। ৩ *বিশ্ব মজলত*। 'একটি খুব ভালো আর টঙ্ক ভিডি দেখে, ... নিজে যাবার বন্দোবস্ত করলুম।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

টঙ্ক [স। বি টাঙ্কা]। 'পৃথিবীর অন্যান্যভাষাে প্রচলিত সমুদায় টঙ্ক সংগ্রহ করিবার বাসনা করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

টঙ্কজ্ঞানবিদ্যা [স। বি] মুদ্রা বিয়ক বিদ্যা। 'ডুবালের টঙ্কজ্ঞানবিদ্যা বিষয়ে অত্যন্ত অনুপ্রাণ ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

টঙ্কশালা [স। বি টাঙ্কশাল]। 'তাহা কলিকাতাহু টঙ্কশালায় যন্ত্রের ন্যায় বাষ্পের তেজে চলিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

টঙ্কালয় [স। বি টাঙ্কশাল]। 'সম্রাট তাঁহাকে উক্ত টঙ্কালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

টঙ্কা [স। তঙ্কা]। 'আমাদের সাথে থাকতে হবে আর টঙ্কা দিতে হবে।' *ওয়াশী*, ১৯৪২।

টঙ্কার [স। বি] ধনুকের ছিয়ার শব্দ। 'তনয়ে মুরারিগুণ আটোপ টঙ্কার।' *বন্দা*, ১৮৩০। ২ *বি উত্তেজনা*। 'বহির টঙ্কার বেজে ওঠে সারা মর্মে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৩ *বি টান টান ভাব*। 'উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে তীরের ফলার মত।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

টঙ্কার হুঙ্কার [স। বি] তর্জন-গর্জন। 'টঙ্কারে হুঙ্কারে যথ সত্যত নিযুক্ত করিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

টঙ্কারী [স। টঙ্কার]। 'কি টঙ্কার শব্দ করা।' 'চলিয়া ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী সেনানী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। 'টঙ্কারী শিলাক রোষে শিলাকী দুর্ধটি/বিঘ্নাশী পাণ্ডিত হাউয়েন হুঙ্কারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। 'দেবদত্ত ধনুঃ ধবী টঙ্কারিয়া রোষে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

টঙ্কালয় **টঙ্ক**

টঙ্কা [স। তুঙ্কা]। 'বি টাট্টা খোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়িবিষে।' 'একমাত্র টাট্টা ভাড়া করে ক্রমেশ-ক্যাম্পের পিকে গেলো হলেন।' *প্রমথ*, ১৯৪২।

টঙ্কাওয়ালা [টঙ্কা+হি ওয়ালা]। 'বি টাট্টা খোড়ায় টানা গাড়ির চালক।' 'সাঁওতরালা দয়ারবরণ হয়ে ...।' *প্রমথ*, ১৯২৩।

টঙ্কিত করা *ক্রি* কোনো কিছু ভাড়া দেওয়া। *মানোএল*, ১৯৪৩।

টঙ্কিত হওয়া *ক্রি* বাজনা জারি হওয়া। *মানোএল*, ১৯৪৩।

টঙ্কি, **টঙ্কী** [স। তুঙ্কা]। 'বি কোঠা; কুঠরি।' 'রবি অধিষ্ঠান টঙ্কি পীত ধরণে।' *আলাওল*, ১৬৮০। 'দীর্ঘ এক টঙ্কী শীঘ্র কর উপকার।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টঙ্কট [স। চটকা]। 'বি চমক।' 'দেখে জয়যাত্রী গলে টঙ্কট লাগিল।' *মানিকরায়*, ১৭৮১।

টন [সি। বি পরিমাপের একক; ১০০০ কিলোগ্রাম]। 'কুঠরীতে ৫৪,০০০ টন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

টনক [স। টঙ্ক]। 'বি চৈতন্য।' 'কশালে টনক নড়ে সুক মুতি নাথি উড়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টনক নড়া *ক্রি* চৈতন্য হওয়া। 'কংস্রাসী বড় কর্তাদের টনকও নড়িয়াছে।' *আলাওল*, ১৯৩৯।

টনটন [ধন্য। বি] অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। 'কোমর কেন টনটন করে রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

টনটনিয়ে ওঠা *ক্রি* কষ্ট অনুভব হওয়া। 'বৃকটা টনটনিয়ে উঠলো।' *সোপান*, ১৯৬৯।

টনটনে [ধন্য। টনটন]। ১ *বিশ্ব* তীব্র। 'বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ

টনটনে হয়ে উঠেছে।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ *বিশ্ব* প্রবর। 'বাবুর আবার অপমানজ্ঞানী টনটনে।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিশ্ব* ছোয়াসো। 'টনটনে বয়ে কখাটা বলে ... সে চলে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

টনশিলা [সি। বি] গলায় মধ্যে জিহ্বার মূলদেশে স্থিত গ্রন্থিযুক্ত। 'হৃদপিণ্ডটা এক লক্ষ দিয়ে টনশিলে এসে আটকে গিয়েছে।' *মুক্ততা*, ১৯৫৯।

টনশিলাটি [সি। বি] টনশিলের ব্যাধি। 'আমার একটি ছাত্রীর টনশিলাটি' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

টনিক [সি। বি] শক্তিদায়ক ওষুধ। 'উপাসনা যেমন মনের টনিক অর্থাৎ বলকর ওষুধ ...।' *রাজ*, ১৮৭৪। 'তাঁহাকে একটি টনিক ওষুধ পান করাইলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২৪।

টপ [সি। বি] সর্বোচ্চ। **টপ গিয়ার** [সি। *ক্রি*বি] সবচেয়ে জোরে। 'মুখহানা খাটতে লাগলেন টপ গিয়ারে।' *মুক্ততা*, ১৯৫২।

টপ [ধন্য। বি] হঠাৎ। **টপ করে** *ক্রি*বি হঠাৎ করে। 'অনেক সময় জানা জিনিসও টপ করে বলা যায় না।' *শামসুল*, ১৯৩৭।

টপকা [সি। বি] লাফ। 'সে তো তিন টপকায়ে মেরে দিলে।' *অবন*, ১৯৪১।

টপকানো [টপকা]। *ক্রি* লাফ দিয়ে পার হওয়া। 'জানালো দিয়ে টপকাতে পারলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

টপটপ [ধন্য। বি] তরল পদার্থের পতনসূচক শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

টপটপানি [ধন্য। টপটপ]। 'বি টপ টপ শব্দে পড়ছে এমন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টপা [ধন্য। টপ]। *ক্রি* বরা। 'কার হাতে পুষ্পমালা সুগন্ধি চশন ভালো কার হাতে পুষ্পলার টপে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

টপাটপ [ধন্য। টপ]। *ক্রি*বি ক্রমগত ও অতি দ্রুত। 'টপাটপ খেয়ে কেলি ছাকাতেলো ভাড়া।' *তপ*, ১৮৫৮।

টপাশ [ধন্য। *বিশ্ব* টপ করে পড়ে এমন। 'গোলপাড়া থেকে হুইয়ে পড়া কাণো পানির টপাশ টপাশ শব্দ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

টপ্পা [সি। বি] এক শ্রেণীর সুবন্ধ সংগীত। 'যাহার গীত, রামধনসাদী পদ, নিধু টপ্পা ও যিহজার খেমটা পর্যন্ত গাইতে পারেন।' *ডাবানী*, ১৮২৮। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টপ্পা ... গাইয়া পটীকে কলিত করেন।' *প্যাগী*, ১৮৫৯।

টপ্পাকার [সি। টপ্পা+স কার]। 'বি টপ্পা গান রচয়িতা।' 'নিধু বাবুর পরবর্তী টপ্পাকারের মধ্যে শ্রীধর কথক অতিশয় বিখ্যাত।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

টপ্পাগীত [সি। টপ্পা+স গীত]। 'বি এক শ্রেণীর সুবন্ধ সংগীত।' 'তেজা হয়ে ডুড়ি মাঝে টপ্পাগীত গেয়ে।' *তপ*, ১৮৫৮।

টপ্পাবাজ [সি। টপ্পা+স বাজা]। *বিশ্ব* রসিক। 'টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টারবাবু ...।' *বন্ধিম*, ১৮৭৩।

টপ্পি [সি। বি] চকলেটের মতো মিষ্টি খাদ্যবিশেষ। 'বনমাণী কো-অপেতে গেলে টপ্পি-চকলেট যদি মেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

টব [সি। বি] বৃহৎ জলপাত্র বা স্নানাদ্রব্য। 'যত যত শিশু, ভঞ্জে ষ্টু, ছুবে মশ ডবের টবে।' *তপ*, ১৮৫৮। 'আয়ার সোমডানো টিনের বার এবং নাবার টব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ২ *বি* ফুলগাছ লাগানোর মাটির পাত্রবিশেষ। 'টবের গাছগুলোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুন্দর বাতাস এসে গারে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *বি* কমেড। 'টবক্রীম ও টবখাস পাখ্যানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ...।' *মনসুর*, ১৯০৫।

টববালাদা [সি। টব+কা বারামদহ]। 'বি টব রাখা যায় এমন ছোটো

বারাশ। 'ভারণর এক পা দু'পা করে এগিয়ে টববারাশার উঠল।' আলফ্রিডিন, ১৯৫৯।

টবর [হি টাবর] বি জাতিগোষ্ঠী। 'বসিল অনেক মিঞা আশন টবর মিঞা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টমক [ধন্য] বি বায়বীয়বিশেষ। 'সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।' মালাধর, ১৫০০।

টমক পেয়া [কি] বল্লাহ বাজানো। 'মহাযজুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।' দর্পণ, ১৮২৫।

টমটম [ধন্য] বি এক ঘোড়ার টানা দুই চাকার গাড়ি। 'আমার কিনে দাও টমটম।' শিরিশ, ১৮৮৩।

টম্যাটো, টম্যাটো [হি] বি গরলে উজ্জল লাল রং ধরে টক-মিষ্টি বাসের এমন পোলাকার সবজিবিশেষ। 'কাঁচা টম্যাটো খাওয়া যে কত উপকারী।' মানিক, ১৯৪০; 'বিশুর টম্যাটো রস।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

টম্যাটো/টম্যাটো কোচাপ বি টমেটোর রস, ভিনেয়ার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চটনি। 'টম্যাটো, সিলপু, জা, টম্যাটো কোচাপ।' শ্যামসুন্দ, ১৯৬৬; 'আসবার পাশে একটা টম্যাটো কোচাপের বোতল নিয়ে এসো।' শ্যামসুন্দ, ১৯৭৩।

টমিগান [হি] বি আয়ুর্ষ্ময় বিশেষ। 'সৈন্যেরা টমল দিলে টমিগান হাতে।' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

টমিগানওয়ালা [হি টমিগান+হি ওয়ালা] বি আয়ুর্ষ্ময়প্রাধারী। 'টমিগানওয়ালারা তখন উত্তর-পশ্চিম কোথাবুধির দিকে এগিয়ে গেছে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

টমল [হি টামল্লার] বি পানপাত্রবিশেষ। 'এক হেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাট্টলন এবং কাঁচের টমল সবল মায়...' প্রভাকর, ১৮৪৭।

টমলেট [হি] বি প্রসাধন। 'চলো লীলাসের বাড়ি যাই, বেশ টমলেট করে এসে।' জীবন, ১৯৩২।

টমলেট পেশার [হি] বি পৌচাগারে ব্যবহারের কাপড়। 'টমলেট পেশারের অভাব আছে বলে মনে হলো।' হাই, ১৯৫৮।

টমলেট রুম [হি] বি পৌচাগার। 'আমাদের কামরার পাশে ছিলো টমলেট রুম।' হাই, ১৯৫৮।

টরটরে [ধন্য] বি চন্মনে। 'একই টরটরেও হয়ে এলো যেন।' হাসান, ১৯৬৯।

টরনি, টরনী [হি আটনি] বি আটনি। 'টরনিরামা পত্রমিদং কার্জকঃ আশে।' মের্স, ১৭৬৬; 'ইস্টাট সাহেব একসেনাটেট জেনেরেল ফ্রান্স কোর্টের টরনী কাড় মহাকুরের ইয়াফেনে।' কাল্পন, ১৮০০।

টরনি [হি আটনি] বি আটনি। 'ভাষার টরনি শ্রীমত ... টোপুধি।' দর্পণ, ১৮২০।

টরনিরামা [হি আটনি+ফা নামা] বি ওকালতনামা; আটনি নিয়োগের হুকি। 'টরনিরামা পত্রমিদং কার্জকঃ আশে।' মের্স, ১৭৬৬।

টরু [হি] বি আটনি। 'তাহার টরু ঐ স্থাননিবাসি শ্রীমত ... হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

টরমিশস [হি] বি টার্মিনাল; যখন চলু অবস্থায় থাকে না তখন যানবাহন হাবার হারগা। 'বৃষ্টিতে তাঁর কেলগুয়ে টরমিশসে উপস্থিত হবার বিলম্বন ব্যাঘাত করে ছিল।' হুতায়, ১৮৬১।

টরে-টকা [ধন্য] বি টেম্প্রাক পানোয়ের মোর্গ কোড; (এখানে) অর্থীনি কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। 'তারপর কাপড় পেনসিল দিয়ে কী সব

টরে-টকা করবে।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

টর্ [হি] বি ব্যাটারিত চাল এমন বহনযোগ্য ছোটো বাতিবিশেষ। 'টর্টোইট ও বসুক সাথে ছিল।' নজরুল, ১৯৩১; 'টর্টো নেই, তে নিরীহ পাছ কেবা দস্যু, বোকা দায়।' শ্যামসুন্দ, ১৯৭৪।

টর্টোইট [হি] বি ব্যাটারিত চাল এমন বহনযোগ্য ছোটো বাতিবিশেষ। 'টর্টোইট ও বসুক সাথে ছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

টর্পি [টরপি]

টর্পেডো [হি] বি প্রচলিত ঘূর্ণিঝড়। 'কবার টর্পেডো দিয়ে সনাতন মৃত্যুর ভিত জন্মবে বলে একদিন ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৪; 'টর্পেডো দুর্গত গ্রাম খালপাড়ে সাহায্য সাম্মী বিতরণ করেন।' কেশব, ১৯৬৯।

টর্পেডো [হি] বি হায়াব্র বিক্ষাণী ক্ষেপণাস্র। 'আমি টর্পেডো, আমি জীম ভাসমান মাইন।' নজরুল, ১৯২২।

টর্ম, টর্ম [হি টার্ম] বি মেয়াদ। 'বর্তমান টর্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিমকোর্টে বিচারহওয়ার্থে ...' দর্পণ, ১৮২৯।

টলটল [স] ১ বি নড়তড়া। 'ভাবনী আসন করএ টলটল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ দীড়িয়ে থাকতে পারে না এমন। 'বলদ দুর্বল করে টলটল নাড়ি বার বাস পান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ সামান্য আলোদলে উপরে পড়বে এমন। 'দৌলত জ্বায়েছে জল কানে কান, টল টল।' বসদর্শন, ১৮৭৪।

টলটল/টলটলানো [টলটল] কি কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ার ফলে তুলসীপার্বেব গড়িয়ে পড়া। 'কোন পরশবারে গড়িয়ে টলটলিয়া।' রত্নশ্রী, ১৯২৭।

টলটলানায়ন [স] বিণ পতনোন্মুখ। 'অটল ভিত টলটলানায়ন হল।' প্রমথ, ১৯১৭।

টলটলে [টলটল] বিণ বাছ। 'টলটলে সেই পুরোনো পুকুরে ফেলোহো টিকন ছিপ।' শ্যামসুন্দ, ১৯৭০।

টলটল [টলটল] বি জল প্রবাহিত হওয়ার শব্দ। 'হলহল টলটল কলকল তরঙ্গ।' ভারত, ১৭৬০।

টলবল [স টল] বি টলমল। 'যমুনার জলে টলবল করে নাও।' বড়ু, ১৪৫০।

টলবলানো [টলবল] কি টলমল করা। 'শাখ টলবলএ আধিকে দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০।

টলমল [স] ১ বিণ টলমলানো; পতনোন্মুখ। 'শৈল মহী করে টলমল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পদভরে টলমল করে বসুমতী।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বিণ ঘন ঘন আলোচিত। 'মহাকুণ্ড উখালিয়া করে টলমল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিণ আহুইর। 'বিবিধ কান্দনে জনি করে টলমল।' গঙ্গী, ১৭৬৫। ৪ বি উজ্জলতার অব। 'ঝোয়ারের জলে ভাসিয়া উদ্ভিয়া টলমল করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি দোলায় ভাব। 'তাহারা তোমাদের মতোই টলমল করিয়া দুখিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বিণ পরিপূর্ণ। 'শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৭ বিণ চঞ্চল। 'পরম নিরুদ্ধির মতো চোখ মুখের ডাব বসনা টলমল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৮ বি যাতাল। 'এসো দিগ্ধমাত্র টলমল রে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

টলমলা, টলমলানো [টলমল] কি টলমল করা। 'মগ্ন সহ বৃহৎ মগ্ন কিত্তি টলমলি।' মাইকেল, ১৮৬০; 'চোখের অক্ষ ... মন-পাতার টলমলায়।' নজরুল, ১৯২২।

টলমলে [টলমল] ১ বিণ নড়তড়া। 'প্রবল বিরহানলে তথ্য হলে টলমলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ দোলময়মান। 'আমাকে মুঠো

করে খঁরে টলমলে মাথাটা নিয়ে হাম ক'রে খেতে আসত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ *বিশ* সংস্করণ। 'আমি এমন টলমলে জামপার আছি যে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

টলমলানি [টলমল] বি টলমলকরণ। 'কত ডেউয়ের টলমলানি/ কত শ্রোতের টান।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

টলমলো [টলমল] বি টলমল করছে এমন। 'রক্ত কমল তরঙ্গ টলমলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

টলা [স টল] ১ *ক্রি* নড়া। 'গণ সমুদ্রে টলিখা পইঠা।' চর্যা ৩৫, ১২০০। ২ *ক্রি* বিচলিত হওয়া। 'তা সেখি মুনিমন টলে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ *ক্রি* ঝলিত হওয়া। 'সেই ঘড়ি বিদ্যুৎঘণি টলিয়া পড়িল।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ *ক্রি* কম্পিত হওয়া। 'টলিল কনকলতা বীরপদভরে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৫ *ক্রি* সোলাহিত হওয়া। 'অভাগীর সম, চিত্ত টলিল রাজার।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৬ *ক্রি* বিচ্যুত হওয়া; ধ্বসে হওয়া। 'ইসলামের মূল ভিত্তি টলিতে বসিয়াছে।' প্রচারক, ১৯০১। টলই *ক্রি* নড়ে। 'যাহা ঘন চূষনে বদন না টলই।' গোবিন্দ, ১৬০০। টলাইতে *ক্রি* নড়াতে। 'পিরিম্ন অচল নারিকি টলাইতে।' বাহরাম, ১৬৫০। টলাএ *ক্রি* বিচলিত করে। 'রসভাব বচনে টলাএ সজী মন।' আলোড়ন, ১৬৮০। টলি *ক্রি* চলি। 'চিত্ত বিকরণে তহি টলি পইসই।' চর্যা ৩১, ১২০০। টলিখা *বি* বিচলিত হয়ে। 'গণ সমুদ্রে টলিখা পইঠা।' চর্যা ৩৫, ১২০০। টলিতে টলিতে *ক্রি*বিশ পড়ো পড়ো করে। 'এক বসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে ... সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়ে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। টলিয়াছে *ক্রি* বিচ্যুত হয়েছে। 'ভীষনের ভক্তি টলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। টলিল ১ *ক্রি* কম্পিত হলে। 'টলিল কনকলতা বীরপদভরে।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ *ক্রি* সোলাহিত হলে। 'অভাগীর সম, চিত্ত টলিল রাজার।' গিরিশ, ১৮৮৭। টলে *ক্রি* বিচলিত হয়। 'তা সেখি মুনিমন টলে।' বড়ু, ১৪৫০। টলৌকি *ক্রি* টলুক। 'সুভাষা টলৌকি প্রেম-পছের গমনে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

টলমান [স] *বি* দুলছে এমন। 'অবশাদল্লুজ পায় পঞ্চমে টলমান দেহে/ শীরবে দাঁড়িয়েছিলু ঘুরে এক কোণে।' হোসেন, ১৯৪০।

টলাটল [স টল] *বি* টলমাটল। 'টলাটল করণ যাহার পরশ তণ্ড কই মেলে তার।' লালন, ১৮৯০।

টলানো [স টল] ১ *ক্রি* অনাথা করানো। 'মা যখন মনহির করেছেন শুঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ *ক্রি* নাড়িয়ে দেওয়া। 'সূচরিতাকে টলানো সম্ভব নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

টলে পড়া *ক্রি* হেলে পড়া। 'ইরাজের গর্বে টলিয়া পড়িতেছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

টল্যা পড়া *ক্রি* টলে পড়া। 'সুবক্ত সাধন হেতু টল্যা পড়ে খড়ি।' রূপরাম, ১৭৫০।

টসকানো [ধন্য] ১ *ক্রি* নষ্ট হওয়া। 'কেমন টসকে গেছে দেখুন না।' জীবন, ১৯০০। ২ *ক্রি* ভেঙে পড়া। 'এ কথা বলতে গিয়ে বিপিনবাবু একটুও টসকানে না।' জীবন, ১৯৮৮। ৩ *বি* বিগতযোবান। 'তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগা না হলেও একেবারে টসকানে নয়।' ওয়াশী, ১৯৪৮। ৪ *ক্রি* ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। 'খড়ি একটুও টসকার না।' শিবরাম, ১৯৭০।

টসকে যাওয়া *ক্রি* খারাপ হওয়া। 'মনটা কেমন টসকে গেছে।' জীবন, ১৯৩২।

টসটস [ধন্য] ১ *বি* রসে পরিপূর্ণ। 'টসটস জ্বালাতি দীঘল রসনা.'

রূপরাম, ১৭৫০। ২ *বি* অক্ষপত্তন নির্দেশক শব্দ। 'চক দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগলো।' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

টসটেসে [টসটস] *বি* টসটস করছে এমন। 'পৃথিবীর ভূগ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিকচিকে টসটেসে হয়ে উঠুক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

টসটসানি [টসটস] *বি* রসে পরিপূর্ণতার ভাব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টসটসিয়া [টসটস] *বি* রসে পরিপূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টুক [হি টসকনা] *বি* জল্পাশব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টকান [হি টসকনা] *ক্রি* ভগ্নাশব্দ হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টহরিক [হি টহল+>] *বি* অভিজিত করবিশেষ। 'টহরিক বগিয়া কোন কোন জমিদারিতে প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় হয়।' এডুকেশন, ১৮৭২।

টহল [হি] ১ *বি* প্রহারের জন্য পদচারণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ...।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ *বি* ঘোরাক্রোড। 'বাদল-বাজের কালো-উর্ধ্ব-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টহলদার [হি টহল+ফ দার] ১ *বি* যে টহল দেয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* অশ্রমকারী। 'বিশেষী টহলদারের ক্যামেরা-কম্বুটি চোখে নয়।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

টহলদারী, টহলদারী [হি টহল+ফ দারি] ১ *বি* টহল দানকারী; পুষ্টিরদার। 'হামের সেই টহলদারী পুষ্টির দল জায়গাটাকে ঘিরে প্রবেশিল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ *বি* টহলদারের কাজ। 'পাড়া টহলদারী কল ঘিরে আসে।' শশীশ, ১৯৬০।

টহল দেওয়া *ক্রি* ঘোরাক্রোড করা। 'বাদল-বাজের কালো-উর্ধ্ব-পরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টহলধারী [হি টহল+ফ ধারী] *বি* পাহারারত। 'রকেচ হাত পর পর টহলধারী সশস্ত্র পুলিশ।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

টহলানো [হি টহল+] *ক্রি* হাঁটা বা পায়চারি করা; টহল দেওয়া। 'ওঁড় দুপিয়ে দুপিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টাই [হি] *বি* গলাবন্ধবিশেষ। 'আমার টাইটা বুঝি কলারের উপরে উঠে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

টাইগার [হি] *বি* বাঘ। 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বজালির সঙ্গে একাডিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

টাইমিস [হি] *বি* ইরাকের নদীবিশেষ। 'টাইমিস ও ইউফ্রেটিস নদীঘরের বন্ধ মোহনভূমি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

টাইট [হি] *বি* আঁটসাঁট। 'বোতলের টাইট ডিপি।' জীবন, ১৯৪৮।

টাইটল [হি] *বি* উপাধি। 'আমার টাইটল নাও।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

টাইটল পেজ [হি] *বি* আখ্যাপত্র। 'তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাভাবিতোকে প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

টাইটেল [হি] *বি* উপাধি। 'কোনো একটা টাইটেল জোগাড় করা যায়।' জীবন, ১৯৩২।

টাইটেল-টাইটেল [হি টাইটেল+] *বি* খেতাবানি। 'বরতে থাকলে টাইটেল-টাইটেলও মিলে যেতে পারে।' মনসুর, ১৯৪৫।

টাইপ [হি] ১ *বি* মুদ্রাক্ষর বা টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে লেখার কাজ। 'তুমি টাইপ করিতে পার?' রোকেয়া, ১৯২৪। ২ *বি* বিশেষ ধরন; শ্রেণী। 'তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত; তাই তারা অনেকগুলো মানুষের ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ *বি* মুদ্রণ। 'কাল

আমরা যে-ছায়াভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম তার গল্পাশোটাতে টাইপ করে আমাদের হাতে দিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বি খাতু দিয়ে তৈরি অক্ষরের ছাঁচ, যার ছাপ দিয়ে ছাপার কাজ হয়; মুদ্রাক্ষর। 'তিন কেস টাইপ আছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

টাইপ করা [হি] ক্রি মুদ্রাক্ষর বা টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে লেখা। 'তুমি টাইপ করিতে পার?'। রোকেয়া, ১৯২৪।

টাইপ রাইটার [হি] বি মুদ্রণের যন্ত্রবিশেষ। 'বাংলা টাইপ রাইটার বানান।' জীবন, ১৯০২।

টাইপ-রাইটিং [হি] বি টাইপ মেশিনে লেখা। 'টাইপ-রাইটিং জ্ঞান?' বিজুতি, ১৯০১।

টাইপমেশিন [হি] বি মুদ্রণের যন্ত্রবিশেষ; টাইপরাইটার। 'টাইপমেশিন আনলে দেশে হরক রিপাব্লিক'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

টাইপিং [হি] বি মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের সাহায্যে লেখার কৌশল। 'কেহ টাইপিং শিখা করেন।' রোকেয়া, ১৯২৪।

টাইপিষ্ট, টাইপিষ্ট [হি] বি টাইপ করে যে। 'সিডিল সার্জন রাবিয়া বেগম টাইপিষ্ট আর সিদ্দিকা খাতুন কি ইয়াহুয়েন?' রোকেয়া, ১৯২৪; 'প্রাইভেট সেক্রেটারী, টাইপিষ্ট, একাউন্ট্যান্ট ও কেরানী।' বেগম, ১৯৪৯।

টাইকয়িত, টাইকয়েড [হি] বি জীবাণুঘটিত ক্ষয়বিশেষ। 'যাহাকে সে টাইকয়েড হইতে বাচাইয়াছিল।' বিজুতি, ১৯৩১; 'চায় দিকে টাইকয়িডের গ্রবল প্রকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

টাইফুন [আ তুফান] বি প্রশস্ত মহাসাগরীয় ঝড়। 'চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

টাইবার [হি] বি নদীবিশেষ। 'টাইবারের পারে সেই ইটার্পাল সিটিতে।' জীবন, ১৯০২।

টাইম [হি] বি সময়। 'ভাই, টাইম বড় খারাপ পড়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

টাইমটেবিল [হি] বি সময়সূচী। 'কাশী যাওয়ার সময়ে টাইমটেবিলে মাইলটা দেখেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টাইম বেটাইম [হি] টাইম+ফা বে+ই টাইম। বি সময়-অসময়। 'টাইম বেটাইম আছে?' শ্যামল, ১৯৬৬।

টাইম বোমা [হি] বি নির্ধারিত সময়ে বিস্ফোরিত হয় এমন বোমা। 'টাইম বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে দুই ব্যক্তি নিহত।' জয়বাংলা, ১৯৭৭।

টাইরিং [হি টাই-রিং] বি গলানব্ব আটকে রাখার বেটীবিশেষ। 'টাইয়ের উপরে টাইরিং পরে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

টাইল [হি] বি টালি; ঘরের ছাদ আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত শোড়া মাটির ফলক। 'লাদ টাইলে ছাড়া বাকীসব...'। মনিক, ১৯৩৬।

টাইট [হি] বি প্রভারক। 'গ্রামা টাইট থেকে হাইকোর্টের এটর্নি।' অনলা, ১৯৪০।

টাইটলিগি [হি টাইট+ফা গিগি] বি প্রভারণার কাজ। 'দাঁদোজি ও টাইটলিগি করে প্রভুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে...'। সনৎ, ১৯৭০।

টাইল [হি] বি শহর। 'টাইলহলের কোন কোন মহতী সভায় দয়ামান হইয়া ... রীপ পক্ষ রক্ষা করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'এয়া গাউন পড়ে, টাইল হলে, বিলাতি বেল কবেই করে।' শুভ, ১৮৫৮।

টাইলহল [হি] বি শহরের প্রধান মিলনায়তন। 'টাইলহলের কোন কোন মহতী সভায় দয়ামান হইয়া ... রীপ পক্ষ রক্ষা করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

টাইল সার্ভিস [হি] বি শহরের পথে চলাচলকারী। 'টাইল সার্ভিসের বাসগুলো চলতে শুরু করেছে।' জহির, ১৯৬৮।

টাইল্লা বি গানের তিভরের খলি অংশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টাইগা গাল বি ডরা গাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টাইগার [হি] ১ বি উঁচু ডবন। 'বোখাইয়ের বাক্সাই টাইগারের উঁচু চূড়াটা।' বিজুতি, ১৯৩৭। ২ বি উঁচু কাঠামো। 'টাইগার খড়িটা দেখে চমকে উঠল।' শিবরাম, ১৯৭০।

টাকি [ধন্য] বি কণ্ঠকূটার। ওয়া, ১৭৮৫।

টাংগাওয়ালা [হি টঙ্গা+হি ওয়ালা] বি টাট্টা খোড়ায়-টানা গাড়ির চালক; গাড়োয়ান। 'অনীতিপার বৃদ্ধ টাংগাওয়ালাদের কাছে ঘাস বিক্রি করে।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

টাক [স টকা] বি টাকপয়সা। **টাকশাল** [স টকশালা] বি টাকপয়সা তৈরির কারখানা। 'টাকশাল।' *কালপে*, ১৭৮৪; '... তিনি তদীয় আনুক্যবলে টাকশালের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। **ট্র টাকশাল**, **ট্যাকশাল**

টাক [হি] বি সেলাই। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাকন [হি tuck<] বি সেলাইয়ের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাকা [স তর্ক] ১ ক্রি প্রতীকা করা। 'সতিনে মরণ টাকে কেবল তোমার পাকে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি আলাপ করা। 'মরণ টাকিলি বোটা অনাথা দেখিয়া।' জরত, ১৭৬০। ৩ ক্রি সম্পন্ন করা। 'জনাফসারে যখনমো বামনেরা আদ্য শ্রাধ, বাৎসরিক সপ্তিধীকরণ টাকেতে শ্রাদ্ধকৈ।' হস্তোম, ১৮৬১।

টান [সি তুমন] বি খোড়া। 'তুরগী টানন তাজি টাট্টা জোড়া জোড়া।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

টটি বি বসার আসন; বেদি। 'দোকানের সমুখস্থ বাশের টটির উপর বসিয়া গড়িল।' *শতক*, ১৯৮৭।

টটি [স অধি] বিপ পরিশুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টাড়বারো ১ বি গাছবিশেষ। 'বোয়ে ওই সেই টাড়বারোর গাছ।' বিজুতি, ১৯৩৮। ২ বি বনমহিষের দেবতা। 'বন্যমহিষের দেবতা টাড়বারোর কথা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

টাসা [হি টাল] ক্রি আটকানো। 'টেনে যাওয়া ক্রি আটকে যাওয়া।' 'হচ্ছে কী সব, টেনে গেলে কোথায়।' জীবন, ১৯৪৮।

টাক বিগ মতো। 'আর মাইলটাক আছে।' বিজুতি, ১৯৩৩।

টাক [স তুকা] ১ বি কেশহীন মাথা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি মাথার চুলের স্বল্পতা বা চুল না থাকা। 'আমার নাভনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

টাকশাক [টাক+স নাশক] বিগ চুলহীনতা দূরকারী। 'শিল্পিতে টাকশাক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

টাক-পড়া ১ বিগ বয়স্ক লোকের। 'বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিগ টাক পড়েছে এমন। 'টাক-পড়া, আধ-বুড়া, আঙঠে-চলা দু-জন মানুষ।' বৃদ্ধ, ১৯৫৫।

টাকমাথা বিগ মাথায় টাক আছে এমন। 'টাকমাথা বেটে দিগধর আড় কপাটা তনিয়াই ...।' *বনফল*, ১৯৩৬।

টাক ডুমাডুয় টাক [ধন্য] বি আনন্দধনি বিশেষ। 'বাঁজিয়ে বগল টাক ডুমাডুয় টাক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টাকর [ধন্য] বি ঘুবি। 'ভাসে দানা টাকরে খোড়ার মুখনাশি।' মুকুন্দ,

১৬০০।

টাকরা [ধন্য] বি মুখসহরের তালু। 'ভূতির সাথে টাকরা টেকার দিতে দিতে তার সম্বন্ধহার করছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

টাকলি [ধন্য] বি টক টক শব্দ। 'গভণ টাকলি লাগি রে চিত্তা পুইঠ নিবাশা।' চর্য ১৬, ১২০০।

টাকলি [বি টাক] বি সেলাই করার হাতিয়ারবিশেষ। 'চরকা ঘুরিয়ে, টাকলি চালিয়ে কী তাল্যাহ হুটে ...।' খৃষ্টি, ১৯৩১।

টাকশাল, টাকসাল [স টকশালা] বি টাকগায়রা তৈরির কারখানা। 'টাকশালে চাদি সোনা লওয়া জাবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭; 'টাকশালের সমুখস্থ প্রধান রিজাবাটের প্রধান ছানে তাঁহার কবর হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২। **টাকশাল**

টাকা [স টকা] ১ বি ভত্তা; মুদ্রাবিশেষ যার আর্থিক মূল্য আছে। 'বাহির মহলে জার সাত মরাই টাকা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অর্থ; সম্পদ। 'ইলঙেটোকাই সর্বকেন্দ্রী' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

টাকা উড়ানো কি বাজে খরচ করা। 'জমিদারের হেলেটা ... বাস্কি নিয়ে টাকা উড়িয়ে দিল।' জীবন, ১৯৩২।

টাকাওয়ালা [টাকা+হি ওয়ালা] ১ বি ধনী। 'চোটাখোর বেগের ঘরে, ও টাকাওয়ালা বাড়িতে একবার বেতেই হবে।' হুজুম, ১৮৬১। ২ বিগ টাকা আছে এমন। 'একজন দশ টাকাওয়ালা লোক আপনকে বড় মনে করিয়া একজন আট টাকাওয়ালা সোকের সঙ্গে কথা কহিতে চাহে না।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

টাকাঝি বি ধনসম্পন্ন। 'হল্পুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।' রামহুসান, ১৭৮০।

টাকা করা কি আয় করা। 'কল্যাণ করিব এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

টাকাশত [স টক+স গত] বিণ অর্ধসর্বস্ব। 'সুভরাং টাকাশত ধনিক্ত বৈতরণীর এগার পর্যন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

টাকাটুকি বি অর্থকড়ি। 'টাকাটুকি নিলে থুলে কে জানিতে পারে।' ভবানী, ১৮২৫।

টাকাশয়া বি টাকাকড়ি। 'টাকাশ্যালে চলতি টাকাশয়া লইয়াই তাহাদের কারবার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

টাকাশ্রাণী [টাকা+স শ্রাণী] বিণ অর্থপ্রত্যাশী। 'টাকাশ্রাণী গোয়াল তাহার গরু বাছুরের প্রাণের দিকে তাকায় না।' সুলভ, ১৮৭০।

টাকা যার, মামলা তার - টাকা খরচ করলে মামলায় জেতা যায়। সুলভ, ১৯০৬।

টাকায় টাকা আনে - ধনী মানুষ অর্থ বাটিয়ে আরো আরো অর্থ লাভ করে। সুলভ, ১৯০৬।

টাকায় টাকা আসে - ব্যবসা ইত্যাদিতে যত বেশি টাকা বিনিয়োগ করা হয় তত বেশি টাকা লাভ হয়। 'টাকায় টাকা আসে, ওতমনি সুখে সুখ আনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

টাকার অঙ্ক বি টাকার পরিমাণ। 'টাকার অঙ্কটকে বড়ো করতে হল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

টাকার কুড়ী বি টাকা লেনদেনের স্থান। 'এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকার কুড়ী।' দর্পণ, ১৮২৯।

টাকার কুমীর - প্রকৃত ধনশালী ব্যক্তি। 'মনীর মিঞা টাকার কুমীর।' জগীষ, ১৯৩০।

টাকার গন্ধ বি ধনদৌলতের অহংকার। 'সে দিন আর মনে নাই তবু এখনও টাকার গন্ধ রয়েছে।' হুজুম, ১৮৬১।

টাকার ঘানি টানা কি অক্লান্তে আর করা। 'কেবল টাকার ঘানি টানিয়া দুই-চারি হাত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

টাকার শ্রাদ্ধ বি অপভ্রম। 'এ যে মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। **টাকার শ্রাদ্ধ** করিবার অনেক উপায় আছে। রোকেয়া, ১৯২১।

টাকার [স তর্ক] বি বন্ধহাতি; ঘৃণি। 'টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরণো।' বড়ু, ১৪৫০।

টাকি বি শোলের মতো ছোটো মাহাবিশেষ। 'টাকি মাছে সিঁড়ির ফাটল ভরে গেছে।' মণীষ, ১৯৬৬।

টাকু [স তুকা] বি টাক মাথা যার। ওর্স, ১৭৮৫।

টাকুয়া [স তর্ক] বি সুভা কাটার ও জড়িয়ে রাখার শলাকাবিশেষ। 'এ কি প্রমাদ, যে এমন সুশর পশুকে এমন করিয়া টাকুয়ার ন্যায় সুরু পা দেন।' তারকিণী, ১৮৩০।

টাকুয়া [স তর্ক] বি সুভা কাটার ও জড়িয়ে রাখার শলাকাবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

টাকুর [স ঠকুরা] বি ঠাকুর; ব্রাহ্মণ। মেরস, ১৭৬২।

টাকুরা [স তুকা] বি কেশহীন মাথা। মাদোএল, ১৭৪৩।

টাকুরা [স বি টাকুর; বাজনা। 'কলিকাতার ঘরের টাকুর।' দর্পণ, ১৮২৫।

টাকুরি কি টানা। 'লৌহাি নৌকা টাচঅ গুনে।' চর্য ৩৮, ১২০০।

টাগারি [কা ত্যারী] বি শরিফ জলপার। মাদোএল, ১৭৪৩।

টান [স তুরসম] বি পাহাড়ি ঘোড়া। বিদ্যা, ১৮৯১; 'মাঝার ওপর দৌড়ে টান।' নজরুল, ১৯২৫।

টান [স তুরসম] বিণ পাহাড়ি। 'পর্বতিনা টান তাজি নিল দিবা ঘোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টান [স তুরসম+কা তাজী] বি পাহাড়ি ঘোড়া। 'টান তাজি নিল দিবা ঘোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টান্কা [স টকা] বি টাটুঘোড়া বাহিতে দুই চাকার যানবিশেষ। 'এই শীতের রাতে টান্কা হাঁকাচ্ছে।' খৃষ্টি, ১৯৩১।

টাঙাওয়ালা [টাঙ+হি ওয়ালা] বি টাটুঘোড়ায় টানা দুই চাকাবিশিষ্ট গাড়ির চালক। 'সকৌ-এর এক টাঙাওয়ালা।' খৃষ্টি, ১৯৩১।

টাঙ্গা-ওয়ালা [টাঙ্গ+হি ওয়ালা] বি টাটু ঘোড়ার টানা দুই চাকার গাড়ির চালক। 'টাঙ্গাওয়ালায় খোঁজ পাওয়া গেল না।' লজ, ১৯৩১।

টান্কা [স টক] ১ কি ঝুলানো। 'খানকতক দর্শা এবং কাপড় টান্কা দিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ ঝুলন্ত। 'নারীমূর্তির বাধানে এনামেতিহ টান্কাতে রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

টানান, **টানানো** [স টক] ১ কি টানানো; ঝুলানো। 'বৃক্ণডালে হাটে বাটে রাখা টানিয়া।' আলগোল, ১৬৮০; 'তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মৃত মস্তক উপরি ভাগে টানাইয়া ...।' রামরায়, ১৮০১। **টানানো** কি টানানো। 'টানানো আলম চন্দা করে ঝলমল।' রূপরায়, ১৭৫০। **টানিয়া** কি ঝুলিয়ে। 'গিরির উপরে সব রাখিছে টানিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

টানান বিণ টানানো বা ওড়ানো আছে এমন। 'ভিন্ন ভিন্ন নিশান টানান আছে।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

টান্টি [মন্যা টান্টি] বি রশকুঠার। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বর্পা, টান্টি, তলোয়ার'। *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

টান্টির বি পাছবিশেষ। 'টান্টির ঝাঁটি কাটিল কালা নোয়া'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।
টান্টি [মন্যা টান্টি] বি রশকুঠার। ওগা, ১৭৮৩।

টান্ বি শর জাতীর তুণবিশেষ। 'শর নল শাকড়া ইকড়ি টান্'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টানল দ্র টানল

টান্দা দ্র টান্

টানান, টানানো দ্র টানানো

টান্দি, টান্দি [মন্যা] বি কুঠার জাতীর লোহার অস্ত্রবিশেষ। 'আদম কিড়ি টান্দি নিবাণে কোহি'। *চর্চা*, ৫, ১২০০; 'কাহিল লসান টান্দি'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টান্দি [স তুহ] বি উচ্চ প্রাসাদ। 'সমুদ্রের তীরে টান্দি নদবা বর্ণে রসারবি'। *আলাওল*, ১৬৮০।

টান্দি দ্র টান্দি

টান্দো [হিন্দী] বি ময়ূর ডালের বলরম নাচবিশেষ। 'নাচিয়ে স্পানিল টান্দো নীল চেয়ে'। *জীবন*, ১৯০০।

টান্দি বি সুদ। 'টান্দি সমেচ টান্দি আনিয়া দিব'। *কেন্দ্র*, ১৮০২।

টান্দি [না ডটকা] বি পুষ্পার ব্যবহৃত আয়ার থালা। 'নামল মাঠে আয়ার টান্দি'। *সত্যভা*, ১৯১২; 'আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি টান্দি ফুল সাজাবার জন্য'। *ব্রহ্ম*, ১৮০২।

টান্দি [স চটকা] বি চমক; বিম্বর। 'তা দেখিয়া নৃপসিন্যে লাগিল টান্দি'। *মহিনিকার*, ১৭৮১।

টান্দি [স তবকাল>?] ১ বিগ মাটির তৈরি। টান্দি সরায় রাম্য পুসিগে জাত'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিগ নবীন। *মনোএল*, ১৭৪৫। 'সহি এক টান্দি দলপতিরা ... আদম আপন দলে প্রোকেমের্গিন দিলেন'। *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ বিগ ভাঙ্গা। ওগা, ১৭৮২; 'অপর পুণ্ড্রঘরে টান্দি ২ সখাল প্রকাশ পাইল'। *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ বিগ নতুন। 'টান্দি গোরে হটকা কুতের হব'। *রাজ*, ১৮৭৪। ৫ বিগ বিগ সখা। 'ভায়া টান্দি ভারতবর্ষ থেকে আসছে'। *রকুন্ত*, ১৮৮১। ৬ বিগ নতুন প্রকাশিত। 'আনাডোল ক্রাসের টান্দি বই পড়িনি'। *ব্রহ্ম*, ১৯১৮। ৭ বিগ সাম্প্রতিক। 'ইহার টান্দি উদাহরণ ... ছায়েব'। *মোহনামা*, ১৯৩১।

টান্দি [স] বি এক প্রকার ছোটো মাছ। 'টান্দির বয়সোলাস পানশে যখন সমানে খেয়ে যাচ্ছে'। *মহীশ*, ১৯৬৩।

টান্দি [স] বি টান্দি+স পট>। বি মোটা কাগড়ের বস্ত্র। 'টান্দি আর কুম্বের কাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করল'। *কায়সার*, ১৯৬২।

টান্দি [স] বি টান্দি+স পট>। বি কাপড়ের কাগড়ের তৈরি স্ত্রীতবিশেষ। 'গোড় ভোলা মাথা নেড়া টান্দি স্ত্রী'। *ভকানী*, ১৮২৫।

টান্দি [মন্যা] ১ বি ব্যাধ। 'কিন্তু শর টান্দি কিছুই করিল না'। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি টান্দি করে এমন অবস্থা। 'মুখের টান্দিতে আমোদের পরিবারের বট ফাটয়া যাইতে লাগিল'। *মনসুর*, ১৯৩৫।

টান্দি [মন্যা] বি ব্যাধ। 'আমার আঙুলতোলা বড় টান্দিছে'। *ভায়া*, ১৯৪০।

টান্দি, টান্দি [স] ১ বি ছাউনি। 'তৃণ টান্দি দিএ চারিদিক আবহিল'।

কুম্বাস, ১৫৮০। ২ বি বেড়া। 'সে ভুজের সোম কাটি ছাইতে পারে টান্দি'। *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ বি কপাট। 'দুয়ারে লাগিল টান্দি না পারি যাইতে'। *কুম্বাস*, ১৭২০। ৪ বি মলভাণের স্থান। 'এক ভাঁড় হস্তে লইয়া টান্দিতে যান'। *ভকানী*, ১৮২৮। ৫ বি সরকার বিল। 'টান্দি-সেওয়া রাজবাড়িতে ওগো'। *নন্দকল*, ১৯২৬।

টান্দি [স] বি টান্দি ১ বি ছোটো খোড়া। 'আমা খোড়া পরিধান আরোহণ টান্দি'। *রঙ্গরাম*, ১৭৫০। ২ উচ্চি। ওগা, ১৭৮৩।

টান্দি [স] বি টান্দি+খোড়া। বি ছোটো খোড়া। 'আমা টান্দি খোড়া ... যান বাইরা বেড়াইতে'। *রকুন্ত*, ১৮৮৫।

টান্দি [স] বি টান্দি+খোড়া। বি ছোটো খোড়া। 'এক কুম্বের এক টান্দি খোড়া ছিল'। *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'আসল ভূটনি টান্দি থাকে বলে'। *নিবরাম*, ১৯৪০।

টান্দি [স] বি টান্দি। 'কমল ভলি পড়ি যাইবে টান্দি'। *বড়*, ১৪৫০।

টান্দি [স] বি টান্দি ১ বি বেড়া। 'বাটারে খসের টান্দি মুড়িয়াছে ঘর'। *ভক*, ১৮৫৮। ২ বি লাগাম। 'তরুণজার মুখে টান্দি নেই, যাচ্ছেতাই বলে বখন-তখন'। *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

টান্দি দ্র টান্দি

টান্দি [স] তত্ত্ব>। বি বিস্তারিত ঘটনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টান [স] তত্ত্ব> ১ বি বল করে টান। 'হার কাছন মোর কাঙ্ক্ষীতে দেএ টান'। *বড়*, ১৪৫০। ২ বি আকর্ষণ। 'ফুয়ার টানেও বেহে বা খসিবে'। *রকুন্ত*, ১৮৯০। ৩ বিগ লগা। 'এক রমিতে বখন আমি একটি ইহনী রমণীর পাশে ... টান হইয়া ভইয়া ফিলাম'। *সুভল*, ১৯২০। ৪ বি আত অবস্থা। 'কালন্ত টেনে চোখের টান বাড়িয়ে প্রেমী সখা দিলে বলে বাহবা'। *অবল*, ১৯২৫। ৫ বিগ লগাতে। 'কান দুটো টান - ঠিক সে কুলো'। *নন্দকল*, ১৯২৬। ৬ বি আঁড়। 'সুঁত তার তুলির লগা লগা সোনাগি টান লাগিয়েছে'। *রকুন্ত*, ১৯২৮। ৭ বি নিঃস্বাসের সঙ্গে রোঁয়া শোষণ। 'সিয়ারেট ফুলিয়ে ... টান দিতে গেল ফুলে'। *রকুন্ত*, ১৯২৮। ৮ বি দুচ্ছা থেকে বাঁধা অবস্থা। 'সরজাটা আঁটকোনা ছিল, কিন্তু টান নেই, ফুলে পেল'। *জীবন*, ১৯৩০।

টান-টান বিগ সঠাম। 'আসলেই তার শরীরাটা টান-টান'। *মনসুর*, ১৯৫৩।

টান টানা ক্রি পক্ষ অবলম্বন করা। 'কল্পগণ ... অবিকাংশ সময়ে ধনী মহাজনের টান টানিয়া থাকে'। *সপ্তপাণ্ড*, ১৯৩৮।

টান পড়া ক্রি নিরুপায় হয়ে নেওয়া। 'বায়ু কখনোই উত্তাপ সঞ্চার করিতে পারিবে না, শেখকালে তোমার এ গহনাতো টান পড়িবেই'। *রকুন্ত*, ১৮৯৮।

টানপড়া ক্রি বিগ কোঁচকানো। 'মুখের উপর টানপড়া তক্তো চামড়া'। *রকুন্ত*, ১৯৪০।

টান পাড়া ক্রি টেনে আনা। 'কেন ... ভাবিতে হইলেই পূর্বজন লইয়া টান পাড়িতে হয়'। *রকুন্ত*, ১৯০২।

টান মারা ক্রি বস্তুপেক্ষ ধ্বিনিয়ে নেওয়া। 'হুকের কাছে বিক করে টান মেরেছ ফুলে'। *রকুন্ত*, ১৮৮৬।

টান-রাখা ক্রি টেনে ধরা। 'হিঁসের মধ্যে এঁই ছাড়-সেওয়া এবং টান-রাখার নিত্যসীমাতাই সুন্দর'। *রকুন্ত*, ১৯০৭।

টান্দি ক্রি কথার স্বরে ওঠা-নামা। 'প্রাঙ্গণে যা আছে সে শুধু টান্দি'। *ব্রহ্ম*, ১৯১২।

টানটোন

টানটোন [টান]> বি সুর, তাল ইত্যাদি। 'সমগ্রই গুরাকালের গানের টানটোন ভাবভঙ্গির বাধ অনুকরণ'। অবন, ১৯২৫।

টানটোন সেওয়া কি রেবা আঁকা। 'নামা লক্ষ্যাকাত নাক মুখ চোখের টানটোন দিলে পাখরের সূঁচিতে বুদ্ধভট্টের পরিচায় ধরে ফেলা চলল'। অবন, ১৯২৫।

টানমান [টান]> বি ইচ্ছাকৃত জ্ঞাব। 'পন্ডার সাকাকতে নেতা করে টানমান'। বিজয়, ১৯৫০।

টানা [টান]> ১ কি আকর্ষণ করা। 'খির হইয়া রাহে টানিলে না চলে।' কুজদাস, ১৫৮০। ২ কি লগা করা। 'সিংহের দাঁত ধরিয়া জিব টানিয়া মুখের ভিতর মাথা সিয়া কৌতুক দেখায়।' মদনমোহন, ১৮৫০। ৩ কি বহন করা। 'লালক বহে, জল টানে।' কুজুবিবী, ১৮৮৫। ৪ বাতাস করা। 'এখন সে কাকজর করে, দুপুরবেলা বনিয়া পাখা টানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ কি খালের সরে এগিয়ে করা। 'বাঁশায়ে হাঁকার ভাষাক টানিয়া যায়' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৬ কি তসে নেওয়া। 'রবির কিরণ নেয় যে টানি ফুলের যুকের শিলির বানি।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৭ কি আবেশ করা। 'এক দিনের দায় টানি কেন আর-এক দিনের' গদ্যে' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৮ কি মাতৃমুগ্ধ পান করা। 'জল টানা শেষ করে খোকনটা বেগুন ওড়ায়।' মায়মুদ, ১৯৬৩। টানএ কি টানটানি করে। 'কাছলী টানএ যোর গাএ' বহু, ১৪৫০। টানাই কি খুলিয়ে। 'হানে হানে টানাই রাখিণা।' সুভদ্রা, ১৭০০। টানায় কি খুলিয়ে দিয়ে। 'কিতা কুবায় বাচা উপরে টানার চান্দা।' মুকুন্দ, ১৭০০। টানি ১ কি টেনে। 'তোমার পুর ভাঙ্গিল পাহা উত্থল টানি।' মালধর, ১৫০০। ২ কি টেনে নিই। 'কোলেত বেসাএ নিয়া হাতে ধরি টানি' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ ক্রিয়ণ টান দিয়ে। 'বিদ্যায় অঙ্গের খেচ বনাইল টানি' কুজরাম, ১৭২০। টানিয়ে কি টানিয়ে। 'জ্ঞানের ভিতরে কে জানি টানিয়ে কুজবহু' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। টানিয়ে কি টেনে। 'কাকতলি হৈতে কানি আঁকি টানিয়া' মালধর, ১৫০০। টানিবে কি গোটায়ে। 'সুদু জ্ঞানার হলে টানিবে অজল।' ভগবী, ১৮২৮। টানিয়া কি টেনে। 'কুলক ধরিয়া করে ফেলিল টানিয়া।' গদ্যে, ১৭৬৫। টানিল কি টানলো। 'জমুনা টানিল বলিয়া তাহে হাল' মালধর, ১৫০০। টানেন কি পশ্চাৎপদন করেন। 'প্রজার পক্ষে টানেন কি না তাহা আমরা জানি না।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭০। টানেনে কি টান ক্রিয়ণ টান দিয়ে। 'এ হার কি ছাৰ, ফেলি গো টেনে।' রামহাসা, ১৭৮০।

টানিয়া নেওয়া কি হিড়ডে নেওয়া। 'স্বামী-নামক চলৎপ্রকৃতিবৃত্তি অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া অগিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

টানিয়া-বুনিয়া ক্রিয়ণ টেনেটানে। 'টানিয়া-বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

টেনে আনা ১ কি কাছে নিয়ে আসা। 'বাঁধন আছে গ্রাণে গ্রাণে, গ্রাণের টানে টেনে আনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিগ্ন কুড়িয়ে। 'একটা টেনে-আনা হাসির আজ সে তার গম্বীর মুখে ফুটিয়ে ফুলতে চায়।' নজরুল, ১৯২৭।

টেনে-উপড়ে কি বলপূর্বক উপগমন করে। 'টেনে-উপড়ে একেবারে গাছের নেতার ঘেরে দিয়েছে।' ভার, ১৯৪৬।

টেনেটেনে ১ ক্রিয়ণ টানটানি করে। 'টেনেটেনে সেরেসুরে নিয়ে বেনে কিতকটি হয়ে পুনঃবার কাছে নিয়ে উঠু হয়ে বলল।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ ক্রিয়ণ কোনোরকমে। 'অনেকটা বেনে টেনে-টেনে গড়ে-পিতে শিখেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

টেনে নেওয়া কি বহন করা। 'সারজন্ম বলগান – জোরে হিড় হিড়

করিয়া টানিয়া লইয়া বাইতে লাগিল।' গ্যাসী, ১৮৫৮।

টেনে বলাবো কি জোর করে বসিয়ে নেওয়া। 'দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টেনে-বুনে চলা কি ধার-কর্জ করে জীবনধারণ করা। 'নেলাটা-আপাটা করতে গেলে একটু টেনে-বুনে চলতে হবে।' বিমল, ১৯৫০।

টেনে বেড়ানো কি বয়ে বেড়ানো। 'তুমি কি এমনভাবে নৌকা টেনে বেড়াবে?' গ্যাসী, ১৯৩০।

টানা [টান]> বি কাপড়ের উপাদান। মালোএল, ১৭৪০।

টানি [টান]> ১ বিগ্ন বিরতিহীন। 'চড়ং করিয়া টানাকলমে ইসরেজী সেখে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বিগ্ন প্রলম্বিত। 'কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা স্বর একটিও নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি চলন। 'সইতে কতু পারবিনে রে বিষম পথের টানা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বিগ্ন লম্বাটে। 'টানা চোখ ঘন পঞ্চাঙ্গায় নিবিড় স্নিগ্ধ' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ বি আকর্ষণশক্তি। 'বিষের অসীমী গতিশক্তির দিকে তাকাও, সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই হৃদয়ের লীলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

টানাকলম বি বিরতিহীন লেখা। 'চড়ং করিয়া টানাকলমে ইসরেজী সেখে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

টানাহেঁড়া [টান+হেঁড়া] বি টানটানি। 'পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাহেঁড়া আরও করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

টানা জাল বি একসঙ্গে অনেক মাছ ধরার জালবিশেষ। 'টানা জালে ... তোলে অসীমকলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

টানা টানা বিগ্ন লম্বাটে। 'জোড়া ড্র, টানটানা নাক চোখ'। নহেন্দ্র, ১৯৪৮।

টানাটানি, টানাটানি [টান]> ১ বি পরস্পর আকর্ষণ। 'সব জন্ম বসে যেলি টানাটানি কৈল' মালধর, ১৫০০। ২ বি টানা-হেঁড়া। 'টানাটানি করে তার হাটুখা নাহি ছাড়ে।' মুকুন্দ, ১৭০০। 'আপনে আপনে মারামারি, টানাটানি, হেঁড়াহেঁড়া আরও করিয়া ...' মল্লভর, ১৮৯০। ৩ বি অনর্গল। 'ও বাছা বলিয়ে তো হয় না, সন্দোরে টানাটানি সেখিতে পাইছো।' গৌর, ১৮২২। 'মৌতাতের টানাটানীর ছালায় বিস্তৃত'। হুজাম, ১৮৬১। ৪ বি অনুনয়-বিনয়। 'পোনা পোলা হাতে ধরে করে টানাটানি।' ভগবী, ১৮২৫। ৫ বি প্রাণসংশয়। 'বেহাওয়ারের গ্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৬ বি অব্যাহতভাবে জোরে টানা। 'আমেক টানাটানিতে তাঁর দেয়াজ বোলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বি জোর-জবরদস্তি। 'তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, 'বাবার মোটা টোটেই দরবে' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৮ বি গুরুত্ব দান। 'করজ তরফ কৈরা নফল নিয়া টানাটানি করাকে ইবাদত বলা চলে না।' মনসুর, ১৯৪৫।

টানা-ঠালা বি জোড়াগুলি। 'তোমার এই গ্রাণেসংশয়ী টানা-ঠালা ... আরনা মাঝাও'। মুকুন্দ, ১৯২২।

টানা পাখা [টান+পাখা] বি কাপড়ের বসে বিশেষ পদ্ধতিতে লাগানো পড়ি হাতে টেনে বাতাস করার পাখা। 'টানা পাখার বাতাস বেয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

টান-পোড়েন বি তাঁতযন্ত্রে বস্ত্র যন্ত্রের কাজ। 'মনের মধ্যে কথা বয়ন করবার যে তাঁতটা ছিল, ... এখন বনঘন টানা-পোড়েন আর সর না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

টানাবুনা কি জোড়াভাড়া নেওয়া। 'গ্রাসাদচূড়াকে পর্বতের সঙ্গে টেনেবুনে মিলিয়ে দেখতে হয় না।' অবন, ১৯২৫।

টানাবোনা বিধ দেখি। 'টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া হৃদয় নির্মাণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

টানাহেঁড়কা টানাহেঁড়কা ১ বি জোরাজুরি। 'কল্পনার কাছ হইতে টানাহেঁড়কা করিয়া গোটাছুকত দীনদারি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'একটা মজার টানাহেঁড়কার ভাব।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি টানটানি। 'হতই টানাহেঁড়কা করে হতই আসল মানুষটাকে হারায়।' রবীন্দ্র, ১৯৮২। ৩ বি একে অপরের টানা। 'টানা হেঁড়কার চরি ভাই হৈল দিশম্বর।' মনসুর, ১৯৪৩। ৪ বি ধরাধরি। 'পাগড়ি নিয়ে টানাহাঁচড়া করতে গিয়ে ... রায়মুন্সুট বসে পড়ল।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯। ৫ বি ভক্ত্যভক্তি। 'আমার বুঝ অবধি লাগছে তোমার সঙ্গে টানাহেঁড়কা করতে।' হাসান, ১৯৬৩।

টানেল [হি] বি মাটির তলা দিয়ে পথ। 'তোলপাড় চলাছে তোমার বুকের টানোলে, যগজের ট্রাঙ্কে।' শ্যামসুর, ১৯৭৪।

টানান, টানানো [টান্] ১ ক্রি টানানো; তুলিয়ে রাখা। 'নানা ভক্তি কন্যাত সুবর্ণ টানালি।' জালাল, ১৯৬০। ২ বিণ ফুলন্ত। 'অর্ধ মায়াল পর্যন্ত সজ্জা দিলি টানান দিলি।' দর্পণ, ১৮২১।

টাপ [প্ল্যা] বি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। 'পাড়ির হররা সহিসের পরিস পরিস শব্দ, কেঁদো কেঁদো গুলোলা ও নরমায়ির টাপেতে রক্তা কেশে উঠছে।' হুতায়, ১৯৬১।

টাপেটাপে ক্রিবিণ হিঃতে। 'সব কিছু টাপেটাপে।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

টাপু [স তুপ্] বি উড় ছান। বিদ্যা, ১৮৯১।

টাপুস টুপুস [প্ল্যা] বি বৃষ্টির পানি পড়ার শব্দ। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর মেনে করছে আকাশে, উভার রাত্রা মুখখানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদয়ে এল বান।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

টাকিন [হি] বি টাকিন। 'সাহেবের মেজের সজ্জা এবং বানা ও টাকিন খাওয়া দেখিয়া ...।' তরানী, ১৮২৫।

টাব [হি] বি ফুল গাছ রোপণ করার পাত্র। 'বই-ছড়ানো টেকি; ফুলের সাজি, ফুল গাছের টাব।' অঙ্গল, ১৯২৫।

টাব [হি টপ] বি কানের অলঙ্কার; টপ। 'কানের হিষ্টে টাবজোড়া লাগানো শেষ করে।' মনোজ, ১৯৬১।

টাবা [ও টাব] বি কমলা কাড়ীয়া একপ্রকার লেবু। 'নারস ছোলস টাবা কমলা বীজপুস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

টাবাজ্জ [ও টভা+স জ্জ] বি টাবা লেবুর রস। 'রাতিবে মুসুরি সুপ দিবা টাবাজ্জ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টাজ [ও টভা] বি টাবা লেবু। 'হিষ্টি পিচ্চাল টাজাগো।' বড়, ১৪৫০।

টামনা বি মাটি কাটার সরঞ্জামবিধের। 'কোণ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বৈকে যায়।' জারা, ১৯৪৬।

টায়টার ক্রিবিণ একটুও কম বা বেশি নয় এমনভাবে; ঠিকঠিকভাবে। 'মিলন হইলে মিলে যাবে টায়টার।' ভগবী, ১৮২৫।

টায়-টুয়ে ক্রিবিণ কোনো বস্তুকে। 'প্রতিভেট ফটো অনেকবার অনেক মার খেবেও টায়-টুয়ে টিকে আছে।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

টায়ার বি বি রাবারের ঢাকা। 'সেই মেটার টায়ার ও মেশিনজমের বিশেষজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে।' জীবন, ১৯০১।

টার্ড, টার্ডহুড [হি] বিণ স্রাস্ত। 'অনর্ধক বেচারাকে টার্ডহুড করা।' শিবরায়, ১৯৭০। 'এমনি জনতে থাকো, দেখেই টার্ড হইবে পড়ছো।' ইন্দ্রিয়, ১৯৭২।

টারটামেটিক [হি tartar emetic] বি বমি করানোর এক প্রকার গুণুখ (ফোলাভূরের ডিক্সিয়ার তখনকার দিনে বহু ব্যবহৃত)। 'সংশ্লীত উপচারে টারটামেটিক মিশিয়ে দিয়াছিলেন।' হুতায়, ১৮৬১।

টারশিন [হি] বি পাইন জাতীয় গাছের রস থেকে তৈরি তেলবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১। ১ টারশিন

টারম [হি] আদালতের হায়িকুলা; মেয়াদ। 'টারম খোলবার আগে টাকা দাখিল না করিলে কর্তৃ বহু হয়।' গাঙ্গী, ১৯৫৮।

টারিক [হি টারিক] বি তক্ত। 'জানসেন টারিকের বড়োতাক।' শিবরায়, ১৯৭০।

টার্কিশ, টার্কিশ [হি] বিণ তুর্কি। 'টার্কিশ তোরোনে বা হলে র্তর এক পা চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। 'গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ান নামে প্রচলিত।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

টার্গেট [হি] বি লক্ষ্যবস্তু। 'এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্রায়সের আয়গা সব চেয়ে সফল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

টার্পিন, টার্পিন [হি] ১ বি পাইন বা এ জাতীয় গাছের রস তুলান দিয়ে যে তেল বের করা হয়। 'ধূনা, টার্পিন, তেল, খলি, টার্পিন, কর্প, গুন ইত্যাদি সমুদ্রই বৃকনিবাস হইতে উৎপন্ন।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি পাইন বা এ জাতীয় গাছবিশেষ। 'টার্পিন তক্তগুলে লশক ফেলে।' সন্তোষ, ১৯১৫। ৩ টার্পিন

টার্স [হি] বি পিচ্ছাববর্ধের ভাগ বা পর্ব। 'বিশ্বের টার্স বদলে গোল হিষ্ট।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

টার্মিন [হি] বি শেষ পদার্থ। 'নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনে এল আগামী কালুন মাসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

টার্মিনাল [হি] বি রেলওয়ের গ্রাফিক স্টেশন। 'শিয়ালদহ হাওড়ায় টার্মিনালে/মায়ে মাঝে খেমে দের দের।' হোসেন, ১৯৪০।

টাল [স তুলা ১ বি উড় জায়গা। 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।' চর্চা ৩০, ১২০০। ২ বি তুলা। 'ভূই দেখছেন না রয়েছে টাল করা।' বিজুতি, ১৯০৮।

টাল [স টলা] বি তুলা। 'জ্যেতই বোকা তেতবি টাল।' চর্চা ৪০, ১২০০।

টাল খাওয়া ক্রি টলা বা টকর খাওয়া। 'আমি টাল খেয়ে মাথা মুড়ে পড়তে পড়তে জনতে পেশাম।' নজরুল, ১৯২২।

টালখাওয়া বিণ টকর খাওয়া। 'টালখাওয়া জালা এক প্রাচীন কবর।' ওয়াশী, ১৯৮৮।

টাল খাওয়া ক্রি আদন হারানো। 'কোলে তুলিল সে, টাল যাবে।' মীনবন্ধু, ১৯৬০।

টালনি, টালনী [স টাল্] বি ছেলন; টলন। 'কেহ বোলে চুড়া টালনি মনুহর।' মালশর, ১৫০০। 'মটিকা-চম্পক-সামে চুড়ার টালনী বামে।' চিত্রী, ১৬০০।

টালমটাল, টালমটাল [স টাল্] ১ বি অধিরতা বা চঞ্চলতার ভাব। 'টালমটালেতেই কাটান।' রায়ময়, ১৮০১। ২ বি মিথ্যা আব্বহাত দেখিয়ে ঘুরানো; টালবাহানা। 'টালমটাল করিয়া সারেন আর কহেন মাসকাবার হইলে আইস।' ভগবী, ১৮২৫। ৩ বি হাসানো। 'বাজের ভিতর টাকা থাকে কিন্তু টালমটাল না করিলে বৈঠকখানা লোকে সরগরম ও জমজমা হয় না।' গাঙ্গী, ১৮৫৮। ৪ বিণ টলটালমান। 'কাঁপুক দুনিয়া টালমটাল।' করুণ, ১৯৪৬।

টাল্পা [স টাল্] বিণ খোদানো। 'অর্ধেক মাথায় কালা একগাঙ্গ চুড়া টাল্পা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

ঢালা

ঢালা [স ঢালা] ১ ক্রি নিক্ত করা। 'কাজ ন কারণ সমসহর ঢালা'। ১৮, ১২০০। ২ ক্রি কাত করা। 'পসার ঢালা' দধি ছাড়ানি। বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি নাড়ানো। 'শিত মুখে পরবত ঢালা'। বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি উঠ করা। 'ঢালাঞ করবী বাছে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ ক্রি বিলিত হওয়া। 'করিতে না পারে নিশা টালে ঢোলে ঢোলে'। ভারত, ১৭৬০। ৬ ক্রি ফাঁকি দেওয়া। 'অথায় রাবিত কত টোলে'। ভারত, ১৭৬০। ৭ ক্রি ঢালানো। 'কিছু নাই অন্য ছালা এক মার পোট ঢালা'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ঢালাই ক্রি টোলে, নড়িয়ে। 'পসার ঢালা' দধি ছাড়ানি। বড়, ১৪৫০। ঢালাই ক্রি নিক্ত করিল। 'কাজ ন কারণ সমসহর ঢালাই'। ১৮, ১২০০। ঢালাই ক্রি উঠ করে। 'ঢালাঞ করবী বাছে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ঢালাইতে ক্রি নাড়াত। 'আহাতে ঢালাইতে মোর বল কৈল বুঝা'। যাদাবদ্র, ১৫০০। ঢালাইলেক ক্রি টালিয়ে নিলো। 'ছল করি ঢালাইলেক রাখার পসার'। বড়, ১৪৫০। ঢালাই ক্রি টোলেও। 'শিত মুখে পরবত ঢালা'। বড়, ১৪৫০। ঢালাই ক্রি বিলিত হয়ে। 'করিতে না পারে নিশা টালে ঢোলে ঢোলে'। ভারত, ১৭৬০।

ঢালাটালি [স ঢালা] বি অব্যাহত ঢালানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঢালাঢোলে ক্রিবিব ললনাপূর্ণ কথার। 'নিবেধ বচন না পাইয়া ঢালাঢোলে সরিয়াছেন'। দর্পণ, ১৮৩১।

ঢালা [ই টাইল] বি ঘরের ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত গোড়া মাটির ফলক। 'ঢালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে'। বক্তব্য, ১৮৭০।

ঢালা-স্রাক [ই] বি যে কোনো মিলিয়ে দেবার কাজ করে। 'কতকগুলি ঢালা-স্রাক ভর্তি করিয়া এই ১৮৬ জনের সংখ্যা পূর্ণ করা ইয়াছে মাহ'। বোহাঙ্কী, ১৯০৫।

টাক [ই] বি ঘরে বসে করার সুপের কাজ; হোমওয়ার্ক। 'সুপের টাক ন হলে ডায়েরিয়া ওহা যত রান্নার ব্যারাম তো তোর দেশেই আছে'। শিবরাম, ১৯৪০।

টাহা [স টকা] বি টকা। 'মকায় বাইবার সময় হামারে টকাশাট টাহা দেয়'। মশাররক, ১৮৬৯।

-টি - নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ। 'আপনি আপন বিবাহিত ৭৪টি ব্রীদ প্রত্যেকের কি ধর্মকাজ করিতে পারেন?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

টি [ই] বি চা। **টি-পার্শ** [ই] বি চা পানের অনুষ্ঠান। 'দুশটা আর কিছু নয়, বাঁদলের টি-পার্শ'। জব্দার, ১৯২৯।

টিয়া বি কাকতুয়া জাতীয় পাখি। বিদ্যা, ১৮৯১। **ট্র টিয়া**

টিউটর, টিউটর [ই] ১ বি ছাত্রদের কাজ ম্যুনিয়ন করে এমন ব্যক্তি। 'টিউটরের নিকটে ছাত্রেরা অনেক বিষয় শিক্ষানিতে ও জানিতে পারে'। কৃষ্ণভবিনী, ১৮৮৫। ২ বি শিক্ষক। 'অমলক ভূমি একজন সামান্য গ্রাইভেট টিউটর পেয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৯০১। 'পাঁচ দিন দল দিন গিয়ে অনেক গ্রাইভেট টিউটর হয়েচে চলে গেছে'। শিবরাম, ১৯৪০।

টিউটরিয়াল, টিউটোরিয়াল [ই] বি শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে প্রদেয় বিশেষপাঠ ও কাজ। 'ইংরেজী ভাষায় টিউটোরিয়াল প্রকৃত করার বাণীনাগর ইংরেজী'। আজাদ, ১৯৬৪। 'সুদীর্ঘ টিউটোরিয়াল অংশের ছাত্র'। গঙ্গা, ১৯৭১।

টিউটার [ই] বি শিক্ষকতা। 'এটা কি সামান্য গ্রাইভেট টিউটারি হল'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

টিউনিক [ই] বি পুরুষ, সৈনিক প্রভৃতির গায়ে দেঁটে থাকা জ্যাকটবিশেষ। 'বর্ষের বুটে লাল টিউনিকের স্কোয়ার দুন্দা ছড়ায়

বুলি'। হোসেন, ১৯৬৯।

টিউব [ই] বি পাতলরেল। 'টিউব কাকে বলে?' মাটির নীচে চলে/সুড়া পথের রেলা'। জব্দার, ১৯২৭।

টিউবওয়েল [ই] বি নলকূপ। 'টিউবওয়েল বসাইতে হইবে'। বিজুতি, ১৯৩১।

টিউবারকুলোসিস [ই] বি বক্ষ্মারোগ। 'টিউবারকুলোসিসের রোগীকে একটু আশানা থাকতে দেয়াই ভাল'। জীবন, ১৯৩২।

টিউলিপ [ই] বি শিল্পরাজ্যীয় ফুল। 'চাঁপা, ডেইজি, ভ্যালেস্টা' রোজ, টিউলিপ, ড্যাকডিল?' শিবরাম, ১৯৪০।

টিউশন [ই] বি পৃথিবীককতা। 'মেসে থেকে টিউশন করে'। জীবন, ১৯৩৩।

টিউশন কি [ই] বি শিক্ষাদানের বিনিময়ে দেওয়া অর্থ। 'মেয়েদের কাছ থেকে নাম মাত্র টিউশন ফি ... গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন'। বেগম, ১৯৫৫।

টিউশনি [ই] বি পৃথিবীককতা। 'চক্খির ঢাকার টিউশনি'। বিজুতি, ১৯৩১। **ট্র টাইশনি**

টিউশানি [ই টিউশন] বি পৃথিবীককতা। 'আহমিনা দুটো টিউশানি নিয়েছে'। গায়সুল, ১৯৫৬।

টিচেন্স [ই] বি নির্দোষ। 'প্রত্যেক কেঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুখটি টিচেন্স-টিচোর আকারে বিক্ষিপ্ত করিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টিউটেজ [কন্যা] বিদ্য। কাঠির মতো যোগ। 'আমি টিউটেজ ভূমি ভিটেতে'। নজরুল, ১৯৩২।

টিকে থাকা দ্র টোকা

টিক [কন্যা] বি টক অপেক্ষা লঘু শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

টিক [স টিক্স] বি নাক। 'তোবড়ানো গাল, টিকটা ছুলা'। নজরুল, ১৯২৬।

টিকটিক [কন্যা] ১ বি খড়ির দোলকের শব্দ। 'কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি টিকটিকি ডাকার শব্দ। 'টিকটিকি ঘরের কোণে টিকটিকি করিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি ভক্টিবর্তক। 'খর লইয়া টিকটিক করিতে থাকা মৃত্যুতা'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টিকটিক করা ক্রি সতর্ক নৃটি রাখা। 'দেশের বার্ষের উপরে বসাইয়া খর লইয়া টিকটিক করিতে থাকা মৃত্যুতা, দুর্বলতা ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৩। 'ভিটের খুদুর মতো টিকটিক করে লেগে রইলাম'। জীবন, ১৯৩২।

টিকটিকি [কন্যা] বি সর্পসৃপ শ্রেণীর প্রাণীবিশেষ, যা টিকটিক শব্দ করে। ওয়া, ১৭৮৫। 'আর একশকার জন্ত আছে, তাহাদিকে সর্পসৃপ বলে; যেমন নাগ, গোসাণ, টিকটিকি, শিরগিণি, বেক ইত্যাদি'। বিদ্যা, ১৮৫১।

টিকটিকি [ই ভিটেকিভা] বি গোয়েন্দা। 'এক বেটা টিকটিকি আমার শিছু নিয়েছিল'। নজরুল, ১৯৩০।

টিকর [স টুক] বি উচ্চ কূপ। 'কুস্তার সামনে গোশতের এক-একটা টিকর'। মনসুর, ১৯৫৫।

টিকলি বি ফোটা। 'অত্র-টিকলি টিকলি ছশের ফলমণিরে যার বাতাসে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

টিকলি, **টিকলী** বি মাথা থেকে কপালের উপর কুলে থাকে এমন

অলঙ্কারবিশেষ। 'টিকমী এমন একটি গৃহনা, যা কপালের ত্রিক মাথানগাড়েই মানায়।' বৈশম, ১৯৪৮। 'জিফিল নেকলেস চুড়ি কানপাশা।' জালাউদ্দিন, ১৯৫৮।

টিকলো, টিকালো *বিণ* বাড়্য। 'বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'টিকালো নাক, টানা-টানা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ডাগর দুটি চোখ।' তার, ১৯৪৫।

টিকল *বিণ* বাড়্য। 'টানা চোখ, টিকল নাক।' মনোজ, ১৯৬১।

টিকা [স রটিকা] ১ বি শিশুদের বেলোবিশেষ। 'থেকে টিকা কেটে ছোট।' মুকুন্দ, ১৯০০। ২ বি তামাক ফ্লাসাবার জন্য অস্বাদ্য দিয়ে তৈরি প্রবাবিশেষ। 'টিকায় ফুঁ দেওন।' মল্লাররক, ১৮৬৯।

টিকা [স রটিকা] ১ বি তিলক। 'নিম্ন হাতে ভালো টিকা দিল নরপতি।' মুকুন্দ, ১৯০০। ২ বি কৌটা; হিন্দু। 'পুরাকালের টিকা।' মালোএল, ১৭৪৩।

টিকা, **টীকা** বি রোগ প্রতিষেধক। 'কমল রোগ বৃদ্ধি হইয়া ... যে লোকের টিকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে।' দর্পণ, ১৮১৯। 'শীতলা মায়ের কণ্ঠে হেঁসা; বসন্তের টিকা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

টিকাদার [স টিকা] বি বসন্ত রোগের টিকা দেয় এমন লোক। 'টিকাদারকে ঘুম দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন?' বিজুতি, ১৯৩৮।

টিকাদারি [স টিকা] বি টিকাদারের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টিকা [স ভিক্ট] ক্রি স্থির হওয়া। 'ভিলেক টিকিয়া মোর সনে কহ কথা।' গুপ্তিব, ১৭৬৫।

টিকে খাকা ক্রি অতিথি বজায় রাখা। 'ললিতা রমণীরা কী করে টিকে রাখেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

টিকে-খাকা বি যা টিকে আছে। 'নিরন্তর টিকে-খাকার থেকে-থেকে নিম্নমু মুক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

টিকান [স ভিক্ট] বি স্থায়ী করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টিকারা [ও টিকারা] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মেলকারি বেশর বাজাইয়ে টিকারা।' বহুব্রুদেয়া, ১৮৭৬।

টিকালো *দ্র* টিকলো

টিকি, টিকী [স শিখা] বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মাথার পিছনে রাখা চুলের গুচ্ছ। 'কান ফেঁদে টিকি রাখে' এই মন্ত্র দায়।' ভারত, ১৭৬০; 'রত্নদেবের সর্কলেরই এক রকম খুঁটি, চারের ও টিকী। হুতোয়, ১৮৬১।

টিকি-ঝুল বি টিকির মতো ঝুল। 'মল্লমললে মােকবা হুঁসলে বেলকোই টিকি-ঝুল।' বহুব্রুদেয়া, ১৯১৭।

টিকিহু [টিকি+স হু] বি টিকিখারীর ঊর্দ্ধভাগ। 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, তাদের টিকিহু দাড়িহু অসহ্য।' নজরুল, ১৯২৬।

টিকি দাড়ি বি টিকি ও দাড়ি; হিন্দু ও মুসলমানের ভেদাভেদ। 'ঝুঁকি টিকি দাড়ি নাড়ি কাড়া।' নজরুল, ১৯২৬।

টিকি সেবা ক্রি সেবতে পাওয়া। 'হৃতকণা বোটার চুলের টিকি দেবার ঘো এই।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

টিকিমূল [টিকি+স মূল] বি টিকির গোড়া। 'ঢাল তেল টিকিমূলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

টিকিট, টিকীট [হি] ১ বি ভাড়া বা মাসলের রশিদ। 'প্রতিমাত্রে সূঁচি নিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি টাকার রশিদ। 'যেহ টিকীট উঠিয়াছে তাহা নীচের তপশীলে জানা

যাইবে।' দর্পণ, ১৮২২; 'শিক্ষকেরদিগকে পারিতোষিক টাকার টিকিট দিয়া নিদায় করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বি ভাকটিকিট। 'টিকিট বার করে দিয়ে ...' জীবন, ১৯৩২। ৪ বি মনোনয়নপত্র। 'কয়েসে টিকিটে একজন মুফলমানও নির্বাচিত হন নাই।' আজাদ, ১৯৩৭।

টিকিট চেকার [হি] বি যাত্রী টিকিট কিনেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেবে যে। 'রেল-সাইনের টিকিট চেকার।' বিজুতি, ১৯৩৮।

টিকিটবারু [হি টিকিট+ক্য বারু] বি টিকিট বিক্রি করে যে। 'টিকিটবারু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৬; 'টিকিটবারু বললে হেসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

টিকিট [হি] বি টিকিট। 'ছাপার টিকিট সেওয়া আইবেক।' কালগে, ১৭৮৭।

টিকিয়া [হি] বি এক প্রকার কাবাব। 'নানা রকমের সুকরা (সুপ), শিক-শাহী-টিকিয়া-বুট্টা-আখশানী-ফিলী-মরগিন কত রকমের কাবাব।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

টিকিরি [স টিকা] বি টিকা মজুর। 'মুই টিকিরি - জেনে বাটে বাই।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

টিকী *দ্র* টিকি

টিকীট *দ্র* টিকিট

টিকে [হি টিকিয়া] ১ বি কলরার গুঁড়া দিয়ে তৈরি গটির মতো এক প্রকার মৃদঙ্গ। 'মহিশাল শিখর নিম্ন দিয়া একশালা কুল্লত টিকে দাড়ির উপর বেশিয়া দিল।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি তামাকের আছন। 'এখন টিকে ধরায়ে, কাল সকালে এসে খাওয়া যাবে।' গিরিপ, ১৮৮৬। ৩ বি যাটিতে পড়া গোল কালো দিঠা। 'বুড়ো গোলর টিকে যেন ভরে কোলা ছাং।' নজরুল, ১৯২৬।

টিকে [স গটিকা] বি রোগের প্রতিষেধক। 'স্রেমরোগের টিকে দিয়ে রাখা হত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। *দ্র* টিকা

টিকেট [হি টিকিট] ১ বি ভাড়া বা মাসলের রশিদ। 'স্টেশন মাটার অবতারে বড় টিকেটখীন পথিক।' বক্তিম, ১৮৭৪। ২ বি দশীয় মনোনয়ন। '৯ জন মহিলা মুসলিম লীগ টিকেট প্রার্থী হয়েছেন বলে জানা গেছে।' বৈশম, ১৯৬৫। *দ্র* টিকিট

টিকে-খাকা *দ্র* টিকা

টিকোল, টিকোলো *বিণ* বাড়্য। 'ওর সুন্দর টিকোল নাকটি।' কালনার, ১৯৬২; 'টিকোলো একটি নাক।' মণীশ, ১৯৬৩। *দ্র* টিকলো

টিকা [হি টিকিয়া] বি তামাক পোড়ানোর জন্যে কন্দা বাঁটা তৈরি ছালাদ। 'ভিলিন হাতে হাত গোলাইয়া টিকা খরাইতে লাগিলেন।' মনসুর, ১৯৫৩।

টিউটটে [কনলা] *বিণ* কৃশ। 'লোকটা অতি রোগা টিউটটে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

টিচর, টিচার [হি] বি শিক্ষক। 'ড্রোয় সাহেব নামক একজন টিচর।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১; 'এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৫।

টিচরী, টিচারি, টিচারী [হি টিচার+ই] বি শিক্ষকতা। 'এক জনে টিচরী কর্তৃক সম্পন্ন হইয়া।' দর্পণ, ১৮৩৬; 'টিচারি করলাম।' জীবন, ১৯০২; 'টিচারী অবশ্য পাই।' বহুব্রুদেয়া, ১৯৪৯।

টিটকারি, টিটকারী, টিটকিরি [স বিজ্ঞান] ১ বি বিদ্যাপাত্তক ধ্বনি। 'মাশাকার আন্যা গলে দিল ওড়মলা টিটকারি সেই জত নগরিতা

টিটাকারি

ছায়ালা' হুজুৰ, ১৬০০। ২ বি তাঁটা। 'গাড়ায়াৰনায়া হাসি টিটাকিৰিৰ সৰে' 'তবে কাকো মুঠেৰে বাও, তোমাদেৰে গাডি চড়া কৰ্ম নয়' ইত্যাদি কৰ্মপ্ৰতিবেদিত দিছে। হুজুৰ, ১৮৬১। ৩ বি লক্ষ্মা। 'শিকবম্ সৰ টিটাকিৰি সেয় বুলুশি চুমকুটি' নজৰুল, ১৯২৫।

টিটাকারি বি ব্যাধি। 'বৌটা সেওয়া ও টিটাকিৰি কা তাঁর কাজ।' হুজুৰ, ১৮৬১।

টিটাকারি বি বিদ্রূপ। 'টিটাকারি টাকরে পাইল পরাভাই' হুজুৰ, ১৬০০।

টিটি [কন্যা] বি 'টি-টি' শব্দ করে এমন পাখিবিধে। 'অনেক দিন পরে এই নিস্তরু হাটিটি মনে পড়বে - ঐ টিটি পাখিৰ ডাক-সুখ।' রকীশ, ১৮৯২।

টিটিকারি [কন্যা টিটি+স কাৰ] বি টিটিত পাখিৰ ডাক। 'হৃদয়ভেদী টিটিকাৰ শোনাযা য়া' মণীশ, ১৯৬৩।

টি-টেবিল [হি] বি চা-নাতা পৰিবেশনৰ টেবিল। 'ছেট টি-টেবিলটুকুৰ ওপৰ।' জীবন, ১৯৩০।

টিভিড [স টিভিড] বি এক ধৰনেৰে হোটেটা পাখি। 'শাৱে টিভিড বাওয়াও বিহান আছে।' মশাৱৰক, ১৮৮৯।

টিম, টান [হি] ১ বি বাহু; এক একোৱাৰ বাহু। 'মলয়া এবং বায়াক হইতে টান আইসে।' অক্ষয়, ১৮৪১: 'বসেৰে ইয়েজী নাম টান।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি শৌহৰাত পাতৰিবেশ। 'শৌহ, টান এবং কচে ইহাৱ মশিৱ হুৱত কৰে।' বক্তিম, ১৮৭৪। ৩ বি টিনেৰে কৌটা। 'টিনেৰে ঘন ঘন খাওৱা হলে ...' চোকৰা, ১৯২২।

টিন-কাটাৰি [হি] বি টিনেৰে পাৰ কাটতে ব্যবহৃত অস্ত্র। 'কাউটাৱেৰে নীচ থেকে টিন-কাটাৰে বের করে দিলে।' মুক্তভাৱ, ১৯৫৮।

টিনপান্ন [হি টিন+স পান্না] বি টিনেৰে তৈৰি আখাৰ। 'ওকুৰা কয়েসিন তেলেৰে টিনপান্না।' রকীশ, ১৮৯৭।

টিনশেড [হি] বি টিনেৰে ছাউনি দেওয়া খেলা খৰবিশেষ। 'স্টেশনেৰে বাইরে একটা টিনশেডেৰে মধ্যে।' শৰৎ, ১৯৭৭।

টিনেৰে ৰঙমু বি টিনেৰে তৈৰি ৰাড়া। 'সেবা তৰ হাতে টিনেৰে ৰঙমু।' নজৰুল, ১৯০০।

টিনহু [হি টিন+স হু] বি টিনেৰে কৌটাজাত। 'বাল্যৰ বুকুৰে উপৰ বসিয়া হোম হোমতে টিনহু বেকন না পাইলে ...' মুক্তভাৱ, ১৯৫৯।

টিনচাৰ আইডিন [হি] বি ক্ষতৰে পচন ও বিক্ৰিয়া নিবাৰক ওষুধবিধে। 'যোৰামে কাটিয়া নিয়াহে, একটু টিনচাৰ আইডিন।' মালিক, ১৯৩৭।

টিপ [বা টিৰি] ১ বি চাপ। 'কলেবৰ আকুৰল টিপ দিয়া টান।' সুলতান, ৭০০। ২ বি কপালেৰে কৌটা। 'তোতা চুল বাঁধা টিপ পৰা দেখলে কাণ্ডো আৱে ৰাখেনে না।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বি সামান্য ভাব। 'সান্নাৱাত মুমেৰে টিপই এল না আমাৰ চোখে।' জীবন, ১৯৮৮। ৪ বি চাপ। 'কলিহবেলে আকুৰল টিপ সেনে।' মনন্তৰ, ১৯৫৫। ৫ বি দহা। 'একটা টিপও ফকাকো পোৱে না।' শামসুৰ, ১৯৫৬।

টিপহাশ বি দৰঙতৰে পৰিবৰ্তে হাতেৰে আকুৰলেৰে ছাপ। 'সেই কাপালে তেয়ো আকুৰলেৰে টিপহাশ দিবি।' ভাৱা, ১৯৪০।

টিপ-ভালা বি চাৰিৰে ধৰলে টিপ দিয়ে বন্ধ কৰা যায় এমন তামা। 'শব টিপ-ভালা।' শামসুৰ, ১৯৫৬।

টিপবাতি বি ব্যাটীচাটিলি ব্যক্তিবিধে, যা টিপ দিয়ে ক্লালাতে হয়; উৰ্দ্ধাংগ। 'টিপবাতি ফ্লেসে ঝুঁকোই হালা সাৱা গায়।' অন্নন,

১৯৫২।

টিপবোভাম [টিপ+প বোভাও] বি অন্ন চাপে বন্ধ কৰাৰ বোভামবিধে। 'বুকুৰে কাৰে জামাৰে টিপবোভাম খোলে পটাৰিট।' আলফিদ্দিন, ১৯৭৩।

টিপলই [টিপ+আ সহীহ] বি 'বাৰুৱেৰে পৰিবৰ্তে বন্ধাছলিৰে ছাপ। 'আৰ ওকে টিপলই দিতে হবে না।' নৱেশ, ১৯৫২।

টিপট, টীপট [হি] বি চা তৈৰিৰ পৰ্যায়বিধে। 'টিপট থেকে চা মেলে মিছলাম।' জীবন, ১৯৩৩: 'টিপট থেকে সুৰিমলেৰে কাপে সেদিন সৰনী চা মেলে মিছলাম।' নৱেশ, ১৯৪৮।

টিপটপ, টিপটাপ' [হি] বি পৰিচাট। 'টিপ টাপ কৰিয়া মিটকাট মাৰিয়া ছাত্ৰেৰে উপৰে ভিল জোল দেখাইয়া বেড়ান।' ভবানী, ১৮৮২: 'জিনি নিজেও যেমন টিপটপ থাকেন, নিজৰে অফিকাটিকেও তেমনি ৰাখতে চান।' নৱেশ, ১৯৪৯।

টিপ টাপ' [কন্যা] বি পানি পড়ৰ শব্দ। 'বিস্তৃ বিস্তু বাৰি ... কলে কলে টিপ টাপ শব্দ কৰিহোৱে।' ৰহদৰ্শন, ১৮৭৭।

টিপ টিপ [কন্যা] ১ বি বৃষ্টি পড়ৰ শব্দ। 'টিপ টিপ কৰিয়া বৃষ্টি পড়িতেহে।' বক্তিম, ১৮৭৪: 'টিপটিপ কৰে বৃষ্টি পড়হে।' রকীশ, ১৮৮১। ২ বি পিওঁৰি ওঁড়ি। 'বৃষ্টি কমে কমে এখন টিপটিপ, হাওগাটি নতলা।' হাসান, ১৯৬৭।

টিপটিয়ানি [কন্যা] বি স্বপ্নচিত্ৰে স্পন্দনেৰে শব্দ। 'বুকুৰে হুঁতুৰীৰ টিপটিয়ানি কৰিয়া তখন 'হাভাইবি কান্না ... উঠিয়াছিল।' জ্ঞানিক, ১৯৪০।

টিপটিপি [কন্যা] বি বায়ে বায়ে কুলা ও নেভাৰ ভাব। 'মাখাৰ শুলু কোটেৰে জোনালীৰ টিপটিপি।' সত্যন্ত, ১৯১৫।

টিপন [স টিপ+>] ১ বি টিপ সেওয়াৰে কাজ। 'ওহে হাৱে টিপ দিয়া কৰিয়া টিপন।' সুলতান, ৭০০। ২ বি চাপ। 'উকতে খুব একটা টিপন দিলে।' রকীশ, ১৯২৯।

টিপনি [স টিগনী] বি উপহাসমূলক মন্তব্য। 'টিপনি কটো ক্ৰি উপহাসমূলক মন্তব্য কৰা; ফেড়ন কৰা; 'আমাৰে পান বসিৰে টিপনি কেটে ... ছালাভন কৰে ফেলতা।' নজৰুল, ১৯২৭।

টিপয় [হি টিপড] বি ভিন পায়াবিশিষ্ট টেবিল। 'টিপয়, পিয়ানো, আৱনা ... এই আমাৰেৰে নৃতন সভাৱাৰ উপকৰণ।' ৰম্য, ১৯০৫।

টিপাই [হি টিপড] বি ভিন পায়াবিশিষ্ট টেবিলবিধে। 'কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এওয়েশ্যনি শিল্পবিদ্যা।' ইংলিশম্যান, ১৮৩৬।

টিপায় [হি টিপড] বি ভিন পায়াবিশিষ্ট টেবিলবিধে; চেপায়া। 'কুহু ভিনটে আটে মুলে টিপায়েৰে উপৰ থাকিলে।' রকীশ, ১৯২৯।

টিপাৰ [স মিসুৰা] বি মিসুৰানিৰাশী সূচ্যোক্তিবিধে। 'এককালে বুৰই বৰ্কৰে ছিল এসব টিপাৰা।' মাহেনেও, ১৯৪৯।

টিপল [হি] বি বৰ্ণাশিৰ। 'এই টিপলটা আন্দাকো দিছি।' শিৱৰাম, ১৯৭০। ৮ টীপ

টিপা [স টিপ+>] ১ ক্ৰি খুব সাৰাৰামে মাটিতে পা ফেলা। 'পা টিপিয়া শিছু হটি চলি যাও মুয়ে।' রকীশ, ১৮৯০। ২ ক্ৰি মৰ্মন কৰা। 'ফলতলি নাড়িয়া চাড়িয়া টিপিয়া টিপিয়া কহিল।' রকীশ, ১৯০৯।

টিপিয়া টিপিয়া ক্ৰিখৰ নিৰামে পা ফেলা। 'মহেন্ত পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেৰা আনিল।' রকীশ, ১৯০২।

টিপে ধৰা ক্ৰি চেপে ধৰা। 'ল্যাক কৰে তাত গলা টিপে ধৰে।' রকীশ, ১৮৯৪।

টিপে মারা ক্রি চেপে ধরে মারা। 'আমার আদমি একথা টের পালি আমাশো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

টিপাই ট্র টপ্পর

টিপাটিপি বি অবিরাম টপুনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টিপায় ট্র টপ্পর

টিপিটিপি [স টিপ>] ১ ক্রিবিণ নিতুশ পদক্ষেপে। 'টিপিটিপি চলেন গুপি সাবাননেতে অতি।' *সুকুমার*, ১৯২০। ২ বিণ টিপ টিপ শব্দ করে পড়ে এমন; হালকা। 'টিপিটিপি বৃষ্টি বোমটার মতো পড়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

টিপিন [হি] বি মধ্যাকালীন লঘু ভোজন; টিকিন; হালকা খাবার। 'সবে একাসনে, টিপিন করে হুটমহে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬।

টিপ্পনী [স] বি ব্যাখ্যা; বিবরণ। 'উদ্দেশ্যে আমরা সব তোমার টিপ্পনী/দই পড়ি পড়ি তবু বিজ্ঞানমি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

টিপ্পনী কাটা - সব বিধয়ে খুঁত করা। *সুবল*, ১৯০৬।

টিপ্পনী চলা ক্রি হাসিঠাট্টা করা। 'তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল।' 'ফ্রেমাস লাবণ্য ভীতীশাল ...' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

টিপ্পনী পেওয়া ক্রি উপহাসমূলক মন্তব্য করা; ফোড়ন কাটা। 'নবীন একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টিফিন [হি] ১ বি হালকা খাবার; নাস্তা। 'টিফিন অর্থাৎ জলপান করিলে ১১ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ বি খাবারের বিরতি। 'টিফিনের পর আদালত বসলে; আপনি যখন জবানবন্দী দেবেন সেই সময়ের ফটো একখানা।' *শিকারাম*, ১৯৭০।

টিফিনকারি [হি টিফিন ক্যারিয়ার] বি হালকা খাবার পাত্রবিশেষ। 'হোট্ টিফিনকারিতে ভরে সারাক্ষণ কোলে কোলে রেখে শামসুল', ১৯৬২।

টিফিন ক্যারিয়ার, টিফিন ক্যারিয়ার [হি] বি হালকা খাবার বহন করার পাত্রবিশেষ। 'বাড়ির তৈরী খাবার-ভরা টিফিন ক্যারিয়ার।' *মানিক*, ১৯৩৬; 'টিফিন-ক্যারিয়ারে থাকে থাকে সাহেবী খাবার সাজিয়ে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টিফিনবাহিনী [হি টিফিন+স বাহিনী] বি ক্রী টিফিন বহন করার পাত্র। 'একটা টিফিনবাহিনী হঠাৎ আমার তৈজসপত্রের অন্তর্গত হয়ে বিরাজ করতে দেখা গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৫।

টিফিনের ছুটি বি নাস্তা খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বিরতি। 'টিফিনের ছুটির সময় কুলের সামনে।' *মানিক*, ১৯৩৭।

টিবি [হি ডিভারকিশালিস] বি যন্ত্রারোগ। 'যদি টিবি রোগে কোন মেয়ে আক্রান্ত হয় সে পৌরবের।' *বেশম*, ১৯৪৮।

টিকা [স তুপা] বি পাহাড়ের উচ্চ অংশ। 'তখন টিকার টিকার ... কতুগণ দোড়াইরা মহা আনন্দভরে গান ধরিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

টিম, টায় [হি] বি দল। 'একটা বাঙালি টিম করবেন।' *জীবন*, ১৯৩২; 'আর কোন ভারতীয় টায় জয়ের পৌরব লাভ করিতে পারে নাই।' *সংগত*, ১৯৩৬।

টিমক [হি টিমা] বি জাঁকজমক। 'তাহার কৃত্রিম টিমক তাহার মিথ্যা ছলের সন্ধান করিয়া দিলেক।' *ভারতী*, ১৮০৩।

টিমটিম [ধন্য] বি আলোকের অনুজ্জ্বলতা নির্দেশক শব্দ; মিটমিট। 'নিদার প্রদীপের ন্যায় টিম-২ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'টিমটিম করে শুধু খোঁসো দুটি বন্দরের বাড়ি।' *বেশম*, ১৯৪৬।

টিম টিম করা ক্রি কোনো একাধিক বস্তু বজায় রাখা। 'দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম-২ করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

টিমটিমে [টিমটিম>] ১ বিণ অনুজ্জ্বল। 'একটা টিমটিমে প্রদীপ লইয়া একলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ বিণ ভরপুর। 'বই আর সন্দেশ ভরা পেটে এক গ্রাম পানি পড়ে বেশ টিমটিমে হয়েছে পোটা।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

টিয়ার [হি] বি কাঁঠ। 'কিসের ব্যসনা করবে? এই ধর টিয়ারের।' *জীবন*, ১৯৩১।

টিয়া, টিরে বি পানিবিশেষ। 'চটক কটক টিয়া বায়স পেচক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টিয়াট্টি বি এক জাতের আম। 'টিয়াট্টি আম, কাঁচামিঠে আম।' *সুনীল*, ১৯৭০।

টিয়ায়ুখো বিণ টিয়া পাখির মতো মুখবিশিষ্ট। 'টিয়ায়ুখো নিগিগিট মনে ভারি শব্দ।' *সুকুমার*, ১৯১৮।

টিয়েপাখি বি ভোতাভাজাতীয় পাখিবিশেষ। 'টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দোড়ে খুলে থাকে।' *হেতুম*, ১৮৬১।

টীয়া [ধন্য] বি টিয়া পাখি। 'কাঠকাঠের পেচা টীয়া কাদকোচা মহরিয়া সালিক ডাঙ্ক তামচুড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

টিয়ারপ্যাস [হি] বি যে গ্যাস চোখে লাগলে চোখে জল আসে; কাঁদুনে বা কাঁদুনি-গ্যাস। 'সেখানে চট্টো লাঠি, গুলী আর টিয়ারপ্যাস।' *বেশম*, ১৯৪৮।

টিয়া, টীলা [হি টীলা] ১ বি পাহাড়। 'হান্দানিচা টীলায় এক মার্ট পাইল।' *কুন্ডলাস*, ১৫৮০; 'পতনশীল শিলারশির ন্যায় সন্ধানসেনা টীলা হইতে জিরিতে লাগিল।' *বর্ষম*, ১৮৮১। ২ বি মাটির ঢিবি। 'কুমুদের চোখ পড়িল ... মাটির টিলাটির দিকে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

টিলাডুমি [হি টীলা+স ডুমি] বি পাহাড়ি অঞ্চল। 'তঙ্ক রন্ধ টিলাডুমিই তো কর্ণার উৎস।' *সংকত*, ১৯৭২।

টী নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ; -টি। 'বাকীর টাকটী মেওয়ান প্রভৃতি কুঠীর যাবতীয় কর্মকারক অংশ-অংশী করিয়া লইত।' *ফোর্ট*, ১৮০৮; 'রাজা কাহাকেও রাজ্যের হইতে মুক্তি দিবেন না এইটা সামান্য নিয়ম।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

টী [হি tea] বি চা। 'পরম জলে কর্মকর্তার প্রাচদানের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।' *হেতুম*, ১৮৬১।

টী-বি টিপ। 'আয় আয় চাঁদমাটা দিয়ে যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

টী [ধন্য] বি কোলাহল-নির্দেশক ধ্বনি। 'টী টী বি হৈটে।' 'গোলায়-চোর বলিয়া পড়ায় টী পড়িয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

টীকা [স] ১ বি প্রয়োগের ব্যাখ্যাপুস্তক। 'ভাগবত প্রেক্ষায় টীকা তার সংস্কৃত হয়।' *কুন্ডলাস*, ১৫৮০; 'সাত মাসে সাত টীকা পড়িয়া গোদাট্রি।' *বঙ্গরায়*, ১৭৫০। ২ বি ব্যাখ্যা। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকা সহিত অল্পমধ্যে পাওয়া যায়।' *ভবানী*, ১৮২৩।

টীকাকার [স] বিণ টীকা রচনাকারী। 'মহাভারতের টীকাকার নীলকন্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।' *উৎপন্ন*, ১৮৫৭।

টীকা-টিপ্পনী [স] বি বিরূপ মন্তব্য; বিদ্রোহিত মন্তব্য। 'তোমার টীকা-টিপ্পনী রাখে তো খোশাল।' *প্রমথ*, ১৯১১।

টীকাটিপ্পনী কাটা ক্রি কথার মধ্যে বিদ্রোহিত মন্তব্য করা। 'নানান রকমের টীকাটিপ্পনী ও কাটাতেছেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

টীকাভাষ্য [স] বি ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা। 'নিন্দা প্রশংসা টীকাভাষ্য অনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

টীকাসমেত [স] ক্রিবিণ টীকাসহ; সটীক। 'শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ ... টীকাসমেত তুল্যত কাশ্যে মুদ্রিত।' দর্পণ, ১৮৩০।

টীকাসহিত [স] ক্রিবিণ ব্যাখ্যাসহ; সটীক। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকাসহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।' ভবানী, ১৮২৩।

টীকা [স] ভিলক। বি প্রতীকী ভিলক বা চিহ্ন। 'আরো ভালো রাজটীকা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

টীকাছাড়া [স] টীকা+স ছাড়। বি রাজছাড়; আবিপত্য। 'দিব তাকে ইনাম ময়নার টীকাছাড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

টীকা [স] সটীক। বি রোমের প্রতিষেধক। 'যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে ...।' দর্পণ, ১৮১৯। দ্র টীকা

টীকাদার [টীকা+দা দার] বি বসন্ত প্রভৃতি রোমের টীকা দেয় যে। 'শহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্যে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬। দ্র টীকাদার

টীকানা [হি টিকানা] বি টিকানা; কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান। মেয়র্স, ১৭৬৮।

টীকিত দ্র টীকিত

টীচার [হি] বি শিক্ষক। 'তোমার টীচার?' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

টীট [স] ধৃষ্ট। বিণ নিলঙ্ঘ। 'এক টীট কাক অকারণ মনহ করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩।

টীটাকারি দ্র টীটাকারি

টীন দ্র টিন

টীপ [হি] বি বখশিশ। 'বেশি বেশি টীপ দিয়ে সেও রেইনুয়ের ব্রেক নাবালিকার মাথের ভাব জমিয়েছিল।' আলফাউলিন, ১৯৬০। টীপস

টীপট দ্র টিপট

টীপদার মহাজন [স] টিপ+দা দার+স মহাজন। বি টিপসই রূপে টাকা ধার দেয় যে স্বপদাতা। 'কত টীপদার মহাজনকে টাকা লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।' প্রভাকর, ১৮৯২।

টীম দ্র টিম

টীয়া দ্র টিয়া

টীয়া দ্র টিয়া

টু [ধন্য] বি টোকা। 'ব্যাধা নাকের হেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় টু।' নরঙ্গল, ১৯২৬।

টু শব্দ বি ক্ষীণ শব্দ। 'নিজে ত টু শব্দ করেন নাই।' রোকেয়া, ১৯৩১।

টুইমুই-টুইমুই [ধন্য] বি অথবা হাঁটাহাঁটি। 'বানিকম্প টুইমুই-টুইমুই করে যেতে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

টুইয়ে দেওয়া ক্রি দেগিয়ে দেওয়া। 'আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার হোঁড়াদের টুইয়ে দিত ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

টুইল [হি] বি বিশেষ বুননশৈলীর কাপড়বিশেষ। 'ময়লা দেশী টুইলের সার্ট।' বিজুতি, ১৯৩১।

টুইশন [হি] বি গৃহশিক্ষকতা। 'সুবোধ এমনই একটা টুইশন নিলে।' জীবন, ১৯৩২।

টুইশনি, টুইশনি [হি টুইশন] বি গৃহশিক্ষকতা। 'আরো একটা

টুইশনির জোষাড় করিয়া লইতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'টুইশনির টাকা পাইয়াছিল।' বিজুতি, ১৯৩১।

টুইটাই [ধন্য] বি ধাতব দ্রব্যে ক্রমাগত মুদ্র আঘাতের শব্দ। 'খড়িতে টুই টাং ঢং টুই টাং ঢং করে চারটে বেজে গ্যালা।' হুতাম, ১৮৬১।

টুই টাং ঢং [ধন্য] বি ধাতব দ্রব্যে ক্রমাগত মুদ্র আঘাতের শব্দ। 'শিখার খড়িতে টুই টাং ঢং টুই টাং ঢং করে চারটে বেজে গ্যালা।' হুতাম, ১৮৬১।

টু [ধন্য] বি সামান্যতম শব্দ। 'বিরের কথা নিয়ে কখনও টু করত সাহস করত না।' নরঙ্গল, ১৯২৭।

টু-টি করা ক্রি সামান্য প্রতিবাদ করা। 'আমার এলাকায় টু-টি করিতে পারিবে না।' নরঙ্গল, ১৯২২।

টু শব্দ ১ বি সামান্যতম প্রতিবাদ। 'উহার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করিতেও প্রতী সাহেবের শক্তি অপারগ।' সুধাকর, ১৮৯৩। ২ বি ক্ষীণ শব্দ। 'টু শব্দটি করতে পারেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

টুটি [স] প্রোট। বি কর্তব্যশীল। 'যখন আমার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুটি চেপে ধরবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

টুকটাক [ধন্য] বিণ অতি সামান্য। বিদ্যা, ১৮৯১: 'তাহার দুষ্টাঙ্ক টুকটাক, টুকটাক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'টুকটাক হাতবরত বাবদ ফী মাসেই পাঠিয়ে দিলা টা' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

টুকটুক [ধন্য] বিণ অতি সামান্য। 'টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই নিটে।' গুণ, ১৮৫৮।

টুকটুকি [ধন্য] বি ছোটো টুকটুকি। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

টুকটুক [স] টুকটুক। বিণ শাল রঙের। 'ফুরফুরে চোঁট, টুকটুক-রঙিন হালো।' বৃক, ১৯৩২।

টুকটুক [স] টুকটুক। ১ বিণ উজ্জ্বল লাল। 'তাহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো টুকটুকে হইক আর ...।' বিদ্যা, ১৮৭০। ২ বিণ দেখতে সুন্দর। 'অমন টুকটুকে বৌটা।' নীপিকা, ১৮৮৭। ৩ বিণ কোমল। 'একবারে বেশি কচি। বেশি টুকটুকে।' মুনীর, ১৯৬১।

টুকনি, টুকনী [হি টুকনী] বি ভিক্ষার তুলি। 'নব বিবি ... হাতে টুকনী লইয়া ভিক্ষালিঙ্কার বেড়ান।' ভবানী, ১৮২৮; 'কোন দিন আপনার হাতে টুকনি দিবে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

টুকরা, টুকরো [হি টুকড়া] ১ বি ক্ষুদ্র কণা। কাগজে, ১৭৮৪। ২ বি ছোটো খণ্ড। গুণ, ১৭৮৫। ৩ বিণ ক্ষুদ্র পরিমাণ। 'এক টুকরা পনীরে আপন মুখে লইয়া।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বিণ ক্ষিপ্র। ভবানী, ১৮২৩। ৫ বি ছিন্ন বা কাটা অংশ। 'এ ক্ষতের রক্তে কটির টুকরা ডুবাইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৫৩। ৬ বিণ ছোটো। 'মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো দাইন এবং কত অসমাধ ভাব যাতায়াত করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'টুকরো ছবি তুলে নিয়ে মনে রোজ ফিরে আসি ঘরে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯। ৭ বিণ ছিন্ন। 'টুকরো কণে কাছি ডুবতে রাজি আছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

টুকরাটাকরা, টুকরোটাকরা [হি টুকড়া] ১ বিণ ক্ষয়প্রাপ্ত। 'এই সুধা টুকরাটাকরা দাঁতওলা ...।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি এটা-ওটা। 'টুকরো-টাকরা যা পায় তাতেই ক্ষয়ানিবৃত্তির চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

টুকরাটাকরি, টুকরো-টাকরি [হি টুকড়া] বি ছোটো-বড়ো ভাঙা অংশ। 'হাঁড়িটার তদায় পিঠের টুকরাটাকরি এখানে বুড়ি সেপে আছে।' কায়সার, ১৯৬২; 'বেডের টুকরো-টাকরি ঢেঁরা বাঁপের

আগাহার মতো হাবিজাবিতো সারিয়ে ... '। কলসর, ১৯৬২।

টুকরা টুকরা বিল খিচিলি। 'খানিক বেশি কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন।' মধু, ১৮৫৭।

টুকরি, টুকরী [হি টোকরি] বি বাঁবা বা বেতের তুড়িবিশেষ। 'কমলা ঝিটাকা ১২ বার টুকরি'। কালসর, ১৭৮৯; 'বেত ছাড়া টুকরী, তুড়ি, মূলের সাজি'। বেগুন, ১৯৬৭।

টুকলিকাই টুকলি+ই ফাই; হি নকল করার কাছ। 'রচনার বই থেকে টুকলিকাই করে বলে যাচ্ছে।' শিকরাম, ১৯৭০।

টুকা, টুকানো কি শিখে রাখা। 'ইহা দর্পণে টুকিয়া রাখিতে অশ্বাদানদির মহাসজোহ আছে।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'টুকে রাখুন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টুকে নেওয়া কি শিখে রাখা। 'ভাঁর তিসনা টুকে নিয়ে এসুন।' মজতব্বা, ১৯৫২।

টুকাঁ কি তুড়িয়ে নেওয়া। 'সেই চাউল ওয়া টুকাইয়া লইয়া আসে।' জঙ্গী, ১৯৬০।

টুকি [কন্যা] বি টোকা। 'টুকে টুকি দিয়া বোলে সন্কুনি সুখিতি।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯।

টুকি [হি টুকা] বি কুত্ব বণ। মানোএল, ১৭৪৩।

টুকটুকি [হি টুক>] ১ ক্রিণি একটু আটু। 'টুকি টাকি টুক টুক মূলে মিই মেটে।' ৩৩, ১৮৫৮। ২ বি ছোটোখাটো কাজ। 'অন্যান্য টুকটুকি শেখবার সরকার করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি ছোটোখাটো বিষয়। 'আমাদের কত টুকটুকি, কত ইট-উট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

টুকি [সি ডোক>] বি কুকি। 'বাঁদা নাকের হেঁসা দিয়ে টুকি কে দেয় টু নজরল, ১৯২৬।

টুকটুকু [সি ডোক (শিভ)>] বিণ বণে বণে বিভক্ত। 'ডেকে ডেকে টুকটুকু খাবার দেবে মূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

টুকুন - বহুভাসক প্রত্যয়বিশেষ। 'উনুহু শব্দটুকুন কোটার-মাকে কীটের খোয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

টুকুর টুকুর [কন্যা] ক্রিণি অবিরাম টুকুর শব্দ করে। 'পাণ্ডিহাটে বেতোঘোড়া চল টুকুর-টুকুর।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

টুকুরা বি বুদ্ধ। মানোএল, ১৭৪৩।

টুটকা [সি ঘোটক] বি তুচ্ছ পাণ্ডা। 'টুটকা দিয়ে ফটকার ফেল রে মন জোলা।' শালান, ১৮৯০।

টুটপানি [হি] বি অল্পজল। 'অণাথ জলতার জেন না জানে টুটপানি।' মালাধর, ১৫০০।

টুট [সি ক্রট>] ১ ক্রি নির্বাণিত হওয়া। 'টুটক কাম আনল সেহ চুয় কোল।' বড়, ১৪৫০। ২ কি ঘোড়ানা। 'অজ্ঞে পুরু জোশি হো টুটন সরল সিনেহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ কি অবদান হওয়া। 'বিষ্টি টুটাইখা আইল কার্তিক মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নিদার ভিমির গিয়া টুটে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৪ কি দূর হওয়া। 'খাইতে সোরাজি নাই হি টুটে জুখ।' ফিঙ্গী, ১৬০০। ৫ কি পরাজিত হওয়া। 'পরাক্রমে বীর নাই টুটে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ কি ছেড়ে দেওয়া। 'আবার টুটান মাডা দিবসে দিবসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ কি খসে পড়া। 'গুচ্ছে ২ নানা হানে হান না টুটিল পরিধান।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৮ কি কমাশো। 'এহি পঞ্চবার হতে কহ গিয়া টুটাইতে।' সুলতান, ১৭০০। ৯ কি হ্রাস পাওয়া। 'কমলার দরা তারে কতু নাই টুটে।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ১০ কি দূর করা। 'কসেট টুটাব আমি ভেরা

অহম্মার।' গরীব, ১৭৬৫। ১১ কি ছিন্ন হওয়া। 'সুধবেরে দিয়া টুটিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'সত বাঁদল সব টুটে গো বেল, ব্রহ্ম, ভোমার টানে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ১২ কি মুক্ত করা। 'বার দ্বিটয়ে বাখা টুটারে মোরে করে আশ।' রবীন্দ্র, ১৯১২। টুটাই কি দূর হয়। 'চতুর্বিংশে মায়া মোহ যথেক টুটাই।' সুলতান, ১৭০০। টুটজ কি দূর হয়। 'বাইর কহ করবে টুটজ বলই।' গোবিন্দ, ১৬০০। টুটবি কি দূর হবে। 'পুনবি দরদান জীব ছুড়াএব টুটবি বিরহক ওর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। টুটল কি ভাঙশো। 'অজ্ঞে পুরু জোশি হো টুটল সরল সিনেহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। টুটাইখা কি শেষ হয়ে। 'বিষ্টি টুটাইখা আইল কার্তিক মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। টুটাইতে কি কমাতে। 'এহি পঞ্চবার হতে কহ গিয়া টুটাইতে।' সুলতান, ১৭০০। টুটাই কি দূর করে। 'না টুটাই মহাজন।' মালাধর, ১৫০০। টুটান কি হাফেন। 'আবার টুটান মাডা দিবসে দিবসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। টুটাব কি দূর করবে। 'কসেট টুটাব আমি ভেরা অহম্মার।' গরীব, ১৭৬৫। টুটালল কি ভাঙশো। 'অনু কি মান/ টুটালল যাকর ...।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। টুটি কি দূর হয়ে। 'বদনক সোসে শেষ টুটি গেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। টুটিখা কি দূর হয়ে। 'ছুয়ার ভাঁটি হউক টুটিখা জাউক জল।' মুকুন্দ, ১৬০০। টুটিল ১ কি ভেঙে পড়ো। 'এবেসি মোর টুটিল সে নেহে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি খসে পড়ো। 'গুচ্ছে ২ নানা হানে হান না টুটিল পরিধান।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। টুটুক কি টুটে যাক; নির্বাণিত হোক। 'টুটুক কাম খালল সেহ চুয় কোল।' বড়, ১৪৫০। টুটে ১ কি ভাঙে; ভাঙ হয়। 'ভাঙ মাথে মেল পন সজুয়ে নাই টুটে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি পরাজিত হয়। 'পরাক্রমে বীর নাই টুটে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ কি হ্রাস পায়। 'কমলার দরা তারে কতু নাই টুটে।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ৪ কি দূর হয়। 'বদন-বদনী-ধেমতিলেক না টুটে।' রামস্বয়ম, ১৭৮০। টুট্যা কি শেষ হয়ে। 'সেবিত সেবিত ভাঁর টুট্যা আইল বণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। টুটে যাওয়া কি ভেঙে যাওয়া। 'আঁখি হতে মিলয়া মায়া, কপন টুটে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

টুটা [সি ক্রট>] ১ বিণ ছোটো। 'কাকের নাই টুটা বাজা সনান জয়।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ কম। 'কেহ টুটা নয় হটে কি কাজ মিহা হটে।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ৩ বিণ ভেঙে-যাওয়া। 'ইহাকের টুটা তবত।' নজরল, ১৯২৮।

টুটা ফাটা ১ বিণ ভাঙারো। 'টুটা ফাটা নেহে সে যে সমমান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ ভাঙা ভাঙা। 'দেওয়ালের মরে পড়া চুন সুরকিত সেতারের টুটাকটা বোল বুটে বেড়াশো।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

টুটাকুটা [সি ক্রট>] বিণ অর্ধত্ব। 'ভাঙা ফরাশ, টুটাকটা আরবী ...।' মজতব্বা, ১৯৫২।

টুটি [সি ঘোটক] বি কঠনপাণ্ড। বিদ্যা, ১৮৯১; 'রক্ত-সুখা-বিধ আন, ধর গিণে টুটট।' নজরল, ১৯২০।

টুটেনখামেনি বিণ মিশরের প্রাচীন রাজা টুটেনখামেনের। 'বতচক্ৰ টুটেনখামেনি সোনা।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

টুড়ি [কন্যা] বি হাড়ের আঙ্গুল দিয়ে করা শব্দ। মানোএল, ১৭৪৩।

টুখ [হি] বি দাঁত। টুখজীম [হি] বি দাঁতের মাজন। 'টুখজীম ও টুখরান পাথরখার টেবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ...।' মনসুফ, ১৯৫৫।

টুখশাওভার [হি] বি দাঁত মাজার তুড়িবিশেষ। 'গো, জীম, টুখ পাওভার।' জামায়ত, ১৯০৪।

টুখশিক [হি] বি যে কাঠি ঘাড়া দাঁতের কঁকে আটকে থাকা বাঘের কপা পরিষ্কার করা হয়; বিশাল। 'কেহ কেহ টুখ শিক দিয়া বিশাল

টুপশেক

কবিতাহে।' মনসু, ১৯৪৫।

টুপশেক [হি] বি বিলাস। 'এল গড়কে - টুপশেক।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

টুপশেকট [হি] বি দাঁত মাজার পেষ্ট। 'আমি একটা টুপশেকট কিনতে বেরিয়েছি।' শিবরাম, ১৯৫০।

টুপশ্রাণ, টুপশ্রাণ [হি] বি দাঁত মাজার উপকরণবিশেষ। 'টুপশ্রীম ও টুপশ্রাণ গায়দারার টুপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া ...' মনসু, ১৯৩৫; 'হইল পড়ে বাঁধা-হাঁসা টুপশ্রাণ আর আয়না।' শিবরাম, ১৯৪০।

টুন বি বৃন্দবিশেষ। 'দক্ষিণে শাল, শিত, টুন কাঠ বিস্তর গ্রাস হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

টুনটুন [ধন্য] বি হুড়ির পরস্পর আঘাতে সৃষ্ট শব্দ। 'টুনটুন বাজে নবিতনের হাতের চড়ি।' কায়রাস, ১৯৬২।

টুনটুনানো [ধন্য] ক্রি কোনো পাত্রে টুং টুং শব্দ করা। 'টুনটুনাইতে।' মালেক, ১৭৪৩।

টুনটুনি [ধন্য] ১ বি পাণিবিশেষ। 'গড়গড় ভারই ঘটা টুনটুনি তালচটা।' মৃতসু, ১৬০০। ২ বিণ টুনটুনি পাখির মতো ছোটো। 'টুনটুকির মুখটি ছোটো টুনটুনি তার মন সরল।' নজরুল, ১৯২৬।

টুনি [ধন্য] ১ বি টুনটুনি পাখি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ ছোটো। 'টুনটুকির মুখটি ছোটো টুনটুনি তার মন সরল।' নজরুল, ১৯২৬।

টুনুকি [ধন্য] বি হুড়ির সঙ্গে অন্য হুড়ির আঘাতজনিত শব্দ। 'বকোরারি হুড়ি বোল হুড়ি টুনুকি টুনুকি।' কায়রাস, ১৯৬২।

টুপ [ধন্য] বি হঠাৎ পতন। 'টুপ করে ঝ'লে তরে না আঁচল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

টুপ করে ক্রিবিধ হঠাৎ পতিত হয়ে। 'টুপ করে ঝ'লে তরে না আঁচল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

টুপটাপ [ধন্য] ১ বি বৃষ্টি পতনের শব্দ। 'যখন বলি টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই ঝুঝার যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি পাহ থেকে মাটিতে নরম ঝলের পড়ার শব্দ। 'টুপটাপ অরিত কালো জাম।' নজরুল, ১৯৩৫।

টুপটাপা [ধন্য] ক্রি জলের ফোঁটা পড়া। 'হুসের পরে মুকোতলি দোলে/টুপটুপে পড়ে ঘাসের কোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

টুপটুপে [ধন্য টুপটাপ] বিণ টসটসে; পেকে স্কীত। 'কাঁচা ফল বাইরেতে দিবি টুপটুপে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

টুপরি [স টররা] বি শেটিকা। মালেক, ১৭৪৩।

টু-পাইস [হি] বি বাড়তি টাকা-পরমা। 'শিকা বিভাগে টু-পাইস কামাবার যে উগার ছিল না।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

টুপি, টুপী [হি টোপি] বি মাথার পরার পরিচ্ছদবিশেষ। 'না ছাড়ো আপন পথে মসাই টুপী দেখে যাবে ইজার পরয়ে মড় নাড়ি।' মৃতসু, ১৬০০; 'কাল ধল রাসা টুপি সভাকার মাথে।' রূপরাম, ১৭৫০।

টুপিওঝালা, টুপিওঝালা, টুপিওঝালা টুপি+হি ওঝালা। ১ বি ইউরোপীয় লোক। ৩রা, ১৭৮৫; 'কলিকতার সীমানার মধ্যে টুপিওঝালা ভের হাজার।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি যে টুপি পরে আছে। বিদ্যা, ১৮৯১।

টুপি ঝানো ক্রি টুপি খোলা। মালেক, ১৭৪৩।

টুপিমন্তক [টুপি+স মন্তক] বিণ টুপিওয়ালা মাথাবিশিষ্ট। 'টুপিমন্তক

ও চোখধাঁধক ভিড়ের আনোনা নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

টুপুটু [ধন্য] বি তরল পদার্থের ফোঁটা পড়ার শব্দ। 'টুপুটু বৃষ্টি পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

টুপুর টুপুর [ধন্য] বি বৃষ্টির পানি পড়ার শব্দ। 'বিষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর মেঘ করেছে আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

টুপুটু [ধন্য] ১ বি পানিতে মাছের ডুব দেওয়ার শব্দ। 'টুপুটু করে আদরিয়া পুনঃ জ্ঞার বৃক্কের ছায়ে।' জসীম, ১৯৫১। ২ বি পাহ থেকে ফল পড়ার শব্দ। 'টুপ টুপ করিয়া বহই পড়ার শব্দ অবিত্যম।' জসীম, ১৯৬৪।

টুপুটু [ধন্য] বিণ টুটুটু। 'আগাহার জলল এখন বর্ষার টুপুটু জলের ঢলে ...' মানিক, ১৯৩৬।

টুম বি কাটা কলা পাছের খণ্ড। 'কলার টুমে মতো অসাধানে তলে পড়লো।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

টুম ট্রাক [হি] বি ভ্রমণ-সহকারী। 'পশর তদ্রিশতি লাটের টুম ট্রাক।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

টুরিজম [হি] বি পর্যটন। 'দেশপ্রথম কিংবা হালকিসের কথা টুরিজম।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮; 'সোনি টুরিজম ডিপার্টমেন্ট গিরেহিলাম।' শামসু, ১৯৭৩।

টুরিস্ট [হি] বি পর্যটক। 'আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেয়ে থাকার ধাত জারি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

টুরিস্ট্রিক [হি টুরিস্ট+স ত্রিক] বি ভ্রমণের নেশা। 'অনুভূত হলে বারা টুরিস্ট্রিক গ্রহণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টুরিক বি বায়যন্ত্র বিশেষ। 'টুরিক বাজাইয়া ভিড়াইল নায় নায়।' জালাল, ১৬৮০।

টুল [হি সুল] বি কাঠের আসনবিশেষ। 'কুলে টুল এবং বেঞ্চির অগ্রতুল হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

টুলটুলে [ধন্য টুলটুল+] ১ বিণ কানায় কানায় পূর্ণতা যেতু টুলটুল করছে এমন। 'তুলোর তুলি আমার হাতে/রক্তের রসে টুলটুলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ সজল। 'টুলটুলে চোখ হঠাৎ কতই হলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

টুলা বি বড়ুপি। মালেক, ১৭৪৩।

টুলি [হি টৌলী] বি পাতা; মস্তকা। 'কুমোরটুলিতে বদশের যে সত্তা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা পড়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

টুলো [টোল+] বিণ টোলে শিক্ষিত। 'টুলো পুঞ্জির ভটচাক্ষিরে কাপড় বালো করে স্নান কর্তে চললে।' হেতম, ১৮৬১।

টুলো পজিত [টোল+স পজিত] ১ বি অল্প জ্ঞানী লোক। 'এত অগাধ বিদ্যা! - কতকগুলো টুলো পজিত আছে, রাজার উচিত সেগুলোকে কানি সেন।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ টোলের। 'আমি টুলো পজিত, সংস্কৃত পড়াই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

টুলসক বি এক প্রকার ঘাস। 'দীর্ঘ টুলসক ঘাসের বন।' বিজুতি, ১৯৩৭।

টুলসিক, টুলিক [ধন্য] বি টোকা। 'টুলিক মাতে রক্ত বেরোয়।' হেতম, ১৮৩৩; 'আবার কোথার মৌলসিক টুলসিক মারে মুলে।' যেমেশ, ১৯৩২।

টুলানো [ধন্য] ক্রি টোলে মারা। 'সরতে সরতে ধরে টুলাইয়া মুখে।' মৃতসু, ১৬০০।

টুলিক টুলসিক

টেক [স কটি] ১ বি পকেট। 'ঘড়ী একটা চাইয়া টেকে নিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি নদীর বাঁকা তীর। 'টেকের মাথায় ঐ কি?' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৩ বি গাটি। 'লোকের টেক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

টেকটাপী বি টেকটাদ ঠাকুর সংজ্ঞাত। 'টেকটাদী বাঙ্গালা একসালে প্রচলিত হইয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

টেকসই দ্র টেকসই

টেকশাল [স টেক+স শালা] বি মুদ্রা ভেঁড়ির কারখানা; টাকশাল। 'বকী বাবু টেকশালের দেওয়ান হইয়াছিলেন।' রাজ, ১৮৭৪। দ্র টাকশাল

টেকশাল [স টেকশালা] বি টাকশাল। 'নিচে সেখানত রিজিষ্টার বহি টেকশালে খোলা থাকিবেক।' ক্যালেন্ড, ১৭৮৯।

টেকা [স তিষ্ঠ] ১ ক্রি স্থায়ী হওয়া। 'যেমন হাঁড়ি তেমন কড়ি, কিছুদিন টেকে যাইতে পারিলে।' কল্যাণী, ১৮২৮। ২ ক্রি টিকে থাকা। 'যাচিত্তে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টিকে থাকা ক্রি বেঁচে থাকা। 'ঘাস আশনার চূড়ান্ত শক্তি গ্রহণের করে তবে ঘাস-রূপে টিকে থাকতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

টিকে যাওয়া ক্রি বহাল থাকা। 'বিনা বিপজ্জিতে এ যাত্রা টিকে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

টেকন [ও ডেকন] বি প্রবন্ধক। ম্যানেজ, ১৭৪৩।

টোপারি বি কুলজাতীয় অমরগণের কলবিশেষ। 'ভাদ্রকদল ... টোপারি খাইতে নামে।' বিজুতি, ১৯৩১; 'টোপারির আচার।' বিজুতি, ১৯৩১।

টোসে যাওয়া দ্র টাসা

টেক [স কটি] বি পকেট বা খোপব্রত কটব্রত। 'তখন টেক হইতে ঘড়ী বারির করিয়া দেখিবেক।' দর্পণ, ১৮২৭।

টেকদাল বি ধান সিদ্ধ করার বড়ো গোলাকার পাত্রবিশেষ। 'বড় বড় টেকদালে সিদ্ধ হইত ধান।' শাসনসুদীন, ১৯৪৮।

টেকনিক [ই] বি কৌশল। 'আমরাও খর্বকেশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যিকীর টেকনিকের হালকাপন নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

টেকনিকেল, টেকনিক্যাল [ই] ১ বিশ প্রযুক্তিগত। 'নিজ ব্যয়ে টেকনিক্যাল হুদ স্থাপন করেন।' জগদীশ, ১৯১৮। ২ বিশ পরিকাষাঘাত। 'আমাদের সাহিত্যের নমাজ, রোজা, হজ, আকাত প্রকৃতি শব্দ টেকনিকেল।' এসলাম, ১৯১৯।

টেকশ [ই ট্যাক্স] বি কর। 'এখন ইনকাম টেকশকে অসহ্য মনে করি।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

টেকস [ই ট্যাক্স] বি কর। 'নিলাম হইলে টোকিয়ারি ও খাজনা কিবা টেকস দিলার বাহা লাগে।' ক্যালেন্ড, ১৭৮৪।

টেকসই [স হা+টেক+স এইহা] বিশ মজবুত। 'কিয়া, ১৮৯১: 'দেহ জুসেই টেকসই রাখিবার জন্য ওসবের দরকার আছে।' মনসুর, ১৯৩৫।

টেকসই বিশ মজবুত। 'যেতনো টেকসই সেতলের মধ্যে একটা এক্স সেবা যার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। দ্র ট্যাক্সসই

টেকশাল দ্র টেকশাল

টেকস্ট [ই] বিশ পাঠ্য। 'ইকুলে টেকস্ট বই পড়ও এ-কথাটা আমার ঘৃণাকরে জানা থাকত।' শিবরাম, ১৯০০; 'টেকস্ট বুক সেমেই কি আর সবসময় কথা বলতে ইচ্ছে করে।' রশীদ, ১৯৩৩।

টেকা [স তিষ্ঠ] ১ ক্রি স্থায়ী হওয়া। 'টিকতে পারব কি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ ক্রি বেঁচে থাকা; রক্ষা পাওয়া। 'না হলে শরীর টিকবে না।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ ক্রি থাকা। 'পাড়ার যে টেকা ভায়।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

টেকুয়া [স তর্কু] বি সুতা পাকবার বস্ত্র। 'পোলাতনিখিত টেকুয়ার ঘারা সুতা কাটে।' দর্পণ, ১৮৩১।

টেকা [স তর্কু] বি সুতা পাকবার যন্ত্র। 'খোপারীর চরকার টেকো গড়াইয়া দিব।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

টেকো [টাক] বিণ টাকবিশিষ্ট। 'টেকো মাথা তেতে গুঠে পায়ে ছোটো ঘর।' সুহৃদয়, ১৯১৮।

টেকোনি [স তর্কু] বি খুঁশিবিন্দু। 'চুতোর ব্যাটার গুণ পরিপাটি খোল কলে ঘুরায় টেকোনি।' লালন, ১৮৯০।

টেকা [বি টিকী] ১ বি তেরোটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাস। ওয়া, ১৭৮৫; 'এই এসো, আমি টেকা মারলেন।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিশ শ্রেষ্ঠ। 'ছোট বাবু ইয়্যারের টেকা, বেখ্যার কাছে চিড়িমার গোলাম ও নোয়া শিবের বাবা।' হুতোম, ১৮৬৩।

টেকা সেওয়া ১ ক্রি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা। 'ইস, ইনি যে খর্মপূর মুখিরির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেকা দিতে এসেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। 'মহমুদন কেবল একটা বিষয়ে টেকা দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ ক্রি হারিয়ে যাওয়া। 'এটা আমাদের কর্তাব্যবসার উপর টেকা দেবার চেষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টেকা মারা ১ ক্রি হাড়িয়ে যাওয়া। 'মাথা মাঝিতে টেকা মেরে দিয়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'সহযক্ষীর উপরে টেকা দিতে পারিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ ক্রি পাল্লা সেওয়া। 'আমার উপর টেকা মেরে কোথা থেকে এক ছাল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'অনেক বিষয়েই ডবলড্রির ডুলসের পিঠে নিজের টেকা মেরে বসেছে।' শিবরাম, ১৯৪০।

টেক্ষ [ই ট্যাক্স] বি কর। 'টেক্ষ কমিটের ঘরে দেখিবে।' ক্যালেন্ড, ১৭৮৭।

টেক্স, টেক্স [ই] বি ট্যাক্স: কর। 'টেক্স অর্থাৎ প্রতি পাকা ঘরের কারণ কিছু কর ...।' দর্পণ, ১৮২৪; 'ডাক টেক্স কোম্পানি বাঁটা।' এজুকেশন, ১৮৭০।

টেক্সট [ই] বিশ পাঠ্য। 'একটা ডিলে মলাটের টেক্সট বুক।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'টেক্সট বই ছাপার মণ্ডসম বিদ্যায় কাগজের অতিরিক্ত চাহিদার জন্য।' আজাদ, ১৯৬০।

টেক্সটাইল [ই] বিশ পোশাকবস্ত্র বিষয়ক। 'টেক্সটাইল কমিশনার ডেক্সটাইল সাহেব বলিয়াছেন।' ইছলাম, ১৯৪৫।

টেক্সরা, টেক্সরা [স ট্রিকটকা] বি তিন কাটাআলা ছোটো মাছবিশেষ। 'টিস্কড়ী টেক্সরা পুটি চান্দাচুড়া সোনা।' ভারত, ১৭৬০; 'টেক্সরা খোরশা পুটি বেয়ে আর চান্দা।' ওষ, ১৮৫৮। দ্র ট্যাংরা

টেকন [ও ডেকন] বিশ চতুর। 'টেকন নটক লোক সমে নেহ।' বড়ু, ১৪৫০।

টেকনী [ও ডেকন] বিশ স্ত্রী পূর্ণ; চতুর। 'তাহাতে টেকনী রাখা কি করিবি সুখী।' বড়ু, ১৪৫০।

টোঠারি বি পানবিশেষ। 'পায়রা কপোত লিখি লিখে পাখচিল কুলির সালিকা ডোঁটা টোঠারি কোকিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টেডি [ই টেডি] *কিণ* প্রচলিত নিয়মবীতি মানে না এমন; বখাটে। 'ভরুণ সমাজের মধ্যে টেডি প্রবণতা বৃদ্ধি।' *কেশব*, ১৯৬৩।

টেড্ডা [টের+টা] *বি* অনুভব করতে পারাটা। 'মানুষ যেসে টেড্ডা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

টেড়া [সির্ভক] *কিণ* বাকা। 'কিবা কহে বিজি বিজি কত বুকি নাও বুকি বিষম মগজ সনা টেড়া।' *রামধাম*, ১৭৮০। *দ্র* টেরা

টেড়ি [সির্ভক] *বি* বাকা সিঁথি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। *দ্র* টেরি

টেড়িকটা *কিণ* বাকা সিঁথিবিধি। 'একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকটা যুবক।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

টেটন [ও ডেটন] *কিণ* টেটা; বেহায়া। 'সুংহ নটক টেটন কাহ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

টেজার, টেজার [ই] *বি* দরপত্র। 'কর্পোরেশনের সেই টেজারটা নিলে?' *জীবন*, ১৯৩২; 'প্রথম সে দেখে দূরের শাড়ির টেজারের বিজ্ঞান।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭৩।

টেনা [স তুনা] *বি* কাপড়ের টুকরা। 'সাত পেঁটে টেনা তার হর জ্ঞানহারা।' *কৈতক*, ১৬৫০।

টেনা [বি] *শোহার* ছিপ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

টেনারি [ই] *বি* চামড়া পাকা করার কারখানা। 'সুশিক্ষিত চর্মবিদ্যারদের সাহায্যে এইখানে একটা টেনারি স্থাপিত পারেন।' *শিখা*, ১৯২৬।

টেনিস, টেনিশ [ই] *বি* র্যাকেট এবং বল ব্যবহৃত হয়ে এমন এক ধরনের খেলা। 'টেনিস-ক্লেড, কাঁচের জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'টেনিশ স্টুট পরেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেনিস-কোর্ট [ই] *বি* টেনিস খেলার অঙ্গন। 'টেনিস-কোর্ট নৃত্যশালা শিলার-পোর্ট রসমঞ্চ সংগীতসভায় বসন্তাদায়ের মতামতকে সুবিনী ঠেলিয়া চলা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

টেনিস ক্লাব [ই] *বি* টেনিস খেলার জন্য গঠিত সমিতি। 'শিল্পীর এক টেনিস ক্লাব ...।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

টেনিস-ক্লেড [ই টেনিস-স ক্লেড] *বি* টেনিস খেলার কোর্ট। 'টেনিস-ক্লেড, কাঁচের জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

টেনিস গ্রাউন্ড [ই] *বি* টেনিস খেলার কোর্ট। 'টেনিস গ্রাউন্ড তৈরি করবে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেনিসপার্টি [ই] *বি* টেনিস খেলার বিশেষ আয়োজন। 'বালিশজের টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্যে চা পিত্তকেশন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

টেনিস বল [ই] *বি* টেনিস খেলার বল। 'বেওয়ারিশ বাতিল টেনিস বলের সঙ্গে ফুটবলের মতো দুর্ব্যবহার করছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

টেনিসব্যাট [ই] *বি* টেনিস খেলার র্যাকেট। 'টেনিস ব্যাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টেনিস স্টুট [ই] *বি* টেনিস খেলার বিশেষ পোশাক। 'আমি টেনিস স্টুট পরে আসিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'টেনিশ স্টুট পরেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেনে দ্র টানা

টেডার দ্র টেজার

টেন ক্রি টেনা। 'গাম টেনন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

টেশরেকর্ডার [ই] *বি* শব্দ রেকর্ড করার এবং রেকর্ডকৃত শব্দ বাজিয়ে শোনার যন্ত্র। 'বাড়ির ছাদে টেশরেকর্ডার বাজছিলো।' *ইলিয়াস*,

১৯৭৫।

টোপা ১ ক্রি নিষ্পেষণ করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ ক্রি চাপ দেওয়া। 'তাহার পরে কল-টোপা আঁসনের মতো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

টোপটুপি *বি* চাপাচাপি। 'এই যন্ত্রটা টোপটুপি করিবার জন্য খুঁকিয়া পড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

টোপটোপি *বি* পরস্পরের গোশন ইঙ্গিত বা ইশারা। 'সুদিন এইরকম টোপটোপি বলাবলি করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

টোপানো *বি* নিষ্পেষণ করানো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

টেবলেট [ই] ১ বি সমাধির দেয়ালে লিপ্যনো ফলকবিশেষ। 'খোদাই করা মার্বেল পাথরের টেবলেটে লেখা রয়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৫। ২ বি ওষধের বড়ি। 'এ্যাসপিরিন, ডেসগ্রেটের এই জাতীয় টেবলেট জমানো আছে।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

টেবিল [ই] *বি* চার পায়াবিশিষ্ট উঁচু আসবাববিশেষ। 'খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল।' *তর্ক*, ১৮৫৮।

টেবল [ই] *বি* সারসি। 'ঐ গ্রন্থে অনেক টেবল আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

টেবিলক্লেড [ই] *বি* টেবিলের উপরে বিদ্যমান কাপড়বিশেষ। 'বেশ মানাবে টেবিলক্লেডের বর্ডারে।' *নবোদয়*, ১৯৪৮।

টেবিলচালা [ই টেবিল+চালা] *বি* লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত আত্মাকে হালুক্কি করার আয়োজন; প্র্যানেটে। 'মেরেদের লইয়া এক-একদিন সম্মানবোধের সোহানো টেবিল-চালা হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

টেবিল-টেনিস [ই] *বি* টেবিলের মাফফানে ছোটো জাল টানিয়ে দু ভাগ করে ছোটো একটি বল এবং ব্যাট দিয়ে খেলাবিশেষ। 'টেবিল-টেনিস খেলার জন্য নেমস্তুল ছিল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

টেবিল-ঢাকা [ই টেবিল+ঢাকা] *বি* টেবিল ঢাকার কাপড়বিশেষ। 'নিজের হাতের কাজ-করা সুন্দর একটি টেবিল-ঢাকা দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

টেবিল ল্যাম্প [ই] *বি* টেবিলে ব্যবহারযোগ্য ছোটো প্রদীপ। 'টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে চেয়ার টেনে একটা বই নিয়ে বসল।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেবল [ই] *বি* টেবিল। 'ঘর বাড়ি টেবল টোঁকি।' *অবন*, ১৯২৫।

টোবো [স তুপ+] *কিণ* গোলাগাল। 'গাল টোবো বার নাম টেবি তাঁর।' *নজরুল*, ১৯২৬।

টোবো-টোবো *কিণ* গোলাগাল; ক্ষীত। 'মেঘওলো ... বাবুদের মতো সজলশ্যামল টোবো-টোবো যখনবদন ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

টেম্পরেচার [ই] *বি* তাপমাত্রা। 'তোমার টেম্পরেচারটা সমান করে নাও না বাবা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।

টেমস [ই] *বি* ইংল্যান্ডের প্রধান নদী। 'লন্ডননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা টেমস নদীর তলভূমি।' *অক্ষয়*, ১৮৫১; 'টেমস নদীর নীচের সড়কের কথা বোধহয় অনেকেই ভনিয়াছেন।' *কৃষ্ণজবিনী*, ১৮৮৫।

টেমি [ই টিন] ১ বি বুদ্ধি। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি স্থিতি। 'বড় টিনের টেমি দেখাইয়া বলিল, সেখানে রান্নাবরেন জ্বালানো।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

টেম্পারারি [ই] *কিণ* অস্থায়ী। 'টেম্পারারি চাকরির লগি ঠেলে ঠেলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

টেম্পারারার, টেম্পারেচর, টেম্পারেচার [ই] *বি* তাপমাত্রা। 'তিনি শুনিয়া ও টেম্পারেচার-চার্ট দেখিয়া ব্যবহার দিতেছেন।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'জিজ্ঞের নিচে থার্মোমিটার রেখে টেম্পারারার দেখে।'

জীবন, ১৯৩৩; 'হিন্দু' পেন্সেই টেম্পোরের চড়িয়ে দেয় হু হু করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

টের্ন বি অনুব্রত। 'শানী টের পান যেন তাঁহার মনে কেহ হুচ বিধেছে।' গ্যাভী, ১৮৫৮।

টের পাওয়া কি বুঝতে পারা। 'এক আঁচড়েই টের পাওয়া গেছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

টের্ন [স তির্যক] বি সবার কাছ থেকে দূরে এক কোণ বা প্রান্ত। 'নবরত্নের সভার মাঝে রইতাম একটি টেরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

টেরচা [স তির্যক] বিণ বাকা; কানাকুনি। 'টেরচা রহিল পুরি লাসলের চিনা।' মাসাধর, ১৫০০। ট্র ট্যারচা

টেরিস্ট, টেরিষ্ট [হি] ১ বি সত্বাসী। 'টেরিষ্ট বলত সবাই অনুশম মহলানবিশকে ...।' জীবন, ১৯৪৮। ২ বিণ সত্বাসবানী। 'এককালে টেরিস্ট দলে ছিলেন নিশি ঠাকুরদী।' সুবীল, ১৯৭০।

টেরিষ্টম [হি] বি সত্বাসবাদ। 'টেরিষ্টম করবে, শাস্তাদায়িকতা করবে, আরও কী করবে তা ভাবীকাল জানেন।' অন্নদা, ১৯৪০।

টেরা [স তির্যক] বিণ তির্যক দৃষ্টিবিশিষ্ট। 'চক্ষু টেরা।' মনোজ, ১৭৪৩। ট্র টেড়া

টেরাচক্ষু [টেরা+স চক্ষু] বি টেড়া বা বাকা চোখ যার। ওম, ১৭৮২।

টেরা চাউনি [টেরা+চাউনি] বি বাকা চাহনি। 'একবার টেরা চাউনি দিয়ে অভ্যর্থনা করে গেল।' নজরুল, ১৯৩০।

টেরি [স তির্যক] বি বাকা সিঁথি। 'টেরি-চশমাধারী যুবক।' শরৎ, ১৯১৭। ট্র টেড়ি

টেরিকাটা [টেরি+কাটা] ১ বিণ কেশবিন্যাস করা। 'সকলের মাথায় টেরিকাটা।' বিজুটি, ১৯২৯। ২ বিণ চুপের বাকা সিঁথিবিশিষ্ট। 'টেরিকাটা করেকটা মানুষের মাথা।' জীবন, ১৯৪২।

টেরি বাপানো [টেরি+বাপানো] কি বিশেষ কায়দায় মাথার চুল সিঁথি করা। 'হেলের টেরি বাপাবার শব্দ হল কবে থেকে?' শরৎ, ১৯১৩।

টেরিয়ার [হি] বি ছোটো আকারের কিন্তু বড়ো লোমওয়ালা কুকুরবিশেষ। 'নরকো এটা টেরিয়ার/নরকো ম্যালসেশিয়ান।' অন্নদা, ১৯৫১।

টেলক [হি] বিণ শীতল; ঠাণ্ডা। 'সম্ভাব্যতার টেলক পানিতে দুই ডিবকার করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৩।

টেল কোট [হি] বি পিছনের অংশ লম্বা এমন এক ধরনের কোট। 'সকলের উপরে একটি টেল কোট (লালু-কোট)।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

টেলো [স টেল] বি নির্বোধ। মনোজ, ১৭৪৩।

টেলোমি বি নির্বুদ্ধি। মনোজ, ১৭৪৩।

টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাফি [হি] বি তারের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ। 'টেলিগ্রাফ অর্থাৎ সংকেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। 'গবর্নর বাহাদুরের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়াছেন।' এডুকেশন, ১৮৯০।

টেলোগ্রাফ [হি] বি টেলিগ্রাফ। 'টেলোগ্রাফ ও ভাকের ঘর।' দর্পণ, ১৮৮১।

টেলি [হি টেলিগ্রাম] বি তারবার্তা পাঠানো। 'নবাববাহাদুর টেলি করিয়া ... কি কি চাকরি দিতে চাহিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

টেলিগিরাণ [হি টেলিগ্রাফ] বি টেলিগ্রাফ। 'টেলিগিরাণের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে।' বিজুটি, ১৯২৯।

টেলিসেরাম [হি টেলিগ্রাম] বি তারবার্তা। 'কিছু টাকা ভূমি পাঠাইয়া

দিবে টেলিসেরামের পর।' জগদীশ, ১৯৫১।

টেলিগ্রাফি, টেলিগ্রাফী [হি] ১ বি তারের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি। 'বর্তমান ভারতীয় টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্তাবহন-প্রণালী উল্লেখ্য।' টেলিগ্রাফি করিয়া দিবে।' রবীন্দ্র, ১৯২০। ২ বিণ টেলিগ্রাফ সংকেত। 'আমার টেলিগ্রাফী টিকানা ...।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

টেলিগ্রাম [হি] বি তারবার্তা। 'টেলিগ্রামে টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদান কি পারের বাহিরে বাক্য নয়?' মণিরঞ্জন, ১৮৮৯।

টেলিগ্রাম করা কি তারবার্তা পাঠানো। 'এত ঘন ঘন টেলিগ্রাম করা কেন বশুণ তো।' নজরুল, ১৯৩১।

টেলিগ্রিটার [হি] বি তারবার্তা পাঠানো এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ছাপানোর যান্ত্রিক ব্যবস্থা। 'টেলিগ্রিটার খবর জানিয়ে যাচ্ছে।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

টেলিফোন [হি] বি তারের সাহায্যে দূরবর্তী পোকের সঙ্গে কথাপকথনের যন্ত্রবিশেষ; দূরসংলাপনী। 'ভাঙ্কর ম- একটা টেলিফোন কিনে এনেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'টেলিফোনের তার, কোন্টা বা টেলিফোনে তার।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

টেলিফোন অপারেটর [হি] বি টেলিফোন প্রেরণ এবং গ্রহণ করার যন্ত্রী। 'অফিসে টেলিফোন অপারেটরের চাকরি নিয়েছে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

টেলিফোন একচেত [হি] বি টেলিফোনের সংযোগ ঘটানোর স্থান। 'মাস্টার, ব্যাঙ্ক, টেলিফোন একচেত থাকে সন্তোষ সেখানকার রাজাঘাট স্বাক্ষরবিশিষ্ট।' আজাদ, ১৯৭১।

টেলিফোন করা কি টেলিফোনের মাধ্যমে কথা বলা বা বলার চেষ্টা করা। 'কিন্তু টেলিফোন করে কই লীলা।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

টেলিফোন পাইড [হি] বি টেলিফোনের নির্দেশিকা। 'আপনাদের টেলিফোন পাইডের ড্রাসিকায়ড লিটে পাওয়া যাবে।' শিবরাম, ১৯৪০।

টেলিভিশন [হি] বি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মাধ্যমে প্রেরিত ছবি ও ধ্বনি গ্রহণ ও প্রদর্শনকারী যন্ত্রবিশেষ। 'বৈতার ও টেলিভিশন হইতে পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত একই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৬৭।

টেলিযোগাযোগ [হি] টেলি+স যোগাযোগ। বি টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ। 'পূর্বাঞ্চলীর টেলিযোগাযোগ ক্ষমতায় ...।' বেঙ্গম, ১৯৬৮।

টেলিকোপ [হি] বি দূরের বস্তুকে কাছে ও বড়ো দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'টেলিকোপের আবিষ্কার অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

টেলিকানা বি পানি বিশেষ। 'চাতক তিথির ফিলা টেলিকানা মাছরাঙ্গা নাহক সারস গালডিল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ট্র ট্যাকানা

টেট, টেস্ট [হি] ১ বি বাদ। 'টেবিলেতে রেট নিয়া টেস্ট পান যারা।' ওম, ১৮৫৮। ২ বি বাছাই পরীক্ষা। 'টেস্টে এগাউ হইনি।' নজরুল, ১৯২৪।

টেটকুল [হি] বিণ সুশাস্ত। 'শোলাওয়ে করছে সুখামর আর কালিয়ার অতি টেটকুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

টেটরিলিক [হি] বি বিশেষ বাদ্যসমূহ। 'যাহাতে অভাবমুক্ত লোকদলকে কুবিষণ, টেটরিলিক ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।' কামায়াত, ১৯৩৯।

টেস্টেলস [হি] বিণ বাদহীন। 'ওই বরফ দেওয়া মাছগুলি ...

টোটুর

একবারে টোটলেস। 'নজরুল, ১৯৪৯।

টোটুর, টোটুর [আ তত্ব] লিপ পরিষ্কার। 'টোটুর' বিদ্যা, ১৮৯১; 'লাওথেন কন-কুশিয়ে টোটুর হয়ে আছেন।' মুজতবা, ১৯৫২।

টো টো কোশানি [কন্যা টো-ই কশানি] বি ভবপুরের দল। 'আমার মতন হতভাগা দু-দশটা গ্রাইই দেখতে পাবে পথে-ঘাটে টো-টো কোশানি দলে।' নজরুল, ১৯২২। ট্র টো টো

টোকর্কর্ক বি টুক রাধা আঁকা। 'টোকর্কর্কের পাভাভাগে কোন পাভাগে নিমজ্জিত?' 'সামসুর, ১৯৭৪।

টোকরি [বি টোকরী] বি ধনুক বাখার পায়। 'ধনুর টোকরি দিয়া করিলেক পার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

টোকলা সাধা কি ঘুরে ঘুরে খাবার সমগ্র করা। 'কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোকলা সেখে বেড়াছেন।' বিকৃতি, ১৯২৯।

টোকা [কন্যা] বি আত্মের অগ্রভাগ দিয়ে সুখ আঘাত। 'মমুর খরে বলে নীত মুগল টোকা দিয়া।' বিজয়, ১৯৫০।

টোকা [স উচ্চন] বি মাথাল। 'চাষার মাথার টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

টোকা [লিপ সস্বহীত] 'বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম ... টোকা থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টোকা কি 'স্বরপার্থে লিখে রাখা। 'আমার সৌন্দর্যসজ্জাপত্রে একটা খাতায় টুক লেব।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

টোকানো কি কুড়িয়ে নেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

টোকাপানা বি জলজ লতাশিখর। 'সুতুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া ...' বিকৃতি, ১৯২৯।

টোকার [কন্যা] বি ভালুতে জিত শাপিয়ে টুক টুক শব। 'টোকাকার টোকার নিতে নিতে তার সম্বরহারা করছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

টোকেন [হি] লিপ প্রতীকী। 'দাবির সমর্থনে ... টোকেন প্রতীক করছি যার।' মনসুর, ১৯৫৫।

টোকো [স তজ] লিপ অত্রাঘাসত্ব; টুক। 'হাড় টোকো মুখে মিটে।' ওস, ১৮৫৮।

টোকো-মিঠে লিপ টুকক মিঠি বাদবিশিষ্ট। 'শাকা বর্জ্য, ডাশা আনুর, টোকো-মিঠে কিসমিস।' নজরুল, ১৯২৮।

টোপা [স উচ্চন] ১ বি টোপের মতো পাতার ছাড়াবিশেষ। 'টোপা মাথার কেঁই বা একধান কুপুতাপা মাথার উপর ধরে ভিজতে ভিজতে ...' রবীন্দ্র, ১৯৬০। ২ বি উত্তরীয়াবিশেষ। 'প্রাচীন রোমান জাতির টোপার ন্যায়, কতক উপর দিয়া পরিধান করে।' প্রমথ, ১৯২০।

টোটক [স তোটক] বি তোটক (ছন্দ)। 'বেলডিয়া ধাম বিজ মলিকরাম রঙ্গিল টোটোক হুঁদে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

টোটকা [স প্রোটক] বি গৃহে প্রস্তুত ঔষধবিশেষ। 'প্রথমে জারক সেবু প্রস্তুতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন।' স্বর্জিম, ১৮৮২।

টোটী [তা তোটী] বি বাধান। 'আপনে টোটোর শাক তুলিতে লাগিয়া।' বলা, ১৮৫০।

টোটী [স টোট] বি কামানের গোলা; বন্দুকের গুলি। ওস, ১৭৮৫; 'তাতে টোটো কাটা লইয়া সিঁপাহিমোকের সহিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

টোটাকুটা লিপ ভাড়া ভাড়া। 'আমার টোটাকুটা উর্দু দিলে বলতে হবে।'

মুজতবা, ১৯৪৯।

টোটাল [হি] বি মোট পরিমাণ। 'তোমার টোটাল দেখাবে বৈত নয়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

টোটেম [হি] বি আদিম বা উপজাতীয়দের গোত্রাখ্যাক। 'প্রোমের চেয়েও ভালো মনে হল একটি টোটেম।' জীবন, ১৯৪৪।

টো টো [কন্যা] ১ বি লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা। 'টো টো করিয়া বেড়িয়া বেড়াইতেছে।' সুলভ, ১৮৭১। ২ বি লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ার এমন। 'টোটো সন্ধ্যাণী বা দরবেশ গোছের কিছু হবে বলে, মাথায় লম্বা চুলও রেখেছিল।' নজরুল, ১৯২৭। ট্র টো টো

টো টো করা কি ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানো। 'না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

টোডর বি ক্ষুরকৃত্যাদা হাতের অলঙ্কার। 'হাতে নিব টোডর শলায় নিব হার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

টোডা বি নৃগোষ্ঠী বিশেষ। 'নীলগিরির টোডারা একঘণ্ড বজ, ... কতক উপর দিয়া পরিধান করে।' প্রমথ, ১৯২০।

টোড়ি বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'অনেকেই টোড়ি রাগিণী গনিয়াছেন।' বসুধর্মন, ১৮৭২।

টোন [স তুণ] বি বাণ বাখার পায়; তুণ। টোন সূনা হইল বান সৈতোর সমাজে।' মাল্যবর, ১৫০০; 'কার্যকর অক্ষয়তপ বাণপুঁ দুই টোন।' মুকুট, ১৬০০।

টোনা [স তজ] বি জায়। 'জগতমোহিনী ততোধিক মোর টোনা।' বলাভল, ১৬৮০।

টোনা ট্রান্সিউনি। লিপ হ্যাটো; ডিসক। টোনা ট্রেডি লিপ লির্কলে আকৃতিবিশিষ্ট। 'মানুষের পেটে এ কী টোনা ট্রেডি বল তো দিকি।' জীবন, ১৯৪৮।

টোনোক [স উচ্চ] লিপ শব্দ। মনোএল, ১৭৪০।

টোপ [স তুণ] ১ বি শিরদ্বার। 'মক্ষার প্রবেশি ভদ্র ভেদি শির টোপ।' জলাভল, ১৬৮০। ২ বি টুপি। 'কার পায় কার টোপ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

টোপ [স তুণ] ১ বি বড়ুপি। মনোএল, ১৭৪০। ২ বি মাছকে আকৃষ্ট করার জন্য বড়ুপিতে পোঁখে দেওয়া মাছের খাদ্য। ওস, ১৭৮৫; 'বাবুদের মনোমাল খরিবার নিমিত্তে ছাত হইতে টোপ ফেলিবা।' কবায়ী, ১৮২৮।

টোপ গোলা কি প্রলোভনে আকর্ষণমণি করা। 'একটা ধরতে যাই, দুটো এসে গড়ে টোপ নিলতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

টোপার [স তুণ] ১ বি পলাড়ি। 'সোনার টোপার শিরে ঘন শুবদান পুরে।' মুকুট, ১৬০০। ২ বি মুকুট। 'কাকালে জিজির শিরে সোনার টোপার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

টোপার পড়া লিপ টুপি পরিহিত। 'বাখনা লইয়া কাহারি-ঘরে টোপার পড়া ব্যবসপাখী নারেরের সমুখে আনিয়া উণ্ডিহিত করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

টোপার পানা বি এক প্রকার গোলাকার কাঁপা পানা বা জলজ উদ্ভিদ, যা শাণিতে ডোবে না। 'টোপার পানায় জ্বল ভোবা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

টোপালা [স উচ্চন] বি গুলি। 'আওলির কনা কিবা পাটর টোপালা।' রামাই, ১৭১০।

টোপা [স তুণ] ১ লিপ কাঁপা। 'রস নাই যশ কিসে ফুল হ'ল টোপা।'

৩৩, ১৮৫৮। ২ বি টুপি; মুকুট। 'প্রজাপতিত ডানা স্বরা সোনার
টোপাতে।' নজরুল, ১৯৩০।

টোপাশানা [টোপা+শানা] বি কচুরিপানার মতো জলজ
উদ্ভিদবিশেষ। 'টোপাশানার দাম।' বিজুতি, ১৯৫০।

টোপাকুল [টোপা+স কোশি] বি বেশি কুলবিশেষ। 'খেতেছি বনিয়া
টোপাকুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

টোপাজ [হি বি পাখরবিশেষ। 'টোপাজ পাখরের আকৃতি প্রকৃতি সময়ে।'।
বিজুতি, ১৯৩১।

টোপি [হি টোপি] বি টুপি। টোপিগোলা [হি বি ইউরোপের মানুষ।
ওসি, ১৭৮৫।

টোকা [হি টোপি] বি হাঁড়ি। 'মাথার চটের থলি টোকার মত করিয়া
সেওয়া।' শওকত, ১৯৫৮।

টোমাতো [হি বি পাকসে টমটকে লাল রং ধারণ করে এমন টক বাসের
ছোটো সবজিবিশেষ; বিশেষিৎ কেবল। 'টোমাতোর খোল।' বিজুতি,
১৯৩৩।

টোল ১ বি সংস্কৃত পাঠশালা। 'এখানে কতগুলি টোল আছে।' দর্পণ,
১৮২১। ২ বি উৎসব। 'জাকাত আশিয়া খিরিয়াহে তোর
বনতবাড়ির টোল।' কলীম, ১৯৩৩।

টোল-আউট [টোল+ই আউট] বি চতুষ্পাঠী-উত্তীর্ণ। 'পুরোহিতটি
তাহারই টোল-আউট দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

টোল-বাড়ী [টোল+বাড়ি] বি যে বাড়িতে চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত
বিদ্যালয় অবস্থিত। 'টোল-বাড়ীর অটোশার বাহিরে খোলা উঠানে
...'। তরু, ১৯৪২।

টোলো কিং টোলে পাঠশাল করে এমন। 'টোলো-পড়িত, আশু
ছোয়ার ইয়েজি পিবেছিলেন।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

টোল [স তড়-] বি চামড়া সকেচানের ফলে তৈরি ছোটো গুলি। 'পেটের
টোল ঘরে না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩; 'গালের টোল চিরক সোল।'।
নজরুল, ১৯২৩।

টোল-থেকো বি কষা বললে গালে টোল পড়ে এমন। 'ওঁর হিল
পুলক টোল-থেকো বাজা হেলের তুলতুলে গাল।' মুক্তভা, ১৯৫২।

টোলদার [টোল+দার] কিং টোল পড়ে এমন। 'রূপের জৌস
তোমার টোলদার ভিকু-গায়ে কুশ থেকেই।' নজরুল, ১৯৩৯।

টোল-খাওয়া বি কষা ভুজড়ে গেছে এমন। 'এক সময় হঠাৎ টোল
খাইয়া ভুজড়াইয়া বাকিয়া শুকাইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'টোল-
খাওয়া ছাড়াগড়া মাথা, ফটি-মত যেন হব যেন।' সত্কার, ১৯১৮;
'যেন মাল্ল-জরা, পাল-রোঁটা, টোল-খাওয়া, তুফানে আহাভ-মাথা
জাহাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টোল খাওয়া ১ কিং ভিগিত হওয়া। 'মাস্কানের মতো তার গল্ধীর
কোথাও একটু টোল যায় না।' ম্যানিক, ১৯৩৫। ২ কিং কাত হয়ে
পড়া। 'কিছুনি গিয়ে নাও টোল যায়।' বরদা, ১৯৭৫।

টোল পড়া কি সামান্য গোয়ে যাওয়া। 'যত্ন কলস চাবিপিকে টোল
পড়িলেও আপন কার্য করিতে থাকে।' বরদা, ১৮৭২।

টোলা [হি টোল-] বি পাড়া। 'বালকো বাসালি টোলার গিলে
মাইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

টোসা [অন্য] বি বিস্ম; ভেঁটা। বিন্যা, ১৮১১।

টোস্ট [হি বি আতলে সেকা পড়কটির টুকরা। 'কিছু রুটি-টোস্ট'
রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টোট [হি বি গরমে সেকা মচমেটে পাউরুটি। 'বহির্দান পরিচায়
করে, রুটি টোট করে, বেশিবার সময়ে তাহাকে ...।' কৃষ্ণভাবিনী,
১৮৮৫।

টোনহল, টোনহাল [হি বি টাউন হল; মাশরিকদের সর্বজনীন
মিলনায়তন। 'কলকাতার টোনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা
হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২; 'সৈনিক টোনহালে একটা মন্ত তামাশা
হইয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ট্যারো [স গ্রিকশব্দক] ১ বি মাছবিশেষ। 'গা কেটে পেল-মাঝা-ট্যারো
মাছ।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ কিং বখাটে। 'ইশাই সমাজের ট্যারো
বাসুদের নিকট অগাধ ধন্যবাদও পাইয়াছেন।' সুধাকর, ১৮৯৩। ৩
টেক্সরা

ট্যাক [স কটি-] বি কোমরের কাপড়। 'সকলেরই শিকি, আবুলি, পরসা ও
টাকায় ট্যাক ও পকেট পরিপূর্ণ।' হেতাম, ১৮৮১।

ট্যাক-ঘড়ি বি টেক বা পকেটে রাখা যায় এমন ঘড়ি। 'ট্যাক-ঘড়ির
ডালা খুলতে খুলতেই এ সেপে মিন চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ট্যাক ট্যাক [অন্য] বি বেশি বেশি কথা। 'যা যা - হারামজাদা, ট্যাক
ট্যাক করছে।' শিরিশ, ১৮৮৬।

ট্যাকশাল [স টকশাল] বি টাকাপরসা মুদ্রণের কারখানা। 'ট্যাকশালে
কাজের ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছিল।' প্রভাত, ১৮৯৬। ৩ ট্যাকশাল
ট্যাকশালি বি টাকশাল। 'তা সেই বাসবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই
ছিন্নি বিয়ে হির করে এবেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ট্যাকশাই বি মজবুত। 'সম্পূর্ণ ট্যাকশাই বেড়া-সেওয়া চিত্র-করা
সাহস্মত প্রেম।' বরদা, ১৯২৮। ৩ ট্রেকশাই

ট্যাটা [স গ্রিকশব্দক] বি সোহার ফলমূলক দীর্ঘ দণ্ডবিশেষ বা সাধারণত
অবরূপে ব্যবহৃত হয়। 'ট্যাটা মেরে সিরিছি পিঠে।' মণ্ডল, ১৯৬৩।

ট্যা ট্যা [অন্য] ১ বি ট্যাসকনা পাখির ডাক। 'এতটুকুই বেলে
ট্যাসকনার মতো ট্যা ট্যা করে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি শিশুর
কান্নার ধ্বনি। 'কোলে যখন মোহন এক আপস্তম্বক ট্যা-ট্যা করে'
ওহালী, ১৯৪৮। ৩ বি অনর্গল কথা বা বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ।
'বেকার উলটো দিক থেকে ট্যা ট্যা করছে ...।' ভায়সার, ১৯৬২।

ট্যাশা [স তুগ] বি একপ্রকার ক্ষুদ্রকার মাছ, যা পেটে বাতাস হুকিয়ে পেট
বড়ো করতে পারে। 'লুকা কাটিয়ে ট্যাশা মাছের মত চেহারা নিয়ে
এখন কবীর এলেন।' হাসান, ১৯৬৬।

ট্যাশা ট্যাশা [স তুগ-] কিং ভটপুটি। 'ট্যাশা ট্যাশা ফুলো-ফুলো
গালে ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

ট্যাকটিক, ট্যাকটিকস [হি বি কৌশল। 'তারপর আলাদা ট্যাকটিক
চালবার জন্য ...।' মুক্তভা, ১৯৪৯; 'এ সব ট্যাকটিকস তুমি
আজো শিখতে পার নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

ট্যাকশাল [স টক+স শালা] বি টাকশাল। 'তা সেই বাসবাজারের
ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে হির করে এবেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।
৩ ট্যাকশাল

ট্যাক্স, ট্যাক্সো [হি বি কর; খাজনা। 'প্রজারা খাজনা ও ট্যাক্স দিতেছে'
সুলত, ১৮৭০; 'অন্তত সরকারী ট্যাক্সো দিয়ে থাকে।' রবীন্দ্র,
১৯৩৭।

ট্যাক্সদাতা [হি ট্যাক্স+স দাতা] বি করদাতা। 'ট্যাক্সদাতাদিগের মধ্যে
অনুগ্রহমানেরে তুলনায় মুহলমানের সংখ্যা কম কখনই নহে.'
মোহাম্মদী, ১৯০২।

ট্যাক্সি, ট্যাক্সী [হি] ১ বি মোটরগাড়ি বিশেষ। 'একটা ট্যাক্সি নিয়ে পেল চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'মোটর ট্যাক্সীগুলো সবেষে এই একই বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল।' মাহেনব, ১৯৪৯। ২ বি ভাড়ার চাল এমন মোটরগাড়ি। 'ট্যাক্সি ও বাসগুলোর ব্যবসা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' আজাদ, ১৯৪০।

ট্যাক্সি [হি] বি ভাড়ায় চালিত ছোটো মোটরগাড়ি। 'ভারপূর ট্যাক্সিতে যোগাড় জনোই বোহাগ তিনি নেমে পেলেন।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

ট্যাক্সিওয়ালা, ট্যাক্সিওয়ালা [হি ট্যাক্সি+হি ওয়ালা] বি ট্যাক্সি চালায় যে। 'একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে 'ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি।' শিবরাম, ১৯৪০; 'ট্যাক্সিওয়ালা যে বাড়ির সামনে নাড়াল।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

ট্যাক্সিওয়ালা [কন্যা] বি ধীরগতিতে গমন। 'বলরাম ট্যাক্সিওয়ালা করতে করতে রাস্তার গিয়ে উঠলো।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ট্যাক্সি [স ক্রিস্টক] বি এক জাতের আঁশশূন্য কাঁটাওয়ালা মাছ। 'হিঁপ দিয়া ট্যাক্সি মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি।' শব্দ, ১৯১৭।

ট্যাক্সি [হি] বি জলাধার। 'ময়লা জলের প্রকাট ট্যাক্সি জীর্ণ।' তারা, ১৯৪৩।

ট্যাক্সি [হি] বি কামান-বাসনো দুর্বলো যুদ্ধযানবিশেষ। 'বিদেশ থেকে যে সব ট্যাক্সি সাজেয়া গাড়ি এনেছিলেন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

ট্যাক্সি ট্যাক্সি [কন্যা] বি আশ্রয়স্থলের গুলি ছোড়ার শব্দ। 'ট্যাক্সি ... ট্যাক্সি ...' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ট্যাক্সি [স ধৃষ্টি] বি ধড়বান্ধ; ধূর্ত। 'আশেকার দিনে হাটে বাজারে দু'একজন ট্যাক্সি থাকিত।' জমীন্দার, ১৯৩০।

ট্যাক্সি বি ট্যাটমি; ধূত। 'ফের ট্যাটমি করবি তো বের-করবে।' জীবন, ১৯৩২।

ট্যাক্সি [স তির্যক] বিণ আড়ভাবে বোনা। 'সীতের ট্যাক্সি সূঁজি, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি বোনার বেহুড় বাহার বেরিয়েচে।' হেতম, ১৮৬১।

ট্যান [হি] বিণ বাদমি; রোসে শোভা রবিশিষ্ট। 'মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে ট্যান।' নজরুল, ১৯২৬।

ট্যানা [স তুল্য] বি জীর্ণ বস্ত্র। 'মধ্যে ট্যানা পরা হোতা গোতা বামনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম করছেন।' হেতম, ১৮৬১; 'তবলী কিশোরী লক্ষ্মা নিবারণের ট্যানা নেই বলে ...' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

ট্যানারী [হি] বি চামড়া পাকা করার কারখানা। 'সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী ব্যক্তিলাভ করেছে।' নবদেব, ১৯৪৫।

ট্যাপ [হি] বি পানির কল। 'জল একটুও হোঁব না, ট্যাপের নীচে একটু বসব।' জীবন, ১৯৪৮।

ট্যাপলেট [হি] বি ওষুধের বড়ি। 'এক ফাইল কি যেন ট্যাপলেট।' জীবন, ১৯৩২।

ট্যাবা ট্যাবা [স জুপ] বিণ গোলপাশ। 'ট্যাবা ট্যাবা মুখ।' জীবন, ১৯৩২।

ট্যারচা [স তির্যক] বিণ বাক। 'কমিউজ ও ঢাকাই ট্যারচা কান্নের চাদরে শোভা পাচ্ছেন।' হেতম, ১৮৬১; 'চার কোণ জুড়ে ট্যারচা করে অতি মুখ ...' মুক্ততাবা, ১৯৬০। ২ টেরচা

ট্যারা [স তির্যক] বিণ টেঁড়া; বাক। 'টারা চোখে সে ভাকায়।' মানিক, ১৯৪০।

টারানো [স তির্যক] বি তির্যকভাবে ভাকানো। 'ফির যদি ট্যারাবি

চোখ।' সুকুমার, ১৯১৮।

ট্যালকাম [হি] বি গায়ে মাখার সুবাসিত পাউভার। 'কিউটিভিটরা ট্যালকামের গুঁড়ি পড়েছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

ট্যালো ১ বিণ বোকা। 'তুই ট্যালো হয়ে গেলি যে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ হাভাতে। 'ট্যালার মত এই বাবারে ... বুঝি খেয়ে পড়ে আছিস যে।' জীবন, ১৯৪৮।

ট্যালকনা বি পাণিবিশেষ। 'এতটুকুই রেগে ট্যালকনার মতো ট্যা ট্যা করে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ টেমকানা

ট্যালল, ট্যালেল [হি] বি সৌন্দর্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ফেজ অথবা তুর্কি টুপির ডাল থেকে যোনানো এক গুচ্ছ মোটা সুতো। 'বাবুর ট্যালল দেওয়া টুপি।' হেতম, ১৮৬১; 'তুর্কী টুপির ট্যালেল দুপুরে খানো-টেবিল যে বিলকশ তত্ত-পরাম খলেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

ট্যালু [হি ট্রালো] বি মিশ্রবর্ণ; কালো সাহেব। 'বিলেত গেলে হয়ে আসবেন ট্যালু।' নজরুল, ১৯৩১।

টাইশিনি [হি] বি পুশলক্ষকতা। 'একবেলা প্রাইভেট টাইশিনি করে।' তারা, ১৯৪৩। ২ টিউশন

ট্যান [হি] বি টিউশন; অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা প্রদান। 'একটি প্রাইভেট ট্যানও আছে।' প্রভাত, ১৮৯৮।

টাইশিনি [হি] বি পাঠক। 'টাইশিনি দু'গোঁষে বোড়ার সবুজে : সমাহিত মাস্টার শামসুর, ১৯৭০।

ট্রাক্সি [হি] বি অনুশিলা। 'হেলোটি কেবল ট্রাক্সির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।' হেতম, ১৮৬১।

ট্রাক্সি [হি] বি ট্রাকসি-সদৃশ বিণ সাবক সোড়িয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট নেতা ট্রাকসি মতাদুসারী। 'প্রীতের ট্রাক্সি বামাচারী বিনষ্ট চার্টলের বাক্যবাসে।' সুদেব, ১৯৪৫।

ট্রাক্সি [হি] বিণ গ্রীষ্মমতলীয়। 'ট্রাক্সি ফরেস্ট তত জমকালো নয়।' বিভূতি, ১৯৩১।

ট্রাক্সি [হি] বিণ চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী। 'দিয়ে বিছিয়ে ট্রাক্সি আইল্যাও।' শামসুর, ১৯৭৪।

ট্রিশি [হি] বি সাধারণত রোগী বহনে ব্যবহৃত দুই বা চার চাকার ঠেলাগাড়ি। 'হাসপাতালের ট্রিশি ডাক্তার নার্শ আয়।' হোসেন, ১৯৬৯।

ট্রিশি [হি] বি অর্পিত ভ্রাবা বা সংঘের রক্ষাকারী। 'তিনি যথং ব্রাহ্মসমাজের ট্রিশি।' হেতম, ১৮৬১।

ট্রাই [হি] বি খাওয়ার চেষ্টা। 'ঠানঠানের নিম্নকীট ট্রাই করুন।' হেতম, ১৮৬১।

ট্রাই করা [হি] বি খাওয়ার চেষ্টা করা। 'কখানা ট্রাই করবে?' শিবরাম, ১৯৭০।

ট্রাইশ [হি] বি কেমট্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক পরীক্ষা। 'মানের উপধির জন্য যে সকল পরীক্ষা হয়, তাহাদের ট্রাইশ বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ট্রাইনুশ [হি] বি বিশেষ বিচার। 'খোদার দরবারে আবার এন্টি-কোরাশন ট্রাইনুশ বসল।' মনসুর, ১৯৪৩।

ট্রাইসিকল [হি] বি তিন চাকার সাইকেল। 'ওদের জন্যে বল, বাট, ট্রাইসিকল, কতরকমের খেলনা, পুতুল, মোটরগাড়ি কত কী।' শিবরাম, ১৯৫০।

ট্রাইজার [হি] বি প্যাক। 'চাঁদনির কোট ট্রাইজার পরে বার হতে লক্ষ্য

করে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ট্রাক, **ট্রাফ** [হি] বি জিলিপকর বাহার খাতব বাজ। 'শম্ভার ট্রেনে আমাদের ট্রাকগুলি কিরিয়া আসিল।' *রোকেয়া*, ১৯০৪; 'সিটলের ট্রাকে জোহাওয়ার গহনাশ্রয় থাকিত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ট্রাক [হি] বি মালবাহী মোটরবান বিশেষ। 'করকখনা মাঝারি পোছের ট্রাক।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ট্রাটর [হি] বি জমি চাষের ইঞ্জিনচালিত যন্ত্রবিশেষ। ট্রাটরের হাতল তেপে তত্ত্ব কখন খিমিয়ে পড়িল মন।' *শীরেন*, ১৯৪৪।

ট্রাফিকল [হি] বি দূরবর্তী স্থান থেকে আসা টেলিফোনের ডাক। 'পাটনা থেকে আমার একটা ট্রাফিকল আসবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ট্রাজি-কমেডি [ই ট্রাজেডি+কমেডি] বি শোকব্যথ মিলনাত্মক ঘটনা। 'ট্রাজি-কমেডিতে হচ্ছে ছোটো গল্পের গ্রাণ।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

ট্রাজেডি, **ট্রাজেডী**, **ট্রাজেডিক** [হি] ১ বি বিয়োগদায়ক নাটক। 'কল্যাণবিহারক ট্রাজেডি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ বি করুণ পরিণতি; শোকব্যথ ঘটনা। 'বেলিশিয়া ট্রাজেডী বা মমলুমা-মখ-কাহিনী।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'সেই সেটি কুরুতের ট্রাজেডি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'তার নড়বড়ে ক্রীলীপার গ্রহনটিকে যথেষ্ট ট্রাজেডিতে সমাধি করে দিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ট্রাজিক [হি] ১ বি বিয়োগদায়ক। 'কবিতা ট্রাজিক কি কমিক ...।' *প্রমথ*, ১৯১৮। ২ বি দূঃখজনক। 'সেহুন ছোটবেলায় খুব একটা ট্রাজিক ...।' *শ্যামল*, ১৯৩৭।

ট্রানজিটর, **ট্রানজিটর**, **ট্রানজিটর** [হি] বি ছোটো ব্যটারিচালিত ছোটো মাপের বেতার যন্ত্র। 'ট্রানজিটরটা বেজেই যাকিল ফেকুর বাসল।' *হাসান*, ১৯৬৬; 'পাড়াঘর ট্রানজিটর রেডিওর সঙ্গে পাড়া দিয়ে/ চিঠির যন্ত্রিঃ হিং ভেঙে ভেঙে আসে।' *হোসেন*, ১৯৬৬; 'একটা ছোট ট্রানজিটর।' *পাশা*, ১৯৭১।

ট্রান্সপ্রেশন [হি] বি অনুবাদ। 'আবার কখনো ক্রাসের ট্রান্সপ্রেশন বলে।' *বিক্রি*, ১৯৩১।

ট্রান্সপোর্ট [হি] ১ বিপীপাঠকিত। 'সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষী পেওয়ার অপরাধে ... বিচারে মোমা বছরের জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন।' *হুতম*, ১৮৬১। ২ বি পরিবহন ব্যয়। 'স্বাঃ স্বতঃ ট্রান্সপোর্ট' কত পড়েছে।' *মুক্তকথা*, ১৯৬৬। ৩ বি মানুষ ও পশু পরিবহন। 'ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা, বিশাল বড়লোক।' *সুনীল*, ১৯৭০।

ট্রান্সকার [হি] বি বদলি; চাকরিস্থল পরিবর্তন। 'বিশেষ হইতে ট্রান্সকার হইয়া এবং ভিত্তিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট পদলাভ করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ট্রান্সিক [হি] ১ বিপী যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী। 'ট্রান্সিক ইনস্পেক্টরের জিম্মার মাসুদা হইতে প্রায় বারোটা দশ মিনিটের সময়ে তৎকালঃ একটি ট্রান্সিক ট্রেন চালাসে ইয়াইছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ বি গাড়ির চালাস; গাড়ির ভিড়। 'ট্রান্সিকের কলত্রান ব্যাজনি প্রবল সূরে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ট্রান্সিক আইন [ই ট্রান্সিক+ফা] হি] বি যানবাহন চালনার নিয়মকানুন। 'বাসটা বড়ের বেগে ছুটে চলছে, ট্রান্সিক আইন ভেঙে।' *আশাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ট্রান্সিক আইন্যাদ [হি] বি উচ্চ সড়ক-বিভাজক; সড়কসীপ। 'আমাদের মুক্তা আসে হাটে সুভোঁস ট্রান্সিক আইন্যাদে খুঁ খুঁ চরে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

ট্রান্সিক জ্যাম [হি] বি যানজট। 'নারিন্দার নিয়মিত ট্রান্সিক জ্যাম পার

হতে হতে বেরিয়ে আসছে।' *ইন্দিয়া*, ১৯৭২।

ট্রান্সিক পুশিল [হি] বি যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী পুশিল। 'ট্রান্সিক পুশিলে আজকাল বড় কড়াটি করে।' *বিক্রি*, ১৯৩১।

ট্রাবল [হি] ১ বি যোগ। 'হাট ট্রাবলসে জ্বলে জ্বলার হলেদি হাওয়া বদলাতে।' *শিবরাম*, ১৯৫০। ২ বি সমস্যা। 'ট্রাবলটা কী আপনায়?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ট্রাভেলিং [হি] বিপী ভ্রমণ সন্মতঃ। 'ট্রাভেলিং ব্যাণ্ড [হি] বি ভ্রমণ ব্যাণ্ড, যাতে ভ্রমণকালীন অত্যাবশ্যক ব্র্যাবাদি থাকে। 'সামনের ব্যাকে ঠিক মুখোমুখি ছিল একটা ট্রাভেলিং ব্যাণ্ড।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ট্রাম, **ট্রাম** [হি] বি সাধারণ সড়কে চলাচলকারী ছোটো রেলগাড়ি। 'ট্রাম-গাড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি স্থলবান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অকর*, ১৮৫৪; 'ওল্লিবাঃ ও ট্রামে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে পাইবে ...।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ট্রামওয়ে [হি] বি যে সোহার শাইনের উপর দিয়ে ট্রাম চালাস করে। 'লেণওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমবান, এরোনে, মোটর স্ট্রী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারী।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

ট্রাম-কন্ডাক্টর [হি] বি ট্রামের তত্ত্বাবধায়ক ও টিকিট-পরীক্ষক। 'সেবাসে থাকে মুখল ট্রাম-কন্ডাক্টর।' *ভায়া*, ১৯৪০।

ট্রামগাড়ী, **ট্রামগাড়ি** [ই ট্রাম+গাড়ী] বি সাধারণ সড়কে চলারকারী ছোটো রেলগাড়ি। 'এই সজির বলে ট্রাম-গাড়ী, মোটরগাড়ী প্রভৃতি স্থলবান ... পরিচালিত হইতেছে।' *অকর*, ১৮৫৪; 'ট্রাম-গাড়ী চড়বার পরয়া অনেককি ছেয়ে চিত্তে নিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ট্রাম-ডিপো [হি] বি ট্রামঘাট। 'কানাই ক্রুপ্তপনে গুদায় হল ট্রাম-ডিপোর দিকে।' *ভায়া*, ১৯৪০।

ট্রামবাস [হি] বি ট্রামগাড়ি। 'জন্ম থেকেই চারপাশে শুধু ট্রামবাস কলকারখানার কর্প কলির প্রতিবেশিণী।' *শিব*, ১৯৫০।

ট্রাম-শাইন [হি] বি ট্রাম চালাসের পথ। 'ট্রাম-শাইনের ধারে সূকীশলে হাতযোতা ...।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

ট্রাম স্টপেজ [হি] বি ট্রামে বসারী উঠানামার জন্য নির্ধারিত স্থান। 'ট্রাম স্টপেজে সেমে কালিদাস পড়িছুটি লেনে ঢুকে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ট্রান্স [হি] বি তাস খেলায় অশেকাকৃত মূল্যবান তাসের দান; তুফল। 'মেয়েদের তাসের উপর ফেল পুস্তক ট্রান্স করতে পারবে না।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ট্রান্সাল, **ট্রান্সেল** [হি] ১ বি বিয়ার। 'এখনি নিউট্রিয়েল অর্থঃ পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করিব।' *গ্যাটী*, ১৯৫৮। ২ বি পলীকা; যাচাই। 'একটা ট্রান্সালেই ঘরেল হয়ে আমি কুশলাম, যে হ্যাঁ, ব্যায়াম বটে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ট্রাণ্ডি, **ট্রাণ্ডী**, **ট্রাস্ট**, **ট্রাস্টী** [হি] বি অর্পিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। 'একখনি দেবোত্তর বাড়ী কবেই ... ছুটি ঘর ট্রাণ্ডি।' *গিরিশ*, ১৮৮৯; 'মরে গেল ট্রাস্টিরা করে দিক কলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সতীল তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু ট্রাস্টীর হাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ট্রাস্ট [হি] বি পঞ্জিত সম্পত্তি। 'আমার ট্রাস্ট সম্পত্তির হেসিভিটে করে সেব রেবতীকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ট্রাস্টিকাভ [হি] বি ন্যস্ত অর্থের তহবিল। 'শিক্ষাভাবে ট্রাস্টিকাভ থেকে

কিছু টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ট্রিক [হি] বি চালাকি। ট্রিক খেলা ক্রি চালাকি করা। 'শেষে কিনা আমার সঙ্গেও ট্রিক বেগছে।' আলফিউনিন, ১৯৫৮।

ট্রিশার [হি] বি বন্দুকের খোড়া। 'হে সিংহার তুমি মোর ভাবের ট্রিশার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

ট্রিটমেন্ট [হি] বি চিকিৎসা। 'জরুর ট্রিটমেন্টের হিঁদ্রি।' তারা, ১৯৫৩।

ট্রিশ [হি] বি ভ্রমণ। 'সিঁমার-ট্রিশের আয়োজন করেছিলেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

ট্রকশি [হি] বি নকল। 'সহরের বড় মানবের হেলেনের ট্রকশি খোশার পাখারা দ্যাখা নিলে।' হুতাম, ১৮৬১।

ট্রুশ [হি] বি সভা। 'ইয়েজিতে যাহাকে ট্রুশ বলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ট্রুশ [হি] বি সৈনিকদের বড়ো দলবিশেষ। 'একটি ক্ষোভাঙ্কন ... একটি ট্রুশ।' মহাযোজা, ১৯৫৬।

ট্রি [হি] বি বারকাল। 'ছোটো সানা পাখরের বাটিতে চিনি, আর ট্রান-আঁক জাশানী ট্রি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ট্রাইড [হি] বি প্রসিক্ত। 'ট্রাইড নার্গের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।' বেগম, ১৯৬৫।

ট্রেকার [হি] বি সরকারি কোষাধ্যক্ষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ট্রেকার [হি] বি কোষাধ্যক্ষ। 'আর-এক ভাই হত তার ট্রেকারার।' হুম্ব, ১৯১৮।

ট্রেকারী [হি] বি কোষাধ্যক্ষ। 'পকেট মোর সাথে চলে, চলন্ত এ ট্রেকারী।' জসীম, ১৯২৭; 'ওখানে ট্রেকারী।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ট্রেক [হি] বি পরিচা। 'মস্ত ভারি গোলা হযতো ট্রেকের সামনেটার পুরু ... গোর দিয়ে দেবে।' নজরুল, ১৯২২।

ট্রিড [হি] বি প্রসংঠন বা ব্যবসায় সংক্রান্ত। **ট্রিড ইউনিয়ন** [হি] বি প্রথমিক সংগঠন। 'বিশ ট্রিড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিদ্বন্দ্বি।' বেগম, ১৯৪৯।

ট্রিডমার্ক, **ট্রিডমার্ক** [হি] বি ট্রিডমার্ক। ১ বি পণ্যচিহ্ন। 'বিস্ফাতি ক্রিসের ট্রিডমার্ক ...।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি স্বাভাবাসূচক বৈশিষ্ট্য। 'বিস্ফাতি শিকারই ট্রিডমার্ক উঠাইয়া' স্বদেশী মার্ক লাগাইয়া দেওয়ার মতো।' নজরুল, ১৯২২।

ট্রিড সিক্রেট [হি] বি এমন ভাষা, যা বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানে না। 'সে সব ট্রিড সিক্রেট, আমাদের জানা নিষেধ।' জীবন, ১৯৩১।

ট্রিডল [হি] বি এক প্রকার মুদ্রণযন্ত্র। 'ট্রিডল যেদিনে ... ছাপা হচ্ছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ট্রেন, **ট্রেন** [হি] বি রেলপাড়ি। 'লভনে যাবার সময় ট্রেন মিল করেছিলো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'নৈহাটী ট্রেনে রাত্রি ১১টার সময় যখন ট্রেন থামিল।' রোকেয়া, ১৯২৪।

ট্রেনজার্মি [হি] বি রেলভ্রমণ। 'সারা বিকেলের ট্রেনজার্মি রাত্রি।' আলফিউনিন, ১৯৬৩।

ট্রেনার [হি] ১ বি প্রশিক্ষক। 'জুনি হর্স ট্রেনার বলে আবার কবে থেকে।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ বি গান শেখায় যে। 'মিস ... গ্রাদেশিক ট্রেনার।' বেগম, ১৯৫৩।

ট্রেনিং, **ট্রেনিং**, **ট্রেনিং** [হি] ১ বি প্রশিক্ষণ। 'ভেজিত হওয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক।' রোকেয়া, ১৯২৪; 'গ্রাতোকেই কয়েকটা পুষ্কিরের ট্রেনিং পান।' অন্ননা, ১৯২৯; 'ওক-ট্রেনিংয়ের এক শিলেওয়ানী ছাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বি শিক্ষা। 'আমাদের বাগেমারের ট্রেনিং সে রকম ছিল না।' জীবন, ১৯৩১।

ট্রেনিংহাউস [হি] ট্রেনিং+হাউস। বি প্রশিক্ষণস্থান। 'সুশিক্ষিতা ট্রেনিংহাউস শিক্ষারিদের নিয়োগ করতে হবে।' বেগম, ১৯৪৯।

ট্রেনিং সেন্টার [হি] বি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। 'এরা অনেক স্কুল ও ট্রেনিং সেন্টারও খুলেছেন।' বেগম, ১৯৭০।

ট্রেনার [হি] ১ বি বিজ্ঞান হিসেবে ব্যবহৃত চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ। 'সিস্টেমাল ভাবে আছে মানুষ, ট্রেনার দেখাচ্ছে।' মাল্লান, ১৯৬৮।

ট্রেন [হি] বি খোজ। 'এমনকী শেষ পর্যন্ত সন্দেশওয়ালারও ট্রেন পাওয়া গেল।' শিবরাম, ১৯৫০।

ট্রেনশাস [হি] বি অনধিকার গ্রহণ। 'ট্রেনশাসের দাবি নিয়ে পুলিশ-কেন্দ্র আদম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ট্রাকী [হি] বি ট্রাক; বিজ্ঞানমূলক। 'অনেক রকম ট্রাকী হাতে/কিরব আমি তোমার সাথে।' অন্ননা, ১৯৬৪।

ট্রাক্সার [হি] বি চাষ করা বা মাটি কটার জন্য ব্যবহৃত ইঞ্জিনচালিত যন্ত্রবিশেষ। 'পাহাড় দুটি ট্রাক্সার দিয়ে জের হতেই কেটে নীচু করা হয়েছে।' মাহেনব, ১৯৪৯।

ট্র্যাজেডি ট্র্যাজেডি

ট্র্যাডিশন [হি] বি ঐতিহ্য। 'বাগ-মাদার সে ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে পারেন।' নজরুল, ১৯৩১।

ট্রান্সফার [হি] বি

ঠা [খন্যা] বি ঘটনা প্রকৃতির শব্দ। 'টিকিটবারু আমাকে গাইবমার একবার ঠা করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন।' প্রজ্ঞাত, ১৮৭৬।

ঠাঠা [খন্যা] বি ঘটনা প্রকৃতির শব্দ। 'ঠাঠা করিয়া ঘটনা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।' বর্জিম, ১৮৯২।

ঠক, ঠপ [স হুগা] ১ বিপ এককক। 'ঠক কোটাল বেটা না ভনে বিনয়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি আগাছা। মনোএল, ১৭৪৩। ৩ বিপ দুই। মনোএল, ১৭৪৩। ৪ বিপ শুভ। 'আমার থিকা ঠপ-পীর বেশি হইল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ঠক বাছতে পাঁ ওজাড় - বাছাই করিতে গেলে সেখা হায়ে বেশির জাগ মানুষই অনাথ। সুকল, ১৯০৬।

ঠক বাছতে পাঁ ওজাড় - সকলেই এক রকমের। উমেশ, ১৮৫৭।

ঠকবাছি [ঠক+বা] বাকী। বি প্রত্যয়া। 'সেবানে ঠকবাছি চলাবে কিনা জানা নেই।' মণীষ, ১৯৬৩।

ঠকসুত [ঠক+স সুত] বি ঠকের সজ্জা। 'ঠক নহি ঠাকুরাণি নহি ঠকসুত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঠকা [ঠক+] বি প্রবন্ধক ব্যক্তি। 'নশর তারিলি ঠকা করিয়া কন্দল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঠকাঠিকি [ঠক+] বি পরস্পর ঠকানোর কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১: 'আটের জগতে অনুকরণ এবং নকলিত করণ - এই দুটো পথ ধরে দিয়ে গেল ঠকাঠিকি ব্যাপার।' ভবন, ১৯৯৫।

ঠকান [ঠক+] বি প্রত্যয়া। 'ঈ ঠকানটাই ঠকালে মা গো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ঠকাম [ঠক+] বি শিলা। 'তোমার নামে ঠকাম করিবার ক্ষমতা কি আমি তাহার বাড়িতে আসিয়াছি?' বর্জিম, ১৮৭৪।

ঠকানি, ঠকানী [ঠক+] ১ বি প্রত্যয়া। 'হুঁরি ছুঁচুনি পরদারী তাঁড়ানী ঠকানী বদনানী কোটানঘীতে অতিথীর।' ভবানী, ১৮২৮: 'ঠকানি।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি পরনিদ্রা। 'ভাৱে ঠকানি কালে তুলিল না।' বর্জিম, ১৮৮৮।

ঠগ বাছিতে ধাম উজার - সকলেই এক মনস্কৃত। 'কিন্তু ঠগ বাছিতে গিয়া ঘায়ে বাছাতে উজাড় না হয়।' আজাদ, ১৯৬৮।

ঠগি, ঠগী বি ইংরেজ আমলে ভারতের এক শ্রেণীর ছদ্মবেশী দস্যু। 'যাতায়াতের পথ ... ঠগী, চাষাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ ব্যক্তি।' বিদ্যুত, ১৯২৯: 'ঠগি দস্যবের ব্যাপারে যুদ্ধেশখতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন।' মহাভেদ্য, ১৯৫৬।

ঠক [খন্যা] বি দুটি কঠিন বস্তুর পারস্পরিক আঘাতের শব্দ। 'অসামারের বাণেশ আপা মেথের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ব্রুক্সিা বসিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঠকঠক [খন্যা] ১ বি টোকা দেওয়ার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'দরজার একটা মোহার জড়া লাগালে, সেইটেতে ঠক ঠক করলোয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি লাঠি প্রকৃতি শব্দ জিনিস টোকানোর শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বিপ অবিরাম ঠক শব্দ-বিশিষ্ট। 'কুফল দিয়ে ঠক ঠক শব্দ কাট কোলা করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি কাঁপুনির শব্দ। 'শীত-ঠকঠক রাস্তার নরম সেপে।' শামসুর, ১৯৬৩।

ঠক-ঠকানি [খন্যা] বি ঠক ঠক করে কাঁপা। 'দাঁতে দাঁতে ঠক-

ঠকানি।' অন্নপা, ১৯২৯।

ঠকঠকি [খন্যা] বি ক্রমশঃ ঠক শব্দ। 'ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটাটি।' ভারত, ১৭৬০।

ঠকঠকে [খন্যা] বিপ কঠিন। 'শেলাই তো বড় ঠকঠকে কাপ।' গৌর, ১৮২২।

ঠকাঠক [খন্যা] বি ঠকঠক শব্দ। 'ঠকাঠক ঠকাঠক করতে করতে হোণা হোণা শাইন আর ...' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ঠকা' ট্র ঠক'

ঠকা', ঠকানো [স হুগা+] ১ বি প্রত্যয়িত করা। 'ঠকিয়ে ঠকিয়ে সেড়শো টাকা করে কাঠা কিনে নেব।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ কি প্রত্যয়িত হওয়া। 'শালন মলে আসে ঠকলে পিছে কীদলে সারবে না।' শালন, ১৮৯০। ৩ কি বেহে যাওয়া। 'সে তো নিতান্তই ঠকা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঠকাঠিকি ট্র ঠক'

ঠকাঠিকি [খন্যা ঠকঠক+] বি আঘাতজনিত ঠকঠক শব্দ। 'হাড়ে হাড়ে ঠকাঠিকি লাগিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঠকাস ঠকাস [খন্যা] বি অন্যাক্ষুর সঙ্গে কঠিন বস্তুর আঘাতজনিত শব্দ। 'ঠকসে ঠকাস করে মেয়েটির হাতপাখা আধ মিনিট অন্তর অভিক্তে কুঁচি খাচ্ছে।' জীবন, ১৯০২।

ঠকঠক ট্র ঠক'

ঠকঠক [খন্যা] বি ধাতব পদার্থে আঘাতের শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১: 'মন্দিরেতে কীদর খট্টা বাজল ঠক ঠক।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ঠন বি অন্ত্রাশয়। মনোএল, ১৭৪৩।

ঠনঠন [খন্যা] ১ বি ধাতব পদার্থে আঘাতের শব্দ। 'দুই মলে কাটাকাটা ঠনি ঠনঠন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (শারকলের সঙ্গে তুলনার) অতি পাকার ফলে কঠিন। 'যদিও এ দেহ যুগো ঠনঠন।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বি শূন্যতা প্রকাশক শব্দ। 'দীর্ঘ জীবন শূন্য কলসের মতো শুধু ঠনঠন করছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ঠনঠন করা কি শূন্য করা। 'আমি কি তেমন অল্পই যে টোকাটা ঠনঠন করে ফেলে রাখা।' জীবন, ১৯০২।

ঠনঠন ঠনঠন [খন্যা] বি ধাতব পদার্থে আঘাতের শব্দ। 'ঠনঠন ঠনঠন বরিখত বরকপাছে।' ভারত, ১৭৬০।

ঠনঠনা [খন্যা ঠনঠন+] কি ঠন ঠন শব্দ করা। 'উঠানের মাটিতে ঠনঠনিতে গুঁঠে পিঁড়িটা।' কায়সার, ১৯৬২।

ঠনঠান [খন্যা ঠনঠন+] কি ঠন ঠন করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠনঠানি [খন্যা ঠনঠন+] বি ঠন ঠন করার ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠনঠানি [খন্যা ঠনঠন+] কি ঠনঠন করে। 'ঘরে ইড়ি ঠনঠানি।' ওষ, ১৮৫৮।

ঠনঠনি [খন্যা ঠনঠন+] বি ঠনঠন শব্দ। 'মুখে দিয়া ঠনঠনি ভাসা নাহি জাএ।' মলাধর, ১৫০০।

ঠনঠনে [খন্যা ঠনঠন+] বিপ ঠনঠন শব্দ করে এমন। 'এমন ঠকিয়ে ঠনঠনে পাথর হয়ে গিয়েছে।' নজরুল, ১৯২৭।

ঠনঠন [খন্যা ঠনঠন+] বি বার বার ঠন শব্দ। 'খট্টা বাদক কল

ফিরাইসেই আপনা হতে ঘটা ঠানঠান শব্দ করে।' রামরাম, ১৮০১।
ঠানঠানি [ধন্যাত্মা ঠানঠান] বি ঠান ঠান শব্দ। 'রসে রসে ঠানঠানি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ঠমক [স জঙ্কক] ১ বি ঠাট। 'ঠমক ঠমক করে করো চলাবলা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি নাচের ভালে ভালে পা ঠুকে চলার শব্দ। 'অন্তরে বাজি বিখাতার হৈয়ালি ঠমক।' মাহমুদ, ১৯৬৩।
ঠমক মারা বিণ অহঙ্কারী। 'নোকে বলে সউরে মেয়েতুলো কিছু ঠমক মারা।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঠমকা [স জঙ্কক] বি দেহভঙ্গি বিশেষ। 'পাকাইয়া মাথার চুলে ঠমকা মারিয়া বলে।' বিজয়, ১৬৫০।

ঠমকি ছমকি [ধন্যাত্মা] ক্রিবিণ নাচের ভালে ভালে। 'আমি চল চম্ফল ঠমকি ছমকি পথে যেতে যেতে।' নজরুল, ১৯২২।

ঠমর [স জঙ্কক] বিণ সুন্দর অঙ্গভঙ্গিবিশিষ্ট। 'থেনে থেনে মন্দগতি চলন ঠমর।' অগাওল, ১৬৮০।

ঠলা [ধন্যাত্মা] ক্রি আঘাত লাগা। 'ঠলাকি ক্রি আঘাত লেগে।' 'ঠলাকি মৃত্তিকা পায় হৈল বান বান।' অগাওল, ১৬৮০।

ঠসক [বি] ১ বি ছিনালি। 'ঠসক ঠমক করে করো চলাবলা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি গর্বভুক্ত ভাবভঙ্গি। 'চলবার কি ঠসক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ঠাই [স স্থান] ক্রিবিণ নিকট। 'তাহার ঠাইক জাইতে লাসে বড় ডরে।' বড়ু, ১৪৫০।

ঠাই ঠাই ক্রিবিণ স্থানে স্থানে। 'ঠাই ঠাই কৃষ্ণরান নীলগাও বাউট বিত্তর।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ঠাউরা [সি ঠেরা] ক্রি বিচেননা করা। 'শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা মুখে ভাজা করে।' হুজুর, ১৮৬২।

ঠাউরাগুন ক্রি অনুমান করা; মনে করা। ওর্স, ১৭৮৫।

ঠাএ [স স্থান] ক্রিবিণ কাছে; নিকটে। 'কহিলো মোঁ ই সন্তল তোমার ঠাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

ঠাওনা [সি ঠেরা] বি ঠাংরা; আদ্যাজ। কালগে, ১৮০০।

ঠাওয়া [স স্থা] ক্রি অল্প বিলম্ব করা। 'ঠাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

ঠাওর [সি ঠেরা] ১ বি অনুভব; উপলব্ধি। 'তবে ধর্মো তর্কো বিচারে যে তাঁর হএ, তাহাই নিরোপণ করিবো।' অজ্ঞানিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি বিচরনা। ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি মনোযোগ। 'অত ঠাওর করেন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঠাওরা ১ ক্রি নির্ণয় বা উপলব্ধি করা। মানোএল, ১৭৪৩: 'ইহাতেই সদা সর্বদা উদ্ভাষিত ঠাওরায়।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রি চিনতে পারা। 'কেহ ঠাওরাইতে না পারিয়া অবাধ হইয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ ক্রি অনুমান করা। 'আমাদের যতটা ঠাওরাছেন ততটা ভয়কর নই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ঠাওরাবে ক্রি অনুমান করবে। 'না ভাই, বামলা কথা কইলে মুখা ঠাওরাবে।' গিরিশ, ১৮৮৬। ঠাওরে ক্রিবিণ মনোযোগ সহকারে। 'চেতন হয় না যেন ঠাওরে দেখ।' লালন, ১৮৯০।

ঠাউরিয়া মারা ক্রি লক্ষ্য নির্দেশ করা। 'মারিতে ঠাউরিয়া।' মানোএল, ১৭৪৩।

ঠাই [স স্থান] ১ ক্রিবিণ স্থানে। 'হেন কালে দুতসব আসি সেই ঠাই।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ব্যার। 'ভিন ঠাই ভোলা বাড়ায়ি সম করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'এক কথা কিরিয়া কহিমু কথ ঠাই।' সুলতান,

১৭০০। ৩ ক্রিবিণ কাছে; নিকট। 'নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাউদরে ঠাই।' রামরাম, ১৮০১।

ঠাই ঠাই ক্রিবিণ নানা স্থানে। 'সে সকল সৈন্য মারা গেল ঠাই ঠাই।' সুলতান, ১৭০০।

ঠাইনাড়া [স স্থান] বিণ স্থানচ্যুত। 'তিনি বয়স আসিতে পারে নাই এবে আমিও ঠাইনাড়া হইয়াছি।' ভবানী, ১৮২৮।

ঠাই বদল [ঠাই+আ বদল] বি স্থান পরিবর্তন। 'আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাই বদল করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঠাই হওয়া ক্রি আহারে বসার ব্যবস্থা হওয়া। 'নিশি ব্রহ্মবৈশ্বক্যে বলিল, ঠাই হইয়াছে - উঠ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ঠেয়ে ক্রিবিণ ভেতরে। 'আর ওঁর ঠেয়ে কিছু নাই।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঠাউরানো [সি ঠেরা] ক্রি আদ্যাজ করা। 'লাবথাকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ঠাঠী [স দৃষ্টি] বিণ প্রণালী। 'ঠাঠী বড় গোআলিনী তেঁা।' বড়ু, ১৪৫০।

ঠাকঠমক বি জাঁকজমক। 'লোকের সামনে কত ঠাকঠমক।' মনোজ, ১৬৬১।

ঠাকরুশ, ঠাকরুশ [স ঠাকর] ১ বি মাননীয় নারী। 'সেই কথা দিদি ঠাকরুশদের পরতে নিচ্ছিলুম।' উমেশ, ১৮৫৭: 'বেন ঠাকরুশ কি বলেন?' গিরিশ, ১৮৮৬: 'ঠাকরুশ, পালকি তো আসেনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি দেবী। 'আমরা ঠাকরুশ দর্শন করতে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঠাকরুশদিদি বি পিতামহী। 'প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অনুপ্রস্থিত ঠাকরুশদিদি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঠাকা ক্রি ইচ্ছিতে আদান করা। 'ঠাকিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

ঠাকঠাক [ধন্যাত্মা] বি ঠাকঠক; লাঠি ঠোকার আওয়াজ। 'লাঠির ঠাকঠাক।' মশাররক, ১৮৯০।

ঠাকুমা [স ঠাকুর]+স মাতা] বি পিতার মা। 'ঠাকুমা দুপুরবেলা কাশীঘাটে গিয়েছেন।' জীবন, ১৯৩২।

ঠাকুর [স ঠাকুর] ১ বি রাজা। 'জীটউ দুখা মাদেসি রে ঠাকুর।' চর্চা ১২, ১২০০। ২ বি হিন্দুদেবতা। 'ঠাকুরের জর্জ'। মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। 'এ তিন ঠাকুর শৌড়ীয়ায়কে করিয়াছে আত্মসং'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি দস্যু বাঘ দুই ঠাকুর পলায়। 'বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি গুরু। 'বগ্নসিংহে পাইকের ঠাকুর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি ঈশ্বর। 'বলিয়াছে ঠাকুর মহেশ।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। ৭ বি শুকস্বামীয় পুরুষ। 'আমার পিতা ঠাকুর।' ওর্স, ১৭৮২। ৮ বি পুরোহিত। 'তাহার স্বাক্ষ ঠাকুরকে পনেরো টাকা ...' কেরি, ১৮০২। ৯ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বারকানাহ ঠাকুর।' দর্শন, ১৮৩০। ১০ বি প্রতিমা। 'তোমার ঐ ঠাকুরকে এখানে রাখা চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ঠাকুরঘর বি পূজা করা হয় যে ঘরে। 'ভাঁড়ার-ঘর রান্নাঘর ঠাকুরঘরেই আশার দিনতপ্তি কাটিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঠাকুর ঘরে কে/না আমি তে-কলা খাই নে - যে গুরুত্ব দেবী, সে নিজ দোষ ঢাকতে গিয়ে এমন কথা বলে যাতে নিজের দোষই প্রকাশ পায়। সুবল, ১৯০৬।

ঠাকুর জামাতা বি ননদের স্বামী। ওর্স, ১৭৮২।

ঠাকুরবি বি নন্দন। 'ঠাকুরাণী ঠাকুরবি নাতিসী মিতিনী।' ভারত, ১৭৬০।

ঠাকুরদা, ঠাকুরদাশা, ঠাকুরদী [ঠাকুর+দা দাশা] বি পিতার পিতা। 'ঠাকুরদাশা'। ওঁস, ১৭৮২; 'আমি বুড়ো, তোমার ঠাকুরদাশা'। রকীশ, ১৮৮৭; 'ডাঙরি আমার ঠাকুরদামশাপারের মেজাজ ভালো ছিল না'। রকীশ, ১৮৯২। 'যেতে যেতে ঠাকুরদী একবার হোঁচট খেলেন'। সুদীপ, ১৯৭০।

ঠাকুরদাশান [ঠাকুর+দা দাশান] বি পাক্ষা পুজামণ্ডপ। 'ঠাকুরদাশানের পাশের যে ঘরটোতে সে থাকিত'। বিজুতি, ১৯৩১।

ঠাকুরসেবতা [ঠাকুর+স সেবতা] বি আরাধ্য সেবতা। 'পিতার মতো একটা ঠাকুরসেবতা আলয় করো'। রকীশ, ১৯৩২।

ঠাকুরপূজা [ঠাকুর+স পূজা] বি পুরোহিতের কাজ। 'বামুনের ছেলে ঠাকুরপূজা করিয়া বাইবে'। প্রভাত, ১৮৯৮।

ঠাকুরসো বি শায়ীর ছোটো ভাই; সেবর। 'তবে র্ত্তা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখিলেন সেই সময় পাঁচ রসের সূতার কথা লিখে দিতে বলাবো'। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঠাকুরবাড়ি বি মন্দির। 'হাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি'। রকীশ, ১৯২২।

ঠাকুরদা, ঠাকুরদাতা [ঠাকুর+দা মাতা] বি পিতার মাতা। 'ঠাকুরদাতা'। ওঁস, ১৭৮২; 'ঠাকুরদা'। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠাকুরসেবা [ঠাকুর+স সেবা] বি ঠাকুরপূজা। 'ঠাকুরসেবা না শিখিলে ... কী জানবে?' মানিক, ১৯৪০।

ঠাকুরানি, ঠাকুরানী, ঠাকুরানি, ঠাকুরানী [ঠাকুর+] ১ বি ব্রাহ্মণী। 'নিজতে বলিল সুন সব ঠাকুরানি'। মাল্যধর, ১৪০০; 'এক ব্রাহ্মণের একটি শ্যামা ঠাকুরানী ছিল'। রাজ, ১৮৭৪। ২ বি দেবী। 'ঠক নহি ঠাকুরানি নহি ঠকসুত'। মুকুন্দ, ১৬০০; 'দশা শতী ঠাকুরানী মিলে পুরনার'। রূপায়, ১৭৫০। ৩ বি রানি। 'সত্য করি ঠাকুরানী অবিলম্বে হল'। কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৪ বি ওসহানীর জীলোক। ওঁস, ১৭৮২। ৫ বি দেবীপ্রতিমা। 'পুলার দিবস ঠাকুরানীর সন্মুখই বসে এলোয়ের হাত অভিশাপ মারামরি হইয়াছিল'। দর্পণ, ১৮৮৬। ৬ বি মহারানি। 'মহিীর ব্যাবাসনাই হইতে না হইতেই একজন কিম্বরী আসিয়া বলিল, ঠাকুরানি'। রূপায়, ১৮৬৯। ৭ বি পিতামহী। 'আছে বৃদ্ধা ঠাকুরানী'। রকীশ, ১৮৯৫।

ঠাকুরানী পিদি, ঠাকুরানিপিদি বি মাতামহ। 'আমি আমার ঠাকুরানী পিদির ঠাই অনিয়াছি'। গৌর, ১৮২২; 'ঠাকুরানিপিদি'। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠাকুরাল [ঠাকুর+] ১ বি রস। 'বহুগুন গালির কবির ঠাকুরাল'। রকীশ, ১৮৬৯। ২ বি প্রভুত্ব। 'এখন পরের হানে এত ঠাকুরাল'। মানিকরায়, ১৭৮১।

ঠাকুরালি, ঠাকুরালী [ঠাকুর+] ১ বি প্রভুত্ব। 'তবে যে এমন কর নাকে ঠাকুরালী'। কৃষ্ণা, ১৪৮০। ২ বি রহস্য। 'একি কর ঠাকুরালি'। ভারত, ১৭৬০।

ঠাকুরী [ঠাকুর+] বি রকীশপ্রত্যক ঠাকুরের স্ত্রী। 'ধীরে বহু ধীরে কেন ঠাকুরী টোড়ি হয়ে না?' ধ্বজি, ১৯৩১।

ঠাকুরুল [ঠাকুর+] ১ বি ওসহানীর জীলোক। 'মা ঠাকুরুল! তোমার বাবাঠাকুর কোতা গো!'। রামনারায়ণ, ১৮৯১। ২ বি শালড়ি। 'ঠাকুরুল গেল হাটে মহাশয়কে আনতে বসেছিল'। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঠাণা ক্রি চুরি করা। ডবলী, ১৮২৩।

ঠাঞ্জি, ঠাঞ্জী [স স্থান] ১ বি ঠাঁং: স্থান। 'তিলাস্তম্বা হেহু দুই মরিলা

এক ঠাঞ্জি'। বহু, ১৫৭০। ২ ক্রিপণ সমীপে। 'মুদগতের বাএ ছুঁমি রাবে জম ঠাঞ্জি'। মাল্যধর, ১৪০০; 'সেবকের ঠাঞ্জি কি প্রভুর অবিনয়'। কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৩ ক্রিপণ কাছ থেকে। 'তার ঠাঞ্জি পিঠাশানা লব'। কৃষ্ণায়, ১৪৮০।

ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি ১ বিপ রানি রানি। 'মারিল সকল সৈন্য দেশে ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি'। মাল্যধর, ১৪০০। ২ ক্রিপণ স্থানে স্থানে। 'দেবিল অশুর্ল কত দ্রব্য ঠাঞ্জি ঠাঞ্জি'। কৃষ্ণায়, ১৭২০।

ঠাট ১ বি সম্বন্ধিত সেনাদল। 'পাশে ছাইতে তিন ভাই বাহিনী গেল ঠাট'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হাঁকজাক। 'পাশে হাতি হাট মুকুন্দে যাহীর ঠাট'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি কোলাহেল। 'টোঁটাই তরিল পুন লিপলপ ঠাট'। বাহয়াম, ১৬৫০। ৪ বি কার্য। 'মালোএল, ১৭৪৩। ৫ বি জাঁকজাক; বাহ্যিক রূপ। 'আছিল নিজর ঠাট প্রথম বরসে'। ভারত, ১৭৬০; 'কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে'। রকীশ, ১৮৯৪। ৬ বি চাতুরী। 'ভালাইয়া আড়কট এমনি লাগায় ঠাট বলে শালা আলা টাকা মোর'। ভারত, ১৭৬০। ৭ বি ঢং। 'তোরা ভাই ঠাট সেবে বাটিনে'। উষ্মে, ১৮৫৭। ৮ বি ভাবকরি। 'হিদের সেবতা সম ঠাট তার ধড়ে'। ওজ, ১৮৫৮। ৯ বি অভিজ্ঞতা। 'সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবায় জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল'। রকীশ, ১৯০১। ১০ বি জৌধুণ। 'রূপ নেই, রূপের ঠাট'। রকীশ, ১৯১৫। ১১ বি ধরন। 'তোমার সাধ-সকালের সূরের ঠাটে'। রকীশ, ১৯২২।

ঠাট-বিবু বি রচনাপেশী। 'আমার সেবার ঠাট-চমকটা ওর চোখে মুর সেগোছে'। রকীশ, ১৯২৮।

ঠাটোলা বি বাণী। 'মালোএল, ১৭৪৩।

ঠাট বনানো ক্রি লোক-সেবানো উদ্যোগ। 'পুলিস ভলভের ঠাট বনাতো হয় না'। রকীশ, ১৯২৬।

ঠাট সাঝানো ক্রি সাঝসন্ধ্যা গ্রহণ করা। 'কিছু কিছু ঠাট সাঝাইতে হইবে'। কল্লিম, ১৮৮২।

ঠাট বি ঠাটা। 'বিকট অথর হাসি, বেন ঠাট-হলে'। মাইকেল, ১৮৬৬।

ঠাটকবাড়ি বি ফাঁকিবাড়ি। 'দুই-একটা ঠাটকবাড়িগোছ জাতীয় মুদ্র-কলম দাঁড় করাইয়া সরিয়া গড়িতে হইবে, তাহা নয়'। নজরুল, ১৯২২।

ঠাটা [কন্যা] বি বহু। 'মালোএল, ১৭৪৩।

ঠাটা পড়া ক্রি বহুপাত হওয়া। 'পড়িতে ঠাটা'। মালোএল, ১৭৪৩।

ঠাটাপড়া ১ বিপ প্রশ্ন। 'ঠাটা-পড়া দুপুর দিনে, রাজা বলে আর বাটিনে'। নুহরায়, ১৯১৮। ২ বিপ বারপড়া। 'অমিলা বেন ঠাটাপড়া মালুয়ের মতো হারে গেছে'। ওয়ালী, ১৯৪৪।

ঠাটারা, ঠাটারা [হি ঠাঠানা] বি কাংসকার। 'মালোএল, ১৭৪৩।

ঠাটা [মু ঠাটা] বি উপহাস। ডবলী, ১৮২৩; 'এলাওটা ই ক্রিস্টিনকদিগকে ঠাটা করিতেছে'। দর্পণ, ১৮২৭।

ঠাটা করা ক্রি উপহাস করা। 'এ প্রস্তাবের উপরে বিলকল ঠাটা করিয়া ... উদাহরণ দিয়াছিলেন'। দর্পণ, ১৮৩৪।

ঠাটা খাওয়া ক্রি উপহাসের শিকার হওয়া। 'বেয়াড়া রকমের পরোয়ানি ঠাটা'। বেয়ে গরম হচ্ছিলেন'। হেভান, ১৮৬১।

ঠাটাহলে ক্রিপণ পরিহাসের ভঙ্গিতে। 'দরিয়াবিনি ঠাটাহলেই সাগরভাঙের কথা পাড়িয়াছিল'। শতরত, ১৯৫৮।

ঠাটাতামাশা [মু ঠাটানা আ তামাশা] বি হাস্য-পরিহাস। 'ছুঁমি

ঠাট্টাব্যবহারী

আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করিয়া আনিয়াছ' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ঠাট্টাব্যবহারী [মু ঠাট্টা+স নিবারণী] কিণ তামাশা নিবারণ করে এমন। 'ঠাট্টাব্যবহারী সভায় সভ্য হব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ঠাট্টাপোরা কিণ রসিকতাপূর্ণ। 'সকল জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা।' হুতোম, ১৮৬১।

ঠাট্টাবাজি [মু ঠাট্টা+কা বাজি] বিপ রসিকতায় পটু। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠাট্টাবাজি [মু ঠাট্টা+কা বাজী] বি রসিকতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠাট্টা মসকরা, ঠাট্টা মসকরা [মু ঠাট্টা+আ মসকরাহু] বি পরিহাস; হাসিতামাশার মাধ্যমে বিদ্রুপ। 'কেউ মাতাল বলে জেলেকে ঠাট্টা মসকরা কতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১। 'তকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামসকরা করা কাঠরসিকতা।' মুক্ততবা, ১৯৯৯।

ঠাট্টা [স তাট্] ১ বি কুসীদ গ্রন্থ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি চতুরতা। 'ঘাসী বটে কত ঠাট্টে কথা দড় দড়।' রামচন্দ্রসাদ, ১৭৮০।

ঠাট্টা [ধন্য] বি বন্ধ। 'এ সকল অধিকার ঠাট্টায় বিজুলির।' সুলতান, ১৭০০।

ঠাট্টা [স দত্] বিপ দণ্ডায়মান। 'আর দিন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া/ সিংহদ্বারে ঠাট্টা রহে আহার লাগিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঠাট্টা [স হান] বি হান। 'ভিঅ ধাএ বিলসই উহ পা ঠাট্টা।' চর্য্য ২৯, ১২০০।

ঠাট্টা [মু ঠাট্টা] ১ বিপ শীতল। 'তাহাকে আনিয়া সেই জীউ ঠাট্টা করি।' গরীব, ১৭৬৫: 'ঠাট্টা মাসে।' ওসী, ১৭৮৫। ২ বিপ তত্ত্ব। 'গজ গজ এগা খেয়ে ঠাট্টা করি শ্রাণ।' ওসী, ১৮৮৮। ৩ বিপ আন্তরিকতাসীন। 'ব্যবহারীও সেহাত ঠাট্টা।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪। ৪ বিপ নিদ্রুপ। 'নিদ্রুপহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাট্টা হয়ে যায়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ঠাট্টাই বি মৃদুতা। মানোএল, ১৭৪৩।

ঠাট্টা করা ১ ক্রি বশে আনা। 'পুত ঠাট্টা করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি শাস্ত করা। 'তাহাকে ঠাট্টা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে হান দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঠাট্টাগারদ [মু ঠাট্টা+হি গারদ] বি নীরব কয়েদখানা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠাট্টাজল [মু ঠাট্টা+স জল] বি শীতল জল। 'দশটার সময় বরফাশা ঠাট্টাজলে হান।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ঠাট্টা-টাট্টা [মু ঠাট্টা+টা] বিপ বীরস্থির। 'কানবেন না, বাজীর ভিতর যান, ঠাট্টা-টাট্টা হোন।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ঠাট্টাশিবিড় [মু ঠাট্টা+স শিবিড়] বিপ প্রচণ্ড শীতল। 'কুয়াশশির্জন ঠাট্টাশিবিড় শেষ হাতে।' জীবন, ১৯৪১।

ঠাট্টা মেরে হাওয়া ক্রি নীরব হওয়া। 'ঘরটা ঠাট্টা মেরে গেছে।' জীবন, ১৯৩১।

ঠাট্টা লড়াই বি স্নায়ুমুখ: নেটো ও ওয়ারসো হুজিহুজ দেশগুলোর সশস্ত্র শত্রুতা। 'এমনকি তাহাদের মধ্যে যদি ঠাট্টা লড়াই অব্যাহত থাকে।' আজাদ, ১৯৬৩।

ঠাট্টা হওয়া ক্রি বীর স্থির হওয়া। 'ঠাট্টা হইয়া বসিল।' কিছুতি, ১৯৩১।

ঠাট্টি [মু ঠাট্টা+টা] বি ঠাট্টাজনিত অসুখ। 'ব্রাজী জল খায় তবু ঠাট্টি নাহি ফলে।' ওসী, ১৮৫৮।

ঠান [পা] ১ বি গড়ন। 'দেখিয়া কড়ক শিব বলদের ঠান।' বিজয় ১৫০০।

২ বি ইশারা। 'অখির ঠানে দেখাইল সেই সে কুজতি।' মাসাধর, ১৫০০। ৩ বি আকৃতি। 'দেখিআ বলির ঠান সদাগর অনুমান হেন বুঝি এই মোর বাপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঠানদি [ঠাকুর] বি ঠাকুরমা; দামি। 'বুড়ি ঠানদি জুড়ে দিলে তার কান্না অজ্ঞ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ঠাননিদি [ঠাকুর] বি ঠাকুরমা; দামি। 'ওলো ঠাননিদি, বলি একি লো?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ঠাণী [স হানিক] বি ঠাই। 'রুপা খোই নহিকে ঠাণী।' চর্য্য ৮, ১২০০।

ঠাম [স হান] ১ বি হান। 'জস অপজস দুই রহ গএ ঠাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ভক্তি। 'কাঁহা সে জিতস ঠাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আকার। 'ভাঙ ধনু ঠাম নয়নের বাণ হাসি বসে সুধাংশি।' ঘিটপী, ১৬০০। ৪ বি মাটি। 'সেজ তেজি বইসন ঠামে।' ঘিটপী, ১৬০০। ৫ বি গড়ন। 'শরদ করে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম।' নজরুল, ১৯২৫।

ঠামে ঠামে ক্রিবিপ হানে হানে। 'ঠামে ঠামে হীরামণি মালিকা গৃহিত।' সুলতান, ১৭০০।

ঠামা [স হান] বি হান। 'বড় রুএ জীবন রুএল পরামি নহি উপচর এক ঠামা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঠার [স হান] ক্রিবিপ জায়গার। 'বামনী নাহিলে আজি বখিতাম ঠার।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

ঠারি [স হান] ১ বি হান। 'সকল ঠারিত মোর তোষেঁশি সহএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিপ হানে। 'এক ঠারি বুঝিয়া রাধা মাথার পসার।' বড়ু, ১৪৫০।

ঠারিখানী বি একটুখানি হান। 'পসার গাঘাইতে নাএ নাহি ঠারিখানী।' বড়ু, ১৪৫০।

ঠারিত ক্রিবিপ হানে। 'সকল ঠারিত মোর তোষেঁশি সহএ।' বড়ু, ১৪৫০।

ঠার [স স্তার] বি ইশারা। 'ঠারে ঠারে কহি কথা দিনে গতির সনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঠারি [স স্তার] ১ ক্রি নেত্রপাত করা। 'ঠারিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি ইশারা বা ইঙ্গিত করা। 'তবে তোমায় ঠারি।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ঠারঠারি বি পরস্পর ইশারা ইঙ্গিতে ভাব বিনিময়। 'সার্বভৌম সহ রাজা করে ঠারঠারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'ঠারঠারি করে গো কোটাল হানিবারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঠারে ঠারে ক্রিবিপ আকারে ইঙ্গিতে। 'নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঠারে ঠারে ক্রিবিপ ইশারায়। 'ঠারে ঠারে কহে হরিবাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঠাল [মু ঢাল] বি ঢাল। 'যেন ঢালি বাম হাতে চাশায় ভরি ঠাল।' গরীব, ১৭৬৫।

ঠালবুনিশি ঠালবুনিশি

ঠাশা বিপ বোকাই-করা। 'এই আশাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমেট ঘরে।' বৃদ্ধ, ১৯৪৩।

ঠাস [ধন্য] বি সজোরে চড় মারার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'মোক্ষনা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯।

ঠাসঠাস বি মাহের সেজের আঘাতের শব্দ। 'চড়ের মতো ঠাসঠাস

করে এসে বাজছে মানুষ হাতের পিঠে।' কারসার, ১৯৬৫।

ঠাস' বিল নিটে।' যেমন ঠাস লাসতু ডেমনি লিখিডে ছুটি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ঠাসন বি চেপে ধরা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠাসনুন, ঠাস বুদানি, ঠাস-বুদানো [ঠাস+বুনন] ১ বি ঘনভাবে গ্রহণ। 'যৌবন যেন ঠাসনুন, যুগ্ম তাকে যেখান থেকেই ছিড়ে নিক।' অন্নমা, ১৯২৮। ২ বি কড়াকড়ি। 'লাসমের ঠাস বুদানিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বি ঘনভাবে গ্রহিত। 'ঠাস-বুদানো বাংলা হরকে অনেক কিছু লেখা আছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

ঠাসবুদনি [ঠাস+বুনন] বি জমাটভাবে রাখা। 'কালা চামড়ার রহস্যমর ঠাসবুদনিটি খিরে।' জীবন, ১৯৪৪।

ঠাসবুদনি, ঠাসবুদনী [ঠাস+বুনন] ১ বি ঘন গাঁথনি। 'ঠাসবুদনির কবিতা।' মুক্তভা, ১৯৪৯। ২ বি মজবুত। 'ঠাসবুদনী করোটি নিয়ে প্রায় নাচেতে নাচেতে হানিক পৌছে।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

ঠাস-বুদানি, ঠাসবুদানো [ঠাস+বুনন] বি ঘন গাঁথনি। 'নইলে ফাঁক পাড়ে কথার ঠাস-বুদানিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'ঠাসকাটা বেসকাটা ঠাসবুদানো।' জীবন, ১৯৪৮।

ঠাসবোঝাই [ঠাস+বোঝা] বি খুব পরিপূর্ণ। 'জ্ঞানের চরায় মনটা ঠাসবোঝাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ঠাসা [অন্য ঠাস] ১ বি ভরসনা। 'শান্তির ঠাসা বাজে।' জীবন, ১৯০১। ২ বি চাপাচাপি করে রাখা। 'তার উপরে রবীন্দ্রের বই ঠাসা।' শিবসার, ১৯৭০। ৩ বি চেপে ফুসানো। 'ভাড়াতে কোন মতো মিল সেরে ঠাসিয়া দিই।' বহিষ, ১৮৮৭।

ঠেসে ১ বি চাপাচাপি করে। 'দিয়ে ভাষা নায় বোঝাই ঠেসে।' লালন, ১৮৯০। ২ ক্রিষি জোরে। 'নাই পরোয়া স্বতই ক্রিষি আর খাপড় দাত ঠেসে।' নজরুল, ১৯২৭।

ঠাসাঠাসি ১ বি অব্যাহত চাপ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ধিকিড় অবস্থা। 'নিজের সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ঠাসাঠাসি বি পাদ্যপাদি। 'উভয়ে মিলিয়া কানোমত চাপাচাপি ঠাসাঠাসি করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঠাহুগনা [সাঁ ঠাহর] বি ঠাওগলা। 'এই বধর কিবা কোন জিনিস ঠাহুগনা জার কিবা পাওয়া জার।' কালিদাস, ১৮০০।

ঠাহুর [সাঁ ঠাহর] বি টিক; ছির। 'এই ঠাহুর করিয়া সেল যে কোন প্রতিবাদীকে ডাকিব।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

ঠাহুর করে দেখা কি মনোযোগ সহকারে দেখা। 'বাহিরে হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়।' মনিক, ১৯৩৬।

ঠাহুর পাওয়া কি বুঝতে পারা। 'কোথার কি ঠাহর পাইতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'ভবিষ্যই সে ঠাহর পায় না।' বিজুতি, ১৯২৯।

ঠাহুর হওয়া কি চেতনা হওয়া। 'হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ঠাহুরা [সাঁ ঠাহর] বি অনুমান করা। 'এ ব্যাধি কেমন ঠাহুরিতে কিছু নারি।' জয়ন্ত, ১৭৯০।

ঠাহুর [সাঁ ঠাহর] বি আশঙ্ক। 'আমি স্বী করিব ঠাহুর করিতে পারি নাই।' ওর্দা, ১৭৭২।

ঠাহুর [সাঁ ঠাহর] বি দেবতা। ঠাহুরঘর [ঠাহুর+গা ঘর] বি হিন্দুদের পূজার

ঘর। 'দুসলমানে মসজিদ দিলি, হিন্দু নিব ঠাহুরঘর।' মনিক, ১৯০৬।

টিক, টীক [যু টিকা] ১ বিণ আসে বা পরে নয় এমন। 'অতিথান হল সৌধী টিক দুকুর বোলা।' রঙ্গমার, ১৭৫০। ২ ক্রিষি যথার্থ। ওর্দা, ১৭৮২; 'আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি টিক মেলে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বিণ নির্দিষ্ট। ভবানী, ১৮২৩। ৪ বি যোগ। 'পাঁচটা অঙ্ক টিক নিতে পারে না কসামজা জ্ঞানে না।' চন্ডিকা, ১৮৩০। ৫ বিণ ছির। 'অম্বদেবার লোকেরা মনের মধ্যে এমন টিক দিয়া রাখিয়াছেন ...।' লজাকর, ১৮৪৭। ৬ বিণ অবিকল। 'উঃ! বেটা যেন টিক যমসুত।' মাইকেল, ১৮৬০। ৭ বিণ বন্দোবস্ত। 'আমি একটি বাড়ি টিক করে রেখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৮ ক্রিষি বখানিয়ে। 'ট্রাম-বাস সব টিক চলে।' জীবন, ১৯৪২।

টিক করা কি ছির করা। 'আমি তাই একটা উপায় টিক করছি।' উমেশ, ১৮৫৭।

টিকটি ক্রিষি সঠিকভাবে। 'আমার অনেক কথাই তারা টিকটি বুঝবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

টিকটাক ১ বিণ ব্যাখ্যায়। 'টিকটাক কাল বুঝে হয় উপনীত।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ পাকাপাকিভাবে স্থিতিকৃত। 'তার পরে সমস্ত টিকটাক হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

টিক টিক টিক বি টিকটিকির ডাক। 'মাথার উপর কে তিন বার বলে উঠল, টিক টিক টিক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

টিক-টিকানা [যু টিকা+হি টিকানা] ১ বি নির্দিষ্ট স্থান; স্থান। 'মোদের কিছু টিক-টিকানা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি নিশ্চয়তা। 'হ্যাগাত-মণ্ডতের কোনো টিক-টিকানা বেই।' নজরুল, ১৯২৭।

টিক বৈঠক [যু টিকা+ফা বে+যু টিকা] বিণ সভা-অসভা। 'আমার মনের কথার কোন অংশ ... টিক বৈঠক, মিল পরমিণি যোগ হয়।' মশাররফ, ১৮৯০।

টিকমত, টিকমতো ক্রিষি ব্যাখ্যাতভাবে। 'মনের জাট টিকমত ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'বুঝতে পারি কাছের লোকের মধ্যে আমার প্রাণের অনুশ্রাবন টিকমতো ঘটে ওঠনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

টিক হওয়া কি ছির হওয়া। 'হমাস আগে হইতে টিক হইয়া আছে।' মনিক, ১৯০৯।

টিকরানো [হি টিকরা] ১ কি বিজুহিত হওয়া। 'কখনো স্রুত চক্ৰল বিদ্যুতের মতো সিঁথিদিকে টিকরিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ কি বলসানো। 'চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ টিকরাইয়া গিয়াছে।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ কি বিলিক দেওয়া। 'অভিনার ধল পাশের আচন টিকরে ওঠে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

টিকরে পড়া ১ কি বিক্রী হওয়া। 'রৌদ্র টিকরে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ কি বিজুহিত হওয়া। 'তার চোখটোটা থেকে যেন আচন টিকরে পড়ছে।' অলাউতিন, ১৯৫৫।

টিকরিত [হি টিকরা]+স তা বিণ বিক্রী। 'টিকরিত মাগিকোর শত স্ট্রিমুখে প্রৌণদীর অন্ন হতে, বিহ হত বুক কুলকুলকানিীর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

টিকরি [হি টিকরা] বি ছোটো চেলা। 'বহির্কালে বাড়ি সেই টিকরি বাবিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

টিকা [যু] ১ ক্রিষি চিকিৎসামূলক। 'টিকা ১৮ (টাকা) হিসাবে।' যোগেশ, ১৭৮০। ২ বিণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত। 'এ বাড়ি পূর্বে টিকা

বেহাওয়ার কর্তৃক করিতেন।' ভবানী, ১৮২৮।

টিকাওয়ালা। টিকা+হি ওয়ালা। বি টিকাদার। ওয়া, ১৭৮৫।

টিকা গাড়ি। বি ভাড়া চলে এমন গাড়ি। 'টিকা গাড়ি কোথায় গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

টিকাদার। টিকা+দার। বি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যয়ে কাজ সম্পাদনের চুক্তি গ্রহণ করে যে। 'এখানেই ভাগ্যচাঁদ - শহরের ছবি - টিকাদার ...।' জীবন, ১৯০৩।

টিকাদারি। টিকা+দারি। বি টিকাদারের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'টিকাদারি কাজে বিশুদ্ধ সম্পত্তি।' শরৎ, ১৯১৭।

টিকাপ্রজ্ঞা। টিকা+স প্রজ্ঞা। বি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দক্ষপ্রজ্ঞা প্রজ্ঞা। 'টিকাপ্রজ্ঞা ... ইহতে আরম্ভ করিয়া বেসরকারি বেকার পর্যন্ত সকলেরই এক-একটা সমিতি আছে।' মনসুর, ১৯৪৩।

টিকে। বি কাজের চুক্তিভিত্তিক বা নির্ধারিত শর্তযুক্ত। 'গোয়েদাগিরী, দালালী, খোদায়াদী ও টিকে রাইটরী করে বা পান।' হুতাশ, ১৮৬১।

টিকে-বি। বি অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত চাকরানি। 'টিকে-বি কামাই করলে রাত থাকতে বিছানা ছেড়ে উদুন ধরিয়ে রাখবেন।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

টীকা। মু টিকা। বি নির্ধারিত সময়ের বা কাজের জন্যে নিযুক্ত; টিকা। 'দক্ষতমতে টীকা গুণায়র মকর করিয়া লইতে পারিবেন।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

টীকা করা। ক্রি নির্দিষ্ট পারিষদিক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করা। 'পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাওয়ার কারণ টীকা করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২০।

টীকাদারান। মু টিকা+দার। বি টিকাদারগণ। ক্যালগে, ১৭৮৯।

টিকানা। হি। ১ বি বাসস্থানের বিবরণ; কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান। ওয়া, ১৭৮২; 'বাটার টিকানা নব্বই দুই পুরানা আদুদু' ঘরের দক্ষিণ সড়কে।' ক্যালগে, ১৭৮৬। ২ বি হিসাব। 'জুড় জাতের দোকানবাজার আছে তার টিকানা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি স্থান। 'মনপায় হলে মেটে, কী করবি কৈলে কেটে আগে কর সেই পাথের টিকানা।' লালন, ১৮৯০। ৪ বি পরিচয়। 'মায়েরে ভঙ্জিলে হয় সে বাপের টিকানা।' লালন, ১৮৯০। ৫ বি পাত্র। 'ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত, তাহার টিকানা পাওয়া যাইত না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

টিকারা। ক্রি ক্রান্ত হওয়া। 'চকু টিকারিয়া গেল চাহিতে চাহিতে।' কুসুমায়, ১৭২০।

টিকুরে। ক্রিণিগ সর্বসে। 'এই বলিয়া বেণীবানুর হাত ধরিয়া টিকুরে বেরিয়া গেলেন।' প্যাঙ্গী, ১৭৫৮।

টিকুজি, টিকুজী। স হি। বি কোঠা; জন্মপত্রিকা। 'সে দিন টিকুজি বুলিয়া দেখিলাম ...।' রামনারায়ণ, ১৭৫৪; 'এমন মিল আর কোন কলের টিকুজীতে পাবনি।' মনসুর, ১৯৫৫।

টিকুলো। ক্রি বোঁচা দেওয়া। ম্যানেজ, ১৭৪৩।

টিকে দ্র টিকা

টির টির। ধন্য। বি কম্পনের ভাব। 'মন্দের মতো ছেলে টিরটির করে কাঁপতে থাকে।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

টিগিয়া। হি। বি মাটির ছোটো পাত্র। ম্যানেজ, ১৭৪৩।

টিয়া। হি টিগিয়া। বি কলসের মতো ছোটো পানির পাত্র বিশেষ। 'কাঁখে টিয়া ভরা পানি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

টীকা দ্র টিকা

টুঁটো। ধন্য। বি শতব জিনিসে মুদ্র আঘাতের শব্দ। 'টুঁটো চট্‌চট্‌, কত ব্যথা বাজে রে।' সুকুমার, ১৯৮১।

টুঁ টুঁ। ধন্য। ১ বি ছড়ির শব্দ। 'তাহার বালিতে ছড়িতে সংঘাত করিয়া টুঁ টুঁ শব্দ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ছোটো ঘণ্টার শব্দ। 'তাহাদের গলার ঘণ্টার টুঁ টুঁ শব্দ ভনিতছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টুঁরি, টুঁরী। হি টুঁরী। ১ বি রাগসংগীতের একধরকার তাল। 'বাখাজ রাগিনী, - তাল টুঁরি।' রাক, ১৮৭৪। ২ বি এক শ্রেণীর সুবন্ধ সংগীত। 'কিছু হাঁ হাঁ না দিয়া লক্ষ্যে টুঁরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রহ্লাদ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'টুঁরীতে গুস্তান ছিল কামলবাসী।' বিমল, ১৯৫০। দ্র টুঁমরি

টুটো, টুটা। প্রা টুটো। ১ বিণ অক্ষম। 'তবু লোকে ভাবে টুটো পটন।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ হাতহীন। 'কিলবিগিয়ে দুটো ট্যাং নড়বে যেমন টুটো ব্যাং।' নজরুল, ১৯২৬।

টুটো জগন্নাথ। প্রা টুটো+স জগন্নাথ। বি শক্তিমান হয়েও কাজে অক্ষম লোক। 'সুবেল, ১৯০৬; 'মম অগ্নি-দাহনে জ্বলে পুড়ে তাই টুটো সে জগন্নাথ।' নজরুল, ১৯২২।

টুটো ঠাকুর। বি ক্ষমতাহীন ঈশ্বর। 'করবি কী তুই টুটো ঠাকুর/ জগন্নাথের আশিস লয়ে।' নজরুল, ১৯২৯।

টুটা-জগন্নাথ। প্রা টুটো+স জগন্নাথ। বি শক্তিমান হয়েও কাজে অক্ষম লোক। 'টুটা জগন্নাথ রূপের মুখোশ বলে।' নজরুল, ১৯২৬।

টুটাকা। ধন্য। ১ বি ছোটো ছোটো বিষয় নিয়ে কোশল। 'কিছুতেই সন্ধি হইল না - কেবলই টুটাকা চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ ছোটোখাটো। 'টুটাকা কাজ করছে।' অচিহ্ন, ১৯৫০।

টুক টুক। ধন্য। ১ বিণ খুঁ খুঁ বস। 'টুকটুক করা।' ম্যানেজ, ১৭৪৩। ২ বিণ টুকটুক শব্দ করে এমন। 'টুকটুক লাঠির আঘায় পথ বুজে-বুজে চলে।' কামসার, ১৯৬২।

টুকুনো। ক্রি টোকার দেওয়া। 'পাখি ইহাকে দেখিলে টুকুরিয়া বিরক্ত করে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

টুকা। ধন্য। ১ ক্রি আঘাত করা। 'বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে টুকিয়া।' ভারত, ১৭৬০; 'মাটির বলিয়া বুক টুক ঘন ঘন।' গরীম, ১৭৬৫। ২ ক্রি মার দেওয়া। 'ব্যাটোদের খুব টুকটি।' শরৎ, ১৯১৭।

টুকু-টুকু। ধন্য। বি ঠন্দন। 'হাঁড়ি পাতিল টুকু-টুকু কলসির কাঁধা।' জবন, ১৯১৯।

টুটটার। ধন্য। ক্রিণিগ ছোটো জিনিস পড়ছে এমন শব্দে। 'টুটটার লাফিয়ে কাঁপিয়ে এলিক-গুলিক হড়িকে হড়িকে গড়ছে চাপডোলা।' কামসার, ১৯৬৫।

টুটা। হি টুটা। বিণ টুটো। 'টুটা খোঁজা হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে।' মনিকরাম, ১৭৮১। দ্র টুটো

টুটা। হি টুটা। বি বানর নাচায় এমন লোক। 'কপি বলে ওন মা আমার জতক ছা টুটোরে বেচিল মহাশয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

টুন। ধন্য। বি কাঠ জাতীয় কঠিন পদার্থের একটার সঙ্গে আরেকটার টোকা লাগার ফলে সৃষ্ট শব্দ। 'টুন করে একটু টুকলেই স্ক্রুশিং ছিটকে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

টুন টুন। ধন্য। টুন-টুন। বিণ ক্রমাগত টুন টুন করে এমন। 'বাতাসে সেদুপাশের কাড়ের স্কটিকদোলকগুলির টুন টুন ধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ঠুন্ঠানানি [খনা ঠুন>] বি ক্রমাগত ঠুন শব্দ। 'চারের কাপের ঠুন্ঠানানি অন্তে মাশে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ঠুনকা [খনা ঠুন>] বি শমানা আঘাতে ভেঙে যায় এমন। 'কাচ ভসুর নখে, ঠুনকাও নখে, ডাঙা ভসুরেখণ।' ইরজঙ্গম, ১৮৮১।

ঠুন্ঠানি [খনা ঠুন>] বি ছুড়ির শব্দ। 'ফিলাপার ঠুন্ঠানির তালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ঠুন ঠুন [খনা ঠুন>] ক্রিবিধ ঠুন ঠুন শব্দে। 'পায়ে ঠুন ঠুন বাজ্ঞে নুড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঠুনি বি ঝুট। 'একটি বাঘ ঝুলাছে, একটা ঠুনির মধ্যে আটকানো।' আলোড়িন, ১৯৭৩।

ঠুমকি [বি ঠুমক] বি নাচের এক প্রকার ভরি। 'তাতে সেই ঠুমকি নাচে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঠুমঝী [বি] বি এক স্রোতির সুবহু সঙ্গীত। 'ঠুমঝী তালে চেউ তোলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪। ব্রহ্মবৈরি

ঠুসি [স ছানী] বি আবরণ; ঝাপ। 'লইল অশ্বকণাভ বিশাল ঠুসি।' রূপায়ম, ১৭৫০।

ঠুসা, ঠুসানো [বি ঠুসনা] ক্রি বি ঘুবি যাত্রা। 'ঠুসিয়ে গের সেই তঁজা কোমরটার মতোই বেকিরে মেবে ওর গুথনিটা।' কায়সার, ১৯৬২।

ঠুসি বি ঘুবি। 'দিলে খুব ... জোরসে ঠুসি।' নজরুল, ১৯২৬।

ঠুসি [স ছানী] বি পতর মুখ বা চোখ ঢাকার ঢাকনা। 'অহনিশি মায়ার ঠুসি জ্ঞান-চক্ষুতে।' লালন, ১৮৯০।

টোপানা বি বেহয়ার মতো। 'টোপানা নীতি মণি নাটিলে রঙ্গনী।' রূপায়ম, ১৭৫০।

টোঁ, টোঁ বি বিধবার পরিষেবে পাড়ানী ছোটো কাপড়। 'বাসা টোঁটোঁ পরাইল।' ভবানী, ১৮২৫। 'ভার মাপকে টোঁটোঁ কিনে দাও।' গিরিশ, ১৮৬৬।

টোঁ [স খুঁ] বি নির্পঙ্ক। 'টোঁটা নাখে কেহে বিচিবে সঁই।' বড়ু, ১৪৫০।

টোঁয়ে দ্রষ্টাই

টক [স ছা>] বি বাঘ। মনোএল, ১৭৪৩; 'বিতার উচিত, কিন্তু মতে বয়ো টেক সেখি, এ কারণে বিস্তার বিচার না করি।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

টেকনা বি অবলম্বন; টেস। মনোএল, ১৭৪৩; 'এটা তার টেকনার কাজ করে।' সূত্রাভ, ১৯৪৮।

টেকনো বি পতন রোধ করার অবলম্বন। 'তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া ... পরিজাত-বৃক্ষ-শাখার টেকনো হইয়া আছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

টেকা, টেকানো ১ ক্রি আবদ্ধ হওয়া। 'পুনরপি টেকিলাম তাহার জে হাখে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি আঘাত লাগা। 'জাতে টেকে সেইসব হইয়া আও ডড়া।' মালধর, ১৫০০। ৩ ক্রি আটকে যাওয়া। 'পায়ে টেকী প্রান দিল অসুর তথাই।' মালধর, ১৫০০। ৪ ক্রি বাঘ পাওয়া। 'টেকিল রাজার খি।' ষিটু, ৩৬০০। ৫ ক্রি সংঘটিত হওয়া। 'শ্রেয়-জালে বন্দী হৈল টেকিল বিপাক।' বাহরাম, ১৬০০। ৬ ক্রি বন্ধ হওয়া। 'টেকিলেজ মজুরের নয়ন রোদন।' বাহরাম, ১৬০০। ৭ ক্রি স্পর্শ করা। 'অতি বড় শরির টেকিল দুই ফুলে।' কবীন্দ্র, ১৬৬৯। ৮ ক্রি অমুভব করা। 'কালি যে কহিলা বুঝি আপন টেকিয়া।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০। ৯ ক্রি আটক হওয়া। 'পেগীসেব হুতে শরহ টেকিয়া আরো শিখা পাইলাম।' দর্পণ,

১৮৩৭। ১০ ক্রি মনে হওয়া। 'সেয়েটির রকম ভাল টেকে না।' উৎসব, ১৮৫৭; 'আজ কেমন টেকেছে?' রবীন্দ্র, ১৯১১। ১১ ক্রি উপনীত হওয়া। 'তোমার তিনকাল গিরে এককালে টেকেছে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ১২ ক্রি মিলিত হওয়া; জড়ো হওয়া। 'তটিকতক সচেতন গ্রাণী ... কাব্যকহি এসে টেকেছি এ একটা আশ্রয়িক সংযোগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১৩ ক্রি প্রপত হওয়া। 'হেরেবে সে দায়ে বহু সন্ধানের বারেক টেকানু মাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ১৪ ক্রি প্রতিহত করা। 'আজ পর্যন্ত বিলাপে কেহ বন্ধ্যাকে টেকাইতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ১৫ ক্রি পৌছানো। 'দ্রিক পূর্বলগ্নাটোতে আসিয়া বিবাহের দিন টেকিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১৬ ক্রি ভিড়া। 'কোনো ঘাটে টেকেবে ফিলা নাই জানি।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ১৭ ক্রি সম্মিলে রাখা। 'বাজারে কে কাকে টেকিয়ে রাখতে পারি।' জীবন, ১৯৩২।

টেকিল ১ ক্রি সংঘটিত হওয়া। 'শ্রেয়মণ্ডলে বন্দী হৈল টেকিল বিপাক।' বাহরাম, ১৬০০। ২ ক্রি স্পর্শ করানো। 'আকাশে টেকিল গিয়া টেকুরের ধরাত্তা।' রূপায়ম, ১৭৫০। টেকিলা ক্রি বাঘ হওয়া। 'অনুমহ পেল নান দিম্মহে টেকিলা ব্যাস।' জরত, ১৭৬০। টেকে ক্রি স্পর্শ করে। 'কালদাস বাহে মুখে মুকুট গগনে টেকে মেলারবদন ঘোরবনা।' মুকুট, ১৬০০।

টেকা বি বাঘ। মনোএল, ১৭৪৩।

টেকাটেকি ১ বি পরস্পর স্পর্শ। 'বানে ২ টেকা টেকি নাই আনি অন্ত।' রবীন্দ্র, ১৬৬৯। 'পায়ে পায়ে টেকাটেকি হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি পারস্পরিক সংঘর্ষ। 'এমন-কি, টেকাটেকি হইলেও ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

টেকাটেকী হওয়া ক্রি পরস্পর ধাক্কা লাগা। 'সকলেই ভয়ে ভয়ে গাড়া ঢালাইতেছে, পাছে অন্ধকারে টেকাটেকী হইয়া লোক মারা যায়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৭৫।

টেকা পড়া ক্রি দার লাগা। 'অন্য লোকের কি টেকা পড়িয়াছে।' মনসুর, ১৯৪৯।

টেকে সেত্তা ক্রি ত্বণীকৃত করা। 'এান এক জায়গায় টেকে দিচ্ছে।' মনোএল, ১৯৪৯।

টেকিয়ে রাখা ক্রি আটকে রাখা; দমন করে রাখা। 'আর তো টেকাইয়া রাখা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

টেকে শেখা ক্রি বিপদে পড়ে শিক্ষা লাভ করা। 'পুরুষ বড় নিষ্ঠুর কথায় গলেহিলাম, এখন টেকে শিখলাম।' উৎসব, ১৮৫৭।

টেকানা [বি টেকানা] ১ বি নির্দিষ্ট গন্তব্য। 'অভ্যন্তর শিখায়গে মত তাহার টেকানা থাকিল না।' বাহরাম, ১৮০০। ২ বি ব্যবস্থা। 'চালু ও ফুড়ি মোদে ডিড়ার টেকানা হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

টেকার [স অংকেরা] বি অংকেরা। 'কি শিখিয়াছিল বলিয়া কি টেকারে মাটিতে গা পড়ে না।' গৌর, ১৮২২।

টেকারী [স অংকেরা] বি অংকেরা। 'তোমার যে বড় টেকারী হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

টেকারী [স অংকেরা] বি অংকেরা; সেমণি। 'কিছু সে বড় টেকারী।' গৌর, ১৮২২।

টেকো [প্রা অংক>] বি টেস। 'পাখর উঁচু করে তাদের টেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৮০।

টেকোওয়ালা বিল বুরদুক। 'ছাগলের বুকের মতো সুরু সুরু টেকোওয়ালা জুতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

টেক [স টক] বি পা। বিদ্যা, ১৮৯১।

চৈত, চৈত। [স টক] ১ বি লাটি। 'চৈত সৈয়া উঠিল। এত পুয়া মাঝির।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চৈত।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'ছিড়ে নাড়া দিয়ে চৈতার বাড়িতে/ তবে ও জিনিস হয় যে গাড়িতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি গ্রহায়। 'কখন চৈতা খাও।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

চৈতাইতি, চৈতাইতি [স টক]। 'কি লাটি দিয়ে মায়ামারি।' ভায়া ভায়া চৈতাইতি আপনা আপনি।' কৃষ্ণদাস, ১৭৫০; 'চৈতাইতি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

চৈতাইতি বি ভাঙত। বিদ্যা, ১৮৯১।

চৈতাই বি লাটি দিয়ে মায়ার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'একদিন তরুণায় এমন চৈতাই দিলেন।' মনোজ, ১৯৬১।

চৈতানো, চৈতানো [স টক] ১ কি লাটি দিয়ে মায়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ছেলটাকে বেশ করে দু-খা চৈতায়।' নন্দরস, ১৯০০; 'গোতাকত কয়ার চৈতাই মারচে।' হুতায়, ১৮৬১। ২ কি লাটি দিয়ে বোয়া দেওয়া। 'চৈতাই তোরে করব টি।' সুকুমার, ১৯১৮; 'চৈতাই চৈতাই ফল পাড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চৈতামারা বিণ আখাত দেব এমন। 'তোমার কথাবার্তাগুলোও চৈতামারা গোছের।' মনোজ, ১৯৬১।

চৈট। [স হাত] বি শৈলী। 'হিন্দুতানী ভাবে নেই চৌপাই চৈট।' অম্বাওল, ১৬৮০।

চৈটন। [ও ভেটন] বি ভণ্ড। মনোএল, ১৭৪০।

চৈট। বি রশি। 'হজতে তানুর চৈটা কপালে শিন্দুর ফোটা।' হুতায়, ১৬০০।

চৈটা, চৈটা [স খুট] ১ বি নির্জঙ্ঘ। 'ওরা পান নিতা লর চৈটা।' হুতায়, ১৬০০। ২ বিণ লম্বা নেই এমন। 'ওহ বড় চৈটা কুটিল কুটিল।' অম্বাওল, ১৬৮০।

চৈটামি [স খুট] বি ভণ্ডমি। মনোএল, ১৭৪০।

চৈটএ [স খুট]। 'কিণ নির্জঙ্ঘভাবে।' 'চৈটএ পোঞাটু' কল ঠাটা পুহে দুখজাল।' বাহ্যায়, ১৬৫০।

চৈট [স খুট]। 'বি পাড়হীন খাটো কাপড়।' 'পরিণ মলমল চৈট গলে দিশ হায়।' ভবানী, ১৮২৫।

চৈটা বি পাখিবিশেষ। 'চৈটা জৌটা ভাটা হরিতাল তড়তড়।' ভাবত, ১৭৮০।

চৈটালি [ও ভেটন]। বিণ স্ত্রী কৃষ্ণকী। 'অতি বড় চৈটালি রহিলী মূল পাবে।' বৃক, ১৪৫০।

চৈনচৈনি বি শাকবিশেষ। 'আনিবা ছুয়া সলুয়া চৈনচৈনি।' বিজয়, ১৬৫০।

চৈমরা বি কুচিত চামড়া। মনোএল, ১৭৪০।

চৈয়ে [স স্থানে]। 'কিণি কাছে।' 'আমার ইচ্ছা ছিল, তোমার চৈয়ে যোগ শিখব।' শিখিণ, ১৮৮৭।

চৈলা ১ কি খাড়া দেওয়া। 'রখ পায়ে হাই চৈলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'করে কর চৈলর আলিশন যাব স্নেহ তেজি বইসর ঠামে।' ছিটু, ১৬০০; 'মস্ত খাটকা চৈলা সেয়ে আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ কি বেষ। 'একে হাই খেনো বিলি ভাতে বই চৈলা জালি গুঠে শামুকের ভায়।' লালন, ১৮৯০। ৩ কি অমরর হওয়া। 'ভারের বেগতে চৈলিয়া চলোহি, এ যারা তুমি থামাও।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৪ কি গোরা। 'তোমাকে জেলে চৈলিব তবে ছাড়িব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ কি নাড়া দেওয়া। 'সে চিঙাও মনকে চৈলা পিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

৬ বি আখাত। 'এই সোনার দিলে সংখেরই চৈলা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৭ কি সরানো। 'কান্দাসার-পানে যে যায় সুকের পাখর চৈলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৮ কি চৈলে। 'মাতা পুণ্ডে জুজুকালী তাঁর ঘট পায়ে চৈলি।' হুতায়, ১৬০০। 'চৈলহ কি চৈলো।' 'না চৈলহ হলে অবলা অখালে।' চট্ট, ১৫৫০। 'চৈলাএ কি খাড়া দিয়ে।' 'মবে বিদারিয়া করে চৈলাএ মারিল।' মদ্যধর, ১৫০০। 'চৈলি কি চৈলে।' 'চলিলা কেওকুল লৌকা সব চৈলি।' অম্বাওল, ১৬৮০। 'চৈলিয়া বি চৈলে।' 'এমন নিশিখা নারী চৈলি চৈলিয়া বারি পুণ্ডে যারা করে সদাগর।' হুতায়, ১৬০০। 'চৈলিয়া কি চৈলে।' 'কোটারের আত্মা পায় পেলিলেক বামনী চৈলিয়া।' হুতায়, ১৬০০। 'চৈলীতে কি চৈলতে।' ওসী, ১৭৮২।

চৈলা দেওয়া কি সরিয়ে দেওয়া। 'চলিবে বলে দিতেহ চৈলা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চৈলা মারা কি খাড়া দেওয়া। 'চৈলা মেয়ে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চৈলা সামান্যো কি পরিষ্কৃতি মোকাবেলা করা। 'চৈলাটা সামান্যও এবার।' পাল, ১৯৭১।

চৈলিয়া চলা কি অবহেলা করে যাওয়া। 'বসন্তশায়ের মতামতকে সর্বদা চৈলিয়া চলা অসামান্য বলশালী দোকের কর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

চৈলিয়ে কি খাড়াখাতি করে। 'চৈলিয়ে চৈলিয়ে পাশ কাটিয়ে গুট করে।' রবীন্দ্র, ১৮৭০।

চৈলে চৈলে। 'কিণি অবিরাম চৈলা দিয়ে।' 'চৈলিয়া চৈলিয়া চৈলি চৈলে চৈলে ...।' জীবন, ১৯০২।

চৈলে চৈলে খটা কি চাপা আবেশ প্রকাশিত হওয়া। 'হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে যেন ভেতর থেকে চৈলে চৈলে উঠতে চায়।' শ্যামসুন্দ, ১৯৬২।

চৈলে দেওয়া কি অবজ্ঞা করা। 'তুমি আমাকে চৈলে দিও না।' শ্যামসুন্দ, ১৯৫৬।

চৈলে পাশানো কি স্নেহ করে পাশিয়ে যাওয়া। 'ভার নাশাল পেলে পাশায় চৈলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

চৈলে রাখা কি চৈলিয়ে রাখা। 'অন্তরবানীকে বিহারী কোনোমতেই চৈলিয়া রাখিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

চৈলা ১ বি খাড়া। 'মনোএল, ১৭৪০; 'মস্ত খাটকা চৈলা সেয়ে আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি চৈলাখাতি। 'হায়ায় দেবি ফেরিলা একটা চৈলায় পিরি-পেরালায় সোফান সজিয়ে মুখুনি যাকিয়ে চলোহে।' রবীন্দ্র, ১৯৬০।

চৈলাখাতি, চৈলাখাতি বি মানুষে চৈলে চলাতে হয় এমন গাড়ি। 'বিকাল পাঠটা পর্যন্ত চৈলাখাতি চৈলিয়া ...।' কৃষ্ণদাসিকী, ১৮৮৫; 'ভায়ার শিতর জ্ঞান কলিকাতা হইতে এক চৈলাখাতি লইয়া গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

চৈলাচৈলি ১ বি খাড়াখাতি। 'ভার চৈলাচৈলি গাহ অনেক ভালিল।' মদ্যধর, ১৫০০; 'পাখরচৈলা চৈলাচৈলি করে নাড়াবার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি ধ্বং। 'জাতিতে জাতিতে বড় চৈলাচৈলি হয়ে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি অর্থহীন প্রচেষ্টা। 'অসম্ভবকে চৈলে চৈলাচৈলি করে সময় নষ্ট করিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

চৈলাচৈলিখীন বিলি খাড়াখাতি নেই এমন। 'প্রতিট দরজা কাউটার কনুইবিহীন আশ ... লাইসে দাঁড়ানো নেই, চৈলাচৈলিখীন।' শ্যামসুন্দ,

১৯৭০।

ঠেলার চোট বি দাক্তার তোড়। 'পাখরতলো যখন ঠেলার চোটে টগিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ঠেলার নাম বাধাধী - চাপে না পড়লে কেউ ভালো কাজ করতে চায় না। সুবল, ১৯০৬।

ঠেশান [স ঘৃষ্] বি হেলান। 'শাখতী বসলো চেয়ারে ঠেশান দিয়ে অভিজ্ঞ ধরনে।' বুদ্ধদেব, ১৯৪১।

ঠোশা ঠোশা বিণ ভরতাজা। 'ঠোশা ঠোশা বহুদিন এমন কটি ঘাস ওড়া চোখে দেখেনি।' সৈলিনা, ১৯৭৫।

ঠেস [স ঘৃষ্] বি হেলান। 'সরুদা গোলবাগিসে ঠেস দিয়া আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন।' শ্রদ্ধাকর, ১৮৪৭।

ঠেস দেওয়া বি হেলান দেওয়া। 'ঠেস দিয়া ঠাকুরে শুইল ঠাকুর ঠাকুর।' মনিকরাম, ১৭৮১।

ঠেস গিরে কথা বলা কি আঘাত দিয়ে কথা বলা। 'গোকে কথায় কথায় ঠেস দিয়ে কথা কবে, তা আমার শ্রাদ্ধ থাকতে সবে না।' উমেশ, ১৮৫৭।

ঠেসাঠেসি ১ বি পাদপাদি। 'পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি বাড়াবাড়ি। 'আমোগজ্ঞানোদে বৈদ্যোবৈধি ঠেসাঠেসি।' রবীন্দ্র, ১৮৪১।

ঠেসান বি হেলান। 'গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ঠেসে ঠেসে ক্রিবিধ কানায় কানায়। 'ছুমি কেবল লুটে পুটে/পেটে পোষাবে ঠেসে ঠেসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঠেসে দেওয়া বি যম্বর সম্বল ভর্তি করা। 'চতুর্ভিতে লজ্জা দিল ঠেসে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ঠেসে ধরা কি চেপে ধরা; কোণঠাসা করা। 'আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে/চাপে মনন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঠেসে পড়া কি আছড়ে পড়া। 'জল ঘুরে-ঘুরে ফুলে-ফুলে ভাঙার উপর গিয়ে ঠেসে গড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঠোট, ঠোট [স ওঠ] ১ বি পাখির চঞ্চ। 'ঠোট চিরি লইলে পরানি।' মাল্যধর, ১৫০০। 'ঠোট।' মানোএল, ১৭৪০। ২ বি অধর। ওর্গা, ১৭৮২; 'যাহাতে সে কেবল ঠোটের আশ্রয় ডুবাইতে পারে।' ভারিগী, ১৮০৩।

ঠোটকাটা বিণ কোনো কথাই মুখে বাধে না এমন; স্পষ্টভাষী। 'ঠোটকাটা।' ওগ, ১৮৫৮; 'ঠানদি তিরতাইবি ঠোটকাটা মানুষ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

ঠোট কৌতুকানো কি তাক্সিলা বা অবজ্ঞা করা। 'কুন্তলা এমন ঠোট কৌতুকায়।' জীবন, ১৯৩২।

ঠোট পাড়লা বি কথা গোপন রাখতে না পারার স্বভাব। 'তার আবার যেমন ঠোট পাড়লা।' মণি, ১৯৬০।

ঠোট ফুলানো কি অভিমান করা। 'আমার ঘরের ক্ষুদ্রভাটটি তাঁর ক্ষুদ্র ঠোট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঠোট ফোলানো কি অভিমান করা। 'রক্ত পাঠিকাই ... ঠোট ফুলাইবেন।' মীপিকা, ১৮৮৭।

ঠোট-ভরাভর বিণ মুখভরা। 'ঠাটে খটক কলগো কথা ঠোট-ভরাভর হাঙ্গে।' জঙ্গী, ১৯২৯।

ঠোট্ছ বিণ মুখ্ছ। 'তাও আবার ... একেবারে ঠোট্ছ।' অলাউকিন, ১৯৫৮।

ঠোট্ছটি বি বাগমুখ। 'হাতাহাতি দাঁতাদাঁতি ও ঠোট্ছটির উপক্রম।' মনসুর, ১৯৩৫।

ঠোটানো কি ছোটে দেওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

ঠোট ঠোট ক্রিবিধ মুখে মুখে। 'লেসে গেছে ঠোট ঠোট।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঠোট মারা কি যৌথিক গল্পনা করা। 'হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোট।' জঙ্গী, ১৯২৭।

ঠোটকাটা বিণ কাউকে কোনো কিছু বলতে বাধে না এমন। 'পুণিসের রাতকানা সাজ্জন, ঠোটকাটা দারোগা ...' হুতোয়, ১৮৬১।

ঠোকনা [ঠোকা] বি আত্মল দিয়ে গালে বা থুতনিতে মূদু আঘাত। 'ছোট বউ-এর মুখে সে আর একটা ঠোকনা দিল।' জঙ্গী, ১৯৬০।

ঠোকর [ধন্য] ১ বি আঘাত। 'মাথের তার মারের ঠোকর।' কেতক, ১৬৫০। ২ বি বোকা। মানোএল, ১৭৪৩; 'এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঠোকর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বি ঠোট দিয়ে আঘাত। 'বাদ্যকাণ্ডর ঠোকর ঘেরে দেখে কী হয় ফল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ঠোকর মারান কি ঠোকরানো। ওর্গা, ১৭৮৫।

ঠোকরুই বিণ ঠোকরায় এমন। 'ঠোকরুই পাখির মতো, খুটখুট চার ফিসেরে।' বুদ্ধ, ১৯৩২।

ঠোকরাঠুকরি বি ঝগড়া। 'খুব ঠোকরাঠুকরি করতে শিখেই।' জীবন, ১৯৩২।

ঠোকরানি বি ঠোট দিয়ে আঘাত করার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠোকরানো কি ঠোট দিয়ে আঘাত করা; ঠোকর দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গাইটির গুঁজিখারের ঠুকরিয়া রক্তপাত করিআছে।' চিঠিপত্র, ১৭৮৭।

ঠোকা [ধন্য ঠুক] ১ বি সংশয়। 'ময়না ইনাম যায় মনে নাই ঠোকা।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ কি সংশয় আঘাত করা। 'শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ কি খাড়া লাগা। 'উঠতে বসতে মাথা ঠুকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঠোকা বাওয়া কি আঘাত পাওয়া। 'কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ঠোকাঠুকি ১ বি পাথরে পাথরে ঘর্ষণের শব্দ। 'চকমকির ঠোকাঠুকি শব্দ ও ফুলিরবর্ষণ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি পরস্পর আঘাত। 'ঘটিবাতি একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে।' শরৎ, ১৯১৩। ৩ বি ঝগড়া। 'মানুষের যেটা বজাব তারই সঙ্গে ভর ঠোকাঠুকি বাধে।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

ঠোকর [ধন্য] বি আঘাত। 'মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া থাকে ঠোকর, ঠোকর খাইয়া ...' শরৎ, ১৯১৭।

ঠোজা, ঠোজা [স তুজ] বি গাছের পাতা বা কাগজ দিয়ে তৈরি আধারবিশেষ। 'মিঠায়ের ঠোজাটি সট করিয়া কাড়িয়া লইল।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'এক ঠোজা পাইতেহ না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ঠোট হু ঠোট

ঠোনা [ধন্য] বি মূদু আঘাত। 'মুখে মারে তিন বজর ঠোনা।' মুহুন্দ, ১৮০০।

ঠানি বি ইন্ড্রজাল। মানোএল, ১৭৪৩।

ঠাস [স স্থাপক] বি কাঁপা বস্ত্র। 'সোণার ঠাসের লব্ধ আছে নাসিকার।' ভবানী, ১৮২৫।

ঠাসা ক্রি অভ্যস্ত ভোজন করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঠ্যাং [স উর>] বি পা। 'চিরিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং।' হুতোম, ১৮৫৮।

ঠ্যাটা [স ষ্ঠ] বিণ বেহারা। 'ঠ্যাটা লোকের শক্তি যত ওরাই শেষে ছুগাবে তা।' সুকুমার, ১৯২০।

ঠ্যাক [স ছা] বি বাধা। 'গুজাদ উত্তর করিলেন, তার ঠ্যাক কি, যাহারে ছনবার চান, ছনক্যান।' ভবানী, ১৮২৮।

ঠ্যাকনা বি ঠেকনা; অশ্রয়। 'আমি দোসরা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকনা করিছি।' মাইকেল, ১৮৬০।

ঠ্যাকার [স অহংকার] বি অহংকার। 'কেমন যেন ঠ্যাকার ভোমার বাপু।' জীবন, ১৯৪৮।

ঠ্যাকারে বিণ অহংকারী। 'ভারি ঠ্যাকারে হয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

ঠ্যাঙ [স উর>] বি পা। 'হাড়িকাটে কেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাঙ।' ওণ, ১৮৫৮।

ঠ্যাঙা [স উর>] বি ভাঁটা। 'নিচশিটে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা।' নজরুল, ১৯২৬।

ঠ্যাঙাড়ে [স উর>] বি ডাকাত। 'সোনাতাড়া মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটপাহাড়টার আড়ালে প্রকাণ্ড হস্তবর্ণ সূর্য হেলিরা পড়িয়াছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

ঠ্যাঙানো, ঠ্যাঙানো ক্রি প্রহার করা। 'বাবাদের বেঁধে ঠ্যাঙাতে মোরাই কেটে দি বাঁশের ঝাড়।' নজরুল, ১৯২৪; 'আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ঠ্যালা বি বিশদ। 'শ্যামটাদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঠ্যাশ [স ষ্ঠ>] বি পিঠ রেখে বসা; ঠেকনা। 'পোলবাশিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

AMARBOI.COM

ডগো, ডগো [স দগন>] ক্রি দগন করা। 'পিরীতের ভূজসমে ডগিল দোহান মর্মে।' বাহরাম, ১৬৪০। ডগিল ক্রি দগন করে। 'মস্ত হস্তী ডগিল মারে বিথতিয়া সর্প।' আশাভঙ্গ, ১৬৮০। ডগিতে ক্রি দগন করতে। 'মহা সর্প হৈয়া শৈতা শাপিল ডগিতে।' সুলতান, ১৭০০। ডগিল ক্রি দগন করলো। 'পিরীতের ভূজসমে ডগিল দোহান মর্মে।' বাহরাম, ১৬৪০। ডগিলা ক্রি দগন করলো। 'সেই গানে খোটাছি ডগিলা।' সুলতান, ১৭০০। ডগিসু ক্রি দগন করলাম। 'ডগিসু তেকারণে দুখ অতি ভাবি মনে।' সুলতান, ১৭০০।

ডক [হি ১ বি জাহাজখাট।] 'আমি তাজা ডোঙ্গা কলার ভোলা তুমি যিদিরপুবি ডক।' নজরুল, ১৯৩২। ২ বি যেখানে জাহাজ মেরামত করা হয়। 'দিনের বেলা ফ্যাটরি ডক বহি ফাঁড়ি।' জীবন, ১৯৪০।

ডকাইত [হি ডকৈত বি ডাকাত।] মানোএল, ১৭৪০।

ডকুমেন্ট [হি বি প্রমাণ।] 'কোন ডকুমেন্ট ছিল?' শব্দ, ১৯৩১।

ডটরেট [হি বি বিখবিন্যাসের সর্বোচ্চ ডিগ্রি।] 'ডটরেট পেল না।' জীবন, ১৯৩২।

ডগ [হি বি কুকুর।] 'নটি ডগ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ডগাডগে [ধন্য] বিণ অতি উজ্জ্বল। 'একটি মিসমিসে কাশো গাউনের উপর একটি ডগাডগে হলো জ্যাকেট।' প্রথম, ১৯৫৫।

ডগমগ [ধন্য] ১ বিণ আনন্দে উৎফুল্ল। 'সাম্রাজ্যে সেবির কাশা ভগমগ মন।' ফিরিঙ্গি, ১৬০০। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'করকশী পাদুকা পার রক্তের কবাই গার ভগমগ অতি দীর্ঘ করে।' আশাভঙ্গ, ১৬৮০।

ডগমগিয়ে ক্রিণ প্রকণ ও পরিস্পৃহাবে। 'ডগমগিয়ে জোপ উঠেছে।' নজরুল, ১৯২২।

ডগর [স ডগর] বি টগর ফুসের গাছ। 'কসাল পিআল ডগরে।' বসু, ১৪৫০।

ডগা [স অগ>] ১ বি লতার সরু অগ্রভাগ। 'নাউডগা ত্যোঁপে কিছু কটি কটি বলা।' মুহুর, ১৬০০। ২ বি গ্রন্থভাগ। 'যেন ডরঙ্গীর আঙ্গুরের ডগা।' নজরুল, ১৯২৮। ৩ বি নিব। 'কলমের ডগা দিয়ে আমি তার টোটে শৌক একে দিতাম।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

ডগী [স অগ>] বি লতার অগ্রভাগ। 'ডগী ডগী তোলে পুই গুনকা কাঁড়ো।' মুহুর, ১৬০০।

ডগে [স দগা] ১ বি সাপুড়ে। 'সর্প-কত ডগে ডাক্তার বিবিধ প্রকারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দগন। 'দহে তনু জেন সাপের ডগে।' মুহুর, ১৬০০।

ডগা [স ঢকা] বি জয়রক্ত। 'গড়িল দীনের ডগা শহরে তামাম।' সুলতান, ১৭০০।

ডগে [স ঢকা] বি জয়রক্ত। 'ডগেধর কখন ডগ না ধরে তাহার এই বিশেষ চৌহা ছিল।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৯।

ডগা-ঝাঁজগী [স ঢকা-ঝাঁজগী] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'কাড়া নাকড়া ও ডগা-ঝাঁজগী।' মগাররুল, ১৮৮৫।

ডগাধানি [স ঢকাধানি] বি ঢাকের আঘাতে সৃষ্ট শব্দ। 'এইরূপ কন্যাপাখবই হইয়া বাসে ও উপোহা সহকারে পাখবই ডগাধানি করিসেন।' মগাররুল, ১৮৮৯।

ডজন [হি] বিণ বারোটা: ১২টা। 'শয্যা পতিত হাথ, পতিপাখনি! বাসু

বাহনে চল, ডজন ডজন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫; 'কলমও এক ডজন চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডজনখানেক [হি ডজন+খানেক] বিণ এক ডজন। 'জরন নিয়ে এল ডজনখানেক সোম্ব।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ডজনং বিণ অমনোযোগী। 'পড়াশোনার এতই ডজনং এবং আকটমূর্খ ছিল।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

ডঙ [স দঙ] বি দণ্ড। ক্যালসে, ১৭৮৯।

ডঙবত [স দঙব] বিণ প্রগত। 'শত২ মধুর ছল লইয়া সোেকরা ডঙবত হইয়া রহিয়াছে।' রামায়ণ, ১৮০১।

ডঙালো [স দঙ>] ক্রি দাঁড়ানো। 'কায়দা মত শেলায় করিয়া ডঙালো ...।' রামায়ণ, ১৮০১।

ডন [স দঙ>] বি ব্যাঘ্রের পদ্ধতিবিশেষ। 'এদেশে ডন, ফুড়ী, হুতর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাঘ্র ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

ডনাখানা বি ব্যাঘ্রমচর্চার কক্ষ। 'আমার ডনাখানা দেখাবার লৈয়া যায় মনে করছি।' মনসুর, ১৯৫৫।

ডনশির [স দঙ+শা শির] বি ডনবৈঠক করে বাহ্যচর্চা করে যে। 'তাদের অনেক আবার ডনশির কুশিগির ও হুহুসুখিন।' মনসুর, ১৯৫৫।

ডন/ডেলা ক্রি মাটিতে দুই হাতের তালু ও গায়ের আঙ্গুরের উপর সমস্ত শরীরের ভর রেখে ডুপুর হারে ওঠা-নামা করা। 'চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন লোকেছে বিপ-পটিশ বার ঘন ঘন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ডনবৈঠক বি ওঠা-বসা করবার ব্যায়াম। 'সিং এর ঘরে তখন হুম্ব হুম্ব করে ডনবৈঠকে আওয়াজ হচ্ছে।' বিমল, ১৯৫০।

ডপকি বিণ ক্রী উঠতি বয়েসের। 'খেড়ে খেড়ে ছনোরা ডপকি ডপকি মেদীসের গলা জড়িয়ে ...।' মুক্তবা, ১৯৬০।

ডবকা ১ বিণ উঠতি। 'ও মা ও যে ডবকা বয়েসের হেসে, ও যে এককণ দূ বার যায়।' মীনচন্দ্র, ১৮৬০। ২ বিণ উত্তাপ; তরঙ্গায়। 'যখন তাকাই ডবকা নদীর দিকে।' শ্যামসুর, ১৯৭২।

ডবডবে [ধন্য] বিণ বিক্ষণিত। 'ডবডবে চোখের নিচে দীঘা এক কোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ডবল [হি ১ বিণ দ্বিগুণ।] ১ বিণ দ্বিগুণ। 'ডবলকে ডবল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪। ২ বিণ দুটি। 'পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বসে যদি দর্পকদের সন্দেহ হয়।' হুতোম, ১৮৬১।

ডবল আনন্দ [হি ডবল+স আনন্দ] বি দ্বিগুণ খুশি। 'কাজেই আমাদের গন্ধে ডবল আনন্দ।' ইয়াদুসুল, ১৯২০।

ডবলডেকার [হি বি দোভালা বাস বা গাড়ি।] 'উট, বাস, ডবলডেকার পর্যন্ত।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

ডবল প্রমোশন [হি বি একবারের দুই ক্রাস উপরে ওঠা।] 'বর্ষে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডবল ব্যায়েল [হি] বিণ দুই নলবিধি। 'ডবল ব্যায়েল পুরনো বিদেশী বন্দুকটির প্রতি ওর আকর্ষণ।' আশাউজিন, ১৯৫৯।

ডবি [হি ডাক] বিণ আলোড়িত হার ডাক প্রভাবিত; অকস্মিক; ইচ্ছা ডাকা।

ডবোল

‘এ বি পড়া ভবি হেসে প্রতি ঘরে ঘরে।’ ৩৪, ১৮৫৮।

ডবোল [হি] বিণ বিশণ। ‘বেস বেস ডবোল বেস।’ লীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ডমরু [স ডমরু] বি তুণ্যুদি। ‘অনহা ডমরু বাজএ যীরাণে।’ ৪৮৭ ১১, ১০০। ‘হুদরে মলিহা ডমরু গুরুগুরু, ঘন মেঘের অ কুটিল কুঁকিত ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ডমরুখনি [স ডমরুখনি] বি ব্যাঘ্রখনি। ‘বুদ্ধক্ষেত্রে ডমরুখনি সুদ্রুত সৈনিকদের গ্রাসে যেমন অশরশ শ্রেণ্যায় সঞ্চার করে।’ মাহেনও, ১৯৪৯।

ডমরুমধ্যা [স ডমরুমধ্যা] বি ডমরুর মতো ক্ষীণ মধ্যাভাবিশিষ্ট তুণ্য। ‘দুই বৃহৎ ভূমিবৎ সংযোগ বিশিষ্ট যে অল্প পরিসর ভূমি তাহাকে ডমরুমধ্যা কহা যায়।’ অক্ষয়, ১৮৪১।

ডমরুমধ্যম [স ডমরুমধ্যম] বিণ ডমরুর মাধ্যমানের মতো সর। ‘ডমরুমধ্যম মাঝা তিথি-বালিনী।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

ডমরুনি [স ডমরু] বি ছোট ডমরু। ‘অকট করুণা ডমরুনি বাক্য।’ ৪৮৭ ৩১, ১২০০।

ডমিনিয়ন [হি] বি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্যতস্তশাসিত দেশ (১৯২৬)। ‘ভারতের ডমিনিয়ন অধিকার লাভ বর্তমানে নির্ভর করিতেছে ...।’ আজাদ, ১৯৪০। ৮ ডোমিনিয়ন

ডঙ্ক [আ দঙ্ক] বি ঝলানার মতো এক প্রকার প্রাচীন বাসায়ন্ত্র। ‘ডঙ্ক বাজে তাহিখিঙ্গা।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

ডব্বর [সি] বি আভব্বর; সান্যোহে। ‘নিবাত ধ্বমের ভবরে বাজে পলাতক বড়ের মুরজমন্ত।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডব্বরু [সি] বি বাসায়ন্ত্র বিশেষ। ‘ডব্বরু বাজারে গায় শিবের কখন।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

ডব্বর [স ডব্বর] বি ডব্বর। ‘কেহ দেখে জটা শিরা ডব্বর বজ্রাঙ্গ।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

ডব্বর [স ডব্বর] বি ব্যাঘ্রবিশেষ; ডব্বর। ‘বন্দে, চাঁড়িয়া বায়ে শিরা ডব্বর গারে।’ বিজয়, ১৬৫০।

ডব্বর [স ডব্বর] বি ডব্বর। ‘সুলাতে বার্তাকু সিম তাহে দিয়া রাক্ত নিম আর সেই ডব্বরের কল।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

ডব্বর [তুল. ফা ডব্বর] বি ডব্বর। ‘দিসসই বহুজী কাটই ডব্বর তাজ।’ ৪৮৭ ২, ১২০০। ‘আকার ধন্যত তোর নাহি কিছ ডব্বর।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ‘ভূত ডব্বর ইহ সব দুয়ই পলাএল তুই পুন কাহি ডরাসি।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ডব্বর-মুকুন্দে বি অল্পেই তর গর যে। ‘ডব্বর-মুকুন্দে আঁতকে ওঠে নার সেহে তবুরের কল।’ নরকল, ১৯২৮।

ডরা, ডরাসো ১ ক্রি ভয় পাওয়া। ‘কাহু কাণো না ডরায়।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি ভিত্তি করা। ‘মানেএল, ১৭৪০। ডরায় ক্রি ভয় করে। ‘কাহু কাণো না ডরায়।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ডরাই ক্রি ভয় করি। ‘হাফিহা বিসের পলা তাহে না ডরাই।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ডরাইল ক্রি ভয় পেলো। ‘উদর ডারর সেবি ডরাইল সাণী।’ কুঞ্জরাম, ১৭২০। ডরাইলা ক্রি ভয় পেলো। ‘বাব গিসির নামে ডরাইলা?’ মানিক, ১৯০৬। ডরাও ক্রি ভয় পাও। ‘কিতাব বাকিতে কোন কুতবের ডরাও।’ বিজয়, ১৬৫০। ডরাও ক্রি ভয় পাও। ‘মোরে পরানে ডরাও।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ডরাও ক্রি ডরাই; ভয় পাই। ‘তাহাতে ডরাও প্রহু তন মন দিয়া।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ডরাও ক্রি ভয় হচ্ছে। ‘পাউস নিবর আএলা রে সে সেবি সামি ডরাও।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ডরাইলী ক্রি ভয় পেল। ‘সাসুড়ীর বেল সুনি ডরাইলী রাহী।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ডরাসি ক্রি ভয় পাস। ‘সত্যবেশী ভুত পত মারতে ডরাসি কারে?’ নরকল, ১৯২৯। ডরাইলি ক্রি ভয় পাস। ‘ভূত ডব্বর ইহ সব দুয়ই পলাএল তুই পুন কাহি ডরাসি।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ডব্বরে ক্রিভয় ভয়ে। ‘আমা সেবি সর্ব নব্বীল কাঁপে ডব্বরে।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

ডরাইয়া ১ বিণ কাপুরুষ। ‘মানেএল, ১৭৪০। ২ বিণ ভয় পায় এমন। ‘মানেএল, ১৭৪০।

ডরায়েগরাসী বি ক্রী ভয়কাতুরে। ‘তেমন ডরায়েগরাসী মায়ে পরদা করৈবি।’ শওকত, ১৯৫৮।

ডরুক বিণ ভীক। ‘ভারী ডরুক ঘানা দুটো, কাহে পেলোই ম্যা ম্যা।’ শওকত, ১৯৫৮।

ডলক [দলক] বি বর্ণণ। ‘আরও কৃতিক ডলক দিলে চীশার ভাত খাই।’ জসীম, ১৯২৯।

ডলনকাঠি বি সুতা কাটার কাঠিবিশেষ। ‘কাঠের তৈরি চরকা এবং ডলনকাঠির সাহায্যেই মসলিনের সুতা কাটা হতো।’ মাহেনও, ১৯৪৯।

ডলা [সি দলা] ১ ক্রি ঘষা-মাছা করা। ‘জলে নামিয়া পাও ডলে।’ বিজয়, ১৬৫০। ২ ক্রি মর্দন করা। ‘ভীমরাক এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ভলতে লাগল।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রি মালিশ করা। ‘বারে যেখানে ব্যাধি দেখাত সেইখানে হাত ডলালাম।’ লালন, ১৮৮০।

ডলাই-মলাই ক্রি অর্ধ মর্দন ও হাত বুলানোর কাজ করা। ‘ইয়াসিন, পাইসের খোড়া ডলাই-মলাই।’ বিমল, ১৯৫৩।

ডহর [সি দহ] ১ বি ক্ষমার্ত্ত্ব। ‘ডহর ডালার সব একুই মুখের।’ রায়হী, ১৭১০। ২ বি নিয়ন্ত্রণ। ‘ডহর করিলে ডহা।’ ঘনরাম, ১৭১১। ৩ বিণ অব্যাবাসি। ‘কিছ ডহর জমির দিকে চোখ রাখাই শিল্পিনা।’ শওকত, ১৯২২।

ডহরা [সি দহ] বি নৌকার খোল। ‘পনার গাখায়া খোহ ডহরার মাখে।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

ডহি [সি দহ] বিণ দহ। ‘ডহি লো পো ডাটস ইপি বিসর পঠা।’ ৪৮৭ ৪৯, ১২০০।

ডহ বি গাছ বিশেষ। ‘গঁদারি তমাল ডহ নখে চির্যা রাখে বহ।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

ডাইএলাপ [হি] বি কথোপকথন; সংলাপ। ‘ইংরেজি বাঙ্গলাতে কতকগুলি ডাইএলাপ ... আছে।’ দর্পন, ১৮২৫।

ডাইই [হি] বি কাপড়ে ব; করার কাজ। ‘বাল সেখানে ছিল চায়ের সোকান, আন সেখানে ডাইই ক্রিমি।’ শিবরায়, ১৯৫০।

ডাইন [সি দাশিন] ১ বিণ ডান। ‘ইমামের ডাইন হুত কাটিল সড়র।’ বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি দাশিন দিক। ‘বামেডু ডাইনে এবেলিশ।’ সুলতান, ১৭০০। ৩ বি ডরলা। ‘ডাইনের চেয়ে চুপি ডালাও অর্ধাৎ কিনা বামা।’ নরকল, ১৯৩২।

ডাইনে বায়ে ১ ক্রিবিণ কোনোদিকে। ‘ডাইনে বায়ে দুইটি তোমার না গিয়ে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি বা কিছু সব। ‘খবের মারে ডাইনে বায়ে বিকিয়ে বাবা নাইকো আমার ঠিকানা।’ রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ ক্রিবিণ কোনোদিকে। ‘ডাইনে বায়ে জ্ঞানেশ্বর না করেও এখানে নিরাপদে বিতরণ করতে পারে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ ক্রিবিণ ডানে ও বায়ে। ‘কালের মঞ্জিরা যে সদাই বায়ে ডাইনে বায়ে দুই হাতে।’ রবীন্দ্র, ১৯২২।

ডাইন [সি ডাকিনী] বি ডাইলি। ‘মানেএল, ১৭৪০। ‘সেবিস মাে যেন

ভাইনের হাতে শো সমর্পণ করা হয় না।' উমেশ, ১৮৫৭।

ভাইনসর [হি] বি প্রাপ্তিহাসিক যুগের অতিকার কল্পশোভা। 'একদা মেগাথেরিয়ম ভাইনসর প্রকৃতি অতিকার জন্ত ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।
গ্র ভাইনসোর

ভাইনামাইট [হি] বি ডিনামাইট; তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ। 'আমি তোমাদের সেই অজ্ঞানপুরের ভিত্তিস্তলে ভাইনামাইট লাগাতে আসি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

ভাইনামিক [হি] বিণ প্রাপবন্ত; পতিশীল। 'বিকিক্রমে সৎকিত করতে হবে একটা অভিজ্ঞতার ঢানে, আঁট হয়ে উঠবে, ভাইনামিক হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভাইনামো [হি] বি বিন্যাস উপাদান ব্যবস্থাবিশেষ। 'ভাইনামোতে বিজলি ব্যতি ক্লাশাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাইনি, **ভাইনী** [স ডাক্তারী] ১ বিণ স্ত্রী পিশাচ। 'সেই ভাইনী মাগী আর এক মিলে ডান।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিণ স্ত্রী রাক্ষস। 'ভাইনি ছুঁমি হেঁচকা পেটুক।' নন্দকর্ণ, ১৯২৬।

ভাইনিবুড়ি বি রূপকার ভাদুকস্বী বুদ্ধি। 'এক যে ছিল রাজা - বুড়ি, রাজা নয় সে ভাইনি বুড়ি।' সুকুমার, ১৯২০; 'লাঠি হাতে কুঁজোপতি বিলিখিলি হাসত ভাইনিবুড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভাইনি-হাওয়া [ভাইনি+আ হাওয়া] বি শরীরে কীটন ধরিয়ে দেয় এমন শীতল বাতাস। 'বাইরে বরফের রান্নি, ভাইনি-হাওয়ার কনকনে ঢাবুক।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

ভাইনিং, **ভাইনিঙ** [হি] বিণ বাবার সংক্রান্ত। **ভাইনিং কুম** [হি] বি বাবার ঘর। 'ভাইনিং কুমের কচের গ্যাস ও ডিসের খেন শুয়ে কাঁপছে লাগলো।' হেতাম, ১৮৬১।

ভাইনিক্কেম, **ভাইনিক্কেম** [হি] বি বাবার কক্ষ। 'ভাইনিক্কেম পাড়ায়েরে ঘেলে যা করে।' মুক্তভা, ১৯৪৯; 'বানটা কিছু ভাইনিং ঘরেই হবে - ভাইনিক্কেম না।' মুক্তভা ১৯৫২।

ভাইনিং সেলুন [হি] বি বাওয়ার কেবিন। 'ভাইনিং সেলুনে বানার আসোজন হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভাইনিং হল [হি] বি বাবার ঘর। 'অনেকদিনে শিখনে ফেলে ভাইনিং হলো হাশেপ করলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

ভাইনোসর, **ভাইনোসর** [হি] বি জীবজগতের আদিকালের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। 'ভাইনোসরেরে লড়াই হলো কত।' জীবন, ১৯২৭; 'প্রাপ্তিহাসিক যুগের ভাইনোসর।' বিতুতি, ১৯৩৭। গ্র ভাইনসর

ভাইবেটিস [হি] বি বহুমূত্র রোগ। 'ওর যে ভাইবেটিস।' জীবন, ১৯৩২।

ভাইভ [হি] বি ভূব। **ভাইভ বাওয়া** ক্রি গতির নীচে ভূমি দেওয়া। 'আর উনি ভাইভ বাড়িয়েন।' শিবরাম, ১৯৫০।

ভাইভোর্স [হি] বি তালার; বিবাহবিক্রম। 'এই দম্পতি তোমাকে ভাইভোর্স করবে।' দীপক, ১৮৮৬।

ভাইরেই [হি] ১ বিণ সরাসরি। 'বয়সী উচ্চ পরিখনের ভাইরেই ইলেকশনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪০। ২ বি পরিচালনা। 'একখনা ছবি ভাইরেই করার তার পেয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

ভাইরেটর [হি] বি পরিচালক। 'জানেনেলে বেজর ভাইরেটর।' কালমে, ১৭৭৭।

ভাইরেটর, **ভাইরেকটর** [হি] ১ বি পরিচালক। 'পাঁচ জন ভাইরেটর অর্থাৎ কার্যাত্মক নিয়ন্ত্রণার্থে অনেক বাদ্যন্যাস।' বসন্ত, ১৮২৯;

'সব্রে ডেশটি কমিশনার, ভাইরেকটর, ইনসপেকটর।' মুক্তভা, ১৯৫২। ২ বি কলসে পরিচালনা কমিটির সদস্য। '২৩ এপ্রিল শনিবার ভাইরেটর অর্থাৎ কর্তব্যাক্ষর দিগের কাসেজের অন্ত্যস্ত বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

ভাইরেটরী, **ভাইরেকটরি** [হি] ১ বিণ সবজাত্য। 'বাবু বাই মহলের ভাইরেটরী।' হেতাম, ১৮৬১। ২ বি নির্দেশিকা। 'স্ট্রীট ভাইরেকটরি সেবে তার চেহারা দেখা যায় না।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

ভাইরেটরেট [হি] বি পরিচালকের দপ্তর। 'শহর সমাজ উন্নয়ন ভাইরেটরেট এবং প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা অক্ষ হেলথ এডুকেশনের যৌথ উদ্যোগে ... সেমিনারটি আরম্ভ হয়েছে।' কোম, ১৯৬২।

ভাইরেটর [হি] বি পরিচালক। 'ভাইরেটরদের মীটিং।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাইরেটর জেনারেল [হি] বি মহাপরিচালক। 'মূল সমিতির ভাইরেটর জেনারেল তাঁদের প্রোগ্রাম তৈরী করেন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভাইল [স দাশ] বি ভাস; শব্দনিবেশের কোণ। 'শান্তিবা এড়িনু হাসলিহু ভাইল।' মুক্ত, ১৬০০; 'বেশারির ভাইল রাখে কাঁপালের মুহি।' বিমল, ১৬৫০।

ভাইল [হি] বি হাচ। **ভাইলবন্ধ** [হি] ভাইল+স বন্ধ। বি নির্মালের হাচ। 'হাচ মুখানা মুঠা বাঁধিয়া ভাইলবন্ধের মত কঠোর করিয়া তুলিল।' মুক্ত, ১৯৫২।

ভাইল [হি] বি দ্ব্যয়বেশার জন্য মুঠকি চিহ্নিত বস্তু। 'চালও দিতে হত পাশা ভাইল বা অক্ষ' ফেলে।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

ভাউক গ্র ডাক

ভাউট [হি] বি আশঙ্ক। 'বেলতে গেলে হকী তার/ প্রাণে ব্যাচাই ভাউট।' ওয়দা, ১৯৪১।

ভাউন [হি] ১ বিণ সোকসানি। 'ব্যবসায়ে ভাউন করব আমি।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ ক্রিতি: মূল স্টেশন অভিমুখী। 'ভাউন ট্রেনের গাড়ের কাছ থেকে।' বিতুতি, ১৯৩০।

ভাউল [স দাশ] বি ভাল। 'যখন ভাউল বাই, তখনি তার দরকার।' রামনায়াস, ১৮৫৪।

ভাং বি জাকার শব্দের সংকটরূপ। 'শ্রীমুখ মেং ভাং রেং ও শ্রীমুখ মেং গিএও ও ... অনেকই ভাংবাবা বাগালির সাক্ষাতে বালকেদিগের পত্নীকা হইল।' দর্পণ, ১৮২৪।

ভাঙগি [স দত্ত] বি শোভাবিশেষ। 'হোসেনের সঙ্গে ভাঙগি বেশিলা।' গর, ১৯১৩।

ভাং বি পিএইচটি উপাধির সংকট রূপ। 'অর্থনৈতিক ভাং বানোক্তিকার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ...' আজাদ, ১৯৪১।

ভাংগিটে [স দত্ত] বিণ দুরন্ত; পুসাহসিক। 'আমি বড় ভাংগিটে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ভাঁই [স দত্ত] বি ভূগ; গাদি। 'লাউ আদু বেগুণ বাজারে লেখ ভাঁই।' ওম, ১৮৫৮।

ভাঁই ভাঁই বিণ রাশি রাশি। 'সেই ভাঁই ভাঁই বই পড়ে বহুতে উত্তর সেবার তাঁর সময় কই।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

ভাঁই [স দত্ত] বি বড়ো লাগা শিপড়া। 'আমি ভাঁই ভাষার একটা কেতাব লিখব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডাইন [স ডাকিনী] বি ডাইনি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডাঁট [স দণ্ড] ১ বি বোটা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ডাঁটা। 'নরোম পাটের ডাঁট' ওয়ারমুদ্রাহ, ১৯৭৪।

ডাঁটা [স দণ্ড] ১ বি বোটা; সরু ডাল। 'জলের ভিতরে সেশ কমলের ডাঁটা' রূপসার, ১৭৫০; 'গাছে পাতা নাই, কেবল ডাঁটা সার' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি সবজিবিশেষ। 'চর্চিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রি ফেলিয়া গম্বীরমুখে কহিলেন ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ডাঁটাচচ্চড়ি বি ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি' বিতুতি, ১৯২৯।

ডাঁটি [স দণ্ড] ১ বি গাছের সরু কাণ্ড। 'পাটিপাতা ডাঁটির মতো চিকনচাকন মসৃণ কালচে-সবুজ দু'খানি বাহ' কায়সার, ১৯৬২। ২ বি ষাঁট। 'চলমার কাঁচ নীল, ডাঁটি ঘামের ভেতর' শ্যামল, ১৯৬৭।

ডাঁটি-পাতা [স দণ্ডপত্র] বি সরু কাণ্ড ও পাতা। 'ভায়া গেল ডাঁটি-পাতা কোথা' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডাঁটো [স দণ্ড] ১ বিপ সমর্থ। 'ইংরাজীওয়ালারা প্রাচীন-রীতি পালনকারী ব্যক্তিদের ন্যায় ডাঁটো ও সুস্থকায় নহেন' রাজ, ১৮৭৪। ২ বিপ পোক্ত। 'ডাঁটো আয়' জীবন, ১৯৪০।

ডাঁটো [স দণ্ড] বি মেমাক। 'অত ডাঁট ভালো নয়' সুনীল, ১৯৭০; 'কি ডাঁটে দাঁড়িয়ে ল্যাম্ব নাড়ছিলেন' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ডাঁড় [স দণ্ড] ১ বি লৌকার হাল। 'বিষম জলের ভয় খড়ে প্রাণ ছির নয় ডাঁড়িয়া ধরিতে নারে ডাঁড়' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি যে দণ্ডের উপর পানি বসে। 'পানীর ডাঁড়টা সামনে বুলাইয়া ...' বর্জিম, ১৮৭৫।

ডাঁড়ি [স দণ্ড] বি লৌকার দাঁড়। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডাঁড়িয়া [স দণ্ড] বি মাছি। 'বিষম জলের ভয় খড়ে প্রাণ ছির নয় ডাঁড়িয়া ধরিতে নারে ডাঁড়' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডাঁড়ানো ক্রি ডাঁড়ানো। 'ডাঁড়া ডাঁড়া একবার আমি মুকুন্দে যাই' মানিকরাম, ১৭৮১।

ডাঁড়ান [স দণ্ডসর্গ] বি বড়ো আকৃতির সাপবিশেষ। 'তন্ত্রক উদয়কাল ডাঁড়ান কানড়া' ভারত, ১৭৬০।

ডাঁড়ুকা [স দণ্ড] বি পায়ের বেড়ি। 'বন্দির ডাঁড়ুকা তারা ছেজানিতে কাটে' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডাঁশ [স দণ্ড] বি এক প্রকার বড়ো মাছি। 'রীমুলক ডাঁশ মশা বোরলা প্রকৃতি' ভারত, ১৭৬০।

ডাঁস [স দণ্ড] বি এক প্রকার বড়ো মাছি। ডাঁস মশা বি বড়ো জাতীয় মশাবিশেষ। 'ডাঁস মশা নিবারণে পাটের মসারি' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডাঁশা, ডাঁসা ১ বি তক্তপোষ। 'কাঠের আড়া, বাঁশের ডাঁশা' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিপ আশপাকা। 'আঁহরের ডাঁশা খোকচলো রসে আর লাঘবে ঢল-ঢল' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিপ উজ্জ্বল। 'নাসিকার সরলরেখার মতো ডাঁশা' জীবন, ১৯৪০।

ডাঁসা-আঁধি [স দণ্ড] বিপ কবুতরের প্রজাতিবিশেষ। 'গলাছিনা ডাঁসা-আঁধি বাকনা বকরেছি নানাধরং সইল পায়রি' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডাঁস দ্র ডাঁশ

ডাক ১ বি আহ্বান। 'আন ডাক দিওঁ বড়ায় নাপিতের পো' বহু, ১৪৫০; 'পারি যদি, অন্তরে তার ডাক পাঠাব' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি উচ্চশব্দ। 'বিপরিত ডাক ছাড়ে রাক্ষস দারনি' মালাধর,

১৫০০। ৩ বি পতপাখির কঠিনরসূত ধ্বনি। ওর্গা, ১৭৮৫; 'অশখ গাছে পোতার ডাক' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ৪ বি নিবেশ। 'না বহু না বাহুব কেহ তাহাদিশের ডাক মানিলেক' তান্ত্রিকী, ১৮০৩। ৫ ক্রি আহ্বান জানানো। 'ডাক যোরে স্নেহভরে' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বি প্রার্থনা। 'কে তনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৭ বি আকর্ষণ। 'মাটির ডাক' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৮ বি হাঁক। 'কুলি, কুলি ডাক পড়ে' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৯ বি গর্জন। 'অন্ডের ডাক ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ১০ বি রোগী দেখার আহ্বান। 'প্রণাম ডাক্তারবাবু! কোথায় নিরেয়েছিলেন? ডাক?' তারা, ১৯৫৩।

ডাককারী [স] বি শিলামে যে দর হাঁকে। 'সর্বোচ্চ ডাককারীকেই জমির ইজারা দেওয়া হল' প্রমথ, ১৯১৯।

ডাকঘড়ি [স ডাক+ঘড়ি] বি কলিৎ বেল। 'রেবতী ... ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন চাপ দিয়েছিল' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ডাক ছাড়ো ১ ক্রি উচ্চ শব্দে ডাকা। 'অনুরক্ত ভক্তিকে এমন উর্ধ্বশ্বাসে ডাক ছাড়ছে কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিপ চিৎকার-করা। 'ডাক-ছাড়ো তার কান্না শুনি' জয়ীম, ১৯২৭।

ডাক ছেড়ে কান্ডা ক্রি চিৎকার করে কান্ডা। 'ডাক ছেড়ে কান্দব?' যোহেন, ১৯৬৯।

ডাক দেওয়া ক্রি আহ্বান জানানো। 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ জ্ঞানে না' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ডাক পড়ো ক্রি হাজির হওয়ার নির্দেশ আসা। 'কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ডাকনাম [স ডাক+নাম] বি প্রচলিত নাম; যে নামে ডাকা হয়। 'ডাকনামে ডাক তোরা তরে নয়' নজরুল, ১৯২৪।

ডাক ডাশা বি মারামারির আগে প্রতিশব্দেবন্ধে বিরুদ্ধে সম্মিলিত হুমকি। 'ডাক ভাসার উত্তর প্রত্যুত্তরেই নিজেই পক্ষ হটিয়া যায়।' মশাররফ, ১৮৯০।

ডাক [স] বি ডাকঘর। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি চিঠিপত্র পাঠানো ও পাওয়ার ব্যবস্থা। 'জবাব লিখিয়া ডাক মারফত পাঠাইয়াছি' বেগম, ১৭৭০। ৩ বি চিঠিপত্র ইত্যাদি বহনের গাড়ি। 'বাল প্রকৃতি প্রকৃত কোশানির ডাক যাওয়ার বাধা জন্মে' দর্পণ, ১৮২৩।

ডাকওয়ালা [স ডাক+হাওয়ালা] বি যে চিঠিপত্র বিলি করার কাজ করে; এক ব্যক্তি ডাকওয়ালা ডাকের দোকান করে। ভবানী, ১৮২৮।

ডাকখানা [স ডাক+খা খানাদ্ব] বি ডাকঘর; পোস্ট অফিস। 'শোনা যায় ... বাড়ী থেকে ডাকখানা' জল্লাদ, ১৯৬১।

ডাক খরচা [স ডাক+খা খরজ] বি ডাকের খরচ বাবদ খাজনা। 'ডাক খরচা - জমিদারি ডাক ট্যাক্স তুলিবার জন্য রাজস্বের কি টাকায় ১৫ পয়সা গ্রহণ' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

ডাকপাড়ি, ডাকপাড়ী [স ডাক+পাড়ি] বি চিঠিপত্র বহনকারী গাড়ি। 'রাতে ডাকপাড়ীর পূর্বে এক সাবেব আসিয়া গোষাইয়ের টিকিট চাহিলেন' প্রভাত, ১৮৯৬; 'এবান হইতে ডাকপাড়িতে যাইতে হয়' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডাকঘর [স ডাক+ঘর] বি চিঠিপত্রের ইত্যাদি আদান-প্রদান ও বিলি-সংক্রান্ত ঘর। 'কলিকাতার ডাকঘরে সমুখে ...' দর্পণ, ১৮২৩।

ডাকজাহাজ [স ডাক+আ জাহাজ] বি ডাকবাহী জাহাজ। 'ডাকজাহাজ ছাড়তে প্রায় দু ঘণ্টা দেরি' দর্পণ, ১৯৬৩।

ডাকপিণ্ডন [হি ডাক+ই পিণ্ডন] বি ডাক বিভাগের যে কর্মচারী চিঠিপত্রাদি বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ডাকপিণ্ডনগিরি [হি ডাক+ই পিণ্ডন+গা পিরি] বি ডাকপিণ্ডনের কাজ। 'বটনার ডাকপিণ্ডনগিরি করে না সে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ডাকপিণ্ডন [হি ডাক+ই পিণ্ডন] বি ডাক বিভাগের যে কর্মচারী চিঠিপত্রাদি বাড়িতে পৌঁছে দেয়। 'ডাক-পিণ্ডনের মুঠি ধোয়ান করে সকল ক্ষণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ডাকপেশদা [হি ডাক+শা পিষাদা] বি ডাকপিণ্ডন। 'ভেদ সেটারে ডাকপেশদা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

ডাকবাংলো, ডাকবাংলো, ডাকবাংলো [হি বি সরকারি বিগ্রামগার। 'কল্টনমেটের মধ্যে দুইটি ডাকবাংলো বিশ্রাণীয়া দৃষ্টি করিয়া কেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। 'ডাকবাংলোতে আমাদের থামবার কথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'সর্বপ্রথমে গিরিবি ডাকবাংলার গিয়া স্নানাহার করিয়া গুণ্ডা গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডাকবার [হি ডাক+ই বরা] বি ডাকের চিঠিপত্র রাখার জন্য নির্ধারিত বাস। 'ঝোয়ারি পত্রটা ডাকবারে ফেলিয়া দিয়া।' শরৎ, ১৯১৭।

ডাকবারু [হি ডাক+শা বরা] বি ডাকঘরের কর্তা; পোস্টমাস্টার। 'ডাকবারুদের কাছে ওখাই এসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ডাকবাহক [হি ডাক+শা বাহক] বি ডাকপিণ্ডন। 'একজন ডাকবাহকে যেমন চিঠি বিলি করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়।' বসন্ত, ১৯৪৯।

ডাক বেহারা [হি ডাক+ই বেহারার] বি ডাকবাহক ব্যক্তি; ডাকপিণ্ডন। 'কোম্পানি উপযুক্ত মূল্য লইয়া ডাক বেহারা দিতেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

ডাকমাতল, ডাকমাল [হি ডাক+আ মাহসুল] বি ডাকের দ্বারা বানান করা। 'ডাকের মাহসুল ইত্যাদি নানা প্রকরণ আছে।' দর্পণ, ১৮২৫। 'হমিদারেরা ডাকমাতল বসিয়া কিছু আদায় করিতে পারিবেন না।' এডুকেশন, ১৮৭২।

ডাকমোশে [হি ডাক+শা মোশে] দ্বিবিণ্ড ডাকের মাধ্যমে। 'দূর দেশস্থ সন্তের নিকট ডাকমোশে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভা দিবেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ডাক ট্রান্স [হি ডাক+ই ট্র্যান্স] বি ডাক চিঠি। 'জিন্ন হুসেনীয় মহাশয়া পুস্তক প্রেরণ জন্য নিজ নিজ পত্রের সহিত ডাক ট্রান্স প্রেরণ করিবেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৮।

ডাকহরকরা [হি ডাক+শা হরকারার] ১ বি পত্রবাহক। 'বসন্তেণীয় ডাকহরকরা বি পত্রবাহক মনে করিবেন না।' মঙ্গলবার, ১৮৮৫। ২ 'বি এক ডাকহর থেকে অন্য ডাকঘরে চিঠি আনা-নেওয়া করে যে।' 'অনেক ডাক-হরকরা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ডাকের ঘর [হি ডাকঘর; পোস্ট অফিস]। 'এ নিমিত্ত একটা টেলোগ্রাফ ও ডাকের ঘর ও পার্টিসেপট রাখা যাইবে।' দর্পণ, ১৮১৮।

ডাকের সোফান [হি ডাকঘর]। 'এক ব্যক্তি ডাকওয়ালা ডাকের সোফান করে।' ভাবানী, ১৮২৮।

ডাকের পোয়াদা [হি ডাক পিণ্ডন; ডাক বিলি করে যে]। 'ভাই বিসেলে কাজ করে কিন্তু ডাকের পোয়াদার দয়া হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডাক [স ডাক] বি ডাক। 'হরিদাস, চক্কা, ডাক আদি শত শত।' ওষ্ঠ, ১৮৫৮।

ডাক [হি ডাকা] বি রাস্তা, অবি, পেশা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি প্রতিয়ার সাজ।

ডাকওয়ালা [হি ডাকওয়ালা] বি প্রতিয়ার ডাকের সাজ সরবরাহকারী। 'কুমার, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষরা খোলা হাঁকায় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।' ইত্যাদি, ১৮৬১।

ডাকের সাজ [হি রাস্তার তৈরি সাজসজ্জা]। 'মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত।' দর্পণ, ১৮২২।

ডাক [১ হি ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি]। 'এই ডাক-পুস্তকে কথ্যটি একময় বাঁটি।' নজরুল, ১৯২৭। ২ হি ডাক নামের ব্যক্তি যার উপদেশমূলক বাক্য মুখে মুখে প্রচলিত। 'প্রবাসবাক্যে ও ডাক ও খবর বতনে কত মুগের জ্যোদর্শনের পল্লিগুচ্ছ ফল।' শব্দীন্দ্র, ১৯৩১।

ডাকপুস্তকের বচন [হি ডাকের নামে প্রচলিত বাক্য প্রবচন]। 'কথ্যটি অবশ্য ডাকপুস্তকের বচন।' তারা, ১৯৪৬।

ডাক [স ডাক] বি পিণ্ডাচ। 'যারা ডাক ডাকিনী কুড়-পিণ্ডাচের নৃত্যে মাতে।' জন্ম, ১৯৩৩।

ডাক ডাকিনী [স ডাক-ডাকিনী] বি পিণ্ডাচ-পিণ্ডাচী। 'যারা ডাক ডাকিনী কুড়-পিণ্ডাচের নৃত্যে মাতে।' জন্ম, ১৯৩৩।

ডাক [হি বি পাতিয়াস]। 'এমন চমককার ডাক রোটি রাখে যে কী বলবা।' শিবরাম, ১৯৭০।

ডাকটর [হি বি চিকিৎসক]। ওষ্ঠ, ১৭৮৫।

ডাকটর ডাক [হি বি নিলামে দর হাঁকে যে]। 'সকলে কবে জে ডাকটর ডাকটরের জে মরুনা আছে সে খতি খাবার।' চিঠিপত্র, ১৮৩১।

ডাকটর, ডাকডার [হি বি ডাকার; চিকিৎসক]। বোম্ব, ১৭৭০। 'ডাকডার।' ওষ্ঠ, ১৭৮৫। 'ডাকডার ও তাহারদিগের নীচে শতাধিক বারসি চিকিৎসক।' দর্পণ, ১৮১৮।

ডাকন [স ডাক] ১ বি আহ্বান। 'মনোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি ডাকা। ওষ্ঠ, ১৭৮৫।

ডাকবাংলো, ডাকবাংলো হি ডাক

ডাকর [স দিও] বিণ ডাকর: বড়ো। 'ডাকর ডালিম দুই কুচে।' বড়ু, ১৪৫০।

ডাকসাইটে [ডাক+শা সিটো] ১ বিণ বড়ো আকারের। 'ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েকবেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ কুখ্যাত। 'আমাদের শিলে ডাকসাইটে শিলে।' শিবরাম, ১৯৪০। ৩ বিণ ব্যক্তিমান। 'ডাকসাইটে সুন্দরীরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরতে গেছেন।' মুখ্যতম, ১৯৮৮।

ডাকা [হি বি ডাকটি। ডাকচুরি বি চুরি-ডাকচুরি। 'ডাকা চুরি পরগুহ-নাহ সর্বক্ষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'মোর শিরে দায় ছদি হরি ডাকচুরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডাকা [১ ক্রি আহ্বান করা]। 'গড়িহা-পদ্ম সার্বভৌম আদিল ডাকিরা।' কুশলাস, ১৫৮০। ২ ক্রি ধনি করা; কুজন করা। 'চারি দিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে।' রবীন্দ্র, ১৮১১। ৩ ক্রি 'দরদর করা'। 'ডাকো ডাকো ডাকো খিলি শব্দবিহারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ডাকট্র ডি ডাকট্র। 'ডাকট্র দর্পণ কলরবের মস্ত মস্ত।' বাহরাম, ১৬৫০। ডাকট্র ডি ডাকট্র। 'সোই কোকিল আব লাখ ডাকট্র লাখ উদয় কর চন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ডাকট্র ডি ডাকট্র। 'নকলমদ-মস্ত ডাকট্র দাদুর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ডাকট্র ডি ডাকট্র। 'বিক্রম ডাকট্র বির ধন লোয়া হাতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ডাকট্র ডি ডাকট্র। 'হায়ে ভাত করি ডাকট্র গোণাল।' মালধর, ১৫০০। ডাক পাত্তা ক্রি আহ্বান করা। 'ঘন ঘন ডাক পাড়ে আদি ভএ বাসি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ডাক

ডাকাডাকি

লগ্না ক্রি আখান করা। 'লইতে ডাক।' মাসেল, ১৭৪০। ডাকাই ক্রি ভেকে। 'চারিজন মুসলমান আনিত ডাকাই।' সুলতান, ১৭০০। ডাকাইয়া ক্রি ভেকে। 'আনাশা গছর সল ডাকাইয়া।' সুলতান, ১৭০০। ডাকি ক্রি ভেকে। 'আলিফ তকুন পায় ডাকি জৈতফন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ডাকিআ ক্রি ভেকে। 'কোশে কশ-কলেশর ডাকিআ লেগে বহু মুহমতি ওয় মালাথর।' মুহুস, ১৬০০। ডাকিই ক্রি ডাকয়ে। 'ডাকিই কে তুমি ডাকিতজনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ডাকি ক্রি আখান করবে। 'প্রতিবাসীতে ডাকি যে কল্য ক্ষেত কাটিতে সহায়তা করে।' জাহাঙ্গীর, ১৮০৩। ডাকিয়ু ক্রি ডাকবে। 'পুনরপি না সেবিয়ু বাপ বলি না ডাকিয়ু।' বাহরাম, ১৬৫০। ডাকিয়া ক্রি ভেকে। 'ডাকিয়া অরিষ্ট বির আলিফ সতুরে।' মালশব্দ, ১৫০০। ডাকিল ক্রি ডাকলো। 'ডাকিল মেয়ে খেলার সাথী।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ডাকীয়া ক্রি ভেকে। 'হাজা ডাকীয়া কহিলেন।' হালফেত, ১৭৭০। ডাকীয়াই ক্রি ভেকেই। মেয়র্স, ১৭৫৭। ডাকীল ক্রি ডাকলো। 'জত মেথ জত বাউ ডাকীল সতুর।' মালশব্দ, ১৫০০। ডাকে ১ ক্রি আখান করে। 'বাহ গুদারিয়া তাকে ডাকে নাম ধরি।' মালশব্দ, ১৫০০। ২ ক্রি শব্দ করে। 'বুঝা যায় সতীক বধিক লজ ডাকে।' রামশব্দ, ১৭৪০। ৩ ক্রি 'শব্দ' করে। 'দালাইয়া হতে তালে ডাকে তব দাস।' মালিকরাম, ১৭৮১। ডাকো ক্রি আখান করে। 'ডাকো মোরে আজি এ দিলীখে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ডাকে ক্রি ভেকে। 'বেশ্যালেয়ের বাগাথর কোকিলেরা ডাকে আরম্ভ করেছে।' হুতোর, ১৬৮১। ডাকু ক্রি ভেকে। 'ডাকু আন নীলদার।' মুহুস, ১৬০০। ডেকে ক্রি আখান করে। 'প্রায় বড় কাপে, সেনা সো ডেকে।' রামশব্দ, ১৭৪০। ডেকেছেন ক্রি আখান করেছেন। 'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ডাকাডাকি ১ বি ব্যবহার ডাকা। 'তিনি দ্বা ডাকাডাকির জন্য বাউ প্রায় থাকেন না।' কের, ১৮০২। ২ বি হৈ তে করে ডাকু (সহ) আমাকে এমন পুজিতে সেখিত না জানি কেমনই ডাকাডাকি করিত।' ডার্লি, ১৮০৩।

ডাকান ক্রি ভেকে আনো। বিদ্যা, ১৮৯১। ডেকে নেওড়া ক্রি আখান করা। 'কে আমার ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ডাকাইত [বি ভৈকত] বি ডাকাত; দস্যু। 'নিবর্তর এ পানিতে ডাকাইত ঘিরে।' বৃন্দা, ১৫৪০। 'একজন ডাকাইত কামারর ভিতর প্রবেশ করিল।' বক্তির, ১৮৮৩।

ডাকাইতনী বি স্ত্রী ডাকাত। 'লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া আনে।' বক্তির, ১৮৮৩।

ডাকাইতি বি ডাকতি। 'কৃষ্ণদাস জিয়ার ১৬২ ছানে ডাকাইতি হয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

ডাকাত [বি ভৈকত] ১ বি দস্যু। 'ডাকা নাহি দি নহি ডাকাতের সাথি।' মুহুস, ১৬০০। 'ডাকাতের দিতে যাএ বদিত্তার মাল।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি ছেলে ধরা। 'এক-এক দিন ডাকাতের ভর হত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি দুসাহায্য। 'মেসেরা লক্ষনখানো এই ডাকাত হেঙ্গেলির পায়ে চাহিয়া দুনিয়ায় রূপিতে লাগিল।' শব্দ, ১৯১৭।

ডাকাত কালী [বি ভৈকত+স কালী] বি ভয়ভর কালীমাতা। 'আর যা ডাকাত কালী আমার ঘরে রু ডাকতি।' নজরুল, ১৯৩৫।

ডাকাত পড়া ক্রি ডাকাতের হামলা হওয়া। 'আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ডাকাতনি বি দস্যু প্রকৃতির নরী। 'ওই ডাকাতনি যে অমৃতকে কাজের ভার সেরনি।' মঙ্গল, ১৯৬৩।

ডাকতি [বি ভৈকত] ১ বি দস্যুপ্রতির মাধ্যমে অপহরণ; ডাকাতের কাজ। 'কানুর বাঁশীটি দুপুরিয়া ডাকতি সরব হরি শিলে।' কিত্তি, ১৫৭০। 'দুপুরে ডাকতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি অপহরণ। 'এ কী রকমের ডাকতি শিলি। আমার গানের বক্তাখানা নিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৩ বি বর্ণনা। 'এখন সবচেয়ে বড়ো ডাকতি হয় যদি আপনি বলেন ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ডাকতিয়া বিণ ডাকাতের মতো। 'কৃষ্ণের যে ডাকতিয়া বন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ডাকতি লোক বি ডাকাত; দস্যু। ওয়, ১৭৮২।

ডাকাডাকি শ্রুত

ডাকাডাকি, ডাকাডাকো বিণ ডানপিটে। 'সম্মে ছিল পিত্র, সুরেন আরো সব ডাকাডাকো লোক।' অবন, ১৯৪১। 'ডাকাডাকি আয়াত আলীর সুকর মধ্যে ভয়ের আওতা।' সেলিান, ১৯৭৫।

ডাকিনী [স] ১ বি ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শিনী। 'যোগিনী ডাকিনী গুপে সেই অনুমতি।' মালিকরাম, ১৭৮১। ২ বি ডাইনি। 'ডাকিনী না হলেও যোগিনী যে, তা আমি বিলম্ব টের পাই।' শিবরাম, ১৯৪০।

ডাকিনী বিদ্যা [স] বি জাদুকরিতা। 'দেশে ডাকিনী বিদ্যার কথা না চলিলে সুকলের কোপনি প্রকৃতিত হইত।' বন্দ্যুত, ১৮২৯।

ডাকু [সি] বি ডাকাত। 'না জানি কেমন ভাগ্য লাগি ঘোরে।' সুলতান, ১৭০০।

ডাকুয়া, ডাকুয়া [স ডাকু] বি পথনির্দেশক। 'ডাকুয়া সমান সরে যথ পরপাথর।' আলগল, ১৬৮০। 'ডাকুয়া সমান সরে যথেক হসুল।' আলগল, ১৬৮০।

ডাকোয়ালা [স ডাকু] বি ঘোষক। 'ডাকোয়ালা ডাকিয়া কহিল সবলে।' আলগল, ১৬৮০।

ডাক্তার বি ডাক্তার ১ বি চিকিৎসক। 'উকিল ও ডাক্তার ও পাদরিদের প্রতি নিষেধ নাই।' ডানকন, ১৭৮১। ২ বি বিদ্যাবিশারদের সর্বোচ্চ উপাধিবিধি। 'আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ডাক্তর [সি] ১ বিণ পণ্ডিত। 'ডাক্তর আনন ইসরেজী তাহার অভিধান গ্রন্থমেই করেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি ডাক্তার; চিকিৎসক। 'ইসরেজ ডাক্তর কেন না আন।' দর্পণ, ১৮২১।

ডাক্তর কি [সি] বি বিশেষ ধরনের বাজনা। 'ডাক্তর কি - কোন কোন জমিদার গবর্ণমেন্টকে দিবার জব্ব ...' তরত সকারক, ১৮৭৪

ডাক্তার-খরচ বি ডাক্তার+আ খরচা বি চিকিৎসা ব্যয় খরচাদি। 'প্রত্যেক মাসে জুরজারি আর ডাক্তার-খরচ পেয়েই আছে।' নবশব্দ, ১৯৫১।

ডাক্তারখানা [বি ডাক্তার+খা খানা] বি চিকিৎসালয়; ঔষধখানা। দর্পণ, ১৮২২। 'বাতুর ডাক্তারখানা আছে কি?' গিরিশ, ১৮৮৬।

ডাক্তারবানু [বি ডাক্তার+কা বানু] বি ডাক্তার মহাশয়। 'ডাক্তারবানু, কী বলে করেন?' রবীন্দ্র, ১৯১৫। 'ডাক্তারবানু গলা খাটার দিরা ওষধটিকে তরুনী ও অমৃত সহযোগে সূক্তর করিতে লাগিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

ডাকারী, ডাকারী বি ডাক্তার। ১ বি ডাক্তারের কাজ; ডাক্তারের পেশা। 'এই সময়ে, ভারতবর্ষে, ডাকারি, ভিন্ন অন্য কর্মের সুবিধা

হিল না।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বিপ চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয়। 'নিচের তাকে চকচকে ডাকারি যন্ত্রপাতি।' মনিক, ১৯৩৬। ৩ বিপ চিকিৎসাবিদ্যা। সত্রঃ। 'ডাকারী পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় কর্মকর্তা কেন্দ্র খোলা হইবে।' আজাদ, ১৯৪২। ৫ বি চিকিৎসাবিদ্যা। 'সরকারের বৃত্তি নিয়ে এমনে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাকারি শিখে যায়।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

ডাকারি ঔষধ [ই ডাক্তর+স ঔষধ] বি পশ্চিমা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী তৈরি ঔষধ। 'ডাকারি ঔষধ স্পর্শ করেন না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ডাকারি-তত্ত্ব [ই ডাক্তর+স তত্ত্ব] বি চিকিৎসা বিদ্যা। 'যে ডাকারি-তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাকারি আমি তাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ডাকারি সেওয়া কি ডাকারি পরীক্ষা সেওয়া। 'এখন মহিনকেও কি ডাকারি দিতে সিবি না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডাকারি বই [ই ডাক্তর+আ বই] বি চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ। 'সেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাকারি বই বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডাকারি বিদ্যা [ই ডাক্তর+স বিদ্যা] বি চিকিৎসা বিদ্যা। 'অন্যান্য অবিকালে বিদ্যার ন্যায় ডাকারি বিদ্যাতত্ত্বও আমার পারদর্শিতা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ডাকারিবিদ্যো [ই ডাক্তর+স বিদ্যো] বি চিকিৎসাবিদ্যা। 'ডাকারি-বিদ্যের সাত সমুদ্র দিনরাত সঁড়ার কেটে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডাকারিশাস্ত্র [ই ডাক্তর+স শাস্ত্র] বি চিকিৎসাশাস্ত্র। 'আপনাদের ডাকারিশাস্ত্রে মুক্তি এইমত লেখা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডাকারী করানো কি চিকিৎসা করানো। 'এই জমিনের মায়ায় দাম্যদার ডাকারী করাইলার না।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ডাকারী বিদ্যা [ডাকারি+স বিদ্যা] বি চিকিৎসাশাস্ত্র। 'ইচ্ছা ও আধ্যাত্মিক দ্বারা ডাকারী বিদ্যা অর্জন করতে পারে।' বোম্বা, ১৯৪৯।

ডাঙ্গর [স দাঁড়] ১ বিপ বড়ো। 'এক কোস ছুড়ি তার মূক-ডাঙ্গর।' মালদহ, ১৫০০। ২ বিপ স্তম্ভ। 'উপর ডাঙ্গর দেখি ডুইলি বানী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বিপ বিদ্যাল। 'সে যে অঙ্ক সাগর, দারুণ ডাঙ্গর, কালা পানি বড় সোমা।' ওক, ১৮৫৮। ৪ বিপ প্রাক্তনবন্ধ। 'আমার মতো ডাঙ্গর পুরুষ মানুষের পক্ষে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৫ বিপ উত্তম। 'হাজার-তারা লেভারখানি বলিছে কি ও ডাঙ্গর বানী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ডাঙ্গর আঁধি ১ বি বড়ো চোখ। 'বিধি ডাঙ্গর আঁধি যদি দিয়েছিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বিপ বড়ো চোখবিশিষ্ট। 'মিলবে সেখাই আলস সরাস তবী হরি ডাঙ্গর আঁধি।' নরকল, ১৯০০।

ডাঙ্গর চোখ [বি আঙ্গরবন্দে] 'খোশ-বুঝেরে বিবাস সুখ্যা-ডাঙ্গর চোখ করে ফুলাল।' নরকল, ১৯২২।

ডাঙ্গর ডাঙ্গর [বি বড়ো বড়ো]। 'ডাঙ্গর ডাঙ্গর, ফুটেছে উপর, গোলাপ প্রাণা বাড়ায় প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'অশুর মত চোখভরি বেশ ডাঙ্গর ডাঙ্গর।' বিদ্যুতি, ১৯২৯।

ডাঙ্গর ডোঙ্গর [বি বেশ বড়োসড়ো]। 'এখানে একটি বেশ ডাঙ্গর-ডোঙ্গর ঘেরে আছে।' বনকুল, ১৯০৬।

ডাঙ্গরতর [বিপ অতিসার বড়ো]। 'উত্তরের ডাঙ্গর চকু ডাঙ্গরতর হইল।' নরকল, ১৯০১।

ডাঙ্গর-পানি বিপ বড়ো ও টানটানা। 'গাঞ্জিল পান ঘুরিয়ে নয়ান সুখ্যা-টানা ডাঙ্গর-পান।' নরকল, ১৯০৯।

ডাঙ্গর হওয়া কি বড়ো হওয়া। 'কিদিন বাসে সেই মেয়েটিই আবার ডাঙ্গর হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ডাঙ [স তুং] বি তুং; রাশি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডাঙপিটিয়া [স দণ্ড] বিপ শালন মানে না এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডাঙর, ডাঙ্গর [বিপ ডাঙ্গর; বড়ো]। 'ডাঙ্গর দিল পাচ।' বিজয়, ১৮৫০; 'তিনি তখন আমান উদার আয়েদোফের ডাঙর পাইলট।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

ডাঙশ, ডাঙস, ডাঙশ [স দণ্ড-অঙ্কশ] বি অঙ্কশ; হুত্ব; হুতি চালানোর দণ্ড। 'মনবরুপ মাতলা হুত্বকে জ্ঞান রূপ ডাঙশ দিরা নিবারণ করিয়া ...।' গৌর, ১৮২২; 'ডাঙস।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'কে বেন আমার মাথায় ডাঙশ মারলে।' মুক্তবা, ১৯০০।

ডাঙা, ডাঙা [স তুং] ১ বি হুলগণ। 'কুঠারি ধরিয়া সবে উঠিল ডাঙার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি উচ্চভূমি। 'তার বিঘর নাই কেবল ডাঙা ভূই ...।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি আরাধা। 'মদন-রাজার ডাঙা ভরি হলাম তার আরাধ্যকারী।' শালন, ১৮৯০। ৪ বি তুং; রাশি। বিদ্যা, ১৮৯১। ৫ বি বেতা। 'ওহু রাতদুপুরে/পেরালতলো তাকে ওঠে কাউডাঙার/পরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ডাঙাপথ [ডাঙা+স পথ] বি হুলগণ। 'ডাঙাপথ একরায়েই নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ডাঙা-ডোলা কইমাছের মতো - হটকট করছে এমন অবস্থ। 'পানির নুতনি ডাঙা-ডোলা কইমাছের নুতর মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ডাঙা-পথ [ডাঙা+স পথ] বি হুলগণ। 'ডাঙা-পথে এখন প্রায়রকার উপার আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ডাঙা [স ঢাঙা] বি ডাঙা; ময়দাক। 'দামামা নাঝাড়ার গুড়তড়ি ডাঙার কর্ত্তেদী জনি আর অস্ত্রের চাকতিয়া।' মগাররক, ১৮৮৭।

ডাঙ্গ [স দণ্ড] বি লাঠি দিয়ে এক বকসের খেলা। 'সাইই খেলে কড়া ডাঙ্গে।' মুহুদ, ১৬০০।

ডাঙ্গর দ্র ডাঙর

ডাঙ্গল দ্র ডাঙল

ডাঙ্গুলি বি খেলাবিশেষ। 'আম কুড়ানো, ডাঙ্গুলি খেলা, পাড়া বেড়ানো - সব শেষ হয়ে গেলো।' সেলিনা, ১৯৬৯। দ্র ডাঙুলি

ডাঙা দ্র ডাঙা

ডাচ [বি] বিপ হস্তাভ্যে নেশীয়। 'ডাচ ফুট।' জীবন, ১৯৩২।

ডাঙিন-কলা [স ডাকিনী-কলা] বি ভাইনিকলা। 'শিখিয়া ডাঙিন-কলা ... বুড়ি আপনা তিনিএর আঁহ বাস।' মুহুদ, ১৬০০।

ডাট [স দাট] বি দেমাক; অংককার। 'ডাট দেখিয়ে লেল, কুলশি।' শামসুল, ১৯৭৩।

ডাট [স দণ্ড] বি ছোটো হাতল। 'কালো মশালের ধরিয়া ডাট।' জঙ্গীম, ১৯০০।

ডাড়া বি বেদি। 'সর্বা দিগা রান করি ফুলাই ছড়ি ডাড়া ওয়া গান সেই।' কেরি, ১৮০২।

ডাড়ি [স দাড়ি] বি ডালিম। 'ডাড়ি দশন পীতি।' আলাওল, ১৬৮০।

ডাণ [স ডাকিনী] বি জাইনি। 'ও দিদি, এ ডাণ। তুমি সরে এস।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ডাণা [স দণ্ড] ১ বি দণ্ড। 'তোমাকে ডাণা সেওয়ারে রেজা ইতদাক সমেত

ডাঙাওয়ালা

১০ দশ টাকা দিলাম।' হালহেত, ১৭৭২। ২ বি মশারি খাঁটোনের
জন্মে খাঁটের চার দিকের দণ্ড, ওর্গা, ১৭৮৫।

ডাঙাওয়ালা [ডাঙ+হি ওয়ালা] বিশ হাতসমূহ:। 'খুব লম্বা
ডাঙওয়ালা কলে ডামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে।' বিকুতি,
১৯২৯।

ডাঙাগুলি [স দণ্ড+] বি লোকস্বীকৃতিবিশেষ। 'হেঁড়োতুড়, নবীন তুড়কি,
কপাটী কপাটী, ডাঙাগুলি খেলতে লাগলেন।' গীনবন্ধু, ১৮৭২;
'লালন কয় আমার খেলা ডাঙাগুলি সার হলো রে।' লালন, ১৮৯০।

ডাঙা চালানো কি লাঠি দিয়ে মারা। 'উঠে-গড়ে ডাঙা চালালে।'
রবীন্দ্র, ১৯২২।

ডাঙা-বরদার [ডাঙ+ফা বরদার] বি গ্রহকার কাজে যেটা লাঠি বহন
করে যে। 'চুবিয়রের পাইক বরকশাল, ডাঙা-বরদার, আস-বরদার
বোঝে চাকর-নকর বিলকল যেমাসু মাগের।' মুক্ততা, ১৯৫৮।

ডাঙাবাঝ [ডাঙা+ফা বাঝ] বিশ খুনি। 'শীর সাহেবের ডাঙাবাঝ
সেনাদের কথা ভাবলেন পলা তকিয়ে আসে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ডাঙি [স দণ্ড+] বি ছোটো দণ্ড। 'লাল বনাতের বাস গেলান ও
রুণোর ডাঙিতে রেসেমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ফুনে
হোঁড়ারা।' হেতম, ১৮৬১।

ডাঙা, ডাঙানো [স দণ্ড+] কি দাঁড়িয়ে থাকা। 'একানই পুরুষ তোমার
আছে ডাঙাইয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। দাঁড়াইয়া কি দাঁড়িয়ে। 'আর কার
সাম্য পৃথিবীতে তাহার অজ্ঞাতো ডাঙাইয়া বরাবরি করিতে ... আমার
এই শেষ দশা।' রামদয়, ১৮০১। ডাঙাইল কি দাঁড়িয়ে থাকলো।
'চলিলাত সিপাহীরা সমস্ত ডাঙাইল।' রামদয়, ১৮০১।

ডাঙিয়া [স দণ্ড+] বি নৌকার দাঁড়ি। 'ডাঙিয়া থরিতে নারে পাও।' মুকুন্দ,
১৬০০।

ডাঙুকা [স দণ্ড+] বি গায়ের বেড়ি। 'চরনে ডাঙুকা দিয়া বাঁধে খেঁকুরি।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

ডানি [স দক্ষিণ] বি দক্ষিণ। 'ডানি বামে পালি গায় ভরসা জোমার গার।'
রঙ্গময়, ১৭৫০।

ডানদিক [স দক্ষিণদিক] বি হাতের দক্ষিণ প্রান্ত। 'সৈন্যগণ ডানদিকে
মেড়ে ফিরিল।' নজরুল, ১৯২২।

ডান হাত [স দক্ষিণহাত] বি শরীরের দক্ষিণ হাত। 'চেলের পুটলি এক
আছে ডান হাতে।' ভকালী, ১৮২৫।

ডানি, ডানী [স দক্ষিণ] ১ বি দক্ষিণ দিক। 'সিলাও গাতিব ধনু ডানি
বামে টানি।' মাল্যসর, ১৫০০। ২ বি দক্ষিণ। 'ডানী দিগে বিশ্বকর্ষ
গিগে মূলিন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডানি [স ডাকিনী] বি ডানি। 'বুই ডান হতি গালাম ক্যান।' গীনবন্ধু,
১৮৬০।

ডানি [স ডাকিনী] বি ডানি। মনোএপ, ১৭৪৩।

ডানকিনে [স দক্ষিণ] বি ছোটো মাছ বিশেষ। 'রেল সড়কের ছোটো খাদ
জন্তু ডানকিনে মাছ।' জসীম, ১৯০১। ২ ডানিকোনো

ডানপিটে [স দণ্ড+স পৃষ্ঠ+] বিশ শালন মানে না এমন। 'হত-সব
ডানপিটে ছেলে এ গাভার ছুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডানপিটেমি বি ডানপিটের স্বভাব: দুঃখসহন। 'তার গা থেকে
ডানপিটেমির চিহ্ন মেলায়নি।' মণীশ, ১৯৫৭।

ডানো [স ডয়ন] বি পাখা। 'পাছে ডানা মারে আঁটি, ধমকেতে মটী ফটী।'
রাহস্যদাস, ১৭৮০।

ডানোওয়ালা [স ডয়ন+হি ওয়ালা] বিশ ডানা রয়েছে এমন।
'ডানোওয়ালা ছোটো ছোটো দিরাই লীকগুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ডানা কাটা বিশ ডানা কাটা এমন। ওর্গা, ১৭৮২; 'ডানাকাটা পরী'
পর, ১৯১৬।

ডানাকাটা পরী [ডানাকাটা+ফা পরী] বি অপূর্ণ সুন্দরী: ডানা নেই
কিন্তু পরীর মতো সুন্দরী। সুবল, ১৯০৯: 'এ ডানাকাটা পরীর
বিশ' শব্দ, ১৯১৬: 'আলসে পুতুল, যেন কান্তিকি, যেন ডানাকাটা
পরী।' রবীন্দ্র, ১৯৫৮।

ডানাকাটা ছরী [ডানাকাটা+ফা ছরী] বি অস্বাভাব্য সুন্দরী নারী।
'ডানাকাটা হরীর মত চেহারা।' নরেশ্বর, ১৯৪৭।

ডানাভাড়া বিশ ডানা থেকে বাওয়ায় উড়তে পারে না এমন। 'আমি
যেন আবার আর একটা ডানাভাড়া পাখির মত।' জীবন, ১৯৩৩।

ডানিকলা বি শাবরিশেখ। 'হিন্দ্য কলনী শাক ভোসে ডানিকলা।' মুকুন্দ,
১৬০০।

ডানিকোনা [স দক্ষিণ] বি ছোটো আকৃতির একপ্রকার মাছ। 'শিলী মধ্য
পাখা বোয়ালি ডানিকোনা।' ভারত, ১৭৫০। ২ ডানিকলি

ডাল [হি] বি নাড। 'ঘুরে ঘুরে নাচতে রাউড ডাল বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ডাব [স ডিখা] বি কুটি নারকেল। 'নারিকেলের ডাবই ডাল' বঙ্কিম,
১৮৭৫।

ডাবি-চিড়ি বি চিড়ি মাছের বাজলবিশেষ। 'বাঙালীয় সর্বে-ইলিশ,
মুলাই-চিড়ি, ডাব-চিড়ি, বাজলী বিখ্যার নিরামিষ ...।' মুক্ততা,
১৯৫৮।

ডাবর [হি] ১ বি শিকদারি: খুব খোঁচার পাতবিশেষ। 'উলটি ডাবরে সাধু
কেল আচমন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বড়ো জলপাত। 'সুবর্ণ ডাবরে
ডারে করাইল রান।' রঙ্গময়, ১৭৫০। ৩ বি বড়ো আকৃতির।
'ডাব ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিছিল।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

ডাবা, ডাবা [স ডিখা] ১ বি নারিকেলের মালার তৈরি হাঁকা।
'আমাদের জ্ঞানকর্তা খেলো আর ডাবা' কর, ১৮৫৮। ২ বি মুতর।
'পোয়ালবাড়ী ছিটার যমাল, তখাচ ... বুকে বাঁপ ও ডাবা চাপা দিয়া
উত্তমসেন পাট করে।' মুক্ত, ১৮৭০। ৩ বি নিতথ। 'ডাবার পর
মুতর পলে তুমি সেইদিন গা টের পাবা।' লালন, ১৮৯০।

ডাবাসুন্দরী বি (কৌতুকাৰ্হ) নারকেলের মালার গ্রন্থত হাঁকা।
'তাম্রকুটীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিকণ কৃষ্ণগণে একটি ময় নিবিড় চুখন
দিত্তে পারেননি।' হুক্ততর, ১৯৫৮।

ডাবাহাঁকা, ডাবাহাঁকো, ডাবা হাঁকা [ডাবা+ফা হাঁকা] বি নারকেলের
মালার গ্রন্থত হাঁকা। 'দালান ডাবাহাঁকা নয়া ও লিলা লইয়া এই
রৌতগাপান্দ নিদ্রা-মধ্যাহ্ন অভিবাহিত কর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭:
'ডাবা হাঁকাও চলিয়াছে হুটি এর হতে হতে হতে।' জসীম, ১৯০১:
'ডাবাহাঁকা বা হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডাবুর [স দবী] বি সোহায়র তৈরি অস্ত্রবিশেষ। 'ডাক লেলক টাঙ্গি
ভিন্দিশাল সেল সাহি বুলতি ডাবুর খরগান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডামর [স ডবর+] বি ধূবা। 'মোটো তেল ডামর সানপকাট মধু মোম
ফটিল'। দর্পণ, ১৮২৬।

ডামাকুল বি গাছবিশেষ। 'সেবাকুল ডামাকুল সিসারবেত।' মুকুন্দ,
১৬০০।

ডামাডোল [স ডবর+মু ডোল+] বি বিশৃঙ্খলা অবস্থা। 'দেশে কড়
ডামাডোল ...।' ওর্গা, ১৮৫৮।

ডামাক কাপড় বি দামাকাসে তৈরি কাপড়। 'ডামাক কাপড়ের দামাকিন তুস মুসের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৬৮।

ডায়নামাইট [হি] বি ডিনামাইট; ত্রিঃ বিকোরক পদার্থ। 'ডায়নামাইট এলো গাছ ওড়তে।' অন্নদা, ১৯৪৯।

ডায়মন্ড ছবিশী [হি] বি হীরক ছবিশী। 'মহাবাহী ত্রিঃবিয়ার ডায়মন্ড ছবিশী উসবের পর।' বিরল, ১৯৫৩।

ডায়মন্ড [হি] ডায়মন্ড। বি হীরক। 'ডায়মন্ডকাট ঠিক তবিরি বাস্তু হাতের কড়া।' ভবানী, ১৮২৮।

ডায়মন্ডকাটা [হি] ডায়মন্ড+কাটা। বিণ কাটা হীরকবিশিষ্ট। 'যথা, দময়, ঠোশনি, বোশা, সোশড়া, ছলনা, মুক্তার লজ্জা দেওয়া কর্ণকল, কনবালা, হীরা, পান্না, মুখুতি, মুক্তার সাতনড়ি, ডায়মন্ডকাটা ...।' ভবানী, ১৮২৮।

ডায়রটোরান [হি] ডাইরেক্টর+ফা আনা। বি পরিচালকরা। 'ডায়রটোরানদের নামে মেলা জাইবেক।' ক্যালবে, ১৮৬৬।

ডায়লগ [হি] বি সংলাপ। 'সোবার কতকগুলো এমন মজার ডায়লগ ছিল।' অবন, ১৯৪১।

ডায়লেক্ট [হি] বি উপভাষা। 'এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটি উপজাতি যাদের রয়েছে স্থানীয় ডায়লেক্ট।' হাকিমজর, ১৯৫৩।

ডায়েরি দ্য ডায়েরি

ডায়েরি [হি] বি হৈতপনন ব্যবস্থা। 'একালের ভাষায় বলতে হলে দিগ্বির বালা ডায়েরি নৃতি করলেন।' ধর্ম, ১৯১৯।

ডায়ালগ [হি] বি সংলাপ। 'এমন কালে সেরকম ডায়ালগ রচিত হত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ডায়াল, ডায়েস [হি] বি যক্ষ। 'কনকাসেলে ডায়েসের পরে চেয়ার পড়লি তার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। 'ছোকরা ডায়ালে সুখের দিকের ফেরার দখল করে বসেছে।' জীবন, ১৯৩২।

ডায়েরি, ডায়েরী [হি] ১ বি দিনপত্র। 'ওর ডায়েরি লেখাও বার করব আমি।' শিবরাম, ১৯০১। ২ বি অভিযোগপত্র। 'এদের নামেই পুলিশে ডায়েরী করলেন ওরা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ডায়েরি [হি] বি ডায়েরি; দিনপত্র; রোজনামচা। 'মুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ডায়েরিওয়ালা [হি] ডায়েরি+হি ওয়ালা। বি ডায়েরি লিখিয়ে। 'এখন ক্যাসেওয়ালা, ডায়েরিওয়ালা, নেটিংকসেওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ডায়েরিয়া [হি] বি উদারাময়। 'ডায়েরিয়া, ডিসেন্ট্রি, আর ডিপথেরিয়া সব হৈ-ঠে করে একসঙ্গে এসে পড়ে।' শিবরাম, ১৯৪০।

ডায়েরিওয়ান [হি] বিণ চার্লস ডায়েরিয়ার মতভাবে বিদ্বানী। 'কখনো ডিনি হোস্টলিয়ান বা ডায়েরিওয়ান ব'লে পরিচিত হতে চাননি।' মোতাহের, ১৯৫০।

ডায়েরিন-তত্ত্ব [হি] ডায়েরিন+স তত্ত্ব। বি রবার্ট চার্লস ডায়েরিয়ার ক্রমবিবর্তনবাদ। 'ডায়েরিন-তত্ত্ব খাটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ডায় [হি] ডারনা। ক্রি ফেলা। ডায়ি ক্রি চেলে দিলো। 'শ্যামক শোকে শিশু নিরমায়ল তবু পর আলসে ডায়ি।' বিদ্যাপতি, ১৮৬০। ডায়েরি ক্রি ফেল। 'বিষম বাতুর আল মাফতে আমারে ডায়েরি দিল।' ফিখি, ১৬০০। ডায়েরি ক্রি দিচ্ছেন করে। 'পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডায়েরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ডায়ি [হি] ডারনা। বি বিশপর্ক। 'জর ওজরির কহি শতবীর/শত শির দেয়

ডায়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ডার্ককম [হি] বি আলো ঢুকতে পারে না এমন। 'ডার্ককমে পবিত্র ক'রে নিয়োগলুম।' বিজুতি, ১৯০১।

ডার্বি [হি] বি ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় বার্ষিক খেলাধুলা প্রতিযোগিতা। 'ডার্বি মিডেছে ৫৩৭৮৬ খয়ের টিকিট।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

ডার্লিং [হি] বি প্রিয়তম ব্যক্তি। 'সেখবারাই ডিয়ার ডার্লিং বলে ছুটে এসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ডাল [তুল ফা ডাল] ১ বি গাছের ডাল। 'কাতা তরুর পক্ষ বি ডাল।' চর্চা ১, ১২০০। ২ বি কাঠ। 'ছোট হাথে ডাল মাথে ধীরে ধীরে জায়।' মুক্তদ, ১৬০০।

ডালপাতা [ডাল+স পাতা] বি গাছের শাখা ও পাতা। 'তরুনো ডালপাতা আর খড় বড়ো আনে মোতালেফ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

ডালপালা [ডাল+স পাল+হি] বি শাখা-প্রশাখা। 'ডালপালা কাটিয়া করিল সমতুল।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

ডালপালাওয়ালা [ডাল+পালা+হি ওয়ালা। বিণ ডালপালাবিশিষ্ট। 'চমকর আঁকবীলা ডালপালাওয়ালা বনশক্তিপ্রেরণীর বৃক্ষ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ডালী বি ডাল। 'পাশা তরুর যৌলি রে পঞ্চদশ লাগেলি ডালী।' চর্চা ১৯, ১২০০।

ডাল [তুল ডাল] ১ বি বায়ালয় বিশেষ। ওর্না, ১৭৮২। 'চাল ডাল লখন মাসি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু।' অক্ষর, ১৮০০। ২ বি মৃৎ, মসুর ইত্যাদির ব্যজন। 'ডাল খোল মাছ ভাত রানি রানি রাখে।' ওর্না, ১৮৫৮।

ডাল-চক্রবি বি শুকনো করে রান্না-করা ডাল। 'এক বাঙালী নিমন্ত্রণ করে ডাল-চক্রবি খাইয়েলি।' মুক্তবা, ১৯৪৮।

ডালপুরি বি বিটা ডালের গুর দিয়ে তৈরি-সেকা খাদ্যবিশেষ। 'ডালের সোকায়ে ডালপুরি তাজা হুচ্ছে।' ইন্দিয়া, ১৯৭২।

ডালবাটা বি ডাল বেটে তৈরি খাবার বিশেষ। 'তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবো বাবো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ডালভাত ১ বি সাধারণ খাবার। 'পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তপীর বীর ব্যাকবাল খাইয়া শীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি রান্না-করা ডাল ও ভাত। 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুগ্ধিন রকমের তাজি।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ডালমুটি বি মটর, বাদাম ইত্যাদি একত্রে তাজা মুখরোচক চান্দার জাতীয় খাবার। 'এক পরোয়ার ডালমুটি কিনে খেতেও ভরসা পাইনি।' জীবন, ১৯৩৩।

ডালি [স দলা] বি ডাল। 'কেহ দিল চালু কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি।' মুক্তদ, ১৬০০।

ডালের বড়ি বি ডাল এবং কুমড়া দিয়ে তৈরি শুকনো বড়ি, যা তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়। 'ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।' ওয়ালী, ১৯৭৪।

ডাল [হি] বিণ মন্দা অবস্থায় পতিত। 'কি রে, কাজ কর্ণ ডাল নাফি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ডাল-কুকুর [হি] ডাল+স কুকুর। বি শিকারি কুকুর বিশেষ। 'ডাল-কুকুরে সে কী বাস করলে তাজা।' নজরুল, ১৯২৬।

ডালকুড়া, ডালকুড়া [হি] বি শিকারি কুকুরবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ডালকুড়াদের মাফে করহ বন্দক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'ডালকুড়াকে

ডালচিনি

দিল মুখে ডালকুজোর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ডালচিনি বি দালচিনি।' রোজ রোজ ডালচিনি চাই।' বিজুতি, ১৯৩১।

ডালনা [স দল]> বি ডেলা-ডেলা বায়নবিশেষ।' দুখখোড় ডালনা ঢকনি ফট তাজা।' ভারত, ১৭৬০।

ডালনা-চাখা বিন ডালনার বাদ পেয়েছে এমন।' বাখাতিশ ডালনা-চাখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উল্লাস সম্বহ করতে পারে না।' অনন্দা, ১৯২৯।

ডালমেশিয়ান [হি] বি কুহুরের প্রজাতিবিশেষ।' ব্রুজোর কুহুরটা গ্রেট ডেন আর জুলিটা ডালমেশিয়ান।' মণীশ, ১৯৬৩।

ডালা [হু] ১ বি সজিতে ভরা উপহার-সামগ্রী।' পুসিআ পালিআ বালা কারে সাম্রা দিল ডালা।' মুকুল, ১৬০০। ২ বি বাশের তৈরি ছোটো পায় বা খুড়ি বিশেষ।' আমি তার কুল, ডালা, ধুনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি।' রামনায়ায়ল, ১৮৫৪। ৩ বি ঢাকনা।' পরে ডালা ফেলিয়া সিদ্ধকটকে পুনর্বার বহু করত ...।' যথু, ১৮৫৭। ৪ বি পুজার উপঢৌকন।' সন্ধ্যার পর মীলাবতীর ডালা দিয়ে শিবের ঘরে বাতি জ্বালান তবো জল খাবে।' হুজুম, ১৮৬১। ৫ বি উপহার।' কোথায় নামিয়ে রাখি এ প্রেমের ডালা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৬ বি আধার।' নরম ডালার ডালায় ধরিয়া দূর আকাশের গান।' জসীম, ১৯৩১।

ডালি, ডালী [হু ডালা] ১ বি বাশের তৈরি ছোটো এক প্রকার পাত বা খুড়ি।' ডালি ভরাখা ফুল পানে।' বড়ু, ১৪৫০: 'ফুলে তামুলে ভরি লতা বাহা ডালী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি নজরানা।' পুরা তোর ঘরে প্রমদী নগরে যৌবন করিয়া ডালি।' মুকুল, ১৬০০। ৩ বি আধার।' অবলা প্রবলা পাশ কল্লের ডালি।' কুঞ্জরাম, ১৭২০।

ডালিডুলি বি উৎকচারণ উপহার।' 'হাজার আটকে ইচ্ছা কাহারি ডালিডুলি, নাজরানায় খরচ হবে।' কায়সার, ১৯৬৫।

ডালি' হ্র দাল'

ডালিম [স দাড়িখ] বি ডালিম ফল।' ডাকর ডালিম দুই ফুটে।' বড়ু, ১৪৫০।

ডালিমগাছ বি ডালিম ফলের গাছ।' 'এইখানে তোর দানীর কবর ডালিমগাছের তলে।' জসীম, ১৯২৭।

ডালিম ফুল বি ডালিমের ফুল।' 'তার ডালিম ফুলের ডালি।' নজরুল, ১৯৩৫।

ডালিমা [স দাড়িখ] বি যিরে তাজা ময়দা দিয়ে তৈরি ডালিমের বীজাকৃতির পিঠা বিশেষ।' 'ডালিমা মরিচালাডু নবাত অম্ভি।' কুজদাস, ১৫৮০।

ডালিখ [স দাড়িখ] বি ডালিম গাছ।' 'আমু সেখু ডালিখ।' বড়ু, ১৪৫০।

ডালিয়া [হি] বি সূর্যমুখীর মতো দেখতে এমন ফুলবিশেষ।' 'বাপানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, এসেছে সুসিয়া, এসেছে ম্যারিগোল্ড।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ডালী' হ্র দাল'

ডাল্টবিন, ডার্টবিন [হি] বি আবর্জনা ফেলবার আধার।' 'মনে হইতে লাগিল সে যেন বানায় পড়িয়া গিয়াছিল, ডার্টবিন।' মানিক, ১৯৩৭; 'ডার্টবিনে জমে এদের ভিড় -' বেনজীর, ১৯৫৫।

ডাহ [স দাহ] বি দাহ।' 'ডাহ ভোথী ঘরে লাগেলি আশি।' চর্চা ৪৭, ১২০০।

ডাহা ক্রিখি পুরোপুরি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ডাহা মারা পড়বে।' বিজুতি, ১৯৩৩।

ডাহিণ, ডাহিন [স দক্ষিণ] ১ বিশ দক্ষিণ; ডান।' 'বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাতে বাণ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ডান দিক।' 'ডাহিন বামে বৃক্ষ ভাসে অঙ্গের ফেলনে।' মালমধর, ১৫০০। ডাহিনেত ক্রিখি ডান দিকে।' 'ডাহিনেত রত্নপুর পারীশ্র দুয়ার।' আলোড়ল, ১৬৮০।

ডাহীন [স দক্ষিণ] বি ডান দিক।' 'ডাহীনে নন্দা পাড়পুর।' মুকুল, ১৬০০।

ডাহুক [স দাহা] বি পাখিবিশেষ।' 'শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।' বড়ু, ১৪৫০।

ডাহুকা বি ক্রী পাখিবিশেষ।' 'চটকা চটকী ফিঙ্গা ডাহুকা টোটারি।' রূপারাম, ১৭৫০।

ডাহুকী বি ক্রী ডাহুক।' 'মন্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী।' শেখর, ১৬০০।

ডিউ [হি] বিশ পূর্বনির্দিষ্ট। ভবানী, ১৮২৩; 'কি করিব অনেক লোকে ডিউ হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

ডিউক [হি] বি রাজপরিবারের সদস্য; উপাধিবিশেষ।' 'ঐ ধর্মদায় সকল ডিউকআরল প্রভৃতি সম্রাটদের ও অন্যান্য ধনী লোকদের হস্তগত।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'বিলাতে ইনি ডিউক ডায়েস ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথাও কন নি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডিউটি [হি] বি নির্ধারিত কাজ।' 'রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি আজকাল।' নজরুল, ১৯৪৮।

ডিউটো হ্র ডিউতো

ডিউটিঙে বিশ মোটোসোটা।' 'আমি চিংটিঙে তুমি ডিউটিঙে।' নজরুল, ১৯৩২।

ডিংসায়ি বি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ।' 'রামকমল ডিংসায়ি।' সেরমি, ১৮৪০।

ডিংয়ে মাঝা [হু ভোথী] ক্রি পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া লাকানো।' 'ডিংয়ে মাঝে ডাক ছাড়ো আতলে সরণি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ডিক [স দূক] বি দূকি।' 'ডিক ভরি না কেবিলু' আর।' বাহরাম, ১৬৫০।

ডিকটোটার, ডিকটোটার [হি] বি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; একনায়ক।' 'একমাত্র য়ার পৃথিবী ডিকটোটার তিনি ছাড়া।' খুজিট, ১৯৩১।

ডিকটোটারশিপ [হি] বি একনায়কত্ব।' 'আর-একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিকটোটারশিপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ডিকবাজি [স ডিক্+ফা বাজি]> বি ডিগবাজি।' 'কেহ ডিকবাজি খান।' গ্যারী, ১৮৫৯।

ডিকরি হ্র ডিক্রি

ডিকশন [হি] বি লেখার শৈলী।' 'প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিরের ভঙ্গি বা ডিকশন।' নজরুল, ১৯২৮।

ডিকশনারি, ডিকশনারি [হি] বি অভিধান।' 'তখন লোকে ডিকশনারি মুখস্থ করিত।' রাজ, ১৮৭৪; 'আমরা ডিকশনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ডিক্সনারি, ডিক্সনারি, ডিক্সনারি [হি] বি অভিধান।' 'ডাহাকে যদি বল, ইংরেজী বাঙ্গালা ডিক্সনারি হইতেছে লইবা।' ভবানী, ১৮২৩; 'মানে ডিক্সনা করিলে বনভেন, ডিক্সনারি দেখ।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'আমার ডিক্সনারিটা দেব।' শিবরাম, ১৯৪০।

ডিক্সোনারি [হি] বি অভিধান।' 'খন তরজমা করি, তিন চারখান

ডিক্সোনারি নিই।' মীনববু, ১৮৬৬।

ডিক্সানরি [হি] বি অভিধান। 'বালালা ও ইংরেজী ডিক্সানরি এহ।' দর্পণ, ১৮৬৩।

ডিক্সোনেরি [হি] বি অভিধান। 'জ্ঞানদল ডিক্সোনেরি।' দর্পণ, ১৮২২।

ডিকানটর [হি] বি এক ধরনের কাচের পাত্র, যাতে মদ ইত্যাদি ঢালা হয়। 'শেয়ালা করা চা, চুট, জাপে করা জল, ডিকানটরে ত্রাবী।' হস্তম, ১৮৬১।

ডিক্রি, ডিক্রী [হি] বি আদালতের নিষ্পত্তি ও নির্দেশ। 'উত্তর পক্ষের শাস্য সাধু হইয়া ডিক্রী হয়।' দর্পণ, ১৮৩০; 'সেই মোকদ্দমায় তৎকালর অশক্ষাতি বিচারপতিগণের সুবিচারে উক্ত মহারাজ ডিক্রি প্রাপ্ত হইলেন।' প্রজ্ঞা, ১৮৫২। ৩ ডিক্রি

ডিক্রি [হি] বি আদালতের হুকুম বা আয়। তবানী, ১৮২৩।

ডিক্রি [হি] বি আদালতের নিষ্পত্তি ও নির্দেশ। 'হুকুম একটুটার ডিক্রি দরুন বিক্রী হইবেক।' ক্যালসে, ১৭৯১।

ডিক্রিজারি [হি] ডিক্রি+আ জারি। বি বিচারকের রায় আরোপ করা। 'কোন অবিচারে আমার উপর করে দুপরে ডিক্রিজারি।' রামশশদ, ১৭৮০।

ডিক্রিজারি করা [হি] অতিভূত সেনাদারের নিলট বিচারকের রায় প্রচার করা। 'মহাজন সময় বুখিয়া ডিক্রিজারি করিল।' রবীন্দ্র, ১৮২৩।

ডিক্রিসারি [হি] ডিক্রি+কা সারি। বি রায় অনুকূলে ডিক্রি হয়। বিন্দা, ১৮৯১।

ডিক্রি [হি] ডিক্রি। বি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা। যোয়ার, ১৭৮৯; 'ডিক্রির টাকা সেনার কার্য।' ক্যালসে, ১৭৯২।

ডিক্রী [হি] ডিক্রি। বি ডিক্রি। 'পরমুদেটের পারার মত এককোরে অকর ডিক্রী দেখে গিয়ে।' হস্তম, ১৮৬১।

ডিক্সনারি, ডিক্সনারি, ডিক্সনেরি ৩ ডিক্সনারি

ডিগডিকে [কন্যা] বিণ অত্যন্ত কৃশ। 'শরীর ডিগডিকে, পইতে গোছা করে গলায়, দাঁতে মিশি।' হস্তম, ১৮৬১।

ডিগডিগ [কন্যা] বিণ অবিরাম ডিগ শব্দ করে এমন। 'ডিগডিগ শব্দে কাড়ার পড়ে কাটি।' রূপায়, ১৭৫৮।

ডিগডিগে বিণ মোটোমোট। 'আই ডিগডিগে প্যাট।' তার, ১৯৪৬।

ডিগবাধি, ডিগবাধী [স ডিগ+কা বাধী] ১ বি উলটে পড়া। 'গোবোবাজের মতো আকাশে ডিগবাধি খেতে খেতে উঠতে হত।' প্রমথ, ১৯১৪; 'ডিগবাধী যেনো শুক খেলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিণ প্রচলিত সিমম পাশে সেসে এমন। 'যাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কোরে ডিগবাধি খেয়েলোয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ডিগবাধি খাওয়া, ডিগবাধী খাওয়া ১ ক্রি মাথা মাটিতে রেখে দুই পা উর্ধ্ব করে উলটে পড়া। 'ডিগবাধি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার লিহি করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি উলটে পড়া। 'গোবোবাজের মতো আকাশে ডিগবাধি খেতে খেতে উঠতে হত।' প্রমথ, ১৯১৪। ৩ ক্রি সুবিধাজনকভাবে নিজের মত সম্পূর্ণ বদলানো। 'মোসমের ভারত কি ডিগবাধি খেল নাকি?' নলন্দা, ১৯২১।

ডিগ্গি, ডিগ্গী [হি] ডিক্রি। বি ডিক্রি। 'আদালতে এক তর্জী ডিগ্গি করিতে শালি।' গ্যারী, ১৮৬০। ৩ ডিক্রি

ডিক্রী জারী [হি] ডিক্রি+কা জারি। বি আদালতের আদেশ প্রচার। 'ডিক্রী করিয়া ডিক্রী জারীতে ডিটামাট ঘর লাইব নিদাম করি।'

জমী, ১৯৩৩।

ডিক্রীজারী করা [হি] অতিভূতেন কাছে বিচারকের রায় প্রচার করা। 'ডিক্রীজারী করেন বাকী খালনা কিসে।' জমী, ১৯৩৩।

ডিক্রি, ডিক্রী [হি] ১ বি পরীকা পাসের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত উপাধিবিবেশ। 'যদি ইউনিভার্সিটিতে বিএ ও বিএসের মত ক্লাসের ডিক্রী হির হয়।' হস্তম, ১৮৬১। ২ বি তাশাদা পরিচাপের একক। '২৬ ডিক্রী সুযোগ তাল কবিরে।' বহির্ম, ১৮৭৫। ৩ বি কৌশিক দ্রুতত মাপার একক। 'আহু পদিতের দিকে এক ডিক্রি হেলোহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ডিক্রিয়ারণ [হি] ডিক্রি+স ধাক্কা। বি ডিক্রি অর্জন। 'শিকা বলতে আমি ডিক্রিয়ারণের কথাই কেবল বলছি না।' বেগম, ১৮৫৩।

ডিক্রিয়ারিশী [হি] ডিক্রি+স ধাক্কা। বি পরীকার ডিক্রি অর্জন করছে এমন নারী। 'বৈধুন কলোজের ডিক্রিয়ারিশী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ডিক্রিয়ারী [হি] ডিক্রি+স ধারী। বি উক্ত খেতাবধারী নিক্তিরেণী। 'দেশের ডিক্রিয়ারীরা পত্নীর কথা যখন ভাবেন ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ডিক্রি নেওয়া [হি] বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করা। 'মস্ট্র রাস এম,এ, ডিক্রি নিয়ে আবার সারয়েল ধরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ডিক্রি পাওয়া [হি] বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করা। 'পাস না করার দমটাই ডিক্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ডিক্রিবর্জিত [হি] ডিক্রি+স বর্জিত। বিণ প্রাতিমিতিক শিকার অপেক্ষা করে না এমন। 'ফিরে এসেছেন ডিক্রিবর্জিত নিক্ত ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ডিক্রি লওয়া [হি] বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবাধ্য করে উপাধি পাওয়া। 'পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে কলোজের ডিক্রি ইহারা অথবা নিয়া ফেল করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ডিক্রিলাঙ্কিত [হি] ডিক্রি+স লাঙ্কিত। বিণ ডিক্রি নামাঙ্কিত। 'ডিক্রিলাঙ্কিত শিকা ছাড়া শিকার আর-কোনো পন্থায় গ্রাহ্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ডিক্রিখাড়া [হি] ডিক্রি+স প্রাণী। বিণ ডিক্রি লাভ করেছে এমন। 'নিক্তা বলতে আমরা শুধু ডিক্রিগ্রাফ মহিলাদের কথা বলছি না।' বেগম, ১৯৫২।

ডিক্রা [স প্রাণী] বি এক ধরনের নৌকা। বিন্দা, ১৮৯১।

ডিক্রানো, ডিক্রানো [হু ডোব্রী] ১ ক্রি পারের আঙ্গুলে ভর দিয়ে অতিক্রম করা। 'ড্রানানকাটার মন্যদাসিকের বেড়া ডিক্রানো পৃথিবীর মাফকানে আনিতে কে আহবান করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ ক্রি লঙ্ঘন করা। 'সাক্ষরে ডিক্রানে, একেবারে বেড়া গিয়ে সঙ্গীর চরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ ক্রি অতিক্রম করা। 'সে লম্বা ডিক্রিয়ে চলে যেত।' শিবরাম, ১৯৭০। ডিক্রানে কি পার হয়ে। 'চিদিন ইচ্ছা মনে আইল ডিক্রানে বাস বাবা।' লালন, ১৮৯০। ডিক্রিলাশম ক্রি পার হলাম। 'পদ্মা ডিক্রিলাশম, লাস চুরি করতে?' শিবির, ১৮৮৬।

ডিক্রানো ক্রি অতিক্রম করা। 'সেই অথহাডে, সেই অশুষ্কতার আবহায়া ডিক্রিয়ে জেগে ওঠে ...' কায়সার, ১৯৬২।

ডিক্রানো ক্রি পারের আঙ্গুলে ভর দিয়ে অতিক্রম করা। বিন্দা, ১৮৯১।

ডিক্রি মারা [হি] পারের বুকে আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে চুঁচু হয়ে নড়াচড়া। 'ডিক্রি মারিয়া কাক্তী সেবার কথা চোটা করিতেছে।' নিক্তি, ১৯০১।

ডিক্রিয়ে চলা [ক্রি উপেক্ষা করা। 'সংসারের দুঃখবহুশান্তলোকে

একবারে ডিকিয়ে চলে যাব' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ডিকি [যু ডোকা] বি এক ধরনের লৌকা; ওর্স, ১৭৮৫। *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'চারি দিকে জেসেডিকি ও পাল-ডোলা লৌকা' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডিকিওয়ালা [ডিকি+হি ওয়ালা] বি ডিকি লৌকার চালক। 'সব ডিকিওয়ালা বোর্ডের চতুর্থা মাথা মাটিতে পুঁতেছে' মনোজ, ১৯৬১।

ডিশা [যু ডোশা] ১ বি বাগিচা তরী। 'লক্ষিমা তোমার ঘট ছয় ডিশা হইত নঠ' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ছোটো লৌকা। 'নানা বর্ণ লৌকা সঙ্গে নাহি সম ক্ষিতি মাঝে গালিয়া ও ঘাসি ডিশা রস' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ বি রপ্ততরী; জাহাজ। ওর্স, ১৭৮৫।

ডিশালিয়া [যু ডোশী] বি লৌকার মাঝি। 'ডিশালিয়া তাই ডিশা রাব সূর্যমান' *বিজয়*, ১৬৫০।

ডিশি, **ডিশী** [যু ডোশী] বি ছোটো লৌকাবিশেষ। 'ডিশি' ওর্স, ১৭৮৫। 'পানসী ডিশী এবং জেসে ডিশী প্রকৃতি' দর্পণ, ১৮২১।

ডিসে [যু ডোশী] বি ডিকি লৌকা। 'ভাসায়েছি ডিসে উপায় কী করি' *গলন*, ১৮৯০।

ডিশানো **ব্র ডিডানো**

ডিসিরি [হি ডিকি] বি ডিকি। 'তোমার নামে কোউচলে ফৈদার হইয়া ডিসিরি হয়' *ভেরলি*, ১৭৮৯।

ডিজাইন [হি] বি নকশা। 'কার্পেটের ডিজাইন' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ডিজাইনার [হি] বি নকশাকার। 'ডাক পড়ে পোশাক-বিক্রেতার আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ডিজার্মড [হি] *বিগ অর-চ্যুত*। 'হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড সেই' *হুতাশ*, ১৮৬১।

ডিজিজ [হি] বি রোগ। 'বেগম সাহেবার হার্ট ডিজিজের গল্প বানাইয়া জামিনের অপরোধ করে' *মনসু*, ১৯৫৫।

ডিগ্রানো *কি* অতিক্রম করা। 'শাফে ডিগ্রাইল সমুদ্র সত্রেজ্ঞাঙ্গন' *মালাধর*, ১৫০০।

ডিট [স দৃটি] বি দৃষ্টি। 'ডিটের উপরে ডিট সে ডিট উকরি' *সুলতান*, ১৭০০।

ডিট [হি ডীড] বি দলিল। *কালপে*, ১৭৯৮।

ডিটেকটিভ [হি] ১ বি গোয়েন্দা। 'আমি পুলিশের ডিটেকটিভ কর্মচারী' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ *বিগ* গোয়েন্দা কারিনি-নির্ভর; গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড নিয়ে রচিত। 'পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডিটেকটিভ নডেল [হি] বি গোয়েন্দা উপন্যাস। 'ডিটেকটিভ নডেল কিনে ... বাড়ি ফিরল' *জীবন*, ১৯৩২।

ডিটেকটিভ পুলিশ [হি] বি গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ। 'ডিটেকটিভ পুলিশের এক দেশীয় কর্মচারী' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

ডিটো [হি] বি সম্মতি; অর্থ সমর্থন। 'বোকাও সেই মতে ডিটো নিয়ে যাচ্ছে' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ডিট্রি [স দৃটি] বি চোখ। 'জ্ঞেয়ো ডিটিক ওল এহি মতি তোরি' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ডিভিমডঘুর [স] বি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'ডিভিমডঘুর পুরএ অখর ঘন বাজে জগৎস্প' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডিভিমডিম [ধন্য] বি ডমরু বাজার শব্দ। 'ডঘুর ডিভিমডিম শিলায় সূতাল' *মানিকরায়*, ১৭৮১।

ডিভিম-বাদিনী বি ক্রী ডবল বাজায় যে। 'ডমরুমধ্যমা মাল্লা ডিভিম-

বাদিনী' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডিনামাইট [হি] বি তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ। 'ডিনামাইটের' পরে বসে। *জীবন*, ১৯৪২।

ডিনার [হি] বি রাতের ভোজ। 'তৎকালে পত্রিক ডিনারের সূচনা না দেখিয়া শীঘ্র হইয়া রহিলেন' *রবীন্দ্র*, ১৭৮৪।

ডিনার টেবিল [হি] বি খাবার টেবিল। 'ডিনার টেবিলের নায়িকাটি ... ভারিই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকলাশে নিমগ্ন আছেন' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ডিপজিট [হি] বি জমা; জামানত। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'ব্যাকের ডিপজিট' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ডিপজিটরি [হি] বি যেখানে পণ্যাদি গচ্ছিত রাখা হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ডিপটিগিরি [হি ডেপুটি+ফা গিরি] বি ডেপুটির কাজ। 'ডিপটিগিরিতে কি বিদ্যা লাগে' *মনসু*, ১৯৫৫।

ডিপথিরিয়া, **ডিপথেরিয়া** [হি] বি কর্ণনাগীর সংক্রামক রোগবিশেষ। 'ডায়েরিয়া, ডিসেন্ট্রি, আর ডিপথিরিয়া সব হৈ-চৈ করে একসঙ্গে এসে পড়ে' *শিবরাম*, ১৯৪০। 'আমরা কলো ... ডিপথিরিয়া ও প্রেসের টিকা দেখছি' *যতেন*, ১৯৪৯।

ডিপা [স ডিপ] ১ বি কৌটা। 'হাতে একটা ঔষধের ডিপা আছে' *ডবল*, ১৮২৩। ২ বি কুশি; ছোটো বাড়ি। 'কেরোমিনের ডিপা জালিয়া' *শরৎ*, ১৯১৭।

ডিপা-কুলা *বিগ* কুশি কুলাছে এমন। 'আবার পুরাতন স্পীড ফোটো যাবে ... ডিপা-কুলা অনিয়ন্ত্রিত চা-খানা' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

ডিপজিট [হি] বি অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখা; আমানত। 'এক লক্ষ টাকা ডিপজিট রাখিবেন' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

ডিপার্টমেন্ট, **ডিপার্টমেন্ট** [হি] বি বিভাগ। 'সেকেন ক্লাস ও গুডস ও লেগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার পোল' *হুতাশ*, ১৮৬১। 'ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টের সুন্দর কর্তব্যনির্ণয়' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

ডিপার্টমেন্টাল [হি] *বিগ* বিভাগীয়। 'মাদ্রাসি কেরানি গাছতলায় বসে বই পড়ে বোধহয় কোনো ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ডিপুটি [হি ডেপুটি] বি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'দেশী ডিপুটির কাছে ইইনে' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

ডিপুটিগিরি [হি ডেপুটি+ফা গিরি] বি ডেপুটির কাজ। 'আমি ... ডিপুটিগিরি করি' *নজরুল*, ১৯৩৩।

ডিপুটেশন [হি] বি প্রতিনিধি প্রেরণ। 'আবেদন, নিবেদন, রুদ্রন, ডিপুটেশন কিছুই কার্যকরী হয় নাই' *এসলাম*, ১৯২০।

ডিপে [স ডিপ] বি কৌটা। 'কবিরাজ মহাশয় এক হাতে ঔষধের ডিপে ও আর এক হাতে এক বোতল শুকুচ্যাডি তৈল লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন' *প্যারী*, ১৮৫৮।

ডিপো [ফ ডিপো] বি আশ্রয়। 'মালোয়ির ডিপো' *শরৎ*, ১৯১৬।

ডিপোজিট [হি] বি জমা। 'এখানেই সেফ ডিপোজিট ভস্টে কোনো লকার ভাড়া নিয়ে রাখতাম' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ডিপোজিসন [হি] বি লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য। 'কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পক্ষায় রকম ডিপোজিসন দিচ্ছেন' *হুতাশ*, ১৮৬১।

ডিপ্লোমাসি, **ডিপ্লোমাসি** [হি] বি কুশীতি; সাক্ষ্য চালানোর উপযোগী কৌশলপূর্ণ নীতি। 'ডিপ্লোমাসি যে পলিটিক্সের দেহ, সে সত্য তারা

নিজেই আবিষ্কার করেছিল।' *এমথ*, ১৯১৮; 'ডিম্‌মাসি সেখানে আজ লাক-মারা হার্ডল রেন থেকে চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডিম্‌ম্যাটিক [হি] *বি* কুটুম্বিকের জন্য নির্ধারিত। 'স্পীকার্ণ গ্যালারি, ডিম্‌ম্যাটিক গ্যালারি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ডিম্‌ম্যাসি [হি] *বি* কুটুম্বিক। 'রাজকীয় ব্যাপারে সর্বত্রই ডিম্‌ম্যাসি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ডিম্‌ম্যাটে [হি] *বি* কুটুম্বিক। 'সহমান কাঁচা ডিম্‌ম্যাটে।' *মুক্তাব*, ১৯৪৯।

ডিম্‌ম্যাসি [হি] *বি* কুটুম্বিক। 'তা পার্লামেন্ট বা ক্যাবিনেটের ডিম্‌ম্যাসির অধীনে থাকবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

ডিম্‌ম্যেসি [হি] *বি* কুটুম্বিক। 'কিন্তু না জানতেন তাঁরা ইউরোপীয় ডিম্‌ম্যেসি।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

ডিম্‌ম্যা [হি] *বি* প্রতিষ্ঠানিক উপাধিগত। 'আমাদের ফলারের কিন্তর ডিম্‌ম্যা ও স্যাটিফিকেট আছে।' *স্বপ্ন*, ১৮৬১।

ডিকারেল [হি] *বি* পার্শ্বক। 'তার ডিকারেল পাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ডিক্কেড, ডিক্কেড [হি] ১ *বি* রক্কা করা। 'ফ্রেডার সাখামত ডিক্কেড করে লগালেন।' *হুতাশ*, ১৮৬১। ২ *বি* আক্রমণ থেকে বাঁচানো। 'আপনি কিন্তু আমাকে ডিক্কেড করবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ডিক্কেড করা *কি* আশ্চর্য্য করা। 'তুমি কি ডিক্কেড করবা না?' *মনসুফ*, ১৯৫৫।

ডিক্কেল [হি] *বি* পক্ষ সমর্থন। 'তার ডিক্কেলের জন্যে তো কোনো বন্দোবস্ত করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ডিক্কেলিত [হি] *বি* রক্ষণাত্মক। 'ডিক্কেলিত খেলা বেলেয়ে লগালেন।' *নন্দকল*, ১৯০১।

ডিবারি *বি* ছোটো প্রদীপ। 'লন্ডন আর একটা ডিবারি নিয়ে এসে ...' *অমরক*, ১৯৩৫।

ডিবা, ডিবে [হি] ডিবিয়া ১ *বি* চান্দনবিধি ছোটো পাত্র। 'উৎসর্ঘের পাত্র বাটার ডিবা ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'পানের ডিবে।' *সভ্যোপ*, ১৯১২। ২ *বি* তৃপ্তি। 'জুস্ত টিনের ডিবারি কেরোসিন জ্বলিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ডিবি [হি] ডিবিয়া। *বি* ছোটো কৌট। 'ওহে, লস্যের ডিবিটা সেও তো।' *উৎসর্ঘ*, ১৮৫৭।

ডিবিয়া [হি] ১ *বি* ছোটো বাস। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩; 'ডিবিয়া ইহতে আক্ষিম চুরি করিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ *বি* কৌট। *কালগে*, ১৭৮৪।

ডিবোকালি *বি* প্রদীপের শিখায় বের হওয়া কালি। 'চাঁপেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিন ডিবোকালি গালি।' *নন্দকল*, ১৯২৯।

ডিব্বে [হি] *বি* কৌট। 'টিনের ডিব্বের কৃত্রিম দুধ যায়।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

ডিবেট [হি] *বি* বিতর্ক। 'স্পীচ, ডিবেট, লেকচার।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ডিবেটিং ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব [হি] *বি* বিতর্ক বিষয়ক সভা বা সংগঠন। 'ডিবেটিং ক্লাব নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০; 'ফুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ডিব্বেত্র ডিবা

ডিভান [হি] *বি* শয্যার মতো হাতদাবহীন লম্বা আসন। 'ডেউয়ের

তোলপাড় ডিভানে ভুবে যায়।' *বৃহৎ*, ১৯৬৬।

ডিভিজন [হি] *বি* রাষ্ট্রে প্রশাসনিক বিভাগ; কয়েকটি জেলার সমষ্টি। 'বদলি মেলেন বর্ধমান ডিভিজনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ডিভিডেড [হি] *বি* লম্বায় সূদ বা লম্বায়েরূপে প্রদেয় অর্থ। 'হাওড়ার পাটের কলওয়ালার ও-টারকার পেয়ারে ওর সুতপ ডিভিডেড খোঁচনা করলে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

ডিভিশন [হি] ১ *বি* প্রশাসনিক বিভাগ। 'প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কয়েকটি জেলার যে বিন্দুবরেন অন্তর্ভুক্ত করিতে চাওয়া।' *আজাদ*, ১৯৪৭। ২ *বি* সেনাবাহিনীর একটি দল। 'সংখ্যায় মাত্র দুই ডিভিশন হবে এবং তোপখানা থাকবে দুইটি।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

ডিভিশনাল [হি] *বি* বিভাগীয়। 'ডিভিশনাল কলারশিপ তুমি পাবেই।' *ভাষা*, ১৯৪০।

ডিম [স ডিথ] *বি* বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ত্রী জাতীয় কিছু প্রাণীর জরায়ুতে তৈরি-হওয়া পশু পোশলওয়ালা প্রায় পোশাকার বস্তু। 'দলশিশি কামু ডাকে কোসে যায় ডিম।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০।

ডিমওয়াল [ডিম+হি ওয়াল] *কিন* ডিমবিধিষ্ট। 'তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়াল ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ডিম পোচ [ডিম+স পুচ] *বি* বিশেষভাবে ভাজা ডিম। 'একটা ডিম পোচ।' *জীবন*, ১৯৩৩।

ডিমকুড়া *কিন* ডিমযুক্ত। 'দুটা পাকা বেল, সরিষার তেল, ডিমতরা ...।' *কৌমুদী*, ১৮৯৭।

ডিমের বড়া *কিন* ডিমের তৈরি পিঠা জাতীয় খাবারবিশেষ। 'ডিমের বড়া খাওয়াবে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ডিমকাসি, ডিমোকাসি, ডিমোকেসি [হি] *বি* গণতন্ত্র। 'একটি কথা নিত্য শোনা যায়, সে কথা হচ্ছে ডিমোকেসি।' *এমথ*, ১৯২০; 'একজন রাষ্ট্রতান্ত্রিক ডিমোকেসির গুণ বর্ণনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'আমেরিকার বিপুলস্কায় ডিমোক্রেসিক কানে ধরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ডিমোক্রেটিক [হি] *কিন* গণতান্ত্রিক। 'এ কালের ভাষার যাকে বলে, ডিমোক্রেটিক।' *এমথ*, ১৯২৭।

ডিমোক্রেট [হি] *কিন* গণতন্ত্রপন্থী। 'পাঠান মাইই মারাত্মক ডিমোক্রেট।' *মুক্তাব*, ১৯৪৯।

ডিমনস্ট্রেশন [হি] *বি* বিক্ষোভ। 'কেনো রাজনৈতিক ডিমনস্ট্রেশন হবার কথা নয়।' *মনসুফ*, ১৯৪৫।

ডিমা [অ] *বি* পাথর। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

ডিমা মায়া *কি* পাথর মায়া। 'ডিমা মারিতে।' *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

ডিমাই [হি] *কিন* বাইন ইকি লম্বা এবং আঠারো ইঞ্চি চওড়া পরিমিত। 'ডিমাই সাইজ; একটার পর একটা।' *জীবন*, ১৯৪০।

ডিমাড [হি] *বি* চাহিদা। 'ডিমাড অনুসারে সাপ্লাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ডিমিডিমি [সনবা] *কিন* ডিমডিম শব্দ করে। 'ডিমিডিমি বাজ্ঞ পড়া।' *হৃদয়*, ১৯৩০।

ডিমোক্রেসি *কিন* ডিমকাসি

ডিমোশন [হি] *বি* পরমর্গদা লাঘব। 'প্রমোশন দিলে না ডিমোশন করলে?' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭৩।

ডিম [স] *বি* ডিম। 'কুকুটের ডিম দাড় হতে লাগে তার।' *আলাওল*, ১৬৪০; 'ডিম পাড়ি উম দি রহিল।' *সুভাষ*, ১৭০০।

ডিমরেখাকার

ডিমরেখাকার [স] কিণ ডিমের আকৃতির মতো; উপবৃত্তাকার। 'এহসনের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ ডিমরেখাকারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ডিম্বাকার [স] কিণ ডিমের আকারের মতো। 'রেশম নির্মিত একটা ডিম্বাকার আবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণকে গুটি বা কোয়া বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ডিম্বাকৃতি [স] কিণ ডিমের আকারের মতো। 'শোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি রক্তবর্ণ শিশুসকল ভাসিতে থাকে।' অক্ষর, ১৮৫২।

ডিম্ব [স] ডিম্ব। বি ডিম। 'চন্দ্র-সূর্য যে গড়েছে ডিম্ব রূপে সেই ভেসেছে।' লালন, ১৮৯০।

ডিম্ব [স] ডিম্ব। বি অণু; ডিম। 'চারি গোটা ডিম্ব এড়ি চারি পূর ফলে।' মালাধর, ১৫০০।

ডিম্বার [স] ১ কিণ ডিম্ব। 'ডিম্বার ম্যাডাম।' গুণ, ১৮৫৮। ২ কিণ মহাশয়। 'ডিম্বার কবিতার একটা মানে হচ্ছে মহাশয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

ডিরেক্টর, ডিরেক্টরি [স] বি পরিচালক। 'ব্যবহারজীবীকে কলকারখানার ডিরেক্টর করা হ'ল।' জগন্নাথ, ১৯৮৮। 'কারখানার একজন ডিরেক্টর'। বিজ্ঞান, ১৯০১।

ডিরেক্টর জেনারেল [স] বি মহাপরিচালক। 'বাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল।' আজাদ, ১৯৪৮।

ডিরেক্টরি [স] বি নির্দেশিকা। 'টেলিফোন ডিরেক্টরি।' শিবরাম, ১৯৪০।

ডিরোজীয়ান [স] বি হেনরি ডিরোজিওর অনুসারী। 'ডিরোজীয়ানরাই প্রথম ভারত থেকে আফ্রিকায় ও শিম্বা ভারতীয় বীপসেজ কুলি রক্ষণীর প্রতিবাদ করেছিলেন।' আনন্দরাম, ১৯৭০।

ডিশার [স] বি ব্যবসায়ী। 'আমদানীকারক, ডিশার প্রকৃতি পর্যায় অতিক্রম করার পর উভা ক্ষেত্রদের হাতে আসে।' আজাদ, ১৯৬৮।

ডিশিট [স] বি উচ্চতর ডিম্ববিশেষ; ডিম্ব অব শিটরেচার। 'বিদ্য' এবং এ পিএইচডি ডিশিট যা খুশি বলতে পারেন।' যুক্তকথা, ১৯৮৯।

ডিস্ট্রি [স] বি দিল্লি। 'হিগলি লান্ড ডিস্ট্রি চাহিহু অনেক পল্লি।' মনুস্ক, ১৯০০।

ডিস্ট্রিশ [স] বিপু সুদাম। 'ফেমাস লাকনা: ডিস্ট্রিশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ডিশ, ডিস [স] ১ বি ধারার থালা। 'ফ্রেস-কিস ভরা ডিস মধ্যে ভাত।' গুণ, ১৮৫৮। 'কত হাবী কেবলমাত্র ডিশ-পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জন দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি পরিবেশনের জন্যে প্রস্তুত করা খাদ্য। 'মুখণির কোনো ডিশ আহাযের জন্য পাওয়া যাইবে কিনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ডিশপোরা [স] বি ডিশ+পোরা। বিপ ধালা-ভর্তি। 'করি ডিম আত্মকিস ডিশপোরা কাছে।' গুণ, ১৮৫৮।

ডিভার্জ [স] বিপ পদ্যভা। 'আজি মগ্রিমশাইকে ডিভার্জ করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

ডিভিউ, ডিভিউ [স] বি জেলা। 'দুর্কল হিন্দুসংগ ডিভিউ বোর্ড, মিউনিপ্যালিটি ... প্রকৃতিতে অধিকার লাভ করিতে পারে।' নর্দপ, ১৮৮৮। 'কোনো বহুপলি ম্যামিষ্ট্রেট বা কল ডিভিউয়ের ভার লইয়া যে কখনো কাজ চলাইতে পারিব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ডিভিউ ইনস্পেক্টর [স] বি জেলা পরিদর্শক। 'ভাঁদের থেকে নির্কটিত করতে হবে মাখিক শিকার ডিভিউ ইনস্পেক্টর।' মাসেলট, ১৯৪৯।

ডিভিউ কাউন্সিল [স] বি জেলার কর্তৃপক্ষবিশেষ। 'রান্ডটি ডিভিউ

কাউন্সিলের পরিচালনাধীন ছিল।' আজাদ, ১৯৬৪।

ডিভিউ টাউন [স] বি জেলা শহর। 'হ্যা, একটা ডিভিউ টাউন।' জীবন, ১৯৩২।

ডিভিউবোর্ড [স] বি জেলা পরিষদ। 'দুর্কল হিন্দুসংগ ডিভিউ বোর্ড, ... করশোকেশান, কাউন্সিল, এসেমব্লী প্রকৃতিতে অধিকার লাভ করিতে পারে।' নর্দপ, ১৮৮৮।

ডিভিউ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিউ ম্যাজিস্ট্রেট [স] বি জেলার কৌশলারি যেকন্দমার বিচারক। 'ডাংকালিক ডিভিউ ম্যাজিস্ট্রেট' এডুকেশন, ১৮৯০; 'ডিভিউ ম্যাজিস্ট্রেট পদলাত করিয়া বাড়ী আসিয়াছেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

ডিস্ট্রি অফ [স] বি জেলা বিচারক। 'ডিস্ট্রি অফের আদালত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডিস্ট্রি বোর্ড [স] বি জেলা পরিষদ। 'যে পথকে নির্যেতাভারে বেঁধেছে রেল কোম্পানি কিংবা ডিস্ট্রি বোর্ড।' অমল, ১৯২৫।

ডিস্ট্রি কন্সার্নিশ [স] বি জেলার ডিগ্রিতে দেওয়া বৃত্তি। 'হেলোট এবার ডিস্ট্রি কন্সার্নিশ পরেছে।' বিজ্ঞান, ১৯০১।

ডিসকারেজ [স] বিপ নিরুদ্ধ্যাহিত। 'বাবা আপনাকে পোড়াতেই ডিসকারেজ করেছিলেন।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ডিসকাস প্রো [স] বি ক্রীড়াবিশেষ; ভারী চাকতি নিক্ষেপ। '৮০ মিটার হার্ডথ্রোউটেলিন প্রো, ডিসকাস প্রো।' বেগম, ১৯৬৮।

ডিসকোন্ট, ডিসকোন্ট [স] বি ছাড়। 'ডিসকোন্ট ফিসকরা ৯ নং টাকার হিসাবে।' কাল্পনা, ১৯৮৬।

ডিসকোট [স] বি ডিসকাউন্ট; ছাড়। 'ডিসকোট দিয়া টাকা কর্ম করত নিলাম নিবারণ করেন।' প্রভাকর, ১৯৮২।

ডিসচার্জ [স] বিপ বরখাস্ত। 'তোমাকে ডিসচার্জ করলুম' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

ডিসটার্ব [স] বিপ বিতর্ক। 'কেউ যেন ডিসটার্ব না করে।' যুক্তকথা, ১৯৫২।

ডিসটিংশন, ডিসটিংশন [স] বি বিশেষ কৃতিত্ব। 'বি.এ.-তে সে ফার্স্ট ক্লাস উইথ ডিসটিংশন পেয়েছে।' শিবরাম, ১৯৪০; 'বিএ ডিসটিংশনের নিয়ে পাশ করেছে তো কি নিপাশ হয়েছে।' হাসান, ১৯৬০।

ডিসপেনসারি, ডিসপেনসারি, ডিসপেন্সারি, ডিসপেন্সারি [স] ১ বি গুণের সোকার। 'ডিসপেন্সারি অর্থাৎ গুণধারণা সংস্থাপন হল ...।' নর্দপ, ১৮২৫; 'ডিসপেন্সারি ফুল ... আনা আটক করে দিন গোমায়।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি হাস্যপাতাল। 'ডাছাকে ডিসপেন্সারিতে রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝা যায়।' নর্দপ, ১৮২৫; 'ডাক্তার তখন ডিসপেন্সারিতে।' শরৎ, ১৯১২।

ডিসপিনসারি [স] বি গুণধারণ। 'নতুন রাস্তার মোড়ে ... ডাক্তারের ডিসপিনসারি।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

ডিসপেনসারি বস্ত্র [স] বি ডাক্তারের বস্ত্র। 'আমাদের সঙ্গে একটা ডিসপেনসারি বস্ত্র আনিয়াছে।' রোকেয়া, ১৯২৪।

ডিসপেন্সারি, ডিসপেনসারি, ডিসপেন্সারি, ডিসপেন্সারি [স] বি ডাক্তারখানা। 'কুটিতে ডিসপেন্সারি ফুল হইয়াই আনানরা, খুন গুনি হইলই আমরা।' শ্রীনব্ব, ১৮৬০; 'তোমার ইচ্ছামতে ডিসপেন্সারি করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'ডিসপেনসারির কমিনস, মাসের সোকারের কমিনস, বুচারের সোকারের কমিনস।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিসপেন্সারি।' বিজ্ঞান, ১৯০১।

ডিসপেশিয়া [হি] বি বদহজমি। 'তোমার ডিসপেশিয়া হয়েছে।' নজরুল, ১৯৩১।

ডিসমিস [হি] ১ বি নিশ্চিহ্ন। 'ডিসমিসে তাঁর আশয় ভাঙি।' রামধন্যাস, ১৭৮০। ২ বিশ খারিজ। 'সাহেবের নিকট জানাইতে না পারিল সে মামলা ডিসমিস হইবেক।' ফরাস্টার, ১৭৯৫। ৩ বি বাতিল। 'অসকের সেনা পাওনা ভিক্তি ডিসমিস হইতেছে।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি কাজ থেকে বরখাস্ত। 'আমি তোমারে ডিসমিস করলাম।' মনসুর, ১৯৫৫।

ডিসিপ্রিন [হি] বি নিয়মানুবর্তিতা। 'তাহারা ডিসিপ্রিন মানিতে চাহে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ডিশিশন [হি] বি সিদ্ধান্ত। 'তারা সে ডিশিশন নিচ্ছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ডিসেস্ট্রি [হি] বি আশাশয়। 'ডায়েরিয়া, ডিসেস্ট্রি, আর ডিশথিরিয়া সব হে-ঠে করে একসাথে এসে পড়ে।' শিবরাম, ১৯৪০।

ডিসপেন্স [হি] বি স্ট্রিক্টরা পঙ্কিয়ার দাদশ মাস। '১১ ডিসেম্বর ১৮১৯।' দর্পণ, ১৮১৯।

ডিক [হি] বি পাতলা গোল সমতল খালার মতো বস্তু, যাতে যন্ত্রের মাধ্যমে বাজছে এমন ধ্বনি ধারণ করা যায়; রেকর্ড। 'হুময়াদা বুয়ে মরে গ্রামোফোনের ডিকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ডিহি, ডিহী [ফা ডীহ] ১ বি গ্রাম। 'আমার এক নিজ বসন্তবাণী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মস্ত।' মেমর্স, ১৭৫৮। ২ বি মোগল ভূমিব্যবস্থা অনুযায়ী বসন্তদেশে গ্রামের প্রশাসনিক নাম ছিল মৌজা, কতিপয় মৌজা নিয়ে ডিহি গঠিত হতো। 'বড়োবাবু ডিহির কাছারিতে আসিয়াছেন।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি পরলানা। 'সাহেব! - এই ডিহীতে নীল দেখিতে আসিয়াছিলেন।' মশারফত, ১৮৯০। 'রাধনা ডিহি নিবাসী সিধু খান নামক আত্মদর।' সংস্ক, ১৮৯৮।

ডিহিদার, ডিহীদার [ফা] বি অনেক গ্রামের শাসনকর্তা। 'ডিহিদার আবুল খোজ।' মুহুস, ১৬০০। 'ডিহিদার লোককে হুজুর করা গিয়াছিল।' উক্তি, ১৭৯২।

ডিহিদারান [ফা] বি গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীবৃন্দ; গ্রামের মোজাশাশন। ওর্গ, ১৭৮২।

ডীড [হি] বি দলিল; লিখিত প্রমাণ। 'তার পরিচয় আদিত্রাকসমাজের ট্রস্ট ডীডে পাথেন।' প্রমথ, ১৯২০।

ডীন [সা] বি উত্তম; গুণী। 'ডীন, উত্তীন, প্রতীন, সমাডীন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ডীন [হি] বি ধর্ম-তত্ত্বাবধারণ। 'যে ফেলো ছাত্রদের ধর্মশনকে তত্ত্বাবধান করেন, তঁহাকে ডীন বলে।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

ডীন [হি] বি বক্টন। 'কোন খামখেয়ালি খেলায়াদ যে এই তাস ডীন করে এই খামখেয়ালি খেলা খেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ডুকরা, ডুকরাণো [স দুকরা] ক্রি ডুকরে কাঁদা। 'ডোরের হারাইয়া যেন ডোকরে বাধিনী।' বিজয়, ১৮৫০। 'ডুকরিয়া হুঁকারি হুঁকারি করে।' 'ডুকরিয়া হুঁকারিয়া যেনকা কহিছে।' ভারত, ১৭৬০।

ডুকরিয়া কাঁদা ক্রি চিৎকার করে কাঁদা। 'প্রোত্‌সপ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।' হরহৃদয়, ১৮৮১।

ডুকরে ওঠা বিপ হুঁকারে ওঠা। 'তার ডুকরে ওঠা কান্না শুনে বড় আপা ছুটে আসেন।' শামসুর, ১৯৫৭।

ডুকরে ডুকরে ক্রিবিপ হুঁকারে হুঁকারে। 'সাহেবও কাঁদে তাও এমন ডুকরে ডুকরে, ... তাঁরা ডী করে।' কায়সার, ১৯৬২।

ডুগডুগি [ধন্য] বি ছোটো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ডুগডুগি বাজানো [ধন্য] ক্রি বাদ্যবাদন করা। 'দুই-চারিজন ইংরেজে মিলিয়া আশাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ডুগি [হি ডুগ্গী] বি তবলার ছোটো হিসেবে বাম হাতে যেটা বাজানো হয়; বাঁয়া। 'ভাইনের চেয়ে ডুগি ভালো অর্থাৎ কিনা বামা।' নজরুল, ১৯৩২।

ডুগ ডুগ [ধন্য] ১ বিপ উচ্চল। 'হৃদয়ের মতো ডুগ ডুগ করিছে অঙ্গ ভরি।' জঙ্গী, ১৯৫১। ২ বি গাঢ়তা। 'হাসিমুখে যেন হৃদয়ের ডুগডুগ।' জঙ্গী, ১৯৬৪।

ডুড়ি [স ঢুঢ়ঢ়] ক্রি বুজি। 'আমি উড়ি হাওয়ার সাথ, ডুড়ি তোমার হাত।' লালন, ১৮৯০।

ডুপ্রিন্টেট [হি] বি প্রতিটিপি। 'ডুপ্রিন্টের সরকারি ডুপ্রিন্টেট অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে।' শিবরাম, ১৯৪০।

ডুব [প্রা বুড্ড] বি পানিতে পুরো শরীর ডোবানো; অবগাহন। 'জমনার জলগতে নন্দ ডুব দিল।' মাল্যধর, ১৫০০। 'খেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব।' ওর্গ, ১৮৫৮।

ডুবজল [ডুব+জল] বি পুরো শরীর ডুবে যায় এই পরিমাণ জল। 'তিনি যেন ঘাটের বাঁধা পোশান হইতে শিখিয়া একমুহুর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ডুব-জাহাজ [ডুব+জাহাজ] বি সাবমেরিন; যে যুদ্ধজাহাজ জলের নিচে দিয়ে চলে। 'মুন্ডের জন্য ডাসান-জাহাজ, ডুব-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ডুব দেওয়া ১ ক্রি পানিতে নিমজ্জিত হওয়া। 'জমনার জলগতে নন্দ ডুব দিল।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রি গভীরভাবে ডিঙা করা। 'ডুব দিয়া বিচারিয়া চাহে বহু দূর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ ক্রি নিরুদ্দেশ থাকা। 'এমন লোক, ডুব দিয়ে এতদিন কাটিয়ে দিলে।' শওকত, ১৯৫৮।

ডুব-সাঁতার বি ডুব দিয়ে সাঁতার। 'প্রথম মাইল তিনি ডুব-সাঁতার কেটে গয়া হলেন।' প্রমথ, ১৯২২।

ডুব ডুব [ধন্য] বি ফাটা ঢোল বাজার শব্দ। 'ডুব ডুব ফাটা ঢোলক।' অমির, ১৮৯৯।

ডুবডুব [প্রা বুড্ডডুব] বি অবিরাম ডুব দেওয়া। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ডুবা, ডুবানো [প্রা বুড্ড] ১ ক্রি নিমজ্জিত হওয়া। 'জলে ডুবিল জনার্দনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি নিমজ্জিত করানো। 'ঘাহাতে সে কেবল টোটার আগামাত্র ডুবাইতে পারে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ ক্রি হারিয়ে যাওয়া। 'ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় গো।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ ক্রি পূর্ণ হওয়া। 'চিন্ত তার ভোবে না অবসাদে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ ক্রি বিশপে ফেলা; ক্ষতিগ্রস্ত করা। 'হোঁড়া কিনা ডুবিয়া দেল আমাকে।' মানিক, ১৯৩৬। 'ডুবল ক্রি ডুবে গেলো।' 'দূর গেল মানিনি মান। অমিয়া সরোবরে ডুবল কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'ডুবাই ক্রি নিমজ্জিত করিয়ে।' 'ডুবাই মাইলেন্তে কাহাণী জলের ভিতরে।' বড়ু, ১৪৫০। 'ডুবাই ক্রি নিমজ্জিত করি।' 'লালন কয় তালুয়া ডোহা কোন খড়ি ডুবাই তুফানে।' লালন, ১৮৯০। 'ডুবাইতে ক্রি নিমজ্জিত করতে।' 'হাহাতে সে কেবল টোটার আগামাত্র ডুবাইতে পারে।' তারিণী, ১৮০৩। 'ডুবাইয়া ক্রি নিমজ্জিত করে।' 'এ ক্ষতের রক্তে ক্ষতের টুকরা ডুবাইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৫৬। 'ডুবাই ক্রি ডুবানো।' 'মতিপতি মনসর যা মারিয়া পনের সাত ডিঙা ডুবাইল জলে।' কেতক, ১৬৫০। 'ডুবাইলুম ক্রি নিমজ্জিত করলাম।

'সাদুর ভরায়ে দুবাইলুম মনের বেহার।' সুলতান, ১৭৫০। **দুবাক্ত** কি ডোবায়। 'নুপাতিত দুবাক্ত অনন্দ সারায়।' আলগল, ১৬৮০। **দুবাক্ত** কি ডুবে আছে। 'তোরা কুট মন মোহে দুবাক্তল।' বাহরাম, ১৬৫০। **দুবাম** কি দুবাবো। 'নামাই গণপ হস্তে সাগরে দুবাম।' বাহরাম, ১৬৫০। **দুবাইখাঁ** কি নিমজ্জিত করিয়ে। 'জাগের ভিতরে তার ধূলি দুবাইখাঁ।' বড়, ১৪৫০। **দুবায়** কি নিমজ্জিত করে। 'আবক্ষ দুবায় জলে বসিয়া সুন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। **ডুব** কি ডুবে। 'কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুব পড়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০। **ডুবিনু** কি ডুবলাম। 'ডুবিনু পরম পরিতাপে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ডুবিয়া** কি ডুবে। 'মেঘখান উড়িল জেন ডুবিয়া আকাশ।' মাল্যধর, ১৫০০। **ডুবিল** কি ডুব গেলো। 'জলে ডুবিল জনাঙ্গনে।' বড়ু, ১৪৫০। **ডুবিল** কি ডুবলো। 'সকলি ডুবিল জলে।' মনিকরাম, ১৭৮১। **ডুবিলু** কি ডুবে গেলাম। 'ডুবিলু সাগর মাঝে।' বাহরাম, ১৬৫০। **ডুবিলু** কি ডুবে গেলাম। 'ডুবিলুম পাশের কূপে মুক্তি কদাচার।' বাহরাম, ১৬৫০। **ডুবিলে** কি ধোঁবেল করলে। 'সেই যে প্রেমের হৃদি জানা যায় না মূলে না ডুবিলে।' লালন, ১৮৯০। **ডুবো** কি ডুবলো। 'মধুর দেল-দরিয়ায় বে জল ডুবোহে।' লালন, ১৮৯০। **ডুব্যা** কি ডুবে। 'ছয় ভিরা ডুব্যা গেল মনে লাগে তাপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুবিয়া মরা কি পানিতে ডুবে মরা। 'নৌকাবাসী জন সব ডুবিয়া মরিত।' সুলতান, ১৭০০।

দুবিয়া যাওরা কি বেসামাল হওয়া। 'ঐ কুপারামণি ভনিতো ২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া যান।' দর্পণ, ১৮৩০।

ডুবিয়ে পেশুয়া কি নিমজ্জিত করা। 'জগতেরে সন্না ডুবিয়ে দিতেছে অশ্ব-জড়িত গান।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া - বাইরে সাহুতা কিন্তু ভিতরে প্রতারণা করা। সুল, ১৯০৬: 'মুসুদনও ডুবে ডুবে জল খায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ডুবাবি [প্রা বুড]। **বি** ডুব দিতে পটু ব্যক্তি। 'জলখন্ড ডুবাবির মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ডুবাক [প্রা বুড]। **বি** ডুবুরি। 'ডুবাক লইয়া সাধু গেল তার কূলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডুবু [প্রা বুড]। **১** **কি** ডুবে যাচ্ছে এমন। 'ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি।' চণ্ডী, ১৫৫০। **২** **কি** প্রায় নিঃশ্ব। 'ডুবুডুবু কোম্পানিকে ডুবিয়ে ডুলাত হবে।' নরেন্দ্র, ১৪৯৯।

ডুবুরি, **ডুবুরী** [প্রা বুড]। **বি** গভীর জলে ডুব দিয়ে নিমজ্জিত বস্তু উদ্ধার করে যে। 'কোন উর্ধ্ব-হ্রদোম্বী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে ডুবুরীর ঘরে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২: 'কবিতার যে গভীর ভাব, ডুবুরি নামাতে হয়।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

ডুবো [ডুব]। **কি** পানিতে ডুবে থাকা ও পরিত্যক্ত। 'পোড়ো জমি, ডুবো নৌকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ডুবোজাহাজ [ডুব+আ জাহাজ] **বি** ডুবে গেছে প্রায় এমন জাহাজ। 'সেই ডুবোজাহাজেই কড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ডুবো ডিঙি **বি** ডোবােনা নৌকা। 'পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি/ যাচ্ছে সেখা আখখানা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ডুবো-পাহাড় **বি** জলের নীচের পাহাড়। 'জাহাজ ডোবে ডুবো-পাহাড় সেগো।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

ডুম [স ডুম] **বি** নীপাধারবিশেষ। 'বাতির ডুম টাসানো।' বিকৃতি, ১৯৩১।

ডুমকি [স ডুমকা] **বি** এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'ডুমকি বাজায় গিরিহে নিজন বনে।' জসীম, ১৯৩১।

ডুমা [ভিকৃতি দুম্বা] **বি** কাগড়ের খণ্ড; মেয়েদের পরার কাপড়। 'হুইচম্পার কলি ডুমা-গরা উমা-সম।' নজরুল, ১৯৩৫।

ডুমী **বি** নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'নেপালের নিকটে ডুমী নামে এক অনার্যজাতি আজিও বাস করি।' হরিন্দ্র, ১৮৯২।

ডুমুর [স উদুম্বর] **বি** বৃক্ষবিশেষ। 'অম্বথ, ডুমুর, গলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের বন্ধলে একপ্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ডুমুরের ফুল - দুর্গত বস্তু। 'তা হলে ডুমুরের ফুল এবং সাপের গাঁত গাও দেখতে পেতাম।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ডুমো টুকরা। 'এক ডুমো উঠোন।' মুলতাবা, ১৯৫৮।

ডুম [প্রা বুড] **বি** ডুব। 'ভাগিয়া সে ডাকে খাট ডুম ছিল জলে।' সুলতান, ১৭০০।

ডুম্বর [প্রা দুম্বা] **বি** দুধা; মেঘের মতো প্রাণীবিশেষ। 'ডুর্কী হইতে কিসমিস, ঘোটক, ডুম্বর এবং চর্য আইনে।' অক্ষর, ১৮৪১।

ডুম্বর [স উদুম্বর] **বি** ডুমুরের ফল। 'ডুম্বর তুলিয়া খাই মহানন্দমনে।' কুসুম, ১৭২০।

ডুয়েট [বি] **বি** দুইজন গায়ক মিলিতভাবে গায় এমন গান। 'দুটি ছন্দোমেঘেতে ডুয়েট হলো।' অন্নদা, ১৯২৯।

ডুয়েসা [বি] **কি** চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে দুজনের মধ্যে বন্দযুদ্ধ। 'বালকের সঙ্গে রিকলভার ডুয়েল?' বিকৃতি, ১৯৩৩।

ডুরি [ওরাও ডোরী] **বি** সূতা। 'হিড়িতে নারি গো ডুরি, কী করি মন যে তারই।' গিরিল, ১৮৮০।

ডুরি-হেঁড়া **কি** সূতা কেটে গেছে এমন। 'আমি ডুরি-হেঁড়া ঘুড়ির মতন চলছি উড়ে।' নজরুল, ১৯৩২।

ডুরিয়া [প্রা দোরা] **১** **বি** ডোরা কাটা শাড়ি। 'লাহুরি ডুরিয়া আট আদখান।' মের্স, ১৭৬২। **২** **বি** একপ্রকার জামাদানি শাড়ি। 'সাহেবের মঙ্গল ও ডুরিয়া আরও কাপড় ও জিনিষ।' ক্যালগে, ১৭৮৫। **৩** **বি** একপ্রকার মঙ্গল কাপড়। 'বদনলাস, সরবতি, কাসিদা, কুখীস, ডুরিয়া।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ডুরে [প্রা দোরা] **১** **বি** শাড়ি। 'ডাবিঙ্গপেডে বরানতের ডুরে ...।' ভবানী, ১৯২৫। **২** **কি** ডোরাকাটা। 'ইসরাইলী স্তুতো, শান্তিপুরের ডুরে উড়িল আর সীমলের ঘুড়ীর কপালে রাতায় ছোট ভদ্রর লোক আর জেনবার যো সেই।' হস্তাম, ১৮৬১।

ডুরেদার **কি** ডোরাকাটা। 'কাঁখে লাগ ডুরেদার গামছা।' প্রমথ, ১৯৩১।

ডুলা **বি** ডোল। 'বাঁশের চটাই ডুলা বানাইয়া বাজারে বিক্রয় করে।' মনসুর, ১৯০৩।

ডুলা **বি** মাছ ইত্যাদি রাখতে ব্যবহৃত বাঁশের তৈরি পাত্র; খালু। 'বেগ পেতে হয় রাসুর মাছটাকে জুত করে ধরে ডুলোর পুরতে।' কায়শার, ১৯৬৫।

ডুলি [স দোলিকা] **১** **বি** পেটিকা। 'মালোএল, ১৭৪০। **২** **বি** পালকি। 'প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইয়া আমি যাই।' দর্পণ, ১৮২১।

ডুলিবাছ [ডুলি+স বাহক] **বি** পালকিবাছ; বেহারা। 'ভারতবর্ষীয় ডুলিবাছকরাও সেখাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভুলিভাড়া বি পালকি ভাড়া। 'যাতায়াতের ভুলিভাড়াটা কুবেরের বাচিয়া গেল।' মানিক, ১৯৩৬।

ডুসাদুসি [খনা ডুস>] বি অব্যাহত মারামারি। 'ডিসার ডিসায় বীর করে ডুসাদুসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডেইজি, ডেউজী [বি] বি এক ধরনের বুনা সাদা-হলদে ফুল। 'চাঁপা, ডেইজি, ডায়োসেট? রোজ, টিউলিপ, ড্যাফোডিল?' শিবরাম, ১৯৪০: 'যে মাস ছিল টিউলিপ, উইলে ... টেটনাট আর ডেইজীর।' হাই, ১৯৫৮।

ডেউয়া [স ডহ] বি ছোটো কাঁঠালের মতো এক প্রকার বুনা ফল। 'সাহ করিয়াছেন কেউরা পালিকে খাবেন ডেউয়া।' গৌর, ১৮২২।

ডেও-পিপড়ে [স দেহিকা>+স পিপালিকা] বি বড়ো পিঁপড়াবিশেষ। 'একটা ডেও-পিপড়ে বেড়াইতেছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

ডেঁপি কিপ এখনো ডিম বা বাচ্চা দেয়নি এমন। 'দেখেতেন ডেঁপি মোরগটাকেই পছন্দ করে রাখে।' কাযসার, ১৯৬২।

ডেঁড় [স ঘাঁধ>] বি পরিমাপবিশেষ। 'হ ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।' হুতমার, ১৮৬৬।

ডেঁপো [স ডিখ>] বিগ ইচ্ছে পাকা। 'ডেঁপো চতুর আখ-ইশারায় সব বুঝে নেয়।' নজরুল, ১৯২৬।

ডেঁপোমি বি পাকামি। 'তাই এইসব ডেঁপোমি করে চিঠি লেখা!' নজরুল, ১৯২৭।

ডেঁশো [স ডিখ>] কিপ অকালপক; ফাজিল। 'বুড়র মত, ডেঁশো ও অহকারিয়া হইয়া না গড়ি।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ডেক^১ [বি] ১ বি জাহাজের পাটভর। 'আমকে ধরাখরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি জাহাজের ছাদ। 'জাহাজের ছাদকে 'ডেক' বলে।' কৃষ্ণভার্মী, ১৮৮৫।

ডেকচেয়ার [বি] ১ বি কাঠ বা খাতব কাঠমোর উপরে ফোঁটি কাপড় দিয়ে তৈরি বহনযোগ্য চেয়ার। 'ঘরের ভিতরে বোঁধা একটা ডেকচেয়ার পেতে দিয়েছে।' জীবন, ১৯৩১। ২ বি জাহাজের ডেকে বসার এক ধরনের আরাম কেন্দ্র। 'আমি ডেক চেয়ারে বসে আছি।' জীবন, ১৯৩৩।

ডেক^২ [বি] বি রান্নার বড়ো হাঁড়ি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডেকটি, ডেকটী [বি] বি রান্নার হাঁড়ি বিশেষ। 'কোফতার সুন্দা, যেখানে ডেকটী-সমারুতা ...' বজ্রিম, ১৮৭৫। 'ডেকটি' বিদ্যা, ১৮৯১: 'দুপুর হলে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেকটি ভরে।' সুহৃদায়, ১৯১৮। ২ ডেকটি

ডেকরা [স ডিয়ার] কিপ পাঞ্জি। 'এ বুড়ো ডেকরা মরছে না কি।' মাইকেল, ১৮৬০।

ডেকরেটার [বি] বি শোভাকার। 'নাগের শ্রেষ্ঠ ডেকরেটার খাটালেন সুন্দর শামিয়ানা।' মনসুহ, ১৯৪৫।

ডেকসিয়ানরি [বি] বি অভিধান। 'ইংরেজী ও বাঙ্গালা ডেকসিয়ানরি।' দর্পণ, ১৮২২।

ডেকশো [বি] ডেস্ক/বি টেবিলে সংরক্ষিত ছোটো বাকসো। 'ডেকসো খুলেই ড্রামোল লক্ষিরে উঠে দিলেন সৌড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ডেকান্টর [বি] বি মদ পরিষ্কৃত করার বোতলবিশেষ। 'ডেকান্টর নামে আঙ্গুরি ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন।' বজ্রিম, ১৮৭৫।

ডে কেরার সেটীর [বি] বি মা-বারাণ অনুপস্থিতিতে শিশুদের দিনের বেলা

দেখাশোনা করার কেন্দ্র। 'ডে কেরার সেটীর।' বৈশ্য, ১৯৭০। ২ ডে নার্দারী

ডেকোরেটর [বি] বি খরবাড়ি সাজানোর কাজ করে যারা। 'তাই বলে আমি কি এখন ছুটব ডেকোরেটরের দোকানে।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

ডেক্স [বি] বি দেবাজ্যুজ টেবিলের মতো আসবাববিশেষ। 'ইসানী আলমারি ডেক্স প্রভৃতি কাঠের কর্ষ করিয়া কিঞ্চিৎ সজ্জাপন্ন হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৩: 'সাজায়েছে পাঁদা-পান্দা ডেক্সের উপরে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ডেক্সনরী, ডিক্সনরি [বি] বি অভিধান। 'বাঙ্গালা ডেক্সনরী।' দর্পণ, ১৮২২: 'তাহাকে যদি বল, ইংরেজী বাঙ্গালা ডিক্সনরি হইতেছে লইবা।' ভবানী, ১৮২৩।

ডেক্সিয়ানরী [বি] বি অভিধান। 'ইংরেজী ডেক্সিয়ানরীর ন্যায়।' দর্পণ, ১৮১৮।

ডেগটি [বি] বি খাতু নির্মিত বড়ো রান্নার পাত্র। 'ডেগটি, কাফুরীর ঘনসংঘাতে গোলাদারবাড়ী মুখরিত হইতে লাগিল।' ইমদাদুল, ১৯২০। ২ ডেকটি

ডেগরা [স ডিয়ার] বি ধূর্ত। 'কি বলে ডেগরা বড় যে চেগরা।' ভারত, ১৭৬০।

ডেঙ্গর [স ডিয়ার] বি বড়ো। 'ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলা।' ভারত, ১৭৬৫।

ডেঙ্গু [সি সুস] বি ডাঙ্গা। 'দৈবাৎ কসার ঘাস যে ডেঙ্গার নিকট হইয়াছিল তাহাতে জুড়াইয়া পড়িল।' তারিনী, ১৮০৩।

ডেঙ্গু [বি] বি মশার কামড় থেকে হব, এমন এক রকমের জ্বর। 'একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় আমাদের ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ডেঙ্গার্ট [বি] বি মরুভূমি। 'যেন একেকটা গোবি মরুভূমি সাধারণ ডেঙ্গার্ট।' শিবরাম, ১৯৪০।

ডেজি [বি] ডেজি [বি] ছোটো ফুলবিশেষ। 'ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ ডেজি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ডেঙে [সি] বি বড়ো পিঁপড়াবিশেষ। 'ডেঙে পিঁপড়ের মস্তব্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডেঙে পিঁপড়ে [বি] বি অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের পিঁপড়াবিশেষ। 'ডেঙে পিঁপড়ের মস্তব্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ডেটল [বি] বি জীবাণুনাশক রাসায়নিকবিশেষ। 'কিম কিম হাওয়ায় ডেটলের গন্ধ।' হোসেন, ১৯৬৯।

ডেড লেটার [বি] বি প্রাপক ও প্রেরকের সন্ধান মেলেনি বলে যে চিঠি ডাকঘরে রাখা হয়েছে। 'ডেড লেটারের ডাকপেয়াদা।' সত্যেন্দ্র, ১৯৭১।

ডেডিকেট [বি] বি উপসর্গ। 'বইখানি তিনি দিল্লির বাদশা-সালামাহ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন।' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

ডেড় [স ঘাঁধ] বিপ দেড়। হালহেড়, ১৭৭৮: 'রোজ ডেড় প্রহর রাহের পর বিবাহ হবেক।' কেরি, ১৮০২।

ডেড়া [স ঘাঁধ] বিপ দেড়গণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডেড়ী [দেড়>] বিপ দেড়গণ। 'স্মৃতি কম প্রমাণিত হইলে তাহাকে ডেড়ী খাজনা টানিতে হইবে।' জামায়াত, ১৯৩৮।

ডেড়ি [কা] দেড়ী ১/কিণ অধিক। 'তোমার কর্মের ফল 'খামী' হইল পাগল ডেড়ি সখল নাহি বাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বিপদ আপদ;

অমঙ্গল। 'কপাল হইলে মন্দ পায় পায় ডেড়ি' রূপরাম, ১৭৫০।
ও বি অবহেলা। 'সদাই বামীর সেবা না করিহ ডেড়ি' রূপরাম, ১৭৫০।

ডেকেরা [স ডিবিয়] বি টেঁড়া। 'ডেকেরা শিটাইয়া নকিব গেল মুকারিয়া' মনসুর, ১৯৪৩।

ডেনজার [হি বি বিপদ]। 'একটা লাগরন্তের আতল জুলতে থাকে, ডেনজার সিগনাল' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ডেনা [স ডয়ন>] বি ডানা; বাহ। 'ডেনায় যতোক্ষণ জোর আছে ততোক্ষণে ফায়দা উঠাইয়া লইতে হয়' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

ডেনার জোর বি শারীরিক পরিভ্রমের ক্ষমতা। 'যায়ও যদি তার জন্যও ডেনার জোর রাখতে হয়' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

ডে নার্সারী [হি বি দিবাকরীন শিশুশালা; শিশুভাষার অনুপস্থিতি দিদের বেদা শিশুদের দেখাশোনা করার কেন্দ্র। 'শিশু সন্তানদের রাখার জন্য একটি ডে নার্সারীও প্রতিষ্ঠা করা হয়' বেগম, ১৯৬৩। ব্র ডে কেমার সেন্টার

ডেনিশ [হি বি ডেনমার্কের নাগরিক। 'জার্মেন ও ডেনিশদের মত' জীবন, ১৯৩২।

ডেটিস্ট, ডেটিস্ট [হি বি দাঁতের চিকিৎসক। 'হাসির জন্যে যদি ডেটিস্টের দোকানে দৌড়াইয়াছি ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'ডেটিস্টের কাছে যায় যখন-তখন/ আমার খোকন' শামসুর, ১৯৬৩।

ডেপুটি, ডেপুটী [হি বি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'শ্যাদারদার পর্যন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চলেণ' হুজুর, ১৮৬১। 'ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড, এতে সব কাইম আছে' দীনবন্ধু, ১৮৬১।

ডেপুটি-ইনস্পেক্টর [হি বি উপপরিদর্শক। 'এসিস্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টর ডেপুটি-ইনস্পেক্টর, সব-ইনস্পেক্টর' ইমদাদুল, ১৯২০।

ডেপুটি কমিশনার [হি বি সহকারী প্রপ্ৰাচক। 'সব ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেক্টর, ইনসপেক্টর' মুজতবা, ১৯৫২।

ডেপুটি কালেক্টর [হি বি সহকারী কল আদায়কারী। 'কোন ডেপুটি কালেক্টর নাকি বলিতেন' রোকেয়া, ১৯৪৪।

ডেপুটিগিরি [হি ডেপুটি+গি। গিরি বি ডেপুটির কাজ। 'ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণখণ্ডকারমধুর বেতনটি মেসে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ডেপুটি ডাইরেক্টর [হি বি উপ-পরিচালক। 'ডাইরেক্টর আর ডেপুটি ডাইরেক্টর তথ্য সংগ্রহ করেন সমস্ত এলাকা ঘুরে' মাহেনব, ১৯৪৯।

ডেপুটিজু [হি ডেপুটি+জু। জু বি ডেপুটির কাজ। 'তুমি কর ডেপুটিজু' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ডেপুটিগনা [হি ডেপুটি+গনা। গি বি ডেপুটিগিরি। 'হাবলে ডেপুটিগনা এ তো কতু নয় সনাতন প্রথা' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট [হি বি ব্রিটিশ শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তার পদ; মহকুমার দায়িত্বে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট। 'সেব বাহাদুর মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া চলিলেন' অক্ষর, ১৮৫০; 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সেশনগের চলিয়া গিয়াছে' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ডেপুটি সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারী [হি বি উপসচিব। 'এক সহজ ধারা নির্দিষ্ট করিয়া গবর্ণমেন্টের প্রপ্ৰাচক সেক্রেটারী ... তত্ত্বাপি প্রান্ত হইয়া থাকিবেন' দর্পণ, ১৮৩৪।

ডেপুটি স্পীকার [হি বি আইনসভার সহকারী সভাপতি। 'পরিষদের ডেপুটি স্পীকার জনাব ...' আজাদ, ১৯৬৪।

ডেপুটেশন [হি ১ প্রতিনিধি। 'লোন-কোম্পানীগুলির এক ডেপুটেশন দাখিলিং পর্যন্তও খাওয়া করিয়াছিল' জামায়াত, ১৯৩৭। ২ বি চাকুরিরত ব্যক্তিকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে অলাভ প্রেরণ; বৈশি। 'আমাকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ডেপৌমি বি বড়োদের আচরণ। 'ডেপৌমি করতে হবে না' সেলিনা, ১৯৬৯।

ডেফল [স ডহা] বি ডেডো ফল ও গাছ। 'ডেফল কাফল করদার বন করলি মেস্টি কাটে আসন' মুকুল, ১৬০০।

ডেফিনেশন [হি বি সংজ্ঞা। 'ইকনমিকসের ডেফিনেশন পরীক্ষায় আসে না' শামসুল, ১৯৭৩।

ডেবরা [প্রা ডাবো] বিগ বড়ো। 'একাও ডেবরা ডেবরা দুই চকু' মধু, ১৮৫৭।

ডেবিডেট [হি ডিভিডেট] বি লাভের অংশ। 'ভায়ায়দিগের দাবির অন্তরে কি টাকার চারি আনার হিসাবে ডেবিডেট' দর্পণ, ১৮২৭।

ডেভালাশ [হি বি রাসায়নিক ব্যবসায় প্রয়োগের মাধ্যমে ফিশ্য থেকে ছবি পরিষ্কৃতি। 'আমার স্মরণশক্তির ফিশ্য পরে বিস্তর ডেভালাশ করেও তার থেকে এতদূর আঁচড় বের করতে পারিনি' মুজতবা, ১৯৪৯।

ডেভেলপার [হি বি রাসায়নিকবিশেষ। 'ডেভেলপার ঢালিলে ছবি স্ফুটয়া উঠে' জগদীশ, ১৮৯৫।

ডেভিল [হি বিপ শাসনাতনের মতো। 'ডেভিল ডান্স ই ন্যাক কিংবা রাজ ডান্স' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ডেমক্রেসি, ডেমোক্রেসি [হি বি গণতন্ত্র। 'ওদের রাষ্ট্র অটোক্রিনসি হোক ডেমক্রেসি হোক, রাষ্ট্র' জরদা, ১৯৩৭; 'এই ডেমোক্রেসির মুখে দাড়িকে কাশ করা আমার পর্বক অসম্ভব' শিরোম, ১৯৪৫।

ডেমোক্রেটিক, ডেমোক্রেটিক [হি বিপ গণতান্ত্রিক। 'একালের সভ্যতা হতে চাহছে ডেমোক্রেটিক' প্রথম, ১৯১৮; 'ডেমোক্রেটিক শাসন অর্থাৎ ওরসনের শাসন' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

ডেমনি বি বোশা। ওর্গ, ১৭৮৫।

ডেমি [হি বি দিল্লিশ লেবার কাজে ব্যবহৃত বিশেষ কাজজ। 'দুখানা ডেমিতে একটা বন্দোবস্তির পাটাকবুলতি করে ফেল' তারা, ১৯৪০।

ডেয়ারি [হি বি দুধ সংরক্ষণ এবং দুধজাত পণ্য উৎপাদনের খামার। 'গোলট, ডেয়ারি আস্তে আস্তে সবই হল' নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

ডেরা, ডেরে [হি ডেরা] বি কুটির। 'সেখিতে ফরজদ মর্য ডেরা বিতে যায়' গরীব, ১৭৬৫; 'রাহুল আইল ডেরে লইয়া ইয়াম' গরীব, ১৭৬৫।

ডেরোডা ফেলা ক্রি বাসস্থান নির্মাণ করা। 'রাহ লক্ষণ পঞ্চবতীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরোডা ফেলিলেন' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

ডেরী [হি ডেরী] বি টেঁড়ি; ঘোষার জন্য ব্যবহৃত ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। মশাররফ, ১৮৯০।

ডোলা [স ডল্ল] ১ বি ঢিল। 'ঘটি বেধা খেলিতে লাগিল আর জপে একজাই ডোলা বুঠি করিলেক' তালিকা, ১৮০৩। ২ বি দলা। 'সে কি সাবান না সাঝিমাটির ডোলা' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ডোলা বুঠি বি বায়ে বায়ে ঢিল নিক্ষেপ। 'ঘটি বেধা খেলিতে লাগিল

আর জলে একজাই ডেলা বুঠি করিলেক' তারিখ, ১৮০৩।

ডেলা সেলামী বি এককালী সেলামি। 'ডেলা সেলামী ও মোড়তা ৫০ টাকা' নর্পণ, ১৮২৫।

ডে-লাইট [হি] বি গ্যাসের উজ্জ্বল বাতিবিশেষ। 'কাঠের বিমে একটা ডে-লাইট স্থলছে' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ডেলি [হি ডেলি] প্রতিদিন। 'কালবে কিবেশ দিতি হবে ডেলি।' হাসান, ১৯৬৭।

ডেলিনিউস [হি] বি দৈনিক পত্রিকা। 'শেষে পরিধান বস্ত্র বাঁধা দিয়া মদ খাইয়া ডেলিনিউস পত্রিকা ঘরে ফিরিয়া আসেন।' সুভদ্রা, ১৮৭৩।

ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা ক্রি বাসস্থান থেকে প্রতিদিন দূরবর্তী কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করা। 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি করলে সব দেশেই পয়সা বাচে' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

ডেলিকেট [হি] ১ বিশ সূক্ষ্ম; নাজুক। 'অমরত ডেলিকেট তো।' ওয়ালী, ১৯৪৫। ২ বিশ মধুর। 'আমাদের সম্বন্ধ যে কি ডেলিকেট তা তো তাঁর অভিজ্ঞা নই।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ডেলিপেট [হি] বি প্রতিমি। 'বাজালী ডেলিপেটের মধ্যে শতকরা নিরনকই জন... বিরুদ্ধে ছিলেন।' প্রমথ, ১৯২০।

ডেলিভারি, ডেলিভারী [হি] বি পৌছানোর কাজ; বিলি। 'রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টীমার, এয়ারপ্লেন, মোটর লরী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টঅফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারী' রোকেয়া, ১৯২১; 'এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো?' বিজয়, ১৯৩১।

ডেলিভারী কেস [হি] বি সন্তান জন্মদান। 'ডেলিভারী কেসের গুরুত্ব যতখানি।' বৈশ্য, ১৯৫১।

ডেসপ্যাচ [হি] বি প্রেরণ। 'হেড আপিসে ডেসপ্যাচ করে দেবার ওয়াক্কা মাত্র।' শিবরাম, ১৯৭০।

ডেঙ্ক [হি] বি টেবিলবিশেষ। 'প্রকাণ্ড ডেঙ্কের সম্মুখে এখনও দুই জনে কাঁড় করিতেছি।' রাজ, ১৮৭৪।

ডে-ক্লার [হি] বি অনাবাসিক ছাত্রী। 'সাধারণ ছাত্রী (ডে-ক্লার) ব্যতীত কেবল বোর্ডিং হাউসেই শতাধিক বালিকা বাস করে।' রোকেয়া, ১৯৪৪।

ডেস্কা, ডেস্কাহো [হি] বি বাস্তবজ্ঞ টেবিলবিশেষ। 'হ্যাঁতো ডেস্কাহোনি আরোতে কাঠ দিয়ে গড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'সবুজ একটি শাড়ি ছুরে ঢেকে আছে ডেস্কাহানা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ডেস্ট্রয়ার [হি] বি একপ্রকার যুদ্ধজাহাজ। 'মাইন সুইশার, ডেস্ট্রয়ার, জরি কাহকের রক্তবাহু।' কায়সার, ১৯৬২।

ডেস্ট্রাকটিভ [হি] বিশ ধ্বংসাত্মক। 'আমার প্রথম প্রস্তাব ডেস্ট্রাকটিভ।' মনসুর, ১৯৪০।

ডেয়া বি ডেওয়া; বুনা কাঁঠাল। 'ডেয়া যে মল খাও আমড়া চালিতা লাড়।' বিজয়, ১৬৫০। ডে ডেয়া

ডেরেক্টর্স [হি ডাইরেক্টর্স] বি পরিচালকমণ্ডলী। 'কোর্ট অফ ডেরেক্টর্স সাহেবেরা গাবনর জেনারল সাহেবকে সংগ্রহিত একরূপ পর লিখিয়াছেন।' মুখাবর্ষণ, ১৮৫৫।

ডোরবি [স ডোবি] বি ডোম নারী। 'ডোমবিভ আপলি গাই ফিল্মালী।' চর্চা ১৮, ১২০০।

ডোকরা [স দুধর] বিশ জড়বুদ্ধি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডোজা [মু ডোজা] বি এক প্রকার ছোটো সরু নৌকা। 'ছোটো ডোজায়

চ'ড়ে হাত দিয়ে জল কেটে কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ডোশা [মু] ১ বি কলাগাছের খোলা দিয়ে তৈরি পাত্র। 'চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোশা আর মুদগাসু'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ছোটো নৌকাবিশেষ। 'কোন এক ব্যক্তি প্রথমে ডোশা বা লাতি নির্মাণ করে।' অক্ষর, ১৮৮৮।

ডোশী [মু ডোশা] বি পাত্রবিশেষ। 'পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোশী ব্যঞ্জন পুরিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ডোজ [হি] বি একরকম গ্রহণের উপযোগী গুণবৈশিষ্ট্যের পরিমাণ বা মাত্রা। 'এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক গুণুখে' বিজুতি, ১৯৩৩।

ডোডো [হি] বি মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের গুড়ার ক্ষমতাহীন অধুনালুপ্ত বড়ো পাখিবিশেষ। 'ভুলেছি ডোডো পাখিদের বিলীন বিবেক।' জীবন, ১৯৩০।

ডোইট কেয়ার [হি] - পরোয়া করি না। 'মানে একটা 'ডোইট কেয়ার'-ভাব আনে।' নজরুল, ১৯২৭।

ডোবা, ডোবানো [প্রা বুডা] ১ ক্রি ডুবো যাওয়া। 'দুই কাইত করে নাও বলকে বলকে ডোবো' বিজয়, ১৬৫০। ২ ক্রি ডুবিয়ে দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ ক্রি অধঃপাতে নিয়ে যাওয়া। 'তাদের দেশের নাম ডোবালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ডোবা [প্রা বুডা] ১ বি ক্ষুদ্র জলাশয়; অব্যবহৃত ছোটো জলাশয়। ডেঙ্গল, ১৮০০; 'শুকরীণী অথবা ডোবা' নর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিশ ডুবো যাওয়া। 'আমরা এবার মন করছি ডোবা জাহাজ তুলতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ডোবাজমি বি জমিদার জমি। 'খাবলা-খাবলা কঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ডোবানো [প্রা বুডা] বিশ প্রাবতি। 'আকাশ-ডোবানো ... তাঁহারই চাওয়া।' নজরুল, ১৯২২।

ডোম [প্রা ডোবা] ১ বি পেশাজীবী সম্প্রদায়-বিশেষ। 'শুকর চরায় ডোম সেহে কৃষ্ণ গায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'হাটে নিগ্রে বেতে লোম কিনে ডোম হাড়ি।' মুহুদন, ১৬০০। ২ বি বাঙ্গালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামতনু ডোম' সেবধি, ১৮৪০।

ডোমনি, ডোমনী [প্রা ডোবা] বি ডোম নারী। 'মায়া করি ধরিল তোমা ডোমনির রূপে' বিজয়, ১৬৫০; 'পাচ ধরিকি শিরা ডোমনী পলায়ে চরে' বিজয়, ১৬৫০।

ডোমশাড়া বি ডোম সম্প্রদায় বাস করে যে পাড়ার 'ডোমশাড়াকে কিসের কাজে তাকদুমায়ে বাদি কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ডোমবংশ [ডোম+স বংশ] বি ডোম সম্প্রদায়। 'হিন্দু সমাজের প্রায় পতিতত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত ডোমবংশ' তার, ১৯৪০।

ডোমের পণ্ডিত বি ডোম সম্প্রদায়ের পুরোহিত। 'ডোমের পণ্ডিত মন্দিরের সঙ্গে গায় হান করে ভিক্ষা কচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৬১।

ডোম [হি] বি কাচের তৈরি গোল দীপাধার। 'কোন ডোমে ডোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ডোমচিল [স ডোম] বি এক প্রকার দুসর কালো রঙের চিল। 'বায়ার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে' মুহুদন, ১৬০০।

ডোমিনিয়ন [হি] বি একই শাসকের অধীনস্থ অঞ্চল। 'মুসলিম স্থাপত্যের রত্নাবলী সমগ্রই ভারত ডোমিনিয়নে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ডোবি, ডোবী [স ডোবা] বি ডোম নারী। 'নগর বারিহিরে ডোবি

ডোর

তোহারি কুড়িয়া। চর্চা ১০, ১২০০: 'কইসি হাসো ডোখী তোহারি ভাঙরিখালী।' চর্চা ১৮, ১২০০।

ডোরর [প্রা সোরা] বি শাবক। 'ডোরর হারাইয়া মেন ডোকে বান্ধি।' বিজয়, ১৭০০।

ডোর [প্রা সোরা] ১ বি সূতা। 'তবি ডোর শপড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বন্ধন। 'প্রেম ডোর গলে বান্ধি বিবিরে টানে।' অলাওল, ১৬০০। ৩ বি সুস্থ রক্ষণাবেক্ষণ। 'কড়ির ডোর।' মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বি বৈকুণ্ঠেশ্বরের বহির্বিষ। 'কটিতে কৌশিন ডোর কয়েতে করস।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ডোর-কৌশিনী [প্রা সোরা+স কৌশিনী] বি বৈকুণ্ঠেশ্বরের পরিষের বসন। 'করুয়া ধারণ তার কয়েতে কোটিতে ডোর-কৌশিনী।' লালন, ১৮৪০।

ডোরকৌশীন [প্রা সোরা+স কৌশীন] বি বৈকুণ্ঠেশ্বরের পরিষের বসন। 'ইহারা বৈরাগীদের ন্যায় ডোর কৌশীন ধারণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ডোর-টানা বিগ ডোরাকাটা। 'মাখে মাখে কাশো ডোর-টানা, মেন চিতা বাধের পা।' শতকৃত, ১৯৫৮।

ডোরা [প্রা সোরা] ১ বি দড়ি। 'পাটের দসারি বেড়া ... তার মাখে নানা পাট ডোরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ধারা। 'মৃত দিআ সাত ডোরা কাখে দিল বসুধারা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডোরাকাটা বিগ রেখাঙ্কিত। 'লগনে ডোরাকাটা পাছায়া।' নরেশ্বর, ১৯৬৬।

ডোরা-দাশ-কাটা বিগ নানা বর্ণের লগা রেখাবৃত্ত। 'ডোরা-দাশ-কাটা শতরঙ্গ কোণানো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ডোরা [বি হোদরা] বি লৌকায় ব্যবহৃত পানি সঁচার পাত্র। 'মনোএল, ১৭৪৩।

ডোরি, ডোরী [প্রা সোরা] ১ বি দড়ি। 'কটিতে বন্ধ দুই কুড়ি ডোরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সূতা। 'কটি পটসুর ডোরী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ডোশ [বি ডোশ] বি হেয়লা বা বেতির তৈরি সন্ধ্যা রাখার পাত্র। 'ডোশ মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ডোশ [বি] বি অর্থ সাহায্য। 'দু টাকা ক্যাং ডোশ ছুঁড়ে সেবে।' সুইল, ১৯৭০।

ডোলা [বি] আন্দোলিত হওয়া। 'ডোলা ক্রি কাশে।' হরি ভরে হরিন জইসে জিব ডোলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ডোলা [স দোলা] বি পালকিবাহক। 'প্রতাপাদিত্যের ডোলার কন্যা হইলেন খান বেগম।' রায়চন্দ্র, ১৮০১।

ডোশ [বি] বি একবার গ্রহণের পরিমাণ বা মাত্রা। 'একটু মাইল ডোশে খেতে দিন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ডোহারা [বি হোহারা] বি লৌকায় ব্যবহৃত পানি সঁচার পাত্র। 'মনোএল, ১৭৪৩।

ডৌল [বি] ১ বি আকৃতি। 'মনোএল, ১৭৪৩: 'সখাদপ্তর সামান্যতঃ যে ডৌসেতে মুদ্রাঙ্কিত ইহরা থাকে ...' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি সুবিধা; সুযোগ। 'আমার এখানকার কর্মের ডৌল নাঞি।' তর্ক, ১৭৮২। ৩ বি গঠন। 'ডোলা, ১৮২০। ৪ বি গড়ন। 'সুখের ডৌলটিতে এমন এক ভরপুর পূর্ণতা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৬০।

ডৌহাকু বি উত্তেজিত। 'আম ডাণ্ডি ডৌহাকু।' কবু, ১৪৫০।

ড্যাং ড্যাং [ধন্য] বি বিজয়ীর ভাব প্রকাশক ভঙ্গি। 'ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াবে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ড্যাংড্যাংয়ে ত্রিবিধ কৃত। 'আমাদের কাছে ড্যাংড্যাংয়ে বড়ো হয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯০১।

ড্যাং ড্যাংড্যাং [ধন্য] বি বাদ্যের আওয়াজ। 'ড্যাং ড্যাংড্যাং বাদি বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ড্যাং পাড়া [বি] আনন্দ। 'দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং গেড়ে গেড়ে আসেন।' নজরুল, ১৯২৭।

ড্যাকরা [স ডিগ্র] বিগ ডেকরা; পাঞ্জি। 'ড্যাকরা হুডো ন্যাকরা করিস।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ড্যাগার [বি] বি বাটো, তীর্য ছুরিবিষে। 'কোমরে বাঁধা বুতির সঙ্গে আরো একটা জিনিস ছিল ড্যাগার।' আলীউদ্দিন, ১৯৬৩।

ড্যাংকোডিল [বি] বি গিলি ফুলের মতো এক ধরনের উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুল। 'চাঁপা, ডেইজি, ড্যাংকোডিল? রোজ, টিউলিপ, ড্যাংকোডিল?' শিবরাম, ১৯৪০।

ড্যাংড্যাং [ধন্য] ১ বি বিশালতা প্রকাশক শব্দ। 'করুণ-মুগ্ধ দুই দিয়ে ড্যাংড্যাং করে চেয়ে বাক।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি চেয়ে আত্মবিশ্বাস অনুভব। 'তার চোখ শুধু ড্যাং-ড্যাং করছে।' তমালী, ১৯৪৫।

ড্যাংড্যাং [ধন্য ড্যাংড্যাং] ১ বি প্রশংসা। 'ড্যাংড্যাংয়ে পুরুষে দিলে হুজুল সে যে রকম ধারা হয়।' মুকুন্দ, ১৯৫২। ২ বিগ ভাসা ভাসা। 'ড্যাংড্যাংয়ে চোখে সামনে দাঁড়ানো বন্ধুর অন্তরাষ্ট্রটি মেন সেবে দিল।' আলীউদ্দিন, ১৯৫৭।

ড্যাংড্যাংয়ে [ধন্য ড্যাংড্যাং] ত্রিবিধ চোখ বড়ো বড়ো করে। 'ড্যাংড্যাংয়ে ড্যাংড্যাংয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান।' নজরুল, ১৯২৬।

ড্যাং ড্যাং [ধন্য ড্যাংড্যাং] বিগ ভাসা ভাসা। 'বাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে ড্যাং ড্যাং চোখ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ড্যাংড্যাং [প্রা ড্যাং] ১ বিগ ড্যাং। 'ড্যাংড্যাংয়ে ড্যাংড্যাংয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি বা-হাতি লোক। 'ড্যাংড্যাংকে ডান হাত দেখিয়ে দিলে লাভ আছে।' জীবন, ১৯৪৮।

ড্যাং [বি ড্যাং] বিগ প্যাংগার পেছা এমন। 'এ ড্যাং দুনিয়ার দাম কত বল তো?' মুকুন্দ, ১৯৫২।

ড্যাংকোয়ার [বি] বি ভয় নেই এমন ভাব। 'তাদের কথায় ড্যাংকোয়ার করে দিনরাত বো।' নজরুল, ১৯২৪।

ড্যাং [স দ্যাং] বিগ দেওগু। 'ড্যাং ড্যাং ড্যাং দেও বাড়ী পায় না।' ইমদাদুল, ১৯২০।

ড্যাং [স ড্যাং] ১ বি চেয়ে তারা বা পাতা। 'চোখের বড় বড় ড্যাং।' জীবন, ১৮৩২। ২ বি দশা; পিতা। 'পোলাশি গাছের আমেজ দেওগা এই ভিলে-ড্যাং ভিলে ড্যাং।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ড্যাং, ড্যাং [বি] (—) বহিষ্করণ। 'যারা কমা বসার কিংবা ড্যাং।' জীবন, ১৯৩১: 'কেল ড্যাং?' শিবরাম, ১৯৪০।

ড্যাং [বি] বি ডিক; ব্রিটনের রাজপরিবারের উপাধিপ্রাপ্ত সদস্য। 'বে-সকল ড্যাংকে বিপুল আয় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ড্যাং [বি] বি আঁকা ছবি। 'একদম ড্যাং ড্যাং তেওয়ে রামধনুর সাত হু ...' অবন, ১৯২৫।

ড্যাংড্যাং [বি ড্যাং+স ড্যাং] বি ছবি আঁকার বাড়া। 'অল্প দিনে

এলো কুচকুচে কালো পেটবৈজ্ঞ আর মত ডাইখাতা।' বৃহৎ, ১৯৪৯।
 ড্রপ [হি] বি পদা। 'তারপর ড্রপ পড়ত রক্তমঞ্জে।' অবন, ১৯২৭।
 ড্রপশিন [হি] বি নাটকের পদা। 'ড্রপশিন উঠিয়াছে।' শরৎ, ১৯১৭।
 ড্রমার [হি] বি দেৱাজ। 'চকোলেটের বাজ্ঞকশো তুলে নিয়ে নিজের ড্রমারের মধ্যে বজ্র করল।' শিবরাম, ১৯৫০।
 ড্রিরিক্স [হি] বি কবীর ঘর। 'একটি ঝড়ন নিয়ে ড্রিরি ক্রম সাফ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।
 ড্রাইভার [হি] বি গাড়িচালক। 'ড্রাইভার জানালে, লোকসান বেশি হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।
 ড্রাইভ করা [হি] ড্রাইভ+করা। ক্রি গাড়ি চালানো। 'আমি নিয়ে ড্রাইভ করি।' শিবরাম, ১৯৪০।
 ড্রাইভারি [হি] ড্রাইভার+। বি গাড়ি চালনার কাজ। 'তাহলে সেও ট্যান্ডি ড্রাইভারি করতে পারতো।' সুশীল, ১৯৭০।
 ড্রাইভিং [হি] ক্রি মোটরগাড়ি চালানো বিষয়ক। 'আমার আবার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।' শিবরাম, ১৯৭০।
 ড্রাশন [হি] বি পাখ্যকৃত আতন নিক্ষেপকারী ভয়ঙ্কর কল্পিত জন্তু। 'ছোটো সাদা পাখরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাশন-আঁকা জাপানী ট্রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
 ড্রাস্টিস্ট [হি] বি গুরুত্ব বিজ্ঞতা। 'এক পরিচিতি অভিজ্ঞত ড্রাস্টিস্টের দোকানের সামনে গাড়ি বামিরে ...।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।
 ড্রাক্ট [হি] বি দেওয়ালে টানানো পোল একটি লক্ষ্যবস্তুর ওপর হাত দিয়ে দু-তিন ইঞ্চি লম্বা লাটিমের মতো তির নিক্ষেপের খেলা। 'দাবা, ব্যাক্সডামন কিংবা ড্রাক্ট বেলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।
 ড্রাক্ট [হি] বি খসড়া। 'একটি চিঠি সুবিমল ড্রাক্ট করতে শুরু করেছেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।
 ড্রাম [হি] বি ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। 'শ্রাবণল জোরে ড্রাম টোয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।
 ড্রামাটিক [হি] ক্রি নাটকীয়। 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।
 ড্রিফ [হি] বি পানীয়। 'ডাকাতের রেকমেডেসনে হাড়া কি মিট, দ্রিফ লোকে কিছুই ইউজ করে না।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ড্রিশ' [হি] বি কুচকাওয়াজ; তালে তালে ব্যারাম। 'বাসের উঠিত ছিল মেসনের দারোগা ড্রিশ বা সার্জেন্ট বা ভুতের ওকা হওয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬: 'কম্বীরা ছিল কমেসের ড্রিশ-করা তলাকিয়ার।' মনসুর্, ১৯০৫।
 ড্রিশ করা [হি] ড্রিশ+করা। ক্রি ব্যারাম করা। 'ছত্রীর মা বাপ ড্রিশ করতে বাধন করেন।' রোকেয়া, ১৯২২।
 ড্রিশমাস্টার [হি] বি শরীরচর্চার শিক্ষক। 'ড্রিশমাস্টার হেতমাস্টার মশাইকে প্রশ্ন করলেন।' শিবরাম, ১৯৪০।
 ড্রিশ, ড্রিশ মেশিন [হি] বি শক্ত বস্ত্র ছিন্ন করার হাতিয়ারবিষয়। 'ড্রিশ মেশিন, ছুরি ... দেখা পেল সব সরঞ্জামই আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।
 ড্রোয়ার [হি] বি নদীর তলদেশের মাটি খননের যন্ত্রবিধিট আঁহা। 'আদিত ড্রাশন যেন ড্রোয়ারের তঁচু করা ঘাড়।' মহব্বত, ১৯৬০।
 ড্রেন [হি] বি নর্মা। 'ভা পেলবার অন্য পলার নলী হওয়া চাই ড্রেন-পাইপের মতো মোটা।' প্রমথ, ১৯২০।
 ড্রেন [হি] বি মেসনের পোশাকবিষয়। 'পোরে ড্রেন হন ক্রেন দেখা যায় বেড়ে।' তরু, ১৮৫৮।
 ড্রেন রিহার্সেল [হি] বি নাটকের পোশাক পরে মহড়া। 'এক রাতিরে ড্রেন রিহার্সেল হচ্ছে।' অবন, ১৯৪১।
 ড্রেনিং [হি] ১ বি পোশাক পরার কাজ। 'বাবু ড্রেনিংকমে ঢুকে পোশাক গুছেন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে শুষ্ক করার ক্ষম। 'কাল ড্রেনিংয়ের সময় যখন ব্যাডেজটা পোশা হবে।' সুশীল, ১৯৭০।
 ড্রেনিং কেস [হি] বি সাজসজ্জার আদমারি। 'ড্রেনিং কেসে রাখল খোশে খোশে হাত আয়না, রুপোয় বাঁধা বুরল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।
 ড্রেনিশপাউন্ড [হি] বি অলম্বাঢ়া জাতীয় ঘরে পরার ঢিলা জামাবিশেষ। 'দারজিঙের প্রকাশ্যগবে ড্রেনিশপাউন্ড পরিয়া বেড়ান।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
 ড্রেনিং টেবিল [হি] বি প্রদান টেবিল। 'ড্রেনিং টেবিল তার প্রদান।' মানিক, ১৯৪০।
 ড্রেনিকেম, ড্রেনিকেম [হি] বি পোশাক পরার বা সাজসজ্জার ঘর। 'বাবু ড্রেনিকেম ঢুকে পোশাক গুছেন।' হুতোম, ১৮৬১।
 ড়াখিলি [শ বন্ধ] ক্রি রাখিল। 'ড়াখিলি মাড়কলডি।' মাল্যবর, ১৫০০।

ঢ়' [স ভঙ্গ] ১ বি বিশেষ ভঙ্গি। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আঁচলটি ঢ় করে রেড় দিয়ে কাদের উপর ফেলচেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ বি কৃত্রিম ভাব। 'গাওনা বাজনা ও খানা খেলানা হ় ঢ় সং ইহারি বরাহর্ষ ভারি।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৩ বি আকৃতি। 'গিরিগিড়ি তার ক্যাকলেসে ঢ়'। *নজরুল*, ১৯২৬। *দ্র চ*

ঢ়' [ধন্য] বি ঘটা বাজার শব্দ। *ঢ় ঢ়* [ধন্য] বি ঘটা বাজার অবিরাম শব্দ। 'ঢ় ঢ় করে দুটো বাজলে কোলাস বসে গ্যালো।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢ় ফ় [ধন্য] বি হাবভাব। 'আনকোরা নাবিক বন্দরের ঢ় ফ় বোঝে না কিছু।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢ়ক [ধন্য] ১ বি তরল পদার্থ পান করার শব্দ। 'ঢ়ক করে গিলে ফেল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬। ২ বিশ কদাকার। 'সবই ওই ঢ়ক নকশার শরীর আর কালো মুখের খ্রীটার জন্য।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢ়কডিল বি সুশৃঙ্খলতা। 'বৌমার কামের ঢ়কডিল নাই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

ঢ়ক ঢ়ক [ধন্য] বি দ্রুত পানি পানের শব্দ। 'ঢ়ক ঢ়ক করে ... জল ঢ়কক পান করলো।' *বিক্রান্তি*, ১৯৩৭।

ঢ়কা [স ঢকা] বি ঢাক। 'ঢ়কাবাদে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঢ়কা-নিদাদ [স] বি ঢাকের শব্দ। 'ফুটো তোর ওই ঢ়কা-নিদাদ/পলিউল্লের বারোয়ারিতে।' *নজরুল*, ১৯২৯।

ঢ়কাবাধ্য [স] বি ঢাকের কান। 'ঢ়কাবাস্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ঢ়কাবাহী [স] বি সাড়ম্বরে প্রচার চালায় এমন ব্যক্তি। 'বাংলার এই সব জনকল্যাণের ঢ়কাবাহীরা সকল বিভাগে বায় সজোচ করিয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

ঢ়ঢ়, ঢ়ঢ় [স ভঙ্গ] ১ বি ভঙ্গি। 'নানা রঙে ঢ়ঢ়ে দুইই কৌতুক করছি।' *মাল্যধর*, ১৫০০; 'ঢ়ঢ়।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি রকম। 'আর এক ঢ়ঢ় বিষ ঢাকো সেই খানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ বিশ প্রভাবক। 'সাপু নহ ঢ় ঢ়েটো মিছা তোর ভরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বি স্টাইল। 'তোমার ঢ়ঢ়ের সম্বন্ধ আমার বক্তব্য এই যে তোমার একটা নিজস্ব ঢ়ঢ় গড়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ঢ়ঢ়াতি [স ভঙ্গ] বি প্রভাবকের ব্যবসা। 'শিশুমতি মোর নাতি নাহি জ্ঞানে ঢ়ঢ়াতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢ়ঢ়রা [স ভঙ্গ] বিশ কুসাকারী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢ়ঢ়ঢ় [ধন্য] বি অব্যাহত ঢ় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢ়ঢ়ঢ়াঢ় [ধন্য] বি অব্যাহত ঢ় শব্দ। 'আর ঢ় ঢ়াঢ়াঢ় হজ্জে ডাক্তারের দরকার করিবেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ঢ়নঢ়ন [ধন্য] ১ বি অব্যাহত ঢ় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি আকালন। 'হুজের নামে ঢ়নঢ়ন।' *মশারয়ঙ্গ*, ১৯০৮।

ঢ়প', ঢ়ক বি পদাবলি কীর্তনের ঐতিহ্য থেকে সৃষ্ট এক প্রকার পান। 'ঢ়ম্বের গীত গাইবার পরি ও কবি গাইবার পরি ... এযোগা হুক্যান।' *ভবানী*, ১৮২৮; 'রাশামোহন বাড়লের নিকট ঢ়প শিক্ষা করেন।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

ঢ়প' [বি ঢব] বি আকৃতি; গড়ন। 'ঢাকাই ঢ়পে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

ঢ়পঢ়প [ধন্য] বি অব্যাহত ঢ় শব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢ়পঢ়শিরা [ধন্য] বিশ ঢ়প ঢ়প শব্দ করে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ঢ়ক ঢ় ঢ়

ঢ়রা' কি গড়িয়ে পড়া। *ঢ়রা' কি গড়িয়ে পড়লো*। 'করতল কমল নয়ন ঢ়র নীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *ঢ়ক' কি আরে পড়ছে*। 'মলিন বসন ঢ়নু চীরে। করতল কমল নয়ন ঢ়ক নীরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ঢ়ল ১ বি প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'মার্টে-বার্টে-বার্টে নেমেছে ঢ়ল।' *নজরুল*, ১৯২৯। ২ বি ঢাল; ঢালু জায়গা। 'জল তোলে এই ছোটো পাহাড়ের ঢলে।' *বিক্র*, ১৯৪৭।

ঢ়লকানো' কি উছলে পড়া। 'কোমর বানি দুগিয়ে ডেউটির মতো ঢ়লকে পড়ে ঢেকির ওপর।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ঢ়ল-নামা বিশ পর্বত থেকে নীচের নিকে প্রবাহিত। 'ঢ়ল-নামা জল খিতায় গাঙের।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ঢ়লকি [প্রা ঢঢ়ল] ক্রিবিধ ধাক্কা দিয়ে। 'ঢ়কা মরি পঞ্চশরে ঢ়লকি ফেলিল মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঢ়লকো [প্রা ঢঢ়ল] বিশ ঢিলেঢালা; ঢোলা। 'আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যারিসের পরনে কি ঢ়লকো পরনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ঢ়লঢ়ল' [ধন্য] ১ বিশ লাগাম। 'ঢ়ল ঢ়ল কাঁচা অঙ্গের লাগবি অবনী বহিয়া যায়।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ বি তরলের ভাব। 'ঢ়লঢ়ল করে কাল সাগরের গরুর।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০। ৩ বি ঝলমল। 'ঢ়লঢ়ল করে জল বিমল উজ্জ্বল।' *রব*, ১৮৫৮। ৪ বিশ বিজোর। 'সরুপ ঝটানগপ ডায়ে ঢল ঢল।' *তপ*, ১৮৫৮। ৫ বিশ এখনই সরবে এমন। 'ঢ়ল ঢল হুল হুল জলভরা বলহারা চোখ দুটো।' *রক্তিম*, ১৮৮৪। ৬ বিশ অতি উজ্জ্বল। 'অসীম আকাশ নীলশতদল, তোমার কিরণে সন্না ঢ়লঢ়ল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ৭ বিশ শিথিল; টলটলারমান। 'সর্বদা ঢ়লঢ়ল মিনয়ন উৎপল।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৮ বিশ উজ্জল। 'আজ হাজার সেই ঢ়লঢ়ল হাসিখানি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৯ বিশ তলমল। 'মুখখানি তার ঢ়লঢ়ল ঢলেই যেত পড়ে।' *জসীম*, ১৯২৯।

ঢ়লঢ়লে [ধন্য] ঢ়লঢ়লে' ১ বিশ ঝিল। 'ঢ়লঢ়লে চোখ দুটি গোলাবী নীল আকাশের পানে তুলে।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ বিশ ঢিলা। 'জামাটা ঢ়লঢ়লে হয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

ঢ়লনি বি যে লোহা ছোড়ার কাজ করে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢ়লা' বি সংযোগ্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ঢ়লা' ১ ক্রি ঢাল বা হেলে পড়া। 'ঘোল কলা পূর্ণ শরী পড়িছে ঢ়লিয়া।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০। ২ ক্রি ছুঁয়ে যাওয়া। 'সমীরণ, বহে যারে ফুলে ফুলে ঢ়লি ঢ়লি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ঢ়লে ঢ়লে ক্রিবিধ ঢ়লে ঢ়লে। 'ফুলে ফুলে ঢ়লে ঢ়লে বহে কিবা মুদু বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

ঢ়লে পড়া ১ ক্রি মুয়ে পড়া। 'রাই আমার ঢ়লে যেতে ঢ়লে পড়ে, অপাধ জলের মকর যেমন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ২ ক্রি মুয়ে আচ্ছন্ন হওয়া। 'জননীর কোলে পড়িল ঢ়লিয়া, তাহারে শান্তি-চন্দন দাও।' *নজরুল*, ১৯৩৫। ৩ ক্রি গড়িয়ে যাওয়া। 'দুপুর ঢ়লিয়া পড়িতেছে।' *শরৎচন্দ্র*, ১৯৫৮।

ঢলে-পড়া বিপ অস্ত যাচ্ছে এমন। 'পশ্চিমে ঢলে-পড়া সূর্যের লাল আলো ... এসে পড়েছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৫।

ঢলাঢল [ধন্য] বিপ তলমল। 'যৌবনের জ্যোয়ারের জল, দেখতে দেখতে ঢলাঢল।' দীনবন্ধু, ১৮৭০।

ঢলাঢলি ১ বি নির্লজ্জভাবে মেলামেশা। 'তল সর বলি হবে ঢলাঢলি, যদি তল যুবনা'। 'তবানী', ১৮২৫। ২ বি প্রকাশ্যে উচ্ছ্বল আচরণ। 'মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কতই কি সভা হয়?' মাইকর, ১৮৬০।

ঢলানি বি লোক হাসানো কাজ। 'তলী গয়লানিকে খামকা একটা কথা বলে কি ঢলানিটাই ঢলালে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

ঢলানি বি লোক হাসানো কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঢলানো কি ফটনির করা। 'তুই যে অর্জুনের সঙ্গে ঢলাতে যাস।' সুনীল, ১৯৭০।

ঢলোঢলো [ধন্য] বিপ লাফাময়। 'এত দিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলোঢলো মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

ঢাউস বিপ বড়ো আকারের। 'মাঝখানে ঝুলছে কাঠের ঢাউস সাইনবোর্ড।' অচিভা, ১৯৫০।

টাটা বি ভাব। 'বরদাবাবু সহবাসে রামলালের মনের টাটা প্রায় তাহার মনের মতো হইয়া উঠিল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

টাটি, টাটী [স ধৃ] বি দুর্ভীষিত নারী। 'লাজ ভয় নাই তোর টাটি।' মুকন্দ, ১৬০০; 'জে কালে রাখিতে টাটি নিল গুণ্য পান।' মুকন্দ, ১৬০০।

ঢাক [প্রা ঢক] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ঢাক২ শুড়২, ঢাক ঢাক শুড় শুড় - কোনো কিছু গোপন রাখার চেষ্টা। 'আর ঢাক২ শুড়২ কি।' দর্শন, ১৮২১।

ঢাকঢোল বি ঢাক ও ঢোল। 'ঢাকঢোল মহাস্বপ্ন করে ছুঁইকানে।' মালাধর, ১৫০০।

ঢাক ঢোল পিটানো কি আড়ম্বরের সাথে সবাইকে জানানো। 'ঢাক ঢোল পিটিয়ে যেভাবে সেই জিপীরকে শতভণে আবার জাগিয়ে তোলাব চেষ্টা করছেন।' উমর, ১৯৬৮।

ঢাক পিটানো কি সকলের নিকট প্রচার করা। 'সভা শেষক কৌচিয়ে মনে, ঢাক নিয়ে সে বাগি পিটোয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঢাকপেটা বি প্রচার। 'বিখ্যাত মানুষকে চোখ দিয়েছেন সোকাণদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে তলচে।' অন্নদা, ১৯২৯।

ঢাক হওয়া কি ঢাকের মতো বড়ো হওয়া। 'তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঢাকের উপর টেকি চড়ানো কি একটি সমস্যার সঙ্গে আরেকটি সমস্যা যুক্ত হওয়া। 'নিজের দায়ই সামলাতে পারিলে, তার উপর আবার ভলনাম ... ঢাকের উপর টেকি চড়িয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ঢাকের কাঠি বি গুণপানকারী; মোসাহেব। 'তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ঢাকের গটরা বি ঢাকের দল। 'ঢাকের গটরার সঙ্গে গাছন বেহিয়েছে।' হস্তাশ, ১৮৬১।

ঢাকের টো বি ঢাকের বারার ধার। 'ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামব, পাখির পালক, ঘটা ও মুমুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় বাজিয়ে বাজিয়ে সন্ধ্যাসী সন্ধ্যহ কচে।' হস্তাশ, ১৮৬১।

ঢাকের বাঁরা - অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র। সুবল, ১৯০৬।

ঢাকন [হি ঢাকনা] বি ঢাকনা। 'ঢাকন বুলিয়া তাহা বেহেলা দেখায়।' কৈতক, ১৬৫০।

ঢাকনা [হি] ১ বি হাড়ি ইত্যাদির আবরক; সরা। বিদ্যা, ১৮৯১। 'দেখ দেখি ওই ঢাকনা বুলি -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি ঢেকে রাখার পাত্র। 'পিণ্ডলের ঢাকনায়ে থালা ঢাকা রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ঢাকনি [হি ঢাকনা] বি ঢাকনা। 'বুলি হাড়ি ঢাকনি বাহির করয়ে ফলী।' চঞ্জী, ১৫৫০।

ঢাকনিওয়ালা বিপ খেল আছে এমন। 'ঢাকনিওয়ালা একটা বলিশও মাঝখানে।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

ঢাকা ১ কি আবৃত করা। 'দক্ষিণ করে ঢাকিয়া কুচমণ্ডলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি রন্ধা করা। 'সকল অন্তঃ হইতে তাহারে কুমি ঢাকে, গুড়ু।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ কি আড়াল করা। 'তোমার চন্দ্র সূর্য তোমার রাখবে কোথার ঢেকে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ কি লুকিয়ে রাখা। 'আমার সদা তোমার মাঝে ঢাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৫ কি আচ্ছন্ন করা। 'কর্ম যখন এবল আকার গরুণি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৬ কি দূর করা। 'তখনলে কাছে ডাকিলে লজ্জা আমার ঢাকিলে গো।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ঢাকাএ কি ঢেকে রাখে। 'শতক পরতে যদি কতরী ঢাকএ।' বাহরাম, ১৬৫০। ঢাক কি ঢেকে। 'চামুড়ী ঢাকি আখি লইল সয়নান পাখি।' মুকন্দ, ১৪৫০। ঢাকিয়া কি ঢেকে। 'দক্ষিণ করে ঢাকিয়া কুচমণ্ডলে।' বড়ু, ১৪৫০। ঢাকিয়া কি ঢেকে। 'বিচিত্র বোরকা মুখে ঢাকিয়া কামিনী।' আলোড়ল, ১৬০০। ঢাকিল কি ঢাকলে। 'আবন্ধি দিয়া পুষ্পের সাজি ঢাকিল।' বিজয়, ১৬৫০। ঢাকিলে কি আবৃত করলে। 'আখ মুখ ঢাকিলে সক্রম বসনে।' বড়ু, ১৪৫০। ঢাকিলে কি আবৃত করলে। 'গমিয়ারে ফুলিয়া যইটে পালক দিয়া আপনাকে ঢাকিলে।' তারিণী, ১৮০০। ঢাকী কি ঢেকে; আবৃত করে। 'বাম হস্তে জোনি ঢাকী লজ্জা তো পাইয়া।' মালাধর, ১৫০০। ঢাকীল কি ঢাকলে; আবৃত করলে। 'চামে ঢাকীল পোসাঙি ব্রীমায়া পুজিয়া।' মালাধর, ১৫০০। ঢাকে কি ঢেকে রাখে। 'কাপড়ে ঢাপিয়া মুক ঢাকে কলেবরে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ঢেকেঢেকে ক্রিবিপ আবৃত করে। 'ঢেকেঢেকে, গাছালা দিয়ে, দু-একটি কৌটো টেকি রেখে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঢেকে রাখা কি আড়াল করে রাখা। 'আর নিয়ে যা রাখার বিরহের ভার, কত আর ঢেকে রাখি বল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ঢাকা ১ [হি ঢকনা] ১ বিপ আবৃত। মালোৎসব, ১৭৪৩। ২ বি আচ্ছন্ন। 'অমল আসনে বসিয়া ঢাকা বুলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি আবরক। 'আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধূলায় ঢাকা হুইয়ে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঢাকা-ঢাশা বি গোপনীয়তা; আড়াল। 'একটু ঢাকা-ঢাশা দিয়ে এ প্রস্তাবই করা হয়েছে।' প্রমথ, ১৯১৩।

ঢাকাঢাকি বি অব্যাহত ঢাকার কাজ; গোপন রাখার প্রয়াস। বিদ্যা, ১৮৯১। 'লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ঢাকাঢুকা বিপ ঢেকে রাখা হয়েছে এমন। 'ঢাকাঢুকা যা মালি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ঢাকাঢুকি বি ঢেকে রাখা হয়েছে এমন অবস্থা। 'ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঢাকা

ঢাকা^১ বি বাংলাদেশের রাজধানী শহর। 'ঢাকার ঢাকেশ্বরী আরোড়ে অপর্যাপ্ত'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঢাকাই ১ *বিশ* ঢাকার তৈরি। 'ঢাকাই গলাবন্দ ৪২ বিরাল্লিখ ধাম।' *মেরণ*, ১৭৫৭। ২ *বিশ* ঢাকা থেকে আসা। 'কতকগুলি ... গজবনে আর কাঁশাঙ্গী ও ঢাকাই কামার নিত্যক অনুভূত।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ *বিশ* ঢাকা শহরের অধিবাসী। 'ভাঁরা ঢাকা কথেকে আসছেন, দেবদেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ঢাকাই জালা বি ঢাকার তৈরি যুগ্মাকার পাত্রবিশেষ। 'ঢাকাই জালার কাছে ঠাকু জালের কুঁজো।' *মীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ঢাকাইয়া বি ঢাকার অধিবাসী। 'হুতোমার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।' *রামহুসান*, ১৭৮০।

ঢাকাই সাড়ি বি ঢাকার তৈরি শাড়ি। 'সিপাই শেড়ে ঢাকাই সাড়ি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

ঢাকাছ [ঢাকা+স ছ] *বিশ* ঢাকার বসবাসরত। 'ঢাকাছ মহিলাসের এক সভার এ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আত্ম মুক্তি ...।' *বৈশ্য*, ১৯৫৩।

ঢাকেশ্বরী [ঢাকা+ঈশ্বরী] বি (বিশুদ্ধতঃ) ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ঢাকার ঢাকেশ্বরী আরোড়ে অপর্যাপ্ত'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঢাকাইত [বি ঝকত] বি ঢাকাত। 'রাধার আশ্রা এ চোর ঢাকাইতের, এবং পিতার মস্তকে কাটে।' *আজেনিয়া*, ১৭৪০।

ঢাকাঢাকি, ঢাক্যাঢাকি *দ্র* ঢাকা^২

ঢাকনি বি ঢাকনা। *ক্যালগে*, ১৮০০।

ঢাকি, ঢাকী [প্রা ডকা] ১ বি যাদুনি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মুকরাম ঢাকি।' *সেবতি*, ১৮৪০। ২ বি ঢাক বাজার যে। 'ঢাকী ভাবিয়ে ভাসিয়ে বহ ক্রেপে বাঁচিয়াছিল।' *গায়ী*, ১৮৫৯। 'ঢাকি তো একমুখো পৌহেল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ঢাকুনি বি ঢাকনি: ঢেকে রাখার ব্যবহার। *মানোএল*, ১৭৪৩। 'ঢাকি কোনা ঢাকুনির কিনারা পিতল দিয়া মোড়া।' *ক্যালগে*, ১৮০০।

ঢাকেশ্বরী *দ্র* ঢাকা^৩

ঢাকাতি [স ঢকুতি] বি শ্রতাকর। 'ঢক ঢাকাতি নহি অকটীর জাতি তোল ঢামালি নাহি কীর পরের বুঝি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢাটাপান [স ধুটি] বি ধুটপা। 'কোথা হা সেবি যা এমন ঢাটাপান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢাবস বি ঢকুঙ্গ। বি এক প্রকার মুড়ি। 'ঢাবস হইল দুই তোল রস বৈল চুর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ঢামালি [স ধাম+] বি রদরস। 'হাস পরিহাস করেন কৃষ্ণ ঢামালি।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

ঢালা [স ধারা] *ক্রি* ঢালা। *ঢালত ক্রি* ঢালছে। 'ঢালত সুরমুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *ঢালি ক্রি* ঢেলে। 'পানির বারি ঢালি করি নীচল চলবিহি অনুধি ঢালি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

ঢাল [যু] ১ বি আঘাত থেকে বাঁচার ফলকবিশেষ। 'সহস্রেক পন কৈল ঢালের উপরে।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ বি অস্ত্রবেধের গোলাকার লক্ষ্য। *মানোএল*, ১৭৪০।

ঢালি, ঢালী [যু ঢাল+] বি ঢাল হাতে সজ্জিত যোদ্ধা। 'রায়বীণা অবরী ঢালি ধারুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'ঢালি পাইক মেঘা পাড়া।' *কুজরাম*, ১৭২০। 'আশি অহন ঢালী সঙ্গে ঢাল বাধা হীরা।'

হুগরাম, ১৭৫০।

ঢাল নাহি ভরোয়াল নাই/ নিমিয়ার সর্দার - বড়ো হতে গেলে উপযুক্ত উপকরণ প্রয়োজন হয়। *সুফল*, ১৯০৬।

ঢালি পাখি বি ঢালখার সৈনিক। 'ঢালি পাখি সজ্জিল হাজার তিন সাড়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ঢালন বি ঢালা। *ওর্গা*, ১৭৮৫।

ঢালসুমর বি ধার সোখ ও ধার নেওয়া। 'ভড়োমানুদিশের ঢালসুমরেই চলে ...।' *গায়ী*, ১৮৫৮।

ঢালা [স ধারা] ১ *ক্রি* (ডরল পদার্থ) সেচন করা। 'গাছ কাট্যা ঢাল পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* এলিয়ে নেওয়া। 'চন্দনভরুর তলে ঢালিলেন গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* ফেলা। 'কাড়িয়া ঢালিল বিবির বৃকের কাপড়।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ *ক্রি* ঝাঙরা। 'আগে পেটে কিছু ঢাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৫ *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'ঘড়ো পিচকির করে পারে পরম জল ঢালতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ *ক্রি* প্রবাহিত করা। 'আমি ঢালিল করুণাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৭ *ক্রি* উৎসর্গ করা। 'ভুতু হো জীবন ঢালি বহিয়ে নবীন বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৮ *ক্রি* মুখে নেওয়া। 'ঢালিল কলহকালি এ কিশোর আগে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৯ *ক্রি* ছড়িয়ে দেওয়া। 'আমার হারের দুয়ারে শিররে তোমারি কিরণ ঢালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ১০ *ক্রি* নিবিড় করা। 'মানুষ ... ভাবরচনার আশ্রমকে ঢালিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ১১ *ক্রি* পূর্ণ করা। 'মরমে আমার ঢেলেছ তোমার পদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। ১২ *ক্রি* অর্পণ করা। 'আমার কুর্ভাগ সর্বল পক্ষি কর্তে তার কুর্ভাগ ঢেলে দিলাম।' *নজরুল*, ১৯৩১। *ঢাল ক্রি* ঢালো। 'গাছ কাট্যা ঢাল পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *ঢালি ক্রি* ঢেলে। 'বিজ্ঞ ঢালি দিল রাজা পক্ষি বিদ্যামনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *ঢালিতে ক্রি* ঢালতে। *ওর্গা*, ১৭৮২। *ঢালিল ১ ক্রি* উৎসর্গ করলো। 'ঢোকা মারে একবারে শত শত জন ঢালিল তোমার পদে আপন জীবন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* ফেললো। 'কাড়িয়া ঢালিল বিবির বৃকের কাপড়।' *গরীব*, ১৭৬৫। *ঢালিলা ক্রি* ঢাললো। 'রসুলের শিররে ঢালিলা।' *সুতোম*, ১৭০০। *ঢালিলি ক্রি* মেখে দিলি; আরোপ করলি। 'ঢালিলি কলহকালি এ কিশোর আগে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। *ঢালিলেক ক্রি* ঢেলে দিলো। 'ঢালিলেক তব নীর অঙ্গে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। *ঢালিলেন ক্রি* এলিয়ে দিলেন। 'চন্দনভরুর তলে ঢালিলেন গা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *ঢালিা ক্রি* ছড়িয়ে দাগ। 'ঢালো চলো শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। *ঢাল্যা ক্রি* ঢেলে। 'বরের চরণে ঢাল্যা দিল দখি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ঢালিয়া সাজানো ক্রি নতুন করে তর করা। 'ইহাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজন।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

ঢেলে দেওয়া ক্রি নিবিড় করা। 'মানুষ ... ভাবরচনার আশ্রমকে ঢালিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ঢালা ১ *বিশ* সুসজ্জিত। 'বৈষ্ণবধারার ঢালা-বিদ্যার উপর ... বই খুলিয়া বসিয়া পিয়াছি।' *সরু*, ১৯১৭। ২ *বিশ* ঢেলে-সেওয়া। 'আমার ঢালা পানের ধারা সেই হো ভূমি পিরোহিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

ঢালাঢালি বি অব্যাহত ঢালার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৮১। 'জল ঢালাঢালি চলবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ঢালাসুর বি দিগাসুর। 'বজ্রভুক্তিতে বনে পক্ষীরকুটে ঢালাসুরে মজিল বলে চলে।' *ওর্গা*, ১৯৮৮।

ঢালাই [ঢালা+] ১ *বিশ* হাতে ঢেলে গড়া হয়েছে এমন। 'কী অপরূপ হাতে ঢালাই মুখই না দেখাবো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *বি* খাড়া গলিমে হাতে

ঢালাইয়ের কাজ 'তাকে একেবারে হাতে ঢালাই করে ফেলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঢালাই-করা বিধ হাতে তৈরি। 'লোহার ঢালাই-করা ময়ূর্ষটি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ঢালাও কিং নির্বিজয়। 'ঢালাও গহবারণ কণা কুটিং পোনা পেছে।' পাশা, ১৯৭১।

ঢালানি [স ধারা] বি ভাসান। 'হ্রোত পা ঢালান দিও না রাগে বেড়ে যাব উজান।' লালন, ১৮৯০।

ঢালিয়াত [সু ঢাল>] বিণ ঢাল ধারণ করে থাকে এমন; ঢালী। 'ঢালিয়াত সিংহাধীরা সমস্ত ভাঙাইল।' রামায়ণ, ১৮০১।

ঢালু বিণ নিহু: ক্রমাগত নিম্নমুখী। 'বাড়িতপো লভনের মতো বামবারান্দাশুনা, ঢালু হাতওজালা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঢিকানো কি ঋতুর জন্য ধীরে চলা। ঢিকোতে ঢিকোতে ক্রিবিধ আসে আসে। 'ক'টি কথা কঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ ঢিকোতে ঢিকোতে চলে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঢিকুতে ঢিকুতে ক্রিবিধ ময়ূর গতিতে। 'এমন সময় তাঁর চার আনা পাতনে দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে পেল ফড়ে।' হুতাশ, ১৮৬১।

টিট, টিট [স ধূট] ১ বিণ নির্লজ্জ। 'টিট জঁবি সুখেবতী ডাকিনী নয়ান জোড়ি।' বাহয়াম, ১৮৫০। ২ বিণ চতুর। 'কোথা নাহি দেখি আমি ঘেমে যোগী টিট।' অলাতল, ১৮৮০। ৩ বিণ সায়েরা। 'ঠেড়িরে তোরে করব টিট।' সুহৃদায়, ১৯১১। ৪ বিণ লজ্জ। 'শিটনি খেয়ে শিট বে তোদের টিট হয়েছে।' নজরুল, ১৯২২।

টিট করা টিট শায়েস্তা করা। 'ঠেড়িরে তোরে করব টিট।' সুহৃদায়, ১৯১৮।

টিটপনা বি শতভা। 'এত টিটপনা জানে কোন জনা।' গিহি, ১৫৫০।

টিটেন বি নির্লজ্জ। 'টিটেন টিটনি, খেতের মিঠানি।' গিহি, ১৫৫০।

টিটেমি বি অশিষ্টতা। 'নিহুট টিটেমি করে ব্যাঙির নিম্নে করছে।' মজতবা, ১৯২৯।

টিটি [ধন্য] বি ছি: ছি: বিস্তার। 'একটা টি টি পড়বে না?' গিরিশ, ১৮৮৬।

টিটিকার [ধন্য] বি সব জায়গার প্রচার। 'গ্রামে টিটিকার হইয়া পেল মতিলাল গদিগড় হইলেন।' গায়ী, ১৮৫৮।

টিটি পড়া ক্রি বদনায় ছড়িয়ে পড়া। 'মিশার নাকি শহুরে টিটি পড়িয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। 'সারা গায়ে আল টি টি পড়ে গেছে, ঘেরে হল কুনানী।' কসীম, ১৯২৯।

টিপা [ধন্য] ক্রিবিধ হঠাৎ। 'সম্মুখে আসিয়া টিপ করিয়া গড় করিল।' গায়ী, ১৮৫৮।

টিপা [স ধূপ>] বি টিবি। 'আমার ধানের টিপ দেখিসনি তু?' হাসান, ১৯৬৪।

টিপসে [স ধূপ>] বি নেকড়, ফুলা প্রভৃতির শিকড়টি ঝুঁজি। 'টিপসে দিয়া নাক কণ বন্ধ করিয়া রাখিতে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

টিপসে [স ধূপ>] বিণ যোটা। 'শিঠটা কাকর টিপসে।' নজরুল, ১৯২৬।

টিপাটিপ [ধন্য] বি কুশ্পন্দনের শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ভয়ে বুকের ভিতরটা এমন টিপাটিপ করিতে লাগিল যে।' শরৎ, ১৯১৭।

টিপানো [ধন্য টিপ>] ক্রি কিল চড় মারা। 'সুইমি করলে মাঘে মাঘে টিপিয়েও সিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

টিপি [স ধূপ] বি টিবি; ধূপ। 'সেই স্থানে একটা টিপি আছে।' রামায়ণ, ১৮০১।

টিপিঢালা বি টিবি মতো ঠুঁ হুাননি। 'টিপিঢালা সেখানার অজ্ঞ লোকের বলতে পারে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

টিপিটিপি বিণ উট উঁচু। 'আসের জানালা খোলা, পশনে তাকা/ টিপিটিপি পাহাড় চূড়াল।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

টিবিটিব [ধন্য] বি কুশ্পন্দনের স্পন্দনের শব্দ। 'বুকের ভিতর টিবিটিব করে উঠল।' জীবন, ১৯০২।

টিবি [স ধূপ] বি মাটির ধূপ। 'মুরতি বানান নাহি মুক্তিকার টিবি।' কুহুয়াম, ১৭২০।

টিম্বা বিণ ধীর; ময়ূর। 'বরষরের আশ্রুসাদনা হল আসান ভাঁটার টিম্বা।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

টিমানো [স মধ্যম>] ক্রি ধীরগতিতে চলা। 'টিমাইরা টিমাইরা অভিনয় চলে।' যানিক, ১৯৩৬।

টিমিক টিমিক [ধন্য] বি ব্যাপ্যধনি। 'টিমিক টিমিক ঢোল-করতালের বাজনা ভেসে আসছিল।' অলাউদীন, ১৯৬০।

টিমে [স-ধূপ>] ১ বিণ ধীর লম্বিবিষ্টি। 'টিমে চালে তালে তালে/ বুদ্ধিরে যাব হল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বিণ মূণ। 'তা টিমে আঁচে স্ফাও।' বিজুতি, ১৯৩১।

টিমে আঁচ বি মূণ ছালা। 'তা টিমে আঁচে চড়াও।' বিজুতি, ১৯৩১।

টিমেভাল বি ধীরগতি। 'প্রেম বন্ধন পদাই-লম্বকী টিমেভালে চলতে থাকে।' নজরুল, ১৯৩৮।

টিমে-ভেভালা ১ বি (সংগীত) ভালবিশেষ। 'মিরা নিহু - টিমে ভেভালা।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ ময়ূর। 'টিমেভেভালা ডেউয়ের মতো।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

টিলা [স শিখি] বিণ শ্রব। ভাসাই, ১৮২৩।

টিলা সেগুয়া ক্রি হাতের মুঠো শিখিল করা। 'কড়ার প্রতি অভিরিক দুটি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি টিলা সেগুয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

টিলা [প্রা ভাষা] বি মাটির ছোটো দলা। 'বাবা চোরের ভয় হয়েছে, তাই টিলা কুড়িয়ে লম্বা করেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

(অন্ধকারে) টিলা মারা ক্রি অনুমানের উপরে ভিত্তি করা। 'এ সকলই কেবল অন্ধকারে টিলা মারা।' বঙ্কিম, ১৮৮৬।

টিলা হোঁড়া ক্রি আশঙ্ক করা। 'অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো টিলা ঝুঁকতে বসছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

টিলাট মারলে পাটকেলাট খেতে হয় - যেমন কর্ম করা যায়, ফলও সেই রকম হয়। সুবল, ১৯০৬।

টিলা-পাটকেলা বি মাটি, ইট ইত্যাদির ছোটো টুকরা। 'মিছিরের উপর টিলা-পাটকেলা ... হোড়া হইয়াছে।' মনসুং, ১৯৫৫।

টিলা [প্রা ভাষা] বি মাটির ছোটো দলা। 'টিলা এক উঠাইল জ্বলিল হইতে।' গরীব, ১৭৬০।

টিলা [স শিখি] ১ বিণ ঝাঁকুনি নয় এমন। 'টিলা পায়জামা।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ বিণ অসচেতন; শিখিল শব্দের। 'বেলচুয়ার ব্যাপারে সে শব্দভরাই কিছু টিলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

টিলাঢালা, টিলেঢালা ১ বিণ শিখিল-বভাব; অলস। 'লোকটা

ঢিলামি

নিভাঙ্গ ঢিলাঢালা রকমের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'লোকটি নেহাৎ অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটি -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২. বিপ আঁটসাঁট নয় এমন। 'আমাদের কাগড়ডালা ঢিলাঢালা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'ঢিলেঢালা কাহা কোঁচা সামান্যের।' নজরুল, ১৯৩৩। ৩. বিপ দারসারা গোছের। 'তাঁহা পুরাণো ধরনের পাঁচমিলাঢালা ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়।' সুলক, ১৯১৭।

ঢিলামি [স. শিখিল] বি আলসেমি; অনগ্রহ। 'বাহ্য বিষয়ের আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ঢিলে [স. শিখিল] ১. বিপ আঁটসাঁট নয় এমন। 'ঢিলে কাগড় পরে যেমন সোয়ান্তি হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২. বিপ শ্রুত; অলস। 'বেলাটা একরকম ঢিলে ভাবেই চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঢিলে সেয়া কি আলসেমি করা। 'রবিবারে কৃষ্টিওয়ালারা বড়ো ঢিলে সেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ঢিলেমি [স. শিখিল] বি আলস। 'পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক ঢিলেমিও আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ঢিলে রকম ঢিলা+আ রকম/বিপ হালকা। 'ঢিলে রকম ভাব প্রকাশ করেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

টীট [স. দ্ব্য] বিপ মল্লট। 'তুহ রস আশর নাগর টীট। হয় না বুজিও রস জিৎ কি ঝীট।' বিদ্যাপতি, ১৫৬৬।

টীটি, টীটা [জন্য] বি প্রকল বিধিক রব। 'এ পাড়াময় টী টী পড়িয়া গেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'নিশায়া নাকি শহরে টীটি পড়িয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

টুই টুই [জন্য] বিপ তন্ন তন্ন। 'আগনেবাগনে সব সময়ই টুই টুই করে ঘুরছে।' জীবন, ১৯০১।

টু [জন্য] বি টুস; গল-হালসের শিং নিয়ে আঘাত করার মতো কড়া। 'এক টুটে জগদাম্বরে জলসই করি।' মীনবতু, ১৮৬৩।

টু মারা কি অল্পক্ষণের জন্য শেষার চোটা করা। 'এক-আধটু টু মেরেছিলাম ডোমাদের বালা ভাষাভেঙে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

টুঁড়া [স. চুপচু] কি অবেশন করা। 'টুঁড়ে কি খোঁজ করে।' এই পদের অর্থ টুঁড়ে কারো জ্ঞান হরণের খড়্গ। 'লালন, ১৮৯০।

টুঁই, টুঁই [জন্য] ১. বি ফাঁকি। 'সিঁয়ে সেবি না, সব টুঁই।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯। ২. বি কাকিবাঁক। 'কাঁজের কোয়ার টুঁই।' কাহনাসার, ১৯৬২।

টুঁটাসাঁপ [জন্য] বি শিং বা মাথা দিয়ে আঘাত। 'করে নাকো কোঁস কাঁস/মারে নাকো টুঁটাসাঁপ।' সুকুমার, ১৯১৮।

টুঁশ [জন্য] বি টুঁতা। 'কত গাছকে টুঁশ দিয়ে বেঁড়ায়।' নজরুল, ১৯২৭।

টুকা ১. কি প্রবেশ করা। 'গহন গভবর গিরি কাননে চুটল।' মালাধর, ১৫০০। ২. কি যোগদান করা। 'উনি মেডিকেল কলেজে হুকুসেন, আমি আটিকেন্স ব্রাঞ্চ হলেম।' গিরিশ, ১৮৮৬। টুকায় কি প্রবেশ করার। 'ডাবানী, ১৮২৩। টুকিয়া কি হুকুস। 'মনে ভাবে সেখা আঁখি গুরিতে টুকিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৬৯। টুকীল কি প্রবেশ করণো। 'গহন গভবর গিরি কাননে টুকীল।' মালাধর, ১৫০০।

টুকান কি প্রবেশ করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

টুকু টুকু [জন্য] ক্রিবিপ অনবরত হুক শব্দে। 'কাকর হুক দেখতে চাই নি, টুকু টুকু মন খেতে চাই, সন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

টুড়া [স. চুপচু] কি অবেশন করা। 'টুড়ি কি অবেশন করি।' সুবর্ণের বাহ পাশ টুড়ি অতি পরকাশ।' সুলতান, ১৭০০। টুড়িয়া কি টুকে। 'নজদ গহনে শিয়া টুড়িয়া পাইল।' বাহরায়, ১৬৫০। টুড়ে কি খোঁজ

করে। 'আমি তোরে চুড়ে ফিরি চাহ একবার।' গরীব, ১৭৬৫।

টুহু বি ফাঁকি। 'শরু চাটুয়ের নায়কানী শুধু হস্তের দিগি পেয়ে যায়, আমর কপালে টুহু।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

টুহু [স. চুপচু] কি খোঁজ করা। 'টুহু কি খোঁজে।' 'আহত বিহড়ে টুহে আঁড়ি খিটি বাকনা গহন।' মৃতদল, ১৫০০।

টুপ [জন্য] ১. বি পানিতে ঢিল পড়ার শব্দ। 'রাসুর সামনে গিয়েই টুপ করে পড়ল ঢিলাটা।' কাহনাসার, ১৯৬২। ২. বি কিল পড়ার শব্দ। 'টুপ করে মালুর শিরে একটা কিল মেরে উঠে যায়।' কাহনাসার, ১৯৬৫।

টুব বি টুব। 'কেনা গুয়ার হইরা টুব দিয়া। দস্তে করিয়া মিথিলা তোলিনেব' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

টু মারা কি উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো স্থানে বা কারও ঘরে অল্পক্ষণের জন্য যাওয়া। 'তুবেশড় ইয়ারের দল হাসির গরুরা ও ইরোজী কথার ফরার সলে খাতার খাতার এর দরজায়, তার দরজায় টু মেরে বেড়াচ্ছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

টুয়া কি বোরা। টুয়িয়া কি ঘুরে। 'জোড়া লাগাইব আমি কারবালা টুয়িয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

টুল [স. ঢোলা] বি তন্ত্রা। 'টুল নামে ভাল খালা ছন্দ।' সুলতান, ১৭০০।

টুল আশা কি তন্ত্রাজড়িত ভাব হওয়া। 'ক্রমে ক্রমে দুজননের টুল আশিতে থাকে।' মতিন, ১৭৩৬।

টুলটুল [স. দ্ব্য] বিপ তন্ত্রা বা বেশার তরুর এমন। 'চোষের পাতা টুলটুল শব্দে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

টুলশি [স. ঢোলা] বি টুলশি ঝায় এমন। 'টুলশি আকৃতি পুনি টুলিতেছে একাকিনী।' বাহরায়, ১৬৫০।

টুলা, টুলানো [স. ঢোলা] ১. কি আশোপিত করা; সোলানো। 'চামর ঢুলায় কৌশিক নৃণবরে।' মালাধর, ১৫০০। ২. কি থিমানো। 'রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী টুলিছে নিদ্রাবেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

টুলায় কি টুলায়; বাজন করে। 'মুদ্রে হতে চামর টুলায় কৃত্যুপাণ।' মানিকরায়, ১৭৮১। টুলায় কি আশোপিত করে। 'সেবক যোগায় তামুল চামর টুলায়।' কুরুদাস, ১৫৮০। টুলাইয়া ক্রিবিপ টুলিয়ে। 'হিদোলা টুলাইয়া শিথ শান্ত জরিবার।' বাহরায়, ১৬৫০। টুলাই কি সোলানো। 'চামর টুলায় কৌশিক নৃণবরে।' মালাধর, ১৫০০।

টুলায় কি যোয়ার। 'শব্দর নক্ষিপে থাকি চামর টুলায় সখী।' শেষর, ১৬০০। টুলায়ত কি সোলায়। 'নাগর হেরি টুলায়ত মাথ।' শেষর, ১৬০০। টুলি টুলি কি টুলে টুলে। 'কখনো বা মরু যেন টুলি টুলি যায়।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। টুলিয়া টুলিয়া কি টুলিয়ে টুলিয়ে। 'টুলিয়া টুলিয়া বুসে যেন মাতা হাথী।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। টুলে পড়া কি থেকে থেকে হেলে পড়া। 'তাদের তরু শূন্যবরকণি নদ্র করে যেন টুলে টুলে পড়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

টুলাটুলি [স. ঢোলা] বিপ টুলটুল। 'মদন টুলাটুলি আধ আধ হাস।' গোবিন্দ, ১৬০০।

টুলে পড়া বিপ তন্ত্রাজড়িত্য মুসে এসেছে এমন। 'কতু টুলে পড়া আঁখি কতু অহুততারে নত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

টুলি, টুলী [স. ঢোলা] বি ঢোল বাজানো যার শেখ। 'জোড়া দামা বাজে কালি বাজনা বাজার টুলি।' মৃতদল, ১৬০০; 'মাতাল ও টুলী ইত্যাদি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

টুলটুল [স. ঢোলা] বিপ তন্ত্রাজড়। 'তাই বুঝি আঁখি টুলটুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

টুলু টুলু [স. ঢোলা] বিপ তন্ত্রাজড়। 'মুসে টুলু টুলু হুলল লোচন

যুগে যুগ যুগ হাস'। শেষর, ১৬০০।
চুশনি [যু চোশা] বি তস্তা-জব; তস্তাবেশ। 'একটু বেন চুশনি আশিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
চুশা [খন্যা চুশা] বি প্রবর। 'তরুর চুশার আমি মর্যবাবা পাই।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।
চুশাচুশি [খন্যা চুশা] ১ বি তঁতততি। 'ডিম্বার ডিম্বায় বীর করে চুশাচুশি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মাথা বা পিং দিয়ে পরস্পরকে আঘাত। 'মেঘবাণী চুশাচুশি করে ছানে ছানে।' কমলদ্রোণা, ১৮৭৬।
চুশানী, **চুশানো** [খন্যা চুশা] ক্রি তু যারা। 'মাথা চুশাইতে।' মনোএল, ১৭৪৩।
চেউ ১ বি ভরস। 'যাবত পর্বনে চেউ নাহি বাক্যে পানী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আসোড়ন। 'কলিকাতার নিম্নর শব্দসমূহে একটুখানি চেউ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি গতি। 'প্রেম আমার চেউ লাগে তখন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।
চেউ ওঠা ক্রি আসোড়ন সৃষ্টি হওয়া; উপরে দেখা দেওয়া। 'হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠনের চেউ উঠিয়াছে।' মনসু, ১৯৩৫।
চেউ খেলা ক্রি চেউ ওঠা। 'হেট হেট চেউ বেশিতেছে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।
চেউখেলানো বিধ ভরসিত; উচুনি চেউখেল। 'সেই-সমস্ত চেউখেলানো গুরে-গুরে-কোঁচানো বাণির উপর নানা রঙের চিত্রন আভা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।
চেউ-আশানো বিধ চেউ সৃষ্টি করা। 'চেউ-আশানো ব্যাভাস ভাল।' সূর্যম, ১৯১৮।
চেউটন [চেউ+ই টিন] বি চেউ-তোলা টিনের গ্রলেশ দেওয়া (যাচার পাতবিশেষ)। 'চেউটনের ঢালে অণুর্ সেই পদ।' মল্লিক, ১৯৫৯।
চেউ-তোলা ১ বিল চেউয়ের মতো আশেলিত। 'পরশখানি নানা-সুরের চেউ-তোলা।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বি চেউয়ের মতো দেবার এমন। 'চেউ তোলা কপাল।' মানিক, ১৯৪০।
চেউ-সোলা বি চেউয়ের সোলা। 'আসবে আবার পছাননী, দুলবে তরী চেউ-সোলায়।' নজরুল, ১৯২৩।
চেউ-সোলানি বি চেউয়ের সোলা। 'পরশপাতের চেউ-সোলানি যাহাছে বুকে যা।' নজরুল, ১৯২৫।
চেউ-পাখার বি চেউয়ের সোলায়। 'সোলে নিতি নব ছাপের চেউ-পাখার।' নজরুল, ১৯৩২।
চেউ-পাহাড়ী বিল পাহাড়ের মতো চেউখেলানো। 'চেউ-পাহাড়ী কালো ছেলের বোকা ছড়িয়ে পিঠে নিবিড়-নিভিহীনী।' সিকান্দার, ১৯৬০।
চেউভরা বিল তরঙ্গপূর্ণ। 'তাহাতে কর্ণার মতো চেউভরা চপলায়।' নজরুল, ১৯২২।
চেউঁ, **চেউঁক** [খন্যা] বি চেউর। মনোএল, ১৭৪৩।
চেউ দেওয়া ক্রি চেউর তোলা। 'চেউ পিতে।' মনোএল, ১৭৪৩।
চেউপাশ [যু চেউ+স পাশা] বি চেউক ঘর। 'চেউপাশের পেছনে নিমতলায়।' বিজুতি, ১৯২৯।
চেউঁক, **চেউঁকী** [যু চেউ] ১ বি ধান ভানার কঠোর যন্ত্র। 'হাল বলপ দিয়ে

খুড়া দিবেছে বিছন খুড়া ডান্যা খাইতে চেউঁকী কুলা দিবে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'চেউঁকীর উপরে উঠি ঘন সেই পাড়।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি উপাধি বিশেষ। 'আশানন্দ চেউঁকীর উত্তর হওয়াও যদি সম্ভব হয়।' অক্ষর, ১৮৪৭।
চেউঁকির [চেউঁক+র] বি চেউপাশ। 'উত্তরকোণে একটা চেউঁকির ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।
চেউঁকিয়াম [চেউঁক+স রাম] বি বোকা। 'চেউঁকিয়ামকে কেউ সন্দের পতি কহে পারে।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।
চেউঁকিা [চেউঁক+স শাক] বি একপ্রকার শাক। 'এসেছে বাড়ির পেছনে ডাঙার চেউঁকিা শাক ইজতে।' কায়দার, ১৯৬২।
চেউঁকিশাল [চেউঁক+স শালা] বি চেউঁকির। 'বিদ্যা, ১৮৯১।
চেউঁকিশালা [চেউঁক+স শালা] বি চেউঁকির। 'শরন করিতে তাকে দিহ চেউঁকিশালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।
চেউঁকি বর্ণে পোশাক খান ভানে - বার যা সজব তা আমুড়া বজায় থাকে। চৈশেপ, ১৮৫৭।
চেউঁকল বি চেউঁকিশাল। 'কখন চেউঁকলের চেউঁকিতে পা দিতেছে।' গ্যারী, ১৮৮৫।
চেউঁকিশালা [যু চেউঁক+স শালা] বি চেউঁকির ঘর। 'শরন চেউঁকিশালে গুরু শরন চেউঁকিশালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।
চেউঁকুর [যু চেউঁক+স] বি হিকা। 'হেঁকুর হেঁকুর চেউঁকুর তুলে।' ওঠ, ১৮৫৮।
চেউঁকি [স ডিভি] বি ঢাকবিশেষ। 'চেউঁকি কিরাই কোচেয়ালপাশ।' আলোণ, ১৬০০।
চেউঁ [স খুই] বিধ দৃষ্ট; অব্যথা। 'প্রসবিনী প্রথম প্রমাদ বড় চেউঁ।' রসায়, ১৭৫০।
চেউঁ বিধ বেহারা। 'এই মন্য চেউঁ হুঁটি বেটা হেসের মত লেখা পড়া দিবে ...।' গৌর, ১৮২২।
চেউঁরা [স ডিভি] বি ঢাকবিশেষ। 'আমিও চেউঁরা পিটে দিছি।' গিহিণ, ১৮৯৬।
চেউঁস বি সবজিবিশেষ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।
চেউঁ [স ডিভি] বি ঢাকবিশেষ। 'দেয় না রাজা চেউঁ পিটে।' ওঠ, ১৮৫৮।
চেউঁ [স তুত] ১ বি ঘোষণা। মনোএল, ১৭৪৩। 'আদ্যশাণ চৌসিগের সমস্ত পর্বন্যার চেউঁ দিলেন।' রায়মার, ১৮০১। ২ বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'আর কর্ণমূলে, চেউঁ হুঁকা মোশে।' ভবানী, ১৮২৫।
চেউঁ [স তুত] বি অলঙ্কারবিশেষ। 'কানে কর্ণবালা চেউঁ।' ষিট্ট, ১৬০০।
চেউঁকল ব্র চেউঁকি
চেউঁ [স খুই] বি দালা। 'চেউঁ মারি পুরী বাহির কৈল লইয়া।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'চেউঁ মারে একবারে শত শত জন চালিল তোমার পদে আসন জীবন।' মুকুন্দ, ১৬০০।
চেউঁকিয়াল বি বাধানি বংশনাম-বিশেষ। 'বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুত হালরায় চেউঁকিয়াল।' বঙ্গবত, ১৮২৯।
চেউঁকিশালা ব্র চেউঁকি
চেউঁকুর [স উদ্যার] বি উদ্যার। 'আকাশে চেউঁকি শিয়া চেউঁকুরের সজা।'

রূপায়, ১৭৫০: 'ধোয়া বিনে চোয়া ঢেকুর চৌলে ওঠে কঠমূলে।' নজরুল, ১৯৩২।

ঢেকেরি বি আসামের ভাষাবিশেষ। 'আসামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে দুই ভাগে অনেককালাবধি বিভক্ত। ভাষাতে দুই ভাগকে অহম ও ঢেকেরি কহে।' দর্পণ, ১৮২৯।

ঢেকুর ঢুক [ধন্য] বি ধান ভানার সময় টেকি থেকে সূত শব্দ। 'দ্রুত বোল ফুলে যায় টেকিটা - ঢেকুর ঢুক, ঢেকুর ঢুক।' কায়সার, ১৯৬২।

ঢেঙ [স তস] বি চং; অতুত আচরণ। 'আমি ওসব ঢেঙের প্রহর দিই না।' জীবন, ১৯৩২।

ঢেঙা, ঢেঙা [মু ঢান্য] বি দীর্ঘাঙ্গী। 'খাট ভাতার ঢেঙা মাও দেখা সোক গছে।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'ঢেঙা।' বিদ্যা, ১৮৯১।

ঢেঙা-ঢেঙা কিং লঘাটে। 'ঢেঙা-ঢেঙা মুখখানা একটু ছোট দেখাবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ঢেকুর [স ভিন্ন] বি কুখবৃত্তিসম্পন্ন লোক। 'সঙ্গে আছে মোর দুই তিন ঢেকুর।' সুলতান, ১৭৫০।

ঢেটা [স ধৃ] বি প্রতারক। 'অল্প বয়সে জামাঞি হইয়াছ ঢেটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঢেডরা বি ঢাকের ধ্বনি। 'রাজবাড়ীর ঢেডরা শুনিয়াছি।' মশারফ, ১৮৮৫।

ঢেড়ী বি টেহা; ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা দেওয়া। 'জাহাঙ্গীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।' ভারত, ১৭৬০।

ঢেডরা বি ঢোম; কোনো কিছু প্রচার করার জন্যে ঢোল পিটিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ। ডানকান, ১৭৮৪।

ঢেডরা বি ঢাক। 'ঢেডরা ফ্রাইল তারে গর্ঘতে তুলিয়া।' আলগোল, ১৬০০।

ঢেডরা বি ঢাকের মতো বাদ্যযন্ত্র, যা বাজিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়। ডানকান, ১৭৮৪।

ঢেমাচা [ধন্য] বি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'ছায়ামগণের মাঝে ঢেমাচা দগড়ি বাজে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঢেমনি [স ধমনী] ১ বি বেশ্যা। ওগাঁ, ১৭৮৫: 'সতীনাথ ভাবে ঢেমনিটা উঠতে চান না।' হাসান, ১৯৬০। ২ বি ক্রী রক্ষিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঢেমনি বি জারজ। 'জারজা ঢেমনে নাই তনাকি পুরাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঢেমনি কিং জারজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঢেমনিবাজি [স ধমনী+আ বাজি] বি ব্যক্তিচর। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঢেমা [স ধমশা বি বিষহীন সাপবিশেষ। 'হেলে ঢোড়া ও ঢেমা এই তিন প্রকার সর্প।' দর্পণ, ১৮২৫।

ঢেয় বি অলঙ্কারবিশেষ। 'কাহার চরণে ঢেয় ডরঙ্গের মল।' রামনারায়ণ, ১৮৪৪।

ঢের [ধি] ১ কিং বহু। 'সেয়াগোস উঁস গড়া জোরায়র জানোয়ার ঢের।' রামজঙ্গন, ১৭৮০। ২ ক্রিবিধ যথেষ্ট: বুঝ। 'জানিস না কোটা আমি। ঢের ঢের জানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ ক্রি তুলনামূলক বেশি। 'আমি ঢের ঢের প্রফের করি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ঢের করে ক্রিবিধ অধিক পরিমাণে। 'বেতে পারি ঢের করে বস্যা সাগরিন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঢেরা [ধি বি 'x' এই চিহ্ন। ঢেরাসই বি নিরক্ষর ব্যক্তির দেওয়া ঢেরা 'x' এই চিহ্নযুক্ত স্থানে অশরের ঘরা তার নাম সই। 'তধু একটা ঢেরাসই করে দেওয়া।' শব্দ, ১৯১৬।

ঢেরা সই [ধি ঢেরা+আ সইহা] বি নিরক্ষর ব্যক্তির 'x' এই চিহ্নযুক্ত স্থানে অশরের ঘরা তার নাম সই। 'জবনদিশের অমূল্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢেরা সই দেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ঢেরী [স ডিগ্ধি] বি ঢেড়ি। 'হেনই সময়ে বাজিল ঢেরী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঢেরা [প্রা ডোলা] ১ বি ঢিল; তরুনা মাটির দলা। 'আর হস্তে ঢেরা মারে মাথায় কপালে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দ্রব্য। 'অজ্ঞানা সাগর হতে অজানা ঢেরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ঢেরা-বৃটি [ঢেরা+স বৃটি] বি অবিমর্ষ ঢিল ছোড়ানুড়ি। 'ধূলা খেলা ঢেরা-বৃটি ঘেলিতে না পারে দৃষ্টি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঢেরাএ ক্রি ঢালে। 'ঢেরাএ খড়বরিনন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ঢেরানো ক্রি ঢেলা মারা। 'লেগিয়ে দে ঢেলিয়ে।' নজরুল, ১৯২৬: 'পাখর ঢেরাতে থাক যতক্ষণ না যেনাকার বা জেনাকারিণীর মৃত্যু হয়।' কায়সার, ১৯৬৫।

ঢেরানি বি হেলান। মানোএল, ১৭৪৩।

ঢেলে দেওয়া দ্রঢঢা

ঢেকেরি ক্রি কাপা দেহ। 'ব্যাগ্রিগিল বহুর বয়সেও ঢেকেরি কী থাকবে জাম।' জীবন, ১৯৮৮।

ঢেক [ধন্য] বি একবারে যে পরিমাণ পান করা যায়। বিদ্যা, ১৮৯১।

ঢোক গিলা ক্রি গেলার ভঙ্গি করা। 'রহু জলের প্রত্যায়ার জলে-ভোবা মানুষের মতো এলোপাখড়ি ঢোক গিলতে লাগলো।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ঢোড়া [স ডুত] বি বিষহীন। 'ঢোড়া অহি ক্রুদ্ধ হৈলে তেজ কাল সর্প।' আলগোল, ১৬০০।

ঢোড়া [স হুগ্ধ] বি খোজা। 'তাই তারে টুড়তি টুড়তি আস্যে পড়িছি। মাইকেল, ১৮৬০।

ঢোড়া [স ডুত] বি খোজা। 'হম তহ কে বিষহ আগর টোঁচহ কা বিক ভান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঢোক বি তরল পদার্থ গেলা। 'ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সন্ধ্যানা বাড়িয়ে চলেন।' প্রমথ, ১৯১৮।

ঢোক গেলা ক্রি গেলার ভঙ্গি করে ইতস্তত করা। 'সৈন্যাদ্যক্ষ পুনরায় ঢোক গিলে।' নজরুল, ১৯২২।

ঢোকা ক্রি প্রবেশ করা। 'ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ঢোকানো ক্রি ভিতরে নেওয়া। 'বাজিলির ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে, বের করে দেওয়া দায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ঢোড়া [স ডুত] বি ঢোড়া; বিষহীন সাপবিশেষ। 'ঢোড়া, গোখুরো, দুখরাজ, পান্ডরাজ।' জীবন, ১৯৩০।

ঢোল [মু] বি বাদ্যযন্ত্র। 'নিজস্বন বচন ঢোল সে ঘোষই নিন্দা ত্রিশূল সম হানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ঢোল পিটানো ১ ক্রি ঢোল বাজানো। 'সবলে পরমোহসায়ে ঢোল পিটাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ ক্রি প্রচার করা। 'হালিমের বাড়ির ... ঢোল পিটাইয়া ফোক করেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

ঢোল বাজানো কি বলে বেড়ানো। 'আমিন বাজারে জোরে ঢোল বাজিয়েছি, আমি খুব ভাল জরখ জানি।' মুজতবা, ১৯৫৮।

ঢোল সহরণ [যু ঢোল+আ সহরণ] বি কোনো কিছু ঢোল বাজিয়ে গ্রাচর। 'কাল বিকেলে হাটে ঢোল সহরণ করে সেয়া হয়েছিল।' শামসুল, ১৯৬২।

ঢোল হুগুরা কি ঢোলের মতো ফুলে মোটা হুগুরা। 'হাতটি ফুলে ঢোল হুগুরা গিয়াছে।' মানিক, ১৯০৭।

ঢোলক [যু ঢোল+] বি যেটো ঢোল। 'তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ...।' রাজ, ১৮৭৪।

ঢোলকওয়ালা [যু ঢোল+হি ওয়ালা] বি ঢোলবাদক। 'ঢোলকওয়ালা না হর তুমি ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

ঢোল-কলমি বি একধরনের কলমি লতা। 'ঢোলকলমির লতা বোথ করি।' জীবন, ১৯০২।

ঢোলকান বি হরিণ বিশেষ। 'নীলকণ্ঠ ব্যরতান ব্যরসিংহ ঢোলকান।' মুহুস, ১৬০০।

ঢোলা, ঢোলানো [প্রা ঢোলা+] ১ বি অর্টস্ট নয় এমন। বিন্দা, ১৮৯১; 'ঢোলা-হাতা মলমলের কামিজ পরনে।' নীরেন, ১৯৬৩। ২ কি যুনের বোরে মাথা সেলানো বা কৌকালো; থিয়ানো। 'বদি সে ঢোখ যুয়ে ঢোলে।' প্রমথ, ১৯১৪। ৩ বিণ ফাঁপা। 'ঝাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

ঢোলা ঢোলা বিণ অভিরিক্ত ফাঁপা। 'ঝাঁ-বাড়ির বাঁশ ঢোলা ঢোলা, করছে কড়মড়।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

ঢোলানো কি নড়া বা সেলা সেওয়া। 'রাজহুটী চামর ঢোলানো ঢোলানো চলল।' জবন, ১৮৯৬।

ঢোলাই বি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন। 'গোশালদাশেরে ঠাণ্ডা ঢোলাইয়ের খবর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঢোলুয়া [যু ঢোল+] বি তুলি। মানেএল, ১৭৪০।

ঢোলী [যু ঢোল+] বি চুলি। মানেএল, ১৭৪০।

ঢোসা বিণ ফাঁপা; অঙ্গসোরশুন্য। 'মতালোবা দখি চোবা ঢোসা জল বত।' তও, ১৮৫৮।

ঢোসাঢোসা বিণ ফাঁপা ও মোটা। 'তার হাত-চা-মুখ পানিতে ঢোসাঢোসা।' মনসুর, ১৯৫৩।

ঢোকা [স জলে+] বিণ অর্করা। 'বুড়ো ঢোকা আবার বে করবে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ঢোলা [যু ঢোলা] ১ বি ডামালা; কৌকুর। 'হাসি হাসি মসে মসে নানা ঢোল করে।' মাহাশ্বর, ১৫০০। ২ বি ছল। 'ডল ঢালাতি নহি অশ্বতীর জাতি ঢোল ঢামালি নাহি করি পরের মুবতি।' মুহুস, ১৬০০।

ঢোলানো কি সগরু করা। 'ঢোলাইতে।' মানেএল, ১৭৪০।

ঢায়েঢেটে বিণ লঘোতে। 'ঠাং চাই আজ থেকে ঢায়েঢেটে চিয়েস।'

সুখমার, ১৯১৮।

ঢাটা কিণ দুষ্ট। 'যেমন লৌকি তেমনি ঢাটা।' সুখমার, ১৯২০।

ঢ্যাঁড়ুল, ঢ্যাঁড়ুল [স ডিঙিল] বি সবজিবিশেষ। 'ঢ্যাঁড়ুলশাধের মত।' জীবন, ১৯৩২; 'ঢ্যাঁড়ুল চিবায়েছে।' মুজতবা, ১৯৪৯।

ঢ্যাঁড়া [ধন্যা] বি ঢাকবিশেষ। 'পাঁশো ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে কোন বাদশাও ও-রকম হুকুমজারি করতে পারতেন না।' মুজতবা, ১৯৫৮।

ঢ্যাঁশ বি শালুকের ফল। 'রাখিও ঢ্যাঁশের মোয়া।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

ঢ্যাকা বি ধাক্কা; ঠেলা। 'অন্যাসে ঢ্যাকা ঘেরে জাগায় সড়ুর।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ঢ্যাড়া বিণ লথা। 'হুত? হাঁ তা ঠিক গরিলো, লোবনে ঢ্যাড়া।' নজরুল, ১৯২৬।

ঢ্যাঁশ [স দীর্ঘ+] বিণ লথা। 'আমাদের রূপসজ্ঞ শোকের নিদে করে বলে ঢ্যাঁশ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ঢ্যাঁড়ুরা [ধন্যা] বি ঢাকবিশেষ। 'হুকুমকরো আজ কল' পশুলোচনকে পায় কে' বলে ঢ্যাঁড়ুরা পিটে দিলেন।' হেতম, ১৮৬১।

ঢ্যাঁশ [স পিচ] বি শালুক। 'ঢ্যাঁশের মেওয়ার চিত্রিত হাঁড়ি আবার ভরিয়া যায়।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

ঢ্যাঁশের মেওয়ার বি শালুকের ফল। 'ঢ্যাঁশের মেওয়ার চিত্রিত হাঁড়ি আবার ভরিয়া যায়।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

ঢ্যাঁশদেউ [ধন্যা] বিণ মুল্লুকিসম্পন্ন। 'তোমার মতন ঢ্যাঁশদেউ সনুকের কাছ থেকে।' জীবন, ১৯৪৮।

ঢ্যাঁশী [ধন্যা] বিণ ঢ্যাঁশ ঢ্যাঁশ শব্দ হয় এমন। 'তাঁরা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাঁশা তবলার নগ্নত।' মানিক, ১৯৩৬।

ঢ্যাঁশঢ্যাঁশ [ধন্যা] বি গ্যাস হওয়ার কারণে পেটে টোক দিলে যে শব্দ হয়। 'পেটে টোকা দিলে ঢ্যাঁশঢ্যাঁশ করছে কিনা পরখ করছেন।' মঙ্গীশ, ১৯৬৩।

ঢ্যাঁশ ঢ্যাঁশ ঢাওয়া কি বড়ো বড়ো ঢোখ করে তাকিয়ে থাকা। 'ভারানো ঢ্যাঁশ ঢ্যাঁশ চেয়ে রয়েছে মাটির পৃথিবীর দিকে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ঢ্যামনা ১ বি গালিবিশেষ; লম্পট। 'শালা ঢ্যামনা, ... যে নিসেন কাল হেঁকেছে।' হাসান, ১৯৬৭। ২ বি ডেমনা; সার্পবিশেষ। 'প্রথম কলানি পরনের সময় তো প্রহর কেউটে ঢ্যামনা মারা হয়েছিল।' সুলীল, ১৯৭০।

ঢ্যারা [হি ডেরা] বি 'X' এই চিহ্ন। ঢ্যারা সই [হি ডেরা+আ সইয়] হি নিরন্ধর ব্যক্তির সেওয়া ডেরা 'X' এই চিহ্নযুক্ত স্থানে অণরের দ্বারা তার নাম সই। 'ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঢ্যারা কাটা কি ডেরা চিহ্ন অঙ্কিত করা। 'সারের স্বহস্তে আমার নামে ঢ্যারা কেটে দিয়েছেন।' মুজতবা, ১৯৪৯।

ঢ্যালা ফালা বি মনসার পার্গবিশেষ। 'প্রাথব মাসে ঢ্যালা ফাল পার্কণ।' হেতম, ১৮৬১।

গ^১ বি ট-বর্ষের শেষ ধরনি ও বর্ষ। গক্কার বি 'গ' বর্ষ। 'অক্ষসংখ্যা ও সাস্থ্যেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ... প্রভৃতি তাৎপ্য নির্ণয় আছে।' দর্পণ, ১৮২১।

গ^২ [স ন] ক্রিবিণ না। 'সোপাত রূপ মোর ক্রিণি গ থাকিউ।' চর্য্য ৪৯, ১২০০।

গঅপি [স রজনী] বি রজনী। 'জীবন্তে ভেলা বিহপি মএল গঅপি।' চর্য্য ২৩, ১২০০।

গইরামশি [স নৈরাখ্য] বি নৈরাখ্য যোগিনী। 'সবরো জুজল গইরামশি দারী পেশ্ন র্যতি গোহাইনী।' চর্য্য ২৮, ১২০০।

গউ [স মতু] ক্রিবিণ কখনোই না। 'গউ বর জালা ধূম গ নিশই।' চর্য্য ৪৭, ১২০০।

গক্কার দ্র গ^৩

গখলি [স নখরিক] ক্রি তাড়ালাম। 'মূল গখলি বাপ সংখারা।' চর্য্য ২০, ১২০০।

গচ্ছন্তে [পা ন অচ্ছতি] ক্রি না আছে। 'দুখ মার্ত্তে লড় গচ্ছন্তে দেখই।' চর্য্য ৪২, ১২০০।

গত্ [স বিণ] 'গ' বিয়য়ক। 'শিবিবার শক্তি যত্ গত্ জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যক্তিরেকে হয় না।' দর্পণ, ১৮২১।

গত্ জ্ঞান বি কোথায় 'গ' ব্যবহার করতে হবে সেই জ্ঞান। 'শিবিবার শক্তি যত্ গত্ জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যক্তিরেকে হয় না।' দর্পণ, ১৮২১।

গবগণ [স নবগণ] বি পইতা। 'স্কীটা হই গবগণ শাসন পড়া।' চর্য্য ৪৭, ১২০০।

গঠা [স নট] বিণ নট। 'জহি মণ ইন্দ্রাবণ হো গঠা।' চর্য্য ৩১, ১২০০।

গা [স ন] ক্রিবিণ না। 'তিঅ ধাএ বিলসই উহ গা ঠাণা।' চর্য্য ২৯, ১২০০।

গাধা [স নানা] বিণ নানা। 'গাধা তরুর মৌগিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।' চর্য্য ২৮, ১২০০।

গাদ [স নাদ] বি ধরনি। 'বিদু গাদ গ হিএ পইঠা।' চর্য্য ৪৪, ১২০০।

গাব [স নৌ] বি নৌকা। 'বাজ গাব পাড়ী পউআ খালে বাহিউ।' চর্য্য ৪৯, ১২০০।

গাবড্হি [স নাবাটিকা] বি ছোটো নৌকা। 'কাঅ গাবড্হি খাট্ট মণ কেতুআল।' চর্য্য ৩৮, ১২০০।

গাবী [স নৌ] বি নৌকা। 'ভিশরণ গাবী কিঅ অঠকুমারী।' চর্য্য ১৩, ১২০০।

গাঘা [স লঘ>] ক্রি নামা। 'জলেত গাঘিী লাট হঅ।' বতু, ১৪৫০।

গাঘ ক্রি নামো। 'কুমুখি তেজিআ যবে গাঘ এহা জলে।' বতু, ১৫০০। গাঘাআ ক্রি নামিয়ে। 'পসার গাঘাআ খোহ ডহরার মাঝে।' বতু, ১৪৫০।

গাঘএ ক্রি নামে। 'বিবিসিনী গাঘএ নীরে।' বতু, ১৪৫০। গাঘাইতে ক্রি নামাতে। 'পসার গাঘাইতে নএ নাহি ঠাঘিখানী।' বতু, ১৪৫০।

গাঘাএ ক্রি নামায়; কুলিয়ে দেয়। 'নেত ধড়ী পিকি আত পাছু গাঘাএ।' বতু, ১৪৫০। গাঘারিল ক্রি নামালো। 'কালাক্রি গাঘারিল জলে।' বতু, ১৪৫০।

গাঘি ক্রি নামি। 'আশ্বে আশে গাঘি তবে জলের স্তিতর।' বতু, ১৪৫০। গাঘিল ক্রি নামালো। 'জলত গাঘিল কালাক্রি।' বতু, ১৪৫০।

গাঘিলা ক্রি নেমে এলো। 'তরু হেতে তখনে গাঘিলা দামোদর।' বতু, ১৪৫০। গাঘিলাস্ত ক্রি নামালো। 'সবিসব মৌশিআ গাঘিলাস্ত জলে।' বতু, ১৫০০।

গাশ [স নলা] বিণ নলাকার। 'নেয়ে উতপল তোর নাসা গাশ দণ্ড।' বতু, ১৪৫০।

গাশ দণ্ড [স নলদণ্ড] বি নলাকার দণ্ড। 'নেয়ে উতপল তোর নাসা গাশ দণ্ড।' বতু, ১৫০০।

গাশিক [স নল>] বিণ নলাকার। 'নাসিকা গাশিক যন্ত সমানে।' বতু, ১৪৫০।

গাই [স নঞ>] ক্রি নেই। 'ডোংবিত আশলি গাইছি গাশী।' চর্য্য ১৮, ১২০০।

গিঅ [স নিজ] সর্ব নিজ। 'গিঅ ঘরিনী চলালী লেলী।' চর্য্য ৪৯, ১২০০।

গিঅড়ী [স নিকট] ক্রিবিণ নিকটে। 'হেরি সে কাহি গিঅড়ী জিনউর বইই।' চর্য্য ৭, ১২০০।

গিঅদে [স নিদ্রা] বি নিদ্রা। 'গিঅদে বিহনে সুইণা জইসো।' চর্য্য ১৩, ১২০০।

গিঅল [স নিচল] বিণ নিচল। 'সদত্তর বোহে করিহ সো গিঅল।' চর্য্য ২১, ১২০০।

গিবাণা [স নির্বাণ] বি নির্বাণ। 'গঅণ টাকিল লাগি রে চিঅ গইঠ গিবাণা।' চর্য্য ১৩, ১২০০।

গিরন্তর [স নিরন্তর] ক্রিবিণ অবিরত। 'গিরন্তর গঅণন্ত তুসে মোয়ল।' চর্য্য ১৬, ১২০০।

গিরন্তর [স নিরন্তর] বিণ অবয়বহীন। 'আসু মুশি গিঅর সেনু।' চর্য্য ২৬, ১২০০।

গিরেণ [স নিরেণ] বিণ নিচল। 'হের সে শবরো গিরেণ ভুঁলা ফিটিলি ঘরারী।' চর্য্য ৫০, ১২০০।

গীসারা [স নিসারা] ক্রি নিসরণ করা। 'গীসারে ক্রি নিসরণ করে। 'স্বত বাহির হইআ নাপর কালাক্রি কোণ নিশে সার গীসারে।' বতু, ১৫০০।

ত' [স তাবং] ১ অবা তো। 'তোষাক না পাইল মোঞ ত বড় আভাঙ্গী।' বড়, ১৪৫০; 'তখাই ত শ্রীহরি গলা চাপি ধরি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ সর্ব তা। 'জ্ঞানেন বিলম্বে হইবে ত বহুতর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ত' [স তু] সর্ব তুমি। 'সব সুবিধান দান সেহ ত আকারে।' বড়, ১৪৫০।

-ত ১ সত্বী বিভক্তি; -তে। 'সাক্ষমত চড়িলে দাখিল বাম বা হোহী।' চর্য ৫, ১২০০; 'মনেত তমেনে বড়ারি আখিক তরালে।' বড়, ১৪৫০। ২ তৃতীয়া বিভক্তি। 'মিনতী করিআ হাখেত ধরিআ।' বড়, ১৪৫০। ৩ যতী বিভক্তি। 'তখিত উপর ছিল সাতেশরী হারে।' বড়, ১৪৫০।

তআককুল [আ ভাওয়াকুল] বি আত্মার উপর আছা। 'কজাত হইব রাজী করি তআককুল।' আলাওল, ১৬৮০।

তই [স তুয়া] সর্ব তুই। 'পাকিব তই ঘূত কইসে।' চর্য ৩৯, ১২০০।

তইঅও [স তখানি] অবা তবু। 'তইঅও কাম হুদয় অনুপা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তইয়ার [আ তাইয়ার] ১ বিপ গ্রন্থত। 'কাগজ হরেক মাঘের দ্বিধা তইয়ার করিয়া ...।' হ্যালহেত, ১৭৭০। ২ বিপ কাজের খোশ। 'সাক্ষীদিকে যেন পাখী গড়াইয়া তইয়ার করেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

তইরি [আ তাইয়ার] বিপ তেরি। 'তইরি কান্দা পেলে নিরুদ্বী ছেলেমায়াই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খালা করে।' হেতাম, ১৮৬২।

তইলা [স শ্রিতুলক] বিপ তৃতীয়। 'গণগত গণগত তইলা বাড়হী হেজে কুরাণী।' চর্য ৫০, ১২০০।

তইসন [স *তভিসম] বিপ তেমন। 'জইসনে অহিলেস তইসনে অহ।' চর্য ৩৭, ১২০০।

তইসা, তইসো [স তাদুল] বিপ তাদুল। 'অওরালে মোহ তইসা।' চর্য ৪৬, ১২০০; 'জইসো জাম মরন বি তইসো।' চর্য ৫২, ১২০০।

তউ [স তদ] অবা তবু। 'তউ যে হেজক গ পাকিআ।' চর্য ২৬, ১২০০।

তউরাত [আ ভাওরাত] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী অন্যতম প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ। 'তউরাত ইচ্ছিল এক না রাবির।' সুলতান, ১৭০০।

তওবা [আ তওবার] ১ বি অনুশোচনা। 'তওবা করিলে শীঘ্র পাইব মুকতি।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি পুনরায় পাপ কাজ না করার জন্য প্রার্থনা। 'আন হওয়া মারে নতীয়া তওবা করিলেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

তওবা তওবা [আ তওবার] বি অনুশোচনা প্রকাশক শব্দ। 'তওবা! তওবা! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে চাই।' মশাররফ, ১৮৮৭।

তউ [স তেন] ১ ক্রিবিপ তোর হারা। 'তউ শো ডোখী সখম বিটলিউ।' চর্য ১৮, ১২০০। ২ অবা তাই। 'তউ অরখিত উপচিত তেলি সে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তউ তউ [পা তং] ১ ক্রিবিপ সেখানে। 'তউ চড়ি নাচয় ডোখী বাপুড়ী।' চর্য ১০, ১২০০। ২ অবা তাতে। 'অলকহি তীতল তউ অতি সোজা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তক [হি] ক্রিবিপ পর্ষদ। 'বিবাহ এক বঙ্গের মাঘ মাস তক দিব।' ওর্সা, ১৭৮২; 'ভিত্তিষ্টবোয়ের রাজা থেকে রাজা গেল মুদিশীজী বাড়ি তক।' মনসুর, ১৯৪৪।

তকমুন [স তৎকন] ক্রিবিপ তখন। 'তকমুনি যে যেতেম।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

তকহির, তকসির [আ তাকসীর] ১ বি ক্রটি। 'এয়হা কাম কৈল কেন বেগর তকহির।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি অপরাধ। 'আদালতে তকসির সাবুল হইলো।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

তক তক [খনা] ১ বিপ বাছ। 'করিতেছে তক তক কাচের মতন।' মীনবুত, ১৮৬৭। ২ বি পরিস্রুততার ভাব। 'সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক তক করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তকতকে বিপ পরিচ্ছন্ন। 'সোনার জলে বাঁধানো একখানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তকসির, তকদীর [আ বি ভাগ্য; অদৃষ্ট]। 'সে কি তকদিরের সহিত লড়াই করা?' হাজার, ১৯০৩; 'তকদীরে জাই কী নাখি আছে লিখা।' নজরুল, ১৯৪১। ৩ তগদির

তকবির, তকবীর [আ তাকবীর] বি ইসলামিমেতে আল্লাহ আকবর ধ্বনি। 'গুরুত্ব তকবীর কহে অতি শব্দ করি।' সুলতান, ১৭০০; 'ইদম্বোহার তকবির শোন ঈশায়ে।' নজরুল, ১৯৪১।

তকম বি বোতাম। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

তকমা [তু তমপা] বি পরিচয়-জ্ঞানক পদক। 'কুশোর ডাঙিতে রেসমের দ্বিসিঁড়িওয়া তকমা পরা মুটে ও ছুদে হোঁড়ারা।' হেতাম, ১৮৬১।

তকমা-আঁকা [তু তমপা+আঁকা] বিপ পদক-লাগানো; ফলক-লাগানো। 'তাদের গাউ ছিল তকমা-আঁকা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তকমাতলা [তু তমপা+ই ওয়াল] বিপ পদকধারী। 'তার পচোনে বাবুর অবস্থামত তকমাতলা দরোয়ান।' হেতাম, ১৮৬১।

তকমা-চাপরাস [তু তমপা+ফ চপরাস] বি উপাধি-পদবি। 'আহাদের ভোগ-বিলাসের দীনতা-কুশতা-খুশতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তকমা-পরা [তু তমপা+পরা] বিপ পোশাক পরিচয়চিহ্ন। 'তকমা পরা মুটে ও ছুদে হোঁড়ারা।' হেতাম, ১৮৬১।

তকমাহীন [তু তমপা+স হীন] বিপ শেতাবহীন। 'ইহার ভারতশাসনের তকমাহীন সচিব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

তকর [ত্র] সর্ব তার। 'কি কহব সজনি তকর কাহিনী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তকরার [আ তাকরার] ১ ক্রিবিপ পুনরায়। 'কটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বান্দন্যবাদ। 'মাঝিরা তকরার করিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

তকরারী [আ তাকরার] ১ বিপ তর্কবাজ। 'শ্যাম ছিলেন বেশি তকরারী।' প্রমথ, ১৯১৮।

তকরির [আ তাকরার] বি বিবৃতি; বিতর্ক। ওর্সা, ১৭৮২।

তকলিক, তকলীক [আ তাকলীক] বি দুর্ভোগ। 'হাজার তকলিক যদি হয় মেরো পাব।' গরীব, ১৭৬৫; 'যে মুসলিমীতে (ভ্রমণে) তকলীক হয় আল্লাতায়্য সেইটের কথাই বলেছেন।' মুক্তভব, ১৯৬৬।

তকসিম, তকসীম [আ তাসিম] বি ভাগ। 'রাজার কএদ করা বাবদ তকসিম হইয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৮৭; 'তকসীমের পর ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানের রাষ্ট্র-আধারূপ গ্রহণ করা হয়েছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

তকসির

তকসির দ্র তকহির

তকিত বি বশাবস্ত। 'জমি তকিত দিতে'। মনোএল, ১৭৪০।

তকোমা [তু তমপা] বি সমানসূচক ধাতব ফলক। 'জাদের পোশাকে এশো এটে দিই বীরের তকোমা'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

তকাতকি [স তর্ক] বি তর্ক-বিতর্ক। 'কবিতা গল্প নিয়ে বুঝ লেগেছিলি করতেন, তকাতকি হাত'। খবর, ১৯৪১।

তক [কা তত্ব] বি সিংহাসন। 'তক রত্ন-আলমীন মকার গঠনা'। জালাল, ১৬৮০।

তকনামা [কা তত্ব-নামায] বি বিয়ের শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মানুষ বহন করে এমন এক ধরনের যান। 'বরকে তকনামার উপর উঠাইয়া ...'। গ্যারী, ১৮৫৮।

তকশোশ, তকশোশ, তকশোশ [কা তত্ব-শুশ] বি কাঠের টোঁকি। 'তকশোশ'। ওয়া, ১৭৮২। 'জন-দশেকে জটলা করি তকশোশে বসে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। '২ বি কাঠের তৈরি বাট'। 'দিনি তকশোশের উপর ঘাইয়া পড়িছেন'। রোকেয়া, ১৯০৬।

তক [আ ওয়াস্ত] বি ওস্ত; সময়। 'নমাজ করতে পাঁচতক'। কুজরাম, ১৭২০।

তক [স তত্ব] ১ বি কাঠের ফলক। 'এক খান তকা খরিয়া সত্তাপার কীনায়ায় উঠিল'। হাস্বেত, ১৭৭০। ২ বি কাপড়ের ডা। 'বুধবারে যে এক তক কাপড় প্রকাশ হইত তাহা রহিত হইবেক'। দর্পন, ১৮০৪। ৩ বি কাঠের তৈরি পাঁচতক। 'বোটের তকর উপর পা রাখিলে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তকশোশ [কা তত্ব-শুশ] বি টোঁকি। 'একখানি ভাঙ্গা তকশোশ'। মীনবন্ধু, ১৮৭২।

তকরাযা [কা তত্ব+কা নামায] বি কাঠের টোঁকি। 'কাহারা বিবাহদিনসময়ে রাত্তর সন্ধ্যায় তকরাযার আয়োজন করিয়া সভা করে'। ভদ্রাবী, ১৮২৫।

তকি [স তত্ব] ১ বি ছোটো তক। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি চারকোবর্গিত তকর আকারে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। 'মিস্টার্স চিনির ফেনি ফীর তকি সরে চিনির ফেনা এলাচাদানা'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি গলায় পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'সোনার তকি কুলায়ে গলায়'। বিমল, ১৯৫৩।

তকিমালা [কা তত্ব+স মালা] বি কাঠের মালা। 'তকিমালা হুড়মবিবির গলাতে সাতপুরু'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

তক্য [তু তমপা] বি মদক; চাপরাশ। 'মাথার তক্য কেহ ঘষে দুই পায়ে'। বিজয়, ১৬০০।

তক [স] বি যোগ। 'কিমা মিষ্ট তক তাহে খাই স্বর্গ'। কেতকা, ১৬৫০। তকলোচন [স] বি ফোলা চাল। 'জরুরী সত্বকমুদন ও তাহাতে তকলোচন ... করাইরা, দেশে হইতে বহিষ্কৃত করিলেন'। বিদ্যা, ১৮৭৭।

তকক [স] ১ বি বিবধর সাপবিশেষ। 'বাসুকী তকক লিখে শেষ অধিগতি'। মুহুদ, ১৬০০। ২ বি শিরগিটি। 'তককটা তবুনি ভেঙ্গে গুটে'। হাস্বেত, ১৬৭৭।

তকন [স তত্ব] তকন তখন। 'চলি বানে চলি অশ মারিল তকন'। হাস্বেত, ১৭৭৮। তকনকার [স তত্বনকার] বি তখনকার। 'সকলেই তখনকার সেবেন, তখনকার বা তত্বনকার লিখিতে কাহাকেও সেবি না'।

বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

তকুনি [স তত্ব] তকিন তখনই। 'ঘটনের কথা মনে পড়তেই তার পূর্ণসুক ব্রাহ্মণ কথটা মনে পড়ে গেল তকুনি'। শিবরাম, ১৯৪০।

তকশীলা [স] বি পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি প্রাচীন নগর। 'কাশী কোশল তকশীলা'। জীবন, ১৯২৭।

তত্ব [স তত্ব] তকিন তখন। 'তত্ব সম্ভার মনে বেখিল মদনে'। বহু, ১৪৫০।

তত্ব [কা তত্ব] বি সিংহাসন। 'রাছুলের হুস্ম আছে তত্বতে দেহ বার'। গরীব, ১৭৬৫।

তত্বতে বা-আরাম [কা] বি রাজ-সিংহাসন। 'আরবের তত্বতে বা-আরাম'। গরীব, ১৭৬৫।

তত্বতা [কা তত্ব] বি সিংহাসন; পুরু নয় এমন কাঠের ফালি। ওয়া, ১৭৮৫।

তত্বতী [স তত্ব] বি শোবার জন্য ব্যবহৃত গ্রেট। 'হাতে তত্বতী এবং হাতে বকি, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান ... ইত্যাদির মধ্যে যে তত্বত্ব আছে'। উমর, ১৯৬৭।

তদসির [আ তকসির] বি ভাষা। 'তদসির কখনও রদ হবার নয়'। ইমদাদুল, ১৯২০।

তখন [স তত্ব] তকিন সে সময়ে। 'তখন ঘুটাইল কাঁচী দশয়ের হার'। বহু, ১৪৫০।

তখনকার বি সেই সময়ের। 'সকলেই তখনকার সেবেন, তখনকার বা তত্বনকার লিখিতে কাহাকেও সেবি না'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

তখন তখন তকিন সে সময়ে। 'কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচার সব সময়েই তিনি আসতেন'। বিজুতি, ১৯২৯।

তখনি তকিন তখনই। 'তখনি তাহাকে সিন্ধী ২০০ সও টাকা এনাম দিবেক'। কালাগে, ১৭৮৬।

তখনে তকিন সে সময়ে। 'তখনে দশয়ে মোর বেখিল মদনে'। বহু, ১৪৫০।

তখনুক [স তত্ব] তকিন তখন। 'তখনুক লগু কিছু নহি ওনলে'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

তখলিক [আ তাকলী] বি কষ্ট। 'রক্তার কোন প্রকার তখলিক হয়নি ত'। মনোবৃত্ত, ১৯৪৯। দ্র তখলিক

তখলুস [আ] বি উপন্যাস। 'হুমিছ ভাঁহার তখলুস'। নবরঙ্গ, ১৯৩২।

তত্ব [কা তত্ব] বি সিংহাসন। তত্বত ভাউস [কা তত্বত+আ ভাউস] বি মদুর সিংহাসন। 'কোথায় তত্বত ভাউস/ কোথায় বাদশাহী'। নবরঙ্গ, ১৯৩২।

তত্বনেশীন [কা তত্ব-নেশীন] বি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। 'সিন্ধীর তত্বনেশীন সরকার-ই-আলা'। মুক্তবা, ১৯৪৯।

তদসির [আ তাকলী] বি ভাষা। 'তদসির চাচি, তদসির'। ওয়াসী, ১৯৪৮।

তগমাওয়ালা [তু তমপা+ই ওয়ালা] বি উপাধি পরিহিত। 'জানেক তগমাওয়ালা হরকরা থানার পাঠাইয়া কুটীর উদ্ধার করিলেন'। ভদ্রাবী, ১৮২৮।

তগর [গা] বি টগর ফুল। 'তগর কুন্দ মটিকা সেবসাক'। মৃত্যুঞ্জয়,

১৮১২।

তগির [আ তগাইর] ১ বিপ বরখার। 'তাহামিশের কাজ হইতে তগির করিলাম।' ছালাহেত, ১৭৭০। ২ বিপ ক্ষমতাস্থ্য। 'এ নবাবকে তগির করিয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই।' রাজীব, ১৮০৫।

তগলি [আ তাগলু] বি মিথ্যা। মাদোএল, ১৭৪০।

তগলিপ করা কি মিথ্যা বলা। মাদোএল, ১৭৪০।

তঙ্কা [ফা তনখাহ; স টঙ্ক; বি টাকা] 'এক তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তচনচ, তছনছ [আ তহস-নহস] বিপ বিপর্যস্ত। 'আমাদিশের গ্রামটো সেইরূপ তচনচ হবে নাকি?' গ্যারী, ১৮৫৮; 'সব ওলট-পালট, তছনছ।' অবন, ১৯২৫।

তচ্চতুর্দিক্‌হু [স] বিপ তার চারপাশে অবস্থিত। 'তচ্চতুর্দিক্‌হু গ্রামের পাঠশালার বাগিকারদের ক্যিয়ার পরীকা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

তচ্চেষ্টক [স] বিপ তার উন্মোচ্য। 'সতীত্বীতি-বারংবৎ প্রথম চেষ্টক অবধা প্রথম তচ্চেষ্টক ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

তচ্চেষ্টা [স] বি তার জন্য চেষ্টা। 'কর্ম বলি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে মনিস্যাহ ভৎসমরে ...' দর্পণ, ১৮৩৮।

তছদিয়া [আ তসদিয়া] বি অপবিধা; কষ্ট; ক্রেশ। 'তাহারদিশের অনেক তছদিয়া হয় ...' ছালাহেত, ১৭৭০।

তছনছ দ্র তচনচ

তছনী [আ তসবিহু] বি মুসলমানি জগমালা। 'উপাসনার পথ কি ... তছু তছনী টেনে?' মাহেনও, ১৯৪৯।

তছরুপ, তছরুপ [আ তসরুপ] ১ বি ক্ষতি। 'ফসলে তছরুপ হারে মিশি রামখান্দা, ১৭৮০। ২ বি আত্মহাণ। 'তছরিল হইতে টান্ড দিয়া তছরুপ করিয়াছে।' ডাতি, ১৭৯২; 'অর্ধ তছরুপের দ্বিতীয় কড় কাহিনী জনসাধারণের চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে।' আজুর্ন, ১৯৬৭।

তছরুপাণ [আ তসরুপা] বি ক্ষতি। 'কিনিসদুর্ন অকারণে নষ্ট বা তছরুপাণ কোনো প্রকারে হইত না।' গ্যারী, ১৮৬০।

তছু [স তস্য] ১ সর্ব ভার। 'যৌর সে কলিয়া তছু তছু গোরা অস।' বড়, ১৪০০। ২ সর্ব তোমার। 'তছু মুখ নিরবি তরবি জীউ যারত কতাই করব সমান।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০।

তছনছ [স] বি তা প্রবণ। 'তছনছায়েই বৃক্ষদ্বারা হইতে একজন পাদবান্দু যোবা ...' বর্ডম, ১৮৮৭।

তছনছীহু [স] বিপ সেই শ্রেণীর। 'তাহাই যে নাটক বা তছনছীহু, এমত নহে।' বর্ডম, ১৮৮৭।

তছদি [আ তাসদীকা] বি সাক্ষ্য। 'নতুবা মুনা থাকিলে সসর চুড়ির লেখা পড়িতে বহুত তছদি জানিবা।' ডাতি, ১৭৯২; 'তা এর জন্য আপনি এত তছদি লেনেন কেন।' মাইকেল, ১৮৬০।

তজবিজ, তজবিজ [আ তাহবীজ] ১ বি বিচার। 'আদালত সাধের লোক তজবিজ করিবেন।' রেফ, ১৭৫৭। ২ বি পরীকা। 'হুমি এ কথা সোনেস তজবিব না কর্যা পঠাইহু।' বোয়াল, ১৭৭০। ৩ বি বিচার-বিবেচনা। 'তজবিজ করিয়া তাকিল খবর শিখাবে।' ডাতি, ১৭৯২। ৪ বি তদন্ত। 'মৃত শরীর তজবিবীয়ে সেই প্রকার প্রমাণ হইল।' দর্পণ, ১৮২২। ৫ বি বোঝাববর। 'হেসেটি ... অনেক শাস্ত জানিতেছে গরে লোয়ার তজবিজ করিলাম অতি কদম্বক লেখে।' চন্ডিক, ১৮৩০।

তজ্জ [স] বি তত্ত্ব; তা [সিদ্ধান্ত] থেকে জ্ঞাত বা। 'আশাপদ গ্রিবিধ -

তজ্জ, ততসম, দেশ্য' প্রমথ, ১৯১০।

তজ্জনক [স] বি তার বাবা। 'তকালে স্ত্রী বা তজ্জনক জননীর নিকটে ...' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

তজ্জন্য [স] ক্রিবিপ সে কারণে। 'কেবল আশুখি সিকিমায় আছে তজ্জন্য খুদরা দেনাপাওনা বিষয়ে যে ক্রেশ ছিল।' চন্ডিক, ১৮৩০।

তজ্জল [স] বি সেই জল। 'বর্ষাকালে তজ্জল নির্গত হইয়া দেশ বিশেষ বাইতছে।' ভবনী, ১৮২৩।

তজ্জাত [স] বি তা থেকে উৎপন্ন। 'ইখরে আসল তজ্জি এবং তজ্জাত ইখরের নেতৃত্বে প্রতীতিই আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল।' বর্ডম, ১৮৮৭।

তজ্জাতি [স] বি সেই জাতি। 'ইসরেকের খাদ্য বাইলে তৎকথাং তজ্জাতি গ্রাণ হইবেক।' চন্ডিক, ১৮৩১।

তজ্জাতীর [স] বি সেই জাতীয়। 'তখন তজ্জাতীর অনেক বাক চলিত।' ভবনী, ১৮২৩।

তজ্জ [স] বর্ডম। 'সে অতি নাথর তজ্জের সব সার।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

তজ্জ [স তজ্জক] বি প্রবন্ধনা; প্রভাবনা। 'তজ্জ ছাড়া পক্ষ সেই অতি পরিপাটি।' চর্চ, ১৮৫৮।

তজ্জ [স] বি প্রভাবনা। 'ঐবদি বিবেক তজ্জক করিবেক না।' দর্পণ, ১৮৩৮।

তজ্জকতা [স] বি প্রবন্ধনা। 'পূর্বকাল বিচারকো এই তজ্জকতা ভাল রূপে জ্ঞাত ছিলেন ...' প্রভাকর, ১৮৫৩।

তজ্জ [স তজ্জক] বি শোণমাল। 'এ সব তজ্জক বর্জ-বকুট হোড় তে।' নজরুল, ১৯৩৯।

তট [স] ১ ক্রিবিপ সরিকত। 'কটি তটে পিত খড়ি কানাদ্রি বাহিল।' মালখর, ১৫০০। ২ বি জলাশয়ের তীর। 'আরোপী হেমচন্ডে অমরা নদ তটে।' বৃন্দা, ১৬০০। ৩ বি উপকূল। 'তাহারা এক উপদীপের তটে উপনীত হইল।' অক্ষর, ১৮৫০।

উটপদনশীল [স] বিপ জীর গড়ে তোলে এমন। 'নানান্তিমুখ সচল উটপদনশীল সজীব প্রোত বাহিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

উটমাসিনী [স] বিপ স্ত্রী কুল গ্রাস করে এমন। 'লোমখয়ের আমলে পরিচা হইল উটমাসিনী ডাটনী।' ভাঙ্গা, ১৯৪০।

উটচিরা [স] বি উপকূলের দৃশ্যাবলি। 'নিরন্তর সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুক্ত পর্বতবোহিত উটচিরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উটতরু [স] বি প্রান্তবর্তী তরু। 'বসিয়া গড়িল কোন মঙ্গলের উটতরু হতে?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

উটদেশ [স] বি জীর-সল্যায় স্থান। 'ইছামতী, ... লগ্নো পূর্ব থেকে ক্ষেত্র তব উটদেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

উটপ্রান্ত [স] বি তীরের শেষদীপ। 'কে জেনেছে জীবনের সুখ? মরণের উটপ্রান্তে বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

উটপ্রাণী [স] বিপ জীরকে প্রান্তিক করে এমন। 'উটপ্রাণী কোলাহলে ওপারের আসে আঙ্গান।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

উটবর্তী, উটবর্তী [স] বিপ উপকূলের দৃশ্যাবলি। 'মরণের কাছাকাছি।' ... রাজসুয়ার প্রস্তাবের তাহার উটবর্তী হইলেন।' মণ্ডারকর, ১৮৬৯।

উটবান্দুকা [স] বি বান্দুকায় জীর। 'তরে আছে সলীদন প্রাণ জীবনের উটবান্দুকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তড়ুন্নি

তড়ুন্নি [সি বি উপন্যাস]। 'তড়ুন্নি মেনে চলে তব আশা-
তরিকার গুণ'। নজরুল, ১৯২৮।

তড়ুন্নি [সি বি কুলের চিহ্ন]। 'চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ
তড়ুন্নি মিলিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তড়ুন্নীমা [সি বি ভীরুত্ব]। 'সামনে সমুদ্রের অর্ধচন্দ্রাকার তড়ুন্নীমা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তড়ু [সি ১ বিশ ভীত]। 'পক্ষি ভিতরেতে বিধিত ... ইয়াতে রাজা
প্রথমত তড়ু হইয়া চমকিত ছিলেন।' রায়রাম, ১৮০১। ২ বিশ
বিচলিত। 'এই সকল নবরঙ্গ তার সেখিয়া আমি অমনি তড়ু হইয়া
পাকি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

তড়ুহুহুতে [সি ক্রিবিপ ব্যতভাবে]। 'যদিও তড়ুহুহুতে এইরূপ
পূর্ণপক্ষ করহ।' জ্ঞানানন্দোদয়, ১৮৫২।

তড়ুহা [সি বিশ তড়ু হরে আছে এমন]। 'অন্তরঙ্গা চিত্রিত তড়ুহা
ধীরপাকি।' কৃষ্ণকানন, ১৮৫০।

তড়ুহীন [সি বিশ অকূল]। 'তড়ুহীন সমুদ্রের বুকে বয়ে নিয়ে যাবে।' বৈশম, ১৯৪৭।

তড়ুহা [সি বি উগ্রহাভ]। 'সমুদ্রে পড়িয়া থাক তড়ুহাদান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তড়ুহিক [সি বিশ তটসংলগ্ন]। 'জাহাজের তড়ুহিক ভাগের ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

তড়িনি, তড়িনী [সি তড়িনি বি নদী]। 'সোমন নীর তড়িনি নিরমানে।
করএ কলমুখি তড়িনি সনানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'সে কল্লতরু
নন্দানুশনে, মন্দাকিনী তড়িনির কর্ণতে শোভে প্রভাময়।' মাইকেল,
১৮৬০।

তড়ু [সি তড়ি ১ বি যুল]। 'তড়ু গবে এই লোক মধুরাক জাএ' বটু,
১৪৫০। ২ বি কূল। 'ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল যিহা তড়ু'
কেতক, ১৬৫০।

তড়ুক [সি তড়ুত]। 'কি মাথিয়ে ঠাঁ।' দুমুদ্রী কর্ণাল শব্দে পর্বত তড়ুক।' অশ্বাশ্বল, ১৬৮০।

তড়ুকী [সি তড়ুত]। 'কি লাখ সেওয়া; উল্লাসো।' 'সেই নদী বিষম
তড়ুকী।' লালন, ১৮৯০।

তড়ুকী [সি তড়ুত]। 'বি ধনুটিকোর রোশ।' 'বাবক, তড়ুকী, আমাশা
থেকে ভস্ক করে ... যাবতীয় বরীর রোশবিশারদ।' হাসান, ১৯৬৭।

তড়ুপানো [সি তড়ুপান]। ১ ক্রি হটকি করা। 'দুর্লব এ গিলখড়ে কেন
তড়ুপানো আর।' নজরুল, ১৯২২। ২ ক্রি অধির হওয়া। 'আমার
জান যে আজ কীরকম তড়ুপ তড়ুপে উঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

তড়ুবড়ি [প্রা দড়ুবড়ি]। 'বি তড়াহুড়া তার।' 'বাহারামবার তড়ুবড়ি করিয়া
...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

তড়ুবড়ি ক্রিবিপ তড়াতাড়ি। 'বপ ছাড়ি সিংহ পালায় তড়ুবড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তড়ুবড়িয়ে ক্রিবিপ দ্রুত। 'নাচামুড়া গাছের মতো শোকা গড়িতে
তড়ুবড়িয়ে বাড়ে।' সৈদান, ১৯৭৫।

তড়ু [সি তড়ুত]। 'কিবিপ তড়াতাড়ি।' 'এহা জানি তড়াত উঠিআ মেহ বাস।' বটু, ১৪৫০।

তড়ুগড় [সি তড়ুত]। 'কিবিপ দ্রুতপড়িতে।' 'ঘোড়ার মতো তড়ুগড়
ডিসিয়ে ব্যজিলুম।' নজরুল, ১৯২৪।

তড়াক [সি তড়ুত]। 'বি লাফের বোমসূচক তার।' 'বাবু মজলিস থেকে
তড়াক করে লাগিয়ে উঠে বারোঘর গিয়ে ... চৌচৌয়ে উঠলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

তড়াক [সি বি দিগি]। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

তড়াক [সি তড়াক]। 'বি জলাশয়।' 'ধরনী খণ্ড খণ্ড তড়াকীর জল বিনে।' অশ্বাশ্বল, ১৬৮০।

তড়াকাদি [সি তড়াক-আদি]। 'বি দিগি, গড়ীর জলাশয় প্রকৃতি।' 'নদ-
নদী তড়াকাদি, জল যথা রয়।' মাইকেল, ১৮৭৩।

তড়িদড়ি [সি তড়ুত]। 'কিবিপ অত্যন্ত তড়াতাড়ি।' 'গোপি সেটা তড়িদড়ি
সরিয়ে ফেললে।' মৃত্যুতর, ১৯৫৯।

তড়িৎ [সি ১ বি বিদ্যুৎ]। 'শোভে মেঘমালা যেমনে তড়িতে।' বটু,
১৪৫০। ২ বিশ হলুদ। 'নীত তড়িৎ বর্ণে হেম-মুকুলা কর্ণে।' মুকুন্দ,
১৬০০। ৩ বি বিদ্যুতের বিশিষ্ট। 'দশন মুকুতা হাস্য উজ্জ্বল
তড়িৎ।' অশ্বাশ্বল, ১৬৮০। ৪ বিশ বিদ্যুৎ বিশিষ্টের মতো
আকর্ষক। 'অশ্বও নির্বিণ-ভরা রমণীর তড়িৎ চুম্বন।' সুপ্রীত, ১৯২৯।
তড়িৎ-অসি [সি তড়িৎ-অসি]। 'বি তড়িৎতের তরবারি।' মৃত্যুও তড়িৎ-
অসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তড়িৎকলা [সি বি বিদ্যুতের কলা]। 'তড়িৎকলাগুলি নিজেদের
আয়তনের অনুপাতে পর-পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

তড়িৎ-কুমারী [সি বি বিজ্ঞান]। 'বাজে আনন্দ-মুগ্ধ গগনে, তড়িৎ-
কুমারী নাচে।' নজরুল, ১৯২৫।

তড়িৎগতি [সি বি বিদ্যুৎ-গতি]। 'এ তড়িৎগতি পুরুষেরে দিল দুর্দান
তড়ু।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তড়িৎচকিত [সি বিশ বিদ্যুতাক্রমে মতো চকল]। 'তড়িৎ-চকিত
অতি, ঘোর মেঘবর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তড়িৎ-চকিত-নরনা [সি বিশ ক্রী বিদ্যুতের মতো চকল ও চমকিত
নয়ন বিশিষ্ট]। 'জনপদবধু তড়িৎ-চকিত-নরনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তড়িৎতরল [সি তড়িৎ-তরল]। 'বিশ তড়িৎতের মতো তরল।' 'তড়িৎতরল
দৃষ্টি চতুর্দ মথো চাহিয়া দেখিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তড়িৎতড়িত [সি বিশ বিদ্যুৎপূর্ণ]। 'উদ্ভাসিনী বৈশাখীর প্রলয়স,
নবদনশ্যাম, তড়িৎতড়িত মেঘে।' সুপ্রীত, ১৯২৭।

তড়িৎপ্রদীপ [সি বিদ্যুতের আলো]। 'তড়িৎপ্রদীপ জ্বালাইয়া আস।' নজরুল, ১৯৩০।

তড়িৎপ্রবাহ [সি বি বিদ্যুৎপ্রবাহ]। 'তড়িৎপ্রবাহের আকর্ষক
গতিগতিরবর্নাদি হইতেই ইহার আবির্ভাব সংঘটিত হয়।' অক্ষয়,
১৮৫৪।

তড়িৎপ্রজ্ঞা [সি বি বিদ্যুতের জলজানি]। 'এক তড়িৎপ্রজ্ঞা কালদ্বী
ওষ ... করিয়া ... উপভালা সেখায়া দিল।' কৃষ্ণকানন, ১৮৫৮।

তড়িৎবধু [সি বি বিজ্ঞানবধু বট]। 'জ্ঞান তড়িৎবধু তন্মাত্রগতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

তড়িৎবধু [সি বিশ বিদ্যুতের মতো]। 'অবি তোমার তড়িৎবধু
যন্ত্রমের মোহে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

তড়িৎ-বহি [সি বি বিদ্যুতের শিখা]। 'নট-মন্ডার দীপক-রাগে কুলুক
তড়িৎ-বহি আসে।' নজরুল, ১৯২৪।

তড়িমোপকসূত্রী [সি বি বিদ্যুৎ মাশার যন্ত্র; প্যালেভানোমিটার]।

'তত্ত্বমোপকৃষ্টির বিতলন ঘরা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

তত্ত্বিং-রোখা [স] বি বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা। 'তত্ত্বিং-রোখা ঝলক মেরে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তত্ত্বিলতা [স] তত্ত্বিলতা বি বিদ্যুৎ-লতা। 'মেঘমালা সর্গ তত্ত্বিলতা জন্ম' নিম্যাস্ত, ১৪৬০। 'চকিতে সর্বসমেত ছুটে তত্ত্বিলতা।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

তত্ত্বিশিখা [স] বি বিদ্যুতের আলোক রেখা। 'তত্ত্বিশিখা কবিক দীপ্যোকে/হানতেছিল চমক তোমার চোখে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তত্ত্বিশৃঙ্গি [স] বিশ বিদ্যুতায়িত। 'তত্ত্বিশৃঙ্গির মত সোজা খাড়াইরা উটগাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

তত্ত্বিশৃঙ্গি [স] তত্ত্বিশৃঙ্গি বি বিদ্যুতচমক। 'মহান লগাটে তার অবৃত্ত তত্ত্বিশৃঙ্গি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তত্ত্বিহাসি [স] বি তত্ত্বিহাসি। 'তীর্থ তত্ত্বিহাসি হেসে বস্ত্রভঙ্গীর ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

তত্ত্বিসুগন্ধক [স] বিশ বিদ্যুৎ উপস্থাপক। 'এই তত্ত্বিসুগন্ধক বস্ত্র ইয়োজী ভাষার ইন্দ্রিয়িক ব্যাটারি নামে খ্যাত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তত্ত্বিসুঘাত [স] তত্ত্বিসুঘাত বি বজ্রাঘাত। 'মনের মধ্যে হানল চমক তত্ত্বিসুঘাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তত্ত্বিমুতি [স] বি বিদ্যুৎ বলকানি। 'পীতাম্বর তত্ত্বিমুতি মুক্তমালা বকুণ্ডলি/নবানন্দ জিনি শ্যামতনু।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

তত্ত্বিবল [স] তত্ত্বিবল বি বিদ্যুৎ-শক্তি। 'তত্ত্বিবলে চতুর্দিকের আলো তরঙ্গ ধাবিত হইবে।' জ্ঞানীন্দ্র, ১৮৯৫।

তত্ত্বিহাসি [স] তত্ত্বিহাসি বি বিদ্যুৎ-ধ্বজ লতা। 'তত্ত্বিহাসি তত্ত্বিহাসি তপন আবে ঘেরা।' মণিকরম, ১৭৮১।

তত্ত্বিত- [স] তত্ত্বিত সমাসবদ্ধ শব্দে 'তত্ত্বি' শব্দের রূপান্তর।

তত্ত্বিতানন্দ [স] তত্ত্বিত-আনন্দ বি যা সেবনে দ্রুত আনন্দ পাওয়া যায়। গীতা। 'একমাত্র তত্ত্বিতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও।' প্রথম, ১৯২০।

তত্ত্বিতালোক [স] তত্ত্বিত-আলোক বি বিদ্যুতের আলো। 'বিজুতির তত্ত্বিতালোকে চোখে দাঁড়া গাণিয়ে দিয়েছে।' নজরুল, ১৯২৭।

তত্ত্বিতালোকিত [স] তত্ত্বিত-আলোকিত বি বিদ্যুতের আলোতে আলোকিত। 'উপাশ ও তত্ত্বিতালোকিত বাষ্প-মান্নির ইন্দ্রিয়লোক তত্ত্বি।' মেঘাভার, ১৯৩৭।

তত্ত্বী [স] তত্ত্বী বি বিতর্ক। 'তত্ত্বী করিবে না পাইবে বানী।' বসু, ১৪৫০।

তত্ত্বুল [স] বি চাল। 'তত্ত্বুল কিনা দিয়া জ্ঞান সে পেলিল।' মাসাধর, ১৫০০।

তত্ত্বুলিশাস্যক [স] বিশ ধান থেকে চাল তৈরি করে এমন। 'তত্ত্বুলিশাস্যক একত্রকার বস্ত্র।' দর্পণ, ১৮২৬।

তত্ত্ব [স] বিশ সেই। 'প্রথম বয়সে নারী না কর তৎকাল।' অঙ্গাওল, ১৬৮০।

তৎকথা [স] বি তার কথা। 'তৎকথা' জের, ১৮০২।

তৎকর্তৃক [স] ক্রিয়ার তার মাধ্যমে; তাকে দিয়ে। 'তৎকর্তৃক অমরের বিনাশ দেহাত অস্বাভাবিক।' প্রথম, ১৮৯০।

তৎকর্ম, তৎকর্ম [স] বি সেই কাজ। 'অবকাশক্রমে ঐ দুই দিন

অব্যাহত এই চিকিৎসালয়ে গিয়া তৎকর্ম শিক্ষা করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

তৎকর্মাব্যক্তি, তৎকর্মাব্যক্তি [স] বি যে ব্যক্তি তা করেছে। 'কনস্টার, ১৮০১।

তৎকর্মোপনুভূত, তৎকর্মোপনুভূত [স] বিশ সে কাজের ঘোষণা। 'ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্মোপনুভূত।' দর্পণ, ১৮১৯।

তৎকর্ম, তৎকর্ম [স] বি সে কাজ। 'পুত্রকালয় স্থাপন ও তৎকর্ম নির্বাহবিষয়ক ধারা।' দর্পণ, ১৮৩৫।

তৎকর্মোপনিষাদার্থে, তৎকর্মোপনিষাদার্থে [স] ক্রিয়ার সে উদ্দেশ্য সাধনে। 'তৎকর্মোপনিষাদার্থে ... শাকর করিয়া দেন।' দর্পণ, ১৮২০।

তৎকাল [স] ১ বি সে সময়। 'তৎকালে আমার আত্মার হৈল সর্বনাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিয়ার তাড়াতাড়ি। 'প্রথম বয়সে নারী না কর তৎকাল।' অঙ্গাওল, ১৬৮০। ৩ বি তুড়া। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

তৎকাল করা কি শীঘ্র করা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

তৎকালবর্জী, তৎকালবর্জী [স] সেই সময়ের। 'তৎকালবর্জী ধর্মের সহিত তৎকালীন বিদ্যার বিরোধ জন্মিল।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তৎকালাবধি [স] ক্রিয়ার তখন থেকে। 'তৎকালাবধি এই আবুল মালেক/ভাবিত গ্রহ কলিঙ্গসমনঃ নামে খ্যাত আছে।' অক্ষর, ১৮৫৩।

তৎকালোচিত [স] বিশ সেই সময়ের উপযুক্ত। 'তৎকালোচিত সঙ্গীত বকল গীত হইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

তৎকালীন [স] তৎকালীন ক্রিয়ার সে সময়ে। 'তৎকালীন হোলম্যান বিস্তর পণ্ডিত নজর ইত্যাদি দিয়া ...' রামরাম, ১৮০১।

তৎকালীন [স] ১ ক্রিয়ার তৎকাল। 'তৎকালীন জানা যায় ও কামানোতে বাস্তব কান খাড়া হয়।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিশ সে সময়ের। 'তৎকালীন জিলাহ হাকিম সুলতান।' দর্পণ, ১৮৩৭।

তৎকালোচ্চয় [স] বিশ সেই কূল হতে জন্ম হয়েছে এমন। 'কুষ্ঠরোগ কোন গোষ্ঠির মধ্যে প্রবর্তি হইলে তৎকালোচ্চয় তাবতেই সেই রোগবিধি হয়।' প্রত্যাক, ১৮৫৩।

তৎকাল [স] ক্রিয়ার তখন। 'উন্মাদ-ব্যাধীয়া তৎকালে উঠিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৎকালমাত্র [স] ক্রিয়ার তখনই। 'তৎকালমাত্র রাজকন্যার গ্রাম বিয়োগ হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

তৎকাল্যকার [স] বিশ তখনকার। 'সকলেই তখনকার লেখেন, 'তৎকাল' বা 'তৎকাল্যকার' লিখিতে তাহাকেও দেখি না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

তৎকাল্য [স] ১ ক্রিয়ার তখনই; সঙ্গে সঙ্গে। 'আদামতের সাহেব তৎকাল্য এই মত সমুচিত করিতে পারিবেন।' কালমে, ১৭৮৪। ২ ক্রিয়ার সেই যুক্তি। 'অসুপরিণত নিভতে তৎকাল্য সঙ্গে যেতে হয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

তৎকাল্য [স] তৎকাল্য ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কালমে, ১৭৯২।

তৎজ্ঞানী [স] বি পণ্ডিত। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

তত্ত্ব [স] বিশ সেই-সেই। 'পূর্ববর্তন ত্রী সকল আশেব শাস্ত্রাধারন করিয়া তত্ত্ব শাস্ত্রের পারদর্শিতবে বিশ্বাস ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

তত্ত্বজ্ঞান [স] তত্ত্ব-জ্ঞান বি সেই সব জ্ঞান। 'তত্ত্বজ্ঞানে

সম্বোধনপদসকল ... নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।' বন্ধিম, ১৮৮৭।

তসমুক্তি [স তসম-উক্তি] বি সেই সেই বস্তু। 'বোর্ড তসমুক্তি
পুনরুদ্ভ করিয়া ...।' বস্তু, ১৮৯২।

তত্ত্বদেশীয় [স তত্ত্ব-দেশীয়] বিধ সেই সেই দেশের। 'আপনার সৌজন্যাদি নির্মল গুণদ্বারা তত্ত্বদেশীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২০।

তত্ত্বৎশ[স] বি সেই সেই বংশ। 'বহ্মাল সেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের গুণ ও কীর্ত্যানুসারে তত্ত্বৎশ গত নানা বিভেদ করেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

তত্ত্বাবধান [স তত্ত্ব-ব্যবহার] বি সেসব ব্যবহার। 'ইংরাজী
মহাশয়েরদিগের অধিকার কালে তত্ত্বাধা ও তত্ত্বাবধান ক্রমে ...।'
দর্পণ, ১৮২৩।

তত্ত্বাবধায়ক [স তত্ত্বাবধায়ক] বি সেন্সর ভাষা। 'ইথ্যাজীয় মহাশয়েরদিগের
অধিকার কালে তত্ত্বাবধায়ক ও তত্ত্বাবধায়ক ক্রমে ক্রমে ...।' দর্পণ,
১৮২৩।

তত্ত্বাবৎ [স] বিপ সেই সকল। 'তত্ত্বাবৎ শিল্পকার্য্যের গুণ দ্বারা দিন ২
অতি উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে ...।' শ্রদ্ধাকর, ১৮৪৭।

তৎপক্ষে [স] ত্রিবিধ সে উদ্দেশ্যে। 'তাঁহাকে তৎপক্ষে গোড়া বলতেছিলাম।' উমেশ, ১৮৫৭।

তৎপর। ১। বিপ পটু। 'বাক্সা সংস্কৃত ইত্যাদি যাবৎ বিদ্যাতেই তৎপর।' রামরাম, ১৮০১। ২। বিপ উৎসাহী। 'ক্লেবল টাকা লইতে অতি তৎপর।' দর্পণ, ১৮২১।

তৎপরচরণ [স] বি দ্রুতগতি। 'তৎপরচরণে/ আসে যায় নিত্য
কালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

তৎপরতা [১] ১ বি নৈপুণ্য। 'বিষয় কর্ম করিলে তৎপরতা জন্মে।'
 প্যাঠী, ১৮৫৮। ২ বি ক্ষিপ্রতা। 'তারাঙ্গদ ... তৎপরতাবি সাহিত্য
 যোগ সিংহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি নিষ্ঠা। 'এমন সৈধ্যা, এমন
 তৎপরতা, এমন অধ্যবসায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি চেষ্টা।
 'জ্ঞানসাধনাণ্ড সৱকৱ উভয়ৱই তৎপরতা করা উচিত।' বেঙ্গল,
 ১৯০৫।

তৎপরপ্রিয়তা [স] বি তৎপর থাকার প্রতি আশ্রয়ী। 'জীবনের পরম তৎপরপ্রিয়তা ধরা পড়ে।' জীবন, ১৯৩১।

তৎপন্নবর্তী [স] বিপ তার পরে সংঘটিত। 'বিবর্তন ও তৎপন্নবর্তী
পরিবর্তনের ধারা নির্ণয়ের প্রয়োজন।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

তৎপরে [স] ক্রিবিণ তারপরে। 'তৎপরে ইশ্বর দীপ্তি ও অন্ধকার
বিভিন্ন করিলেন।' কোরি, ১৮০৮।

তৎপুরুষ [স] বি পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এমন সমাসবিশেষ।
 দ্বিতীয়াদির অর্থভেদে তৎপুরুষ হয় প্রকার। বিদ্যা, ১৮৭৩।

তৎপূৰ্বে, তৎপূৰ্বে [স] দ্বিবিধ তার আগে। 'তৎপূৰ্বে কোন বাজালা
গ্রন্থ কখন ছাপা হয় নাই।' দর্পণ, ১৮৩৭।

তথ্যপাষক [স] দ্বিবিধ ভাব পক্ষে। 'তথ্যপাষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না।' বক্তব্য, ১৮৯২।

উৎপ্রকাশক [স] বি তার প্রকাশক। 'চন্দ্রিকাতে তৎপ্রকাশক হেরিত
পত্র প্রণালীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।' দর্পণ

তত্প্রজ্ঞা [স] বি তার প্রজ্ঞা : 'আমারদিগের রাজ্ঞা নহেন আমরা কি
তত্প্রজ্ঞা নহি ।' দর্পণ. ১৮৪০।

তৎপ্রতি |স| ১ ক্রিবিণ তার প্রতি। 'তদৃষ্টে তৎপ্রতি কোনো ব্যক্তি কোন উক্তি করিতে ...।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ ক্রিবিণ সেমিকে। 'তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী [স] বি তার প্রতিপক্ষ। ‘তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী পার্শ্বীয়ার আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল।’ অক্ষর, ১৮৪৭।

উৎস্রাখা [স] বি সেরকম রীতি। 'উৎস্রাখায় অধুনা বঙ্গহুলী যেরূপ দূরবহুখন্ত হইয়াছে ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

তথ্যসূক্ত।স। ক্রিবিণ সে কারণে। '... তথ্যসূক্ত তাহার ঔষ সন্তান
হইল না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

তৎফলে [স] ক্রিবিধ তার ফলে। 'ধনের তারতম্য - তৎফলে
অধিকারের তারতম্য।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

তৎকালীন [স] অব্য তাছাড়া। 'তৎকালীন স্মার্ট শাজাহানের আমলে ইষ্টকের গঠনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

তৎশামিল [স তৎ+আ শামিল] বিণ তার মতো। 'চিড়ে দুখ কলারও কোনোদিন ভক্ত নয় সে, তৎশামিল এই বিসিতি পরিচ্ছেদ।' জীবন, ১৯৩১।

তত্ত্বাবধ [স] বি তা শোনা। 'তত্ত্বাবধে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা
অত্যন্তামোদী হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

তত্বসংসর্গি [স তত্বসংসর্গ]। বিধ তার সঙ্গে আছে এমন। 'তত্বসংসর্গি গড়রিকা বলিকাবৎ গতানুগতিক অনেক ধনি লোকেরা।' দর্পণ, ১৫২২।

তৎসন্নিহিত [স] বিণ তার লাগোয়া; তৎসংলগ্ন। 'সূর্যো জ্যোতি
বিকীর্ণ হওয়ায় তৎসন্নিহিত সমুদয় স্থান জ্যোতির্শ্ময় হইয়া উঠে।'
অক্ষয়, ১৮৫৪।

তৎসম।স।বি (ব্যাকরণ) সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ, যেমন চন্দ্র। 'বিবিধ শব্দের মধ্যে যাহা নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত মূলক তাহার নাম তৎসম।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

তৎসমভিষ্যাহার [স] ক্রিবিণ তার সঙ্গে। 'তৎসমভিষ্যাহারে আর ২০/ ২৫ ঘরও রহিত হইল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

তৎসময় [স] বি সে সময়। 'তবে তৎসময়েই তাহা নিবারণ করিতেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

তৎসমাজস্থ [স] বিগ সে সমাজের অন্তর্ভুক্ত। 'তিনি যাবজীবন
তৎসমাজস্থ হইতে পারেন।' দর্পণ, ১৮২০।

তৎসমানি [স] কিং তার তুল্য। 'তৎসমানি কোন লোক এমত দৃষ্ট হয় না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ভৎসমীপে [স] ত্রিবিধ তার নিকটে। 'প্রভাতবায়ু সেবনজন্য
ভৎসমীপে দাঁড়াইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

তহসমুদর [স] বি সে সবকিছু। 'তহসমুদর ভাসিয়া গেল।' বন্ধিম,
১৮৮৬।

তহসমুদার [স] বি সেই সমষ্টি। 'পৃথিবীতে তহসমুদারের উৎপাদিকা শক্তি আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'তহসমুদার একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ।' বহিষ্ণু ১৮৭৫।

তৎসম্বন্ধে [স] ক্রিবিণ সে সম্পর্কে। 'তৎসম্বন্ধে পরকে সতর্ক
কবিতার আনন্দ্যাক কিত' লক্ষ্যার্থে ১৮৭৪।

তৎসম্মত [স] বিধ সেই যতো। 'তৎসম্মত ব্যবহার বৈপরীত্য করা
অনুচিত।' দর্পণ ১৮৩০।

তৎসামান্য [স] বি তা সম্পাদন। 'তৎসামান্য পক্ষে এখন আর কোন বিদ্য ছিল না।' বর্ষিম, ১৮৭৮।

তৎসাময়িক [স] বিণ সে সময়কার। 'তাহার দ্বারা তৎসাময়িক রাজধর্ম ... প্রতিপন্ন হইবে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তৎসাময়িক [স] বিণ সেই স্থানের। 'যাহা তৎসাময়িক ও তৎসাময়িক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান।' রঞ্জিত, ১৯০৭।

তৎসংশ্লিষ্ট [স] বিণ তার সম্পর্ক-করা। 'দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা নিবেদিত ও তৎসংশ্লিষ্ট ভক্ত ভক্তিব্যক্তিতে ভোজন করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

তত্ত্ব [স তত্ত্ব] বি তত্ত্ব: বহন। 'পুস্তকে যে কৈল তত্ত্ব জ্ঞানিতা আসুই।' বড়ু, ১৪৫০।

তত্ত্ব, তত্ত্বো [গা তত্ত্বো; স তত্ত্বো] ১ ক্রিণি সেই পরিমাণ। 'আনত হেরি তত্ত্বই সেই কানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ সেই পরিমাণ। 'যত করে তক্ষণ, তত অল্প শিতা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'তত ধন নিব আমি জ্ঞাত দেহ দান।' বৃন্দাবন, ১৬০০।

তত্ত্বকাল [ততো+স কাল] ক্রিণি তত্ত্বো সময়। 'তত্ত্বকাল পর্যন্ত তাহারা স্নহধীর থাকেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

তত্ত্বকণ্ণ [ততো+স কণ্ণ] ১ ক্রিণি সেই যুগুত। 'সেহে মহাবিকল্প হয় তত্ত্বকণ্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিণি সে পর্যন্ত। 'তত্ত্বকণ্ণে পদাবতী উঠিয়া গড় শিল।' বিজয়, ১৬০০।

তত্ত্বকন [ততো+স কণ্ণ] ক্রিণি সেই যুগুত। 'আর জন হৈলে মূর্খ তত্ত্বকনে গাও।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্বখন [ততো+স কণ্ণ] ক্রিণি তখন পর্যন্ত। 'তত্ত্বখন মোর সবুর সরে।' রঞ্জিত, ১৮৯১।

তত্ত্বখনি ক্রিণি সেই পরিমাণে। 'আমাকে যতখনি দেখে আমি তত্ত্বো বাকবিক ততখনি নহি।' রঞ্জিত, ১৮৯৭।

তত্ত্বতা ক্রিণি সেই পরিমাণে। 'সাহিত্যে অবলম্ব্য বিধিগত প্রতি তত্ত্বো মনোযোগ দেয় না।' রঞ্জিত, ১৮৯৪।

তত্ত্বতুহু [ততো+তুহু] বিণ সেই পরিমাণ। 'তার যতুহু বেরিয়ে থাকে তত্ত্বতুহু ছোড়া মেয়ে।' রঞ্জিত, ১৮৮১।

তত্ত্বতদিন [ততো+স দিন] ক্রিণি ততদিন পর্যন্ত। ওর্স, ১৭৮২।

তত্ত্বতি [ততো+বি] সর্ব তাতেই। 'জোরি কুলমুখ মোরি বেঙ্গল তত্ত্বতি বয়ন সুছন্দ।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০: 'সবের সান্নিহী সকল কামিনী তত্ত্বতি উদয় ভেল।' বিজয়, ১৬০০।

তত্ত্বতা [ততো+] ক্রিণি সেখানে। 'তত্ত্বতা হিসাই কম পুরে মন আস।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্বতক [ততো+স এক] বিণ সেই পরিমাণ। 'তত্ত্বতক ভরিল পেট তুজা মোর দেল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তত্ত্বতকৈ ক্রিণি সেই পরিমাণে। 'তত্ত্বতকৈ সুকাল দেল মোর মাহাশায়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

তত্ত্বতাক্ষণ [ততো+স কক্ষণ] ক্রিণি সেই পর্যন্ত। 'ডেনার যতাক্ষণ জোর আছে তত্ত্বতাক্ষণে যারনা উঠাইয়া লইতে হয়।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৮৮।

তত্ত্বতাদুর [ততো+স দুর] বিণ যে পরিমাণ। 'ইসলাম নারীকে যতাদুর অধিকার দিয়েছে ...।' বৈক্য, ১৯৪৮।

তত্ত্বত [স] ক্রিণি তারপর। তত্ত্বতকিম [স] বি তারপর কি। 'বোরহাকে তারা হইলে সওয়াধ, - চুটাইবে খোড়া। তত্ত্বতকিম।' নজরুল,

১৯৩৯।

তত্ত্বতপস [স তৎপস] ক্রিণি তার পর। 'হসাতে রসিক মন পান তত্ত্বতপস।' ভবানী, ১৮২৮।

তত্ত্বতপস [স তৎপস] বিণ যত্ববান। 'মধ্যদেশে বৈলে তারা ধর্ম্যে তত্ত্বতপস।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্বতাতো [স তত্বাত] ক্রিণি তাহা। 'তাহাতে গরীকাত্রে সীতা সীতা হইলেন, তত্বাতো রামে তাহানে প্রভব নহিলো।' দ্ব্যন্তোনিয়ো, ১৭৪০।

তত্ত্বতি [স তাত্ব] বিণ সেই; হে; 'হেন শুক্লী ইস্ত হামিরা তত্ত্বতিয়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

তত্ত্বতিষ [স তাত্ব+কষ] ক্রিণি ততোক্ষণ। 'আন রূপ ধরি তার লজ্জা তত্ত্বতিষ।' বড়ু, ১৪৫০।

তত্ত্বতিষয়ে, তত্ত্বতিষনে [স তাত্ব+কষ] ক্রিণি সেই সময়ে। 'হেন শুক্লী ইস্ত হামিরা তত্ত্বতিষনে।' বড়ু, ১৪৫০: 'সকল শোআলকুল লজ্জা তত্ত্বতিষনে।' বড়ু, ১৪৫০।

তত্ত্বতদ্বাল [স তাত্ব+কাল] বিণ শীত। তত্ত্বতদ্বাল করা ক্রি শীত করা। 'তত্ত্বতদ্বাল করিতে।' ম্যোএল, ১৭৪০।

তত্ত্বতকন [স তাত্ব+কষ] ক্রিণি ততোক্ষণ। 'ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিতে আইল তত্ত্বতকনে।' কীর্তী, ১৬৮৯।

তত্ত্বতকনে [স তাত্ব+কষ] ক্রিণি ততোক্ষণে। 'ধৃতরাষ্ট্র অগ্নিতে আইল তত্ত্বতকনে।' কীর্তী, ১৬৮৯।

তত্ত্বতাত্ত তত্ত্ব

তত্ত্বতাতিক [স] ১ বিণ তা থেকে বেশি। 'জগদমোহিনী তত্ত্বতাতিক মোর টোলা।' আলগল, ১৬৮০: 'তবের নাহিক সীমা ত্ত্ব তত্ত্বতাতিক।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ তার থেকে বড়ো। 'তত্ত্বতাতিক কেনা আছে পণ্ডিত ধরনী মায়ে।' ভবানী, ১৮২৫।

তত্ত্ব [স তত্ত্ব] ১ বি বহন। 'আপনে না জানে তত্ত্ব বেদে অপোচর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি বহন নেওয়া। 'সেইরূপ তত্ত্ব করিয়ে।' মেরণ, ১৭৬৬। ৩ বি খোঁজ। 'বিবাস তত্ত্ব করিতেছেন পাওয়া ছাইছে না।' ওর্স, ১৭৮২।

তত্ত্বতলাশ [স তত্ত্ব+লাশ] বি খোঁজ-বহন। 'আমি জেমত শ্রীমুত ভবানীপ্রদাদ গুহর একব সন্দের তত্ত্বতলাশ করিতাও ...।' মেরণ, ১৭৬৬।

তত্ত্ব তত্ত্বাস [স তত্ত্ব+লাশ] বি খোঁজ-বহন। 'ভরণ শোষণার্থে বহতপস মাসত তত্ত্ব তত্ত্বাস করিয়া নেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

তত্ত্বতাবা, তত্ত্বতাবা [স তত্ত্ব+স বার্তা] বি খোঁজ-বহন। 'তুমিত এ বারীর তত্ত্বতাবা করহ নাই।' ওর্স, ১৭৮২।

তত্ত্ব বার্তা [স তত্ত্ব+] বি খোঁজ-বহন। 'যত্ব মাসুরে কুই এক জনের যোতা হইলে দশ জনের তত্ত্ব বার্তা করে।' কেই, ১৮০২।

তত্ত্বতলা [স] বি সেই তুলনা। 'তত্ত্বতলায় এটো বা বিনিসবিরাসের অগ্নিবির'। বর্ষিম, ১৮৭৫।

তত্ত্বতলা [স] বিণ তার যতো। 'তত্ত্বতলা হইবার আশ্পর্শা করিয়া দেবতার আরাধনা করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তত্ত্ব [স] ১ বি সংবাদ। 'সব তত্ত্ব কহে দো জোকারে।' বড়ু, ১৪৫০: 'এত জনি বরুণশোণোদি সব তত্ত্ব জানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বহন। 'আপনার তত্ত্ব গ্রহু আপন শিখার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি

তত্ত্বকথা

অগ্রকাশ। 'মিহির হল্লা তত্ত্ব'। মুহুর, ১৬০০। ৪ বি মর্ম।
'বুঝি কারেঁ তত্ত্ব বলে ধনপতি দস্ত'। মুহুর, ১৬০০। ৫ বি
বাকী। 'পালাইয়া দিখা বিত জানাইল ধরৈ তত্ত্ব'। মুহুর, ১৬০০।
৬ বি জ্ঞান। 'এই তত্ত্ব ভাগের বচন মহাবন'। বাবরাম, ১৬০০। ৭
বি মূল কথা। 'বাইয়ু আবু বকরেরে তত্ত্ব বুঝাইতে'। সুলতান,
১৬৫০। ৮ বি বোঝ; অনুসন্ধান। 'আবার এখানে কি প্রকারে চলে
তত্ত্বের তত্ত্ব একবার করিলে না।' ভবানী, ১৮২৫। ৯ বি প্রোণ।
'তৎপত্র প্রচার করিয়া ধাকেন কিন্তু কোথাও যত্নবস্তুর তত্ত্ব করেন
না।' দর্পণ, ১৮৩১। ১০ বি ধারণা। 'অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিলে,
ভাষা ... পণ্ডিতদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।
১১ বি মতবাদ। 'এখানে তত্ত্বটা আসল কথা নয়।' উমর, ১৮৬৮।

তত্ত্বকথা [সি] বি গুরুশ্রীর বিষয়। 'কী সর্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা
কোথা হইতে আসিয়া পড়িল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তত্ত্বকল্পনা [সি] বি ভাবিত্তি কাহনা। 'খায়া ছিল জীবন্ত নয়নাঙ্গী, তারা
পরিবর্তিত হয়েছে তত্ত্বকল্পনার'। শিব, ১৯৫০।

তত্ত্বকর [সি] বিণ তত্ত্বকর; তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন। 'তত্ত্বকর
খোয়ামেরে পৌছে নিয়ো মোর আশিস।' নরকমল, ১৯৫৯।

তত্ত্বকথা [সি] বি তত্ত্বের গভীরতা। 'এই তত্ত্বকথার পথে প্রবেশ
করিতে পারেন না।' ফজলদ, ১৯১৩।

তত্ত্বচিন্তা [সি] বি দার্শনিক মতবাদ-বিষয়ক ভাবনা। 'তত্ত্বচিন্তা না করা
ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না।' মুহুরতবা, ১৯৪৯।

তত্ত্বজ্ঞান [সি] বি তত্ত্বের জ্ঞান। 'দুশো হাত তত্ত্বজ্ঞান বুঝতে সাহসী
হই নে।' প্রমথ, ১৯১৫।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা [সি] বিণ সত্য সন্ধানকারী। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমস্ত
পদার্থের সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া ...'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

তত্ত্বজ্ঞ [সি] বিণ তত্ত্ব জ্ঞানে এমন। 'যে ব্যক্তি যে কার্যে নিপুণ ও
তত্ত্বজ্ঞ।' বদর্শন, ১৮৭৪।

তত্ত্বজ্ঞান [সি] ১ বি তত্ত্বের জ্ঞান। 'তঁহার অস্বল্পকমে কার্যকারণের
তত্ত্বজ্ঞান কিছুই স্থগিত পার না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি ধর্মীয় জ্ঞান।
'তত্ত্বজ্ঞান না হইলে, একেবারে দুশ্ব দুহু হয় না।' মদনমোহন,
১৮৪৯। ৩ বি প্রকৃত জ্ঞান। 'যে জ্ঞানের দ্বারা এক অসংসৃত্য পাত
করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান।' প্রমথ, ১৯১১। ৪ বি গুরু
শ্রীতে জ্ঞান। 'কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।'।
পটীমুদ্রায়, ১৯০১।

তত্ত্বজ্ঞানী [সি] বি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'তত্ত্বজ্ঞানী সেইজন সের
কৃষ্ণ পরায়ণ।' মানিকরাম, ১৭৭১।

তত্ত্বজ্ঞ [সি] ক্রিবিণ প্রকৃত অর্থে। 'টাকা যখন তত্ত্বজ্ঞ কারওই নয়।'।
রবীন্দ্র, ১৯১৫।

তত্ত্বজ্ঞলব [সি] তত্ত্ব+জ্ঞা জ্ঞলবি। বি বোঝধবর। 'বাড়িতে গিয়ে
তত্ত্বজ্ঞলব নিয়ে আসে।' জীবন, ১৯৪৮।

তত্ত্বজ্ঞা [সি] বি বোঝ। 'করিব কোন, খটিস বিষয়/ না পাইয়ে
তত্ত্বজ্ঞার।' ক্ষয়জুয়েস, ১৮৭৬।

তত্ত্বজ্ঞাংশ [সি] তত্ত্ব+জ্ঞা তত্ত্বাংশ। বি বোঝ-ধবর। 'তাদের তত্ত্বজ্ঞাংশ
কবার জন্য আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলাম'।
মুহুরতবা, ১৯৪৯।

তত্ত্বজ্ঞাংশ [সি] তত্ত্ব+জ্ঞা তত্ত্বাংশ। বি বোঝধবর। 'বহু কোনো
তত্ত্বজ্ঞাংশ নিতেই এল না।' জীবন, ১৯০২।

তত্ত্বদর্শন [সি] বি দার্শনিক মতবাদ। 'তত্ত্বদর্শনের পরিষ্কৃত মুক্তিলাল
বিশ্বাকারে পায়ে না আমায়।' সূর্য্য, ১৯৩২।

তত্ত্বদর্শী [সি] বিণ তত্ত্বজ্ঞানী। 'সে সকল আধুনিক তত্ত্বদর্শী
পণ্ডিতদের ত্রমশূর্ণ বোধ হইতেছে।' বদর্শন, ১৮৭৪।

তত্ত্বনিধি [সি] বি তত্ত্ববিদ্যার পণ্ডিত। 'দক্ষা তত্ত্বনিধি কেমনে করিবে
রক্ষা কৃষ্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

তত্ত্বনিরূপণ [সি] বি তত্ত্ব আবিষ্কার। 'তঁহার তত্ত্বনিরূপণের
অনুসন্ধিষা মনোযোগে উপস্থিত হয় না কি?' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তত্ত্বপরিচয় [সি] বি তত্ত্ব অন্বেষণ করে যে। 'তত্ত্বপরিচয়, পুণ্যাত্মা
আচার্য্য সকলেই ... অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন।' অক্ষয়,
১৮৪৯।

তত্ত্বপরিপূর্ণ [সি] বিণ বিপুল তথ্য আছে এমন। 'অধুনাতন
তত্ত্বপরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-স্বাভাবিক'। অক্ষয়, ১৮৫৫।

তত্ত্বশিলাসু [সি] বিণ সত্য সন্ধানকারী। 'কোন কোন তত্ত্বশিলাসু
পণ্ডিতের উক্ত ভাষায় দ্ব্যসোস্মারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ...'। অক্ষয়,
১৮৪৯।

তত্ত্বভাব্য [সি] বি দার্শনিক কথা। 'দুনিয়ার বহু জাতই এ-তত্ত্বভাব্য
সার সেবে।' মুহুরতবা, ১৯৫৮।

তত্ত্ববিৎ [সি] ১ বিণ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। 'ইউরোপের তত্ত্ববিৎ
পণ্ডিতদের মধ্যে এই মত ত্রমশ অপ্রতিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে।'।
অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ অভিজ্ঞ। 'তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যারে
পাবার অবদারণা অসমর্থ হলো।' প্রেমদ, ১৮৬১।

তত্ত্ববৃত্তান্ত [সি] বি বোঝধবর। 'তাহাতে কিন্তু সকলকে তত্ত্ববৃত্তান্ত
করিয়েছেন।' জেরি, ১৮০২।

তত্ত্ববেদ্য [সি] বিণ তত্ত্বজ্ঞ। 'অনেককে প্রাচীন তত্ত্ববেদ্য ও
ধর্মশাস্ত্রবেদ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তত্ত্ববোধ [সি] বি জ্ঞানের উপশ্রী। 'অর্থকরী ক্রিয়ক বিদ্যোগার্থক
বজাতির ধর্ম হলবাহমানিকর্মে নিশ্চিত তত্ত্ববোধ করিয়া ...'। ভবানী,
১৮২৫।

তত্ত্ববোধ করা ক্রি উপলব্ধি করা। 'অর্থকরী ক্রিয়ক বিদ্যোগার্থক
বজাতির ধর্ম হলবাহমানিকর্মে নিশ্চিত তত্ত্ববোধ করিয়া ...'। ভবানী,
১৮২৫।

তত্ত্বভিত্তিক [সি] বিণ তত্ত্বপ্রধান। 'তঁহার কাব্য বৈজ্ঞব তত্ত্বভিত্তিক'।
হাই, ১৯৫৪।

তত্ত্বমসি [সি] বি তত্ত্বই সেই, তত্ত্বই সেই পরম ব্রহ্ম - এই মতবাদ।
'তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাণেরিক বাক্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮৫।

তত্ত্বরস [সি] বি পরমার্থিক জ্ঞান। 'সকলেই তঁহার তত্ত্বরস পানে
অধিকারী।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তত্ত্বরসিক [সি] বিণ তত্ত্বরসের মর্মগ্রাহী। 'অন্যকথার তিনি
তত্ত্বরসিক।' হাই, ১৯৫৪।

তত্ত্বশাস্ত্র [সি] বি তত্ত্ববিদ্যা। 'বেকন ও শাক ... প্রকৃতি সর্ববিধ
তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের এই আত্মভাষাতে ভাবিত করি।' অক্ষয়,
১৮৪৮।

তত্ত্বসার [সি] বি প্রকৃত অবস্থা। 'বেদকারী সমান জ্ঞানিণী তত্ত্বসার'।
বাবরাম, ১৬৫০।

তত্ত্বানুসন্ধান [সি] বি তত্ত্বানুসন্ধান; গবেষণা। 'সকলের তত্ত্বানুসন্ধান

ঘায়া উক্ত সমাজের ... ' বিদ্যা, ১৮৪৯।

তত্ত্বানুশিক্ষিত [স] বিশ্বে জানতে আগ্রহী। 'একশ্রম ধর্ম্যে নারীর মূল্য শব্দকে তত্ত্বানুশিক্ষিত ইহায়া ... ' যোগেশ্বরী, ১৯২৭।

তত্ত্বাবেষণ [স] পিতৃভক্তের অনুসন্ধান। 'ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকে ... বিতর্ক ধর্ম্যের তত্ত্বাবেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

তত্ত্বাবেষী [স] বি তত্ত্ব বা জ্ঞান সন্ধান করে যে; গবেষক। 'আলকেবি-তত্ত্বাবেষীরা গোশান গৃহে নিহিত থেকে ... ' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তত্ত্বাবশত [স] বিশ্বে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানে এমন। 'মিশন সমিতির মেম্বারগণের মধ্যে যাহারা মিশনবিত্তির তত্ত্বাবশত আছেন।' প্রচারক, ১৯০৩।

তত্ত্বাবধান [স] ১ বি দেখানো। 'এ বিশ্বের তত্ত্বাবধানার্ধ কতিপয় কমিশনের নিয়োগ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি নজরদারি। 'মেম্বার কর্তার তত্ত্বাবধানে নিশ্চয়ে বিদ্যালয় করিতেছি।' সত্য, ১৯১৭।

তত্ত্বাবধানার্থ [স] বি দেখানোর জন্যে। এ বিশ্বের তত্ত্বাবধানার্থ কতিপয় কমিশনের নিয়োগ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তত্ত্বাবধারণক [স] বি নিয়ন্ত্রণকারী। 'তত্ত্বাবধারণকের তত্ত্বাবধারণায় নিষাৎ ইয়াছিল।' বর্জিম, ১৮৭৫।

তত্ত্বাবধারণক [স] বি তত্ত্বাবধারণক। 'সোসাইটির তত্ত্বাবধারণক শ্রীমুখ বাহু ... ' দর্পণ, ১৮২৪।

তত্ত্বাবধারণকতা [স] বি পরিচালনা। 'হিন্দু কলেজের তত্ত্বাবধারণকতা কর্তে শ্রীমুখ ডাক্তার উইলসন সাহেবের পরিচর্যে ... ' দর্পণ, ১৮৩২।

তত্ত্বাবধারণ [স] বি তত্ত্ব নির্ধারণ; সত্য নির্ণয়। 'তাহাতে তত্ত্বনির্ধারণ বিচারিত করিয়াছেন।' কেরি, ১৮০২।

তত্ত্বাবধারণা [স] বি তত্ত্ব নির্ধারণ। 'তত্ত্বাবধারণকের তত্ত্বাবধারণায় নিষাৎ ইয়াছিল।' বর্জিম, ১৮৭৫।

তত্ত্বাবিচার [স] বি তত্ত্বের উদ্ভাবন। 'নৃত্যের নব নব তত্ত্বাবিচারের দৃষ্টিবিশুদ্ধ সন্ধান এ-কোথাকোথোতে পাবেন না।' মুক্তভাষ, ১৯৫৮।

তত্ত্বামৃত [স] বি জ্ঞানরস অমৃত। 'তত্ত্বামৃত্যুতান ও শিদ্ধান্তের সমুদ্র।' ক্ষমল, ১৯১০।

তত্ত্বাশোচনা [স] বি তত্ত্ব নিয়ে আশোচনা। 'বর্ণনা তত্ত্বাশোচনা ও অবসাদ প্রসঙ্গে তাহার গুরুত্ববাহ পদে পদে ভিত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তত্ত্বাশ্রমীটন [স] বি তত্ত্ব উদ্ভাবন। 'যদি কোন প্রকার তত্ত্বাশ্রমীটন করিতে পারি।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

তত্ত্বাশ্রমশে [স] বি পারমাণবিক জ্ঞানের শিক্ষা। 'লোকে মনে করে আমি অন্যকে তত্ত্বাশ্রমশে দিতে বলিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তত্ত্ব সত্ত্বা [১] বি সত্ত্বা। 'হে তত্ত্ব কবী লক্ষী হে মোরে বোশে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি সত্ত্বা। 'বিশ্বের তত্ত্ব কবীল আশ্বে দোহে এড়াইল।' বহু, ১৪৫০। ৩ বি তথ্য। 'সকল কবীল তত্ত্ব বসুদেব ধানে।' বহু, ১৪৫০। ৪ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। 'অনেকে তত্ত্ব করিয়া পাণ্ডুরা যার না।' ক্যালিফ, ১৭৮৪।

তত্ত্বজ্ঞানি [স] তত্ত্বজ্ঞানী। বিশ্বে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। 'জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাতিমানি ব্যক্তি বিশেষের।' দর্পণ, ১৮২২।

তত্ত্ব জ্ঞান [স] তত্ত্ব+জ্ঞা তালাশ। বি বৈজ্ঞানিক-বস্তু। 'আমার তত্ত্ব

জ্ঞান করিও।' রামরাম, ১৮০১।

তত্ত্বাবাশী [স] তত্ত্বাবাশী। বি সঠিক কথা। 'কথা তাক হইয়াইলো কহ তত্ত্বাবাশী।' বহু, ১৪৫০।

তত্ত্ব [স] ক্রিয়ণ সেখানে। 'সুও গায় তত্ত্ব মাত্র নেত্র দেখা যায়।' রামরাম, ১৭৮০।

তত্ত্বাত্ত [স] ১ বি সেখানকার লোক। 'তিনি অভিসমানের পুরস্কার তত্ত্বাত্তকর্তৃক গৃহীত হন।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি সেখানকার। 'বিদ্যানুশীলনের পুনরাক্রম ইহলে তত্ত্বাত্ত বাবতীর বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

তত্ত্বাত্ত [স] বি সেখানকার। 'তত্ত্বাত্ত লোকনিগের জিজ্ঞাসা করিলেন।' নৃত্যজয়, ১৮১২।

তত্ত্বাগত ইত্ত্বাত্ত কি হ্যন ত্যান করা। 'ভুক্তবশিত আহ্বার করিয়া তত্ত্বাগত ইহল।' কেরি, ১৮১২।

তত্ত্বাত্ত [স] অর্থ তত্ত্ব। 'কুত্বুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্ত্বাত্ত বেশমজত্বুর হইতে মুক্তি চেষ্টা করিব না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

তত্ত্বাপি [স] ১ অর্থ তথ্যনি; তত্ত্বপন। 'তত্ত্বাপি আমানের অত্যাগি সে মত হয় নাই।' রামরাম, ১৮০১। ২ অর্থ তত্ত্ব। 'অত্যাগি সচিষ্ঠা ও সুপম বস্তু, তত্ত্বাপি সেখানকার লোক অনিচ্ছানুসৃত্ত আত্মবাহ ছিল।' তারিণী, ১৮০৩।

তত্ত্বাক্ষণ [স] তত্ত্বাক্ষণ ক্রিয়ণ তৎক্ষণাৎ। 'তাহার নিকটে আঁকি মাই তত্ত্বাক্ষণ।' বাহরাম, ১৮৫০।

তত্ত্বাত্ত [স] তত্ত্বাত্ত অর্থ তত্ত্ব। 'তত্ত্বাত্ত তোমার প্রত্যয় ইহল না।' ভবানী, ১৮২৮।

তত্ত্বাত্ত, তত্ত্বাত্তা [স] বি প্রজ্ঞাপরিমিত অবস্থা। 'তিম তিম তত্ত্বাত্ত মনসল বরিসয়।' চর্য্য ৯, ১২০০। 'তিম তত্ত্বাত্তবস্তাবে যোহিৎ।' চর্য্য ৪৬, ১২০০।

তত্ত্বাত্তবস্তাবে [স] তত্ত্বাত্ত+স বস্তাবে ক্রিয়ণ প্রজ্ঞাপরিমিত অবস্থায়। 'তিম তত্ত্বাত্তবস্তাবে সোহিৎ।' চর্য্য ৪৬, ১২০০।

তত্ত্বা [স] ১ ক্রিয়ণ তেমন। 'জ্ঞা আইলো সি তত্ত্বা জানী।' চর্য্য ৪৪, ১২০০। ২ ক্রিয়ণ সেখানে। 'মহা অনুবন্ধ তত্ত্বা করিল নৃনবরে।' মাল্যধর, ১৫০০। 'কেবা তত্ত্বা মহাপণ কেরা অধিকারী।' মুক্তদ, ১৬০০। তত্ত্বাই ক্রিয়ণ সে হ্যানে। 'আজ ইহায়া উদ্ভব লাগিল তত্ত্বাই।' মাল্যধর, ১৫০০। তত্ত্বাই ক্রিয়ণ সেখানে। 'হেনকালে নারদ যুনি আইল তত্ত্বাই।' মাল্যধর, ১৫০০। তত্ত্বাই ক্রিয়ণ সেখানে। 'তত্ত্বাই পরকৃষ্ণের ভয় মোক বড় লাগে।' বহু, ১৪৫০। তত্ত্বাই ক্রিয়ণ সেখানে। 'তত্ত্বাইক না দইহ লোক কেহো সংহতী।' বহু, ১৪৫০। তত্ত্বাই ক্রিয়ণ সেখানে। 'তত্ত্বাই চাচিরা বর্ষে না পাহ গোশালে।' বহু, ১৪৫০। তত্ত্বাই ক্রিয়ণ সেখানে। 'হেন মনে গুণী বড়ারি শোলাতি তত্ত্বাই।' বহু, ১৪৫০। তত্ত্বাত্ত ক্রিয়ণ সে হ্যানে। 'তত্ত্বাত্ত চাচিরা না পাহ যবে কাহে।' বহু, ১৪৫০। তত্ত্বাত্ত ক্রিয়ণ তথ্য; সেখানে। 'তত্ত্বাত্তে জাইব আঁজি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তত্ত্বাত্ত ক্রিয়ণ সেখানে। 'রাজপুরুষ অরুণহাদি সমলিত বহুলোক সমভিযাহারে তত্ত্বাত্ত আদিয়া।' বহুদত্ত, ১৮২৯। তত্ত্বাত্তে ক্রিয়ণ সেখানে। 'হেন কেলার নারদ যুনি আইল তত্ত্বাত্তে।' মাল্যধর, ১৫০০।

তত্ত্বাক্ষিত [স] ক্রিয়ণ যেমনটা বলা হয়। 'তত্ত্বাক্ষিত শরিকমণ।' এসলাম, ১৯১৯।

তত্ত্বাকার [স] ক্রিয়ণ সেখানকার। 'কোন অমল নাহি যায় তত্ত্বাকারে।'

তথ্যগত

বৃন্দা, ১৫৮০।

তথ্যগত [না] বি খ্যানী বৃদ্ধ। 'শঙ্ক তথ্যগত কিত্ত কেদুআল।' চর্যা ১৩, ১২০০।

তথ্যগতি [স] বি পরম আনন্দ। 'আসে তথ্যগতি তোমার প্রাণাঢ় আলিনদে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

তথ্যচ [স] অর্থ তা সত্ত্বেও। 'তথ্যচ সেবতা বলি না মানে উঁহায়ে।' কেতকা, ১৬৫০।

তথ্যাত্ম [স] তথ্যাত্ম অর্থ তথ্যগি। 'তথ্যাত্মে এহার বিচার করিতে ...।' আত্মোনিয়োগ, ১৭৪৩।

তথ্যাহ [স] তথ্যাহ অর্থ তথ্যগি। 'তথ্যাহ ১৭৮২।

তথ্যগি [স] অর্থ তথ্য। 'তথ্যগি তোমার চিত্তে দয়া না জখিল।' মাসাধর, ১৫০০।

তথ্যগিও [স] তথ্যগি+ও অর্থ তা সত্ত্বেও। 'তথ্যগিও মনোরথ ত্রিগুণ-জয়।' রামধন্য, ১৭৮০।

তথ্যগিহ, তথ্যগিহী [স] তথ্যগি+ও+১ অর্থ তার পরেও। 'বায়ীর কলি সেবা জ্ঞেমন পুজিহুঁ সেবা তথ্যগিহী না হৈল আমার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ অর্থ তথ্য। 'তথ্যগিহ দাতার মরম কে বা জানে।' অঙ্গাওল, ১৬৮০।

তথ্যগাণ [স] বি রাগের নাম। 'তথ্যগাণ।' ফিটী, ১৬০০।

তথ্যাহ [স] - তাই হোক। 'তথ্যাহ তথ্যাহ বলে ভাগবতগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তথি [স] তথা ১ ত্রিবিধ ভাঙে। 'তথি চিত্ত মজিল আদ্যার।' বড়, ১৪৫০। ২ ত্রিবিধ সেখানে। 'হইয়া বড় আকুল অজারে তুলিলে ফুল শ্রীসকল কলিত ছিল তথি।' মুকুন্দ, ১৬০০। তথিত সর্ব তার। 'তথিত ত্রিবিধ ছিল সাতেন্দ্রী হারে।' বড়, ১৪৫০। তথির ত্রিবিধ তার। 'তথির কাপে জন্ম ভূমতে আসিয়া।' মাসাধর, ১৫০০। তথিত ত্রিবিধ ভাঙে। 'করুণ কমলমুখি তথিহি সনানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তথী [স] তথা ত্রিবিধ সেখানে। 'আগ বড়ায়ি বাহুদী বাহ তথী।' বড়, ১৪৫০।

তথৈবচ [স] - তেমনই। 'পরিধান তথৈবচ।' ভবানী, ১৮২৮। 'হেলেনুসেদের শিক্ষা দেওয়া তথৈবচ।' গায়ী, ১৮৫৮।

তথ্য [স] বি বিরণ। 'গভীরতম নিপুঢ় তথ্য তাহার অজ্ঞাতই বহিল দেহিতে পার।' অজয়, ১৮৫৪।

তথ্যনির্ভর [স] বি তথ্যভিত্তিক। 'বিশেষ করে তথ্যনির্ভর অনুবাদকাব্যে।' হাই, ১৯৫৪।

তথ্যসূর্য [স] বি তথ্যবহুল। 'ভাষা বেশ বিকৃত ও নান্দা তথ্যসূর্য।' এনামুল, ১৯৫৫।

তথ্যবহুল [স] বি তথ্যপ্রধান। 'জীবনসঙ্গিনের তথ্যবহুল একটি সামগ্রিক ছবি।' হাই, ১৯৫৪।

তথ্যসমর্থিত [স] বি প্রামাণ্যিক। 'এই ধারণার ভিত্তিতে আমার সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিসঙ্গত আর কতটাই বা তথ্যসমর্থিত।' শিব, ১৯৫৬।

তথ্যসার [স] বি বিরণ সম্বন্ধে। 'কেমতে আসিলা তুমি কহ তথ্যসার।' বিজয়, ১৬৫০।

তথ্যাত্ম্যতা [স] বি সত্যমিথ্যা। 'তাহার তথ্যাত্ম্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না।' দর্পণ, ১৮২৯।

তথ্যানুসন্ধান [স] ১ বি তথ্যের সন্ধান। 'বসিন্দ্যাহ মহাশয় এ বিষয়ের কিছু তথ্যানুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি সেবার সম্বন্ধে। 'বিশেষ তথ্যানুসন্ধান বিরহে তৎকাল সন্দেহ পাশে আবদ্ধ হইয়া।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বি প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা। 'ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

তদ [স] তথ্য বিধ সেই। 'অধন জেযত চকুম করিয়াছেন তদ অনুরূপ আক্রমণ করিয়াছি।' তেরলি, ১৭৪৪।

তদানি [স] বিণ সেই সমস্ত। 'অকুতোভয় বিচার ধর্ম নিয়মানুসারে সকল বিবাদবিষয় তদানি তদন্ত।' দর্পণ, ১৮২২।

তদগতচিত্ত [স] তদগতচিত্ত বি একান্ত মন। 'ব্রহ্মচারী তদগতচিত্তে মালা রূপ করিতেছেন।' বর্জম, ১৮৮২।

তদন্ত [স] তদ-অন্ত বি তার কোল। 'সুত পিতৃী তদন্তে নিগেহে রাহে অহি।' রামধন্য, ১৭৮০।

তদন্তী [স] বিণ সেই আকৃতির। 'তদন্তীভূত আশা শোভা প্রজ্জ্বলিত নাশকতার সম্মুখাছিল।' দর্পণ, ১৮২৬।

তদন্তনিত [স] তদ-অন্তিতা ত্রিবিধ সেই কারণে। 'সুন্দরের সঙ্গে একান্ততা বোধ ও তদন্তনিত নীলাচল্যর্চনের মধুরতম অনুভূতিমূলক রোম।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

তদন্তিরিক্ত [স] বিণ তার চেয়ে বেশি। 'তদন্তিরিক্ত এক সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।' বসুদত্ত, ১৮২৯।

তদন্তিক [স] বিণ তারচেয়ে বেশি। 'নবদুর্দালনতুল্য, অথবা তদন্তিক মনোজ্ঞ কাহি।' বর্জম, ১৮৬৫।

তদন্তীন [স] বিণ তার অধীন। 'প্রজাসমস্ত তদন্তীন হইল।' বসুদত্ত, ১৮২৯।

তদন্তর [স] ত্রিবিধ তারপর। 'তদন্তর তাহার গুণ জন্মেজয় রাজা হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

তদন্তরয়ে ত্রিবিধ তারপরে। 'তদন্তরয়ে রীতানুসারে অক্ষর লিখিলে ...।' ভবানী, ১৮২৫।

তদনুযায়ী [স] ত্রিবিধ সে অনুসারে। 'আমার ল্পত আছে তদনুযায়ী সেবা বাইতেছে।' রামায়ণ, ১৮০১।

তদনুযায়ি [স] তদনুযায়ী ত্রিবিধ সে অনুসারে। 'আমিও তদনুযায়ি করিলে ক্ষেতি কি।' রামায়ণ, ১৮০১।

তদনুসূত্র [স] ত্রিবিধ সেরকম; একই রকম। 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা তদনুসূত্র শিষ্ট।' রামায়ণ, ১৮০১।

তদনুসারে [স] ত্রিবিধ সেই অনুযায়ী। 'তদনুসারে অত্যন্ত জনতা হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

তদন্ত, তদন্ত্য [স] বি অনুসন্ধান। 'বিবাদবিষয় তদানি তদন্ত সুসংযত সুনির্দিষ্ট ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

তদন্ত্যপাতি [স] তদন্ত্যপাতি বিণ তার অন্তর্গত। 'কলিকাতা রাজধানী এবং তদন্ত্যপাতি হানে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।' কৌমুদী, ১৮৩০।

তদন্ত কমিশন [স] তদন্ত-ই কমিশন। 'বি অনুসন্ধান করার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদান। 'সরকার ... এক ভূয়া তদন্ত কমিশন বসায়।' হৃদয়জু, ১৯৫৩।

তদন্তকার্য [স] বি বোঝাবের করার কাহ। 'নিজের হাতে গাড়ি হাকিয়া, গাড় গাড় শব্দে আশান তদন্তকার্যে চলিয়া গেলোম।' রবীন্দ্র,

১৮৯৫।

তদন্ততদারক [স] বি অনুসন্ধানের কাজ। 'সকলই তৎপর হইয়াছেন এবং তদন্ততদারক হোলেসের আন্তঃ হওয়ার খবর বাহির হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

তদন্ত পরিষদ [স] বি সত্য অনুসন্ধানী পরিষদ। 'আর্থিক তদন্ত পরিষদ গঠিত হইয়াছিল।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

তদন্তর [স] ক্রিবিধ তারপর। 'তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর।' *রায়হাসাদ*, ১৭৮০।

তদন্তিকে ক্রিবিধ তার কাছে। 'তদন্তিকে ভগবান গেলা ভেস্যা ভেস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তদন্ত্য [স] বিণ তদন্তিয়। 'আমারদের চর্য্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ ভক্য তদন্ত্য অন্ত অভক্য।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তদশেকা [স] ১ ক্রিবিধ তার চেয়ে। 'তদশেকা শতকরা ৩০ টাকা কম মূল্যে ক্রয় করিতেছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ২ ক্রিবিধ সেই তুলনায়। 'এ বৎসর তদশেকা মূল হইয়াছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৪।

তদবধি [স] ১ ক্রিবিধ তখন থেকে। 'তদবধি না ভাকে কেহ যা মা বলিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ ক্রিবিধ সেই পর্যন্ত। 'তদবধি আমার বাটীতে থাকিবেন।' *গুণা*, ১৭৭৯।

তদবহু [স] বিণ সে অবস্থাপ্রাপ্ত। 'সাবেঘটির পদযুগলও তদবহু।' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

তদবহু [স] বি সেই অবস্থা। 'তদবহুকে দুঃখ-নিবৃত্তি বলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদবিকল [স] বিণ অপরিবর্তিত রূপ; তার অনুরূপ। 'আমরা শাসনকর্তৃগণের সুযোগ্যচার্যে সাদরে ক্ষুণ্ণচিত্তে তদবিকল নিয়তঃ প্রকটন করিলাম।' *প্রভাকর*, ১৭৫০।

তদবির, **তদবীর** [আ] ১ বি প্রতিকার; উপায়। *গুণা*, ১৭৫৫। ২ বি তদারক। 'শতং মালিন্য তাহার তদবির করে ...।' *রায়হাসাদ*, ১৮০১। ৩ বি ব্যবস্থা। 'রৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে লোকসান হইবেক না এই মত তদবির হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৪ বি চেষ্টা। '... আমি এখানকার তদবিরের রহিলাম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৫ তদবির তদবির কারক [আ তদবির+স কারক] বিণ তদারককারী। 'কতং মালিগণ তাহার তদবির কারক।' *রায়হাসাদ*, ১৮০১।

তদবির ভরুকিক [আ] বি প্রতিকারের চেষ্টা। *গুণা*, ১৭৮৫।

তদবির-ভরা বিণ আদেশনময়। 'বেশ্যার নিকটে গিয়ে বলিল না, সন্মত উঠাও/দেখি হে তদবির-ভরা দেহখান।' *শক্তি*, ১৯৭০।

তদবিরি [আ তদবির+] বি তদারক করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তদব্যতিরেক [স তদব্যতিরেক] ক্রিবিধ তাছাড়া। 'তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষকি' *রায়হাসাদ*, ১৮০১।

তদভাব [স তৎ-অভাব] বি তার অভাব। 'পিতার অবর্তমানে মাতা এবং তদভাবে মাতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তদভাবে [স] ক্রিবিধ তার অভাবে। 'আর্য্যো এক প্রকৃতি সন্তোষ, তদভাবে সৈনিক সুখপরবশে তৎ একতার মধ্য অবগতে ... নিতেজ হইয়া গড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তদভিনয় [স] বি সেই অভিনয়। 'তদভিনয় দর্শন ... নিমিত্তিত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

তদভিন্ত [স তদভিন্ত] ক্রিবিধ তাছাড়া। 'তদভিন্ত ভাষা সকলের অধ্যয়নে

তিন মুদ্রা মাসিক বেতন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮২৯।

তদন্তিমুখে [স তৎ-অন্তিমুখে] ক্রিবিধ সেই দিকে। 'বনকরীমুখের ন্যায় রাজগণ মুখ আবলিত করিয়া তদন্তিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তদন্তান্তর [স তৎ-অন্তান্তর] বি তার ভিতর। 'তদন্তান্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অতুত গতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তদর্জিত, **তদর্জিত** [স তৎ-অর্জিত] বিণ তা থেকে অর্জিত। 'উত্তরাধিকারী এবং তদর্জিত রম্ভাভোজনের ফকদার।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

তদর্ঘ [স তৎ-অর্ঘ] বি তার অর্ঘ। 'সংকুতভূতি নানা শব্দ সম্মত ও ইঙ্গরেজীতে তদর্ঘ সঙ্গলনপূর্ব্বক এক মহাকোষ নির্মাণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

তদর্ধক [স তৎ-অর্ধক] ক্রিবিধ সেই কারণে। 'তিনি বিষ্ণু বা তদর্ধক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

তদস্থল [স তৎস্থল] বি সেই জায়গা। 'এসলামের নাম-নিশানা মুহিয়া ফেলিয়া তদস্থলে ... পাপপ্রোত বহাইতেছেন।' *এসলাম*, ১৯৩২।

তদা ক্রিবিধ সেখানে। 'একাকিনী দৃষ্টী তদা ত্রিভিতে ত্রিভিতে।' *কয়লুদ্রেন্দ্র*, ১৮৭৬।

তদাকারাকারিত [স তৎ-আকার-আকারিত] বিণ তার আকারে আকৃতিপ্রাপ্ত। 'চিত্রের ধর্মই এই, যখন সে যার ভাবনা করে, তখন তদাকারাকারিত হয়।' *অচিন্ত্য*, ১৯০০।

তদানি [আ তদানি] বি পরিমাণ। 'কর্ম তদানি ইয়ারত মজবুতের ও তাহার মতালকের জামি ...।' *ক্যালগু*, ১৭৮৬।

তদাদি [স অগ ইতাদি]। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম নিয়মাচরণে সকল বিষাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' *দর্পণ*, ১৮২২।

তদানীন্তন [স] বিণ তখনকার। 'তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফটেনেন্ট গবর্নর হ্যাগিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তদানীন্তনকাল [স] বি তখনকার সময়। 'তদানীন্তনকালের সম্রাট মুসলিম পরিবারতগোর চর্চার ভাষা ছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

তদানুজাই [স তদনুযায়ী] ক্রিবিধ তদনুসারে; সেই অনুযায়ী। *যেয়ার*, ১৭৮৯।

তদানুরূপ [স তদনুরূপ] বিণ সেইরকম। 'তদানুরূপ সামন্ত্য করিয়া রাণীকে রাজার বাম পার্শ্বে ...।' *রায়হাসাদ*, ১৮০১।

তদানুযায়িক [স] বিণ তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। 'এ ভাব বিস্তার ও তদানুযায়িক বহুদানয় অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীকে পুরে ফেলল আপন মূর্তির মধ্যে।' *শরীক*, ১৯৬৮।

তদারক [আ তদারক] ১ বি অনুসন্ধান। 'আড়ল মজবুতের বাকীর তদারক ...।' *উক্তি*, ১৭৯২। ২ বি পরিদর্শন। 'নন্দী তদারক করিতে পাঠাইয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ বি তত্ত্বাবধান। 'রাজ্য সকল তদারক করিতে ভাব্য মাজিরের উপর আজ্ঞা দিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮২৯। ৪ বি দেখাশোনা। 'পুরে, সে জাল তদারক করিতে গিয়া দেখিল, কতকগুলি বক জালে পড়িয়া আছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

তদারক-তদন্ত [আ তদারক+স তদন্ত] বি তত্ত্বাবধান। 'বেরিয়ে গড়নয় ব্যাপারটার তদারক-তদন্ত করার জন্য।' *মুক্তত্যা*, ১৯৪৯।

তদারকদার [আ তদারক+দা] দারি বিণ তত্ত্বাবধায়ক। 'আমাকে তার জ্ঞানের মালিক, স্বভাব-চরিত্রের তদারকদার এবং চট্ট গেলে খুল কববার হক দিবে গিয়েছিল।' *মুক্তত্যা*, ১৯৪৯।

তদারকনবিশ

তদারকনবিশ [আ তদারক+ফা নবীশ] বি তত্ত্বাবধায়ক। 'মিহি মজুর সাক্ষ্যাদা শিখির তদারকনবিশ ...'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

তদারকি [আ তদারক+ই] বি দেখাশোনা। 'রহমান এখন শুধু আতনের তদারকি করে।' মুক্তকথা, ১৯৪৯।

তদালোক [স] বি সেই আলো। 'তদালোকে অবশ্য বন্ধকে দীপ্ত এবং গ্রন্থীত করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

তদিনি ক্রিবিণ ততদিন। 'আছে গোতাকতক বুড়া যদি তদিনি কিছু বন্ধা পারে।' ওষ, ১৮৫৮।

তদীয় [স] সর্ব তার। 'সূত্রিকী দয়ারূপ সাগর মহন করিয়া তদীয় সারভাষা তোমার অন্তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তদুৎকিষ্ট [স] বিণ তা থেকে উৎকিষ্ট। 'তদুৎকিষ্ট পদার্থ আর সূর্যলোকে ফিরে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তদুত্তরে [স] ক্রিবিণ তার উত্তরে। 'অক্ষদ্বাদি তদুত্তরে নিরুত্তর না হইয়া ক্রিষ্টদত্তর প্রদান করিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩৬।

তদুৎপন্ন [স] বিণ তা থেকে উৎপন্ন। 'তদুৎপন্ন মননের অংশী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

তদুৎপাদ্য [স] বিণ তা থেকে সৃষ্টি। 'তদুৎপাদ্য জীবের জন্য হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তদুন্নিশ [স তদুন্নিশ] ক্রিবিণ সে উদ্দেশ্যে। 'তদুন্নিশ বসন্ত রায় কটিক সহিত পরিবার গোবর জল ধৌতিত হইল।' রামায়ণ, ১৮০২।

তদুদ্দেশে [স] তদ-উদ্দেশ্যে ক্রিবিণ সে উদ্দেশ্যে। 'তদুদ্দেশে তিন দেব তপস্যায় মন।' মানিকমণ্ড, ১৭৮১।

তদুদ্দেশ্য [স] বি তার চেষ্টা। 'ত্বমিতে বারং ফলন যথাক্রমে উৎপন্ন হয় তদুদ্দেশ্যে করিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

তদুৎপাদ্য [স] বিণ যথোপযুক্ত। 'এক প্রভুতমর কবর নির্মাণ করি যার এবং তদুৎপাদ্য তদুৎপাদ্য কবরস্থান খোদিত থাকে।' দর্পণ, ১৮৩২।

'যত মৃত্যুর অলঙ্কার বীণাকে গিঁতে সুসম্মত তিন তদুৎপাদ্য বসন্ত পরাইতে অবশ্য কম বটেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

তদুৎপাদ্য [স তদুৎপাদ্য] বিণ তার উপযুক্ত। 'যেই বালক পূর্ণোক্ত ব্যাকরণ ও তদুৎপাদ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

তদুদ্বার [স] ক্রিবিণ তার উপর। 'তদুদ্বার নানাবিধোপায়মুক্ত দিব্যান্ন বঞ্জন।' দর্পণ, ১৮২১।

তদুৎপাদ্য [স] ক্রিবিণ সেই উপলক্ষে। 'তাহার সূত্রের সম্মান লইয়া তদুৎপাদ্য মিত্রা সিন্ধুর সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া করিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

তদুৎপাদ্য [স] বিণ সে উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'বিদ্যাসানের যে উপায় সূত্র হইয়াছে তদুৎপাদ্য কেবল নিরুপদ সাধনে।' দর্পণ, ১৮৩০।

তদুত্তর [স] বিণ সেই দূত। 'তদুত্তর সভা।' দর্পণ, ১৮৩৯।

তদুত্তরমধ্যে [স] ক্রিবিণ সেই দুইয়ের মধ্যে। 'তদুত্তরমধ্যে সূত্রীচর্য্য কিছু নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

তদুত্তরজন [স] বি তা লজন। 'তদুত্তরজন করিয়া ... উচ্চিৎ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তদুৎকিষ্ট [স] ১ বি তার থেকে উঠি ছান। 'এক্ষণে তদুৎকিষ্ট অভিনব সোপান নির্মাণ করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ তার থেকে বেশি। 'তদুৎকিষ্ট সোপানকার প্রাণীদিশের মধ্য হইতে ... কথ্যকারী নিয়োগ করা হউক।' মোহাম্মদী, ১৯০৫।

তদেকদেশ [স] বি সেই স্থান। 'তদুদ্বার তত্ত্ব সমুদায়ের ইচ্ছাক্রমে তদেকদেশে উক্ত বন্দোবস্তাধ্যায় বারু নামাঙ্কিত হইয়াছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

তদাভি, **তদুৎপাদ** [স] বিণ নিষিদ্ধ; একত্র। 'তদাভি মনে, পাঠ কর।' মদনমোহন, ১৮৪৯। 'তবে সেখানে যাও মিত্রো তদুৎপাদ চিত্তে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

তদাভি [স] বিণ তা থেকে সৃষ্টি। 'কিছু সময় অতীত হইলে এবং ব্যাক্ত তদাভিত কোন সাধন না পাইলে ...'। হজাকর, ১৮৪৭।

তদুৎকিষ্ট [স] ক্রিবিণ সেই মুহূর্ত্ত। 'ইচ্ছা করিল তদুৎকিষ্ট কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তদুৎকিষ্ট [স] ক্রিবিণ তা দেখার জন্য। 'অনেক লোক তদুৎকিষ্ট সে স্থানে একত্র হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৪।

তদুৎকিষ্ট [স তদুৎকিষ্ট] ক্রিবিণ তা দেখে। 'তদুৎকিষ্ট এই সুবীর সুবিখ্যাত মহাশয়ের বর্ষাধ বরুণ সমরুপ প্রতিবিম্বিত।' জ্ঞানার্থেণ, ১৮৩৮।

তদলঙ্ঘ [স] বিণ সেই দেশে। 'এ জন্য তদলঙ্ঘ তাবৎক নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

তদুৎকিষ্ট [স তদুৎকিষ্ট] ক্রিবিণ তা দেখে। 'তদুৎকিষ্ট তদুৎকিষ্ট কোনো ব্যক্তি কোন উক্তি করিতে ...'। দর্পণ, ১৮২৯।

তদেদ [স] বি এ দেশ। 'অনিবার্য রূপে ইংল্যান্ডেরদের তদেদে উত্তরদেশে বাসিভ্যর্থ চলিতেছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

তদেদ [স তদেদ] ক্রিবিণ তা দেখে। 'তদেদে তা দেখে বসবাসকারী।' তদেদেবাসি আপামর সাধারণ লোক।' দর্পণ, ১৮৩৯।

তদেদ [স] বিণ সে দেশে বসবাসকারী। 'অশীতি বৎসর পর্যন্ত তদেদেবাসি চিকিৎসা রাজ্য শাসন করিলেন।' হরহরায়ণ, ১৮১৫।

তদেদ [স] বিণ এ দেশের অন্তর্গত। 'তদেদেদ লোকে কহে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

তদেদ [স] বিণ সেই দেশের। 'সেই দেশে গিরেজিয়ার বর্ষাধ আমাদিগের তদেদেদ রাজ্যলোকেরা ... প্রাণ পাইয়াছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তদেদ [স] বি সেই দেশ। 'অত্যাধ পরিহার্য বসন্তা সমস্তেই সংকট শয্য করল সকলোকে পূর্বক ...'। দর্পণ, ১৮৩৮।

তদুদ্বার [স] ক্রিবিণ তা দিয়ে। 'যাত্রীকো যে কিছু মেয় তদুদ্বার গুরুত্ব করে।' দর্পণ, ১৮২৯।

তদুৎকিষ্ট, **তদুৎকিষ্ট** [স] বি সেই ধর্ম। 'তদুৎকিষ্ট আকর জ্ঞান ভানতবর্ষা তীর্থ পর্যটন ... করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

তদুৎকিষ্ট [স] বিণ বিশেষে শেষে প্রত্যয় যোগে অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমন, ঢাকা+ই = ঢাকাই। 'পড়িল সমাদবৃষ্টি কৃষ্ণ তদুৎকিষ্ট।' রূপায়ণ, ১৭৫০।

তদুৎকিষ্ট [স তদুৎকিষ্ট] বি যোবার উপকার। 'তদুৎকিষ্টকারক [স] বি যোবারকার করে যে।' এলাহী পুণ্ডিত্যাকর তদুৎকিষ্টকারক।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

তদুৎকিষ্ট [স] ক্রিবিণ সেহেতু। 'বিদ্যাশিক্ষাকাল জ্ঞানোপগতি এবং তদুৎকিষ্ট লোকের যোগ্যত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে।' কৌমুদী, ১৮৩০।

তদুৎকিষ্ট [স] বিণ সেই কুলের। 'দামরুপ কলসার কোন গোষ্ঠীর মধ্যে গ্রহণ করিলে তদুৎকিষ্ট তাবৎকই কুলোত্তম করে।' প্রভাকর,

১৮৫৩।

তৎৎ [স] ক্রিবিণ সেরকম। 'যেমন সন্তুষ্ট হয় তৎৎ সন্তুষ্ট হইয়া।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তৎর্ন [স] বি সেই বর্ণনা। 'তৎর্ন অতি মধুর।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তৎঘাটী [স] বি সেই বাড়ি। 'তৎঘরে তৎঘাটীর দুই জন সৌবারিক ...' সুখকর, ১৮৩১।

তৎঘাট [স] বি তার বন্ধু। 'তৎঘাটের শ্রীমুখ বানু ...' দর্পণ, ১৮৩০।

তৎহাসি [স] তৎহাসী। 'বি সেই দেশবাসী।' 'তৎহাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাতিদের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না?' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তৎহিনিময় [স] বি তার হিনিময়। 'তৎহিনিময়ে প্রকৃত বর্ণ ও রৌপ্য রাশি ভারতে আসিয়া সঞ্চিত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তৎহিপক্ষে [স] তৎ-বিপক্ষে। 'তৎহিপক্ষে তার বিপক্ষে।' 'ঐ সহমরণ উঠাইবার সময়ে তৎহিপক্ষে এক সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।' কেসাবাসিনী, ১৮৬৩।

তৎহিপদ [স] বি সে বিপদ। 'তৎহিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

তৎহিবরণ [স] বি তার বিবরণ। 'কত বিবাহ করিয়াছেন তৎহিবরণ অর্পণ করাত অপহরণের কথা বিলম্ব প্রামাণিকই হইল।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

তৎহির, তৎহির [আ] তাদবীর। ১ বি চেতা-চরিত্র। 'আমি নিজেই বাংলাসের তৎহিরে যাইতেছি।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি প্রতিকার। 'মুকে জলের ছীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তৎহির হলো।' হেজাম, ১৮৬১। ৩ বি ব্যবহৃত। 'চলুন! যাতে মার আশা হয়, তাই তৎহির করবেন।' হেজাম, ১৮৬২। ৪ বি দেখানো। 'এ পাখির তৎহির করবে কে বলো?' জীবন, ১৯৩৩। ৫ বি গ্রহণ। 'সকালে বিকসি প্রকৃতি খোলামেলা দরবারে আবু মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপ্তি তৎহির নিয়ে যাই।' শ্যামসু, ১৯৭০। ৬ তৎহির

তৎহিরকার [আ] তাদবীর+স কার। 'বি যে তৎহিরকার করে।' 'তৎহিরকার ও সাকিদারদেরে স্বাধীনতা উপদেশ দিয়া হালিম সকলকে লইয়া নিদায় হয়।' মনসুর, ১৯৫৫।

তৎহির-তদারক করা [আ] তাদবীর-তদারক+করা। 'ক্রি দেখানো করা।' 'বিশ বছর ধরে কুতিবাসের তৎহির-তদারক করছে সে কথাও জানা গেল।' শিবরাম, ১৯৫০।

তৎহিরক [স] ক্রিবিণ তার বিরুদ্ধে। 'তৎহিরক আমাদের কিছুই নষ্টব্য নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তৎহিরয় [স] বি সেই বিষয়। 'কখন তনি নাই যে ছাত্রেরা যেৎ প্রভাব করেন তৎহিরয়ের জনসনের গুণোদয়ের সম্ভাবনা না হয়।' কৌমুদী, ১৮৩০।

তৎহিরয়ক [স] বিণ সে সম্পর্কিত। 'তৎহিরয়ক এক প্রগ ছাপা হইয়া সর্বত্র প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০।

তৎহিরয়জ্ঞ [স] বিণ সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'তৎহিরয়জ্ঞ শ্রীমুখ তাত্ত্বান ফর্বস সাহেব।' দর্পণ, ১৮৩৪।

তৎহিরয়ী [স] বিণ তার বিরুদ্ধে। 'পদার্থবিদ্যাকে অবজ্ঞা করিয়া তৎহিরয়ী বাণীবরণ পাঠকে কি অগ্রাহ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন?' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তৎহিরয় [স] বি তার বৃত্তান্ত। 'তৎহিরয় পাঠকদিগের বিরক্তিকর ও অস্বাভাব্য বিবেকায় ...' কয়লুঙ্গের, ১৮৭১।

তৎহিরয় [স] বি তার বিস্তার। 'তৎহিরয় এতদেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা ...' দর্পণ, ১৮৩৫।

তৎহিরয় [স] বি সেই বৃত্তান্ত। 'আমার ঘাঘা ঘটটিয়াছিল, তৎহিরয় বলি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

তৎহিরয়িক [স] ক্রিবিণ তাহাড়া। 'তৎহিরয়িক ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজনা বিশেষ আর গুণও আছে।' দর্পণ, ১৮২১।

তৎহিরয়িক, তৎহিরয়িক [স] ক্রিবিণ তাহাড়া; অধিকার। 'ডানকান, ১৭৮৪।' 'ঘাঘা পাইয়া থাকে তৎহিরয়িকের মোহ প্রশ্ননিকের মানে না।' তারিখী, ১৮০৩; 'প্রকৃত শরীরে যে সভা, তাহার সেই সভা তৎহিরয়িকের তাহার সভা নাহি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

তৎহিরয়ী [স] ক্রিবিণ তাহাড়া। 'তৎহিরয়ী আর কিছুই কাব্যোগ্যোগী নহে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তৎহির [স] বি তৎহিরবর্তিত বাংলা শব্দশ্রেণী। 'ঘাঘা প্রাকৃতাদি সংস্কৃত মূলক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম তৎহির।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

তৎহির [স] বি সেই ভাব বা চিন্তা। 'তৎহির এতদেশীয়দিগের মনে একবার উদয় পায় না।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

তৎহির [স] বিণ তা থেকে পৃথক। 'টাকা অথবা তৎহির কোনো মূল্যের সামগ্রী।' ডানকান, ১৭৮৫।

তৎহির [স] বি তার জমি। 'নিচের তৎহির ভোগ দখল করিবেন।' দর্পণ, ১৮৪৭।

তৎহির [স] বিণ তার উপযুক্ত। 'গণবান পোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তৎহির্য্য পারিতোষিক দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

তৎহির [স] বিণ সেইরূপ। 'বঙ্গের দর্শনাবেশে তৎহির হেল মন।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

তৎহির [স] তৎহির ১ বি তৎহির। 'কনকপঙ্কজের কনক দুই তৎহির।' বড়, ১৮৫০। ২ বি বৃক। 'নিজ তৎহিরে হস্ত দিখা ইমাম হোছেন।' বাহরাম, ১৮৫০।

তৎহির [স] তৎহির। 'বি তৎহির পান।' 'তৎহির হলে কাহ তাক সংহির।' বড়, ১৮৫০।

তৎহির [স] তৎহির। 'বি তৎহির। 'নিত্য জ্ঞান ঘন শীন তৎহির।' বড়, ১৮৫০।

তৎহির [স] বি তৎহির; দেহ। 'তৎহির এড়াগিল তৎহির।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০; 'জীবন যৌবন মোর তৎহির মন দিয়া।' বাহরাম, ১৮৫০।

তৎহির [স] বি দিক। 'চারি তৎহির মোহাম্বদ এক কলবর।' বাহরাম, ১৮৫০।

তৎহির [স] তাই নহে কি সব নূরীতন আদম তৎহির সেজদা জানাত।' মালম, ১৮৩০।

তৎহির [স] তৎহির। 'বৃদ্ধকালে উপজিল নদের তৎহির।' মালম, ১৮৩০।

তৎহির [স] তৎহির। ১ বি টাকা; অর্থ। 'আপন তৎহির বানুকে কলজ পাবেন।' কালমে, ১৭৮৬। ২ বি বেতন। 'পাইলটরা ভারতীয় তৎহির খায়।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

তৎহির [স] তৎহির। 'বি বেক্যো কাজ।' 'এমতে বাকির জন্মানাত তৎহির ও হাশের কাজ তৎহির করেন।' তর্জি, ১৭৯২।

তৎহির [স] তৎহির। 'বি টাকা।' 'তৎহির নিবার বেশার মস্তীয়া আর সরকাণী কচকাণীয়া।' মনসুর, ১৯৪৫।

তৎহির [স] তৎহির। 'বিণ আসল; প্রকৃত।' 'তৎহির রূপ এই যদি তাঁর,

তনজিহি কীবা হয়।' নজরুল, ১৯৪৫।

তনদামি [ফা তনদুক্কা] বি পরিচয়। 'আমি বোড়া বে পীহাত জল্পো তনদামি করিছিলাম।' বোপাল, ১৭৭০।

তনবিম [আ তানজীম] বি সংগঠন। 'সভা-সমিতি করিতেছে, তনবিম কমিটি গঠন করিতেছে।' মনসুর, ১৯৩৫।

তনয় [স] বি পুত্র সন্তান। 'সকালের পুর অত্রুর গাছারি তনয়।' মালাধর, ১৫০০।

তনয়-বৎসলা [স] বিণ স্ত্রী পুত্রস্নেহপ্রায়ব। 'তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী।' মাইকেল, ১৮৬১।

তনয়বর [স] বি পুত্র। 'তাহার তনয়বর অতি সূচরিত।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

তনয়া [স] বি মেয়ে; কন্যা। 'তাহার তনয়া দেবি রূপেত পার্শ্বতি।' মালাধর, ১৫০০।

তনয়্যাপানী [স] বিণ আপন কন্যার সঙ্গে যৌনসংসর্গকারী। 'বিধাতা ইহা কামী আপন তনয়্যাপানী সূর্য করে বড়বা লজন।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

তনয়েশ্বর [স] বি খ্রিস্টানদের দেবতা। 'জনকেশ্বর, তনয়েশ্বর ও কপোতেশ্বর, এই ঈশ্বরদের খ্রিস্টানদের উপাস্য দেবতা।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তনসুক বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'আবেরাওয়া, আদ্রাবাক্তে, তাজেব, তরশাম, তনসুক বা নরনসুক।' মাহেন্দগ, ১৯৪৯।

তনাখাত [ফা তনাহ+আ খাত] বি তরকারির জমি বটন। 'তজবিজ তনাখাত হামেসা মেনজোল করিয়া করিব।' ওয়ায়, ১৭৮২।

তনিম্বা [স] ১ বি সুন্দতা। 'তাহার কি ... সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ভিন্ন তনিম্বার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৯। ২ বি ছোটো শরীর; ক্ষীণকায়। 'লে কি পাখীর তনিম্বা ... হ্যাসেন, ১৯৪০; 'রাহি তাকে দিলা উপহার বিদ্যার তনিম্বা।' শায়সুর, ১৯৬৩।

তনু [স] বি দেহ। 'যৌবন গড়িলে তোর তনু হৈবে লাউ।' বড়ু, ১৪৫০।

তনুকা [স] বিণ ক্ষীণাকী। 'তনুকা আমার বোন/কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

তনুকাঞ্চি [স] বি দেহের সৌন্দর্য। 'কনক নিকস সম তনুকাঞ্চি শীলা।' বড়ু, ১৪৫০।

তনুকর [স] বি দেহকর। 'ভাবিতে ভাবিতে তনুকর।' ভবানী, ১৮২৫।

তনুখানি বি দেহাট। 'দুধগুই তনুখানি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তনুপাত [স] বিণ দেহের অন্তর্গত। 'তোার তনুপাত রেণু চলিল পবনে।' বড়ু, ১৪৫০।

তনুজঙ্গম [স] বি দেহের আবরণ; বর্ম। 'স্মৃতিত প্রসূনে আর প্রদ্যোত রতনে রচিত ও তনুজঙ্গম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

তনুজ [স] বি পুত্র। 'তনুজ ননুজ রিপূরবে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

তনুজা [স] বি কন্যা। 'আপনকার তনুজার মানসপূর্ণ করিতে সমর্থ কিনা, ইহা আপনি কিল্পে বৃত্তিতে পারিলেন?' শ্যামরত্ন, ১৮৬৯।

তনুজোতি [স তনুজ্যোতি] বি দেহজ্যোতি। 'মাঠা বাই নিকসয়ে তনু তনুজোতি।' গোবিন্দ, ১৬০০।

তনুতরি [স] বি তনুরূপ তরী। 'তনুতরি ডালিল আমার ভব-সাগরে।'

কমলাকান্ত, ১৮২০।

তনুভল [স] বি দেহের কাঠামো। 'ধূলিতে মিশে যায় রজনীগন্ধার - স্তন, সুশোল তনুভল।' স্বরূপ, ১৯৪৩।

তনুভীর [স] বি দেহতট। 'জাগাইরা ধীরে ধীরে যৌবন তনুভীরে চলে যাবে।' নজরুল, ১৯৩১।

তনুভীর্ণ [স] বি দেহরূপ তীর্থ। 'কীটনষ্ট গ্রন্থের মতো আমার তনুভীর্ণ।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

তনুভূ [স] বি লঘুত্ব। 'বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুভূ ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্ভক্ত পেষণ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

তনুভ্যাপ [স] বি দেহভ্যাপ। 'শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপশ্লেষে সুবন্দী তীরনীরে তনুভ্যাপ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯; 'গিফোর্ড, একান্তর বৎসর বয়সে, তনুভ্যাপ করেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

তনুশেখ [স] বি শরীর। 'অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুশেখ।' মাইকেল, ১৮৬১।

তনুশাত [স] বি মৃত্যু। 'তনুশাত হইলে আত্মা তত্বপাএ আন।' মালাধর, ১৫০০।

তনুবন [স] বি দেহরূপ বন। 'তনুবন জ্বলে গেলো, দিন দিন ক্ষীণ জ্বলো ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

তনুবীর [স] বিণ তনুরূপ বায়ু। 'নিজের জলের ফেননির নীড়কে কি দিনেছিল তনুবীর নীমার নীচে?' জীবন, ১৯৪৮।

তনুবাহু [স] বি তনুরূপ বাহু। 'কাঁপে তনুবাহু কামনার ধতোধরো।' বিজু, ১৯০৭।

তনুবেনী [স] বি দেহাবয়ব। 'তনুবেনী থিরি নাই কাছন-ঠাট।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

তনুমন [স] বি দেহমন। 'তানু-প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তনুময় [স] দ্রিণ শরীর জুড়ে। 'নব-বিকশিত নীশের পুশক জাগে সারা তনুময়।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

তনুরত্ন [স] বি অমূল্য জীবন। 'মরিবারে চাহে তনুরত্ন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তনুরক্তি [স] বি দেহের সৌন্দর্য। 'কাঞ্চন শিরিষ কুসুম জনু তনুরক্তি দিনকর কিরণে মৌলান।' গোবিন্দ, ১৬০০।

তনুলতা [স] বি দেহরূপ লতা। 'আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তনু শীলা [স] বি দেহের সৌন্দর্য। 'দিনে দিনে বাড়ে তনু শীলা।' বড়ু, ১৪৫০।

তনুবিদ্রোল [স] বি দেহতরঙ্গ। 'লীলায়িত তনুবিদ্রোলে নৃত্য-পর্য প্রকৃতি খেল গর মাঝে মুক্তি পেয়েছিল।' মোতাহার, ১৯৩৭।

তনুহীন [স] বিণ শরীর নেই এমন। 'যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তনুকরণ [স] বিক্রাস পাণ্ডা। 'পরমাশুভির বিকিরণ, গজেন্দ্রবরের তনুকরণ, পরিবেশাশ্রয় ... এসবই তো আজ প্রাজ্ঞাতিক তথা বৈদিক সমস্যা।' শিব, ১৯৫৬।

তন্ত [স তন্ত] বি তন্ত। 'কিন্তো কমন্তে কিন্তো তন্তে।' চর্য্য ৩৪, ১২০০।

তন্ত [স] বি সূতা; আঁশ। 'পাট ও শণ গাছের ছালের তন্ত হইতে চট, রজ্জ্ব

প্রকৃতি প্রস্তুত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

তত্ত্বক্ষয় [স] বি পৌরীক্ষয়। 'ভাত্যরে বলে তত্ত্বক্ষয় এ বসনে নিত্যত
নিচর।' সুখীন্দ্র, ১৯৪০।

তত্ত্বগত [স] বি তাল্পনমুহ। 'বক্তৃত্ব তত্ত্বগত রঞ্জিত মালার গুচ্ছ
নামের সন্দর্ভ নাই তাতে।' ভদ্রাণী, ১৮২৫।

তত্ত্ব-তদন [স] বি সুতা বুনন; কাপড় বোনা। 'ছাত্রেরা ... সুতিকর্ষ,
তত্ত্ব-তদন প্রভৃতি শিল্পকর্ম শিখা করিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তত্ত্বদ্বার [স] বি ভর্তি। 'তত্ত্বদ্বার বস্ত্র আনিলেন সেই ক্ষণ।' বৃন্দা,
১৫৮০।

তত্ত্ব [স] ১ বি শাস্ত্র। 'অতি সুকৃষ্ণ রূপ সেই মূল তত্ত্ব বেড়ি।' মল্লধর,
১৫০০। ২ বি মন্ত্রবিদ্যা। 'বিচারিতা নানা তত্ত্ব লইব যামের মন্ত্র।' মুরুদ,
১৬০০।

তত্ত্বকার [স] বি তত্ত্বের ভাষ্যকার। 'তত্ত্বকারেরা করেন, কলিযুগে
বেদোক্ত সন্ন্যাসপ্রদম নিষিদ্ধ।' অক্ষর, ১৮৫০।

তত্ত্বরক্ষক [স] বিণ মূল্যভেদনা ধারণকারী। 'আধুনিক ভাবের
তত্ত্বরক্ষক ছিল।' অরিত্য, ১৯৫০।

তত্ত্ব মন্ত্র [স] ১ বি নানাবিধ মন্ত্র। 'কিরিতা সকলে তত্ত্ব মন্ত্র
শিখাইলা।' সুলতান, ১৭০০; 'হিঁদা ফোটা তত্ত্ব মন্ত্র আসে কতজি।' ভারত,
১৭৬০। ২ বি স্বাভূত। 'তিনি তত্ত্বমন্ত্র ... জাদু, তেলকি ও
নানা প্রকার মৌল বিদ্যা ভালো জানেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

তত্ত্ব শাস্ত্র [স] বি হিন্দু শাস্ত্রবিশেষ। 'তত্ত্ব শাস্ত্রে বাসলা বর্ণ মালার
বিশেষ বর্ণন আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

তত্ত্বানুসারে [স] ক্রিবি তত্ত্বানুসার অনুসারে। 'পুরাণ ও তত্ত্বানুসারে
পরমেশ্বরকে সাকার বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না।' অক্ষর,
১৮৫৪।

তত্ত্বী [স] বি সাধক। 'ওকৃ তুমি তত্ত্বের তত্ত্বী।' লালন, ১৮৫১।

তত্ত্ব [স] ১ বি সুতা। 'তত্ত্ববাসে সব হেলা আনন্দে বিহ্বল।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বি তার। 'বাঝায় হৃদয়বীয়ার তত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তত্ত্বরাজ [স] বি ভর্তি। 'তত্ত্বরাজে সব হেলা আনন্দে বিহ্বল।' বৃন্দা,
১৫৮০।

তত্ত্বী [স] ১ বি বীষার তার। 'তাইতে রজিস তত্ত্বী ষীয়ারি তারের।' রবীন্দ্র,
১৮৮১। ২ বি ধর্মী-শিরা। 'আমার প্রতি তত্ত্বী, এহি দেদ
মজা।' নজরুল, ১৯২৬।

তত্ত্বীকুশলা [স] বিণ ক্রী তার দিয়ে তৈরি বায়বরাঙ্গি বাজাতে দক্ষ।
'বরক তত্ত্বীবাঙ্গি বা তত্ত্বীকুশলা বলা যেতে পারে।' রবীন্দ্র,
১৮৮৫।

তত্ত্বীবাঙ্গি [স] বিণ ক্রী তার দিয়ে তৈরি বায়বরাঙ্গি বাজাতে দক্ষ।
'বরক তত্ত্বীবাঙ্গি বা তত্ত্বীকুশলা বলা যেতে পারে।' রবীন্দ্র,
১৮৮৫।

তত্ত্বীরাঙ্গি [স] বি বীষার তারগি। 'উঠিবে বাজি তত্ত্বী-রাঙ্গি, মোহন
অশুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তদ্দারি [স] ভাস্কর্য্য বি ভাস্কর্য্য। 'এ সকল কাষ তদ্দারি কর না।' কেরি,
১৮০২।

তদ্দুর [স] ভাস্কর্য্য ১ বি ঋটি, পাটকটি ইত্যাদি সৈকল উদান। 'ওর্সা,
১৭৫৫। ২ বি যাত্রিক হুলা। 'একটা আত্ন মাহ সাধসুতরো করে,
মসপাদি মাথিরে তদ্দুর-এর ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।' মুজতবা,
১৯৮৮।

তদ্দুরী [স] ভাস্কর্য্য ১ বি তদ্দুর নামক উদানে রান্নাকৃত। 'তদ্দুরী
মাহ।' মুজতবা, ১৯৮৮।

তদ্দা [স] বি দূর দূর ভাব। 'কিবা শব্দ কীবা তদ্দা সেবিল মোহন।' মাল্লধর,
১৫০০।

তদ্দাঅলস [স] তদ্দা-অলস। বিণ দুঃখভ্রাতা। 'তদ্দা অলস নয়নে
দুঃখ ও জ্ঞান-সুখের স্পর্শ।' নজরুল, ১৯৩০।

তদ্দাকর্ষক [স] বিণ দুঃখভ্রাতা নিয়ে আসে এমন। 'ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ
পার্লিমেণ্টের এমন তদ্দাকর্ষক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তদ্দাকাতর [স] ১ বিণ দুঃখ আসন্ন। 'এমন বাদল ব্যর্থ হবে
তদ্দাকাতর কাহার ধরে?' নজরুল, ১৯২৯। ২ বিণ অলস। 'তদ্দাকাতর ভাবশক্তি
জীবনের বে সৌন্দর্য্য আছে তা শুধু কর্মময়
জীবনবিজ্ঞান।' হাই, ১৯৫৪।

তদ্দাগাতা [স] বিণ ক্রী দুঃখত। 'ক্রান্ত তড়িবৎ তদ্দাগাতা।' রবীন্দ্র,
১৯২৭।

তদ্দাধন [স] বিণ নিধর। 'তদ্দাধন বটশাপা-পরে ছায়ায় পঙ্কিশূড়
নীতশব্দহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

তদ্দাধোর [স] ১ বিণ দুঃখের অবশেষ। 'এ দেশবাসীর অজ্ঞত এক
শতাব্দীরও তদ্দাধোর অনেকটা কেটে গঠে।' হাই, ১৯৫৪। ২ বি
মোহামুগ্ধতা। 'বঙ্গলার আদিম তদ্দাধোরও অনেকটা কেটে
উঠেছে।' হাই, ১৯৫৪।

তদ্দাধির [স] বিণ তদ্দাধর আসন্ন। 'তদ্দাধির দেশবাসীকে জ্ঞানহীনা
দুঃখী নতুন কর্মধামে তিনি ইহাধাশিকো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তদ্দাধি [স] বিণ দুঃখের ভিতর। 'তদ্দাধি পতন মধ্যে হইতেই
সেবতা প্রবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।' সনুল, ১৯২১।

তদ্দাত্তর [স] ১ বিণ দুঃখভ্রাতা। 'অবশেষে শ্রান্তি মনি তদ্দাত্তর
চোখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ দুঃখ কাতর। 'শীতের মধ্যাহ্নতাপে
তদ্দাত্তর বেশা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তদ্দাত্তুরা [স] বিণ ক্রী দুঃখবিজড়িত। 'মধ্যদিনের আকাশ আমার
হৃদয়ে তদ্দাত্তুরা, খিমত।' কলরব, ১৯৪৬।

তদ্দানিশুম [স] তদ্দা+নিশুম। বিণ আদ্যভরা। 'মাছেরাভারা
দুঃখবোঝার তদ্দানিশুম কলে তাকিরে থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'কুরিরে
এসেছে তদ্দানিশুম দুঃখ মনি।' সুলভ, ১৯৪৮।

তদ্দানিবিড় [স] বিণ তদ্দাভ্রাতা। 'এই শান্ত সুখী তদ্দানিবিড়
বাতাসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তদ্দানি [স] বিণ নিভ্রাতা। 'কিষ্টিমস্ত তদ্দানি জলহন সূচ্যতল।' রবীন্দ্র,
১৮৯০।

তদ্দানিহীন [স] বিণ নিরুখ। 'কোন গগনের দিশাহারা/ তদ্দানিহীন
একটি তারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তদ্দাবৃত্ত [স] বিণ তদ্দাভ্রাতা। 'বড়াই রাজা ... তদ্দাবৃত্ত হইয়া রাতি
যাপন করিয়া ...।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ১৮১৫।

তদ্দাবেশ [স] বিণ দুঃখের অবশেষ। 'শেষ তদ্দাবেশের ঘোরে।' রবীন্দ্র,
১৯১৪।

তদ্দাভিত্ত [স] বিণ তদ্দাভ্রাতা আসন্ন। 'তদ্দাভিত্ত মুসলমানগণ।' হাজারক,
১৯০৬।

তদ্দাম্য [স] বিণ তদ্দাভ্রাতা আসন্ন। 'আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ
তদ্দাম্য হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'জনসাধারণ ভবনে গভীর

তদ্ভাসমী

ভিমিয়ে একে জমিদার ও বণিক শ্রেণী তদ্ভাসমী।' অল্পা, ১৯৩৭।

তদ্ভাসমী [স] বিণ ক্রী খুম খুম ভাব নিয়ে আসে এমন। 'তদ্ভাসমী
ছোয়াসা সাথে পড়ে এসে কথা কয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

তদ্ভাসল [স] বি ধ্রুবেদ আবেশ অলস। 'আমাদের শেখের তদ্ভাসল
নিবন্ধ মধ্যাহ্নে আমরা অর্ধেক চোখ বুলিরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬;
'পায়ে উৎসবকণ তদ্ভাসলে ছয় নিমগন।' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'নয়ন
আমার তামস-তদ্ভাসলে দুলে পড়ু ধ্রুবেদ সবুজ রসে।' নজরুল,
১৯২৫।

তদ্ভাসল [স] বিণ ক্রী তদ্ভাসেবদ্যুত। 'নামে সন্ধ্যা তদ্ভাসল,
সোনার আল রস।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তদ্ভা-লীন [স] বিণ তদ্ভাস্রজ। 'সন্ধ্যা যদি তদ্ভা-লীন যৌন
আদারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

তদ্ভাহত [স] বিণ ধ্রুবে বিজের বা অবশ। 'যে লীলি নিশীথে রাগে
তদ্ভাহত বিজল নয়নে।' অহসান, ১৯৫৯।

তদ্ভাহবনী [স] বিণ ক্রী দিগাহবনকারী। 'তিফিল শেষে তদ্ভাহবনী/
তরুতে চাঁদের তরনী।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তদ্ভাহারা [স] বিণ নির্মূহ। 'আমি তরু ঠাঁপার তরু গছতরে
তদ্ভাহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'চন্দ্র রাগে তদ্ভাহারা বনের চোখে
শিশিরজল।' নজরুল, ১৯৩৩।

তদ্ভাহীন [স] বিণ দিগাহীন। 'এক তদ্ভাহীন গ্রাম নিতা বেধা নিজ
অর্ধ'ণয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'যামিনীর তদ্ভাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি।'
রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তদ্ভিল [স] বিণ তদ্ভার আবেশ নিয়ে আসে এমন। 'ঊত্র শিরাস-
তদ্ভিল মাফিরা।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

তন্ন তন্ন [স] বিণ পূজানুপূজ। 'প্রথমতঃ রক্ষকো তন্ন তন্ন করিরা' এ
করকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিত।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

তন্নতন্ন ক'রে বোঁজা ক্রি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। 'তন্নতন্ন করে
বুঁজে দেখে তার গ্রাম।' নজরুল, ১৯২০।

তন্ন তন্ন করিয়া বেড়ানো ক্রি সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো। 'দুইজনে
বাউভেলের মত গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।' শওকত,
১৯৫৮।

তল্লিকট [স] বিণ তার নিকটের। 'তল্লিকট দেশস্থ লোকেরদের প্রযুখ্য
তলিয়ায়।' দ্বুতাজ, ১৯১২।

তল্লিকটবর্ষি, তল্লিকটবর্ষি [স] তল্লিকটবর্ষী। বিণ তার নিকটবর্তী।
'তল্লিকটবর্ষি গ্রাম হইতে ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

তল্লিদাশটক [স] বিণ তার দিন্দা প্রকাশক। 'তল্লিদাশটক বাক্য ঐ
আটদিকার কথা যাইবে না।' দর্পণ, ১৮৩৮।

তল্লিবন্ধন [স] ক্রিণিণ সে কারণ। 'হাসি বিপদে হলে সাহসের 'হঠাৎ
বান্দুর উপসংহার হয়ে যায় তল্লিবন্ধন ... বরাবুরেরা ছোয়ারের বিস্তার
মত ভেসে ব্যাড়াছিলেন।' হুতম, ১৮৬৩।

তল্লিবারণ [স] বি স্তা নিবারণ। 'পুত্রক বিষয়ে সশিদ্ধ হইলে তল্লিবারণা
পতিতদিলো জিহ্বালা করিবেক।' তবানী, ১৮২৩।

তল্লিবারণা [স] ক্রিণিণ তা মোচনের জন্য। 'পুত্রক বিষয়ে সশিদ্ধ
হইলে তল্লিবারণা পতিতদিলো জিহ্বালা করিবেক।' তবানী, ১৮২৩।

তল্লিমিত্ত [স] ক্রিণিণ সন্ধান। 'তল্লিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক গ্রন্থ এই
নিবেদিতছি।' রামচন্দ্র, ১৮২১।

তল্লিমিত্তে [স] ক্রিণিণ তার জন্মে। 'তল্লিমিত্তে সম্পাদক মহাশয় উক্ত
সন্ধানপ্রদে ...।' দর্পণ, ১৮৩৬।

তল্লিরমাধীন [স] বিণ সেই নিরমের অধীন। 'অস্মকে পাঠশালায় আসিয়া
তল্লিরমাধীন হইয়া পড়িবেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

তল্লিরাস [স] ক্রিণিণ তা নিরসন করার জন্য। 'তল্লিরাস বিখানে ও
পুণীলের ধারার সুখায়া করণে যথাসম্মত অভিনিবেশ করিবেন।'
রঙ্গদুত, ১৮২৯।

তল্লিমিত্তি, তল্লিমিত্তি [স] বিণ সেখানে নির্মিত। 'তল্লিমিত্তি মন্দিরগিতে
... সন্ধাননা ছিল না।' বক্রিম, ১৮৭৫।

তল্লিষ্ঠ [স] বিণ যথোপায়। 'জগদীশ্বর মানব শরীরকে তল্লিষ্ঠ ধর্ম ও বৃত্তি
সমুদায় দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮২৪।

তল্লীলী [স] বিণ ক্রী জীব অঙ্গবিশিষ্ট। তল্লী। 'নিষ্ঠাি লগ ও পুণ্য-তনু
তল্লীলীর অধর-আত্মর।' নজরুল, ১৯৩০।

তল্লী [স] ১ বিণ ক্রী অপ্রশস্ত। 'নিরাসনা তল্লী নীচী আপন কুল রক্ষা
করিয়া কার্য করিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ ক্রী জীব ও
সৃষ্টিত অঙ্গবিশিষ্ট। 'তল্লী সে যে।' সুবীন্দ্র, ১৯০০।

তল্লুত [স] বি তাঁর মত। 'স্নেহাতর তল্লুত ছিরি রাগে অনেক মুক্তিহুত
কারণ দর্শাইয়াছেন।' জ্ঞানাবেশ, ১৯৩৬।

তল্লুতানুপারে [স] ক্রিণিণ সেই মত অনুযায়ী। 'বিষয় সমুদয়
তল্লুতানুপারে নিস্পন্ন হয়।' অক্ষর, ১৮৫১।

তল্লুতাবল্যধী [স] বিণ সেই মত অবলম্বনকারী। 'বহুভাষ্য হইয়ার
প্রবর্তক প্রযুক্ত সোকে তল্লুতাবল্যধী বৈদ্যবদিককে বহুভাষ্যী বলিয়া
ধাকে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

তল্লুতে [স] ক্রিণিণ সেই প্রকারে। 'তল্লুতে পাতিত সিমিসেন
তহারদিককে।' রামরাম, ১৮০১।

তল্লুধ্য [স] বি তার মাফকান। তল্লুধ্যবর্ষি, তল্লুধ্যবর্ষি [স] তল্লুধ্যবর্ষী।
বিণ তার মাফামাফি। 'দর্পণতি তল্লুধ্যবর্ষি হানে পৃথক আসনে
উপবিষ্ট হইলেন।' তবানী, ১৮২৩।

তল্লুধ্যস্থিত [স] বিণ তার মহ্যবর্তী। 'বারবাকপুয়ের সামিল ও
তল্লুধ্যস্থিত যে তাদৃশক।' দর্পণ, ১৮২৬।

তল্লুধ্যো [স] ক্রিণিণ তার মধ্যে। 'তল্লুধ্যো ছোলেমানের সদমার
আমির লুদি।' রামরাম, ১৮০১।

তল্লুনাক [স] বিণ তল্লুন। 'জ্ঞানের অনুশীলনে তল্লুনক ... যেরে ব্যক্তিকে
তিনি ... উপস্থিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই গ্রন্থীচের মানুষ।' শিব,
১৯৫৬।

তল্লুর [স] বি তাতেই নিবিষ্টচিত্ত। 'শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্ত্তি তল্লুর।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

তল্লুরতি [স] বি একমত মত। 'হাস্যরূপ বটুকুমুসে সল্লবক হইয়া
তল্লুরতিয়ে একটা মালিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।' বনকুল, ১৯৩৬।

তল্লুরতা [স] বি একান্তবিত্ততা। 'তল্লুরতা দেখে ধমকে গেল।'
জীবন, ১৯০২।

তল্লুদ্রা [স] বিণ নেইটুকু। 'এজন্য তল্লুদ্রা আশোচিত হইতেছে।' বিদ্যা,
১৮৭০।

তল্লুদ্রা [স] বি পঙ্কজতর পাটটি ওণ। 'শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাটটি
তল্লুদ্রা।' বক্রিম, ১৮৮৭।

তল্লুদাস [স] বি সেই মাস। 'তল্লুদাসের ছোড়শ দিবসে।' দর্পণ, ১৮৩১।

তনুহৃত্ত [সি] বি সেই সময়। 'তাহার এক প্রহায়েই যে কোন মনুষ্য তনুহৃত্তে গতাসু হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তনুহৃত্তে [সি] ক্রিয়ণ তখন। 'তাহার এক প্রহায়েই যে কোন মনুষ্য তনুহৃত্তে গতাসু হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তশ্মূলক [সি] বিণ সেই বিবরক। 'তশ্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিত্রাভ্য ইয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

তশ' [সি] তপস্যা। 'জলে পনি তপ করে নীল উতপল।' বড়, ১৪৫০।

তপজ্ঞ [সি] বি তপস্যা। 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ তপজ্ঞ পিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তপকল [সি] বি তপস্যার ফল। 'নানা তপফলে তোম্বা মোরে দিল বিধী।' বড়, ১৪৫০।

তপবন্ত [সি] বিণ তপস্যাকারী। 'ষোএলান সূতা অতি তপবন্ত ভাষাবতী।' সুলতান, ১৭০০।

তপশালী [সি] বিণ তপশী। 'মোর নাম শেষ নইমুখীন মহা তপশালী।' সুলতান, ১৭০০।

তপস' [সি] তপ। 'প্রাণীপের শিবা জেন তপে মোহাবল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তপ-প্রভা [সি] বি সূর্যের নীতি। 'প্রবর তোমার তপ-প্রভা/ ... গগিয়া নামিল প্রাণের ঢল।' নজরুল, ১৯২৯।

তপঃ [সি] বি তপস্যা। তপঃকৃশ [সি] বিণ তপস্যার শীর্ণ। 'তপঃকৃশ শরীর মত কীবাণী।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

তপঃপ্রভা [সি] বি তপস্যাজনিত কারণে প্রভা ব্যক্তি। 'তপঃপ্রভার জন্য তারা আনে সুখার পাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তপঃকীর্ণ [সি] বিণ তপস্যার কারণে শরীর শীর্ণ হয়েছে এমন। 'তপঃকীর্ণ জহ্মুনির শুক পাকহুলীর অপেক্ষা এখানে ঢেঁকি-শিল স্থান আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তপঃপূত [সি] বিণ তপস্যার পবিত্র। 'তপঃপূত হোমধূমরচিত অসৌকিক সমাধিরাগ্যের।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তপঃপ্রতাপ [সি] বি তপস্যারিত শক্তি। 'বাহাকে বশীভূত করার তপঃপ্রতাপ।' অতিথ্য, ১৯৫০।

তপঃপ্রভাব [সি] বি সাধনাবলি। 'সেইজন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তপঃপ্রভাতা [সি] বি তপস্যার ওজস্বী। 'বুদ্ধের কাছে তপঃপ্রভাতা।' অমিয়, ১৯০৯।

তপঃসাগর [সি] বি তপস্যার সমুদ্র। 'নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ।' মাইকেল, ১৮৬০।

তপঃসাধন [সি] বি তপস্যা। 'সেই তপঃসাধন বাঙ্গালির সংসারে যে নিফল হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তপঃসিদ্ধি [সি] বি সাধনার সাফল্য। 'সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তপত [সি] তপ। বিণ গরম; উত্ত। 'তপত দুধ নাশে না পীএ।' বড়, ১৪৫০।

তপতি ক্রিয়ণ অবধি। 'ব্রাহ্মণ তপতি মোর দিগে দিগে রহে।' মালাধর, ১৫০০।

তপতী [সি] বি তপস্বিনী। 'তপতী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তপন [সি] ১ বি উত্তাপ। 'বড় বরা নাশে গাএ যৌটের তপনে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সূর্য। 'জেন বিড়ি উদর তপন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি এক প্রকার ফুল। 'আকন্দ তপন নাটা কটকারি শ্বেতজটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তপন-আতপ [সি] বি সূর্যের উত্তাপ। 'তপন-আতপে আতত হয়ে উঠেছে বেলা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তপনতনয়া [সি] বি যমুনা নদী। 'তপনতনয়া তটে ময়ূর ময়ূরী।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

তপনতত্ত [সি] বিণ রৌদ্রে উত্তপ্ত। 'তপনতত্ত ধূলি-আবর্ত উঠিছে শূন্য আকুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তপন-তরী [সি] বি তপনরূপ তরী। 'সুদীপ নভের তপন-তরী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

তপনতাপ [সি] বি সূর্যের তাপ। 'প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাই নয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তপনহীন [সি] বিণ আশোহীন। 'এমন মেঘবশ্রে বাদল-ধরবশ্রে/ তপনহীন ঘন ভমসার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তপনি [সি] তপন। বি সূর্য। 'আজি বিষ্ণু পদতলে উঠিল তপনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তপন্ত [সি] বিণ উত্তপ্ত। 'তপন্ত তপন সাহায্য-গোবির বন্ধে জ্বলে না কি।' সূর্যমুখী, ১৯০২।

তপসিল, তপসীল [আ] তাকসীল ১ বি তালিকা। 'গণরহ মতাবকে তপসীল জ্বলে জ্বলি ইংরেজি শন ...।' কাশ্যপ, ১৭৮৪। ২ বি বিবরণ। 'তিন সুবার উলু তহসিল সুমার তপসিল যুগাক্ষ হএন।' রায়ময়, ১৮০১। ৩ বি হিমাধার। 'নীচের তপসীলে জানা যাইবে।' দর্পণ, ১৮২২। ৪ তপসিল

তপসিলী [আ] তাকসীল। বিণ তালিকাভুক্ত। 'তপসিলী হিন্দুদিগের দাবীদায়ের প্রতি নিষ্ঠুর উপেক্ষা।' আজাদ, ১৯৩৯।

তপসিল [আ] তাকসীল। বি তালিকা। ওর্গা, ১৭৮২।

তপঃচরণ [সি] বি তপস্যা। 'রাজামধ্যে তপঃচরণ করিতেছে।' বর্জিম, ১৮৮৭।

তপঃচর্যা, তপঃচর্যা [সি] বি সাধনা। 'জীবন তপঃচর্যা যাপন করা বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অনেক সুখের।' ফজলুল, ১৯০৩; 'ক্রেপকর তপঃচর্যা কে আর করিতে যায় তবে?' বুদ্ধ, ১৯০০।

তপঃচারণ [সি] বি তপস্যা। 'কল্পোত্তরে জন্য সেও তপঃচারণ করছে।' অতিথ্য, ১৯৫০।

তপসি, তপসী [সি] তপসী। বি তাপস। 'দত্তক অরন্যে বসি হইলা তপসি।' মালাধর, ১৫০০; 'রিসি যে তপসী নহি নহিক বান্ধন।' রায়হী, ১৭১০।

তপসিয়া [সি] তপসী। বি তপসে মাছ। 'বরতম্বা তপসিয়া পান্সা ইলিশ।' ভারত, ১৭৬০।

তপসিল [আ] তাকসীল। বি তালিকা। 'উপরের তপসিল সেওয়ার আর আফিম শন ১৮০১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী।' কাশ্যপ, ১৮০১। ৪ তপসিল

তপসিলী সম্প্রদায় [আ] তাকসীল+স সম্প্রদায়। বি সরকারি তালিকাভুক্ত অনুরূপ হিন্দু সম্প্রদায়। 'তপসিলী সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ১৫টি চাকুরী সংরক্ষিত।' সতগুণ, ১৯৩৯।

তপস্থান [স তপস্থান] বি তপস্যা করার স্থান। 'তপস্থানে গেলা উরমুখ হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

তপস্বিনী [স] বি তাপস। 'হে নবীন তপস্বিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

তপস্বিনী [স] ১ *বিশ* ক্রী তপস্যাকারী। 'গ্রীষ্ম হল তপস্বিনী যত সব মন্যন।' *পুণ্ড*, ১৮৫৮। ২ *বি* ক্রী তপস্যা করে যে। 'প্রাতঃকালে তাপস্বিনী আমাকে বলেছেন।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

তপস্বী [স] বি তপস্যাকারী। 'সভেই বেদান্তী জ্ঞানী সভেই তপস্বী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তপস্বী [স তপস্বী] বি স্বামী। 'রাবনরূপে কোন জন তপস্বী হইয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

তপস্বী [স তপস্বী] বি তপস্বী। 'তপস্বীর ভেসে ধরি করিল গমন।' *কবীন্দ্র*, ১৮৬৯।

তপস্যা [স] বি সাধনা। 'শ্রীন ভুবনে জ্ঞানী তপস্যা বাহার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপস্যাজ্ঞাত [স] *বিশ* তপস্যা করে পাওয়া যায় এমন। 'এই উভয় দলেই ... সভাসন্ধানের তপস্যাজ্ঞাত ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তপস্যালব্ধ [স] *বিশ* তপস্যার পাওয়া যায় এমন। 'তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তপিসা [স তপস্যা] বি তপস্যা। 'আমার তপিসা ভদ্রন কৈল কুন জন।' *রামায়ণ*, ১৭১০।

তপস্যা [স তপস্যা] বি তপস্যা। 'স্বামী অবিলাস হেতু তপস্যা করছি।' *কবীন্দ্র*, ১৮৬৯।

তপস্যা [স তপস্বী] বি তপসে মাছ। 'হায়রে তপস্যা ভোর তপস্যা ক্রী জোর।' *পুণ্ড*, ১৮৫৮।

তপায়ন্তু [স] *ক্রি* সজ্ঞাপিত হওয়া। 'হিম হিমকর কর তাপে তপায়ন্তু তৈ গেল কাল বসন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তপাষ [আ তপাষ] বি বোজ। 'কিরাতনগরে কর কল্যার তপাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তপা [স তপা] *ক্রি* তপস্যা করা। **তপিল** *ক্রি* তপস্যা করলো। 'কে না তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপী [স] বি তপস্বী। 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী মহা যশী।' *রামায়ণ*, ১৮০১।

তপোদীপ্ত [স] *বিশ* সাধনার দীপ্তমান। 'তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিত্তি।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

তপোশন [স] বি তপস্বী; মূনি। 'তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোশন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তপোশন [স] বি মূনি-স্বধিদের আশ্রম। 'এ বলিয়া ব্যাস মূনি গেল তপোশন।' *কবীন্দ্র*, ১৮৬৯।

তপোশনবাসী [স] *বিশ* তপোশনে বাস করে এমন। 'সুইহুগী, তপোশনবাসী তাপস।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

তপোবল [স] বি তপস্যা বা সাধনায় অর্জিত শক্তি। 'তপোবল-প্রভাবে কেহ কেহ সত্ত্বীয়া পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তপোলল-প্রভাব [স] বি তপস্যা বা সাধনায় অর্জিত শক্তির প্রভাব। 'তপোলল-প্রভাবে কেহ কেহ সত্ত্বীয়া পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

তপোবন্ধি [স] বি তপস্যার আশ্রম। 'নমো, হে বৈরাগী, তপোবন্ধি শিখা ক্লাশো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তপোব্রত [স] বি তপোব্রতের তপস্যা। 'কহ কোন রাজস্বীর তপোব্রতে ব্রতী।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

তপোভদ্র [স] বি তপস্যার ভদ্র। 'পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভদ্র হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

তপোভূমি [স] বি তপস্যার ভূমি। 'সেই মিলন সাধনের তপোভূমি প্রস্তুত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তপোমগ্ন [স তপোমগ্ন] বি সাধনার মগ্নতা। 'আত্মা তোমার তবু জ্বলি/ আরেক তপোমগ্ন।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

তপোমুক্ত [স] *বিশ* তাপসদ। 'ভারাক্রান্ত করি তুলে তপোমুক্ত বৈরাগের মূলি।' *সুধীন্দ্র*, ১৯৩০।

তপোলোক [স] বি (পুরাণ) সাত ভুবনের একটি। 'ছোড়ির্ময় সত্ত্বীর তপোলোকতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

তপ্ত [স] *বিশ* গরম। 'মধ্যে কিম্বদ ছোড়ি তপ্ত হেমমএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

তপ্তকান্দন [স] বি উত্তপ্ত স্বর্ণ। 'প্রত্যক তাঁহার তপ্তকান্দনের দ্যুতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তপ্ততেল [স] বি গরম তেল। 'কর শীত তপ্ততেল-কটাহ প্রস্তুত।' *সিঁহি*, ১৮৭৭।

তপ্ত বাষ্প [স] বি তীব্র আবেগ। 'মনের মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তপ্তবিশ্লিষ্ট [স] *বিশ* তাপে গলে গেছে এমন। 'মনের নীচের তপাতার তপ্তবিশ্লিষ্ট একটি প্রদীপ্ত রহস্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

তপ্ত ললাট [স] বি তাপযুক্ত কপালদেশ। 'তপ্ত ললাটের উপর শাখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তপ্তদোহ [স তপ্তদোহ] বি উষ্ণ রক্ত। 'তপ্তদোহ বকে মোর আবেগের ভরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮।

তপ্তশেল [স] বি উত্তপ্ত শলা। 'চাকুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিধিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

তপ্তশাস [স] ১ *বি* শোকের নিঃশ্বাস। 'তাদের তপ্তশ্বাস আজ কি তোমার বুক বসে যাচ্ছে না?' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বি* উত্তপ্ত নিশ্বাস। 'তপ্তশ্বাস হাছতশ্বাস পাতাশ্বাস বিদীর্ণ বৈরাগীর ক্লালাকর দিনের দিগন্তে।' *হামিঙ্গল*, ১৯৫৩।

তপ্ত হাওয়া [স তপ্ত+আ হাওয়া] বি তীব্র আবেগ। 'আমরা এমন একটি ব্যাপারের তপ্ত হাওয়ার মধ্যে খিসাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তপ্তহেম [স] বি গরম সোনা। 'তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাশপ্রদীপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তপ্ত্যামাছ [স তপস্বী] বি তপসে মাছ; সুবাদু ছোটো মাছবিশেষ। 'এগাওয়াল তপ্ত্যামাছ।' *পুণ্ড*, ১৮৫৮।

তপ্তসিল [আ তপসীল] বি তালিকা; বিবরণী। *ডানকান*, ১৭৮৬।

তপ্তহির [আ তপসীর] বি ব্যাঘ্র। 'আমায়ার তপ্তহির প্রকাশিত হওয়ার পর ...' *মোহাম্মদ*, ১৯৩৯।

তপ্তরা [আ তপ্তরা] বি আছাড়ি-পাহাড়ি। 'প্রশয় তুফানে জেসেডিসির তপ্তরা খাওয়ার যত সমাগত কুমুদিনীনের দুর্দশা দ্যাখে কো' *হুজুমত*, ১৮৬১।

তক্ষশীল [আ তাক্সীল>] *বিশ* তালিকাভুক্ত। 'তক্ষশীল হিন্দুদের শইয়া নব মহিমমণী গঠন করিয়াছেন।' *জামায়াত*, ১৯৪১।

তক্ষশিল, **তক্ষশীল** [আ তাক্সীল] *১* বি তালিকা। 'তক্ষশিল মনযুক এই সকল ... জামায়াত মোক্দের হইয়া।' *হ্যাগহেড*, ১৭৭০: 'পদ্ধতিবিত্ত তক্ষশীলে যে সকল মহাশয়েরের নাম লিখিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। *২* বি বিরল। '১৯৭০ সালের আইনকার্যমায়ে আদেশের ১(ক) তক্ষশিল এবং ১১ নং তক্ষশিল অনুযায়ী এটা করতে হবে।' *বেঙ্গল*, ১৯৭১। *৩* তক্ষশিল, তক্ষশিল তক্ষশীল [আ তাক্সীল] *বিশ* তালিকাভুক্ত। **তক্ষশীলী** *হিন্দু* [আ তাক্সীল+ফা হিন্দু>] বি সরকারি তালিকাভুক্ত অনুরত হিন্দু সম্প্রদায়। 'ভাতমের তক্ষশীলী হিন্দুদের মধ্যে কথাব্যক্তি হইতেছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

তক্ষসীর [আ তাক্সীল] বি ব্যাখ্যা। 'নিবানিশি কোরআন, হাদীস, তক্ষসীর এবং তসুহীহ শইয়া থাকেন।' *গোকেয়া*, ১৯২৭।

তক্ষপুত্র [আ তাক্সপুত্র] বি পার্শ্ব। 'ইহাতে তক্ষপুত্র হইলে ঐ বহিরা মাল পুরুর বিক্রয় হইবেক।' *ক্যাশে*, ১৭৮৮।

তক্ষাত, **তক্ষা** [আ তাক্সপুত্র] *১* বি দুরকী স্থান। 'ভীরভক্ত মারে ভীর তক্ষাতে থাকিয়া।' *গরীব*, ১৭৬৫। *২* ক্রিবি অস্বাভাবিক। 'বেদমত করিয়া তক্ষাত করো হাজা পাইবা।' *হ্যাগহেড*, ১৭৭২। *৩* বি দুর। 'তক্ষাত থাকিয়া আশীষ ফোকারিলে মহারাজা কিল্লানা করিলেন তুই কে।' *রামরাম*, ১৮০১। *৪* বিশ বহির্গত। 'ওসব বাত দেল থেকে তক্ষাত করো।' *পার্সি*, ১৮৫৮। *৫* বিশ দূর্ভুক্ত। 'তাদের স্বাধীনতা দেও - জাতভেদ তক্ষাত কর ...।' *মাইকো*, ১৮৬০। *৬* বি পার্শ্বক। 'একটা সিপি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের বড়তু তক্ষাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তক্ষাত পড়া কি ভিন্ন বকমের হওয়া। 'তোমার কাজ কথক তক্ষাত পড়িবেক।' *হ্যাগহেড*, ১৭৭০।

তক্ষাত হওন বি সরে যাওয়া। *ওসব*, ১৭৮৫।

তক্ষাৎ হওয়া কি চলে যাওয়া। 'ও মাদীতগো তক্ষাৎ হয় যে ভাল, রিকরমেনদের পথে বিখ্য কষ্টক' *সিরিশ*, ১৮৬৬।

তক্ষিল [আ তাহবীল] বি জনতাগর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তক্ষিলদারি [আ তাহবীল+ফা দারি] বি কোষাখকের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তব [স তব] *১* বিশ সে পর্যন্ত। 'তব সে সুবা উকল পাঞ্চল।' *চর্চা* ২১, ১২০০। *২* অধ্য তব। 'তব কিস তা সর্ব বায়র চীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তবহি** অধ্য তবফাশ। 'তবহি বিকস গায় মার তনু-মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। **তবহ** অধ্য তবশি। 'তবহ বীর উছলি পড় তাশে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **তবহু** অধ্য তবশি। 'তবহু ব্যাখক গীত সুনেত সাধ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তব [স তব] বি তপস্যা। 'এই হুনে তব তিরৌ কৈল চিরকাল।' *মালধর*, ১৫০০।

তব সর্ব তোমার। 'তব পলে হইল শরণ।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০।

তবক [ফা তেপক] বি বন্দুক। 'তবক বেলক টাঙ্গি ভিলিগাল সেল সাঙ্গি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তবক [ফা] *১* বি আচ্ছাদন। 'চন্দ্রমণি তবক চন্দ্রলসন প্রভা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। *২* বি আচ্ছাদন। 'সদন্তলি মিসি ও পানের হিষের তবকে চিক চিক করিহেয়ে।' *পার্সি*, ১৮৫৮। *৩* বি তব। 'সাত-তবক আশমান পেরিয়ে যায়।' *জঙ্গীম*, ১৯০১।

তবকি, **তবকী** [তু তেপক] বি বন্দুকধারী সেনা। 'চৌকিকে ধোঁধা বাজার দামা তবকী তবকে রোশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০: 'তবকি চাশায় তলি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০।

তবখ [স তব] *বিশ* তব। 'শাল ভাল তব সন্তর-তবখ সব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তবখরি [ত্রি ক্রিবি তখন থেকে]। 'আখ উল্লহ হেরি আখ আঁচর তরি তবখরি দশমে অনন্ত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তবন [ফা তাহবান] বি লুই। 'শরনে হলেন সবুজ খোশ তাঁকা তবন।' *কায়সার*, ১৮৯২।

তবল [আ বি বাসায়বিশেষ; তবশা] 'হুতে দামা কাড়া চেল তবল নিশান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তবলটি [আ তবল+তু চী>] বি তবশাবাদক। 'পাকা তবলটির মতো রেলগাড়িটা কী সুন্দর কারকা বাজিয়ে যাচ্ছে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তবলচী [আ তবল+তু চী>] বি তবশাবাদক। 'রোদুতের তবলচীকে হার মানিয়ে ...।' *মুক্ততা*, ১৯৪৯।

তবলজী [আ তবল+তু চী>] বি তবশাবাদক। 'তবলজী ও শারীসেরা বড় বকমের সেলাম বাজালে।' *হুতায়*, ১৮৬১।

তবল [ফা ইতবল] বি আন্তরাল। 'তবে তুঁট উপনীত হইল তবলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তবলকীর *মালী* বি জরি ও সলমার কাজ করা মাল। 'ছায়াপায় ছায়াপায় কী কাটা পেরে চুল, তবলকীর মাল।' *হুতায়*, ১৮৬১।

তবল [আ তবল] বি সন্ধ্যাতের সঙ্গে ভাল সেওয়ার চামড়া মোড়ানো বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'তবলার চাটীর শব্দ শুনে অনেক অনেকক বানোদ্যম অনুমান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

তবলাদারান [আ তবল+ফা দারান] বি তবলচিগার। 'অনিয়া কাকের কহে তবলাদারানে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

তবলিয়া [আ তবল>] বি তবশাবাদক। 'একতু গুণিগ ধড়ি কলগুয়াত কাওগাল কথক সারিয়া তবলিয়া তাঁড় প্রভৃতি।' *তবানী*, ১৮২৮।

তবলিগ, **তাবলীগ** [আ তাহবীগ] বি ধর্ম প্রচার। 'মোসলেম তবলীগ মিশনের শাখা।' *মোসলেম*, ১৯২৮: 'হযরত মওলানার কাছে তবলিগের কি হইল কিল্লানা করিতে লাগিল।' *মনসুর*, ১৯০৫।

তবল্লক [আ তবরুলক] *বিশ* শৌখিন। 'তবল্লক ছাঁসে বসন পিঁচে সেসে চলেয়ে হাট।' *চর্চা*, ১৫৫০।

তবসুদ [আ তমতক] *১* বি চুক্তি অনুযায়ী দশমে রাখা। 'জাণা তবসুদ করিয়া পরম মুখে ভোগ করিয়া।' *বোয়াল*, ১৭৭০। *২* বি চুক্তি; বড়। *বোয়াল*, ১৭৭৮।

তবাক [ফা তবক] বি সোনা বা রূপার সুন্দ পাত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তবায়জ [সি বি তেয়ারজ] *অজ্ঞ*। 'কাম-রূপী তবায়জ। দেব ভাল করি।' *মাইকো*, ১৮৬১।

তবার *বিশ* তবহার। 'তিনি য় বার পা ফেলছেন তবারি বেনে আভেতে সাশে কামড়ালে বোখ হুচে।' *হুতায়*, ১৮৬১।

তবাস [ফা তাহাবহাস] বি বোজ। 'মুগ্ধনা চলিল জদি পুত্রে তবাসে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তবাসা [ফা তাহাবহাস] ক্রি বোজ করা। 'তবাসিল কি অনুসন্ধান করল। 'তবাসিল একে একে অনেক নাহিক দেখে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০।

তবিরত

তবিরত, তবিরহ, তবীরত [আ তবীরাত] বি শারীরিক অবস্থা।
'তবিরত'। ম্যনেএল, ১৭৪৩; 'হৃৎকরে তবীরত কেমন' ইয়াদুল, ১৯২০; 'তোর তবিরত আজ ঠিক নেই।' নজরুল, ১৯২৪; 'চাচা মিঞার তবিরহ ভাল তা' মনসুর, ১৯৫৫।

তবিল, তবীল [আ তাহবীল] ১ বি তহবিল; সঞ্চিত অর্থ। 'আমায় দাও মা তবিলদারী।' রামহসান, ১৭৮০। ২ বি সঞ্চয়। 'আম্বুর তবিল মোর কুটির হিসাবে অতি অল্প দিনের মূল্যোত্তে বিশাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

তবিলদার [আ তাহবীল+দার] বিণ তহবিলদার। ওর্ণা, ১৭৮২।

তবিলদারি, তবিলদারী [আ তাহবীল+দার+ত্ব] বি তহবিলদারি; কোষাধ্যক্ষের কাজ। 'আমায় দাও মা তবিলদারী।' রামহসান, ১৭৮০; 'সামের তবিলদারি সিন্ধিত ঠেকোছে তলানিতে।' শামসুর, ১৯৮৮।

তবু [স তথাপি] অবা তথাপি। 'কংস রাজা দুঃখবর তবু চোর আছে।' মালখর, ১৫০০। তবুত অবা তথাপিও। 'তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করন।' মালখর, ১৫০০।

তবে [স তব্ব] ১ ক্রিবিণ তারপরে। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদমুল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ তাহলে। 'তবে বা মোএঁ কাহের বড়ু এড়ুও।' বড়ু, ১৪৫০। তবেত ক্রিবিণ ততক্ষণে। 'তবেত ধারকাপুরে আরিত জমিল।' মালখর, ১৫০০। তবেতো ক্রিবিণ ততোক্ষণে। 'তবেতো শাখির সুখ, হেরির তাহার মুখ ...।' মনসোহরন, ১৮৩৪। তবেসি ১ ক্রিবিণ তারপরই। 'তবেসি কহিহ সব কথা আদমুল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ তবেই। 'তবেসি মেলির এধা প্রিয় জগদ্বাসে।' বড়ু, ১৪৫০। তবেহ অবা তবুও। 'তবেহ না লড়ে কভো নৃপতি উত্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

তবেই [স তব্ব] ক্রিবিণ তখন। 'সলল ধাম উইয়া তবেই' চন্দ্র-মুখ, ১২০০। তবেসি ক্রিবিণ তবেই; তাহলে। 'তবেসি করিয়ে তোরা রাখা দরশনে।' বড়ু, ১৪৫০। তবেইহো অবা তথাপি। 'তবেইহো আখিক রাখা হুইসে বিপরীত।' বড়ু, ১৪৫০।

তবেলা [আ তবলাহ] বি তবলা। ম্যনেএল, ১৭৪৩।

তক্ক [স তক্ক] বিণ তক্ক। 'তক্ক হেয়া রাহে সবী আপনা পাসরি।' বাহরাম, ১৬৫০।

তক্ক [স তথাপি] অবা তবু। 'তক্ক ত লরাসে আন নাহি জানে।' ষ্টীজী, ১৬০০।

তক্কো [স তথাপি] অবা তবু। 'তক্কো তোমা হেতে সে ইয়ইহি আমি।' বৃন্দা, ১৫৮০। তক্কোই অবা তবু। 'তক্কোই কানাকি কেন করহ মতনে।' বড়ু, ১৫৭০।

তক্কো [স তথাপি] অবা তবু। 'তক্কো বনমালী নাইল।' বড়ু, ১৪৫০। 'তক্কো না মেলিল মোরে ন্যাসের সুন্দর।' বড়ু, ১৪৫০। তক্কোইহো অবা তবুও। 'তক্কোইহো নিলল কাহাণী মাসনি মাস।' বড়ু, ১৪৫০। তক্কোইহো অবা তথাপি; তবুও। 'তক্কোইহো তোকার বোদ নহে।' বড়ু, ১৪৫০।

তম [স] ১ বি অন্ধকার। 'দিননাথ-দরশনে তম গেল নাশ।' মুরশ, ১৬০০। ২ বি প্রকৃতির বিকৃততম অবস্থা। 'সত্ত্ব রজঃ তম তিন তপের জননী।' ভারত, ১৭৬০।

তমস্তপ [স] বি নিকট বৈশিষ্ট্য। 'তমস্তপে কহ কথা হইয়া প্রবল।' মুরশ, ১৬০০।

তমস্হায়া [স] বি অন্ধকার ছায়া। 'অরম্যে তমস্হায়া।' রবীন্দ্র,

১৯৩৫।

তমস্হ [স] বি ব্যাপণ তন বা বৈশিষ্ট্য। 'এইরূপ চিন্তা করাতো ডাঁহার তমস্হ বর্ব হইতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

তমস্হক, তমস্হক [আ তমস্হসূক্ত] বি ঋণবীকারপত্র; বত। কালদে, ১৭৮৭; 'এ মানসদেহ নহে, এ তমস্হক।' স্বর্গদে, ১৮৭৮।

তমস্হক, তমস্হক [আ তমস্হসূক্ত] বি সরকারি ঋণপত্র; বত। 'যে কোন তমস্হকের সুদ।' কালদে, ১৭৮৪; 'পূর্বের এক ধর্মদাসী অথবা সূর্য্যদাসী তমস্হকে কাজ চলিত।' রাজ, ১৮৭৪।

তমস্হুকি [আ তমস্হসূক্ত] বি ঋণবীকারপত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

তমস্হা [ত্ব] বি সম্মানসূচক খেতাব। 'খিসীস শিখে তমস্হা নাও।' গান্ধা, ১৯৭১।

তমস্হুন [আ তামস্হুন] বি সঙ্কুচিত; কৃষ্টি। 'একবিধ পরস্পর-বিরোধী বার্ষ, বর্ষ, সভ্যতা ও তমস্হুন-বিশিষ্ট জাতির বাস।' আজাদ, ১৯৪০।

তমস্হ, তমস্হা [স] ১ বি একটি নদীর নাম। 'আইলা মুরলা সহ তমস্হা নিমলা।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি অন্ধকার। 'সেবি রূপে রূপে তমসের পরশার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তমস্হাশন [স] বিণ অন্ধকারে ঢেকে আছে এমন। 'এঁর মিলরুবা'র সুর জনতে হয় তমস্হাশন নিখর দিলীখে।' নজরুল, ১৯৩৮।

তমস্হাঙ্কন [স] বিণ অন্ধকারে ঢাকা। 'একের পৌণ্ড্রাসীরজমী, স্নেহেই মোর তমস্হাঙ্কন জমানি।' অজয়, ১৮৪৯।

তমস্হাঙ্কনতা [স] বি অন্ধকারাঙ্কনতা। 'নৃত্যকের তমস্হাঙ্কনতা কিছু না মনে করিহা ...।' জগদীশ, ১৮৯৫।

তমস্হাবৃত [স] বিণ অন্ধকারাঙ্কন। 'তমস্হাবৃত রাত্রিপৌরবের দিকে তারতের দৃষ্টি আকর্ষ করিয়ে না ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তমস্হাবৃত্তা [স] বিণ অন্ধকারাঙ্কন। 'তমস্হাবৃত্তা মোরা 'কিয়ামত' রাহি।' নজরুল, ১৯২২।

তমস্হাশ্রান [স] বিণ অন্ধকারাঙ্কন। 'সেই সূর্যের প্রদাহে ক্লমক এ তমস্হাশ্রান রাত।' ফররুখ, ১৯৪৬।

তমসুকি দ্র তমতক

তমস্হতি [স] বি অন্ধকার রানি। 'বাহার ছটায় নাশে অজ্ঞানতমস্হতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তমস্বিনী [স] ১ বি অন্ধকার। 'তাগবে অশ্লিল হল্য তমস্বিনী গেয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি স্ত্রী অন্ধকার রানি। 'তাপ তমস্বিনী পণিবত।' রব, ১৮৫৮। ৩ বিণ স্ত্রী অন্ধকারাঙ্কন। 'চারি দিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তমস্হরু [স] বিণ দিগ্ধাঙ্কন। 'মুদির না অবশনে তমস্হরু আঁখি।' সুপ্রভ, ১৯৩১।

তমাক [প তাবাকো] বি তামাক। 'তমাক টানিয়া মরে কপিতে কপিতে।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

তমাদি [আ তামাদি] বিণ দাবি করার জন্য নিমিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

তমাল [স] বি বৃক্ষ বিদেশ। 'তমাল হেজালপুণ্ড' বড়ু, ১৪৫০।

তমাল-অরম্য [স] বি তমাল গাছের বন। 'তাল-তমাল-অরম্যে ছুক শাখার আদোলনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

তমালকলিকাক [স] বি তমাল গাছের নতুন পাতা। 'তমালকলিকাকুল

তথ্যবিন্দু

রাহে বনমাঝে।' বহু, ১৪৫০।

তমাল-কানন [স] বি তমাল গাছের বন। 'যেখলা পগন তমাল-কানন সবুজ ছায়া মেলে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

তমালতরু [স] বি তমাল গাছ। 'কসেনদীর কুলে তমালতরুর মূলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তমাল-তরুশূল [স] বি তমাল গাছের তলা। 'খনশ্যামল তমাল-তরুশূল দাঁড়িয়েছি এই নরু-নগরের তরে।' রবীন্দ্র, ১৬০০।

তমাল-বন [স] বি তমাল গাছের বন। 'এমন করে কালে কোমল ছায়া আঘাট মানে নামে তমাল-বনে।' রবীন্দ্র, ১৬০০।

তমালবনভূমি [স] বি তমাল গাছের বন। 'নদীর পারে তমালবনভূমি।' রবীন্দ্র, ১৬০৬।

তমালবিশিন [স] বি তমাল বন। 'অয়সেব কি, আর এক বর্ষাদিনে সেখেলিলা শিশুদের তমালবিশিনে।' রবীন্দ্র, ১৮৭০।

তমাল-মূল [স] বি তমাল গাছের তলা। 'মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে।' রবীন্দ্র, ১৬০০।

তমালশ্যামল [স] বি তমালের মতো কালো বর্ণ। 'তমালশ্যামল মেখে সেই বিশ্বদার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তমাসী [স] বি বরুণ গাছ। 'কবি, তোর তমাসী কই/খসিছে পুথালি বায়।' নজরুল, ১৯২৮।

তমিজ [আ তমিজ] ১ বি ভদ্রতা। 'আদব তমিজ ও সাধারণ সতীতি।' ইমদ, ১৯০০। ২ বি বিচলনা। 'আলোরস্ফের চেহেরে আদব তমিজ শোষণা জানা।' নজরুল, ১৯২৪।

তমিশ্র [স] বি অন্ধকার। 'জগৎ তমিশ্রপূর্ণ কিন্তু এ তমোরালী বর্ণই চলিয়া দিতেছে।' সবুজ, ১৯২১।

তমিশ্র-আবরণ [স] বি অন্ধকারের আবরণ। 'তমিশ্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

তমিশ্রপূর্ণ [স] বি অন্ধকারময়। 'জগৎ তমিশ্রপূর্ণ কিন্তু এ তমোরালী বর্ণই চলিয়া দিতেছে।' সবুজ, ১৯২১।

তমিশ্রতা [স] বি অন্ধকার; অন্ধকারময়তা। 'নীল শাড়িতে মেঘের ঘন তমিশ্রতা।' বুদ্ধ, ১৯০২।

তমিশ্রা [স] ১ বি অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'এক তমিশ্রা রজনীতে, প্রিয়ালয়ে এখানে করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি অন্ধকার। 'গাঢ়তম তমিশ্রা বিহারি প্রভাস জোয়ার এ ঘাটী দিগারে আঁধি নবতর কী রশ্মি ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'চোখের ইসিঙে তব তমিশ্রা ফরাস।' সুবীন্দ্র, ১৯০২।

তমিশ্রামহী [স] বি শ্রী অন্ধকার। পঞ্জীর শীতর্ভ তমিশ্রামহী রাহি।' শতপুত্র, ১৯৫৮।

তমী [স] বি রাহি। 'পূর্ণাদা এ তমী।' ভারত, ১৭৬০।

তমু [সন তথালি] অর্থ তবু। 'তমু জলি তব পিতা না আইসেন দর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তমো [স তমো] বি সন্ধির সময়ে 'তমঃ' শব্দের রূপান্তর।

তমোশন [স] বি প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে নিকটতম গুণ: অজান, মোহ ইত্যাদি। 'তমো গুণে শিব সংহার করেন।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

তমোঘন [স] বি অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমোঘন অজহীনে সেই আকাশের বক্রতলে অকমাংস করেছি উধান।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তমোনাল [স] ১ বি অন্ধকার বিনাশ। 'তমোনাল করি করে তত্ত্বের প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অন্ধকার দূরকারী। 'তমোনাল আতা।' জীবন, ১৯৪০।

তমোনালিনী [স] বি শ্রী অন্ধকার বিনাশক। 'তমোনালিনী উবা পূর্বদিক হইতে আগমন করিল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

তমোনালি [স] বি অন্ধকার রাহি। 'পঙ্কিমী দিবস কুলা ভূমি তমোনালি।' আশাভাণ্ডার, ১৬৮০।

তমোপূর্ণ [স] বি অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমোপূর্ণ সমুদয়, ভূমি হে তপন।' রত্ন, ১৮৫৮।

তমোবিশারণ [স] বি অন্ধকার দূরীকরণ। 'অন্ধ কারায় তমোবিশারণ।' নজরুল, ১৯৩১।

তমোবিশিষ্ট [স] বি অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'গমনকালীন তমোবিশিষ্ট যামিনী জন্য ইতস্ততঃ সকল দৃষ্টি হয় নাহি।' দর্পণ, ১৮৩০।

তমোভয় [স] বি অন্ধকারের ভয়। 'অপগত তমোভয়/জয় হে জ্যোতির্ময়।' নজরুল, ১৯৩১।

তমোময় [স] বি অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'তমোময় গিরিগঞ্জের কি তার প্রকৃত বাসস্থান।' মাইকেল, ১৮৫৯।

তমোমহী [স] বি শ্রী অন্ধকারে পূর্ণ। 'তমোমহী সন্ধ্যা।' মশাররফ, ১৮৮৫।

তমোরান [স] বি অন্ধকার। 'তমোরনে তমোরানি দান করে সেই।' রত্ন, ১৮৫৮।

তমোহর [স] বি চাঁদ। 'তমোহর হীনকর, অতিথয় ততকর, জগতের জীবন-বরণ।' তরু, ১৮৫৮।

তমোহা [স] বি অন্ধকারানাশক। 'রাখিলা বুলি অত্যাচলচূড়ে দিনান্তে শিখের রক্ত তমোহা মিহিরে সিন্দেবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

তমোহাটী [স] বি শ্রী অন্ধকার বিনাশক। 'বরন আনেন তমোহাটী আলোক-তরবারি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তমোসুক [আ তমসুক] বি অন্ধকারাশ্রয়; বস। 'এক কেতা তমোসুক ছায়ান পরে।' ক্যাপসে, ১৭৮৭।

তমি, তমী [স তমি] বি তিরস্কার; তর্সনা। 'অনেক তমি করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চদশ টাকা দত্ত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯। 'গোমস্তাকে কিছু তমী করিলেন।' হাটম, ১৮৯২।

তমাতম [স তমি] বি তর্জন-গর্জন। 'সত্যাসত্য তমাতম জানজান অদি।' ফরহুদ্রোগ, ১৮৭৬।

তমিতম্বা, তমীতম্বা [স তমি] ১ বি তর্সনা। 'তাই নিয়ে তমিতম্বা করলে পাঠান ...।' মুজতবা, ১৯৪৯। ২ বি তর্জনগর্জন। 'বহু দাঁড়িয়ে গুটোরককে তমিতম্বা করলে ঝড়ের বেগে - পেন্সটি নেই।' মুজতবা, ১৯৬০।

তমুর [স তমুরা] বি তানপুরা। 'সোহার তমুরে গায় চমক বমক বার পিনাক বাজায় কুতুহাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তমুরা [স তমুরা] বি তানপুরা। 'তমুরা তেখাই বাজে তেওড়া তুবক।' মাদিকরাস, ১৭৮১।

তমুরহুতে [স] ক্রিবিধ সেই মুরহুতে। 'হাকিম তমুরহুতেই তার বদলে ... গোরহালে গিয়ে বসে হইলেন।' মুজতবা, ১৯৬০।

তমবিন্দু [আ তামবিন্দু] বি পরীক্ষা। 'আমি নিজে কাগজ-পত্র তমবিন্দু করছি।' মনসুর, ১৯৫৫।

তরুকা

তরুকা [আ তা'হিকা বি নর্তকী। 'অনেক তরুকাও আসিয়াছিল ...।' দর্পণ, ১৮২২।

তরুকাওয়াশি, তরুকাওয়াশী [আ তা'হিকা+হি ওয়াশী] বি বাইজি। 'কেহ বেশোমুখ হুসনে কেহ আসিনে কেহ জনমর্পনে কেহ বলে তরুকাওয়াশি কি মজা দিলি।' ভবানী, ১৮২৫; 'ছুঁড়ি দুটোকে তরুকাওয়াশী বানাজেন?' প্রমথ, ১৯৩৮।

তরুকাযুম [আ তরুকাযুম] বি পানির বদলে বাগি বা মাটি দিয়ে সেহ গবির করার ইসলামী রীতি। 'অজু তরুকাযুম আদি বর্ষকে পোশল।' আশাওল, ১৮৮০।

তরের [আ তাইয়ার] বি গরুত। 'সব তরের হয়েছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

তরোরি [আ তাইয়ার] বি তৈরি। 'কে ছমিদারকে ভালবাসিয়া আশনার হাতের তরোরি গাছের 'চৌধ' তাহাকে দিয়া থাকে।' সুলত, ১৮৭৩।

তরু [স তুরা] বি বিশব। 'আর কতকশ সয় তর।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

তব সত্তরা [স তুরা] ক্রি দিয়ে সত্য করা। 'আজকালের এই হোকরাওসারে তব সয় না কিছুতেই।' সুকুমার, ১৯১৮।

তরু [আ তরহ] বি পক্ষ। 'একতরের পৌরব অন্য তরের পৌরব হইতে পারে না।' জ্ঞানানন্দোদয়, ১৮৫২।

তরুআর [স তরবারি] বি তলোয়ার। 'যোর তরুআর দেখায় কতবার প্রাণে বর বড় লাগে।' মুকুন্দ, ১৮০০।

তরুআল [স তরবারি] বি তলোয়ার। বিদ্যা, ১৮৯১।

তরুওয়াল [স তরবারি] বি তলোয়ার। 'অনেকে চড়ক, বাঘফাঁড়া, তরুওয়াল ফৌড়া দেখতে ভালবাসেন।' হুতাশ, ১৮৬১।

তরুগ [স তরস] বি বিলিক। 'বিশেষ বীরত্ব অগ্নি বিলুপিত তরুগে।' আশাওল, ১৮৮০।

তরুক [আ তরুকা] বি বর্জন। 'তোমার হকুম তরুক করি আমি খুচি পার।' নজরুল, ১৯০২।

তরুকচ [কা তীরকশ] বি বাস রাখার ঠোঙ; তুণ। 'ট্রিগল অর্চিৎস কঠিন কামান হাত তরুকচ পরিপূর্ণ বাগে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

তরুকশ [কা তীরকশ] বি তুণ। 'যালেও, ১৭৪০।

তরুকস [কা তীরকশ] বি তুণ। 'কামান তরুকস তীর ঢাল তলওয়ায়ে।' গরীব, ১৭৬৫।

তরুকারি [কা তরু+জা কারি] বি শাকসবজি দিয়ে যান্না করা খাবার। 'তরুকারি বানাবে খাব।' রামহরশ, ১৮৮০।

তরুকারি-ওলা [তরুকারি+হি ওয়ালা] বি সবজি বিক্রোতা। 'তরুকারি-ওলা বলসে ...।' মুকুন্দ, ১৯৫২।

তরুকারি বাগান [তরুকারি+কা বাগ] বি যকের কাছে তরুকারি জন্মাবার উদ্যান। ওর্দা, ১৮৫৫।

তরুকারি-বেচনে-ওলা [তরুকারি+হি বেচনে+ওলা] বি সবজি বিক্রোতা। 'তরুকারি-বেচনে-ওলা গেছে হাজাংল ইন্সটিানে টিকিট কাটতে।' মুকুতবা ১৯৫২।

তরক্বি, তরক্বী [আ তারক্বী] বি উজ্জ্বল। 'অর্থিত অবস্থার যথেষ্ট তরক্বী হয়েছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯। 'তরক্বির জন্য সুদীর্ঘকাল নাম লুকোতে হয়েছিল।' গান্ধী, ১৯৭১।

তরুফ [সি বি নেকড়ে বাঘ। 'তরুফ তখন কথা খরিয়ে ধবল ছাড়া।' মুকুন্দ, ১৮০০।

তরুবি [স তরু] ক্রিণি ত্ভ্যাত হয়ে। 'তরু মুখ নিরবি তরুবি জীও

যায়ত।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

তরুপক্ষে [স তরুপ] ক্রিণি ত্ভ্যেয়ে। 'তরুপক্ষে হরিবার খুর ন মীনজ।' চর্চা ৬, ১২০০।

তরুপ [সি ১ বি ডে। 'কপে কপে উঠে গেমের তরুপ।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। ২ বি আবার। 'প্রদ্যো-সন্মান তার গুণের তরুপ।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'যোর পুখ ধনপতি গুণের তরুপ।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি কটাক। 'দিবা রয় অঙ্গ ভঙ্গে নয়নে তরুপ।' আশাওল, ১৮০০। ৪ বি উৎসব। 'গেমের তরুপ আর রসের তরুপ।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বি উৎসব। 'আমাদের তরুপ অভিনয় প্রবল হেতু আর ধর্মকে রক্ষা করিতে পারেন না।' অক্ষর, ১৮৪৪।

তরুপ-আকুলা [সি বি কুলাইন তরুপ। 'অধীর যমুনা তরুপ-আকুলা রে, তিমিরমুকুলা রে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তরুপ-আখাত [সি বি ডেইয়ের খাড়া। 'শরীর তার কিয়ে কিয়ে তরুপ-আখাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তরুপ-উল্লাস [সি বি তরুপের বাড়াবাড়ি। 'অবিশ্রাম সুখদুঃখ-বিপদ-সম্পদ তরুপ-উল্লাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

তরুপ-উৎসব [সি বি তরুপের বহুল্য। 'পূর্বাব্যাক্সগোলিত তরুপ-উৎসবে তুলিয়া আনন্দজননি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

তরুপ-উল্লাস [সি বি তরুপে উত্তাল। 'যেমন আছে তরুপ-উল্লাস সমুদ্রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

তরুপকুটি [সি বি ডে-বেলোনে। 'ঘন কেশপাশ ... তরুপকুটি এলাইয়া গুট-পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তরুপমুক [সি বি ডে-বেলোনে। 'কৌকড়া। 'তরুপমুক কুকতড়াপতুলা কেশপাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

তরুপতর্জন [সি বি উল্লাস। 'কোথা ছিল হস্তের তরুপতর্জন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

তরুপতর্জনি [সি বি ডেইয়ের আঘাত। 'বিরাট একটা নিমেষ কেবলই তরুপতর্জনি তুলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তরুপতর্জিত [সি বি ডেইয়ের দ্বারা ভেসে বেড়াচ্ছে এমন। 'নবমুখ নবীন ময়ূর তরুপতর্জিত কুখায়ে মতো ইংরেজের যারে যারে অক্সিড উঠিতে পঙ্কিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

তরুপদল [সি বি ডেইয়ের রাশি। 'কোন ঢুফানে তরুপদল নাচবে গানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

তরুপধর্মী [সি বি ডেইয়ের মতো ক্রমাগত প্রবহমান। 'তরুপধর্মী বলসে আশোর চিররের হিসাব পুরো মিলে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

তরুপধর্মি [সি বি ডেইয়ের উপর ডেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। 'কেবল তরুপধর্মি কর্ণপোচর হইতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

তরুপনিশিত [সি বি ডে-বেলোনে। 'একটি অনুদায়ব, একটি তরুপনিশিত গীবার আন্দোলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তরুপপাত [সি বি ডেইয়ের আঘাত। 'সাঁপ দিয়ে তার তরুপপাত ধরব মুকে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

তরুপ-পানে ক্রিণি তরুপের দিকে। 'ভাতিয়া পড়িব তোমার তরুপ-পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তরুপপাত [সি বি ডেইয়ের পতন। 'তরুপপাতক বেষে তরুপরি সৈন্যে পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিশেধ করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

তরলবর [সি] বি টে। 'জলপি মাঝার হয় তরলবর।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

তরলবল [সি] বি টেয়ের আঘাত। 'কলের আঘাত তরলবলে মূরে নীত হয়।' জগদীশ, ১৮৮৫।

তরল-বিতল [সি] বি টেয়ের উদ্ভাগড়া। 'তরল-বিতলে মাত উন্মাদ শীল্য।' নজরুল, ১৯২৮।

তরলভঙ্গ [সি] বি টেয়ের খেলা। 'সমেনে তরলভঙ্গ হইতেছিল।' বর্তিম, ১৮৬৬; 'চলয়ে তরল-ভঙ্গ তব।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

তরলভঙ্গিমা [সি] বি টেয়ের দোলমিত ভঙ্গ। 'নাই তার তরলভঙ্গিমা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমথিত [সি] বি টেয়ের আঘাতে বিলোড়িত। 'তরলমথিত ফেনা রেখে যায় সৈকতশিখরে।' বৃদ্ধ, ১৯৩০।

তরলমথিত [সি] বি টেয়ের শাখে মুখরিত। 'তরলমথিত জনসমুদ্রতীরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তরলময় [সি] বি টে। 'অনন্ত তরলময় সাগর গর্জন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

তরলময়ী [সি] বি টে। 'উমা যেয়েটি একই তরলময়ী।' জাহ্ন, ১৯৪০।

তরলমাল্য [সি] বি টেয়ের পরে টে। 'তরলময়ী তরলমাল্য।' গ্রন্থাবলী, ১৮৭০।

তরলমুখ [সি] বি টে। 'প্রবল টেয়ে উত্থল।' 'উত্তরে হিমাচলের পানমূল হইতে দক্ষিণে তরলমুখের সমুদ্রকূল পর্যন্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'চলো যাও জীবনের তরলমুখের সমুদ্রসৈকতে।' বিষ্ণু, ১৯৪৭।

তরল-মাঞ্চলে [সি] বি টেয়ের মধ্যে। 'কী নদীর টানে আমার তরল-মাঞ্চলে [সি] বি টেয়ের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তরলময়ী [সি] বি টেয়ের পরে টে। 'বাহুতে তরলময়ী জায়া তটে প্রতিহত হইয়া ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তরলশীলা [সি] বি টেয়ের খেলা। 'অক্ষরের স্ফোর, হ্রস্ব-দীর্ঘ বয়ের তরলশীলা, এবং বাহ্যে পদে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'তরলশীলা সেবিয়া অবাক বিম্বের চাহিয়া থাকে।' নজরুল, ১৯০২।

তরলশিখর [সি] বি টেয়ের শীর্ষ। 'ভোমার অন্তলম্পর্শ ধ্যানের তরল-শিখরে উজ্জিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'বাসনার নৌকা গোলে দুর্নিবার তরলশিখরে।' শ্যামসুন্দর, ১৯২৯।

তরলশীকরজাত [সি] বি টে। 'উৎ-বাহিত জলকণা উজ্জ্বল।' 'সে-ভাব কি সৃষ্টির মহানদীর তরলশীকরজাত নয়?' ওয়ালী, ১৯০৪।

তরলশীকরজাত [সি] বি টেয়ের চুড়া। 'রাহির তরলশীকর ইন্দ্র কিশিকের রেখা টানিয়া আবার শাখ হইয়া আসে।' শতকর্তা, ১৯৫৮।

তরলসংঘাত [সি] বি টেয়ের আঘাত। 'দুঃখ তরলসংঘাত আর কল-কল্লাল।' নজরুল, ১৯২৭।

তরল হিষ্টাল [সি] বি টেয়ের তাল। 'তরল হিষ্টালে শতদল সোলে।' নজরুল, ১৯০১।

তরল [সি] তরলসংঘাত। 'কি দোলমিত হওয়া।' 'উঠিল রে মহাসূন্যে গরজিয়া তরলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'কি টে কেলাসো।' 'অশান্ত প্রশান্ত শূন্য তরলিয়া করিছে ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'দোলমিত হওয়া।' 'উঠিল রে মহাসূন্যে গরজিয়া তরলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'কি টে কেলাসো।' 'অশান্ত প্রশান্ত শূন্য তরলিয়া করিছে ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'দোলমিত হওয়া।' 'উঠিল রে মহাসূন্যে গরজিয়া তরলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'কি টে কেলাসো।' 'অশান্ত প্রশান্ত শূন্য তরলিয়া করিছে ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'দোলমিত হওয়া।' 'উঠিল রে মহাসূন্যে গরজিয়া তরলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'কি টে কেলাসো।' 'অশান্ত প্রশান্ত শূন্য তরলিয়া করিছে ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

'সম্ম ভাৱতবর্ষ তরলমিত।' মঙ্গলরক্ষ, ১৮৮৯। ৩ বি টে। 'আজ যে কীকন শ্মশন তরলমিত হইয়া উঠিয়াছে।' জাহ্ন, ১৯৪২। ৪ বি টে। 'ওপরে তরলমিত টিনের হাদ।' ওয়ালী, ১৯০৪।

তরলমিত [সি] বি টেয়ের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'তরলমিত সমুদ্রতীরে বহুবিধ সুর প্রতিধ্বনিত হয়।' জগদীশ, ১৮৮৫।

তরলমিত [সি] ১ বি নদী। 'কূপ গভীর তরলমিত তীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০; 'কুঞ্জের মধুরবাণী অমৃতের তরলমিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বর্ষাকালপূর্ণ তরলমিত ন্যায় সম্পূর্ণতায়।' বর্তিম, ১৮৭৪। ২ বি টে। 'তরলমিত হোয়াকিনী সুরমিতী কুরমিতী।' বর্তিম, ১৮৭৪।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'তরলমিত এ কন্যার তরলমিত সমুদ্রময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি টে। 'তরলমিত সমুদ্রের বঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি টে। 'তরলমিত মহানন্দ্র মন্ত্রণার কুঞ্জের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বি টে। 'ওপরে টে-কোলাসো।' 'সামনে পিছে ওপরে নীচে তরলমিত পর্বত।' হোমেন, ১৯৬৬।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরলমিত [সি] ১ বি টে। 'সেখনি শক্তিতে পুনরুত্থিত তরলমিত/ভঙ্গ-তরলমিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তরঙ্গী পথ

ও বি সূর্য। 'শ্রবণে কুলে সোলে মণির ময় হার গলে অসহ্যটা উদয় তরঙ্গি' রূপায়, ১৭৫০।

তরঙ্গী পথ [সি বি পৌষ]। 'জে আর তরঙ্গী পথে বিষম সড়টে' মুকুন্দ, ১৬০০।

তরঙ্গী-সূর্য [সি কিং বৌদ্ধান]। 'এ তীর তরঙ্গী-সূর্য, কেন পার হয়ে বন্যভরে' শক্তি, ১৯৬১।

তরঙ্গত [সি বি কয়েলি]। 'মোটা সরু ধানের তুলু তরঙ্গত' ভারত, ১৭৬০।

তরঙ্গত [ধন্য] ১ বি প্রোত। 'কুণ্ড মধ্যে স্বল্পসিলা তরঙ্গতরঙ্গী নদী বহিল' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বি নদীর তীরে জলের আঘাত লাগার শব্দ। 'তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল শব্দ-পত শব্দ করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৩ বি ক্রুততা বোঝানোর শব্দ। 'গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তর তর করিয়া চড়িতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তর তর করে ক্রিয়ার সম্ভবতা। 'নিয়ম-শৃঙ্খলার পথ ধরে মনিতোষে তর তর করে বের হোসে' হুই, ১৯৫৮।

তরঙ্গতরঙ্গী [তরতর+স বহির্নী] বিপ্লব তরতর করে প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'কুণ্ড মধ্যে স্বল্পসিলা তরঙ্গতরঙ্গী নদী বহিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তরঙ্গতানি বিপ্লব তরতর করে ঘুরে বেড়ায় এমন। 'তরঙ্গতানি কলকাননি দণ্ডি সোনা' হোসেন, ১৯৯৯।

তরঙ্গতারা [কা] বিপ্লব টাংকা। 'এমন তরঙ্গতারা মাছ' জীবন, ১৯০২।

তরঙ্গিত, তরঙ্গিত [আ তারতীবা] ১ বি ক্রম। 'টাকা তারিখের তরঙ্গিত মাফিক টাকাসলের সাহেব আদার করিবেন' কালদে, ১৭৯১। ২ বি গোছানো। 'ওছিরে-পাছিরে বা তরঙ্গিত কাজ করার ব্যাপারে ... র তুলনা ছিল না' মাহেনত, ১৯৪৯।

তরঙ্গিত মাফিক [আ তারতীবা+আ মধ্যমাফিক] ক্রিয়ার ক্রমসূচ্যে: নিয়ম অনুযায়ী। 'টাকা তারিখের তরঙ্গিত মাফিক টাকাসলের সাহেব আদার করিবেন' কালদে, ১৭৯১।

তরঙ্গদ [আ তরঙ্গদ] ১ বি তরঙ্গতরঙ্গতা। মাহেনত, ১৭৪৩। ২ বি হুঁশিয়ার। 'আহাও ডেট সহিত তরঙ্গদ করিয়া নিয়াছি' বোমল, ১৭৭০। ৩ বি উৎসাহ; বিধা: শব্দার্থবহন রাখা। যোগল, ১৭৭০। ৪ ক্রিয়ার নিশ্চিন্দে। 'বাড়ির জমার আবাদ তরঙ্গদ করহ' ডেরলি, ১৭৯১। ৫ বি শিকারহীনতা। 'গায়েত্র কুয়ের তরঙ্গদ করনের একরা ...' এডমন, ১৭৯০। ৬ বি চালু। 'শীলের আবাদ তরঙ্গদ না করে তবে এ সাহেবে এ গ্রামার নামে দাণিশ করিয়া ...' বঙ্গবৃত্ত, ১৮২৯। ৭ তরঙ্গদেয়ী

তরঙ্গদাম বি একতরফার মসলিন কাপড়। 'আবেগাওরা, আটাবায়ে, ডাঙের, তরঙ্গদাম, তুলনুক বা নরনদুক' মাহেনত, ১৯৪৯।

তরঙ্গদারি [আ তরঙ্গ+কা দারি] বি জমিদার: সম্পত্তির শরিক। 'নওয়াবগঞ্জ তরঙ্গদারের শ্রীমুখ মুখে বেরতেল সাহেব' ডেরলি, ১৭৭৬।

তরঙ্গ [আ তরঙ্গ] ১ বি বর্জন। 'ইছাণতে পথ অত নামাঙ্ক তরঙ্গ' আমাওল, ১৬০০। ২ বি পথ। 'কুশপতির তরঙ্গ ইহতে' হ্যালহেচ, ১৭৭৩। ৩ বি পক্ষের। 'জমিদার বিরুদ্ধাচারের তরঙ্গ সোঁক' রায়হা, ১৮০১। ৪ বি বরপ। ভবানী, ১৮২৩। ৫ বি দিক। 'আপনিও ব্রাহ্মণ - আমিও ব্রাহ্মণ: এক তরঙ্গ ব্রাহ্মণত্যা ইহবে' বঙ্কিম, ১৮৮৪। 'প্রাচ্য সভ্যতার তরঙ্গ ইহতে পাণ্ডতা বর্ষ প্রচার

প্রতি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

তরঙ্গদার [আ তরঙ্গ+কা দারি] বি রাজসি বংশনাম-বিশেষ। দেববি, ১৮৪০।

তরঙ্গদারী [আ তরঙ্গ+কা দারি] বি অসীমদারত্ব। এডমন, ১৭৯০।

তরঙ্গদান [আ তরঙ্গ+কা দানি] বি দ্বিতীয় স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

তরঙ্গদানি [আ তরঙ্গ+কা দানি] বি দ্বিতীয় স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

তরবার [সি ভরবারি] বি ধারালো অস্ত্রবিশেষ; তলোয়ার। 'তরবারের ধারে কাটা যায় না' মদনমোহন, ১৮৫০।

তরবারি [সি বি তলোয়ার]। 'অস্ত্রাঙ্গার ইহতে একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করিলাম' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

তরবিত করন [আ তারবিত+স করণ] ক্রি উপদেশ দেওয়া; শিক্ষা দেওয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

তরবিতত [আ তারবিতত] ১ বি প্রশিক্ষণার্থী। 'আমি বিলাতের কংক নামদার কুঠীতে তরবিতত হইয়াছি' কালদে, ১৭৮৭। ২ বি শিক্ষা। 'গাঠনালী স্থাপনের তাৎপর্য এই যে ... ভালরক ইংরেজী বিন্যায় তরবিততকরমে জন্ম' দর্পণ, ১৮৩৫।

তরবোতর [কা তর-বোতর] বিপ্লব নানা ধরনের। 'রাজার রক্ত রক্ত তরবোতর চেয়ারের ভিত্তি' হেতুম, ১৮৬১।

তরমুজ [সি তরমুজ] বি বড়ো আকারের রসালো ফলবিশেষ। 'সেই হুঁসি ... তরমুজ ও রামতরাই হুঁসি সুলার জন্মিচ্ছে' দর্পণ, ১৮২০।

তরমুজ মদ [কা তরমুজ+স মদ] বি তরমুজের সোলের মতো লাল মদ। 'রক্তিম গোলাসে তরমুজ মদ' জীবন, ১৯৪২।

তরমুর [সি তরবারি] বি তলোয়ার। 'অনকন বাজে হুঁহার তরমুর' মুকুন্দ, ১৬০০।

তরল [সি ১ বি চঞ্চল। 'চারি পাশ চাহে রাখা তরল নয়নে' হুঁসি, ১৪৫০। ২ বি অর্পণ। 'যেখানে বায়ু তরল ও কীপ' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি অস্থির। 'মরমের কোমলতা তরল তরল' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বি নরম। 'আমার মতো তরল মনে ...' গ্রন্থ, ১৮৯৮। ৫ বি বিপ্লবিত। 'আহাও কেহ কখনও তরল হইতে দেখে নাই' নজরুল, ১৯০১। ৬ বি কোমল। 'গুণধরতা অবাক হত সেভারীর তরল অস্থির বিচিৎ্র লীলা দেখে' গ্রন্থ, ১৯০৭।

তরলতা [সি বি তরলতা; তরল স্বভাব]। 'তরলতার বেশী প্রচণ্ড বোধ হয় নাও থাকিতে পারে' মশাররক, ১৮৮৭।

তরলবসনা [সি বিপ্লব] কিনিয়েনে পাণ্ডা কাপড় পরিহিত। 'গ্রন্থর কৌতুকে ছিল তরলবসনা নারী দল' শব্দ, ১৯৬৬।

তরল বাঁশ [সি তরল+স বসো] বি তরু বাঁশ। 'তরল বাঁশের বাঁকি নামে বেঁটা জাল' ডিউলি, ১৬০০।

তরল-বুদ্ধি [সি বি অস্থির বুদ্ধি। 'তরল-বুদ্ধির তরল' মোরাম্বিন, ১৯০৩।

তরলমতি [সি ১ বি কোমল বুদ্ধিসম্পন্ন। 'বাঁহায়া নানাবিধ স্থলভূত শিখিয়া তরলমতি বালকবৃন্দের মনে ...' রহস্যময়, ১৮৮৬। ২ বি চঞ্চল। 'তরলমতি যুবক যুবতীর হৃদয়ে ...' শীপিক, ১৮৮৭।

তরলমনা [সি বি বিপ্লবিত মন। 'আনন্দে তরলমনা শিরে রুহিরের পান' মুকুন্দ, ১৬০০।

তরল সংগীত [সি বি একতরফারিশূণ্য গান। 'কবল একটি তরল

সংসীতের ধনি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

তরলা [স তরল] বি তরলা বীণ। 'মুখর তরলা তালুকা বীণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তরলাবাহা [স] বি মাতাল অবস্থা। 'পেয়াদা তরলাবাহায় রায়ে পথ দিয়ে চলালি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

তরলিত [স] কি তরলীকৃত। 'জাণো তরলিত অগ্নি গো সুরাপেয়াদা।' নরকম, ১৯০০।

তরলিয়া [স তরল] বিণ তরলা বালের তৈরি। 'আর কাল হৈল যোরে তরলিয়া বীণী।' বড়ু, ১৫৭০।

তরত [স তৎপরত্ব] ক্রিবিণ পরত্ব সিসের পরমি। 'পরত্ব থিয়েটার, তরত রাভিরে ম্যাদ্যব প্যাটার পান।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তরস [স] বি মাসে। 'তরস তোজনে হর কত উপকার।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

তরসানো [স আস] ১ কি তাদ্ভাত্তি করা। 'তরসিরে তরোয়ারে মুঠে ধরে এটে।' মানিকময়, ১৭৮১। ২ কি পুষ্প সেওয়া। 'না - মা, মরা জানকে এ নিখে তরসানো আর।' নরকম, ১৯২২।

তরসু [স তৎপরত্ব] ক্রিবিণ দু দ্বিণ আগে অথবা পরে। হ্যাসহেড, ১৭৭৮।

তরত [স] কিণ ক্রত। বিদ্যা, ১৮১১।

তরা [স তরা] ১ কি পার হওয়া। 'পারগামি লোখ নিজর তরই।' চর্চা, ১২০০। 'ভনই বিদ্যাপতি অতিসর কাতর তরইতে ইহ ভবনিত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি উভার করা। 'আপদ তরাইতে যোরে আরে কোন জন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'পতি করে দাও তো মেরেটা তরে যার।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। তরই কি পার হয়। 'পারগামি লোখ নিজর তরই।' চর্চা, ১২০০। তরইতে কি পার হতে। 'ভনই বিদ্যাপতি অতিসর কাতর তরইতে ইহ ভবনিত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। তরাইতে কি উভার করতে। 'আপদ তরাইতে যোরে আরে কোন জন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তরাইল কি উভার করলে। 'একত সন্ড হ্রদু তরাইল তোমারে।' আলোতল, ১৬৮০। তরাইল কি উভার করার। 'ওজোতব তরাবার ওপদ ওভল।' ভারত, ১৭৬০। তরায়ে কি পার করবে। 'তাহারে তরায়ে কে।' চর্চা, ১৫৫০। তরি কি পার হই; উত্তীর্ণ হই। 'জাহার প্রসাসে তরি এ ভব সাগর।' মালশবর, ১৫০০। তরিতে কি উভার লাভ করবে। 'তনরাজপীল বলে তরিতে নসোরে।' মালশবর, ১৫০০। তরিব ১ কি উত্তীর্ণ হবো। 'কোন ধর্ম গৃহতের সোণার তরিব।' মালশবর, ১৫০০। ২ কি পার হবে; অতিক্রম করবে। 'যোরে আসিকীসে সুরাএ তরিব আপদ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ কি উভার পায়ে। 'কেমতে তরিব পাশী উখত আন্ধার।' সুলতান, ১৭০০। তরিব কি অতিক্রম করবে; পার হবো। 'তরিবর নবলাস তোমার প্রাপদ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তরিমু কি অতিক্রম করবে। 'কি বুকি তরিমু পুষ্প না সেধি উপাএ।' বাহয়ম, ১৬৫০। তরীয়া কি পার হতে। 'কেমতে তরীয়া অগ্নি ক্রিবিণ গমন।' মালশবর, ১৫০০। তরিল কি পার হলে। 'বানরে ভর করি তরিল সাগর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তরে ১ কি পার হয়ে। 'হরিনামে হবে রত তাহে যাবে তরে।' মানিকময়, ১৭৮১। ২ কি পার হয়ে। 'আমি এ যাত্রা এক রকম করে তরে সেদুম।' রবীন্দ্র, ১৯৮০।

তরা [স তরা] বি তড়া। 'সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।' মালশবর, ১৫০০।

তরাই [স তলভূমি] বি পাহাড়-পর্বতের পাদদেশের স্যাতসেতে ও জলময়র অঞ্চল। 'গেগুম উসখুম পাহাড়ের তরাইয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

তরাশ [স তড়াশ] বি দিহি। 'বিল বিল তড়াশ পুকুর।' নরকম, ১৯২৫।

তরাঙ্ক [স] বি নিজ। 'মসে বড় কুতুবি কাদে কড়ির বগি হড়পি তরাঙ্ক করি হাথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তরাতির [স তরা] ক্রিবিণ তড়াতি। 'পাজল নগরে তবে শেল তরাতির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তরানো [স তরপ] কি উত্তীর্ণ হওয়া। 'দুখ দূতর তরাও তাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

তরায়া [স] বি ওজন সেওয়ার পাতা। এডমন্ড, ১৭৯৩।

তরাল [স তরবারি] বি তরবারি। 'তরালের চোটে কার চক্ষু দিল তড়া।' মানিকময়, ১৭৮১।

তরাস [স আস] বি ভর; শক্ত। 'বন হারো পাইল তরাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

তরাসোসাদুল [স আস] বিণ ভয়ে কাঁপছে এমন। 'সেই যে বিধুর উত্তমধুর তরাসোসাদুল বধু কন্দুর।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তরাসিত [স তরা] বিণ ক্রত। 'মুদরে নয়নে আতি তরাসিত মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

তরাসিল [স আস] বিণ তীত। 'পুঙ্খি তোমারা কেহে তরাসিল মশে।' বড়ু, ১৪৫০।

তরাসিলী [স আস] বিণ তী ভীত; শঙ্কিত। 'বনের হরিনী যেন তরাসিলী মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

তরাস চ্যক [স আস] বি সাহা মারার নত বা চামরবিশেষ। 'তরাস চ্যক শব্দগুণে অর শব্দ পতি পুত্রবর্তী ব্রীণেরে হতেছে কর্ণবাদ।' চুয়াবর, ১৮১২।

তরি, তরী [স] বি নৌকা। 'সবে লইয়া সাত তরি।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'ভরায় চলএ তরী তীরের পদান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তরিক [স তরীকার] বি তরিকা: পথ। 'যে নূরে হয আমদ পন্নদা সেই নবির তরিক ফুনা।' লালন, ১৮৭০।

তরিকত, তরীকত [স তরীকার] বি ইসলামি মতে আধ্যাত্মিক সাধনার পথ। 'শরীত, তরীকত, ইসলামী ধীন।' আলোতল, ১৬৮০।

তরিকা [স তরীকার] বি পথ। 'তরিকার তরি নাই তোমা বৈ।' তবানী, ১৮২৫।

তরিতরকারি, তরিতরকারি [স তরহ+তা কারি] বি নানাবিধ শাকসবজি। 'আছে কেবল শাক মাচ তরিতরকারি।' কেরি, ১৮০২: 'কায়রেশে দুটা তরিতরকারী কনাইয়া ... অত্রের জোপাড় করিয়া আসিততহে।' মাহেনল, ১৯৪৯।

তরিত্তা [স] কিণ উত্তীর্ণ। 'তরিত্তা ভলকলি জিম করি মাখ সুইগা।' চর্চা, ১৩, ১২০০।

তরিতত, তরিতত [স তারবিয়ত] ১ বি শিখা। 'নিজগিকে এমতো তরিতত দিতে হইবে যে তাহার প্রথমে নানা বস্তুর নম্রা দেখিতে পায়।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি আমর-কায়দা। 'জামাইবাবুর সেইরূপ তরিতত।' মীনহুদ, ১৮৬৬।

তরিতবর [স] বি নৌকা: তরী। 'চলিল সিংহল দেশে তরা দিগা সাত তরিবারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তরু [স] বি গাছ। 'কুমুদিত তরুণর বস্ত্র সমএ।' বড়ু, ১৪৫০।

তরু-কর [স] বি গাছের ডাল। 'দাঁড়িয়ে দুরে ডাকছে মাটি/ দুলিয়ে তরু-কর।' নরকম, ১৯২৬।

তরুকা [স] বি হাটো। পাহা। 'তারি মায়ে এক বালক অরকিড-

তরুকার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তরুকাণ্ড [স] বি গাছের গুঁড়ি। 'ঘনওগুণাকপুঞ্জীকৃত বায়ুশূন্য বনতলে তরুকাণ্ডগুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

তরুকুলপতি [স] বি আমগাছ। 'তরুকুলপতি ব্রতভী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।' মাইকেল, ১৮৬০।

তরুকেটর [স] বি গাছের ঝোঁড়ল বা গর্ত। 'তরুকেটর-গহাঙ্গর-বনবাণী জন্তর মধ্যে মানুষের প্রবেশ কী?' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তরুচ্ছায়াঘন [স] বি গাছের ঘন ছায়াযুক্ত। 'এ তরুচ্ছায়াঘন গ্রাম্য পথটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তরুচ্ছায়ানিমগ্ন [স] বি গাছের ছায়াভেদিত নিরুদ্ধ। 'জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তরুচ্ছাএ [স] তরুচ্ছায়া। 'কিবি গাছের ছায়ায়।' 'রৌদ্রে পিড়িত হৈয়া নহে তরুচ্ছাএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

তরুচ্ছায় [স] তরুচ্ছায়া। 'কিবি গাছের ছায়ায়।' 'পথের ধারে বসিয়া বব বিজ্ঞ তরুচ্ছায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'রাখাল ছেলের বাঁশি বাজে সুন্দর তরুচ্ছায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

তরুচ্ছায়া [স] তরুচ্ছায়া। 'বি গাছের ছায়া।' 'পরপারে দেখি আঁকা তরুচ্ছায়ামসীমাখা/গ্রামখানি মেঘে ঢাকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তরুতল [স] বি গাছতলা। 'তরুতলে নিবাস সদাই দৃষ্টি ভাই।' রূপরায়, ১৭৫০।

তরুতলবাসী [স] বি গাছের নিচে বাস করে যে। 'আমি তরুতলবাসী, পুরে প্রবেশ নিষেধ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তরুপল্লব [স] বি গাছের পাতা। 'তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিরিয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

তরুপুত্রী [স] বি বাগান। 'ভগমগ্ন তরুপুত্রী।' নজরুল, ১৯২৭।

তরুবর [স] বি বড়ো গাছ। 'কাছা তরুবর পক্ষ বি ভূমি চর্চা ১, ১২০০।

তরুবিরল [স] বি গাছপালা খুব কম এমন। 'উঁচুনি প্রস্তরকটন তরুবিরল পৃথিবীর উপরে সূর্যোদয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তরুবীথিকা [স] বি গাছের সারি। 'এই তরুবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তরুমর্মর [স] বি পাতার শব্দ। 'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান/তরুমর্মর পর্বনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তরুমূল [স] বি গাছের তলা। 'তরুমূলে রাখা শ্যাম।' বড়ু, ১৫৭০।

তরুন্নর [স] তরুবর। 'তরুন্নর; বৃক্ষশ্রেষ্ঠ।' 'নানা তরুন্নর যে ফল ফলে।' বড়ু, ১৪৫০।

তরুন্না [স] তরু>। বি গাছ। 'না যাইও যমুনাজলে তরুন্না কদমতলে।' ষ্টিচট্ট, ১৬০০।

তরুন্নাছ [স] বি বট, অখণ্ড, তাল প্রভৃতি বড়ো গাছ। 'তরুন্নাছ মুছ আশে তোমারে যদি সন্ধ্যাবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

তরুনিষ্ঠ [স] বি বৃক্ষহীন। 'তরুনিষ্ঠ বিশাল গ্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূলর আবর্তনে দেখা যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

তরুন্ধর [স] বি পরগাছ। 'কোনও কোনও উদ্ভিদ ভূমিতে না জন্মিয়া বৃক্ষে উপরে জন্মে ... এরূপ উদ্ভিদের নাম তরুন্ধর বা পরগাছ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

তরুন্নালা [স] বি গাছপালা। 'তরু হঞা তরুন্নালা শিখায় নাচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তরুন্নালা তুণ মাঠে করিবে তখন, 'খিকিমিকি খিকিমিকি ...' বঙ্কিম, ১৮৫৫; 'তরুন্নালা যে ভাষায় কয় কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

তরুন্নালাপাতা [স] বি গাছের লতা ও পাতা। 'কাঁদিছে ধরায় তরুন্নালাপাতা, কাঁদিতেছে পতপাখি।' নজরুল, ১৯২৫।

তরুন্নালা [স] বি গাছ, লতা, পাতা ইত্যাদি। 'গীতময় তরুন্নালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তরুন্নাশ [স] বি গাছের ডাল। 'ফলিবে না তরুন্নাশে।' নজরুল, ১৯৩০।

তরুন্নাশা [স] বি গাছের ডালপালা। 'অন্ধকার তরুন্নাশা দিয়ে সন্ধ্যার বাতাস বহে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তরুশিরি [স] বি গাছের মাথা। 'পূর্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

তরু-তরু [স] বি গাছের মতো তরুনা। 'জাগো বহির্ভূমি তরু-তরু-জালা।' নজরুল, ১৯৩০।

তরুশ্রেণী [স] বি গাছের সারি। 'সুদূর তরুশ্রেণী এক পলক চোখে পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তরুসম [স] বি গাছের মতো। 'তরুসম সহিতে হইবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তরু-সমাকীর্ণ [স] বি গাছে আচ্ছাদিত। 'যুগলিত তরু-সমাকীর্ণ বনালীর শ্যামল প্রহেলনপটে শব্দী বালিকার এই ছবি।' এদামূল, ১৯৫৫।

তরুসমাক্ষর [স] বি গাছের লতাগাভায় বেধা। 'তরুসমাক্ষর তীরের দিকে উল্লুক দৃষ্টি চালনা করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তরুহীন [স] বি গাছপালা নেই এমন। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তরুই [স] বি তরুই। 'বি ভিন্না জাতীয় সবজিবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

তরুণ [স] ১ বি হালকা। 'মালতী মণ্ডিত কেশ তরুণ তিমির করে নাশ।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ বি নবোদিত। 'সোনার বরণ, তরুণ তপন।' বঙ্গবর্ষণ, ১৮৭২। ৩ বিগ্ন নবীন। 'কে যতী-ইন্দ্র তরুণ তাপস।' নজরুল, ১৯৩০। ৪ বিগ্ন কোমল। 'মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তরুণকান্তি [স] বি অল্পবয়সী। 'কান্দখরী দেবীর মনোরঞ্জনর জন্য স্প্রুতি এই তরুণকান্তি কেদারককে আমর নিমুক্ত করেছে।' ভায়া, ১৯৪০।

তরুণতা [স] বি তরুণ্য। 'তার মনের তরুণতা এখনো বিলুপ্ত হয় নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

তরুণবয়স [স] বি প্রথম যৌবন। 'তরুণবয়সের আরম্ভে এও সেইরকমের একটা কাণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তরুণবয়স্ক [স] বিগ্ন তরুণবয়সী। 'তরুণবয়স্ক পতি প্রাচীনা ভার্য্যাকে অসন্তোষ প্রকাশ করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তরুণ মনুষ্য [স] বি যুবক। 'শত ২ সুন্দরী রমণী সুন্দর তরুণ মনুষ্য বিদেশীয় ...।' অক্ষয়, ১৮৪২।

তরুণসম্প্রদায় [স] বি তরুণ প্রজন্ম। 'বাংলাদেশের আশার জিনিস! ওগো তরুণসম্প্রদায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

তর্কশারঙ্গ [স তর্কশ-অরঙ্গ] বিশ নবেদিত সূর্যের মতো। 'তর্কশারঙ্গ ধল কমলদলারঙ্গ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।' গোবিন্দ, ১৬০০।

তর্কশার্ক [স] বি সদ্য উদিত সূর্য। 'তর্কশার্কভিম বসনে শরীর মগ্নিত করিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তর্কশী [স] বি যুবতী। 'এক তর্কশীকে/ দেখাশিল কাহাঞি।' বচু, ১৪৫০।

তর্কন তমাল [স তর্কন তমাল] বি কচি তমাল গাছ। 'তাপর উপজল তর্কন তমাল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তর্কনি [স তর্কণী] বি কিশোরী। 'তর্কনিম সৈসব চিহ্নই ন জান।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

তর্ক [স তর্ক] বি গাছ। 'উরু ভেদি উঠিলেক এক সাগ তর্ক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তর্কতল [স তর্কতল] বি গাছতলা। 'গাছে গাছে চাহে গোশি চাহে তরতল।' মালাধর, ১৫০০।

তর্কলতাপন [স তর্কলতাপন] বি গাছলতাসমূহ। 'একে একে জিহাঙ্গিল তর্কলতাপনে।' মালাধর, ১৫০০।

তর্কসাধা [স তর্কসাধা] বি গাছের কাণ্ড। 'তনু তিরাগিতে তর্কসাধা আধাখিল।' মালাধর, ১৫০০।

তর্ক [স অন্তর] অর্থ জন্ম। 'এবে তোর তর্কে কৈল অবতার কাহ' বচু, ১৪৫০।

তর্ক [স অন্তর] ১ অর্থ জন্ম। 'তা সভার তর্কে কৈল অনেক আয়োজন।' মালাধর, ১৫০০। ২ অর্থ প্রতি। 'হানিফা কানিয়া বলে সমর্ভজন তর্ক।' গরীব, ১৭৬৫।

তর্কো [আ তরহু] বি রকম। 'সাহেনের জয়াহেরের গহনা আদর হুইক তর্কো ৫৭ সাতার খান ছোট বড়ত আমার ছানে হীল।' তরলি, ১৭৯৪।

তরোদুদী [আ তরদুদা] বি হুশিয়ারি। 'আমী জমি তরোদুদী তাগাবি কিছুই সিংদন।' ওর্গা, ১৭৮২।

তরোবারি [স তরবারি] বি তলোয়ার দিয়ে খেলা। ওর্গা, ১৭৮৫।

তরো বতরো, **তরোবেতরো** [কো তর-বে-তর] বিশ নানা রকম। 'তাহাতে তরো বতরো খড়ি।' রামরাম, ১৮০১: 'পশ্চিম ভারতে বহুতর তরো-বেতরো মাংস রান্না হয়।' মুক্তভবা, ১৯৮৮।

তরোয়ার [স তরবারি] বি তলোয়ার। 'ধরে ঢাল তরোয়ার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

তরোয়ারি [স তরবারি] বি তরবারি। মাদোএল, ১৭৪৩।

তরোয়াল [স তরবারি] বি তরবারি। 'লাঙ্গাল পাইয়া দুই জনে ও তরোয়াল বসিয়া।' মাদোএল, ১৭৪৩।

তরোয়াল খেলা বি তরবারি দিয়ে খেলা। ওর্গা, ১৭৮৫।

তরোর [ফ তর-বে-তর] বিশ প্রকারের। 'বেরেল সাহেবের জয়াহেরের গহনা আদর হরেক তরোর।' তরলি, ১৭৯৪।

তর্ক [স] ১ বি বিতর্ক। 'তর্কে চতুর।' হ্যাগহেড, ১৭৭৮। ২ বি ন্যায়শাস্ত্র। 'ভুড়াড়ি গেলেম তর্ক পড়িবার আশে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি বাগনাবাদ। 'বাঘকে তাদুশ দশাশ্রু দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে...' যতুজয়, ১৮১৩।

তর্ককরা বি বিতর্ক। 'প্রত্যেক কলেজে তর্ককরা, পাড়বহা ... প্রভৃতির

নানা সমাজ আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

তর্ককীট [স] বি কেবলই তর্ক করে এমন ব্যক্তি। 'কাজে লাগলেই তর্ককীটের আক্রমণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

তর্কণ্য [স] বিশ যুক্তিমায। 'ইহা তর্কণ্য কি প্রকারে হয়?' অক্ষয়, ১৮৪৩।

তর্কচাতুরী [স] বি তর্কনিপুণ্য। 'আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তর্কতাড়িত [স] বিশ তর্ক দিয়ে উত্তেজিত। 'তর্কতাড়িত চিন্তাভাষিত বক্তৃতাভাষ মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তর্কতাপ [স] বি তর্কের উত্তাপ। 'এতক্ষণকার তর্কতাপ যেন জুড়াইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তর্কদর্শী [স] বিশ যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। 'অসামান্য দী-শক্তিসম্পন্ন তর্কদর্শী পণ্ডিতদিগকেও ভ্রান্তিশূন্য আওতাধী বদ্বিধা বিশ্বাস করেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তর্কনিষ্ঠ [স] বিশ তর্ক-বিতর্ক করে এমন। 'তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তর্কনিপুণ্য [স] বি তর্কের বিষয়। 'প্রচলিত ধর্মকে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-দ্বারা কেবলমাত্র তর্কনিপুণ্যে পরিণত করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তর্কনিয়মান [স] বি নৈয়ায়িকের উপাধিবিবেশ। 'শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কনিয়মান।' দর্পণ, ১৮৩০।

তর্কপরায়ণ [স] বিশ তর্কপ্রিয়। 'রোস্তোয়ায় হওনি কখনো তর্কপরায়ণ সাহিত্যের সৌখিন আড্ডার।' শামসুর, ১৯৭০।

তর্কপ্রথাগতি [স] বি তর্কবিতর্ক। 'একটি শৃণাল অনতিদূরে বসিয়া তর্কপ্রথাগতি উপভোগ করিতেছিল।' বনমুখ, ১৯৩৬।

তর্কবাণীশ [স] বিশ তর্কে পটু। 'আমারদিগের দেশের লোক প্রায় তাবৎই তর্কবাণীশ।' দর্পণ, ১৮২৮।

তর্কবাণীশ করা ক্রি দার্শনিক বিচার করা। মাদোএল, ১৭৪৩।

তর্কবাচস্পতি [স] বি নৈয়ায়িকের উপাধিবিবেশ। 'ভাগানান্থ তর্কবাচস্পতি সিংহিজয়ী পণ্ডিত।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

তর্কবিতর্ক [স] বি বাদ-প্রতিবাদ। 'আন্তর্জাতিক বিধি লইয়া বাহ্যরা তর্কবিতর্ক করেন ... তাহারাই ধন্য।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

তর্কবিদ্যা [স] বি ন্যায়শাস্ত্র। 'তদীয় সাহায্যে তর্কবিদ্যা, আত্মতত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তর্কবীর [স] বি তর্কনিপুণ ব্যক্তি। 'আজ এই তর্কবীরকে দেখিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তর্কভূষণ [স] বি নৈয়ায়িকের উপাধিবিবেশ। 'শ্রীযুত পার্কাভীচরণ তর্কভূষণ।' দর্পণ, ১৮৩০।

তর্কযুক্তি [স] বি কার্যকারণসহ বিতর্ক। 'সুচরিতা ক্ষণকালের জন্য তর্কযুক্তি সমস্তই ভুলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তর্কযুদ্ধ [স] ১ বি কোনো বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিতর্ক; বিতর্কসভা। 'মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের তর্কযুদ্ধ।' এতরক, ১৮৯১। ২ বি বাগযুদ্ধ। 'সরকারের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাইনেন।' হোলভান, ১৯২৩।

তর্কশাস্ত্র [স] ১ বি ন্যায়শাস্ত্র। 'তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি দর্শনবিদ্যা। ওর্গা, ১৭৮৫; 'তর্কশাস্ত্রের

তর্কশব্দ

বিশর্য়ানুমানো অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্ণনিবাস ... ।
দর্পণ, ১৮৩০।

তর্কশব্দ [স] বি বিতর্ক ও সন্দেহ। 'সমস্ত তর্কশব্দকে অতিক্রম
করিয়া দিব্যধামবাণী অমৃতের সুপ্রাণের ... ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তর্কদর্শন [স] বি সংকৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। সেরবি,
১৮৪০।

তর্কশাস্ত্র [স] বিপ তর্কনিষ্ঠ। 'তার জ্ঞান অনুভূতিশাস্ত্রের
তর্কশাস্ত্র নয়।' প্রথম, ১৯১৫।

তর্কশ্রোত [স] বি তর্কশ্রোত। 'আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের
তর্কশ্রোতের উজ্জ্বল রঙে বেতে হয়।' প্রথম, ১৯১৬।

তর্কহীন [স] বিপ যুক্তিহীন। 'আমার চেতনা চিত্তাহীন তর্কহীন।'
রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তর্কাতর্কি [স] বি কথা কাটাকাটি। 'তর্কাতর্কি নামামত করে।'
ভারত, ১৭৬০।

তর্কাতীত [স] বিপ প্রতীত। 'মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত
শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবের সন্মিলন তর্কাতীত।' সুবিশ্র, ১৯০৭।

তর্কান্বিত [স] বিপ যুক্তি না মেনে তর্ক করে এমন। 'তর্কান্বিত হলে
সামুদ্রাচার্য যে প্রতিপক্ষের ভাষার বরপাতি সেখানে পান না।' প্রথম,
১৯১৭।

তর্কালঙ্কার [স] বি ন্যায়শাস্ত্রের উপাধিবিশেষ। 'পণ্ডিত মন্থনসূত্র
তর্কালঙ্কার।' জ্ঞানানুবেশ, ১৮৩৯।

তর্কিত [স] বিপ বিতর্কিত। 'তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা
অসম্ভব।' প্রথম, ১৯১৫।

তর্জন, তর্জনী [স] ১ বি ক্রান্ত আকালন। 'তর্জনে গর্জন করে লোক বহু
কোলাহল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ তিরস্কারমূলক। 'দ্রোণাশ্রমে
করে তারে তর্জনেবদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি প্রহসন।
'অধিনী তর্জনে করি ধাইল ইন্দ্রানী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি তীব্র
তর্কনা। 'সতীশের নিষ্ঠুর তর্জনে লাগত করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তর্জনে গর্জন [স] ১ বি সন্দেশে ও সঙ্গর্জনে করণ। 'তর্জনে গর্জন
করে লোক করে কোলাহল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'মহাপ্রাণেরদিশের
আকালন ও তর্জনেগর্জনে বিজর্জনে ইয়েক।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি
আকালন। 'বাপান্ত যদি বহুদান সাজিয়া তর্জনেগর্জন করে।' রবীন্দ্র,
১৮১১।

তর্জনেতড়ান [স] বি শাসন-নির্ধাতন। 'তর্জনেতড়ান-ব্যাপারে হাত
পাকাইবার ... ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তর্জনেবদন [স] বি হুসার। 'রাহিরে বেড়ালোকার ভুত্বার তর্জনেবদন।'
রবীন্দ্র, ১৯০০।

তর্জিত [স] বিপ তাড়িত; আদোষিত। 'উন্মত্ত পর্বনে বমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

তর্জনি [স তর্জনী] বি প্রবল গর্জন। 'কামারের শব্দ বোর মেঘের তর্জনি।'
রূপায়, ১৭৫০।

তর্জনী, তর্জনী [স] ১ বি হাতের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুল। 'ভানি
করে নবরত্ন তর্জনী শোভায়।' জয়দেব, ১৮২৫। 'হিন্দু সমাজ তর্জনীর
নিষেধও করে নাই।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭২। ২ বি শাসনদণ্ড। 'বহিষা
চলছে সন্ধ্যা বজরীর 'পর বার তর্জনীর ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

তর্জনী আঙুল [স তর্জনী-অঙ্গুলি] বি হাতের বুড়ো আঙুল ও মধ্যমার
মাঝখানে আঙুল। ম্যানেজেল, ১৭৪০।

তর্জনী-নকেত, তর্জনিশকেত [স] বি আঙুলের ইশারা বা
নির্দেশ। 'চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী সকেত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।
'মানবকে আশন তর্জনিশকেত ওঠাবেন করানো সহজ।' রবীন্দ্র,
১৯৩৭।

তর্জমা, তর্জমা [আ তরজমা] ১ বি অনুবাদ। 'প্রথম বর্ণাধির সাত
বর্ণপুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া।' দর্পণ, ১৮১৮।
'সংস্কৃতমূলক সাধু বাঙ্গালা তর্জমা করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।'
ইমান, ১৯০০। ২ বি বক্তব্য। 'যে অধিন নিরূপণ করেন তাহার
চূড়ক তর্জমা এই।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ বি রূপান্তর। 'আলোক এক
বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিশুদ্ধ সংগীতে বানিষ্টা
তর্জমা করে নিতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তর্জমাকারক [আ তরজমাহ+স কারক] বি অনুবাদক। দর্পণ,
১৮২০। 'একজন এক প্রদান সমস্ত তর্জমাকারক।' দর্পণ, ১৮২০।

তর্জী, তর্জী [স তর্জন] ক্রি তর্জন করা। 'রথে চড়ে সর্ব বির
তর্জিয়া গচ্ছিয়া।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তর্জী, তর্জী [আ তরজী] বি কথিবানের অনুজ্ঞ বিতর্কমূলক
লোকান। 'আজী তর্জী পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

তর্জীওয়ালা, তর্জীওয়ালা [আ তরজী+হি ওয়ালা] বি কথিবানের
অনুরূপ বিতর্কমূলক লোকানের দল। 'প্রতিবাদী আর্জনীদী বহুবর্ণের
এক কুঁহাদের ভাড়াটিয়া তর্জীওয়ালাদের ... ।' আজাদ, ১৯৩৯।

তর্জ [স তর্জ] বি বধন নেতারা। ওপ, ১৭৭২।

তর্পণ [স] ১ বি হিন্দুধর্মের মৃত পূর্বপুরুষের প্রতি বংশধরদের পালনীয়
ব্যায়ারবিশেষ। 'বিধমত কৈল তেঁহো দ্বান্দি-তর্পণ।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। ২ বি বিবেকন। 'অক্ষ-রোহা-কুল মোর এ স্মৃতি-তর্পণ।'
নলকল, ১৯২৬।

তর্পণ [স তর্পণ] বি হিন্দুধর্মের মৃত পূর্বপুরুষের প্রতি বংশধরদের
পালনীয় আচারবিশেষ। 'সেবের বিধান কৈল দ্বান তর্পণ।' মালধর,
১৫০০।

তর্পা [স তর্পণ] ক্রি তর্পণ করা। 'মুর্জি পড়ে সর্প শত স্রষ্টাশা
তর্পিয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

তর্পী [আ তরক] বিপ পক্ষের। 'আদালতে এক তর্পী ভিন্নি করিতে
লাগিল।' পাঠী, ১৮৬০।

তল [স] ১ বি মূলদেশ। 'কাকু বিবি আঁরিলাহে আঁকে কদমের তল।'
বড়, ১৫৫০। ২ বি পাতাল। 'স্বপ্নে রাণী মেরে রাণী তলে পাঠ
সুখী।' বড়, ১৫৫০। ৩ বি কঁক। 'শিগা বেরে বৈসে প্রভু লইয়া এত
জন। তার তলে তার তলে করি অরুণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি
নীচ। 'পাকিয়া পড়িল তলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ ক্রি নিরুপণ।
'সুধায় আসন নাই মুখা পেল তল।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৬ বি দিশা।
'কোথাও আর তল পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

তল-আঁখারি [স তল-অন্ধকার] বিপ তলা অন্ধকার হয়ে আছে
এমন। 'ফিরে আসব তল-আঁখারি অশখাছাঁককে ঝরে রেখে।'
নীলেন, ১৯৫৮।

তলসার [স] বিপ তলার বিচলনকারী। 'আমরা এই বারবীর সমুদ্রের
তলসার দ্বীপ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তলচাটী [স] বিপ তলার বিরলনকারী। 'তলচাটী এবং
শাখাফরীদিগের জীবন কোন্দল উপস্থিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

তলদেশ [স] ১ বি নীচের বিস্তৃত স্থান। 'যে অঞ্চলটি ডিবি বসেলে
রোপণ করিয়া শিগাছে তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালীজাতির

তীর্থস্থান হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি নীচের অংশ। 'তল তখন গ্রীষ্মের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তলপৃষ্ঠ [স] বি ভূমির উপরিভাগ। 'তাদের জগতের আয়তন কেবল তলপৃষ্ঠ নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

তলশেট [স] বি শেটের নীচের অংশ। 'বক্ষস্থল অবধি তলশেট পর্যন্ত একটা খোঁপীর মত আছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

তলবর্তী [স] বিণ নীচের; তলার। 'এই বৃহৎ প্রাসাদের পাশাপাশি তলবর্তী একটা আর্দ্র অঙ্কুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তলবাসী [স] বি বৃক্ষমূলে বাস করে এমন। 'দেশান্তরি গরির বৃক্ষের তলবাসী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তলবীধি [স] বি মূলের সারি। 'বাঁধে নিজে তলবীধি লিকড়ের গভীর ভিতরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তলভূমি [স] বি নিম্নদেশ। 'লন্ডননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা টেমস নদীর তলভূমি।' অঙ্কুর, ১৮৫৪।

তল-সূন্য [স] বিণ নিম্নভাগ শূন্য। 'শিলা যথা তল-সূন্য দহে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

তলাইরা দেখা [স] বি গভীরভাবে উপলব্ধি করা। 'এ কথাও আজ সকলের তলাইরা দেখার সময় আসিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৫।

তলে তলে ক্রিয়ণ গোপনে। 'সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে ঘোষ দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তলওয়ার [স] তরবারি বি তরবারি; তলোয়ার। 'খন বনা লুপ্ত হয় মোহার তলওয়ার।' গবীষ, ১৭৫৫।

তলওয়ারখারী [স] তরবারিখারী বিণ তলোয়ার ধারণকারী। 'তলওয়ারখারী, সে তলবী-বাহী সে দরদী সর্দার।' কলকর, ১৯৪৬।

তলওয়ারবাজ [স] তরবারি+সং বাজা বি তরবারি চালানায় লিঙ্গ। 'এমন পরলানবরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো-মোটর-মেলের একজন।' মুক্ততা ১৯৬৬।

তলতল [ধন্য] বি খুব নরম অবস্থা। 'তলতল ফ্লাফল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তলতা [স] তল+। বিণ সুর ও নরম। 'এ সুর হৃদয়ের তলতা বাঁশি করে মটো সুর নর।' নজরুল, ১৯৩৮।

তলতাবাঁশ [স] তরল+বাঁশ বি সুর ও নরম এক জাতীয় বাঁশ। 'চড়কতলায় ... টিনের মহরী সেওয়া তলতাবাঁশের বাঁশী বিক্রি করে বসতে।' হুতোম, ১৮৩১।

তলশ [আ] তলব। ১ বি চেয়ে পাঠানো; ডেকে পাঠানো। 'তলশ রাজ্যর তোকে তুর্গণি আয়।' মায়িকায়, ১৭৮১। 'জমীন্দারেরা ... আহুয়া বরং তলশ করে।' তাঁতি, ১৭৯২। ২ বি আহ্বান। 'রাজপুতনা থেকে গল্প তলশ করতে আস্তর করছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

তলশি [স] তল; কা তালশা বি গাঁটরি। 'মিছে কেন তলশি বওয়া।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তলশিদার [তলশি+কা দারা বিণ অনুচর। 'দলের একজন বড় তলশিদার।' মণীষ, ১৯৩৩।

তলশি বওয়া [স] গাঁটরি টানা। 'মিছে কেন তলশি বওয়া।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তলশিহা [তলশি+সং বাহা বি মোটবাহী চালক। 'তাই হইয়াছে নুপুড়-মুখ যত বুড়োর তলশিহা।' নজরুল, ১৯৪৫।

তলব [আ] ১ বি কিয়ে যাওয়ার আহ্বান। 'তবে সে পৃথিবী হোয়ন্তে তলব

বৈব তান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি হাফির হওয়ার আদেশ। 'কাহার তলব হয় আসে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৩ বি চেয়ে পাঠানো। 'মেয়র, ১৭৫৭; 'সমর খরিয়া কৈফিয়ত তলব করা হইত।' শরৎ, ১৯১৭। ৪ বি ডেকে পাঠানো। 'আমার মনিবকে তলব করিয়াছেন।' মেয়র, ১৭৫৭; 'পরদিন অসময়ে অঙ্কুরেরে খ্রীপতির তলব হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বি বোজ। 'আমার তলবে শোক আসিয়াছে।' ওর্গা, ১৭৭৯।

তলব করা [আ] তলব+করা বি হাফির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া। 'ভিহীদার লোককে তলব করা গীয়াছিল।' তাঁতি, ১৭৯২।

তলবচিঠি [আ] তলব+চিঠি বি পরোয়ানা। ডানকান, ১৭৮৪।

তলব সুদ [আ] তলব+সং সুদা বি আদিত সুদ। 'কিতি খেলাপ ও তলব সুদ ইত্যাদি।' সত্যার্থব, ১৮৫৫।

তলবারা [আ] তল+বি বি তাগাদা। 'পেয়ায়ার তলবারা, ... জরিমানার হাঙ্গামে প্রজাদিকে সর্বদাই লম্বাশ্বত ধাক্কাতে হইত।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

তলবার [স] তরবারি বি তলোয়ার। 'ঘোড় হাতে বুক ধরে ফাল তলবার।' ভারত, ১৭৬০।

তলয়ার [স] তরবারি বি তলোয়ার। 'পরিসর পিঠে ঢাল করে কর তলয়ার।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

তলশঙ্ক [স] বি করতালি। 'বীরপুরুষদিগের তলশঙ্ক আর কেহ তনিতৈ ঘুরে না।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

তলা [স] তল। ১ বি পাছের মূল-সলয় স্থান; গাছতলা। 'বকুলতলাত চাহা।' বড়, ১৫০০। ২ বি জুতার তলা। 'ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বি তলদেশ। 'নগরের শেষে বাছ হয়ে আসে জল ... তলার বাঁশি চোবে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বি অঙ্কুর। 'কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বুকেছে আনবারার তলার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বি একতলা। 'প্রাসাদভবনে নীচের তলার সারাদিন কতমতো গৃহের সেনার নিয়ত রয়েছে রত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৬ বি গহ্বর। 'গরের দিন থেকে মাটির তলার ভিত হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৭ বি নীচ। 'বাটের তলার স্থান পেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৮ বি তর। 'লিঙ্গার উপরের তলার ওঁঠবার সময় থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৯ বি ছায়া। 'কানো অঙ্কুরের তলার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ১০ বি কাছ। 'সংশে জীবন তব তাঁর পায়ের তলার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

তলাখিঁচি বিণ অত্যন্ত। 'তকনাপোটা ও তলাখিঁচি প্রজারা নিরুপে আসিয়া সোলামী দিয়া ...' পায়ী, ১৮৫৮।

তলার তলার ক্রিয়ণ ভিতরে ভিতরে। 'কিছু মনের তলার তলার ... একটি ভাবনাস্রোত সকলেরই মনে বহিতে লাগিল।' হরশাসন, ১৮৮১।

তলানি [স] তল+। বি তরল পদার্থের যে অংশ খিতিয়ে নীচে গড়ে। 'হেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল।' কেরি, ১৮০২।

তলানো [স] তল+। ১ ক্রি ডুবে যাওয়া। 'ওরে কোন ভতলতে যেতেছি তলানো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রি ভাসোজাবে উপলব্ধি করা। 'নুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ ক্রি দূর হওয়া। 'অপাখ উল্লাসে লোকাল্লা সহসা তলাল।' সুখীন্দ্র, ১৯০২।

তলাপাত্র বি বাজালি বখানাম-বিশেষ। সেনবি, ১৮৪০।

তলাশা [কা] তালশা বি অনুসন্ধান করা। 'যেতে হয় যদি চলা নিরবধি সেই ফুলবন তলাশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তলাস [কা] তালশা বি তালশ। 'পুনঃ পুনঃ না কৈল তলাস।' মুরারি,

তাল্পিয়া

১৫৭০।

তাল্পিয়া [কা তাল্পাশ] কি বুজ্জে। 'বিকল হইয়া নারী তাল্পিয়া
ফিরেন সন্ধান হানে'। জহত, ১৭৬০।

তলি [স তল] কি নিরুদ্দেশ। 'উত্তেজারি স্নেহেন পর্বতের তলি'।
মলাধর, ১৫০০।

তলিত [স তলিৎ] কি বিদ্যুৎ। 'অনি তলিত জোতি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তলিয়া [স তল] কি তুলিয়া। 'তুলে'। 'সেই শর কাটিয়া তলিয়া লৈল
হাতে'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তলী-চেরা বিপ তলা কেটেছে এমন। 'তলী-চেরা নাও, বত পেতে ভরে
জলে'। জসীম, ১৯৫১।

তলোয়ার [স তলোয়ারি] কি তরবারি। 'ইমাম হাসান মারা যাবে
তলোয়ারে'। গরীব, ১৭৬৫।

তলোয়ার শ্বেন কি তলোয়ার নিরে প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলা করা।
ওন্দা, ১৭৮৫।

তলোয়ার বাজী [তলোয়ার+কা বাজী] কি তলোয়ার চালনার কাজ।
'ভিন্নানীও বরকদাশীও তলোয়ার বাজী ... সর্বভেদে অতি
পারক'। রায়মহা, ১৮০১।

তলোয়ার মাছ কি এক ধরনের মাছ। 'তলোয়ার মাছ এসে কেটে
নিরে গেল নাকি'। আলওর্ডিন, ১৯৬৩।

তল্ল [শা বি শয়া]। 'দিন হৈল তল্ল তল্ল কপ্তক সমান তল্ল'। মুহুদ,
১৬০০।

তল্লি, তল্লী [স তল্ল; তুল যা তালবা] বি গাটরি; বোঁকা। 'চল দেখি তিন
গায়ে তল্লী আবার নিরে'। সত্যোজ্ঞ, ১৯১০; 'কেউ বলে, চাঁদ তল্লি
বোঁকা'। নজরুল, ১৯৩৯।

তল্লিতল্লা [স তল্ল; তুল কা তালবা] বি কপড় ও জুতান।
জিনিসপত্রের পুটলি। 'ব্রহ্মেশ্বর তল্লিতল্লা ঝিমেতে লম্বিত'। বক্রিম,
১৮৮২; 'ভাগপর তল্লিতল্লা নিরে বম বম করে পাটু'। একদিন!
তারা, ১৯৪২।

তল্লিদার, তল্লীদার [তল্লি+কা দার] ১ বিপ মোসামেব। 'তল্লিদার
তোলা সঙ্গে থাকা চাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি মোটোখা চাকর;
ভূতা। 'বরের দল চলছে হেঁটে আর তাদের তল্লীদারা চোপেছে
মোটোখাডিতে'। গ্রন্থ, ১৯৩১।

তল্লীবাহক [তল্লি+স বাহক] বি মোটোখা চাকর। 'পরবর্তী নথরের
খুববড়ি অভিযমে তল্লীবাহক সহ রওনা হইতেন'। বিজুতি,
১৯২৯।

তল্লাট [স তল] ১ বি অঙ্গল। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তল্লাটের লোক জানে'।
শরৎ, ১৯১৭। ২ বি অস্ত্রিন। 'হকিল পাবে না খুঁজ্জ বাড়ির
তল্লাটে'। শামসুর, ১৯৭২।

তল্লাবীশ [স তল্ল+বীশ] বি মূলিবাণ। 'তল্লাবীশের কটল আশা,
কামায়েয়ানির জোড়া'। জসীম, ১৯২৯।

তল্লাশ [কা তাল্পাশ] বি অনুসন্ধান। 'পাণ্ডি-তল্লাশ হবে'। পাশা, ১৯৭১। ৩
তাল্পাশ

তল্লাশী [কা তাল্পাশ] বি অনুসন্ধান; বোঁজ। 'ঘরে ঘরে জোর
চলোছে তল্লাশী'। শামসুর, ১৯৭২।

তল্লাস [কা তাল্পাশ] বি সন্ধান। 'সীতারে তল্লাস করি ভ্রমে বনে
বন'। বৃন্দা, ১৫৮০।

তল্লাশী [কা তাল্পাশ] বি খুঁজে দেখার কাজ। 'বানাতল্লাশী করিতে
আগিয়ে'। যোকেজা, ১৯২৪।

তল্পতরি, তল্পতরী [ফা তল্পত] বি ঘোঁটা বেকাবি; পিরিত। 'মিষ্টান্নের
তল্পতরীতলি ভাতার নখুখে বাড়িয়া মিল'। ইমদাদুল, ১৯২০;
'চালের কিরনি তল্পতরি ভরে'। নজরুল, ১৯২৮।

তল্পীক [আ তাসলীক] বি সত্যাপত্য পরীক্ষা। 'বিশ্বাসের মানদণ্ড হচ্ছে
পরীক্ষামূলক বাস্তবতার তল্পীক (verification) বা সমর্থন'।
গুয়ায়েম, ১৯৪৩।

তল্পিহি [আ] বিপ বাহ্যিক আকৃতিগত। 'তল্পিহি রূপ এই যদি তাঁর,
তল্পিহি কীবা হয়'। নজরুল, ১৯৪৫।

তল্পরিক, তল্পরীক [আ তাল্পরিক] ১ বি (সম্মানিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে)
উপহিতি। 'মেহেরবানী করিয়া তল্পরিক আনিয়াছিলেন'। সওগাত,
১৯২৮। ২ বি (সহ্ম অর্থে) আদেশ। 'বসতে তল্পরীক বা আজ্ঞা
হোক'। যোকেজা, ১৯৩১।

তল্পরীক আনা কি উপস্থিত হওয়া; পদার্পণ করা। 'প্রায় সকলেই
মার সওয়ারী তল্পরীক আনিয়াছেন'। ইমদাদুল, ১৯২০।

তল্বর [স তল্বর] বি এক প্রকার রেশমি কাপড়। 'সোছোট করিয়া পথে
তল্বরের সাজি'। মুহুদ, ১৬০০।

তল্ব্যপর ত্র তল্ব্য

তলসী [কা তল্লনীয়া] বি ক্রেশ। 'আমাদের গ্রামে এত তলসী সহ্যে না'।
ওন্দা, ১৮২৮।

তলসিক [আ তাল্লনীয়া] বি সত্যাপত্য পরীক্ষা। 'এসব কথা তল্লা
কৈরা এবং কেতাব তলসিক কৈরা দেখতে হবে'। মনসুর, ১৯৪৫।

তলসিয়া বি সত্যতা। 'কেহ কোনক্রমে তলসিয়া পান নাই'। ক্যাসলে,
১৭৮৫।

তলসনস [আ তহস্+আ নহস্] বি তল্লনহ; জ্বলসে। 'তলসন করি পারে
পিশে'। নজরুল, ১৯২৮।

তলসি, তলসী [আ তাসলীয়া] বি মোটা গটির তৈরি মাল্যবিশেষ। 'বাম
হস্ত নাপাক তলসী জপে ভায়'। ভাভত, ১৭৬০; 'বুজ্জ ও নবীর নাম
নিয়া এক একবার মাড়ি নেড়ে তলসি পড়িতেহে'। গারী, ১৮৫৮।

তলসি করা কি নাম জপা। 'হজরতের নাম তলসি করে'। যাবে রে
মিস্কিন বেশে'। নজরুল, ১৯৩২।

তলসিহ, তলসীহ [আ তাসলীয়া] বি মোটা গটির তৈরি
জপামাল্যবিশেষ। 'হতে তলসীহ (জপামাল্য)'। মসাররফ, ১৮৮৫;
'সে নিজে হাতে একছড়া তলসিহ তৈরি করিল'। মনসুর, ১৯৩৫।

তলসির, তলসীর [আ তাসলীয়া] ১ বি ছবি। 'কেহ বা তলসির আঁকে'।
গারী, ১৮৫৮; 'মেহের-উল্লাহা খান কামরার বসিয়া তলসীর
শিখিতেছিলেন'। বক্রিম, ১৮৬৬। ২ বি চেহারা। 'তার আত্মিন-টানা
মারমুচো তলসির দেখে আমাকে ওগুলো'। মুজতবা, ১৯৫২।

তলসর [স তলসর] ১ বি রেশমি। 'তলসর বসন পরিধান'। মুহুদ, ১৬০০। ২
বি এক প্রকার রেশম। 'পলাশবনে তলসরের গাতি ঘুরোছে'। রবীন্দ্র,
১৯৩২।

তলসরুপ, তলসরুফ [আ তাসাররুফ] বি চুরি। 'তহবিল তলসরুপ ও জাল
করার অপরূপ'। মাহেনত, ১৯৪৯; 'তির-তরকারি সবই তলসরুফ
হয়'। মনসুর, ১৯৩০। ৩ তলসরুপ, তলসরুপ

তলসরুখী [আ তাসাররুফ] বিপ চুরিকৃত। 'তলসরুখী টাকার ভলন
টাকা নিয়া ... রফা পান'। মনসুর, ১৯৫৫।

তসলা [হি] বি বিশ। 'শোহার কপাট তার তাসের তসলা'। *মানিকরায়*, ১৭৮১।

তসলিম [আ তাসলিম] বি অভিধান। 'তসলিম করিয়া কহেন তন পলাশের'। *গরীব*, ১৭৬৫।

তসলীম [আ তাসলিম] বি অভিধান। 'তসলিম করিয়া কোটাল কুতুবুলী'। *কুতুবরায়*, ১৭২০।

তসলি [আ তাসলী] বি সন্তান; প্রবেশ। 'এরই মুসে বসিয়া গেরেহে যার তসলি'। *নজরুল*, ১৯২৮।

তসু [স প্তস্যকম] সর্ব তার। 'বতিন যোইনী তসু অর উরসিউ'। *চর্চা* ২৭, ১২০০।

তসুরক্ষ [আ তসারক্ষা] বি কর্তৃত্ব। 'জ্ঞে কারখানার এ যাবত সকল যেক্সর যোগাইন সাহেবের তসুরক্ষ ছিল'। *কালপে*, ১৭৮৬। *ঐ তহরশ*, অতঃপর

তসুর [স] ১ বি প্রবন্ধক। 'দত্তে নাশ হয় অগ্নি সলিল তসুরে'। *আগাওল*, ১৬৮০। ২ বি চোর। 'তসুর ডাকাত লম্বালাল ভোর পুত'। *রূপরায়*, ১৭৫০।

তসুরতা [স] বি চুরি। 'দস্যবৃত্তি, তসুরতা ... চারি দিকে সফায়াণ করিতেছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

তসুরবল [স] বি দ্রুত পেরিষূর্ণ। 'তসুরবল রাখেও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে'। *অন্ননা*, ১৯২৮।

তসুরবৃত্তি [স] বি চুরির পেশা। 'পরিপোষে, অর্ধের নিমিত্ত, তসুরবৃত্তি অবলম্বন করিল'। *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

তসুরভোগ্য [স] বি চুরির দ্রব্য ভোগ করে এমন। 'ইনি তসুরভোগ্য'। *বর্ধিম*, ১৮৭৫।

তসুরী [স] বি স্ত্রী চোর। 'কি করিব পহরি সভয় তসুরী'। *কজুর*, ১৭২০।

তস্তা [কা তাস্তা] বি গায়। *মালোএল*, ১৭৪৩।

তস্তরী [কা তস্তর] বি পিরিত। 'মিউসেকের সরোজাটা পুগতে চোখে পড়ল একটা তস্তরী'। *আলফাউলিন*, ১৯৭০।

তস্তাং [স] অর্থ থেকে। 'আসীন সাহেবের তস্তাং যথাকার ব্যাণ্ড যে চৌকী হয়ে তথায় পাঠাইয়া দিবেন'। *করকটর*, ১৭৯৭।

তস্য [স] সর্ব তার। 'পরে বন্ধার কড়া তস্য কড়া এড়ানে না রতিমাসা'। *রামহরশ*, ১৭৮০।

তস্যাপর [স] ক্রিয়িক তারপর। 'তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্ব তিন কোটি'। *চর্চা*, ১৫৫০।

তস্যাপর [স] ক্রিয়িক তারপর। 'তস্যাপর মহামায় মাতুল মহাপরো ...'। *ওর্গ*, ১৭৭৯।

তস্যোপরি [স] ক্রিয়িক উপর। 'উৎকৃষ্ট বেট্রো অথ ও তস্যোপরি নানাপ্রকার নিশান'। *দর্পণ*, ১৮২৮।

তহকিক [আ তাহকীক] বি সভ্য নির্ণয়। 'কতে না পাইবে তাতে তহকিক কলাম'। *গরীব*, ১৭৬৫। ২ বি কঠোর। 'এ চকুম খুব তহকিক জানিয়া কখনো বল করিয়া না'। *হাসলেহে*, ১৭৭৩। ৩ বি প্রমাণপূর্বক। 'সেক্রেটারি দস্তুর কৌশলের খরে তহকীকে বুঝা লোককে'। *ক্যালপে*, ১৭৮৭। ৪ বি বোধ; বিশ্বাস। 'এমত বুঝাও যার না ও তহকীকেও আইনে না'। *করকটর*, ১৭৯৯।

তহকীয়াত [আ তাহকীক] বি প্রশ্ন। 'বায়দার তহকীয়াত ক্বাতে জেন

মতে সে হস্ত সজ্ঞা করে না'। *দর্পণ*, ১৮২৫।

তহখরচ [কা তহ+খা খরচ] বি আনুখরিক খরচ। 'ফরিদাদীর তহখরচ ও লোকসান বাহা সেয়ান উচিত'। *করকটর*, ১৭৯৩।

তহখরচা [কা তহ+খা খরচ] বি আনুখরিক খরচ। 'কনাপারি ও তহ খরচা দিলর সমেত দানানের টাকা আদার হয়'। *ভটিতি*, ১৭৯২।

তহখানা [ফা] বি মাটির নীচের ঘর। 'ওর্গ', ১৭৮৫; 'বালাখানা ও তহখানার লোক পরিষূর্ণ'। *রামরায়*, ১৮০১।

তহজীব [আ তাহজীব] বি সভ্যতা। 'নিজব তহজীব ও তমদুন সম্পর্কে শক্তি ও সচেতন থাকতে হোত'। *উমর*, ১৯৬৮।

তহকা [আ তুহকা] বি উপহার। 'কিতর বিস্তর তহকা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরশনে হইলেন'। *রামরায়*, ১৮০১।

তহবন [কা তাহবন] বি শূনি। 'তহবন খেলকা তহবন ছিল না'। *লালন*, ১৮৩০।

তহবন [কা তাহবন] বি শূনি। 'তহবন পরিহিত'। *ইসলাম*, ১৯০৭।

তহবিদ্যান বি বাজনাবিদ্যে। 'তহবিদ্যান - আর্থের হিসাবের পাণ্ডা'। *কায়ত সংস্কারক*, ১৮৭৮।

তহবিল, তহবীল [আ তাহবীল] ১ বি সম্বিত অর্থ। 'পরায়ণ ঘোষজার তহবিল ভূিতে ... তদ্বা কর্ত্ত করিলাম'। *মেরঙ্গ*, ১৭৫৬। ২ বি ধনীদার। 'তহবিলে টাকা নাই'। *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ৩ বি ভাগ্য। 'সুপনের ফুলগরের তহবিল'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ বি কোষাগার। 'জাতীয় তহবীল প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মাদ জনসাধারণের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন'। *আজাদ*, ১৯৪১।

তহবিলদার [আ তাহবীল+দার] বি তহবিলদার। 'কারবারের তহবিলদা'। *ওর্গ*, ১৭৭৯।

তহবিলদার [আ তাহবীল+দা দার] বি যে তহবিল রাখে; কোষাধ্যক্ষ। 'এখন তহবিলদার সাহেবের সরকার হইতে দপ্তরি হইয়াছে'। *ওর্গ*, ১৭৭৯।

তহবিলদারি, তহবিলদারী [আ তাহবীল+দা দারি] বি কোষাধ্যক্ষের কাজ। 'বস্তি সাহেব তহবিলদারী কর্ত্তে নিযুক্ত ...'। *দর্পণ*, ১৮২৫। 'তহবিলদারী'। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তহমত [আ তুহমাত] বি কথা অভিযোগ। 'আমি তহমত নিয় নাই'। *ওর্গ*, ১৭৮২; 'বুনি ও ডাকতি ও তস্তরী হায়ের তহমত'। *এডমন*, ১৭৯০। ২ বি অপবাদ। 'আবার আমায় উপর এই তহমত?'। *প্যাট্রি*, ১৮৫৮।

তহমত দেওন ক্রি ঘোষণা করা। *ওর্গ*, ১৭৮৫।

তহমতি [আ তুহমাত] বি কথা অভিযুক্ত। *এডমন*, ১৭৯২।

তহরীমা, তহরীমা [আ তাহরীমাহ] বি ইসলাম ধর্মমতে নামাজে দাঁড়িয়ে নাড়ির উপরে বা বুকে হাত রাখা। 'আসরে রাস্তা হুসিয়ায়ি তুখু খুখা তহরীমা সৈয়ে'। *নজরুল*, ১৯২৮; 'তহরীমা বাঁধার মত দুই হাত বেঁধে সে আছে'। *হাকিমুল*, ১৯৫৩।

তহরী [আ তাহরীয়া] বি প্রকার নিকট থেকে নির্ধারিত বাজনার অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করা হয়। 'উচিত বাজনার উপর নানারূপ বে-আইনী আতরায়, তহরী ও চাঁদা প্রভৃতি ধরিয়া ... প্রজাসাধারণকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে'। *এসলাম*, ১৯০২।

তহশিল, তহশিল [আ তাহশীল] বি রাজস্ব; বাজনা। 'বিশেষ: তহশিল তাগলপুরের পর শিখিচ্ছে'। *মেরঙ্গ*, ১৭৭৪; 'ইহাতে সুবাজাতের

তহশিলদার

তহশিল তাপনা কিছু হইয়াছিল না।' রামরায়, ১৮০১।

তহশিলদার, তহশিলদার, তহশিলদার [আ তাহশীল+দা দার] বি
বাঞ্ছা আদায়কারী। 'আমেল ও তহশিলদার এ এতমামলার কিছা
আর যে কেহ'। ডানকান, ১৭৮৪; 'দুতন তহশীলদার চারি জন বে
হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২; 'এক কালে সামান্য তহশিলদার প্রেরী
ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

তহশিলদারি, তহশিলদারি [আ তাহশীল+দা দারি] বি বাঞ্ছা
আদায়ের কক্ষ। 'দমন তাে দুটী ভারি ভারে সেয় তহশিলদারি।'
লালন, ১৮৯০; 'তসরকী টাকার ডবল টাকা দিয়া ও তহশিলদারি
ছাড়িয়া রক্ষা পান।' মনসুর, ১৯৫৫।

তহি^১ ১ সর্ব তাতে। 'চিহ্ন বিকরণে তহি টলি পইসই।' চর্য্য ৩১, ১২০০।
২ ভবা সেখানে। 'তহি বসি কার কাহ বাঁশে।' বড়ু, ১৪৫০। তহি
ধনে অত্ব তখনই। 'পরক বচনে আপল কলন। তহি ধনে জ্ঞানল
সময় সমান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। তহিত ত্রিবিধ তাতে। 'তহিত
নক্ষত্রাপ গরমতীহার।' বড়ু, ১৪৫০।

তহি^২ [স তন্মি] সর্ব তাকে। ওসাঁ, ১৭৮২।

তহুর [আ তাহরী] বি বার। 'কিন তহুরে তাপাক প্রবার পুনঃপ্রবর্ত
করাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য।' গেময়, ১৯৫৫।

তহুরা [আ] বি বেহেশতি পানীয়। 'শরবন তহুরায় দিলেক আমারে।'
পরীব, ১৭৬৮।

তহুরি [আ তাহরী] বি প্রকার নিকট থেকে নির্ধারিত বাঞ্ছার অতিরিক্ত
অর্থ আদায়। 'তহুরি এক সোনার মারেরি ওরা ঐ ধরনের সাভা ভোগ
করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

তহে ত্রিবিধ ভবে। 'তহে মহাথরু তারে ঐশ্বর্য দেখাইলা।' কুরুদাস,
১৫৮০।

তহিক [ত্র] সর্ব তার। 'তহিক লাগি ফুলল অরবিন্দ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ত^১ [স তান্] ১ সর্ব তা; তাই। 'তা সেবি করু বিদন ভইয়া।' চর্য্য ৭,
১২০০। ২ বিপ সেই। 'তা সবান মহিয়া কহিতে নহি আতি।' অশাওল,
১৬৮০। তায় সর্ব ভাই। 'তায় নেবে তুলি পথ হইএ
অকুতি।' মনিকরায়, ১৭৮১। তায় সর্ব সেটাও। 'তমা স্থানের
মধ্যে অভয় চরণ তাও নিয়মেয় গিয়াহরি।' রামরায়, ১৭৮০।
তাক অত্ব তাতে। 'বচন বরএ তার আভ্যন্তরে দায় তাক বড় শোভ
আমার।' বড়ু, ১৪৫০। তাত ১ সর্ব তাতে। 'তাত মরুরে পুছ দিল
সুপেন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ত্রিবিধ সে বিষয়ে। 'যে কাল বোলো
তোষাক তাত কর সব।' বড়ু, ১৪৫০। তাতা সর্ব তাতে। 'সুচক
লচক বুকের বাউল তাতা গড়ি গেল দীর্ঘ।' বড়ু, ১৪৫০। তাতে ১
অত্ব তাতে। 'সম্মহ আনল সবি আতি তাতে ঘরি।' মলাধর,
১৫০০। ২ ত্রিবিধ তার মধ্যে; তার জন্য। 'সকীয়ে প্রবেশ হুটে
তাত রক্তোপাম।' কুরুদাস, ১৫৮০; 'তাতে কুলাশচকু প্রবাহিল।'
রামরায়, ১৭৮০। তাসার অত্ব তার উপর। 'করু কদলি পর গিয়ে
সমারল তাসার মেক সমানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। তায় ১ সর্ব
তাতে। 'দিলে তায় পলতার শাক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ সর্ব সেখানে।
'দাখইয়া সাধু তায় রব দুই দণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ অত্ব তাই।
'তুঙ্গী বৈকুণ্ঠে সেবা তার মন করে।' মনিকরায়, ১৭৮১। ৪
ত্রিবিধ তার ফলে; সে কারণে। 'আমীর খুনের ঘোণ-সেওয়া, তার
ডগডগে আদকোরা।' মজরুল, ১৯২২। ৫ ত্রিবিধ তার উপর; তাতে
আরার। 'আতনও তখন নিবু নিবু।' তায় বাইরে তো হুটুপে
অহকার।' বিকৃতি, ১৯৩০। তার অত্ব তারপর। 'হজাপুর যাই তার
তুঙ্গীর দিগেয়ে।' মনিকরায়, ১৭৮১।

তা-বড়ু তা-বড়ু বিপ বড়ো বড়ো। 'বাগমায়েরে ব্যাপারটা কিন্তু তা-
বড়ু তা-বড়ু দেবসেবী মুনিশ্বহিরে মডোই গোলমলে।' মনোজ,
১৯৬১।

তারমাকে ত্রিবিধ তার মধ্যে। 'তারমাকে সোতা করে বিদ্যু বিদ্যু
ঘাস।' মলাধর, ১৫০০।

তা সব ত্রিবিধ সেসব। 'তা সব মাইল কারু বিষয় সমরে।' বড়ু,
১৪৫০।

ত^২ [স তন্] ১ সর্ব সাধারণ নামপুত্রক। 'জো বুঝি তা গলো পলপাস।' চর্য্য
৩৭, ১২০০। ২ সর্ব তার। 'নামের ঘরেরে গরু রাখোআল তা
সমে কি মোর নেহা।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ সর্ব তাদের। 'তা সন্মার
হমর হরিয়া নিল আকে।' বড়ু, ১৪৫০। তাইরি সর্ব তারই।
'হায়াহীন বার কায়া ত্রিজনতে তাইরি হায়া।' লালন, ১৮৯০। তাই
অত্ব তা। 'মণ্ডিত করিল তাই মালতীর মালে।' মনিকরায়, ১৭৮১।
তাই ১ সর্ব তাকে। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবার তাই।' বড়ু,
১৪৫০। ২ সর্ব তার। 'ছড়াইলো সোআল তাই।' বড়ু, ১৪৫০। ৩
ত্রিবিধ তাতে। 'অলি সারি তক তাই।' বড়ু, ১৫৭০। তাক সর্ব
তাকে। 'পাপ দুর্ভে কসে তাক সবই মারিব।' বড়ু, ১৪৫০। তাকর
সর্ব তাকে। 'ধর্মিলে কএল তাকর অববাদ।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।
তাকে সর্ব তাতে; সে ব্যক্তিকে। 'নামে তাকে ধরে প্রেমভালে কৈলে
কোলে।' মনিকরায়, ১৭৮১। তানিসের সর্ব সে ব্যক্তিরে। 'হইনাম
দিয়েইকুল তানিসে উদ্ধার।' মনিকরায়, ১৭৮১। তার সর্ব তাকে।
'কোই মোতা দায় তাত্তা ধরে তার।' মুকুন্দ, ১৬০০। তার সর্ব
তার। 'গুরে ছর পরু তার মারিল কণ্ঠাসুরে।' বড়ু, ১৪৫০।
তারিগিরের সর্ব তাদের। 'পোকেরিদিকে ... আনন করিয়া
তারিগিরের নিকাই নিপত্যতার সম্মত।' রামরায়, ১৮০১। তাতা সর্ব
সাধারণ নামপুত্রকের বহুবচন রূপ। 'মশখি শোয়ায় ঘায়া বিষয়
কাটোয়া তারা।' রামরায়, ১৭৮০। তারি সর্ব তার। 'ওরে বার
মোটা তারি নাট।' রামরায়, ১৭৮০। তারে ১ সর্ব তার। 'অবদ্য
মিশিণ তারে কুরুপ্রেমখন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ সর্ব তাকে। 'জাতোর
নির্দয় নাই তারে আত বরি।' মলাধর, ১৫০০। তারের সর্ব তাকে।
বয়ে, ১৭২০। তাসনে ত্রিবিধ তার সাথে। 'তাসনে করু মিডা
পালকে বসিয়া।' মলাধর, ১৫০০। তাসতা সর্ব তাদের। 'তাসতা
দেখিয়া তথা প্রভাবিত বালা।' মলাধর, ১৫০০। তাসু সর্ব তার।
'জগুপা হি অখা তাসু গরোলা কহি।' চর্য্য ৪৩, ১২০০।

ত^৩ [স তান্] ১ বি ওয়। 'তা গিতে।' মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি শাক:
মোহত। 'অহর চালব বারে বারে নাটিয়া এংং মোহে তা দিয়া ...'
মশররক, ১৮৬৯। ৩ বি উদ্দেশ্য। 'মনটির উপর অখিয়া কল্পনার
তা দিয়া সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তা সেওয়া ত্রি ভিন্ন কোটাবার জন্য ভিন্নের উপরে বসে পাখির তাপ
সেওয়া। 'তা গিতে।' মনোএল, ১৭৪৩; 'যথোচিত তা গিতে হবে।'
রবীন্দ্র, ১৫০৭।

ত^৪ [কা তত্ব] ১ বি সম্পূর্ণ একটা; এক দিক্তার চরিত্র তাদের এক জাপ।
'প্রতি সন্ধ্যা ১৬ তা কাশকের ন্যূনে সম্পূর্ণ হইবেক না।' চন্দ্রিকা,
১৮৩১। ২ বি ভাঁজ। 'রাত্রে সেই কোটাটাকেই তা করে মাথার দিতে
বালিশ হিসাবে ব্যবহার করে।' জরসার, ১৯৬২।

তাই [স তালিকা] বি করতালি। কিয়া, ১৮৯১।

তাইয়ে নাইয়ে না - গানের বোল। 'আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইয়ে নাইয়ে নাইয়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

তাইসিগি [তাই+কা গিগি] বি কোনো কিছুর অতাব। 'মনোএল,
১৭৪৩।

তাইদ [আ] বি তাপাদা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাইদনবিশ, তাইদনবিশ [আ তাইদ+ফা নবীশ] বি তাপাদাপত্রের লেখক। 'একজন তাইদনবিশ সেই কালেটরী আপিস থাকে।' *বঙ্গিম*, ১৮৮৪; 'তাইদনবিশ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাইদনবিশি [আ তাইদ+ফা নবীশ+] বি তাপাদাপত্র লেখকের কাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাইন [আ] বি বন্দাবন্ধ। 'আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জমিন লওয়া হয়।' *লীনবন্ধু*, ১৮৬০।

তাইনাড [আ] বি দোষারোপ। তাইনাড দিতে কি দোষারোপ করতে। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

তাইফুন [আ তুফান] বি প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রচণ্ড ঝড়। 'জীবন কেটেছে কত তাইফুন ঝড়ে।' *মহমুদ*, ১৯৬৩।

তাইরি ত্র তা'ি

তাইল [আ তালিকহ] বি ফর্দ। 'নামওয়ারি তাইল করিয়া ...' *ভেরলি*, ১৮০০।

তাইস [আ তায়ীদ] বি চাহিদা। 'আমার মা আছেন এই জন্য টাকার এত তাইস।' *ভবানী*, ১৮২৮।

তাউই [স তাত্] বি তাই বা বোনের স্বত্ব। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সোতের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে তাউই সাব।' *রোকেয়া*, ১৯০৩।

তাউখে বিপ দুরারোহ; দুর্ঘম। *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাউত [আ তায়ীদ] বি সেবা। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'পেনিকে দুদিন খাওয়াও-মাখাও, একটু তাউত কর।' *শব্দ*, ১৯১৬।

তাউতখানা [আ তায়ীদ+ফা খানা] বি হাসপাতাল। 'তাহারাতের তাউতখানায় আসিতে পারিবেক।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

তাউতা [ফা তায়-তা] বি দড়ি। 'বেপারি সাব তাউতা কাটতে জাহাঙ্গিরন।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

তাএফা [আ তাইফা] বি দল। 'দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড়।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

তাএলা [স ভাব] ক্রিবিপ তখন। 'তইলা বাড়ির পার্শের জোয়া বাড়ি তাএলা।' *চর্যা* ৫০, ১২০০।

তাও' [ফা তাহ] ১ বি ভাঁজ। *মানোএল*, ১৭৪৩; ২ বি মোচড়; পাক। 'নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও।' *লক্ষলক্ষ*, ১৯২২।

তাও' [স তাপ] বি গুম। 'তাও দিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

তাওখানা [তাও+ফা খানা] বি আচন জ্বালিয়ে গরম রাখা হয় এমন ঘর। 'নাচঘর, বৈঠকখানা, তাওখানা প্রভৃতির সঠিক হিসেব।' *অবন*, ১৯২৭।

তাওয়ায়া [ফা তাওয়া] বি আওনে তাজার পত্র। *ওর্সা*, ১৭৮৫; 'উলটে-পালটে তাওয়ায় সেকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তাওয়াজ্জাহ [আ তাওয়াজ্জ] বি সীকা। 'স্ত্রী-পুরুষ একরূপে হইয়া তাওয়াজ্জাহ গ্রহণ করে।' *হেদায়েত*, ১৯৬৬।

তাওয়ানো [ফা তাওয়া+] কি উত্তেজিত করা। 'দু-একটা কাগজ ভণ্ডাবরকে অস্ত্রবিস্তার তাইয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

তাওয়ারিখ [আ] বি ইতিহাস। 'তার তাওয়ারিখ অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্য হবে।' *মহেনগ*, ১৯৪৯।

তাওহিদ, তাওহীদ [আ] বি একেশ্বরবাদ। 'তাওহিদের এই সাধনকেপ্রতুলিকে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩; 'ধর্ম হিসাবে অনুসারী ছিলেন তিনি ইসলামের তাওহীদের।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

তাওহীদবাদ [আ তাওহীদ+স বাদ] বি এক ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নেই এই মতবাদ। 'তাওহীদবাদ সবচেয়ে তাঁর মতামতগুলি আলোচনা করে ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৪৪।

তাও [আ তারিখ] বি তারিখ শব্দের সম্ভবিত্ত রূপ। *মের্স*, ১৭৫৮।

তাওড়ানো [স ত্রাসট] বি আঁটানো। 'পাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাওড়াতে পারে, তারি তরকারি হচ্ছে।' *হেভাম*, ১৮৬১।

তা' [স তদ+] ১ সর্ব মামী নামস্বরূপ। 'তা' সবার শাদপত্রে কোটি নামকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ সর্ব সেই। 'সামর সুন্দর এ বাট আএল তা' মৌরি লাগলি আঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। তাঁদের সর্ব 'তাদের' শব্দের মামী রূপ। 'শুনঃ শুনঃ নতি মোর তাঁদের চরণে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। তাঁর সর্ব তাঁর। 'নিলমনি জিনি তাঁর মুখনি অনুপাম।' *মালশব্দ*, ১৫০০। তাঁরা সর্ব 'তাঁরা' শব্দের মামী রূপ। 'তা সবার পুরা আমি তাঁরা মোর মাতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। তাঁরে সর্ব তাঁকে। 'খনো হইতে যোয় মায়া দিল তাঁরে টাকা।' *মুরুদ*, ১৬০০। তাঁহাকে সর্ব তাঁকে। 'কহিল শব্দর কীট তাঁহাকে কুতূহলী।' *মুরুদ*, ১৬০০। তাঁহার সর্ব তাঁকে। 'পশ্চিমাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাঁহার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। তাঁহার সর্ব তাঁর। 'লক্ষি সরস্বতি বন্দে তাঁহার দুই নারী।' *মালশব্দ*, ১৫০০। তাঁহারদিশের সর্ব তাঁদের। 'উপহিতপ্রভা বাঁহারা প্রাণ হইয়াছিলেন তাঁহারদিশের বিদায় সদা ৫ টাকা।' *দর্পণ*, ১৮২৫। তাঁহার সর্ব তাঁরা। 'তাঁহারা সকলে ইশ্বরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন।' *রাজীবগোচন*, ১৮০৫। তাঁহি সর্ব তাঁকে। 'ভকত নবত তাঁহি বেড়ি সমাজ।' *শেখর*, ১৬০০।

তাঁই বি হাজির। 'শব্দর অম্বাণে তাঁই করিয়া আপনি সেই স্থানে ভিত্তিগেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

তাঁইস [আ তদশ] বি রাপারাগি। 'সেক্ষত্র বৃক্ষানো শিকার সুখায়া ও কৌশলের ব্যাঘ হইতে পারে - কেবল তাঁইস করিলে হয় না।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

তাঁউল [স ততুল] বি চাউল। 'যুত মধু ফল আতপ তাঁউল।' *রামাই*, ১৭১০।

তাঁত' [স তত্ৰা] বি বস্ত্র বোনানোর বস্ত্র। 'কর্তব্য কাজ এই মধ্যে তাঁত নম্বর করিবেক।' *হালহেত*, ১৭৭৩।

তাঁতকর [তাঁত+স করা] বি তাঁত চালকদের উপর নির্ধারিত শাসনা। 'তাঁত কর - প্রত্যেক তাঁতীর প্রতি ১০ আনা।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৮।

তাঁতঘর [তাঁত+পা ঘর] বি তাঁতির কাপড় বোনার ঘর। 'ফসলসরের কাঁথা গাড়ে তাঁতঘরে রাত ফিরায়ে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

তাঁত-বুটি [তাঁত+বুটি] বি তাঁতের বুটি। 'তাঁত-বুটি মাখায় করিয়া হাটে চলিল।' *লক্ষীম*, ১৯৬০।

তাঁতশাল [তাঁত+স শালা] বি তাঁতে কাপড় বোনা হয় যেখানে। 'পানের সূরের সঙ্গে শাল বোনা চলেছে তাঁতশালে।' *অবন*, ১৯২৫।

তাঁতশিল্প [তাঁত+স শিল্প] বি তাঁতে কাপড় বোনার শিল্প। 'তাঁতশিল্প ... একটি প্রাচীন ঐতিহ্য।' *বেগম*, ১৯৭১।

তাঁতে-চড়াণো বিপ বুনন ঘরে স্থানন করা। 'আমার অবসরের-তাঁতে-চড়াণো অনেক সাধনার স্মরণশি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তাঁতের কল বি কাপড়ের কল। 'সেই তাঁতের কল একটি মাঝ

গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে শুরু হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভাঁত, ভাঁতো [স তত্র] বি ধনুরের ছিল। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাঁতি, ভাঁতি [স তত্র] বি বস্ত্র বয়ন যাদের পেশা। 'আমার দেশে একজাতি জনকৃত আছে ভাঁতি।' বিজয়, ১৬৫০; 'তুমি যে কাজ করছে, এ বোকা ভাঁতীর দ্বারা হবার নয়।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ভাঁতিরদিগের বি ভাঁতিসে। 'ভাঁতিরদিগের উপর একান্ত অক্লিমার পাইয়া।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

ভাঁতির সার বি ভাঁত। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাঁতিলোক বি ভাঁতিগণ। মেয়ার, ১৭৮৭।

ভাঁতিমি, ভাঁতিনী [স তত্র] বি ভাঁতির স্ত্রী। 'ভাঁতিমি।' বিন্দ্য, ১৮৯১; 'তোমরা তো নও জ্বেলনী, ভাঁতিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'জাতিতে ভাঁতিমি বলিয়া কিম্বাহের কাছে বেঁধিবার অধিকার তার ছিল না।' মানিক, ১৯৪০।

ভাঁতা [স তত্র] ১ বি ভায়া। ওস, ১৭৮২; 'ফালস নোট ভাঁতা মেজী তেনে সে চকিতে।' ভবানী, ১৮৮২। ২ বি ভাওয়া; ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ। 'ভাঁতায় চড়াই কি ফোকা পড়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

ভাঁতু [স তনবু] বি মোটা কাপড়ের তৈরি অস্থায়ী আবাসবিশেষ। 'হাস্রপের চাহিযনের নবাবদিগের ভাঁতু ছিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

ভাঁবে [আ ভাবি] ১ বিণ অনুগত। 'আপনি যাইবে সেথা হইয়া ভাঁবেদার।' গরীব, ১৭৬৫; 'তুমি ভাঁবেদার হও ভাঁবে।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ অধীনস্থ। 'আমরা যেন সবাই তার ভাঁবে রয়েছি।' জীবন, ১৯৩২।

ভাঁবেদার [আ ভাবি+ফ দার] বিণ অনুগত। 'আপনি যাইবে সেথা হইয়া ভাঁবেদার।' গরীব, ১৭৬৫।

ভাঁবেদারি [আ ভাবি+ফ দারি] বি দালালি। বিন্দ্য, ১৮৯১; 'ভাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভাঁবোলা [স ভাযুল] বি ভাযুল। 'হিঅ ভাঁবোলা মহাসুবে কাপুর খাই।' চণ্ডা ২৮, ১২০০।

ভাক' [ফা] বি কাঠের বাক। মনোএল, ১৭৪৩; 'এখানে ভাক, ওখানে কুপুসি গাঁথিয়াছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

ভাক' দ্র তা'

ভাক' [স তর্ক] ১ বি চমক। 'হী-কারা ঘরগুলো দেখলে ভাক' লেগে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি নিশানা। 'গঙ্গা-বন্দনা খেলায় কোনখানায় ভাল ভাক হয়।' বিজুতি, ১৯২৯। ৩ বি সুযোগ। 'ভাক বুকে মাল নিয়ে কেমন সরে পড়ল।' মনোএল, ১৯৬১।

ভাক করা কি নিশানা করা। 'শিকারী যখন অনেক ক্ষণ অনেক ভাক করিয়া হস্তমধ্যে একটা দৃষ্টি বেষ্ট পদার্থের প্রতি ওলি বর্ষণ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'ও যে কোনদিকে ভাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'এই তিলটা ভাক করা হয়েছিলো ল্যান্সেস্টের কাছে।' ইপিগ্রাম, ১৯৭২।

ভাকবাণা বি কলারৌশল। 'ভাকবাণা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ভাক লাগা কি বিশ্মিত করা। 'ভাক লেগে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'একবারে ভাক লাগিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভাক লাগানো ১ কি বিশ্বাস সৃষ্টি করা। 'ভারি একটা ভাক লাগিয়া

দিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ ভাক লাগায় এমন। 'কথটা জনতে যতটা ভাক-লাগানো আসলে ততটা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাকত, ভাক' [আ ভাক্ত] বি শক্তি। 'ভাকত নাইক আর লড়ে আত হইয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

ভাকতবি [আ ভাক্ত] বি ক্ষমতা। বিন্দ্য, ১৮৯১।

ভাকাত [আ ভাক্ত] বি শক্তি। 'গানের ভাকাত বাড়ো।' পাশা, ১৯১১।

ভাগত, ভাগ' [আ ভাক্ত] ১ বি ক্ষমতা। 'গর্দান নেবার ভাগ' রাখে।' মণীষ, ১৯৫৭। ২ বি শক্তি। 'লাঠি পিটে পিটি পাকিয়ে দাও, ঘরে কিরবার ভাগত না থাকে! মনোএল, ১৯৬১।

ভাগাত, ভাগ' [আ ভাক্ত] বি পৌরুষ। 'জোয়ান কি ভাগাত।' মনোএল, ১৭৪৩।

ভাক' দ্র তা'

ভাকলিগ [আ ভাকলীফ] বি খামোলা। 'তাহার লোকসান ও ভাকলিগের উপর ...।' চৌরী, ১৭৮৮। দ্র ভাকলিগ

ভাকাত দ্র ভাকত

ভাকাতকি দ্র ভাকানো

ভাকাদা দ্র ভাগাদা

ভাকাদী দ্র ভাগাদী

ভাকানি [আ ভাক] কি দৃষ্টিপাত করা। বিন্দ্য, ১৮৯১।

ভাকানো [আ ভাক] কি দৃষ্টিপাত করা। মনোএল, ১৭৪৩; 'সহস্রের আঁবি রয়েছে ভাকানো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ভাকাইতে কি ভাকাতো; দেখতে। 'ভাকাইতেই একটু ভয়ে গ্রাণ মুক মুক।' রামধন্য, ১৭৮০। ভাকিয়া কি ভাকিয়ে। 'পর্যায় ভাকিয়া মারে কটাক বিশিখ।' আলগল, ১৬৮০। ভাকিল কি দেখলো। 'ভনিয়া যে ফাতেমা বাহিরে ভাকিল।' গরীব, ১৭৬৫। ভাকো কি ভাকায়। 'কটভাগে চাতকচাতকী উঠে ভাকো।' রামধন্য, ১৭৮০।

ভাকাতাকি বি দেখাদেখি। 'এই মাসের দশজি এক দিন আছে তোমরা পরসূ ভাকাতাকি আইস।' কেরি, ১৮০২।

ভাকালে [আ ভাক] বিণ ভাকিয়ে থাকে এমন। বিন্দ্য, ১৮৯১।

ভাকিয়া [ফা ভাকিয়াহ] বি হেলান দিয়ে বসার গদি। বিন্দ্য, ১৮৯১।

ভাকিত [আ ভাকীদ] বি সড়ক। 'ভাকিত।' বিন্দ্য, ১৮৯১।

ভাকিদ [আ ভাকীদ] ১ ক্রিবিণ সড়ক। 'ভাকিদ খবর গিয়া আনহ সেখার।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি জোরাঙ্গি; গীতাপীড়ি। 'কঠোর ভাকিদ সহকারে ...।' মোহাম্মদী, ১৮২৭। ৩ বি বারবার অনুরোধ। 'চাকরি-বাকরি করিতে কতদিন নইয়া হালিমকে ভাকিদ করিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ভাকিয়া [ফা ভাকিয়াহ] বি ঠেস দেওয়ার ব্যঙ্গবিশেষ। 'বিলাতি ছিল সুতাদি মনো ধরিবার-ভাণ্ড ভাকিয়া কনন।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাকিয়েক [আ ভাকীদ] বি খণ শোধ করা। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাকুত [আ] বি অশ্রদ্ধা। 'মতিলাল অনেকক্ষণ জ্বলে থাকতে পীড়িত হইয়াছিল, ভাকুত করাতো আরাম হইয়াছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ভাকে দ্র তা'

ভাখানুস [আ] বি হুন্ধান। 'ভাখানুস বা হুন্ধানমের জরীয়াতে সাহিত্য সেবাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।' মনোএল, ১৯৪৯।

তাবিত [আ তাকীদ] বি তাসিদ। 'অব্যবহিত তাবিত করিয়া এবং ঘাষ জল খাওয়াইলাম।' *হিউগেন্স*, ১৮৭।

তাগ [স তর্ক] ১ বি তাক; নিশানা। 'বাধ হল রাগহত তাগ নাই তার।' *ওষ*, ১৮৫৮। ২ বি পশাল। 'এমন কি তাগে গেলে চলন সই জুতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন না।' *হুজুত*, ১৮৬১।

তাম্যামিক [তাম+আ ময়দামিক] ক্রিবিণ নিশানামতো। 'তাম্যামিক অর্থন একটি ছুতসই উপমা লাগাও তো সেবি।' *ধর্ম*, ১৯১৮।

তাগড়া [হি তগড়া] বি বটিত। 'এরা তাগড়া, পাটামোটা ও গ্রনপ।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তামড়াই [হি তগড়া] বি বিশাল। 'কাহ্না জন্মেছিলেম তাগড়াই হাট নিয়ে।' *মুক্ততা*, ১৯৫৮।

তাগত, তাগৎ, এ তাকত
তাগদ, তাগাদ এ তাগাদা

তাগাবাণ [স তর্ক] বি কলারৌপন। 'শরীরটার জন্যই তবু এতদিন তাগাবান করে গেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

তাগা [হা তগা] ১ বি সেদাইয়ের সূতা। *মানেএল*, ১৯৪৩। ২ বি সানেশের কামড় ইত্যাদিতে রক্ত চলাচল বন্ধ করার বাঁধন। 'তাগা বাধি কপালে আপনি বিষ ঝড়ে।' *রমায়*, ১৯৫০। ৩ বি বাহুতে পরার এক প্রকার অলংকার। 'হাতে সোনার তাগা।' *হুজুত*, ১৮৬১। ৪ বি সেহে পরার সূতা। 'অনেক মাদুলিতায়া আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রঙনা করিয়া দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তাগাবিজ [তাম+আ তাকীজ] বি সেহে পরার সূতা ও মাদুলি। 'পাঁচ পয়সার মিল্লি মেনে, তাগাবিজ পরে, সে-জগতের তত্ত্ব অতঃপর সবে কারবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

তাগা-বন্দ [তাম+কা বন্দ] বি শক্ত বাঁধন। 'কোনখানে মিল, তাগা-বন্দ।' *মুক্ততা*, ১৯০০।

তাগাবাধা বি ভোরবাধ। 'তাদের তাগাবাধা বাহু উল্লসিত হয়ে ওঠে।' *হাসন*, ১৯৬৭।

তাগাবাজী [তাম+কা বাজি] বি বাহুবন্ধনী। 'রায়ে বেড়ে দিল সবে করে তাগাবাজী।' *গরীব*, ১৯৫৫।

তাগাড় [হু তগার] বি হুল-সুরকি মিশালোর পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাগাত, তাগৎ, এ তাকত

তাগাদ [আ তাগায়া] অর্থ পর্বত। 'সারকোল তাগাদ আমদানির ক্ষম পড়িল।' *রামায়*, ১৮০১।

তাকীদী [আ তাগায়া] অর্থ অবধি; পর্বত। 'কতক মীন তাকীদী সেইখানে থাকিল।' *হাসন*, ১৯৭৩।

তাগাইত [আ তাগায়া] অর্থ পর্বত। *মানেএল*, ১৯৪৩।

তাগাইদ [আ তাগায়া] বি পর্বত। 'সাহেবের বাগান তাগাইদ যাইব।' *কবি*, ১৮০২।

তাগাদি, তাগাদী [আ তাগায়া] অর্থ পর্বত। 'আজী তাগাদী বিক্রি হয়ে নাই।' *মের্য*, ১৯৫৭। তবে জে তাগাদি তোমার উপর বেজার হইব।' *হাসন*, ১৯৭৩।

তাগাদা [আ তাকাদা] ১ বি পাওনা আদার অথবা কাজের জন্যে চাপ দেওয়া। 'গোমরা দিলে তাগাদা বুঝ করিয়ে।' *ওর্গ*, ১৯৮২। ২ বিণ ক্রুত। 'তবায়ী', ১৮২৩। ৩ বি তাড়া। 'এদিকে নিতাই তাগাদা

দিতোহিল।' *মাদিক*, ১৯৩৬।

তাকাদা [আ তাকাদা] বি তাগাদা; পাওনা দেবার দাবি। 'তনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

তাগাদ [আ তাকত] বি বলিষ্ঠতা। 'সৌক্যের মতই তেলপুষ্ঠ তাগাদের চেহারা।' *জীবন*, ১৯৩১।

তাগাদা [আ তাকাদা] বি বার বার চাওয়া। 'ইহাতে সুবাহাজতে তহলিল তাগাদা কিছুই হইয়াছিল না।' *রামায়*, ১৮০১।

তাগাদদারী [আ তাকাদা+কা দারী] বি পাওনা আদারের তাগাদাদানকারী। 'আমীন, তাগাদদারী, কোড়ারহদারসহ ... মনিবের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।' *মহারবর*, ১৮৯০।

তাগাদা করন বি তাড়া দেওয়া; পীড়াদায়িত্ব করা। *ওর্গ*, ১৯৮৫।

তাগাবি [আ তাকাবী] বি দামন। 'আমী জমি তরোদুদী তাগাবি কিছুই দিতেন।' *ওর্গ*, ১৯৮২।

তাগারি [কা তাগারী] বি ভ্রমপত্র; কড়াই। *মানেএল*, ১৯৪৩।

তাগিদ [আ তাকীদ] ১ বিণ জরুরি; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *ওর্গ*, ১৯৮২। ২ বি তাগাদা। 'মামে মামে তাগিদের পোয়াও যে আসিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ বি পরাম। 'আমার দুর্বীনটা পাঁচচকনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তাগিক করন বি ভ্রমাবধান করা। *ওর্গ*, ১৯৮৫।

তাগিদদার [আ তাকীদ+কা দার] বি তাগাদাদানকারী। 'তাগিদদারের এক পয়সা মোট দশ পয়সা কর্তন।' *সোমকাল*, ১৮৮৮।

তাগীরি [আ] বি পরিবর্তন। *মেয়র*, ১৯৮৭।

তাগড়া [স তাকত] ক্রি সাধিয়ে রাখা। 'যখন সে আপন ভাপ তাগড়িতে হাইতেছিল।' *জারিনী*, ১৮০৩।

তাগড়ান [স তাকত] ক্রি সাধিয়ে ওঠিয়ে রাখা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তাগ্জা [স তাক্জা] ১ বি তুচ্ছজ্ঞান। 'তাগ্জা করে।' *মেয়র*, ১৯৮৭। ২ বি আদার। 'সভান সন্ততির প্রতি নিতান্ত তাগ্জা করেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ৩ বি অবজ্ঞা। 'পূর্বের ত্রীতে তাগ্জা করাই 'বামির সন্তরিত্তার লক্ষণ ছিল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তাগ্জিয়া [স] বি অবজ্ঞা। 'মুখে এমন একটু মৃদু তাগ্জিয়ার হাসি দেখেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

তাগ্জীয়াত [স তাগ্জিয়া] বি তাগ্জিয়া। 'চিত্রিতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে পরের প্রতি তাগ্জীয়াত ও যুগা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।' *গায়ী*, ১৮৬০।

তাগ্জির [আ তাগ্জির] বি কার্যকরিতা। 'এমন তাগ্জির হেই পানিগড়ার যে গেটে গেলে এক মাসের জুখা মানুষও লগে লগে চালাই হইয়া উঠে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তাগ [আ তাগ] বি রাজমুহুর্ত। 'শিবেত সুবর্ণ তাগ শোভিত প্রধান।' *বাহরম*, ১৮৫০। 'হরি নিল অন্য জনে শিক্ত শির তাগ।' *আলাওল*, ১৮৬০।

তাগঝানী [তাগঝান] বিণ প্রুপন সংগীতজ্ঞ তাগ বা প্রীতি। 'তাগঝানী খেয়াল কিংবা আদীবকসী খেয়াল গায়রা হতো।' *ধ্বজী*, ১৯০১।

তাগঝর [আ তাগ+কা ঘর] বি তাগঝমর; সৌধ। 'কমায় কহার জোড়া দিতোছিল সোহাগের তাগ-ঘর।' *জঙ্গী*, ১৯৩০।

তাজফেনি [আ তাজ্] বি তাজ্ আকৃতির চিনির বাতাস। 'তাজফেনি, বেশানা, সেও ও জলগোজা খাইয়া উপপা মরিতে আরম্ভ করিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

তাজমহল [আ তাজ্+আ মহল] বি মোগল সফ্রাট শাহজাহান নির্মিত স্মারকী মমতাজমহলের সমাধিসৌধ। 'তাজমহল ডাক্তরশিল্পের মুকুটমণিরূপ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তাজহার [আ তাজ্+স হারা] বিণ মুকুটহীন; সম্মানহারা। 'তাজহার যার নাসা শিরে গরমাগরম গড়ছে ছুটি' নজরুল, ১৯২২।

তাজনি [স তর্জন] বি গর্জন। 'সেহের তাজনি সম শিল যেন ধড়ে।' রূপসায়, ১৭৫০।

তাজা [কা] ১ বিণ সবল। 'শরীর তাজা হইয়া উঠিলে ...' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ টাটকা। 'বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ।' ওগ, ১৮৫৮। ৩ বিণ চাষা; প্রাণবন্ত। 'মনটা বেশ তাজা হইবে ধড়ফড়িয়ে ওঠে' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ নতুন। 'মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোনোকালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তাজা খবর [ফা তাজা+আ খবর] বি দৈনিক পত্রিকা। 'বৌড়া পাঁচ বেতে তাজা খবর।' অমির, ১৯৩৯।

তাজাত্রাণ [ফা তাজা+স ত্রাণ] বি সতেজ গন্ধ। 'বার দরিয়ায় পেরেছি আমরা জীবনের তাজাত্রাণ।' ফররুখ, ১৯৪৩।

তাজা-ব-তাজা [ফা] বি চির নতুন। 'তাজা-ব-তাজা-র গাছিয়া গান ...' নজরুল, ১৯২৮।

তাজি, তাজী [ফা তাজী] বি আরব দেশের ঘোড়া। 'আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলানা কাজী ষইরত সৈয় হাতি বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'ইরাকি তুরকি তাজী।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

তাজিম, তাজীম [আ তাজীম] ১ বি সমাদর। 'আলেম ওজাহর সোকে করবে তাজিম।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি দ্রুততা। 'তাজীম-মাফিক নেওন-সেওন।' জগীম, ১৯৩৩।

তাজিয়া [আ তাজিয়াহ] বি কারবার প্রান্তরের স্মৃতিবহ হাসান হোসেনের কবরের অনুকৃতি। 'অধিকাংশ মুসলমান সৌর্যার, তাজিয়া ও মসজিদে ফযতা দেওয়া আদি পরিত্যাগ করিয়া ... পূণক উপাসনায় প্রবৃত্ত করিল।' এডুকেশন, ১৮৮৫।

তাজিয়ানা [ফা] চারুক 'হেট হইতে হানিকা মারিল তাজিয়ানা।' গরীব, ১৭৬৫।

তাজী দ্র তাজি

তাজে [স তর্জ] কি তিরস্কার করে। 'কিরাইয়া আঁশি সে গরবা ঝকি মধনে আমরে তাজে।' গীতঞ্জী, ১৭৫০।

তাজ্জব [আ তাজ্জব] ১ বিণ বিস্মিত। 'তাজ্জব হইল দেখি রোহকা বরদয়ে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ চমকণার। ডবলী, ১৮২৩।

তাজ্যা [ফা তাজাহ] বিণ তাজা। 'ক্রোধে অবিসার ছোটে সম্মাদার তুরলে চাপিয়া তাজ্যা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

তাজি ১ সর্ব তা। 'আসিআ মিলিল তাজি এতদিন পরে।' বাহরায়, ১৬৫০। ২ সর্ব সে। 'অতি জ্ঞানবন্ত তাজি রূপ অকৃত।' সুলতান, ১৭০০।

তাজীম [বি তামজান] বি পালকি। 'তাজীমবাহকৃগণের উচ্চ চীৎকারেও তোর ঘুম ভাঙে না।' প্রভাত, ১৮৯৭।

তাজ্জব [আ তাজীম>] বি বরবিশেষ। 'তাজ্জব প্রকৃতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র।'

অক্ষয়, ১৮৪১: 'আবেরোগী, আরাবাজে, তাজ্জব, তরদাম, তুনসুক বা নয়নসুক।' মাহেনত, ১৯৪৯।

তাজ্জ [স তর্জ] বি হাতের অঙ্গকোণবিশেষ। 'তাজ্জ ঝাড় হাতে পায় নুপুর সবার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তাজ্জাবালা বি হাতে পুরার অঙ্গকোণবিশেষ। 'তাজ্জাবালা দিবে মান দিবে সে বলদ ধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তাজ্জল বি তাজ্জাবা। 'চরম কমলে মস্ত তাজ্জল সুন্দর যাবক রেখা।' চম্পী, ১৫৫০।

তাজ্জ [স] ১ বি প্রহার। 'লজ্জিল তাজ্জনে দৈহ্য করিল অহির।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি শাসন। 'ধরধরি কীশে গ্রাণ রাজার তাজ্জনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আঘাত। 'আজি রাত্তি সে সভারে না কনউক তাজ্জনে।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বিণ কটকট। 'শীত গ্রীষ্ম ভীষণ তাজ্জনে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তাজ্জল করা কি নাড়ানো। 'তর্জনী তাজ্জল করে বলশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

তাজ্জা [স] ১ বি তীব্রতা। 'পরম ভক্তিরূপে প্রেমের তাজ্জা।' বাহরায়, ১৬৫০। ২ বি প্রহার। 'ব্রীকে দয়ারহিত হইয়া করাঘাতে তাজ্জা করিতেছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি তিরস্কার। 'তাহা কি ব্যাসেকি কি ভোমোমদ কি ভ্রু কি তাজ্জা।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বি অত্যাচার। 'এ সমাজের তাজ্জা, তাহাতে আবার প্রচুর অর্থ ব্যয় ও প্রবাসের কষ্ট।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বি অভিভাষ। 'বক্তৃতার বিষয় ছিল - মাসিক ও বৈদ্যুতিক তাজ্জায় জগৎপাদার্থের সাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৬ বি প্রতিক্রিয়া। 'এরই তাজ্জায় একদিকে তিনি যেমন অত্যাচার শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ...' উমর, ১৯৬৮।

তাজ্জার চিকি বি আঁচড়। 'তাজ্জার চিকি হের বদনে আমার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তাজ্জস বিণ ব্যাধার প্রভাব। 'তাজ্জসে হৃদয়ের মত হয়েছে।' শরৎ, ১৯১২।

তাজ্জা [স তর্জ] বি আক্রমণের উদ্দেশ্যে ধাওয়া। 'ওহা ধর্মক্ষেত্রে তাজ্জা দিয়াছে হরিলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। তাজ্জা কি তাজ্জি। 'বেশে হোতা ধার তাজ্জা ধরে তায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। তেড়ে কি তাজ্জি। 'শূন্য মোর পুর কে দিবে তেড়ে।' রামহসান, ১৭৮০।

তাজ্জা [স তর্জ] ১ বি তাগিদ। 'তাজ্জা দিয়া সব কর্ষ সারে।' ওগ, ১৮৫৮। ২ বি ব্যততা। 'বিহারীবারুর আদালতে যাবার তাজ্জা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তাজ্জা খাওয়া কি ব্যাহত হওয়া। 'বারবার সহস্রবার তাজ্জা খাইলেও আমাদের আশা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তাজ্জা দেওয়া কি তাগিদ দেওয়া। 'তাজ্জা দিলো শেখার জন্য।' নজরুল, ১৯২৫।

তেড়ে আসা কি রেগে আক্রমণ করতে আসা। 'একটা বুনা ছাপল তেড়ে এসে মেরেছে হুঁ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তেড়ে ওঠা কি তর্জন করা। 'আর রক্ত নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তেড়ে তেড়ে যাওয়া কি তাজ্জাতে তাজ্জাতে যাওয়া। 'ও দাঁত বিচিড়ে তেড়ে তেড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

তেড়ে-কুড়ে ক্রিণি প্রকাশ্যে তর্জন করতে করতে। 'মরতে তো হবেই, তেড়ে-কুড়ে মরা কেন।' গিরিশ, ১৮৮৬।

তাজ্জাতাজ্জি, তাজ্জাতাজ্জী [স ত্জা] ১ ক্রিণি দ্রুততার সঙ্গে।

‘শিহেতে স্থগিনিশপ দেই তাড়াভাড়ি শাপ পান্যা কেহো মারে কসঁজির বাড়ি।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যততা। ‘বাবু, মাফ করবেন, তাড়াভাড়িতে আশপাশে আমি ...’ রবীন্দ্র, ১৯০৪।

তাড়ানো [স তড়>] ১ ক্রি খণ্ডয়া করা। ‘তাড়িয়া হরিণ ধরে।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি তাড়িয়ে দেওয়া। ‘গলা পর্যন্ত যথেষ্ট হাইয়াছে, তাড়ান হাইবেক।’ অরিন্দ্রী, ১৮০৩।

তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ো বি ব্যতিহুড়ো। ‘তাড়াহুড়া কিছুই করিতেছেন না।’ মশাররফ, ১৯০৮; ‘বাশ বাবার সময় তাড়াহুড়ো করছিল।’ ওয়ালী, ১৯৪৫।

তাড়া [আ তুররাহ] ১ বি গালা; বাড়িল। ‘বাবুর মধ্যে দুইতাড়া চিঠি ছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি গাঁট। ‘পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে।’ বিতুতি, ১৯২৯। ৩ বি বিভা। ‘শাপলা তুলে পোটা কয়েক তাড়া বেঁধে নেয় জগতন।’ ইয়হাক, ১৯৫৫।

তাড়াবন্দি [আ তুররাহ+কা বন্দি] বিন আঁটি-বদ্ধ। ‘কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫।

তাড়ি [আ তুররাহ] বি বাড়িল; ওছে। ‘প্রতিনিয়ন সকালে পাতের তাড়ি, সোত, কলম সে সাজিয়ে ওজিয়ে পাঠশালে ...।’ রামনায়াগণ, ১৮৫৪।

তাড়ি, তাড়ী [স তল>] ১ বি তালের রস থেকে তৈরি মদ্যবিশেষ। ‘এক জালা তাড়ী রোজকী মোতাতের উটনো বদন্তর।’ হুতাম, ১৮৮১। ২ বি গরল; বিষ। ‘সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভীটাতাররূপ জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে।’ মাল, ১৮৭৪।

তাড়িশানা [তাড়ি+ফা বানাহ] বি মদ খাওয়ার জায়গা। ‘তায়ালের এহে একটু একটু তাড়িশানার গন্ধ থাকে।’ বঙ্গমর্শন, ১৮৭২।

তাড়িশব্দ [তাড়ি+স পত্র] বি ভালপাতার আকারবিশিষ্ট বহুব্রজ। ‘তাড়িশব্দে খাওয়া উভারিল যীরবর তুরস সহিত পড়ে গায় হুস্তিহুস্ত।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

তাড়িপাত [তাড়ি+স পত্র] বি (শেবার উপযোগী) ভালপাতা। ‘আট পয়সা দিয়া তাড়িপাত সন্ধ্যা জোরে করিয়াছি।’ গৌর, ১৮২২।

তাড়িপালসভা [তাড়ি+স পালসভা] বি তাড়ি পানের আড্ডা। ‘তালপাশার বৈঠক হইতে বাগদিসের তাড়িপালসভা পর্বন্ত সর্বত্র সে ... যাতায়াত করিত।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

তাড়িত [স] ১ বিণ বিভাতিত। ‘অবশিষ্ট সকলকে বন, পর্বত ও নদীতে তাড়িত করিয়া দেয়।’ অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ কারো ভয়ে দৌড়াচ্ছে এমন। ‘শিকারের মৃগসম সে আবার তাড়িত।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

তাড়িতা [স] বিণ ব্রী সতেই। ‘কটম্বাষা বিন্যাস্যসে তাড়িতা না হইয়া ...।’ অক্ষয়, ১৮৪৬।

তাড়িয়ে ধরা ক্রি খণ্ডয়া করা। ‘কুকুর-শেয়ালের মতো তাড়িয়ে ধরে মারতে পারে কেউ।’ পাগা, ১৯৭১।

তাড়িত [স তড়ি>] ১ বিণ বিদ্যুৎ দ্বারা প্রেরিত। ‘অজুত তাড়িত বার্তাবহ পূর্বকালীন লোকে ... দেবকীর্তি বলিয়া মনে করিত।’ অক্ষয়, ১৮৫৬। ২ বি তড়িৎ। ‘তাড়িত ও চুম্বকের ধর্ম ও নিয়ম জগতের সব জিনিসেই অবিকৃত হইতে আচ্ছ হইল।’ সবুজ, ১৯১৭। ৩ বিণ বিদ্যুৎ-পূর্ণ। ‘তাড়িত পাখির মতো চিৎকারটা তার বকের মধ্যে ফেটে পড়ল।’ সামসুল, ১৯৬২।

তাড়িত তার [স] বি বিদ্যুৎ-বাহিত তার। ‘বঙ্গুটির নানাহানে সেই তাড়িত তার সম্মিলিত হইয়া রহিয়াছে।’ অক্ষয়, ১৮৫৬।

তাড়িতবার্তা, তাড়িতবার্তা [স] বি তারবার্তা। ‘১৩ই মে

তাড়িতবার্তা এই।’ এডুকেশন, ১৮৯০।

তাড়িত বার্তাবহ, তাড়িত বার্তাবহ [স] বি যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত সংবাদ পৌছায়; টেলিগ্রাফ। ‘অজুত তাড়িত বার্তাবহ পূর্বকালীন লোকে ... দেবকীর্তি বলিয়া মনে করিত।’ অক্ষয়, ১৮৫৬।

তাড়িত বিজ্ঞান [স] বি বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিজ্ঞান। ‘রসায়নের যে বিশ্লেষণ-প্রণালী তাড়িত বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব নাই।’ সবুজ, ১৯১৭।

তাড়ব [স] ১ বি উদ্‌ঘাম নৃত্য। ‘এইমত তাড়ব-নৃত্য করি কতক্ষণ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ‘কালি-মাধে দিয়া পদে তাতব করেন বনমালা।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রলয়ঙ্কর ঘটনা। ‘শোভা পায় যৌবনে তাতব।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি প্রলয়। ‘যখন তাতবের মোর ডাক পড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯২১।

তাড়বনৃত্য [স] ১ বি উদ্‌ঘাম নৃত্য। ‘এইমত তাড়ব-নৃত্য করি কতক্ষণ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আবেগ। ‘দেখাতা ... অবিরুদ্ধ হয়ে তাতব নৃত্য করে গেছে।’ নজরুল, ১৯১৯।

তাড়বলীলা [স] বি ধ্বংসযজ্ঞ। ‘কালের তাড়বলীলা চোখে দেয়।’ সুশীল, ১৯৩৩।

তাত [স] বি পিতা। ‘অধ্যাপক শিরোমণি জগতের তাত।’ বৃন্দা, ১৫৮৫।

তাত-ব্রত [স] বি তাম। ‘জ্যোত মাসের তাতে তারে কৈল পরীক্ষণ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আঁচ। ‘শীতকালে, কেবল আতনের তাত ও রোস্তের উত্তাপ ভাল লাগে।’ মদনমোহন, ১৮৪৯; ‘শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।’ গুপ্ত, ১৮৫৮।

তাত-ব্রত

তাত [স তত] বি তাত। তাতওয়ালা [তাত+বি ওয়ালা] বি তাতী। ‘তাহার ফিডির দুই তাতওয়ালা ...।’ তর্জিত, ১৭৯২।

তাতল [স তত] বিণ উত্তল। ‘তাতল সৈকতে বারিবিদ্যুৎ সম সূত মিত রমনি সমাজে।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তাতা [স তত] ক্রি উত্তল করা। ‘বাহিরে চলন অন্তরে তাতাও।’ বাহরাম, ১৬৫০; ‘আতনে হাত-পিঠ-বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে বাবাদের টেবিলে।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তাতা-ব্রত

তাতা ধইখই, তাতা খেঁখে, তাতা খেঁই খেঁই [স] বি নাচের বোলবিশেষ। ‘তাতা খেঁই খেঁই খেঁই খেঁই খেঁই ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৮০; ‘কি যে তাতাল পয়সাটাকে লাল আতনের মতো হয়ে গেল।’ কায়সার, ১৯৬২। ২ বিণ উত্তল। ‘তাতানো লোহা ফেলে মাথলে তাত আত্রে আত্রে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।’ মানিক, ১৯৩৬। ৩ বি উত্তেজিত করার কাজ। ‘বাল্যার বলে, তাতানো, ওলকানো, ব্যাপানো।’ মুক্ততবা, ১৯৫৮।

তাতিয়ে তোলা ক্রি উত্তল করা। ‘তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তত্ত্বরাপে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯; ‘তাতিয়ে তুলে কিছু কথা বলিয়ে নিতে চান।’ পাগা, ১৯৭১।

ভেতে ভঁটা

ভেতে ভঁটা ক্রি গরম হওয়া। 'ভেতে যখন উঠছে কোঠা, যায় না ঘরে টোকা' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

ভাতার [কা] বি মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষের ভাষা। 'রুম ভাতার বৈটন করিয়া তথায় উভীর্ণ হওয়া সম্ভবিত কি না' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ভাতারী [কা] বি মধ্য এশিয়ার জাতিবিশেষ। 'মিসরী, ডুর্গী, ভাতারী, ডুর্গানী, ইমালী, কাবুলী সবে।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভাতারসি [স তত্ত্ব+স রস] বি আখের রস কাল দিয়ে প্রস্তুত তরল ভেড়। 'ভাতারসির ভক্ত রসে বাতাস সীতার শেষ হয়ে' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ভাতি [স তত্ত্বী] বি ভাতি; বরষার যার পেশা। 'নামে পশাঘর নশি জায়ে তরা ভাতি' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাতিজান, ভাতিজান [স তত্ত্বী+ক আন] বি ভাতি সম্প্রদায়। 'এই আঙ্গল মল্লভূরের ভাতিজানের উপর এখানের জমিদাররা ...' ভাতি, ১৭৯২; 'যুগবিত্তে আসে আঙ্গল ধামারীর ভাতিজান বাকি ছোয়ানা' ভাতি, ১৭৯২।

ভাতিলোক [ভাতি+লি শোণ] বি ভাতিবন্ধ বস্ত্র বোনা যালের পেশা। 'সোনারকার ভাতিলোক সদর কোঠাতে সর্ববরাহ করিবেক' হালহেড, ১৭৭০।

ভাৎকালিক [স] বিপ তদানীন্তন। 'ভাৎকালিক ভিত্তি মাছিত্রি' এডুকেশন, ১৮৪০।

ভাৎকালিক [স] বিপ সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এমন। 'তার প্রভাব ভাৎকালিক' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাত্তিক [স] বিপ তত্ত্বত। 'সাহিত্যের ঐতিহাসিক কিবা ভাত্তিক বিচার হতে পারে' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'তার কোন নিজস্ব ভাত্তিক পরিচয় নেই' উমর, ১৯৬৮।

ভাৎপর্ষ, ভাৎপর্ষ [স] ১ বি সারবস্ত্র। 'কৃষ্ণসুখ-ভাৎপর্ষ এক জায়গি' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি তৎপরতা। 'বলম বড়ই ভাৎপর্ষিতে চারি অংশ সমান করিলে' ভাতিসী, ১৮০০। ৩ বি পুষ্টি অর্থ; ধর্মার্থ। 'যদি আমার উপকার করবে ভাৎপর্ষ থাকে ...' মুদ্রাঙ্কর, ১৮২১। ৪ বি উৎসেহ। 'ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের ভাৎপর্ষ নহে' রামমোহন, ১৮১৫।

ভাৎপর্ষপুর্ষ [স] বিপ গুণ অর্ধসম্পন্ন। 'উপরোক্ত দুইটি মন্তব্য হিসেবভাবে ভাৎপর্ষপুর্ষ' বেঙ্গল, ১৯৫৭।

ভাৎপর্ষবহ [স] বিপ অর্ধপুর্ষ; তরুত্ববহ। 'আমাদের কাছে খুব ভাৎপর্ষবহ বলে মনে হয়েছে' বেঙ্গল, ১৯৭২।

ভাৎপর্ষবিশিষ্ট [স] বিপ ভাৎপর্ষপুর্ষ। 'একই খেলোয়াড়ের পড়ি এটাই এক-ভাৎপর্ষবিশিষ্ট বোলকে অভিভাব্য করে তুলছে' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ভাৎপর্ষমজিত [স] বিপ তরুত্বপুর্ষ। 'একাধিক কারণে ভাৎপর্ষমজিত' আজাদ, ১৯৭১; 'ঐতিহাসিক তরুত্বসম্পন্ন বা ভাৎপর্ষমজিত স্মৃতিস্মরণ' ... সর্ববিধ, ১৯৭২।

ভাৎপর্ষহীন, ভাৎপর্ষহীন [স] বিপ অর্ধহীন। 'আমাদের জীবন যেন ভাৎপর্ষহীন হয়ে রয়েছে' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'তাবা হইলে পরিষদে জয়ের ব্যাপারটাও ভাৎপর্ষহীন হইয়া পড়ে' আজাদ, ১৯৬৪।

ভাৎ [স তত্ত্ব+স রস] ভা। ভাৎতে ক্রিবিদ ভাৎ। 'কামে মর্ত হইয়া মরে ভাৎতে পড়িয়া' মলাধর, ১৫০০। ভাৎই ক্রিবিদ ভাৎ জন্ম। 'পদকালি কুর্ধিরিনি ভাৎই মারিয়া' মলাধর, ১৫০০। ভাৎে ক্রিবিদ ভাৎ। 'ভাৎে উপজিলা বৈদ্যাস ভাৎশান' বড়ু, ১৫৭০।

ভাৎই [ধন্য] বি বাজনার বোলবিশেষ। 'ভাৎই ভাৎই ধনি' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাৎখিক [স তত্ত্বখিক] বিপ তত্ত্বখিক। 'ভাৎখিক মোর হাদে মুকুরের জ্যোতি' অলাপণ, ১৬৮০।

ভাৎখানো [ধন্য] ভাৎখা। ক্রি উদ্ভাস নৃত্য করা। 'আমি ভাৎখা ভাৎখা মথিয়া ফিরি এ স্বর্ণ পাভাল মর্ত' নজরুল, ১৯২২।

ভাৎখি খে [ধন্য] বি ভাৎখ নৃত্যের বোল। 'জলের ধার এঁ হেরো দলে দলে নাচে ভাৎখি খে' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ভাৎখ্য [স] বি একাত্তা। 'ভানের মধ্যে আত্মীয়তা আছে কিন্তু ভাৎখ্য নেই' আইয়ুব, ১৯৭০।

ভানারক [আ ভানারক] বি ভানারবান। 'ঘরে যাইরা খুব ভানারক করিব বাড়িরজন্মায় থাকই' কেরি, ১৮০২।

ভানুক [স] বিপ সে-রকম; তেমন। 'বাবুর বাক্যলিপি তাদুক নাই' দর্পণ, ১৮২১।

ভানুপ [স] বিপ তেমন। 'বিদ্যা দান বিষয়ে ইয়ারা বানুপ বদ্বনান ভানুপ পুর্বে হিন্দু ও মুসলমান রাকারদিলের অবিকারে ছিল না' পৃষ্ঠচন্দ্র, ১৮০৫।

ভানুপ [স] বিপ নৈরকম। 'সে অমৃত অবশ্য মৃত্যুসায়িক হয় ভানুপ অনিষ্ট হইতে ইষ্ট লাভ' রামরায়, ১৮০২।

ভানুপী [স] বিপ ক্রী সেক্ষেপ। 'ভানুপের তদুশী অনুকম্পা ও ভানুপ হইবে না থাকিলে, আমরা কোন কালে মুক্ত্যামসে পতিত হইতাম' বিদ্যা, ১৮৫১।

ভানুপের ত্র ভাৎ

ভাৎখিৎসা [ধন্য] বি মৃদনের বোল। 'ভৎ বাজে ভাৎখিৎসা' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাৎখিা মিলা [ধন্য] বি নাচ বা তবলার বোলবিশেষ। 'মুদ্র বাকয়ে ভাৎখিা মিলা' ভাভত, ১৭৬০।

ভাৎখিন [ধন্য] বি নাচের বোলবিশেষ। ভাৎখিন ভাৎখিন [ধন্য] বি নাচের বোলবিশেষ। 'নেচে নেচে যুগ লেখেছে ভাৎখিন ভাৎখিন' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'ভুক্তি নাচনে নাচলে ভাৎখিন ভাৎখিন' নজরুল, ১৯২২।

ভান [স] ১ বি সুর। 'ভার গীত মুরারী ভান' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সুবিন্যাস; একাধিক ব্যয়ের বিশেষ সমন্বয়। 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে গীত নন্দনহার' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বি সুরের সূক্ষ্ম কাককাহ। 'ধরা দিল অশোচনা নব নব সুরে তানে' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ভানকর্তব্য [স ভান+স কর্তব্য] বি বয়োল গানের বহুধর সমন্বিত সুবিন্যাস-বিশেষ। 'আমাদের গানের বিপুল ভানকর্তব্য এই হার্মনিজিভাবে চালান করিয়া দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গম্ভীর স্বরূপ গায়' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ভানভালময় [স] বিপ সঙ্গীতের সুর-ভাল ইত্যাদিতে বিভোয়। 'তবু কর ধর ভানভালময়' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ভানলয় [স] বি সঙ্গীতের সুর ও লয়। 'কমলঃ সূচীয়া উঠিছে ভানলয় ধীরে ধীরে' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভানলয়বিভক্ত [স] বিপ সীট সুর-ভালসম্পন্ন। 'কখন কখন মধুরকণ্ঠ অন্ধারীগণের ভানলয়বিভক্ত সঙ্গীতও কণ্ঠকূহর শীতল করে' মাইকেল, ১৮৫৯।

ভানে ভানে ক্রিবিদ ভানের সঙ্গে ভান মিলিয়ে। 'ভানে ভানে প্রাণে

প্রাণে গাঁথ নন্দনহার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তানবী [স তদবী] সর্ব মানী নানুপুত্র; তিনি। 'শেষে করিলেন তান সর্ববক্ষক'। বৃন্দা, ১৫৮০। তানা ১ সর্ব তারা। 'মুড়াইল হোর তানা রতুল ফরমানে।' সুলতান, ১৭০০। ২ সর্ব তিনি। 'তানা যেতে সুখ ভোকার বসের উছার।' রবীন্দ্র, ১৬৯৯। তানাও সর্ব তিনিও। 'তানাও রামের রাশে করেন তনব।' বৃন্দা, ১৫৮০। তানার সর্ব তাঁর। 'এইদিকে তনেন, তানার কাছেই পেয়া যাই।' মনসুর, ১৯৫০। তানি সর্ব তিনি। 'তানি এখানে আছে।' মনসুর, ১৯৫০। তানে সর্ব তাঁকে। 'ধরবন্তে চিনে তানে না চিনএ গানী।' জলাওল, ১৬৮০।

তানজান, তানজাম [হি তামজান] বি পাশকি। 'মুবারীকে কলিকাতার নিখিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮০৬; 'চলে আনজাম দোলে তানজাম।' নজরুল, ১৯২৪।

তানজীম [আ] বি সখিলান। 'গত কয়েক বৎসর হইতে তানজীম, তকলীপ, মিশন, সোসাইটি ...।' জামায়াত, ১৯৩৯।

তানত [ফরা] বি আনক বাদ্যবস্তুর বোলবিধে। 'তানত খোনত বিয়া বিতা ভবি খেই বিয়া।' জালাওল, ১৬৮০।

তানপুয়া [আ তনপুয়া] বি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'কত কত কলায়ত, খাতি ও আতাই বীণা, মদন, রবাব ও তানপুয়া লইয়া ...।' গ্যারী, ১৫৮৮।

তানপুত্রো [আ তনপুত্রো] বি বাদ্যযন্ত্রবিধের। 'হুজবানের তানপুত্রোতে সুর বেঁচেছে বসন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

তানান্না [ফরা] বি বাহান। 'বিদ্যা, ১৮৯৯।

তান্তি [স তন্তী] ১ বি তাত। 'তান্তি বিকল্য ডোবী অবর না চলেত।' চর্য ১০, ১২০০। ২ বি তার। 'সুজ লাউ সি লাগেলি তান্তী।' চর্য ১৭, ১২০০।

তান্তিক [স] ১ বি তন্ত্রশাস্ত্রবিদ। 'তান্তিক বেঙ্গল কালিকাতাস্থ কলিকাতার পরগণা সহযোগে সংকোচনা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫; 'বেং, তান্তিক, কে ও, তান্তিক।' মাইকেল, ১৭৭৪। ২ বি তন্ত্রশাস্ত্র সংক্রান্ত। 'এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্তিক অনুষ্ঠান করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

তান্তিকী [স] বি তন্ত্রশাস্ত্রবিদ। 'সেই মত নট হৈল বহু টিকি ... বৈদিকী ... তান্তিকী টিকিবে যজ্ঞ তার।' শতাব্দী, ১৯১৬।

তাপ [স] ১ বি ক্ষোভ। 'আওর হুইল ডোক যত বীরদাপ তাক সৌভবিত্তে মোর মনে বাড়ে তাপ।' বহু, ১৪৫০। ২ বি অনুতাপ। 'পাছেই কাহার চিন্তে না জরিল তাপ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি দুঃখ। 'হুয় ডিক্রা তুয়া গেল মনে শায়ে তাপ।' হুজুর, ১৬০০। ৪ বি ব্যথা। 'যাও পর শলসে বতএ দুঃখ তাপ।' বাহরাম, ১৬০০। ৫ বি উত্তাপ। 'রবি তাপে রেণু বেন হইল তক্তা।' বাহরাম, ১৬০০। ৬ বি জ্বর। 'তাপ জোর বড়ই নরান।' গরী, ১৭৬৫। ৭ বি উত্তাপ। 'পাদপ রৌদ্রের তাপ করিছে বারন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৮ বি ক্ষোভ। 'সব তাপ হবে শান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৯ বি তাপমাত্রা। 'তাপ মাপবার একটি যন্ত্র বেরিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তাপক্ষয় [স] ১ বি জ্বালা নাপ। 'হিহাকে চন্দন দিলে আমার তাপক্ষয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি তাপহ্রাস। 'পরমাযুগ্মদেরই পরম্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয় ... গুণ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তাপমাত্রা [স] বি তাপ গ্রহণকারী। 'মেঘ তাপরোধক এবং তাপমাত্রা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তাপজনক [স] বি তাপ উৎপন্ন করে এমন; অধিক ক্যালরিরদ্রব। 'তাপজনক বায়ু অধিক আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তাপভক্ত [স] বি উক্ত। 'মিকটের তাপভক্ত ঘূর্ণিবারে ক্ষুদ্র কোলাহল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তাপদগ্ধ [স] বি তাপে পুড়ে গেছে এমন। 'এ তাপদগ্ধ প্রাণ বে দিকে দৃষ্টিপাত করে।' বেকোবান, ১৯২১।

তাপদ [স] বি তাপজনক। 'তাপন বলিয়া তপনে ভবিতু, চাঁদের তিরণ দেখি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তাপ-নার্শ [স তাপনানাপ] বি দৃষ্ণ যেটার এমন। 'যোকার চোখে ঘুম আসে সকল তাপ-নারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তাপ-পরিতাপ [স] বি ক্ষোভ-জ্বালা। 'নাহি তাহে দুঃখসুখ পরাতন তাপ-পরিতাপ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তাপস্ফূর্তি [স] বি তাপের অধিক; অতিরিক্ত তাপ। 'এখানে সূর্যের আলো গ্রহের অথচ তার আনুর্ভবিক তাপস্ফূর্তি নেই।' ব্রহ্মা, ১৯২৯।

তাপবাহিতা [স] বি তাপের প্রবাহ। 'যদি সূর্যের তাপবাহিতা জ্বলে ন্যায় হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তাপ-বিমোচন [স] বি দৃষ্ণ দূরকারী। 'তাপ-বিমোচন করণ কোর তব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তাপবিহীন [স] বি অনুতাপ নেই এমন। 'তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে রয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তাপমাপক [স] বি তাপমাপক যন্ত্র। 'পণ্ডিতেরা পদার্থের উষ্ণতা পরিমাপক তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তাপরোধক [স] বি তাপ রোধকারী। 'মেঘ তাপরোধক এবং তাপমাত্রা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তাপশালী [স] বি শ্রবল তাপের অধিকারী। 'হির নক্ষত্রমধ্যে অনেকগুলি তদশেকা তাপশালী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তাপতক্ত [স] বি তাপে অগ্নিরে গেছে এমন। 'ব্রীক্ষমক্ত তাপতক্ত।' নজরুল, ১৯২৫।

তাপনবোষণ [স] বি তাপের সংশ্লিষ্ট। 'জ্বাল নিবার সময় তাপনবোষণে পায়ে নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তাপনবোষণ যন্ত্র [স] বি কক পরম বাষ্পের যন্ত্র। 'তিনি ডায়ার তাপনকার যন্ত্রের পত্যতে কয়েকটি জলপূর্ণ তন্ত্রপাত্র ছড়িয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

তাপসম্ভত [স] বি উত্তাপজনক। 'বর্তমান জলবায়ু, তাপসম্ভত বসন্তোৎসব আমাদের বাসি কি গোমাংস?' মণ্ডারক, ১৮৮৯।

তাপ-হরণ [স] বি দৃষ্ণ হরণকারী। 'ডাকিছে কে তুমি তাপিত জলে তাপ-হরণ দেহ-কোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

তাপহরা [স তাপহরণ] বি দৃষ্ণ হরণ করে এমন। 'আনো তব তাপহরা ভুবাহরা সন্মুখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

তাপহানি [স] বি তাপহ্রাস। 'অবহুবিধে তাপহানির দাব্য গৌরব ঘটীয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তাপহার্য [স] বি দৃষ্ণ হরণকারী। 'দেখা মা তারা তাপহার্য/বহিত বহিত খনে।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

তাপহারী [স] বি দৃষ্ণ হরণকারী। 'কোথা তাপহারী পিপাসার

ভাষের দিন

বারি। রকীশ, ১৮৮৪।

ভাষের দিন বি বিরহের সময়। 'রসের বাসল নাহিল না কেন
ভাষের দিনে।' রকীশ, ১৯৪০।

ভাষের ত্রুটি

ভাষ। [স। ১ বি সাধক। 'হে ভাষন শ্রেষ্ঠ। আমার অজ্ঞাতসারে বারিবিদু
আনকার গায়ে পতিত হইয়াছে।' মল্লারক, ১৮৬৯; 'আমি হই না
ভাষন, হই না, হই না।' রকীশ, ১৯০০। ২ বি দক্ষ। 'মদ-মায়েসে
সমান ভাষন।' মহম্মদ, ১৯৬৬।

ভাষসকুমার। [স। বি সাধক যুবক। 'ভাষসকুমার চাছিল, আমার
মুখপানে করি বদন নত।' রকীশ, ১৮৯৯।

ভাষসকুমারী। [স। বি স্ত্রী সাধক কুমারী। 'ভাষসকুমারী শব্দভঙ্গার
সহিত মুখের প্রণয়ের অনুরাগ।' রকীশ, ১৯০৭।

ভাষসবালক। [স। ১ বি ঋষিযুগ। 'সে পূর্বজন্মে ভাষসবালক ছিল।' রকীশ, ১৮৯৫। ২ বি তপসীবালক। 'যত ভাষসবালক শিশিরসুগন্ধ
নেত তরুণ আলোক।' রকীশ, ১৮৯৯।

ভাষসবিনয়ী। [স। বি দক্ষ তপস্যাভাড়া। 'নির্বাপিত-হোম-অগ্নি
ভাষসবিনয়ী।' রকীশ, ১৮৯০।

ভাষসমূহি। [স। বি সাধকের রূপ। 'তুমি যে এসেছ ভ্রম্যমলিন
ভাষসমূহি ধারিয়া।' রকীশ, ১৯১৪।

ভাষসিনী। [স। বি স্ত্রী ভাষসাকারী। 'কিষ্কিন্দেব একমত জপিতেছে
ভাষসিনী নিশি।' রকীশ, ১৮৯৩।

ভাষশী। [স। বি স্ত্রী সাধক। 'ভাষাবনে ভাষশী জপে প্রভু নাম।' বহরম, ১৬৫০।

ভাষা। [স। ক্রি তত্ত্ব হওয়া। 'সারাদিন তপসনে ক্রিপণেতে ভাষিয়া।' রকীশ, ১৮৮১।

ভাষাশে। [স। বি ভাষমাত্রা। 'কারনেহাইটের ভাষানন অনুরাগে ক্রকের
ভাষাশে ৯৮ আটানকই।' অক্ষর, ১৮৫৪।

ভাষাধার। [স। বি ভাষ ধারণ করে যে; মেঘ। 'আকাশে ভাষাধার কিছু
সেই।' বহরম, ১৮৭৫।

ভাষার্ণ। [স। বি স্ত্রী সন্তান। 'ভাষার্ণ মন হুঁজে বেড়ায় অনাবৃত্তিতে তুম্বার
জল।' রকীশ, ১৯০১।

ভাষি। [স। ভাষী। বি পানিতে মরা মাছ। 'ভাষি আর ইটা মৎস্য না এম
হুজেনে।' আলফা, ১৬৮০।

ভাষিত। [স। ১ বি সন্তান। 'অধিক ভাষিত লোক বড় পাইয়া।' মল্লারক, ১৬০০; 'হুজিতে তারিয়া তোল ভাষিত সন্তান।' মুহম্মদ, ১৬০০। ২ বি স্ত্রী ভূষিত। 'ভূষা-এ ভাষিত গ্রাম।' মল্লিকারাম, ১৭৮১। ৩ বি স্ত্রী প্রেমোন্মত্ত। 'ভাষারায়, আতপে ভাষিত হইয়া, বিদ্যামার্থে, উপবনস্থ
নিতুন্মার্থে ভাষিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৪ বি দক্ষ। 'বহিষাঙ্গা ক্রায় ভাষিত করিতে লাগিল।' বহরম, ১৮৬৬। ৫ বি স্ত্রী
তত্ত্ব। 'কোথা তুমি শিখেছিস এই প্রেমমান বিরহ-ভাষিত।' রকীশ, ১৮৯৩।

ভাষিত-শরণ। [স। বি প্রার্থিত আশ্রয়। 'সেই তব ভাষিত-শরণ
অভয়-চরণ-প্রান্তে।' রকীশ, ১৮৯৩।

ভাষিতা। [স। বি স্ত্রী সন্তান; হুজিত। 'ভাষিতে থাকিয়া তুমি ভাষিতা
কেল।' মদনমোহন, ১৮০৪।

ভাষিনি। [স। ভাষিনী। বি স্ত্রী দুখ পেয়েছে যে। 'সহজই বিরহিনি জপ
মায়া ভাষিনি তেরি মদনসংখার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভাষিনী। [স। ভাষি। ক্রি তত্ত্ব করে। 'পাশাশের গৃহ সব আমলে তাপিনা।' সুলতান, ১৭০০।

ভাষী। বি স্ত্রী বিশেষ। 'ভাষী নদীর পানিতে ...।' ইসলাম, ১৯০৭।

ভাষি বি ধারা। 'ভাষি দেওয়া ফোতোবাহুর কঁপে।' সুলতান, ১৯০৩।

ভাষ। [স। ভাষ। বি উচ্চতা। 'ইমামের মুখেতে লাগে আফতাবের ভাষ।' গরীব, ১৭৬৫।

ভাষজ্ঞাতি। [স। বি সকল জাতি। 'ইস্রায়েল প্রকৃতি ভাষজ্ঞাতি তদশেক্ষ
অধিক দুখে আবৃত থাকিতেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

ভাষড়। বি তা থেকে বড়ো কিছু। 'ইহাতেই বুঝে দেখ পতি কার বড়।
ঘটাইতে পতি আমি ভাষড় ভাষড়।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাষ্য, ভাষদ। [স। ১ বিদ্যে সেই পরিমাণ। 'ভাষ্য ভিসেক ভিভা নাহিক
উহার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিয়ণ ততলিন। 'আতরে ভাষ্য আমি
হুজিতে নাহি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিদ্যে সব; সমুদয়। 'ভাষ্য
হিন্দু মহাশয়েরদিশের রীতি নীতি।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বিদ্যে সম্পূর্ণ। 'মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ ভাষ্যে ভাষ্য মুখস্থ ছিল।' দর্পণ, ১৮২৯। ৫
ক্রিয়ণ ততকণ। 'ভাষ্য কহে গ্রাম থাকিবেক, ভাষ্য চিকিৎসা
করাইবেক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ভাষ্যকর্ম। [স। বি সন্তান কাজ। 'এক ব্রাহ্মণ আনিয়া ৫ টাকার
ভাষ্যকর্ম ফুড়াইয়া দিয়া।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাষ্যকালে। [স। ক্রিয়ণ সকল কৃত্যে। 'ভাষ্যকালেই প্রাতঃস্থান
করিয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাষ্য পরিজনে ক্রিয়ণ সকল আত্মীয়ের মধ্যে। 'বাটার ভাষ্য
পরিজনে প্রাশংসনাতা রসেন।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাষ্যকর। [স। বি সমুদয় দরক। 'ভাষ্যকরের সঙ্গে আকৃতিরও
কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।' দর্পণ, ১৮০৪।

ভাষ্যবিষয়। [স। বি যাবতীয় বিষয়। 'আপনি ভাষ্যবিষয় বুঝাত অবগত
আছেন।' ভবানী, ১৮২৩।

ভাষ্যবৃত্ত। [স। বি সকল বৃত্ত। 'আপন পিতার ভাষ্যবৃত্ত স্মরণ
করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাষ্যব্রোজ। [স। বি সকল মানুষ। 'ভাষ্যব্রোজ আপনার আচার ব্যবহার
ধর্মব্রোজ না করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

ভাষত। [স। ভাষ্য। ১ বিদ্যে সেই পরিমাণ। 'ভাষত বস নাহি ডালিন
ভাষতের।' বড়, ১৪৫০। ২ বিদ্যে সব। 'ভাষত বিচ্ছেদ দুখ পরীরে
সমস্ত।' আলফা, ১৬৮০। ৩ ক্রিয়ণ সে পূর্বক। 'ভাষত ভাষার
দুখ না খাইবু দঢ়।' সুলতান, ১৭০০। ৪ ক্রিয়ণ ভাষত। 'ভাষত
ভাষার টাকা সোদ করি ভাষত বাগ মজুতেরে ত্রুকে আদি ...।' হ্যাপহেত, ১৭৭২।

ভাষা। [স। ভাষা। বি ধারণ। 'কত নুহ হল তাবা।' নজরুল, ১৯২৮।

ভাষিজ। [স। ভাষী। ১ বি পবিত্র স্মৃতিধর্মের আধার; কবচ। 'মালোএম,
১৭৪৩। 'নাহি মানে কোরান ভাষিজ মজুত।' ভারত, ১৭৬০। ২
বি অশংক্যবিশেষ। 'অর্থ, মুক্তির মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি,
পৈতে, ভাষিজ, বাবু, স্বর্ণ, পদ্মনির, পান্না, মুম্বা, ইত্যাদি পয়েম।' ভবানী, ১৮২৮।

ভাষিজপেড়ে। [স। ভাষিজের নকশাবৃত্ত এমন পাড়বিশিষ্ট।
'শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লাগপেড়ে ভাষিজপেড়ে।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাষিজশোভী। [স। ভাষীজ+শোভা। বিদ্যে ভাষিজ পেতে চার এমন।
'ভাষিজশোভী যাত্রীদের পায় প্রাণী।' বড়, ১৯৬৬।

তাবির [আ তাবীর] বি ব্যাখ্যা। 'বাবের তাবির এই যে তুমি বাদশাহ ও পরশবহ হইবে।' মনসুর, ১৯৫০।

তাবুত, তাবু [আ] বি শব্দার; কফিন। 'তাবুতীয়া ও তাবুৎ প্রভৃতির নামকরণে যে-সব অভিনয়ে শিশু।' মোহনগী, ১৯৩৭; 'আন্তর-কাঠের তাবুত কর্তা, কবর দ্রাক্ষামল-স্থরা।' নজরুল, ১৯৪১।

তাবে' [স] সর্ব ভাবে। 'তাবে বেশিগি জে উচিত ন জান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তাবে' [আ তাবি] বিণ অধীন; প্রকিয়াকৃত। 'যেহা, ১৭৮৭; 'মোকর্কমা সকলে মশবলের দেগনি আলাপতের ভাবে থাকিবেক।' এডমন, ১৭৯৩। 'তাবেতে লিগ জিহ্মাকৃত। 'আমার তাবেতে হইয়া আইলে মোর বাড়ি।' গরীব, ১৭৬৫।

তাবেদার [আ তাবি+দা দার] বিণ অনুগত; অনুগামী। এডমন, ১৭৯০।

তাবেদারী [আ তাবি+দা দারী] বি অধীনতা। 'জমাদারী, শেখমতগারী, ও আরও সব রকম তাবেদারী ও ফরমাবরদারী কিয়াদা।' তবানী, ১৮২৮।

তাবেস [আ তাবেশ] বি গৌরব। 'গোলের বরকতে ঘেন সে তাবেস করে।' গরীব, ১৭৬৫।

তামচুড় [স তামচুড়া] বি পানভোজি। 'কাদবোচা মহরিয়া সালিক ডাহক তামচুড়।' মুহুদ, ১৬০০।

তামজান [বি] বি তাজান; পালকি। 'তামজানের উপর আরোহণ করাইয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

তামদুদিক [আ তামাদুন+স ইক] বিণ সাংস্কৃতিক। 'জাতির রাজনৈতিক ও তামদুদিক অস্তিত্ব পর্যন্ত বিদগ্ধ হইয়া পড়িবে।' মোহনগী, ১৯৪৩।

তামবশ [আ তাম+কা বশ] বি হাতা; বড়ো চামচ। 'পক্ষলের রেকাবতে তামবশ করিয়া শোলাও পৌছাইয়া দিগ্ধ-হৃদয়াদুল, ১৯২০।

তামরস [স] ১ বি ঘাস সমার সংকৃত হসবিশেষ। 'তরুতলে মুরলী বাজালে তামরসে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি পশুকুল। 'তামরসে তমোরানি দান করে সেই।' গুণ, ১৮৫৮।

তামরসমুখী [স] বিণ সমুখী। 'তামরসমুখী পরিভ প্রসূন।' নীনবন্ত, ১৮৬৭।

তামল ভাষা [আ তামিল+ন ভাষা] বি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান ভাষা। দর্পণ, ১৮৩৬।

তামস [স] ১ বি অন্ধকার। 'অভিতোহিলাম উঠি কি না উঠি, অন্ধ তামস গেছে কিনা চুটি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি অমসলগ্ন অন্ধকার। 'সকল কমুধ তামস ছয়, ছয় হোক তব জয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

তামসগুষ্ঠন [স] বি অন্ধকারের আচ্ছাদন। 'দীর্ঘ কর্তা তামসগুষ্ঠন।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

তামসী [আ তামাশা] ১ বি তামাশা; কৌতুক। 'নিকটহ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা সেবিতে আইসে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি মজার জিনিস। 'মুই সেবেব কেচরির ভেতর অনেক তামসা সেবেলাম।' মীনবন্ত, ১৮৬০।

তামসিক [স] ১ বি তামোণসম্পন্ন। 'তামসিক বিদ্যা দিতা অন্ধকার করি।' রবীন্দ্র, ১৮৬৮। ২ বিণ নিকট। 'অসুর তাবের কার্য তামসিক।' রোকেয়া, ১৯০৭।

তামসিক বিদ্যা [স] বি তামোণস সম্ভেদ বিদ্যা। 'তামসিক বিদ্যা দিতা অন্ধকার করি।' রবীন্দ্র, ১৮৬৮।

তামসিকতা [স] বি মোহাক্তা। 'প্রকৃত তামসিকতা এক দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

তামসী [স] ১ বিণ অন্ধকারাজন। 'উচ্ছল নিবন হৈল তামসী রজনী।' অগাধন, ১৮৮০। ২ বি অন্ধকারাজন রমি। 'আনন্দে তজিব কৃষ্ণ রাখিয়া তামসী।' রূপরাম, ১৭৫০; 'অমরা বিষয় তামসীর বিদীপিকা দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া।' কৈলাসবানিনী, ১৮৬৩।

তামা [স তাম্র] বি ধাতুবিশেষ। 'সমুদ্রে তামার বন্দনা হাতে ছড়িখান।' বিজয়, ১৮৫০।

তামাটে বিণ তামার মতো বর্ণযুক্ত। 'কত সে দিয়েছে রৌদ্রে তামাটে মাটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

তামাক [স তামাকে] ১ বি মদ্রুত দ্রব্যবিশেষ। 'তামাক গাঁজা তাম চরন বিকি হইতেছে।' রাসদাম, ১৮০১। ২ বি কোলা গুড় দিয়ে মাখানো তামাক গাভার চূর্ণ। 'সেই জানে যে পেচোছে তামাকের তার।' গুণ, ১৮৫৮।

তামাক খাওয়া ক্রি দুঃখান করা। 'কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আত্ম করিলেন।' তবানী, ১৮২৫।

তামাক তামাক বি তামাক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি। 'একবার তামাক টানি' গুণ, ১৮৮২।

তামাক ডাকা ক্রি তামাক সেওয়ার জন্য বলা। 'এক হিদিম তামাক ডাকা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তামাক লাগা ক্রি হুকা, গড়গড়া প্রভৃতি কলকেতে তামাক টিকা দিয়ে আদন ধরানো। 'এক কলকে তামাক সেজে আনিস।' উমেশ, ১৮৫৭।

তামাকু [স তামাকো] বি তামাক। কালমে, ১৭৮৫। 'সেই জুইতে তামাকু ও তুলা ... সুন্দর জলিতেছে।' দর্পণ, ১৮২০।

তামাকুগুয়ালা [স তামাকে+গুয়ালা] বি তামাক বিক্রোতা। 'আশাপিত এক বাড়ি তামাকুগুয়ালা।' ভবানী, ১৮২৮।

তামাদি [আ তামাদি] বিণ দাবি করার নির্দিষ্ট সময় উত্তরে গেছে এমন। 'নকল না লইলে তামাদি হইয়া যাইবে।' এডুকেলন, ১৮৭৩।

তামাদুদিক [আ তামাদুন+স ইক] বিণ কৃটিগত: সাংস্কৃতিক। 'অমৃতভের সন্ধ্যা থাকে তার আশ্রয়, তার তামাদুদিক আবেহায়াতে।' আজাদ, ১৯৪৯।

তামানি [আ তামাম] বি শেষ। 'ম্যানোএল, ১৭৪৩।

তামান্না [আ] বি অভিশাপ। 'দুনিয়ার প্রতি আমার কোন তামান্না ছিল বা মৃত্যুর ভয়ে আমি ভীত।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

তামাম [আ] ১ বিণ সম্পূর্ণ। 'মাগরিব শেষে কর নামাজ তামাম।' জলাগল, ১৮৬০। ২ বিণ সমগ্র (গ্রহ শেষে)। 'তামাম' তানকাল, ১৭৮৪। ৩ বিণ শেষ। 'মৌদবীর মেহেরবানীতে কুটিগুয়ালদের চাকা মারার কলসত তামাম হবে।' হেজাম, ১৮৬১।

তামারি [স তাম্রা] বি তাম্রাশ্রিত; কড়াই। 'ম্যানোএল, ১৭৪৩।

তামাশগির [আ তামাশা] বি গুণ্ড; তামাশা করে যে। 'তামাশগির মর্দাদারী গুমা এবং দেশ বিদেশীর লোক জমাতে হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

তামাশা

তামাশা, তামাসা [আ] ১ বি পরিহাস। 'আলার তামাসা কিছু পোন দিয়া দেল'। গরীব, ১৭৬৬। ২ বি আশপা। 'এই বিবাহে অভিশর সৌঁধব নাচ তামাসা বাস্য রোশানি আতস বাসী প্রকৃতি ইয়াছিল'। দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি কৌতুক। ভরালী, ১৮২৩: 'এই কি তামাসা করিবার'। রোকেয়া, ১৯২৬। ৪ বি মজরা। 'যেয়ে হেসেদের সঙ্গে কি এমনি করে তামাসা করে হয়?' উৎসব, ১৮৫৭: 'আঃ মিছে তামাশা ছেড়ে নেও'। হাফিজের, ১৮৬৩। ৫ বি হেসেখোলা। 'রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেরেছ'। রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৬ বি হাস্যকর অনুষ্ঠান। 'সেদিন টোনহলে একটা মজা তামাশা হইয়া গিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৭ বি মজরা। 'যোরে নিয়ে এ কী হাসি-তামাশা'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৮ বি মজা। 'আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৯ বি রসিকতা। 'আমার মামাকে নিয়ে তামাশা'। রবীন্দ্র, ১৯০০। ১০ বি খেলা। 'এখানে চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা'। জীবন, ১৯৪২।

তামাশা করা [আ তামাশা+করা] কি ঠাট্টা করা। 'সুঝা হাসিয়া তামাশা করিত'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭: 'এ কথা লইয়া ভাবি-সাব যোরে তামাশা করিত শত'। জরীম, ১৯২৭।

তামাশাখানা, তামাসাখানা [আ তামাশা+ফা খানা] বি ছিয়েটার; মশাশা। ওর্গা, ১৭৮৫।

তামাশা পাওয়া কি হেসেখোলা বলে বিবেচনা করা। 'রাজত্ব করা এ কি তামাশা পেরেছ'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তামাশাবোধ [আ তামাশা+স বোধ] বি কৌতুকবোধ। 'সহ্যগতি, সহিষ্ণুতা বা তামাশাবোধ নেই'। জীবন, ১৯৩১: 'ভ্রান্তচিত্তভ্রূহও তামাশাবোধ অঙ্গযোজন'। জীবন, ১৯৩১।

তামাসাওয়ালা [আ তামাশা+বি ওয়ালা] বি ক্রী তামাসা বা মজা দেখার যে। 'বিবাহিতা নারীগণও বাসীকর-জানুমতী ইত্যাদি তামাসাওয়ালা ক্রীশোকদের বিরুদ্ধে পর্শা করিয়া থাকেন'। বৈষ্ণবী, ১৯৩১।

তামাসাগিরি [আ তামাশা+ফা গিরি] বি ইয়ারকি। বিদ্যা, ১৮৯১।

তামাসা ঠাট্টা [আ তামাশা+ঠাট্টা] বি রসিকতা। 'তামাসা ঠাট্টা ইয়ারকি হং মজা ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বলদেলে একাধিপত্য করিতেছে'। বঙ্গবর্নন, ১৮৭২।

তামাসা-স্নাচ [আ তামাশা+স্নাচ] বি রসনৃত্য। 'মুখোশপরা তামাসা-নাদের সবেই ইহার সাদৃশ্য বেশি'। মুক্ততা, ১৯৫৯।

তামিল [আ তামিল] বি পালন; সম্পাদন। 'বে হুজুম করবেন তামিল করবই'। মঙ্গলরঙ্গ, ১৮৭৯।

তামিল [তা] বি দক্ষিণ ভাষার অন্যতম প্রধান ভাষা। 'দক্ষিণের তামিল প্রকৃতি ভাষা, ভাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়'। বর্ধিম, ১৮৯৯।

তামুক [প ভাব্যকো] বি তামাক। 'তামুক ভাতিও পানায় না'। রামনায়ায়ল, ১৮৫৪।

তামুন্দনিক [আ তামুন্দন+স ইক] বিশ সাংস্কৃতিক। 'সামাজিক, তামুন্দনিক ও জাতীয় জীবনের সাথে পরিচিত হবার এতটুকু সুযোগ নেই তাঁদের'। বেগম, ১৯৪৯।

তামুল [স তামূল] বি পানবাগ। 'খদির তামুল রস ওঠে নাহি ছাড়ে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

তামুলি, তামুলী [স তামূলি] বি পান উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে বৃক সম্প্রদায়বিশেষ। 'তামুলিতে সেই তথা পান'। মুকুন্দ, ১৬০০:

'তামুলী, বাকই তুচ্ছ নয়'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

তামুলিনি [স তামূলিক] বি পানবাগসমী তামুলি জাতের নারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

তামোটা [আ তামুন্টচ] বি চর্ণেটাঘাত। 'বেড়িয়া তামোটা মারে মুখের উপর'। গরীব, ১৭৬৬।

তাধা [স তাদ্রা] বি তামা। মনোএল, ১৭৪৩: 'টাকা সিং সরকার লইয়া তাধা ছাড়িয়া দিয়াছেন'। মেরুপ, ১৭৫৭।

তাধাচুড়া [স তাদ্রাচুড়া] বি মোহর। 'তাধাচুড়া রাএ হৈল বিহাগ'। বহু, ১৪৫০।

তাধি [ফ তম্বু] বি তাঁবু। 'তাধি পাডা পবক করিল শুভক্ষণ চৌদিকে পতিতগাটা আইল বহুপা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

তাধু [ফ তম্বু] ১ বি তাঁবু; আবহাওয়া। 'চৌদিকে তাধু সইবানা'। মুকুন্দ, ১৬০০: 'বতনে তাধুর নিচে রাখ দুকাইয়া'। গরীব, ১৭৬৬। ২ বি সোনাছাউনি। 'এইবার তাধানের তাধু সেবা গেল'। নজরুল, ১৯২২। ৩ বি এক প্রকার ঢোলা পোশাকবিশেষ। 'দাদীমা নানীমার তাধুখানার পাশে তেঁপ বোরকার ছায়া ...'। মুক্ততা, ১৯৬০।

তাধুপুহ [ফ তম্বু+স পুহ] বি কাপড় দিয়ে বোরা ঘর; তাঁবু। 'হাতী উপর তাধুপুহে কীপসে চড়াইল'। কুন্দলাস, ১৫৮০।

তামুরা [ফ তম্বুরা] বি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'তামুরা বাজানিয়া'। মনোএল, ১৭৪৩।

তামুরা করা কি বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধা। মনোএল, ১৭৪৩।

তামূল [স তামূল] বি পান। 'একদিনে নৈদেব-তামূল খাইয়া'। কুন্দলাস, ১৫৮০।

তামূল [সি] বি পান। 'কর্পুরবাসিত রাধা বাহ তামূল'। বহু, ১৪৫০: 'একদিনে নৈদেব-তামূল খাইয়া'। কুন্দলাস, ১৫৮০।

তামূলকরত্ববাহিনী [সি] বি পানের বাটা বহনকারী দাসী। 'তামূলকরত্ববাহিনী করিয়া প্রেমন করিলাম'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তামূল বিহার [সি] বি পানের মশলাবিশেষ। 'তামূল বিহার জরদা কিয়াম এইসব আমরা ব্যবহার করি'। জীবন, ১৯৩২।

তামূলরঞ্জিত [সি] বিশ পান বাওয়ার কপে লাগ হয়েছে এমন। 'তামূলরঞ্জিত মুখে সহাস্যে শ্যমীর হাতে ভুলে দিতে গেল'। জীবন, ১৯৩২।

তামূল-রাগ [সি] বি পান খওয়ার কপে টোটে বে লাগ রং হয়। 'তামূল-রাগ রঙেই অধরে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

তামূল-রাডা [সি] তামূল+রাডা বিশ পান খেয়ে লাগ হয়েছে এমন। 'তামূল-রাডা টোটে'। কাগনের ভাষা কোটে'। নজরুল, ১৯৩৩।

তামুলী [স তামূলিক] বি সম্প্রদায়বিশেষ। 'তামুলী ১৮৩৬'। দর্পণ, ১৮১৯।

তাম্র [সি] ১ বি তামা। 'রজত দর্পণ তাম্র পোরোচোল'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ তামাটে। 'তাম্র-শ্রবণে খবির বত'। বর্ধিম, ১৮৮৭।

তাম্র আদি [সি] বি তামা এবং অনুরূপ পদার্থ। 'তাম্র-আদি যাহার পরসে হএ হেম'। বাহয়াম, ১৬০০।

তাম্রকার [সি] বিশ তামাটে দেহবিশিষ্ট। 'তাম্রকার মনুদের কাছে কিনে বেটা সব'। জীবন, ১৯৩০।

তাম্রফণী [সি] বি তামার ফণীবিশেষ। 'কখনো বা বৃহৎ তাম্রফণী প্রহর বাজিবার শব্দ'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

তাত্রুড় [স] ১ বি পানকোড়ি। 'জলে তাত্রুড় দেখে চকোর চকোরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মোরশ। 'অজুনিশি না জনিল তাত্রুড় নাম।' বাহ্যাম, ১৬৫০। ৩ বি মাথার ঝুটি। 'কুতুবে যেমন সুন্দর তাত্রুড়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তাত্রুপর্বা [স] বি দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। 'গাজ সেপে তাত্রুপর্বা আইলা গৌরহরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তাত্রুপত্র [স] বিণ তামার পাত্রে খোলাই করা হয়েছে এমন। 'ইহা পাখান হু বা তাত্রুপত্র শিলিঙ্গি ধারা সপ্রমাণ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

তাত্রুল [স] বি তামা রঙের ফল। 'অত্রবন তাত্রুলময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তাত্রুমুদ্রা [স] বি তামার মুদ্রা। 'বর্ষমুদ্রা দূরে থাকুক, এক তাত্রুমুদ্রাও গ্রহণ করিন না।' মণাররত্ন, ১৮৬৯।

তাত্রুশি [স] বি বঙ্গদেশের প্রাচীন বাগিচাবন্দর; তমসুক। 'মগধ হইতে তাত্রুশি অর্থাৎ তমসুক দুই বঙ্গের কাল হিতি ... করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তাত্রুচি [স] বিণ তামাতে। 'সেই মালা তিনি ভাঁহর তাত্রুচি করে সন্ন্যাসীরা হস্তে সর্ম্পণ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তাত্রুশাসন [স] বি তামার ফলকে খোদিত রাজার আদেশ। 'প্রাচীন তাত্রু শাসন, প্রস্তর ফলকে গ্রহোদিত বংশাবলী বর্ণন।' স্বপ্নদর্শন, ১৮৭২।

তাত্রুশূল [স] বিণ তামাতে রঙের দাড়িবিশিষ্ট। 'তাত্রুশূল খবির মত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তাত্রুত [স] বিণ তামাতে। 'কখনও দ্বৈত তাত্রুত।' বিকৃতি, ১৯৩১।

তাত্রুকুট [স] ত্র্যাকো। ১ বি তামাক। 'নিউটন সাহেব তাত্রুকুট ভিন্দা ভিন্দা কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তাত্রুকুটজ্ঞানে [তাত্রুকুট+স জ্ঞান+] ক্রিবিণ তামাক মনে করে। 'তাত্রুকুটজ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি।' গ্রন্থ, ১৯১৩।

তাত্রুকুটধূম [তাত্রুকুট+স ধূম] বি তামাকের ধোঁয়া। 'তাত্রুসের সহিত তাত্রুকুটধূম সংযোগ করিয়া ব্যাপ্যপরিণাকে প্রবৃত্ত হিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তাত্রুকুটবাসিত [তাত্রুকুট+স বাসিত] বিণ তামাকের গন্ধভরা। 'ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় ত্রিভু তাত্রুকুটবাসিত পরের কথনের উপর কাঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তাত্রুকুটশীর্ষ [তাত্রুকুট+স শীর্ষ] বিণ শীর্ষদেশে তামাক থাকে এমন। 'তাত্রুকুটশীর্ষ ডাবাসুন্দরীর সুচিকণ কৃষ্ণপে একটি মাত্র নিবিড় চূড়ন দিতে পারেননি।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

তায় ব্রতা, জা

তায়কা [আ ভাইফা] ১ বি নর্তকীদল। 'রুএক তায়কা নর্তকীয়া সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্বক ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি বাই নাচ। 'গানের সঙ্গে এক তায়ফা মজলিস।' হুতাম, ১৮৬১।

তায়াজি [স] বিণ পরম্পর আক্রমণ প্রতীক। 'মুখামুখি দুজনে ডাকাডাকি সম্মুখে তায়াজি হইল তায়।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

তায়ি [ফা] ১ বি ধাতুর তৈরি সূত্র বা বস্তু। 'প্রায় সকল ধাতুকে পিটিয়া, তায়ি পাতলা সূত্র তার প্রস্তুত করা বাইতে পারে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি টেলিগ্রাম। 'মুরনগরে এখনই তার করে জানতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তার করা ক্রি টেলিগ্রাম করা। 'মুরনগরে এখনই তার করে জানতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তার কাটা ক্রি বাদ্যযন্ত্রের তার ঠিক নিয়মে না থাকা। 'সুরবীথা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

তারহেঁড়া বিণ তার ছিড়ে গেছে এমন। 'তারহেঁড়া তবুৱা তালকাটা বাজিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তারবার্তা [ফা তার+স বার্তা] বি টেলিগ্রামে প্রেরিত বস্তু। 'প্রেরিত এক তারবার্তায় পূর্ব পাকিস্তান শাখাকে অবিলম্বে ... ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।' বৈশম, ১৯৫৪।

তারযোগে [ফা তার+স যোগে] ক্রিবিণ টেলিগ্রামের সাহায্যে। 'তারযোগে আদেশ পাইলাম।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

তারশিল্প [ফা তার+স শিল্প] বিণ তার নিয়ে জড়ানো; তার প্যাচানো। 'ভাবব সেতুই তারশিল্প নারিকেলের কাঠায় নির্মিত।' দর্পণ, ১৮২৫।

তারহীন [ফা তার+স হীন] বিণ তারের সংযোগবিহীন; বেতার। 'তারহীন বার্তাবহ আমার হাতে।' নজরুল, ১৯২৭।

তারহীন সংবাদ ধরিবার কল বি রেডিও। 'তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম।' জগদীশ, ১৯১৭।

তারের বীণা বি তারমুক্ত বীণা। 'তারের বীণা ভাঙলে, দলর বীণায় গাই রে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

তারি [স] ত্রি। 'চিড়ভীর ঝাল বাগা অমৃতের তার।' ভারত, ১৭৬০।

তারি [স] ত্রি। 'তারি'।

তারিক [স] বিণ আতা; আনকর্তা। 'তারকের গুণনাশে সুচোচনা যুগে যোগে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

তারিক [স তারকা] বি তারকা। 'তারক অরুণ সঙ্গে বড় অপদ্রব।' জলাওল, ১৬৮০।

তারকা [স] বি নক্ষত্র। 'সেখানে অসনাকুল তারকাতুল্য সুন্দর।' মাইকেল, ১৮৬১।

তারকা-কোটা বিণ তারকা কুটে আছে এমন। 'এক তারকা-কোটা ঘন সন্ধ্যা ধরে।' বৃদ্ধ, ১৯৩২।

তারকারাজি [স] বি নক্ষত্রসমষ্টি। 'আকাশে অগণ্য তারকারাজি বিরাজ করছে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

তারকালোক [স] বি তারার জগৎ। 'তারকালোকে জেনেছি ছন্দ।' প্রেমেশ, ১৯৩২।

তারণ [স] বি উকার। 'কীর্তন প্রচারি কৈল জগৎ-তারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তারণায়ুত ধারা [স] বি সহজিয়া বৈষ্ণবদের গুহ্য ক্রিয়াবিশেষ। 'তারণায়ুত ধারা তার নাম কৈল ধার্য।' চন্দ্র, ১৫৫০।

তারতম্য [স] বি পার্থক্য। 'যাহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

তারতম্যানুসারে [স] ক্রিবিণ পার্থক্য অনুসারে। 'অতাবের তারতম্যানুসারে ... রচনার উৎপত্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তারতিরকার [স] বি উচ্চবেগে ভ্রমণ। 'অন্তর্যমের কন্ডরবিকীর্ণ পথে অস্ত্রম কুন্ডরবুদের তারতিরকার শব্দ উপেক্ষা করে ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

তারথিক [স ততথ্যিক] বিণ তার অধিক। 'তারথিক তিচ্ছদ্বার লোহের

কারণ।' মালাধর, ১৫০০।

ভারন।স ভাড়া। বি উদ্ধার। 'একটিতে সুন নর সংসার ভারন।' মালাধর, ১৫০০।

ভারপরা।স তৎপরা। ক্রিণিণ এরপরা। 'চন্দ্রকোণার মন্ত্রেধরে বন্দি তারপরা।' মনিকরায়, ১৭৮১।

ভারশা।ক্রি আশাদ করা। 'রাবার আধর মধু তারপল কাহে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভারশিন।হি টারপেনটাইন। বি তেলবিশেষ। 'জলজ্বানে তারশিন তৈল প্রভৃতি ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ভারসেন।ফা তারকান। বি স্থিতি করার জন্যে ছুতারের অস্ত্র। হ্যাঙ্গলহেড, ১৭৭৮।

ভারমন্ডে প্রভা

ভারমন্ডে।স।ক্রিণিণ উচ্চ ধরে। 'ভারমন্ডে আপন অস্ত্র-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভার।স। ১ বি তারকা; নক্ষত্র। 'পঞ্চ সঙ্গ কামিনী বহত সোহাগিনী চন্দ্র নিকট জ্বলন্তে তারা।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি গ্রহ। ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বি চকু তারকা। ওর্গা, ১৭৮৫; 'অক্ষিপোশকের সমুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, এ অংশকে চকুর তারা বলে।' বিন্দ্য, ১৮৫১। ৪ বি রত্ন। 'সুন্দর বটে তব অলঙ্কারনি তারায় তারায় খচিত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভারাকারা।স।ক্রিণিণ তারার আকৃতিবিশিষ্ট। 'ভারাকারা ফুলমালা; কবরী বন্ধনে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভারাকার্পী।স।ক্রিণিণ তারার ভরা। 'নীল ভারাকার্পী আকাশ ভেসে চলেছে।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

ভারাক্ষা।স।ভারাক্ষিত।ক্রিণিণ তারকা খচিত। 'ভারাক্ষা, ইন্দ্রন তারাক্ষা মহাকাশে।' সুবিন্দ্র, ১৯৩০।

ভারাক্ষিত।স।ক্রিণিণ তারাকাল্পিত। 'ভারাক্ষিত আকাশের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ভারাক্ষা।বি উদ্ভাপাত। 'বহুরে দুবার আকাশে তারাক্ষার মরতম আসে।' মনিকর, ১৯৩৫।

ভারাক্ষণ, ভারাক্ষণ।স।ভারাক্ষণ।বি ভারাক্ষণ।'হুঁমি চন্দ্র ভূমি সূর্য ভূমি ভারাক্ষণ।' মালাধর, ১৫০০; 'পশু গিরি লম্বে অক্ষ দেখে ভারাক্ষণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভারাক্ষা-গাথা।স।ভারাক্ষা-গাথা।ক্রিণিণ তারা গাথে আছে এমন। 'পাতল রাতি ভারাক্ষা-গাথা আসন শূন্যতলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভারাক্ষা।বি নদী বিশেষ। 'ধাইল ভারাক্ষা শুকরা কুতূহলী ভদ্রা চলিল রবে।' বুকুল, ১৬০০।

ভারাক্ষা।স।ভারাক্ষা-গাথা।ক্রিণিণ তারা জ্বলে আছে এমন। 'রায়ে ভারাক্ষা অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ভারাক্ষা।স।ভারাক্ষা-গাথা।ক্রিণিণ তারা-গাথা।'এতক্ষণে বৃষ্টি ভারাক্ষা নিব্বেরে প্রোতপণ্ডে পঞ্চ বৃক্ষে গেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'বিস্তিভ নাম মনে থাকে না, নাম দিয়েছি ভারাক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বিণিণ দূরময়। 'অপ্রিয় ভারাক্ষা জীবনের বর্ষণে ও গানে।' বীরেন্দ্র, ১৯৫১।

ভারাক্ষা-শীপ।স।বি ভারাক্ষণ ব্যক্তি। 'অন্ধকারে মিটিমিটি ভারাক্ষা-শীপ জ্বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ভারাক্ষি।স।বি চাঁদ। 'ভারাক্ষি লইয়া ভারাক্ষি এখনও বহুদানে চলিয়া যান নাই।' মণিরাধর, ১৮৯০।

ভারাক্ষুল।স।ভারাক্ষা-গাথা। ১ বি ভারাক্ষা প্রতিবিবরণ ফুল। 'রাখির জোয়ার এল তার ভেসে-আসা ভারাক্ষুল নিয়ে কাশো জলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি ভারাক্ষণ ফুল। 'যখন রাখি কৃষ্ণ কবরী নেড়ে/ আনে একশা ভারাক্ষুল ধরখণ।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

ভারাক্ষী।স।বি ভারাক্ষণ। 'নাচে ভারাক্ষী যথা নভজ্বলে বর্ণময়ী।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভারাক্ষি।স।ভারাক্ষা-গাথা।বি ভারাক্ষি-বিশেষ। 'আকাশে ভারাক্ষি হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ভারাক্ষণ।স।বি নক্ষত্ররাজি। 'অধরতলে ভারাক্ষণ যত - ইন্দ্রবর-নিকর।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভারাক্ষণ।ক্রিণিণ ভারাক্ষণ। 'আসে ভারাক্ষণ নিশি কুহকিনী আধারের পাখনায়।' জলীম, ১৯৫১।

ভারাক্ষণ।স।বি কৃষ্ণবিশেষ। 'সৌরভ-গরবিনী ভারাক্ষণ লতা সে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ভারাক্ষণ।স।বি নক্ষত্রবস্ত্র। 'পারিষি জগাতের, যথি নিচল দিগন্তর, বুদ্ধদশম ভারাক্ষণ নিরন্তর?' সুবিন্দ্র, ১৯২৬।

ভারাক্ষণ।স। ১ বিণিণ ভারাক্ষণিত। 'ওরে নিশিখিনি, তোর ভারাক্ষণ সিঁধি।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণিণ ভারাক্ষণ। 'ভারাক্ষণ আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ভারাক্ষণী।স।ক্রিণিণ ত্রী ভারাক্ষণী আছে এমন। 'ভারাক্ষণী নিশাদেবী, উষাকে উষাক্ষণের সঙ্গে মিলিত করেন।' মাইকেল, ১৮৭৩; 'হও নিশান ভারাক্ষণী বিসনো প্রকৃতির মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ভারাক্ষণ।স।বি ভারাক্ষণ ফুল। 'ওই যে আকাশে স্টারের আকুল চুল অজলি ভরি ধরিল ভারাক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'এসো হানি/ সেব যৌণায় ভারাক্ষণ।' নজরুল, ১৯৩৫।

ভারাক্ষণ।স।বি অনেক তারা দেখা যায় এমন অবস্থা। 'আকাশে ভারাক্ষণ মেলা।' ওয়ালী, ১৯৩৯।

ভারাক্ষণ।স।ভারাক্ষণ-আলোক। ১ বি ভারাক্ষণ আলো। 'নিবালোক-অবসানে ভারাক্ষণে জ্বলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বি নক্ষত্রালোক। 'কোন দূর ভারাক্ষণে কেমনে রয়েছে জ্বলি।' নজরুল, ১৯৩৫।

ভারাক্ষণ-হায়।স।বি মালাবিশেষ। 'হায়মিলটনের নেকলেস এবার/ ভারাক্ষণ-হায়ের মুখে ছাই।' গিরিশ, ১৮৮৩।

ভারাক্ষণ।স।ক্রিণিণ ভারাক্ষণ। 'ভারাক্ষণ রাখির বীপার।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ভারাক্ষণী।স।ক্রিণিণ তারা নেই এমন। 'আধারের ভারাক্ষণী বিজনের লাগি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভারাক্ষণী।স।বি ত্রী আগরী। 'ক্রিণিণা ক্রিণিণা তারা ইতিন নয়নী।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

ভারাক্ষণী।স।ভারাক্ষণী।ক্রিণিণ উদ্ধার করা। ভারাক্ষণীতে ক্রিণিণ আগরী করতে; উদ্ধার করতে। 'ভারাক্ষণী আগরী আগরী জগৎ ভারাক্ষণীতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ভারাক্ষণীতে ক্রিণিণ করতে। 'মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেখি এই ভারাক্ষণীতে সংসারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ভারাক্ষণীতে ক্রিণিণ করতে। 'দূতের ভারাক্ষণীতে তাক না করিহ ডর।' বড়ু, ১৪৫০। ভারাক্ষণীতে ক্রিণিণ করতে। 'লজ জননী ভারাক্ষণী।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ভারাক্ষণীতে ক্রিণিণ উদ্ধার করতে। 'কৃষ্ণ অবতারি যথো ভারাক্ষণীতে চুবন।'

কৃষ্ণাস, ১৫৮০। তারিখে কি উদ্ভাব করলে। 'কৃষ্ণের সহিত রণ/কৃষ্ণ করি আপনি তারিলে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তারিয়ে তারিয়ে মিলিগ ধীরে ধীরে। 'তার সমস্ত শকটা তিনি মোকলার টেরেমে দাড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে টের পেতে লাগলেন।' শিবরাম, ১৯৭০।

তারি' বি (সংহীত) সুর পর্যায়ে উঠ সন্তক। 'জড়ন বাড়ব প্রণব নাদ উদার তারি লইয়া তর্ক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

তারার চড়ানো কি সুর উপরে তোলা। 'মিহি মেরেলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তা তরু করলেন।' প্রমথ, ১৯১৮।

তালাইন বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'নুলাই, হুজি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি।' বট্টম, ১৮৯২।

তারানো কি বাদ নেওয়া। 'চাটনি কিংবা সপেশের মতো আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়েই বাবে।' শিবরাম, ১৯৫০।

তারাবাঁকা [স তিব্বত>স বক্ত>] বিণ আতাবাঁকা। 'যৌবনের রোমে বক্রমারিত্তে তারাবাঁকা হয়ে।' জীবন, ১৯৩৫।

তারাবি [আ তারাবীহ] বি ইসলামি মতে রমজান মাসব্যাপী এশার নামাজের পর আদারতৃত বিশেষ নামাজ। 'সন্ধ্যার পর তারাবির নামাজে ঝাড়াইলো।' ইমদাদুল, ১৯২০।

তারি দ্রতা

তারিখ [আ তারীখ] বি মাস বা বছরের দিনের হিসাব। 'মানেএল, ১৭৪৩: 'ইব্রেরী ১৭৫৬ তারিখ ২২ মাঘ ২ ফেরিল।' মেরণ, ১৭৫৬।

তারিখকানা [আ তারীখ+স কাণ>] বিণ বরস বুঝতে পারে না এমন। 'কেউ যেমন রত-কানা থাকে আমি তেমনি তারিখ-কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

তারিখটু [আ তারীখ+বি ছুট] বিণ কালপরিক্রমা ঠিক নেই এমন। 'সংকুচ সাহিত্য তারিখটুটি' প্রমথ, ১৯৩০।

তারিশী [স বিণ ক্রী সকেট থেকে ঢালকাঠী। 'ক্রিশক্তি জারিশী কুঁমি তরহনারিশি।' মুকুল, ১৬০০।

তারিশ [আ তারীখ] ১ বি শ্রবণে। ওর্স, ১৭৮২: 'ফিরে এসে সহস্রবকে তারিশ করেন।' মনোজ, ১৯৬১। ২ বি বর্ণনা। 'যে কেহ এই তমোসকুরে তারিশ করিয়া আপনার সাদু কবিত্তে পারিবক।' কালেশ, ১৭৮৭।

তারিখ, তারীক [আ তারীক] বি শ্রবণে। 'খোদার তারিক করে দরুন হায়েল।' গরীব, ১৭৬৩: 'লিঙ্গা তাদের বড়বর বাসের তারীক জোয়ার পর।' মাহেনত, ১৯৪৯।

তারিখ করন বি প্রশংসা করা। ওর্স, ১৭৮৫।

তারিকে পঞ্চমুখ হওয়া কি প্রশংসার মুখর হওয়া। 'অকিসার পর্যন্ত তোমার তারিকে পঞ্চমুখ হয়।' মনসুর, ১৯৫৫।

তারুণ্য [স] বি তরুণের বৈশিষ্ট্য; যৌবন। 'দুর্ভরীরা আদৌ বয়সের তারুণ্য জন্য লীলশিখার ন্যায় মন চঞ্চল হইল।' ভবানী, ১৮২১।

তারুণ্য-প্রোত [স] বি তারুণ্যরূপ প্রোত। 'বিস্কল তারুণ্য-প্রোতে অরম্যত কিসদার দিন।' সুলোত, ১৯৪৮।

তারুন [স তারুণ্য] বি প্রথম বা নবযৌবন। 'বাল্য সৈবর তারুন ভেট।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তারে দ্রতা

তারোয়ালা [স তরবারি] বি তরবারি। 'কসাইতে তারোয়ালা মেয়ানে

হাতে।' মানেএল, ১৭৪৩।

তার্কিক [স] ১ বিণ তর্কপটু। 'তার্কিক শীঘ্রকাল মায়াদাশিণ।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ২ বি দার্শনিক। 'মানেএল, ১৭৪৩।

তার্কিকতা [স] বি বাকপটুতা। 'নিরাক্তিয়ার মেরেলি তার্কিকতা চড়িয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তার্পি [বি] বি তেলবিশেষ; পাইম জাতীর গাছের নির্বাল। 'ইহাদের গাছনিহুত মুদ্রবং রস ইহাতে তার্পি তৈল ও ধূনা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৩৪।

তাপুশিন [বি] বি মিল্প। 'তাপুশিন টাট্টের জাতী চমককার একটা পাটশিন করা হয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

তাল [স তালকা] বি তাল। 'সাদু ঘরে ঘালি কোকা তাল।' ওর্স, ১৮০০।

তাল [স] ১ বি তাল নামের ফল ও তার গাছ। 'তালকল খিগিআ তোলার পরোভার।' বক্ত, ১৪৫০: 'বেদুং তারিফ কৈল তাল তলশ।' মালশের, ১৫০০। ২ বি বড়ো শিশু বা দল। 'তালমান যে মত দুটো রং-এর তাল।' নরকল, ১৯২২।

তালপাছ [স তাল+পাছ] বি তাল কলের গাছ। 'পাঁচ-ছয়টা তালপাছ বোহার ইলিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তালপাছের আড়াই হাত - তালপাছের মাথার নিকের শেষ আড়াই হাত উত্তীক্রম করা কঠিন অর্থাৎ কাজের শেষের দিকটা বেশি শ্রমসংযোগ দাবি করে। সুকল, ১৯০৬।

তালচটা [স তালচটকা] বি বাবুই পাখি। 'তড়তড় তারই ঘটা টুনিটনি তালচটা।' মুকুল, ১৬০০।

তালচটকা [স তালচটকা] বি বাবুই পাখি। ওর্স, ১৭৮৫।

তালচিকা [স তালচটকা] বি বাবুই পাখি। ওর্স, ১৭৮৫।

তালজংঘ, তালজু, তালজুজ [স তালজুজ] ১ বিণ তাল গাছের মতো দীর্ঘ পা-বিশিষ্ট। 'তালজু সেনাপতি সমুখে দেখিয়া।' মালশের, ১৫০০। ২ বিণ খুব বেশি। 'তালজংঘ পরমাণু বোলে বর মাণ।' কৃনা, ১৫৮০। ৩ বি রাক্ষসবিশেষ। 'আর দানা আইল তার নামে তালজু।' মুকুল, ১৬০০।

তালজুজ [স] বি তালপাছের মতো দীর্ঘ জন্মা বার; রাক্ষসবিশেষ। 'অমারোহী দেব ওই তালবৃদ্ধকৃতি তালজুজ।' অফিকেল, ১৮৬১।

তালতত [স] বি তালসে জাঁপ। 'তার গলার তালতত তৈরি কাঁস-পড়ি পড়বে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

তালতরুফল [স] বি তাল গাছের ফল; তাল ফল। 'কথী না দেখিল বঁগন হাখে তালতরুফল পাও।' বক্ত, ১৪৫০।

তাল তাল বিণ রাশি রাশি। 'বনের ভিতর তাল তাল অহকার বান্ধিয়া আছে।' বট্টম, ১৮৮৪।

তালদিবি [স তাল+দিবি] বি যে দিঘির পারে তাল গাছ আছে। 'তালদিবিতে ডালিয়ে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তালপত্র [স] বি তালপত্রের পাতা। 'তালপত্রে প্রোত শিখি ঢালোতে রাশিলা।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

তালপত্রোত্ত [স] বি তালপাছের পাতায় আছে এমন। 'প্রথমতঃ তালপত্রোত্ত কটকটিনিখিত চতুর্বিংশদম্বরে...'। ভবানী, ১৮২৫।

তালপাকানো ১ কি জড়কৃত হওয়া। 'সাদুঘরতোকে যেতাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ কি জটিল অবস্থার সৃষ্টি

করা। 'বড়োশোহের ভাল পাকিয়ে তুলতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩
বিশ পিঙাখো। 'ঠানকে একটা ভালপাকানো মরুচ্ছিন্ন বশা যেতে
পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভালপাখা [স ভাল+পাখা] বি ভালপাতার তৈরি পাখা। 'পাশে
দাঁড়িয়ে ভালপাখা নিয়ে ব্যাভাস করত।' রবীন্দ্র, ১৯৫৮।

ভালপাটালি বি ভালের রসে তৈরি পাটালি গুড়। 'ঢাকলো মেয়ের
বুকশোশে ভালপাটালির খাল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ভালপাতা [স ভালপত্র] বি ভাল গাছের পাতা, লেখার জন্য যা
কাগজের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো। 'পরন্তু ভালপাত কলাপাত ইত্যাদি
লেখা পড়া পূর্বে যন্ত্রকার হইত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

ভালপাতা [স ভালপত্র] বি ভালগাছের পাতা। 'করেকজন
ব্রাহ্মণপতি ভালপাতার পুঁথির দিয়ে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভালপাতার সিপাই বি (ভালপাতার মতো পাতলা) মর্যাদাহীন
যোদ্ধা। 'বাঙালি পলটনের ভালপাতার সিপাই শ্রীল শ্রীযুক্ত নরুল হুদা
বরাবরবু।' নজরুল, ১৯২৭।

ভালপাতার সোপাই - দুর্বল বাড়ি। সুবল, ১৯০৬।

ভাল-পুকুর [স ভাল+স পুকুর] বি যে পুকুরের চারদিকে ভালপাছ
আছে। 'ভাল-পুকুরে জলের 'গরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভাল-গ্রাম্য [স] বিশ খুব বড়ো। 'সোকে ভাল-গ্রাম্য দোষ পাইলে
ভাল-গ্রাম্য করিয়া বর্ণনা করে।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'পুরুষের তিলেক
তুলন্ত্রিচ সে সমাজের চোখে ভালগ্রাম্য উজ্জ্বলতা।' অন্নদা,
১৯২৮।

ভালবড়া [স ভাল+বড়া] বি ভালের গুড় ও আটা দিয়ে তৈরি বড়া।
'ভালবড়া লাগে ভালের পাতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ভালবন [স] বি বৃন্দাবনে অবস্থিত বনবিশেষ। 'মহাবন-কামাবন ভার
ভালবন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাল-বনা [স ভালবন] বি ভালবন। 'ভাল-বনাতে বড়ো তাখই
হাততালি দেয়।' নজরুল, ১৯২৫।

ভালবীথি, ভালবীথী [স] বি ভালপাছের সারি। 'তবু ভালবীথী
পোলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। 'নিশীত নীতের রাতে ভালবীথি দেখেছে
আজ্ঞন।' শঙ্ক, ১৯৭৩।

ভাল বৃক্ষ [স] বি ভাল গাছ। 'ভাল বৃক্ষ সম লোম দেখি ভয়ঙ্কর।'।
সুলতান, ১৭০০।

ভালবৃক্ষের ছায়া বি অছায়ী বিষয়। 'শায়ে তাই তো বলে সব যায়,
ধনন ভালবৃক্ষের ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৯৯৯।

ভালবৃদ্ধ [স] ১ বি ভালপাতা। 'দর্পসোতে তেজ হবে, ভালবৃদ্ধে বায়ু
রবে...'। মনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি ভাল গাছের পাতায় তৈরি
হাতপাখা। 'কখন ভালবৃদ্ধ ব্যজন এবং কখন বা পরহস্ত ধারা গায়
দাহ নিবারণ।' হালিসহর, ১৮৭১।

ভালমিছরি [স ভাল+মিছরি] বি ভালের রস দিয়ে তৈরি মিছরি।
'ভালো ভালমিছরি নিয়ে এসো।' অবন, ১৯৪১।

ভালরস [স] বি ভালের রস। 'ভালরস বৃক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া
...'। রাজ, ১৮৭৭।

ভালশাল, ভালশাল [স ভাল+স শস্য] বি ভালজাতির শীল। 'তিনি
আর শাদা ভালশাল।' জীবন, ১৯০২। 'আমরা কত কিছু খাই -
ভালশাল খাই, পেয়ারা খাই।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯।

ভালুয়া ডোঙা বি ভালগাছের তৈরি ডিঙি। 'লালন কয় ভালুয়া ডোঙা
কেন খড়ি ডুবাই তুমানে।' লালন, ১৮৯০।

ভালের ডোঙা বি ভালগাছের তৈরি ডিঙি। 'পাটনি ঢালায় ভাঙা ঘাটে
ভালের ডোঙার খোয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভালের বিনির্দি বি ভালপাখা। 'ভালের বিনির্দি রাখক বিচি কাহ্ন।'।
বহু, ১৪০০।

ভাল [স] ১ বি বিরতি-বিন্যাস বিশেষ; ছন্দ। 'বিবিধ সৃষ্টিত ভাল সব
অনুবন্দে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি কামেলা। 'লালন বারো ভাল
পসো শেষ অবস্থায়।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি বেশ। 'গাড়ির বাকুনির
ভাল সামলে ...।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

ভাল কাটা' কি (সংগীত) ভাল ভঙ্গ হওয়া। 'নাচের অবহেলা করে
একটাও মুহূর্ত যদি উঠানকে সেওয়া যায় তবে নাচের ভাল কেটে
যায়।' অন্নদা, ১৯২৮।

ভালকাটা' বি সংগীতের ভাল ভঙ্গকারী। 'তারহেঁড়া তমুরা
ভালকাটা বাজিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ভালকানা, ভালকাখা [স ভাল+স কাখ] বি ভালের জ্ঞান নেই
এমন। 'কানার বেটা ভালকানা মহা ঠোটা।' ভবানী, ১৮২৮।
'দানাদার নহে যত খোঁড়া ভাল-কাখা।' ওস্ত, ১৮৫৮।

ভালপোলা পাকানো কি বিবশ্বনা সৃষ্টি করা। 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেশ
ভালপোলা পাকানো।' শরৎ, ১৯১৬।

ভালচ্যুত [স] বিশ ভালহীন। 'খেয়ালাই হতই কার্দানি কলন না কেন,
ভালচ্যুত ... হবার অধিকার তার নেই।' গ্রন্থ, ১৯০৫।

ভালজ্ঞ [স] বিশ ভাল বিষয়ের জ্ঞান আছে এমন। 'সংকর্ষি তুমুর
গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে ভালজ্ঞ।' রামরায়, ১৮০১।

ভাল ঝাড়া কি রাগ দেখানো। 'মহী তো আমার ওপরেই ভাল
ঝাড়বে।' ভায়া, ১৯৪০।

ভাল টুকা কি নিজের বাহুতে চপেটাঘাত করে আকলন করা।
'ভাল টুকিয়া ছুটল রূপাই, ছুটল পাছে হাজার লাঠি।' জসীম,
১৯২৯।

ভাল ঠোকা কি নিজের বাহুতে চপেটাঘাত করে আকলন করা।
'দায়োগা বাহুসফোট অর্থাৎ ভাল টুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায়
উপস্থিত হয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

ভাল-সোরস্ত [স ভাল+স দুরস্ত] বিশ ভাল বিষয়ে দক্ষ। 'গান্ডনার
দূর বড় চমক্যকর হয়েছে সোয়ারাও মিল ও ভাল-সোরস্ত।' হত্যেন,
১৮৬৩।

ভাল-ধুমায়ুধ [স ভাল+ধন্যায়ুধ ধুমায়ুধ] ক্রিবিধ ধমাময় করে।
'কাদলে আরও ভাল-ধুমায়ুধ পড়বে তোমার ... পিঠে মুখে'।
নজরুল, ১৯২৫।

ভালপঙ্কিত [স] বিশ ভালনিপুণ। 'কেলিগাথার ভালপঙ্কিত বাহুদণ্ডিত
দণ্ড।' গোবিন্দ, ১৬০০।

ভালফেরতা [স ভাল+হি ফিরতা] বি একই গানে একাধিক ভালের
ব্যবহার। 'ভিলং-খাখা মিল ভালফেরতা।' নজরুল, ১৯৩২।

ভালবেতাল [স] ১ বি উটাপাখা ছন্দ। 'সেই ভালের বেতাল করিয়া
ভালবেতালের মত নৃত্য করেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি ভাল ও
বেতাল নামে পক্ষের বিক্রমাদিত্যের অনুচর দুই পিণ্ডাচ। 'বেতালের
পুত্রের কাছে ভাল-বেতালের কাহিনী শোনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি
সঙ্গীতের রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন অবস্থা। 'ভাল-

বেতালে অবিহাশ পিটিয়ে চলছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

তাল-বেতাল জ্ঞান [স] বি কাতজ্ঞান। 'তাল-বেতাল জ্ঞান বিলকুল ঠিক আছে।' মূলী, ১৯৬৮।

তালভঙ্গ [স] বি বেতাল অবস্থা। 'তিলেক নাহিক তালভঙ্গ।' রামকৃষ্ণদাস, ১৭৮০।

তালভঙ্গ হওয়া [স] তাল কেটে যাওয়া। 'মাথো মাথো সুবপুরে মনকার কনকপুরে তালভঙ্গ হত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তালভ্রষ্টতা [স] বি তালভ্রুতি। 'সংসীতে তালভ্রষ্টতার সীমা লয়ই নিখার্য করে।' ধূর্তি, ১৯৩১।

তালমান [স] বিণ সঠিক মতামুত্ত। 'সুখর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত।' দর্পণ, ১৮২৯।

তালমানবীন [স] বিণ বেতাল। 'উক প্রদর্শন বা তালমানবীন হিত্র নৃত্য।' হাসান, ১৯৬৭।

তাল রাখা [স] ক্রি অনোর গতির সঙ্গে সমতা রেখে চলা। 'তাহারা তাল রাখিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তালসঞ্ছ [তালসঞ্ছ] ক্রিবিণ তালসহ। 'নৃত্যগতি তালসঞ্ছ পঞ্চম প্রকাসে।' মাল্যধর, ১৫০০।

তালে তালে ক্রিবিণ তালের সঙ্গে সংগতি রেখে। 'তালে তালে বাজনা বাজছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তালতো বিণ বৈবাহিক সম্পর্কের। তালতো বইনি বি ভাইয়ের শালিকা অথবা বোনের নন্দ। 'সে তো আমার সাক্ষ্য তালতো বইনের পোলা।' কায়সার, ১৯৬২।

তালবিলিম [স] তালিব-ইলম। বি শিক্ষার্থী। 'ফাজেল ও টাইটেল ক্লাসের তালবিলিম।' গাঙ্গা, ১৯৭১।

তালব্য [স] বিণ তাল থেকে উদ্ভূত। 'তাহা তালব্য বর্ণপত্র উদ্ভূত।' না করিয়া ...।' রাজ, ১৮৭৪।

তাল্য [স] তালক। বি বন্ধ করার উপায়বিশেষ। 'তাহাতে তাল্য চাবি আটা ধাক্কিত।' বক্রিম, ১৮৭২।

তাল্যাচাবি [স] তালক+প চাবি বি আবদ্ধতা; বন্দিদশা। 'বামী ছাড়া তাহার আর সমস্তই তাল্যাচাবির মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তাল্যাচাবি পড়া [স] ক্রি বন্ধ হওয়া। 'কর কে ঘর উজাড় হয়ে তাতে তাল্যাচাবি পড়ল।' নজরুল, ১৯২৪।

তাল্যাবদ্ধ [তাল্য+স বদ্ধ] বিণ তাল্য দ্বারা আবদ্ধ। 'ব্রজরাখালের ঘর তেমন তাল্যাবদ্ধই পড়ে আছে।' বিমল, ১৯৫৩।

তাল্যাবশি [তাল্য+বশি] বিণ তাল্য দিয়ে আটকানো। 'সেই অবস্থায় সে তাল্যাবশি কটক ছেড়ে বন্দির সম্মুখে এসে পড়ল।' শওকত, ১৯৭২।

তাল্য লাশা বি সাময়িক শ্রবণশক্তি বন্ধ হওয়া। 'বরষাস বহে তার কর্ণে লাগে তাল্য।' মুহুদ, ১৬০০।

তাল্য [স] তাল্য। ১ বিণ তাল্যবিশিষ্ট। 'কেমাপিসের ধাক্কিবার যে তেতাল্য ঘর।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি তাল্য। 'তাঁহার দ্বিতীয় তাল্যায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি তাল্য। 'তাল্যার উপরে আছে তাল্য তার ভিতরে আছে কালা।' লালন, ১৮৯০।

তাল্য ধরা [স] ক্রি উচ্চ কোমোলে কানে কিছু কনতে না পাওয়া। 'কাউরে ঢোলের আওয়াজ বেজায়/ তাল্য ধরে যায়।' গিরিশ, ১৮৮৩।

তাল্যি বি চামড়ার ছাউনি। 'একবারে ভাঙ্গা ঢোল তাল্য নাই দুটোর একটাও।' মাহেনব, ১৯৪৯।

তাল্যাক [আ] ১ বি তাল্য করা। 'তাহাকে তাল্যাক দিব কর্তন না বাধিয়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মুসলিম রীতি অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ। 'জরনবেরে ছাড়াইল সেখানে তাল্যাক।' গরীব, ১৭৫০।

তাল্যাক আহসান [আ] বি তাল্যাক প্রকারভেদবিশেষ। 'তৃতীয় পদ্ধতি হইতেছে তাল্যাক আহসান।' বেগম, ১৯৫৫।

তাল্যাকনামা [আ তাল্যাক+ফা নামা] বি মুসলিম রীতি অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদ পত্র। 'মুখের কথা কেন, তাল্যাকনামা (স্ত্রী পরিভাষ্যের পত্র) এখনই লিখিয়া দিতেছি।' মশাররফ, ১৮৮৫।

তাল্যাক হাসান [আ] বি তাল্যাকের প্রকারভেদবিশেষ। 'ইহাকে বলা হইয়াছে তাল্যাক হাসান।' বেগম, ১৯৫৫।

তাল্যাকি [স] বি পুকুর। 'যা পড়েছে তাল্যাকের মধ্যেই পড়েছে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

তাল্যাকি [ফা তাল্যাকি] বি অনুসন্ধান। তাল্যাকি করা ক্রি অন্বেষণ করা। 'মাইয়া তাল্যাকি করিতে।' মাল্যেগল, ১৭৪৩।

তাল্যাকি [ফা তাল্যাকি] বি বোজ; অন্বেষণ। 'এমতে লেখা আইতেছে কটান নামের তাল্যাক না করিয়া ...।' উত্তি, ১৭৯২।

তাল্যাকি বি অনুসন্ধানের কাজ। দিয়া, ১৮৯১।

তাল্যাকি বিণ অন্বেষণকারী। মাল্যেগল, ১৭৪৩।

তাল্যি [স] তাল্য। বি প্রচণ্ড শব্দে শ্রবণশক্তির সাময়িক রুদ্ধাবস্থা। 'মুদ্র করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তাল্যি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তাল্যি [স] তালিক। বি হাততালি; দুই হাতের আঘাতজনিত শব্দ। 'তালে তালে মিল তাল্যি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তাল্যি [স] তাল্য+। ১ বি হেঁড়া স্থানে লাগানো পটি। 'তালি-দেওয়া পালতলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি জোড়তালি। 'ভাড়া চালের ছানির মত রয়েছে তার হাজার তাল্যি।' জগীশ, ১৯৩১।

তাল্যি [স] তাল্য+। ১ বি হেঁড়া স্থানে লাগানো পটি। 'তালি-দেওয়া পালতলি সেই আরতিম আকাশের গায়ে ক্ষীত হয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তাল্যিয়ারা বিণ জোড়তালি-দেওয়া। 'পরনে তাল্যিয়ারা হেঁড়াবোড়া পোশাক।' প্রমথ, ১৯৩৭।

তাল্যিক, তাল্যিক [আ তাল্যিকাহ] বি ফর্দ। মাল্যেগল, ১৭৪৩; 'আদি মজবুতের তাল্যিকের ফর্দ।' কালগল, ১৭৮৪।

তাল্যিকা [আ তাল্যিকাহ] বি ফর্দ। 'মস্তুরে তাল্যিকা নাম ধরা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

তাল্যিকাতুচ্ছ [আ তাল্যিকাহ+স তুচ্ছ] বিণ নিবন্ধিত। 'লোকসাধারণ কেবল সেলস-রিপোর্টের তাল্যিকাতুচ্ছ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

তাল্যিবন, তাল্যিবন [স তাল্যি+স বন, সমাসে ই কার] বি তাল্যিগাছের বন। 'তাল্যিবনে তাল রাগে লাগ হতে দেখেছি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫; 'মাঠে কোন তাল্যি-বনের রেখা-পারে তাদের নড়ুল করে দেখা-পোনা হবে।' নজরুল, ১৯২২।

তাল্যিম [আ] বি প্রশিক্ষণ। 'ইহারা সকলেই আমার কাছে তাল্যিম লইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

তাল্যিমি, তাল্যিমি [আ তাল্যিম+।] বিণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এমন। 'তাল্যিমি সাক্ষি সমেত হজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে সানি জাহেল করিয়া সর্ফাজ হয়।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'যদ্যপি তাহারা তাল্যিমি সাক্ষি

হইত তবে সেই সোয়ালেই পড়িত।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

ভাঙ্গী [স ভাঙ্গ] বি পড়ি। 'ভাঙ্গী উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলন সমাদ্যার্থে ... জীর্ণ চর্মশাসুকাতে বন্ধলের ভাঙ্গী দিয়া লইতে হইত।' বিন্দ্যা, ১৮৪৯।

ভালু [খা] ১ বি মাথা। 'বড় বড় ইচা মৎস্যের কৈশাইয়া ভালু' বিজয়, ১৬০০। ২ বি মুখগহ্বরের উপরভাগ। 'ঘাঘাতে কেবল জিহবা ও ভালু পরিতুষ্ট হয় ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভালুই [স ভাত] বি ভাই বা বোনের স্বত্ব। 'মোটে ভালুই যে ভুঁই দিতে বলচে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

ভালুক [আ ভাভালুক] ১ বি জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া সম্পত্তি। 'তাহার ভালুকে বসি দামিন্যার চাষ চধি' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি ভূমি। 'পাটক পত্রমিহ্ন কার্য্যক ... গ্রাম আমার নিজ ভালুক লেখা যায়।' হ্যালহেভ, ১৭৭২।

ভালুকদার, ভালুকদারী [আ ভাভালুক+কা দার] বি ভূসম্পত্তির মালিক; ছোটো জমিদারির মালিক। ওর্গা, ১৭৮৫; 'জিলা ময়মুনসিফের মোতালকের এক ভালুকদার।' মর্শন, ১৮২২।

ভালুকদারি, ভালুকদারী [আ ভাভালুক+কা দারী] বি জমিদারি। 'ভালুদারী বা ভালুকদারীর সুখ ...' মর্শন, ১৮৩০; বিন্দ্যা, ১৮৯১।

ভালুকভুক্ত [আ ভাভালুক+স ভুক্ত] বিপ জমিদারির অন্তর্গত। 'এগরের ভুঁইচলো ছিল তাদেরই ভালুকভুক্ত' কায়সার, ১৯৬৫।

ভালুক-মুসুক [আ ভাভালুক+আ মুলক] বি ভূসম্পত্তি। 'আমার ভালুক-মুসুক, জমি-জেরাত, বিষয়-আশয় সর্ব্ব দিতেছি।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ভালুকাত [আ ভাভালুক] বি ভালুকতলি। ক্যালসে, ১৭৮৭।

ভালুকা [স ভালুক] বি ভালু। 'সত্ত তারা না দেখে ওঁট ভালুকা চকরি' সুলতান, ১৭০০।

ভালুয়া বি জাঁতাওয়ালা। মাদেনএল, ১৭৪৩।

ভালেব এলেম [আ ভালিব ইলম] বি ছাত্র; শিক্ষার্থী। 'ভালেব এলেমের কাছে কেতাব কোরান' জমীশ, ১৯৬০।

ভালেবর [কা ভালি+আ বর] ১ বিপ মান্যপাণ্ডা। বিন্দ্যা, ১৮৯১। ২ বিপ সৌভাগ্যবান। 'সে ভাতি ভালেবর' জীবন, ১৯০২।

ভালেই [স ভাত] বি ভাই বা বোনের স্বত্ব। 'আপনে আমার ভালেই হন।' মনসুর, ১৯৫৫।

ভাঙ্গামি [স ভাঙ্গ-আদি] বি তালু ইত্যাদি। 'তঁহার ভাঙ্গাদি বর্ণোচ্চারণ স্থান নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ভাঙ্গাক [আ ভালাক] বি ভালাক; বিবাহবিচ্ছেদ। বিন্দ্যা, ১৮৯১।

ভাঙ্গাস [কা ভালাশ] বি ভাঙ্গাস; অনুসন্ধান। 'অনেক ভাঙ্গাসে এ যাবৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করতঃ ...' মশাররফ, ১৮৬৯।

ভাঙ্গুক [আ ভাভালুক] বিপ ভালুকদারি। 'ভাঙ্গুক বাগানের একটা গাছের ইতিহাসও রস সেই।' মাহেবুব, ১৯৪৯।

ভাশ [কা ভাস] বি ভাস; খেলার জন্য চিত্রিত মোটা কাগজের খণ্ডবিধে। 'মাতাল জুয়াড়ী ... হাতের প্রতিটি ভাশ দিচ্ছে ছুঁড়ে।' শামসুর, ১৯৭২।

ভাশা বি বায়বন্ত্রবিধে। 'ঢোল কাঁসী ভাশা বাঁশী বাজে শত শত।' ফয়জুন্নেস, ১৮৭৬।

ভাস [কা] বি খেলার জন্য ব্যবহৃত মোটা কাগজের ছাপাশো খণ্ডবিধে। ওর্গা, ১৭৮৫; 'ভুই ভাই যদি ভাস খেলা কাকে বলে তা না জানতিস তবে অবিশিষ্ট টের পেতিস।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভাস-ক্রীড়া [কা ভাস+স ক্রীড়া] বি ভাস খেলা। 'হায়ওয়ান আলীর মোসাংহেবদের সহিত ভাস-ক্রীড়া' মশাররফ, ১৮৬৯।

ভাসপাশা [কা ভাস+স পাশকা] বি ভাস ও পাশা খেলা। 'আমড়াভালয় পাড়ার প্রৌড়দের ভাসপাশার আড্ডা' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভাস পোনা ক্রি ভাস খেলা। 'ওরুজনের সমুখ তাকিয়া ট্রোন দিয়া ভাস পিটিতে লজ্জাবোধ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ভাসের উন্মিশ্রি বি ভাসখেলাবিশেষ। 'কোথাও ভাসের উন্মিশ্রির সভা বসেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ভাসের ঘর বি কণ্ঠস্থায়ী ও ভঙ্গুর সংহার। 'রক্ত-মজ্জা-অহি দিয়ে গড়া রক্ত-দেউল ভাসের ঘরের মতো টুটে পড়েছে।' নজরুল, ১৯২৬।

ভাসন [স ভ্রসর] বি তানা সুতার মাজন দেওয়া। 'ভাসন করিয়া কেহো নাম ধরে জোলা' মুহুদ, ১৬০০।

ভাসবির [আ ভাসবীর] বি ছবি; চিত্র। 'ভাসবির সম ভূমি বিস্তিত হে মেঘপালক উম্মী নবী' ফররুখ, ১৯৪৬।

ভাসা বি বায়বন্ত্রবিধে। 'ঢোল ডঙ্ক ভাসা মুরফা ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৯২১।

ভাসাউক, ভাসাওক [আ] বি সুফি মতবাদ। 'এশম-ভাসাউকের এই ভক্ত ব্যবসায়ীগণকে ...' মর্শন, ১৯২০; 'মুসলমানের ভাসাওক ও হিন্দুর যোগসাধনা' হাই, ১৯৫৪।

ভাসাদুক [আ ভাসদুক] বি ভিক্ষা দান। 'ভাসাদুক গিয়া জ্ঞানের।' গরীব, ১৭৬৫।

ভাসু ভা

ভাহতখানী [আ তা'আহদ+কা খানী] বি রোগীর সেবা বা চিকিৎসা করার স্থান; হাসপাতাল। ওর্গা, ১৭৮২।

ভাহজীব [আ বি শিষ্টাচার; সন্তোষ]। 'ভাহজীব ও তমসুনের প্রতিও দরদ দেখাতে পারেননি।' মোহাম্মদী, ১৯৪৩।

ভাহদে [আ ভাহাদ] বিপ প্রভাবশালী। 'হরকরাআন ডিহিয়ারান ভাহদে রাইয়তান ওগরহ।' ওর্গা, ১৭৮২।

ভাহা [স তদা] ১ সর্ব তা। 'দেব নিবন্ধ তাহা না জায় খন্দ।' মালাখর, ১৫০০। ২ সর্ব তাদের। 'তাহা সভার অন্ন নিল চাপর মারিয়া' মালাখর, ১৫০০। ৩ সর্ব তা। 'তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ইয়াছিল।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩। তাহাএ সর্ব তাহা তাকে। 'হালাল ইয়ায়ী কৃষ্ণ মারি তাহাএ।' মালাখর, ১৫০০। তাহী অব্য সেখানে। 'তাহা তাহী বিজুর চমকময় হোতি।' গোবিন্দ, ১৬০০। তাহাক ১ সর্ব তাকে। 'একই প্রার্থের কারু তাহাক জালাল' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব তা। 'পাখান বিদার হয় তাহাক গনিয়া' আলগোল, ১৬০০। তাহাকে সর্ব তাকে। 'সিসু হৈয়া প্রভুরাম তাহাকে জিলিল।' মালাখর, ১৫০০। তাহাকোই সর্ব তাও। 'কিবা আছে রাখিকার মনে তাহাকোই জালাল আপনে।' বড়ু, ১৪৫০। তাহাকো সর্ব তাকে। 'তাহাকো না কর তোমকে ডরে।' বড়ু, ১৪৫০। তাহাত ১ ক্রিবিপ তাতে। 'কেহে তাহাত হরিলা আতখানী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব তার। 'মজলিস কুহুহ তাহাত অখিগতি।' আলগোল, ১৬০০। তাহাতো ১ সর্ব তাহাকে; তাকে।

'ভাঘাটে টালিতে মের বল হৈল বুঝা'। *মালাধর*, ১৫০০। ২ সর্ব ভাঘে। 'ভাঘাটে ক্রিপু তদু জিনিয়া পিন্দু তদু'। *মানিকরাম*, ১৭৮১। ভাঘানিশে সর্ব ভাসেরকে। 'ভবন ধোয়া ভাঘানিশের নিবুদ্ধিতা ভাঘানিশে জায়াইতে ...'। *ভাষ্করী*, ১৮০০। ভাঘানিশের সর্ব ভাসের। 'ভাঘানিশের জাগ্রত খরিরের কাজের বস্তরা ... হই'। *হালহেত*, ১৭৭৩। ভাঘান সর্ব ভাঘ। 'হরিতে ভাঘান জিতি'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। ভাঘানাও সর্ব ভাঘাও। 'ভাঘানাও না জানয়ে গ্রাঙ্-অনুব'। *বুনা*, ১৫৮০। ভাঘানে সর্ব ভাঘাকে; ভাঘে। 'কমারিত ভাঘানে তুখি বিয়া না করিঅ'। *কমীন্দ্র*, ১৬৮৯। ভাঘায় সর্ব ভাঘে। 'ভাঘাত্তপে ষপনে কে না দেখে ভাঘার লো।'। *মদনমোহন*, ১৮০৪। ভাঘার সর্ব ভাঘ। 'ভাঘার হাথে মেরে কলসারের কিশাে'। *কবু*, ১৪৫০। ভাঘারপিশাকে সর্ব ভাসের। 'বেয়াশিল না হয় তবে ভাঘারদিশাকে আনওয়ায় মত কাইত লাজাই করিবা'। *হালহেত*, ১৭৭৩। ভাঘারদিশের সর্ব ভাঘাসের। 'ভাঘারদিশের কাজে হইতে ভগির করিলাম'। *হালহেত*, ১৭৭৩। ভাঘারসের সর্ব ভাসের। 'মহামায় দিয়া গৌরবে ভাঘারদের স্থিতি করিয়া সেন'। *রামরাম*, ১৮০১। ভাঘার্য সর্ব ভাঘা। 'যাহাবা বিভাও করে ভাঘাবা বিভাওর আসে কী করিবে'। *মানোএম*, ১৭৪০। ভাঘার্যর্থ বি তার অর্থ। 'ভাঘার্যর্থ দ্বাভল নাম ভলোয়ার'। *রামরাম*, ১৮০১। ভাঘালজ সর্ব ভাসের। 'ভাঘাসক্তা লোয় করে মদন সন্ধ্যায়'। *মালাধর*, ১৫০০। ভাঘি সর্ব ভাঘে। 'লখনে লুতএ জাই নিয়াহএ তাহি তাহি জোহি ভান'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ভাঘ্ ভব ভাঘে। 'হাসির চাহনি সেবল কমিনী পরায় হারানু ভাঘ্'। *চিষ্টক*, ১৬০০। ভাঘে ১ সর্ব ভাঘে। 'তাহে না মহিলা দামোদের'। *মালাধর*, ১৫০০। ২ সর্ব ভাঘে। 'মালতীর মালা ভাঘে বেড়া সারি সারি'। *কবু*, ১৫৭০। ৩ ভাঘ উপসর্গ। 'একে ফলবতী ধনী তাহে সে অবলা'। *চিষ্টক*, ১৬০০। ৪ ক্রিবিগ সেখানে। 'মুখের রসনা রত্ন ভাঘে বিরাজিত'। *আলাওল*, ১৬০০। ভাঘের সর্ব ভাঘ। 'জা লই অকসে ভাঘের উৎ গ দি'। *চর্চা*, ১২০০। ভাঘে সর্ব ভাঘে। 'তুখি তাহে না কেরিসে কেরিবের কোনে'। *কমীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভাঘত [আ ভাঘদ] বি রাজবহেন্দ্র। 'সদর ভাঘত মিলিতে উকিল না কায কাম করে'। *রামরাম*, ১৮০১।

ভাঘতদার [আ ভাঘদ+দা দার] বি বাজনা দেওয়ার হুঁচকি জমির মালিক। 'ভাঘতদার কিবা প্রজা অথবা আর কোন মালিকজারে ...'। *জানকাল*, ১৭৮৫।

ভাঘদ [আ] বি সের মালনা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাঘে ভাঘ উপসর্গ। 'কান্দনহুট শিরে - সিনমনি তাহে মনিরশে শোতে'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

-তি বিজীয়া বিজক্তি। 'সেবিবারে সেই নূর প্রকৃতি মাগিলা'। *সুলতান*, ১৭০০।

তিঅ [স ক্রিক] বিগ তিন। 'তিঅ থাএ বিলসই উব গা ঠাণা'। *চর্চা*, ১২০০।

তিঅজ [স কৃতীয়] বি কৃতীয়। 'তিঅজ পহর রাজী কোকিল রএ'। *কবু*, ১৪৫০।

তিঅজ্ঞা [স ক্রিপো] বি যোনি। 'তিঅজ্ঞা চান্দী কোইনি সে অধবানী'। *চর্চা*, ১২০০।

তিঅস [স ক্রিপ] বি ক্রিপ বা স্বর্গ। 'জে সচরাত্র তিঅস ভমতি'। *চর্চা*, ১২০০।

তিউট [স ক্রিপুট] বি সংগীতের তাল। 'তিউট বজার ধূপদ

বিধূপদ'। *আলাওল*, ১৬৮০।

তিওড়ি [স মিশিরা] বি কুলা। 'তিন বারিকেল দিয়া সাজায় তিওড়ি'। *কেতক*, ১৬৫০।

তিঅর [স তীরা] বি শিকারব্যবহারী সশস্ত্রদারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিআরি [স তীবরী] বি তিরের নারী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিওর [স তীরা] বি বাক্সালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রাধানাথ তিওর'। *সেবক*, ১৮৪০।

তিউনিনীয় [বি] বিশ তিউনিনিয়ার বসবাস করে এমন। 'তিউনিনীয় মহিলাসের আবেদন'। *বেগম*, ১৯৫২।

তিতানো [স তিম] ক্রি জিজ্ঞানো। 'তিতিল দোদন জলে'। *মালাধর*, ১৫০০।

তিকোনা [স ক্রিপো] বিগ তিন কোণাবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তিক্ত [শ] ১ বি তিতা নামযুক্ত। 'অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত বাসে'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি বিবাস। 'কলনা-ভাগ্যের সমস্ত সঞ্চিত রস দুহুতে তিক্ত হইয়া উঠিল'। *রমীন্দ্র*, ১৮০২। ৩ বিগ চরম। 'আমি অশ্লিষ তিক্ত অতিশাণ'। *নজরুল*, ১৯২২। ৪ বিগ অত্যন্ত কঠোর। 'তিক্ত অতিজ্ঞাতা হ'তে বৃষ্টিশ গর্ভমেদিতও অনিচ্ছায় বুঝতে পারলো'। *মাহেনদ্র*, ১৯৪৯। ৫ বিগ অগ্রীভিকর। 'বিশ্বাসস্বাদের উপর সীতহুত তিক্তবিরক্ত হয়ে তারা ওইখানেই জবজব হয়ে গড়ে থাকে'। *শিবরাম*, ১৯৭০।

তিক্ততা [স] বি তিতা নাম। 'একটা তিক্ততা ছড়িয়ে নেড়েছে, ঝিঝায়ও তার বাপ'। *ওগামী*, ১৯৪৮।

তিক্তবিরক্ত [স] বিগ অগ্রীভিকর অতিজ্ঞাতায়। 'ভাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন'। *দর্পণ*, ১৮২৯।

তিক্ত [স তীক্ত] বিগ অত্যন্ত। 'নানাবিধ অস্ত্র সব তিক্ত বরসান'। *আলাওল*, ১৬৮০।

তিক্তধার [স তীক্ত-ধার] বিগ তীক্তধার। 'ভাষিক তিক্তধার লোহের কারন'। *মালাধর*, ১৫০০।

তিয়া [স তীক্ত] বিগ অত্যন্ত ধারালো। 'তিয়া বানে খও বও করিব এখন'। *হালহেত*, ১৭৭৮।

তিয়রীষ [স তীক্তরূপ] বি তীক্তরূপ। 'তিয়রীষ সঙ্গত্ব বাড়ে একবারে'। *মালাধর*, ১৫০০।

তিথ [স তীক্ত] বিগ কবু। 'ধামাদী সহিত কাহাতি বোলে তিথ বানী'। *কবু*, ১৪৫০।

তিথন [স তীক্ত] বিগ ধারালো। 'কেহ বলে তিথন বড় দিয়া কাট'। *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০।

তিথবানী [স তীক্তবানী] বি কবু কথা। 'ধামাদী সহিত কাহাতি বোলে তিথবানী'। *কবু*, ১৪৫০।

তিথিনী [স তীক্ত] বিগ ধারালো। 'তিথিনী তিথিনী শর'। *চষ্ট*, ১৫৫০।

তিশী [স তীক্ত] বি বাধ্যবশবিশেষ। 'ধনকাল বমক বগরী কীদ তিশী'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তিজলা [গ তিজেলা] বি রান্না করার চাপটো হাড়িবিশেষ। *ওগামী*, ১৭৮৫।

তিজেল [গ তিজেলা] বি রান্নার হাড়িবিশেষ। *ওগামী*, ১৭৮৫। 'আচারের তিজেল ফুলে হাত ঠাট্টয়ে বসে থাকে সাধ্য কার?'। *লক্তি*, ১৯৮৯।

তিড়বিড়

তিড়বিড় [ধন্যা] বি চম্ভল ভাব। 'জল শেষে তিড়বিড় করে উঠল।' জীবন, ১৯৪৮।

তিড়িঅ [স দ্রোট>] ক্রি ভাড়া। 'পাশ পূণ্য বেগি তিড়িঅ সিকল মোড়িঅ অমরাণা' চর্য ১৬, ১২০০।

তিড়িং [ধন্যা] বি লাফানোর ভাব। 'তিড়িং করে এক লাফে অনেকটা দূরে এসে পড়ল' মণীশ, ১৯৫৭।

তিড়িং তিড়িং [ধন্যা] ১ বি লাফালাফি। 'কেউ বেয়র চেন-ছাড়া পাবির মত তিড়িং তিড়িং করে।' মূলতবা, ১৯৫৮। ২ বি ক্ষিপ্রভাবে ছোটোছুটি করে এমন। 'ছুটে এগো সে পোড়ায় লাফ মেরে বেল তিড়িংতিড়িং হরিণী।' শওকত, ১৯৭২।

তিড়িং বিড়িং [ধন্যা] বি বার বার তিড়িং করে লাফানোর ভাব। 'চাঁং নড়ে জোর ... তিড়িং বিড়িং।' নজরুল, ১৯২৬।

তিশ [পা] বি তৃপ। 'তিশ চুপই হরিণা শিবই ন পানী' চর্য ৬, ১২০০।

তিশি [পা তীব্র] বিশ তিন। 'তিশি কুজগ মই বাহিঅ হেলো' চর্য ১৮, ১২০০।

তিশিশ বি জারুল ফুল ও তার গাছ। 'নাগের কেশর আর তিগিশ শিরিষ।' বড়ু, ১৪৫০।

তিত [স তিক্ত] বিশ তিতা বাদযুক্ত। 'নিমে শিমে বাগ্যানে রাকিআ দিবে তিত।' মুহম্মদ, ১৬০০।

তিতসুটি [স তিক্ত-প্রোটি>] বি ছোটো আকারের একপ্রকার পুঁটি মাছ। 'পাও গ্রামে থাকতে এইসব মানুষের মুখে তিতপুটিঙা ছুটতো না।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

তিতবিরক্ত [স তাক্+স বিরক্ত] বিণ অভ্যস্ত অতিষ্ঠ। 'জান যেতে তিতবিরক্ত হয়ে পেল।' নজরুল, ১৯৩০।

তিতা, **তিতো** [স তিক্ত] ১ বিণ তিক্ত বাদযুক্ত। 'চুন বিহনে থেকে তামূল তিতা।' বড়ু, ১৪৫০; 'মানুষের মাসেওলা মুখে লাগে তিতো।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ তাক্। 'তিতা কেল দেহ মৌর নন্দী কচনে।' চর্য, ১৫৫০। ৩ বিণ বিখাদময়; বিখাদ। 'জীবনটা হঠাৎ তিতো হইয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে।' মানিক, ১৯৩৬।

তিতা, **তিতানো** [স তিম্>] ক্রি 'কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়ানের জলে।' মালাথর, ১৫০০। **তিতি** ক্রি তিজে। 'সব স্থান তিতি হৈল বরিষার মত।' বৃন্দা, ১৫৮০। **তিতিতে** ক্রি তিজেতে। 'তিতিতে' **মানোনা**, ৭৪৩। **তিতিষ** ক্রি তিজেবা। 'সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব।' চর্য, ১৫৫০। **তিতিয়া** ক্রি তিজে। 'তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে।' মাইকেল, ১৮৬৩। **তিতিল** ক্রি সিক্ত হলো। 'তিতায় তিতিল দেহ যীঠ গেল কেন।' ঝিকরী, ১৬০০। **তিতিলা** ক্রি সিক্ত হলো। 'রক্তস্রোতে তিতিলা ধরনী।' মাইকেল, ১৮৬৩। **তিতে** ক্রি তিজে। 'কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়ানের জলে।' মালাথর, ১৫০০। **তিতে** ক্রি তিজে। 'চারি মুকুট লোটোএ পাএ তিতে আখির জল।' মালাথর, ১৫০০।

তিতাস বি বাংলাদেশের একটি নদী। 'শরবী তিতাস কী গভীর জলধারা ছড়ালো।' মাইমুদ, ১৯৬৩।

তিতিক্কা [স] বি সহনশীলতা। 'সন্তোষ তিতিক্কা ক্ষেমা দয়া দান।' মালাথর, ১৫০০।

তিতিক্কাযুক্ত [স] বিণ সহনশীল। 'সর্বদা ... গৃহস্থ্য, তিতিক্কাযুক্ত, লোকসংসর্গবর্জিত ও নিরুদ্ভব থাকিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তিতিক্কা [স] বিণ ক্ষমালী। 'তিতিক্কা পাঠক' মূলতবা, ১৯৪৯।

তি-তি-তি [ধন্যা] বি হাঁস-মুরগি ডাকার কাজে ব্যবহৃত ধ্বনি। 'আয় আয় কুক কুক তি-তি-তি।' কায়সার, ১৯৬২।

তিতিবিরক্ত [স তাক্+বিরক্ত] বিণ অভ্যস্ত বিরক্ত। 'বাপার দেখে অনে এই নিরীহের দল তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল।' প্রমথ, ১৯১৮।

তিতির [স তিতির] বি পাখি বিশেষ। 'জটাই সম্পাতী লিখে সুপর্ণ তিতির' মুকন্দ, ১৬০০।

তিথির [স তিথির] বি পাখি বিশেষ; তিথির। 'চাতক তিথির ফিঙ্গা টেবতানা মাছাঙ্গা।' মুকন্দ, ১৬০০।

তিথীর্ষ [স] বিণ অতিক্রম করতে চায় এমন। 'তবু তাকে সমুদ্রের তিথীর্ষ আলোর মতো মনে করে নিয়ে ...' জীবন, ১৯৪৮।

তিথিরাজ বি গাছবিশেষ। 'তিথিরাজ গাছ থেকে শিশির নীরবে ঝরে যায়।' জীবন, ১৯৩০।

তিথপল্লা বি গাছবিশেষ। 'তিথপল্লার হলদে ফুল।' বিভূতি, ১৯৫০।

তিথি [স] ১ বি সময়। 'দৈবে সেই পূণ্য তিথি আসিয়া মিলিলা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চান্দ্রমাস অনুযায়ী একদিন। 'তাহার পরে ত্রয়োদশী তিথি হবে।' বিজয়, ১৬৫০।

তিথিডোর [স তিথি+প্রা সোরা] বি শয়বন্ধন। 'আমি কেন তিথিডোরে বাঁধা রে ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তিথিতত্ত্ব [স] বি তিথি সম্পর্কিত জ্ঞান। 'সভাপতি কর্তৃক উক্ত হইল তিথিতত্ত্বের মধ্যে তিথিতত্ত্বের পরীক্ষা লওয়া কর্তব্য।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫।

তিথির ত্র তিতির

তিন [পা তীব্র] ১ বিণ ও সংখ্যক। 'এহার দান তিন লক্ষ হএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি তিনজন। 'এই তিন সত্রে প্রভু আইলা নিজ বাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তিনকাল [তিন+স কাল] বি শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। 'তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

তিনকাল-উত্তীর্ণ [তিন+স কাল-উত্তীর্ণ] বিণ শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে এমন। 'তিনকাল-উত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তিন কাল গেছে এক কালে ঠেকেছে – বাল্য, যৌবন, পৌঢ় অবস্থা পেরিয়ে বৃদ্ধাবস্থায় পৌছেছে। সুবল, ১৯০৬।

তিনকোণা [তিন+স কোণ] বিণ তিন কোণাবিশিষ্ট। 'শিল্পে কালো রঙের তিনকোণা শাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

তিন তহরের ভালাক বি তিন বারে বলা ভালাক। 'তিন তহরের ভালাক প্রথার পুনঃপুনঃ বলাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য।' বেগম, ১৯৫৫।

তিন তের বি হলচাতুরী। 'যরের মধ্যে তোরা তিন তের আর কোন দরজা করবে।' লালন, ১৮৯০।

তিনদিনব্যাপী [তিন+স দিনব্যাপী] ক্রিণ তিন দিন ধরে। 'তিনদিন ব্যাপী প্রাদেশিক সাঁতার প্রতিযোগিতার।' বেগম, ১৯৬৩।

তিন নকলে আসল ঝাড়া – কোনো জিনিস বারবার নকল করলে তার আসল রূপ বিকৃত হয়ে যায়। সুবল, ১৯০৬।

তিন নয়নী [তিন+স নয়নী] বি তিনয়নী; হিন্দু দেবী দুর্গা। 'ত্রিগুণা ত্রিগুণা তারা ইতিন নয়নী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

তিন শাক বি তিননরি। 'কোমরেতে তিন শাক মুলি।' রবীন্দ্র,

১৯৪১।

তিনশায়ে দৌড় বি কীড়াবিশেষ। 'তিনশায়ে দৌড়, শটপুট, ৮০ মিটার শো হার্লস এবং ব্রডজাম্প'। বৈশম, ১৯৬২।

তিনশেয়ে বিপ তিন পা বিশিষ্ট। 'জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিনশেয়ে এক কুকুর'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

তিনশোয়া, তিন-শো বি চার ভাগের তিন ভাগ। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

তিন গ্রহর [তিন+স গ্রহর] ১ বি অপরাহ্ন। 'তিন গ্রহরের সময় বাসায় প্রভাগমন করি'। দীনবন্ধু, ১৮৩০। ২ বি ভোররাত। 'তখন রামি তিন-গ্রহর'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

তিন বার বিপ তিন গ্রহ। ওর্স, ১৭৮৫।

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার - বৃদ্ধ মানুষ এমনভাবে বসে যাতে তার হাঁটু ও মাথা সমান উঁচু হয়, তাই তিন মাথা, এই অর্থে বৃদ্ধ বা অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শমতো কাজ করা উচিত। সুকল, ১৯০৬।

তিনমুখো বিপ তিন দিক থেকে পরিচালিত। 'মধ্যভারতের ভিতর দিয়ে তিনমুখো অভিযান চালাবে'। মহাশেখর, ১৯৫৬।

তিন রস [তিন+স রস] বি ত্রিরস: কারুণ্য, তাক্ষ্য, লাবণ্য। 'তিন রস সাড়ে তিনরতি, বিভাগে করে স্থিতি'। লালন, ১৮৯০।

তিন লোক [তিন+স লোক] বি স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল। 'আইহন বীর তিন লোকে ভালে জ্ঞানী'। বড়ু, ১৪৫০।

তিনসও [তিন+স শত+] বি তিনশো। 'তহবিল হইতে তিনসও তত্ত্বা লইয়া...'। ওর্স, ১৭৭৯।

তিনসত [তিন+স শত+] বিপ তিনশো। 'মাসের চিঠী সুকলে তিনসত পত্রিক্রিস চিঠী ইহার বিবং এক চিঠী'। কাল্যেণ, ১৭৮৪।

তিন-সত্যা [তিন+স সত্যা] বি নিচয়তাব্যবহৃত পত্রের তিনটির সত্য উচ্চারণ। 'তাহা হইলে তিন-সত্যা করো'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

তিন সত্যি [তিন+স সত্যা] বি বাঁচি সত্য বোঝানোর জন্যে তিনবার সত্য উচ্চারণ। 'তিন সত্যি করলাম'। মানিক, ১৯৩৬।

তিনসনি [তিন+স সন+] বিপ তিন সালের। 'গৌরব চিনিঞা সেই তিনসনি কর'। মুকুন্দ, ১৬০০।

তিন সন্ধ্যা [তিন+স সন্ধ্যা] বি সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময়। 'জোড়া ঢাল নক্স কঁসি তিন সন্ধ্যা বাঞ্ছে'। রূপরায়, ১৭৫০।

তিনহাতি বিপ তিনহাত পরিমাণ। 'নেটে ছাড়িয়া তিনহাতি ছোটো ময়লা কাপড়খানি'। মানিক, ১৯৩৬।

তিনে বিপ তৃতীয়। ম্যানেএস, ১৭৪৩।

তিনকা [তিন+] বি কাগজ দিয়ে তৈরি অক্ষরের সারি-নির্দেশক। 'ছেসেরা কেতাব পড়ে তিনকা দিয়ে অক্ষরের কাতার ঠিক রাখার জন্যে'। শওকত, ১৯৬২।

তিনা [পা তীমি] বিপ তিন। 'পিতা দুইএ এ তিনা সাঁচো'। চর্চা ৩৩, ১২০০।

তিনি [পা তীমি] বিপ তিন। 'তিনি দিন ধরি মোর দুখ নাহি যায়'। মূলভাট, ১৭০০।

তিনাতা বি শিশুদের খেলাবিশেষ। 'তেপাতা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা দুটি সামরু সবই তিনাতা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

তিনি [প্রা তিল্লি] সর্ব মামী নামপুরুষের একবচন রূপ। 'সকল করতা

তিনি যেই মনে জাএ'। বাহরায়, ১৬৫০।

তিনিশ বি জারুল গাছ। 'তিনিশ ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান'। বিজুতি, ১৯৩১।

তিত্তিড়ি, তিত্তিড়ী, তিত্তিড়ী [স তিত্তিড়ী] ১ বি তেঁতুল। 'অস্ত্র তিত্তিড়ী রক্তা প্রভৃতি ফল'। অক্ষর, ১৮৪১। ২ বি তেঁতুল গাছ। 'পাতু শ্যাম তিত্তিড়ী সে হেথা শোভা করে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'তিত্তিড়ি শব্দের হাত এড়ানো গেল'। নজরুল, ১৯৩১।

তিপাস্তর [স রিত্রাস্তর] বি তেপাস্তর। বিদ্যা, ১৮৯১।

তিপাল্লি [পা তেপ-এংলাসা] বিপ ৫৩ সংখ্যক। 'দুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপাল্লি ঘর হিন্দু'। দর্পণ, ১৮১৯।

তিপ্যাল্লি [পা তিপ-এংলাসা] বিপ ৫৩। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

তিব্বতী বিপ তিব্বত দেশীয়। 'হাঁকে তিব্বতী হাওয়া'। সুবীন্দ্র, ১৯৩০।

তিম ক্রিবিপ তেমন। 'তিম তিম তখতা মজল্ল বরিসত'। চর্চা ৯, ১২০০।

তিমই [স তীম্য] বিপ তিম্বে। 'নৌ দাচই নৌ তিমই ন ছিঞ্জই'। চর্চা ৪৬, ১২০০।

তিমি [স] বি কন্যাস্বামী সামুদ্রিক প্রাণী। 'তিমি কন্যাস্বামী; অতএব উহাকে মন্য বলা উচিত নহে'। বিদ্যা, ১৮৫১।

তিমিসিলি [বা] বি জলে বাসকারী বৃহৎ কন্যাস্বামী প্রাণী। 'বিরহ-সমুদ্রজলে কান্দে তিমিসিলি নিলে'। কুরুদাস, ১৫৮০।

তিমিসিলা [স] বি স্ত্রী তিমি অপেক্ষা বৃহৎ মাছ। 'তিমিসিলা তোরে হল্য তরলে নির্ভর'। মানিকরায়, ১৭৮১।

তিমির [স] বি অন্ধকার। 'তড়িত লজাতলে তিমির সন্ধ্যায় আঁতরে সুরমুন ধারা'। কন্যাপতি, ১৪৬০।

তিমিরঘটা [স] বি ঘোর অন্ধকার। 'কোথায় তিমিরঘটা, উদিলে মিহির?'। গিরিশ, ১৮৮৭।

তিমিরঘন [স] বিপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ঘোর তিমিরঘন নিকিড় নিশীথে লাড়িত'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

তিমির-জরী [স] বিপ অন্ধকার রূপ বাধা জয় করেছে এমন। 'তিমির-জরী বীর, তোরা আছ কই'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তিমির-তরল [স] বি অন্ধকারের প্রোত। 'যেন দ্রুত পাবকের শিখা, ঠেলি ফেলি দুই গাশে তিমির-তরল'। মাইকেল, ১৮৬০।

তিমির-তারার [স] বি চোখের কালো তারার। 'তরল চোখের তিমির তারায় যখন তোমার পরান হারায়'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তিমিরধারা [স] বি অন্ধকারের প্রোত। 'তিমির ধারায় কালান করেছে কে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তিমিরনদী [স] বি অন্ধকারের নদী। 'পেয়ারে যখন তিমিরনদী'। রবীন্দ্র, ১৯৫১।

তিমির-পিপাসী [স] বিপ অন্ধকারকে ভাঙেবাসে এমন। 'তিমির-পিপাসী এক রমণীকে আমি হারিয়ে ফেলেছি'। জীবন, ১৯৪৮।

তিমিরখাত [স] বি অন্ধকারের সমাপ্তি। 'তিমিরখাতে চিনে আমার এনেছে প্রভাতবহি'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তিমিরবিদার [স] বি অন্ধকার অপসারণ। 'সেই অপরাধ পরম শিখার লাগি সর্ব-তিমিরবিদার যাহা'। প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

তিমিরবিদারী [স] বিপ অন্ধকার দূরকারী। 'তিমিরবিদারী

অলংকারবাহী। 'নজরুল', ১৯৩১।

তিমিরবিনাশী [স] বিশ অঙ্কার দূরকারী। 'তিমিরবিনাশী' ছুই, জনাঙ্কু। 'বীরেন্দ্র', ১৯৬৯।

তিমিরভেন্দী [স] বিশ অঙ্কার দূর করে এমন। 'দেশও তিমিরভেন্দী দীতি তোমার।' 'রবীন্দ্র', ১৯৩৭।

তিমির-মগন [স] তিমির-মগ্ন। বিশ অঙ্কারাচ্ছেন। 'তিমির-মগন ভব।' 'রবীন্দ্র', ১৮৮১।

তিমিরময়ী [স] বিশ অঙ্কারাচ্ছেন। 'তিমিরময়ী স্তব্ধ রায়।' 'বিকৃতি', ১৯৩৮।

তিমিররজনী [স] বি অঙ্কারময় রাত। 'কালের তিমিররজনী ভেদিয়া তোমারি মুরতি এসে।' 'রবীন্দ্র', ১৮৯০।

তিমিররাশি [স] বি অঙ্কারময় রাত। 'তিমিররাশি, অন্ধ যাত্রী।' 'রবীন্দ্র', ১৯০৫।

তিমির-সাগর [স] বি অঙ্কাররূপ সমুদ্র। 'কার বুক না ফাটে লো দেখি এ মিহিরে ভূবিতে এ তিমির-সাগরে।' 'মাইকেল', ১৮৬০।

তিমিরসায়ক [স] বি অঙ্কার রূপ তির। 'এ অসহ্য তিমিরসায়ক সাজে না তোমার তুলে।' 'বীরেন্দ্র', ১৯৫৬।

তিমিরস্নিগ্ধ [স] বিশ অঙ্কারের অতো স্নিগ্ধ। 'গভীর তিমিরস্নিগ্ধ শক্তির পাখার।' 'রবীন্দ্র', ১৮৮৬।

তিমিরস্পৃষ্ট [স] বিশ অঙ্কারাচ্ছেন। 'চাহিয়া ছিলেন গভীর তিমিরস্পৃষ্ট পথ আর বনানীর দিকে।' 'শওকত', ১৯৫৮।

তিমিরহর [স] বিশ অঙ্কার দূরকারী। 'প্রভাশে তিমিরহর ...।' 'কৃষ্ণায়', ১৭২০।

তিমিরাক্ষর [স] বিশ অঙ্কারে আছে। 'তিমিরাক্ষর সিন্ধী বৃক্ষেরে অক্ষ বাস্তবী ... ভীত হইতে থাকে।' 'অক্ষয়', ১৮৫৫।

তিমিরাক্ষরা [স] বিশ ক্রী অঙ্কারে আছে। 'অক্ষররূপ ঘোর তিমিরাক্ষরা অবলার।' 'দর্পণ', ১৮৩৮।

তিমিরাক্ষক [স] বিশ অঙ্কার নাশ করে এমন। 'তিমিরাক্ষক শিবশব্দর ক্রী অটহাস হেসেছে।' 'রবীন্দ্র', ১৯২৫।

তিমিরাক্ষিক [স] বিশ অঙ্কারময়। 'চোখ বুঁজলে চারপাশটা রাতের চেয়েও তিমিরাক্ষিক মনে হয়।' 'আলাউদ্দিন', ১৯৬৬।

তিমিরাবৃত্ত [স] বি অঙ্কারাচ্ছেন। 'ভাংরা ভাংরা আসন ভলে কষ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত্ত রজনীতে ...।' 'অক্ষয়', ১৮৪৮।

তিমিরাতিসার [স] বি অঙ্কারে গোপন স্থানে মিলন। 'রোজ রোজ ঘরের অঙ্কার স্তব্ধ-পথে কোন এই তিমিরাতিসার।' 'বিমল', ১৯৫৩।

তিমিরারি [স] বি সূর্য। 'সিন্দুর-ভিলক তিমিরারি।' 'মুকুন্দ', ১৬০০।

তিমিরাহত [স] বিশ অঙ্কারভাঙিত। 'অঙ্কারে সমস্ত এই শরভের কমলায় সিন্ধির তিমিরাহত রাতভের অমরেশের কাছে সে থাকুক।' 'জীবন', ১৯৩২।

তিয়জ [স] তৃতীয়া বিশ তৃতীয়া। 'তিয়জ পহরে বড়ায়ি শিক ঘন রএ।' 'বহু', ১৪৫০।

তিয়র [স] রীত। বি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কুমরী কোরলা পোদ কপালি তিয়র।' 'ভারত', ১৭৬০।

তিয়রাশি [স] ত্যজ। ক্রি ত্যাগ করা। 'তনু তিয়রাগিতে তরুনাশা আরোহিল।' 'মালাধর', ১৫০০। 'শালবানে ভগ্নী ঘোর তিয়রাগিয়া তনু।' 'মানিকরাম', ১৭৮১।

তিয়ান্তর [পা তিসত্ততি] বিশ ৭৩ সংখ্যক। 'বিদ্যা', ১৮৯১।

তিয়্যাহ, তিয়্যাস [স] ত্যাহ। ১ বি ত্যাহ। 'তিয়্যাহ মরিতে।' 'মানোএল', ১৭৪৩। ২ বি আকাঙ্ক্ষা। 'আকুল তিয়্যাহ, প্রেমের শিয়ার।' 'রবীন্দ্র', ১৮৮৭।

তিয়্যাহা [স] ত্যাহ। ১ বি পিপাসা। 'ওগো এত প্রেম-আশা প্রাণের তিয়্যাহা।' 'রবীন্দ্র', ১৮৮৬। ২ বি প্রবল কামনা। 'আছে আজন্মের কত অকৃত তিয়্যাহা।' 'রবীন্দ্র', ১৮৯২।

তিয়্যাহি [স] ত্যাহ। বি পিপাসী। 'অসীম-লীলাম-তিয়্যাহি বহু মম।' 'রবীন্দ্র', ১৯২৫।

তিয়্যাসা [স] ত্যাহ। বি পিপাসা। 'আমার তিয়্যাসা ধন্য করিল নারীকণ্ঠের সুখ।' 'অন্নদা', ১৯২৭।

তিয়্যাসী [স] ত্যাহ। বি উন্মুক্ত। 'আনমনে চেয়ে রই তিয়্যাসী নয়নে।' 'অন্নদা', ১৯২৯।

তির [স] তীরা। বি কূল। 'খিরোদ শমুদ্রের তিরে।' 'মালাধর', ১৫০০।

তির [স] তীরা। বি শর। 'কালকেতু মহাবীর দূরে হইতে মারে তির।' 'মুকুন্দ', ১৬০০।

তিরকর [স] তির+স কর। বিশ বাণ নির্মাণকারী। 'পট লেয়া ফিরে কেহো নগরে নগরে তিরকর হইআ কেহো নিরমার শরে।' 'মুকুন্দ', ১৬০০।

তিরন্দাজ [স] তির। বি তির নিষ্কণ্ঠকারী। 'মানোএল', ১৭৪৩। 'কোটি কোটি তিরন্দাজ, যে যা বিকে একাদাজ।' 'রামপ্রসাদ', ১৭৮০।

তিরন্দাজি [স] তির। বি তির নিষ্কণ্ঠের কাজ। 'বিদ্যা', ১৮৯১।

তির [স] তি। বিশ তিন। তিরধারা [স] তিরধারা। বি তিরধারা। 'সেই নদীর তিরধারা কোন পারে তার কপাট মারা।' 'লালন', ১৮৯০।

তিরপাট [স] ত্রিপাটক। বিশ তিন মহল বিশিষ্ট। 'উষসেন রাজধানি তিরপাট কেন্দ্র।' 'মালাধর', ১৫০০।

তিরহ [স] তির্যক। বিশ তির্যক। 'মুখ তুলি চাহ তো সকালে এই তোয় তিরহ নয়ানে।' 'বহু', ১৫৭০।

তির তির [স] তি। বিশ তিন। তিরধারা [স] তিরধারা। বি তিরধারা। 'চামড়া তির তির করে কাঁপতে থাকে।' 'হুমায়ূন', ১৯৭২।

তিরতিরে [স] বিশ কাম্পমান। 'নারকেল গাছের গুড়ি, তিরতিরে পানি তার গায়ে।' 'কায়সার', ১৯৬৫।

তিরথ [স] তীর্থ। বি তীর্থ। 'তিরথ জানি জল অরুণি দেবা।' 'বিদ্যাপতি', ১৪৬০।

তিরনব্বই [পা তিনবুতি] বিশ ৯৩ সংখ্যক। 'বিদ্যা', ১৮৯১।

তিরপলা [স] তিরপলিন। বি আলকাভরা মাখানো মোটা কাপড়ের আবরণী। 'বিদ্যা', ১৮৯১।

তিরপিত [স] তৃত্য। বিশ তৃত্য। 'আনমিহ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে তিরপিত ন হয়ে নয়ান।' 'বিদ্যাপতি', ১৪৬০।

তিরশূল [স] ত্রিশূল। বি ত্রিশূল। 'সামনে একটী তিরশূল পৌতা হয়েছে।' 'হত্যম', ১৮৬১।

তিরথিত [স] তৃত্য। বিশ তৃত্য। 'তিরথিত জনে জল দেখি বিদ্যামান।' 'সুলতান', ১৭০০।

তিরন্ধর [স] বিশ পরাভবকারী। 'তিমিরতিরন্ধর হৃদয়গণনভাস্কর।' 'মানিকরাম', ১৭৮১।

রবীন্দ্র, ১৯০০।

তিরঙ্করশিকা [স] বি বনকিনা। 'এই ইন্দিরার গোচরতাকে ভেদবুদ্ধির তিরঙ্করশিকার দ্বারা আবৃত করা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তিরঙ্করশী [স] ১ বি অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা। 'হৃদয়ের তিরঙ্করশী ... সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকল্যায় গোচর করিয়া, গাঢ়বিশ্বাসে তাঁহার গাঢ়মিশ্র করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি পদ্য। 'শাপকে তিরঙ্করশীর দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তিরঙ্কর [স] ১ বি ভঙ্গনা। 'আলো সেবি অন্ধকার পুরস্কার তিরঙ্কর।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি গালাগালি। 'বিপক্ষেরা সাপপূর্বক তাঁহার প্রতি যত ঘৃণা তিরঙ্করাদি করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩ বি নিন্দা। 'অলস, অকর্মণ্য, বার্থপর জমিদারকে উচিত তিরঙ্কর করিতে পারেন।' সুলভ, ১৮৭০।

তিরঙ্করদাতা [স] বি তিরঙ্কর করে যে। 'শ্রদ্ধেয় তিরঙ্করদাতা, চণ্ডালতার প্রয়োজন আছে।' ওয়াশী, ১৯৬২।

তিরঙ্কৃত [স] ১ বিশ ভঙ্গিত। 'তাঁহাকে তিরঙ্কৃত করেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বিশ আচ্ছন্ন। 'হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরঙ্কৃত দেখে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিশ বিতাড়িত। 'দেশ হইতে তিরঙ্কৃত করুন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

তিরঙ্কৃত [স] বিশ নিশিত। 'তিরঙ্কৃত হইয়াও তাঁহাকে চুষ করিয়া থাকিতে হয়।' সাধারণী, ১৮৮০।

তিরঙ্কৃতি [স] বি ভঙ্গনা। 'পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরঙ্কৃতির লালনাকে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তিরানবসী [পা ভিনবুতি] বিশ ৯৩ সংখ্যক। 'দুই পাঁচ বরিশ তিরানবসী একশত আঠার দশ এই অঙ্কে শত যোগ করিয়া দশ হাজার হীন করিলে কত অঙ্ক থাকে।' গৌর, ১৮২২।

তিরানসি [পা ভিনবুতি] বিশ তিরানবসী। হ্যাগহেড, ১৭৭৮।

তিরাদাজ [স] বি তিরদাজ; তির চালনা করে এমন। 'তৎপত্র বাহুদকে মহামন্ত্র তিরাদাজী ও বরকদাজী ও তলোয়ার বাজী।' রামরায়, ১৮০১।

তিরাদাজী [স] বি তির নিক্ষেপ করার কাজ। 'তিরাদাজী ও বরকদাজী ও তলোয়ার বাজী ... সর্ব্বতেই অতি পারক।' রামরায়, ১৮০১।

তিরাসী [পা তে অসীতি] বিশ ৮৩ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

তিরাস [স তুয়া] বি তুচ্ছ। 'যদি সে জল বাইতে তিরাস লাগে চিতে।' সুলভান, ১৭০০।

তিরাসী [স তুয়া] বিশ তুচ্ছ। 'যথেক তিরাসী লোক সকল দেখিবা।' সুলভান, ১৭০০।

তিরী [স স্ত্রী] ১ বি নারী। 'তিরি হর্ষা রাধা পুরুষ না যার।' বহু, ১৪৫০। ২ বি স্ত্রী। 'মক্কা মদিনার লোক তিরি পূত্র নিব।' সুলভান, ১৭০০।

তিরিবধ [স স্ত্রী] বি স্ত্রী। 'মুখ সেবি তিরিবধ সৎসঙ্গ ভেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তিরী [স স্ত্রী] বি তিন ফোঁটামুত তাস। 'দুরি-তিরি হইতে নহ্লা-দহলা পর্যন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তিরিত্ত [স ত্রিত্ত] বিশ ত্রিত্ত। 'শ্যামের বামে দাঁড়াইলা তিরিত্ত হোয়।' গীতগোবিন্দ, ১৬০০।

তিরিক্ত [প্রা তিরিক্ত] বিশ উন্ন। 'হাসিমের মেজাজ ছিল তিরিক্ত।' মনসুর,

১৯৫৫।

তিরিক্তি [প্রা তিরিক্ত] বিশ উন্ন। 'সাহেব হাসিমের তিরিক্তি মেজাজ লক্ষ্য করেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

তিরিক্তি [প্রা তিরিক্ত] বিশ উন্ন। 'মেজাজ তিরিক্তি হয়ে গলাও চড়ছে।' মুক্তবাণ, ১৯৪৯। ২ বিশ অন্ধেই রেগে যার এমন। 'আমার মেজাজটা একটু তিরিক্তি হয়ে গেছে।' মুক্তবাণ, ১৯৫২।

তিরিশ [স ত্রিশ] ১ বিশ ৩০ সংখ্যক। 'তিরিশ কেতাব আইল ইদরিরের তরে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি মিশের দশক। 'রবীন্দ্রচাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি।' শ্যামসুর, ১৯৬৬।

তিরিশ সাত বিশ ৩৭ সংখ্যক। 'বয়স তিরিশ সাত রসুল হইল তাত।' সুলভান, ১৭০০।

তিরী [স স্ত্রী] ১ বি নারী। 'হাগে কুলে এবে নাহি পাটাবুজী তিরী।' বহু, ১৪৫০। ২ বি স্ত্রী। 'পরার তিরী করণি পরিহাস।' বহু, ১৪৫০।

তিরীকলা [স স্ত্রীকলা] বি স্ত্রীকলা (মেয়েলি হলনা)। 'তিরীকলা মোর বাসে না পাত ভৌ রাহী।' বহু, ১৪৫০।

তিরীবধ [স স্ত্রীবধ] বি স্ত্রীবধ। 'তিরীবধ দিবা মোএ ভোম্বাতে উপরে।' বহু, ১৪৫০।

তিরীবধিআ [স স্ত্রীবধ] বিশ স্ত্রীবধিআ। 'তোমকে তিরীবধিআ মুরারী।' বহু, ১৪৫০।

তিরী [স স্ত্রী] বিশ তিন। 'তিরীশূল [স ত্রিশূল] বি অত্রিশেষ। 'এবে দোষ পাইসে রাঙ্গা দোষ তিরীশূলে।' বহু, ১৪৫০।

তিরোশমন [স] বি প্রধান। 'আমার তিরোশমনের দিকে অটরা তাকিয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তিরোশান [স] বি অজ্ঞান। 'আদ্য আদ্য সনে তিরোশান মনে।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি অজ্ঞান। 'কোটি কোটি শতাব্দীর তিরোশানের পর যে সকল স্তর আসিবে, তৎসমুদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া নিয়তিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে ...' অক্ষর, ১৮৫৪। ৩ বি অজ্ঞান। 'এই জ্যোতিষিত উন্নয়ন হইতে তিরোশানের কাল পর্যন্ত ... গৃহকর্ম্মদি সমাপন করিয়া পর।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তিরোভাব [স] বি মৃত্যু। 'আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিশ অজ্ঞান। 'সুখমার ভাবের তিরোভাব হইয়া ক্রমশঃ উন্নয়নের আবির্ভাব হয়।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বি পলায়ন। 'ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাব সত্তোয়া যে অল্পপূর্ণা-পদাভিভাব হইয়াছেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

তিরোভূত [স] বিশ অজ্ঞান; বিনাশ। 'নিষ্ঠুর শাসনের দ্বারা ... হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

তিরোহিত [স] ১ বিশ অজ্ঞান। 'তিরোহিত হইল দিননাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ দুর্ভূত। 'কি প্রকারে সর্ব সাধারণের হৃদয় হইতে ইহা তিরোহিত হইবে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩। ৩ বিশ অজ্ঞান। 'যতদিন জমিদারদিগের এই বেজায়দারী বদান্যত্ব তিরোহিত না হইবে, ততদিন আর বর্ষীয় প্রজাদিগের মঙ্গল নাই।' শিক্কালা, ১৮৬৬। ৪ বিশ অদৃশ্য। 'গর অজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাও তিরোহিত হল।' শিবরায়, ১৯৫০।

তিরোহিতা [স] বিশ স্ত্রী বক; মৃত; অজ্ঞান। 'আজ হতে তিরোহিতা গাঢ়বর্ণী বৈরাগী শর্করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তির্থ [স তীর্থ] বি তীর্থ। 'নানা তির্থ করিয়া করিব সেহত্যাগ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ তীর্থ

তিৰ্খ করা ক্রি তীৰ্খে গমন ও তীৰ্খকৰ্ণ সম্পাদন করা। 'হেনকালে তিৰ্খ করি বিন্য আইল ভবে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তিৰ্খান্ডর [স তীৰ্খ+অন্ডর] বি অন্যতীৰ্খ। 'গলা ধাকীতে লোক জেন জাএ তিৰ্খান্ডর।' মাল্যধর, ১৫০০।

তিৰ্খক [স] বিণ বীকা। 'মম তুরীয় লোকের তিৰ্খক-গতি।' নজরুল, ১৯২২।

তিৰ্খকভাবে [স] ক্রিবিণ তেরচাভাবে। 'উদ্বলগানে মুখলটি তিৰ্খকভাবে স্থাপন করত কাত্যায়নী গোশালা অভিমুখে গমন করিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

তিৰ্খণ [স] বিণ তেরচা। 'শাড়িটা গায়ে তিৰ্খণভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

তিল [স] ১ বিণ তিলের মতো অতি ক্ষুদ্র বা সামান্য। 'তিল এক পাশ কাছাট্টে নাহিক।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অতি ক্ষুদ্র পদ্য বিশেষ। 'ভায় হলে মাঘ সরিসা তিল কানাস ধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি তিলের মতো ছোটো কালো দাগ। 'কুটিল কুন্তল নীল গাএ আহে সাত তিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তিল অৰ্ধ [স] বিণ অতি সামান্য পরিমাণ। 'তিল অৰ্ধ নাহি তার আপদ বিপদ।' বাহরাম, ১৬৫০।

তিলএকু বিণ তিলেক। 'বাল তিলএকু বাক ৭ কুলহ রাজপথ কণ্ঠায়া।' চৰ্ম্ম ১৫, ১২০০।

তিলকাছনি [স তিলকাছন+] বিণ অল্পব্যয় হয় এমন। 'তাহাতে কি সুদ্ধ তিলকাছনি রকমে চলবে?' গায়ী, ১৮৫৮।

তিলকাছনে [স তিলকাছন+] বিণ ক্রমশঃ। 'পিনাসে এক দল তিলকাছনে নবশাখ বানু।' হুতাশ, ১৮৬১।

তিলকে তাল করা - অত্যন্ত বাড়িয়ে বলা। 'তিলকে তাল করে হয়।' উমেশ, ১৮৫৭।

তিল ঠাই বি তিলের আয়তনের মতো অতি সামান্য পরিমাণ স্থান। 'আষাঢ় গসানে তিল ঠাই আর নাহি রে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তিলতাল [স] বিণ অতিরঞ্জিত। 'কহিতে লাগিল ভবে করে তিলতাল।' ভবানী, ১৮২৫।

তিল তিল করে ক্রিবিণ অল্প অল্প করে। 'তিল তিল করি অস করএ দাহন।' আগাওল, ১৬৮০।

তিলধারণ [স] বি সামান্য কিছু ধারণ। 'তিলধারণের হান হরতো আছে, মন্ডাধারণের সতাই স্থানভাব।' বনফুল, ১৯৩৬।

তিলপুষ্প [স] বি তিল গাছের ফুল। 'তিলপুষ্প গেল, অতুর হইল, কিবা দম্পাটী।' ভবানী, ১৮২৫।

তিল-প্রমাণ [স] বিণ তিলের মতো। 'লোক তিল-প্রমাণ সোষ পাইলে তাল-প্রমাণ করিয়া বর্ণনা করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তিলফুল [স তিল+ফুল] বি তিল গাছের ফুল। 'তিলফুল জ্বিনী নাসা কুম্ভ সম গলে।' বড়ু, ১৪৫০।

তিলবর্ণ ধান বি তিলের মতো কালো রঙের এক প্রকার ধান। 'তিলবর্ণ ধানের নোহাই।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

তিলমাত্র [স] বিণ সামান্যতম। 'সে আইর প্রভাব না জানি তিলমাত্র।' বৃন্দ, ১৫৮০।

তিলার্ধ, তিলার্দ্ধ [স] ১ বি সামান্যতম সময়। 'তিলার্দ্ধ উহান সন্ধ্যা যেরীবে হয়।' বৃন্দ, ১৫৮০। 'তিলার্ধ নীলাঘরে নাহি দেখি পাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সামান্যতম। 'তিলার্ধ প্রভেদ তবু ঘটিত না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

তিলার্ধকাল, তিলার্ধকাল [স] বি তিলার্ধকাল; ক্ষণকাল। 'এমন কি তিলার্ধকালের জন্যও দুঃখিত থাকেন না।' মশাররফ, ১৮৬৯।

তিলার্ধমাত্র [স] ক্রিবিণ সামান্যতমও; একটুও। 'যে রকম লক্ষ্যভিত্তক সংকুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলার্ধমাত্র প্রকাশ পেল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তিলেক [তিল+এক] ১ বিণ বিন্দুমাত্র। 'ব্রহ্মবদ করিতে তিলেক নাহি ভেএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি ক্ষণকাল। 'তিলেক চিকিয়া মোর সনে কহ কথা।' গবীব, ১৭৫৬। ৩ বিণ ক্ষণিক। 'তিলেক অন্তর হলে না হেরি কুল-কিনারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তিলোবাজা বি তিল দ্বারা প্রস্তুত বাজা। 'হায় রে মজা তিলোবাজা।' লালন, ১৮৯০।

তিলে-ঢাকা বিণ তিল মাখানো। 'গোলাপি গন্ধের আমেজ দেওয়া এই তিলে-ঢাকা চিনির ড্যান্স।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তিলে তাল করা - খুব ছোটো ব্যাপারকে বড়ো করা। 'কেবল গভর শোণা মাগিরা একবার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।' গৌর, ১৮২২।

তিলে তিলে ১ ক্রিবিণ ক্রমশঃ। 'তিলে তিলে আসে যায়।' ঘিচকী, ১৮৫৮। ২ ক্রিবিণ একটু একটু করে। 'জানু লভিছে মহামানবের স্নেহশিত তিলে তিলে।' নজরুল, ১৯২৫।

তিলের খাষা বি তিলের তৈরি খাষা। 'একটা মজার দোকান তিলের খাষার।' মণীশ, ১৯৩৩।

তিলং-খাম্বাজ বি মিশ্ররাগ। 'তিলং-খাম্বাজ মিশ্র তালফেরাত।' নজরুল, ১৯৩২।

তিলক [স] ১ বি গাছবিশেষ। 'অবধ পর্বাট জয় তিলক পনস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি চন্দনের ফোঁটা বা চিহ্ন। 'কেনরিআর তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ গৌরববস্ত্র। 'ইনি আপনকার বংশের তিলক হইবেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'মহাশয় স্বদেশীয় মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না।' দর্পণ, ১৮৩৭।

তিলক কাচারী বি এক ধরনের ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান-রূপ সাল, তিলক কাচারী/ বালাম, ক্ষীরাইজালি, দুধসর-মাতের বিয়ারি।' করকর, ১৯৬৩।

তিলক-কামোদ বি রাগবিশেষ। 'তিলক-কামোদ রূপক।' নজরুল, ১৯৩২।

তিলক চিহ্ন [স] বি ফোঁটার চিহ্ন। 'মত্তকে মুকুট ও ললাটে তিলক চিহ্ন আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

তিলকছাপা বিণ বৈজ্ঞব্য কর্তৃক অঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফোঁটা চিহ্নিত। 'যতই সম্ভ্রান্ততার তিলকছাপা থাক।' অচিরা, ১৯৫০।

তিলকখারী [স] বিণ কপালে চন্দন-খাঁকা। 'গোলাবসন ও তিলকখারী দীর্ঘশূণ্যক বিলকেশ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তিলকরেখা [স] বি রেখার মতো তিলক। 'ললাটে তিলকরেখা যেন সে বহিঃশোণ।' রবীন্দ্র, ১৯৪৮।

তিলকা [স তিলক+] বি সেধে চন্দনাজিত চিহ্নবিশেষ। 'অলকা তিলকা রঙা চুবন-মোহিনী।' মাইকেল, ১৮৬৩।

তিলচিকা বি এক রকমের চামচিকা। ওসী, ১৮৮৫।

তিশা [স তিল] *বিশ তিল দিয়ে তৈরি। তিশা খাওয়া বি একপ্রকার মিষ্টি খাদ্যসমূহ। 'বিয়ড়ী কদমা তিশা খাজার প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

তিশাঞ্জলি, তিশাঞ্জলী [স তিল+অঞ্জলি] *বি সম্পূর্ণভাবে তাপ। 'আজি লাজক মিরা তিশাঞ্জলী।' বড়ু, ১৪৫০; 'কানু দিনু তিশাঞ্জলি গুরু মিঠে দিনু বালি।' চণ্ডী, ১৫৫০।*

তিশি [স তৈলিকা] *বি তেল উৎপাদক সস্তাদায়বিশেষ। 'তিশি ৪৬৭৬৪।' দর্পণ, ১৮১৯।*

তিশিছমাত [আ তিলসমাত] *বিশ আত্ম। 'তিশিছমাত বিন্দা সেবি গুণি হয় ধন।' জালাওল, ১৬৮০।*

তিশিসমাত, তিলিসমাং [আ তিলসমাত] *বি চমৎকার ব্যাপার। 'মধ্যে মধ্যে মুরতি লিখি তিলিসমাতে।' জালাওল, ১৬৮০।*

তিসুয়া [স তিল>] *বি তিল; শস্যবিশেষ। 'তিসুয়া, রেউড়ি ও রামদানার লাড়ু।' বিকৃতি, ১৯৩৮।*

তিসে তিলে হ তিল

তিসোত্তমা [স] ১ *বি হিন্দুবিবাসে বর্ণের অলসার বিশেষ। 'তিসোত্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিশ অতি সুন্দর। 'ফুলিল যে তিসোত্তমা-মুকুতা যৌবনে।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৩ বিশ স্ত্রী ঐশ্বর্যময়। 'কলকাতা একদিন কল্যাণিনী তিসোত্তমা হবে।' জীবন, ১৯৪২।*

তিসোতুমা [স তিসোত্তমা] *বি হিন্দুবিবাসে বর্ণের অলসারবিশেষ। 'জ্ঞত সর্প বিদ্যারি তিসোতুমা অতি করি।' মাল্যধর, ১৫০০।*

তিশ [স তিস] *বিশ ত্রিশ। 'মালোএশ, ১৭৪৩।*

তিশরণ [স ত্রিশরণ] *বি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। 'তিশরণ গাধী কিস অটকুমারী।' চর্য ১৩, ১২০০।*

তিশি [স অন্তসী] *বি তেলবীজবিশেষ; তিসি। 'সোনা - নারী - তিশি আর ধানে।' জীবন, ১৯৪৪। হ তিসি*

তিষ্টান [স তিষ্ঠ>] *ক্রি টিকে থাক। 'গৃহে তিষ্টানও তষ্ঠি।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।*

তিষ্ঠা, তিষ্ঠানো [স তিষ্ঠ>] ১ *ক্রি অবস্থান করা। 'লস্কর অগ্রভাগে তাই করিয়া আশনি সেই স্থানে তিষ্ঠিলেন।' রামায়ণ, ১৮০১। ২ ক্রি স্থির হওয়া। 'এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে।' রামায়ণ, ১৮০১। ৩ ক্রি থাকা। 'আমার ঘরে আসিয়া তিষ্ঠ দুই তিন দিন।' কেরি, ১৮০২। ৪ ক্রি টিকে থাকা। 'এমন স্থানে অন্তরঙ্গকণ কখনই তিষ্ঠিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'তাঁহার চতুঃপাশে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। তিষ্ঠি ক্রি থাকে। 'আমার ঘরে আসিয়া তিষ্ঠ দুই তিন দিন।' কেরি, ১৮০২। তিষ্ঠি ক্রি অবস্থান করে। 'আতিথেয় সেবা, তিষ্ঠি, লব্ধ, শ্রবণেত্র, প্রথমে এ ধামে।' মাইকেল, ১৮৬১। তিষ্ঠিতে ক্রি টিকেতে। 'এমন স্থানে অন্তরঙ্গকণ কখনই তিষ্ঠিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০। তিষ্ঠিয়া ক্রি অবস্থান করে। 'আশানারা সেই-২ স্থানে তিষ্ঠিয়া ... নৌকামোশে যশহরে পাঠাইতে প্রবৃত্ত হইল।' রামায়ণ, ১৮০১। তিষ্ঠিল ক্রি স্থির হলে। 'এক অগ্নি আকার পড়িল শূন্য হইতে এবং তিষ্ঠিল সেই বনে।' রামায়ণ, ১৮০১।*

তিষ্ঠান [স তিষ্ঠ>] *বি টিকে থাক। 'উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।*

তিষ্ঠা [স তুষ্ণা] *বি তুষ্ণ। 'তিষ্ঠায়ে হইয়া ধন না বুজিল ভাল মন্দ।' বিজয়, ১৬৫০।*

তিসি, তিসী [স অন্তসী] *বি মসিনা; তেল হর এমন একপ্রকার বীজ।*

'বিলাতে যাহার নাম ফোদ্রা বাসলায় তিসী।' তর্জি, ১৭৯২; 'তিসিজাত হুট হুটকরনোতে বত কাশ বায় হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

তিনিস-ঢালানি *বি তিনির আমদানি-স্রোত। 'আজ তিনিস-ঢালানির ঢাকাতেই কাজ শিখি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

তিস্তা *বি উত্তরবঙ্গের একটি নদী। 'আমি তিস্তা ... পৌরাণিক মতে আমারও একটা জন্মের ইতিহাস আছে।' হাই, ১৯৫৪।*

তিহু, তিহু [প্রা তিহি] *সর্ব তিনি। 'মায়া-করি সম্বর মারিল তিহু সত্বর।' মাল্যধর, ১৫০০; 'শীত বাহ যাবহ তিহু আছেন সভাতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

তিহৌ, তিহো *সর্ব সে; তিনি। 'এই হলে তব তিহৌ কৈল চিরকাল।' মাল্যধর, ১৫০০; 'তিহো না কহিলে হইবেক না।' ওর্স, ১৭৭৯।*

তিহরী [স ত্রিশরি] *বি উনান। 'তিন তিহরী মধ্যে কামানের শাল।' স্মৃতান, ১৭০০।*

তিহুঅণ [স ত্রিহুঅণ] *বি ত্রিহুবন। 'মহারস পানে মাডেল রে তিহুঅণ সএল উএধী।' চর্য ১৬, ১২০০।*

তিহুঅণ [স ত্রিহুবন] *বি ত্রিহুবন। 'বগনে মই দেখিল তিহুঅণ সুণ।' চর্য ৩৬, ১২০০।*

তীকর্ষিণ [স তীক্ষ্ণ] *বিশ তীব্র। 'চাই আমোদে অন্য তুরি ডেরির তীকর্ষিণ বিকট নিখাদ নাম।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।*

তীক্ষ্ণ [স] ১ *বিশ শানিত। 'কাতারানী তীক্ষ্ণ বাণ কাছেন সত্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ তীব্র। 'তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিশ কড়া। 'দুপুর বেগার তীক্ষ্ণ রোশে ...।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।*

তীক্ষ্ণতম [স] *বিশ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 'ক্ষুদ্র দৃষ্টি-আশোচর, তবু তীক্ষ্ণতম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

তীক্ষ্ণতা [স] *বি প্রখরতা। 'বিবেচনার সূক্ষ্মতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা।' দর্পণ, ১৮৩৫।*

তীক্ষ্ণটোটে *বি ধারালো টোট। 'তীক্ষ্ণটোটে এসের খেলার আয়োজন বন্ধ।' হাসান, ১৯৬০।*

তীক্ষ্ণদৃষ্টি [স] ১ *সতর্ক দৃষ্টি। 'শিশুগণের শারীরিক নিয়ম পরিগালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাবা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি উৎসুক দৃষ্টি। 'মুখ পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৮। ৩ বি শানিত দৃষ্টি। 'তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বি কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টি। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মপ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি বরদস্ত চঞ্চল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

তীক্ষ্ণধার [স] *বিশ তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত; অত্যন্ত ধারালো। 'এইরূপ অন্তরঙ্গকণে বিচার করিয়া তীক্ষ্ণধার এক ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।*

তীক্ষ্ণবী [স] ১ *বিশ তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন। 'তীক্ষ্ণবী বুদ্ধিমান যুবক দেবনাথ।' জালা, ১৯৪২। ২ বিশ অত্যন্ত ধারালো। 'শুকচক্ষু তীক্ষ্ণবী হয়ে হয়ে হলো শেষে অনেক প্রবর।' আহসান, ১৯৪৪।*

তীক্ষ্ণবাণ [স] *বিশ তীব্রবাণ। 'তীক্ষ্ণবাণ রতিপতি ত্বরিত সন্ধান অতি।' বাহরাম, ১৬৫০।*

তীক্ষ্ণবুদ্ধি [স] *বি কঠিন বিষয় অনুধাবন করতে সমর্থ এমন বুদ্ধি। 'জ্ঞাননি রাক্ষসে ভূতপূর্ব বীরা সমস্বর্কের তীক্ষ্ণবুদ্ধি জ্ঞানিকে একশে হুল কলবের করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।*

তীক্ষ্ণযন্ত্রণা

তীক্ষ্ণযন্ত্রণা [স] বি তীব্র যন্ত্রণা। 'লব্ধবেদনার তীক্ষ্ণযন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

তীখ [স তীক্ষ্ণ] বি দহন। 'অনিল অনল বয় মলয়জ যীখ। জেহ ছল সীতল সেই তেল তীখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তীত [স তিত্তা] বিণ তিত্তা। 'তুহু রস আগর নাগর টীত। হয় না সুখিএ রস কী মীঠ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তীতি বিণ তিত্ত। 'তীতি হোইতি মধু জামিনি রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তীতানো [স সিভু] ক্রি ভিজানো। 'অলকহি তীতল উঁহি অতি সোভা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তীখ [স তীখ] বি তীর্থ; পুণ্যস্থান। 'তোকে মোর সব তীখ তোকে পুণ্যস্থান।' বড়ু, ১৪৫০।

তীন [শা তীনি] বিণ তিন। 'তীন ভুবনে নাহি হেন আহিদিয়া।' বড়ু, ১৪৫০।

তীনভুবনজনমোহিনী [স ত্রিভুবনজনমোহিনী] বিণ ত্রী বিষের সবাহিক ভোলায় এমন। 'তীনভুবনজনমোহিনী রতিরস-কামদোহনী।' বড়ু, ১৪৫০।

তীন রূপ বদী বি মিসিল; নভির কাছে পেটের ডুকের সঙ্গেচোনের মনে সুই ভিনটি রেখা। 'লোটে নাতীতলে বসে তীন রূপ বদী।' বড়ু, ১৪৫০।

তীনি [শা তীনি] বি তিন বস্ত্র: বাঘ, চন্দন ও চাঁদ। 'চাঁদ সত্যএ সবিতাহে জীনি নাহি জীবন একমত ভেল তীনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তীব্র [স] ১ বিণ প্রবল। 'এই নদীর জলধারা তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪১। ২ বি (সংগীত) এক শ্রুতি তীব্র বরের বন্ধ রূপ; ক্রি মধ্যম। 'এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সুন্দর হইয়া এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।' বন্দরশ্রী, ১৮২২। ৩ বেশি। 'রূপভূজা অত্যন্ত তীব্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৪ বিণ উচ্চ। 'তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বিণ নিদামূলক। 'একটি তীব্র সমালোচনা শিখিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৬ বিণ দুঃসহ। 'কী আছে ভাবার আর তীব্র স্মৃতি ছাড়া।' বুদ্ধ, ১৯৫৫।

তীব্রকণ্ঠ [স] বি তীক্ষ্ণ স্বর। 'তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তীব্রগন্ধী [স] বিণ তীব্র গন্ধমূল। 'তীর রসিকতা তীর নামেরই অনুরূপ তীব্রগন্ধী।' প্রমথ, ১৯২৬।

তীব্রধাতী [স] বিণ কঠোর আঘাত করে এমন। 'এই তীব্রধাতী শোলায়মন বের ভোমার জন্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

তীব্রতম [স] বিণ অতিশয় চড়া। 'বৃকতে কড়াহে বীণাপাণি আপন বীণার তীব্রতম তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তীব্রতর [স] ১ বিণ অধিক তীব্র। 'মনের ভিতরে এমন-একটা অসহ্য ... প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ প্রবর্তক। 'বহুরে বহুরে যে-বাসনা অপরূপ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে।' ওয়াশী, ১৯৪৮। ৩ বিণ তুলনায় অনেক বেশি। 'সাম্প্রদায়িক দাশা হাস্যামা এবং পুনজন্মের মাধ্যমে পারস্পরিক বিরোধ ক্রমাশঃ তীব্রতর হোলে।' উমর, ১৯৬৬।

তীব্রতা [স] ১ বি তীব্র আকুলতা। 'আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি তীক্ষ্ণতা। 'তাহাদসের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তীব্র বাণী [স] বি কটু কথা। 'অকারণে কহ তীব্র বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

তীব্রভাষা [স] বি কটু কথা। 'মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তীব্রভাষিনী [স] বিণ ত্রী কড়া কথা বলে এমন। 'মতীচর-এর সেই তীব্রভাষিনী পেশিকার পিপাসা ও সরসতা একই কালে শান্ত ও গুরু।' কোহিনূর, ১৯১১।

তীব্রভাবে [স] ক্রিবিণ প্রকভাবে। 'ধর্মগতীর বহির্বর্ষী পরকে সে তীব্রভাবেই পর বলে জানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

তীব্র-মধুর [স] ১ বিণ খুব আশ্চর্যক। 'লোকের মজলিসে মহাবিলে যদি ওই একই তীব্র-মধুর সম্বাদী বারবার শতেকবার জানিয়ে দেওয়া হয়।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিণ তীব্র অথচ মধুর। 'জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্রমধুর উদ্দামনা।' বুদ্ধ, ১৯৭১।

তীব্রসনা [স] বিণ ত্রী অতিশয় রসিক। 'মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্রসনা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তীব্রবাসাদিগ্ধ [স] বিণ তীক্ষ্ণ হাসিমাথা। 'শলিতার তীব্রবাসাদিগ্ধ জ্বালাময় কথাগুলি মনে বাজিয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তীব্রা [স] বি সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'তীব্রা।' নজরুল, ১৯৩৫।

তীব্রোজ্জ্বল [স] বিণ অতিশয় উজ্জ্বল। 'মানসীর তীব্রোজ্জ্বল ভর্ৎসনার দৃষ্টি।' মানিক, ১৯৪০।

তীব্রর [স] তীব্রা বিণ উচ্চ; কড়া। 'সে সুর কখনো বা অতি কোমল, কখনও বা অতি তীব্রর হত।' প্রমথ, ১৯১৫।

তীর [স] বি কূপ; পাড়। 'কদমের তলে বসী যমুনার তীরে।' বড়ু, ১৪৫০।

তীরতরু [স] বি তীরে অবস্থিত গাছ। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

তীরবর্তী, তীরবর্তী [স] বিণ তীর সংলগ্ন। 'হেনুয়া সরোবরের তীরবর্তী মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'রাব'র তীরবর্তী বাউসী শিবিরের অবস্থা দেখে ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

তীরভূমি [স] বি ভূভূমি। 'জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও ব্রহ্মি লগ্ন গতিতে চলায়ছে পিছনে।' মানিক, ১৯৬৬।

তীররেখা [স] বি নদীর কূল। 'দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

তীরলতা [স] বি নদীর তীরে জন্মে থাকা লতা। 'ভূমি কেন চাহিছ ধরিতে কীপগ্রাণ কুমুদিত তীরলতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

তীরসন্ধানী [স] বিণ আশ্রয় বোধক করে এমন। 'কী উচ্ছল/ তীরসন্ধানী ব্যাকুল জল।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

তীরহা [স] বিণ তীরে আছে এমন। 'নদী তীরহা বৃক্ষদিগ প্রতিগমন রেখায়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

তীরাক্ষল [স] বি তীর সংলগ্ন অক্ষল। 'এমন রাতকে বঙ্গোপসাগরের এই তীরাক্ষল ও তার কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দারা ভয় করে।' আলিউদ্দিন, ১৯৬০।

তীরাক্ষর [স] বি অন্য তীর। 'তীর থেকে তীরাক্ষরে নেচে নেচে যেতে পারত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তীর^১ [ফা তির] বি বাণ। 'প্রাণ জেন ফাটি ছাএ বৃকে মাশ্যো তীর।' বড়ু,

১৫৭০।

তীর-ছোড়া [কা তির+ছোড়া] বিন তির নিষ্কেপ সজ্জাত। 'তীর-ছোড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

তীরদাজ [কা] বিন তির নিষ্কেপকারী। 'তীরদাজ লোক সব বিরিলেক আসি।' গবীর, ১৭৬৫।

তীরব্রহ্ম [কা তির+স ভ্রা] বি তির ও ফলা। 'যা কিছু আমার চারপাশে ছিল/ধস তীরব্রহ্ম ভিটেটায়।' নজরুল, ১৯৬৯।

তীরবিদ্ধ [কা তির+স বিদ্ধ] বিন শরীরে তির বিদ্ধ হয়েছে এমন। 'সটান ভয়ে পড়ে। নিয়তির তীরবিদ্ধ মস্ত বাহুশাখি।' মহম্মদ, ১৯৬৬।

তীরবিদ্ধা [কা তির+স বিদ্ধা] বিন ক্রী গায়ের তীর বিনেছে এমন। 'সে তীরবিদ্ধা হরিণীর মতো চমকে উঠে বললে।' নজরুল, ১৯২২।

তীরবেণ [ফা তির+স বেণ] বি দ্রুতগতি। 'তীরবেণে বাইনিকল ছুটিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তীর্ণ [স] বিন উজীর্ণ। 'তোমার নামের ওশে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়।' নৃসিংহ, ১৯০২।

তীর্ণ [স] ১ বি পবিত্র স্থান। 'তুমি মোর সব তীর্ণ তুমি পুণ্যস্থান।' বসু, ১৫৭০। ২ বি ধর্মীয় স্থান। 'হিন্দুদের চক্ষে এটি একটি গরম পবিত্র তীর্ণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি তীর্ণভ্রমণ। 'কিহিন্দু সারিয়া তীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বিপ পবিত্র। 'এ জাগাধা তাঁর কাছে তীর্ণ হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৫ বিপ গুজলীর। 'হামাই তীর একমস্ত তীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৬ বি উৎসব। 'রক্তচর্চিত হৃৎপিণ্ড অহোরাত্র স্রী মস্ত বাবানে।' মহম্মদ, ১৯৬৩।

তীর্ণ করা ক্রি তীর্ণে পমন ও তীর্ণকার সম্পাদন করা। 'হেনকালে তীর্ণ করি জীঘ আইল যাবে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তীর্ণকাক [স] বিন তীর্ণের কাক; অন্যের কাছ থেকে পাবার উপায় অশেধা করে থাকে এমন। 'সে বেটা অতিতুচ্ছ সুখে তীর্ণকাক পরপিতামহী ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

তীর্ণকেন্দ্র [স] বি তীর্ণস্থান। 'ইসলামের এত বড় ... তীর্ণকেন্দ্র ইহুদি নান্দারা কর্তৃক অধ্যবিত্ত হইবে।' জামায়াত, ১৯৩৭।

তীর্ণকেন্দ্র [স] বি পবিত্র ভূমি। 'উন্মাদ্য সাহিত্যানুরাগীদের তীর্ণকেন্দ্র বলে গণ্য হতে পারে।' কোষ, ১৯৫৮।

তীর্ণপায়ী [স] বিন তীর্ণপায়ী। 'হিতুহরেন জানবো না কেউ আমার তীর্ণপায়ী।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

তীর্ণভর [স] বি নিরুপলব্ধ। 'আমরা কখন নয়, আরো অনেক তীর্ণভর।' অতিথ্য, ১৯০০।

তীর্ণজল [স] বি তীর্ণায়নের পবিত্র জল। 'এই ধর তীর্ণজল আভা ফরা ধা।' মানিকগম, ১৭৮১।

তীর্ণধর্ম [স] বি পুণ্যের আশ্রয় তীর্ণস্থানে যাতায়াত অথবা থাকা। 'তীর্ণধর্মের উপর আমার তত্ত আছা নেই।' শরৎ, ১৯১৭।

তীর্ণধাম [স] বি পুণ্যস্থান। 'সলে বাই তীর্ণধামে কাটি মায়ামোহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

তীর্ণশীর [স] বি তীর্ণস্থানের পানি। 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্ণশীরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

তীর্ণ-পবিত্র [স] বি তীর্ণপায়ী। 'বিশে সবাই তীর্ণ-পবিত্র।' নজরুল, ১৯৩০।

তীর্ণপর্বাটন, তীর্ণপর্বটন [স] বি তীর্ণস্থান ভ্রমণ। 'ডিবাগী সন্ন্যাসী

করে তীর্ণপর্বটন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'মাকে লইয়া তীর্ণপর্বটনে বাহির হইয়াছিল।' শরৎ, ১৯১৬।

তীর্ণপ্রবাস [স] বি তীর্ণভ্রমণ। 'তীর্ণপ্রবাসের গল্প বলিতে লাগিল।' শরৎ, ১৯১৬।

তীর্ণবারি [স] বি তীর্ণস্থানের জল। 'পুরোহিত এসে তীর্ণবারি নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

তীর্ণবাস [স] বি তীর্ণস্থানে স্থায়ীভাবে বসতি। 'যেহেতিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্ণবাস করিতে যাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তীর্ণভূমি [স] বি পুণ্যস্থান। 'এই সমস্ত তীর্ণভূমি পর্বটন ইহাদিগের এক পুণ্যকর্ষ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তীর্ণভ্রমণ [স] বি পুণ্যস্থানে গমন। 'নামসন্ন্যাসী তুচ্ছ উপদেশ অনুসারে উপাসনা ও তীর্ণভ্রমণাদি করিতে প্রবৃত্ত হন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তীর্ণযাত্রা [স] বি পাশকরের জন্য তীর্ণে যাতায়াত। 'অমি তীর্ণযাত্রাতে অনেক সেশ সেবনাম ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তীর্ণযাত্রিনী [স] বি ক্রী তীর্ণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে যে। 'তীর্ণযাত্রিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তীর্ণবারী [স] বি তীর্ণে যাত্রা করে যে। 'তীর্ণবারীরা অদ্যাপি সে স্থানকে-কামচন্দ্রের বিগ্রামস্থান রূপে জ্ঞান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

তীর্ণসেবা [স] বি পুণ্য লাভের জন্য তীর্ণে দর্শন ও আচার্য্যাদি পালন। 'তীর্ণসেবা ও দেশ পর্বটন করিয়া সমুদ্র জীবন কোষণ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

তীর্ণস্থান [স] ১ বি পবিত্র স্থান। 'কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্ণস্থল হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি অত্যন্ত গাছের জায়গা। 'নানা জাতের নানা দেশের মোসাম্বিকদের তীর্ণস্থল।' অন্ননা, ১৯২৯।

তীর্ণস্থান [স] বি পবিত্র স্থান। 'বৌদ্ধদের মধ্যে তীর্ণস্থান বাজপুহ নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্ণস্থান বয়তুল মোকাদ্দেস।' গবীর, ১৯৩৬।

তীর্ণস্থান [স] বি পুণ্য লাভের আশ্রয় তীর্ণস্থানে স্থান। 'তীর্ণস্থান উপলক্ষে শিব, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ের একটি শুভানুক সম্মান উপহিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তীর্ণবাসন [স] বি পান্যমোহন। 'আমার তীর্ণবাসনের দরগা-চুড়া।' মুক্তভবা, ১৯৬০।

তীর্ণাভিলাষী [স] বিন তীর্ণ ভ্রমণে অভিলাষী। 'নানাসেখী তীর্ণাভিলাষী সন্ন্যাসী ... পার হইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

তীর্ণের কাক বি অভি আহারের সঙ্গে প্রতীকা করে যে। 'কোথাও বা শেখদার জামিনেরা তীর্ণের কাকের ন্যায় বলিয়া আছে।' গাবীর, ১৮৫৮।

তীর্ণোদগ [স] বি পবিত্র বলে বিবেচিত তীর্ণের জল। 'তীর্ণোদগে একমুহুরে আমার অভিসেক হয়ে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তীসরা [বি] বিন তৃতীয়। 'তীসরা সাপ থেকে শালনা দিও।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

তু-গজলী বিজড়ি। 'কামিহু মুসলিমক অমিক দুহর।' সুসতান, ১৭০০।

তু [স] তুমি সর্ব তুই। 'কান্দে গাই তু কামচন্দ্রলী।' চণ্ডী ১৮, ১২০০। তুই সর্ব তোমার। 'তুই ভরে ইহ সব দুর্গার পলাও তুই পুন কহি ডরাশি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। তুআ সর্ব তোমার। 'থরের সেবক

তুভা

মাতা 'সম্ভবে তুভা নাম'। যুদ্ধ, ১৬০০। 'তুঁবে সর্ব তোমাকে। 'তুঁবে দান দিব সব তুপাকে নিকটে।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'তুঁহার সর্ব তোমার।' লাজ নাইক কানাই বদনে তুঁহার। বৃন্দা, ১৪৫০। তুঁহা সর্ব তুই। 'পামর তুঁহা পলটিল না করিলি হেনা।' মালধর, ১৫০০। তুঁহি ১ সর্ব তুই। 'কৃষ্ণ ঘরে কৃষ্ণ কর সেই শক্তি তুঁহি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ সর্ব তুই। 'গায়েব পুবে ডাক কিকমে সমসর বড়াই করিলি তুঁহি রাজার গোমর।' যুদ্ধ, ১৬০০। তুঁয়া ১ সর্ব তোমার। 'নির্যুক্ত হইয়া চিত্ত মায় তুঁয়া স্থান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ সর্ব তোমার। 'তুঁয়া সেবে অবিরত।' রূপায়, ১৭৫০। তুঁহ সর্ব তুই। 'হায় কৃন্দোলী, পুরুষ কেশরী কৈসে নয় তুঁহ নয়।' রামহাস, ১৭৮০। তুঁহার সর্ব তোমার। 'লাজ নাইক কানাই বদনে তুঁহার।' বৃন্দা, ১৫৭০। তুঁহারে সর্ব তোমাকে। 'অধার লাগে চোখে, দেখি না তুঁহে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। তুঁই সর্ব তুই। 'তুঁহ ডরে ইহ সব দুর্হি পলাএন তুঁই পুন কাহি ভদ্রাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। তুঁই সর্ব তোমার। 'না বহসি তার তুঁই শিলাসের কাজ।' বৃন্দা, ১৪৫০।

তুভা [আ তোয়াম্ভা] বি শাব্দিক্তির জন্য পাঠ্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

তুই ১ সর্ব মধ্যম পুঙ্খের তুভাধ্বক রূপ। 'জাইবার বাসনা তুই ছাড়হ গুমািল।' বৃন্দা, ১৫৭০। ২ সর্ব মধ্যম পুঙ্খের স্নেহাধ্বক রূপ। 'তুই নাকি বুঝ ভাণো করিতা লিখিহসি।' নলকল, ১৯২৬। তুইতকার বি তুহজ্ঞা। বিদ্যা, ১৮৯১। তুইতকারি বি তুহজ্ঞা-তাহিলা। বিদ্যা, ১৮৯১। তুইতকারিয়া বি যে তুহজ্ঞা-তাহিলা করে। বিদ্যা, ১৮৯১। তুই তোকারি বি তুগড়াটি। 'রর কাকবি শেষ পর্যন্ত তুই তোকারিতে গিয়ে ঢেকে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

তুঁত [আ তুত] বি এক প্রকার বৃক্ষ। 'তুঁতে ডালে বুঁজে বেড়াই গুটিগোকার গুটি।' রবীন্দ্র, ১৯২২। প্রতুত

তুঁতে [স তুবা] বি নীল রঙের পদার্থবিশেষ; রূপার সালফেট। ওসী, ১৭৫৫। প্রতুতে

তুঁদুলে [আ তনুহা] বি তনুর তৈরি। 'কথায় পল্লভ্যামুকে তুঁদুলে পাউরুটি হতেও কোলাতে লাগিলে।' হত্যাম, ১৮৬১।

তুঁষ [স তুবা] বি তুষ। মামোএল, ১৭৪৩। 'সেন খামের গায়ে তুঁষ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

তুঁই সর্ব তুই। 'মরণ রে, তুঁই ময় শ্যাম সমান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তুহ [হি টোক] বি বশীকরণ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'তুহ কলহে মাগী, ধূশাণ্ডা নিজে চোখে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

তুহতাক [হি টোক] ১ বি বশ করার মন্ত্র। 'তুই আগে তুহ তাক গুলো কর।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি আচার-অনুষ্ঠান। 'তাকে যে রকম তুহতাক বলে তাই সে আঁকড়ে ধাকতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

তুহ [আ তুকাহ] বি কীর্তনের একটি অঙ্গ। 'মনোহরসাহী একটা তুহ তাঁহার মরণ হইল।' গায়ী, ১৮৫৮।

তুহা [আ তুকাহ] বি প্রদান; প্রদানের চরণবিশেষ। 'সুভারিত ডাবে থাকিয়া একতৃ ভক্তা বহির্বেশ।' সপ্ন, ১৮৩৭।

তুহা [স তীল] বি টোকস। বিদ্যা, ১৮৯১।

তুহার [স তীল] বি তুহোড়। 'নানা বর্ণ নানা জ্যোতি তুহস তুহার।' আলগল, ১৬৮০।

তুহোড় [স তীল] ১ বি টোকস। 'তুহোড় ইয়ারের দান হাসির গদ্যও ইয়ারজী কথার স্বরুয়ার সঙ্গে বাতায় বাতায় এত দরজায়, তার দরজায় হু মেয়ে বেড়ায়েন।' হত্যাম, ১৭৬৬। ২ বি মেখা। 'বেড়ায়েনেকো হেলো ... ছম্বে বৃন্দ তুহোড়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

তুল [সি ১ বি উচ্চ। 'তুলবান মুখবিহার।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি উচ্চ। 'আমি উভাল, আমি তুল ভয়াল মহাকাল।' নলকল, ১৯২২। ৩ বি উচ্চ। 'সহসা সাজানো রেখা তুল করা তোমার মাধুরী।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

তুলগিরিষ্টিয়া [সি বি পর্বত শীর্ষ থেকে বিস্তার। 'সরলভাব, স্রমশীল অর্য্যচরণে তুলগিরিষ্টিয়া নদসে নায়।' সপ্ন, ১৮৮৮।

তুল-গিরিষ্টিয়া [সি বি সুউচ্চ পর্বতমালা। 'অন্তর্নিহ-পানে প্রসারিয়া আপনারে, তুল-গিরিষ্টিয়া আপনার সুদৃশ্য রহস্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তুলতর [সি বি উচ্চ বা শাখা আকৃতির। 'তুলতর ময়ীলহুয়া পুড়ি ভস্মাশি সবে খোর দানদলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

তুলশিখর [সি বি উচ্চ চূড়া। 'ভবে যোবার সেবা পিত পাশর-চক্র প্রোভে/ মানব চিত্ত-তুলশিখর হতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তুলী [সি ১ বি পর্বতের উচ্চত অংশ এমন। 'করুণায়ে যে তুলী প্রবেশে নির্মম নৃশি সে হচ্ছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি শ্রী উচ্চত। 'তুলী প্রবেশে হবে বাসনের প্রবেশী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি উচ্চত অবস্থিত। 'তুলী মেঘে অতুলক মাথা নাড়ো নাকো।' বিদ্যু, ১৯৪১।

তুলতলা [সি বি ভারতের ময়ীসূতের একটি নদী। 'সে-ই তো প্রাণের ব্যাঘ্র ঢালে তুলতলা, গঙ্গার কি আকরা-নাড়ায়ে।' মীরেন, ১৯৫৪।

তুহ [সি ১ বি পুঙ্খ। 'উভয় যৈরা রাজা করে তুহু সেবন।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি পুঙ্খ। 'যাহার ঐক্য নাই, সেই তুহু।' বক্রিম, ১৮৬০। ৩ বি অস্বাভ। 'মান-অপমান তুহু করিয়া, লাঘি কীটা নিরোধার করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি সামান্য। 'অতি তুহু বিষয়ে কথা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বি তরুতুলী। 'মন্দুখ্যত তুহু করি যারা সারাবোলা তোমারে লইয়া গুহু করে পুজা-পোজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৬ বি সহজ। 'তুহু সা রে গা মায় আমার গলগলই ধামার।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

তুহু করন বি ঘৃণা করা। ওসী, ১৭৫৫।

তুহু করা ১ ক্রি উপেক্ষা করা। 'বহুগুণের হিতকরী নীত তুহু করে যে দুর্খণ।' তারিণী, ১৮০৩। ২ ক্রি অবজ্ঞা করা। 'ইহাকে তুহু করিতে পারে এমন লোক কে আছে?' বক্রিম, ১৮৭৫।

তুহু জ্ঞান [সি বি অবজ্ঞা। 'সেও অহাকে তুহু জ্ঞান করে।' তারিণী, ১৮০৩।

তুহুজ্ঞান বি অবজ্ঞা। 'আমাকে বড় একটা তুহুজ্ঞান করে না।' কেরি, ১৮০২।

তুহুতর [সি বি অতি নগণ্য। 'সেগলোকে অনাবশ্যক এবং তুহুতর মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তুহুতা [সি ১ বি গুরুত্বহীনতা। 'প্রতিদিনের তুহুতাই সত্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি নগণ্য জ্ঞানকর্ম। 'বাদ দেওয়া ব্যাক আরো মাস করেকের তুহুতা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তুহু-তাহিলা [সি ১ বি অনাদর। 'তাকে তুহু-তাহিলা ও অবদানে নাশ করে।' অবন, ১৯২৫। ২ বি অবজ্ঞা। 'শাস্ত্রন্যাকে তুহুতাহিলা করার মধ্যে কেন আত্মত্যাগের মহিমা আছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

তুহুতাহুহু [সি বি অতি সামান্য। 'বিসিদ্ধি চ্যলসলন আনবকারদার সমস্ত তুহুতাহুহু উপসর্গতলিকে প্রদর্শন করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। 'তুহুতাহুহু কয়েকটা শাইন নিয়ে আজকের এই সমস্ত চিন্তাভাবনা।' জীবন, ১৯৩১।

তুচ্ছীকৃত [স] বিপ তুচ্ছ হিসেবে গণ্য। 'রাজা ত্রৈশ্ব হইলে সর্বলোক
কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হইবেন।' মুদ্রারক্ষা, ১৮১০।

তুচ্ছ সর্বভোমার। 'মেঘবনন তুচ্ছ, মেঘমন্ডাটুট।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তুট [স তট] ১ ক্রি দূর হওয়া। 'জাসু সুপত্রে তুটই ইন্দ্রিআল।' চর্য্য ৩০,
১২০০। ২ ক্রি ভাঙ্গা। 'তখনই বীরের বেটা বল নাই তুটে।'
মহানন্দাম, ১৭৮১। তুট ক্রি দূর হয়। 'আইস সহ্যই জই বণ
বুঝি তুট বাক্য তোরা।' চর্য্য ৪১, ১২০০। তুটই ক্রি দূর হয়।
'কেন তুটই অবশ্য গমণ।' চর্য্য ৪৬, ১২০০। তুট ক্রি দূর হয়ে।
'তবে তুটই অবশ্য গমণ।' চর্য্য ৪৬, ১২০০। তুট ক্রি দূর হয়ে।
'তাহা মহামুসের তুটি গেলি কথা।' চর্য্য ৩৭, ১২০০। তুটই ক্রি দূর
হয়। 'জাসু সুপত্রে তুটই ইন্দ্রিআল।' চর্য্য ৩০, ১২০০।

তুড়ক বিশ ভূতবৃত্ত; চটপট। 'সাহেবের তুড়ক লম্বা।' মনোজ, ১৯৬১।

তুড়কি বি লোককীড়াবিশেষ। 'হেঁচুতুহ, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি,
ভাঙাগুলি বেলেতে লাগলেন।' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

তুড়কুড় [ধন্য] বি ব্যস্ততার মাথা বৃত্তহে এমন ভাব। 'মাথা কেমন
তুড়কুড় করছে।' কীর্ত্তন, ১৯৪৭।

তুড়া [স ত্রোটা] ১ ক্রি ভাঙ্গা। 'আমার তুড়িয়া দানা কৈল একটাই।' গরীব,
১৭৬৫। ২ ক্রি ছড়ি দেওয়া। 'তাকিহাতে দিয়ে চেস দেব সব
তুড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তুড়ানি [কা তরানী] বি চোয়াল মদ। 'বারো জাত তার হাঁড়ির তুড়ানি
যায়।' শালন, ১৮৯০।

তুড়ি বি সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'তুড়ি রাগ।' মাল্যদ্বার, ১৫০০।

তুড়ি [স ছোটকা] বি বৃদ্ধাশ্রম এবং অন্য আশ্রমের ঘরায় স্ট্র শ্রম।
'বৃদ্ধাশ্রমে তুড়ি গয়া জাত যেতরান্য বেলএ।' আলোপন, ১৬৮০।

তুড়ি দেওয়া ক্রি তুচ্ছ জ্ঞান করা। 'এহ তারা তিথি এইবার তুড়ি
আমার নাকের উপরে তুড়ি দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তুড়ি মারা ক্রি অস্বাধ্য করা। 'এই বলে এহ তারা তুড়ির মুখের
উপর তুড়ি মেয়ে বেরিয়ে পড়লুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তুড়িলাক বি কৃষ্টিতে হঠাৎ লাকিয়ে ওঠা। 'উড়ি উড়ি আরসুলা দ্যার
তুড়িলাক।' সত্যেন্দ্র, ১৮১৭।

তুড়িতে [স ত্রোটা] ক্রিবিপ দ্রুতগতিতে। 'কাফের তুড়িতে যায় খোড়ার
উপর।' গরীব, ১৭৬৫।

তুর্প [স তুর্প] বি যাকে বাগ রাখা হয়। 'বৃন্দেন তুর্পেতে পূর্বিত শোভে
বাগ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুত [স] বি মৃগ। 'মাউলানী মাউলানী বোশগি তুতৌ।' বড়, ১৪৫০।

তুত [আ] বি গাছবিশেষ। 'সহ তালু তুত নেমু ব্যাতিব ...' কেরি,
১৮০২। ব্র তুত

তুতী [স ত্রোটা] ক্রি দূর হওয়া। 'তুতিএ কি টুটে।' তরুটি তুতিএ প্রত্ন
শকতি কাহার।' বাহয়ন, ১৬০০।

তুতিয়া [স তুত] বি নীল রঙের যৌগিক পদার্থবিশেষ; কপার সালফেট।
ওর্স, ১৭৮৫।

তুতী [স ত্রতি] বি ত্রতি। 'তুতী কৈল চট্টদাস গাএ।' বড়, ১৪৫০।

তুতীচন্দন [স ত্রতিচন্দন] বি প্রশংসাবাক্য; ত্রুতিবাক্য। 'বেলগি তৌ
তুতীচন্দনে।' বড়, ১৪৫০।

তুতী [কা তুত] বি হোতা গাণি। 'এসেছিল যারা বোদার বাদীর দখিলাল
তুতী পাণিয়া শিক বুললু প্যামা।' নজরুল, ১৯১১।

তুতে [স তুত] বি নীল রঙের পদার্থবিশেষ; কপার সালফেট। ওর্স,
১৭৮৫।

তুশ [স] বি তুতি। 'চার শযমান তুশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুশিলতনু [স] বিপ ক্ষীতোদার। 'তুশিলতনু গজানন।' রবীন্দ্র,
১৯০৭।

তুশুরা [কা তুশুর] বি চুল্লিতে কটি সেকার পদার্থবিশেষ। 'তুশুরার মহনা
ভরিয়া চুল্লীর মুখের কাছে রাখিয়া দেয়।' হজত, ১৮৯৭।

তুপড়ি বি লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি এক ধরনের বাঁশি। 'মোসাহেবের
নাকে তুপড়িওয়ালা বাঁশি হয়।' নীনবন্ধু, ১৮৩০।

তুত্বাঙ [আ] বি বস্তুকবিশেষ। মালোএল, ১৭৪৩।

তুত্বান [আ] ১ বি বড়। 'মালোএল, ১৭৪৩। 'বহিহে তুত্বান নাহিক বিরাম/
ধর ধর অস কৌশে অবিরাম।' রামশ্রদাস, ১৭৮০। ২ বি তরঙ্গ।
তবানী, ১৮২০। ৩ বি দৃষ্টিভা। 'শালন যোয় তুত্বানে প'শো ভক্তি
চটে।' শালন, ১৮৯০।

তুত্বানি [আ তুত্বান] ১ বি বড়। 'এমত সাগর-বারি - অশ্র মম
তুত্বানির বর জুর-বর।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ যত্নে। 'এই
তুত্বানি বৃষ্টিতে বাস কই?' কায়াসার, ১৯৬২।

তুত্বক বি বায়বীয়বিশেষ। 'তমুবা চেগাই বাজে তেওড়া তুত্বক.'
মানিকরম, ১৭৮১।

তুত্বাণে [স] ক্রি টোল খাওয়া। 'চোষ গেছে বসে, তুত্বাণে শিরেছে পেট.'
রবীন্দ্র, ১৯০২।

তুত্বি, তুত্বী [স তুত] ১ বি এক ধরনের আতশবাঞ্জি। 'আর তুত্বির
ফোয়ারা ছুটল না।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বি অনর্পণ কথা। 'ইরেজি
বহুনির তুত্বি।' মণীশ, ১৯০১।

তুত্বি বাঁশি, তুত্বী বাঁশি বি সাপুড়ের ব্যবহৃত লাউয়ের খোসার
তৈরি বাঁশি। 'সাপুড়ের তুত্বি বাঁশির ডাক।' নজরুল, ১৯২৬। 'নাগ-
নাগিনীর ফণায় যেমন তুত্বী বাঁশির সুর হাঁকিয়া।' জয়ীশ, ১৯২৯।

তুত্বা, তুত্বার [আ তুত্বা] বি স্বর্ণীয় গাছবিশেষ। 'রেজগান গেলমান দরক্ত
তুত্বার।' আলোপন, ১৬৮০। 'তুত্বা নামে দরক্ত পক্ষা কমান মূরে গটিল
যোনা।' শালন, ১৮৯০।

তুমকী [স তুত] বি একতারা। 'তুমকী বাজয়ে যথা রাজার তোরেণে.'
মহীকল, ১৭৬৬।

তুমতুমি [ধন্য] বি পর্ব। 'তবন হেতওয়া ছিল অন্যরকম, ঘন-দৌলতের
তুমতুমিও ছিলো।' আলোউদ্দিন, ১৯২৯।

তুমর [আ তুমরা] বি জমা-খরচ ইত্যাদি হিসাবের খাতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

তুমরি [আ তুমরা] বি জমা-খরচ ইত্যাদি হিসাবের খাতা। বিদ্যা,
১৮৯১।

তুমান বি ইরানের মুদ্রা। 'আমাকে হাজার পণ্ডিশেক তুমান দাও.'
মুক্তকব, ১৯৮৮।

তুমি সর্ব মধ্যম পুরুষের এককতের সাধারণ রূপ। 'তুমি কুমারী সতী.'
বিজয়, ১৭৬০। তুম্মা সর্ব ভোমার। 'হেনে হ্রা মেশ কে না সোত
করে তুম্মা সোত পাছে করে।' বিজয়, ১৭৬০। তুম্মার সর্ব ভোমার।
'তুম্মার মাউলানী আঁমি।' বড়, ১৫৭০। তুম্মি সর্ব সর্ব ভোমার।
'তুম্মি সব বধা তুম্মা আঁমি সর্বক্ক'। বুল, ১৫৮০।

তুমুল [স] ১ বিপ অবশিষ্ট। 'তুমুল সংখ্যায় আরক্ত হইয়া আমেরিকার
শায়ীলতু লাভ।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিপ ত্যাকম। 'হরিয়াহে

মুক্তিসের সহিত সন্ন্যাসীদিগের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়।' অক্ষর, ১৮০৮। ৩ বিঘ দারুণ। 'কলিকাতা হইতে কয়েক দণ্ডের পথ ব্যবসানে এই তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হয়।' বাছব, ১৮৮১। ৪ বিঘ প্রচণ্ড। 'নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তুশ [সি] বি লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি বায়বস্ত্র; একতারা। 'যেখানে সেখানে যান তুশ করি সার।' ওষ, ১৮৫৮।

তুঘী, তুঘীকলা [সি] বি লাউ। 'কমতলু তুঘীফল করর পিবারে জল।' ভারত, ১৭৬০।

তুঘর [সি তুঘ<] বি তুঘক বাদক। 'সখরবি তুঘর গায়ক বাদ্যক্রিয়াতে তালঙ্গ।' রামরাম, ১৮০১।

তুঘল [সি তুমুল] বিঘ তুমুল। 'দুই সৈন্য তুঘল বাজিল মহারণ।' সুলতান, ১৭০০।

তুঘে, **তুঘে** [সি তুঘেতি] সর্ব তোমরা। 'জই তুঘে তুসুকু অহেই জাইবৈ মারিহ সি পঙ্কজা।' চর্চা ২৩, ১২০০। 'জই তুঘে লোশ যে হেইবৈ পারশামী।' চর্চা ৫, ১২০০।

তুঘা সর্ব তোমার। 'বলি তুঘা চরণপুঙ্খরে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তুরকি, তুরকী [ফা] ১ বি তুরকের ভাষা। 'তুরকীতানে তুরকী ভাষে আপনার কোরানের কথা সব গিখে লইলা সার।' সুলতান, ১৬৫০। ২ বিঘ তুরক দেশের। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' আলোড়ল, ১৬৮০। 'হাজার হাজার বাজী ইরাকি তুরকি তাজী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২৮।

তুরকি সওয়ারী বি তুরক দেশের অঝারোহী। ওঁসী, ১৭৮৫।

তুরকীয় [ফা তুরকি<] বি তুর্কি জাতি। 'তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ... মহম্মদের হস্তে উচ্ছন্ন যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

তুরঙ্গ [সি] বি ঘোড়া। 'অসংখ্য তুরঙ্গ পঙ্খ রথ দাস দাসি।' মদনমোহন, ১৫০০।

তুরঙ্গারু [সি] বি অঝারোহী। 'অমৃত তুরঙ্গারু প্রেরণ করিবা।' রামরাম, ১৮০২।

তুরঙ্গী [ফা] বিঘ তুরকদেশীয়। 'তুরঙ্গী টাগন তাজি টাটু জোড়া জোড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তুরঙ্গ [সি] বি ঘোড়া। 'কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব নারিকেল বদলে লক্ষ।' মুরুব্ব, ১৬০০।

তুরঙ্গম [সি] বি ঘোড়া। 'রথ তুরঙ্গম সেলা সন্ধ্যায় খারি ধালা।' মুরুব্ব, ১৬০০।

তুরঙ্গমী [সি] বিঘ অঝারোহী। 'সিখিজয়ী শাখে সিদ্ধ তুরঙ্গমী সেনানীরে ডাকি।' সুখীন্দ্র, ১৯০১।

তুরঙ্গ [প্রা] ক্রিবিদ্র দ্রুত; সড়ক। 'উদ্যমবেগে খাই তুরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তুরঙ্গান [ফা তুরকান] বি মিস্রিসের ব্যবহৃত হিঙ্গ করার হাতিয়ার। কিন্দা, ১৮৯১।

তুরঙ্গুন, **তুরঙ্গোন**, **তুরঙ্গান** [ফা তুরকান] বি মিস্রিসের ব্যবহৃত হিঙ্গ করার হাতিয়ার। ওঁসী, ১৭৮২। 'ছুতারের ধরি তুরঙ্গুন।' প্রেমেন্দ্র, ১৯০২।

তুরঙ্গন [সি তুরমান] বিঘ দ্রুত। 'বাবি হোন্তে বোয়াকের গতি তুরঙ্গন।' সুলতান, ১৭০০।

তুরঙ্গান [সি তুরমান] ক্রিবিদ্র দ্রুত। 'জলের মাখক খুলি অতি তুরঙ্গান।'

আলাওল, ১৬৮০।

তুরমুতী বি পাখিবিশেষ। 'শীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।' ভারত, ১৭৬০।

তুরানি, **তুরানী**, **তুরানী** ১ বিঘ তুরক দেশের। 'তুরানি যোগলখটা, টাপ দাড়ি মেতীকটা।' রামছসায়দ, ১৭৮০। 'তুরানী তরুশকে বলদন।' রোকেয়া, ১৯২৮। ২ বি তুরকের অধিবাসী যোদ্ধা। 'মিসরী, তুর্কী, তাতারী, তুরানী, ইরানী, কাবুদী সবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

তুরিত [সি তুরিত] ক্রিবিদ্র দ্রুত। 'সূর্য হেন তেজচক্রে তুরিত গমনে।' মাল্যধর, ১৫০০।

তুরিতহি [সি তুরিত<] বি তাড়াতাড়ি। 'বিদ্যাপতি কহ ধৈর্যক ধর ধনি মীলব তুরিতহি কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তুরিতে [সি তুরিত] ক্রিবিদ্র তাড়াতাড়ি। 'তুহ রস নাগরি নাসর রসবস্ত।' তুরিতে লাহ ধনি কুস্তক অন্ত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তুরী [সি তুর্বা] বি রশশিলা। 'প্রভু তুরী খতী ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন।' হেতাম, ১৮৬১।

তুরীয় [সি] বিঘ চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত। 'মম তুরীয় লোকের তিব্বক-গতি।' নজরুল, ১৯২২।

তুরীয়ানন্দ [সি] বি ময়্যাবিহ্বল আনন্দ। 'আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি।' নজরুল, ১৯২২।

তুরকী [ফা তুর্ক] ১ বি অঝারোহী তুর্কি সৈন্য। 'শতক তুরক আছে দুই শত কামানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি দ্রুতগত। 'হরিশের মতো দ্রুত গ্যাঙের তুরকে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা।' জীবন, ১৯৪২।

তুরক সওয়ারী, **তুরক সোয়ার** [ফা তুর্ক+ফা সওয়ার] বি তুরক দেশবাসী ঘোড়সওয়ার বা অঝারোহী সৈন্য। 'রাসা মুখে হেরিঙ্গী বাজনা, সাজা সারবে তুরক সওয়ার, বরের ইয়ার বস্ত্র।' হেতাম, ১৮৬১। 'চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরক-সোয়ার।' হেতাম, ১৮৬১।

তুরঙ্গ [সি তুরঙ্গ] বি ঘোড়া। 'নানা বর্ণ নানা জ্যোতি তুরঙ্গ তুরার।' আলোড়ল, ১৬৮০।

তুরঙ্গ [ওলা] ১ বি অগ্রাধিকারবিশিষ্ট আস। ওঁসী, ১৭৮৫। ২ বি আস খেলায় বিশেষ দানে জয়লাভ করার নিয়ম। 'ইনি যখন দুটা দেশের উপর তুরঙ্গ করিলেন না ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বিঘ মোক্ষম। 'ডাকা হইল আসামি পক্ষের তুরঙ্গ সাক্ষী ইদু শেখকে।' মনসুর, ১৯৫৩।

তুরক [সি তুরক] বি তুরক। 'তুরক, পারস্য ও মিসর দেশের লোকেরা ...।' মদনমোহন, ১৮৫০।

তুর্ক [তু] ১ বিঘ তুর্কি। 'বোয়ারি তুর্ক-তরুশীদের মূর্তি একে ... দিয়েছেন।' নজরুল, ১৯১৯। ২ বি তুরক। 'বীরা দম্ভরমতো তুর্কদেশে ব্রহ্ম করহিলেন।' নজরুল, ১৯১৯।

তুর্কমান [তু] বি তুর্কমেনিস্তানের অধিবাসী। 'আরব, তাতার, তুর্কমান ও তাদুশ অবস্থাস্থিত অপর্যাপর অনেক জাতির ...।' অক্ষর, ১৮৫০।

তুর্কমানী [তু] বি তুর্কমেনিস্তানের অধিবাসী। 'তুর্কমানীদের চেয়েও পিছিয়ে-পড়া জাত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

তুর্কি, **তুর্কী** [তু] ১ বিঘ তুরকের। 'মহেশ্বর যদি তুর্কি ভাষাও পড়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি তুরকের নাগরিক। 'জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিজয়ী

আরব, ইরানী, তুর্কী'র প্রচারক, ১৯০৬।

তুর্কীনাচন [তু তুর্কি+নাচন] বি উদ্ভাস নৃত্য। 'একটা তুর্কীনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তুর্কীভাষন, তুর্কীহান [তু তুর্কি+কা তান] বি তুরক। 'তুর্কীভাষন।' ওসী, ১৭৮৫; 'তুর্কীহানে এত জলো উজ্জ্বল টিকে রইল।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

তুর্কীহানী [তু তুর্কি+কা তান] বি তুরকের। 'তুর্কী-পাঠান-মোলদা যে রকম ভারতবর্ষের অলঙ্কার কারুকার্যের সঙ্গে তুর্কীহানী ইরানী স্থাপত্য মিশিরে তাজমহল বানালো।' মুক্তভা, ১৯৫২।

তুর্কীনাচ [তু তুর্কি+নাচ] বি উদ্ভাস নাচ। 'কাহ্নে পৌছে কাউকে তুর্কীনাচের চর্কিবাজি বেঁচে হয় না।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

তুর্কীনাচন [তু তুর্কি+নাচন] বি দ্রুত ছোটোছোট করা। 'হেডমাস্টার ইনুসের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচ নাচছেন।' মুক্তভা, ১৯৫২।

তুর্প [স তুর্গ] বি দ্রুত। 'মনের বাসনা পূর্ণ তুর্প রসে কন্যা।' রামায়ণ, ১৭৮০।

তুল [স তুলা] ১ বি সাদৃশ্য। 'ওঁ আধর তার বহুলীয তুল' বড়, ১৪৪০। ২ বি তুলনা। 'এতিন তুলনে যার দিতে নাই তুল।' বাহরাম, ১৬৫০।

তুল [স তুলা] বি দাঁড়িপাড়া; পরিমাপদণ্ড। 'অন্য এক পরিচরিতা এক সুন্দর লবনিকার অন্তরালে এক অশ্রুত তুল ... লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তুল করম বি গুণন দেওয়া। ওসী, ১৭৮৫।

তুলকালাম [আ] ১ বি প্রত্যক কলহ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি হলহুল। 'আজ সেই মাল দিচ্ছে তুলকালাম কাণ্ড।' শিবরাম, ১৯৭০।

তুলকালাম কাণ্ড [আ তুলকালাম+স কাণ্ড] বি গোলমাল। 'তুলকালাম কাণ্ড চলছে।' মণীন্দ্র, ১৯৬৬।

তুলট [স তুল+] বি মহাদানমূলক ব্রতবিশেষ। 'তুলটহতে শোভা পাও।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

তুলট^২ [স তুল+] বি তুলা থেকে তৈরি কাগজে লেখা। 'তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তুলট কাগজ [তুলট+আ কাগজ] বি তুলা থেকে প্রস্তুত কাগজ। 'তুলট কাগজে অভিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তুলট মেধা [তুলট+স মেধ+] বি তুলার মতো হালকা মেধ। 'হুলট মেধা, তুলট মেধা, তোরার সব মেধা।' জগীশ, ১৯২৯।

তুলতুলু [স তুল+] বি অতিশয় নরম। 'তুলতুলু বাগিশ।' মনসু, ১৯৫৫।

তুলতুলি [স তুল+] বি কোমলতা। 'কার টোটে যে টোটে তুলি/কার হাতে পায় তুলতুলি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

তুলতুলিয়ে আসা কি অশ্রুপূর্ণ হওয়া। 'চোখ জোড়া যেন তুলতুলিয়ে এসেছে।' করসার, ১৯৮২।

তুলতুলো [স তুল+] ১ বি নরম ভাব প্রকাশক শব্দ। 'তকতকে তুলতুলে তুলতুলে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি অতি কোমল। 'তুলোয় ভরা তুলতুলে আর কিছু ভরি না।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

তুলানা [স] ১ বি উপমা। 'তুলনা জে দিতে নারি অতি শোভা মনোহারি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সাদৃশ্য। 'যে২ পল্লিকা ইহঁতেছে সেই সকল

পল্লিকার তুলনা এই পল্লিকা যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়া যার না।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বি পার্থক্যনির্ধারণ। 'সে কালের সঙ্গে এক তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন।' রাজ, ১৮৭৪।

তুলনাতুল্য [স] বি তুলনা। 'কীর্তির তুলনাতুল্য পাণ্ডা নাহি যায়।' ভবানী, ১৮২৫।

তুলনাতুল্যক [স] বি একটার সঙ্গে আরেকটার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচারমূলক; তুলনামূলক। 'তুলনাতুল্য ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলাম।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

তুলনাবিরহিত [স] বি অতুলনীয়। 'তা এই অকালের দীর্ঘ ইতিহাসে তুলনাবিরহিত।' শিব, ১৯৫৬।

তুলনাবিশ্রেষণ [স] বি তুলনামূলক বিশ্রেষণ। 'অভিজ্ঞতার তুলনাবিশ্রেষণের উপায়শক্তি যত সূক্ষ্ম এবং নিপুণতর হয় ...।' শিব, ১৯৫০।

তুলনাবিহীন [স] বি তুলনা নেই এমন। 'মুক্তিমুক্তের ইতিহাসে তুলনাবিহীন।' সাংবাদিক বাণী, ১৯৭১।

তুলনামূলক [স] বি সাদৃশ্যমূলক। 'এরূপ তুলনামূলক সমালোচনার সেই ছোঁচের প্রতি আমাদের প্রীতিসম্মার হইত না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তুলনাবিহিত [স] বি অতুলনীয়। 'সূচের কাজে তুলনাবিহিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

তুলনাস্পন্দ [স] বি তুলনাসম্পাদ। 'বিষকণের সঙ্গে আমি তুলনাস্পন্দ নই।' মুক্তভা, ১৯৬০।

তুলনাহীনা [স] ১ বি তুলনা নেই যার। 'দেখিই গবে যেতে তুলনাহীনারে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি তুলনা তুলনীয়। 'রবীন্দ্রনাথ একটি তুলনাহীনা কবিতা লিখতে লিখতে ...।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

তুলনিক [স] বি তুলনামূলক। 'উনিশ শতকের বাংলায় সঙ্গে পূর্ববর্তী শতকের বাংলায় তুলনিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট।' শিব, ১৯৫৬।

তুলনীয় [স] বি তুলনার উপযুক্ত। 'বিশ্বাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তুলনীয়া [স] বি তুলনার যোগ্য। 'দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তুলবটী [স তুল+] বি তুলার তোলপ। 'তুলি তুলবটী তৈল তামুল তপনে তরুণী তপন ভোয় তসর বসনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুলসী [স] ১ বি তুলসী গাছ বা তার পাতাবিশেষ। 'ভাসবত-তুলসী-গায়া ততজনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পুনি। ওসী, ১৭৮৫।

তুলসি [স তুলসী] বি তুলসী গাছ বা তার পাতাবিশেষ। 'তুলসি মাতি জাতি অমলকী হুস জুতি।' মালাধর, ১৫০০।

তুলসী-কাঁঠি [স তুলসী+কাঁঠি] বি তুলসী দানার মালা। 'কাঁধা কমতুল গাতি গলার তুলসী-কাঁঠি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুলসীতলা [তুলসী+স তলা] বি তুলসী গাছের নিচে। 'তুলসীতলার গম্বীশ সোলে।' জগীশ, ১৯৩০।

তুলসীদল [স] বি তুলসী গাছের পাতা। 'সচলন নবীন তুলসীদল কুম্ভাদি স্থাপন করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

তুলসীদানা [স তুলসী+কা দানব] বি মালাবিশেষ। 'তুলসীদানা ও হুড়া।' মেয়র্দ, ১৭৯২।

তুলসীগড় [স] বি তুলসী গাছের পাতা। 'তুলসীগড় এবং

তুলাসীপাতা

তুলাসীমঞ্জরী আর হীরার কলিকা।' দর্পণ, ১৮২৭।

তুলাসীপাতা তুলাসী-স পত্র। বি তুলাসী গাছের পাতা। 'তুলাসীপাতার রস দিয়ে চা।' রবীন্দ্র, ১৮৩২।

তুলাসীবনের বাব - বাঘুবংশে বনমণি। 'আহা বা, মিনসের রকম দেখ না- যেস তুলাসীবনের বাব।' মাইকেল, ১৮৬০।

তুলাসীমঞ্জরী [স। বি তুলাসীর মঞ্জুর। 'গভাভয়ে তুলাসীমঞ্জরী অনুকম কৃষ্ণপাদপঙ্কে ভাবি করেন সমর্পণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তুলাসীর কন্তি [স। তুলাসী-স কন্তী। বি তুলাসী দানার মালা। 'তুলাসীর কন্তিলা।' ভবানী, ১৮২৫।

তুলাসীদাসী [স। বি তুলাসীদাস-ব্রতিন (রামায়ণ)। 'পেয়ালাসের তুলাসীদাসী সুর জনা ঘাইতেছে।' শরৎ, ১৯১৭।

তুলাসী-বাকী [স। তুলাসী-] বি এক জ্বালের ধান। 'বাক্যবক নীলাবতী আর ঋণেরূপ অমুরি তুলাসী-বাকী বেড়িল এতর।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

তুলা। [স। তুলা।] ১ বি শিমুল বা কার্পাস কুলের আঁশ। 'তুলা ধূনি ধূনি আঁসু রে আঁসু।' চর্য ২৬, ১২০০। ২ বি সলিভা। 'নাহি তেল ভার নাহি তুলা আকুণ্ঠবি হেতে উদয়।' লালন, ১৮৯০।

তুলা দেওয়া [স। তুলা দেওয়া। কানে তুলা দেওয়া [স। শোনা বন্ধ করা। 'ইহার্য বসনমাঙ্গের কানে তুলা দিয়া রাখিতে চান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তুলা ধুনি [স। তুলা ধোনা। 'প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া ... করিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তুলাসম [তুলা-স সম। বি তুলাসের মতো। 'তুলাসম মেঘখন্ডের মতো মানাসের সেবা দিয়ে।' ওসলী, ১৯৬৮।

তুলাসূত্র [তুলা-স সূত্র। বি তুলাসের আঁশ। 'চাকার অল্পম অক্ষিপুত্র তুলাসূত্রের যে বস একত্র হইত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

তুলা। ক্রি উপরে উঠানো। তুলি ক্রিণি উপরে উঠিয়ে। 'তুলি তুল্য যোর মুখে।' বড়, ১৪৫০। তুলিয়া [স। তুলে; সমগ্র ক'রে। 'বিন্দুলো ভারজাতি তুলিয়া পুরিল সাজি।' হুত্বন, ১৬০০। তুলিবা [স। তুলে। 'হাথে তুলিবা দেহ দানে।' বড়, ১৪৫০। তুলিতে ক্রি উঠাতে; উত্তোলন করতে। 'তুলিতে ধনুক নারে সম্বন্ধ করিবারে।' মালধর, ১৫০০। তুলিবার ক্রিণি তোলার। 'ফুল তুলিবার তরে।' বড়, ১৪৫০। তুলিয়া ক্রি তুলে; আহরণ করে। 'কোহা হুলেন ফুল তুলিয়া হুররি।' মালধর, ১৫০০। তুলিল ক্রি সমগ্র করলো। 'প্রভাসীয়া তুলিল বিস্তর।' হুত্বন, ১৬০০। তুলির্ ক্রি এহণ করলি। 'তুলির্ প্রেমের মুক্তা অতুল অল্প।' বাহ্যর, ১৬৮০। তুলিলেক ক্রি তুলল। 'ডাক লাগি কর তুলিলেক গোপী।' বড়, ১৪৫০। তুলিহ ক্রি তোলো; চরন করো। 'আতি না তুলিহ বয়েছি গুলাল মালতী।' বড়, ১৪৫০। তুলী ক্রি তুলে। 'হাথে তুলী যৌ বাইলো হাথে।' বড়, ১৪৫০। তুলীল ক্রি তুললো। 'কাহাজি তুলীল গাএ।' বড়, ১৪৫০। তুলে ১ ক্রি তুলে। 'এহম যৌবন সাজি গোলা তুলে কী।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি ত্যাগ করে। 'হাসিআত হাই তুলে কমলাচোনে।' মালধর, ১৫০০। তুলে দেওয়া ক্রি বস করে দেওয়া। 'ইতিমধ্যে কাঞ্চজানো তুলিয়া দিতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০১। তুলে দেওয়া ক্রি উঠানো। 'মুঠি মুঠি তুলা তুলিয়া লইয়া কেবিল পুরিল মুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। তুলে রাখা ক্রি বন্ধ করে রাখা। 'অনু কোনো বার্ষহ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া বদ্বর্ষক সিন্দুর তুলিয়া রাখিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। তুল্যা ক্রি তুলে। 'তুলাসীক মন্যায় তুল্যা দিল হে নয়।' হুত্বন, ১৬০০। তুল্যাছে ক্রি তুলেছে। 'বাস হাথ তুল্যাছে দক্ষিণ

হাথ বুকে।' রূপায়ম, ১৭৫০।

তুলা। [স। তুলা।] ১ বি পটীয়া। 'বুড়ো কবিল তুলা হারিল বনিকণ্ঠা শ্রীকবিকল্প রস ভনে।' হুত্বন, ১৬০০। ২ বি তুলা। 'আমার ঋত এই হয় বুড়ির তুলা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

তুলাসি [স। তুলাসি] বি ওজন মাপার যন্ত্র। 'তুলাসিও মনোমত ঠিক করিয়া অসীম দুঃখভার চণাশী দিলেন।' মল্লভরত, ১৮৮৫।

তুলা। [স। বি (ছোড়তিথ) বরোটি রাশিচক্রের অন্যতম রাশি। 'তুলা বিহা অনাহত চক্রে সর্বেতি।' সুলভান, ১৭০০।

তুলাশয় [স। বি জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী সপ্তম রাশির আকাশে উদ্ভিত হওয়ার সময়। 'চাপ লাগে নইনতর তুলাশয়ে কৃত্তবর।' হুত্বন, ১৬০০।

তুলাকোটি বি হাত বা পােরে তুল্যবিশেষ। 'রক্তত পানুগি ছাটী পরে নিরা তুলাকোটি।' হুত্বন, ১৬০০।

তুলাত [স। তুলা।] বি তুলা; তুলা থেকে গ্রহত। 'তুলাত কাপজেতে পুতক মৃদিতকরণের প্রথম সূচি এই।' দর্পণ, ১৮৩০।

তুলাত কাপজ, তুলাধ কাপজ [স। তুল-+ত্যা কাপজ। বি তুলা থেকে গ্রহত হওয়া বর্ণের কাপজ। 'তাঁহা তুলাত কাপজের উপরে ছাপা হইবে।' দর্পণ, ১৮২৯। 'পুণ্ডরাক ধারাদাসের তুলাধ কাপজে পুতকাকৃতিই করিতেছেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

তুলি [স। তুলিকা।] ১ বি তুলা দিয়ে তৈরি আসন; গদি। 'উচ্চ দুট তুলি সব গুটি হানে হানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি তুলার শেপ। 'তুলি পাড়ি পাড়ি করি নিয়োজিত।' হুত্বন, ১৬০০। ৩ বি তোপক। 'মোনেএল, ১৭৪৩। ৪ বি তুলিকা; ছবি আঁকা বা রঙ লাগানোর যন্ত্র বাসবিশেষ। 'মোনেএল, ১৭৪৩।' সেখিলে বোধহয় যেন তুলি দিয়া আঁকিয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

তুলিকা [স। তুলিকা। বি তুলার তোপক। 'পর্ষক তুলিকা পাড়ি নিহ অভঙ্গ-শেড়ী।' হুত্বন, ১৬০০।

তুলিক [স। তুলিকা। বি তুলি। 'এসো চিত্রী চটপট ফেলি তুলিক পট।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

তুলিকপট [স। তুলিকাপট। বি চিত্রকরের ছবি আঁকার উপকরণবিশেষ। 'এস চিত্রী চটপট ফেলি তুলিকপট।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তুলিকা [স। তুলিকা। বি শেখরী। 'তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তুলশা [স। তুলশা। বি তুলশা। 'মোনেএল, ১৭৪৩।

তুলে [স। তুলা। বি তুলা; তুলাসী। 'শতকে ব্রহ্মবহ নহে বার তুলে।' বড়, ১৪৫০।

তুলেপেড়ে কেলা [স। জিনিসপত্র তুলে রাখা। 'একদিন দু-দিন করে তুলেপেড়ে ফেলাবে।' মনোহর, ১৯৬১।

তুলো [স। তুলা।] বি কার্পাস শিমুল ইত্যাদি ফলের আঁশ। 'তুলোর কাপড়।' ওপ, ১৭৮৫। 'সুপারকার তুলো যেমন করে চেষ্টে একটি পরিমিত নাটো পরিমিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

তুলোটি বি তুলা থেকে গ্রহত। 'তুলা কাপজের নয় তুলোটি কাপজের ফুল।' ব্রহ্ম, ১৯১৪।

তুলো-ধূনে করা ১ ক্রি খোলা তুলার মতো স্ত্রিভিগ্ন করা; বিপর্যক করা। 'সুন্দর, ১৯০৬। 'তাই তুলো-ধূনে করেছ ততই যতই মরিল বুঁবে।' নন্দরল, ১৯২৪। ২ ক্রি দীর্ঘ সময় জল্পনা-কল্পনা করে কটু কথা হুড়াপড় করা। 'ভিনি কথোই বহুদিন ধরে তুলোধূনে করে

ভেনে যোগেনেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

তুলো-খোলা ১ বি পূর্ণস্রুত। 'সারসি বাকিয়ে সূরের বাকারে তুলো-খোলা চমল।' অলন, ১৯২৫। ২ বিণ চরমভাবে বিপর্যত। 'ইরেজকে তুলোখোলা করে ছাড়লেন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

তুলো-পোঁজা বিণ ছিন্নিহ্নি। 'আমার বুকের বরক খুদীর মত তুলো-পোঁজা করে দেয়।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

তুলোময় বিণ তুলার মাখাখাি এমন। 'একবারে তুলোময় হয়ে হিলাম।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

তুল্য [স] বিণ তুলনীয়। 'পার্বত স্মৃশাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তুল্যতা [স] ১ বি সদৃশতা। 'সকল ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত বিষয়ের তুল্যতা রক্ষা করা অসম্ভব।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি তুলনামূলক মান। 'ঈশ্বরত্বের আদর্শের তুল্যতা আছে কেউ পরিমাপ করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তুল্যবয়স্ক [স] বিণ সমবয়সী। 'লন্ডনের লোকের তুল্যবয়স্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া ...।' কৌমুদী, ১৮৩০।

তুল্যমূল্য [স] ১ বিণ সমান দামি। 'সমস্ত সাম্রাজ্যও আশনকার এসত বহুদশম্বের তুল্যমূল্য হইলেক না।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ সদৃশ। '... কোনও লক্ষ্যবর্তিত আশ্রিতবর্তকের সহিত তুল্যমূল্য করিয়া নির্দেশ করিলেই, তত্ত্বপ্রদর্শকের যথেষ্ট প্রকাশ্য করা হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

তুল্যরূপ [স] বি সমকক্ষতা। 'সে বিবাহেতে বর-কন্যার তুল্যরূপ ছিল।' যুগ্মজর, ১৮৩০।

তুল্য্য [স] বিণ ত্রী মতো। 'ত্রীলোকেরা স্প্রতুল্য্য।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩০।

তুল্য্যংগ [স] বি সমান অংগ। 'চাকা ভায়ায় তুল্য্যংগের লইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

তুল্য্যতুল্য্য [স] বি ব্যতিক্রম। 'সেখাবিকারী ব্যক্তিরেই অন্য কেহ এখ দত্ত করিতে পারে না তুল্য্যতুল্য্য হইলেই প্রাণের শক্তি।' রাজীব, ১৮০৫।

তুল্য্যাবিকারী [স] বিণ সমান অবিকার আছে এমন। 'আমার সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্য্যাবিকারী।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

তুল্য্যে [স] তুল্য্য। বিণ তুলনীয়। 'বিসেস সোদগরী রাজা বিন্যাতরী হইলো।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তুল্য্য [স] তুল্য্য। বিণ তুল্য্য। 'নন্দ তুল্য্য হইল ইমেন।' আশাওল, ১৬৮০।

তুল্য্য [স] তুল্য্য। বিণ হয়ে। 'তুল্য্য নেলেগ ব্যাল।' নীলবন্ধু, ১৮৭২।

তুল্য্য [স] ১ বি ধান বা এ জাতীয় শস্যের খোসা। 'তুল্য্যের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।' চন্দ্রী, ১৫৫০। ২ বি আঁজাকড়। 'মালোএল, ১৭৪৩।

তুল্য্যাল [স] বি কুলস্কৃত তুল্য্যের আচল যা অনেকক্ষণ বিকির্ষিত ছিল। 'তুল্য্যালসে গোড়িত যেন না যায় জীবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তুল্য্যের আচল বি দীর্ঘস্থায়ী ও চাপা অস্থায়ী। 'হৃদয়ের মধ্যে তিরস্কার তুল্য্যের আচল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তুল্য্যতুল্য্যী [স] তুল্য্য>। বি হিন্দু ব্রতবিশেষ। 'এই ব্রতের নাম তুল্য্যতুল্য্যী।' কন্যাসংবাদিনী, ১৮৩৩।

তুল্য্য [স] তুল্য্য>। ১ ক্রি ত্যাগমোদ করা। 'একান্ত ভাবতি তুল্য্যি দেব উমাগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি ত্যাগ করা। 'ত্যাগকে তুল্য্যি

আদি দিব ময়দান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ ক্রি সঙ্কট হওয়া। 'জাহরের প্রতি নৃপ বহল তুল্য্যি।' সুলতান, ১৭০০। ৪ ক্রি তুল করা। 'মন নাপদীর বেশে তুল্য্যিলেন বয়ে।' হাইলেন, ১৮৬৬। তুল্য্যি ক্রি তুলি হয়ে। 'পাতশা হইয়া নৃপি কহিতে লাগিলা তুল্য্যি।' জাহত, ১৭৬০। তুল্য্যি ক্রি ত্যাগণ করে। তুলি করে। 'তোমাকে তুল্য্যি আদি দিব ময়দান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তুল্য্যি ক্রি তুলি করলো। 'জুতীও তুল্য্যি হরি জ্বলেন ভিতরে।' বড়ু, ১৪৫০। তুল্য্যিলা ১ ক্রি ত্যাগমোদ করলে। 'একান্ত ভাবতি তুল্য্যিলা দেব উমাগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি সঙ্কট হলো। 'জাহরের প্রতি নৃপ বহল তুল্য্যিলা।' সুলতান, ১৭০০। তুল্য্যিলেক ক্রি তুলি করলো। 'অর্ধনেক তুল্য্যিলেক নানা কৌশল করে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তুল্য্যে ক্রিণি তুলি করে। 'তুলি হয়ে তুলি তুলে তা সভার মন।' মানিকময়, ১৭৮১। তুল্য্যেতেয়ে ক্রি লাভ্যুনা দিয়ে। 'সকলকে তুল্য্যেতেয়ে ও কিছু কিছু ক্রিয় বিদ্যায় করিয়া দিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

তুল্য্য [স] ১ বি বরফ। 'খবল তুল্য্যার হার।' মানিকময়, ১৭৮১। ২ বি শিশির। 'শস্য শিরে দৃশ্য ভাল উহার তুল্য্যার।' গুণ, ১৮৫৮।

তুল্য্যারঅত্র [স] তুল্য্যার-অত্র। বিণ সাদা মেঘের মতো। 'একদিকে তুল্য্যারঅত্র কর্ণশব্দ, অন্যদিকে রক্তকপোশ।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

তুল্য্যারকটিন [স] বিণ বরফের ন্যায় শীতল ও কটিন। 'তুল্য্যারকটিন মৃত্যুহিম অছকারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তুল্য্যারক্সা [স] বি বরফের ক্সা। 'হানে হানে তুল্য্যার-ক্সা।' হরিম, ১৮৯০।

তুল্য্যারকর [স] বি হাঁদ। 'তুল্য্যারে তুল্য্যারকর কর গুণ করে।' গুণ, ১৮৫৮।

তুল্য্যারকিরীটি [স] বিণ বরফের মুকুটধারী। 'গগনবিহীন তুল্য্যারকিরীটি হিমশিরি।' সিরাজী, ১৯১৮।

তুল্য্যারশচিৎ [স] বিণ তুল্য্যারে ঢাকা। 'তুল্য্যারশচিৎ মাঠে, ট্রেসে, সূন্যে, অরণ্যে, পর্বতে ...।' মুকুন্দ, ১৯৪৮।

তুল্য্যারশঙ [স] বি বরফের টুকরা। 'ভাসমান গুড় তুল্য্যারশঙমুহু মেহিতে অতি সুন্দর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তুল্য্যার-গলাসো বিণ তুল্য্যার গলাতে পারে এমন। 'প্রাণে আর মনে দাগ শীতের শেষের তুল্য্যার-গলাসো উভায়।' মুকুন্দ, ১৯৪৮।

তুল্য্যারগিরি [স] বি হিমায়ের পর্বত। 'আচলিতে তুল্য্যারগিরি উদ্যত জাগে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

তুল্য্যারগাটিকা [স] বি তুল্য্যার কড়। 'কমলকরী বিষম তুল্য্যারগাটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

তুল্য্যারতুল [স] বিণ তুল্য্যারে ঢাকা এক টুক। 'তুল্য্যারতুল হুড়ায়-হুড়ায় যোগা।' বিজু, ১৯৩৭।

তুল্য্যারতুল [স] বি বরফের ধর্ম। 'জল তুল্য্যারতুল হাঙ হের।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তুল্য্যার-দর্শণ [স] বি তুল্য্যাররূপ আয়না। 'তুল্য্যার-দর্শণে দেখিছে আনন সাজের লোহিত ক্ষণ-ঘটা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তুল্য্যারশীতি [স] বি বরফের উজ্জ্বলতা। 'নক্ষত্রালোকের অশ্মাটতার ... তুল্য্যারশীতি দেখিতে পাইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তুল্য্যারশীপ [স] বি বরফে ঢাকা জু-জু। 'সোটি একটি পর্বত-নিম্নবল্লিত নিরলা তুল্য্যারশীপ।' অন্নদা, ১৯২৯।

তুল্য্যারখবল [স] বিণ বরফের মতো সাদা। 'শিরিশিরে রঞ্জিত মেঘের

মাঝে তুহারবল তোমার প্রাসাদসৌধে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তুহারনির্মল [স] বিণ বরফের মতো স্বচ্ছ। 'হেমজের তুহারনির্মল আলোকপ্রাণব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তুহার-পর্দা [স] বি তুহারের আবরণ। 'দুহাতে তুহার-পর্দা সরিয়ে ফেলে ...'। সুলতান, ১৯৪৮।

তুহারবর্ষণ [স] বি তুহারপাত; তুহারের বৃষ্টি। 'মধ্যে মযো তুহারবর্ষণ।' কৃষ্ণজীবিনী, ১৮৮৫।

তুহারবর্ষা [স] বিণ বরফ-বর্ষণ করছে এমন। 'তুহারবর্ষা হিমবাতাস।' বিভূতি, ১৯৩৮।

তুহার-বৃষ্টি [স] বি তুহারপাত; তুহার ঝড়। 'সম্প্রতি এক তুহার-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

তুহারমণ্ডিত [স] বিণ তুহারাবৃত। 'উত্তরে তুহারমণ্ডিত হিমালয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তুহারময় [স] ১ বিণ তুহারজর্জরিত। 'সে এক তুহারময় ষপ্প, যেন নিমগ্নেরি তারমহল।' অন্নদা, ১৯২৯। ২ বিণ বরফাচ্ছন্ন। 'গুহ যৌলি তুহারময়।' নজরুল, ১৯৩০।

তুহারময়ী [স] বিণ ত্রী তুহারাহাদিত। 'অগলক দৃষ্টির তলে তুহারময়ী পৃথী বিবশার মতো গারিতা।' অন্নদা, ১৯২৯।

তুহারমরু [স] বি বরফপ্রান্তর। 'পেশুয়িন পক্ষী এককাল জনন্য তুহারমরু মযো নির্বিরোধে গ্রাণধারণ ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তুহারমৌলি [স] বিণ চূড়ায় বরফ আছে এমন। 'তুহারমৌলি পাহাড়ে কুম্ভাশ গিরেছে টুটে।' নীরেন, ১৯৫৬।

তুহার-শব্দ্য [স] বি তুহারের শব্দ্য। 'তুহার-শব্দ্যার পর রহিবে গৌর তইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তুহারশিখর [স] বি তুহারে আবৃত চূড়া। 'তুহারশিখরের উপর নির্মল উষা দেখা দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তুহারশিলা [স] বি বরফ। 'সামুভাষায় বরফের নাম হিমশিলা ও তুহারশিলা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তুহারশীতল [স] বিণ বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'সতি দেহ দহিবারে হইল অনল তুহারশীতল হিম শূণালশীতল।' মুরুন্দ, ১৬০০।

তুহার-শ্রুঙ্গ [স] বিণ তুহারের মতো ধবল। 'তুহার-শ্রুঙ্গ উষার আকাশ তাঁহারি জীবক-হবি করিছে বহন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তুহারশব্দেতি [স] বি ধনীভূত তুহার। 'ভুত্তরপর্মায়ে ভূমিকম্প অগ্নি-উজ্জ্বল জলপ্রাণ তুহারশব্দেতি কালে কালে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

তুহারহ্রদয় [স] বিণ বরফের মতো কঠিন ও শীতল হ্রদয়বিশিষ্ট। 'তুহার-হ্রদয় অকরুণা গুণো বুঝিয়াছি আমি।' নজরুল, ১৯২৯।

তুহারাজল [স] তুহার-আচ্ছাদ্য বিণ বরফ ঢাকা। 'পর্বতভৃগলির তুহারাজল ছুড়া।' মাহেশ, ১৯৪৯।

তুহারাদ্রি [স] তুহার-অর্ধী বি তুহার-ঢাকা পর্বত। 'শীতপ্রধান তুহারাদ্রি, উত্তর বালুকাময় মরু।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

তুহারাত্মক [স] তুহার-আচ্ছাদ্য বিণ তুহারে ঢাকা। 'বসতি আমার তুহারাত্মক গিরিচূড়া দুর্গম।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

তুহারি [স] তুহার-বিণ তুহারের মতো। 'তুহারি শিশির রিতু হিম চারি মাস।' মুরুন্দ, ১৬০০।

তুহিত [স] তুহা বিণ তুহ। 'করিতা তুহিত পুথির নিখিত।' রামাই, ১৭১০।

তুহি [স] ১ বিণ স্বচ্ছ। 'তোমর তপে তুহি হলাৎ রাজা মাগ বর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ ভূত; আদ্যাদিত। 'দণ্ডে তুহি তাঁরে গ্রহু পাঠাইল নগীয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তুহি করা কি বুশি করা। 'হীয়ার আংটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুহি করিবা।' জবানী, ১৮২৫।

তুহি [স] ১ বিণ তুহ; তুহ। 'বানরেরে তুহি করিল সর্ব মূলি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি তুহি। 'গান করতে মনের বড় তুহি হয়।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

তুহিকর [স] বিণ তুহিদায়ক। 'অভিধান ব্যাকরণের কাল চালাইয়া লওয়া ... তুহিকর নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

তুহিক্রমে [স] ক্রিবিণ বুশি হয়ে। 'ইনাম রূপে জোর করিয়া কিবা তুহিক্রমে ... লয়েন।' ডানকান, ১৭৮৫।

তুহিতা [স] বি তুহতা। 'প্রজাদিগের তুহিতা পরমর্থ্য।' দর্পণ, ১৮৩৫।

তুহার্য [স] ক্রিবিণ সম্ভবিত জন্ম। 'উইলসন সাহেবের সন্মার্য ও তাঁহার তুহার্য এবং উপকার সন্মার্য।' দর্পণ, ১৮৩০।

তুহি [স] তুহি বিণ বুশি। 'কী যে হলুদ তুহি পেয়ে তোর ওই গজ।' নজরুল, ১৯২৬।

তুহি [স] তুহা বিণ বুশি; তুহ। 'তুহি বধু তাইরে কিছু কহিতে লাগিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কুখাএ তুহিয়া অন্ন তুহি হইল মন।' কবীন্দ্র, ১৯৮৯।

তুহি [স] তুহা বি তুহা। 'গিরন্তর গণগন্ত তুহি ঘোলাই।' চণ্ডী ১৬, ১২০০।

তুহা [স] তুহা বিণ বুশি; তুহ। 'তুহিবি কি তুহি করবো।' লিঙ্গা আমার ধন তুহিব বীরের মন আজি হইতে বড় পাবে সুখ।' মুরুন্দ, ১৬০০। তুহিয়া কি তুহি করে। 'সভার তুহিয়া মন।' মালাধর, ১৫০০। তুহিল কি তুহি করলো। 'সমোচিত দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণ তুহিল।' মালাধর, ১৫০০।

তুহ দ্র তু

তুহারে দ্র তু

তুহিন [স] বি বরফ। 'এখনো করিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তুহিনশীতল [স] বিণ বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'তুহিনশীতল বিলশী তুহিনশীতল শুন শুলিয়া পড়িয়াছে।' সর্বজ, ১৯২০।

তুহিনাচ্ছন্ন [স] বিণ বরফ ঢাকা। 'তুহিনাচ্ছন্ন মরুভূমি কি কোনদিন সবুজ শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছিলো?' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

তুহি, তুহ যদি তুমি। 'তুহি যদি কহিষি কঠিয়া অনুব্রহ্ম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'বিদ্যাপতি কহ তুহ অগোনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তুহি [স] তুমি ১ সর্ব তুমি। 'মথুরার পথ পুতা কহিয়া দেহ তুহি।' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব তোমাকে। 'সইছাএ দাশ রাজা বিহা সেয়ে তুহি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তোমরা সর্ব তোমার। 'বুলিলা তোমরা আমিনার পাশে যাও।' সুলতান, ১৬০০। তোমরা ১ সর্ব তোমায়; তোমাকে। 'বিরহ জরে তেহে জরিল পাঠাইল তোমরা বোঁধা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব তোমার। 'কার সক্তি লইতে পারএ তোমার বানি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। তোমাক সর্ব তোমাকে। 'দেখি তোমাক আজলী।' বড়ু, ১৪৫০। তোমাকো সর্ব তোমাকে। 'তোমাকো বড়ুরি মোরে পরে পুটালালী।' বড়ু, ১৪৫০। তোমাকো সর্ব তোমাকে। 'আলপমতীএ তোমাকো শরণ।' বড়ু, ১৪৫০। তোমাকো সর্ব তোমা হতেও।

'তোমরাযো আদিক সে আদিক'। বড়, ১৪৫০। তোমার সর্ব
তোমার। 'অতি মহাবল সেসি তোমার যম'। বড়, ১৪৫০।
তোমারার সর্ব তোমাদের। 'আজ্ঞা দিলা কর্তার তোমারের
কহিবার'। সুলতান, ১৬৫০। তোমারের সর্ব তোমাদের। 'তবে
মোমকে বানী তোমারের'। বড়, ১৪৫০। তোমার ১ সর্ব তোমার।
'তোমের নানা রূপ কইসে আসুরের স্ব'। বড়, ১৪৫০। ২ সর্ব
তুমি। 'কথা হেরে আইলা তোমেক কিবা তোর কারে'। বড়, ১৪৫০।
তোমোঁশি সর্ব তুমি। 'সকল ঠাটতি মোর তোমোঁশি সহ্য'। বড়,
১৪৫০।

তৃণ [সি] বি তির বা বাস রাখার আধার। 'তৃণ বাস ধনু ঢাল তসোয়ার
ঝড়'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তৃণীর [সি] বি তির রাখার আধার। 'অসে কবচ, করে ধনুর্বাণ, পুটে
তৃণীর'। রত্নম, ১৮৬৯।

তৃণক [সি] বি সংকুত ছন্দবিশেষ। 'ভারতের তৃণকের ছন্দ বদ্ধ বাড়িয়ে'।
ভারত, ১৭৬০।

তৃতী [বা] তৃত্য। বি ত্রী ত্রোতাপাখি। 'ভাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা
তৃতী'। নজরুল, ১৯০০।

তুন [সি] বি তুণ; বাস রাখার ঝাপ বা আধার। 'কুন্দবল্লী তুণ ৪১ল
নিমান। পাটল তুন ন্যোক দল বান'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তুদী [সি] বি রণশিলা। 'অটলিকার উপরে বাসোয়ার শঙ্ক খটা যজি তুদী
ভেদী ...'। রাজীব, ১৮০৫।

তুরি [সি] বি রণশিলা। 'তুরি, শঙ্কনাসে পুরিছে অবনী'।
বঙ্গবর্নন, ১৮৭২।

তুদীবাদ্য [সি] বি রণশিলা। 'সখাদ পরে তুদীবাদ্যের ম্যার প্রকাশ
করাতে'। দর্পণ, ১৮০৫।

তুদীর [সি] বি রণবাদ্যপূর্ণ। 'তরবের ভেদী গরজে গম্ভীর, তুদৌ
তুদীর তান'। মাহেবন, ১৯৪৯।

তুদীরানন্দ [সি] বি রণবাদ্যে আত্মহারা অবস্থা। 'তুদীরানন্দে ঘোষো
সে আর 'আমি আছি' - বানী বিশ্ব-মায়'। নজরুল, ১৯২৪।

তুর্প [সি] ক্রিবিধ ভূতিক; শত্রু। 'বুকে চূর্ণ করে তুর্প মনে নাহি আন'।
রঙ্গরায়, ১৭৫০।

তুর্প, তুর্প [সি] বি প্রাচীন রণবাদ্য; রণশিলা। 'ভাষারা ... তুর্পালা,
ক্রিষালা এবং উদ্ভিদবিদ্যা ও পশাদির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে
লাগিল'। অক্ষর, ১৮৫৪।

তুর্পকট [সি] বি রণশিলায় বাদ্য। 'জগতের যত তুর্পকট/মিলিয়া যুদ্ধ
যোদ্ধা করে'। সত্যোত্ত, ১৯১৬।

তুর্প-গাজন [সি] বি রণশিলায় বাদ্য। 'মম তুদীর লোকের তিরক-
গতি তুর্প-গাজন বাজার'। নজরুল, ১৯২২।

তুর্পধনি [সি] বি রণশিলায় শব্দ। 'অরণ্যমধ্য হইতে গম্ভীর তুর্পধনি
হইল'। রত্নম, ১৮৮২।

তুর্পবাদক [সি] বি রণশিলা বাজায় যে। 'বিজয়-অভিবাসের আমি হবো
তুর্পবাদক'। নজরুল, ১৯০৬।

তুর্পশাণ্ড, তুর্পাশাণ্ড [সি] বি রণবাদ্য বাজানোর বিদ্যা। 'তাহারা ...
তুর্পাশা, ক্রিষালা, এবং উদ্ভিদবিদ্যা ও পশাদির ইতিবৃত্ত শিক্ষা
করিতে লাগিল'। অক্ষর, ১৮৫৪।

তুর্পাচার্য [সি] বি তুর্পবান শিক্ষক। 'তিনি ইয়রুশালেমে তুর্পাচার্যের
কার্যে নিযুক্ত হইয়া কতিপয় বৎসর অভিযাহিত করিলেন'। বিদ্যা,

১৮৪৯।

তুর্পাচার্য [সি] বি বাদ্যকারী। 'হালিকাকসের দেবালয়ে তুর্পাচার্যের
পক্ষে নিযুক্ত হইলেন'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

তুর্পাঞ্চালন [সি] তুর্প-আঞ্চালনা। বি রণশিলায় ধনি। 'মেঘগণের
তুর্পাঞ্চালন শব্দকলিগের ভেদী-শঙ্করকে তুর্পিত করিয়া দিতেছে'।
বনতলা, ১৯৩৬।

তুল [সি] তুলা। বি তুলা। 'সে অতি নাসার ভোকে তসু তুল'। বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

তুল [সি] বি তুলা। 'সে সমুদ্রের ভিজা তুল বলদের পুটে চাপাইয়া, লইয়া
চলিল'। বিদ্যা, ১৮৫৬।

তুলা [সি] তুল। বি তুলা; শিল্প বা কার্গাস ফলের আঁশ। 'তুলার
ভোষক গদী করে ঘর ঘর'। গণ, ১৮৫৮।

তুলোথোনা ক্রি পূর্বস্বত করা; তর্জন্য করা। 'ইথে পতিতী আর যমজ
তাহার Pedantry তুলোথোনা'। সত্যোত্ত, ১৯১৭।

তুলিকা [সি] বি তুলি। 'তিমিরতুলিকা মাও বুলাইয়া আকাশ-ছিন্নপটে'।
রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তুলীছায়া [সি] বি নীরবতা। 'আমিই তোমার তুলীছায়া দেখে শুষ্কিত
হয়েছিলাম'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

তু [সি] বি তুণ তিন সংখ্যক। 'সটকাল তুণাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি'।
মহাশয়, ১৫০০।

তুণাল [সি] তুণাল। বি তিনকাল - অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।
'সটকাল তুণাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি'। মহাশয়, ১৫০০।

তুণজাত [সি] ত্রিগণ্য। বি তিন ভুবন (বর্ষ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'সাগর
পর্বত নলি দেখি তুণজাত'। মহাশয়, ১৫০০।

তুর্বিধ [সি] ত্রিবিধ। বি তিন রকম। 'উক্তম অধ্যম মধ্যম তুর্বিধ
হকারে'। মহাশয়, ১৫০০।

তুভমি [সি] ত্রিগণ্য। বি সাতের তিন অংশ বাক্য এমন;
ত্রিগণ্যমুক্ত। 'তুভমি হৈয়ো গ্রন্থ নমের নন্দন'। মহাশয়, ১৫০০।

তুভবন, তুভবন [সি] ত্রিভুবন। বি ত্রিভুবন (বর্ষ, পৃথিবী ও পাতাল)।
'জৈই এই মহারাজা হৈয়ো তুভবনে'। মহাশয়, ১৫০০; 'একজন
সমান তুভবনে নাই'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তুসন্ধ্যা [সি] ত্রিসন্ধ্যা। বি তিন বেলা। 'তুসন্ধ্যা রান করি পবিত্র হইব'।
মহাশয়, ১৫০০।

তুণ [সি] বি ঘাস। 'দাঁতে তুণ করি যাঠো কাছাড়ি'। বড়, ১৪৫০।

তুণ-কাটা-কুটা [সি] বি ঘাস, ঝড়কুটা ইত্যাদি অবজ্ঞা। 'তুণ-কাটা-কুটা
সবে লাগিলা কুড়াইতে'। কুন্দলাল, ১৫৮০।

তুণকাছার [সি] বি নির্বিড় তুণাঞ্চল। 'বড়ো বড়ো হ্রদ মরুভূমি
তুণকাছার ও পর্বত আছে'। গ্রন্থ, ১৯২৫।

তুণকুটো [সি] বি ঝড়কুটা। 'তুণকুটোর পরে তো গো গড়ে রবির প্রভাতি
কর'। নজরুল, ১৯০০।

তুণকুমুদ [সি] বি ঘাসকুল। 'পিচকরীর মত/ তুণকুমুদ যত'।
সত্যোত্ত, ১৯১৬।

তুণতলা [সি] বি তুণশিলা। 'নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই নিরবলম্বনে তাসমান
তুণতল্লের ন্যায়'। প্রচারক, ১৯০৪।

তুণতলা [সি] বি আশা। এবং ঘাস। 'পৃথিবীর সমস্ত তুণতলা

তৃণধন

তৃণভোজের মধ্যে মনোমজার করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তৃণধন [স] বিণ ঘাসপূর্ণ। 'ঢেকেছিল কিছুকাল তৃণাশা-অঞ্চল অজ্ঞান বনশূন্য-নিকপিত তৃণধন শিশির-উজ্জল পর্যায়ের কোষের প্রাণসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। 'কেলিই হারিয়ে তৃণধন বন, যত পুণ্ডিত বন।' রবীন্দ্র, ১৯৪৮।

তৃণচর্বণ [স] বি ঘাস চিবানো। 'দেখিলেন ধূমা সুহৃৎ হইয়াছে, তৃণচর্বণ আর অমিষ্টে প্রকাশ করিতেছে না।' বনকল, ১৯৩৬।

তৃণজাল [স] বি তৃণ দিয়ে গীতা জাল। 'কটি-বন্ধ গড়ি দিব পাখি তৃণজাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তৃণজীবী [স] বিণ তৃণহারে জীবনযাপন করে এমন। 'উহাদিগকে তৃণজীবী বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

তৃণজ্ঞান [স] বি তৃণের তুল্য তুচ্ছ বা সামান্য বলে বোধ। 'ঐশ্বর্যধনে মত্ত হইয়া, রাজ্যকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

তৃণজ্ঞান করা ক্রি অবজ্ঞা করা। 'ঐশ্বর্যধনে মত্ত হইয়া, রাজ্যকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

তৃণতুল্য [স] বিণ তৃণের মতো। 'যার আশে তৃণতুল্য চারি পুরুষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৃণনিবাস [স] বি পর্ণভূমি। 'কেবল আমাদের শ্যামল সীতল তৃণনিবাস পরিত্যক্ত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

তৃণ-নির্মিত [স] বিণ তৃণ দিয়ে গড়া। 'তৃণ-নির্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তৃণশাভ [স তৃণশাভ] বি ঘাসশাভ। 'নারীর মন তৃণশাভ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৃণবন [স] বিণ ঘাসের মতো। 'প্রকৃত হিন্দু জীবনকে তৃণবন তুল্য আন করিতেছেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

তৃণবাড়ি বি ঘাসশাভ দিয়ে তৈরি বাড়ি। 'তার চেয়ে কীটো এই নিশ্চয় বনানীর ভিতর অমল তৃণবাড়ি।' শক্তি, ১৯৬৯।

তৃণ-বিছানো বিণ ঘাসে ঢাকা পড়েছে এমন। 'সেই তৃণ-বিছানো বাঁধিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তৃণবিরল [স] বিণ ঘাস কদাচিৎ দেখা যায় এমন। 'তৃণবিরল উষ্মভূমি।' বিকৃতি, ১৯৩১।

তৃণবিশীল [স] বিণ তৃণ সেই এমন। 'আছে শুনে জামের ছায়ার তৃণবিশীল ভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

তৃণভূমি [স] বি তৃণময় ভূতল। 'পরিপূর্ণ তোমার ভূবন এই তৃণভূমি হতে সুদূর পূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

তৃণয়োমাঞ্চ [স] বিণ ঘাসের মতো শিহরিত। 'তৃণয়োমাঞ্চ ধরণীর পানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তৃণশয্যা [স] বি ঘাসের শয্যা। 'সরল আনন্দহাস্যে অরি পড়ে তৃণশয্যা-পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

তৃণশূন্য [স] বিণ ঘাসহীন। 'জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তৃণশ্যামল [স] বিণ ঘাসের মতো সবুজ। 'সেই লতাচ্ছাদিত, তৃণশ্যামল, সুন্দর বাড়িটি ভ্যাপ করা হয়েছে।' সুকান্ত, ১৯৪১।

তৃণহীন [স] বিণ তৃণশাভ সেই এমন। 'জনহীন, জীবহীন, তৃণহীন, তৃণহীন, নন্দহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

তৃণাশ্রয় [স] বি ঘাসের ডগা। 'শিশিরসিক্ত তৃণাশ্রয় চুম্বন করে

চলে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তৃণাশ্রয় [স] বি ঘাসের ডগা। 'নদীন তৃণাশ্রয় সকল তক্ষণ কর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

তৃণাচ্ছন্ন [স] বিণ ঘাসে আবৃত। 'শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক-একটা পাহাড় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তৃণাচ্ছিত [স] বিণ তৃণ আচ্ছাদিত। 'তৃণাচ্ছিত তীরে জলকলকলধরে মধ্যাহ্নমীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তৃণাদপি [স] ক্রিবিণ ঘাসের থেকেও। 'যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও পৌরষ লাভ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তৃণাবর্ত, তৃণাবর্ত [স তৃণ-আবর্ত] বি স্থিতিবাহু। 'তৃণাবর্ত হইয়া কেহ আসিয়া নড়ুরে।' মলাধর, ১৫০০।

তৃণাবৃত [স] বিণ ঘাসে ঢাকা। 'তৃণাবৃত পত্রিক কবরের পার্শ্বে নাড়াইয়া।' বিকৃতি, ১৯৩১।

তৃণাসন [স] বি মাদুর। 'বসি কুঞ্জ তৃণাসনে শ্যামল ফুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তৃণাঙ্কুর [স] বি ঘাসে ঢাকা স্থান। 'গোশাপের আড়ের নিকট তৃণাঙ্কুরে উপবেশন করিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৫।

তৃণাঙ্গীর্ণ [স] বিণ ঘাসে ঢাকা। 'হিন্দু ভয়ে তৃণাঙ্গীর্ণ তরলিনীতীরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

তৃণাঙ্গীর্ণ [স] বিণ তৃণাঙ্গীর্ণ। 'অশ্ব তৃণাহরক।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

তৃণাহারি [স তৃণ-আহারী] বিণ তৃণভোজী। 'পূর্বে বহু সংখ্যক তৃণাহারি জীব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তৃতা [স ত্রেতা] বি সত্তা ও হাংয়ের মধ্যবর্তী তৃতীয় তৃণ। 'কন্যা বিতা তৃতা ক্ষুণে আইশা ধাপরে।' মলাধর, ১৫০০।

তৃতীএ, তৃতীএ [স তৃতীএ] ক্রিবিণ তৃতীয়ত। 'তৃতীএ দরল মূনি বিদিত সংসারে।' মলাধর, ১৫০০। 'তৃতীএ শরন শয্যা মুক্তিকা মন্তল।' বাহরাম, ১৬৫০।

তৃতীয় [স তৃতীয়] বিণ তিন সংখ্যার পুরু। 'এখনে তৃতীয় জন্ম তোমার উদরে।' মলাধর, ১৫০০।

তৃতীয় [স] ১ বি তিন সংখ্যার পুরু। 'তৃতীয় প্রহর রাগি দিলে জায়ে বায়ী।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বিণ সের। 'নরেশ্বরনারায়ণ রাগের চারি পুর, জোড় চতুর্ভুজ রায় মধ্যম অর্জুন রায় তৃতীয় দয়ারণ রায় ...।' তত, ১৫৫৫।

তৃতীয়তঃ [স] ক্রিবিণ তৃতীয় ক্রমে। 'তৃতীয়তঃ শহর ঘাটের প্রদেশে ... ভৈরব মন্দের উপর আশী হাত এক সেতু।' দর্পণ, ১৮২৫।

তৃতীয়তো [স তৃতীয়তঃ] ক্রিবিণ তৃতীয় ক্ষেত্রে। 'তৃতীয়তো মীমাংসা পাঠে কহেন ...।' দর্পণ, ১৮২১।

তৃতীয় নের [স] বি অস্তরের তোষ। 'সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্ভীত তৃতীয় নের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তৃতীয় পক্ষ [স] ১ বি তৃতীয় ত্রী। 'আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর তো আমি অন্যদেশে চতুর্থ পক্ষ করতে পারতুম।' প্রবন্ধ, ১৯২৯। ২ বি তৃতীয় ভরক। 'বীরের তৃতীয়শব্দকে ত্রীর দীর্ঘহ্রস্বী অসুখ।' তার, ১৯০৩।

তৃতীয় প্রহর [স] বি সন্ধ্যাবেলা। 'বেলা আড়াই প্রহর তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত পূজা করে।' ভদ্রাঙ্গী, ১৮২৫।

তৃতীয়া [স] বি ত্রী অধাব্য। বা পূর্ণিমার পরের তৃতীয়া তিথি।

‘ভূতীয়াত রহে চন্দ্র পাণের গোষ্ঠাও’। সুলতান, ১৭০০।

ভূতীয়াগৈ [স] বি ভিন ভাষার এক ভাগ। ‘জমিদারেরা তাহার ভূতীয়াগৈ গ্রাস করিয়া বসিতেছেন’। দিব্যকাল, ১৮৬৯।

ভূতীয়া ভিবি [স] বি অমাবস্যার পরবর্তী তৃতীয়া দিবস। ‘কর্ণ দেশাব ভূতীয়া ভিবি/চৈতি তাঁদের দুল’। নন্দকল, ১৯৩৫।

ভূতীয়ে [স ভূতীয়া] ক্রিবিণ ভূতীয়াত। ‘ভূতীয়ে শ্রীহরিশাসনের মহিমা এতট’। কৃষ্ণদাস, ১৫৮৮।

ভূতীয়েভা [স] বিণ ভূতীয়া যারে। ‘ভূতীয়েভা শরের কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্তৃক গ্রহণই হইয়াছে’। দর্পণ, ১৮৩৭।

ভূদস [স খ্রিসান] বি দেবতা। ভূদসইশ্বর [স খ্রিসান ইশ্বর] বি (হিন্দুযতে) পরমেশ্বর। ‘স্বামি ভিক্তা সেহ মোরে ভূদসইশ্বর’। মালধর, ১৫০০।

ভূন [স ভূণ] বি ভূণ। ‘হেন ভূন যাএ চণ বাতে’। বহু, ১৪৫০।

ভূঙ [স] ১ বিণ সঙ্ঘট। ‘বালকেরাও ... দ্রব্য গ্রাণ্ডিতে ভূঙ হইয়াছে’। চন্দ্রিকা, ১৮৩২; ‘একরূপে ভূঙ নয়, এক পেয়ে সুখী নয়’। নন্দকল, ১৯৩০। ২ বিণ নিবৃত্ত। ‘ভিনি কতকগুলি শোকের কৌতূহল ভূঙ করছেন’। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভূঙ করা ক্রি সঙ্ঘট করা। ‘সেইট নিয়ে তিনি কতকগুলি শোকের কৌতূহল ভূঙ করছেন’। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভূঙনন [স] বি সঙ্ঘট ভিন্ত। ‘ভূঙননে ইঠাৎ অসীতিকর একটি সশব্দে হারা উপস্থিত হয়’। ওয়ালী, ১৯৫৪।

ভূঙনিনী [স] বিণ ক্রী পরিত্যক্ত হাঙ্গি হাঙ্গে এমন। ‘কখনো বিবাহিতা ভূঙনিনী, ভগ্নপুরু ভূঙনিনী’। রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভূঙা [স] বিণ ক্রী পরিত্যক্ত। ‘আমি তোমার কিবা বড়াই রাজার মাইকে ভোজনেতে ভূঙা হই’। হরহরদাস রায়, ১৮৫৫।

ভূঙি [স] ১ বি সঙ্ঘট। ‘আমার ভূঙি হইয়াছে’। কেরি, ১৮৩৩। ২ বি কামনার নিবৃত্তি। ‘শতবর্ষ আতর্জণ করিয়াও ভূঙি হয় না’। অক্ষর, ১৮৪৯।

ভূঙিকর [স] ১ বিণ সজোযজনক। ‘স্বামীর ভূঙিকর কার্য করিতে বরমাইলা অক্ষর নহেন’। ভদ্রোদয়, ১৮৭৪। ২ বিণ ভূঙিকরক। ‘ইহা ভূঙিকর এবং কটিকর’। মশাররফ, ১৮৮৯।

ভূঙিকরক [স] বিণ আনন্দদায়ক। ‘ইজ পেলেন আর্যগাটা - বলা যেতে পারে ব্যাগাটী ভূঙিকরক’। রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভূঙিসারক [স] বিণ ভূঙি দেয় এমন। ‘ফুলগণি পাকা কালফুলের মতো নরম, মৃদু, ভূঙিসারক’। হাজিরগ, ১৯৫৩।

ভূঙি পাওয়া ক্রি ভূঙি লাভ করা। ‘ইহাতে তাঁহার মন ভূঙি পাইত না’। রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভূঙিবিহীন [স] বিণ অতৃপ্ত। ‘হয়তো বুধাই সাধ, ভূঙিবিহীন চিত্ততো...’। রবীন্দ্র, ১৯২৯; ‘ভূঙিবিহীন কর-না কল্যাণ’। প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

ভূঙিভরে ক্রিবিণ ভূঙিহরকারে। ‘কচি শাপলা কচর কচর করে চিনিরে ভূঙিভরে খেল ও’। কায়দার, ১৯৬২।

ভূঙি মাশা ক্রি ভূঙ হওয়া। ‘ভূঙি না মানে মন’। রবীন্দ্র, ১৮৭০; ‘আমাদের মন ভূঙি মাশতেছিল না’। রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভূঙি মেলা ক্রি ভূঙি পাওয়া। ‘সকল পেয়ে তবুও যদি ভূঙি নাহি মেলা’। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভূঙিনাভ [স] বি প্রসন্নতা অনুভব। ‘ওত্রিশ কোটিতেও তোমার ভূঙিনাভ ইহল না?’ অক্ষর, ১৮৫০।

ভূঙিয়ারা [স] বিণ ভূঙি মেতে না এমন। ‘প্রেম-শিগাশি প্রণয়ভূষা শাবক যে আমিই ভূঙিয়ারা’। নন্দকল, ১৯২৫।

ভূঙিহীন [স] বিণ ভূঙিত; অতৃপ্ত। ‘ভূঙিহীন চোখে বিধেতে দেখিয়া নাই দিনের আলোকে’। রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ভূবলি [স বিবলি] বি গদ্যার বৈশ্বাসমূহ। ‘ভূবলি হইতে সেই ব্রহ্ম রক্ত পাএ’। মালধর, ১৫০০।

ভূষা [স] বি ভূষা। ‘ভূষা ভূষা দুইখ দুখ’। মুকুন্দ, ১৬০০।

ভূষাকাতর [স] বিণ ভূষার কাতর। ‘আছে তো মোর ভূষা-কাতর আপন আঁখি’। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভূষাক্রোশ [স] বি চলকট। ‘মহীচিহ্না মরুদেশে নামে গ্রাণ ভূষাক্রোশে’। মাইকেল, ১৮৭০।

ভূষাত্ত [স] বিণ ভূষাত্ত। ‘ভূষাত্ত বিহরে নিরুদ্ভ নিধাস’। রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ভূষাতীক্ষ [স] বিণ ভূষাত্ত। ‘বরেন্দ্রেন দাঁড়িয়া ভূষাতীক্ষ শোলাজিহা মেসি’। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভূষাতুর [স] ১ বি শিপাসায় কাতর যে। ‘নারিকেল, যার গুনচয় মাতৃমুদ্রায় রলে তোমো ভূষাতুরে’। মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ ভূষাত্ত-কাতর। ‘ভূষাত্ত রজন যথা হেরি জলবতী’। মাইকেল, ১৮৬৬।

ভূষাতুরা [স] বিণ ক্রী শিপাসায় কাতর। ‘তোমো বসুধারে ভূষাতুরা’। মাইকেল, ১৮৬০।

ভূষাদীর্ণ [স] বিণ শিপাসায় কাতর। ‘সদ্যসুখ ভূষাদীর্ণ মাঠে’। রবীন্দ্র, ১৯০০; ‘ভূষাদীর্ণ ভাহকের ডাক’। ফররফ, ১৯৪৩।

ভূষাত্তা বিণ ভূষার তরা। ‘ভূষাত্তা ভূষাত্তা এ অমৃত কোথা ছিল’। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ভূষামস্ত [স] বিণ ভূষাত্ত। ‘শূন্য এ বিশ্ব, সূর্য শোবে ভূষামস্ত হয়ে’। সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

ভূষাত্ত [স] বিণ শিপাসায়। ‘ভূষাত্ত পাখির ন্যায় অমাপত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত’। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভূষাসঙ্ঘট [স] বিণ ভূষাত্ত। ‘ত্রীণে সমস্ত ভূষাসঙ্ঘট দেশের রসনা আন ভূঙ’। রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভূষাহারা [স ভূষা-হরণ] বিণ ভূষা দূর করে এমন। ‘ভূষাহারা ভূষাহারা এ অমৃত কোথা ছিল’। রবীন্দ্র, ১৮৮৬; ‘আনো তব ভাণহারা ভূষাহারা সসুখা’। রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ভূষিত [স] বিণ ভূষাত্ত। ‘ভূষিত চ্যাক যৈছে মেঘে হাযকার’। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভূষিতশরণ [স] বিণ আশ্রয়প্রার্থী। ‘ভাণহরণ ভূষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে’। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভূষিতা [স] বিণ ক্রী ভূষাত্ত। ‘নিয়ো আর কৃপাণ! রহেছে ভূষিতা শ্যামা মা’। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ভূটী [স ভিট] ক্রি অবধান করা। ‘অধিক কাল আমাকে এখানে ভূটী নহে’। তান্ত্রী, ১৮০০।

ভূষা [স] ১ বি শিপাসা। ‘পাসরিয়া ক্ষুধা ভূষা পুখর্য শোক’। বৃন্দা, ১৫৮০; ‘কোটি ভক্তনৈরুদ্ভ করে পানে, যত শিখে তত ভূষা ভাঙে

তুচ্ছ-অনল

নিরন্তর। 'কৃষ্ণাঙ্গ, ১৫৮০। ২ বি আকাম্বা। 'সেববার একটা তুচ্ছা
জ্বলা কিত সেবা হল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি তিষ্ঠা নদীর অন্য
নাম। 'সে স্তম্ভ নাম হুয়ে তুচ্ছা কিবা হিত্রোতা।' হাই, ১৯৫৪।

তুচ্ছা-অনল [স] বি শিপাসার অভাব। 'তুচ্ছা-অনল দমন করে
আজও।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তুচ্ছাকুল [স] বি তুচ্ছায় আকুল। 'অনন্ত অপর্য-তুচ্ছাকুল বিশ্ব-
মায়া যৌবন আমর।' নজরুল, ১৯২৩।

তুচ্ছা জ্ঞানিয়া বি তুচ্ছা জ্ঞান্য এমন। 'পাওয়ার মুকে না-
পাওয়ার তুচ্ছা জ্ঞানিয়া।' নজরুল, ১৯২৮।

তুচ্ছাতত্ত্ব [স] বি তুচ্ছায় কাতর। 'মরীচিকার শিখে শিখে তুচ্ছাতত্ত্ব
গ্রন্থ কেটেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

তুচ্ছাতুর [স] বি তুচ্ছাত। 'রাজপুত্র তুচ্ছাতুর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তুচ্ছাতুরা [স] বি ঐ তুচ্ছাত। 'অননী কতোই না তুচ্ছাতুরা,
তুচ্ছাতুরা; আহা, বেচির জিত ভকিয়ে গেছে।' হাসান, ১৯৬৭।

তুচ্ছায়াণ [স] বি তুচ্ছা থেকে মুক্তির উপায়। 'আত হ্রিসোক জগিছে
তুচ্ছায়াণ।' মঙ্গীস, ১৯৩৯।

তুচ্ছানুরূপ [স] বি তুচ্ছার মতো। 'তুচ্ছানুরূপ কারি ভরি তেঁয়ে
কৈল পান।' কৃষ্ণাঙ্গ, ১৫৮০।

তুচ্ছাপাত্ত [স] বি তুচ্ছার বিবর্ত হয়েছে এমন। 'তুচ্ছাপাত্ত
অথরতে।' জীবন, ১৯২৭।

তুচ্ছাবিহ্বল [স] বি শিপাসার কাতর। 'মন্দিরে রক্ত-তুচ্ছাবিহ্বল
তুচ্ছাবিহ্বল জিহ্বা দিয়ে টপটপ করে পড়ছে কাঁচা গুনের খায়া।'
নজরুল, ১৯২৬।

তুচ্ছাক্রা বি শিপাসাপূর্ণ। 'তুচ্ছাক্রা তত্ত্বাবলু-ঢাকা।' রবীন্দ্র
১৯৩৫।

তুচ্ছা-মোঁটো বি তুচ্ছা মোঁটায় এমন। 'তুচ্ছা-মোঁটো-সন্ধান।'
রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

তুচ্ছার্ত, তুচ্ছার্ত্ত [স] ১ বি শিপাসার কাতর। 'তুচ্ছার্ত্ত প্রভুর নেত্র-
স্নেহের মূল্য।' কৃষ্ণাঙ্গ, ১৫৮০। ২ বি কামাতুর। 'তুচ্ছার্ত্ত
ডোলালি পুঙ্খ, যৌবনের দেবতা।' নজরুল, ১৯৩১।

তুচ্ছানুক [স] বি তুচ্ছার্ত্ত। 'তুচ্ছানুক হইআ জল তেজিল নিতএ।'
বারেহা, ১৬৫০।

তুচ্ছাহোয়া [স] তুচ্ছা-হোয়া। বি তুচ্ছা হরণকারী; তুচ্ছা নিবারক।
'সে প্রৌষি সেই চাতকের তুচ্ছা-হোয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

তুচ্ছিকা [স] বি মরীচিকা। 'মরুশ্যানে রত্নিক্রান্তে যায় মুসবিত মারা।'
মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

তুচ্ছাতুর [স] বি মোহী। 'এক বৈকুণ্ঠিয়াল ... অত্যন্ত তুচ্ছাতুর হইল।'
ভারিগী, ১৮০৩।

তুচ্ছাএ [স] তুচ্ছা ক্রিষিপ শিপাসার জন্য। 'তুচ্ছাএ আকুল হৈয়া দিল তার
নিরে।' মালাধর, ১৫০০।

তে [পা] ১ সর্ব সে। 'জে কে আইলা তে তে গোলা।' রঘু ৭, ১২০০। ২
বিষ সেই। 'তেকারেণে পদ্যমা উদরে।' বড়, ১৪৫০। তেই ক্রিষিপ
সেই কারণে। 'সেই ত ছাড়িল সেই উত্তমো হয়।' মালাধর,
১৫০০। তেজর সর্ব তার। 'জে পুঙ্খ সেবর তেজর ভাগি।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। তেজারণ ক্রিষিপ সেকারণে। 'অনেক মঙ্গল ফল
পাই তেজারণ।' আশাওল, ১৬৬০। তেজারণে ১ ক্রিষিপ তার

জন্যে। 'তেজারণে পদ্যমা উদরে উপকিলা স্যারের ঘরে।' বড়,
১৪৫০। ২ ক্রিষিপ সেই কারণে। 'তেজারণে নাহি শিখে মঙ্গলার
সাপ।' কেতক, ১৬৫০। তেজি ১ অব্য তাই। 'তেজি সে দখি
বিকে জাও মঙ্গুরার হাটে।' বড়, ১৫৭০। ২ ক্রিষিপ সেক্ষেপ। 'তেজি
জলে যেতে করি মানা।' ফিত্তি, ১৬০০। ৩ সর্ব তা। 'নিজ অর ধরে
তেজি হিচনী ক্রিশূল।' আশাওল, ১৬৮০।

তে [পা] ১ বি যি তিন। 'তেঁজা হইআ জায তেজর সর্ষীত গায।'
রামাই, ১৭১০।

তেআঠিয়া [তে+স অছি] বি যি তিন আঠিবিধি। 'ছেট গ্রাস
তোলে জেন তেআঠিয়া তলা।' মুদ্রত, ১৬০০।

তেকেলে [স হ্রিক্স] বি তিন কালের। 'একটা তেকেলে বুড়ে।'
বর্ডিম, ১৮৭৪।

তেকোপ [তে+স কোপ] বি তিন কোনা। 'তেকোপ ইটের বৃত্তের
মাথানে একটি কুটি গোলাপ।' শামসুল, ১৯৫৬।

তেকোম্বা [তে+স কোম্বা] বি তিন কোপবিধি। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

তেজুপা [তে+স ওপ] বি তিনতপনসম্পন্ন। 'সেদরগিল্লী তেজুপা কিংবা
চৌকনা আয়ের ব্যবস্থা করে।' কায়সার, ১৯৬৫।

তেজুল্লর [স হ্রিহু] বি তৃতীয় গ্রন্থ; অপরাহ্ন। 'এই তেজুল্লর
পঙ্কজ বাহুর বাঁধা।' বিকৃতি, ১৯২৯।

তেজুল্লা [স হ্রিহু] ১ বি তিন তিন আঠিবিধি। 'বিদ্যা, ১৮৯১।' সিমেন্ট
সিঁড়ি উঠির তেজুলা বাড়ি।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি তৃতীয় তলা।

তেজাল [স হ্রিতাল] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'লুপ্ত তেজালেই
তাদের কালোয়াতি মেঘালের শব।' মুদ্রত, ১৯৪৯।

তেজালা [স হ্রিতাল] বি তিন তিন আঠিবিধি। 'লালদিগীর ধারে
কেরানিরদের থাকিয়ার যে তেজালা ঘর।' দর্পণ, ১৮২১।

তেজালা [স হ্রিতাল] বি সর্ষীতের তালবিশেষ। 'ঢিয়ে
তেজালাতেই গাওয়া হয়।' বর্ডিম, ১৯৩১।

তেপম্বা [তে+স পম্বা] বি তিন পথের সমাহার। 'তেপম্বার খুলা দিয়া
চতুর্দিকে বেড়ি।' বিদ্যায়, ১৬৫০।

তেপয় [স হ্রিতাল] বি তিন পায়বিধি টেবিল। 'তেপয়টা এখানে
এনে তার ওপর রাখ।' জীবন, ১৯৩২।

তেপাই [স হ্রিতাল] বি তিনপায়বিধি টেবিল। 'পানের তেপাইয়ে
ছোটো রুপোর খালিতে ছিল পীতকানের মুখ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তেপালা [স হ্রিতাল] বি তিন পা-বিধি টেবিল। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

তেপেড়ে [তে+পাড়] বি তিন পাড়ফুল। 'পরাত তেপেড়ে শাড়ি।'
সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

তেমাম্বা [তে+মাম্বা] বি তিন পথের সমযোগস্থল। 'তেমাম্বার পথে
দিয়া দিল দরশন।' রূপায়, ১৭৫০।

তেমোহালা [স হ্রিমোহালা] বি তিনটি নদীর মিলনস্থল। 'বিদ্যা,
১৮৯১।

তেরাকির [স হ্রিরা] বি তিন রাত। 'আত্মীরে বাড়িতে তেরাকির
কটানো।' মুদ্রত, ১৯৪৯।

তেরায়ে [স হ্রিরা] বি দুই দিন ও তিন রাত। 'পারমতে তেরায়ে
বিশুদ্ধার ভাগীরথীতীরে পিতৃদান করিয়াছেন।' লীমবন্ধু, ১৮৬০।

তেরায়া [তে+ফা রাপতয়] বি তিন পথের মিলনস্থান। 'খানিকটো

এগোলেই সেখানে তেহরা।' মুকুতবা, ১৯৬৬।

তেসনি [তে+আ সন>] বি তিন বছরের পাঙনা। 'তেসনি ইনাম বাড়ি প্রজা নাই গান কড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তেহাটা [তে+হাট>] বি তিন হাটের সমাহার; (বাউল) তিন নাড়ির গতিধর; ইরা, শিলাঙ্গা এবং সুয়রা। 'তেহাটা মিশিদি তাহে বাকী নল।' লালন, ১৮৯০।

তেআগি [সি ভাগ>] ক্রি ভাগ করা। তেআগিবি ক্রি ভাগ করবে। 'বিস বাইএ তেআগিবি তনু ভাবেন পার্কী।' রামাই, ১৭১০।
তেআগিবৌ [ক্রি ভাগ করবে। 'সাগর সম্মে শরীর তেআগিবৌ।' বড়ু, ১৪৫০। তেআগিলি ক্রি ভাগ করল। 'তোম্নাত লাসিরা রাখা তেআগিল ঘর।' বড়ু, ১৪৫০।

তেআগে [সি ভাগ>] বি ভাগ। 'করিবো তনু তেআগে।' বড়ু, ১৪৫০।

তেইশ, তেইস [পা তেবীস] ১ ক্রি ২০ সংখ্যক। 'বাছিয়া কটক লেহ তেইস অকোহিনি।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রি ২০ প্রকারের। 'নিরামিহ তেইশ রাক্ষা অনায়াসে।' ভারত, ১৭৬০।

তেইসা [পা তেবীস>] ক্রি ২০ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেইসে [পা তেবীস>] ক্রি (তারিখের ক্ষেত্রে) ২০ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেউটি [সি গ্রিপুট] বি খেসারি। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেউড় [সি তির্যক] বি কলাপাছের মূল থেকে বের হওয়া চারা কলাপাছ। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেউড়ি [সি গ্রিপুট>] বি খেসারি। 'তেউড়ি দস্তি কাটিল আঙলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তেউর [সি তির্যক] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তেউর মৃদল বাজে।' বিজয়, ১৬৫০।

তেওড়া [সি তির্যক] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তমুরা তেছাই বাজে তেওড়া তুবক।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তেওয়ারী [সি মিবৌ] বি ব্রাহ্মণদের বংশনাম-বিশেষ। 'সোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আধ্যাত্মের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।' রক্ষি, ১৮৯২।

তেওর [সি তীবর] বি মাছ ব্যবসারী জাতিবিশেষ। 'বউরী, চামার, কাওরা, তেওর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

তেওয়ারী [সি গ্রিপুট] বি তাদের নামবিশেষ। 'রবিবাবুর গান জলদ একতারা, ঝাপতাল, তেওরা কিবা কাওয়ালি।' ধৃষ্টি, ১৯৬১।

-তে ক্রিয়া বিভক্তি। 'তথা বাকী চোরগিড়ে করিও যতনে।' বড়ু, ১৪৫০।

তে [সি তেন] অব্য ভাই। 'তে সন্ধ্যাে ভুলপালে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

টেই [সি তেন] ক্রিণিণ সেজ্ঞ্যো। 'হোয়ে দেয়ের দেব সখিবেচক টেইতো শিবের সৈন্য দশা।' রামহুসাদ, ১৭৮০।

টেএ [সি তেন] ক্রিণিণ তার জ্ঞ্যো; ভাই। 'টেএ মোরে বাউলি আশে।' বড়ু, ১৪৫০।

টেসি [সি তেন>] ক্রিণিণ ভাই; সেই কারণে। 'টেসি না বুখসি আকে বাকী।' বড়ু, ১৪৫০।

টেছ [সি তেন>] অব্য তবু। 'টেছ সে মজিলা মায়াসীতার কারণে।' বড়ু, ১৫৭০।

টেতু [সি তত] বি পাঁটের আঁশে তৈরি চিকন শক্ত দড়ি। বিদ্যা, ১৮৯১।

টেতুল [সি ভিজিড়ী] বি টুক ফলবিশেষ। 'টেতুল পনের কর এমত

বায়ান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

টেতইল [সি ভিজিড়ী] বি তেতুল। মানোএল, ১৭৪০।

টেতলী [সি ভিজিড়ী] বি তেতুল গাছ। 'টেতলীর তলে বাস কৈলা গৌরহরি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

টেতুলবন [সি ভিজিড়ী-বন>] বি তেতুল গাছের বাগান। 'টেতুলবনে বড়ের দমক যেন মাথা কোটে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

টেতুলিআ [সি ভিজিড়ী>] ক্রিণিণ তেতুলের মতো। বিদ্যা, ১৮৯১।

টেতুলিআ-বাপনী [সি ভিজিড়ী>] বি তেতুল আকৃতির এক প্রকার চিড়ি; বাগনা চিড়ি। 'টেতুলে-বাপনী যেন ফিরিতির থাক।' ৩৪, ১৮৫৮।

টেদাড়ু ক্রিণিণ দুষ্ট। 'এসব ছেলে টেদাড়ু ভারী।' নজরুল, ১৯২৬।

টেদাড়ু [সি ঢালাক] ক্রিণিণ ঢালাক। 'যত বড় টেদাড়ু, যত বড় বেদাড়ু হউন না কেন, তাঁহার মনোহায গাল ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

টেহে, তেহৌ [প্রা ভিজিড়ী সর্ব সে; তিনি। 'এই ছয় টেহৌ মেয়ে করিয়ে বিচার।' কুন্ডাস, ১৫৮০। 'বল বকুরার ব্রহ্মচারী এসেছেন টেহে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তেক [সি তরক>] বি তাক; লক্ষ্য। 'অস্তরীক্ষে উঠে তার মুটে ধরে তেকে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তেখন [সি তংকপ] ক্রিণিণ তখন; সে সময়ে। 'বসিল কর্পুর তেখন বেলা পান্ডে জুয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তেস [সি ভাগ] বি বাদ। 'কেহ মহাশোকে বাসপিনা তেঙ্গ দিল।' গরীব, ১৭৬৫।

তেস [ফা ঠীণ] বি ভসোয়ার। 'আনিয়া তেঙ্গের ভরে রাখেব দমন।' গরীব, ১৭৬৫।

তেছাই [সি স্রিঘাত] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তমুরা তেছাই বাজে তেওড়া তুবক।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তেচকা [সি গ্রিচু] বি মাছবিশেষ। 'পাঁকাল খয়রা চেলা তেচকা এলসা।' ভারত, ১৭৬০।

তেজ, তেজহ, তেজস, তেজো [সি ১ বি শক্তি; দীপ্তি। 'আতি ত প্রচও তেজ দেখিতে ভয়ঙ্কর।' মালধর, ১৫০০। ২ বি প্রতিভা। মানোএল, ১৭৪০। ৩ বি কালা। মানোএল, ১৭৪০। ৪ বি আলোক। 'আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চকূলের মধ্যে পৃথিবীর আটা আনা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৫ বি অহংকার। 'সিংহাসনের তেজে রাজা ... অবলোকন করিতে পারিলেন না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৬ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পীতাম্বর তেজ।' সেবধি, ১৮৪০। ৭ বি উগ্রাণ ও উজ্জলতা। 'অন্ন অন্ন করিয়া সূর্যের তেজে কমিয়া আসিল।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫। ৮ বি রাগ। 'যে ব্যয় ইহায়াছে তাহার পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তেজহপুঞ্জ [সি] ক্রিণিণ তেজহী। 'ততালভারবৃত্তিত কোন তেজহপুঞ্জ পুরুষ এক মণিময় দণ্ড হস্তে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

তেজহপুঞ্জকায় [সি] ক্রিণিণ তেজদীপ্ত শরীরের অধিকারী। 'নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ সে তেজহপুঞ্জকায়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তেজহসূর্য [সি] বি তেজ-বিশিষ্ট সূর্য। 'এস তেজহসূর্য উজ্জল কীর্তি-অম্বর মাখ হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

তেজকটাল [সি তেজ+স করাল>] বি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার

তেজ করা

অব্যবহি পরে সূঁঠ জোয়ার। 'নাবিকেরা ইহাকে তেজকটাল বলে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

তেজ করা কি সম্ভব হওয়া। 'পলিটিক্সের কাঁচাধা অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তেজশ্যাম [স তেজ্জ্]। ক্রিবিপ ক্রুততর সসে। 'তেজশ্যাম কাহেদের করিল হুওয়ানা।' গবীর, ১৭৬৫।

তেজ নেওয়া কি শক্তি জ্ঞানো। 'আপনাদের প্রচার ধারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

তেজধাম [স তেজ্জ্-ধাম] বিপ তেজবী। 'দক্ষিণ দুজারে বীর ছুবি তেজধাম।' মুহূদ, ১৬০০।

তেজপাড়া [স বি তেজপাতা। ওঁরা, ১৭৮৫; 'তেজপার লবন ধন্যা, প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' অক্ষর, ১৮৪১।

তেজপাতা [স তেজপাতা] বি তেজপাতা। 'তেজপাতা তেজপাতা।' বহু, ১৪৫০; 'তেজপাতে তেজ কেন? খাল কেন লম্বায়?' সুফার, ১৯১৮।

তেজশাতি [স তেজশ্রা] বি মশলা হিসেবে ব্যবহৃত তীব্র গন্ধযুক্ত পাতাবিশেষ। 'বাঁশি তেজশাতি সেবিছি যে।' শিবরাম, ১৯৭০।

তেজশুভ্র [স তেজশুভ্র] বি তেজবিতা। 'তোমার সে তেজশুভ্র সহিতে না পারে।' মালাধর, ১৫০০।

তেজ-প্রদীপ্ত [স বিপ শক্তিভে তাবর 'আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ।' নজরুল, ১৯২৮।

তেজবর্ষক [স বি শক্তি বৃদ্ধিকারক। 'মাটিট নরম তাই উৎসাহময় - যেন বা তেজবর্ষক।' হাসান, ১৯৬৭।

তেজমন্দি [স তেজ্জ্+স মন্ড] বি তেজি ও মন্দা। 'জহরীসুই ... আখিরের তেজমন্দি খালায় সর্বস্বাভ হয়ে বাতুর অকণ্যে পোখা হয়েছেন।' হুতায়, ১৮৬১।

তেজময় [স তেজোময়] বিপ দীপ্তিমান। 'খরিল দেবকী গর্ত সেমিতে তেজময়।' মালাধর, ১৫০০।

তেজরূপ [স তেজোরূপ] বিপ জ্যোতিষরূপ। 'সেখিয়াত তেজরূপ জগতে অনুভবে।' মালাধর, ১৫০০।

তেজশক্তি [স তেজশক্তি] বি বীরবত্তা। 'আত্মাতোর অভাব না থাকলেও যৌবনের তেজশক্তি নেই।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

তেজশালী [স তেজশালী] বিপ প্রভাশালী। 'তেজশালী, বিত্তশালী ও প্রভাশালী।' রতশন, ১৯২৫।

তেজশূন্য [স তেজশূন্য] বিপ শক্তিহীন। 'নির্বাপ পাবক আমি, তেজশূন্য।' মাইকেল, ১৮৮৩।

তেজসী [স তেজবী] বিপ তেজবী। 'তেজসী পোতবের সোখ নাহি।' আত্মনিয়োগ, ১৭৪৩।

তেজকর [স ১ বি দীপ্তিময়। 'তাহাতে তেজকর হুই ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রভর ব্যতি মুক্তর খাবা চতুর্দশে।' রায়রাম, ১৮০১। ২ বি আশো। 'সে স্থানে তেজকর বিক্রমিক করে।' রায়রাম, ১৮০১। ৩ বি শক্তিবাহক। দেববি, ১৮০৬। ৪ বি শক্তিবর্ধক। 'সত্তানদিগের প্রতি তেজকর বিদ্যেবীর উৎখ প্রদোষ করা ... দৌর্যলোর প্রধান কারণ।' রাজ, ১৮৭৪। ৫ বি তেজ বিজুতির হয় এমন। 'একখানা আত্মী কীরে জোরে প্রবর্তনশীতে তেজকর ওযুখে পরিণত করে ...।' মালিক, ১৯০৬।

তেজক্রিয় [স ১ বিপ বিশেষ ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে এমন; রেডিও অ্যাঙ্কিত। 'পৃথিবীর ভরে যেসব তেজক্রিয় পার্থক্য আছে, যথেষ্ট তাপ পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি শক্তিবর্ধক। 'শতায় ওকের পাটা তেজক্রিয় উৎকোচ পটিলে।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

তেজক্রিয়তা [স বি পরমাত্মর বিশেষ ধরনের রশ্মি বা কথা বিকিরণের ক্ষমতা; রেডিয়েশন। 'সকলের চেয়ে ওকতার বার পরমাত্ম তার তেজক্রিয়তা সঙ্গ্রাম্য হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তেজবৃত্ত [স বিপ প্রভাশুভ্র। 'সে তার তেজবৃত্ত নাম।' অজিত, ১৯৫০।

তেজশুভ্র [স তেজশুভ্র] বিপ তেজবী। 'ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় অভিশয় তেজশুভ্র।' রাজীব, ১৮০৫।

তেজবিতা [স ১ বি তেজোময়তা। 'শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি সমুদয়ের সমন্বিত তেজবিতা ও নিয়মানুগত চালনাই সুখেখপতির মূল।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বি শক্তি। 'তেজবিতা কম নয় কুমুদেব, দূরত্ব তাহার চিত্তবৃত্তি।' মালিক, ১৯০৬।

তেজবিনী [স ১ বিপ ক্রী বলদীপ্ত। 'তেজবিনী মনোবৃত্তি পরিচালন ধারা যে প্রকার প্রণালী সুবের উৎপত্তি হয় ...।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বিপ ক্রী শক্তিশালী। 'তেজবিনী নন্দিনী বহুভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিপ প্রভাশালী। 'মামীমা তেজবিনী মহিলা।' বিজুতি, ১৯৩১। ৪ বিপ ক্রী তেজোময়। 'সে যেন ... তেজবিনী অবত মুক্ত, অনতিক্রা, সাদিকালভাবা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

তেজবী [স ১ বিপ সুতীক্ষ্ণ; শাশিত। 'চিন্তাশক্তি তেজবী, প্রবর ও দৃঢ় হয়।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বিপ শক্তিশালী। 'ঐ বৃক হইতে কিছু পুখে যের প্রকাবে তেজবী বৃক সেখিতছে ...।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বিপ পরাক্রমশালী। 'তিনি স্বভাবতঃ বদান্য ও তেজবী ছিলেন।' বিন্দা, ১৮৪৯। ৪ বিপ তেজোদীপ্ত। 'তেজবী যৈনাক যথা সাগরের জলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

তেজোবপ্ত [স বি তেজবিতা। 'মহাতেজা, তেজোবপ্তে জিনি দিননায়ে, জ্ঞানদ-কীটী শিরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

তেজোবত্তো [স তেজোবত্তা] বিপ তেজোবাপ্ত। 'বরো তপস্যা করিতেন কীয়েসে: বরো তেজোবত্তো জোন তিনি।' আত্মনিয়োগ, ১৭৪৩।

তেজোবাহক [স বিপ দীপ্তিময়। 'জাহাজীর চম্পার সেই তেজোবাহক অশ্রুপ রূপযাহাজী।' নজরুল, ১৯০১।

তেজোময় [স বিপ উজ্জ্বল; দীপ্তিমান। 'শরতের চন্দ্র জেন আইসে তেজোময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

তেজোহাসি [স বি নিশ্চলতা। 'উভয়ের অধীতি ও তেজোহাসি ঘটিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তেজোহীন [স বি নিশ্চল। 'নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অক হয়।' অক্ষর, ১৮৪৩।

তেজোহীনতা [স বি তেজ নেই এমন অবস্থা; উদ্ভীর্ণা নেই এমন অবস্থা। 'শরীরের দুর্বলতার সহিত তেজোহীনতা, জীর্ণতা প্রভৃতি মঙ্গল ও আবির্ভাব হয়।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

তেজা [স তাজ্জ্] ১ ক্রি ত্যাগ করা। 'পরশনে তেজোবো পরশে।' বহু, ১৪৫০; 'রাখে তেজ কর মান রাগে।' বহু, ১৪৫০। ২ ক্রি পাঠানো। 'যেদিন আজরাইলে আলা ওজিবের চোপার।' গবীর, ১৭৬৫। তেজা ক্রি ত্যাগ করা। 'রাখে তেজ কর মান রাগে।' বহু, ১৪৫০।

ভেজব্র কি ভ্যাপ করে। 'কসটিত না ভেজব্র ঈশ্বরের ঘর।' বাহরাম, ১৬০০। ভেজব্র কি ভ্যাপ করহিস। 'নামসী রাখাক এবে ভেজব্র কেহে।' বড়, ১৪৫০। ভেজব্র কি ভ্যাপ করে। 'ভেজব্র জাইবর আসে।' বড়, ১৪৫০। ভেজব্র কি পঠাবে। 'বেদিস আকসাইলে আলা ভেজব্রে চোপনার।' গল্প, ১৭৬৫। ভেজি ১ কি ভ্যাপ করি। 'হুমনার বাবে ভেজি নির্ভর মনে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি ভ্যাপ করে। 'উর্জ পাসে ভাপ করে ভেজি অর্গানি।' মালাধর, ১৫০০। ভেজিয়া কি ভ্যাপ করে। 'বায়ু আরোহণ করে ধরনী ভেজিয়া।' আলগল, ১৬৮০। ভেজিয়া কি ভ্যাপ করে। 'বিমতী ভেজিয়া কাছাঈ শেল নিম্ন খরে।' বড়, ১৪৫০। ভেজিয়াহ কি ভ্যাপ করেছে। 'কতক দিবস বদি ভেজিয়াহ গ্রাম।' মুহুদ, ১৬০০। ভেজিব্র কি ভ্যাপ করবে। 'দারিচুরি সুপানস সতুরে ভেজিব্র।' মূলতান, ১৭০০। ভেজিব্রাক কি ভ্যাপ করবে। 'এ ধন বসন্তী সব ভেজিব্রাক পায়ী।' বড়, ১৪৫০। ভেজিব্রো কি ভ্যাপ করবে। 'পদসিলে ভেজিব্রো পূরবে।' বড়, ১৪৫০। ভেজিব্রু কি ভ্যাপ করবে। 'কেহ বেলে আপনা আয়ার না ভেজিব্রু।' মূলতান, ১৭০০। ভেজিয়া কি ভ্যাপ করে। 'সরি ভেজিয়া তোমার দেহে হব শিলা।' মালাধর, ১৫০০। ভেজিয়াহো কি ভ্যাপ করেছে। 'ভেজিয়াহো অর্গ পূর্ণি তাহার খেলাবে।' মালাধর, ১৫০০। ভেজিলা কি বর্জন করবে। 'ভেকারসে ভেজিলা মানবীপন সন্ন।' বাহরাম, ১৬৫০। ভেজিলুম কি ভ্যাপ করলাম। 'এতকে সে ভেজিলুম কথা পরিপাটি।' আলগল, ১৬৮০। ভেজিলেস্ত কি ভ্যাপ করলে। 'ভেজিলেস্ত মোর দুহ সব গিণ গণে।' মূলতান, ১৭০০। ভেজিলৌ কি ভ্যাপ করলাম। 'তোমাক ভেজিলৌ ভেকারসে।' বড়, ১৪৫০। ভেজীবার কি ভ্যাপ করায়। 'তোকে ভেজীবারে কেহে কর দীত।' বড়, ১৪৫০। ভেজীয়া কি ভ্যাপ করে। 'ভেজীয়া হরের ঘর খটে আসা কর ভর।' রসরস, ১৭৫০। ভেজু কি ভ্যাপ করুক। 'লোম্ব কাহেরে ভেজু পাণবন।' বড়, ১৪৫০। ভেজুক কি ভ্যাপ করুক। 'ভেজুক আবার পতিআসে।' বড়, ১৪৫০। ভেজু কি ভ্যাপ করে। 'লোয়া কুস্তলভার ভেজু নানা অলকার।' মুহুদ, ১৬০০। ভেজৌ কি ভ্যাপ করে। 'তজৌ নাই ভেজৌ তোমাকে।' বড়, ১৪৫০।

ভেজা [স ভেজ-] বিপ ভেজবী। 'ভিম সহোদর মোর সর্ব গুণে ভেজা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভেজাকর [স ভেজকর] বিপ ভেজোময়। 'তুমি ভেজাকর, হৈময় ভেজ-পুঞ্জ গ্রন্থেরে হলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভেজায়িত [আ ভিজায়ত] ১ বি বাণিজ্য। 'ভেজকত মূদুকে ভেজায়তের দজা জায়াত হয়।' কালস, ১৭৮৪। ২ বি ব্যবসাসকেন্দ্র নিয়মান্বিত। কালস, ১৭৮৬। জাহাজ এ প্রদেশে ভেজায়ত বিষয়ের নিমিত্তে নিরুপিত। দর্পদ, ১৮২৬।

ভেজায়ত-কানুন [আ ভিজায়ত-আ কানুন] বি ব্যবসার নিয়ম বা কৌশল। 'এই ভেজায়ত-কানুন এখনোকার করিয়া ...।' ইমাম, ১৯৪৬।

ভেজারিত [আ ভিজায়ত] ১ বি ব্যবসা-বাণিজ্য। 'চীন দেশে প্রিজোড অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন ভেজারিত ও বিলাত বন্দোবস্ত সহিত কারবার।' বসন্ত, ১৮২৯। ২ বি সুদের কারবার। 'ঘরে বসিয়া ভেজারিত করিতেছিলেন।' পঞ্চ, ১৯১৪।

ভেজালা, ভেজালা [স ভেজ-] ১ বিপ ভেজবী। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ভার কড়া খাড়া ভেজালা চেহারা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'আকির গড়ন শিটা বড় ভেজালা।' কালস, ১৯৬২। ২ বিপ ভুজ ও উজ্জল। 'এখানে দিনে সূর্য মেরণ ভেজাল, রামিত আকাশ সেইসব

পরিহার।' কুজতাবিনী, ১৮৮৫।

ভেজি, ভেজী [কা] ১ বিপ ভেজবী। বলবান। 'ভেজাটের গোল বাক্সার খোয়ার চাইতে ঘের মজবুত ও ভেজী।' প্রথম, ১৯২৩। ২ বিপ ভেজি। 'ভেজী মেরে।' বিকৃতি, ১৯৩১। ৩ বি রাগী ব্যক্তি। 'অনেক ভেজীর ভেজ শাখিরেছে।' কালস, ১৯৬২।

ভেজিমশি [কা] বি দ্রাব্যাদির মূল্যের প্রাসবৃদ্ধি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভেজীয়ালা [স] ১ বিপ শক্তিশালী। 'কেহ বলে মহা ভেজীয়ালা অধিকারী।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বিপ অতিশয় ভেজবী। 'উন্নতবুদ্ধি ভেজীয়ালা পুরুষেরা কীর্তিদেবীর বশিরব শ্রবণময় ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভেজোমোত [স ভেজোমান] বিপ ভেজোময়; বলবান। 'ভেজোমোত জমি আমি আদি দিতে পার।' মালাধর, ১৫০০।

ভেজি'ত্র ভে' ভে

ভেজি'ত্র ভ্যতা ভাই। 'সাতু তোমার যজ্ঞমান ভেজি'ত্র অতিমান।' মুহুদ, ১৬০০।

ভেজি'ত্র পাকে ভ্যতা সেই হেতু। 'ভেজি'ত্র পাকে ভোমাকে যতন করি যেতে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভেড়া [স ভির্ভকা] বিপ ভেড়া; বাক। 'কোতোয়ালের বাক্যে ভেড়া দিলেন উত্তর।' বিজয়, ১৯৫০।

ভেড়াবাক [স ভির্ভক-বাক] বিপ বাকচোরা। 'নেহাত ভেড়াবাক অসুখে-গোহ ইহয়া নিশার লইতে কিলব করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভেড়ি [স ভির্ভক] বি হুলের নির্যাস। 'ফৌটা, ভেড়ি, চমসার হাট শাণিয়া যায়।' বক্রিম, ১৮৭৫।

ভেড়িকাটা [ট্রেডিকাটা] বিপ বাক্য সিঁচি-কাটা; ট্রেডিকাটা। 'ভেড়িকাটা ... হাটীরবাধা ...।' পঞ্চিম, ১৮৭৩।

ভেড়ি'ত্র বি চড়া মেঝাজ। 'ভেড়ি'ত্র সেবেছ এইটুকু ছেলেস।' মনোজ, ১৯৯১।

ভেড়ি-বেড়ি বি গোলমাল; যামোলা। 'বেশি ভেড়ি-বেড়ি করে ত তারারে পিটাইয়াই দুরন্ত করা যাব।' মনসুর, ১৯৫৫।

ভেড়িমোড়ি বি চোটাগ। 'বকসী যদি ভেড়িমোড়ি করে।' মূলতান, ১৯৪৯।

ভেড়ে, ভেড়ে আসা, ভেড়ে যাওয়া ও ভাড়া

ভেড়েফুঁড়ে ক্রিবিপ ভর্জন সহকারে। 'একটা সবে ভেড়েফুঁড়ে উঠে মোশামো ছাত্রাবাস করে দেবার ভো করলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভেত [স ভ্যত] বিপ ভিত্ত। 'তোমার কথাগুলি বড় ভেত।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ভেতবেরক [স ভ্যত-বিরক্ত] বিপ যন্ত্রণার অধির। 'আমার জানাটা ভেতবেরক হয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯২৪।

ভেতই [স ভিভিজী] বি ভেঁতুল। 'অভিভর উলিখাম করণা ভেতই।' আলগল, ১৬৮০।

ভেতইল [স ভিভিজী] বি ভেঁতুল। 'ভেতইলের কাঠে অগ্নি করে মুক ধুক।' বিজয়, ১৬৫০।

ভেতবি [স ভিভিজী] ক্রিবিপ ভেতাই। 'ভেতবি বোলা ভেতবি টাল।' চর্চা ৪০, ১৯০০।

ভেতা [স হেতা] বি হেতা। 'ভেতা জুগে সাঁজা দিলা চরিয়া আমদি।' রামাই, ১৭১০।

তেতালিস

তেতালিস [পা তেচতালিস] বিপ ৪৩ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেতালিশ [পা তেচতালিস] বিপ ৪৩ সংখ্যক। 'তেতালিশ হাজার সাত শত একাশী ঘর মুলমান।' দর্পণ, ১৮১৯।

তেতিশ [পা তেতিস] বিপ তেতিশ। 'তেতিশ বহুর প্রথিবীতে ছিলেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

তেতে ওঁরা ত্র তাতানো

তেতো [স তিত্তা] ১ বিপ তিত্তা বাদযুক্ত। ওঁরা, ১৭৮৫: 'মরুক সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিয়।' লজ, ১৮৫৮: ২ বিপ বিরক্তিকর। 'মনে হয়েছে বিয়ে করাটা তেতো ব্যাশার।' হাসান, ১৯৬৩।

তেতো-বিরক্ত [স তিত্তবিরক্ত] ১ বিপ জ্বালাতন করা হয়েছে এমন; অতিষ্ঠ। 'কেউ আর তেমন অনর্থক উৎপাতের জ্বলুমে তেতো-বিরক্ত করে তোলে না।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিপ অত্যন্ত দুঃখ। 'বড়ো দুঃখে দেখে তেতো-বিরক্ত হয়ে এসব বলতে হচ্ছে।' নজরুল, ১৯২৭।

তেতো [স তত্ত] বিপ গরম। 'মোর কোলের ছেলেভার গা তেতো করেশো।' দীনবন্ধু, ১৮৩০।

তেতিস [পা তেতিস] বিপ তেতিশ। 'লিবি তেতিস ছা বোকা তার কুড়িটা।' মুহুদ, ১৬০০।

তেতিশ [পা তেতিস] বিপ ৩৩ সংখ্যক। 'তেতিশটি আদি সেবতা।' বরদর্শন, ১৮৭২।

তেতিশ কোটি [পা তেতিস+স কোটি] বি হিন্দুদের কল্পিত তেতিশ কোটি দেবতা। 'ইহা শ্রবণ করিয়া সেই জ্ঞানলোকটি বলিসেন, তেতিশ কোটিতেও তোমার তৃষ্ণি-লাভ হইল না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

তেতিষ [পা তেতিস] বিপ তেতিশ সংখ্যক। 'মওয়াবী ৩৩০০ তেতিষ হাজার মোন চাউল বাবুদী।' কাল্যেপ, ১৭৯৬।

তেতিস [পা তেতিস] বি, বিপ ৩৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেন [পা] ১ অবা তেমন। 'তেন গোপীপণ এড়িতে কাহাঞি।' বভু, ১৪৫০। ২ বিপ তেমনি। 'অল্প বয়েসে তেন বিরহের চিত্তা।' বভু, ১৫৭০। ৩ বিপ সেরূপ। 'যেন ইচ্ছা তেন কর যুক্তি যাঙ চলিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তেনমত বিপ সেরূপ। 'সেই পথে তেনমতে আইলা মধুপরি।' মালাধর, ১৫০০।

তেনরি [তে+নরি] বিপ তিন নরি যুক্ত। 'দোনারি তেনরি পান্নেরি হার বাজুবদ।' দর্পণ, ১৮২১।

তেনা [স তুয়া] বি পুরনো কাপড়ের টুকরা; নেকড়া। মানোএল, ১৭৪৩: 'নেইকো এদের তেনা।' নজরুল, ১৯৩৯।

তেনার সর্ব তাঁর। 'তেনার চেয়ে ভালো তেনার হাত দিয়ে পান সাজা।' নজরুল, ১৯৩২।

তেন্তাইল [স তিত্তি] বি তেঁতুল। মানোএল, ১৭৪৩।

তেন্তালি [স তিত্তি] বি তেঁতুল। 'রুধের তেন্তালি কুড়ীয়ে খাখ।' চণ্ডী ২, ১০০০।

তেন্দু বি গাছবিশেষ। 'তেন্দু ও চিরন্তী গাছের পাতাগুলি।' বিজুতি, ১৯৩১।

তেপাই ত্র তে

তেপাতা বি শিশুরের এক প্রকার খেলা। 'তেপাতা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা গুলি।' মুহুদ, ১৬০০।

তেপানি বি তলানি। মানোএল, ১৭৪৩।

তেপান্তর [স ত্রিপান্তর] ১ বি জনহীন বিশাল মাঠ। 'তেপান্তরে পায় জদি রজত কাঞ্চন।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি মরুভূমি। মানোএল, ১৭৪৩।

তেপান্তরি, তেপান্তরী [স ত্রিপান্তর] ১ বি জনহীন বিশাল মাঠবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিপ জনহীন ও বিস্তৃত। 'গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে।' অন্ননা, ১৯২৯।

তেপান্তরের মাঠ বি বাংলা রূপকথায় ব্যবহৃত জনহীন প্রান্তর। 'সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' স্থান জ্যোত্স্নায় ধু ধু করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তেবদিল বিপ ছবোশী। 'হাকুম-অল-বলিদের ন্যায় তেবদিল অর্থাৎ ছবোশে নগর পরিভ্রমণ করিবেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

তেবো [স তথাপি] অবা তবু। 'তেবো মোকে নাহি দিলে তোকে দশনেন।' বভু, ১৪৫০।

তেবত [স তিত্তাত] বি তিত্তত। 'বাকলা মুলুক হইতে তেবত মুলুকে।' কাল্যেপ, ১৭৮৪।

তেমত [স তমিন্] বিপ সেরূপ। 'তুহুদনে নাইক পুরি তেমত সুন্দর।' মালাধর, ১৫০০।

তেমতি ক্রিবিপ সেরূপ। 'জাহার চিত্রে যেই ছিল তেমতি দেখিল।' মালাধর, ১৫০০।

তেমন [স তমিন্] বিপ সেই রকম। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেমনি [স তমিন্] বিপ সে রকম; অনুরূপ। 'জাহার চিত্রে যেই ছিল তেমনি দেখিল।' মালাধর, ১৫০০।

তেমনিতার বিপ তেমনই রকম। 'তেমনিতারেই নিচিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

তেমনি-তেমনি বিপ সে রকম। 'নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হতে থাকল তেমনি-তেমনি পার্থিব জীবনে তার ভোগ ...।' অবন, ১৯২৫।

তেমনিখারা ক্রিবিপ তেমন করে। 'সেই যীপাট গজীর তানে আমার গ্রাণে বাজে তেমনিখারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

তেমনে [স তমিন্] ক্রিবিপ তৎকথা। 'যেমনে পাএ তেমনে বাএ।' বভু, ১৪৫০।

তেম্নি [স তমিন্] বিপ সেরূপ। 'আমি তেম্নি ধারা ধর্তে চাই মা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

তেম্নজা [স তৃতীয়জ] বিপ তেসার; তৃতীয়। হ্যাগহেড, ১৭৭৮।

তেয়াগ [স ত্যাগ] বি বর্জন। 'এ বুলিয়া যুবতীক তেয়াগ করিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

তেয়াগান [স ত্যাগ] বি পরিত্যাগ। 'হাতিহাড়ি কৈল তেয়াগান।' মুহুদ, ১৬০০।

তেয়াগা [স ত্যাগ] ক্রি ত্যাগ করা। 'যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু।' চিঠি, ১৬০০। তেয়াগিনু ক্রি ত্যাগ করলাম। 'যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু।' চিঠি, ১৬০০। তেয়াগিয়া ক্রি ত্যাগ করে। 'দানা পানি তেয়াগিয়া রহে গোবা হইয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

তেয়াজা [স ত্যাগ] ক্রি ত্যাগ করা। 'বরিল তোমারে কে আজি তার দুখে শয়ন তেয়াজি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

তেয়াত্তা [পা তিসত্তা] বি পতিসত্তা (৭৩)-সংখ্যক। 'উনিশো তেয়াত্তর সাল।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

তের [পা তেরস] বিন তেরো; ১৩ সংখ্যক। 'এহার দারন তের লক্ষ ধনে।' বড়, ১৪৫০।

তেরই বি মাসের ১৩ তারিখ। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেরিখি বি মাসের তেরো তারিখ। 'তেরিখি মাইকে আকা হইরাছে।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

তেরটা বি অতি বিলম্ব। 'রাত তেরটোর সময়।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

তেরটা [স তির্ভক] বিন তির্ভক। 'পৃথিবীর উপর তির খাঁড়া হয়ে পড়ে, অপর সব স্থানে তেরটা ভাবে।' প্রমথ, ১৯২৫।

তেরহু [তির্ভক] বিন বাঁকা। 'তেরহু নয়নে সেহ আশাক আসে।' বড়, ১৪৫০।

তেরহু-চাহনি বি বাঁকা চাউনি। 'তেরহু-চাহনি জাদু হানে আজ, ভাবে তনু চল চল।' নজরুল, ১৯২৯।

তেরহু [তির্ভক] বি বাক; তির্ভক। 'বিশালকায় ছায়াপথটা তেরহু হইয়া মুহুরিয়া যার।' বিকৃতি, ১৯৩১।

তেরহু [তির্ভক] বি একসরকার জামদানি শাড়ি। 'যেমন, তোড়পার, কাবেশা, বুদ্ধিদার, তেরহু।' ম্যাকেনফ, ১৯৪৯।

তেরহুখী ই ট্রোজারি বি ট্রোজারি। "চারখানা।" "চানখানা।" "শালরিকি।" "তেরহুখী।" "এসো গো বাবু ছোট আদালতা" বলে গাভোয়ারা সৌখীন সুরে চাঁকর করছে। হুতম, ১৮৬১।

তেরশাল ই টারগালিন। বি এক ধরনের পুরু জলরোধক কাপড়। 'তেরশালের মতো মোটা নীলচে কাপড়ের আঁটনোটো প্যান্ট ...।' আলডমিন, ১৯৬০।

তেরসি [পা তেরসী] বিন তেরসাদী। 'তেরসি তিথি সসি সামর পশু নিসি।' বিন্যাস্তি, ১৪৩০।

তেরসী সেলাই [স তির্ভক] বি কাঁধা সেলাইয়ের প্রকারবিবরণ। 'বাঁশপাতা সেলাই, তেরসী সেলাই প্রকৃতি যত রকমের কাম। সেলাই প্রচলন আছে।' জঙ্গীম, ১৯৬১।

তেরাখি হু তের

তেরান। বি তারানা; উজ্জ্বল সংগীতের প্রেরণাবিশেষ; যে গানে কেবল অর্থহীন কথা থাকে। 'কত কৃত কলাচর, যদি ... রবাব ও তানপুরা লইয়া ... তেরানা, সারাম, চতুর ও নরওয়ে মণ্ডল হইয়া আছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

তেরি [স তির্ভক] বি বাঁকা সিঁথি। 'আজুল টেনে টেনে কেটে দিল ঘ্রিয় তেরি।' কয়সার, ১৯৬২।

তেরিক [আ তারীখ] বি মাস অথবা বছরের নির্দিষ্ট দিন। মের্স, ১৭৫৬।

তেরিখ [আ তারীখ] বি তারিখ। ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'তেরিখ বিলসজী আসাড।' হ্যালগেড, ১৭৭২।

তেরিখ [আ তারীখ] বি বোম্ব; অস্ত্রের সমষ্টি। 'আমাকে কহ যদি তুমি তেরিখ জমাখরের পর পাল জাও।' গৌর, ১৮২২।

তেরিখ ক'খা [আ তারীখ+ক'খা] ক্রি হিসাব করা। 'নষ্ট সুযোগের তেরিখ ক'খে আজ আমি মানতে বাধ্য।' সুব্রত, ১৯৩৭।

তেরিমেরি [হি তেরিমেরী] বি গোটাপ। বিদ্যা, ১৮৯১।

তেরিয়া ১ বি উষ্মভাবের লোক। 'যে-জাত নির্যাস সেখে দুর্বলের কাছে "তেরিয়া" তোমরা মাকে বলে "বুসি"।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিন মারমুখী। 'তথু তেরিয়া হয়ে ওঠা।' কীরব, ১৯৩২। ৩ বিন উগ্র স্বভাববিশিষ্ট। 'আমার হাত পাল না ছুঁতেই তেরিয়া হয়ে উঠিন।'

মনোজ, ১৯৬১।

তেরেজরি [হি ট্রোজারি বি কোষাগার। 'দ্রাপ ও তেরেজরি আডর।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

তেরেজরি [স তিরকারি বি তিরকার; ভর্ৎসনা। ওর্গ, ১৭৮২।

তেরো [পা তেরস] বিন তেরো (১৩)-সংখ্যক। 'একন রুমাল ১৩ তেরো জোড়া।' মের্স, ১৭৫৭।

তেরোই বিন তেরো সংখ্যক। ওর্গ, ১৭৮৫।

তেরো ঝঞ্ঝট [পা তেরস+স ঝঞ্ঝটা] বি বিবিধ বাঘেলা। 'সম্বোরেই তেরো ঝঞ্ঝটে পড়টা চলিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।' কায়দার, ১৯৬৫।

তেরোনাল [স তরবারি বি তলোয়ার। 'কত নারা পাকড়ি, তেরোনাল কিরিডি থাকে।' নীনবহু, ১৮৬০।

তেরিসি [পা তেরিসো] বিন তেরিসি। 'তেরিসি কোটি সেবতা রহিয়া সারি সারি।' মালান্দর, ১৫০০।

তেল [পা] ১ বি তেল। 'তেলিনি তেল বিচিটে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আয়োজন। 'তোমার যে সেবি পাছে কঠাল পৌকে তেল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তেলওলা [পা তেল+হি ওলাশা] বিন সেহে তেল আছে এমন; তৈলাক্ত। 'খেলন। দারুণ তেলওলা মাছ ছিল।' মুক্ততাবা, ১৯৬৬।

তেলকিল [পা তেল+কিল] বি তেলবীজ থেকে তেল বের করার যন্ত্র। 'পাকুর তেলকিলে বাঁশি ডাক নিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

তেলকালি [পা তেল+কালি] বি তেল ও কালো রঙের মিশ্রণ যে হং তৈরি হয়। 'সবটি জো তেলকালি।' নীনবহু, ১৮৬০।

তেল-টটটে বিন তৈলাক্ত ও ময়লাযুক্ত। 'তেল-টটটে বাঁশলের নিচে।' হানিক, ১৯৩৭।

তেল-টিটিটি বিন তেল ও ময়লাযুক্ত। 'তেল-টিটিটি বাঁশলটা হয়েছে।' বিকৃতি, ১৯৩১।

তেল-টিটি বিন তেল ও ময়লা মিশ্রিত। 'তেল-টিটি দাণ-শাণা বাঁশলের একশাল হইতে কালো তুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।' শরৎক, ১৯৫৮।

তেলটিটে বিন তেল ও ময়লাযুক্ত। 'তেলটিটে হেঁড়া মদারির তেতর।' কীরব, ১৯৩২।

তেল চুকচুক বিন তৈলাক্ত পদার্থ যেমন চকচক করে তেমন। 'বাঁচিটো তেল চুকচুক করছে।' বিকৃতি, ১৯২৯।

তেল-চুকচুক বিন পুঁঠ। 'অবহেলা ক্রমাগত হইতে গোলপাল তেল-চুকচুক হয়ে উঠতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তেলভেলা [পা তেল+ভেলা] ক্রি তেলতেলা পিছল গাড়ির গায় ময়লা হাত লাগাইয়া। 'মনসুর, ১৯৫৫।

তেলভেলে বিন তৈলাক্ত। 'তেলভেলে হুলওয়াদা মাথার নিচে ১ হাত রেখে ... আঘোর মুখায়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

তেল পেওয়া ক্রি হীনভাবে ত্যাগমোদ করা। 'পারে তেল দিতে একদম তর সর না।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'তার পারে তেল দিয়া ... তাহার অনুমতি সম্মত করিতে পারিলে।' হানিক, ১৯৪০।

তেল মাখা ক্রি তেলের প্রলেপ দেওয়া। 'চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তেল-মাখা বিন তেলমিশ্রিত। 'তেল-মাখা মুড়ির বাটটা হাতে নিয়ে

ভেল-মালিশ

ব্রজরাখাল বললে 'বিমল, ১৯৫৩।

ভেল-মালিশ [পা ভেল+ফা মালিশ] বি ভেলরূপ মালিশ। 'পায়ে ভেল-মালিশের দরকার হলে ডান হাত হরতাল করে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ভেল মালিশ করা ত্রি প্রলেপ দেওয়া। 'কবিরাত্রী ভেল মালিশ করব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভেল-হলুদ [পা ভেল+হলুদ] বি ভেল এবং হলুদের মিশ্রণ। 'ভেল-হলুদে কানায় কানায় করাছে উলমল।' জসীম, ১৯২৯।

ভেলা বিল ভেলভেলে। ওসী, ১৭৮৫।

ভেলা কাগজ [পা ভেল+আ কাগজ] বি ভেলভেলে কাগজবিশেষ। 'গ্রান আঁকবার ভেলা কাগজ কিংবা খাতাপত্র নিয়ে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভেলা মাখায় ভেল ঢালা - অগ্রয়োজনীয় কাজে প্রয়াস অপচয় করা। সুবল, ১৯০৬; 'মানুষ যে 'ভেলা মাখায় ভেল ঢালে' তাহার কারণ ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'বড় হইয়া বড় আড়িরই ভেলা মাখায় ভেল ঢালিব?' নজরুল, ১৯২২।

ভেলে জলে মিশ ঝায় না - বিপরীত প্রকৃতির লোক হলে সম্পর্ক হয় না। সুবল, ১৯০৬।

ভেলে বেতনে জ্বলা - অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া। 'হোটাবু ... এতকূ সেবেই ভেলে বেতনে জ্বলে গেলেন।' হুতম, ১৮৬১।

ভেলে-বেতনে/বেতনে জ্বলে ওঠা - খুব ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া। 'একটুকু মানের ত্রুটি হইলেই কেহ কেহ ভেলে বেতনে জ্বলে উঠে।' প্যারী, ১৮৫৮; 'একবারে ভেলে বেতনে জ্বলিয়া না উঠিয়া, - পরু বাইতে বারং করে।' মদ্যরস, ১৮৮৯।

ভেলে-বেতনে হওয়া - প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হওয়া। 'বহিনের উল্লসিত হইতে ভেলে-বেতনে হসো হরকিণ।' কায়সার, ১৯৬২।

ভেলেভাজা ১ বিণ ভোবানো ভেলে ভাজা। 'ফুলুরিওয়ালার ভেলেভাজা বেগনি খেয়ে খেয়ে অল্পস্পৃহা হবার জো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি বেতনি, ফুলুরি ইত্যাদি বেসনমিশ্রিত ভাজা খাদ্য। 'পেয়েছি বাসি পুটি ভেলে-ভাজা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'বাড়িটার সামনের ঢালার নিচে বাহার ভেলেভাজার পোকান।' বিমল, ১৯৫৩।

ভেলের ছবি বি ভেল রঙের ছবি; তেলচিত্র (অয়েল পেইন্টিং)। 'বিদ্যাবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভেলোজ্বল [পা ভেল+স উজ্বল] বিণ ভেল চকচকে। 'ভেলোজ্বল কৃষ্ণমুগ্ধে তদন্তপূর্ণতার শোভা।' প্রভাত, ১৮৪৬।

ভেলাওয়াত [আ তিলাওয়াত] বি পাঠ। 'কোরান ভেলাওয়াত করেন।' বৈশ্য, ১৯৪৮।

ভেলাঅং [আ তিলাওয়াত] বি পাঠ। 'আয়াত ভেলাঅং করিতে হয়।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

ভেলাওয়াত [আ তিলাওয়াত] বি পাঠ। 'কোরান ভেলওয়াত করবার কী নামাজ পড়বার জো নেই।' নজরুল, ১৯৩০।

ভেলায়াং [আ তিলাওয়াত] বি পাঠ। 'আরবীতে চুয়া ইয়াহিন ভেলায়াং করেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

ভেলায়াং [আ তিলাওয়াত] বি পাঠ। 'কোরান শরীফ লও তো, রাইতটা ভেলায়াং করি।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ভেলাকুচা বি পটলের মতো ছোটো ফল বিশেষ। 'ভেলাকুচা-লতা

গলায়।' জসীম, ১৯৩১।

ভেলাকুচি বি পটলের মতো ছোটো ছোটো ফলবিশেষ। 'ভেলাকুচির পটল।' বিজুতি, ১৯২৯।

ভেলাকুচো বি পটলের মতো ছোটো ফল হয় এমন লতাগাছ। 'ভেলাকুচোর জসলে ... ঝোপের ভেতর জোনাকি।' জীবন, ১৯৩২।

ভেলানি, ভেলানী [পা ভেল+] ১ বি মাটির ছোটো হাড়িবিশেষ। 'ভেলানী গভীর নাড়ি লাগিয়া জল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি তাম্রপাত্র। 'মাদোএল, ১৭৪০।

ভেলাশোকা বি আরশোলা। 'যেন দেখছি সত্যিই ভেলাশোকাগুলি পিক্তুগ্রাণ্ড হয়েছে।' নজরুল, ১৯২৩।

ভেলি, ভেলী [পা ভেলিকা] ১ বি ভেল উৎসাদক বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'কান্দে কুরুআ লতা তেলী আসে জাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি তেল ব্যবসায়ী। 'কুপি ভরি তেল দিল তেলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেলিনি, ভেলিনী [পা ভেলিক+] বি ভেল বিক্রয়কারিণী। 'ভেলিনি ভেল বিচিত্র।' বড়ু, ১৪৫০; 'হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাই।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ভেলিবাড়ি বি তেলির ঘর। 'ভেলিবাড়ি হইতে আঁকশি যোগাড় করিয়া।' বিজুতি, ১৯৩১।

ভেলিয়া [পা ভেলিক+] বি তেলি জাতির বী। 'তৈল লখ লখ বলি ভেলিয়া বোলায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেলিমাষ [ই টেলিমাফ] বি ভারের সাহায্যে সপেক্ষে দ্বারা দূরে সংবাদ প্রেরণের বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ; টেলিগ্রাম। 'এতদ্রুপ ভেলিমাষ স্থাপনেতে যে উপকার তাহা প্রায় সকলেই উপলব্ধ।' দর্পণ, ১৮৩১।

ভেলুআ [পা ভেলিক+] বি তেল ব্যবসায়ী। 'দিদ্যা, ১৮৯১।

ভেলুত [স গ্রিকলিগ+] বি দক্ষিণ ভারতের অত্র প্রদেশের ভাষা ও ঐ ভাষাভাষী লোক। 'তামিল, ভেলুত, প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষী দাক্ষিণাত্য লোক দ্বিতীয় সম্প্রদায়-ভুজ।' অক্ষয়, ১৪৫০।

ভেলোত বি অত্র প্রদেশের তেলেশানা অঞ্চলের ভাষাবিশেষ। 'মাকখানে ভেলোত ভাষা আসিয়া পড়িলে ভারি মুশকিলে পড়িতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ভেলোহা [স গ্রিকলিগ+] বিণ ভারতের অত্র প্রদেশের তেলেশানা অঞ্চলের। 'সিংহহার দক্ষিণে আছে ভেলোহা গাভীপাণ।' কুন্দনস, ১৫৮০।

ভেলেশানা [স গ্রিকলিগ+] বি ভারতের অত্র প্রদেশের তেলেশানা অঞ্চলের অধিবাসী। 'জমির আবাদ ভোলে কি ভোলে না/ অব্যাহা স্বাধীন ছোটলোক তেলেশানা।' সুভাষ, ১৯৪০।

ভেলোছমাত [আ তিলসমাত] বি ছাদু। 'হারাকীবন কত ভেলোছমাত না গুনিন করল।' হাসান, ১৯৬৪।

ভেলোছমতি [আ তিলসমাত] বি আত্মব্রজক বিষয়। 'এ ত বড় ভেলোছমতির কথা।' জসীম, ১৯৬০।

ভেলেশমাং [আ তিলসমাত] বি আত্মব্রজক ঘটনা। 'রওণন আরার সঙ্গে সেকান্দরের বিয়ে এক ভেলেশমাং।' হাই, ১৯৫৪।

ভেলেশমাত [আ তিলসমাত] ১ বিণ ভ্রমপুর। 'শিরনি রাখেন বড়ো তিবি, বাড়ি গান্ধে ভেলেশমাত।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি অলৌকিকতা। 'বনানীর, যাদু ভেলেশমাত ঘেরা নীল বক্ষয়ান।' ফররুখ, ১৯৬৩।

ডেলেসমার্তি [আ ডিলসমার্তি] বি আশৌকিক ক্ষমতা। 'পীরের ডেলেসমার্তি'র কথা দোকের কাছে বলিল।' কবীন্দ্র, ১৯৬৪।

ডেলেনা বি ভাগ্যনার অন্য নাম; যে গানে কবীর বললে কতোগুলো অর্থহীন ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। 'যে-কোনো ডেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ডেলেসমাং, ডেলেসমাত্ত, ডেলেসমার্তি ত্র ডেলোছমাত্ত

ডেলেনা [পা ডেলিক] বি ডেলোর বাট। 'ম্যনেএল, ১৭৪৩।

ডেলো [স তল] ১ বি করতল। 'হাতের ডেলোয় দেখতে পাও না আলতা মাখান।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ বি তলা; তলদেশ। 'পারের ডেলো ঠাণা হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ডেলো [স তেল] ১ বি তেল। 'ময়ের ডেলো মাখান হাত বুড়িয়ে উঠুন বোঁজার ঢোঁটা করে।' হুসান, ১৯৭৪।

ডেলোয়াই [পা তেল] বি বিবাহ উপলক্ষে বর কনের শরীরে তেল হলুদ প্রয়োগ। 'সাত দিন সাত রাত্রি ডেলোয়াই দিলেক দিতি।' সুলতান, ১৭০০।

ডেলোয়াং ত্র ডেলাওয়ান

ডেশিরে [স দ্রিশিরা] বিণ তিন শিখিবিধ। 'চারিধারে তার ডেশিরে কাঁটা, মাঝে ডিড়িতে, আকস, রোয়ান এবং আরো কত কী কাঁটাচন্দ্র ...।' নজরুল, ১৯২৭।

ডেথি [পা ডেসট্রি] বিণ ডেথি-সংখ্যক। '৬৩ ডেথি কলা।' বড়ু, ১৭৭০।

ডেট্টা [স তুচ্চা] বি তুচ্চা। 'ডেট্টার যে ছাতি ফেটে গ্যাল।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

ডেচ্চা [স তুচ্চা] বি তুচ্চা। 'ডেচ্চার মরিতে।' ম্যনেএল, ১৭৪৩।

ডেট্টা [স তিষ্ঠ] ক্রি টিকে ধাকা। 'ভারতবর্ষের মধ্যে কেই ডেট্টিতে পারিবে না।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ডেসর [হি তীসরা] ১ বিণ অপর। 'ন করোও ডেসর কানে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ বিণ তিন। 'রসুল সোসর ছিল ডেসর হইল।' সুলতান, ১৭০০।

ডেবরা [হি তীসরা] বিণ ৩ সংখ্যক। 'ডেবরা বাগীচীর জবাব দিতেছি।' মোহর, ১৭৭৭।

ডেতরা [হি তীসরা] বিণ তিন সংখ্যক। ওর্স, ১৭৮৫; 'মাসের ... গহিলা, সোমরা, ডেতরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করা আবশ্যক।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ওরা [হি তীসরা] বিণ ডেতরা; মাসের তৃতীয় দিন বা তারিখ। 'অদ্য ওরা বৈশাখ।' রামনাথরায়, ১৮৪৪।

ডেসাশে ক্রিণি তখন। 'ডেসাশে কাক আঁগিরা।' বড়ু, ১৪৫০।

ডেহ সর্ব তিনি। ম্যনেএল, ১৭৪৩। ডেহি সর্ব তিনি। 'দিক্খান কখনান নাহি ডেহি সুনি।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ডেহিন সর্ব তিনি। 'ডেহিন গিরের ওরু জনক সামান।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ডেহেই সর্ব তিনি। 'বিরহ জ্বরে ডেহে জ্বলিলা।' বড়ু, ১৪৫০। ডেহেই সর্ব তাঁর। 'ডেহেই মারিতে বা আমরা কেনে সবি।' বুদা, ১৮৮০।

ডেহই [স দ্রিগণিক] বি এক-তৃতীয়াংশ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ডেহাই [স দ্রিগণিক] ১ বি এক-তৃতীয়াংশ। 'অর্বেক পঙ্কেতে তার ডেহাই শিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি সর্বাতে ভালের ভাঙ্গাংশ। 'ডেহাই।' নজরুল, ১৯৩০; 'নুপুরকাকারিবি অকরীরা নিম্নণ তালে

ডেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ডেহান্তর [স ডিসপ্ততি] বিণ ৭৩ সংখ্যক। 'ডেহান্তর বছর বয়সে জ্বরাজীর্ণ।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

ডেহারা [স দ্রিহারা] বিণ দ্রিহণ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ডেহারি, ডেহারী [হি ডোহারী] ১ বি উপত্যকন। 'অনেক পর্ব-ডেহারী দিতে হইল; চাকরদের বর্শাশ দিতে হইল।' গোক্ষো, ১৯৩০। ২ বি মাংসমিশ্রিত এক ধরনের পোশাক। 'হোটেলে ডোকার মুখে মস্ত ডেকটিতে রাখা ডেহারি।' ইলিয়স, ১৯৭২।

ডেহেনে বিণ তেমন। 'যেহেন বাহির ডেহেনে ভিতর।' বড়ু, ১৪৫০।

ডেহেরি [স দ্রিহারা] বিণ তিনদেশ; ডেহারা; ভিন ভাঁজতল। 'বন্ধ করি ডেহেরি কিল্লিরে বাড়ে কটী।' মালিকরাম, ১৭৮১।

ডেহৌ অবা তবু। 'ডেহৌ সে মজিরা গেল শীতার কারণ।' বড়ু, ১৪৫০।

ডেহে বিণ তেমন। 'আলপ বএসে ডেহে বিহেরে ডিচ্চা।' বড়ু, ১৪৫০।

ডেহুমতে ক্রিণি তেমনভাবে; সেভাবে। 'ডেহুমতে করিব বিলাস।' বড়ু, ১৪৫০।

ডেজও অবা তবু। 'ডেজও জলি পুছল ন বাজলি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

ডেই অবা তাই। 'ডেই নহি কমল সুখাই।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

ডেখন [স তুৎকণ] অবা তখন। 'ডেখন লবু ওরু কিল্লি নহি তলল অব পাচুইয়ে জাঈ।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

ডেহুনে বিণ সেই প্রকার। 'ডেহুনে বৃক্ষ বারব আক পাশান পর্বত ঠায়।' মালিকরাম, ১৭৮১।

ডেহে [হি] ১ ক্রিণি সেভাবে। 'যে য়েহে ভঞ্জে কুচ্ছ তারে ভঞ্জে ডেহে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিণি তখন। 'ডেহেই আকি এক কল হুইল শীলার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ৩ ক্রিণি সেরকম। 'যত প্রব্র করে ব্যার পুনহ ডেহে হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ডেজস [স ডেজস] বি ধাতব বাসনকোসন। ওর্স, ১৭৮২।

ডেজসপদ, ডেজসপদ [ডেজস+স পদা] বি ধাতব বাসনকোসন। 'ডেজসপদে বরবাটী গরবাটুর গরবাটী গাছপাটা জিনিবপদ।' ওর্স, ১৭৮২; 'ডেজসপদে প্রভৃতি কিছুই তাহার ক্রাশদ্রাশ হইতে রক্ষা পাইল না।' সঙ্গস, ১৮৯৮।

ডেজসপদ [ডেজস+স পদা] বি ধাতুনির্বিহিত থালা-বাসন। 'ডেজস পদ এক প্রকার উপকরণযুক্ত সৈবদ্য।' দর্পণ, ১৮২২।

ডেনাতি [আ ডানীয়াত] বি সদর কাছারি হয়ে মফসসলে মোতায়েন করা সৈন্য। '২৫ জন চোবদার সোটাবদার বয়ামদার ডেনাতি ছিল।' দর্পণ, ১৮৩০।

ডৈন্যম [আ ডায়াম্মা] বি অজ্ঞর বিকল্প; তৈর্য্যম। 'রেসু দিয়া ডৈন্যম করিয়া সর্বসন্তান।' সুলতান, ১৭০০।

ডৈয়ার [আ ডাইয়ার] বিণ তৈরি; নির্মাণ। 'হানিফার হুকুমতে ডৈয়ার হইল।' গরীব, ১৭৬৫।

ডৈয়ারি, ডৈয়ারী [আ ডাইয়ার] ১ বিণ প্রণীত। 'নীলকরনের ডৈয়ারি ...।' এডুকেশন, ১৮৭০; 'কলিকাতার ডৈয়ারী আইন।' বটম, ১৮৯২। ২ বিণ শিক্ষাদ্রাষ্ট। 'ইন্ডর ওস্তের হাতের ডৈয়ারি।' হরহাসদ, ১৮৬৩।

ডৈয়ের [আ ডাইয়ারা] বি তৈরি। 'জুয়ার নমুনা মত সং ডৈয়ের কব্বে।' হুজুম, ১৮৬১।

ডৈখিক [স বিণ তীর্থযাত্রী। 'আচার্য কহে হও তুমি ডৈখিক সন্ন্যাসী.'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৈল [সি] বি তেল। 'বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিত্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৈল-উৎস [সি] বি স্থানানি তেলের খনি। 'নিকটবর্তী একস্থানের সমুদ্রে এইরূপ তৈল-উৎস আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

তৈলকটাহ [সি] বি তেলপূর্ণ কড়াই। 'চন্দ্রভানুদর মৃতদেহ সন্নিহিত ক্লান্ত মহানগরের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিশ্চিন্ত করিয়ে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

তৈলকণা [সি] বি তেলের ফোঁটা। 'তৈলকণা জলের এক প্রদেশ স্পর্শকরা মাঝে অনেক জগকে ব্যাপে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

তৈলকর [সি] বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'তৈলকর, তত্ত্বাব্য, সূত্রধর ইত্যাদি পেশা।' জামায়াত, ১৯০৪।

তৈলখনি [সি] বি তেলের আকর। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও যে তৈলখনি আছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

তৈলচর্চিত, তৈলচর্চিত [সি] বি ছাঁপুঠ। 'তৈলচর্চিতদেহা - উদারহৃদয়া ...।' নীপিকা, ১৮৮৭।

তৈলচিত্রণ, তৈলচিত্রন [সি] তৈলচিত্রণ। ১ বি ছাঁপুঠ। 'বাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া দিয়া তৈলচিত্রণ হইয়া কটাইতে পারিত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'বেশ মনুণ, গোল তৈলচিত্রন, হালিখুশি।' হাসান, ১৯৬৫। ২ বি তৈল চিটচিটে। 'তৈলচিত্রণ কাশো বালিশটি।' মানিক, ১৯৩৬।

তৈলচিত্র [সি] বি তেলরঙে আঁকা ছবি। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট।' বুলশ্র, ১৯৩৬।

তৈলজ্বত [সি] তৈলজ্বত বি তেল জ্বলজবে। 'আঁচড়িয়া কেশভার নীরবকবে তৈলজ্বত হইয়া পড়ি লহনার ককে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তৈল-ঢালা বি তৈল-মাথা। 'তৈল-ঢালা ব্লিঙ্ক তনু নিম্নহৃৎ ভরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

তৈলদীন [সি] বি তৈল কমে গেছে এমন। 'ভাতের বেলায় তার তৈলদীন শিখা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তৈলদীপ [সি] বি তেলের প্রদীপ। 'একটা তৈলদীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে।' শরৎ, ১৯১৭।

তৈল-নিষ্কাশন [সি] বি তৈল বের করা। 'কোথায় সর্বপ-বপন হইতেছে, কোথায় তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তৈলনিষিদ্ধ [সি] বি তৈল মাথা হয়েছে এমন। 'দেহাঘটি সংক্ষেপে তৈলনিষিদ্ধ করিয়া।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

তৈলশিশু [সি] বি তৈল মাথতে হবে এমন। 'মোষের গাড়ির ময়ূর গতি আর তৈলশিশু ঢাকার চিকর।' হাসান, ১৯৬৪।

তৈলশহীন [সি] বি তৈলশূন্য। 'বোচা-বোচা গৌকমাড়ি, তৈলশহীন রক্ত চুল, আরক্ত নয়ন।' কনকল, ১৯৩৬।

তৈলশীত [সি] বি তৈল, সরিষা ইত্যাদি যে সকল বীজ হতে তৈল হয়। 'চামড়া, তৈলবীজ ও খেলার প্রব্যাদি বিদেশে রফতানী করা হয়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

তৈলভঞ্জন [সি] বি তৈলমাথা। 'বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৈলমর্দন, তৈলমর্দন [সি] বি তৈল মাথা; তৈল মালিশ। 'পরে তৈল মর্দন করিয়া ... রানক্রিয়া সমাপনান্তর ... তৈল মর্দন করেন।' ভবানী,

১৮২৩; 'প্রবল করতাড়ন-শব্দ-সহযোগে তৈল মর্দন করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তৈল বি তৈলাক্ত। 'চন্দ্রকীটে ছেরে কাশো থাক নিচে তৈলল প্রাণী।' শক্তি, ১৯৬১।

তৈললাঙ্ঘিত [সি] বি তৈলমাথা। 'তৈললাঙ্ঘিত কলবরে তো ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

তৈলহীন [সি] বি তৈলশূন্য; শুষ্ক। 'তৈলহীন শিবাহীন ভয় নীপগুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'তৈলহীন নীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'তৈলহীন প্রদীপের মতোই।' নরকল, ১৯২৭।

তৈলা [সি] তৈল> বি তৈল তেলো; তৈলাক্ত। ওঁস, ১৭৮৫।

তৈলাক্ত [সি] বি তৈল তেলো। 'তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।' মানিক, ১৯৩৭।

তৈলাক্তদেহ [সি] বি তৈল তেলো দেখবিশিষ্ট। 'সেখানে জায়ে তৈলাক্তদেহ বিকটাকার জানোয়ার সব।' সবুজ, ১৯২১।

তৈলাঙ্কন [সি] বি তৈলাক্ত। 'তৈলাঙ্কন তৈলসম্পন্ন বাঁচানে কি অধিকতর কাম্য হত না।' যুক্তকথা, ১৯৫২।

তৈলকা [সি] তৈলাকা বি তিন লোক (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'তৈলকা সুন্দরি দেবি নামে সভ্যভাষা।' মাল্যধর, ১৫০০।

তৈলকামোহন [সি] তৈলাকামোহন বি তিন লোককে মোহিত করে এমন। 'তৈলাকামোহন রূপ মনুষ্য সবদ।' মাল্যধর, ১৫০০।

তৈলক্ষ [সি] তৈলাক্ষা বি তিন লোক। 'তৈলক্ষের নাথ গোসাঞি সংসারের সার।' মাল্যধর, ১৫০০।

তৈলঙ্গ [সি] তৈলঙ্গা বি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানা। 'তৈলঙ্গসেনা [সি] বি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানার সেনা। 'ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী ... গণজয় করিল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

তৈলঙ্গস্বামী তৈলঙ্গ+স্বামী বি বিবসন সন্ন্যাসী। 'আর কখনো বিনা টিকিটে ট্রেনে চোড়ো না; বিশেষত তৈলঙ্গস্বামী সেজে ফার্স্ট ক্লাসে তো নাই।' প্রমথ, ১৯৩৭।

তৈলঙ্গা বি ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের। 'সড়া গন্ধে তৈলঙ্গা গাই থাইতে না পারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তৈলঙ্গী বি অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলঙ্গানার অধিবাসী। 'নানা জাতি ... তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

তৈলিক [সি] ১ বি তৈল ব্যবসায়ী। 'বাংকের নিকট যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি তৈল উৎপাদক সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাশোকার, শব্দকার ... কারক, তৈলিক, মোদক, নাপিত, তত্ত্বাব্য, প্রভৃতি ব্যক্তি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তৈলিকা [সি] বি স্ত্রী তৈল উৎপাদক পেশাজীবী। 'চন্দ্রভানু, তৈলিকাগৃহে জন্মিয়া ভাগ্যক্রমে ভোগবতী নন্দরীর অধিপতি হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

তৈলিয়া [সি] তৈলালহা বি তৈলাল। 'সোনাউত্তা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিকরী, ব্রাস, গ্রাস ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

তৈলো [সি] তৈলাকা বি তৈলাকা। 'ফরই অনুদিত তৈলোএ পমাই।' চর্চা ৪২, ১২০০।

তৈসন [সি] তৈস-সদৃশ বি সেই প্রকার। 'পরক বচনে কুঞ্জ ধস দেত তৈসন কে মতিহীন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তৈসনি [স তৎ-সদৃশ] বিন সে রকম । 'মাধব করব তৈসনি মেয়া' *ফিচঞ্জি*, ১৬০০।

তোঁ [স তব] ১ সর্ব তুই । 'হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো'। *চর্য্য* ৬, ১২০০। ২ সর্ব তোরা । 'তো মুখ চুখী কমলরস নীবমি'। *চর্য্য* ৪, ১২০০। ৩ সর্ব তুমি । 'তো হইতে তারাৰূপে মিশ্রণ অধিকা'। *মানিকরাম*, ১৭৮১। তোঁএ সর্ব তোরা । 'আলো ডেহি তোএ সম করিবে য সাঙ্গ'। *চর্য্য* ১০, ১২০০। তোঁই সর্ব তুমি । 'তোঁই না জ্ঞাপনি মোএ মাহাদাণী'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোকে' ১ সর্ব তোকে । 'বনমালা আভরণ তাহা তোকে দিবে'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ সর্ব তোমাকে । 'দেবতার রাষ্ট্র হেতু পাঠাইল তোকে'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। তোকে সর্ব তুই শব্দের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার একবচনের রূপ । 'বোলা এক বোলে তোকে যবে ধর মনে'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোঁএ সর্ব তুই । 'তজো কি কারণে তোঁএ করসি বিমতী'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোঁই সর্ব তুমি । 'আকাহে না চিকিপি তোঁই'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোত সর্ব তোকে । 'এতোহো কাহাঞি তোত না ভৈল গেআনে'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোতে সর্ব তোমাতো । 'বাৰী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোরা [স তব] সর্ব তুই শব্দের সম্বন্ধারূপ রূপ । 'কোণ মুখে কুশ তোরা মুখে উঠে হাস'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোরা সর্ব তোরা । 'আইস সবাবে জই রূপ বুখনি তুট বাণা তোরা'। *চর্য্য* ৪১, ১২০০। তোৱিএ সর্ব তোমারি । 'পএ উঠ তোৱিএ নাচোৱা'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। তোৱে সর্ব তোকে; তোমাকে । 'যবে তোৱে মরিহে পরায়ে'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোৱে' সর্ব তোকে; 'বিদুজন লোভ তোৱে'। *কণ্ঠ* ৭ মেশমি'। *চর্য্য* ১৮, ১২০০। তোৱে' সর্ব তোমার । 'রাগ মাএ গালি তোৱে দিবেৱ বিথর'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোহর সর্ব তোমার । 'তগ বলে মুখিএ এই তোহর ক্ষিত্র'। *বন্দ্য*, ১৫৮০। তোহীক সর্ব তোমাকে । 'পাকিবে যোগিনী হুজো তোহীক তোহী'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোহোর সর্ব তোমার । 'বুঝি তোহোর রীতি'। *লীচর্য্য*, ১৫৫০। তোহোৱা সর্ব তোমার । 'আদি অনাদি নাথ কহায়সি ভবভরান'। *জৈন* তোহোৱা'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। তোহোৱি সর্ব তোমারি । 'সমিতে তোহোৱি বাত'। *ফিচঞ্জি*, ১৬০০। তোহি সর্ব তোকে । 'রিহি রিহি তোহি সেল'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। তোহে ১ সর্ব তোকে । 'জহিআ কাহ সেল তোহে আনি । মনে পাণল ডেল চৌনন বানি'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ সর্ব তুমি । 'তোহে গণআগর নাগরা রে সুন্দর সুপুছ হমার'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। তোহেনে বিন তোমার মতো । 'ভৈলক্য না সেবিল আমি তোহেনে রূপসি'। *মাল্যদ্বার*, ১৫০০। তোহোৱে সর্ব তোরা । 'কেহো কেহো তোহোৱে বিক্সা বোলি'। *চর্য্য* ১৮, ১২০০। তোহোৱী সর্ব তোমার । 'উমত সবরো পাগল সবরো মা কর তপী গুহাডা তোহোৱী'। *চর্য্য* ২৮, ১২০০।

তোঁ [শ] বি পতুঙ্গি মুদ্রাবিশেষ । *মাল্যদ্বার*, ১৭৪৩।

তোঁ [সো তব] বি ভাঁজ । *মাল্যদ্বার*, ১৭৪৩।

তোঁ [স তব] ১ সর্ব তুই । 'কাহার বহ তোঁ কাহার রাণী'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ সর্ব তোরা । 'তোঁ লাগি বিকলী রাধা গোলালী'। *বড়ু*, ১৪৫০। তোঁই' সর্ব তুই । 'ও মধুসূতী তোঁই'। *মধুরাসি*। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। তোঁহে সর্ব তুমি । 'সর্বকালে সুন্দরী তোঁহে দেব মুদ্রার মোহে'। *বড়ু*, ১৫৭০।

তোঁয়াসী বি চোলের চামড়ার ছাউনিকে টান টান রাখার জন্য ব্যবহৃত দড়ি । 'ছোট হাড়ুর দিয়ে পেটে আর একশালা করে তোঁয়াসী টানে খুব সতর্কতার সঙ্গে'। *মাহেনগু*, ১৯৪৯।

তোকে' দ্র তোঁ

তোকে' [স] বি সন্তান । 'কম্পন মুনির হইল তোকে'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তোকে' [আ তওক] বি হাতকড়া । 'সুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোকে'। *ভারত*, ১৭৬০।

তোকা [আ তওক] বি হাতকড়ি । *বিদ্যা*, ১৮৯১।

তোকা' [স তোকা] ক্রি খোঁজ করা । 'গহন বিনিন মাঝে তোকাই একান্ত'। *বায়মার*, ১৬৫০।

তোকা' দ্র তোকে'

তোকোশ [স তক্ষক] বি বিধবর সাপ । 'মামী তনিতে পাইয়া কহিলেন, ও যে তোকোশ'। *শরৎ*, ১৯১৬।

তোশ বি হঠকারিতা । *মানোএল*, ১৭৪৩।

তোগারী [তু তুগারী] বি অলঙ্কৃত আরবি লিপিবিশেষ । 'আরবী তোগারী অক্ষরে পত্রিকা ও সম্পাদক ইত্যাদির নাম লিখিত হইয়াছে'। *এসলাম*, ১৯১৬।

তোগারী সর্ব তোমাংসের । 'ও বিন্! হইইন! একবার তোগারী কেছে খান দিবি'। *রামানারায়ণ*, ১৮৪৪।

তোজাদান [তা] বি তোশদান; গুলি রাখার পাত্র । 'বন্দুক তোজাদান লইয়া সাহেবের পতাখ পতাখ ছুটিল'। *মহারক্ষ*, ১৮৯০।

তোটক [স] বি সংস্কৃত বারো মাত্রার ছন্দবিশেষ । এই ছন্দের প্রতিটি চরণে চারটি তিন মাত্রার চারটি পর্ব থাকে । 'বিজ্ঞ ভারত তোটকছন্দ জপে'। *ভারত*, ১৭৬০।

তোড় ১ বি তোড়া । 'এখন রয়েছে তাই কোনদের তোড়'। *তগ*, ১৮৮৮। ২ বি বোণ; গতি । 'জলের তোড় এমন হইতে লাগিল যে ...'। *গ্যারী*, ১৮৬০। ৩ বি কাপড় । 'দাপাদাপি বৃষ্টি তোড় চলিতেছে'। *শওকত*, ১৯৫৮।

তোড়জোড় ১ বি প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি । 'সেইদিন দেবদাস তোড়জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল'। *শরৎ*, ১৯১৭। ২ বি আয়োজন । 'সংক্ষিপ্ত যবে বেশ তোড়জোড় করিয়া লাগিয়াছেন'। *নজরুল*, ১৭২২।

তোড় সামলানে ক্রি গাথা সহ্য করা । 'বিষয় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তোড়ন [হি] বি গোহা; গুচ্ছ । 'ফুলের বালিস দিল ফুলের তোড়ন'। *রূপরায়*, ১৭৫০।

তোড়রা [হি তোড়না] বি গুচ্ছ; তাড়া; তোড়া । *গুর্গা*, ১৭৮২।

তোড়ল বি হাতের অলঙ্কারবিশেষ । 'কর্মে কুঞ্জ দিব আমি হাতেতে তোড়ল'। *বিজয়*, ১৬৫০।

তোড়া' [স মোটর] ক্রি ভাঙা; তোড়িউ ক্রি ভাঙলো । 'বিবিহ বিআপক বাহন তোড়িউ'। *চর্য্য* ৯, ১২০০। তোড়িআ ক্রি ভুলে । 'পহিলে তোড়িআ বড়িআ মরাডিউ'। *চর্য্য* ১২, ১২০০।

তোড়া' [আ তুররাহ] ১ বি পায়ের ডিবাঙ্কতি অংশ । 'পায়ের তোড়া'। *মাল্যদ্বার*, ১৭৪৩। ২ বি গোছা । 'আমার তোড়া ছয়টি হবেক'। *কবী*, ১৮০২। ৩ বি গুচ্ছ; বাহিল । 'তিনি পাঁচ শত টাকার তোড়াটি রাখিয়া দিলেন'। *বিদ্যা*, ১৮৬০। ৪ বি স্তবধ । 'সুর্ভিত ফুলের তোড়া দিব'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

তোড়াধার [আ তুররাহ+কা দার] বি একশকার জামদানি শাড়ি । 'যেমন, তোড়াধার, কাবোলা, মুটিদার, তেরাধ'। *মাহেনগু*, ১৯৪৯।

তোড়াণি [ও তোরাণি] বি পাড়াভাতের পানীয় । 'পঞ্চাশতরা জোন্দা কিন্হে তোড়াণি মন্না'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভোড়ি

ভোড়ি, ভোড়ী বি (সংগীত) দিনের বিতীরা গ্রহের গাইবার মতো রাগবিশেষ; টোড়ি। 'এই শাখাডা আক্ষেপ সাবের বোলার ভোড়ি রাগিনী আলাপের মতো যেন বিবম বৈ-সুরো বাজল।' নজরুল, ১৯২২; 'ওতাদরা ... তোড়ী গাইবার সময় কানে হাত ছোঁয়ান।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ভোতলা, ভোতলা [হি ভুতলা] বি কথা বলার সময়ে বার বার আটকে যায় এমন। ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'ভিনি তখন কেলো ছিলেন, রানিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'ওড় ... খেয়ে খেয়ে এমনি ভোতলা।' বিকৃতি, ১৯৩১।

ভোতলানো ক্রি ভোতলার মতো বেখে বেখে কথা বলা। 'মালসে শোকটি কেমন ভোতলায়।' ওরফী, ১৯৪৮।

ভোতলামি [ভোতলা+আমি] বি ভোতলানোর অবস্থা। 'তাহার ভোতলামিা বোঁদী করিয়া দেখা যায়।' বিকৃতি, ১৯৩১।

ভোতা [হি ভুতলা] বি ভোতলা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ভোতা [কি ভোতা] বি টিয়া ভাতীয় কথা-বলা পানি। 'টিয়া ভোতা ফরিদাদী কাজলা চন্দা আদি বিরামন লালমব তয়া।' রামহোসদ, ১৭৮০।

ভোতা [স ভতা] ক্রি ক্রিণ সোবানে। 'মুহুরঙ্গ উপজিব ভোতা।' মালধর, ১৫০০।

ভোতাকারে ক্রিণ সোবানে; সে স্থানে। 'সাঁট জাহ হসি তুমি পঠাহ ভোতাকারে।' মালধর, ১৫০০।

ভোতাকে ক্রিণ সোবানে; সে স্থানে। 'সড়রে ভোতাকে চল তোমারে বলি।' মালধর, ১৫০০।

ভোশ [তু ভুশ] ১ বি কামান। ম্যানেএল, ১৭৪৩। ২ বি কামানের গুলি। 'তাহার রাশুগে এক ভোশ ছোড়া গেল।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি কামানের শব্দ। 'ভোশের পূর্বে দিতা ভায়াই দিও।' বিকৃতি, ১৮২১।

ভোশখানা [তু ভুশ+খা খানা] বি কামান রাখার স্থান। 'সংখ্যার মর দুই ভিত্তিহন হবে এবং ভোশখানা থাকবে দুইটি।' মহাশেতা, ১৯২৬।

ভোশ্যালক [তু ভুশ+স চলক] বি কামানের গোলা নিক্ষেপকারী। 'অঝোহী ও ভোশ্যালক সেনা একত্রে থাকে।' সুধাবর্ণ, ১৮৫৫।

ভোশটি [তু ভুশ-টী] বি কামান দাগে। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ভোশক্ষনি [তু ভুশ+স ক্ষনি] বি কামানের গোলার শব্দ। 'ভোশক্ষনি সীমা কিবা হুত হুত দিরা দিরা।' রামহোসদ, ১৭৮০।

ভোশপাশ [তু ভুশ+শা খাশা] বি কামান দাগে যে। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ভোপ পড়া ১ ক্রি কারখানার ছুটি-নির্দেশক সাইনের শব্দ হওয়া। 'রোজই বাড়ি বিক্রেত পড়ে পড়ে যাম।' গ্রন্থ, ১৯২৫। ২ ক্রি কামান লাগা। 'ভোরবেলায় ভোপ পড়বার আশা।' সামসুল, ১৯৬২।

ভোপচিনি বি তাল মিহরি। 'সালসা ভোপচিনি মারফুজি একুতি বাইয়া আরাম হইলেন।' ভদ্রাঙ্গী, ১৮২৫।

ভোকা [আ তুহুকা] লিঙ্গ চক্ষু। 'কাজ কি বেয়ে, ভোকা আহি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভোকালাত [আ তুহুকা+স জাত] বি উপাটেকন। 'যে সকল মূলকের ভোকালাত ও নজর নেবার ব্যয় মানা লিখিয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

ভোবা [তু ভুশ] বি ভোপ; কামানের গোলা। 'সেই স্থানে মুহুরাঙ্গি দশ২

ব্যামান্তরে এক২ ভোব রাখিবার স্থান।' রামরাম, ১৮০১।

ভোবতি [তু ভুশ-টী] বি শোলদাঙ্গ। 'তবকি ভোবতি ইতাদি দেড় লক্ষ।' রামরাম, ১৮০১।

ভোবাড়া-ভুবড়ি [কি ভুবরহ] বি ধনি-পৌটো ইতাদি। 'সন্ন্যাসীর ভোবাড়া-ভুবড়ির খানাডহানী করতে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৮১।

ভোবড়ানো [কি ভুবা] ১ লিঙ্গ ক্রমে যাওয়া। 'ভোবড়ানো গাল জারক লেবু - এসেছে সে।' সোভাস্ত, ১৯১৭। ২ লিঙ্গ টোল হওয়া। 'ভোবড়ানো গাল, টকটা চুলো।' নজরুল, ১৯২৬।

ভোবা [আ ভুবকা] বি তওবা। 'মপল পঠান মিঞা বলে ভোবা ভোবা।' রমরাম, ১৭৫০।

ভোম-তানা-নানা [ধন্য] বি রাগ-সংগীতের বিশেষ করে তায়নার, বোলবিশেষ। 'তাহা নিত্যন্ত ভোম-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভোমর [স] বি প্রাচীন ভারতের এক প্রকার যুদ্ধাশ্র। 'নরদত্ত ভোমর এড়এ অর্ধনিশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ভোমো [প্রা ভুমহ-ভুম্] ১ সর্ব ভূমি। 'ভোমো বিতরেক মোর আর কেহো নাঞি।' মালধর, ১৫০০। ২ সর্ব ভোমাদের। 'ভোমো সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ সর্ব ভোমাকে। 'যেন দিময় হৈতে কৃষ্ণ উজারিল তোমার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'ভোমো' সর্ব সাধারণ মধ্যম পুরুষের বহুবচন রূপ। 'ধনী কহে স্তম্ভটিকে ভোমো সে জায় থিকে।' বড়ু, ১৫৭০। 'ভোমোই সর্ব ভোমার।' 'ভোমোই আমাএ ভিষ নাহি এক কলবর।' মালধর, ১৫০০। 'ভোমোকে সর্ব ভোমার।' 'কায়নবাকো আমি ভোমোকে চিঠিল।' মালধর, ১৫৫০। 'ভোমোকে সর্ব ভোমাকে।' 'বলবড়ি যদি ভোমোকে করে কোন জন সেইক্ষ হব সেই অব্যয় নিমন।' হুসেন, ১৬০০। 'ভোমোতে ১ সর্ব ভোমাকে।' 'ভোমোতে মারিতে হৈল পুরুষ রতন।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রিণ ভোমার প্রতি। 'ভোমোতে মজিল মন।' বড়ু, ১৫৭০। 'ভোমোকে আমাতে ক্রিণ ভূমি ও আমি মিলে।' 'চল, ভোমোতে আমাতে কঁকা পাড়িটা কাজে লাগাই।' মুক্তভা, ১৯৪৯। 'ভোমোতোষিকি ক্রি ভোমো চেয়ে বেশি।' 'সেবিষ ভোমোতোষিক ভোমার তনয়।' জগদীশ, ১৬৮০। 'ভোমাদিশের সর্ব ভোমাদের।' 'যে নির্বল পথ ভোমাদিশের; তাহাতে কোনো বিপারী বিনাশ নাহি।' আভোদিয়ে, ১৭৪৩। 'ভোমাদের সর্ব ভোমার-এর বহুবচন রূপ। 'ভদ্রা, ১৭৮২। 'ভোমোই ১ সর্ব ভোমাকে।' 'যেরঙ্গ, ১৭৭৩। ২ সর্ব ভোমোতে।' 'ভদ্রাপর ভোমার আমায় গ্রন্থক ইয়া পূর্ব ফারপত উভয়ত করিয়াছি।' 'যেরঙ্গ, ১৭৭৩। ৩ ক্রিণ ভোমার ঘরা। 'জয় তখন ভোমার ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। 'ভোমায় সর্ব সখী বিতড়ি হুত সাধারণ মধ্যম পুরুষের রূপ।' 'ভোমার বচন রাখে সবই আতত।' বড়ু, ১৫৭০। 'ভোমারাদিশের সর্ব ভোমাদের।' 'এহাতে ভোমারাদিশের শায়ে অপারনিমন নাহি।' আভোদিয়ে, ১৭৪৩। 'ভোমোরা সর্ব ভোমার।' 'যেরঙ্গ, ১৭৫৭। 'ভোমাদিশ সর্ব ভোমার।' 'ভদ্রা কৃপা করি, কিঙ্কর ভোমার দিতে কলম তরী, রাধ এইবার।' রামহোসদ, ১৭৮০। 'ভোমোরে সর্ব ভোমার।' 'অয়ে বুড়া বামন ভোমারে ভয় নাই।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'ভোমোরেতে সর্ব ভোমাকে।' 'এই হেতু ভোমোরেত কহি যে রাজন।' মালধর, ১৭৭৮। 'ভোমাদিশে ক্রিণ ভোমার সঙ্গে।' 'শ্রীপদ কহে ভোমাদেশে যাব বৃন্দাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'ভোমোহারা ক্রিণ ভোমাকে হারিয়ে।' 'ভোমোহারা পাগলিনী গারা।' গিরি, ১৮৮৭। 'ভোমোহলে ক্রিণ ভোমার মতো।' 'ভোমোহনে পুরা থাকিতে সর্গে যোরে পাএ।' মালধর, ১৫০০।

তোমি, তোমী [প্রা তুমহ>তুমক] সর্ব তুমি। 'আমি শিতমতি তোমি নরপতি'। মুকুন্দ, ১৬০০। 'শিব বেলে নামক তোমী জনহ বিশেষ'। বিজয়, ১৬৫০।

তোষ বিপ যাদুপূর্ণ। মানোএল, ১৭৪৩।

তোয় [স তোয়হা] বি জল। 'তোয়ের তরলে তরি তারা যেন ছুট'। মলিনকায়, ১৭৮১।

তোয় [স] বি জল। 'রাজহলেপতি পান করে তারে, তোয়গিয়া তোয়হা'। মাইকেল, ১৮৬০।

তোয়াক্তা [আ তুয়াক্তা] বি পরোয়া। 'মাতা পিতা দাদা ভাই, কাহর তোয়াক্তা নাই'। ভবানী, ১৮২৫। 'আমি অতীতেরও ধার ধারিনে, ভবিষ্যতেরও তোয়াক্তা রাখিনে'। ধর্মপ, ১৯২৭।

তোয়াক্তা রাখা কি গ্রাস্য করা। 'কে তোয়াক্তা রাখে করে কিসে কি সুখিা অসুখিা'। মলিনক, ১৯৩৬।

তোয়াক্তা [আ তওয়ারাক্তাহ] ১ বি তোয়ামোদ। 'করমসেক তোয়াক্তা করার উদেশ্য এই যে ...'। আজাদ, ১৯৪৭। ২ বি বড়। 'বেশ তোয়াক্তা করে রাখড়ে ... মুহুহ ফেলতে লাগল'। জীবন, ১৯৪৮। ৩ বি খাতির। 'তাকে সবাই যেন একটু বেশি তোয়াক্তা করে'। মুজতাবা, ১৯৫২।

তোয়ালে [স তোয়ালহা] বি হাত-মুখ-পা মোছার পুরু বস্ত্রবিশেষ। 'তোয়ালের কাশড়'। ওয়া, ১৭৮২। 'তোয়ালে এবং শাফ হতে উপস্থিত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তোয়ের [আ তইয়্যার] বিপ প্রকৃত। 'পাড়ী তোয়ের হয়েছে'। মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

তোয় সর্ব তোমার শব্দের সম্বন্ধার্থক রূপ। 'তোয় কোনো চিটিও পাইনি'। নজরুল, ১৯২৬।

তোয়, তোয়ক, তোয়ক [ই ট্রাক] বি লোহা, ইস্পাত প্রভৃতির দিয়ে তৈরি বাস। 'বাস তোয়ক প্রভৃতিকে বাধী বলা যায়'। সুনীল, ১৮৭৪। 'তোয়ক'। বিদ্যা, ১৮৯১। 'তাড়াতাড়ি মাগাজেড়া তোয়রে তুলে যেন রক্ষা পায় নবিতুন'। কারসার, ১৯৬২।

তোয়শ [স] ১ বি প্রবেশদ্বার। 'মিশর ও কনষ্টানটিনোপল ... ইউরোপ এশিয়া অফ্রিকার তোরণ দ্বন্দ্ব'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি প্রধান ঘটক বা গেট। 'বলবান সাহেবী সৈনিক পুরুষ নগর-তোরণ রক্ষা করক'। মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ বি দ্বারপ্রান্ত। 'অন্তরবিব তোয়শ হতে চরন পড়ি'। রবীন্দ্র, ১৯১৮।

তোয়শখার [স] বি সদর দরজা। 'বখাফালে শিবিকায় তোয়শখার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তোয়শমূল [স] বি দোরগোড়া। 'দাঁড়িয়ে উঠমী তোয়শমূলে'। নজরুল, ১৯২৯।

তোয়ফেন [স] তারফান। বি জমি মাগে যে। 'হাসফেজ, ১৭৭৮।

তোয়রা [আ তুররাহ] বি ফুলের গছ। 'বাসু আতোর, পান, গোলাপ ও তোয়রা দিয়ে বাড়ির করুনে'। হুজুর, ১৮৬৬।

তোয়ল বি অলংকারবিশেষ। 'ওলু আইদ্য বাকুয়া তোয়ল বিরজিত'। অশাওল, ১৬০০।

তোরা [আ তুররাহ] বি তোড়া; ফুলের গছ। 'মাগিক কলশী তোরা চকমকে হীরা'। ভারত, ১৭৬০।

তোয়িত [স তুরিত] ক্রিয়া পড়াতাড়ি। 'সুখরি, তোয়িত চলিঅ অতিসারে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

তোয়লাপাড় ১ বি ছদ্মস্থল। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি আলোড়ন। 'দেখ শুধ না কি এর কথা নিয়ে তোয়লাপাড় করতেনে'। উদ্দেশ, ১৮৭৭। ৩ বি তরুবিভক্ত। 'নানা প্রকার কথার তোয়লাপাড় করিতে তোর হর হর ...'। প্যাঙ্গী, ১৮৫৮। ৪ বি উদ্ধাস; উদ্ভাদন। 'হেনোরা অঙ্গের মধ্যে পড়ে তোয়লাপাড় করয়ে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি রাজনৈতিক আন্দোলন। 'কোলাস হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত তোয়লাপাড় করবেন'। নজরুল, ১৯২৬। ৬ বি আবেগে উদ্বেগিত হওয়া। 'বুকের তেরতরা তোয়লাপাড় করে উঠল'। সানমূল, ১৯৫৬।

তোয়লাপাড় কি তোয়লাপাড় করা। 'তোয়লাপাড়িয়ে উঠল পাড়া'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

তোয়লাপা বি তোয়লাপাড়। 'তোয়লাপাড় করে গ্রাম'। বিজয়, ১৬৫০।

তোয়লবে, তোয়লবেল ১ বিপ ভিজা। 'তোকারসে সেই মোগে ঘায়ে তোয়লবে'। বড়, ১৪৫০। 'দুর্ঘে তোয়লবেল হৈল সন্ধ্যা সরিরে'। মালধার, ১৫০০। ২ বিপ জ্বাবজবে। 'রক্ত মাংস নাহি কিছু পুঁজে তোয়লবেল'। বিজয়, ১৬৫০।

তোয়লবেল প্র তোয়লবেল

তোলা [স তুল>] ১ ক্রি সংগ্রহ করা। 'ওঁহি তোলি শবরোহে কএলা কান্দন সতল শিখালী'। চর্য ৫০, ১২০০। 'কুমার হরিষ মনে ধুলিচন্দন তোলে বনে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি উঠানো। 'পথবরে তোলিয়া পাঞ্চল্যা যোলিউ'। চর্য ১২, ১২০০। ৩ ক্রি কলাস করা। 'কেহে মুনাত তোলসি পাণী'। বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি নির্মাণ করা। 'কি কারসে এততোলা তোলাইলে ভবন'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি গৌল মাচাউনো। 'ঘন ঘন গোফে সেই তোলা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ ক্রি তাল। 'কীতু ভাল বাসিকড়া চিরজি তোলা বড়ি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ ক্রি ওঠানো। 'তুরিতে তারিয়া তোলা তপিত তনর'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৮ ক্রি উত্তোলন করা। 'পাতাল তোলিয়া তোলে জোহরজীর জল'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৯ ক্রি জ্বালালে। 'ধরিয়া তোলাহ পুর দুর্জএ বরির'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১০ ক্রি সরিয়ে দেওয়া। 'ঘোমটা তুলিলেন, মুখ তুলিলেন'। মীলক, ১৮৮৭। ১১ ক্রি প্রকাশ করা; উদ্ভাখন করা। 'এ আবার তুমি কী কথা তুলিলে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ১২ ক্রি ত্যাগ করা। 'হাই তুলিলেন, দিলি নে যে তুতি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ১৩ ক্রি পান করা। 'করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলায়ে হে তোলা'। রবীন্দ্র, ১৯১৫। ১৪ ক্রি চয়ন করা। 'সম্মাফোরা ইঁড়ি তারে সকলাকোয়ার তুলে নিয়ো'। রবীন্দ্র, ১৯২২। ১৫ বিপ সম্পন্ন করা। 'হাই শিয়া মজিয়া-তোলা বাসনেও ...'। জয়, ১৯৪২। ১৬ ক্রি দূর করা। 'বাসনের ও ময়লা তুলিতেছে'। ভার, ১৯৪২। ১৭ ক্রি সূচিকর্ষের মাধ্যমে প্রস্তুত করা। 'কমালের ঝাঁক মাগে রঙিন সুতার তুল তোলা'। মায়মূল, ১৯৩০। তোলা ক্রি ওঠা। 'তুরিতে তারিয়া তোলা তপিত তনর'। মুকুন্দ, ১৬০০। তোলা ক্রি তোলে। 'বসনে লন্যা নারী অঙ্গের তোলএ বারি পরিবারে জোয়ার বসন'। মুকুন্দ, ১৬০০। তোলায় ক্রি তোলে। 'লঙ্কার রহিলা প্রভু মাথা না তোলায়'। বৃন্দা, ১৫৮০। তোলাসি ক্রি তুলেছে। 'কেহে মুনাত তোলাসি পাণী'। বড়, ১৪৫০। তোলাহ ক্রি তোলা। 'ধরিয়া তোলাহ পুর দুর্জএ বরির'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯। তোলাইলে ক্রি নির্মাণ করিয়েছে। 'কি কারসে এততোলা তোলাইলে ভবন'। মুকুন্দ, ১৬০০। তোলা ক্রি তোলা হলো। 'ওঁহি তোলি শবরোহে কএলা কান্দন সতল শিখালী'। চর্য ৫০, ১২০০। তোলাশি ক্রি তুলে। 'পথবরে তোলিয়া পাঞ্চল্যা যোলিউ'। চর্য ১২, ১২০০। তোলাসি ক্রি তুলেছে। 'মরিছিল রাখাশপন তোলাসি রিয়াইয়া'। বিজয়, ১৬৫০। তোলা ক্রি তুলে। 'বরাহ রূপে নাভের আগে তোলা ধরিলো মই'। বড়, ১৪৫০।

তোলা জল

তোলা জল বি জলাশয় থেকে উঠানো জল। 'শিরে দিয়া আমলকি তোলা জলে স্নান করায়।' মুহূর্ণ, ১৬০০।

তোলাঘাটি বি উত্তোলন-করা মাটি। 'চাঁদের টরে তোলাঘাটিতে সে বীজ বপন করা পড়ায়।' প্রমথ, ১৯৪৪।

তোলা^১ [স তুল্য] ১ বি ওজনের পরিমাপ বিশেষ: ১ ভরি। 'এক শত মুদ্রা আর সোনা তোলায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ সামান্য পরিমাণ। 'চন্দন নাহিক এক তোলা।' মুহূর্ণ, ১৬০০।

তোলা^২ [স তুল্য] ১ বি বিনা মূল্যে গ্রহণ। 'আমি মহামতলা আমার আসনে তোলা।' মুহূর্ণ, ১৬০০। ২ বি ঘটপাতকারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অধিদার বা ব্যাজারের মণিকের নেওয়া খাজনাবিশেষ। 'হিন্দু তুফায়ীর ব্যাজারে সেওয়ান গাজির ফকির চিরদিন তোলা প্রান্ত হয়য়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি কর হিসেবে তত্ত্বিত্তরকারি প্রদান। 'প্রজারা যখন তত্ত্বিত্তরকারি বিক্রয় করিতে আসিলে তখন 'তোলা' দিতে।' সূরভ, ১৮৭৩।

তোলা^৩ [স তুল্য] বি তলা; তর। 'এখানকার বাতীতলি ছয় সাত তোলা উড়।' ককড়াবন্দী, ১৮৮৫।

তোলাপাড়। [তোলা+পাড়] বিণ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এমন। 'তারি কথা তোলাপাড়' থাকে সেই কথায়।' গিরিশ, ১৮৮৩।

তোলাপাড় করা কি বারবার চিন্তা করা। 'বির ... তোলাপাড় করিতে করিতে বাসায় পৌঁছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তোলা^৪ [স তুল্য] বিণ তোলান। তোলা^৫ হাঁড়ি [স তুল্য] বিণ গম্ভীর। 'যার দোহা চাই তানারি মুখ তোলা হাঁড়ি।' শ্রীমত, ১৮৬০।

তোলাক, তোলাক [কা তোলাক] বি বিধানায় পাতার গদিবিশেষ। 'তোলাক' ওয়া, ১৭৮৫; 'তুলার তোলাক গদী করে ধর ধর।' ওক, ১৮৫৮; 'বিধানার তোলাকপত্র গুটাইয়া রাখা হয়।' বদন্তি, ১৯৪০।

তোলাকপত্র [কা তোলাক+স পত্র] বি তোলাক বা আনুভবিক জিনিসপত্র। 'বিধানার তোলাকপত্র গুটাইয়া রাখা হয়।' মালিক, ১৯১০।

তোলাখানা, তোলাখানা [কা তুল্য+কা খানা] ১ বি মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার ভাণ্ডার। 'তোলাখানা' ওয়া, ১৭৮৫; 'মাসন ও বিদ্যে দুইজনেই তোলাখানার জমাগার।' মদ্যরস, ১৮৯০; 'কাহারি-বাড়ি, তোলাখানা, কত দাসদাসী।' শব্দ, ১৯১৭। ২ বি মূল ধরনের সতে লাগোয়া ঘর। 'চাকর-লোকেরদের মহলাকে তখন বলা হত তোলাখানা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

তোলাখানা [কা তুল্য+খা] বি মূল্যবান জিনিস রাখার স্থান। 'তোলাখানা রাজার ব্যবসায় ধন রত্ন রাখিবার স্থান।' রামায়ণ, ১৮০১।

তোলা^৬ [স তুল্য] বি কৃষ্টি। 'আঘাতের কালে হয় অতিশয় তোলা' ওক, ১৮৫৮।

তোলা^৭ [স তুল্য] বি সন্তোষ বিধান। 'যাজক জনের কাছ করহ তোলা' বড়, ১৪৫০।

তোলা^৮ বি বাঙালি হিন্দু বংশধার-বিশেষ। 'চন্দ্রমণি তোলা' সেরবি, ১৮৪০।

তোলা^৯, তোলা [সি টোল] বি আতনে সঁকা পাউরুটি। 'কমলার আতনে তোলোদাদার জন্মে মাখন দিলে সঁকা তোল করল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'টিনের মাখন দিলে সঁকা/কটিতোলা শুধু ধরা ডিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তোষক দ্র তোষক

তোষা^১ বি ব্রতবিশেষ। 'যেমন এই তোষা ব্রতটি।' অবন, ১৯১৭।

তোষা [স তুষ্য] কি তুষ করা। 'তোষ সস্ত্র গোপী তোষিবো যেমনে।' বড়, ১৪৫০; 'বড়ারির কতিখা তোষে।' বড়, ১৪৫০। তোষহ কি তুষ করে। 'কল ময় পরিমানে তোষহ কাহাতি।' বড়, ১৪৫০। তোষিখা কি তুষ করে। 'বিনয়বচনে তোষিখা কাহাতি আন মের ধানে।' বড়, ১৪৫০। তোষিখি কি তুষ করবে। 'তোষিখি ভাষ্যক আক্কে সন্তুষ্ট বৌবনে।' বড়, ১৪৫০। তোষিখি কি তুষ করতে। 'গোপীশ্যামন তোষিখারে কৈল মন।' বড়, ১৪৫০। তোষিখী কি তুষ করবে। 'তোষ সস্ত্র গোপী তোষিবো তেমনে।' বড়, ১৪৫০। তোষিল কি তোষণ করলে। 'সম্বাক তোষিল বিনয় হরি।' বড়, ১৪৫০। তোষিহ কি পরিতুষ্ট করে। 'তোষিহ রাখার মনে আক্কে যাবে তোষিখি বাটে।' বড়, ১৪৫০। তোষে কি তোষণ করে। 'আত্ম নর লোক দেব লোক তোষে।' বড়, ১৪৫০।

তোষাখানা দ্র তোপাখানা

তোষাখান [কা তুল্য+খা আখার] বি মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার ভাণ্ডার। 'নিজেদের তোষাখানারের সব অস্ত্রপত্র লইয়া ...' আত্মদ, ১৯৪২।

তোষামোদ [কা খুশামদ] ১ বি অহেতুক প্রশংসা। 'তাহা কি ব্যবেশ্চি কি তোষামোদ কি ভর।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি মন-কোলাহল অবস্থা। 'তোষামোদ জীবনের সম্বল হয়য়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

তোষামুদ [কা খুশামদ] বি মোসাহেবি। বিদ্যা, ১৮৯১।

তোষামুদিল [কা খুশামদ] বি চাটুকারিতা। 'কুটিল গণ্ডমেট কি কবিত্তেহে? - তোষামুদ ও অহির চিত্তের ন্যায় কার্যক্রম অনুসরণ।' আত্মদ, ১৯৪২।

তোষামুদে [কা খুশামদ] বিণ চাটুকার। 'নানাবিধ খোশামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বড়লে রমণীমেলক।' ভবানী, ১৮২৫। তোষামোদ-খেবা কি খোশামুদে। 'তাঁরা নরম মুক্তিপূর্ণ ও একটু তোষামোদ-খেবা।' মনসু, ১৯৫৫।

তোষামোদজীবী [কা খুশামদ+স জীবী] বিণ খোশামুদ করে জীবনধারণ করে এমন। 'সবীর মধ্যে ত কতিপয় তোষামোদজীবী।' মনসু, ১৯৫৫।

তোষামোদপ্রিয় [কা খুশামদ+স প্রিয়] বিণ চাটুকারিতা পছন্দ করে এমন। 'কতকগুলি বার্ষিক তোষামোদপ্রিয় অর্থলোভু পারিষদবর্গ।' প্রচারক, ১৮৯৯।

তোসন [স তোষণ] কি তুষ। 'একে একে কৈল কৃষ্ণ সত্যারে তোসন।' মাল্যধর, ১৫০০।

তোসাখানা দ্র তোপাখানা

তোসিল [আ তাহসীল] বি খাজনা গ্রহণের সত্ত্ব। 'অনেক বহু মূল্যের জমিদারি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়া গণ্ডমেটের তোসিল তুষ হইয়াছে।' প্রচারক, ১৮৫৩।

তোহকা [আ তুহফা] ১ বি প্রদাক্ষাণক উপহার। আত্মদ, ১৮৮০। ২ বি মুদ্রাপত্র বস্ত্র। 'অত্যাধর দয়ার তোহফা এল ধরার কুলে।' নজরুল, ১৯০২।

তোষা ত্র তুষি

তোষি [আ] ১ বি সৈন্য, প্রজা, জমিদার, রাজ্যের পরিমাণ ইত্যাদির তালিকা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি রাজস্ব আদায়ের বিবরণপত্রের অন্তর্ভুক্ত তুষভেদ পরিমাণ বিশেষ। 'তোষি নং ডিন শো উমিন।' দ্যামল, ১৮৬৭।

তৌজিকৃত [আ তৌজি+স কৃত] বিণ সৈন্য, প্রজা, জমিজমা, রাজ্যের পরিমাণ ইত্যাদির তালিকাভুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

তৌড়ি বি (সংলীত) দ্বিতীর প্রহরে গের হাঙ্গরিবেশ। বাহ্যম, ১৬৫০। প্র ভোড়ি

তৌনহাল [ই টাউনহাল] বি নগরবাসীর সজা করার ঘর। 'তৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘর উত্তরীয় অনেক সোত একত্র' দর্শন, ১৮১৮।

তৌকিক [আ ডাওকীক] বি ক্ষমতা। 'মাহাদের চেরাগ জ্বালাইবার তৌকিক নাই।' জগদ্ব্য, ১৮৭৭।

তৌবা [আ তওবা] বি ইসলামি মতে পুনরায় বারাস কাজ না করার সঙ্কেত ও অনুতাপ; ভওবা। 'তৌবার ঘর বন্ধ হইব সেই দিন।' আলফল, ১৬৮০।

তৌল [স] ১ বি বাটধারা। 'নির্ভির তৌল।' মনোএল, ১৭৪০: 'যারা ভাশোমন বিচার করে নৃশ্ব তৌলের মশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি গুজনকরণ। 'এই সুতার তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে তাহার্য পাল-মার্কা পাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তৌলবীণ বি দাঁড়িপায়া। 'তাত তড়া যোড়ী দিল তৌলবীণে।' বহু, ১৪৫০।

তৌলদ্বার [স তৌলন+আ দ্বার] বি গুজন করে যে। বিদ্যা, ১৮৯১।

তৌলদ্বারি [স তৌলন+আ দ্বার] বি গুজন করার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

তৌলা [স তৌল+] বি গুজন করা। 'তাকে আমি তরাস্ত তৌলাইতে লাগিল।' আলফল, ১৬৮০।

তৌলানো [স তুল+] বি দাঁড়িপায়া গুজন করা। মনোএল, ১৭৪০।

তৌলি বি গুজন করে। 'নিকুতী তৌলি কএল অনুমান।' বিদ্যাপতি, ১৪৫০।

তৌহিম [আ ডাওহীম] বি একেশ্বরে বিশ্বাস। 'হকীকত, তৌহিম, ইমান মহাবদ্র।' আলফল, ১৬৮০: 'ক'লাস আমার তাহিম, তৌহিম আমার মুরশিদ।' নজরুল, ১৯৩২।

তৌহিমবাদ [আ ডাওহীম+স বাদ] বি একেশ্বরবাদ। 'এমনকি তৌহিমবাদ ও সমাজবাদ এক সঙ্গে চলিতে পারে না।' আলফল, ১৯৭০।

তৌহিমবাদী [আ ডাওহীম+স বাদী] বিণ একেশ্বরবাদী। 'তৌহিমবাদী পাকিস্তানী জনগণের আদর্শ হইতে পারে না।' আলফল, ১৯৭০।

তুক [স] ১ বি চামড়া। 'তুকজেস।' মনোএল, ১৭৪০। ২ বি গাছের ছাল। 'তাহাদের তুক, পর, অথবা অন্য কোন ছোনে ...।' অক্ষর, ১৮২২।

তুকজেস [স] বি বতনা। মনোএল, ১৭৪০।

তুককী [স] বি চামড়া উঠে গেছে এমন। 'সমস্ত শরীর কোড়াঘাতে ভাঙর, দেহ প্রায় তুককী।' শওকত, ১৯৬২।

তুপা [স] বি চামড়া; তুক। 'তুপ কেবল চন্দ্রশেখরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তুপিস্ত্রিয় [স] বি শরীরের চামড়া। 'তুপিস্ত্রিয়ার সৎসর্শে তাপ অনুভূত করি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তুচিসার বি বাণ। 'পথমধ্যে তুচিসার পুতিল নিধান।' মানিকরায়, ১৭৮১।

তুদীর [স] বিণ 'তুদি' বা মধ্যমপুরুষ সম্পর্কিত। 'তুদীর প্রীরামদুলাল দায় তেলি।' ওর্দা, ১৭৭৯।

তুম [স ভমঃ] বি ভ্রমোক্ত। 'সত্ব রজঃ তুম শোষাধি তিন ভন ধারি।' মাল্যধর, ১৫০০।

তুম্বা [স] ১ বি ক্রমাগত তাপান। 'না করা আসিতে তুম্বা সাত নায় দিয়া তরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যততা। 'আজ তাদের বড় তুম্বা।' হেডাম, ১৮৬১।

তুম্বাএ ক্রিবিদ তুম্বায়; অবিশেষে। 'তুম্বাএ সখিআ তরি দুর কর ময়ের বিবাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুম্বা করে ক্রিবিদ জলদি করে। 'চল চল ভাই, তুম্বা করে মোরা আসে যাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তুম্বাতরি ক্রিবিদ তাড়াতাড়ি। 'চাঁচা মুক্বা ডাকে জোলা অতি তুম্বাতরি।' বিজয়, ১৬৫০: 'এসো তুম্বাতরি।' শির্শি, ১৮৮৩।

তুম্বাপর বিণ ব্যত। 'উত্তরিল কটকে হইয়া তুম্বাপর।' ভাঙ্গত, ১৭৬০।

তুম্বার ক্রিবিদ দ্রুত। 'তুম্বায় করিয়া গতি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

তুম্বাহীন [স] বিণ স্থির। 'ভবু কলকাল রহো তুম্বাহীন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তুম্বা [স তুম্ব+] ক্রি উদ্ধার করা। তুম্বাও ক্রি উদ্ধার করে। 'এবার তুম্বাও কুম্বা সোনিজাত করে।' গরীব, ১৭৬৫। তুম্বিবে ক্রি উদ্ধার করবে। 'মুহুরের পায়ে ধর তুম্বিবে আখেরে।' গরীব, ১৭৬৫।

তুম্বিত [স] বি দ্রুত। 'জায়িতে নারো তুম্বিত গমনে।' বহু, ১৪৫০।

তুম্বিতচরণ [স] বি দ্রুত গমনশীল ব্যক্তি। 'এতেক বলিয়া তুম্বিতচরণ/আবে বেগবাস নানান-ধরন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তুম্বিতানন্দ [স তুম্বিত-আনন্দ] বি বা সেবনে বৈষ্ণব আনন্দ পাওয়া যায়; গাঁজা। 'তুম্বিতানন্দ সেবন করলে সাধু হতেম।' প্রমথ, ১৯৪১।

তুম্বী [স] বি সুমধুর; হুতার। 'বেসে তুম্বী এবং স্বভূমণ শিল্পী বলে কবিত হজেনে।' অবন, ১৯২৫।

তুচ [স] বিণ তুকেস্ত্রিয় সম্বন্ধীয়। তুচ প্রত্যাক [স] বি তুকেস্ত্রিয় সম্বন্ধীয় দর্শন। 'সোটা ভোমার তুচ প্রত্যাক।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

তুচ রোপ [স] বি চর্মরোপ। 'তাহার এক তুচ রোপ উগটিত হইয়া ...।' রাজ, ১৮৭৪।

তুঝা [স] বি তেজ। 'তুঝায় জিনিয়া তুঝাপতি দিনমণি।' মাইকেল, ১৮৬০।

তুঝাপতি [স] বি সূর্য। 'তুঝাপতি অরুণ সারথি সহ স্বর্গকট রথে উদয় অচলে আসি দরশন দিশা।' মাইকেল, ১৮৬০।

তাক্ত [স] ১ বিণ অনুক্ত। 'তার তাক্ত অবশেষ সঙ্কেসে কহিল।' কৃষ্ণরায়, ১৫৮০। ২ বিণ পরিভাষ্য। 'উজিহ-পঠে তাক্ত হাটীর উপর বলিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বধর।' কৃষ্ণরায়, ১৫৮০। ৩ বিণ বিরক্ত। 'আপন বাধীনাভাবহাতে তাক্ত হইয়া ইবারের হানে একজন রাজার ধার্যন করিলেন।' তারিখী, ১৮০০।

তাক্তবীজন [স] বিণ মরণাপন্ন। 'তাক্তবীজনে সেই কাফররাজের মন্তকচ্ছেদন করিয়া যখনবখের নিকট আনিয়া দিলেন।' হরদাস রায়, ১৮১৫।

তাক্ত বিরক্ত [স] ১ বিণ ক্রমাগত যন্ত্রণা পেয়ে অতিষ্ঠ। 'সংসারে তাক্ত বিরক্ত হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি জ্বালান্ত। 'পল্লীকে

ভ্যক্ত-বিরক্ত করে মারে।' কেয়ম, ১৯৪৭।

ভ্যজন [স] বি বর্জন। 'মুখ কুলে না যা ভ্যজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভ্যজ্ঞা [স ভ্যজ্ঞ] কি ভ্যাগ করা। 'ভ্যজ্ঞ কোপ নারায়ন পড়ই চরনে।' মালাধর, ১৫০০। ভ্যজ্ঞ কি পরিভ্যাগ করে। 'ভ্যজ্ঞ কোপ নারায়ন পড়ই চরনে।' মালাধর, ১৫০০। ভ্যজ্ঞ কি ভ্যাগ করে। 'সরিষ ধাবিব জ্বদি ভ্যজ্ঞ সুসার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ভ্যজ্ঞ কি ভ্যাগ করে। 'মমর ভ্যজ্ঞ বিনা ছাড়িল সখ্যায়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ভ্যজ্ঞ কি ভ্যাগ করে। 'কৈলাসনিধির ভ্যজ্ঞ একবার কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান।' মানিকময়, ১৭৮১। ভ্যজ্ঞ কি ভ্যাগ করে। 'অতি স্নানহীন তাহে অভ্যাজন আমারে ভ্যজ্ঞিও নাছি।' মানিকময়, ১৭৮১। ভ্যজ্ঞি কি ভ্যাগ করেছি। 'তোমায় ভ্যজ্ঞিছি।' রোকেয়া, ১৯০৫। ভ্যজ্ঞিতে কি ভ্যাগ করতে। 'বামীর অনুরোধে সমস্ত সংসার ভ্যজ্ঞিতে কিম্বদ্বাদিও কুণ্ঠিত হই না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ভ্যজ্ঞি কি ভ্যাগ করবে। 'রাজ্ঞ খণ্ডে কাজ্ঞ নাহি ভ্যজ্ঞিবে জিবন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ভ্যজ্ঞিবে কি ভ্যাগ করবে। 'ভ্যজ্ঞিবে কি পথ-মাঝ?' নলকল, ১৯২৬। ভ্যজ্ঞিমু কি ভ্যাগ করবে। 'সমস্ত করিয়া যান ভ্যজ্ঞিমু আতনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ভ্যজ্ঞিয়া কি ভ্যাগ করে। 'কৈলাস ভ্যজ্ঞিয়া ওর।' কবীন্দ্র, ১৭৮১। ভ্যজ্ঞিয়াহি কি ভ্যাগ করেছি। 'ভ্যজ্ঞিয়াহি কামিনী-কায়ন।' গিরিশ, ১৮৮৭। ভ্যজ্ঞিরে কি ভ্যাগ করে। 'দাসদানী ভ্যজ্ঞিরে কানাই একা একাই ফিরে রে ভাই।' লালন, ১৮৯০। ভ্যজ্ঞিল কি ছেড়ে গেলে। 'আখেরে কাজেমা বিবি দুনিয়া ভ্যজ্ঞিল।' গরীব, ১৭৬৫। ভ্যজ্ঞিলে কি ভ্যাগ করলে। 'অল্প দেবে এ দানবের ভ্যজ্ঞিলে কি শৌর্য তোমার।' লালন, ১৮৯০। ভ্যজ্ঞে কি ভ্যাগ করে। 'হোয়ে ধর্মভনয়, ভ্যজ্ঞে আশ্রয়।' রামমহাসদ, ১৭৮০।

ভ্যজ্ঞা [স] বিণ ভ্যাগ করা উচিত এমন। 'রাঙ্গার কাম ক্রোধ সর্বদা ভ্যজ্ঞা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ভ্যজ্ঞাপুত্র [স] বি ভ্যাগ করা হয়েছে এমন সন্তান। 'বজ্রভিবিদ্যেয়ী, নষ্টমতি বাক্তিরা ভ্যজ্ঞাপুত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভ্যয়াগী [স ভ্যাগ] কি পরিভ্যাগ করা। 'গৃহকর্ষ ভ্যয়াগিণে, শয়ন আগারে গিয়ে, গোপীকে কহিল শীত্ৰপতি।' ভকানী, ১৮২৫।

ভ্য্যদপ্ত, ভ্য্যদোড় বিণ দুষ্ট। 'তোরা বড্ড ভ্য্যদপ্ত হয়ে উঠেছিস।' ওয়ালী, ১৯৪৩। 'তুমি তো আছা ভ্য্যদোড় বাপু।' মৃদুতবা, ১৯৫৯।

ভ্যাগ [স] বি পরিভ্যাগ। 'হিল অনুরাগ তাহা কৈলা ভ্যাগ।' কালীময়, ১৬৫০; 'একটী কোঠা দিয়াছিলেন সর্ভ ভ্যাগ করিয়া।' মেয়র্স, ১৭৭০। ২ বি বর্জন। 'হিজরি সনের সময়ে বর্ষের উপর শুন্মাসের কদাচি বর্জনে গণনা, কদাচি ঐ শুন্মাসের ভ্যাগ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি বহুভ্যাগ; দান। 'ভ্যাগ নাই তোর এক হিদায়।' নজরুল, ১৯২৪।

ভ্যাগ করা ১ কি বর্জন করা। 'সজ্ঞান নষ্ট হইল এবং বামীও ভ্যাগ করিলেন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫। ২ কি ফেলা। 'দীর্ঘনিঃশ্বাস ভ্যাগ করিতে পারিবে না।' বঙ্কিম, ১৮৬৪। ৩ কি ছেড়ে দেওয়া। 'চিকিৎসা-ব্যবসায় ভ্যাগ করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ৪ কি ছেড়ে যাওয়া। 'দুর্গামণি দেহ ভ্যাগ করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ৫ কি ফুলে ফেলা। 'নদীতীরে বহুগুলি ভ্যাগ করিয়া বিবরা হইয়া জলময় হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৬ কি ভ্যাগ দেওয়া। 'তিনি তোমায় ভ্যাগ করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ভ্যাগপুস্তক [স] বি ভ্যাগের যন্ত্রণা। 'যাকে জোর করে ভ্যাগপুস্তক ভোগ করাইছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ভ্যাগধর্ম [স] বি ভ্যাগের ধর্ম। 'দয়াধর্ম ভ্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর ঘারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভ্যাগপত্র [স] বি বহুভ্যাগপত্র। 'সুচরিতা সম্পর্কে সে যেন ভ্যাগপত্র লিখিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভ্যাগপত্রতা [স] বি কোনো কিছু ভ্যাগ করার প্রবণতা। 'আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ভ্যাগপত্রতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভ্যাগবাদী [স] বিণ 'স্বার্থভ্যাগে বিশ্বাসী।' 'এই ভ্যাগবাদী কবি আশ্চর্যভাবে ভ্যাগবাদীও।' ওদুদ, ১৯৪৬।

ভ্যাগবীর [স] বিণ মহান ভ্যাগী। 'বরষা ভ্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ভ্যাগব্রতী [স] বিণ ভ্যাগের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'বাংলার মাটিতে লালিত নারীন, ভ্যাগব্রতী সাধকের পায়ে যেমন অর্ঘ্য ঢেলেছে যুগে যুগে।' কায়সার, ১৯৬৫।

ভ্যাগমার্গ [স] বি ভ্যাগের পথ। 'আলংকারিক কর্তৃক প্রদর্শিত সাহিত্যের ভ্যাগমার্গ ফরাসি লেখকেরা যে কেন ...।' প্রমথ, ১৯১৬।

ভ্যাগযোজ্য [স] বিণ ভ্যাগ করা যায় এমন। 'পিয়ে পাড়ে থাকে/এবারের মতো/ভ্যাগযোজ্য গৃহলক্ষ্মা যত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভ্যাগরস [স] বি ভ্যাগরস রস। 'আপনারে দেয় স্বরনা আপন ভ্যাগরসে উজ্জলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ভ্যাগশীল [স] বি ভ্যাগ করে যে। 'সেই ভ্যাগশীল কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কল্পময় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ভ্যাগশীলতা [স] বি ভ্যাগপরায়ণতা। 'ভ্যাগশীলতার সত্যকার শক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভ্যাগবীকার [স] বি স্বার্থভ্যাগ। 'তাহার জন্য ভ্যাগবীকার ... তাহাদের পক্ষে সহজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভ্যাগী [স] ১ বিণ বর্জনকারী। 'হালো বৈরাগি কুল মূল ভ্যাগী।' আলগোল, ১৬৮০। ২ বিণ স্বার্থভ্যাগী। 'এক দল ভ্যাগী পুরুষ ছিলেন।' প্রমথ, ১৯১৮।

ভ্যজ্ঞা [স ভ্যজ্ঞ] কি ভ্যাগ করা। ভ্যজ্ঞিলেন কি ভ্যাগ করলেন। 'জ্বরে ক্রুরের ঘায়ে ভ্যজ্ঞিলেন প্রাণ।' ওষ, ১৮৫৮।

ভ্যজ্ঞ্য [স] ১ বিণ ভ্যাগ করা হয়েছে এমন। 'তুমি আমার ভ্যজ্ঞ্য পুত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি পরিভ্যাগ। 'ওরে রাজ্যবসন ভ্যজ্ঞ্য করে ভোরকোপনি অঙ্গে পরে।' লালন, ১৮৯০।

ভ্যজ্ঞ্যপুত্র [স] বি পুত্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত পুত্র। 'শিতা ভ্যজ্ঞ্যকে ভ্যজ্ঞ্যপুত্র রূপে গণ্য করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'আমাকে বিনা অপরাধে ভ্যজ্ঞ্যপুত্র করে চলে যাবেন না।' প্রমথ, ১৯১৮; 'আমাকে ভ্যজ্ঞ্যপুত্র করেছেন?' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভ্যাবে বরা তবে। 'ভ্যাবেতো মাগ ছাওয়ালকে ভাত কাপড় দিনু।' কেরি, ১৮০২।

ভ্যাল [স ভেল] বি ভেল। 'সর্বের মধ্য ভ্যাল।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

ভ্যেকোন [স মিকোল] বি মিকোল। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ভ্যেণ [স ত্ণা] বি ত্ণ। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ভ্যেদোষ [স মিনোষ] বি কষ, পিত্ত, বাত - শরীরের এই তিন সমস্যা। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ভ্যপু [স] বি বাং। 'কাংস্য পিত্তল তদ্রূপ ভ্যপু শীশক সোহ রূপাষ্ট ধাতুয়বা।'

মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

আর [স] বিপ ভিন-সংখ্যক। 'একে এক আর অক্ষর অব্যাহত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

অয়তুষ্কারিণেশ [স] বিপ তেতাঙ্গিণ সংখ্যক। 'অয়তুষ্কারিণেশ কথা।' তারিঙ্গী, ১৮০০।

অয়িণেশ [স] বিপ তেঙ্গিণ। জানকান, ১৭৮৪।

অয়ী [স] বি বক, সাম ও যজ্ঞ এই তিন বেদ। 'অমি সৃষ্টি অমি হিষ্টি অয়ী বিদ্যা অনাগি বাসনা।' হুসুপ, ১৬০০।

অয়োদশ [স] ১ বি ১০তম দিন। 'অয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ ১৩ সংখ্যক। 'অয়োদশ ভেলিলে হএত সর্বমএ।' সুলভান, ১৭০০।

অয়োনশী [স] বি ১০ সংখ্যক ভিবি। 'তাহার পরে অয়োনশী ভিবি হবে।' বিজয়, ১৬৫০।

অয়োনস [স] অয়োনস বিপ ১০ সংখ্যক। 'অয়োনসে কীর্তন মহিল অনুরে।' মাদাধর, ১৫০০।

অয়োবিশে [স] বিপ ২০ সংখ্যক। 'অয়োবিশে ভেলিলে সে বাতা সিদ্ধি হএ।' সুলভান, ১৭০০।

অয়োবিশেতি [স] বিপ ২০ সংখ্যক। 'অয়োবিশেতি কথা।' তারিঙ্গী, ১৮০০।

অষ্টদীড় [স] ট্রান্সিভিট বি দ্যল বা ট্রান্সের ট্রুটিপ্প। 'তাহার অষ্টদীড় অর্থাৎ পাঠায় সেবে।' নরপ, ১৮০০।

অষ্ট, অষ্টী [স] ট্রান্সিট বি গচ্ছিত বস্তুর বাক্যকর্তা। 'নৃতন অষ্ট মনোদীত করণেবে ...।' নরপ, ১৮২৯। 'অষ্টী প্রত্যুতিকে নিবৃত্ত করণ প্রস্তুত কোন বিশেষ বিধায় জা যায় নাই।' বসুদেব, ১৮২৯।

অস্ত [স] ১ বিপ ভীত। 'অস্ত হইল সাক্ষ্য জে জেন বজ্রঘাত ...।' কৃষ্ণদাস, ১৬৮৯। ২ বি অতি দ্রুততা। 'সইল অস্তের সাথে মক্ষ্মীকরিতা।' গঙ্গী, ১৭৬২। ৩ বিপ বিচলিত। 'অমনি চমকে উঠে অস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।' উৎপল, ১৮৫৭। ৪ বিপ সস্ত্র। 'ধর্মমান ধনশাল অস্ত-আঁধি খুস-সু।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বিপ সত্যকিত। 'আমি শুধু দেখেছিলাম তোমার দুটি আঁধি - ধোমটা-চাঁদা আঁধার-মাথে অস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৬ ক্রিপি দ্রুতবেগে। 'বাত ব্যালুল-পনে কুটীর হতে অস্ত এল তাই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অস্তগতি [স] বি দ্রুতগতি। 'অস্তগতিতে অনুদিশে মোড় নিলে।' গুয়ালী, ১৮৬৪।

অস্ততা [স] ১ বি ব্যাকুলতা। 'বিষাঘিরের মনে ঘোরতর আত্মবিষা, একটু অস্ততা, আমি বাহুবলে প্রায় সমস্ত জয় করিয়াছি।' বরদাস, ১৮৮১। ২ বি ভয়। 'ইহাদের পরশ্বর দীপ্তিম বিন্যাস নড়ে ওঠে অস্ততার।' জীবন, ১৯৪১।

অস্ত-বাস [স] বি অসোহালা গোশাক। 'অস্ত-বাস হাওয়া-পরি, বেশি তার দুলে ওঠে ...।' নরপ, ১৯২৪।

অস্তবাত [স] বিপ অস্বস্ত তাদৃশ্যতা রয়েছে এমন। 'তাহাদের মুখে চোখে একটা অস্তবাত উদ্ভব করুক তার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অস্তবতর্ক [স] বিপ আগতি ও সতর্ক। 'অস্তবতর্ক স্নেহে তাহাদের আগশাইবার ওড়া করিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অস্তা [স] বিপ ব্রী বিচলিত। 'যাকীকে সেমিবে ব্যস্তা অস্তা রূপবান।' কমলুদেব, ১৮৭৬।

অন্তু [স] বিপ ভীক। 'চোখের সরসে অন্তু তারকা সন্ধান সেমেনি।' নৃশি, ১৯০০।

আশিরা জ্বর [স] আয়িক জ্বর বি ভিন দিন অস্তর আসে এমন জ্বর। 'মানোএপ, ১৭৪৩।

আশ [স] ১ বিপ উদ্ধারকর্তা। 'জয় দুঃস্থতর জয় শিষ্টরাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি উদ্ধার। 'রাফস হইতে আশ করিয়া প্রাণদান দিলা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বিপ মুক্ত। 'হার হুটোরে, বাধা টুটোরে যেহে করে আসা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি বন্ধ। 'পরীকালে মার্কা যে তাই কটোন মসীখর। ডাকি সরহতী মাতে, 'আশ করা এই হেসেটোকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আশকর্তা, আশকর্তী [স] বিপ উদ্ধারকর্তা। 'শিত সবে আশকর্তা জান করে ডাবে।' ওত, ১৮৫৮। 'আশকর্তা যদি অস্তরে প্রবেশ করিতে চান।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'আমিই তারতবর্ষের আশকর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

আশকার্য [স] বি দূর্গতদের সাহায্যের কার্যক্রম। 'বাংলাদেশে আশকার্যে তাঁর সংস্থা ২০ লাখ টাকা ব্যয় করবে।' বেগম, ১৯৭২।

আশমহোৎসব [স] বি দূর্গতদের সাহায্যের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মতৎপরতা। 'তোমারাই প্রভাতকের যেতে ওঠে আশমহোৎসবে।' নরপ, ১৯৬৯।

আশমুখ [স] বিপ উদ্ধারকর্তা। 'পাকিস্তানে চমকাইয়া দেওয়ার মত বুদ্ধিমুখি সংবাদ ঘন ঘন প্রকাশিত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৩।

আশক [স] বি মোচনকর্তা। 'জনগণদুঃখপ্রায়ক জয় হে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

আস [স] বি ভয়। 'আসে মিন তনু তাহে হইল রঞ্জিন।' মাদাধর, ১৫০০।

আসান [স] বি ভীতি। 'কটে সেখায় সরে কুঁপে যায় আসনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

আসনীতি [স] বি সস্ত্রাসী কার্যকলাপ; গুহ্যত্ব। 'আসনীতিতে ...' বাধানতা হিন্দীয়া লইবার চোঁটা অতীতে কেবলই বিফল হইয়াছে।' নরপ, ১৯২৬।

আস ভীতি [স] বি ভয়-ভর। 'বকে আস ভীতি।' নরপ, ১৯০১।

আসরুদ্ধ [স] বিপ ত্যাগ। 'আসরুদ্ধ চিত্ত তার।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

আসা [স] আস। 'কি ভীত হওয়া। 'দেখি সে মুগ্ধি সর্বশাশিয়া/কবির পরান উঠিল আশিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

আসিত [স] বিপ ভীত। 'সেবী আসিত রাজা হইল আকুল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

আহি [স] কি রক্ষা করে। 'সর্বলোক আহি আহি বলে হাত তুলি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

আহি আহি [স] - বাঁচাও বাঁচাও। 'রাম বিজয়ধরে নিমুট পিয়া আহি আহি করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

অি [স] বিপ ভিন। 'ত্রিকাল জ্ঞানেন প্রভু শ্রীশটীনশন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ত্রিকাল [স] বিপ ভিন দিকে কোথা, কোঁচা ও কোমরে গৌড়া। কাহ নিয়ে পরিহিত। 'ত্রিকাল বসন শোভে কুটিল কুন্তল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ত্রিকাল [স] বি অজীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। 'ত্রিকাল জ্ঞানেন প্রভু শ্রীশটীনশন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ত্রিকাল-খবি [স] বি সর্বত্র খবি। 'বদিল ত্রিকাল-খবি।' নরপ, ১৯৮৯।

১৯২৪।

ত্রিকালজ [স] *বিপ* অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ – এই তিন কালের ঘটনা জানে এমন। 'ত্রিকালজ জানী তুমি সর্ব ধর্ম জান।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ত্রিকালদর্শী [স] ১ *বি* সর্বজ্ঞ; যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই জানে। 'ত্রিকালদর্শী হেরে চিত্তের রশ্মিতে ছায়া হেরে গো।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮। ২ *বিপ* অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ – এই তিন কালের ঘটনা জানে এমন। 'ত্রিকালদর্শী মহাহৃদয়ের পরাধ্বয়ের সমবেত সাধনা।' ক্ষলল, ১৯১৩।

ত্রিকালনষ্ট [স] *বিপ* তিন কালই হারিয়েছে এমন। 'আশি বছরের ত্রিকালনষ্ট বুড়ার মতো?' জীবন, ১৯৩২।

ত্রিকালী [স] *বিপ* তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)। 'ত্রিকালী আনন্দ তার; নেই তার আদি, নেই অন্ত।' নীরেন, ১৯৫৭।

ত্রিকোটী [স] *বিপ* তিন কোটি। 'ধাইল ত্রিকোটী দান্য আত দলে সেই হানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ত্রিকোণ [স] ১ *বিপ* তিন কোণবিশিষ্ট। 'তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে।' ভগ্নত, ১৭৬০। ২ *বি* ত্রিভুজ। 'বিদেশী ব্যাকরণের চক্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁট ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুর্কোণ গিলিতে থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ত্রিকোণময় [স] *বিপ* তিন কোণবিশিষ্ট। 'পুল্লি চতুর্কোণ নয়, সহজে ত্রিকোণময় ...।' মদনমোহন, ১৮০৪।

ত্রিকোণমিতি [স] *বি* ত্রিকোণ ক্ষেত্রমাপক গণিতশাস্ত্র। 'জ্যামিতি এক ত্রিকোণমিতি চুপায় থাক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ত্রিকোণা [স] *ত্রিকোণ* *বিপ* তিনটি কোণবিশিষ্ট। 'ত্রিকোণা নাজুল কথা তিন ঠাই বেড়া।' সুলতান, ১৭০০।

ত্রিকোণাকৃতি [স] *বিপ* তিন কোণবিশিষ্ট। 'পৃথিবী ধ্রুপদের ন্যায় সমভূমি ত্রিকোণাকৃতি ... ইত্যাদি সংস্কার শোকের আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ত্রিকোণামিতি [স] *বি* ত্রিকোণ ক্ষেত্রমাপক গণিতশাস্ত্র। 'ত্রিকোণামিতি ও প্রাকৃতিক জ্ঞান আমার আবিষ্কার।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ত্রিক্ষণ [স] *ত্রি*> *বিপ* তিন গুণ। 'তিন-ত্রিক্ষণ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ত্রিগুণ [স] *বি* তিন টুকরা। 'বিনে হাওয়ায় মৌজা বেলে ত্রিগুণ হয় জুগ পলে।' পালন, ১৮৯০।

ত্রিগাহিয়া [স] *বি* দ্যান করার আসনবিশেষ। 'ত্রিগাহিয়াত বসি জপিবা মনে মনে।' সুলতান, ১৭০০।

ত্রিগণ [স] ১ *বিপ* তিন গুণবদ্ধ। 'তহিল ত্রিগণ বেণী।' অলাওল, ১৬৮০। ২ *বিপ* তিন গুণবিশিষ্ট। 'তো হইতে ভার্য্যপে ত্রিগণ অধিকা।' মানিকময়, ১৭৮১।

ত্রিগুণা [স] *বি* হিন্দু দেবী দুর্গা। 'ত্রিগুণা ত্রিপুত্রা তারা ইতিন নয়নী।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

ত্রিগুণকর [স] *বি* তিন রূপের সকল প্রকার গুণের আধার। 'হে নিখিলপ্রাণ ভুবনরঞ্জন পতিতপাবন ত্রিগুণকর।' সিয়াজী, ১৯১১।

ত্রিগুণাশিত [স] *বিপ* সুখ, দুঃখ ও মোহ – এই তিন গুণসম্পন্ন। 'প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণাশিত।' নজরুল, ১৯২৭।

ত্রিগুণ [স] *বি* কল্পিত স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবন। 'ভবিষ্য

আপনা কর ত্রিগুণ স্বর্ণ।' সুলতান, ১৭০০।

ত্রিগুণ [স] *বি* কল্পিত স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবন। 'পাপতন্ত্রঃ হৈল জ্ঞান ত্রিগুণতের উদ্যাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ভাসাইলা ত্রিগুণঃ কৃষ্ণ-শ্রেমজলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ত্রিগুণত [স] *ত্রিগুণা* *বি* স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল। 'তথাপিও মনোরথ ত্রিগুণত-জরি।' রামশ্রদাস, ১৭৮০।

ত্রিগুণগুণা [স] *ত্রিগুণগুণা* *বি* ত্রিভুবনের অধিপতি; কৃষ্ণ। 'ত্রিগুণগুণা তোকে বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০।

ত্রিতল [স] *বিপ* তিন তলাবিশিষ্ট। 'ত্রিতল গৃহ।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

ত্রিতলা [স] *বিপ* তিন তলাবিশিষ্ট। ওয়া, ১৭৮৫।

ত্রিভাণ [স] *বি* আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দৃষ্ণ। 'সত্যত ত্রিভাণের তাশে হৃদি ছুঁয় গেল কেটে।' রামশ্রদাস, ১৭৮০।

ত্রিভূমি [স] *তৃতীয়* *বিপ* তৃতীয়। 'ত্রিভূমি মাসের বেলা তৃতলে শয়ন চারি মাসে করে রামা মুক্তিকাক্ষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ত্রিভুবাদ [স] *বি* পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হিসেবে স্বর্ণের বিরাজিত – এই ত্রিভূমির বিশ্বাস। 'তাহা ত্রিভুবাদ মানে না, যিতকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ত্রিদর্শী [স] *বিপ* তিন দলের। 'তা হইতেই ত্রিদর্শী মৈত্রী সম্বব হুইয়াছিল।' আজাদ, ১৯৬০।

ত্রিদশ [স] *বি* দেবতা। 'ভোর রূপে মায়ে গেলা ত্রিদশের রাজা।' বড়ু, ১৪৫০।

ত্রিদশনাথ [স] *বি* দেবরাজ ইন্দ্র। 'কাটিল বাণের হাত কথিয়া ত্রিদশনাথ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

ত্রিদশপতি [স] *বি* দেবরাজ ইন্দ্র। 'অশনিধনিত ঝটিকার মেঘে/দেবর্ষেই ত্রিদশপতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ত্রিদশমণ্ডল [স] *বি* দেবালয়। 'ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ত্রিদশালয়-বাসি [স] *ত্রিদশ-আলয়-বাসী* *বি* স্বর্ণবাসী। 'হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কছু যনে এ পাণ সংসারে।' মাইকেল, ১৮৬২।

ত্রিদস [স] *ত্রিদশ* *বি* দেবতা। 'ছিটির কারণ হেতু ত্রিদস নাথ।' রামাই, ১৭১০।

ত্রিদিব [স] ১ *বি* স্বর্ণ। 'কোথা সে ত্রিদিব।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ *বি* আকাশ। 'ওগো পূর্ণ ঠান ... তুমি নাকি একদিন রবে না ত্রিদিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ত্রিদিবধাম [স] *বি* স্বর্ণলোক। 'পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরমমণ্ডলে।' নীনবহু, ১৬৮৭।

ত্রিদিব-বিভব [স] *বি* স্বর্ণীয় ঐশ্বর্য। 'ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে অজি।' মাইকেল, ১৮৬১।

ত্রিদিবেশ [স] *বি* দেবতা। 'তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাত্মা ত্রিদিবেশ।' মানিকময়, ১৭৮১।

ত্রিদিবেশী [স] *বি* দেবতাদের অধিষ্ঠাত্রী। 'স্বভিত্তে তাহারে তুষ্টা; হুয়া ত্রিদিবেশী।' মানিকময়, ১৭৮১।

ত্রিদেব [স] *ত্রিদিব* *বি* স্বর্ণপুত্রী। 'এই ত্রিদেব লোক-প্রথিত।' বঙ্কিম,

১৮৯২।

খ্রিস্টোদ্যোদ্যাক [স] বিপ্ বাত, পিতৃ, কক্ষ - শরীরের এই তিন দোষ বিনাশকারী। 'কচি মুণা রুচিকর খ্রিস্টোদ্যোদ্যাক'। তত্ত্ব, ১৮৫৮।

খ্রিস্টোদ্যোদ্যাক [স] খ্রিস্টোদ্যাক বিপ্ বন্ধায়ুক্ত। যাদোএল, ১৭৪৩।

খ্রিধা [স] বিপ্ তিন অংশে। 'ভাঁহার প্যাণ্ডেলইনকে খ্রিধা-বিত্তক করিবার পরামর্শ দিয়াছেন'। বৃণবুল, ১৯৩৭।

খ্রিধারা [স] বি তিনটি প্রবাহ। 'খ্রিধারা ইহায়া গঙ্গা শিরে যার রন'। মনিকরাম, ১৭৮১।

খ্রিনয়ন [স] বিপ্ তিনটি চোখ আছে এমন। 'খ্রিনয়ন মুখিকবাহন'। মনিকরাম, ১৭৮১।

খ্রিনয়না [স] বি ঋী হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বিগদে করিব রক্ষা দেবী খ্রিনয়না'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খ্রিনয়নী [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'ওমা খ্রিনয়নী! সেই চোখ দে'। নজরুল, ১৯০৫।

খ্রিনেত্রাবিশিষ্ট [স] বিপ্ তিন চোখ আছে এমন। 'কেহ বা একচতুর্বিশিষ্ট, কাহারও বা লগাটে চক্ষু, কেহ বা ত্রিনেত্রাবিশিষ্ট'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

খ্রিপক্ষাংশ [স] বিপ্ তিরিঙ্গ সংখ্যক। 'খ্রিপক্ষাংশ কথা'। তারিণী, ১৮০৩।

খ্রিপষ্ট [স] বি তিনটি ফলক। 'কার্ত্তে খ্রিপষ্ট'। বিজুতি, ১৯৩১।

খ্রিপঙ [স] বিপ্ দুই 'বালকটি অতিশয় খ্রিপঙ'। প্যারী, ১৮৫৮।

খ্রিপথগা [স] বিপ্ তিন দিকে গমনশীল। 'খ্রিপথগা সুবৃক্ষী'। সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

খ্রিপথগামিনী [স] বিপ্ ঋী তিন ধারায় প্রবাহিত। 'খ্রিপথগামিনী'। বসু, ১৮৫০।

খ্রিপসি [স] খ্রিপসি বিপ্ তিন চরণবিশিষ্ট। 'রচিআ খ্রিপসি হৃদয় গান কবি শ্রীমুকুন্দ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

খ্রিপদী [স] বিপ্ তিন চরণবিশিষ্ট। 'রচিআ খ্রিপদী হৃদয়'। মুকুন্দ, ১৬০০।

খ্রিপাদ [স] ১ বিপ্ চার ভাগের তিন ভাগ। 'খ্রিপাদ ধরণী দান আইলা দেতারাজ-ধাম'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ্ চার ভাগের তিন ভাগ। 'কলিযুগে ভগবতের প্রাধান্য হেতু ধর্মকে খ্রিপাদ অন্তরে অপসৃত হইতে ইহা'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

খ্রিপটক [স] বি বৌদ্ধপাত্রগ্রন্থ। 'এই সঙ্গ্রহের নাম খ্রিপটক'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

খ্রিপণী [স] খ্রিবণী। 'খ্রিপণী'। 'মিত্তিকার ঘট মধ্যে খ্রিপণীর ঘট'। বাহরাম, ১৬৫০।

খ্রিপিন [স] খ্রিবণী। 'খ্রিবণী'। 'মন-চোরের ধরবি যদি মন ফাঁদ পাতে আজ খ্রিপিনে'। লালন, ১৮৯০।

খ্রিপিনি [স] খ্রিবণী। 'বি গঙ্গা, যমুনা ও সরযবতীর মিলনস্থল'। 'জানি সব কেহ এহি খ্রিপিনির ঘাট'। সুলতান, ১৭০০।

খ্রিপুত্ৰক [স] বি লগাটে তিন রেখা দ্বারা আবৃত তিলক। 'লগাটে ভদ্র খ্রিপুত্ৰক পরতে হবে'। নজরুল, ১৯২৭।

খ্রিপুরা [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'খ্রিপুরা খ্রিপুরা তারা ইতিন নয়নী'।

কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খ্রিবন্ধ [স] বিপ্ আঁকাবঁকা। 'খ্রিবন্ধ যন্ত্রা দণ্ড ধরে কেহ করে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

খ্রিবর্ষ [স] বিপ্ তিন বর্ষবিশিষ্ট। 'এবারে খ্রিবর্ষ পতাকা নয়, কৃষ্ণবর্ষ পতাকা'। বনফুল, ১৯৩৬।

খ্রিবিলি [স] ১ বি নাভির উপরিস্থ রেখাভ্রম। 'খ্রিবিলি মাথা বাএ হালে তোরে'। বসু, ১৮৫০। ২ বি রেখা। 'অভীত ব্যথা - কেবল তার খ্রিবিলি তব ভুক্তিতে'। সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

খ্রিবিলি রেখা [স] বি গলার বা পেটের রেখাসমূহ। 'গভীর খ্রিবিলি রেখার মতো সহস্র জাগায় লাটল ধরিয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

খ্রিবিলী [স] খ্রিবিলি বি নাভির উপরিস্থ রেখাভ্রম। 'সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে খ্রিবিলী'। বসু, ১৮৫০।

খ্রিবির [স] খ্রি। 'খ্রিবির তিনবার'। 'বিবাহের পর জীবনকাল মধ্যে কোন স্বতঃস্ফূর্তে ইহারা খ্রিবির, কোথায় খ্রিবির পদার্পণ করিয়া থাকেন'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

খ্রিবিক্রম [স] বি বামনরূপী বিষ্ণু। 'খ্রিবিক্রম রূপ হয়ে এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা'। ভারত, ১৭৬০।

খ্রিবিশ [স] বিপ্ তিন রকম। 'অতিগুণ হেতু সেহো খ্রিবিশ প্রকার দামোদরীকুণ হৈতে বাহার প্রচার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খ্রিবিশলোক [স] বি তিন প্রেয়ীর লোক - উচ্চবিশ, মধ্যবিশ, নিম্নবিশ। 'কলিকাতা রাজধানীমধ্যে পারদীয় মহোৎসবে খ্রিবিশলোকে আলয়েই জগদীশ্বরের পূজা হয়'। বঙ্গদূত, ১৮২৯।

খ্রিবিশী [স] বি তিন নদী বা স্রোত। 'তিনদিকে খ্রিবিশী খ্রিধারা যথা বহে'। ভেৎকা, ১৬৫০।

খ্রিবিশীর ঘাট বি ইড়া, পিন্ধা ও সুয়ুগা এই ত্রিভুতের মিলন রেখা। 'খ্রিবিশীর ঘাটেতে বসিনু দফর খান'। গরীব, ১৭৬৫।

খ্রিবিশীসংঘাম [স] বি তিন ধারার মিলনস্থল। 'এই খ্রিধারার খ্রিবিশীসংঘাম'। প্রমথ, ১৯১৭।

খ্রিবৈদ্য [স] বিপ্ খ্রিবৈদ্য পণ্ডিত্য আছে এমন। 'খ্রিবৈদ্য কুলপুত্রোহিত ও নৃপতির সভার অমাত্য মধ্যে গণ্য'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

খ্রিবৈনী [স] খ্রিবৈনী। 'খ্রিবৈনী-তীর্থ'। 'খ্রিবিলি খ্রিবৈনী বিপ্ অনস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

খ্রিভঙ্গ [স] বিপ্ পা, কটি এবং গ্রীবা বাকিয়ে দাঁড়াবার ত্রিভিঙ্গি। 'খ্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরগীবদন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

খ্রিভঙ্গিম [স] বিপ্ তিন বাকিবিশিষ্ট। 'অপুঙ্কল ত্রিভিঙ্গিম নীশ দুঃখপ্রে প্রলাপ বকে'। সূরীন্দ্র, ১৯৩৭।

খ্রিভাঁজ বিপ্ কুণ্ডিত। 'চিবুক খ্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরসাইলা উচ্ছ্রিত গাঁজা ও রক্তে ক্রিম হয়ে আছে'। সূরীন্দ্র, ১৯৬৬।

খ্রিভুজ [স] ১ বি তিনটি সরলরেখা দ্বারা বেষ্টিত যে ক্ষেত্র। 'গণিত শাস্ত্রে পণ্ডিত খ্রিভুজ আলাচনা করিয়া আচ্ছাদিত করেন'। অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বিপ্ খ্রিভুজ আকৃতিবিশিষ্ট। 'খ্রিভুজ ও চতুর্ভুজ রূপে ... এসে যেত হিম হাওয়া'। জীবন, ১৯৩০।

খ্রিভুজাকৃতি [স] বিপ্ খ্রিভুজের আকৃতিবিশিষ্ট; তিন দিকবিশিষ্ট। 'ওহাটা খ্রিভুজাকৃতি'। বিজুতি, ১৯৩৭।

ত্রিভুবন [স] ১ বি বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল। 'ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহাঞ'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সমস্ত জগৎ। 'ত্রিভুবনমায়ে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ত্রিভুবনজনমন [স] বি সর্বলোকের মন। 'ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহাঞ'। বড়ু, ১৪৫০।

ত্রিভুবনদেবতা [স] বি জগৎ-বায়ী। 'ত্রিভুবনদেবতার ক্রান্তিহীন আনন্দের মাঝে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ত্রিভুবননাথ [স] বি ত্রিভুবনের নাথ বা রক্ষাকর্তা; কৃষ্ণ। 'ত্রিভুবননাথ আমো দেব গদাধর'। বড়ু, ১৪৫০।

ত্রিভুবনপূজা [স] বি বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে পূজনীয়। 'তিনি একজন ত্রিভুবনপূজা পরম দয়ালু ব্যক্তি'। মাইকেল, ১৮৫৯।

ত্রিভুবনবিদ্যাবিনী [স] বি ত্রী ত্রিভুবন ভেসে যায় এমন। 'ত্রিভুবনবিদ্যাবিনী মৌন সুধাধারিণী'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ত্রিভুবনসারা [স] বি ত্রী ত্রিভুবনের সেরা। 'আশ কর তুর্ণ মোরে ত্রিভুবনসারা'। মানিকরায়, ১৭৮১।

ত্রিভুবনেশ্বর [স] বি তিন ভুবনের ঈশ্বর। 'আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

ত্রিভুবনেশ্বরী [স] ত্রিভুবনেশ্বরী, সম্বোধনে ই-কার। বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'ত্রিভুবনেশ্বরী দেবি জগতজননি'। মাল্যধর, ১৫০০।

ত্রিমূর্তি [স] বি তিন শ্রেণীর গঠন। 'কবিতার পূর্ববর্ণিত ত্রিমূর্তির সমন্বয়ে একমুখি গড়বার ইচ্ছে'। প্রমথ, ১৯১৩।

ত্রিয়ামা [স] বি তৃতীয় গ্রহের রাত। 'শরভের আবির্ভাব - ত্রিয়ামা অবসান - বৃন্দাবনের কিবা শোভা'। গ্যারী, ১৮৫৮।

ত্রিয়াদশি [স] ত্রয়োদশী। ১ বি কৃষ্ণপক্ষ অথবা চতুর্দশের ত্রয়োদশ দিন। ওর্গা, ১৭৮২। ২ বি ত্রয়োদশী। 'বৃষবার ত্রিয়াদশি'। ওর্গা, ১৭৮২।

ত্রিয়হ [স] ত্রি+স অহ। বি তিন দিন। 'ত্রিয়হ তারিখ দিলা তায়'। মানিকরায়, ১৭৮১।

ত্রিয়ারি [স] বি তিন রাত। 'যাহারা ত্রিয়ারি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ত্রিরূপ [স] বি তিন রূপের অধিকারী। 'তাহাতে ত্রিরূপ তনু জিনিয়া নিপুণ ভানু'। মানিকরায়, ১৭৮১।

ত্রিলোক [স] বি তিন লোক (বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'পন্ডিত যৌবন বালা ত্রিলোক মোহিনী'। বাহরাম, ১৬৫০।

ত্রিলোকভারণ [স] বি বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের ভ্রমণকর্তা। 'তুমি নাথ ত্রিলোকভারণ'। মানিকরায়, ১৭৮১।

ত্রিলোকবলিতা [স] বি ত্রী ত্রিলোকের বন্দনা লাভ করে যে। 'এসো আনন্দিতা ত্রিলোকবলিতা'। নজরুল, ১৯৩৫।

ত্রিলোকী [স] বি তিন ভুবনের সমাহার। 'বিরহে তনয় সেখে ত্রিলোকী'। মদনমোহন, ১৮৩৪।

ত্রিলোক্য [স] বি তিন লোকের (বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল)। 'সেবক কংসল হর ত্রিলোক্য ঈশ্বর'। রবীন্দ্র, ১৯৬৯।

ত্রিলোচন [স] ১ বি তিন চোখবিশিষ্ট। 'দুই চক্ষু অক ছিল ত্রিলোচন হইলে'। রামাই, ১৭১০। ২ বি হিন্দুদেবতা শিব। 'এবার করেছি পণ পূজে সেই ত্রিলোচন বর মেসে লব নমোমত'। রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

ত্রিশঙ্কু [স] বি উভয় সংকেত পড়হে এমন ব্যক্তি। 'ত্রিশঙ্কুর মতো অবহা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি'। নজরুল, ১৯২২।

ত্রিশিরা [স] বি তিন শিরায়ুক্ত একপ্রকার ঘাস। 'লোহার করাভ দেখি ত্রিশিরার পিঠে'। রক্তক, ১৬৫০।

ত্রিফল [স] ত্রিশূল। বি তিনটি ফলাযুক্ত অস্ত্রবিশেষ। 'রাজার ত্রিফল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে'। বৃন্দা, ১৫৮০।

ত্রিশূল [স] বি তিন ফলাবিশিষ্ট অস্ত্রবিশেষ। 'নিজজন বচন তেল সম ঘোষই নিশা ত্রিশূল সম হানে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ত্রিশূলবৎ [স] বি ত্রিশূলের মতো। 'অস্বভাব বিশাখাবিকৃত ত্রিশূলবৎ'। হাসান, ১৯৬৭।

ত্রিশূলাকারাঙ্কিত [স] বি ত্রিশূলের আকার মুদ্রিত। 'তৃতীয়প্রকার ত্রিশূল ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পরশা ত্রিশূলাঙ্ক'। দর্পণ, ১৮৩৩।

ত্রিশূলাঙ্ক [স] বি ত্রিশূলমুদ্রিত। 'তৃতীয়প্রকার ত্রিশূল ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পরশা ত্রিশূলাঙ্ক'। দর্পণ, ১৮৩৩।

ত্রিশূলি [স] ত্রিশূল। বি ত্রিশূল মুদ্রিত খাতব মুদ্রাবিশেষ। 'তৃতীয়প্রকার ত্রিশূল ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পরশা ত্রিশূলাঙ্ক'। দর্পণ, ১৮৩৩।

ত্রিশূলিভা [স] ত্রিশূল। বি পাহাবিশেষ। 'ত্রিশূলিভার পড়ে পাড়ি লইয়ে কালি'। মুকুন্দ, ১৯০০।

ত্রিশূসার [স] বি বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। 'জাহের আছে ত্রিশূসারে আমায় মার কর বায়ী'। লালন, ১৮৯০।

ত্রিসক [স] ত্রিশাখ। বি তিন শাখায়ুক্ত। 'ধবল চামর দিল ত্রিসক পতকা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ত্রিসঙ্খ্য [স] বি ভোর, দুপুর ও সন্ধ্যা - এ তিন বেলার পূজা। 'ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম ত্রিসঙ্খ্যাকরা'। দর্পণ, ১৮৩১।

ত্রিসীমা [স] বি সান্নিধ্য। 'রুসিয়া ইহার ত্রিসীমায়ও আসিতে পারেন না'। প্রচারক, ১৯০৩।

ত্রিসীমানা [স] ১ বি নিকট; সান্নিধ্য। 'মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না'। বিভূতি, ১৯৩০। ২ বি তিন সীমা; ধারে-কাছে। 'কর্ণপারেশানের ত্রিসীমানার মধ্যে তাহাদের কর্তৃত্ব ফলাইতে আসে নাই'। আদ্য, ১৯৪০।

ত্রিসূল [স] ত্রিশূল। বি ত্রিশূল। 'পতছে ত্রিসূল দিল সত সিনু গনে'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ত্রিছলী [স] বি কালী, গয়া এবং প্রয়াগ। 'ত্রিছলী অর্থাৎ কালী গয়া প্রয়াগ এবং বৃন্দাবন দর্শনকালী'। দর্পণ, ১৮২২।

ত্রিপ্রোভা [স] ১ বি ত্রী ত্রিপ্রোভা খর্যাবিশিষ্ট। 'সেখানে ত্রিপ্রোভা নদী এই প্রকার সময়ে সহজেই হাটুয়া পার হওয়া যায়'। বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বি ত্রিভা নদীর অন্য নাম। 'সে স্রোত নাম হচ্ছে ত্রিভা কিংবা ত্রিপ্রোভা'। হাই, ১৯৫৪।

ত্রিংশ [স] বি ত্রিশ। 'ত্রিংশ কোটি'। মুক্তাবা, ১৯৪৯।

ত্রিশংশ [স] বি ত্রিশ সংখ্যক। 'পিতৃকল্পাদি ত্রিশংশ কল্পের মধ্যে বর্তমান খেতবাবাহ-কল্প হইতেছে'। মুদ্রাক্ষর, ১৮১০।

ত্রিশংখি [স] বি ত্রিশ। 'গাড়ের উপর মৃদুকার পোতা ত্রিশংখি হাত'। রায়মার, ১৮০১।

ত্রিশূল [স] টারগোলিন। বি রোদ-বৃষ্টি থেকে বন্ধার জন্য মোটা কাপড়ের

আজ্ঞানবিশেষ। 'নীল হ্রিপলের মতো আকাশের নিচে
 এ্যাক্সিথিয়েটার থেকে ফিরে যাচ্ছি পাশা দেখে।' *সামসুর্ন*, ১৯৭০।

মিশুরারী [স মিশুরারী] বি হিন্দুসেবতা শিব। 'সেজালা বোম ভেলা বড়
 রকিনা সেটা মিশুরারী শিরে জটাধারী তোলায় গলে দোলে হাড়ের
 মালা' ভজন গাইতে গাইতে চলেছে।' *হত্যাম*, ১৮৬১।

মিয়াকর বি শুভ। *মালোএল*, ১৭৪০।

মিশ [স মিশেখ] বিণ ৩০ সংখ্যক। 'মিশ গোটাপাটি সে যে মেকদতের
 হএ।' *সুপতান*, ১৭০০।

মিশ পাশ হাসা ক্রি উচ্ছলিতভাবে হাসা। 'আমরা সবাই মিশ পাশ
 হেসে গেলিটার দিকে তাকিয়ে হইশুম' *মুক্তভা*, ১৯৫২।

মিশা [স মিশেখ] বিণ মিশ সংখ্যক। ওর্স, ১৭৮৫।

মিশেক বিণ ভিরিশের মতো; প্রায় মিশ। *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মিশ [স মিশেখ] বিণ মিশ; ভিরিশ। 'সেখানে বন্ধক রাখিয়া মিশ
 ঢাকা পাঠাইবেন।' ওর্স, ১৭৭৮।

মিশা [স মিশেখ] বি ভিরিশতম দিন; মাসের ভিরিশ তারিখ। 'হরেক
 মাসের মিশা তইয়ার করিয়া ...' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

মিশট [স মিশাট] বিণ ৬৩ সংখ্যক। 'সানাকি করিতে চলে মিশট তুবন.'
রুপারাম, ১৭৫০।

মিশা [স তুবা] বি তুকা। 'মিশার পানি পিএ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিশা প্রমিশ

মিশ্ট [স] বি সংকৃত হৃদয়ের নাম। 'কবে তনিসহ মিশ্ট অন্ত্রই এই
 পামদুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

মিশা [স তুবা] বি তুকা। 'অল্পকটে গায়ে শির কিসায় না পাইল বীর
 মুকুন্দ', ১৬০০।

মিশেক বিণ মিশের মতো। 'বএস বসর মিশেক।' *ক্যালগে*, ১৭৮৫।

মিশেশ্পর্শ [স গ্রাহশ্পর্শ] বি একই দিনে তিন ভিধি যখন একত্র হয়।
 'ভিধি গ্রাহশ্পর্শ বৈদ্য দশরী কাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মীত [স ভূবিভ] > ক্রিণি ক্রত; শীত। 'হবির উৎসে জাএ মীত'
মালাধর, ১৫০০।

ক্রটি [স] ১ বি বিখ্যতি। *ডানকন*, ১৭৮৪: 'ক্রটি-অস্পর্শতা দেখাইলে
 একবারে তাহাদের মর্ষের মেলে গিয়া আঘাত করে।' *রবীন্দ্র*,
 ১৮৯৭। ২ বি বাতি। 'শিটারেরে ক্রটি ছিল না।' *সামরাম*,
 ১৮০১। ৩ বি অবহেলা। 'গোলায় আপন পশ্চিমত ক্রটি করে না.'
কেরি, ১৮০২। ৪ বি অভাব। 'তত্ত্ব বিজ্ঞানের ক্রটি নাই'
কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫। ৫ বি ব্যতিক্রম। 'পৃথিবী যদি উলট-পালট
 হয়ে যায় তবু বুড়োর নিাকেরে ক্রটি হবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৬ বি
 শোষ। 'ছোট-খাটো ক্রটি অবিচারে তিনি ওড়াল।' *কেশব*, ১৯৪৭।

ক্রটিপূর্ণ [স] বিণ ভুল ভরা। 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে পদ্ধতি অনুসরণ
 করিয়া চলিয়াছে, তাহা যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণ।' *আচ্ছাদ*, ১৯৩৬।

ক্রটি-বিখ্যতি [স] বি বিখ্যতি। 'ক্রটি-বিখ্যতি যে নাই এমন কথা
 বলছি না।' *নরকল*, ১৯০০।

ক্রটিমুক্ত [স] বিণ নির্ভুল। 'বাংলাও যে ক্রটিমুক্ত এমন নয়।' *হাই*,
 ১৯৫৪।

ক্রটী [স ক্রটি] বি অপরাধ। 'ক্রটী মাফ্যনা করিবেন।' *মহাররফ*, ১৮৮৯।

ক্রশ [ওল টুকা] বি তুকাপ; ভাসবেলার রক্তের তাল। 'আরে মলো, চিড়িতন
 যে রক্ত, ক্রশ বেশলি কেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ক্রোয়ারি [বি ক্রোয়ারি] বি সরকারি কোষাগার। 'টাকা ক্রোয়ারিতে সাহেব
 লোক মেসাইবেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

ক্রোয়ারি [বি ক্রোয়ারি] বি সরকারি কোষাগার। 'তাহাদিককে নিজেবও
 ক্রোয়ারি রক্ষার্থে যাতায়াত স্থাপন করিয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৯০।

ক্রোয়ারি [বি ক্রোয়ারি] বি কোষাধ্যক্ষ। 'ক্রোয়ারি অর্থক্স বাজাতি। -
 শ্রীমুত বাবু রমানাথ ঠাকুর।' *বন্দুত*, ১৮২৯।

ক্রোয়ারি [বি ক্রোয়ারি] বি সরকারি কোষাগার। 'কোষাঙ্গিন ক্রোয়ারি
 বাজাতি লগ্নাথ বসু।' *দর্পণ*, ১৮২০।

ক্রো [বি ক্রো] বি বাগিচা। 'বিমোজীম হুকুম সাহেবান বোর্ড ক্রো'
ক্যালগে, ১৮০১।

ক্রো [বি ক্রো] বি বাগিচা। 'বোর্ড ক্রোমের সেফটী সাহেব.'
ক্যালগে, ১৭৮৮।

ক্রো [স] বি হিন্দুমতে চার যুগের দ্বিতীয় যুগ। 'সত্য ক্রো দ্বাপর কলী
 আশ্বে নিরঞ্জন কয়া।' *বটু*, ১৪৫০।

ক্রোমুপ [স] বি হিন্দুমতে চার যুগের দ্বিতীয়। 'ক্রোমুপে যজ্ঞ
 লাগি ঘোর অবতারণা।' *বৃন্দা*, ১৫০০।

ক্রোমার্শিক [স] বিণ তিন বসর পর পর অনুষ্ঠিত। 'পঞ্চম ক্রোমার্শিক
 সন্মেলন।' *বোম*, ১৯৬৮।

ক্রোমার্শিক [স] ১ বিণ তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয় এমন। 'মাসিক ও
 হেমাসিক ও সামসরিক অনেক প্রকার সাংবাদ সংঘটিত পুস্তক।'
বন্দুত, ১৮২৯। ২ বিণ তিন মাস অন্তর ঘটে এমন। 'এই
 বসদেশীয় ক্রোমার্শিক রাজবৎ এহোরে যে ক্রোমার্শিক ক্রিতি নিরূপিত
 আছে ...' *হত্যাকর*, ১৮৫৪।

ক্রোমার্শিক [স] বি ভিত্তি রাশির পরস্পর সম্বন্ধযুক্তি অক্ষমশালী।
 'ক্রোমার্শিক হিসাবেই মনস্তল আছে।' *মোমোজি*, ১৯০২।

ক্রোশি [স ক্রিশি] > বি অস্ত্রাঙ্কুরের ভাষা। 'অস্ত্র ভাষার নাম ক্রোশি
 তেতুও ও তেতুও।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

ক্রোশিনী [স] বি তেলের ভাষা। 'মহারাত্রীর ও পান্নারী ও ক্রোশিনী ও
 কপাটা ও ঠিকলীপ্রভৃতি উলটভাষিণে ভাষার তর্জমা করিয়া
 মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' *বটু*, ১৮০৪।

ক্রোলোক [স] বি বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল - এই তিন ভুবনের সমষ্টি।
 'বৃন্দাবনে হারাইলো ক্রোলোকসুন্দরী।' *বটু*, ১৪৫০।

ক্রোলোকপতি [স] বি ক্রিষ্ণবনের পতি; হিন্দুসেবতা মহেশ্বর। 'সহায়
 ক্রোলোকপতি বহিষা সাগর।' *বাহরাম*, ১৬০০।

ক্রোলোকবিজয়ী [স] বি ক্রোলোক-বিজয়ী। 'ক্রোলোক-বিজয়ী।' *ভবে*
 হব ক্রোলোকবিজয়ী সেই ধনি।' *রুপারাম*, ১৭৫০।

ক্রোলোকসুন্দরী [স] বি ক্রিষ্ণবনে আর সেই এমন সুন্দরী; রাধা।
 'বৃন্দাবনে হারাইলো ক্রোলোকসুন্দরী।' *বটু*, ১৪৫০।

ক্রোটক [স] বি নাটকবিশেষ। 'নাটক ক্রোটকের অভিনয় সেবতেন.'
হত্যাম, ১৮৬১।

ক্রোসকারী বি গ্রানিকর। *মালোএল*, ১৭৪০।

ক্রোশ [স] বি তিন ভাগ। 'বালককে ব্যাকসের অর্ধেক ও ক্রোশ ও

চতুর্থাংশ আবৃষ্টি করিল।' দর্পণ, ১৮২২।

ব্র্যাক্স [স] বি তিন অক্ষর। 'তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে ... অক্ষরযুক্ত চতুর্দশরম্বুত ও যথাহানে বর্ণোচ্চারণ।' দর্পণ, ১৮২১।

ব্র্যমৃতবোণ [স ত্রি-অমৃত-বোণ] বি অত্যন্ত শুভকর্ম। 'দুই শততান কাঁখে কাঁধ দিয়ে ব্র্যমৃতবোণ হয়ে দাঁড়াল।' মনোজ, ১৯৬১।

ব্র্যম্বক [স] বি মহাসেব। 'নাসিক ব্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্র্যন্তব্যন্তে [স ব্র্যন্তব্যন্ত] ক্রিবিধ তাড়াহুড়া করে। 'সমস্ত ব্র্যন্তব্যন্তে হস্তগত করিয়া বহির্গারে পালকীর অপেক্ষায় দণ্ডারমানা রহিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ব্র্যহম্পর্শ [স ত্রি-অহ-ম্পর্শ] বি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে একদিনে তিন তিথির মিলন। 'এ যে ব্র্যহম্পর্শ হইল।' রত্নস্র, ১৮৮৪।

ব্র্যহম্পর্শ পড়া ক্রি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে অন্তত শতকর্ম হিসেবে একই দিনে তিনটি তিথি যুক্ত হওয়া। 'ব্র্যহম্পর্শ পড়েছে, আজ বড়ো অমাবস্যা।' রত্নস্র, ১৮৯৪।

AMARBOI.COM

খ [স জ্ঞ] ১ **বিশ** তত্ত্বিত। 'চেহারা দেখেই সব মামা খ'। নজরুল, ১৯২৬। ২ **বিশ** হতভম্ব। 'বিশ্বয়ে আমি খ হয়ে ঘাই।' শিবরাম, ১৯৭০।

খ বনা **ক্রি** তত্ত্বিত হওয়া। 'আমি সত্যি খ বনে যাছি।' মানিক, ১৯৪০।

খই [স ঘূ] ১ **বি** পাখরের খালে যে কাজ করে। মনোএল, ১৭৪৩। ২ **বি** কুল। 'মানসাপরে কুল আর কিছুতেই খই পাইতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ **বি** নাগাল। 'অখই মনের খই মেলে না।' নজরুল, ১৯৩৯। ৪ **বি** পাভা। 'মর্জিত কাশোয়াজি সৎগীত খই পাইল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

খই খই [কন্যা] **ক্রি**বিশ কানায় কানায় ভরে আছে - এই অবস্থা জ্ঞাপক। 'সমুদ্রের কুল খই খই করিতেছে, তাহার এক ফোঁটা মুখে দিবার জো নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খকখকে [কন্যা] ১ **বিশ** ঈষৎ গাঢ়। 'খকখকে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'তাহার খকখকে তৈলাক্ত ঘা।' মানিক, ১৯৩৭। ২ **বিশ** তরল কাদাময়। 'হুটকে পড়তো খকখকে সিঁড়িতে স্যারাদিন।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

খতমত, খতোমতো [কন্যা] ১ **বি** ইতস্তত ভাব। 'একটা কথার উত্তর দিতে যেমন খতমত খেতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **বি** মুখে কথা সরে না এমন ভাব। 'ভয়ে খতমত বাইয়া বলিলেন ...' মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ **বি** বিরুদ্ধতার ভাব। 'সনাতন খতোমতো খাইয়া বলিল।' মানিক, ১৯৩৭। ৪ **বি** অপ্রস্তুত ভাব। 'নায়ায় একটু খতোমতো খেয়ে যায়।' মানিক, ১৯৪৭।

খথর [কন্যা] **বি** দ্রুত কম্পনের ভাব। 'সারাদিন খথর খথর।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

খপখপ [কন্যা] **বি** জ্বোরে পা ফেলার শব্দ। **বিদ্যা**, ১৮৯১। 'পপ খপ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'খপ খপ পায়ে সে নাচত যে আসেসে।' সুকুমার, ১৯১৮।

খপাস খপাস [কন্যা] **বি** পুনঃপুন খপাস ধ্বনি। 'ধোবার গাধা খপাস খপাস করিয়া যাইতেছে ...' প্যারী, ১৮৫৮।

খমক [স জ্ঞ] **বি** যেমে যেমে চলন। 'খমকি রহিল যেন ভোর হতি হোয়া।' আলগোল, ১৬৮০।

খমকা [স জ্ঞ] ১ **ক্রি** চলতে চলতে হঠাৎ যেমে যাওয়া। 'কবিরাজ কিছুকাল যাইয়া হতভোভা হইয়া খমকিয়া দাঁড়াইলেন।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ **ক্রি** চমকে ওঠা। 'খমকি বলে, এ কে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

খমকি **বিশ** খমকে যাওয়া। 'চমকি খমকি তনু কম্পিত মনোরথ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

খমকে থাকা **ক্রি** যেমে থাকা। 'দিশান কোণে খমকে আছে হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

খমকে-খামা **ক্রি** চমকে উঠে যেমে যাওয়া। 'বিলিঙ্গিলি-দেওয়া বাজায়ের নিচে খমকে-খামা।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

খমকে দাঁড়ানো **ক্রি** বিপ্লব হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া। 'অন্ত হবিগীর মতো খমকে দাঁড়িয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

খমকে-যাওয়া **বিশ** সরে বাজে না এমন। 'রোদের পরে বৃত্তিভরা খমকে-যাওয়া মেঘে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

খমকে যাওয়া **ক্রি** আটকে যাওয়া। 'কন্দে কন্দে কলম হুট খেয়ে খমকে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

খমখম [কন্যা] ১ **বি** নিধর বা নিচলতার ভাব। 'রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিধর হ্রদের মতো আশাঘোড়া সমান খম খম করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ **বিশ** স্থির। 'দরিয়াও খমখম নাই তাতে ঢেউ, ঘাই।' নজরুল, ১৯২২।

খমখমে ১ **বিশ** স্থির ও ঘোর। 'খমখমে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'বটের তলায় নামল খমখমে অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ **বিশ** গম্ভীর। 'একটা অস্বস্ত খমখমে ভাব চারদিকে।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

খম [স জ্ঞ] **বি** বৃষ্টি। 'অল্প বাল পান তুঁকি তুলিতে খম।' সুলতান, ১৭০০।

খম্ব [স জ্ঞ] **বি** তত্ত্ব। 'সবি অবলম্বনে চলবি নিতিনি খম্ববি খম্ব সর্মীশে।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

খম্বা [স জ্ঞ] **ক্রি** খমকে দাঁড়ানো। **খম্বি** **ক্রি** খমকে দাঁড়ানো। 'সবি অবলম্বনে চলবি নিতিনি খম্ববি খম্ব সর্মীশে।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০।

খম্বাখম্বা **বি** কন্যাপুরুষের বরপক্ষের প্রদেয় অর্থবিশেষ। 'টাকা পরস্যা খম্বাখম্বা, সিঁজানী, সোয়াদিগী, মাফুল সেলামী গ্রহণ।' রতন, ১৯২৫।

খম্ব [স জ্ঞ] **বি** তত্ত্ব। **বিদ্যা**, ১৮৯১। 'খোপ তায় খুঁইল ধর কাচমুনি রাকা।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

খরকাটা **বিশ** ত্তরে ত্তরে কাটা হয়েছে এমন। 'গোপ কামালো, খরকাটা ফুল, হাতে বাজু কানে ফুল।' ভবানী, ১৮২৮।

খর খরে **ক্রি**বিশ ত্তরে ত্তরে। 'প্রেম লিখিতেছে পান কোমল আখরে অখরেখরে খর খরে চুখনের লেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

খরে খরে [স জ্ঞ] ১ **ক্রি**বিশ খাপে খাপে। 'বহিলেক হুট ঘাট পাইক খরে খরে।' **মগাধর**, ১৫০০। ২ **ক্রি**বিশ নানা ত্তরে। 'কাননেতে খরে খরে ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

খরে বিখরে [স জ্ঞ] ১ **ক্রি**বিশ থাকে থাকে। 'সকলি দিলাম ভুলে/খরে বিখরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ **ক্রি**বিশ নানা ত্তরে। 'খরে বিখরে সাজানো কতকগুলি।' শিবরাম, ১৯৫০।

খরকব **বি** ঘোড়ার সাজবিশেষ। 'খরে খরে খরকব খুঁইল গোটা হয়।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

খরখর [কন্যা] ১ **বি** কম্পনের ভাব। 'তরঙ্গহিলোলো কন্যা করে খরখর।' মুহুদ, ১৬০০। ২ **ক্রি**বিশ খরখর করে। 'খর খর কম্পত দেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

খরখর করা **ক্রি** কম্পিত হওয়া। 'তরঙ্গহিলোলো কন্যা করে খরখর।' মুহুদ, ১৬০০।

খর খর ধরি **বি** কম্পন প্রকাশক শব্দ। 'অধীরে ধরা ধর ধর ধরি কাঁপিয়া।' মাইকেল, ১৮৬৬।

খরখরা [কন্যা খরখর] **ক্রি** খরখর করে কাঁপা। 'খরখরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নো।' মুহুদ, ১৬০০। 'দেবতা স্বধন ডেকে ওঠে/খরখরিয়ে কেঁপে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

খরখরানি **বি** কাঁপনি। 'নিঃসঙ্গ তালপাহা বাতাসের দীর্ঘাশ্বাসে

ধরাখোরা

প্রত্যঙ্গের ধরধরানি মিশািয়া দিয়েছে।' শওকত, ১৯৫৮।

ধরাখোরা [স হ্রস্ব] ১ ক্রিবিধ ধরধর করে। 'বেয়াড়তলো পাশের কাঁটাঝে/পালকি ছেড়ে কাঁপছে ধরাখোরা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বিধ ধরধর করে এমন। 'শাশে ধরাখোরা শিহরণ।' নীরেন, ১৯৫০।

ধরমুন্ডের [বি ধার্যোমিটার] বি সেহতাপ নির্ণয়কারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। 'প্রলয় হুহুকে ঝড়ুত ধরমুন্ডেরের পারার মত।' হুজুয়, ১৮৬১।

ধরহর [প্রা ধরহরতি] বিধ ধরধর করে কাঁপছে এমন। 'সুরনর ধরহর – ব্রজাবিপ্রব করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ধরহরি [প্রা ধরহরতি] ১ ক্রিবিধ ধরধর করে। 'হেরইতে দেহ যতু ধরহরি কাঁপ। সেই লুবধ মতি তাহে কর কাঁপ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিধ ভয়ে। 'তাঁহার দবদবায় ... সকলেই ধরহরি কপিত।' প্যারী, ১৮৫৮।

ধল [স হ্রস্ব] বি হ্রস্ব। 'ধলত আঁসিা দেব মুরারী।' বড়ু, ১৪৫০।

ধলকমলা [স হ্রস্বকমলা] বি হ্রস্বপদ্য। 'ধলকমলা জিবি তোকার চরণে।' বড়ু, ১৪৫০।

ধলকমলি [স হ্রস্বকমলী] বি ক্রী হ্রস্বপদ্য। 'ধলকমলি আঁউরে যেত তঙ ও-পাল ছুই।' নজরুল, ১৯২৫।

ধলকমলিনী [স হ্রস্বকমলিনী] বি হ্রস্বপদ্য। 'যেন জলে চলে ধলকমলিনী।' নজরুল, ১৯০৫।

ধলকমলী [স হ্রস্বকমলী] বি ক্রী হ্রস্বপদ্য। 'ধলকমলীর দশ রসনা তবু সদা মীরব রয়।' নজরুল, ১৯৫৯।

ধলকলা [ধন্য] ১ বিধ পথকথক। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিধ টলটল। 'সীমাহীন নীল জল/করিতেছে ধলকলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধলকলারো [ধন্যা ধলকলা] ক্রি পরিমুখ ও লাবণ্যময় হওয়া। 'ধলকলারে উল্ল সবুজ লতানো হেঁচকুলো।' কায়সার, ১৯৬৬।

ধলখলো [ধন্যা ধলখলো] বিধ ছটপুট; হুল। 'ধলখলো।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'ধলখলো শরীরা এলিয়ে বার-কয়েক চোঁটার পর আইন পরীক্ষার শেষ তোরণ অতিক্রম।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

ধলা [স হ্রস্ব] বি ধলি; কাপড়, চট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বুলি। 'কিছু কিম্বদী কাগজ ছিল তিনটা থলা আর হরেক চাবি।' ওর্গা, ১৭৮৫; ক্যালেন, ১৮০০।

ধলাধলি [স হ্রস্ব] বি ছোটোবড়ো ধলি। ওর্গা, ১৭৮৫।

ধলি, ধলী [স হ্রস্বী] বি কাপড় অথবা চটের তৈরি বুলি। 'ঔষধের ধলি ওঝার হাতে করি শইল।' বিদ্যম, ১৬৫০; 'যে সকল কবিরাজ ধলী হাতে করিয়া রাস্তায় বেড়ায়।' দর্পণ, ১৮২১।

ধলিমুলি বি ধলি ও বুলি। 'চীনের ধলিমুলি যারা ফুটে করতে মোহোঁলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ধলি-ধালি বি বোবা ইত্যাদি; বাস্তব-পেটরা; মাংশদ্য। 'কোথা ভাসের রইবে ধলি-ধালি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ধলিমুখ [স হ্রস্বীমুখ] বি ধলির মুখ। 'তোমার ওয়াজের ধলিমুখ বদ কর।' শওকত, ১৯৫৮।

ধলিরা [স হ্রস্বী] বি ধলি। 'ধলিরা সময়েত আশরুপি দিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

ধলো বি ধলি। 'এতগুলি ধলো এনেছ কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ধলো [স হ্রস্বী] বি গোছা। 'নদীজলে চারি ধলো ফেলে দিয়ে।' হুজুয়, ১৮৬১।

ধল্যা [স হ্রস্বী] বি ধলি। ওর্গা, ১৭৮২; 'জকসেনের ঘাটের ধল্যার সোকান।' ভবানী, ১৮২৫।

ধা [স হ্রস্ব] বি ধই। 'তালিয়া পড়িব কোলে নাহি পাব ধা।' চিচ্চি, ১৬০০; 'ঘরকলার কর্ম কিছু ধা পাইনে।' প্যারী, ১৮৫৮।

ধাই [স হ্রস্বী] বি ধই। 'রাইপ্রমের তরঙ্গ ভারি তাতে ধাই দিতে কি পারবে হরি।' লালন, ১৮৯০।

ধাইসি [সি] বি যথারোপ। 'ধাইসি হবার ভয় নেই?' জীবন, ১৯৩৩।

ধাউকো বিধ অপ্রত্যাশিত; উপরি। 'পাঁচশো সাতশো টাকা ধাউকো পেয়ে যাবার সম্ভাবনার নিকে ...' সুহৃদ, ১৯৭০।

ধাউলানো [স ধ্রু] ক্রি পিষ্ট করা। 'আমাকে দু পা দিয়ে ধাউলানো পারতে না।' বঙ্গদল, ১৮৭৪।

ধাঁসা ক্রি মর্দন করা। 'আমি পাতিহাঁসির আভা বেচি আর হাঁসির ময়দা ধাঁসা।' নজরুল, ১৯৩২।

ধাক্কা

ধাক্কা [স তবক] ১ বি তাক। 'ধাক্কের নকসাত দেখা নিতান্তই আবশ্যক হইতহে।' মশাররফ, ১৮৯০। ২ বি ত্তর। 'আমরা নানা শ্রেণীর নানা ধাকে বিভক্ত মানুষ দেখি।' অবন, ১৯২৫।

ধাকে ধাকে ক্রিবিধ ধাপে ধাপে। 'চান্দু পাহাড়ের উপর চষা খেত সেপুসির মতো ধাকে ধাকে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'টিফিন-স্টারের ধাকে ধাকে সাহেবী ধাবার সাজিয়ে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ধাক্কান্দী বিধ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। 'জরীপের ধাক্কান্দী হিসেব।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ধাক্কন ১ বি ধাক্কা। ওর্গা, ১৭৮৫; 'বনমাণীর নিরুত্তরে অবাক হইয়া ধাক্কন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বসবাস। 'গোঁরে বাসা বাটীতে ধাক্কনের ন্যায় থাকিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

ধাক্কবস্ত্র [বি ধোকবস্ত্র] বি জমির সীমা নির্ধারণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধাক্কা ১ ক্রি অবস্থান করা। 'মৌন করিয়া দুইে থাকি এক পাশ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি বর্তমান থাকা। 'তাহার শক এই কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকা পর্যন্ত থাকিবে।' মুক্তাভর, ১৮১০। ৩ ক্রি বসবাস করা। 'এ বাড়িতে থাক হুয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ ক্রি বাদ দেওয়া। 'বিহারী কহিল, এখন থাক।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ ক্রি বজয়া থাকা। 'থেকেই যান থাক না যে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৬ ক্রি স্থায়ী হওয়া। 'কিছুই থাক না দেখো।' মাহমুদ, ১৯৬৬। 'ধাউক ক্রি থাকুক। 'এহা বুদ্ধি নিবারিতা থাক নিজ মন।' বড়ু, ১৪৫০। 'ধাক্কা ক্রি থাকে। 'অবস্যা ধাক্কা পুর জননি জুটবে।' মাহমুদ, ১৬০০। 'ধাক্কতুম ক্রি থাকতাম। 'চারজন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'ধাক্কতে থাকতে ক্রি অবস্থান করতে করতে। 'এই নিরীক অবস্থায় ধাক্কতে-ধাক্কতে একটা সময় দেখি এক-এক দল মানুষ ...।' অবন, ১৯২৫। 'ধাক্কন ক্রি থাকেন। 'একপাশ কৃতান্তলি দিবসে থাকন রজনিতে করে দেবী কুশোতে শয়ন।' মুক্তাভর, ১৬০০। 'ধাক্কতুম ক্রি থাকে। 'গণীশ ধাক্কতুম তাহান সভা ভারি।' আলগুণ, ১৬৬০। 'ধাক্কন ক্রি থাকে। 'যদি আয় শেষ প্রাণ ধাক্কন আমার।' আলগুণ, ১৬৬০। 'ধাক্কন ক্রি থাকে। 'বসিয়া বিরলে ধাক্কন একলে।' চিচ্চি, ১৬০০। 'ধাক্কসি ক্রি থাকিস। 'কাহার তনয় তুই থাকসি কোথায়।' আলগুণ, ১৬৬০। 'ধাক্কহ ক্রি থাকো। 'গল্প রাখেআল গোটে থাকহ।' বড়ু, ১৪৫০। 'ধাক্ক ১ ক্রি অবস্থান করি।

'মোন করিও দুই থাকি এক পাশ।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি অবস্থান করে। 'অন্তর্যক্ষে থাকি সব দেখে সেবষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।
 থাকিআ থাকিআ ক্রিবিণ থেকে থেকে। 'থাকিআ থাকিআ বড়াই করএ ধামালি।' মাদাধর, ১৫০০। থাকিআ ক্রি থেকে। 'কংসকে বুলিলে কল্যা আকাসে থাকিআ।' বড়, ১৪৫০। থাকিউ ক্রি থাকলো।
 'সোহত রুখ যোর কিল্পি গ থাকিউ।' চর্য্য ৪৯, ১২০০। থাকিডুম ক্রি থাকতাম। 'মুদ্রি যদি না থাকিডুম তাহান সহিতে।' মূলতান, ১৭০০। থাকিতে, থাকীতে ক্রি থাকতে। ওস, ১৭৮২। থাকিব ক্রি থাকবি। 'থাকিব তই যুও কইসে।' চর্য্য ৩৯, ১২০০। থাকিবা ক্রি থাকবে। 'পঙ্কভাই সাবনানে একত্রে থাকিবা।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। থাকিবা ক্রি থাকবে। 'আমি নি সঙ্গীবে থাকিবা সেহিদিন।' বাহরাম, ১৬৫০। থাকিবে ক্রি থাকবে। '১৮০০০ বকস পর্যন্ত থাকিবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৪১০। থাকিবেক ক্রি থাকবে। 'সাহেব গোয়ালা বেটা তবে বুঝি বাসি মানন অনিয়া থাকিবেক।' কেরি, ১৮০২। থাকিয়া ক্রি থেকে; অবস্থান করে। 'আকাসে থাকিয়া চাহে যক দেবনাম।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। থাকিল ক্রি থাকলো। 'রাজ ভরিয়া যোর কলক থাকিল।' বড়, ১৪৫০। থাকিলা ক্রি থাকলো। 'কোমল পাতত থাকিলা কাছাক্রি বসী।' বড়, ১৪৫০। থাকিলে ক্রি থাকলে। 'কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।' মানিকরাম, ১৭৮১। থাকী ক্রি থাকি। 'মার্স থাকী সতল বিহা।' চর্য্য ৪৪, ১২০০। থাকীয়েন ক্রি থাকবেন। 'তদবধি আমার বাটিতে থাকীয়েন।' ওস, ১৭৯৯। থাকীয়া ক্রি অবস্থান করে। 'বাহিরে থাকীয়া তবে চিতেন গোপাল।' মাদাধর, ১৫০০। থাকীলাম ক্রি থাকলাম। হ্যামহেড, ১৭৭৩। থাকু ক্রি থাকুক। 'নিহনে লইখী কাছাক্রি থাক এক বাটে।' বড়, ১৪৫০। থাকুক ক্রি থাক। 'নিহন্তে থাকুক সে জাদিব কথোকালে।' বৃন্দা, ১৫৮০। থাকে ১ ক্রি অবস্থান করে। 'বসি থাকে কদমের তলে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি থেকে যায়। 'সংসার আসার পসে উপকার করিলে ক্রিভা থাকে।' বড়, ১৪৫০। থাকে ক্রি থাকে। 'তান সডু মধ্যো থাকে হই সভাসদ।' আলাওল, ১৬৮০। থাকে ক্রি থাকে। হ্যামহেড, ১৭৭৩। থাকে ক্রি থাকতে। 'কুলীনের হলে যত অধিক কাল দ্বতরবাড়ী থাকে, তত অধিক আদর বাড়ে, তা থাকে পাই কে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। থাক্যা ক্রি থেকে। 'ঠাক্রি নাট্রি পুটে কুজ ভায়া থাক্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১।
 থাক্যাথাকি ১ বি বেঁচে থাকা। 'আমর আবার থাকাথাকি।' মানিক, ১৯৩৭। ২ বি অবস্থান করা। 'যাসে থাকাথাকিতে বেঁচে থাকার কোনো রকবদল হয় না।' সেলিমা, ১৯৭৫।
 থাকি থাকি ক্রিবিণ কিছু সময় পর পর। 'সারাদিন ধরে বকুলের ফুল/ করে পড়ে থাকি থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

থাক জাক বি নৌবহর। 'সাতখান চলিয়েছে সোনার থাক জাক।' বিজয়, ১৬৫০।

থাকী সি স্থিতি বি স্থিতি। 'চম্বল মুসা কলিআ নাশক থাকী।' চর্য্য ২১, ১২০০।

থান [সি স্থান] ১ ক্রিবিণ নিকটে। 'আপণাক চিকিআ কাকের থান যাহা।' বড়, ১৪৫০। ২ বি স্থান। 'এহা বনে আদৃত আহে থানে থানে।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি আন্তানা। 'কেবানে গীরের নাম বারাম মোকাম থান যত ফয়তলা নাম হতে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

থানত ক্রিবিণ নিকটে; বরাবর। 'আকার থানত বৃদী কহিআর সত্ৰশ।' বড়, ১৪৫০।

থানে ক্রিবিণ স্থানে। 'জনক জননী থানে দ্বারিক দুর্জন।' বাহরাম, ১৬৫০।

থানে থানে ক্রিবিণ স্থানে স্থানে; এখানে সেখানে। 'রাখিলা হারাআ বাড়ায়ি বুলে থানে থানে।' বড়, ১৪৫০।

থান [স্থি] ১ বি একটানা বোনা অথও বয়। মেরু, ১৭৫৭; 'লামকে জে জরদ রাসব বনাত একখান পর চিন্ন দিয়া লেখীয়াছেন।' বোগল, ১৭৭০; 'শাদা থান।' রামরাম, ১৮০১; 'থানের মুতি।' বজ্রিম, ১৮৮৪। ২ বি বস। 'বোলো থান মোহেরে বোলো জন ঘরামি ...।' অবল, ১৮৯৬। ৩ বিণ আত; পোটা। 'একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো।' বিজুতি, ১৯২৯।

থান থান বিণ জমাতবদ্ধ। 'অখোদেশ কোলা আর থান থান রক্ত।' মশাররক, ১৮৬৯।

থানমুতি বি পাড়শূন্য মুতি। 'শ্যামের ... পরনে থানমুতি।' প্রমথ, ১৯১৮।

থানকুনি বি ভেজল উদ্ভিদবিশেষ। 'আর থানকুনি গাছ কত।' শামসুল, ১৯৫৭।

থান [সি স্থান] ১ বি আন্তানা। 'সৈরযোগে সেই ঘাটে করিলেন থানা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ঠাটি। 'দুয়ার চাপিলা দিল থানা।' মুহম্মদ, ১৬০০। ৩ বি চৌকি; শাহারা। 'গড় বেড়ি কপি দেই থানা।' মুহম্মদ, ১৬০০। ৫ বি কার্যালয়। 'দন্তর থানার যাতায়াত করিতে সর্ব্বদে পরিচিত হইলেন।' রামরাম, ১৮০১। ৪ বি পুলিশ ঠাটি। 'থানাতে নাশি কলিমে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব জ্ঞাত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২১। ৬ বি আবাসস্থল। 'সকর থাখন গোয়াল-থানা।' সত্যেন্দ্র, ১৯২১। ৭ বি আড়ত। 'বেলিবার মাঠে বড় জমকালো মিলেছে সোতের থানা।' জঙ্গীম, ১৯০১।

থানাদ ক্রিবিণ স্থানে। 'পথের থানাদ ২ জে থানে জে সেও আছে।' বোগল, ১৭৭০।

থানাজাতে বিণ ঠাটি করে আছে এমন। 'থানাজাতে সৈন্য মুরচাবিল করিয়া মজবুতিতে আপন মনুকে কর্তৃত্ব করিব।' রামরাম, ১৮০১।

থানাদার [থানা+কার] দার বি থানার বড়ো দারোগা। 'থানাতে নাশি কলিমে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব জ্ঞাত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২১।

থানা দেওয়া ক্রি অবস্থান করা। 'শয্যাহীন খাটখানা একপাশে দেয় থানা।' জঙ্গীম, ১৮৯০।

থানা বখানা ১ ক্রিবিণ দুর্গ থেকে দুর্গে। 'সর্ব সৈন্য লইয়া দায়ের থানা বখানায় রঞ্জিত হইয়া বেতচিত লুটফশাদ করিতে ...।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রিবিণ পর পর থানাক্রমে। 'লান্ট্রোয়েট থানাবখানা কানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

থাপড় [প্রা থাড়া] বি চড়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

থাপড়ানো [প্রা থাড়া] ক্রি থাপড় মারা। 'বুকের পাটার থাপড়িয়ে হাত।' জঙ্গীম, ১৯৩০।

থাপর [প্রা থাড়া] বি চড়। 'কার নাসা দন্ত ভাঙ্গে মন্তকে থাপর।' আলাওল, ১৬৮০।

থাপন [সি স্থান] বি স্থান। 'তিন কোন পৃথিবীর জল করিগা থাপন।' রামাই, ১৭১০।

থাপর প্র থাপড়

থাপা [সি স্থান] ক্রি অগ্রহী হওয়া। 'থাপয়ে ক্রি অগ্রহী হয়। 'সুনইত রসকথা থাপরে চীত/ জইসে করিগিলা সুনএ সঙ্গী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ধাপা [প্রা ধপ্স] বি ধাবা। 'ধীরে ধীরে পাট জোড়া ধাপা দিয়া নাড়ে।' সুলতান, ১৭০০।

ধাপ্পোর [প্রা ধপ্স] বি চড়। 'এমনি ধাপ্পোর ঝাঁকি, সমিতির চাবাগিড়ে আসমানে উড়য়ে দেই।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ধাবাড় [প্রা ধপ্স] বি ধাপড়; চড়। 'হাবির উপর হানে দুরন্ত ধাবাড়।' রায়সাহ, ১৭৫০।

ধাবড়া [প্রা ধপ্স] বি চড়। মনোএল, ১৭৪৩; 'তাহার কাঁধে এক ধাবড়া মারিয়া কহিলেক, ওরে বাছা।' তারিণী, ১৮০৩।

ধাবড়ানি [প্রা ধপ্স] বি চড় মারার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধাবর [স হাবর] কিং হাবর। 'পাহাড় পরন্ত নহি নহিক ধাবর জন্ম।' রামাই, ১৭১০।

ধাবা [প্রা ধপ্স] ১ বি করতলের আঘাত। 'ধাবায় ধাবায় মশাল নিবায়।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি সিংহ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর সামনের দু'পাশের আঘাত। 'তাহার ধাবার ভয়ে তাহার সশক্তিত।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি চতুস্পদ জন্তুর সামনের দুই পা। 'কুস্তুর কাছে গিয়া, ধাবা পতিয়া বসিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ধাবা ধাবা ক্রিণিৎ করতলে যে পরিমাণ ধরে সেরকম। 'ধাবা ধাবা মেরে সেও কিছু নাই পোশ।' তন্তু, ১৮৫৮।

ধাবা পাতা বি করতল মাটিতে রাখা। 'বিড়াল ধাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ধাবা মারা ক্রি আঘাত করা। 'সে যে আমদিককে ধাবা মরিতে অপারিবে এরূপ বন্ধাতি এবং বে-আদিব অসহ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৩৮।

ধাম [স ত্ত্ব] বি ঝুটি। 'ধামে বীধা কত বাজী, ইরাণি তুরকি তাজি।' রায়সাহ, ১৭৮০।

ধামওয়াল [ধাম+হি ওয়াল] কিং জন্মসহ। 'ধামওয়াল বাদ্যে কুড়ো ধাকোঠ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ধামবারান্দা [স ত্ত্ব+দ্বা বারান্দা] বি ধাম বা পিলারযুক্ত বারান্দা। 'বাড়িওলো লভনের মতো ধামবারান্দাশূন্য, ঢালু ছাতওআলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ধামসদৃশ [ধাম+স সদৃশ] কিং ধামের মতো। 'ধামসদৃশ পলচতুষ্টয় - সে যেন চলন্ত পর্বত।' হাসান, ১৯৬৭।

ধামধুম [ধামা] কিং ধমধম। 'ধামধুম পরিবেশ কঁপিরে হো-হো করে হাসে মনুমিয়া।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ধামা ১ ক্রি এগিয়ে না যাওয়া। 'ধামিল চলিয়া যাবে সবে।' রবীন্দ্র, ১৯৯০। ২ ক্রি শান্ত হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধামা-ধুমা ক্রি একেবারে বন্ধ হওয়া। 'বকুনির বিড়ি বিড়ি গেছে ধেয়ে-ধুয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ধামানো ১ ক্রি শান্ত করা। 'তাহাদিককে ধামান কর্তব্য।' অমৃতকলার, ১৮৭৩। ২ ক্রি নেওয়া। 'কোশানির দমকল এলেও ধামাতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধাধা [স ত্ত্ব] বি ধাম। 'কেউ যেন ঠিক ধাধা।' নজরুল, ১৯২৬।

ধাধা [স *ধ্বক] বি ঠাই। 'মাখামোহা সন্মুদ্র রে অন্ত ন বুঝি ধাধা।' চর্য্য ১৫, ২০০০।

ধার [স স্থি] বিণ শান্ত। 'ভরে চিত নহে ধারে।' বসু, ১৪৫০।

ধারাড় [হি] বিণ তৃতীয়। 'ফাট লোকটি ধারড় ফোর্থ ক্লাস।' দর্পণ, ১৮৩২।

ধারমোমিটার [হি] বি শরীরের তাপ মাপার ডাক্তারি যন্ত্র।

'ধারমোমিটারের খোল।' তার, ১৯৫৩।

ধারি [স স্থাণী] বি ধারা। মনোএল, ১৭৪৩; 'পিন্ডল কলসে এবং ধারি ঝারি সারিসারি ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

ধার্ড্রাস [হি] ১ বি রেলপাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। 'ধার্ড্রাস বুকিং অফিসে লোকের ঠোল মেরেতে, রেলগাড়ের চাপরাশীরা সশাল্প বেত মাফে।' হুজুম, ১৮৬১। ২ বি উপরের দিক থেকে কুস্তুর তৃতীয় শ্রেণী; অষ্টম শ্রেণী। 'ধার্ড্রাসের চৌকাঠে পা নিশুম গিয়ে।' নজরুল, ১৯৩০।

ধার্মোয়াক্ত [হি] বি তাপ-অপরিস্রবী পাত্রবিশেষ। 'ধার্মোয়াক্ত থেকে একটু চা ঢাল দেখি।' শিবরাম, ১৯৪০।

ধার্মোমিটার, ধার্মমিটার [হি] বি দেহের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র। 'লক্ষদ্বীপ টাকার ব্যারোমিটার, ধার্মোমিটার আনানো হয়েছে।' জগদীশ, ১৮৯৫; 'ধার্মমিটার মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ধাল, ধালা, ধালি [স স্থাণী] বি বাবার বাসনবিশেষ। 'হায়ে ধাল করি সব ব্রাহ্মণি চলিল।' মালধর, ১৫০০; 'ভৈতক্ষমে দিল কুন্তি সুবরীর ধালাতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী নানাত্রয় ধালি ভরি আইলা সবে যৌতুক লইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তাহাকে একখানি ঘর্ষণখালির মত দেখি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ধালা-ভরা কিং ধালাপূর্ণ। 'ধালা-ভরা মিষ্টান্ন।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

ধালিকা [স স্থাণী] বি ছোটো ধালা। 'ভরি নিশীথ-ভিমির-ধালিকা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ধাসা বি ঠাসা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধাশ [স স্থাণী] বি ধই; জলের নিম্নস্থ স্থলভাগ। 'কাক দেখি বাটত যমুনা ধাশ দিল।' বসু, ১৪৫০।

ধাশী বি ঠাই। 'দু'আন্তে চিঘিল মাঠে ন ধাশী।' চর্য্য ৫, ২০০০।

ধিউরী, ধিওরি [হি] বি তত্ত্ব। 'না হয় তোমার ধিওরিই মানিয়া লইলাম।' প্রভাত, ১৮৯৬; 'দুই আঁড়ি ধিউরীও শীতুক হইল।' আজাদ, ১৯৪২।

ধিওরিস্ট [হি] বি তাত্ত্বিক। 'হালিম মিঞা একটা ধিওরিস্ট।' মনসুর, ১৯৫৫।

ধিওরেক্টাকাল [হি] বিণ তাত্ত্বিক। 'খাদ্য-সমস্যার ধিওরেক্টাকাল আলোচনার শেষে ...।' মনসুর, ১৯৩৫।

ধিতাল বিণ যেতলে গেছে এমন। 'ঘোড়ার ফুরে ধিতাল বুক অলঙ্ক-সে আলোর ধারা।' লক্ষ, ১৯৫৫।

ধিক অব্য থেকে। 'হঠ'ন করিম কহু করু মোহি পার। সব তহ বড় বিক পর উপকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ধিকা অব্য অপেক্ষা। 'আমার ধিকা ঠাণ-গীর বেশি হইল?' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ধিত [স স্থি] বিণ স্থিত। 'দ'আর সাগর পরন্ত হএ গেল ধিত।' রামাই, ১৭১০।

ধিতানো [স স্থি] ক্রি স্থিত। 'কি শান্ত হয়ে আস। ধিতানে নেওয়া ক্রি ক্রমে শান্ত হয়ে আসা। 'আবার ধিতানে নিতে দুদিন যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ধিতিয়ে যাওয়া ক্রি সহ্য হয়ে আসা। 'আঁধারিটা যেন ধিতিয়ে গেছে ওদের চোখে।' কায়সার, ১৯৬২।

ধিতী [স স্থি] বিণ স্থিতি। 'কদমতলের বিত্তী তোর মোর হৈব

রতী।' বড়, ১৪৫০।

বিভূবিভূ বি জড়োসলা অবহা। 'তিভে বিভূবিভূ হয়ে ও যখন হাউনিতে ফিরে।' সেনিগা, ১৯৭৫।

বিবি [স হা] কি থাকবি। 'জাতি কুল যাক শিহে বিবি তার কাছে কাছে।' ষিষ্ট, ১৬০০।

বিরসকি, বিরোসকী [হি বি ১৮৯০-এর দশকে উক্ত আধ্যাত্মিক মতবাদ; প্রত্যক্ষভাবে ষিষ্টদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্যে ধ্যান অথবা প্রার্থনার বিশ্বাস। 'বিরসকিই আমাদের দেশে এই আশোলদেশে কৃত্রিম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'সেই বিরোসকী (ব্রহ্মজ্ঞান বা এশেম এলাহী) সময়ে আসোচনা করিব।' প্রোফেসর, ১৯২২।

বিরসকিস্ট [হি বিপ আধ্যাত্মবাদ; দৈববিশ্বাসী। 'বিরসকিস্ট আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিয়োটর, বিয়োটরী [হি ১ বি নাটকের দল। 'বিয়ে হিন্দু বিয়োটর করিতে প্রবর্তক হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯; 'বিয়োটরে একজন নৃতন আয়োটর এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি নাট্যশালা। 'বৃক এক বিয়োটরের সদৃশ হইয়াছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ৩ বি মঞ্চ-নাটক। 'আজ তাদের নাচে নেমজর, কাল ভিনারে, পরত বিয়োটর, তরত রাভিসে ম্যামান গ্যাটির গান।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'আজ ভায়া বিয়োটর দেখিতে যাইবে।' শরৎ, ১৯১৪।

বিয়োটর-ওয়ারা [হি বিয়োটর+হি ওয়ালা] বি বিয়োটরের মালিক। 'বিয়োটর-ওয়ারা মুসোবুলি করবে এটা অস্তির করবার জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

বিয়োটরী, বিয়োটরী, বিয়োটরী [হি বিয়োটর] ১ বি নাট্যশালা বা অস্তির বিধক। 'হিন্দু বিয়োটরী একটু অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যপাণ্ডের কুম সম্পন্ন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি নাট্যকীর্ত্তা। 'ওসব-উই নেহাং বিয়োটরী' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি নাট্যকীর্ত্তা। 'বিয়োটরী ভলীতে উড় করিয়া...' শরৎ, ১৯০১।

বিয়োটরী [হি বি তত্ত্ব; মহত্বান। 'নতুন নতুন বিয়োটরী এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিয়োসকী প্রবিরসকি

বি [স হি] ১ বি বিহ। 'ভাঙ্গি বিক্রাণা বিহ-করি চালা।' চর্চা ৩, ১২০০। ২ বিপ শাস্ত। 'খির হট বকল বসোরা।' বড়, ১৪৫০।

বিহ কী ক্রি বিহিরে। 'সহজে বিহ কী বাকশি সাকে।' চর্চা ৩, ১২০০।

বিহমতি [স বিহমতি] বিপ বিহমতি; ধীরা। 'বিহমতী বুদ্ধহ আসবে।' বড়, ১৪৫০।

বিহতা [স বিহতা] বি হৈর্ষ। 'বিহতা সিহই অবসানহ মোহি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

বিহা [স হিরা] বি হির। 'ভপবি কুকুরিগা এ তব হিরা।' চর্চা ২০, ১২০০।

ধীর [স হিরা] বিপ শাস্ত। 'ভেকারনে ধীর নহে মনে।' বড়, ১৪৫০।

ধির বিয় [ধন্যা] ১ বি কপনের ভাব। 'পাভাচলো ধিরধির করে কাশছে।' গায়সুল, ১৯৫৭। ২ বি কপনমান। 'অলীক জল কানের পর্দার ধির ধির আশাকে বাজার।' মাহুসুল, ১৯৬০।

ধিসিস, ধীসিস [হি বি গবেষণাপত্র; অভিসন্দর্শন] 'একটা ধীসিস লিখব মনে করছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'ম্যাসিন ভায়ায় ধিসিস লেখাব

পদ্ধতি ...।' প্রমথ, ১৯১৭।

ধিসিসগুলা [হি ধিসিস+হি ওয়ালা] বি গবেষণক। 'বাহাদি ধিসিসগুলা পড় গেছে ভাবনায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ধীর প্রবির

ধু গুরুধী বিভক্তি। 'ধনিজা-ধু ধন লই বসন্ত করএ।' সুলতান, ১৭০০।

ধু [ধন্যা] বি ধূয়া প্রকাশক শব্দ। 'ধু ধু। কুঁকুর গাথা পাঁচেরে ঘোসা।' হাইকেন্স, ১৮৬০।

ধুখা, ধুখা ক্রি রাখা। 'বাখিরা ধুইবো দুই হাখে।' বড়, ১৪৫০। ধুখা ক্রি রেখে। 'ধুখা সতে চলিল ভবনে।' মুকুল, ১৬০০। ধুইখ ক্রি রেখে। 'নাম ধুইখ লখিশর।' বিজয়, ১৬৫০। ধুইখা ক্রি রেখে। 'নহে রূপ ঘৌবন ধুইখা যাথা বাখা।' বড়, ১৪৫০। ধুইবার ক্রি রাখার। 'ইহানে ত ভায়া ধুইবার ঘোষা মর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ধুইবে ক্রি রাখবে। 'দুইচন্দ্র বাসো তার ধুইবে আখ্যান।' মানিকরাম, ১৭৮১। ধুইবো ক্রি রাখবো। 'বাখিরা ধুইবো দুই হাখে।' বড়, ১৪৫০। ধুইয় ক্রি রেখে। 'জলি কন্যা হয় শিকসা নাম ধুইয়।' মুকুল, ১৬০০। ধুইয়া ক্রি রেখে। 'আপনি চলিয়া গেলে যোবে একা ধুইয়া।' দর্পণ, ১৭৬২। ধুইয়াছি ক্রি রেখেছি। 'দোষ আমা আমি ধুইয়াছি লুকাইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ধুইল ক্রি রাখলাম। 'মুদি তানে ইহিতে অন্তর করি হইল।' সুলতান, ১৭০০। ধুইছুম ক্রি রাখতাম। 'আর সেবের কন্যা হইলে কহিতে ধুইছুম কথা।' বিজয়, ১৬৫০। ধুইছে ক্রি রাখতে। 'কোথায় ধুইতে মন লাগল তাহারে।' মালদ্বার, ১৫০০। ধুইব ক্রি রাখবে। 'ভায়ায় গুডের দাস ধুই এখন।' মুদাধর, ১৫০০। ধুইবো ক্রি রাখবো। 'নহে ত বাখিরা ধুইবো দানের আশ্বরে।' বড়, ১৪৫০। ধুইয়া ক্রি রেখে। 'সূচ্য ঘরে ধুইয়া লিখা লঙ্কন চলিল।' মালদ্বার, ১৫০০। ধুইল ১ ক্রি রাখলে। 'বসুদেব ধুইল নিদ্রা নন্দাঘোষ ঘরে।' মালদ্বার, ১৫০০। ২ ক্রি রাখলাম। 'এই রক্ত যদি আমি তোমা ঠাকি ধুইল।' মালদ্বার, ১৫০০। ধুইলা ক্রি রাখলে। 'হরিতে তাহান জীতি যোগদিতা ভগবতী ধুইলা যশোদা গর্তবাসে।' মুকুল, ১৬০০। ধুই ক্রি রাখবে। 'নতুবা গোড়িতে থুব পায়ে দিয়া বেড়ি।' রসায়ন, ১৭৫০। ধুইবে ক্রি রাখবে। 'কদমতলায় গেলে তোমার বসন আর ধুবে না।' লালন, ১৮৯০। ধুইবেক ক্রি রাখবে। 'বৃপতি ধুইবেক নাম সুরাশা বিমলা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ধুই ক্রি রেখে। 'আমার গুডের নাম ধুই মুলিবর।' মালদ্বার, ১৫০০। ধুই ক্রি রেখে। 'হিয়ার উপরে ধুয়া ছাউনে নিবাসে।' মালদ্বার, ১৫০০। ধুইয়া ক্রি রেখে। 'দখিহ রূপজি যমুনায় তীরে ধুইবা।' বড়, ১৪৫০। ধুইমতি ক্রি রাখতে। 'বাখিরা ধুইমতি সঙ্গ কৈল দড়ী।' বড়, ১৪৫০। ধুইল ক্রি রাখলে। 'গণে মহাদানী ধুইল দেল অখিল্য।' বড়, ১৪৫০। ধুইয়ে ক্রি রেখে। 'পাণের উপরে ধুয়ে পা।' ষিষ্ট, ১৬০০। ধুইয়ে ক্রি রেখে। 'লাউসেন নাম ধুইয়ে নিরঞ্জন কন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ধুইয়া ক্রি রেখে। 'গজডু উপরে ধুয়া চলিলা জায়াঘোষে।' মালদ্বার, ১৫০০। ধুইল ক্রি রাখলে। 'প্রবিরে ভেকে লুই দিচ্ছল নাম।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ধুই [ধন্যা] বি ধূয়ার সঙ্গে ধুই ফোটার উচ্চ শব্দ। 'ছোড়ি দিলে সর্দি ওটা, এ হাম। ওয়াক। ধুই।' মজলুম, ১৯২৬।

ধুতি [স যোগ্যি] বি তিব্বত। 'ধুতি ও অপর হাবির সদৃশই আছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

ধুক [স ধু] বি ধুত। 'বর্গেতে ফেলিলে ধুক বদনে দাসের পা।' আলাওল, ১৬৮০।

ধুক গুরু বি ধূয়া ও বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'হারা ধুক ধুক করছে নীরব অবজ্ঞা...'। কায়সার, ১৯৬৮।

পুক ফেলান

পুক ফেলান বি পুতু ফেলা। ওর্স, ১৭৮৫।

পুগ [স পুথ] বি পুতু। মানোএল, ১৭৪৮।

পুতুপুড়ি [ধন্যা পুতুপুড়ি] বিগ বার্থক্যের কারণে ক্রমাগত কাঁপছে এমন।
'নীচেতে দাঁড়িয়ে এক বুড়ি পুতুপুড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পুতুপুড়ে [ধন্যা পুতুপুড়ে] বিগ পুতুপুড় করছে এমন। 'সে পুতুপুড়ে
বুড়া।' মানিক, ১৯৩৬।

পুড়ি, পুড়ী [প্রা পুড়ি] বি ভুলবশত কিছু বলে তা প্রত্যাহারসূচক বহু।
'ভুড়ী মেয়ে পুড়ী বলে সে বসিবে কেঁচে।' ওর্স, ১৮৫৮; 'এক যে
ছিল রাজা - পুড়ি, রাজা নয় সে ভাইনি বুড়ি।' সুকুমার, ১৯২০।

পুং, পুত [স পুথ] বি পুতু। বিদ্যা, ১৮৯১।

পুতকার [স পুত] বি পুতু। 'আকাশে পুতকার নিক্ষেপ আর না
করেন।' দর্শন, ১৮৩০।

পুতকুড়ি [স পুত] বি পুতু। 'এ কি পুতকুড়ি দিয়া ছাতু গেলা?'
গায়ী, ১৮৫৮।

পুতকার [স] বি পুতু। 'এই উপায়ে সরকারি পুতকার প্রাবনে গোরাঙ্গের
জালিয়ে সেওয়া অসম্ভব নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পুতনি, পুতনী [স যোগি] বি চিবুক। 'পুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে
সেবি।' জীবন, ১৯৩৬; 'পুতনীতে কিছু দিন কয়েকগাছা দাড়ি
য়েখেছিলেন।' যাহেনও, ১৯৪৯।

পুতনি, পুতনী বি চিবুক। 'পুতনী প্রায় কুকের উপর লইয়া আসিত।'
বিকৃতি, ১৯৩১; 'পুতনি পরে তিল তো তোমার আহে এখন?' সক্তি,
১৯৬৫।

পুতনো বি চিবুক। 'পুতনো কাকের উচ্ছে।' নজরুল, ১৯২৬।

পুতা [স যোগি] বিগ বুড়ো ও ভাড়া। 'ওদের পুতা মুখ একেবারে শুক
করিয়া দিব।' মনসুর, ১৯৫৩।

পুতি [স যোগি] বি চিবুক। 'সাথেব আবার ... দুই হাতেব তলশায় পুতি
রাখিয়া বসেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

পুতু [স পুথ] বি মুন্ডের লালা। 'এত পুতু লেশে দিয়েছে তবু এখনো ক্লালা
করছে।' কায়সার, ১৯৬৫। এ পুতু

পুতুরে [ধন্যা পুতুরে] বিগ পুতুপুড় করছে এমন। 'স্বাধীনতা, তোমার
জনে এক পুতুরে বুড়ো উলাস দাগুয়ায় বসে আছেন।' শামসুর,
১৯৭২।

পুতুরো বিগ অত্যন্ত জীর্ণ। 'একটা পুতুরো ভাড়া মেসে।' অতিতা,
১৯৫০।

পুতুরে [ধন্যা] বিগ অতি বৃদ্ধ। 'সুতুরে পড়ে ঘরে পুতুরে বুড়ী।'
সুকুমার, ১৯১৮।

.. পুতকার এ পুত

পুতনি, পুতনী এ পুতনি

পুতকুড়ি এ পুতু

পুথি [স যোগি] বি চিবুক। 'ভূমে ঢেকে পুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়।' ভয়ত,
১৭৬০।

পুথ [স পুত] ১ বি পুতু। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি যুগা প্রকাশ করে নিক্ষেপ
করা পুতু। 'মুহুর মুখে পুথু দি।' নজরুল, ১৯২২।

পুথকুড়ি [স পুত] বি পুতু। 'সচ্চন্দে ভয়ে থাক, পুথকুড়ি দিয়ে যাই।'
দীনবন্ধু, ১৮৬০।

পুথকুড়ি বি পুতকুড়ি। 'পুথকুড়ি ছড়াইল দরিয়াবিবি পুরের গায়ে।'
শতভট, ১৯৫৮।

পুনি [স উভ] ১ বি কাঠ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বৃটি। মানোএল,
১৭৪৩। ৩ বি ধাম। 'হাত পাও তার যেন পাশানের পুনি।' গরীব,
১৭৬৫।

পুনি লাগান বি কার্টের ছাপ দেওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

পুশি [স পুশ] বি মোটা লোক। 'উটকি মাচে পুশি মাচে/ নাচে সাথে
আলাপি।' নজরুল, ১৯৩৩।

পুশি কচু [স পুশ+স কচু] বি ছোটো কচুবিশেষ। 'পুই ডগি পুশি কচু
কুলবড়ি দিবে কীছু।' মুকুল, ১৬০০।

পুবড় [স হুরি] বিগ বেশি বয়স অবধি অববাহিত। 'গেলে কুড়ি পুবড়
বুড়ি।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

পুবাড়ি বিগ বুড়ি। 'পুবাড়ি হলাম যে কজা।' হাসান, ১৯৬০।

পুবাড়ি খাওয়া কি হুমড়ি বা উপড় হয়ে পড়া। 'পুবাড়ি খেয়ে পড়ে
আহিস যে।' জীবন, ১৯৪৮।

পুবাড়ানো কি নীচের দিকে মুখ করে পড়া। 'বাতাস আবার পিছন
থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ পুবাড়ি ফেলবার চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পুবাড়ো বিগ পুবাড়ো; বেশি বয়স পর্যন্ত অববাহিত। 'একেত সেই
পুবাড়ো মেরেদের বে, তায় আবার এই অযায়া।' রামনারায়ণ,
১৮৫৭।

পুতুরে এ পুতুরে

পুক পুক [ধন্যা] বিগ থরথর। 'ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে পুক পুক করে
কাঁপছে।' নজরুল, ১৯২৭।

পুশি লাফ [স পুশ] বি দীর্ঘ লাফ। 'পুশি লাফে পেয়াতাম খালুয়ে
খানা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বেঁতালানো, বেঁতালানো [স পুত] ১ কি মর্গিত করা। বিদ্যা, ১৮৯১।
২ কি পেশণ করা। 'দুটো-চারটে বেঁতাল সেবার সজাবনা।' মুক্তভা,
১৯৪৯।

বেঁতালানি বি মর্গিত করার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেঁতালানো বি পেশণ। 'ভারি কথা দিয়ে তার সেই যেন বেঁতালানো
যায়।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

বেঁতালানি বি মিথ্যা। মানোএল, ১৭৪৩।

বেঁতো বিগ বেঁতা। 'বানুর মান ঠঁতোয় ঠঁতোয় বেঁতো হয়ে গেছে।'
দীনবন্ধু, ১৮৭২।

বেঁকর বি টক বাদে ফলবিশেষ। 'জলপায়ি বেঁকর।' বড়ু, ১৪৫০।

বেঁকে অব্য হতে। 'সোমটা বেঁকে, বেঁকে বেঁকে, হাসির ধ্বনি হয়।'
বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বেঁকে বেঁকে ১ ক্রিবিগ খেয়ে খেয়ে। 'তুই কি বেঁকে বেঁকে বগ্নে
দেখতেহিস?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রিবিগ মাঝেমাঝে; কখনো
কখনো। 'বেঁকে বেঁকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।'
রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

বেঁখানো কি খিতানো। 'থরে থরে বেঁখায় খালার চারি ভিতে।'
মানিকরাম, ১৭৮১।

বেঁখড়ানো ১ কি চ্যাপটা হয়ে যাওয়া। 'ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই
বেঁখড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ কি সাজিয়ে লেটে দেওয়া। 'বেঁখড়ে

দিনেন একটা রসগোল্লা ওর নাকের উপর।' মুজতবা, ১৯৫৮।

খোলো [স হুসী] বি বড়ো খোলমুক্ত হাঁকা। 'আমাদের জ্ঞানকর্তা খোলো আর ডাবা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

খোলো [স হিত] বি নিড়ে পাওয়া অংশ। 'চাঁদ নিরাড়ি কৈল খেহা।' দ্বিচক্টি, ১৬০০।

খৈ [ধন্য] বি নাগাল। 'তাহার শিতখন খৈ পায় না।' বিকৃতি, ১৯২৯।

খৈকর বি রাজমিষি। 'মহতরু রাখিল জনবিশ্রাম মূল বান্ধিল আনিআ খৈকর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

খৈ খৈ [ধন্য] ১ বিগ পরিপূর্ণ। 'লোক বৈকল্পনা খৈ খৈ-ই হুতায়, ১৮৬১। ২ বি পানির ভরপুর অবসূচক শব্দ। 'নদীর জল তল-তল খৈ খৈ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৯১। ৩ বি উদ্যম নৃত্যের বোলবিশেষ। 'খৈ খৈ নর্তন নৃত্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

খৈলী [স হুসী] বি ধলি। 'বন্ধুজল অববি তলপেট পর্যন্ত একটা খৈলীর মত আছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

খৌণ্ডা কি রাখা। 'শিয়রে খৌণ্ড সোনার কাঠি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

খৌড় [প্রা খোরো] বি খোড়। কলাগাছের ভিতরের সারাক বা কাণ্ড। খৌড়ের পাচ বি কলাপাছ। 'এসবের বেলা এটা খৌড়ের গাচ আনিস।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

খৌতা [স রোটি] বিগ পিষ্ট; মর্দিত। খৌতা মুখ ভোতা হওয়া - দর্প বা অহংকার চূর্ণ হওয়া। 'সুশানিওয়ালাদের খৌতা মুখ ভোতা হয়ে গ্যালা' হুতায়, ১৮৬১।

খোতা মুখ ভোতা করা - দর্প চূর্ণ করা। 'নাথি মেরে আমার খোতা মুখ ভোতা করে দিয়ে যা।' নজরুল, ১৯২৪।

খোতা মুখ ভোতা হওয়া - অহংকার চূর্ণ হওয়া। 'খোতা মুখ ভোতা হয় এখন।' ভবানী, ১৮২৫।

খোক [স স্তবক] ১ বি কৃষ্টি 'খোক ছয়তম্বার বণিক মনোজ্ঞাত।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ ক্রিবিণ একমুদ্র। 'গাড়ি চড়ার আশে একমুদ্রা খেকে পিচিল টাকা দিতেই হবে ওকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৩ বিগ সর্বমোট। 'একসঙ্গে খোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর।' মানিক, ১৯৩৭। ৪ বি খোকা। 'সামনে টাকার খোক সাজাইয়া ...।' মানিক, ১৯৩৭। ৫ বিগ এককালীন; একুণ। 'শিকাখাত ট্রান্সফার্ড খেকে কিছু খোক টাকা আমার হাতে রেখে দিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

খোকখোক [স স্তবক] বিগ মোট; একুণ। ভবানী, ১৮২৩।

খোকো [স স্তবক] ১ বি স্থপ। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি প্রজ্ঞার বাকির হিসাব। 'দাখিলা, জমাওয়াশীল, খোকো, করচা।' বহ্মিন, ১৮৭৮। ৩ বি গুজ। 'একটা কাঁচা মনকার খোকো।' নজরুল, ১৯২২।

খোকা খোকা ক্রিবিগ গুজগুজ। 'খোকা খোকা ফুল পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'ভারি মায়ায় খোকা খোকা নোলে ধানের ছড়া।' জসীম, ১৯৫১।

খোড় [প্রা খোরো] ১ বি কলাগাছের ভিতরের শক্ত কাণ্ড। 'একবার কলা খোড় কিনিয়া আনয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি গর্ভ। 'কত পাকে কত ফুলে কত খোড় তার।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

খোড়পায়া বিগ খোড়ের মতো গোদপাল। 'হ্যাঁ বাপ, খোড়পায়া গভরটা ইইতে বটে।' হাসান, ১৯৬৩।

খোড়-বড়ি বি একধরমেতি। 'মেদের জীবনের খোড়-বড়ি সঙ্গে নিজেই মানিয়ে নেয়।' জীবন, ১৯৪৮।

খোড়া [হি] ১ বিগ সামান্য। 'তোমার সাথে মোর খোড়া বাখতি আছে।'

মাইকেল, ১৮৬০: 'যা করি তা কেবল খোড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ ক্রিবিগ খানিকটা। 'মোদের পাড়ার খোড়া দূর দিয়ে খাইয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

খোড়াই ক্রিবিগ মোটেই না। 'এরা তার খোড়াই পরোয়া করে।' মুজতবা, ১৯৪৯।

খোড়াই কেয়ার করা - ১ ক্রি কিছুমাত্র পরোয়া না করা। 'বাপ যা তোমার যে নাম দিল খোড়াই করি কেয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ ক্রি মোটেই ভরা না করা। 'সে অবশ্যি এসব ধমকে খোড়াই কেয়ার করে।' মুজতবা, ১৯৫২।

খোড়াই পরোয়া করা - একটুও গ্রাহ্য না করা। 'এরা তার খোড়াই পরোয়া করে।' মুজতবা, ১৯৪৯।

খোড়াই বি মাংসপেশি। 'মাঝে মাঝে পায়ের খোড়া থেকে লোকও ছাড়াতে হিচ্ছিল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭।

খোখা [স রোটি] বি খোতা। 'খোখা মুখ ভোতা করিয়া দিবেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

খোপ [স স্থপ] ১ বি গুজ। 'বেনন পাটের খোপ মুকুতার মাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পোক, গাথা প্রভৃতির সোজের আগার খোলানো পশম বিশেষ। 'গর্দভ চলে সোজের আগো খোপ।' বিজয়, ১৬৫০।

খোপন [স স্থপ] বি গুজ। 'পাটের খোপন কুনক বন্ধন।' আলাওল, ১৬৮০।

খোপন [স স্থপ] ১ বি পাড়। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি গুজ। 'কচি কচি খোপা খোপা মেয়েদের ছান।' সুকুমার, ১৯২০।

খোপনা [স স্থপ] ১ বি স্তবক। 'এবাল বিচিরা ঢাল মুকুতা খোপনা।' মল্লধর, ১৫০০। ২ বিগ ভয়ী। 'নাকটি নাদুস খোপনা গাল।' সুকুমার, ১৯২০।

খোব [প্রা ধল্ল] বি খাবার আঘাত। 'সাপিনীয়ে সেয় খোব সাপিনী বায়রে কোব।' চক্টি, ১৫৫০।

খোয়া [স হাপি] কি রাখা। 'রূপা খোই নহিকে ঠারী।' চর্যা ৮, ১২০০। খো কি রাখ। 'সেইখানে ধনজন গছাইয়া খো।' বিজয়, ১৬৫০। খোই [স স্থপ] কি থুই। 'রূপা খোই নহিকে ঠারী।' চর্যা ৮, ১২০০। খোএ কি নিয়ে যায়। 'আবা বাঢ়াইয়া খোএ যমুনার কুলে।' বড়ু, ১৪৫০। খোখে কি রাখে। 'এমন সুভূষ খোখে বেন তাহে বাইত পারে সাপ।' কেতকা, ১৬৫০। খোয় কি রাখে। 'ধনজন গছাইয়া খোয় গঙ্গার ঠাই।' বিজয়, ১৬৫০। খোল কি স্থপিত করলে। 'পেম পডাব খোল।' বিন্যাপতি, ১৪৬০। খোই কি রাখ। 'পসার গাখায়া খোহ ডহারার মাঝে।' বড়ু, ১৪৫০।

খোল্ল [হি খোরো] বিগ অল্প। 'সই চাহনী মোহনী খোর।' দ্বিচক্টি, ১৬০০।

খোর খোর বিগ অল্প অল্প। 'কবই কবই করত কোর, খোর খোর দেলনা।' রামধন্যদাস, ১৭৮০।

খোরো [হি খোরো] বিগ একটু। 'হমে হসি হেরলা খোরো রে।' বিন্যাপতি, ১৪৬০।

খোর্ল [প্রা খোরো] বি খোড়। 'লাহুতে ডুব দিলু কদলীর খোর পাইলু।' সুলতান, ১৭৫০।

খোল [হি খোরো] বিগ অল্প। 'আবে দিনে দিনে পেম ভেল খোল। কেএ অপর্যায় বোলব কত বেশ।' বিন্যাপতি, ১৪৬০।

খোলো [স স্তব] বিগ খোকা; গোছাবন্ধ। খোলো খোলো ক্রিবিগ খোকায় খোকায়। 'গাছে খোলো খোলো বেজুর ফলে রয়েছে।' রবীন্দ্র,

ঘ্যাভলানো

১৮৮১; 'করবী খোলো খোলো রয়েছে কুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ঘ্যাভলানো, ঘ্যাভলানো [স খুঁড়]। কিশ পিট হয়েছে এমন। 'ঘ্যাভলানো চুট।' জীবন, ১৯৪৮; 'একটা ঘ্যাভলানো হুঁদুর ক্রমাগত ধুয়ে-ধুয়ে ...।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

ঘ্যাভা কিশ পিট হয়েছে এমন। 'ঘ্যাভা হুঁদুরের মতো রক্ত-মাখা টোটে।' জীবন, ১৯৪৪।

ঘ্যাভলানো কিশ হেঁচা। 'হীলজোড়া ঘ্যাভলানো।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৫।

ঘ্যাকখ্যাকে [ধন্য ধকখক]। কিশ ঘ্যাক ঘ্যাক করছে এমন। 'রাতটা কাদায়-কাদায় ঘ্যাকখ্যাকে হয়ে উঠেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

ঘ্যাক্স [হি] বি ধন্যবাদ। 'কিন্তু ঘ্যাক্স পাইল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ঘ্যাভানো [স খুঁড়]। ক্রি ঢেলে দেওয়া। 'স্থান কর্যা সর্ব থালে ঘ্যাভান ওদন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ঘ্যাভলানো দ্র ঘ্যাভলানো

ঘ্যাপ [ধন্য ধপ]। বি নরম জিনিস লেটে যাওয়ার ভাবজাপক। 'সেই পিক ঘ্যাপ করে লেগেছে চান্দর ডরে।' সুকুমার, ১৯২০।

ঘ্যাপখ্যাপে বি মাসের উপরে আঘাত করার শব্দ। 'চাপা ঘ্যাপখ্যাপে একটা আওয়াজ ওঠে।' হাসান, ১৯৬৯।

ঘ্যাবড়া ১ বি ধাপড়। 'দিদিমা তাই ঘ্যাবড়া মেরে ঘ্যাবড়া করেছেন।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিঘ চ্যাপটা। 'সমস্ত মুখখানো ঘ্যাবড়া।' জীবন, ১৯৩২। ৩ বিঘ ছুল। 'ঘ্যাবড়া আত্মশতনো মোক্তাপাতার গন্ধে দিনরাত্রি লেশা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৪ বি প্রশস্ত। 'হুঁদুরের মত জড়োসড়ো সেই ঘ্যাবড়া বাড়িটা।' হাসান, ১৯৬৬।

ঘ্যাবড়ানো ক্রি খেড়লে দেওয়া। 'দাঁত ভাঙা, নাক ঘ্যাবড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অস্ত্র বন্দিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধ্রু [হি] বি মাধ্যম। 'মুদ্র আত্মীরে ধ্রু দিয়ে রজত চক্রে ...।' নজরুল, ১৯২৪।

শ্রেট [হি] বি হুমকি। শ্রেট করা [হি শ্রেট+করা] ক্রি হুমকি দেওয়া। 'আমারে শ্রেট করতেছেন সার্য' মনসুর, ১৯৫৫।

AMARBOI.COM

দ [স হ্রস্ব] বি জ্বলাশয়। 'সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কখনো ভুবল কখনো ভাসল।' মুক্তত্যা, ১৯৪৯।

দআ' [স দয়া] বি দয়া। 'বিসার উপরে পরভূর উপজিল দআ।' রামায়, ১৭১০।

দআমএ [স দয়াময়] বি দয়াময়। 'মোর পাশ বিমোচন কর দআমএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

দআল [স দয়াল] বি দয়াশীল। 'দেখিআ পুত্রের গতি জনক দআল।' বাহরাম, ১৬৫০।

দআ' [ত্র] কি দেওয়া। দখ কি দিয়ে। 'বেলি বিসরলহ দখ বিসবাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দই কি দিয়ে। 'হিরদয়ে সেল দই গেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দউ কি দিয়ে। 'নীল নলিনী দউ গুজল চন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দএ ১ কি দিয়ে। 'হিরদয় মুকুল হেরি হেরি যোর। খনে আঁচর দএ খনে হোয় দোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি দিয়ে। 'দএ গেলি দুই দিঠে ঘেরা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দই [স দাখি] বি দুখ থেকে তৈরি খাবারবিশেষ। 'কেমনে খাইবে আমি মোর খোল দই।' মাল্যধর, ১৫০০।

দইওআলা [দই+হি ওয়ালা] বি দইবিক্রেতা। 'দইওআলা, ও দইওআলা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

দইবড়া বি দইয়ে ডিঙানো ফলাইয়ের বড়াবিশেষ। 'দইবড়া ও মহাইডাঙ্গা আমার জন্য লইয়া ...' বিজুতি, ১৯০৮।

দইবাহিক [দই+স বাহিকা] বি দই বহনকারী। 'সাথে সাথে তাঁড় হাতে চলেছে দইবাহিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দইত্যা [স দৈত্য] বি দানব। 'দুর্জয় দইত্যা গন রনে প্রবেসিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

দউ' [বি] বি দইটি। 'তিন বানে মদন জিতল তিন ভুবনে, তুমি রহল দউ বানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দউ' ঐ দআ

দউত্র [স দৌত্রি] বি কন্যার পুত্র। তর্ঙ্গ, ১৭৮২।

দওরা [আ দাওরাহ] বি পরিদর্শন। 'তাহারা পাদরি সাহেবের দওয়া করিতে যাইবার পূর্বেই নমাজার পাইত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

দং' [কা দরুন] অর্থ বাবদ। 'ওজন খাটী ৫.৩০। দং ৪ [বোরা আনা] চলন ১০৮০। হালদারের নিজের লেয়ার সে মালা।' মেয়র্গ, ১৭৭৭।

দং' [কা দহলীজ] বি বৈঠকখানা। 'গঙ্গারাম যুগোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

দংশন [স] ১ বি কামড়। 'ভুজুঘুসে বাধী রাধা দশনদংশনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি কথার আঘাত। 'মুদুখের দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি আক্রমণ। 'তাই সর্ব গায়ে ক্ষুধার্ত দুর্ভব দৈত্য করিছে দংশন।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দংশন-জ্বালা [স] ১ বি প্রবল যন্ত্রণা। 'অনুশোচনার দংশনজ্বালা সহিতে হইবে না।' ফজলুল, ১৯১৩। ২ বি দংশনের যন্ত্রণা। 'হলের দংশন-জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।' নলকল, ১৯২২।

দংশনযোগ্য [স] বি দংশনযোগ্য উপযুক্ত। 'দংশনযোগ্য সুপক্ক

কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দংশনবিধ [স] বি ছোবলের বিধ। 'অসহ্য দংশনবিধে।' বিজুতি, ১৯০১।

দংশা, দংশো [স দংশন] বি দংশন করা। 'অধর দংশ দশনে।' বড়, ১৪৫০। 'দশনে দংশিল সব।' বড়, ১৪৫০। দংশায় কি দংশন করে। 'দংশায় কমলের কারণ কালিদয় মরিল নীলরতন।' লালন, ১৮৯০। দংশিল কি দংশন করিলো। 'দশনে দংশিল সব।' বড়, ১৪৫০। দংশিলি কি দংশন করিলি। 'বিনা দোষে দংশিলি বাছায়?' গিরিশ, ১৮৮৭। দংশিলে কি দংশন করলে। 'রূপের কালে আমার দংশিলে।' লালন, ১৮৯০। দংশিলেক কি দংশন করলো। 'তাহার পুত্রদিশের একজনকে দংশিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। দংশৌক কি দংশন করুক। 'ভুজুশালে বাবদ দশৌক ফবিহার।' আজাগল, ১৬৮০। দংশিল কি আঘাত করল। 'নখঘাত কুচ আগে অধরে দংশিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

দষ্ট্র [স] বি দাঁত। 'ওষ্ঠায় কামড়িয়া সপশ্ব বিকট দষ্ট্র ভয়ানক বদন ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

দষ্ট্রো [স] বি বড়ো দাঁত। 'দষ্ট্রোপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময়।' বর্ষিক, ১৮৭৪।

দষ্ট্রোকাল [স] বি বিকট দাঁতবিশিষ্ট লোক। 'হে দষ্ট্রোকাল ...' বিজু, ১৯৪১।

দষ্ট্রোপ্রভা [স] বি দাঁত থেকে বিজুতির আলো। 'দষ্ট্রোপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল।' বর্ষিক, ১৮৭৪।

দষ্ট্রোথো' [স] বি দাঁতের উজ্জ্বল সারি। 'কাল দষ্ট্রোথোখার ন্যায় ... ভ্রমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিজুতির হইতেছে।' শরৎ, ১৯১৭।

দঁক [স উদক] বি পানিতে ডোবানো গভীর পাক বা কাদা। 'দঁক ভেঙ্গে উঠে পিঁয়াজ চরে।' শুভ, ১৮৫৮।

দঁকে পড়া কি আকস্মিক দুরবস্থায় পড়া। 'দঁকে পড়িয়া আমাদিশের কর্তা যে বেশ হইয়াছিল ...' গান্ধী, ১৮৫৮।

দক্ষ [স] ১ বিণ পুত্র। 'সাহেব সর্বপেক্ষা দক্ষ।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বিণ বলিষ্ঠ। 'মজুর যুবার রোমে বলিষ্ঠ দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।' শাস্ত্র, ১৯৭২।

দক্ষতা [স] বি পারদর্শিতা। 'অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উক্ত কর্ম নির্বাহ করেছেন।' গৌর, ১৮২২।

দক্ষযজ্ঞ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবকে বর্জন করে রাজা দক্ষের পূজা। 'দক্ষযজ্ঞভঙ্গ কথা প্রথমে রচয় গাথা।' কৃষ্ণগ্রাম, ১৭২০।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার – লওও অবস্থা। সুবল, ১৯০৬।

দক্ষপ্রদর্শন [স] বিণ পারদর্শিতায় প্রেত। 'রাজ্যশাসনে রাজপুতগণ দক্ষপ্রদর্শন্য।' বর্ষিক, ১৮৬৫।

দক্ষিণ [স] ১ বিণ দক্ষিণ দিকস্থ। 'সাঁকাল চল তোকে দক্ষিণ সাগরে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ ভান। 'দক্ষিণ করে ঢাকিআ কুচুপাশে।' বড়, ১৪৫০।

দক্ষিণামী [স] বিণ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। 'বক্ষ দক্ষিণামী

বাতাসকে আলিসন করেছিলেন।' মুক্তবা, ১৯৬০।

দক্ষিণদিক্‌ [স] বি দক্ষিণ তীরের অন্তর্গত। 'হুড়াঙ্গার নদীর দক্ষিণদিক্‌ বিপ্রাহীদল।' এডুকেশন, ১৮৭৭।

দক্ষিণ-দ্যুরি [স দক্ষিণঘাটী] বি দক্ষিণমুখী। 'দক্ষিণ-দ্যুরি যবে দক্ষিণের বাতাস আসছে।' অবন, ১৮৯৬।

দক্ষিণদেশী [স দক্ষিণদেশীয়] বি দক্ষিণ দেশের। 'যে প্রাদেশিক ভাষকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি।' প্রমথ, ১৯১২।

দক্ষিণদেশীয় [স] বি দক্ষিণ দিক্‌ দেশের। 'উত্তরদেশীয় সন্ধ্যাট রাত্রা ... দক্ষিণদেশীয় সন্ধ্যাট রাত্রার গল্পগতি।' হৃদাঙ্কর, ১৮১০।

দক্ষিণঘাটী [স] বি দক্ষিণ দিকে প্রধান দরজা রয়েছে এমন। 'পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুর্সীখা দক্ষিণঘাটী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক।' রাজীব, ১৮০৫।

দক্ষিণতা [স] বি আনুকূল্য। 'ওগো আমার দখিন হাওয়া। অসীম তোমার দক্ষিণতা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

দক্ষিণ-পহী [স দক্ষিণপহীয়া] বি দক্ষিণপহী; রক্ষণশীল। 'কে? বামপহী না দক্ষিণপহী?' ভার্য, ১৯০৩।

দক্ষিণপনন [স] বি দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত বায়ু। 'একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার, ছিল তার দক্ষিণপনন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

দক্ষিণপাশি [স] বি ভান হাত; দক্ষিণ্য। 'বিয়ে তোমার পুষ্য করুক তব দক্ষিণপাশি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

দক্ষিণবন্ধ [স] বি দক্ষিণ বাংলা। 'আমরা দক্ষিণবন্দের সেই পূর্বপ্রচলিত উচ্চারণভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আসছি।' প্রমথ, ১৯১২।

দক্ষিণ-বাহু [স] বি প্রধান অবলম্বন। 'আখেরি নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু।' নজরুল, ১৯২৮।

দক্ষিণমুখো [স দক্ষিণমুখী] বি দক্ষিণদিকে মুখ-করা। 'হাজরা রোডের দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাট।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

দক্ষিণমেরুর [স] বি পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ বিন্দু; কুমের। 'দক্ষিণমেরুর উর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দক্ষিণ শয়ান [স] বি দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শোয়া। 'গৌতম বুকের মতো/ দক্ষিণ শয়ানে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৯।

দক্ষিণহস্ত [স] বি ডান হাত। ওর্স, ১৭৮৫। 'দক্ষিণহস্তের দিকে সংস্থাপন করিতে কি অভিজ্ঞায় হয় না?' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি সহায়ক শক্তি। 'ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি প্রধান সহায়। 'নবাবদের দক্ষিণহস্ত ছিলেন জমিদারগণ।' অন্নদা, ১৯০৭। ৪ বি ষাওয়া-দাওয়া। 'দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বি ভোজন। 'সকলেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সেরে এসেছেন।' উমেশ, ১৮৫৭।

দক্ষিণা [স] বি দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা। 'চঞ্চল দক্ষিণা বায়।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

দক্ষিণাংশ [স দক্ষিণ-অংশ] বি দক্ষিণ দিক। 'তাহারা লাও শ্রীমত পর্বতের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দক্ষিণাপাশ [স] বি দক্ষিণাত্য। 'দক্ষিণাপাশ কেবল দুর্ঘম মহারথ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

দক্ষিণার্ঘ্য [স দক্ষিণ-আবর্ত] বি দক্ষিণ দিকে ঝাঁকুত। 'মণিমুক্তা প্রবাল দক্ষিণার্ঘ্য শব্দ চামর চন্দন হিরা মানিকের রত্ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দক্ষিণাভিমুখে [স দক্ষিণ-অভিমুখে] ত্রিবিধ দক্ষিণদিক সম্মুখে রেখে। 'দক্ষিণাভিমুখে নজায়মান হইয়া স্বদেশের ...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দক্ষিণায়ন [স দক্ষিণ-আয়ন] ১ বি বিষুবরেখা থেকে সূর্যের ক্রমশ দক্ষিণে গমন সময়। সেরবি, ১৮৩৯; 'দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে সকালে বসি চাভালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ২ বি দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে এমন। 'ঘাড় ঝুঁকিয়ে স্বানিকটা দক্ষিণায়নে রেখে থাকিল।' কীবন, ১৯৪৮।

দক্ষিণী [স দক্ষিণীয়া] ১ বি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। 'লাহোরী মূলতানী হিন্দি কাশ্মিরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' আলোড়ন, ১৬০০। ২ বি দক্ষিণ। 'এক দক্ষিণী পণ্ডিত কালভদ্রে রাণারামগিরি ছবি তৈরি আরম্ভ হলো।' ধূম্রকি, ১৯৩১।

দক্ষিণে [স দক্ষিণীয়া] বি দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা। 'তরু পক্ষের জ্যোত্স্নায় দক্ষিণে বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দক্ষিণের বাতাস [স দক্ষিণ-+বি বতাস] বি মলয় বাতাস। 'শীতল হাওয়ার মাঝামাঝি হঠাৎ সাহরকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দক্ষিণে হাওয়া [স দক্ষিণ-+আ হাওয়া] বি দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা বাতাস। 'দক্ষিণে হাওয়া এক-একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই ঘেমে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দক্ষিণা [স] ১ বি ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে দেওয়া সম্মানী। 'পূজার দক্ষিণা দিল দিলে যেহে তোলা শিরে নিম্ন রাজা ব্রাহ্মণের পদস্থ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'এরে দক্ষিণা কিছু দাও দক্ষিণ হাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি উপহার। 'এরে দক্ষিণা কিছু দাও দক্ষিণ হাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দক্ষিণান্ত [স দক্ষিণা-অন্ত] ১ বি পুরোহিতকে দক্ষিণা দান করে পূজা এবং অন্যান্য কর্মের সমাধা। 'দক্ষিণান্ত এই শেষ, ধন প্রাণ অবশেষ।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি সম্মানী প্রদান। 'গনক ওঠাল পুঁথি ... বিদায় নিলাম ডারে যাচোতি দক্ষিণান্ত করে।' সূর্যসু, ১৯৩৩।

দক্ষিনা [স দক্ষিণা] বি ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতকে দেওয়া সম্মানী। 'সম্মোচিত দক্ষিনা দিয়া ব্রাহ্মণ তুলিল।' যোগেশ্বর, ১৫০০।

দক্ষিণা দ্র দক্ষিণ

দক্ষিণ [স দক্ষিণ] বি দক্ষিণ। 'তিন দিগে ভ্রমিয়া দক্ষিণে না জাইবা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দক্ষিণে [স দক্ষিণ] বি দক্ষিণা; দক্ষিণ দিক থেকে আসা। 'আসিনি দক্ষিণে হাওয়া গঞ্জল-গাওয়া মোমাছি বিভোজ।' নজরুল, ১৯২৬।

দক্ষল [আ দক্ষল] ১ বি কর্তৃত্ব। 'ভাইশো সৌন্দর্যজে দিলেন দক্ষল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ অধীন। ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি অধিকার। 'ভূমির দক্ষল পাওনে যে প্রতিবন্ধক আছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৪ বি আয়ত্ত। 'এই সকল বিষয় দক্ষল লাইবার হুকুম হইলে ...' গ্যারী, ১৮৬০। ৫ বি জ্ঞান। 'বাসনা ও উর্ধ্বতও তাঁর দক্ষল ছিল।' হুতোম, ১৮৬১। ৬ বি শিক্ষা। 'স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে ইয়েজি ভাষা দক্ষল করিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দক্ষলকৃত [আ দক্ষল+স কৃত] বিণ দক্ষল করা হয়েছে এমন। 'দক্ষলকৃত জমি-বাড়ীর জন্য যেরাও দেওয়ার ব্যবস্থা চালু

রহিয়াছে।' আলাদ, ১৯৬৮।

দখলদার [আ দখল+দা দার] বিণ দখলকারী। 'সহসা শহরে কারিগরি, সবখানে সন্ধ্যা দখলদার।' শামসুর, ১৯৭২।

দখলি, দখলী [আ দখল+ই] ১ বিণ দখল সংক্রান্ত। 'সেখানকারি প্রকৃত মায় স্বরচা ও দখলি পরআনা আসীতেছে।' চিঠিপত্র, ১৮৩০; 'তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিণ দখলে আছে এমন। 'নিজের দখলী জমিতে গুকের কাটাতে পারবে।' প্রমথ, ১৯১৯।

দখলিকার, দখলীকার [আ দখল+স+কার] বিণ দখল করে আছে এমন। 'তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'নাথ্য স্বভূত যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দখলীকৃত [আ দখল+স ই-কৃত] বিণ অধিকৃত। 'এই সব হুকুম দখলীকৃত জমিতে পানি মওজুদ রাখিবর জন্য ...।' আলাদ, ১৯৬৫।

দখলীয় [আ দখল+স ইয়] বিণ দখলে আছে এমন। 'তাদের পুরুষানুক্রমে দখলী এই জমি।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

দখলিবত্ব, দখলীস্বত্ব [আ দখল+স+বত্ব] ১ বি অধিকার। 'সমাজের দখলিবত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার।' প্রমথ, ১৯১৯; 'শত শত আরবী পার্সী এবং ইরোজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় এমন বেমালুমভাবে দখলীস্বত্ব করিয়া লইয়াছে।' বঙ্গীয়, ১৯১৮। ২ বি জোগাধিকার; দখলে থাকার সূত্রে মালিকানা। 'আমার বাড়ির দখলী স্বত্ব হারিয়ে ফেলেছি।' শামসুর, ১৯৭২।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট [আ দখল+স+বত্ব+বিশিষ্ট] বিণ অধিকৃত। 'সমাজের দখলিবত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার।' প্রমথ, ১৯১৯।

দখিন [স দক্ষিণ] বিণ দক্ষিণ। 'দখিন মশায়ালিল বহল অনুরক্ত কুমিত্তি কানন সাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দখিন-দুয়ার [স দক্ষিণ+স দ্বার] বি দক্ষিণ দিকের দরজা; বাগতম জানানোর প্রকৃতি। 'আজি দখিন-দুয়ার খোলা, এসো হে, এসো হে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দখিনপশবন [স দক্ষিণ+স পশবন] বি দক্ষিণের বাতাস। 'দখিনপশবন ঘরে দিয়া কান।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দখিন-পাখি [স দক্ষিণপাখি] বি ডান হাত। 'যেমনি তব দখিন-পাখি তুলে নিল প্রদীপখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দখিন-বাতাস [স দক্ষিণ+হি বাতাস] বি দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাস। 'ওই দখিন-বাতাস গন্ধে পাগল ভাঙল আপল ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

দখিন-বায় [স দক্ষিণ+স বায়] বি দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে-আসা বাতাস। 'বয়ে দখিন-বায়ের বীণির ধ্বনি উঠবে আকাশ ধিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দখিন-মুখে [স দক্ষিণমুখ] ক্রিণ দক্ষিণ দিক থেকে। 'বাতাসি ওঠে দখিন-মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দখিন-সমীরণ [স দক্ষিণ-সমীরণ] বি দক্ষিণ দিক থেকে আসা বাতাস। 'গন্ধ আসে হায় কোথার দখিন-সমীরণে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

দখিন হাওয়া [স দক্ষিণ+আ হাওয়া] বি দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু। 'তখন হিল দখিন হাওয়া/ আধ-ঘুমো আধ-জাগা।' রবীন্দ্র,

১৯০০।

দখিনা [স দক্ষিণ+] ১ বিণ দক্ষিণ দিকের। 'সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসা বাতাস। 'কালের গানে জীবন আনে নিখর বনে বয় দখিনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

দখিনাবায় [স দক্ষিণ-বায়] বি দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস। 'চন্দন-গন্ধিত মদ দখিনাবায়।' নজরুল, ১৯৩১।

দখিনা-বায়ু [স দক্ষিণ-বায়ু] বি বসন্তকালীন দখিন-হাওয়া। 'পখিক দখিনা-বায়ু আমি চপিলাম বসন্তের শেষে।' নজরুল, ১৯২৩।

দখিনাসমীর [স দক্ষিণ-সমীর] বি দখিনা বাতাস। 'দখিনাসমীর চুলায় চামর।' নজরুল, ১৯২২।

দখিনা [স দক্ষিণা] বি উপহার। 'প্রাতে পড়েছে শিশিরকণা, সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

দখিনা' প্র দখিন

দগড় [স দ্রুগড়] বি ঢাকজাতীয় বাদ্য। 'ঢাক দগড় কাড়া বাজয়ে বিশাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দগড়ি [স দ্রুগড়] বি বাদ্যবিশেষ। 'ছায়ামন্তপের মাঝে চেমচা দগড়ি বাজে।' হুস্তল, ১৬০০।

দগর [স দ্রুগড়] বি বাদ্যযন্ত্র। 'ঢোল দগর সানাই মদুনা তার খুঁটোয়ারি হয় সাদিদানা।' আলাওল, ১৬৮০।

দগরগ [স দক্ষ+] ১ বি ক্ষতের ডাব। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি কুলকুলে ডাব। 'মেঘের গায়ে গায়ে দগরগ করছে লাল আলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দগদগি [স দক্ষ+] ১ বিণ দক্ষ। 'মেরু লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলু।' বিচিত্র, ১৬০০। ২ বি গোড়ানি। 'বাতে চড়ে অন্তরে সদাই দগদগি।' রূপরাম, ১৭৫০।

দগদগে [স দক্ষ+] ১ বিণ যথার্থ। 'নিজদের ভাষায় বলালে তাদের যত দগদগে অভিযোগ।' অচিহ্ন, ১৯৫০। ২ বিণ দগদগ করছে এমন। 'শায়ের দগদগে ঘাটতো নিছ হাতে পরিষ্কার করছে।' সেলিনা, ১৯৬৬। ৩ বিণ ক্ষতভুক্ত। 'দাঁত বসানোর দগদগে দাগ তার মাঝে দেখাই।' শিবরাম, ১৯৭০।

দগধ [স দক্ষ] বিণ বেদনার্ত। 'তাহার গুলিতে ভৈল দগধ আন্তরে।' বড়, ১৪৫০; 'তেকারগে দগধে পরাগে।' বড়, ১৫৭০।

দগধকপালী [স দক্ষকপালী] বিণ দুর্ভাগ্যবতী। 'যোড় সে দগধকপালী।' বড়, ১৪৫০।

দগধা [স দক্ষ+] ক্রি দক্ষ হওয়া। দগধল ক্রি দক্ষ করলো। 'তখন কিরণে যদি অন্তর দগধল।' হুমায়, ১৫৭০। দগধে ক্রি দক্ষ হয়। 'তবধরি দগধে অনশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'এ নব যৌবন দগধে পরাগ বিক্ষল বলেমু আশে।' গাহরাম, ১৬৫০।

দগধিনী [স দক্ষ+] বি ক্রী দক্ষ। 'দগধিনী ভৈলী তোখার শরণে।' বড়, ১৪৫০।

দগধিলী [স দক্ষ+] বিণ সন্তোষ; বিদগ্ধ। 'দগধিলী রাখা জীএ তোর দগধনে।' বড়, ১৪৫০।

দগর প্র দগড়

দক্ষ [স] ১ বি কুলন। 'দক্ষ দেখে সকল সংসার ভক্তগণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

২ বিপ ভস্মীভূত। 'হের সাহেবের পাঠশালা দক্ষ।' কৌমুদী, ১৮৩৪।
৩ বিপ দাঃ। 'কেহ মরিলে, লোকে অবিলম্বে তাহার দেহ দক্ষ করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

দক্ষ করা ক্রি পোড়ানো। 'তুমকে দক্ষ করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোকহীকৃ বাহির হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দক্ষকায় [স] বি তত্ত্বসেব। 'নিজে কাম দক্ষকায়, আমায় দহিতে চায় ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

দক্ষকুরুট [স] বি আত্মনে কলসানো যোগরঃ; চিকেন রোস্ট। 'দক্ষকুরুটের সমানকর স্থান ভক্তিচি চিহ্নে একচেটে করিবার উপক্রম করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দক্ষক্কেত্র [স] বি পোড়া ক্ষেত। 'এ মরুভূমি চিরকাল এমনই দক্ষক্কেত্র থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

দক্ষতত্ত্ব [স] বি পোড়া তামার মতো। 'দক্ষতত্ত্ব দ্বিগুণের কোন দ্বি হতে দুটে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দক্ষ দিন [স] বি উত্তম দিন। 'দক্ষ দিনের বৃকে যেমন/ আসে নীতল আধার ছেয়ে।' নলকল, ১৯৩৫।

দক্ষশ্রায় [স] বিপ ঝায় পুড়ে গেছে এমন। 'প্রবর বৌপে সর্বশরীর দক্ষশ্রায়।' বিদ্যা, ১৮৭৪।

দক্ষমুখ [স] বিপ পোড়া মুখো। 'সূর্য-সহচর দক্ষমুখ হনুবংশ কি দোষ করেছিল?' নলকল, ১৯২২।

দক্ষরোম [স] বিপ লোম পুড়ে গেছে এমন। 'সমুভাণের প্রায় অনাবৃত অংশটাই এমন দক্ষরোম।' তারা, ১৯৪২।

দক্ষশেষ [স] বিপ পুড়ে শেষ হয়েছে এমন। 'বাকি শুধু রবে ডম্পরাশি দক্ষশেষ মশালের।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দক্ষসূর [স] বি পুড়ে গেছে এমন সূতা। 'এ ঘটনার স্মৃতি এখন আমার মনে দক্ষসূর সংস্কারের মতো রয়েছে।' প্রমথ, ১৯৩৩।

দক্ষহেম [স] বি বাটি সোনা। 'নির্ভল উজ্জল শুদ্ধ বর্ণে দক্ষহেম।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

দক্ষ্য [স] বিপ অন্তঃ। 'দশমী দক্ষ্য তিথি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দক্ষানো [স] দক্ষ্য ক্রি ছাটানো। 'আমি বুড়া যা - আর আমার দক্ষানো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

দক্ষীভূত [স] ১ বিপ পুড়তে হবে এমন। 'নতুন খাবজীবন এই যৌতত বিপদায়িতে দক্ষীভূত হইতে হইবে।' ময়নাকল, ১৮৬৯। ২ বিপ পুড়ে গেছে এমন। 'একবারে দক্ষীভূত হইল না।' নলকল, ১৯৩১।

দঙ্গল [স] বি দল। 'নব বারুদিশের দঙ্গল সেইমতো চলিয়াছে।' প্যারী, ১৮৪৮।

দঙ্গাল [স] দঙ্গপাল (নগররক্ষী) বি দঙ্গা। 'আদম দঙ্গলে দেশ লুণ্ঠিত।' চণ্ডী ৪৯, ১২০০।

দঙ্গলা [স] বি ইরাকের একটি নদী। 'দঙ্গলা এনেছে লোহর দরিয়া।' নলকল, ১৯২২।

দঙ্গাল [স] ১ বিপ অব্যাহা। 'বলবে দঙ্গাল মেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ বিপ দুর্বৃত্ত। 'পীর সাহেবের দঙ্গাল সাঙ্গপালদের হাত থেকে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দঙ্গালি [স] দঙ্গাল্য। বি স্ত্রী দুর্ব্যবহার করে যে। 'ওই হুড়ি দঙ্গালিটা দেখলে পর রক্ত থাকবে না।' কায়াস, ১৯৬২।

দঙ্গালী [স] দঙ্গাল্য। বিপ মুসলমানদের ধর্মীয় বিশাস অনুযায়ী অত্যাচারী ব্যক্তি দঙ্গালসে অনুসারী। 'উহাই দঙ্গালী দলের নতুন মহাবীর।' প্রচারক, ১৮৯৯।

দঙ্গা [স] দঙ্গা বি দঙ্গা। 'সুনা বুক দেখিয়া প্রভু না করিব দঙ্গা।' বিজয়, ১৬৫০।

দড় [স] দঢ় ১ বিপ রক্ত। 'কৃষ্ণের বচন দড় সুনিগ্ধা জ্বলিত।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিপ আধাসিদ্ধ। 'ভিতরের মাজি যেই দড় ভাত পায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিপ অভিশয়। 'তাল মানে বিস্ত দড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি সত্য। 'তোরে আমি কহি দড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিপ দক্ষ। 'সিংহ বড় রণে দড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বিপ কড়া। 'বল্লের বেসারি দিয়া জাল দিয়া দড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বিপ পটু। 'গৃহকাবে বধ দড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৮ ক্রিবিপ নিশ্চিত। 'এই কথা জগতে জানুক দড় করি।' আলগল, ১৬৮০। ৯ বিপ জ্বলন্ত। 'ম্যোএল, ১৭৪৩। ১০ বিপ সমর্থ। 'আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে।' ভারত, ১৭৬০। ১১ বিপ শক্তিশালী। 'ভার গড়ন লবা, এবং বেশিগোদো দড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

দড় বুক বিপ দুর্গতি। 'কর প্রহু দড় বুক হৃদয়ে না ভাব দুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দড় বেলা বি যৌবনকাল। 'দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাঁট করি।' ভারত, ১৭৬০।

দড়কড়া [স] দঢ়+প্রা কড়া। বি দেখতে পাকা কিন্তু আসলে কাঁচা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

দড়কড়া [স] দঢ়+প্রা কড়া। বি আধাপাকা আধাকাঁচা। 'আমার ফানী কাঁচা, ফানী দড়কড়া।' মুক্তবা, ১৯৬০।

দড়কড়া মারা ক্রি অর্পণ থাকা। 'সব বেন দড়কড়া মেরে গিয়েছে।' মুক্তবা, ১৯২২।

দড় নাড়ি বি নাড়ির মতো দড়ি। 'না ছাড়ে আপন পথে সদাই টুপী সেই মাথে ইজার পরয়ে দড় নাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দড় দড় [ধন্য] ১ বি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ। 'তার আগে দড় দড় পাঠানের ঢৌকী বড়।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি মৃদু শব্দবিশিষ্ট। 'ঘাগী বটে কত ঠাঁটে কথা দড় দড়।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

দড়বড় [ধন্য] ১ ক্রিবিপ ভাড়াভাড়ি। 'দড়বড় দুহুলে দায়াই মুড়ে চলে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি দ্রুত চলার শব্দ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

দড়বড়ি [ধন্য] ১ ক্রিবিপ ব্যস্ততার সঙ্গে। 'লাজে মেনকা পালান দড়বড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ নড়বড়ে। 'অঙ্গুরের দড়বড়ি লক্ষণ না যায়।' আলগল, ১৬৮০।

দড়বড়িআ [ধন্য] বিপ দ্রুতগতি সম্পন্ন। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

দড়মড়ি [স] দলন-মর্দন। ক্রিবিপ পরস্পর দলন-পেষণ করে। 'দুই মহাবীর যুদ্ধ করে দড়মড়ি।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দড়মসা [ধন্য] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দামা দড়মসা বাজে ব্যালিস বাজনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দড়া [স] দোর। বি মোটা দড়ি। 'গোআলী ব্যক্তিগো বাসুকী দড়া।' বড়, ১৪৫০।

দড়াদড়ি [স] দোর। ১ বি নানা আকারের দড়ি। 'দড়াদড়ি লৈএগ্রা গ্রামেতে চড়িয়া বিরয়ে করিয়ে সস।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি বাঁধন। 'সবাই মিলে বেঁটা নে রে, হুলে ফেল সব দড়াদড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দড়ী [স] দঢ়। ক্রি ঠিক করা। দড়ীয়া বি ছির করে। 'এই দড়ীয়া

মনে ডাকি গুরু নেমানে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **দড়াইলা** *ক্রি* হির
করো। 'নিচয় যাইব দেশে দড়াইলা মন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দড়াই [স দৃঢ়] *বি* প্রতিজ্ঞা। 'এইমতে দড়াই করিলা বীরগণ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দড়ান [স দৃঢ়] *বি* সিক্তি। 'তোরে আমি বলি সাধু করিআ
দড়ান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দড়াদড়ি *বি* দড়িকাছি ইত্যাদি বাঁধার উপকরণ। 'সবাই মিলে বৈঠা নেড়ে,
খুলে ফেল সব দড়াদড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দড়াম [ধন্যা] ১ *বি* আহাড় বাওয়ার শব্দ। 'দড়াম করিয়া পড়িয়া
গেলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ *বি* দরজা জানালা ইত্যাদি জোরে বন্ধ
করার শব্দ। 'দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।' *মানিক*,
১৯০৬।

দড়াস দড়াস [ধন্যা] *বি* হৃৎস্পন্দনের শব্দ। 'বুকাটা দড়াস দড়াস কতে
লাগলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

দড়ি, **দড়ী** [স দোরক] ১ *বি* রশি। 'চারী গুণ দড়ী পাকাইল মোমোদর।' *বহু*, ১৪৫০: 'জেন ঘর রাখিবারে বাত্যায় বাধে দড়ি।' *মালাধর*,
১৫০০। ২ *বি* কিতা। 'ছোট ছোট বেটুয়া, চুল বাঁধিবার দড়ি
ইত্যাদি।' *প্যারী*, ১৮৬০। ৩ *বি* বৈপী। 'যেমন একটাল চুল তেমনি
দড়ি হয়েছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ *বি* ফাঁস। 'সে দিন গলায় দড়ি
সেবেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

দড়িওয়ালা [দড়ি+হি ওয়ালা] *বি* দড়িনির্মাতা। *ওর্স*, ১৭৮৫।

দড়ি-কলসী [দড়ি+স কলসী] *বি* আত্মহত্যার উপকরণ; দড়ি ও
কলসি। 'ভার কি দড়ি কলসী বোড়ে নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

দড়ি-কলসি [দড়ি+স কলসী] *বি* আত্মহত্যার উপকরণ। 'সেখানে
ঘন ঘাও একেবারে দড়ি-কলসি হাতে করে নিয়ে যাব।' *রবীন্দ্র*,
১৯২২।

দড়িকলসী [দড়ি+স কলসী] *বি* দড়ি ও কলসী; আত্মহত্যার
উপকরণ। 'যদি দুঃখ ব্যক্ত করিতে হইল অমনি ছুঁই ছোঁয়া, দড়ি
কলসী, বিধ আতন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দড়ি-কলসী জোটা *ক্রি* আত্মহত্যার উপকরণ পাওয়া। 'আমার কি
মরবার দড়ি-কলসী জোটে না?' *শরৎ*, ১৯১৬।

দড়িজাল [দড়ি+স জাল] *বি* ফাঁস। 'শাশমাটা সরল জীবনে আসিতে
লাগিল ফুটুখি আর কৌশলের দড়িজাল।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

দড়িদড়ি *বি* রশি এবং বাঁধার অনুরূপ উপকরণ। 'দড়িদড়ি নোঙর
দিয়ে মাটি আঁকড়ে নিশ্চিৎ হয়ে বসল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দড়ি দেওয়া *ক্রি* গলায় ফাঁস দেওয়া। 'স্নাত্ত্ব হলে এতদিনে গলায়
দড়ি দিয়ে মরতুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

দড়ি পাকানো *ক্রি* দড়ি তৈরি করা। 'একজন বসে বসে দড়ি
পাকাতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দড়িবাঁধা *বি* দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এমন। 'দড়িবাঁধা
ছাগল-হানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

দড়ি বেটে *ক্রি* যাদুয়া *ক্রি* দড়ির মতো তরিয়ে যাওয়া। 'ভুই এত
ভাবিস কেন? ভেবে ভেবে যে দড়ি বেটে গেলি।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

দড়ির খাটিয়া *বি* রশি দিয়ে বানানো খাট। 'দড়ির খাটিয়ায় নীড়
থেকে আমার সুখসুপ্ততো উড়ে গালাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

দড়ি-লাক *বি* মাথার উপর দিয়ে ও পায়ের নীচ দিয়ে ঘুরিয়ে আনা

দড়ির উপর দিয়ে লাফ দিয়ে এক ধরনের খেলাবিশেষ। 'দু' বার
দড়ি-লাক দিয়ে ... বেকিয়ে বলে উঠলো 'বাঁচী।' *বহু*, ১৪৪৯।

দড়োড়ি *ক্রি* *বি* দৌড়ে। 'দড়োড়ি গুঁয়ার বৈঠকখানায় আসতে যাচ্ছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দঢ় [স দৃঢ়] ১ *বিশ* শব্দ। 'চলে হালে নাহি ডোলা অতি বড় দঢ়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিশ* অতিশয়। 'হেনে হেনে করিলে নির্দয় তুমি
দঢ়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিশ* শক্ত। 'ভাউ দন্ত বলে ভাই দঢ় কর
হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বিশ* নত। 'দঢ় যদি হত তুমি আশ্রয়
রসূল।' *সুলতান*, ১৭০০।

দঢ়া [স দৃঢ়] *ক্রি* দঢ় সংকল্প করা। **দঢ়াই** *ক্রি* দঢ় সংকল্প করি।
'আসিতে সময় মৃত্যু দঢ়াই সকলে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দঢ়ান [স দৃঢ়] *বি* দৃঢ়তা। 'শ্রীশাস বসেন এই দঢ়ান আমার।' *বৃন্দা*,
১৫৮০।

দণ্ড [স] ১ *বি* সময়ের এককবিশেষ: ২৪ মিনিটের সমান সময়। 'তুমি
দিবা হুঁমি রাষ্ট্র দণ্ড গ্রহের রূপ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* এক ঘট।
ওর্স, ১৭৮৫।

দণ্ডটাক *বিশ* একদণ্ড। 'বুড়াইব দণ্ডটাক সমুদ্রের জলে।' *মানিকরাম*,
১৭৮১।

দণ্ড দণ্ড [স] *ক্রি* *বি* উপরূপ। 'গুদামে বন্ধ রাখিয়া তাহারদিগকে
দণ্ড দণ্ড দণ্ড বিধান করিতে আদেশ করেন।' *প্রজাকর*, ১৮৫৩।

দণ্ডে দণ্ডে *ক্রি* *বি* প্রতি এক ক্রমে। 'জগত দণ্ডনা দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে
' *আলাওল*, ১৬৮০।

দণ্ড [স] ১ *বি* শাসন। 'অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা।' *কৃষ্ণদাস*,
১৫৮০। ২ *বি* লাঠি। 'সারিআ দণ্ডের মারে বাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।
৩ *বি* জরিমানা। 'এক শত টাকার মধ্যে উপযুক্ত বুদ্ধিয়া দণ্ড
করবেন।' *কালধ্ব*, ১৭৮৪। ৪ *বি* আধাতের চিহ্ন। *ডানকান*,
১৭৮৫: 'উহারদের শরীরে দণ্ড নাই।' *গৌর*, ১৮২২। ৫ *বি*
অপরাধ। 'আজিকার তকবির মাফ করিলাম যদিও আর কখন এমত
কর তবে সেই দণ্ডে ছাড়াইয়া নাই।' *কেরি*, ১৮০২। ৬ *বি* মুহূঃ
রাজনীতির ঘাটিনা চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই
উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৭ *বি*
বৈরাগ্যত। 'উহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দয় দণ্ড ভয়ে তাহার
কম্পিতকলেবর থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দণ্ডকারী [স] *বিশ* শাস্তিদানকারী। 'তনেই ভারতেশ্বরী, দুইজন
দণ্ডকারী।' *মহারাজ*, ১৮৬৯।

দণ্ডগ্রহণ *ক্রি* *বি* সন্ন্যাসীদের দণ্ড অর্থাৎ শীকগ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ
অনুষ্ঠান। 'দণ্ডগ্রহণ ব্যাপারটি শিবাবের পুনর্জন্ম বলিয়া পরিগণিত
হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

দণ্ডদাতা [স] *বিশ* শাস্তিদানকারী। 'পাশের দণ্ডদাতা ...।' *সেবধি*,
১৮৩৯।

দণ্ডধর [স] ১ *বি* রাজা। 'বালীকে মারিয়া হুঁহা হইল দণ্ডধর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ *বি* পাল্লীদের শাসক। 'দণ্ডধর মহারথী - তপন-
তনয় -।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

দণ্ডধারণ *ক্রি* *বি* লাঠি তুলে নেওয়া। 'দণ্ডধরকে দমন করিবার জন্য
সে দণ্ডধারণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দণ্ডধারী [স] ১ *বিশ* দণ্ড ধারণকারী। 'ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী-দণ্ডধারী।' *আনুগুণি*, ১৮০০। ২ *বি* সন্ন্যাসী। 'যার ভাবে হয়েছি রে দণ্ডধারী।' *গানন*, ১৮৯০। ৩ *বিশ* লাঠি হাতে আছে এমন। 'ইনি ছিলেন

বিদ্যালয়ের দপ্তরী বিচারক।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দপ্তর করা কি শক্তি দেওয়া। 'আয় আয় আজি তোর করিব দপ্তর।' কুন্ডদাস, ১৫৮০।

দপ্তরীতি [স] ১ বি রাজ্যশাসন নীতি। 'রাজার দপ্তরীতি প্রজাবর্গের মনোমধ্যে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বি বিচারের নিয়ম। 'দপ্তরীতি, দেশনীতি, কূটনীতি কত শত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দপ্তরীয় [স] বিশ শাস্তিযোগ্য। 'কহিলে আইনানুসারে দপ্তরীয় হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৭।

দপ্তরভুক্ত [স] বি শাসনকারিত্ব। 'যে বেদন্ত, সেই সৈন্যপতা, রাজা, মনোভুক্ত এবং সর্বলোকবিপণিতোর যোগ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

দপ্ত-পরশাম [স] দপ্তপ্রণাম। বি সঠিক প্রণাম। 'অশেষ প্রকারে যের দপ্ত-পরশামে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দপ্তপাট [স] বি দপ্তরতা রাজার আসন। 'বার সেই দপ্তপাটে রাজ্য করে গুজরাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দপ্তপ্রণোতা [স] বি শাস্তিবিধানকর্তা। 'যে দস্যুর দপ্তপ্রণোতা আছে, সেই দস্যুর কার্যের নাম দস্যুতা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

দপ্তবৎ, **দপ্তবত** [স] দপ্তবৎ ১ বিশ লাঠির মতো। 'দপ্তবৎ হৈয়ো আমি পড়িছু ভূমিতে।' কুন্ডদাস, ১৫৮০। ২ বি অবনত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম। 'দপ্তবৎ হৈল্য তবে মূনির সাক্ষ্য।' বাহরাম, ১৬৫০: 'দপ্তবত পড়িল রাজা মূনির চরণে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দপ্তবাড়ি, **দপ্তবারি** [স] দপ্তবৎ বি লাঠিবিশেষ। 'হাতে দপ্তবাড়ি কোন বড় চপ্লি জ্ঞাএ।' বাহরাম, ১৬৫০: 'আইলা মৌলানা বেশে হাতে দপ্তবারি।' সুলতান, ১৬৫০।

দপ্তবিধান [স] বি শাস্তিপ্রদান। 'রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দপ্তবিধান করিবেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দপ্তবিধি [স] ১ বিশ ফৌজদারি। 'দপ্তবিধি আইনের প্রকৃতি ধারার অপরূপ করা প্রকাশ ও সেজ্ঞা জামানত থাকতে ...।' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বি শাস্তিদানসম্বন্ধে নিয়ম-পদ্ধতি। 'বৈরনির্ঘাতন করা দপ্তবিধির উদ্দেশ্যে নহে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৭।

দপ্তবেদনা [স] বি শাস্তি দেওয়ার বেদনা। 'যে দপ্তবেদনা পুঝেরে পার না দিতে সে করে দিয়ো না।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

দপ্তভোণ [স] বি সাজা প্রাপ্তি। 'আপনাদিপাঙ্কেই দপ্তভোণ করিতে হইবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

দপ্তভোগী [স] বিশ শাস্তি পেয়েছে এমন। 'বলশেচিক যড়যন্ত্র কেনের দপ্তভোগী অন্যতম আসামী।' নরকল, ১৯২৬।

দপ্তদান [স] দপ্তরমান। বিশ দপ্তরমান। 'দিবারাজি দপ্তদান দিপূজা দিকৃপতি।' মানিকরায়, ১৭১১।

দপ্তদুঃ [স] বিশ সর্বময়। 'রাজনীতির দপ্তদুঃ হর্তাকর্তা বিধাতার দলও ...।' নরকল, ১৯২২।

দপ্তব্যাপ্য [স] বিশ শাস্তির উপপত্ত্ব। 'দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দপ্তব্যাপ্য হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দপ্তরাজ [স] বি রাজা। 'বীরসম্মে রুদ্রমুখে বৈসে দপ্তরাজ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দপ্তশাস্তি [স] বি আইনশাস্তি। 'নীতিশাস্ত্র দপ্তশাস্তি আয়ুর্বেদ প্রকৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দপ্তহীন [স] বিশ ধ্যাবড়ানে। 'মহা পুট নাগা দপ্তহীনে উন্নত গণ

কপোল যীনে।' বড়ু, ১৪৫০।

দপ্ত [স] দপ্তবৎ ১ ক্রি দপ্ত দেওয়া। 'বিখ্যাত আমারে দপ্তি ক্রিয়ন্ত ভাতারে রাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি দাঁড়িয়ে থাকা। 'ছারে দপ্তহিতে নারি জননী গল্পনে।' বাহরাম, ১৬৫০।

দপ্তা [স] দপ্ত বি মোটা লাঠি। 'ডেরা দপ্তা তাম্র কানাত রাউট পাল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দপ্তাঘাত [স] দপ্ত-আঘাত বি লাঠির আঘাত। 'অথবা যন্ত্রণা-পদাঘাত-দপ্তাঘাত বন্দীভাণ্ড্যে কথায় কথায় হইতে থাকে।' মশাররফ, ১৮৯০।

দপ্তাজ্ঞা [স] দপ্ত-আজ্ঞা বি শাস্তির আদেশ। 'ফাঁসির আসামি যেমন করে তার দপ্তাজ্ঞা শোনে।' নরকল, ১৯৩১।

দপ্তানো ক্রি দাঁড়িয়ে থাকা। 'হতী রথ টানে দেখে দপ্তাইয়া।' কুন্ডদাস, ১৫৮০।

দপ্তরমান [স] ১ বিশ দাঁড়িয়ে আছে এমন। 'ধারা মত যাদপ পাদভূমিরে উভয়ে দপ্তরমান হইয়া।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিশ বাড়ি। 'কোন কোন মহতী সভায় দপ্তরমান হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

দপ্তরমানা [স] বিশ ক্রী দপ্তরমান; বাড়ি। 'এই বাক্য শ্রবণে রাণী ক্রিয়িৎ অন্তরালে দপ্তরমানা হইলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

দপ্তর্জ [স] বিশ দপ্তের উপপত্ত্ব। 'পঞ্চম দানলব্ধ বর্ষ পৈতৃক সপ্তম দপ্তর্জ।' দর্পণ, ১৮২৩: 'সতীর্থ অশাস্ত্র ও যৌজদারী আদালতে দপ্তর্জ।' দর্পণ, ১৮৩২।

দপ্তিত [স] বিশ সাজাপ্রাপ্ত। 'অর্থহ আচরণে ... রাজ্যধারে দপ্তিত হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

দপ্তকঃ [স] বি সংগীতের তালবিশেষ। 'দপ্তকঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

দপ্তকারণ্য [স] বি নরম্য ও গোদাবরী নদীর মধ্যস্থ প্রাচীন অরণ্য প্রদেশ। 'রামায়ণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে রামচন্দ্র দপ্তকারণ্যে প্রবেশ করিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দপ্তি [স] দপ্তি বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজাইয়া দপ্তি মাকড়া চণ্ডী নড়িলা সত্বর যয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দপ্তী [স] বিশ বিশ শাস্তিযোগ্য। 'দিশ্বরের নিকট দপ্তী হইব।' ডানকান, ১৭৮৪।

দপ্তী [স] বি ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ; সন্ন্যাসী। 'যাঁহারা দপ্ত কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের নাম দপ্তী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

দপ্ত [স] ১ বিশ দেওয়া হয়েছে এমন। 'আমা দপ্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্তম।' কুন্ডদাস, ১৫৮০। ২ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বাসুদেবদত্ত বহি নারিক উপমা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দপ্তক [স] বি পোষ্য। 'যামির আজ্ঞা লইয়া দপ্তক পুর করিলেক।' কেরি, ১৮১২।

দপ্তকবিধান [স] বি পোষ্যপুত্র গ্রহণের আচারাদি। 'সকালে দপ্তকবিধানের অনুষ্ঠানের সময়ে রানি যে উৎসব বেশ ধারণ করেছিলেন ...।' মহাশেখতা, ১৯৫৬।

দপ্তাপাত্র [স] বি দানপত্র। ওর্ডস, ১৭৮৪।

দধি, **দধী** [স] দধি বি দই। 'দধি দুর্ঘে পসার সজাজী।' বড়ু, ১৪৫০: 'ভাত ভাঁগিবো রাধা খাবিবো দধী।' বড়ু, ১৪৫০।

দধিতত্ত্ব [স] বি ঘোল। 'দধিযুক্ত দধিতত্ত্ব।' কুন্ডদাস, ১৫৮০।

দধিভার [স] বি দইয়ের ভার। 'দধিভার বহি তবে লওড় ফিরাইলা.'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দখির অঙ্ক খোলের শেষ - দইয়ের শালের উপরের গাঢ় অংশ খেতে সুখানু, অন্যদিকে খোলের নীচের গাঢ় অংশ খেতে সুখানু।
স্ববল, ১৯০৬।

দখিসক্রোড়ি [স] বি ব্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনশাড়া ব্রত - দখিসক্রোড়ি, কলাছড়া, গুণধন ...।' অবন, ১৯১৯।

দখিয়ার [স দখিবা] বি দোয়েল। 'মস্তানা শ্যামা দখিয়ার টানে বায়ু-বেয়াশার মিড়।' নজরুল, ১৯২৮।

দখীতি [স] বি দেবতাদের রূপাণে জীবনদানকারী হিন্দু পুরাণোক্ত মুনিবিশেষ। 'দনুজ দমন দখীতি-আছি, বহিগার্ত দস্ত্রোণি।' নজরুল, ১৯২৪।

দনা [স দমনক] বি দত্তকলস ফুল ও তার গাছ। 'দনা মরুআ ভাঙ্গিলে দুশালের ডাল।' বহু, ১৫০০।

দনাই [স] বি নদীর নামবিশেষ। 'কুবাই দনাই ধাইল দুই ভাই বগাড়ির খাল বগা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দনুজ [স] বি দানব; দৈত্য। 'চমক লাগ দনুজ ভাগ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

দনুজ-দল [স] বি দানব বাহিনী। 'দীনজনে দেখা দে মা, দনুজদল-নাশিনী।' গিরিশ, ১৮৮৩; 'দনুজ-দলে দলতে দাদা এমনি দামাল কামাল চাই।' নজরুল, ১৯২২।

দনুজদলনী [স] বি ক্রী হিন্দুতে দস্যুহাজার দেবী দুর্গা। 'দনুজদলনী মূর্তি তুমি বেদমাভা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দনুজারি [স] বি দানব-বিনাশী। 'দনুজারি তেজ্ঞে অবনী-অভেতে কর সিংহেনাদ বিজয় শঙ্খেতে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

দন্ড [স] বি দাঁত। 'বিকট দন্ড কপট গ্রাণী।' বহু, ১৪৫০।

দন্ডকুমুদ [স] বি দাঁতরূপ ফুল। 'দন্ডকুমুদে জোমর হইয়া উঠিছে হাসির বায়।' জসীম, ১৯৫১।

দন্ডঘাত [স] বি দাঁতের আঘাত। 'সখি সব দেখিআ নুসিব দন্ডঘাতে।' বহু, ১৪৫০।

দন্ডধবল [স] বি দাঁতের মতো সাদা। '... তবে হল দন্ডধবল বা দাঁতি-শাদা।' অবন, ১৯২৫।

দন্ডধাবন [স] বি দাঁত মাজার কাজ। 'দন্ডধাবন কৈল জ্বলতে মার্বান।' মাধাধর, ১৫৫০।

দন্ডধরুতি [স] বি দাঁতের সারি। 'দন্ডধরুতি বিদিত বিজুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দন্ডপাটী [স] বি দাঁতের সারি। 'তিলপুষ্প গেল, অতুর হইল, কিবা দন্ডপাটী।' ভবানী, ১৮২৫।

দন্ডবাস [স] বি গুঠ। 'বিসানী দন্ডবাস চোঁয়ায়ে চুখনে।' দীনবহু, ১৮৬৭।

দন্ড-বিকাশ [স] বি দাঁত দেখানো। 'আর ময় গুণ দন্ড-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে।' নজরুল, ১৯২৪।

দন্ডবিকাশ করা ক্রি দাঁত বের করা। 'গাভী দন্ডবিকাশ করিয়া বলিল ...।' মনসুর, ১৯৩৫।

দন্ডভঙ্গ [স] বি প্রকাশ। 'এ কথা কখনো দন্ডভঙ্গ করিব না।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।

দন্ডমূল [স] বি দাঁতের গোড়া। 'দাঁত গেল মিথি কি ঘনিব দন্ডমূলে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

দন্ডশূল [স] বি দাঁতের ব্যাথা। 'লোকের দন্ডশূল ও শিরঃপীড়া হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

দন্ডশোখ [স] বি দাঁত ফোলা রোগ। 'শাক অতি মুখশ্রিয় দন্ডশোখ হরে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

দন্ডশ্রেণী [স] বি দাঁতের সারি। 'বদনবিবর তীক্ষ্ণধার দন্ডশ্রেণীসমবিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দন্ডকূট [স] ১ বি কঠিন বিষয় উপলব্ধি। 'বিদ্যাসাগর দন্ডকূট করিতে পারিলেক না।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বি নিপীড়ন। 'জমিদারগণ আর সমস্ত দন্ডকূট করিতে সমর্থ হইবেন না।' এডুকেশন, ১৮৭০।

দন্ডকূট করা ১ ক্রি পীড়ন করা। 'অভিনব উপায়ে প্রজাদের উপরে দন্ডকূট করিতে শিক্ষা করিলেন।' ভারত সরকারক, ১৮৭৩। ২ বি কঠিন বিষয় বোঝা। 'দন্ডকূট অথবা চক্ককূট করিতে সমর্থ হইবেন না।' জগদীশ, ১৮৯৫।

দন্ডহীন [স দন্ডহীন] বি দাঁত নেই এমন। 'দন্ডহীন বড়ই সগন মুখ লাড়ে।' মাধাধর, ১৫০০।

দন্ডহীন [স] বি দাঁত নেই এমন। 'সে দন্ডহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া হুহিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দন্ডা [স দন্ড] বি দাঁতবিশিষ্ট। 'কড়মড়ি দন্ডা সমরে দুরন্ডা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দন্ডাধাড় [স দন্ড-আঘাত] বি দংশন। 'কৃষ্ণকায় শাপসের বিকট দন্ডাধাড়।' স্বরূপ, ১৯২০।

দন্ডাদন্ডি [স দন্ড] বি দাঁতে দাঁতে বুদ্ধ। 'দন্ডাদন্ডি কেশাকেশি যুদ্ধ ঘোরতর।' আলোহল, ১৬৮০।

দন্ডে দন্ডে ক্রিবিধ দাঁতে দাঁতে। 'প্রমত্ত কুঞ্জর জেন ভিড়ে দন্ডে দন্ডে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দন্ডোন্নীলন [স দন্ড+উন্নীলন] বি দাঁত বের করা। 'এক টেবিলে বসে বাই এবং একরয়ে দন্ডোন্নীলন করি।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

দন্ডি, দন্ডী [স দন্ডী] বি হাতি। 'তেউড়ি দন্ডি কাটিল আঙলা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'চলে দন্ডী, আকালিয়া গুণ দণ্ডের যথা কাল-দণ্ড।' মাইকেল, ১৮৬১।

দন্ডিদন্ড [স] বি হাতির দাঁত। 'দন্ডিদন্ড দেখ যেন লুকাবার নয়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দন্ডিল [স] বি দাঁতাল। 'আসে সে বেতাল, তুমি যার বাগদন্ড, দন্ডিল হাসি হাসতে।' সুশীল, ১৯৩৯।

দন্ডি [স দন্ডী] বি কড়ার নয় ভাঙের এক ভাগ। 'কড়া আছে, ক্রোড়ি আছে, দন্ডি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দন্ডদি [স] বি দণ্ড। 'ধরনী দন্ডদি তেজী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দন্ডরা [স] বি দণ্ডী বড়ো দাঁতবিশিষ্ট। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরদা দন্ডরা।' ভারত, ১৭৬০।

দন্ডরাকৃতি [স দন্ডর+স আকৃতি] বি দাঁতের আকৃতিবিশিষ্ট। 'দন্ডরাকৃতি দেওয়ালের গ্রাটিন বেটনের অন্তর্ভাগে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দন্ডে দন্ডে প্র দন্ড

দন্ডোন্নীলন প্র দন্ড

দন্ড্য [স] বি দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত। 'ইংরাজী ভেট্রনানারীর ন্যায় ভাষায় বিবিরী দন্ড্য গুণ্য বকারের প্রভেদ করিয়া ...।' দর্পণ,

১৮১৮।

দন্দ [স দ্ব্য] বিণ দ্ব্য। 'দন্দ সুমদ হোএ জীব দএ পার' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দন্য [স দন্য] বি ক্রোড। 'কেহো মরে কেহ পালাএ কেহ করে দনা।' মালধর, ১৫০০।

দপ [ধন্যা] বি হঠাৎ জ্বলে ওঠার ভাব। দপ করে জ্বলে ওঠা কি হঠাৎ জ্বলে ওঠা। 'দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার থপ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে।' শরৎ, ১৯১৩।

দশদপ [ধন্যা] ১ বি উজ্জ্বলতার ভাব। 'রত্ন জ্যোতে কুটার উজ্জ্বল দশদপ।' আলোক, ১৬৮০। ২ বি বেদনা বা টাটনির ভাব। 'কপালের শির দশ দপ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি আতন জ্বলার ভাব। 'শিদিমের আলোটা দশ দপ করছে।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

দশদপানি [ধন্যা দশদপ] বি আতন জ্বলার ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

দশদপানো [ধন্যা দশদপ] বি জ্বলে ওঠা। 'জ্বলাভূমিতে আতন দশদপিয়ে উঠে গড়িয়ে যায়।' হাসান, ১৯৬৭।

দশদপে [ধন্যা দশদপ] বি উজ্জ্বল। 'হঠাৎ বাইরের দশদপে বাড়িটা নিভে গেল।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৩।

দশভঙ্গ [আ দফ] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দশভঙ্গ গুনি লাগে ভাল।' সুলতান, ১৭০০।

দস্তর, দফতর [আ দফতর] ১ বি কাছারি; কার্যালয়। 'দস্তরে তালিকা নাম ধরা' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'দফতর' ওর্দা, ১৭৮৫; 'সম্মুখে দুইখান দফতর সাজাইয়া কিত্তির কর্ম করিতে বসিতেন।' গ্যারী, ১৮৫৯। ২ বি বৈপদ্য, খাটা রাখার স্থান। 'বাবার বইয়ের দস্তরে একখানা পুরাতন বই ছিল।' বিভূতি, ১৯৩১।

দস্তরখানা, দফতরখানা [আ দফতর-এ কা খানা] বি ডাক্তার; কার্যালয়। ওর্দা, ১৭৮৫; 'দস্তরখানায় অনুপকান করিয়া জানিতে পারিয়ে।' দর্পণ, ১৮২৪; 'পূর্ববঙ্গ সরকারের দফতরখানায় বাহুমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ...' বেগম, ১৯৪৮।

দস্তরী, দস্তরী [আ দফতর] বি অফিসের কাগজ, কলম ইত্যাদির পরিবেশক। 'দস্তরী আমার পতি তার কথা শুন।' ভারত, ১৭৬০; 'দস্তরী নিবৃত্ত আছে তাহারাই সর্বদা সেই সৰুল কেতাবের সেবা করিতেছে।' ভবানী, ১৮২৩।

দফতরহীন [আ দফতর+স হীন] বিণ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নেই এমন। 'দুইজন করিয়া বিরোধীদের প্রতিনিধিকে দফতরহীন মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪০।

দঙ্গল [স দর্পণ] বি আয়না। 'দঙ্গল মুখ প্রতিবিম্ব নাড়ী বেকত ভেল বিকারে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দঙ্গরদঙ্গর [ধন্যা] বি যন্ত্রণার আকস্মিক শব্দ। 'বাবার হাঁফধরা বুকটা দঙ্গরদঙ্গর করে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

দফতর দ্র দস্তর

দফরা [আ দফরাহ] বি ধমক। ভবানী, ১৮২৩। 'এর দফরা খেয়ে নফরা যত, করে বসে কি একখানা।' ওর্দা, ১৮৫৮।

দফসা বি আসামের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামে মিরি, মিশি, আবর, আকা, দফসা কুন্ডি ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

দফা [আ দফ] ১ বি বিষয়। 'বাজে দফা।' ভারত, ১৭৫০। ২ বি

বার। 'আমী সেই জায়গাতে একটা পুর্ন পুরিয়া কোটা এয়ারত দেওয়াল গুয়রহ অনেক দফার বরচ অনেক করিয়াছী।' মেয়র্স, ১৭৭০। ৩ বি বাবদ। 'দাশাল ছাড়াইসে কুপানির দানদির দফার জামিন কেহ থাকে না।' হালহেড, ১৭৭৩; 'সেখানকার সেনার দফা এক সপ্টা আড়কাটা পাঠাই।' ওর্দা, ১৭৮২। ৪ বি অবস্থা। 'আপনি আমার দফার ভাল বুঝ না।' ওর্দা, ১৭৮২। ৫ বি পালা। 'বোধ হয় আমাদের প্রাণির দফা একেবারে উঠে গেল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

দফাওয়ারি, দফাওয়ারা [আ দফ+আ+ফা ওয়ারী] ১ বিণ প্রতি দফা অনুযায়ী। মেয়র্স, ১৭৮৭। ২ বিণ পর্যায়ক্রমিক। 'অভিযোগের বিন্মত ও দফাওয়ারা আসোচনা করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪০।

দফায়াত [আ+ফা] বি দফাগুলি; প্রতিটি বিষয়। 'দফায়াতে যেমত লেখা গিয়াছে।' চৈত্রী, ১৭৮৮।

দফা রফা [আ দফ+আ+ফা] ১ বি সমাপ্তি। 'সে দিবসের দফা রফা করেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি সর্বনাশ। 'তাহাতেই তাহার দফা রফা হয়।' দর্পণ, ১৮৩২।

দফে দফে ক্রিবিধ বারোবারে। 'কারো বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে।' সুকুমার, ১৯২০।

দফাদার [আ দফ+আ+ফা দার] বি চৌকিদার বা মজুরদের সর্দার। 'দফাদার জমাদার চলে সন্ন্যাসী।' ভারত, ১৭৬০।

দফাদারি [আ দফ+আ+ফা দারি] বি চৌকিদার বা মজুরদের সর্দারের ক্ষমতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

দফাল [স দর্পণ] বি আক্ষালন। 'অগ্নির দফাল যেন বাড়ের গর্জন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দবকিয়া [স দমন] ক্রিবিধ আড়ি পেতে। 'দবকিয়া শিশুগণে শুনএ সৰুল।' বাহরাম, ১৬৫০।

দবজ [আ দবজ] বিণ শব্দ। 'হুলতলো ধরে শিহনে গেরো দিচ্ছে এমন সময় মাথায় একটা দবজ হাত।' আলোউদ্দিন, ১৯৭১।

দবদব [ধন্যা] বি দ্রুতগতির স্পন্দন। 'তাহার কপালের শিরা দব দব করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দবদবা [ধন্যা দবদব] ক্রি দবদব করা। 'মরা গিনের নাড়ীর মধ্যে দবদবিয়ে ঘিরে আসে প্রাণের বেগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দবদবাই [আ দবদবাহ] ১ বি স্পর্ধা। 'এইছাই দবদবা লেখে আমার খাড়ির।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি প্রতাপ; প্রতিপত্তি। 'তাঁহার দবদবায় কলিকাতা শহর কাঁপিয়া গিয়াছিল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

দবদবাই [আ দবদবাহ] বি ক্রৌঞ্চকর্ম। 'শব্দগুণবাহির দবদবাই না দেখালে চলছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দবদবানি [আ দবদবাহ] ১ বি প্রভাব-প্রতিপত্তি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি দ্রুতগতির স্পন্দন; 'ভাব আলোটা যেন নাড়ীর দবদবানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দবদবা দ্র দবদব

দবানল [স দাবানল] বি দাবানল। 'এসন করম মোর সেহও দূর গেল/ কএল দবানলে দাহে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দবস [স দ্রব্য] বি দ্রব্য। 'নানা দবস জুত আনএ সত সত।' রামাই, ১৭১০।

দম [আ] ১ বি খাসক্ৰিয়া। 'দেবিয়া কাতোমা বিবি দম নাহি বয়।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি প্রতাপ। 'ভূমি এই প্রকার প্রেম করিয়া কাহারো দমে

ভুলিবাণী।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি ধুমশানের টান। 'মাঠে গাছায় দম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি ঘড়ি মেশিন ইত্যাদির শিংয়ে পাক। 'যেমন ঘড়ির কল ... নিজেদেরই নিজে চলিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ বি মায়া। 'অপূর্ণ ওপহর একটা দম হয়েছে।' বিভূতি, ১৯২৯। ৬ বি নিবাস। 'ভাঁহারা দম আটকাইয়া মরেন নাই।' রোকেয়া, ১৯৩১।

দম জাঁটা ক্রি নিবাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। 'মাঠখানি আজ তনো ঝাঁ পথ যেতে দম জাঁটা।' জসীম, ১৯২৯।

দম-আটকানো ক্রি শাসনরুদ্ধকর। 'শুকনো গুলোর দম-আটকানো ফুলান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দমকুঠুরি [ফা দম+স কোঠা বি দমের ঘর। 'চারি হাওয়া দমকুঠুরি মাখখানো অটলবিহারী।' লালন, ১৮৯০।

দম খাওয়া [ফা দম+] ক্রি চমকে যাওয়া। 'দলিল দেখে খন্দের বেটা জরি দম খেয়ে গেল।' গিরিশ, ১৮৮৯।

দম খিটা [ফা দম+] ক্রি খাস টানা। 'দম খিটে ক্রোধ সংবরণ করে সে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দমদেওয়া [ফা দম+] ক্রি ব্যতাস ঢোকানোর ফলে স্তীত। 'কৃত্রিম হ্রসে নরনারী নাড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাসায়।' অনঙ্গ, ১৯২৯।

দমঘরা [ফা দম+] ক্রি দম আটকে আছে এমন। 'আছে কেবল দমঘরা সিন্ধুভা-নীরবতা।' সেলিনা, ১৯৭৫।

দম ফাঁটা [ফা দম+] ১ ক্রি খাস ত্যাগ করতে না পারায় বুক কেটে যাওয়া। 'খোড়াগুলো দম ফেটে প্রাণ যায় বলে কেঁদে উঠবে।' নীলবন্ধু, ১৮৭০। ২ ক্রি অসহ্য। 'দমফাঁটা গরম।' হাকিমুর, ১৯৫৩।

দমবন্ধ [ফা দম+স বন্ধ] ক্রি শাস বন্ধ হওয়ার মতো। 'পাঁটেতে দমবন্ধ গরমের মধ্যে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দমবন্ধ ক'রে [ফা দম+স বন্ধ+] ক্রি শিথ শাস বন্ধ হয়ে যায় এমন জোরে। 'হাবেলির দিকে দমবন্ধ করে ছুট দিল।' জীবন, ১৯৩২।

দমের মাদার [ফা দম+মাদার] বি মাদার ফকির। 'ঝটকা বায়ে দমের মাদার দুটিয়ে জটা।' জসীম, ১৯৩৩।

দম মারা [ফা দম+] ক্রি ধোয়া টানা। 'একটি মড়াফেলা খাটিয়ার উপর ... তয়ে কিয়া বসে ডাবা হাঁকায় কয়ে দম মারছেন।' প্রমথ, ১৯৩৮।

দম^১ বি মসলাযোষে সিদ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষ। 'অভিশয় রুচিকর এ বীজের দম।' ওষ, ১৮৫৮।

দমক [ফা দম] ১ বি হঠাৎ প্রবল বায়ুপ্রবাহ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ঝট ক'রে একটুখানি। 'এক দমক ঘুমিয়ে নেবে বুঝি?' জীবন, ১৯৪৮।

দমকলা [ফা দম+স কলা+] বি জল তোলা অথবা আতুন নিভানোর যন্ত্র বিশেষ। ওয়া, ১৭৮২; 'ক'এক দমকল দেখিলাম বটে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

দমকলগুয়ালা [ফা দম+স কলা+হি ওয়ালা] বি অগ্নিনির্বাপক গাড়ির কর্মী। 'খবর পেয়ে দমকলগুয়ালারা এসে নিভিয়ে দিয়ে গেছে তক্ষুনি।' শিবরাম, ১৯৭০।

দমকা [ফা দম+] ১ বি হঠাৎ প্রবল বায়ুপ্রবাহ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কত হইয়া ডুবিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ ক্রি আকস্মিক বেগে আসে এমন। 'একটা দমকা

বাতাসের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি জোরে ধাক্কা বা ঝাঁকি। 'হঠাৎ একছানে একটা দমকা মারিয়া ... ক্ষেত্রে মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।' শরৎ, ১৯১৭।

দমকা বাতাস [ফা দম+স বাত+] বি সহসা প্রবল বাতাস। 'আর থেকে থেকে দমকা বাতাসে নারিকেল শাখে হাওয়া।' ফরকশ, ১৯৪৩।

দমকি দমকি [ফা দম+] ক্রি শিথ থেকে থেকে। 'বগ-বাক্সা বাজে ... সে কী দমকি দমকি ধমকি ধমকি।' নজরুল, ১৯২২।

দমকু^১ [স দম+] ক্রি দমিত হলো। 'বিদ্যা করি দমকু^১ অকিলসে।' চর্যা ৯, ১২০০।

দমদম [ধ্বন্যা] ১ বি অশংকারবিশেষ। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, সোলাড়া, ছলনা, মুক্তার লজ্জা দেওয়া কর্ণমূল ...।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি শীপা থেকে উদ্ভূত শব্দ। 'ছল ছল ঝনন ঝনন ছলন ছলন দম দম দিম দিম... বন্দিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

দমদমা [আ দমদমাহা বি চাঁদমারির জন্য তৈরি মাটির ঢিবি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ধোয়াটা যতক্ষণ কুলী পাকিয়ে কাহারির উঁচু ঢালের সাথে লাগেয়া দমদমায় অদ্ভুত না হয়ে যায়।' কায়াসার, ১৯৬৬।

দমন [স] ১ বি শাসন। 'সেই আসি যবনের করিবে দমন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি নিবৃত্ত। 'পুত্রতুলা প্রজা পালন দুইটির দমন এই রূপে পৃথিবী পালন করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি উপদমন। 'ঔষধ দ্বারা তাহারই প্রাণের ক্ষণিক দমন হইয়াছিল।' অক্ষর, ১৮৪২। ৪ বি শান্তিবিধান। 'এই বিষম অরির দমন তখন অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৫ বি রোধ। 'বিবাহবস্ত্রির দমন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

দমনকর্তা, দমনকর্তী [স] বিণ দমনকারী; শালনকর্তা। 'হায় হায়, এদের দমনকর্তা কি আর কেউ সেই।' মশররফ, ১৮৬৯।

দমনকারী [স] বি উৎপীড়ক। 'দমনকারীদমকে দমন করিতে নিরবসাহী আছেন।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

দমনার্থ [স দমন+] ক্রিণ দমনের জন্য। 'তাহারাদিগের দমনার্থে লোক পাঠান যাইবেক।' রামরাম, ১৮০২।

দমননীতি [স] বি পীড়ন করার নীতি। 'একদিকে চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি অন্যদিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ।' হাকিমুর, ১৯৫৩।

দমনমূলক [স] বিণ দমনশীল। 'দমনমূলক তৎপরতার অভাবে ইদানীং ইহারো এতটাই বেগরোয়া হইয়া উঠিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

দমনক [স] বি দনা গাছ। 'দমনক গুপ্তেশ্বর সুখকে যন করে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দমবাজ [ফা] বি প্রতারক। বিদ্যা, ১৮৯১।

দমবাজি [ফা] বি ধাঙ্গাবাজি। 'এক্ষেণে অনেক দমবাজি ও ধড়িবাজির আশ্রয়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

দমা^১ বি নেপা। 'কাঞ্চন ব্রুকে হার পরিহিতের দমা ধরেছে।' গিরিশ, ১৮৩৩।

দমা^২ [স দম+] ১ ক্রি পরাজিত করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি নিরুৎসাহিত হওয়া। 'ভাই ভাবি কবি না পায় মৃত্যুর/দমি যায় তার বুক।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ৩ ক্রি দমন করা। 'সকল গর্ব দমিতে বর্ষ করিতে কুমতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দমনো [স দম্] কি পরাজিত করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

দমে বায়না কি দেবে যাওয়া। 'নানা সন্তান জমিত হইবার সময় পৃথিবী দশ হাত দমে যায়।' সুলভ, ১৮৭১।

দমাকাড়া বি আনন্ড বায়নাধিবেশ। 'দমাকাড়া সারি সারি, টিকারাতে ঘন বাড়ি।' ফরজুন্নেস, ১৮৭৬।

দমাদম [ধন্যা] ১ ক্রিয়ণ পরণ। 'দরজায় দমাদম যা লাগালুহ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ ক্রিয়ণ দ্রুত। 'লুফুন উঠিয়া দমাদম দরজার দিকে রওজান হয়।' মনসুহ, ১৯৫৫।

দমাদম [ধন্যা] ক্রিয়ণ একের পর এক। 'কী দমাদম পিটানি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দমিত [স] বিশ শুভিত। 'তার নীরবতায় যুবক শিক্ষক কিছুটা দমিত হয়।' গুয়াকী, ১৯৬৪।

দম্পতি, দম্পতী [স দম্পতি] বি স্বামী ও স্ত্রী। 'ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। 'পুর পাগো দম্পতী হলো আননিত মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দম্পতী কলহ [স দম্পতি-কলহ] বি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া। 'প্রায় সকল গৃহেই দম্পতী কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে।' কল্যাসবাসিনী, ১৮৬৩।

দম্পতীশ্রেম [স দম্পতি-শ্রেম] বি দম্পত্যাশ্রেম। 'শাহাজী-ভাজের প্রাণে গিলি মধুর, দম্পতী শ্রেমের সোয়াদ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

দম্পত্যা [স দাম্পত্য] বি দম্পতি। 'দম্পত্যো পোসএ মনে হর্ষ বড় হেল।' মালখর, ১৫০০।

দম্ [স দম্] বি অহংকার। 'দম্কে গালি দিয়া চলিয়া উঠিয়া ধ্রবণে কল আছাদি।' ভারত, ১৭৬০।

দমদার [যা দম+মাদার (পিতের নাম)] বি মাদার পিতের বান্ধবী। 'মুখেত বলন্ত দমদার।' রায়হী, ১৭১০।

দম্ [স] ১ বি আফালন। 'পালাএ বানকান দেখি তার দম্।' মালখর, ১৫০০। ২ বি অহংকার। 'বড় রিপু কাম ক্রোধ শোভ মদমাসর্ঘ্য দম্।' চকী, ১৫৫০।

দম্পূর্ণ [স] বি অহংকারে ভরা। 'পরদেশ সম্পর্কে এত বড়ো ভড়া নীতিকথার দম্পূর্ণ অত্যাতি আর কেহ কি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দম্প্রসূত [স] বিশ অহংবোধ জাত। 'আমাদের স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা দম্প্রসূত নয়।' মুজতবা, ১৯৫৯।

দম্ভতা বিশ দম্ভত্ব। 'দম্ভ-ভরা কাগজপত্র করিয়া দাও দূর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'তুমি অমন দম্ভতা কথা কইছ।' গুয়াকী, ১৯৪২।

দম্ভমান [স] বিশ দ্ভুহ। 'তাহার প্রাদুর্ভাবে বসন্তরায় দম্ভমান।' রায়রাম, ১৮০১।

দম্ভহীন [স] বিশ অহংকার নেই এমন। 'ভাবয়ে অরুচি, দম্ভহীন, দেশো নীলকণ্ঠ ... সব কিছু নিয়ে ঐর ব্যক্তি।' মুজতবা, ১৯৫২।

দম্ভারমান [স] বিশ গর্বিত; অহংকার বা গর্ব অনুভব করে এমন। 'নাগাবিধ শোভাত রাজ্যের ও নবাবের মনকবদারি হইতে রাজা অতি দম্ভারমান।' রায়রাম, ১৮০১।

দম্ভিকা [স] বি অহংকার। 'সর নাকো তাঁর দ্বিতীয় কাহারো দম্ভিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দম্ভী [স] বিশ অহংকারী। 'নিকুটিল যজ্ঞপায়ে প্রণালিতে পলিণ দম্ভী।' মাইকেল, ১৮৬১।

দম্ভজি [স] বি বহু। 'যে দম্ভজি তুলি করে, নাশিলা সমরে ক্যাসুরে সুরপতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

দম্ভা [স] ১ বি করুণা। 'যোত বড় দম্ভা লাগে বড়ায় দেখিআ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সাহায্য। 'কিউএ কবির দম্ভা দেখি পিতাহীন।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি সমবেদনা। 'জিহাদএ কুতীসেবী দম্ভার হায়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দম্ভাই ১ বি দম্ভাশীলতা। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি উদারতা। ওর্স, ১৭৮৫।

দম্ভা-কণী [স] বিশ অনুগ্রহের সাথে কৃতজ্ঞ। 'আপনার দম্ভা-কণী।' নজরুল, ১৯৩১।

দম্ভা করন বি অনুগ্রহ করা; দম্ভা দেখানো। ওর্স, ১৭৮৫।

দম্ভাকুশি [স] বিশ দম্ভায় ব্যাকুল। 'দম্ভাকুশি হইয়া সেই কুলসায় ঐ দ্রষ্টাকে দিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দম্ভাশিক্ষা [স] বি কৃপা ও দানশীলতা। 'কেরি সাহেবের দম্ভাশিক্ষা সৌজন্যিণি গুণ কত কহি।' দর্শন, ১৮৩৪।

দম্ভাশিক্ষানু্য [স] বিশ নির্দয়। 'এই সংসারের অনন্ত চক্র দম্ভাশিক্ষানু্য।' বক্রিম, ১৮৭৪।

দম্ভাশূল [স] বিশ দয়ালু। 'তাঁহার দম্ভাশূল সরল পিতাকে ঠকাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দম্ভাসূত্র [স] বিশ অনুগ্রহে উন্মীল। 'তাঁর দম্ভাসূত্র প্রজারা আজ বিদ্রোহ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দম্ভাধর্ম [স] বি করুণা। 'পিতাহীন শিশু জানি দম্ভাধর্ম মনে মানি বাপের খেতাব দিলা মায়ে।' বাহরাম, ১৬৫০।

দম্ভাধার [স] বি দম্ভার আধার। 'দম্ভাধার অভিসাধ করহ পূরণ।' ফরজুন্নেস, ১৮৭৬।

দম্ভানিষিত [স] বিশ করুণাসিক্ত। 'শিষ্টী-হৃদয় দম্ভানিষিত ভাষার গুণে তা মৌলিক সৃষ্টির অসামান্য মহিমা লাভ করেছে।' সুনীলমুখো, ১৯৯০।

দম্ভাপরতন্ত্র [স] বিশ দম্ভাপরবশ। 'দম্ভাপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দম্ভাপরবশ [স] বিশ দম্ভার বশবর্তী। 'দম্ভাপরবশ শ্রীপতি অনেক চোঁয়া তাহারে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দম্ভাপরায়ণ [স] বিশ দয়াময়। 'দম্ভাপরায়ণ ইংরাজরাজ তাহাদের বাসস্থান ত জন্ত বোঁটত করিয়া দিয়াছেন।' সৎসঙ্গ, ১৮৯৮।

দম্ভাবতী [স] ১ বিশ শ্রী দম্ভাশীল। 'অন্য অন্য অনেক ইংরেজ দম্ভাবতী রমণী আছেন।' অক্ষর, ১৮৪২। ২ বি স্বীকৃতির একটি প্রতি। 'দম্ভাবতী।' নজরুল, ১৯৩৫।

দম্ভাবান [স] বিশ দম্ভালু। 'দম্ভাবান সাহেব দম্ভপ্রতিভ হইয়া এমত চোঁয়া আছেন।' দর্শন, ১৮২৫।

দম্ভাবী [স] বিশ অত্যন্ত দম্ভালু। 'শিবিরাজা দম্ভাবীর।' বরধশাদ রায়, ১৮১৫।

দম্ভাভিক্ষা [স] বি দম্ভা প্রার্থনা। 'বাগীকির গান আরো উচ্চ হইল, দম্ভাভিক্ষায় পূর্ণ হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

দম্ভাই [স দম্ভাময়ী] বিশ দম্ভাময়ী। 'তবু দম্ভা করি দম্ভাই, রাখতে হবে চরণভঙ্গে।' ওর্স, ১৮৫৮।

দম্ভামত [স] বিশ দম্ভাবান। 'দাতাশীল দম্ভামত মৈত্রীদাস সাগর।'

দর বৃদ্ধি করা

ককীশ্র, ১৬৮৯।

দরামর [স] ১ বিণ ককামর। 'ভাল রসে সজা উছারিলে দরামর।' কৃষ্ণ, ১৫৮০। ২ বিণ সসর। 'ভজীদাস কল নয়র দরামর।' চক্ৰী, ১৫৫০।

দরামরি [স] সয়মরী, সযোমেন ই-কর। ১ বিণ ক্রী দরাদু। 'আমা সবা প্রতি দর্য কর, দরামরি, হদর ইয়ার।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি দরাদু। দরী। 'উর তব, উর দরামরি বিশ্বমে।' মাইকেল, ১৮৬১।

দরামরী [স] বিণ ক্রী দরাদুপসম্পন্ন। 'এ ককামরী এ দরামরী।' মানোএল, ১৭৪৩।

দরামার্য [স] ১ বি মার্য-মমতা। 'দরামার্যহীন এমন হৃদয়শূন্য আর কে ভূমন্তল আছে?' এডুকেসন, ১৮৮৬। ২ বি দরদ। 'মাতৃভাবার প্রতি একটু দরামার্য করা কর্তব্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দরাদুত [স] বিণ দরাদু। 'দাদুস আমার নিজাত দরাদুত মনিব ছিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

দরাদুত [স] বিণ দরাদুত। 'সুখিতা কৃষ্ণের হের দরাদুত বাণী।' বসু, ১৪৫০।

দরার অগ্নি বি অলৌকিক অগ্নি। মানোএল, ১৭৪৩।

দরার নিধান বি দরার সাগর। 'দরার নিধান পরমেশ্বরের নিষ্কট প্রার্থনা করি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

দরারহিত [স] বিণ নির্দর। 'ক্রীকে দরারহিত ইহা করাখাতে ভাঙনা করিতেছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দর্য [দর্য-অর্থে] বিণ দরাদু। 'দর্যপ্রতিষ্ঠ [স] ১ বিণ দরাদান। 'দর্যপ্রতিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণমিত্যের তুল্য কেহ নাই।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি ককামর বিপলিত মন। 'স্রোতবিন্দী দর্যপ্রতিষ্ঠে কলিশ - বৃষ্টিময়ী তুমি কী বলিতে চাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দরাদুশীল [স] বিণ দরাদু। 'রামাই কসোই নীল শ্বেত বড় দরাদুশীল।' মনিকরাম, ১৭৮১।

দরাদুশীলতা [স] বি পরদুঃখোভাভতা। 'দরাদুশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেক বিশেষরূপে বিদিত আছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

দরাদুশীলা [স] বিণ ক্রী দরাদু। 'কিন্তু দেবী স্বভাবতো দরাদুশীলা।' হর্যয়ন্যাস রায়, ১৮১৫।

দরাদুশীলী [স] বি বদান্যতা। ওর্স, ১৭৮৫।

দরাদুশ্য [স] বিণ হৃদয়হীন; নির্দয়। 'ছাড়িল কটাক বাস দরাদুশ্য হয়ে।' ভগবতী, ১৮২৫।

দরাদুশ্যতা [স] বিণ ক্রী দরাদুশ্য। 'এ সময়ে রসময়ী দরাদুশ্যতা হলে।' উৎপল, ১৮৫৭।

দরাদুশ্যার [স] বি দরার সাগর। 'অশেষ গুণগণের সর্বজনহিতবি দরাদুশ্যার।' দর্পণ, ১৮০২।

দরাদুশ্যিক [স] বি দরাদুশ্য পিতৃ। 'দরাদুশ্যিক নিয়ম সুদ আনন্দকর।' জ্ঞানানুশাসন, ১৮৫২।

দরাদুশিল [স] বিণ দরাদু। 'পালিত বুড়াতত ডাই সিঁটখোয়া ধর্যকর দরাদুশিল কল্যাব্যবস্থা।' ওর্স, ১৭৭৯।

দরাদুহীন [স] ১ বিণ নির্দয়। 'দরাদুহীন সভ্যতাদানসিনী ভুলেছে কুটিল কথা চক্কর নিমিষে তও বিশ্বদত্ত তার ভিত্তি বিধে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণ রূঢ়। 'সুর্দমের বন্ধে থাকে দরাদুহীন শ্রেয়,

কল্পতীর্থযাত্রীর পাথের।' রবীন্দ্র, ১৮০৫। ৩ বিণ নিষ্ঠুর। 'জবরদস্ত খিটিটে দরাদুহীন-মারাদুহীন।' কাহনাস, ১৮৬২।

দরাদু [স] দরাদু। 'কোলেত লইয়া সিন্দু হইল দরাদু।' ককীশ্র, ১৬৮৯।

দরাদুশীল বি দরাদুশীল গীর। 'দরাদুশীল আশিয়ে আমার পার করিবে।' শালন, ১৮৯০।

দরাদু [স] বিণ দরাদান। 'অনুত দরাদু তৈতন্য অন্তর বদান্য/ এইহে দরাদু দাতা লোকে তনি নাই অন্য।' কৃষ্ণনাস, ১৫৮০।

দরাদুতা [স] বি ককামরত। 'তোমার দরাদুতাবহুত পরম ধর্মিকতা কি পর্যন্ত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দরাদুত [স] বি ককামরত। 'বুদ্ধাবতার ইহা, দরাদুত, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সম্পদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দরিত [স] বি ভাঙ্গোবাসার মানুষ। 'তুমি আমার দরিত।' কৃষ্ণনাস, ১৫৮০।

দরিত-আকাশ [স] বি প্রেমিকরূপ আকাশ। 'স্রোতিষ্কলোকে রূপগীরা একে এক ছিন্ন করে দরিত-আকাশ।' নন্দ, ১৯৫৫।

দরিতা [স] বি ক্রী প্রণয়িনী। 'সে স্বর্ণের চিরদরিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দরেল [স] দরাদুশীল। বি সোয়েল পাবি। 'দরেল, লস্কর মিলাইয়া আতর্ষ বিভ্রান্তবদ্য বাঝাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

দর-ককী [স] ১ বি মৃদু। 'বান্য্য বলে দরে বাড়ি হইল পল্লবত মোর সনে সদা ফরি না পারে রুটি।' মুহুদন, ১৬০০। ২ বি মূল্যের হার; নির্বিধ। 'সাত মোন বিধ সেস দর।' মের্স, ১৭৫৭। ৩ বি মর্ধ্যাদ। 'ও সবেস দর সেই, polished society-তে কি গুণব চলল?' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

দর করন [ফা দর-] বি দরাদরি করা; দাম নির্ধারণ করা। ওর্স, ১৭৮৫।

দর করা [ফা দর-] কি দর ককাকি করা। 'আবার শুরু হবে দর করা আর চৌচায়েতি।' সুবীন্দ্র, ১৯০২।

দর করা কি দর নির্ধারণ করা। 'দর ককিয়া আমি কিরহিয়া সিরাহি।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

দরককাকি [ফা দর-] ১ বি নিজেকে চোষ ঠারা। 'নিজের সঙ্গে তো দর-ককাকি চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি ক্রোড-বিব্রোডের মধ্যে আচোচনা করে দর ঠিক করা। 'অত্যন্ত ইঞ্জিয়ায়, দর-ককাকি।' বিজুতি, ১৯০১। ৩ বি বাদ্যবাদ। 'ভাস বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে দরককাকি এবং যমককাকি থেকেই হিন্দু মুসলমানের এক সাথে ঘর না করার সিদ্ধান্ত।' উমর, ১৯৬৮।

দরকসান [ফা দর-] কি দরাদরি করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

দরদস্তর [ফা দর-+ফা দস্তর] বি বিক্রির শর্তাদি ও দাম-দর। 'দরদস্তর চুকাইয়া সওগাদ্য মিথিয়া ... লাইমহিলাম।' ওর্স, ১৭৮২। 'দরদস্তর করিতে করিতে এমন দুই মাস কাটিতে পারিব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

দর-দাম [ফা দর-+দাম] বি সঠিক মূল্য নির্ধারণ। 'তাহার অর্ধ সোনাগুণ্ডা, সবকাজের দর-দাম করা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

দর বৃদ্ধি করা [ফা দর-+ বৃদ্ধি] কি দাম বৃদ্ধি। 'সেটাকে বাড়াল করিয়া অনেক দর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে কেন?' রবীন্দ্র,

১৯০৬।

দর হাঁকা ক্রি বেচাবিক্রির সময়ে জিনিসের একটা দাম চাওয়া।
'চন্দ্রচূড় একটা চড়া দর হাঁকিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

দরাদরি [ফা দর<] বি দর কতকবি। 'বাজারে ফুরুর নিরে দরাদরি।' শামসুর, ১৯৭০।

দর< [স দর] বি গর্ত; থানা। 'মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে।' ভারত, ১৭৬০।

দর< [ফা] বিপ অগ্রধান; সাধারণ। 'দর কাছারি।' ক্যালগে, ১৭৯৬।

দরইজারাদার [ফা] বি ইজারাদারের কাছ থেকে অংশবিশেষ ইজারা নিয়েছে যে। 'উপযুক্ত পুরি জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রকুর সোভানলে আছতি দান করিতে হয়।' অকস, ১৮৫০।

দর কাছারি [ফা দর+হি কচহরী] বি অগ্রধান কাছারি। ক্যালগে, ১৭৯৬।

দরজাবাব [ফা দর+আ জবাব] বি প্রত্যুত্তর; সাধারণ নোটস। 'দেওয়ানজীর আরজীর দরজাবাব।' ওর্গ, ১৭৮২।

দরপত্তনীয়াদার [ফা দর+স পত্তন<+কা দার] বি পত্তনদারের অধীন পত্তনদার। 'এতদ্বিত্তি ইজারাদার পত্তনীয়াদার ও দরপত্তনীয়াদার ইত্যাদি বহু শোকে কৃষকের পরিসমার্জিত ...।' প্রভাকর, ১৮৫২।

দরইজারাদার [ফা] বি ইজারাদারের অধীনস্থ ছোটো ইজারাদার। 'এখন দরইজারাদার শ্রীজানবরাম রায় আমার জমায় দ্বিধ টাকা বসী করিয়াছে।' ওর্গ, ১৭৮২।

দরআন [ফা দারওয়ান] বি দারোয়ান। বিদ্যা, ১৮৯১।

দরআনি [ফা দারওয়ান<] বি দারোয়ানের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

দরইন্ত হইল — জানা গেলে। 'অখন দরইন্ত হইল বিলাতে কুখ্যতি নাম ফোলা বাজলাতে নাম তিসী।' উর্দু, ১৭৯২।

দরওয়াজা [ফা] বি দরজা। 'মতিলাল বাটার সদর দরওয়াজা খুব কবে বন্ধ করিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

দরওয়ান [ফা দারওয়ান] বি দারোয়ান; পাহারাদার। 'দরওয়ান সঙ্গে অনঙ্গ এসবে প্রতিদিন যামিনী সাজ করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

দরওয়ানী [ফা দারওয়ান<] বি ঘরদরক। 'দরওয়ানী আনিয়া কুছি কুশিল ফটক।' গরীব, ১৭৬৫।

দরকচা [স দর<+রা কচা] বিপ দেখতে পাকা কিন্তু মূলত কাঁচা। বিদ্যা, ১৮৯১। ব্র দড়কচা

দরকচা [স দর<+রা কচা] বিপ আখপাকা ও আখকাঁচা। 'গ্রামাভাষায় একেই বলে দরকচা হয়ে ল্যানা মেয়ে যাওয়া।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

দরকার [ফা] বি প্রয়োজন। মানোএল, ১৭৪৩; 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক।' রায়মর, ১৮০১।

দরকারি, দরকারী [ফা দরকার<] বিপ প্রয়োজনীয়। 'যত পেটের দরকারি, মাহ তরকারি ...।' ওর্গ, ১৮৫৮; 'দুঃখটা হয়তো মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দরক [ফা দরখস্ত] বি গাছ। 'রেজগান পেলমান দরক তুবার।' আলোগল, ১৬০০।

দরখ্ত [ফা] বি গাছ। 'সামনে দরখ্ত অদি পড়িল টুটিয়া।' মনসুর, ১৯৪৩।

দরখাস্ত [ফা দরখোয়স্ত] ১ বি আবেদন; আরজি। 'হজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'নিজের রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি আবেদনপত্র। 'জৈ সকল দরখাস্ত সদনের লেখা ময়মুনে একবার লেখা না থাকে।' ক্যালগে, ১৭৯৩।

দরখাস্তকরণওয়ালা [ফা দরখোয়স্ত+স করণ+হি ওয়ালা] বি দরখাস্ত করে যে। ক্যালগে, ১৭৯৯।

দরখাস্তকারক [ফা দরখোয়স্ত+স কারক] বি আবেদনকারী; যে দরখাস্ত করে। 'সেই আপীলের দরখাস্তকারকে দেয়।' ফরস্টার, ১৭৯৫।

দরখাস্তকারী [ফা দরখোয়স্ত+স কারী] বিপ আবেদনকারী। 'দরখাস্তকারী মহিলাদের নাম ...।' বেগম, ১৮৬৫।

দরখাস্ত দাখিল করা ক্রি আবেদনপত্র দেওয়া। 'দাখিল জানাইয়া একটা দরখাস্ত দাখিল করিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দরখাস্ত নামজুর হওয়া ক্রি আবেদন অগ্রাহ্য হওয়া। 'দরখাস্ত নামজুর হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দরখাস্তপত্র [ফা দরখোয়স্ত+স পত্র] বি আবেদনপত্র। 'ইহারা কয়েকের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দরখোয়স্তপত্রিকা [ফা দরখোয়স্ত+স পত্রিকা] বি আবেদনপত্র। 'সেটা দরখোয়স্তপত্রিকা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দরখাস্ত পেশ করা ক্রি দরখাস্ত দাখিল করা। 'দরখাস্তের নিকট দরখাস্ত পেশ করুন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দরখাস্ত মঞ্জুর [ফা দরখোয়স্ত+আ মঞ্জুর] বিপ আবেদন গৃহীত। 'আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

দরগাঁ [ফা দরগাহ] ১ বি দরবার। 'বোদার দরগাহ বলে ঢকুর হাজার।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি মাজার। 'সে দরগাহ জাঁক অতিশয়।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি স্থপ। 'কেউ ধার্মিকের সম্পর্ক রাখেন সুতরাং আপন আত্মনায় টাকার দরগা করে কাছা হুলে ক্ষয়তা দিচ্ছেন, লোকে জানুক মোহাঙ্গী বড় বুজুক।' হুতাম, ১৮৬১।

দরগাহা [ফা দরগাহ+স তল] বি সাধুপুরুষের মাজারপ্রাঙ্গণ। 'সে কি চেয়ে মানুষ রতন দরগাহতলায় মন মজছে।' লালন, ১৮৯০।

দরগাহ শরীক [ফা দরগাহ+আ শরীক] বি দরবেশদের পবিত্র সাধিসম্প্রদ। 'তারপর দরগাহ শরীক, মাজার শরীক ... প্রভৃতির কথা।' সঙ্গত, ১৯৩০।

দরগাহ [ফা] ১ বি দরবেশের কবর। 'শশর শাহের দরগাহে 'শিরী' লইয়া যাইতে হয়।' রোকেয়া, ১৯০৪। ২ বি আরাধ্য জনের বাসস্থান। 'সেওতো এক বিব্রান নারী ... ছিলাম যার দরগাহের সিঁড়িতে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দরগাহওয়ালা [ফা দরগাহ+হি ওয়ালা] বি দরগাহের খেদমতকারী। 'দরগাহওয়ালা তড়াতা দিয়া বলিল, এটা হোটেল না।' রোকেয়া, ১৯৩০।

দর্গা [ফা] বি দরবেশের কবর। 'দর্গার পাশ কাটিয়ে শিলেট শহরে এসে চুকছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

দরগ [ফা] বি বিতারিত বর্ণনা। 'তাহা দরগ দিয়া লিখিবা।' হ্যাসবেড, ১৭৭৩।

দরজা [ফা দরওয়াজা] ১ বি প্রবেশপথ। ওর্গ, ১৭৮৫; 'ঘর দরজাও

পাকা বটো'। ভবানী, ১৮২৩। ২ বি সমুদ্রভাণ। 'আছে রূপের দরজার শ্রীশ্রী মহাশয়।' লালন, ১৮৮০। ৩ দরোজা

দরজার তোলা কি মর্যাদাশীল করা। 'আগ্নাহ আজাজিলকে ফেরেশতার দরজায় তুলিয়া দিলেন।' মনসুর, ১৯৫০।

দরজী, দরজী। [ফা] বি পোশাক তৈরি করা যার পেশা। 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দরজী কাপড় শিঞে বেতন করিয়া জিঞে।' মুহুদ, ১৬০০।

দরদ' [ফা দর্দ] ১ বি বেদনা। 'মালোএল, ১৭৪৩; 'হুয় হৈলেই আমার মাথার দরদ সাইরা যাব।' মনসুর, ১৯৫৫। ২ বি দুঃখ। 'রাপ বিনে বেটির দরদ কেবা জানে।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি আঘাত। ওর্সা, ১৭৮৫। ৪ বি মমতা। 'দরদের ভাই বহুজনা মলে সঙ্গে কেউ বাবে না।' লালন, ১৮৯০।

দরদভরা [ফা দর্দ-] বি দরদপূর্ণ। 'এই দুটি দরদভরা কথাতেই অফতে পুরে উঠল।' নজরুল, ১৯০০।

দরদ-ভিজা [ফা দর্দ-] বি শ্লেহর্ষ। 'দরদ-ভিজা মিহিন সুরে গাইল গজল।' নজরুল, ১৯৩৯।

দরদিস, দরদী [ফা দর্দ-] ১ বি সমবায়ী। 'বিন্দা, ১৮৯১; 'যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি সমবায়ী জন। 'তার বাধা কি সেই দরদীর গ্রাণে সবে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বি কাতর। 'দিক্রান্ত - দরদী, - উন্মন।' জীবন, ১৯২৭।

দরদিয়া [ফা দর্দ-] বি সমবায়ী। 'ও মোর দরদিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

দরদীবন্ধু [ফা দর্দ-+স বন্ধু] বি সমবায়ী বন্ধু। 'অবজ্ঞাত মুসলিমের দরদীবন্ধু সুখ ও দুর্দর্শী একদল চিত্রাশীল মুসলিম ...' য়হেনগু, ১৯৪৯।

দরদ' বি প্রাচীন ভারতের জাতিবিশেষ। 'দরদরা অন্যাপি ... সিংহাসীরা নিকটে বাস করে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

দরদর [ধ্বন্য] ১ বি 'অ'র পড়ার শব্দ। 'ওঁহি অতি বাসর দরদর রোল।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বি (তরল পদার্থের) ক্ররপ ও দ্রুত। 'দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দর দর করে ক্রিবিগ টপ টপ করে। 'দুই চকু দিয়ে দর দর করে জল পড়তো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

দরদাল [ফা দারওয়ান] বি দারোয়ান। 'এক দরদাল ও ফরাস ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা।' দর্পণ, ১৯২২।

দরদালাল [ফা] বি দালানের বাড়ানো অংশ; বারাদাবিশেষ। 'এই দরদালানে পড়ে থাকব।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

দরদিএর দরদ'

দরপত্তনিয়াদার এর দর'

দরপন [স দর্পণ] বি দর্পণ; আয়না। 'কায় দরপন তোর হইল নির্মল।' আলোক, ১৬৮০।

দরপেস [ফা দরপেশ] বি বিচারের জন্য আদালতে পেশ করা হয়েছে বা হাজির হয়েছে এমন। 'বাদসাহেরে হুক্মেরে দরপেস হইলেন।' রায়রাম, ১৮০১।

দরপেস করা কি বিচারের জন্য হাজির করা। 'অতিভূরার হুক্মেরে দরপেস করিব।' দর্পণ, ১৮০০।

দরব [স দর্প] বি অহংকার। 'দরবে পাসান তরু বসির নাদ সুনি।'

মালাশর, ১৫০০।

দরবন্ত [ফা] ১ বি পুরোপুরি। 'আফিসে হামেশা মন্ত হমিয়ার দরবন্ত।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি সকল। 'ব্রটিগিউস সাহেব হুকুম মাসেন কলিকাতা সহরের ... দরবন্ত বসন্তা দিগকে প্রচার করিতে।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

দরবা [স দ্রব-] কি দ্রবীভূত হওয়া। দরবর কি দ্রবীভূত হয়। 'পরসলে নাম ভনি দরবরে হিয়া।' চিষ্ট্রী, ১৬০০। দরবহে কি দ্রবীভূত হয়। 'শ্যামরূপ দরপনে দরবহে শিলা।' মর্জুজ, ১৭৫০। দরবে কি দ্রবীভূত হবে। 'দরবে পাখান সব বংশীদাদ ভনি।' ওর্সা, ১৭৮৫।

দরবারি [ফা দারওয়ান] বি দরজার রক্ষী বা প্রহরী। ওর্সা, ১৭৮৫।

দরবার [ফা] ১ বি সভা। 'মোহরা রোজেতে গিধি দরবার করিল যদি।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি আদালত। 'দরবারে জশোন জে মামিলাত রফা করহ।' হালহেড, ১৭৭২। ৩ বি রাজসভা। 'নিজে মিহল লোক দরবার কেমন তাহা দেখি নাই।' ওর্সা, ১৭৮২। ৪ বি তদবির। 'বিষয়েত বুবি অভিনিবেশ অতএব ইহাকে দরবার করণের ছলে দিল্লিতে পাঠাও।' রায়রাম, ১৮০১। ৫ বি মামলা-মকদ্দমা। 'মরদের কামই দরবার করা।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৬ বি সাধারণ সভা। 'এখন সেখানে সম্মুখের একটা দরবার বা লৌকী হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৭ বি জগৎ। 'প্রকৃতির দরবারে অত্যাড় করুণখরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৮ বি বায়না। 'ভাচার জুতার দরবার সম্পূর্ণ তুলিয়া বিনিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৯ বি আলোচনা বা দৃষ্টিস্থান। 'সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চোটা করাই সমুদায়েরে কর্তব্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দরবার করা [ফা দরবার+করা] কি আবেদন জানানো। 'রাজার কাছে দরবার করল।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দরবারখর [ফা দরবার+খর] বি বৈঠকখানা। 'গ্রাসাদে দরবারখর সুসজ্জিত করা হল।' মহাবেত, ১৯৫৬।

দরবার শরীক [ফা দরবার+আ শরীক] বি গীরের বৈঠকখানা। 'দরবার শরীক, খানকা শরীক প্রভৃতির কথা।' সওগাত, ১৯৩০।

দরবারশালা [ফা দরবার+শালা] বি সভাকক্ষ। 'তাঁহারা দ্বিতীয় তালদার দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন।' দর্পণ, ১৮৬০।

দরবারি, দরবারী [ফা দরবার-] ১ বি (সহীত) রাসিণীবিশেষ। 'কানক হইতে দরবারি কানক।' বন্দর্শন, ১৮৭২। ২ বি দরবারে যাতায়াতকারী। 'রাম ছিলেন বেশ দরবারী।' প্রমথ, ১৯১৮। ৩ বি দরবারে পরার মধ্যে; আনুষ্ঠানিক। 'বার্মিশ-করা ক্যোদে দরবারি জুতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বি রাজকীয়। 'বেগমসাহেবও দরবারী ভবিত সকলের সালাম গ্রহণ করেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

দরবিগলিত [স] ১ বি আস্তে আস্তে গলে পড়ে এমন। 'কঁকসরুজ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি দরদর ধারায় পড়ে এমন। 'দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষধারায় পড়িতের নাক মুখ চোখ যে ডার প্রকাশ করিয়াছিল ...' বন্দ্যুল, ১৯৩৬।

দরবিত [স দ্রব-] বি দ্রবীভূত। 'হ্রিভূখন দরবিত এ মোহায় রসে।' মুহুরি, ১৫৭০।

দরবেশ [ফা] ১ বি মুসলমান সাধক। 'ফকির দরবেশ আগে করিলে বড়াই।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি মিত্রবিশেষ। 'এই সন্দেহ, দরবেশ, রসামোদা, জিলিপি, পান্ডরা, বৈদে, বাজা, গজা, মিহিনান, মতিচূর, দই, রাবড়ি।' শিবরাম, ১৯৭০।

দরবেশবেশী [ফা দরবেশ+স বেশী] বি দরবেশের বেশধারী।

‘দরবেশবেশী আদুর রহমান’ মুক্তবা, ১৯৬০।

দরবেশি, দরবেশী [ফা দরবেশ>] ১ বিপ দরবেশের মতো। ‘সেখেনিস আমার দরবেশি কেরামতি’ নজরুল, ১৯২৭। ২ বিপ দরবেশের। ‘দরবেশী আন্তানায় কথলে ঢাকিনি দেহ’ শামসুর, ১৯৭২।

দরবেশী নাচ [ফা দরবেশ>+নাচ] বি দরবেশদের আচরিত চরুকার নাচবিষে। ‘পৃথিবীতেই চুটতে হয় সূর্যে চার দিকে, দরবেশী নাচের মতো পাক খেতে খেতে’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দরবেশীলাত [ফা দরবেশ>+স লাভ] বি দরবেশসুলভ গুণ প্রাপ্তি। ‘কাসেরের দরবেশীলাভের ইতিহাস’ ওয়ালী, ১৯৬৪।

দরবেশ [ফা] বি দরবেশ। ‘দরবেশ ফকিরে গোটে আসনের সজা’ বিজয়, ১৬৫০।

দর্বেশ [ফা] বি দরবেশ। ‘নারদে ভুলাএ শীত বহল দর্বেশ’ অঙ্গোত্তর, ১৬৮০।

দরব্ব [স দ্রব্য] বি দ্রব্য। ‘কি দরব্ব পাইলা তথা কহ মোর ঠাই’ রামাই, ১৭১০।

দরমন্ড [ফা দরমন্ড] বিপ দরবি। ‘এরহা দরমন্ড মেরা বাপ চলে যান’ গরীব, ১৭৬৫।

দরময়ান [ফা দরমিয়ান] বি মধ্যবর্তী স্থান। ‘দরময়ানে লাম, আছে ডানি বাম আলেক মিম দুইজনে’ লালন, ১৮৯০।

দরমা [স দৃঢ়] বি বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি আহ্বানদ; মাদুর। মালোএল, ১৭৪৩: ‘বসন্তবাতি কিবা দোকানঘর গুণঘর খড় কিবা বিতালি কিবা হোল গু দরমা গুণঘরহ’ কালিঙ্গ, ১৮০০।

দরমার বেড়া [স দ্রব্য] বি বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি বেড়া। ‘দরমার বেড়ায় খড়ুয়া ঘরে বাস করে’ দর্পণ, ১৮৩৭।

দরমাহা [ফা দরমহ] ১ ক্রিবিপ মাস প্রতি। ‘মাহীনা দরমাহা’ চারি তম্বার হিসাবে ...’ মের্য, ১৭৫৮। ২ বি মালিক বৈতন। ‘দস টাকা দরমাহা পাইয়া ... জে জ্বাব সওয়াল হয় করিবা’ হ্যালহেড, ১৭৭২। ৩ বি সৈন্যদের বেতন। ওয়া, ১৭৮৫।

দরশ [স দর্শন] বি দর্শন। ‘মিছে এই দরশের পরশের খেলা’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

দরশ-পরশ [স দর্শন-স্পর্শ] বি দর্শন ও স্পর্শ। ‘মিছে এই দরশের পরশের খেলা’ রবীন্দ্র, ১৮৮৬: ‘ভিলেক দরশ পরশ মাগিয়া/বরষ বরষ কাড়র জাগিয়া’ রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

দরশান [স দর্শন] বি দর্শন। ‘তবেসি করিবো তোর রাখা দরশনে’ বড়ু, ১৪৫০।

দরশন পরশন [স দর্শন-স্পর্শ] বি দর্শন ও স্পর্শ। ‘ছায়ার মতন ভেসে চলে যায়/দরশন পরশন’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দরশনি [স দর্শন] বি নজরানা। ‘পত্র দরশনি বলি গোপী হাতে মিল’ ভবানী, ১৮২৫।

দরশা [স দর্শা] ক্রি দেখা। দরশায়িলি ক্রি দেখানো। ‘চোরিক গৃহ ভোরি দরশায়িলি চঞ্চল নয়নক ওর’ গোবিন্দ, ১৬০০। দরশে ক্রি দেখে। ‘দরশে পরশে মোর আউলাইরে গা’ হিচকী, ১৬০০।

দরশী [স দর্শী] বিপ দর্শী; দ্রষ্টা। ‘গুণগ্রাহী অদোষদরশী সবা প্রতি’ বৃন্দা, ১৫৮০।

দরশন [স দর্শন] বি দেখা। ‘এত খনে আবসই হৈত দরসনে’

বড়ু, ১৪৫০।

দরশা [স দর্শা] ক্রি দেখা। দরসএ ক্রি দেখায়। ‘নিবিল নীরদ কচির দরসএ অরুন জ্বনি নিঃসেহ’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দরা [স দারদা] ক্রি ভাবা। ‘না করিম পাটেশ্বর দরাইলুম মনে’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দরা [ক্রি ধরা। ‘অলনী পাখির বাচা তোরে দরিয়া দিমুরে’ ভবানী, ১৮২৮।

দরাজ [ফা] ১ বিপ উদার। ‘নানা প্রকার দেশ নানা প্রকার লোক দেখিতে দেখিতে মন দরাজ হয়’ প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিপ প্রশস্ত। ‘বেশ শাদাশিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ’ রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিপ দানশীল। ‘কী দরাজ হাত হোসেন মিয়া’র’ মাদিক, ১৯৩৬। ৪ বিপ উদাস। ‘রক্তমেঘ গলাটা বড় মিঠা ও দরাজ’ মনসুর, ১৯৫৫।

দরাজ-লজ [ফা] বি মুক্ত হস্ত। ‘প্রতিকাের জন্য নিজেদের দরাজ-লজ সন্তানান না’ নজরুল, ১৯২২।

দরাজির করা [ফা দরাজী] ক্রি বিচার-বিবেচনা করা। মালোএল, ১৭৪৩।

দরাষ্টা [স দার্ঢ্য] বি দৃঢ়তা। মালোএল, ১৭৪৩।

দরাদির [ফনা] ক্রিবিপ অবিরাম। ‘দোন আঁবে আসু চলে দরাদির সাখ’ গরীব, ১৭৬৫।

দরাদির ক্রম

দরাদি [ফা দারওয়াদী] বি নারী দারওয়াদি। ‘বাইতে অটিক তার না করে দরাদি ...’ কুজদাস, ১৭২০।

দরিন্দ [স দরিদ্র] বি দরিদ্র। ‘দরিন্দকে ধন সেন তরাঙ্ক ধরিয়া’ রামাই, ১৭১০।

দরিদ্র [স] ১ বি গরিব ব্যক্তি। ‘দরিদ্র কুড়ারে খায় মালাকার হাসে’ কুজদাস, ১৫৮০: ‘হইয়া সুবরানী ভজহ ভিখারী দরিদ্র বর দিশঘরে’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ নিঃশব্দ। ‘গ্রেমখন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন’ কুজদাস, ১৫৮০। ৩ বিপ সমৃদ্ধ নয় এমন। ‘এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত’ বসন্ত, ১৮৯২। ৪ বিপ ফুরিয়ে-আসা। ‘দরিদ্র বেশায় সেবা দিলে যেথা আমি সাথীহীন’ রবীন্দ্র, ১৯৪১।

দরিদ্রকুটির [স] বি গরিবের ঘর। ‘বখাসাখা গুজিয়াছি দরিদ্রকুটির’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দরিদ্রঘর [স দরিদ্র+গা ঘর] বি গরিবের সংসার। ‘তাঁহাদের দরিদ্রঘরের কত কতি কত দুঃখ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন’ রবীন্দ্র, ১৯০০।

দরিদ্রতম [স] বিপ সবচেয়ে দরিদ্র। ‘কুড়ি হাজার দরিদ্রতম কৃষক-পরিবার’ রবীন্দ্র, ১৯৩১।

দরিদ্রতা [স] বি দারিদ্র্য; গরিব অবস্থা। ‘জর্মে জর্মে দরিদ্রতা’ আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

দরিদ্রতারখ [স] বিপ দারিদ্র্য দুরকারী। ‘তোমার উচিত একটি দরিদ্রতারখ বিদ্যালয় করে যাতায়া’ নীলবন্ধ, ১৮৬৬।

দরিদ্রদশা [স] বি গরিব অবস্থা। ‘পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন’ রাজ, ১৮৭৪।

দরিদ্রনারায়ণ [স] বি দরিদ্র ব্যক্তি নারায়ণের মতো শুদ্ধে বা গুরুত্ব লাভের যোগ্য। ‘তোমরা যদি সর্বদা বাস্তুক্ক কঠে “দরিদ্রনারায়ণ” “দরিদ্রনারায়ণ” কর, তাহে...’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দরিদ্র বোলা [সি] বি সঙ্কেতময় মুহূর্ত। 'আজ এই সন্ধানহীনের দরিদ্র চেয়ার দিলে সেবা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দরিদ্র-ভাষার [সি] দরিদ্র-ভাষাধারি। বি দরিদ্রদের সহায়তা করার জন্য তহবিল। 'চাঁদার সাহায্যে গঠিত দরিদ্র ভাণ্ডার।' আজাদ, ১৯৩৫।

দরিদ্র ভোজন [সি] বি গরিব লোকদের খাওয়ানো। 'পুত্র জনাইলে দেশেপ বাসাবাদন, ব্রাহ্মণ পূজন, দরিদ্র ভোজন স্বভাবন ...।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

দরিদ্রা [সি] কিং স্ত্রী ধনহীন; মীন। 'সে অতিশয় দরিদ্রা।' বিন্দা, ১৮৬৩।

দরিদ্রাবহাঙ্গিনী [সি] কিং স্ত্রী দরিদ্র অবহাঙ্গিনী। 'রজনী হয়ত নিত্যন্ত দরিদ্রাবহাঙ্গিনী।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দরিদ্রামি [সি] দরিদ্র। বি পৈত ভরে খাওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

দরিদ্রামি [সি] দরিদ্র। বি ভোজনে অমিত্যচার। মানোএল, ১৭৪৩।

দরিদ্রিত [সি] কিং দরিদ্র। 'বারা পতিত, পীড়িত, দরিদ্রিত, ভাস্করকে বাজয় করে তোলে।' অজিতা, ১৯৫০।

দরিয়া [ফা] ১ বি নদী। 'বরিশার ছত্র পিয়া দরিয়ার নাও।' বিন্দাপতি, ১৪৬০। ২ বি সমুদ্র। 'আসমান জমিন কাসে দরিয়া শাহাড়।' গরীব, ১৭৬৫।

দরিয়া মুহূ [ফা] দরিয়া+স মুহূ। বি জলমুহূ। ওসী, ১৭৮৫।

দরিয়ারীকশুটী [ফা] কিং নদীতে ডুবে গেছে এমন; নদীতে ভাঙা। 'ভাঙার দুই গ্রাম দরিয়ারীকশুটী হইয়াছে।' অ্যালফ্রেড, ১৭৭৮।

দরিয়াই [সি] বি বিশেষি সাতিন জাতীয় বস্ত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

দরিয়ায় [ফা] দরিয়ায়। ১ বিণ অবশ্য। 'জোবানে বিকসি হইবেক দরিয়ায় করিবের।' কালশে, ১৭৯৬। ২ বিণ জানা। 'ভাঁহার আইন দরিয়ায় গুণ্ড ছিল।' দর্পণ, ১৮২৯।

দরিশন [সি] দর্পণ। বি দর্পণ। 'তার দরিশনে জীও।' কুচু, ১৪৫০।

দরী [সি] বি গরুতত্ত্ব। 'নিরখি কিরি খোপ দরী গিরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দরী-প্রাণ [সি] কিং সাক্ষীকামনা। 'বারা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিম্পা করা যেমন স্বাভাবিক।' প্রমথ, ১৯১৪।

দরুদ [ফা] বি ইসলাম ধর্মমতে রসুলের প্রতি নিবেদিত শাস্তিবাণী। 'দরুদ সালাম হোন্তে না হএ নির অংগ।' অলাওল, ১৬৮০।

দরুদ গাম [ফা] দরুদ+স গাম। বি সুব ক'রে পড়া দরুদ। 'আত্মাহুমা-ছাড়ে আশা দরুদ গামনে ছুপে মেতে।' জসীম, ১৯৩১।

দরুদ [ফা] ১ ক্রিবিণ কারণে। মেরঙ্গ, ১৭৫৭; 'পড়াভার দরুদ কিছুই লাভবান হয় না।' গায়ী, ১৮৫৮। ২ বিণ স্বভাবীন। 'প্রাণকৃষ্ণ হালশারের দরুদ তাহুক ... বিকর করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

দরুদ [ফা] ক্রিবিণ কারণে। ডেরাল, ১৭৪৪।

দরোজা [ফা] দরওয়াজা। বি প্রবেশপথ। ওসী, ১৭৮৫; 'গাড়ী দরোজায় খোলাইে আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ দ্র দরজা।

দরোআজা [ফা] দরওয়াজা। বি দরজা; কপাট। ক্যালসল, ১৭৮৯।

দরোওয়াজা [ফা] বি দরজা। মেরঙ্গ, ১৭৫৭।

দরোবস্ত [ফা] ১ বিণ সকল। 'ইহাতে অপর সাধারণ দরোবস্ত লোকেরি আনন্দ।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিণ সম্পূর্ণ। 'লোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

দরোয়ান [ফা] বি দরজার গাছারদার। 'তনিয়া বৈকল্য ব্যাক্য কহে দরোয়ান।' দর্পণ, ১৮২২।

দরোয়ানিগিরি [ফা] বি গাছারদারি। 'মাগলানার খারে দরোয়ানিগিরি করিতেছে মার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দর্যা [ফা] দরয়া। বি দরিয়া; সাগর। 'বকিল দরয়ার গীর করিয়া সালাম।' রশমাণ, ১৭৫০।

দর্পা ২ দ্র দরপা

দর্পা [ফা] বি মর্দা। 'শহীদী দর্পা চাই।' নজরুল, ১৯৪১।

দর্পামত, দর্পামতো ক্রিবিণ শ্রেণীমতো (যেটা ও ছোটো এই ত্রয়াদুসারে)। 'সকলকে দর্পামত সালাম দেওয়া দেবে।' নজরুল, ১৯২৫।

দর্পি, দর্পী [ফা] বি পোশাক তৈরি করা যার পেশা। 'যে ধর্মের দর্পি ধোবা নাপিতের কোশে সহায়তা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'আজ্ঞে আমি দর্পি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'হোটোলে দর্পী ডাকিয়া কাপড় তৈয়ার করাইতেছি।' রোকেয়া, ১৯২৯।

দর্পিখানা [ফা] বি পোশাক তৈরি করার সোকান। 'একদিকে দর্পিখানা, আর একদিকে লুটী।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

দর্পিখাড়া [ফা] দর্প+খাড়া। বি দর্পি অধ্যুক্তি এলাকা। 'দর্পিখাড়ার একটা সুধীর মোড়ে।' শরৎ, ১৯১৭।

দর্পিখাড়া [ফা] দর্প+খাড়া। বি টেইলার; যেখানে পোশাক নির্মাণ হয়। 'দর্পিখাড়ার রেজেক্ট-বহিতে গর গায়ের মাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দর্প, দর্প [ফা] বি দরল; বেদনা। 'এভাবেই সেসে দর্প আমার কান্দনা।' গরীব, ১৭৬৫; 'স্বল্পে সেখিয়া দর্প সেলোতে পাইয়া দর্প।' মনসুর, ১৯৪৩।

দর্পমদ, দর্পমদ [ফা] কিং দরদি। 'মাবিয়া ইয়ার তেরা বড় দর্প মদ।' গরীব, ১৭৬৫।

দর্পু, দর্পু [সি] দর্পু। বি ব্যাঙ। 'ভাঙক দর্পু কলরবত মন্ত মউর।' বাহরাম, ১৬৫০; 'করি কোলাহল দর্পুদল বাদে তোরের।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

দর্প [সি] বি অংকর। 'দর্প করি জল বসিলে আহারের।' মালশাধ, ১৫০০।

দর্পকারী [সি] কিং অংককারী। 'স্পানিয়ারা এবং পোশুর্কীশেরা দর্পকারী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

দর্প চূর্ণ [সি] কিং অংককার শাশ। 'কর্তার হুম ভাঙ্গাই পে, কেবল দর্প করে বেড়ান, এখন সে দর্পটা চূর্ণ করি পে।' উমেশ, ১৮৫৭।

দর্প চূর্ণ করা ক্রি অংককার বিনাশ করা। 'কর্তার হুম ভাঙ্গাই পে, কেবল দর্প করে বেড়ান, এখন সে দর্পটা চূর্ণ করি পে।' উমেশ, ১৮৫৭।

দর্পভরে ক্রিবিণ অংককারের সঙ্গে। 'দর্পভরে ওখাইল বহু দর্পভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দর্পমদ [সি] বি দরলর আকলন। 'দর্পমদে ইচ্ছা করে বিশেষে দিয়ে না কাঁপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দর্পমন্ত [সি] কিং দর্পিক। 'দর্পমন্ত দৈত্য মারি জে কীট করিল।' মালশাধ, ১৫০০।

দর্পহর [সি] কিং অংককার চূর্ণকারী। 'কোকনদ দর্পহর বেড়িত তাহার

কর'। মুকুন্দ, ১৬০০।

দর্পহরণ [স] বিপ অহংকার হরণকারী। 'ভিতরে ভিতরে তবু জাম্বুত রয় দর্পহরণ যমুসুনের তর'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দর্পহারী [স] ১ বিপ দর্পচূর্ণকারী। 'দেব চক্রপাশি দর্পহারী গীতাধর পাঠানেন।' মীনবহু, ১৮৭৩। ২ বিপ দর্পহরণ করে যে। 'আমি অকণ স্থনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী।' নজরুল, ১৯২২।

দর্পিত [স] বিপ অহংকারী। 'দর্পক, দর্পিত জ্ঞানর দর্প করে দূর।' ভবানী, ১৮২৫।

দর্পিতা [স] বিপ স্ত্রী অহংকারী। 'দর্পিতা লবনলতা স্তম্ভভী করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দর্পী [স] বি দর্পকারী; অহংকারী। 'তোার ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুক জোর।' নজরুল, ১৯২৪।

দর্পোদ্ধত [স] বিপ দম্ভিক। 'দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দর্পক [স] বি কামদেব। 'দর্পক, দর্পিত জ্ঞানর দর্প করে দূর।' ভবানী, ১৮২৫।

দর্পণ [স] বি আয়না। 'বিষ্ণুভক্তি দর্পণ শোচন হয় জ্ঞান।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

দর্পণকান্ধি [স] কিশি আয়নার মতো উজ্জ্বল। 'নীলমণি-দর্পণকান্ধি গণ্ড অমলম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দর্পণাকার [স] দর্পণ-আকার। বিপ আয়নার মতো। 'অতি সুশোভিত বন্ধ বিস্তারিত দেখি দু দর্পণাকার।' চিহ্নিত, ১৬০০।

দর্পণাশ্রয় [স] দর্পণ-আশ্রয়। বি আয়না-টায়না। 'দর্পণাশ্রয়ে দেখি যদি আনন মাধুরী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দর্পন [স] দর্পণ। বি দৃষ্টি; নজর। 'রাহুল দর্পন যাতে ছাড়িল-কিছ মনহুত।' মাল্যধর, ১৫০০।

দর্পীকর [স] বি ফণাধর। 'দেবীর দেখিয়া ভাব দর্পীকরণ।' মৌনিকরায়, ১৭৮১।

দর্পেণ দ্র দ্রদেব

দর্প্য [স] দ্রব্য। বি বস্ত্র। 'সকলে সুবর্ণ দর্প্য জড়েক গঠন।' মাল্যধর, ১৫০০।

দর্প্য [সি দ্রদমা] বি বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন। 'খানকৃতক দর্প্য এবং কাশপ টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দর্পক [স] ১ বি পর্দাবেষ্ক। 'হায়েদের পর্দা দর্পনেতে তাকব দর্পকেরা পরসমুজ্ঞাপ জ্ঞানন করিয়াছেন।' দর্পক, ১৮৩৬। ২ বি তত্ত্বাবধায়ক। 'পাঠশালার কর্তৃপক্ষতায় নিযুক্ত ... দর্পক। - শ্রীমদুহালা।' দর্পক, ১৮৩৮। ৩ বিপ দর্পনার্থী। 'এক দিকে দর্পকেরা আর-এক দিকে ববরের কাগজের রিপোর্টারী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দর্শন [স] ১ বি সাক্ষ্য; দেখা। 'কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পর্দাবেষ্ক দিয়ে অর্জিত তত্ত্ব অথবা জ্ঞান। 'প্রতি নৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রী জ্ঞতির আদৌ অধিকার নাই।' প্রভাকর, ১৮৩১। ৩ বি মিলন। 'তৃষিত পরান আজি কাঁদিকে কাতরে তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বি দেখার ক্ষমতা। 'দর্শন শ্রবণ দ্বাণ রূপন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যেক প্রকৃতি বিষয় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৫ বি মতবাদ। 'কচের দর্শন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

দর্শনকার [স] বি দর্পক। 'দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে

মেলাতে হয়, তবেই জীবনের শতদল ফোটে।' শওকত, ১৯৬২।

দর্শনশোচের [স] বিপ দেখা যায় এমন। 'ভাষার তৃতীয় দর্শন অশ্বাদারি দর্শনশোচের হইয়াছে।' দর্পক, ১৮৩০।

দর্শনচিহ্নিত [স] বি দার্শনিক ভাবনা। 'তার দর্শনচিহ্নিত্য শাস্তির চাইতে সত্যকে অনেক সময়ই বড় বলে স্বীকার করা হয়েছে।' শিব, ১৯৫০।

দর্শনধন [স] বি দর্শনরূপ ধন। 'তব দর্শনধন-সার্থক মন হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭

দর্শনদ্রুণ [স] বি দেখার দক্ষতা বা নিপুণতা। 'দর্শনদ্রুণে সখকে পূর্বে সে প্রসিক ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দর্শনপথ্যাতীত [স] বিপ দেখা যায় না এমন। 'যে সছত্রান্তমূল, দূর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মগ্নিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনপথ্যাতীত ছিল ...।' রামনাথরায়, ১৮৫৪।

দর্শনপ্রার্থিনী [স] বিপ স্ত্রী দেখা করতে চায় এমন। 'মহিষী গান্ধারী দর্শনপ্রার্থিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দর্শনপ্রার্থী [স] বিপ দেখা পেতে চায় এমন। 'আজ এক-সগাছ-কাল দর্শনপ্রার্থী হয়ে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দর্শনবিজ্ঞান [স] বি দর্শন ও বিজ্ঞান। 'দর্শনবিজ্ঞানের মোটা কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ।' প্রমথ, ১৯১৪।

দর্শনবিৎ [স] বি দার্শনিক। 'কোমতের তুল্য দর্শনবিৎ অতি দূর্বল।' বৃন্দাবন, ১৮৭২।

দর্শনবিদ্যা [স] বি চিন্তাবিষয়ক শাস্ত্র; তত্ত্বশাস্ত্র। 'দর্শনবিদ্যাতে অতি সুব্যক্তি পাইয়াছেন।' গৌর, ১৮২২।

দর্শনযোগ্য [স] বিপ দর্শনীয়। 'ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য বাহা-কিছু সমস্ত দেখিয়া নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দর্শনশক্তি [স] বি দেখার ক্ষমতা। 'সুদীপ্তি যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দর্শনশাস্ত্র [স] বি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। 'পূর্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুশ্রবণ করা তাহার তামসর্ধ্য ছিল না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

দর্শন হওয়া ক্রি দেখা যাওয়া। 'এমত দর্শন হইতেছে।' ফকরুদার, ১৭৯৬।

দর্শনা [স] বি স্ত্রী যার সাথে দেখা করা হবে। 'কাক্ষিত দর্শনার নামের নিচে দর্শনাকাক্ষীর নাম লিখে দিতে হবে।' অচিহ্নিত, ১৯৫০।

দর্শনাকাক্ষি [স] দর্শন-আকাক্ষী। বিপ দর্শনার্থী। 'দর্শনাকাক্ষি লোকেরদিকে জন প্রবেশে নিরাশ করেন।' বরপুত্র, ১৮২৯।

দর্শনানার [স] দর্শন-আপার। বি দর্শনার্থী স্থান। 'অতুল বিভবের পরিচাক 'ইহলিঙ্গ কোণক' আজ সর্বসাধারণের দর্শনানারে পরিণত।' প্রচারক, ১৯০৮।

দর্শনাব্যাহান [স] দর্শন-অব্যাহান। বি জনসমক্ষে লান। 'পুরুষের সাক্ষাতে জীলোকেরা দর্শনাব্যাহান করেন।' জ্ঞানদেব, ১৮৩০।

দর্শনভিত্তিক [স] বিপ অনেক দেখা ও পোনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনকারী। 'অনেক ভ্রমোদর্শনভিত্তিক জ্ঞানী মনীষী ভূমিকম্পকে ... অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দর্শনভিলাষ [স] দর্শন-অভিলাষ। বি দেখার ইচ্ছা। 'হিন্দু তীর্থযাত্রী এই পবিত্রক্ষেত্র দর্শনভিলাষে এখানে আগমন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দর্শনার্থ [স দর্শন-অর্থ] ক্রিয়ার দ্বারা অর্থ্য। 'রাজা অনেক লোক সমন্বিতভাবে জমিদার সেব দর্শনার্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন।' দর্শন, ১৮২৪।

দর্শনার্থী [স] বিপ দর্শন গ্রন্থাধী। 'কালজ্ঞ যন্ত্রণে পবিত্র হইয়া, দর্শনার্থী এজ্ঞাপনকে ও দর্শন প্রদান করেন।' বর্ধন, ১৮৮৭।

দর্শনি, দর্শনী [স দর্শন] বি দেখার জন্য মূল্য; ভিত্তি। 'দর্শনি টাক লইয়া ধর্ম হারিয়া যোগ নিরূপণ করিতে লাগিলেন।' দর্শন, ১৮২১; 'সাতশে বার বাজারে বর ভাড়া ক্রয়, দর্শনি দুশহা স্টে হলো।' হুতায়, ১৮৬১।

দর্শনী [স] বিপ দর্শন বিষয়ে গতি। 'দর্শনী বিজ্ঞানীরা যথা ঘাষিয়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

দর্শনীয়া [স] বি দেখার যোগ্য বস্তু। 'অন্য দর্শনীয়াটাই রইল।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দর্শনোজ্জ্বল [স] বিপ দেখতে ইচ্ছুক। 'দর্শনোজ্জ্বল আত বসি।' শরৎ, ১৯০১।

দর্শনোন্মিষ্ট [স দর্শন-উন্মিষ্ট] বি দর্শনের উন্মিষ্ট। 'চকু দর্শনোন্মিষ্ট। চকু হারা সকল বস্তুর দর্শন দিশ্পন্ন হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

দর্শনোন্মিষ্টাভ্যাস [স দর্শন-উন্মিষ্টাভ্যাস] বিপ চোখে দেখা যার এমন। 'দর্শনোন্মিষ্টাভ্যাস বসিয়া ইহাতে কোনোরূপ ভাব লগ্নিষ্ট নহে।' প্রমথ, ১৮৯০।

দর্শনোন্মুখ [স দর্শন-উন্মুখ] বিপ দেখতে আগ্রহী। 'বসেন-দর্শনোন্মুখ দূর-এবাসী ব্যক্তিরা ... লুকিত হইতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দর্শী, দর্শানী [স দৃশ] ১ ক্রি দেখানো। 'নূর বুখন্দক লাগিল দর্শী।' সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি সম্মতিত হওয়া। 'যে বস্তু কর্তব্য আমার উপকার দর্শে।' রামায়ণ, ১৮০১। দর্শীয়েই ক্রি দেখাচ্ছেন। 'ভিনি আয়ারদিশকে মিত্রতা দর্শীয়েছেন।' দর্শন, ১৮০১। দর্শীয়া ক্রি দেখিয়ে। 'কর্তা সাহেবের দর্শীয়ে দর্শীয়া তাহারদিশের অন্তঃকরণবর্ধি করিতে পারে।' কালশে, ১৭৮৪। দর্শীউক ক্রি দর্শক; প্রদর্শন করক। 'তাহার বস্তু ভূমির উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা সবকিছু আপনিত ... দর্শীউক।' দিক্‌কাল, ১৮৬৯। দর্শানি ক্রি দেখানো। 'তখন নিরপরাধের প্রবল হেতু দর্শানি অনর্থক হয়।' ডাক্তারী, ১৮০০। দর্শাবে ক্রি দেখানো। 'সে কিছু মানস নয়, কেবল দর্শাবে ভল।' রামায়ণ, ১৭৮০। দর্শিত ক্রি দেখা যেতো। 'কার্য করিলে এ দেশের বিস্তর উপকার দর্শিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। দর্শিবার ক্রি দেখাতে। 'দূর বুখন্দক লাগিয়া দর্শিবার।' সুলতান, ১৭০০। দর্শিরায়ে ১ ক্রি দেখিয়েছে। 'দর্শি কতি দর্শিরায়ে।' করতাল, ১৭৯৭। ২ ক্রি ঘটেছে। 'লোহেরসেরও নানা প্রকার উপকার দর্শিরায়ে।' দর্শন, ১৮২৬। দর্শি ক্রি দেখা গেলো। 'ফল দর্শি না।' মৃত্যুঙ্গ, ১৮১২। দর্শে ক্রি ঘটে। 'অনোর অপকার না দর্শে।' গ্যারী, ১৮৬০।

দর্শনোন্মুখ প্র দর্শন

দর্শায়ন [স দৃশ] বি প্রদর্শন। 'গ্রন্থ মুদ্রাভিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নুদ্য দর্শায়নের প্রদান করেন।' দর্শন, ১৮০৩।

দল [স] ১ বি পাণ্ডিত্য। 'গণ্ডলু পাণ্ডিত কমলদল ভাষা।' বসু, ১৪৫০। ২ ক্রি সম্মত। 'কুলবর্তী ভক্ত গদল দলান। গাটল ভুল অনেক দল বান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি পক্ষ। 'দুই দল কাটাচী খনি ঠঠান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি পাড়া। 'যাহে আনিবে জোড়া অথথের দল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি পক্ষ। 'বাহদর্শে রিপু দল

করিলা বিনাশ।' বাহরাম, ১৬৫০। ৬ বি পক্ষ। 'তাঁরা কথার বেড়া গাথে কেবল দলের পরে দলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৭ বি ওচ্ছ। 'যালা হতে বসে-পড়া ফুলের একটি দল।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

দলকছু [স] বি পাঠ্যকৃত্য। 'দলকছু ওড়কু বিকলা পাতরা।' ভারত, ১৭৬০।

দলকে-দল বি একতার পর একটি দল। 'তাহাদিশকে দলকে-দল ওগি করিয়া ভূমিসাং করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দলপাড়া [স দল] বিপ দলের সূত্র। 'এইরকম হত দলপাড়া শাস্ত্রপাড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দলপাত্ত [স] বিপ দলীয়। 'যাহারা দলপাত্ত ও পক্ষভুক্ত নিয়মে বাঁধা।' আশ্রয়, ১৯৬৩।

দলচর [স] বিপ দলবাহক। 'যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সতাকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দলছাড়া [স দল+ছাড়া] বিপ দল থেকে বিচ্ছিন্ন। 'আমি তত দিন কোথা ছিল দলছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দলছুট বিপ দল থেকে বিচ্ছিন্ন। 'সে-ই এসের মধ্যে দলছুট।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

দলত্যাগী [স] বি দল ত্যাগ করেছে যে। 'দলত্যাগী (straggler)-সের বৈদ্যে থাকবেন।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

দলদল [স] বিপ দলবদ্ধ। 'স্মৃতি যেন দীর্ঘায়ী দলদল।' শঙ্ক, ১৯০৯।

দলমেয়ী [স] বি ক্রী দলের প্রধান নেতা। 'নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপ্রাধা দলমেয়ী।' ভারত, ১৯৪২।

দলপতি [স] ১ বি দলের প্রধান। 'দলপতি বিরোধ তুলন করিয়া দেন।' ভবানী, ১৮২০। ২ বি সমাজপতি। 'তোমার বাপ এামের দলপতি হইয়া বলিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দলপতিত্ব [স] বি নেতৃত্ব। 'দলপতিত্বের স্বাভাবিক অমৃত্যুভিত্তিক আছে।' ভবানী, ১৮২০।

দল-পাকানো বিপ জট পাকানো। 'দল-পাকানো প্রেতের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দলগণি [স জল+দলগণি শিশি] বি জলগণি নামক ছোটো জলচর গাধি। 'দলগণি কায় তাকে কোলে যার ভিম।' রূপায়ণ, ১৭৫০।

দল-পুরু [স] বিপ দলে ভারী; সম্ভার বহু। 'দলি ছেলের দলটা বেশ দল-পুরু হয়ে উঠল।' নরুলল, ১৯২৬।

দলপুট [স] বিপ দলভুক্ত। 'পর্যায়বাহক দলপুটের দলপুট হইতেছে।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭০।

দলপুটিতা [স] বি দলভুক্তি করা। 'দুই লোকেরাই এই দলপুটিতার প্রধান উপকরণ।' এডুকেশন, ১৮৭০।

দলবদ্ধ [স] বিপ একতাবদ্ধ। 'তিতুমির নামক এক জবন বাদশাহি লণ্ডনোদ্ধয় দলবদ্ধ ...।' দর্শন, ১৮০৭।

দলবদ্ধতা [স] বি গোষ্ঠীবদ্ধতা। 'মতবাদী দার্শনিকের মতোই অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ, দার্শনিকের মতোই দলবদ্ধতার বিদ্যায়ী।' মোহনমোহন, ১৯৫০।

দলবর্তী [স] বিপ দলের অন্তর্ভুক্ত। 'দলবর্তী সাধারণ লোক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দলবল [স দল] ১ বি বাহিনী। 'দলবল বাহের লাইয়া মহাকায়।'

কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি শক্তি। 'মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি লোকজন। 'বস খর খর করে ঢুকে হে ঢুকে দলবল হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

দলবলসহ [স] ক্রিবিণ নিজ দলের লোকজন নিয়ে। 'ডিং ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট দলবলসহ আসিয়াছেন।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

দল বাঁধা ১ ক্রি সম্বন্ধ হওয়া। 'দল বাঁধিয়া, রাতা ছুড়িয়া বলিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ সম্মিলিত। 'অনেকগুলো কুকুরের দলবদ্ধ ডাক শোনা যায়।' জহির, ১৯৬৪।

দলবিশিষ্ট [স] বিণ পাগড়বিশিষ্ট। 'করণধ্ব বসিলে কৃত্রিত দলবিশিষ্ট গোলকার পদার্থ মনে আসে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

দলবৃদ্ধি [স] বি দল ভারী হওয়া। 'দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দল-বেদল [স দল+ফা বে+স দল] বিণ দলভুক্ত ও দলবহির্ভূত। 'এই হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল-বেদল চিনিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

দলা ভঙ্গ [স] বি দলের ভাঙন। 'জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্দেশ্য করিয়াছেন কি না প্রশ্ন হই নাই।' দর্পণ, ১৮৩৭।

দলাভাঙা বিণ দলভূত। 'দলাভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালা উর্দি ছেড়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দলভুক্ত [স] বিণ দলের অন্তর্গত। 'তাহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়া ইহাদের দলভুক্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দলভ্রষ্ট [স] বিণ দলভ্রষ্ট। 'খানকত দলভ্রষ্ট বিজ্ঞান মেঘ সূর্যালোকে তত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দলমণি [স দল+ণি] বিণ ধকধকে। 'মৃত্তিকা কোমল হৈল দলমণি।' সুলতান, ১৭০০।

দল মেলা ক্রি প্রস্তুতি হওয়া। 'তার মনের পশ্চাৎপাশে ধীরে ধীরে দল মেলাইল।' আলুউখিন, ১৯৫৫।

দলহু [স] বিণ দলভুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১। 'দলহু ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দলাদালি, দলাদলী [স দল+] বি একাধিক দলের মধ্যে বিরোধ। 'দলাদালির উত্তরে সুখি অনেক গালাগালি বাইতে হইবেক।' ভবানী, ১৮২৩; 'এখন আর দলাদলীতে কি হবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

দলাদলে [স দল+] ক্রিবিণ বহুসংখ্য। 'এইক্ষণে ত্রেকার দলাদলে বিভক্ত আছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

দলাধ্যক্ষ [স] বি দলপ্রধান। 'শ্রীযুত আভতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ।' দর্পণ, ১৮৩৭।

দলী [স] বিণ দলভুক্ত; সঙ্গী। 'অন্তরে আমি তাহাদেরই দলের দলী।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

দলীয় [স] বিণ দল সংক্রান্ত। 'দলীয় স্বার্থেরই প্রতিনিধি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দলে দলে ক্রিবিণ অনেক দলে বিভক্ত হয়ে। 'দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

দলেপুরু বিণ সংখ্যায় বেশি। 'এঁরাই হচ্ছেন দলেপুরু।' প্রমথ, ১৯২০।

দলক [য] বি ঝলক। 'প্রলয়দামিনী সম দলকে ফিরিয়ে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

দলকে ক্ষোত্রা ক্রি ঝলক মারা। 'প্রলয়দামিনী সম দলকে ফিরিয়ে.'

গিরিশ, ১৮৮৭।

দলকশস [স দলকশস] বি উত্তীর্ণ বিশেষ। 'দূরে এই দলকশসের কোণে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দলন [স] ১ বিণ মর্দনকারী; ধ্বংসকারী। 'অসুরকুল দলন হরি মের নাম।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মর্দন। 'গজবৃদ্ধে বনের দলন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি দমন; নির্যাতন। 'এই প্রেণীর জীবনবান হেসেদের শাসন করিয়া দমন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দলন-মলন [স] বি মালিশ। 'দুই বেলা চাই মের দলন-মলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দলা [স দল+] ১ ক্রি দলন করা। 'ভাবাভাব বহুদল দলিআ।' চর্য্য ৩০, ১২০০। ২ ক্রি পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া। 'রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। দলি ক্রি দলন করে। 'চলে দল দিগ দলি।' মুহুরি, ১৫৭০। দলিআ ক্রি দলিত হয়ে। 'ভাবাবাহ বহুদল দলিআ।' চর্য্য ৩০, ১২০০। দলিছে বিণ দলন করতে। 'সেই সব অস্ত্র হয় পাশে দলিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। দলিবেঁ ক্রি দলিত করবে। 'নাম মের বনমালী/হেলৈ দলিবেঁ কাশী।' বড়ু, ১৪৫০। দলিল ১ ক্রি দলিত করলো। 'কাশীয়ে দলিল নামেদার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি দলন করলাম। 'কাশী দলিল আক্কে শোণিল শোণিল।' বড়ু, ১৪৫০। দলিলে ক্রি দলিত করলে। 'কলকী রূপে তোকে দলিলে দুটন।' বড়ু, ১৪৫০। দলিলৌ ক্রি দলিত করলাম। 'সকট আসুস মোএ দলিলৌ হেসে।' বড়ু, ১৪৫০। দলয়া ক্রি দলন করে। 'টুকিলে কলয়া হুলে না করে জতর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দলাইমলাই বি দলন। 'দলাই-মলাই।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'জিম্মানিয়ায়ে যা দলাইমলাই দেয় একবানা।' শিবরায়, ১৯৭০।

দলানৌ ক্রি ডালনো। 'শরীর দলাইয়া সশবে তেল মাখিতে থাকিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দলা মলা [স দলন+স মলন] ১ ক্রি দলন ও মলন করা। 'দলে ম'লে ছারখার করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি শরীরের বাহ্যিক যত্নআবি। 'তা হাড়া আছে দলা-মলা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দলে যাওয়া ক্রি মাড়িয়ে যাওয়া। 'সে চলে যেতে দলে যাবে।' নজরুল, ১৯২৯।

দলা [স দল+] ১ বিণ মসৃণ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি পিঙ্কে মতো ঝগ। 'বাল্লের তলা উন্টাইয়া মাটির দলা কেলিয়া দিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

দলা পাকানৌ ক্রি পিঙ্কে মতো একত্র করা। 'পাঁচটা বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

দলুআ বি শুড়ের রস খরিয়ে তৈরি করা চিনি। বিদ্যা, ১৮৯১।

দলা বিণ দলিত। 'মানুষের পায়ে-দলা গরিব খুলোর পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দলাদলি, দলাধ্যক্ষ, দলে দলে ব্র দল

দলিছ [ফা দলহীজ] বি বৈঠকস্থান। 'পশ্চিমে যবনালয় ভুলিলেন সএ সএ দলিছ মসিদ নানা হীন্দে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দলিছা [ফা দলহীজ] বি ব্যাপার। 'চাষীরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিছা।' জঙ্গী, ১৯৩১।

দলিত [স] ১ বিণ ব্যথিত। 'প্রেমের প্রতিমাখানি দলিত হ্রদয়ে আনি।' জ্যোতিরিন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ মাখানো; মিশ্রিত। 'বরকচিনিময়ভুত

সুশক্তি দলিত পরমুখ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩। কিন্তু পিঠি হয়েছে এমন।
'দলিত পুণ্ডের দলে মধুর আবেশ।' আহসান, ১৯৪৪।

দলিতপিঠি [স] বিপ বিশেষভাবে দলিত। 'সীময়োগার ... তাহার
ভগ্নার কী যে দলিতপিঠি হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দলিতবিদলিত [স] বিপ ব্যাবহার বিশেষভাবে দলিত। 'তখন
দলিতবিদলিত হয়ে মরবে উদ্ভৃক জনসাধারণ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দলিতমণ্ডিত [স] ১। বিপ দিশ্বেষিত। 'আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত
সমাজকে জীতচকিত ও দলিতমণ্ডিত করিয়া।' শরীফুল্লাহ, ১৯০১। ২।
বিপ পিঠি। 'নিষ্ঠুরভাবে দলিত-মণ্ডিত করিয়া।' আজাদ, ১৯০৯।

দলিততা [স] বিপ ক্রী নিপীড়িত। 'ওই দলিততা নানিশীর মতো
তহমিনা?' নজরুল, ১৯০১।

দলিল, দলীল [আ] ১। বি জমির স্বত্বাধিকার সনাক্তকরণ। 'আমি
তার তরে পিছুক ভেঙে দলিল চুই করে আনলাম।' গিরিশ, ১৮৮৯।

২। বি লিখিত প্রমাণপত্র। 'শোষণ বাক্যে বলে বরোয়াক লিখলে
দলিলে।' লালন, ১৮৯০। ৩। বি রচনা। 'কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
বানাত হই দুইব দলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দলিলপত্র [আ দলিল+ন পত্র] বি দলিল ও এর আনুযায়িক
কাগজপত্র। 'ভিন্নজন আইনওয়াল মিলে দলিলপত্র বেটে।' রবীন্দ্র,
১৯৪০।

দলিলি [আ দলিল+] বিপ দলিল সনাক্তকরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

দলীল দস্তাবেজ [আ দলিল+ন দস্তাবেজ] বি দলিল ও এর
আনুযায়িক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। 'আমারদের দলীল দস্তাবেজ ও
প্রচুর সাক্ষী আছে।' নর্দপ, ১৮৮৮।

দলুআ, দ্র দলুআ

দলে দলে দ্র দল

।।.।. [দশ] বি দশ আনা। 'নাড়া করিয়ে, ভবে ।।.।. পাঁচ আনা আহার
করিলে ।।.।. দশ আনা জরিমানা দিবে।' গিরিশ, ১৮৮৮।

দশ [স] ১। বিপ ১০ সংখ্যক। 'দশবল অগ্নি হরিঅ দশদিশে।' চণ্ডী ৯,
১২০০। ২। বি সর শ্রেণীর জনগণ। 'দশের মন রাখা বানের
যাবনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। দ্র দশ, দশ, দহ

দশ আনা ছ'আনা চুল - সন্ধুর্বেচ চুল লম্বা এবং শিখনের চুল বাটো
করে ছাঁটা। 'গাড়েগানী ক্যানালের দশ আনা ছ'আনা চুলের ওপরে
চিমচি প্যাটারের শিক টুপি পরে।' অন্নদা, ১৯২৯।

দশ আনা শরীর বি হুব ভারী দেহ। 'দশ আনা শরীর মিরালমণে
সোমুদ্রামান।' নর্দপ, ১৮২২।

দশ-আনি বি (যোগে ভাগের) দশ ভাগের অধিকারী। 'দশ-আনির
টাক-পড়া মোটা জমিদার।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দশই বিপ দশ সংখ্যক। ভণ্ডা, ১৮৮১।

দশইন্দ্র [স দশ+ইন্দ্র] বি (বাউল) মুখ, দুই নাক, দুই চোখ, দুই
কান, জনসেন্দ্রিয়, পাখ, নাভি - এই দশ ইন্দ্রিয়। 'ওরুকে কর নাগরী
প্রীতি হইবে দশইন্দ্র রিপুনের মতি।' লালন, ১৮৯০।

দশকর্ম, দশকর্ম [স] বি পর্জননা থেকে বিদ্যে পর্যন্ত পালনীয় দশ
ধরনের সংস্কার (হিন্দু সমাজ)। 'পূরী দশকর্মের সঙ্গী প্রচুর মতে
করিয়া দেহ।' রামকায়, ১৮০১। 'শিখা বিবেচনার কাহ্নকোত বা
দশকর্মও শিখা দিতেছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

দশকুশী বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাস ভীমপলাশী। দশকুশী।'

বকু, ১৫৭০।

দশখড়ি বি বেলা দশটা। 'দশখড়ি দিবসের সময়।' কাঙ্গাল,
১৮০১।

দশচক্রে ভগবান ভূত - বহলোকের চক্রান্তে ভাগ্যে জিনিসও মণ
জিনিসে পরিণত হয়। সুকল, ১৯০৬। 'দশচক্রে ভগবান ভূত কথাটা
মন্ত সত্যি কথা।' নজরুল, ১৯২২।

দশ চড়ে মুখ না খোঁসা - অপমান সন্তোষ প্রতিবাদ না করা।
'তোমার এই বাপের মত দশ চড়ে মুখ বুলত না।' শতকথ, ১৯৫৮।

দশজন [স] বি জনসাধারণ। 'আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে
উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দশজন [স দশজন+] বি জনসাধারণ। 'যা তোমার আছে মনে ...
তাই দশজনায়ে বলিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দশজনী [স দশজন+] বিপ দশজন নিয়ে গঠিত। 'এই আমাদের
প্রথম দশজনী মিছিল।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

দশজাল [স] বি দশ মদ্যার জাল। 'হর হৈরুদসকে একটা নবজাল বা
দশজাল মৃত্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন চরিত্রী।' জবন, ১৯২৫।

দশদিক [স] ১। বি সর্বাঙ্গিক। 'ভাষার অঙ্গাঙ্গে দশদিক আয়োমিত।'
কুশদাস, ১৫৮০। ২। বি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, বায়ু,
অগ্নি, নৈর্ঘত, উর্ধ্ব, অধঃ - এই দশ দিক। 'দশদিক সম্বলীপ ভুবন
হৃদয়ীকৃত সাহসরায়, ১৬৫০।

দশদিক-সীমা [স] বি দশ দিশত। 'উত্তিতেহে দশদিক-সীমা।'
বিজয়, ১৯০০।

দশদিশ [স] বি চতুর্দিক। 'দশ দিশ পূর্ণ হই উঠে হরিপ্রদীপ।' বৃন্দা,
১৫৮০। 'দশদিশ প্রসন্ন হইল বাহে দীপ্তল বাও।' বিজয়, ১৬৫০।

দশ দিন চোরের এক দিন সাধের (সামুদ্র) - চোর দশদিন চুরি
করে কিন্তু একদিন সে সামুদ্র হাতে ধরা পড়বেই। সুকল, ১৯০৬।

দশদিশ [স] ১। বি দশদিক। 'দশদিশ দীপ্তিময় হৈল তার জুতি।'
সুলাতন, ১৭০০। ২। বি সর্বত্র। 'কুসুমসুখরী হাসে মোদি দশ দিশ
বাসে।' মাইকেল, ১৮৬১।

দশদিশা [স] বি দশ দিক। 'ভোর হলো নিশা, আগে দশদিশা।'
রবীন্দ্র, ১৯১০।

দশদিশি [স] বি দশ দিক। 'স্থিতিত দশদিশি, তত্ত্বিত কানন।' রবীন্দ্র,
১৮৮২।

দশ দ্বার [স] বি দশ দিক। 'দশ দ্বার যুগিয়েছে না রাখিয়া বাট।'
বাহরাম, ১৬৫০।

দশদামী [স] বি শব্দরাচ্যের মতাদৃশ্যী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষ।
'দশদামী সন্ন্যাসীদের আশ্চর্য গুরু দত্তায়েশ্বরের পদ-চিহ্ন থাকে
তনিয়াই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

দশ-পটিন [স দশ+ন পটিনবিশেষ] বি নিত্যভাষা খেলাবিশেষ। 'এই
তোষা তাস, দশ-পটিনও তুলিদি, কোমালের না পাই, আমি খেলবার
সোক ঘুটিয়ে দেবই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। 'কত রায়ে দিদির সঙ্গে সে
দশ-পটিন খেলিয়াছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

দশ-পটিনের খুঁটি বি খেলার উপকরণ। 'মাকবাসে আমি কি
তোমাদের দশ-পটিনের খুঁটি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দশ পা বি বামিকোঁতা দুকুত। 'এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল
হত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দশগ্রহরণধারিণী [সি] বি ত্রী দশ ধরনের অগ্রধারি; হিন্দু দেবী দুর্গা।
'দশগ্রহরণধারিণী এল না।' নজরুল, ১৯৩০।

দশবল [সি] বি দান, শীল, ক্রমা, বীর্য, ধ্যান, যজ্ঞ, বল, উপায়,
প্রাণিধি, জ্ঞান - এই দশ বল। 'দশবল রতন হরিপ্রদ দশদর্শনে।' চর্য্য
৯, ২২০০।

দশবান [সি] দশবর্ণ<।> কিং দশগুণ বেশি বর্ণবিবিশিষ্ট। 'শিতল আউট
কৈল হেয় দশবান।' অলাওল, ১৬৮০।

দশবার্ষিকী [সি] কিং দশ বছরব্যাপী। 'পঞ্চবার্ষিকী বা দশবার্ষিকী বা
পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেই ... পোষাক বাসস্থান ইত্যাদি
জুটবে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

দশ-বিশ কিং অনেক। 'দশ-বিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দশভুজা [সি] কিং ত্রী দশ হাতবিশিষ্ট। 'সমাক্রম মহাগজা দেবী হইল
দশভুজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দশময়ি [সি] দশ+আ মন<।> কিং দশ মন ওজনবিশিষ্ট। 'যেন দশময়ি
বোঝা নেমে গেল।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

দশমুখ [সি] বি দশটি মাথা। 'এক বাণে দশমুখ করে খণ্ড ২।' বাহরাম, ১৬৫০।

দশরাত্রির জ্ঞাতি [সি] বি অতি ঘনিষ্ঠজন (একসঙ্গে মৃতের অশৌচ
পালন করে এই অর্থে)। 'তাহা ছাড়া দশরাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপন্যার
জন।' বিজুতি, ১৯৩১।

দশলকি [সি] বি চতুর্ক বা গাজন উপসেবের সল্যাসীদের পেটের দুগাশে
ছিদ্র করে দুই ত্রিশলাকৃতি যে মূর্তি বাণ বিদ্ধ করা হতো। 'কামারেরা
বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বীতি প্রভৃত্যে কক্ষে।' হুতম, ১৮৬১।

দশশালা [সি] দশ+শা শাল<।> কিং দশ সাল মেয়াদি। 'বিরোদে সা
করিয়া দশশালা বন্দোবস্ত।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

দশসলী [সি] দশ+আ সল<।> কিং দশ বছর মেয়াদি। 'দশসলী
বন্দোবস্ত।' ফরুট্টার, ১৭৯৫।

দশসালা [সি] দশ+শা শাল<।> বি দশ বছর মেয়াদি। 'দশসালা
বন্দোবস্ত খ্যায় ইরেজ গবর্ণমেন্ট ...।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

দশহরা [সি] বি হিন্দুদের দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী। 'দশহরা যোগের
সময় যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয়।' দর্পণ, ১৮১৯।

দশহরার দিবস বি হিন্দুদের বিজয়া দশমীর দিন। 'দশহরার দিবস
... আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

দশাধিক [সি] কিং দশের অধিক সংখ্যক। 'বাড়িতে সংখ্যক দশাধিক
বালক বালিকা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

দশানি [সি] দশ<।> বি দশ আনা; কোনো কিছুই যোগে ভাগের দশ
ভাগ। 'দশানি ছয় আনি ভাগের দশভাগ কাগজ পর দেওস্ত করিয়া
দত্তাভ্যন্ত ২ করায়া আসন জিখা রাখিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

দশে-ছয়ে ত্রিবিধ সামনে পিছনে বাড়িয়ে কমেয়। 'সেবারতি
অধিকারে দশে-ছয়ে যতই সুস্থভাবে ভাগ করবার চেষ্টা চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দশেশ্রিয় [সি] দশ+ইন্দ্রিয় বি মানুষের দশটি ইন্দ্রিয়। 'দশেশ্রিয় মহা
সেঠে।' রামহরাম, ১৭৮০।

দশে পাঁচে ত্রিবিধ দশ-পাঁচ যা যোক। 'ভাঁতি বলে দশে পাঁচে দিবা
যে গোসাঞি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দশে মিলে ত্রিবিধ সবাই মিলে। 'দশে মিলে যেটা স্থির করে
সেবেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দশে মিলে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাভ - ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ
করলে কাজের ভালোমদ একক ব্যক্তির উপর বর্তায় না। সুবল,
১৯০৬।

দশে মিলে কাজ বি সবাই মিলে কাজ। 'যেখানে দশে মিলে কাজ
সেখানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দশের নড়ি একের বোঝা - দশজনের পক্ষে যা সহজ একজনের
পক্ষে তা কঠিন। 'অতএব দশের নড়ি একের বোঝা।' গৌর,
১৮২২।

দশন [সি] বি দাঁত। 'মাগিক জিণিঝা তোর দশনের পাঠী।' বড়ু, ১৪৫০।

দশনরুটি [সি] কিং সুন্দর দাঁতবিশিষ্ট। 'যদি কিছু বল বোলসি তবে
দশনরুটি তোমারে।' বড়ু, ১৫০০।

দশনাঘাত [সি] দশন-আঘাত বি দাঁতের আঘাত। 'গুণনিধি গুণনাথে
বিষম দশনাঘাতে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

দশম [সি] ১ বি দশ সংখ্যা। 'দশমেতে মূলকঙ্কের শাখাদি গণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি দশ (১০) সংখ্যক। 'দশম দিবসে কবি
করিয়া গ্রন্থে।' রামহরাম, ১৭৮০।

দশম গ্রহ [সি] বি বিনাশকারী শক্তি। 'তুই জোর জুলুমের দশম গ্রহ,
বিশ্ব-চক্র ভীম কঠোর।' নজরুল, ১৯২৪।

দশম দশা [সি] বি মৃত্যু। 'তোমার নামের গুণে তীর্থ হয়ে দশম
দশায়।' সুদীপ্ত, ১৯৩২।

দশমবর্ষীয় [সি] কিং দশ বছর বয়সী। 'দশমবর্ষীয় বালক।' বঙ্কিম,
১৮৭৫।

দশমবর্ষীয়া [সি] কিং ত্রী দশ বছরের। 'দশমবর্ষীয়া বালিকার
পাণ্ডিত্যহণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

দশমি [সি] দশমী। কিং দশম। 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইয়া।' চর্য্য
৩, ১২০০।

দশমী [সি] ১ বি দশম। 'দশমী গজা ভিবি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি
ভিবি বিশেষ। 'দশমীর দিবস প্রতিম্বা বিসর্জনকালীন নৌকায়
দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে ...।' প্যাগী, ১৮৫৯।

দশমী দশা [সি] বি মৃত্যু। 'মন্ত্রিপুত্রের ... কেবল দশমী দশা মাত্র
অবশিষ্ট রহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দশমীধার [সি] বি ব্রহ্মরত্ন। 'সেই স্থানে দশমীধার জিপিণী সেই
ঠাই।' মূলতান, ১৭০০।

দশমে ত্রিবিধ দশমত। 'দশমে করিল ভক্তদণ্ড আশ্রয়।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০।

দশমি [সি] দশমী। 'সকল সখীগণ হেরত বিনদিনি দশমি
দশা পরকাসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দশমিক [সি] বি (গণিত) একের দশমাংশের গণনা-পদ্ধতিবিশেষ।
'দশমিক আশির আধিকারের ফলে প্রাচীন গ্রীসে যখন প্যাটিগণিতের
প্রতিষ্ঠা হইল।' সবুজ, ১৯১৭। 'মাপ ও ওজন সম্বন্ধে যে দশমিক
মাত্রা মুরোপের অন্যতর পীকৃত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দশমিকতা [সি] বি সুস্থ ভ্রম্মাশ্রয়ের হিসাব। 'সব ছবি ভাঙা ভাঙা
দশমিকতার ফিরে আসে ...।' গভকর, ১৯৭২।

দশা [সি] ১ বি অবস্থা। 'দেখব মায়ের দশা।' মুরারি, ১৫৭০। ২ বি

দুবহা। 'কর্তা সারীর দশা আমার মুখে তন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫। ৩ বি পরিণতি। 'যে কেহ সমসামুদায়ের কর্তা না করে তাহার এ প্তরদের এবং চোয়াদের ন্যায় দশা হয়।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫। ৪ বি ভক্তিজনিত ভাবাবেশ। 'কেহ কেহ দশা পাইয়া একবারে গড়াগড়ি দিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

দশা ধরা কি আবেশমত্ত হওয়া। 'যে বদশমস্ত্রীর গুণকীর্তন করতে করতে আমাদের দশা ধরে ...' প্রমথ, ১৯২০।

দশাপন্ন [স দশা]। বিদ্য দশাপ্রাপ্ত। 'হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে।' স্বর্ষি, ১৮৭৫।

দশাপ্রাপ্ত [স। ১ বি] মৃত্যুমুখে পতিত। 'আমরা ভক্তিগদগদকণ্ঠে আমার দেশ বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি।' প্রমথ, ১৯৩০। ২ বি ভক্তিজনিত কারণে ভাববিহীন। 'এমন কি অনেকে দশাপ্রাপ্তও হইয়া থাকেন।' মোতাহার, ১৯৩৭।

দশাপ্রাপ্ত হওয়া কি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। 'আমরা ভক্তিগদগদকণ্ঠে আমার দেশ বলতে বলতে দশাপ্রাপ্ত হতে পারি।' প্রমথ, ১৯৩০।

দশাবিশপর্যয় [স। বি] দুর্দশা। 'বিষমিহা নানাবিধ দশাবিশপর্যয়ের পর মনুষ্যভক্তি কীপতা বৃত্তিতে পারিয়াছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

দশা লাগা কি জ্ঞানহারা হওয়া। 'হরিপ্রসমে এক জন পৌসাইএর দশা লাগলো।' হত্যম, ১৮৬১।

দশাশরী [স। বি] দশপুত্র। 'লখা চণ্ডা দশাশরী চেহারা।' তারা, ১৯৪২।

দশাশরী ১ বি দীর্ঘদেহী ও বলশালী। 'আমার বললে অন্য কোনো দশাশরী পুরুষের স্ত্রী হলে ...' জীবন, ১৯৪৮। ২ বি তুলকায় 'লখা-চণ্ডা দশাশরী শরীর বড়বড়।' বিমল, ১৯৫৩।

দশা [স দশা] ১ বি অবস্থা। 'জীবনের দশাএত কল্যাণকর।' মলাধর, ১৫০০। ২ বি পরিণতি। 'পুরে আমার শেষ দশা সন্তোষ আমার পরে তোমার খুশীতাত কর্তা।' রামরায়, ১৮০১।

দশেশ্রিয় দ্র দশ

দশ [স দশ] বি দশ। 'ইহার যুদ ফিসতে সালি আনা ১০ দশ তক্তার হিসাবে।' মের্স, ১৭৫৬। দ্র দশ

দশ [স দশ] বি দশ সংখ্যক। 'লজাপুরি প্রেবেসিয়া মার দশকন্দ।' মলাধর, ১৫০০। দ্র দশ

দশজি [স দশজি] মাসের ১০ তারিখ। 'দশজি জুলাই সন ১৭৮৪।' কালগণ, ১৭৮৪।

দশকন্দ [স দশকন্দ] বি দশকন্দবিধি। 'লজাপুরি প্রেবেসিয়া মার দশকন্দ।' মলাধর, ১৫০০।

দশদিশ [স দশদিশ] বি সবদিক; সর্বত্র। 'দশদিশ দিশ করি জায় কৃষ্ণ ঠাঞি।' মলাধর, ১৫০০।

দশন [স দশন] বি দাঁত। 'ভাঙ্গিল দশন সতে পালাইল ডরে।' মলাধর, ১৫০০। দ্র দশন

দশনছটা [স দশনছটা] বি দশদুটি। 'বনে বনে দশনছটা ছুট হাস। বনে বনে অধর আপে কক বাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দশমি দ্র দশমী

দশমি [স দশমতে] ক্রিবিদ্য দশমত। 'দশমতে মিনরূপে বেদ উচ্চারিল।' মলাধর, ১৫০০।

দশা দ্র দশা

দক্ষর [স দক্ষর] বি চোর; দস্যু। 'আঙল্যা রহিল দূত দত্তক দক্ষর।' মানিকরায়, ১৭৮১।

দস্ত [ফা] বি হাত। 'সমর আড়ম্ব ঘরঘাটার তুমি আপন দস্তে দালাল কিবা দালালের গোমাঝার মোকবিলায় তাতিকে দামনি করিবা।' হালহেত, ১৭৭৩।

দস্ত কর্তা [ফা দস্ত+আ কর্তা] বি বিশেষ ধরনের ক্ষণ। 'তুই এখন হইতে দস্ত কর্তা করিয়া দিয়া যা।' কেরি, ১৮০২।

দস্তবন্দ [ফা] ক্রিবিদ্য হাতে হাতে। 'সে টাকা তোমার এখানে দস্তবন্দ হুজীয়া পাইলাম।' হালহেত, ১৭৭২।

দস্ত-বুসি [ফা] বি হাতে চুমু খেয়ে সম্মান প্রদর্শন। 'সাদুল্লাহ আমার যখন দস্ত-বুসি করে তখন ...' মনসুর, ১৯৩৫।

দস্তক [ফা] বি ছাড়পত্র। 'দস্তক বনাম রাহাদারান ... এই দুই জিনিষ মোকাম রায়গঞ্জ জাইতেছে তোমরা কেহ রাহা যাতে আটক না করিবা।' ওর্স, ১৭৮২।

দস্তখত [ফা] ১ বি স্বাক্ষর; স্বাক্ষরমুক্ত কাগজ। 'মের্স, ১৭৫৭। ২ বি এদানের প্রতিশ্রুতি। 'কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দস্তখত হুজীয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৭।

দস্তখতি, দস্তখতী [স দস্তখত] ১ বি চুক্তিকৃত। 'দস্তখতি হুদে।' হালহেত, ১৭৭০। ২ বি স্বাক্ষরিত। 'প্রতিনিধির দস্তখতী চিঠি পাঠি হওয়ারায়েই তাহা বাতিল বোধ হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৩।

দস্তখতি [স দস্তখত] বি দস্তখত; স্বাক্ষর। 'রাজা বসন্তরায়কে ডাকাইয়া বিষয়ক করিয়া দশানি হয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ পরে দোস্ত করিয়া দস্তখতিই করাইয়া আপন জিহা রাখিলেন।' রামরায়, ১৮০১।

দস্তগিরি [ফা] ১ বি রিক্ত। 'এখন ভবিষ্যদার সাহেবের সরকার হইতে দস্তগিরি হইয়াছে।' ওর্স, ১৭৭৯। ২ বি মুসলিম বংশনাম-বিশেষ। 'আমাদের পীর দস্তগির কেবলা সাহেব ...' মনসুর, ১৯৩৫।

দস্তর [ফা দস্তরি] বি মুসলর যে অংশে ছেড়ে দেওয়া হয়। 'ঠিকে হারে বিলি হওয়া দূরে থাকুক কম দস্তরেও কেহ লইতে চাহে না।' গ্যারী, ১৮৫৮।

দস্তরখান [ফা] বি খাবার টেবিল অথবা খাবার জায়গা বিছানোর কাপড়। ওর্স, ১৭৮৫। 'সেই দস্তরখানের দুদিক সারি বেঁচে ...' মুক্ততয়া, ১৯৪৯।

দস্তা [হি] বি ধাতুবিদ্যে; জিহ্বা; টিন ও সীসার মিশ্রণবিশেষ। ওর্স, ১৭৮২। 'রাস তামা দস্তা সীসা পিস্তল।' ডবানী, ১৮২৩।

দস্তাখতি দ্র দস্তখত

দস্তানা [ফা দস্তানা] বি হাতমোজা। 'হাতে একমোজা সাদা দস্তানা পরা চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'সাদা দস্তানা ও লখা টুপি পরা।' কৃষ্ণভাবানী, ১৮৫৮।

দস্তাবেজ [ফা দস্তাবেজ] বি দলিল। 'আপন হকের দস্তাবেজ।' কালগণ, ১৭৮৭।

দস্তিদার [ফা] বি জুয়া খেলার পরিচালক। 'কুফনের দস্তিদার প্রথমে দুই এক হাত জেতাঁয়া দিয়া পরিণেশে সর্ব্ব লয়।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

দস্তর [স] বি বিধান। 'আলী বুলিয়েন্ত নাই আকার দস্তর।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি রীতি। 'সাবেক দস্তর মত সেই চুক্তি হবক।'

হালাহেত, ১৭৭৩। ও বি আইস। 'আমি মোহাই দস্তর দিলাম তাহা মামিনকে না।' ওর্গ, ১৭৮২।

দস্তরভাষা [কা দস্তর+স ভঙ্গ:] বিপ রীতি মানা হয়নি এমন; প্রথাবিরোধী। 'একটা দস্তরভাষা গীতবিশ্ববের প্রবরানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দস্তরমত [কা দস্তর+মত] ১ বিপ যথেষ্ট; বিলক্ষণ। 'দস্তরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ের মধ্যে দুটি যেসের বিবাহ হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'গায়েব ডলার বসে কথিতা শিখলে দস্তরমত কবিত্ব করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিপ রীতি অনুযায়ী। 'আলবম খুলে ছবি দেবানো ইত্যাদি ঠিক-দস্তর-মত চাল চালাহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দস্তরমতন [কা দস্তর+মতন] বিপ স্বাধ্যায। 'বাল্যো ভাষা দস্তরমতন শিকা করা চাই।' প্রচারক, ১৯০১।

দস্তরমতো [কা দস্তর+মতো] ১ বিপ যথেষ্ট; বিলক্ষণ। 'যারা দস্তরমতো ভুক্তসেপে ভ্রমণ করেছিলেন।' নজরুল, ১৯১৯। ২ বিপ রীতি অনুযায়ী। 'দস্তর মতো ভ্রম করিয়া চলিতন।' নজরুল, ১৯৩১।

দস্তরী, দস্তরী [কা] ১ বি রীতি। ওর্গ, ১৭৮৫। ২ বি মিতব্যয়িতা। 'দস্তরী।' ওর্গ, ১৭৮৫। ও বি উপকৌতব; সেলামি। এডমন, ১৭৯৩। ৪ বি কিশন। 'হ টাটা ভাই আমার দস্তরী।' মাইকেল, ১৮৬০।

দস্যি [স দস্য] ১ বিপ সাহসী। 'তোমাদের বড়বোঁ যে দস্যি।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিপ ডানপিটে। 'দস্যি ছেলে ভয়ে ভয়ে না।' নজরুল, ১৯২৬।

দস্যিপানা [স দস্য+প্রবণ:] বি দুরন্ত আচরণ। 'ভারগের না দস্যিপানা।' নজরুল, ১৯২৬।

দস্যু [স] ১ বি ভাকাত। 'কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু বে।' রূপা, ১৫০০। ২ বিপ অজ্ঞাতারী। 'পুতুল্য দস্যি প্রজ্ঞামণিরে দস্যু আমলারদের হস্তে পতিত করেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ও দস্যি ডানপিটে। 'এই অহিন্দাহকরী দস্যু-মেয়েকে খরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গলা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিপ প্রবল। 'দস্যু হাওয়ার উত্তরকে...'। বুদ্ধ, ১৯৪৩।

দস্যু-কর [স] বি শক্তির হাত। 'দস্যু-করে প্রাণে মরে।' রস, ১৮৫৮।

দস্যুর্কর্ম, দস্যুর্কর্ম [স] বি দুরি, ভাকতি, যারামরি ইত্যাদি। 'সে কোথেকো বদমান ... দস্যুর্কর্মে পড়।' দর্পণ, ১৮২১।

দস্যুভা [স] ১ বি দুর্যভাষা। 'প্রামে দস্যুভা গৃহদাহ চৌর্য হত্যা ইত্যাদি অপকারণ খটে।' চন্দ্রিকা, ১৮৪৪। ২ বি জোর-জবরদস্তি। 'যেদে দস্যুভার নির্বিকার ক্লেম-মামে তুমি।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯। ও বি প্রবোধতা। 'ব্রোঁদের দস্যুভা জেনে বৃষ্টির আঁড়তে মুহুমান।' শমসুদ, ১৯৩০।

দস্যুদল [স] বি ভাকাতদল। 'দস্যুদলের সহিত আর সেখা করেন না।' হস্তরস, ১৮৮১।

দস্যুপানা [স দস্য+প্রবণ:] বি দুরন্ত স্বভাব। 'আজ যত তার দস্যুপানা, যা-ছিহ্ন হোক ভাঙ।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

দস্যুবৃত্তি [স] ১ বি দস্যুভা; জোরপূর্বক অপহরণের পেশা। 'দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাধার না সেরে কব।' কৃষ্ণদাস, ১৫০০। ২ বি জবরদস্তি। 'দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লণ্ডা সে আত্মাবমান মনে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ও বি দুর্যভাষা। 'পলিটানের গুও ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দস্যুবেশ [স] বি ভাকাতের রূপ ধারণ। 'দস্যুবেশে ... লোকদিগকে বিশ্রোহী হতে পরামর্শ দেয়।' সুকভ, ১৮৭৩।

দস্যুভীতি [স] বি ভাকাতের ভয়। 'রাজপুতনার অতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া ও দস্যুভীতির জন্য ...।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

দস্যুরাজ্য [স] বি ভাকাত সন্ন্যাস; দস্যুদের রাজ্য। 'ওই বিশ্বজয়ী দস্যুরাজ্যের হয়ে-কে করব নয়।' নজরুল, ১৯২৬।

দহ^১ [স দশ] বিপ দশ। 'দহমিহ [স দশমিহ] বি দশমিক। 'পেশমি দহমিহ সকাই শুন।' চর্চা ওপ, ১২০০। দ্র দশ

দহও মিস [স দশমিহ] বি দশমিক। 'গুরুসক চকল সহজ সভাব। কণ যমুগান দহও মিস খাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দহ^২ [স দহ] বি দহ। 'দহত গলিয়া কাহাতি।' বড়ু, ১৪৫০।

দহদহ [ধন্য] ১ বিপ দশমানে। 'একই দহদহ খনির আতপ আরে কে না জলে ফুকে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ আনন্দ। 'দেবোষ মা মানে চিত্ত করে দহ দহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দহন^১ [স] বি হিন্দু যুগ্মে বর্ণিত পঞ্চাশের অন্যতম। 'জ্ঞান মোহন আর দহন শোষনে।' বড়ু, ১৪৫০।

দহন^২ [স] বি জ্বলন। 'দহনকারিতা [স] বি জ্বলনযোগ্যতা। 'অগ্নির দহনকারিতা, জলের শীতলত্ব, প্রভৃতির কাঠিন্য।' মশাররক, ১৮৭৭।

দহনজ্বলী [স] বিপ যন্ত্রণাকে জ্বর করেছে এমন। 'দহনজ্বলী সন্ন্যাসীর বেশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দহনজ্বালা [স] ১ বি যন্ত্রণা। 'কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালা এখনো নারীমুক্তি পুঙ্ক হইয়া যায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি প্রেমের আতনে গোড়ার যন্ত্রণা। 'নেবে আমার দহন-জ্বালা।' নজরুল, ১৯২৫।

দহনশূত [স] বিপ আতনে পুড়ে পকিত হয়েছে এমন। 'আমাদের অগ্নিময় দীপ্তিত দহনশূত কাশাশাহুদের দলকে ...।' নজরুল, ১৯২২।

দহনভার [স] বি আতনের তাপ। 'বাতাসে রত সাহে দহনভার ভক্ষতার ময়ীভিত্তি মালা।' শক্তি, ১৯৬১।

দহনরজ [স] বি আতনের বেগ। 'হেরি এ বিপুল দহনরজ আত্ম কদর বেল পতঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

দহন-সন্ধ্যার [স] বি তাগের তীব্রতা। 'সূর্যের কিরণে দহন-সন্ধ্যার নাই।' গণকভ, ১৯৫৮।

দহনহীন [স] বিপ যন্ত্রণাহীন। 'দহনহীন বানীমূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দহরম [কা] বি ঘনিষ্ঠতা। 'দ্যিরা, ১৮১১।

দহরম মহরম [কা] বি ঘনিষ্ঠতা। 'পকরলনের সহিত দহরম মহরম করিতেছে।' আজাদ, ১৯৩৯। 'পাঁচজনের সঙ্গে এদের দহরম-মহরম আশের থেকে তো হিলাই।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

দহলা [স দশপলা] বি দশ কৌটুম্বক ভাস। 'দুরি-ভিত্তি হইতে নহলা-দহলা পর্বত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দহলিজ [কা] বি ঘরের লাগুতা। 'কোড়া নাকি আছে মা মা তোমার দহলিজের।' গল্পী, ১৭৬৫।

দহলত [কা] বিপ ভাড়াট। 'মাবিয়া দহলত মনে কহে মর্ম রাঙ্কল ছদ্মবে।' গল্পী, ১৭৬৫।

দহা [স দহ]। ক্রি দহ হওয়া। 'আবেশি দহে/সকল পতঙ্গ।' বড়ু, ১৪৫০। দহও ক্রি জ্বালায়। 'বিরহী করি দহও অন্তর।' বাহরাম,

দাঁড়ান

দাঁড়ান [দা] বি খান্দানি আদারের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী; সেওয়া।
'বাকুর প্রশ্রিতাহ নিমকের দাঁড়ান ছিলেন।' হুতায়, ১৮৬১।

দাঁড়ানী [দা] বি সেওয়ানের, কাজ। 'মিসরীর দাঁড়ানীতে বিলক্ষণ
দশ টাকার উপায় ছিল।' হুতায়, ১৮৬১।

দাঁড়ানী [আ দাঁড়ানী] বি দায়রা: উচ্চ লৌকদারি আদালত। 'সময়ে সময়ে
রায়শাহীর জব্ব দাঁড়ানীর মোকদ্দমার বিচার করিতে পাবনায় আগিয়া
যাওন।' মঙ্গারক, ১৮৬০।

দাঁড়া [আ দাঁড়ানী] বি দাবি। 'যেরগ, ১৭৭৩: 'আমার সঙ্গে সে দাঁড়ার
এলাকা নহি।' ক্যাসে, ১৭৯১।

দাঁ [কা] ১ বি গন্ধবিকের উপাধিবিশেষ। 'সামুর বিহাই আইসে নামে রাম
দাঁ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ অভিজ্ঞ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

দাঁও [স দান] ১ বি সুযোগ। 'সর্বজন কেবল দাঁও মাঝিবার কিকির
সেবনে।' গায়ী, ১৮৫৮। ২ বি সুযোগে প্রচুর লাভ। 'নিশেম থেকে
দাঁওয়ে কেনা।' সূরীশ, ১৯৩২।

দাঁও ফসলানো কি সুযোগ হারানো। 'এবার এ দাঁও ফসলানো
'ফুল'-লোতা আর হবেন যে, হয়।' নকরুল, ১৯২৬।

দাঁওবাজ বি সুযোগসাধনী ব্যক্তি। 'নির্লজ্জ দাঁওবাজেরা জনপথকে
বিক্ষিত করে বড়পোক হইল...'। সনৎ, ১৯৭০।

দাঁওয়ে যেওয়ে ক্রিয়ণ দর-মাম কর'ে 'দাঁওয়ে যেওয়ে সিকি
দামে কিনিয়ারি।' রকিম, ১৮৮৪।

দাঁড় [স দা] ১ বি লৌকার হাল। 'দাঁড় হাতে করি সেবী উঠে গিয়া নারে।'।
বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বাটার পাখি বা গোমা পাখির বসার দণ্ড।
'ঢোপোখি হঠাৎ মেরে গিরে দাঁড় বুলে থাকে।' হুতায়, ১৮৬১। ৩
বি বৈরা। 'দাঁড়ের খাণে পায়ের তলে জলতরল বাঝাই জলে রে
নকরুল, ১৯২৬। ৪ বি দণ্ড। 'টুপির দাঁড়ে টুপি বুলে রেখে।' কলি
১৯৬৩।

দাঁড়-চালানো বিপ দাঁড় টানার সময় উৎপন্ন। 'রক্ত স্রী বেতে
উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধনি।' রকীশ, ১৯৩৮।

দাঁড়বন্দী [স দণ্ডবন্দী] বিপ গোমা পাখির বসার দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা
এমন। 'দাঁড়বন্দী পাখিটার টাটলে চোখগুলো আমাকে কবিতা দেবে
কিছু?' শামসুর, ১৯৬৬।

দাঁড় বহা কি লৌকার দাঁড় টানা। 'প্রত্যেক কলসেই তরুকেরা,
দাঁড়বহা, বাট ও বলা খেলা প্রভৃতির নানা প্রকার সমাজ আছে।'।
কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

দাঁড়সাঁতার [স দণ্ড+সাঁতার] বি সেহেরে দুপাশে লৌকার দাঁড়ের মতো
হাত ধরে যে সাঁতার। 'তাহলে, সঁতার নেই সেই বুথ, সেই
দাঁড়সাঁতার।' শক্তি, ১৯৭০।

দাঁড়কাক [স দণ্ডকাক] বি এক জাতের কাক। ওর্গ, ১৭৮৫। 'বৈকুণ্ঠরানী
সেখিলেক এক দাঁড়কাক।' তারিণী, ১৮৩০।

দাঁড়কিনে বি মাছবিশেষ। 'আর দাঁড়কিনে কত।' রকীশ, ১৯৬৩।

দাঁড়া [স দাঁড়া] ১ বি বিকট দাঁত। 'মমদন মাতলা কাল বেতনামা হায়েত
ধার মেলিয়া দাঁড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শিরদাঁড়া; মেরুদণ্ড।
ওর্গ, ১৭৮৫: 'আমাদের শিরের দাঁড়া খাড়া করতে হবে।' প্রমথ,
১৯৫৫। ৩ বি দাঁতবৃত্ত লগা টায়ার। 'কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে
ডালস।' সুকুমার, ১৯২০।

দাঁড়া [স দমরা] ১ বি পদ্যরচনাবিশেষ। 'নরুল দেখিও দিব লাটসিলে
দাঁড়া।' মনিরুজ্জাম, ১৭৮১। ২ বি রীতি। 'সত্য তোমার ধন

রাখিবার কি আত্মচর্য দাঁড়া।' তারিণী, ১৮৩০।

দাঁড়াশোপান [স দমরা+স গোপন] বি হিন্দুসমাজের জী-
আচারবিশেষ। 'অন্যান্য জীশোকেরা দাঁড়াশোপান দিয়া মঞ্চালাক
করিতে লাগিল।' গায়ী, ১৮৫৮।

দাঁড়ান বি দাঁড়ানো। ওর্গ, ১৭৮৫।

দাঁড়ান, দাঁড়ানো [স দমরা] ১ ক্রি দুই পায়ে দূর দিয়ে থাকা। 'গোশাল
দাঁড়ানে কাছে পরবেতে পোশে পের পাক।' রামহসান, ১৭৮০। ২
ক্রি বিলম্ব করা। 'কেহ বলে চল, দাঁড়ানো কি ফল।' রামহসান,
১৭৮০। ৩ ক্রি থাকা। 'তবে একটু দাঁড়া।' উমেশ, ১৮৫৭। ৪ ক্রি
অবস্থান করা। 'অপাঠা বসিয়া দূরে নিষ্কণ করেন। এখন আমার
পরিব, দাঁড়াই কোথা।' হরহাসান, ১৮৮১। ৫ ক্রি স্থির হওয়া।
'এখন একটা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।' হরহাসান, ১৮৮৬। ৬ ক্রি ভৈর
হওয়া। 'হঠাৎ এক-এক জাহায্য একটা আঙ্গুরি ঘূর্ণি বাতাস
দাঁড়িয়ে উঠে...'। রকীশ, ১৮৭৪। ৭ ক্রি উত্তীর্ণ হওয়া। 'পরবর্তী
বসরে তা ১৯ কোটিতে দাঁড়াইবে।' আজাদ, ১৯৪৫। ৮ ক্রি
পরিণতি লাভ করা। 'কেন সখীনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

দাঁড়ালিয়া বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'ঈশ্রামে রোসানী, দাঁড়ালিয়া,
সরাসীরা।' এসলাম, ১৯১৮।

দাঁড়ি, দাঁড়ী [স দণ্ড] ১ বি যে দাঁড় বার। ওর্গ, ১৭৮৫: 'আমি অধিক
দাঁড়ি লইলাম দিয়া রাগি যাওনের কারণ।' কেরি, ১৮০২: 'যত
ঘড়েরে দাঁড়ী মাঝি, কামে নহে রাগি।' ওর্গ, ১৮৩৮। ২ বি পূর্ণ
বিস্তৃতি হিউ। 'ক লোখ এক দাঁড়ি লেখ ষ.' ভগবানী, ১৮২৫।

দাঁড়ি-কমা [দাঁড়ি+কমা] বি যতিচিহ্ন। 'কাঁচা আখর চলছে উঠে
নবের, নাইকো দাঁড়ি-কমা।' রকীশ, ১৯১৮।

দাঁড়িগিরি [দাঁড়ি+গা গিরি] বি দাঁড় টানার কাজ। 'ভারি তোর
দাঁড়িগিরি, পোন বলি বতে রে।' সুকুমার, ১৯২০।

দাঁড়ি টানা ১ ক্রি সমাপ্ত করা। 'এইখানে লব হইয়া দাঁড়ি টানিতে
হইল।' রকীশ, ১৯২১। ২ ক্রি সম্পর্ক শেষ করা। 'দাম্পত্যের
মাখখানটাতে দাঁড়ি টানলে।' রকীশ, ১৯৪০।

দাঁড়িপাড়া [দাঁড়ি+বি গড়া] বি মালদণ্ড; ওজন পরিমাপের দণ্ডবিশেষ।
'একজন তেলি, কেবল দাঁড়িপাড়া ধরিয়া ডুলা বিক্রয় করে তাহাতে
...'। ভগবানী, ১৮২০।

দাঁড়িমাঝি [দাঁড়ি+সী মাঝি] বি যারা দাঁড় টানে ও হাল ধরে।
'তারাদশ ক্রমশ দাঁড়িমাঝিদের সঙ্গে গল্প শুড়িয়া দিল।' রকীশ,
১৮৩৫।

দাঁড়িমাছা [দাঁড়ি+আ মাছা] বি দাঁড়ি ও মাগি। 'যেমন মাগি
দিশেহার তেমন দাঁড়িমাছা তারা।' শালন, ১৯৯০।

দাঁড়কা [স দণ্ড] বি পায়ের বেড়ি। 'দাঁড়কা সহিত ছবি কাঠে বহি
লেগ।' কৃষ্ণদাস, ১৮৩৮।

দাঁত [স দন্ত] ১ বি দন্ত। 'আন্তিস্বর চালিহ আখর দাঁতে।' বড়, ১৪৫০।
২ বি চিরন শলাকাবিশেষ। 'চিরনীর নম্র দাঁতে।' শামসুর, ১৯৬৩।

দাঁত আঘলতা হওয়া — দাঁত নড়া। মালেক, ১৭৪০।

দাঁতগুরাদা [দাঁত+বি গুরাদা] ১ বিপ দাঁতাল; বড়ো দন্তযুক্ত।
'দাঁতগুরাদা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে।' রকীশ, ১৯৩৭: 'দাঁতগুরাদা
খাড়া শুভরতা মাঝি ব.' বিকৃতি, ১৯৩৮। ২ বিপ দাঁতের মতো নকশা
করা হয়েছে এমন। 'টাঙ্গাইলের কড়কড়ে দাঁতগুরাদা শুভরতা পাড়ের
শাড়ি।' বিমল, ১৯৬৩।

দাঁতকড়মড়ানি [দাঁত+কড়মড়ানি] বি রাশে দাঁতে দাঁত খর্বশের শব্দ। 'এ শোন দাঁতকড়মড়ানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

দাঁতকপাটি [দাঁত+স কপাটি] বি দাঁতে বিল লাগা; দাঁতের বিন্মিত অবস্থা। ওর্স, ১৭৮৫; 'শাঠীলাটি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁত-কপাটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দাঁত-কিড়মিড়ি বি কামড় দেওয়ার ইচ্ছা। 'হাতি নিসিগন ও দাঁত-কিড়মিড়ের অত্যাধি প্রসূর্তন হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দাঁত-খামচি [দাঁত+খামচি] বি দাঁত বের করে ভয় দেখানো। 'ডরায় না দাঁত-খামচিক।' নজরুল, ১৯২৬।

দাঁত খিচা [দাঁত+বি খিচা] কি দাঁত বের করে বিবর্তিত সপে তেঁপটি কাটা। 'খাঁক খাঁক করে মিছে, সব-ভাতে দাঁত খিচে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দাঁত-বিচুনি [দাঁত+বি খিচা] কি দাঁত বের করে ভয় দেখানো। 'দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত-বিচুনির ভবি দেখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

দাঁত-বিলাল [দাঁত+আ বিলাল] বি দাঁত বোঁচানোর ঝাটি। 'বুকে গোলো তামার দাঁত-বিলাল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দাঁত পাশা কি দাঁত কড়মড় করা। 'দাঁত গাদিতে।' ম্যানোএল, ১৭৪৩।

দাঁত ঘষা কি দাঁত মাজা। 'জারুলের ডাল ভেঙে দাঁত ঘষে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

দাঁত ধাঁকতে দাঁতের মরীচা বুঝা যায় না - জীবিতকালে অনেক মানুষের ওস্তত্ব বোঝা যায় না মৃত্যুর পর বোঝা যায়। সুবল, ১৯০৬।

দাঁতে দড়ি দিয়ে গড়ে ঝাঝা - পানাহার ত্যাগ করা। সুবল, ১৯০৬।

দাঁতন [স নড়া] ১ বি দাঁত মাজার কঠি। বিদ্যা, ১৮৯৬; 'দাঁতন চিবোতে চিবোতে মরজার কাছে বেরিয়ে এল।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বি দাঁত মাজার কাজ। 'কেহ বা দাঁতন করিতাম, কেহ বা খেচোনে খুশি বিছানা পাতিয়া গধ ঘোষ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দাঁতন করা কি দাঁত মাজা। 'একজন লোক ... দাঁতন করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দাঁত-স্বা [দাঁত+স নবা] বি হিষ্টতা; পাগলিক প্রবৃত্তি। 'মানুষ হইতে গেলে দাঁত-স্বাধের স্বর্ভাষা ঘটয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দাঁতপড়া বি দাঁত পড়ুয়ে এমন। 'সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল।' প্রভাত, ১৮৯৮।

দাঁত ফুটানো কি নাক পালানো। 'এ শাখীন সেপ, ইহাতে অন্য কোনো জাতির দাঁত ফুটাইবার ক্ষমতা নাই।' কৃষ্ণভাষিণী, ১৮৮৫।

দাঁত বসায়ে কি ছোবল মারা। 'এখানে গ্রীষ্ম কোনো দাঁত বসায়ে পারে না।' শবরত, ১৯২৭।

দাঁতভাঙা বি দাঁত ভেঙে গেছে এমন। 'দাঁতভাঙা চিকনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দাঁতভাঙা ১ বি চোয়ালভাঙা; উচারণ করা কষ্টকর এমন। 'কতকগুলো দাঁতভাঙা কষ্টকটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সপে তাহা খাপ খাইবে না।' বরকলাস, ১৮৮১। ২ বি কঠিন। 'দাঁতভাঙা বানান নিয়ে তাহা শিক্ষা শুরু হওয়া।' মাহেনত, ১৯৪৯।

দাঁত মাজা বি দাঁত পরিষ্কার করার কাজ। 'তাদের দাঁত মাজা হতে আরম্ভ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দাঁতলা বি বড়ো দাঁত রয়েছে এমন লোক; হাতি। 'ফলে দাঁতলার নড়বার চড়বার শক্তি আর রইল না।' প্রমথ, ১৯২২।

দাঁত লাগা কি দাঁতে দাঁত বেশে থাকা। 'সে মুখে দাঁত লেগে আছে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দাঁতশূন্য [দাঁত+স শূন্য] বি দাঁত নেই এমন; দন্তহীন। 'দাঁতশূন্য মুখে বিক্রিয়ভাবে পান চিবান তিনি।' মাহেনত, ১৯৪৯।

দাঁতসাকানি [দাঁত+আ সাক] বি বাকচতুরতা। 'ব্রাহ্ম-ব্রাহ্ম হয়ে ভিন্নমতেরূপে হাত দিলে ভাতে আমার হাত হাতসাকানি ও দাঁতসাকানি দেখাতে পারব, এখন নিচুই তা পারব না।' মনসুর, ১৯৩৫।

দাঁতহীন [দাঁত+স হীন] বি দন্তশূন্য। 'দাঁতহীন মাজীর ওপরে লেগে থাকা ঠোঁটগুলো একটু কঁক হল।' জলাউদ্দিন, ১৯৫৯।

দাঁতদাঁতি বি তরু-বিতরু। 'হাতাহাতি দাঁতদাঁতি ও ঠোঁটদাঁতির উপক্রম।' মনসুর, ১৯০৫।

দাঁতাল বি দাঁত আছে এমন। 'দাঁতাল বুয়েয়ের মতো চিড়িয়ে বলতেন।' সেলিনা, ১৯৭৫।

দাঁতি-শাল্য [দাঁত+আ সাদল্য] বি দাঁতের মতো শাল্য। '... তবে হল দাঁতিবল বা দাঁতি-শাল্য।' অকন, ১৯২৫।

দাঁতিয়া [দাঁত+] বি বড়ো দাঁতওয়ালা। বিদ্যা, ১৮৯১।

দাঁতে ঝড় করা কি দাঁতের প্রকাশ করা। 'দাঁতে ঝড় করে পরা দুটি হাত বুকে রুপা করিয়া কিছু কয় কালকে।' মনিকলাহ, ১৭৮১।

দাঁতে দাঁতে লাগা কি ভয়ে দুই দাঁত পরস্পর আঁকতে যাওয়া। 'বাল্ল সেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

দাঁতের পোকা বি দাঁতের ক্ষয়জনিত অসুস্থবিশেষ। 'দাঁত ঐ দাঁতের পোকা বসাই এখনি।' ভদ্রাণী, ১৮২৫।

দাঁতের ব্যাথা বি দন্তশূল; দাঁতে বা মাড়িতে ব্যাথা। ওর্স, ১৭৮৫।

দাঁদাড় বি দ্রুত। 'মইলে দাঁদাড় নিয়ে যেতুম।' নজরুল, ১৯০১।

দাঁদুড়ে [স দূর্ভাষা] কি দাঁদুড়োড়ি বা দাঁদাঘাট করে। 'বতীর চটুড়িকে দাঁদুড়ে বেড়াইতে লাগিলেন।' গাঙ্গুলী, ১৮৫৮।

দাঁকাল [আ দুকাল] বি দোকান-এর অনুকার। 'দোকান দাঁকাল মেলিল তখন সেবিয়া গাথকিপন।' চট্ট, ১৫৫০।

দাঁকা [স দ্বা] বি দাঁকা; আঘাত। 'জমিদার এক এক দাঁকা দিয়া এজালপকে ছর মাস কোল ঝাওয়াইতে পারেন।' এডুকেশন, ১৮৭২।

দাক্ষিণ্যতা [স] বি বিদ্যাসর্গভের দক্ষিণ দিকের ভারতবর্ষের অংশ; দক্ষিণাংশ। 'এককালে আদ্যাবর ভিন্ন দাক্ষিণ্যতায়ে ব্রাহ্মণ ক্রিয়াদির বাস ছিল না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দাক্ষিণ্যাত্ম্য [স দাক্ষিণ্যতা] বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বসভাষা ... বাহিন্যকারিত্তিকা দাক্ষিণ্যাত্ম্য পেশাজি আবর্তী শৌরসেনী এই দাক্ষিণ্য আদ্যাদ্য ভাষা হইতে নির্গত হইয়াছে।' দর্পন, ১৮৩০।

দাক্ষিণ্যটি [স দাক্ষিণ্যতা] বি দক্ষিণ দেশ। 'ব্রহ্মপদ পঞ্চম নাট দাক্ষিণ্যটি জাত।' মাল্যধর, ১৫০০।

দাক্ষিণ্য [স] ১ বি দয়া; দানশীলতা। 'দাক্ষিণ্য প্রকৃতি সদগুণসম্পন্ন ধর্মগণে পরিপূর্ণ।' রামনারায়ণ, ১৭৫৪। ২ বি সৌজন্য; আনুতুঙ্গ্য।

দাক্ষিণ্যব্রীতি

'হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ দয়া দাক্ষিণ্য ... সুস্বাদু আর্জিও হইল' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ও *বি অম্বুহা*। 'ইহাদিপের যে রূপ দয়া দাক্ষিণ্য' *বঙ্গবর্নন*, ১৮৭২।

দাক্ষিণ্যব্রীতি [সি] বি সৌজন্যমূলক বহুভূত; অল্প বহুভূতের সম্পর্ক। 'এদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, দাক্ষিণ্যব্রীতি আছে।' *জীবন*, ১৯৩৩।

দাক্ষিণ্যময়ী [সি] বি সয়াশীল নারী। 'তুমি সে বৈঠগী নও, যে দাক্ষিণ্যময়ী।' *সুখীন্দ্র*, ১৯২৯।

দাক্ষিণ্য [আ দাক্ষিণ্য] বি দাক্ষিণ্য। 'দাক্ষিণ্যে প্রতি এক আত্মী।' *জসীম*, ১৯৩৩।

দাক্ষিণ্যট্য ব্র দাক্ষিণ্যভ্য

দাক্ষিণ্য, দাক্ষিণ্য [আ] ১ *বিশি* উপন্যাস। 'যোড়ালের বানসামা দাক্ষিণ্য দাক্ষিণ্য' *রূপরাম*, ১৭৫০। ২ *বি* প্রদান। 'তাঁড়ি কুটীতে কাগড় দাক্ষিণ্য করিবেন।' *ফালগেত*, ১৭৭৩। ও *বি* পেশ। 'সাতজন দেশী চৌকিদারের হাজিরি করিয়া বিশট দাক্ষিণ্য করিয়াছিলাম।' *ভৈরবী*, ১৭৮০। 'আমি যাইরা চোকা করি যোড় করিতে পারি আনিয়া দাক্ষিণ্য করিব।' *কবির*, ১৮০২। ৪ *বি* বি উপক্রম। 'শব্দে কান ফেটে যাবার দাক্ষিণ্য।' *হাসান*, ১৯৭৪।

দাক্ষিণ্যধারিণী [আ] বি জমিদারি সেয়েজার পুরাতন স্বত্বাধিকারীর নাম ফেটে নতুন স্বত্বাধিকারীর নাম লেখা। 'দাক্ষিণ্যধারিণীর একটা মোটরকর্ম সেলামি আদায় করবার জন্য।' *প্রবন্ধ*, ১৯১৯।

দাক্ষিণ্য হস্তরা কি কবিত্ত হস্তরা। 'সর্বত্র জরী ইহরা রাজহম্বর করিতে দাক্ষিণ্য হইলেন।' *রায়রাম*, ১৮০১।

দাক্ষিণ্য, দাক্ষিণ্য [আ দাক্ষিণ্য] বি শাক্তনা আদায়ের রসিদ। 'দাক্ষিণ্য রূপেণা যৌজে ফরাছাচা নগওয়াক্ষ তরনদারের ঐশ্বর্য' *বঙ্গবর্নন* সাহেব।' *ভৈরবী*, ১৭৭৬; 'দাক্ষিণ্য, জমাওয়াশীল, বৈজা, ফরাসা।' *রক্তিম*, ১৮৭৮।

দাক্ষিণ্য [আ দাক্ষিণ্য] *বিশি* পেশ করা হয়েই এমন। 'জমিদারের দাক্ষিণ্য কাগজ।' *প্রবন্ধ*, ১৯১৯।

দাক্ষিণ্য কি [আ দাক্ষিণ্য+ই কি] *বি* পেশ করার জন্য দেওয়া কি। 'অবস্থা বিশেষে দাক্ষিণ্য কির টাকা ব্যয়েজাত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা।' *মোহাফলী*, ১৯০১।

দাক্ষিণ্য [আ দাক্ষিণ্য] *বি* পেশ। 'বহুশেষে দাক্ষিণ্য করাইবেই।' *মোহাফলী*, ১৯০২।

দাক্ষিণ্য [কা] ১ *বি* পরিচয়। 'না দুরার অন্য দাক্ষিণ্য।' *কুঙ্কলস*, ১৫৮০। ২ *বি* চিত্র। 'আদেশিনে নিয়ন্ত্রণ বধেক নারকীপন দাক্ষিণ্য পুড়িয়া দাক্ষিণ্য দিতে।' *সুলভান*, ১৭০০। ৩ *বি* কোনো কিছু হারান। ওস, ১৮৫৮; 'আমরা তোমার প্রাণের দাক্ষিণ্য দাক্ষিণ্য।' *রক্তিম*, ১৯১৫। ৪ *বি* কলা। 'আমি সন্ধ্যা দাক্ষিণ্য হব দাক্ষিণ্য।' *রক্তিম*, ১৯১০। ৫ *বি* ছিন্ন। 'আমাদের ওখানে পেরেকের দাক্ষিণ্য ওয় আছে।' *মানিক*, ১৯৮০। ৬ *বি* জমির বৎ বা ফিজা। 'কোন দাক্ষিণ্য কিন্নরে সেটুকু আর ভাঙেন।' *মায়াল*, ১৯৬৭।

দাক্ষিণ্য-খাওয়া *বিশি* আঘাতপ্রাপ্ত। 'দাক্ষিণ্য-মূল সম দাক্ষিণ্য-খাওয়া দিল।' *নজরুল*, ১৯২৮।

দাক্ষিণ্য জন্ম [কা] *বি* ক্ষতিগ্রস্ত। 'কোথায় কোথায় দাক্ষিণ্য জন্ম আছে সেখ।' *মহারাজ*, ১৮৬৯।

দাক্ষিণ্যদার [কা] *বিশি* দাক্ষিণ্যদাতা। 'দাক্ষিণ্যদার তিতা হরিণ।' *ফালগে*, ১৭৮৭।

দাক্ষিণ্য দেওয়া কি চিত্তিত করা। 'দাক্ষিণ্য দাক্ষিণ্য আদায় করেন।' *সাধাক্ষী*, ১৮৭৪।

দাক্ষিণ্য-ধরা *বিশি* ঘরিতা পড়েই এমন। 'পুত্রোনা আরনা দাক্ষিণ্য-ধরা।' *রক্তিম*, ১৯০৮।

দাক্ষিণ্য *বিশি* ক্ষতমুক্ত; চিত্তমুক্ত। 'বসন্তের দাক্ষিণ্য হাড়ার একটি বোকা দাক্ষিণ্য হাত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

দাক্ষিণ্য [কা দাক্ষিণ্য+সি হীন] *বিশি* দাক্ষিণ্য নেই এমন। 'দাক্ষিণ্য, দাক্ষিণ্য অকলঙ্ক কুমারীর দাক্ষিণ্য।' *নজরুল*, ১৯২৩।

দাক্ষিণ্য *বি* পোকা প্রভৃতির কামড়ের ফলে ত্বকের উপর ফুলে ওঠা দাক্ষিণ্য। 'তাদের কামড়ে অস দাক্ষিণ্য দাক্ষিণ্য হয়ে ফুলে ওঠে।' *ভায়া*, ১৯৪৬।

দাক্ষিণ্য [সি দাক্ষিণ্য] *বি* বা দিয়ে দাক্ষিণ্য দেওয়া হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দাক্ষিণ্য *বিশি* গাটো গাটো। 'ক্ষতবিক্ষত মনে আর দাক্ষিণ্য দাক্ষিণ্য থাকে।' *হাসান*, ১৯৩০।

দাক্ষিণ্য *বিশি* *বি* ছান ইত্যাদির ভায়া ঘাটা হান কোচা দেওয়ার কাজ; মেঘামত। 'সিমেটের দাক্ষিণ্য করি সামনের উঠানের ওপর।' *বিসল*, ১৯০৩।

দাক্ষিণ্য [কা দাক্ষিণ্য] ১ *বি* বন্ধনা। 'খাইআ তোমার ধন ... অবশেষে নাহি পাও দাক্ষিণ্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* পোড়া ছাপ। 'দাক্ষিণ্য দেহ সভাকার পায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *বি* প্রত্যক্ষ। 'দাক্ষিণ্য দিতে আইল চুরি কবির' *সুলভান*, ১৭০০। ৪ *বি* মানসিক আঘাত। 'শতরক্ষ প্রদান পক্ষে আমায় দাক্ষিণ্য দিল।' *রায়রাম*, ১৭৮০। ৫ *বি* চিত্তিত করা। 'সেই মনে তাতে তব নাম মুকে দাক্ষিণ্য।' *রক্তিম*, ১৯০০। ৬ *বি* আঁক। 'দাক্ষিণ্য লুগাই খাতার পাতে।' *রক্তিম*, ১৯২১। ৭ *বি* অক্ষিত চিত্র। 'কবির বরাহর বড় দাক্ষিণ্য ও আঁটা দিল সবকো ...' *অবন*, ১৯২৫। ৮ *বি* লেখা। 'শিষ্টের কাগজে দাক্ষিণ্য আছে, আমি ৪৭৮।' *রক্তিম*, ১৯২৬। ৯ *বিশি* উপলব্ধিকৃত। 'সাহেবের দাক্ষিণ্য গাটা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দাক্ষিণ্যদার [কা] *বিশি* প্রবন্ধ। 'বিশেষে বামশ জাতি বড় দাক্ষিণ্যদার।' *ভারত*, ১৭৬০।

দাক্ষিণ্যদার, দাক্ষিণ্যদারী [কা] *বি* বিশালঘাতকতা। 'চোয়ের দাক্ষিণ্যদারী' *সীনবন্ধ*, ১৮৭২; 'কাজে কামে করে দাক্ষিণ্যদারী।' *লালন*, ১৮৯০।

দাক্ষিণ্য দেওয়া ১ *ক্রি* ধোকা দেওয়া। 'সেখ, বড় দাক্ষিণ্য দিয়েছে - বড় দাক্ষিণ্য দিয়েছে।' *গিরিন*, ১৮৮৭। ২ *ক্রি* চিত্তিত করা। 'ব্যস্তবানর প্রবৃত্তিলাকে মানুষ আজ পাশ বসিয়া দাক্ষিণ্য দিয়াছে।' *রক্তিম*, ১৯০৮।

দাক্ষিণ্যো, দাক্ষিণ্য [কা দাক্ষিণ্য] ১ *ক্রি* গবাদি পশুর চিকিৎসা করা। 'আগের করিয়া আনিয়া দাক্ষিণ্য দিলাম যথোচিত তাম্বিত করিয়া।' *চিঠিপত্র*, ১৭৮৭। ২ *ক্রি* নিষ্কপ করা। 'বড় কামান দাক্ষিণ্যে বাইতেন।' *রক্তিম*, ১৮৮৪। ৩ *ক্রি* চিত্তিত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ৪ *ক্রি* সন্তুষ্ট করা। 'আমাদের বিচারে তব নির্মমতারসে পাশ হয়ে তোমাদের দাক্ষিণ্যে।' *রক্তিম*, ১৮৯৯। ৫ *ক্রি* অক্ষিত করা। 'এক নাম মুকে বাহরায় মেয় দাক্ষিণ্য।' *রক্তিম*, ১৯১৩।

দাক্ষিণ্য [কা] ১ *বিশি* প্রত্যক্ষ। 'দুর কর দূর্ণিত দুরাশা দাক্ষিণ্যদার' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *বিশি* খুঁট। 'দাক্ষিণ্যো অতি দাক্ষিণ্যদার' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

দাক্ষিণ্য, দাক্ষিণ্য [কা] ১ *বি* প্রত্যক্ষ। 'নারায়ণে নাহি ভাবে পরম দাক্ষিণ্যদারী।' *কুঙ্কলস*, ১৭২০; 'দাক্ষিণ্যে কল্ল কর যে মূর্খ বামন।' *গঙ্গী*, ১৭৬৫। ২ *বি* বিশালঘাতকতা। 'জুহুরি, বাটাগাড়া,

দাণাবাড়ী যে পুরে বিজয়মান।' গিরিশ, ১৮৮৯।

দাণি, দাণী [কা দাণ+] ১ বিশ দাণালো: কারাবাসকারী। ওর্দা, ১৭৮৫; 'দাণি' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিশ কলিত। 'তার মশলা হাতে সে পুখিরি খা-কিছু হৌর তাই দাণী হয়ে বার' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিশ পেশাবার। 'আমাকে দাণী চোর ঠিকারো না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বিশ কলি লেশে আছে এমন। 'রয়ে যে দাণাল কুলেছিল সেটা ধোয়ায় দাণী অবয়ব ... এখনো গড়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ বিশ দাণালো: দাণ্ডগুলা। 'আলগা-মলাট বইয়ের দাণী পাতার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'পাতভালো কিছু হিড়েছে, কিছু দাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দাণী হওয়া কি রোগাক্রান্ত হওয়া। 'পাতভালো দাণী হয়ে খুলে খুলে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দেশে দেশেরা কি দাণিয়ে দেশেরা: বিশ্বাস আরোপ করে দেওয়া। 'দাদার চেয়ে বেঁচে এ কথা কুহুর মনে দেশে সেবার জন্মে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দেশে যাবার কি রেখাপাত করা। 'মনে বুঝ গভীরভাবে দেশে গেল।' জীবন, ১৯৩২।

দাশা [কা জল+] ১ বি দলবদ্ধ হয়ে মারামারি। 'দাশা ও বিরোধিদি কিছু না হয়। নিকমেয়ে দিলবাহি ইদ্যাহে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি কলহ। 'জবাবী, ১৮২৩। ৩ বি সাম্প্রদায়িক সংঘাত। 'এমন দিনে কি হিন্দু মুসলমানের দাশা নিয়ে পোদিতিকাল এবং লিপতে ইচ্ছে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দাশাকারী [কা জল+স করী] বি দাশা করে বার। 'দাশাকারীদের নিন্দা করিতেছে।' সপ্তপাত, ১৯৩০।

দাশাকেসাত [কা জল+আ ভাসনা] বি বিবান। 'দাশাকেসাত জল ক'রো না।' দীপবন্ধু, ১৮৭২।

দাশাবাজ [কা জলবাজ] বিশ খণ্ডা ও মারামারিতে উদ্ভাত। 'মণিরামপুরের মাধববাজ দাশাবাজ শোক।' গ্যারী, ১৮৫৫।

দাশাবাজি [কা জলবাজি] বি খণ্ডা ও মারামারি। 'এ বরসে দাশাবাজি হৈহোলা। আর ভালো লাগে না।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দাশাহাসামা [কা জল-হাসামাহ] বি ক্রমাগত মারামারি। 'হলির উৎসবে নানা দাশাহাসামা ঘটমায়ে।' দর্পণ, ১৮৪০।

দাশা হাসাম [কা জল-হাসামাহ] বি মারামারি ও কাটাকাটি। 'দাশা হাসামের জোটগাট ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

দাশাহাসামা [কা জল-হাসামাহ] ১ বি সহিংসতা। 'হরহীরের সবিত সীতাহারের প্রায় মাথো মাথো দাশাহাসামা বাখিরের উদ্যোগ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বি ক্রমাগত ঘন্স। 'গেটের মধ্যে বাত প্রেয়া শিত তিনটেতে মিলে যেন দাশাহাসামা বাখিরে দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি পরস্পর বিবান-বিসবাস। 'অভ্রমিক গুণ্ডাখির সঙ্গে বর্গদন্ত বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাশাহাসামা ঘটেনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

দাশা হোসাম [কা জল-হাসামাহ] বি দাশা-হাসামা। 'জমিয়ার ও কৃষক প্রায়ই দাশা হোসাম হইয়া থাকে।' সোমহল্লান, ১৮৬৮।

দাশা হোসামা [কা জল-হাসামাহ] বি ক্রমাগত মারামারি ও কাটাকাটি। 'ক্রোক করিলে দাশা হোসামা খুন জন্ম করিবে।' বহিম, ১৮৭৯।

দাটোকে বি আলগা লাগায়। মাসোএল, ১৭৪৩।

দাড় [স দস্তা] বি দাঁত। বিদ্যা, ১৮৯১।

দাড়কা [স দস্ত+] বি শিকল। 'লোহার দাড়কা সব আনলে দরিদ্রা দেখিলা লোহার সব কাছি পাকিইয়া।' মুলতান, ১৭০০।

দাড় [স দস্তা] ১ বি বিকট দাঁত। 'যেদ্বারা বিকট দাড়।' মুলতান, ১৬০০। ২ বি দাঁতযুক্ত লম্বা ঠাণ। 'পাড়গুলালা চিড়ী ... জামে পড়ল।' জবন, ১৮৯৮।

দাড়ী [স দস্ত+] বি ধারা। 'এখানকার দাড়াবহির্ভূত।' ক্যান্সে, ১৭৮৯।

দাড়ানো [স দস্ত+] কি দাড়ানো। 'যে চিতে দাড়ানোই নই সে হয়।' চম্প, ১৫৫০।

দাড়ি, দাড়ী [স দাড়িকা] ১ বি শব্দ: তিরু ও গালের সোম। 'যার দাড়ি আছে সে হএয়া অখোম্বা।' ক্বালা, ১৫৮০; 'বুক আছদিয়া রাখে দাড়ী।' মুলতান, ১৬০০। ২ বি তিরু। 'শারদার দাড়ি ধরিয়া।' দীপবন্ধু, ১৮৬৭। ৩ বি শিকড়। 'মিটি আসুর শীর্ষ শীর্ষ এক দাড়ির ভিতরে।' জীবন, ১৯৪০।

দাড়ি উপুড়ানো কি দাড়ি হেঁড়া। 'দাড়ি উপুড়াইতে।' মাসোএল, ১৭৪৩।

দাড়িওড়াল [দাড়ি+হি ওড়াল] বিশ দাড়িওড়াল। মাসোএল, ১৭৪৩।

দাড়িওড়াল [দাড়ি+হি ওড়াল] বিশ দাড়ি আছে এমন। 'সব দাড়ি-ওড়াল গুলবমানুব একে একে এসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দাড়ি কুর [দাড়ি+স কুর] বি দাড়ির উপর ধার্য করা কুর। 'ইহাকেই 'দাড়িকুর' বলিয়া তিতুমীর অভিহিত করিয়া ছিল।' ইতিহাস, ১৮৯৫।

দাড়িকা [দাড়ি+স কা] বি দাড়ি। 'সে দাড়ি-গৌরব বহি সূ-উচ্চ মিনারে/ দাঁড়াইয়া যোষিতাম, "এই দাড়িকারে নিশে যারা, তারা ঠিক তারা তাপুস্বা।" নজরুল, ১৯২৯।

দাড়ি কামানো কি ছুর দিয়ে দাড়ি মুদ্রন করা। 'দাড়ি কামাইতে লাগিল।' নজরুল, ১৯০১।

দাড়িপৌকসকুণ [দাড়ি+স ওক+স সকেল] বিশ দাড়ি ও পৌকে আছে। 'অতর দাড়িপৌকসকুণ, নাকটি বটিকাচার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দাড়িগোলা [দাড়ি+গোলা] বিশ দাড়ি কুলে আছে এমন। 'বত খুলো ছাপ দাড়ি গোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

দাড়িহু [দাড়ি+স হু] বি দাড়িওড়ালার উদ্ভাত। 'টিকিহু দাড়িহু অনহু।' গম্বানী, ১৯২৬।

দাড়িবিহীন [দাড়ি+স বিহীন] বিশ দাড়ি নেই এমন। 'পথঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দাড়িমুখো [দাড়ি+স মুখ+] বিশ মুখে দাড়ি আছে এমন। 'হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে হুহ।' সুভদ্রা, ১৯১৮।

দাড়িগা, দাড়িগা [দাড়ি+] বিশ দাড়িওড়াল। মাসোএল, ১৭৪৩। 'দাড়িগা।' বিদ্যা, ১৮৯১।

দাড়িসুজ [দাড়ি+স ওজ+] বিশ দাড়িসহ। 'ইশা বা তারার পৌকসুজ দাড়িসুজ হুহ বিকৃত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

দাড়িহীনতা [দাড়ি+স হীনতা] বি দাড়িহীন অবস্থা। 'দারোগা সাহেবের দাড়িহীনতা লইয়া রসিকতা করিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

দাড়িআ প্র দাড়িরা

দাড়িম [স দাড়ি+হি ভাসিম] 'অভিমান পাড়া পাকা দাড়িম বিদরে।' কবু, ১৪৫০।

দাড়িমফল

দাড়িমফল [স দাড়িমফল] বি ডালিম। 'তা সেমি দাড়িমফল বিনারে।' বড়, ১৪৫০।

দাড়িমবিজ্ঞ [স দাড়িমবিজ্ঞ] বি ডালিম-বিজ্ঞ। 'অধর বিষ সম মসন দাড়িমবিজ্ঞ।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

দাড়িমী [স দাড়িম] বি ডালিম গাছ। 'রাত্রী সেবতী কল্লী দাড়িমী তগর কুল মল্লিকা।' মৃত্যুভাঙ্গ, ১৮১২।

দাড়িম [স] ১ বি ডালিম ফল। 'সেবিয়া দাড়িম বিতি মলিন হইল লক্ষ্যতরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ডালিম কুল। 'দাড়িমে শলাশত্রেছে কাম্বনে পারলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

দাড়িমবীজ [স] বি ডালিম ফলের বীজ। 'দাড়িমবীজ সম দত্ত তাম্বলকর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দাড়িমবৃক্ষ [স] বি ডালিম গাছ। 'দাড়িমবৃক্ষতলে হত্যা দিয়া দত্তবৎ পতিত থাকিতে দেখা যায়।' অক্ষর, ১৮৫০।

দাড়িমশক্রেডি [স] বি প্রতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মন্যভা প্রত ... বৃত্তশক্রেডি, দাড়িমশক্রেডি, বন-গোছানো।' অবন, ১৯১৯।

দাড়িয়া [স] অঁকবিশেষ। 'কেউ দাড়িয়া দিয়া বড় নাড়ে।' মাহেনও, ১৪৯৯।

দাড়ী ব্র দাড়ি

দাড়ি [স দণ্ড] বি সোহার শিকল। বিদ্যা, ১৮৯১।

দাড়কা [স দণ্ড] বি হাড়টি। মনোএল, ১৭৪০।

দাড়ই [স দণ্ড] ক্রি দন্ড হয়। 'নৌ দাড়ই নৌ তিমই ন জিহই।' চর্য ৪৬, ১২০০।

দাড়ী [স দাড়িকা] বি দাড়ি। 'পাক্ষিন দাড়ী মাথার কেশ।' বড়, ১৪৫০।

দাঁপ [স দান] ১ বি দান: প্রদান। 'সাপেরে করিচাঁ বিষ দানে।' মুকুন্দ, ১৪৫০। ২ বি তক: খাটের মতল। 'মোরে দান দিচাঁ বধা সুপরি রাখা।' বড়, ১৪৫০।

দামী [স দানী] বি তক: সমগ্রাহক। 'দামী ভৈলো তাহার আশে।' বড়, ১৪৫০।

দাঁশ [স দণ্ড] বি দাঁড়। 'বাহ বাহ বলিয়া ঘন দা বায়্যা জায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দাজ [স দণ্ড] বি নৌচালন দণ্ড। 'ততক্ষণ বৃষ্টি কৈল দাজর পাতনে।' বড়, ১৪৫০।

দাজঙলি [স দণ্ড] বি শেলবিশেষ। 'দাজঙলি বেলে।' জীবন, ১৯৪৮।

দাজানো [স দণ্ড] ক্রি দাঁড়ানো। 'দুশীর পুতুলী যেক বড়ারি ল শো রৌপে দাজানোই মিলাও।' বড়, ১৪৫০। দাজাই ক্রি দাঁড়িয়ে। 'সেখিলেত মুহুদন আঙ্ক দাজাই।' সুলতান, ১৫০০। দাজাইআ ক্রি দাঁড়িয়ে। 'দাজাইআ সগু তার রব দুই দণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০। দাজাইএ ক্রি দাঁড়িয়ে। 'পূর্বমুখে তরুন্তলে দাজাইএ পথে।' মালিকরাম, ১৭৮১। দাজাইরা ক্রি দাঁড়িয়ে। 'দাজাইরা সত্তির মুখ চাহে ঘনে ঘন।' মালশর, ১৫০০। দাজাইল ক্রি দাঁড়ানো। 'এড়িয়া ভাসুক কৃষ্ণ দুরে দাজাইল।' মালশর, ১৫০০। দাজাইরা ক্রি দাঁড়ানো। 'পান্য অর্ঘ্য হায়ে দাজাইলা শোকপান।' মালশর, ১৫০০। দাজাইলো ক্রি দাঁড়ানো। 'দুশীর পুতুলী যেক বড়ারি ল শো ত্রেপে দাজাইলো মিলাও।' বড়, ১৪৫০। দাজল ক্রি দণ্ডযমান হলো। 'সদুখে দাজল বেনে ত্রাশক মুরতি।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

দাড়ী [স দণ্ড] বি দণ্ড। 'অথবা দাড়ী বাকি কিছত্ত অবশুতী।' চর্য ১৭,

১২০০।

দাত [স দণ্ড] বি সোহাড। 'কালো দাতের কালি দিগেই কেতাব কোরান লেখি।' জমীম, ১৯২৯।

দাতব্য [স] ১ কিং বিনাবেতনে পড়ানো হয় এমন। 'চেরিট বা দাতব্য কুল।' প্রভাকর, ১৮৩১। ২ বিন দান। 'চাষিত টালা মালিক দাতব্য দ্বাকরিত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৫।

দাতব্য ঔষধালয় [স] বি যেখানে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। 'একটি করে দাতব্য ঔষধালয় থাকা চাই।' প্রথম, ১৯১৯।

দাতব্যগিরি [স দাতব্য+গিরি] বি বদান্যতা। 'নত্রে সে ... এই দাতব্যগিরি বন্ধ করিবার ছুকুম দিত।' শতকৃত, ১৯৫৮।

দাতব্য চিকিৎসালয় [স] বি যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। 'প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় থাকে।' আজাদ, ১৯৩৭।

দাতব্যতা [স] বি বদান্যতা। 'ইংরাজদের ... সাধারণ দাতব্যতা এবং স্বাধীনতার অভিলাষ পৃথিবী মধ্যে অবিভীত।' অক্ষর, ১৮৪১।

দাতা [স] ১ বিন দানশীল। 'দাতা বলি দ্বিধা যে নৌশোঁ পাটালে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিন সরবরাহকারী। 'চব্বর পরম দয়াবু, তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা।' বিদ্যা, ১৮৫১।

দাতাকর্ষ [স] বি অভিনয় দানশীল ব্যক্তি। 'অযোগ্যদের জন্য দ্ব্যন্তে আর কেউনো দাতাকর্ষ ব্যয় করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দাতাগিরি [স] দাতাগিরি। 'খ্রিস্ট টাকার মাইনায় গরিব মাষ্টারের এত দাতাগিরি করা কি চিকিৎসা হইয়াছে?' মনসুর, ১৯৫৫।

দাতাশীল [স] বিন দানবান। 'দাতাশীল দায়মত বৈজ্ঞানী সাধারণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দাতি কিং দেশের প্রান্তভাগে থাকে এমন। 'রতকুশলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' মর্দণ, ১৮২৯।

দাতুতু [স] বি দানশীলতা। 'দুর্দ্ধ দাতুতু কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হালা পরিহাসে অধিক ঘনিষ্ঠ হয়।' মর্দণ, ১৮২১।

দারী [স] বি ক্রী দান করে যে। 'কর্মীরা সমস্তের দারীসের জরজরি করিতেছে।' মনসুর, ১৯৩৫।

দান [স] ১ বি প্রতিকার। 'আপনা আপন দান পাইবা জনে জনে।' অজাওল, ১৬৮০। ২ বি প্রতিবেশ। 'তালান করিয়াছিল দান তুলিবার কারণ।' মনোএল, ১৭৪০।

দান তোলা [স দান] ক্রি প্রতিবেশ দেওয়া। 'তালান করিয়াছিল দান তুলিবার কারণ।' মনোএল, ১৭৪০।

দানবেদাদ [স] বি দান ও অদান প্রতিকার। 'হামেনো দানবেদাদ ফৈরীয়াদ করিয়া প্যান্য দিলেন।' ওর্স, ১৭৮২।

দান লণ্ডা [স দান] ক্রি প্রতিবেশ দেওয়া। মনোএল, ১৭৪০; 'আজকে তাহার দান লণ্ডি।' জমীম, ১৯৩০।

দানলেনেওরানো [স দান+ই] সেনেওরানো কিং প্রতিবেশপরাণ। 'মুননী সাবেরে খড়িবার জিন্দী এবং দানলেনেওরানো বাসা।' শতকৃত, ১৯৪৬।

দান [স দণ্ড] বি এক রকমের চর্যরোপ। ওর্স, ১৭৮৫; 'সেনিভে সুন্দর বর দান সব গায়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

দানবাখি [স দানবাখি] বি বিচার প্রার্থন। 'বাহুকে পুশি দেখিয়া প্রজায়া দানবাখি করিতে আঙ্ক করিল।' গায়ী, ১৮৫৮।

দাদখানি বি এক রকমের চাল। 'দাদখানি চাল মসুরের ভাল।' যোগীশ্বর, ১৮৯৭।

দাদন [কা] বি মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'ভাতিশালকে কহিয়া আইনা দাদনের ঢাকা আড়সে পাঠাইতে।' তাঁতি, ১৭৯২।

দাদন সময় [কা দাদন+স সময়] বি ব্যায়ার সময়। 'দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কদম রাখে।' দর্পণ, ১৮২২।

দাদানি, দাদানী [কা দাদন+] ১ বি মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'দাদানি ছাড়াইলে কৃষানির দাদানির দকার জামিন কেহ থাকে না।' হাঙ্গলহেট, ১৭৭৩: 'সাহেবের ছানে দাদানী লইয়া নীলের আবাদ।' বঙ্গদূত, ১৮২৬। ২ বি কোনো চুক্তির জন্যে অগ্রিম অর্থ প্রদান। 'যে আদালত নমকের দাদানি লইয়াছে।' কালামণ্ড, ১৭৮৯।

দাদান [কা দাদন+] বি মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'তদাণারি ও তহ শরতা দিলর সমেত দাদানের ঢাকা আদার হয়।' তাঁতি, ১৭৯২।

দাদার [স দর্দু] বি ভিন্ন মাত্রার পর্বণিধি ছয় মাত্রার তালবিশেষ। 'দাদার তালের তালে তালে নাচেতে নাচেতে।' নবজল, ১৯২২।

দাদা [ধি] ১ বি পিতামহ। 'যানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বড়ো ভাই। 'বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় দাদারূপ।' রূপায়, ১৭৫০।

দাদাঠাকুর [ধি দাদা+ঠাকুর] বি ভাড়াহীনায় লজ্জাজনক ব্রাহ্মণ। 'দাদাঠাকুর, একই বসো তো ভাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দাদাজাই [ধি দাদা+জাই] বি পিতামহ। 'আমার বাইশ বছরের সুখ-দুঃখের সাথী - আমার দুমুলাঙ্গের দাদাজাই।' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

দাদামশাণ্ড [ধি দাদা+স মহাশয়] বি মায়ের বাবা; বাবার বাবা। 'দাদামশাণ্ডের বোকা মন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দাদাশব্দ [ধি দাদা+স শব্দ] বি বামী বা ত্রী পিতামহ। বিদ্যা, ১৮৯১।

দাদান প্র দাদন

দাদি, দাদী [ধি দাদী] বি পিতামহী। 'যানোএল, ১৭৪৩।

দাদিশাওড়ি [ধি দাদী+শাওড়ি] বি বামী বা ত্রী পিতামহী। বিদ্যা, ১৮৯১।

দাদীমা [ধি দাদী+মা] বি পিতার মাতা। 'দাদীমা নানীমার তামুখাবার পাশে বেতপ বোরকার ছায়া ...' মুকুন্দ, ১৯৬০।

দাদু [স দদা] বি দাদ; চর্যেপাণ্ডিত। 'এই হেতু গায়ে গোস গায়ে দাদু কেশ নাহি মাখে।' মুকুন্দ, ১৯৬০।

দাদুশুই বি মধ্যযুগের গ্রন্থিক কবি সাধক ও ভক্ত দাদুর মতাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষ। 'হামায়েৎ দিলারেৎ কানকটী উর্ধ্ববাহু দাদুশুই অযোবানী।' গ্রন্থ, ১৯১৮।

দাদুনি [কা দাদন+] বি মাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে দেওয়া অগ্রিম অর্থ। 'ওসী, ১৭৮২।

দাদুনে [কা দাদন+] বি দাদন বা অগ্রিম মুদ্রা গ্রহীতা। 'এমন সময় তাঁর চার আনা দাদুনে মস্তোভান ... পেসে কল্পে।' হুস্তাম, ১৯৬৮।

দাদুর [স দর্দু] বি ব্যাঙ। 'নবজল মনে মত ভাঙ্ক দাদুর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দাদুরি, দাদুরী [স দর্দু] বি দাদি ব্যাঙ। 'মত দাদুরি ডাকে ডাহুরী।'

পেশ্বর, ১৬০০; 'মশা শোক দাদুরী করএ অতি রোল।' সুলতান, ১৭০০।

দাদুসাহি বি একপ্রকার ধান। 'দাদুসাহি বাঁশকুল হিলাট করুটি।' ভারত, ১৭৬০।

দান [স] ১ বি প্রদান। 'দয়া করী কাহ য়োরে দেউ খীউ দান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অঙ্ক; মাতুল। 'বাটেউ সুজিরা দান করি তারে আপদান তোরে য়োরে সাধিব মান।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি সম্প্রদান; বিক্রয়। 'তাঁহার ইসত দানে দাবিখ পালাএ।' মাহাশয়, ১৫০০। ৪ বি অর্পণ। 'এত বলি চরিত ত্যাবু কৈল দান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি বিয়েতে বরকে দেওয়া পণ। 'দান দিব দ্বত শক্তি চনিবে গজেসুমুতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি ধনসম্পদ। 'বাটী দিব রাজ্য রাজ্য হিওপ-পরিমাণ পুত্র সুশীলা তোমায়ে দিব দান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বি কন্যা সম্প্রদান। 'ইন্দ্রানী সমান কন্যা করে দান দিল ধন্য।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৮ বি দানশীলতা। 'সিমিত সমান জ্ঞান হাতিয় সমান দান।' বাহরাম, ১৬৫০। ৯ বি এবল দ্রব্যকে বলবর্তী রাখার জন্য প্রদান বা দান দান; রাজনীতির প্রাচীন চার নীতির একটি। 'জেন, দণ্ড, সাদা, দান, এই উণ্ডায় চতুইয়েতে অতিসর কুসল হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ১০ বি দক্ষিণা। 'ব্রাহ্মণেরা নিম্নেই বসিগে। দান তোজাদি ধান।' দর্পণ, ১৮৩৩। ১১ বি পালা। 'দান উটে পিরেহে।' মুকুন্দ, ১৯৪৯।

দান-করা-টরা কি দান বা এ ধরনের কাজ করা। 'দান করা-টরা মত মত বেশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দানকর্তা, দানকর্তা [স] বি দাতা। 'এই মহাব্যাপারে চাঁদায় দানকর্তারদের দান ...' দর্পণ, ১৮৩৭।

দানখয়রাও [স দান+খা খয়রাও] বি 'খু' ত্যাগ করে দান। 'দানখয়রাও করিতে গেলে কতুর হইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দান খাট [স] বি খাটের দান বা অঙ্ক। 'বারে বারে কাহু মো পনি বিকে জাও সমুটিত দান খাট তোরে না ভাণাও।' বড়ু, ১৪৫০।

দানফ্র [স দানসত্র] বি দানজ্ঞান। 'বেটরা ভিন্ধার চাটল দিয়া আবার দানফ্র খুলিরাহিল?' মনসুর, ১৯৩৫।

দানফ্রো, দানফ্রো [ক্রিয়ণ মাতুল সম্মানে তান করে। 'কলমেতে তলে বসী যমুনর তীরে দানফ্রো রাখিবে।' বাহারে।' বড়ু, ১৪৫০; 'পরিহাস করে দানফ্রো।' বড়ু, ১৪৫০।

দান ফ্রু [স দান-ফ্রু] বি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। 'করিল দান ফ্রু ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।' মাহাশয়, ১৫০০।

দান-সন্ধি [স দান+স দক্ষিণা] বি প্রয়োজনীয় অর্থ, খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য। 'দান-সন্ধিফের বেদায় দেবদন্ত আনন্দে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দানদক্ষিণা [স] বি নানারকম দান। 'তাঁহার দানদক্ষিণা-পানতোজনের অভিমত লোণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দানদক্ষিণে [স দানদক্ষিণা] বি দান ও দক্ষিণা। 'এ তো বাঁধামস্তরের দানদক্ষিণে নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দানদয়ালীলতা [স] বি দানদী কৰ্ত্ত ও অনুগ্রহশীলতা। 'তাঁর অসীম দানদয়ালীলতায় শরিকাত করে।' ওসানী, ১৯৬৪।

দানদাক্ষিণ্য [স] বি টাকা-কড়ি ও অন্যান্য আবশ্যিক সম্প্রদান। 'এদের পৌনিবতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খান্দরবারে তোপবিলাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

দানবর্ষ [স] বি দানশীলতা ও ধর্মীয় আচরণ। 'বাতুল আতুর যথ

দান-ধান

পালিসেত অবিরত দান ধর্ম করিলা বিশেষ । 'বাহ্যম, ১৬৫০।

দান-ধান [স] বি সম্পদান-অনুদানাদি। 'বাহ্য। দান-ধান একটু কমাও ।' গ্যারী, ১৮৬০।

দান পত্নী ক্রি কাকিত হক ফেলা । 'হাতে তোর দান পড়ে না/ হাত খোলে না তড়াতাড়ি' নজরুল, ১৯০০।

দানপতি [স] বি অতিশয় দাতা। 'উর উর ধর্মরাজ পরিশূর কর কাজ দানপতি আছে মুখ চায়া' । রূপায়, ১৭৫০।

দানপত্র [স] বি দানসংক্রান্ত দলিল। 'মরদের পূর্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান ।' নর্পণ, ১৮২৯।

দান-বিক্রম [স] বি দান অথবা বিক্রয়। 'তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নাই ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দানবিতরণ [স] বি আপন স্বত্ব ত্যাগ করে টাকা-কড়ি বা বস্তু প্রদান। 'মাতকর প্রজার নিজেয়াই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দানবীর [স] বিণ অত্যন্ত দানশীল। 'রাজা হরিচন্দ্র দানবীর ।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

দান-মান [স] বি দয়া-দাক্ষিণ্য ও সম্মান। 'রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দান-মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবে ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

দান মেঘন দাক্ষিণ্যও তেমন - কাল অন্যাচারী পান্ডিত্যমিত। সুকল, ১৯০৬।

দানলঙ্ক [স] বিণ কারো কাছ থেকে দান হিসেবে পাওয়া। 'চতুর্থ ক্রীত পঞ্চম দানলঙ্ক ।' নর্পণ, ১৮২৩।

দান শক্তি [স] বি দান করার সামর্থ্য। 'দান শক্তিতে উত্তম দাতা ।' রামনাথ, ১৮০১।

দানশীল [স] বিণ সর্বদা দানে রত এমন। 'নিউটন অত্যন্ত দানশীল ও দানশীল ছিলেন ।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

দানশীলতা [স] বি দয়াময়; দানের স্বভাব। 'রাষ্ট্রাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাশার ।' নর্পণ, ১৮২৪।

দানশীল্য [স] বিণ শ্রী দানের বৈশিষ্ট্যসূর্য। 'তিনি দানশীল্য ।' গৌর, ১৮২২।

দানশৌণ্ড [স] বিণ অত্যন্ত দানশীল। 'দানশৌণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর টাকা প্রদান করিবেন ।' নর্পণ, ১৮৩০।

দানশৌভতা [স] বি দানশীলতা। 'ক্রি দুগ্ন সুপ্রতিপালনার্থ অপরূপ দানশৌভতা প্রকাশকরত ।' নর্পণ, ১৮৩৫।

দানসম্র [স] ১ বি দানপালা। 'তুমি তো দানসম্র খুলে বসেছ ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি ভাতার। 'অপর্যায়ী প্রকৃতির অরক্ষিত দানসম্র ।' সূর্যসুন্দর, ১৯৩০।

দানসম্র খুলে বসা - অকাতরে সাহায্য করা। 'তুমি তো দানসম্র খুলে বসেছ ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দানব্রহ্ম [স] ক্রিবিধ দান হিসেবে। 'বাহ্যকে ইচ্ছা হয়, ঐতদি দানব্রহ্ম বিতরণ করেন ।' কৃষ্ণভট্টবিনী, ১৮৮৫।

দানপাল [স] ১ বি হিন্দুদের মধ্যে প্রাক উপলক্ষে প্রাক্কর্তার যোগ্যেটি দান। 'দশ পিলে দানপাল করিয়া উত্তরণ করিয়াছেন ।' নর্পণ, ১৮২২। ২ বি জীকর্মকর্তৃপূর্ণ প্রাচীরবিশেষ। 'দানপালর প্রাচীরে সকল দেবই বসে যায় ।' গিরিশ, ১৮৮৩।

দানসাম্রাটী [স] বি দান করা জিনিসপত্র। 'দানসাম্রাটী, বধূর ভ্রম,

কন্যাপক্ষের ব্যবহার ও নম্র প্রকৃতি শাইয়া ...' কনকল, ১৯০৬।

দানোথিকার [স] দান-অধিকার। 'বি দান করার অধিকার। 'ভাবার দানোথিকার যদি আদ্যাদিকে না সেয় ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দানজোড়া [স] বি গোলক; ডলো। 'মালোশ, ১৭৪৩।

দানব [স] বি অসুর; দৈত্য। 'তবির করনে সেব দানবের কন্যা হরে ।' মালোশ, ১৭০০।

দানবঅসুর [স] বি সৈত্য এবং অন্যান্য অপশক্তি। 'নির্য জ্যোতির্দেহ পাণ্ডে, দানবঅসুর উর রবে না ।' নজরুল, ১৯৩৫।

দানবভূ [স] বি অসুরভূ। 'মানব দানবভূ পরিহার করিয়া দেবভূতে উন্নীত হইবে ।' জগদীশ, ১৯২০।

দানবশক্তি [স] বিণ দানবশ্রেষ্ঠ। 'হে দানবশক্তি ময়, মণিময় সত্য, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা বহন্যে পড়িলা ।' হাইকেন্স, ১৮৬১।

দানবপুত্রী [স] বি অসুরপুত্রী। 'দানবপুত্রী যে পাভালে ... এ কথা তো হিন্দুর সর্বপ্রাধান্যত ।' প্রমথ, ১৯১৬।

দানবশীলা [স] বি দানবের মতো কার্যকলাপ। 'তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাসে দানবশীলা ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দানবশক্তি [স] বি অসুরের ন্যায় শক্তি। 'দানবশক্তির বস্তুমুটি আমাদের টুটি টিপিয়া ধরিয়া বহিয়াছে ।' নজরুল, ১৯২২।

দানবশক্তি [স] দানব-অধি/বি দানবের শব্দ; বিষ্ণু। 'দানব, মানব, মুক্ত, মুক্ত, দানবোধি/দানবী, মানবী, সৈবী, কিংবা নিশাচরী ।' আইকেন্স, ১৮৩০।

দানবিক [স] বিণ দানবসুলভ। 'দানবিক আত্মারে যে-অনির্বচ্য রাবণের চিতা, ভ্রম্যন্ত না করে ।' সূর্যসুন্দর, ১৯২৯।

দানবিকতা [স] বি দানবসুলভ আচরণ। 'উন্নত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দানবী [স] বি শ্রী দানব। 'পরশে কি তোহ, ইন্দ্রজালিক, শূন্যে ফিলাবে দানবী অলীক ।' সূর্যসুন্দর, ১৯২৬।

দানবীর [স] বিণ দানবের মতো। 'এই-সকল কৃষ্ণধর্মশাসিত দানবীর করখানাভঙ্গার ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দানবীরতা [স] বি দানবের আচরণ। 'চাঁদ আর অরণ্যের অবিকল দানবীরতার ।' জীবন, ১৯০০।

দানলঙ্ক, দানশীল, দানসম্র প্র দান

দান্য [স] দান্যু-বি অসুর। 'রবে ভদ্র দিয়া দান্য পলায় সফুরে ।' মুদ্ররূপ, ১৬০০।

দান্য [স] দান্যু ১ বি অসুর। 'কে চাবে মুখের পানে কেবা দিবে দান্য ।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ফলের রসালো স্বাদ। 'আনার তুড়িয়া দান্য কৈল এক ঠাই ।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি শস্য; শস্যের স্বাদ। 'যোগল, ১৭৭০। ৪ বি হারের গাটিকা। 'একছড়া দান্য গলে ।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বি বাহালি হিন্দু বর্ণনাম-বিশেষ। 'নবকিশোর দান্য ।' সৈবধি, ১৮৪০। ৬ বি গোশালাকার বা হাত গোলাকার স্তম্ভ বস্তু। '... হইতে সান্দাদনা প্রকৃত হইয়া থাকে ।' বিদ্যা, ১৮৪৫। ৭ বি ছোলা, মটর, কড়াই ইত্যাদি শস্য; দানাদার খাদ্য। 'যোড়াই কেবল দান্য খাবে তা নয় ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

দান্যুগালা [স] দান্যু+বি গালা। 'বি যোড়ার খাওয়ার দান্য সর্বব্যবহারী ।' আতরগালা, ডাকগালা, দান্যুগালা ও অন্যান্য গালাদান্য মহাজননা বাইরে বাহ্যগত মুখে ।' হুতোম, ১৮৬১।

দানাদার [কা] ১ বিপ ঐক্যবদ্ধ। 'দানাদার নড়ে যত খোঁটা তাল-
কাণা'। ০৩, ১৮৫৮। ২ বিপ দরজা। 'মোশায়েম অখচ জতি
দানাদার গদ্যার তাঁর করা আরম্ভ করলেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

দানাদারি [কা দানদ+রি পানি] বি অল্পজল। 'সঙ্গে নিতে দানাদারি
সম্মত কর জানি।' মূল্যবান, ১৭০০।

দানা বাঁধা [ক্রি অঘটিতবদ্ধ হওয়া; একরূপ হওয়া। 'দানাদারকার সংঘাতে
ক্রমে দানা বাঁধিয়ে নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দানা মাল বি ছোলা, মটর, কলাই ইত্যাদি। 'ছোড়া আনোয়া এখানে
ভাল ধারা দানা মাল খোরাক দিয়া ...।' বৈদেশ, ১৭৭০।

দানাই [স দান<>] ক্রি দান করা। 'নূতন জীবনদায়ু দানিয়ে হতাশে।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দানাদিকার দ্র দান

দানাদীবাঁধা [কা দানদ+স বন্ধ<>] বিপ দানাদায়ক। 'একটা বিশেষ কালের
দানাদীবা সর্বদায়ারু।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

দানী [স] ১ বি দান বা ভক্ত-সম্মত। 'কমল মুগ্ধে বাটে দানী তৈলে
তোকে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দান করে যে; দানকারী। 'শেষ
করিলে না আজও সেই প্রথম দানীর সেনা।' নজরুল, ১৯৪১।

দানি [স দানী] ১ বি দাতা। 'বিদানে পার করিবারে কুন দানি।'।
মাল্যবর, ১৫০০। ২ বি চোরাই মালের রক্ষক। 'জুলালি আমায় দানি
উড়া বার।' ভারত, ১৭৬০।

দানিয়ার [স দান<>] বিপ দানপারায়ণ। 'দানিয়ার গুরু তান দেখাইল
পথ।' আলগোল, ১৬৮০।

দানীষবন্দ [কা দানিশব্দ+দান] বিপ ধর্মিক; গুণাবান। 'বড়ই দানীষবন্দ
কেখানে করে ধর্ম।' মুহুধ, ১৬০০।

দানো [স দান<>] বি দানব। 'দানোর দানোর পূজা করে রত্নবন্দী
কুজরায়, ১৭২০।

দানোপিরিগিট [দানো+রি গিরিগিট] বি কুমির। 'চু' দিয়ে এ
দানোপিরিগিটের গদ্যার পোঁদে উপর পোঁচ লাগাল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দানোর-পাণ্ডর বি দানবের ঘরা আক্রমণ। 'আর রে ফিরে দানোর-
পাণ্ডর।' জীবন, ১৯২৭।

দাত্ত [স দাত্ত] বি দাত। 'বরাহ রূপে দাত্তের আশে তোলী ধরিলো ময়ী।'।
বড়ু, ১৪৫০।

দাত্তাল [স দাত্ত<>] বিপ বড়ো দাত্যভূক্ত; দাতাল। 'দাত্তাল সুকর
ইত্যাদি বনপত।' রায়রায়, ১৮০১।

দাত্তী [স] বিপ ইন্দ্রিয় দমন করেছিল এমন। 'দাত্ত দাত্ত ধর্মপাল
মহাতাণ্ডাবান।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

দাত্ত্য [স দাত্ত<>] বি প্রাচীরের উপর অবস্থিত মজবুত কাঠ। 'পাথরের দাত্ত্য
মিল হুদান হযাণীর।' মুহুধ, ১৬০০।

দাপ [স দর্প] ১ বি দর্প; অহংকার। 'আজি দাপ চুর করো।' বড়ু, ১৪৫০।
২ বি উত্তরা। 'বাপ বাপ বাপ একি তুমটের দাপ।' ০৩, ১৮৫৮। ৩
বি দাপট। 'এখন দিন গেয়ে খিনিন নাচে।' এ কীরে বাপ দাপ।'।
অনুত, ১৯০০।

দাপট [স দর্প<>] বি তেজ। 'অধের দাপট।' মশাররক, ১৮৮৭। ২ বি
অহংকার। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি প্রভাব। 'ওর শাখ-আপের দাপটে
টোটা আপনাই বাজতে থাকে।' শিবরায়, ১৯৭০।

দাপটানো [স দর্প<>] ক্রি শক্তি সেনানো। 'শত শত আপটরা

দাবড়ি

পৰ্জন আর দাবড়ানো। 'মুক্তভাষা, ১৯৫২। ৩ ক্রি টুটোয়ে। 'সারটা পথ ট্যাক্সি দাবড়ি শেষে নোটখানাও উড়িয়ে দিতে পারি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

দাবড়ি বি ধমক। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তাহার অধিক সাদা ভোমার পট তাহার দাবড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দাবানী [অ দাবানী] বি উক্ত। 'মেয়েটার দাবানী ঘেঁষে।' জীবন, ১৯৪৮।
দাবরাবি [বি তর্জন-পর্জন]। 'তার দাবরাবের সীমা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দাবা [স দপ্] কি প্রবাহিত হওয়া। 'সদন জলধর বহিষে সরসর প্রবল পথন দাবউ।' আশাভঙ্গ, ১৮৮০।

দাবা [হি দাব্] কি চাপা। দাবিয়া ক্রি চেষ্টে। 'বুদ্ধেতে দাবিয়া বইসে জমিনে ডালিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

দাবা [স হি] বি খেলাবিশেষ। 'দাবা, ব্যাকগ্যামন কিংবা ড্রাকট খেলাহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দাবাখেলেনেডওয়াল বি দাবা খেলায়ড। 'পাঁড় দাবাখেলেনেডওয়াল।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

দাবাড়ু বি দাবা খেলায় মন্ত। 'দাবাড়ু।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দাবাঝড়ে বি দাবা খেলায়ড। 'দাবাঝড়ে দলের আপত্তি টিকল না।' নজরুল, ১৯৩১।

দাবাঝড়ে বি দাবা খেলায় সব খুটি। 'তাহারা ... দাবাঝড়ের মতো মরিত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দাবার ভলি বি দাবার গতি। 'আপনি যেন দাবার ভলি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন।' ওয়ালী, ১৯৩০।

দাবা [হি] বি যারানো; পাওয়া। 'দাবার উইয়া ক্যান ঘুমার, ক্যানীক-ক্যান ভরি।' জমী, ১৯২৯।

দাবাই বি নদীবিশেষ। 'কুইই দাবাই ধাইল দুই তাই।' মুক্তভাষা, ১৯০০।

দাবাশি [সি বি বন দাবাশি] অজ্ঞন। 'দাবাশি অসিয়া তবে সত্যে বেড়িল।' মাসাধর, ১৫০০।

দাবাড়ু বি প্রতিযোগিতামূলক সৌড়। 'দাবাড়ুর পর হালের খেতে বে জোয়াল বহিয়া মরে।' জমী, ১৯৩১।

দাবাদাবি [স দপ্] বি আফলন। 'শেমকলে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

দাবানল [সি বি বন দহনকারী অগ্নি। 'দাবানল জিনি খাস মুখে গদগদ ভাব।' মুক্তভাষা, ১৯০০।

দাবানো [হি দাব্] ১ ক্রি দমন করা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তাহাকে দাবাইয়া দিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রি চেষ্টে ধরা। 'দুটি মসের খোতল দাবিরে নিরে যেতে হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

দাবা শিলি, দাবা শিলি [কা বি পটকা]। 'বাগ-কলা কলমশী টোপিকে বিদ্যশী দাবা-শিলি পড়এ বাজ।' মুক্তভাষা, ১৯০০; 'আট দিকে আঙুলি গড়ে বদ্ধ দাবা শিলি।' মুক্তভাষা, ১৯০০।

দাবাই [হা দাওয়া] বি দাবি। 'দাবানী বালা ও বতর পাকিডাসের দাবাই অকটাভারে খোবিত হইয়াহে।' আশাভঙ্গ, ১৯৪৩।

দাবি, দাবী [কা ১ বি অধিকার। ভগবদী, ১৮২৩; 'ভায়াবদিসের দাবির অধরে কি টাকুর চারি আনার হিসাবে ভেবিডেট।' দর্পন, ১৮২৭। ২ বি অভিযোগ। 'পুটের নামে জাতমায়ার দাবী দিয়া এক নম্বর কোষদাবী করেন।' পিঙ্গল, ১৮৮৬। ৩ বি আবেদন। 'অইবৈজনিক

শিকা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।' বেগম, ১৯৬৯।

দাবি-দাওয়া, দাবী দাওয়া [কা দাবি+আ দাওয়া] ১ বি চাহিদা-আবদার। 'আমার সেইখানেতেই কল-সভা বোনো মোর দাবি-দাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি অত্যাধ-অভিযোগ। 'উত্তর পক্ষেরই দাবী-দাওয়া কিছু কাটিয়া ছাটিয়া ... যীমাসে করিয়া দেব।' প্রমথ, ১৯১৪। ৩ বি অধিকার ও তা আদায়ের চেষ্টা। 'শরাকতের দাবী দাওয়াটা বুঝ বেশী।' এসলাম, ১৯১৯। ৪ বি অধিকার। 'যে ছেলে মায়ের নয়, তার গুণর দাবি-দাওয়া কিসের।' নজরুল, ১৯২৭।

দাবিবার, দাবীদার [কা ১ বিণ অসীদার। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তবেই বুঝ আমরা সমানধিকারের দাবিবার হয়েছি।' বেগম, ১৯৪৭। ২ বিণ দাবি করে এমন। 'গারে পড়িয়া মুকবির দাবিবার কুটিল ব্যালকুর যোফা।' এসলাম, ১৯৩৭; 'এ দাবী-আপারূষ বিধের অকুট অভিনন্দন লাভের দাবীদার।' বেগম, ১৯৫৪।

দাবিপত্র [কা দাবি+স পত্র] বি অধিকারনামা। 'এলিস তাঁদের দাবিপত্র পেয়ে ম্যালকমকে জানালে।' হুগোবেজ, ১৯৫৬।

দাম [সি ১ বি জন্মট অবস্থা। 'দরুত শিবরে বেন কর্ণিকর দাম।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি মালা। 'দোলাইও হাসি প্রিয়দলে সে দামে।' মাইকেল, ১৮৬৯। ৩ বি জলজ উরিসের জন্মট তত্ত্ব। 'ত্রোতে ভাসমান কচুড়ীপানার দাম।' বিজুতি, ১৯২৯; 'মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিত্তর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দামবুস [সি বি আশা ও তৃপ্তি। 'অনেকখানি দামবাসে তরা।' গুরুভট্ট, ১৯৪৬।

দাম [সি দ্রব্য; তুল হি দাম] ১ বি দ্রব্য। 'তখনই দামের কথা মনে পড়িল।' বর্জিম, ১৮৭৫। ২ বি গুরুত্ব। 'যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বি শোভারত। 'তার জন্য তাকে দাম দিতে হয়েছে বিত্তর।' শিব, ১৯৫০।

দাম কমা কি মূল্য হ্রাস পাওয়া। 'তাহার দাম কমিবার কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দাম-টুটি বি দাম কমানো। 'কেউ তা কেনে না সেটা যত করে দাম-টুটি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দামনস্তর [দাম+কা দস্তর] বি দর দাম। 'তাহারা জিনিসের দাম দস্তর জানে না।' জমী, ১৯৬৪।

দাম হাঁকা ক্রি (চড়া) দাম চাওয়া। 'তারা চড়া দাম হাঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দামড়া [সি দ্রব্য] বি দ্রিয়মুদ্র পোকা; বলন। 'মাসোএল, ১৭৪৩; 'দাড়ি-সুখ দামড়া বলন চমকে উঠে এসে।' নজরুল, ১৯৩৯।

দামড়া পল্ল বি দ্রিয়মুদ্র কমবন্দী পোকা। ওয়ালী, ১৭৫৫।

দামড়ি বি মাদি পোকা। 'মাসোএল, ১৭৪৩।

দামড়ি [সি দ্রব্য] বি পুরাতন পয়সার এক অষ্টমাংশ; মুদ্রাবিশেষ। 'সিকি, পয়সা, ভড়ি, দামড়ি, ছোমাদিটি পর্যন্ত হিসেবে লুপ হইবে না।' বিমল, ১৯৫৩।

দামদুম [কল্যা] বি অবিরাম দুম শব্দ। 'দশন উপরে শোনা পড়ে দামদুম।' রূপসায়, ১৭৫০।

দামন [কা] বি পোশাকের প্রান্তভাগ। 'তোমার জামার দামন আমি রঙে পরিপূর্ণ করিব।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

দামরা [কা দামামা] বি ঢাকজাতীয় কবচবস্ত্র। 'দামামা দামরা বাজে কাড়া।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

দামা' [ফা দামামহু] বি বড়ো ঢাক। 'দামা দড়মলা বাজে ব্যালিস বাজনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দামামা [ফা দামামহু] বি বড়ো ঢাকবিশেষ। 'রত্নমালার যাটে তনি দামামার ধনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দামা' [স উদাম-১] বিশ সন্তিশাশী। দামাসিলা বি ফকের অত্রবিশেষ। 'দামাসিলা মারে বত প্রতি মারে মারে।' বিজয়, ১৭০০।

দামা' [ধন্য] বি চাক্ষুশাচার্য্য বাসাবিশেষ। 'বপ-বাজা বাজে ... দামা দামা প্রিমি প্রিমি।' নজরুল, ১৯২২।

দামাদামি, দামাদামা' [ধন্য] বি উচ্চ শব্দ। 'ধাইল খুমতুমি করিআ দামাদামা'। মুকুন্দ, ১৬০০; 'বড় গোলা দামাদামি সান কখনল।' রূপরায়, ১৭৫০।

দামাদ [ফা] বি জামাই। 'রূপ দেখে কাড়া কাড়ি ... এই বরষে আঠার দামাদ।' বিজয়, ১৬৫০।

দামাদ মিরী [ফা] বি মেয়ের জামাই। 'দামাদ মিরীকে বল, সে ঘরজামাই থাকবে।' নজরুল, ১৯৩১।

দামাশ [ফা] বিশ অতি দুস্ত। 'দামাল হাবাল দুটি অত্র চাহে তুমে হুটি।' তারত, ১৭৬০।

দামাঞ্চ [ফা] বি দামাঞ্চের তৈরি বস্ত্র। 'কিঞ্চিৎ দামাঞ্চ ফেলে পৈরয় বাসলা।' আলোচল, ১৬৪০।

দামাঞ্চ ছুরিকা বি দামাঞ্চের তৈরি বিশেষ ধরনের ছুরি। 'কোকবদ্যে দামাঞ্চ ছুরিকা ছিল।' রবিন্দ্র, ১৮৬৫।

দামিনী' [স] বি ফুলবিশেষ। 'দামিনী মরুয়া হুসে ফুটে জাতি জুতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দামিনী' [স] বি বিদ্যুৎ। 'দামিনীর হার বেন জলপের গলে।' ৪৫৮, ১৮৫৮।

দামিনি [স দামিনী] বি বিদ্যুৎ। 'দামিনি বেগুনি চাননি বেগুনি জ্বল, ১৬০০।

দামিনীবিলাস [স] বি বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল আভা। 'নীলাঞ্জন চোখের গভীরে তাড়িয়েছে দামিনীবিলাস।' সুশীল, ১৯৪০।

দামিনীলতা [স] বি বিদ্যুতমত। 'হাখে মাঝে চক্কলা দামিনীলতা কদকালের জন্য রূপের লহরী দেখাওয়া ...।' শিরাজী, ১৯১৮।

দামী [দাম-১] বিশ মৃণাল। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'সেই যে আমার কাছে আমি হিলা দামী।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

দামুদর ব্র দামোদর

দামুল বিশ দুস্ত। 'পাড়ের নিচে নিরে দামুল শ্রোত বয়ে যায়।' সেলিনা, ১৯৭৫।

দামোদর [স] ১ বি কৃষ্ণ। 'বোলে দামোদর সত্য কখনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পশ্চিমবঙ্গের একটি নদীর নাম। 'আমি দামোদরের বান।' নজরুল, ১৯২৪।

দামুদর [স দামোদর] বি দামোদর নদী। 'দামোদর দামুদর ধাইল দারকেশ্বর সিলাই চন্দ্রভাঙ্গা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দাম্পত্য [স] ১ বি স্বামী-স্ত্রী। 'রাজকুমার ও রাজকুমারী ... দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক-সম্বন্ধ। 'দাম্পত্য প্রণয় সবধে আপনায় নির্বলতা ও স্বামী পুর লইয়া সুখে সংসার বাজা।' তমোলুক, ১৮৭৪। ৩ বি সামান্য। 'ছন্দে বধে প্রাণ এবং পরিমিতের বিরোধে দাম্পত্যে রূপান্তরিত হয়।' শিব,

১৯৫০।

দাম্পত্য-কলহ [স] বি স্বামী-স্ত্রীর কণ্ডাকবিবাদ। 'মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ চলতে লাগল।' নজরুল, ১৯৪৯।

দাম্পত্যজীবন [স] বি স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ জীবনযাত্রা। 'দাম্পত্যজীবন বড় সুখে শান্তিতে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

দাম্পত্যনীতি [স] বি দাম্পত্য জীবনে কল্যাণ ও অকল্যাণ। 'ইতুলমানসেরে ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দাম্পত্য প্রণয় [স] বি স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা। 'দাম্পত্য প্রণয় সবধে আপনায় নির্বলতা ও স্বামী পুর লইয়া সুখে সংসার বাজা।' তমোলুক, ১৮৭৪।

দাম্পত্যশ্রেয় [স] বি স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা। 'রামচন্দ্রের পিতৃতত্ত্ব, সত্যপালন, সৌভ্রাত, দাম্পত্যশ্রেয়, তত্ত্বাবলম্ব্য জুড়তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দাম্পত্যবন্ধন [স] বি বিবাহবন্ধন। 'রাজকুমার ও রাজকুমারী ... দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দাম্পত্যভাব [স] বি স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ভাব। 'এই হ্রদেটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পত্যভাব অত্যন্ত স্বমীকৃত হইয়া আসিল।' প্রভাত, ১৮৯৭।

দাম্পত্যলীলা [স] বি স্বামী-স্ত্রীর বাণিত জীবন। 'দাম্পত্যলীলার সীমাহীনতা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দাম্পত্যহীন [স] বিশ বিবাহ বন্ধনহীন। 'দাম্পত্যহীন ভালবাসার বিপদ নিরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দাম্পত্যলাপ [স দাম্পত্য+স আলাপ] বি স্বামী-স্ত্রীর আলাপ। 'দাম্পত্যলাপের যখন হইছে হৃদি।' মানিক, ১৯৪০।

দাম্পত্যিক [স দাম্পত্য+স ইক] বিশ দাম্পত্য সম্পর্কিত। 'দাম্পত্যিক উৎকর্ষা সরোপে উল্লেখ্য করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দাম্প্তিক [স] ১ বি অংকল। 'দাম্প্তিকের রত্নপাশ দিয়া জল সনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দাম্পতিবিশেষ। 'দাম্প্তিক ইত্যাদি আত্মশরীরা বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' অক্ষর, ১৮৪৬। ৩ বিশ দারিত্র। 'দাম্প্তিক হসর তোমার চরিত্রিক আত্মবন বহিবে পৌরবে।' সুশীল, ১৯২৯।

দাম্প্তিকতা [স] বি অংকল। 'দাম্প্তিকতার বশে অজ্ঞাত বিজ্ঞতার নিয়োগসনে অধিগ্রহণ করতে পারে।' প্রমথ, ১৯০৫।

দার [স] ১ বি অয়েজান। 'জাঙ্গিয়া যার ঘূরে দার।' চন্দ্র, ১৫৫০। ২ বি দারিত্র। 'যোর শিরে দার জদি হয় ডাকাচুরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি দারি। 'দান হেন দুলীরা আবারে দার ধরে।' সুলতান, ১৬৫০।

৪ বি বিপদ; অসংকীর্ণ অবস্থা। 'যত দার পড়ে আমা নিরা।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৫ বি দুর্দৃষ্টি। 'হার হার একটি দার প্রাণ যায়।' ভবানী, ১৮২৫। ৬ বি সেনা। 'উল্লা কিল্লিয়া গিলে প্রজা লোক ঐ দার হইতে মুক্ত পারে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৭ বি কর্তন ব্যাপার। 'এখানে ভিটানো দার।' বিকৃতি, ১৯০১।

দার কীনা বি দারিত্র বর্তনো। 'আমার এত দার কীনেবি - পরজ পড়েনি লোককে খোয়াসিলা করে তিটি দিবার।' নজরুল, ১৯২৭।

দারম্ভ [স] ১ বিশ বিদ্যমত। 'অমৃত গোলে ঐ প্রকার দারম্ভ।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিশ কলহ। 'আমি দারম্ভে আমি বেরুনে কিছু টাকা পাই তাহা কলহ।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বিশ দারম্ভ। 'তুমি বিবাহ করে একই দারম্ভে হলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দায়বন্ধি [স দায়+স বন্ধি] বি ঋণোৎপত্তি দায়িত্ব। 'কার মাথার এত

দায় ঠেকা

দায়কহি? মনোহ, ১৯৬১।

দায় ঠেকা, দায় ঠেকানো ১ কি দায়বদ্ধ হওয়া। 'নিজের দায়িত্ব লোক ঠেকে গেল দায়।' ভারত, ১৭৬০। ২ কি বিশেষ কেশ। 'কোন খালে কী দায় ঠেকাবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দায় দক্ষা [স দায়+আ দক্ষা] কি বিশেষকাল। 'তাদের কোন দায় দক্ষা পড়ল বাবু আড় হয়ে পড়ে আকোতের তামাম করেন।' হুতোম, ১৮৬১।

দায়-সেনা [স দান+আ দায়ীনা] বি ধার-কর্ম। 'শেখের অনেক দায়-সেনা হইয়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

দায়খাণী [স] বিশ দায় বহন করে এমন। 'কই সহ্য করবার দায়খাণী আছি।' অতিথ্য, ১৯০০।

দায় পড়লে বাঁবা বলে - লোকে বিশেষ পড়লে যার কাছে সাহায্য চায় তাকে বাবা বলেও ডাকে, তবে বিশপ কেটে গেলে ডাকে না। নুবল, ১৯০৬।

দায়বদ্ধ [স] বিশ কর্তব্য পালনে প্রতিজ্ঞ। 'এই মহতী সত্যের পরিশালন-জন্য আমার দায়বদ্ধ, সর্বদায়ে ইহাই আমাদিগকে বীকার করিতে ইহাবে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

দায়বদ্ধতা [স] বি কর্তব্য বা বিবেকের দাবি পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা। 'সর্বত্র দায়বদ্ধতা মনুয্যকে মহৎ করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দায়ভাগ্য [স] ১ বি শৈতুক সম্পত্তির ভাগ। 'যে দায়ভাগ্য এতদ্বশে বহুলাংশে প্রচলিত অতএব ভুলনয়ত ব্যবহার বৈপরীতা করা অনুচিত।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া বৃত্তি। 'প্রাকসুপ্রাণিক বিবর্ত পশুর দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।' সুবীন্দ্র, ১৯০৩।

দায়ভাগী [স] ১ বিশ দায়ভাগ আছে এমন। 'আখান এসেই বসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষরের কাছে।' জীবন, ১৯৪৫। ২ বিশ অশৌচ্য। 'ভূমি দায়ভাগী কর্তৃত্ব বসো।' সিকান্দার, ১৯৪৯।

দায়-তোলা [স দায়+তোলা] বিশ দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। 'দায়-তোলা মোর মন/ মনে-ভালোয় সদায়-কালোয় অন্ধিত প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দায়মুক্তি [স] বি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। 'সবল ও সদস্যদের বিশেষ-অধিকার ও দায়মুক্তি।' সর্ববিশ্ব, ১৯৭২।

দায়মুক্ত [স] বিশ অভিযোগের দায় থেকে মুক্ত। 'পাশাই পাশাই বলে মোজ গ্রহের হত্যার দায়মুক্ত হতে চায়।' গানসুর, ১৯৩৬।

দায় শাস্ত্র [স] বি হিন্দুদের শৈতুক সম্পত্তি ভাগ-বীটোয়ারা বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিধান। 'দায়নি শাস্ত্রে ক্রিষ্ণিত জ্ঞান হইলে দেশের কি উপকার ...' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

দায়সারা [স দায়+সারা] বিশ নিম্নক দায়িত্ব হিসাবে করতে হয় এমন। 'নিজের বিড়্ণিত বীটটাকে অত দায়সারা করতে যাবে না সে আর।' জীবন, ১৯৩২।

দায়হীন [স] বিশ সমস্ত নেই এমন। 'বেলা করে চলে যায় খেলিবার সাথি/ গিরেছিল দায়হীন সেখানেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দায়ে ঠেকা কি বিশেষ পড়া। 'এখন বড় দায় ঠেকেছেন।' টেম্পে, ১৮৫৭।

দায়ে-পড়া বিশ ব্যথা হয়ে করতে হয় এমন। 'এই সময়টা যদি আমার কোনো দায়ে-পড়া কাজ থাকত না থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দায়ে-বেদায়ে কিবিশ বিশেষ আপদে। 'দায়ে-বেদায়ে পাড়াপড়শিরা ছিল।' মনোহ, ১৯৬১।

দায়ক [স] ১ বিশ এদানকারী। 'মুক্তি দায়ক করনি কুকের চরিত।' মালদ্বীপ, ১৫০০। ২ বি দায়। 'দশমক হইলে মুখ্য দায়িক দায়ক।' বাহরাম, ১৬৫০।

দায়দার বি খেদার হুতি আটক করার দক্ষ লোক। 'দায়দারদের সঙ্গে ভিনিও একটি গৌরবান্বিত কুনকির পিঠে চড়ে বসলেন।' প্রমথ, ১৯২২।

দায়ন বি পাল। 'দায়ন ছড়িয়া কত অজা মেঘ নিল।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

দায়মাল [আ দায়ীমাল] ১ বি ব্যবসায়িক কারাবাস। 'তৎ বাকির দায় যাবি বমালয় হুবে রে কপালে দায়মাল ছাপা।' লালন, ১৮৯০। ২ বিশ ব্যবসায়িক কারাবাসপ্রাপ্ত। 'এক ডাকাতের দলে ধরা পড়ে চিরজীবনের জন্য দায়মাল হয়েছেন।' প্রমথ, ১৯৩২।

দায়রা [আ দায়ীরা] বি উচ্চ কৌশলদার আদালত। 'হাজিরা ঢালানি আসামীশপকে দায়রা সোপর্ন করা গেল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

দায়রা সোপর্ন [আ দায়ীরা+আ সুপর্ন] বি বিচারের জন্য উচ্চ কৌশলদার আদালতে প্রেরণ। 'হাজিরা ঢালানি আসামীশপকে দায়রা সোপর্ন করা গেল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

দায়ী [আ দায়ী] বি দায়। 'আবার কোন দায়ী নাই।' মেঘন, ১৭৬২।

দায়িক [আ দায়ী] বি করিয়াদি। 'দায়িকের নামে হইলে সুদীর্ঘকালের স্থানে বরখা হিলাব মত দেখাইবেন।' ডানকান, ১৭৮৪।

দায়ীকরণ [স] বিশ দায়িত্বশীল। 'সকল দায়ীকরণ কুটনশেয়রেলেক সজ্জন মানস।' দর্পণ, ১৮২২।

দায়িক [স] ১ বি দায়ক, ঋণগ্রহীতা। 'দায়িক কিবা তাহার গ্রন্থের লোক চিঠি দায়িকের স্থানে পছন্দাই তাহাকে সাক্ষ্য আনে।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বিশ দায়ী। 'তাহারা ব্যাক্ত মৃত্যু প্রত্যেক টাকার দায়িক।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বিশ দায়ী। 'এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দায়িতা [স দায়িতা] বি প্রায়শী। 'কৃতক দায়িতা করে কত-আলমণ।' কুশলস, ১৫৮০।

দায়িত্ব [স] বি কর্তব্য। 'যদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দায়িত্বজ্ঞান [স] বি কর্তব্যভার সম্পর্কে সচেতনতা। 'নিতাইয়ের দায়িত্বজ্ঞান প্রসিক।' মায়িক, ১৯৩৬।

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন [স] বিশ কর্তব্যপরায়ণ। 'এই অপকর্মের সমর্থন কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান করিয়াছে।' বুলবুল, ১৯৩৭।

দায়িত্বজ্ঞানহীন [স] বিশ কর্তব্যবোধহীন। 'চিরদিন কি রকম চেয়াসি, দায়িত্বজ্ঞানহীন।' মানিক, ১৯৩৬।

দায়িত্বজ্ঞানহীনতা [স] বি কর্তব্যবোধ না থাকা। 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভাবে বোবা পতর মত।' বেগম, ১৯৫০।

দায়িত্বমুখি [স] বি দায়িত্ববিচার করে দেখা। 'দায়িত্বমুখি ... সুসূত্রে প্রচারিত করেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দায়িত্বপূর্ণ [স] বিশ দায়িত্বসম্পন্ন। 'শোশাক ও হাতিয়ারপতির ধরনে বোকা যায় ... লেকটনশি গোহের রকম দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

দায়িত্ববদ্ধন [স] বি কর্তব্যের বান্ধন। 'আমাকে সকল দায়িত্ববদ্ধন

থেকে বিরাগি করে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দামিড়ুবোথীন [স] বিশ দামিড়ু নেই এমন। 'দামিড়ুবোথীন বেসরকারি ইরোড-সমাজের উপবেলিত অসহিষ্ণুতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দামিড়ুবোথীনতা [স] বি কর্তব্যভার এড়ানো। 'তোমাদের সভ্যতার প্রধান লক্ষণ দামিড়ুবোথীনতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দামিড়ুবোথ [স] বি কর্তব্যভার সম্পর্কে অনুভূতি। 'কম্পাগতই ভিকা পেরে যদি তার সম্মানবোধ এবং দামিড়ুবোথ চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দামিড়ুবোথসম্পন্ন [স] বিশ ক্রী দামিড়ুবোথ আছে এমন। 'যেহেতু শ্রমী ... দামিড়ুবোথসম্পন্ন। ...' জীবন, ১৯০২।

দামিড়ুবোথবোধীন [স] বিশ দামিড়ুবোধী নয় এমন। 'দামিড়ুবোথবোধীন লব্ধ ব্যাকের দ্বারা কেমনা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'বশোবত্তের প্রসঙ্গে জমিদাররা ছবির প্রতি দামিড়ুবোথবোধীন হয়ে ওঠে।' শিব, ১৯৫৬।

দামিড়ুবোথবোধীনতা [স] বি দামিড়ু-কর্তব্যবোধ না থাকা। 'দামিড়ুবোথবোধীনতা ও সম্বোধের অভাব।' বেগম, ১৯৪৭।

দামিড়ুভার [স] বি কর্তব্যভার। 'যে দামিড়ুভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন ...' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দামিড়ুমূলক শাসন [স] বি স্বাভাবিক শাসন। 'ভারতে পূর্ণ দামিড়ুমূলক শাসন প্রবর্তনের বিরোধী।' সত্যপাত, ১৯০০।

দামিড়ুনীল [স] বিশ দামিড়ুনান। 'সেখানে সে হবে পূর্ণ দামিড়ুনীল।' বেগম, ১৯৪৯।

দামিড়ুনীলতা [স] বি দামিড়ু জ্ঞান। 'মূল্যমানসের দামিড়ুনীলতা মানিরা লইয়া তাহাদের সহিত সম্মান-আচরণ করিতে ইহঁদের।' জ্ঞান, ১৯০০।

দামিড়ুসচেতন [স] বিশ দামিড়ু সম্পর্কে গুণাবিব্যক্তি। 'সরকারিক ... অধিকতর দামিড়ুসচেতন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইব।' জ্ঞান, ১৯০২।

দামিড়ুসম্পন্ন [স] বিশ দামিড়ুনীল। 'সর্বদাসহস্রমুখ অধিক হৃৎকান্দী এবং দামিড়ুসম্পন্ন ইহঁরা উঠিয়াছে।' জ্ঞান, ১৯০৫।

দামিড়ুতীন [স] বিশ বিচারবুদ্ধিহীন; বিবেচনাবোধ। 'তাদের মুখ থেকে দামিড়ুতীন উন্নত প্রশ্ন আসে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দামিড়ুতীনতা [স] বি কর্তব্যভার এড়ানো। 'এই দামিড়ুতীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও সুরু করেছি।' সত্য, ১৯৭৭।

দারী [স] বিশ নিতে বাধ্য এমন। 'অমি তাহার দারী রহিলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

দারিনী [স] বিশ ক্রী দায়ক। 'অবোদিসম্ভবা ভূমি কল্যাণদারিনী।' কেতক, ১৮৫০।

দাহুদী বি মূলবিশেষ। 'নরসি সবেছি, দাহুদী কিনেছি, শিলি উকেছি।' যুক্তভা, ১৯৫৮।

দারে-পড়া, দারে ঠেকা প্র দার

দারের [স] বিশ বিচারের জন্য আদালতে পেশ করা হয়েছে এমন। 'নাগিন দারের হইল, সননও বাহির হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

দায়োরাশপাজী বি দয়াশ গাজী। 'দায়োরা পীরির গীত আচ্ছ করিসেন, যথা - দায়োরাশপাজী ফকীর।' ভাবনী, ১৮৯৮।

দার [স] বি পত্নী। 'পুণিলে হুই-বহু-পূর-দার-দারী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দারপরিগ্রহ [স] বি বিবাহ। 'দ্বাদশ বর্ষ বৈদ্যায়ন করিয়া অবশেষে

দারপরিগ্রহ করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

দারান্তর [স] বি অন্য ক্রী। 'যে দার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া ভদ্রীয় প্রসাদজনন নির্বাহযোগ্য এখন দানান্তর ...' বঙ্গবর্নন, ১৮৭৪।

দারান্তর পরিগ্রহ [স] বি অন্য ক্রী গ্রহণ। 'বন্দ্যাত্ত নিবন্ধন বিবাহ হেতু যে দার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ ...' বঙ্গবর্নন, ১৮৭৪।

দারী [স] বি দারি অবা দ্রুত। 'দীরা পান্দার পোটা কিয়ারি তার।' ভাবনী, ১৮২৫।

দারইজাদারি, দরইজাদারি প্র দর

দারওয়ান [স] বি পাহারাদার। 'নইল, কোচম্যান, দারওয়ান প্রভৃতি চাকর পাওয়া যায় না।' সোচ্চক, ১৯২৬।

দারকিনা বি ছোটো মাছবিশেষ। 'পুট-দারকিনা বাই ছাড়া সাহেবের বাড়িতে থাক হইত।' মনসুর, ১৯৫৫।

দারপা [স] বি দারোপাধ্য। ১ বি ভদ্রাব্যবহার; তদারককারী; পরিদর্শক। 'কালপে, ১৯২৬। ২ বি ভদ্রার তারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। 'দারপা সাহেব সে লোকটিকে হাফা করিয়া বিদায় দিতে হয় করিতেন।' মঙ্গলরত্ন, ১৮৩০।

দারতিনি [স] বি দারতিনি; মল্লা বিশেষ। 'ওসী, ১৮৫৫।

দারমূল [স] বি দুর+আ মূল। বি দুরমূল; ইট দিয়ে নির্মাণকার্যের সময় পিটিয়ে বিমুদল করার জন্যে ব্যবহৃত হাতলওয়ালা মূল। 'মাসোএল, ১৯৪৯।

দারী [স] বি ক্রী। 'বহু দারী পুর কেহ না বাইব সন্ন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দারাপত্য [স] বি দার-অপত্য। বি ক্রী ও সম্ভান। 'অধর্ম করিয়া নিত্য শোষ বহু দারাপত্য।' মুকুন্দ, ১৮০০।

দারাসুদ [স] বি ক্রী ও পুর। 'আনন্দে হরিবি পিন দারাসুদসনে।' গিরি, ১৮৮৭।

দারাসুত [স] বি ক্রী-পুর। 'ভাই বহু দারাসুত কেনল যার মায়ার গোড়া।' রামহাসান, ১৮০০।

দারাজ [স] বি দরাজ। ১ বি উদার। 'দারাজ তোমার শিল।' সাধনা, ১৯২১। ২ বি দীর্ঘ। 'হায়াত দারাজ করুন।' নজরুল, ১৯০১।

দারাজ দস্ত [স] বি পশ্চিমালী হাত। 'আর দারাজ দস্ত তেজ হাতিয়ার বৌও করে বোরে।' নজরুল, ১৯২৪।

দারাজ-শিল [স] বিশ উদার হৃদয়ের অধিকারী। 'তরুনে বহুদু খোদা তিবায়ে উমর দারাজ-শিল।' নজরুল, ১৯২৮।

দারাজ শিলী [স] বি উদারহৃদয় যার। 'দারাজ শিলীর আকপানি শিল।' নজরুল, ১৯২৮।

দারাজিয়া [স] বি দরাজ। 'কি প্রকৃত করে।' খরিল কোমরবন্ধ হাত দারাজিয়া।' গরী, ১৯৫৫।

দারি বি বায়দ্যবিশেষ। 'চাক দোলা দারি কানী মুদর সোহেতি খানী।' মুগতান, ১৭০০।

দারি [স] দার+। বি দারী। দামিড়ুরি বি দারী অশব্দ। 'দামিড়ুরি নুরাশান সতুরে তেজিবি।' মুগতান, ১৭০০।

দারিত্র্য, দারিত্রি [স] ১ বি অভাব। 'ভায়াই ইলত মানে দারিত্র্য পালার।' মঙ্গলরত্ন, ১৫০০; 'দারিত্র্যে ইজিয়া পাই মনের সম্পদ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি দরিদ্র অবস্থা। 'দারিত্র্যে ওপারিয়া মানে।' মুকুন্দ, ১৮০০।

দারিদ্র্যমত [স] বিপ অভাবমত। 'অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যমত' বক্তব্য, ১৮৮২।

দারিদ্র্যদুঃখ [স] বি দারিদ্র্যরূপ দুঃখ। 'অন্যমনে, দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শতীল অধ্যয়নে মন দিলেন' বক্তব্য, ১৮৭৪।

দারিদ্র্য পত্যাশ [স দারিদ্র্য-প্রত্যাশা] ক্রিপি দারিদ্র্য প্রত্যাশায়। 'দারিদ্র্য পত্যাশে বান রাখিতে গোকুলে' মানিকরায়, ১৭৮১।

দারিদ্র্যপিণ্ডি [স] বিপ দরিদ্রতার কষ্টে জর্জরিত। 'দারিদ্র্যপিণ্ডি জীবনে উৎসাহ ও উদ্যম বজায় রাখবার জন্যে ...' বৈশম, ১৯৪৮।

দারিদ্র্যমোচন [স] বি গরিবি হরণে। 'মানব-সমাজের দারিদ্র্যমোচনের পদ্ধি নয়' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

দারিদ্র্য রাক্ষস [স] বি দারিদ্র্যরূপ রাক্ষস। 'সমুখে, দারিদ্র্য রাক্ষসকে দেখিয়া, ভীত হইয়া, পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন।' বক্তব্য, ১৮৭৪।

দারিদ্র্য-অন্ধকার [স] বি দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার। 'দারিদ্র্য-অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

দারিদ্র্যদুঃখ [স] বি দারিদ্র্যজনিত দুঃখ। 'সে আপনার দারিদ্র্যদুঃখকে প্রসারিত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দারিদ্র্যপীড়িত [স] বিপ দারিদ্র্যে জর্জরিত। 'এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে আনাব্যাক ... অভ্যাস করা আত্মাধিক তো বটেই।' প্রমথ, ১৯০৫।

দারিদ্র্যব্রত [স] বি দারিদ্র্যর ব্রত। 'দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃস্বপ্ন করা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

দারিদ্র্যবাহন [স] বি অভাবজনিত দুঃখকষ্ট। 'একজন বা একশ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্যবাহনর জন্য অন্য-একজন বা একশ্রেণীর মানুষের বার্ষপত্তা দায়ী।' আইইব, ১৯৭৩।

দারিদ্র্যদাহিত [স] বিপ দারিদ্র্যপীড়িত। 'অ্যামেরিক এই দারিদ্র্যদাহিত কুটিরের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

দারিদ্র্য-হরণ [স] বি দারিদ্র্য দূরীকরণ। 'সমাজের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধীরে ধীরে নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দারিদ্র্য [স দরিদ্র] বিপ অমিতাচারী। ওর্স, ১৭৮৫।

দারী [স দারিকা] বি গণিকা। 'সবরো ভুজল গিরামারি দারী শেষ রাতি গোহাইলী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

দার [স] ১ বি বৃক্ষ। 'সম্পদ বিপদ ভূমি দার দুর্বা করহ ভূমি' মুকন্দ, ১৬০০। ২ বি ওষুধ। 'আমরা বাদশার জাত বাদশাই দার, বাদশাই মরেন গ্রাহুই মানলী।' মঙ্গলরক, ১৮৮৯। ৩ বি সুরা। 'মণ্ডতের দার পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি দুঃখ' নজরুল, ১৯২৮।

দারকানন [স] বি বাগান। 'উকি ঘেরে দেখেসে শোভ দারকাননে।' অম্বিনী, ১৯২০।

দারজীবন [স] বি গৃহের জীবন। 'ঐ সরস শ্যামল দারজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

দার পানি [স দার-পানীয়] বি ওষুধ পান্য। 'দার পানি দিতে কেহ কমি নাই করে।' গণীব, ১৭৬৫।

দার প্রকৃতি [স] বি কাঠের নারীমূর্তি। 'দার প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দারব্রত, দারব্রত্যা [স দারব্রত] বি কাঠের তৈরি জগন্নাথের মূর্তি। 'আগনেই দারব্রত রূপে নীলাচলে।' কৃষ্ণ, ১৫৮০; 'দারব্রত্যা

গোবিন্দ বলিমান নীলাচলে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

দারভেদ [স] বি কাঠ ছেদন। 'ভাষার প্রমাণ, দেখ বিদ্যমান/ ভুল করে দারভেদ।' মদনমোহন, ১৮০৪।

দারময় [স] বিপ কাঠনির্মিত। 'এই দুঃস্বপ্নে দারময় সোশানশ্রেণীর পরিচিত।' পর, ১৯২৬।

দারমূর্তি [স] বি কাঠের মূর্তি। 'দারমূর্তি দেখে সিদ্ধার্থের বেলক-এর ওপর মনে করতাম।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭১।

দারুয়া [স দারু] বি ক্যান্ডি কাঠ। মানোএল, ১৭৪৩।

দারুশিল্প [স] বি কাঠের তৈরি শিল্পকর্ম। 'প্রত্যেক পাটে অতি সূক্ষ্ম নাজুক, মোলোয়েম দারুশিল্প' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

দারুকা [স দারু] ১ বি আটকানোর জন্য ব্যবহৃত কাঠের তৈরি হাতিয়ারবিশেষ। 'চরনে দারুকা খুঁসা পাঞ্জর মাঝার।' আলোওল, ১৬৮০। ২ বি হাড়ড়ি। মানোএল, ১৭৪৩।

দারুকেন্দুর বি একটি নদীর নাম। 'কিছু দূরে দারুকেন্দুর নদী' বিজুতি, ১৯৩১।

দারুচিনি [স দারচীনী] বি মসলারূপে ব্যবহৃত বৃক্ষবিশেষের মিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত বালক। 'লঙ্ঘায় দারুচিনি, মুক্তা, আবশুস কাঠ, নারিকেল ডেল, গম্ভস্ত প্রকৃতি পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

দারুচিনি বীণ [স দারচীনী+স বীণ] বি দারুচিনি গাছ জন্মায় যে বীণ। 'চোখে দেখে দারুচিনি বীণের ভিতর' জীবন, ১৯৪২।

দারু [স] ১ বিপ তীব্র। 'অন্তরে বাঢ়ে মোর দারুণ মননে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিপ অন্যায়। 'দারুণ কর্মের কলে শুক পক্ষ পড়ে জালে।' মুকন্দ, ১৬০০। ৩ বিপ বিমোহিত। 'কুমারীর মুখ দেখি কএম দারুণ' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বিপ ভয়ানক। 'দারুণ শমন করে দয়া নাহি করে।' জগদীশ, ১৬৮০। ৫ বিপ নৃশংস। 'দারুণ দুঃখা বাঢ়ে প্রাণী বধে দুঃরাসন।' মানিকরায়, ১৭৮১। ৬ বিপ নিষ্ঠুর। 'অসাবাদি নারিক দারুণ বাড়ি হাতে।' মানিকরায়, ১৭৮১। ৭ বিপ প্রচণ্ড। 'নিজের দারুণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও ...' উমর, ১৯৬৮।

দারুণতম [স] ১ বিপ অতি মর্মাক্রান্ত। 'দারুণতমের দারুণতম অবসান।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বিপ শোচনীয়। 'ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লঙ্কার কারণ' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দারুণতর [স] বিপ আরও ভয়াবহ। 'নিচটে ইহয়া থাকা তাদের কাছে যে মুক্তার চেয়ে দারুণতর' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দারুণত্ব [স] বি নিষ্ঠুরতা। 'শান্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণত্ব অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়-বিচার প্রণালীর ফিলটরের মধ্য দিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দারুণ [স দারুণ] বিপ দারুণ; তীব্র। 'দারুণ ক্রুশমশর সুদৃঢ় সন্ধানে আভিশর মোর মন হানে।' বড়, ১৪৫০।

দারুণ [স দারুণ] বিপ তীব্র। 'দারুণ ঝড় বহে তার দারুণের নিশাস।' মাল্যধর, ১৫০০।

দারুণি [স দারুণ] বিপ তীব্র ভয়ানক। 'বিপরিত ডাক ছাড়ে দারুণি দারুণি।' মাল্যধর, ১৫০০।

দারুণী [স দারুণ] বিপ তীব্র দয়ামাহারী। 'বুধি বোল দারুণী বড়ায়।' বড়, ১৪৫০।

দারোণী [স দারুণ] ১ বি গুলিশের কর্মকর্তাবিশেষ। 'দারোণা ও পেকার ও মৌলুবি' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি ভয়ানক। 'দারোণা দারোণা বা

নমস্কে দারোয়া।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

দারোয়াগিরি [কা] বি দারোয়াগার কাজ বা চাকরি। 'একটা দারোয়াগিরি টিফির তেঁটা দেখে।' ইয়দাদুস, ১৯২০।

দারোয়ামহলা [কা দারোয়া+আ মহলা] বি দারোয়া-মতলী। 'সুতরাং দারোয়ামহলে একাশল।' জ্যোত, ১৮৬৩।

দারোয়ান [কা দারওয়ান] বি দারওয়ানী। 'ওর্স, ১৭৮৫। 'সঙ্গে একজন সরকার ও দারোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।' রসীন্দ্র, ১৯০২।

দারোয়ানি [কা দারওয়ান+] বি দারোয়ানের কাজ। 'দারোয়ানি করিয়া এবং বাসন খুঁইয়া বহু কষ্টে শিক্ষলাভ করিয়াছে।' জগদীশ, ১৯১৮।

দার্য [স] ১ বি দ্যুত। 'দার্য দাশি হেরেদ্য উচ্চি তিনবার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিং হিহর। 'যদি তাহার কথায় দার্য করে তখাচ সম্ভব।' দর্পণ, ১৮২১।

দার্মনিকতা [স] ১ বি দর্শনশাস্ত্র। 'অনেক কবি, দার্মনিক, এবং অন্যান্য মহাজ্ঞান ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিং দর্শন সম্পর্কিত। 'সামাজিক, ঐতিহাসিক, রসনৈতিক, দার্মনিক এবং অন্যান্য গ্রন্থক ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।' রসিক, ১৮৮৪।

দার্মনিকতা [স] বি বিশিষ্ট যৌক্তিক জিজ্ঞা। 'আত্মদর্শনের একটি অঞ্চলীয় দার্মনিকতা।' মানিক, ১৯০৭।

দার্মনিকত্ব [স] বি দার্মনিকের ভাব। 'হাসিমের দার্মনিকত্বের বেশা ছুটিয়া যায়।' মনসুন্, ১৯৫৫।

দার্মনিকত্ববর [স] বি দার্মনিকশ্রেষ্ঠ। 'দার্মনিকত্ববর সুবেশ্রনাথ দালতও মহাশয়ের মতে এখানকার সমালোচকেরা ...।' সিন্ধু, ১৯৩৩।

দার্মনিক-সত্য [স] বি দার্মনিক অনুসন্ধানের গ্রন্থ তত্ত্ব। 'বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের বেলা যে-রকম, দার্মনিক-সত্যের বেশাও কিছু সত্যমনি।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

দার্মনিকার্থ্য [স] দার্মনিক+স আচার্য বিং দার্মনিক-ওর। 'দার্মনিকার্থ্য লোকনাথ।' বিজুতি, ১৯৩১।

দাল [স দল+] বি ডাল। 'দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল।' রত্নম, ১৮৭৮।

দালি [স দল+] বি ডাল। 'গ্রামের যত ততুল দালি গোহুমারি চূর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দালি ভাত বি ডালভাত। 'সন্ধ্যার পর চেতন হইলে দালি ভাতে উদর পূর্ণ করিয়া গাছার মজা লভেন।' ভদ্রাণী, ১৮২৮।

দালিচিনি [কা দারচীনী] বি দারচিনি: মসলবিশেষ। 'যাদোৎসব, ১৭৪০। 'লবঙ্গ দালিচিনি হাঁড়ি হারেক রসম দানকী।' কালদে, ১৭৮৪।

দালদা [স দাদা] কোশানি-নামের সঙ্গে 'লিভার' কোশানির 'ল' যুক্ত হইতে। বি গ্রন্থিমাছাত উচ্চিৎ তেলবিশেষ। 'যি কিনা দালদাই হবে।' রসীন্দ্র, ১৯৬৬।

দালদা বি একপ্রকার ষষ্ঠ ব্যঞ্জন। 'দালদা রাখিয়া খাইয়া ফেলেন।' রত্নম, ১৮৭৪।

দালানি [কা] ১ বি পাকা ঘর। 'আর বত লোক সব চৌতলা দাশানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মজপের মতো পাকা ঘর। 'দাশানে পুজা হইতছে।' রাজ, ১৮৭৪। ৩ বি বাগানা। 'আসন আনিয়া গাতিল, দাশানেই গাতিল।' বিজুতি, ১৯৩১।

দালান কোঠা [কা দালান+স কোঠা] বি ইটের তৈরি পাকা বাড়ি: ইমারত। 'কোথা হবে দালান কোঠা।' রায়হেন্দাস, ১৭৮০।

দালানবাড়ি [কা দালান+স বাড়ি] বি পাকা বাড়ি। 'মস্ত বড়ো দালান-বাড়ির উই-লাগা ওই বাড়ির ফাঁকে।' নজরুল, ১৯২২।

দালানি [আ] ১ বি প্রতিধিবি। 'মেরুণ, ১৭৭৭। 'দালান রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না কিং দালান ছাড়াইলে ... আদম খেত থাকে না।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বি মধ্যবৃত্তভেদী। 'দুইজন দালান আনিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন।' ভদ্রাণী, ১৮২৫। ৩ বি অর্ধের বিনিময়ে অন্যের কোনো কিছু বেচা বা ক্রয়ে সহায়তাকারী ব্যক্তি। 'পায়ে দালান ভেবে ডেকেছিলো ভরার কুটীলা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দালানিগিরি [আ দালান+কা গিরি] বি দালানের কাজ। 'সে বছরে ফাঁকা পেয়ে কিছু টাকা করিয়া দালানিগিরি।' রসীন্দ্র, ১৮৯৯।

দালানি, দালানী [আ দালান+] বি দালানের পারিশ্রমিক। 'আমি দালানি সওতরা ২১ দুই তত্তা আট আনার হিসাবে পাইব।' ওর্স, ১৭৮২। ২ বি দালানের কাজ। 'মধ্যবিত্তদের জীবনে কোয়ার সুযোগ দেবার জুটন ... হয়তো ব্যবসার বাজারে দালানী করতে করতে।' অনুরা, ১৯০৭।

দালানির পছা [আ দালান+স পছা] বি কমিশন খাওয়ার কমি। 'দালানির পছা রাখিয়া তালুক মুদ্রত করিয়া ...।' ভদ্রাণী, ১৮২৫।

দালি, দালিঞ্জ দ্র দাল

দালিঙ্গ [স দাডিং] বি ডালিং ফল। 'কনিষ্ঠা দালিম নাম পটনার এসে।' ওর্স, ১৮৫৮।

দালিরাবি [স দালরাবি] বি রামচন্দ্র। 'বিলপিতা বকী দলরখ: দালরাবি কনিষ্ঠা দালরবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

দালরাবি [স দালরাবি] বি রামায়ণোক্ত দলরখের পুত্র। 'তবে কেন্দো সেতুবন্ধ আছে দালরাবি।' বহু, ১৪৫০।

দাশ [স দাস] ১ বি দাস: কৃত্ত। 'গজ রাজি সারি ২ লক্ষে ২ দাশ দাশী।' রসীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি বংশনাম। 'মেরুণ, ১৭৬৬।

দাশত [স দাসত] বি দাসবৃত্তি। 'কেন ২ কাল আইন ও দস্তরের বেতীকুমে ঐ শিশু দাশতে বিক্রী হইয়াছে।' কালদে, ১৭৯৪।

দাশিতা [স দাসত] বি দাসত। 'দ্রৌপদি মণিষ বর দাশিতা যোচন কর।' রসীন্দ্র, ১৬৮৯।

দাশী [স দাশী] বি দাশী। 'সুত কৈন্যা আনিয়া দিলেক তান দাশী।' রসীন্দ্র, ১৬৮৯।

দাস [স] ১ বি কৃত্ত। 'আজি হৈতে বড়ুর দেব বনবাসী তোকোর ডরিল দাসে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামদাস গদামরদাস মহাশয়।' কৃষ্ণ, ১৫৮০। ৩ বি তত্ত্ব। 'প্রবুত অতি শ্রিয় দাস ভগবান-পতিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিং অধীন। 'জগতে আত্মের দাস হয়েছ সকল।' ওর্স, ১৮৫৮।

দাস-অভিমান [স] বি দাসভেদ অংকার। 'চেতনামোঙ্গাঈ মারে করে ওরুজান। তখাশি আমার হদ দাস-অভিমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দাসক [স দাস+] বি লোককে আটক রাখা যে। 'যাদোৎসব, ১৭৪০।

দাসবৎ, দাসবত [স দাস+আ বত] বি দাসত্ব স্বীকারপত্র। 'হরি গিল দাসবত লিখে।' দালান, ১৮৯০। 'পারের পারের দাসবৎ লিখে ... পর্তে জাঁকিয়ে বসে।' অনুরা, ১৯০৭।

দাস-জাতি [স] বি পরাধীন জাতি: অন্যের কাজ করে এমন জাতি।

‘তার গদে দাস-দাসিত্যের প্রয়োজন আছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩০।

দাসদাস [স দাস-] বি দাসের দাস। ‘আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই।’ রামধন্যদাস, ১৭৮০।

দাসদাসী [স দাসদাসী] বি চাকর-বাকর। ‘অনেকে তুরগ গজ রথ দাসদাসী।’ মালধার, ১৫০০।

দাসদাসী [সি বি চাকর-বাকর। ‘রাজা আপন কন্যাকে স্বতন্ত্র এক বাটী ও মহি, মুক্ত ও দাসদাসী যৌতুকস্বরূপ অনেক দিলেন।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

দাসদেপ [সি বি পরাধীন দেপ। ‘চলিছে একতাল বেঙ্গাতি/ নিরাপলে বেশ এ দাসদেপে।’ সূতায়, ১৯০০।

দাসদেখা [সি বি দাসত্ব গ্রহণ। ‘ভাইয়ে ভাইয়ে হৃদ বেধেছিল দাসদেখার বিলম্বে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দাসদুষ্টি [সি বি অন্তঃদুষ্টি। ‘আধ্যাত্মিক দাসদুষ্টির মতো সামাজিক দাসদুষ্টিরও মূল্য আছে অবিদ্যা।’ প্রমথ, ১৯২০।

দাস-ব্যবসায় [সি বি দাসরূপে মানুষ কেনাবেচার ব্যবসা। ‘ইরোজরা দাস-ব্যবসার উঠাইয়া দিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দাসব্যবসা [সি দাসব্যবসায়] বি দাসরূপে মানুষ কেনাবেচার ব্যবসা। ‘কতলসেনে কি দাসব্যবসা গ্রহণিত মাই।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দাসব্যক্তি [সি বি রাসী মৌমাছির অনুরূপ মৌমাছি। ‘আমি যে মৌমাছির দাসব্যক্তি।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫।

দাস-মহল [স দাস+আ মহল] বি দাসদের থাকার স্থান। ‘হাদি তেরো বাদি-বাতো দাস-মহলের খাস শোলাম।’ নজরুল, ১৯২৪।

দাস-মানসিকতা [সি বি দাসের মতো পরাধীন ও আত্মসম্মানহীন মনোভাব। ‘আমাদের দাস-মানসিকতার জড় আর কোথাও মরু এইখানে।’ ব্রহ্মা, ১৯২৮।

দাসশিবির [সি বি দাস নির্বাসনকেন্দ্রে। ‘মর আত্মহত্যা করেছে (যেমন যারাকোজ্জি), মর কারাগারে, দাসশিবিরে কি।’ গ্যাসচেয়ারে প্রাণ দিয়েছেন।’ শিব, ১৯৫০।

দাসসত্তান [সি বি দাসের সত্তান। ‘বিতীয় উপকৃত তৃতীয় দাসসত্তান।’ দর্পণ, ১৯২৩।

দাসসুলভ [সি বি কৃত্যসুলভ। ‘দাসসুলভ নৈতিকতার (slave morality) বিদ্যাদায়ক স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।’ রমেন, ১৯৭০।

দাসদুশাস [সি দাস-অনুশাস] ১ বি চাকরের চাকর। ‘যে চিরকাল পরাধীন পরশিদ্ধিত দাসদুশাস ছিল।’ বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি একান্ত অনুশাস্তন। ‘আমি দাসদুশাস আত্মবৈরী তুচ্ছ।’ মল্লারক, ১৮৮৫।

দাসদুশাসী [সি বি দাসীর দাসী। ‘আমি তোমার দাসদুশাসী।’ বঙ্কিম, ১৮৭৮।

দাসত্ব [সি ১ বি গোলামি। ‘স্বতন্ত্রতার সহিত সিন্ধুদেশের সন্ধ্যাবনা অভ্যন্তরীণভাবে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল।’ ভারতী, ১৮০৩। ২ বি অনুশাস্ত। ‘একেই বলে সবচেয়ে বড়ো দাসত্ব।’ নজরুল, ১৯২৭।

দাসত্ব-ক্রিয়া [সি বি দাসত্ব। ‘এশিকটিস নামক গ্রীকজাতীয় পণ্ডিত ... দাসত্ব-ক্রিয়ার শিষ্ট ছিলেন।’ অক্ষর, ১৮৫৪।

দাসত্বজীবী [সি বি দাসত্বভূক্ত জীবিকা নির্বাহ করে। ‘দাসত্বজীবী ও পরানুকরণ প্রিয়।’ এলাদাস, ১৯১১।

দাসত্বনিপত্ত [সি বি পরাধীনতার শৃঙ্খল। ‘দাসত্বনিপত্ত বহু।’

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দাসত্ববন্ধন [সি বি অধীনতার নিয়ন্ত্রণ। ‘আবশ্যকের শতদশ দাসত্ববন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যা ভাণ করছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দাসত্ববৃত্তি [সি বি দাসবৃত্তি। ‘অনার্যবর্গীয়েরা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।’ অক্ষর, ১৮৪৮।

দাসত্বমুক্ত [সি] বি পরাধীনতা মুক্ত। ‘এই বৃত্তীর যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন।’ বিদ্যা, ১৮৬৩।

দাসত্বমোচন [সি বি দাসের কর্তব্য থেকে পরিত্রাণ। ‘দাসত্ব-মোচন হইলে শর, তিনি অতঃপ্ত ব্রাহ্ম বর্ণিয়ার বিখ্যাত হইয়াছিলেন।’ অক্ষর, ১৮৫৪।

দাসত্ব-সোদুগ [সি] বি দাস হয়ে থাকার অত্যন্ত। ‘আদালতপরাগ, দাসত্ব-সোদুগ, ... ব্যক্তির ভাবের ভাঙ্গাপুর।’ অক্ষর, ১৮৪৮।

দাসত্বশৃঙ্খল [সি বি পরাধীনতার শৃঙ্খল। ‘সে যে বখাওই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে।’ বিদ্যা, ১৮৬৩।

দাসী [সি ১ বি চাকরানি। ‘সুত কন্যা অনিবার্য দিলেক তান দাসী।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি ঈ। ‘আমি যার দাসী হব, সে কি ঈশ্বরের কথার গৌরব মুক্তিরে বায়।’ গিরিশ, ১৮৮৭।

দাসি [স দাসী] বি চাকরানি। ‘মিথ্যা না বলিহ দেবি তোমার দাসি হব।’ কবীন্দ্র, ১৫০০।

দাসীপুত্র, দাসীপুত্র [সি, সমাসে ই-কার] বি দাসীপুত্র; ক্রীতদাসীর পুত্র। ‘দাসীপুত্র এজিৎ বলিগ সিংহাসনে।’ বাহরুল, ১৬০০। ‘আমি তুমি দাসদাস দাসীপুত্র হই।’ রামধন্যদাস, ১৭৮০।

দাসীগিরি [সি দাসী+কা গিরি] ১ বি চাকরানির কাজ। ‘গতর থাকিলে দাসীগিরি করিয়া হেসেলে পর খাওয়া পরা দিতে পারব।’ গ্যাট্রি, ১৮৫৯। ২ বি আত্মবৈরির কাজ। ‘তাদের মতে কথা সূত্রের দাসীগিরি করবে।’ বঙ্কিম, ১৯০১।

দাসীত্ব [সি বি ঈ দাসত্ব। ‘তাহার দাসীত্ব করে কি হইবে বল।’ তবানী, ১৮২৮।

দাসীত্বশৃঙ্খল [সি বি পরাধীনতার শৃঙ্খল। ‘আমি দাসীত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ।’ হাইকেল, ১৮৫৯।

দাসীপনা [সি দাসী+] বি চাকরের কাজ। ‘কত অল্প তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে।’ বঙ্কিম, ১৮৮২।

দাসীপ্রায় [সি] বি দাসীর মতো। ‘স্বামী পীর পত্নীকে আপনার দাসীপ্রায় গণ্য করেন।’ অক্ষর, ১৮৪৬।

দাসীবাদি, দাসীবাদী [সি দাসী+কা বাদী] বি ঈ চাকরানি। ‘দাসীবাদিরা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল।’ নজরুল, ১৯৩১। ‘এই দাসীবাদী গোড়াধির যাতেই এঁতে থাকবে তৌকোর মতো।’ মনোজ, ১৯৬১।

দাসী বাদী [সি দাসী+কা বাদী] বি ঈ চাকরানি। ‘অন্দরবাড়ির অন্তঃ-বিস্তরে ... দাসী বাদী পাঠাইতেন।’ মনসুর, ১৯৫৫।

দাসীবিত্তি [সি দাসীবৃত্তি] বি ঈ দাসির কাজ। ‘বিটি সেখানে দাসীবিত্তি করে।’ হাসান, ১৯৭৭।

দাসীবৃত্তি [সি ১ বি ঈ দাসত্ব। ‘অন্ধকারে ব্যক্তি পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেন।’ জ্ঞানবেশন, ১৮৩৩। ২ বি চাকরানির কাজ। ‘দাসী বৃত্তি করে কাটান ভাল ... এ দেশে বিখ্যাত হওয়া ভাল নয়।’ উমেশ, ১৮৫৭।

দাসীশালা [স] বি দাসীরে থাকার স্থান। 'দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যই অপেক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দাশ [ফা] বি পাতলা মলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

দাশ্যোনা [ফা] বি হাতের মোজা। ওর্গা, ১৭৮৫।

দাস্য [স] ১ বিপ দাসসুলভ। 'অর্হনি দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।' কৃশা, ১৫৮০। ২ বি গোলামি। দর্পণ, ১৮২০; 'ছাত্র সুতের দাস্য।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দাস্যকর্ষ [স] বি দাসের কর্ষ; দাসবৃত্তি। 'গণনবিদারিণী বিদ্যুদ্রতা মানব জাতির দাস্যকর্মে নিযুক্ত হইয়া একশত যোজনের সংবাদ এক নিমিষে আনয়ন করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

দাস্যশ্রেয় [স] বি দাস-মনোভাব। 'চৈতন্যের দাস্যশ্রেয়ে হইল পাশল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দাস্যবৃত্তি [স] ১ বি দাসীর কাজ। 'বাহীর পূর্বে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে।' রামমোহন, ১৮১৯। ২ বি দাসত্ব। সেবধি, ১৮৩৯; 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরচাকটিকা, বিপুল শূন্যতা এবং মদ্য দাস্যবৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দাস্যভাব [স] বি দাস মনোবৃত্তি। 'ওর সম লম্বুক করার দাস্যভাব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দাস্যাদি [স] দাস্য+স আদি। বি গোলামি প্রকৃতি। 'কোন নন্দরহা বরহা বেশ্যার বশ্য হইয়া তাহারি দাস্যাদি কর্যে কুমারী।' ভবানী, ১৮২৮।

দাহে [স] দাশ। বি দাম। 'তুইই কল্প আবে তলি দাহ সেই।' চর্চা ১২, ১২০০।

দাহে [স] বি কুলন। দাহ করা ১ ক্রি পোড়ানো। 'সর্ব সোম দাহ কর অনল ক্লাসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ ক্রি ক্লাসিয়ে নেওয়া। 'দাহ দাশন-দাহ দাহন করি বিব।' নজরুল, ১৯২২।

দাহকর্ষ, দাহকর্ষ [স] বি মৃতসেহ পোড়ানোর কাজ। 'কটী না পড়িলে দাহকর্ষ হইবেক না।' দর্পণ, ১৮২৬।

দাহকর্ষ [স] বি মৃতসেহ পোড়ানোর কাজ। 'দাহকর্ষ সমাধা হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দাহক্রিয়া [স] বি পদবাহ। 'ভয়ী মৃতসেহ দাহনে লইয়া গিয়া, যথাবিধি দাহক্রিয়া করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দাহশঙ্ক [স] বি পোড়া ভ্রাণ। 'দহীরে আমার আজও লামেনিকে দাহশঙ্ক।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

দাহজ্বরগ্রস্ত [স] বিণ দেহের তাপ ও ক্লালা বাড়ি এমন জ্বরে অরুণত। 'দাহজ্বরগ্রস্ত বায়ব যেমন রেহ-পাশ অনুভব করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

দাহ-নিবৃত্তি [স] বি আতন নেভানো। 'এ একটুখানি মনঃকুলিসের দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দাহবেশা [স] বি ক্ষতচিত। 'কোথাও তার দাহবেশা রইল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দাহহর [স] বিণ ক্লালা দূর করে এমন। 'বভাবে সারক বাত-পিত-দাহহর।' ওর্গা, ১৮৫৮।

দাহহারা [স] দাহ+হারা। বিণ যন্ত্রণা হরণ করে এমন। 'দিশসের তাপে তঞ্চ ফুল ... দুঃখ দাহহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দাহহীন [স] বিণ দাহশক্তিহীন। 'ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চার করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দাহ্য [স দাহ+>] ক্রি দহন কর। 'এসন কয়র মোহ সেহও দূর গেল/কএল দহনালে দাহে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দাহে [স] বি দাহ্যপত্ন। 'দাহোৎসব, ১৭৪৩।

দাহন [স] বিণ মদ্য। 'আমি দাহনল-দাহ, দাহন করিব বিব।' নজরুল, ১৯২২।

দাহনতন্তু [স] বি মৃতসেহ দাহ করার বিষয়। 'দাহনতন্তু সবছে পূর্ববাসুর কিছু অভিজ্ঞতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দাহনবেলা [স] বি যন্ত্রণাদম্ভ কাল। 'নাই রস নাই, দারুন দাহনবেলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

দাহনমুগ্ধ [স] বি যে বৃটিতে বেঁধে মৃতদেহপ্রাণ ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারা হয়। 'কখনও দাহনমুগ্ধ স্থাপন করা হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দাহনা [স দহন+>] বি ক্রী দহন। 'শুভ করিছে সূর্য্যচন্দ্রে বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দাহানি [স দহন+>] বি ক্তুশি। 'আশনমন আতনবেলা/ পরানমন দাহানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

দাহিকা [স] বি ক্রী দহনকারী। 'ভগো যাতনদাহন ভীমা দাহিকা।' নজরুল, ১৯০০।

দাহিকাশক্তি [স] বি পোড়ানোর ক্ষমতা। 'দাহিকাশক্তি বহি ব্যক্তির কখন থাকেন না।' মুক্তাভর, ১৮১২।

দাহিনী [স] বিণ ক্রী দহনকারিণী। 'জন্ম তপিনী ধনি বিরহ দাহিনী।' বাহরাম, ১৬৫০।

দাহি বি বাঙালি হিন্দু কংশদান-বিশেষ। 'বহিদান দাহা।' সেবধি, ১৮৪০।

দাহিণি [স দক্ষিণ] বি ডান। 'সাক্ষত চড়িলে দাহিণ বাম বা হোই।' চর্চা ৫, ১২০০।

দাহেরা [আ দাহিরাহ] বি দাহর্য; বিচারক। 'দাহেরা হয় কত অঙ্গ সে মানে না শরার কাজি।' লালন, ১৮৯০।

দাহ্য [স] বিণ সহজেই জ্বলে ওঠে এমন। 'মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যোশানে প্রলুপ্তিল পড়িল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দাহ্যপদার্থ [স] বি সহজে পোড়ানো যায় এমন পদার্থ। 'নানা প্রকার দাহ্যপদার্থ নিহিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

দাহ্যবস্ত্র [স] বি দহনযোগ্য বস্ত্র। 'দাহ্যবস্ত্র এ অগ্নির প্রভাবে ... বিলোড়িত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

দাহ্যমান [স] বিণ জ্বলতে এমন। 'সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে ... মদ্য হইয়া বাইতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭০।

দি, দিঅ, দিআর, দিইছি প্র সেওয়া

দির্জা অবা দিয়ে। 'চারি বাসে গড়িল রে দির্জা চঞ্জালী।' চর্চা ৫০, ১২০০।

দিউটি [স দীপবর্তিকা] বি মশাল। 'রসূলক মধ্যে করি ফিরিয়া দিউটি ধরি।' সুলতান, ১৭০০।

দিউড়ি [স দীপবর্তিকা] বি মশাল। 'সমুখে দিউড়ি ধরে গতিত সীমান।' কৃশা, ১৫৮০।

দিগি অবা দারা। 'মহুরতটের কবা মন দিগি তন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দিগন্তা প্র সেওয়া

দিগন্তান [ফা] বি কবিতা সংকলন। 'শিরাজ-হুদয়ুল-এর দিগন্তান পাশে খুয়ে।' নজরুল, ১৯২২।

শিওয়ানখানা

শিওয়ানখানা [খা] বি সম্যকতঃ। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

শিওয়ান [কা] বিশ উদ্ভাদ। 'দিক্‌তোলা শিওয়ান বৈরাণী।' জীবন, ১৯২৭।

সিঁঠী [স] দৃষ্টি। 'কি কুতুর্ভঙ্গিয়া সিঁঠী সুসমিয়া' রায়হুসাদ, ১৭৩০।

সিক্‌ [স] সিক্‌ ১ বি দশ দিকের যে কোনো একটি। 'তোকে চাপ তোকে দিকপাল' বকু, ১৪৫০। ২ বি দৈর্ঘ্য। 'সিক্‌ মাশি পক্ষ্যাত পরিসর গোয়াসাত ...' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

সিক্‌চক্রবর্তী [স] বি সমস্ত দিকের অধিপতি। 'সমস্ত আকাশটা দশপ করিয়া সে সিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সিক্‌চক্রবাল, সিক্‌চক্রবাল [স] বি দিশস্ত। 'সিক্‌চক্রবাল ভয়কের শূন্য হেঁচি ...' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'সিক্‌চক্রবাল রেবারও ওপারে।' বিকৃতি, ১৯৩১।

সিক্‌চক্ররেখা [স] বি দিশস্ত রেখা। 'সিক্‌চক্ররেখা খরি কেসে কেসে চলি।' নজরুল, ১৯২৫।

সিক্‌চক্রসীমা, সিক্‌চক্রসীমা [স] বি দিশস্তের সীমানা। 'জীবনের সিক্‌চক্রসীমা/লজ্জাকে অপূর্ণ মহিমা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সিক্‌চিহ্ন [স] বি সিক্‌ নির্দেশক দিশানা। 'একটা সিক্‌চিহ্ন দুই হাতে আলাদা ...' বিকৃতি, ১৯৩৮।

সিক্‌চিহ্নহীন [স] ১ বিশ গভীর। 'এই সিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকার নির্দেশে।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বিশ দিক বোঝা যায় না এমন। 'সিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাহার নৌকা পরিচালনা সেবিয়াই।' ম্যানিক, ১৯৩৬।

সিক্‌-জ্ঞান, সিক্‌-জ্ঞান [স] বি সিক্‌সমূহের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান। 'জ্যোতিষশাস্ত্র জ্ঞানে তিনি, তাহিতো আছে সিক্‌-জ্ঞান।' টুলস্ক, ১৯৪৮।

সিক্‌জ্ঞাপক [স] বিশ সিক্‌ প্রকাশ করে এমন। 'বুকে পরিচিত সিক্‌জ্ঞাপক দৃশ্যটি আত্ম ভিত্তি মাস সেধি নাই।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

সিক্‌দর্শনশালাকা [স] বি সিক্‌ নির্দেশকারী শালাকা। 'সিক্‌দর্শনশালাকা লইয়া আনরা মহাসমুদ্রে হারা করিয়াছি।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সিক্‌দিশস্ত, সিক্‌দিশস্ত [স] বি চার দিক; সমস্ত দিক। 'করিবে খণ্ড দিক দিশস্ত ঘোর নক্ষ আশ' রবীন্দ্র, ১৮৮০: 'বত দূর হেরি সিক্‌দিশস্তে তুমি আমি একাকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সিক্‌দিশস্তর [স] সিক্‌-দিশস্তর বি সর্বত্র। 'সিক্‌দিশস্তরে হাএ পুস্পের সূতাক' সুলতান, ১৭০০।

সিক্‌দিশা [স] বি দিকের চিহ্ন। 'সিক্‌দিশাহীন ত্বনুভূমি।' বিকৃতি, ১৯৩৭।

সিক্‌-দেবী [স] বি দিকের অধিভাত্রী কর্ত্ত দেবী। 'বনদেবীগণ ঘিরে সিক্‌-দেবীসেবে বশিল চরম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সিক্‌ধর্ম [স] সিক্‌-ধর্ম বি ধর্মপথের দিশা। 'সকল সিক্‌ধর্ম আমার বোষ্টমী।' শালন, ১৮৯০।

সিক্‌নির্ভরক [স] বিশ সিক্‌ নির্ভরক। 'বিশাল আশ্রয়ে সিক্‌নির্ভরক সূর্য আসে নিজে।' জীবন, ১৯৪০।

সিক্‌নির্ভর, সিক্‌নির্ভর [স] বি সিক্‌ হ্রীকরণ। 'সিক্‌নির্ভর করিতে না পারিয়া ... উপহিত হইলেন।' বিন্দ্য, ১৮৬৩।

সিক্‌নির্দেশক [স] বিশ সিক্‌নির্দেশকারী। 'একটা করে সিক্‌নির্দেশক

খুঁটি নুতে নেয়।' গঙ্গা, ১৯৭১।

সিক্‌পতি [স] সিক্‌-পতি বি হিন্দুমতে সিক্‌সমূহের অধিপতি বা দেবতা। 'দিবারাত্রি দশমায় সিন্ধুপতি সিক্‌পতি।' মনিকরম, ১৭৮১।

সিক্‌পানে ত্রিবিধ সিক্‌পন প্রতি। 'চারি সিক্‌-পানে পুনঃ না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

সিক্‌পাল, সিক্‌পাল [স] সিক্‌-পাল ১ বি হিন্দুমতে দশ দিকের দেবতা। 'তোকে চাপ তোকে সিক্‌পাল।' বকু, ১৪৫০। ২ বি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষিত হইলে এক এক সিক্‌পাল বরণ হইতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তি। 'বেঁচে থাকিলে সিক্‌পাল হইবে।' গ্যাট্রী, ১৮৫৮।

সিক্‌পাসারী, সিক্‌পাসারী [স] বিশ চতুর্দিক স্ফুটে বিকৃত। 'সেই অনন্ত সিক্‌পাসারী আলোকপরিপরা নব নব বেগে ... ধাবিত হইল।' হরহুসাদ, ১৮৮১।

সিক্‌প্রাণী [স] বিশ চতুর্দিক প্রাবৃত করে এমন। 'শর্বতবনমুখ সিক্‌প্রাণী অস্থনী প্রেহ।' সত্যকম, ১৯৪৬।

সিক্‌বধু, সিক্‌বধু [স] সিক্‌+বধু ১ বি আকাশের নামা সিক্‌ অবস্থিত কালনিক নারী। 'চারি দিকে সিক্‌-বধু আত্মল নয়নদলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'দশ সিক্‌বধু বুলি কেপদ্বাল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি দিশস্ত। 'বৃষ্টিধারা সিক্‌-বধুদের অবতরন রচনা করে দিক।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬।

সিক্‌বলয়, সিক্‌বলয় [স] বি যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিশেছে বলে মনে হয়; দিশস্ত। 'দূর পশ্চিমে এখনও হাসিছে সিক্‌বলয়ের মালা।' জগদীশ, ১৯০০।

সিক্‌বসন, সিক্‌বসন [স] বি দিশস্তর অবস্থা। 'বিকৃতিভূমিতে তত্বে সেহ নাটিছ সিক্‌বসনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

সিক্‌বালী [স] বি সিক্‌রূপ রক্ষণী। 'ঘুরায় সিক্‌বালীরা সবে - ঘুরায় জগৎ যত।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সিক্‌বালিকা, সিক্‌বালিকা [স] বি সিক্‌রূপে কল্পিত বালিকা। 'আনমনা বেনে সিক্‌বালিকার ভালোনা ভেলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

সিক্‌-বাস [স] বি উনুত চারিদিক। 'ফাল লগে এ সিক্‌-বাসে গো দিশাবালিকার পীতবাসে।' নজরুল, ১৯২৩।

সিক্‌বিমিক, সিক্‌বিমিক [স] ১ বিশ হিতাহিত। 'সিক্‌বিমিক জ্ঞান নাহি রাহি-দিবসে।' কৃষ্ণায়, ১৪৫০। ২ বি ভাঙ্গো-মন্দ। 'এখন সিক্‌-বিমিকের শেষে এসে দিশাহারা' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৩ বি সব দিক। 'এইভাবে যখন সমস্ত অরণ্যটি ঘড়িয়ে হইল সিক্‌বিমিকে ...' অবন, ১৯২৫।

সিক্‌ভোলা [স] সিক্‌+ভোলা বিশ দিক ভুলেছে এমন। 'সিক্‌ভোলা শিওয়ানা বৈরাণী।' জীবন, ১৯২৭।

সিক্‌ভ্রম, সিক্‌ভ্রম [স] সিক্‌-ভ্রম বি দিক নির্ণয়ে ভুল। 'তাঁহার সিক্‌ভ্রম ছবিরাহি।' বিন্দ্য, ১৮৬৩: 'পাথের মধ্যে সিক্‌ভ্রম হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সিক্‌ভ্রুট [স] বিশ পথ ভুল করেছে এমন। 'সিক্‌ভ্রুট হয় না।' ওয়াসী, ১৯৬২।

সিক্‌ভ্রান্ত, সিক্‌ভ্রান্ত [স] ১ বিশ দিশাহারা। 'ওগো সিক্‌ভ্রান্ত পাহা' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বিশ দিক ভুল করেছে এমন। 'সিক্‌ভ্রান্ত - দন্দী, - উত্তন।' জীবন, ১৯২৭।

সিক্‌ভ্রান্তি, সিক্‌ভ্রান্তি [স] বি দিশস্ততা। 'মন্তব্য সিক্‌ভ্রান্তি, গ্রাসের

মজ্জী ... অধীকার করে পৃথিবীরে ।' স্বকৃত, ১৯৪৮ ।

দিকমান [স] বিণ দিক নির্ধারণী । 'স্থির যথেষ্ট থাকে দিকমান যন্ত্রের কীটায়, ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রবিন্যাসে ।' কায়াসার, ১৯৬২ ।

দিকশালী [স] বি ক্রী দিকের কল্পিত অধিবেশতা । 'দিকশালী গাইল না জয় ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

দিক-শালনা [স] বি দিশালনা । 'ঘোরা রজনী, দিক-শালনা ভয়বিভলা ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২ ।

দিক-শলাকা [স] বি দিক নির্ণয়কারী শলাকা । 'ভয় দিক-শলাকা লইয়া শাহাড় লঙ্কন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি ।' জগদীশ, ১৮৯৫ ।

দিকশূল, দিক্‌শূল [স] বি (হিন্দু জ্যোতিষ) বিশেষ দিনে বিশেষ দিকে যাত্রা অন্তত, এমন ধারণা । 'প্রোত প্রতিজ্ঞা: চীনে দিক্‌শূল ।' সুশীল, ১৯৫৩ ।

দিকসীমা [স] দিক্‌-সীমা বি দিশত । 'দিকসীমা পর্বত মাঠ দুধ করিতেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

দিকহস্তি, দিক্‌হস্তি [স] বি হিন্দুযতে আট দিকের রক্ষক বলে কল্পিত ঐরাবতসহ আট হস্তি । 'সহসা আকাশপথে দিকহস্তিদের মতো ... ।' জীবন, ১৯৩০ ।

দিকহারা, দিক্‌হারা [স] দিক্‌-হারা ১ বিণ দিশভ্রান্ত; দিশাহারা । 'যরহাড়া দিক্‌হারা অলসী তোমার বরদাত্রী ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬ । ২ বিণ দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন । 'তার পরে দিকহারা দিজেছে আর বুজে পাওয়া যায় না ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬ । ৩ বিণ দিশন্ত বিকৃত; দিশন্ত মিলিত । 'আকাশ যাহার বনের শীর্ষে দিকহারা মাঠ চরণ ঘেঁসে ।' জগদীশ, ১৯৩১ ।

দিক-হারানো [স] দিক্‌-হারা ১ বিণ দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন; ভ্রান্ত । 'আমার চোখে দিক-হারানো চাহনি ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬ ।

দিকে দিকে ক্রিবিণ সর্বত্র । 'যত সৌন্দর্য যত শক্তি ... দিকেদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯ ।

দিকে দিশন্তরে ক্রিবিণ একদিক থেকে অন্যদিকে । 'ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ত্যুতর দিকে দিশন্তরে ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০ ।

দিক্ [স] দিক্ত ১ বি ক্রিয়াভ্যন্তর । 'সব জিনিস লইয়াছ - আর কেন দিক কর ।' বঙ্কিম, ১৮৮২ । ২ বি ক্রায়েলা । 'দিক করো না বাপু ।' জীবন, ১৯৪৮ । ৩ দিশি

দিকদার [আ] দিক্ত+ফা দার বিণ চরম হতাশায় মুহমান । 'যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিকদার ।' নজরুল, ১৯২২ ।

দিকদারি, দিকদারী [আ] দিক্ত+ফা দার ১ বি বিরতি । বিদ্যা, ১৮৯১ । 'আমার সেইক দিক্‌, নেই কোনো দিকদারী ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০ । ২ বি ক্রিয়াভ্যন্তর । 'চৌধুরী বাড়ির কাজে লানত । দিকদারি ।' কায়াসার, ১৯৬২ ।

দিকে দিকে ৩ দিক্

দিক্রি [ই ডিক্রি] বি আনালভের নির্দেশ । 'তাহাকে দিক্রির সাক্ষির খরচ দেয়া পর্বান্ত কারাগারে রাখিবেন ।' ডানকান, ১৭৮৪ ।

দিশ [স] দিক ১ বি পাস । 'দুই দিশে বন বাড়ি পথ আসাদিশ ।' মাগাধর, ১৫০০ । ২ বি দিক । 'চলে দান দিশ দলি ।' মুরারি, ১৫৭০ ।

দিশে ক্রিবিণ দিকে । 'চাহিতে সখীর দিশে লজ্জা বাসে অতি ।' আলফাঙ্গ, ১৯৮০ ।

দিশ্ [স] বি দিক ৩ দিক্

দিশ্‌কীওস [স] দিক্+আ কাওস বি দিকচক্রবাল; দিশলয় । 'দূরে বহু দূরে বন্দর গেছে মিশে/ দিশ্‌কীওসের কোলে ।' করকণ, ১৯৪৩ ।

দিশ্‌গঞ্জ [স] ১ বি কল্পিত দিক-রক্ষক হাতি । 'দিবারাত্রি দত্তমান দিশ্‌গঞ্জ দিক্‌পতি ।' মানিকরাম, ১৭৮১ । ২ বিণ মত্ত বড়ো । 'অশেষ ত্রিভাঙ্গাশের মধ্যে যে একটি দিশ্‌গঞ্জ গাছী আছে ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২ ।

দিশ্‌গঞ্জ পণ্ডিত [স] বি মহাপণ্ডিত । 'জগন্নাথ তর্কগুহ্মান দিশ্‌গঞ্জ পণ্ডিত ছিলেন ।' বিদ্যা, ১৮৭৩ ।

দিশ্‌দরশন, দিশদরশন [স] বি সংকেত নির্দেশ । 'উদ্দেশ করিতে করি দিশদরশন ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ । 'যে কিছু কহিল দিশদরশন ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

দিশ্‌দর্শন, দিশদর্শন [স] বি দিক নির্ণয়ের যন্ত্র; কম্পাস । 'দিশদর্শন নামে একযন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

দিশ্‌দর্শি [স] দিশদর্শী বিণ কোনো বিষয়ের ইচ্ছিত দান করে এমন; পণ্ডিত । 'দিশ্‌দর্শি শোকবারা নিরন্ত ২য় সহস্রাধিত করিয়া প্রকাশ করেন ।' দর্পণ, ১৮২৮ ।

দিশ্‌দাহ [স] বি দিশন্ত জুড়ে দহন । 'অক্‌মায় একটা প্রশ্ন দিশ্‌দাহ উদ্ভূত করে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

দিশ্‌দিগন্ত [স] দিক্‌-দিগন্ত বি সর্বদিক । 'করিয়ে খণ্ড দিশদিগন্ত ঘোর দস্ত হুই ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১ ।

দিশ্‌দিগন্তর [স] দিক্‌-দিগন্তর বি নানা দিক । 'ঘোষণা পড়িল গিয়া দিশ্‌দিগন্তর ।' রূপায়, ১৭৫০ ।

দিশ্‌দেখ, দিশেদখ [স] বি স্থান । 'মানা দিশেদখ হইতে নানাপ্রকার পুস্তক সমগ্র করিয়াছেন ।' দর্পণ, ১৮২৪ ।

দিশ্‌দেখী, দিশেদখী [স] বিণ অক্সেসর । 'এই কর্ণেতে নানা দিশেদখী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া ... ।' দর্পণ, ১৮২৬ ।

দিশ্‌দুশাল [স] দিক্‌দুশাল বি দিক্‌দুশাল । 'ইন্দ্র চন্দ্র যম আদি তুমি দিশ্‌দুশাল ।' রূপায়, ১৭৫০ ।

দিশ্‌বধু [স] বি আকাশে অবস্থিত দিকসমূহের অধিষ্ঠাত্রী কালজিনক নারী । 'অদৃশ্য অক্সল যেন সুখ দিশ্‌বধুর ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

দিশ্‌বন্দনা [স] বি উত্তর দক্ষিণ ইত্যাদি দশ দিক বন্দনা । 'দিশ্‌বন্দনা ।' রূপায়, ১৭৫০ ।

দিশ্‌বলয়, দিশ্বলয় [স] দিশ্‌বলয় বি দিশত । 'গাহিছে প্রণত দিশ্‌বলয় ।' নজরুল, ১৯২২ । 'দিশ্‌বলয়ের ইস্তিগলীন ... ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫ । 'দূর বনলীন দিশ্বলয় তখনই যুগের ।' বিজুতি, ১৯০৮ ।

দিশ্‌বলয়লীন [স] বিণ দিশন্তে মিশে গেছে এমন । 'দিশ্‌বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণী ।' বিজুতি, ১৯০৮ ।

দিশ্‌বসন [স] দিশ্‌বসনা বিণ উল্লস; দিশঘর । 'দিশ্‌বসন পর্যন্ত হইতে রাঞ্জি ।' নজরুল, ১৯৩১ ।

দিশ্‌বসনা, দিশ্বসনা [স] ১ বি উল্লসিত (হিন্দুদেবী কালী) । 'নেড়ে চলো উল্লাসিনী দিশ্‌বসনা ।' নজরুল, ১৯৩১ । ২ বি ক্রী নয় । 'সে নিজে তখনও দিশ্বসনা ।' শবকত, ১৯৫৮ ।

দিশ্‌বাক্তি [স] ডিক্ত+ফা বাক্তি বি মাথা নীচে রেখে উল্টে পড়া । 'ততকন্তো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে গুব করে দিশ্‌বাক্তি খেলে যাচ্ছে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪ ।

দিশ্‌বারণ, দিশ্বারণ [স] বি দিশ্‌গঞ্জ; দিশ্‌হস্তী । 'চনি সে ভৈরবারব

শিগ্গাবলিকা

সিয়ারন বত। মাইকেল, ১৮৩৮।

শিগ্গাবলিকা [সি] বি আকাশের নানাদিকে অবস্থিত কাল্পনিক নারী। 'কাল শাসনে ঐ শিগ্গাবলিকা গো শিগ্গাবলিকার নীতবাসে।' নজরুল, ১৯৩৩; 'সেখতে এস শিগ্গাবলিকা সাদা মেঘের রংয়ে ওই।' নজরুল, ১৯৩২।

শিগ্গাবাস [সি] বিন শিগ্গবত। 'জেনাবাশেন অষ্টেত হইলা শিগ্গাবাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিগ্গাবাহী [সি] শিগ্গ-বাহী। বিন শিগ্গে শিগ্গে বয় এমন। 'চৈতন্যের বিবিধ শিগ্গাবাহী ত্রোতে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

শিগ্গবিজয়, শিগ্গবিজয় [সি] বি যুদ্ধ করে বিজয় দেশ জয়। 'শিগ্গবিজয় কৈল নানা অস্ত্র ধরি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

শিগ্গবিজয়ী, শিগ্গবিজয়ী [সি] ১ বিন সমস্ত শিক জয়কারী; শিগ্গবিজয়কারী। 'তবে বিজয়িয়া ঠাকুরপীর-পরিণয় তবে ত করিল প্রস্থ শিগ্গবিজয়ী হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিন বিখ্যাত; সবার কাছে সমাদৃত। 'তর্কব্যাপ্তি শিগ্গবিজয়ী পতিত।' বিন্দ্যা, ১৮৭৩।

শিগ্গবিনিক, শিগ্গ-বিনিক, শিগ্গবিশিষ্ট, শিগ্গবিশিষ্ট, শিগ্গবিশিষ্ট [সি] ১ বিন ভালো-মন্দ। 'শিগ্গবিশিষ্ট জ্ঞান নাহি কিবা রহিদিন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিন হিতাহিত। 'মরুম্ম করিতে গেলে প্রায় লোকের শিগ্গবিশিষ্ট জ্ঞান থাকে না।' প্যারী, ১৮৫৮; 'কে জানে কোথায় শিগ্গবিনিক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি শিকড়িক। 'কুল নাহি, শিগ্গবিনিক নাহি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ ক্রিবা চারদিক। 'শিগ্গবিনিক সৃষ্টিবারিয়ারে ভেসে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শিগ্গবিশিষ্টশূন্য, শিগ্গবিশিষ্টশূন্য [সি] বিন হিতাহিত জ্ঞান নেই এমন। 'অমি তখন শিগ্গবিশিষ্টশূন্য।' মূলতব, ১৯৫২।

শিগ্গবিশিষ্টজ্ঞানশূন্য, শিগ্গবিশিষ্টজ্ঞানশূন্য [সি] বিন শিগ্গহারা। 'ধন্য যেন ... শিগ্গবিশিষ্টজ্ঞানশূন্য হইয়া বসামত মহা বল প্রকাশে প্রলয়কণ্ড উপস্থিত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

শিগ্গবিশিষ্টজ্ঞানশূন্য, শিগ্গবিশিষ্টজ্ঞানশূন্য [সি] ১ বিন জ্ঞী বাহ্যজ্ঞানশূন্য। 'সংবাদ লইবার জন্য শিগ্গবিশিষ্টজ্ঞানশূন্য হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

শিগ্গভ্রষ্ট [সি] শিগ্গভ্রষ্ট। বিন শিগ্গহারা। 'শিগ্গভ্রষ্ট হয়ে আবার আপনা থেকেই সোলা হয়ে পড়ে।' ওয়ালী, ১৮৬৮।

শিগ্গভ্রান্ত [সি] শিগ্গভ্রান্ত। ১ বিন শিগ্গহারা ব্যক্তি। 'এসো শিগ্গভ্রান্ত চলল হে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ২ বিন শিগ্গহারা। 'শিগ্গভ্রান্ত জাতিতেই আজ পথের সন্ধান দিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪৫।

শিগ্গ [আ] শিগ্গা বি বাসো; উৎপাত। ব্র শিগ্গ

শিগ্গাভি [আ] শিগ্গ+ফা দার। বি বিবর্তিত। 'অমি আজই শিগ্গাভি শিগ্গে হেড়ে শিগ্গে রক্তি আছি।' নজরুল, ১৯৩০।

শিগ্গাদার [আ] শিগ্গ+ফা দার। বিন অস্ত্রভা। 'জেনাবাশের মানুষ গেল/ বাবা তো শিগ্গাদার।' বৃন্দা, ১৯৪৪।

শিগ্গাদারি [আ] শিগ্গ+ফা দারি। বি জ্বালাতন। 'ঐ হেমরিটারে বহুত শিগ্গাদারি করতাহে।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

শিগ্গাখিড়ি [আ] শিগ্গ+খিড়ি। বিন বিশালাকার। 'শিগ্গাখিড়ি লোভলক্ষ্যকার সুশিগ্গে যা চক্কোচক্কি আরম্ভ হয় ...।' মূলতব, ১৯৫৮।

শিগ্গাখি [আ] শিগ্গ+ফা বাজী। বি সুবিধাজনকভাবে শিগ্গের মত সম্পূর্ণ বদলে ফেলা। 'কর্মতরঙ্গের মধ্যে শিগ্গাখি খেল বেড়াই।' ১

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিগ্গাশন [সি] ক্রিবিগ চারদিকে। 'সমীর চক্কল শিগ্গাশনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

শিগ্গাশনা [সি] বি জ্ঞী আকাশের বিভিন্ন দিকবিশী কাল্পনিক নারী। 'শিগ্গাশনার অশনে আজ বালল মে তাই শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

শিগ্গাশল [সি] ১ বি শিগ্গত। 'পূর্ব শিগ্গাশল হোক জ্যোতির্ময়।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বি শিগ্গাশিগ্গত। 'ব্রৌহ্মণ্য মেঘে মেঘে অগ্ন্যাকালো করে শিগ্গাশল।' শব্দ, ১৯৫৫।

শিগ্গা [সি] ১ বি শিগ্গের শেষ প্রান্ত। 'যোরতর কল্লুঝটিকা শিগ্গা ব্যাধ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬। ২ বি পাশ। 'তার উত্তর শিগ্গাশে নেই চুল।' রবীন্দ্র, ১৮৩২।

শিগ্গাশ-অশন [সি] বি শিগ্গত সীমা। 'তার পরে যাব যদি সেয়া চলি, শিগ্গাশ-অশন হয়ে যাবে হির।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শিগ্গাশ-আকাশ [সি] বি শিগ্গতের কল্যাণকি আকাশ। 'স্বীবনের শিগ্গাশ-আকাশে যত ছিল সুখ দুটি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শিগ্গাশকাঁপা [সি] শিগ্গা+কাঁপা। বিন শিগ্গতের কাঁপিয়ে তোলে এমন। 'শিগ্গাশকাঁপা রোদের সাড়ার।' গান্ধার, ১৯২৯।

শিগ্গাশকাঁপা [সি] বিন শিগ্গত প্রাস করেহে এমন। 'আমরা শিগ্গাশকাঁপা তামসিকতার মাঝখানে আলোকনিষ্ঠ প্রাণীদের মতো কুলোবে।' বৃন্দা, ১৯২৮।

শিগ্গাশচক-সেওয়া বিন শিগ্গতের চক দেয় এমন। 'শিগ্গাশচক-সেওয়া সূর্য্যস্তের রশ্মি কুলোতুলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শিগ্গাশজোড়া বিন শিগ্গত পর্ব্বত বিকৃত। 'তার শিগ্গাশজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়া অশন খেতায় হয়ে আসবে।' বৃন্দা, ১৯২৯।

শিগ্গাশদগ্ধা [সি] শিগ্গাশ+দগ্ধ। বি দগ্ধ শিগ্গ। 'শিগ্গাশ পাতালছায়া ভরে দেয় শিগ্গাশদগ্ধা।' শব্দ, ১৯৬৬।

শিগ্গাশ-পানে ক্রিবিগ শিগ্গতের দিকে। 'হৃদিয়ে গেছে দূর শিগ্গাশ-পানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

শিগ্গাশ-পার [সি] বি শিগ্গতের ওপার। 'বর্তমানের শিগ্গাশ-পারে যে-কাল আমার লক্ষ্যের অভীত ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শিগ্গাশ-শিপালা [সি] বি শিগ্গতের আকাল। 'শিগ্গাশ-শিপালা যদি কিছুতে না মেটে।' রোমেশ, ১৯৪০।

শিগ্গাশকাঁপা [সি] বিন বহুদূর পর্ব্বত বিকৃত। '... সতীরহস্যায় শিগ্গাশকাঁপা নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শিগ্গাশ-প্রসার [সি] বিন শিগ্গতবিকৃত; সীমাহীন। 'রয়ে গেলে শুধু তার শিগ্গাশ-প্রসার স্মৃতিজাল।' স্বরূপ, ১৯৬৬।

শিগ্গাশপ্রসারিত [সি] ১ বিন শিগ্গত পর্ব্বত বিকৃত। 'মহা-অস্ত্রকারের রাজ্য হইতে শিগ্গাশ-প্রসারিত সমুদ্রপর্ব্ব ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিন অস্ত্রহীন। 'শিগ্গাশপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শিগ্গাশপ্রসারী [সি] বিন আকাশজোড়া। 'শিগ্গাশপ্রসারী বিরহের জনহীনশায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিগ্গাশ-কলা [সি] ক্রি দেখতে ফলার মতো এমন শিগ্গতেরা। 'পদাভে ধায় মরল-চাঁদের আলো/ শিগ্গাশ-কলা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

শিগ্গাশবিলীন [সি] বিন শিগ্গতেরবার কাছে বিলীন হয়ে আছে এমন।

'সূর্য্যস্তকালে দিগন্তবিশালী পান্থপূর্ণ সম্ভার্য্যাতা ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

দিগন্ত-বিশারী [স দিগন্তবিশারী] বিশ আকাশ-সমান। 'সাম্প্রতিক আশোলাসের ক্ষেত্রেও এখানেই দিগন্ত-বিশারী প্রাচীন।' হাফিজুর, ১৫০৩।

দিগন্তবিশারী, দিগন্তবিশারি [স] বিশ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'দিগন্তবিশারী পদ্যলেখকের দিকে চোখ রাখিয়া ...' কবিত্ত, ১৯০৩; 'মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে দিগন্তবিশারী সমুদ্রের দিকে।' কায়সার, ১৯৬২।

দিগন্তবিস্তৃত [স] বিশ দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। 'দিগন্তবিস্তৃত নব নব মরু যদি পড়ে দুটিপথে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'অদৃশ্য দু বাহু ঘেঁষি টানিছ তাহাকে ... দিগন্তবিস্তৃত তব শাঙ্ক বক্ষ-পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দিগন্তব্যাপিনী [স] বিশ তী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'সে বাড়ি ... পরোক্ষার করিয়া, দিগন্তব্যাপিনী ও অনন্তকালছায়ায়ী কীর্তি উপার্জন করে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দিগন্তব্যাপী [স] বিশ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'জননবের দিগন্তব্যাপী ধনি।' মাইকেল, ১৮৭০; 'কলিকাতার দিগন্তব্যাপী পৌখণিকব্রহ্মী ঘোড়ায় ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দিগন্ত-মাকারে ক্রৈবিশ দিগন্তের সীমানায়। 'আরে দুরে বনের ভিতির দহিতেছে অগ্নিদীপ্ত দিগন্ত-মাকারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দিগন্তর [স দিক-অন্তর] ১ বি বহু দূর। 'প্রাণের দোঙ্গার পতি পেল দিগন্তর।' বাহরাম, ১৮৬০। ২ বি সমস্ত দিক। 'দিগন্তরের কানন লুটায় শিল্প তার এক জটায়।' নজরুল, ১৯২২।

দিগন্তরাশি [স] বি দিগন্তের অন্তরাল। 'দিগন্তরাশে কেন ভবিতব্যতা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দিগন্তরোহা [স] বি কোনো দিকের শেষ সীমা বা প্রান্তর। 'দিগন্তরোহা ছাড়ার মতো সেখা ঘাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দিগন্তরোহী [স] বিশ সীমানা রোহ করে এমন। 'দিগন্তরোহী নীল গিরিমাগার পরশারে সর্বসা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দিগন্তলীন [স] বিশ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; দিগন্ত লীন হয়ে যায় এমন। 'দৃষ্টি পেল ... দিগন্তলীন বাণবাসিনীর বাণসাভার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দিগন্তিকা [স] বিশ দিগন্তের অঙ্গে রয়েছে এমন। 'বারে বারে টানিতেছে দিগন্তিকা-বধুর অক্ষর।' নজরুল, ১৯২৮।

দিগন্তর [স] বিশ উল্লম্ব। 'বড় বরিনন দেখে পুত্র দিগন্তর' মালান্দর, ১৫০০। ২ বি শিব। 'এল বর দেখতো দিগন্তর' গিরিশ, ১৮৮০।

দিগন্তরী [স] ১ বিশ বিবসনা। 'পৌরী দিগন্তরী' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হিন্দুসেনী কালী। 'উমা কাত্যায়নী পৌরী রথমধ্যে দিগন্তরী।' রসরাম, ১৭৫০।

-দিগন্ত [স] বিশ বহুবচন বিভক্তিবিধেব। 'ফড়াদপির আশ্রয় থাকে।' হালহেড, ১৭৩০।

দিগন্ত [স দীর্ঘ] বিশ দিগন্ত। 'দিগন্ত লেজেরে বান্দিলেক সোনার নপুংস।' বিজয়, ১৬৫০।

দিগান্তর [স দিগন্তর] ক্রৈবিশ দিকে দিকে। 'তোমার মাইমা কিঁচি ঘোরে দিগান্তর।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দিগান্তরি [স দিগন্তরী] বিশ বিস্তার; উল্লম্ব। 'দ্যাভাইলা কুম্ভ আছে হইয়া দিগান্তরি।' মালান্দর, ১৫০০।

দিগান্তি বি কতিপুরুষের অর্থ। 'মোর পিরে দায় জনি হর ডাকচুরি পজাশ

কানন গণ আমার দিগান্তি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দিগন্ত [স দিগন্ত] বিশ দূরগণ। 'দিগন্ত করিয়া রক্ষক দিল কংসাসুরে।' মালান্দর, ১৫০০।

-দিগন্তের [স দীর্ঘ] অবা -দের। 'সূর্য্যের সখীদিগন্তের বাসোক্তি।' রামহরাদ, ১৭৮০।

দিগ [স দীর্ঘ] বি দীর্ঘতা। 'দিগে বি দীর্ঘতায়।' 'পেলে দুই বিশে গ্রহে ও দিগে সমান হইবে টানা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দিগল [স দীর্ঘ] বিশ লম্বা। 'ধবল দিগল মাড়ি তপস্বীল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'উত্তর দক্ষিণ দিগল - টোমহা সে ঘর।' রামহরাদ, ১৮০১।

দিগলতা [দ্বিগল+স তা] বি দৈর্ঘ্য। 'সে জমির নাই আড়া-দিগলতা কীরণ কালি করে সেখা।' লালন, ১৮৯০।

দিগল নয়ানি [দ্বিগল+স নয়ন+] বিশ টানাটানি চোখবিশিষ্ট। 'আজি বিদ্যা শিশুখী দিগল নয়ানি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

দিগলবাহু [দ্বিগল+স বাহু] বিশ দীর্ঘবাহু। 'ভূবিল দিগলবাহু অকালমরণ রাহে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দিগালি [স দীর্ঘ] বিশ দীর্ঘতাবিশিষ্ট। 'বহুর দিগালি বাড়িঘর ছেড়ে।' মনসুর, ১৯৪৪।

দিগি [স দীর্ঘতা+] বি বড়ো পুকুর। 'বড় বড় দিগিরি পাড় তার হাত-পা ধরি।' হুমায়ূন, ১৫০০।

দিগিত্তি বিশ পুকুর ভায়া। 'দিগিত্তি জল, সত্যিকারের জল।' কীর্ত্ত, ১৯৬৮।

দিগ [স] বি দিক। 'সীমেন্দ্রীয় নাবিকেরা দক্ষিণদিক দিগন্তমোহণী দ্বিগ্নদিকপথের সহকারে সমুদ্রে যাত্রা করিত।' অক্ষর, ১৮৪৯।

দিগ্ননাথ [স দিক-নাথ] বি কঠোর সমালোচক; নিম্নকৃত। 'এই দিগ্নন্যেব স্থল হস্তাভ্যেগ থেকে মুকুন্দ উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দিগ্নদিকপথ [স দিক-দিকপথ] বি দিক নির্ণয়। 'মুদ্রাধিক ৬০০ বছর হইল নাবিকদের মহোৎসবী দিগ্নদিকপথ যাত্রা অর্থাৎ নাবিকদের কল্যাস যাত্র সাধারণ রূপে বিচিত্র হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

দিগ্নদিকপথযাত্র [স] বি দিগ্নদিকপথ যাত্র। 'সীমেন্দ্রীয় নাবিকেরা দক্ষিণদিক দিগ্নদিকপথযাত্রী দ্বিগ্নদিকপথের সহকারে সমুদ্রে যাত্রা করিত।' অক্ষর, ১৮৪৯।

দিগ্নদিকপথ [স দিক-নির্নয়] বি দিগ্ন দিক নির্ণয়। 'সমুদ্রপথে কল্যাস ব্যতিরেকে দিগ্নদিকপথ হয় না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

দিগ্নদিকপথী [স] বিশ দিক নির্ণয়কারী। 'প্রকৃতির দিগ্নদিকপথী মন নড়ে ওঠে যেন।' জীবন, ১৯৪৮।

দিগ্নমূল, দিগ্নজল [স দিক-মূল] বি দিগন্তবৃত্ত; যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিশেছে বলে মনে হয়। 'আমি সূর্য্যের ও দিগ্নমূলেতে সাক্ষী করে এই তোমার পাণি গ্রহণ করলেম।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'মনোহর সৌরভে দিগ্নমূল আমোচিত করিতে চেষ্টা কর।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

দিগ্নমার [স দিক-মার] বিশ একাংশ। 'তাঁহার অনন্ততত্ত্ব কহি দিগ্নমার।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০।

দিগ্নমুখ [স দিক-মুখ] বিশ দিকবৃত্ত। 'দিগ্নমুখ হরে কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হননি তিনি।' রমেশ্বর, ১৯৭০।

মিঙ্গ [স বিজ্ঞ] বি ব্রাহ্মণ। 'বেদ না জানিএর জেন মিঙ্গ নষ্ট হৈল।'

মিঙ্গখর

মালাধর, ১৫০০: 'তিলাকনাথ রায় তলারার বাহাদুর মিজত্রজা প্রিন্সিপালক শান্ত দান্ত দরাসিল ক্ষেমাঞ্চল গবির নেওরাজ।' ওয়া, ১৭৮২।

মিঙ্গখর [হি ভিসেখর] হি ব্রিস্টাখের বাদল মাস: ভিসেখর। মেয়র্স, ১৭৫৭: '১৭ মিঙ্গখর সুক্রনাং এগার খড়ির সময়।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

মিজাখর [হি ভিসেখর] হি ভিসেখর মাস। 'কিতিবদীর পর এক মাস জেয়াদা করিয়া মাথায়েদে মিজাখর মেয়াদ সেগা গেল।' তঁতি, ১৭৯২।

মিট [স দুটি] হি চোখ। 'হংস খঞ্জীটে সেবি পসে মিটে।' ভারত, ১৭৬০।

মিঠ [স দুটি] হি দুটি। 'গাহের ভালে বসিয়া ভালে ভাক করে এক মিঠে।' দীচজ, ১৫৫০।

মিঠা [স দুটি] হি দুটি। 'অনই লুই আয়ে সাপে মিঠা।' চর্য ১, ১২০০।

মিঠি, মিঠী, দীঠি [স দুটি] হি দুটি। 'চাহ মোরে আড় করা দীঠি।' বড়, ১৪০০: 'ভাতা পড়ি বেশ মিঠা।' বড়, ১৪৫০: 'একমিঠি করি মধুর মধুরী কঠ করে দীঠিহুপে।' হিটী, ১৬০০।

মিঠী মিঠী ক্রিখি চোখাচোখির জন্য। 'মিঠী মিঠী চিত মজিখা গেল তোর আনুয়তী জীও।' বড়, ১৪৫০।

মিঠিত ক্রিখি দুটিতে। 'মিঠিত পড়িলে বাঘত হএ লাজ।' বড়, ১৪৫০।

মিঠে মিঠি হি চোখে চোখ। 'আমার মিঠে মিঠে পড়িলে করে মাথা হেট।' হিটল, ১৬০০।

মিট্র [স দুটি] হি দুটি। 'মিট্র করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।' চর্য ১, ১২০০।

মিতিয়া [স বিতীয়া] হি দুই সংখ্যক। 'মরিল মিতির গুয় সুন গলাধর মালাধর, ১৫০০।

মিতিএ [স বিতীয়া] ক্রিখি বিতীর ক্ষেত্রে। 'মিতিএ রাবু-কু-কু দুই সহোদরে।' মালাধর, ১৫০০।

মিটীও [স বিতীয়া] হি বিতীরজন। 'যেনো এক পরমেশ্বর বহি মিটীও নাহি।' আতেনিয়ে, ১৪৪০।

মিতিসুত [স] হি মানবপুত্র। 'হেরিতে অভিন্ন মিতিসুত।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

মিট্র প্র সেওয়া

মিয়ার [ফা দীয়ার] হি দর্শন; দেখা। 'ভারাই কি পায়ে খোয়ার মিয়ার।' নজরুল, ১৯৩৯।

মিসি [স সেখী] ১ হি বড়ো বোন। 'অনোয়া লহনা মিসি গ্রাণের বহিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ হি মাতামহী। মাদোএল, ১৭৪০।

মিসি ঠাকরপু, মিসি ঠাকরন [মিসি+ঠাকর] হি ঠাকরন-প্রেশীর হিম্বু মহিলাকে সম্বোধন। 'সেই কথা মিসি ঠাকরপদের পরাটে সিঙ্কলস' ওয়েল, ১৮৫৭: 'মিসিঠাকরনকে আমি আবার এই দিবসাতে বেড়ি ধরাতে পারব না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মিসিমখি [মিসি+ম খি] হি মিসি সম্পর্কীয়ের প্রতি আদরের ভাক। 'মিসিমখি যাম নি।' জীবন, ১৯২০।

মিসিমখিগিরি [মিসি+ম খি+গি গিরি] হি মাস্টারি। 'আমার ওপর মিসিমখিগিরি ফলান হচ্ছে।' নরেন্দ্র, ১৯০৩।

মিসিমা [মিসি+স মাতা] হি মাতামহী: নানি। 'ক্ষেত্র তোর মিসিমারে পহুয়া কর।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মিসিমাপ্রেশীরা [মিসি+ম+স প্রেশীরা] হি পিতামহী বা মাতামহীর মতো নারী। 'আর-এক মিসিমাপ্রেশীরা বশিনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মিসিমাটার [মিসি+ই মাস্টার] হি শিক্ষিকা। 'বকেছিল তার মিসিমাটার পড়া সে পারেনি বলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মিসিখাতি [মিসি+স খতি] হি ঘাঘি বা জীর পিতামহী বা মাতামহী। বিয়া, ১৮৯১: 'আমার মিসিখাতিই ঘরের কর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মিদুখু [স] ১ হি পূর্ণ পর্যবেক্ষণে আয়তী। 'অশ্বিনী সময়ে যদ্যপি বিশিষ্ট শিখ বর্ষিষ্ণু জন্মের সত্যমিদুখু হয়বা আমান করেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ হি পূর্ণ পর্যবেক্ষক। 'পরীক্ষা নীত হইলে তদমিদুখু [তৎ+মিদুখু] অনেক মায়া বিবি ... সন্ডই।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ হি পূর্ণ দেখতে উৎসুক বা আয়তী। 'আগত বিদেশি ব্যক্তিকে মিদুখু মহাজনতা উপস্থিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩১।

মিখা [স বিখা] হি সংসার। 'সকল শ্রেয়ক স্পৃহা ও মিখাতে অতি নিরুহা রহিল।' তারিঙ্গী, ১৮০০।

মিন [স] হি দিবস। 'এত দিন গেল বাড়ারি তোর আশোআশে।' বড়, ১৪৫০।

মিন আনা মিন খাওয়া - মিনমজুরি করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা। 'যারা কল কারখানায় মজুরি করে মিন আনে মিন খায়।' হুমখ, ১৯২৫।

মিনকত ক্রিখি কিছুদিন। 'সাপু হয়ে মিনকত থাক আমা লয়ে।' ভারত, ১৭৬০।

মিনকতকত ক্রিখি করয়ে মিন। 'মিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল।' রবীন্দ্র, ১৮৪৮।

মিনকথো ক্রিখি করেকবিন। 'মিনকথো থাকি কৃষ্ণ আনিল অহরে।' মালাধর, ১৫০০।

মিন-কয়েক ক্রিখি আদর্শিন। 'আর মিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মিনকর [স] হি সূর্য। 'দিনকর কিরণ ভেসে পৌণ্ডা।' বিলাপতি, ১৪৬০।

মিন কাটানো ১ ক্রি সময় যাপন করা। 'এমনি করেই দিনটা কাটাই মুকোয়ুরি হলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ ক্রি জীবিকা নির্বাহ করা। 'মাসিকের পট আর বিজ্ঞাপনের ছবি ঐকো দিন কাটায়।' মনিক, ১৯৩৬।

মিন-কানা [স মিন-কান] ১ হি অজ্ঞ। 'আলেক লাম মিনে সেব না, ও মিন-কানা।' লালন, ১৮৯০। ২ হি মিনের আলোয় চোখে দেখে না এমন। 'দিনকানা হোসে।' নজরুল, ১৯২৭।

মিনকানা হোসের নাম মজুর আলি - বৈপ্লবীতামূলক দুর্ভাগ (যে দেখতে পায় না, তার নাম নজর (দৃষ্টি) আলি)। নজরুল, ১৯২৭।

মিনকান [স] হি সূর্য। 'কত দূরে তিম্রাপতি মিনকান রহিলোকে অস্থির হইল।' হাইকেন, ১৮৬০।

মিনকাল [স] হি সময়। 'যে রকমের মিনকাল পড়িয়াছে কবির মতো সংসারের নেহাড অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মিন কালিকা [স] হি আগামী দিন। মাদোএল, ১৭৪০।

মিনকৃত্য [স] হি সৈন্যধন কাছ। 'ফ্রাট এবং হরতো 'শান্ত' করা তাঁদের মিনকৃত্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দিনকে দিন *ক্রিবিধ* দিনের পর দিন। 'দেশ ডুবছিল ঘোর পাণের
ভারে যখন দিনকে দিন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দিনক্ষণ [স] *বি* শুভাত্তর দিন ও সময়। 'তবে আর কী, দিনক্ষণ
সেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দিনখন [স দিনক্ষণ] *বি* দিনক্ষণ; সময়-তারিখ। 'দিনখন তারিখ
সময় পাকা করে বেঁধে দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দিনখাটুনি [স দিন+খাটুনি] *বি* প্রতিদিনের পরিশ্রম। 'দিনখাটুনির
শেষে বৈকালে ঘরে এসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দিন-গণা [স দিন+স গণনা] *ক্রি* বহুদিন ধরে প্রতীক্ষা করা। 'আজ
যবে পরে পরে দিন-গণা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দিনগত [স] *বি* দিন শেষ হওয়ার পরের। 'সাতাশে মার্চের দিনগত
রাত্রি পার হয়ে ...।' *পাশ*, ১৯৭১।

দিনগুজরানি [স দিন+গু গুজরানো] *বি* দিন কাটানো। 'সেহেফ্রে
মানুষের ইতিহাস পর্যবসিত হত ... অর্থহীন দিনগুজরানিতে।' *শিব*,
১৯৫৬।

দিন গুজরানো [স দিন+গু গুজরানো] *ক্রি* দিন অতিবাহিত করা।
'আম-পেটা খেয়ে দিন গুজরানো।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

দিন খেলা *বি* গুতদিন। *মানোএল*, ১৯৪৩।

দিন গোণা ১ *ক্রি* দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা। 'ঠাকুরপোর কানজ
বল হলে বাড়ী আসবেই কথা আছে - তাই তুমি দিন গোণো।' *দীনবন্ধু*,
১৮৬০। ২ *ক্রি* সাধন। 'সেই দিন হতে
কটকট করে চলিয়াছিল দিনগণো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

দিনচার্য [স] *বি* দৈনিক কার্য। 'এই সময় রানির দিনচার্য ছিল
এইরকম।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দিন চলে যাওয়া *ক্রি* প্রত্য-প্রতিগতি যারানো। 'তার দিন চলে
গিয়েছে, যৌকো আর নেই।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

দিন-তারিখ [স দিন+আ তারিখ] *বি* দিন-ক্ষণ। 'হালিমের যাওয়ার
দিন-তারিখ ঐ টেপিতেই দেওয়া হয়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

দিন দিন ১ *ক্রিবিধ* দিনে দিনে। 'পহিল বদরিসম পুন নবরঙ্গ। দিন
দিন অনন্ত অগোচর অঙ্গ।' *বিশ্বাশ্রিত*, ১৪৬০। ২ *ক্রিবিধ*
উত্তরোত্তর। 'দিন দিন এই সভার উন্নতি বোধ হইতেছে।' *অক্ষয়*,
১৮৪৪।

দিন-দুপুরে *ক্রিবিধ* দিনের আদৌ। 'আমার ছুটি অবেলাতেই দিন-
দুপুরের যথান্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দিনদেব [স] *বি* সূর্য। 'রাখিলা খুঁজি অজাচলঢুড়ে দিনাডে শিবের রত্ন
তমোমা মিহিরে দিনদেব।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দিনদাখ [স] *বি* সূর্য। 'ছাড়িয়া ব্যাঘের বাস চল বহুজন পাশ
ধাকিতে ধাকিতে দিনদাখে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিনপঞ্জিকা [স] *বি* দিনপঞ্জি। 'আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে।' *সুজত*,
১৯৪৮।

দিনপঞ্জী [স] *বি* মেয়াল পঞ্জিকা; ক্যালেন্ডার। 'বাতাসে দুলছে
দিনপঞ্জী দেয়ারের গায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দিনশক্তি [স] *বি* সূর্য। 'দিন দিন নীন নীন নীন দিনশক্তি।' *গুপ্ত*,
১৮৫৮।

দিনশক্তি [স] *বি* যে কালকে প্রতিদিনের কর্তব্য টোকা থাকে;
ক্রটি। 'কর্ম ছিল সহজ, দিনশক্তি ছিল সরল, জ্ঞানসংখ্যা ছিল

বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দিন পরে দিন *ক্রিবিধ* ক্রমশ একদিনের পর আরেকদিন করে।
'দিন পরে যায় দিন বসি পথপাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

দিনপাতা ১ *বি* জীবনযাত্রা। 'তাহাদিশের ব্যবহার ও আহ্বারের
তাহপাতা অর্থাৎ দিনপাতের ভরসা ভূমির উৎপত্তি।' *কবচী*,
১৭৯৩। ২ *বি* কালযাপন। 'একসে বিখরি লোক অধিক কিন্তু কথ
বল সুতরাং সকলের দিনপাত দুচ্চর।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দিনফল [স] *বি* প্রতিদিনের উভয়। 'দিনফল যে যাহা২ তনিয়াছিলেন
দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে২ নিবেদন করিলেন।' *দর্পণ*,
১৮২১।

দিন ফরসা *বি* মেঘমুক্ত দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দিন ফুরানো ১ *ক্রি* মুক্তার সময় উপস্থিত হওয়া। 'আমার ত দিন
ফুরান।' *রক্তিম*, ১৮৭৮। ২ *ক্রি* দিন শেষ হওয়া। 'কবচীর দিন
ফুরান ব্যাকুল বালক সার্ষে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৩ *বি* দিন শেষের।
'দিন-ফুরানো কীণ আসোতে পড়েছি একানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

দিনব্যাপী [স] *বি* সর্বকাল থেকে সত্য পর্যন্ত। 'ছাত্রীরা চার
দিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক ...।' *বেগম*, ১৯৬৯।

দিনভর [স] *ক্রিবিধ* সমস্ত দিন ধরে। 'দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি।' *মহেশব*,
১৯৪৯।

দিন ভরা *ক্রি* দিন দিয়ে পূর্ণ। 'তিনশো পঁয়ষাট দিন-ভরা মুচুতায়
মুখি পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দিন ভিকা তনু রক্ষা - কোনোমতে দিন কাটানো। 'তাসেরই দিন
ভিকা তনু রক্ষা এখন আবার বোনকে ভাত দেবে কোথেকে।' *মহেশব*,
১৯৪৯।

দিনভিখারি *বি* প্রতিদিন ভিকা করে এমন। 'দিনভিখারি বাউল
বলে, ইছামতন পারি বদলবক কাল কাটাতে ...।' *শক্তি*, ১৯৬১।

দিনমজুরদার [স দিন+ফা মজুরী] *ক্রি* দিন হিসেবে পারিশ্রমিক পায়
এমন। 'দিনমজুরদার লোক পীড়িত হইলে আহার ঔষধ পায় না।' *দর্পণ*,
১৮২৯।

দিনমজুরি, দিনমজুরী [স দিন+ফা মজুরী] *বি* দিন হিসাবে
পারিশ্রমিক নিয়ে জীবিকা নির্বাহ। 'আমি দিন মজুরী নিতা করি।' *রামকানন*,
১৯৮০। 'দিন মজুরি খেটে খেতম, হলে পরে নগনা
মুটে।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

দিনমণি [স] *বি* সূর্য। 'প্রসন্নত নিশাপতি আর দিনমণি।' *মাল্যধর*,
১৫০০।

দিনমণি [স দিনমণি] *বি* সূর্য। 'কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা
দিনমণি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিনমান [স] ১ *বি* সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত সময়। 'দিনমান
অতি অল্প ব্রাহ্মিন বড়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিধ* পুরো দিনজুড়ে;
দিনব্যাপী। 'ছাত্রাভে বসিয়া সারা দিনমান/তরুণের পবনে।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯০।

দিনমুখ [স] *বি* দিনের আশ্রয়কাল; প্রভাত। 'না ছুঁইবে দিনমুখ-
কাদে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিনমজুর [স দিন+ফা মজুরী] *বি* যে ব্যক্তি দিন হিসেবে পারিশ্রমিক
পায়। 'দিনমজুর কখনো খোল আনা বেকার নয়।' *অন্নদা*, ১৯৪০।

দিনমুনি [স দিনমণি] *বি* সূর্য। 'আট দিকে আতবাগি পড়ে বস্তু দাবা
সিগি খুঁজি আছাছিদ দিনমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিন মেঘা

দিন মেঘা বি মেঘলা দিন। মনোএল, ১৭৪৩।

দিন বাওয়া কি সময় পার হওয়া। 'এইমত নানা রসে দিন কত পেল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দিনবাড়া [স] বি জীবনযাপন। 'দিনবাড়ায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই শ্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দিনযাপন [স] বি দিনাতিপাত। 'কোনক্রমে দিনযাপন ও আপন আপন পরিচয়ের ভরনশোষণ করে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

দিন যামিনী [স] ১ ক্রিবিধ সর্বদা। 'দিন যামিনী, কেবল সেই প্রতিমূর্ত্তির সন্দর্পন করেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ ক্রিবিধ দিনে ও রাতে। 'দিনযামিনী হিমালয় হইতে বাতুলকা বহন করিতেছে।' সাধুভট্ট, ১৮৭৫।

দিনযামী [স] ক্রিবিধ দিনরাত। 'দুঃখ হই আমি নরক-অনল-মায়ে নিভা দিনযামী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দিনরজনী [স] বি দিন ও রাত। 'বার্ষ হই এ দিনরজনী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দিনরাত [স] দিনরাত্রি। ক্রিবিধ সবসময়ে। 'দিনরাত তাকে লাগিয়ে লাগিয়ে একাকার করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দিনরাতি [স] দিনরাত্রি। বি দিনরাত। 'সেখায় একা ছিল দিনরাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দিন-রাতির [স] দিনরাতি। ১ ক্রিবিধ দিনে ও রাতে। 'দিন-রাতির একটা অবিদ্যায় হুং হুং চলতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রিবিধ সবসময়ে। 'দিনরাতির খেলতে আমার মন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দিনরাতি [স] ক্রিবিধ সবসময়ে। 'গোষ্ঠগুলো দিনরাতি এক-হাট সন্দের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দিনরী [স] বি দিনের সৌন্দর্য। 'মেঘা ঢেকে রেখে দেয় দিনরী অরণ সন্টারে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দিনসন্ধ্যা [স] বি দিনের সন্ধ্যা। 'পরিচয়ের গভীরতা/দিনসন্ধ্যার উপর নির্ভর করে না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দিনসময় [স] বি দিনকাল। 'আজকাল দিনসময় ব্যাপণ।' বনমূল, ১৯৩৬।

দিনহি দিন ক্রিবিধ দিনে দিনে। 'চাঁদ দিনহি দিন হীনা। সে পুণ পলটি খনে খনে বীনা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দিনা [স] দিন। বি দিন। 'দিনা কথো পেলো ধরিত্রী বচন।' বহু, ১৪৫০।

দিনাধ্যম [স] দিন-আগম্য। বি দিনের তরু। 'দিনাধ্যমের বেশি সেরি নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

দিনাতিপাত [স] ১ বি সময় কাটানো। 'পরদিন সমাধিস্থানে যাইয়া দিনাতিপাত করিয়া।' কৃষ্ণকল, ১৮৫৮। ২ বি দিনযাপন। 'অশিক্ষা ও কুসংস্কারের মধ্যে কায়-ক্লেমে দিনাতিপাত করছে।' বৈদ্য, ১৯৪৮।

দিনাপি [স] বি দিন সকল। 'হে দিনানির অধিকারী।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দিনানুদিন [স] দিন-অনুদিন। বি প্রতিদিন। 'প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাশে।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

দিনানুদিনিক [স] দিন-অনু-দিনিক। বিধ প্রাত্যহিক। 'দিনানুদিনিক সন্ধ্যারাত্রার বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দুটি-একটি অভিযতে ...।

আইহু, ১৯৭৩।

দিনান্ত [স] ১ ক্রিবিধ দিনান্ত। 'তবুত না আইসে যাদু দিনান্ত উপানী।' সুলতান, ১৭৫০। ২ বি দিনের শেষ। 'দিনান্তে একবার আশিরা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিত মারা।' দর্পণ, ১৮২৫।

দিনান্তবেলা [স] বি সন্ধ্যাবেলা। 'হেমন্তের দিনান্তবেলায় কুহেলীওঠনতলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

দিনান্তরম্য [স] বি দিন শেষে মনোহর। 'দিনান্তরম্য গ্রীষ্মের ব্যতাস।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দিনান্তরে ক্রিবিধ অনানিল। 'দিনান্তরে পকিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দিনাব্যধারণ [স] বি দিন নির্ধারণ। 'কৃষ্ণদা। যে আজ্ঞা মহাপর, দিনাব্যধারণ করুন।' রামনরায়ণ, ১৮৫৪।

দিনেক [দিন-এক] বিধ একদিন। 'দিনেক উপবাস যাতা দিনেক তোজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দিনেকে ক্রিবিধ একদিনে। 'দিনেকে সুনীতে পারি পাঁচালি পড়িয়া।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দিনে ডাকাতি - মোকচকুর সামনে ছপে-ছপে কারো সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। সুকল, ১৯০৬।

দিনে দিনে ১ ক্রিবিধ ক্রমাগত। 'দিনে দিনে বাড়ি গেল দেবকীর কপাল।' ১৪৫০। 'দিনে দিনে বাড়ল সেনা, ও তাই করলি নে কেউ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ ক্রিবিধ দিনের পর দিন। 'ইল-মুগুরি পালাটাও দিনে-দিনে ছোট হয়ে এসেছে।' কাহন্যার, ১৯৬২।

দিনে দুপুরে ক্রিবিধ প্রকাশ্য নিবাসকে। 'দিনে দুপুরে অনিচ্ছত আমোদ একেবারে উঠিয়া পেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দিনেশ্বর [স] বি সূর্য। 'স্বাদন, দিনেশ্বর যেন অস্ত্রের অচলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

দিনের পর দিন ক্রিবিধ ক্রমে ক্রমে। 'দিনের পরে দিনকে ফেদ গাখে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। 'অমূল্য বেন দিনের পর দিন সারথী হারিয়ে ফেলছে।' জীবন, ১৯২২। 'দিনের পরে দিন তখন হল ঠাণ্ডাঠাণ্ডি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দিনেশ [স] বি সূর্য। 'করিআ পুটহাত আরাপি পননাম দিনেশ বিছু মহেধারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দিনী [আ দীন। বি ধর্ম। 'সহজে তাহান দিন কমল বিকাশ।' বাহরাম, ১৬৫০।

দিন-এলোমী [আ দীন+আ ইলম] বি ধর্মীয় জ্ঞান। 'যুধ হতে তার দিন-এলোমীর বচনগুলি।' জসীম, ১৯০৩।

দিনদার [আ দীন+কা দার] বিধ ধার্মিক। 'তিনি দিনদার পরহেজগার মানুষ।' ইমদাদুল, ১৯২০।

দিন-দুনিয়া [আ দীন+কা দুনিয়া] বি পরকাল ও ইহকাল। 'দিন-দুনিয়ার মাঝে।' নজরুল, ১৯২২।

দিনী [আ দীন] বিধ ধর্মীয়। 'কতমী এলেশ, দিনী জ্বান শিক্ষা হয়।' ইখান, ১৯০০।

দিনায়া [ক দেনিয়ার] বি ভেনমার্কার অধিবাসী। 'দিনায়া এলেশমান করে গোলামজী।' ভারত, ১৭৬০।

দিনার [আ] বি ইরাক, জর্ডান, ফুতে ইত্যাদি দেশের মুদ্রা। 'সোনার দিনার বৈ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দিনেন্দ্র ত্র দিন'

দিনেমার [ফ দিনেমার্ক] বি ডেনমার্কের অধিবাসী। ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'পোতুগিজদের আভা ছিল হৃদয় ... দিনেমারদের শ্রীমামপুর'। প্রমথ, ১৯২২।

দিনেমার্কের বিলাত [ফ দিনেমার্ক+আ বিলাত] বি ডেনমার্ক। ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

দিনেশ ত্র দিন'

দিনশ [স দীশ] বি প্রদীপ: বাড়ি। ওর্সাঁ, ১৭৮২।

দিনশ [স দীশ] বি চারদিক জলধারা বেষ্টিত ভূভাগ। 'কোন ২ মনসা আইন ও নব্বয়ের বেড়িকমে এই দিনে দাঘতে বিক্রী হইয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৯৪।

দিনপক [স দীপক] বি প্রদীপ। 'দিনপক স্থাপালে যেন রাত্রি হয় ভাল।' গরীব, ১৭৬৫।

দিনপতি [স দীতি] বি শোভা। 'হাতে লৈতে মসদিগ করএ দিনপতি।' মালধর, ১৫০০।

দিনশন [স দীনশ] বিণ শোভন: দীপ্তিকর। 'নারায়ন অসেতেজ জগত দিনশন।' মালধর, ১৫০০।

দিপ্ত [স দীপ্ত] বিণ আলোকিত। 'দসদিগ দিপ্ত করি জায় কৃষ্ণ ঠাঞি।' মালধর, ১৫০০।

দিবরাত্রি [সা ক্রিবিদ দিনরাত ধরে। 'বৃহদুখ্যান দিবরাত্রি করিতেছী।' ওর্সাঁ, ১৭৭৯।

দিবসাবধি [স দিবস-অবধি] ক্রিবিদ অনেক দিন ধরে। 'দিবসাবধি হইল সে বাটার কোন শমাচার পাই নাই।' ওর্সাঁ, ১৭৮২।

দিবস [স দিবস] বি দিন। 'দিবস কয়েক ব্যাঞ্জে এই সনে ৫ বৈসাকে ...।' হের্ষ, ১৭৫৭।

দিবস [স ১ বি দিন। 'দিবসই বহুতী কাউই ডরে ভাষ।' চর্চা ২, ১২০০। ২ বি নির্দিষ্ট দিন। 'রথযাত্রার দিবস আইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি তারিখ। '৬ নভেম্বর দিবসীয় শূণ্যাল কোটের পড়ে ব্যাক করেন।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

দিবসনিশা [স বি দিনরাত্রি। 'জগতের পরপারে নিয়ে যাও আশনারে দিবসনিশার প্রান্তদেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দিবসনিশি [স ক্রিবিদ দিনরাতব্যাপী। 'রহিবে মিশি দিবসনিশি আঘো-আঘো ঘুমঘোর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

দিবস-বিভাবরী [স ক্রিবিদ দিনরাত ধরে। 'আমার শুধু একটি মুটি ভরি দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

দিবসযামি [স দিবসযামী] ক্রিবিদ দিনে-রাত্রে। 'বন্ধিষ দিবস-যামি তাঁর ধ্যানে আমি।' গিরিশ, ১৮৭৭।

দিবসযামিনী [স ক্রিবিদ দিনরাত সারাক্ষণ। 'দেখিবারে পাই দিবসযামিনী।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

দিবসযামী [স ক্রিবিদ দিনে-রাত্রে। 'তুমু আমি নিজবেশ সামালিতে নারি ছুটেছি দিবসযামী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দিবসরজনী [স ক্রিবিদ দিনরাত একটানা। 'প্রাণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী।' রামমঙ্গল, ১৭৮০।

দিবসরাত্রি [স বি দিনরাত। 'মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি দিবসরাত্রি রইলে আমি বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দিবসরাত্রি [স দিবসরাত্রি] ক্রিবিদ দিনে-রাত্রে; সর্বদা। 'খাটুন আমার দিনসরাত্রি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দিবস লঙ্ঘন [স ক্রিবিদ সমস্ত দিনে। 'না পাইব অন্তঃস্থ দিবস লঙ্ঘন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দিবসান্ত [স বি দিনের শেষ: সন্ধ্যা। 'অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দিবসাবধি [স ক্রিবিদ দিনরাত ধরে। 'অজানদ বিশেষ দিবসাবধি হইল।' ওর্সাঁ, ১৭৭৯।

দিবসার্থ [স বি দিনের অর্থেক। 'দিবসার্থ পায় হেটে ফিরি আমি শ্রীবিকার দাসত্ব-ভিখারী।' সুশীল, ১৯৬১।

দিবসিক [স বি দিনে সংঘটিত। 'শুণ বৃষ্টিয়া ভাষা দিবসিক কর্ণে ব্যবহার করিতে পারিবেক।' জ্ঞানদেবশর্প, ১৮৩৭।

দিবসীয় [স বি দিনসংক্রান্ত। '৬ নভেম্বর দিবসীয় শূণ্যাল কোটের পড়ে ব্যাক করেন।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

দীবস [স দিবস] বি দিবস। 'অনেক দীবস হইল মহাসয়ের সেবাটার কোন সমাচার পাই নাই।' ওর্সাঁ, ১৭৭৯।

দিবা [স ১ বি দিন। 'তুমি দিবা তুমি রাত্ত দুই প্রহর ক্ষণ।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিদ দিনে: দিবসে। 'হের্ষ, ১৭৬৬।

দিবা-অবসান [স ১ বি সন্ধ্যা। 'যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিলয়ে/রিত সেবা নেয় তার গ্রহতারা লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি দিনের শেষ। 'জাগো অন্তঃসোপ্ত-বেলা দিবা-অবসান।' নজরুল, ১৯৩০।

দিবা-অভিসার [স বি দিবাকালীন অভিসার। 'তুমু গড়ে মনে সেই দিবা-অভিসার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দিবাশে [স বি দিনের বেলা। 'দিবাশে বামীর গোচর করিতে পারেন না।' রামমঙ্গল, ১৮০১।

দিবাঞ্চল [স বি সূর্য। 'কলঙ্ক গুণিল জায চন্দ্র দিবাকরে।' বহু, ১৪০০।

দিবাগত [স বি গত হওয়া দিনের পর। 'যখন দিবাগত রাত্রি উপস্থিত হইল।' চরীচরণ, ১৮০৫।

দিবাগ্রহহর [স বি প্রকাশ্য দিনের বেলা। 'দিবা গ্রিগ্রহহরের মতো নিশ্চয়ে মনন করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'উপড়ে নিক চকু, গ্রিগ্রহা দিবাগ্রহহরে।' বীরেন্দ্র, ১৯৭০।

দিবান্দ্রি [স বি দিনের বেশার ঘুম। 'বাবু তখন দিবান্দ্রি সারিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দিবানিশি [স দিবা-নিশা] ১ ক্রিবিদ দিনে ও রাত্রে। 'দিবানিশি বাহে সাধু লবঙ্গজলবি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রিবিদ সর্বক্ষণ। 'করে ফেরে দিবানিশি।' ভবানী, ১৮২৫।

দিবাক [স বি দিনের বেলায় তোষে দেখে না যে। 'তোষে দেখতে পাসনে, কানা, দিবাক-রাত্রাক হলেও না হয় বুঝতুম।' মুক্ততলা, ১৯৫২।

দিবাবসান [স বি দিনের শেষ। 'জরীদারী ক্রমাধীন বহুতর দিবাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

দিবাবিহারী [স বি দিনে চলাফেরা করে এমন। 'দিবাবিহারী প্রাণীদের ন্যায় ইহার প্রায় দিনমানে বিচরণ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দিবাভাগ [স বি দিনের বেলা। 'ধারারাজ ... দিবাভাগে ... আসিয়া

উপস্থিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দিবামুখ [স] বি ভোর। 'সেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দিবাবাহী [স] বি দিন ও রাত। 'ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণি সম দিবাবাহী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

দিবারাত্র [স দিবারাত্রি] বি দিনরাত্র। 'নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দিবারাত্রি [স দিবারাত্রি] ক্রিবিপ সর্বকর্ম। 'না জানি কিবা দিবারাত্রি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিবারাত্রু [স দিবারাত্রি] বি দিনরাত্র। 'চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রু সাগর পর্ত্ত।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিবারাত্রির [স দিবারাত্রি] ক্রিবিপ দিনে-রাত্রে। 'দিবারাত্রির প্রাণপণ চেষ্টা করচে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দিবারাত্র [স দিবারাত্রি] বি দিনরাত্র। 'দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও বহুদৈন থাকি না।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

দিবারাত্রি [স] ক্রিবিপ দিনরাত্র ধরে। 'দিবারাত্রি সূনে রাজা পুরাণ কখন।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিবালোক [স] বি দিনের আলো। 'তুরায় জ্ঞানবস্ত্রপ আভ্যাকুল দিবালোক প্রকাশ পাইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দিবালোকের মত পরিষ্কার - খুব স্পষ্ট। 'এ সত্য আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৯।

দিবাসুপ্ত [স] বিপ দিনে ঘুমিয়ে আছে এমন। 'দিবাসুপ্ত বাড়িওলার সমুখ দিয়া পাসারী সুর করিয়া ... হাঁকিয়া যাওতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

দিবাবস্ত্র [স] ১ বি দিনের বেশায় বস্ত্র দেখা। 'আরাম-কোমল পড়ে তার উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবাবস্ত্র তুলিয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ বি অব্যবহৃত কলনা। 'এই কথা তো দিবাবস্ত্র মাত্র।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দীবারাত্রি [স দিবারাত্রি] ক্রিবিপ দিনরাত্রব্যাপী। 'দীবারাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন।' *গ্যারী*, ১৮৬০।

দিবা [সেওয়া] বি সেওয়া। 'সাঁতার দিবার সময় সকল শরীল জলে ডুবিয়া থাকে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০। দিবার - সেওয়ায়। 'টাকা দিবার বিষয় নাই এবং জীনিষ দিবার বিষয় নাই।' *মের্স*, ১৭৫৭।

দিবিধ [স বিধি] বি দুই রকম। 'সেই বনে নিবসএ দিবিধ বানর।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিক [স দিবা] বিপ সুন্দর; মনোহর। 'দিক অলংকার সোভে সোপন বয়ির।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিকবস্ত্র [স দিবা-বস্ত্র] বি সুন্দর পোশাক। 'হৃদয় চন্দন দিকবস্ত্র পরিধান।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিকমণি [স দিবা-মণি] বি দিক্যমণি; অলৌকিক মণিযুগ্ম। 'দিকমণি সোভে হানে হান।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিক্যমান [স দিবা-মান] বি অলৌকিক। 'দিক্যমান রথখান নাই তেহি সুনি।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিকরথ [স দিবা-রথ] বি আকাশযানী রথ। 'দিকরথ সহিতে পাঠাইল পুরোহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিকরথান [স দিবা-রথান] বি বিদেশ আসন। 'প্রথমিয়া রাজ্যে তানে দিক দিকরথান।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিকি [স দিবা] ১ বিপ শপথ। 'তোর অনুমতি লৈয়া করিল সোয়জ বিভা দিকি দিখা কৈল সমর্পণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিপ মানানসই; মনের মতো; পছন্দসই; সুদর্শন। *গর্দী*, ১৭৫২।

দিক্যমান [স দিবা] বিপ অলৌকিক। 'দিক্যমান রথখান নাই তেহি তনি।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিবা [স] ১ বিপ উৎকৃষ্ট। 'দিবা প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে/ তাহা আমি দিত্য অবশ্য মেনে নৌযাকারে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বিপ স্বর্গীয়। 'দিল তোরে দিবা মালা তারে কর অবহেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বিপ মনোহর। 'শীতবাস পরিধান ভালে দিবা ফোটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বিপ সুন্দর। 'সেবিল পরিত্র দিবা সুচারু উদ্যান।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ বি শপথ। 'কর্ত্তার দিবা করিয়াছেন।' *কালদে*, ১৭৮৪। ৬ বিপ স্পষ্ট। 'এই তো দিবা যোদ্ধারের পথ দেখিতেছি।' *গ্যারী*, ১৮৫৮। ৭ বি মোহাই। প্রায় মাথার দিবা দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৮ বি বেশ। 'সে দিবা বহুদৈন বাস করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দিব্যাকর্ণ [স] বি অলৌকিক বিষয় শোনার ক্ষমতা। 'আমার মতো সহজ মানুষের দিব্যচক্ষুও নেই, দিব্যাকর্ণও নেই।' *ব্রহ্ম*, ১৯১৬।

দিব্যাকান্তি [স] বিপ সুন্দর দেহবিশিষ্ট। 'গৌরবর্ণ দিব্যাকান্তি তরুণ এক মুক্ততাহিন।' *কায়সার*, ১৯৬২।

দিব্যশোভান [স দিব্যজ্ঞান] বি দিব্যজ্ঞান। 'ভূমি ধন্য দিব্যশোভান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিব্যচক্ষু, দিব্যচক্ষু [স] বি অতীন্দ্রিয় বিষয় বা বস্তু দেখার বা উপলব্ধি করার মতো অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি; অর্জুদৃষ্টি। 'দিব্য চক্ষু হর তার সর্বত্র কুশল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। 'অন্যের ভুল ধরিবার সময় দিব্যচক্ষু।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

দিব্যজ্ঞান [স] বি পরম জ্ঞান। 'কার এত দিব্যজ্ঞান, কে বলিতে পারে যোরে নিচয় প্রমাণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। 'দিব্যজ্ঞানটি ... সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম।' *পরশু*, ১৯১৭।

দিব্যজ্ঞানী [স] বি পরম জ্ঞানী। 'দিব্যজ্ঞানী যে জন হল/ নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেল।' *লালন*, ১৮৯০।

দিব্যজ্যোতি [স] বি স্বর্গীয় আলো। 'সুরসভার দিব্যজ্যোতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। 'অনাচারের সহয়ে মুক্তধর্ম, বোর তমিস্রের সহয়ে দিব্যজ্যোতি, নরকের সহয়ে বর্ণশাল কবাই তাত্ত্বিক সাধনা।' *সবুজ*, ১৯২১।

দিব্যতা [স] বি দৈবিকতা। 'দিব্যতা আরোপ করে একপ্রকার আত্মবহনামূলক আত্মপ্রসাদ লাভ করত।' *পরীক্ষ*, ১৯৬৮।

দিব্যতৃপ্ত [স] বি প্রকাশমানতা; দৃশ্যমানতা। 'স্নেহহীত্রির দিব্যতৃপ্ত আঙ্গ আমার কাছে আকার ধারণ করে উঠছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দিব্যদর্শী [স] বিপ অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন। 'দক্ষিণে প্রীতবিন্দ দিব্যদর্শী কবি।' *অন্নদা*, ১৯৭৪।

দিব্যদিশালা [স দিবা+ফা দিয়াআসা] বি ভালোমতো ভরসা। 'বিস্তর দিব্যদিশালা দিয়ে বিদায় নিলেন।' *মুক্ততা*, ১৯৪৯।

দিব্যদ্যুতি [স] বি স্বর্গীয় আলো। 'দিব্যদ্যুতিমান [স] বিপ স্বর্গীয় আলোকময়। 'সগাধবাইত স্বর্গরথে যে দিব্যদ্যুতিমান দিবাকর পৃথিবীকে তাপ ক্রিয় দান করে ...।' *মহাশেখর*, ১৯৫৬।

দিব্যদৃষ্টি [স] ১ বি অর্জুদৃষ্টি। 'কল্পনার দিব্যদৃষ্টি ... একবারে অহ হয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। 'কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবিরত হবে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ বি অলৌকিক

দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা। 'ক্ষয়ি জাতিয় দিব্যদৃষ্টি অশেখা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি চের বেশি তীক্ষ্ণ।' *গ্রন্থ*, ১৯১৬।

দিব্যধাম [স] বি উৎকৃষ্ট জায়গা। 'লবন্য সন্নিহিত কর্ণমুণি নদীতট ততপূরী অতি দিব্যধাম।' *বাহ্যম*, ১৬৫০।

দিব্যধামবাসী [স] বিশ্বে স্বর্গবাসী। তর্কসম্বন্ধে অভিভূত করিয়া দিব্যধামবাসী অমৃতের পুণ্যপানের নিকট ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দিব্যধোম [স] বি অশুদ্ধ। 'তঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যধ্বংসবর্ণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; আমি দিব্যনেত্রে দেখতে পাই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

দিব্যপরিধান [স] বি ঐশ্বরিক পোশাক। 'আদিখণ্ডে দিব্যপরিধান দিব্যোত্তক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিব্যপুরুষ [স] বি অলৌকিক পুরুষ। 'সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দিব্যবস্ত্র [স] বি অলৌকিক বস্ত্র। 'স্বাধীন দিব্যবস্ত্র কিংবা শক্তি যার অভ্যাস আমরা সবাই এক কদমে চলেছি।' *দৃষ্টি*, ১৯৩১।

দিব্যবস্ত্র [স] বি সুন্দর পোশাক। 'সুগতি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

দিব্যবাস [স] বি উৎকৃষ্ট বসন। 'দিব্যবাস দিলা উত্তমিয়া বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দিব্যবিহঙ্গ [স] বি কবুতর প্রজাতির পাখি। 'ইহাদের এই অপরূপ রূপই স্মরণ্য ইহাদের এইরূপ দিব্যবিহঙ্গ আখ্যায় আখ্যাত ইহবার কারণ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দিব্যজাব [স] বি অলৌকিক বোঝ। 'পানের অন্তরে যে কী দিব্যজাব আছে ...।' *গ্রন্থ*, ১৯৩৭।

দিব্যমতি [স] বি অলৌকিক জ্ঞান। 'যারে দিলা দিব্য মতি কিনা মিত্র কিনা রাতি।' *কৃষ্ণায়*, ১৭২০।

দিব্যমান [স] বিশ্বে শোভাকর। 'মুকুতা প্রবাল হীরা অতি দিব্যমান।' *সুভদ্রা*, ১৭০০।

দিব্যমূর্তি, দিব্যমূর্তি [স] বি দীর্ঘ প্রতিমূর্তি। 'দিব্য মূর্তি পুরুষ এক সমুদ্র সে লবে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-বে দিব্যমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দিব্যযান [স] বি সুন্দর যান। 'কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া দিব্যযানে রাজধানীতে গমন করিলেন।' *রাজীব*, ১৮৫৫।

দিব্যরত্ন [স] বিশ্বে রত্নের মতো মূল্যবান বস্তু। 'নিম্নের ভাববস্তুর একে দিব্যরত্ন মনে করবেন না।' *গ্রন্থ*, ১৯৩৬।

দিব্যরঞ্জিনী [স] বি স্ত্রী সেবতার মতো সুন্দর যে। 'কোথায় ছিলে হে দিব্যরঞ্জিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দিব্যশক্তি [স] বি অলৌকিক শক্তি। 'অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তার।' *কৃষ্ণায়*, ১৫৮০।

দিব্যশক্তিসম্পন্ন [স] বিশ্বে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। 'বাহ্যলি আভ্যন্তর দিব্যশক্তিসম্পন্ন।' *নন্দকর*, ১৯২৭।

দিব্যসজ্জা [স] বিশ্বে তরতাজা। 'এই কি সে দিব্যসজ্জা মুখশ্রী ঘোঁরা।' *শব্দ*, ১৯৬৬।

দিব্যোত্তক [স] দিব্য-অত্তক। বি সুস্থ কাগজবিশেষ। 'আদিখণ্ডে দিব্যপরিধান দিব্যোত্তক।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিব্যানন্দা [স] দিব্য-অনন্দা। বিশ্বে অকল্পিত মতো সুন্দরী।

'মদনসঙ্কীর্ণনী নামে এ দিব্যানন্দা এই দেশের রাজ্ঞী।' *মৃতাঙ্ক*, ১৮১২।

দিব্যান্ন [স] দিব্য-অন্ন। বি সেবতার অন্ন। 'নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দিব্যাসন [স] দিব্য-আসন। বি উৎকৃষ্ট আসন। 'আনিঞা পণ্ডিত শত সভারে বসায় দিব্যাসনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দিব্যাত্রা [স] দিব্য-অত্রা। বি অসাধারণ অত্র। 'এখন কেবল দিব্যাত্রা-দৃষ্টি সাজতে গেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দিব্যাত্রাধারী [স] দিব্য-অত্রাধারী। বিশ্বে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অত্র ধারণ করে এমন। 'ভূমি সমরে দিব্যাত্রাধারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

দিব্যোন্মান [স] দিব্য-উন্মান। বি মোহনভাবে ভ্রমের ন্যায় অস্বস্ত বৈচিত্র্য দগা। 'চতুর্দশে দিব্যোন্মান-আরম্ভ বর্ণন।' *কৃষ্ণায়*, ১৫৮০।

দিব্যি [স] দিব্য-১ বি পদ্য। 'আমি কুই দিব্যি গেলে বহুদূর তবু ভূমি বিশ্বাস করব না?' *গিরিশ*, ১৮৮৯। ২ ক্রিয়ার বেশ। 'কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কাশো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দিব্যিদিশো করা ক্রি করা কাটা। 'ভাকার পাগলের মতো দিব্যিদিশো করছেন, তিনি কিছু জানেন না।' *মনোহর*, ১৯৬১।

দিভান [স] বি ভিভান; হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা নেই এমন লম্বা, নিচু এবং নরম আসনে। 'সে আশনার বিছানা এ কোশে দিভানটার উপর করে দেবে।' *সুভদ্রা*, ১৯৫২।

দিভুজ [স] দিভুজা। বিশ্বে দুই হাত বিধিষ্ট। 'আমা দরসনে হৈল দিভুজ কুমার।' *মালাধর*, ১৫০০।

দিভ্যাদি [স] দিভ্যাদি। ক্রিয়বি চাহিদা। 'প্রমিসরি নোট অন্ দিভ্যাদ ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

দিয়টী [স] দীপ-১ বি প্রদীপ। 'দিয়টী ফন্দি বহুতর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দিয়ড়ি [স] দীপ-২ বি মশাল। 'লাব লাব মাহাতাপ দিয়ড়ি সব জ্বলে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দিয়াদী ব্র দেওয়ান।

দিয়ড়ি [স] দীপ-৩ বি দিয়ড়ি; প্রদীপ। 'আসিল দিয়ড়ি হাতে রাজার খিয়ারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

দিয়ান [স] দীওয়ান। বি বিচারালয়। 'দিয়ানে নাইক দেখা বোলায়ে কোটাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ দেওয়ানি

দিয়াল [স] দীওয়াল। বি দেয়াল; দেওয়ান। ৩য়, ১৭৮৫। ৪ দেওয়াল

দিয়ালশিরি বি দেয়ালে ঝুলানোর চিমনিযুক্ত প্রদীপবিশেষ। 'চারডেলে দিয়ালশিরিতে ব্যক্তি জ্বলচে।' *হুতোয়*, ১৮৬১।

দিয়ালি [স] দীপাবলি। বি দেওয়ালি; দীপাবলি। 'প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ৫ দেওয়ালি, দেয়ালি

দিয়াললাই [স] দীপশলাকা। বি আতন জ্বালানোর ব্যঙ্গমুহুর্তি কাণ্ডবিশেষ। 'চকমকি দিয়াললাই আছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

দিয়াললাই [স] দীপশলাকা। বি দিয়াললাই। 'দিয়াললাই ধরাইয়া বিনয় ভেলের শেজ জ্বালাইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দিয় [স] দ্যা। অর্থ দ্যা। 'অনুদ্রুলা হবে সমাপ্ত করিবে চরণের ছায়া দিয়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দিয়োইনু ব্র দেওয়ান।

দিয় [স] দ্যা। বি দ্যা। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

দিব্রদিয়া

দিব্রদিয়া [ফা দিব্র+স] বিংশ বিলম্বকারী। মানেএল, ১৭৪৩।

দিব্রদ [স দিব্র] বি হাতিব্র দাঁত। 'ধরে ধরে লখিত দিব্রদ মুক্তাহার।' আলোচ, ১৬৮০।

দিব্রা দ্র শেওরা

দিব্রাম [ফা দিব্রাম] বি মুদ্রাবিশেষ। 'দোয়াদশ দিব্রামে কিনিছ সে মূর্তি।' সুলতান, ১৭০০।

দিব্রি [স দীর্ঘ] ১ বিংশ বিয়ত্রায়ুত। 'দিব্রি ছন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিংশ দীর্ঘ। 'কালএ জে দিব্রি রাএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি দৈর্ঘ্য। 'সাবেক গুদাম সকলের নকশা মতে নবীন গুদামে দিব্রি প্রান্তে ও উর্ধ্বে তৈয়ার হবেক।' কালপে, ১৭৮৭।

দিব্রি [স দিবা] ১ বিংশ মনোহর; সুন্দর। 'পাদ্যার্থ্য দিব্রি তবে দিব্রি সিংহাসন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি শপথ। মানেএল, ১৭৪৩।

দিব্রি দ্র শেওরা

দিব্রি [ফা] বি মন। 'তবে ধাত্রি দিলে-মুখে কলোম কহিলা।' সুলতান, ১৭০০।

দিব্রি-আকরোজ [ফা] বিংশ কদম-উজ্জ্বলকারী। 'দিব্রি চাহে সদা দিব্রি-আকরোজ।' নজরুল, ১৯২৮।

দিব্রি-খোলা [ফা দিব্রি+আ খোলা] বিংশ মনখোলা; অকণ্ঠ। 'মোরা দিব্রি-খোলা খোলা প্রান্তর।' নজরুল, ১৯২৫।

দিব্রিখোশ [ফা] বিংশ প্রমুখচিত্ত; আনন্দিত-হৃদয়। 'অগ্রর গড়খাই-বেরা দিব্রিখোশ ফেরাটৌস।' নজরুল, ১৯৮৮।

দিব্রিগীর [ফা] বিংশ বেদনার্ত। 'জনি জাহাঙ্গীর বড় দিব্রিগীর।' ভারত, ১৭৩০।

দিব্রি-জান [ফা] বি মন্ত্রাণ। 'দিব্রি-জান খোলাস করে ... মিস্ত্রি পারিনি।' নজরুল, ১৯২৭।

দিব্রি-দরদি [ফা] বি ব্যথার ব্যথী। 'পেয়ালা, শরাব, দিব্রি-দরদি, দিলকুবা নাও, বেরিয়ে চলে।' নজরুল, ১৯৩০।

দিব্রি-দরাজ [ফা] বিংশ উদারচিত্ত। 'দিব্রি-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিগ্বিত দরবার জমিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দিব্রিদরিআ [ফা] বিংশ দানে মুক্তহস্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

দিব্রিদরিতা [ফা] ১ বিংশ সমুদ্রের মতো উদার। 'একবারে দিব্রি-দরিতা মেজাজ।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিংশ ব্যয়ে বা দানে মুক্তহস্ত। 'হর্ষবর্ধন দিলদরিতা হয়ে ওঠেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

দিব্রি দরিয়া করা ক্রি কদম প্রশস্ত করা। মানেএল, ১৭৪৩।

দিব্রিদার [ফা] বিংশ মহানুভব। বিদ্যা, ১৮৯১; 'দিব্রিদারদের দরাজ গলার রবে।' জীবন, ১৯২৭।

দিব্রিদারি [ফা] বিংশ মহানুভবতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

দিব্রি দিবা ক্রিবিংশ মনোযোগ দিয়ে। 'আজরাইল কহে নবী তন দিল দিবা।' গরীব, ১৭৬৫।

দিব্রি-দিয়ারা [ফা দিব্রি+স দিয়ার] বি অন্তরর বহু। 'কবর থেকে উঠব - নিয়ে এই শরাব, এই দিব্রি-দিয়ারা।' নজরুল, ১৯৩০।

দিব্রি-দিয়ারি [ফা দিব্রি+স দিয়ার] বি অন্তরর বাহুবী। 'ফুল্লমুখী দিব্রি-দিয়ারি, যীশা, বেপু, একই আড়াল।' নজরুল, ১৯৩০।

দিব্রিদিয়ালা [ফা দিব্রি+ফা দিয়ালাহ] বি দিলরূপ পেয়ালা। 'সরাইখানার দিব্রিদিয়ালায় মতি।' জীবন, ১৯২৭।

দিব্রি-দ্রিয়া [ফা দিব্রি+স দ্রিয়া] বি কদমরানী। 'আমার পুঁজি দিব্রি-দ্রিয়া আর লাল পেয়ালি মদ-রহিন।' নজরুল, ১৯৫৯।

দিব্রি-মাতাভো [ফা দিব্রি+স মত] বিংশ মন পাশল-করা। 'সেই দিব্রি-মাতাভো স্মৃতিটি মাঝিহারা ডিঙির মতো আমার হিয়ার যমুনার বারেবারে ডেসে উঠছে।' নজরুল, ১৯২২।

দিব্রিকুবা [ফা] বি এসবাজের মতো ভালের বাদ্যযন্ত্র। 'তোদের প্রভাত-স্বরের সুরে রে বাজে মন দিলকুবা।' নজরুল, ১৯২৯; 'কবর না ত্যাগ সেই পোভে এই শরাব সাক্ষি দিলকুবা।' নজরুল, ১৯৪২।

দিব্রি-দোস্ত [ফা] বি অন্তরর বহু। 'বলশবের সবচেয়ে দিব্রি-দোস্ত।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

দিব্রি-মুখে [ফা দিব্রি+স মুখ] ক্রিবিংশ কায়মনে। 'তবে ধাত্রি দিলে-মুখে কলোম কহিলা।' সুলতান, ১৭০০।

দিব্রিলগী [ফা দিব্রি+হি লগী] বি হাসি-তামাশা; মজ্জা; ঠাট্টা। 'দিলে দিলে আছ খুনসুড়ি করে দিললগী।' নজরুল, ১৯২৮।

দিব্রিগোয়া [ফা] বিংশ সাহসী। 'দিব্রিগোয়ার ভূমি, জোর তলগোয়ার হানে।' নজরুল, ১৯২২।

দিব্রিবার [ফা] বিংশ প্রাণবন্ত। 'মোরা দিব্রিবার ঝাঁড়া তলোয়ার হাতে আমানের শোভা পায়।' নজরুল, ১৯২২।

দিব্রিলাসা [ফা দিব্রি+লাসা] ১ বি আদর। মানেএল, ১৭৪৩। ২ বি সান্ত্বনা। 'মুগ্ধচিত্ত দিব্রিলাসা করিবেন।' জনকান, ১৭৮৪। ৩ বিণ উৎসাহিত। 'প্রধান পোক যে থাকে ভারদিশিতে সালিস হইবার কারণ যথোচিত দিব্রিলাসা করিবেন।' জনকান, ১৭৮৪।

দিব্রিলা [ফা] বি নির্ভীক। 'নাহি নাহে কি এর তোর মরদের এর দিলিরেয় গোদায়?' নজরুল, ১৯২২।

দিব্রিলাসী [দিব্রি+স বাসী] ১ বি ভারতের রাজধানী দিল্লীর অধিবাসী। 'দিব্রিলাসীরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন রুটির প্রকাশ দিতে চেষ্টা করছিলেন।' মুক্তভা, ১৯৫৮। ২ বিণ দিল্লীতে বসবাসরত। 'দিব্রিলাসী বাঙালিমহাই একব্যাক্তে তারবরে বলবেন, না, না, না।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

দিব্রিগোয়ালা [দিব্রি+হি গোয়ালা] ১ বি ভারতের রাজধানী দিল্লীর বাসিন্দা। 'মোটরবিহারী দিল্লীগোয়ালা কি শিল্প কি সঙমাশরী কোনও ইকুলেই কোনও দিন পড়ে নি।' সূরজ, ১৯২০। ২ বিণ দিল্লীতে তৈরি। 'পারে দিল্লীগোয়ালা বাগরা।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

দিব্রিগীর লাডু - অসার বস্তু; বা না পেলে মানুষ হতশ হয়, আবার পেলেও হতশ হয়। 'দিব্রিগীর লাডু, বোড়ার ডিম এরা কেউ প্রাচীন উপমা নয়।' অবন, ১৯২৫।

দিব্রিগীর [দিব্রি+স গীর] বি দিল্লীর অধিবাসি। 'দিব্রিগীর তো আমার গীর নহেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

দিব্রিগীরো [দিব্রি+স গীর] বি দিল্লীর অধিবাসি। 'দিব্রিগীরো বা জগদীশ্বরো বা, বলতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দিব্রি [স] ১ বি দিক। 'চাহে দশ দিব্রি।' হুতু, ১৪৫০। ২ বি বেয়ালা। 'সুরে আসা চোখে আশপালের দিশ নাই।' গুয়ালী, ১৯৪৮।

দিব্রিদিয়াস্তর [স] বি দিব্রিদিয়াস্তর। 'টানি লয়ে দিব্রিদিয়াস্তরের বারিধারা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দিব্রিশাশ [স] বি কুল-কিনারা। 'নাঈ পাকো দিব্রিশাশ শলশত রায়বীশ।' হুতু, ১৬০০।

দিব্রি দিব্রি [স] বি দিবিদিক। 'না জায়ে দিব্রি দিব্রি লাগে বড়

ডরে 'বড়, ১৪৫০।

দিশহারা [স দিশ+হারা] বিণ দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'এই বিভিন্ন এভাবে ও আকর্ষণে স্রেষ্ঠ শিল্পী আবুল ও দিশহারা নন।' ওদুদ, ১৯৪৬।

দিশা [স] বি দিক। 'বাড়িরা পশ্চিম দিশা সকল ছাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দিশানি, দিশানী [স] বি পঞ্চদশদর্শক। 'দিশানি: তুমি দেখাও দিশা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২: 'এতকো দিশানীকে তাই নজর দিতে হবে আবার ... ঘামের দিকে।' কেশব, ১৯৪৯।

দিশারু [স] ১ বিণ পঞ্চদশদর্শক। যানোএল, ১৭৪৩। ২ বি গোতে দিশারুপকারী নাবিক। 'দিশারু মাধুম কাটে দিশা করে পথ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দিশাহারা [স দিশা+হারা] ১ বিণ দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'সেই নদী পার হতে দিশাহারা হয়।' মানিকরাম, ১৭৮১: 'অত্যাচারে দিশাহারা কল্মাশন গ্রহভারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ হতবুদ্ধি। 'অন্ধ হইয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রিবিণ নিরুদ্দেশ। 'ওই শব্দ রেখা ধরে চকিত হইতে দিশাহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বিণ আবুল। 'দুহের মাদুহীতে করিল দিশাহারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দিশি [স দিশা] বি দিক। 'দশ দিশি ছুটে ফুল পরিমল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দিশি দিশি [স দিশা+] ক্রিবিণ দিকে দিকে। 'হৃদয়মধুরক বাইছে দিশি দিশি পান্যগ্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দিশেদ্বারা [স দিশা+হারা] বিণ দিক হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'মন রে মোর, পাখারে হেসে সে দিশেদ্বারা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দিশে [স দিশা+] ১ ক্রিবিণ দিকে। 'না জানো সে গেল কোণ দিশে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি জ্ঞান। 'অবোধ মন রে তোমার হুগো না দিশে।' শালন, ১৮৯০।

দিশে দিশে [স দিশা+] ক্রিবিণ সবদিকে। 'সুবাশ ছুটিবে দিশে দিশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দিশা [স দৃষ্টি+] ক্রি দেখা যাওয়া। দিশঅ ক্রি দেখা যায়। 'বহল বট দুই মার ন দিশঅ।' চর্য্য ২৬, ১২০০।

দিশা-দ্র দিশ

দিশি [স দিশা] বি দিন। 'যমে শ্রাণ হরি নিতে কিবা দিশি দিশি।' মালাগঙ্গ, ১৬৮০।

দিশি, দিশী [স দেশীয়া] বিণ দেশি; যশেবের। 'দিশী কৃষ্ণ গিবি কৃষ্ণ এ দেশে ও দেশ।' গঙ্গ, ১৮৫৮; 'দিশি সহ বিলাড়ীর যোগাযোগ নানা।' গঙ্গ, ১৮৫৮।

দিশি-বিশিণি [স দেশীয়া-বিশেণীয়া] বিণ দেশি ও বিশেষি। 'একটা গ্রামোবনে বজ্রত দিশি-বিশিণি সসীত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দিশে [স দিশা+] বি উপায়। 'একমাত্র মা-র কাছেই যেন আমি দিশে পেতাম।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

দিশেমিশে পাওয়া ক্রি কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝতে পারা। 'দিশেমিশে পায় না ও।' কায়দার, ১৯৬২।

দিশি [স দৃষ্টি] বি দৃষ্টি। 'সেখনি আপনা দিষ্টে যথেক উটের শিটে।' সুলতান, ১৭০০।

দিশিষ্ট [স দৃষ্টাভ] বি ব্যাক। গঙ্গ, ১৭৮৫।

দিশি, দিশী [স দৃষ্টি] ১ বি দৃষ্টিপাত। 'বলের সরির পানে ঘন দিশি পড়ে।' মালাগঙ্গ, ১৫০০। ২ বি বিবেচনা। 'দরখাস্ত পাঠাই দরখাস্ত দিশি করিয়া বিহিত হকুম করিবেন।' তর্জিত, ১৭৯২।

দিশি করম বি দেখা। গঙ্গ, ১৭৮৫।

দিশি-বিশে বি চোখের খুঁচা। 'তোরা কেবল দিশি-বিশে।' বিকৃতি, ১৯২৯।

দিস [স দিশ] বি দিক। 'জা লই অচ্ছন্ন তাহের উহ ও দিস।' চর্য্য ২৯, ১২০০।

দিসপাস [স দিশ+পাস] বি দিক-বিদিক। 'কোটি কোটি সর্প জায় নাহি দিসপাস।' মালাগঙ্গ, ১৫০০।

দিসই [স দৃশ+] ক্রি দেখা যায়। 'দিসই পর অশুয়া।' চর্য্য ৩৯, ১২০০।

দিশা [স দিশ] ১ বি দিক। 'এককুলি আরকুলি দিশা নাহি পাই।' মালাগঙ্গ, ১৫০০। ২ বি উপায়। 'আমি ডাবা পাইনা দিশারে।' জবানী, ১৮২৮।

দিশারু বি দিক-নির্গাহকারী নাবিক। 'দিশারু বসিতে পাট উপরে মাধুম-কাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দিশি, দিশী [স দেশীয়া] বিণ দেশি। 'দিশী সাধু হইল বধু না আইল বৈদীর্ঘ্য।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'জদি কেহো এ দিশি লোক হয়।' কালোয়্য, ১৭৮৯।

দিশিদিগ (স দিশবস) ক্রিবিণ প্রতিদিন। 'দিশি অন্ন পায়স জোবায় দিশিদিশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দিশেদ্বারি বি ভিসেখর। 'ভিসেখর-ব্রিষ্টাশের দ্বারদ বা শেব মাস। 'ইহার বার্ষিক যেরামত আয়ামি ১৫ দিশেদ্বারি পর্যন্ত সাধ হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৪।

দিশা [কা দশা] বি ২৪ বানা কাগজের তড়া। গঙ্গ, ১৭৮৫: 'দিশাবাসেক বলির কাগজ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দিশে [কা দশা] বি ২৪ বানা কাগজের তড়া। 'দেড় দিশে দিকেশ করি।' নীনবজ্র, ১৮৬৩।

দিশ্য দিশন্তর [স দিশদিশন্তর] বিণ দিশিদিশন্তর। 'দাভালেন দীত কব্যা দিশ্য দিশান্তর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

-দিহের অব্য -দিশের -সের। 'তাহার দিহের অনেক তহদিয়া হয়।' হালফেজ, ১৭৭৩।

দীউয়ান্না [কা দীউয়ান] বিণ দেওয়ানা; পায়ল। 'হয়েতো জুলন্ত তার কুক বুক দীউয়ান্না সে সুর।' ফররুজ, ১৯৪৩।

দীক্ষা [স] বি শিক্ষা। 'দুর্বাদলশ্যাম কোদণ-দীক্ষা-ওক।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

দীক্ষাত্তর [স] ১ বি শিক্ষাদাতা। 'দুর্বাদলশ্যাম কোদণ-দীক্ষা-ওক।' কৃষ্ণ, ১৫৮০। ২ বি মন্ত্রদাতা। 'শিক্ষাত্তর বনো তাই দীক্ষাত্তর পা।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

দীক্ষামন্ত্র [স] বি তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রদান; ব্যাঘাত। 'দীক্ষামন্ত্র সেহ কৃষ্ণ ভজন করিব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দীক্ষা [স দীক্ষা+] ক্রি দীক্ষিত করা। 'এই শ্লোকে তৃত্তবিধাথ/দীক্ষিহে ধরনীয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দীক্ষিত [স] ১ বিণ উপদেশগ্রাহক। 'ডাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ দীক্ষা গ্রহণ করেছে এমন। 'হৃগজিৎ সিংহের পুত্র ... ইসুমুহে দীক্ষিত হয়েছেন।' হেভাম,

দীক্ষিত করা

১৮৬১।

দীক্ষিত করা ক্রি আনুষ্ঠানিকভাবে দলভূত করা। 'সরবেশ, দীক্ষিত কর।' নজরুল, ১৯২৪।

দীক্ষিতা [স] বিণ স্ত্রী শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'চতুরতা-দীক্ষিতা কৈশোরে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

দীঘ [স] দীর্ঘা বিণ দীর্ঘ। 'নাগর মমুরিম ভাস/ সুন্দরি গদগদ দীঘ নিসাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দীঘল [স] দীর্ঘ<। ১ বিণ দীর্ঘাকার। 'গাছ বেটিল তোর দীঘল বসনে।' যতু, ১৪৫০। ২ বিণ আয়ত; টানাটানা। 'দীঘল বোচনজোর কি বলিল তায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

দীঘি [স] দীর্ঘাক। বি বড়ো আকারের জলাশয়। 'সুরমা দীঘি তট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দীঘিজল [স] দীর্ঘিকা+স জল। বি দিঘির জল। 'কাশো দীঘিজল তারই সুশীতল।' প্রেমেন্দ্র, ১৯০২।

দীঠি [স] দীঠি বি দীঠ। 'জখনে দুহক দীঠি বিছড়লি দুহ মনে দুখ লাগ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দীদার [ক] বি দর্শন। 'শড় শির মেলাইয়া করি যে দীদার।' গরীব, ১৭৬৫।

দীধিতি [স] বি দীপ্তিময়। 'দীধিতি রবি যেন দ্বিতীয়।' মাইকেল, ১৮৬০।

দীন^১ [স] ১ বিণ অভ্যাগ। 'ভক্তিদান সেহ প্রভু উদ্ধার দীন।' বৃন্দা, ১৮০০। ২ বি বিপন্ন। 'দূর কর দুর্গা মোর অকালমরণ দয়া কর হরদারী দীনের শরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ দরিদ্র। 'দুঃখি দীন প্রজারা, যে দারুণ দুঃখে দিনপাত করে।' প্রভাকর, ১৮৫৮। ৪ বিণ করুণ। 'হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৫ বিণ ক্ষুদ্র। 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের-হৃদে দীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'বিকারে বিকারে দীন আপনারে গারি।' চিরিতে দুয়ারে দুয়ারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দীনজনা [স] দীনজন। বি অসহায়জন। 'তাগহরণ তোমার চরণ অসীমশয়ন দীনজনার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

দীনতম [স] বিণ অতিশয় দরিদ্র। 'দুঃখে দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকেও ত্যাগ করেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দীনতা [স] ১ বি বৈদ্য। 'দীনতা কুদ্রিয়ার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি দারিদ্র্য। 'দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সভ্যদানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি হীনতা। 'তাহাদের ভোগ-বিলাসের দীনতা-কৃপা-খ্যাতি গাড়িভুজি এবং তকমা-চাপরাসের ঘরা ঢাকা পড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দীনতারল [স] বিণ গরীবের ত্রাণকারী। '... সেই দীনতারল পুণ্যপ্রোক পবিত্রাজ।' প্রচারক, ১৮৯১।

দীনতা-হীনতা [স] বি দুঃখ কষ্ট। 'তাহা অন্তরে দীনতা-হীনতা ঢাকিবারই বার্থ প্রয়াস মাত্র।' নজরুল, ১৯২২।

দীনত্ব [স] বি দারিদ্র্য। 'আমার দীনত্ব দূর হয় না।' কেবি, ১৮১২।

দীনদয়াবতী [স] বিণ দরিদ্র বা দুঃখীর প্রতি দয়াশীল। 'দুর্গা পরা মনোহরা দীনদয়াবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দীনদয়াময় [স] বিণ দরিদ্রের প্রতি কৃপাশীল। 'খোদাতত্ত্ব খোদাতীত খোদাশ্রেমিক দীনদয়াময়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

দীনদুঃখী [স] দীনদুঃখী বিণ অত্যন্ত গরীব। 'দীনদুঃখি দীড়িত লোকেরসের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরুপিত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

দীনদুঃখিনী [স] বিণ স্ত্রী অত্যন্ত গরীব। 'গ্রন্থক দীনদুঃখিনী।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

দীনদুঃখী [স] ১ বি অত্যন্ত গরীব। 'অনেক দীনদুঃখীকে বিদ্যা দান করিতেছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ২ বিণ ছোটোবড়ো; দরিদ্র-দুঃখী। 'অমিতেহ দীনদুঃখী সকলের যারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দীনদয়ন [স] বি করুণ চোখ। 'অমন দীনদয়নে তুমি চেয়ো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দীননাথ [স] বি স্ত্রিকর্তা। 'কত দিনে এ দীনের প্রতি দীননাথ দফা করিবেন।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

দীনশালক [স] বিণ দরিদ্রের শালনকর্তা। 'তুমি পরম ধার্মিক, পরোপকারী, দীনশালক।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

দীনশ্রাণ [স] বিণ দুর্বলচিত্ত। 'আজ তুমি কৃপায় দীনশ্রাণ রোগজীর্ণ শিতনের ক্রীড়াভূমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

দীন প্রার্থনা [স] বি করুণ আবেদন। 'অর্থীজনের দীন প্রার্থনা যে পার পূরণ কর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

দীনবন্ধু [স] বি প্রভু; ঈশ্বর। 'তুআ পদশব্দ করি অবলম্বন তিল এক দেখে দীনবন্ধু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'হে দীনপ্রায় দীনবন্ধু।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

দীনবেশ [স] ১ বি অসহায় অবস্থা। 'ওরে আশা, কেন তোর হেন দীনবেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি দরিদ্রবেশ। 'বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দীনভাব [স] ১ বি দরিদ্র অবস্থা। 'দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সঞ্জন নয়নে, দিনপাত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি দীনতা প্রকাশ পায় এমন ভাব। 'তাহার মৌন দীনভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দীনভাবাপন্ন [স] বিণ নিজেকে ছোটো মনে করে এমন। 'এই দীনভাবাপন্ন মহিলাগণের কঙ্করাবৃত্ত ক্ষেত্র সদৃশ যে বন্ধুর অন্তঃকরণ তাহা বিমাত্রাশ্র ঘর্ষণী ঘরা সরল করিতে চেষ্টা কর।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

দীনমুখ [স] বি করুণ মুখ। 'তিনি নির্জিত কোটি দীনমুখে/ বজ্রঘোষ বারতা।' নজরুল, ১৯৩০।

দীনরঞ্জন [স] বিণ দুঃখীর সহায়। 'দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

দীনসত্ত্ব [স] বিণ দীন অস্তিত্বের অধিকারী। 'উপন্যাসে নব্য যুগের নির্বাণ, নপুংসক, নির্বিধি, দীনসত্ত্ব, পরতাত্ত্বিক চরিত্রের আবির্ভাব ...।' শিব, ১৯৫০।

দীনহীন [স] বিণ অতিশয় দরিদ্র। 'প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীনজনে...' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দীনহীনা [স] বি স্ত্রী দরিদ্র। 'অগ্নি দীনহীনা, অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুহা জননী যমিনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দীনা [স] বিণ স্ত্রী দরিদ্র। 'দীনা নবীনা যবনী ব্যাভাঙ্গা।' দর্পণ, ১৮২৫।

দীনাতিদীন [স] বিণ অতিশয় দরিদ্র। 'চোখকে মুছ করেছে তাঁরই একজন দীনতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

দীনাতিহীন [স] বিপ অতিশয় নিঃস্ব। 'আমরা আর দীনাতিহীন ও দুশিত' প্রচারক, ১৯০৩।

দীনাখ্যা [স] বিপ নিঃস্ব; জীত। 'ঐ দীনাখ্যা ইদুরটা যখন তাঁর ভাতারে ঢুকে...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দীনাদি [স] দীন-আদি। বি দরিদ্রাণ। 'দীনাদি কেহ ক্ষুদ্রমান হইয়া গমন করে নাই।' দর্পণ, ১৮২৬।

দীনান্দ্র [স] বি দরিদ্রের সহায়; ইন্দ্র। 'হে দীনান্দ্র দীনবন্ধু!' অক্ষয়, ১৮৪৬।

দীনাধীনা [স] বিপ জী অত্যন্ত করুণ। 'নব সুর তানে বাণী দীনাধীনা।' নজরুল, ১৮০২।

দীন^১ [আ] বি ধর্ম। 'দীন ইসলাম আর আবৃত্ত্য বনে' আলগোল, ১৬৪০।

দীন-আবেদী [আ] বি ইসলামি ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। 'সবার চোখেই জ্বলের ধারা দীন-আবেদীর ভাবনা পড়ে।' জঙ্গী, ১৯৩১।

দীন-ই-ইসলামি [আ] বিপ ইসলাম ধর্মীয়। 'কুলিয়া উঠেছে/দীন-ই-ইসলামি লাল মশাল।' নজরুল, ১৯৩২।

দীন-এসলাম [আ] বি ইসলাম ধর্ম। 'দীন-এসলামের কথা কাঁচকলা কিছুই শিশু নাই।' রোকেয়া, ১৯০০।

দীনদার [আ] দীন+দা দার। বিপ ধর্ম্যনুভূতিসম্পন্ন। 'যদি তেলে সেলা থাকে হতে দীনদার।' গল্পী, ১৭৬৫।

দীনদারী [আ] দীন+দা দারী। বি ধর্মিকতা। 'ওই বেদীনা লোতে পড়ে দীনদারী ফুলে মাও।' ইয়াদুল, ১৯২০।

দীনদুনিয়া [আ] দীন+ফা দুনিয়া। ১ বি সর্বধিক কমতা। 'এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবে।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি ইহলাল। 'পূরক। 'দীনদুনিয়ার ভেত্রে আমার বুঝায় কিসের ফুল।' জঙ্গী, ১৯২৭।

দীন^২ [স] দিন। বি দিন। 'একত দীন রায়ের মধ্যে একত জোনক সন্ময় ঘরে লইয়া সন্ময় করায়।' হ্যালহেড, ১৭৭৩; 'গাঙ্গন উপলক্ষে- ৭ দীন।' চিঠিপত্র, ১৮৬২।

দীনা প্র দীন^১

দীনার [আ] বি আরবের স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। 'স্বর্ণ দীনারের অমোঘ বৃত্তের মতো রূপ নিরে নড়ে।' জীবন, ১৯৩০।

দীনীয়াত [আ] বি ধর্মশিক্ষা। 'হাই ফুলে দীনীয়াত ও আরবী...' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

দীনী [আ] বিপ ধর্মীয়। 'আন নয়া দীনী ফরমান।' নজরুল, ১৯৩২।

দীনেশ [স] দিনেশ। বি সূর্য। 'ব্রহ্মাণিল ভরাণা আলোশ দীনেশ।' আলগোল, ১৬৪০।

দীন [স] বি গ্রন্থ। 'দিশাফালে দীনেশ আদর।' মুহুদ, ১৬০০।

দীন-ইশারা [স] দীন+আ ইশারা। বি গ্রন্থপত্রের ইঙ্গিত। 'কারে ডাক দীন-ইশারা।' নজরুল, ১৯২৪।

দীনশাস্ত্র [স] দীন+শাস্ত্র। বি যার উপর বাতি রাখা হয়; পিলনুজ। 'দীনশাস্ত্রাও মাটির।' মঙ্গারকর, ১৯৩০।

দীনশূর [স] বি বাতিঘর। 'একটা দীনশূর গ্রন্থন করাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

দীনশ্রোতি [স] বি বাতির আলো। 'উজ্জ্বল দীনশ্রোতি ও বায় শোভা যাত্র সন্দর্শন করিয়া নিরন্তর রহিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দীশরলমল [স] দীশ+স কুলকুলা। বিপ আলোতে ফলমল করে এমন। 'দোলে ধরাতল/দীশরলমল।' নজরুল, ১৯২৯।

দীশদান [স] বি দীশদার। 'অশিরে দীশদান, ঘটাজনি, উদয় অত...' অবন, ১৯০৯।

দীশদীপ্ত [স] বিপ গ্রন্থপে আলোকিত। 'প্রবাসী দীশদীপ্ত সূত্ব নিরুত অবসানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দীশ-নেতা [স] দীশ+নেতা। বিপ দীপ নিতে পেছে এমন। 'দীশ-নেতা মোর বাতায়নে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দীশমক্ষিকা [স] বি জ্বোনাকি। 'ঐ পতঙ্গের নাম দীশমক্ষিকা।' অক্ষয়, ১৮৫২।

দীশমালা [স] বি বাতির মালা। 'উপরে আকাশমণ্ডল নক্ষত্রপুট-পরিপূর্ণ ও নিম্নভাগে ভূমণ্ডল দীশমালার মণ্ডিত দেখিয়া...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দীশমলাকা [স] বি দিয়াললাই। 'দীশমলাকার ন্যায় হইতে প্রবেশ করিয়া আলো কর।' বর্ডিন, ১৮৭৪।

দীশপাদিনী [স] বিপ জী আলোকময়। 'অসীম পথের রাত্রি দীশপাদিনী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দীশশিখা [স] বি গ্রন্থপত্রের শিখা। 'সুবর্তী আদৌ বয়সের তারুণ্য জন্য দীশশিখার ন্যায় মন চঞ্চল হইল।' ভবানী, ১৮২৮।

দীশতর [স] বি লাইটপোস্ট; বাতিঘর ধাম। 'টোপনের দীশতর দিতে বেঙ্কের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দীশহীন [স] বিপ অন্ধকার। 'আদি সেই দীশহীন জনহীন প্রকণ্ড ঘরের...' রবীন্দ্র, ১৮৪৫।

দীশাখিত [স] বিপ আলোকিত। 'তিমিরে মিলালে তুমি দীশাখিত সেহলী উত্তরি।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

দীশাখিতা [স] ১ বি জী দেওয়ালি; আলোক উৎসব। 'বধু তব দীশাখিতা আসিবে কখন।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বিপ জী আলো-কলমলে। 'হৃৎশামলী দীশাখিতা বাপদান আবার হেসে উঠেছে।' শওকত, ১৯৯২।

দীশাবলী [স] বি গ্রন্থসমূহ। 'রক্তনের চূড়া-ব্রহ্মে শিরোদেশে ফুলে দীশাবলী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

দীশায়নের উৎসব - দেওয়ালি। 'দীশায়নের উৎসবে ডাক দিবে আনন্দে।' অজিত, ১৮৫০।

দীশালি, দীশালী [স] দীশাবলি। বি দেওয়ালি; দীশমালা। 'দীশালিতে লাগিয়ে দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'দীশালী উৎসবের মতই আনন্দের ফুলেছে।' নবোদয়, ১৯৪৮।

দীশালিকা [স] বি গ্রন্থপত্র; বাতি। 'অনির্বাপ আলোকোতে সাজায় অক্ষয় দীশালিকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

দীশালোক [স] বি গ্রন্থপত্রের আলো। 'কোনো রজনীতে কি রে ফুল দীশালোকে...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দীশালোকরেখা [স] বি গ্রন্থপত্রের কীর্ণ আলো। 'দরজার কাঁক দিয়া যে-দীশালোকরেখা দেখা হাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দীশালোকিত [স] বিপ গ্রন্থপত্রের আলোতে উজ্জ্বল। 'দীশালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দীপিত [স] ১ বিপ আলোকিত। 'দীপিত দিনের ছবি।' আহসান, ১৯৪৪। ২ বিপ দীপ্তি ছড়াচ্ছে এমন। 'দীপিত চমকটা সঙ্গে সঙ্গে

দীপের থালা

মনের মধ্যে একটা ক্রিয়া করে। 'সেলিনা', ১৯৭৫।

দীপের থালা বি প্রদীপ ক্লাসোনের পাঠ। 'কবর আমি আরতি তার নিয়ে দীপের থালা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

দীপোচ্ছ্বাস [স] দীপ-উচ্ছ্বাস। বিশ ক্রী আলোকোচ্ছ্বাস। 'দীপকরের করিতা দীপোচ্ছ্বাস।' অচ্যুত, ১৯৫০।

দীপক [স] ১ বি প্রদীপ। 'দুই দিকে যেন দুই দীপক সুন্দর।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'মূলতানী, দীপক রাগের সংঘবন্ধি।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭২। ৩ বি বাজ পাখি। 'বড়-কথা-কণ্ড কোথা বদায়েছে, তমিহা তমালে সভয়ে সংবরি আছে উচ্ছ্বল বিবরা দীপক।' সৃষ্টি, ১৯২৮।

দীপকরাগ [স] বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'অগ্নিবিহার এই যে আশুন-ভরা দীপকরাগ আলাপ।' নজরুল, ১৯২৭।

দীপকা [স] বি সংগীতের রাগবিবিশেষ। 'দীপকা গান্ধারী বেলাবলির গান।' আলোড়ন, ১৬৮০।

দীপতি [স] দীপ্তি। বিশ তেজোময়। 'যাঁর তেজে সর্ব দেশ হএচ্ছে দীপতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দীপন [স] ১ বি উদীপন। 'চুব আলিসন কামের দীপন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি প্রজ্জ্বলন। 'অগ্নির দীপন করে ভিজে হ'লে পর।' তপ, ১৮৫৮।

দীপা [স] দীপ>। ক্রি জ্বালানো। 'দীপিছে লগাটামাঝে মহিমার শিখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। দীপিছে ক্রি ক্লাহে। 'দীপিছে লগাটামাঝে মহিমার শিখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। দীপিয়া দীপিয়া ক্রি বি মিট করে। 'নীল সরাবেই হীরক-পথের ন্যায় দীপিয়া দীপিয়া জ্বলিতেছে।' সিরাজী, ১৯১৮।

দীপিকা [স] ১ বি বাখ্যা পুস্তক। 'কিঞ্চিৎ ঘেঘনয়া হইয়া দীপিকা পুস্তক রচিতেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি ক্রী ছোটো প্রদীপ। 'প্রতি স্বচ্ছায় করন বাখ্যা/জ্বাল তব নব দীপিকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

দীপ্ত [স] বিশ আলোকিত। 'তদালোক অশেষ বস্তুকে দীপ্ত প্রভু প্রস্তুত করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

দীপ্তচকু [স] বি উজ্জ্বল দৃষ্টি। 'তখন দীপ্তচকু একবার ... মুখের দিকে চাহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দীপ্তকাল [স] বি উত্তম। 'দীপ্তকাল অমিতালা সুখা জয়রস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দীপ্তনেত্র [স] বিশ উজ্জ্বল চোখ-বিশিষ্ট। 'শীর্ণ ক্রিষ্ট তব শ্বেতগুঠাধর দীপ্তনেত্র ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দীপ্তবর্ণ [স] বিশ উজ্জ্বল রং-বিশিষ্ট। 'দয়া ও দাবিতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পাতকা আমার।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দীপ্তমান [স] দীপ্তিমান। বিশ আলোকময়। 'দেবতার বাস হেতু দীপ্তমান করি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দীপ্তা [স] বিশ ক্রী প্রজ্জ্বলিত। 'জয় অগ্নিহোত্রী অগ্নি দীপ্তা উন্নতপা জ্যোতির্ময়ী।' নজরুল, ১৯০১।

দীপ্তালোক [স] বি উজ্জ্বল আলো। 'তড়িৎশিখা কণিক দীপ্তালোকে/হাংতেছিল চমক তোমার চোখে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দীপ্তি [স] ১ বিশ আলোকিত। 'আজা কৈলা দুই নখে করিবরো দীপ্তি।' সুশান্ত, ১৭০০। ২ বি আলো। 'দীপ্তি ফলানো।' মানোএল, ১৭৪৩।

দীপ্তিকর [স] বিশ দীপ্তিময়। জ্যোতির্ময়। 'বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড

অনলের ন্যায়।' রামরাম, ১৮০১।

দীপ্তি ফলানো ক্রি দীপ্তমান হওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

দীপ্তিবিকাশ [স] বি আলো বিকিরণ। 'সূর্য-নক্ষত্রাদি দীপ্তিবিকাশ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দীপ্তিবিহীন [স] বিশ দীপ্তি নেই এমন। 'শ্রীহীন দীপ্তিবিহীন করিলে প্রজ্জ্বলিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দীপ্তিময় [স] দীপ্তিময়। বিশ জ্যোতির্ময়। 'আকাশে পুষ্পের জুতি অতি দীপ্তিময়।' সুশান্ত, ১৭০০।

দীপ্তিমতী [স] বিশ ক্রী উজ্জ্বল। 'তার কীর্তি কানীতে ও গয়াতে অন্যাশি দীপ্তিমতী আছে।' দর্পণ, ১৮২২।

দীপ্তিময় [স] বিশ জ্যোতির্ময়। 'ইহা অর্ধবৃত্তাকার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিময় আয়তন ক্রমশঃ কীর্ণপ্রভ হইয়া আসে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দীপ্তিমা [স] বিশ দীপ্তিময়। 'গগন-অবন-আলোকে উদার দীপ-দীপ্তিমা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দীপ্তিমান [স] বিশ আলোময়। 'দীপ্তিমান করে জেন প্রভাত ভাস্কর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দীপ্তিরশি [স] বি সমূহ উজ্জ্বলতা। 'আকাশে আজ হড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তিরশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দীপ্তিরেখা [স] বি তেজবিতা। 'তরুণ যুগের দীপ্তিরেখা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

দীপ্তিহারা [স] দীপ্তি+হারা। বিশ দীপ্তি নেই এমন। 'এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দীপ্তিহীন [স] ১ বিশ নিশ্চল। 'দেখ দেখি শশিমুখি শিশি দীপ্তিহীন।' মদনমোহন, ১৮০৮। ২ বিশ তেজোহীন; দুর্বল; নিভেজ। 'আমার এই ... দীপ্তিহীন আপনাকে এখন সেবতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

দীপ্তোচ্ছ্বাস [স] দীপ্তি-উচ্ছ্বাস। বিশ দ্রুতিময়। 'দেহ দীপ্তোচ্ছ্বাস অরণ্যমেষের তলে গ্রাসিত-অনল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দীপ্ত্যমান [স] বিশ দীপ্তিশালী। 'দীপ্ত্যমান মেক্ষস্ক যথা রবিকরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

দীর্ঘ [স] দীর্ঘ। বি দীর্ঘ। 'বিলম্ব না সহে আমার দীর্ঘ।' গিটটী, ১৬০০।

দীর্ঘিমীমি [ধ্বন্য] বি আলক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। 'ভয়ুর দীর্ঘিমীমি বাজান দেবশাসী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দীর্ঘা [স] দীর্ঘ। বি পেরি। মানোএল, ১৭৪৩।

দীর্ঘ [স] দীর্ঘ। বিশ দীর্ঘ; দীঘল। 'দীর্ঘ যামিনী বিবস ভাও কীদী/ঝাপন তপন ভূহার।' রাহমার, ১৬০০।

দীর্ঘ [স] দীর্ঘ। বিশ দীর্ঘ। 'এতো দীর্ঘ, যে, কতো অনভোক্তা কুটি সমুদ্রো পারে।' অভ্যন্তরীণ, ১৭৪৩।

দীর্ঘ [স] ১ বিশ লম্বা। 'নীল কুটিল ঘন মূদু দীর্ঘ কেশ।' বড়, ১৪৫০। ২ বিশ গভীর। 'ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি দৈর্ঘ্য। 'তাহার দীর্ঘ প্রহ এক ২ দিগো পাঁচ ২ কোশ আরতন।' রামরাম, ১৮০১। ৪ বিশ দীর্ঘ দিনের। 'দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'আরো দীর্ঘ পরিচয় তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ বিশ লম্বা। 'শালের গাছ সারি সারি দীর্ঘ, স্বল্প, পুরাতন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৬ বিশ নিবিড়; গাঢ়। 'হেমন্ত, যা কিছু গেলে দীর্ঘ প্রেম, বৃকে নিয়ে চলো।' শক্তি, ১৯৬১।

দীর্ঘ আয়ুঃ [স] বি দীর্ঘজীবন। 'তাহার অচল রাজ্য ও দীর্ঘ আয়ুঃ

প্রার্থনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

দীর্ঘ ইকার [স] বি স্বরবর্ণ 'ই'-এর সন্ধিক্ত রূপ। 'উহার সকল বিচিত্র ও সকল বসনেই দীর্ঘ ইকারান্ত লেখা উচিত।' *অক্ষর*, ১৮৫৩।

দীর্ঘকর্ণ [স] বি গাথা। 'সস্তা গনে ছুটে আসে বত দীর্ঘকর্ণতোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দীর্ঘকায় [স] বিশ দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। 'একদল বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও কথিষ্ঠ মনুষ্যের বংশধরো ...।' *অক্ষর*, ১৮৪৮; 'সর্কাপেচা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় শোক।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দীর্ঘকাল [স] বি বহুকাল; চিরদিন। 'বাহাতে বহুজন স্রীয়ে দীর্ঘকাল জীবনধারণ থাকিতে পারেন।' *জ্ঞানবেষণ*, ১৮৩৬।

দীর্ঘকালব্যাপী [স] বিশ অধিক সময় ধরে স্থায়ী। 'এমন আশাত করত না যার ফলে অল্পহানি, অবিখ্যাহি, পরাজয়ের দ্রাবি দীর্ঘকালব্যাপী দাখিয়া ...।' *অন্নদা*, ১৮৭৭।

দীর্ঘকালসাধ্য [স] বিশ সম্পাদ্য করতে দীর্ঘ সময় লাগে এমন। 'ভাষায়া ... দীর্ঘকালসাধ্য বহু সকল সম্পাদ্য করিতেন।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

দীর্ঘকালস্থায়ী [স] বিশ অধিক সময় ধরে টিকে থাকে এমন। 'ভক্ত্যেবমিদী পুত্রিকা ... দীর্ঘকালস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ইয়ায়ছে।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

দীর্ঘকেশী [স] বিশ লম্বা কেশের অধিকারী। 'দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সবেকেরা (সেবিকা নর) তাঁদের মাথা ধুরে দেবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দীর্ঘকালীন [স] বিশ লম্বাটে গঠনবিশিষ্ট। 'শাটিন পরা দীর্ঘকালীন নারীরা মতো।' *জীবন*, ১৮৪০।

দীর্ঘজটাবাহী [স] বি লম্বা জট আছে এমন লোক। 'অক্সফোর্ড হেরিলাম দীর্ঘজটাবাহী।' *শিরিশ*, ১৮৮৭।

দীর্ঘজীবন [স] ১ বি দীর্ঘায়ুধিনিষ্ঠ জীবন। 'কাজের অন্ত্যে জীবন হলে দীর্ঘজীবন হত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ২ বি দীর্ঘকায়। 'যদি কেহ বলবতের দীর্ঘজীবন নগরত লম্বের শোষণ করেন।' *জামায়াত*, ১৯৩৬।

দীর্ঘজীবিনী [স] বিশ স্ত্রী দীর্ঘায়ু। 'বিখ্যাত তোমাকে দীর্ঘজীবিনী করুন।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

দীর্ঘজীবী [স] ১ বিশ দীর্ঘ দিন বাঁচে এমন। 'দীর্ঘজীবী হার্ডও সমান।' *মুকুন্দ*, ১৯০০। ২ বিশ দীর্ঘস্থায়ী। 'বিশ্রব হোক দীর্ঘজীবী।' *বীণেশ্বর*, ১৯৬৮।

দীর্ঘতনু [স] বিশ লম্বা দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘতনু বালকটকে দেখিয়া ভাষার মূগের নিম্নে চাহিয়া রহিল।' *ভাস্কর*, ১৮৪০।

দীর্ঘতর [স] বিশ তুলনামূলক লম্বা। 'বেলা ঘীরে যার চলে ছায়া দীর্ঘতর করি অবশ্যের তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

দীর্ঘতম [স] বিশ সবচেয়ে দীর্ঘ। 'পৃথিবীর দীর্ঘতম লাইনটি অর্থাৎ তার কটিবেটন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দীর্ঘতা [স] ১ বি বিস্তৃতি; স্থায়িত্ব। 'দিন দিন দিনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া ভাষারদিগের বাক্য দিন প্রকাশ পাইতেছে।' *বসন্ত*, ১৮২৯। ২ বি দৈর্ঘ্য। 'ভাষার দীর্ঘতা এক্ষেত্রেও অধিক।' *অক্ষর*, ১৮৫৪। ৩ বি উচ্চতা। 'গহরের রং ফর্সা, দীর্ঘতার তালপাতা।' *সংকট*, ১৯৫৮।

দীর্ঘতাল [স] বি দ্রুততাল। 'অন্তরের নদীর ডেউ দ্রুততাল ও প্রথমতয়তার সাগরের দীর্ঘতাল ছাড়িয়ে উঠেছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

দীর্ঘ ত্রিশদী [স] বি ছপের নাম। *আলাওল*, ১৯৩০।

দীর্ঘদর্শী [স] বিশ দূরদর্শী। *সর্বস্ব*, ১৮৩৩।

দীর্ঘদিন [স] ক্রিয়ণ অনেক দিন ধরে। 'দুখ হয়ে আপনার সুরে দীর্ঘদিন দীর্ঘায়ু চলে গেল একান্ত সুদূরে ছাড়িয়ে সরসারনীয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫; 'দীর্ঘদিন সসীমনি এক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দীর্ঘদীপিতসেহা [স] বিশ স্ত্রী লম্বা ও ক্রমসে দেহবিশিষ্ট। 'দীর্ঘদীপিতসেহা কয়েকজন সুন্দরী মহিলা আছেন।' *অভিভা*, ১৯২০।

দীর্ঘদেহ [স] বিশ দীর্ঘ দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘদেহ ন্যূনতম মনুষ্য, যুবতিনি লাক্ষকের মতো ইচ্ছ নত।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দীর্ঘদেহী [স] বিশ দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট। 'দীর্ঘদেহী লোকটি চাইলে ওপর পানে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

দীর্ঘনিশাস [স] বিশনিশ্বাস। 'দীর্ঘনিশ্বাস।' 'উঠেছে ঘীরে দীর্ঘনিশ্বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

দীর্ঘনিশ্বাস [স] বি গভীর শোকে ফেলা নিশ্বাস। 'দীর্ঘনিশ্বাসে উহা হৃদয় নরক হইতেছে।' *অক্ষর*, ১৮৫৬।

দীর্ঘনিশ্বাস [স] বি দূর বা অন্য কোনো কারণে ফেলা দীর্ঘ শ্বাস। 'দীর্ঘনিশ্বাসে ত্যাপ করিয়া ...।' *বর্জ্য*, ১৮৬৪।

দীর্ঘপাশ [স] বি দীর্ঘ সময়। 'সমস্ত সন্ধ্যারের দীর্ঘপাশ দুগ্ধের রেখা কেটে এসেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দীর্ঘপাশ [স] বি দীর্ঘ পশ্চাতের দ্রাবি। 'দীর্ঘপাশের বীকর করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

দীর্ঘপাশ [স] বি লম্বা বাক। 'মুখে মুখে দীর্ঘপাশ রচনা করিয়া উচ্চারণের বিশাশ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দীর্ঘ-পাশ [স] বিশ দীর্ঘপাশ। 'দীর্ঘ-পাশ।' 'মৌলবী সাহেবের এসেমেসর দীর্ঘ-পাশ কতটা ছিল, তার এমতেহান লওয়ার সুযোগ কারো হয় নাই।' *মন্সুর*, ১৯৩৫।

দীর্ঘপ্রহ [স] ১ বিশ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। 'তাহার দীর্ঘ প্রহ এক ২ দিলে পাচ ২ কোশ আরতন।' *রামরাস*, ১৮৩১। ২ বিশ লম্বা-চওড়া। 'তাহার দীর্ঘপ্রহ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গুরে প্রবেশ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

দীর্ঘপ্রাণ [স] বি দীর্ঘস্থায়ী বাক্তি। 'এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও বহুপ্রাণ পরম ঐশ্বর্য ও শক্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দীর্ঘমেয়াদী [স] বিশ দীর্ঘ+আ যীর্ণ+আ বিশ অনেক দিনব্যাপী। 'কর্পূপক্ষের বহু ও দীর্ঘমেয়াদী পরিচয়না কি ইয়ায়ছে।' *আজাদ*, ১৯৫৬।

দীর্ঘল [স] বিশ লম্বা। 'অর্ধগজ দীর্ঘল আহিল তার দাড়ি।' *সুলতান*, ১৭০০।

দীর্ঘ লাফ [স] বিশ-লাফ। 'বি এক লাফে দীর্ঘ স্থান অতিক্রম করার বেশারিমেহ।' *দীর্ঘ লাফ*। *বেগম*, ১৯৭০।

দীর্ঘ-স্বপ্নী [স] বিশ বড়ো শিশু। 'বিশ্রামে দীর্ঘ-স্বপ্নী ক্রমে কাননে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

দীর্ঘাঙ্গ [স] ১ বি সুখ-দুঃখগত গভীর হাস্যতাপ। 'যদি তার দীর্ঘাঙ্গ বাধা নাহি মেনেছি।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ বি দূরত্ব।

দীর্ঘশব্দ

'মাঝে মাঝে জাগে মেন দূর অতীতের দীর্ঘশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দীর্ঘশব্দ [স] **বিশ** লম্বা দাড়িসৌন্দর্য। 'গোরাবাসন ও তিলকপ্যারী দীর্ঘশব্দ বিরলকেশ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দীর্ঘসূত্র [স] **বিশ** অলস। 'আমার দীর্ঘসূত্র স্বভাবে ...।' সুশীল, ১৯৫৩।

দীর্ঘসূত্রতা [স] **১** **বি** কাজ ফেলে রাখা। 'অত্যন্ত সোম দ্রিষ্টা তস্তা ভ্যা ক্রোধ আসন্ন্য দীর্ঘসূত্রতা।' রামায়ণ, ১৮০২। **২** **বি** অনেকদিনের জানাশেনা। 'দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় প্রয়োজন ...।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

দীর্ঘসূত্রিতা [স] **দীর্ঘসূত্রতা** **বি** কোনো কাজ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে করা। 'শোকে দীর্ঘসূত্রিতায় ভুগা করে।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭৪।

দীর্ঘসূত্রী [স] **১** **বিশ** কাজ ফেলে রাখে এমন। 'বিষয় কৰ্ম আর অন্য প্রকরণে সূত্রি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী।' হস্তিকা, ১৮০০। **২** **বি** খুব ঘুমকাতুরে; অলস। 'সমস্ত লোকের কানেই সেই তুমুল শোর রণধ্বজা শ্রবণে করিয়া দীর্ঘসূত্রীরও দ্রিষ্টান্ত করিল।' মঙ্গলরক, ১৮৮৫।

দীর্ঘাকার [স] **দীর্ঘ-আকার**। **১** **বিশ** লম্বা। 'অহিসংঘি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **২** **বিশ** লম্বা দেহবিশিষ্ট। 'পিঙ্গাকার কন্যাটি কোলোমতে পুনঃ দীর্ঘাকার হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দীর্ঘাঙ্গী [স] **বিশ** লম্বা দেহের অধিকারী। 'দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কুশাঙ্গী।' রক্তিম, ১৮৭৫।

দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট [স] **বিশ** দীর্ঘ সংযুক্তবিশিষ্ট। 'পল্লীগ্রামের তথ্য শিথিল, বিরলগ্রন্থ, এবং দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭৪।

দীর্ঘায়ত [স] **বিশ** লম্বা। 'জগৎনিহয়ের সন্মূ দীর্ঘায়ত বিশালত্বের নহেন।' রক্তিম, ১৮৬৫।

দীর্ঘায়তন [স] **বিশ** লম্বা। 'দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর দুই।' লব্ধ, ১৯৪৪।

দীর্ঘায়মাপ [স] **বিশ** ক্রমে দীর্ঘ হয়ে চলেছে এমন। 'এই মারা অঙ্কটির চির দীর্ঘায়মাপ শূন্যল কাটাতে পারছে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

দীর্ঘায়মাণা [স] **বিশ** ক্রমে দীর্ঘ হয়ে চলেছে এমন। 'দীর্ঘায়মাণা বেণী সামলে ডোলা বয়ঃ মশতুকা সৈন্যী দুঃস্থখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

দীর্ঘায়িত [স] **বিশ** প্রসংখিত। 'যখন সে নিজের ভাককে দীর্ঘায়িত করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দীর্ঘায়ু [স] **১** **বিশ** দীর্ঘায়ু। 'কোম্পানি দীর্ঘায়ু হউন।' মর্দপ, ১৮৩১। **২** **বি** দীর্ঘজীবন। 'স্বপ্নর তাহাকে দীর্ঘায়ু দিলে যাহা করিবেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

দীর্ঘায়ুঃ [স] **বি** দীর্ঘ জীবন। 'দীর্ঘায়ুঃ প্রোষি, রোগের শক্তি ... কোন সামোয়িক ফল তাহার উদ্দেশ্যে থাকে।' অকস্ম, ১৮৪৬।

দীর্ঘীকরণ [স] **বি** দীর্ঘ করার কাজ। 'অমৃত্যুধনের দ্বন্দ্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিরম জ্ঞেয়েও তারা কাজ গোছাতে পারছে না।' সুশীল, ১৯৩৩।

দীর্ঘোচ্চারণ [স] **দীর্ঘ-উচ্চারণ** **বি** প্রসংখিত উচ্চারণ। 'ইন্দ্রেজী পদ্য পদ্যের বিগ্রাম স্থান ও দীর্ঘোচ্চারণ।' জ্ঞানোৎসব, ১৮৩৬।

দীর্ঘিকা [স] **বি** সিঁথি; বড়ো পুস্কর। 'কোম্পানি বাহাদুরের বিদ্যা মশিকের নক্ষিত গোল দীর্ঘিকার উত্তর অস্ত্রণী অর্থবি।' মর্দপ, ১৮২৮।

দীর্ঘোচ্চারণ ও দীর্ঘ

দীর্ঘ [স] **১** **বিশ** ভেঙে গেছে এমন। 'দীর্ঘ হৃদয় আগনি কেন রে/ বাঁধি হয়ে বেজে ওঠে না?' রবীন্দ্র, ১৮৮০। **২** **বিশ** বেলনাহত। 'বলেছিলেন দীর্ঘ করে, হায়, বিখ্যাত। এ যে প্রসঙ্গে নিষ্ঠুর নীরাপ।' সুশীল, ১৯২৬। **৩** **বিশ** পরিব। 'মদ্রা হল দীর্ঘ মানুষকে।' ওয়াশী, ১৯৪৪। **৪** **বিশ** ছেঁড়া। 'চিড়ের প্রশান্তি দিয়ে ছড়িয়েছে দীর্ঘ বহির্বাণ।' নজরুল, ১৯৪৬।

দীর্ঘদীর্ঘ [স] **বিশ** বিদীর্ণ ও বিকীরণ; ভাঙা ও ইতস্তত হওয়ানো। 'বুকের বচন রক্ত দীর্ঘদীর্ঘ মৃত শিশাহরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দীর্ঘবিদীর্ণ [স] **বিশ** ভেঙে চোঁটের। 'দীর্ঘবিদীর্ণ রক্ত খোঁচাখোঁচা উলস।' নজরুল, ১৯২৭।

দীল [ফা] **বি** মন। 'ভাবছিলাম তোমার দীলে মদ্রা-মারা আছে।' আলতাউলিন, ১৯৭৩।

দীলেক **৫** **সেতর**।

দীট্টে [স] **দুঃ** **২** **ক্রি** **বিশ** দৃষ্টিতে। 'আড় নয়নে শির চাহে এক দীট্টে।' বিজয়, ১৮৫০।

দীসা [স] **দুঃ** **২** **ক্রি** **সেবা**। **দীস** **২** **ক্রি** **সেবা** যায়। 'তরঙ্গেরে হরিণার পুর ন দীসায়।' চর্য ৬, ১২০০।

দু [গা] **বিশ** দুই। 'দু আঙে চিখিল মাঠে ন থাধী।' চর্য ৫, ১২০০।

দুখানি [দুঃ+আশা] **বিশ** দো-আশা; বর্শনকর। **বিদ্যা**, ১৮৯১।
দুখানি, **দুখানী** **বি** এক সময়ে এচলিত দুই আনা মুদ্রার মুদ্রা।
সিকি **কি** **দুখানী** **সমুদ্রের** **জলে** **ফেলিয়া** **দিলে** ...।' কৃষ্ণভবিষ্য, ১৮৮৫। 'দুখানি।' **বিদ্যা**, ১৮৯১।

দুখান-কাটা **বিশ** নির্লক্ষ্য। 'পথের ফুকুর দুখান-কাটা মান-অপমান নাইকো জান।' নজরুল, ১৯২৪।

দুখান্না [দুঃ+স কায়া] **বি** দুই রশ। 'একজনে দুখান্না ধরে কেউ পাশ কেউ পুণি করে।' লালন, ১৮৯০।

দুহুল [দুঃ+স কুল] **বি** দুই তীর। **দুহুল** **জতক** **বৈলে**।' মদ্রাধর, ১৫০০।

দুহুল [দুঃ+স কুল] **বি** উভয় কুল। 'দুহুল আকুল ভবনশী।' কৃষ্ণায়ন, ১৭২০।

দুহুলভাড়া [দুঃ+স কুল+ভাড়া] **বিশ** দুই কুল ভাড়া এমন। 'এনো না আর/ দুহুলভাড়া এমন জোয়ার।' নজরুল, ১৯০৫।

দুখাম **বিশ** দুটি। 'দুখান গরান দিয়ে বাঁধা।' ওষ, ১৮৫৮।

দুখান্না [দুঃ+স ওজঃ] **বিশ** দুটি। 'হাতে দুখান্না শিলতের বানা পরিয়া থাকিব।' গ্যারী, ১৮৬০।

দুখান্নি [দুঃ+স ওজঃ] **বিশ** দুটি। 'দুখান্নি সন্ধ্য এড়ি কড়িয়া গেলিল।' মদ্রাধর, ১৫০০।

দুখটি **বিশ** দুটি। 'ভগত পান্থিল তার দুখটি বেহুয়া।' বড়ু, ১৪৫০।

দুখণ [দুঃ+স ওণ] **বিশ** বিতণ। 'দুখণ গোড়নি সারে।' বড়ু, ১৪৫০।

দুচক্ষে [দুঃ+স চক্ষু] **ক্রি** **বিশ** সম্পূর্ণরূপে; একেবারে। 'ভারতবর্ষীয় ইয়েরজগৎলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দুচক্ষের **বিশ** - পদ্য খুবার পদ্য। 'আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ-মার দুচক্ষের বিষ হই।' রক্তিম, ১৮৮২।

দু-চার **বিশ** কিছু। 'কলিকাতা সহরের দু-চার গোদাগাকে প্রাকটিক

কন্তে দেখা যায়।' হুতোম, ১৮৬১।

দু-চারিটা বিপ অল্প সংখ্যক। 'তবে যারা যান চলে/ দু-চারিটা কথা বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দু'চোখের বিষ - অত্যন্ত অমিয় বিষয়। 'হৃদি-পুণি আনন্দ, এও কি তার দু'চোখের বিষ?' জলাউত্থান, ১৯৩৩।

দুতীর বিপ করেকো; দুই থেকে চারটি। 'মুমুম গোটো দুতীর গিলে খুব কলিও বুঝি।' নজরুল, ১৯২৬।

দুজন (দু+স জন) বি হেমিক ও হেমিকা। 'নিতই দুজন সিরীতি দুজন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'আধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দুট বিপ দুই সংখ্যক; দুটি। 'কাঁকতালে দুট সুন্য লাগিয়েছিলুম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

দুটি বিপ দুটি। 'সবি, দুটা স্ক্রল কথা কহিনু।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দুটি, দুটা বিপ দুই সংখ্যক। 'সোনার কটুয়া দুটি মাগিকে পুরাখা।' বড়ু, ১৪৫০; 'কাশি গুরি দুটা মাঙ সেপেতে রহিখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুটো বিপ অল্প পরিমাণ। 'দুটো কথা বলিয়াই আপনাকে খালাস মনে করিব।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দুখ সং বিতণ্ডা বিপ বিতণ্ড। 'দুখ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ শবন।' ভারত, ১৭৬০।

দুতরফা (দু+আ তরফা) বিপ উভয় পক্ষের মত আছে এমন। 'এমন দুতরফা ভালোবাসাকে মাঝ মাঠে ছকোতে দেওয়া ...।' নজরুল, ১৯২৭।

দুতিন বিপ দুই তিন। 'গোটা দুতিন খাওক।' নজরুল, ১৯৩০।

দুদণ্ড (দু+স দণ্ড) ১ বি কিছু সময়। 'দুদণ্ড কথা কব তাও দোষের উমেষ, ১৮৫৭। ২ বিপ ধানিকটা। 'আমারে দুদণ্ড সানি দিলেই বনলতা সেন।' জীবন, ১৯৪২।

দু-দশ (দু+স দশ) বিপ বেশ কিছু। 'তাঁহার দু-দশ বিধা' জবিজনা আছে।' নর, ১৯১৭।

দুদিশ (দু+স দিশ) বি কক্ষকাল। 'বেশলি খেলা খেলার ঘরে আনিয়া দুদিশের তরে।' লালন, ১৮৯০; 'ভূমিও হবে না, আমিও হবে না, দু গিলের দেখা ভবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দু দু বিপ দুই দুইটি। 'একবারে দু দু ভয়া দুয়া গালে ভরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুধারি, দুধারী (দু+ধার) ১ বিপ দুই পাশে অবস্থিত। 'দুধারি শোককে চারুক মারেন।' বলদর্শন, ১৮৭২। ২ বিপ উভয় দিকে শান দেয়ক। 'জ্বলন্তকার বুঝবে তার দু'ধারী ধর।' নজরুল, ১৯২২; 'কোমরে বাঁধা বুড়ির সঙ্গে আয়ো একটা জিনিস ছিল ... দুধারি ছুরি।' জলাউত্থান, ১৯৬০।

দুদ্য বিপ বিতণ্ড। 'মহিলা সঙ্গে থাকলে সময়ে দুদ্য বল হয়।' নীনবন্ধু, ১৮৭০।

দুদ্যান বি দুই চোখ। 'গাওন খন সম স্বর দুদ্যান। অবিরত খল খল করএ পরান।' বিদ্যাসুতি, ১৪৬০।

দু-দর বিপ দুই পাঁচতালো। 'পলার এক ছড়া সোবার দু-দর হার।' হুতোম, ১৮৬১।

দুদ্যা বিপ বিতণ্ড। 'যায়েএল, ১৭৪৩; 'রূপার কলু আনিয়া দিল বা পাশে তার দুদ্য।' জসীম, ১৯২৯।

দুনানো ক্রি বিতণ্ড হওয়া। 'যা তিস্তুর দুনাইরা উঠিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৭।

দুনাম (দু+স নাম) বি দুই নাম। 'সিনুগাল লম্বক দুনাম উহার।' মালধর, ১৫০০।

দুনো ১ বিপ দুই গুণ; বিতণ্ড। 'দুনো বহে বেয়ে, চুনো বেলে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বিপ দুই। 'দুনো আঁধি শাল।' মনসুহ, ১৯৪৩।

দুনোদুনি বিপ বিতণ্ড। 'আসুক তারা আসুক আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দু নৌকায় পা দেওয়া ১ ক্রি দুই পক্ষের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখা। 'এক নিকে অবতারের উৎপাতে ... দু নৌকায় পা দিয়ে মূলে মরছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ ক্রি দুটি মত বা পথ অবলম্বন করা। 'নেতৃবৃন্দ এ ক্ষেত্রে দু নৌকায় পা দিয়েছিলেন।' প্রমথ, ১৯২০।

দু পয়সা বি বেশ কিছু টাকাপয়সা। 'দাশালি নিয়ে বেশ দু পয়সা করে ঘেঁষেছে।' পাশা, ১৯৭১।

দু-পা চলা ক্রি সামান্য এগিয়ে যাওয়া; সামান্য পথ অতিক্রম করা। 'দু-পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে নিয়ে পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দুশাণ্ড বি দুই পাভা বা পুঠা। 'নকশা বাখির দুশাণ্ড দেখলেই সহদয় মাঝেই ভা অনুভব কন্তে সমর্থ হবেন।' হুতোম, ১৮৬২।

দুপুরো বিপ দুই অরবিশিষ্ট। 'দুপুরো করে না দিলে কারো সমুখে যাবার জোশাই।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

দুশিল বিপ দুই ভাগে বিভক্ত। 'বাড়িটা লম্বাটো দুশিলে।' মানিক, ১৯৩৫।

দুফলা বিপ দুই ফলাক আছে এমন। 'সেন দুফলা চাকু।' নজরুল, ১৯৩০।

দুশার বি দুই কাঁক। 'শরে বিকে দুশার করিতে পারি শিলা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

দুবাহ (দু+স বাহ) বি দুই হাত। 'তাঁহার পানে চাই দুবাহ বাড়ারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

দুবোলা (দু+স বোলা) ক্রিবিপ দুইবেলা; সকাল-বিকাল। 'দুবোলা যে জন হায়েতে পার।' ভরাঙ্গী, ১৮২৫।

দুভাই বি দুই ভাই। 'তোমরা করিছ জন্ত দুভাই সুনিদ্রা।' মালধর, ১৫০০।

দুহুখী (দু+স দুখী) বিপ বিবিধ; দুই রকম। 'কবিতায় শব্দের আবেদন একই সঙ্গে দুহুখী।' শিব, ১৯৫০।

দুহানি বি দুই আনা মুদ্রার মুদ্রা; এক টাকার আট ভাগের এক ভাগ। 'ভূমি হইতে শিকি দুহানি প্রকৃতি অতি স্ক্রল স্ক্রল ভূটিয়া লইতে পারে।' মনসুহায়েক, ১৮৫০।

দুরি বিপ দুই। 'দুরি বেশ নিয়োজিল নেবকী উদরে।' বড়ু, ১৪৫০।

দুরি বি দুই কোঁটাকড় ভাস। 'দুরি-তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্যন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দুশো (দু+স শত) বিপ দুই শত সংখ্যক। 'সুন্দর বাতহর পদ্যার দুশো।' গুণ, ১৮৫৮।

দুসতি বিপ দুই জোড়াবিশিষ্ট। 'লক্ষিণ দুয়ারে দেই দুসতি কপাট।' মানিকরায়, ১৭৮১।

দুসর বি দুই সারি। 'দুশো দুসর রাখে দিয়া করে ঠাট।' মানিকরায়, ১৭৮১।

মুখ্য বিপ দ্বিতীয়। 'তো মোর নাতি যেক মুখ্য পরান' বড়, ১৪৫০।

মুখ্যে ক্রিবিপ দ্বিতীয়তে। 'অশিষাৎ প্রথমে মুখ্যে চিত্তা হয়।' আলোপ, ১৬৮০।

মুখ্য [স শব্দক] বি দাৰ। 'স্কীট মুখ্য মাসেসি গৈ ঠাকুর।' চৰ্য্য ১২, ১২০০।

মুখ্যই [কা দুখ] বি মোহাই। 'কলেনে দুখাই নিজা জুহি সব নড়।' মাল্যস, ১৫০০।

মুখ্যত [আ] বি কলি রাখার পাতাবিশেষ; সোয়াত। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুখ্যার [স ঘাৰ] বি সরজা। 'দশমি মুখ্যত চিহ্ন দেখইআ।' চৰ্য্য ৩, ১২০০।

২ বিপ দুই; বিড় নির্ণেপক। 'লহু২ ফলা। গবে চক।' বড়, ১৫৭০।

দুই [পা দুয়ে] বিপ দুই সংখ্যক। 'এক সে তবিনী দুই ঘরে সাঙ্ঘ্য।' চৰ্য্য ৩, ১২০০।

দুইএ [দুই>] বিপ দ্বিতীয়। মাল্যস, ১৭৪৩।

দুই-একটি [দুই+এক>] বিপ একের অধিক। 'দুই-একটি অনবর ধারা ... কুলকল করিয়া কঠিয়া পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দুই-কথা [দুই+স কথা] বি অল্প কথা। 'যখন বল যক্তি তখন কি দুই কথা হায়ে' উমেশ, ১৮৫৭।

দুই-কাতা [দুই+কাতা] বি দুই টুকরা কাপড়। 'মরিয়া গেলে কেবল দুই কাতা।' ভবানী, ১৮২৫।

দুইকানি [দুই+কানি] বি হটনা। 'একজানি দুইকানি নগরে ব্যস্ততা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুইকূল [দুই+স কূল] বি দুই পক্ষ। 'লেশাপড়া করিয়াছিল এই অভিমন্যে এবং অনন্ত্যাস বশে মজ্জী বা রাখালী করে না এইপক্ষের দুইকূল পিরায়ে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

দুইখান [দুই+খানা] বি দুই খণ্ড। 'নাহিলে বড়পাথে হুইদুইখান।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

দুই চাকার টিকা গাড়ী বি একঝোড়ায় টানা গাড়িবিশেষ। 'সাদে হয় যাবার দুই চাকার টিকা গাড়ী আছে।' কৃষ্ণাবিশী, ১৮৮৫।

দুই-চারি [দুই+চার>] বিপ দুয়ের অধিক; সামান্য কয়েকটি। 'ইহা শ্রেক দুই চারি তার ব্যাধা-ভাষা করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুই-চারিজন [দুই+চার+স জন] বিপ কয়েকজন। 'দুই-চারিজন ইহায়ে মিলিয়া আশ্বাসে ভুগুণি বাজাইতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দুইজন [দুই+স জন] ১ বি উভয় জন। ৩ঙ্গ, ১৭৮৫। ২ বিপ দুজন। 'দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দুই জাতি বিশুদ্ধ বি বিভাজিতত্ব। 'পাকিত্বানও আসিল, দুই জাতি বিশুদ্ধও স্বীকৃত হইল।' আলম, ১৯৪২। ৩ বি বিভাজিতত্ব।

দুইটা [দুই>] বিপ দুটি। 'দুইটি ছোট বালিকা পুতুলের কিবাহ তৈরিছিল।' গোকোয়া, ১৯৩২।

দুইটা আঁধর বি (বেকর) 'রা' এবং 'ধা' = রাখা। 'দুইটা আঁধরে সলা পরীতি।' চন্দ্র, ১৫৫০।

দুইদিকে কাটা কি উভয় দিকে ছাঁট করা। 'উকিতা দুইদিকে কাটে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দুই দৌড়ায় পা সেওয়া - দুই পিক বজার রাখার চৌকি করলে তাকে

সফল হওয়া যায় না বরং পরিশ্রমে বিপদ ঘটে। স্বপল, ১৯০৬।

দুইপার [দুই+স এরহা] বি দুপূর। 'বেলা হইল দুইপার।' বৃক্কস, ১৬০০।

দুই পহর [স ঋত্বেহা] বি দুপূর। 'দুই পহর।' মাল্যস, ১৭৪৩। 'নিম্ন দুইপহরে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দুই পা বাড়ানো - কিছু দূর আগানো। 'কলকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালীআটটিতে এসে মনে করছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দুইপ্রহর [দুই+স প্রহা] বিপ দুই রকম। 'এই দুইপ্রহর প্তনের প্তনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট।' অবন, ১৯১৯।

দুই প্রহর [দুই+স এরহা] বি মধ্যাহ্ন; দুপুর। 'অধিকতর কোন ব্যক্তি কর্মের প্রার্থনার যদি দুই প্রহরের পূর্বে উপস্থিত হন ...' প্রভাকর, ১৮৪৭।

দুইবটা [দুই+স পুট>] বি সোপাতি ফুল। 'জাতি জুতি দুইবটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুইবার [দুই+স বার] বি দুই দফা। 'দুইবার শোবিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুইমত [দুই+স মত] বি মতভেদ। 'ইহাতে বোধ করি দুইমত হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুই মন [দুই+স মন] বি বিধা। 'দুই মন করে যদি তারে বাম হয় বিধি।' কৃষ্ণদাস, ১৭৫০।

দুই মার বিপ মোহার। 'বহল বট দুই মার না শিশ্য।' চৰ্য্য ২৬, ১২০০।

দুইমুখো বিপ বিধিবিধি চরিত্রসম্পন্ন। 'তখন দুইমুখো নীতি অবলম্বন করলেন।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

দুইর বিপ দুজনের। 'চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

দুইহাঁর বিপ দুজনের। 'আল দুইহাঁর হটক কুল।' বড়, ১৪৫০।

দুইহো ক্রিবিপ দুজনি। 'সামী সাঙ্গ দুইহো বহরত।' বড়, ১৪৫০।

দুইতে [স সোমন>] কি সোমন করতে। 'গাই নাহি দুইতে বসে মেদিয়া পঠায়।' মাল্যস, ১৫০০।

দুই [পা দুয়ে] বিপ দুটি। 'দুই কান।' বড়, ১৪৫০।

দুই লোক [দুই+স লোক] বি ইহকাল ও পরকাল। 'এ সব চরিতে তো নাশিল দুই লোকে।' বড়, ১৪৫০।

দুইহো বিপ দুজনি। 'লোটারী লোটারী দুইহো কাসে একবারে।' বড়, ১৪৫০।

দুও [লব্যা মুত] বি নিষাসূচক ধ্বনি। বিদ্যা, ১৮৯১। 'কানের কাছে জোর পলায় দুও দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দুও দুও [লব্যা মুত>] বি অবজাসূচক ধ্বনি। 'বুড় মহাশয় উভর পানে বিষুব হন, দুও দুও বলিয়া, হাত ভাঙ্গি নিয়া ইয়ারবল লইয়া কিংকর্ণ আলসে সূতা করিব।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

দুও-বাহবা [লব্যা মুত+স বাহা] বি বিস্মা ও প্রশংসা। 'দুও-বাহবার হৃদিত্ত অকিঞ্চকের।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দুওমেতে [স চি>] ক্রিবিপ দ্বিতীয়ত। 'দুওমেতে তওবার ফুল।' লালন, ১৮৯০।

দুওদুই [স দুদুতি] বি দুদুতি। 'জন্ম জন্ম দুওদুই সাধু উচ্ছলিত।' চৰ্য্য

১৯, ১২০০।

দুঃ [স] অবা দুঃখ, অভাব, মন্দ ইত্যাদিসূচক উপসর্গবিশেষ। 'তবকী ছাড়াও গুলি বড়ই দুঃশূল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুঃশূল [স] বি অপশব্দ। 'দুঃশূল ব্যবহারে জন্মভাবীতির প্রতি অব্যাহতা করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

দুঃশালান [স] ১ বি নিপীড়নমূলক শাসন। 'দুঃশালানের চাই রবির।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি কঠোর নিয়ম। 'নাড় বসতে গেলেই যে-দুঃশালান নানা রকম ভয় দেখিয়ে আমাকে পিছনেমুড়া করে বাঁধতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি (হিন্দুপুরাণ) অত্যাচারের জন্যে কুখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। 'আধুনিক দুঃশালান জনসভায় বিশ্বদ্রোণদীর বহুব্রহ্মণ করতে শেগেছ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দুঃশালানীয় [স] বিণ (হিন্দুপুরাণ) দুঃশালানের মতো; অত্যাচারসূর্ণ শাসন সংক্রান্ত। 'এ প্রকার দুঃশালানীয় রাজ্যশাসন ও প্রজাপ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণভট্টী ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দুঃশিক্ষণীয় [স] বিণ শোষণ খুব কঠিন এমন। 'ভাবার মধ্যে বাহ্য অভিশয় দুঃশিক্ষণীয়।' দর্পণ, ১৯২৮।

দুঃশীতল [স] বিণ দুঃখ শীতল। 'দুঃশীতল বললে একটু বেশি বলা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

দুঃশীল [স] ১ বিণ ব্যাপণ চরিত্রবিশিষ্ট। 'তবকী ছাড়াও গুলি বড়ই দুঃশীল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ভয়ঙ্কর। 'এমন দুঃশীল সাপ যে দারুণ শীতেও গর্তে আসলে নেমে নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

দুঃশীলতা [স] বি দুঃ শব্দাব। 'তাহাতেই ইহাসের দুঃশীলতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দুঃপ্রাচ্য [স] বি যা অন্যতম কষ্ট হয়। 'দুঃপ্রাচ্যের চোটে বাঙালির হেসেলে দিক জাগিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুঃপ্রবোধ [স] বি ব্যাপণ শব্দ। 'আর-একটা কী তরুতার দুঃপ্রবোধ লইয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'ওই দুঃপ্রবোধ পাইয়া ...' শরৎ, ১৯১৬।

দুঃসময় [স] বি দুর্দিন; বিপদ-আপদ। 'যেত কিছু নাই তাহাতে এখন আমার দুঃসময় বড়।' কেরি, ১৮০২।

দুঃসমস্যা [স] বি দুঃখ সমস্যা। 'মাধ্যম তার দুঃসমস্যার ভিত্তিকলে ঢাক বেঁধেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুঃসম্মান [স] বিণ কষ্টে সম্মান করা যায় এমন। 'অভিভূতের মূলে যে সংঘাত, ভালমন্দের যে দুঃসম্মানের সমস্যা, গোটেই তাকে আদর্শ বা নীতির নামে সরল বা সহ্যীর করার চেষ্টা করেননি।' শিব, ১৯৫০।

দুঃসম্ভব [স] বিণ কষ্টে সম্ভব এমন। 'এই রকমের একটা দুঃসম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দুঃসম্ভাবনা [স] বি অন্তত সম্ভাবনা। 'দুর্ভাবনার দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাস্তবে দেখি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দুঃসহ [স] বিণ সহ্যসীমার বাইরে এমন। 'দুঃসহ মদনশর দুই অঙ্গ জরজর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুঃসহ্যতম [স] বিণ দারুণ অসহ্য। 'দুর্দম বেগে দুঃসহ্যতম কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দুঃসহ্যতা [স] বি যন্ত্রণা। 'গীড়নের দুঃসহ্যতার পঙ্খ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত সেই মন।' বৈদ্য, ১৯৪৮।

দুঃসহ্যীতল [স] বিণ সহ্য করা কঠিন এমন ঠাণ্ডা। 'দুঃসহ্যীতল

জলে স্নান করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দুঃসহ্যসুন্দর [স] বিণ সহ্য করা যায় না এমন সুন্দর। 'বিচ্ছেদের করে দিক দুঃসহ্য সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দুঃসাধ্য [স] ১ বিণ অত্যন্ত কষ্টে সম্ভব হতে পারে এমন; কষ্টসাধ্য। 'প্রকৃত কারণ অবিসংবাদিতরূপে দ্বিধীকৃত হওয়া দুঃসাধ্য।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ দুর্লভ। 'শিকা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দুঃসাধ্যকর [স] বিণ কষ্টকর। 'মুখে হাসি টানিয়া আনা দুঃসাধ্যকর হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুঃসাধ্যতা [স] বি কষ্টসাধ্য অবস্থা। 'এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা দুঃসাধ্য সত্যতার সর্বপ্রধান দুর্লভতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দুঃসাহস [স] বি অত্যধিক সাহস। সেবধি, ১৮৩৯; 'অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাকিয়ে ওঁতবার দুঃসাহস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দুঃসাহসি [স] দুঃসাহসী। বিণ রীতিবিরুদ্ধ। 'ক'এক জন মেঘের হিন্দু ধর্মের বৈধী ও দুঃসাহসি কর্ম করিয়া ধর্ম নষ্ট করে।' দর্পণ, ১৮৩১।

দুঃসাহসিক [স] ১ বিণ অত্যধিক সাহসের প্রয়োজন এমন। 'কিনিসিয়ার জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক শোভাবিক্রো।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ অত্যধিক সাহসী। 'দুঃসাহসিক সন্তার এই স্পর্শ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দুঃসাহসিকতা [স] বি অত্যধিক সাহস। 'দুঃসাহসিকতার বিনয় স্তম্ভিত হইয়া পেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দুঃসাহসী [স] বি অত্যন্ত সাহসী। 'পাল গিয়েছে হিড়ে গুরে দুঃসাহসী।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া/ হয়তো কাহিতে পাড়ে মূলে।' নজরুল, ১৯০০।

দুঃসীম [স] বিণ অসীম। 'ব্রহ্মণর শক্তি তার কী দুঃসীম।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দুঃকর্ম [স] দুঃকর্মী বি ব্যাপণ কাজ। 'জে হেহ এমনত দুঃকর্ম করিয়াছে।' কাল্যানে, ১৭৯৪।

দুঃস্থ [স] বিণ দুঃখ-পীড়িত। 'কৃতিরা সময়সোবে দুঃস্থ কাষ্যজাতীয় মহাপরোরা তরু মহাশয়ের কর্ম করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

দুঃস্থতা [স] বি দুর্দশামততা। 'নারী জীবনে প্রত্যহ অসহ্যতা বা দুঃস্থতার গ্রন্থ না থাকতে পারে।' বেগম, ১৯৪৯।

দুঃস্থনিবাস [স] বি দুর্দশামতদের আশ্রয়কেন্দ্র। 'দুঃস্থনিবাসে প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।' আজাদ, ১৯৬২।

দুঃস্থপন্থ [স] ১ বি ভীতিকর স্বপ্ন। 'দুঃস্থপন্থ ভাগিয়া যেন পিহরি মেগিছে জ্বিচ চকিত যামিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'আমি কি তোমার উদ্ভব, অভিশাপ, দুর্দশ, দুঃস্থপন্থ, করলুম কীটা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি দুরাকাল। 'মোহের দুঃস্থপন্থজাল বারেক ছিড়িয়া দুই হাতে উর্ধ্ব চাপ অভিশাপ।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

দুঃস্থপন্থজাল [স] বি দুরাকালকার জাল। 'মোহের দুঃস্থপন্থজাল বারেক ছিড়িয়া দুই হাতে উর্ধ্ব চাপ অভিশাপ।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

দুঃস্থপন্থময় [স] বিণ ব্যাপণ বস্তুবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন। 'শহরবাসিন্য এক দুঃস্থপন্থময় অবস্থার মধ্যে দিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।' আজাদ, ১৯৭১।

দুঃস্থভাব [স] বিণ ব্যাপণ শব্দাবযুক্ত। 'কেবলমাত্র সে রমণীই দুঃস্থভাব বসিতে হইবে।' কজুরঙ্গ, ১৮৭৬।

দুঃশ্রুতি [স] বি দুঃশ্রুতায় ক্রিয়া। 'শশিকৃষ্ণ একাকী সেই দুঃশ্রুতি
আপাইয়া রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দুঃশ্রুত [স] দুঃশ্রুতি কষ্ট। 'দুঃশ্রুত মরিলে লোক ধর্ম নাহি রহে।' মাল্যধর,
১৫০০।

দুঃশ্রুত [স] বি কষ্ট; বেদনা। 'দুঃশ্রুত সুখে এক করিয়া ভুলই ইন্দ্রজানী।'
চণ্ডী ৩৪, ১২০০।

দুঃশ্রুত অতাব [স] দুঃশ্রুত-অতাব। বি দুঃশ্রুত ও অতাব। 'দুঃশ্রুত অতাব
তাবনার ভার।' নজরুল, ১৯৩৫।

দুঃশ্রুত-আবাহন [স] বি দুঃশ্রুতকে আবাহন। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

দুঃশ্রুতকথা [স] বি খানিকটা দুঃশ্রুত। 'দুঃশ্রুতকথা প্রাণকথা স্বরে গেছে
হরিশের পরে।' শক্তি, ১৯৬১।

দুঃশ্রুতকর [স] বি কষ্টদায়ক। 'বড়ো দুঃশ্রুতের চেয়ে ছোটো দুঃশ্রুত যেন
বেশি দুঃশ্রুতকর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দুঃশ্রুত-কথা [স] বি দুঃশ্রুতের কাহিনী। 'একদিনো বশেনি সে কোনো
দুঃশ্রুত-কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

দুঃশ্রুতকষ্ট [স] বি দুঃশ্রুত-যন্ত্রণা। 'দুনিয়ার তাবৎ দুঃশ্রুতকষ্ট সে তখন
আপন স্বক্ষে তুলে নিতে যায়।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

দুঃশ্রুত কারাগার [স] বি দুঃশ্রুতরূপ কারাগার। 'আমায় এ দুঃশ্রুত কারাগার
হইতে মুক্ত কর।' তরুজল্লাহ, ১৮৭৬।

দুঃশ্রুতকাহিনী [স] দুঃশ্রুত+স কথনিকা। বি কষ্টের বৃত্তান্ত। 'আপনার সব
দুঃশ্রুতকাহিনী উজার করে ঢেলে দিয়েছেন।' মুলতাবা, ১৯৫২।

দুঃশ্রুত-ক্লেশ [স] বি দুঃশ্রুত-যন্ত্রণা। 'অতীতের সকল দুঃশ্রুত-ক্লেশ।'
নজরুল, ১৯২২।

দুঃশ্রুতশয্য [স] বি দুঃশ্রুত সয়ে গমন করা যায় এমন। 'এই দুঃশ্রুত
শয্যাকে বলা যেতে পারে দুঃশ্রুতশয্য তীর্থের সুস্বাস্য পথ।' হরিশ,
১৯৩৭।

দুঃশ্রুত-গাল [স] বি বেদনার গাল। 'এই ভয়-কদরের শেষ দুঃশ্রুত-গাল
অবশ্য ফলিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দুঃশ্রুতাত্ত [স] বি দুঃশ্রুত কাতর। 'মন সদা দুঃশ্রুতাত্ত।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

দুঃশ্রুতজনক [স] বি বেদনাদায়ক। 'টেবিলে ঘেরকম আকারে মাংস
এনে দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে দুঃশ্রুতজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দুঃশ্রুতজরী [স] বি দুঃশ্রুতকে জর করিয়ে এমন। 'নারী যে যেন
দুঃশ্রুতজরী।' নজরুল, ১৯২২।

দুঃশ্রুতজাল [স] ১ বি দুঃশ্রুতর জাল। 'সেনা-দুঃশ্রুতজালে এ জরাকালে
বিবল ভিঙা নদীয়ে।' মুক্তন, ১৬০০। ২ বি দুঃশ্রুতের কিতার।
'চৌর্যে গোপাইলুঁ কাটা ঘৃহে দুঃশ্রুতজাল।' বাহরাম, ১৬৫০।

দুঃশ্রুতজীবী [স] বি দুঃশ্রুতভোগী; অন্ত্যায়িত। 'পৃথিবীতেই আজ
দুঃশ্রুতজীবীরা নড়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

দুঃশ্রুতজালা [স] বি দুঃশ্রুতযন্ত্রণা। 'করিয়ো না ভয়, দুঃশ্রুতজালা আমারি
কি নয়?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। '(ভূমি) মুহুরিে দিবি দুঃশ্রুতজালা তোর
স্নেহঅঙ্কসে।' নজরুল, ১৯৩৫।

দুঃশ্রুততাপ [স] বি দুঃশ্রুত-কষ্ট। 'এবার হরনি ধান, কত গেছে
সোকসান/ পেয়েছেন কত দুঃশ্রুততাপ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দুঃশ্রুতভুত [স] বি দুঃশ্রুতের অনুভূতি। 'দুঃশ্রুতের দুঃশ্রুতভুত যে চলে যায় তা
নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দুঃশ্রুতমাতা [স] বি দুঃশ্রুত থেকে উদ্ধারকারী। 'হে প্রভু, তোমারে পাই

দুঃশ্রুতমাতা।' নজরুল, ১৯৩২।

দুঃশ্রুত [স] বি কষ্টকর। 'আমি কি আপন উত্তম কালের মিষ্টত্ব
হাড়িয়া প্রধানত্বের দুঃশ্রুত ভার আপনার উপর লইব।' তারিণী,
১৮০৩।

দুঃশ্রুতদুঃ [স] বি দুঃশ্রুত জর্জরিত। 'আমরা দেখতে পাই দুঃশ্রুতদুঃ
লাঞ্ছনাবিক্র পতিপ্রেমের ক্রমবিকাশ।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

দুঃশ্রুতদাশা [স] বি অন্যকে দুঃশ্রুত দেয় এমন। 'আমার এই আশা
মানিস ত্রীড় কি তাহার দুঃশ্রুতদাশা কদাচ হইবি না।' রায়রাম, ১৮০১।

দুঃশ্রুতদায়ক [স] বি কষ্টকর। 'এইরূপ কালে প্রত্যাদি গুরুত যে দেশে
হয় সে দেশ পচাত্ত ক্রেশ ও দুঃশ্রুতদায়ক হয়।' দর্পণ, ১৮৩০।

দুঃশ্রুতদুর্দশা [স] বি কষ্ট ও দুঃশ্রুত। 'সমস্ত ভারতবর্ষ যত দুঃশ্রুত-
দুর্দশা, দুর্দণ্টা, দুর্দাম আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'এসেয়ে
ইংরেজের ভূমিকা তত্ত্ব ভাণকর্তা রূপে নয়, অনেক দুঃশ্রুতদুর্দশার হ্রষ্টা
রূপেও।' সন্দে, ১৯৭০।

দুঃশ্রুতদৈন্য [স] বি দুঃশ্রুত-দুর্দশা। 'দিক সৌম্য ত্রান কাঙ্ক্ষি জীবনের
দুঃশ্রুতদৈন্য-অভ্যুত্তির পর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দুঃশ্রুতধন [স] বি দুঃশ্রুতরূপ ধন। 'ধনী যে তুই দুঃশ্রুতধনে।' রবীন্দ্র,
১৯১৪।

দুঃশ্রুতখাদ্য [স] দুঃশ্রুতখাদ্য বি কারুণ্য; কষ্ট জীবিকা অর্জন। 'নানান
দুঃশ্রুতখাদ্য করে পুরুষদের দুঃশ্রুত লাঘব করার চেষ্টা করে।' নজরুল,
১৯৩০।

দুঃশ্রুতখাড়া [স] দুঃশ্রুতখাড়া বি দুঃশ্রুতকষ্ট। 'সারাজন্য তার দুঃশ্রুতখাড়ার
গেল।' মনোহর, ১৯৬১।

দুঃশ্রুতশাপ [স] বি দুঃশ্রুতের অবমান। 'বাজে কণিশান - দুঃশ্রুতশাপ যার
হবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

দুঃশ্রুতশিল্প [স] বি দুঃশ্রুতের অস্ত্র। 'এসো গো পরম দুঃশ্রুতশিল্প,
আশা অস্তুর করব বিলাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

দুঃশ্রুতশিলা [স] বি দুঃশ্রুতভারাক্রান্ত রাত। 'আজি তোর পোহাইল দারুণ
দুঃশ্রুতশিলা।' মুক্তন, ১৬০০।

দুঃশ্রুতশিত্তিকারী [স] বি কষ্ট ত্রী ধ্বংস নিবারণকারী। 'দুঃশ্রুতশিত্তিকারী, সুখ
বিশাসিনী, কুলনমোহিনী ...।' কলকল্লোল, ১৮৭৬।

দুঃশ্রুত পারাবার [স] বি দুঃশ্রুতরূপ সাগর। 'তির কালের নিমিত্ত বিষম
দুঃশ্রুত পারাবারে পতিত হয়।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

দুঃশ্রুতশাপ [স] বি দুঃশ্রুতের জাল। 'কি করিয়া এই দুঃশ্রুতশাপ ছিন্ন
হইবে।' জগদীশ, ১৮৯৪।

দুঃশ্রুতদুঃ [স] বি দুঃশ্রুতজনক। 'এ সবই যে দুঃশ্রুতদুঃ, সন্দেহ কী,
অবশ্য তা মানি।' সন্দে, ১৯৫৫।

দুঃশ্রুতবতী [স] বি কষ্ট ত্রী ব্যথিত। 'না তলিলা দুঃশ্রুতবতী জনমীর বোল।'
বাহরাম, ১৬৫০।

দুঃশ্রুতবন্ধ [স] বি দুঃশ্রুতের বন্ধন। 'ছিন্ন হইল দুঃশ্রুতবন্ধ।' রবীন্দ্র,
১৯২৭।

দুঃশ্রুতবাদ [স] বি সেরাস্যবাদ। 'কৌমুদীজাগরে পেচকীর দুঃশ্রুতবাদ
লাগে মোর এত মনোলোভা।' সুশীল, ১৯৩২।

দুঃশ্রুতবাদী [স] বি দুঃশ্রুত পেতে আশ্রয়। 'আধুনিক সমাজে যদিও
দুঃশ্রুতবাদী ও সুশ্রাব্যতার অভাব নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দুঃশ্রুতবিশাশন [স] বি দুঃশ্রুত দূর করে এমন। 'দুঃশ্রুতবিশাশন,

বিশদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম'।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

দুঃখবিশালী [স] বিণ দুঃখভাষ্যতঃ। 'তঁর ... প্রথম কাব্যসংকলন সম্বন্ধাসরীত দুঃখবিশালী'। আইবুর, ১৯৭৩।

দুঃখবোধ [স] বি কটের অন্তর্ভুক্ত। 'জানি যে, কোনো চারা নাই, তাহা হইলে দুঃখবোধ কমিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দুঃখবোধক [স] বিণ কটান্যক। 'দুঃখবোধক করবার জন্য তত্ত্ব।' জীবন, ১৯৩২।

দুঃখব্রত [স] বি দুঃখরূপ ব্রত। 'জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দুঃখভাগিনী [স] বিণ ক্রী দুঃখী; দুঃখের ভাগিনী। 'আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের বেশ জানি নাই, এককালে এত দুঃখভাগিনী করিলে।' মৃচ্ছকটিক, ১৮১০।

দুঃখভাগী [স] বিণ দুঃখের অধীনসার। 'আমারি, আমারি লাগি প্রাপকত দুঃখভাগী।' মহারসক, ১৮৬৯।

দুঃখভার [স] বি দুঃখের বোঝা। 'ছিন্ন বস্ত্র, দ্রাব্যদুঃখ, লয়ে দুঃখভার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'অসীম দুঃখভার চাপাইয়া দিলেন।' মহারসক, ১৮৮৫।

দুঃখভারাক্রান্ত [স] বিণ দুঃখভারাক্রান্ত। 'দুঃখভারাক্রান্ত আমার এ অন্তর।' হাই, ১৯৫৪।

দুঃখভারনত [স] বিণ দুঃখের বোঝায় অবনত। 'আগো দুঃখভারনত উদাস ভগ্ন ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দুঃখভারাক্রান্ত [স] বিণ দুঃখে আক্রান্ত হয়েছে এমন। 'অনুভূমিকে দুঃখভারাক্রান্ত বিশপঙ্কত দেখিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দুঃখভীক [স] বিণ দুঃখকে ভয় পান এমন। 'এই অন্তে দুঃখভীক বেনদানাকার আমার ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

দুঃখভোগ [স] বি কট ভোগ; দুঃখভোগ। 'দুঃখভোগ করিবার জিএ কানকেতু।' মুহুর, ১৮০০।

দুঃখমতি [স] বিণ ক্রী দুঃখিত; মনোবদনপ্রাপ্ত। 'ভায়াতে আচার্য বড় হয় দুঃখমতি।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

দুঃখমর [স] ১ বিণ দুঃখমর্গ। 'সূরে যাবে দুঃখমর মধ্য অন্ধকার।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি দুঃখমরতা। 'বিশাল দুঃখমরের জলতে পৌছে পৌছে কান্তান দিকস।' কায়সার, ১৯৬২।

দুঃখমোচন [স] বি দুঃখ নষ্টকরণ। 'এবার তোমার দুঃখমোচনের উপার করিগা আঁসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দুঃখ-বহন [স] বি দুঃখবহন। 'দুঃখ-বহন্য দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দুঃখবধ [স] বি দুঃখরূপ বধ। 'দুঃখবধের তুমিই রবী।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

দুঃখরাত [স] দুঃখরাতি। বি দুঃখের রাত। 'নিদারুণ দুঃখরাত্রে দুঃখরাত্রে মাদুর তুলি যবে নিম্ন মর্ত্যসীমা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'আমার দুঃখরাতের গান।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

দুঃখলাঘব [স] বি দুঃখগ্রাস্ত। 'আগন জ্বেরবৃত্তিগণিকে বশীভূত করে আপন পাপক্ষয় ও দুঃখলাঘব করতে হবে।' আইবুর, ১৯৭৩।

দুঃখ-লাঘবিনী [স] বিণ ক্রী দুঃখ লাঘব করে এমন। 'দুঃখ-লাঘবিনী শক্তি আছে কথার।' পদভক্ত, ১৯৮৮।

দুঃখ-শয়ন [স] বি দুঃখের শয়ন। 'বরিল তোমারে কে আছি তার

দুঃখ-শয়ন তোরাজি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

দুঃখশক্তি [স] বি দুঃখনাশ। 'দুঃখ-শক্তি হয় সদগতি পাইয়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুঃখশিখা [স] বি দুঃখরূপ আতনের শিখা। 'সে-যে ঐ দুঃখশিখার উঠল জ্বলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দুঃখশীলা [স] বিণ ক্রী কোপনবতাবা। 'তাহাকে অপ্রাপ্ততা, দুঃখশীলা, নিয়মারবী ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুঃখশোক [স] বি কট ও শোক। 'খতিসক দুঃখ-শোক গ্রাম্যে পুরিতে লোক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুঃখশ্রম [স] বি দুঃখ ও কট। 'আপনার বন্ধ-পরে; দুঃখশ্রম তুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দুঃখসম [স] বিণ দুঃখের সমান। 'সুখ দুঃখসম হয়ে।' গিরিণ, ১৮৮৭।

দুঃখসহিষ্ণু [স] বিণ কটসহনশীল। 'খৈর্যগাশা দুঃখসহিষ্ণু উই।' মদনমোহন, ১৮৫০।

দুঃখসাপার [স] বি দুঃখের সাপার। 'দুঃখসাপার যনোমধ্যে যখন করিয়া তৎকৃত্তিলাতে ...।' বঙ্কিম, ১৮৬৪; 'তখন দুঃখসাপার-তীরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

দুঃখ-সুখ [স] বি দুঃখ ও সুখ। 'আমার দুঃখ-সুখের গানে সুর দিয়েছে তুমি।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

দুঃখস্বীকার [স] বি দুঃখকে সহ্য করা। 'আমরা ত্যাসের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা আপন দেশকে স্বার্থভাবে আপনার করিয়া লইব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দুঃখবদ [স] বিণ দুঃখ দূর করে এমন। 'অতিশয় ধার্মিক সকল দুঃখবদ'। বাহরায়, ১৮৫০।

দুঃখবরণ [স] বি দুঃখ নিবারণ। 'ভারতভূমির দুঃখবরণ ও শুভ সাধনার্থ হ্রাস, ধন, ধন সমর্পণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

দুঃখ-হানা [স] দুঃখ+হানা বিণ দুঃখ আঘাত করেছে এমন। 'দুঃখ-হানা গ্রানি যত আছে, ছায়া সে, মিলাতো তার কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

দুঃখহারা [স] বিণ দুঃখ দূরকারী। 'দুঃখহারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দুঃখাকর [স] দুঃখ+স আকর বিণ দুঃখ সের এমন। 'দুঃখাকর যদি আমি তাকে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

দুঃখাশ্রি [স] বি দুঃখরূপ অশ্রি। 'একের বেদনা-কাহিনী অপরের দুঃখাশ্রির দুঃখ ছাই ছায়া সিতে পারে।' পদভক্ত, ১৯৫৮।

দুঃখাত্তরা [স] বিণ ক্রী দুঃখে কাতর। 'অরি দীনহীন, অক্ষ-আঁধি দুঃখাত্তরা জন্মনি মলিনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দুঃখানাল [স] বি কটের আচন। 'আমার অন্তঃকরণে ... দুঃখানাল প্রকলিত হইরাছিল।' বিদ্যা, ১৮৯১।

দুঃখাশিত [স] বিণ দুঃখে কাতর। 'যে দুঃখাশিত, তাহার দুঃখে দুঃখী হইতেন।' গ্যারী, ১৮৬০।

দুঃখার্ণব [স] বি দুঃখের সাগর। 'আমরা যে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া আছিঃ করিতেছি।' নর্দপ, ১৮৪০।

দুঃখার্ভ [স] বিণ কটাকার। 'সদ্য-দুঃখার্ভ কেউ সাক্ষর ক'রে কেনলেন যে, এডেনে সেমিই দেশে কিরে যাবেন।' অল্পস, ১৯২৯।

দুঃখি [স দুঃখী] ১ বিশ দরিদ্র; গরিব। 'কাশাল দুঃখি লোকদিগকে পরিতোষকরমে ...'। রামায়ণ, ১৮০১। ২ বিশ অসুস্থ। 'তাহাতে দুঃখি লোকের নীড়া উপশম হইতে পারে।'। দর্পণ, ১৮২১।

দুঃখিত [স] ১ বিশ দুঃখগ্রস্ত। 'কান্দিতে লাগিয়া তুমি দুঃখিত হইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিশ ক্ষুব্ধ। 'হদি স্বামীর বণীভূতা থাকি তবে বহু দুঃখিত হইবেন।' চতুর্দশ, ১৮০৫।

দুঃখিতভাবে [স] ক্রিয় দুঃখের সঙ্গে। 'অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "হি। নবদ্বী।"। বর্তমান, ১৮৫৪।

দুঃখিতা [স] বিশ ক্রী দুঃখ কাভর। 'কান্দেন দেবকী মাতা দুঃখিতা হইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দুঃখিনী [স] ১ বিশ ক্রী দুঃখের ভাগী; দুঃখী। 'শিক্ষা না দিয়া যাবজ্জীবন জন্ম দুঃখিনী করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিশ ক্রী দরিদ্র। 'একটি দুঃখিনী ব্রীলোক একবাশি বহু ক্রমার ব্যয় হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

দুঃখিনী ভাটিয়া [স] বিশ ক্রী দুঃখের ভাগীণীশেষ। বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুঃখী [স] ১ বিশ দুঃখ ভোগ করে এমন। 'এ জনের দুঃখী নাম কভো ঘোণ্য নহে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিশ দুঃখিত। 'হার মানা হরিদাস দুঃখী হৈলো মনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুঃখীজন [স] বি দুঃখী লোক। '... জীবনকাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অসীমকরে বাঁচা।' মেঘতরঙ্গ, ১৯৫০।

দুঃখীত [স দুঃখিত] বিশ দুঃখগ্রস্ত। 'তিনি দরিদ্র ও দুঃখীত ব্যক্তির জন্য সর্বদা কাভর হইতেন।' গ্যাঙ্গী, ১৮৬০।

দুঃখু [স দুঃখ] বি দুঃখের ভাব। 'আহা! আহা! কি দুঃখু কি দুঃখু।' রামায়ণ, ১৮৫৪।

দুঃখে দুঃখে ক্রিয় কটে কটে। 'দুঃখে দুঃখে দিন দিন তুমি হুসু কীর্ণ।' ভবানী, ১৮২৫।

দুঃখের [স] বিশ বি বিকটি প্রকাশক শব্দ। 'দুঃখের নিদ্রি পিরানে আত্মারাম সরকার।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

দুঃখের [স] বিশ দুঃখ। 'দুঃখের দুঃখের ছেলে সে।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বিশ খুব দক্ষ। 'দুঃখের ও অব্যর্থ-লক্ষ্য আলভারেজ।' বিজুতি, ১৯৩৭।

দুঃখ সর্ব দুঃখ। 'তোমরা দুঃখ হয় জন্মি আমার সহায়।' মালশব্দ, ১৫০০।

দুঃখ সর্ব দুঃখ। 'দুঃখের রূপ শুনে দুঃখের নিত্য হয়ে মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুঃখ সর্ব দুই জন। 'তুমি দুই দোহা মুখ চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দুঃখের [স] বিশ দুঃখ; মধ্য। 'দুঃখের রেতে কোথায় কি পাব।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

দুঃখের [স] বিশ দুঃখ। 'কমে দুঃখের দুঃখের সোচ্চার মত দুঃখ কাপড় গিরে দুঃখের।' হুতাম, ১৮৬১।

দুঃখের প্র দুঃখ

দুঃখের [স] দুঃখ+স কুলা বি শিতার বশ ও মায়ের বশে। 'দুঃখের এমন নহি তার মুখ চাই।' রামায়ণ, ১৭৮০।

দুঃখের প্র দুঃখ

দুঃখের [স] ১ বিশ রেশমি কাপড়। 'সেই ধেনু দুঃখের অধর হক ক্ষয়।' মালিকায়াম, ১৭৮১। ২ বিশ বসন। 'কটিতে ছিল নীল দুঃখের, মালতীমালা মাথের, কাকর দুঃখানি ছিল দুঃখানি হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

দুঃখী [স] বিশ ক্রী বসন; বস্ত্র-পরিহিতা। 'অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকুলা রে/ভিমির-দুঃখীরা রে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দুঃখ [স দুঃখ] বি দুঃখ। 'এতক যতি বাক্যে দুঃখ লাগে বড়ি।' বিজয়, ১৬৫০।

দুঃখদশা [স দুঃখদশা] বি দুঃখ-দুঃখদশা। 'দুঃখদশা কদাচিত নহে বিমোচন।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুঃখবানী [স দুঃখবানী] বি দুঃখের বানী। 'কি তনুনিম্ন দুঃখবানী/হইলুম অতি বলবানী।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুঃখমতি [স দুঃখমতি] বিশ দুঃখগ্রস্ত। '... মাআবিআ হৈল দুঃখমতি।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুঃখানল [স দুঃখ+স অনল] বি দুঃখের আতন। 'দুঃখানলে দহিল শরীর।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুঃখিত [স দুঃখিত] ১ বিশ দুঃখগ্রস্ত। 'চিহ্নিত তাপিত অতি দুঃখিত হইয়া।' বাহ্যাম, ১৬৫০। ২ বিশ মর্ষাহত। 'দুঃখিত হইল নবী চিহ্নিত হইল।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুঃখ [স দুঃখ] বি দুঃখ। 'এত দুঃখ বড়ারি মোর পরান না সহে।' বহু, ১৪৫০।

দুঃখকথা [স দুঃখকথা] বি দুঃখের কথা। 'ভালমতে মোর দুঃখকথা কহ।' বহু, ১৪৫০।

দুঃখু [স দুঃখ] বি অপর দুঃখ। 'তেকারণে বিধি [যত] দুঃখণ শ্রেণি সাহায্যে।' বহু, ১৫০০।

দুঃখজাণিয়া [স দুঃখ+জাণিয়া] বি দুঃখ জাণার যে। 'চমক দিয়ে তাই তো ডাকো, ওগো দুঃখ-জাণিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

দুঃখজালা [স দুঃখজালা] বি কষ্ট, যন্ত্রণা ইত্যাদি। 'যার হসে বিরাজে দুঃখজালা সেই পাসরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

দুঃখ-ভালা [স দুঃখ+ভালা] বি দুঃখের ভালা। 'সমাজ শুলানে, হবিব না আর/বহিব না দুঃখ-ভালা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

দুঃখ-দরশ [স দুঃখ+দরশ] বি দুঃখের দরশ। 'যার ব'লে খাই তার পয়সার তো একটু দুঃখ-দরশ করে চলতে হয়।' বিজুতি, ১৯২৯।

দুঃখদরিয়া [স দুঃখ+দরিয়া] বি দুঃখের সাগর। 'দুঃখদরিয়ার তেউ।' জগীষ, ১৯৩৩।

দুঃখদিন [স দুঃখ+স দিন] বি দুঃখের দিন। 'যবে দুঃখদিনে শোকভাণ আসে প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দুঃখনিশা [স দুঃখ+স নিশা] বি দুঃখের রাত। 'দুঃখনিশা না হুটিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

দুঃখভার [স দুঃখভার] বি দুঃখের বোঝা। 'কোণ বিধাতাএ মোক গণিলেক কত শিখি দুঃখভারে।' বহু, ১৪৫০।

দুঃখভোগ [স দুঃখভোগ] বি দুঃখ সওয়া; কষ্টভোগ। 'কাপুকুয়েরা করিস তোরা দুঃখভোগের ডর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দুঃখমতি [স দুঃখমতি] বিশ ক্রী দুঃখভারাক্রান্ত। 'সেব কোটাল নাহি জিএ রাজা দুঃখমতি।' দুঃখ, ১৬০০।

দুঃখমতী [স দুঃখমতী] বি দুঃখভারাক্রান্ত। 'মো দুঃখমতীর হেসে।' বহু, ১৪৫০।

দুঃখরাশি [স দুঃখরাশি] বি অনেক দুঃখ। 'সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুঃখরাশি।' গণেশ, ১৫৭০।

দুগ্ধ-স্রোত [স দুগ্ধস্রোত] বি দুগ্ধের অংশ। 'মলমলটে দুগ্ধ-স্রোত ধারা।' নজরুল, ১৯২২।

দুগ্ধশয্যা [স দুগ্ধশয্যা] বি দুগ্ধরূপ বিছানা। 'দুগ্ধশয্যায় করি আগরণ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দুগ্ধশোক [স দুগ্ধশোক] বি দুগ্ধ ও শোক। 'হেরে মোর হাসিমুখ তুলে গেছে দুগ্ধশোক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দুগ্ধহর [স দুগ্ধহর] বিণ দুগ্ধ হর করে এমন। 'কীএ বালম দুগ্ধহর।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুগ্ধা [স দুগ্ধ] > ক্রি দুগ্ধ পাওয়া। 'অকরন দুগ্ধে পরান কেন দুগ্ধার রে।' রবীন্দ্র, ১৮২৮।

দুগ্ধানল [স দুগ্ধ-অনল] বি দুগ্ধের আগুন। 'দুগ্ধানলে দহিলা মোহর সর্ব অঙ্গ।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

দুগ্ধি [স দুগ্ধী] বিণ দুগ্ধী। 'কে তোর করল বেহাল হলি রে কোন দুগ্ধের দুগ্ধি।' লালন, ১৮৯০।

দুগ্ধিনী [স দুগ্ধিনী] বি ক্রী দুগ্ধী। বিদ্যা, ১৮৯১।

দুগ্ধিনী [স দুগ্ধিনী] বিণ ক্রী দুগ্ধী। 'কইলৌ খবুত আর জরমত তেঁ বা দুগ্ধিনী মোঁএ।' বড়ু, ১৪৫০।

দুগ্ধিনী ভাটিয়াল বি রাগের নাম। আলোড়ন, ১৬৮০।

দুগ্ধিরা [স দুগ্ধী] > বিণ দুগ্ধী। 'আমি বড় গরীব, দুগ্ধিরা মানুষ।' মানোএল, ১৭৪৩।

দুগ্ধী [স দুগ্ধী] বি দুগ্ধী। 'ওরে দুগ্ধী দুগ্ধা সকল।' তারিণী, ১৮০৩।

দুগ্ধের খাস - দীর্ঘনিশ্বাস। 'তাহে কেবলই দুগ্ধের খাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দুগ্ধ [স] বি দুধ। 'প্রভাতে উঠিয়া গোলাক বানী। দধি দুগ্ধ দুগ্ধ দুগ্ধিয়া রাশি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'দধিদুগ্ধ দধিতরু রসলা। শিখরিনী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুগ্ধ-কটাহ [স] বি দুগ্ধের কড়াই। 'সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধ-কটাহে ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

দুগ্ধকুম্ভা [স] বি দুধ এবং কুমড়া দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন। 'মোচাখট দুগ্ধকুম্ভাও সকল গ্রহের।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুগ্ধলাল [স] বিণ দুগ্ধ প্রদান করা হয় এমন। 'আগত অবলা শিশুদের দুগ্ধদান কেন্দ্র।' হাসান, ১৯৬৭।

দুগ্ধসোহন [স] বিণ দুধ সোহনো সক্রোন্ত। 'একমাত্র দুগ্ধসোহন জিহাই তাহার সর্বশ্র।' সুলত, ১৮৭০।

দুগ্ধ-ধাই [স দুগ্ধধাই] বি ধাত্রীমাতা। 'সেই বিবি দুগ্ধ-ধাই হইল নবীর।' সুলতান, ১৭০০।

দুগ্ধধার [স] বি দুগ্ধের ধারা। 'দ্রোহবিপলিত চিত্ত ত্ত্র দুগ্ধধারে উজ্জলিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দুগ্ধদানা [স দুগ্ধোদানা] বি দুগ্ধস্রোত। 'দধি ঝার ভাঙ ভর কর দুগ্ধদানা।' মালাধর, ১৫০০।

দুগ্ধদান [স] বি দুধ পান। 'কীরতসমুদ্রে সর্বদা দুগ্ধদান করিয়া থাকে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দুগ্ধদানপক্তি [স] বি দুধ পানের শক্তি। 'আমি এই পৈতৃক দুগ্ধদানপক্তির অধিকারী।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দুগ্ধশায়ি [স দুগ্ধশায়ী] বিণ দুধ পান করে এমন। 'দুগ্ধশায়ি গো বহুসার প্রাণ সংহার করিয়া পোড়া উদর পরিণামে করিতে পায়।' মশাররফ, ১৮৮৯।

দুগ্ধশায়ী [স] বিণ দুধ পান করে এমন। 'মুসলমানগণ কখনই দুগ্ধভজী পাতী ও দুগ্ধশায়ী বসে জ্বাহে করে না।' মশাররফ, ১৮৮৯।

দুগ্ধশূট [স] বিণ দুধ খেয়ে হঠপুট। 'দুগ্ধশূট তনুখানি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

দুগ্ধশোষ [স] বিণ দুধ পান করে বেঁচে আছে এমন। 'দুগ্ধশোষ বালক।' দর্পণ, ১৮২৯।

দুগ্ধকেননিত [স] বিণ দুগ্ধের ফেনার মতো সাদা ও কোমল। 'এক সুসজ্জিত শয়নাপারে দুগ্ধকেননিত পরম রমণীয় শয্যা।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দুগ্ধকেননিত্তা [স] বিণ ক্রী দুগ্ধের ফেনার মতো সাদা। 'আনীলসোচনা দুগ্ধকেননিত্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দুগ্ধবৎ [স] বিণ দুগ্ধের মতো। 'ইহাদের গাভ্রনিসূত দুগ্ধবৎ রস হইতে তর্পিত তৈল ও ধূনা গুহ্রত ইহায়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দুগ্ধবতী [স] বিণ ক্রী দুগ্ধাল। 'বাপুর আশালে আছে দুগ্ধবতী গাই।' বিজয়, ১৬৫০।

দুগ্ধভাগি [স দুগ্ধ-ভাগিনী] বি ক্রী একই নারীর স্তন্যপানজনিত কারণে যে বৈষম্যসম্পন্ন। ওর্গা, ১৭৮২।

দুগ্ধভাই [স দুগ্ধ-ভাই] বি একই নারীর স্তন্যপানজনিত কারণে যে ভাই সম্পর্ক। ওর্গা, ১৭৮২।

দুগ্ধ-মা [স দুগ্ধ-মাতা] বি ধাত্রীমাতা। 'কোরেশ সকল সখেখিয়া দুগ্ধ-মাএ শিতক কোলেত করি নিজ গৃহে যাএ।' সুলতান, ১৭০০।

দুগ্ধ শিত [স] বি দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে এমন শিত। 'ক'ব মূটি দুগ্ধ শিত আনিয়া সত্বর গ্রাহ্য করিয়া দিলা নবীর পোচর।' সুলতান, ১৭০০।

দুগ্ধ সর [স] বি দুগ্ধের সর। 'খির নবনি আছে আর দুগ্ধ সর।' মালাধর, ১৫০০।

দুগ্ধসাণর [স] বি দুগ্ধের সাণর। 'দুগ্ধসাণর।' মাইকেল, ১৮৬৫।

দুগ্ধাকি [স দুগ্ধ-অকি] বি দুগ্ধের সাণর। 'চেতনাশীলামৃতসিক্ত দুগ্ধাকি সমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুগ্ধের রুচি - দুধ দিয়ে তৈরি যবের পায়ের; পরিজ্ঞ। ওর্গা, ১৭৮৫।

দুগ্ধি [স দ্বিগুণ] বি দুই ঘটা। 'রাতি না পোহাইতে দুগ্ধি বাজায়।' জরজ, ১৭৬০।

দুগ্ধারিণী [স দ্বিগুণী] বিণ কুশাট। 'দুগ্ধারিণী যার মা তার হেন গভী।' বড়ু, ১৪৫০।

দুগ্ধনদ্র দু

দুগ্ধন [স দুর্জন] বি দুর্জন। 'দুগ্ধন সাবে অবসরি জাই।' চর্চা ৩২, ১২০০।

দুঠ [স দুট] বিণ দুট। 'খাইব মই দুঠ কুঁহা।' চর্চা ৩৯, ১২০০।

দুঠমন [স দুঠমন] বিণ দুটবুদ্ধি। 'কনিতো লংঘিব জেঠ হজাঁ দুঠমনে।' বড়ু, ১৪৫০।

দুঠঠ [পা দুটট] বিণ দুঠঠ। 'পাশ দুঠঠ কয়ে তাক সবই মরিব।' বড়ু,

১৫০০।

দুঠা [স দুঠা] বিধ দুঠ। 'কি মো দুঠা বলসেঁ।' চর্চা ৩৯, ১২০০।

দুড়দাড় [ধন্য] বিধ তড়িৎবিদ্য। 'দৌড় দৌড়, ধর ধর, পালা পালা, হুড়হুড় দুড়দাড় ব্যাপার।' রকীশ, ১৮৯২।

দুড়দাড় [ধন্য] দুড়দাড়। 'কি দুড়দাড় শব্দ করা।' ভালপালা সব দুড়দাড়ের খুঁটি হওয়ায় কহে।' রকীশ, ১৯৪০।

দুড় দুড় [ধন্য] ১ বি ভয়, রাগ প্রভৃতির কলে স্ট্র ক্রত হসকল্পন। 'বুক দুড় দুড় করে গ্রাম ছটকট।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি দৌড় অথবা ক্রত গমনের শব্দ। 'সামর ... দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল।' বহিষ, ১৮৮২। ৩ বি কপালের শব্দ। 'মোটরের দাশাদাশিতে রাতাতলোর বুক দুড়দুড় করে।' অনন্য, ১৯২৯।

দুড়দুড়ানি [ধন্য] বি ক্রত হসকল্পনের ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

দুত [স দুত] বি বার্তাবাহক; চর। 'দুত হোয়া আইলাও তোমার নগরি।' মাল্যবর, ১৫০০।

দুতর [স দুতর] বি দূতর। 'দুতর যমুনাও রাখা তোছা কৈলো পার।' বড়, ১৪৫০।

দুতরত [দুতর] বিধ পূর্ণ্য; পার হওয়া কঠিন এমন। 'দুতরত পার কর একবার কাহু।' বড়, ১৪৫০।

দুতরে [ক্রিবিধ] বিশেষ। 'তোমার ঘরে বোল বড়ারি হেন সততরে আচার নিস্তার তবে নারিক দুতরে।' বড়, ১৪৫০।

দুতা [স দুতা] বি স্ত্রী দুতী। 'দুতার বচনে/ আতি বিরালো/ তোমাকে মো মাইলো বাসে।' বড়, ১৪৫০।

দুতী [স দুতি] বি শুক্লা। 'মানিক কিনিয়া দলনদুতী।' বড়, ১৪৫০।

দুতীয় [স দ্বিতীয়া] বি দ্বিতীয়। 'দুতীয় নিবাসে চন্দ্র চরণে বেষ্টিত।' সুলভা, ১৭০০।

দুতিও [স দ্বিতীয়া] বি দ্বিতীয়। মাল্যবর, ১৭৪০।

দুতুর [ধন্য] বি তুচ্ছতাসূচক শব্দ; দুই হোক। 'মা গো কী যে কর - আয়ে দুতুর।' নজরুল, ১৯২৬।

দুতোর বি বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। 'দুতোর বসে দলভর চটালুম।' নজরুল, ১৯২৪।

দুদ [স দুদ] বি দুধ। ওর্স, ১৭৮২; 'বর্ষ যেন দুদে আলতার পোশা।' কেরি, ১৮০২।

দুদসার [স দুদ] বি দুধের মতো সাদা শালিখ। 'কেলে জিরা পদমাত্র দুদসার লুটি।' ভারত, ১৭৬০।

দুদে আলতা - দুধ এবং আলতার মিশ্রণে রক্তাক্ত পৌরবর্ষ। 'রং যেন দুদে আলতা।' উমেশ, ১৮৫৭।

দুদে আলতার পোশা - দুধ ও আলতায় পোশালে; উচ্চল পৌরবর্ষ। 'ক' যেন দুদে আলতার পোশা।' কেরি, ১৮০২।

দুদি [স দুদ] বি দুধ। 'পড়িলে তনিলে দুদিভাতি তা পড়িলে ঠেসার ঠটি।' ভবানী, ১৮২৫।

দুদিভাতি [দুধভাত]। ক্রিবিধ দুধে ও ভাতে। 'পড়িলে তনিলে দুদিভাতি তা পড়িলে ঠেসার ঠটি।' ভবানী, ১৮২৫।

দুদুসো বিধ বিখ্যাত; সংশয়বাদী। ওর্স, ১৭৮৫।

দুদুবি [ধন্য] বি কোলাহল। 'দুদুবি উঠিয়া আহে শ্রীবাসের বাড়ী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দুদুড়ি [ধন্য] ক্রিবিধ অতি ক্রত ও দুড়দাড় শব্দে। 'হেন কালে দুদুড়ি খুলে পেল সব যার।' রকীশ, ১৮৯৫।

দুদুড়ি করে ক্রিবিধ ক্রমাগত দুড়দাড় শব্দে। 'দুদুড়ি করে কিলি মারবে।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

দুদুড়ো [ধন্য] দুড়দাড়। 'বিধ দুড়দাড় শব্দ করা।' অন্ধকারে দুদুড়িয়ে/ কে যে কারে যার ডাকিয়ে।' রকীশ, ১৯২২।

দুর্জ্ব [স দুর্জ্ব] বি পরাক্রমশালী। 'বড়ই দুর্জ্ব এই রাজা সালবান।' মুকুল, ১৬০০।

দুধ [স দুধ] ১ বি দুধ। 'দুধ মায়েঁ লড় পছতে দেখেছি।' চর্চা ৪২, ১২০০। ২ বি কব। 'দুধ কবিতাহে করবীর হাসে হাসে।' জীবন, ১৯০২।

দুধগুলা [দুধ+হি গুলা] বি দুধ বিক্রেতা। 'দুধগুলাকে ঘরে ঘরে ধরা দিয়ে দুধ বেতে হয়।' মূলতর, ১৯৫২।

দুধগুলাী [দুধ+হি গুলাী] বি স্ত্রী দুধ বিক্রেতা। 'হয়তাত্তীর দুধগুলাীর জমিয়ার, ইকব দুতোর ভালে ...।' মূবীর, ১৯৬৬।

দুধকমল [দুধ+স কমল] বি একরকার ধান ও তার চালা। 'সুখা দুধকমল খড়িকাযুটি রাখে।' ভারত, ১৭৬০।

দুধ কলা দিয়ে সাপ শোষা - স্বরূপে যত্নে শালন-পালন করা। 'সুখল ১৯০৬; 'দুধে কলার পুষতে সাপের হানা।' রকীশ, ১৯১৮।

দুধকে দুধ, জলকে জল - যে যেমন ভাবে তেমন বলা। 'এ যেন দুধকে দুধে দুধ, জলকে জল।' নজরুল, ১৯২২।

দুধ-ধোর [দুধ+কা ধোরা] বিধ দুধে আসক্ত। 'হই যদি দুধ-ধোর।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৫।

দুধখোড় [দুধ+খোড়] বি দুধের সাথে খোড়ের ব্যঞ্জন। 'দুধখোড় ভালনা তজনি ঘটি তালা।' ভারত, ১৭৬০।

দুধবরণ [দুধ+স বর্ণ]। বিধ দুধের মতো সাদা। 'ভাঁর সবচেয়ে গোয়ারে দুধবরণ খোড়ার জন্য ... লগয়ার সম্বন্ধ করেছেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

দুধবাস [দুধ+স বাস] বি দুধের গন্ধ। 'এড়োয়ে নাহি যুচে তোর মুখে দুধবাস।' বড়, ১৪৫০।

দুধবেটা [স দুধ-বুট] বি দুধ দিয়ে পানিত গুহ। ওর্স, ১৭৮৫।

দুধবোশ [দুধ+বোশ] বি একই নারীর ত্বনাপান করে শালিত হয়েহে এমন বোন। 'হোনারেনের মুখে দুধবোশ সোয়েমার খাতিয়েই ৬০০০ বকীকে মুক্তি দেন।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

দুধ-ব্রাতি [দুধ+হি ব্রাতি] বি দুধ মিশ্রিত যব। 'একপাত্র দুধ-ব্রাতি আনিয়া রোগীকে বাহিতে দিলেন।' রোকেয়া, ১৯২৪।

দুধ-ভাত বি দুধ মাথানো ভাত। 'দুধ-ভাত খাও।' নজরুল, ১৯২৬।

দুধ-ভাতে কাটানো - সজ্জল জীবনধারণ করা। 'সাত পুরুষ দুধ-ভাতে কাটিয়ে দিতে পারে।' জীবন, ১৯০২।

দুধ মা বি অনেক সন্তানকে জন্য দেয় যে নারী। ওর্স, ১৭৮৫; 'সবল দুধমা ও দুধপাচানে মাগিপিলি ভাড়া করা হইয়াছে।' মানিক, ১৯৪০।

দুধরাজ [দুধ+স রাজ] বি বিশ্বের সাগরিশেষ। 'ঢোড়া, গোহুরো, দুধরাজ, পাঁচরাজ।' জীবন, ১৯০৩।

দুধ-শাউ বি দুধ এবং শাউ দিয়ে রান্না করা মিষ্টান্নবিশেষ। 'দুধ-শাউ রেখেছি।' শ্যামল, ১৯৫৭।

দুখলি বি ফুলবিশেষ। 'জ্যোৎস্নাক্ত রাত্রি বাতাসে দুখলি ফুলের মিত সুবাস।' বিভূতি, ১৯৩৮।

দুখসর বি এক ধরনের ধান। 'পোলায় তোলে সে ধান-রূপ সাল, তিলক কাচারী/ বালায়, ক্ষীয়াইজালি, দুখসর-মাঠের খিয়ারি।' ফররুখ, ১৯৬৩।

দুখশাপর [দুখ+স শাপর] বি দুখের সমুদ্র। 'এক কাপ দুখ দেখল না বিনোদ, দেখল দুখশাপর।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

দুখা [দুখ+] বিণ সাদা। 'দুখা গোম ১ মোন।' দর্পণ, ১৮২২।

দুখাল [দুখ+] বিণ দুখ দেয় এমন। 'আতীর-বালারা দুখাল গাভীতে সোহায় না।' নজরুল, ১৯২৮।

দুখাহারী [দুখ+স আহারী] বি সন্ধ্যাবিশেষ। 'যাহারা দুখমাত্র পান করিয়া শরীর রক্ষা করেন, তাহাদিগকে দুখাহারী বলে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দুখিআকন [দুখ+আকন+] বি শ্বেত আকন্দ। 'রবি গোখ ছাত্তীন জাতি দুখিআকন।' বহু, ১৪৫০।

দুখি ভাতি ক্রিবিণ দুখে ভাতে। 'অবু তব গিরিসুতা পড়লে তন্নে দুখি ভাতি।' রামধন্য, ১৭৮০।

দুখির পানি বি ঘোলা। মানোএল, ১৭৪৩।

দুখ [দুখ+] বি দুখ। 'দুখিল দুখ কি বেটে ঝামাখ।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

দুখলি [দুখ+] বিণ ঠা দুখ দেয় এমন; দুখবন। 'দুখলি গাই বিকিয়ে গেছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

দুখে-দাঁত বি দুখশোষা শিশুর প্রথম ওঠা দাঁত। 'দু'বাণি মাত্র দুখে দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে।' বিভূতি, ১৯২৯।

দুখে ভাতে ক্রিবিণ সুখে পাতিতে। 'আমার সন্তান যেন ধুঁক দুখে ভাতে।' ভারত, ১৭৬০।

দুখে শিত বি কমবয়সী বালক; তরুণ। 'যত দুখে শিত, ত'লে ঈত, তুমে ম'ল ডবের টবে।' গুণ, ১৮৫৮।

দুখের ছেলে বি কচি ছেলে; শিশু। 'দুখের ছেলের গাভীর ছবি দেখিবি কি তোরা কেউ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

দুখের দাঁত বি শৈশবের দাঁত। 'তোমার দুখের দাঁত অনেকদিন ডেঙছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দুখের দুলাল বি ছোটো শিশু। 'কোন মা মায়ের ভোরে প্রাণ ধরে ছেড়েছে এমন দুখের দুলাল।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দুখের বাচ্চা বি দুখশোষা শিশু। 'দুখের বাচ্চা কেঁদে উঠেছিল আমার বুকের পরে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

দুখের মাছি - সুসময়ের বহু। সুবল, ১৯০৬।

দুখের মেয়ে বি শিশুকন্যা। 'দরদাম টিক করে একটি হিচকীদুখে দুখের মেয়ে বিয়ে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দুখের সাথ ঘোলে মেটানো - উৎকৃষ্ট জিনিসের অভাবে নিকৃষ্ট জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। 'দুখের সাথ আর ঘোলে মেটোন গে-।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'দুখের সাথ ঘোলে মেটানোর মতো পানে-গল্পে-কবিতায় ...।' নজরুল, ১৯১৯।

দুখেল বিণ দুখের মতো; দুখযুক্ত। 'কখনো বা মগজকে নয় তুলে ধরি কাঁচা দুখেল জ্যোৎস্নায়।' শামসুর, ১৯৭০।

দুখারি, দুখারী দ্র দু

দুখাশী বি একধরকার লতা। 'মাখায় বাঁধিবে দুখাশীর লতা কচি সীমপাতা কানে।' জগীশ, ১৯৩০।

দুখ, দুখলী দ্র দুখ

দুখ দ্র দু

দুনিয়া [আ] বি বিশ্ব। 'জাহের হইল তাহা দুনিয়া ভিতরে।' গবীব, ১৭৬৫।

দুন্না, দুন্না [আ] বি দুনিয়া; জগৎ। 'নির্বাচন প্রতিযোগিতায় দুন্না এই সত্যের বাস্তব প্রমাণ দেখিতে সমর্থ হইবে।' আজাদ, ১৯৩৭; 'দশ দিনের এই দুন্না ভাই, স্বপ্ন-সুহক কল্পলোক।' নজরুল, ১৯৩৯।

দুন্ইয়া [আ] বি জগৎ। 'ধীন ও দুন্ইয়ার শিক্ষালাভ হইবে।' এসলাম, ১৯৩৫।

দুনিয়াই [আ দুনিয়া+] বি পার্থিব। মানোএল, ১৭৪৩।

দুনিয়াখানা [আ দুনিয়া+খানা] বি দুনিয়া। 'দুনিয়াখানা তাহার হাতের মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

দুনিয়া-জাহান [আ দুনিয়া+ফা জাহান] বি পৃথিবী। 'দুনিয়া-জাহানের সর্বত্র তখন একটা নিখর ভয়াবহ নিস্তব্ধতা।' মনসুর, ১৯৫৫।

দুনিয়া-জোড়া [আ দুনিয়া+জোড়া] বিণ বিশ্বব্যাপী। 'দুনিয়া-জোড়া স্রষ্টার রাক্ষস কোথাও যখন একটু মাথা গলাতে পারেনি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

দুনিয়াদার [আ দুনিয়া+কা দার] বিণ সংসারী। 'তোমার সঙ্গে আমাদের দুনিয়াদার পোকের কিছুতেই পরোমহায়া বাপ যায় না।' নজরুল, ১৯২৭।

দুনিয়াদারি, দুনিয়াদারী [আ দুনিয়া+কা দারি] বি সংসারার্থ। 'এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে নেলে।' মাইকেল, ১৮৬০; 'কীসের মিছে দুনিয়াদারী, কেন ঘুরি কচি।' গিরিশ, ১৮৫৩।

দুনিয়াবী [আ দুনিয়া+] বিণ পার্থিব। 'তাঁহারা দুনিয়াবী উন্নতির কথা বলিবেন।' জামায়াত, ১৯৩৮।

দুনিয়াভোর [আ দুনিয়া+] বিণ জগৎময়। 'দুনিয়াভোর মানুষের অন্তর বুঝি তাঁর মতন।' তারা, ১৯৪০।

দুন্-তন্ [গা দু+স তন্] বিণ বিশাল দেহধারী। 'চিরদিন ঘোষে বাধা হইয়া দুন্-তন্।' হুসুদ, ১৬০০।

দুদুড়ি [স] ১ বি ঢাক; নাকারা। 'সন্তুষ্টা শব্দধ্বনি পট্টম দুদুড়ি বেনি।' হুসুদ, ১৬০০। ২ বি ভয়ঙ্কর শব্দ। 'বিমানে বিমানে বাজে দুদুড়ি।' নজরুল, ১৯৩০।

দুদুড়িধ্বনি [স] বি বায়ুধ্বনি। 'দেবতারা, এই ব্যাপার দর্শনে সাতিলস পরিতুষ্ট হইয়া, দুদুড়িধ্বনি ও পুশবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দুদুড়ি [স দুদুড়ি] বি প্রাচীন রূপবাদ্যবিশেষ। 'মৃদঙ্গ মুহুরী শব্দ দুদুড়ি কাহাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দুদোশী [স দুদোশিকা] বি আড়ম্বর। 'ছাড় ছাড় মাখামোখা বিশ্বয়ী দুদোশী।' চর্যা ৫০, ১২০০।

দুদারিষ বিণ দুর্ভাগ্য। 'মহা তেজস্বত্ব বির অতি দুদারিষ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দুপ [ধন্য] বি শব্দ কিছু পড়ার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

দুশদ্বাদশ

দুশদ্বাদশ [খন্যা] বি অত্যাধত দুশ শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

দুশ দুশ [খন্যা] ১ বি ত্র্যমাত্ত দুশ শব্দ। 'দুশ দুশ করে বুক কাঁপিতে লাগিল।' কৃষ্ণকায়, ১৭২০। ২ বি মাটি কৈশে ওঠার শব্দ। 'দুশদশে মাটি দুশদশ তত্ত্বত শব্দে কাঁপতে লাগলো।' হাসান, ১৯৭৪।

দুশদ্বাদশি [খন্যা] বি দুশ দুশ শব্দের ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

দুশর [সি বিহবর] বি দুশর; মধ্যাহ্ন। 'দিবস দুশরে সেধি ঘোর অন্ধকার।' মুহূর্ণ, ১৮০০। ২ দুশর
দুশহর [সি বিহবর] বি দুশর। 'রাসে দুশহর বেলে কদমের তলে।' বড়ু, ১৪৫০।

দুশুর [সি বিহবর] বি মধ্যাহ্ন। 'কাশি যে ভাই দুশুর বেলা কচকচি লাগলো।' কেরি, ১৮০২।

দুশুরদক্ষ [সি বিহবর] বিগ্ন মধ্যাহ্ন তপিত। 'দুশুরদক্ষ পায়ে ক্রি পরিভ্রম্য।' সুবীল, ১৮৯১।

দুশুরবেলা [দুশুর+স বেলা] ক্রিবিগ্ন দিনের মধ্যভাগে। 'এখন সে কাকরূম করে, দুশুরবেলা বসিয়া পাখা টানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দুশুরবেলাকার [দুশুর+স বেলা-কার] বিগ্ন দুশুরের। 'বৈশাখ মাসের দুশুরবেলাকার কাঠ-কাটা রোদ।' বনকুল, ১৯০৬।

দুশুরকছ বি দুশুর। 'দুশুরকছ বোয়ার চেলার খোঁজে কোন আখড়ার।' শামস্ত, ১৯৭০।

দুশুর'র বেলা বি দুশুর বেলা। 'ত্রিক দুশুর'র বেলায় যখন জ্যোতি বিন্দুসার চিত্রা করছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুশুর [সি বিহবর] বি দুশুর; মধ্যাহ্ন। 'আকাশে দুশুর বেলা মাল্যধর, ১৪০০।

দুশুর [সি বিহবর] বি দুশুর। 'অধিষ্ঠান হন সেনী ত্রিক দুশুর' বেলা।' রঙ্গদাস, ১৭৫০।

দুশ [সি দুর্বা] বি দুর্বা ঘাস। ম্যানেএল, ১৭৪০: 'দুশ্বাসে কোন ঘাসে?' নজরুল, ১৯২২।

দুশ্বা [সি দুর্বা] বি দুর্বা ঘাস। ম্যানেএল, ১৭৪০: 'দুশ্বা খেতের পুরানো সব পুনরুজ্জীবিত/ অর্ধহাওয়া হয় সে বোবার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দুশ্বা বি দুর্বা। 'দুশ্বার শীষে যেমন নিখারের পানি।' জসীম, ১৯৩০।

দুশ্বা [সি দুর্বা] বি দুর্বা। 'দুশ্বা ধান ততপরে।' রাইখ, ১৭১০।

দুশ্বদুশ [খন্যা] বি সৌর্য্যোদয়। 'রক্তক ইন্দুর করেছে দুশ্বদুশ।' মুহূর্ণ, ১৮০০।

দুশ্বাঙ্গ [সি দুর্বাঙ্গ] বি দুর্বাঙ্গ। 'রাজার বেটা দুশ্বাঙ্গ হাটের আওয়ান।' মুহূর্ণ, ১৮০০।

দুশ্বা [সি দুর্বা] বিগ্ন কুল। 'নাহি শিখে উত্তম বসনে শরীরে দুশ্বা তেল কাছে।' বড়ু, ১৪৫০।

দুশ্বা', দুশ্বা [সি দুর্বা] বিগ্ন দুর্বা। 'দুশ্বা বাজা কেলে দিবে ব্যাঘতে হয়।' মুক্তভা, ১৯৫২।

দুশ্বিজাল বি একক্সার জামশনি পাড়ি। 'জলগুয়ার, পান্নাহাজার, দুশ্বিজাল, সাওদাল।' মাহেশত, ১৯৪০।

দুশ্ব [খন্যা] বি কোনো কিছুতে হাত দিয়ে আঘাত করার শব্দ। 'কখন

(ঢাকের) গেছনটা দুশ্ব করে বাজাচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১।

দুশ্বদাম [খন্যা] ১ ক্রিবিগ্ন দুশ্বদাম শব্দে। 'দুশ্বদাম দুগিণে কাছাড় খায়া পড়ে।' রঙ্গদাস, ১৭৫০। ২ ক্রিবিগ্ন সপক্ষে। 'সকলেই দুশ্বদাম করিয়া দরজা দিয়া চলিল।' কৃষ্ণভাষিণী, ১৮৮৮।

দুশ্ব দুশ্ব [খন্যা] বি ত্র্যমাত্ত দুশ্ব শব্দ। 'পলায় হাত দিয়ে দুশ্ব দুশ্ব করে মারকেই শুধু মার বলে না।' গীর্নবর, ১৮৬৭।

দুশ্ব [কা] বি লেজ। 'দুশ্বা তেড়ার দুশ্ব আসছে।' নজরুল, ১৯৪১।

দুশ্বভানৌ ক্রি মোচড়ানো। 'মন বৈকে দুশ্বড়ে গেল।' জীবন, ১৯৪৮।

দুশ্বড়ে মুচড়ে ক্রিবিগ্ন ভেঙেচুরে দলা পাকিয়ে। 'লভাপাতা, বইয়ের মলাট দুশ্বড়ে মুচড়ে বলে পড়ে।' মাহেশত, ১৯৬৬।

দুশ্বদাম [খন্যা] বি অবিরাম দুশ্ব শব্দ। 'দুশ্বদাম দুশ্বদাম দুশ্বদাম।' শিকরাম, ১৯৭০।

দুশ্বদম [খন্যা] ক্রিবিগ্ন ত্র্যমাত্ত দুশ্ব আঘাত কর। 'দুশ্বদম কিল ধারড়ে পিঠটা তার জ্বরিত হলো।' কায়দার, ১৯৬২।

দুশ্বদুম [খন্যা] বিগ্ন দুশ্বদুম শব্দ করে এমন। 'দুশ্বদুম দুটো কিল বসিয়ে দেয় ওর পিঠে।' কায়দার, ১৯৬২।

দুশ্বদুখী [খন্যা] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'দুশ্বদুখী কর্ণাল শব্দে পর্বত তড়বড়ে।' বলাগল, ১৮৮০।

দুশ্বদুখী [খন্যা] বিগ্ন উচ্চ শব্দযুক্ত। 'দুশ্বদুখী করে করে লাফ জুলুক নাচ নেচে নাইতে যায়।' কবীন্দ্র, ১৯৬০।

দুশ্বা [কা দুশ্বা] বি মেঘ জাতীয় ধানীবিশেষ। 'বাঁদী বকরী দুশ্বা আর উঠে যে প্রধান।' সুলতান, ১৭০০।

দুশ্বা-শির [কা দুশ্বা+স শির] বি দুশ্বার মাথা। 'দুশ্বা-শির রুম-যাসীর।' নজরুল, ১৯২২।

দুশ্বজ [সি বিতীয়া] বিগ্ন বিতীয়া। 'তোকে মোর দুশ্বজ পরাণে।' বড়ু, ১৪৫০।

দুশ্বর [সি ঘারা] বি দুশ্বার। 'বলি আসে দুশ্বর খোল।' মাইকেল, ১৮৬০।

দুশ্বা, দুশ্বো [প্রা দুশ্বা] বিগ্ন ক্রী দুর্গা। 'সেই বিশেষ এক দুশ্বারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে।' রবীন্দ্র, ১৯২২: 'দুশ্বোরানীর দুশ্বের বাধা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

দুশ্বোরানী [প্রা দুশ্বা+স] বি ক্রী ভাগ্যবান রানী। 'দুশ্বোরানীর দুশ্বের বাধা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

দুশ্বা [প্রা দুশ্বা] বিগ্ন দুর্গা। 'মিনে রায়ে দশ হেল্যা দুশ্বা খায় গার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দুশ্বাশ [সি ঘানশ] বিগ্ন ঘানশ। ম্যানেএল, ১৭৪০।

দুশ্বানৌ ক্রি ঘানান। 'বান্দুরে ছেলে গোল দুশ্বো।' অন্নদা, ১৯৪০।

দুশ্বা ভুয়া [প্রা দুশ্বা+স] বি শব্দক: বিধা। 'দুই এক মাসে রজা করে দুশ্বা ভুয়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দুশ্বার [সি ঘারা] ১ বি দরজা। 'দশমী দুশ্বারে দিলো কপাট।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রবেশপথ। 'চলিতেছে গেল গিমিদ্ধি দুশ্বার।' রাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি কপাট। 'তর্গ, ১৭৮৫। ৪ বি বহন। 'ভাল দুশ্বার, কাশে মড়াডাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

দুশ্বারপোড়া [দুশ্বার+পোড়া] বি সোরপোড়া। 'রাতদুশ্বর অর্ধি কপাট পেয়ে সোবার জন্য দুশ্বারপোড়ার বলে থাকবে।' বনকুল, ১৯৬৬।

দুশ্বার সেওয়া ১ বিগ্ন রুদ্ধ। 'দুশ্বার সেওয়া তোদের পাখান মনে।'

রকীশ, ১৮৮৩। ২. বিশ দরজা বন্ধকৃত। 'দুয়ার পেওয়া সকল ঘরে।' রকীশ, ১৯২৭। ৩. কি দরজা বন্ধ করা। 'পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া হেঁড়া আসন মেলা।' রকীশ, ১৯২৮।

দুয়ারদেশ [স. আরদেশ।] বি দরজার সামনের দিক। 'কখন এলে দুয়ারদেশে।' রকীশ, ১৯২৮।

দুয়ার ধরা কি দরজা স্পর্শ করা। 'ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া উলসবের পানে রবে চেয়ে।' রকীশ, ১৮৮৮।

দুয়ার বাঁধা কি দরজা বন্ধ করা। মানোএল, ১৭৪৩।

দুয়ার মেলা কি যারোদাটন করা। মানোএল, ১৭৪৩।

দুয়ারধারা বিশ পঞ্চবাহীন। 'এই যে ভাঙ্গে খুলোয় খুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারধারা পথ।' শব্দ, ১৯৫৫।

দুয়ারি [স. যার>।] বি যাররক্ষক; দারোগান। 'দুয়ারি গ্রহরি তারা সাত খিঁজা গেল।' মালখর, ১৫০০।

দুয়ারী [স. যার>।] ১. বি যাররক্ষী। 'দুয়ারীক বুলিল কাসেম যাও নীচ করি।' সুলতান, ১৭০০। ২. বিশ যারযুক্ত। 'দক্ষিণ দুয়ারী ঘর পিণিপি সারি সারি।' রূপায়াম, ১৭৫০।

দুয়ারে দুয়ারে ক্রিবিধ সকল দরজায়। 'গোরা নারিকেল দেখি দুয়ারে দুয়ারে।' মালখর, ১৫০০।

দুয়ারোয়ানি বি যাররক্ষী। মানোএল, ১৭৪৩।

দুয়ারে [স. যার।] বি দরজা। 'যমের দুয়ারে খোলা গেয়ে ছুটেছে সব।' রকীশ, ১৮৮৯।

দুয়ারে আঙন সেওয়া - সর্বনাশ করা। 'আমি কি পুরুষমানুষের দুয়ারে আঙন দিতে মাছি।' রকীশ, ১৯২২।

দুয়ারী [স. প্রকার।] বি গানের ছায়া অংশ সমন্বয়ে গাওয়া। 'মড়ক দুয়ারী ঘরে আমার দুয়ার।' নজরুল, ১৯২৪।

দুয়ো [স. দুত।] বি নিলা, ভর্সনা বা বিস্তারসূচক ধনি। 'ইম্রা ছয়সী গবেষণার সহিত বিতক ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দুয়ো।' রকীশ, ১৯০৭।

দুয়ো দ্র দুয়া

দুয়ো দ্র দুয়ার

দুয়া দ্র দুয়া

দুর [স. দুর্।] বি ব্যাবধান। 'ভয় বিগ দুর নিবারিউ।' চণ্ডী ৩১, ১২০০; 'আফকান দুরে গেল হইল বিযুক্ত।' রকীশ, ১৬৮৯।

দুরগত [স. দূ-গত।] বিশ দূর্ভূত। 'আসক উরুত সবে দুরগত।' চণ্ডী, ১৫৫০।

দুরসেস [স. দূ-সেশ।] ক্রিবিধ দুঃসেশে। 'সময় বসন্ত কন্ত হাছ দুরসেস জানল বিহি প্রতিকূল।' বিন্যাপতি, ১৪৬০।

দুরক্ষর [স।] বিশ অগ্নির। 'নাহি বলা দুরক্ষর বাণী।' কুবিরাণ, ১৬৫০।

দুরশয় [স. দুর্শয়।] বিশ যাওয়া কঠিন এমন। 'কতু বা পথ গহন জটিল ... বন্ধিম দুরশয়।' রকীশ, ১৮৫৫।

দুরজনি [স. দুর্জনি>।] বি দুঃমতি। 'এ শিশু দুরজনি এ হেন কহি পুনি।' বাহরাম, ১৬৫০।

দুরতিক্রমণীয় [স।] বিশ দুর্লভ্য; দুস্তর। 'মানুষ মানুষে যে তেদটা সব চেয়ে দুরতিক্রমণীয়।' রকীশ, ১৯২৯।

দুরতিক্রম [স।] বিশ অতিক্রম অতিক্রম করা যায় এমন। 'বড়ো

মানুষ হতে গিয়ে দুরতিক্রমা বাধা পায়।' অন্ননা, ১৯২৮।

দুরভায় [স।] বিশ অতিক্রম করা কঠিন। 'ইতিহাসের দুর্গম দুরভায় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ ...।' রকীশ, ১৯১৬; 'দুরভায় মকছুজ নিরখিবে দুর্ঘর মেয়ালে।' সূরীশ, ১৯২৯।

দুরদূর [ধন্য।] ১. ক্রিবিধ দুরদূর ধনিত। 'উত্তরে পরনে মেঘ ডাকে দুরদূর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২. বি ভয় প্রভূতি কারণে হৃৎস্পন্দন। 'তরালে বিকল তনু গ্রাম দুরদূর।' রূপায়াম, ১৭৫০। ৩. ক্রিবিধ অবিরাম ধারায়। 'দূ নয়নে প্রেমধারা বহে দুরদূর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দূর দূর করিয়া ক্রিবিধ দাঁড় দাঁড় করে। মানিকরাম, ১৭৮১।

দুরদুট [স।] বিশ দুর্ভাগ্যজনক। 'পীড়া পাইল দুরদুট সোবে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুরদুটতা [স।] বি মন্দভাগ্য; পোড়া কপাল। 'একজন ইংরেজ-মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদুটতা।' রকীশ, ১৯০৮।

দুরবিগম্য [স।] ১. বিশ দুর্বেধ্য। 'ভাষার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ দুরবিগম্য হইয়া উঠিলাম।' রকীশ, ১৯১২। ২. বিশ সহজে করা যায় না এমন। 'ওর কাছে সেই দুরবিগম্য কাজ, যা কারও হাতির করে না।' রকীশ, ১৯৩২। ৩. বিশ আরম্ভ করা কঠিন এমন। 'বিশ্বপ্রবাদের দুঃস্মরিমের বৃহৎ দুরবিগম্য সন্মেলন হিসাব সে রাখে।' রকীশ, ১৯৩৭।

দুরবিগম্যতা [স।] বি দুর্গমতা। 'জীবন-পথের দুরবিগম্যতা হয়ে উঠিল সুলভের স্পর্শে পুষ্প-পেলব।' নজরুল, ১৯৩৬।

দুরবর্ত [স।] বি ব্যাধা পরিণাম। 'সবি হে দুরবর্ত দুরবর্ত পাই।' বিন্যাপতি, ১৪৬০।

দুরনুমেয় [স।] বিশ অনুমান করা দুসোধ্য এমন। 'ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে।' রকিম, ১৮৮৭।

দুরন্ত [স।] ১. বিশ দুঃস্বভাবক। 'হয় জন্মি জানিএ পিঠীতি দুরন্ত। তব কিএ জাণ্ড পাপক অন্ত।' বিন্যাপতি, ১৪৬০। ২. বিশ দুষ্ট। 'প্রবর ব্রাহ্মণ সঙ্গে দুর্ভুখ দুরন্ত।' মালখর, ১৫০০। ৩. বিশ দুর্দান্ত। 'নাহি যোজন রণে দুরন্ত অসুর সনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪. বিশ প্রবল। 'অশ্রুপান মাসে বড় দুরন্ত বাদল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫. বিশ চঞ্চল। 'দাইল কুজবর বড়ই দুরন্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬. বিশ অতিশয়। 'নিভা মরা সেহ জান কাকির দুরন্ত।' সুলতান, ১৭০০। ৭. বিশ দুর্ভব। 'বিশনাথ বাবু নামে এক দুরন্ত ডাকতি ছিল।' নর্পণ, ১৮১৯। ৮. বিশ দৌরাণ্ড্যপূর্ণ। 'দুরন্ত সংসার - তথা না পশির আর।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৯. বি অপাত। 'আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাতা।' রকীশ, ১৯১৬। ১০. ক্রিবিধ তাড়াতাড়ি। 'উলানিয়ার নৌকো দুরন্ত পাড়ি জমিয়েছে।' শামসুল, ১৯৫৬।

দুরন্তর [স।] বিশ অতিশয় বেগবান। 'দুরন্তর চিতা।' জীবন, ১৯৩২।

দুরন্তশনা [স. দুরন্ত+শনা।] ১. বি চশলাতপূর্ণ আচরণ। 'বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তশনা করিলে ...।' রকীশ, ১৮৮৪। ২. বি উদ্ভ্রম। 'দুরন্তশনা একেবারেই থাকে না।' রকীশ, ১৯৯২। ৩. বি দৌরাণ্ড্য। 'দুঃপ্রবৃত্তির দুরন্তশনাকে আবিরতভাবে উজ্জ্বলভাবে দেখাইবার বে প্রাণোত্তন।' রকীশ, ১৯০৭।

দুরন্তা [স।] ১. বিশ ক্রী দুর্দান্ত। 'কড়মড়ি নভা সমরে দুরন্তা অত্যা ভীষণদশনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২. বিশ ক্রী শক্তিশালী। 'রত্নাবতী শরসুতা সে বড় দুরন্তা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দুরন্তর [স. দুরন্ত।] বিশ দুরন্ত। 'অতি দুরন্তর বিষম পিঠীতি।' চণ্ডী, ১৫৫০।

দুর্নাম [স দুর্ন-অন্তর] বিশ দুর্বলী স্থানে অবস্থানরত। 'মাতাপিতা দুর্নাম স্বামী গেলা দেশান্তর'। মুকুন্দ, ১৬০০।

দুর্নামের [স] বিশ সহজে মুছে যায় না এমন। 'কিন্তুতেই তাঁহাদের এ দুর্নামের কলঙ্ক অপনীত হইবার নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দুর্নামাধি [স] বিশ দুর্বোধ্য। 'অধর্মিন দুর্নামাধি নীতিশাস্ত্রের অবিশ্রান্ত পর্যালোচনা ঘারা, একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্বল। 'বাল দুর্নাম, ধর্ম সৈকল নাহিক ভয় কই লাগে।' রামহাস্য, ১৭৮০।

দুর্নামলোকা [স] বিশ দুর্ন নির্দেশিত। 'বৃদ্ধ ঠাকুরার নামাবলির মতো মৃত সোপানের অসহ্য দুর্নামলোকা তরুণী।' শব্দ, ১৯৫৫।

দুর্নামা [স] ১ বি দুর্নাম। 'বাসালি কর্মকারিয়া যাবৎ দুর্নাম হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি দুর্নাম। 'মজুমদার লোকের কথি দুর্নাম হইবে।' দর্পণ, ১৮৩০; 'বঙ্গভূমির দুর্নামা দুর্ন হবার প্রত্যাশা করা যায়।' হৃদয়, ১৮৬১।

দুর্নামাশ্রয় [স] বিশ দুর্নামাশ্রয়; দুর্নাম। 'তচ্ছ্রয় অথুনা বঙ্গভূমী যেরূপ দুর্নামাশ্রয় হইয়াছে ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

দুর্নামাশ্রয় [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নামাশ্রয় লোকেরদের নিমিত্ত কৃপাকট।' দর্পণ, ১৮২২।

দুর্নামামুক্ত [স] বিশ চলাচলের উপযুক্ত; দুর্নামা থেকে মুক্ত। 'ঘন বর্ষা শুরু হইয়া যাওয়ার আগেই যাহাতে রাস্তাসমূহ দুর্নামামুক্ত ... হইয়া উঠে।' আজাদ, ১৯৬৮।

দুর্নাম [স] দুর্নাম। 'ভদ্র মাসের পাকই বড় দুর্নাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুর্নাম [স] বি দুর্নামের বস্ত্র স্পর্শতাব্যে দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'একটা মস্ত দুর্নাম কথিয়া বিতর ঠাঠর করিয়া বিদ্যুদ্ভাষ দেখা যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ দুর্নাম।

দুর্নাম [স] বি কট্যসাধ্য দর্পন। 'দুর্নামকণী' [স] বিশ কট করে দেখতে হয় এমন। 'এক একটা দুর্নামকণী মূদ্রা কীট পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দুর্নামা [স] দুর্নাম। 'বান্দাজীরা পরমিদং কার্যক্ষণ আলো আশী দুর্নামা কীতে প্রান বাচাইতে পারি না।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

দুর্নামিত [স] বিশ পরাজিত করা কঠিন এমন। 'উর্নির অভিমদ্য দুর্নামিত যোনের অন্তরালে দুর্নামিত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দুর্নামিলা [স] বি দুর্নাম। 'বল পূর্বক মনুষ্যের দুর্নামিলা ক্ষান্ত রাখা অসম্ভব।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

দুর্নামিসি [স] বি অসং অভিধায়। 'তাহার দুর্নামিসি বৃথিতে পারিয়া ... কৃতসঙ্কল্প হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

দুর্নামিসি [স] বিশ অসং উদ্দেশ্যপূর্ণ। 'প্রচারণা ছিল ... দুর্নামিসি' [স] বিশ অসং উদ্দেশ্যপূর্ণ। 'প্রচারণা ছিল ... দুর্নামিসি' [স] বিশ অসং উদ্দেশ্যপূর্ণ। 'প্রচারণা ছিল ... দুর্নামিসি' [স] বিশ অসং উদ্দেশ্যপূর্ণ।

দুর্নাম [স] দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুর্নাম [স] বিশ দুর্নাম। 'দুর্নাম-পেটা করে পিঠাতে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১।

দুরাত্ত [স দুরাত্ত] বি অতি দূর। 'চলিতে নাহিক বল দুরাত্তের গৃহ'। *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুরাত্তর [স দুরাত্তর] বিশ দূর্ভীত। 'যদি দেখ পাগল করিও দুরাত্তর'। *বাহরাম*, ১৬৫০।

দুরাপ [স] বি অজ্ঞেয়। 'দুরাপের মঙ্গল বর্ষ করে পরশে নিষ্ক্রিয়'। *সুদীপ্ত*, ১৯২৮।

দুরায়ত্ত [স] বিশ আয়ত্ত করা কঠিন এমন। 'তাহার মতো দূর্লভ দুরায়ত্ত জিনিস কিছুই নাই'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুরারাম্য [স] বিশ ঐ পূজা বা আরাধনার উপযোগী। 'ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাম্য যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক ...'। *প্রভাকর*, ১৮৩১।

দুরারোগ্য [স] বিশ আরোগ্য লাভ করা কঠিন এমন। 'ক্রমে পথে, দুর্গন্ধ হম, দুরারোগ্য হয়'। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

দুরারোহ [স] বিশ আরোহণ করা কঠিন এমন। 'অতি দুর্গম দুরারোহ সামুদ্রমুখেও তাঁহার অবলীলাক্রমে অবতরণ করিতেছেন'। *বহরমসাদ*, ১৮৮১; 'কোথাও বা অতিশয় বন্ধুর দুয়ারোহ, মনে হয় না যে কোন গ্রামী এইস্থানে ...'। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দুরারোহিনী [স দুরারোহিনী] বিশ ঐ আরোহণ করা কঠিন এমন। 'উভয়েরই দুরারোহিনী আশালাতা মহামহীহর অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

দুরাশী [স] বি দুরাকাল্প। 'কামিনীরা যে কামনা পূরণ করিবেন এ দুরাশায়া'। *দর্পণ*, ১৮৩১।

দুরাশ [স] বিশ দূর্লভ বস্তু লাভের প্রত্যাশা করে এমন। 'সুখী সৃষ্টিখরের উপরে লুপ্তদুরাশ দূরী নিক্ষেপ করে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুরাসা [স দুরাশা] বি দুরাশা। 'এই প্রকার দুরাসা তাহার ঘটিয়াছে'। *বাহরাম*, ১৮০১।

দুরাশর [স] বি দুরাত্ম। 'মায়ী করি হারকার যাবে দুরাশর'। *ভারত*, ১৭৬০।

দুরাসয় [স দুরাশর] বি দুরাত্ম। 'তথি তাহাতে বঞ্চিত দুরাসয়'। *ওর্দা*, ১৭৭৯।

দুরাসাদ [স] বিশ দুর্ধর্ষ। 'দারুণ দুরাত্ম ব্যাধ গ্রামী বধে দুরাসাদ'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দুরিত [স] ১ বিশ কলুষিত। 'দারুণ কাহাণী দুরিত তার মন'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিশ বিদূষিত। 'ঈশ্বর হালাল হৌক হায়াম দুরিত'। *আলাওল*, ১৬৮০।

দুরিত-কর্ম [স] বি পাপকর্ম। 'আমার দুরিত-কর্ম এক দেহে গুনু জর্ম বিধাতার দারুণ শিখন'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুরুজন [স দূর্জন] বি খারাপ লোক। 'দুরুজন নান্দের গো'। *বড়ু*, ১৪৫০।

দুরুদুরু [কেন্দ্র] ১ বিশ উৎকোচের ফলে কলুষমান। 'হিয়া দুরু দুরু'। *ভারত*, ১৭৬০। ২ বিশ ভয়ে কলুষমান। 'ক্রক কপোতের মতো দুটি বকু দুরুদুরু'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ বিশ আশঙ্কাপূর্ণ। 'দুরু দুরু বকে রানি সমস্ত আয়োজন সমাধি করে ...'। *মহাভেদ*, ১৯৫৬।

দুরুবার [স দুর্বার] বিশ সহজে ব্যর্থ মনে না এমন; দুর্নিবার। 'সাহী দুরুবার যেরে নহে সত্তত্তর'। *বড়ু*, ১৪৫০।

দুরুবার [স দুর্বার] বিশ দুর্নিবার। 'কসে রাজা দুরুবার তবু চোর আইসে'। *মালাধর*, ১৫০০।

দুরুবোশ [স দুর্বোশ] বি দুর্বোশ। 'এ দুরুবোশে কুঞ্জে নিরদয় কান'। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

দুরুভ [স দুরুভ] বিশ যথার্থ। 'তারপরই লেগে যায় নতুন ধানচাল বা উঠেছে তার দুরুভ ব্যবস্থা করতে'। *মুক্ততা*, ১৯৬৬।

দুরুহ [স] ১ বিশ সময় সাপেক্ষ। 'বরম্বেলের ন্যায় দীর্ঘ রাজাহিত সময়দ ব্যক্তি বিদ্যা হওয়া দুরুহ'। *অক্ষয়*, ১৮৪২। ২ বিশ অত্যন্ত কঠিন। 'এই দুরুহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে'। *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৩ বিশ সহজলভ নয় এমন। 'যথেষ্ট নির্মূল লাভ ব্যা তদশেক্ষাও দুরুহ'। *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ বিশ দুর্বোধ্য। 'তাহাতে একটি দুরুহ শব্দ ছিল'। *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৫ বিশ দূর্লভ। 'দুরুহ সৌভাগ্য সেই বহি প্রাপণে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৬ বিশ জটিল। 'কবিতা আমার কাছে মিলে মিলাইয়া দুরুহ হচ্ছে লেখা ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

দুরুহতম [স] বিশ অতিশয় কঠোর। 'তিনি কি হাঁ-মস্তের দুরুহতম সাধনার সিকি লাভ করতে পারেন না?' *অন্নদা*, ১৯২৮।

দুরুহতর [স] বিশ কঠিনতর; অত্যন্ত কঠিন। 'যে দুরুহতর প্রয়াস'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দুরুহতা [স] বি দুর্বোধ্যতা। 'সেই দুরুহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই'। *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দুরোদর [স] বি জঘন্যলো। 'পিতার সর্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া, পরিহেতে, অর্ধের নিমিত্ত, তত্তরবৃত্তি অবলম্বন করিল'। *বিদ্যা*, ১৮৪১।

দুর্গ [স] বি ক্রোড়া; পরিচা বা প্রাচীরবেষ্টিত সংরক্ষিত সেনানিবাস। 'তে কারনে দুর্গ লর্গে আইলাঙ এগারে'। *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গছাড়া [স] বি দুর্গশিখর। 'দুর্গছাড়ায় বিজয় পতাকা পত পত উড়িতে লাগিল'। *কলকল*, ১৯০৩।

দুর্গপ্রাকার [স] বি দুর্গের প্রাচীর। 'সে দুর্গপ্রাকারের মতো তারি শক্ত বস্তু'। *অবন*, ১৯২৫।

দুর্গ ফাঁদা [স] বি ক্রোড়া স্থাপন করা। 'ইয়েজ বণিক কাশিমবাজারে একটি দুর্গ ফাঁদিল'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুর্গবেষ্টিত [স] বিশ প্রাচীরযো। 'দুর্গ দুর্গবেষ্টিত আরেকটি গৃহ'। *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

দুর্গমূল [স] বি দুর্গের কেন্দ্র। 'বিমলা ঋটিটি দুর্গমূলে গেলেন'। *রবীন্দ্র*, ১৮৬৫।

দুর্গেশনামিনী [স] বি ঐ দুর্গাধিপতিত। কন্যা। 'দুর্গেশনামিনী ভিনোভাবকে বিমলা যে আত্মবিক্রেয় করিতেন'। *রবীন্দ্র*, ১৮৬৫।

দুর্গেশ্বর [স] বি দুর্গের অধীশ্বর। 'আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেশ্বরের রথপোত ছিল'। *অন্নদা*, ১৯৩৭।

দুর্গটি [স দুর্গা] বি দুর্গেশ্বর কাছ। 'কাঠের হতি করি সেই দুর্গটি করিয়া'। *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গত [স] ১ বিশ দুর্গশাণ্ড; বিপদাশ্রয়। 'দুর্গত করহ পার দুর্গত নাসিনি'। *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি বিপদাশ্রয় লোক। 'কলিকাতা ও বিহার দারায় দুর্গতদের ... সাহায্য প্রদান করিয়াছে'। *বেগম*, ১৯৪৮।

দুর্গতভারিনী [স দুর্গতভারিনী] বি দুর্গটি দূর করে যে। 'দুর্গতভারিনী আসি দরশন দিলা বসি'। *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

দুর্গতনাসিনি [স দুর্গতনাসিনি] বি বিপত্তারিনী। 'মিহুবেশের দেবি দুর্গতনাসিনি'। *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গতা

দুর্গতা [স] *কিণ* স্ত্রী বিশদ্রব্ধ। 'এক দুর্গতা মুসলিম নারী এইভাবে চাঁকার করিয়া উঠে।' *বেশম*, ১৯৪৮।

দুর্গতি [স] *বি* দুঃখবহা। 'দুর্গতি না হয় তার সদগতি কে হয়।' *কৃষ্ণানন্দ*, ১৫৮০।

দুর্গতিকর [স] *কিণ* ক্রেশকর। 'দুর্গতের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর কিছুই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

দুর্গতিদাশিনী [স] *বি* হিন্দুসেবী দুর্গা। 'দুঃখমানে কর দয়া দুর্গতিদাশিনী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্গতিশীল [স] *বি* দুর্দশাগ্নন শোক। 'দুর্গতিশীল, ব্রতচারী-ব্রতচারী ইত্যাদি সকলেরই যখন সমিতি আছে।' *মনসু*, ১৯৪৩।

দুর্গতিহরণ [স] *বি* দুঃখবহা দূরীকরণ। 'ভায়া মলে মলে এসে ... দুর্গতিহরণের অভিযানে যোগ দেবে।' *বেশম*, ১৯৪৭।

দুর্গতিহারিণী [স] *বি* হিন্দুসেবী দুর্গা। 'দম্পত্বহরণহারিণী দুর্গতিহারিণী দুর্গে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

দুর্গন্ধ [স] *বি* ব্যাধি গন্ধ। 'না রাখ দুর্গন্ধ সব নরকের মাখ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুর্গন্ধবশত [স] *ক্রিণ* ব্যাধি গন্ধের কারণে। 'দুর্গন্ধবশতঃ উহার কাছে অধিকক্ষণ ভিড়িতে পারা যায় না।' *কৃষ্ণাবিনী*, ১৮৮৫।

দুর্গন্ধভরা [স] *দুর্গন্ধ+ভরা* *কিণ* দুর্গন্ধময়। 'যশা আর দুর্গন্ধভরা ঘর।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

দুর্গন্ধময় [স] *কিণ* ব্যাধি গন্ধপূর্ণ। 'দুর্গন্ধময় জীবনসৌধের প্রতিটি কক্ষ ...।' *ভায়া*, ১৯৪২।

দুর্গন্ধি [স] *দুর্গন্ধ+* *বি* ব্যাধি গন্ধ। 'পারিষ্যাত সুগন্ধি কীবা দুর্গন্ধি যেন নাকে।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গম [স] ১ *কিণ* যাওয়া কষ্টকর এমন। 'সমুদ্র দুর্গম যেহি ক্রমেক বিচার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *কিণ* জানা কষ্টকর। 'অজ্ঞান নিয়ম দুর্গম সুগম প্রবণ নরন মনে।' *রবী*, ১৫৫০। ৩ *কিণ* কঠিন। 'আত্মহত্বের নিমিত্ত যে দুর্গম নিয়ম করিয়া যান।' *দর্পণ*, ১৮৪৮।

দুর্গমতর [স] *কিণ* যাওয়া অতিশয় কষ্টসাধ্য এমন। 'দুর্গমতর অজ্ঞান।' *কিছুতি*, ১৯৩৮।

দুর্গমতা [স] *বি* দুঃখগমতা; গমনের বাধা। 'মশিরের দুর্গমতা সৌকর্য্য হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দুর্গমবিকীর্ণ [স] *কিণ* দুঃখগম্য ও বিকৃত। 'যতই আমরা পৃথক্‌র মতো দুর্গমবিকীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অঙ্গুর হইতে থাকিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দুর্গমযাত্রী [স] *বি* কঠিন পথের যাত্রী। 'জাগো দুর্গমযাত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

দুর্গম্য [স] *কিণ* যাওয়া কষ্টসাধ্য এমন। 'প্রজার নিরুটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন।' *জ্ঞানদেবক*, ১৮৩২।

দুর্গা [স] *বি* হিন্দুসেবতা শিবের পত্নী। 'দুর্গা পরা দেবীহারী সীলসমাবর্তী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্গর্ভ [স] *কিণ* দেবী দুর্গার অর্চনা হয় এমন। 'তাঁহার দুর্গর্ভিন বতীতে বিকটেক ও মটন লগা ... মলিরা বাহার করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

দুর্গানাম [স] *বি* হিন্দুসেবী দুর্গার নাম। 'জগতের শ্রীদুর্গানাম পূর্ণ হেতু মনকাম।' *রামদেবক*, ১৮৪০।

দুর্গাপূজা [স] *বি* দেবী দুর্গাকে নিয়ে বাঙালি হিন্দুদের পূজা-অনুষ্ঠান-

বিশেষ। 'বেঙ্গলি ক্লাবে দুর্গাপূজার দিনগুলোতে বহু বাঙালির সমাগম হয়।' *খুঁটি*, ১৯৩১।

দুর্গাধীশীল [স] *বি* স্বর্ণকরতোষা যে বড়ো গ্রামীণের আত্মনে দ্রো পাইল দিয়ে কাজ করে। 'সাকরার দুর্গাধীশীল সামনে নিয়ে রাখাশাল দিবার উপক্রম করেছে।' *হেতুম*, ১৮৬১।

দুর্গা-দেমা [স] *বি* চতুর্মত। 'বামতোলা দুর্গা-দেমা তার পিছে পাটসালা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্গে [স] *সমোথনে এ-কার* *বি* দুর্গা। 'দেবী দুর্গে, চাহো, জাহি এ বনে -।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দুর্গোৎসব [দুর্গা+উৎসব] *বি* হিন্দুসেবী দুর্গার পূজা ও সে উপলক্ষে উৎসব। 'দুর্গোৎসব-কালে বায়া বাজাবার ভরে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুর্গেশনামিনী *দ্র* দুর্গ

দুর্গেশ্বর *দ্র* দুর্গা

দুর্গোৎসব *দ্র* দুর্গা

দুর্গোমতা *বি* এক প্রকার সন্দেহ। 'অধ্যক্ষরা ... আগতোলা দুর্গোমতা ও আক ঘটি গম্বাচ্ছা দেখ্যে বিহানার আড় হইলেন।' *হেতুম*, ১৮৬১।

দুর্গে [স] *দুর্গা* *বি* দুঃখ। 'দুর্গের বরন দুর্গ নাহি হই পানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

দুর্গহ [স] *ক্রিণ* দুঃখহ; ক্রয়। 'সে যে একটা দুর্গহের মতো প্রতিভাত হইতছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

দুর্গহবশত [স] *ক্রিণ* দুঃখহের প্রভাবজনিত কারণে; দুর্গম্যক্রমে। 'দুর্গহবশত সেটা তাহার সহ্য হইল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুর্ঘট [স] ১ *কিণ* নিদারুণ। 'দেবিশ্যাম রাবিকালে দুর্ঘট 'পনল' মালিকরায়, ১৭৮১। ২ *কিণ* দুঃখসাধ্য। 'আদ্যরত্তে মনসেবোপ হওয়া দুর্ঘট' *কেই*, ১৮১২।

দুর্ঘট বৃষ্টি [স] *কিণ* কবি শরৎ রচিত ব্যাকরণমূল্যবিশেষ। 'পড়িল দুর্ঘট বৃষ্টি ধীর সত্যায় চক্রবর্তী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দুর্ঘট হওয়া *ক্রি* দুঃখসাধ্য বিষয় হওয়া। 'তার দর্শন পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

দুর্ঘটন [স] *বি* অতর্ক বা ক্ষতিকর ব্যাপার। 'সাধ্য তব সিদ্ধি কাক নহে দুর্ঘটন।' *ভাবানী*, ১৮২৫।

দুর্ঘটনা [স] ১ *বি* আকস্মিক বিপদ। 'গ্রামে দুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহ হইতে তুম্যখিকারিই বিশেষ কিছুনা প্রান্তির অগ্নেই সজাবনা।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ *বি* ভয়াবহ ঘটনা। 'আমি বচক এ দুর্ঘটনা দেখেলাম।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

দুর্জের [স] *কিণ* দুর্জযুক্ত। 'মলপূর্ণ দুর্জের জনসম্মানী কদাশি যসোমায়্য রূপে পরিচুত হই না।' *অক্ষর*, ১৮৪৯।

দুর্জএ [স] *দুর্জ* ১ *কিণ* অদম্য। 'ধরিয়া তোলাহ পুর দুর্জএ শরীর' *রবীন্দ্র*, ১৮৩০। ২ *কিণ* দুর্জয়। 'অতি বলস্কত ধীর সমরে দুর্জএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

দুর্জন, দুর্জেন [স] ১ *কিণ* দুঃখজনক পরিণতি। 'হাটক না জাহি দুর্জন মনুষ্য দুর্জী।' *বহু*, ১৫০০। ২ *কিণ* নিয়ম। 'দুর্জন সাহুজী মোর বহতে আছে।' *বহু*, ১৫০০। ৩ *বি* ব্যাধি শোক। 'স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

দুর্জনতা, দুর্জেনতা [স] *বি* দুর্জের মতো কাজ; মন কাজ। 'পিতা ও ব্রহ্মভাতের চরনে পড়িয়া বলিবেছেন পিতা আমি নিরুদ্ধ দুর্জনতা

করিয়াছি।' রামায়ণ, ১৮০১।

দুর্জয়, দুর্জয় [স] ১ **বিণ** অজয়। 'দুর্জয় দক্ষিণাকালী দূরিতনামিনী।' মৃক্শ, ১৬০০। 'অঃ গুহ টাঞ্জিল দুর্জয় পরি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ **বিণ** অসমিত। 'তাছাতে আরব দুর্জয় লোক।' রবিন্দ্র, ১৮৮৪।

দুর্জয়তা [স] বি অসমতা। 'শক্তি দুর্জয়তাকে অহরহ চৈক্যে চিরেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দুর্জয় [স] **বিণ** দুর্জে ভয় করতে হয় এমন। 'সেই দেশের সেবতা দুর্জয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দুর্জয় [স] ১ **বিণ** জানা সুখোষ। 'তারা দুর্জয়ে হইলেন, ঐ অস্ত্রের ও ঐ ব্যস্তনের তৎপরে তাহার প্রবৃত্তি হইত না।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ **বিণ** দূরবিগম্য। 'ইহার পূর্ব পশ্চিম ভাগ দুর্জয়ে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দুর্জয়তা [স] বি দুর্যোগতা। 'দার্শনিকতার জটিল তত্ত্ব ও জ্ঞেয়তার প্রতি তার নিষ্ঠা সেই।' মাহেনও, ১৯৪৯।

দুর্দম [স] ১ **বিণ** দমন করা কঠিন এমন। 'তাহার মনোবৃত্তিসকল দুর্দমবেগবর্তী।' রবিন্দ্র, ১৮৬৬। ২ **বিণ** অদম্য। 'মরতে মানুষ্য হই আরব-সন্ধান দুর্দম স্বাধীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ **বিণ** দূরবর্তী। 'যেন কোন দুর্দম বিপুল বিষয় পদমে দুর্দমই পক্ষ ছাড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫। ৪ **বিণ** প্রত্য। 'সবে দুর্দম বড়ে আপল সুখে গড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৫ **বিণ** অজয়। 'উত্তর পর্বতশ্রেণী, নির্ভয়ের দুর্দম ধারায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দুর্দমনীয়, দুর্দমনীয় [স] ১ **বিণ** দমন করা কঠিন এমন। 'মনুষ্যগণের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া ...' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮। 'রাজদুহিতার দুর্দমনীয় পর্ব নিলোকে বিস্মিত হইল।' রবিন্দ্র, ১৮৮৭। ২ **বিণ** প্রত্য। 'ক্ষেত্রার্থ্যই তাহাদের দুর্দমনীয় উদ্যমে জীড়া হিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দুর্দমনীয়তা [স] বি উদ্ভতা। 'কুপ্রভা হইতে যতই ব্যাপকভাবে দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা ও দুর্দমনীয়তা ব্রাহ্মণ্যের কথা সন্মত হইতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দুর্দর্শ [স] **বিণ** দেখলে কষ্ট হয় এমন; প্রথর। 'মাথা ভুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোক।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দুর্দর্শকর, দুর্দর্শকর [স] বি দেখলে ভয় লাগে এমন। 'ভয়ভর তাহার মুখি দুর্দর্শকর মহা পরাক্রমে।' রামায়ণ, ১৮০১।

দুর্দর্শিতর [স] **বিণ** সাধাকাত দেখা যায় না এমন। 'কুস্বর্ণ আকাশে সূর্য দুর্দর্শিতর উজ্জলতা লাভ করিত ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দুর্দর্শা, দুর্দর্শা [স] বি দূরবস্থা। 'ইহাতেই তোর দুর্দর্শা ঘটিল।' তাজিনী, ১৮০০। 'বহুগণের হিতকারী নীত তুচ্ছ করে যে দুর্দর্শা।' তাজিনী, ১৮০০।

দুর্দর্শপ্রাপ্ত [স] **বিণ** বিপন্ন। 'তাহা যখন এ প্রকার অসিদ্ধা বিষয় দুর্দর্শা প্রাপ্ত ...' অক্ষয়, ১৮৮৮।

দুর্দর্শপন্ন [স] **বিণ** দুর্দর্শপ্রাপ্ত। 'কৃষিক্রীড়ার অবিহিত দুর্দর্শপন্ন।' সোমকাল্প, ১৮৬৮।

দুর্দর্শন [স] বি কষ্টকর দর্শন। 'নিলাক্লপ সংঘাতে/ ব্যাধ হরয়ে পাগের দুর্দর্শন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দুর্দর্শি [স] **বিণ** দুর্দর্শ; অন্ধ। 'কন্ড তাহারি হারে দুর্দর্শি বেগে ধাও।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দুর্দর্শি [স] **বিণ** দুর্দর্শ। 'পাগল ছুবন দুর্দর্শি/ ছুটল চারিধার।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

দুর্দর্শিত, দুর্দর্শিত [স] ১ **বিণ** দমন করা কঠিন এমন। 'মহাবলপরাক্রম দুর্দর্শিত দুর্দর্শা ওলাউটার সহিত সাক্ষাৎ।' দর্শন, ১৮৩০। ২ **বিণ** দূরত্ব। 'শিখিতে বসিলে, অস্বাধীন, অতি দুর্দর্শিত, মহাবল, পরাক্রম কলম বাহাদুরের ... অন্য কোনও বস বড় একটা নিশিত হয় না।' বিদ্যা, ১৮৭০। ৩ **বিণ** তীব্র। 'এই দুর্দর্শিত নীতও ইংল্যান্ডে আমোদ করিয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

দুর্দর্শিত-বভাব [স] **বিণ** প্রানময়ী; হিংস্র প্রকৃতির। 'জীৱগিরিারা ... অতি দুর্দর্শিত-বভাব বা যারাজকপ্রকৃতির নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দুর্দর্শম [স] ১ **বিণ** অদম্য। 'মহানন্দ ত্রুশপুত্র অকস্মাৎ দুর্দর্শম দুর্বার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ **বিণ** নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয় এমন। 'দক্ষিণ বাতাস চানদের প্রান্তকে দুর্দর্শম করিয়া তুলিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দুর্দর্শমবীর [স] বি অদম্য যোদ্ধা। 'এলো হে দুর্দর্শমবীর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুর্দর্শন, দুর্দর্শন [স] ১ **বিণ** দুঃসুখ। 'দুর্দর্শন ঘূচিলে, সুদিন হইবে ...।' রবিন্দ্র, ১৮৬৬। 'কৃপা করে এ দুর্দর্শন দূর করুন।' শিখি, ১৮৭৭। ২ **বি** দুর্যোগপূর্ণ দিন। 'দুর্দর্শনে গাঢ়তায় নড়িতে চায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ **বিণ** প্রতিকূলতা। 'কত সুখে কত দুঃখে নিয়ে চলি; সুদিন দুর্দর্শন নাহি বুঝি আমি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

দুর্দর্শন-রবি [স] বি দুর্দর্শনর সূর্য। 'শিরে দুর্দর্শন-রবি প্রথর, পদতলে বাত ফোড়ায় বই।' নজরুল, ১৯২৯।

দুর্দর্শন্য [স] ১ **বিণ** সহজে দেখা যায় না এমন। 'অন্য নিষ্ঠা দুর্দর্শন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ **বি** মন্দ দৃশ্য। 'নালা জাতীয় দুর্দর্শন্য বসতি পাড়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

দুর্দর্শব, দুর্দর্শব [স] ১ **বি** মন্দভাষা। 'না মানে চেতনামালী দুর্দর্শব কারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ২ **বিণ** দুর্ভাগ্য ঘটায় এমন। 'দুর্দর্শব ঋণ-পনয়ে/ দেখ নিল অন্যায়নে।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ৩ **বি** দুর্ঘটনা। 'যোড়দৌড়েতে একটা দুর্দর্শব পহিহিত ইয়াছিল।' দর্শন, ১৮২৭। ৪ **বি** বিপর্যয়। 'আমাদিগের এই দুর্দর্শব ঘটিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দুর্দর্শবচন [স] বি দুর্ঘটনা। 'কী মহা অনর্থপাত দুর্দর্শবচন ঘটেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দুর্দর্শ, দুর্দর্শ [স] ১ **বিণ** পরাক্রমশালী। 'বড়ই দুর্দর্শ রাজা সালবাহন।' মৃক্শ, ১৬০০। ২ **বিণ** দুঃসুখ। 'কিন্তু কি আকর্ষ, পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্দর্শ পাপপুত্র নীকারে বসুধাতিকে দূরিত করিতেছে।' রামায়ণ, ১৮৫৪। ৩ **বিণ** বশ মানানো কষ্টকর এমন। 'একটা দুর্দর্শ বস্য যোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে বারানতর উদ্যম আনন্দে টুটতে দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ **বিণ** দুর্ভাগ্য। 'দুর্দর্শ প্রেমের অপেক্ষা মহান ও বিন্দুস্বকর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুর্দর্শতর [স] **বিণ** প্রবল পরাক্রমশালী। 'জড়পতি অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি দুর্দর্শতর।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দুর্দর্শী [স] **বিণ** ক্রী দুর্দর্শ। 'আর যা দুর্দর্শী রূপাণী।' নজরুল, ১৯০১।

দুর্দর্শিত [স] **বিণ** বশ মানানো কষ্টকর এমন; দুর্দর্শ। 'দুর্দর্শিত, অনর্থক, পুড়ানী, গহন-পঙ্খী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

দুর্দর্শ্য [স] **বিণ** সহজে মন্দ হয় না এমন। 'তাহার দুর্দর্শ্য উদ্ধাতো বাবা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দুর্দর্শ্যতা [স] **বি** সহজে মন্দীয় না হওয়ার বৈশিষ্ট্য। 'মাধ্যম্যমাত্রেরই বভাবে বেশ-কিছু দুর্দর্শ্যের ও দুর্দর্শ্যতা আছে।' আইয়ুব, ১৯৭০।

দুর্নাম

দুর্নাম, দুন্নাম [স] বি বদনাম। 'হৃদয়ের খাঁঘর মোর দুন্নাম প্রদূর।' মালশ্বর, ১৫০০; 'সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুর্নামভর [স] বি কলাতের ভর। 'অসতের দুর্নামভর নাই।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

দুর্নাম-রটনা [স] বি অশ্রুতি প্রচার। 'ভাঁহর সখকে এই দুর্নাম-রটনা করুনোই বিধাস করিতে পানেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দুর্নামি [স দুর্নামী] বি অপনাম। 'আমি সেই জানলে যায় যায় দুর্নামি।' লালন, ১৮৯০।

দুর্নিবার [স] বিশ রোধ করা সহজ নয় এমন। 'এ উত্তরের ঘোণ দুর্নিবার হইয়া উঠিলেক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

দুর্নিরীক্ষ্য [স] বিশ ভালোভাবে দেখা কঠিন এমন। 'আপনাকে মধ্যাকৃতপনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দুর্নীতি [স দুর্নীতি] ১ বি নীতিবিরোধী কাজ। 'অনেক দুর্নীতি ও অশ্রুতি হইয়াছে। ডালকান, ১৮৫৭। ২ বিশ দুর্নীতি করে এমন। 'দারুণ দুর্নীতি দুই দুর্ভাষা নরুজ।' রত্ন, ১৮৫৮।

দুর্নীতি [স] ১ বি নীতিবিরুদ্ধতা। 'এই ধর্মের যে প্রকার দুর্নীতি তাহাতে তী প্রকৃষ্ট উত্তরই ...।' অক্ষর, ১৮৪৪। ২ বি বারাদ নীতি; অন্যায়। 'দেশের এই দুর্নীতি রক্ষা করিতে যাহারা প্রাণ পনে যত্ন করিতেছেন।' উৎপল, ১৮৫৭। ৩ বি অসদাচরণ। 'সাম্প্রদায়িক কারুণি, স্বরন্থন্যীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ার ঠেকিয়া বানাল হইতেছে।' আজাদ, ১৯৪০।

দুর্নীতিকারী [স] বি দুর্নীতিবাজ। 'কলে দুর্নীতিকারীরা সাধনাম হয় নাই।' আজাদ, ১৯৭৭।

দুর্নীতিপর [স] বিশ দুর্নীতিপরায়ণ; দুর্ভাষা। 'সাধারণ দুর্নীতিপর লোক অশেষক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দুর্নীতিপরায়ণ [স] বিশ নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করে এমন। 'এককম বিধান হারালেই হেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠবে।' ধর্মজি, ১৯৩১।

দুর্নীতিমুক্ত [স] বিশ দুর্নীতি সেই এমন। 'দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের জন্যে ...' চরুচক্র আশ্রয় করা হয়।' বৈশ্য, ১৯৬৮।

দুর্নীতি বি দুর্নীতি। 'মাউসের এই দুর্নীতি সেবিয়া পরিবার লোক বাহ্যায় সাতে ছিল ...।' রায়চন্দ্র, ১৮৩১।

দুর্বি [স দুর্বি] বি দুর্বি ঘাস। মনোহর, ১৭৪০।

দুর্বচন [স] বি অশ্লীল কথা। 'বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্বচন।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

দুর্বচনীয়, দুর্বচনী [স] বিশ দুর্বোধ্য। 'ভাষাকে দুর্বচনীয় করতে নব্যশব্দীদের আপত্তি থাকলো ...।' সবুজ, ১৯১৭।

দুর্বচন্য, দুর্বচন্য [স] বি অশ্লীল বচন। 'দুর্বচনের ইচ্ছা, সুবচনের ইচ্ছা ...।' বহির্ম, ১৮৭৪; 'সেই যে হাসি ... দুর্বচন্যের দুর্গোচর ভূমি।' বঙ্গবর্ষ, ১৮৭৪।

দুর্বল, দুর্বল [স] ১ বিশ শক্তিহীন। 'কলম দুর্বল করে টালটাল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'উপবাসে উজ্জ্বল্যের দুর্বল শরীর।' বিজয়, ১৬০০। ২ বিশ সামর্থ্যহীন। 'তাহাকে প্রবল বা দুর্বল করিতে হইলে কি উপায় কর্তব্য।' অক্ষর, ১৮৪১। ৩ বিশ অকোজো। 'বল্ল প্রকাশপুর্বেক তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, তাহারা নিজেই দুর্বল হইয়া পড়ে।' অক্ষর, ১৮৫০। ৪ বি শক্তিহীন মানুষ। 'এ লোক

দুর্বলো বড়োই নিষ্ঠুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বিশ জোরালো নয় এমন। 'কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্বল ও অশ্পষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৬ বিশ কাপুরুষাভিত। 'কেসে দেবে অজ্ঞান দুর্বল লম্বায়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৭ বিশ অসুস্থ। 'রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা' দুর্বল পাকষল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দুর্বলকর্ত্ত [স] বি ক্ষীণবর। 'দুর্বলকর্ত্তে সে প্রব্রু করে।' গঙ্গালী, ১৯৬৪।

দুর্বলচিত্ত [স] বিশ দুর্বলমন। 'এই দুর্বলচিত্ত বুঝককে গোপন প্রলোভনের বশ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'সে শিতর মতোই দুর্বলচিত্ত হইয়া রহিল।' মানিক, ১৯৪০।

দুর্বলচেতা [স] বিশ দুর্বলমন। 'আত্মত্যাগের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, আমার দুর্বলচেতা - ভঁহার সংকল্পের ফল ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দুর্বলতম [স] বি ত্রী অতিশয় দুর্বল। 'দুর্বলতমার আবার কেন শক্তি-প্রয়োগের এমন হ্যাস্যকর প্রচেষ্টা।' গঙ্গালী, ১৯৪৪।

দুর্বলতর, দুর্বলতর [স] বিশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। 'একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিম্নে মরণ বিক্রম করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দুর্বলতা, **দুর্বলতা** [স] ১ বি কুসত্তা। 'শরীরের দুর্বলতা ও ক্রিষ্টতাব কুশিলা ...।' বহির্ম, ১৮৭৪। ২ বি মানসিক শক্তিহীনতা। 'আমাদের জীবনের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসংশুতি, ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বি শক্তির অভাব। 'বসন্তের উর্বরতা বসবাসীর দুর্বলতার কারণ।' বহির্ম, ১৮৮৭। ৪ বি দৌর্বল্য; শক্তির অভাব। 'রাজনয় শত শত হয় তত তার দুর্বলতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বি দুর্বল নিক। 'এই দুর্বলতা, দুর্বলতা, জটিলতা যুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান দুর্বলতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ বি কাপুরুষতা। 'হৃদয়ের দুর্বলতা হেতু অনেক প্রকায়ো কিছুই করিতে পারিতেছে না।' মণিচন্দ্র, ১৯০৮। ৭ বি অশেষক। 'আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবেগলোকে কেবলই বর্ষণ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দুর্বল-রক্ষণ [স] বি দুর্বলকে রক্ষা করা। 'রাজাই দুর্বল-রক্ষণের সেই ঘোষণায়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

দুর্বলহৃদয়া [স] বিশ ত্রী হৃদয়ের দিক দিয়ে দুর্বল। 'বঙ্গবাসাধ্য দুর্বলহৃদয়া।' কৃষ্ণকবিতা, ১৮৮৫।

দুর্বলা, দুর্বলা [স] বিশ ত্রী দুর্বল। 'আমি ত্রীকোলা - সহজে দুর্বলা।' বহির্ম, ১৮৭৪; 'ভাঁহার মনের প্রবৃত্তি দুর্বলা হইবারই সম্ভাবনা।' বহির্ম, ১৮৭৪।

দুর্বলজ্ঞা [স] বিশ দুর্বলচিত্ত। 'দুর্বলজ্ঞা মনে জানে ওড়া/ ভীত প্রার্থনা যেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দুর্বল [স] বিশ সহজে বশ করা যায় না এমন। 'দুর্বল মেয়েটির সঙ্গে কোনোমতে সন্ধিহাণন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দুর্বল, দুর্বল [স] ১ বিশ দুর্বল। 'দুর্বল বাড়র বহি বহে অকুপার।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বিশ বহুযোগ্য নয় এমন। 'শরীর কেবল দুর্বল তারপর হইয়া উঠে।' অক্ষর, ১৮৫২; 'লক্ষ্যদের সম্বন্ধে তা করতে গেলে অল্পে বোঝা দুর্বল হয়ে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দুর্বলহায়া [স] বিশ বদন করতে প্রায় অক্ষম। 'দুর্বলহায়া যে-সাম্রাজ্যটি সে-এখন করছে।' গঙ্গালী, ১৯৬৪।

দূর্বা, দূর্ব্বা [সি দূর্বা] বি বাস। 'অষ্ট তত্বল দূর্বা চতীর প্রসাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সুভ্রা আইল তবে ধান্য দূর্ব্বা লেয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
দূর্ব্বাখান [সি দূর্ব্বাখান] বি কাউকে বরণ করার জন্যে সংগৃহীত দূর্ব্বা ও ধান। 'শিরে সিঁচা দূর্ব্বাখান নিছিঁচা গেলিল পান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দূর্ব্বামুষ্টি [সি দূর্ব্বামুষ্টি] বি একমুষ্টি দূর্ব্বাখান। 'দূর্ব্বামুষ্টি হস্তে করিয়া প্রতিপক্ষকে বলিতে লাগিলেন, বা, বা, তুই গরু।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

দূর্ব্বাক্য, দূর্ব্বাক্য [সি] বি কটু কথা। 'সদাই দূর্ব্বাক্য কহে প্রাণে যত পারে।' কেতক, ১৬৫০; 'ইংলিষ মধ্যমারা মহন্ততা ক্রমে অন্য কোন দূর্ব্বাক্য ধারা অপবাদ না করেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

দূর্ব্বাধ্য [সি] বিশ সহজে বশ করা যায় না এমন। 'যেমন করিয়া হউক এই দূর্ব্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দূর্ব্বার, দূর্ব্বার [সি] ১ বিশ দুঃসহ। 'সতিন দূর্ব্বার জেন খুবখার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ অদম্য। 'প্রকৃৎজনখারী বীর, দূর্ব্বার সময়ে।' মাইকেল, ১৮৬১।

দূর্ব্বারগতি [সি] ক্রিয় বিশ দূর্ব্বার গতিতে। 'তারা এল আজ দূর্ব্বারগতি চলে মিছিল।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

দূর্ব্বারতা [সি] বি প্রকৃত্য। 'আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দূর্ব্বারতা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দূর্ব্বারণ [সি] বিশ নিবারণ করা কঠিন। 'দূর্ব্বারণ মোহনবানানকে কিছুতেই শাস্তো করা যাবে না।' অমিত্র, ১৯০০।

দূর্ব্বাসনা [সি] ১ বি অশুভাঙ্গী বাসনা। 'আর যেন দূর্ব্বাসনা মোর চিত্তে নয়।' বৃন্দা, ১৫০০। ২ বি মন্দ বাসনা। 'নির্ব্বাসনে বাধা আছি দূর্ব্বাসনার ডোরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দূর্ব্বাসা [সি] বি হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত চরম ক্রুরতার প্রতীক মুনিবিশেষ। 'দূর্ব্বাসা হে! ক্রম তড়িৎ হানিছে বৈশাখ্যে।' নবকল, ১৯২২; 'দূর্ব্বা তিতিক্ষা আজ দূর্ব্বাসার তেজে/বশু মাঝে উঠেছে বিধিবে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

দূর্ব্বাশা [সি] বিশ দূর্ব্বোধ্য। 'আমার তপস্যাজ্ঞেশের নিমিত্ত এই দূর্ব্বাশা মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

দূর্ব্বাচার [সি] বিশ সহজে সারানো যায় না এমন। 'শিখিলব্যাপী দুরাচোয়া, দূর্ব্বাচার কৃত' সুবীন্দ্র, ১৯২৭।

দূর্ব্বারন, দূর্ব্বারন [সি] বি অবিদ্য; উচ্ছ্রা। 'অন্যাতার না করিহ তেজিহ দূর্ব্বারন।' মালাধর, ১৫০০।

দূর্ব্বীনীত [সি] বিশ উচ্ছ্র। 'এতাদৃশ অনভিজ্ঞ ও দূর্ব্বীনীত যে, আপন ইতিহাস বিবেচনা করিতে অক্ষম।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দূর্ব্বাশাক [সি] বি অব্যাহিত ঘটনা। 'জ্ঞাতে ভয়ঙ্কর দূর্ব্বাশাক আছে যুবকটিরের বিষমতা তাহার মধ্যে অগণ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'সকলের চেয়ে দূর্ব্বাশাক হচ্ছে অ-মানের মতো ষেত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দূর্ব্বিবহ [সি] ১ বিশ অসহনীয়। 'দূর্ব্বিবহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃসহের কারণ হইবে, তদ্রূপ ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'দেবী সিংহের দূর্ব্বিবহ অভ্যাতার অন্তঃকালসমীপে পাঠাইয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'দূর্ব্বিবহ দারিদ্র্যও মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার আশ্রয়স্থান আচ্ছন্ন করিত পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'ন্যাসনালিজমের এই দূর্ব্বিবহ ঢঙ্কানিয়ারের লিঙ্গও ...' মোহনশ্রী, ১৯০৪। ২ বিশ বহন করা কঠিন এমন। 'দূর্ব্বিবহ বোঝা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দূর্ব্বিকি, দূর্ব্বিকি [সি] ১ বি দূর্ব্বিকি। 'তাহাতে দূর্ব্বিকি হইয়া নানান কুজাল

উদয় হইলে ...' রামরায়, ১৮০১; 'রুহিহারা না হইলে, দূর্ব্বিকির অধীন হয়ে ...' বিন্দ্যা, ১৮৭৩। ২ বি দূর্ব্বিত। 'তোমরা আপন দূর্ব্বিকি ক্রমে আপনাদিগের উপর আনিয়াহ।' তারিখী, ১৮০৩। ৩ বি বোকামি। 'একদিনের দূর্ব্বিকিদোষে, সকল ত্যাগ করিয়া ... দেশে দেশে বেড়াইলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দূর্ব্বিকিতাপূর্ণ [সি] বিশ দূর্ব্বিকিসম্পন্ন। 'এই বিকল্পিতার ইঙ্গিত বোঝা না হইলে বলিতেই হইবে, তা দূর্ব্বিকিতাপূর্ণ।' আজাদ, ১৯৫৭।

দূর্ব্বিকিপ্রায়ণ, দূর্ব্বিকিপ্রায়ণ [সি] বিশ দূর্ব্বিকিসম্পন্ন। 'দূর্ব্বিকিপ্রায়ণ কায়ারী, কুটেল ও বাজে লোকেরা রণস্থল জুড়ে রইলো।' হেতুম, ১৮৬১।

দূর্ব্বিকিপ্রসূত [সি] বিশ দূর্ব্বিকি থেকে সৃষ্ট। 'একস্থানের যথেষ্টাচার প্রায় সকল সময়েই দূর্ব্বিকিপ্রসূত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

দূর্ব্বিত, দূর্ব্বিত [সি] ১ বিশ দূর্ব্বিতাবসম্পন্ন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দূর্ব্বিত।' রঞ্জিব, ১৮০৫; 'একদল দূর্ব্বিত বালক-বালিকাদিগকে অপহরণ করিয়া ...' আজাদ, ১৯৫৫। ২ বিশ দুর্ব্বন। 'দেশাধিকারী অতি দূর্ব্বিত।' রাজীবলোচন, ১৮০৫; 'হিন্দুসমিতির রাজত্ব বাইরা দূর্ব্বিত জবাবদিকার হইলেও তাহার ...' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

দূর্ব্বিত্তা [সি] বি কুসাজ। 'কাপুরুষের দূর্ব্বিত্তাকে আমরা ধ্বংস করি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দূর্ব্বিকি [সি] বি দূর্ব্বন। 'একদম দূর্ব্বিত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

দূর্ব্বিত [সি] ১ বিশ উচ্ছ্র। 'ইহাকে দূর্ব্বিকি আক্রমণ করিয়া দূর্ব্বিকি আচরণ করাইলেক।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি ব্যাপার প্রবৃত্তি। 'দূর্ব্বিত ও স্বকীয় সত্ত্ব পরকীয় নিমিত্তে লালায়ী।' ভবানী, ১৮৮৮।

দূর্ব্বোধনীয় [সি] বিশ সহজে বিদ্ধ করা যায় না এমন। 'সেই দূর্ব্বোধনীয় লক্ষ্য বিধিবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

দূর্ব্বোধ, দূর্ব্বোধ [সি] ১ বিশ বোঝা কঠিন এমন। 'অভেসে হইল ভেদ এ বড় দূর্ব্বোধ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি নির্বোধ। 'দূর্ব্বোধ সুখিত নারে দেবতার মায়া।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিশ জটিল। 'দূর্ব্বোধ যাকিছু ছিল হয়ে গেল জল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

দূর্ব্বোধ-বাণী [সি] বি বৃথতে পারা কঠিন এমন ইঙ্গিত। 'দু'চোখে তোমার দূর্ব্বোধ-বাণী।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

দূর্ব্বোধ্য [সি] ১ বিশ বোঝা সহজ নয় এমন। 'দর্পনের মধ্যে যে অশেটু দূর্ব্বোধ্য ও কঠোর তাহাই ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ২ বিশ রহস্যময়। 'মহেন্দ্র যতই তাহার কাছে দূর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দূর্ব্বোধ্যতা [সি] বি দুরূহতা। 'যে দূর্ব্বোধ্যতা সম্বোধনশক্তির মতো।' মানিক, ১৯৩৫।

দূর্ব্বোধ্যপ্রায় [সি] বিশ বুঝে ওঠা কঠিন এমন। 'তাল-বেতাল দূর্ব্বোধ্যপ্রায় বাক্যপ্রোত জঙ্ক হয়।' গঙ্গালী, ১৯৬৪।

দূর্ব্ববহা [সি] বি শোচনীয় অবস্থা। 'এ দূর্ব্ববহা দেখে দৈনিক মিষ্টান্ত সেদিন সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলল।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

দূর্ব্বব্যবহার, দূর্ব্বব্যবহার [সি] বি মন্দ আচরণ; অসম্পাদক্য। 'দুঃসহ দূর্ব্বব্যবহার অসহমান হইয়া অরচালনা ও বিবাদের নিশ্চিন্তি কর্মব্যর্থ প্রতিজ্ঞা হইল।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'পুঙ্কে সঙ্গ দূর্ব্বব্যবহার করছে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

দুর্ভা

দুর্ভাগা [স] ১ বিপ অজ্ঞা। 'আপনার দুর্ভাগা দুই ভী'। নর্পণ, ১৮২১। ২ বিপ ক্রী প্রেমযুক্ত। 'আমাদিগের বিবাহপনের একটী নামই দুর্ভাগা'। বামাবোধিনী, ১৮৭০।

দুর্ভর [স] বি পুংসহ। 'দুর্ভর অর্ধলাঙ্গার বনীভূত হইয়া ... অত্যাচার করিয়া থাকে'। বিন্যা, ১৮৬০।

দুর্ভাগা [স] বিপ হতভাগ্য। অত্যা। 'দুর্ভাগ্য দরিদ্র প্রজার ঘরে একমুঠি অন্নও নাই'। দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

দুর্ভাগিনী [স] বি ক্রী দুর্ভাগ্যের অধিকারী। 'আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আশিলাম'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দুর্ভাগ্য [স] ১ বিপ হতভাগ্য। 'সেখানে দুর্ভাগ্য ঘোড়া আপন অরশিট বয়েস ক্রেশন দাসকে কটাইলেক'। তারিণী, ১৮০৩। ২ বিপ মনভাগ্য। 'এই গৌরামতাবলম্বিনী দুর্ভাগ্য ক্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা করা অতি ...'। অক্ষর, ১৮৪৪।

দুর্ভাগ্যক্রমে [স] ক্রিবিপ ভাগ্যহীনতাবশত। 'দুর্ভাগ্যক্রমে, সন্ধ্যাকারী না থাকতে ...'। দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

দুর্ভাগ্যদশা [স] বি কঃ; লাঞ্ছনা। 'এদেশীয় ক্রীসকল তিরকাল দুর্ভাগ্যদশা ভোগ করিয়া ...'। অক্ষর, ১৮৪৬।

দুর্ভাগ্যবতী [স] বিপ ক্রী দুর্ভাগ্য; হতভাগ্য। 'কিছু আমার কন্যা কি দুর্ভাগ্যবতী ...'। মশারক, ১৮৬৬।

দুর্ভাগ্যবশত, দুর্ভাগ্যবশতঃ [স] ক্রিবিপ দুর্ভাগ্যক্রমে। 'এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রু তিনি ইহলোকে ত্যাগ করিলেন'। জ্ঞানাবেশক, ১৯৩৬; 'এই বরীভাটি দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে গেছে'। মহাশব্দভা, ১৯৫৬।

দুর্ভাবনা [স] বি দুশ্চিন্তা। 'দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া'। ভারত, ১৭৬০।

দুর্ভাষা [স] ১ বি কটুভাষা। 'বদি হয় পাশ নিশা লোকে গার-দুর্ভাষা'। হুন্স, ১৬০০। ২ বি অশ্লীলতা। 'মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কৃষ্ণটাকা-পানে'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দুর্ভিক্ষ [স] বি দেনব্যাপী খাদ্যাভাব; আকাল। 'দুর্ভিক্ষ যোগ সোক হইল তথাই'। মালাধর, ১৫০০।

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত [স] বিপ দুর্ভিক্ষ পড়েছে এমন। 'দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্রদিগের কর্মসাধনশীল মুক্তি দেখিলে পাশাও প্রবীড়ত হই'। অক্ষর, ১৮৪৬।

দুর্ভিক্ষনিবারণী [স] বিপ দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ সজ্জা। 'দুর্ভিক্ষনিবারণী সজা বসেছে'। নক্ষত্র, ১৯০০।

দুর্ভিক্ষপ্রীড়িত [স] বিপ দুর্ভিক্ষ কাতর। 'আপনি ঝারলসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রীড়িত'। মুক্তবাক্য, ১৯৫৮।

দুর্ভিক্ষবিদ্ধ [স] বিপ দুর্ভিক্ষপ্রীড়িত। 'বৌবন দুর্ভিক্ষবিদ্ধ, দালাহাঙ্গামার ভাতে দেশ'। পানসর, ১৯৬৬।

দুর্ভিক্ষভাগ্য [স] দুর্ভিক্ষভাগ্যবান। বি দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গঠিত ভাগ্য। 'দুর্ভিক্ষভাগ্যের হইতে পুণ্যপুণ্ডরিকের সাহায্য বিতরণ'। আজ্ঞা, ১৯৩৬।

দুর্ভিক্ষ [স] বি দুর্ভিক্ষ। ম্যানেঞ্জ, ১৭৪৩।

দুর্ভোগ্য [স] বিপ ভেদ করা কর্তন। 'জন্মদুঃখ-পৰম্পরাগ্রন্থ দুর্ভোগ্য পুঙ্খলো বন্ধ থাকে'। বিন্যা, ১৮৪৭।

দুর্ভোগ্য [স] বি দুর্গতি। 'ইতিহাসে দুর্ভোগ্য'। সুলভান, ১৭০০।

দুর্মতি, দুর্মতি [স] বিপ দুঃখিসম্পন্ন। 'শর হাতে বীর বলে সেবিব

দুর্মতি'। হুন্স, ১৬০০; 'বুকে টুকি নিয়া বোলে সন্মুখি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দুর্মতিবশতঃ, দুর্মতিবশতঃ [স] ক্রিবিপ খারাপ বৃত্তির প্রভাবে। 'দুর্মতিবশতঃ শিবেদ্বিমু'। শিখিন্দ্র, ১৮৮৭।

দুর্মদ, দুর্মদ [স] ১ বিপ উন্মত্ত। 'কৃত্তর বিশ্বাসঘাতী দুর্মদ বেটা ...'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৩৩। ২ বিপ দুর্ভব। 'কর্ত্তর-কুলের গর্ব, দুর্মদ সন্ধ্যাসে'। মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বিপ দুর্মদমী। 'লোভবান্ধার দুর্মদ অশ্রাব্যী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল'। নক্ষত্র, ১৯২২।

দুর্মদ [স] বিপ উচ্ছিন্ন-চিত্ত। 'দেখমন দুর্মদ সিত্তির সততি'। মালাধর, ১৫০০।

দুর্মন্ত্রণা [স] বি কুসম্ভাষণ। 'সব কথা দুর্মন্ত্র/চক্র করে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

দুর্মন্ত্র [স] বিপ সহজে ঘরে না এমন। 'দুর্মন্ত্রয় মলকুজ নিরিবের দুর্মন্ত্র খেদায়ে'। শ্রীশ্রী, ১৯৪০।

দুর্মামুখতা [স] বি অমাদবিকতা। 'নির্গজ দুর্মামুখতা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দুর্মুখ, দুর্মুখ [স] বিপ কটুভাষী। 'পাখরী প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল'। কুজলাল, ১৫৮০; 'এমত দুর্মুখ চোর রাশি নাহি কাজ'। জ্ঞানভণ্ড, ১৬৮০।

দুর্মুখা বিপ কটুভাষী। 'দুর্মুখা চাকরকে বিদায় করা যায়'। জনীম, ১৯৫৪।

দুর্মুখ্য [স] বিপ কটুভাষী। 'বোটা ঘেমন দুর্মুখ্যে তেমনি অধিপাশ'। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

দুর্মুখ্য [স] ১ বিপ উচ্ছিন্নবিশিষ্ট। 'বোঝা যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মুখ্য নয়'। রবীন্দ্র, ১৯৯৩। ২ বিপ মহামুখ্যবান। 'সেই নিমেষগুলোকে দুর্মুখ্য বলে মনে হয়'। রবীন্দ্র, ১৯৯৪।

দুর্মুখ্যতা [স] বি অতি মুখ্যবানতা; মহাব্যর্থতা। 'সময়ের দুর্মুখ্যতা এবং সত্য মানবসমাজের ব্যর্থতা খুব অন্তর্ভুক্ত করা যেতে'। রবীন্দ্র, ১৯৯৩।

দুর্মুখ্য, দুর্মুখ্যতা [স] ১ বিপ খুব বেশি দামি। 'বস্ত্রভাড়া মূল্য দিয়া তাহার ক্রয় অতি দুর্মুখ্য'। তারিণী, ১৮০৩; 'আধাণ মানে অতিশয় দুর্মুখ্য হয়'। নর্পণ, ১৮১৯। ২ বিপ অতি গুরুত্বপূর্ণ। 'মহারশ তাঁর দুর্মুখ্য সময় অকাতরে ব্যয় করেছেন'। শ্রীশ্রী, ১৯৩৩।

দুর্মুখ্যতা, দুর্মুখ্যতা [স] ১ বি বেশি দাম। 'এতদমানে যে তুলসাদির দুর্মুখ্যতা সে কেবল ইহুদীদের রজমিহুত'। নর্পণ, ১৮১৯; 'শবন দুর্মুখ্যতা কারণ বিজ্ঞান প্রার্থনা আছে'। নর্পণ, ১৮২২। ২ বি মহাব্যর্থতা। 'শিল্পের কাছেও তাহার দুর্মুখ্যতা একবিদ্যুৎ কম নয়'। শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি প্রথমমূলের উর্ধ্বগতি। 'বর্তমান কালের দুর্মুখ্যতা, ... প্রকৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সহায়দের আদান-প্রদান হইতে লাগিল'। বিজুতি, ১৯২৯।

দুর্মুখ [স] বি অশ্রুতি। 'আরে সর্বলোকেও দুর্মুখ বানী কহে'। বৃন্দা, ১৫৮০।

দুর্মুখ্য, দুর্মুখ্যতা [স] ১ বি বিপদ। 'সময়ের দুর্মুখ্যতা হইতে রক্ষা পাইতে তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেক'। তারিণী, ১৮০৩। ২ বি ঋতুক্রীড়াইতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। 'কিছু পশ্চিমের অভ্যন্ত দুর্মুখ্য হওয়ারতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল'। বিন্যা, ১৮৪৯। ৩ বি পুংসহ। 'এই দুর্মুখ্যপুং হুহুর্দী দীর্ঘস্থায়ী হইবে না'। কেশব, ১৯৪৮। ৪ বি দুর্বলতা। 'চটপট আইন পাশ করিয়ে নারী সমাজের সন্তান দুর্মুখ্য কাটিয়ে দেওয়া যায় কি?'। কেশব, ১৯৫২।

দুলিচা

জাই। চর্য ২, ১২০০।

দুলিচা [হি দুলীচা] বি ক্ষুদ্র আকারের গুলিচা। 'সেবক জ্যোয়া শান বিয়নি বিচরে আন বেসে বীর দুলিচা উপর।' মুক্তন, ১৬০০।

দুবুনি [স দুবু-] বি ঝাঁঝনি। 'অমৃত অশুর দুবুনি সেবিতে সেবিতে মাতেরশাড়া টেলন।' বিকৃতি, ১৯২৯।

দুলে বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'দুলে ১০৪০২।' দর্পণ, ১৮১৯।

দুলে বেয়াড়া বি ভুলি, পালক ইত্যাদির বাহক সম্প্রদায়। 'দুলে বেয়াড়া, হাড়ি ও কাণ্ডরা নাচতে লেগেচে।' হুতাশ, ১৮৬১।

দুলে দুলে প্র সোলা

দুলোল [হি দুলাল] বি দুলাল। 'সৌরভের দুলোল দুলোল নাম যার।' তপ, ১৮৫৮।

দুদুত [স দুর্দভ] বিণ পাওয়া কঠিন এমন; দুঃপ্রাণ্য। 'পৃথিবির দুদুত বড় পুষ্প পরিজাত।' মাল্যবর্ষ, ১৫০০।

দুশমন [স] বি শত্রু। 'মালোএল, ১৭৪৩; 'এতদ্বা এক পরদা হবে ইয়ামের দুশমন।' গল্পী, ১৭৬৫।

দুশমন [স] দুশমনা বি শত্রু। 'মালোএল, ১৭৪৩।

দুশমন হওয়া বি প্রতিপক্ষ হওয়া। 'ও মেয়ে সেখতি দিন দিন আমারই দুশমন হয়ে দাঁড়ায়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

দুশমনি [স] বি শত্রুতা; বৈরিতা। 'সেখানে ধর্মের বৈরতা, কোনো হিসেব দুশমনির তাব আনে না।' নজরুল, ১৯২৭।

দুসমোন [স] দুশমনা বি শত্রু। 'গর্গ, ১৭৮২।

দুশো প্র দু

দুশর [স] বিণ দুর্গ। 'দুশর সেউলে।' জীবন, ১৯২৭।

দুশরিত [স] বি ব্যাধ্য কাজ। 'দুশরিত থেকে বিরত হওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

দুশরিত্রা [স] বিণ দুঃ বা অসং ভাবাবিশিষ্ট। 'কত ব্যক্তি সমসাময়ে দুশরিত্র হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪০।

দুশরিত্রা [স] বিণ দুঃ বা অসং ভাবাবিশিষ্ট। 'ধর্মশায়ে দুশরিত্রা জীর বিষয়ে কিরূপ দত্ত নিরূপিত আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দুশরিত্রী [স] ১ বিণ ব্যতিক্রমণী। 'এতাদৃশী দুশরিত্রীকে পুড়ে রাখা কদাচ উচিত নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ ত্রী চরিত্রবিশিষ্ট। 'তগী লিলা তোর দুশরিত্রী।' কয়ছুরেসা, ১৮৭৬।

দুশিকিন্দ্য [স] বিণ চিকিন্দ্যের অজীত। 'দুশিকিন্দ্য বিক্রান্ত ঘটেছে সেটা তো নুতন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুশিত্রা [স] বি দুর্জনা। 'শ্রাণবাতিনী দুশিত্রা অহর্নিশ তাহার চিত্তকে পেষণ করিতে থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

দুশিত্রাশত্রু [স] বিণ উদ্বিগ্ন। 'তাহাকে সবেগের করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশিত্রাশত্রু হইয়া পড়িয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দুশিত্রাশত্রু [স] বি ক্রমাগত দুর্জনা। 'দুশিত্রাশত্রু গলাধঃকরণ করতে হবে।' নজরুল, ১৯২৮।

দুশিত্রা [স] বিণ তিত্তা কন্ডলে মন ব্যাধ্য হয় এমন। 'বন্ধন, গ্রহণ, কারোষ, অবলম্ব ইত্যাদি দুসহ দুশিত্রা যন্ত্রণার আশোচন্যার আর ঘেরা রাখা অপাধ্য।' অক্ষর, ১৮৫০।

দুশেচী [স] ১ বি অসাব্য কাজ করার প্রয়াস। 'জীসোকের প্রকৃতিতে

প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশেচী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি কর্তন কাজ করার প্রয়াস। 'কত দ্বন্দ্ব, কত সন্ধ্যায়, কত দুশেচী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দুশ্চেষ্টা [স] বিণ ছেদন করা দুঃসাধ্য এমন। 'সরিষ্ট তারত দুশ্চেষ্টা অশাস্ত্রে জড়িত।' অক্ষর, ১৮৪৬।

দুশন [স] দুশণ বি দুষণ। 'এক পও দুশন অহ ওহি নামক বামা।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

দুশাধী [স] দুঃসাধিকা বিণ দুঃসাধ্যকারী। 'জো বা টোর বৌ দুশাধী।' চর্য ৩৩, ১২০০।

দুশা [স] দুঃ। ক্রি সোধ সেওয়া। 'পাইবা সাপের ফল না দুখির মোকে।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। দুখিবারে ক্রি অপবাদ দিতে। 'মন দুশে বিশেষ পারও দুখিবারে।' সুলতান, ১৭০০। দুখির ক্রি সোধ দিয়ে। 'পাইবা সাপের ফল না দুখির মোকে।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। দুখিলে ক্রি সোধী সত্যত করলে। 'বিধি ভক্তি বলে দুখিলে তাই।' লালন, ১৮৯০।

দুখি, দুখী [স] দোখী বিণ দোখী; অপরাধী। 'লালন বলে মনরে আমার করিলি দুখি।' লালন, ১৮৯০। 'বিচার করি, শাসন করি, করি তারে দুখী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দুছর [স] ১ বিণ অতি কষ্টকর। 'দুর্ভিক্ষ দুছর ব্যাধি অকলমরন আনি।' মুক্তন, ১৬০০। ২ বিণ দুঃহ। 'তাই সে সব বাহলা ভাবে দুছর কল।' জ্যোত্স্ন, ১৬৮০। ৩ বিণ সহজ নয় এমন। 'তাহার স্বর্ভি ক্রিয়াকরমে হওয়া দুছর।' অক্ষর, ১৮৪৩। ৪ বিণ অসম্ভবায়। 'বিবেচিত ব্যক্তি একই হওয়া দুছর হিল।' অক্ষর, ১৮৪৬।

দুছর্ম, দুছর্ম [স] ১ বি অপর্যায়ক কাজ। 'জগৎ প্রাণী সর্ব জাঙ্ঘল্যামন থাকিতেও এই দুছর্ম করণী।' দর্পণ, ১৮১৯। দুছর্মের জন্য একবার লীঘরেও প্রবেশ করিয়াছিল।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি অসামাজিক কাজ। 'বালকেরা ... অহরহ দুছর্ম পক্ষে পতিত হইতে মেখে।' অক্ষর, ১৮৪৫। ৩ বি ব্যাধ্য কাজ। 'ভূমি কি নিমিত্ত এমন দুছর্ম করিলে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

দুছর্মশীল, দুছর্মশীল [স] বিণ দুঃকর্মকারী। 'দুছর্মশীল দুশীল ব্যক্তির সহিত ... বিচ্ছেদ হইয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৫৫।

দুছর্মশিত, দুছর্মশিত [স] বিণ দুঃকর্মসম্পন্ন। 'দুছর্মশিত হয় ...।' সের্ভি, ১৮৩৯।

দুছাত [স] বি ব্যাধ্য কাজ। 'এত সব দুছাত।' অতিভা, ১৯৫০।

দুছার্ব, দুছার্বা [স] বি কুসর্ম; অশ্রমর্ম। 'সুভাষ তাহাতেই এই দুছার্বের প্রচার আছে।' রামনাথরায়, ১৮৪৪। 'সুখির পরিচয় থাকিলে দুছার্বের প্রাণি অনেকটা কাটে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দুছীর্জিত [স] বি দুছর্ম। 'কাদের তার দুছীর্জিত চিহ্ন ধ্বংস করবার জন্যে ...।' গল্পী, ১৯৬৪।

দুছল্য [স] বিণ ব্যাধ্য কুল-জাত। 'ওগণের কল্যাণতপিত ও বহু বহুশা; যদিও দুছল্য।' তত্ত্ব, ১৯৪০।

দুছুত [স] বি ব্যাধ্য কাজ। 'দুছুতকারী [স] বি ব্যাধ্য কাজ করছে এমন লোক। 'দুছুতকারীর সঙ্গে স্ত্রীতা কেনই করি?' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

দুছুতি [স] দুছুতী বিণ পানী। 'দুছুতি না সেবে পৌরস্বতের বিলাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দুছুতি [স] বি মন্য কাজ। 'সুকৃতি দুছুতির কলে পড়িলে খমের জালে জতনে চিহ্নিত পরলোক।' মুক্তন, ১৬০০।

দুছুতিকারী [স] বি দুছর্ম করে এমন লোক। 'অনন্ত দুছুতিকারীও

চক্রে দেখে।' বহ্নিম, ১৮৭৪।

দুক্ৰিয়া [স] বি মদ কাল। 'কতিপয় বয়সের মধ্যে, দুক্ৰিয়া ধারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল।' বিন্দা, ১৮৪৭।

দুক্ৰিয়াশক্ত [স] দুক্ৰিয়ামাত্র। 'কিণ অস্বাভাবিক কাজে আসক্ত।' পুরুষ দুক্ৰিয়াশক্ত হইলে সোকে আহার ... কখন সমর্থন করিয়া থাকেন।' বামাবোধিনি, ১৮৬৭।

দুক্ৰিয়াকারী [স] বি অপকর্ম করে যে। 'অন্যাপেক্ষা অতিক্রান্ত, দুক্ৰিয়াকারী।' বহ্নিম, ১৮৯২।

দুক্ৰিয়াশিত [স] বি কুর্কাকারী। 'বেজাচারী হইলেই আত্মব্রত, কার্যে শিথিল এবং দুক্ৰিয়াশিত হইতে হয়।' বহ্নিম, ১৮৯২।

দুধ্ব [স] দুধে। বি দুগ্ধ। 'নিকটে মালক তৎ সেবি যনে বড় দুধ্ব।' রামহরাদ, ১৭৮০।

দুট [স] ১ বিণ অনর্থ। 'যো বর্বে জায়ে তোর হেন দুট মতী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ অপরিহৃত। 'বিদ্যারি অন্ন খাইলে দুট হয় মন।' কৃষ্ণায়, ১৪৮০। ৩ বিণ অত্যা। 'তোমার বিষয় দুট মায়ো।' বিলয়, ১৬৫০। ৪ বিণ নিদ্রাপূর্ণ। 'এই বহুর সহিত কখন দুট জনবর হইআছিল।' চিত্রপথে, ১৮২০। ৫ বিণ শেষদুঃ। 'বলভাষাও এইখানে ভাষান্তর সংস্কার থাকতে দুট হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮০০। ৬ বিশ বিবাক; দুবিত। 'প্রতিদিন ম্যুদ কল্পে দশ হটাক দুট পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫২।

দুট কলিয়া বিণ ব্যাপ্য আচরণকারী। 'মানোএল, ১৭৪৩।

দুটকাল [স] বি দুটের যম। 'জর শিটজনসি জয় দুটকাল।' বৃন্দা, ১৪৮০।

দুটকৃতি [স] বি দুহুর্ম। 'পচাতে খতি তার হথ দুটকৃতি।' সুলতান, ১৭০০।

দুট গন্ধর চেয়ে শূন্য পোয়াল ভালো - অন্য সবচেয়ে চেয়ে সহজীনা ভালো। সুবল, ১৯০৬।

দুটগ্রহ [স] বি অতঃ প্রহ। 'জানে সেই অভাগা যে একটা নির্ঘম দুটগ্রহের ধনোই কেবল বাড়িয়া উঠিয়াছে।' সবুজ, ১৯২১।

দুটজন [স] বি ব্যাপ্য লোক। 'কলকী রূপেতে তোকে দলিলে দুটজন।' বড়ু, ১৪৫০।

দুটতা [স] বি সোধ। 'আগন দুটতা ত্যল করে না।' মৃত্যুজয়, ১৮২২।

দুটদমন [স] বি দুটের নিবারণ। 'দুটদমন শিটশাল ও ধর্ম সংস্থাপনকরণনা এতদেশে ততামান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

দুটনিবারক [স] বি দুটের দমনকারী। 'দ্বা দ্বা ধাখিক ... দুটনিবারক।' ভবানী, ১৮২৫।

দুটশক্তি [স] বি অন্তঃ চরিত্র। 'দুটশক্তির বৈদামের এক তাইয়ের সাথে।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

দুটশ্রোণ [স] বি ভুল সাবহার। 'সংকৃত শব্দের মিষ্টগ্রোণ না হলেও দুটশ্রোণ নয়।' প্রবন্ধ, ১৯১০।

দুটবীর [স] বিণ দুটের দমনকারী। 'জয় জয় সূটিপাল জয় দুটবীর।' বৃন্দা, ১৪৮০।

দুটবুজি [স] ১ বি ব্যাপ্য চিত্ত। 'একটা দুটবুজি চাপলো হাবিদের মাথায়।' মাহেন্দ, ১৯৪৯। ২ বিণ দুটমতি। 'দুটবুজি হরি ওধারে মাধাকে হাতে পাইয়া।' হাই, ১৯৫৪।

দুটভয়তর [স] বিণ দুটের দমনকারী। 'জয় দুটভয়তর জয় শিটরাণ।' বৃন্দা, ১৪৮০।

দুট ভাষা [স] বি কটু কথা। 'জিহ্বা দুট ভাষাতে অহাশিপের দুখ কিতারিত কহিলেক।' তরঙ্গিণী, ১৮০০।

দুটমতি, দুট মতী [স] ১ বি অনর্থ ইচ্ছা। 'যো বর্বে জায়ে তোর হেন দুট মতী।' বড়ু, ১৪৫০। 'সমানুসঙ্গে দুট মতি প্রতি হইল আসিয়া দাউসের অন্তরে।' রামায়, ১৮০১। ২ বি দুয়ার। 'দুটমতি আকাঙ্ক্ষা করিল।' মাহাশব্দ, ১৪০০। ৩ বিণ দুটবুদ্ধিসম্পন্ন। 'অগ্নি-তাণে হটকটি জীম দুটমতি।' যাইকেল, ১৮৬৩।

দুটলোক [স] বি ব্যাপ্য প্রবৃত্তির লোক। 'হাঙ্গা দম্য, চোর প্রভৃতি দুটলোকদিককে কারাগারেতে বদ্ধ করিলেন।' মৃত্যুজয়, ১৮১০।

দুটশ্বাস [স] বিণ শ্বাস নিতে কটু হয় এমন; শ্বাসকন্দকার। 'কোলাহল-কুশলিত এ-নগরের ভিত্তে/ দুটশ্বাস জনতা-আধারে বার হয়ে এসে।' বিজু, ১৯০২।

দুটহাত [স] দুটহাড়া বিণ অপরাধী। 'বিনি সোধে আমারে বখিলা দুটহাত।' বাহরায়, ১৮৫০।

দুটহুদর [স] বিণ দুটচরিত্র। 'আতিবড় দুটহুদর [সে] বনমাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

দুটের দলন বি দুটের দমন। 'তুমি দুটের দলন শিটের দলন শিটের দলন বিণ দুটের দমন।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

দুটা [স] ১ বিণ ক্রী অনর্থ। 'হামী ... দুটা ক্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।' অক্ষর, ১৮৫২। ২ বিণ ক্রী অসদাচারী। 'অকর্মে দেখে দুটা, পূর্বের নিয়ন।' গিরিণ, ১৮৮৭।

দুটাতারী [স] বিণ অসদাচরণকারী। 'যে নিভাত দুটাতারী হয় তাহাকে নিভাতমুখে রাখিবা।' রামায়, ১৮০২।

দুটামি বি দুহুতপন। 'যেন দুটামি করিয়া ... দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।' রঞ্জিত, ১৮৯১।

দুটামিতরা বিণ দুটামিতে পরিপূর্ণ। 'মুখে কী দুটামিতরা হাসি যে সেবা দিল সুখাধারী।' মায়িক, ১৯৪০।

দুটামিটি [স] দুট-অশিষ্ট। বি দুট ও অশিষ্ট। 'দুটামিটি দল দলন মীনগ্যাডিল্যাপুরক শ্রীল শ্রীমুগ সন এধার হৈত ইট নাইট এধান বিচারক।' দর্পণ, ১৮২২।

দুই [স] দুট> বিণ দুহুত। 'বলব, 'তুমি ভারি দুই ছেল'-' রঞ্জিত, ১৯০৩।

দুইবুজি [স] দুটবুজি বি ব্যাপ্য মনোবৃত্তি। 'সুখিয়া কাণ্ড বিশ্বদীপের এইদশ দুইবুজির ফল।' প্রচুরক, ১৯০৬।

দুইমি, দুইমী [স] দুট> বি দুহুতপন। 'বেজলাপ, সেধা, আর আমি কখন কিছু দুইমী করোঁ না।' গিরিণ, ১৮৮৯। 'তুমি দুইমি কোরো না।' রঞ্জিত, ১৯১১।

দুইমিতরা বিণ দুটামিতে পরিপূর্ণ। 'কখনো হুততো সেই দুইমিতরা তীক্ষ্ণ সূত্রিহুত চক্কেত হাটিয়া।' হাসান, ১৯৬০।

দুশ্পরিমের [স] বিণ পরিমাণ করা কঠিন এমন। 'মঙ্গরশ্যলোকের দুশ্পরিমের ...' রঞ্জিত, ১৯১৭।

দুশ্পাঠ্য [স] বিণ হজম করা কঠিন এমন। 'দুশ্পাঠ্য কঠিন আহার।' রঞ্জিত, ১৯০৭।

দুশ্পাঠ্য [স] বিণ পাঠ করা কঠিন এমন। 'সাধারণের দুর্বেধ ও দুশ্পাঠ্য

হইয়া উঠিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

দুশ্শ্রুত [স] **বিণ** প্রকাশ করা কঠিন এমন। 'দুশ্শ্রুতাকাশ অভিজ্ঞতাকে আদর্শবাদী গুণিতার মোহে পাশ কাটানো মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে।' শিব, ১৯৫০।

দুশ্শ্রুতি [স] **বি** কুশ্রুতি। 'প্রজাদিগের দুশ্শ্রুতি দমন ও সংশ্রুতি বর্জন হয়, তাহার উপায় করা কঠোর।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দুশ্শ্রবণ [স] **বিণ** যেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। 'সেই অরণ্য দুশ্শ্রবণ ও গুরতিক্রম।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

দুশ্শ্রবণ্য [স] **বিণ** যেখানে প্রবেশ করা কঠিন। 'দুশ্শ্রবণ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দুশ্শ্রাপ্য [স] **বিণ** বুজ্জে পাওয়া যায় না এমন। 'সুখমুখী তেমনি দুশ্শ্রাপ্য হইলেন।' রবিন্দ্র, ১৮৭৩।

দুশ্শ্রাপ্য [স] ১ **বিণ** দুর্লভ। 'অতি দুশ্শ্রাপ্য মহামহাবাক্যবীতে গল্পায়নে গ্রিকোটি ক্রোশাকার ...।' রামমোহন, ১৮২৩। ২ **বিণ** বিরল। 'একশে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপণ্ডিত দুশ্শ্রাপ্য।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৩ **বিণ** বুজ্জে পাওয়া যায় না এমন। 'ভগ্নদেহীয়া বিদ্যাব্যবসায়ী লোকও এ প্রদেশে দুশ্শ্রাপ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দুশ্শ্রাপ্যতা [স] **বি** দুর্লভতা। 'শিতখাদ্যের দুশ্শ্রাপ্যতা ও ... নানাবিধ সমস্যাগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।' বেগম, ১৯৭৪।

দুশ্য [স] ১ **বিণ** দোষী। 'কদাচ দুশ্য হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ **বিণ** দোষী। 'যোযজ বারুকে কদাচ দুশ্য করিতে পারি না।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৬।

দুস [স] **দোষ** **বি** দোষ; অপরাধ। 'না জানিয়া গোপিসব দুস দেহ মোরে।' মালাধর, ১৫০০।

দুসতি **দ্র** **দু**

দুসর **দ্র** **দু**

দুসর [হি] **বিণ** দোসর; সঙ্গী। 'যবন আঙলে পথ যমের দুসর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দুসরমতি [হি] **দুসর**+**স** **মতি** **বিণ** ভিন্নমতি। 'বনে গমন কর হইয়া দুসরমতি/বিসরি যাইবে পতি মোরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দুসরা [হি] **বিণ** দ্বিতীয়। 'দুসরা হুকুম এ বিষয়ের।' ক্যালশে, ১৭৮৯।

দুসমোন **দ্র** **দুসমন**

দুসহ [স] **দুঃসহ** **বিণ** দুঃসহ। 'দুঃসহ বিরহ সাগরে বাড়ায় তোকেসি আমার ভেলা।' বড়ু, ১৪৫০।

দুসি [স] **দোষী** **বিণ** দোষী। 'আমার করম দুসি বসি গুণ বারানসী পতি মোর জনম ভিগারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুসী [স] **দুঃ**> **ক্রি** দোষারোপ করা। **দুসিব** **ক্রি** দোষারোপ করণো। 'কি দুসিব সহজে অবলা দুই জায়া গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। **দুসিয়** **ক্রি** দোষ দিয়ে। 'মিথ্যা না দুসিয় পুত্রখানি।' মালাধর, ১৫০০। **দুসিল** **ক্রি** দোষারোপ করল। 'পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসিত রাজা দুসিল তাহারে।' মালাধর, ১৫০০।

দুসুতি [স] **দুঃ**+**সু** **বি** চরম। 'মন্দংএল, ১৭৪৩।

দুক [স] **দুঃখ** **বি** দুঃখ। 'জেন কেহো দুক না পায়।' ওসাঁ, ১৭৮২।

দুকু [স] **দুঃখ** **বি** দুঃখ। 'দুকু আছে তোর কপালে বলে লেলাম।' হাসান, ১৯৭৪।

দুকর [স] **দুকর** **বিণ** দুঃসাধ্য। 'যখন যে চাহে সেই পরম দুকর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দুখিত [স] **দুঃখিতা** **বিণ** দুঃখিত। 'অতিশয় দুখিত দেখিয়া দৌহাকারে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দুতদার [ফা] **দোতদার** **বি** বহুজন। 'এগনা বেণানা যত ছিল দুতদার।' মনসুর, ১৪৪৩।

দুত্তর [স] ১ **বিণ** পার হওয়া কঠিন এমন। 'দুত্তর তরঙ্গ শিক্ত ঈষৎ লীলায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ **বিণ** বিপুল। 'দুঃহ দুত্তর ভরাও ভাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

দুত্তরতা [স] **বি** দুর্লভ্যতা। 'মহাসমুদ্রের তরঙ্গচ্ছল দুত্তরতা আপনাদের সম্ভাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দুতি [ফা] **দোতি**> **বি** বহুত্ব। 'রাহুলের খানানের দুত্তির কারণে।' গরীব, ১৭৬৫।

দুত্বজ [স] **বিণ** দুঃখে ত্যাগ। 'দুত্বজ আর্পণখ নিজ পরিজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দুহ [স] **বি** কষ্ট। 'কাহারিতে বড়ই দুহ পাইতেছি।' ওসাঁ, ১৭৮২।

দুহতা [স] **বি** দরিদ্রতা। 'শৈলজার দুহুতায় মন নড়ে উঠল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

দুহা [স] **বিণ** ক্রী দুর্দশামুখ। 'দুহা নারীদের সেবা কার্য শিক্ষা দিলে।' বেগম, ১৯৪৮।

দুহাবহা [স] **বি** গরিব অবস্থা; দারিদ্র্য। 'দুহাবহায় কুশ্রুতি সম্ভাবনায় সচরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

দুহিত [স] **বিণ** দুঃহ। 'দুহিত সমাজে ব্যক্তির আত্মপারায়ণতা পারকাব্যোকে বাড়িয়ে তোলে।' শিব, ১৯৫০।

দুসা [স] **দুঃ**> **বিণ** দোষারোপযোগ্য। 'তাতো কি দুসা হয়েছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

দুহাঁ [স] **দোঁ**> **সর্ব** দুইজন। 'তবে চারু সিংহাসনে দুহাঁ বসাইল।' মালাধর, ১৫০০। **দুহাঁকারে** **সর্ব** দুইজনকে। 'এক ধেনু দুহাঁকারে দিলে নৃপমনি।' মালাধর, ১৫০০। **দুহাঁকে** **সর্ব** উভয়কে। 'নাগপাসে রাম লক্ষ্মন দুহাঁকে বাঁধিল।' মালাধর, ১৫০০। **দুহাঁর** **সর্ব** দুইজনের। 'হাটসে দুহাঁর জল পড়িছে নয়ানে।' মালাধর, ১৫০০। **দুহাঁ** **সর্ব** দুইজন। 'দুহাঁ মুখ দুহাঁ চাহে।' বড়ু, ১৪৫০। **দুহাঁ** **ক্রি** দুইজন। 'দুহাঁ মেলাটা কাছাকাছি চাইল।' বড়ু, ১৪৫০।

দুহা [স] **দুঃ**> **ক্রি** দোয়ানো। **দুহি** **ক্রি** দুইয়ে। 'দুহি দুহি পিটা ধরন ন জাই।' চর্যা ২, ১২০০। **দুহিএ** **ক্রি** দোয়াই। 'পিটা দুহিএ এ তিনা সাঝো।' চর্যা ৩৩, ১২০০। **দুহিয়া** **ক্রি** দোহান করে। 'পুণ্ড্রি দুহিয়া কৈল জিবের নিস্তার।' মালাধর, ১৫০০। **দুহিল** **ক্রি** দোহান করলো। 'দুহিল দুহু কি বেটে ঘাঘাণ।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

দুহা [স] **দোঁ**> **সর্ব** দুইজন। 'পালক উপর হইল দুহার সয়ন।' মালাধর, ১৫০০। **দুহাকার** **সর্ব** দুইজনে। 'দুহাকার মনে যেন বর্ষ করতলে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। **দুহানক** **সর্ব** দুই জনকে। 'কোথা পাইযু ভাল বস্ত্র দুহানক দিতে।' বাহরাম, ১৬৫০। **দুহার** **সর্ব** দুইজনের। 'দুইজনে প্রহারে দুহার উপরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **দুহ** **সর্ব** দুইজন। 'সৈন্যব জৌদন দুহ মিগি গেল। ব্রহ্মচর পথ দুহ ছোচল সেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০। **দুহে** **সর্ব** দুইজনে। 'তা দেখিয়া রাজারানী দুহে নিরন্তর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দুহাই [ফা] **দুখা** **বি** দোহাই। 'কুহিব সকল সত্য কালির দুহাই।' www.amarboi.com ~

মানিকরাম, ১৭৮১।

দুহিতা [স] বি কন্যা। 'দুহিতার ঘোষে কাশে বিশাশ করিয়া।' মালধর, ১৫০০।

দুহিতাবর [স] বি কন্যা। 'তন শো দুহিতাবর বচন আকার।' কাহ্নাম, ১৬৫০।

দুহিত্ব [স] বি কন্যা। 'দুহিত্ববিয়োগ জনকের শোকক্লিষ্ট দশা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

দুহিত্বসম্মত [স] বি কন্যার সম্মান। 'তাহার দুহিত্বসম্মত, তাহার আত্মমর্যাদা হ্রাস হইয়া ... ধর্মির মতো দুঃখিত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দুহুত্র দুখ্য

দুহু [স] দুহা বি দূর। 'কেলা বাড়ি হানিয়া গাভুরা ঢেল দুহু।' আলগল, ১৬৮০।

দুহু [স] দুহা বি দূর। 'কহি দুহু সুনিচয় শুনহ কলিঙ্গ ময়ীশাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দুহু [স] ১ বি সংবাদবাহক। 'দুহু নয়ন কর দৃতক কাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ভবিষ্যদ্বাণী দাতা; যথার্থবক্ত। ওস, ১৭৮৫।

দুহা [স] বি ক্রী সংবাদবাহিকা। 'দুহা পাঠ্যির্বা আশে নিব ত পোহুসে।' বহু, ১৪৫০।

দুহাবাল [স] বি রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় ও আবাস। 'রানান দুহাবাসের গা ঘেরে।' মূলতরফ, ১৯৪৯।

দুহিকা [স] বি ক্রী দূতী। 'বসন্তের যে নবদুহিকা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দুহিয়ারি [স] দুহুত্র [স] বি সংবাদ বহনের কাজ। 'শোন 'বট কণ্ঠ' কণ্ঠ গণি মোদের করছে দুহিয়ারি।' নজরুল, ১৯০৫।

দুতী [স] ১ বি ক্রী সংবাদবাহিকা। 'এক তোহা গজী দুহিয়ারা দ্বাধা দুতী।' বহু, ১৪৫০। ২ বি ক্রী বাহক। 'দূরের বহু সুতের দুতীরে পাঠাল তোমার ঘারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

দুতীশিরি [স] দুতী-কা শিরি। ১ বি কুটনির কাজ। 'তুমি দুতীশিরি করো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বি দূতের কাজ। 'দুতীশিরি করে তাদের মিলন ঘটানো নিজেদের কর্তব্য।' গ্রন্থ, ১৯২৪।

দুতীতর [স] বি শিক্ষা দেয় এমন দুতীয়া। 'বহ্মিনবিশ্বত সেই দুতীতর আবার ফিরায়া আসিয়া ...।' হাই, ১৯৫৪।

দুতীরাহা [স] বি ক্রীদূত। 'এ বনিয়া দুতীরাহা বিদায় হইল।' ফজলুররাস, ১৮৭৬।

দুশল বি উদ্যেগের গর্জন। 'দুশলের কোলাহলে কিছুই না শুনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দূর [স] ১ বি দূরবর্তী। 'নিয়ন্তী বোহি দূর ম জায়ী।' চর্য্য ৫, ১২০০। ২ বি দূরের স্থান। 'সবে বাইউ রাধা এ দূরে দূরে।' বহু, ১৪৫০। ৩ বি পরিহার। 'দূর কর পাশত যতী।' বহু, ১৪৫০। ৪ বি বিভাজন। 'ইহার সন্ধানেকনিগাছে দূর করিয়া নিব।' রায়রাম, ১৮০১। ৫ বি দূরবর্তী। 'এবার আমার ভাকুল দূরে সাগরপারের গোশল গুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দূর কল্যণ [স] বি বিভাজন। 'উপস্থিত মন্দের দূর করণ অধিক বিরুদ্ধ আশ্রয়ে কিনা।' তারিণী, ১৮০০।

দূর করা ১ ক্রি সরিয়ে ফেলা। 'সূক্ষ্মত্ব ভূণ কাকর সব কর দূর।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি ঘটানো। 'বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিয়হ দূর করবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দূরকর্তা, দূরকর্তা [স] বি যোজনকারী; মুক্তিদাতা। 'অদ্য আমার দূর্য্যে দূর কর্তা বামী ক্রিয়া বহু হইবে।' গৌর, ১৮২২।

দূরকাল [স] ১ বি অনাদিকাল। 'বাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে দূরদেশ ও দূরকালে ক্রিয়ণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি অসংকট দিন। 'আপনারই একটা দূরকালের ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দূরকালবন্ধ [স] বি অসংকটবিশুদ্ধ। 'আশন সম্প্রদায়কে দূরকালবন্ধ বৃৎ এবং সুদূর করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দূরকুটিলবানিনী [স] বি ক্রী দূরদেশের কুটিলের বাস করে এমন। 'সেই দূরকুটিলবানিনী দেহবানিনী কল্যাণবানিনী শিনিমার কথা অবিত না?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দূরগামী বি দূরবর্তী স্থানে গমনকারী। 'দূরগামী আমি আর উল্লিখিত পত্রাতের পানে ...।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

দূরচক্ৰবাল [স] বি দূর দিশ। 'অদূর দেশের নীল পাহাড় দূরচক্ৰবালে।' বিজুতি, ১৯২৯।

দূরচারী [স] বি দূরগামী। 'তবু দূরচারী সফরের টেড তেঙ্গে এল বন্দরে।' ফজল, ১৯৪৩।

দূরদর্শন, দূরদর্শনা [স] বি শিরি। 'দূরদর্শন সন্ধ্যার আড়ালে কদম্বকির গোশল অভিনার সার্থক হউক।' বিজুতি, ১৯০৮; 'শ্রীশ্রীশ্রী যেমন মুক্ত ও দূরদর্শন।' বিজুতি, ১৯০৮।

দূর হাই - অজ্ঞা প্রকাশক উক্তি। 'বেদেশি বিয়োগি দেখি কর দূর হাই।' ভবানী, ১৮২৫।

দূরতম [স] বি দূরবর্তের দূরের। 'হালহেত, ১৭৭৮; 'অন্তঃপরে কহু সৈববলে দূরতম জ্যোতিষ্কের সীমন্তম পদক্ষমি তিল নাহি পশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দূরতমা [স] বি ক্রী অভ্যন্তর দূরের। 'আজও সে অনুশমা-দূরতমা।' জীবন, ১৯০২।

দূরতর [স] বি দূর অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী। 'হালহেত, ১৭৭৮; 'সূর্য্য ... কিঙ্কি দূরতর।' অক্ষর, ১৮৪০।

দূরতা [স] বি ব্যবধান। 'এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমের নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

দূরত্ব [স] বি ব্যবধান। 'যোজন গণনা করেই কি দূরত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দূরত্ব-পার্থক্য [স] বি দূরত্বের ব্যবধান। 'গরাসের এপার এবং ওপারের দূরত্ব-পার্থক্য মুখে নিতে তাই নবোন্মিত সৃষ্টি হয়।' শতক, ১৯০২।

দূরত্ব্যয় [স] বি দূর গার হওয়া ক্রিয়। এমন। 'এই দূরত্ব্যয় সিন্ধু কি গার হবার?' জীবন, ১৯৪৪।

দূরদর্শন [স] বি দূরবর্তী বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায় এমন। 'প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার জন্য দূরদর্শন যন্ত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন।' মণ্ডাররফ, ১৮৮৫।

দূরদর্শন যন্ত্র [স] বি দূরবিন। 'প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখিবার জন্য দূরদর্শন যন্ত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন।' মণ্ডাররফ, ১৮৮৫।

দূরদর্শি [স] দূরদর্শী, বিজুতি যুক্ত হওয়ার ই-কার্য্য। 'বিদ্যাব্যতের ফলাফল অনুশ্রবণ করতে পারে এমন।' বহুদর্শনশিরি দৃষ্টিগো হইলে

দূরদর্শিতা

ভ্রমদি গ্রন্থতঃ থাকে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

দূরদর্শিতা [স] বি ভবিষ্যতের ফলাফল অনুধাবন করার ক্ষমতা। 'আপনার অতিদূরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাসুল ...' দর্পণ, ১৮৩২।

দূরদর্শিতাশূন্য [স] বিণ অপরিণামদর্শী। 'মহিষীর ত্রীতকিঙ্কর, দূরদর্শিতাশূন্য' মীনবন্ধ, ১৮৭৩।

দূরদর্শী [স] ১ বিণ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে এমন। 'তিনি অতি দূরদর্শী' এ স্মৃতিবানী।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বিণ ভবিষ্যতের ফলাফল অনুভব করতে পারে এমন। 'তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

দূর দূরান্ত [স] বিণ বহু দূর। 'দূর দূরান্ত হইতে লোকসমাগম যাত্রা এই সময়ে শুভায় লোকবিদ্যা হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

দূর-দূরান্তর [স] ক্রিবিণ বহু দূরে। 'তদশেষকায়ঃ দূর-দূরান্তর যাত্রা করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

দূরদূরান্তপারী [স] বিণ বহুদূর বিস্তৃত। 'দূরদূরান্তপারী মধ্যাক উদাস ...' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দূরদূরপি [স] ক্রিবিণ বহুদূর পর্যন্ত। 'তবে দূরদূরপির অনেক জায়গাতেই হৈছে।' মনসুহ, ১৮৫৫।

দূরদৃষ্টি [স] ১ বি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। 'তদদৃষ্টির সময় এতটা দূরদৃষ্টি গ্রাহ সেবা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি পরিচায় সম্পর্কে সাবধানতা। 'দূরদৃষ্টি গ্রহণ করিলেই।' যোগজিন, ১৯২৮।

দূরদেশ [স] ১ বি দূরত্ব। 'সমুদ্র নক্ষত্র পরস্পর তদদেশকা অবিকতর দূরদেশে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বি দূরের দেশ। 'আমি শাস্ত্র সম্বন্ধেই নির্মিতে এই দূরদেশ ভ্রমণ করিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

দূরদেশবর্তী [স] বিণ দূরবর্তী দেশের কাহিনী নিয়ে রচিত। 'শুভ্র শ্রেষ্ঠ রচনার বিবরণ দূরদেশবর্তী।' নিয়ন্ত্রণ, ১৯৭৪।

দূরদেশবাসী [স] বি দূরের বাসিন্দা। 'মুন্স ওই দূরদেশবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দূরদেশী [স] বিণ দূরবর্তী দেশের। 'দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। 'দূরদেশী বাইরের এক শক্তিকেন্দ্র চলার সমগ্র ব্যবহারকে ...' খুজ্জি, ১৯৩১।

দূরদেশীয় [স] বিণ দূরদেশে জাত। 'দূরদেশীয় সখ্যাদ এই পরে প্রকাশ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

দূর দূর [স] ১ বি তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলা দৃশ্যসুত্ব কথা - 'দূর হও।' 'গেরস্তমের দুঃসহ্যই লবাই তাকে দূর দূর করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ দূর দূরান্তে। 'উৎসে-আকুল যোক শিরা যত দূর দূর দেশে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

দূরদৃষ্টা [স] বিণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। 'জর্জ বর্ণক শ একজন দূরদৃষ্টা।' ম্যানসে, ১৯৪৯।

দূরনির্যূত [স] বিণ দূরে নির্গত হচ্ছে এমন। 'দূরনির্যূত কলকলনি শব্দেতে জনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।' সুকান্ত, ১৯৪১।

দূরন্ত [স] দূরত্ব। 'দূরন্ত' [স] দূরত্ব। 'দূরন্ত ক্রিয়াতে কোল হাটোতে বাজায় ঢোল।' হুসুল, ১৯০০।

দূরপথ [স] বি দূরের পথ। 'দূরপথ হইতে আনিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে নিজের ঘরে বসিয়া ...' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

দূরপরাহত [স] বিণ দূরবর্তী কালেও ঠাট্টা অক্ষমব্যয়। 'তাহা হইতে

শার ভাণ উদ্ধৃত করা দূরপরাহত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

দূরপাড়া [স] বি দূরে যাত্রা এমন যোগ্যতা। 'অশিনদ্যান ও দূরপাড়ার কামান হুড়ুতে থাকে।' জয়লালা, ১৯৭১।

দূর-প্রবাসী [স] বিণ দূরদেশে বসবাসকারী। 'দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... পুনর্কিত হইতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দূরপ্রসারিত [স] ১ বিণ অনেক বিস্তৃত। 'দূরপ্রসারিত সুশ্রবণ রাজপথেরও অগ্রদূত নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৬। ২ বিণ দূরদর্শী। 'কবির দূরপ্রসারিত উদার দৃষ্টি ও সর্বজনীন ভাবকে আমরা বুঝি সমর্থন করি।' দর্পণ, ১৯২৬।

দূরপ্রসারী [স] বিণ বহুদূর ব্যাপ্ত। 'দূরপ্রসারী কৃপাবৃত প্রান্তর।' বিজুতি, ১৯৩৮।

দূরপ্রস্থিত [স] বিণ দূরে প্রস্থান করেছে এমন। 'অনার্য্য নরসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত।' বঙ্গিম, ১৮৮৭।

দূরবর্তিতা [স] বি দূরে থাকা। 'এই দূরবর্তিতা মেরেনের স্বভাবসিদ্ধ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দূরবর্তী [স] বিণ দূরী দূরে আছে এমন। 'কথাতা স্বর্ণলাভ নামক কোনো দূরবর্তী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উভারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

দূরবর্তী, দূরবর্তী [স] বিণ দূরে অবস্থিত। 'অনেক অনেক দূরবর্তী এদেশে বর্ষিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'ইউরেনাস নামক অতি দূরবর্তী গ্রহের ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

দূরবাট [স] দূরবর্তী বি দূরের পথ। 'বাড়ারে জুয়া আসে জাব দূরবাট।' হুসুল, ১৯০০।

দূরবাসী [স] বিণ দূরে বসবাস করে এমন। 'অন্ন করিবারে দান দূরবাসী অনাবীর্য্য জনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দূরবিক্ষিপ্ত [স] বিণ দূরে বিক্ষিপ্ত। 'এই দূরবিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীক্ষিত কুরোপীয় ভাষার বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে ক্রীড়িকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দূর-বিজ্ঞান [স] বি সুদূরের নির্জন স্থান। 'চলিয়া গেছে তুমি দূর-বিজ্ঞানে।' নন্দকল, ১৯৩৫।

দূরবিশিষ্ট [স] বিণ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'দূরবিশিষ্ট চক্রবালেয়া।' বিজুতি, ১৯৩১।

দূরবিসর্পী [স] বিণ বহুদূর বিস্তৃত। 'দূরবিসর্পী দিপ্তব্যানী অনহীন নছায় মধ্যে পাড়াইয়া।' বিজুতি, ১৯৩৮।

দূরবিস্তারী [স] বিণ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'জটিল নয়, তবে দূরবিস্তারী।' সনৎ, ১৯৭০।

দূরবিস্তৃত [স] বিণ অনেকদূর প্রসারিত। 'শ্রৌতগুরু পৌঁছবার আগেই আমার স্বজনবৃন্দের ব্যাসার্ধ দূরবিস্তৃত হয়।' শিব, ১৯৫৬।

দূরবিহারী [স] বিণ দূরে দূরে করে এমন। 'তাহার সেই দূরবিহারী চক্কু দুটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৩৭।

দূরবীক্ষণ [স] বি দূরবিন। 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র উর্ধ্বতম নক্ষত্র বহুলের ন্যায় নিম্নে মাঝে এই অথোলেকে আনতন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

দূরব্যাপী [স] বিণ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'কিঁয়াজঃ বহুদূরব্যাপী বৈবাহিক সম্বন্ধও বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

দূরভবিষ্যৎ [স] বি দূরবর্তী ভবিষ্যৎ। 'কোনো দূরভবিষ্যতে আমি যে এই সভার ...' গ্রন্থ, ১৯১৪।

দূরভবিষ্যৎবর্তী [স] **বিপ** দূর ভবিষ্যতের। 'শিল্পকল্যাকে দোল দিতে দিতে দূরভবিষ্যৎবর্তী বিচ্ছেদ সন্ধাননা' বসন্তই মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দূরভাব [স **দূর**>] **বি** ছাড়া ছাড়া ভাব। 'সুড়ীরা এইরূপ দূরভাব দেখিয়া মহেশ্বর রাগ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দূরভেদী [স] **বিপ** দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। 'চোখের দৃষ্টিতে দূরভেদী বুদ্ধির প্রবর্তা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

দূরমনস্কতা [স **দূর**>] **বি** দূরে নিবন্ধ মনের অবস্থা। 'চোখ দৃষ্টিতে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূরমনস্কতা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দূরমাল [স **দূর**>] **ক্রিবিপ** দূরে। 'ভিলাগিয়া ডাই ভিলা রাখ দূরমাল' **বিজয়**, ১৬৫০।

দূরশক্তি [স] **বিপ** দূর থেকে শোনা হয়েছে এমন। 'দূরশক্তি সঙ্গীতের শেষভাগের ন্যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দূরসন্ধানী [স] **বিপ** দূরবর্তী স্থান সম্বন্ধে খোঁজ-ববর করে এমন। 'নব জগতের দূরসন্ধানী অসীমের পঞ্চভাট।' নজরুল, ১৯২৯।

দূরসম্পর্ক [স] **বি** অনিকট সম্পর্ক। 'এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দূরসম্পর্কিত [স] **বিপ** দূরের সম্পর্কযুক্ত। 'দূরসম্পর্কিত বাগার সহিত নির্বিরোধে ছেলের পরিণয় কার্য ...।' বেগম, ১৯৪৮।

দূরসম্পর্কীয় [স] ১ **বিপ** অনিকট সম্পর্কযুক্ত। 'ভাড়া সভাসমিতি থেকে নিভাঙ্গ অসম্পর্কীয় কিংবা দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর করে যারা প্রকাশ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ **বিপ** নিকটাত্মীয় নয় এমন। 'মহম্মদের দূরসম্পর্কীয় পিসির ভাতরপো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দূরসম্পর্কীয়া [স] **বিপ** স্ত্রী সাধারণ আত্মীয়তা আছে এমন। 'জুয়াই কোনো-একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দূর সন্ধানবানী [স] **বিপ** ঘটনা খুব সামান্য সন্ধাননা আছে এমন। 'এখানকার হিসাবমতে দূর সন্ধানবানী ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দূরহ [স] **বিপ** দূরবর্তী। 'নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক সোক ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

দূরস্থিত [স] **বিপ** দূরবর্তী। 'ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

দূরশূন্য [স] **বিপ** বিস্মৃত। 'সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে/ হয়ে আসে দূরশূন্য কাহিনী কেবলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দূর হওয়া **ক্রি** বিতাড়িত হওয়া। 'বসন্তের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

দূরাক্রম্য [স] **বিপ** অগ্রহীত। '... যেটি সম্ভবত আরও দূরাক্রম্য হবে উঠেছে।' শিব, ১৯৫৬।

দূরাগত [স] **বিপ** দূর থেকে আসা। 'কৈলাশশিখর হতে দূরাগত ভৈরবের মহাসন্ন্যাসীর হস্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দূরাত্মীয়া [স] **বিপ** স্ত্রী দূরসম্পর্কীয়। 'শৈশবীর দূরাত্মীয়া এক বিবহা নন্দ তার সেবা জ্ঞান্যর ভার লইয়াছে।' শওকত, ১৯৫৮।

দূরাদূর [স] **বি** দূরত্ব। 'যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত।' দর্পণ, ১৮২৫।

দূরাগতবর্তী, দূরাগতবর্তী [স] **বিপ** দূরবর্তী; দূরে অবস্থিত। 'প্রদেশের দূরাগতবর্তী অক্ষতলি ঘেন আশ্রয় ...।' আজাদ, ১৯৫৭।

দূরাগত [স] **বি** বহু দূরবর্তী স্থান। 'ওগো ধনি ভূমি যদি দূরাগতের রঙ।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

দূরাভাস [স] **বিপ** আবহা। 'একে নিলে মাঠ বন বৃষ্টিমগ্ন নদী - তার দূরাভাস তীর।' সুশীল, ১৯৬১।

দূরাভিসারী [স] **বিপ** অনেকদূর বিস্তৃত। 'দূরাভিসারী চিত্র আমাদের নয়, কঠিনের সাধনাকে আমরা ভয় করি।' মোতাহেব, ১৯৫০।

দূরায়ত [স] **বিপ** দূরদর্শী। 'কারোনে আজম তাঁর দূরায়ত দৃষ্টি প্রসারিত করে বুঝলেন।' যাহেনগ, ১৯৪৯।

দূরায়নী [স] **বিপ** দূর থেকে আসা। 'ঐ দূরায়নী আজানের ফনি।' শামসুর, ১৯৬৩।

দূরাত্ত [স] **বিপ** সুদূরপ্রসারী। 'সে-রাত্রির অভিশাপ নিশ্চল করেছে/ দূরাত্ত জীবনের কল্যাণের ধারা।' সিদ্ধান্তর, ১৯৬৫।

দূরীকরণ [স] ১ **বি** বিতাড়ন। 'স্নেহবিহীন স্বসম্পর্কীয় কেহ হলেন তবে তাঁহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' ভবানী, ১৮২৮। ২ **বি** বর্জন। 'হিন্দু পাঠশালা হিন্দু বিষয় দূরীকরণপূর্বক শুধু জিহ্বাসৈন্য উদাসীন শাশ্ব পাঠ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৩ **বি** মুক্তি। 'স্নেহ দূরীকরণবিধায়ে এই হিন্দু স্ত্রী স্থূল।' দর্পণ, ১৮০১।

দূরীকরণাশয় [স] **ক্রিবিপ** দূর করার জন্য। 'এই অত্যাচার দূরীকরণাশয়ে কোন কোন মহাত্মারা কহেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

দূরীকৃত [স] ১ **বিপ** দূর করা হয়েছে এমন; বিদূরিত। 'এই কাব্যের দূরীকৃত তাহা দূরীকৃত হইত।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ **বিপ** অপসৃত। 'আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দূরীভূত [স] ১ **বিপ** অপসৃত। 'মাধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৬। 'ফরাসী আদর্শ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **বিপ** বহিষ্কৃত। 'ছয় কারকে সমাগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন: ১ পানদোষ; ২ বাসস্থানের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দূরে-দূরে **ক্রিবিপ** দূরত্ব রক্ষা করে। 'তাদের সবহত (সংসর্গ) ভাল নয়, তাই দূরে দূরে থাকিতে হয় তাকে।' শওকত, ১৯৫৮।

দূরের কথা **বি** অসম্ভব ব্যাপার। 'ধরতে গেলে তরুই হয়নি, শেষ ওগুয়া-তো দূরের কথা।' ওয়ালী, ১৯৬২।

দূরদৃষ্টবশত [স **দূরদৃষ্টবশত**] **ক্রিবিপ** দূরদৃষ্ট্যক্রমে। 'দূরদৃষ্টবশত: ঐ বিবেকী অর্ধাকাক্যায় ... ভ্রমণ করাতে ভ্রম বোধ করে না।' দর্পণ, ১৮২৮।

দূরাদৃষ্টক্রমে [স **দূরাদৃষ্টক্রমে**] **ক্রিবিপ** দূরদৃষ্ট্যক্রমে। 'এক করকরা দূরাদৃষ্টক্রমে প্রভাবিত হইয়া তাহাদিগের সমাজে আইল।' তারিখী, ১৮০৩।

দূরবশায় **বি** দূরাচার; দুর্ভিক্ষ। 'মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ দূরবশায় হইতে প্রতিনিবৃত্তি জন্য ... উপদেশ দিলেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

দূরবিন [বা **দূরবিন**] **বি** দূরের জিনিস দেখা যায় এমন যন্ত্র। 'দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে পারি।' দর্পণ, ১৮৩৭। **দ্র** **দূরবীন**

দূরবীন [বা **দূরবিন**] **বি** দূরবর্তী বস্তু স্পষ্টভাবে দেখার যন্ত্র। 'সে দূরবীন থেকে দিয়া নদীর সকল দিক নিরীক্ষণ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

দূরহি **ক্রিবিপ** দূরে। 'তুজ ডরে ইহ সব দূরহি পলাএল তুই পুন কাহি ভরাশি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬৩। **দূর** **হোক** **অব্য** যাক; বিরক্তি

দূরে থাকুক

ভাবসূচক। 'কিছু দূর হোক পে ... অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'দূরে জীবিত দূরের হাসে।' সঙ্গে যাইউ রাখা এ দূরে দূরে।' বড়ু, ১৪৫০। 'দূরেত বি দূর।' 'দূরেত নিকট হ'এ নিকটত দূর।' আলগল, ১৬৮০।

দূরে থাকুক - সম্বয় নয় এমন। 'সূচ্যে তুমিকর করা দূরে থাকুক আতাবে সুদের ন্যায় তবু হইয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩০।

দূরহ [স দূরহ] কিং দূরহ। 'দূরহ দূতন এড়ি যৌ আবর্ত পুনু দরসন আসা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

দূরানি [স দূরানি] কিং কাহুলের অধিবাসী। 'সুত্রে সুবীর ঘন লাগী উজীষে ইরানি দুরানি তুর্কির।' নজরুল, ১৯২৪।

দূর্গা [স দূর্গা] বি হিন্দুদেবতা শিবের পত্নী। 'সিংহদ্বর্গে দূর্গা বন্দো মহিমাদিনী।' রূপসার, ১৭৫০।

দূর্বা, দূর্ব্বা [স] বি তুণবিশেষ। 'দূর্ব্বা ধান্য গোরাচান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'দূর্ব্বা ধান্য গ্রীষ্ম মঙ্গল আচরণ।' রূপসার, ১৭৫০।

দূর্ব্বাদিল [স] বি দূর্ব্বাদিল। 'নবদূর্ব্বাদিলতুল্য, অথবা তদধিক মনোজ্ঞ কান্তি।' রক্তিম, ১৮৬৫।

দূর্ব্বাদিলশ্যাম [স] কিং দূর্ব্বার পাতার মতো শ্যাম বর্ণ এমন। 'সেই দূর্ব্বাদিলশ্যাম।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

দূর্ব্বাধান্য [স] বি দূর্ব্বাধান্য ও ধান। 'করাণ্ডে লয়ে দূর্ব্বাধান্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দূর্ব্বাবন [স] বি দূর্ব্বাঘাসে ঢাকা অঞ্চল। 'ইকুরে ইকুরে ছড়িয়ে পড়ে: কিশোরীর দূর্ব্বাবনে ঝুঁকুল হারিয়ে গুমরায খোঁসার মত।' শতকৃত, ১৯৬২।

দূর্ব্বাশ্যামল [স] কিং দূর্ব্বা ঘাসের মতো সবুজ। 'মঘুরকটী পার্শ্বী কাঁদলখানি দূর্ব্বাশ্যামল আঁচল বসে টনি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দূর্ব্বিজ্ঞেয় [স দূর্ব্বিজ্ঞেয়] কিং দূর্ব্বিজ্ঞেয়। 'সুকেমল দূর্ব্বিজ্ঞেয় ইবরজহর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দূষণ [স] ১ বি সোধ। 'ইথে কোকিলের আর কি দিব দূষণ।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি সন্ধ্যা। 'পরাণের মহামতি দান কন্যা করেন দূষণ।' রামদাসদাস, ১৮৫৪। ৩ বি অনুসন্ধান। 'চোখে যে কাজল ভূষণ, সেই কাজলই দূষণ মুখেও উপর।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দূষণাবহ [স সোধাবহ] কিং দূষণীয়। 'সময় ভেঙ্গে বহু পতি বিবাহ দূষণাবহ নহে।' উষ্মণ, ১৮৫৭।

দূষণীয় [স] ১ বি দূষণীয়। 'নিভাত চাঁকুর হওয়া দূষণীয় বটে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি দূষণ নির্মিত। 'শিখের গকে বেণীজেন্দন ধর্মপরিভাষ্যের ন্যায় দূষণীয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি সোধের। 'বিশাঙ্গের মধ্যে স্বভাবতঃ দূষণীয় কী আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

দূষণীয়তা [স] বি সোধ-ক্রি। 'পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের বহুতে গড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দূষণ [স দূষণ] ক্রি সম্যাসোচনা করা। 'সর্ব্বমতে দূষণ প্রভু করে ষণ্ড ষণ্ড।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দূষিত [স] ১ বি দূষণ। 'নরকতুল্য দূষিত স্থানের বিষময় বাশ নগরোয়ে নগরোয় বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি অপরিষ্কার। 'পৃথিবী আর মনুষ্যজতে দূষিত হয় না।' মদনমোহন, ১৮৫০। ৩ বি দূষণযুক্ত। 'জাভাওয়াবাসীরা স্বাভাবিক তাম্রাঙ্গ সোধে দূষিত নহেন।' বিদ্যা, ১৮৬০। ৪ বি দূষিত। 'বাহাতে বাসার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে গাঞ্জাহের হিন্দুত্ব দূষিত

হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

দূষণ [স] ১ বি দূষণীয়। 'কটুভাষী হওয়া বড় দূষণ।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি সোধনীয়। 'বহুতে স্বল-চালনা করা দূষণ নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দূষণাত, দূষণাত [স দূষণাত] ১ বি দূষণ। 'এই বিষয়ে দূষণাত করিয়া সঙ্কল ও বর্ণন রচনা করেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। 'কিছু মনে মনে কিছুতেই দূষণাত হয় নাই ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি দূষণাত। 'ভারা অপমানের সোধ না তুলে অন্যদিকে দূষণাত করবে না।' অন্নদা, ১৯৩৭।

দূষণাতময় [স] বি কোনোদরকম দূষণাত। 'হরিমোহিনীর দিকে দূষণাতময় না করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দূহ [স] ১ বি সম্ভবত। 'এবংকার দূহ বাড়েও মোড়িউ।' চর্য্য ৯, ১২০০। ২ বি নির্বিড়। 'সবার দূহ দেখি করে দূহ আশ্রয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আঁট। 'কটিতে বন্ধ দূহ হুল পটভোর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি আঁট। 'ভাল ছিল রঘুনাথে দূহ তার তকি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি ভাড়া। 'সুই তৈলে বায়ু কলি দূহ পাক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি যথার্থ। 'এই বিষয়ের দূহ প্রমাণের জন্যে ক্রমেই অনেক দূহান্ত দেখাইতেছি।' গৌর, ১৮২২। ৭ বি সহজে হেঁদে না এমন। 'যে কাশল প্রকৃত হয় তাহা যে অভিশ্য দূহ ও তিরহুয়ি।' দর্পণ, ১৮২৯। ৮ বি কঠোরভাবে প্রচলিত। 'এই সকল নিয়ম রাক্ষসকৃত আদিত হইয়া একেবারে চিরমধ্যে ব্যবহার ন্যায় দূহ হইল।' দর্পণ, ১৮৩০। ৯ বি প্রান্তরিকতাপূর্ণ। 'এ দূহ বহন যদি হিঁদে একবার, সে কি ভয়ানক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ১০ বি অলক্ষ্য। 'আল কঠিন দূহ দিষ্টার সত্যের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ১১ বি হির। 'আমার দূহ বিচার হইল, ... সমজ্ঞার সোক নহেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ১২ বি একান্ত। 'সেই হুসে দূহ প্রত্যাগার সিনু উপহার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দূহকট [স] বি অকণ্ঠিত বর। 'দূহকটে ইহা যোথকা করার পকাতো তাহার যে হুতি রহিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭১।

দূহতিত [স] ১ বি হির মন। 'রঘুনাথ-উপাসনা করে দূহতিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি চারিত্রিক দূহতাসম্পন্ন। 'নির্গোত, আদর্শ-নিষ্ঠ, দূহতিত ... নেতা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

দূহতিততা [স] বি মনের হিরতা: একমত। 'তার ... দূহতিততার অনেকে তাকে ভক্তি করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দূহতোতা [স] বি কঠিন সংকল্পবদ্ধ; দূহমন। 'দূহতোতা ব্যক্তিরে বাধা গঠিত।' আজাদ, ১৯৫৬।

দূহজ্ঞান [স] বি গভীর বিশ্বাস। 'এইরূপে অনেক জ্ঞান চলন রাখিয়া সোধের দূহজ্ঞান জ্ঞানাইছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

দূহতর [স] ১ বি প্রবল। 'তাঁহার দূহতর বিপক্ষেরা রাগপূর্ণক তাঁহার প্রতি হত ...।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি পর্ব্বা। 'এতদেশীয় জ্ঞান দূহতর সংস্কারে হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি অধিক শক্তিশালী। 'গ্রীহাযজ্ঞাদি অপেক্ষাকৃত দূহতর করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৪ বি গভীর; অটল। 'আমাদের দূহতর বিশ্বাস।' রক্তিম, ১৮৭৮।

দূহতা [স] ১ বি হিরতা। 'সেই বিষয় সময়ে মনের দূহতা রক্ষা করিতে না পারিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি কঠোরতা। 'কথিয়ারিহাশা সে কেবল তোমার দূহতা বুঝিবার কারণ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি অবিচলতা। 'আমি দূহতার সাথে বিশ্রাস করি।' বেশম, ১৯৫২।

দৃঢ়ত্ব [স] বি দৃঢ়তা। 'তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না।' বনফুল, ১৯৩৬।

দৃঢ়নির্দিষ্ট [স] বিণ কঠোরভাবে নির্ধারিত। 'ছৌওয়াখাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দৃঢ়নিষ্ঠ [স] বিণ কঠোর; একনিষ্ঠ। 'মনুষ্যজন্মের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একত্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দৃঢ়পশ [স] বি অটল প্রতিজ্ঞা। 'যাও চলি কর্মক্ষেত্রে করি দৃঢ়পশ।' প্রচারক, ১৮৯৯।

দৃঢ়পদ [স] বি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 'দৃঢ়পদে ঘারের নিকট ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'শীপকে আজ দৃঢ়পদে অঙ্গুর হইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪৯।

দৃঢ়পিনদ্ধ [স] বিণ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে এমন। 'দৃঢ়পিনদ্ধ বন্ধনকে চারি দিক হইতে ট্রেপিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ [স] বিণ কঠোর সংকল্পবদ্ধ। 'ইহারা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

দৃঢ়প্রত্যয় [স] বিণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'ধর্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দৃঢ়বদ্ধ [স] ১ বিণ অত্যন্ত প্রবল। 'অজান তিমিরাবৃত্ত গ্রীষ্মজ্ঞার দৃঢ়বদ্ধ দুরবস্থাকে দ্বন্দ্ব করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বিণ সুসংগঠিত। 'নগরের ভাষা দৃঢ়বদ্ধ, ঘন সর্মগ্ন, বজ্রবয়ববিশিষ্ট।' বরদর্শন, ১৮৭৪। ৩ বিণ শক্তভাবে সংযুক্ত। 'পরম্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দৃঢ়বল [স] বি কঠিন শক্তি। 'পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দৃঢ়বিশ্বাস [স] বি অবিচলিত বিশ্বাস। 'পদার্থশেষক নিজের দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দৃঢ়বিশ্বাসী [স] বিণ অবিচল বিশ্বাস আছে এমন। 'দৃঢ়বিশ্বাসী সোকের কাজকর্মে জোরে আছে, কিন্তু উত্তেজ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'সমিলনে না কেবল দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।' বনফুল, ১৯৩৬।

দৃঢ়ব্রত [স] বিণ সংকল্পে স্থির। 'ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রত সুশীলা স্ত্রী।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

দৃঢ়মতি [স] বিণ দৃঢ়সংকল্প। 'দিবারাত্রি দেব সেব প্রতি দৃঢ়মতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

দৃঢ়মনা [স] দৃঢ়মন। ১ বিণ কঠিন সংকল্পযুক্ত। 'কামিলা যাদল জন্য সতে হিয়া দৃঢ়মনা গড়ে তারা সুবর্ণজ্ঞা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দৃঢ়মূল [স] বিণ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'রজনীর উপর তাহার মমতা দৃঢ়মূল হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

দৃঢ়সংকল্প, দৃঢ়সঙ্কল্প [স] ১ বিণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'সুখী কবিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'বহু বিষমতা সঙ্কেও আর একদল দৃঢ়সাহসী এন্ডারস্ট অভিব্যানে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।' বনফুল, ১৯৩৬; 'ভারতের মুখলমান আজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া ...।' আজাদ, ১৯৪৬। ২ বিণ সংকল্পে অবিলম্ব। 'এই রকমের দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জননীর বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দৃঢ়হস্ত [স] বি দৃঢ়তাপূর্ণ হাত। 'অবিচলিত দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'দাক্ষ শস্ত্রের তলে তলে

চলেছিল পলে পলে দৃঢ়হস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দৃঢ়া [স] বিণ স্ত্রী অটল। 'অবাধাভারপে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

দৃঢ়াদেশ [স] বি কঠোর নির্দেশ। 'আশান্বিতবাক্যে সান্ত্বনা না করিয়া এই সমস্ত ক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাপ্রণয় প্রতী, দৃঢ়াদেশ প্রচার করেন।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

দৃঢ়ীভূত [স] ১ বিণ অকাত্য। 'এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।' বনদূত, ১৮২৯। ২ বিণ কঠিনতাপ্রাপ্ত। 'সেই রস কঠিন হইয়া ... দৃঢ়ীভূত ও দৃঢ়ীভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

দৃঢ়ীভূতা [স] বিণ স্ত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত। 'প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দৃষ্ট [স] ১ বিণ তেজস্বী। 'দৃষ্ট যুবা সিংহ-সম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিণ দৃঢ়। 'সংশয়ভূতচিত্ত তোর বাণী দৃষ্ট বসে লব টানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিণ উন্নত। 'আজি পরাবে দীপ্তাসনার হাতে দৃষ্ট লগাটে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দৃষ্টকর্ত্ত [স] বি তেজস্বিতাপূর্ণ কর্ত্ত। 'আমি নিবাচকে নেবি অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ :/ দৃষ্ট্যত্যয় দৃষ্টকর্ত্ত।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

দৃষ্টপদ [স] বিণ জোর পদক্ষেপে চলছে এমন। 'দিবাচকে দেখিছেছি, তোরা দৃষ্টপদ।' নজরুল, ১৯২৮।

দৃষ্টা [স] বিণ স্ত্রী গরিষ্ঠা। 'দ্রৌপদী ধর্মবলে দৃষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

দৃষ্ট্য [স] ১ বিণ দৃষ্টিগোচর। 'এতাদৃশ না কোন অহেই দৃষ্ট্য হয় না কোন ইতিহাসেই চনা যায়।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি দেখা যায় এমন বিষয় বা ঘটনা। 'এইরূপ প্রতি ঘরে দৃষ্ট্য মনোহর।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বি দর্শন। 'দৃষ্ট্য মনে সর্বপাশ প্রফুল্লিত হয়।' গুণ, ১৮৫৮।

দৃষ্ট্যকাব্য [স] বি নাটক। 'তাহা দৃষ্ট্যকাব্য রচনার উপযোগী কি না সন্দেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দৃষ্ট্যগোচর [স] বিণ দেখা যায় এমন। 'ভূমি থেকো, ভূমি সবার দৃষ্ট্যগোচর থেকো।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

দৃষ্ট্যগ্রাহ্য [স] বিণ দর্শনীয়। 'নিষ্ঠুর বৃষ্টিধারাকে দৃষ্ট্যগ্রাহ্য করে হৃদয়ে।' হুসান, ১৯৬৩।

দৃষ্ট্যগ্রিহী [স] বি নৈসর্গিক ছবি। 'পাহাড়ের দৃষ্ট্যগ্রিহী আঁকার কি সার্থকতা আছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

দৃষ্ট্যাত্মা [স] বি দৃষ্ট্যমানতা। 'মুখ্যত ছবির গুণ হচ্ছে দৃষ্ট্যাত্মা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দৃষ্ট্যপট [স] ১ বি প্রাকৃতিক দৃষ্ট্য। 'জগতের দৃষ্ট্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি অভিনয়ের দৃষ্ট্য; মঞ্চসজ্জা। 'অভিনয়ের বিষয়ভুক্ত ... আলোক এবং দৃষ্ট্যপট এবং সীতারের দ্বারা বেশ জাকজলমান করে সমুদ্রে ধরা চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দৃষ্ট্যপথ [স] বি দৃষ্টিগোচর হয় এমন পথ। 'দৃষ্ট্যপথ থেকে অদৃষ্ট্য হবার প্রবল বাসনা জাগে।' গুয়ালা, ১৯৬৪।

দৃষ্ট্যপারী [স] বিণ দৃষ্ট্য উপভোগকারী। 'মেলে রাবি দৃষ্ট্যপারী কুন্ডার সোনে।' মায়ামত, ১৯৬৬।

দৃষ্ট্যবস্ত [স] বি যে বস্তু দেখা যায়। 'ছবির বিষয় হচ্ছে দৃষ্ট্যবস্ত।' প্রমথ, ১৯১৩।

দৃষ্ট্যবিহীন [স] বিণ অদৃষ্ট্য। 'দৃষ্ট্যবিহীন অকূলতায় বোলে জলের জটা।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

দৃশ্যমাত্র [স] ক্রিবিণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুওবদন'। দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কখন। 'জ্ঞানাবেশণ', ১৮৩৮।

দৃশ্যমান [স] কিণ দেখা যায় এমন। 'এ ছবি সোঁসেটির অটালিকায় নিত্য দৃশ্যমান থাকে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

দৃশ্যশক্তি [স] ১ বি দৃষ্টিশক্তি। 'সম্পূর্ণরূপে দৃশ্য শক্তির ব্যাঘাতও জ্ঞানহীনে লাগিল।' মশাররফ, ১৯০৮। ২ বি যে শক্তি দেখা যায়। 'দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দৃশ্য-সংকেত [স] বি পরিচ্ছেদ-নির্দেশ। 'যে কাজটি নাট্যকার দৃশ্য-সংকেতের মধ্য দিয়েই করেছেন।' জিন্দুর, ১৯৭০।

দৃশ্য-সৌন্দর্য [স] বি দৃশ্যগত শোভা। 'তাহার কারণ দৃশ্য-সৌন্দর্য নহে।' প্রমথ, ১৯২০।

দৃশ্যস্পৃশ্য [স] বি দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায় এমন বিষয় বা বস্তু। 'এইজ্ঞানেই সমসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে...'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

দৃশ্যবরূপ [স] ক্রিবিণ দৃশ্যের মতো। 'ইহা নাট্যালাসার দৃশ্যবরূপ অনুগম।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

দৃশ্যপ্রশিষর [স] কিণ চূড়া দেখা যায় এমন। 'তরুণপ্লবের অন্তরাশ হতে দৃশ্যপ্রশিষর প্রাসাদের ঘারা মুকুটিত হয়ে...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

দৃশ্যাবলী [স] বি দৃশ্যসমূহ। 'নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

দৃষতী [স] বি আর্ধ্যবর্তের পূর্বসিদ্ধান্ত নদীবিশেষ। 'সরযতী ও দৃষতী নদীর মধ্যে ত্র্যেকাবর্ষ।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দৃষ্টি [স] ১ বি দৃশ্যমান। 'উড়ে দৃষ্টি ক্ষুব্ধ হল সে নেহে উরজ।' রামধনসদ, ১৭৮০। ২ বিণ উপলব্ধ। 'বড়ই নিরানন্দ দৃষ্টি হইল।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

দৃষ্টকর্মতা, দৃষ্টকর্মতা [স] বি কাজের অভিজ্ঞতা। 'সাহেবের এতদেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্মতা এবং বিশেষগুণ।' দর্পণ, ১৮৩৮।

দৃষ্টচর [স] বি দৃষ্টমোচর। 'এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে।' ভবানী, ১৮২৫।

দৃষ্টদোষ [স] বি অবগত হওয়ার ফলে যে দোষ। 'তর্কঃ দৃষ্টদোষ অনিতে ইচ্ছা করি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

দৃষ্টপ্রয়োজন [স] বি দৃষ্টিপ্রায়তা। 'কাবের দৃষ্টপ্রয়োজন হচ্ছে কাবাজোকা প্রীতি।' প্রমথ, ১৯২৭।

দৃষ্টব্য [স] বি দৃশ্যমান বিষয় বা বস্তু। 'আমার চোখ দৃষ্টব্যের উল্টো দিকে ফেরানো।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দৃষ্ট হ্রান [স] বি দেখা যায় এমন হ্রান। 'লোকের দৃষ্ট হ্রানে টানাইবেন।' জনকান, ১৭৮৪।

দৃষ্টা [স] কিণ ক্রী দেখা হয়েছে এমন। 'কোণ চক্ষুতে দৃষ্টা হইয়া...'। গৌর, ১৮২২।

দৃষ্টান্ত [স] বি নির্দর্শন; উদাহরণ। 'তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেল আছে কতি।' মালশঙ্কর, ১৫০০।

দৃষ্টান্তরূপে [স] ক্রিবিণ উদাহরণরূপ; নজির হিসেবে। 'দৃষ্টান্তরূপে একথা বলিতে পারি যে...'। মশাররফ, ১৮৮৯।

দৃষ্টান্তমূলক [স] কিণ নজির স্থাপনকারী। 'চোরাকারবারি, মজদদার, মুদাকারখোর ও ব্যবসারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য...'। বেগম, ১৯৭২।

দৃষ্টান্তরূপ [স] ক্রিবিণ উদাহরণরূপ। 'দৃষ্টান্তরূপে একবার গল্পান্তেবিরির কথা ভাবিয়া দেখুন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দৃষ্টান্তস্থল [স] বি উদাহরণস্থল; নজির। 'তাহার সম্যক দৃষ্টান্তস্থল এই মহানগর কলিকাতা।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

দৃষ্টান্তস্থলভরূপে [স] ক্রিবিণ উদাহরণ হিসেবে। 'বিজ্ঞানলোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তস্থলভরূপে উভয়কে বর্ণনা করিতেন।' দর্পণ, ১৮২০।

দৃষ্টান্তবরূপ [স] ক্রিবিণ উদাহরণরূপ। 'দৃষ্টান্তবরূপ আর-একটা কথা বলি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দৃষ্টার্ণ [স] দৃষ্টান্ত বি দৃষ্টান্ত। 'এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্ণ প্রধান...'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দৃষ্টি [স] ১ বি চোখ। 'সেই দৃষ্টি তোমায় দেখে নিরন্তরে।' মালশঙ্কর, ১৫০০। ২ বি নজর। 'উর্ধ্বমুখে দৃষ্টি কৈল অরুণ লোচন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি জ্ঞান। 'কেহ কেহ বলেন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

দৃষ্টি আকর্ষণ [স] বি মনোযোগ দানি। 'গৃহ গৃহ অনবরত নাড়িয়া হেবারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

দৃষ্টি এড়ানো ক্রি নজরে না পড়া। 'সে-যে চমকে বেড়ার দৃষ্টি এড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

দৃষ্টিকূট [স] বি দেখতে ব্যাগ্রাণ লাগে এমন। 'ইংরেজি পোশাক আয়তনের পক্ষে তথু যে অনুসূচক এবং দৃষ্টিকূট...'। প্রমথ, ১৯০৫।

দৃষ্টিকটুতা [স] বি দৃষ্টিশোভন নয় এমন অবস্থা। 'ইহার পর দৃষ্টিকটুতা তরুণীটিকে সঙ্কুচিত করিতে লাগিল।' বনমল, ১৯৩৬।

দৃষ্টিকর্তা [স] বি দৃষ্টি দেখা। 'লৌহব্রতীর রক্তা দৃষ্টি করিয়া ভাঁহার বিশেষ চমককার হয়।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ ক্রি নজরে আনা। 'যন্তু ঘারা চিত্রপট দৃষ্টি করাইলে, ... আনন্দ-সুখ পান করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

দৃষ্টিকর্তা [স] কিণ দর্শক। 'যেখায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ/ সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লয়ে রহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দৃষ্টিকলুষ [স] বি দেখার পাপ। 'ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দৃষ্টিকেন্দ্র [স] বি দৃষ্টিভঙ্গি। 'বিভিন্ন দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বিচার করলে...'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

দৃষ্টিকোণ [স] বি দৃষ্টিভঙ্গি। 'বরসের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুকহাসির, বালকের জানা ছিল না তা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

দৃষ্টিক্ষেপ [স] বি দৃষ্টিগত। 'আমরা যদি নিরশ্রবরূপে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার দৃষ্টিক্ষেপ করি...'। প্রভাকর, ১৮৪৭।

দৃষ্টি খসানো ক্রি দেখানো। 'মানোএল, ১৭৪৩।

দৃষ্টিগত [স] কিণ দেখা যায় এমন। 'উঠানে যে-এংশটি দৃষ্টিগত হয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

দৃষ্টিগোচর [স] কিণ দেখা যায় এমন। 'সে গ্রহ লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইলেই তাহার গুণ প্রকাশ হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯: 'আপনাদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড় ঘর।' দর্পণ, ১৮২৯।

দৃষ্টিগ্রাহ্য [স] কিণ চোখে দেখা যায় এমন। 'অথচ এ-দৃষ্টিগ্রাহ্য আওতার আমার...'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

দৃষ্টি চালনা ক্রি বি দৃষ্টিগত করা। 'তরুণমাজের তীরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালনা করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দৃষ্টি ছড়ানো কি দৃষ্টি প্রসারিত করা। 'আনমনা দৃষ্টি ছড়াইতে তার কাছে নুতন তৈলিন্দ সবাকি'। শওকত, ১৯৫৮।

দৃষ্টিভঙ্গি [স] বি দর্শন বিষয়ক স্নান। 'ভদ্রাশ্রম হলে দৃষ্টিভঙ্গি লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দৃষ্টি-ভঙ্গি [স] বি দৃষ্টিরূপ ভঙ্গি। 'চোখ, আমার যুগল দৃষ্টি-ভঙ্গি'। বঙ্কিম, ১৯৭১।

দৃষ্টিমহন [স] বি দৃষ্টিকে দহন করে এমন; চোখ-ধাঁধানো। 'চোখে তামের জ্বড়িয়ে গেল দৃষ্টিমহন মরীচিকায়-পাপল হরিণীর'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দৃষ্টিমীল [স] বি দৃষ্ট উল্লস দৃষ্টি বিশিষ্ট। 'ভাঁহারি আলোকে চক্ষু মোর দৃষ্টিমীল'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

দৃষ্টিমূর্ত্ত্যো [স] বি দৃষ্টি ভেদ করতে অক্ষম। 'পরপারবর্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল নিবিড়তা দৃষ্টিমূর্ত্ত্যো'। বঙ্কিম, ১৮৩৬।

দৃষ্টিঘার [স] বি চোখ। 'ডেজাইব দৃষ্টিঘারে কপটি'। মাইকেল, ১৮৬২।

দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করা কি দৃষ্টিপাত করা। 'পূর্বে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতাম না'। উমেশ, ১৮৫৭।

দৃষ্টিনিবেশ হওয়া কি চোখ পড়া। 'অশ্রুতে দৃষ্টিনিবেশ হওয়া মন্দই তিনি তা ছুঁতে জানালায় বাইরে কেলে দিয়েছিলেন'। রমেন, ১৯৭০।

দৃষ্টিপদ [স] ১ বি যতন পূর্ণক দেখা যায়। 'কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপদের বহিবৃত্ত হইলো ...'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি নজর। 'যুড়ো ব্রাহ্মণ কান্দেবের হোমদেবের দৃষ্টিপদ হইতে তাহাকে সংবরণ করিরা ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দৃষ্টিপথাভীত [স] বি বিমূঢ়; চোখের আড়াল। 'তাদের জীবনেও কোনো অংশে দৃষ্টিপথাভীত করতে ইচ্ছা করে না'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দৃষ্টিপাত [স] বি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ। 'দানী প্রতি করি প্রভু তন্ত দৃষ্টিপাত'। বঙ্গা, ১৫৮০।

দৃষ্টিভঙ্গ [স] বি জ্ঞানী। 'দৃষ্টিভঙ্গ নিকটে সে মুখ অন্ধ হু'। আমাওল, ১৬৪০।

দৃষ্টিবন্দী [স] বি দৃষ্টি নজরবন্দী। 'তুমি দৃষ্টিবন্দী হয়ে থাকবে'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দৃষ্টিবিজ্ঞান [স] বি দৃষ্টি বিষয়ক বিজ্ঞান। 'মিলরের ডিফ্রেকশন ক্যালকিউলস, হাইমারের ইন্ট্রোডাক্টরিয়াল, গাটের দৃষ্টিবিজ্ঞান'। অক্ষয়, ১৯৫০।

দৃষ্টিবিনিময় [স] বি দৃষ্টি আদান-প্রদান। 'একটা আদানের মধ্যে তরুণদের অজান্তে উভয়ের কিরূপ দৃষ্টিবিনিময় চলিত ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'দু-একবার দৃষ্টিবিনিময় ছাড়া কথাবার্তা কিছুই হইল না'। মাদিক, ১৯৪০।

দৃষ্টিবিশু [স] ১ বি দৃষ্টিকোণ। 'কমাসূত্রি দৃষ্টিবিশু থেকে দেখতে গেলে তাকে কি বলা যায়? মুগ্ধত্ব', ১৯৫২। ২ বি দৃষ্টিপাতের লক্ষ্যবিশু। 'এইভাবে যথেষ্ট ব্যয়করকর দৃষ্টিবিশুকে স্থানান্তরিত করে'। হাসান, ১৯৬৭।

দৃষ্টিবিষম [স] বি দেখার ভুল। 'সেই দেখাকে দৃষ্টিবিষম বলে মনে করবেন?'। রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'আমাদের দৃষ্টিবিষম হবার কোনো কারণ নেই'। প্রমথ, ১৯১৪।

দৃষ্টিবিহীন [স] বি দৃষ্টি আশ্রয়বিহীন। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহুলাংশে দৃষ্টিবিহীন'। অক্ষয়, ১৯৪২।

দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গী [স] ১ বি মনোভাব। 'মেয়েদেরকে আশা করা দেখার দৃষ্টিভঙ্গি জেনেই মূল কারণ ধরা পড়েনি'। বেগম, ১৯৪৭। 'অনুদৃষ্টিকোণ ও গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে'। হাই, ১৯৪৮। ২ বি দৃষ্টিকোণ। 'এই অনবচ্ছিন্ন নেতার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্বত্য ...'। সওগাত, ১৯৪০।

দৃষ্টিভাষা [স] বি আবেগপূর্ণ দৃষ্টি। 'অন্যে অন্যে দৃষ্টিভাষে দর্শনকে যাবে/অন্যে অন্যে দৃষ্টিভাষে ঘর হইল তবে'। সুলতান, ১৭০০।

দৃষ্টিভেদ [স] বি দৃষ্টিভঙ্গিপাত তারতম্য। 'আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

দৃষ্টিময় [স] বি দৃষ্টি আবেগপূর্ণ। 'তোমাদের জীবন দৃষ্টিময় - আমার জীবন অন্ধকার'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দৃষ্টিমান [স] বি দৃষ্টি সাদৃশ্য। 'সে রকম কোনো কোনো দৃষ্টিমান লোক পারসো নিতরই আছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

দৃষ্টিময় [স] বি দৃষ্টিবিশেষ। 'যে পরিসরে দৃষ্টিময় পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল হইতেছে'। অক্ষয়, ১৮৪৩।

দৃষ্টিমোহ [স] বি চোখের মোহ। 'অধির প্রেমের মোহে কেনে পাঠে দৃষ্টিমোহে কেনে হেরে চাঁদবদন'। বাহরায়, ১৬৫০।

দৃষ্টি রক্ষা করা কি নজর রাখা। 'ধর্মের দিকে দৃষ্টি রক্ষা করে নিজের হৃদয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দৃষ্টিরঙ্গ [স] বি দৃষ্টিরঙ্গ রঙ্গ। 'অন্যে অন্যে দৃষ্টিরঙ্গ ঘর হইল তবে'। রবীন্দ্র, ১৭০০।

দৃষ্টি রাখা বি ঠিকমতো চলছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা। 'সমস্ত চাকর চাকরানীদের উপর দৃষ্টি রাখা ...'। কৃষ্ণজানি, ১৮৮৫।

দৃষ্টিশক্তি [স] বি দৃশ্যমানতা। 'একটি আর-একটিকে আমাদের দৃষ্টিশক্তি থেকে আড়াল করে দেয়'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দৃষ্টিশক্তি [স] বি দেখার ক্ষমতা। 'এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন [স] বি দৃষ্টিশক্তি আছে এমন। 'আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপর যেন পাগড়ি টানিয়া না দিই'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দৃষ্টিশালী [স] বি অনুভূতিসম্পন্ন। 'মহাবীর আচার্য্য সৌন্দর্যময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

দৃষ্টিশীমা [স] বি যত দূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত এলাকা। 'পাড়ুলী আকাশ দৃষ্টিশীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দৃষ্টিসূখা [স] বি দৃষ্টিমগ্ন অমৃত। 'ওই দৃষ্টিসূখা মাও'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

দৃষ্টি হানা কি তাকানো। 'গাঠের পায়ে গাঠ-কাটা দৃষ্টি হানে'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

দৃষ্টিহানি [স] বি দৃষ্টির ক্ষীণতা। 'সেহ সম্পর্কে ভালো যত্ন নিলে এইকু দৃষ্টিহানিও বোধ হয় হত না'। তারা, ১৯৫৩।

দৃষ্টিহারা [স] বি দৃষ্টি-হারা। দৃষ্টি দেখার শক্তি হারিয়েছে এমন; অন্ধ। 'একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা শৃঙ্গারের প্রাণভর'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

দৃষ্টিহীন [স] বি দৃষ্টিপাত করতে পারে না এমন; অন্ধ। 'যিনি আমার দৃষ্টিহীন হই চক্ষুর মাঝখানে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দৃষ্টিহীনতা [স] বি অন্ধতা; অজ্ঞতা। 'এদের এই দৃষ্টিহীনতা দেখে আমার মতো অনেককে জ্বলিয়ে হানে'। নজরুল, ১৯২৭।

দুটী [স দুটি] বি দুটি। 'ধর্মপথে দিয়া দুটী রাখহ আপন সৃষ্টি আয়ার বন্ধন কর দু'।' মুহুরন, ১৬০০।

দুটী করা ক্রি নম্রর সেওয়া। 'মজকুরের নিকট গিয়া দুটী করহ।' মুহুরন, ১৭৮৪।

দুটে বি চোখ। 'কহিতে কহিতে রামা দুটে তাসে জলে।' মুহুরন, ১৬০০।

দুটে দুটে ক্রিণি চোখে চোখে। 'চাহিলেক দুটে দুটে হৃৎকোপ দিল যকে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৭।

দে' প্র দেওয়া

দে' [স দেহ] বি দেহ। 'স্বালাতে কুলিল সে।' গিচটী, ১৬০০।

দে' [স দেহ] বি হিন্দুদের বর্ণনাম-বিশেষ। 'হেরণ, ১৭৫৭; শ্রীমুত বাহু রামদুলাল সে সরকার।' দর্পণ, ১৮২০।

দে' অর্থ দিয়ে। 'আজ যুড়ো খেলরা দে বিব বাড়বো।' মাইকেল, ১৬০০।

দেআন [ফা দীওয়ান] বি দরবার। 'কমতিত না যাইব দুগতি দেআনে।' আলফেল, ১৬৮০।

দেইজ [স দায়াদ] বি সেগা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

দেইজি [স দায়াদ] বি সেগা। 'বাহাদুরেরা বাগানখানি তাপ করে নিকেন, মধ্যে দেইজি পাটিল পড়লো।' হুস্তাম, ১৮৬১।

দেইজিপনা [স দায়াদ-এবং] বি আদ্যাদিপনা। 'যুড়ো খাড়ির দেইজিপনা দেব।' কীরন, ১৯৪৮।

দেউটি, দেউটী [স দীপবর্তিকা] ১ বি প্রদীপ। 'দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল সূর্যে ঘরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রদীপখানি। 'মিতিকার দেউটী প্রদীপ জ্বলএ।' বাহরাম, ১৬০০।

দেউড়ি, দেউড়ী [স দেহী] ১ বি সদর দরজা। 'যত দেউড়ি মহাতাপ দেউড়ি সঙ্কল।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সকলই দেউড়ীতে হুজুর।' মগাররক, ১৮৬৯। ২ বি সদর। 'শিতকে কোলে লইয়া দেউড়ীর ঘরে নাচ দেখিতে গেল।' বোকেয়া, ১৯৩১।

দেউড়িয়া বি দারোয়ান। 'দেউড়িয়া হাড়ি মুক্টি বলরে শ্রীমান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দেউদার [বি দেওয়ার] বি পাইন জাতীয় গাছবিশেষ; দেবদারু। 'আম আম কাউ দেউদার আর ভাল ভাল।' হোনেল, ১৯৬৯। প্র দেওয়ার

দেউরি [স দেহী] বি কটক; প্রধান প্রবেশপথ। 'বিদ্যালয়ের দেউরি পার হইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দেউল [স দেবকুল] ১ বি দেবালয়; মন্দির। 'দেউল-প্রসাদ আদ্য চাকি লেহ সগল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি হস্তিয়া। 'মালো-এল, ১৭৪৩।

দেউলচুড়া [দেউল+স চুড়া] বি মন্দিরের চুড়া। 'হেঁচা মেঘের আলো পড়ে/দেউলচুড়ার মিশলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

দেউল-চুড়া [দেউল+স চুড়া] বি মন্দিরের চুড়া। 'রাজা রক্তের হোয়া মেঘে দেউল-চুড়ার মাথায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দেউল-ডল [দেউল+স ডল] বি দেউলে ডল। 'ওরা ডাকে আমার গুলার ডলে, এসে দেখি দেউল-ডলে আপন মনের ...' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

দেউলদীপ [দেউল+স দীপ] বি গুলার প্রদীপ। 'সন্ধ্যায় দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দেউল-পানে ক্রিণি মন্দিরের দিকে। 'নরনারীপাশে সোনার দেউল-পানে না-ভাকারে চলিবে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

দেউলান [দেউল+স অনান] বি মন্দির প্রাঙ্গণ। 'উৎসব-শেষে দেউলানে নিরালা রাজাও বাসার।' নজরুল, ১৯৩২।

দেউল্যার [দেউল+] বি মন্দিরের তৃতা। 'দেউল্যারের উপকারের নিমিত্তে।' দর্পণ, ১৮২৫।

দেউশিরা [ফা দিওয়াশিরা] ১ বি সেনা শোধ করতে অসমর্থ। 'এরূপ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তিনি সহজে দেউশিরা হইতে পারেন।' বঙ্গমুদ্র, ১৮২৯। ২ বি ময়িত্তজ্ঞানহীন। 'প্রাদেশিক লীপ সম্পূর্ণ দেউশিরা হুঁকিরই পরিচয় দিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৬।

দেউশিরা [ফা দিওয়াশিরা] বি সেনা শোধ করতে অসমর্থ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

দেউশিরাড় [ফা দিওয়াশিরা+স ডা] বি ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যহীনতা। 'সেখানে অর্থনৈতিক দেউশিরাড় অপরিহার্য হইয়া পড়ে।' আজাদ, ১৯৫৭।

দেউলে [ফা দিওয়াশিরা] বি নিয়োগিত। 'মন্দিরের মূল্যবানের তহবিল এখানে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দেউলে-করা বিণ দেউলে করে দিয়েছে এমন। 'প্রাণ দেউলে-করা তোমাদের দুর্ভাগ্য শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য সেনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

দেউলেশনা [ফা দিওয়াশিরা+স প্রশংসা] বি দেউলের আচরণ। 'নিজের এ দেউলেশনায় নিজের উপর কোত কাণে।' সেনিলা, ১৯৬৯।

দেউলে-হওয়া বিণ নিষেধ। 'শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া ঘোবনের চোখের অঙ্গে ডিঙিয়া গুঠে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দেউল্যা [ফা দিওয়াশিরা] বিণ শিখ; সেনা শোধ করতে অসমর্থ। 'ওঁরা, ১৭৮২।

দেউল্যার প্র দেউল

দেও [ফা] ১ বি অপসেবতা। 'স্বর্গে নির্মিত দুই দেও অলুপা।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি দস্যু। 'সফেন দেও আজ বিশ্ববিজয়ী।' নজরুল, ১৯২৮।

দেওড় বি তোপখানি। 'লণ্টনীর ব্যাঘ হওয়া ও তিনবার দেওড় হইল।' দর্পণ, ১৮২২। প্র দেওড়, দ্যাকড়

দেওদার [বি] বি পাইন জাতীয় গাছবিশেষ; দেবদারু। 'অন্ধকার গিরিতটলে দেওদার তরু সারের সারের।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

দেওন প্র দেওয়া

দেওপদী [ফা] বি দানব ও পদী। 'গদ্যগদ্যের তালিকায় দেওপদীরা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে।' আনিস, ১৯৬৮।

দেওয়া ১ ক্রি করা। 'তিয়ত্তা চান্দী জোহি দে অন্ধবাণী।' চর্চা ৪, ১২০০; 'কাহেরে কিং ভণি মই নিরি পিরিহা।' চর্চা ২৯, ১২০০। ২ ক্রি উৎসর্গ করা। 'মারিল ভবনময় দেহদহিবে দিখিলি বদী।' চর্চা ৫০, ১২০০। ৩ ক্রি বিসর্জন দেওয়া। 'দিবও পরায় যৌ করিবে আত্মঘাতী।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ ক্রি স্পর্শ করা। 'হাথ দিবে তাহার তলে।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ ক্রি দান করা। 'কল কল দুই কেল দিল নাগায়ো।' বড়ু, ১৪৫০। ৬ ক্রি যুক্ত করা। 'ভাত মধুরের দুই দিল

সুবেশ' ব'বু, ১৪৫০। ৭ কি এরোশ করা। 'পাছে মোরে না দিহলি পালী' ব'বু, ১৪৫০। ৮ কি রাধা। 'কৌড়ী আদিত্য দেহ সজ্জীর থানে' ব'বু, ১৪৫০। ৯ কি এদর্শন করা। 'সাপের মুখেতে কেনে আত্মল মেনি' ব'বু, ১৪৫০। ১০ কি বিসর্জন করা। 'সুমরি জলাঞ্জলি দিহলি সলেন'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ১১ কি বর্ণনা করা। 'ভায়াব দুষ্টার দিতে যেনে আয়ে কতি' মালধর, ১৫০০। ১২ কি বক্ত করা। 'প্রাণ লগ্না কোথা কাছি গেল দিয়া হার' বৃন্দা, ১৫৮০। ১৩ কি স্থাপন করা। 'পাদশম দিলা তার মতক উপর' বৃন্দা, ১৫৮০। ১৪ কি প্রতিদান করা। 'নাম শৈলে ধেম পেন বয়ে অঙ্গথার' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ১৫ কি আয়োজন করা। 'উভয় বংশ সেবিয়া খিএ বিতা দির' মুকুন্দ, ১৬০০। ১৬ কি প্রবেশ করােনো। 'তুলাশনি দিলু নাসিকা মায়ে' চিত্রী, ১৬০০। ১৭ কি জ্ঞানন করা। 'দুইদিকে কিরিয়ারে বিশেষ সালাম' সুলতান, ১৭০০। ১৮ কি অনুমতি দেওয়া। 'পুন্সলি না দেওত যাইতে বাহিরে' সুলতান, ১৭০০। ১৯ কি অনুমতি দেওয়া। 'ভাই আমাদের যেতে দিচ্ছে' উমেশ, ১৮৫৭। ২০ কি বিবৃত করা। 'আপনাকে দে দিলিলি বোলে' বৃন্দা, ১৯১৪। ২১ কি উপহার করা। 'সারা জীবন দিলি আলো সূর্য হই চাঁদ' বৃন্দা, ১৯১৪। ২২ কি জাপা। 'সেই কথাটা মনে করে পুসক দিল গায়ে' বৃন্দা, ১৯১৮। ২৩ কি দিতে। 'কেনন আশাস বাপু দি জায় আশারে' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২৪ কি দে। 'তনুদখর করিয়া দি' দর্শন, ১৬২২। শিলা কি দিয়ে; প্রাণদ ক'রে। 'মুখে দিলা ঠমঠনি ডালা নাহি জাএ' মালধর, ১৫০০। শিলাছে কি দিয়েছে। 'ওগা বার শিলাছে গিরিশিখরে কেন্দ্রী' মুকুন্দ, ১৬০০। শিলাছে কি দিয়েছে। 'আর যব শিলাছেন্ত হুও অমূলিত' আলোড়, ১৬৮০। শিলাছ কি দিগা। 'আদিত্য দিয়ার অল্লাহে' ব'বু, ১৪৫০। শিলাছ মূলে থেকে দিয়ার অভ্যন্তর' ব'বু, ১৪৫০। শিলাছ কি দিটক। 'শিলাছ মোকে মেলানী' ব'বু, ১৪৫০। শিলাই কি দিয়েছি। 'আমি কোগিরিতে যেতের কৌশলি ঘোষণ পা দিহাই' গিরিশ, ১৮৭৭। শিটক কি প্রদান করক। 'প্রজায়া বাহা দিত তাহাই শিটক' চাক্ষুপ্রকাশ, ১৬৭৩। শিটক কি দিল। 'আমাকে খানের উপর টাঙ্গা দিলেন' কেরি, ১৮০২। শিট কি দিহ। 'আজা পাইলে অনিচ্ছা দিল চিরামরি' মালধর, ১৫০০। শিটরা কি দেওয়া। কালসেন, ১৮০০। শিটছে কি দিচ্ছে। 'ভাই আমাদের যেতে দিচ্ছে' উমেশ, ১৮৫৭। শিহি কি দিয়েছি। 'হমের মুখে ছাপি দিহি মুখা নাহি মোর' বিজয়, ১৬৫০। শিহিলুম কি দিয়েছিলাম। 'সেই কথা দিদি ঠাকুরদেব পরভে পিছলুম' উমেশ, ১৮৫৭। শিহী কি দিয়ে। 'আর্য্যে কখনে উড়েও কড়িওঁ দিগোঁ পিয়ারে' ব'বু, ১৪৫০। শিহী কি দিয়ে। 'অনবদ্য দিগো বোরে পান কুতলশা করে' চিত্রী, ১৬০০। শিহু ১ কি দিগা। 'আদিএ না শিহু প্রাণ পরে' বুরাই, ১৭৭০। ২ কি দিতে। 'হইত পুসক কর্তব্য শৌক্য দিগাভ্যাসে শিহু পোষ' মুকুন্দ, ১৬০০। শিহে ১ কি কর্তব্য করতে। 'ভায়াব দুষ্টার দিতে হেনে আয়ে কতি' মালধর, ১৫০০। ২ কি প্রদান করতে। 'প্রমোদেত বসিকের হাতে দিতে টাঙ্গা' রামহরদাস, ১৮৮০। শিহে ২ কি দিতে। 'তাক দিতে নাহি ভোর খনে' ব'বু, ১৪৫০। শিহেহিলু কি দিছিলাম। 'খুশা বয়ে শিহেহিলু পুহুলের বিরা' ভায়র, ১৭৮০। শিহেহেনে কি দিচ্ছেন। 'সতচরীপণ মেদি শিহেহেনে বিরা' ভায়র, ১৭৮০। শিহিণি কি দেওয়া হলো। 'আদিল ভদ্রমজা রে হরদিয়ে দিলিণি কলী' চর্যা ৫০, ১২০০। শিহু কি দিলাম। 'অন্তএব তোর আদি শিহু দরশন' বৃন্দা, ১৫৮০। শিহ কি দিগা। 'দিল কবোরে' শিহ বোরে না করিব আন' মালধর, ১৫০০। শিহও কি দিগো। 'শিহও পরাণ যৌ করিহৌ আত্মজাতী' ব'বু, ১৪৫০। শিহব কি দিগো। 'দিমব পুহুস বখ

ভোকার উপরে' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। শিবা কি সেবে। 'জৈ জেন মত জ্যোয়া দিবাভ জুয়াএ' মালধর, ১৫০০। শিবা কি দিতে। 'পরাব দিবাভ পাঠো তোমার বচনে' ব'বু, ১৪৫০। শিবাভ কি সেবো। 'আছি হৈতে তোমারে দিবাভ পুণ কল' বৃন্দা, ১৫৮০। শিবাভ কি দিতে। 'জৈ জেন মত জ্যোয়া দিবাভ জুয়াএ' মালধর, ১৫০০। শিবাভ কি সেবো। 'যাইতে তোমারে জান না দিবাভ আছি' সুলতান, ১৭০০। শিবারে ক্রিষন শেখার জেনে। 'হুন দিয়ারে চাহে বনকমলে' ব'বু, ১৪৫০। শিবারে কি দিতে। 'ভূমি সে দিবারে পার কৃষ্ণদেবভক্তি' বৃন্দা, ১৫৮০। শিবি কি দেওয়া হবে। 'কাহেরে কিয় ভবি মিহি দিহি পিরিজা' চর্যা ২৯, ১২০০। শিবে কি সেবে। 'সুনা মোর পুর কে দিবে তেডে' রামহরদাস, ১৭৮০। শিবেক কি সেবে। 'তোমারে কে দিবেক উত্তর' ব'বু, ১৪৫০। শিবেই কি সেবে; দান করবে। 'দিবেই দখির দান সুহব গোআলীনী' ব'বু, ১৪৫০। শিবে কি সেবো। মেরঙ্গ, ১৭৭৭। শিবেী কি সেবো। 'হাধ দিবেী তাহার তনে' ব'বু, ১৪৫০। শিবেীর কি সেবে রে। 'কাল পাএ গালি তোরৈ দিবেীর বিশ্বর' ব'বু, ১৪৫০। শিযু কি সেবো। 'কি বুলি উত্তর শিযু মুখে নাই যানী' আলোড়, ১৬৮০। শিযু কি দিগো। 'উভয় বংশ সেবিয়া খিএ বিতা দির' মুকুন্দ, ১৬০০। শিযা ১ কি দান করে। 'সেব বর শিযা কেন হল পদাধর' মালধর, ১৫০০। ২ কি বক্ত করে। 'প্রাণ লগ্না কোথা কাছি গেল দিয়া হার' বৃন্দা, ১৫৮০। শিযা পেল কি দেওয়া গেলো। 'দিওয়া পেল' হালাহেত, ১৭৭২। শিযাহম কি দিছিলাম। 'আনা বেশা দিযাহম খেলা খেলিবোরে' সুলতান, ১৬৮০। শিযাহী কি দিগো। 'বরাবাতা ও বাগান তোমাকে পূর্ব সিরাহী' মেরঙ্গ, ১৭৭৩। শিযেহিলু কি দিয়েছিলাম। 'পুর তব যজ্ঞ দিযেহিলু বসি' বৃন্দা, ১৮৮৯। শিযা কি দিগো। 'শিরে দিগা দুধি খান দিহিয়া শেলিল পান গলে ছলি দিল কুমলামা' মুকুন্দ, ১৬০০। শিযা ১ কি স্পর্শ করলো। 'জগদ দিলি হাধ' ব'বু, ১৪৫০। ২ কি দান করলো। 'ধল কাহা দুই কেন দিলি নায়ায়াম' ব'বু, ১৪৫০। ৩ কি বক্ত করলো। 'তাত ময়ুরের পুই দিল সুবেশ' ব'বু, ১৪৫০। শিলা কি দিলে। 'পাদশম দিলা তার মতক উপর' বৃন্দা, ১৫৮০। শিলাছ কি দিলাম। 'অর্জুতে যেহু শিলাছ একের কারনে' মালধর, ১৫০০। শিলাছ কি দিলেন। 'মদুরা নগর যাইতে দিলাছ মেশানী' ব'বু, ১৪৫০। শিলাম কি প্রদান করলাম। 'শিলাম রান্ধের অঙ্গে জানিয় দিগো' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। শিলু কি দিলাম। 'তুলাশনি দিলু নাসিকা মায়ে' চিত্রী, ১৬০০। শিলু কি দিলাম। 'ছাড়ি দিলু দান ধর আমার বদন' ব'বু, ১৭৭০। শিলুম কি দিলাম। 'একদিন সর্ব গালি দিলুম অনেক' বিজয়, ১৬৫০। শিলে ১ কি দিলো। 'মতিবোলে কাহ পাঠাইলি শিলা তোরৈ' ব'বু, ১৪৫০। ২ কি দিয়েছে। 'হরিনাম যেতে দিলে অবধ চরলে' মালিকদাস, ১৭৮১। শিলেক কি দিলো। 'হেন বুলি তাকে রাধা না দিলেক আন' ব'বু, ১৪৫০। শিলেন কি করলেন। 'এত জনে আজা দিলেন বিশ্বর তখন' মালিকদাস, ১৭৮১। শিলেছ কি দিলেন। 'দুইদিকে কিরিয়ারে বিশেষ সালাম' সুলতান, ১৭০০। শিলেছ কি দিলাম। 'আমি ব্যবহা দিলেম' গিরিশ, ১৮৮৬। শিলেহ ক্রিষন দিলেগ। 'না দিলেহে রাজ্ঞ পাইব ধর্ম নরণজী' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। শিলেী কি দিলাম। 'ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আমার বদন' ব'বু, ১৪৫০। শিলেী কি প্রদান করলো। 'ধবি মুনি গ্রন্থ ক দিলো জেনে জেন' ভদ্রানী, ১৮২৫। শিস বি শিগে। 'কিয়ারসে তুহাধ্ব রূপ' হাফিয়া ষাড়াংর চোৎ খ্যেদি শিস মোর' রামহরদাস, ১৭৮০। শিহ কি দিগো। 'কাহেরে বচনে তবো না দিহি টাট' ব'বু, ১৪৫০। শিহলি কি দিগো। 'পাছে মোরে না দিহলি পালী' ব'বু, ১৪৫০। শিহু কি সেবে।

'সুমরি জলাভূমি দিহিঙ্গি সেনেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *দীতেছী* কি দিগি। *ওরা*, ১৭৮২। *দীলোক* কি দিলো। *হালহেড*, ১৭৭৩। *দীলেন* কি দিলেন। *হালহেড*, ১৭৭৩। *সে ১* কি দাও। 'ডিয়ডা চাপী জোইবি সে অঙ্কবাণী।' *স্টী* ৪, ১২০০। ২ কি সে। 'কেহ কাহ এটি না সে হইতে অন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০। *মেজ* কি দাও। 'নিকাশ পড়াইয়া মোরে দেজ মহামতি।' *সুলতান*, ১৭০০। *সেই ১* কি দি। 'মাসে সুরতি দান সান সেই মাখে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ কি সে। 'কোখা হকটি সিন্দু দাশ সেই রসে।' *মালাধর*, ১৫০০। *সেউ* কি সেই। 'ইসিওঁহে সেউ রাধা সুভরীর আশে।' *বড়*, ১৪৫০। *সেউক* কি দিক। 'ডাক্যা সেহ জত দানা ডিঙ্গায় দেউক হানা।' *মুহুন্দ*, ১৬০০। *সেউন* কি সেন। 'নয় হাজার তিন শত পঁচছত্তরি টাকা সেউন।' *দর্শন*, ১৮২৩। *সেউ* কি দাও। 'দয়া করী কারু মোরে সেউ জীউ দান।' *বড়*, ১৪৫০। *সেউ* কি সে। 'কৌড়ী আখিরা সেও সসুতীর ধানে।' *বড়*, ১৪৫০। *সেউ* কি দাও। 'আজি জেই কার্জ বলি ভায়াত সেও মন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *সেওঁ* কি দি। 'অনুঘটি কর সেওঁ হাখ।' *বড়*, ১৪৫০। *সেওঁক* কি সেওয়া হোক। 'বিবাহ দেওক নরপতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০। *সেওঁন* কি সেওয়া। 'সিগ্গিতে আমার কর সেওঁনের আশ্ব্যাক নাই।' *রামরায়*, ১৮০১। *সেওঁনকর্ম* কি দিতে সক্ষম। 'ক্লাপীও ইহরেণী ভায়াতে শিকা সেওঁনকর্ম।' *দর্শন*, ১৮০৫। *সেওঁক* কি দিয়া। 'নরপতি না সেওঁক যাইতে বাহিরে।' *সুলতান*, ১৭০০। *সেওঁকহীলেক* কি দিলেন। 'অনুঘরে সেও চাক তাহার বামীকে দেওয়াইলেক।' *তারিণী*, ১৮৩৩। *সেঁতি* কি দে। 'দধির পসার তুঁতিয়া সেঁতি মাখে।' *বড়*, ১৪৫০। *সেঁসি* কি দিচ্ছে। 'শাপের মুখেতে সেন আবুল সেঁসি।' *বড়*, ১৪৫০। *সেছে* কি দিয়েছে। 'বেছায় অলনামায়ে বাপ দেছে কোতা' *শিখি*, ১৮৮৭। *সেছেন* কি দিয়েছেন। 'আমাকে সকাল সকাল বাড়ী যেতে বলে সেছেন।' *উমেশ*, ১৮৫৭। *সেট* কি দিলাম। 'উপসী উড়িতে সেট পসারা।' *স্টী* ৩, ১২০০। *সেন ১* কি দিল করেন। 'নাম সেলে স্রেম যেন বহে অঙ্কবাণী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫০০। ২ কি করেন। 'সীরাঙ্গমন্তলে যেয়ে সেন গড়াগড়ি।' *মলিনকর*, ১৭৮১। *সেনা* কি দাও না। 'প্রাণ বড় কামে, সেনা গো ভেঙ্গে।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। *সেওঁ* কি দাও। 'হত বা ফুল কল নিল তার সেওঁ কৌড়ি।' *বড়*, ১৪৫০। *সেম* কি দেবো। 'আর চাউল সেম চড়াইয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০। *সেয়* কি দাও। 'তাকে টুট হইয়া তুঁকি দেয় দনয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *সেয়ন্ত* কি দে। 'উত্তর না সেয়ন্ত সভাঙ্গন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *সেয়ল* কি দিলো। 'নিবাসে বাস পু দেয়ল সোই।' *লাজে রহলু* দিয়ে আনন সোই। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *সেয়োজার* কি সেওয়া যায়। *কাল্যানে*, ১৭৮৮। *সেয়োজা* কি সেওয়াবে। *হালহেড*, ১৭৭৩। *সেয় ১* কি দিলো। 'আন ভাবিতে বিহি আন কল সেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ কি দিলাম। 'জুত্যা কারু সেল তোহে আনি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *সেয়া* কি দিলে। 'অননবেরে হাড়াইল সেলোতে ভালাক।' *গবী*, ১৭৬৫। *সেয়াই* কি সেওয়াই। *হালহেড*, ১৭৭২। *সেয়* কি দিস। 'ব্রাহ্মণ সভায় কত সেয় বাহ-নাড়া।' *মুহুন্দ*, ১৬০০। *সেসি* কি দিগিল। 'কত ন বেদন মোহি সেসি মদন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *সেহ ১* কি দাও। 'মথুরার পথ পুতা কহিআ সেহ তুঁকি।' *বড়*, ১৪৫০। ২ কি দান করে। 'এ দাসেরে বর যদি সেহ গো, বরসে।' *মাইকেল*, ১৮৬০। *সেহশি* কি দাও। 'প্রতিদিন সেহশি যত্নদা।' *মুহুন্দ*, ১৬০০। *সেই* কি দি। 'অই কল্প আয়ে ডলি দাং সেই।' *স্টী* ১২, ১২০০।

সেওয়াখোওয়া ১ বি সেওয়া-নেওয়া। 'শশিকৃষ্ণ সেওয়াখোওয়া সখছে হোটেবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পুরুষাভ্যক্ত করিতেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ কি নিজে ভোগ করা আবার

অন্যকেও সেওয়া। 'দুন খেয়ে গুণ গাহিত কহু, দিয়ে-থয়ে সুখ হইত তবু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সেওয়া খোয়া বি সেওয়া-নেওয়া। 'ঘরের শাইট খাইট কুটনা বাটনা ঝাড়া ব্যাড়া সেওয়া খোয়া করিতেই দিন যায়।' *গৌর*, ১৮২২।

সেওয়া-নেওয়া ১ কি লেনদেন করা। 'সেওয়া নেওয়া কিরিয়ে সেওয়া তোমার আমায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ বি আদানপ্রদান। 'অবিশ্রাম নেওয়া-নেওয়ার দ্বারা সে প্রাণদান হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সেওয়ানো কি প্রধান সেওয়ান। 'সার্বভৌমে সেওয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সেওয়া-পাওয়া [ক] বি দান ও গ্রহণ। 'এই সেওয়া-পাওয়াকে একেবারে এক করে সেওয়াকেই বলে প্রেম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সে-সৌড় - দ্রুত ছুটে পালালে। 'চকিতের মধ্যে ন্যাগটি শিঠের উপর তুলে দিয়ে সে-সৌড়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৫৫।

সেওয়া [স দেব] বি মেঘ। 'তুফানের আগে সেওয়া এরকম ধমক মারিয়া থাকে।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সেওয়ান [আ দিওয়ান] ১ বি দরবার। *মোনাওল*, ১৭৪৩। ২ বি বাক্সা আদারের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। 'সীমুত সেওয়ান গোকুলচন্দ্র খোয়াল মহাসয় মহানুভবহু'। *মের্স*, ১৭৭১; 'জানকীকল্পডকে রাজা বসন্তরূপে খেতাব দিয়া খানপালামির সেওয়ান করিলেন।' *রামরায়*, ১৮০১। 'কোশানি বাহাদুরের তরফ আকীনের কব্জার সেওয়ান ছিলেন।' *দর্শন*, ১৮৩০। ৩ বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। *সেখি*, ১৮৪০।

সেওয়ানখানা [আ দিওয়ান+খা খানা] ১ বি শহরের বাড়ি। *ওরা*, ১৭৮৫। ২ বি কাছারি। 'আমলারা তায়ারদিগকে সমাদরপূরক লইয়া সেওয়ানখানাতে বসাইল।' *দর্শন*, ১৮৩০।

সেওয়ানজি, **সেওয়ানজী** [আ দিওয়ান+জি] বি খাজনাদি আদারের জন্য নিযুক্ত সর্বপ্রধান কর্মচারী। 'পাওদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন বাতা, বিল ও হাতচিঠি নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, সেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচেন।' *হুজুম*, ১৮৬৩; 'সাধারণ বিকট সেওয়ানজি নামে পরিচিত ইংলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সেওয়ানি, **সেওয়ানী** [আ দিওয়ান+] ১ বি রাজব অথবা সাধারণ প্রাসাদ; সেওয়ানে দরবার। *ডানকর*, ১৭৮৪। ২ বি সেওয়ানের পদ; সেওয়ানের কাজ। 'কুঠীর সেওয়ানি কর্তৃক নিযুক্ত করিলেন।' *দর্শন*, ১৮২১; 'ডিগবি সাহেবের কর্মচারে প্রবেশপূরক অবলম্বে তরহ সেওয়ানী পদ ধারণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষর*, ১৮৪২। ৩ বি সম্পত্তি ও রাজব বিষয়ক। 'সেওয়ানী ও কৌলজারী জমীদার প্রভৃতির তাবলিয়ম তন্মধ্যে সুপ্রকাশিত।' *দর্শন*, ১৮৩২; 'সেওয়ানি মকদ্দমা ঘটত কয়েদ হয় তাহার একদিকে ...।' *গাবী*, ১৮৫৮।

সেওয়ানী আদালত [ফ দিওয়ান>+আ আদালত] বি জমিজমা ইত্যাদি বিষয় সফরকর মাফা মীমাংসায় নিয়োজিত বিচারদার। 'সাহেব কএক বৎসরাবি সদর সেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন।' *দর্শন*, ১৮৩৭।

সেওয়ানি [ফ দিওয়ান+] **বিণ** রাজব সম্পত্তি; ফৌজদারি নয় এমন। 'সেওয়ানি আদালত।' *কাল্যানে*, ১৭৮১।

সেওয়ানী [ফ দীওয়ান] ১ **বিণ** পাগল। 'মোর মাদুম হয় ওনা সেওয়ান হয়েছে।' *গাবী*, ১৮৫৮। ২ **বিণ** সাধু। 'আমি সংসারবিরাগী

সেওয়ান মানুষ।' মশী, ১৯৬৩।

সেওয়াল [বা দীওয়াল] ১ বি সেওয়ান; প্রায়ী। 'বাইতে না সেএ শিত বাহির সেওয়ালে।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি হাফ। 'হায়েসের কেমেরের সেওয়াল তাকিল।' গরী, ১৭৬২।

সেওয়াল-আয়না [বা দীওয়াল+কা আইনা] বি সেওয়ালে স্থানো আয়না। 'পানের সেওয়াল-আয়নার দিকে চোখ পড়ল।' নয়েস্ত, ১৯৪৫।

সেওয়ালগিরি [বা দীওয়াল+কা গিরি] বি সেওয়ালের গায়ে লাগানো তিমিনুকুল কুলতবাতি। 'শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাঠন ও সেওয়ালগিরি প্রকৃতি।' দর্শন, ১৮২২।

সেওয়ালের কান - গোশন ব্যক্তির কান। 'হুতি আছে সেওয়ালের কানে।' সুশীল, ১৯৪০।

সেওয়াল্লা [স দীপাবলি] বি বাজি। ওস, ১৭৮৫।

সেওয়ালি [স দীপাবলি] বি দীপাবলি। 'সেওয়ালির উপরে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সেওর [পা যে+স বত+] বি স্বামীর ছোটো ভাই। 'সতর সাতটি মৈল সেওর ভাসুর।' মুকুণ্ড, ১৬০০।

সেওরশো বি সেওরের পুত্র। ওস, ১৭৮২।

সেওলি বি পাণ্ডবিশেষ। 'শিখরে আছে মোর উৎকণ্ঠের মূলি সেওলি বাহুলি আর ইখরের মূলি।' বিজয়, ১৭৫০।

সেওলি ব্র সেওয়াল

সেঁতা [স মক্ত+] ১ বিশ দাঁতাল। 'সেঁতা ক্রিটকের মতো ছোবলে তোকে আমি জঘম করে দিছি।' নরুল, ১৯২৭। ২ বিশ দুটিমুণ্ডভাঙে বেগিরে বাক্য দাঁতের পাটি। 'বিচারক বলে সেসে দাঁতজোড়া কী সর্বসঙ্গে সেঁতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ বিশ কঁকর। 'কিছুকণ সেঁতা কথা হেসো কথার পর।' গীতব, ১৯৪৮।

সেঁক [আ দিক্তা] বিশ বিস্তর। ভবানী, ১৮২০। 'হা যা সরে যা, সেঁক করিস নি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

সেঁকসেণ্ড [আ দিক্তা] বিশ বিস্তর। 'পদ্বীৰ দুখী লোকসকল সেঁকসেণ্ড হইল ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

সেঁকদার [আ দিক্তা] বি অসন্তোষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেঁকদারি [আ দিক্তা] বি অসন্তোষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেখান বি সেখা। সেখান-হাসি ১ বি সেখেলে হাসি পায় এমন লোক। 'সেখার নিয়ে চমো দাঙ্গু সেখান-হাসিকে।' নরুল, ১৯২৬। ২ বি সেখা হলেই হাসে এমন লোক। 'সেখান হাসি, হেসে আকুল/ হও তুমি গো, হুমহুমি।' জব্বাল, ১৯৪৬। ৩ বি যাকে সেখেলে মনে আনন্দ জাগে। 'মুখ ভলোলে হে সেখানহাসি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সেখাঁ বিশ দুষ্ট। 'আবার সেখা উনি অনেক নোকের পদার চুরি দিয়াছেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

সেখান্দাহিন্দা বি নিরুক্ষে নানাব্যভে জ্বারি করার প্রবণতা। 'একসময় এই সেখান্দাহিন্দার ছেয়ে যার মেঘের মতন বাসনাধু।' শক্তি, ১৯৬৯।

সেখেশান করা কি তত্ত্বাবধান করা। 'গুরু কর্তা সেখেশান করিবার জার এক প্রতিবেদনকে দিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

সেখাঁ [পা দিক্তা] ১ কি চোখে পড়া। 'দুখ মাঝে লাড় গজতে সেখই।' চর্য ৪২, ১২০০। ২ কি দুশীপাত করা। 'দশমি দুআরত চিহ্ন

সেখইআ।' চর্য ৩, ১২০০। ৩ কি উপশক্তি করা। 'তা সেখি কহর বিমন ভইলা।' চর্য ৭, ১২০০। ৪ কি প্রত্যক্ষব অনুভূত হওয়া। 'বশনে যই সেখিল তিছবন সুখ।' চর্য ৩৬, ১২০০। ৫ কি অস্তব করা। 'হাখ দিখা সেখ বড়ারি মোর কলসরে।' বড়ু, ১৪৫০। ৬ কি প্রদর্শন করা। 'তোকাব সেখাও লরী নর আয়ুদ্যম।' বড়ু, ১৪৫০। ৭ কি ভ্রমণ করা। 'বৃন্দাবন সেখিারে হোনা একমুখী।' বড়ু, ১৪৫০। ৮ কি সাক্ষ্য পাওয়া। 'রাখাক সেখিলে আছে চাইব দানে।' বড়ু, ১৪৫০। ৯ বি সাক্ষ্য। 'কোন পাপকর হইল সেখা।' মুকুণ্ড, ১৬০০। ১০ কি প্রমাণ করা। 'সব পরখিআ মোরে সেখায় এখন।' রায়হাম, ১৬৫০। ১১ কি পাওয়া। 'পিরিকণ বহ হইলুম না সেখম উপাএ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ১২ কি সাক্ষ্য করা। 'সেখবার একটা তুখা জন্মাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১৩ কি প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করা। 'হাখ সেখতে সেখতে আমার মাথার চুল পাকলো, আমি আর বাবহা জািনি।' গিরিশ, ১৮৮৬। ১৪ কি বড়াই করা। 'আমি কেমন বাবাল সেখমু।' গিরিশ, ১৮৮৬। ১৫ কি পণ্যনা করা। 'হটা বহর সেখতে সেখতে যাবে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ১৬ কি খেয়াল করা। 'তাতে সেখহিলুম পেটে দুই বসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছড়ে দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ১৭ কি তত্ত্বাবধান করা। 'আমি তোমাসের সেখতে-জনতে পারব।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ১৮ কি হুজুকি দেওয়া। 'সেখুম আজক তর হসল পুটেমি।' মাহমুদ, ১৯৬৬। সেখ কি সেখা; অনুভব করা। 'হাখ দিখা সেখ বড়ারি মোর কলসরে।' বড়ু, ১৪৫০। সেখই কি সেখ। 'দুখ মাঝে লাড় গজতে সেখই।' চর্য ৪২, ১২০০। সেখইআ কি সেখ। 'দশমি দুআরত চিহ্ন সেখইআ।' চর্য ৩, ১২০০। সেখইতে কি সেখতে। 'সেখইতে সুদইতে হুসর হইলা।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। সেখই কি সেখ। 'অহোবল্লি সেখএ সপনে।' মাল্যধর, ১৫০০। সেখহিলুম কি সেখহিলাম। 'তাতে সেখহিলুম পেটে দুই বসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছড়ে দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। সেখতুম কি সেখতাম। 'দিবাশ সেখতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। সেখতে সেখতে ১ ক্রিবিণ সেখ সেখ। 'হাখ সেখতে সেখতে আমার মাথার চুল পাকলো, আমি আর বাবহা জািনি।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ ক্রিবিণ লুভতার সমে। 'হটা বহর সেখতে সেখতে যাবে।' গিরিশ, ১৮৮৯। সেখতে পাওয়া কি দুশীপাতের হওয়া; চোখে পড়া। 'হাচার মাঝারে সেখিতে না পাও শব্দ গলিলে ভর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। সেখতে-জনতে ক্রিবিণ সেখতাল করতে। 'আমি তোমাসের সেখতে-জনতে পারব।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। সেখনা কি সেখো। 'হএ নর মুখ মোর সেখনা অসিরা।' মাল্যধর, ১৫০০। সেখঙ ১ কি সেখ। 'ছম চকে জাং সেখঙ হানে বসি।' জগদাল, ১৬৮০। ২ কি সেখতো। 'কিচক পাকাল সেস বজল সেখঙ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। সেখঙি বি সেখো যে। 'সখায় বলে, হাঙঙির লাজ নাই সেখঙির লাজ।' প্রভাকর, ১৮৯২। সেখবামার ক্রিবিণ সেখার সঙ্গে সঙ্গে। 'তাকে সেখবামারই ডিয়ার ডার্লিং বলে ছুটে এসে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। সেখবার কি সেখার। 'সেখবার একটা তুখা জন্মাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। সেখব কি সেখ। 'পিরিকণ বহ হইলুম না সেখম উপাএ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। সেখব কি সেখ সেখো। 'আমি কেমন বাবাল সেখমু।' গিরিশ, ১৮৮৬। সেখরে কি সেখ। 'আসিয়া সেখরে আই দাশল উপাস।' বড়ু, ১৫৮০। সেখলিগি কি সেখো। 'আর সেখলিগি কালি সেখলিগি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। সেখলুম কি সেখলাম। 'হোটোলে এসে সেখলুম পুলিশের সাহায্যে বড়ুর গোটাঘাটো ফিরে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। সেখলুম কি সেখলাম। 'অব্য সাংকলানীলি যানে সেখলুম, সেন সেখসেবের ঢকে জলধারা পড়ছে।' মাইকেল, ১৮৬১। সেখো কি সেখো যা। 'আর নাগরি সেখো তোমা নবরসের নব সেখা।' লালন, ১৮৯০। সেখহ

কি সেখো। 'প্রত্যক সেখর নানা প্রকট হত্যার'। কৃষ্ণাস, ১৫৮০। সেখো কি প্রমাণ করে। 'সব পরখিয়া মোরে সেখায়-এখন।' বাহরায়, ১৬৫০। সেখাইয়া কি সেখিয়ে। 'বকট-বেরায়া না কর লোক সেখাইয়া'। কৃষ্ণাস, ১৫৮০। সেখাইল কি সেখালো। 'পরতে সেখাইল আদি সেই নারি'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখাটিক কি সেখাক। 'সোটা রক্ত দরদরায় সেখাউ তোমকর'। বিজয়, ১৬০০। সেখাওঁ কি সেখাই। 'তোমাক সেখাওঁ লাজী কর আশ্রমজী'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখাওঁজ কি প্রদর্শন করে। 'দে নারী আশ্রম কেন করিয়া বিবিধ বেশ সেখাওঁজ পর শ্রুতমেরে'। সুলতান, ১৭০০। সেখারিতে কি সেখাতে। 'আওঁ গেলো সেখারিতে তোমাক তরুণ'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখাইল কি সেখালো। 'এক তরুণীতে/ সেখাইল কাহাণী'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখামুম কি সেখালাম। 'বরকে মনে সেখালুম'। উমেশ, ১৮৫৭। সেখাখা কি সেখালো। 'মুক্তির সেখাখা সরনি'। মুকুল, ১৬০০। সেখাধনী কি সেখাছি। 'দান মুক্তিতে মোকে সেখাধনী সই'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখাসি কি সেখাছিস। 'রক্ত দাপ সেখাসি মোরে'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখাহ কি সেখাহ। 'কাহাক সেখাহ তোমো এত বীর্যমের'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখি ১ কি সেখে। 'আ সেখি কল্প বিহীন ভইলা'। রত্ন, ৭, ১২০০। ২ কি অস্বাস্থ্যকর করি। 'সেনি সেখি বলি কোলে করিল কোঠর'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখিআ কি সেখে। 'আর রূপ সেখিআ বনের পুষ্প সরে'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখিআ কি সেখে। 'সেখিআ কলসে উপলব্ধি হাস'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখিএ কি সেখি। 'সেবের অধিক কর্ম সেখিএ হইয়া'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখিণে কি সেখি গিরে। 'সেখিণে তার সুখের হাসি'। রত্ন, ১৮৮৩। সেখিউ কি সেখতো। 'ব্যঙ্গ অঙ্গণ যমে যদি সে সেখিউ'। জাগরণ, ১৬৮০। সেখিভুম কি সেখতে সেখো। 'চকু যদি থাকিত সেখিভুম শিবের'। সুলতান, ১৭০০। সেখিতে কি সেখতে। 'রম্যে রম্যে সেখিতে গাইবে পরজের'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখি-সেখি কি অসুবিধায়ে সেখতে (সই)। 'সুখের গানে তাকাতো যাই, সেখি-সেখি সেখতো না পাই'। রত্ন, ১৯১০। সেখিনু কি সেখলাম। 'বন্দুহায় কি সেখি কিলা আমি প্রাণপি'। কৃষ্ণাস, ১৫৮০। সেখিব কি সেখাবে। 'সেবিত্ত নারায়ণ গোহুল নগরে'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখিআ কি সেখে। 'কাগি এক স্বথ ঘারে সেখিআ বিদিত'। রত্ন, ১৬৮৯। সেখিআউ কি সেখো। 'ময়ন ভরিয়া সেখিআ একটাটিক'। কৃষ্ণা, ১৫৮০। সেখিআখার কিখি সেখার সঙ্গে সবে। 'সেখিআখার, বেকুর ভয়ে কণিহতে শালি'। বিদ্যা, ১৮৬০। সেখিআরে কিখি সেখার জন্য। 'স্বাধীন সেখিআরে হেলা একমতী'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখিবেক কি সেখাবে। 'কৃষ্ণ হবে সেখিবেক'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখিহু কি সেখতে পাৰো। 'পূনরাপি না সেখিহু বাপ বলি না ডাকিহু'। বাহরায়, ১৬৫০। সেখিয়া কি সেখে। 'জরয়া সেখিয়া বেন রক্ত কমল'। বৃত্ত, ১৫৭০। সেখিল ১ কি সেখলো। 'সদনে মই সেখিল তিব্বন সুখ'। রত্ন ৩৬, ১২০০। ২ কি সেখলো। 'তুছি সে সুলক টোনা করিতে সেখলি'। সুলতান, ১৭০০। সেখিণী কি সেখলো। 'সাকাতো সেখিলা তুছি কোঁর পাশে'। রত্ন, ১৬৮৯। সেখিলাঙ কি সেখলাম। 'পসু হেন সেখিলাঙ সব রাজ্যলো'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখিলাসি কি সেখেই কি। 'সেখিলাসি পিত মের এটি পছে হাইতে'। সুলতান, ১৭০০। সেখিলাসি কি সেখলাম। 'সেখিলাসি গিলসেনে বসে সেই বিজ'। মালিকায়, ১৬৮১। সেখিণী কি সেখি। 'কলা না সেখিণী রাখা নারী হই সতী'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখিলুঁ কি সেখলাম। 'কি সেখিলুঁ মরমে না গারি কথিয়ার'। বাহরায়, ১৬৫০। সেখিহুম কি সেখলাম। 'ইন্দ্রস সেখিহুম খিরি তাহার'। রত্ন, ১৬৮৯। সেখিলেঁ কি সেখলো। 'রাখক সেখিলেঁ আক্ষে চাহিব

দানে'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখিলে কি সেখলো। 'কি সেখিলে কি সেখিলে সপুহেন যানি'। মাল্যধর, ১৫০০। সেখিলেক কি সেখলেন। 'সেখিলেক জলকুটা করে নারি সোকা'। রত্ন, ১৬৮৯। সেখিণী কি সেখলো। 'আজি রজনীত ব্যগ্রি সেখিণী সপনে'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখী ১ কি সেখা যায়। 'শকু বিখ্যে রে নায়ক রে বিশপ কৌরী ন সেখী'। রত্ন ১৬, ১২০০। ২ কি সেখি। 'বদন সপনে চান সত তোর সখী'। বৃত্ত, ১৪৫০। ৩ কি সেখি। 'রব সেখী নৃপতির কুতূহল মন'। রত্ন, ১৬৮৯। সেখীলো কি সেখলাম। 'আসার সেখীলো সব সসের'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখু কি সেখলাম। 'আজ সেখু গজরাজ গতি বরজবতি ত্রিভুবন সার'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। সেখুম বি সেখে নেবো। 'সেখুম আজকা তর হল পুটনি'। মাহমুদ, ১৮৬৬। সেখে সেখে কি বারবার সেখে। 'তোমার সেখে সেখে আমি না কিরে'। রত্ন, ১৮০৫। সেখেনি কি সেখে কি। 'চাহ তুছি জিজ্ঞাসি সেখেনি ভাষনে পুনরাব'। সুলতান, ১৭০০। সেখেজ কি সেখো। 'বিহারি সেখেজ পুরি অতি মনোহর'। রত্ন, ১৬৮৯। সেখোঁ কি সেখো। 'আর আদলত সেখোঁ চন্দ্রাবলী'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখো কি সেখি; সেখাই। 'পালাট না সেখো আর তাহার মুখ'। বৃত্ত, ১৪৫০। সেখ্যা কি সেখে। 'বিহব ধর্মের মর সেখ্যা মনে লগা ডর'। রূপরাম, ১৭৫০। সেখ্যাট কি সেখো। 'তুহি কী সেখ্যাট কলা-কামিনী-কুলের'। মুকুল, ১৬০০। সেখা-সেতুয়া কি আসা। 'একটি কিলন হওয়ার দিয়েছে সেখা'। রত্ন, ১৮৮৩।

সেখালো ১ কি সেখিয়ে সেতুয়া; প্রশংসা করাণো। 'হায়া বন্দরায়তেওঁ এখানে ডাকাইয়া সে চিত্ত সেখাইলেন'। রামরায়, ১৮০১। ২ কি উপহাস করা। 'আহার অত্যন্ত বৃদ্ধ হুতাহারি জন্য তাকে অসমর্থভাবেই সেখাইতে হইবে'। রত্ন, ১৮৭৭।

সেখাসেখি ১ বি সেখাসাক্ষ্য। 'সেখাসেখি বড় মিঠ আর মিঠ হাস'। বৃত্ত, ১৪৫০। ২ কিখি অসুস্থকো। 'তোমার সেখাসেখি আর পাঁচজনে দাদামহাশয়কে শুধু রকমে চিঠি লিখিতে পিখিবে'। রত্ন, ১৮৮৭।

সেখাবিহি বি এককরা তাসখো। 'ভায়া তো সব সময় সেখাবিহি খেলো না'। রত্ন, ১৮০১।

সেখামার কিখি সেখার সঙ্গে সবে। 'টিপাঢালা সেখামার অঙ্ক মোকেও বলতে পারে'। মুক্ততা, ১৯৪৯।

সেখাডনা ১ বি সেখা-সাদ্য। 'ওতের সেখাডনা হয় কী করে'। রত্ন, ১৮৯২। ২ বি পরিয়। 'ত্রিখে শীতে বহরায় পলবার সেখাডনা তোমার আমায়'। রত্ন, ১৮৯৬। ৩ বি সেখামুদ। 'একসা কিরিয়েন, উহার সেখাডনা করিবে কে'। রত্ন, ১৯১৫। ৪ বি তদারকি। 'বর্তমানে যথাক্রমে গ্রিনিক ও পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সেখাডনা করছেন'। বেগম, ১৯৬৪।

সেখাডনো ১ কি সেখা ও সোনা। 'এমন ঘাষা যুগতে থাকে যে আমায় সেখাডনা সব ঘুরে ঘুরে'। রত্ন, ১৮৮১। ২ বি সেখামুদ। 'আমার সেখাডনো। কিছু দরকার নেই'। রত্ন, ১৮০১। ৩ বি সেখার কাজ। 'এখানকার সেখাডনো গ্রাউ থেবে হরে এল'। রত্ন, ১৯২৯।

সেখাশোনা ১ বি খেঁজখবর; তত্ত্বাবধান। 'ও মা, না খেয়ে সব গ্রহা যোগে, নাইক সেটি সেখা শোনা'। ৩৩, ১৮৫৮। ২ বি প্রত্যক সেখাশোনা। 'এই-সব মুখোখি এই-সব সেখাশোনা কলিকের মোলা'। রত্ন, ১৮৯৬। 'কেন মিছে সেখাশোনা দু-দলের তরে'। রত্ন, ১৮৯৫। 'মাঠে কোন ডালি-বসের খোঁচা-পারে তাদের নতুন

করে দেখা-শোনা হবে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি সেবায়ত্ন। 'তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়াশোনা পরানো সাজানো মাচানো ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি দেখাসাক্ষাৎ। 'দেখাশোনা যুচল যখন এসেম যখন দুকে, তখন প্রথম ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৫ বি লালন-পালন। 'শিশুদের দেখাশোনা ও শোচানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

দেখা-সাক্ষাৎ ১ বি পরস্পর সাক্ষাৎ। 'সভাদিগের সহিত অসভ্য লোকদিগের আলাপ-পরিচয় ও দেখা-সাক্ষাৎ ইহলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি সাক্ষাৎ ও আলাপ। 'সেখানে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ইহলে ... মনকার করিত না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

দেখা হয় নাই - দেখা হয়নি। ওর্স, ১৭৮২।

দেখি বি মিলন। 'রাখা তোর মোর দেখি মাঝবন্দানে।' বটু, ১৫০০।

দেখিতে দেখিতে ক্রিয়ণ অল্প সময়ের মধ্যে। 'দেখিতে দেখিতে বাঘল ব্যাধি।' খিচকী, ১৬০০।

দেখি-না কী হয় - কৌতুহলবশত কোনো দুঃসাহসিক কাজ করা। 'দেখি-না কী হয় তারই বিবিধ-রকম পলীকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দেখিয়ে দেওয়া ক্রি নির্দেশ করা। 'শহরে পথ দেখিয়ে দিলে যাওয়ার।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দেখি শুনি ক্রিয়ণ পূর্ণাপর বিবেচনা করে। 'বাহা দেখি শুনি পাণীর কুম্ভভক্তি হইল।' কুজরাম, ১৫৮০।

দেখে শুনে আক্কেল শুভুম - অবিখ্যাসা ঘটনা দেখে হতভয় হয়ে যাওয়া। সুবল, ১৯০৬।

দেখো দেওয়া, দেখো যাওয়া প্র শাণা

দেড় [স সার্ব্য] বি এক এবং আধ। 'অষ্ট পথ পাঁচ গজ অম্বরির কড়ি মাসের পিছিলা কড়ি খারি দেড় বুড়ি।' মুহুদ, ১৬০০।

দেড়খানা বি দেড়খানা ইট পরিমাণ পুরু। 'বাড়ির দেয়াল দেড়খানা ইটের গাঁথনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দেড়টী বি একটা বেঞ্চে আধ ঘন্টা। 'খাওয়া দেড়টার সময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দেড়-পাঁজুরে [দেড়+স পঞ্জর] বি দুর্বল। 'দেড়-পাঁজুরে, ল্যাডায়াপটার।' নজরুল, ১৯২৬।

দেড়সেরি [দেড়+প্রা সের] বি দেড় সের ওজনবিশিষ্ট। 'বাবা দু আনা দিয়ে একটা দেড়সেরি ইলিশ কিনলেন।' সুশীল, ১৯৭০।

দেড়হাজারী [দেড়+স হাজার] বি মাসে দেড়হাজার টাকা আয় করে এমন। 'দেড়হাজারী আকাঙ্ক্ষান মাসের শেষ সময়ে ধার করবার কথা ভাবেন।' মাহেন্ত, ১৯৪৯।

দেড়া [দেড়] বি দেড় গুণ। 'শীল রঙনী গাভ বসনে দেড়া হয়।' দর্পণ, ১৮৩৬।

দেড়ী [দেড়] ১ বি দেড়গুণ। 'পরগা মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল।' স্বর্গম, ১৮৭৯। ২ বি অতিরিক্ত। 'শাশপার হাটে তরমুজ বেচি ছশরসা করি দেড়ী।' জসীম, ১৯২৭।

দেড়্যা [দেড়] বি দেড় গুণ। 'ডিন ঢাকা ছিল তোলা আজ তার দেড়্যা।' কুজরাম, ১৭২০।

দেড়ি [কা দেরি] বি বিলম্ব। 'সেরে সেরে মনের দেড়ি তার দে না তারে।' লালন, ১৮৯০।

দেড়ে [দাড়ি] বি দাড়িওয়ালা। 'দেড়ে টিকটিকি দাঁউন মিথ্রা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

দেদার [কা] বি অনুসন্ধানকারী কর্মচারী। দেদারান [কা] বি অনুসন্ধানকারী কর্মচারীপদ। 'সিন্দারান ও দেদারান ও পাইকান ... পেরাদাশান।' ওর্স, ১৭৮২।

দেদীপ্য [স] বি উজ্জ্বল। 'তাহার এক দেদীপ্য দৃষ্টান্তমূল নরার্থ নসেরটান।' মীনবতু, ১৮৬৭।

দেদীপ্যমান [স] ১ বি স্পষ্ট। 'দেদীপ্যমান যে পরাক্রম।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি উজ্জ্বল। 'সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদয়ের আলোকোকেতে দেদীপ্যমান হইতে পারিত।' দর্পণ, ১৮৩৪।

দেদীপ্যমানা [স] বি জী দীপ্তিমান। 'অতিরিক্তের বিদ্যাভীতিজ্ঞা মুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে।' দর্পণ, ১৮২২।

দে-দৌড় প্র দেওয়া

দে- ক্রি দেওয়া

দে- [আ দারীন] বি ঋণ। 'তৈহ অম্যাপি সেনদার।' দর্পণ, ১৮৩২।

দেদাশীল [আ দারীন]+কা দিরা বি ঋণী। 'কাগড় ১৪৮ ধান ময়ূদ আছে বাকী জেয়াদা নজরে ওগুণবি বদ ও সেনদার হইলাম।' তর্জিত, ১৭৯২।

দেদ-দরবার [আ দারীন]+কা দরবার বি সেনা-পাওনা সম্পর্কিত ব্যাপ্তি। 'জমিদারের সাথে সেন-দরবার আছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

দেদদার [আ দারীন]+কা দার বি ঋণী। 'তৈহ অম্যাপি সেনদার।' দর্পণ, ১৮৩২।

দেনমোহর [আ দারীন-মহা] বি মুসলিম-বিবাহে গ্রীকে স্বামী যে অর্থ দিতে অস্বীকার করে। 'একটা মূল কথা সেনমোহর।' মশাররফ, ১৮৮৫।

দেনা [আ দারীন] বি ঋণ; দার। 'কোনো দকাতে সেনা নই।' মের্স, ১৭৫৮। 'সেনা পোষ না করিয়া অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে না।' দর্পণ, ১৮১৯।

দেনাশ্রয় [আ দারীন]+স শ্রয় বি ঋণী। তিনি সেনাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

সেনাদার [আ দারীন]+ফা দার বি ঋণী ব্যক্তি। 'সর্ব্বথ বৈচবেন, আর সেনাদার হয়ে থাকবেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

সেনাদারী [আ দারীন]+ফা দারি বি ঋণী। 'রোজ হাসরের ময়দানে এর তর সেনাদারী হইবে কতা।' জসীম, ১৯৩০।

সেনাপঞ্জর [কা দারীন]+স পঞ্জর বি ঋণ ইত্যাদি। 'নিজে গভরে খেটে সেনাপঞ্জর শোধ করে সেবা একদল।' বিমল, ১৮৫৩।

সেনাপাওনা [আ দারীন+স প্রাপণ] ১ বি ঋণ ও অন্যের কাছে পাওনা। 'হিসাব সেনাপাওনার।' মের্স, ১৭৬২। 'কেবল আশুপ্তি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা সেনাপাওনা বিষয়ে যে ক্রেশ ছিল।' চক্রিকা, ১৮৩০। ২ বি দেয় ও প্রাপ্যের হিসাবনিকাশ। 'সমস্তর মূলে আছে এই সেনাপাওনার সম্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দেনি করা ক্রি অস্বীকার করা। 'দেনি করিয়া দরদরার চুকাইয়া সওপাসর চিথিয়া দিয়া ৫০০১ পাচ হাজার এক তড়া লইয়াছিল।' ওর্স, ১৭৮২।

দেনিটেনি [আ দারীন] বি ধারকর্ষ। 'সোানো দেনিটেনি করে আনিব।' জেহি, ১৮০২।

দেশদার [আ দারীন+ফা দার] বিণ দেশদার; স্বামী। 'ইয়েজের কাছে উহার জন্য দেশদার থাকিত হইবে না।' হযরতসদ, ১৮৮১।

দেশেওয়ালা [স দান+বি ওয়ালা] বি প্রশ্নকারী। 'ছয় আনার ট্যাক্স দেশেওয়ালারা এই প্রথম ভোট দিবার মালিক হয়েছেন।' মনসুর, ১৯৪৪।

দেশে আলা [স দান+বি দাতা] 'বোটা কি টাকা দেশে আলা।' মশাররফ, ১৮৬৯।

দেশাকীর [বি ডেনমার্ক+স ইয়া] বিণ ডেনমার্কের। 'অনুমতি না পাইয়াও দেশাকীর এক জাহাজারোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

দেব [স] ১ বি দেবতা। 'সব দেবের মেলি সভা পাতিল আকাশে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীমুখ বাহু রাখাকাঙ দেবের সৌন্দর্যের সহিত ...।' দর্পণ, ১৮২২।

দেব-অবতার [স] বি হিন্দুতে দেবতার মানুষরূপে অবতরণ। 'দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

দেবঅভিশাপ [স] বি দেবতার অভিশাপ। 'মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেবঅভিশাপ মেডেত্রাস।' নজরুল, ১৯৩০।

দেবঋণ [স] বি পরকালের দিকট দায়বদ্ধতা। 'ঋণিঋণ, দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।' অন্নদা, ১৯২৮।

দেবকন্যা [স] বি দেবতার মেয়ে। 'দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দেবকুলেশ্বর [স] বি দেবতার শরীর। 'যার ক্রুত ইরশ্মনে, গভীর গর্জনে, দেবকুলেশ্বর কাঁপে করি ধরষণ।' মাইকেল, ১৮৬০।

দেবকাজ [স] বি দেবসেবার জন্য করণীয় কাজ। 'এতেক ধর্মকাজ আর দেবকাজ।' মালশ্বর, ১৫০০।

দেবকীর্তি [স] বি দেবতার কীর্তি। 'ভাঙিত বার্তাবহু, দেবকীর্তি লোকে ... দেবকীর্তি বলিয়া মনে করিত।' অক্ষর, ১৮৫৬।

দেবকুলনিধি [স] বি দেবতাপ্রোক্ত। 'কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার?' মাইকেল, ১৮৬০।

দেবকুলেশ্বর [স] বি দেবতার কুলপতি। 'দেবকুলেশ্বর যিনি, মিলিনের পতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

দেবকৃত [স] বিণ দেবতা করেছে এমন। 'মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

দেবকেষ্ট [স] বি দেবতার পতাকা। 'মিলিনি দেবকেষ্ট, ধুমকেষ্ট যেন দিবাভাগে।' মাইকেল, ১৮৬০।

দেবকুহা [স] বিণ দেবদানের চরেও অতিরহস্য। 'দেবকুহা লোকবাহা বাহার আচার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দেবকুহা [স] বি মন্দির। 'শ্রীমাতৃশিরঃ দেবকুহা।' মাইকেল, ১৮৬১।

দেবকুহা [স] বি দেবতার চোখ। 'দেবকুহা যার আভা ক্ষণ সহিতে অক্ষম।' মাইকেল, ১৮৬০।

দেবকরির [স] বি দেবতার বৈশিষ্ট্য। 'এক দিকে দেবকরিরের হিতোক্ত, অপরদিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলাফল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দেবকুমার [স] দেবকুমারি [স] দেবতাপ্রোক্ত। 'আগনে বাহন্ত লম্ব দেবকুমারি।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯।

দেবকুবি [স] বি দেবতার মূর্তি। 'অতঃপর বৈদ্যের পরে দেবকুবি।'

সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

দেবকুল [স] বিণ দেবতার সমশর্যাকুল। 'সেই দেবকুল পুষ্করের মুখ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দেবকুল [স] বি দেবতার মহিমা। 'দেবতাদের দেবকুলে থিক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

দেবকুমার [স] বিণ দেবতার ঐশ্বর্যমুখ। 'মানুষের দুঃক্ষে দেবকুমারিত করা।' অচিহ্ন, ১৯৫০।

দেবকুট [স] বি হিন্দুতে নির্মাণ-দেবতা। 'দেবকুটী বিশ্বকর্মা তার পুর দারপ্রক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দেবক [স] বি দেবসেবার উদ্দেশ্যে উপসর্গীকৃত সম্পত্তি। 'পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি দেবক হয়।' দর্পণ, ১৮২০।

দেবকুমার [স] বি দেবসেবার জন্য উপসর্গীকৃত ভূমি। 'যেখানে মানুষের ব্যক্তি সেই লোকেরাজ দেবকুমারী প্রকৃতির এলেকার বাইরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

দেবকুমার [স] বি ভিন দেবতা। 'ঋগ্বেদানুশারে ঋত্ব নামক দেবকুমারী সর্বোচ্চ মানব ছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

দেবদত্ত [স] ১ বিণ দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত। 'আমি তবকালে, না বুদ্ধি, এই দেবদত্ত ফল লইয়াছিলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি অর্থের রূপাঙ্ক। 'কাঁপে হিয়া ভাবি গনি দেবদত্ত-ধনি।' মাইকেল, ১৮৬৯।

দেবদত্ত-ধনি [স] বি (হিন্দুপুরাণ) অর্থের রূপাঙ্কের শব্দ। 'কাঁপে হিয়া ভাবি গনি দেবদত্ত-ধনি।' মাইকেল, ১৮৬২।

দেবদাম্পত্য [স] বি (হিন্দুপুরাণ) পিতৃ ও পার্শ্ব। 'বসিলা দেবদাম্পত্য পত্নাননোপারে।' মাইকেল, ১৮৬০।

দেবদর্শন [স] বি দেবতার মূর্তি দেখা। 'রৌপ্য বা তাম্র দক্ষিণা দিয়ে দেবদর্শনে চলেন মেরো।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

দেবদান [স] বি দেবতা ও দেতা। দেবদানব পছন্দ ছত বির।' মালশ্বর, ১৫০০।

দেবদানবসেবিত [স] বিণ দেব-দানব বাস করে এমন। 'সে পর্বত দেবদানবসেবিত।' প্রমথ, ১৯২৭।

দেবদান [স] বি গাছবিশেষ। 'মিমুলি ছাউন আশ্রা নিম গাছলি দেবদান মাল্যলা সিম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দেবদুর্গত [স] বিণ দেবতার কাছেও দুর্গত। 'অজানত খান্য প্রব্রা, - যদিও সে খান্য প্রব্রা দেবদুর্গত হয়, তবুও তব্বকের সহসা তা সম্প্র কতো ইচ্ছে করে না।' মাইকেল, ১৮৭৪।

দেবদাসী [স] বি দেবমন্দিরের পরিচারিকা। 'একে দেবদাসী আরে সুন্দরী তরল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দেবদূত [স] বি স্বর্গীয় দূত। 'দেবদূতের মতো সাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

দেবদেব [স] বি দেবপ্রোক্ত; বিষ্ণু। 'গাছবি বৈষ্ণুতে দেবদেবের।' মালশ্বর, ১৫০০।

দেবদেবীবহল [স] বিণ বহু দেব-দেবীপূর্ণ। 'দেবদেবীবহল, কাহিনীবহল, অনুভাববহল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দেবদেহ [স] বি দেবতার শরীর। 'গন্ধর্বসেন ... পূর্ববৎ দেবদেহ হইয়া ... গ্রহান করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

দেবদেতা [স] বি দেবতা এবং দেতা। 'ইহার প্রাচীনকালের

সেবসৈন্তের ন্যায় মহাকায় ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সেবত্ৰোহ [সা] বি সেবতাদের বিরুদ্ধে ত্ৰোহ। 'এই অপবিত্র সেবত্ৰোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সেবত্ৰোহী [সা] বি সেবতার অতিষ্ঠে খিঁস করে না যে; নান্তিক। 'তারে যেন দণ্ড দিই সেবত্ৰোহী বলে সর্বশক্তি লয়ে মোর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সেবধর্ম [সা] বি সেবতা সমর্থিত ধর্ম। 'অশেষ করিয়া সেবধর্ম আরানন্দ।' বাহরাম, ১৬৫০।

সেবধান [সা] বি শস্যবিশেষ। 'সেবধান পগড় ময়না কাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেবনর্তকী, সেবনর্তকী [সা] বি সেবদাসী; সেবালয় অর্থাৎ মন্দিরের দাসী বা নর্তকী। 'সেবনর্তকীরা যাহারা থাকিত তাহার কেবল নৃত্য গীতে রত তা।' দর্পণ, ১৮২৯।

সেবনাগর [সা] বি যে লিপিতে হিন্দি ভাষা লেখা হয়; নাগরী। 'অবতানগর সেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় ... প্রচার হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

সেবনাগরী [সা] বি যে হরকে হিন্দি ভাষা লেখা হয়। 'আরবীর বদলে সেবনাগরী বর্ণসঙ্কেতের প্রচলন করিয়া ...।' মোহনশর্মা, ১৯৩০।

সেবপতিদল [সা] বি প্রধান সেবতাগণ। 'লয়ে সেবপতিদলে প্রবেশিলা মদগতি খাতার মন্দিরে নতভাবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবপীঠলোক [সা] বি সেবত্বের ত্তর। 'বড় কবির আসনে সাধারণ মানুষকে ওপরে নিয়ে যাওয়ায় জন্য - কথাকে ভাবের স্বর্গে মানবের সেবপীঠলোকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে।' মোতাহের, ১৯৫০।

সেবপূজক [সা] বি সেবতার উপাসক। 'সেবপূজকেরদের অবতানবিষয়ে অভ্যন্তানুভূতী হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সেবপূজা [সা] বি সেবদেবীর আরাধনা। 'পূর্বে সেবপূজা করিতেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সেবশী [সা] বি সেবতার অংশ। 'সেটা সাধারণ গাছ নয়, দম্ভরমতো সেবশী।' ওলালী, ১৯৪৮।

সেববল্লভ [সা] বি দেব বল্পপাত। 'সেববল্লভ আনন্দ উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

সেবব্যাক [সা] বি সেবতার কথা। 'সেবব্যাক কর অবিশ্বাস।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সেববাণী [সা] বি দেববাণী। 'সমুদ্র সেববাণী প্রায়।' তপ, ১৮৫৮।

সেববালা [সা] বি দেবী। 'শোলাহলে; ভিরমোনা শাপভট্টা ওণো সেববালা।' নজরুল, ১৯২৩।

সেববিভব [সা] বি সেবতার ঐশ্বর্য। 'কোথায় আজি সে সেববিভব।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেববুদ্ধি [সা] বি সেবতার ন্যায় জ্ঞান। 'চন্দ্রের প্রভাবে নরে সেববুদ্ধি হৈল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সেব-বেদী [সা] বি সেবতার স্থান। 'মানুষে টানিয়া/ বসারেছি সেব-বেদীতে আনিয়া।' নজরুল, ১৯৩০।

সেবভাগ [সা] বি সেবতাগণ। 'আরম্ভিয়া সেববাণ নিমন্ত্রিত সেবভাগ নিমন্ত্রণ না কৈল শব্দরে।' ভারত, ১৭৬০।

সেবভাব [সা] বি সেবরূপ ভাব। 'পরলোকে তাঁহার সহিত সেবভাবে

মিশিত হইবার জন্য।' বামাবোধিনী, ১৮৭০।

সেবভাবাপন্ন [সা] বি সেবতার তপে গুণাবিত। 'সেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ে।' অবন, ১৯২৫।

সেব-ভাষা [সা] বি সেবতাদের ভাষা। 'সেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সেবভূমি [সা] বি পৃথ্বীভূমি। 'আল সাধকের বন্ধ-কারিত যজ্ঞ-হবিতের এ সেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না।' নজরুল, ১৯২৭।

সেবমঞ্জলী [সা] বি সেবতাবৃত্ত। 'যে পদার্থ সমধিক তেজস্বী, তাহাই পরম পূজনীয় সেবমঞ্জলী মধ্যে গণ্য করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সেবমন্দির [সা] বি সেবতার মন্দির। 'সেবমন্দিরের পূজারী।' ময়নিক, ১৯৪০।

সেবমহিমা [সা] বি সেবতার শক্তি। 'কোথায় আজি সে সেবমহিমা।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবমান [সা] বি এক প্রকার গণনা; মানবের এক বৎসরের সমান সেবতাদের একদিন। 'সেবমানে সহস্র বৎসর তপস্যা করিল।' মালশব্দ, ১৫০০।

সেবমূর্তি, সেবমূর্তি [সা] বি সেবতার মূর্তি। 'সেবমূর্তি ভাসিলেক দেউল বিশেষে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সেবমূর্তি অবয়ব সব যার লেখা।' তপ, ১৮৫৮; 'বিকৃত কদাকার সেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অভিনিবিষ্ট শক্তির ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সেবমুগ্ধ [সা] বি সেবযজ্ঞ। 'আরম্ভিয়া সেববাণ নিমন্ত্রিত সেবভাগ নিমন্ত্রণ না কৈল শব্দরে।' ভারত, ১৭৬০।

সেবমান [সা] বি সেবতার বাহন। 'এড়িয়া মেঘমালা, মাতঙ্গি সারথি চালাইবা সেবমান ভৈরব আরবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবযোনি [সা] বি (হিন্দুপুরাণ) ভূতলোভাঙ্গি উপসেবতা। 'সেবযোনি যা তোমার; কাল নাহি নাশে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সেবরথ [সা] বি আকাশযান। 'দেখি সেবরথে সেবমন্দির।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবরাজ [সা] ১ বি হিন্দু অবতার কৃষ্ণ। 'বিনয় করিলা পুষ্টি সেবরাজে।' বৃন্দা, ১৫৫০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্র। 'গন্ধর্ব্বসেনে যে সেবরাজের সজান, ইহা মনেতে নিশ্চয় করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সেবরাজাসন [সা] বি (হিন্দুপুরাণ) সেবরাজ ইন্দ্রের আসন। 'সেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বলিল।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবরিণু [সা] বি সেবতার শব্দ। 'তোমার তার উদ্ধার করিতে সেব-বর্শে, - সেবরিণু ধর্যসি স্বকৌশলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবরূপ [সা] বি সেবতার রূপ। 'সেখাইল আমারে মূর্তি সেবরূপ ধরি।' মালশব্দ, ১৫০০।

সেবর্ষি [সা] বি একই সঙ্গে সেবতা ও ঋষি। 'সেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সেবল [সা] ১ বি পূজারী। 'প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস সেবল ব্রাহ্মণ।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি সেব-মন্দিরের সেবক। 'সেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা নিবেদিত।' দর্পণ, ১৮২৯।

সেবলোক [সা] ১ বি স্বর্গ। 'আত্ম নর লোক সেব লোক তোহে।' বৃন্দা, ১৫৫০। ২ বি স্বর্গবাসী। 'এহা ভালো জাণে সেবলোকে।' বৃন্দা, ১৫৫০।

সেবলোকবাসিনী [সা] বি স্ত্রী (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গবাসী। 'অর্জুন

বলেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২ ।

দেবশাখ [স। বি (সংগীত) রাগিণীবিষেব । 'দেবশাখ – তাকি তাঁটের গুড়ব-সম্পূর্ণ রাগিণী ।' নজরুল, ১৯৩৫ ।

দেবশিত [স। বিণ 'শণীয় শিতর মতো । 'ধরণীর মাঝে থাকি 'শণ' আছে তুমি, দেবশিত মানবের ওই মাতৃভূমি ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬ ।

দেবশিল্প [স। ১ বি (হিন্দুপুরাণ) বিশ্বকর্মার সৃষ্টি । 'হিরণ্য, অশ্বত্থীমুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমগ্রই দেবশিল্পের অনুরূপমাত্র ।' অবন, ১৯২৫ । ২ বি প্রাকৃতিক শিল্প । 'দেবশিল্প (নেচার) ও মানবশিল্প (আর্ট) দুই নয়, এক – এও বলেন তাঁরা ।' অবন, ১৯২৫ ।

দেবশিল্পী [স। বি বিশ্বকর্মা । 'এ তো দেবশিল্পীর দ্বারায় করা হয়ে গেছে ।' অবন, ১৯২৫ ।

দেবসভা [স। বি (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের সভা । 'ইন্দ্র আপন পুত্রকে শাপ দিলে পর দেবসভাতে বড়ই হাফাকর শব্দ হইল ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০ ।

দেবসিংহাসন [স। বি দেবতার আসন । 'আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ-যে চিত্রপ্রত্যাগিণী সেবিকাকি ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭ ।

দেবসেনা [স। বি দেবতাদের সেনা । 'দেবসেনারা বাচ খেলে ওর আকাশপাঙ্কের স্রোতে ।' নজরুল, ১৯৩৫ ।

দেবসেবা [স। বি দেবতার পূজা । 'সেইভাবে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭ ।

দেবসেবোপকীর্ষী [স। দেবসেবোপকীর্ষী বিণ দেবতার সেবা করে জীবনধারণকারী । 'দেবসেবোপকীর্ষী ব্রাহ্মণের অঙ্গ ভোজন কর্তব্য ।' দর্পণ, ১৮২৯ ।

দেবসৈন্য [স। বি দেবগণের সৈন্য । 'দেবিল দেবদম্পতি দেবসৈন্যে দল ।' মাইকেল, ১৮৬০ ।

দেবহুল [স। বি দেবতার মন্দির । 'প্রবীণ ব্যক্তির বহু-হায় – দেবহুলে – কি সর্বনাশ ।' হাসান, ১৯৬৭ ।

দেবহ্বান [স। বি মন্দির । 'আমি ভীৰ্য্যব্রাত্যে অনেক দেশ দেবহ্বান ... ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২ ।

দেবষ [স। বি দেবসেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পদ । 'তাহাতে যে দেবষ উৎপন্ন হয় তাহা আপন বণীভূত করিয়া রাখেন ।' দর্পণ, ১৮২০ ।

দেব-হিয়া [স। দেবহৃদয়] । বি দেবতার হৃদয় । 'যে অশারবিধানলে ফুলে দেব-হিয়া ।' মাইকেল, ১৮৬০ ।

দেবাবেশ [স। দেব-অংশ] বি দেবতার বশে । 'স্ত্রীরা দেবাবেশে জ্ঞাতা ।' দর্পণ, ১৮৩৮ ।

দেবাদিদেব [স। দেব-আদি-দেব] বি (হিন্দুদেবতা) মহাদেব । 'অনন্তর, অনতিদূরবর্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক ... ।' বিদ্যা, ১৮৪৭ ।

দেবানন [দেব-আনন] বি দেবতার মুখ । 'নবনী পোতলী তনু স্তম্ভি দেবানন ।' জালাওল, ১৬৮০ ।

দেবানুগৃহীত [স। দেব-অনুগৃহীত] বিণ দেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত । 'বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য ।' দর্পণ, ১৮২১ ।

দেবায়তন [স। দেব-আয়তন] বি দেবমন্দির । 'আমাদের মর্যাদাময় দেবায়তন ... দেবায়তন উঠিতেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫ ।

দেবারাধনা [স। দেব-আরাধনা] বি দেবতার উপাসনা । 'অশ্রমে

প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করার জন্য, না যুগলে দেবারাধনা করবে বলে?' মুনীর, ১৯৬৩ ।

দেবারি [স। দেব-অরি] বি অসুর । 'বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি ।' মাইকেল, ১৮৬০ ।

দেবার্চনা [স। দেব-অর্চনা] বি দেবতার পূজা । 'ত্রিসম্বা দেবার্চনা করেও যদি হৃদয়ের কলুষ না যোচে ।' যোতাহার, ১৯৩৭ ।

দেবালয় [স। দেব-আলয়] বি দেবতার মন্দির । 'দেবালয় চাহি চাহি যুলেন সকল ।' বৃন্দা, ১৫৮০ ।

দেবাসন [স। দেব-আসন] বি দেবতার আসন । 'পুত্রিয়াছে 'শর্পপুত্রী মহাকোলাহলে/ বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি ।' মাইকেল, ১৮৬০ ।

দেবাসুর [দেব-অসুর] বি দেব ও অসুর । 'দেবাসুর মহোদধি মখিল কি তোরে ।' বটু, ১৪৫০ ।

দেবাবোসব [স। দেব-উৎসব] বি দেবতার পূজা উপলক্ষে উৎসব । 'দেবাবোসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, নৃত্যগীতাঙ্গি বর্ণনাজীত উৎসাহ ... ।' অক্ষয়, ১৮৪৭ ।

দেবাবান্ধ [স। দেব-উন্মত্ত] বিণ দেবভক্তিতে আকুল । 'এক দেবাবান্ধ যুবকে মনেপায়ে বরণ করিতে ।' বিজুতি, ১৯৩১ ।

দেবোপাস [স। দেব-উপাসা] বিণ দেবতাহুল্য । 'দেবোপাস বলিয়া ভারতের ম্যাত ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭ ।

দেবোপাসনা [স। দেব-উপাসনা] বি দেবতার আরাধনা । 'তেরিল কোটি দেবোপাসনার তামসী-হায়ার সমাবৃত ।' সিরাজী, ১৯১৮ ।

দেবতা [স। ১ বি দেব । 'ভাণিনাকে সেবি বড়ায় দেবতা সদৃশে ।' বটু, ১৪৫০ । ২ বি জীবন-দেবতা । 'আমাকে যদি আমার দেবতা সমস্ত কর্মপঞ্চল থেকে বিছিন্ন করে ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪ ।

দেবতাপিরি [স। দেবতা+পরি] বি দেবতার মতো আচরণ । 'এখানে দেবতার দেবতাপিরি খাটে না ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০ ।

দেবতা-টেবতা [স। দেবতা] বি দেবতা এবং অনুরূপ আরাধ্য । 'দেবতা-টেবতার থানে যেন পুজো-টুজো দেবেন না ।' তারা, ১৯৪৬ ।

দেবতাজ্ঞা [স। দেবতা-আজ্ঞা] ১ বি দেবসুলভ মাহাত্ম্য । 'এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাজ্ঞা-জায়া একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫ । ২ বি পণ্ডিত । 'হে হিমাদ্রি, দেবতাজ্ঞা ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

দেবতাদুর্যোগ [স। বি দেব দুর্য্যাক] বি 'বাহিরেতে চেয়ে সেবি/ দেবতাদুর্যোগে এ কী ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

দেবতাভোগোদ্যোদেব [স। বিণ দেবতার ভোগের জন্য দ্বাখিত । 'সুদর্শন চক্ৰজনিত দেবতাভোগোদ্যোদেবক শিবলিঙ্গ গঠন ।' জ্ঞানারম্ভোদয়, ১৮৫২ ।

দেবতায়তন [স। দেবতা-আয়তন] বি দেবমন্দির । 'উদায়াচলের শিখরের উপরে এক দেবতায়তন আছে ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২ ।

দেবতাসম্ভ [স। বি দেবতার সাজ । 'না লহ দেবতাসম্ভ না কর অন্যায় ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

দেবতাসমাজ [স। বি সকল দেবদেবী । 'অগ্রে পূজা দেবতাসমাজ ।' রূপময়, ১৭৫০ ।

দেব দিগ্ধি করা কি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘসূত্রতা করা । 'দেব

সেমানাখানা

সিদ্ধি করেও বলরাম, ছুবন সিঙ্গে না।' শ্যামল, ১৯৬৭।

সেবর [শা সে+স বর] বি শায়ীর ছোটো ভাই। 'সেবর কে আছে আর তার।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সেবরপত্নী [সেবর+স পত্নী] বি শায়ীর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রী; ছোটো জা। 'ভাতর পত্নী ও সেবর পত্নীসেবর পরম্পর ব্যবহার।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

সেবর [শা সে+স বর] বি শায়ীর ছোটো ভাই। 'কেহত সেবর কেহো হইব গর্বিত।' মাল্যধর, ১৫০০।

সেবরানা বি সঙ্গীতের ভালবিশেষ। 'নক্ষিষে সেবরানা বনে সমুদ্রের মাজ।' জগদীশ, ১৮৬০।

সেবা [স সেব] বি সেবতা। 'সমর উপবিজ্ঞা রহিলা সেবাপন।' বড়, ১৪৫০।

সেবাসেবী [স সেব-সেবী] বি সেব ও সেবী। 'মাটির চিবি কাঠের ছবি চুত ভাবি সব সেবাসেবী।' শালন, ১৮৯০।

সেবা [স সেব] বি শুদ্ধবৃত্তি। 'অক্লি সমুদ্রের মাঝে আকুল কৈলা সেবা।' মর্জনা, ১৭৫০।

সেবী [স] বি সেরাধ্য। 'নাচতি বাজিলা গাভি সেবী।' চর্চা ১৭, ১২০০। ২ বি হিন্দু ব্রীহদেকের সন্ন্যাসার্থক বর্ণনাম-বিশেষ। 'শোকাকুলী সেবী কিছু না করে আহার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি দারী-সেবতা। 'ভলিয়া জাহ্নবী দেবী লক্ষিত-অন্তরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সেবি [স সেবী, সযাধেদে 'সেবি'] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) ব্রীহদেবতা। 'কিছুবসেনেবি সেবি জগতজননি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ব্রী সখ্যার বয়োষষ্ঠ নারীসেব নামের শেষে ব্যবহৃত পদবি। 'সভা বিবুদ সে সেবি সভাবতি।' মাল্যধর, ১৫০০।

সেবীড় [স] বি সেবীসুলভ আচরণ। 'তোমার ঐ নদ্যর সেবীড়ের মীলা তা থেকে আমাকে বাঁচাও।' বৃন্দ, ১৯৪০।

সেবী-সেবা [স সেবী-সেব] বি সেব-সেবী। 'বিনা পৌরচন্দ্র শাহি জানে সেবী-সেবা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেবী-পূজা [স] বি সেবী আরাধনা। 'আজিও আমরা সে সেবী-পূজার/অভিনব করে চলিয়াছি।' নজরুল, ১৯৩০।

সেবীষতিয়া [স] বি সেবীমূর্তি। 'তিনি ইতিপূর্বে ... সেবীষতিয়ার মাথায় অসেহিলেন।' মাইকেল, ১৮৭৪।

সেবীমূর্তি [স] বি সেবীষতিয়া। 'কে সেবাধি সেবীমূর্তি মার।' নজরুল, ১৯৩০।

সেবুজমি [স সেব+জা অমি] বি সেবোক্তর অমি। 'ভায়ের মধ্যে সেবুজমি ১৫ ১৫ পোঁদোরা বিলা ছয় কাঠ।' মেডস, ১৭৪৪।

সেবে ক্রিয়ণ দিনে। 'সেবে আর অর্থ মাত্র থাকে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সেবেস্ত্র [স] বি (হিন্দুপুরাণ) সেবরাজ স্ত্রী। 'সেবেস্ত্র অমনি মরিলো বিমানবরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবেস্ত্ররমণী [স] বি ব্রী (হিন্দুপুরাণ) ইস্রাণী। 'সেবেস্ত্ররমণী ধনী পুণোমহুিতা বিনা, আর কার সাধ্য নিবাহিতে পারে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবেশ [স] ১ বি সেবতাসের রাজা। 'চলিলা সেবেশ-পাশে নতুর-পানিচী।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি ব্রহ্ম। 'সিত্য যারা সেবিত সেবেশে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবেশ-সল [স] বি প্রধান সেবতাগণ। 'ভুলিলা সেবেশ-সল মনের

বেদনা মহানন্দে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেবেস্ত্র [স সেব] ১ বি ধর্মীর কাজের জন্য নির্ধারিত ও রাজস্বযুক্ত। 'ওস', ১৭৮২। 'অনেক মঠেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবেস্ত্র ভূমি আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি সেবতার নামে উৎসর্গীকৃত। 'আমি টালার যে একখানি সেবেস্ত্রর বাড়ী করেছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

সেমাঙ্ক [আ মিমাণ] বি অংককার। 'ওস', ১৭৮২। 'তিনি এ সেমাঙ্ক কল্যাণে কতে পারেন।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

সেমাঙ্কগুলা [আ মিমাণ+হি গুলা] বিণ অংককার। 'অত সেমাঙ্কগুলা ঘরের মেয়ে এনে দরকার নেই।' জীবন, ১৯০২।

সেমাঙ্কিআ [আ মিমাণ+] বিণ অংককার। বিদ্যা, ১৮১১।

সেমাঙ্কি, সেমাঙ্কী [আ মিমাণ+] ১ বিণ গর্ভিত। 'ওস', ১৭৮৫। ২ বিণ অংককারী। 'বোকা অথচ আবার সেমাঙ্কি কিছিমের মানুষ।' গুলাশী, ১৯৪৮। ৩ বি অংককারী লোক। 'অনেক সেমাঙ্কির সেমাঙ্ক কিনেছে ভঁজাভুড়ি।' কায়সার, ১৯৬২।

সেমাণ [আ মিমাণ] বি অংককার। 'আনন্দুভাটর সেমাণ বাড়িছে দিনে দিনে।' গরীব, ১৭৬৫।

সেমাণী [আ মিমাণ] বিণ অংককারী। 'তারা মনে করে লোকটা সেমাণী।' মনসুর, ১৯৫৫।

সেয় [স] বিণ দিতে হবে এমন। 'অবশ্য সেয় রাজস্বের।' বঙ্গমর্দন, ১৯৭৪।

সেয়ত্র প্র সেবর

সেয়া ক্রি সেওয়া। 'ছকু করিয়া তাহার হাতে সেয়াবা।' হ্যালয়েড, ১৭৭০।

সেয়াসিন্দী [সেয়া+সি গিবি] বি কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের এসেয় পণবাচক অর্থবিশেষ। 'টাকা পরসা ধরোস্ত্রী, সিঙ্গারী, সেয়াসিন্দী, মাতুল সেলায়ী গ্রহণ।' রতন, ১৯৫৫।

সেয়া-থোয়া বি আদান-এদান। 'কী কী সেয়া-থোয়া হয় - কফা কাক সের।' জীবন, ১৯৪৮।

সেয়া-সেয়া বি আদান-এদান। 'মন-সেয়া-সেয়া অনেক করেছে।' রত্নীস্র, ১৯০০।

সেয়া [স সেব] ১ বি বৃষ্টি; বর্ষণ। 'দ্রষ্টু সেয়া শেপল নাকি?' রত্নীস্র, ১৯২২। ২ বি মেঘ। 'গগনে গগনে ডাকে সেয়া।' রত্নীস্র, ১৯২৩।

সেয়াগরজন [সেয়া+স গরজন] বি মেঘের শব্দ। 'গুরু সেয়াগরজন কাঁপে হিয়া ঘনঘন।' নজরুল, ১৯২৫।

সেয়া ডাকা ক্রি মেঘের গর্জন হওয়া। 'গগনে গগনে ডাকে সেয়া।' রত্নীস্র, ১৯২৩।

সেয়ায় ডাক বি মেঘের গর্জন। 'গুরু সেয়া-ডাকে কালকী গেয়েছে।' জয়সী, ১৯৩১।

সেয়াড়ি বি উড় টটুর্মি। 'নদীপাড়ের সেয়াড়ের কানবনের চরে।' বিজুতি, ১৯৩১।

সেয়ান [সি মিউন] ১ বি বিচারালয়। 'আর বার জাইলে ধরি লাইব সেয়ানে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সেওয়ার। 'সেয়ান আলমস্ত্র তার রায়দারী।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি সভা। 'পাতশার সেয়ানে আসিতে।' ভারত, ১৭৬০।

সেয়ানখানা [সি মিউন+খানা] ১ বি বিচারালয়। 'মানেএল, ১৭৪০। ২ বি শহরের বাড়ি; টাউনহাউস। 'ওস', ১৭৮৫। 'দিবা পুতী

সেয়ানত

তাহার নাম সেয়ানখানা। 'রামরাম, ১৮০১।

সেয়ানত [কা] বি বিশাশযোগ্যতা। 'হাসেনা আমনতে সেয়ানতে সাব্ব রাখিয়া ... এই কব্বার একালতনামাশর দিলাম।' হাফেজ, ১৭৭২।

সেয়ানী [কা সিঙালা] বিণ দেওয়ানি। 'সদর সেয়ানী কোট আশিল এজুতি আলানতে গমন।' ভবানী, ১৮২৫।

সেয়াল [কা দীওয়াল] বি প্রাচীর। 'মশ হস্ত পরিসর সেয়াল গাঁখন।' রামরাম, ১৮০১।

সেয়ালঅশা [কা দীওয়াল+হি ওয়ালা] বিণ বেটনীযুক্ত। 'দাঁদিকে টিনের সেয়ালঅশা বেটনীটি তার চোখে গড়ল।' হাসান, ১৯৭৪।

সেয়াল-আরনা [কা দীওয়াল+ফা আইনাহু] বি সেয়ালে কুলানোর উপকরণী আরনা। 'চোখের সামনেই সুবহ্ন সেয়াল-আরনাটি কুলছে।' রশীন, ১৯৩৩।

সেয়ালগিরি [কা দীওয়াল+কা গিরি] বি সেয়ালে কুলানো যায় এমন মিমনিযুক্ত গ্রামীণবিশেষ। 'আরনা, সেয়ালগিরি ইত্যাদি সামগ্রী রহিয়াছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

সেয়ালখড়ি [কা দীওয়াল+খড়ি] বি সেয়ালে কুলানো যায় এমন খড়ি। 'চেয়ার টেবিল সেয়ালখড়ি।' জব্বার, ১৯৪৭।

সেয়ালজির [কা দীওয়াল+স জিরা] বি সেয়ালে আঁকা শিল্পকর্ম। 'সেয়ালজিরের দীর্ঘে পৃথিবীর কোনো এক আকর্ষ প্রাসাদে ...।' জীবন, ১৯৩০।

সেয়াল পরিকা [কা দীওয়াল+স পরিকা] বি সেয়ালে টাঙ্গানোর জন্য হাতে লেখা পরিকা। 'অঙ্গের সেয়াল পরিকালির পরিকল্পনাও সুন্দর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সেয়ালপাট [কা দীওয়াল+স পট] বি সেয়ালেবোঁ আঁশে। 'সেয়ালপাটের মতো ফেলে হাত বাড়িয়ে নেবার কড়ি মনুসর কত দিকে।' মনোজ, ১৯৩১।

সেয়াল-বিহারী [কা দীওয়াল+স বিহারী] বিণ সেয়ালে চড়ে বেড়ায় এমন। 'এমন কি সেয়াল-বিহারী টিকিট চকিতে উঠলে ভেঙে।' শামসুত, ১৯৭২।

সেয়ালবিহীন [কা দীওয়াল+স বিহীন] বিণ সেয়াল নেই এমন। 'আমি সঙ্গে ছবি আঁকছি সেয়ালবিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে।' সুকিল, ১৯৬১।

সেয়াল-মেখে [কা দীওয়াল+মেখে] বি ঘরের সেয়াল ও মেখে। 'ঘরে সেয়াল- মেখে সমস্ত যেনন পরিভার তেমনি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

সেয়াললটন [কা দীওয়াল+হি ল্যানটান] বি সেয়ালে কুলানো যায় এমন মিমনিযুক্ত গ্রামীণবিশেষ। 'সেয়াললটন আর খাস-শেলাস থাক বাবুর বাড়ি।' শক্তি, ১৯৬৯।

সেয়ালী [কা দীওয়াল] বিণ সেয়ালযুক্ত। 'সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো সেয়ালী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সেয়ালী [স দেবালী] ১ বি শব্দে শিল্পের কলা হিসেবে প্রযুক্তি। 'দুর্প্রতীতির ধন আবার সেয়ালী করিয়েছে।' মীনবর্ষ, ১৮৩০। ২ বি সেয়ালী। 'সীদাম্বর লাম সেয়ালী।' নজরুল, ১৯২৮।

সেয়ালি, সেয়ালী [স দীপাবলি] ১ বি গ্রামীণ স্কেলে যে উৎসব করা হয়, তার মতো উৎসব। 'আজ মনুবাংড়ের সেয়ালি মহোৎসবের কো বাড়ি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি দীপাবলি। 'সেয়ালী অব্যবহারে রয়েছে

একটি দীপের শিখা সকল দীপে সজ্জারিত হোক।' জব্বার, ১৯২৮। 'অঁখার এ দিশীখে ছালো ছালো সেয়ালি।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ বি শব্দবিশেষ। 'অন্যথা সেয়ালি শোকা মরে রয়েছে।' জীবন, ১৯৪৪।

সেয়ালি উৎসব [স দীপাবলি-উৎসব] বি গ্রামীণ স্কেলে যে উৎসব করা হয়, তার অনুরূপ উৎসব। 'অনির্বচন বেনদার সেয়ালি-উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সেয়ালী' দ্র দেয়াল

সেয়ালিনী [স দেববালিনী] বি পুজারিণী। 'সেয়ালিনী বেশ সাজি বিনোদনর।' রত্নী, ১৫৫০। 'বিশেষিনী দেয়ালিনী একমনে দেয়া-ভাক শোনো।' নজরুল, ১৯২৪।

সেয়ালিন [স দেববালিনী] বি দেবমন্দিরে নিযুক্ত পুজারিণী। 'লইআ বাসুলি-পাতা দেয়ালিন চালে মাথা।' যুজুল, ১৬০০।

দেয় [কা দেবি] বি বিলম্ব। 'দেয় না করিয়ে থেখা কহিনু তোমারে।' গবীষ, ১৭৬৫।

দেয়কা [স দীপবৃক্ষ] বি কাঠের শিল্পসূত্র। 'এক শোটা আর এক দেয়কা তিন্ন অথা কোন সম্পত্তি নাই।' রত্নিম, ১৮৭৪।

দেয়াজ [আ দেয়াজ] বি টেনে তুলতে হয় আলমারের সঙ্গে লাগানো এমন আয়তাকার; ছায়া। 'আলমারিতে দুইটি দেয়াজ ছিল।' বিদ্যা, ১৯৩০।

সেয়াজবন্দী [আ দেয়াজ+কা বন্দী] বিণ ছায়াবন্ধ। 'সু-একটা উপন্যাস আছে পার্বলিশারের দেয়াজবন্দী হয়ে।' নরেশ্বর, ১৯৫২।

দেয়শ [হি দ্রাখ্টা] বি বায়কের অর্জবদানের আদেশপত্র। 'টাকা এতবে দেয়শ ও সার্টাকিট্টে লইতে মানা হইয়াছে।' কাগজে, ১৭৮৬।

দেয়ি [কা] বি বিলম্ব। 'ভবানী, ১৮২৩। 'প্রাণে নাহি দেয়ি সর কীটা আঁশ বাহ্য।' তর, ১৮৫৮।

দেয়কা [স দীপবৃক্ষ] বি কাঠের দস্তের মাথার বাতি রাখার আসবাব। 'মালোশ, ১৭৪৩।

দেয়েস্তর [হি ডিয়েস্তার] বি পরিচালক। 'ডানকান, ১৭৫৫।

দেয়েশ [কা দরীশ] ১ বি দুঃখ। 'তাহাতে দেয়েশ নাই করিলাম সার।' গবীষ, ১৭৬৫। ২ বিণ দুঃখবয়সকাল। 'আমার সে দেয়েশ মাথা বোনা গলে আর কী হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

দেয়েশে [কা দরীশ] বিণ দুঃখপূর্ণ। 'সুকে এত বড়ো 'দেয়েশে' শোক পাণ্ডুর পর ...।' নজরুল, ১৯২৭।

দেয়েজ [কা দিরজ] বি বিলম্ব। 'আদিতে দেয়েজ মাত্র ছহুম তোমার।' গবীষ, ১৭৬৫।

দেয়েম [আ দিরহায] বি আরবদেশের রৌশা মুদ্রাবিশেষ। 'যেয়েম-বীপীরা দেয়েম ফেলিয়া মাগিয়ে ছিল।' নজরুল, ১৯২৮।

সেল' দ্র দেওয়া

সেল' [কা দিল] ১ বি দমর। 'এখতিরে সেলে দমর আবার কামনা।' গবীষ, ১৭৬৫। ২ বি মম। 'ভবানী, ১৮২৩।

সেলওয়াদ [কা দিশাওয়াদ] বি সাহেলী ব্যক্তি। 'এক সেলওয়াদ ছিল ওলিন নামেতে।' গবীষ, ১৭৬৫।

সেলওয়াদী [কা দিশাওয়াদ] বিণ মির। 'জা হইতে সেলওয়াদী জুতা বুড়িয়া ...।' মনসুর, ১৯৩৫।

সেল-কোরান [কা দিল+আ কুরআন] বি কসরতুল কোরান। 'কোভার

কোরানে না গাইলে দেশ কোরানে সব পাবে।' লালন, ১৮৯০।

দেশখোশ [যা দিলখুশ] বি বুলি মন। 'আভরণ কুন্তলীন দেশখোশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

দেশখোশ [যা দিলখুশ] বি বুলি মন। 'যোল দিন আরাম করে দেশখোশে খাওয়া যেত।' শিবরাম, ১৯৪০।

দেশগির, দেশগীর [যা দিলগির] ১ বিণ দুঃখমুক্ত। ম্যানেএল, ১৭৪৩। ২ বিণ বিদগ্ধ। 'গড়াগড়ি দিয়া কাদে হইয়া দেশগীর।' গবীর, ১৭৬৫।

দেশ-দরিয়া [যা দিলদরিয়া] বি সদয়রূপ দরিয়া। 'ছুবলোরে দেশ-দরিয়ায় সে রসের নিলে জানা যায়।' লালন, ১৮৯০।

দেশবরি [যা দিলাওয়ার] বি খাতির। 'জে উপজুক্ত তোমার দেশবরি করিব।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

দেশাশা [যা দিলাআসা] বি সাহুনা। 'দেশাশা ভরসা খুব দেহ যে তাহারে।' গবীর, ১৭৬৫।

দেশাশা [যা দিলাআসা] বি সাহুনা। 'অবশ্যায়ে হাত বুলাইয়া অনেক দেশাশা দিলেন।' রণারয়ল, ১৮৯০।

দেশাশা করা ক্রি ভরসা প্রদান করা। 'গৌড় হইতে রাজমহলে উভরায় মাঝম বাঁকে বড়ই একটা দেশাশা করিল।' রায়রায়, ১৮০১।

দেশকো [স দীপবৃক্ষ] বি কাঠের তৈরি নীপাধার; সেরকা। 'স্বরের মেয়েয় একটা শাখা চুন-মাখানো দেশকো।' অবন, ১৯২৭।

দেশু বি প্রতিমা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

দেশ্য [স] ১ বি অক্ষল। 'আমায় সমস্ত দেশ ভুড়িউ'। চর্য্য ৪৯, ১২০০। ২ বি স্থান। 'জাইয়ে কোমল দেশে।' বসু, ১৪৫০। ৩ বি বাসস্থান। 'তোমার যে ... অন্য দেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি রাজ্য। 'তোমার দেশের রাজা কি তাহার নাম।' মুকুল, ১৬০৫। ৫ বি লোকালয়। 'দেশ যেহেতু অরখ্য সত্ৰ গুণে ভাল।' বাহরার, ১৬৫০। ৬ বি এলাকা। 'ভাও বুঝি ধরে যায় দেশের হুকুরে।' আলগোল, ১৬৪০। ৭ বি অভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল। 'যে ভূমিখণ্ডে অনেক নগর ও বিশেষ আচার ব্যবহার বিশিষ্ট জনসমূহের বসতি আছে তাহাকে দেশ কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৮ বি নিজালয়। 'যে বার দেশ নিজ দেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৯ বি জগৎ। 'দেশাখো আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের দেশটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১০ বি জনকুমি। 'এমন দেশটি কোথাও উল্লেখ পাবে না কো ভূমি।' হিৎজেন্স, ১৯২২। ১১ বি অগ্রসর। 'দেশে দেশে দেশের মাগে আছে, আমি সেই দেশ লব যুগিয়া লব।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

দেশ উদ্ধার [স] ১ বি দেশের কল্যাণ। 'পৃথিবীর অসংখ্য জীব সম্ভাবন থেকে দেশ উদ্ধার পক্ষে বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে ভিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি (যাক) দেশের সেবা। 'সংগঠনকে হাতে এক-একবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন।' নজরুল, ১৯২৬।

দেশগুণালী [স দেশ+বি গুণালী] বি হিসনিভায়ী অঞ্চলের; হিন্দুস্তানি। 'রাজপুতদের মধ্যে, কি দেশগুণালী গাঙ্গেতাদের মধ্যে।' বিক্রুতি, ১৯৩৮।

দেশকর্মী [স] বি দেশের কল্যাণের জন্যে কাজ করে যে। 'বাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী।' নজরুল, ১৯২২।

দেশকর [স] বি (সংখ্য) রাণিগণবিশেষ। বাহরায়, ১৬৫০।

দেশকর [স দেশ+] বি (সংখ্য) রাণিগণবিশেষ। 'পুরহী বাড়ার

পাছে সারাস মাছুরী দেশকরী, মাশনী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' আলগোল, ১৬৮০।

দেশকাল [স] বি স্থান-কাল। 'দেশকাল বিবেচনা না করিয়া জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কনিষ্ঠাশ্রমের দিকট ...।' বদরসন, ১৮৭২।

দেশকালশাস্ত্র [স] বি স্থান, সময় ও পরিবেশ পরিহিত। 'দেশকালশাস্ত্র বিচার না করিয়া অসম্ভব কর বুদ্ধি করেন।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

দেশকালশাস্ত্রিত [স দেশ-কাল-আখ্যতি] বিণ দেশ ও কালের উপর নির্ভরশীল। 'দেশকালশাস্ত্রিত সঙ্কোচ ও পুরুত-ম্যোদের প্রাণিকারকে অস্বীকার করে ...।' শিব, ১৯৫৬।

দেশগত [স] বিণ দেশ-সম্পর্কিত। 'ধর্মকে দেশগত জ্ঞাতিগত সোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

দেশগত প্রাণ [স] বি দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ। 'বজ্রাতি বসন্ত, সমাজবৈতন্য, দেশগত প্রাণ।' এসলাম, ১৯২০।

দেশগ্রাম [স] বি শাড়া। 'ইচ্ছা দেশগ্রাম দেশার ইচ্ছা হয়েছিল।' হাসান, ১৯৬০।

দেশছাড়া [স দেশ+ছাড়া] বিণ দেশত্যাগী। 'ইচ্ছা করে, ... তোমার অধিবিন্যাসকে অধির করিয়া দেশছাড়া করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

দেশজ [স] ১ বিণ দেশজাত। 'বাহ্যিক দেশজ এবং অন্তঃসৌর্য লক্ষণে প্রকৃতিগতভাবে পরিভূত হইয়া ...।' হরহাসদ রায়, ১৮১৫। ২ বিণ দেশে উৎপন্ন। 'দেশজ দ্রব্য সামগ্রী ... আসিতে আরম্ভ হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দেশজননী [স] বি মাতৃভূমি। 'ঐশ্বর্য দেশজননীর দুহনী সন্তান আর ভাই-বোনদের বিলিয়ে দিয়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

দেশজর [স] বি দেশের মানুষের মনজর। 'অন্তে বুদ্ধ জয় করা সাজে - দেশজর নাহি হয়।' নজরুল, ১৯২৮।

দেশজাত [স] বিণ দেশে উৎপন্ন। 'ন্যায্যমূল্যে আমাদের দেশজাত গুটি বিক্রয় সমস্যাই প্রধান।' মাহেনত, ১৯৪৯।

দেশজোড়া [স দেশ+জোড়া] ক্রিবিণ দেশত্যাগী। 'এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের সোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দেশত্যাগী [স] ১ বিণ নিজ দেশ ত্যাগকারী। 'সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি হইয়াছি দেশত্যাগী।' রায়হাসদ, ১৭৮০। ২ বিণ দেশছাড়া। 'শহতাজকে জয় করে দেশত্যাগী করতে হলে।' নজরুল, ১৯২৪।

দেশদরদী [স দেশ+ক দর+] বিণ দেশপ্রেমিক। 'দেশদরদী এইসব বোনের আমার আত্মিক মোহাবকবদ জানাই।' বেগম, ১৯৪৮।

দেশদিকপতি [স] বি দেশের দিকনির্দেশক। 'এ একজন দেশদিকপতির ছবি নয়।' অজিত্য, ১৯৫০।

দেশ-দেশ [স] ক্রিবিণ সর্বত্র। 'ভূমিকে কুমার রক্ত দেশে দেশে ঘুচাতে শশঘড়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

দেশ দেশান্তর [স] ১ বি নানা দেশ। 'দেশ দেশান্তরে সোক পাঠাইয়া ...।' রায়রায়, ১৮০১। ২ বি এক দেশ থেকে অন্য দেশ। 'ভারতীয় লোকেরা দেশদেশান্তর গমনপূর্বক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

দেশদ্রোহ [স] বি স্বদেশের ক্ষতিসাধন। 'এতে অসুয়া করা মানে দেশদ্রোহ।' সত্যজ, ১৯২০।

দেশদ্রোহিতা [স] বি দেশের বিরোধিতা। 'ভূমির মধ্যে ছিল

দেশদ্রোহিতার শিরোপা।' *পাশা*, ১৯৭১।

দেশদ্রোহী [স] *বিপ* দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। 'কয়েকজন দেশদ্রোহী শয়তান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

দেশনায়ক [স] *বি* রাষ্ট্রপরিচালক। 'দেশনায়ক [যবন্ধের নাম]।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'তাহলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

দেশনায়কতা [স] *বি* দেশের নেতৃত্ব; রাষ্ট্রপরিচালনা। 'দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেশনারায়ণ [স] *বি* দেশরূপ নারায়ণ। 'আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দেশ-নেতা [স] *বি* রাষ্ট্রনায়ক। 'নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দেশনেতৃ [স] *বি* দেশের নেতা। 'দেশনেতৃ নামঘের বড় বড় হিন্দু মোসলমান নরনারীর ছবি।' *দর্শন*, ১৯২১।

দেশনেত্রী [স] *বি* *রবী* রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত নেত্রী। 'এ কথা বলে দুঃখ করেছিলেন দেশনেত্রী।' *বেশম*, ১৯৪৭।

দেশপতি [স] *বি* রাজা। 'জনপালের নিকট হইতে হিতকারী দেশপতিগণ যে যেভাবে লাভ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশপর্বটক, দেশ-পর্বটক [স] *বি* দেশ ভ্রমণকারী। 'ইহাদের মধ্যে অনেককে ব্যক্তি অধবাস্যরশীল ও উৎসাহবান দেশ-পর্বটকও হইয়া গিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

দেশপর্বটন [স] *বি* দেশভ্রমণ। 'তার পর বহুকাল ধরে করেছেন ভীর্ণমণ্ড অর্থাৎ দেশপর্বটন।' *প্রমথ*, ১৯৩৩।

দেশপালক [স] *বি* যিনি দেশ পালন করেন। 'হে দেশপালক! যদি এমন একটা ধারা করিতে ...।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

দেশপীড়ন [স] *বি* দেশের শোষণ। 'ধর্মাবিক্রমে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশপুজা [স] *বিপ* দেশের মানুষ সন্মান করে এমন। 'দেশপুজা মনীষীণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থসকল ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দেশ-প্রচলিত [স] *বি* দেশে প্রচলিত। 'মহাত্মারাই ব' ব দেশ-প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম অতিক্রম ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দেশপ্রভুত্ব [স] *বি* দেশশাসন; রাষ্ট্রপরিচালনা। 'শ্রীমুখ লার্ড উইলিয়ম কেম্বেলি বেণ্ডিক্ট গবর্নর জেনরল বাহাদুরের দেশপ্রভুত্ব সময়ে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

দেশপ্রসিদ্ধ [স] *বি* দেশজুড়ে খ্যাতি আছে এমন। 'তখন হেম বীড়ুজ্ঞে এবং নবীন সেন ছায়া এমন কোনো দেশপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

দেশপ্রাণ [স] *বিপ* দেশকে প্রাণের তুল্য মনে করতে এমন। 'এই পরলোকেও দেশপ্রাণ মনীর স্বতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।' *আজান*, ১৯৪১।

দেশপ্রিয়তা [স] *বি* স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। 'সরকারের দেশপ্রিয়তা ... সবচেয়ে প্রাণস্পর্শী বস্তুতা হল।' *মনরথ*, ১৯৪৫।

দেশপ্রীতি [স] *বি* দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'আর্জেন্টিনার মনে দেশপ্রীতির চাইতে আত্মপ্রীতি ঢের বেশি।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

দেশপ্রেম [স] *বি* দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'তোমার যদি সত্যিকার

দেশপ্রেম থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

দেশপ্রেমিক [স] *বিপ* স্বদেশানুরাগী। 'এই শক্তির ঘারাই দেশপ্রেমিক পরমাণুকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'দেশপ্রেমিক মানুষ তাই কোনো ভাষা স্বীকারেই কৃত্যবোধ করেন।' *হৃদয়জ্বর*, ১৯৫৩।

দেশপ্রেমী [স] *বিপ* দেশপ্রেমিক। 'তার মন কেড়েছিলেন আবেগবিলাসী দেশপ্রেমী কবি শিলার।' *শিব*, ১৯৫০।

দেশপ্রাণী [স] *বিপ* দেশ প্রাণিত করে এমন। 'আজ একটি দেশপ্রাণী সুবৃহৎ ভাবপ্রোতের সহিত সংগত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দেশবৎসল [স] *বিপ* দেশপ্রেমিক। 'দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দেশবন্ধু [স] *১* *বি* দেশহিতার্থী; দেশের বন্ধু। 'এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। *২* *বি* চিত্তরঞ্জন দাশকে সেওয়া উপাধি। 'কই দেশবন্ধুর মতো সেই সর্বমাসী দেশপ্রেম।' *নজরুল*, ১৯২৬।

দেশবরাড়ী [স] *দেশ-৩* *বি* (সংগীত) রাগবিবেশ। 'দেশবরাড়ীরাগ।' *বহু*, ১৮৫০।

দেশবরোণ্য [স] *বিপ* দেশজুড়ে খ্যাতি আছে এমন। 'দেশবরোণ্য নেতার ভিতরের কথা ফাঁক করে দেবার হুমকি দিয়েছে।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪২।

দেশবাসী [স] *বি* দেশের মানুষ। 'দেশবাসীর মধ্যে হামিদ ঝাঁপাইয়া পড়িল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

দেশবাসীদ্বন্দ্ব [স] *বি* দেশের মানুষ। 'দেশ দেশবাসীগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।' *গুণ*, ১৮৫৮।

দেশবিখ্যাত [স] *বিপ* দেশজুড়ে পরিচিত। 'ইহা দেশবিখ্যাত আছে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

দেশবিশেষ [স] *ক্রিপ* এক দেশ থেকে অন্য দেশে। 'ইহাতে সুখান্তির ধ্বনি দেশ বিশেষ আসন্ন হইল।' *রামরায়*, ১৮৩১।

দেশবৈরিত্ব [স] *বি* দেশবিরোধী। 'দেশবৈরিত্ব চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দেশবৈরী [স] *বি* দেশের শত্রু। 'দেশবৈরী নাশি রণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

দেশব্যবহার [স] *বি* দেশাচার; দেশে প্রচলিত রীতিনীতি। 'দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা এ পুর্বোক্ত প্রকরণ এতদেশে সুসীতি।' *বরদুত*, ১৮২৯।

দেশবাগীশ [স] *বিপ* দেশজোড়া। 'কোনো দেশবাগীশ অভ্যাস - আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দেশভক্ত [স] *বিপ* স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বা টান আছে এমন। 'রাজনীতি যাদের ব্যবসা নয়, সেই সব দেশভক্ত লোকের হৃদয়ের কারণ।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দেশভক্তি [স] *বি* স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বা টান। 'তাহার দ্বিধাবিহীন দেশভক্তির বাণী তনিয়ে সংশয়ীকে হার মানিতে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

দেশভাষা [স] *১* *বি* সাধারণ মানুষের ভাষা। 'সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীন দেশবাগী কোন দেশভাষা নহেন।' *দর্শন*, ১৮৩৮। *২* *বি* মাতৃভাষা। *সেবক*, ১৮৩৯। *৩* *বি* আঞ্চলিক ভাষা। 'সে রীতে দেশভাষায় অলক্ষণী বলা রীতি আছে।' *জ্ঞানকণোদয়*, ১৮৫২।

দেশভাষাঙ্ক [স] বিণ মাড়ভাষায় বিশেষজ্ঞ। 'তিনি অশেষ দেশভাষাঙ্ক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

দেশভূমি [স] দেশ-ভূমি। বি মাড়ভূমি। 'যাক, তবু দেশভূমি কিইরা আইলেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

দেশভেদে [স] বি দেশের ভিন্নতা। 'কুদ্রাশ সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয়।' রক্তিম, ১৮৭৫।

দেশভ্রমণ [স] বি নানা দেশ বেড়ানো। 'একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দেশভ্রমণকারী [স] বি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে যে। 'পাঁচ দেশভ্রমণকারীর অর্ঘও তা-ই।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

দেশময় [স] ক্রিবিণ দেশ জুড়ে। 'দেশময় ... লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

দেশমন্ডার বি (সঙ্গীত) দেশ ও মন্ডার রাগিণীর মিশ্রণে তৈরি রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী দেশমন্ডার - তাল আড়খেমটা।' গুণ, ১৮৫৮।

দেশমাতা [স] বি দেশরূপ মাতা। 'একই দেশমাতার দুই আনুর উপর বলিয়া একই র্নেহ উপজাগে করিয়াই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'দেশমাতার দেশমাতার গুণে ...।' প্রথম, ১৯৩৪।

দেশমাতৃকা [স] বি মাড়ভূমি; দেশরূপ মাতা। 'আমাদের দেশমাতৃকার মুক্তি আমাদের সাহিত্যের পরিপূর্ণতার জন্য।' শব্দীন্দ্র, ১৯০১।

দেশমুখ্য [স] বিণ দেশের প্রধান। 'এ সভা মহতী, এর সভাপতি/ সভ্যেরা দেশমুখ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দেশদ্বারী [স] দেশ+হি ওয়ারী। বি হিন্দুস্তানি; হিন্দিভাষী অঞ্চলের লোক। 'দেশদ্বারীরা হাড় বলিয়াই জীবিত আছে।' গ্রামবার্তা, ১৯৩৮।
এ দেশওয়ারী

দেশরক্ষা [স] বি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। 'ভারতবর্ষে যে দেশরক্ষা ব্যবহার উপর এত জোর।' আজাদ, ১৯৪৬।

দেশলক্ষী [স] বি দেশরূপ লক্ষী। 'অজ্ঞ প্রজাগণে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষী ফুলে ফলে সমৃদ্ধ।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

দেশশক্তি [স] বি দেশরূপ শক্তি। 'দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

দেশশাসন [স] বি রাষ্ট্রশাসিতালনা। 'দেশশাসন সহজ হইত না, যদি আমরা গুরু উপদেশ না মানিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দেশতত্ত্ব [স] বিণ দেশজোড়া। 'গবর্ণমেট দেশতত্ত্ব লোকের প্রার্থনায় মনোযোগী।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

দেশশূন্য [স] বিণ দেশহীন। 'দেশশূন্য কাশশূন্য জ্যোতির্শূন্য, মহাশূন্য-পরি/ চতুর্ধ্ব করিহেন ধ্যান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দেশসুখ [স] দেশতত্ত্ব। ক্রিবিণ দেশ জুড়ে। 'দেশসুখ লোক তাহার কুলাসনে অক্লপাত করিতে লাগিল।' প্রভাত, ১৮৮৮।

দেশসেবক [স] বি দেশের সেবা করে যে। 'প্রতি দেশসেবকই নিজের ধারণা অনুসারে এ ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য স্থির করে নেন।' প্রথম, ১৯২০।

দেশসেবিকা [স] বি স্ত্রী দেশের সেবাকারী। 'অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তবে সভিকার দেশসেবিকার কার্য

করিবেন।' বেসম, ১৯৪৮।

দেশসেবী [স] বিণ স্বদেশের কল্যাণ করে এমন। 'দেশসেবী জনহিতৈষী লোকদের মূর্ত্যতে শোক প্রকাশ করিবে।' মনসুর, ১৯৪০।

দেশস্থ [স] বিণ দেশবাসী। 'ভোমারদের দেশস্থ লোকেরা একসাথে বাটে।' দর্পণ, ১৮২১; 'দেশস্থ বিজ্ঞ লোকেরদিককে আমরা ইহার অধিক আর কি কহিব।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৬।

দেশস্থারী [স] দেশ+হারী। বিণ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত। 'সিদ্ধী পাঞ্জাবী দেশস্থারী হয়ে দিলেশারা হারনি।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

দেশহিত [স] বি দেশের কল্যাণ। 'সে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দেশহিতকর [স] বিণ দেশের জন্য কল্যাণকর। 'তখন করজ্ঞান ঐ সকল দেশহিতকর কার্যে নিমুক্ত হইয়াছিলেন।' অমৃতবাছার, ১৮৭০।

দেশহিততষা [স] বি দেশের হিত সাধন। 'দেশহিততষার সাধারণ ভাবটা এখন শিক্ষিতসাধারণের দিকট ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দেশহিততষা [স] বি দেশের মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষা। 'আমাদের দেশহিততষা ইহার প্রমাণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দেশহিততষি [স] দেশহিততষী। বিণ দেশমহদি; দেশের কল্যাণে ব্রতী। 'দেশহিততষি মহাশয়ের।' দর্পণ, ১৮৩৮।

দেশহিতবিত্তা [স] বি দেশের কল্যাণ কামনা। 'দেশহিতবিত্তা ও প্রচুর সাহানুভূতি নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

দেশহিতৈষী [স] বিণ দেশের কল্যাণকারী। 'সুইজলন্ডের লোক সাহসী, বিধাসী এবং দেশহিতৈষী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

দেশহীন [স] বিণ সীমানাহীন। 'অবিচ্ছেদ্য দেশা দিবে দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

দেশাগত [স] বিণ দেশ থেকে আগত। 'উত্তর দেশাগত বায়ু ইহার সাহায্যকারী।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

দেশাচার [স] বি দেশের রীতি। 'পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমত দেশাচারের নিয়োগ করিবেন ...।' রামমোহন, ১৮১৯।

দেশোত্তরোষ [স] ১ বি দেশশ্রমে। 'উহাতে যে হীন দেশোত্তরোষ জগাইয়া থাকে তাহা হইতেই হানাহানি-মারামারির সৃষ্টি হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি বাদেশতিকতা। 'দেশোত্তরোষ বলে একটা শব্দ ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দেশোত্তরোষক [স] বিণ দেশশ্রমেধর্মী। 'আমরা গড়ে দেশোত্তরোষক একটা দেশোত্তরোষক করিবা।' গবেষণ, ১৯৫২।

দেশোত্তরোষী [স] বি দেশশ্রমিক। 'আমাদের দেশোত্তরোষীরা দেশ বলে একটা ভর্তুকে বিশেষের পাঠশালা থেকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

দেশাধিকারী [স] বি দেশের শাসক। 'দেশাধিকারী অতি দুর্ভাগ্য।' রবীন্দ্র, ১৮০৫।

দেশাধিপ [স] বি দেশের রাজা বা শাসক। 'দেশাধিপের স্থির রাজলক্ষীর প্রার্থনা কে না করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

দেশাধিপতি [স] ১ বি রাজা। 'ঢাকসার দেশাধিপতি ছিলেন ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি দেশের শাসক। 'আপনার দর্পণে অর্পণ করিয়া দেশাধিপতিদের কর্তব্যোচর করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

দেশানুগাণ [স] বি দেশের প্রতি ভালোবাসা; দেশপ্রেমী। 'ভট্টা

শেষাংশ

দেশাদুরাশের একটা বাড়াবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

দেশান্তর [স] ১ বি অন্য দেশ। 'দেশান্তরূপে মো দেশান্তর লইবো।' বসু, ১৪৫০। ২ বি দূরদেশ। 'দেশান্তরে আইল ছিরা বাশের উল্লিঙ্গে।' মুকুন্দ, ১৩০০। ৩ বি অন্য ভাষা। 'জন্ম হর পর ঘরে বিবাহ করিয়া পরে দেশান্তরে নিয়া যায়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

দেশান্তর [সি দেশান্তর] ১ ক্রিয়বিধি দেশে থেকে। 'দেশান্তরিত্তি নিভানন্দ সব জানে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিধি বদেশন্ত্যাপী। 'সে পদাঘন করিয়া দেশান্তরিত হইল।' রামায়ণ, ১৮০১।

দেশান্তরিত [সি] বিধি প্রবাসী। 'মহাকবি কালিদাস দেশান্তরিত হৃদয়ে বর্ষাকালেই বিরহে ফেলিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৩০।

দেশান্তরী [সি দেশান্তর] বি বদেশন্ত্যাপী। 'যোগী দেশান্তরীকে দিল এই নিরূপণ।' বিজয়, ১৬৫০।

দেশান্তরীয় [সি] বিধি অন্য দেশ থেকে এসেছে এমন। 'চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বৈশ্বাচারী ...।' দর্পণ, ১৮২২।

দেশাভিমান [সি] বি দেশ নিয়ে অহংকার। 'দেশাভিমান যত তারবরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশনীর হয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

দেশাভিমানী [সি] বি দেশ নিয়ে গর্বিত ব্যক্তি। 'আমাদের দেশাভিমানীরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারিল, ১৯১৪।

দেশাল বিধি হিন্দুত্ব। 'দেশাল সিন্ধুর বড় নুরু পুরু।' জসীম, ১৯০৩।

দেশিক [সি] বিধি দেশীয়। 'সমস্ত দেশিক ও স্থানিক গ্রামোজন হইতে পৃথক করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দেশী [সি দেশীয়] ১ বি স্থানীয় লোক। 'নানাদেশের যাত্রিক দেশী কুল জন্ম।' কুলকান, ১৫৮০। ২ বি দেশে নির্মিত। 'দেশী ব্যাটাই উর্গা, ১৮৭৫।

দেশী আর্ট [সি দেশীয়+ই আর্ট] বি দেশি শিল্প। 'বিভিন্ন আর্ট দূর করে দিয়ে দেশী আর্ট ধরলুম।' অবন, ১৯৪১।

দেশীভাষা [সি দেশীয়+স ভাষা] ১ বি মাতৃভাষা। 'দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অভি।' প্রাথম, ১৭০০। ২ বি সর্বসাধারণের ভাষা। 'দেশটাকে সম্পূর্ণই মঞ্চকরিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটাকে দমল করিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দেশীমত [দেশী+স মত] বি দেশীয় ভাবধারা। 'ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে।' অবন, ১৯৪১।

দেশীয় [সি] ১ বি দেশে প্রচলিত। 'এ দেশীয় ভাষা কি প্রকারে বুঝিবেন।' বেরি, ১৮০১। ২ বি দেশের। 'অন্য কোন দেশীয় মনুষ্য দেশাধিকারী হন।' রাক্ষস, ১৮০৫।

দেশীয় বৃত্তান [সি দেশীয়+ই ত্রিকিচান] বি ভারতবর্ষীয় ব্রিটন। 'সংবাদ্যবিত্ত দেশীয় বৃত্তান।' যোহাঙ্গলী, ১৯০৪।

দেশীয়তা [সি] বি নিজস্বতা। 'এক দিকে আমাদের দেশীয়তা, অপর দিকে আমাদের বহুসংস্কৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দেশীয়ত্ব [সি] বি দেশের ঐতিহ্য-মূল্যবোধ। 'দেশীয়ত্ব গ্রীষ্মকালের মাতৃকোড়েই রক্ষা পায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দেশী শব্দ [দেশী+স শব্দ] বি অভ্যন্তরীণ স্থানীয় শব্দ। 'গতিভরা চেহেরিলেনে ভবন ও দেশী শব্দকে বরকট করতে।' প্রথম, ১৯১৭।

দেশী শিল্প [দেশী+স শিল্প] বি দেশে উৎপন্ন শিল্প। 'দেশী শিল্প

ব্যয়াম প্রকৃতি প্রদর্শিত ... হইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দেশী সাহেবিদ্যানা [সি দেশ+আ সাহিব] বি দেশীয় লোকের বিশেষী আদর্শ অনুকরণ। 'আমাদের দেশী সাহেবিদ্যানার মধ্যে কোনো প্রব আদর্শ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দেশে দেশে ক্রিয়বিধি সকল স্থানে। 'করিল তাহার কাজ লাজ দেশে দেশে।' কৃষ্ণায়ন, ১৭২০।

দেশের বাড়ি বি গ্রামের বাড়ি। 'সমস্ত লোকজন এসে দেশের বাড়িতে জড়ো হলেও।' জীবন, ১৯৩২।

দেশের লোক বি নিজের গ্রাম বা এলাকার মানুষ। 'এই যুদ্ধে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়টিকে আত্মীয় না-বলে দেশের লোক বলাই ভালো।' মল্লান, ১৯৬৮।

দেশোৎপন্ন [সি] বিধি দেশে উৎপন্ন। 'কোন কোন দেশোৎপন্ন শিল্প কোন কোন দেশে পাঠাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দেশোন্নতি [সি] বি দেশের উন্নয়ন। 'কর্মহীনা ... চরকার তৎপরীতে সুতা কাটিতে উদ্দেশ্যে নিয়া দেশোন্নতি করিতে চাহিয়াছেন।' এসলাম, ১৯৩২।

দেশোপকার [সি দেশ-উপকার] বি দেশের মঙ্গলসাধন। 'নানাবিধ দেশোপকারের মধ্যে ... বিদ্যা উপদেশ করা প্রধান কার্য।' অক্ষয়, ১৮৪১।

দেশোপকারক [সি দেশ-উপকারক] বিধি দেশের জন্য উপকারী। 'দেশোপকারক শ্রীত্ব দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীচেষ্টা।' দর্পণ, ১৮৩৮।

দেশোয়ালি, দেশোয়ালী [সি দেশ+ই ওয়ালী] ১ বিধি হিন্দিভাষী অহংকার। 'আসামী ও দূরের কথা, দেশোয়ালি এমনকি একটা উড়ে ফুলিও চোপে পড়বে না।' জীবন, ১৯৩১। ২ বি হিন্দিভাষী কেতমদ্বয়। 'দেশোয়ালীরা সারামাত্র মাঠে আতন ফেলেছে।' জীবন, ১৯৪২।

দেশ্য [সি দেশীয়] বিধি দেশের। 'ভাষাধিপের দেশ্য নাম ইহা হইতে ক্রিয়ক ভিন্ন হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দেশ্য ভাষা [সি] বি দেশি ভাষা। 'দেশোৎপন্ন বা তত্ত্বাত্মীয় অন্য ভাষা হইতে উৎপন্ন যে সকল শব্দ তাহার নাম দেশ্য ভাষা।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

দেশ্য [সি দেশ] বি দেশ। 'এ দেশে এসব ভোগ জানহ বিশেষ।' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৮।

দেশ [সি দেশ] ১ বি দেশ। 'রতনা যে রোজন সাজনা যে বাবিস দ তেজিঅ দেশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০। ২ বি রাজ্য। 'কিন্ত পান্ডাল দেশ সকল দেখুও।' কবীন্দ্র, ১৬৬৭।

দেশয় [সি দেশ+] ক্রিয়বিধি দেশে। 'প্রাপসি সহিতে আইল আপনা দেশয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৬।

দেশস্ত [সি দেশ+] বিধি দেশের। 'এ দেশস্ত লোক এবং বিলাতি লোক।' ক্যালহে, ১৭৮৬।

দেশলাই [সি দীপলাকা] বি মাথার বারুদ পেতারা আতন দ্বালানার কাঠি। 'কতকগুলো দেশা, কতকগুলো প্রহর, বালি দেশলাইয়ের বায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দেশলাইওয়ালী [সি দীপলাকা+]ই ওয়ালী] বি দীপলাইয়ালী বিক্রোতা। 'দেশলাইওয়ালীর কাহ থেকে একটা দেশলাই কিনে ...।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

দেশলাইকাঠি [স দীপশলাকা] + স কাঠিকা] বি মাথায় বাকুদ দেওয়া আঙন জ্বালাবার কাঠি। 'ছাইদানিতে জমতে থাকে, ছাই, দেশলাইকাঠি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দেশলাই [স দীপশলাকা] বি দেশলাই; মাথায় বাকুদ দেওয়া আঙন জ্বালাবার কাঠি। 'বিশাতি দেশলাই বুঝি কোন খোসলমান জাতা ব্যবহার করেন না?' মশাররফ, ১৮৮৯।

দেশলাই [স দীপশলাকা] বি মাথায় বাকুদ দেওয়া আঙন জ্বালাবার কাঠি। 'কেনী দেশলাই জ্বালাইয়া পাইব মুখে ধরিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

দেশলাই [স দীপশলাকা] বি দিয়ানলাই। বিদ্যা, ১৮৯১।

দেশ^১ [স ঘে] বি ঘে। 'রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।' চর্চা ১১, ১২০০।

দেশাণ, দেশাণ [স দেশ] বি (সংসীত) রাগবিশেষ। 'রাগ দেশাণ।' চর্চা ১০, ১২০০; 'দেশাণায়া' বড়ু, ১৪৫০।

দেশাঁড় [স দেশাডর] বি দেশাডর। 'দিগ্ধকৃত্ত দেশাঁড় রে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

দেশাডর [স দেশাডর] বি অন্য দেশ। 'দেশাডরে গেলা দিঙ্গ কুন্টার সনে।' মশাধর, ১৫০০।

দেশেলাই দ্র দেশলাই

দেহ^১ [স বি শরীর] অ। 'আমার কোমল দেহে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বাইরের কাঠামো। 'বিষয়টা দেহ, ভরিতা জীবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

দেহকান্তি [স বি দেহের সৌন্দর্য]। 'দেহকান্তি পৌর কছু দেখিয়ে অক্ষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দেহবাঁচা [স দেহ+বাঁচা] বি দেহরক্ষা বাঁচা। 'দেহবাঁচা ভেঙ্গে গেলে যদি আত্মা-পাখী সড়তি উড়ে যায়।' প্রমথ, ১৯২১।

দেহগত [স বি শারীরিক]। 'তোদের মিলটা শুধু দেহগত।' বঙ্গবন্ধু, ১৯৫৬।

দেহগতি, দেহগতী [স দেহগতি] বি দেহের অবস্থা। 'তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ।' বড়ু, ১৪৫০; 'আগশেই দেশ রাধার দেহগতী।' বড়ু, ১৪৫০।

দেহচর্চা [স বি শরীরচর্চা; ব্যায়াম]। 'এক ব্যসে দেহচর্চা করে গায়ের বল কিছু করেছিলাম বটে।' মনোজ, ১৯৬১।

দেহচ্যুত [স বি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন]। 'নিরবিন্দী-সিপিনীর দেহচ্যুত ডুক।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইন্ধিতা পানি খায়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

দেহছন্দ [স বি শরীরের চলার ভঙ্গি]। 'চিনারের দেহছন্দকে তরুণীর চেয়ে মধুর বলে বীকার করবে।' মুক্তভট্ট, ১৯৪৯।

দেহজ [স ১ বি আত্মীয়বন্ধন; বংশধর]। 'দিবসে না দিব দেখা দেহজের মাঝ।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি দেহ থেকে জাত। 'প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাক্ষা হইতে।' প্রমথ, ১৮৯০।

দেহজগৎ [স বি জীবজগৎ]। 'বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দেহজাত [স ১ বি দেহিক]। 'অতসীর প্রাণে দেহজাত কামনা বিশেষ সেই।' জীবন, ১৯০২। ২ বি দেহ থেকে উৎপন্ন। 'পৃথিবী সূর্যেরই দেহজাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দেহজীবী [স ১ বি দেহ দিয়ে জীবনধারণ করে যে]। 'বিখ্যাত দেহজীবী শিয়ারী।' মাহেনব, ১৯৪৯। ২ বি দেহ শরীরস্থান।

'দেহজীবী প্রেমের কবি হিসাবে তিনি কাশিলাস এবং জয়দেবের সমোহ।' হাই, ১৯৫৪।

দেহতত্ত্ব [স ১ বি দেহের মধ্যেই সকল সত্য নিহিত - এই তত্ত্ব]। 'এই নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া গ্রন্থিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাদুর পাশা ভসেছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি আত্মার সঙ্গে দেহের যোগাযোগ সম্পর্কিত তত্ত্ব। 'আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে ... যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে, কেননা কলেবর আত্মারই একটা দিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি শারীরবিদ্যা। 'কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনতত্ত্ব, কিংবা বড়োজ্ঞার সমাজতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বি অধ্যাত্ম বিষয়ক গানবিশেষ। 'বাউল, ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি নানা প্রকার গান আছে।' যোভাযহর, ১৯৩৭।

দেহতত্ত্ব-গান [স বি অধ্যাত্ম বিষয়ক গান। 'ভজনদাসের দেহতত্ত্ব-গান শুনিতে পাইলাম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

দেহতাত্ত্বিক [স বি চিকিৎসক]। 'কারণ দেহতাত্ত্বিকের জ্ঞানদেশে যাই যোক ...' প্রমথ, ১৯১৩।

দেহভ্যাগ [স ১ বি মৃত্যু]। 'এ কথায় প্রভু দেহভ্যাগ সে সত্যার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বেজামৃত্যু; আত্মহত্যা। 'তাবৎ আমার দেহভ্যাগ প্রতিকার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দেহভ্যাগ করা ক্রি মারা যাওয়া। 'নানা তির্থ করিয়া করিব দেহভ্যাগ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দেহদান [স ১ বি (অন্যের মাধ্যমে) অবয়ব দান]। 'কোনো কল্যাণীন্দ্ৰী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্র সমুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি যৌনমিলনে সম্মতি দান। 'রাখিকার দেহদানের নিয়মকোচ অস্বাভাবিক।' সাজসজ্জার সমারোহের মধ্যে' হাই, ১৯৫৪।

দেহদাহ [স বি শরীরের দহন]। 'মিটালপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

দেহ-দুর্গ [স ১ বি দেহরূপ দুর্গ]। 'দেহ-দুর্গে খুঁলে সকল দ্বার।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি শরীরের অভ্যন্তর। 'দেহদুর্গের মধ্যে কোন শব্দ গ্রবেশ করিলেও তাহাদের বিশেষ কুশ হয় না।' ইন্দ্রানন্দ, ১৯২০।

দেহ-দ্বীপ [স বি দেহরূপ দ্বীপ]। 'যার পরিচয় এই দেহ-দ্বীপ।' শ্যামসুন্দর, ১৯০০।

দেহধর্ম [স বি শারীরিক প্রক্রিয়া]। 'না আহার না নিদ্রা বিরতি দেহধর্ম।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দেহধারী [স বি দেহবিশিষ্ট; শরীর]। 'রক্তমাংসের দেহধারী ত্রী-পুরুষেরা আমার ...' প্রমথ, ১৯১৫।

দেহদান [স বি মৃত্যু]। 'আত্মা দেহদানের পরেও থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

দেহপঞ্জর [স বি দেহরূপ বাঁচা]। 'আমি এই জঘন্য দেহপঞ্জর হইতে উড়িয়ায়াম হইব।' অক্ষয়, ১৯৪৯।

দেহপাত [স বি জীবন বিসর্জন; মৃত্যু]। 'ক্রিমীর মুক্তের সময় ইংলত বীণ অসংখ্য প্রিয় সন্তানের দেহপাত করাইয়া ...' প্রচারক, ১৯০৩।

দেহপিঞ্জর [স বি দেহরূপ বাঁচা]। 'প্রাণবিহীন দেহপিঞ্জর হইতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া হাসানের নিকট চলিয়া গেল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

সেহশুটি

সেহশুটি [স। বি সেহের শুটি। 'হিন্দু-মজলীর এমন উপহারে
তাহাদের ... সেহশুটি হইয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫০।

সেহবন [স। বি সেহরঙ্গ বন। 'তোমার বিরহদাহে, সদ সেহবন সহে
...।' মদনমোহন, ১৩৩৪।

সেহবন্ধ [স। বি সোশাল। 'আমার বুক কাটিতেছে; সেহবন্ধ
ছিড়িতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সেহবন্ধ [স। বি সৌকর মস্ত্রবিশেষ। 'ঘর-বহন, সেহ-বন্ধন,
মুলো-পড়া এ সব জান তো?' পরশ, ১৯১৭।

সেহবন্দরী [স। বি শরীর। 'উজ্জিত তার সেহবন্দরী।' আহসান,
১৯৫০। 'এই সুপীঠ বৃক্ষকাণ্ডে কোনো কুহকিনীর সেহবন্দরী।' মুনীর,
১৯৬৬।

সেহ-বংশি [স। বি সেহ-স বংশী। বি সেহরঙ্গ বংশি। 'এই যে আমার
সেহ-বংশি, কান্না সূতের ওমরে তায়।' নজরুল, ১৯৩৯।

সেহবানী [স। বি ইন্ডিয়ানপারব। 'বৈষ্ণব বড় রকমের সেহবানী।' হাই,
১৯৫৪।

সেহবান [স। বি শরীর। 'সেহবান গ্রামদান/সকলের একমাত্র
পতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সেহবাণী [স। বি শরীর বহন করে এমন। 'প্রকৃতিপুঞ্জের সেহবাণী
শোণিত ঘরা বসি।' সাধারণ, ১৮৭৫।

সেহবিজ্ঞান [স। বি শারীরবিদ্যা। 'গঠন যে ক্রিয়াসাম্প্রদায়িক, এই হচ্ছে
সেহবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব।' গ্রন্থ, ১৯১৩।

সেহবিদ্য [স। বি শারীরতত্ত্ববিদ। 'সেহবিদ্যার বসন, রেহসাম্যার্থের
মহা এই সাতই জীবনের সুশীল লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

সেহবীণা [স। বি সেহরঙ্গ বীণা। 'আমার সেহবীণার ছোটো বকুল
সমস্ত তার।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সেহ-ব্যঞ্জনা [স। বি সেহ-ভবিষ্য। 'ভরিরে তুলসি আমায় ... তার
বিদ্যুৎময় কবিত সেহ-ব্যঞ্জনার।' সূর্য্য, ১৯৪১।

সেহব্যবচ্ছেদ [স। বি অস্বব্যবচ্ছেদ; জীবসেহের গঠন নকশা
পত্রিকা। 'সেহব্যবচ্ছেদের কালে মাস্টারমশায় বোধ হয় তাহা
খানিকটা কুণিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সেহব্যবসায়িনী [স। বি ক্রী বৌদকর্মী। 'নিম্নশ্রেণীর সেহব্যবসায়িনীর
রানির অভিজ্ঞতা।' ভাস্কর, ১৯৪২।

সেহভরা ক্রিয়ণ শরীর জুড়ে। 'রহিমার সেহভরা ধানের গন্ধ।' গুজরা, ১৯৪৮।

সেহ-ভাড়া বিপ সেই ভেঙে পড়ছে এমন। 'উষ গন্ধার ঘমকে, নয়
সেহ-ভাড়া ঘমে।' গুজরা, ১৯৪৪।

সেহভার [স। বি শরীরের গুজন। 'চরনের পক্ষে সেহভার বহন করা
সহজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সেহ ভেঙে আসা কি দুর্বৃত্তার নিজেই হওয়া। 'স্মৃতিতে সেহ
ভেঙে আসছে অথচ ছায়া সেই ঘাস সেই।' গুজরা, ১৯৪৫।

সেহভোগ [স। বি ইন্ডিয়ান সেবা। 'এ আমাদের সেহভোগের বিলাস
দালসা নয় -- এ আমাদের আত্মজ্ঞানপূর্ণ দায়ী।' বেগম, ১৯৬৩।

সেহমেন [স। বি শরীর ও কল। 'বান বায়ুদর সমাজসেবার সেহমেন
উলঙ্গীকৃত করিবে।' চর্যাকর, ১৯০৬।

সেহময় [স। বিক্রিয় শরীরজুড়ে। 'মদি তার সেহময় ব্যাঘি মনোময়
পাপ ... থাকে।' অন্নমা, ১৯২৮।

সেহমাটি [স। বি সেহ+মাটি। বি মৃত্যুর পর সেহ গলে-মাটির সঙ্গে
মিশে যে মাটি তৈরি হয় সে মাটি। 'দিকে দিকে পড়ে আছে ঘাসের
সেহমাটি।' জীবন, ১৯৩০।

সেহ মুহুর [স। বি সেহরঙ্গ আরা। 'ও সেহ মুহুরে হেরিশ্যাম তোর
পরিণাম অবিকল।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

সেহমুখ [স। ১ বিণ বিশেষী। 'গায় যেন সেহমুখ গান।' রবীন্দ্র,
১৮৮৩। ২ বিণ অস্বীয়। 'সেহমুখ তব বাহলতা জুড়াইয়া গাও।' রবীন্দ্র,
১৯১৪।

সেহম্বল [স। বি সেহের কল। 'বাদ্যকে নিজের শক্তিতে নিজ সেহের
উপকরণে পরিণত করার সেহম্বল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেহবাণী [স। বি শরীর। 'সেহবাণী নকশে-শে তৈলানিচিত করিয়া।' বঙ্কিম,
১৮৭৮।

সেহবাণী [স। বি জীবিকা। 'বিবাহ ব্যবসারে কি সেহবাণী নির্বাহ
হয়?' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

সেহমুখী [স। বি সেহমুখ। বি সেহকতি। 'কনকচন্দ্রক সম তার
সেহমুখী।' বঙ্কিম, ১৮৫০।

সেহরকা [স। ১ বি জীবন রক্ষা। 'সেহরকা অবশ্য সকলেরই
কর্তব্য।' গ্রন্থ, ১৯১৮। ২ বি গ্রামত্যাগ। 'ভীত শরীকেই তিনি
সেহরকা করেন।' মালেক, ১৯৪৯।

সেহরুজী [স। ১ বি কোনোক্রি বহিরে বা টিকিয়ে রাখতে যে সাহায্য
হয়। 'পানির ও শিক্ষকসম্প্রদায় তো চিরকালই সনাতনের
সেহরুজী।' জুজী, ১৯৩১। ২ বি সৈনিক। 'বাক্যকে এখনো টিকিয়ে
রেখেছে আমান উল্লার সেহরুজী।' মুন্সজব, ১৯৪৯।

সেহ রাশা কি গ্রামত্যাগ করা। 'রথের দিন সেহ রাশবেন।' মালিক,
১৯৩৬।

সেহরুজী [স। বি সেহের রূপধারী। 'বিধাতার উক্ত সেহরুজী
বিশ্রপাট হরতো বলে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেহরোগ [স। বি শারীরিক ব্যাধি। 'সেহরোগে ভবরোগ দুই তার
কর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেহলতা [স। বি শরীর। 'রানমুখ, সেহলতা কলিত কাতর।' রবীন্দ্র,
১৮৮৯।

সেহলতিকা [স। বি শরীর। 'সীতার ... মৃদুমৃদুশালকর
সেহলতিকা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সেহলাবধ্য [স। বি শরীরের কোমলতা। 'তিনিও রায়বীর সেহলাবধ্য
সেহেই মুক্ত হয়েছিলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

সেহশালী [স। বি সেহবাণী। 'মূলের শব্দত সন্তান বিপুল সেহশালী
শিগ্ৰিত দৈত্যকুল বলিয়া মনে হয়।' গ্রন্থ, ১৯২০।

সেহজি [স। বি শরীরের পরিভাষা। 'তমস্রহ পাঠে হরিকতি ও
সেহজি ও বুদ্ধি নির্মলা হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮২৭।

সেহজী [স। বি সেহের সৌন্দর্য। 'গন্ধর্বের সেহজী বিকৃত হয়ে গেল।' রবীন্দ্র,
১৯৩২।

সেহমুখ [স। বি সেহে গ্রন্থক। 'আপনার সেহমুখক কুসের গন্ধ
অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ।' মুনীর, ১৯৬৬।

সেহসংহান [স। বি সেহের গঠন। 'সেহসংহানখচিত অম বা
অপূর্ণতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

সেহসংহানখচিত [স। বি সেহের গঠনজনিত। 'সেহসংহানখচিত

স্রম বা অপূর্ণতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

সেহেলিকা [সি] বি অসম্ভব। 'গ্রামে গ্রামে ঝটিয়াট গৃহসম্মান সেহেলিকা রক্তে রূপে মানুষের হৃদয়ের জড়িয়ে গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'শ্রীরাধার এই যে সেহেলিকা ইহা আত্মপ্রিয় ক্রীতি যে কাম অহা হইতে উপজিত হই নাই।' হুই, ১৯৫৪।

সেহনুখ [সি] বি শারীরিক সুস্থতা। 'লক্ষা বৈধে সেহনুখ আনন্দসুখ মর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেহসৌখনি [সি] বি সেহরশ সৌখ। 'সুখার নিবিত মোর সেহসৌখনি।' বৃদ্ধ, ১৪৩০।

সেহসৌধিষ [সি] বি শারীরিক সৌন্দর্য। 'আবেগের চোষকে মুগ্ধ করেছে তাঁরই একজন নীনাতিতীন অনুভবের সেহসৌধিষ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

সেহশ্রুতি [সি] বি সৈমিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা। 'সেহশ্রুতি নাহি যার সবারকূপ কঁহা তার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেহ-সুগর [সি] বি শরীর ও মন। 'এ সেহ-সুগর মোর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সেহা [সি] বি সেহ। 'ঘরের সামি মোর সর্বাত্মে সুগর আছে সুলক্ষ্য সেহা।' বৃদ্ধ, ১৪৫০।

সেহাংশ [সি] বি সেহ-অংশ। বি শরীরের অংশ। 'সেহাংশ মঞ্চলসদৃশ কোমল অতি সুদ্র ফুল পাতকে আবৃত।' লক্ষ্মণ, ১৮৫৪।

সেহাভীত [সি] বি সেহ-অভীত। বি শরীরকে ছাড়িয়ে যায় এমন। 'সেহাভীত রূপসখার দিব্যমূর্তি।' হুই, ১৯৫৪।

সেহাছন্দান [সি] বি সেহ-আছন্দান। বি সেহ এবং আছন্দার অভেদজ্ঞান। 'মানুষের যেমন সেহাছন্দান তার সকল বিশিষ্টতার মূল।' ধর্মপত্র, ১৯১৫।

সেহাছবান [সি] বি সেহ-আছবান। বি সেহ ও আছা অভিন্ন। 'এই মতবাদ বা বিশ্বাস। 'বিরোধে ত্রুটির অভিঘাত বৃষ্টিতে নী-শিরিয়া এই স্থল শরীরে যে, সেই আছা, এই নিচয় করিয়া ... সেহাছবানের আরোপণ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৯১০।

সেহাছবানী [সি] বি সেহ-আছবানী। বি সেহ থেকে পৃথক আছা সেই এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'আছা সবচেয়ে নাক্তিক অথবা সেহাছবানী বলে অজ্ঞত এ দেশে গণ্য হব না।' ধর্মপত্র, ১৯২৭।

সেহাছবোথ [সি] বি সেহ-আছবোথ। বি নিজ সেহের প্রতি টান। 'কলা যেতে পারে তার মধ্যে সেহাছবোথ সেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

সেহাছার [সি] বি সেহ-অছার। বি মুক্তা। 'মহাশয়ের সেহাছারের পর ... কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

সেহাছ [সি] বি সেহ-অছ। বি মুক্তা। 'এবংই ব্যক্তিত্ব, সেহাছ নরশাশী হইয়া, অশেষ প্রকারে ব্যাসানুভব করে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সেহাছর [সি] বি সেহ-অছর। ১ বি পুনর্জন্ম। 'বর্তমান সেহে ক্রিয়মাণ স্বর্গের পুনর্জন্মের কর্মের ফলভোগ যে সেহাছর হই।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি মুক্তা। 'সম্প্রতি সেহাছর ঘটিলে।' বিদ্যুত, ১৯০১।

সেহাছর [সি] বি সেহ-অছর। বি শারীরিক কাঠামো। 'আজ তার সেহাছরকে চাক্ষুশ দ্বারা অপরূপিত।' শব্দকোষ, ১৯৬২।

সেহাছর [সি] বি সেহ-আছর। বি শোশক। 'আর একজনদের সেহাছর-বস্ত্র এই প্রেমমুগ্ধতার মধ্যে একজনদের কবরস্থ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'শব্দে সেহাছর মুখিয়া তাহাকে চিত্তার তুলিবার সময় বলিয়া উঠিলাম - বাহুন - বাহুন - বাহুন।' বনফুল, ১৯৩৬।

সেহাবসান [সি] বি সেহ-অবসান। বি সেহত্যাগ। মুক্তা। 'প্রবীণ রাজনীতিকের সেহাবসানের ফলে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইল।' সত্যগোষ্ঠ, ১৯৩৮।

সেহায়ন [সি] বি সেহ-আয়ন। বি চিরকল্প রূপায়ণ। 'তাঁর নায়ক-নায়িকা মানুষ, সে কারণে জাতি, বিধিবিকৃত; কোনও ভাবরূপের সেহায়ন নয়।' শিব, ১৯৫০।

সেহায় [সি] বি সেহ-ই। বি সেহায়ী। 'সেহায় সেহ মো হুজা কল্যাণীলো আলিখা।' বৃদ্ধ, ১৪৫০।

সেহাশ্রী [সি] বি সেহ-অশ্রী। বি সেহজ। 'আমি যে সন্তার কথা বলেছি তা নিতান্তই সেহাশ্রী।' শিব, ১৯৫০।

সেহাছি [সি] বি সেহ-অছি। বি সেহের অছি। 'সমুদ্রগত সেহাছি দিয়া মহাশীপ রচনা করিতেছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সেহি [সি] বি সেহী। বি শরীর। 'সেহি দুঃখ না ছাএ খন্দন।' মালানব, ১৫০০।

সেহী [সি] বি সেহায়ী জীব। 'সেহী যারেরই পৌনঃপুনিক কার্যের অনুসৃতি আছে।' বসুধা, ১৮৭৪।

সেহের কল [সি] বি সেহরশ কল। 'সেহের কল

সেহের জ্যোতি [সি] বি সেহের সৌন্দর্য। 'দশ দিশি ফুটে সেহের জ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সেহের সুয়ার [সি] বি সেহের সীমানা। 'মরির মধুর মোহে সেহের সুয়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সেহের সেহলী [সি] বি সেহের প্রাঙ্গণ। 'সেহের সেহলীতে আগার সেহের অভীত কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেহের শীপা [সি] বি সেহরশ শীপা। 'সেহের শীপার তারে তারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

সেহের বেড়া [সি] বি শরীরের সীমানা। 'ভিত্তিতে সেহের সেহের বেড়া, গেরিতে সেহের কালের শীমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সেহের শূশান [সি] বি সেহরশ শূশান। 'সেহের শূশানে মোহেরে আহতি দিয়া।' মণীশ, ১৯৩৯।

সেহের শীমা [সি] বি সেহের গণ্ডিতে; ভাবলোক থেকে সেহের গণ্ডিতে। 'ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে, সেহের শীমায় আসি দুজনসে সেহা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। 'সেহের গণ্ডি। 'আমার সেহের শীমা গেল পারায়ে ক্ষুব্ধ বনের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেহোস্ত [সি] বি সেহ-উস্ত। বি আছা। 'সেহ থেকে সেহোস্তের উঠতে ... ইটরোপের লোক কোনো দিনই পারবে না।' অল্পদা, ১৯২৯।

সেহে ব্র সেহয়া [সি] বি সেহ-অহনি। 'তোমার আইসনে বদ্বৃকের সেহে ব্রহ্ম মাত্রেই শরীর পুণ্ডিত হইয়াছিল।' রামায়ণ, ১৮০১। ব্র সেহোস্ত, দ্যাত্তক

সেহলা [সি] বি সেহলী। 'সেহলা পাতিল আঠার খালি স্থলি।' বনফুল, ১৯০০।

সেহলি, সেহলী [সি] বি সেহ-ই ১ বি দাওয়া; বারান্দা। 'ধিমিরে দিলালে ছুটি দীপাখিত সেহলী উত্তরি।' সুদীপ্ত, ১৯২৮; 'কিছু দান দেবে গেছে আমার সেহলিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি স্থল। 'সে সেন সুরহায়া শীপা বিজন দীপশী সেহলিতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সেহলিপুরার [সি] বি সেহ-ই ১ বি দাওয়ায় প্রবেশের দরজা। 'অন্তরবির সেহলিপুরারে/বিশিতে আলি জালিল উহারে।' রবীন্দ্র,

সেহা

১৯৪০।

সেহা' ব্র সেহ'

সেহা' [স দূশ্] ক্রি সেহা। সেহি ক্রি সেহি। 'অমঙ্গল সেহিএ বহল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সেহাত [স] বি পণ্ডিত্যাম। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেহাতি, সেহাটী [স] দেহাত> ১ বি পৌষা। 'এক সেহাতি আদি ছন্দ্র।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি পৌষা লোক। 'সেহাটী হিন্দীতে বড় চমকবার।' বিজুতি, ১৯৩৮।

সেহারা [স] দেবপুত্র ১ বি মনির বা সেবার। 'নিকটে উদ্ভট পুরট রচিত সেহারা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দেহা। 'সেহারা পাতিল আঠার খালী ছুদী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেহালা [স] দেবদীপা ১ বি বশু শিশুর কান্না-হাসি। 'শয্যার নিদ্দা জায় বাসা করএ সেহালা কণে কণে হাসে সেই ব্যাখবালা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শিশু। 'নরবিশ দিতে আনে অনেক সেহালা।' রূপরায়, ১৭৫০।

সেহি ব্র সেহ'

সেহী ব্র সেহ'

সেহী [স] দেহশি বি সদর দরজা। 'সাহীরে বালক গিয়া সেহীরা কাছে গিয়া রহিলা গ্রহীণী বেন রেতে।' ভারত, ১৭৬০।

সেহেজ [স] জিহাজ বি দান। 'সেহেজ করিব কুঞ্জে মেশের শহর।' গরীব, ১৭৬৫।

সেহেদা বি দাতা। 'একমাত্র নাজহ সেহেদা বা আপকর্তী।' প্রচারক, ১৮৯৯।

সেহোস্তর ব্র সেহ'

সে [স] দধি বি দধি। ম্যানেওল, ১৭৪৩; 'দাদখানি চাল, মুসুরি, চাল, চিনি-পাড়া সে।' যোগীন্দ্র, ১৮৯৭।

সেতা [স] ১ বি অসুর। 'সেতা দলিলে আসুর সংহারিলো।' পদ্ম, ১৪৫০। ২ বি দানব প্রকৃতির লোক। 'মায়ামর পুরে দিতেছে সেতা পাহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সেতা-কারা [স] বি সেতারের মতো ভয়ানক ও বিশাল কারাগার। 'ভেদি সেতা-কারা/উদ্ভিলাশ পুন আমি।' নজরুল, ১৯২৪।

সেতাকুলপতি [স] বি অসুরকুলের অধিপতি। 'ভূমি সেতাকুলপতি।' মাইকেল, ১৮৫৯।

সেতাত্রাস [স] বি অসুভীতি। 'মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেবঅভিশাপ সেতাত্রাস।' নজরুল, ১৯০০।

সেতা-আসন [স] বি সেতারের ডর সজারকরী। 'আনো আরবার ন্যায়ের নত/সেতা-আসন ভীম প্রত্য।' নজরুল, ১৯৩১।

সেতা-দানব [স] বি সেতাদানব ইত্যাদি। 'এবার সেতা-দানব ধর রে ভাই।' নজরুল, ১৯২৬।

সেতাদান্য [স] দেতাদান্য বি দেতাদানব। 'সেতাদান্যতেই থিরে ধরক।' পরশ, ১৯০১।

সেতাপতি [স] বি সেতারের রাজা। 'খনলোতে উত্তর উত্তর সেতাপতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

সেতাপুর [স] বি ভয়হর স্থান। 'ভয়ভাশের সেতাপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সৈতাপুরী [স] বি অসুরদের আবাসস্থল। 'সৈতাপুরীর কুলবর্তায় চরিতার্থ করুন।' মাইকেল, ১৮৫৯।

সৈতাবনেশেব [স] বি দেতাকুলে জনা নিরেছে এমন। 'আমি সৈতাবনেশেব।' প্রভাত, ১৮৯৫।

সৈতাতবন [স] বি দানবপুত্রী। 'সাত সমুদ্র তেতো নদীর পারে দুর্গম দেতাতবনে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সৈতা-মুক্ত [স] বি দানবশূন্য। 'হবে না সৈতা-মুক্ত?' নজরুল, ১৯২৬।

সৈতারাজ [স] বি দানবদের রাজা। 'হ্রিশাদ ধরদী দান আইলা সৈতারাজ-খাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৈতাপিত্ত [স] বি সৈতারূপ শিশু। 'মাতৃহীন সৈতাপিত্তের ন্যায় বাতাস রূপন করিতে থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৈতাসৈন্য [স] বি দানব সেনা। 'বিরাট সৈতাসৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী।' বিজুতি, ১৯২৯।

সৈত্যাকার [স] দেতা-আকার বি বিশাল বড়ো। 'মেঘনগরীজের সৈত্যাকার পার্ভাতসৌর বিকট সৌন্দর্য।' অলাভিনি, ১৯৫৮।

সৈত্যাকৃতি [স] দেতা-আকৃতি বি বিশাল আকার। 'ইউরোপের সৈত্যাকৃতির সব শিল্প-বাণিজ্য, কা রূপের ও কাজের চাপে মানুষকে পিষে ফেলেছে।' লব্ধ, ১৯২০।

সৈত্যাগার [স] দেতা-আগার বি দেতাপুত্রী; কারাগার। 'এস অষ্টমী-পুণ্ড্র, ভাঙিয়া পাখান-সৈত্যাগার।' নজরুল, ১৯২৪।

সৈত্যারি [স] দেতা-অরি ১ বি সেতারের শত্রু। 'সৈত্যারি লজ্জিতা জন সেবকীজরো।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি ইন্দ্র। 'মেঘলোক হতে হানো সৈত্যারি বাজ।' নজরুল, ১৯৩১।

সৈষ [স] বৈষ বিষাভিক্ত। 'সৈষমন দুর্ঘন দিতিয় সসতি।' মাল্যধর, ১৫০০।

সৈনশিন [স] বি প্রাত্যহিক। 'আমি এই খিলটির মাথানবে বসে দুটি প্রাণের সমস্ত সৈনশিন কার্যকলাপের দ্বারা বেঁটিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৈনশিনতা [স] বি প্রাত্যহিকতা। 'নিশিচ সৈনশিনতাকে তারা কী করে উশেকা করবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সৈনিক [স] ১ বি সৈনশিন। 'প্রভাকর সৈনিক কার্য সমাধানান্তর ... গমনোন্মোদ্য করিতেছেন।' ঞ্জারহর, ১৮৬৯। ২ বি সৈনিক পত্রিকা। 'পৌচরকা পদার্থ লইয়া সৈনিকে, সাত্যহিকে, পাঞ্চিকে, মাসিকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সৈনিক কাগজ [স] সৈনিক-আ কাগজ বি সৈনিক প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। 'একখানি ইংরেজী সৈনিক কাগজ বাহির হয় নাই।' আকাশ, ১৯৪০।

সৈনিকপত্র [স] বি প্রতিদিন প্রকাশিত হয় এমন স্ববরের কাগজ। 'সুখ পাছ প্রায়ে সৈনিকপত্রের লোভী পাড়া ভরিয়ে তুলবে ব'লে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

সৈন্য [স] ১ বি দুরবস্থা। 'সৈন্য উৎসেহ আদি উক্কেতা সৈন্যে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কাতরতা। 'নানা ভাবে বিবশতা পর্ত্ত হব সৈন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সৈন্যভালা [স] বি দীনতার স্বরূপ। 'বৈশাখে বন রুক যখন বহে পবন সৈন্যভালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সৈন্যদশা [স] বি দুরবস্থা। 'হোয়ে দেবের দেব সখিচকক তেইতো

শিবের সৈন্যদল।' রামধাম, ১৭৮০।

সৈন্যদল [স] বি দীনতা ও সংশয়। 'দূর হইল সৈন্যদল।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

সৈন্যদীপ্তি [স] বি দাখিলাকাজ। 'সৈন্যদীপ্তি গৃহে জননজন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সৈন্যদ্রোহ [স] বি দীনতার্পণ প্রেম। 'সব যুগা যুগাইলে যে সৈন্যদ্রোহের অর্থ আসে অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সৈন্যদল [স] বি দুঃখের কথা। 'সৈন্য দল যাহায়েলি দুঃখের রক্ত সৈন্যদল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সৈন্যদ্রবণ [স] বি দাখিলা সুরকারী। 'রসমহ তব মূর্তি, সৈন্যদ্রবণ বৈভব তব অগচয় গরিপূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সৈন্যদ্রবণ [স] বি দীনতা হরণ করে এমন। 'প্রাণভরণ সৈন্যদ্রবণ অক্ষয়কালখান।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সৈন্যদ্রোহ [স] সৈন্য+দ্রোহ। বি দীনতা নিবারণকারিণী। 'দুর্গা পরা সৈন্যদ্রোহ দীনদায়ক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৈব [স] ১ বি দেবতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। 'সৈবে সে জ্ঞানএ বার যেমন ঘটনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অবতার। 'সৈব হৈয়ো জনমিল নন্দের কুয়ার।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বি অলৌকিক। 'সৈব অনুভব রথ গুপ্তের আকার।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯। ৪ বি জাগ্র। 'এখানে সৈবের বসে জীবিতারা যতি ধসে।' মাইকেল, ১৮৬২।

সৈবকর্ম, সৈবকর্ম [স] বি সৈবস্বীর পূজাদি। 'শিলা করিলেই সৈবকর্ম শিতকর্ম ভাণ্য করিতে হয় এমন নাহে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সৈবকৃত [স] বি অলৌকিক কারণে সৃষ্টিত। 'সৈবকৃত নর, তাঁর ইচ্ছাকৃত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সৈবকৃপা [স] বি স্বপ্নের দার। 'আজ সৈবকৃপার দ্বিধা ফাটা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সৈবক্রমে [স] ক্রিবিপ হঠাৎ। 'সৈবক্রমে তাহারি কিছু কাল পূর্বে...' রামধাম, ১৮০১।

সৈব ক্রিয়া [স] বি দেবতা সযত্নীয় কাজ; পূজা-অর্চনা ইত্যাদি। 'মহারাজার সন্তান কিছুই হয় না ইহাতে সকলেই ক্ষোভিত না একার সৈব ক্রিয়া করেন।' রামধাম, ১৮০১।

সৈবক্রী [স] সৈব। বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ সৈবক্রী।' চর্য্য, ৮, ১২০০।

সৈবগতি [স] ১ ক্রিবিপ আচমকা। 'শাহতলা রোসোবে আইল সৈবগতি।' আলোড়ন, ১৮৮০। ২ বি অদ্ভুত। লিখম। 'দ্রৌপদি হামিল তব আবে সৈবগতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সৈবগতিক [স] সৈবগতিক। ক্রিবিপ সৈবগ; হঠাৎ। 'যদি দু-চারটে চন্দ্রপুণি সৈবগতিকে দিতে না চুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সৈবগত্যা [স] ক্রিবিপ জাগ্রদ্রোহ; সৈবগ। 'কোপনিকাস কেবল সৈবগত্যা যে সকল মিশ্র অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন...' বিদ্যা, ১৮৯৯।

সৈবগটনা [স] বি অলৌকিক ঘটনা বা ব্যাপার। '... সপ্তদশদী বাহিনী ব্যবসারের বিষয় ও সৈবগটনা বিষয় ও মহাশা বিবরণ ইত্যাদি...' দর্পন, ১৮৩১।

সৈব জোপ [স] সৈবযোগ। বি সৈবযোগ। 'সৈব জোপে চিত্রাদস গন্ধর্বের গতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সৈবজ্যোতি [স] বি স্বর্গীয় আলো। 'পবিত্রতার সৈবজ্যোতিতে উজ্জলিত হয়ে দেখা দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সৈবজ্ঞ [স] ১ বি ব্রাহ্মণ। 'সুতক্ষনে আরম্ভি জ্ঞান সৈবজ্ঞ আনিয়া।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি জ্যোতিষী। 'সৈবজ্ঞ অনিতে লোক পাঠার তুর্জিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ব্যাপ্তি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামদাস সৈবজ্ঞ।' সৈবধি, ১৮৪০।

সৈবত [স] বি দেবতা। 'ক্ষেত্রে সৈবত রুধি কে পায় ভাঁড়ার।' ক্ষমজ্ঞেয়া, ১৮৭৬; 'ওজনীকা, বাহবল, সহায় সৈবত তরার সমুহ বিয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সৈবদল [স] বি অতিতন্য অবস্থা। 'জ্ঞান বুদ্ধি হারে রাসার সৈবদল।' লালো, ১৮৯৯।

সৈবদুর্ঘটনা [স] বি অদুর্ভাগ্যজনিত বিপর্যয়। 'আকস্মিক সৈবদুর্ঘটনার জীবিতাদের পড়া বদ হইল।' প্রভাত, ১৮৯৭।

সৈবদুর্ঘটিকা [স] বি জাগ্র বিপর্যয়। 'সৈবদুর্ঘটিকা আমার যে দুঃখের ঘটিল।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

সৈবদোষ [স] বি ভাগ্যের দোষ। 'একসমী ভৈলো সৈবদোষ।' বড়ু, ১৪৫০।

সৈবধন [স] বি অলৌকিক সম্পদ। 'সৈবধন উপার্জনের সৈবধন কোনো নিমিত্ত উপায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সৈবধর্ম [স] বি সৈববাদী। 'আজ রে মানব হলো সৈবধর্ম।' বিদ্যা, ১৮৭২।

সৈবনির্ভর [স] বি অলৌকিকতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এমন। 'দুটোই সৈবত, দুটোই সৈবনির্ভর।' মল্লা, ১৯২৮।

সৈবদাম [স] বি সৈবদাম। 'সৈবদামে করে সংসার/ কতি জনতার গিয়েছে গুরে।' সত্য, ১৯৪০।

সৈবদল [স] বি বিধিগত ভিত্তি। 'দুর্দান্ত মানবল, সৈবদল বলা, পড়াভবি সুদলে ঘোরতর রপে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সৈবদে [স] ক্রিবিপ হঠাৎ। 'অজ্ঞান পুরে কত সৈবদে দৃঢ়তম জ্যোতিষের স্বীকৃত পদবিন দিল নাহি পশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সৈবদান [স] সৈববাদী। বি অদৃশ্য সৈবতার উক্তি। 'না করিহ ভয় কীছু হৈল সৈবদান।' মাল্যধর, ১৫০০।

সৈববাদী [স] ১ বি আকাশবাদী; অলৌকিক উলস থেকে আসা কথা। 'হৈল সৌভাগ্যী বড় তলি সৈববাদী।' কুজায়, ১৭২০। ২ বি সৈববাদ। 'সংকুত বিদ্যা অতি প্রাচীন সৈববাদী কোন দেশভাষা নহেন।' দর্পন, ১৮৩৮।

সৈববিভূষণ [স] বি ভাগ্যের প্রতিভূত। 'সৈব সৈবি কি সৈববিভূষণ কিছুতেই মনস্কিই হইতেছে না।' রামধাম, ১৮৫৪।

সৈববিদ্যা [স] বি অলৌকিক জ্ঞান। 'শতীশ কমাটি আমাদিগের সৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলো...' স্বর্ধি, ১৮৭৪।

সৈববিশিষ্ট [স] বি সৈবহেতু বিশিষ্ট। 'সে যোড়ার সৈববিশিষ্ট পূর্বে কখনো হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সৈববিশাক [স] বি ভাগ্যের বিভূষণ। 'মহাশয় আজ সবধে বিনষ্ট হইত, সৈববিশাকে ভাঙা হইল না।' মল্যায়, ১৮৮৫।

সৈববিত্ত [স] বি স্বর্গীয় আলো। 'সৈববিত্তা দীপিল নয়নে স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পুরিল সহসা।' মাইকেল, ১৮৬১।

সৈব ব্যাখ্যাত [স] বি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। 'সৈব ব্যাখ্যাত বশতঃ যদি

শস্য না জন্মে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৮৮।

দৈব ভাণ্ডা [স] বি অদৃশ। 'এ অতি উন্নত হবক দৈব ভাণ্ডা ইহার অধিক।' *রায়রাম*, ১৮০১।

দৈববোধ [স] বি আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 'দৈববোধে নিঃশব্দিত ব্যাসের বচন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

দৈববোধোৎ [স] *ক্রিয়* অপ্রত্যাশিতভাবে। 'দৈববোধোৎ কাহে পারিল নাগে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

দৈবলক্ষ [স] *বিশ* ভাণ্ড্যক্রমে-পাওয়া। 'দৈবলক্ষ ব্রাহ্মণবালকটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

দৈবশক্তি [স] বি অলৌকিক ক্ষমতা। 'এ আচর্য্য ক্ষমতাপন্ন ইহার অনেক দৈবশক্তি।' *রায়রাম*, ১৮০১।

দৈবাবধীন [স] *দৈব-অধীন*। *বিশ* ভাগ্যের অধীন। 'মানুষ যে দীন দৈবাবধীন হীন পদার্থ নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

দৈবানুকম্পা [স] *দৈব-অনুকম্পা*। *বিশ* দেবতার দয়া। 'পথ চেয়ে বসেছিল দৈবানুকম্পার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দৈবায়ত্ত [স] *দৈব-আয়ত্ত*। ১ *বিশ* ভাগ্যের বলে ঘটতি। 'গত সঙ্কটে দেবায়ত্ত আমারসের জ্ঞাপন করিতে এই ক্রটি হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ *বিশ* দেবতার আয়ত্ত। *সেবধি*, ১৮৩৯।

দৈবাহত [স] *দৈব-আহত*। *বিশ* অলৌকিক আঘাতগ্রস্ত; বজ্রাঘাতগ্রস্ত। 'বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দৈবিক [স] *বিশ* দেব সম্বন্ধীয়। 'ভৌতিক হোক, দৈবিক হোক, কিছুতে মানব না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৈবী [স] *বিশ* অলৌকিক। 'সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

দৈবীকরণ [স] বি দেবতাসুলভ অববরণ। 'ক্লাসিক শিল্পী হিন্দু শিল্পবাহুর ভাষায় আকাশ থেকে দৈবীকরণ ধান্যবোম্ব অঙ্কন করে নিজের চিত্রলোকে প্রত্যাক করেন।' *সিব*, ১৯৫০।

দৈবীশক্তি [স] বি দৈবশক্তি; অলৌকিক শক্তি। 'গন্ধর্ব্বসেন স্কন্ধীয় দৈবীশক্তিতে ঐ রামির মধ্যে ... নির্মাণ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

দৈবে [স] *দৈব*। *ক্রিয়* হঠাৎ। 'দৈবে সম্ভাইল যোর পাসের ভিতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৈবেসেবে [স] *দৈব*। *ক্রিয়* কখনো কখনো। 'আমার কাছে দৈবেসেবে সাহায্য নিতে এসেছে।' *মুক্তভা*, ১৯৫৮।

দৈবোবাধী [স] *দৈব*বাধী। *বিশ* অদৃশ দেবতার উক্তি (লোকবিবাস)। 'দৈবোবাধী ছিলো, যে পূর্ণা ব্রহ্মো অবতীভ্য হইলেন।' *আজ্ঞোনিয়ো*, ১৭৪৩।

দৈবাহ [স] *স*, *স্ব* যুক্ত হওয়ায় 'ত'। ১ *ক্রিয়* হঠাৎ। 'লুকমান যুগান ভ্রমণ করিতে দৈবাহ অস্মীয়াতে পৌছিল।' *তারিণী*, ১৮০৩। ২ *বি* আকস্মিকতা। 'দিতান্ত দৈবাহেতর যোগসাজ্জ মাত্র।' *শতকৃত*, ১৯৫৮।

দৈবাতক্রমে [স] *দৈব*াতক্রমে। *ক্রিয়* দৈবক্রমে। *এডমন*, ১৭৯৩।

দৈবোবাধী ব্রহ্ম

দৈবাত্তমত [ফা] *দুঃস্বত্ম*+*মত*। *ক্রিয়* যথার্থি। 'দৈবাত্তমতে গদ্যপাট কাগজ তৈয়ার করিয়া ...'। *তাতি*, ১৭৯২।

দৈর্ঘ্য [স] বি দীর্ঘতা। 'তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

দৈর্ঘ্যলক্ষ [স] বি দীর্ঘলক্ষ। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ, দৈর্ঘ্যলক্ষ, উর্ধ্ব লক্ষ, দৌড়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

দৈশিক [স] ১ *বিশ* দেশ সম্বন্ধীয়। 'সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদৈশিক কেন্দ্রভাষ্য পরিণত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিশ* স্থানিক। 'কাছনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষত্ব-গ্রস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দৈস্য [স] *দস্য*। *বি* ডাকাতি। 'অগ্নি পানি চোর দৈস্য তুনে রাজ ভও।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৈষ্য [স] *দস্য*। *বি* লুণ্ঠন। 'লড়িল তাড়নে দৈষ্য করিল অহির।' *মালাধর*, ১৫০০।

দৈস্যো [স] *দস্য*। *বি* দস্যু। 'যে দৈস্যো বিত্তি করে।' *আজ্ঞোনিয়ো*, ১৭৪৩।

দৈহিক [স] ১ *বিশ* শারীরিক। 'দৈহিক কোন ক্রেশ শীকার না করিয়া।' *বসুদত্ত*, ১৮২৯। ২ *বিশ* দেহসংক্রান্ত। 'মৃত্যু হইলে পরে, দৈহিক পরমাণুসমূহে রাসায়নিক চাক্ষুষ সম্ভার হয়।' *বল্লভ*, ১৮৭৫।

দৈহিক-জীবন [স] বি ইহজীবন। 'দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন-না-একদিন ঘটবেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

দৈহিক-পরিমাণ [স] বি দেহের পরিমিত। 'দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে খুব প্রশস্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দৈহিক-বস্তু [স] বি শরীর। 'দৈহিক-বস্তু বিকলকায়ী ম্যালেরিয়াতে বেশ হইতে বিতাড়িত করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

দৈহিক শ্রম [স] বি শারীরিক শ্রম। 'মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

দৌ [স] *বৌ*; *পা*; *ফা*; *ফা*। *বিশ* দুই। 'বাম দাহিণ সো বাটা ছাড়া সান্তি বুলখটে উসকেলিউ।' *চর্য্য* ১৫, ২২০০।

দৌ-আঁশলা [দৌ+আঁশলা] ১ *বিশ* দুই রকম ভাষার মিশ্রণভাষ্য। 'নিজের মতামতও দৌ-আঁশলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বিশ* বর্ণসংকর। 'পুরো বিলেতি না হোক, উল্লসের দৌ-আঁশলা।' *প্রমথ*, ১৯০১।

দৌআঁশলা [দৌ+আঁশলা] ১ *বিশ* বর্ণসংকর। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'এসের বিশ্বাস দৌ-আঁশলা কুকুরের ল্যাজের মতো।' *প্রমথ*, ১৯০৫। ২ *বিশ* দুই প্রকার ভাষার মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট। 'একে একটা দৌ-আঁশলা ভাষা বলাই নিরাপদ।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

দৌআছালা [দৌ+আঁশলা] *বিশ* দুইমুখে চরিত্রের অধিকারী। 'একদ্বৈতীয় দৌআছালা লোক যদি অনুবিধাধোণ করেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

দৌআনী [দৌ+আনা] বি দুই আনা বা আট পরমাণু মূল্যের মুদ্রা বিশেষ (পূর্বে প্রচলিত)। 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দৌআনী আনী আখআনী প্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

দৌআসলা [দৌ+আঁশলা] *বিশ* দুই ধরনের উপাদান মিশ্রণের ফলে জাত। 'এই শ্রেণীর শব্দকে আমরা সংকর বা দৌআসলা শব্দ বলিব।' *শব্দীমুদ্রা*, ১৯৩১।

দৌকড়া *বিশ* দুই চামচ। 'দৌকড়া চিনিরই সব দৌষ।' *জীবন*, ১৯৩২।

দৌকর [ফা] *দৌ*। *ক্রিয়* দ্বারা। 'দৌকর করিবে কাজ বলাই তাহার।' *ভারত*, ১৭৬৬।

দো-কামরা [দো+প কামরা] কিং দুই কক বিশিষ্ট। 'একটা দো-কামরা গাড়িতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দোখাণি [দো+স খণ্ড] বিশিষ্ট। 'দোখাণি সরস ওয়া বিড়বেকা পান।' মুহুন্দ, ১৬০০।

দোতনা [দো+তনা] কিং দুই রাকাতবিশিষ্ট। 'সবে তথা দোতনা নামাজ গুজারিলা।' সুলতান, ১৭০০।

দোখাণী [দো+স খণ্ড] বি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'দোখাণী বাজে জোড়া।' মুহুন্দ, ১৬০০।

দোচারিণী [দো+স চারিণী] বি চিচারিণী। 'চল দোচারিণী তোরে আমি জানি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

দোচালা [দো+চালা] কিং দুই চালবিশিষ্ট। 'দুখানা ছোট দোচালা ঘর।' বিজুতি, ১৬০১।

দোচোকেব্রত [দো-চোকা+স ব্রত] ক্রিবিধ বাহ্যবিচারহীন। 'মিউটীর সময় গণপমেট যেমন দোচোকেব্রত ভঙ্গিয়ার জুটিয়ে ছিলেন।' হুজুম, ১৮৬১।

দোহাড়ি [দো+হাড়ি] কিং দুই হাড়ি। 'দোহাড়ি মুক্তির পাতি।' সুলতান, ১৭০০।

দোছোট [দো+ছোট] বি দো পাট। 'দোছোট করিআ পরে তব্বের সড়ি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

দোজ্ঞান [দো+স জ্ঞান] বি দুজন। 'দোহান দোজ্ঞান না কর নিষেধ।' সুলতান, ১৭০০।

দোটান [দো+টান] বি ধিখা। বিদ্যা, ১৮৯১।

দোটানী [দো+টানী] ১ বি দুটি জিন্ন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ এবং দুই ধিখা। 'বরসটা একটু দোটানী রকম।' বজ্রিম, ১৮৭৫। ২ বি সন্দেহ। 'দিলের অধীন লালন ভুলে লে না মনের দোটানী।' হুজুম, ১৮৯০। ৩ বি সংশয়। 'দোটানায় পড়িয়া পলে পলে আমদিসাকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে...' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ ক্রিবিধ কখনো এদিকে কখনো ওদিকে। 'এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

দোটানায় পড়া ক্রি বিখ্যাত হওয়া। '... এই দোটানায় পড়ে আমি একটা কথা শিখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'বড়ো দোটানায় পড়িয়াছে রাসু।' মানিক, ১৯৩৬।

দোটেকা বি আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ। মনোএল, ১৭৪৩।

দোঠো বিপ অতি সামান্য। 'প্রথমে আশাস দিলে যে কেবল দোঠো কথা বলে সে চলে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দোভালা [দো+ফা ডাল] বি দুই ডালের সংযোগস্থান। 'মাতা বেঁধেছি ওর একটা দোভালায়।' বিজুতি, ১৯৩৮।

দোভরকা [দো+ফা ভরফ] কিং উভয়শব্দীয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

দোভরফি [দো+ফা ভরফ] কিং উভয়শব্দীয়। 'দোভরফি নালিসে বানসানো ক্রোধান্বিত।' রামরায়, ১৮০১।

দোভরা [দো+ফা ভর] বি ম্যাডালিনের মতো চার তারওয়ালা বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। মনোএল, ১৭৪৩।

দোভলা [দো+স ভলা] বি দ্বিতীয় ভলা। ওয়া, ১৭৮৫। 'দোভলার ভিনটি ঘর সম্পূর্ণ আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দোভলা বাস [দোভলা+ই বাস] বি দুই ভলাবিশিষ্ট বাস। 'কি চমককরই যে লাগে দোভলা বাসের সামনের সীটগুলিতে গিয়ে

বসলে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

দোভার [দো+ফা ভার] বি পাণ্ডি। 'অনিয়া যে মুসলমান শিরের দোভার।' গল্পীব, ১৭৬৫।

দোভারা [দো+ফা ভার] বি ম্যাডালিনের মতো চার তারওয়ালা বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবার দোভারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ সমজল বাহে সুশলিত।' আলোগল, ১৬৮০।

দোভালা [দো+স ভলা] কিং দুই ভলাবিশিষ্ট। 'এক দোভালা পাকা বাটা।' ক্যালথ, ১৭৯১।

দোভালা বাস [দো+স ভলা+ই বাস] বি দুইভলা বিশিষ্ট বাস। 'করাটার রাত্তার কয়েকখানা ... দোভালা বাস চলছে।' মাহেনব, ১৯৪৯।

দোখকা [দো+খকা] কিং দুই দিকে থাকে এমন। 'যে ব্যক্তিকে দোখকা বুঝি, উচিত যে তাহার সহিত সমস্ত ব্যাপার তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করি।' তারশ্রী, ১৮০৩।

দোখার [দো+স খার] বি দুই দিক। 'লালন ককির এখার ওখার দোখারে বাবি খার।' লালন, ১৮৯০।

দোন ১ কিং দুটি। 'বাঁধি থাকে আত্মাএ আত্মার দোন হাত।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি দুইজন। 'কম্বল না করে দোন পাইয়া কাপড়।' রবীন্দ্র, ১৭৬৫।

দোমিরি বি মালা। 'মতির দোনের কটা গলসেশ সাজে।' ভবানী, ১৮২৫।

দোনির কিং দুই প্যাচওয়ালা। 'দোনির তেনরি পাঁচনির হার বাবুবন্দ।' দর্পণ, ১৮২১।

দোনোলা বন্দুক [দো+স নল+ত্ব বনদুক] বি দুটি নলবিশিষ্ট বন্দুক। 'আমার হাতে দোনোলা বন্দুক আছে।' বজ্রিম, ১৮৮২।

দোনোলা [দো+স নল] কিং দুটি নলবিশিষ্ট। 'বাবা একটা দোনোলা বন্দুক হাতে করে ছুটে এসে উপস্থিত।' গমক, ১৯৩৩।

দোপটি কিং দুই সারি। 'চারি দিশেই দোপটি সহর।' রামরায়, ১৮০১।

দো-পড়া [দো+পড়া] বি যে নারীর বিয়ে ঠিক হবার পর ভেঙে গেছে। 'ও মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে।' বিজুতি, ১৯৩১।

দোফকা [দো+স ফলক] কিং দুইবার ফলে এমন। 'দোফকা টিকির চাষ কর তাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

দোফাঁক [দো+ফাঁক] কিং দুই ভাগ। 'পৃথিবী দোফাঁক হও আমি তোমার ভিতরে সঁদুই।' গায়ত্রী, ১৮৫৮।

দোফের [দো+ফি ফের] বি দুই প্যাচ। 'মেশী দাঁতে সিয়া দোফের করিয়া কাপড় পড়িয়া পাহার বাহার দেখান।' ভবানী, ১৮২৮।

দোবজা [দো+ভাজ] কিং দুই ভাজবিশিষ্ট। 'জয়হরি তাড়াডাডি চান্দর তুলে একখান পাইডওয়ালা মুতি দোবজা করিয়া হন হন করিয়া চলিলেন।' গায়ত্রী, ১৮৫৮।

দো-ভাজা [দো+ভাজা] কিং দুইবার ভাজা হয়েছে এমন। 'দো-ভাজা চিড়া চিনি আর নারকেলা।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

দোভাব [দো+স ভাব] বি অন্যথা। 'কদাচিত মনেত দোভাব না ভাবি।' সুলতান, ১৭০০।

দোভাষী [দো+স ভাষী] বি যে উভয়ের ভাষা বা বক্তব্য অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেয়; ইন্টারপ্রিটার। 'তোমাঙ্গের শিবিরে কি দোভাষী নাই।'

দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

দোভাষীগিরি [সো+স ভাষী+ফা গিরি] বি এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় বৃথিয়ে দেওয়ার কাজ। 'সে কথাটা দোভাষীগিরি করে বেশ ভাল করেই রূপনয়ম হল।' মুম্বতবা ১৯৫২।

দোভাষী [সো+স ভাষী] বি যে এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় বৃথিয়ে দেয়। ওর্গা, ১৭৮২।

দোমনা [সো+স মনঃ] ১ বিণ অধিগতিত। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ বিধায়াত। 'অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে সো-মনাভাবে ভাঙ্ক বদল।' মঙ্গীশ, ১৯৫৭।

দোমনা করা ১ ক্রি অমনোযোগী হওয়া। 'দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ ক্রি ইজত্তত করা। 'আজ সকাল কুদাশ-ভিলে হাওয়া দোমনা করে বইছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দোমহলা [সো+আ মহলঃ] বি দুই মহলবিশিষ্ট। 'দোমহলা ঘর বানাইবার ...।' ক্যাপসে, ১৭৮৯।

দোমোটিয়া [সো+স মতিখাঃ] বিণ দুইবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে এমন। 'আপন বাটিতে ঐ দোমোটিয়া প্রতিমা সেখিরা অভিনয় রাখাশিত হইল।' দর্পণ, ১৮২০।

দোমোহা [সো+ফা মোঃ] বি দুই মাস। 'দোমোহা আড়স খরচা বাবী এক চালান আড়কাট ৭১১ টাকার কাত ...।' উর্গা, ১৭৯২।

দোমোটি বি ভাঁজ। মনোএল, ১৭৪৩।

দোমোখা বিণ উভয় শিঠেই সমান কারক্যকা বিশিষ্ট। 'দোমোখাপেড়ে, সীতপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

দোশালা [সো+আ শালঃ] বি শালের জোড়া। 'জরির হাসিয়া পাখ্যসিক্ত দোশালা ... দক্ষিণা দিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

দোসারি [সো+সারি] বিণ দুই সারি। 'চলিলা দোসারি দুই যত পাটোয়ার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দোসালা [সো+আ শালঃ] বি শালের জোড়া। 'তাহারদিককে পটবস্ত্র ও শাল দোসালা ও নগনে চারি শত টাকা ...।' দর্পণ, ১৮২২।

দোহোরা ১ বিণ দ্বিগুন। 'তাহার সকল জীনবের দোহোরা হালীল লাগিবেক।' ক্যাপসে, ১৭৮৮। ২ বিণ মাঝারি গড়নবিশিষ্ট; রোগাও নয় মোটাও নয় এমন। 'দোহোরা আকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

দোখা ত্র দোহা

দোখাত [আ] বি দোয়াত; কালি রাখার পাত। বিদ্যা, ১৮৯১।

দোখাদিশ [স দাদশ] বিণ দাদশ সংখ্যক। 'দোখাদিশ আউলিয়া বর লগাত-উম্ম' বাহরাম, ১৬৫০।

দোইম দরজা [ফা সোওগ্রাম-দরওয়াজা] বি দ্বিতীয় ছান। 'দোইম দরজায় কোঁসপি ছিলেন।' ক্যাপসে, ১৭৮৫।

দোউড় বি প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। 'দোউড় হইয়াছিল দুইজনের মধ্যে।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

দোউরী [স দৌরী] বি স্ত্রী দুটি বা কন্যার কন্যা। ওর্গা, ১৭৮২।

দোএম [ফা সোওগ্রাম] বিণ দ্বিতীয়। 'সনাত রকম দোএম।' ক্যাপসে, ১৭৮৪।

দোওয়া [আ দুয়া] বি প্রার্থনা। 'ইমামের দোওয়াতে যে গোণা হবে মাজ।' গঙ্গীব, ১৭৬৫। 'দোওয়া করো তোমরা সবে।' নজরুল, ১৯২২।

দোওয়া [স দোহনঃ] ক্রি দোহন করা। 'দুখ দোওয়া পড়ে থাক।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

দৌই [স দখি] বি দখি। 'কপ দীপ্তি করে মাছে রূপদীপ্তি করে দৌই।' দর্পণ, ১৮২১।

দৌহ [স রৌ] বি দুই জন। 'ভাবক ভাবিনী দৌহ বিরহ সন্তাপ।' বাহরাম, ১৬৫০।

দৌহা, দোহা [স রৌ] ১ বি দুজন। 'বাহ পদাতিয়া দৌহে দৌহা ধর। দুই অধরামৃত দুই মুখ ভর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ দুই জনের। 'শাও-পাঠ মুখে জপে মনে প্রেম রস ভাবে বাহিলেগে দৌহা প্রেম ফান।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ ক্রিবিণ দুই জনের প্রতি। 'তধু দুই দৌহা মুখ চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

দৌহাকার বিণ উভয়ের। 'কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দৌহার বিণ উভয়ের। 'দৌহার নয়নজলে দৌহার শরীর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

দৌহে ১ ক্রিবিণ দুইজনে। 'দুহা দোহি অন্তরেতে দৌহে কুতুহলী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ দুইজনের। 'এবে দৌহে গোরা ভনু।' রামহরাদ, ১৭৮০।

দৌহা [স রৌ] বি প্রাচীন বাংলা অপভ্রংশ ও মধ্যযুগের হিন্দিতে রচিত দুই-দুইয়ের পদ। 'বাহার দৌহায় মিলেছিল দুই হিন্দু মুসলমান।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

দৌহাকার বি দৌহা রচয়িতা। 'দৌহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন।' প্রথম, ১৯১৭।

দোকতা [আ দুকাতা] বি শুকনা তামাক পাতা; সাদা পাতা। 'দোকতা কড়া গাছা চরস সিঁচি আদি যত।' ভবানী, ১৮২৫।

দোকাট কপি বি মূলকপি। ওর্গা, ১৭৮৫।

দোকাভারি [আ কভারঃ] বিণ দুই সারিবদ্ধ। 'চকের মুড়া পর্বত দোকাভারি আসাবরদার ও চাপদার।' রামরাম, ১৮০১।

দোকান [ফা দুকান] বি ক্রয়-বিক্রয়ের ঘর। 'দোকান দাফন মেগিল তখন সেখিয়া গাহকিগণ।' চন্দ্র, ১৫৫০।

দোকান খোলা ক্রি ব্যবসা শুরু করা। 'রাভায় চকুর দোকান খুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দোকানঘর [ফা দুকান+ঘর] বি ক্রয়বিক্রয়ের ঘর। 'বসন্তবাটী কিবা দোকানঘর গুণগরহ খড় কিবা বিচালি কিবা হোগল ও দরমা গুণগরহ।' ক্যাপসে, ১৮০০।

দোকান ভোলা ক্রি কাজ শেষে দোকান গোঁটানো। 'সন্ধ্যা এল, দোকান ভোলা, গারের দৌকা তৈরি হল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

দোকানদার [ফা দুকান+ফা দার:] বি পণ্য ব্যবসায়ী। 'দোকানদার মহাজনের গুল্ল গুল্ল টাকা দেনা হইলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

দোকানদারি, দোকানদারী [ফা দুকান+ফা দারী] ১ বি কেনা-বেচার কাজ। 'এই কাজে দোকানদারি চাই।' বহিম, ১৮৮২। 'তাছাতে এতপ দুকোচুরী বা দোকানদারী ছিল না।' দীপিকা, ১৮৮৭। ২ বি লাভ-শোকসানের হিসাব। 'আমরা সেবস্ত্রি সম্বন্ধে এমন দোকানদারির কথা বলিয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

দোকানদারির দিন বি স্বার্থপরতার যুগ। 'আজিকার দোকানদারির দিনেও তাহা অশব্দ নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দোকানপত্তর [যা দুকান+স পত্র] বি দোকানপাট। 'বাড়িগুলোর রাস্তার ধারের ঘরগুলোতে জমজমাট দোকানপত্তর।' *বিশ্ব*, ১৯৫৩।

দোকানপত্তর বি দোকানপাট ইত্যাদি। 'দোকানপত্তর আলো দিয়ে সাজানো।' *প্যামশ*, ১৯৬৭।

দোকান পাট [যা দুকান+স পাট] ১ বি ব্যবসা। 'আমাদের দোকান পাট বন্ধ হইল ...।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ বি দোকান ও দোকানে রাখা পণ্যসামগ্রী। 'দোকানপাট বন্ধ করিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'দোকানপাট সব তুলে দিলে?' *সরথ*, ১৯১৭।

দোকানপাড়া [যা দুকান+স পাটক] বি বাজার। 'নতুন-গড়া দোকানপাড়ার এক পারলিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

দোকান-পানে ক্রিবিধ দোকানের দিকে। 'ওই যে ছেলে কাতর চোখে দোকান-পানে চাই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

দোকান ফাঁদা ক্রি দোকান পেতে বসা। 'মিস্ত্রী তাহলে শেষে এইখানে দোকান ফাঁদলে।' *শতক*, ১৯৫৮।

দোকানবাজার [যা দুকান+বাজার] বি হাট-বাজার। 'ভগোবানের নিকট দোকানবাজারের সস্তাব হিন্দী না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

দোকানি, দোকানী [যা দুকান+] ১ বি বিক্রেতা। 'দোকানি পাতিয়া সেল হটি।' *রাই*, ১৭১০। ২ বি দোকানের মালিক। 'সিদ্ধপণ দোকানী চারপাশ ঘোর।' *ভারত*, ১৭৬০।

দোকা [যা দুকাট] বি ভাষাক গাছের তরুণা পাতা। 'যত সব নারী নর দোকা খাও পানে।' *ভট্ট*, ১৮৫৮।

দোকাপাতা [যা দুকাট+স পত্র] বি ভাষাকের তরুণা পাতা। 'আতুলগুলো দোকাপাতার ঘে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দোখতা [যা দুখতা] বি পানের সঙ্গে খাওয়ার জন্য মশলা যেহেতু ভাষাক পাতার ঝড়া। 'এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান-দোখতা বেতে।' *হেমথ*, ১৯৩১।

দোখ [স দোখ] বি দোখ। 'বেলি ন করিছ বড়াকি দোখ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৯০।

দোখতি [দো+স খতি] বি বাদ্যবিশেষ। 'শব্দ কাছে দোখতি বন্ধুরী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোখতি' *দ্র* দো

দোখতা' *দ্র* দোকা

দোখজ [যা] বি ওড়না। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোখৌড়কা [স দুই+] বিপ নির্লজ্জ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

দোছরা [হি দুসরা] বিপ ভিত্তীয়। 'দোছরা রোজোতে গিখি দরবার করিল যদি।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোছখ [যা] বি ইসলামমতে পরকালে পাণ্ডিত্যের সাক্ষির যন্ত্রণাদায়ক স্থান; নরক। 'বহেশুপ উপর দেখ দোছখের ভার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

দোছখী [যা] ১ বিপ পাণী। 'হানাকি মজ্জাবানধিপশিপকে ঘোষণেক, বোয়ানতি ও দোছখী বলিয়া ...।' *পরিভ্রত*, ১৯২৫। ২ বি নরকে বসবাসকারী। 'বহ দোছখী বেবেশে চুকে পড়েছে।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

দোছবর [প্রা দোছো+স বর] বি ভিত্তীয়বার বিয়ে করেছে এমন ব্যক্তি। 'এখন দোছবর গেলেও দিয়ে দিই।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

দোছবরে [প্রা দোছো+স বর+] বিপ ভিত্তীয়বার বিয়ে করেছে এমন। 'দোছবরে বলেই তো সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাগি

হয়েছে।' *হেমথ*, ১৯১৬।

দোটা' *দ্র* দো

দোড়খাপ [দোড়খাপ] বি উদ্ভাবনে সঙ্গত চলোকা। 'দোকের ভিত্তের মধ্যে দেখ হাত ঘোঁরা দিয়া কি আর দোড়খাপ করা চলে।' *সবুজ*, ১৯১৭।

দোড় [যা দণ্ডায়] বি দোয়াত। 'তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতেব তাড়ি, দোড়, কলম সে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠোলে পাঠাইন, তাতেই উজ্জ্বল গেল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

দোড় কলম [যা দণ্ডায়+আ কলম] বি দোয়াত ও কলম। 'আপনার সোনার দোড় কলম হোক।' *হেমথ*, ১৮৬১।

দোদুল [স] বিপ দুলাহে এমন। 'প্রভুর পদে সোহাগ-মণে দোদুল কলেরব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'বসন্তের পবনে দোদুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

দোদুল-দুল বিপ দোদুল্যমান। 'ওগো নির্জনে বকুলশাখায় সোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'তাঁবের হাওয়ার দোদুল-দুল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২২।

দোদুল্য [স] বিপ দুলাহে এমন। 'পাকা ফসলের দোদুল্য অঙ্কলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

দোদুল্যতা [স] বি সোলভত অবস্থা। 'সমুদ্রের ভীষণতায় একই আন্দোলনের নৃত্য-দোদুল্যতার যোজন্য করে ...।' *মোহনহর*, ১৯১৭।

দোদুল্যমান [স] বিপ ভারসাম্যহীন; অনবরত দুলাহে এমন। 'দশ আনা শরীর নিরাশ্রয়নে দোদুল্যমান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

দোদেল [যা] বিপ বিখাখিত মনোভাবসম্পন্ন। *দোদেল বান্দা* [যা] বিপ বিখাখিত মনোভাবসম্পন্ন। 'অস্তবাজারে দোদেল বান্দা হইলেও জাতীয় দেশের পরা।' *হোলভান*, ১৯২৩।

দোদুল্যমান [স] বিপ কম্পমান। 'বায়ীর উদ্দেশে দোদুল্যমান ভিত্তিক্রিকেট গ্রবেশ করিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দোনা [স গ্রান] ১ বি পাতার ঠোঁট। 'একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি ফুলবিশেষ। 'সেহী পায়ালী দোনা পারুল রজন'। *ভারত*, ১৭৬০। ৩ বি পানের বিলি রাখার ঠোঁট। 'দোলাপি খিলির দোনা বিকী হচ্ছে।' *হেমথ*, ১৮৬১।

দোনা-জাল বি মাছ ধারার জালবিশেষ। 'মাছধরা দোনা-জালের এক ঘোরে একটানা ঠেক ঠেক শব্দ'। *বিভূতি*, ১৯২৯।

দোনে [যা দুনিয়া] বি দুনিয়া। 'কী বলবে সেই কৃষ্ণের খুঁবি/ও তার এক ডালে দীন আর এক ডালে দোনে।' *দালন*, ১৮৯০।

দোশটে [ক্রিবিধ তৎসম্ব্য]। 'সমাতার কলি দোশটে।' *ভারত*, ১৭৬০।

দোশরবেলা [স দ্বিধরবেলা] ক্রিবিধ দিনের মধ্যভাগে। 'মারামারি করয়ে গালা ত্রিক সারা দোশরবেলা।' *হাসান*, ১৯৬০।

দোশাটি [দো+স পড়ি] বি একপ্রকার ফুল। 'অসে বকুল আর দোশাটি'। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

দোশাটী [হি দুশাটী] বি ওড়না। 'আপনং পসদ মত গোবাক বিবিধ প্রকার প্রস্তত করে, যথা পাছমা, কুড়তি, দোশাটী, আঙিন ...।' *ভদ্রাঙ্গী*, ১৮২৮।

দোশাটি [হি দুশাটী] বি চাদর; উত্তরী। 'পুরাণ দোশাটী গায় দিতে

করে টানাটানি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দোপেয়াজা [কা] বি অধিক পেঁয়াজ সহযোগে মাছ বা মাংসের ঝোলহীন বজ্ঞন। 'প্রত্যহ পোলাও কাচিয়া কোরমা কোরতা দোপেয়াজা কাবাব সিরবেরজ ...' ভবানী, ১৮২৮।

দোশিআজা [কা] বি বেশি পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা তরকারিবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

দোশেপাজি [কা] বি বেশি পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা তরকারি। 'এঁচোড়ের দোশেপাজি কি খোড়ের শামিকাবাব।' শিবরাম, ১৯৭০।

দোবেরা [ফা দুবাবহ] বিণ দুইবার করা হয়েছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

দোবুজোন [কা দবীজ্ঞ] বি উত্তরীয়; এক ধরনের মোটা চাদর। 'লাল খেয়ের দোবুজোন কান্দে চাচা বাই বেজেনে।' হুতোম, ১৮৬১।

দোবে [স হিবেদী] বি (অবাঙালি) ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'পাঁড়ে, দোবে, চোবে, লিং, চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

দোবেদী [স হিবেদী] বি দুই বেদে পারদর্শী ব্রাহ্মণ। 'কত কত দোবেদী, চৌবেদী ... ব্রহ্মচারী স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

দোমড়ানো বিণ বাকানো। 'আবার দোমড়ানো টিনের বাস্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

দোমাল্য বিণ ডাব ও সুনার মাঝামাঝি; আধাপাকা। 'বেশ বড় দোমাল্য নারকেলটা।' বিড়তি, ১৯২৯।

দোমেলো বি পাখিবিশেষ। 'হলসে ঠোট, ওতলো দোমেলো।' মণীশ, ১৮৬৩।

দোষা [কা দুনবা] বি এক ধরনের ভেড়া। 'দোষার পরিবর্তে নিজে বুকি হইয়াছেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

দোয়জ [থ্য দোছো] বিণ দ্বিতীয়। 'তথি হইল দোয়জ বর্ষন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দোয়জা [থ্য দোছো] বিণ দোসরা; দ্বিতীয়। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

দোয়া [আ দুয়া] বি আত্মীর্বাদ। 'দোয়া করে কলিয়া পড়িয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দোয়া [আ দুয়া] বি দোয়া। 'সূর্যের উদয়ে দোয়া পড়িয়া থাকিবা।' আশাভল, ১৬৮০।

দোয়াপানি [আ দুয়া+হি পানি] বি আত্মীর্বাদপুষ্টি পানি। 'গীর সাহেবের দোয়াপানির জন্ম।' গুয়ালী, ১৯৪৮।

দোয়া মাজা ক্রি আত্মীর্বাদ চেয়ে প্রার্থনা করা। 'হাত জোড় করে দোয়া মাজ় সুদ, রহমান খোদা! আয়।' জমীন্দ, ১৯২৭।

দোয়া [স মোহা] ক্রি দোহান করা। 'গাভীর পাশে, সোয় সোয়াসে।' বদরদর্শন, ১৮৭২।

দোয়াইং [আ দগুয়াত] বি সোয়াড; লেখার কালি রাখার বোতলবিশেষ। 'হেস্তোরা পানির সাহেবের প্রসাদাং দোয়াইং কলম ল্পর্শ করিয়াছে মাজ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

দোয়াড়ি, দোয়াড়ী [স হি-অর] ১ বিণ দুই দিক সূচালো। 'দোয়াড়ি চোড়ড় বাণ ভরয়ার ধরসান ভুখতি ডাব্ব চক্রবাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মাছ ধরার বাঁশের কাঁদবিশেষ। 'মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাতে।' বিড়তি, ১৯২৯; 'কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে ঢাকা বাঁশে কলি।' জমীন্দ, ১৯০১।

দোয়াত [আ দগুয়াত] বি লেখার কালি রাখার পাত্র। 'দোয়াতে কলম দিয়া বসে বৈশ রতি।' ভারত, ১৭৬০।

দোয়াতদান [আ দগুয়াত+কা দান] বি দোয়াত রাখার আধার। 'একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনিয়া অনিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দোয়াতি [আ দগুয়াত+] বি কালি রাখার ছোটো পাত্র। 'সোনার কলম কানে দোয়াতি সমুখে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

দোয়াদশ [স দাদশ] বিণ ১২ সংখ্যক। 'দোয়াদশ দিনামে স্কিনিহ সে মূর্তি।' সুলতান, ১৭০০।

দোয়ান [ফা দীওয়ান] বি সাক্ষাৎস্থল; দরবার। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

দোয়ানো দ্র দোয়া

দোয়াব [ফা] বি দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'বিশেষতঃ দোয়াব অর্থাৎ অজবৈদ দিয়া আপনি এক নতুন পথ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

দোয়ার [স ক্রবকার] বি দোহার; প্রধান গায়কের সহকারী। 'দোয়ার না হইলে পান করা পৌরায়ের কর্ম।' ভবানী, ১৮২৮।

দোয়ারকি [স ক্রবকার+] বি মূল গায়কের প্রুধা ধরার কাজ। 'মাঝে মাঝে মূলগায়কের দোয়ারকি করার মতো ... টিক্রনী কাটছিল।' নজরুল, ১৯৩০।

দোয়াল বি ডলোয়ার রাখার কোমরবন্ধ। 'হীয়ার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার।' সুলতান, ১৭০০।

দোয়াল দ্র দোয়েল

দোয়েল বি উৎকৃষ্টতার দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। 'মাঠে উৎকৃষ্ট দোয়েল জমিতে রুবি ফসলের চাষও ...।' ভারত, ১৯৪২।

দোয়েল [স দহিবালা] বি পাখিবিশেষ; বাহ্যাদেশের জাতীয় পাখি। 'শালিক লইল তদ্বা পোখানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ডাল ডাল সেবি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

দোয়াল [স দহিবালা] বি দোয়েল পাখি। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

দোয়েলা বি দোয়েল পাখি। 'মাখবীর দোহান লতায় দোয়েলা দোল খেয়ে যায়।' নজরুল, ১৯২৮।

দোর [স হার] বি দরজা। 'ভূমি কেবল যত্নের দোর বন্ধ করে ত্যয়ে থেকে।' উৎসে, ১৮৫৭।

দোরগোড়া বি দুয়ারের কাছের স্থান। 'বাস্র দুইটি আভে আভে দোরগোড়ার টানিয়া দরজা খুলিয়া ...।' নজরুল, ১৯৩১।

দোর দেওয়া ক্রি দরজা বন্ধ করে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা। 'সু দিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস করে হইলেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

দোরবেশ [কা দরবেশ] বি দরবেশ; মুসলমান সাধক। 'কত ফকির দোরবেশপিরের দরগায় নজর ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

দোররা [আ দুররাহ] বি চাবুক। 'কাজী সাহেবের দোররার (চাবুক) ডয় আমার থাকিত।' মশাররফ, ১৮৮৯।

দোরসা বি স্যাতসেঁতে আবহাওয়া। 'আবার গা ধোবেন কি গো, এই দোরসা সমর?' ভারত, ১৯৪০।

দোরস্ত [ফা দুস্ত] ১ বিণ শুষ্ক। 'রিপোর্ট দোরস্ত না করাইবা।' ক্যালগে, ১৭৮৫। ২ বিণ খণ্ডাখণ্ড। 'রাজা বসন্তরায়কে ডাকাইয়া বিষহস্ত করিয়া দশানি ছয় আনি ভাণের নিরাকরণ কাগজ পত্র দোরস্ত করিয়া দস্তাবেজ ২৩ আইয়া আপন জিবা রাখিলেন।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ সংশোধিত। 'তাদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের

দিশি শাখড়ির ও ননসের হাতে রাখতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দোরাখা ব্র দো

দোরি [স দোরা] বি জোর। যানোএল, ১৭৪৩।

দোরোট বি ভাঁজ। যানোএল, ১৭৪৩।

দোর্দণ্ড, দোর্দণ্ড [স] বিণ প্রবল। 'সে ... সূর্যের ন্যায় প্রচণ্ডতর দোর্দণ্ডতাপশালী।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'বাবুর নাম ও দোর্দণ্ড প্রতাপ তনিয়াছিলেন।' স্বর্গম, ১৮৭৮।

দোর্দণ্ডাখণ্ড [স দোর্দণ্ড-অখণ্ড] বিণ দুর্দমনীয় প্রতাপযুক্ত। 'দোর্দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেশু।' দর্পণ, ১৮২২।

দোল' [স দুলা] বি আদোলন; নড়া। 'নাসায় মালিকা দোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ফুলমুগল, দোলে অবিরল...'। মদনমোহন, ১৮৩৪।

দোলদার [স দোল+দা দারা] বিণ দোলা দেয় এমন। 'সেকলে আসমানি দোলদার হক্কড় ফেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা থেকে গাঢ়াকা হয়েছে।' প্রভাস, ১৮৬১।

দোলমালা [স দুলা] বি মালায় মতো দোলা। 'উঠে পড়ে ঘরতোলা করে দোলমালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দোল' [স] বি হোলি; কাছানী পূর্ণিয়ার হিন্দু অবতার কৃষ্ণের ফুলন উৎসব। 'কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

দোলদুর্গোৎসব [স দোল+স দুর্গোৎসব] বি দোল ও দুর্গাপূজাকেন্দ্রিক উৎসব। 'দোলদুর্গোৎসবের বায়, পিতৃশ্রদ্ধা, মার্গভ্রাতা ...।' স্বর্গম, ১৮৮৭।

দোলপিণ্ডি [স দোল+স পিণ্ড] বি দোলমঞ্চ। 'নিরমিল দোলপিণ্ডি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দোলপূর্ণিমা [স দোল+স পূর্ণিমা] বি ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় পালনীয় হিন্দু উৎসব। 'দোল পূর্ণিমা নামে দোরোলা শাখা উলকে/আজি দোল-পূর্ণিমা স্মরি।' নজরুল, ১৯৩০।

দোলমঞ্চ [স দোল+স মঞ্চ] বি দোল উৎসবের জন্য প্রস্তুত মঞ্চ। 'তথি দোলমঞ্চ নাম করিব নির্মাণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

দোলবাঁরা [স দোল+স বাঁরা] বি হোলি উৎসব। 'দোলবাঁরা আদি প্রভুর সম্মতে দেখিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দোলক [স] ১ বি ঘড়ির পেড়লা। 'ব্রাক্টের উপরে একটা ঘড়ি নিতরুণ ঘরে টিকটিক শব্দে দোলক দোলাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ঘড়ি। 'প্রাণ্ডক দোলকে কখনও বিলম্ব ঘটে, কলটিং প্রভৃতি।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

দোলডা বি অলকোরবিশেষ। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলডা, হলদা, মুক্তার লাছা দেওয়া কর্ণফুল, কানবালা, হীরা, গান্না ...।' ভবানী, ১৮২৮।

দোলন [স দুলা] ১ ক্রি নড়াচড়া করা। 'দোলন বলেন নাহি নীরস নয়ন।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি দোলনা। 'জলের কোয়ারা অনন্তর দোলন প্রভৃতি দেখিতেই রাত্রি হইল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

দোলনমর [স] বিণ দোলে এমন; আদোলিত। 'তার দোলনমর চলন।' মনিক, ১৯৪০।

দোলনা [দোলন] বি যাতে দোল খাওয়া হয়। 'কবই কবই করত কোর খোর খোর দোলনা।' রায়প্রসাদ, ১৭৮০।

দোলনচাঁপা [দোলন+চাঁপা] বি ফুলবিশেষ। 'চৈত্রমাসের হাওয়ায় কীপা দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

দোলনি [দোলন] বি দোল খাওয়া। 'বেগীর দোলনি, বাহুর বলনি, জীবায় হেলনি, কথায় ছলনি।' বক্রিম, ১৮৭৪।

দোলমা বি বেতন, পটল প্রভৃতির মধ্যে মসলা মেশানো ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কালিয়া দোলমা বাগা লেকটী সমস্যা।' ভারত, ১৭৬০।

দোলা' [স দুলা] ১ ক্রি আদোলিত হওয়া। 'নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মগ্ন হইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি কুলে থাকা; খোলা। 'দুলতে কানে দুল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ ক্রি ঝিকমিক করা। 'যেমন ডেউরে ডেউরে রবির কিরণ দোলে আসি।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৪ বি ডে। 'কখন কখন দোলা তাহার এ-পায় এসে লাগে।' জয়ী, ১৯২৯। দুলে দুলে ১ ক্রিবিণ দোলন দিয়ে দিয়ে। 'হাওয়ার তালে দুলে দুলে নাচো রে কোটা ফুল।' অমৃত, ১৯০০। ২ ক্রিবিণ দোলায়িতভাবে। 'সামগ্রের উত্তাল ডেউ দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে নাচে।' ওয়ালী, ১৯৪২। দোলএ ক্রি দোলে। 'শোভিত বিচিত্র বৌটি গুহিত রতন মণি পৃষ্ঠভাষে দোলএ নাগিনী।' বাহরাম, ১৬৫০। দোলয় ক্রি দোলায়। 'চামর দোলয় চারিভিতে।' আলোকল, ১৬৮০।

দোলাওল [দোলা] বি দোলা দেওয়া। 'কত, ১৭৮৫।

দোলাচল [দোলা+স অচল] বিণ দোলায়মান। 'মনের এ দোলাচল বৃত্তি তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে।' সেলিনা, ১৯৬৯।

দোলাদণ্ড [দোলা+স দণ্ড] বিণ দুলছে যে দণ্ড; পেড়লায়। 'প্রত্যেক সেকেন্ডা দোলাদণ্ডের কাঁধে চড়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

দোলাদুলি [দোলা] ১ বি বারবার দোলা। 'দোলায় চড়ি তারা ঘুরিছে দোলাদুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি আদোলন। 'বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দোলানি [দোলা] বি দুবুনি; ডেউ। 'তখনও দোলানি এসে দেয়নিকো নাড়া।' নজরুল, ১৯২৮।

দোলানো [দোলা] ক্রি আদোলিত করা। 'ভালোবেসে বাহু এসে দুলাইছে দুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

দোলানোলটন [দোলা]+ই শ্যাটানী বি দোলায়মান প্রদীপ। 'মাঠের বিপুল ভেঙ্গে দোলানোলটন যায়।' সঙ্ক, ১৯৬৯।

দোলাপীড়িত [দোলা+স পীড়িত] বিণ আদোলনক্রিষ্ট। 'অমনি তাহার দোলাপীড়িত হৃদয় অজয় পাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দোলায়মান [স] বিণ দুলছে এমন। 'পুষ্পমালা ও অত্রনাখা যারেই দোলায়মান।' রায়রাম, ১৮০৩।

দোলায়িত [স] ১ বিণ আদোলিত। 'দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ উল্লেখিত। 'কর্মভাঙ শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে ডোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

দোলাশালা [দোলা+শালা] বিণ দুলছে এমন। 'টিকিতে দোলাশালা কাঠাসন শরশয্যায় শায়িত।' মুক্তবাণ, ১৯৫২।

দোলিত [স] বিণ দুলছে এমন; কোলে রয়েছে এমন। 'তাঁহার জোড়ে দোলিত হওয়াগ্রন্থক সর্বক শোককর্জুক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র হইল।' দর্পণ, ১৮২৯।

দোলা' [স দুলা] ১ বি মন্থাবাহী যান। 'প্রভাতে আচার্যবরদ্র দোলায় চড়াইএ/ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শরীমাতা লএ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি দোলনা। 'দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

দোলাবিহানা [দোলা+বিহানা] বি দোলনবিশেষ। 'আমরা আমাদের দোলাবিহানায় চড়িলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

দোশাসন

দোশাসন [দোলা+আসন] বি দোলের আসন। 'আসিছেন সবে হেথা
- এই দোশাসনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

দোশাই [হি দুলাই] বি দুই ত্তর কপড়ের শীতবস্ত্র। 'বাবুজীর সিত বস্ত্র
দোশাই বুটাদার সাজি জোড় ...।' ওগাঁ, ১৭৮২।

দোলায়মান দ্র দোলা'

দোলায়িত দ্র দোলা'

দোলািত দ্র দোলা'

দোলুআ [স দলু>] বি ওড়ের রস খরিরে তৈরি করা শালতে তিলি। বিদ্যা,
১৮৯১।

দোশর [হি দুসরা] বি দ্বিতীয়। 'এক হতে সুরা ঘোর দোশর কৃশান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

দোশরা [হি দুসরা] বি দোশর; দ্বিতীয়। 'দোশরা ভিপুটি' রত্নিম,
১৮৭৪।

দোশ [স] ১ বি ছুল। 'পান আনি নিজ সোষে ফল পাইবৈ মোর সোষে।' *বহু*, ১৪৫০। ২ বি অপরাধ। 'তাহা লিখি নাহি মোর সোষ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৪৮০। ৩ বি সমস্যা। 'বন্ধা করিয়াছি আমি জাইতে উজানি/ বাহীর হবার কি সোষ করিলে সে ছানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোষ এড়ানো কি সোষ অস্বীকার করা। *মানেএল*, ১৭৪৩।

দোষকখন [স] বি সোষ বর্ণনা। 'এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায়
কৃত গ্রন্থের প্রামাণ্যার্থেহু দোষকখন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

দোষকীর্তন, দোষকীর্তন [স] বি কৃতি বা অপরাধের কথা বারবার
কথা। 'দোষকীর্তন করিতে হয়' রত্নিম, ১৮৭৫।

দোষফালন [স] বি অপরাধ মোচন। 'এ কথা বীকার করিতে
দোষফালন হয় না।' রত্নিম, ১৮৮৭।

দোষক্ষেপ [স] বি অভিযোগ; দোষারোপ। 'ধর্মবিষয়ের বিষয়কতা
প্রযুক্ত ... দোষক্ষেপ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

দোষগুণ [স] বি তাগো ও ব্যাপার বৈশিষ্ট্য। 'আপনাকে সত্য
দোষগুণে হাস্যাস্পদে কেশা যাহা।' *অগ্নি*, ১৮০৩।

দোষ্মাহী [স] বি অপরাধের দোষ ধরে এমন। 'তুইও হবি কথার
কথায় দোষ্মাহী।' *নজরুল*, ১৯০০।

দোষ-ঘাট [স] বি ক্রটিবিচ্ছতি। 'আর বা দু-একটি দোষ-ঘাট আছে
তা তখন নয়।' *নজরুল*, ১৯২৭।

দোষ চাপানো কি দোষারোপ করা। 'বর্তমান শিক্ষার বাড়ি এই
দোষ চাপাইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

দোষণ [স দুঃ>] বি দুঃখ। 'পবন করিয়া ভর করএ ভ্রমণ/ বনেতে
থাকিয়া করে বনের দোষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোষণ্য [দোষণ্য>] বি দোষারোপ। 'লম্বচক্র সর্বজনে করন্তে
দোষণ্য।' *বায়াম*, ১৬৫০।

দোষণীয় [স] বি দোষযুক্ত। 'এ প্রথা কি দোষণীয়?' *রোকেয়া*,
১৯০৪।

দোষদর্শী [স] বি কেবল অন্যের দোষ দেখে এমন; দ্বিধাযোষী।

'দোষদর্শী মূর্খবস্ত্র স্তম্ভীর ও নিদকর্ষী সর্প ...' বীর ভাবাধারা
অনেক বহু পাইবেক।' *ওগাঁ*, ১৮২৩।

দোষদুট [স] বি দোষযুক্ত। 'সাদৃশ্যকরণের শিল্প তার কিছুই ঠিক
থাকে না, এবং তুল উপমা দোষদুট উপমা ...' এসব কিছুই কোনো

মূল্য থাকে না।' *অবন*, ১৯২৫।

দোষ দেওয়া কি দিন্দা করা বা দান আরোপ করা। 'আশে শোন,
তার পর আমার দোষ দিস।' *উৎপল*, ১৮৫৭।

দোষ ধরা কি মৃত দেখানো। 'তাহার প্রচু কাছকর্ম সর্বদাই দোষ
ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

দোষবর্ণ [স] বি ব্যাপার অভ্যাসমুহ। 'বাতাবি অলস ও নিদ্রা
প্রভৃতি যে দোষবর্ণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া ...।' *জ্ঞানদেব*,
১৮০০।

দোষভোণী [স] বি দোষী। 'তাহারা গণ্যমেতিকে দোষভোণী
করিয়া আপনারা তরু হস্ত হইতেছেন।' *ভারত সৎকার*, ১৮৭৩।

দোষযুক্ত [স] বি অপরাধযুক্ত। 'একই ভেবে সে নিজেকে দোষযুক্ত
করে।' *ওগাঁ*, ১৮৬৪।

দোষরহিত [স] বি ক্রটিমুক্ত। 'ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে।' *দর্পণ*,
১৮৩০।

দোষশূন্য [স] ১ বি দোষ নির্দেশ। 'দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং
ভাষ্যজ্ঞানবলেই ক্রুরি হইবার যাওয়া।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ বি
ক্রটিমুক্ত। 'সম্ভাষণ দোষশূন্য সারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রায়
ইহুয়া জন্মগ্রহণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

দোষশূন্য [স] বি দোষ নির্দেশ। 'নিতান্ত দোষশূন্য।' *রত্নিম*,
১৮৭৫।

দোষ সামালান করা কি বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা। 'দোষ
সামালান করিতে।' *মানেএল*, ১৭৪৩।

দোষস্থান [স] বি দোষের বিঘ্ন। 'গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ আমার এই
দোষস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৮৮০।

দোষশৃঙ্গ [স] বি দোষযুক্ত; দোষী। 'একে কখনই
অস্বীকারভঙ্গন্য দোষশৃঙ্গ হতে দেব না।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

দোষ বীকার [স] বি নিজের দোষ হরয়ে এটা মনে নেওয়া।
'অনুভব বেধে দোষ বীকার করিতে করিতে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

দোষহীন [স] বি নিদলক। 'কুলে নীলে দোষহীন লয় জেই জন।' *মুকুন্দ*,
১৬০০। 'কোনজন নিদলক সখ্যে করই ধর্মল দোষহীন
কারেয়ের সন্তা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দোষা [স দুঃ>] কি দোষ দেওয়া। দোষি কি দোষ দিছে।
'মিছাও দোষনি হুটী' *বহু*, ১৪৫০। দোষি কি দোষারোপ
করবে। 'ভাঁর মায়াছলে রাবর রাবর-অরি-দোষি কাহারে।' *মাইকেল*,
১৮৬১। দোষিলাম কি দোষারোপ করায়। 'মিছায়ে
দোষিলাম আমি লুটু জাতি কানি।' *বিজয়*, ১৬৫০।

দোষাকর [স দোষ-আকার] ১ বি ব্যাপার বৈশিষ্ট্য আছে এমন।
'অশেষ দোষাকর দোষাকারকে বিধিবিহিত জ্ঞান করিয়া থাকেন।' *অক্ষয়*,
১৮৪৯। ২ বি দোষযুক্ত। 'এই অশেষ দোষাকর কুসংস্কার
সমস্ত জাতির অন্তরকরণে তির্যক বহুদল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

দোষাক্রান্ত [স দোষ-আক্রান্ত] বি ক্রটিপূর্ণ। 'রাজ নিয়ম দোষাক্রান্ত
হইলেই প্রজার বিধি প্রকার বন্ধপ্রাপ্তে জড়িত হইয়া অশেষ
ক্রোধের ভাজন হয়।' *প্রজাপত্র*, ১৮৫২।

দোষাভ্যাস [স দোষ-আভ্যাস] বি মিছা দোষ দেওয়া। 'কন্যাকে করণ
দোষাভ্যাস করিয়া পত্ন্য এক প্রেমিককে সম্প্রদান করেন।' *দর্পণ*,
১৮৩৩।

দোষাচ্ছাদন [স দোষ-আচ্ছাদন] বি দোষারোপ। 'কেবল

সোহাচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত বসি কহেন।' জ্ঞানাবেশব, ১৮৩২।

সোহাধার [সে সোহ-আধার] বি সোহের আধার। 'সে মূল্যের ভার/বয়ে মনু সোহাধার।' ক্ষয়ক্লেশ, ১৮৭৬।

সোহানুভব [সে সোহ-অনুভব] বি অপরাধ বোধ। 'যখনকরণক বায়োদ্যমে যে সোহানুভব করিয়াছেন ...।' নর্পণ, ১৮৩০।

সোহাণে কি সোহ সেওয়া। 'শিঠে যখন দুখমান পড়বে আমার সোহাণে পারবিনে।' কাদসার, ১৯৬২।

সোহাশনয়ন [সে সোহ-অশনয়ন] বি ক্লেশ-ক্রটি সংশোধন। 'গনিতশাস্ত্রের সোহাশনয়ন ... না করাতো সে সমুদয় লুপ্ত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

সোহাশবাদ [সে সোহ-অশবাদ] বি বদনাম। 'অবশ্য এই সপোহের বা সোহাশবাদের সংবাদ রামচন্দ্রের কর্ণপোচের করা হচ্ছে ...।' মুখশেষ, ১৯৭০।

সোহাষধারণ [সে সোহ-অবধারণ] বি অপরাধ নির্ধারণ। 'সোহ অভাবেও সোহাষধারণ করিয়া।' নর্পণ, ১৮৩৮।

সোহাষহ [সে সোহ-অবহা] ১ বিশ অপরাধজনক। 'হিন্দুদিগের বিবাহের রীতি ইসলামীজন সোহাষহ হইয়াছে।' সুখক্ষর, ১৮৩১। ২ বিশ সোহাযুক্ত। 'ভাষাটি গ্রন্থ করলে ব্যাপারটা তত বেশি সোহাযহ মনে হবে না।' রতীন্দ্র, ১৮৯৪।

সোহাভাব [সে সোহ-অভাব] বি সোহের অভাব। 'অনুমান করি শত্রুতে না হইলেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান মীচন্দ্রসর্গে সোহাভাব শিবিয়াছেন।' নর্পণ, ১৮৩০।

সোহাভাস [সে সোহ-আভাস] বি সোহোরোপ: সোহের ইঙ্গিত। 'তোমার নাই সোহাভাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সোহোরোপ [সে সোহ-আরোপ] বি সোহ প্রদান। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্তৃক যেসকল সোহোরোপ হইয়াছিল।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

সোহোরোপণ [সে সোহ-আরোপণ] বি সোহ সেওয়া। 'অরোপণ সোহোরোপণ হইয়াছে।' নর্পণ, ১৮৩৭।

সোহোর্পণ [সে সোহ-অর্পণ] বি সোহাভাব। 'ক-এক জনের উপর সোহোর্পণ করিয়া পুনঃ উৎসাহক গ্রহণ।' নর্পণ, ১৮২৯।

সোহাশ্রিত [সে সোহ-অশ্রিত] বিশ সোহ আছে এমন। 'তদেন্দ্রে শাসন-প্রশাসী ... অসম্পূর্ণ ও সোহাশ্রিত।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সোহাশ্রাস [সে সোহ-আশ্রাস] বিশ সোহাযুক্ত। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়ের বাদক সোহাশ্রাস ছিলেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

সোহাশি [সে বি ক্রী অপরাধী]। সোহাশির আপন মুখ থেকে তখনও চুপ করে আছে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সোহী [সে ১ বিশ অপরাধী]। 'আমি এত সোহী কিসে।' রামহৃদয়, ১৭৮০। ২ বিশ অভিযুক্ত। 'তোমার ভরে সবাই ঘোরে করছে সোহী, কে প্রেমসী।' রতীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বিশ নারী। 'সোহ করি নাই, সোহী আমি বিবাহের গায়ে।' রতীন্দ্র, ১৯৩৬।

সোহোদ্যাদার [সে সোহ-উদ্যাদার] বি সোহোরোপ। 'তনি গ্রন্থ ক্রোশে কৈল কৃষ্ণ সোহোদ্যাদার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সোহোভ্যাস [সে সোহ-উভ্যাস] বি সোহোরোপ। 'বাববার রীতি প্রভৃতির উপর সোহোভ্যাস করিয়া যের জ্ঞান করেন।' ভবানী, ১৮২৩।

সোস [সে সোহ] বি সোহ। 'সিগ মগ তোহোরে সোসে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

সোশা [সে দুষ-] কি সোহ সেওয়া। সোহাঃ কি সোহ দাও। 'না জানিতা কেন রাজা সোহাঃ আচ্ছারে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোহর [সে দুরা] ১ বিশ দ্বিতীয়। 'যার কাছ বসে সোহর মাথা।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সতী। 'নিভাতানন্দ আছে সেতার হাশের সোহর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সোহরা [সে দুরা] বিশ দ্বিতীয়। 'সোহরা ফেরানের জবাব আদালতে দিতেছি।' বেহর, ১৭৫৭।

সোহাদ [সে পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ]। 'ওরা জাতো সোহাদ।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

সোসতি [সে সোসতি] বি সথ্য। 'যত দুশমনি ছিল যথা নিল/সোসতি আসিয়া জিনে।' সঙ্কলস, ১৯৪১।

সোসর [সে দুরা] ১ বি সথ্য। 'প্রানের সোসর ভাই গেল পরলোকে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রিয়। 'পূর এক আছে মোর প্রানের সোসর।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিশ দুই। 'রতুল সোসর ছিল তেনের ইন্দা।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বিশ সহায়তাকারী। 'পাকবাহিনীর সোসর আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা ...।' বোম, ১৮৭২।

সোসরমণি [সে দুরা+স মণি] বিশ ক্রী বিপদে পাশে থাকে এমন। 'পতিতপাবন করণী সোসরমণি এক বেশ্যা নিযুক্ত করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

সোসরা [সে দুরা] ১ সর্ব দুজন: উভয়। 'সোসরা সোময় কীট দুই।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিশ দ্বিতীয়। 'সোসরা শৌর আড়স হ্যাপহেভ, ১৭৭৩। ৩ বিশ সোহর তারিখের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। 'সোসরা।' চর্যা, ১৭৮৫: 'প্রতি মাসের সোহরা ও তেনের আমাকে হিমাংস পড়িয়া কনাইতে ইহত।' রতীন্দ্র, ১৯১২।

সোসরি বি বাধ্যগ্রন্থবিশেষ। 'সোসরি মোহরি বাজে জতক বাজন।' মালম্বর, ১৫০০।

সোসাধু [সে দুরাধিকা] বি গ্রহণী। 'সোসাধু বেড়ায় ঘর চাহিয়া সকল।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সোসুতি [সে+সুতি] বি দুই রঙের সুতার বোমা কাগড়। 'কিখাব দুরে থাক সোসুতিও বুনতে পারেন কি না।' প্রমথ, ১৯১৪।

সোসুতী [সে+সুতি] বি এক ছাতের খানের নাম। 'সোসুতী পীতলজিরে হরিভোপ তার।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সোত [সে বি বহু]। 'পাঞ্জির আমল তাহে ঠাকুরের সোত।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০: 'সকল সোতদিগকে বর করিতেছেন।' কালশে, ১৭৯১।

সোতদার [সে বি বহু] বিশ বহুপ্রতিম। 'রতুলের শাপানের ইন্দা সোতদার।' রতীন্দ্র, ১৭৫৫।

সোতানি [সে বি সোতি: বহুত্ব]। 'দুইজনে সোতানি হইয়াছিল আগে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সোতালি [সে সোত:] বি বহুত্ব। 'এই ইলিশ আর হরিশে আলিহো যেমন সোতালি, তেমনই যেহায়েবি।' স্যামসুদীন, ১৯৪৮।

সোতি, সোতী [সে বি বহুত্ব]। 'সোতি।' মালোপ, ১৭৪৩: 'সোতী ও সক্রীরত ও হকুম মতে কেহ তফায়ত ও অন্যমত বুঝে নাই।' কালশে, ১৭৮৫: 'রিচাও একদিক পেলায়ের সঙ্গে সোতি করতে এসেছিল।' প্রমথ, ১৯০১।

সোহ [সে পা: সো হ: সে যৌ] ১ বিশ দুই। 'সোহ অগ্নে নিরমল সঙ্কীর্ণা বিবাতা।' আলোপ, ১৬৮০। ২ বি দুজন। 'সোহ দুহা দরশনে তদুরুশমান।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সোহন

সোহন [স দুঃ] ১ বি দুখ সোহনার কাজ 'সো সোহন করি সখার সহিত কোনই আঁসা হবে'। শেষর, ১৬০০। ২ বি সোহন। 'জমিদার খাজনা ব্যতিত আরও কত অন্যাশ প্রকারে প্রজাকে সোহন করিয়া থাকেন।' সুলতন, ১৮৭৩।

সোহনী বি স্ত্রী সোহনকারিণী। 'রতি রস কাম সোহনী' বসু, ১৪৫০।

সোহরি সোহরি বি বাল্যব্রতবিশেষ। 'ভেরি দুমুন্ডি বাজে সোহরি সোহরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোহা [স হৌ] বি দুইজন। 'অন বনা শয় হয় সোহার তলওয়ার।' গব্বী, ১৭৬৫।

সোহাক [সোহা] ১ বি দুঃখকে। 'আশাস বচন-রসে সোহাক সাক্ষার'। আগাওল, ১৬৮০। ২ বি দুঃজনের। 'এই হেতু ভেজ বিজ্ঞ সমান সোহাক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোহাকার [সোহা+স কার] বিন দুঃজনের। 'দর্শন অবধি সোহাকার একরূপ।' ফরজুল্লাহ, ১৮৭৬।

সোহাদ ১ বিন দুই জনের। 'শিশিভের তুলসেভে ডাশিল সোহান মর্মে গরল জরল সর্বসঙ্গে।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি দুইজন। 'সোহানের মনে হইল ভাব।' সুলতান, ১৭০০।

সোহবে বি দুঃজনে। 'কেলি স্বেবে বন্ধিমু সোহে নিতত্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোহাই [আ দুখা] ১ বি শপথ; দিবা। 'জদি নাই কল ধাখাকাতের সোহাই।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অজুহাত। 'তিনি দেশকালপারের সোহাই নিয়া তাহার লিনা করিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রিবিদ দয়া করে। 'আমার কথায় রমো না সোহাই বাড়িকে কলস আকিও তা হলো।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৪ বি অজুহাত। 'ভেবে লাগিল ফকির সনাই দিচ্ছে গুরুস সোহাই।' লালন, ১৮৯০। ৫ বি সুকির। 'মিনি মনুলহিতার সোহাই সেন তাঁহার প্রতি আমার গুণিকুঁড়ি বন্ধন আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৬ বি বাধা। 'জোনানার সোহাই মানিয়ে না, এ ভর আমার মনের মধ্যে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সোহাই কাড়া ক্রি সোহাই সেওয়া। 'মানবতাবোধ তথা মনুষ্যত্বের সোহাই কাড়ি।' গব্বী, ১৮৮৮।

সোহাই দসদস বি আইনের সোহাই। 'আমি সোহাই দসদস দিলাম তাহা মানিলেক না।' ওর্গ, ১৭৮২।

সোহাই সেওয়া ১ ক্রি প্রতিবাদ করা। 'মানোএল, ১৭৪০। ২ ক্রি নষ্টের দেখানো। 'বীর সোহাই দিয়ে আমরা বেড়াই, যিনি এ প্রদেশে এক জন মহামান্য।' উমেশ, ১৮৭৭। ৩ বি অজুহাত দেখানো। 'ভেবে লালন কবির সনাই দিচ্ছে গুরুস সোহাই।' লালন, ১৮৯০।

সোহাই পাড়া ১ ক্রি মিনতি করা। 'পরান মল্ল অনেক জীকারে করিল - সোহাই পাড়া।' স্বর্গ, ১৮৭৯। ২ ক্রি অজুহাতের সৃষ্টি করা। 'বিনার গুণটির জন্যে সোহাই পেড়ে গিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বিন কাচতচিতে ধারণা করে এমন। 'মিনতি তার জলে যুগে, সোহাই-পাড়া মন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সোহাই মানা ক্রি সোহাই সেওয়া। 'শ্রমের সোহাই মানো প্রিয়তম! বিখ্যাতও করিবেন কমা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। 'গুরুগুরুসের সোহাই মানিলে তো গুরুগুরু সাড়া দিগেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সোহার [স ক্রবকার] বি গ্যাকের সহকারী। 'উচ্চলনীলমণি সোহার।' প্রমথ, ১৯১৮।

সোহার [স ক্রবকার] বি গ্যাকের সহকারী; প্রধান গ্যাকের গান

বিত্তীয়বার যে গার। 'হাড় হাভাতেরা সৌমিন সোহেরের দলে মিশলেন।' হুতোম, ১৮৬৬।

সোহারী [স ক্রবকার] বি মূল গ্যাককে সহায়তার কাজ। 'সোহান অধিকারী উক্ত দলে কীর্তনে সোহারী করিতেন।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সোহাল বি দুখ সোহনকারী। 'বাড়ীতে গরুর সোহাল বা উলুখণ্ডালাী ভাকিতে হইবে না।' কিছুতি, ১৯৩৮।

সৌজি [রা সোজো] বিন বিতীয়। 'চাইলেন সুবতি নাহি দিল পাশমতি সেবিল কৃষ্ণ সৌজি প্রহরে।' বসু, ১৪৫০।

সৌড় ১ বি ছোট। ওর্গ, ১৭৮২। ২ বি সীমা। 'সাহার যত সৌড়, তাহার বেশী সে বাইতে ...।' স্বর্গ, ১৮৭৫। ৩ বি বেশে যাওয়া। 'সেখনীকে সৌড় দিবার অবসর অশেষ করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি ক্ষমতা। 'কাজে ভাবে অনুভবে আমার প্রকৃতির সৌড় কতদূর, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সৌড়-ঋণ বি ছোট্টটুটি। 'সৌড়-ঋণ, মাত্রামারি, ... তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী।' নজরুল, ১৯২২।

সৌড় সেওয়া ক্রি ছেড়ে সেওয়া। 'মনটাকে তেমন সৌড় সিতে পারিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সৌড়শাশ [সৌড়শাশ] বি ব্যক্ততার সঙ্গে ছুটাছুটি। 'কলকাতার সৌড়শাশে হাঁসকান ফড়ফড়ানি ফড়ফড়ানি ভাষা ছোটো।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সৌড়শা ক্রি বেশে খচিত হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

সৌড়শাজ বি সৌড়ায় যে। 'দুটিহীন সৌড়শাজ, ফুল-ফুলোনে বাচারা।' স্বর্গ, ১৯৫৫।

সৌড়শাড়া বি সৌড় প্রতিযোগিতা। 'ঠাঠাফুড়ের সঙ্গে কতকল সৌড়শাড়া দিয়ে।' কিছুতি, ১৯২৯।

সৌড়বেশে ক্রিবিদ দ্রুতবেশে। 'ভাতে সুপুরি কাটার কাছটা চলত খুব সৌড়বেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সৌড় মারা ক্রি ভেঙে পালানো। 'রাম দীন পাঁড়ে, বেড়ার লাঠি ছাড়ে, চোর দেখলে সৌড় মারে।' স্বর্গ, ১৮৭২।

সৌড়াদাড়ি বি অব্যাহত সৌড়। বিদ্যা, ১৮৯১।

সৌড়াদোড়ি বি ছোট্টটুটি। 'নীহারের উপর সৌড়াদোড়ি করিয়া ... জ্বলে প্রবেশ করিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সৌড়ান [স স্রঃ] ক্রি বেশে খচিত হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

সৌড়ী [স সোরহা] বি দড়ি। 'বাঁধিআঁ রাখিবো দুঢ় সৌড়ী।' বসু, ১৪৫০।

সৌতিক [স] বি দূত। 'পলায় বমসৌতিকে দড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সৌতা [স] ১ বি সংবাদ বাহক। 'সৌতা গীতবান্যতংগর ইহা কখা পৌরোহিতা ...।' ভদ্রানী, ১৮২৫। ২ বি দূতদায়ী। 'বাহুর সৌত্যে ভেসে আসে মেঘা ক্ষেপে ক্ষেপে ...।' সুশ্রী, ১৯৩১।

সৌতা করা ক্রি সংবাদ বহন করা। 'বসদর্শন সৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনবায়ে আনিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সৌত্যার্থ, সৌত্যার্থ [স] বি দূতের কাজ। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'সৌত্যার্থ নিযুক্ত হইয়া ... রাজসভায় আপনন করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সৌত্যার্থ [স] বি দূতের কাজ। '... রাজী তাঁহাকে ক্রোদের রাজসভার সৌত্যার্থে নিযুক্ত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

দৌবারিক [স] বি দারোয়ান। 'সরকার ও মালি দৌবারিক প্রভৃতির বেতন ন্যূন সংখ্যায় ৭০ টাকা।' জ্ঞানদেবশেখ, ১৮৩৪।

দৌর বি পরিক্রমা। 'আল-ওগুনের পিয়ালার দৌর চলুক বিদ্যাময়ী।' নজরুল, ১৯৪৫।

দৌরবীকনিক [স] বি দুরবিন দিয়ে দেখা যায় এমন। 'ছায়ামণি কেবল দৌরবীকনিক নক্ষত্রমালায় মগ্ন।' বক্রিম, ১৮৭৫।

দৌরাখ্য [স] ১ বি উপলিখন; অত্যাচার। 'দুরাখ্য যোগল তাহে দৌরাখ্য করিল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি পাশাচরণ। 'রোহিণীর দৌরাখ্যেয় কবার পরিতর দিল।' বক্রিম, ১৮৭৮।

দৌরাখ্য [স] দৌরাখ্য। 'বি উপদ্রব।' ক্যালগে, ১৭৯১। ২ বি অত্যাচার। ক্যালগে, ১৭৯২।

দৌরাখ্য [স] দৌরাখ্য। বি অন্যর ও উল্লেখিত। 'পৃথিবীও দৌরাখ্য পূর্ণ ছিল।' ককী, ১৮০১।

দৌরাখ্যি [স] দৌরাখ্য। বি দুষ্কথনা। 'মায়ের গলে দৌরাখ্যি সে না যায় দেখায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

দৌরাখ্যকারী [স] বি অত্যাচারী। 'দৌরাখ্যকারীর শোষকতা করিয়া থাকেন।' তমোমুক্ত, ১৮৭৪।

দৌর্য্যভা, দৌর্য্যভ্যতা [স] বি দুর্ব্যবহার; দুঃশাসন। 'এ রাজ্যের উপর দৌর্য্যভা করে।' রামায়ণ, ১৮০২।

দৌর্য্য [স] বি অশ্রম। 'অশ্রম দৌর্য্যভোগাধিত অনবরত পণ্ডিতগণসেবিত ...।' ভবানী, ১৮২৫।

দৌর্য্যভোগ [স] বি দ্রোহ ক্রমতা। দৌর্য্যভোগাধিত [স] বি অশ্রম ক্রমতায়। 'অশ্রম দৌর্য্যভোগাধিত অনবরত পণ্ডিতগণসেবিত ...।' ভবানী, ১৮২৫।

দৌর্য্য, দৌর্য্যল [স] বি দুর্বলতা। 'দৌর্য্যলপ্রভৃতি তাঁহার শাসনিক কল একেবারে বন্দ হইল।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'সংকল্পের দৌর্য্যল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

দৌর্য্যলতা, দৌর্য্যলতা [স] দুর্বলতা। বি দুর্বলতা। 'শরীরে অতিশয় এই দৌর্য্যলতার কারণ এই ফুলের ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

দৌর্য্যল্য [স] বি মন্দভাণ্ড। 'সকলের চেয়ে যতো দৌর্য্যল্য অনুভব করছি এই জানলার কাঁটাতৈ এসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

দৌলত [আ দলত] ১ বি সম্পদ। 'আমার ছাওয়ালা আমার দৌলতের মালিক।' মের্স, ১৭৬২। ২ বি সহায়তা; আনুগত্য। 'এই গুরুবর বোটারগা দৌলতেই যোগ্য পোষক ...।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বি কৃপা। 'বাইরেতরা বলে নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

দৌল্য [আ দলত] বি সম্পদ। 'সাহেব দৌলত সাহি চাহি কমান।' গদীয়, ১৭৬৫।

দৌল্যখানা [আ দলত+ফা খানা] বি ধনভাণ্ডার। 'কাটোয়তে নবাবের দৌল্যখানা ছিল।' দর্পণ, ১৮১৮।

দৌলতদার [আ দলত+দা দার] বি দৌলতবিস্তি; ঐশ্বর্যমণ্ডিত। 'দৌলতদার কুস্পিন ইরেজ বাহাদুরের।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

দৌলতমন্ত [আ দলত+কা মন্ত] বি সম্পদশালী। বিদ্যা, ১৮৯১।

দৌলতমন্দ [আ দলত+ফা মন্দ] বি সম্পদশালী; ধনী। 'দৌলতমন্দ লোকসকল।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

দৌলাত [আ দলত] বি ধনসম্পদ। মের্স, ১৭৬২; 'সেই অগুরুক

বাতির দৌলাত ও আওয়ালের ও বিস্তিবিধান শইয়া থাকেন।' ওসী, ১৭৮৪।

দৌখি [স] বি কল্যার পুত্র। 'নীলাধর চক্রবর্তীর হসেন দৌখি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দৌখিরা [স] বি কী নাতনি। 'শ্রীকৃত বাবু রাখাকর দেবের দৌখিরা সহিত ...।' দর্পণ, ১৮২২।

দৌখিয়ের [স] বি কল্যার পুত্র। 'বোখাল মহাশয়ের দৌখিয়ের দুর্গলাস মুখোপাধ্যায়।' দর্পণ, ১৮২৪।

ঘৎঘৎ বি কুশাণ্ড। 'ভাবভাব ঘৎঘৎ দলিআ।' চর্চা ৩০, ১২০০।

ঘট্টা [পা ঘ+ট্টা] বি ঘট্টা। 'মুই ঘট্টা নিড়িন গড়তে দিইছি।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

ঘব [স] বি বিবাদ। 'বাগ বলসে সদাই ঘব নিবারণ কত।' মুরদু, ১৬০০।

ঘবকোলাহল [স] বি বিবাদ-গোলমাল। 'সেখান হইতে রাগেঘে ঘবকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ঘব-গ্রানি [স] বি বিবাদ-সংকোচ। 'মনের সকল ঘব-গ্রানি কাটিয়ে উঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

ঘববোষণা [স] বি লড়াইয়ের প্রস্তাব। 'ইন্স রায়ের ঘববোষণা মর্যাদার সহিত গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।' ভাঙ্গা, ১৯৪০।

ঘব্জি [স] বি বিরোধ। 'সাহেবদিগের সীমাবন্ধির মধ্যে কিছু ঘব্জি উঠাইল।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

ঘব-বিরোধ [স] বি ঝগড়া-বিবাদ। 'সকল ঘব-বিরোধমাথে জয়ান্ত যে-ভালো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ঘবমুক্তি [স] বি ঘব থেকে মুক্তি। 'পিতার ঘবমুক্তি গ্রাশা এতই নিরত্ন পরিশূর্ণ ...।' মুক্তভা, ১৯৫৯।

ঘবমুক্ত [স] ১ বি সামান্যমনি লড়াই। 'মদ্যুধ সজ্ঞ হইলেও পরাক্রমশীল পশুদিগের সহিত ঘবমুক্তে সমর্থ হইল না।' অকর, ১৮৮৮। ২ বি মত্তমুদ। 'মত্তমুদে ঘবমুক্তে সভ্য হির হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ঘবনমাল্য [স] বি যে সমানে সমন্যমান পদের অর্থে প্রাধান্য থাকে। 'ভাসো-মদ, সুন্দর-কুস্পিত এবং সে নিত্যবিগীর্ণত ঘবনমালের সঙ্গে তুলনায় মেরুবিপর্যয়।' সুকীর্ণ, ১৯৪০।

ঘবনীন [স] ১ বিণ কলহমুদ। 'অতীতের চেয়েও গতিহীন ঘবনীন।' ভাঙ্গা, ১৯৪০। ২ বিণ সংশয়হীন। 'যাকে চিনে ঘবনীন জীবনের কাছে আত্মবিশ্বাসে পাবে স্বপ্নসুখ।' সামসুর, ১৯৬৩।

ঘবা [স ঘব] ক্রি সংঘর্ষ করা। 'শিল্প ঘবা ঘবি বাহু সহ নির্দোষে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ঘবাভীত [স] বিণ ঘবের অতীত। 'সর্বঘবাভীত তুমি।' নজরুল, ১৯৪১।

ঘাবিক [স] বিণ মতামত, ধারণা ইত্যাদির সভ্যতা অনুসন্ধান সন্দেশক। 'ইতিহাসকে মনে করতেন ঘাবিক গতিসম্পন্ন ও বিবর্তনশীল।' উমর, ১৯৮৮।

ঘর [স] বি দৃশ্য। 'বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ ঘর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ঘাচড়াবিশেষ [স] বিণ বিরাট্রিণ সংখ্যক। 'ঘাচড়াবিশেষ কথা।' ডার্লিং, ১৮০০।

ঘাবিশেষ [স] বিণ বক্রিম। ডানকান, ১৭৮৫; 'ঘাবিশেষ গুপ্তলিঙ্গকৃত

বাদ্য

রত্নমর আমার সিংহাসন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বাদ্য [স] *বিদ্য* ব্যৱহাৰে। 'স্বৈৰ পাণ্ডৱ দায়িক বাদ্য জুজুই লগা।' *চৰ্চা* ৩৪, ১২০০।

বাদ্যশল্য [স] *বিদ্য* ব্যৱহাৰে। 'বাদ্যশল্য বন্দৰ পূৰ্বে ব্ৰহ্মৰথ ... তাহা বিবৰণ কৰিছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বাদ্যশী [স] *বিদ্য* বাদ্যৰ সংখ্যক। 'বাদ্যশী তিনি আৰ্হি দশ দত্ত জানি।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৫০।

বাদ্যশে [স] *বাদ্যশ*। *ক্রিয়বি* বাদ্যশতম। 'বাদ্যশে জগদানন্দেৰ তৈলভঞ্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাদ্যস [স] *বাদ্য*। *বিদ্য* ব্যৱহাৰে। 'বান্দৰ সেৱিয়া থাক বাদ্যস বন্দৰ।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৬৯।

বাদ্যশি [স] *বাদ্যশী*। *বি* ঠী একাদশীৰ পৰবৰ্তী দিন। 'বাদ্যশিতে নন্দমোহ জমুনা প্ৰেবেসে।' *মালাধৰ*, ১৫০০।

বাদ্যিক হু হু

বাদ্যকাশং [স] *বিদ্য* ব্যৱহাৰ সংখ্যক। 'বাদ্যকাশং কথা।' *ভাৰ্গৱী*, ১৮০০।

বাদ্যৰ [স] *বি* হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চাৰ যুগেৰ তৃতীয় যুগ। 'সত্য য়োতা/ যাদ্যৰ কলী/ আৰ্হে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা।' *বহু*, ১৪৫০।

বাদ্যপৰ [স] *বাদ্য*। *বি* যাদ্যৰ; হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চাৰ যুগেৰ তৃতীয়টি। 'বাদ্যপৰে হইল কৃষ্ণপাত্ৰেৰ ৰণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাদ্যশি [স] *বি* ২২ সংখ্যা। 'বাদ্যশি ভেদিলে সৰ্ব্ব সঙ্কৰ।' *মূলতান*, ১৭০০।

বাদ্যশেতি [স] *বিদ্য* বাদ্যৰ সংখ্যক। 'বাদ্যশেতি কথা।' *ভাৰ্গৱী*, ১৮০০।

বাদ্যশে [স] *বাদ্যশে*। *বি* ২২ সংখ্যা। 'বাদ্যশে কৰি ৰূপে য়োজনে নিয়ন।' *মালাধৰ*, ১৫০০।

বাদ্যদাস [স] *বাদ্য*। *বিদ্য* বাদ্য। 'পুৰেন দিনে দিনে য়োজনে বাদ্যদাস বন্দৰ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাদ্য [স] ১ *বি* দয়জা। 'সৰু ছাত্ৰ মুক্ত হৈল প্ৰৱৰ্ত্তি নিদ্ৰা গেল।' *মালাধৰ*, ১৫০০। ২ *ক্রিয়বি* সৰীশে; কাৰে। 'ছবিয়া পুৰতে আইল সৰুদুৰ ঘাৰ।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৬৯। 'বাদ্যতে *ক্রিয়বি* দয়জায়া।' 'জদি বা বাদ্যতে জাজ ৰথে না চাহিবা।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৬৯।

বাদ্যৰ্ণ [স] *বি* দয়জাৰ হাতল। 'শ্বেতকাচনিৰিত্ত বাদ্যৰ্ণটি হাতে তৈল।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৯১।

বাদ্যৰোলা [স] *বাদ্য*। 'বাদ্যৰোলা বোলা ৰাখা হয় এমন।' 'তিনি বাদ্যৰোলা পালকিতে ইকুলে বেতেন।' *কবীশ্বৰ*, ১৯০২।

বাদ্য ৰীপা *ক্রি* দয়জা বন্ধ কৰা। 'পটে অধৰতে চাপি অন্তৰেৰ ঘাৰ ৰীপি।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৮০।

বাদ্যশেপ [স] ১ *বি* দয়জাৰ নিকটবৰ্ত্তী হান। 'এক অগ্ৰধাৰী পুৰুষ, কৰেৰ প্ৰাৰ্থনাৰ আলিয়া, বাদ্যশেপে দয়জামান আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* যাদ্যৰ দয়জা। 'ভিক্যৰ যুগি কৰ্মে কৰিয়া তোমাৰ বাদ্যশেপে দয়জামান থাকিত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বাদ্যশাল [স] *বি* দায়োয়ান; প্ৰৱৰ্ত্তী। 'বাদ্যশালেৰ সে পুল ক্ষেপণ কৰিলে গড়ৰে উত্তৰ বন্ধিত সোমোমোৰ গতায়াতে পথ হয়।' *ৰামায়ণ*, ১৮০১।

বাদ্যশালত [স] *বি* বাদ্য ৰক্ষা। 'বলিষ্ঠ ও কুৰ্জীৱৰ ব্যক্তিৰদিকৈ বাদ্যশালত কাৰ্য্যে নিযুক্ত ৰাখিয়াহে।' *দৰ্পণ*, ১৮৩৬।

বাদ্যবন্দী [স] *বিদ্য* গুৰু আঁক। 'সৰু কথক একজন বাদ্যবন্দী।' *শাস্ত্ৰ*, ১৯৭২।

বাদ্যবৰ্ত্তী [স] *বিদ্য* বাদ্যৰ। 'বাদ্যবৰ্ত্তীৰ পাঠক এবং সমালোচক-সমাজেৰ বাদ্যবৰ্ত্তী হইত না।' *কবীশ্বৰ*, ১৯০৭।

বাদ্যবান [স] *বি* দায়োয়ান। 'বাদ্যবান, তাহাৰ প্ৰমুখ্যে সৰ্বশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, ব্ৰাহ্মণীশে বিজ্ঞান কৰিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বাদ্যৰক্ষক [স] *বি* দয়জাৰ অৰ্থহিত পাহাৰাদাৰ। 'বাদ্যৰক্ষকো তাহাই দেখিয়া ... ৰাজাকে কহিলেক।' *চৰ্চা*, ১৮০৫।

বাদ্যৰক্ষা [স] *বি* দয়জাৰ পাহাৰাৰ কাৰ। 'দুৰ্গেৰ বাদ্যৰক্ষাৰ তুমিও নিযুক্ত হিলে?' *মুকুন্দ*, ১৮৬১।

বাদ্যশালকৰ্ণ [স] *বিদ্য* দয়জাৰ কান পেতে আছে এমন। 'বান্দৰকৌতুহলী বাদ্যশালকৰ্ণ দাসী।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৯১।

বাদ্যহু [স] ১ *বিদ্য* সাহায্যসাধাৰী। 'কিছুই অটম নাই, কাহাৰও বাদ্যহু হইতে হয় না।' *ৰামায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিদ্য* বাদ্যবৰ্ত্তী। 'বাদ্যহু ভেদী সকল ভগ্ন কৰিয়া ...।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৭৫। ৩ *বি* আশ্ৰয়সাধাৰী। 'সত্যকৈ খ্যাতিৰ বাদ্যহু হইতে হইল।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৮৬। ৪ *বিদ্য* বাদ্যৰ অপেক্ষামাৰ। 'আমাৰা অনেককালি বাদ্যহু। তোমোলে এবং স্পষ্ট হাতে বাদ্যমোচনেৰ অপেক্ষাৰ দাঁড়িয়ে আছি।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৯১। ৫ *বিদ্য* পৰাশাল। 'বিশ্বব্ৰহ্মাৰে তোমাৰ বাদ্যহু হইতাম না।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৯৪। 'আহু! সেই সাহসে আপনাৰ বাদ্যহু হুই।' *নন্দকল*, ১৯০৫। ৬ *বিদ্য* সুশীলেশী। 'অন্য আভাৰ বাদ্যহু ওতৰাৰ প্ৰয়োজন কি।' *উত্তৰ*, ১৮৮৮।

বাদ্যি [স] *বাদ্যি*। *বি* দায়োয়ান। 'অধিক বাদ্যি নিযুক্ত না থাকিলে বিশেষ ব্যক্তাৰ ভাজন হইতে হয়।' *দৰ্পণ*, ১৮৩০।

বাদ্যিক [স] *বি* দায়োয়ান। 'জনক জননী ধানে বাদ্যিক দুৰ্জন।' *বাহয়াম*, ১৮৫০।

বাদ্যিৰ [স] *বি* দায়োয়ান। 'ৰাজ আৰ্হা প্ৰবেশতে সেই বাদ্যিৰ।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৭৬।

বাদ্যী [স] *বি* দায়োয়ান। 'সিংহহাৰেৰ বাদ্যী প্ৰভুকে কুমু দেখাইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাদ্যে *বাদ্যে* *ক্রিয়বি* খোবোন-খোবোন। 'এখানে বাদ্যে বাদ্যে মসেৰ মোকান।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৮১।

বাদ্যোদ্ঘাটন, **বাদ্যোদ্ঘাটন** [স] ১ *বি* প্ৰবৰ্ত্তন; বাদ্য উল্লেখন। 'কোন কোন তত্ত্বপাশানু পৰিত্তৰ উক্ত ভাষাৰ বাদ্যোদ্ঘাটন কৰিতে প্ৰবৃত্ত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। 'শ্বেতকালীৰ মানবচৰিত্তেৰ তিহাশাৰ বাদ্যোদ্ঘাটন কৰে দিহায়েন।' *কবীশ্বৰ*, ১৯৪১। ২ *বি* দয়জা বোলা। 'বাদ্যোদ্ঘাটন কৰিয়া বাটীৰ বাহিৰে হইল।' *কবীশ্বৰ*, ১৮৭৩। ৩ *বি* প্ৰতিষ্ঠাৰ আনুষ্ঠানিক উল্লেখন। 'বাদ্যোদ্ঘাটনেৰে বৰনিৰিত্ত বিতল ভবনেৰ বাদ্যোদ্ঘাটন কৰা হয়।' *কোষ*, ১৯৭০।

বাদ্যী [স] অৰ্থ মাধ্যমে। 'এই পদে পৰশিষ্ট লোকীৰ বাদ্য।' *বাহয়াম*, ১৭০০।

বাদ্যায় [স] অৰ্থ দিহায়ে। 'হাদ্যনি বাদ্যায় কৰে ভক্তেৰ পোষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বাদ্যাবতী [স] *বি* পৌৰাণিক নাৰ্যবিশেষ। 'কোথা বা সে বাদ্যাবতী।' *ৱদ*, ১৮৫৮।

বাদ্যি, বাদ্যী *এ* *বাদ্য*
বাদ্যিক *এ* *বাদ্য*

ঘারে ঘারে ঘ্র ঘর

বি [সি, বি, বিঃ] বিগ দুই। 'বিগণ মদন বোণী করে নিধুবনে।' বড়ু, ১৪৫০।

বিকর [সি] বি দুই হাত। 'বিকর কমল কমলাঙ্ঘ্রিত তুল কমলেশর দগ।' কালীদাস, ১৬৫০।

বি-বড়গুনমণিত [সি] বিগ দুটি বিশিষ্ট। 'বি-বড়গুনমণিত বোমশ একটা গণার জীবদর্শন বুড়ী বাহির করিয়া ইতস্তত দুটিনিক্ষেপ করিতেছে।' বনকৃষ্ণ, ১৯৩৮।

বিখণ্ড [সি] বি দুই ভাগ। 'বল্লীক ছেদ করিয়া বিখণ্ড করিলে বেল্লগ দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিখণ্ডিত [সি] ১ বিগ দুই ভাগে বিভক্ত। 'বাংলাকে বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিগ বিখাণ্ডিত। 'ইংরেজের নীতিবোধ এইরূপে বিখণ্ডিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিখণ্ডিতা [সি] বিগ দুই ভাগে বিভক্ত। 'বিখণ্ডিতা জীবন-সন্নিধি।' নান্দন, ১৯৭৩।

বিগু [সি] বিগ বিগণ। 'বিগু কোণিয়া বিগে চাহিল লাড়িয়া।' কলীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিগুণ [সি] বিগ দুই গুণ। 'আধার দুগিণী কারে কষ্ট কুরনে বিগুণ মদন বোণী করে নিধুবনে।' বড়ু, ১৪৫০।

বিগুণভর [সি] বিগ বিগুণে বেশি। 'সাহ মিটাইয়া হেয়স্তের দুই পা বিগুণভর আবেশে চণ্ডিয়া ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

বিগুণিত [সি] বিগ বিগণ; অধিক। 'বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোমার্ঘ করিয়া লইয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বিচক্রান [সি] বি দুই চাকার সাইকেল; বাই-সাইকেল। 'ভিতরে দিকে চালিয়ে দিলেন বিচক্রানখানদিকে।' তারা, ১৯৫৩।

বিচারিণী [সি] বিগ ক্রী দুই পুরুষে আসক্ত। 'বদ্যাপি বিগু সারী বিচারিণী হয়।' ভবানী, ১৮২৫।

বিজ্ঞাতিতত্ত্ব [সি] বি ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির ধর্মভিত্তিক আলাদা রাষ্ট্র গঠনের তত্ত্ব। 'বিজ্ঞাতিতত্ত্ব ভিত্তিতে যে পালিক্রানের প্রতিষ্ঠা ...।' জালাল, ১৯৫৪।

বিভল [সি] বিগ দোতাল। 'নগরের বিভল দ্রিতল অট্টালিকায় বসিয়া ...।' মণ্ডার, ১৮৮৯।

বিভলবাসিনী [সি] বিগ ক্রী বিজয়ী তলার ববাসকারী। 'বিভলবাসিনী গবাক্ষবস্ত্রী গুণিতক সেবিয়াময়্য তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ...।' বনকৃষ্ণ, ১৯৩৮।

বিভু [সি] ১ বি হৈত সজা। 'এ মতের বিধানে ইধরের বিভু কেন না মানি।' দর্শন, ১৮২১। ২ বি দুইবার ব্যবহার বা প্রয়োগ। 'অন্যর ব্যতনবর্গের বিভু ঘটায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিভুবোধক [সি] বিগ পুনরাবৃত্তিকৃত। 'এমনকি দেশজ, বিভুবোধক ও ধনাত্মক প্রকৃতি।' হাই, ১৯৫৪।

বিদল [সি] বি (বাউ) বিদল পথ। 'বিদলে সহস্র দল একরূপে সাঁই করে আলো।' লালদ, ১৮৯০।

বিদল পথ [সি] বি (যেবধ) বিতঙ চক্র। 'নাসামূলে বিদল পথ বক্তাবানী।' চট্ট, ১৫৫০।

বিধর্মী [সি] বিগ দুই ধর্ম অবলম্বনকারী। 'আসলে তিনি বিধর্মী।' উমর, ১৯৬৮।

বিধর্মিতা [সি] বি দুই ধর্ম অবলম্বন করা। 'সঙ্কল্প ইন্দ্রাবনের এই

বিধর্মিতার বর্ষাধ চরিত্র উপলব্ধি করতে হলে ...।' উমর, ১৯৬৮।

বি-ধার [সি] বিগ দুদিক ধারালো। 'বি-ধার তলোয়ার।' বিকৃতি, ১৯৩৭।

বিপক্ষ [সি] বি দুই ভানা। 'কোন কোন পক্ষী বিপক্ষ বিস্তারে আকাশ পাখে গমন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

বিপদ [সি] বিগ দুই পা বিশিষ্ট। 'আমরা মনুয্যকে বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বিপদী [সি] ১ বি পদ্যার। 'বিপদীই হচ্ছে সকল দেশে সকল ভাষার আদি ছন্দ।' প্রমথ, ১৯১৩। ২ বিগ দুটি পদ্যের সর্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'গাথির দেহের ছন্দটা বিপদী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৩ বিগ দুই পদবিশিষ্ট। 'আদালতের দীর্ঘদ্রলম্বিত বিশিষ্ট বিপদী প্রতীক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিপাদ [সি] বিগ অর্ধেক। 'তবন ধর্ম বিপাদ অন্তরে থাকিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বিপুলক [সি] বি পরকর্তী প্রজ্ঞা। 'এই স্বকৃতভঙ্গিমণের সন্ধানেরা বিপুলক্রে ও তাহারের সন্ধানপাশ তিন পুরুষে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বিপ্লব [সি] ১ বি দুপুর্ষ। 'যোয় শব্দ তলি কেন বিপ্লব বোলা।' রসারাম, ১৭৫০। ২ বিগ দুই প্রহর বা ছয় মিনিট অতিক্রান্ত। 'তবন রাতি প্রহর করি বিপ্লবের।' শরৎ, ১৯১৭।

বিপ্লবী [সি] বিগ ক্রী দুই প্রহর অতিক্রান্ত। 'মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা বিপ্লবী রজনীর ন্যায় নিস্তরু হইত।' রাজ, ১৮৭৪।

বিপ্লবিক [সি] ১ বিগ দুপুর্ষের। 'পতিত মহাপ্রাণ বিপ্লবিক আলস্যে চকু মুদিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বিগ দুপুর্ষকোচলে এমন। 'নেপথ্যবিদ্যালয় অথবা বিপ্লবিক বিদ্যালয় পরিচালনা।' বোম্ব, ১৯৪৯।

বিবচন [সি] বি বিতু বোধক পদ। 'একবচনে বালক, বিবচনে বালকো ও বহুবচনেও ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিহার [সি] বিগ দুবার। 'বিহারের পর জীবনকাল মধ্যে কোন বৃত্তান্তলো ইংহারা বিহার, কোথায় বিহার পরাণ করিয়া থাকেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিবিধ [সি] বিগ দুই প্রকার। 'বিবিধ বানর বধ বিক্রমে বিসাল।' মলাধর, ১৫০০।

বিবিধিগুণ [সি] বিগ দুই রকম বাবাপ্রাণ। 'সজা হু লোকেরা ও জীবনোপায় গন্ধর্বসেনের সৌন্দর্য সেবিয়া ... হর্ষবিধানে বিবিধিগুণ হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বিভাগ [সি] বিগ দুই বখ। 'প্রভু আশ্র দেহ বিভাগ করিয়া অর্ধেকের নর এবং অপর অর্ধেকের নারী হইলেন। জ্ঞানাক্রমোদয়, ১৮৫২।

বিভুজ [সি] বি দুই হাত। 'বিভুজ যুগিতি কি কেহ চতুর্ভুজ ইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

বিভুজতা [সি] বি দুই হাতবিশিষ্টতা। 'মানুষের সহিত বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বিমত [সি] বি ভিন্ন মত। 'তিনি নিন্দাতাজন ইয়াছেন কিনা তাহা বিমতে বিমত থাকিতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'এ বিমতে কাহারো বিমত থাকিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিমাতৃভাষা [সি] বি বিজয়ী মাতৃভাষা। 'ইংরেজি ভাষাকে এখন বাঙালির বিমাতৃভাষা বলা যেতে পারে।' প্রমথ, ১৯১৭।

বিষুখী [স] *বি* দ্বি ধারা বিশিষ্ট। 'এই বিষুখী সমস্যা সমাধানে।' *বেশম*, ১৯৮৮।

বিধাম [স] *বি* দূশর। 'এই ভাতি শীত্ৰপতি উড়িল বিধাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিদাদ [স] *বি* হাতি। 'ধনুর্বাণ অব্যাহত বিদাদ সৈন্য ভেদি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিদাদ-বদ [স] *বি* হাতির দাঁত। 'বিদাদ-বদ-নির্গিত দুয়ারে দুয়ারী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিদাদরদত্ত [স] *বি* উচ্চাসনবিশেষ। 'পৃথক হয়ে আপন আপন বিদাদরদত্তে এরা তো বসে থাকেনই না।' *মুলতবা*, ১৯৪৯।

বিদ্যামন [স] *বিঃ-আগমন*। *বি* বিয়ের পর নতুন বউয়ের বিতীয়বার বাপের বাড়ি থেকে বামীর ঘরে যাওয়া (হিন্দু সংস্কার)। 'যুবতি হইলে তাহার বিদ্যামন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিদ্যাতনিক [স] *বিঃ-আরতনিক*। *বি*ণ্ণ বিদ্যারিক। 'অন্ন পটভূমিকার পর আসে যায় জীবনের বিদ্যারতনিক অনুকৃতি।' *স্বপ্নী*, ১৯২৮।

বিষ্কতি [স] *বিঃ-উক্তি*। *বি* আপত্তি জ্ঞান। 'যে আত্মা করিবেন, বিষ্কতি না করিয়া, ভাবতেই সমস্ত হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিষেক [স] *বি* জমর। 'হে বিরেফ! হে ষ্টপদ! ... হে ভোমরা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিশত [স] *বি*ণ্ণ দশো। 'কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় বিশত ... এই রূপে ভাগে ভাগে, যখন মধ্যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিশাখাবিক্ত [স] *বি*ণ্ণ দুই শাখাবিশিষ্ট। 'অগ্রভাগ বিশাখাবিক্ত বিশূলবক।' *হাসন*, ১৯৬৭।

বিশ্বস্ত [স] *বি*ণ্ণ দুই হাজার। 'কোথায় পঞ্চ শত, কোথায় বিশ্বস্ত কোথায় বিশ্বস্ত এইরূপে ভাগে ভাগে যখন মধ্যায় ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

বিস্ত [স] *বি*ণ্ণ দুই সূতা (দড়ি) পাকানো। 'বিস্ত কাঁকালে দড়ি দড় করি ধরে।' *মানিকরাম*, ১৮২১।

বিশ্বরা [স] *বি*ণ্ণ দুই স্বরবিশিষ্ট। 'বট-কথা-কণ্ড কোথা দুরারোহ, তমিল তমালে সভয়ে সংবরি আছে উজ্জ্বল বিশ্বরা দীপক।' *স্বপ্নী*, ১৯২৮।

বিজ [স] ১ *বি* ব্রাহ্মণ। 'বিজ হটক ক্ষেত হটক করাইব সুখ।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* পাখি। 'বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিজকুল [স] *বি* পাখির দল। 'সিবিজুল নাচত অলিকুল জয়। বিজকুল আন পড় আশিষ ময়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিজখটা [স] *বি* ব্রাহ্মণদের সমারোহ। 'রূপালে ছুড়ি ফৌটা টৌমিণে বিজখটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিজ্ঞত [স] *বি* ব্রাহ্মণত্ব। 'সমাজ সেই প্রাচীন বিজ্ঞতকে লাভ করিবার জন্য চক্ষল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিজদল [স] *বি* পাখিরা। 'বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

বিজধর্ম [স] *বি* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ধর্ম। 'বিজধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিজবর [স] *বি* শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। 'ব্যাঘ হস্তে যুক্ত করি এক বিজবর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিজরাজ [স] *বি* চাঁদ। 'অবহু মন্তু সকল জন্ত হেতু দখিনে উয়ল বিজরাজ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিজোত্তম [স] *বিঃ-উত্তম*। *বি* ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। 'অবহেলি বিজোত্তমে চঞ্জালে ভকতি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিতীয় [স] ১ *বি* ভিন্ন কিছু বা বিষয়। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে/এক বস্ত্র বিনা সেই বিতীয় না মানে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি*ণ্ণ দুই সংখ্যক। 'বিতীয় বনিতা তার উজানি নাগরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিতী [স] *বি*ণ্ণ বিতীয়ত। *ক্রি*ণ্ণ বিতীয় বারে। 'বিতীএ বরাহরূপে পূণ্ড্রি উদ্ধার।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিতীয় [স] *বি*ণ্ণ বিতীয়। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

বিতী [স] *বি*ণ্ণ বিতীয়। 'বিতী বেছো তুমি বেছো বদলে।' *কোতকা*, ১৬৫০।

বিতীঅ [স] *বি*ণ্ণ বিতীয়। 'জন্মিল বিচিত্রবিবর্ধ বিতীঅ কুমার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিতীএ [স] *বি*ণ্ণ বিতীয়। *ক্রি*ণ্ণ বিতীয়ত। 'বিতীএ অবলা রূপ দেখ পূর্ণ শশী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিতীয়ত [স] *ক্রি*ণ্ণ বিতীয়ত। 'বিতীয়তঃ বহুদুব্যাপী বৈবাহিক সম্বন্ধ বিবাদের পথে সাধারণ বাধা ছিল না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিতীয়তো [স] *বি*ণ্ণ বিতীয়ত। *ক্রি*ণ্ণ বিতীয় ক্ষেত্রে। 'বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্র কহেন যে পরমাত্মা এক।' *দর্পণ*, ১৮২১; 'বিতীয়তো বাস্তবতার পশ্চিম ... এক শত দশ হাত লম্বা এক সেতু।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিতীয়পক্ষ [স] *বি*ণ্ণ বিতীয় ত্রী। 'ভাবী বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিতীয়বার [স] *বি*ণ্ণ বিতীয়বার। *বি*ণ্ণ দুই-সংখ্যক দফা; দুইবার। 'হাদেরদেরে বিতীয়বার বার্ষিক পরীক্ষা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

বিতীয় ভাষা [স] *বি*ণ্ণ মাতৃভাষার পরে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্য যে ভাষা শেখা হয়। 'এঁদের বিতীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কতটুকু থাকে।' *মুলতবা*, ১৯৫৮।

বিতীয়া [স] ১ *বি* ত্রী চান্দ্রমাসের দুই তারিখ। 'বিতীয়ার শশী যেন উদয় গগনে।' *রূপায়ম*, ১৭৫০। ২ *বি* ত্রী বিতীয় জন। 'প্রথমাত বিতীয়ার অনুরূপ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিতীয়ার্ধ, বিতীয়ার্ধ [স] *বি*ণ্ণ বিতীয় ভাগ। 'গ্লোকেস বিতীয়ার্ধে বলা হইতেছে যে ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'এই উদাহরণগুলিতে জ্যোতিষদের বিতীয়ার্ধে আকারের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

বিতীয়ে *ক্রি*ণ্ণ বিতীয়ত। 'বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিধা [স] ১ *বি* সংশয়। 'বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি*ণ্ণ বিধিগত। 'হে মাতঃ পৃথিবী! তুমি বিধা হও, আমি তন্যেয়ে গ্রহণে করি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৩০; 'মামার বিচারিত ঘটিলে ধরনীকে বিধা হইতে বলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিধাকল্পিত [স] *বি*ণ্ণ বিধায় কল্পিত। 'বিধাকল্পিত স্বরে বললে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিধাকৃষ্টিত [স] *বি*ণ্ণ বিধাবশত সংকুচিত। 'বিধাকৃষ্টিতভাবে [স] *ক্রি*ণ্ণ বিধাবশত সংকোচ করে। 'চন্দ্রাবদ্য (বিধাকৃষ্টিতভাবে)। অন্য যারা সত্য আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিখ্যাজিত [স] বিখ্য দুই ভাগে বিভক্ত। 'যাহার তপোবলে ব্রহ্মাও বিখ্যাজিত হয়গে'। *হরমঙ্গল*, ১৮১১।

বিখ্যাম্ব [স] ১ বিখ্য সংলগ্নপূর্ব। 'নিজের বিখ্যাম্ব জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণ'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ বিখ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এমন। 'তখন সেই বিখ্যাম্ব অবস্থার সন্ধির শর্তভর'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিখ্যাজুজিত [স] বিখ্য বিহার জড়িরে-মাতরা। 'পাখির বিখ্যাজুজিত কাকিল শোনবামর ও বিছায়া হেঁটে চলে গেল'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিখ্যাতরঙ্গ [স] বি বিহার ঢেউ। 'এই বিখ্যাতরঙ্গের গুণাগুণায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়'। *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিখ্যাম্বরম্ব [স] বিখ্য+ম্বনা ধরম্ব। বিখ্য সংশয়ের বিহীন; বিখ্যার কল্পিত। 'একটি কথার বিখ্যাম্বরম্ব চুড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী'। *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিখ্যাম্ব [স] বি মনের ইচ্ছাত ভাব। 'যত কিছু বিখ্যাম্ব কিছু আর নাই'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিখ্যাম্বিত [স] বিখ্য সংশ্লিষ্ট। 'বিখ্যাম্বিত তাই আমি সান্ত্বিক নই'। *মহম্মদ*, ১৯৬০।

বিখ্যাপ্রায় [স] বিখ্য সংস্কার। 'কার্যক্ষেত্রে সর্বদাই বিখ্যাপ্রায়ান মনকে বোকাটা ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিখ্যাবর্জিত [স] বিখ্য সংশ্লিষ্ট। 'বিখ্যাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিখ্যাবীর্ণ [স] বিখ্য দুই ভাগে বিভক্ত। 'ভাষ্যও বিখ্যাবীর্ণ হইল'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিখ্যাবিত্ত [স] ১ বিখ্য দুইভাগে বিভক্ত। 'মহাভরতকে এরকম বিখ্যাবিত্ত করা সেহাত গৌরবত্বই নয়'। *ব্রহ্ম*, ১৯২৭। ২ বিখ্য বিখ্যিত। 'ভীর মায়ক-নাথিকা মানুষ, সে কারণে বিখ্যিত, বিখ্যাবিত্ত; কোনও তারকরূপে সেহায়ে নয়'। *শিব*, ১৯৫৫।

বিখ্যাবিল্য [স] বি বিখ্যজনিত বিলয়। 'বিখ্যাবিলয়ে হারাই শয় ইহলোকে'। *সুভাষ*, ১৯৪০।

বিখ্যাবীর্ষ [স] বিখ্য সংশ্লিষ্ট। 'তাহার বিখ্যাবীর্ষ দেশভক্তির বাণী তনিয়ে সন্দেহীকে হার মানিতে হইত'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিখ্যাবোধ [স] বি সংস্কার অনুভব। 'পতি, উপপতি সবই গোপলে যখনকুল থেকে নির্বাসন করবে তোমার কোনো বিখ্যাবোধ হয় না'। *রবীন্দ্র*, ১৯৬১।

বিখ্য-ভরা বিখ্য সংশ্লিষ্ট। 'বিখ্য-ভরা গলার একবার সুর আর দুবার কথা ভুল করে'। *বৃহৎ*, ১৯৪৯।

বিখ্য ভাড়া ক্রি সংস্কার নূর হওয়া। 'সেই বিখ্যাত ভাড়া দিবার জন্য তাহার সমস্ত মন সে উদ্ভাত হইয়া উঠিল'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিখ্যভাব [স] বি সংশ্লিষ্ট মনোভাব। 'কোন বিখ্যভাব ভাষা করিয়েন না'। *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বিখ্যাম্বিত [স] বিখ্য সংস্কারপূর্ণ। 'একটা বিখ্যাম্বিত দীনতার অনুভূতি খেলে যায় মাঝবের মনে'। *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

বিখ্যাম্বিত [স] বিখ্য সংশ্লিষ্ট। 'মনের চিত্তাংশোকে ... বিখ্যাম্বিত করে শ্রী ইন্দিরায়্য করে কুসোলে'। *কামদাস*, ১৯৬৫।

বিখ্যানুশ্য [স] বিখ্য সংশ্লিষ্ট। 'চিত্তাঙ্গীভূত সংস্কারায় মানুষের কাছে এই বিখ্যানুশ্য অব্যবহিত ইচ্ছাশক্তি'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিখ্য সংস্কার [স] বি বিখ্যাম্ব। 'হালিমের মনের সমস্ত বিখ্য সংস্কার ভাঙ্গিয়া দেয় একজন দারওয়ান'। *সদনুস*, ১৯৫৫।

বিখ্যাবীন [স] বিখ্য সংশ্লিষ্ট। 'একটা বিখ্যাবীন চিত্তাবীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা ব্রহ্ম জীবনের আনন্দ লাভ করি'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। 'দুখ বহু বিখ্যাবীন, মুখে শান্ত, স্বার্থপন হলে'। *শেখর*, ১৯৬৬।

বিখ্যাবীনটিতে [স] ক্রিবিদ্য নিসংশ্লিষ্ট। 'বিখ্যাবীনটিতে এই আশোলালকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন'। *আলাদ*, ১৯৬৪।

বিখ্য [স] বিখ্য বি বাথ। 'বিখ্যবুথ মধ্যে রাখি তাম'। *আলাওল*, ১৯৮০।

বিখ্যাবীন [স] বিখ্য বি বাথ। 'পতঙ্গী বিখ্যাবীন কুরল'। *বাহরাম*, ১৯৫০।

বিখ্যত [স] বিখ্য বি শত্রু। 'বিখ্যত-গোপিত-নগ্নে নতুবা চুড়িতে'। *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীন [স] বীন বি ধর্ম। 'আর যথ বীন সব উত্তল না হু-এ'। *বাহরাম*, ১৯৫০। 'মুদ্রাঙ্কিত আশানের সুরে বনে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে বীন'। *নজরুল*, ১৯২৮।

বীণ [স] বি চারপিকে গানি বোঁটে ভুজাপ। ওর্না, ১৮৫৫। 'এই কুমিপিংকে অর্ধেক লগনশব্দে উত্তর এই জুড়ী'। *মুহুর*, ১৮১০।

বীণাবীণ [স] বি এক বীণ থেকে অন্য বীণ। 'এই স্নান সাম্মী ভরতবর্ষী'। *বৌদ্ধ*। বীণাবীণ হইতে আনীত। 'অক্ষর', ১৯৪৮।

বীণাবীণ [স] বি বীণে বসবাসরত ব্যক্তি। 'উক্ত বীণাবীণী বলে এই বীণায় বসবাসে পার্থক্য কোম প্রভা তখন করে না'। *অক্ষর*, ১৮৫০।

বীণাবীণ [স] বি লাঠিবিষে। 'এত বলি ক্রোধে হাতে বীণাবীণী সোরা'। *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বীণাবীণ [স] বি বীণ সংলগ্ন অক্ষর। 'উপকৃতীয় এলাকার ও বীণাবীণ ... ক্রিটি গঠন করেছেন'। *বেগম*, ১৯৬৬।

বীণাবীণ [স] বি বীণ হাফানে। 'বীণাবীণ লক্ষ্যে অবিরাম চলে যাওয়া'। *দীপন*, ১৯৪০।

বীণাবীণ [স] ১ ক্রিবিদ্য অন্য বীণে। 'তাহাকে বীণাবীণ লইয়া গিয়া বাক্সবীন কায়াকত করিয়া রাখে'। *বিন্দু*, ১৮৫১। ২ বি নির্বাসন। 'ভেলে পড়ে মরি, বীণাবীণ যাই, কীদী যাই'। *শিবির*, ১৮৮৯।

বীণাবীণ [স] বি বীণে নির্বাসন। 'ইটালি যে বীণাবীণবাসের বিধান করেছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বীণাবীণ [স] বি বীণে নির্বাসন। 'ইটালি যে বীণাবীণবাসের বিধান করেছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বীণাবীণ [স] বি বীণে নির্বাসন। 'সমুদ্রপারে বীণাবীণবাসের বিধান করেছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বীণ [স] বি চিত্তাবাস। 'এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে তামাল তরুণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, গজর, মহিষ, বৃক, তরুণ হস্তী হিন্দু জন্তুগণ ... নিতরে চিত্তরত করিতেছে'। *হরমঙ্গল*, ১৮৮১।

বীণ [স] বি বাথল। 'বীণবীণ পথিবান তব মনে বিতুষা বিহারবননা ভরকরা'। *সুদৃশ*, ১৯০০।

বীণ [স] বি বীণ। 'এপ্রাণি'। 'হেমত বীণিকা উজরে অবিকা'। *চট্ট*, ১৯৫০।

বেথ [স] ১ বি স্বর্গ। 'নিভানলে যাহার তিলেক বেথ রয়ে'। *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি অনিষ্ট। 'মনুষ্যের বেথ করে না'। *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩

বি বিয়াণ। 'শায়ের প্রতি শেষ নাই।' দর্পণ, ১৮৩০।

শেষক [স। বি শব্দ। 'হাত, তোয়ারই শেষক।' বর্ধিষ, ১৮৭৫।

শেষভাব [স। বি বৈরাভাব। 'রাজার যে শেষভাব ইয়াছিল তাহা সে বালকের মুখাবলোকনামাত্র পেল।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০।

শেষশূন্য [স। বিশ বিহীন। 'কিঞ্চিৎ শেষশূন্য ইয়াই নীপিকা পাঠ করিতেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

শেষাশেষ [স। শেষ-বিষে। 'কিন্দায় সেতরা কেবল শেষাশেষ প্রকৃত করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৩।

শেষাশেষি, শেষাশেষী [স। শেষ-বি। 'আমবাশীরা দলাদলি শেষাশেষি করত।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'বাসাদিসের দলাদলি ও শেষাশেষী সর্বত্রই সমান।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'লোকে করে শেষাশেষি পৌর বলে যাই চলে।' শালন, ১৮৯০।

শেষাল [স। শেষ-অবলি। 'যে রূপ অলস; বিশেষ। 'তাঁহার প্রতি স্রষ্টা ভাব ও শেষাল ক্রমশঃ প্রকৃষ্টি হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শেষি [স। শেষী। ১ বিশ বিহীন। 'শেষী বিশেষী না ইয়া অন্যোনা বর্ণ ... প্রতিশালন করেন।' রামরায়, ১৮০২। ২ বিশ বিরোধী। 'শেষি মহাদেয়াদিসের আকলন ও তর্জনর্জনের বিসর্জন ইহেক।' দর্পণ, ১৮২৯।

শেষী [স। বিশ বিরোধী। 'অবশ্যই তাঁহাদিসের ধর্মের শেষী ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

শেষ্য [স। বিশ নিন্দনীয়। 'এতকে কুৎসার কেহ শেষ্য যোগ্য নহে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শেষত [স। ১ বিশ দুই বকম। 'জগতের অষ্টম মেরে সে শেষত মায়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সহী। 'হবন আমার শেষতলাপি জমেনি।' রঞ্জিত, ১৯০০। ৩ বি শিক্ত; দুই দিক। 'সকল সৃষ্টির মধ্যেই একান্তি হৈতে আছে; তার একটা হচ্ছে অন্তরের সত্য, আর-একটা হচ্ছে তার বাহিরের বাহন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শেষত ধর্ম, শেষত ধর্ম [স। বি মঙ্গল ও অমঙ্গলজনক, দুই ধরনের ঈশ্বর পৃথিবীতে নিমুক্ত - এই মতবাদ। 'শারদিকাদিসের প্রাচীন শেষত ধর্ম এইরূপ।' বর্ধিষ, ১৮৯২।

শেষতবাদ [স। বি জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভিন্ন - এই দার্শনিক মত। 'শেষতবাদ বা অশেষতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অধিকৃতকর।' বর্ধিষ, ১৮৯২।

শেষতবাদী [স। বিশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভিন্ন - এই মতবাদে বিশ্বাসী; শেষতবাদে বিশ্বাসী। 'ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চারুক্য কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা শেষতবাদী।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

শেষতভাব [স। বি জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক ভাবনা। 'তাঁহাদের ধর্ম ও কর্ম শেষতভাবের বিলম্ব আবির্ভাব আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শেষতচাঙ্গী [স। বিশ বহিরোধী। 'মৃত্যু প্রকোপিতলে তদ্রূপীণ শেষতচাঙ্গী নর/মিহেরে কিনট উৎসারিত ধূমে।' সূর্য্যভঙ্গ, ১৯৪৮।

শেষ [স। ১ বি শেষ। 'সক্তি, বিদ্যাহ, বান, আদন, শেষ, অশ্রয়, এই ছয় রাজত্বে ... অতিমাত্র কুলন হও।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০। ২ বি অনৈক্য; মতপার্থক্য। 'তথিষয়ক সমুদায় শেষ অর্ন্তর্ভুক্ত ইহল।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বি দুই দিক। 'সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশি পরিমাণে চারিধরের শেষ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শেষ্য [স। বি এক সঙ্গে দুই বামী নিয়ে জীবন্যাপন। 'একটি নিম্নো জীব্যককে শেষ্য অপর্যবে যোগ্যতা করা ইহাছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শেষসাগর [স। বি বীণ আছে এমন সাগর। 'সেনিবি অগার শেষসাগরে মর্ত্যমানুষ একা বাস করে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩০।

শেষায়ন [স। ১ বি সংকৃত ভাষার মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব। 'শেষায়ন চিরজীবী যশসুখা পদে, কহেন মধুর বরে ... মহাভারতের কথা।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিশ বীণে জাত। 'এবং সে ষষ্ঠ বিশ্বের মধ্যে শেষায়ন আমার সকলে, জানি কি না জানি, নাস্তিরই বিরতবাদ।' সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

শেষায়িকী [স। বিশ দুই ভাষার মিশ্রণ; বানিকটা ইংরেজি বানিকটা বাংলা। 'শেষায়িকী কথা কহিয়া এবং তামাক সেবন করিয়া।' বর্ধিষ, ১৮৭৪।

শেষায়িক [স। বিশ দুই মাত্রাবিশিষ্ট। 'দৃঢ়মনিকে শেষায়িক বলে গণ্য করার দরকার আছে বলে অনুভব করেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

শেষ্য [স। বিশ হৃদয়ের জন্য দুই রকম মুখোমুখি এমন। 'হৃদয়মুখ তোমাদের কার্য্য না হে।' মঙ্গলরক, ১৮৮৫।

শেষ্যমুখ [স। বি দুই রকম মুখোমুখি লড়াই। 'শেষ্যমুখ তোমাদের কার্য্য না হে।' মঙ্গলরক, ১৮৮৫।

শেষ্য-সমর [স। বি সমুখ যুদ্ধ; দ্বন্দ্বিক পড়া। 'এদের মনীষীরা সত্যক্ষেপান শেষ্য-সমরে।' অল্পনা, ১৯২৯।

শেষ্য [স। বি বৈত শাসন। 'বরাজ পরব্রাজ্যে শেষ্য সৈন্যের ভাবনা আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্মা [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্মা [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শেষ্যাত্ম [স। বি দুই বস্তুত শাসকের শাসিত দেশ। 'আমার দাম্পত্য শেষ্যাত্মের নিয়মাবলী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দ্যাগলি হওয়া ক্রি মহাজনের ব্যবসা নষ্ট হওয়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

দ্যাখা^১ বি দেখা। 'অনেক বাছা গোহা ও দ্যাখা শোণার পর।' *হত্যাম*, ১৮৬১।

দ্যাখা^২ বি দেখা। 'আমার দ্যাখতায় পাচ-পাঁচটা ম্যানেজার বদল হ'ল।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

দ্যাখা^৩ ক্রি চোখ রাখা। 'দ্যাখ, পুরুষেরা জীলোক বলিয়ে নাহি করে হেলা।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

দ্যাশ [স দেখা] বি গ্রাম। 'কাঁদাকাটি করয়ে দ্যাকবো, বদি না ছাড়ে তবো মেরা কামিই দ্যাশ ছাড়ে যাব।' *নীনবন্ধু*, ১৮৬০।

দ্যাপাণীও [স দেশম্ভাষা] বি গ্রাম-পা। 'দ্যাপাণীও ছাইডা ধীপের মদি আইসা রইছ।' *মানিক*, ১৯৩৬।

দ্যুতি [স] ১ বি শোভা। 'কমরের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি দীপ্তি। 'ধবল স্নেহে জ্যোতি ধবল বর্ণের দ্যুতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দ্যুতিলোক [স] বি আলোকবিশিষ্ট। 'অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

দ্যুলোক [স] বি মহাশূন্য। 'আমরা চতুর্ভুজি হরিভাঙ্গী-সংবলিত যাবতীয় নক্ষত্রগুণে পরিবৃত্ত রইয়াছি, তাহা ... দ্যুলোকে বলিয়া উক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

দ্যুলোকব্যাপী [স] বিণ সুদূর বিস্তৃত। 'দ্যুলোক-ভুলোকব্যাপী অমরন্ত সীল উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

দ্যুত [স] বি পাশা খেলা। দ্যুতকার [স] বি পাশা খেলে যে। 'আমি দ্যুতকার অর্থাৎ দ্যুতক্রীড়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ হারিয়া কৌপিনমাত্রাবিশেষ হইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দ্যুতক্রীড়া [স] বি পাশা খেলা। 'আমি দ্যুতকার অর্থাৎ দ্যুতক্রীড়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ হারিয়া কৌপিনমাত্রাবিশেষ হইয়াছি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

দ্যুতজিতা [স] বিণ বাজি খেলে জিতেছে এমন। 'সভ্যজলে দ্যুতজিতা অপমানিতা মহিষী।' *বিক্রম*, ১৮৮৭।

দ্যুতপণ [স] বি জুয়ার বাজি। 'দ্যুতপণে না হয় বিক্রয়, বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয় -।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

দ্যুতাসক্ত [স] বিণ জুয়াখেলায় মগ্নভাবে সংযুক্ত। 'দ্যুতাসক্ত ব্যক্তিকে দেখ হইতে বহিষ্কৃত করিবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দ্যোতনা [স] ১ বি দীপ্তি। 'সুখদুর ব্যক্তারই সৃষ্টি হয় তা নয়, তার দ্যোতনার সমস্ত মণ প্রাণ ভরে ওঠে।' *হাই*, ১৯৪৭। ২ বি সূচনা। 'আজ দেখা দিয়েছে অপূর্ণ নবজাগরণের দ্যোতনা।' *বেগম*, ১৯৪৭। ৩ বি ব্যক্তা। 'নেই কোন শব্দের দ্যোতনা।' *মাহমুদ*, ১৯৩৬।

দ্যোদর্শিত, দ্যোদর্শিত [স দোদর্শিত] বিণ দুর্দান্ত। 'এককর বাদসাহ মহা প্রদস্ত দ্যোদর্শিত প্রতাপবিত।' *রামরাম*, ১৮০১।

দ্রুত [স দৃঢ়] ১ বিণ শক্ত। 'দুই হাথে দুই পা তার দ্রুত করি ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বিণ দ্রুত; শান্ত। 'নিহেলিখা দুয়্যার ভারতভূমির পার চারি মাস দ্রুত কর হিয়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্রুড় [স দৃঢ়] ১ বিণ কড়া। 'জে দিবস আমি দ্রুড় ব্যক্তন রূপি মারএ গিয়ার বাড়ি কোনো বন্যা কান্দি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিণ দৃঢ়। 'যে কৈ মথার কথা যেল কর দ্রুড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

দ্রুতবন্ধ [স দ্রুতবন্ধ] বিণ দৃঢ়তার। 'সক হৈতে দ্রুতবন্ধ সংসার অতল।' *মালাধর*, ১৫০০।

দ্রুতবন্ধন [স দ্রুতবন্ধন] বিণ শক্ত বান্ধনযুক্ত। 'অবধানে আছাইল দ্রুতবন্ধন দড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

দ্রুটিষ্ঠ [স] বিণ অত্যন্ত দৃঢ়। 'দ্রুটিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘাচার বীরপুরুষদের কুলে কতকগুলি শিপীলিকা জন্মিলাম।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

দ্রুটীয়াসী [স] বিণ দ্রুতি অতিশয় দৃঢ়। 'স্ব্টোপদিত ধর্ম তাহার দ্রুটীয়াসী শ্রদ্ধা ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

দ্রব [স] ১ বিণ বিপ্লবিত। 'রমণীর অন্তঃকরণ যেমন অল্পে দ্রব হয়।' *উমেশ*, ১৮৫৭। ২ বি তরল। 'দ্রবাকারে - অর্থাৎ অপরূপে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫।

দ্রবচূনি [স দ্রব+চূনি] বিণ লাল চূনি গোলা রঙের। 'দ্রবচূনি সূর্য করি শেষ।' *সত্যজিৎ*, ১৯০৮।

দ্রবধারা [স] বি তরল প্রবাহ। 'আমার সমস্ত ভাষার উপর মধুরতার দ্রবধারা চিটেচিটে মতো লিপ্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

দ্রবা [স দ্রব+] ক্রি গলে যাওয়া। 'বাসুদেব গীত করে প্রকুর বর্ণনে কাঠ পাথর দ্রবে যাবার শ্রবণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্রবিশ ক্রি নরম হওয়া। 'বালককে বিন্দা দ্যুতি দেখি পাইল বহুশ্রীতি বাহুল্যেতে দ্রবিশ হৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। দ্রবিশা ক্রি তরল হওয়া। 'তনুিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিশা হৃদয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দ্রবিত্তা [স] বিণ ত্রী দ্রবীভূত। 'একটা কবিতা/ রসে হয়ে দ্রবিতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

দ্রবীভূত [স] বিণ বিপ্লবিত। 'হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল।' *বিক্রম*, ১৮৮৮। 'দ্রবীভূত হয় পাথর রমণীর প্রাণ কত দৃঢ়।' *ফরজুয়ার*, ১৭৫০। 'গৃঢ় অশ্রুতে যেন আকরণে দ্রবীভূত।' *স্বীকৃত*, ১৯৩২।

দ্রবিড় [স] বি প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ; বর্তমান মাদ্রাজ। 'অন বর কলির সুরাট্র মণধ দ্রবিড় গৌড় মিথিলা কান্যকুব্জাদি নানা দেশীয় ব্রীসকল ...।' *গৌর*, ১৮২২।

দ্রব্য [স] ১ বি জিনিস। 'বিশ্বের দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি বাদ্যবস্ত্র। 'প্রকুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচমিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

দ্রব্যগুণ [স] ১ বি দ্রব্যের ধর্ম। 'ঐ সমস্ত দ্রব্যগুণ প্রকাশে সমর্থ হইয়া মনুষ্যের ভক্ত সাধন করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ বি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। 'যখন হিন্দুধর্ম প্রকল ছিল, পোকে দ্রব্যগুণ, কিম্বা, ভূতভূত জানতো না।' *হত্যাম*, ১৮৬১।

দ্রব্যজাত [স] বি দ্রব্যসমূহ। দ্রব্যজাত দেখি দূর্য্য হরতি মন হয়্যা কিনিতে লাগিল বোঝা ভারে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রবারাহৌদিদের মধ্যে যিনি দ্রব্যজাত সঙ্গে লইয়া যাইবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

দ্রব্যময় [স] বিণ স্বল্পগত। 'দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই প্রেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

দ্রব্যমূল্য [স] বি পণ্যের দাম। 'সামাজিক দ্রব্যমূল্য।' *বন্দুত*, ১৮২৯।

দ্রব্যসামগ্রী [স] বি জিনিসপত্র। 'সন্ধ্যাসী ... দ্রব্যসামগ্রীর সমগ্রপূর্ব্বক, শাশানে বোশাসনে বসিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

দ্রব্যাদি [স দ্রব্য+আদি] বি পণ্যসামগ্রী। 'বন্দোলে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্মূল্য হইবার কি কারণ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শ্রব্যাপার

শ্রব্যালয় [স শ্রব্য-আলয়] বি সোদান। 'করাপি বশিকের শ্রব্যালয়ে উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৬।

শ্রব্দ্য [স শ্রব্য] বি স্বর। 'বাইল সকল শ্রব্দ্য দেখিল সন্ন্যাস' মঙ্গাধর, ১৫০০।

শ্রব্যা [স শ্রব্য] ক্রি দর্শনো; দেখানো। 'সোম শ্রব্যায়ে ভাল ভাতে নাই সোম।' জ্ঞানোত্তম, ১৬৮০।

শ্রষ্টব্য [স] ১ বিশ বিশেষিত হয়েছে এমন। 'সেই তার আমার শ্রষ্টব্য হইতেছে।' রামায়ণ, ১৮০২। ২ বিশ দর্শনীয়। 'বেশনে যা-কিছু শ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আরে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্রষ্টা [স] বি দর্পক। 'শ্রষ্টার দৃষ্টির পরে তার দিবা জ্যোতি।' অঙ্গাওল, ১৬৮০। 'আমার সামনে দাঁড়িয়েছে আমি তাকে দেখছি। এখানে আমি বিতর্ক শ্রষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রষ্টা [স দৃষ্টি] বি নম্র। 'দানবের মুখে কেহো শ্রষ্টা বিদ্যা পড়ি।' মঙ্গাধর, ১৫০০।

শ্রষ্টার্থ [স] বি দর্পকলণ। 'শ্রষ্টার্থ দেখিলেন।' বর্ধম, ১৮৬৫।

শ্রুশ্য [স শ্রুশ্য] বি সেবা যার এমন বিষয় যা স্বর। 'সত্যর পাইলে নিষ্ঠা তার হই শ্রুশ্য।' মঙ্গাধর, ১৫০০।

শ্রাক শ্রাক [কন্যা] বি ঢাকঢাকায় বায়াময়ের শব্দ। 'প্রিমিকি প্রিমিকি শ্রাক শ্রাক দুখ শুধু বাজার নিপুণ তার ঢাক।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬০।

শ্রাক্ষা [স] বি আত্মর। 'শ্রাক্ষা সূর্য্যণ।' বসু, ১৪৫০।

শ্রাক্ষাক্ষ [স] বি আত্মর বাপান। 'শ্রাক্ষাক্ষবন [স] বি আত্মরলতার বন। 'আমি আরে শ্রাক্ষাক্ষবনে গছ গছ খরিয়ে ফল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। 'বাতাবী সেতুর সারি, শ্রাক্ষাক্ষ - অন্যান্য গাছের শব্দ শ্রব্ধেবো রানি অক্ষর-জঘাট।' শতকর, ১৯৬২।

শ্রাক্ষকের [স] বি আত্মর বাপান। 'একদা, এক শৃগাল, শ্রাক্ষকের প্রবেশ করিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

শ্রাক্ষাবন [স] বি আত্মর গাছের বন। 'এক হরিণ, গাণ্ডবে পলাইয়া, শ্রাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

শ্রাক্ষারস [স] বি মদ। 'শ্রাক্ষারস ও মাসেক্তর শরীরে ঐ সকল উদ্ভবের অতন হইলে হানি নাই।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শ্রাক্ষালতা [স] বি আত্মর গাছ। 'এক হরিণ ... আমার সন্ধান পাইবেক না, এই হিরি করিয়া, বহুদল মনে, শ্রাক্ষালতা খাইতে আরম্ভ করিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

শ্রাখিয়া [স] বি লতনের প্রিন্ত মামলিকের শূন্য ডিম্বি ধরে বিবৃথেরো বয়সর পুথি-পঠিত কোনো ছানেরে কৌশিক দুরত্ব। যেমন, ঢাকার দুরত্ব পুথি ৯০ ডিম্বি। 'পৃথিবীর পূর্ণপটম পরিমাপকে শ্রাখিয়া কথা যায়।' অক্ষর, ১৮৪১।

শ্রাচ্য [স] বি দৃঢ় সংকল্প। 'আর যাবৎ তাহার আপন ভুল ছাপনা করিতে প্রাচ্য করে।' তারিখী, ১৮০৩।

শ্রাপ [স] বি দ্রাক্ষ্য [স] অর্থ প্রদানের জন্যে ব্যাকের আদেশপত্র। 'শ্রাপ ও তেরোজর আতর।' কাল্পে, ১৭৮৫।

শ্রাবক [স] বিশ যা দিয়ে কোনে কিছু লগানো হয় (যেমন চিনি ও লবণের শ্রাবক পানি)। 'কের যাবক স্মরণী শ্রাবক।' চরী, ১৫৫০।

শ্রাবিড় [স] ১ বি দক্ষিণ ভারতের গ্রাটিন জাতিবিশেষ। 'উৎকল শ্রাবিড় রাজা বিজয়ানন্দ।' মুকুল, ১৬০০। ২ বি শ্রাবিড়দের বাসভূমি;

দক্ষিণ ভারত। 'ওজরাট মরাঠা শ্রাবিড় উৎকল বস।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বিশ শ্রাবিড়ীয়। 'ভারতবর্ষে শ্রাবিড় মনেন সঙ্গে আর মনের সংগত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

শ্রাবিড়জাতীয় [স] বি শ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। 'শ্রাবিড় জাতীয়েরা আদিম নিবাসিনীকে জয় করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রাবিড় ভাষা [স] বি গ্রাটিন ভারতের শ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষা। 'শ্রাবিড় ভাষার এক গ্রন্থ উক্ত ইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৭৭।

শ্রাবিড় ভাষী [স] বিশ শ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে এমন। 'তামিল, তেলুগু, গুরুত শ্রাবিড়-ভাষী দাক্ষিণাত্য লোক বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত।' অক্ষর, ১৮৫০।

শ্রাবিড়, শ্রাবিড়ী [স] ১ বি গ্রাটিন ভারতের শ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষা। 'এই বহুভাষা ... শ্রাবিড়ী ইষ্টারা পান্ডিত্যে গ্রাট্য বাক্যকারিত্তিকা দাক্ষিণাত্য এই শ্রাবিড় অসিমান ভাষা হইতে নির্ণাত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিশ শ্রাবিড় বংশীয়। 'বাসলা অধিকার করিলে কোলীয় ও শ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ ত্র্যম্বদিশের তাদুয়ার পলাল ...।' বর্ধম, ১৮৯২। ৩ বি শ্রাবিড় জাতি। 'শ্রাবিড় হইতে নেপালি পর্বত নানা বিভিন্ন জাতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রাম [কন্যা] বি দ্রাম বাজানোর শব্দ। 'শ্রাম! শ্রাম! শ্রাম! লেকট! রাইট! লেকট!' নজরুল, ১৯২২।

শ্রিত [কন্যা] বি নাচের ভাল। 'শ্রিত নাতি মিতা তা তা প্রিমি কিনাতা।' কাল্পে, ১৮৮০।

শ্রিম শ্রিম [কন্যা] বি স্বীকার শব্দ। 'ছন ছন যনন যনন ছনন ছনন দয় দয় দয় শ্রিম শ্রিম ... বলিয়া বাঁপে কত কি বাজিডেল।' বর্ধম, ১৮৮২।

শ্রিমি শ্রিমি [কন্যা] বি ঢাকঢাকায় বায়াময়ের শব্দ। 'রন-বাজা বায়ে ... দামা দামা শ্রিমি শ্রিমি।' নজরুল, ১৯২২।

শ্রিমিকি শ্রিমিকি [কন্যা] বি ঢাকঢাকায় বায়াময়ের শব্দ। 'শ্রিমিকি শ্রিমিকি শ্রাক শ্রাক দুখ শুধু বাজার নিপুণ তার ঢাক।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬০।

শ্রিয়া বি ঝড়। মনোএল, ১৭৪৩।

শ্রুইড [স] বি গ্রাটিন কেম্টিদিশের পুরোহিত। 'গ্রাটিন কালে শ্রুইড, গোপ, পাদরি, আদিক ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শ্রুত [স] ক্রিমি তাত্ত্বিক। 'হুনি কহে শ্রুত সকলি গুরুত।' ভারত, ১৭৬০।

শ্রুত-উচ্চারিত [স] বিশ ক্ষিত্রতার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়েছে এমন। 'সেই হিল শ্রুত-উচ্চারিত অনর্পণ শব্দজ্ঞা এবং হমের সোলা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শ্রুতগমন [স] বি তাত্ত্বিক যাত্রা। 'ইহাদের কার্য্যকমতা, পারিষিক বস, শ্রুতগমনশীলতা গুরুত বিশ্বদ্রব্যই বলিতে হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শ্রুতগমনশীল [স] বিশ যুর শ্রুত চলাকো করতে পারে এমন। 'জীবজগতে কোন শ্রুতগমনশীল জড়ই থাকে ইহাদের সমকক্ষ নহে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শ্রুতগামিনী [স] বিশ শ্রুত গমনকারী। 'শ্রুতগামিনী অশ্রবণগিকে ধামাইতে না পারাতো যোড়া ঐ টটুর উপড়ে গড়িল।' দর্পণ, ১৮২৭।

দ্রুতচারী [স] বিপ দ্রুত বেশে ধাবিত হচ্ছে এমন। 'পার্ব্বতী দ্রুতচারী গাছপালা থেকে আগত নীড়-সন্ধানী পাখীদের খিটি টাংকার।' হৃদয়, ১৯৫৩।

দ্রুততর [স] বিপ শীঘ্রতর। 'সমান্তরাল রেল দ্রুত গতি হয় দ্রুততর।' ফররুখ, ১৯৬৩।

দ্রুততা [স] ১ বি দ্রুত হওয়ার অবস্থা। 'ঘটনার দ্রুততা বারে বারে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি তাড়াতাড়ির ডাব। 'বীচিরেদের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে ... যেষ্টে ইতস্তত অথবা চিন্তা করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

দ্রুততাল [স] ১ বি দ্রুত সময়বিশিষ্ট তাল। 'দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি দ্রুতবেশ। 'দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতের।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

দ্রুতপদ [স] ১ ক্রিবিপ দ্রুতগতিতে। 'সিন্দুরিতা মেঘ নদ আইল দ্রুতপদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ দ্রুত চলে এমন। 'ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবের প্রাণসমর্পণ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

দ্রুতপদে [স] ক্রিবিপ সত্বর। 'বিনোদিনী ... দ্রুতপদে চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

দ্রুতপরিবর্তনশীলতা [স] বি দ্রুত বদলে যাওয়া। 'যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও দ্রুতপরিবর্তনশীলতা আগমন করে ...' মুরগিদ, ১৯৭০।

দ্রুতবিকাশ [স] বি অগ্রগতি। 'রেনেসাঁসের যুগে ... দর্শন ও বিজ্ঞানের যে দ্রুতবিকাশ ঘটে ...' সিং, ১৯৫৬।

দ্রুতবিশীলমান [স] বিপ তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায় এমন। 'মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিশীলমান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না।' বিজুতি, ১৯২৯।

দ্রুতবেশ [স] বি দ্রুতগতি। 'দ্রুতবেশে হাজরের দিকে গমন করিয়া ... তরবারি গ্রহণে কসাইয়া দিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

দ্রুতবেশে [স] ক্রিবিপ দ্রুতগতিতে। 'দ্রুতবেশে হাজরের দিকে গমন করিয়া ... তরবারি গ্রহণে কসাইয়া দিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

দ্রুতভাষিনী [স] বিপ দ্রুত কথা বলে এমন। 'দ্রুতভাষিনী দ্রুতভাষিনী দ্রুতভাষিনী খিট স্বভাবের ঠাকুরখি।' তারা, ১৯৪২।

দ্রুতমান [স] বি সংঘীতের তালবিশেষ। 'মহারঠারামঃ ১ দ্রুতমান ১ একতালী।' বড়ু, ১৫০০।

দ্রুতসঞ্চালন [স] বি দ্রুত চালনা। 'বিপর্য্যক্তভাব ধারণ কসাইবার

শক্তিসূক্ত সবেগ দ্রুতসঞ্চালন।' জরুর, ১৮৫৪।

দ্রুতহস্ত [স] বিপ দ্রুত তৎপর। 'এই লৌহ রচনা কার্যে দ্রুতহস্ত হইয়াছেন।' শব্দীন্দ্র, ১৯৩১।

দ্রুতভাষিনী [স] বিপ দ্রুত কথায় কথায় হাসে এমন। 'দ্রুতভাষিনী দ্রুতভাষিনী দ্রুতভাষিনী খিট স্বভাবের ঠাকুরখি।' তারা, ১৯৪২।

দ্রুতি [স] বি দ্রুততা। 'প্রাকৃত সোলেকে কখনও বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ দ্রুতি।' সুব্রহ্ম, ১৯৪০। 'তাহলে আরো দ্রুতি চাই।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

দ্রুম [স] বি বৃক্ষ। 'ভাবপুষ্প-দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দ্রুম [ধন্য] বি আখতারের শব্দ। 'ঠিক মানুষের মগজের ওপর - দ্রুম-দ্রুম-দ্রুম।' নজরুল, ১৯২২।

দ্রোণ [স] বি কুলবিশেষ। 'গন্ধ ঢালে দ্রোণকুল বাসকের গায়।' জীবন, ১৯৩২।

দ্রোণি বি কুলবিশেষ। 'কেন্দ্র-পত্র দ্রোণি আইল বোঝা পাঁচ সাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

দ্রোণ [স] বি জমি পরিমাপের এককবিশেষ। ১৬ কানিতে এক দ্রোণ। 'দ্রোণে দ্রোণে জমির মালিক হাজার জন মজুর খাটিয়ে চাষ।' কায়সার, ১৯৬৫।

দ্রোণী [স] বি কুল। 'একশত দ্রোণী করি ঝাটে দ্রুত ভর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

দ্রোণি [স] দ্রোণি বি দ্রোণ। 'দ্রোণ অত্র সাদিল আবরিল ভূমিতল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

দ্রোহ [স] বি অনিষ্টসাধন। 'কেদারগতির উপর ঘর্ষা করিয়া দ্রোহ করিতে তার নামেরে গিয়া ... দুকাইয়া থাকিল।' হৃদয়, ১৮১৩।

দ্রোহকারী [স] বি বিদ্রোহী। 'দ্রোহকারীদের প্রতি পুণ্যপুণ্য দৃষ্টি রাখিতেছেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

দ্রোহিতা [স] বি বিদ্রোহ। 'তার দ্রোহিতা সামাজিক, সাহিত্যিক নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৬৯।

দ্রোহী [স] ১ বিপ বিদ্রোহী। 'ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়।' নজরুল, ১৯২৩। ২ বিপ প্রতীবাণী। 'আজ্ঞার কানে কোনো দ্রোহী কবিতার কাজ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

দ্রৌপদী [স] বি এক ধরনের হস্ত। 'আলাওল, ১৬৮০।

ধএলি [স ধু-] ক্রি ধরলি। 'তুই মান ধএলি অবিচারে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

ধওলা [স ধবলা বিণ সাদা। 'বোয়াই নদীর নুকটা ধওলা দেখার।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ধক [ধন্য] ১ বি হঠাৎ জোরে জোরে হৃৎস্পন্দনের অনুভূতি। 'বুকের ভিতর বা সিক থেকে ডান সিক পর্যন্ত ধক করে একটা শব্দ হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি হঠাৎ করে জ্বলে ওঠার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধকধক [ধন্য] বি অব্যাহত জ্বলে ওঠার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ধকধক জ্বলে জ্বলজ্বল।' নজরুল, ১৯২২।

ধকধকি, ধকধকী [ধন্য] ১ বি উৎকর্ষ। 'হসয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ-ধকধকী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রবল স্পন্দন। 'হিয়া ধকধকি পরান পাশী।' ঘিচকী, ১৬০০।

ধকধকিয়ে ক্রিবিধ ধকধক শব্দ করে। 'মাঠের পারে ধকধকিয়ে/চলতি গাড়ির ধোওয়াতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ধকলা [বি ধকলা] বি কাজের চাপ। 'ধকল তো সমস্ত সিনমানই আছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

ধকো ধকো [ধন্য] বিধ ধক ধক। 'লোহার সৌন্দর্য গাড়ি চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধকি বি নেকড়ে। মানোএল, ১৭৪৩।

ধকিয়া বি নেকড়ে। মানোএল, ১৭৪৩।

ধচমচ [ধন্য] বি অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাবসূচক শব্দ। 'হালিম ধচমচ করিয়া উঠিয়া বসে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ধক্ষে বি পাট পাছের মতো ছোটো গাছবিশেষ। 'পাশের ধক্ষে গজগীম, ১৯৩৩।

ধটী [স] বি ধূতি। 'কেহ নীত ধটী কেহ লয়ে শাটি গর্জন শুনে পায়।' দীচকী, ১৫৫০।

ধটি [স ধটী] বি ধূতি। 'কি কহিব নীত ধটির পরিধান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ধড় বি সেহ। 'তাহারে দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধড়মুড় [ধড়+স মুড়] বি সেহ ও মাথা। 'সতাপীর আবার ধড়মুড় ছুড়ে দিলেন।' আনিস, ১৯৬৪।

ধড়ধড় [ধন্য] ক্রিবিধ তড়িঘড়ি। 'জাতিগঠী সব ধড়ধড় করে উঠে যাচ্ছে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ধড়ধড়ানি [ধন্য] বি হৃৎস্পন্দন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধড়পড়। [ধন্য] ক্রি ছটকট করা। ধড়পড়াইয়া ক্রি ছটফট করে। 'ধড়পড়াইয়া মরে প্রলয় অবসরে।' মালানথর, ১৫০০।

ধড়পড়ানি [ধন্য] বি হৃৎস্পন্দন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধড়ধড় [ধন্য] ১ বি ছটফট। 'জ্বলনে মাবিয়া মর্ম করে ধরফর।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ ছটফট করছে এমন। 'হো হো কাটা পাঠা যেন ধড়ধড়।' নজরুল, ১৯২২।

ধড়ধড় করা ক্রি ছটফট করা। 'সুশীল বিছানা হইতে ধড় ধড়

করিয়া উঠিয়া বলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধড়ধড় করে ওঠা ক্রি ঘাবড়ে গিয়ে চমকে ওঠা। '(ধড়ধড় করিয়া উঠিয়া) চান্দা! আ সর্বনাশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধড়ধড়। [ধন্য ধড়ধড়] ক্রি ছটকট করা। 'যাতে মনটা বেশ তাম্বা হয়ে ধড়ধড়িয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ধড়ধড়ানি [ধন্য ধড়ধড়] বি অস্থিরতা। 'যত বিলম্ব হইতেছে তত ধড়ধড়ানি বৃদ্ধি হইতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ধড়ধড়ো [ধন্য ধড়ধড়] বিণ ছটফটে; অস্থির। 'তোমার মতো এমন ধড়ধড়ো ইবলিশ হোককাকো দুতোষে সেবাতে পারত না।' নজরুল, ১৯২৭।

ধড়মড় [ধন্য] বি আংশিক ব্যস্ততার ভাব সূচক শব্দ। 'ধড়মড় ধপ ধপ।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'সে ধমমড় করে জেগে উঠে বসল।' বিকুতি, ১৯৩৭।

ধড়মড়া [ধন্য ধড়মড়] ক্রি ব্যস্ত হওয়া। 'কিছু কাল এপাশ ওপাশ করিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া এক এক বার পায়চারি করিতে লাগিল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ধড়মড়িয়ে ওঠা [ধন্য ধড়মড়] ক্রি অপ্রস্তুত হওয়া। 'সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল এবং যোগ দিলে ...' শতকথ, ১৯৭২।

ধড়া [স ধটা] বি ধূতি। 'ধড়ার আশ্বলে কুঞ্চ নুপুর লুকাইয়া।' মালানথর, ১৫০০; 'কোথার রাখাল-রাজ নীত ধড়া গলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ধড়াহুড়া [ধড়া+স হুড়া] বি আনুষ্ঠানিক পোশাকবিশেষ। 'আপিস হইতে আসিয়া ধড়াহুড়া ছাড়িলেন।' রব্বিম, ১৮৩৭।

ধড়াহুড়ো [ধড়া+স হুড়া] বি আনুষ্ঠানিক পোশাকবিশেষ। 'তিনি যখন ধড়াহুড়ো পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।' প্রমথ, ১৯১৯।

ধড়াধড় [ধন্য] ক্রিবিধ উপধূপরি। 'ধড়াধড় না পিটলে চোরের হুড়ি যোগ কখনো সারে?' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ধড়ানুড় [ধন্য] ক্রিবিধ দ্রুততার সঙ্গে। 'গুঁতার চোটে ধড়ানুড় হুড়মুড়িয়ে ধুলায় গড়।' সুকুমার, ১৯২০।

ধড়াস [ধন্য] বি বিশ্রয়ের ফলে দ্রুতবেগে হৃৎস্পন্দনের শব্দ। 'হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধড়াস ধড়াস [ধন্য] বি দ্রুতবেগে হৃৎস্পন্দনের শব্দ। 'আমার হৃৎ ধড়াস ধড়াস করছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধড়ি, ধড়ী [স ধটা] বি ধূতি। 'নেত ধড়ী পরিদাসে।' বড়ু, ১৪৫০; 'পরিধান পিত ধড়ি।' মালানথর, ১৫০০।

ধড়িবাঁজ [স ধূত] ১ বিণ কটলৌপী। 'বাহাদুরমাবার ... আইন-আদালত-মামলা-মকদ্দমার বড়ো ধড়িবাঁজ।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ ধূত। 'বিদ্যাবৃত্তি না থাকিলেও খুব চতুর। খুব ধড়িবাঁজ।' মশাররফ, ১৯০৮।

ধড়িবাঁজি [স ধূত] বি ধূতিম। 'একধবে অনেক দমবাঁজি ও ধড়িবাঁজির আবশ্যক।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ধন [স] ১ বি সম্পদ; অর্থ। 'এ ধন যৌবন বাড়ায় সবই আসার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মূল্য। 'সাত কোটি টাকা হয়ে অমুরির ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি পুঁজি। 'তাহারা বলেন যে ধন নাই।' জ্ঞানবেশবস,

১৮৩০। ৪ বি অতি শ্রিয়জন। 'কি পাশে হারানো আমি তোমা হেন ধনে।' মাইকেল, ১৮৬১। 'ও মোর ভলবাসার ধন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বি সজ্ঞান। 'শিমিয়ার ধনকে শিমিয়ার নিকট কিরাইয়া দিতে পারিলাম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধন-উৎপাদন [স] বি অর্থকরী বস্তু সৃষ্টি করা। 'নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ধনকামী [স] বি সম্পদের প্রত্যাশী; ধনসোভী। 'ধনকামী নিজের গরজে দায়িত্ব সৃষ্টি করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ধনকর [স] বি অর্থসম্পদ ধ্বংস করা; অর্থনাশ। 'সুতরাং ধনোপার্জনে নিবৃত্ত থাকিরা ধনকরে প্রবৃত্ত হয়।' দর্পণ, ১৮৩০।

ধনশত [স] বি ধন-সম্পদজনিত। 'ধনশত বৈষম্যের বড়াই।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ধনশরিমা [স] বি ধনসৌরভ। 'এই ধনশরিমা ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ধনশর্বা [স] বি ধনসম্পদ থাকার গর্ব। 'ধনশর্বা প্রকাশ করিতে যাওয়া ইতরজ্ঞানোচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধনশর্বিত [স] ১ বি ধনের অহংকার করে যে। 'ধনশর্বিতদের গৃহে ঘুমিয়া বেড়াইতেছে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি ধনের অহংকারী। 'ধনশর্বিত অসিকরের বৃদ্ধারমণে।' বিজুতি, ১৯০৮।

ধনপুঙ্খতা [স] বি অর্থসোভ। 'যে ব্যক্তি নিত্যকাল ধনপুঙ্খতা প্রদ্রুত অমূল্য কন্যাবিক্রয়জন্য মুগ্ধ হইয়া পাতক শীকার করে তাহারকে বিচারেই নরকে ধনদ করিতে হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ধন-গোছানো বি ভ্রুতবিশেষ। 'ব্রাহ্মণদের মনগড়া ভ্রুত ... দৃতনাজেবী, দাউনক্রেত্রি, ধন-গোছানো।' অবন, ১৯১৯।

ধনগৌরব [স] বি সম্পদের অহংকার। 'নিজেছে রূপগৌরব ধনগৌরব রাজাগৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধন-ঘড়া [স ধন+] বি ধন রাখার বড়ো গায়েবিশেষ। 'ধন-ঘড়া কাঁধে ফেলা ধীরে করি দয়া।' মুকুন্দ, ১৮০০।

ধন-ঘর [স ধন+শা ঘর] বি ধনভাণ্ডার। 'রাজা নিল ধন-ঘর আরম্ভ করিল পর।' মুকুন্দ, ১৮০০।

ধনতর [স] বি ধনশালি। 'তাকে তুই হইয়া তুচ্ছ ধন তরচয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ধনজন [স] বি শোকজন ও ধনসম্পদ। 'আমি ধনজন লইয়া শোকালয়ে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ধনজনমান [স] বি অর্থ, ক্ষমতা ও সম্মান। 'আহা, তাই বলে, ধনজনমান গরজের জ্বলের সম্মান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ধনজর [স] বি ধন জর করেছে যে। 'সেই তো ধনজর, সেই তো ধনের বেড়া তেজে মানবদ্বার অধিকারকে সর্বত্র উন্মোচিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ধনতত্ত্ব [স] বি ধনিক শ্রেণীর শাসন। 'বিপর্যয় ধনতত্ত্ব, ক্ষতরক্ত, রক্ত আর্তনাদ্য' - আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধনভাবিক [স] বি সুস্থিবাণি। 'ধনভাবিকের প্রাসাদ হাড়ুচি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।' নজরুল, ১৯৩১।

ধনভূচ্ছা [স] বি ধনের প্রতি সোভ। 'ইহাদের ধনভূচ্ছাই যে কত তাহাও বলা যায় না।' অক্ষর, ১৮৮৮।

ধন দগলত [স ধন+আ দগলত] বি ধন-দৌলত; অর্থ ও সম্পত্তি।

'মালিকের ধন দগলত।' সিকান্দার, ১৯৬২।

ধনদাতা [স] বি ধন দানকারী। 'বিন্যা ... ধনদাতা।' গোলোক, ১৮০১।

ধনদাসত্ব [স] বি সম্পদের গোলামি। 'ধনদাসত্বের দারিত্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধনদুস্ত [স] বি ধন সম্পদে সমৃদ্ধ। 'শক্তিধরমত ওই বনিক বিলাসী ধনদুস্ত পতিবের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ধন দৌলত [স ধন+আ দগলত] বি ধনসম্পদ। 'সেখানকার চাঁবি তো আমার বাতাকির হাতে নেই - টাকা কড়ি ধন দৌলত তো সেখানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ধনদৌলত [স ধন+আ দগলত] বি ধনসম্পত্তি। 'আমি মরিলে এই ধনদৌলত সকলি তোমার।' ভবানী, ১৮২৮।

ধনধান্য [স] ১ বি টাকা-পয়সা ও শস্য ইত্যাদি। 'ধনধান্যে ভরে ঘর শোকম্যন্য কলেরবর দিনে দিনে হয় আনন্দিত।' কুঙ্কমাস, ১৫৮০। ২ বি ধনসম্পদ। 'প্রজাদের ধনধান্যে সুখিত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭১। ৩ ঐশ্বর্য। 'যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের মুহার।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ধনধান্য-পুশ্প-ভরা [স ধনধান্যপুশ্প+ভরা] বি ধন্য, সম্পদ ও পুশ্পপূর্ণ। 'ধন-ধান্য-পুশ্প-ভরা আশ্বাসের এই বনুছা, তাহার মাঝে আরে বনুছা এক সকল সেনের সেরা।' বিজুতি, ১৯১২।

ধনধর্ম [স] বি সম্পদবাহিণী। 'হিমালয়ের চূড়া চূড়া যে ধনধারা জলধি আছে ...।' মোতাহের, ১৯৫০।

ধনধর্ম [স] ১ বি ধনের। 'ভিন্ন ধর্ম রত্নপতি, বিদ্যার বৃক্ষপতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি ধন্যতা; ধনিক। 'বোসেরা ছিল ধনপতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধনধিপাসু [স] বি ধন লাভের জন্য প্রবল অগ্রহী। 'যাহারা ধনধিপাসু, অর্থকেই যাহারা ইহকাল পরকালের সুখসাধন মনে করে।' মশাররফ, ১৮৫৫।

ধনদুস্ত [স] বি সম্পদ ও সম্মান। 'ধনদুস্ত দুই যার সে বড় সুজন্য।' বাহরাম, ১৮৫০।

ধনদ্রাব্য [স] ১ বি ধনরূপ প্রাব। 'নিত্যানন্দ-ভূতোর চৈতন্য ধনদ্রাব্য।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি জানমালা। 'মুছলমানদের ধনদ্রাব্য রক্ষা করিলে।' আজল, ১৯৪৬।

ধনদ্রিষ্ট [স] বি দৃষ্টিবিলাসী। 'কি লাভ সঞ্চারি, রত্ন, রত্নত কাকনে ধনদ্রিষ্ট।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ধনকটন [স] বি সম্পদের বিভাজন। 'ধনকটন সমস্যার অর্থনৈতিক আবেগে জীব হয়ে পড়ল।' শরীক, ১৯৬৮।

ধনবত্তী [স] বি ধনী ধর্মের অধিকারী। 'চার দিক থেকে অনেক কুলবত্তী রূপবত্তী ধনবত্তী বিদ্যাবত্তী ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধনবস্ত [স] বি ধনবান শোক। 'যদি ধনবস্তের গৃহিণী বা কন্যাশি এবং সখ্যা হন।' জামালখোদার, ১৮৫২।

ধনবল [স] বি টাকা-পয়সার ক্ষমতা। 'ধনবলে বাহুবলে অমঙ্গলকর্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ধনবান [স] বি ধনী। 'এক ধনবান বৃদ্ধ কৃষী।' তারিখী, ১৮০০।

ধনবিস্তি [স ধনবিস্তি] বি ধনসম্পদ। 'ধনবিস্তি লব আর বিধি পরাণ মুকুন্দ, ১৮০০।

ধনব্যয় [স] বি অর্থ খরচ। 'পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধনব্যয়।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

ধনভাগিনী [স] বিণ ক্রী সম্পত্তির অধিকারী। 'পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে।' রত্নিম, ১৮৭৯।

ধনভাগী [স] বিণ ধনের অধিকারী। 'সকলেই যে সমভাবে ধনভাগী হইবে ...' রত্নিম, ১৮৭৯।

ধনভাণ্ডার [স] ধন-ভাণ্ডার। বি কোষাগার। 'ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ এবং আর কতক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে ...' রামরাম, ১৮০১; 'যদি অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, ধনভাণ্ডার কাহার জন্য?' মহারাজ, ১৮৮৫।

ধনভাণ্ডারি [স] ধন-ভাণ্ডারী। বি কোষাধ্যক্ষ। 'রাজা তাঁহারদের সাধ্যতে চৌকিদারকে প্রধানমন্ত্রী আর ধনভাণ্ডারির কর্তৃক নিযুক্ত করিয়া চাৰি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

ধনভোগ [স] বি ধনসম্পত্তির উপভোগ। 'মিশ্র বৈষ্ণব শাস্ত্র অলম্পাত তত্ত্ব শাস্ত্র ধনভোগে নাহি অভিমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধনমদ [স] বি টাকার অহংকার। 'ধনমদে পাসরিভাঙ তাঁহার চরম।' মালাধর, ১৫০০।

ধনমদপার্বিত্য [স] বিণ ক্রী প্রচুর সম্পদ থাকার ফলে অহংকারী। 'ধনমদপার্বিত্য বিনাক্ষত্রিণীর মতো ...' রত্নিম, ১৯০৫।

ধনমানদীন [স] বিণ বিত্ত ও ধর্মাদীন। 'এই ধনমানদীন সংকটময় দুর্গমপথে।' রত্নিম, ১৯০৭।

ধনরক্ষক [স] বি কোষাধ্যক্ষ। 'বিবেচনা করিয়া ধনরক্ষক পক্ষে নিযুক্ত করুন।' দর্পণ, ১৮৩০।

ধনরত্ন [স] বি ধনসম্পদ। 'মিষ্টাণ্ডে আছে যত ধনরত্নমণি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধনরত্নপূর্ণ [স] বিণ ধনরত্ন সমৃদ্ধ। 'ধনরত্নপূর্ণ তৃণ্ডু কল্মসিত করিয়া রাজসনে প্রতিষ্ঠিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ধনরত্নমণি [স] বি ধন ও মনি-মুক্তা ইত্যাদি। 'মিষ্টাণ্ডে আছে যত ধনরত্নমণি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধনসুভা [স] বিণ ধনের প্রতি আসক্ত; ধনলোভী। 'লোকের বুদ্ধির মজ্জা ও ধর্মের শাসন পরিভাষা পুরসের ধনলুভ হইয়া চৌরাণ্ডিত ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ধনলুভা [স] বিণ ক্রী ধনলোভী। 'সে অত্যন্ত ধনলুভ।' রত্নিম, ১৮৭৪।

ধনলোভী [স] বিণ ধনের প্রতি লোভ আছে এমন। 'মায়ী বড়ই ঘায়ী, রোহে সকলি মিথ্যা সুখ ধনলোভী।' ভবানী, ১৮২৮।

ধনলোলুপ [স] বিণ ধনের প্রতি আসক্তি আছে এমন। 'ধনলোলুপ কুলসানোয় জনজন্মিক ... বিক্রম করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ধনলালিতা [স] বি ধনাত্যতা। 'ভারতবর্ষের ধনলালিতার কথা যখন ভিত্তা মনে দেখি।' রত্নিম, ১৯০১।

ধনলালিনি, ধনলালিনী [স] ধনলালিনী, সযোযযে শযশোযে ই-কার। ১ বিণ ক্রী ধনসম্পদের মালিক। 'ঐ বানী অশেষ ধনলালিনী।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি ক্রী ধনী। 'ও ধনলালিনি, যেন ইত্বকটা কি, তাহা যমেন থাকে।' বলদর্শন, ১৮৭২।

ধনলালী [স] বিণ ধনসম্পদের মালিক। 'তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনলালী হইলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

ধনশূন্য [স] বিণ ধন নাই এমন। 'ধনশূন্য ভারত এক্ষণে ধনশূন্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ধনসংহতি [স] বি ধনের সমৃদ্ধি। 'বণিকের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাণ্ডারগুলিকে অভিজ্ঞত করিয়া ফেলে।' রত্নিম, ১৯০৫।

ধনসঞ্চয় [স] বি জমানো সম্পদ। 'তাদেরই ধনসঞ্চয় সব চেয়ে সমৃদ্ধ।' রত্নিম, ১৯০৭।

ধনসম্পত্তি [স] বি টাকাকড়ি। 'ধনসম্পত্তি আত্মস্বা করণাশর করণাময়ীকে বিধান করা হইয়াছিল।' রত্নিম, ১৮৬৪।

ধনসম্পত্তিশালী [স] বিণ ধনী। 'পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন।' বনকুল, ১৯৩৬।

ধনসম্পত্ত্য [স] বি ধনসম্পত্তি বি অর্থ ও সম্পত্তি। 'যে কিছু ধনসম্পত্ত্য পোড়ে আছে ... যশহরে চালান করহ।' রামরাম, ১৮০১।

ধনসম্পদ [স] বি টাকা কড়ি ও সম্পত্তি। 'ধনসম্পদ করিব নশ্য, গুটন করিয়া আমিবি শস্য, অর্থমেধের যুক্ত অর্থ ...' রত্নিম, ১৮৪৫।

ধনসম্ভার [স] বি সম্পদরাশি; ধনভাণ্ডার। 'এই বিপুল ধনসম্ভার ধনেন উজ্জ্বলিতার সূত্রে পানি নাই।' বনকুল, ১৯৩৬।

ধনসৌভাগ্য [স] বি ধনসৌভাগ্য। 'তেমনি ধনসৌভাগ্যের সুব্যবহার করে গিয়াছিলো।' মালেন্দ্র, ১৯৪৯।

ধনসুখ [স] বি ধনসম্পদ সুখ। 'আমি ধনবানের ধনসুখ করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ধনদীন [স] ১ বিণ দরিদ্র। 'জে জন শব্দে গুণে নহে ধনদীন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গরিব লোক। 'কএক জন অবেশ্য এবং কএক জন ধনদীন কেহ বা তাঁহার অধীন ঐ যতাবলম্বী হইল।' দর্পণ, ১৮৩১।

ধনদীনতা [স] বি ধন না থাকার অবস্থা। 'এই যে ধনদীনতার ভড়ং এটা মহাদেবের নিত্যজ্ঞ বাড়াবাড়ি।' রত্নিম, ১৯০৭।

ধনাংশ [স] ধন-অংশ বি ধনসম্পত্তির ভাগ। 'রাজ্য রক্ষণের নিমিত্তে আয়াদেশের ধনাংশ আটক করি।' তান্ত্রিকী, ১৮০৩।

ধনাংশম [স] ধন-আংশম বি উপার্জন। 'একক্ষে, ধনাংশমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধনাশার [স] ধন-আশার বি ধনভাণ্ডার। 'সেবহি, ১৮৩৯; 'যাঁহার ধনাশার নানাবিধ মনি মালিকাদিতে পরিপূর্ণ।' বলদর্শন, ১৮৭৪।

ধনাড়ুঘর [স] ধন-আড়ুঘর বি সম্পদবৃদ্ধির বিশালতা। 'ধনাড়ুঘরের প্রবৃত্তিও বাড়িয়া উঠে।' রত্নিম, ১৯০৮।

ধনাড়ু [স] ধন-আড়ু বিণ ধনী। 'কোম্পানীর কাজ পাইয়া মহা ধনাড়ু হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

ধনাড়ু লোক [স] বি ধনী বাড়ি। 'অনেক ধনাড়ু লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

ধনাড়ুতা [স] ধন-আড়ুতা বি ধনশালী অবস্থা। 'ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাড়ুতা সুসীলতা ... বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

ধনাড়ুক [স] ধন-আড়ুক বিণ ইতিবাচক। 'বাহা যথাসম্ভব নহে, যাহা ধনাড়ুক।' রত্নিম, ১৯০৯।

ধনাড়ুকানি [স] ধনায়িকানি। বিণ ধন আছে এমন। 'ধনায়িকানি অপুত্রক ব্যক্তির "প্রাণে সমস্ত খরচ করিয়াছি বিদ্যা খালাস হইতে

পায়েন না।' ওর্সী, ১৭৮৪।

ধনাত্মিক [স ধন-অর্থিক] বিশ্বে ধনের অর্থিক মূল্যবান। 'ধন নিয়ে ধনাত্মিক করিব তোমারে।' মলিনকরম, ১৭৮১।

ধনাত্মিকার [স ধন-অর্থিকার] বি ধন-সম্পদ পাওয়ার অর্থিকার; 'শ্রীপদের ধনাত্মিকারে নিষেধ।' রত্নিম, ১৮৮৭।

ধনাত্মিকারিণী [স ধন-অর্থিকারিণী] বিশ্বে শ্রী সম্পত্তির অর্থিকারী। 'অন্যের ধনে নিষেধ শ্রীজাতি ধনাত্মিকারিণী হইতে পারিবে না।' রত্নিম, ১৮৭৯।

ধনাত্মিকারী [স ধন-অর্থিকারী] বি ধনের উত্তরধিকারী যে: যার ধন পাওয়ার অর্থিকার আছে (আত্মীয়তাবাদে)। 'তাহার জাতি গোত্রাদী প্রাধান্যকারি কিবা ধনাত্মিকারি কেহ।' ওর্সী, ১৭৮৪; 'তাঁহার তাবৎ ধনাত্মিকারী হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

ধনাত্মিক্য [স ধন-অর্থিক্য] বি ধনসম্পদের প্রচুর। 'ধনাত্মিক্য হেতু বাহু-বিকৃতির নাজির ... দেখাইতে পারি।' বনমল, ১৯০৬।

ধনাত্মিক্তি [স ধন-অর্থিক্তি] বি ধনের অর্থিক্তি। 'বাহু স্বয়ং তাবৎ ধনাত্মিক্তি হইয়া কল্যাণ হইলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

ধনাত্ম্যক্ষ [স ধন-অর্থ্যক্ষ] বি ধনপাণের প্রধান কর্মচারী; কোষাধ্যক্ষ। 'ধনাত্ম্যক্ষ সাহেবেরদের হিসাব মজুর ও গ্রাহ্য হইল।' দর্পণ, ১৮৩২; 'শ্রীমুখ্ত বাহু আত্মত্যাগ সেব, ও গ্রহমধ্যম সেব ধনাত্ম্য হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

ধনাত্মিয়ান [স ধন-অর্থিয়ান] বি ধনের অর্থকার। 'সুন্দর সেই ধনাত্মিয়ান-একালের উপলক্ষ হইয়া উঠে।' রত্নিম, ১৯০৮।

ধনাত্মিসন্ধি [স ধন-অর্থিসন্ধি] বি ধনপাতের শুভ আকাজক্ষা। 'ধনাত্মিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক ...।' রত্নিম, ১৮৯২।

ধনার্জন [স ধন-অর্জন] বি ধন-সম্পদ লাভ। 'এই নির্মম ধনার্জনের ব্যাপারে যে বিভাগ সৃষ্টি করিতে উদ্যত তাতে ...।' রত্নিম, ১৯০১; 'ওই কর্ম সে করুহে রাষ্ট্রবিন্যাস এবং আনুগত্যিক ধনার্জনের বহু পূর্বে।' মুক্ততা, ১৯৫৮।

ধনার্থি [স ধনার্থী] বিশ্বে ধনাকাজক্ষী। 'ধনার্থি জনের কথা কে করে বিশ্বাস।' ভবানী, ১৮২৫।

ধনাশা [স ধন-আশা] বি ধনের আশা। 'ধনাশা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া ...।' ফেরি, ১৮১২।

ধনোপাধীন [স ধন-আপাধীন] ক্রিবিধ ধন লাভের আশার। 'অর্থিক ধনোপাধীন স্বপক্ষ্যেত হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

ধনোপাসনে ক্রিবিধ ধন-সম্পদে ও সমানে। 'প্রাণপন্থে ধনোপাসনে করিব সমানে।' ভবানী, ১৮২৫।

ধনোপাশাসক [স ধন-উপাশাসক] বিশ্বে সম্পদ সূতিকারী। 'তাঁহার দেশের প্রকৃত ধনোপাশাসক ...।' মেঘদূত, ১৯০৬।

ধনোপাশাত [স ধন-উপাশাত] বি সম্পদ সঞ্চার। 'পৈতৃক ধনোপাশাত সম্রাট হইয়া ...।' বনমল, ১৮২৯।

ধনোপাশায় [স ধন-উপাশায়] বি টাকা উপার্জন। 'তাঁহার কল্যাণ ধনোপাশায়ের উপায় করিতে পারিতেন না।' বনমল, ১৮২৯।

ধনোপার্জন, ধনোপার্জন [স ধন-উপার্জন] বি আয়। 'বৃদ্ধ বয়সে ধনোপার্জনের বিশেষ উপায় হয়।' ভবানী, ১৮২৮; 'বাহ্য ছাতি তাহা তদ্বারা ধনোপার্জন করিয়া কল্যাণময় করিতেছি।' চন্দ্রিক, ১৮৩০।

ধনবর্ধা [স ধনবর্ধ] বিশ্বে ধনা লাগানো। 'ধনবর্ধা গজ বাজি তাতে মন না হয় জাতি।' লালন, ১৮৯০।

ধনসী [স ধানসী] বি রাণাবিশেষ। 'ধনসী রাণ।' চর্য্য ১৪, ১২০০।

ধনাধন [ধন্যা] ক্রিবিধ পর পর। 'দশ-বাক্যে মিনিটের মধ্যে ধনাধন চারখানা আদি ও অক্ষয়, বাট ও নির্ভোজাল গোল।' মুক্ততা, ১৯৫৯।

ধনাধ্বন [ধন্যা] ক্রিবিধ মদ্যময়। 'সে ধনাধ্বন মায়।' নজরুল, ১৯২৪।

ধনি [স ধনি] ১ বি ধ্বনি। 'বর্তন তান্ত্রি ধনি সএল ব্যাপ্তি।' চর্য্য ১৭, ১২০০। ২ বি কথা। 'কালকেতুর ধনি কোঁচালের মুখে তনি।' মুক্তন, ১৮০০।

ধনি [স ধন্য] বি ধন্য। 'জো সো হুখী সৌ ধনি হুখী।' চর্য্য ৩৩, ১২০০।

ধনি [স ধনী, সমানে ও সোধোনে ই-কার] ১ বিশ্বে সুন্দরী। 'আপ পুরি হের আস্য ধনি।' বহু, ১৫৭০। ২ বিশ্বে সম্পদশালী। ওর্সী, ১৭৮২; 'নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ...।' দর্পণ, ১৮২৬। ৩ বি নারী। 'সাম্রাট্য প্রকৃতি সন্তোষশ্রম ধনিগণে পরিপূর্ণ।' রামনাথায়, ১৮৫৪।

ধনিন [স] বিশ্বে ধনশালী। 'তুমি যদি নিধন তবে ধনিন কোন জন।' মালধর, ১৫০০।

ধনিষ্যক্তি [স] বি নিবৃত্তনা লোক। 'যেহেতুক ধনিষ্যক্তি একবার ঐ সকল উদ্দেশ্যাদি করবে ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ধনিক [স] বি ধনবান। 'ধনিক বসিক শোষণকারী জাত।' নজরুল, ১৯২৬।

ধনিকতত্ত্ব [স] বি ধনীত্বের পরিচালিত শাসনতত্ত্ব। 'ধনিকতত্ত্বের অধ্যয়নে জনসাধারণের নতুন সমাজ।' বহু, ১৯৩১।

ধনিকশ্রেণী [স] বি বিত্তশালী গোষ্ঠী। 'সেখ গজাইয়া উঠিয়াছে অব্যাহতি উইকোড ধনিকশ্রেণী।' মাহেন্দ্র, ১৯৯৯।

ধনিক [স] ১ বি শ্রী বহু। 'কেনি নিল পথে বসিকধনিকা মুঠি মুঠি তুলি রতনকলিকা।' রত্নিম, ১৮৯৯। ২ বি শ্রী বিত্তশালী। 'পরিভা ধনিকা আসে মদমজা আপনার ধনে।' নজরুল, ১৯২৩।

ধনিচা [স] বি পাটজাতীয় কল। 'সিমুলি সোনো কাটিল ধনিচা।' মুক্তন, ১৮০০। ২ বি ধনিক।

ধনিষ্ঠা [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'ধনিষ্ঠা বিংশাবর বেবে সন্তসলাক তাহে।' গৌর, ১৮২২।

ধনী [স] ১ বিশ্বে ধনবান। 'আজী ধনী হুখী সাধ দানে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি সুন্দরী। 'ধনী কহে মড়াইকে তোমরা সে জার বিকে।' বহু, ১৫৭০। ৩ বিশ্বে ঐশ্বর্যশালী। 'ধনী, ধীর, ধনেশ্বরী তাহার শ্রীমুখি কারক এবং সেদের হিতৈষক এই মহৎকার্যে উল্লাস পাঠা।' জুহুত, ১৮৬৮। ৪ বিশ্বে সমৃদ্ধ। 'ধনী যে তুই দুখমণ্ডে, এই কথাটি রাখিস মনে।' রত্নিম, ১৯১৪। ৫ ধনি।

ধনীমুখ [স] বি মড়োলাকের বাড়ি। 'ধনীমুখে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না।' রত্নিম, ১৯০১।

ধনীম্বর [স ধনী-পা ম্বর] ১ বি মড়োলাকের বাড়ি। 'কথা ধনীম্বরের মেয়ে।' রত্নিম, ১৯০৫। ২ বি ধনীর সৎকার। 'কিছুপূর্বে ধনীম্বরে ছিল পথের বাজার চলন।' রত্নিম, ১৯৪০।

ধনীতর [স] বি অর্থিক ধনী। 'ধনীতর ধনীতর করবার জন্যে নয়।' রত্নিম, ১৯৩১।

ধনীশ্রেষ্ঠ [স] বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ধনবান। 'গৌরির ধনীশ্রেষ্ঠ কয়েকজন লোক বারবার টাকা দিতে চাইলেন।' মহাশেখ, ১৯৫৬।

ধনীসমাজ [সা] বি ধনিক শ্রেণী। 'সমুদ্র শীতবস্ত্র ... ধনীসমাজে সবিলে সমাদৃত ও বহুমূল্যে ক্রীত হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

ধনী হওয়া ক্রি বিত্তবান হওয়া। 'কোশলানী বাহাদুর ধনী হওনের অনেক পছন্দ করিয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

ধনু, ধনুঃ [সা] ১ বি ধনুক। 'ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্ন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ধনেশ পাখি। 'বায়স ধনু সনে রহিছে আনন্দ মনে।' বাহ্যাম, ১৬৫০। ৩ বি রাশিচক্রের একটি রাশি। 'ধনু আর মকর বিতন্ড চক্রেত বৈসএ।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি সৈধ্য মাগার একক চক্রেত। 'চারি হাতে এক ধনু হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ধনুপলর [সা] বি ধনু ও তীর। 'ধনুপলর তোলে রাজা রথের উপর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধনুটঙ্কার [সা] ধনুটঙ্কার বি ধনুকের হিলার শব্দ। 'দিখা ধনুটঙ্কার বীর হাড়ে ছহকার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধনুধর [সা] ধনুধর বি তিরসমাজ। 'বিক্রমকেশর মহা ধনুধর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধনু বিদ্যা [সা] ধনুবিদ্যা বি তীর-ধনুক চালনার কৌশল। 'ধনু বিদ্যা পঠাইল জল অধিকারী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধনুরাকার [সা] ধনু-আকার বি ধনুকের আকৃতি। 'সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ধনুর্ভগ [সা] ধনু-ভগ ১ বি ধনুকের হিলা। 'কার সক্তি না হইল দিতে ধনুর্ভগ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'প্রাণকুসল ধনুর্ভগ।' সের্ঘি, ১৮৪০।

ধনুর্ধর, ধনুর্ধর [সা] ধনু-ধর ১ বি তিরসমাজ। 'মহা ধনুর্ধর হৈয়া।' অমোঘ, ১৬৮০। 'তোমর সম ধনুর্ধর নাহি তুড়বনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি অতিশয় দক্ষ। 'বর্তমান ফ্রান্সের জনৈক ধনুর্ধর লোকক' প্রমথ, ১৯২৭।

ধনুর্ধারিন [সা] বি ধনুক ধারণকারী ব্যক্তি। 'হে ধনুর্ধারিন! একলে আচার্য মহাশয়ের কোপান্নি ত নির্বাণ হয়েছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

ধনুর্ধারী, ধনুর্ধারী [সা] বি ধনুক ধারণকারী। 'তাহে ধনুর্ধারী উঠিল।' রস, ১৮৫৮। 'কহু ধনুর্ধারী, কহু বাজাই বাঁশরি।' গিরিশ, ১৮৮৩।

ধনুর্ধার, ধনুর্ধার [সা] বি ধনুক ও তির। 'যুদ্ধার ধনুর্ধার ও টাঙ্গী হাতে তাহার অতিপাশ।' দর্পণ, ১৮২১। 'এই হস্তে ধনুর্ধার থাকিতে প্রজার বিদ্রোহী হইতে পারিবে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ধনুর্ধারধারী, ধনুর্ধারধারী [সা] বি ধনুযুক্ত ধনুকধারী। 'ধনুর্ধারধারী বীরগণের ... সন্ধান লইতেছে।' ময়্যারক, ১৯০৮।

ধনুর্ধার [সা] বি ধনুক ও তীর। 'সিদ্ধ ধনুর্ধার দিল অশ্বনের হাতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধনুর্বিদ্যা [সা] বি তীর-ধনুক চালানোর বিদ্যা। 'তাহাকে আনিয়া ধনুর্বিদ্যা আশাশিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধনুর্বেদ, ধনুর্বেদ [সা] বি তির-ধনুক চালানোর বিদ্যা। 'তথাএ গুরু ধনুর্বেদে দ্রোণ ব্রাহ্মণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'বিনা ধনুর্বেদে হলে দুঃস্থ দুল্লির সম্রাট।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৮।

ধনুর্ভগ পথ [সা] বি খুব কঠিন প্রতিজ্ঞা। 'ধনুর্ভগ পথে কহে সবা বিন্যমানে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ধনুর্ধর, ধনুর্ধর [সা] বি ধনুকময়। 'ধনুর্ধর জন্ম ব্রাহ্মণ করুক

জন্মসাধে।' মাল্যধর, ১৫০০।

ধনুবি [সা] ধনু-বিধি ধনুকের। 'উঁটহ ধনুবি গুণ কাজর বেশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ধনুটঙ্কার, ধনুটঙ্কার [সা] ধনু-টঙ্কার ১ বি যোগবিশেষ। 'ধনুটঙ্কার ব্যাধি যাতনা নির্বাহী।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০। ২ বি ধনুকের আকর্ষণের পর ছেড়ে দিলে যে শব্দ হয়। 'রাজলক্ষী ধনুটঙ্কারের মতো ব্যক্তিরা উঠিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধনুচ্ছর [সা] ধনুর্ছর বি বাহাদুর। 'গুঁরা এক এক জন এক ধনুচ্ছর।' উমেশ, ১৮৫৭।

ধনুক [সা] ১ বি যার মাধ্যমে তির নিক্ষেপ করা হয়। 'নারিল পুরিতে ধনুক অনেক সক্তি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি চার হাত অথবা দু পঙ্কের সমান। হ্যাংগেড, ১৭৭৮।

ধনুকধারী [সা] বি তিরসমাজ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ধনুক-ভাড়া পথ, ধনুকভাড়া পথ [সা] ধনুকভাড়া/ধনুকভাড়া+স পথ। বি অত্যন্ত কঠিন প্রতিজ্ঞা। 'বিষম ধনুকভাড়া পথ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। 'তাহার পরে ধনুক-ভাড়া পথ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ধনুকী [সা] বি ধনুধর। 'মানোএল, ১৭৪৩। 'ধনুকী, পদাতিক ও পতাকাধারীণ আনন্দরবে অয়ে চলিল।' ময়্যারক, ১৮৮৭।

ধনুধী [সা] ধনুধী বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'ধনুধীরাণ।' বড়ু, ১৪৫০।

ধনুটঙ্কার প্র ধনু

ধনুটঙ্কার প্র ধনু

ধনে [সা] ধন্যাক্তি বি মঙ্গলবিশেষ। 'অপূর্ণ পানদানে সাঁচি পাল বাসলা পান এখ না না প্রকার মঙ্গল হোঁট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ন্তী জোয়ান ধনে সুপারি।' ভবানী, ১৮২৮।

ধনেশাক বি ধনে পাতা। 'নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপঘা তৈরি করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ধনেশ বি পাখিবিশেষ। 'ফ্র্যাংগো, ধনেশ, শামকল দেখবে এসো।' জীবন, ১৯৪৮।

ধনেশ্বর্ষ, ধনেশ্বর্ষ [সা] ধন-ঐশ্বর্য ১ বি ধনসম্পদ। 'পিতার বিপুল ধনেশ্বর্ষ।' দর্পণ, ১৮৪০। ২ বি মাধুর্য; সম্পদ; ঐশ্বর্য। 'তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনেশ্বর্ষ নাইকো ভাষার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ধনোপাধিক প্র ধন

ধনোপাধিক প্র ধন

ধনোপাধিক প্র ধন

ধনোপার্জন, ধনোপার্জন প্র ধন

ধন [সা] ১ বি সম্ভেদ: দুঃখ। 'কৃপাকার মহাপ্রভু যুচাই মোর ধন।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি বিশ্বয়। 'অজ্ঞান সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন।' রবীন্দ্র, ১৯৫১। 'অন্ত কে পায় সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন কে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ধন্যকার [সা] ধন্যকার বি দুঃখের ভয়। 'অন্ধকার ধন্যকার নিরাকার কুণ্ডকার।' লালন, ১৮৯০।

ধন্যকারী [সা] ধন্যকারী বি দ্বিধাপ্রস্তু। 'জ্ঞাকরে তলিআ হৈল অতি ধন্যকারী।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

ধন্য [সা] ১ বি ধন্য। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ধন্ধ [স ধন্ড] ১ বি ধোঁকা। 'তুমি সবে সত্য আর মিথ্যা সব ধন্ধ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ধি। 'মিশ্র জগন্নাথ সেধি চিত্তে বড় ধন্ধ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি ধাঁধা। 'পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধন্ধকার [স ধন্ডকার] বিধিযুক্ত। 'নারীর বচন তনি ধন্ধকার হইল।' সুলতান, ১৭০০।

ধন্ধা [স ধন্ড] ১ বি ধোঁকা। 'দেখি লাগে ধন্ধা তুগণ তবল-বন্ধা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সুযোগ পাওয়ার চেষ্টা। 'সব সময় কাজে কি করে ফাঁকি দিতে হয়, সে ধন্ধার থাকে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ধন্ধে ক্রিষি ধাঁঘা। 'ফুল গন্ধে পড়ি ধন্ধে ছির নহে মতি।' কৃষ্ণময়, ১৭২০।

ধন্না [স ধন্যা] বি প্রশংসনীয়। 'পরম সোন্দরী সেই রূপেওণে ধন্না।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধন্না [বি ধরনা] বি আশ্রয় গ্রহণ। 'রাজলক্ষীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধন্না দিয়ে পড়া ক্রি প্রার্থনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও পড়ে থাকা। 'রাজলক্ষীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধন্ডুরি [স ধন্ডুরি] বি উত্তম চিকিৎসক। 'বাদসে ধন্ডুরি অমৃত মখিল।' মালাধর, ১৫০০; 'তুমি রোগীর ধন্ডুরি।' নীনবন্ধু, ১৮৩০।

ধন্ডুরিনি [স] বি স্ত্রী ধন্ডুরিতুল্য চিকিৎসক। 'তুমি আমার ধন্ডুরিনি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ধন্ডুরী [স ধন্ডুরি] বি দৈব ওষুধ-পথ্য। 'ইষ্ট-মিত্রে নাহি কার্য বিনে ধন্ডুরী।' হারাম, ১৬৫০।

ধষী [স] বি তিরন্দাজ। 'সেবদন্ত ধনুঃ ধষী টকারিলা রাখে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ধন্য [স] ১ বি প্রশংসনীয়। 'ধন্য জুবতির কোল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ভাগ্যবান। 'কেশব ভারতীর শিষ্য তাহে তুমি ধন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি সার্থক। 'ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ রুদান, ধন্যরে ধন্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি ভিন্ন; ভেদ। 'সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটে গে গো ফুল ফুটেবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ধন্যতা [স] বি প্রশংসা। 'সে ধন্যতা যদি আরো পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

ধন্য ধন্য [স] বি প্রশংসাবাদ। 'ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ কি কহিব বিশেষ।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

ধন্য ধনি [স] বি প্রশংসাবাদ। 'উজ্জানি করএ ধন্য ধনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধন্যবাদ [স] বি সাধুবাদ। 'রাধাকান্ত দেব ঐ সোঁসরিটির ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া সকল ... বিদায় করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩; 'সন্তোষপূর্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

ধন্যবাদ দেওয়া ক্রি প্রশংসা করা। 'ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানবলকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ধন্যবাদার্থ [স] বি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। 'তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্থ।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ধন্যমান্য [স] বি অতি সম্মানিত। 'অশ্বমেদশী ধন্যমান্য মহাশয়ের।' দর্পণ, ১৮৩৬।

ধন্যা [স] ১ বি প্রশংসনীয়। 'রূপে ওণে অনুপমা তুভবনে ধন্যা।'

মালাধর, ১৫০০। ২ বি ভাগ্যবতী। 'কিছুবনে এক ধন্যা অপারে দিনাজু সন্ধ্যা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি স্ত্রী পরিপূর্ণ। 'ধরণীরে করি বরণীয়া, কড় বিপুল ধন্য-ধন্যা।' নজরুল, ১৯২২।

ধনি [স ধন্যা] বি সৌভাগ্যবান। 'আমি ষোড়শী জদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধনি।' নজরুল, ১৯২২।

ধন্য্য'হ ধন্য

ধন্য্য [স ধন্যাক] বি ধনে পাতা শাক। 'মহরি সোলপা ধন্য্য খিরপাই বেত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধপ [ধন্যা] বি ভারী বস্তুর হঠাৎ পতনের শব্দ। 'বইটা ধা করে মুড়ে ধপ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধপধপে [ধন্যা] বি অতিশয় উজ্জ্বল। 'কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শাদা ...।' গুণ, ১৮৫৮।

ধপাধ [ধন্যা] বি ভারী বস্তুর হঠাৎ পতনের শব্দ। 'বোটা বোনার বোঝার ন্যায় ধপাধ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

ধপাধপ [ধন্যা] বি অনবরত পতনের শব্দ। 'ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ধপাস [ধন্যা] বি ভারী কোনোকিছুর হঠাৎ পতনের শব্দ। 'অমনি ধপাস করিয়া চিতপাত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ধব বি গাছবিশেষ। 'আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধব।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধবধপে [ধন্যা] বি অতি উজ্জ্বল। 'ধবধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবুর টেবিলে।' মুকুন্দ, ১৯৪৮।

ধবধধ [ধন্যা] বি অতিশয় পরিষ্কার। 'বিছানার চান্দরটি সাদা ধবধব করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ধবধবে [ধন্যা ধবধব] বি অতি উজ্জ্বল। 'কামিজটি একেবারে নিরুদ্ভব ধবধবে সাদা হওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ধবল [স] ১ বি সাদা; শুভ। 'দেবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।' বড়, ১৪৫০। ২ বি নদীর নামবিশেষ। 'আসিয়া মিলিল ধেনু ধবল নদীর তীরে।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি পাকা। 'দুর্দীর্ঘ ধবল কেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৪ বি খেত। 'বাকারে ধবল গ্রীবা, পাটলা হরিণী ফিরিবে শ্যামল ছায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধবলকায় [স] বি সাদা চেহারার অধিকারী। 'ধবলকায় প্রভুনা প্রজাপুঞ্জের প্রতি এরূপ অভ্যাসের করিয়াই যে নিরন্ত থাকেন এমনত নহে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

ধবলকুঠি [স] বি খেতীরাণ। 'কয়েকটা কিশী দাগ ধবলকুঠির ছোপের মত।' জীবন, ১৯০২।

ধবলগিরি [স] বি হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ। 'ব্রহ্মাও পর্বতক্ষোভাধ ধবলগিরির সর্বোত্তম শিখর দেশে আরোহণ করিলেন।' হরহৃদয়, ১৮৮১।

ধবলতম [স] বি সবচেয়ে সাদা। 'সর্বব্যাপী ধবলতম ধবল বরফের উপর ...।' মুকুন্দ, ১৯৬০।

ধবলশিখর [স] বি খেতপর্বত শৃঙ্গ; হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ। 'আইলা রজনী ধনী ধবলশিখরে ধীরভাবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ধবলিত [স] বি সাদা হয়েছে এমন; পাকা। 'ধবলিত কুন্তল।' দর্পণ, ১৮২৮।

ধবলিয়া [স ধবল] বি সাদা। 'ওগো ধবলিয়া মেঘ! আলোর প্রসাদ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ধবলী [স] ১ বিপ সাদা রঙের। 'শাঙলী ধবলী বলি অননিত অসে।' রীত্বী, ১৫৫০। ২ বি সাদা গাভি। 'ধবলী ধবলী বলি ঘন ডাক ছাড়ি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ধবা [সি ধাবকা বি ধোণা; রজক। 'কুমার কামার সাজে কলু মাণী ধবা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ধমক [স] ১ বি হঠাৎ বিশদ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি হুৎকার। 'ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল।' রামশ্যাম, ১৭৮০। ৩ বি ভয়প্রদর্শন। 'পাছে ডানা মারে আঁটি, ধমকেতে মাটি ফাট।' রামশ্যাম, ১৭৮০। ৪ বি চিকর। 'কর্তা বিষয় ধমক দিয়ে বললেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বি তিরকার। 'আমাকে ধমক দিয়া নিরুত্তর করিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বি তীব্রতা। 'সুখার ধমকে ঘাস ছিড়ে খেয়ে আকাশে জাগারে সাড়া।' ফররুখ, ১৯৪৩। ৭ বি বেগ। 'এমনভাবে হাসতে লাগল যে তার দেহের প্রতি অংশ কাঁপতে লাগল তার ধমকে।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

ধমক চমক বি ধমকে উয় প্রদর্শন। 'ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল।' রামশ্যাম, ১৭৮০।

ধমক ধামক বি ভয়প্রদর্শন। 'আমায় ধমক ধামক করে বয়ে টাকা কি করেছিল?' গিরিশ, ১৮৮৯।

ধমকানি [সি ধমক] ১ বি ধমক। 'বিদ্যা, ১৮৯১: 'কোয়টার ডকনের মত মিঠে-করা রকমের ধমকানি খেত।' মাহেবুব, ১৯৪৯। ২ বি তর্জনপর্জন। 'আমার কথায় তুলে বা ধমকানি তলে যদি আজ দেশদুখ ছবি মুক্তি গড়তে লেগে যায় ...।' অবন, ১৯২৫।

ধমকি ধমকি ক্রিবিধ বার বার উত্ত শব্দ করে। 'রং-বাজা বাজে ... সে কী দমকি দমকি ধমকি।' নজরুল, ১৯২২।

ধমকানো ক্রি ভয় দেখানো। 'প্রতিপালক ধমকানো অথবা তাকানো করিলে তাহা সহ্য করে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

ধমপ চমপ বি নিশাস গ্রহণ। 'ধমপ চমপ বেশি পাতি বইল ...' চর্য্য, ১২০০।

ধমশী [সি বি রক বহনকারী নড়ি; যে নাড়ী হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত দেহের সর্বত্র পৌছে দেয় কিন্তু সেহ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আনতে পারে না। 'আমারও ত দুখা আছে ...' ধমশী ... অছি, চর্য্য ও ইছা - সকলই আছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

ধমিল দ্র ধমিল

ধম [শা] বি ধর্ম। 'ধম নেই? কন্ম নেই?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ধমিল [সি বি বিশুদ্ধাভাবে জড়ানো বা চাপ-বাওয়া চুলের রাশি; জটা। 'মন্তকে কেপ উন্নত করিয়া একটি ধমিল বাঁথিয়া রাখে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ধমিল [সি ধমিল] বি ধোণা। 'উপর হেবি তিমিরে কর বান। ধমিলে কুএল ভাকর অবসাদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ধম্ব [সি ঘট] বি সেই। 'পরসিতে ধরে গ্রান জিবন পাইল।' মাল্যধর, ১৫০০।

ধম্ব বি বচালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'তুলসীরাম ধর।' সেরবি, ১৮৪০।

ধরকাট বি বাধাবান্ধি; কঠোর নিয়ম। 'বাওয়া-সাতওয়া সবক্কে খুব ধরকাট করেই চলতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধরপ ক্রি ধরানো। 'দুলি দুহি শিটা ধরন ন জাই।' চর্য্য ২, ১২০০।

ধরপ [সি বি ধরা; ধারণ। 'ভাষ্যত মজিল চিত না জাএ ধরপ।' বড়ু,

১৪৫০।

ধরপ [সি ১ বি চালচলন। 'যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যানস। বড়দিনে ভাড়াপের সাহেব ধরপ।' ওড়, ১৮৫৮। ২ বি আকৃতি। 'প্রাচীনার জন সম অঙ্গের ধরপ।' ওড়, ১৮৫৮। ৩ বি ধরন; পছন্দি। 'তাহা পুরানো ধরনের পাঁচমিলাসো চিলাঢালা ইতিহাস নয়।' সবুজ, ১৯১৭। ৪ ধরন

ধরপ-ধরপ বি চালচলন। 'দুটো একটা ইংরিজ ধরপ-ধরপ ভড়ৎ এবং চুটুতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ ধরনধরপ

ধরশা [সি ধরশা বি অবলম্বন। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ধরশী [সি ১ বি পৃথিবী। 'কমঠশরীরে তোকে ধরশী ধরিলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মাটি। 'বুড়ি ধরশী ধরিতা উঠে রসে জেনে তারা ছুটে।' মুকুল, ১৬০০।

ধরশি [সি ধরশী বি পৃথিবী। 'জ্ঞে জেনে আঁকাড়ি করে পড়িয়া ধরশি ধরে ডরে কেহ নিকটে না রয়।' মুকুল, ১৬০০।

ধরশিকুম [সি ১ বি ধরশিরূপ কচ্ছপ। 'ধরশি-কুমপুঠে দীর্ঘ জীর্ণ হয়ে গুঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে।' নজরুল, ১৯২৪।

ধরশিতল [সি বি মাটি; ভূপৃষ্ঠ। 'তিনিও অবিলম্বে পপাত ধরশিতলে।' নজরুল, ১৯২৭।

ধরশীতল [সি ১ বি মাটি; ভূপৃষ্ঠ। 'পড়িয়া ধরশীতলে কাদে কন্যা বিদ্যাপতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি পৃথিবী। 'এ ধরশীতল কঠিন কঠোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ধরশীধর [সি বি পৃথিবী ধারণকারী। 'ধরশী ধরশীধর ধরিতা যখন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ধরশীপাল [সি বি রাজা। 'বিশিষ্ট ধরশীপাল হেটমাথা দুখে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ধরশী-ভিতরে ক্রিবিধ দুনিয়াজুড়ে। 'কীর্তিগান রবে মম ধরশী-ভিতরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ধরশীভূমি [সি বি ধরিতা। 'হে জননী, বর্ষ যার, এ ধরশীভূমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ধরশীমন্ত্র [সি ক্রি বিব্যবাপী। 'হটক ধরশীময়।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

ধরশী মায়ে ক্রিবিধ পৃথিবীর ভিতরে। 'তাতথিক কেবা আছে পঙ্কিত ধরশী মায়ে।' ভবানী, ১৮২৫।

ধরশি [সি ধরশী বি পৃথিবী। 'ধরশিয়ে চাঁদ কএল পরশাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ধরশিতল বি মাটি; ভূপৃষ্ঠ। 'পড়িয়া ধরশিতলে কাদে কৈন্যা বিকলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধরশীরা নিপ আটকানো। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ধরতা [সি ধু] ১ বি ক্রেতাকে যে কমিশন দেওয়া হয়। 'যে ভাও ধান বিক্রয় তাহা হইতে দুই কাঠা ফি টাকার ধরতা দিব।' কেরি, ১৮০২। ২ বি মূল গায়েনের যুগ থেকে যে পদ দোহার ধরে নেয়। 'ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিভাই আর গান ধরিল না।' তারা, ১৯৪২।

ধরতাই বুলি বি নতুনত্বহীন প্রচলিত কথা। 'রাজনৈতিক ট্রাফিকেরে ধরতাই বুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারলেন ...।' মুরলি, ১৯৭১।

ধর-ধর মার-মার [ধন্যা] ক্রি আক্রমণাত্মক। 'শিছনে মহা ধর-ধর

মার-মার রব উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ধরন ১ বি ভণি। 'ইহার ধরন, ভাব অন্যান্য অ্যাঙ্গেল স্যাকসন কবিতার সহিত এত বিভিন্ন যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি রকম। 'আনে বেশবাস নানান-ধরন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি রীতি। 'ওগো, একি প্রদয়েরই ধরন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ধরনধারণ [ধরন+স ধারণ] ১ বি চালচলন। 'তাদের চালচলন ধরনধারণ যা-কিছু নুতন সেইটাই কেবল ক্রমিক ঢক্ষে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি রীতিনীতি। 'নাহি জানি কল্পা ভাষণ, নাহি জানি ধরন ধারণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি আচার-আচরণ। 'ধরন ধারণে অতি অকারণে ইয়োজিতরো গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ ধরণ

ধরন করা কি সমান হওয়া। 'ধরন করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

ধরনী ৫ ধরনী

ধরশাকড় [বি পাকড়না] ১ বি প্রেতার। 'এ বর পুণিশ বাইরে প্রকাশ হতে সেরনি, অন্যদ্য সকলকে ধরশাকড়ের জন্ম।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি ধরাধরি: হয়রানি। 'বোশে বোশে শালন আমার কেবলই ধরশাকড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ধরশাখড় [বি পাকড়না] বি প্রেতার ও হয়রানি। 'দুট লোকদগিকে ধরশাখড় করিয়া ...' এডমন, ১৯৯০।

ধরবর [ধর্যা] বি ধড়মড়: ছটফট। 'বিষের তেজে পশাবতী করে ধরবর।' বিজয়, ১৬৫০।

ধরম [স ধর্ম] বি ধর্ম। 'না জ্ঞাপসি ধরম বেবখা।' বড়ু, ১৪৫০: 'দেব ধরম কি সহিব তোরে।' বড়ু, ১৪৫০।

ধরম কাহিনী [স ধর্ম-কথনিকা] বি ধর্মের কথা। 'ধরম কাহিনী শোনে কত তরুরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

ধরমঘট [স ধর্মঘট] বি প্রেমত হয়ে কোনো কাজ বহন করা। 'তোমার আমার রানতে ভরম করছে ভাই ধরমঘট।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ধরমতলা [স ধর্মতলা] বি ধর্মতলা। কালপল, ১৮০০।

ধরম বাশ বি ধর্মশিষ্টা: যে কাউকে সজ্ঞানবৎ গালন করে। ওর্স, ১৭৮৫।

ধরম ভাই বি ধর্মভাই: পাতালো সম্পর্কে ভাই। ওর্স, ১৭৮৫।

ধরম মা বি ধর্মকে সাক্ষী রেখে কোনো নারীকে মা হিসেবে গ্রহণ। ওর্স, ১৭৮৫।

ধরমী [স ধর্ম] বি ধর্মগ্রাণ। 'লোকচন্দের কাছে - যারা সেছে সব মোদের ধরমী মানি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

ধরলা বি নদীবিশেষ। 'ধরলা নদী এবাতিত হইয়াছে।' শ্যামসুল, ১৯৫৭।

ধরা^১, ধরা^২ [স ধূ-; পা ধরতি] ১ কি পরিময় করা। 'বৃদ্ধ রূপ ধরিয়া চিহ্নিলে নিরঞ্জন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি গ্রহণ করা। 'মন্দ মন্দ প্রজ্ঞানে ক্রমশ পড়এ বনে অকলমেত ধরেন যুগলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ কি আটক করা। 'শ্রীরাগাধী শলক ধরিতে কেহ নারে।' অল্যঙল, ১৬০০: 'নিরপরাধী ভেড়ার ছানাকে ধরিয়া ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেক।' ভাষ্করী, ১৮০০। ৪ কি গালিশ করা। 'ধরিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ৫ কি রূপ ধারণ করা। 'তোমার পরশে সূচন্দন-বুদ্ধশোভা বিষবৃক ধরে।' বাইকেল, ১৬৬১। ৬ কি ধারণ করা। 'না জানি কী গুণ ধরে মুখশাশি তোমার।' জ্যোতির্বিদ্য, ১৮৮১: 'মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল মাথায় আমার ধরতে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৭ কি ধীরে ধীরে বন্ধ হওয়া। 'কাল বিরেল থেকে

বৃষ্টি ধরে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৮ কি প্রাণক্লিষ্ট করা। 'এরে আজ চলে করে ধরাইব আখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৯ কি বুকে বের করা। 'দাও না ছুটি, ধর জটি, ধরি নি যে কানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১০ কি সংকুলান হওয়া। 'আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১১ কি গুড়িয়ে কটু গন্ধ করা। 'ইচ্ছা করাই দুখ ধরাইয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১২ কি প্রকাশ পাওয়া। 'বসন্তের রূপ ... বাতাসের গায়েও ধরে।' প্রহস, ১৯১৫। ১৩ কি তরু করা। 'আমি কোনদিন ধরিনি উদ্ভীনা, লেখাপড়া আমাকে ধরেছিল।' পর, ১৯১৭। ১৪ কি অনুসরণ করা। 'চলব আমি নিজেদের আসো ধরে, হাতে আমার এই-যে অছে বাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮: 'কালজুটির বন্দর ছাড়ি ধরিল উজানী গাঁও।' লসীম, ১৯৩৩। ১৫ কি ব্যথা হওয়া। 'কাঁকাল ধরে গেল মেজোরট।' নজরুল, ১৯৩০। ১৬ কি আবদার করা। 'ওরা ধরে খাওয়াবার জন্য।' বিভূতি, ১৯৩১। ১৭ কি আরোহী হওয়া। 'মোতরবাস ধরিয়া গয়ায় আসিব।' বিভূতি, ১৯৩৮। ১৮ কি যশাসমরে পাওয়া। 'সকলে রত্নাশ্রা না হইলে গাড়ি ধরা হাইবে না।' মনসুর, ১৯৫৫। ১৯ কি আবেগ চাপা রাখা। 'কোন মা মায়ের ভোরে প্রাণ ধরে ছেড়েছে এমন দুখের দুলাল।' মহম্মদ, ১৯৬৬। ধরতে কি ধরতে। 'আরসী ধরে আর সাধন হয় না।' হুতম, ১৮৬২। ধর ১ কি ধরলে ধরো। 'সদুৎক বশে ধর গভবাল।' চর্যা ৩৮, ১২০০। ২ কি স্পর্শ করা। 'জাঁচলে না ধর কাফাজি।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ কি গ্রহণ ধরো। 'আজ্ঞা করি বান সুন্দরী রাখা ধর।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ কি আটক ধরো। 'জানি বসে ধর ধর আজি করো কার্য।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ কি ধরবে ধরো। 'ধর ধর, কাশে ধর ধর।' গিরিশ, ১৮৮৭। ধরতি কি ধরো। 'জ্বায়া জ্বায়া পদাঙ্গ ধরতি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ধরনে কি ধরে রাখা। 'বিস্কল অঙ্গ না জ্ঞাতত ধরনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ধরবা কি ধরো। 'ধরবা ধরবা ধর মোর গীত বাস পর।' জ্ঞান, ১৬০০। ধরয় ১ কি ধারণ করে। 'পশু উদ্দেশিয়া তরু ধরয় কাটার।' অল্যঙল, ১৬০০। ২ কি ধরে। 'চাকু অতি চারি কর ধরয় অভয়বর।' কুম্ভারাম, ১৭২০। ধরল কি ধারণ করণে। 'সুসুত্ব গর্ভে ধরল আনুগাণ।' বড়ু, ১৪৫০। ধরসি কি ধরিস। 'কাজল পরল বিহকে প্রবল ধরসি কিবা কারণে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ধরহ ১ কি ধরো। 'আমলত না ধরহ তুণ অরুণ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি মানা ধরো। 'আমার বচন যদি না ধরহ তোরা।' সুলতান, ১৭০০। ধরাইবি কি ধরাবো। 'গোচরিয়া কল ধরাইব জেবো জানি।' বড়ু, ১৫৭০। ধরাইমু কি ধরে রাখবে। 'কোনু মতে ধরাইমু দাম্পণ পরাণ।' হারাম, ১৬৫০। ধরাইবি কি একে অপসরকে ধরো। 'ধরাইবি এড়াইয়া সতুরে চলিল।' মাল্যদল, ১৫০০। ধরায়েছি কি ধরিয়েছি। 'লোহাণা গন্ধক মিশায়, সোনাতে রং ধরায়েছি।' রায়হন্দল, ১৭৮০। ধরি ১ কি ধরে। 'ধরি লখ্য জাএ কুম্ভারো।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি ধারণ করে। 'লীলাভূত ধরি এবে হরিদাশা গোআল।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ কি স্পর্শ করে। 'উন্নত পর্যাধরে ধরি মোরে চাপ।' বড়ু, ১৪৫০। ধরিস কি ধরে। 'নাড়ি সক্তি দিদি ধরিস খঠে।' চর্যা ১১, ১২০০। ধরিয়া কি ধরে। 'ধরিয়াছ টান দিল দেব গদাধর।' মাল্যদল, ১৫০০। ধরিয়া ১ কি ধারণ করে। 'বুজ রূপ ধরিয়া চিহ্নিলে নিরঞ্জন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি অপহরণ করে। 'বলে রাখাক ধরিয়া লখ্য হাইবো মাঝ বৃন্দাবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ধরিতে কি ধারণ করতে। 'তা লেখিয়া প্রাণ রাখা ধরিতে না পারি।' বড়ু, ১৪৫০। ধরিতে কি ধারণ করতে। 'মায় প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।' বড়ু, ১৪৫০। ধরি-ধরি বি যেকোনো সময়ে ধরে ফেলবে এমন ভাব। 'মায়ের মাঝে ধরি-ধরি করিতেছিল, আবার মায়ের

ধরতে গেলে

মাঝে পড়াতে পড়িতেছিল। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ধরিনু কি ধরলাম।
'ধরিনু ধরিনু বলি ন্যাসিলাম না পায়।' কৃষ্ণা, ১৮৮০। ধরির কি ধারণ
করে। 'এবৈ সৈবকীঐ বত পর্বত ধরির।' বসু, ১৪৫০। ধরিবা কি
ধরবে। 'তোমার কহিলে ব্যাক্ত তুশি না ধরিবা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।
ধরিবাকি কিবিন ধরতে। 'তোমার মুখে রাখিকার রূপকা সুনী/
ধরিকাক না পারো পরানী।' বসু, ১৪৫০। ধরিবারে কি ধরতে।
'ধরিবারে চাহিলা তখনে।' সুলতান, ১৭০০। ধরিবি কি ধরবি।
'ধরিবি বসে মরিবো হেসে ঝগ দিবা বহনানো রে।' বসু, ১৫০০।
ধরিবো কি ধরবো। 'আম্বলসে ধরিবো মোর না জামসি তবী।' বসু,
১৪৫০। ধরিয়া ১ কি ধারণ করে; ধরে। 'তোমার বচন কাফাঐ
ধরিয়া মগে।' বসু, ১৪৫০। ২ কি পাকড়াও করে। 'আরব সকলে
মিলি যুক্তি কৈল সার রম্যক সকলে ধরিয়া মরিবার।' সুলতান,
১৭০০। ধরিয়াহি কি ধরেহি। 'মজিয়াহি সেই সিন ধরিয়াহি কলী।'
উমেশ, ১৮৫৭। ধরিয়ে সেগুয়া কি জেজার করানো। 'দুই জনকে
চিনিয়া ধরাইয়া দিল।' দর্শন, ১৮২১। ধরিল ১ কি ধরলো; স্পর্শ
করলো। 'কান্ধাই ধরিল হুচে।' বসু, ১৪৫০। ২ কি ধারণ করেহি।
'মোমী ধরিল আসে দশনে আসো।' বসু, ১৪৫০। ৩ কি ধারণ
করলো। 'বারদ তাহার নাম গোঁরবে ধরিল।' সুলতান, ১৭০০।
ধরিলা কি ধরলো। 'সীতাপতি খাইয়া ধরিলা সুন গলে।' বাহরাম,
১৬৫০। ধরিলু কি ধরলো। 'হেন মুক্তি হত দুত করিয়া ধরিলু।'
কৃষ্ণা, ১৮৮০। ধরিলে কি ধারণ করলো। 'আম্বা এড়ি কেনমতে
ধরিলে পরানী।' বসু, ১৪৫০। ধরিলে কি ধারণ করলে। 'কমঠ
পল্লীর তোমো ধরানী ধরিলে।' বসু, ১৪৫০। ধরিলেক কি ধরলে।
'এবৈ ফল ধরিলেক আশ্বার বচনে।' বসু, ১৪৫০। ধরিলো ১ কি
ধরে ফেলোহি। 'আঁচলে ধরিলো হের বাহিবি কেনমানে।' বসু,
১৪৫০। ২ কি ধরেহিলাম। 'বরাহ রূপে দাঙের আপে তোলা
ধরিলো ময়ী।' বসু, ১৪৫০। ধরিহ কি ধারণ করে; গ্রহণ করে।
'ধরিহ মোর মৃগাণী/ রাখার হবা সংহতি/ গলি জাইহ মধুরা হুচে।'
বসু, ১৪৫০। ধরী কি ধারণ করি। 'শোনার শোণ অক্লান্ত হায়ে
ধরী বাঁশী।' বসু, ১৪৫০। ধরুক কি গাশল করুক। 'চকুড় দিক
'কেমা কর কাহ মগে ধরুক মোর বচনে।' বসু, ১৪৫০। ধরে ১
কি ধারণ করে। 'যে কুহ রহিল সৈবকীঐ মগে সেই শব্দ চকু গদা
শারব ধরে।' বসু, ১৪৫০। ২ কি স্পর্শ করে। 'লাফ দিলা বসে
আকাশ ধরে।' বসু, ১৪৫০। ৩ কি ধারণ করতে পারে। 'শরীরে
যত ধরে তত শব্দলাভারে ... ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন।' দর্শন, ১৮২১।
ধরেছিলুম কি ধরেছিলাম। 'ধরেনীশীকে কেন বা উদরে
ধরেছিলুম।' উমেশ, ১৮৫৭। ধরেনি কি পাড়েন। 'মল মল
প্রভঞ্জে কুময় পড়বে বনে অক্লান্তে ধরেনে বুদ্ধানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।
ধরেকি কি ধরতে। 'আমি তেলি ধারা ধরেকি চাই মা।' রায়হাসান,
১৭৮০। ধরেকী কি ধরবে। 'আমার গ্রাম হুচেহে মন বুঝে না ধরেকী
পানী ধরে বামন।' রায়হাসান, ১৭৮০। ধর্য্য কি ধরে। 'শীলাবতী
ধারা জায় আইয় ধর্য্য আসে তাই।' দুসল, ১৬০০। ধর্য্যকে কি
ধরয়ে। 'কামড় ধর্য্যকে লুত জমিবারে চায়।' রূপায়, ১৭৫০।
ধর্য্যাকে কি ধরয়ে। 'বাড়ী বাড়ী লালল ধর্য্যকে সাত তাই।' রূপায়,
১৭৫০। ধরি কি ধরয়ে। 'তুই এড়াওগি তনে। মান হুদর
করি ধরি লুতনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ধরৌ কি ধরি। 'পাএ
ধরৌ তোমার।' বসু, ১৪৫০।

ধরতে গেলে কিবিন প্রকৃতপক্ষে। 'এ মামলা ধরতে গেলে তরুই
হয়নি।' তয়ালী, ১৯৬২।

ধরা সেগুয়া ১ কি আত্মসমর্পণ করা। 'ধরা দিয়েছি গো, আমি
আকাশের পাখি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'বলীতাবে কখনো দিয়ে না

ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ কি আটকা পড়া। 'জীবনের সমস্ত
সুখদুখ কখন সেই বহনে ধরা দিয়েছে, তাহা সে জানিতেও পারে
নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ কি দুটিগোচর হওয়া। 'ধরায় বখন মাও
না ধরা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ কি অনুর কণ্ঠস্থ মেনে নেওয়া।
'অমিত ... ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা পেনে না।' রবীন্দ্র,
১৯২৮। ৫ কি গ্রীষ্মক বহন বীকার করা। 'ধরা সে যে সেয় নাই
সেয় নাই।' যারে আমি আপনারে সঁপিবে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধরা পড়া ১ কি সত্য প্রকাশিত হওয়া; পোশাদিত্য প্রকাশ পাওয়া।
'ভালকদারো যে এইরকম কাপড় পরে তা হয়তো নয়, কিন্তু ধরা
পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ কি আটক
হওয়া। 'কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ কি
শনাক্ত হওয়া। 'রাগাণ অনুব ... থাকলে তো আগেই ধরা পড়তো।'
শ্যামল, ১৯৬৭।

ধরা সই করা কি পাকড়াও করা। 'ডাকাত বাহাদরকে যদি একবার
ধরা সই করতে পার।' নরকল, ১৯২৫।

ধরি মাছ না ছুই পানি - পানি না ছুঁয়ে মাছ ধরতে চাওয়া; কই না
করে শৌপে কাছ হাসিল করা। সুবল, ১৯০৬।

ধরে আনতে যত্নে বেঁধে আসে - আসেন গাশল করতে গিয়ে
বাড়াবাড়ি করে ফেলে। সুবল, ১৯০৬।

ধরে আসো ১ কি হ্রাস পাওয়া; সেরে যাওয়া। 'কাল ঠিক বিকেলে
সিঁরে সীতারাম বৌর রোগ ধরে আসে।' শওকত, ১৯৫৮। ২ কি
হাসে মনে আসা। 'তারপর হয় সকল, বৃষ্টি ধরে আসে।' হাসান,
১৯৬২।

ধরে-বেঁধে কিবিন জোর করে। 'তখন তাকে ধরে-বেঁধে
জোরজবরদস্তি মুখ পাওয়াবারে ব্যবস্থা করা হয়।' হুম্ম, ১৯১৮।

ধরে পড়া কি বিশেষভাবে অনুমোদন করা; অনুমর-বিনন করা। 'বাড়ি
বাইবার জন্য নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধরে পড়ে কিবিন বিশেষভাবে অনুমোদন করে। 'এক্ষণে তাহাঙ্গের
কেহ নাই- থাকিলে ধরে পড়ে অমনি ভর্তি করিতে পারিতাম।'
গায়ী, ১৮৫৮।

ধরে পাড়া কি ফেলে সেগুয়া। 'এত বলি চলে ধরি গাড়িল
তাহারে।' মালখর, ১৫০০।

ধরে যাওয়া ১ কি থেমে যাওয়া। 'কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে
গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ কি থাথা হওয়া। 'কীকল ধরে গেল
মেজোবউ।' নরকল, ১৯০০। ৩ কি বেশি ছালা সেগুয়া গাঙের
সাথে সেগো যাওয়া। 'আসে যে ধরিয়া গিয়াছিল তাহা তাহারো একটুও
ধরিতে পারে নাই।' বনকুল, ১৯০৬।

ধরে রাখা ১ কি স্থির রাখা। 'আমার সাথ হাইতে সে চ্যামটি যদি
ধরিয়া রাখিতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ কি গ্রীষ্মক বহনে আবদ্ধ
রাখা। 'কেন ধরে রাখা, ও যে ঘাবে চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ কি
সংযত রাখা। 'উদাস মহেশ্বর আপনাকে আর ধরে রাখিতে পারিবেন
না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধরা [স >] ১ বি অগ্রয়। 'মাএ ধরা বিলি কৃষ্ণ কাদে উডরাএ।'
মালখর, ১৫০০। ২ বিশ কুলল। 'নুতন চালা কাটে আতন জালাবার
জানা পুরাতন ধরা কাটের দরকার।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিপ
কান্নাজড়িত। 'ধরা কটে মজহার বা বিলিয়াছিলেন ...।' শওকত,
১৯৫৮।

ধরা কন্ধ্যা বি আসে থেকে জানা কথা। 'সে গোলমালে কুকর্ষেরও

মুম ডেঙে যেত - আমাদের যে যাবে, সে তো ধরা কথা'। *গ্রন্থ*, ১৯৩৩।

ধরা গলা বি অর্পকর্ত; কান্নামুক্ত কর্ত। 'সীলা ধরা গলায় বলিল।' *বিত্ততি*, ১৯৩১।

ধরা-ঠোওয়া বি ন্যাপাল। 'সেই ধরা-ঠোওয়া দেয় না - এমন একটি ভাবকে ধরিবার জন্য ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

ধরাধোয়া ১ বি উপলব্ধি; নাপাল। 'ভাষাকে ধরাধোয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ বি স্পর্শ করা। 'সৌন্দর্য মায়ের সত্যটি তেমন ধরাধোয়ার মতো পদার্থ নয়।' *গ্রন্থ*, ১৯১৩। ৩ বি উপলব্ধি করা। 'একটা ধরাধোয়ার মতো মুক্তি না পেলে তার স্বপ্ন করা অসম্ভব।' *গ্রন্থ*, ১৯১৩।

ধরাধরি ১ বি পরশের ধারণ। 'হাত ধরাধরি করি - সাজিত তখন পৃথিবী জন্ম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ২ বি সাবধানে ও সুবিধাজনকভাবে ধরার কাজ। 'পড়ে মাথার উপরুম হতেই ধরাধরি করে তাকে বাটে নিয়ে বসিয়ে দেয়।' *সুদীপ*, ১৯৬১। ৩ বি নির্বিক অরোহণ; তদবির। 'আজকাল ধরাধরি ছাড়া চাকরি হয় না।' *সুদীপ*, ১৯৭০।

ধরা বাঁধা বিপ নির্ধারিত; নির্দিষ্ট। 'এত ধরা বাঁধা কথা।' *মহারসক*, ১৮৮৯।

ধরা' [স] ১ বি পৃথিবী। 'সুনাফিক হই পাণী জলিল ধরা ধাম।' *সুপতান*, ১৭০০। ২ বি অধিকার; কর্তৃত্ব। 'তবে ধরা প্রকাশ পাইবেক।' *তাল্লী*, ১৮০০।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা - অংকারে অহ হয়ে সবকিছু অতি দুচ্ছ পণ্য করা। 'আর আদ্যের ধরাকেও সরা জ্ঞান হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩; 'জ্ঞানসারপন প্রকৃতপক্ষে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' *এসলাম*, ১৯৩২।

ধরাধ্ব [স] বি ধরবীর অংশ। 'এই নির্জন ধরাধ্বে অসুখ ভ্রমের মতো বোধ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ধরাচর [স] বি পৃথিবীর সকল সৃষ্টি। 'ধরাচর তবু তৈরি সহচর।' *সত্যোজ*, ১৯০৮।

ধরাতল [স] ১ বি পৃথিবী। 'অধিকার ধরাতলে কহিব কতক।' *কৃষ্ণায়ম*, ১৭২০। ২ বি ভূমি। 'তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অস্ত্র দৃষ্টি করিতেন।' *বহির্*, ১৮৬৫; 'ধরাতলে টাঙ্গের মালা, ফুলমালা গলায়।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ধরাতলে [স] বিপ ভ্রাণ। 'বসতি করয়ে তথি সমাদারী পঙ্কমতি ধীর ধরাদেবদ্বয় সুখে।' *কৃষ্ণায়ম*, ১৭২০।

ধরাধাম [স] বি পৃথিবী। 'চলে গেলে ধরাধাম শূন্য ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধরাপৃষ্ঠ [স] বি পৃথিবী। 'বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' *অপলী*, ১৯১৮।

ধরাবলুষ্ঠিতা [স] বিপ জী ভূমিস্থিতি। 'সাহসী সুসোচনা ধরাবলুষ্ঠিতা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

ধরাভূমি [স] বি পৃথিবী। 'তোমার ধরাভূমি শীঘ্র পণ্ডিত জালি করিতেছে এ-পাশ ও-পাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধরামঞ্চ [স] বি পৃথিবী। বসে উঠেছে এমন ধরা মঞ্চ। 'বঙ্গদর্শন', ১৮৭২।

ধরা-মা [স] ধরা-মাতা বি পৃথিবীময় মা। 'ধরা-মার বুক আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।' *নবঙ্গল*, ১৯২৭।

ধরায় পড়া ক্রি ধরাশায়ী হওয়া। 'তাহাকে এমন প্রহার করেন যে তৎক্ষণাৎ সে ধরায় পড়ে।' *ভবানী*, ১৮২৮।

ধরায় থুলা বি যাত্রের জগৎ; সংসার। 'এ গান অরিয়া ধরায় থুলায় মেলে, তবে ক্ষতি কিছু নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০; 'মাতার এ অক্ষখায়া এর যত মূল্য সে কি ধরায় থুলায় হবে হারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'নেমে এসে আজ ধরায় থুলাতে।' *নবঙ্গল*, ১৯২৮।

ধরাশয্যা [স] বি ভূমিস্থ বিহাঙ্গ। 'অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গরঙ্গপ্রহারে জর্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধরাশায়িনী [স] বিপ জী ভূতলে পতিত। 'কুলকামিনী যুবহায়া কুরঙ্গিনীর ন্যায় অজিহা ধরাশায়িনী হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ধরাশায়ী [স] ১ বিপ মানসিকভাবে ডেঙে পড়েছে এমন। 'ধরাপতি ধরাশায়ী ছটকট প্রাণ।' *রস*, ১৮৫৮। ২ বিপ ভূতলে পতিত। 'সতুরে ধরাশায়ী হবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ধরাসন [স] বি মাতৃগর্ভ আসন। 'বিষপ্ত বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে।' *বিদ্যা*, ১৮৪২।

ধরটি [স] বি অহ-বিহ্বলের কম্পন। *ভবানী*, ১৮২০; 'যীশামে ধরিস করিয়া ধরটি পাইয়া বিদ্রী হইত।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ধরাধর [স] বি পর্বত। 'জলধর উলটি পড়ল মহীমাক। উল ঢাল ধরাধরয়াহ।' *বিদ্যাপতি*, ১৮৬০।

ধরান [স] রবীন্দ্র বি প্রকার। *মানোএম*, ১৭৪৩।

ধরানি [স] বি ধরা' *ধরানি* [স] বি ভ্রাণ; কর্তি। 'ধরামে রূপে ধর্ম যারে দিলা সেধা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধরালা বি দীর্ঘবিশেষ। 'বালুময় ধরালা নদীর তীরে।' *গুরানী*, ১৯৪৬।

ধরাহর [স] বি মূলবারাণ। 'উচ্চ ধরাহরে থাকি রাণী পদ্মাবতী সেবি।' *আলাওল*, ১৮৮০।

ধরিত্তি [স] বি জগৎ সংসার। 'দৈবধর্মধর্মের লক্ষণ দুটির দমন, ধরিত্তির উদার।' *বহির্*, ১৮৮২; 'ধরিত্তির মুখ সত্য বাহিরের জগতের মহাদেশমাথে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর বি রূপ-সংসীতির দৈর্ঘ্যবিশেষ। 'কত কত কল্যাণত, খাতি ও আতাই যীশা, মুদ্র ... মণ্ডল হইয়া আছে।' *গায়ত্রী*, ১৮৫৮।

ধর্তব্য, ধর্তব্য [স] ১ বিপ বিবেচনার চোখ। '... তাহা ধর্তব্য নহে।' *প্রাকর*, ১৮৫৩। ২ বি বিবেচনা। 'অহ-বন্ধু এমিক ওমিক হওয়াকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করা চলে না।' *অবন*, ১৯২৫।

ধর্না [স] বি ধরান। বি সন্দেহ। *প্রশ্ন*, ১৭৮৫।

ধর্না দেওয়া ১ ক্রি ইচ্ছাপূরণ বা দাবি আদায়ের জন্য নাহোড়ভাবে কোণাও অবস্থান করা বা পড়ে থাকা। 'আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫; 'তার মেটিয়ের লম্বুরে গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়লাম।' *নির্বাক*, ১৯৪০। ২ ক্রি ত্যাগমোদন করা। 'কোনো কারোই বসে থাকে ধর্না দেয় না।' *সেলিম*, ১৯৭৫।

ধর্ম, ধর্ম [স] ১ বি ন্যায়। 'ধর্মের কাহাণী তাকে ধর্ম মাহাদানী।' *বহু*, ১৮৫০। ২ বি ধর্ম; সম্প্রদায়বিশেষের শাস্ত্রবিধি। 'ধর্ম বুঝিয়া লোকে নিস্তার না করি।' *মাল্যার*, ১৮৫০। ৩ বি শাস্ত্রের কথা। 'বাক্যাকা কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম।' *বৃন্দা*, ১৮৫০। ৪ বি প্রকৃতি; বৈশিষ্ট্য। 'কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম।' *বৃন্দা*, ১৮৫০। ৫ বি জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত অনুশাসন। 'সত্য ধর্ম শাস্ত্রাঙ্গ আনবত

ধর্ম অবতার

ধীর' বাহরাম, ১৬৫০; 'রাজাএ বোলেন পুন ধর্ম মনে পনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বি শ্যামসিঙি বিবিবিধান। 'যথা ধর্ম তথা জয় কলু নহে আন।' আলোড়, ১৬৮০। ৭ বি সখ্যাতর: কর্তব্যকর্ম। 'নিম্নলিখিত তেরটি ধর্ম ...' প্যারী, ১৮৬০। ৮ বি সতীত্ব। 'এই বাসাল ব্যাটা আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করেছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। ৯ বি নীতি। 'লোকজন আমার কলসের ধর্ম নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ১০ বি সংজ্ঞা। 'ওশিবিগেশের আচরণ্যাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্মকে বিতর্ক রাখার ব্যবস্থাতর।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ১১ বি যতাব-বৈশিষ্ট্য। 'কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।' মোতাহের, ১৯৫০।

ধর্ম অবতার, ধর্ম অবতার [স] ১ বি বিকারক। 'ধর্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয় সুবিধা বিচার কর উচিত যে হয়।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি রাজা। 'এরমিয়ে পলতলে, ধর্মঅবতার নিবেদন।' করঞ্জেন্সো, ১৮৭৯।

ধর্ম-আচার, ধর্ম-আচার [স] বি ধর্মের আচার। 'ধর্ম-আচার করতে তারা, যাকে জেলে স্ত্রীকই।' পোতাঙ্গ, ১৯১৬।

ধর্ম আন্দোলন [স] বি ধর্মের নামে আন্দোলন। 'ধর্ম আন্দোলনের হচ্ছেন এরা কুপিত।' নজরুল, ১৯৪১।

ধর্ম-আকিম [স] ধর্ম+আ আকিম। বি ধর্মরূপ আকিম। 'কাতারে উঠছি ধর্ম-আকিম-লেনা।' নজরুল, ১৯৩০।

ধর্ম-আলো [স] বি ধর্মের জ্ঞান রূপ আলো। 'অনির্বান ধর্ম-আলো সবার উর্ধ্বে ঝালো ঝালো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধর্মকাণ্ড [স] বি ধর্মবিষয়ক উপদেশ। 'হঠাৎ ধর্মকাণ্ড পাঠা তোমার মুখে যে শোনার টোটা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ধর্মকর্ম, ধর্মকর্ম [স] ১ বি ধর্মানুষ্ঠান। 'রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়া ধর্মকর্ম।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০; 'জ্ঞত ইতি ধর্মকর্ম এই নমু স্ত্রী।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি ধর্মের বিধান অনুযায়ী কাজ। 'অভিলাষ ধর্মতৎপর ও ধর্মকর্মের মর্মী।' প্রত্যাকর, ১৮০১।

ধর্মকর্মানুষ্ঠান, ধর্মকর্মানুষ্ঠান [স] বি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। 'যুগাবস্থাতে পুনের দ্বন্দ্বভূতা ধর্মীয়া ধর্মকর্মানুষ্ঠানকে করিবেক।' দর্পণ, ১৮২২।

ধর্মকলসের [স] বি ধর্মানুষ্ঠান। 'সোহ ধর্মকলসের ত্বয়ের সাগর।' বাহরাম, ১৬৫০।

ধর্মকাজ [স] ধর্মকাণ্ড বি ধর্মকর্ম। 'তাতে সবারই ধর্মকাজের সুবিধে হল।' মনসুফ, ১৯৪৩।

ধর্মকারা [স] বি কারা রূপ ধর্ম; ধর্মের কারাগার। 'ধর্মকারার প্রাচীরে বস্তু হালো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধর্মকার্য [স] ১ বি ধর্মকর্মের কাজ। 'এই ধর্মকার্য একটা বৃষ্টি ইহা উঠাইলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি পুণের কাজ। 'ধর্মকার্যের জন্য কোন সৎ-সমিতি নাই।' মনসুফ, ১৯৪০।

ধর্মকীর্তি, ধর্মকীর্তি [স] বি ধর্মকর্মের ব্যক্তি; ধর্মকর্ম। 'লোকসম্মত হয় ধর্মকীর্তি হয় হালি/ এই কর্ম না করিহ লকু ইহা জানি।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

ধর্মকেন্দ্রিক [স] বিন ধর্মধর্ম। 'মহাদুগীয় (কুর্কী) আমল ও বাহিনী-রূপের) বালা-সাহিত্য একান্তই ধর্মকেন্দ্রিক।' এনালু, ১৯৫৫।

ধর্মকেন্দ্র [স] বি পুণ্যভূমি। 'সে দেশের প্রতি কেন্দ্র ধর্মকেন্দ্র।' প্রমথ, ১৯১৫; 'সব মানুষের সামনেই ধর্মকেন্দ্রে ধর্মবুদ্ধ আছে।' রবীন্দ্র,

১৯৩৪।

ধর্ম শোয়ানো কি ধর্ম নষ্ট করা। 'অমি বলি ধর্ম বৃহৎ বলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ধর্মপত্রিকা [স] বি যে কাঠের উপর পড়ত রেখে বসি সেওয়া হয়; হাড়কাঠ। 'জাতকের হারিসের মতো ধর্মপত্রিকা গ্রীবা রেখে ...' মহম্মদ, ১৯৬৬।

ধর্মপটী [স] বি সপ্তর্ষি ধর্মের সীমা। 'ধর্মপটীর বহির্ভূর্তি পরকে সে উত্তরাবৈই পর বলে জানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ধর্মপত, ধর্মপত [স] ১ বিন ধর্মনিষ্ঠ। 'প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মপত।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'মুহলমানের জাতিয়তা সম্পূর্ণ ধর্মপত।' বরীন্দ্র, ১৯১৮; 'নিজানের জীবন আর বাই হোক ধর্মপত নয়।' উমর, ১৯৬৭। ২ বিন ধর্মসম্পর্কিত। 'দেশের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মপত জাতিতে হিন্দু, ধর্মপত জাতিতে মুসলমান।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ বিন ধর্মীয়। 'ইহাই ধর্মপত কর্তব্য।' মোসলেম, ১৯২৮।

ধর্মপত্রপ্রাণ, ধর্মপত্রপ্রাণ [স] বিন ধর্মপ্রাণ। 'তা সোহে অনেক কোনো ধর্মপত প্রাণ মুসলমানই ছিল থাকতে পারেন না।' সওগত, ১৯২৮; 'অন্যান্য দেশের লোকের কুল্যার অধিকতর ধর্মপত্রপ্রাণ।' উমর, ১৯৬৬।

ধর্ম-পাখা [স] ধর্মপার্শ্ব বি ধর্মপূর্ণ পাখা। 'ধর্ম-পাখার পৃষ্ঠে এখানে শূনা শূনি-ছালা।' নজরুল, ১৯২৫।

ধর্মপুত্র, ধর্মপুত্র [স] ১ বি পুত্রোচিত। 'অনেক জন্তু পরিবারের পুত্র প্রতি ভ্রাতৃ সহকারে ধর্মপুত্র ইহা থাকে।' কৃষ্ণকবীরী, ১৮৮৫। ২ বি ধর্মীয় নেতা। 'ধর্মপুত্র রামদাস এই টোটার প্রাণ অলম্বন ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'ধর্মপুত্র এইসব বলিয়াছেন যে, নিজান মুসলমানের হারান ধন।' শরীফুল্লাহ, ১৯০১।

ধর্মপৌড়া [স] ধর্ম+পৌড়া বি ধর্মমতে অভ্যবসায়ী। 'ওই যে ধর্মপৌড়া - বুকল না যে মনের বাদ।' নজরুল, ১৯৪২।

ধর্মপোলা [স] ধর্ম+আ ঘালা বি জগৎময় ধ্যাননিয়ন্ত্রণর জন্য সজ্জিত খাদ্যভাণ্ডার। 'নিজের পটিপালা, শিল্পশিক্ষার, ধর্মপোলা, সময়েত পণ্যভাণ্ডার ও খ্যাত খ্যাপনের জন্য ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ধর্মপুত্র, ধর্মপুত্র [স] বি ধর্মীয় মতবাদ সমৃদ্ধ বই। 'ইহারদের দুই ধর্মপুত্র আছে।' দর্পণ, ১৮২২।

ধর্মপট, ধর্মপট [স] বি ধর্মপট; দাবি আদায়ের জন্য কাজ বন্দের কর্মসূচি। 'প্রজাতি ধর্মপট করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'ধর্মপট করিয়া কল-কারখানা প্রকৃতিতে অবিধায়ীদিগের কি না ক্ষতি করে।' এডুকেসন, ১৮৯০।

ধর্মপটী, ধর্মপটী [স] বিন ধর্মমতে অপ্রশংসকর্ম। 'ধর্মপটী প্রমিষ্টদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় দুই লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।' এসলাম, ১৯৩৭; 'অনুরোধ জানাযো এই ধর্মপটী ভ্রান্তির কাছে।' কোম, ১৯৪৯।

ধর্ম-শাপী [স] ধর্ম+শাপী বিন ধর্মচতুর। 'এইসব ধর্ম-শাপী দেবতার করছে দাপী।' নজরুল, ১৯২৪।

ধর্মপুত্র, ধর্মপুত্র [স] বিন ধর্মপটী। 'তাহাদিপকে ধর্মপুত্র বলিতে পারেন না।' তমোশুক, ১৮৭৪।

ধর্মচক্র [স] বি নির্বান লাভের উপায় সম্পর্কিত বুকের উপদেশ চক্র। 'ভারতবর্ষে শুধু রাজ্যকর নর ধর্মচক্রেরও স্থাপনা করে ...' প্রমথ, ১৯১৫।

ধর্মচরিত্র [সি] বি ধর্মভিত্তিক শাস্ত্র-পন্থীর ভূমিকা বা চরিত্র। 'এখন পঞ্চ যাত্রার প্রতি বা তৎসংশ্লিষ্ট ধর্মচরিত্রের প্রতি সেসবের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারণা চালানো হবে।' *মোহাম্মদ*, ১৯৩৭।

ধর্মচর্চা, ধর্মচর্চা [সি] বি ধর্মদীপন; ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠান পালন। 'ধর্মচর্চা রাজচর্চা একে একে বৈশাখ মাস পর্যন্ত, ১৫০০।

ধর্মচর্চা, ধর্মচর্চা [সি] বি ধর্মপালন। 'আমার বিশ্বাস ছিল যে, ইতোপূর্বে সমস্ত লোক এক প্রাচীন অনুসারে ধর্মচর্চা করিয়া থাকে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মচরিত্রী, ধর্মচরিত্রী [সি] বিণ স্ত্রী ধার্মিক। 'তুমি ধর্মচরিত্রী, আমার সমুদায় পুত্রবৎসল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' *কবিতা*, ১৮৮৭।

ধর্মচিন্তা [সি] বি ধর্মের তত্ত্ব বিষয়ক চিন্তা। 'ইহারা শিশুতোষ ... কেবল ধর্মচিন্তায় কালায়ন করিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ধর্মচেতনতা [সি] বি ধর্মবোধ। 'নবলঙ্কা বৈষ্ণব ধর্মচেতনার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন।' *জাই*, ১৯২৪।

ধর্মজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান [সি] ক্রিণ ধর্মের জ্ঞান। 'কত কৃত্রিম ধর্মজ্ঞানে অর্থ আচরণে তাহারদিশকে আকৃষ্ট করে।' *চন্দ্র*, ১৮৪৬।

ধর্মজ্ঞাত, ধর্মজ্ঞাত [সি] বিণ ধর্মের পথ থেকে বিদ্যাত। 'অধিক ধনাশীলন স্বধর্মজ্ঞাত হইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ধর্মজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান [সি] বি ধর্মজ্ঞান। 'মানবতার এই আদর্শ সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এবং ধর্মজ্ঞানে সমাজের পরিচালনা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'সুখিতাম কর্ণজ্ঞান যাহাই হউক, ধর্মজ্ঞানে হিন্দুতা অসাধারণ।' *বনকুল*, ১৯০৬।

ধর্মজ্ঞানত [সি] বিণ ধর্ম বিষয়ে সচেতন। 'কোষার ধর্মজ্ঞানত ভারতবর্ষের সেই পৌরষের সিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধর্মজ্ঞানী [সি] বি ধর্ম সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট; ধর্মতত্ত্ব। 'আমাদের ধর্মজ্ঞানীসার সেই 'বাচনিক গভীরতা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'কাব্যজ্ঞানী ও ধর্মজ্ঞানীসার প্রত্যেক আমরা ধর্মের পরিচয় ...।' *প্রথম*, ১৯২৯।

ধর্মজীবন, ধর্মজীবন [সি] বি ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন। 'মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জন্মের হয়ে উঠেই যে কুশল কল্পা কেন্দ্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'ধর্মজীবন শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের শিথিলতা আসিয়া পড়ে।' *ছায়াবীণ*, ১৯৩৩।

ধর্মজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ [সি] বিণ ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। 'ধর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, কার্যকুশল, নানাতায়া ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ...।' *বসন্ত*, ১৮৭৮; 'ধর্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হলেও সম্ভব লোক ধর্মজ্ঞ হতে পারে।' *প্রথম*, ১৯০৫।

ধর্মজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান [সি] ১ বি ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান। 'আমার কি ধর্মজ্ঞান নাই যে, পরজীর্ণার দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বি ধর্মের জ্ঞান। '... ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানবিহীন জড়ত জীব পরিণত।' *প্রচারক*, ১৯০১।

ধর্মজ্ঞানহীন, ধর্মজ্ঞানহীন [সি] বিণ ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান নেই এমন। 'ধর্মজ্ঞানহীন, এমনকি বিশ্বাসী বা কাকের।' *প্রচারক*, ১৯০১।

ধর্মজ্ঞানহীনতা, ধর্মজ্ঞানহীনতা [সি] বি ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা। 'তিনি ... ধর্মজ্ঞানহীনতা ও বিবেকশূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন।' *ম্যেসলেম*, ১৯২৫।

ধর্মজ্যোতি [সি] বি ধর্মরূপ জ্যোতি। 'দেশে যাহাতে জ্ঞানজ্যোতি, ধর্মজ্যোতি প্রকাশ হয় ...।' *হৃদয়*, ১৮৮৬।

ধর্মত, ধর্মত [সি ধর্মত] ১ ক্রিণ ধর্মমতে। 'মোবারক খান নাম/রূপে গুণে অনুপাম/সদা ধর্মত তান যতি।' *বাহরাম*, ১৮৫০; 'ধর্মত জোয়ার অধি মাসী।' *রামকলাস*, ১৭৮০। ২ বিণ ধর্মমতের। 'মোঘাফা দু রকমের আছে - ধর্মত এবং কার্যত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

ধর্মতা, ধর্মতা [সি] ক্রিণ ধর্মমতে। 'ধর্মতা প্রজাবর্ণের বিবাদ উল্লন দ্বারা।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব [সি] বি ধর্ম বিষয়ক তত্ত্ব। 'আর্য্য ধর্মতত্ত্ব ... এই অষ্টো-পরতা সর্বত্র বিদ্যমান।' *বসন্ত*, ১৮৭২; 'আমাদের সমস্ত ক্রতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধর্মতত্ত্ববিদ [সি] বিণ ধর্মশাস্ত্র-বিদ। 'ধর্মের প্রতি ধর্মতত্ত্ববিদ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মতত্ত্ব [সি] বি ধর্মবাবস্থা। 'ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্ব একটি বিশেষ পথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'রাজতত্ত্বই হলো, সমাজতত্ত্বই হলো আর ধর্মতত্ত্বই হলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব [সি] বি ধর্মতত্ত্ব। 'হোলে ধর্মতত্ত্ব, তাহলে আলম।' *রামকলাস*, ১৭৮০।

ধর্মতত্ত্ব [সি] বি ধর্মরূপ নীতি। 'ভুল হুটো ধর্মতত্ত্ব।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব [সি] বি ধর্মরূপ তত্ত্ব। 'আরম্ভেতে এইকণে প্রস্তুত ধর্মতত্ত্ব বীজ অঙ্কুরিত।' *শরৎচন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব [সি] বিণ ধর্মজ্ঞান সম্পর্কিত। 'তাঁহাদের ধর্মতত্ত্ব মনোভাব।' *কুলকুল*, ১৯০৬।

ধর্মতত্ত্ব [সি] বিণ ধর্মীয়। 'মুখ... কোনো সহজ ধর্মতত্ত্বিক ব্যাখ্যাসংক্ষেপ নয়।' *আইনু*, ১৯৭০।

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব [সি] বি ধর্মের চিন্তা। 'রাজ চিন্তা, ধর্ম তত্ত্ব, আনন্দরূপ প্রকৃতি ধারণ করিয়া আছেন।' *বসন্ত*, ১৮৭২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

ধর্মতো, ধর্মতো [সি ধর্মতা] ক্রিণ ধর্ম অনুসারে। 'ওসী, ১৭৮২।

১৮৩২।

ধর্মবোধী, ধর্মবোধী [স] *বিশ্ব* ধর্মবিরোধী। 'ধর্মবোধী ও নারিকমতাবলম্বী ... এই সকল জনেরা অনান্যীয় সমাজে প্রতিষ্ট হইতে পারিবেন না।' *দর্শন*, ১৮৩০।

ধর্মস্রোহিতা, ধর্মস্রোহিতা [স] ১ *বি* ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। 'নির্ধাচিত ধর্মশিকাকে না মানা ধর্মস্রোহিতা।' *দর্শন*, ১৯২০। ২ *বি* ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান। 'ধর্মস্রোহিতা ও জাতিবিশেষমূলক কোন গুণক।' *এনশাস*, ১৯৩০।

ধর্মস্রোহী, ধর্মস্রোহী [স] ১ *বি* ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে যে। 'ধর্মস্রোহী, সমাজস্রোহী ও স্বজাতিস্রোহীর পরিণাম যাহা হইয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৯০৬। ২ *বিশ্ব* ধর্মের বিরোধী। 'তাহারা নিত্যর যেন-ইমান ও ধর্মস্রোহী।' *হেমাংগত*, ১৯৩৬।

ধর্মবন্ধ [স] *বিশ্ব* ধর্মের নিদান ধরে রাখে এমন। 'ধর্মবন্ধ অনেক বন্ধ আছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

ধর্মবন্ধী, ধর্মবন্ধী [স] *বিশ্ব* সমাসের বোধ্য শব্দশেবে ই-কার। ১ *বি* কণ্ঠ ধর্মিক ব্যক্তি। 'এবে না ত্রিংশ ধর্মবন্ধিগণ যবে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিশ্ব* কণ্ঠ ধর্মিক। 'ধর্মবন্ধী যাহারীধর্মকে গ্রাস করবার জন্য বিধবাসি উপাশ কর'। *গজরাজ*, ১৯২৭।

ধর্মবান্দী [স] *বি* সর্বধর্মী। 'মুসলের ধর্মবান্দী পণ্ডিতরা সত্য।' *মূলতান*, ১৭০০।

ধর্মবাস [স] *বি* ধর্মহানি। 'একা যীনকেতু ধর্মবাস হেতু।' *বৃক্স*, ১৬০০।

ধর্মবাসা [স] *বিশ্ব* ধর্মের ক্ষতি করে এমন। 'ধর্মবাসা অপকারী অস্ত্রতা বনে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মবান্দী [স] *বিশ্ব* ধর্ম নাম করে এমন। 'তোরা পণ্ডি-দস্যু সে-ধর্মবান্দী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

ধর্মনিরপেক্ষ [স] *বিশ্ব* অসাম্প্রদায়িক। 'ধর্মনিরপেক্ষ একটা ভাবধারণাও সৃষ্টি করিতে হইবে।' *সত্যতা*, ১৯৪৫।

ধর্মনিরপেক্ষতা [স] ১ *বি* ধর্মনিষ্ঠতা। 'মঙ্গলগতি ধ্বনিসং করে ধর্মনিরপেক্ষতার যে আদর্শ স্থাপন করলেন ...।' *বেগম*, ১৯৪৯। ২ *বি* সকল ধর্মের সহাবস্থান; অসাম্প্রদায়িকতা। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।' *সর্ববিধান*, ১৯৭২।

ধর্মনিষ্ঠ [স] *বিশ্ব* ধর্মিক। ওয়া, ১৭৮৫। 'হিন্দুই যোক অবধা মুসলমান, কদাচিৎ ধর্মনিষ্ঠ।' *উমর*, ১৯৬৮।

ধর্মনিষ্ঠতা [স] *বি* ধর্মের প্রতি আনুগত্য। 'এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে লেখা যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর্মনিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা [স] ১ *বি* ধর্ম নিষ্ঠা। 'তুমি পরম ধর্মিক বটে, সেবেতু রাজ্যতোষে পরিভাগ করিয়া ধর্মনিষ্ঠাতেই থাকিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* ধর্ম ধর্মিক। 'যদি বিশেষ জ্ঞানবলী কি ধর্মনিষ্ঠা হইলেন।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫। ৩ *বি* নৈতিকতা। 'সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ধর্মনীতি, ধর্মনীতি [স] ১ *বি* নৈতিক বিধান। 'রাজনীতি ও ধর্মনীতি, এ দুই কিম্বা অ্যাপি অতি অশুভ ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।' *জন্ম*, ১৮৪৯। ২ *বি* ধর্ম সনেক্ষেপ শাস্ত্র। 'দর্শন ইতিবাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* ধর্মবোধ। 'সেদের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠিত সর্ব ধর্মনীতির বিশেষসাধন করার অকর্তব্য নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ধর্মনীতিমূলক [স] *বিশ্ব* ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্মতিপূর্ণ। 'হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলা না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মনীতি [স] *বিশ্ব* ধর্মিক। ওয়া, ১৭৮৫।

ধর্মসেনতা [স] *বি* ধর্মভক্ত। 'ধর্মসেনতার ও সমীচীরা এ সত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগি করেন।' *ওমর*, ১৯৪৯।

ধর্মনৈতিক, ধর্মনৈতিক [স] ১ *বি* ধর্মসম্মত। 'সত্যীভূত কোন ধর্মনৈতিক মূল্য নাই।' *ঈশিকা*, ১৮৮৭। ২ *বিশ্ব* ধর্ম সম্মতী। 'রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সকল প্রকার কারণে তোমাদের কর্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *বিশ্ব* ধর্মবিত্তি বিষয়ক। 'আমাদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাহিত্যিক দূরবিস্তার চিত্র।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

ধর্মশপক, ধর্মশপক [স] *বিশ্ব* ধর্মের অনুসৃত। 'প্রভাকর উদঘাতিগণ গত মাঘ মাস পর্যন্ত বিলম্বরূপে ধর্মশপক ছিলেন।' *দর্শন*, ১৮৩২।

ধর্মশপিত, ধর্মশপিত [স] *বিশ্ব* ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। 'আঃ আমি কি তোম; যে ধর্মশাপ দিয়ে ধর্মশপিত হবে?' *রামদায়রাম*, ১৮৫৪।

ধর্মশপ্তি, ধর্মশপ্তি [স] *বিশ্ব* ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা স্ত্রী। 'এই যোগে ধর্মশপ্তি পণ্ডিতেরা সত্যি।' *কলীপ্ত*, ১৮৮৭।

ধর্মশপ্তী, ধর্মশপ্তী [স] *বি* ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা স্ত্রী। 'আপন-ধর্ম পত্নীকে 'জন্মে' জন্মানুসারে যথো।' *দর্শন*, ১৮৩১। 'রেশ্মী' সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ি চড়িয়া বেড়ান অবশ্য ধর্মশপ্তীকে ... যাহু সেবন করাইতে লক্ষ্য করিবেন।' *সুপ্ত*, ১৮৭৩।

ধর্মশব্দ, ধর্মশব্দ [স] *বি* ধর্মনির্দেশিত পদ। 'ধর্মপদে থাকিলে না হয় গভ্যগোল।' *কল্লরাম*, ১৭২০। 'সত্যত রত থাক ধর্মশব্দ।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

ধর্মশব্দগামী [স] *বি* পুণ্য পথের অনুসারী। 'ধর্মশব্দগামী যারা যায় সেতুপথে উত্তর, পশ্চিম, পূর্বদ্বারে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ধর্মশদ [স] *বি* ধর্মীয় বিধি-বিধান। 'ধর্মশব্দ ভাবএ সত্যত সং জ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

ধর্মশপ, ধর্মশপ [স] *বিশ্ব* ধর্মিক। 'দ্রব্য এইরূপে ধর্ম অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ণক কেবল ধর্মশপ বা কামশপ হইবে না।' *সর্ববিধান*, ১৮৯৭।

ধর্মশরতা [স] *বি* ধর্মশরণ্যতা। 'কেবল যে রূপশী, তাও নয়, সুশীলতা, ধর্মশরতা ইত্যাদি গুণ ...।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

ধর্মশরণ্যত, ধর্মশরণ্যত [স] *বিশ্ব* ধর্মনিষ্ঠ। 'আমার মিয় অভিনয় ধর্মশরণ্যত।' *জন্ম*, ১৮৪৯। 'যত পক্ষী আছে, আমি সে সকল অপেক্ষা অধিক ধর্মশরণ্যত।' *কিয়া*, ১৮৬৬।

ধর্মশরণ্যততা [স] *বি* ধর্মনিষ্ঠা। 'সারোরা ধর্মশরণ্যততা সম্বন্ধে জ্ঞান।' *ওয়াসী*, ১৯৩৮।

ধর্মশরণ্যতা [স] *বিশ্ব* ধর্মনিষ্ঠ। 'সত্যজিৎ ও ধর্মশরণ্যতা বলিয়া ... বিশ্বাসভাজন ছিল।' *কিয়া*, ১৮৬৬।

ধর্মশরণ্যাম [স] *বি* স্বাভাবিক পরিণতি। 'প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতন ধর্মশরণ্যামের দিকে নিত্যরূপে পরিণত থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধর্মশালনকারী [স] *বিশ্ব* ধর্মের অনুসারী। 'কোন বিশেষ ধর্মশালনকারী ব্যক্তিও প্রতি বৈধম্য ... বিশোধ করা হইবে।' *সর্ববিধান*, ১৯৭২।

ধর্মশিপাসা [স] *বি* ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আগ্রহ। 'তার প্রাণে ধর্মশিপাসা জাগে।' মাহেবত, ১৪৪৯।

ধর্মশিপাসু, **ধর্মশিপাসু** [স] *বি* ধর্মের প্রতি আগ্রহী। 'আগন্তুক যদি সরলভাবে ধর্মশিপাসু হইয়া আসিয়া থাকে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

ধর্মশূন্য মুখিতির - (যত্ন) অতি ধার্মিক। সুবল, ১৯০৬।

ধর্মশূন্যক, **ধর্মশূন্যক** [স] *১* *বি* বাইবেল। 'গদ্যরূপে ধর্মশূন্যক ভরজমা করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। *২* *বি* ধর্মসম্পন্নতার গ্রহ। 'তার জন্যে যদি উভয়ের ধর্মশূন্যক খুলি তবে ব্যা খুলবে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

ধর্মশোষক, **ধর্মশোষক** [স] *বি* ধর্মের সমর্থক। 'মহাত্মদের ধর্মশোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ধর্মশ্রচার [স] *বি* ধর্মীয় বিষয় জ্ঞাপন। 'বার্ষ-সর্ব্বক যাজকদিগের কুনকোমায়ের আচার ও ধর্মশ্রচার।' অক্ষর, ১৮৪৬; 'ধর্মশ্রচারেই হইতেই ইহার আচার।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধর্মশ্রচারক, **ধর্মশ্রচারক** [স] *বি* ধর্ম প্রচার করে যে। 'ধর্মশ্রচারের বিরোধী বলিয়া ধর্মশ্রচারকদিগের প্রতীকমান হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫৪; 'মানবজাতিকে সুশীল সচরিত্র করবার ভার ... ধর্মশ্রচারকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।' প্রমথ, ১৯০৫; 'ধর্মশ্রচারকেই তেমন করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'ধর্মশ্রচারক গড়ানই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।' এসলাম, ১৯২০।

ধর্মশ্রবালী, **ধর্মশ্রবালী** [স] *বি* ধর্মপালনের পদ্ধতি; কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম। 'এই ধর্মশ্রবালী এ দেশের রাজধর্ম।' কুজাবিবী, ১৮৮৫।

ধর্মপ্রতিপাদক, **ধর্মপ্রতিপাদক** [স] *বি* ধর্মীয়; ধর্মবিষয়ক। 'ধর্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ...' দর্পণ, ১৮২২।

ধর্মপ্রতিষ্ঠান, **ধর্মপ্রতিষ্ঠান** [স] *বি* ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। 'গোষ্ঠী-ভিত্তির উপর রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ে উঠে, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হতে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

ধর্মপ্রবর্তক, **ধর্মপ্রবর্তক** [স] *বি* ধর্ম-উপদেশ প্রচারক। 'ধন্য ধন্য ধার্মিক ... ধর্মপ্রবর্তক।' ভবানী, ১৮২৫; 'ধর্মপ্রবর্তকদের গ্রামাণ্ডা উক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় কি না।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

ধর্মপ্রবৃত্তি, **ধর্মপ্রবৃত্তি** [স] *বি* ধর্মচর্চা। 'বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মপ্রবৃত্তির দাসী।' বসদর্শন, ১৮৭২।

ধর্মপ্রমাণ [স] *ক্রি* ধর্মকে সাক্ষী করে। 'আমি মহারাজের নিকট ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ধর্মপ্রাপ, **ধর্মপ্রাপ** [স] *১* *বি* ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণকারী। 'ধর্মপ্রাপ হিন্দু তীর্থযাত্রী ... এখানে আগমন করিতেন।' অক্ষর, ১৮৪৪; 'ধর্মপ্রাপ-জাতি বশু উড়াইয়া লিবে - দুপুরে ডাকাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। *২* *বি* ধর্মে আস্থাবান। 'গোয়ার মতো ধর্মপ্রাপ হিন্দু ঐ ফ্রেঙ্কের ঘরে বাস করিবার কথা কোন মূল্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধর্মপ্রাপতা, **ধর্মপ্রাপতা** [স] *১* *বি* ধার্মিকতা। 'আর্যসভিভেতার ধর্মপ্রাপতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন।' রবীন্দ্র, ১৯০০। *২* *বি* ধর্মপরায়ণতা। 'কি ধর্মপ্রাপতা, কি ঐতিহাসিক স্মৃতি।' চাষী, ১৯৩৬।

ধর্মপ্রীতি [স] *বি* ধর্মের প্রতি অনুরাগ। 'ধর্মপ্রীতি ধর্মাকতার স্তরে নেমে আসতে পারে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

ধর্মপ্রাবন [স] *বি* ধর্মের জোয়ার। 'এশিয়াব্যাধী ধর্মপ্রাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ... ভাসিয়া আসিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধর্মফলকামী [স] *বি* ধর্ম পালনের পর ফল কামনাকারী। 'সে-যে ধর্মফলকামী সমস্ত ইউরোপের অর্ধ ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধর্মবন্ধুতা [স] *বি* ধর্মবিষয়ক ভাবধর্ম। 'হয়ে পরড়েছে এমন যে, প্রায় ধর্মবন্ধুতাই অযোগ্য বন্ধার হাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধর্মবন্ধ [স] *বি* ধার্মিক। 'ধর্মবন্ধে চিনে তানে না চিনে পাশী।' আলোভল, ১৮৮০; 'পালিত খুঁড়াত ভাই সিঁটজোয়া ধর্মবন্ধ দয়াসিল কল্যানবরদুঃ।' ওসী, ১৭৭৯।

ধর্মবল, **ধর্মবল** [স] *১* *বি* ধর্মবিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় যে শক্তি। 'সেই ধর্মবলেই আমার সাহস এবং উৎসাহ।' মশাররফ, ১৮৮৫। *২* *বি* ধর্মের মুক্তিরূপ শক্তি। 'আজকের বিশালীর তারা ... ধর্মবল এবং বাহবল নিয়ে ক্রিয়া করে চলছে।' অবল, ১৯২৫।

ধর্মবাপ [স] **ধর্ম+বাপ** *১* *বি* রক্ষাকারী। 'স্বয়ং তিনিই পুণিসের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। *২* *বি* ধর্মশিপতা; কাউকে সন্তানের মতো পালন করে যে। 'তুমি আমার ধর্মবাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'আশনি আমার ধর্মবাপ।' প্রমথ, ১৯১৮।

ধর্মবিকার [স] *বি* ধর্মের বিকৃতি। 'হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি ধর্মমুচ্ছন্নদের বাঁচাও আশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধর্মবিকারিত, **ধর্মবিকারিত** [স] *১* *বি* ধর্মবিবর্তন। 'ধর্মবিবর্তিত সত্ত্বাধিক দেখাচ্ছে।' এসলাম, ১৯১২। *২* *বি* ধর্মবিবর্তন। 'নাটক দেখা ধর্মবিবর্তিত বুদ্ধিমা ...' সপ্তপাণ্ড, ১৯১৯।

ধর্মবিষয় [স] *বি* ধর্মরূপ প্রতিমা। 'তাহা সম্বলিত ও প্রথিত করিয়া প্রগ্রতিম ধর্মবিষয়ের কঠিনেপে লখনান করা কর্তব্য।' অক্ষর, ১৮৫৪।

ধর্মবিচার, **ধর্মবিচার** [স] *বি* ধর্মীয় ন্যায্যতা। 'না জ্ঞান ধর্ম বিচার।' বক্তৃ, ১৪৫০।

ধর্মবিচারহীন [স] *বি* ধর্মীয় বিবেচনাহীন। 'মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ধর্ম-বিষেধ [স] *বি* এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সঙ্গততা। 'সম্প্রদায়ের ধর্মবিষেধে জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের ঘারা হিন্দুর দর্পণ খুঁটি করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিষেধ নাই।' নজরুল, ১৯২২।

ধর্মবিস্ত্রোহী [স] *বি* প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা করে যে। 'কবি সেই ধর্মবিস্ত্রোহী মহাদেবের পরাভবে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধর্মবিধান, **ধর্মবিধান** [স] *বি* ধর্মীয় আইন। 'মুছলমানের পক্ষে ফজর বা অপরহারা ধর্মবিধান।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

ধর্মবিধি [স] *বি* ধর্মের বিধান। 'ধর্মবিধি বিধাতার - জম্মত আহলে তিনি।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'শাখত ধর্মবিধিতে তো কোথাও বাধে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধর্মবিপ্লব, **ধর্মবিপ্লব** [স] *বি* ধর্মসংক্রান্ত বিপ্লব। 'রাজবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব বা বিজ্ঞান বিপ্লবে এই রূপ হইয়া থাকে।' বসদর্শন, ১৮৭২।

ধর্মবিপ্লবক [স] *বি* ধর্ম নাস্তিক। 'তঁহার নামে ধর্মবিপ্লবক বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ধর্মবিমুখ [স] *বি* ধর্মের প্রতি আগ্রহহীন। 'তরে হয়ে থাকি

ধর্মবিমুখ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধর্মবিরুদ্ধ, ধর্মবিরুদ্ধতা [স] ১ **বিশ** আইন বা নীতিসম্মত নয় এমন। 'জ্যোতস্বতী কনিষ্ঠের রাধা হওয়া ধর্মবিরুদ্ধ।' মুক্তাঙ্গ, ১৮১০। ২ **বিশ** কাণ্ডশালীন। 'ধর্মবিরুদ্ধ, পোকবিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিতে কিম্বদন্তি সজ্ঞাত হইল না।' অক্ষয়, ১৮৫১। ৩ **বিশ** ধর্মের বিরুদ্ধে যায় এমন। 'যে বিজ্ঞানবিষয়ী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎসাহিত আচারিত তার ভিত্তি এইখানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ধর্মবিরুদ্ধতা, ধর্মবিরুদ্ধপতা [স] **বি** প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব। 'পাশ্চাত্যের জড়বাদ, সংশয়বাদ, ধর্মবিরুদ্ধতা, নাস্তিক্য প্রভৃতিও।' আজাদ, ১৯৬৩।

ধর্মবিরোধিতা [স] **বি** ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। 'ধর্মবিরোধিতার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যও তাঁদের কাছে মর্যাদ্য।' মহাবোধ, ১৯৫৬।

ধর্মবিরোধী [স] **বিশ** ধর্মের বিশ্লেষণে যায় এমন। 'অনেক ক্ষেত্রে তা প্রকলভাবে ধর্মবিরোধী।' উমর, ১৯৬৬।

ধর্মবিশিষ্ট, ধর্মবিশিষ্ট [স] **বিশ** নীতিজ্ঞানসম্পন্ন; ধর্ম্যচারা। 'নির্দোষ ও শিষ্ট ও ধর্মবিশিষ্ট ও আত্মসংযমিত।' বন্দুত, ১৮২৯।

ধর্মবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস [স] ১ **বি** ধর্মের প্রতি আস্থা। 'তার ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ **বি** ধর্মীয় অনুভূতি। 'তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিলে ...।' দর্পন, ১৯২১।

ধর্মবিশ্বাসী [স] **বি** ধর্মে বিশ্বাস করে যে। 'মুক্তিবাদী ও ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অসহ্যস্বভাব বিরোধ 'ভাববিক' শিব, ১৯৫৬।

ধর্মবিশ্বিত [স] **বিশ** ধর্ম-সমর্ষিত। 'পূর্বস্বপ্নে আহার করা ধর্মবিশ্বিত এ কথা কলিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'যাহা ধর্মবিশ্বিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধর্মবীর, ধর্মবীর [স] ১ **বি** ধর্মীয় নেতা। 'অনেক মহৎ আত্মবিশিষ্ট ধর্মবীর ও রণবীর ...।' বামবেশি, ১৮৮২। ২ **বি** ধর্মীয় কাজে নিজেকে নিয়োজিতকারী। 'এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভাব হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধর্মবুদ্ধি [স] ১ **বি** ধর্মসম্পর্কিত মূল্যবোধ। 'আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিম্নাঙ্গী সঙ্গো নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ **বি** ন্যায়বোধ। 'একজন মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভালো হলেও হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে তার ধর্মবুদ্ধির অসাড়তা থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ **বি** ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। 'মানুষের সমস্ত মন ধর্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক বাইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ধর্মবৃত্তি, ধর্মবৃত্তি [স] **বি** নৈতিক শক্তি। 'আমাদিগের বৃত্তিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সকল ক্রমশঃ হত পরিকৃতিত হইবে, আমরা ততই কৃতকার্য হইব।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

ধর্মবোধ, ধর্মবোধ [স] **বিশ** ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান আছে এমন। 'ধর্মবোধবিগদের চীন দেশে প্রত্যাগমন নিমিত্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ধর্মবৈচিত্র্য, ধর্মবৈচিত্র্য [স] **বি** ধর্মের বিভিন্নতা বা বিভিন্নতা। 'আমাদের দেশে ধর্মবৈচিত্র্যের কিছু ত্রুটি নাই।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ধর্মবোধ [স] **বি** ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান। 'যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধর্মব্যবসায়ী, ধর্মব্যবসায়ী [স] ১ **বি** ধর্মপ্রচারকারী। 'বিবাদের

সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধর্ম-ব্যবসায়ীর আন্তরিক অগ্রগম উৎপন্ন হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ **বি** ধর্মের অপব্যবহারকারী। 'ধর্মব্যবসায়ীদিগেরও শীঘ্র ধর্মের অন্ত্রা উপস্থিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'ধর্মব্যবসায়ীরা বলে ইহা যাকে ভালোবাসেন তাকে গীড়া দেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ **বি** ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে যে। 'ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উপসাহের সহিত ধর্মের 'স্বরচিত গণী রক্ষা করিবার জন্য সন্ধ্যা করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'সামুদ্রের ধর্মব্যবসায়ী - দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ **বিশ** ধর্মের ব্যাঘা বা এ সংক্রান্ত উপদেশ দিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী। 'ধর্মব্যবসায়ী যাজক এবং পুরোহিত সমাজজীবনে অপরিহার্য।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

ধর্মব্যবস্থা, ধর্মব্যবস্থা [স] **বি** ধর্মের বিধান; ধর্ম সম্পর্কিত অনুশাসন। 'ধর্মব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম দুইজন, প্রধান যাজক ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ধর্মব্যখ্যান [স] **বি** ধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা। 'রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠতর ধর্মব্যখ্যানে অনুপ্রাণিত করেছে।' মুক্তভাব, ১৯৫৯।

ধর্মভক্তি, ধর্মভক্তি [স] **বি** ধর্মের প্রতি ভক্তি। 'ইংরাজদের বেশ ধর্মভক্তি দেখিতে পাই।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ধর্মভর, ধর্মভর [স] **বি** ধর্মযনির বা পাপের ভয়। 'ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্মভর নাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ধর্ম ভয়ে কিবা লোক ভয়ে যে কুলা হয় তাঁহার পূজা করে।' দর্পণ, ১৮২০।

ধর্মভাগিনী, ধর্মভাগিনী [স] **বিশ** ক্রী পুণ্যের অংশীদার। 'অক্রোধে ধর্মভাগিনী হইবে, সেই ক্রী, ভর্তার ধর্মভাগিনী ও হৃদয়ময়্য হয়।' গৌর, ১৮২২।

ধর্মভাব, ধর্মভাব [স] **বি** ধর্মীয় অনুভূতি। 'একটি সুখময় ধর্মভাব উদ্ভূত হয়।' গীর্জিকা, ১৮৮৭; 'ধর্মভাব ও নীতিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত মাথা বাড়া দিয়া উঠিল।' মনসর, ১৮৫৩।

ধর্মভাষা, ধর্মভাষা [স] **বি** ধর্মীয় ভাষা। 'আরবী আমাদের ধর্মভাষা।' সাহিত্যিক, ১৯২৭।

ধর্মভীত, ধর্মভীত [স] **বিশ** ধর্মভীত। 'কিন্তু আমি ধর্মভীত ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ধর্মভীত [স] **বিশ** ধর্মভীত। 'বিশ ধর্মকে ভয় করে এমন। 'তাঁহার মতো নন্দ ও ধর্মভীত লোক কেহ কখন দেখে নাই।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ধর্মভীক, ধর্মভীক [স] **বিশ** ধর্মকে ভয় করে এমন। 'তোমার ভূগা সুবোধ ও ধর্মভীক বালক সেবি নাই।' বিদ্যা, ১৮৬০; 'মুহুরমান বাসিন্দা ধর্মভীক, কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী এবং পরিশ্রমী।' আজাদ, ১৯৪৫।

ধর্মভীকতা [স] **বি** ধর্মভীকতা। 'কেবল রাজদণ্ডের ... আন্তরিক ধর্মভীকতা প্রসূত নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধর্মভেদ, ধর্মভেদ [স] **বি** ধর্মের পার্থক্য। 'জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সেও সর্বশক্তিমান ভগবানের নীলা।' মণ্ডারক, ১৮৮৫।

ধর্মভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট [স] **বিশ** ধর্ম থেকে বিচ্যুত। 'তাহাকে ... ধর্মভ্রষ্ট করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫১।

ধর্মভ্রষ্টতা [স] **বি** ধর্মশথ থেকে বিচ্যুতি। 'আধুনিক ধর্মভ্রষ্টতার দিনে গোরাই যে সনাতন বেদবিহিত ধর্মের যথার্থ রক্ষাকর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধর্মভ্রষ্টতা [স] ১ **বি** ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'রোমান-ক্যাথলিক ধর্মভ্রষ্ট

এই মতের প্রতি পক্ষপাত করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি ধর্মসভা। 'জৈব ধর্মমতলীর পথ থেকে।' বিজুতি, ১৯০১।

ধর্মমত [স] বি ধর্মীয় মতাদর্শ। 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের প্রতি আমার তো শ্রদ্ধা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধর্মমত কীনা কি ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করা। 'কত ধর্মমত কীনাহি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ধর্মমতি [স] ধর্মমতী। 'তনুগত জ্ঞানবস্ত তুচ্ছ ধর্মমতি।' বাহ্যম, ১৬৫০।

ধর্মমতী, ধর্মমতী [স] বি ধর্মিক। 'তোকে রতীও কুমতী আছে ধর্মমতী।' বটু, ১৫০০।

ধর্মমন্দির, ধর্মমন্দির [স] ১ বি আদালত ভবন। 'কিতর প্রজ্ঞা জেলার ধর্মমন্দিরে আগমন করিতেছে।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। 'ধর্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার্থে করণ ব্যাংগল ... বিত্তে ত্রি-অভিনয়।' প্রথম, ১৯০৫; 'ধর্মমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পানশালা পর্যন্ত ...।' নজরুল, ১৯৩২।

ধর্মমন্দির, ধর্মমন্দির [স] বি ধর্মিক। 'ধর্মমন্দির পোশাক কেন হেন কর্ম করি।' মাল্যধর, ১৫০০।

ধর্মমর্ম, ধর্মমর্ম [স] বি ধর্মের সারকথা। 'আমি না শিখাইলে কেহে জানিবে ধর্মমর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধর্ম-মাতাল [স] বি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মাতালের মতো আচরণকারী। 'ইহারা ধর্ম-মাতাল।' নজরুল, ১৯২৭।

ধর্মমুক্তি [স] বি জাগরণ। 'ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার মতো ধর্মমুক্তি।' উমর, ১৯৮৮।

ধর্মমুক্ত [স] বি অর্থ ধর্মবিশ্বাসী। 'হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি ধর্মমুক্তন্বেরে বাঁচাও আশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধর্মমুক্তন [স] বি ধর্ম যোজ্ঞাত যুক্তি। 'হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি ধর্মমুক্তন্বেরে বাঁচাও আশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধর্মমুক্ততা [স] বি অর্থ ধর্মবিশ্বাস। 'ধর্মমুক্ততা এবং সমাজপ্রথার অদ্ব্যতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ধর্মমুক্তবুদ্ধি [স] বি ধর্মজ্ঞতা। 'একদিন যুরোপের ধর্মমুক্তবুদ্ধি জিয়ার্ডোনে রুনোকে গুড়িরে ঘেরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধর্মমূলক, ধর্মমূলক [স] বি ধর্মভিত্তিক। 'একটি - প্রাচীন ধর্মমূলক আদর্শের; হীডীয়টি - আধুনিক জাতীয়তার আদর্শের।' ওয়াল্ডেন, ১৯৪৩।

ধর্ম-যাজক, ধর্ম-যাজক [স] বি পুরোহিত। 'সাধারণের সহিত ধর্ম-যাজকদের পার্থক্যহীন, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'ধর্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্মযাজকের মুখে নয়।' প্রথম, ১৯১৪।

ধর্মযাজকী [স] বি পৌরোহিত্য। 'ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা।' নজরুল, ১৯৩০।

ধর্মযাজকীয়, ধর্মযাজকীয় [স] বি ধর্মযাজক সঙ্কেত। 'ধর্মনিষ্ঠান ছাড়া ধর্মযাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান নিষিদ্ধকরণ।' এসলাম, ১৯৩৪।

ধর্মযাজিকা [স] বি নী পুরোহিত। 'কল্যাণ পাথির ডিম সূর্য যেন সোলালি চুলের ধর্মযাজিকা হয়ে।' জীবন, ১৯৩৩।

ধর্মবুদ্ধ, ধর্মবুদ্ধ [স] বি ধর্ম বা সত্য রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ। 'শিখায়েছ বীরে ধর্মবুদ্ধ পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'নবনুর

'ধর্মবুদ্ধ গাজী ও জেহান' দীর্ঘক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।' প্রচারক, ১৯০০।

ধর্মবন্ধা, ধর্মবন্ধা [স] ১ বি ধর্মপালন। 'তাঁহার ধর্মবন্ধা করা যে আমারদের অভিপ্রায়।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি সত্যীভূত বন্ধা। 'আপনি আপন বিবাহিত ৭৪টি স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্মবন্ধা করিতে পারেন?' রামনারায়ণ, ১৮৪৫।

ধর্মবন্ধু, ধর্মবন্ধু [স] বি ধর্মের বন্ধন। 'জগতের সকল সত্য জাতিই এক একটি ধর্ম বন্ধুতে আবদ্ধ আছেন।' মণাররফ, ১৮৮৯।

ধর্মবন্ধু, ধর্মবন্ধু [স] ১ বি ধর্মপর বন্ধু। 'হৃদপ্রায় ধর্মবন্ধু উদ্ধার করিয়া দেওয়া ... অসম্ভব নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি সত্যীভূত। 'পুরুষের সঙ্গে সমভাবে বেড়াইয়া ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্মবন্ধুকে না হারান ...।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

ধর্মরাজ [স] ১ বি ধর্মতাত্ত্বিক। 'উর উর ধর্মরাজ পরিপূর্ণ কর কাজ।' রঙ্গরায়, ১৭৫০। ২ বি যম। 'যখন ধর্মরাজ তোমায় জিন্দাসা করবেন।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'আমি পিনাক-পাথির ডমক গ্রিন্দুল, ধর্মরাজের দেও।' নজরুল, ১৯২২।

ধর্মরাজ্য, ধর্মরাজ্য [স] বি ধর্মের বিধান দ্বারা শাসিত রাজ্য। 'সেই নাম সহায় করিয়াই আমরা তাঁহার ধর্মরাজ্য রক্ষা করিব।' মণাররফ, ১৮৮৫; 'আরবে ধর্মরাজ্য পাতার জন্যে এড্রেড পূর্ণ মিহিদের হৃৎ পন্থে।' সূরীশ, ১৯৫৩।

ধর্মরাজ্য, ধর্মরাজ্য [স] বি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। 'ন্যায়িক সত্যতার লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজ্যের আবির্ভাব দেখতে পাই।' ওয়াল্ডেন, ১৯৪৩।

ধর্মলোপ, ধর্মলোপ [স] ১ বি ধর্মভাণ্ড। 'মাংসার ধর্মলোপ চিকীর্ষু হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি ধর্মের অস্তিত্ব বিলোপ। 'ধর্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধর্মলোপ করা কি ধর্মের কোনো চিহ্ন না রাখা। 'ধর্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধর্মলপন [স] বি দায়বদ্ধতা। 'লেখকের একটা ধর্মলপন আছে যে, সত্য বাণীব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধর্মশাসন, ধর্মশাসন [স] বি ধর্মের বিধান। 'দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পুরোঁক প্রকর এতদেশে সুনীতি।' বঙ্গদর্শন, ১৮২৯।

ধর্মশালা, ধর্মশালা [স] বি উপাসনালয়। 'সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্মশালা।' রাজীব, ১৮০৫; 'ধর্মশালা, অতিথিশালা, শালায় অন্ত নাই।' নজরুল, ১৯৩০।

ধর্মশালি, ধর্মশালি [স] ধর্মশীলা বি ধর্মপ্রাণ। 'পুণ্য তিতা ধর্মশালি পবিত্র বরির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধর্মশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র [স] বি ধর্মবিষয়ক শাস্ত্র। 'ধর্মশাস্ত্র, জ্ঞানশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'অবিল সংসারি আশ্রমের ধর্মশাস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ধর্মশাস্ত্রবেত্তা [স] বি ধর্মীয় শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 'অনেকানেক প্রাচীন তত্ত্ববেত্তা ও ধর্মশাস্ত্রবেত্তা সংসারের সুখ-দুঃখ বিষয়ক সুনিয়ম সন্দর্ভে অধিকারী হইতে না পারিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ধর্মশিক্ষক, ধর্মশিক্ষক [স] বি ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদাতা। 'সাধারণ ধর্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম যে মূর্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অজীভিকর বটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ধর্মশিকা, ধর্মশিকা [স] বি ধর্ম বিষয়ক শিকা। 'ধর্মশিকা দিল বহু ভরসনা করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ওবলিন তাহাদিগকে কেবল ধর্মশিকা দিয়া নিরত হন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'সমাজের ... ধর্মশিকা একান্ত ব্যাঘাতপ্রায় হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধর্মশিল, ধর্মশিল [স] ধর্মশীল। বিপ ধর্মিক; ধর্মপ্রাণ। 'কৈন্যাএ বশে ধর্মশিল হৌক মোর বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধর্মশীল, ধর্মশীল [স] বিপ ধর্মিক। 'শান্ত দান্ত ধর্মশীল মহাভাষ্যানে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ধর্মশীল ভাষ্যবস্ত্রে সে তামাকে মানে।' রাহস্যম, ১৬০০।

ধর্মশীলতা [স] বি ধর্মিকতা। 'তাহার অসাধারণ ধর্মশীলতা দর্শনে ... প্রসন্ন হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ধর্মশীলা, ধর্মশীলা [স] বিপ ত্রী ধর্মগুরায়ণ। 'যে ত্রী ... লক্ষিতা ও গুণিপারায়ণা ও ধর্মশীলা সে ত্রী ইহকালে ও পরকালে অশার নৃপতালিনী হয়।' দর্পণ, ১৮২২; 'বড়বউ ছিলেন বড় ধর্মশীলা।' বিমল, ১৯৫৩।

ধর্মশূন্যতা, ধর্মশূন্যতা [স] বি ধর্মশূন্যতা। 'ধর্মশূন্যতা, নৈতিক আদর্শহীনতা, নির্মল সৌন্দর্যচর্চাবর্জিত অবস্থার ...' আজাদ, ১৯৯২।

ধর্মশূন্যল, ধর্মশূন্যল [স] বি ধর্মের বন্ধন। 'ভারতবর্ষ ধর্মশূন্যলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে ...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ধর্মশ্রেষ্ঠতা [স] বি ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। 'ইংরাজ যেন এই ধর্মশ্রেষ্ঠতার প্রেস্টিজ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধর্মঠা [স] ধর্মিষ্ঠ। বিপ ধর্মিক। 'বলি বরো ধর্মঠা ছিলো।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

ধর্মসংক্রান্ত [স] বিপ ধর্মীয়। 'মধ্যে মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত সঙ্গীত-গান করিয়া পুলকিত হইত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ধর্মসংগেত [স] বিপ ধর্মানুমেদিত। 'বাধা দিবার কোনো ধর্মসংগেত কারণ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধর্মসংস্কার [স] বি ধর্মীয় তত্ত্ব অভিযান। 'তার রচনায় কাজকর্মের রক্ষণশীল জাত্যাভিমান এবং অভ্যাসপ্রসূরী ধর্মসংস্কারের মনোভাব... চোখে পড়ে।' লিবি, ১৯৫০।

ধর্মসংস্কার-আন্দোলন [স] বি ধর্মীয় বিপ্লব ও আচারাদিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আননের আন্দোলন। 'রামমোহনের মতো ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে নিজেই জড়িয়ে পড়েন ...' সুবিশ্বমুখো, ১৯৭০।

ধর্মসংস্কারক [স] বি ধর্মের উন্নতি বিধানকারী। 'দেশের লোক তাঁকে ধর্মসংস্কারক বলে গণ্য।' অনুরা, ১৯৩৭।

ধর্মসংস্থাপনকারী [স] বি ধর্মপ্রচারক। 'সে যুগের ধর্ম সংস্থাপনকারীরা যে ভাবে যে ভাষায় ...' প্রথম, ১৯২০।

ধর্মসঙ্গত, ধর্মসঙ্গত [স] বিপ ধর্মের দ্বারা অনুমেদিত। 'গুরু জব্বহর কবী যে এসলামী ধর্মসঙ্গত ...' মশাররফ, ১৮৮৯।

ধর্মসীলতা [স] বি ধর্ম বিষয়ক গান। 'ইহাদের ধর্মসীলতার মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন সংক্রান্ত অনেককিছু নিশ্চু ভাব ...' অক্ষয়, ১৮৫০; 'মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্মসীলতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে...' অনুরা, ১৯২৯; 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মসীলত বক্তৃতা বা উপদেশ নয় ...' মোহনহা, ১৯৩৭; 'শীতাল্লিলির ধর্মসীলত মনকে চমক লাগতে পারে।' মুজতবা, ১৯৫৯।

ধর্মসভা, ধর্মসভা [স] বি ধর্মীয় সমিতি। 'মতিলাল শীল ধর্মসভার যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন ...' দর্পণ, ১৮৩২।

ধর্মসভাধ্যক্ষ, ধর্মসভাধ্যক্ষ [স] বি ধর্মসভার প্রধান। 'ধর্মসভাধ্যক্ষ বিবেচক বার এবং ধর্মরক্ষক এক আর ...' দর্পণ, ১৮৩০।

ধর্মসমাজ [স] বি ধর্মসম্প্রদায়। 'রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাভাবনা ... মার্গ থেকে মার্গান্তরে চলে গেছে ... এক ধর্মসমাজ থেকে আরেক ধর্মসমাজ।' আইয়ুব, ১৯৭০।

ধর্মসম্প্রদায় [স] বি ধর্মীয় গোষ্ঠী। 'রাজ্য ও ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

ধর্মসাক্ষী [স] বি ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ। 'আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধর্মসাধক [স] বি ধর্ম-উপাসক। 'ধর্মসাধকেরা অলৌকিক শক্তি হয়তো লাভ করতে পারেন।' আনিস, ১৯৬৪।

ধর্মসাধন, ধর্মসাধন [স] বি ধর্মের অনুশীলন। 'তাহা ধর্মসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'তার প্রভাব শব্দত অশেষ উপরেই ধর্মসাধন ভিত্তি স্থাপন করেন।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

ধর্মসান্নিহা [স] বি ধর্মহারা। 'আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনার প্রকৃতি প্রধান অঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'ধর্মসাধনার ফলে তাহার দুইটি ধর্মের আশ্রয় শব্দ বহুইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধর্মসামাজিক [স] বিপ ধর্মসমাজ সংক্রান্ত। 'ধর্মসামাজিক দোকানে যে ব্যক্তি নিজের উপরে খুব বড়ো অঙ্কের উচ্চ মূল্যের টিকিট মারিয়া রাখে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধর্মসাম্রাজ্য [স] বি ধর্মভিত্তিক সাম্রাজ্য। 'সম্রাট আকবরও ... একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধর্মসাহিত্য [স] বি ধর্মভিত্তিক সাহিত্য। 'আমাদের দেশে কেবল ধর্মসাহিত্যই আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধর্মসিদ্ধ [স] বিপ ধর্মপরায়ণ। 'একজন বিশেষ গুণী এবং ধর্মসিদ্ধ ব্যক্তি।' ওয়ালী, ১৮৬৪।

ধর্মসেতু, ধর্মসেতু [স] বি ধর্মরূপ সেতু। 'ধর্মসেতু যেন ভিন ভিন্ন প্রকাশে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ভক্তের ইচ্ছার অবতরে ধর্মসেতু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধর্মস্থান, ধর্মস্থান [স] বি ধর্মক্ষেত্র। 'ধর্মস্থানের দুর্যাতারী রক্ষকদিগের ... আভ্যার ...' তমোলুক, ১৮৭৪।

ধর্মস্থাপক, ধর্মস্থাপক [স] বি যিনি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভারতীয় ধর্মস্থাপকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ঝিনেবের কল্পনায় ...' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ধর্মস্বামী [স] বি ধর্মকে সাক্ষী করে যাক স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'তোমার পিতা আমার ধর্মস্বামী ছিলেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

ধর্মহানি, ধর্মহানি [স] ১ বি ধর্মের ক্ষতি। 'তাবুণ কথা দেখাতে ধর্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মনহানি জানিয়া ... কাপজের সৃষ্টি করেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি অধর্ম। 'ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ধর্মহীন, ধর্মহীন [স] ১ বিপ প্রতিষ্ঠিত ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন।

'অন্য' অণুটি ও যে ব্রাহ্ম ধর্মীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২। **বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব**। 'আমরা ধর্মীন হইব।' প্রচারক, ১৯০৪। ৩। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'শরীতগতগীরা দুইদলের ধর্মীন প্রচারের জন্য তাঁদের উপর বড়োয়ত হইতেন।' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

ধর্মহীনতা, **ধর্মহীনতা**। [সি বি অধ্যায়িক]। 'ধর্মহীনতা, পর্দাহীনতা ও নৃত্য গীতবান ...'। মাহেশ্বর, ১৯২৭।

ধর্মাক্রান্ত, **ধর্মাক্রান্ত**। [সি ধর্ম-আত্মতা]। **বিশ্ব ধর্মালোচনা**। 'এক ধর্মাক্রান্ত, একই নিরম্যাবীন।' বঙ্গবন্দন, ১৮৭৪।

ধর্মবিশিষ্ট, **ধর্মবিশিষ্ট**। [সি ধর্ম-আত্মতা]। **বিশ্ব ধর্মবিশ্বাস**। 'জহননগের হিন্দু ধর্মবিশিষ্ট বৃত্তবে সনাতন ধর্মভূষণ ...'। মর্পল, ১৮৩৮।

ধর্মভূষণ, **ধর্মভূষণ**। [সি ধর্ম-অনুভব]। **বিশ্ব ধর্মবিশ্বাস**। 'বাল্যকালে, তাঁহার কন্যকে যে ধর্মভূষণ উৎপন্ন হয়, তাহা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া ...'। অক্ষর, ১৮৫৪।

ধর্মচরণ, **ধর্মচরণ**। [সি ধর্ম-আচরণ]। ১। **বিশ্ব পালন**। **গোলাক**, ১৮৩১। 'বাল্যলার বাহা কিছু ধর্মচরণ আছে।' **দীপিকা**, ১৮৮৭। ২। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ভক্তি কবাকেই আমরা ধর্মচরণ বলিয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধর্মচার, **ধর্মচার**। [সি ধর্ম-আচরণ]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'হেন কি আহা ধর্মচার।' **রবীন্দ্র**, ১৮৭৯।

ধর্মচারী। [সি ধর্ম-আচরণ]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মবিশিষ্ট ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মজ্ঞান। [সি ধর্ম-আজ্ঞা]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'এই যে নতুন জ্ঞানীয় মান ধর্মজ্ঞান নয় মোটেই।' **ধর্মজ্ঞান**, ১৯৩১।

ধর্মজ্ঞান, **ধর্মজ্ঞান**। [সি ধর্ম-আজ্ঞা]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'অন্যতম ধর্মজ্ঞান ...'। **বিশ্ব**, ১৮০৪। 'বোদলের অণুটি কবিতা লিখেও ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মধর্ম, **ধর্মধর্ম**। [সি ধর্ম-অর্থ]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মধর্ম ...'। **বিশ্ব**, ১৮০৪। 'বোদলের অণুটি কবিতা লিখেও ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মধর্মজ্ঞান। [সি ধর্ম-অর্থ-জ্ঞান]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মধর্মজ্ঞান ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মধর্মো। [সি ধর্ম-অর্থ]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'এহাতে প্রত্যক্ষ না জানিলে ধর্মধর্মো জানিতে না পারে।' **আজ্ঞানী**, ১৯৪৩।

ধর্মধর্মকরণ, **ধর্মধর্মকরণ**। [সি ধর্ম-অর্থকরণ]। ১। **বিশ্ব**। 'ধর্মধর্মকরণের হাঙ্গরি এই মোকদ্দমা তিসমিস করিতে লাগিলে।' **প্রভাত**, ১৮৮৮। ২। **বিশ্ব**। 'ধর্মধর্মকরণের হাঙ্গরি ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মধর্মালোক। [সি ধর্ম-অর্থালোক]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মধর্মালোক ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মধর্ম। [সি ধর্ম-অর্থ]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মধর্ম ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মধর্মী। [সি ধর্ম-অর্থ]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মধর্মী ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

ধর্মধর্মী। [সি ধর্ম-অর্থ]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মধর্মী ...'। **বিশ্ব**, ১৯৩৭।

অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' **অক্ষর**, ১৮৫৪।

ধর্মধ্যাক, **ধর্মধ্যাক**। [সি ধর্ম-অধ্যাক]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মধ্যাক ...'। **বিশ্ব**, ১৮১৯। 'অন্যতম পূর্ণ রবিরারে লুনিবিলে গিয়া তরুত ধর্মধ্যাক্ষে নিরুটি নিবেদন করিলেন।' **বিশ্ব**, ১৮৪৯।

ধর্মদুশী, **ধর্মদুশী**। [সি ধর্ম-অনুশী]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশী ...'। **বিশ্ব**, ১৮৮৭।

ধর্মদুশ্য। [সি ধর্ম-আনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'মধ্যবিশের উত্থানের সাথে ধর্মদুশ্যের শৈথিল্য অনেকখানি সরাসরিতাবে জড়িত।' **উত্তর**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য না ইহা কেবল নিরুটি প্রবৃত্তির পরিণাম ...'। **প্রভাত**, ১৮৫৩।

ধর্মদুশ্য। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'সার্বভৌমিক ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। ১। **বিশ্ব**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬। ২। **বিশ্ব**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'অন্য ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। ১। **বিশ্ব**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬। ২। **বিশ্ব**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মদুশ্য, **ধর্মদুশ্য**। [সি ধর্ম-অনুশ্য]। **বিশ্ব ধর্মবিশিষ্ট**। 'ধর্মদুশ্য ...'। **বিশ্ব**, ১৮৬৬।

ধর্মাবলম্বন

পতি প্রতি দৃষ্টিগত করিয়া কহিল, ধর্মাবতার! ইনি আমার স্বামী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* বিচারক। 'ধর্মাবতারের বিচারালয়ে পদার্থ্যন করার পূর্বে কল্যাণ অবধান হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *বি* নবধিবাভা। 'খন্য ধন্য ধর্মার্থিক ধর্মাবতার।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ *বি* ধর্মদূত। 'স্বাধিরোপসাহেব সাক্ষ্য ধর্মাবতার।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৫ *বি* মূর্তিমান ধর্ম। 'দুই হাতে সেলাম কর - ইনি ধর্মাবতার।' *বহির্ম*, ১৮৭৯।

ধর্মাবলম্বন, ধর্মাবলম্বন [স ধর্ম-অবলম্বন] *বি* ধর্ম গ্রহণ। 'সিহে হিন্দুর ধর্মাবলম্বন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

ধর্মাবলম্বি, ধর্মাবলম্বি [স ধর্মাবলম্বি] *বি* ধর্মের অনুসারী। 'ক্রিসেনসনসঙ্কেত ত্রীতীয়ান ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে ২ যে সম্ভ্রমায় আসেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

ধর্মাবলম্বী, ধর্মাবলম্বী [স ধর্ম-অবলম্বী] *বি* ধর্মের অনুসারী। 'তত সংখ্যক কোন ধর্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই।' *বহির্ম*, ১৮৮৭। 'ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক সাধু নন্দনীর সর্বকণ্ঠ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ধর্মাবেশ [স ধর্ম-আবেশ] *বি* ধর্মদুরাগ। 'ধর্মাবেশ প্রাপ্তি দেশে মানব জীবনের জন্মদাতা সুখদুঃখ' হই, ১৯৪৯।

ধর্মভিমান [স ধর্ম-ভিমান] *বি* ধর্মীয় অহংকার 'সাহি সেপ কাল ধর্মভিমান।' *নজরুল*, ১৯০০।

ধর্মভিমানী [স ধর্ম-ভিমানী] *বি* ধর্ম নিয়ে অহংকারী। 'ধর্মভিমানী ইয়োজেরা কি বলিতে পারেন না যে, ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ধর্মার্জতা, ধর্মার্জতা [স] *বি* ধর্মসিদ্ধতা। 'তাদের ধর্মার্জতা সমাজের স্বাভাবিক পক্ষে বিশেষ আশংকার কারণ।' *নুলনুল*, ১৯০৪।

ধর্মার্জ [স ধর্ম-অর্জ] *বি* ধর্মের জন্য। 'ওগো, ১৭৮৫।

ধর্মার্জে, ধর্মার্জে [স ধর্ম-অর্জে] *ক্রি* ধর্মের প্রয়োজনে। 'ধর্মার্জে ধর্মার্জে কি ব্যাঘ্যর্জে কোন প্রাণিহিন্দো হইতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

ধর্মালয়, ধর্মালয় [স] *বি* ধর্মীয় উপাসনা করা হয় যেখানে। 'দুবৃত্তাদের মধ্যে অধিকাংশই কেবল বেশকিছু সেখাইবার নিমিত্ত ধর্মালয়ে উপস্থিত হয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ধর্মালোচনা [স ধর্ম-আলোচনা] *বি* ধর্মের আলোচনা। 'তিনি একদমভার সহিত ... ধর্মালোচনা প্রবন্ধ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। 'ধর্মালোচনা, দেশবিশেষের ধর্মের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার ব্যৱস্থা করতে হবে।' *বেশম*, ১৯৪৮।

ধর্মালোক [স ধর্ম-আলোক] *বি* প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত সন্ন্যাসী আলোক। 'ধর্মালোকের সন্ন্যাস আচারের মতো।' *জীলস*, ১৯৪২।

ধর্মালয় [স ধর্ম-আলয়] *বি* ধর্মচর্চার আলয়। 'তিনি এক ধর্মালয়ে প্রবেশ হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৩৮।

ধর্মালয়, ধর্মালয় [স ধর্ম-আলয়] *বি* ধর্মের আলয়। 'প্রত্যেক একেবারে ধর্মার্থী হন নাই কেননা ধর্মালয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

ধর্মালিত [স ধর্ম-আলিত] *বি* ধর্মনিষ্ঠ। 'বহু লোক ব্যক্তিগতভাবে ধর্মালিত।' *উষর*, ১৯৬৬।

ধর্মালস, ধর্মালস [স ধর্ম-আলস] *বি* বিচারকের আসন। 'প্রাচ্যবাহক ধর্মালসে বিনীতভাবে সভ্যদের সঙ্গে সঙ্গে একত্র উপবেশন পূর্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৯।

ধর্মালী [স] *ক্রি* ধর্ম গ্ৰহণায়। 'ধর্মালী নর, জার্মান শেল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধর্মিত, ধর্মিত [স] *ক্রি* ধর্মিক। 'ভাষার মধ্যে পাণ্ডিত্য নয় ধর্মিত ... বিবিধ প্রকার লোক আছে।' *ভবানী*, ১৮২৩। 'আবার সত্তম ধর্মিত স্থান পাবে ধর্মিত নহয়।' *সুশীল*, ১৯২৮। 'এলো না ডেকে বিধির ধর্মিত অশ্লিষ্টের।' *সুশীল*, ১৯৩১।

ধর্মী, ধর্মী [স] *ক্রি* ধর্মিক। 'যত অধ্যাপক আর তাঁর নিত্যগণ ধর্মী কথী তপোনিষ্ঠ নিম্নক দুর্জয়।' *কৃষ্ণালস*, ১৫৮০। 'ধর্মী' ওগো, ১৭৮৫। 'সহীদগণের মৃতদেহ অশেষণ করিয়া ... বিধর্মী, ধর্মী, স্বর্গীয়, নারকীয় ... ব্যক্তিরা লইতে হইবে।' *মঙ্গলরক*, ১৮৮৫।

ধর্মীয়, ধর্মীয় [স] *ক্রি* ধর্ম-সম্পর্কিত। 'ধর্মীয় জিকিরে বহু হিন্দু জন্মায়েত হইল।' *আজাদ*, ১৯৩৯। 'ধর্মীয় জন্মায়েত নারীর অধিকার সংক্ষেপে বক্তৃতা।' *বেশম*, ১৯৪৮।

ধর্মীয় জিকির [স ধর্মীয়-আ জিকির] *বি* ধর্মের জয়ধ্বনি। 'পাড়ার হিন্দু বীরদের ধর্মীয় জিকিরে বহু হিন্দু জন্মায়েত হইল।' *আজাদ*, ১৯৩৯।

ধর্মীয়তা, ধর্মীয়তা [স] *বি* ধর্মবোধ। 'আমাদের ধর্মীয়তা ধর্মপাত্রকেও ভিত্তি দিয়েছে।' *নুলনুল*, ১৯০৪।

ধর্মোত্তে বাড়া কি ধর্মজান সৃষ্টি পাওয়া। 'যে ব্যক্তি মনকে এরূপ সংযত করে সে যে ধর্মোত্তে বাড়িতে তাহাতে আশ্চর্য কি?' *গ্যারী*, ১৮৮৫।

ধর্মের রূপ বাতালে মধ্যে - পাশ কাছ করলে গোপন থাকে না। *নুলনুল*, ১৯০৬।

ধর্মের চাহ করা কি ধর্মচর্চা করা। 'আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাহ করে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় - ধর্মের কাজ করলে জয় সুনিশ্চিত আর পাশ কাছ করলে গতন অনিবার্য। *নুলনুল*, ১৯০৬।

ধর্মের চাক আকাশে বাজে - সত্য নিজেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 'ধর্মের চাক আকাশে বাজে, কিন্তু সর্বোত্তমের ইতিহাসে তার আওতাধার আমরা ব্যতীতই অন্যের হাতে পাইবে।' *এমক*, ১৯১৭।

ধর্মের চাক আপনি বাজে - পাশ গোপন থাকে না। *নুলনুল*, ১৯০৬।

ধর্মের পথ বি মায়ের পথ। 'ধর্মের পথে সহীদ বাহারা।' *নজরুল*, ১৯০৫।

ধর্মের বরাবর ক্রিয় ধর্মের সম্মুখ। 'ধূনা পুড়ে আমিহী ধর্মের বরাবর।' *মানিকগ্রাম*, ১৭৮১।

ধর্মের সজ বাজা কি ধর্মের আজান ধনিত হওয়া। 'স্বপন সময় আসে তখন ধর্মের সজ ব্যক্তিরা উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধর্মের ষাঁড়, ধর্মের ষাঁড় ১ *বি* জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের নামে ছোড়ে দেওয়া মুক্ত ষাঁড়। 'আমি ধর্মের ষাঁড়।' *সীমরথ*, ১৮৭৩। ২ *বি* বজ্রদেব বিচকলশীল ও অনিত্যকারী। *নুলনুল*, ১৯০৬। ৩ *বি* উদ্দেশ্যহীনভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ার যে। 'দুঃখার মায়িক ফেল করে ধর্মের ষাঁড়ের মত পাড়া চষে বেড়াজিহ্ন।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ধর্মোক্তা, ধর্মোক্তা [স ধর্ম-এক] *বি* ধর্মভিত্তিক একতা। 'সোভারী এবং ধর্মোক্তার স্থানে এখন অন্যধর্ম একা এসে সেখা নিয়েছে।' *ওগোজেন*, ১৯৪৮।

ধর্মোক্তাব [স ধর্ম-উক্তাব] *বি* ধর্মীয় উক্তাব। 'ইয়োজদের

ধর্মোৎসবের সংখ্যা হিন্দুদের হইতে অনেক অল্প।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'সমস্ত রাত্রি ধর্মোৎসব চলিতে ছিল।' নজরুল, ১৯৩২।

ধর্মোৎসাহী [স ধর্ম-উৎসাহী] *কি* ধর্ম বিষয়ে উৎসাহী। 'ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধর্মোন্মত্ততা [স ধর্ম-উন্মত্ততা] *বি* ধর্মবিষয়ে উন্মত্ততা; ধর্মীয় উন্মত্ততা। 'পার্সিরা বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'এই আন্দোলনকে আরবীর মুকলমানদের ধর্মোন্মত্ততা-প্রসূত একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।' আজাদ, ১৯৩৬।

ধর্মোন্মাদ, ধর্মোন্মাদ [স ধর্ম-উন্মাদ] *বি* ধর্মোন্মাদনা। 'ধর্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্মোন্মাদে তত্ত্বতত্ত্ব সম্বন্ধে ... স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ধর্মোপদেশ [স ধর্ম-উপদেশ] *বি* ধর্ম বিষয়ে উপদেশ ও শিক্ষা। 'ধর্মোপদেশে আলয়ে আলয়ে বিতরিছে যাকে তাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধর্মোপদেশক, ধর্মোপদেশক [স ধর্ম-উপদেশক] *বি* ধর্মীয় পরামর্শক। 'লন্ডন মিসনারি সোসাইটির ধর্মোপদেশক।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ধর্মোপদেশী, ধর্মোপদেশী [স ধর্ম-উপদেশী] *বি* ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদাতা। 'ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেশী, নীতিবেত্তা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ধর্মোপদেশীরাগে [স ধর্ম-উপদেশী-রাগে] *ক্রি* ধর্মীয় উপদেশটা হিসেবে। 'ধর্মোপদেশীরাগে নয়, কবিরূপে এক উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।' জয়দেব, ১৯৭০।

ধর্মোপার্জন [স ধর্ম-উপার্জন] *বি* ধর্ম পালন। 'আমাদের মুন্সী পর্যন্ত অপেক্ষা কর; পরে ইচ্ছানুরূপ ধর্মোপার্জন করিবে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধর্মোপাসনা [স ধর্ম-উপাসনা] *বি* ধর্ম অনুশীলন। 'শিক্ষার পিয়া ধর্মোপাসনা করা এবং বাড়ীতে বাইবেল পড়া।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'একটা বিনয় আত্মবিশ্বস্ত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ধর্মকাম [স] *কি* পুণ্ড্রনাকারী; অত্যাচারী। 'ধর্মকাম পৃথিবীর হাত থেকে, শূন্য বন্ধন থেকে কঁপে কঁপে পোছাতে চায়।' লক্ষ, ১৯৫৫।

ধর্মবিশ্বাস [স] *বি* বলাৎকার; জোরপূর্বক যৌনসংযোগ। 'শিয়া দেশের যে পনামাশি ক্রীড়াধারী কেশীলানব নারীধর্মবিশ্বাসে উদ্যত।' বনকুল, ১৯৩৬।

ধর্মবিত্তি [স] *কি* ঋণী ধর্মের শিকার; লাঞ্ছিত। 'জাণো হতভাগিনী ধর্মবিত্তি নাগিনী।' নজরুল, ১৯৩১।

ধর্ম [স ধর্ম] *কি* সাদা। 'ধর্ম কাল দুই বেশ শিল নারায়ণে।' বড়, ১৪৫০।

ধর্মদীর্ঘি [স ধর্মদীর্ঘিকা] *বি* সাদা দীর্ঘি। 'ধর্মদীর্ঘিতে সাতার কেটে আনব তুলে রক্ত-কমল।' জগদীশ, ১৯৩১।

ধর্মপ্রবাহ [স ধর্ম-প্রবাহ] *বি* আকাশ সবেমার কবচা হয়েছে এমন ভোম। 'ওরা আসে ধর্মপ্রবাহের আসে, যখন পূর্ব আকাশে শুকভারা ওঠে।' জবির, ১৯৬৪।

ধর্মবরন [স ধর্মবরণ] *বি* সাদা রং। 'শিবা রঙ, ধর্মবরন, কুচবরন -

কত যে রঙের পাখনা।' কায়সার, ১৯৬২।

ধর্মী [স ধর্ম] ১ *কি* সাদা। 'অঁখির পোতলি কালা চারিদিকে অতি ধর্মী।' সুলতান, ১৭০০। ২ *বি* ক্রমফল। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ *বি* কবচ। 'কাশাতে ধলাতে গলা-ময়ূরা।' নজরুল, ১৯২৪। ৪ *বি* যেভাবে। 'সাথে গায় হেঁড়ে গলা ধর্মীর সহিত ধর্মী।' নজরুল, ১৯৩৩।

ধর্মী [স ধর্ম] ২ *বি* যেভাবে। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ধর্মী [স ধর্ম] *বি* যে নারীর ত্বক সাদা। 'সাথে গায় হেঁড়ে গলা ধর্মীর সহিত ধর্মী।' নজরুল, ১৯৩৩।

ধর্মো [স ধর্ম] *কি* ধর্ম; সাদা। 'কালো ধর্মো কেহ রাসা দামা যতা বাজায় শিখা।' মুকুল, ১৬০০।

ধর্মবার *বি* একপ্রকার ধান। 'কৈলুড়ি বাজুরছড়ি চিনা ধর্মবার।' ভারত, ১৭৬০।

ধর্মেশ্বরী *বি* নদীবিশেষ। 'ধর্মেশ্বরী চিলাইয়ের পাশে।' জীবন, ১৯৩২।

ধর্মো দ্র ধর্ম

ধর্ম [স ধর্ম] ১ *বি* ঝোঁপ। 'পরক বচনে কুণ্ড ধর্ম দেখে তৈসন কে মভিহীন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ *বি* পাহাড় থেকে ধসে পড়া মাটি। 'পূর্ব অস্তরণী সোপান পর্যন্ত এমত ধর্ম তাহিয়া পড়িত হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

ধর্মো উত্তরা *কি* ধরে পড়া। 'লোনা-ধর্মো দেওয়ালেতে মাথো মাথো ধর্মো গেছে বাগি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধর্মো *কি* ধসে পড়া; জেহে পড়া। 'পশা একটুখানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গাছের নীচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ধর্ম ধর্ম [ধর্ম] ১ *বি* ধর্ম ধর্ম। 'সাতন ঘন সম বরু দুসরা।' অবিরত ধর্ম ধর্ম করএ পরান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ *বি* উদ্ভিন ঢলার শব্দ। 'এজিসের ধর্ম ধর্ম, বাঁশির আওয়াজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধর্মো দ্র ধর্ম

ধর্মোথিত [স ধর্মো] ১ *বি* সরকাকবি। 'মাখির সহিত অনেক কল্যাকবি ধর্মোথিত করিয়া ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ *বি* টানাটানি; টোনাটোনি। 'সৈনিকের খাটনি ধর্মোথিত কল্যাকবিও দেখনি।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ *বি* জোরাছুরি। 'একটু ধর্মোথিত করে পালিয়ে এসেছি।' ময়নিক, ১৯৩৫। ৪ *বি* যুক্তি প্রদর্শনমূলক কথা কাটাকাটি; বাদ-প্রতিবাদ। 'তরু হলো জোরার ধর্মোথিত।' মনসুর, ১৯৪৫। ৫ *বি* তর্কবিতর্ক। 'অনেক ধর্মোথিতের পর ব্যায়ান টাকার হাল রল।' ময়নিক, ১৯৫৭।

ধর্মো *বি* খোশমেজাজ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ধা [স ধাতু] *বি* ধাতু। 'তিঅ ধাএ বিলসই উহ ধা ঠাণা।' চর্চা ২৯, ১২০০।

ধা [ধর্ম] *কি* দ্রুতগতিযুক্ত। 'ধা করে ক্রিয়ার অতি দ্রুতগতিতে।' 'ধা করে যাও ত অমিরাস্তে।' জীবন, ১৯৩১; 'কেড়ে নে ধা করে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ধাই [স ধামী] *বি* ধাই-মা; সন্তান প্রসবে সহায়তাকারী নারী; ধামী। 'দশ বিশ ধাই গেল কুমারী ভবনে।' জাগাওল, ১৬৬০।

ধাইমহল [ধাই+আ মহল] *বি* ধাই পেশার উপর নির্ভরিতা বাজনা। 'ধাইমহল - ধামী ব্যবসায়ীর উপর।' ভারত সংস্করণ, ১৮৭৪।

ধাইমা [ধাই+মা] *বি* ঋণী লালন-পালনকারী। 'বাংলাদেশে আজও এঁদের ধাইমা ...।' সত্যগত, ১৯২৮।

ধাউ [স ধাতু] বি ধাতু। 'তিথ ধাউ ধাউ গড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইনী।' চর্য ২৮, ১২০০।

ধাউত [স ধাতু] বি শরীরস্থ রস; ধাতু। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ধাউড়িআ [স ধাবক] বি স্রুতশাস্ত্রী বরনবাহক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধাউর [স পূর্বা] বি প্রবন্ধক। 'চোর ধাউরে নতু ব্যায়ে ধরি খাইব।' *সুলতান*, ১৭০০।

ধাউস [স ধাবক] ১ বিণ অতি বড়ো। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি বড়ো দুড়িবেশে। 'প্রকাণ্ড একটা ধাউস যুড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধাওতা [স ধাবক] ক্রি ধাবিত হওয়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ধাওড়া পাড়া বি সৌভাগ্য কুসিদের মধ্য। 'ধাওড়া পাড়ার নৈল-উল্লাসের ফনি।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ধাওনি [স ধাবন] বি পাশকি-বাহক। 'বালীঘাটার উত্তরিল সোমার ধাওনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাওরা [স ধাবক] ১ ক্রি ধাবিত হওয়া। 'ধাওরা ধাওরা মধুরা পানাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০: 'এই নবজন প্রভুর সঙ্গে গার ধার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ ক্রি ছুটে যাওয়া। 'জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল ধাইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ ক্রি ছুটে আসা। 'তোমনি করে ধয়ে এসেম জীমখবারা বয়েম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ধাওরা ক্রিবিদ্যে ধয়ে। 'ধাওা ধাওা মধুরা পানাসী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ধাওি ১ ক্রি ধাবিত হয়; সৌভাগ্য। 'সুর্কাপুঙ্গ হায়ে করি নারিগন ধাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ ক্রি ধয়ে। 'ধাউ কারু ধাই রাই সেই সেল।' *শেখর*, ১৬০০। ৩ ক্রি পলাই। 'ইন্দ্রিমে সুলিলা আকি বার ভও ধাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ বি ধাওরা। 'পুঁসি পুঁসি বাছিয়া ঐমনি দিল ধাই।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ধাইআ ক্রি ধয়ে। 'ধাইয়া মেলিল গিয়া পর্বত কৈলাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ধাইয়ে ১ ক্রি পাগিয়ে। 'রসেতু এড়াই ধাইয়ে যব ধাই সব।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ ক্রি ধয়ে যাচ্ছে। 'তোমার নরন (পুঁসি) ধাইয়ে নরন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ধাইতে ক্রি সৌভাগ্যে। 'ধাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪০। ধাইবাহরে ক্রি পালায়ে। 'ধব হোইল-সাপী সব চারে ধাইবাহরে।' *সুলতান*, ১৭০০। ধাইয়া ১ ক্রি সৌভাগ্যে। 'ভাষার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায়।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ ক্রি ধয়ে। 'রাঙ্গার আসনে পাইয়া বসির চলিল ধাইয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ধাইল ১ ক্রি ছুটো। 'পুনরপি সুল লৈয়া ধাইল সতুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ ক্রি পালালে। 'কলসী ধাইল লৈয়া বত দুয়ে ক্রেশ।' *আলাউল*, ১৬৬০। ৩ ক্রি ধাওয়া করলে। 'এ বলিয়া রাজা সন্ত ত্রায়েম ধাইল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ধাইলা ক্রি সৌভাগ্যে। 'অন্ত লৈয়া রবে চড়ি ধাইলা সতুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ধাই ক্রিবিদ্যে ধয়ে। 'কাঁপল কুপ সেখি নাই পারল আরতি চলগর ধাই।' *বিদ্যাগতি*, ১৪৬০। ধাই ১ ক্রি সৌভাগ্য; দ্রুত চলে। 'হাতে বন্ধ ধাও ইন্দ্র কোষজুত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ ক্রি ধাব। 'আগে ধাও করএ বালকগণ পাহে।' *বাহরাম*, ১৬২০। ৩ ক্রি ধয়ে আসছে। 'লৌকা হতে রাজকন্যা পাছে সাগি ধাও।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ধাও ক্রি ধাবিত হও; ছুটে যাও। *ওগু*, ১৭৮২। ধাওরাই ক্রি পলাবান করে। 'পড়ে এক জনে গাভী ধরিতে ধাওরাই।' *সুলতান*, ১৭০০। ধাওরে ক্রি ধাব। 'অসের সৌরভে ভ্রমরা ধাওরে বখার করয়ে ধাই।' *চিটপী*, ১৬০০। ধাওল ক্রি ছুটো। 'ধাওল অকিলাকি মাখি পহ।' *বিদ্যাগতি*, ১৪৬০। ধাওনি ক্রি ছুটো। 'লক্ষা নাই যোগাক ধাওনি ক্রি কাপল।' *সুলতান*, ১৭০০। ধাওরা ক্রি দ্রুতগতিতে গিয়ে। 'ধরিতে হুগে আসে গাশে ধাওরা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ধাওরা-ধাইক্রি ক্রিবিদ্যে দ্রুতগতিতে। 'তনিরা বডেক লোক আইসে ধাওরা-ধাইক্রি।' *বুদা*, ১৫৮০। ধায় ১ ক্রি ধাবিত হয়। 'সকল গোয়লা ধায়।' *মালাধর*,

১৫০০। ২ ক্রি চায়। 'আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মম ধায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ ক্রি ধায়। 'না মুখিয়া জলে যেন ধার অধ মীন।' *আলাউল*, ১৬৬০। ৪ ক্রি প্রবাহিত হয়। 'যার বেগুদ বরে, ধেনু ফেরে বনুরার জল উজান ধায়।' *লালন*, ১৮৯০। ধায়ল ক্রি ছুটে যায়। 'ধায়ল আপান কাজে।' *চিটপী*, ১৬০০। ধায়ী ক্রি ধয়ে। 'শিবের ইকিত গায়্য পাহে নন্দী গায় ধায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ধায়িআ ক্রি ধয়ে; ছুটে। 'নন্দ বশোনা ধায়িআ আইল সেই বাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ধায়ী ক্রি ধয়ে। 'কন্দল চলি আশ্যে সত্যে ধায়ী উচিত না বল দু চক্ষু খায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ধয়ে ক্রি সৌভাগ্য। 'খের নাই ফনি জনে সকলে ধেরে আসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ধ্যাই ক্রি ধয়ে। 'উত্তরড়ে ধাও ধাই অতি শীঘ্র গতি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ধাওরাধাই, ধাওরাধাই ১ বিণ দ্রুত। 'হায়ে বাড়ি জলোনা আর ধাওরাধাই।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ ক্রি সৌভাগ্যসৌভাগ্য করা। 'সেখিয়া মুড়কি খই দুইয়ে আইলা ধাওরাধাই।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ধাওরাধাই বি আক্রমণকারী। 'শিবর সেবে যদি কুকর ধাওরাধাই।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ধাওরাধাই ক্রি দ্রুত যাওয়া। 'ধাও অন্তঃপুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ধাই [ধব্য] বি দ্রুতবেগে চলার শব্দ। 'সাই সাই ঘুরপাক খাই ধাই পাই পাই।' *নলকল*, ১৯২২।

ধা বহু ক্রিবিদ্যে দ্রুত বেগে। 'বইটা ধা করে মুড়ে ধপ করে টেকিউপ করে ফেল দিয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ধা বি [ধব্য] বি শুক্কল। 'এ হাটের বাড়ির ধা ধা।' *করসার*, ১৯৬২।

ধা বি [ধব্য] বি ধরন; রকম। 'ইংরেজি ঘাটের গিলি সুর বাজায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধাঁকা [ধব্য] ১ বি আসল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি ধরন। 'হা হা কাঁচা মগজের ধাঁচ ও বে ও কি/ শিটোরোয়ের ল'। *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ বি পঠন। 'হীতের ধাঁচটা চাখ্যটা কাঁ গোলা ও নিয়ে তার জাতিভেদ হয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

ধাঁতানি বি ভিন্নকার। 'এর ধাঁতানি ওর তঁতানি চান্দপানো মুখ করে সয়।' *মুজতবা*, ১৯২২।

ধাঁদন [স ধব্য] বি ধাঁধা। 'যদি তাঁখি নাই বা ভোলাই/ রহের ধাঁদনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাঁধা [স ধব্য] বি ধাঁধা। 'সেখিয়া বয়ের রূপ মনে লাগে ধাঁধা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধাঁধানো [স ধব্য] ক্রি ধাঁধানো। 'রহের ছাটার চোখ ধাঁধিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধাঁধা [স ধব্য] বি দৃষ্টিবিষয়। 'সেখিতে সেখিতে চক্ষের ধাঁধা দিল যোরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০।

ধাঁধান বিণ ধাঁধা লাগায় এমন; চোখ কলসানো। 'আকাশে দুইর কুয়াশার ধাঁধান আতরশ'। *হোসেন*, ১৯৪০।

ধাঁধা লাগা ক্রি বিমূঢ় হওয়া। 'একরকম ধাঁধা লাগে, জড়ভরভর মত পাঁড়িয়া থাকিতে হয়।' *কৃষ্ণভট্টবিশি*, ১৮৮৫: 'কম্বার্তা তনিরা ধাঁধা লাগিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধাঁধানো ১ ক্রি ধাঁধার সৃষ্টি করা। 'সেখিয়া ধাঁধিল নরনে স্বর্ণীয় সৌরভে দেল পুরিল সন্ধ্যা।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ ক্রি চোখ কলসানো। 'ধাঁধাও সকলে বিলকীর সস।' *কৃষ্ণভট্টবিশি*, ১৮৮৫: 'দুপুরে চোখে ধাঁধিয়ে দেওয়া টিলের ঘরের চাল।' *লক্ষীম*, ১৯২৭।

ধাঁধা [ধন্যতা] বি বাস্যবস্তুবিশেষের ধনি। 'টোপিকে ধাঁধা বাজায় দামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধাক্কা [স ধক্কা] বি ধাক্কা। 'দিবস দুপরে ডাক্কা সাধুরে মায়েরে ধাক্কা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধাক্কা ধোকা বি ধাক্কাধাক্কা। 'শাখাশোখা চড় চাপড় ধাক্কা ধোকা মেরে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ধাক্কা [স ধক্কা] ১ বি ঝাঁকুনি। ভবানী, ১৮২৩। 'সুপরিম কোট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কাই ইংরেজী চর্চা বাড়িয়া উঠিল।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি টোপ। 'ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে, যেতে হবে কলের ঘাটে।' ওষ, ১৮৫৮। ৩ বি আঘাত। 'সেখান হইতে ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধাক্কা খাওয়া কি হোট্ট খাওয়া। 'মক্কা যেয়ে ধাক্কা খেয়ে যেতে চাও কাশীখামে।' লালন, ১৮৯০।

ধাক্কা দেওন বি ধাক্কা দেওয়া; টোপ দেওয়া। ওঁসী, ১৭৮৫।

ধাক্কাধাক্কা বি পরস্পরকে ধাক্কা। 'কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ধাক্কাধাক্কাধাক্কা [ধাক্কাধাক্কা+স পূর্বক] ক্রিয বি পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে। 'ধাক্কাধাক্কাধাক্কা ক্লাস থেকে বহির্গম।' অন্নদা, ১৯২৯।

ধাক্কাবি বি সমুখে জোরে টোপ দেওয়া। 'রহিমায় গলা চড়ু, ধাক্কানি জোরোলা হয়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ধাড়ড়, ধাড়ড় [যু ধানপড়া] বি ঝাড়পত্রের হাজারিবাগ অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'এ বিঘর হাড়ী মজুর ধাড়ড় ইত্যাদি লীচ ও অজ্ঞান লোকগোষ্ঠীরেকে কি অন্য সকলে জ্ঞাত নহেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। 'ধাড়ড়।' বিদ্যা, ১৮৯১। 'ভিল কোল ধাড়ড়ের দলে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'শহরের ধাড়ড়রাও বাবুদের কান্দিয়ে ছাড়বে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

ধাঞা ত্র ধাওয়া

ধাঞা-ধাঞি ত্র ধাওয়া

ধাঞি [স ধাঞী] বি যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী নারীকে সন্ধান প্রসবের সাহায্য করে; ধাঞী। 'ধাঞিরে বুলিলা তুচ্ছি খানাই ওষু।' সুলতান, ১৭০০।

ধাটস [স পতন] বি বন্দর। 'ভবি জো পঞ্চ ধাটস ইনি বিসঅ গঠী।' চর্যা ৪৯, ২২০০।

ধাডুস বি সাহস। মানোএল, ১৭৪৩।

ধাডুসা বিণ সাহসী। মানোএল, ১৭৪৩।

ধাড়া ১ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গৌরীপ্রসাদ ধাড়া।' সেক্ষি, ১৮৪০। ২ বি তুলসীদাস। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধাড়ী [স ধাডী] বি আক্রমণ। 'খোশাখত উপর তজুরে ভ্রমর তাহাড কান্ধের ধাড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

ধাড়ি, ধাড়ী [মারিতি ধাড়ী] বি মুসলমান সম্প্রদায় থেকে আগত এক শ্রেণীর গায়ক। 'ধাড়ী গায় কড়া ভাঁড়াই করে ভাঁড়।' ভরত, ১৭৬০। 'কত কত কলাহত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... চতুর্ভু ও নরগণে মশগুল হইয়া আসে।' প্যারী, ১৮৫৮।

ধাড়ি, ধাড়ী [স ধাড়ী] ১ বি বাঢ়া ধানকারি গাধি; মা গাধি। 'ভিল যেন বাঢ়া নিলে ধাড়ি যায় উড়ে।' গরীব, ১৭৬৫। 'একটি ছানা ধাড়ির কোলে কিরিয়া আগিল।' শওকত, ১৯৫৮। ২ বি

প্রান্তবয়স্ক। 'এত বড় ধাড়ী মেয়ে আজও লোকের বাড়ী যাইতে শিখিলে না।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বিণ লাকা; সেয়ানা। 'এ যে সেই ধাড়ি টিকটিকি অক্ষয়বাবু।' নজরুল, ১৯৩১। ৪ বি সর্দার। 'কল্পস্রের ধাড়ি কাঁহাটা।' শিবরাম, ১৯৭০।

ধাড়ি বি চটাই। 'আমি ধাড়ি বুনাইতাহিলাম।' মনসুর, ১৯৫৩।

ধাধ [স ধাধা] বি ধান। 'গল্পনে উঠি চরয় অমথ ধাধ।' চর্যা ২১, ১২০০।

ধাধ [স ধাধা] বি স্বভাব। 'এ বেটী কান্ধনের ধাধ পেয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ধাত [স ধাতু] ১ বি শারীরিক সহন ক্ষমতা। 'তেল মেখে স্নান কর, ধাত পেটাই হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি স্বভাব। 'ভ্রুযি যে-ধাতের মানুষ।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি অভাস। 'মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বি যৌনিক বৈশিষ্ট্য। 'কুমার সবে গুসের একেবারে ধাতের তড়াব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ বি নাড়ি। 'আজ দশদিন গড়ে আছে আমার বাবা - একবার ধাতটা দেখুন।' তারা, ১৯৫৩।

ধাতবিরুদ্ধ [স ধাতু+বিরুদ্ধ] বিণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। 'স্বভাবের বিপরীত। 'কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ।' অন্নদা, ১৯২৯।

ধাতসহ [স ধাতু+সহ] বিণ ধাত সহ এমন; স্বভাবের অনুকূল। 'লখা চুল নিয়ে প্রসাধন করা ভাই এদের ধাতসহ নয়।' হাই, ১৯৫৮।

ধাতুহু [স ধাতু+হু] বি স্বভাব; অভাস। 'চাকরকে ধমকানো এ বাড়ির ছোপস্রের ধাতহু।' মানিক, ১৯৩৮।

ধাতুসী [স ধাতু+সী] বি ধাই ফুলের গাছ। 'ধাতুসী আমুলিঅ করবীরে।' বড়ু, ১৪৫০।

ধাতব [স] বিণ ধাতু সম্পর্কিত। 'ধাতব-পদার্থের কথা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ধাতস [স ধাতু] বি সাহস। মানোএল, ১৭৪৩।

ধাতসি বি সাহসময় পুরুষ। মানোএল, ১৭৪৩।

ধাতা [স] বি বিখাতা; পালনকর্তা। 'হেন বৃষি অনুকূল ধাতা।' মলাধর, ১৫০০। 'সুখি বিনাশিতে যবে আসেশেন ধাতা।' মাইকেল, ১৮৬০।

ধাতিং তিৎ [ধন্যতা] বি মাদলের বোল। 'বড়কি নাচে টুককি নাচে/ মুটকি নাচে ধাতিং তিৎ।' নজরুল, ১৯৩৩।

ধাতু [স] ১ বি (আধুর্বেদ) শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফ, মেদ, মজ্জা, অহি প্রকৃতি। 'বিহড়িল আঁঠি ধাতু আয়িল তাহার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি শরীরস্থ বস। 'কোথাও নাহিক ধাতু সর্বল শরীরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি (ব্যাকরণ) ক্রিয়ামূল। 'নানা সর্বল শরীরে ও ইংরেজী ধাতু।' দর্পণ, ১৮৩৬। 'ধাতু, প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি।' হাই, ১৯৫৪। ৪ বি সোনা-রূপা ইত্যাদি ধনিজ পদার্থ। 'যে সর্বল স্বভাব জীবন নাই ... উহাদিগকে নির্জীব বা জড় পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রভর ...।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৫ বি স্বভাব। 'নোল্যান সাহেব সেই ধাতুর কর্মকারী।' মথুরা, ১৮৭০। ৬ বি পদার্থ। 'ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রজাত।' শরৎ, ১৯১৭।

ধাতুগত [স] বিণ প্রকৃতিগত। 'রোমাণ্টিকিজম ফরাসি আভির ধাতুগত নয়।' রমণ, ১৯১৬। 'ধাতুগত প্রকৃতি অনুযায়ী একজন অপরজনকে হচ্ছে পরাভূত করিয়া ...।' তারা, ১৯৪২।

ধাতুশৌলক [স] বি ধাতুর তৈরি শোলাকার বস্তু। 'দুইটি ধাতুশৌলক বিদ্যুদযন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলে।' লক্ষ্মীসীল, ১৮৯৫।

ধাতুস্বৰূপ [স] বি ধাতুনির্মিত বস্তু। ওঁসী, ১৭৮৫। 'কাস্যে পিত্তল তাত্ত

ধাতুনিহ্রস্ব

অশু শীশক সোহ রুপাঈ ধাতুদ্রব্য । 'মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২ ।

ধাতুনিহ্রস্ব [সি] বি পদ্য ধাতু । 'কঙ্ক জল ও ধাতুনিহ্রস্ব গ্রন্থ বর্ণনে নির্ণত হয় ।' অক্ষর, ১৮৫২ ।

ধাতুনির্মিত, ধাতু-নির্মিত [সি] বি পদ্য দিয়ে নির্মিত । 'ধাতু-নির্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন ।' অক্ষর, ১৮৫৪ ।

ধাতুশাঠি [সি] বি ত্রিভ্যামূল রূপের পঠনপাঠন । 'ইতিমধ্যে পানিনি অমরকোষ এবং ধাতুশাঠি আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে ।' রত্নীক্স, ১৮৯৭ ।

ধাতুশিখ [সি] বি খনিজ পদার্থের শিখ । 'প্রান্ত ধাতুশিখ হইতে ... নানাবিধ আতর্ক্য বস্তু নির্মাণ করে ।' অক্ষর, ১৮৪৩ ।

ধাতুবিদ্যা [সি] বি ধাতুবিষয়ক বিদ্যা । 'প্রাচীনবিদ্যা উন্নয়নবিদ্যা ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির সমন্বিত জীবিক-সাধন করিতেছে ।' অক্ষর, ১৮৫৪ ।

ধাতুময়ী [সি] বি পদ্য ধাতুনির্মিত । 'নিহেবাহিনীর ধাতুময়ী প্রতিমা পুজার পালার অবধান ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২ ।

ধাতুস্বয় [সি] বি ধাতুর তৈরি যন্ত্র । 'এই ধাতুস্বয়ে টানা সুর ধাকা শব্দ নর ।' রত্নীক্স, ১৯১৯ ।

ধাতুশিল্পী [সি] বি ধাতব দ্রব্যটি তৈরি করে যে । 'হুদেন্দ্রকণ্ঠী ধাতুশিল্পীদের আনিবে পত্রটি মিলেন ।' স্বয়ংসেতা, ১৯৫৮ ।

ধাতুস্ত্রাব [সি] বি ধাতুনিহ্রস্ব তরল । 'ভিনি তুল্যবর্ণের অক্ষরারাজ্যে গলিত ধাতুস্ত্রাবের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন ।' সত্যক, ১৯২১ ।

ধাতুকি [সি] ধাতুকী বি ধাই মূলের গাছ । 'কেতুকি ধাতুকি কাটিল বামনহাটী ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

ধাতুপ সি মূলবিশেষ । 'ধাতুপ মূলের বন ।' বিকৃতি, ১৯০৮ ।

ধাত্রী [সি] ১ বি যে নারী সন্তান প্রসবে সাহায্য করে এক প্রসূতি ও নবজাতকের সেবা করে । 'রাণী ... ধাত্রীগণকে বাসকের নাড়ীয়েদানি কর্তৃ ... করিতে আজ্ঞা দিলেন ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০ । ২ বি ধারক; রক্ষক । 'ওরে ধাত্রী, ফুর পথের ধূলা সেই তোরা ধাত্রী ।' রত্নীক্স, ১৯১৬ ।

ধাত্রি [সি] ধাত্রী বি যে নারী সন্তান প্রসবে সাহায্য করে এক প্রসূতি ও নবজাতকের সেবা করে । 'ভিনেজ্ঞন ধাত্রি ত্রিশোককে নিরুপিত করিলেন ।' ডানকান, ১৯৮৪ ।

ধাত্রীবিদ্যা [সি] বি যে বিদ্যা দ্বারা সন্তান প্রসব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় । 'পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে দ্বারা বহুদিন ।' জীবন, ১৯৪৮ । 'ধাত্রী বিদ্যার মান উন্নয়নের জন্যে ।' বেঙ্গল, ১৯৪৯ ।

ধাত্রীবিদ্যাশাস্ত্রমর্শী [সি] বি ধাত্রীবিদ্যার দক্ষ । 'উত্তরের নিকটেই ধাত্রীবিদ্যাশাস্ত্রমর্শী ডাক্তার ও নার্স মজলান ।' বনমুকুন্দ, ১৯০৬ ।

ধাত্রীশালা [সি] বি শালন-শালন কেন্দ্র । 'অবলাবে লাটসেলের ধাত্রীশালা থেকে বেরিয়ে এসে দুপুরের প্রত্যেক দেশ ...' রত্নীক্স, ১৯৪১ ।

ধাত্বস [সি] বি আবেশ । 'ধাত্বসে ধরলি সখীর করে ।' দেশর, ১৬০০ ।

ধান' [সি] ধা- [সি] ঠাই । 'অর সখীনা জানি ককাই মানি হল ধনি ধানে ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০ ।

ধান' [সি] ধান্য ১ বি বসন্তের প্রধান ধান্যশস্য । 'ভায় ফলে ধান সরিসা তিল কবাস ধান ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । ২ বি সিকি রতি পরিমাণ ওজন । 'চারিধানেতে রতি হয় ।' ওর্গ, ১৭৮৪ ।

ধানকল [ধান+কল] ১ বি ধান থেকে চাল বের করার যন্ত্র । 'তখনও বোলাপুর অঞ্চলে ধানকল হরনি ।' মৃত্যুজ্ঞান, ১৯৫৮ । ২ বিশ ধানকল চতুরে বাস করে এমন । 'ধানকল-পাররা উড়ে চলে যায় খোলাক্ষেত হেড়ে ।' শক্তি, ১৯৬৬ ।

ধান-কাটা বিশ ধান কাটা সম্পর্কিত । 'দুস্তরোবা সংসারের ছবি - ধান-কাটা কাজে ...' রত্নীক্স, ১৯৩৯ ।

ধান কাটার মরসুম বি যে সময়ে শাকা ধাত মাঠ থেকে কাটা হয় । 'ওর্গ, ১৭৮৫ ।

ধান-কেটে-সেগুয়া বিশ ধান কেটে নেওয়া হয়েছে এমন । 'চার দিকে ধু ধু করছে ধান-কেটে-সেগুয়া খেতের মতো ।' রত্নীক্স, ১৯৩৫ ।

ধানক্ষেত বি ধানের ক্ষেত । 'মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত ।' ওয়ালী, ১৯৪৮ ।

ধান-খুশি [ধান+খা খুশি] বিশ ধান পেয়ে খুশি । 'অপঘা ধান-খুশি সোনালি/এসর মেঘ ।' অমির, ১৯৩৯ ।

ধানখেত [ধান+স ক্ষেত] বি ধানের খেত । 'ধানখেত বেয়ে বাঁকা পথখানি, গিরেছে গ্রামের পারে ।' রত্নীক্স, ১৯০০; 'পথের কোনার মোর ধানখেত ।' জয়ীম, ১৯৩১ ।

ধানমুখী [ধান+স পক্ষী] বিশ ধানের গছে বিভোর হয় এমন । 'দ্বিধ স্তম্ভে ধানপক্ষী গাছাচয়ের প্রেম মনে গড়ে ।' জীবন, ১৯৪৪ ।

ধানঘরা [ধান+ঘর] বি গোলাঘর । 'ধানঘরা কৈল বিকোলন ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

ধানচাল [ধান+চাল] বি ধান্যশস্য । 'ওর্গ, ১৭৮৫ ।

ধানজমি [ধান+জা জমি] বি ধান উৎপাদনের উপযোগী জমি । 'মেঘের একটা ধানজমির ওপর বহুদিনের সোত গুর ।' বিমল, ১৯৫৩ ।

ধানদুর্বা [ধান+স দুর্বা] বি কল্যানের প্রতীক হিসেবে বরদ ও আশীর্বাদে ব্যবহৃত ধান ও দুর্বা । 'রোহ সকালে সেই এক পুরুতটাকুরের ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ ।' রত্নীক্স, ১৯৩০; 'তত এই ধানদুর্বা শিরোবার্ধ করে মহিয়ার ।' রাহমুদ, ১৯৬৬ ।

ধান-পাখানো বিশ ধান পাকিয়ে সের এমন । 'যেমন চাষীদের ধান-পাখানো শব্দে তেমনি সে আমার ...' রত্নীক্স, ১৯১২ ।

ধানকল [ধান+স কল] বি ধানক্ষেত । 'সমীর চঞ্চল ধানকল হং রেখার মঠগুলি সাহায্যই রাখিয়াছিল ।' শতকৃত, ১৯৫৮ ।

ধান ভানতে শিখের গীত - অগ্রাসনিক বিধয়ের অবতারণা । 'উৎসব, ১৮৫৭; 'ধান ভানতে শিখের গীত প্রাচ্যে বুঝা যায়, শিখের গীত ...' রত্নীক্স, ১৯০২ ।

ধান ভানা বি ধান থেকে চাল বের করার কাজ । 'ধান ভানলে কুঁড়ো সেব ।' রত্নীক্স, ১৯০৭ ।

ধানভানা কল বি ধান থেকে চাল তৈরির যন্ত্র । 'ততুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র ।' অর্থাৎ ধানভানা কল ।' দর্শন, ১৮২৬ ।

ধানভানানী বি ঠাঁ ধান ভানানো সংসারের সব কাজ করে যে । 'ছোটমাগ পাটানী বড় মাগ ধানভানানী ।' মীরবাক, ১৮৭২ ।

ধান ভানার যন্ত্র বি ধান থেকে চাল করার কল । 'ভান্ডের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র কিংবা ঠরকম ...' রত্নীক্স, ১৯৫৫ ।

ধান ভানিতে শিখের গীত - অগ্রাসনিক বিধয়ের অবতারণা । 'এ

ধান ভানিতে শিবের গীত কেন ।' হরহস্যদাস, ১৮৭৮।

ধানখানী বিধি ধান ও ধানের মূল্যবালিযুক্ত। 'চালখোয়া স্লিঙ্ক হাত, ধানখাচা চুল।' জীবন, ১৯৩২।

ধানশালি বি ধানের জাতবিশেষ। 'কাশিঞ্জিরা ধানশালি রূপশালির ক্ষেতের আলমশ'। জীবন, ১৯৪৮।

ধানী বিধি ধান চাষের উপযোগী। 'পেছনে ধানী জমি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ধানুজা কিন ধান থেকে তৈরি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধানের শিথ বি ধানের মজারী। 'আলোর হাসি উঠল জেসে ধানের শিথে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ধানকী [স ধানকী] বি তিরন্দাজ। 'আগে পিছে শিলা কাড়া আরোপি ধনুকে চড়া ভানি বামে ধাইল ধানকী।' মুকুল, ১৬০০।

ধানশি, ধানশী [স ধানশী] বি ধানশী: সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'রাশিণী ধানশী।' জলদ। বহু, ১৭৫৭। 'সেতারের তারে ধানশি মিড়ে মিড়ে উঠে বাজিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ধানশী প্র ধানশি

ধানশী [স বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'ধানশী কাফি ঠাটের গুড়ব-সম্পর্ক জাতীয় রাগিণী।' নজরুল, ১৯৩৫।

ধানসি, ধানসী [স ধানশী] বি কাশী অথবা ডেরবী ঠাটের রাগবিশেষ। 'ধানসি রাগ।' মালধর, ১৫০০। 'মালব রাগের সার হস্র ইয়া বন্দো তার ধানসী মালসী দুইজনে।' রসরায়, ১৭৫০।

ধানসিড়ি [স ধান্য+স শ্রেণী] বি নদীবিশেষ। 'আবার আসিব কিংবে ধানসিড়িটার তীরে।' জীবন, ১৯৩২।

ধানাই [স ধানী>?] বি বুড়ি। মনোএল, ১৭৪৩।

ধানাইপানাই বি আবেলতাবোল; এধার-ওধার। 'সঁজাতে নাই ধানাইপানাই।' নজরুল, ১৯২৪।

ধানি, ধানী^২ [স ধান্য>] ১ বি এক প্রকার রঙের নাম। 'ধানি আবি বসতি, ইত্যাদি নানা রঙীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিধি ধান সম্পর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বিধি কচি ধানের মতো হালকা সবুজ রঙের। 'বসন বাড়িয়ে পরি কখনো বা ধানী, কখনো জাকরাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বিধি ধানের মতো ছোটো এবং অত্যধিক ঝালসম্পন্ন। 'কচি শিঙ-বসনার ধানি লংকার গোড়া ঝাল।' নজরুল, ১৯২২।

ধানি মাদুলি বি অলংকারবিশেষ। 'মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈঁচে, তাবিজ, বাজু ... ইত্যাদি পরেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ধানি মুড়কি বি অলংকারবিশেষ। 'ধানি মুড়কি মরদানি পৈঁছে আছে হাতে।' ভবানী, ১৮২৫।

ধানীরঙ বি কাঁচা ধানের মতো সবুজ রং। 'একটি মেয়ে, ধানীরঙের কাপড়-পরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ধানী লংকা বি এক ধরনের ছোটো মরিচ। 'গায়ে ধানী লংকা ঘষে পসে।' নজরুল, ১৯৪১।

ধানী^১ ১ বি জী ধান। 'নবশীল যেহেন মথুরা রাজধানী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আধার। 'ধীর নম্রাধানী বহিষ্ঠত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৩ বি সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'ধানী কাফি ঠাটের গুড়ব রাগিণী।' নজরুল, ১৯৩৫।

ধানী প্র ধানি

ধানুয়া প্র ধান

ধানুকি, ধানুকী [স ধানুকী] ১ বি তিরন্দাজ। 'রারবাণা তবকী ঢালি ধানুকি।' মুকুল, ১৬০০। ২ বি ধনুকধারী। 'ধানুকী হেলায় বিছে বেঁধা।' কুসুমার, ১৭২৫।

ধানুশী [স ধানশী] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'ধানুশীরাগঃ।' বহু, ১৪৫০।

ধানুচ্চানেক [স বি ধনুকধারী সৈনিক। 'ঢালি পদাতিক ধানুচ্চানেক।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ধান্দা [স ধন্ড>] ১ বি সন্দেশ। 'যে কেহ আলার বান্দা ঘুচাও দেলের ধান্দা।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বিষয়বুদ্ধি। 'শকটেও নেই একটা পয়সা, পেটেও নেই কোনো ধান্দা।' শিবরাম, ১৯৪০। ৩ বি কাজকর্মের সন্ধান। 'শতনে অনুনতি ভারতীয় নানা ধান্দার ঘোরাবুরি করত।' মুজতবা, ১৯৫২।

ধান্দাকার বি প্রভাকর। 'মায়াবীকর্তব্য ছিল মিছে ধান্দাকার।' রমজুয়েল, ১৮৭৬।

ধান্দা [স ধন্ড>] ১ বি ধাঁধা; রহস্য। 'তর্কো কোপ তোর এ বড় ধান্দা।' বহু, ১৪৫০। ২ বি ধোঁকা; প্রভাষণ। 'এহাত সুন্দরি রাধা না পাও ধান্দা।' বহু, ১৪৫০। ৩ বি জাদি। 'আমরা ত্যা গরীব লোক, সদা সর্বনা পেটের ধান্দায় ফিরি।' গৌর, ১৮২২।

ধান্দাঘুন্নি [ধান্দা+কা বাজি] বি বাজিবিধির টেঁটা। 'ধর্মের হেঁজাঘালের ভেতরে শুধু ধান্দাঘুন্নি ও নোয়ামিকে প্রয়স ...।' বসম, ১৯৬৩।

ধান্দারি বি সংশয়। 'মেঘালি ধান্দারি রুদ্দাকের জপমালা।' অলাওল, ১৬৮০।

ধান্য [স বি ধান। 'ধান্য দিয়া ফল ধাইল দেব নারায়ন।' মালধর, ১৫০০।

ধান্যকারক [স বিধি ধান চাষকারী। 'ধান্যকারক কৃষকদিগের শাভ কমিল।' হকিম, ১৮৯২।

ধান্যক্ষেত্র [স বি ধানের খেত। 'গাড়ি ঠেঁপিয়া ধান্যক্ষেত্রে প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ধান্যদূর্বা [স বি ধান ও দূর্বা। 'ধান্যদূর্বা ফুলচন্দন প্রভৃতি বিবিধ উপচারে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধান্যব্যাকুল [স বিধি ধানপূর্ণ। 'হরিব ধান্যব্যাকুল গ্রামের সীমা।' প্রেমেন্দ্র, ১৯০২।

ধান্যভারনম্র [স বিধি ধানের ভারে নত। 'এক দিকে আগকৃপাভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ধান্যভূমি [স বি ধানক্ষেত। 'এক্স নিয়মের ভরসা হল ধান্যভূমি।' এডুকেসন, ১৮৭৩।

ধান্যসীর্ষ [স বি ধানের শিখ। 'প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয়পার্শ্বে ধান্যসীর্ষযোজিত ...।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

ধান্যহাশি [স বি ধানের ক্ষতি। 'ধান্যহানিতে সকলের অবস্থা এক্স হীন।' এডুকেসন, ১৮৭৩।

ধান্যেশ্বরী [স বি ধেনো মদ। 'হতেন যদি ধান্যেশ্বরী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ধাপ [স পদস্থাপন>] বি সোপান। 'তবে আমার ধাপে হইস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ধাঙ্গা [ধন্য] বি কুপরিপানা। 'চিরদিন ধাঙ্গা ঠেগিয়া হুলাম আমি বলসারা'। লালন, ১৮৯০।

ধোপো [ধাপ>] বিণ কুপরিপানামুত। 'একে বাই খোপো বিপাি তাতে বই ঠোপো ছাশি'। লালন, ১৮৯০।

ধাপা [ধাপ>] বি কুপরিপানামুত পূর্ণ আয়ণা। 'ধাপার মাঠ'। নজরুল, ১৯৩১। ধাপার মাঠ বি কলকাতার নিকটে ময়লা কেশার মাঠবিশেষ। 'ধাপার মাঠ'। নজরুল, ১৯৩১।

ধাপা-মেল [ধাপ+ই মেল] বি ময়লার গড়ি। 'তোরে বস্তার পুরে কবে কে চালান দিবে ধাপা-মেল'। নজরুল, ১৯৩৩।

ধাঙ্গা [বি ধরা] ১ বি মিথ্যা ভর দেখানো। 'তারে ধাঙ্গা দিগে নিইতি যে চায়নো টাকা নিয়ে আর'। গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি মিথ্যা ভরসা। বিদ্যা, ১৮৯১। 'লোকটা আবার ধাঙ্গা দিতে জানে মা'। হুক্তব, ১৯৪৯। ৩ বি ছলনা। 'এ কেবল একটা ধাঙ্গা'। গাঙ্গা, ১৯৭১।

ধাঙ্গাবাজি [বি ধমা+ফা বাজি] বিণ প্রতারণা; শঠ। 'লোকের তারা প্রণশে চার ধাঙ্গাবাজি'। নজরুল, ১৯৪২।

ধাঙ্গাবাজী [বি ধমা+ফা বাজি] বি প্রতারণা। 'ব্যবহারের ধাঙ্গাবাজি ভেঙেবাঁজি গোআবিসের ভিতরে নেই'। জীবন, ১৯৩২; 'কল্যেদের ধাঙ্গাবাজীতে ভুলিয়া বড়পাত বেতাবে একবার হিন্দু-সভার নিকে ...'। আজাদ, ১৯৪১।

ধাবকা [স ধবা] বি ধাঙ্গা। 'ভেনারা একটা ধাবকাতেই পেলিয়ে যায়'। গাঙ্গী, ১৮৫৮।

ধাবড়া [বি ধবা] বি কালির কিছুত দাপ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধাবড়ানো [বি হুড়িয়ে দৃষ্টিকৃতাবে লেগে যাওয়া। 'যদি না সিঁদুর খেবেই অন্যতম'। জীবন, ১৯৪৮।

ধাবন [স] ১ বি পৌড়ানো। 'চটক পর্বত দেখি হুড়ুর ধাবন'। কুঙ্গাল, ১৫৪০: 'লক্ষ্যেতে উল্লসকে, ধাবনেতে ... নিশুম হুড়ু'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ [বি লোভ করার জন্যে সমালোচনা করা। ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ [বি হুমকি দেওয়া; ভরজীভি দেখানো। ওর্গা, ১৭৮৫। ৪ [বি ধওয়া। 'হায়ে পচাত্ত্ব ধাবন করিলেন'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ধাবমান [স] ১ বি হুটুয়ে এমন। 'মৃত শব্দক গ্রহণেজ্ঞাতে ধাবমান হইল'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ [বিণ দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'কর্ণধারিরকর শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হয়'। অক্ষর, ১৮৪৪।

ধাবমান হওয়ার [বি হুটে যাওয়া। 'নকলবেগে মহাজনের বাটিতে হরেন ধাবমান'। ভবানী, ১৮২৫।

ধাবা [স ধাবন>] [বি ধওয়া করা। 'ধাব কি ধাইল'। 'দরসনে লোচন দীপল ধাব'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ধাবাই কি ধায়। 'মাতেল চাঁদ গলনা ধাবই'। চর্চা ১৬, ১২০০। ধাবাইল কি ধওয়া করণো। 'ছাট হানি অণ গজ সঙ্গে ধাবাইল'। জালাল, ১৬৮০।

ধাবিত [স] ১ [বিণ হুটুয়ে এমন। 'তাহারা পধাশি শিকার বা কোনরূপ বৈরনির্ঘায়েন ধাবিত হয়'। অক্ষর, ১৮৪৪। ২ [বিণ অগ্রসর। 'রাজমর্খানা রক্ষা করতে ধাবিত হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ধাবড় [স ধাব>] বি দ্রুতগামী চেন। 'ধাবড় পথের বাড় দন চৌধো সোড়াই বোশে বাজে হাঁড়িআ চামর'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ধাব [স] ১ [বি শে। 'জটুতুয়ে কিয় আশুপু ধাব'। চর্চা ১৯, ১২০০। ২ বি গৃহ। 'রাবনে বধিরা রাম লীতারে আলিন ধাব করাইয়া পলীক্ষা দহন'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ [ক্রিবিণ নিকট। 'নিমিষেক উত্তরীলা

সমুদ্রের ধাব'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি আশ্রয়। 'তাহার হইবে নরকের মাথে ধাব'। জালাল, ১৬৮০। ৫ বি ত্রিকানা; বাড়িখয়ের অবস্থান। 'তাহারদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন'। পূর্ণপ, ১৮৩১। ৬ বি নার। 'বহু সুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা-ধাম'। ওর্গা, ১৮৫৮। ৭ বি তীর্থ। 'আমি এই ধামে ওকর নিকট থাকিয়া কঠোর অভ্যাসে প্রাণ ত্যাগ করিব'। গাঙ্গী, ১৮৫৮। ৮ বি সভাপুত্র। 'কী নাব আমি, কী চ্চাব আমি আনন্দধামে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫। 'সেবা হব পুণ্য সেই আনন্দের ধামে'। গিরিশ, ১৮৮৭।

ধাম [স ধবা] বি ধর্ম। 'সরহ ভবতি অতিথি সে ধাম'। চর্চা ২২, ১২০০।

ধামা [স ধর্ম্য] বিণ ধর্মের। 'সেবক হব সুবি আমনি ধামাং করি'। রামাই, ১৭১০।

ধামার্শে [স] ক্রিবিণ ধর্মের জন্যে। 'ধামার্শে চাটিল সাক্ষম গড়ই'। চর্চা ৫, ১২০০।

ধামড়া [বিণ হুটুগুটি। 'মজিনের ধামড়া গাইটার শেট কুলে ঢোল'। ওর্গা, ১৯৪৮। ২ ধামড়।

ধামসা [সি ধুমা] বি বন্যধাণ। 'ধাঁবা ধামসা গায়ে'। তারত, ১৭৬০।

ধামা বি যত্নে বেতের তুড়ি। 'ধামা নিয়ে শিয়ে হাটে'। ওর্গা, ১৮৫৮।

ধামাচালা [বিণ হুপিত। 'কিছুকনের জন্য হার সে ঝগড়াটা ধামাচালা জুয়ে'। নজরুল, ১৯২৭।

ধামাচালা দেওয়া ১ [বি হুড়িয়ে রাখা। 'এ ঝগড়া কি ধামাচালা দেওয়া যায় না'। নজরুল, ১৯২৪। ২ [বি কৌশলে গোপন করা। 'সভাবতী ও জাম্ববতীরে ধামা-চালা দিগে গাও রে জর'। সত্যেন্দ্র, ১৯২৪। ৩ [বি মিটিয়ে ফেলা। 'এইখানেই ধামাচালা দিলাম'। নজরুল, ১৯২৭।

ধামাধরা ১ [বিণ সব সময়ে চোখ বুঁজে ছুটুয় মেনে চলে এমন। 'আপন ব্যবসারে ধামাধরা পোছ - দাদা বা বলেন তাইতেই মত'। গাঙ্গী, ১৮৫৮: 'যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়ার কোনো আদিটির কাজ হয়, তবে তার ব্যাপ্তি সৃষ্টি হয় না'। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ [বি তোষামোদ করা। 'মামাদের কড়ি ধামা-ধরে দিয়া আমাদের তাতে বাড়'। নজরুল, ১৯২৪।

ধামা-ভরা [বিণ ধামা ভর্তি। 'ধামা-ভরা কাটা ও আকাতা সুসুগি কেলিয়া রাসমণি তখনই ...'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

ধামি বি হোটা ধামা। 'মা এক ধামি পাণা ও দুটি ধামি কিনে আনতে বন্ধন'। হুতোম, ১৮৬১।

ধামার বি চৌকমারের ভালবিশেষ। 'ইহা চৌতালও নহে, একতালও নহে, ধামারও নহে, কৌতালও নয়'। রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ধামাল [স ধাম>] বি রসরস। 'লেগত রসে ধামাল'। বাহরাম, ১৬৫০।

ধামালী বি কৌতুক; রসরস। 'না বুকে রস ধামালী'। বড়ু, ১৪৫০।

ধামালি [স ধাব>] বি ঝড় সমেত বর্ষণ। 'বিনা বায়ে ধামাল উঠে বৌজা তেয়ে যায়'। লালন, ১৮৯০।

ধামি প্র ধামা

ধারনী [স ধাব>] বি দ্রুতগতি। 'ভিসার ধারনী পাইল কল্যোতপুত্র'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ধার [স] ১ [ক্রিবিণ ধারায়; প্রবাহে। 'যমুনা বহে বরতর ধার'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ধারা। 'বাহিরাও পোশিতের ধার'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি অস্ত্র পরিমাণ। 'আনিবা দিলো মোরে এক ধার নীর'। বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি প্রান্ত। 'তলওয়ার হইল মনে কল্যোতর ধার'। গঙ্গী, ১৮৫৮।

১৭৬৫। *ঐ ক্রিবিপ* নিকট; পাশ। 'এক ছেলিয়ার গাল হঠাৎ তাহার ধারে বেশিতে উপস্থিত হইল।' *তারিখী*, ১৮৩৩। ৬ *বি* তীর; কিনারা। 'নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপর এক সেতু নির্মাণ করা আবশ্যক।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ৭ *বি* তীক্ষ্ণতা। 'বড়োরে ধার ক্রমে ক্রমে মণীকৃত হইল।' *অক্ষর*, ১৮৩২। ৮ *বি* কোণ। 'সেই হাসি অধরের ধারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধারক্কাটা *বিশ* তীক্ষ্ণ। 'সোলামত, ধারক্কাটা ও পলতোলা এক মুখ চুটাসো।' *বিকৃত*, ১৯২৮।

ধারস্থান *ক্রিবিপ* নিকট। 'আমার ধারস্থান আর।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ধার দেওয়া *ক্রি* শাস্তি করা। 'ধার দিয়া চোখা করিয়া রাখ।' *জঙ্গীম*, ১৯৬৪।

ধারবান *বিশ* ধারযুক্ত। 'লেখা হবে সারবান অতিশয় ধারবান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ধারায় ধারায় *ক্রিবিপ* প্রত্যেক প্রবাহে। 'জলের ধারায় ধারায় বদৌলখন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ধারে ক্রিবিপ কিনারে; পাড়ে। 'যেহ শেত করে সুমের গঙ্গার ধারে।' *বকু*, ১৪৫০।

ধারে ক্রিবিপ ধারায়। 'ধারে ঝরে রাখিকার নয়নের পানী।' *বকু*, ১৪৫০।

ধারে ধারে ক্রিবিপ স্থান বিশেষে। 'আকাশের ধারে ধারে গুণাকার কাশো মেঘ জমেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধারী *স* ১ *বি* স্বপ্নগ্রহণ। *ম্যানেএল*, ১৭৪০। ২ *বি* স্বপ্ন। 'কালির আঁক পাড়লে ধার কর্ক হই জালিস নে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বি* কষ্ট। 'আজি বিহয়ের ধার ভাস পলি পরিশোধ করিব।' *উমের*, ১৮৫৭।

ধার করা *ক্রি* স্বপ্ন করা। 'ওগুন থেকে তার একখানা *Amor* Journal ধার কর এনেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ধার-কর্ক, **ধার কর্ক** *স* ধার+আ কর্কা *বি* সেনা; কুঁস। 'কালির আঁক পাড়লে ধার কর্ক হই জালিস নে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪; 'ধারকর্ক করিয়া ধীর গমনে বেটিয়া।' *মানিক*, ১৯৩৭।

ধারত *স* *বিশ* স্বপ্নকৃত। 'ও নিশঘর ঘোষের অনেক টাকা ধারত কিনা।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

ধার-সেওয়া *বিশ* স্বপ্ন সেওয়া হয়েছে এমন। 'কেমনা ধার সেওয়া, তার সুন্দর কথা এবং সেনার টাল আদার করা ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

ধার ধরা *ক্রি* চোদ্দাকা করা। 'বনের হরিণী কহে কার ধার ধারি।' *মজুলা*, ১৭৫০।

ধার ধারা *ক্রি* তরুত প্রান কবা; গা করা। 'আমরা বাসালী - লড়াইয়ের ধার ধারি না।' *সম্মা*, ১৮৮৮। 'বাগিছা ব্যবসায়ের ধার ধারি না - দশন হইতে উপহারিত না হইলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ধার লটন *বি* ধার করা। *ভঙ্গী*, ১৭৮৫।

ধার *ক্রি* কারও কাছে স্বপ্নী থাকা। *যেয়েঙ্গ*, ১৭৫৬।

ধারক *স* *বিশ* ধারাকারী। *কিয়া*, ১৮৯১; 'মুসলিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।' *উমের*, ১৯৬৮।

ধারক *স* ১ *বি* গ্রহণ। 'ধারন না করিলে মালায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* স্থান। 'নিজ বুকে হুই পাও করিয়া ধারন।' *গবীষ*, ১৭৬৫। ৩ *বি* আদায় বা অবলম্বন। 'ভূমিগিরের ধারকর্ত্তী মুষ্টিমান কেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৪ *বি* পরিধান। 'তলুতাবলী প্রত্যেকে ঐ মুদ্রা

ধারণ করে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৫ *বিশ* আশ্রয়। 'ঐ বিয়ময় কলহ জন্মদাহক্যে ধারন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে।' *অক্ষর*, ১৮৫৫। ৬ *বিশ* ধৃত। 'মনুসের মত ত্রী পুরুষ বিবিধ মূর্তি ধারন করিয়া পরস্পর পরিশীত ও প্রশংসক হইয়াছিলেন।' *অক্ষর*, ১৮৫৫। ৭ *বি* লাভ। 'দুর্গত মানবজনে ধারন করিয়া কেবল গৃহের কোণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ধারণকর্ত্তা, **ধারণকর্ত্তী** *স* *বি* ধারক। 'ভূমিগিরের ধারণকর্ত্তী মুষ্টিমান কেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ধারণকর্ম *স* *বিশ* ধারন করতে পারে এমন; ধারণযোগ্য। 'বৃহৎ আবেগকে ধারণকর্ম করে।' *মানিক*, ১৯৪০।

ধারণশূর্বক, **ধারণশূর্বক** *স* *বিশ* গ্রহণ করে। 'বসিদ্ধাদিরূপ অত্র শর ধারণশূর্বক লৌভ্যগের বিরোধী যে কৃষকভাব ...।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩০।

ধারণশক্তি *স* *বি* অভাবেরে গ্রহণ করার শক্তি। 'প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধারণা, **ধারনা** *স* *ধারণা* ১ *বি* মনের অভিসিদ্ধি। 'সত্যাহার ধ্যান ধারনা সমাধি অষ্ট নামে।' *মালাধর*, ১৫০০; 'ভাসী ধ্যান ধারনা অর্চনাদি ধারা, পরিগ্রহণ লাভেরে চৌ পাইতেছেন।' *অক্ষর*, ১৮৫০। ২ *বি* সিদ্ধান্ত। 'একশ ধারণা একান্ত ভ্রমসঙ্কুল।' *অক্ষর*, ১৮৫৪। ৩ *বি* অনুদূর্গত। 'তারা তাহার পূর্বে ধারণা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *বি* অনুদূর্গত। 'নিয়মিত সমস্ত মোহ করিতে ধারণা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

ধারণাধ্যায় *স* *বিশ* ধারণা করা যার এমন। 'যে উপকারী করে তা যুব স্পষ্ট ধারণাধ্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ধারণাভীত *স* *ধারণা*-অভীত। *বিশ* ধারণা করা যার না এমন। 'ধারণাভীত মহাপ্রভাবেরে অধ্যায় সমাবেশ।' *জঙ্গীম*, ১৯৬৫।

ধারণাবতী *স* *বিশ* প্রকৃত্যবতী। 'ধীষণ ধারণাবতী ধীরের ধারণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধারণাশক্তি *স* ১ *বি* ধারণ করার শক্তি। 'বোশের নল চুটা করিলে তাহাতে কেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মুসলি থাকে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* কল্পনাশক্তি। 'আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* অনুদূর্গত। 'তাঁহার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

ধারণী *স* *বি* শরীরকাক মজ। 'ধারণী ধারণী পৃথিবীরে সন্দনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধারণি *স* *বিশ* বলাৎকৃত। *ম্যানেএল*, ১৭৪০।

ধারন *স* *বিশ* গ্রহণ। *ম্যানেএল*, ১৭৪০।

ধারী *স* ১ *বি* বর্ক। 'যেহ দুই আধি ধারা প্রাণে।' *বকু*, ১৪৫০। ২ *বি* প্রবাহ। 'বরিসনের ধারা পান্যা গিরি গ্নিচ্ছ হইল।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *ক্রি* পরম জলের ধারা সেওয়া। 'ধারিতে।' *ম্যানেএল*, ১৭৪০। ৪ *বি* রকম। 'জদি তুমি মে ধারা কাজ করহ ...।' *তালহেতে*, ১৭৭০। ৫ *বি* ব্যাপার। 'কোন সমাচার আমাকে লিখ নাই এ কেমন ধারা।' *ভঙ্গী*, ১৭৮২। ৬ *বি* আইন-কানুন; নিয়ম। *জানকান*, ১৭৮৪; 'কথিয়া ব্রহ্মুতি দেশোতে এই রূপ ধারা সর্কর আছে।' *দর্পণ*, ১৮২০। ৭ *বি* স্বভাব। 'তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয়।' *আনুদ্রিষ্ট*, ১৮০০। ৮ *বি* কৌশল। 'বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেক রকম কথার ধারা।' *ভঙ্গী*, ১৮২৫। ৯ *বি* প্রকল্পন। 'বিহারের ধারা আর জালিবার অপেক্ষা নাই।' *ভঙ্গী*, ১৮২৮। ১০

বি পদ্ধতি। 'পুত্ৰকালয় স্থাপন ও তৎকর্তব্য নির্বাহবিষয়ক ধারা নিরূপণকরণের ভার সাত জনের হস্তে অর্পিত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৬। ১১ বি সরকারি অধ্যাদেশ। 'হাসিলে দত্তবিধির কোন ধারায় অপর্যাপী বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে।' একুশেন্দ্র, ১৮৮৬। ১২ বি সম্পর্ক। 'ওকৃষ্ণেশ্বর এমনি ধারা যেমন তাঁদের কোলে থাকে তারা।' শালন, ১৮৯০। ১৩ বি বৃষ্টিপাত। 'শ্রাবণের ধারার মতো পৃথক করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১৪ বি আকৃতি। 'যে অগ্রপতি চিহ্নিত হচ্ছে তা সঠিক কোনো ধারা পাচ্ছে না।' শেখর, ১৯৫৩।

ধারা-কারী বি নিয়ম কানুন। 'রাজনৈতিক কৌটিল্যের সমস্ত ধারা-কারা তাঁহাদের বিশেষভাবে জানা আছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

ধারাবধি [সি] বি মেঘ। 'ধারাবধি ধারা যেন প্রতি প্রতি অঙ্গে হেন।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ধারাবৌত [সি] বি প্রোতে ধোয়া। 'মন্দাকিনীর ধারাবৌত দেবদাকর বনছায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধারানুসারে [সি] ধারা-এ অনুসারে। 'ক্রিপণ রীতি অনুযায়ী। 'বিশ্বাসুন্দর বিশ্বরূপ এক একরূপের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

ধারাপতন [সি] বি অবিরাম বর্ষণ। 'পাতায় পাতায় বেজে ওঠে ধারাপতনের তুমিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধারাপাত [সি] বি অভাবিন্দ্র। 'শোকার প্রাথমিক বই।' 'কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধারাপাত [সি] বি একটানা বৃষ্টিপাত। 'শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্মর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ধারাবন্ধ [সি] বি সৃজনালাবক। 'গ্রিম নিয়মগুলি ধারাবন্ধ করিয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ধারাবর্ষণ [সি] বি অবিরাম বৃষ্টিপাত। 'জলধারাবর্ষণে পৃথিবী জলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধারাবাহিক [সি] ১ বি পদ্ধতি। 'দুই বংশের ধারাবাহিক সত্যান পরম্পরতে চারিদিকে এই পৃথিবীতে অতিকৃত।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০। ২ বি আগে থেকে প্রচলিত। 'এমত ব্যবহার ছিল না সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহারে চলিতেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ ক্রিপণ একটানা। 'আপনি যেসকল ধারাবাহিক মোহ করিলেন ...।' ভবানী, ১৮৩৩।

ধারাবাহিকতা [সি] বি পরম্পরা। 'সাহিত্যের ধারাবাহিকতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধারাবাহী [সি] ১ বি পরম্পরায়ুক্ত। 'তাহার রক্ষার্থে শৈতুধ ধারাবাহী হইয়া অঙ্কিত হইল।' চন্দ্রিক, ১৮৩১। ২ বি ক্রমাগত। 'অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ধারাবিক্ষিপ্ত [সি] বি প্রোতহীন। 'ধারাবিক্ষিপ্ত উপনদী সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে।' পৃথকত, ১৯২৫।

ধারাবিবরণী [সি] বি অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক বিবরণ। 'ধারাবিবরণী পাঠ করে নিখাত সুলভানী ...।' কোমর, ১৯৭২।

ধারামত [সি] ক্রিপণ ধারা অনুযায়ী; আইনের বিধান অনুসারে। দর্পণ, ১৮২২।

ধারাম্র [সি] বি স্নানের কৃত্রিম বরনা। 'ধারাম্র স্নানের শেষে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ধারামিত্র [সি] বি পানিতে ভেজা। 'ফিরে রক্ত অলঙ্কৃত যৌত পায়ে ধারামিত্র বায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধারাম্রান [সি] বি বৃষ্টিধারার মতো পানিতে স্নান। 'জলের কল পাতি এবং ধারাম্রানের কাঁথির বানানো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধারে ক্রিপণ ধারায়। 'কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ধারো [সি] ধার>। 'ধার করা।' 'না জাণো কাহাঞি তোর কত ধারো ধন।' বড়ু, ১৪৫০। 'ধারি তি ক্ষণ করি।' 'তৈল লবণের কড়ি ধারি দেড় বুড়ি।' মুকুল, ১৬০০। 'ধারো তি ধার করি।' 'না জাণো সুরতি কাহাঞি না ধারো যো দান।' বড়ু, ১৫০০। 'ধারো তি ধার করিহি।' 'না জাণো কাহাঞি তোর কত ধারো ধন।' বড়ু, ১৪৫০।

ধারোধারি ক্রিপণ কাছে; পাশ ধৈর্যে। 'স্টেশনের ধারোধারি এইখনি আমি রাখবার ইচ্ছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ধারোলো [সি] ধার>। ১ বিপী তীক্ষ্ণ। 'রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো/ তেমনি ছুরের মতন ধারোলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিপী প্রবল। 'ধারোলো বাতাসের চোটা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধারাল [সি] ধার>। ১ বিপী তীক্ষ্ণ। 'পায়ে বাঁকা বাঁকা, বড় বড় ধারাল নখ আছে।' মদনমোহন, ১৮৫০। ২ বি তীক্ষ্ণধার। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বিপী পানিত। 'ধারাল দ্বারে সূক্ষ্মকার কাঁচা করিয়া একটা মৃদু আর্দ্রব্দ উঠিল।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

ধারি [সি] আক্রমণ। 'চারিদিকে বেড়িয়া মদন করে ধারি।' বিজয়, ১৯০০।

ধারি [সি] ধারী বিপী কণী। 'মেঘস, ১৭৫৮।

ধারী [সি] ধার>। ১ বিপী ধারকপাত্র। 'একলী সন্ন্যাসী এ বণ হিড়ই কর্তৃকুলবন্ধধারী।' চর্চা ২৮, ১২০০। ২ বিপ্রাণ। 'তিনি সর্বো কর্তৃত্ব ধারী।' আভ্যাসিন্যো, ১৭৪৩।

ধারাক্ষা [সি] ধার>। বিপী অধর্ম। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ধারাক্ষা [সি] ধার>। বিপী ক্ষণী। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ধার্মসিদ্ধিক [সি] বিপী ধর্মীয় রীতি সজ্ঞান। 'ধার্মসিদ্ধিক নিয়মের অমোঘত্বে যুরোপ প্রভা হারাতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধার্মিক, ধার্মিক [সি] ১ বিপী ধর্মগ্রন্থ। 'ধার্মিক হয় তুমি ভরিশাল্য বিবাস।' মাল্যধর, ১৫০০; 'ধার্মিক হয় তুমি করিশাল্য বিবাস।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। 'কমত ধার্মিক সার একে একে সত্তবার তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।' বাহ্যর, ১৬৫০। ৩ বিপী ধর্ম পালন করে এমন। 'ইংরেজেরা ধার্মিক হউক বা না হউক, ইহাদের নিজস্বার্থে অটল বিবাস আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ধার্মিকতা, ধার্মিকতা [সি] বি ধর্মপরায়ণতা। 'ধার্মিকতা প্রকৃতি তপ এমত কুরাশি দেখি মা।' দর্পণ, ১৮২১; 'বাহ্যর ধার্মিকতার ভাষায় এই কাজ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধার্মিকপ্রবর, ধার্মিকপ্রবর [সি] বিপী ধার্মিকগ্ৰেহ। 'ধার্মিকপ্রবর তুমি সোকায়ে ব্যাত।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ধার্মিকবর, ধার্মিকবর [সি] বিপী ধর্মপরায়ণ। 'ধার্মিকবর প্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক।' দর্পণ, ১৮৩০।

ধার্মিক, ধার্মিক [সি] বি ক্রী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। 'ধার্মিক-ধার্মিকদের বৃত্তান্ত।' বাসনা, ১৯০৯।

ধার্মিকের সঙ্গে ধর্ম অধর্মের অধর্ম - যেখানে না শোভা পায়।

আলাওল, ১৬৮০।

ধার্য, ধার্য্য [স] ১ বি নির্ধারণ। 'অন্নদ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য।' চরী, ১৫৭০। ২ বি লক্ষণ। 'প্রাকৃত শোকেরা, মহাদুঃখবিসেয়ার সুধির প্রথম ধার্য সকল দেয়ায়, উন্মাদ জ্ঞান করে।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বিন্য নির্ধারিত। 'কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা।' সুবীন্দ্র, ১৯৪৫।

ধার্য্য কর [স] বি নির্ধারিত রাখনা। 'ধার্য্য কর গ্রহণে সস্ত্রীত না ইয়া ... প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিগাহেন।' ভারত সংস্কার, ১৮৭৩।

ধার্য্য [স] বি ধৃষ্টতা। 'তোমার আসে ধার্য্য এই সুখব্যানান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধার্য্যতা [স] বি ধৃষ্টতা; উচ্ছৃঙ্খলতা। 'একদে বৌদ্ধ পোহাইতে ধার্য্যতা করে।' তারিণী, ১৮০৩।

ধাল করা [স] গরম জলের ধারা দেওয়া। 'ধাল করিতে।' মানেএল, ১৭৪৩।

ধাটামি [স] ধার্য্য+আমি বি ধৃষ্টতা। 'এমন ধাটামির কথা তো সাতজন্মে শুনিব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ধাটামো [স] ধার্য্য+আমো বি ধৃষ্টতা। 'এতকম ধরনের ধাটামো কোনও দিনও সে করে না। জীবন, ১৯৩২।

ধাসা বি দোষ বা গুণ। ধাসা লাগানো বি দোষ বা গুণ আরোপ করা। মানেএল, ১৭৪৩।

ধিং-ধিং [ধন্য] বি দ্রুতগতি প্রকাশক শব্দ। 'অমন ধিং-ধিং করে হেঁটো না।' ওয়াশী, ১৯৪৩।

ধিক' [স] ১ বি বিহার। 'ধিক জাউ নারীর জীবন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ নিশিত। 'গিরি হোন্তে ধিক মুখ বিপরীত কেশ।' সুলভান, ১৭০০।

ধিকবাণী [স] বি তিরসার-বাক্য। 'হাটক না জাএ মোক বোহুধি ধিকবাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

ধিকাবিক [স] ধিক-ধিক+ বি বিহারবাক্য। 'বারে বারে ধিকাবিক মোকে ধিকাবিক বোলে গো।' বড়ু, ১৪৫০।

ধিক' [স] অধিক। বিণ অধিক। 'ধিক কেন্দ্রে হস্ত বাধা বখ হয়।' আলাওল, ১৬৮০।

ধিক' [স] দিক। বি দিক। 'রতিলেক সভাধর নানা ধিক মনোহর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধিকপিকে [ধন্য] বিণ রোপাণাতলা। 'ধিকপিকে সশরীরটাকে কেঁচোর মতো এঁচিরে পেঁচিরে ...' জীবন, ১৯৩১।

ধিকি ধিকি [ধন্য] ১ ক্রিণ অল্প অল্প করে। 'ধিকি ধিকি মাথার উপরে ছুলে মদি।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ ক্রিণ ধীরে ধীরে। 'আনমনে চলে ধিকিধিকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রিণ ক্রমাগত। 'তারও চোখ ছুলে ধিকিধিকি।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

ধিকার, ধিকার [স] ১ বি ভরসানা। 'প্রাশ্ণেও আপনাকে করেন ধিকার।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'প্রকৃৎ কৃষ্ণ জালি করে আপনা ধিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'নিজেকেই ধিকার দিতে লাগলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি নিশা। 'দেশের পুরুষদের প্রতি তোমরা যে ঐকান্তিক ভাবে অবিরত করিয়াছ তাহাকে আমি ধিকার দিই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধিকারবেশ [স] বি ভরসনার ভোড়। 'মহেন্দ্র নিভান্ত ধিকারবেশে অত্যন্ত কড়া নিয়মে ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধিকারা [স] ধিকার+ক্রি ভরসানা করা। 'মস্তিষ্কা ফিরিয়া এল নভশির

করে/আপনারে ধিকারিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ধিকারাম্পাদ [স] ধিকার-আম্পাদ বিণ নিশদীর্ঘ। '... জেলের ভিতরে মরা বড় সোব এবং ধিকারাম্পাদ।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

ধিকৃত [স] বিণ নিশিত। 'তোমার শাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী এ জীবন করিলি বিকৃত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ধিগি, ধিগী [ধি] ১ বিণ দুরন্ত। 'নব বিহির মাতা সহজেই ধিগী।' ভবানী, ১৮২৮; 'এখন এই যে আইবুড়েরে ধিগি মেয়ে বুকের গুপের।' নজরুল, ১৯২৭; ২ বিণ চতুর্দ। 'নয় মগ কিরিগী, বিহম ধিগী ভিতর বাহির যায় না জানা।' শুভ, ১৫৮৫। ৩ বিণ বেহায়া। 'ধিগি মেয়েদের বিগকে আমি আর অধিক বাক্যব্যয় করতে সাহস করি নে।' নজরুল, ১৯২৭। ৪ বিণ দুরন্ত। 'দিনকে দিন টুকটুকি কী ধিগি হচ্ছে যে ...' শিবরাম, ১৯৭০।

ধিগিন্দা বি দুরন্তপনা। 'ধিগিন্দার মল্লব হচ্ছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

ধিতকার [স] ধিকার বি বিহার। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধিতকারি [স] ধিকার বি বিহার। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধিনধিন [ধন্য] ১ বি নাচের ভঙ্গি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রিণ ধিনধিন করে। 'এখন দিন গেয়ে ধিনধিন নাচে।' অমৃত, ১৯০০।

ধিনাধিন [ধন্য] ধিনধিন বি বাজনার বোলের শব্দ। 'বাজছে ... নাক ধিনাধিন গাল ফটাফট।' নজরুল, ১৯২৬।

ধিশিকি [স] বি কুন্ডের মতো ধিনধিন করে নেচে বেড়ায় ধর। 'আমি একজন ধিনিকেট।' শীরেন, ১৯৬৫।

ধিমামো কি ধীর হওয়া। 'ধিমিয়ে আসা কি জোর কমে আসা।' একুই ধিমিয়ে এলা বাতাসের রোষ।' কায়রাস, ১৯৬২।

ধিমোথিয়ে ক্রিণ ধীরে ধীরে। 'নুন্মিয়া আশের গুণর ধিমোথিয়ে হাটে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

ধিরা তামিরা [ধন্য] বি নাচে বাতাসের তালে অলুপতির ভাব। 'ধিরা তামিরা তামিরা কৃত নাচে।' ভারত, ১৭৬০।

ধিয়ান [স] ধ্যান। 'অন্তর্যামিনী প্রকৃত জানিল ধিয়ানে।' রূপরাম, ১৭৫০।

ধিয়ানো [স] ধ্যান+ বি ধি ধ্যান করা। 'ধিয়ানো কি ধ্যান করে।' 'আমি মূর্খ গীত পাই ধর্ম ধিয়ানো।' রূপরাম, ১৭৫০। 'ধিয়ান কি ধ্যান করে।' 'মানসে ধিয়ান সরে রসক্ষেত্রে মরি।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

ধির [স] ধীরা ক্রিণ ধীরে। 'ধিরে ধিরে মুরগি বোলাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ধির ধির ক্রিণ ধীরে ধীরে। 'ধির ধির করি রাখার শিয়ারের উল।' বড়ু, ১৪৫০।

ধিরি ধিরি ক্রিণ আস্তে আস্তে। 'পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি বলে ধিরি ধিরি।' মঙ্গলদেব, ১৫০০।

ধিরে ধিরে, ধিরে ধিরে ক্রিণ ধীরে ধীরে; রয়ে-সয়ে; আস্তে আস্তে। 'ধিরে ধিরে কাহাঞি মোর আইশো নিকটে।' বড়ু, ১৪৫০; 'পায় জাতি জাতি কৃষ্ণ বলে ধিরে ধিরে।' মঙ্গলদেব, ১৫০০।

ধিরে ক্রিণ আস্তে। 'ধিরে হাসি বাটে।' বড়ু, ১৪৫০।

ধী [স] বি বিবেক; বোধশক্তি। 'মনে দী দিয়াছে, বাহুতে নৈশুপা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধীমান [স] বিণ বিবেক; বুদ্ধিমান। 'এই নিয়ম মেরুপ অন্য়্য তাহা

ধীমান মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪; 'ধীমান, স্বপ্ন পশি সে নিরুচ্চ-ধামে ...' *মাইকেল*, ১৮৬২; 'ধী-মান, শিক্ষিত' *সংগীত*, ১৯২৮।

ধীমতি [স] বিশ্রী বুদ্ধিমত্তা। 'ধীমতি রাণীর তবু হইতো দর্শন।' *স্বয়ংসংসার*, ১৮৭৬।

ধীশক্তি [স] বি প্রতিভা। **ধীশক্তি-সম্পন্ন** [স] বিশ্রী প্রতিভাবান। 'ধীশক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানাপন্ন মহাত্মারাই স্ব-ব দেশ-প্রচলিত কালনিক ধর্ম অতিক্রম ... করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

ধী-শক্তিহীন [স] বিশ্রী বুদ্ধিহীন। 'অমার্জিত, ধী-শক্তিহীন' *সংগীত*, ১৯২৮।

ধীসচিব [স] বি মন্ত্রী। 'ধীসচিব ও কণ্ঠসচিব নানাবিদ্যা বিখ্যাত।' *মৃত্যুভঙ্গ*, ১৮১২।

ধীসমৃদ্ধ [স] বিশ্রী মেধাসম্পন্ন। 'এইরূপ অনেককোন ধীসমৃদ্ধ বৈদেশিকেরা স্বদেশপরিত্যাগ পূর্বক ইংলণ্ডে বাস করিয়া থাকেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

ধীসূত্রে [স] ক্রিষিৎ জ্ঞানের মাধ্যমে। 'তাঁহার শ্রেষ্ঠিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে খ্যাস করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ধীবর [স] বি মস্যাজীবী। 'পড়িব বোলাদি বান্ধি ধীবরের জালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধীবরকন্যা [স] বি জেলের কন্যা। 'কোন কোন স্থানের ধীবরকন্যাৱা কহে।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

ধীবরভাগিনা [স] ধীবর-ভাগিনেয়। বি জেলের ভাগ্যে। 'ধীবরভাগিনা যেমন ব্যাস।' *সত্যোদ্ভ*, ১৯৬৬।

ধীর [স] ১ বিশ্রী শান্ত। 'আলাউদ্দিন পীর নির্মল শরীর ধীর।' *বাহরাম*, ১৬০০। ২ বিশ্রী স্থির। 'সত্য ধর্ম শান্তদাতা আনবন্ত ধীর।' *বাহরাম*, ১৬০০। ৩ বিশ্রী জ্ঞানী। 'অন্ত শাস্ত্রে মহাধীর।' *আলাউদ্দিন*, ১৬০০। ৪ বিশ্রী মৃদুস্বভাব। 'তিনি ধীর সমীরণ-জ্ঞানী।' *গিরিশ*, ১৮৮৮।

ধীরগতি [স] বি মন্থর গতি। 'যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগমনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ধীরজ্ঞান [স] বি সহিষ্ণু। 'ধীরজ্ঞানে ভীক, সরসে মৃঢ়' *সত্যোদ্ভ*, ১৯১০।

ধীরতা [স] ১ বি ধৈর্য। 'অমি তাঁহাদিগের নিকট ধীরতা ভিক্ষা করি।' *বহরাম*, ১৮৮৬। ২ বি গম্ভীর্য। 'ওরা কেমন ধীর-ধীরতায়, মনে হয় ওরা জ্ঞানী।' *ওগারী*, ১৯৪৬।

ধীরত্ব [স] বি সহিষ্ণুতা; ধৈর্য। 'পাড়ার লোকেরা তাই হারিয়েছে ধীরত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ধীর পানি পাত্তর বিধে - ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে-সুস্থে কাজ করলে অনেক শক্ত কাজ করা যায়। 'ওলো ব্যস্ত হইয়াছি সেন। ধীর পানি পাত্তর বিধে।' *গৌর*, ১৮২২।

ধীরবর্ষ [স] বি পণ্ডিত-সমাজ। 'এই ব্যাক্য ধীরবর্ষেরা প্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন।' *রাজবী*, ১৮০৫।

ধীরবুদ্ধি [স] বিশ্রী হিরবুদ্ধিসম্পন্ন। 'মাজ্জিমাহুনের মত ... ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ।' *নবরঙ্গ*, ১৯৪৭।

ধীরবুদ্ধি [স] বি ধীরে ধীরে কেটে বেরকো। 'ভুলোর মতন আত্মবী ধীরবুদ্ধির খাদ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ধীরস্থির [স] বিশ্রী শান্ত। 'ধীরস্থির দয়ালু বউ।' *ওগারী*, ১৯৩৬।

ধীরধীর [স] ধীর>। ক্রিষিৎ মন্থরণগতিতে। 'ধীর ধীর যায়, ভঙ্গী করি চায়।' *চন্দ্র*, ১৫৫০।

ধীরে ধীরে ক্রিষিৎ আস্তে আস্তে। 'ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

ধীরে ধীরে বুলে সকল তাঁতি জিনে - জেনে-বুঝে কাজ করা উত্তম। 'ওলো বাহা ধীরে বুলে সকল তাঁতি জিনে।' *গৌর*, ১৮২২।

ধীরে-মন্থরে [স] ক্রিষিৎ ধীরে-সুস্থে। 'আরো ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আরতনে গিয়ে দাঁড়াও।' *মুক্ততাব*, ১৯৫৯।

ধীরেসুস্থে [স] ১ ক্রিষিৎ রয়ে-সয়ে: ব্যস্ত না হয়ে। 'তবে ধীরেসুস্থে তোমার মতে চলা যেত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ ক্রিষিৎ উত্তেজিত না হয়ে। 'কাজ নিয়ে কোনো না বাড়াবাড়ি, ধীরে সুস্থে চলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ধীরা [স] ১ বি ক্রী বৈষ্ণবশাস্ত্রে নারিকার প্রকারবিশেষ। 'ধীরা অধীরা ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বিশ্রী শান্ত; ধীর। 'মামুনা এখন ধীরা, নন্দ্রবতাবা, সর্বাসে বোরকা।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

ধীরাধীরা [স] বি যে প্রেমিকা কখনও তুষ্ট ও কখনও রুষ্ট হয়ে প্রেমিককে বেশে রাখে। 'ধীরাধীরাশুক গুণ অঙ্গে পটবাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

ধীরোদ্ভাস [স] ধীর-উদাত্ত। বিশ্রী সুখ-মুগ্ধবে অবিলম্বিত। 'নাযক ... ধীরোদ্ভাস কি উদাত্ত।' *বরদর্শন*, ১৮৭২।

ধীর্ঘ [স] বিখ্যাত বি বুদ্ধিমত্তা। 'ধীর্ঘ ধারণাবতী ধীরের ধারণা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধীর্ঘা [স] বিখ্যাত। বিশ্রী বুদ্ধিমান। 'তন গো খুল্লনা উত্তমধীর্ঘা খলন-গলনি রামা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ধীর্ঘাবানু [স] বিশ্রী বুদ্ধিমান। 'বরপুত্র ধর্মের ধীর্ঘাবানু হয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ধূর্তা [স] ধূর্ত। বি ধোঁয়া। ওসী, ১৭৮২।

ধূর্তা ক্রি হাঁপানো। 'শিকার করে সে ধূর্তে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ধূর্তে ধূর্তে ক্রিষিৎ হাঁপাতে হাঁপাতে। 'স্মৃতিতে পেটে ধূর্তে ধূর্তে চলবে কত দিন?' *সুকাভ*, ১৯৪৮।

ধূড়িলা [স] ধূর্ত>। ক্রি বোঁজ করলা। 'সেল ধূড়িলে জানতে পাবি/আহাম্মদ নাম হল করে।' *লালন*, ১৮৯০।

ধূঁধুল বি ধুলক; বিশ্রী জাতীয় সবজি। 'বন-ধূঁধুল ফল খেতে সুগিটেছে।' *বিক্রী*, ১৯২৯।

ধূঁয়া [স] ধূঁয়া। বি ধোঁয়া। 'স্বর্গীর অনল ভূবের ধূঁয়া সদায় জ্বলি উঠে।' *জঙ্গীম*, ১৯৩০।

ধূঁয়া [স] ধূঁয়া। বি ধোঁয়া। *মানোএল*, ১৭৪০; 'ধূঁয়া তারি উড়ছে ধূঁয়োর বাতুড়ানীর যায়।' *জঙ্গীম*, ১৯২৯।

ধূঁয়ে ক্রি ধোঁয়াযুক্ত। 'মানুষ যেমন বিশ্বের ধূঁয়ে এটম বম বানিয়ে ...' *মুক্ততাব*, ১৯৫২।

ধুকড়ি [স] ১ বি মোটা কাপড়ের বস্ত্রবিশেষ। 'সদাগর আহোদন না ছাড়ে ধুকড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি মোটা সুতার বলি। 'ধুকড়ির ভেতর বাসা চালা আছে।' *উন্মেষ*, ১৮৫৭।

ধুক ধুক [স্বন্য] বি ধ্বংসিতের স্পন্দন। 'তাকাতেই একটুক ভরে প্রাণ ধুক ধুক।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

ধুকধুক করা ক্রি স্পন্দিত হওয়া। 'বুকের যেখানে সুন্দরুখ ধুকধুক করিত ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ধুকধুকনি [ধন্যা ধুকধুক] বি কর্ণপিত্তের স্পন্দন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধুকধুকানি [ধন্যা ধুকধুক] বি অস্থিরতা। 'বিসের জ্বালায় হুস, ভাতে কুরের ধুকধুকানি।' নজরুল, ১৯৩৯।

ধুকধুকী, ধুকধুকী [ধন্যা ধুকধুক] বি অলংকারবিশেষ। 'গলে ধুকধুকী করে ধক ধক।' ভারত, ১৭৬০; 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দেগাড়া, ছলনা, মুজার লাজা দেওয়া কর্ণকুল, কানবালা, হীরা, পান্না, ধুকধুকী ...।' ভবানী, ১৮২৮।

ধুকধুকুনি [ধন্যা ধুকধুক] বি অস্থিরতা। 'ভেতরে তার ধুকধুকুনি, বাইরে জলের ঢেউ।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

ধুকধুকে বিপ ক্যাকাশে (ভয়ে)। 'সোরাধী আসতে না আসতে চেয়ারের মুখ কেমন ধুকধুকে হরে উঠলো।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

ধুকধুকুনি [ধন্যা ধুকধুক] বি ভয়-উত্তেজনার দ্রুত অস্পন্দন। 'বুকের ভেতর হুশই নশাই ধুকধুকুনির চোটে।' নজরুল, ১৯২৬।

ধুকধুকে বিপ অস্থির। 'ধুকধুকে বুকের স্কোয়ারে লোক।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

ধুকা ক্রি হাঁপানো। ধুকে ধুকে ক্রিবিধ ধুঁকতে ধুঁকতে। 'চার পুরুষের বড় মূল সন্ন্যাসী ... ধুকে ধুকে বৈঠকখানায় উপস্থিত।' হেতু, ১৮৬১।

ধুকা [স ধুক] বি ধোকা। 'চকু আঁধার দেলের ধুকায়।' লালন, ১৮৯০।

ধুকুড়িয়া বি পাণিবিশেষ। 'তুজ্জবে ধরিয়া যায় ধুকুড়িয়া কাঁকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধুগদৌ [স ধুক] বি দুগ্ধ; দুধ। 'ধুগদৌর ধুগদৌ কহি।' আজাদিয়ার, ১৭৪৩।

ধুজা [স ধুজা] বি ধোয়া। 'প্রথমে গগনতলে উঠে নীল ধুজা চাকুত খেচর জাত ইল উত্তমুজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধুচন বি ধুচনি; খালি। 'খামা, ধুচন, পাইশা যা-হোক একটা কিছু নিয়ে গীর সব মানুষ নেমে এসেছে খালি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ ধুচনী

ধুচনি বি বাঁশ, বেত প্রভৃতির শলা দিয়ে তৈরি টুপি। 'ঠাকুরার বিয়ে, ধুচনি মাথায় দিয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

ধুচনি ১ বি খালি; হুসের সাধ। 'আমি তার কুল, ডালা, ধুচনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি চাচুনি। 'ধুচনী, কুলো, বেতুন, ধুচো ইত্যাদি।' প্রতাপ, ১৮৫৮। ৩ বি বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি ক্ষিপ্রযুক্ত পাত। 'মেয়েরা ধুচনি ভূবিরে চাল ধুচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধুচনি টুপি বি বাঁশ, বেত প্রভৃতির শলা দিয়ে তৈরি টুপি। 'আমি তো ইয়েজের মতো ... অসংখ্য লম্বা ধুচনি টুপি পরি নে, তবে হাস কী দেখে?' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধুড়া [স ধুড়া] ক্রি সন্ধান করা। 'সেখ না আপন সেল-মন ধুড়ে।' লালন, ১৮৯০।

ধুনি [স ধুনোটি] ক্রি ধুন করা। 'তুলা ধুনি ধুনি আঁসু রে আঁসু।' চর্য ২৬, ১২০০।

ধুতরা, ধুতরো [স ধুতরা] বি ঔষধি গাছবিশেষ; ধুতরা গাছ ও তার ফুল। 'সার ধুতরা জাং ধুতরা ঘোটা/উকন-সাধন সব চুলাতে।' লালন, ১৮৯০; 'সাত সতীসের সাপা চুলা জাতির পাতা ধুতরো ফুল।'

দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ধুতি [স ধূতি] বি ঘুঘ। 'বিনি উষ্মারে যায় ধুতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধুতি-ধূতি [স ধূতি] বি পুরুষের পরায় লম্বা বস্ত্রবিশেষ। 'গঙ্গাজলে করি স্নান তরু ধুতি পরিধান প্রভাতে চলিলা নীলাধর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'জামা জুতো ধূতি আর চাদর।' অন্নস, ১৯৪৩।

ধুতিচাদর [ধুতি+কা চাদর] বি পুরুষদের নিয়াম ও উর্ধ্বদেশের সেলাইনিবন্ধ বস্ত্র। 'শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পাশি কোট।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধুতিচাদরপরিহিত [ধুতি+কা চাদর+স পরিহিত] বিপ সনাতন বেশধারী। 'ভাসের পট্টাচালিত, মাড়ুলালিত, অজলাশ্রিত এবং ধুতিচাদরপরিহিত বাতাসে হেলেন্দুলে চলা।' হাই, ১৯৫৪।

ধুতি-পর্য বিপ ধুতি পরিধান করছে এমন। 'জবির পাড়ওয়ালা ধুতি-পর্য ছেলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধুতুরা [স ধুতরা] ১ বি বিষাক্ত ফলবিশেষ। 'ধুতুরায় পাগল দিগম্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ধুতরা ফুল। 'গেছে উড়ে জটাঐত ধুতুরার খিমড়ি দল।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ধুতর [স ধুতরা] বি ধুতরা। 'সুবর্ণ নিরস পুষ্প কনক ধুতর।' আলাওল, ১৬০০।

ধুতরাগাছ বি একপ্রকার ঔষধি গাছবিশেষ। 'ভাণ্ড্যে ধুতরা গাছ কাহিনীসাহকে সমালোচনা করিয়া বলে না ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধুতর [স ধুতরা] বি ধুতরা গাছ। 'ধুতর মধুর শিখুবারে।' বড়, ১৪০০।

ধুতোর [ধন্যা] বি বিরক্ত প্রকাশক উক্তি। 'ধুতোর তোর বড়ো পোটাপিস।' শিবরাম, ১৯৭০।

ধুঘ [ধন্যা] ১ বি নির্জনতা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি স্ন্যাতা। 'সেই ধুঘটার দিকে চোখ রেখে দীর্ঘকাল হাড়ে নিবুতন।' কায়সার, ১৯৬২।

ধুঘ মাঠ বি কাঁকা মাঠ। 'এই এক গাঁও, ওই এক গাঁওঘো ধু ঘু মাঠ।' জসীম, ১৯২৯।

ধুঘুলে বি ধুন্দুল। 'ধুঘুলে লতার মত।' জীবন, ১৯৩২।

ধুনরী বি তুলা ধোনা যার পেশা। 'আমার বুকের বরক ধুনরীর মত তুলো-পেঁজা করে সের।' মুজতবা, ১৯৬০।

ধুনা [স ধুনকা] বি গম্ভীরব্যবিশেষ। 'রস গীণ জ্বালাএ কেহ ধুশ ধুনা আর।' রামাই, ১৭১০।

ধুনটি [স ধুনকা] বি ধুনা জ্বালানোর পাত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধুনচুর [স ধুনচুর] বিপ ধুনচুর। 'দখি দুগ্ধ ধুপ ধুপ ধুনচুর দত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ধুনুটি [স ধুনা+তু টি] বি ধুনা জ্বালানোর আধার বা পাত্র। 'সোনার ধুনুটি থেকে কুণ্ডলী পাکیয়ে উঠছে ধোয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ধুনো [স ধুনকা] বি ধুপ। 'ওমা একে মসার কৌশ-কুশনি ধুনোর পথ তার।' গুণ, ১৮৫৮।

ধুনা [স ধুনা] ক্রি তুলা পরিষ্কার করা। 'যেমন ধুনিয়া তুলা ধুনকরোতে ফাড়ে।' গদীব, ১৭৬২; 'উঠালে বলে টুং টুং আগুয়াজে পুরানো সেগর তুলো ধুয়ে ধুনরি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ধুনানি ক্রি তুলা পরিষ্কার করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ধুনানি বি তুলা পরিষ্কার করার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুনিত

মুনিত বিপ খোনা হয়েছে এমন। 'মুনিত কার্পাসস্থায়'। রঙ্গ, ১৮৫৮।
 মুন্নি বি তুলা খুনে লেপ ইত্যাদি তৈরি করে যে। ওর্গ, ১৭৮৫;
 'লেপের তুলো খুন্নে মুন্নি'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।
 মুনেদা বি তুলা পোনার কান্না করে যে। ওর্গ, ১৭৮৫।
 মুনি [স মুনি] বি অগ্নিকুণ্ড। 'আজ্ঞার পা বিদ্যাবার মুনি জ্বালাইয়া
 গিছেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।
 মুনী [স কনি] বি কনি। 'না তবিতা এ বানীর মুনী।' বসু, ১৪৫০।
 মুশুতিবাদ্য [স মুশুতিবাদ্য] বি মুশুতির বাজনা। 'গগনে মুশুতিবাদ্য
 ইন্দ্রে ব্যাজাইল।' কবীন্দ্র, ১৮৮৭।
 মুশুল [স লতাকাঠীর গাছ ও তার শিক্তের মতো সবজিবিবিশেষ]। 'মুশুল
 বীজের খোঁজ করে খালে খালে।' জীবন, ১৯০২।
 মুহুকাকার [স মুহাচ্ছকার] বিদ অচ্ছকার। 'সরগ মরত নহি ছিল পতি
 মুহুকাকার।' রায়হী, ১৭৯০।
 মুহুমার বি মহাকালাহল। 'মুহুমার বাখিরে গিরে এসেছি।' রবীন্দ্র,
 ১৮৪৪; 'সেলে সেল মুহুমার'। মুক্তভাষা, ১৯৩০।
 মুহুলা বি ধোয়া ও ফুলার মিশ্রণে কাপসা অবস্থা। 'যখন আকাশ
 নির্দেহ, যখন মুহুলায় সম্পর্কহীন নাই।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।
 মুশ [স মুশ] বি সুশক্তি দ্রব্যবিবিশেষ। 'সকল প্রাণী নব ধাতু মুশ খুনা।'
 রূপরাম, ১৭৫০।
 মুশাখার [স মুশাখার] বি মুশানি। 'পাইন গাভার গন্ধ মিশে গিয়েছে
 যমীন্দরের হাতের মুশাখারের গন্ধের সঙ্গে।' মুক্তভাষা, ১৯০২।
 মুশাখারী, মুশাখারী [সি মুশ-স খার] বি শব্দ মরুভূমির বর্ণের বা রঙের
 'এক দিন আমার মুশাখারী চেলির খোঁজ পরে হাজার মোড়ে দাঁড়িয়ে
 হেঁচকায়, ১৮৬১।
 মুশাডি বি চিরজীবী নারী। বিদ্যা, ১৮৯১।
 মুশখাপ [কন্যা] ১। কী ভারী বস্ত্র পতনের শব্দ। 'হৃদমুদ মুশখাপ - ওকি
 চলি তাই রে।' সুকুমার, ১৯১৮। ২। বি ছান প্রকৃতির উপর ভারী
 পদশব্দ। 'শব্দ হচ্ছে মুশখাপ, বুটখাট'। কায়সার, ১৯৬৫। ৩। বি
 টেকিতে পাড় দেওয়ার শব্দ। 'তিনি টেকিতে পাড় পড়ার মুশখাপ শব্দ
 শুনেছেন।' হাসান, ১৯৬৫।
 মুশী বি ধোপা; কাপড় ধোয়া বার পেশা। 'তাহার মুশী, নাপিত ও মোস্তা
 বক করা হইবে।' এসলাম, ১৯১৯।
 মুশুসাপাশুস [কন্যা] বি ভারী কোনো কিছু পতনের শব্দ। 'এলোপাতাড়ি
 হাতের বাড়ি মুশুসাপাশুস কত।' সুকুমার, ১৯১৮।
 মুশ [কন্যা] ১। বি আভরণ। 'বিক্রম লঙ্কর সঙ্গে অস্ত্রিশয় জুম আসিয়া
 ক্রমেপাশের করিলেন মুশ।' ভারত, ১৭৬০। ২। বি তুমুল। ভবানী,
 ১৮২৩। ৩। বি সূতি। 'আজ রাতে মুশ হবে ভারী।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।
 ৪। বি তোড়জোড়। 'বর্তমানে মন্ত্রান্তর স্থানের মুশ গড়িয়া গিয়াছে।'।
 মুগাজিন, ১৯০২।
 মুশ করা ক্রি খাটা করা। 'তার খাটা তাহার চেয়ে কি বেশি মুশ করিয়া
 মরিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।
 মুশখাণ্ডর [কন্যা] বি তুমুল। 'শ্যাকালে এসে একটা 'মুশখাণ্ডর'
 কাও বাঁধিয়ে দেবে।' নজরুল, ১৯৩০।
 মুশখাডকা [সি] ভীকরমকর্পণ। 'বাইরে যত মুশখাডকা আওয়াজ
 চেতনার দাশ দিতে অক্ষম।' পত্রকল, ১৯৭২।
 মুশখাম [কন্যা] ১। বি গোলমাল। 'মানেএল, ১৭৪৩। ২। বি

মহাসমারোহ। 'তামাম কুফর চলে করে মুশখাম।' গরীব, ১৭৬৫। ৩।
 বি ভীতসমুদ্র। 'মুখা ও মুকতী উভয়কেই ধমকাইয়া মুশখাম
 করিলেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৪। বি জীকরমকর্পণ। 'সে কখা শইয়া হঠাৎ
 মুশখাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল?' রবীন্দ্র,
 ১৮৯৭। ৫। বি উলব। 'মুখ একটা মুশখামের আরোহণ হইতেছে।'।
 ইমদাদুল, ১৯২০। ৬। ক্রিবিধি জোরে জোরে। 'দরজা খোলেন মুশ-
 খাম শব্দ করে।' ইমদাদুল, ১৯৭২।
 মুশখাম করা ক্রি ভীতসমুদ্র করা। 'উভয়কেই ধমকাইয়া মুশখাম
 করিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।
 মুশমুখী [কন্যা] বি চাকের আওয়াজ। 'বিজ্ঞে মুশমুখী বায়্য বাজিতে
 লাগিল।' বাহরাম, ১৬৫০।
 মুশ [স মুশ] বি বাস্প; ধোয়া। ওর্গ, ১৭৮৫।
 মুশিরে শুভা ক্রি ধোয়া ছড়িয়ে পড়া। 'স্বলে ওঠেন কেনক্রমেই,
 মুশিরে উঠেছে।' হাসান, ১৯৬৯।
 মুশমুখী [সি] বি শুলকার। বিদ্যা, ১৮৯১।
 মুশি [সি মুশা] বি শুলকা। বিদ্যা, ১৮৯১।
 মুশো [সি মুশা] বি শুলকা। 'মুশো।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'অত বড়
 মুশো মেয়ে।' পত্র, ১৯১৬।
 মুশসুনি, মুশসুনী [কন্যা] বি কিল; সূচ্যাত। 'জোর মুশসুনি দিয়ে
 সূচ্যুতী দিয়ে ছাড়তাম।' নজরুল, ১৯২২; 'চোলাকারে মুশসুনী।'।
 নজরুল, ১৯২৭।
 মুশো [সি মুশা] বি ধোয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।
 মুশামুশ [কন্যা] ১। ক্রিবিধি স্রুতভার সঙ্গে। 'মুশামুশ গোট দুজার দিলে
 মুশ কিল ও মুশি।' নজরুল, ১৯২৬। ২। ক্রিবিধি কমাগত; একের পর
 এক। 'হেলোটা চেঁচায় যদি পিঠে কিল সেবে মুশামুশ।' রবীন্দ্র,
 ১৯৩৮।
 মুশ [স মুশ] বি ধোয়া। মুশোচোন [স মুশোচোন] বি মুশব্দ চক্ক।
 'রক্তবীজ যোমাসুর সমরে করিল চূর হুৎকারে মুশোচোন।' রূপরাম,
 ১৭৫০।
 মুশাকার [স মুশাকার] বি ধোয়ার আচ্ছন্ন। 'সকল জগৎ যেন দেখী
 মুশাকার।' আলগোল, ১৬৮০।
 মুশা [সি প্রবা] ১। বি গানের যে অংশ বারে বারে গওয়া হয়। 'এই মুশা
 উচ্চারণের গায় দামোদর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মুশা।' আলগোল,
 ১৬৮০। ২। বি ধ্বজ; ছুতা। 'গুহ নবাতয়ের নৃতন মুশা বরিয়া জেল
 করিয়া বসিয়া ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩। বি সূচি; প্রচলিত কথা।
 'মুরোশে সৌন্দর্যের সৌন্দর্যপূর্ণা বিদ্যা একটা শাস্ত্রাচারিক মুশা
 আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪। বি দ্রোণ। 'আমাদের বিপক্ষপন সেই
 অন্যর মুশা সুলিয়া আমাদের দাবিকে দুর্বল করিবার চেষ্টার আদ্য।'
 রবীন্দ্র, ১৯০৮।
 মুশো [সি প্রবা] ১। বি অবদার। 'মুশোটা সেই এক।' কবিত্ব, ১৮৮৪।
 ২। বি মুশা; সংগীতে বার বার করা হয় যে উক্তি। 'জীবনে
 মিলনসংগীতের মুশোই হচ্ছে এইখানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩। বি
 দোহা। 'ধর্মের মুশো দেশের মুশো দুটিকেই পুরোদেশে ...।' রবীন্দ্র,
 ১৯১৬। ৪। বি বেশি। 'একমেয়ে আলসের মতো - মুশো সেই,
 ভাল সেই, সম সেই। অর্থাৎ ওর মধ্য বিস্তার আছে কিন্তু এক সেই।'।
 রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫। বি কৈকিভাষ। 'ভার একমুখ মুশো, 'সময় সেই
 - সময় সেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৬। বি ধ্বজ। 'সুবিধাবাদের ত্রুণ্য

বাচাল দত্তে ঢেকে, নাতিদূরে করা সুয়েজের খুয়ে খরে।' স্বীয়ন্ত, ১৯৩৩।

খুয়ে ধরা কি বায়না ধরা। 'তল কাগো হবে বিয়ে, ধরল খুয়ে অমনি গিয়ে 'ও যা, আমি বিয়ে করব।' বিচ্ছেদ, ১৮৯৩।

খুয়ে^১ [স খুয়া] বি খোয়া। মালোএল, ১৭৪৩; 'আচপিতে তাহা হইতে উঠিয়াছে খুয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

খুয়ে-মুছে প্র খোয়া

খুে [স] বি কানের দুল। মালোএল, ১৭৪৩।

খুয়দর [স] বিপ দক। 'সে খুয়দর প্রশস্ত ললাট।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'জনক যে আর্থসভ্যতার একজন খুয়দর ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খুরবাখ [স খুর<] বি চতুর। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুরবাখি [স খুর+কা বাখি] বি চতুরতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

খুর্ড, খুর্ড [স খুর্ড] বিপ চতুর। 'খুর্ড ভাণিয়েন সে কর্ম করাতে বিকত।' দর্পণ, ১৮২০।

খুর্দস [স খুর্দ] বি সুবাহি, খোয়া ইত্যাদি পিটিয়ে মজবুত করার সম্ভবত মূল। 'প্রশস্ত করে দাও পিঠ/খুর্দস-পোটা করিয়া।' নজরুল, ১৯৩১।

খুর্দস-পোটা [স খুর্দস-পোটা] বিপ দুহুমায় দিয়ে পিটিয়ে মজবুত। 'আরও প্রশস্ত করে দাও পিঠ/খুর্দস-পোটা করিয়া।' নজরুল, ১৯৩১।

খুলা [স খুলি] বি খুলা। 'আঁল চার হুমায় খুল, দখিন হাত।' নজরুল, ১৯২৩।

খুলট বি গরুর গাড়িতে পণ্য প্রেরণ বাবদ কর। 'গরুর গাড়ি করিয়া বাজারে মাল পাঠাইতে হইবে, খুলট দিতে হইবে।' সূক্ত, ১৮৭৩।

খুলনো [স খুল<] বি সোলা। মালোএল, ১৭৪৩।

খুলন্ত [স খুলন্ত] বিপ খুলন্ত। 'যে জন খুলিয়া খুলন্ত হৈবে তাহাকে উচিত উত্তম গিয়ান।' আবেদিয়ে, ১৭৪৩।

খুলা [স খুলি] বি তকনা মাটির তঁড়া। 'পাএর জেতে খুলা হাতেত কাড়িয়া।' মালোএল, ১৫০০; 'হুই দুই ভাই ভোষে খুলাএ খুসর।' মালোএল, ১৫০০; 'কিহো কাহো ন লবি খুলায় পুরিল আবি।' মালোএল, ১৫০০।

খুলা-অসুহ [স খুলি-অসুহ] বি খুলাগর অসুহ। 'সুকিয়ে তোমার অমরপুত্রী খুলা-অসুহ করে হুরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

খুলা-গুড়া [স খুলি] বিপ খুলা গুড়ায় এমন। 'খুলা-গুড়া হাওয়ার তাকে পথ যে টোলে লয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

খুলাখোলা [স খুলা+খোলা] বি খোলাখোলা। 'দিকির খুলাট রফা।' তেরলি, ১৭৭৬।

খুলামিবিড় [খুলা+মি বিড়] বিপ খুলায় আচ্ছন্ন। 'খুলামিবিড় আঁধি কদকলের জন্মে সূর্যকে পরাভূত করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

খুলা শেওড়া [স খুলা+শেওড়া] বি খুলা শেওড়া। 'খটা করিয়া পায়ের খুলা লইল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

খুলাপড়া [স খুলি] বি ময়ূরত খুলি। 'তুক করছে মাগী, খুলাপড়া দিচ্ছে চোখে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

খুলাবাগি [খুলা+বাগি] বি খুলা ও বাগি। 'গারে জোয়ার হুড়ার

খুলাবাগি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

খুলা-মাটি [খুলা+মাটি] বি খুলা ও মাটি। 'ধরিয়ে গিলে দান খুলা-মাটি।' নজরুল, ১৯২৬।

খুলায়-গড়া [স খুলায়] বি খুলায় গড়া। 'খুলায়-গড়া দেবতার/সুকিয়ে রাখিল আপন-মনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

খুলাশহর [খুলা+শা শহর] বি খুলিময় শহর। 'তবু একজন ছিল এই খুলাশহরে আরসি।' লব, ১৯৬৯।

খুলি [স খুলি] বি খুলা। 'দিন অন্ধকার কৈল খুলি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

খুলিএা [স খুলি] বি খুলিময়। 'খুলিএা কোঠার ঘরে লৈরা পেল সন্ধ্যারের।' মুহুস, ১৬০০।

খুলো [স খুলি] বি তকনা মাটির তঁড়া; ময়লা। 'ওস, ১৭৮৫।

খুলোওড়া [স খুলি] বি খুলা ওড়ে এমন। 'জনা যার খুলোওড়া আশোর শহরে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

খুলো কাঁচ [স খুলি] বি খাপসা কাঁচ। 'দাঁড়াইয়ে শতাব্দীর খুলো কাঁচ হাতে।' জীবন, ১৯৩০।

খুলোকালা [স খুলি] বি খুলো ও কাদা; ময়লা। 'খুলোকালা, মাহিময়া, এ-নকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো সাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

খুলোখুড় [স খুলি] বি খুড়ের মতো খুলায় খুলি। 'খেসে তত্ত খুলোখুড় সারামিহু।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

খুলি পড়া [স খুলি] বি ময়ূরত খুলি। 'সেবাসাস আমায় খুলোপড়া খুলোপড়া খুঁটো দিয়ে যাও।' গিরিশ, ১৮৮৭।

খুলোবাগি [স খুলি] বি মাটি তকনা ওড়া ইত্যাদি। 'তত্ত বাতাস খুলোবাগি খুড়ুটো উড়িয়ে দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

খুলোভরা [স খুলি] বি খুলায় ভরপুর। 'নিচে পুরোনা স্টেটসম্যান, খুলোভরা দিগার।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

খুলোমাখা [স খুলি] বি খুলায় আচ্ছন্ন। 'আমার খুলোমাখা গুর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

খুলোমুটো [স খুলি] বি পিঁপুড় একমুটি খুলা। 'আটের টোটা খুলোমুটোকে সোনাটো করে।' প্রব, ১৯০৫।

খুলোসাথ [স খুলি] বিপ সন্ধ্যার বিনট। 'হয়েতা বা খুলোসাথ হয়ে গেছে এত রাতে ময়ূরবাহন।' জীবন, ১৯৪৪।

খুলোহাওড়া [স খুলি+আ হাওড়া] বি খুলি বহন করে এমন বাতাস। 'ফেভের শব্দ ... প্রজাপতি, খাড়াপাথর, খুলোহাওড়া, প্রত্যেকটি অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয় এবং হৃদিকে ...।' শিব, ১৯৬৬।

খুস [খন্যা] বি বিবর্তিত প্রকাশক লব। 'খুস শালা।' কাহনো, ১৯৬২।

খুস শালা [স খুস] বি পালিশিং। 'খুস শালা আবার সেই পিঁপুটান।' সেলিয়া, ১৯৭৫।

খুসর [স খুস] বি পালিশিং। 'ছাওলের সঙ্গে খুসে খুলায় খুসরে।' মালোএল, ১৫০০।

খুসর [স] বি খুসরার পাখ ও কল। 'লবল খুসরী দনা খলবলি বাকননা প্রতাপিয়া খুসর খুসর।' মুহুস, ১৬০০।

খুট [স] খুট [খন্যা] বি দা লাট। 'খুট খুট করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে।' বরদর্শন, ১৮৭২।

খুচনী [স খুচনী] চাল খোয়া বা মাছ ধরার জন্য ছিদ্রযুক্ত বাঁশের তৈরি পাত্রবিশেষ। 'কাঁথা পাতরা হুচনী খুলা খুচনী পর্বাৎ বেটিয়া

গোবাজীয়া করিয়া পিটিয়া সর্বশব্দ '।' মৃত্যুজয়, ১৮১৩। ত্র মূলেন

ধু ধু [ধন্য] ১ বিগ্গ দুম দুম। 'ধু ধু শব্দে বাজে যত জঙ্গের নাকাড়া।' গরীব, ১৭৫০। ২ বি শুনাত প্রকাশক ভাব। 'প্রকাশ চর - ধু ধু করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বি নির্জনতা প্রকাশক ভাব। 'সেই গল্পের 'তপোবন্তের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেতো নদী' দ্বান জ্যোৎস্নায় ধু ধু করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'এ পারেতে ধু ধু মর বারি বিনা রে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি তীব্রতা প্রকাশক ভাব। 'রমণী যদি একবার বহির্বিভাগে যোগ সে, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধু ধু করিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধূনা [স ধনক] বি ধূপ। 'যে ঘরকে কোবর করে তথ্যতে ত্রী লোকেরা ধূনা জ্বালায় ...।' দর্শন, ১৮২৬।

ধূনী [স ধনক] ১ বি আওন। 'হাঁহা ... পাঁচস্থানে ধূনী অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তপস্যা করেন।' অক্ষর, ১৮৫০। ২ বি ধূনা গোড়ানোর পাত্র। 'কামনা বৃত্তি কনক-ধূনী সুমের চূড়া লজ্জিতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ধুনো [স ধনক] বি গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 'চার দিকে চাফের বান্দি, ধূনের ধোঁ, আর মসের দুর্গন্ধ।' হৃৎকল, ১৮৬১।

ধূশ [স] বি সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। 'সুগন্ধি ধূশের ধূমে আমোদিত কৈল ধামে।' হৃৎকল, ১৮০০।

ধূশকাটিওয়ালা [স ধূশ+কাটি+হি ওয়ালা] বি ধূশকাটি বিক্রেতা। 'ধূশকাটিওয়ালা সঙ্গে কিছু কিছু আলাপও চমত।' নবদেব, ১৯৫৩।

ধূশধূশী [স] বিগ্গ ধূশের গন্ধযুক্ত। 'সেয়ারের আরেটীনেতে ধূশধূশী অক্ষরে বন্দী জগন্নাথ।' মানিক, ১৯৩৫।

ধূশদান [স ধূশ+কা দান] বি ধূশ জ্বালানোর পাত্রবিশেষ। 'পুশপাত্র ও ধূশদান হতে সুন্দর।' মাইকেল, ১৮৭৪।

ধূশদানি [স ধূশ+দানি] বি ধূশ গোড়ানোর পাত্র। 'সাতজের ধূশদানি - মেঘ-বাসু-ধূমে-ধূমে ভরা অখর।' নবদেব, ১৯২৪।

ধূশ-দীপ [স] বি ধূশ দীপ ইত্যাদি পূজার সামগ্রী। 'বিধি-নিষেধের আড়ালে ধূশ-দীপের ঘনঘোরে বাপের মধ্যে শোণন থাকিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ধূশধূনা [স ধূশ+স ধূনক] বি সুগন্ধি ধোঁয়া তৈরি করার জন্যে ধূশের নির্বাণ। 'বৈদে যত গন্ধবান্য গন্ধ মেতে ধূশধূনা।' হৃৎকল, ১৮০০।

ধূশধূনো [স ধূশ+স ধূনক] বি সুগন্ধি ধোঁয়া তৈরি করার জন্যে ধূশের নির্বাণ। 'ঘটা নেড়ে ধূশ-ধূনো জ্বালিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'মাঝে মাঝে ধূশধূনো জ্বালিয়ে শীতকটা বারাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ধূশধূম [স] বি ধূশের ধোঁয়া। 'কনকমণি-পাত্রপুটে/ সুরতি ধূশধূম উঠে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধূশবাতি [স ধূশ+স বর্তিকা] বি ধূশকাটি; আগরবাতি। 'জ্বালাবে ধূশবাতি, পাশের ঘরে জ্বালোকের বাজবে সানাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধূশবাসিত [স] বিগ্গ ধূশের গন্ধে মোহিত। 'ভীর কবিতা আদ্যোপান্ত ধূশবাসিত।' প্রমথ, ১৯২০।

ধূশধূলাকা [স] বি আগরবাতি। 'কতকগুলি ধূশধূলাকা জ্বালিয়া দিয়া বলিলেন।' তারা, ১৯৪০।

ধূশধূলাস [স] বি ধূশের সুগন্ধ। 'অন্তরলোক তত হল পরিচ সেই ধূশধূলাসে।' নবদেব, ১৯৫৫।

ধূশাধার [স ধূশ+আধার] বি ধূশ গোড়ানোর পাত্র। 'তারি দুইধারে

ধূশাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধূম [স] ১ বি ধোঁয়া। 'বট ধর জালা ধূম গ নিশই।' চর্য্য ৪৭, ১২০০। ২ বি তামাক জাতীয় দ্রব্যাদির ধোঁয়া। 'সত্যমধ্যে সভাপনেরা না বার বিক্রম করিতেই সম্মত হইবেন না ধূমাদি পানই পারক হইবার শক্তি থাকিবেক।' কৌমুদী, ১৮৩০।

ধূমকুন্ড [স] বি পাকানো ধোঁয়া। 'তড়তড়ির ধূমকুন্ডলের সঙ্গে ... চিত্তকে কুণ্ডলিত করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধূমকেতু [স] ১ বি সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ানো লেজওয়ালা জ্যোতিষ্ক। 'দিবসেতে ধূমকেতু করয়ে প্রকাশ।' হালধেড, ১৭৭৫। ২ বি জ্যোতির্বিদ্যা। 'আর চলে আর রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ধূমকেতু-জ্বালা [স] বি তীব্র আওন। 'নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা উঠুক সরোষে।' নবদেব, ১৯২২।

ধূমকেতু-কাঁটা [স ধূমকেতু+কাঁটা] বি কাঁটা আকৃতির ধূমকেতু। 'এসো ধূমকেতু-কাঁটা হাতে ধূমাবতী।' নবদেব, ১৯৩০।

ধূমকেন্দ্র [স ধূমকেতু] বি জ্যোতির্বিদ্যাবিশেষ। সেবধি, ১৮৩৯।

ধূমধূপি [স] বি ধোঁয়া ও ধূনা। 'ধূমধূপি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল।' বিজুতি, ১৯৩১।

ধূমনালী [স] বি ধোঁয়া নির্গত হওয়ার চ্যোড়বিশেষ। 'ধূমনালী অর্থাৎ ধোঁয়ার চ্যোড় হইতে যে সমস্ত প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার উৎক্ষিত হয়।' অক্ষর, ১৮৫৫।

ধূমজ্ঞ [স] বিগ্গ ধোঁয়াজ্ঞ। 'পালাবে বহু শিহনে তোমার ধূমজ্ঞ ঝড়।' সূর্যকল, ১৯৪৮।

ধূমশান [স] বি ধোঁয়া সেবন। 'এক তপসী, অধঃশিরা ও বৃক্ক লক্ষ্যমান হইয়া, ধূমশান করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধূমশানরত [স] বিগ্গ ধূমশান করছে এমন। 'ধূমশানরত বৃক্ক।' বিজুতি, ১৯৩১।

ধূমশানশালা [স] বি ধূমশান করার ঘর। 'ধূমশানশালায় বলে তাস পিঠোচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধূমশারী [স] বিগ্গ ধূমশানকারী। 'মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া, ধূমশারী তপসীর আসো অর্পিত করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ধূমশূজ [স] বি ধোঁয়াশালি। 'অগ্নিশিখার ঘন ধূমশূজ।' মাইকেল, ১৮৬০।

ধূমময় [স] ১ বিগ্গ ধোঁয়াটে। 'ধূমময় চিত্রবৎ, এ কালের শেষ যাহা হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৮। ২ বিগ্গ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। 'মেঘাচ্ছন্ন ও ধূমময় সূর্য্যকে অধিকাংশ দিন দেখাই যায় না।' কুজতাবিনী, ১৮৮৫।

ধূমরাশি [স] বি ধোঁয়াশালি। 'প্রথমে ধূমরাশি বেটন করিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

ধূমল [স] ১ বি ধূমধূনার ধোঁয়া। 'দক্ষিণ দুরারে পিত দক্ষিণা ধূমল।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি বেতনি বর্ষ। 'মিশ্র বর্ষের মধ্যে বহিঃ, পাল্ল, ধূমল এই তিনটি প্রধান।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বিগ্গ ধূশ। 'হিমের ঘন ঘোমটাবানি ধূমল রঙে আঁকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৪ বিগ্গ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হওয়ার মতো অস্পষ্ট। 'চোখে তার রক্ত নেই, তার মুখ ধূশ ধূশ ধূশ।' মাইকেল, ১৮৬৩।

ধূমলকায় [স] বিগ্গ ধোঁয়াজ্ঞ। 'অতিপুষ্টির অতিসাররোগে কণ্ঠীন,

শব্দগত্যা শোভাতুর, সব ধুমলতায়।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

ধুমশা [শা] কিং ক্রী ধোয়াজ্ঞান। 'রূপাঙ্গী সূর্য উঠে ধুমলা নদীরকে বলে, 'ওত খর্ষি'।' অন্ননা, ১৯২৯।

ধুমলেশা [শা] বি ধোয়ার কুলী। 'তরুণেরা গ্রাম হতে উঠে ধুমলেশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধুমলেশবীন [শা] কিং শব্দ; ধোয়াঙ্গী। 'ধুমলেশবীন জ্যোতির্দিবার মতো বোধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ধুমশিখা [শা] বি ধোয়ার শিখা। 'প্রকলিত হইল অগ্নি ধুমশিখা নাই।' বিষ্ণু, ১৯৫০।

ধুমসেবন [স] বি ধূমশান। 'দাদা অলসভাবে ধুমসেবন করছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধুমসেবনকক [স] বি ধূমশানে অস্বে স্নেহকিত কক। 'ধুমসেবিশণ, হয় ধুমসেবনককে নয় ডেকের পচাড়াগে সমবেত হয়ে পরিতুষ্ট মনে ধূমশান করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ধুমসেবী [স, সমাসে শব্দসময়ে ই-কারের বলসে ই-কার] বি ধূমশান করে যে। 'ধুমসেবিশণ, হয় ধূম-সেবনককে নয় ডেকের পচাড়াগে সমবেত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধুমজ্ঞ [স] বি ধোয়ায়ুজ্ঞ জ্ঞ। 'এই বা কোন যুদ্ধক্ষেত্রের ধুমজ্ঞদের মতো।' হাসান, ১৯৬৭।

ধুম্যকীর্ণ [স ধূম-আকীর্ণ] কিং সন্কেতপূর্ণ। 'এদেশের উত্তরকালীন অবস্থা শর পর কেবল ধুম্যকীর্ণ দেখিতেছি।' অক্ষর, ১৮৫৫।

ধুম্যকিত [স ধূম-অকিত] ১ কিং অশ্মিত; অনিশীত। 'আসুরিক সে মহাশয়ান ধুম্যকিত ব্যর্থতার হয়ে থাকে যদি অবশান।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ কিং ধোয়ায়ম। 'জ্বালি ধুম্যকিত শীপ নিশাকর উষ্মজ্ঞ মতো।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধুম্যজ্ঞান [স ধূম-আজ্ঞান] কিং ধোয়ায় আজ্ঞান। 'চণ্ডীমন্তণ ধুম্যজ্ঞান হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ধুমাদি পান [স ধূম-আদি-পান] বি ধোয়া ইত্যাদি পান। 'সন্ত্যগণেরা না ব্যস্ত বিদ্রপ করিতেই সন্ধ্যা হইবেন না ধুমাদি পানেই পারক হইবার ভক্তি থাকিবেক।' কৌমুদী, ১৮৩০।

ধুমাবতী [স] বি (হিমদুপুরাণ) দশ মহাবিদ্যার অন্যতম। 'ধুমাবতী হয়ে সতী দিশা দরশন।' ভাষ্য, ১৭৬০।

ধুমাবাহ [স ধূম-বাহ] বি শিখা। 'মিকে মিকে ধুমাবাহ যায় তব ছুটি।' জীবন, ১৯২৭।

ধুমাবৃত্ত [স] কিং ধোয়াজ্ঞান। 'কতু ধূম ধুমাবৃত্ত, সুন্দর কতু বা সুবর্ণে নির্মিত বেন।' মাইকেল, ১৮৬১।

ধুমায়মান [স] ১ কিং ধোয়া উঠছে এমন। 'আয়েজগিরির মতো ধুমায়মান চোখ-সুখ।' নন্দরস, ১৯৩১। ২ কিং ধোয়ায়ুজ্ঞ। 'এক কাণ ধুমায়মান চা হাতে।' ভাষ্য, ১৯৪২।

ধুমায়িত [স] ১ কিং বর্ষিত। 'ভিতরে একটি বিষম বিদ্রপ ধুমায়িত হইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ কিং ধোয়ায় পরিশূর্ণ। 'ধুমকেতুর ধূম আরও ধুমায়িত হয়ে উঠুক।' নন্দরস, ১৯২৬। ৩ কিং ঘনীভূত। 'যে ইরেজ-বিষম মনে মনে ধুমায়িত ছিল।' অতিথ্য, ১৯৫০।

ধুমার্ত [স] কিং ধোয়ায়ম। 'মদ্যাসে ধুমার্ত আলোকে।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

ধুমিত [স] কিং ধুমায়িত। 'চিরকাল ধুমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্তকাল

জ্বলিত হওয়াও শতভয়ে শ্রেষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'যে উদ্ভীত রেনেসাঁসের সঙ্গে সাম্প্রতিক ধুমিত সৈরাশোর বিসদৃশতা এত ব্যাক ...।' শিব, ১৯৫৬।

ধুমোদগম [স] বি ধোয়া নির্গমন। 'সে কত অগ্নির ধুমোদগম মার।' হরহাস, ১৮৮১।

ধুমোদগার [স] বি ধোয়া ছাড়া। 'ইলগে হইতে বুক ফুলাইয়া ধুমোদগার করিয়া রণতরী ছাড়িয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'ধুমোদগার করিতে করিতে ...।' শব্দ, ১৯১৭।

ধুমোদগারী [স] কিং ধোয়া বের হয় এমন। 'কল-কারখানার ধুমোদগারী বৃহৎজালিত উর্ধ্বমুখ ইটকণ্ডে সেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধুমোদগিরণ [স] কিং ধোয়া নির্গমন। 'আতন নাই ধুমোদগিরণ করিতেছে।' সাধারণ, ১৮৭০।

ধুমোপকরণ [স ধূম-উপকরণ] বি ধূমশান করার প্রয়োজনীয় উপকরণ। 'বিধিমেত ধুমোপকরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ধূম [কন্যা] বি আড়ম্বর; ঘটা। 'একসঙ্গে সেইধূম গড়িলেন।' তরানী, ১৮২৫।

ধূমধাড়া [কন্যা] বি মহাসমারোহ। 'লাগাও তবে - ধূমধাড়া।' কাব্য। কাব্যবাং। সুব্রহ্মণ্য, ১৯২০।

ধূম-ধাত্ত [কন্যা] কিং জীকজমকপূর্ণ। 'সে এক ধূম-ধাত্তর ব্যাঘ্র।' ব্রজরস, ১৯২৭।

ধূমধূমি [কন্যা] বি বাসাবস্ত্র। 'সর্বোত্তম ধূমধূমি বাজে নাচে সিংগিয়ারী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ধূমধাম [কন্যা] বি ধূম ঘটা; আড়ম্বর। 'এইরূপ ধূমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।' গুণ, ১৮৫৮।

ধূমা [স ধূম] বি ধোয়া। 'কার গোলাসে কে দেয় ধূম সব দেখি তা-মা-না।' লালন, ১৮৯০।

ধুমিত ধূম

ধুমোদগম ধূম

ধুমোদগার ধূম

ধুমোদগিরণ ধূম

ধূমোপকরণ ধূম

ধূম্যলোচন [স ধূম্যলোচন] বি (হিঙ্গু পুরাণ) ধূম্যলোচন; রাক্ষসবিশেষ। 'সৌম্যই একটা ... বিকটাকার ধূম্যলোচন হয়ে।' হুতোম, ১৮৬১।

ধূম [স] বি ধোয়া। 'সন্ধ্যাকালে মাথা পরে ধূম দরশন।' সুলতান, ১৭০০। 'ধূমকার [স] কিং ধোয়াজ্ঞান। 'গোষ্ঠে জ্বলিতে লড়ি লৈল ধূমকার।' সুলতান, ১৭০০।

ধূমকেতু [স] বি ধূমকেতু; ধূম্যাকার সপুঙ্খ জ্যোতির্বিষয়। 'ধরিব ধূমকেতুর গুহা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধূম-চুড় [স] বি ধোয়ার চুড়া। 'সূর্যের তেজ দহে মেঘ-গলুড় ধূম-চুড়।' নন্দরস, ১৯২৫।

ধূমশান [স] বি ধূমশান। 'ধূমশান আবাসন যে জন না পান।' গুণ, ১৮৫৮।

ধূমপুঙ্খ [স] কিং শিখ্রে লেজের মতো ধোয়া আছে এমন। 'যন্ত্রনিত ধূমপুঙ্খ এই যতকল-শকট।' সুলতান, ১৯৪৯।

ধুম্রবরন [সি ধুম্রবর্ষ] বি ধুম্রর বর্ষ। 'ধুম্রবরন, যেন দেহ তার শুভ শশানমুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধুম্রবর্ণা [সি] বি ধোয়ার রঙের। 'ধুম্রবর্ণা, স্নিগ্ধনেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাযাব করিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

ধুম্রবালি [সি] বি ধোয়ার মতো রংবিশিষ্ট বালি। 'তাম্রঅঙ্গে শঙ্করূপ ধুম্রবালি মাখি।' জীবন, ১৯৩০।

ধুম্রময় [সি] বি ধোয়ার রূপ। 'ধুম্রময় লগনের বৃক্ষতলি সচরাচর নয়নের অশ্রীতরুর হইলো ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ধুম্রমলিন [সি] বি ধোয়ার মলিন হয়ে আছে এমন। 'ভালিক আমার অতন্ত ধুম্রমলিন অগ্নিশোভা।' নজরুল, ১৯৩৭।

ধুম্র মার্শ [সি] বি কয়নার জগৎ। 'চিৎসটাহ দিয়া তইয়া ধুম্র মার্শে বিচরণ করিতেছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

ধুম্রলোচন [সি] বি ধোয়াটে চোখবিশিষ্ট যে। 'আমার ভাগ্যে হব আমি দ্বিতীয় এক ধুম্রলোচন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ধুম্রশিখ [সি] বি ধুম্রশিখায়ুক্ত। 'আজ্ঞো-ধুম্রায়িত আয়েগিরি ধুম্রশিখ।' নজরুল, ১৯২৪।

ধুম্রাক [সি] ধুম্র-অকি। বি ধুম্রবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট; ধোয়াটে চোখযুক্ত। 'ধুম্রাক; সমর-স্কন্ধে ধুম্রকেতু-সম অগ্নিরাশি।' মাইকেল, ১৮৬১।

ধুম্রান্তর [সি] ধুম্র-অন্তরা বি ধোয়ার আড়াল। 'ধুম্রান্তরে অর্কতারা কিবিত্র একট।' আলোড়ন, ১৬৮০।

ধুম্রাবরণ [সি] ধুম্র-আবরণ। বি ধোয়াসা। 'ধুম্রাবরণ সৃষ্টি করিয়া মণ্ডলা ভাসানীকে ...।' আলোড়ন, ১৯৫৭।

ধূয়া [সি] ধূম্বা বি কবিরানের অংশ হিসেবে পরিবেশিত শোকগানবিশেষ। 'কবিরানের ধূয়া।' জসীম, ১৯৩৩। ৪ ধূয়া

ধূম্রায়িত [সি] ধূম্রায়িতা বি ধোয়াপু। 'কিছু দূরে ধূম্রায়িত চুটী আসনের চোখে পড়বে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ধূর্জটি, ধূর্জটি [সি] ১ বি হিন্দুসেবতা শিব। 'টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জটি/বিবদনী পাশপত হাডেন হৃদ্বারে।' মাইকেল, ১৮৬০; 'শয়ে ধূর্জটির জটা চক্ষুরোরোঙ্কল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি জটাঝাল। 'মম ধূর্জটি-পিখ করাল পুছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ধূর্জটিশির [সি] বি শিবের মস্তক। 'ধূর্জটিশিরে ভাগীরথী।' নজরুল, ১৯৩০।

ধূর্ত, ধূর্ত [সি] বি চতুর। 'ধূর্ত কাহাঈ না বুঝে সে মতিমোষে।' বড়, ১৪৫০; 'ধূর্ত শূণাল কুটুকে সযোথিয়া কহিল, ভাই! তুমি কি সং পক্ষী ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ধূর্তভূড়ামণি [সি] বি প্রবন্ধকদের প্রধান। 'ধনদাস বয়ং ধূর্তভূড়ামণি ...।' মাইকেল, ১৮৬১।

ধূর্তজাতীয়, ধূর্তজাতীয় [সি] বিগ সচতুর। 'ধূর্তজাতীয় কামিনী ধূর্ততা করিয়া কহিল।' ভবানী, ১৮২৮।

ধূর্ততা, ধূর্ততা [সি] বি চালাকি; শঠতা। 'তাহারা চিরকাল ধূর্ততা করিয়া কাল যাপন করিতেন।' দর্পণ, ১৮২০; 'কুটু, শূণালের ধূর্ততা সুকিতে পারিয়া, তাহাকে ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ধূর্তপনা [সি] ধূর্তপ্রবণ। বি চালাকি। 'আমি তোমার ধূর্তপনা এত দিনে বিলম্বন করে টের পেয়েছি।' মাইকেল, ১৮৬১।

ধূর্তা, ধূর্তা [সি] বিগ ঐ ধূর্ত। 'হিনি সহজেই ধূর্তা জাতির কামিনী।'

ভবানী, ১৮২৮।

ধূর্তামি [সি] ধূর্ত-১ বি কারসাজি; কৌশল। 'অসীম ধূর্তামি বিধাতার।' হোসেন, ১৯৪০। ২ বি শঠতা। 'চতুর বক্তৃতাবলী, প্রচারণা, সংঘের ধূর্তামি ছাড়া কত পাত্তা ভাৱ।' শমসূর, ১৯৬৬।

ধূল [সি] ধূলি বি ধূসা। 'ধূল যেমন জ্বুতো দিয়ে মড়াগেও মাথার ওঠে।' হুতোম, ১৮৬১।

ধূলট মেঘ [সি] ধূলি-+স মেঘ। বি ধূসার মতো আসমান মেঘ। 'ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে মাঘো।' জসীম, ১৯২৯।

ধূলা [সি] ধূলি বি ঢকনা মাটি বা যেকোনো জিনিসের গুড়া। 'সর্ব আসে ধূলা চারি অকুলী প্রমাণ।' কৃষ্ণা, ১৫৮০; 'ধূসার ধূসর কলবের।' মুনুল, ১৬০০।

ধূলাবেলা বি ধূলা নিয়ে বেলা। 'ইউহুকে কুলাব মোরা ধূলাবেলা দিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

ধূলি, ধূলী [সি] ১ বি ধূসা। 'কেতকী কুসুম যেন ধূলীই সাজ।' বড়, ১৪৫০; 'বনে বনে কননধূলি ভনু ভরঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি বাধা। 'সলোর যেন তাহাতে না দেয় ধূলি।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বিগ বিনষ্ট। 'লিখা তোমার ধরায় হয়েছে ধূলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বিগ তুচ্ছ। 'ধূলিতলে যোক ধূলি, বিধা যাক মরি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৫ বি ক্ষণস্থায়ী জগৎ। 'কষ্টকল্পিত প'রে, বিনা ধনুর্বেদে হলে দুঃস্থ ধূলির সমুদ্র।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ধূলি-অঙ্ক [সি] বিগ ধূলিতে অঙ্ককার হয়ে আছে এমন। 'হল্পশের ধূলি-অঙ্ক আকাশ-লগ্নাতে তিলক-রেখা।' নজরুল, ১৯৩৭।

ধূলি-অবতর্জন [সি] বি ধূসার ঘোমটা; ধূসার আবরণ। 'শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবতর্জন খোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ধূলি-আঁচল [সি] ধূলি-অঞ্চল। বি ধূসারূপ আঁচল। 'বাসরথের নিবাসে নীপ, হুতালে ফুলহার, ধূলি-আঁচল দুলিয়ে ধরা করিল হাযাকার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধূলি-আবরণ [সি] বি ধূসার আচ্ছাদন। 'দিয়ে সে ধূলি ঘোর ধূলি-আবরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ধূলি-উৎস [সি] বি মাটি। 'ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি সৌরভের ত্রোটে/ধূলি-উৎস হতে প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ধূলিকপা [সি] বি ধূলির সূক্ষ্ম অংশ। 'ধূলিকপা সংকোচন নীড়ার মূল।' বজ্রম, ১৮৭৫।

ধূলিকপিকা [সি] বি ধূলিকপা। 'মিনারের দক্ষ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলিকপিকার।' করুণ, ১৯৬৩।

ধূলিকদম্ব [সি] বি ধূলিবিশেষ। 'কুমার হরিয় মনে ধূলিকদম্ব তোলে বনে।' মুনুল, ১৬০০।

ধূলিকীর্ণ [সি] বিগ ধূলাময়। 'আচ্ছন্ন করেহে তারে আজি শীর্ণ নিমেঘের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পদরাজি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ধূলি-সুন্ধ [সি] বিগ ধূলাময়। 'আছে আজো শ্যামলিয়া/ধরা ধূলি-সুন্ধ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

ধূলিক্ষেপ [সি] বি ধূসা নিক্ষেপ। 'তাঁহার ওজ অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধূলিখেলা বি বাল্যকালের খেলাধূলা। 'ধূলিখেলার বন্ধু।' আলোড়ন, ১৯৬৩।

ধূলিশ্বর [স ধূলি+স্বর] বি অনিত্য সংসার। 'ধূলিশ্বর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিছুতবনের অধিকারলাভ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ধূলি-চাশা [স ধূলি+চাশা] বি ধূলি-চাশা পড়ে, আকাশে উঠিবার যদি সে অবসর না পায় ...। রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ধূলিজজাল [স ধূলি+স ঞ্জা] বি ধূলিবাণি। 'ধূলিজজালের অশেফা প্রাচীন পদার্থ যেহাি কঠিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধূলিজাল [স বি ধূলার জাল; ধূলার মেঘ। 'সহসা উড়ায় ধূলিজাল মনে মেঘ এল বাহুভরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ধূলিতলে [স ধূলিতল]। ত্রিবিধ ধূলির তলায়। 'ধূলিতলে হোক ধূলি, বিধা যাক মরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ধূলিপলিতা [স বি ধূলি ধূলার দৃষ্টিত। 'অনাদরে হবে ধূলিপলিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ধূলিপাট [স ধূলি+স দর্প] বি ধূলিময়তা। 'ধূলিপাটের মলচ্ছায়ায় ঘনায় নীল।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধূলিধূসর [স বি ধূলার আচ্ছন্ন। 'ধূলিধূসর তনু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধূলিধূসরিত [স বি ধূলি-মাথা। 'তাঁহার তনয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে ... রোদন করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৩৩।

ধূলি-ধ্বজ [স বি ঘূর্ণিবায়ু। 'অপন প্রমত্ততার ক্ষেত্রে মুখে ধূলি-ধ্বজের মতো একটা মল পাকাইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ধূলিধ্বজা [স বি ধূলার নিধান। 'মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি।' নজরুল, ১৯২৪।

ধূলি-নিবিড় [স বি গাঢ় ধূলার আচ্ছন্ন। 'রাগযেবের ধূলি-নিবিড় আকাশে আদি মৃদুমান।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ধূলি-পটল [স বি যে ধূলিরাশি আকাশে উড়ে। 'গো-নাগ যে ঝিলিমে নন্দ করিয়া ধূলি-পটল উড়াইয়া চলিতেছিল।' নজরুল, ১৯০৬।

ধূলিপতিত [স বি ধূলার পড়ে আছে এমন। 'ধূলিপতিত দুর্বল তিত করো হে ঞ্জারক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধূলিপরিমাণ [স বি খুব তুচ্ছ বিষয়। 'আমাদের গঙ্গা গঙ্গা মেঘনা বৃত্তাঙ্গা এনাদের কাছে ধূলিপরিমাণ।' সুকান্ত, ১৯৪৯।

ধূলিবাস [স বি ধূলার সন্ধ্যা। 'সান্দ্রক লাক্ষ্যলক্ষী সন্দের ধূসর ধূলিবাসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ধূলিবিলীন [স বি ধূলার মিশে যাওয়া। 'অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিন্ন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধূলিময় [স বি ধূলার আচ্ছন্ন। 'দুরতীত্রে মাঠ ধূসর গোখুঁধূলিময়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ধূলিমলা [স ধূলিমল]। বি ধূল্য-ময়লা। 'ধূলিমলা আবর্জনা - প্রকৃত ময়লা পক্ষে স্বর্ণ রজত অশেফাও মূল্যবান।' মশাররফ, ১৯০৮।

ধূলিমলিন [স বি ধূলার মলিনতাগ্রস্ত। 'এলোথেলো চলে, ধূলিমলিন সেহে, সিন্ধবন্দে, হাঁপিরে বাড়িতে এসে তো পড়লুম।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ধূলিমাথা [স ধূলি+মাথা] ১ ধূলি ধূলি ধূসরিত। 'আশা ভয় সুখ - ধূলিমাথা জীর্ণ স্মৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি অবহেলাত। 'এই ধরনির ধূলি-মাথা তব অসহায় সন্ধান।' নজরুল, ১৯২৬।

ধূলিমুষ্টি [স বি মুষ্টিগূর্ণ ধূল্য। 'আমাদের ঢকে ধূলিমুষ্টি গ্রন্থক

করিবার নিমিত্ত, এক দুশ্চিন্তা গ্রন্থের সোহাই নিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ধূলিমান [স বি ধূলার মলিনতাগ্রস্ত। 'ধূলিমান অবহার নিতান্ত বিতৃষ্ণার সন্নে খেতে বসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধূলিরূক্ষ [স বি ধূলিধূসর। 'রৌদ্রোত্তম দিনের ধূলিরূক্ষ কঠোর বায়বতায় ...।' মানিক, ১৯৩৫।

ধূলিশিঙ [স বি ধূলিমাথা। 'আপনার ধূলিশিঙ পদচিহ্নবোধ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ধূলিলীন [স বি ধূলার মিশে গেছে এমন। 'সেই গতিহারা ঞ্জা ধূলিলীন অতিভূবিহীন।' ফররুখ, ১৯৪৩।

ধূলিশূন্য [স বি ধূলার গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'সেই ধূলিশূন্য হয়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ধূলিশয্যা [স ১ বি ধূলার বিহানায় শোয়ার মতো হীন অবস্থা। 'ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠে উঠে সবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি ধূলিগূর্ণ আসন। 'ধূলিশয্যায় থেকে লগা বৈকট মনুষ্যাবকটি উত্তর দেয়, সুমুদ্রি, আরে সুমুদ্রি।' হাসান, ১৯৬৭।

ধূলিশয়ান [স বি ধূলার মাঝে শয্যাময়। 'বঙ্গসাহিত্যে গুরু মহাদেবের ন্যায় নিচলভাবে ধূলিশয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধূলিশায়ী [স বি ধূলার বা মাটিতে পড়ে আছে এমন। 'শব্দভেদী শব্দবর্ণন ... অহংকরকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ধূলিশ্রিষ্ট [স বি ধূলিমলিন। 'ধূলিশ্রিষ্ট শব্দের শৃঙ্খলের ডোর।' জীবন, ১৯২৭।

ধূলিসামান [স বি ধূলার ঢাক। 'ধূলিসামান পথ।' মানিক, ১৯৩৫।

ধূলিসাং [স ধূলিসাং] ১ ধূলি ধূলার পরিণত। 'তাহার গৃহাদি চূর্ণ করিয়া ধূলিসাং করে।' অমৃতবাজার, ১৮৭৩। ২ বি সম্পূর্ণ বিনষ্ট। 'মুহুর্তে হইয়া যাবে ধূলিসাং।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ধূলিতর [স বি ধূলি আরণ। 'প্রতিদিন আমার উপরে ধূলিতর জমা হইতে লাগিল।' প্রভাত, ১৮৯৬।

ধূলিধূস [স বি ধূলারাশি। 'অভূত আশার ধূলিধূসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ধূল্যবলুষ্ঠিত [স ধূলি-অবলুষ্ঠিত] বি ধূলার গড়াগড়ি যাচ্ছে এমন। 'কোন ব্যক্তি মন্যশানিভূত ধূল্যবলুষ্ঠিত থাকে।' দর্পণ, ১৮২২।

ধূল্যো [স ধূলি] বি ধূল্য। ধূল্যোটি বি রেণু। 'ভাইনে বায়ে ফুলের ধূল্যোটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

ধূল্যোপড়া [স ধূলি] বি ময়লাপড়া ধূল্য। 'ধূল্যোপড়া দিয়ে মেয়েমানুষ বার ক'হুতো।' গিরিশ, ১৮৬৬।

ধূল্যবলুষ্ঠিত প্র ধূলি

ধূসর [স ১ বি ছাই রঙের। 'ধূল্যএ ধূসর/নীল কলেবর।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পাংশ; ছাই ধং। 'তরিল্ল কপিল, ধূসর, পিল্ল ইত্যাদি নানা মিলি বর্ণ আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বি ময়লা। 'বিকাললোকের ধূসর রৌদ্রে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি অনুচ্ছল। 'ধূসর জীবনের গোখুঁটিতে রক্ত আলোর দ্বান্দ্ব্যত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৫ বি জৌনুসহীন। 'ধূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।' শওকত, ১৯৫৮।

ধূসর জীবন |স| বি দুঃখে ভরা জীবন । 'এ ধূসর জীবনের গোখুলি, কীণ তার উদাসীন স্মৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ধূসরতা |স| ১ বি একমেয়েমি। 'সেই ধূসরতার অসার দিয়ে বিধাতা কার জীবনে বুশি তার অনাদি পাণ্ডুলিপি লিখুক গিয়ে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি আলো-অধারি। 'সে ধূসরতার কবি, চিত্রশ্রাদ্দোদেশের সে বাসিন্দা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ধূসরময় |স| বিণ পাত্তর। 'সকল বস্তাই যেন ধূসরময় বোধ হচ্ছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

ধূসর সন্ধ্যা বি বিবর্ণ সন্ধ্যা। 'ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের গর।' জীবন, ১৯৩২।

ধূসরিত |স| বিণ ধূসর রঙে রাঙা। 'দেহ ভুল সময়ের সন্ধ্যা ধূসরিত।' মাইকেল, ১৮৬১।

ধূসরিম |স| বিণ পাত্তর। 'ধূসরিম মহিলার নিকটে স্নেহ।' জীবন, ১৯৪০।

ধূসরিমা |স| ১ বি পাত্তরতা। 'এই গোখুলি ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বি ধূসর বর্ণ। 'বিরহবিজনে ধৈর্যের ধূসরিমা রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেবে।' সৃষ্টি, ১৯৩১।

ধূত |স| বিণ ধরা হয়েছে এমন। 'ধূত পুশ্পনু চারু তপায় ভূষ।' রামসঙ্গদ, ১৭৮০।

ধূতকারী |স| বিণ আটক করে বা ধরে এমন। 'ধূতকারী মুসলমানগণ শীকার হতে পাইয়া মহানন্দে শিবিরে উপস্থিত হইত।' এডুকেসন, ১৮৬৬।

ধূতপার্ভী |স| বিণ গর্ভধারিণী। 'হল ধূতপার্ভী কেমনে সে।' নজরুল, ১৯৩০।

ধূতনিঃশ্বাস |স| বিণ শাস্কর। 'মন বাড়ালেই মাথা ঠেকে ঘুরবে, দশদিকের শেষে ধূতনিঃশ্বাস হবে।' অন্নদা, ১৯২৯।

ধূতরসা |স| বি রসালো ফলবিশেষ। 'ধূতরসা নারিকেল-ভেঙলি ছে তাল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধূতাত্ম |স| ধূত-অর্থ। বিণ অরুণাধী। 'অত্যাচার নিবারণের জন্য ... পণ্ডিত ধূতাত্ম ইয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ধূতি |স| বি ধারণ। 'আজ্ঞা শব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যন্ত্র ধূতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ধূট |স| ১ বিণ উদ্ধত; স্পর্ধিত। 'এমত রূপট ধূট লম্পট শঠ।' চক্ৰী, ১৫৫০। ২ বিণ নির্লজ্জ। 'ধূট তারার আঁখির খিলিক আজ গপনে।' সৃষ্টি, ১৯২৬।

ধূটতা |স| ১ বি স্পর্ধা। 'চিত্রফলে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধূটতার কাজ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি উদ্ধত। 'রক্তকানা শোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা ধূটতা মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ধূটতামূলক |স| বিণ উদ্ধতপূর্ণ। 'কোন্টি পুলিশের উপস্থিতিতে নাকি এইরূপ ধূটতামূলক কার্যক্রম চালায়।' আজাদ, ১৯৬৮।

ধেআন |স| ধ্যান। বি ধ্যান। 'ধেআন করিয়া করে কাড়ে বনমাণী।' বভু, ১৪৫০। 'ধেআনে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ধেই ধেই |স| বিণ অসংযত নৃত্যের ভাব। 'তুমি যদি খাও তো আমি ধেই ধেই করে নাচ।' গিরিশ, ১৮৮৯। 'মরলে পরেই ধেইধেই করে আরেকটা বিয়ে করে আনবে।' জীবন, ১৯৩১।

ধেউড় |স| ধাবু-। বি মল; বিটা। 'মাদোএল, ১৭৪৩।

ধেএঁা |স| ধাবু-। ক্রি ধেয়ে। 'কোলে করি যেয়ে ধেএঁা।' চক্ৰী, ১৫৫০।

ধেড়ে |স| বি মৎস্যকৃৎ প্রাণীবিশেষ; ভোঁদড়। 'কাকলাস খেড়ে মুছা হুঁতা আনান।' ভারত, ১৭৬০।

ধেড়ে |স| ধাবু-। ১ বিণ যুবকসুলভ। 'কেন আর বুড়ো বয়সে খেড়ে রোশ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ জী বৃদ্ধ। 'খেড়ে মেয়ে সভা মাঝে আনিবে কেমনে।' উৎকল, ১৮৫৭।

ধেড |স| বিণ বিবর্তিত প্রকাশক শব্দ। 'সেখলে করে, ধেড এ যে সং।' নজরুল, ১৯২৬।

ধেত্তরি |স| বিণ বিবর্তিত নির্দেশক শব্দ। 'ধেত্তরি, আমার ভাতারের বিড়ি।' জীবন, ১৯৩১।

ধেনু |স| বি দুগ্ধবতী সংসদ গাভী। 'আপনার ধেনু বলি লাইল ঢালাইয়া।' মাল্যধর, ১৫০০। 'ধেনুক বি দুগ্ধবতী গাভীকে।' 'ধেনুক মারিয়া কৈল তাল ভক্ষণ।' মাল্যধর, ১৫০০।

ধেনো |স| ধান্য-। ১ বিণ ভাত থেকে তৈরি। 'দেখায় মদ অর্থাৎ ধেনো মদ।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ ধান থেকে তৈরি। 'তুমো চিড়ে জলো নই তিত ভড় ধেনো বই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৩ বিণ ধান থেকে উৎপন্ন মদ সংক্রান্ত। 'ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৪ বি ভাত থেকে তৈরি মদ। 'শরাবের চেয়ে মজুরের ধেনোর কদর বেশী।' মজুতবা, ১৯৪৯।

ধেপোঁকু ধাপ

ধেবড়ালোঁ ক্রি সেটে যাওয়া। 'ধানিকটা পেঙ্গিলের দাগ চার দিকে ধেবড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ধেবড়ে গেছে ক্রি হাত-বা হৃদয়ে কুর্নিভভাবে বসা। 'বাদামগাছের নিচে পাটকিলে পাতার বিছানায় ও মাটিতে ধেবড়ে বসে পড়লো।' মাল্যধর, ১৯৬৮।

ধেয়ান |স| ধ্যান। ১ বি একায় চিন্তা। 'অনুখন তোহারি ধেয়ান।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০। ২ বি ধ্যান। 'আচমন আসন আদি ধেয়ান সমাধি।' মাল্যধর, ১৫০০।

ধেয়ানকমল |স| ধ্যানকমল। বি ধ্যানরূপ কমল। 'আমার ধেয়ানকমলে আলতো রাখিয়া চরণখানি।' নজরুল, ১৯৩১।

ধেয়ান প্রতিমা |স| ধ্যান-প্রতিমা। বি ধ্যানের প্রতিমা। 'আমার শিল্পী লক্ষী, ধেয়ান প্রতিমা।' নজরুল, ১৯৩০।

ধেয়ান-লোক |স| ধ্যানলোক। বি ধ্যানের রাষ্ট্র; কল্পনার ভূবন। 'ধেয়ান-লোকে রচব তোমার কব।' নজরুল, ১৯২৮।

ধেয়ান-সুন্দর |স| ধ্যানসুন্দর। বি ধ্যানের মতো সুন্দর। 'ধেয়ান-সুন্দর করিলে সব নিমিলে।' নজরুল, ১৯৩০।

ধেয়ানি, ধেয়ানী |স| ধ্যানী। ১ বিণ ধ্যানী। 'সে আলোতে বসি পুঁথি পড়ে কে গো?' 'ধেয়ানী বিলাস ভবন-তলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। 'তপস্বী।' ধেয়ানী। নজরুল, ১৯২৮। ২ বি সমকথার। 'এই দেখা আটটির সেবা, ধেয়ানীর সেবা।' নজরুল, ১৯২৬।

ধেয়ানি |স| ধ্যানী। বিণ ধ্যানময়। 'রহরে ধেয়ানি হৈয়া।' বিচিত্রী, ১৬০০।

ধেয়ানো |স| ধ্যান-। ক্রি ধ্যান করা। 'ধেয়ানি ক্রি চিন্তা করি; ধ্যান করি।' 'অহোনিষি যোগ ধেয়ানি।' বভু, ১৪৫০। 'ধেয়ানি ক্রি ধ্যান করবে।' 'ব্রহ্মপুরুষকে আত্মা আপনি ধেয়ান।' মাল্যধর, ১৫০০। 'ধেয়ানি ক্রি ধ্যান কর'। 'সাধক ইয়া রূপ রহিয়া ধেয়ানি।' সূর্যদত্ত, ১৭০০। 'ধেয়ানি ক্রি' 'স্বরূপ' করে। 'অধীন ফকির কহে গাভী

ধোয়াইয়া' গরীব, ১৭৬৫। ধোয়াই কি ধ্যান করে। 'ওলি নবীগণে
যারে সদাএ ধোয়াএ।' বাহ্যাম, ১৬৫০। ধোয়ানে কি চিত্তা করে।
'হাতদিনে অনুক্ষণ তোমাধরে ধোয়ানে।' মাগাধর, ১৫০০। ধোয়ায় কি
ধান করে। 'তোমারে ধোয়াই দিববাই।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

ধেন্য [স ধন্য] কিং ধন্য। 'ধেন্য পুত্র জন্মিয়াছে কুলের নন্দন।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯।

ধেশপাতকা [স ধক্ষপতাকা] বি ধক্ষযুক্ত পতাকা। ম্যোএল, ১৭৪৩।

ধৈবত [স] বি সংসীতের সঙ্গসুরের ঘট। সুর। 'গায়ক ধৈবত বাঁচাইতে গিয়া
রাগ রাগিনীকে দম্ব করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ধৈরজ্ঞ [স ধৈর্য] ১ বি ধৈর্য। 'ধৈরজ্ঞ না ধরে প্রাণ।' দ্বিজী, ১৬০০। ২
বিং ধীর। 'চক্ষু হইল আঁবি ধৈরজ্ঞ গমন।' অলাতল, ১৬৮০।

ধৈরষ [স ধৈর্য] বি ধৈর্য; ধীরতা। 'চতুর্ভুজ অবতারে ধৈরষ ধরিতে
নারে সেবিয়া চরণ গম্বুল।' রূপায়াম, ১৭৫০।

ধৈর্ষ, ধৈর্য্য [স] ১ বি স্থিরতা। 'পাগল হইলাম আমি ধৈর্ষ্য নহে মনে।'
কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ২ বি স্বা। 'ধৈর্ষ নাই ধনি জনে সকলে ধৈর্যে
আসে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ধৈর্ষ করানো [স] বিং স্থিরতা দান করা। 'মহাপ্রভু তারে ধৈর্ষ্য করাইল।'
কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

ধৈর্ষাশীল [স] বিং সহ্য করতে হয় এমন। 'ধৈর্ষাশীল অপরিমেয়
দুঃখ আমাদেব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধৈর্য্যচ্যুতি, ধৈর্য্যচ্যুতি [স] বি ধৈর্যহীনতা। 'বানিকক্ষণ চুল করিয়া
ধাকিয়া সহসা পাঠকাজির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।' বনকুল, ১৯৩৬। 'মদন
মিয়ার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ধৈর্যতা [স] বি স্থিরতা। 'অজানবনে সংসারের কর্ম কার্যে ধৈর্যতা
দেখান।' ভট্টাচার্য, ১৮২৮।

ধৈর্ষ ধরা [স] বি অপেক্ষা করা। 'ধৈর্ষ ধর কমলিনী বসে সখীগণ।'
দ্বিজী, ১৬০০; 'ধৈর্ষ নাই ধনি জনে সকলে ধৈর্যে আসে।'
মানিকরাম, ১৭৮১।

ধৈর্ষনাশ, ধৈর্ষনাশ [স] বি ধৈর্ষহানি। 'বাহার দর্শনে ঘুনির হয়
ধৈর্ষনাশ।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

ধৈর্ষবর্জী [স] বিং বীরত্বাসম্পন্ন। 'এই উপকারিণী পয়ম ধৈর্ষবর্জী
প্রশান্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধৈর্ষবান, ধৈর্ষবান [স] বিং সহিষ্ণু। 'ধৈর্ষবান হইয়া এই সভাকে
উন্নত ... কর।' অক্ষয়, ১৯৪০; 'এমন ধৈর্ষবান প্রোতা সে কখনো
পায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ধৈর্ষজ্ঞ [স] বিং ধৈর্যচ্যুত; অস্থির। 'তাহার কৃপতা সেবিয়া ধৈর্ষজ্ঞ
না হইয়া আশার সহিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধৈর্ষদমী [স] বিং বী অবিচলিত; স্থিরতাসম্পন্ন। 'যদি কোনো
প্রসন্নমুখী প্রমুগ্ধমুখী ধৈর্ষদমী লোকবৎসলা দেবী ...।' রবীন্দ্র,
১৮৯৭।

ধৈর্ষশীল [স] বিং সহিষ্ণু। 'পাঠক ধৈর্ষশীল নহে; পাঠকদের ক্রোধ
অপেক্ষা মুখ মরিয়া যাওয়াকেই বেশি ভয় করা উচিত।' রবীন্দ্র,
১৯০১; 'বরাপনার দাঁড়বনী তোতা সেই বকুবকানির ধৈর্ষশীল
প্রোতা।' শ্যামসুর, ১৯৭০।

ধৈর্ষশীলতা, ধৈর্ষশীলতা [স] বিং সহিষ্ণুতা। 'ধৈর্ষশীলতা এবং
শান্তির হৃদয় জনা বঙ্গদেশে নিকট হইতে পাইয়াছে ভালবাসা।'

মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ধৈর্ষশীলা [স] বিং বী ধৈর্য ধারণ করে এমন। 'সত্যভাবিনী,
ধৈর্ষশীলা অনৃত্তা।' বৈশ্য, ১৯৪৮।

ধৈর্ষসহকারে [স] বিং ধৈর্য ধীরভাবে; সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে। 'যখন
দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্ষসহকারে মুক্তাবনে পাখা টানিয়া
ঘাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ধৈর্ষহারা, ধৈর্ষহারা [স ধৈর্য+হারা] বিং বিস্কৃত। 'অনুকূলের গতি
কখনো ধৈর্ষহারা পলাতকার বেশ পায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধৈর্ষহীন [স] বিং অস্থির। 'আমি ধৈর্ষহীন যেতেন পালায়ে।' রবীন্দ্র,
১৮৯০; 'সম্পদে জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ফটায় ধৈর্ষহীন শহরের প্রাণ।'
সুভাষ, ১৯৪৮।

ধৈর্ষশালী, ধৈর্ষশালী [স] বিং ধৈর্ষশীল। 'ধৈর্ষশালী দুঃখসহিষ্ণু
উষ্ট্র।' মদনমোহন, ১৮৫০।

ধৈর্ষাবলম্বন, ধৈর্ষাবলম্বন [স ধৈর্য+অবলম্বন] বি ধৈর্ষধারণ।
'ইহাতেই ধৈর্ষাবলম্বন করিয়া থাকহ।' তারিণী, ১৮০৩।

ধোঅন [স ধাবন] কিং ধৌত করা। ম্যোএল, ১৭৪৩।

ধোওয়া পাকনা [স] বিং ধৌতকরণ। 'সকাল ঘটিয়া মুগীশো নাও ধোওয়া
পাকনা কর করলাম।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭।

ধোওয়ামোহা [স ধাবন+আ মোহা] বি ধৌতমুখে পরিচ্ছন্ন করার কাজ।
'ধোওয়ামোহা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া ও সাঝানোর ধুম।' রবীন্দ্র,
১৯০৯।

ধৌকা [স ধকা] ১ বি সন্দেহ। ওয়া, ১৭৮৫; 'হঠাৎ ধৌকা লাগিল।'
রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি হত। 'যাহা না জীবের সেলের ধৌকা।' গালন,
১৮৯০। ৩ বি ধোনা। 'আপনি আমাকে সুন্দর ধৌকা লাগিয়ে দিলেন
যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ধৌয়া [স ধুয়া] বি ধূম। 'ধৌয়ার চোঙ হইতে প্রজ্জ্বলিত অসার উর্ধ্বকৃত
হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ধৌ [স ধু] বি ধোয়া। 'চার দিকে ঢাকের বাসি, ধুনার ধৌ, আর
মদের দুর্গন্ধ' হেতাম, ১৮৬১।

ধৌওয়া [স ধুয়া] বি ধোয়া; ধূম। 'সমস্ত লগনসংলার মলিন বিবর্ণ
ধৌওয়ার মতো হইয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ধৌওয়ানো [স ধুয়া] কিং ধোয়া তৈরি করা। 'দাবানল জ্বলে উঠবার
আগে ওমরে ওমরে ধৌয়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ধৌয়াওতা [স] বিং ধোয়া উর্ধ্বকৃত হয় এমন। 'নুসরবানের রাতে
ধৌয়াওতা তাঁর আরামে ফিরে আসা।' শ্যামসুর, ১৯৫৯।

ধৌয়াকার [স] বিং ধোয়ার মতো। 'চারিদিক ধৌয়াকার করিয়া
মুখলগনে বৃষ্টি নামিল।' বিজুতি, ১৯২২।

ধৌয়াটে [স ধুয়া] ১ বিং আপসা। 'ধৌয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে
আকাশসভার তৈজসপত্র দিল মুড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিং
অস্পষ্ট। 'কী করে তার মুখা অস্পষ্ট - ধৌয়াটে কাহিনী এক।' জীবন,
১৯৩০। ৩ বিং ছাইয়ের মতো। 'ধৌয়াটে রং, বেঁটেখাটে দেহের
শক্ত বাঁধনি।' হাসান, ১৯৬৯।

ধৌয়া ধৌয়া [স] বিং ধোয়াচ্ছন্নতার ভাবযুক্ত। 'চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে
গাছটার মাথা ধৌয়া-ধৌয়া অস্পষ্ট।' বিজুতি, ১৯২৯।

ধৌয়ানল [স] বিং ধোয়া বের হবার নল; চিমনি। 'ছানগুলি গড়ালে, আর
সকল বাড়ীর ছানের উপর ধৌয়ানল।' কৃষ্ণভাষিনী, ১৮৮৫।

ধোয়াডরা

ধোয়াডরা *বিশ* ধোয়া উড়ছে এমন। 'বেলকুঁড়িছাওয়া পথ ধোয়াডরা ভাত।' জীবন, ১৯৩২।

ধোয়াশি [স ধূম>] *বিশ* অশপাঠ। 'শ্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোয়াশি চিত্তায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ধোকড় *বি* মোটা কাপড়। মাঝড় মারলে ধোকড় – দায়িত্বহীন। 'এই মাঝড় মারলে ধোকড় হয় নীতিকে কি পবনমেঘেই প্রলয় নিভেছে না?' নবজন্ম, ১৯২২; 'মাঝড় মারে গেলে ধোকড় হয়ে থাকে তদার কবল বোনে রাতেই বেলায়।' অবন, ১৯২৭।

ধোকা [স ধ্ব] ১ *বি* বিব্রাঙ্কি। 'প্রবেশ হাতির খটা ধোকায় রাখিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। ২ *বি* সন্দেহ; সংশয়। ওঙ্গা, ১৭৮২। ৩ *বি* ধাক্কা। 'কে না ধোকা বাইতেছে?' মশাররফ, ১৮৮৫।

ধোকাবাঙ্কি [ধোকা+ফা বাঙ্কি] *বি* ধাক্কাবাঙ্কি। 'প্রাসেসিক ব্যারপালান একটা ধোকাবাঙ্কি।' মনসুর, ১৯৪৩।

ধোকাস [স ধূম] *বি* হাশানি রোপ। 'মাদোএল, ১৭৪৩।

ধোড় কাউন্না [স দন্তকাবা বি দোড়কা]। 'মাদোএল, ১৭৪৩।

ধোনা [স ধু>] *ক্রি* বিশুদ্ধ করা। 'ধুনিতে।' মাদোএল, ১৭৪৩।

ধোনা [স বিধুন] *বি* তিরপাজ। 'চাঁদরে বিধিতে ধোনা ধনুক ধরেছে।' মীনবহু, ১৮৬৭।

ধোনে [স ধন্যকা] *বি* একপ্রকার সুগন্ধি মসলা। 'ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিয়া হোশার চাষ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ধোল করা *ক্রি* লুণ করা। 'মাদোএল, ১৭৪৩।

ধোপ [স ধাবন] ১ *বিশ* পরিষ্কৃত। 'ধোপ বস্ত্র আনহ আমি কাপড় বদলাইব।' কেরি, ১৮০২। ২ *বি* ধোওয়া। 'হেঁড়া চাঁদরখানায় ধোপ পেড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ *বি* তিরকাচ। 'বিশ্রামের খোপে কেঁপে উঠে আর এতটুকু ঝগড়াখাটি রইল না।' অতিথ্য, ১৯৫০। ৪ *প্র* খোঁজ।

ধোপদস্ত [ধোপ+ফা দুরস্ত] ১ *বিশ* ফিটফিট। 'সকল ধোপদস্ত ইয়া আঁসিয়াছে।' কেরি, ১৮০২। ২ *বিশ* পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন। 'কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কমিজ।' হুজুম, ১৮৬১।

ধোপদুরস্ত [ধোপ+ফা দুরস্ত] *বিশ* অভিজ্ঞতা প্রকাশক। 'সাহুভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' প্রথম, ১৯১৪।

ধোপ-পেওয়া *বিশ* পরিষ্কৃত। 'গুজার পার্শ্বে চাঁদের নৃতন উত্তরী বর্গাঙ্গে ধোপ-পেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ধোপধুতি *বি* ধোপাধুতি দিয়ে কাটানা ধুতি। 'চরমে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোপধুতি।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

ধোপ সওয়া *ক্রি* ধোলাই সংযেও টিকে থাকা। 'অক্সকোর্ডের রত এজন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ধোশা [স ধাবক] *বি* কাপড় ধোলাই করা যার পেশা। 'একে চাপে চলিয়াছে দুই শত ধোশা।' বিজয়, ১৮০০। ৪ *প্র* ধোবা

ধোশাঘর [ধোশা+ঘর] *বি* কাপড় ধোলাইয়ের কারখানা। 'ধোশাঘরের কাপড় নিজের হাতে আবার ধুয়ে নিয়ে তবে তা পরিধান করেন।' কেশম, ১৯৪৮।

ধোশাদি, ধোশাদী *বি* স্ত্রী ধোশা। 'কহে চন্ডিদাসে ধোশাদী চরণ সার।' চন্ডি, ১৫৫০; *কিন্য়*, ১৮৯১।

ধোশী *বি* স্ত্রী ধোশা। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

ধোষ [স ধাবন>] *বিশ* ধোয়া। 'মূল সন্ন্যাসী এক কা পাদা তজ্জ ধোব ফরাশের উপর।' হুজুম, ১৮৬১।

ধোবা [স ধাবক] ১ *বি* রজক; কাপড় ধোলাই করা যার পেশা। 'নগরে করিয়া শোভা নিবসে অনেক ধোবা।' মুকুল, ১৬০০। ২ *বি* বাঙালি হিন্দু বর্ণবাদ-বিশেষ। 'সার্থ ধোবা।' সের্গি, ১৮৪০। ৩ *প্র* ধোশা

ধোবি *বি* ধোশা; জামাকাপড় কাচা বা ধোলাই করা যার পেশা। 'কাপড় ধোলাই পাট করতে পারলেই ধোবি হওয়া যায়।' নবজন্ম, ১৯২১; 'এক ধোবি ময়লা কাপড় সাফ করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫০।

ধোয়নি [স ধাবন>] *বি* ধোয়ার কাজ করে যে। 'ওই যে আসে ধোয়নি ঘটি হাতে করে।' অবন, ১৯১৯।

ধোয়া [স ধাবন>] ১ *ক্রি* ধৌত করা। 'যতন করিয়া বেসালি খুইয়া।' চন্ডি, ১৫৫০। ২ *ক্রি* শুদ্ধ করা। 'দয়া দিয়ে হলে গো মোর জীবন ধুতে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ *ক্রি* আশ্রয় করা। 'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৪ *বিশ* ধোয়া হয়েছে এমন। 'আর হজুরের কদম-ধোয়া গানি।' শতকর, ১৯৫৮। ধুইব *ক্রি* ধোবা। 'মুখ ধুইব।' কেরি, ১৮০২। ধুই যাএ *ক্রি* ধুয়ে যায়। 'কি জানি নয়ান জলে রেণু ধুই যাএ।' বাহরাম, ১৬৫০। ধুইলা *ক্রি* ধুয়ে। 'যতন করিয়া বেসালি খুইয়া।' চন্ডি, ১৫৫০। ধুইলা *ক্রি* ধুয়ে দিল। 'খুইলা নয়ান পাশ নয়ানের জলে।' বাহরাম, ১৬৫০। ধুন *ক্রি* ধৌত করে। 'মাহেব জল গরুর মুখ ধুন।' কেরি, ১৮০২। ধুয়ে-মুছে *ক্রি* ধৌত ধোয়া মোছা করে। 'তাকে ধুয়ে-মুছে রপের ছাক করে নিচ্ছেন।' নবজন্ম, ১৯২৭। ধুয়া *ক্রি* ধুয়ে। 'বাছা ধুয়া শাক দুয়া করিল সাদা।' মুকুল, ১৬০০। ধোও *ক্রি* ধুয়ে ফেলো। 'শীত কোথায়? মুখ ঘোও।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ধোয়াপাখা [স ধৌত+জ্ঞানলাব] *বি* ধোয়ামোছা। 'ধোয়াপাখা নাম কৈল এই একশীলা।' কুফদাস, ১৫৮০।

ধোয়া-মাজা *বিশ* ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে এমন। 'আপাণোড়াই ফিটফিট ধোয়া-মাজা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধোয়ামোছা *বি* পরিষ্কার করার কাজ। 'ঘর ধোয়ামোছা চলছে।' বিমল, ১৯৫০।

ধোয়াটি *বি* আবর্তিত প্রবাহ। 'ধোয়াটের জলে ভেসে আসা ভরাটের মাটি নয়।' অতিথ্য, ১৯৫০।

ধোয়ান [স ধ্যান] *বি* স্থির লক্ষ্য। 'এক ধোয়ানে জীউত পয়াণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

ধোলাই [ধি] ১ *বি* ধোয়া। 'জ্ঞান ধান খাম সোজ ধোলাই ইইবেক।' হালহেত, ১৭৭৩। ২ *বি* পানি ও আর দিয়ে পরিষ্কার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সোলাই, গৃহপরিচালনা, রতন ও ধোলাইয়ের কাজ ইত্যাদি।' কেশম, ১৯৪৯।

ধোলানো *ক্রি* স্নান করানো। 'ধোলাইতে *ক্রি* স্নান করাতে। 'ধোলাইতে লাগিলেজ আলি মহাশয়।' সুলতান, ১৭০০। ধোলাইব *ক্রি* স্নান করানো। 'তুজি মৃত্যু হৈলে কোনে ধোলাইব যাই।' সুলতান, ১৭০০।

ধোলা [ধি] *বি* ধুশা। *বি* এক ধরনের পশমি বস্ত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'একটা ধোলা পেড়ে গায়ে বেশ...' জীবন, ১৯৪৮।

ধৌত [স] ১ *বিশ* পরিষ্কার। 'প্রাতঃস্নান করি ধৌত ধুতি পরি।' রামহরাদ, ১৭৮০। ২ *বি* বন্যা। 'ধৌত ইয়ায়িল এ জন্য প্রজা সোেকের রাজস্ব অর্থেক পাওয়া যায়।' রামরাম, ১৮০২। ৩ *বি* চিত্রকলায় একটি অবস্থা। 'ধৌত বিখ্যতি লক্ষিত ও রঞ্জিত এই চার অবস্থা হল

চিত্রের।' অবন, ১৯২৫।

যৌতি [স যৌত>] বি ধৃতি। 'কেমন বরন আপনি কেমন করিছ যৌতি।' রামাই, ১৭১০।

ধ্বংস [স। বি বিনাশ। 'কংস বংশ কর ধ্বংস।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ধ্বংসকরা [স। ১ বি ক্ষতিকর। 'সেই সকল ধ্বংসকর দোষ।' দর্শন, ১৯২০। ২ বিণ বিনাশ করে এমন। 'সমাজ-ধ্বংসকর শক্তিতে কায়ম থাকিতে চেষ্টা পাইতেছেন।' সপ্তপাণ্ড, ১৯৪৪।

ধ্বংসকাণ্ড [স। বি ধ্বংসাত্মক কাজ। 'এর অবসুপ্তির কারণ ছিল সুচিন্তিত বিরাট ধ্বংসকাণ্ড।' মাহেনত, ১৯৪৯; 'এই ধ্বংসকাণ্ড এত ভয়াবহ যে ...।' বেগম, ১৯৬৫।

ধ্বংসকারক [স। বিণ বিনাশকারী। 'যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রকে বলা হয় দুর্গ-ধ্বংসকারক।' মাহেনত, ১৯৪৯।

ধ্বংসক্রান্ত [স। বিণ ধ্বংসজনিত কারণে ক্রান্ত। 'ধ্বংসক্রান্ত পরভ্রাম্যের মতো গোষ্ঠী আজ ক্রান্ত হাজ।' নজরুল, ১৯৩২।

ধ্বংস-গর্ভ [স। বিণ ধ্বংসমুখী। 'কীমায় কোঠিতে নেই ধ্বংস-গর্ভ সংকটনাশন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধ্বংসধর্মী [স। বিণ বিনাশ করাই ধর্ম এমন। 'তারা যে অনুভূতিহীন বর্বর - ধ্বংসধর্মী।' ওদুদ, ১৯৪৮।

ধ্বংসন [স। বি গলাধাকরণ। 'দু' হাত দিয়ে লেগে পেগ কোকতাকাবাব ধ্বংসনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ধ্বংসনিরোধ [স। বি ধ্বংস প্রতিরোধ। 'এই ধ্বংসনিরোধ করতে না পারলে আমাদের মুক্তি নেই।' বেগম, ১৯৪৮।

ধ্বংসপথ [স। বি ধ্বংসের পথ। 'ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীন্দ্রন।' নজরুল, ১৯২৬।

ধ্বংস-পাখি [স। ধ্বংস+স পক্ষী। বি প্রায়শ্চর্য পাখি। 'নিখিব পাখি বজ্র দিয়ে ধ্বংস-পাখির প্রলয় পাখায়।' জসীম, ১৯৫১।

ধ্বংসপুত্রী [স। বি বিধ্বস্ত নগরী। 'চোখে পড়বে শুধু ধ্বংসপুত্রী।' প্রমথ, ১৯৪১।

ধ্বংসশ্রান্ত [স। বিণ বিনাশশ্রান্ত। 'সেই এক নির্যত গুরু হইয়া আছেন বলিয়া সন্সার ধ্বংসশ্রান্ত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ধ্বংসবিকট [স। বিণ একটীভাবে ধ্বংস করে এমন। 'তব বিশ্বকোন্দংগ ধ্বংসবিকট দন্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ধ্বংস-বিকীর্ণ [স। বিণ বিধ্বস্ত। 'তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধ্বংসযজ্ঞ [স। বি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড; ধ্বংসলীলা। 'ওরা শুরু করেছে ধ্বংসযজ্ঞ।' পাশা, ১৯৭১।

ধ্বংসলীলা [স। বি ধ্বংসযজ্ঞ। 'সে-ধ্বংসলীলা তারা চুল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ধ্বংসেশ্বর [স। বিণ ধ্বংসের পর অবশিষ্ট। 'ভূমিও বুঢ়ায়ে প্রান্তি ধ্বংসেশ্বর এ-চিহ্নতবনে।' সুশীল, ১৯২৯।

ধ্বংস-সাধি [স। ধ্বংস+সাধি। বি প্রলয়ের সঙ্গী। 'নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাধি।' নজরুল, ১৯২৬।

ধ্বংসসাধন [স। বি বিনাশ করা। 'যাহারা করিল ধ্বংসসাধন পুন চক্ষুমাতি।' নজরুল, ১৯২৬।

ধ্বংসসার [স। বিণ বিনষ্ট; ধ্বংসে পরিণত। 'ধ্বংসসার বস্তুত্বে

অচিরঃ হারাবে বরুণ।' সুশীল, ১৯২৯।

ধ্বংসেশ্বর [স। ১ বি ভূপীকৃত ধ্বংসারম্ভ। 'জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসেশ্বর-পিতৃ চলে যেতে হবে আমাদের।' সুকান্ত, ১৯৪৮। ২ বি ধ্বংস হয়ে গেছে এমন বস্তুর কীড়ি। 'আমি কতো ধ্বংসেশ্বরের ভেতর দিয়ে হাঁটি করাল লোয়।' শামসুর, ১৯৭২।

ধ্বংসস্ত্রোত [স। বি ক্রমাগত ধ্বংস। 'ঘনায় ভাঙন দুই চোখে/ধ্বংসস্ত্রোত জনতা জীবনে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধ্বংসা [স। ধ্বংস>] ক্রি বিনাশ করা। 'ভাগিত নিরুজ্জের মৌন/নিশায়ে নিলে ভূমি ধ্বংসা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ধ্বংসাত্মক [স। ধ্বংস-আত্মক] বিণ ক্ষতিকর। 'অপছন্দের ভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক সমালোচনা।' বেগম, ১৯৫২।

ধ্বংসাবশিষ্ট [স। ধ্বংস-অবশিষ্ট] বিণ ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া। 'কলিকাতার ধ্বংসাবশিষ্ট জমিদার।' ছোলতান, ১৯১৯।

ধ্বংসাবশেষ [স। ধ্বংস-অবশেষ] বি ধ্বংসের পর অবশিষ্ট। 'আজ তার ধ্বংসাবশেষ প্রায় কিছু বাকি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের পরে।' সুশীল, ১৯৩২।

ধ্বংসালায় [স। ধ্বংস-আলায়] বি কুপলী। 'আছড়িয়ে যে পড়ছে ছুটে সেই আতনের ধ্বংসালায়ে।' জসীম, ১৯৩৩।

ধ্বংসোন্মূখ [স। ধ্বংস-উন্মূখ] বিণ ধ্বংসের উপক্রম হয় এমন। 'অনুভূতির বিশ্বাস্য সমাজের রক্তে রক্তে প্রবেশ করিয়া সমাজকে ধ্বংসোন্মূখ করিয়া তুলিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

ধ্বংস [ধ্বংস] ১ বি হঠাৎ জ্বালা শব্দ। 'ধ্বংস করে জ্বলে ওঠা লালসা।' মল্লী, ১৯০৯। ২ বি তেজ। 'অনেক রক্তের ধ্বংস অহ হয়ে তারপর জীব/এইখানে তবুও পায়নি কোনো দ্রাব।' জীবন, ১৯৪৮।

ধ্বংসকক্ষ [ধ্বংস] ১ বি আতনের প্রবর্তা ও নীতিগত শব্দ। 'ধ্বংস ধ্বংসপ্রিয়তার জ্বলিতমাত্রা অন্ধকারে গুহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ অবিরাম ধ্বংস শব্দ হয় এমন। 'সত্যভাষ্যের ধ্বংসকক্ষ ধ্বংসের পীড়নে কান বধির হবার উপক্রম।' অচিহ্ন, ১৯৫০।

ধ্বংসধবানো ক্রি চিপ চিপ করা। 'তার হৃৎপিণ্ড ধ্বংসধবায়।' হাসান, ১৯৬৭।

ধ্বংস [স। বি পতাকা। 'ধ্বংস দেখি মাত্র মুহূর্তে হইলা সঙ্গীরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ধ্বংসছত্র [স। বি রাজছত্র। 'ধ্বংসছত্র পতাকা বহল গজ হএ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ধ্বংসদণ্ড [স। বি পতাকা দণ্ড। 'তোমাদের ঐ ধ্বংসদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ধ্বংসশট [স। বি পতাকা। 'ধ্বংসশটে জ্বরের অঙ্ক রয়ে সন্না অক্ষয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯৫৫।

ধ্বংস [স। বি নিশান। 'আকাশে ঠেকিল শিয়া তেজুরের ধ্বংস।' রূপরাম, ১৭৫০; 'বইব তোমার ধ্বংস।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

ধ্বংসপূজা [স। বি পতাকাপূজা। 'ধ্বংসপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ধ্বংস ভঙ্গ [স। বি পরাজয়। 'এক পক্ষের ধ্বংস ভঙ্গ হইয়াবাম ... নাগিনী দূর হইতে কহিতে লাগিল।' ভদ্রাণী, ১৮২৮।

ধ্বংসী [স। ধ্বংস>] বি লগি; নৌকা চালানর দণ্ড। 'কাজির মেজাজ ধরে

ধনড়িবাছ

ধনড়ী ঢেলে ' তঙ, ১৮৫৮।

ধনড়িবাছ [স বুর্জ] বিপ কুটকৌশল। 'প্রেমমগ্ন জ্ঞানানন্দ হতে ঢালাক
ঢেত ও ধনড়িবাছ লোক।' হেতুম, ১৮৫১।

ধনবা [স ধনি ক্রি ধনিত হওয়া। 'তোদের আকাশ ধনিয়া ধনিয়া
উঠবে বিতানমাণিণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ধনিহ ক্রি ধনিত করায়।
'মুর্খতারে গীতবাক্যের ধনিক মরমাংসে' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ধনিল
ক্রি বাছলো। 'আরতিঘন্টা ধনিল প্রাচীন রাসদেবালর ঘরে।' রবীন্দ্র,
১৮৯১।

ধনি [স] ১ বি রব। 'কিলি কিলি ধনি তনি রত্নির পিএ সুকিনি।'
মালাধর, ১৫০০। ২ বি শব্দ; আওয়াজ। 'অন্য বায়াদির ধনি
কিছুই না তনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫০৮। ৩ বি স্বাবাদ। 'তনিয়া দানের
ধনি ক্রোধ হইল নৃশংসি ডাকাইয়া আলিঙ্গিত তাএ।' বাহুজয়,
১৫০০।

ধনি ওঠা ক্রি উঠ শব্দ সৃষ্টি হওয়া। 'হানির ধনি ওঠেছে
আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ধনি করণ [স] বি আওয়াজ করা। 'এ নিমিতে গোসামাল ধনি
করা ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

ধনিকার [স] বি ধনিতকর। 'ধনিকার তাই বলেছেন, যেমন
অঙ্গাঙ্গীয়ে অবরবের অতিরিক্ত এক লাফও উদ্ভাসিত হয়...' শিব,
১৭৭৩।

ধনিতহু [স] বি ধনিসমূহ। 'ধনিতহুরে নিজস্ব আবেদন হাড়াও
ধনিতহুরের আলাদা আবেদন আছে।' শিব, ১৯২০।

ধনিত [স] বি প্রচারিত। 'বারলা সমাচার পত্রের দ্বারা ধনিত
হইয়া থাকিবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। 'এ কথা জ্ঞাতের কাছে তাহার
ধনিত-প্রতিধনিত করিতে চাহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধনিতত্ত্ব [স] বি ভাষা-সংক্রান্ত ধনিবিষয়ক বিদ্যা। 'সম্মুখে
ধনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ব্যাকরণীতি এবং বাণ্যর্ষ।' হাই, ১৯৫৪।

ধনিতরঙ্গ [স] বি শব্দের ঢেউ। 'গলার নানারকম ধনিতরঙ্গ তুলে
মুখ ঘেয়ে।' ইন্দিয়াস, ১৯৭২।

ধনিহেত [স] বি একই ধনির দুই বার ব্যবহার। 'ধনিহেত যেমন
কলকল কটকট ইত্যাদি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধনিপাত [স] বি শব্দের পতন। 'ফরের অমরাবতী, তমু বরা, বার্ষ
ধনিপাত।' শক্তি, ১৯৬১।

ধনিপুঞ্জ [স] বি ধনির সমষ্টি। 'সেই ধনিপুঞ্জ দোহাধের
আগারজের মাছ।' মাহেশ্বর, ১৯৩৩।

ধনিপ্রধান [স] বি ধনি প্রাধান্য লাভ করে এমন। 'সে তার
ধনিপ্রধান গীতধর্ম্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ধনিপ্রবাহ [স] বি ধনির উচ্চারণ। 'সুবেদী সফলক এবং অনুদানী
ধনিপ্রবাহে মিলে যোে প্রতিরূপ মূর্ত হইতে উঠিল তা...' শিব,
১৯৩৩।

ধনিপ্রসাধন [স] বি ধনির গম্ভীরাল। 'ছন্দের বেশা,
ধনিপ্রসাধনের বেশা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ধনিবান [স] বি ধনিমুক্ত। 'ধনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো
করলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ধনিবিজ্ঞান [স] বি ধনিসংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'ওঁদের ধনিবিজ্ঞানের
সাধনার ভিত্তি ছিল অনুভূতি।' হাই, ১৯৫৪।

ধনিবিজ্ঞানী [স] বি ধনিতত্ত্ববিদ। 'পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ
ধনিবিজ্ঞানী।' হাই, ১৯৫৪।

ধনিবিদ [স] বি ধনি বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি। 'হাক্ক, পাণিনি ও
পতঞ্জলি প্রমুখ ধনিবিদ।' হাই, ১৯৫৪।

ধনিবিন্দ্য [স] বি ধনিতত্ত্বের অভিধাত। 'পণ্ডিত মোহাশ্রম
সুবাণ্ডি ধনিবিন্দ্যের পর হঠাৎ মরণ তনি ...।' শিব, ১৯২০।

ধনি বৈজ্ঞানিক [স] বি ধনি সংক্রান্ত গবেষক। 'এ কাজ
ধনিবৈজ্ঞানিকের।' হাই, ১৯৫৮।

ধনিময় [স] বি শব্দসমূহ। 'সেই থেকে তিরকাসের মতো সেই
ধনিময় রূপ আমাদের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। 'সার্ফক আমার
নিত্যপুত্র পরিক্রমা/ধনিময় অনন্ত প্রান্তরে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধনিমান [স] বি ধনিপ্রধান। 'পদ্মো প্রধান ধনিমান শব্দকে
ব্যুৎসব করে সাজিয়ে তোলা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ধনিক্রিণি [স] বি ধনিকে প্রতিনিধিত করে এমন বিশি। 'ধনিক্রিণি
দিয়ে তার বিদ্যারবাক্য দেয় দিশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ধনিসংকেত [স] বি ধনির সংকেত। 'মূল ধনিসংকেত নিয়ে বারা
ভাষার কারবার আরম্ভ করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ধনিসংকেচান [স] বি ধনির সংকেচান। 'যুক্ত বর এবং যুক্ত
বাক্যে ধনিসংকেচান স্রোতার হতে যে প্রবল বিক্ষোভ এবং
উদ্ভাসিত-মুগ্ধ তোলে ...।' শিব, ১৯২০।

ধনিসমাবেশ [স] বি ধনিবিন্যাস। 'কিনোমান-এর সঙ্গীতধর্মী
ধনিসমাবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিকের কিছু আভাস আছে।' শিব,
১৯৭৩।

ধনিসম্পদ [স] বি ধনি ভাণ্ডার। 'বাংলা ভাষার ধনিসম্পদ ও
স্বাধীনতার অর্থমাতুরের বাদ না গেলে ...।' হাই, ১৯৪৪।

ধনিসামঞ্জস্য [স] বি ধনি-সমষ্টি। 'তিনি রচনার প্রমুখ বিভিন্ন
শব্দের মধ্যে ধনিসামঞ্জস্য স্থাপন করেন।' মুরগিপ, ১৯৭০।

ধনিধারা [স ধনি+ধারা] বি ধনিধারান। 'এ নয় এমন বুল্ল খোঁচা
হতে করে ধনিধারা কবিতা।' শক্তি, ১৯৬১।

ধনিধীন [স] বি শব্দ। 'যথার্থে যেইহেত ধনিধীন তবু ধর্মীরে
বাঁধিয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'সুগন্ধের ওপার থেকে বেয়ে ওঠে
ধনিধীন বীয়ার বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধন্যাভ্যুত [স ধনি-আভ্যুত] বি অনুকারমূলক। 'ধন্যাভ্যুত
সমতলি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ধনি [স ধনা] বি ধনা। 'যেহেত দেখি যকলে বোলও ধনি২।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯।

ধন [স ধন] বি ধন। 'ভাল মন্দ হৈল ধন দুটাও নিচর।' ফরহুজোসা,
১৮৭৬।

ধন [স] বি ধনবিক্রম। 'মহিষের ক্ষত সেহে যত লক্ষ রত্নবিশু জ্বালায়
শকুন।' শব্দ, ১৯৬৯।

ধনসেহ [স] বি ধনবিক্রম দেহ। 'ভার ভার ধনসেহে ধনসেহে
ছুটে যাওয়া ...।' শব্দ, ১৯৭৩।

ধন্যাবধি [স ধন্য] বি বল পটীকা। 'যোনাভেলি করিয়াই ইহার
জনা ধন্যাবধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' এসলাম, ১৯১৫।

ধন্য [স] বি অভ্যর্থনা। 'অর ধন্য-বিশালক জয় সুখ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধাঙ্ক-বিনাশক [স] বি অন্ধকার দূর করে যে। 'জ্বর ধাঙ্ক-বিনাশক আর সূর্য'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

ধাত [স] বিশ শব্দ হয়েছে এমন। 'পথের ক্যালেঙ্গে নিয়ত ধনিত ধাত কর্মকোশাঙ্গে'। রবীন্দ্র, ১৯৯৬।

ধ্যাত্র ধাত্রা

ধ্যাত্বেথেড়ে [ধন্য] ১ বিশ বুল ও অশোচ্য। 'একটা বিধি ধ্যাত্বেথেড়ে মাণী দিনরাত হাড়ি ঢেলে'। জীবন, ১৯৩২। ২ বিশ পুরাতন। 'ধ্যাত্বেথেড়ে জামাকাপড় ন্যাকড়ার কাপির মতো তারে তারে খুলছে'। জীবন, ১৯৩২।

ধ্যাত [ধন্য] অধ্য বিহিতর ভাব প্রকাশক শব্দ। 'ধ্যাত! পা পিছলে গড়ে যে সে গড়ে'। নজরুল, ১৯২৬।

ধ্যান [স] ১ বি প্রণত চিত্ত। 'ধ্যানে জ্বালি ত্রুতা হলি আপনে'। মঙ্গাধর, ১৫০০। ২ বি তপস্যা; সাধনা। 'তারে ধ্যান শিকা কর'। কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ৩ বি মনোভাব। 'সেকেসে মানবের ধ্যান বোঝাই তার'। উমেশ, ১৮৫৭। ৪ বি ধ্যানস্থ অবস্থা। 'মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন নিচল নীরবতা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ধ্যানকল্পনা [স] বি ধ্যানের মাধ্যমে গভীর চিন্তা। 'তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়'। মোতাহের, ১৯৫০।

ধ্যানপঙ্কীর [স] বিশ ধ্যানে পঙ্কীর। 'ধ্যানপঙ্কীর এই যে কৃষক/নদীজলমাগাঘৃত প্রান্তর'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

ধ্যানশয্য [স] বিশ ধ্যান নিয়ে লাভ করা যায় এমন। 'ধ্যানশয্য খলল ভূষণ'। ময়নিকায়, ১৭১১।

ধ্যানখন [স] বিশ ধ্যান ছুঁবে আছে এমন। 'ধ্যানখন পঙ্কীর ছায়া'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ধ্যানছবি [স] বি প্রণত দৃশ্য। 'ইহাতে যে ধ্যানছবিই যেন আসে তাহাতে দেখিতে পাই ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধ্যানজ্ঞান [স] বি চিন্তা ও অনুভূতি। 'ভাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিকাসাধনা সমস্তই সমাহারের সম্পত্তি ছিল'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধ্যানদৃষ্টি [স] বি গভীর মনোযোগপূর্ণ চাহনি; ভাবময়্য দৃষ্টি। 'চোখের মধ্যে দূর-ভবিষ্যৎ-নিবন্ধ যে-একটা ধ্যানদৃষ্টি ছিল'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ধ্যান-ধারণা [স] ১ বি কল্পনা। 'কেন ভূমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান-ধারণার'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি একমুগ্ধতা ও বিবাস। 'সমস্ত যাপনকাল ধ্যানধারণা ... জট বেঁধে গেল এক ছোটো গল্পে'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ধ্যাননিমগ্ন [স] বিশ নীরব। 'অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ধ্যান-নির্মীলিত [স] বিশ গভীর মনোযোগের ফলে মুগ্ধ আছে এমন। 'মৃত্যুর ঘোরে ধ্যান-নির্মীলিত ক্রিয়ান'। নজরুল, ১৯৩০।

ধ্যাননেত্র [স] বি ধ্যানী চোখ। 'সবড়ে শালিত সেই পৃথিবীর কতটুকু আর অবশিষ্ট ধ্যাননেত্র'। শমসুর, ১৯৬৬।

ধ্যানপরায়ণ [স] বিশ ধ্যানে মগ্ন। 'মনোনিবেশ পূর্বক ধ্যানপরায়ণ হয়েছে'। লক্ষ্মী, ১৮৪৯।

ধ্যানভঙ্গ [স] ১ বি ধ্যানে বাধার সৃষ্টি। 'বিসের জ্বালায় তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল'। হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি চিন্তাভাবনা বাধাভাঙ।

'আপনার কর্তব্যের তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল'। রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বিশ ধ্যান ভেঙেছে এমন। 'ধ্যান-ভঙ্গ রক্ত-আঁধি'। নজরুল, ১৯২৪।

ধ্যানমগ্ন [স] বিশ ধ্যানে নিমগ্নিত। 'শূন্য অনন্ত গগনে ধ্যানমগ্ন মহাশক্তি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'বারিকেশ-বনপ্রান্তে সরপতি বসিল একাকী ধ্যানমগ্ন-আঁধি'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ধ্যানময়ুতা [স] বি গভীর চিন্তাময়্য অবস্থা। 'তপস্বীর মতো যোগাসনে তার ধ্যানময়ুতা'। রবীন্দ্র, ১৯৩০। 'জনাকীর্ণ পথে হাটি, আঙড়াই ধ্যানময়ুতার'। শমসুর, ১৯৬৬।

ধ্যানমুগ্ধা [স] বিশ গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'সেবা-অবস্থা করিয়াও কাটে, আবার ... ধ্যানমুগ্ধা যোগিনীর মতও কাটে'। শরৎ, ১৯১৭।

ধ্যানমগ্ন [স] বি ধ্যান করার মগ্ন। 'ধ্যানমগ্নের আত্মি এই রসায়ন মুখে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধ্যানমূর্তি [স] বি কল্পিত মূর্তি। 'ভাঙ্ক সেবতা একটি-একটি সুনির্মিত ধ্যানমূর্তি পেতে-পেতে চলল'। অবন, ১৯২৫।

ধ্যানবোধ্য [স] বি ধ্যানরূপ বোধ। 'রাধা প্রবব ভঁকার, কৃষ্ণ ধ্যানবোধ্য'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ধ্যানবোণী [স] বি ধ্যানী ব্যক্তি। 'রবীন্দ্রনাথ যত বড়ো ধ্যানবোণী হোন নুহোন ...'। আইতুর, ১৯৭৩।

ধ্যানবৃত্ত [স] বিশ ধ্যানময়্য। 'ধ্যানরত কৃষ্ণ তপস্বীদের কোণের কাছে ধ্যানবৃত্তী মুনিবৃত্তাদের মতো'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

ধ্যানরূপ [স] বি কল্পনার মূর্তি। 'সেই ব্যক্তিকতায়নি ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমুনা হরে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ধ্যানলোক [স] বি ধ্যানের জগৎ। 'সব নীচে কামলকে ... তার উপরে ধ্যানলোক'। প্রবন্ধ, ১৯১৬।

ধ্যানশাঙ [স] বিশ ধ্যানমুগ্ন। 'যেদিন আমি ধ্যানশাঙ হতে পারব'। নজরুল, ১৯২৭।

ধ্যানস্মিত [স] বিশ গভীর চিন্তায় আত্মবোজা। 'তিনি ধ্যানস্মিত-লোচনে আকাশের দিকে মুখ তুলে রইলেন'। প্রবন্ধ, ১৯২৯।

ধ্যানছ [স] ক্রিবিধ ধ্যানরত অবস্থার। 'কাহারা বা ধ্যানছ হইলেন, কাহারা বা ...'। রবীন্দ্র, ১৮৭৫। 'এই যে কঠিন পাথরের বেদি - কতদিন ধ্যানছ এর ওপর উপবিষ্ট থেকে মনে হয়েছে ...'। সুনীত, ১৯৬৬।

ধ্যানাতীত [স] ধ্যান-অতীত। বিশ ধ্যানের অতীত; ধ্যান দিয়েও নাগাল পাওয়া যায় না এমন। 'নিরাশক নিরাশ্রয় ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ধ্যানবিধি [স] ধ্যান-আবিধি। বিশ ধ্যানের আবেশে আচ্ছন্ন। 'তার কোণের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানবিধি ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'সেখা যায় ধ্যানবিধি চোখে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ধ্যানাবেশ [স] ধ্যান-আবেশ। বি ধ্যানময়ুতা। 'মথুরের ধ্যানাবেশে শমসুর আঁধি'। রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ধ্যানাসন [স] ধ্যান-আসন। বি যোগাসনের উপবেশন। 'তপসাবনে ধ্যানাসনে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ধ্যানী [স] ১ বি ধ্যানময়্য ব্যক্তি। 'রসের ছবিটি, ছিল ধ্যানী। এখন সে হয়েছে মেয়েদের মতোই সংসারী'। রবীন্দ্র, ১৮৯১। এর সেখা ...

ঘানী অঙ্ককার

নিম্নলিখিত পরিমিত ঘানীর। 'নজরুল, ১৯৩২। ২. বিগ ঘানময়। 'মহামৌনী মহাঘানী ইয়ারফিলের ঘান ভেঙে পেল।' নজরুল, ১৯৪১।

ঘানী অঙ্ককার [স] বি ঘানের ভাব জাগার এমন গায় অঙ্ককার। 'জ্বালি দীপাকী ঘানী অঙ্ককারে।' শমসুর, ১৯৬৩।

ঘানোন্ডা [স] ঘান-উন্ডা বিগ খাঁ ঘান থেকে উন্ড হয়েছে এমন। 'ঘানোন্ডা খিরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ঘানোনান্দ [স] ঘান-উন্ডা বিগ গভীর তপস্যায় রত। 'বরমুত সতীর শোক ঘানোনান্দ নিদাম-দাম।' নজরুল, ১৯২৫।

ঘ্যাবড়া ১ বি লেপটানো। 'মধ্য নেড়া ও অদুই (কপাল) এক ঘ্যাবড়া চন্দন।' হুজুর, ১৮৬১। ২. বিগ চ্যাপটা। 'নাকেই বাজত শাউটা শাখ।' সিদ্দিকা তাই ঘ্যাবড়া মেয়ে ঘ্যাবড়া করেছেন।' নজরুল, ১৯২৬। ৩. বিগ মোটা ও কুন্ডী। 'ইটের ওপর ঘ্যাবড়া দুটো পা।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

ঘ্যারা [স] ঘান-> ক্রি ঘান করা। 'নারী একমলে/ ঘ্যায় অহরহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ঘোৎ [জন্য] অন্য বিবিক্ত অথবা অবজ্ঞা প্রকাশক শব্দ। 'ঘোৎ - ভা হলে সে কেমনে বাঁচিবে।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

ঘোয় [স] ১ বি ঘানের বোধ্য বা। 'ঘোয়মাধ্য জীবের কর্তব্য কোন ঘান।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ২. বিগ কাম্য; আরাধ্য। 'সেই কারণে সত্য কখনো কাব্যের ঘোয় হতে পারে না।' শিব, ১৯৫০।

ফ্রপদ [স] ফ্রপদ। বি এক প্রকার সংগীত। 'ফ্রপদ পঞ্চস নাট দাফিনাট্য জ্ঞত।' মাহাশব্দ, ১৫০০।

ফ্রপদী [স] ফ্রপদী। বি ফ্রপদ গায়ক। 'রাজা স্ববস্ত্রধন পরম নবরের ফ্রপদী।' ধর্ম, ১৯৩১।

ফ্রপদীপান [ফ্রপদী+স পান] বি শাষ্ট্রীয় সংগীতের চরম সুরার প্রাণিতম ধারা। 'বিষ্ণু ছিলেন ফ্রপদীপানের বিখ্যাত গুরুত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ফ্রব [স] ১ বিগ নিশিত। 'সুৎক-উল্লিঙ্গা ফ্রব জানিয়াছিলেন।' বরম, ১৮৬৬। ২. বিগ প্রাণীভূত। 'ঐতিহাসিক সত্য ফ্রব বলিয়া জানিব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩. বিগ হির; অনড়। 'বাহ্য ফ্রব, বাহ্য চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা ভাঙিয়া চিন্নিত পোয়েন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪. বি দৃশ্যত নিশ্চল নক্ষত্রবিশেষ। 'হে কলসপুংখ, ফ্রব, বাতী, শতচিহ্না ...।' জীবন, ১৯৪৪।

ফ্রব-জ্যোতি [স] ১ বিগ হির ও উজ্জ্বল আলোকসম্পন্ন। 'ফ্রব-জ্যোতি সে-নয়ন জাগে সেবা অনুক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২. বি হির আলো। 'ফ্রব-জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ফ্রবতা [স] বি নিত্যতা; চিরন্তনতা। 'হৃদিত্তা তার ফ্রবতার মরীচিকা আঁকে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

ফ্রবতারকা [স] বি ফ্রবতারা। 'তোমারি মুরতি এসে, চির-স্মৃতিময়ী ফ্রবতারকার বেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ফ্রবতারা ১ [স] বি জীবনের আদর্শ। 'তোমারই করিয়াছি জীবনের ফ্রবতারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২. বি উত্তর আকাশে অবস্থিত নিকনির্গমে সন্ধ্যাক নক্ষত্রবিশেষ। 'আগনি উঠেছে ওই তব ফ্রবতারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩. বি লক্ষ্য। 'সে প্রত্যয় জীবনের ফ্রবতারা যার।' শিবিন, ১৮৮৭। ৫. বি অবিলম্ব আলোক; পর্ণনির্দেশক আলোকশিখা। 'তারি মাঝে তুমি তোমার ফ্রবতারা জ্বালো।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ফ্রবতারাদীপ [স] বি ফ্রবতারারূপ প্রদীপ। 'ফ্রবতারাদীপদীপ সূতৃত্ত নিকৃত অবস্থানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ফ্রবতারাবৎ [স] বিগ ফ্রবতারার মতো। 'অনন্ত কালস্বাবে এই যে হির ফ্রবতারাবৎ সূর্যসমূহ এরাই সংস্কৃতির উপাদান।' মোতাহেব, ১৯৫০।

ফ্রবত্ব [স] বি নিত্যতা। 'একটা ফ্রবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফ্রবদৃষ্টি [স] বি হির নকর; হির লক্ষ্য। 'সেবতার ফ্রবদৃষ্টি-সম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ফ্রবদক্ষ [স] বি নিকনির্গমে সাহায্যকারী উত্তর আকাশ নক্ষত্র। 'নিপিন আমার বিপদসাগরে ফ্রবদক্ষর।' শিবিন্দ্র, ১৮৬০।

ফ্রবপাথ [স] বি চিরসত্তার পথ। 'নারীজাতিকে কর্তব্যের ফ্রবপাথে আকর্ষণ করিতেছ।' শরৎ, ১৯১৭।

ফ্রবপদ [স] ১ বি ফ্রিপদ। 'পদের উপরে দাঁড়াইলেই আমরা ফ্রবপদ প্রাপ্ত হই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২. বি দ্রব্য। 'সে-ফ্রবপদ দিয়েছে বাঁধি বিশ্বতানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ফ্রবশোক [স] বি অক্ষয় অনন্তলোক; নিত্যধাম। 'ফ্রবলোক হৈতে দেখে বিষ্ণু মণির।' রসরাম, ১৭৫০।

ফ্রবসতা [স] বিগ চিরসত্তা। 'তাহাকে ফ্রবসতা বলিয়া গণ্য করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ফ্রবসুন্দর [স] বি চিরন্তন সুন্দর। 'হে প্রেয়, হে ফ্রব সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রিয়মাণ [স] বিগ ধরা বাহ্যে এমন। 'সত্ত প্রদীপ প্রিয়মাণ বাম হতে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

নৈ [স না] ক্রিবিণ ক্রিয়ার অসম্পন্নতাবোধক; না। 'দুধি দুধি পিটা ধরন ন জাই।' চর্যা ২, ১২০০।

নৈ [স নব] বিশ চতুর্থ। 'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহ বলিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

ন কর্তা বি চতুর্থ কর্তা। 'সে বাড়ির ন কর্তা।' জলীম, ১৯৬০।

নৈ [স লোহ] বি লোহা; সম্ভার চিকুরূপ হাতে পরার সোহার হুড়ি। 'হাতের ন কয় যাক।' গীনবন্ধু, ১৮৬০।

নঅঙ্গীষ [স নবঙ্গীষ] বি নবঙ্গীষ শব্দ। 'নঅঙ্গীষ বসুমতি রাশি বিখ্যতি।' রামাই, ১৭১০।

নঅন [স নয়ন] বি নয়ন; চোখ। 'ঝলকে ঝলকে নঅনে পড়ে লোহ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নঅান [স নয়ান] বি নয়ন। 'নঅানের সানে মারে থাকিয়া পরাণ।' আশাভঙ্গ, ১৬৮০।

নএন [স নয়ন] বি নয়ন। 'আসা রাখন নএন পঠাএ। কত বন কৌসলে কপট নুকাএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নঅরী [স নগরী] বি নগরী। 'সেহনঅরী বিহরএ একারে।' চর্যা ১১, ১২০০।

নইরী [স নগরী] বি নগরী। 'মরুমরীতি নইরী দাপতিবিধু জইসা।' চর্যা ৪১, ১২০০।

নঅা [স নবা] বিশ নৃতন। 'এ নঅা যৌবন কাহ্নাঙ্কি প্রাণ রে।' বড়, ১৪৫০।

নই [স নদী] বি নদী। 'ভবনই পহণ পঙ্কীর বেগে বাই।' চর্যা ৫, ১২০০।

নইকুল [স নদীকুল] বি নদীতীর। 'কে না বানী বাএ বড়ারি কাদিনী নইকুলে।' বড়, ১৪৫০।

নই [স ন>] ক্রি না হই। 'কোন ছলে জাব ঘর নই শতভরে।' বড়, ১৭৫০।

নইচা, নইচে [কা নইচহ] বি ইকার যে মস্তের উপর কহে থাকে। 'বসে আছি নইচে ধরে।' নজরুল, ১৯৩২; 'হস্তার নইচা ধরিয়া রায়গাহেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

নইচা [কা নইচহ] বিশ খুব ছোটো। 'ভদ্র-আধিনে উঠত কালো কালো নইচা কাতলা আর কালীবাউস।' রমেশ, ১৯২২।

নইচে প্র নইচা

নই টাশা ক্রি এক প্রকার মিষ্টান্ন বানানো। 'চিনির কুথ দিয়ে যখন নই টানে।' মণীশ, ১৯৬০।

নইল ক্রি শিলো। 'আচার্য চন্দনখুলি নইল যখনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নএ [স ন>] ক্রি নয়। 'এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সক্ষ নএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

নও [স ন>] বিশ নয়। 'দৈর্ঘ্যে নও গজ গ্রামণ আড়ে ছয় গজ।' বিজয়, ১৬৫০।

নও [কা] বিশ নতুন। 'শোহরত দাও, নওরাতি আজ।' নজরুল, ১৯২২; 'নও জোয়ারা জমাৎ পাড়ি।' বেনজীর, ১৯৪৫।

নওজোয়ান [কা] বিশ নবীন যুবক। 'সবাই নওজোয়ান, - বুড়া

(আমি ছাড়া আর) একটাও না।' রোকেয়া, ১৯২৮।

নওজোয়ানী [ফা] বি নব যৌবন। 'নওজোয়ানীর জহরি ঢের।' নজরুল, ১৯২৮।

নওতুন [কা নওতন] বিশ নতুন। 'নওতুন যায়দাদ।' ক্যালগে, ১৭৮৬।

নওবাহার [ফা] বি নতুন বসন্ত। 'আজকে দ্যাখানো আকাশে হবোয়ার জীবনে নওবাহার।' মাহেনও, ১৯৪৯।

নও-মকিল [ফা নও+আ মাহকিল] বি নতুন সজা। 'নওরোজের নও-মকিল।' নজরুল, ১৯২৮।

নওরাতি [কা নও+স রাতি] বি উপবের রাত। 'শোহরত দাও, নওরাতি আজ।' নজরুল, ১৯২২।

নওরোজ [কা] বি নববর্ষের প্রথম দিন। 'নওরোজে এই নূতন সালে হোক তোমাদের জয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

নওরোজা [কা] বি উপবে। 'এল কি ইদের নওরোজা?' নজরুল, ১৯২৮।

নওরোজী [কা] বিশ নতুন দিনের। 'নওরোজী গান।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

নওকর [ফা] বি কৃত্য। 'বাড়ি পৌছেল উর্দিখারী নওকর ছুতো সাফ করে দিত্য।' হুজুটি, ১৯৩০।

নওকরি [কা] বি চাকরি। 'তোরা পায় আমি তবে করিব নওকরি।' গরীব, ১৭৬৫।

নওবত, নওবৎ [আ] বি বাস্যযন্ত্রবিশেষ। 'অলিকুল তুলে নওবত বাজে।' রাহরাম, ১৬৫০।

নওবতখানা, নওবৎখানা [আ নওবত+কা খানা] বি যে স্থানে বসে নওবত বাজানো হয়। 'নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর।' রামরাম, ১৮০১।

নওবা [স নতুবা] অব্য নতুবা। 'কিনা সেব কৈন্যা তুজি নওবা অপছরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নওরাজীমানা [আ লওয়াজিমা] ১ বি নতুন হুতি। 'সকলে থাকীয়া নওরাজীমা কাগজপত্র করিয়া দিবা।' ওর্দা, ১৭৮২। ২ বি দরকারি জিনিসপত্র। 'সাবেক ঘর মায় জিনিষ ও নওরাজীমা।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

নওরাজীমা [আ লওয়াজিমা] বি নতুন হুতিপত্র; নতুন কাগজপত্র। ওর্দা, ১৭৮২।

নওরাজিরা [বি নুগোরাজিরা] বিশ। 'মিসুবার ভিতরেই রাজবংশী নওরাজিরা প্রকৃতি জাতি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নওয়াব [আ] বি নবাব; মুসলমান শাসনকর্তা। 'সে সকল রাজা ও নওয়াবের সেল তাঁহার অমুগ্রহ পূর্বক ভোগ করিতেছেন।' বঙ্গদ্রুত, ১৮২৯।

নওরাবজাদা [আ নওয়াব+কা জাদা] বি নবাবের পুত্র; রাজকুমার। 'শা-জাদা উজির নওরাবজাদারা - রুশকুমার।' নজরুল, ১৯২৮।

নওল [স নক>] বিশ নবীন। নওলকিশোর [নওল+স কিশোর] বি নবীন

কিশোর; কুম্ভ। 'গমন রয়নে যা যাও, বালা, নওলকিশোর কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

নতুলা [স নবু:] ১ বি নর খেঁটা চিহ্নিত আস। 'তিনখানা তুরুপেও আসবে যে নওলা ধরা দিতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'চোরেরা কোনো হরতনের নওলা কি চিহ্নিতনের সাতা ফেলি যায়নি।' শিবরায়, ১৯৪০। ২ বিধ নালক। 'একজন নওলা শ্রেণীর লোকের সেবা যলো ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নতুলা [বা] বি নববিবাহিত বর। 'হলে যায় কাসিম ঐ দুখড়ির নওলা।' নজরুল, ১৯২২।

নক [হি] বি টোকার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। 'আপনি সোজা গিয়ে নক করুন।' মূলতন, ১৯৫৯।

নক করা [হি নক+করা] কি দরজার টোকা মারা। 'আপনি সোজা গিয়ে নক করুন।' মূলতন, ১৯৫৯।

নক আউট [হি] বি সরাসরি পরাজিত, যে পরাজয়ের পরে বিজিতা আর খেলতে পারে না। 'নক নক আউট হবার আগেই - টের আসেই সমীর এসে হাফিস।' শিবরায়, ১৯৪০।

নকলা [আ নকলা] বি কথোও মীথদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ না হয়ে নগদ পরসার বিনিময়ে কাজ করে যে। 'আকৌ নকলা মুটে ঝাঁক কাঁদে করে বেকার চলে থাকিলা।' হুতন, ১৮৬৬।

নকল [আ] ১ বি প্রতিশিপি। 'নকল বজায় আসল।' বোঙ্গল, ১৭৭০; 'তাহার কবানামার নকল।' হ্যালাহেড, ১৭৭০। ২ বি কৃষি; জাল। 'নকল সেধিও দিন লাউসেনি দাঁড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি অনুকরণ। 'আমাদের বুনিনিগতি গোড়াতেই বিমেষের নকল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নকল করা [আ নকল+করা] কি অবৈধভাবে পরীক্ষার বইয়ের পৃষ্ঠা বা টুকে অন্য কাগজ সেবে উত্তরপত্র লেখা। 'ইংরেজী পরীক্ষার দিন নকল করতে গিয়ে ...' বাগল, ১৯৫০।

নকলকর্তা [আ নকল+ন কর্তা] বি নকলনবিস। 'নকলকর্তা ছাউতে বাড়ি গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নকলকারক [আ নকল+ন করক] বি লেখা নকল করে যে। 'কোন নকলকারক কাহাখানির এই অংশটুকু পৃথকভাবে নকল করিয়া ...' এনামুল, ১৯৫৫।

নকলনবিস, নকলনিবিশ [আ নকল+ফা নবীস] ১ বি অনুকরণকারী। 'বারালি নকলনবিস ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই।' বহিষ, ১৮৮৭। ২ বি প্রতিশিপি করা যার লেখা। বিদ্যা, ১৮৯১।

নকলনবিসি [আ নকল+ফা নবীস] বি প্রতিশিপি করার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

নকলী [আ নকল+] বি কৃষি। 'নকলী রাতে চাষার সাথে চবা-চুরের হাঙ্গে বিয়ে।' সত্যভা, ১৯১২।

নকলবন্দ [হা] বি বিশেষ সস্তাদায়ের সুবিধা; মুসলিম মরমি সাধক। 'রঙিন করি মাটির সুদারী নকলবন্দের নয়নে মীর।' কল্লরশ, ১৯৪৬।

নকশা, নকশা [আ নকশা+] ১ বি পরিকল্পনার রেখাচিত্র। 'সাবেক তদাম নকশের নকশা মতে নবীন তদামে নির্দিষ্ট প্রান্তে ও উর্দ্ধে তৈয়ার হবের।' ক্যালসে, ১৭৮৭; 'অতঃপর সেই বটীর নকশা অনুসরে গড় সমস্ত তৈয়ার করাইলেন।' রায়মহা, ১৮০১। ২ বি রেখাচিত্র। 'আমরা চন্দ্রমন্ডলের যে অর্ধভাগ দেখিতে পাই, তাহার নকশা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বি খণ্ড খণ্ড কাহিনীচিত্র। 'হুতন প্যারের নকশা।' হুতন, ১৮৬২। গ্রন্থা

নকশা কটি টি ছবি বা আঙ্গনা আঁকা। 'সে সুস্থভাবে নকশা কাটে।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

নকশাকার [আ নকশা+ন কর] বি নকশা তৈরি করে যে। 'একজন নিপুণ নকশাকার, একজন কবি মনীষী আর একজন ভ্রূপক শিল্পী।' হাই, ১৯৫৪।

নকশাপেড়ে বিধ নকশাযুক্ত পাড়বিধি। 'নকশাপেড়ে বাড়িখানা মেয়েটির।' জীবন, ১৯৩২।

নকশি [আ নকশা+] বি খাতুগারে চিত্রণ বা খোদাইয়ের কাজ। 'নানা খাতুতে নকশির কাজ করতে কাজে এল।' জবন, ১৯২৫।

নকিব, নকীব [আ] ১ বি রাজসভায় যে ব্যক্তি রাজার কীর্তি ঘোষণা করে। 'নকীব সেলাম গাহে সেলাম জ্ঞানার।' ভাওত, ১৭৬০। ২ বি ঘোষণাকারী। 'নকিব ফুকারে সলা হাজারির ভুয়।' রামহুসদ, ১৭৮০; 'যাহার নকীব সেজে ...' সেমন্তোদ্রো কব্জে বেরোন।' হুতন, ১৮৬১। ৩ বি তুর্ভাবাক। 'অবকালের হারে মুক্কের ইক নকিব ফুকারি যার।' নজরুল, ১৯২২। ৪ বি সেবাদানবাহক। 'আসে মলে মলে নবীন নকীব।' কল্লরশ, ১৯৪৬।

নকিবান [আ] বি ঘোষণকণ। 'ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল নকিবান।' গরীব, ১৭৬৫।

নকুল [সি] বি বেজি। 'নকুল সেলাম গাড়ি লুকাইল জড়ুকি।' হুতন, ১৮০৬।

নকুল [আ নকল] বি মিঠান্নবিষে। 'আকুল ইল্লা বড় নকুল লাগিয়া।' ভাওত, ১৭৬০।

নকুলদালা [আ নকল+ফা দালা] বি মিঠান্নবিষে। বিদ্যা, ১৮৯১।

নকি [সি লকী] বি লকী। 'মুই লোনার নকি ভেসেয়ে দিতি পারবো না।' মীনবন্ধ, ১৮৬০।

নক [সি] বি রামি। নকচাটী [সি] বি নিপাচর। 'রাত একটা থেকেই এই নকচাটীরা পথে বের হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

নককর [সি] বি নিপাচর। 'দুটি একটি নককর ক্ষুদ্র পথ ...' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

নককুল [সি] বি রামিকালীন। 'এইরূপে নককুল আহায়ে বজিত হইয়া ...' দুর্বার হইতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

নক [সি] বি কুহির। 'বেগে যমচক্রঙ্গী নক ধার তার গানে অনুশ্রুে।' হাইকেল, ১৮৬১।

নকজ [সি] ১ বি তারা। 'তহিত নকজগণ গজমতীহার।' বাত, ১৮৫০। ২ বি গ্রহ। 'ঐ বৈ আমার চেনা শুক ও মলল নকজ।' কৃষ্ণকালী, ১৮৮৫।

নকজ-আলোক [সি] বি নকজের আলো। 'বিজয়মহীন জ্যোতি অঞ্জন নকজ-আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নকজখচিত [সি] বি নকজ-খচিত। 'আমাদের পান ভাওতবর্বের নকজখচিত নিশীথিনীকে ...' ভাষা দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নকজগণ [সি] বি নকজগণ। 'উত্তর দিকের নকজগণ ক্রমশঃ নভোমণ্ডলের ...' অক্ষর, ১৮৫২।

নকজগতি [সি] বিক্রিণ অতি দ্রুতবেগে। 'ভাকওয়াল সেই সঙ্গে বরাং নকজগতি বাঘমান হইয়া ...' তবনী, ১৮২৮।

নকজগজ [সি] বি তারকাগুচ্ছ। 'আকাশে নকজগজ, আমি শুধু মরালের মতো।' শ্যামসুর, ১৯৫৯।

নক্ষত্র-চেতন [স] বিশ নক্ষত্রের মতো জ্ঞাত। 'একটি অনুরূপের প্রতি রক্তকণা হয় নক্ষত্র-চেতন?' শামসুর, ১৯৫৯।

নক্ষত্রজগৎ [স] বি আকাশ। 'এটি নক্ষত্রজগতের উজ্জ্বলতম রত্ন হইলেও ...' মোতাহার, ১৯৩৭।

নক্ষত্রনিয়ন্ত্রিত [স] বিশ গ্রহ-গ্রহাবৃত। 'নক্ষত্রনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত মতো দুর্নিবার।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

নক্ষত্রপট্টী [স] বি নক্ষত্রলোক। 'নখাত্রে নক্ষত্রপট্টী: টাকে টুকুরে অর্ধশব্দ বিড়ি।' সুভাষ, ১৯৪০।

নক্ষত্রপুঞ্জ [স] বি নক্ষত্রমালা। 'উপরে আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রপুঞ্জ-পরিপূর্ণ ও নিম্নভাগে ভূমণ্ডলে দীপমালায় মণ্ডিত দেখিয়া ...' অক্ষর, ১৮৫৪।

নক্ষত্র-বস্ত্রি [স] নক্ষত্র+বস্ত্রি বি নক্ষত্রের বস্ত্রি; নক্ষত্রপূর্ণ মহাকাশ। 'নক্ষত্র-বস্ত্রির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রকাশ বলে মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নক্ষত্রবিদ [স] বি জ্যোতির্বিদ। 'তার সঙ্গে অনেক নক্ষত্রবিদ একমত না হলেও, ছোটো মাথার জ্যোতির্বিদ বিনা প্রতিবাদে যেমন দেন।' মাদান, ১৯৬৮।

নক্ষত্র-বিশপী [স] বি তারার হাট। 'আকাশের মোড়ে মোড়ে নক্ষত্র-বিশপী।' শামসুর, ১৯৭০।

নক্ষত্রবিশ্ব [স] বি নক্ষত্রের জগৎ। 'এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আশোকর চেয়ে দ্বিগুণ কৈশে গিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নক্ষত্রবীধি [স] বি তারকার সারি। 'অনন্ত নক্ষত্রবীধি ভূমি অঙ্কুরে।' জীবন, ১৯৪০।

নক্ষত্রবর্ণো [স] বিশ্রবণ অভি দ্রুত গতিতে। 'তৎকাল্য নক্ষত্রবর্ণো মহাজনের বাটিতে হুয়েন ধাবমান।' ভাবনী, ১৮২৫।

নক্ষত্র-মণ্ডল [স] বি তারকাপুঞ্জ। 'সত্ত্ব গ্রহের সত্ত্ব কক্ষাতেও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিগিত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

নক্ষত্রমঞ্জলী [স] ১ বি জ্যোতির্চক্র। 'এবে চন্দ্র সূর্য আর নক্ষত্রমঞ্জলী।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি নক্ষত্ররাজি। 'নক্ষত্রমঞ্জলী সারি সারি বসিয়াছে তব্ব কুহেলী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নক্ষত্রময় [স] বিশ তারাময়। মাদান, ১৭৪৩।

নক্ষত্রমালিকা [স] বি নক্ষত্রপুঞ্জ। 'চিহ্নের নিশীথ রাস্তে গৌষে তারা নক্ষত্রমালিকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নক্ষত্র-মোশা [স] বি নক্ষত্রের সমারোহ। 'সেই নক্ষত্র-মোশার ভিত্তরে ছিল অনেক নক্ষত্রেরই ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহের উৎপত্তিসম্ভাবনা দিনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত [স] নক্ষত্র-রত্ন-দীপ্ত বিশ নক্ষত্ররূপ রত্নে আলোকিত। 'নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলাকাশ সুস্বিসংহাসনে তোমার মহান জাগরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নক্ষত্রলোক [স] বি গগনমণ্ডল। 'অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

নক্ষত্রসংকেতবিদ [স] বি গ্রহ-নক্ষত্রের সংকেত থেকে যারা ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন - জ্যোতিষী। 'নক্ষত্রসংকেতবিদ জ্যোতিষী বললে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নক্ষত্রসভা [স] বি নক্ষত্রপুঞ্জ। 'সম্মতিতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নক্ষত্রালোক [স] নক্ষত্র-আলোক বি তারার আলো। 'খোলা হাতে নক্ষত্রালোকে দক্ষিণে বাতাসে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নক্ষত্রালোকিত [স] নক্ষত্র-আলোকিত বিশ তারার আলোর আলোকিত। 'নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো।' জীবন, ১৯৪০।

নক্ষত্রের দোষ বি নক্ষত্রের অন্তত প্রভাব। 'এইসব মানুষেরা নিচয়তা হারায়েছে নক্ষত্রের দোষে।' জীবন, ১৯৪৮।

নক্সাগুল [আ নকশাহ্] বি রাগ-সংগীতের শৈলীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... লইয়া প্রপদ ... সারগম, চতুরং ও নক্সাগুল মণ্ডল হইয়া আছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

নক্সা [আ নকশা] ১ বি কারকাঙ্ক। 'এক সোনার ছড়ি উপরে নক্সা করা।' ক্যাম্পে, ১৭৮৯। ২ বি গঠনসূচক রেখাচিত্র। 'রাভার নক্সার একখান পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ বি গ্রহসন। 'কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রক্তভূমিতে উপস্থিত করতেই হবে।' মগরাক, ১৮৬৯। ৪ বি আলাপনা। 'পাতা আর ফুলে নক্সা বানিয়ে তারি অপেক্ষাকৃত।' জঙ্গীম, ১৯৫১। ৫ নকশা, নকসা

নক্সাওয়ারা [আ নকশাহ্+ই ওয়ালা] বিশ নকশা করা আছে এমন। 'লতা-বৃষ্টি-ফুলের নক্সাওয়ালা কাপড়টা স্বামীর মুখের কাছে আরো একটু গিয়ে দিল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

নক্সাকাটা [আ নকশাহ্+কাটা] বিশ কারকাঙ্ক করা। 'একপাশে চেয়ার আয়না সেরাজ আলনা, মিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানালার নক্সাকাটা পর্দা।' অরুণ, ১৯২৯।

নক্সাখোদকারী [আ নকশাহ্+স খুদ+স কাহী] বিশ নকশা খোদাই করা। 'নানা আলপনা নক্সাখোদকারী কারিগরি নেওয়াল হতে ...' জবন, ১৯২৫।

নক্সাপাণী [নকশালবাড়ি+স পাহা] বি ১৯৬০-এর দশকের উগ্র বামপন্থী নকশালবাড়ি আন্দোলনের অনুসারী। 'নক্সাপাণীদের ববরে সুনীতর মনে হয়েছিল।' গান্ধা, ১৯৭১।

নক্সী, নক্সি [আ নকশাহ্] বি নকশা। 'নক্সী করা রঙ-বেরঙ-এর শাড়ি।' জঙ্গীম, ১৯৪৯।

নক্সিপাড়া [আ নকশাহ্+স পাড়া] বি নকশা করা পাড়। 'লাল নক্সিপাড় মিলের পাড়ি।' তারা, ১৯৪২।

নক্সী-কাঁথা [আ নকশাহ্+স কাঁথা] বি নকশাযুক্ত কাঁথা; নকশা তোলা কাঁথা। 'মধ্যে পুটার দিগন্ত-জোড়া নক্সী-কাঁথার মাঠ।' জঙ্গীম, ১৯২৯। 'সবচেয়ে জীবন হোক নক্সীকাঁথা।' শামসুর, ১৯৬৩।

নখ [স] বি আঙুলের অঙ্গভাগের আবরণ। 'কুচ নখ লাগত সবি জন দেখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নখকুলিশ [স] বিশ নখের মতো বস্তু। 'নখকুলিশহার ঘারা বিশ্বম পক্ষ দিক্যকশিণুর বক্ষঃস্থল বিনীর্ণ করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নখঘাত [স] বি নখের আঘাত। 'নখঘাত না দিহ পরোভারে।' বাবু, ১৪৫০।

নখচক্কু [স] বিশ নখ ও ঠোঁট আছে এমন। 'তীক্ষ্ণ নখচক্কু মাহারাঠা একটা জলের উপর ছৌ মারিরা মারিরা উড়িতেছে।' বনকুল, ১৯৩৬।

নথচিহ্ন

নথচিহ্ন [স] বি নথের আঁচড়। 'এই সেখ নথচিহ্ন আমার হৃদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নথ-সন্ড [স] বি নথ ও দাঁত। 'নথ-সন্ড আকসিত।' মেঘেন্দ্র, ১৯৪৬।

নথসন্ডভাড়া [স নথসন্ড-ভাড়া] বিণ নির্ধারিত। 'তুমি চাও নথসন্ডভাড়া এক গোরা পুরোহিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নথসন্ডহীন [স] বিণ নথ ও দাঁত নেই এমন। 'তারে উপবাসী থাকতে হয়, নথসন্ডহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৬; 'প্রতিভা ও প্রেমকে আমাদের জরা-নীচরমান সমাজ নথসন্ডহীন জললব বানিয়ে দিয়েছে ঠেকে গেছে।' অন্নদা, ১৯২৮।

নথলপর্ণ [স] বি বুঝি জানা; নথরূপ আয়না। 'কলিকাতার রাস্তাসকল আমার নথলপর্ণে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪; 'সেখোক্ত মহাসুন্দরের নথলপর্ণে।' নজরুল, ১৯৩১।

নথলপর্ণে থাকা ক্রি আয়ত্তে থাকা। 'কলিকাতার রাস্তাসকল আমার নথলপর্ণে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

নথলপড়ি [স নথ+স দাড়িকা] বি নথ ও গাড়ি। 'কাটাইল নথলপড়ি আনিয়া গ্রামিনি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

নথপাতি [স নথপতি] বি নথের পাতি। 'নথপাতি ডোর চন্দ্রিকা জিলে।' বসু, ১৪৫০।

নথপাঠী [স নথপাঠী] বি নথপাঠি। 'মানিক রচিত চন্দ্রসম নথপাঠী।' বসু, ১৪৫০।

নথপালিশ [স নথ+ই পালিশ] বি নেলপালিশ। 'করুণী, গড়ভার, মাক্কায়া, চোখের পালিশ, রক্ত, নথপালিশ।' বৈশ্য, ১৯৪৭।

নথবিধি [স] বি নথের শিটে উদ্ভাসিত ছবি। 'নথবিধে চন্দ্রের প্রকাশ।' মানিকদাস, ১৭৮১।

নথবিলেখন [স] বি নথের আঁচড়। 'বুকের ওপরে মুদ্রা নথবিলেখন নথবিলেখনে লিখতে কি সেবে নাম।' মহম্মদ, ১৯৬৬।

নথ-ভাড়া [স নথ+ভাড়া] বিণ শব্দকে কঠোরভাবে পাঠি দিতে পারে এমন। 'পিঞ্জরিসের খুন-রক্তিন নথ-ভাড়া এই লীল সজিন।' নজরুল, ১৯২২।

নথমণি [স] বি নথচন্দ্র। 'নথমণিকিরণে তিমির গেল দূর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নথমুহুর [স] বি নথরূপ আয়না। 'প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নথমুহুরে।' অচ্যুত, ১৯৫০।

নথবহুর [স] বি নথের আঘাতের চিহ্ন। 'তাত তিখ নথবহুর চাপের আকার।' বসু, ১৪৫০।

নথশিখ [স] বি আগদামতক। 'নথশিখ ব্যাপিল বিরহ কালকট।' অন্নদা, ১৬৮০।

নথশোভা [স] বি নথের সৌন্দর্য। 'আহা মরি মরি, নথশোভা হেরি।' ভবানী, ১৮২৫।

নথশ্র [স] বি নথের অন্নভাগ। 'ইহার নথশ্রও দেখিতে পাইতে না।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

নথশ্রো [স নথশ্র] ক্রিণি ওকৃত্য সা দিয়ে। 'মোসলেম গণকে এখন আর মুসলিমেরতোষে নয়তো গণনা করিতে কাহারও সাধ্য নাই।' মশরুফক, ১৯০৮।

নথঘাত [স নথ-আঘাত] বি নথের আঁচড়। 'নথঘাতে আগদার

দুশর বিগারিল।' হাকিম, ১৬৫০।

নথ-আঁকা বিণ নথ দিয়ে আঁচিত। 'বড়োভাড়া ছোটোসোকাদিগের নথ আঁকা গর্ত্তিলি কোথায় মিলাইয়া যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নথচুট বি হিন্দু ব্রতবিশেষ। 'এই ব্রতের নাম নথচুট।' কেশ্যাববাসিনী, ১৮৬০।

নথত [স নথত] বি নথত। 'বিরল নথত নভমল ভাস। লম্বাএ কোকিল পাএ সহাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নথতা [আ নুততা] বি বিদ্যুৎ; হরকের নীতের বা উপরের বিদ্যুৎ। ওর্গা, ১৭৮৫।

নথর [স] বি নথ। 'প্রথর নথর জমখর।' মুহুদ, ১৬০০।

নথরগুয়লা [স নথর+হি গুয়লা] বিণ নথরমুহুর। 'বিজিরি নথরগুয়লা পা দুটো ক্ষিত্রতার সঙ্গে চালিয়ে...' হাসান, ১৯৬০।

নথরনিকর [স] বি নথরমুহুর। 'নথরনিকর দেখি ওশালে।' বসু, ১৪৫০।

নথর-রক্তিত [স] বি নথ কাটার অস্ত্র। 'নথর-রক্তিত খুল নাহি কাটে তাল-ভরু।' মুহুদ, ১৬০০।

নথরাধাত [স নথ-আঘাত] বি নিম্নাঙ্গুলক সমালোচনা; খামতি। 'অমর কাব্যের উপর নথরাধাত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নথরি [স নথরাহ] বি বেশ্যা। ওর্গা, ১৭৮৫।

নথী [স] বি নথের সন্ধানীবিদ্যে। 'নথরকা করা যে সকল সন্ধানীবিদ্যে প্রভ, তাঁহাদের নাম নথী।' অন্নদা, ১৬৮০।

নথ [স] বি নথ। 'আর পঞ্চদশ আবে পঞ্চদশ সহিত।' আলগোল, ১৬৮০।

নথ [স] বি গাছ। 'নথ তুল্য হইল ইমানে।' আলগোল, ১৬৮০।

নথেন্দ্র [স নথ-ইন্দ্র] বি হিমালয় পর্বত। 'হেরিলা অমৃত হর্য রমা, প্রভাকর/সুন্দর নথেন্দ্র যথা - অজল জলতে।' মহিকেল, ১৮৬০।

নথ্য [স] ১ বি তুহা। 'কখনো রত্নপতিকের নথ্য বসিয়া মনে হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বিণ ওকৃত্যহীন। 'ভোটসংখ্যা গন্দনার তাঁহারো যদি নথ্য হন তথাপি...' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিণ ছোটো। 'হাজার সংখ্যা অত্যন্ত নথ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নথ্যতম [স] বিণ অতি তুহা। 'মেগাল সরকারের নথ্যতম মুহুরিসের কবরও হিন্দুহানে এর চেয়ে বেশী সৌন্দর্য ধরে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

নথ্যসংখ্যক [স] বিণ সামান্য সংখ্যক। 'নথ্যসংখ্যক মুসলিম পণ্ডিতীম অবস্থার চলাকো কবরত।' বৈশ্য, ১৯৫৫।

নগদ [আ] ১ বিণ স্বভাবেরযোগ্য। 'নগদ ২২ বাইব তভাবিলে আছে।' মের্স, ১৭৬২। ২ বি টাকাপরদা। ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বিণ হাতে হাতে। 'জীহম লইয়া তাহাদের নগদ কারবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি কেশ্যার সময়ে দেওয়া মূল্য। ওর্গা, ১৭৮৫; 'নগদ মূল্য এক টাকা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নগদ-বিদ্যায় [আ] বি দ্রব্য কল্পস্রা। 'আমার রন্যের অন্ত্রিয় বাক্যও আমি অনেক বিদ্যায়, এবং অন্ত্রিয় বাক্যের শাখা নগদ-বিদ্যায় ভাঙাও বার বার...' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'নগদ-বিদ্যারের সোভেৎ যে-কালে হাত দেওয়া যায় তা যে ideal কাজ নয় সে কথা বলাই বাহ্যৎ।' প্রমথ, ১৯২০।

নগদা [আ নগদা] ১ বিণ সবে সবে মজুরি নেয় এমন। 'দিন মজুরি খেটে খেতেম, হালে পরে নগদা মুটে।' ওর্গা, ১৮৫৮। ২ বিণ

সেনাপাণ্ডনা সঙ্গে সঙ্গে যেটোনা হয় এমন। 'নগরায় এ ব্যবসা খুইরে ধারে বর্ণ কিনবে কে?' নজরুল, ১৯৪২।

নগর্য্য-নগর্য্যি [আ নগর্য্য] > ১ ক্রিবিণ সঙ্গে সঙ্গে। 'তিনি তখনই নগর্য্য-নগর্য্যি আড়াই হাজার টেলে সেবেন।' মুক্তবা, ১৯৫৯। ২ বিণ সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা হয় এমন। 'ওতেই মুন্সিফা আসে, নগর্য্যনগর্য্যি।' কায়সার, ১৯৬৫।

নগর্য্যী [আ নগর্য্য] > বি নগর রাজ্যনা সমগ্রহকারী কর্মচারী। 'শিয়াদা, নগর্য্যী, হালশাহানা ... তাশানায় আসিলেন।' বক্টিম, ১৮৯২।

নগর্য্যনী [স] বি পার্বত্য নদী; গিরিনদী। 'ঘন বনের কাঁকে কাঁকে বইছে নগর্য্যনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নগর্য্যা [স নগর্য্য] বিণ ক্রী নগর্য্য। 'করে বামা! হরহমিশরে নগর্য্যা।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

নগর্য্য [স] ১ বি শহর। 'নগর্য্য বারিহিরে ডোবি তোহেরি কুড়িয়া।' চর্য্য ১০, ১২০০। ২ বি নানা পেশার বহুসংখ্যক লোকের আবাস ও শিল্প-ব্যবসায়ের স্থান। 'যে স্থানে বহুগুণ বসেনীয় বিদেশীয় মনুষ্যাদিরে বাসিত্য ও বসতি থাকে তাহার নাম নগর্য্য।' অক্ষর, ১৮৪১। নগর্য্যকা বিণ নগরের। 'এছ নগর্য্যকা বিচ কৈছে লোক জিয়ে।' বন্দা, ১৮৮০।

নগর্য্যকল্পনা [স] বি নগর নির্মাণের পরিকল্পনা। 'এদের নগর্য্যকল্পনার বিশিষ্টতার স্থান নেই।' অন্নদা, ১৯২৯।

নগর্য্যকেন্দ্রিক [স] বিণ নগরে ঘটে এমন। 'সব সাম্প্রদায়িক দালাই প্রধানতঃ নগর্য্যকেন্দ্রিক এবং নাগরিক ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ভূত।' উমর, ১৯৬৮।

নগর্য্যকেন্দ্রী [স] বিণ নগরের উপর নির্ভরশীল। 'আধুনিকতার কয়েকটি মূল লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই যেটোটা এক - যেমন ইচ্ছা করি দৃষ্টিভঙ্গি...সমাজের নগর্য্যকেন্দ্রী হয়ে ওঠা ...।' শিব, ১৯৫০।

নগর্য্যকোলাহল [স] বি নগরের শোরশোল। 'ব্রাহ্মণের জীৱন্তবর্ষ নগর্য্যকোলাহল ও বার্ষিকছাত্রের বাইরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নগর্য্যজীবন [স] বি নগর্য্যকেন্দ্রিক জীবন। 'নগর্য্যজীবন যাত্রার অনভ্যন্ত এবং তাদের প্রতিপক্ষ ছিল।' মাহেনব, ১৯৪৯।

নগর্য্য-তোষণ [স] বি নগরের প্রধান ফটক। 'বলবান সাহসী সৈনিক পুরুষ নগর্য্য-তোষণ রক্ষা করুক।' মশাররফ, ১৮৮৫।

নগর্য্যস্থার [স] বি নগরের প্রবেশপথ। 'পত্রপুস্তকের মালায় সুসজ্জিত বিভিন্ন নগর্য্যস্থার।' মহাশেফা, ১৯৫৬।

নগর্য্যনগর্য্যী [স] বি ছোটো-বড়ো শহর। 'বাঁহাঘরের নগর্য্যনগর্য্যী/মুন্সার মিশায় গিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নগর্য্যনগর্য্য [স] বি নগর এবং নগর সন্দেশ বিধয়। 'পৃথিবীর নগর্য্যনগর্য্যের ইতিহাস।' জীবন, ১৯৪৮।

নগর্য্যবাসি, নগর্য্যবাসী [স নগর্য্যবাসী] বিণ নগরে বাসকারী। 'নগর্য্যবাসি লোকের সংখ্যা।' দর্পণ, ১৮৩০: 'নগর্য্যবাসী ইরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রাও সেটিকে অতি স্বত্বপূর্ণে এড়িয়ে চলেছেন।' শিব, ১৯৫৬।

নগর্য্যবশ [স] বি শহরের রাস্তা। 'রাজকুমার সিদার্থ ... নগর্য্যবশে ব্যাধি-শোক-জরা-মৃত্যুর ভয়কর চিত্র দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন...' আইয়ুব, ১৯৭৩।

নগর্য্যবাস [স] বি নগরের প্রবাসক। 'নগর্য্যবাস এক বারানদাকে অভ্যন্ত ভালবাসিত।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নগর্য্যবট [স নগর্য্যবট] বি শহরের পথ। 'বিকীর শত গুড চিহ্ন/

পথশাশে নগর্য্যবটে।' নজরুল, ১৯৩১।

নগর্য্যবাসিন [স নগর্য্যবাসী] বি নগরবাসী। 'চন্দ্রিকার হিন্দু কাসেজের বিষয়ে কয়টি নগর্য্যবাসিন ইতি স্বাভাবিক এক পদ্য প্রকাশ হয়েছে।' দর্পণ, ১৮৩২।

নগর্য্যবাসিনী [স] বি ক্রী নগরের বাসিন্দা। 'নগর্য্যবাসিনীরা অরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া।' নজরুল, ১৯২২।

নগর্য্যবাসী [স] বিণ নগরে বাসকারী। 'পদ্মপ্রায় নিবাসী ও অন্যান্য নগর্য্যবাসী লোক সকল এই কলিকাতার আসিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৩।

নগর্য্যময় [স] ক্রিবিণ নগর জুড়ে। 'নগর্য্যময় যখন অর্জুন্ত আর পূর্ণভারকা-চিহ্নিত পতাকাসকল উড়িতে থাকিবে।' মশাররফ, ১৮৮৭।

নগর্য্যরক্ষক [স] বি নগর রক্ষার দায়িত্ব পালন করে যে। 'আগনি দাস মহাপয়, নগর্য্যরক্ষক।' রক্তিম, ১৮৮৪।

নগর্য্যরক্ষী [স] বি কোটাল। 'উত্তাল নগর্য্যরক্ষী আমন্ত্রণ তলে রোমাঞ্চিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নগর্য্যরক্ষী [স] বি প্রাচীন এদেশ নগরীতে প্রবর্তিত প্রথম গণতান্ত্রিক রক্ষী। 'আধুনিক নগর্য্যরক্ষীর যে আদর্শ রূপটি প্রতিফলিত, ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্রিতা তার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।' শিব, ১৯৬০।

নগর্য্যশোভা [স] বি শহরের শৌর্ভ। 'নানানগর্য্যে নগর্য্যশোভা বাহুল্য করা গেল।' দর্পণ, ১৮২১।

নগর্য্য সঙ্কীর্ণন, নগর্য্য সঙ্কীর্ণন [স] বি (হিন্দু সমাজে প্রচলিত) দলবদ্ধভাবে নগরের পথে পথে-পাওয়া ধর্মীয় সমীত। 'হৈতুধী গাইয়েছে নগর্য্য সঙ্কীর্ণনে যোগ দেওয়াসের সাহিল।' প্রহর, ১৯২০।

নগর্য্যলভ্যতা [স] বি নগর্য্যকেন্দ্রিক সভ্যতা। 'ইতিহাস নগর্য্যলভ্যতার চারুকলাকে পৃথকভাবে কোন মূল্য দেয় না।' সমর, ১৯৭০।

নগর্য্যসৌখ [স] বি নগরের সুউচ্চ প্রাসাদ। 'দিবসের শেষ আলোক মিলানো নগর্য্যসৌখ-পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নগর্য্যস্থ [স] বিণ নগরে বাস করেন এমন; নগরের। 'নগর্য্যস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া হস্তঃ ধানি করিতে প্রবর্ত হইল।' রাজকী, ১৮০৫।

নগর্য্যস্থ [স] বিণ ক্রী নগর্য্যবাসী। 'কোন নগর্য্যস্থ বয়স্ক বৈশ্যের বয়স্ক হইয়া তাহার দাস্যাদি কর্ষে কুমারী।' ভবানী, ১৮২৮।

নগর্য্য-স্থাপত্য [স] বি নগর সন্দেশ নির্মাণকলা। 'আমার মনে হয় এ সন্দেশ বহু ভারতীয় নগর্য্য-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

নগর্য্যস্থায়ি [স নগর্য্যস্থায়ী] বিণ নগরে স্থায়ী বসবাসকারী। 'কলিকাতা নগর্য্যস্থায়ি ও তন্ত্রিত্বই গ্রামনিবাসিন ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

নগর্য্যস্থিতি [স নগর্য্য-স্থিতি] বিণ ক্রী নগরের অধিকারী। 'নগর্য্যস্থিতি ক্রী হইল মহাসৌন্দর্য্য।' রত্ন, ১৮৫৮।

নগর্য্যস্থ্যক [স নগর্য্য-স্থ্যক] বি নগরের প্রধান। 'আমি নগর্য্যস্থ্যকের আলয় হইতে বর্ণপাঠ অগ্রহণ ... করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

নগর্য্যস্থ্যক [স নগর্য্য-স্থ্যক] বিণ নগরে আছে এমন। 'নগর্য্যস্থ্যক জগৎপ্রাণী।' অক্ষর, ১৮৪৮।

নগর্য্য্য [স নগর্য্য] বি নগরের অধিবাসী। 'নগর্য্য্যর কথা ব্যাধ নাকি তলে কানে।' মুক্তন, ১৯০০।

নগরি

নগরি [স নগরী] বি নগর; শহর। 'কৌতুক আসেন তবে হারকা নগরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নগরিকা [স নগর>] ১ বিপ নগরবাসী। 'নগরিকা লোকে প্রভু যবে আছা দিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি নগরবাসী। 'নগরিকা জোপান ধরে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নগরী [স] বি ক্রী নগর; শহর। 'নিতি জ্ঞাএ সর্জলসুন্দরী বনপাশে মথুরা নগরী।' *বটু*, ১৪৫০।

নগরী [স নগরী] বি নগরবাসী। 'নানামত করিয়া নগরী গায়ে গীত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নগরীয় [স নগর>] ১ বিপ নগরবাসী; নগরিক। 'নগরীয় শিল্পীকারের শিষ্য।' *তারিখী*, ১৮০৩। ২ বিপ নগরের। 'কোন ব্যক্তি রোম নগরীয় ব্রিটীয় সম্রাজকে অস্ত্রাঘ বর্ষণ করিয়াছেন?' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

নগরোপাধ্যায় [স নগর-উপাধ্যায়] বি শহরের পরিকল্পিত বাপান; পার্শ্ব। 'মুখ রাজতন্ত্র এক দিগম নগরোপাধ্যায় অশ্রমকরতঃ ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নগরোপাধ্যায় [স নগর-উপাধ্যায়] বি শহরতঃ; নগরের প্রান্ত। 'জবানদি অশুশা জ্ঞাতি নগরোপাধ্যায় থাকিত।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নগাধিরাজ [স নগ-অধিরাজ] বি উচ্চ পর্বত। 'পথিছ বালুকর এক এক কলা, অনন্তরুহভব নগাধিরাজের ত্র্যম্বক।' *রঙিম*, ১৮৭৪।

নগিনা [স] নগিনী বি মুক্তা। 'সেজন তোমার নবযৌবনে সোনার উপর নগিনার কাজ হইবেক।' *ভদ্রানী*, ১৮২৮।

নগী [আ নগা] বি নগম ধারনা সঙ্গহরকারী কর্মচারী। 'একজন নগীকে বলিলেন।' *বহ্নিম*, ১৮৭৮।

নগ্ন [স] ১ বিপ বিবরঃ সেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত এমন। 'এক জালক, শালিনবির প্রান্তরে নগ্ন ও শিসহর পরিত্যক্ত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ বিপ খোলা। 'ভ্রম্বণ গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাশে শাশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। ৩ বিপ প্রকট; উন্মুক্ত। 'সেই নগ্ন লালসার পক্ষে তর করি/বেশিছ যে-রাতির দম্ব অভিলাষ।' *সিদ্ধান্ত*, ১৯৪০।

নগ্ন আধরণ [স] বি নগ্নতার আধরণ; নিরাবরণ অবস্থা। 'কেলো গো বসন কেলো - মুচুতা অজল। পরো তবু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নগ্নচিত্ত [স] ক্রিবিপ খোলামনে। 'নগ্নচিত্ত সাগরিন নুটাইছে বিশ্বের গ্রাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

নগ্নতা [স] ১ বি আবরণহীনতা। 'মিয়ানবই জনে তার নগ্নতা সেবেই বৃণি থাকেন।' *প্রবন্ধ*, ১৯০৫। ২ বি অসত্যতা। 'নাহি সহি নগ্নতা/বিলালের সম।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ বি নির্লজ্জতা। 'ইহাদের অন্তরে বীভৎস নগ্নতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

নগ্নদৃষ্টি [স] বি বায়ে দৃষ্টি। 'তার ক্রীড় উদয়ক্ষল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখে।' *ভগ্নাণী*, ১৯৪৮।

নগ্নদশ [স] বি খালি পা। 'দগধতে নগ্নদশে ভিন্ধা যাপি।' *প্রবন্ধ*, ১৯১৪।

নগ্নবক্ষ [স] বি খোলা বুক। 'নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া অন্তর রহস্য তব গনি দিই দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। 'এক জুগোসোকার নগ্নবক্ষে যজ্ঞোপবীত।' *নজরুল*, ১৯২৭।

নগ্নবেশা [স] বিপ ক্রী বিবরঃ। 'পলিতবেশা, নগ্নবেশা, পথতুণ্ডারিনী।' *বহ্নিম*, ১৮৮৪।

নগ্ননির [স] বি যুক্তি মস্তক। 'নগ্ননির, সজ্জা নাই, সজ্জা নাই ধড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নগ্নসম্মান [স] বি খালি সম্মান। 'আমার অনুভূতি আমাকে গ্রহণ করেছেন নগ্নসম্মানে, বিদায় সেহেন নগ্নসম্মানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নগ্ন হামলা [স নগ্ন+আ হামলা] বি অতর্কিত ও নির্বিচার আক্রমণ। 'ভারতীয় নগ্ন হামলার উত্তর দিবা করেন।' *বেশম*, ১৯৬২।

নগর

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'এর নগরক দিকটা জ্বরপঙ্খির দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নগর [ফা শব্দ] বি শোহর অল্পশবিশেষ, যা পানিতে ফেলে নৌকা বা জাহাজ বাঁধা হয়। 'এক পাছে নগরও এক যাএ আশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নগর [ফা শব্দ] বি শোহর অল্পশবিশেষ, যা পানিতে ফেলে নৌকা বাঁধা হয়। *বিদ্যা*, ১৮৯৯।

নগর ফেলা [বি জাহাজের নগর ফেলার কাজ। 'জাহাজ পরিকার করা, পাল তোলা, নগর ফেলার ইত্যাদি কাজ করে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নগর [স শব্দ] বি লেজ; লেজের মতো দড়ি। 'কুজকার নগর ছুরায় ফেলে দড়ি।' *হানিকসাম*, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নগর [স] বিপ নেত্রবাচক। 'নগর [স] হানিকসাম, ১৭৮১।

নজরবশি, নজরবন্দী [আ নজর+ফা বন্দী] ১ বিপ্ অন্তরীণ। ওর্স, ১৭৮৫; 'কেবল আটকে রাখাতে অথবা নজরবন্দী করায় কি হইতে পারে?' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি দৃষ্টির বাইরে যেতে না দেওয়া। 'নজরবশি'। বিদ্যা, ১৮৯১।

নজরানাজরী [আ নজর+] বি সাফাং। 'নাশিভী বাবুর নিকট উপযুক্ত নজর লইয়া নজরানাজরী করিতে দিল।' ভবানী, ১৮২৮।

নজর^১ [আ] ১ বি সেলামি। 'তৎকালিন হোসেমান বিত্তর শণ্ডাত নজর ইত্যাদি দিয়া ...' রামরায়, ১৮০১। ২ বি উপহার। 'ঐ সিংহাসন রানীকে নজর দিলেন।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি উপঢৌকন; নজরানা। 'তাহারা ব্রাহ্মদি পরিধান করিয়া রাজাকে নজর দিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

নজর-আনা [আ নজর+ফা আনা] বি বংশিশ। 'বিবি-তালাক, হাজার জুতো, নজর-আনা একশ টাকা।' জসীম, ১৯০১।

নজর-নেওয়াজ [আ নজর+ফা নেওয়াজ] বি উপহার। 'মওলানা সাহেব যুরিাদানের নজর-নেওয়াজ নিতেছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

নজর সেলামি, নজর সেলামী [আ নজর+আ সেলাম] বি সম্ব্রুত করার জন্যে প্রদত্ত উপঢৌকন। 'নজর সেলামি।' ওর্স, ১৭৮২; 'তাহারা কেবল আনামোনা করিয়া ও নজর সেলামী দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রস্থ করিল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

নজরানা, নজরাণা [আ নজর+] ১ বি উপঢৌকন। 'নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়।' ভারত, ১৭৬০; 'সকলের নজরানা অর্থাৎ উপঢৌকন স্পর্শ করিয়া ...' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি দক্ষনী মাতল। 'নজরানা - জমিদার জমিদারী দর্শন করিতে আসিলে নজর দেওয়া হয়।' ভারত সংকলন, ১৮৭৪।

নজরুলদীতি [নজরুল+স গীতি] বি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গান। 'নজরুলদীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।' বেগম, ১৯৪৯।

নজরুলী বিপ্ কাজী নজরুল ইসলামের গল্পভিত্তিক রচনা। 'শেষ লাইন নজরুলী।' মুক্তভা, ১৯৫২।

নজল [হি] বি হোসপাইশের খাতব মাথা যার ভিতর দিয়ে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। 'হোসপাইশের পিতলের নজল শিঙের স্তম্ভের ওপর পড়ে ঠং করে একটা আওয়াজ করে।' রশ্মিদ, ১৯৬৩।

নজহর [আ নজহ] বি তদন্ত। মালোএল, ১৭৪৩।

নজিক [আ নজদীক] বিপ্ নিকট। মালোএল, ১৭৪৩।

নজির, নজীর [আ নজীর] বি দৃষ্টান্ত। 'এই নজিরই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দর্শন করা হয়।' হুতোম, ১৮৬২; 'এ বেশ নজীর বার করেছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

নজীরবিহীন [আ নজীর+স বিহীন] বিপ্ বেনজির; দৃষ্টান্ত বুজ পাত্তা কটিন এমন। 'এক হাস্যরোচকারী এবং নজীরবিহীন পরিবেশ।' জালাল, ১৯৬৩।

নজ্জম [আ নজ্জমী] বি জ্যোতিষী। 'নজ্জম আত্ম মাশে।' নজরুল, ১৯২৮।

নএর্বক [স] বিপ্ নেতিবাচক। 'এর নএর্বক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নট^১ [স] বি নর্তক। 'নট সেধি মুখে সত্ত সোক।' মাহাশবর, ১৫০০।

নটক [স নট+] বি অভিনেতা। 'নটক গাইন জেনে সত্য যথ কৃতি ভনে প্রকাশ হইল সর্বসম।' বাহরাম, ১৬৫০।

নটন [স নট+] বি নৃত্য। 'মধুর নটন গতি ভঙ্গ। মধুর নটিনী নটসঙ্গ।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

নটনটী [স] বি অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'মুগ্ধে মুগ্ধে নটনটী বহু শত শত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নটনর্তক [স] বি নৃত্য। 'হুবানবীনের নটনর্তন ভালে।' জীবন, ১৯২৭।

নটনলোখা [স] বি নাচের মুদ্রা। 'তারে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায় লেখনীর নটনলোখায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নটনাগর [স] বি প্রেমিক। 'রাগ প্রকাশ করিয়া নটনাগরের খটরাগ নিবৃত্তি করিয়া নটখট দূর করিবা।' ভবানী, ১৮২৮।

নটনাথ [স] বি নটরাজ। 'নাচে নটনাথ কালভৈরব তা ধই ধই।' নজরুল, ১৯৩০।

নটবর [স] বি শ্রেষ্ঠ নর্তক। 'কুক্ হানে আমি তবিরে ভ্রম নটবরে।' মাহাশবর, ১৫০০।

নটবর বেশ [স] বি অভিনেতার সাজ। 'নটবর বেশ বিন্যাস সেখিলে বোধ হয় না।' দর্পণ, ১৮২১।

নটবেস [স নটবেশ] বি নর্তক সাজ। 'দিবসে নটের সঙ্গে থাকে নটবেসে।' মাহাশবর, ১৫০০।

নট-ভঙ্গি [স] বি নায়কের মতো ভাব। 'এইসব অব্যাহীনসের বিভিন্ন নট-ভঙ্গি দেখে ...' রশ্মিদ, ১৯৬৩।

নট-রঙ্গ [স] বি অভিনয়। 'নৃত্য-গীত নট-রঙ্গ যন্ত্র যন্ত্র ইতি।' মাহাশবর, ১৫০০।

নটরাজ [স] বি শ্রেষ্ঠ নর্তক - শিব। 'মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ।' নজরুল, ১৯২২।

নটরাজা [স] বি তাত্ত্বনৃত্যকারী হিন্দু দেবতা শিব। 'নতুন কালের নটরাজা নিশ নতুন রশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নটরাজী [স] বি নর্তকী; অভিনেত্রী। 'নটরাজীনের মতো।' জীবন, ১৯৪০।

নটীশীলা [স] বি নাট্যাভিনয়। 'গ্যারিক যখন নটীশীলা সবেশন করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নটনট্রাট [স] বি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'পাগলের ভূমিকায় নটনট্রাট নগেন রায়।' ভারত, ১৯৪৩।

নট^২ [স নট] বিপ্ নট। 'ভাদরে দেখিব নট চাঁদে।' চিহ্নী, ১৬০০।

নটক বিপ্ ধূট; শট। 'মোর আল ছাড়ুক নটক বদমাশী।' বহু, ১৪৫০।

নটকী বিপ্ ক্রী ধূট। 'নটকী গোজালী ছিনারী গামরী।' বহু, ১৪৫০।

নটখট ১ বি রাগারাগি। 'রাগ প্রকাশ করিয়া নটনাগরের খটরাগ নিবৃত্তি করিয়া নটখট দূর করিবা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি ঝগড়া। 'এইসব নিম্নোক্তোজন নটখটে কারই উপোহ ছিল না।' রশ্মিদ, ১৯৬৩।

নটখটি বি ছোটোখাটো ঝগড়া। 'পাঁচ মিনিটের মত নটখটি করলে।' জীবন, ১৯৩২।

নট^৩ [স] বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'হীনে নটরাগিনী বাজিতে লাগিল।' বহিষ, ১৮৮২।

নটনারায়ণ [স] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'তিনি পরদিনেই নটনারায়ণ গোমাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নট-মন্তব্য

নট-মন্তব্য বি নট ও মন্তব্য বিশেষ উদ্ধৃত রাগবিশেষ। 'নট-মন্তব্য রাগ-রাগে ক্লম্ব তড়িত-বহি আশে' নজরুল, ১৯২৪।

নটরাগিনী [স] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বীণে নটরাগিনী বাজিতে লালিন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

নটকান ১ বি একপ্রকার গাছ ও তার ফুল। 'সুনো-ভাঁওরা, নটকান, পুয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া সেন।' বিকৃতি, ১৯২৯। ২ বি বালকী রু। 'নটকান-রাগা মেবে সমুদ্রে প্যারে।' জীবন, ১৯০০।

নটকানো ১ কি নড়বড় করা। 'অতি দীর্ঘ শিখিল তনু চর্য নটকায়।' কৃষ্ণকাস, ১৫৮০। ২ কি টাঙ্কানো। সোমহকায়, ১৮৭৩। নটকাইয়া কি টাঙ্কিয়ে। 'চিকিট লগাইয়া নটকাইয়া সেন।' সোমহকায়, ১৮৭৩।

নট্য [স নট] কি নাট্য। 'রত্নিণি গন রস রসি নটই। রনরনি কন্দন কিয়িণি নটই।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

নট্যৈ ব্র নটে

নটানো বিণ দুসের স্বাভাবিকত্ব হারিয়েছে এমন। 'তা শুধু সাধুভাবান্বিত নটানো পোহর দুখ।' প্রমথ, ১৯১৩।

নটি ই নোটি ১ বিণ দুই। 'নটি ভগ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি দুই লোক; পাঞ্জি। 'নটি। নটি। এরকম কৌতুহল কেন?' সুবীল, ১৯৭০।

নটিজা ব্র নটে

নটিকা [স] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'ধানসী নটিকা আর কেন্দার চলন।' জালাল, ১৬৮০।

নটিন [স নটিনী] বিণ নর্তক। 'বকুল বনের সাকি নটিন পুলালি হাওয়া।' নজরুল, ১৯২৮।

নটিনী [স] বি ন্ত্রী নর্তকী। 'মধুর নটিনী নটসল।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

নটী [স] ১ বি নর্তকী। 'পেদিয়া নটীর বেশ কামবাণে হইলা শেষ।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বৌনকর্মী। মালোৎপ, ১৭৪৩।

নটীলাল [স] বি বেশ্য। 'অভিনেত্রী নটীলালী নাটের মহল।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

নটীপনা [স নটী+পনা] বি নটীর ভাব। 'হয়েছে বিবসনা, অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।' সুবীন্দ্র, ১৯০২।

নটীবাড়ি [স নটী+বাড়ি] বি বেশ্যাবাড়ি। 'বটীসের বাড়ি হচ্ছে হর নটীবাড়ি নয় জীঘর।' প্রমথ, ১৯৩১।

নটে [স নুটক+স শাক] বি কাঁটামূল শাকবিশেষ। 'নটে শাকটি মুড়ালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নটা [স নুটক] বি নটে শাক। 'নটা-খাস কাটিয়া আনিতেন।' জসীম, ১৯৬৪।

নটীজা [স নুটক] বি এক প্রকার শাক। 'নটীজা কাঁঠাল বিচি সারি পোটা দল।' মুকুল, ১৬০০।

নটে পাঁছ মুড়ালো কি পন্ন শেষ করা। 'আমাদের কথা ফুরায় যেই, সেখা যায়, নটে গাছটি মুড়িয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'নটে গাছটি মুড়িয়ে দিয়ে চাচা চোমোরে হোলাল কিলেস।' মূলতবা, ১৯৫২।

নটে শাকটি মুড়ালো কি পন্ন শেষ হলো। 'আমার কথাটি ফুরালো, নটে শাকটি মুড়ালো।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

নটীয়া [স নুটক] বি নটে শাক। 'নটীয়া রাগা ভোলে-পাট পালঙ্গ নালিতা।' মুকুল, ১৬০০।

নট [স নট] বিণ নট। 'চিরকাল দমি ঘুঘ ঘরে নট হই।' বড়ু, ১৪৫০।

নটবুধী [স নটবুধি] বি নটবুধি। 'একোহো তেজহ হেন নটবুধী।' বড়ু, ১৪৫০।

নটশীল [স নটশীল] বি দুঃশ্রুতির লোক। 'নটশীল মারে কীল ...' ভারত, ১৭৬০।

নটী [স নটা] বিণ ন্ত্রী প্রণালত। 'নটী বড় রাধা।' বড়ু, ১৪৫০।

নড [স] বি অভিবাদন জানাতে ইচ্ছা রাখা নোমনো। 'পাকিতাশয়ের দিকে একবারা মোলোয়েম নড করতে ...' মূলতবা, ১৯৫২।

নড [স রন+] বি নোড়। 'নড দিয়া পাক কিয়ে সকল অসন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নডুএড়া [স নটপেটক] বি নটকের সাজ। 'তোহার অন্তরে ছাতি নডুএড়া।' চর্য ১০, ১২০০।

নডুন [স নডু+] বি চলন। বিদ্যা, ১৮৯১।

নডুচড় ১ বি ব্যতিক্রম। 'তবে ওর আর কিছুতেই নডুচড় হবে না?' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ব্যত্যয়। 'স্নায়ুর মধ্যে কী একটা নডুচড় হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি জঙ্কণ। 'জমিলার নডুচড় নেই।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

নডুনচড়ন বি নড়াচড়া। 'নডুনচড়ন নাড়ি।' নজরুল, ১৯২৭।

নডুনডু বিণ টলায়মান। 'সোহাগে আলরে দুটি প্রাণ যেন করিতেছে নডুনডু।' জসীম, ১৯২৯।

নডুনডু ১ বিণ খুব নড়াচড়া করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ শিখিল। 'বিয়ের টোপর মাথার চেয়ে বড়ো হলে নডুনডু করে অমি সেখি।' শিবরাম, ১৯৭০।

নডুনডা [স নডু+] কি নড়বড় করা। 'হেঁটে বেতে হুঁট নডুনডায় তবু বেতে সাধ মন বার-পাড়ার।' লালন, ১৮৯০।

নডুনডুজা [স নডু+] বিণ নড়বড় করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

নডুনডে ১ বিণ শিখিল। 'অহি সন্ধি ছুটিল চর্য করে নডুনডে।' কৃষ্ণকাস, ১৫৮০। ২ বিণ নড়বে এমন। 'হস্তুর ধাম পাতলে কি হবে? ওলিকে যে গোড়া নডুনডে-।' মশাররক, ১৮৬৬। ৩ বিণ দুর্বল। 'তার নডুনডে জীবলীলার প্রহসনটাকে হুয়েতা ট্র্যাঙ্কেজিতে সমাণ করে দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ৪ বিণ শিখিল; দুর্বল। 'ন্যায়েভিসি নডুনডে চাল।' নজরুল, ১৯২৬।

নড়া, নড়ানো [স নডু+] ১ কি হির না ধাকা। 'নড়িলা পুতুনা নারি সতার জুগতি।' মালখর, ১৫০০। ২ কি স্থান ত্যাগ করা। 'এই সময় বটে যে নড়িবার চিন্তা করি।' জরিনী, ১৮০৩। ৩ কি সরানো। 'ইদ্রিগিকে তৈলিরা নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ কি কাঁকানো। 'টেবিলখানা কেউ কেনে না নড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। নড় কি অন্যথা করা। 'দিকে বহুত দুখে কথা যদি নড়।' গদ্য, ১৭৬৫। নড়াঙল কি কেনে দিলো। 'নেইহি নড়াঙল সনবত ইন্দু রে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। নড়িতে কিবিল নড়তে। 'নড়িতে চড়িতে নাহি পারি।' কৃষ্ণকাস, ১৭২০। নড়িলা কি দ্রুত চলল। 'নড়িলা পুতুনা নারি সতার জুগতি।' মালখর, ১৫০০। নড়ে কি চলে। 'ব্রতনা করিরা নড়ে কংস নরপতি।' মালখর, ১৫০০।

নড়া-চড়া [স নডু+] ১ কি চলাকো করা। 'তাছারা এক বারও নড়ে চড়ে না।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ কি ইচ্ছাত বিচলন করা। 'আমাদের নড়াচড়া একরকম বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নড়াশি [স নডু+] বি অস্থিরতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

নড়ে ওঠা ক্রি সজ্ঞাপ হওয়া। 'পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নড়ে চড়ে ক্রিবিধ ঘুরেফিরে। 'নড়ে চড়ে বেড়াবার জন্যে আমাদের বার বার অনুরোধ করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নড়ে বসে ক্রি কিছু করার উদ্যোগ নেওয়া। 'ঢাকার অধিক মায়া না থাকায় সাধারণত নড়িয়া বসিতে ইচ্ছা করে না।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

নড়া ক্র নড়ন

নড়া বি হাত। 'দুই পোতা মাঝি তার ধরে দুই নড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নড়ানো ক্র নড়ন

নড়ি স লতড়া ১ বি লাঠি। 'হাথে নড়ি কাখে হুড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নলের মতো লম্বা সরু হাড়। 'জমিদারের কাছারিতে খাভায়াত করতে করতে পারের নড়ি হিড়ে যায়।' প্রমথ, ১৯১৯।

নড়ি হি নক। বি দিনমজুর। 'আনিদেন জত ছিল নগরের নড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নড়িআতোলা [স নড়া] বি আত্মতোলা। বিন্দা, ১৮৯১।

নড়িত [স] বিগ নবনড়ে। 'চাকরির বিভাগে সে অতিশয় নড়িত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নড়ুই [স নড়া] বি লড়াই। '... সাধারণের ধনা দামড়া আর জমাদারদের দুয়ো এঁড়ের নড়ুই বেঙ্গো।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

নড়েতোলা বিগ হাবাগোরা। 'হুটো জাল্লাখ নড়েতোলা, এসব উপমা ...।' অবন, ১৯২৫।

নবন [স ননশা] বি ননদ। 'মারিত্র সাসু নবন ঘরে সাজী।' চর্য, ১২০০।

নত [স] ১ বিগ নিচু। 'তড়ভাবে বসি দোহে নত হয়ে কায়।' স্মারিকরায়, ১৭৮১। ২ বি সমর্পণ। 'এবার আমার মাথার বোঝা গিয়ে তোমার করি নত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নতচক্ষু [স] বিগ চোখের দৃষ্টি নীচের দিকে এমন। 'সেলাইয়ের দিকে নতচক্ষু নিবন্ধ রাখিয়া কহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নতজানু [স] বিগ হাঁটু গেড়ে বসে আছে এমন। 'ভিকা মেসে লইয়াছি তারি দুটো দিন রাজদ্বারে নতজানু হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নতদৃষ্টি [স] বি অবনত দৃষ্টি। 'ওর সেই নতদৃষ্টি সানন্দ অভিনন্দন আমি সমস্ত অধিত্ব দিয়ে গ্রহণ করি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

নতনয়ন [স] বি আনতদৃষ্টি। 'যেন খেততুল্লা বীণাপাণি নতনয়নে রাজত্বপুণ্ডে বাতায়নসুখ দাঁড়াইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নতনীল [স] বিগ কেরানার্ত। 'কিছুতেই কিছু নয় লগাটে না ভাসার না/ নতনীল বুকে কিছু নয়।' শব্দ, ১৯৬৯।

নতনেত্র [স] বি বিনত দৃষ্টি। 'নতনেত্রে বসো তব জীবনের অসমাপ্ত কথা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নতশল্লব [স] বিগ পাতা নুয়ে পড়েছে এমন। 'নতশল্লব নাগকেশর গায়ে অস্ত্র ফুলের ডারে।' বিভূতি, ১৯২৯।

নতশূষ্ঠ [স] বিগ শিষ্ঠ নিচু করে রেখেছে এমন। 'এই নতশূষ্ঠ পাঠনিষ্ঠি অত্রত লোকটিকে সিরীক্ষণ করিয়া সেবিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নত-মস্তক [স] বিগ মাথা নিচু হয়ে আছে এমন। 'কমলাট গাউনে তার উপর নতমস্তক স্থান করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে চলে

পড়নু।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'গত-গৌরব হৃত আসন নত-মস্তক লাঞ্জে, গ্রানি তার মোহন করো।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নতমুখ [স] বি ইকব নোয়ানো মুখ। 'কমলার চিনুক খরিয়া তাহার লক্ষিত নতমুখ একটুখানি উঠাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

নতমুখী [স] বিগ মাথা নিচু করে আছে এমন। 'আছিলে সেদিন নতমুখী বহুসম শান্ত বাক্যহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'তবু নতমুখী দিদি।' শব্দ, ১৯১৭।

নতলাজ [স নত+স লজা] বিগ লজায় নত। 'মম মুক্তি নতশির আজ নতলাজ।' নজরুল, ১৯২৪।

নতশির [স] ১ বিগ মাথা নিচু করে আছে এমন। 'অক্ষয় পুর আপনাকে বীভারাকান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি বিনয়। 'প্রধান উজীর নতশিরে রাজাভা প্রতাপালন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ বি সন্তোষ; ঘি। 'তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বিগ মাথা নুয়ে পড়েছে এমন। 'শির নেহারি আশ্রিত, নত-শির ঐ শিশুর হিমাদ্রির।' নজরুল, ১৯২২।

নতশিরা [স] বিগ জী নত শিরে রয়েছে এমন। 'মলয় বহিলে হায়, নতশিরা ভূমি তার।' মাইকেল, ১৮৬৬।

নতশীর্ষ [স] বিগ মাথা নিচু করে আছে এমন। 'নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাবলা বন।' বিভূতি, ১৯২৯।

নতশীর্ষ [স নত-উদর] বি স্কীতিত ফলে মধ্যভাগ নত এমন উদর। 'মতোদর/ লুকার পায়ে ডগা অধোমুখে কুণ্ঠিত তাকালে।' সূর্য্য, ১৯৪০।

নতি [স] ১ বি প্রণাম। 'মহাশত্রু কৈল তারে নতবৎ নতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বশ্যতা স্বীকার। 'পদগুণে করি নতি।' রূপরায়, ১৭৫০।

নতিস্বীকার [স] বি বিনয় প্রকাশ। 'নতিস্বীকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নতিজা, নতীজা [অ নতীজা] বি পরিণাম। 'তবেই মিলতে পারে প্রচেষ্টার নতীজা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৬; 'এই নতিজা সেইখা ভূমি কি খুশিতে নাচবে।' মমসুর, ১৯৫৫।

নতু [স নতুবা] অবা অন্যথায়। 'কিবা জিনি সাহা সৈন্য নতু প্রাণ দিব।' জালাওল, ১৬৮০।

নতুন [স নতুন] ১ বিগ অভিনব; নতুন। ওর্গা, ১৭৮২। ২ বিগ অপ্রদিন আগে তৈরি। 'নতুন মদ।' ওর্গা, ১৭৮৫।

নতুন-গড়া বিগ নতুন করে গড়ে উঠেছে এমন। 'নতুন-গড়া দোকানশাড়ার এক পাবলিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নতুন গলা বি নতুন কণ্ঠ। 'রাতেই উহার মানিয়ে না যেন, নতুন গলার গানে।' জঙ্গী, ১৯২৯।

নতুন ঠোকা ক্রি নতুন মনে হওয়া। 'এ কিছু নতুন ঠোকেই বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নতুনতা [স নতুনতা] বি নতুন কোনো কিছু। 'নতুনতার খোঁজে খবরের কাগজ গড়ি।' জীবন, ১৯০২।

নতুনত্ব [স নতুনত্ব] বি নতুন ভাব। 'সেখানে কোনো নতুনত্ব নেই।' জীবন, ১৯০২।

নতুন পানি বি প্রথম বর্ষার পানি। 'পদ্মতে নতুন পানির শোরগোল গড়ে গেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

নতুন মানে বি নতুন অর্থ। 'বিশি বাজাইয়া আজকে রাতের করিয়ে

নতুবা

নতুন মানে। 'জলীয়, ১৯২৯।

নতুবা [স] অর্থ নইলে। 'নতুবা লউক শমন।' চণ্ডী, ১৫৭০।

নতাদির দ্র নত

নত্বা [স নব<] বি নবজাতকের নবমদিনের অনুষ্ঠান। 'নত্বা কৈল নয় দিনে মনের হরিলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নথ [স নাথ] বি সাকের অলংকারবিশেষ। 'মুকুতা শোভিত নথে।' ষিচণ্ডী, ১৬০০।

নথবিভূষিতা [নথ+স বিভূষিতা] বিশ ক্রী নয় পরে এমন। 'মুকুত-সীমন্তা - নথবিভূষিতা ...।' নীপিকা, ১৮৮৭।

নথি [হি নথ্যি] বি কাগজরত। 'নথি উন্টাইয়া দেখেন।' মগাররত্ন, ১৮৬৯।

নথিপত্র [হি নথ্যি+স পত্র] বি কোনো বিশেষ বিষয়ের কাগজপত্র। 'এ বংশের নথিপত্র ও বংশে চালান করিয়া বলিল।' মণিক, ১৯৪০।

নথিতকৃত [হি নথ্যি+স কৃত] বি অন্তর্ভুক্ত। 'কবিতাটাকেই যথি-মুতার নথিতকৃত করা।' অচিভ্য, ১৯৫০।

নদ [স] বি নদী। 'নাভী তার নদ।' বকু, ১৪৫০।

নদ-দল [স] বি নদ-সদী। 'বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

নদনদী [স] বি নদ ও নদী। 'নদনদী দেখিয়া রহিলা কেশরিনামে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নদনদীভূষিতা [স] বিশ নদীমাতৃক। 'এই তিরহিতা কলশশ্যাপুরিতা নদনদীভূষিতা বসভূমি।' গণীন্দ্রনাথ, ১৯৩১।

ন-দশ [স ন-দশ] বি নয় অথবা দশ। 'তখন আমার বয়স ন-দশ বর্ষের হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নদারদ [ক্কা নদারদ] বিশ শূন্য। 'ভাসের কথার বাস্তবতা এককক্ষ নদারদ বললেই হয়।' নজরুল, ১৯২৭।

নদারক [ক্কা নদারদ] বিশ নেতিবাচক। 'বড়মানুষের বাড়ীর দারোগানারা খোদ হস্তুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও বর নদারক।' হুতায়, ১৮৬১।

নদী [স] বি শ্রোতবিন্দী; বয়ে চলা জলশ্রোত। 'যমুনা নদী বহে।' বকু, ১৪৫০।

নদিস [স নদী] বি শ্রোতবিন্দী; বয়ে চলা জলশ্রোত। 'প্রসন্নত নদ নদিস প্রসন্ন জামিনি।' মালধর, ১৫০০।

নদীকলতান [স] বি নদীর কলকল ধ্বনি। 'তরুণময় নদীকলতান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নদীকল্লাল [স] বি নদীর জল প্রবাহের শব্দ। 'নাদ, কুসুমের মালার মত নদীকল্লাল-শ্রোতে ভাসিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

নদীকূল [স] বি নদীর তীর। 'আরেকটি ছোট ঘর মনে পড়ে নদীকূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নদীখাত [স] বি নদীর গরিখা বা গর্ত। 'নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাধিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নদীপর্ভ [স] বি নদীর ভিতর। 'নদীপর্ভে কোন কিছু করিতে হইলে জমিদারকে পৃথক খাজনা দিতে হয়।' সাধরঙ্গী, ১৮৭৪।

নদীপঙ্কর [স] বি নদীর তলদেশ। 'নদীপঙ্করেও জমি কম নেই।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

নদীপট [স] বি নদীর কূল। 'শবপায় সন্নিহিত কর্ণভূমি নদীপট তলপুরী অতি দিব্যখাম।' বাহরাম, ১৬৫০।

নদীতরঙ্গ [স] বি নদীর ঢেউ। 'নাচে আনন্দে নদীতরঙ্গ/প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি।' নজরুল, ১৯০৫।

নদীতল [স] বি নদীতট। 'নদীতলবর্তী গ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নদীতীর [স] বি নদীর পাড়। 'মোদাবতী নামতে নদীতীরে।' রামরাম, ১৮০২।

নদীতীরবর্তী, নদীতীরবর্তী [স] বিশ নদীর তীরের কাছে। 'নদীতীরবর্তী হওয়াতে এই গৃহ অতীব রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

নদীধারা [স] বি নদীর শ্রোত। 'শাবি পায়, নদীধারা ধায়, চলে সে সবার সাথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

নদীনন্দ [স] বি নদ ও নদী। 'এখন শীতের দিন শান্ত নদীনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নদীনালা [স] বি নদী, খাল ইত্যাদি। 'এত নদীনালা পার হইবার আছে।' কেরি, ১৮০১।

নদীনির্ধর [স] বি নদীর জলধারা। 'নদী-নির্ধরে কী মধুর সুর লাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নদীপানি [স] বি নদীর পানি। 'বেলা শুধু যায় চলে কুশকুশ নদীপানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নদীপথ [স] বি জলপথ। 'নদীপথ দিয়া বাজরুপ সমুদ্রে প্রবেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

নদীপর্বত [স] বি নদী ও পর্বত। 'সেখো, হোখো নদী-পর্বত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নদীবক্ষ [স] বি নদীর উপরিভাগ। 'প্রবাহমান নদীবক্ষে এছ পাঠ করিতে পারিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নদীবহল [স] বিশ বহু নদীপূর্ণ। 'স্বভাব-চতুর বাতালীরা নদীবহল ও সমুদ্রতীরস্থ বনদেশে এ বিষয়ে নীড়ই উল্লসিত লাভ করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নদীবাহি [স] বি নদীর পানি। 'তখন বুঝতে পারি বাদু কেন নদীবাহি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

নদী-ভরাই [স] বি নদী+ভরাই। বি নদী ভরাটকারী। 'কত আঁটকুড়ো নদী-ভরাই যে গুকে দিয়ে বিনি পরসার বোনার খাটিয়ে নেত।' নজরুল, ১৯২৪।

নদীমাতৃক [স] ১ বিশ নদীপ্রধান। 'নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রামণে গ্রামণে যেমন ছোটো-বড়ো ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬; পূর্ববাংলার নদীনালা বাসবিল।' হাই, ১৯৫৪। ২ বিশ নদী মাতা এমন; নদী-লালিত। 'তাহাতে নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবিই সহজে মনে পড়ে।' এনামুল, ১৯৫৫।

নদীমালিনী [স] বিশ ক্রী নদী বার মালা। 'নবখান্যামালা এই নদীমালিনী ভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নদীযোগে [স] ক্রিষ্ণ নদীপথে। 'বণিকেরা সুবিধাক্রমে স্থল ও নদীযোগে বিবিধ রাজ্যে হইয়া যাইত।' অক্ষর, ১৮৪৯।

নদীয়া [স নদী<] বি নদী। 'নদীয়া কিনারে থাকি বস্তু না জানম সীতার।' মর্জুকা, ১৭৫০।

নদীরেখা [সি] বি প্রবাহমান নদী। 'কীণ নদীরেখা নাহি করে গান
আঁধার'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

নদীসংস্কৃত [সি] বি নদীর তীর। 'সুবরাজ ও ফকীরকন্যা নদীসংস্কৃতে
বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত'। প্রভাত, ১৮৯৫।

নদী-স্নাত [সি] বি নদীতে ধোয়া। 'হাতে নদী-স্নাত তরমুজ'।
শওকত, ১৯৫৮।

নদীস্রোত [সি] বি নদীর জলের প্রবাহ। 'এই বর্ষার বিশুল
নদীস্রোত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নদ্যাদি [সি] নদী-আদি। 'নদী ইত্যাদি'। 'নদ্যাদি যারা প্রতিবন্ধক'।
জহর, ১৮৪৮।

নদীয়া দ্র নদী

নদীয়া [সি] বি পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ শহর। 'নদীয়া নগর হল
দিবসে আঁধার'। মানিকরাম, ১৭৮১। নদের ক্রিষণ নদীয়ার বা
নবদ্বীপে। 'পোলাকের পতি নদের পৌর অবতার'। মানিকরাম,
১৭৮১।

নদ্যাদি দ্র নদী

নধর [সি] নবজলধর। ১ বিণ কোমল। 'নধর রুচির কান্তি'। রূপরাম,
১৭৫০। ২ বিণ হৃষ্টপূর্ণ। 'শোখিন দুটিচাদের বদলে নধর শরীরে
পাশি কেট'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নন [সি] না ক্রি হন না। 'কম্যাণ্ডে সমা নন বিনি সর্কসহাদ',
১৭৮০।

নন-কলেজেন্ট [সি] বি কলেজের অনিয়মিত ছাত্র। 'প্রতিষ্ঠিত বিন্যাসীঠের
নন-কলেজেন্ট বহু কলেজেন্টের অপেক্ষা প্রেম'। মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

নন্দ [সি] নন্দা। বি বামীর বোন। 'প্রাণে আর নাহি সয় ননের কান্দা'
গুণ, ১৮৫৮।

নন্দ-ভাজ [সি] নন্দা[>] বি নন্দ ও ভাষী। 'আয় একবার নন্দ-
ভাজে'। নজরুল, ১৯২৭।

নন্দা, নন্দিনি, নন্দিনী, নন্দনী [সি] নন্দা। বি নন্দ; বামীর বোন।
'শাড়ী নন্দনী মোর ঘরে দুকবারে'। বড়, ১৭৭০। 'নন্দিনী এখন
বলিয়ে কুবচন'। রূপরাম, ১৭৫০।

নন্দ [সি] নন্দা। বি বামীর বোন। 'তার মাঝ নন্দ আবার'। বড়,
১৪৫০।

নন্দা [সি] বি নন্দ। 'সেবরপত্নী ভাসুধপত্নী এবং নন্দাশয়ের সহিত
ভগিনী সখ্য'। কৈলাসবাসিনী, ১৮৬০। 'ভাঁহার নন্দা
শ্যামাসুন্দরী'। বঙ্কিম, ১৮৬৬।

নন্দ [সি] বি নন্দ। 'নন্দমূল্য কতই হল করিয়া যন্ত্রণা দিবেন'
এডুকেশন, ১৮৭৩।

নন-ভায়োলেশন [সি] বি অহিমে আদোলনের মতবাদ। 'নন-
ভায়োলেশন প্রচার করে গেল'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নন-ভায়োলেশ্ট [সি] বি অহিমে (আদোলন)। 'আনকোরা যত নন-
ভায়োলেশ্ট নন-কো-র দলও নন শ্রুতি'। নজরুল, ১৯২৬।

নন-রেডেশন [সি] বি অনিয়ন্ত্রণ। 'পুলিশের রেডেশন বা নন-
রেডেশন'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ননস্ট [সি] বি (বাদি মামলায় পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করতে মা
পারায় বিচারক কর্তৃক) মামলা খারিজ। তবানী, ১৮২৩।

ননসেন্স [সি] বি নির্বোধ কথাবার্তা; চুড়ছায়ে ব্যবহৃত শব্দ। 'ননসেন্স। তার

চেয়ে শালাটাকে খোঁটাকড়ক কিক দিয়ে একবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও
...।' মাইকেল, ১৮৬০।

ননস্টপ [সি] বিণ বিরতিহীন। 'একবারে ননস্টপ ফ্রাইট'। শিবরাম,
১৯৪০।

ননাস [সি] নন্দা-ব্রহ্ম। বি বামীর বড়ো বোন। 'আনাজ-তরকারি-কুটনি
ননাস ঠাকুরানি গো'। অবন, ১৯১৯।

ননি, ননী [সি] নবদ্বীপ। বি মাখন। 'ধর ধর সব এই ননীচোর যায়'।
বৃন্দা, ১৫৮০। 'ননি'। ওর্ডার, ১৭৮২।

ননির গুহুশ, নদীর গুহুশ [সি] খুব আদরযত্নে পালিত ও কোমলাব;
আদুরে। 'আহা! - যেন দুইটি নদীর গুহুশ'। মশাররক, ১৮৮৫। 'কী
চেহারা! যেন ননির গুহুশ'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

ননী ছানা বি ভালো ভালো খাদ্য। 'কখনও কোন ক্রেশ পার নি, ননী
ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে'। গিরিশ, ১৮৮৯।

নদীর গুহুশী বি ননি দিয়ে তৈরি গুহুশ; কোমল অঙ্গ। 'নদীর গুহুশী
যেন মিলায়ে শরীরে'। বৃন্দা, ১৫৮০।

ননু [সি] বিণ মনোহর। 'অলপে কাজের নয়ন আজল ননু দেখিও
আঁখি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নন্দ [সি] বি (হিন্দুপুরাণ) জ্ঞানের রাজা। নন্দমূল্য [সি] নন্দ+হি মূল্য। ১
বি শিত কৃষ্ণ। 'জয় নন্দমূল্য! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে
পাইলাম'। বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ বি ছোটো ছেলের আদরে ডাকনাম।
পুত্রানি বাপ-সোহাগি, নন্দমূল্য মানিক মার'। নজরুল, ১৯২৬।

নন্দবংশীয় [সি] বিণ নন্দবংশ সৎবংশীয়। 'নন্দবংশীয় চতুর্দশ পুরুষের
বীজপুত্র'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

নন্দালয় [সি] বি কৃষ্ণের বাড়ি। 'নিশি সুপ্রভাতে রাখালগণ, ওই
নন্দালয়'। হয়ে উপস্থিত'। গুণ, ১৮৫৮।

নন্দন [সি] ১ বি পুত্র; ছেলে। 'আমাকে পাঠারিলে রাখা নন্দনের নন্দনে'।
বড়, ১৪৫০। ২ বি বাঙালি হিন্দু বংশোদ্ভূত-বিশেষ। 'রাজচন্দ্র
নন্দন'। সেবাই, ১৮৪০। ৩ বি বর্ষের উদ্যান। 'নন্দনের ছায়ে বসি
গুণ বৃষ্টি গাঁথ মালা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিণ আনন্দময়। 'জ্ঞানো
নন্দন নৃতো'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

নন্দনকানন [সি] বি বর্ষের বাগান। 'ফুলহীন কৈল চট্টা নন্দনকানন'।
বৃন্দা, ১৬০০।

নন্দনগন্ধ [সি] বি বর্ষের সৌরভ। 'তব নন্দনগন্ধমোহিত ফিরি সুন্দর
ভূমেন'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

নন্দনতত্ত্ব [সি] বি সৌন্দর্য বিষয়ক বিদ্যা। 'নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে এজরা
পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নন্দানন্দন [সি] বি কীকৃষ্ণ। 'নন্দানন্দন চন্দানন্দন গন্ধ নিশিত অর'।
গোবিন্দ, ১৬০০।

নন্দনপিক [সি] বি বনের কোকিল। 'তাই শিশু দিয়ে ফেরে
নন্দনপিক'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

নন্দন-ফুলহার [সি] নন্দন+ফুল+স হারা। বি বর্ষীয় ফুলের মালা।
'সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নন্দনবন [সি] ১ বি মোহের উদ্যান। 'কুরিগী সে নন্দনবনে'। বড়,
১৪৫০। ২ বি বর্ষের উদ্যান। 'কোথা সে নন্দনবন'। মাইকেল,
১৮৬০।

নন্দনবাণী [সি] বি আনন্দ বার্তা। 'নন্দন বাণী ফুল ফুল করে যায়'।

নজরুল, ১৯৩১।

নন্দনবাসিনী [স] বিপ ক্রী বর্ণবাসী। 'হে নন্দনবাসিনী উর্বরী!' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

নন্দনরাশ [স] বি আনন্দের অনুভূতি। 'ওগো জ্ঞানি না কী নন্দনরাশে সুখে উৎসুক বৌবন জাণে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নন্দনলোক [স] বি বর্ণলোক। 'সিবে চিরদিন নন্দন-লোকবাসী।' নজরুল, ১৯৩৫।

নন্দনলোকবাসী [স] বি বর্ণবাসী। 'সিবে চিরদিন নন্দন-লোকবাসী ... প্রেমের স্থান।' নজরুল, ১৯৩৫।

নন্দনহার [স] বি বর্ণীয় মালা। 'তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দনহার।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নন্দনাঙ্গর [স] নন্দন-আলর বি শিল্পচর্চার কেন্দ্র। 'তোমাদের নন্দনাঙ্গে কলাভাঙারে এই বাজ অবশেষে আকৃত ও হলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নন্দনাবাসী [স] বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রাধাকান্ত নন্দনাবাসী।' সেনবি, ১৮৪০।

নন্দা [স] নন্দ<। ১ ক্রি নন্দিত করা। 'এতদিনে সখা বনবনান্তে নন্দিয়া/ নববসন্তে এসেছে নদীন ভূপতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ ক্রি ভ্রুতি করা। 'প্রজ্ঞাত যৌর মন্দে পাখী কেমনে বসে। তাঁরে ডাকি?' অতুল, ১৯০৪।

নন্দাই [স] নন্দনা বি ননসের শাটী। 'গোবিন্দ-আজার সেবা করেন নন্দাই।' কুজঙ্গ, ১৫৮০। গ্র নন্দ

নন্দাশীর্ষ বি মাটির গ্রন্থী। 'শিতলার আধারে জ্বলতে লাগল নন্দাশীর্ষ মহাশেষত,' ১৯৫৬।

নন্দিত [স] বিণ আনন্দিত। 'নন্দিত করে, নন্দিত করে, নন্দিত করে হে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নন্দিনী [স] ১ বি কন্যা। 'না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী।' মুরুদ, ১৬০০। ২ বিণ ক্রী আনন্দ দান করে এমন। 'ভেজখিনী নন্দিনী বদভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নন্দী [স] ১ বি শিবের প্রধান অনুচর। 'কার্তিক গণেশ বন্দো নন্দী আদি গণ।' কুজঙ্গ, ১৭২০। ২ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'তারিণীচরণ নন্দী।' সেনবি, ১৮৪০।

নন্দী-ভূঙ্গী [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) নন্দী ও ভূঙ্গী নামে শিবের প্রধান দুই অনুচর। 'নন্দী-ভূঙ্গী সঙ্গে সেবাদিসের মহাসেব মারোগা মহাপার আশিয়া উপস্থিত হইলেন।' রব্বির, ১৮৭৪। ২ বি অনুচর। 'তোমার নন্দীভূঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নন্দুসেক [স] ১ বিণ পুরুষভূষিত; প্রজনন-ক্ষমতাহীন। 'নন্দুসেক আহিহনের বাণী।' বড়ু, ১৪০০। ২ বি হিজড়া। 'ইনে কেহ কেহ নন্দুসেক বেশে নাচে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ৩ বিণ কাপুরুষ। 'নন্দুসেক লোক রাজা আনে ডাক দিয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

নন্দুসে [স] নন্দুসেকা বি নন্দুসেক। 'হবে না নির্বাণ কহু নন্দুসের নির্বিষ ভবনে।' সুবর্ণী, ১৯২৭।

নন্দুর [স] নন্দুর বি ঘুঘুর। 'ধরিয়া প্রচুর পায় পরাএ নন্দুর।' মালাধর, ১৫০০।

নন্দুর [আ] ১ বি কর্মচারী। 'চারিদিকে রহে জত নন্দুর চাকর।' মুরুদ, ১৬০০। ২ বি চাকর। 'যতো কার্য করেন তাহার চাকরে নন্দুর।' অতোনিয়া, ১৭৪৩।

নন্দুরচাকর [আ] নন্দুর+ফা চাকর বি ঘোড়ার গাড়ির শিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা সহায়ক কর্মচারী; ঘুটম্যান। ওর্দা, ১৭৮৫।

নন্দুরদারি [আ] নন্দুর+ফা দারি বি দাসত্ব। 'তথু জানে নন্দুরদারি।' কায়সার, ১৯৬৫।

নন্দুরা [আ] নন্দুর বি নন্দুর; চাকর। 'এর দফরা খেয়ে নন্দুরা যত, করে বসে কি একখানা।' ওর্দা, ১৮৫৮।

নন্দুরত, নন্দুরত [আ] ১ বি দাসত্ব। 'নন্দুরত।' মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি ঘৃণা। মনোএল, ১৭৪৩: 'তারারে এর অবস্থা থাইকা তুলবার যাব, তার বদলা পাব ওরার নন্দুরত আর দুশমনি।' মনসুর, ১৯৫৫।

নন্দুর [আ] নন্দুর বিণ নির্ধারিতের অভিরিক্ত। 'নন্দুর নামাজে সে একেবারে ভুলয় হইয়া পড়িল।' মনসুর, ১৯৩৫।

নন্দুর [আ] বি প্রবৃত্তি; রিপু। 'নন্দুর দমন করো।' মাল্লান, ১৯৬৮।

নন্দুরি [আ] ক্রি আঁহি; রক্ষা করো। 'হেলোমেয়েরা ভয়ে নন্দুরি নন্দুরি করে।' নজরুল, ১৯২৪।

নন্দুরী বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নন্দুরী রবীন্দ্র জয়শঙ্ক মদন ...।' মৃত্যুভয়, ১৮১২।

নন্দুর [আ] বি আত্মা। 'নন্দুর আত্মা নন্দুর নবি সেখে অনানে।' মাল্লান, ১৮৯০।

নন্দুর [আ] বি লালসার কথা। 'আপনার অনুমতি নিয়ে প্রথম একটা নন্দুরী বিনাই।' ওয়াশী, ১৯৬২।

নন্দুর [স] বিণ নয়; ৯ সংখ্যক। 'বাঁকী ভেল রাখা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

নবভণ [স] বি আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা বৃত্তি তপ দান - এই নয়টি গুণ। 'কুলীনের নবভণের লক্ষণ আছে।' দর্পণ, ১৮২১।

নবরহ [স] বি প্রাচীন মতে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু - এই নয় গ্রহ। 'কষ্ট নবরহ, বাসনিগ্রহ।' রামধন্যসদ, ১৭৮০।

নবভাল [স] বি নর মাত্রার ভালবিশেষ। 'ধর রৌদ্রলসক একটা নবভাল বা দশভাল মূর্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা।' অবন, ১৯২৫।

নবধার [স] বি দেহের ছিদ্রযুক্ত নয়টি ছান - দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখ, পায়ে ও উপহাস। 'বদন উপহাস গুতা নবধারে ঘর।' মালাধর, ১৫০০।

নবধা [স] বিণ নর প্রকার। 'নবধা দানের মাঝে আত্মদান বড়।' মুরুদ, ১৬০০।

নবশত্রিকা [স] বি হিন্দুমতে কলা কহু ধান হলুদ ডালিম বেল অশোক জয়ন্তী ও মানকচু - এই নয়টি গাছের পাতা দিয়ে প্রস্তুত ত্রীমুখবিশেষ; কলাবৌ। 'নবশত্রিকা জ্ঞান করাতে গলাতীরে আনিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২০।

নবশাশী [স] বিণ নর পর্যবেক্ষিণী। 'বৃহ-মহতী নবশাশী কবিতায় তাঁর জুতি করলেন।' মোতাফার, ১৯৩৭।

নববিশে [স] বিণ ২৯ সংখ্যক। 'নববিশে ভেদিল সে ঈশ্বর সেখা পাএ।' সুলভান, ১৭০০।

নবমাস [স] বি নর মাস। 'আমিনার নবমাস হইল গর্ভ যবে।' সুলভান, ১৭০০।

নবমে ত্রিবিধ নবতম। 'নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক বিমোচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নবরত্ন [স] বি নয়জন বিদ্বৎ পণ্ডিত। 'নবরত্ন নামে নয়জন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্য-বিশেষের সভাসদ ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নবরত্নসার্থা [স] বি নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত পণ্ডিতসভা। 'নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

নবরস [স] বি নয় ধরনের রস। 'অতঃ দিস নবরস সুপুরুষ গেম।' বিনোদপতি, ১৪৬০।

নবরাস্ত্রি [স] নবরাত্রি। বি নবম রাত। 'বাড়ীর গিল্লিরা চণ্ডী তলে জল খেতে গ্যালেন; কারো বা নবরাস্ত্রি।' হেতম, ১৮৬১।

নবশাখ, নবশাখ, নবশাখ [স] নবশাখা। বি তিলি, মালাকার, তাঁতি, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমোর, গন্ধবণিক - হিন্দু সমাজের এই নয়টি সম্প্রদায়। 'ব্রাহ্মণ ও হ্রদ লোক নবশাখ ও কালাল ও গরীর আগামের সাধারণ ...।' চন্দ্রিক, ১৮১৯; 'বহন স্বজ্ঞানসহিত নবশাখ মিশ্রিত অঙ্গসমূহ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩; 'কাদালী বিদেশের দিন দশহু নবশাখ, কায়স্থ ও বেদাদ্যের জলপান।' হেতম, ১৮৬১।

নবশাখভূক্ত [স] বিণ হিন্দুধর্মের নবশাখ-এর অঙ্গভূক্ত। 'কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ বৈদ্য, কেউ কায়স্থ, কেউ নবশাখভূক্ত, কেউ খ্রিস্টান।' শিব, ১৯৫৬।

নবশাখ্যাক [স] বিণ নয় সাংখ্য। 'নবশাখ্যাক পণ্ডিতরত্নের অন্যতম কবিকুলশিरोমণি কালিদাস।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নবার্জুন [স] নব-অর্জুন। বিণ নয় কোটি। 'পার্বতী ধৃত্তি নবার্জুন নারী লঞা।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

নব [স] বিণ নতুন। 'লগাটে তিলক বেহু নব শশিকলা।' বড়, ১৪৫৬।

নবকবি [স] বি নতুন কবি। 'এই নবকবির রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

নবকলিকা [স] বি নতুন কুঁড়ি। 'জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিরা কেলিয়ারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নবকলেশ্বর [স] বি নতুন রূপ। 'আমাদের সমাজ নবকলেশ্বর ধারণ করবে।' প্রমথ, ১৯১২।

নবকিশলয় [স] বি নতুন কটি পাতা। 'অণু বেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়।' বিভূতি, ১৯২৯।

নবকিশোর [স] বি নবীন কিশোর। 'এদেশী নবকিশোরদেরও তেমনি ঐ জাতীয় চিত্তবিকার ঘটে।' প্রমথ, ১৯৩৭।

নবকুমার [স] বি নতুন সন্তান। 'তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৭ই বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

নবকুলবধু [স] বি নতুন বউ। 'নবকুলবধুর ন্যায় থোমটা দিয়া ... প্রতিষ্ঠা করেন।' চন্দ্রিক, ১৮২৬।

নবকুমারোদগম [স] বি নতুন ফুল কোটা। 'কলমবৃক্ষে দুই একটি নবকুমারোদগম হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নবকেতন [স] বি নতুন পতাকা। 'বিত্রোহী নবকেতন কুয়াশালীন পর্বে প্রহুতি স্থির করে।' শব্দ, ১৯৫৫।

নবকৌতুহলী [স] বিণ প্রথম জিজ্ঞাসু। 'নবকৌতুহলী শিশুদের মতো সকল জিনিসই তাহার স্পর্শ করে, ভ্রাণ করে, আশ্বাসন করে।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নবপাঠিত [স] বিণ সদ্য গঠন করা হয়েছে এমন। 'নবপাঠিত সেনাবাহিনীতে মুসলিম মহিলাগণের যোগ্য অংশ নিতে হবে।' কোম, ১৯৪৭।

নবপীত [স] বি নতুন গান। 'ভূর্জপাতার নবপীত করো রচনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নবওজা [স] বি সদ্য প্রকৃতিত কুঁচ ফুল। 'নবওজা সহিত কুন্তল মনোহর।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

নবগৃহ [স] বি নতুন ঘর। 'জীবনের কাঁটা বাহি, নবগৃহ-মাথে বহি এনো, তুমি গৃহহীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

নবগৌরব [স] বি নতুন সাফল্য। 'তরুণ যুগে নবগৌরবের গর্বোচ্ছল দীপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নবধন [স] বি নতুন মেঘ। 'কঠোর গম্ভীর ধনি নবধনধনি জিনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নবধনগর্জন [স] বি নতুন মেঘের গর্জন। 'দামামা-নিশব নবধনগর্জন ভয়ে দিনহিন্দো ভঙ্গ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নবধনধনি [স] বি নতুন মেঘের গর্জন। 'কঠোর গম্ভীর ধনি নবধনধনি জিনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নবচন্দ্রক [স] বি সদ্য ফোটা চাঁপা ফুল। 'কনকাকল-আবরণ, নবচন্দ্রক-আবরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নবচেতনা [স] বি নতুন চেতনা। 'নবচেতনার জাগো, জাগো, ওঠো বীর।' নজরুল, ১৯৩০।

নবজন্ম [স] নবজন্ম। বি নতুন জীবন। 'আনুক জীবনে নবজন্মের অমল বায়ু।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

নবজন্ম [স] ১ বি নতুন জন্ম। 'হেথা মোর নবজন্মলাভ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি নবজাগরণ। 'নবজন্ম ও নতুন চেতনা লাভ।' নজরুল, ১৯২৪।

নবজল [স] বি সত্য বৃষ্টির জল। 'নবজলময়-মস্ত ভাকএ দাদুর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নবজলধরকান্তি [স] বি নতুন মেঘের মতো শরীর। 'হাতির সেই নবজলধরকান্তি যেন চিত্তির চেয়ে গেছে।' হাসান, ১৯৬৭।

নবজাগরণ [স] ১ বি নতুন দিনের আবির্ভাব। 'নবজাগরণের সেবদুর্যোগে তোমার সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'যুগে যুগে নবজাগরণ-তুরি -/ বাজাব প্রভাত-বায়ু।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি রেনেসাঁস। 'তাতে এশিয়ায় এসেছিল নবজাগরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নবজাগরণবৃক্ষজাত [স] বি নতুন উদ্যমে ও বিশ্বাসে চক্ক হওয়া যুগের জোর। 'এনো সেই নবসৃষ্টির কবি নবজাগরণবৃক্ষজাতের রবি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নবজাগৃতি [স] বি নবজাগরণ। 'বাণো ও বাঙালির নবজাগৃতির জন্যে বিন্যাসগণ বে অতুলনীয় কর্মযোগের পরিচয় দিয়েছেন ...।' সুনীলগুপ্তা, ১৯৭০।

নবজাগ্রাত [স] বিণ সদ্যজাগ্রত। 'নবজাগ্রাত নরনে আনিবে/ নূতন জগৎপ্রাণি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নবজাত [স] ১ বিণ নতুন সৃষ্ট। 'নবজাত উদ্ভাসের মহাপ্রাণ গরুড় যেমন বসিতে না পায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'আপনার নবজাত মুদ্র

চুম্বিক মাথে মাথে উন্নত আলিঙ্গনে ... 'রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২। বিশ সন্ধ্যা জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'নবজাত শিশু ' 'স্মৃতি, ১৯৪০।

নবজাতক [স] বি সন্ধ্যা জন্ম নেওয়া শিশু। 'জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নবজাতা [স] বিশ স্ত্রী সদ্য জন্মেছে এমন। 'শিশিরকণা নবজাতার একমাথা কোঁকড়া চুলের দিকে একটু তাকালেন।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

নবজাহায়া [স] বি সন্ধ্যা বিবাহিত মেয়ের 'বাহী'। 'ঐ অবহায়া নবজাহাযার সামনে লজ্জাই করছিলো।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

নবজীবন [স] ১ বি নবীন যৌবন। 'ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে' চাশায়ে শাজ্জতার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২। বি নতুন করে বাটার প্রেরণা। 'আখমরা স্তম্ভসজ্জাটি পুনরু নবজীবন লাভ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নবজীবনদাতা [স] বিশ নতুন জীবনদানকারী। 'বাল্যলার নবজীবনদাতা বলিয়া তিনি ইতিহাসের কৃতজ্ঞতা পাইবেন।' সওগাত, ১৯৪৬।

নবভঙ্গা [স] নব+স ভঙ্গা বি কিছুই না; কাঁচি। 'পড়াশেখার নবভঙ্গা।' নজরুল, ১৯২৪।

নবতন [স] বিশ নতুন। 'আছে তাহে নবতন আরম্ভের মনলবারতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নবতম [স] বিশ সবচেয়ে নতুন। 'হাকে বলে নতুন, নবতম অবদান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

নবতর [স] বিশ অতি নতুন। 'নব নবতর কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

নবতজোদুস্ত [স] বিশ নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত। 'ভাবপূর্ণ নবতজোদুস্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনী।' বিজুতি, ১৯২৯।

নবভূ [স] বি নতুনভূ। 'সাহিত্যে নবভূ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'পৃথিবী তাঁর এই নবভূর দাবি দু'হাতে নিতিয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

নবদজোদুলতা [স] বিশ স্ত্রী নতুন দাঁত গলিয়েছে এমন। 'যেমন নবদজোদুলতা রেণুকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নবদম্পতি [স] বি নব বিবাহিত 'বাহী' ও স্ত্রী। 'নবদম্পতিকে অস্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নবদীক্ষিত [স] বিশ নতুন দীক্ষা লাভ করেছে এমন; নবীন। 'কতিপয় নবদীক্ষিত সাহিত্যিকের অগ্রহ...' 'মেঘদূতী', ১৯৩০।

নবদুর্বাদলশ্যাম [স] বিশ কটি দুর্বা ঘাসের মতো সবুজ। 'সীতা পেরোয়ালেন নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নবদ্বাগমন [স] নববদ্বাগমন (নব-বদ্ব-আগমন) বিশ (নববদ্বুর ক্ষেত্রে) 'বাহীর বাড়িতে প্রথম যাচ্ছে এমন। 'নবদ্বাগমনের বউএর মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আছেন।' হুতম, ১৮৬১।

নবধব [স] বিশ নতুন ছদ্ম। 'নবধব সুগন্ধেন্দ্রী।' বহু, ১৪৫০। নবধান্যশ্যামলা [স] বিশ নতুন ধানের মতো সবুজ। 'নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালায় ভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নবধারা [স] বি বর্ষার জলের প্রথম প্রবাহ। 'এসো করো স্নান নবধারা জলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নবদম [স] বিশ নতুন নতুন। 'আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব

সৃষ্টি দ্বারা নিজেই চরিতার্থ করিতে ... 'রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নবনবোন্মেষশালিনী [স] নব-নব-উন্মেষ-শালিনী। বিশ ক্রমবিকাশ-মান। 'বরং এই অহং যে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার উৎস এ বিশ্বাসে তিনি রীতিমতো গর্বিত এবং উৎকৃষ্ট বোধ করেন।' শিব, ১৯৫০।

নবনলিনী [স] বি স্ত্রী সদ্য ফোটা পদ্ম। 'বৈষ্ণবী আমার নন্দতার নবনলিনী।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

নবনিবুজ [স] বিশ নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত। 'নবনিবুজ ষির অবদাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নবনির্বাচিত, নবনির্বাচিত [স] ১ বিশ সদ্য নির্বাচন করা হয়েছে এমন। 'নবনির্বাচিত নয়জন মহিলা সদস্যর সম্মানার্থ ... এক সত্তা অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৫৪। ২। বি সদ্য নির্বাচিত হয়েছে যে। 'প্রলোভন ও নানা প্রকার হলচাতুরীর মাধ্যমে নবনির্বাচিতদের তাহাদের দলে ভিড়ানিতে পারিবেন।' আজাদ, ১৯৬৪।

নবনির্মিত [স] বিশ সদ্য নির্মাণ করা হয়েছে এমন। 'এই নবনির্মিত জাতীয় জয়দাক্তার উপরে কাঠি না মারিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'নবনির্মিত ভিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করা হয়।' বেগম, ১৯৭০।

নবনীতি [স] বি নতুন নিয়ম। 'নারী 'বাহ্য-রক্ষার নবনীতি'।' বেগম, ১৯৪৯।

নবনীল [স] বি সদ্য কোটা কমমুখ। 'মেঘলাতে দুপুরে দিত নবনীলের মালা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নবনীল [স] ১ বিশ কোমল নীল। 'যেমন তার আঁবি দুটি নবনীল ভাসে ফুটিয়া উঠিছে আঁকি অসীম আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২। বিশ পাত নীল রঙের। 'আকাশ কালো করে সজল নবনীল মেঘে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নবনে [স] নবীন বিশ নবীন। 'এসেছে নবনে বুড়ো যৌবনেরই রাজসভাতে।' নজরুল, ১৯৩১।

নবন্যাস [স] ১ বি উপন্যাস। 'অতএব নবন্যাস কথটি সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য।' হরহাসদ, ১৮৮১। 'ইয়োজিতে সর্বোৎকৃষ্ট নবন্যাসগুলি স্ত্রীলোকদের লেখনী হইতে প্রসূত।' কুম্ভভাবিনী, ১৮৮৫। ২। বি নতুন উপন্যাস (ব্যবহারে)। 'নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

নব পদ [স] বি নতুন পাতা। 'তরুর নব পদ করেছে ধারণ।' উমেশ, ১৮৫৭।

নবপত্রপুটে [স] বি নতুন পাতা। 'সিয়েছে উত্তর তার নবপত্রপুটে।' সুনীল, ১৯১১।

নবপরিচিত [স] বিশ নতুন পরিচয় হয়েছে এমন। 'আমাদের নবপরিচিত অলাপীতি দ্বিধা হাসিয়া করিলেন ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'নবপরিচিত প্রতিবেশী'। নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

নবপরিচিতা [স] বি স্ত্রী নতুন পরিচয় হয়েছে এমন ব্যক্তি। 'আমার নবপরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি শিলিং বার করে ...' প্রমথ, ১৯১৫।

নবপরিষীত [স] বিশ নতুন বিবাহিত। 'বোধ হইল তাহারা নবপরিষীত।' প্রমথ, ১৮৮৯।

নবপরিষীতা [স] বিশ স্ত্রী নতুন বিবাহিত। 'কাঁপিলে বন্ধের কাছে নবপরিষীতা বধু নতুন 'বাহীন'।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নবপর্দায়, নবপর্দায় [স] বি নতুন অবস্থা। 'আমাদের নবপর্দায়ের

রাজনীতির ইতিহাসের আদ্যতঃ।' আজাদ, ১৯৬৩।

নবপদ্মাব [স] বি নতুন পাতা। '... নবপদ্মাব ঘাটা মূল পর্য্যন্ত পবিত্রত্ব
হইয়া পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নবপুষ্টিত [স] বিপ নতুন ফুল ফুটেছে এমন। 'নবপুষ্টিত
রক্তপাশাশের বনে।' বিজুতি, ১৯৩১।

নবপ্রাণী [স] বি নতুন প্রাণে পড়েছে বে। 'উপন্যাসলোকবাসী
নবপ্রাণীর ন্যায় ধীরমহুগতিতে অস্ত্রপূর অভিযুক্ত চলিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

নবপ্রতিষ্ঠিত [স] বিপ সত্য স্থাপিত। 'এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্থানে নানাবিধ
ভারতীয় প্রবোধের আমদানি হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নবপ্রবর্তিত, নবপ্রবর্তিত [স] বিপ নতুন প্রবর্তন করা হয়েছে এমন।
'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত শিক্ষাধারা।' ইন্দ্রশাহ, ১৯৩২।

নবপ্রবাসী [স] বি নতুন অভিবাসী। 'আমেরিকার নবপ্রবাসীগণ
ইউরোপীয় শৈল্পক আচার ব্যবহার বিন্যা ... গ্রাভ হইরাছেন।' ভ্রমরকল, ১৮৭৪।

নবপ্রভাত [স] বি নতুন প্রভাত। 'বিশ্বজন-চিত্রে আলো নবপ্রভাত।'
নজরুল, ১৯৩১।

নবপ্রসূত [স] বিপ নতুন জন্মেছে এমন। 'নবপ্রসূত পক্ষীশাবক।'
বঙ্কিম, ১৮৭৫।

নবপ্রসূতা [স] বিপ সত্য সন্তান প্রসব করেছে এমন। 'এক গৃহভেদ
ত্রী নবপ্রসূতা।' দর্পণ, ১৮২২।

নবপ্রসূতি [স] বিপ সত্য মা হয়েছে এমন। 'নবপ্রসূতি লপাক
কিনারের কলপত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুভ হইয়া
মরে ...।' নীলবসু, ১৮৬০।

নবপ্রসূতিত [স] বিপ সত্য কোটা। 'নবপ্রসূতিত রমণীভঙ্গয় হইতে এ
কী অকৃতদূর্ব পোতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নবপ্রসূত [স] বিপ সত্য কোটা। 'নবপ্রসূত ফুলকাননের ...।' রবীন্দ্র,
১৯১৪।

নববসু [স] বি নতুন বউ। 'অন্তঃস্থলি মেরের মধ্যে একজন নববসু।'
রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নববসুবেশ [স] বি নতুন বউয়ের সাজ। 'এ সন্ধ্যারে একদিন
নববসুবেশে/ তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে।' রবীন্দ্র,
১৯১৪।

নববসুযোগ [স] বিপ নতুন বউয়ের উপযুক্ত। 'নববসুযোগে লজ্জাত
দূর করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নববসুসুলভ [স] বিপ নতুন বউয়ের মতো। 'নববসুসুলভ লজ্জা।'
মানিক, ১৯৪০।

নববসুগামন [স] নব-বসু-গামনবি (বি নতুন বউয়ের ক্ষেত্রে) স্বামীর
যাড়িতে প্রথম আগমন। 'কারণ নববসুগামনের পর স্বামীর মুখ
সদর্পন করেন নাই।' ভবানী, ১৮২৫।

নববর [স] বি বিয়ের নতুন পায়। 'মহুরাগণিতে একটি চন্দনচর্চিত
অজ্ঞাতপুঙ্ক নববর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

নববরবা [স] নববর। 'প্রথম দিবস স্নিগ্ধ নববরবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নববরব [স] বি নতুন বছর। 'বৃষ্টমতে নববরব অতি মনোহর।' তত্ত্ব,

১৮৫৮।

নববরী [স] বি নতুন বরী। 'আকাশে নববরীর মেঘ উঠিল।' রবীন্দ্র,
১৮৯৫।

নববল [স] বি নতুন শক্তি। 'নববলে বশীল্যন তরুণ তুর্কী বা
আফগান যদি ঘটনাক্রমে এই দেশ দখল করে।' সত্যগাত, ১৯২৭।

নববসন্ত [স] ১ বি বসন্ত ঋতুর সূচনা। 'নববসন্তের মাঝেই যোগ
নিয়োগিল ভোমার দানের সঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বি নতুন গ্রাম
সম্ভার। 'সেন্দীপ্রীতির নববসন্তে সেই সৈন্য সেই জড়তা।' রবীন্দ্র,
১৯৩৭।

নববসন্ত [স] বি নতুন পোশাক। 'সৈনিকের মাসাচন্দন, নববসন্ত ও
হোম-ধূমের গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নববাসী [স] বি নতুন বাড়ী। 'অক্ষমতী মা গো, নববাসীতে জাগো।'
নজরুল, ১৯৩১।

নববার [স] বি অল্পবয়স্ক হিন্দু ভ্রমলোক। 'এইরূপ গুপ্তিতে 'বদেশী
বিদেশী সর্বদলেই নববারের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।' ভবানী,
১৮২৫।

নববিজয় [স] বি নতুন সাফল্য। 'মুসলমানের ধীর্যপানী বাহুর
নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ।' সিরাজী, ১৯১৮।

নববিশ্ব [স] বিপ নতুন ধরনের। 'নববিশ্ব অর্থ তর্কপান্নমত সৈন্য।'
কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

নববিশ্বান [স] ১ বি ১৮৬০-এর দশক কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত
নতুন ব্রাহ্মমত। 'নববিশ্বান যজ্ঞীর উপাধায় কর্তৃক উদ্ভাসিত।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বি নতুন নিরম। 'ঈশ-অশ-কিতর আনিয়াছে তাই
নববিশ্বান।' নজরুল, ১৯২৮।

নববিশ্বাহিতা [স] বিপ ত্রী নতুন বিয়ে করেছে এমন। 'দশ বকরের
নববিশ্বাহিতা গরীকে বাপের বাড়ী কেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া
গেল।' বিজুতি, ১৯২৯।

নববিশি [স] নব+তা বীধী। বি উন্নতি মধ্যবিভেদে ত্রী। 'নববার ও
নববিশি উভয়েরই নষ্ট চরিত্র দেখিয়া আপন চরিত্র পরিষ্কার করিতে
পারিবেন।' ভবানী, ১৮২৮।

নবভাব [স] বি নতুন ভাব। 'অভীভেদ মধ্যে আমাদের এই নবভাবের
চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

নবভাবোন্মীত [স] নব-ভাব-উন্মীত। বিপ নতুন ভাবাবেগে উন্মীত।
'সেই নবভাবোন্মীত কৃষ্ণকন্দরের প্রথম কটাক্ষপাতে ...।' রবীন্দ্র,
১৮৯২।

নব-ভারত [স] বি নতুন ভারত। 'নব-ভারতের হলদিঘাট।' নজরুল,
১৯৩০।

নবভূবন [স] বি নতুন জগৎ। 'আমরা করিছি সৃজন নবভূবন।'
নজরুল, ১৯৩০।

নবভোগ [স] বি নতুন ভোগ। 'মনোরমে নবভোগ অধিক শোভে।'
বাহরাম, ১৮৫০।

নবমুসলিত [স] বিপ সত্য বিকশিত। 'বসন্তের শত হ্রিপ্রাণ দিয়া
নবমুসলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।' বনকুল, ১৯৩৬।

নব-মৃত্যু [স] বি নতুন রূপে মৃত্যু। 'সে-অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা
সুজিয়াই।' মেঘেন্দ্র, ১৯৪০।

নবমেঘ [স] বি নতুন মেঘ। 'নবমেঘ জ্বিলি কণ্ঠজ্বলি যে পতীর।'

নবমেঘচর্চা

কৃতদাস, ১৫৮০।

নবমেঘচর্চা [স] বি নতুন মেঘের আগমন। 'কিবা কেশছটা, নবমেঘচর্চা; সেখিরা চমকী, মনে লাগলখি।' ভবানী, ১৮২৫।

নবমুগ্ধ [স] ১ বি আনুগমিক যুগ। 'আমি চাই না হতে নবমেষে নবমুগ্ধের চাপক।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি নতুন সময়। 'দুই যায় বাহুর ব্যাকুল অগ্নিস্রব মেখিয়া নবমুগ্ধকে আলোনে করিল।' নজরুল, ১৯২২।

নবমুগ্ধ-রবি [স] বি নতুন যুগের সূর্য (রবীন্দ্রনাথ)। 'ভক্তরা বলে, নবমুগ্ধ-রবি।' নজরুল, ১৯২৬।

নবমুগ্ধোদিত [স] নবমুগ্ধ-উদিত। বিপ্লু নতুন যুগসূচক। 'রবীন্দ্রসাহিত্য ... নবোদ্যোগোদিত মৃগ্য সজ্জ করছে।' আইনুভ, ১৯৭০।

নবযৌবন [স] বি সমগ্রযুগ যৌবন। 'তোয় যুগে সূণী রানিবার রূপ আভর নবযৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০।

নবযৌবনী [স] ১ বিপ্লু ঙ্রী নতুন যৌবনস্রাভ। 'আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী স্ববি-ভরসা ...।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বিপ্লু ঙ্রী নতুন যৌবনস্রাভ দারী মতো। 'এই নবযৌবনা ধরঙ্গীসুন্দরীর সঙ্গে কোন-এক ছোড়িরই সেরবার ভালাবালো-বাণি চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিপ্লু ঙ্রী নতুন যৌবনের মতো উজ্জ্বল। 'খন পৌরবে নব-যৌবনা বহবা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নবযৌবনী [স] বিপ্লু ঙ্রী নতুন যৌবনস্রাভ। 'এ নবযৌবনী দারুণ সজ্জি।' হুতুল, ১৯০০।

নবরঙ্গ [স] বিপ্লু নতুন রঙ্গের। 'এই সকল নবরঙ্গ ভাব সেখিরা আমি অহনি উত্তম হইয়া থাকি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

নবরঙ্গ [স] বি নতুন রঙ্গ। 'নবরঙ্গ ধরে, তম দূর করে।' ভগবৎ, ১৮২৫।

নবরাজ [স] বি নতুন রাজা। 'এক নবরাজ মেঘরাজ হয়ে জন্মাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনে ...।' হুজুতবা, ১৯৬০।

নবরূপ [স] বি নতুন রূপ। 'পূর্ণ ব্রহ্ম হরি, নবরূপ ধরি।' রামধন্যদাস, ১৭৮০।

নবরূপাঙ্ক [স] বি নতুন রূপাঙ্ক। 'দেবী-বিসেনী অজ্ঞত সূরের নবরূপাঙ্কে তাঁর কৃতিত্ব।' জ্ঞানদাস, ১৯৫৯।

নবরূপী [স] বিপ্লু নতুন রূপ ধারণ করেছে এমন। 'হায় নবরূপী শায়াল।' মণীষ, ১৯০৯।

নবরৌদ্রগ্রাণ [স] বি সকলের রৌদ্রের রং। 'নবরৌদ্রগ্রাণে রঞ্জিত প্রভাতগগনের গোড়া।' প্রভাত, ১৮৯৬।

নবরক্ত [স] বিপ্লু নতুন রক্ত। সত্য অর্জিত। 'এই নবরক্ত অনুভূতির প্রবল উলসারের বেশ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নবশক্তি [স] বি নতুন শক্তি। 'নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয়।' প্রমথ, ১৯২০।

নবশম্প [স] বি ততি ঘাস। 'যেমন সে ঢেকে দেয় নবশম্প শ্যামল গ্রান্ডর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নবশিক্ষিত [স] বিপ্লু আনুগমিক শিক্ষার শিক্ষিত। 'নবশিক্ষিত শাস্ত্রদ্বারের মধ্যে যথাক্রমে নবো ... সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাসনা করেন সি।' প্রমথ, ১৯১৪।

নবশিক্ষা [স] বি নতুন শিক্ষা। 'নবশিক্ষার যুগে এখন পৌণ অংশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নবশ্যাম [স] ১ বিপ্লু কটি সন্ধ্যা। 'নবশ্যাম দুর্দশলে আসোকের ঝলক ঝলে।' রবীন্দ্র, ১৯২০। ২ বি নতুন মেঘ। 'এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নবলক্ষী [স] বি নতুন সহচরী। 'এই উত্তর ভনে আমার নবলক্ষী মুহূর্তের জন্য অবাক হয়েছিল।' প্রমথ, ১৯১৫।

নবলভ্যতা [স] বি নতুন কালের সত্যতা। 'আল একটি নারবাঙ্গী নবলভ্যতার গোখামুগ্ধের মন অন্তর্ভুক্তভাবে হ্রদে করিয়া লইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নবসাহিত্য [স] বি নতুন যুগের সাহিত্য। 'আমাদের নবসাহিত্যে কোনোদ্রুপ প্রমথিতা নেই।' প্রমথ, ১৯১৩।

নব সুর [স] বি নবোদিত সুর। 'সজ্জা জ্বললে বেরে উইল নব সুরে।' বড়ু, ১৪৫০।

নবসূর্য [স] বি নবোদিত সূর্য। 'আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োনু তার সহস্র ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

নবসুটি [স] বি নতুন সুটি। 'উপাড়ি ফেলিবে অধীন বিশ্ব অবশেষে নবসুটির মহানন্দে ...।' নজরুল, ১৯২২।

নবসুট [স] বিপ্লু সত্য প্রকৃতি। 'কোন কোন তরকারী সৌন্দর্য বাসকী মজ্জিকার ন্যায়; নবসুট।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

নবাপাঙ্ক [স] নব-আপাঙ্ক। বিপ্লু নতুন আপাঙ্ক। 'এই নবাপাঙ্ক নিধান বাহু ... হুতা ব্যক্তির ব্যবসায় ও সরল স্বভাব দর্শনে ...।' বিদ্যা, ১৮৯৯।

নবাপাঙ্ক [স] নব-আপাঙ্ক। বিপ্লু নতুন এসেছে যে। 'আক্ষরুল ঢেয়ে দেখল নবাপাঙ্কের গানে।' গুপ্তাঙ্গী, ১৯৪৪।

নবায়ুর [স] নব-অয়ুর। ১ বি নতুন যুগ। 'যখন নবমুখিতলে নবায়ুর এবং তরুণাশ্রয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিপ্লু নতুন অয়ুরিত। 'তোমার চমকতলে, নবায়ুর তৃপ্তাসনে বসে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

নবায়ুরিত [স] নব-অয়ুরিত। বিপ্লু সুপ্রসাদ হয়েছে এমন। 'নবায়ুরিত সাহিত্যের উপসাহায্য হইয়াছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

নবানুরাগ [স] নব-আনুরাগ। বিপ্লু নতুন অনুরাগ। 'নবীন যৌগীর একে নবানুরাগ ...।' দর্পণ, ১৮২৮।

নবাবিচ্ছিন্ন [স] নব-আবিচ্ছিন্ন। বিপ্লু নতুন প্রকাশিত। 'আমাদের মানসস্থান আমাদের নিকট নবাবিচ্ছিন্ন হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নবাবিভিন্ন [স] নব-অবিভিন্ন। বিপ্লু সত্য অবিভিন্ন। 'আমি কাছাড়ের নবাবিভিন্ন নবীন রাজা।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

নবাবিভিন্ন [স] নব-অবিভিন্ন। বিপ্লু ঙ্রী নতুনভাবে অতিবেক হয়েছে এমন। 'সুবি কাছাড়ের নবাবিভিন্না মুক্ত রাজা।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

নবায়ুদ [স] নব-অয়ুদ। বি নতুন মেঘ। 'শীতাবধ তড়িদ্ভূতি মুখামালা বরপাতি।' নবায়ু জিনি শ্যামভট্ট। কৃতদাস, ১৫৮০।

নবাক্ষর [স] নব-অক্ষর। বি সকলকালের সূর্য। 'কাল পূর্ণ পূরবে না উদিত নবাক্ষর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

নবার্জিত [স] নব-অর্জিত। বিপ্লু সত্য অর্জিত। 'নবার্জিত পরমবদ্বিটর আহরনকাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নবালোকা [স] নব-আলোকা। বি নতুন আলো। 'সবাইকে হুজির নবালোকে আলোনে করাইলেন।' সুবীন্দ্রমুখো, ১৯৭০।

নবীকৃত [স] বিপ্লু নতুন হয়ে উঠেছে এমন। 'পূর্বকাল শোকসংবাদ নবীকৃত হইয়া উঠিল।' অক্ষর, ১৮৫৬।

নবোচ্ছ্বাস [স নব-উচ্ছ্বাস] বি তীব্র উদ্ভাস। 'যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে
শাওন মাসে বাজবে নুপুর ঘাসে ঘাসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

নবোদ্ভিত [স নব-উদ্ভিত] বিপ নতুন জন্ম লাভ করেছে এমন।
'নবোদ্ভিত উনিশ শতকীয় অধ্যবিত্তকে তিনি তাঁর লেখার অমায়
করেননি।' উম্মর, ১৯৬৮।

নবোদিত [স নব-উদিত] বিপ নবময় উদিত। 'ঘরে নবোদিত
দশমীর চন্দ্রালোক আলিঙ্গা এবশে করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নবোদিতা [স নব-উদিতা] বিপ স্ত্রী সন্ধ্যা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে
এমন। 'অবাচিতভাবে আশাপ করিয়ে দিয়েছে নবোদিতা নক্ষত্রসের
সঙ্গে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

নবোদগত [স নব-উদগত] বিপ নতুন গজানো। 'নবোদগত শূকর'।
রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নবোদ্ভাবিত [স নব-উদ্ভাবিত] বিপ নতুন আবিষ্কৃত। 'একটি
নবোদ্ভাবিত ধন্যমানের উপা'। নবনূর, ১৯০৬।

নবোদ্ভিন্ন [স নব-উদ্ভিন্ন] বিপ সদ্য প্রকৃষ্ট। 'নবোদ্ভিন্ন হৃদয়দ্বারতলি
বধন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি-
কদমের ঘন যৌবন-বাথ্যায়।' নজরুল, ১৯২৪।

নবোদ্ভিন্নবৌবনা [স নব-উদ্ভিন্ন-বৌবনা] বিপ নতুন যৌবনে পদার্পণ
করেছে এমন। 'মায়া বৈদ্যনাথেরই কন্যা বটে, কিন্তু
নবোদ্ভিন্নবৌবনা।' বনকুল, ১৯০৬।

নবোদ্ভূত [স] বিপ নতুনভাবে উদ্ভূত। 'নবোদ্ভূত উচ্চবিশ্ব ও মধ্যবিশ্ব
প্রেরি প্রতিভু হিসেবে এদের ভবিষ্যদ্ব্যবহিতা ও আশাবাদ...'।
আনোয়ার, ১৯৭০।

নবোদ্যম [স নব-উদ্যম] বি নতুন উদ্যম। 'এই নবোদ্যম দেখিয়ে
তত সন্তুষ্ট হইয়েন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নবোদ্যেবিত [স নব-উদ্যেবিত] বিপ নব বিকশিত। 'প্রজ্ঞাতে
নবোদ্যেবিত অরুণালোকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নব^১ [ই নব] বি বোতাম। 'একটা নব তেপে দিলে কেমন সাংখ্যাতিক
চৌঁচেরে উঠবে যন্ত্রণা।' সেলিনা, ১৯৭৫।

নবত, নবৎ [আ নবত+কা খানাদ] বি যে স্থানে বা মঞ্চে বসে
সাধারণত উৎসবে মঞ্চে উপর থেকে বাজানো হয়। 'ঐ রেশালার
আসে আসে দুটি চলতী নবত ছিল।' হুতোম, ১৮৬১; 'রাজার বাড়ি
নবৎ বসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

নবতখানা [আ নবত+কা খানাদ] বি যে স্থানে বা মঞ্চে বসে
নবত বাজানো হয়। 'নবতখানাটি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী-বনে একটা
দেখতে পাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নবতি [স] বিপ নব্বই সংখ্যক। 'তাহারা নবতি দিবসান্তে যাবাধীপে উত্তীর্ণ
হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

নবদণ্ড [স] বি রাজস্বের বিশেষ। 'শির নবদণ্ড ছত্র আকার'। সুলতান,
১৭৫০।

নবদণ্ড [স লবণ] বি লবণ; নুন। ওগী, ১৭৮৫।

নবদিশ, নবদী [স নবদী] বি মাখন; নদী। 'খির নবদিশ আছে আর দুই
সর।' মালান্দর, ১৫০০; 'ভূত দধি দুগ্ধ সর নবদী শিষ্টক'। বৃন্দা,
১৫৮০।

নবদীকোমল [স নবদীকোমল] বিপ মাখনের মতো নরম।
'অঙ্গুরীদের নবদীকোমল হস্তের তৈরি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

নবদীত [স] ১ বিপ মাখনের মতো কোমল। 'কটিতে কিত্তি নবদীত
দুই করে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি মাখন; নদী। 'দধি দুগ্ধ ভূত নবদীত
চন্দন পুশ্পমালা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

নবদম [স] বিপ নয় সংখ্যার পূরক। 'নবদম শ্রেণীর ১৪২,০০০ তারা'।
রবীন্দ্র, ১৮৭৫; 'নবদম, অষ্টম, সপ্তম এই তিনটি মাইল ঠোন।' বিদ্যা,
১৮৯১; 'বাংলা কুল নবদম শ্রেণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

নবদমবর্ষীরা [স] বিপ স্ত্রী নয় বছর বয়স্ক। 'একটি নবদমবর্ষীরা
বাগিকা'। উদ্যোগ, ১৮৭৪।

নবদী [স] ১ বিপ স্ত্রী নয় সংখ্যক। 'আরাকান্ডে গেলা নবী নবদী
দিবসে।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি ভিবি বিশেষ। 'হিঙীরা অধিত
অটাই সঙ্গীত বিনোদন নবদীতে।' ভারত, ১৭৬০।

নবদেহ [স নবদেহ] বিপ নবদেহ। 'নবদেহ পৃথুরূপে মহিমা
আগার।' মালান্দর, ১৫০০।

নবদম্পিকা [স] বি কুলবিশেষ। 'সর্বত্রই যুধি, জাতি ... নবদম্পিকা,
কাঠম্পিকা নাশরকেশর গন্ধরাজ বকুলাদি পরিপোষিত।' বরদাসদ,
১৮৮১।

নবদ্বার [স] নবদ্বার/বি নবদ্বার মাস। 'অন্তবর নবদ্বার দিম্বার তেমায়াতে
...'। উত্তি, ১৭৯২।

নবদ্বার [আ/কা নারগ] বি কমলা লেবু। 'গহিল বদরিসম পুন নবদ্বার।
সিন্দু অনন্ত অশোরল অঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নবদ্বার [স নব] বিপ নবদ্বার। নবদ্বার [স নব+নব] বিপ নবদ্বার।
নবদ্বার [স নব] বিপ নবদ্বার। 'বিহরই নবদ্বার কিসোর। কালিদাস পুণিন কুলবন
সোভন নব নব প্রেমবিনোদন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নবাগত, নবাগতী প্র নব^১
নবাত্মক, নবাত্মকিত প্র নব^১

নবাত [স] বি চিনির নিরেট খাদ্যবিশেষ। 'ডালিমা মরিচাডু নবাত অমৃতি'।
কুলদাস, ১৫৮০; 'কিনিএ নবাত ফেনি বিপা দরে কিনি চিনি পান
কিনি সহস্রের দরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নবানুগত প্র নব^১
নবানুগ [স] ১ বি নতুন ধানের চাল থেকে ভাত খাওয়ার উৎসব। 'নতুন
ধানো হবে নবানু ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'এই কার্তিকে নবানুগ
দেশে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি মিষ্টান্নবিশেষ। 'কুহবে, ফৌণ্ডার
নবানুগের গন্ধে নবানুগের মত ভূমি আর আমি।' জীবন, ১৯৪৮।

নবাব [আ নওয়াব] ১ বি মুসলমান শাসনকর্তা। 'রুটকে মুসলিম কুলি ঠা
নবাব ছিল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি রাজমর্যাদাপূর্ণ উপাধি বিশেষ।
'লক্ষ্মীদেবের নবাব গাজীউর হযরত বাহাদুর পূর্বের উজীর নবাব নামে
খ্যাত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২০।

নবাব জাদা [আ নওয়াব+কা জাদাদ] বি নবাবের পুর। 'দুই কুমার
নবাব জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একতরফে বেগান ও
বেড়ান।' রায়ময়, ১৮০১।

নবাবজাদী [আ নওয়াব+কা জাদা] বি নবাবের কন্যা। 'বিমলা কিছুই
জানেন না, হালিঙ্গা কহিলেন, "নবাবজাদী ..."'। রবীন্দ্র, ১৮৬৫;
'নবাবজাদী কহিলেন, কে জানোয়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

নবাবপুত্র [আ নওয়াব+স পুত্র] বি নবাবের ছেলে। 'তাহাকে
নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নবাবপুত্রী

নবাবপুত্রী [আ নওরাব+স পুত্রী] বি নবাবের কন্যা। 'নবাবপুত্রী কহিতে রাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

নবাবি, নবাবী [আ মতওয়াব+স] ১ বিপ নবাবের। '১৭৫৬ সালের ঘূন মাসে নবাবি হুমায়ের সময় ...।' মের্স, ১৭৫৭; 'নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অন্ধ গোলা ...।' হোতাব, ১৮১১। ২ বি নবাবের মতো আচার-ব্যবহার ও আভ্যুৎকর্ষ জীবনযাপন। 'সাহেবেরা বাঙ্গালিদের ভক্তিত্যাগ ভাবেন বাস করে নবাবি করেন।' হোতাব, ১৮৫১। ৩ বি শোহিনতা। 'মসের ভিতর মর্জি আছে নবাবী তাঁর অনেক রকম।' সত্যেন্দ্র, ১৮১২। ৪ বি রাজত্ব। 'পারস্যদেশের ফুল আছে ... পৌরষ ও সৌরভের সহিত নবাবি কমছে।' প্রবন্ধ, ১৮১৪। ৫ বিপ নবাবের উপযোগী উৎকৃষ্ট। 'একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেষ্টে ...।' মুক্তভাষা, ১৮৪৯।

নবাবি চাল, নবাবীচাল [আ নওরাব+স চাল] ১ বি নবাবের মতো বড়সুন্দরি আচার-ব্যবহার। 'আমর গেরে গেরে এই বাকির অভ্যাস হয়েছে নবাবি চাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বনেদিগানা। 'ভাষার আহারে নবাবীচাল দেখিতে গাইতাম না।' শব্দীসুন্দর, ১৮৩১।

নবাবিহানা [আ নওরাব+স আনা] বি নবাবি চাললেন। 'এমন নবাবিহানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নবাবিকৃত প্রমব

নবাবিভিত্ত প্রমব

নবাবধি [বি নভেবধা] বি নভেবধি মাস। '৭ নবাবধি ২৫ কার্তিক।' তাঁতি, ১৭৯২।

নবাবদ্বন্দ্ব প্রমব

নবাবশ্রুত প্রমব

নবাবর্জিত প্রমব

নবাবর্জিত প্রমব

নবাবোক্ত প্রমব

নবি, নবী [আ নবী] বি ইসলামমতে প্রেরিত পুরুষ। 'নিব্বন নিস্তারিবা নবী মোহাম্মদ।' বাহরাম, ১৮৫০; 'নবি হোল কর্ণায়ন সে সাহা সেকাদার।' জালাওল, ১৬৮০।

নবীচরিত [আ নবী+স চরিত] বি নবীজীবনী। 'পৃথিবীতে যত অধিক ভাষায় নবীচরিত রচিত হবে।' হাই, ১৯৫৪।

নবিন [স নবীন] ১ বিপ নতুন। 'নবিন কাহারি আমি নৌকা নাই বাই।' মালখের, ১৫০০। ২ বিপ সাংস্কৃতিক। 'নবিন ওদাম।' কালন্দে, ১৭৮৭।

নবিশিখা [কা] বি লেখক। মালেক, ১৭৪৩।

নবী প্রমব

নবীন [স] ১ বিপ নতুন। 'নবীন যৌবনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিপ তরুণ। 'চিকালের পড়্যা জ্বিলে হইয়া নবীন।' কুলাস, ১৫৮০; 'চিকালের বোটা নবীন ছাড়াইয়া।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিপ কম; অল্প। 'নবীন বরদী সব বিদ্যাকান বাক।' জালাওল, ১৬৮০। ৪ বিপ সদায়গতি। 'নবীন নিশিত ধারা ও নিরহ।' ভানকন, ১৭৮৪। ৫ বিপ কটি। 'সচলন নবীন তুলসীলল কুমদাশি স্থাপন করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫। ৬ বিপ সত্যজ্ঞ। 'আমার প্রাণটি নবীন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নবীনভম [স] বিপ সবচেয়ে নতুন। 'ইতিহাসের পথে পৃথিবীর নবীনভম হই ...।' বেগম, ১৪৪৭।

নবীনভর [স] বিপ অতি নতুন। 'চরভন আত্মীয়তার নবীনভর নিবিড়তার সহিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আরেক নবীনভর তোরে।' জীবন, ১৯৪০।

নবীনভা [স] বি নতুনত্ব। 'চিরনিশিত প্রশস্ত নবীনভা সেখিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'উহার নবীনভাকে আশা করিলাম যে।' বিজুতি, ১৯২৯।

নবীনভু [স] বি নতুনত্ব। 'মিরদার সরলতায় নবীনভু এবং মাদুর্য অধিক।' স্বভিষ, ১৮৮৭।

নবীন নবীন [স] বিপ তাজা তাজা। 'হাসে হাসে মেঘবান বেজানুসারে নবীন নবীন তৃণ দল্ল হারা মর্দন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪০।

নবীনপত্র [স] বি নতুন পাতা। 'গুপ্তিত তরুনাথ, উজ্জল তত্ত্ববর্ণ নবীনপত্র ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নবীনবারু [স নবীন+বারু] বি উঁচিতি বরদী হিন্দু যশাবতি স্ত্রীলোক। 'এহার উমেসেগার দালাল মহাজন নবীনবারুদিসের নাম তিনি যাতায়াত করিতে লাগিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

নবীনব্রতী [স] বিপ নতুন ব্রত ধারণকারী। 'নবীনব্রতী যুবকের চিঠির কাট টুকরো এখানে তুলে দিছি।' অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

নবীনমুবা [স] বি অপেক্ষাকৃত কমবরদী যুবক। 'নবীনমুবারা ... মনির আলীর গ্রহণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

নবীন যৌনী [স] বি অল্পবরদী সন্ন্যাসী। 'ঐ নবীন যৌনী আমার প্রাণেশ্বর।' শিরিষ, ১৮৮৭।

নবীন যৌবন [স] বি নবযৌবন। 'নবীন যৌবন ভরে।' ভবানী, ১৮২৫।

নবীনা [স] ১ বিপ তরুণী। 'হত প্রধানা নবীনা পলিতা যবনী ব্যাঘ্রনা আছে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিপ স্ত্রী নতুন। 'নবীনা সত্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিতে বিবাহ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নবীভুত [স] বিপ নতুনত্ব প্রাপ্ত। 'পুত্রাতন শোক-সংবান নবীভুত হইয়া উঠিল।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

নবীন্নয়ী [স] বিপ নবীন। 'আলো ছায়া ইত্যাদি তা এই পুত্রাতনী ও নবীন্নয়ী উভার প্রকাশ।' অবন, ১৯২৫।

নবুদ [কা নাবুদ] বিপ অতিভূত। বিদ্যা, ১৮১১।

নবুত্তত [আ] বি নবিত্ব। 'মোহর নবুত্তত অঙ্গে শোভে জ্বোত।' সুলতান, ১৭০০।

নবুত্তত [আ] বি নবিত্ব; নবির পদ। 'আজ হইতে আপনি নবুত্তত গাইলেন।' যনুসর, ১৯৫০।

নবুত্ততখানী [আ নবুত্তত+স খানী] বিপ নবির দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'মলিনার শাহানশাহ কোহ-ই-তুর-বিহারি মোহাম্মদ সোস্তকা নবুত্ততখানী।' মজলুম, ১৯০২।

নবেশ্বর [হি] বি নভেবধি মাস; ইরেজি পঞ্জিকার একাদশ মাস। কালন্দে, ১৭৮৭; 'মিতি তারিখ ২৪ নবেশ্বর।' দর্পণ, ১৮০৬।

নবেশ [হি] বি উপন্যাস। 'এক গজ নবেশকে একখানি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

ন-বৈজ্ঞানিক [স] বিপ বৈজ্ঞানিক নয় এমন। 'গত শতাব্দীর ইউরোপের ন-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজ ...।' সবুজ, ১৯১৭।

নবোচ্চাস প্রমব

নবোদ্যা [স] *বিশ* নববিবাহিত। 'নুড়া আখরুড়া যুবা নবোদ্যা গুন্ডী।
দেশাধী দিলেন সবে চরুচরু তার।' ভাৱত, ১৭৬০।

নবোপিত হ নব

নবোপিত, নবোপিত হ নব

নবোদগত হ নব

নবোদ্যবিত হ নব

নবোদ্য হ নব

নবোদ্য হ নব

নবোদ্যেপিত হ নব

নকই [পা নতুতা *বিশ* ৯০ সংখ্যক। 'নকই হাজার কথা জনিয়া ...।'
সুলতান, ১৭০০।

নব্য [স] *বিশ* নতুন। 'আপন নব্য ৰাজ্য অধিকার করিয়া।' জাতিগী,
১৮০৩।

নব্যজি [স] *বি* নতুন কালের জি। 'বঙ্গদেশের নব্যজি সম্বন্ধে
সচরাচর যে সকল আশক্তি ...।' প্রথম, ১৯১৩।

নব্যতত্ত্ব [স] *বি* নতুন পথ বা মত। 'পুরনব্যতত্ত্বের নতুন যুগা ধরিয়া
জেন করিয়া বলিয়া ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নব্যতন্ত্রী [স] ১ *বিশ* নতুন মতাবলম্বী। 'নব্যতন্ত্রী একটা দল।'
ইন্দ্রপদ, ১৯২২। ২ *বি* প্রতীপঞ্জী। 'বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে
নব্যতন্ত্রী প্রদ্র করে বটে।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

নব্যদর্শন [স] *বি* দর্শনশাস্ত্রবিষয়ে। 'নব্যদ্যার নব্যদর্শন নব্যশ্রুতি
আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন।' প্রথম, ১৯১৪।

নব্যদল [স] ১ *বি* ভরসাণের গোষ্ঠী। 'আজকাল অনেক নব্য দলের
লোক এত বিচার করে না।' কুস্তজবিনী, ১৮৮৫। ২ *বি* নতুন
মতাবলম্বী সম্প্রদায়। 'চলনশীল নব্যদল বাঁয়া রামমোহনকে কেবল
অধি-নিষারেরূপে আখ্যায়িত করেছেন।' ব্রহ্মসিঙ্গ, ১৯১৮।

নব্যদান্তিক্য [স] *বি* নতুন দান্তিবাদ। 'ভাঁর কল্পনার সাম্প্রতিক
নব্যদান্তিক্যের পূর্বাভাস লক্ষ্যমী।' শিব, ১৯৩০।

নব্যদ্যার [স] *বি* ন্যায়শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা। 'নব্যদ্যার নব্যদর্শন
নব্যশ্রুতি আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন।' প্রথম, ১৯১৪।

নব্যপঞ্জী [স] *নব্য-পঞ্জী* পঞ্জী। *বিশ* নতুনকে গ্রহণ করে এমন। 'সব
সময় নব্যপঞ্জী, অচলায়তনী নন।' জিহতা, ১৯৫০।

নব্যবদ্য [স] *বি* আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যুবসমাজের সদস্য।
'ভাষাকে সেবিষয়মতই নব্যবদ্য বলিয়া তাঁকে হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নব্যবুদ্ধক [স] *বি* আধুনিক বুদ্ধক। 'আমাদের নব্যবুদ্ধক এবং
ছাত্রছাত্রীপণ গ্রামের সহিত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন।' প্রচারক,
১৯০৬।

নব্যশিক্ষিত [স] ১ *বিশ* আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। 'নব্যশিক্ষিত
পাঠকদের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর
কেউ অস্বীকার করবেন না।' প্রথম, ১৯১২। ২ *বি* নতুন শিক্ষাদাতা
করেছে যে। 'আমাদের মতো নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে একরকম পাণ
কিনা।' নজরুল, ১৯২৭।

নব্যসভ্যতা [স] *বি* নতুন সভ্যতা। 'এই অতুল নব্যশিক্ষিত
নব্যসভ্যতার সংঘর্ষে ভারতবাসীদের অন্ত ...।' প্রথম, ১৯২০।

নব্যসমাজ [স] *বি* যুবসমাজ। 'আমাদের যে উচ্চত নব্যসমাজ।'
রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নব্যসম্প্রদায় [স] ১ *বি* ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। 'প্রাচীন
সাংস্কারিক ব্যক্তির নব্যসম্প্রদায়ের ভাব ভক্তি বিবেচনা করিয়া
...।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ *বি* নতুন প্রকৃতি। 'নব্যসম্প্রদায়েরা শব্দের
টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ।' প্রভাত, ১৮৯৮।

নব্যসম্প্রদায়ী [স] *বিশ* নতুন প্রকৃতির। 'প্রচলিত ধর্ম নব্যসম্প্রদায়ী
প্রধান পন্থিতদিশের উপযুক্ত নহে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

নব্যসাম্প্রদায়িক [স] *বিশ* ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। 'সাধারণ
লোকে নব্যসাম্প্রদায়িক বুদ্ধকদিশকে যের পাশিষ্ট বোধ করিয়া ...।' অক্ষর, ১৮৪৯।

নব্যশ্রুতি [স] *বি* নতুন ধর্মসিদ্ধি। 'নব্যদ্যার নব্যদর্শন নব্যশ্রুতি
আমাদের কাছে এখন অতিপুরাতন।' প্রথম, ১৯১৪।

নব্য [স] *বি* আধুনিক নাজী। 'এখনকার নাজীরা নব্যদিশের কথা
গিহি না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

নব্যাক্ষর্য [স] *নব্য-অক্ষর্য* *বিশ* নতুন ভাষা। 'এক নব্যাক্ষর্য বিবেচিক
বিবর্তন।' দর্পণ, ১৮২১।

নব্যোক্তিহাস [স] *নব্য-উক্তিহাস* *বি* নতুন উক্তিহাস। 'নব্যোক্তিহাস
কথিত চাঁদ সমাগারের ও কবি কল্পনোক্ত ক্রীমন্ত সমাগারের সিংহাদি
উপাধীসে ...।' অক্ষর, ১৮৮৮।

নভ, নভজ [স] *বি* আকাশ। 'বিরল নভ নভমতল ভাস।' বিদ্যাপতি,
১৫৫৬। ১ নভো

নভজ [স] *নভ-জ* ১ *বি* আকাশ। 'নভজল ঢাকা, সহস্র
পতাকা।' রত্ন, ১৮৫৮। ২ *বি* শীর্ষস্থান। 'বাক্যবহের বোঝে
নভজলে উভয়দিক ঘুরে 'বিহব' শব্দের তত্ত্বনুসন্ধান করলেন।'
বৃজভাষা, ১৯৫২।

নভ-চন্দ্রাতপ [স] *নভ-চন্দ্র-আতপ* *বি* আকাশের শামিয়ানা। 'দূলে
আলোক নভ-চন্দ্রাতপ ভরা।' নজরুল, ১৯২৯।

নভচর [স] *নভ-চর* ১ *বি* পাখি। 'উড়ে চলে কোন নভচর।' সত্যেন্দ্র,
১৯১০। ২ *বি* আকাশচরী। 'মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর।' নজরুল,
১৯২৫।

নভতল [স] *নভ-তল* *বি* আকাশমণ্ডল; আকাশ। 'শিক্ষল বিহবল
ব্যবিত নভতল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

নভ-শীল [স] *নভ-শীল* *বি* আকাশের শীল। 'পাখ্য-শিক্ষল ভেদি,
হেদি নভ-শীল।' নজরুল, ১৯২৪।

নভমজল [স] *নভ-মজল* *বি* আকাশ। 'বিরল নভ নভমতল ভাস।
লক্ষণ কোকিল গাও সহাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নভচর [স] *নভ-চর* *বিশ* আকাশে বিচলনকারী। 'নভচর ব'লে তার
মনের বিশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নভশীমন্ত [স] *নভ-শীমন্ত* *বি* আকাশের সিমি। 'দূর দিগন্তে
নভশীমন্তে/আঁখি শশীলখাটের।' প্রেমেন্দ্র, ১৯০২।

নভজল [স] *নভ-জল* *বি* আকাশ। 'শীল নভজলে হাসে জায়দাল
কথা।' মাইকেল, ১৮৬০। 'হায়রে শিশু নভজলে বহ্নাদ।' সত্যেন্দ্র,
১৯০৮।

নভজল [স] *নভ-জল* *বি* আকাশ। 'হায়রে শিশু নভজলে বহ্নাদ।'
সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

নভজন [স] *নভ-জন* ১ *বি* আকাশ। 'মিথ্যা মনে হর তাই নভজনে
চরে তারা পোশা।' হুম্মিঙ্গ, ১৯৫০। ২ *বি* আকাশ প্রায়ের।
'আঁহারের ভাল বোরখা লীর্ণ করে দূর নভজনে।' ফররুখ, ১৯৬৩।

নভেম্বর

নভেম্বর [হি] বি খ্রিস্টাব্দের একাদশ মাসের নাম। '১৩ নভেম্বরে তিনি স্বদেশে বিদায় হইয়া ইউরোপে যাত্রা করিলেন।' অক্ষর, ১৮৪২।

নভেল [হি] বি উপন্যাস। 'লোকায় ঠেঁসান দিয়ে নভেল পড়ু।' রতীন্দ্র, ১৮৮১।

নভেলখোর [হি] নভেল+ফল খোর। বিপ নভেল পড়তে পছন্দ করে এমন। 'আমি কি নভেলখোর।' জীবন, ১৯০৩।

নভেলপাশি [হি] নভেল+শাসি। পাশি বিপ হাতে উপন্যাস আছে এমন। 'শিক্ষিতা বসবালার "নভেলপাশি" আখ্যা গ্রন্থ হইয়াছেন।' প্রেক্ষা, ১৯০৬।

নভেলি [হি] নভেল+১। ১ বিপ উপন্যাসের মতো। 'নভেলি কথার অর্থ সে সুখিতে পারিল না।' মানিক, ১৯০৮। ২ বিপ নাটকীয়। 'জীবনকে একই নভেলি করার জন্য।' মানিক, ১৯৪০।

নভেলিস্ট [স] বি উপন্যাসিক; উপন্যাস রচনা করে যে। 'নভেলিস্টের মাঝর মধ্যে পৌঁছাতে পারা যেত।' রতীন্দ্র, ১৮৯২।

নভেলী [হি] নভেল+১। বিপ উপন্যাসের চরিত্রের মতো। 'তুমি নভেলী মেয়েরা কথাই বলিতেছ।' মনসুর, ১৯৫২।

নভেলী ছাঁস [হি] উপন্যাসের ভঙ্গি বা ধরন। 'নভেলিস্ট সে পড়ের উত্তর খুব নভেলী ছাঁসে লিখলেন।' প্রথম, ১৯২৪।

নভো [স] নভঃ শব্দের রূপান্তর। বি আকাশ। 'রাখা কানীশ্বর তেওঁরিনির্ঘোষ ঘোড়া নভোমতল পরিপূর্ণ করিয়া ...।' হরহরসদায় রায়, ১৮১৫। ১ নভ, নভঃ।

নভোগামী [স] বি আকাশগামী। 'তুমি কি অন্তরে সেই নভোগামী শব্দের উত্তান।' ফররুখ, ১৯৪৩।

নভোচারী [স] বি আকাশে বিচরণকারী। 'এসো নভোচারী স্বপ্নকুমার।' নজরুল, ১৯০৩।

নভোদেশ [স] বি আকাশ। 'উড়ি নভোদেশে, গরুজান ঘাইকেল, ১৮৬১।

নভোনীল [স] বি আকাশি নীল। 'সখিলিতভাবে ওঠে নভোনীলে বস্ত্রের নিয়নে।' কলকল, ১৯৬৩।

নভোনীলা [স] বি আকাশের নীল। 'পাশের নিপানি রাজার নিপান জেপে ওঠে আজ নভোনীলায়।' ফররুখ, ১৯৪৬।

নভোমতল [স] বি আকাশমতল। 'রাজা কানীশ্বর তেওঁরিনির্ঘোষ ঘোড়া নভোমতল পরিপূর্ণ করিয়া ...।' হরহরসদায় রায়, ১৮১৫।

নভোমতলরূপী [স] বি অশ্বের শক্তিময়। 'পরসীকোরা অশ্ব-নভোমতলরূপী সেবতাবিলম্বকে ... অসীকার করিয়া আসিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

নভোমতলজ [স] বি আকাশে আছে এমন। 'নভোমতলজ ঘোষাবলী ... পরম রমণীয় ছাদ স্বরত।' অক্ষর, ১৮৫২।

নম [স] বি নমস্কার; প্রণাম। 'নম নম মদন-শালন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নমঃপুত্র, নমঃপুত্র [স] নমঃপুত্র। বি কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়-বিশেষ। 'সে নমঃপুত্রের পাড়ায় যায়।' রতীন্দ্র, ১৯১৫। 'বাহিধ্য-নমঃপুত্রদের কন্যাকারে হয়।' জীবন, ১৯০২।

নমক [স] বি লবণ। 'নমক খাওয়াই কি অন্যের সেওয়ার খাবার বা সুবিধা এখণ করা।' যাহার নমক খাই তার কার্য করি।' বিজয়, ১৮৫০।

নমন [স] বি নমনীয়তা। নমন-শীল [স] বি নমনীয়। 'কামিণীশ্বরের অন্তঃকরণ অতি নমন-শীল।' হৃদিসংহর, ১৮৭১।

নমনীয় [স] ১ বিপ নোয়ানো যায় এমন। 'নমনীয় এই কমনীয়তার যদি আমাদেবে সখী একবারে।' রতীন্দ্র, ১৮৯২। 'বা কোষম পেলব নমনীয়।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিপ বিনয়ী। 'সংযম মন্ত্রবলে নমনীয় এই কমনীয়তার ...।' রতীন্দ্র, ১৯০৬।

নমনীয়তা [স] বি নমনীয়তা; নোয়ানো যায় এমন অবস্থা। 'কটি-অবস্থার নমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে।' রতীন্দ্র, ১৮৮৫। 'সমস্ত পেলবতা নমনীয়তা।' নজরুল, ১৯২৭।

নমনীয়তাহীন [স] বি অবিনয়ী। 'চোখের সমুখে তানিয়া উঠে কমনীয়তা ও নমনীয়তাহীন তর্কবাণী নরীর উগ্রমূর্তি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

নমস্বর [হি] নভেবর। বি নভেবর মাস। 'নভই নমস্বর।' ডেব্রিল, ১৭৮০।

নমরুল [স] বি ইসলামিমেতে স্বয়ংপ্রোহী ব্যক্তিবিশেষ। 'আজি যাদা যে ফেরত শাখাত নমরুল মরোয়ান।' নজরুল, ১৯২৪।

নমশূদ্র হ্র নমঃশূদ্র

নমঃস্বা, নমঃস্বা [স] নমঃস্বা+১। বি বিদ্যুৎ সঞ্চালক করা। নমঃস্বা কি প্রণাম করে। 'অন্তঃ ন্যাসীরে নমঃস্বা বসাইল।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। নমঃস্বায়েন কি প্রণাম করলেন। 'আনি নমঃস্বায়েন আইর চলে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। নমঃস্বা করে কি নমঃস্বা করে। 'সেই যতক ইতক জে তোমার নমঃস্বা।' মাদাধর, ১৫০০। নমঃস্বা কি নমঃস্বা করে। 'বাসুবিদ্যুৎকারি তবে চলিল সত্বর।' রতীন্দ্র, ১৮৮৯। নমঃস্বা কি নমঃস্বা করে। 'নারায়ণে নমঃস্বা বাখিলেন জলে।' মানিকরায়, ১৯৪২।

নমঃস্বা [স] বি প্রজ্ঞাপূর্ণ সন্মান। 'বে তোরে লগ্নিয়ার করে মোরে নমঃস্বা।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

নমঃস্বায়েন [স] বি নমঃস্বা করে পর। 'সবিনর নমঃস্বায়েন তিনি বিদায় লইলেন।' কৃষ্ণা, ১৯০৬।

নমঃস্বত [স] বি নমঃস্বা করে এমন। 'পিতৃবর প্রভাবে অসামান্য কলীর্যসম্পন্ন সুরাসুরনমঃস্বত এক ব্যক্তি আমার পতি হইলেন।' বনমল, ১৯০৬।

নমস্য [স] বি পুঞ্জীয়। 'আমার নমস্য চোষ্ঠাণ্ডেবের ধরমজোড়াকেই মনের সমুখে রাখিয়া ...।' রতীন্দ্র, ১৯০৮। 'সত্যকামেরও নমস্য যারা সত্যনিষ্ঠ বীর।' নজরুল, ১৯২৫।

নমস্য [স] বি পুঞ্জীয়। 'জননী গো তুমি নমস্য।' অনুরা, ১৯০২।

নমা, নমানে [স] নম+১। ১ কি নত করা। 'বলে নমাইয়া পির অজের মাফতে।' মাহীকেল, ১৮৬০। ২ কি প্রণাম করা। 'মুয়ে বুখি নমিবে তুতল।' রতীন্দ্র, ১৮৮৬।

নমাজ [স] বি ইসলামিমেতে উপাসনা; নমাজ। 'ফজর সময়ে উঠি বিছাই সোহিত পাতি পাত বেরে করয়ে নমাজ।' মুহম্মদ, ১৬০০।

নমাজী [স] বি নমাজ পালনকারী ব্যক্তি। 'নমাজীর সংখ্যা পূর্ণাঙ্গোপাঙ্গা বিতপ।' এসলাম, ১৯১৯।

নমিত [স] বি নত। 'নমঃ-নমিত নমঃ-।' রতীন্দ্র, ১৮৮৫।

নমিতা [স] বি নত। 'নমঃ-নমিত হয়েছ এমন।' কীপা তলী জলভার-নমিতা।' নজরুল, ১৯০৬।

নমিনেশন [হি] বি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে কোনো দল অথবা গোষ্ঠীর মনোনয়ন। নমিনেশন-পেশার [হি] বি মনোনয়নদায়ক। 'নমিনেশন-পেশার দাবিল করিয়া গিলেই ...।' মোহাম্মদী, ১৯০১।

নমুদ [ফা] ১ বি নকশা। 'নদী নালায় উপর স্থানে ২ পুলাবদি কসাইয়া রাস্তার নমুদ করিয়েন।' রায়রায়, ১৮০১। ২ বি সূচনা। 'অদ্যাপি উঠে নাই কিম্ব নমুদ হইয়াছে।' মর্পণ, ১৮২১। ৩ বি অঙ্কুর। 'ভবানী, ১৮২৩।

নমুদার [ফা] বি উপস্থিত। 'দুই দশে ময়দানে হইল নমুদার।' গরীব, ১৭৬৫।

নমুনা [ফা নমুনাঃ] ১ বি প্রতিরূপ; কোনো জিনিসের অংশ, যা দেখে মূল জিনিসের আভাস পাওয়া যায়। 'কাপড়ের রকম ... জেনে নমুনা সহি সরস রকম হয়।' হ্যাসহেড, ১৭৭৩: 'এই মুদ্রাঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নমুনা দর্শায়নের প্রভাব করেন।' মর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি ইকিত। 'তাহার নমুনা মোহাম্মদের মত। আপনমনেই বুঝিতে পারিয়াছি।' মশাররক, ১৯০৮।

নমুনা সই, নমুনা সই [ফা নমুনাঃ+আ সহীঃ] ক্রিবিপ নমুনা মতো। 'নমুনা সই কাপড় দাবিল করিতে না পারে।' হ্যাসহেড, ১৭৭৩।

নমুনো [ফা নমুনাঃ] বি নমুনা। 'অখান্দরা একরূ হয়ে কোন্ কোন্ রকম সাং হবে, কুমারকে তারি নমুনো দেখাবেন।' হেতায়, ১৮৬১।

নমো [স নমঃ] বিপ নোয়ানো। 'নমকার তপস্বী নমুকের মতো নমো অংশটা ভাণ্য করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নমো [স নমঃ] বি নমঃপুত্র। 'নমঃপুত্রের বলা হতো নমো।' সুদীল, ১৯৭০।

নমোনাম [স নমঃ] বি প্রণাম। 'করলপক্ষ কোমল দু-পায় বার বার নমোনাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নমোনাম করিয়া ক্রিবিপ কোনো রকমে; নামমাত্র। 'নমোনাম করিয়া কাজ সারিতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নম্বর [হি] ১ বি সংখ্যা। 'ছায়ায় স্থানে ঐ উপরের নম্বরের সারসংক্ষেপটি থাকে।' ক্যালগে, ১৭৮৯। ২ বিপ সংখ্যক; সংখ্যাক্রমিক। 'যোগাপুত্রের সেনের দুইয়ের নম্বর বাড়ি।' হেতায়, ১৮৬১।

নম্বর শ্রেট [হি] বি নম্বর কলক। 'তোমার লম্বির নম্বর শ্রেটটা ভাড়া দাও।' শিবরায়, ১৯৭০।

নম্বরী [হি] বি নম্বরখারী ব্যক্তি। 'পর্যটক্সি নম্বরীসের উপকারের জন্য।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

নম্র [স] ১ বিপ বিনীত। 'তাখাপি দাখিক পুয়া নম্র নাহি হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ নম্র। 'ভালপুরের বটীকে বন্দিয়া নম্রশিরে।' মানিকরায়, ১৭৮১। ৩ বিপ নম্র। 'ডিক্রির নম্র দাঁতে।' শামসুর, ১৯৩৩। ৪ বিপ কোমল। 'বোনের হাতের নম্র পাটার মেহেদীর রঙ।' শামসুর, ১৯৭২।

নম্রতা [স] ১ বি বিনয়। 'নম্রতা অনেক বিষয়ে কোপ অপেক্ষা ওৎকরী।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ২ বি স্তম্ভতা। 'যদি নম্রতাক্রমে হুমি অনুরোধ করিয়া আমাকে একটি পান চানাইতে।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

নম্রথারা [স] বি বিনয়। 'নম্রথারা ও ধার্মিকতা প্রভৃতি তপ এমত কুপ্রাপি দেখি না।' মর্পণ, ১৮২১।

নম্রপ্রকৃতি [স] বি বিনীত স্বভাব। সেন্ধি, ১৮৩৯।

নম্রপ্রথার [স] বি শান্তস্বভাব; বিনয়; নম্রতা। 'ছেবি ব্রিগিদের ইস্তে দূরে প্রাথমিক নম্রভাবে।' মাইকেল, ১৮৬০: 'তার মুখে আমায়ের বাক্যটি মেরেদের ভালোমানুষি নম্রতার মাখানো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নম্রমুদ্র [স] বিপ সুসলিল; সুস্বি। 'এক পার্শ্ব সিয়া

কটিকবচ্ছসিত। স্নিক নদীটি অতি নম্রমুদ্র প্রোতে প্রবাহিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নম্রমুদ্র [স] বিপ অমৃতা ও ধীর। 'তপের টানে চলে নম্রমুদ্র গমনে।' রবীন্দ্র, ১৮৩২।

নম্রমান [স] বি অলংকারবিশেষ। 'নম্রমান মুতিআর অঙ্গদ কতধ হার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নম্রমুখ [স] বি অবনত মুখ। 'কামিনীর যৌনভাব, লজ্জা, নম্রমুখ ... সকল পরিচয় দিয়েছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

নম্রমুখী [স] বিপ স্ত্রী মুখ নত করে আছে এমন। 'সদ্ব্যবহী, কিয়ৎকাল, লজ্জার নম্রমুখী ও দিল্লভরা হইয়া রহিল।' বিলায়া, ১৮৪৭।

নম্রমুদ্র [স] বিপ বিনীত ও অনুভবত। 'এই অশপান পাইয়া বিনোদিনী নম্রমুদ্রেরে কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নম্রশির [স] বি নতমস্তক। 'ভালপুরের বটীকে বন্দিয়া নম্রশিরে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

নম্রশিরে ক্রিবিপ মাথা নিচু করে। 'ভালপুরের বটীকে বন্দিয়া নম্রশিরে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

নম্রস্বভাব [স] বিপ স্ত্রী বিনয়ী। 'অরনাবের মত ... নম্রস্বভাবা রমণী এ প্রদেশে অতি কমই দেখা যায়।' মশাররক, ১৮৮৫।

নম্রস্তোত্রো [স] বিপ স্ত্রী ধীরগতির জলপ্রোত বিশিষ্ট। 'সেই নম্রস্তোত্রো নদীই কিসায়ে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

নদী [স] নদীয়া বি নদীর; নদীত্ব; উদাহরণ। 'বানান সংকতারের নদীর গালি, প্রাকৃত ও অপকল্পে পাওয়া বাবে।' সত্যাগত, ১৯২৯।

৯ বিপ নয়-সংখ্যক। 'লগু ৯ কলা। পরে ৩৯।' বড়ু, ১৫৭০।

নয় ১ ক্রি হয় না। 'উভয় অধমে নয় বিভার মিলন।' আলগর, ১৫০০। ২ ক্রিবিপ না হয়। 'আমার নয় হার হয়েছ, তোমার নয় জিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিপ অসম্বব। 'ওই বিখ্যাত দস্যুরাজ্য হার-কে করব নয়।' নজরুল, ১৯২৬।

নয়ত অধ্য তা না হলে। 'নয়ত, চবিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে।' রকিম, ১৮৭৯।

নয়তো অধ্য নতুবা। 'এ স্থানে বিদ্রাঘ বাটিতে নয়তো হরিৎ বাটিতে সুরকি কুটিতে হয়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

নয় [স নবঃ] বিপ নয় সংখ্যক; ৯। 'নয় তাই নয় খোড়া অনেক লম্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নয়ই [স নবঃ] বিপ নয় সংখ্যক; ৯। ওর্গা, ১৭৮৫।

নয়জ্ঞ বিপ এলোমেলো; বিশৃঙ্খল। 'সমস্ত হিসাবকিতাব সৃজলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়জ্ঞ করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নয় দরজা বিপ (বাউল) দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, দুই, পা দুই এবং লিঙ্গ/যোনি। 'আট কুঁড়ি নয় দরজা আট।' মধ্যে মধ্যে করকা কাটা। লালন, ১৮৯০।

নয়দুয়ারি [স নবদ্বারঃ] বি বহু দরজার ভিত্তি করে যে (গাতিবিশেষ)। 'শতকথোয়ারি নয়দুয়ারি।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

নরন [স] ১ বি প্রো। 'ভালমানে পথক না দেখে মরেন।' বড়ু, ১৫৫০। ২ বি দুই। 'একদিন সিলে না সমান আপন করে।' লালন, ১৮৯০।

নরন-অবগাহনে [স নরন-অবগাহঃ] ক্রিবিপ চোখের আড়ালে। 'সংগোপনে সবার নরন-অবগাহনে কেহ নাহি জানে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নরন-অবগাহনি [স নরন-অবগাহঃ] ক্রিবিপ নরনকে অবগাহন করিয়ে

নয়ন-আকর্ষণ

সেয় এমন। 'কী য়িচ্ছ, শ্যামল ছায়া, নয়ন-অবশাহনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নয়ন-আকর্ষণ [স] বিপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন। 'যাহাতে সে কাছটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষণ পশুদ্রব্য হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নয়ন-আসার [স] বি চোখের জলধারা। 'তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে।' মাইকেল, ১৮৬১।

নয়নকমল [স] বি কমলের ন্যায় চোখ। 'সুরেশ সুগুট মালা নয়ন কমল।' বটু, ১৪৫০।

নয়নকিরণ [স] বি চোখের আলো। 'বাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন এভাবে এই ফুলগুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'মনে হল মন ভাঙা হল তার নয়নকিরণ শিখা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

নয়ন-কুরঙ্গ [স] বি চোখরূপ হরিণ। 'নয়ন-কুরঙ্গ আগায় গো তরঙ্গ নদীর জলে।' নজরুল, ১৯০৩।

নয়ন-কুল [স] বি চোখের প্রান্ত। চোখের কিনার 'সেই কলয়-উছাস নয়ন-কুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নয়নকোণ [স] বি চোখের কোণ। 'কতকোটি ধরনের সে নয়নকোণে।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

নয়ন-খড়ুগ [স] বি নয়নরূপ খড়ুগ। 'কেল খণ্ড তোমার চণ্ড নয়ন-খড়ুগ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নয়ন-পর্ণন [স] বি চোখরূপ আকাশ। 'নয়ন-পর্ণনে তার সেমেছে বাসল।' নজরুল, ১৯২৪।

নয়ন-পোচর [স] বি দৃষ্টিগোচর। 'ক্রীড়া করে নহে সর্ব নয়ন-পোচর।' রবীন্দ্র, ১৫৮০।

নয়নদম [স] বি দৃষ্টিগোচর। 'এক কণা সূর্যের আলোর দাম বিকৃত বেশি তা যেদিন নয়নদম হয় ...।' অন্নপূর্ণা, ১৯২৯।

নয়নচকোর [স] বি তুষ্টিত চোখ। 'তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর।' বটু, ১৫০০।

নয়নজল [স] বি চোখের জল। 'কোনোটা বা টলটল/ কঠিন নয়নজল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নয়ন-জুড়ানো বিগ চোখের তুষ্টিসারক। 'নয়ন-জুড়ানো মূর্তি তোমার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

নয়ন-ঝার [স] বি অশ্রুধারা। 'আজ সে কথা মনে হয়ে জালি অঝোর নয়ন-ঝারে।' নজরুল, ১৯২৩।

নয়ন-দুলালী [স] নয়ন+দুলালী। বিগ চোখকে তদ্রূপ করে এমন। 'ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি/ নয়ন-দুলালী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

নয়নভাষা [স] ১ বি চোখের যথি; চোখের মণির মতো প্রিয়জন। 'নয়নভাষা যথিয়ে আমার অর্থ হলো নয়ন ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি দৃষ্টিপাতি। 'রাভা চরণ পুছে তার/ নয়ন-ভাষা হলো হারা।' গিরিশ, ১৮৮৩। ৩ বি ফুলবিশেষ। 'নয়নভাষা অর্থাৎ লাল সাদা ফুল ...।' ভাষা, ১৯২৯।

নয়নদুয়ার [স] নয়নদ্বার। বি চোখের পাতা। 'নয়নদুয়ারে কুলুপ শিখা।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

নয়ন-ধার [স] বি অশ্রুধারা। 'কৃপাময় মুছাও নয়ন-ধার।' গিরিশ, ১৮৮৩। 'নয়ন ভাসুক নয়ন ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

নয়নধারা [স] বি অশ্রুধারা। 'মুছিয়ে সেবে নয়নধারা।' নজরুল, ১৯২৩।

নয়ন-ধোওয়া [স] নয়ন+ধোয়া। বিগ নয়ন-মোহন। 'আলো নয়ন-ধোওয়া আমার।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

নয়ননদীতীর [স] বি নয়নরূপ নদীতীর। 'সে আসে কিরে/ কিরে/ নয়ননদীতীরে।' নজরুল, ১৯২৯।

নয়ন-নন্দন [স] বিগ সুন্দর। 'অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেহ।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

নয়ননিমীলন [স] বি চোখ বোঝা। 'কানাকানি হাসাহাসি কোথোতে ওটায়ে, অলস নয়ননিমীলন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নয়ননিমেঘে [স] ক্রিবিগ চোখের পলকে। 'সরমখানি নয়ননিমেঘে নামিল নীরবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নয়ননীর [স] বি চোখের পানি। 'জগন গমন করু নয়ন নীর ভরু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নয়ন-নীরদ [স] বি চোখরূপ মেঘ। 'নয়ন-নীরদে ঘন বরিষণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নয়নপট [স] বি চোখের পর্দা। 'তবুও ভবিষ্যৎ দিগ্ভ্রমরালের মতো মানুষের নয়নপটের সমুদ্রে আঁকা।' শওকত, ১৯৫৮।

নয়নপথ [স] বি দৃষ্টিপথ। 'ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন।' বিদ্যাপতি, ১৮৪৭।

নয়নপথে ক্রিবিগ চোখের সামনে। 'তিনি ... তাহাকে পাঠকের নয়নপথে ধরিয়েছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

নয়নপথ [স] বি চোখরূপ পথ। 'উদ্বীলি নয়নপথ সূর্যস্রল ভাবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

নয়নপল্লব [স] বি নয়নরূপ পাতা। 'তার পরে পলে পলে করুণার অক্ষজলে ভরে যাক নয়নপল্লব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নয়নপাত [স] নয়নপত্র>। ১ বি চোখের পাতা। 'কত সোহাগ করেছি হৃদন করি/ নয়নপাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি দৃষ্টিপাত। 'সেদিন আমার নয়নে হয়েছ তোমারই নয়নপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি দৃষ্টির সম্মুখভাষ। 'শয়ন সাধে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও।' নজরুল, ১৯২৮।

নয়নপাতা [স] নয়নপত্র>। বি চোখের পাতা। 'নয়নপাতা তখন এই সহজ আনন্দে আর্পণি ভিতরে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

নয়ন-পানে ক্রিবিগ চোখের প্রতি। 'নীরব ফুলের নয়ন-পানে চেয়ে আছে প্রত্যহরবি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নয়নপিপাসা [স] বি চোখে দেখার আগ্রহ। 'নয়নপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত ... যাকরু করিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।

নয়নপুতলি [স] নয়ন+পুতল>। বি আসরের ধন। 'শব্দর গেছেন, গেছে নয়নপুতলি পুর মোর।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

নয়ন পুজলী [স] নয়ন+পুতল>। বি আসরের ধন। 'কত যদি পাই সেই নয়ন পুজলী।' উমেশ, ১৮৫৭।

নয়নপুঞ্জী [স] বি দৃষ্টি। 'যেই সেবেছি পেরিয়ে গেল নয়নপুঞ্জীর কাঁদ।' জসীম, ১৯০১।

নয়নশ্রুণী [স] বি চোখের আলো। 'ওমা নিত্যের সে এ নয়নশ্রুণী।' নজরুল, ১৯০৫।

নয়নবাণ [স] বি চোখের দৃষ্টি। 'তবে মোরে হান নয়নবাণে।' বটু, ১৪৫০।

নয়নবারি [স] বি চোখের পানি। 'তাহাতে যে সহস্রং ব্যক্তি

নয়নবারি করিত হইয়া অন্তাভাবে গ্রাসত্যাগ হইবেক।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

নয়নবাস্প [স] বি অক্ষ। 'আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ/নয়নবাস্পে হের্যো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নয়নভঙ্গ [স] নয়নভঙ্গি [বি] দৃষ্টিপাত। 'পহিলি রাগ নয়নভঙ্গ তেল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নয়নভরা বিপ চোখভর্তি। 'নয়নভরা জল গো তোমার।' নজরুল, ১৯৩৫।

নয়ন-ভুলানো ১ বি নয়ন ভুল করে বে। 'আমার নয়ন-ভুলানো এসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ ক্রি মুগ্ধ করা। 'সংবেত পোতার পথিকের নয়ন ভোলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নয়নমণি [স] বি চোখের তারা; অত্যন্ত ম্রিয় যে। 'নয়নমণি গেল যদি, কী হবে এ নয়ন দিয়ে।' নজরুল, ১৯৩০।

নয়নমনোহর [স] বিপ সুন্দর দেখায় এমন; নয়নশোভিত। 'নয়নমনোহর সুরম্য পুষ্পও এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তা সম্পাদনে সহায়তা করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নয়নময় [স] ক্রিবিপ নয়ন জুড়ে। 'আজও জ্বলে তব নয়নের ভাতি আমার নয়নময়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নয়ন-মেলন [স] নয়ন+মেলন ক্রি চোখ খোলা। 'প্রভাতের নয়ন-মেলন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

নয়নমুগ্ধকর [স] বিপ আকর্ষণীয়। 'বলা বাহুল্য বড়বাবুর সে-সৌভবে নয়নমুগ্ধকর কিছু নাই।' বনকুল, ১৯৩৬।

নয়নমুগ্ধ [স] বি চোখোজড়া। 'কাজের উজল নয়ন মুগ্ধ।' বঙ্কু, ১৪৫০।

নয়নরঞ্জন [স] বিপ দৃষ্টিনন্দন। 'বিবিধ রতন - তেজস্বরঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি।' আইকেল, ১৮৬০।

নয়নরঞ্জিনী [স] বিপ ক্রী দৃষ্টিনন্দন। 'কার সাধা নির্বাহিত্রে এবেম সুন্দরী দূরী - নয়নরঞ্জিনী।' আইকেল, ১৮৬০।

নয়নরমণ [স] বিপ দৃষ্টিসুখকর। 'অরুণ, উত্তরু সন্ধ্যা নয়নরমণ।' আইকেল, ১৮৬০।

নয়নরমণী [স] বিপ ক্রী দৃষ্টিনন্দন। 'তপস্বিনী ধনী যথা - নয়নরমণী - কত নাহি কর্ণদান করে কামাচুরে।' আইকেল, ১৮৬০।

নয়নরাধা ক্রি চোখে ধাক্কা। 'ওই আলোতেই নয়ন রেখে সুন্দর নয়ন শেষে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নয়নরাজীবী [স] বি নয়নপদ্ম। 'ধীরে, ধীরে, নয়নরাজীবী মৃদুতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

নয়নশোভন [স] বিপ দৃষ্টিনন্দিত। 'তোমার বিশাল বিশুল ভুবন করছে আমার নয়নশোভন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নয়নশোভা [স] বিপ মহোদয়। 'বেখানে রূপের প্রভা নয়নশোভা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নয়নশোর [স] বি অক্ষ। 'কেনিও নয়নশোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নয়নশতদল [স] বি চোখের পল্ল। 'যাহার চলচল নয়নশতদল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নয়নশলি [স] নয়নশলি [বি] অক্ষ; চোখের জল। 'নয়নশলি পড়ে বদনে তাহার।' বঙ্কু, ১৪৫০।

নয়ন-শিকল [স] নয়ন+স শৃঙ্খল [বি] দৃষ্টির বন্ধন। 'চরম-শিকল

কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।' নজরুল, ১৯২৪।

নয়নশোভিত [স] বিপ দৃষ্টিনন্দন। 'কৃষ্ণের নয়নশোভিত বদন।' প্রমথ, ১৮৯০।

নয়নসলিল [স] বি অক্ষ। 'দুটি ভৌটা নয়নসলিল রেখে যার এই নয়নকোণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নয়নসীমা [স] বি চোখের প্রান্ত। 'পারয়ে নয়ন-সীমা বৈদ্যাহ বাসো।' নজরুল, ১৯২৬।

নয়ন-স্রোত [স] বি অক্ষধারা। 'তোমার নয়ন-স্রোতা ও যেন নিবেশ।' নজরুল, ১৯২৯।

নয়না [স] নয়ন [বি] নয়ন; চোখ। 'আন্তে যাবে নয়না চুম্বি।' নজরুল, ১৯২৫।

নয়নান্নি [স] নয়ন-অগ্নি [বি] আগনের মতো রক্তাক্ত চোখের তেজ। 'নাশাপন্থে অগ্নিশিখা জ্বলি যাহিরিছে ধ্বংসকি; নয়নান্নি মিশিছে তা সহ।' আইকেল, ১৮৬১।

নয়নান্দিয়ায় [স] নয়ন-অন্দিয়ায় [বিপ] নয়ন-জ্বলানো। 'নয়নান্দিয়ায় মতোভাবে গুরু তোমার আবির্ভাব।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। 'নয়নান্দিয়ায় হে চির-সুন্দর।' নজরুল, ১৯৩১।

নয়নাধু [স] নয়ন-অধু [বি] চোখের জল। 'তবে তক্তি যথা যতনে, হে কাদখিনি, নয়নাধু তব।' আইকেল, ১৮৬১।

নয়নানুভূত [স] নয়ন-আশোক [বি] দৃষ্টি। 'স্বাগতির ঘূর্ণি তার ঘূর্ণি-বাধা দূরিয়ে নয়নানুভূত মোর।' নজরুল, ১৯২৪।

নয়নান্সার [স] নয়ন-আলার [বি] অক্ষ। 'পদ্মদ্বারে বসিয়া সীতাবে নয়নান্সারে তাহার মেঘলতা নিক্ত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

নয়নে নয়নে ১ ক্রিবিপ চোখে চোখে রেখে। 'হবে কুসুমগলে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখাতি রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ ক্রিবিপ চোখে চোখে। 'নয়ন তোমারে পার না দেখিতে রহেছ নয়নে নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নয়নেস্ত্রিয় [স] নয়ন-ইস্ত্রিয় [বি] চোখ। 'পরমাসুন্দরকে সঙ্গে নয়নেস্ত্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

নয়নের আঁকু [স] চোখের তির্যক ভঙ্গি। 'নয়নের আঁকু না জানি কাহারে চাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নয়নের মণি [স] নয়ন [বি] চোখের মণির মতো ম্রিয় যে। 'নয়নের মণি যোর নয়ন হারাবে।' আইকেল, ১৮৬৬।

নয়নসুক [স] নয়ন-সুখ- [বি] একপ্রকার মনসিদ্ধ কাণ্ড। 'আবেশাওতা, আত্মাব্রাভে, ভাঞ্জে, তরশাম, তুলনক বা নয়নসুক।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

নয়নসুখ [স] নয়ন-সুখ- [বি] বা সেবেল নয়নের সুখ হই; এক রকমের কাণ্ড। 'ওসী, ১৭৮২।

নয়নসুখ [স] নয়ন-সুখ- [বি] এক রকমের কাণ্ডের নাম। 'মিহি সোমুদ্রা তিন হাজার খান নয়নসুখ কাণ্ড সাত সওখান শুভ্রতুলন ছয় সৌকা।' ওসী, ১৭৮২।

নয়নবল [স] নববল [বি] বা। 'করুণা শিখড়ি খেলাই নয়নবল।' চর্চা ১২, ১২০০।

নয়ী [স] নবা [বিপ] নতুন। 'মানেএল, ১৭৪০: 'নয়া দাশালে সিনের কর্তব্য কাজ এই।' হ্যাসহেড, ১৭৭০।

নয়া বট [স] নববল [বি] নতুন বট। 'মাঠের কাছেতে যাত রূপাই,

নরান

নয়া বউ গৈহকালে । জমীৰ, ১৯২৯ ।

নরান [স নরান] কি চোখ । 'সলাট আৰুৱে ৰতন যুগল নয়ানে ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

নরান কমল [স নরানকমল] বি পৰ ফুলেৰে মতো চোখ । 'নরান কমল তেজ হৰিল সৰল ।' বাহ্যায়, ১৬৫০ ।

নরান চকোৱা [স নরান-চকোৱা] কি ৰূপযুক্ত চোখ । 'নরান চকোৱা হোৱা ভস না কৰএ ।' বাহ্যায়, ১৬৫০ ।

নরানি [স নরান] কি চকুবিণিষ্ট । 'হৰিণ নরানি জন বলে কবির ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০ ।

নরানিছলী, নরানিছলি [স নরান+স ছল] কি ৰাজ্যৰ পাশেৰে সৰু নালা । 'চৌপাৰ পানায় ভৱল ভোৰা নথৰ লতাৱ নরান-ছলী ।' সত্যোত্তম, ১৯১২; 'একদল ৰাজ্যৰ পাশে নরানিছলিতে নেমে গৈছে ।' মৃত্যুভাৰ, ১৯৪৯ ।

নরানিযুক্ত ব্র নরানযুক্ত

নরাল [স নর] কিণ টাটকা । 'মিক-বিদিকে নরাল আজ ঠুটে ... ।' জীবন, ১৯৪৮ ।

নরালি [স নর] কিণ নৰীম । 'নরালি হোতাল ঘন বন ।' মাল্যধৰ, ১৫০০ ।

নরিলি [স নরুলি] কিণ নরীল । হালধেত, ১৭৭৮ ।

নরিলীয়া কিলি নিলায় । 'না নরিলীয়া কাহাৰিৰে তায়ুলে ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

নর [স] ১ বি মানব । 'সোবাসুৰ নর ইশৰ কাছেরে না জীণে আলো ।' বড়ু, ১৪৫০; ২ বি পুৰুষ । 'বাহাৰ যৌবন বন উপভোগে ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

নরজ [স নর] বি নর । 'নরজ নাগী মকে উভিল চীয়া ।' চৰ্য্য, ১২০০ ।

নরকম্বল [স] বি মানুহেৰে কাম্বল; অধিপত্ন । 'সোৱালে একটি আত নরকম্বল হুলামে ধাক্কা ।' হৰীশ্ৰ, ১৮৭১ ।

নরকপাল [স] বি মজাৰ খুণি । 'নরপালী, যোগাসনে আসীন হইয়া, দুই হস্তে দুই নরকপাল দীৰ্ঘা, বায়ু কৰিভেলে ।' বাহ্যায়, ১৮৪৭ ।

নরকৰকটিঙটো [স] বি মানুহেৰে হাত ও কোমৰ । 'নরকৰকটিঙটো সুন্দৰ ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০ ।

নরকলেশৰ [স] বি মানবলেশ । 'ওহে যোগিবৰ, ওহে বাঘাঘৰ, ত্ৰিশুৱাৰি নরকলেশবৰে ।' গিৰিণ, ১৮৮৭ ।

নরমুল [স] বি মানবজাতি । 'নরাম আছিল বে নর নরমুলে ।' হাইকেল, ১৮৬১ ।

নরমজড় [স নর+স মজড়] বি পুৰুষ মজড় । ওঙ্গ, ১৭৫৮ ।

নরমখাল [স] ১ বিণ শিলাচ । 'শাইলকননী নরমখাল মহাজলপাশেৰে ঘাৰহ ।' মোহনদী, ১৯২৮; ২ বিণ নরমখাল । 'বিশেষ ঘাৰেৰে তক্ত বাবু ভাইসেৰে দল আসেই নরমখাল ।' হালান, ১৮৬৭ ।

নরমখাল [স] বি নরমত্যা । 'বুঢ়ে নরমখাল সখাৰে বিশ্বের সকলসেৰে চেয়ে বড়ো পতি ... ।' হৰীশ্ৰ, ১৯০৭ ।

নরমখালক [স] বিণ মানুহ হত্যাকাৰী । 'নরমখালক গাছৰে আক্ৰমণকাৰী দস্যুসেৰে হতে নিহত ... ।' হৰীশ্ৰ, ১৯১৭ ।

নরমখালী [স] বিণ মানুহ হত্যাকাৰী । 'আমাৰ নরমখালী ক'লে কে ।' গিৰিণ, ১৮৯৬ ।

নরমখালী [স] বিণ মানুহেৰে ক্ষতি কৰেহে এমন । 'নরমখালী

ৰাক্ষাসিসেৰে কঠোৰ হতে ... পতিত হহ ।' অক্ষৰ, ১৮৪৬ ।

নরচকু [স] বি মানব দৃষ্টি । 'নরচকু কহু নাহি খেঁৱিয়াছে বাহা ।' হাইকেল, ১৮৬০ ।

নরচৰ্ম, নরচৰ্ম [স] বি মানুহেৰে শৰীৰেৰে চামড়া । 'নরচৰ্মে আবৃত শিলাচকলেশেৰে ।' গিৰিণ, ১৮৭৭ ।

নরজাতি [স] বি মানবজাতি । 'বুদ্ধি পাশ নরজাতি জন মাতা নরমজী ।' ৰূপায়, ১৭৫০ ।

নরজ্ঞান [স] বি আত্মজ্ঞান । 'নরজ্ঞান আপনাৰে সত্তাৰে জ্ঞানিল ।' বৃন্দা, ১৫৮০ ।

নরসেব [স] বি সেৱকৃত্য মানুহ । 'আমাৰে নরসেৱণ চান অনেক বেশি ।' হৰীশ্ৰ, ১৮৯১ ।

নরসেৱতা [স] বি সেৱতাৰে তণবিণিষ্ট নর । 'আমাৰ নরসেৱতা চাই ।' হৰীশ্ৰ, ১৯০৯ ।

নরসেহ [স] বি মানুহেৰে সেহ । 'নরসেহে নিহেহুৰে পৰ্জ্জতে বিহাৰ ।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'আমাৰ উত্তেৰে ছটুগুট নরসেহ তক্তৰ কৰি ।' বিদ্যা, ১৮৫৬ ।

নরধৰ্ম [স] বি মানবধৰ্ম । 'নরধৰ্ম ৰাজধৰ্ম পিতৃধৰ্ম হাৰ জনলে কৰেহি তথ্য ।' হৰীশ্ৰ, ১৮৯৯ ।

নরনাথ [স] বি ৰাজা । 'আপনাৰ কুল জদি চাহ নরনাথ ।' কবীশ্ৰ, ১৮৮০ ।

নরনাথায়, নরনাথায়ন [স] বি হিন্দুমতে নরপতী ইশ্বৰ । 'চতুৰ্থেতে নরনাথায়ন অবতাবে ।' মাল্যধৰ, ১৫০০; 'আমি নরনাথায়নৰে উপাসক ।' হৰীশ্ৰ, ১৯১৫ ।

নরনাথী [স] ১ বি পুৰুষ ও নাথী । 'ধনুৰাৰ হৰণপূৰ্বক মুগামুগনৰূপ নরনাথী লক্ষ্যভেদে অনবৰতই পৰ্য্যটন কৰেচন ।' হাইকেল, ১৮৫৯; ২ বি মানৱী । 'ভিনি নরনাথী কি সুরসুন্দৰী তা পৰমেশ্বৰই জ্ঞানেন ।' হাইকেল, ১৮৭৪ ।

নরপতি, নরপতী [স] বি ৰাজা; দুৰ্গতি । 'দুৰ্গতৰ কল নরপতী ।' বড়ু, ১৪৫০; 'কুলে গিলে বড় সৰাভিত নরপতি ।' মাল্যধৰ, ১৫০০ ।

নরপত [স] বি মানুহৰ পত । 'নরপতসেৰে আক্ৰমণ থেকে ... উদ্ধাৰ গৈতে হলে ।' বৈশম, ১৯৪৮ ।

নরপাল [স] বি নরপতি; ৰাজা । 'ওগো নরপাল, নেমে এসো ।' হৰীশ্ৰ, ১৮৯৯ ।

নরপালীলিকা [স] বি নরপাল পালীলিকা । 'আদ্যোদ্যো কৰিতেহে নরপালীলিকা ।' হৰীশ্ৰ, ১৮৮৪ ।

নরপাশাচ [স] বি নিকুট প্ৰকৃতিৰ মানুহ । 'নরপাশাচ নাসেৰে শাহ ও উজ্জ্বল আৰম্ভণেৰেৰে ন্যায় শাসকপাল ।' অক্ষৰ, ১৮৪৯ ।

নরপুৰুষ [স] বি শাসী । 'এক নরপুৰুষেৰে জন্ম মেৰেসেৰে মনে এত ভালবাসা লুকিয়ে থাকে ।' হাৰেশ, ১৯৪৯ ।

নরপূজা [স] বি মানুহৰে পূজা । 'শিৱক বা আশীসেৰেৰে একটা বড় জলে হইতেহে নরপূজা ।' মোহনদী, ১৯০২ ।

নরপ্ৰেত [স] বি আকুটি মানুহেৰে মতো কিন্তু প্ৰকৃতি ধোতেরে মতো । 'নরপ্ৰেতাদী শিলাত নরপ্ৰেত ... ।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭ ।

নরবধ [স] বি মানুহ হতা । 'বুদ্ধি দস্যুবৃত্তি, মিহনোহ, বিদ্যাস-খাতকতা ও নরবধ সম্পাদনেৰে উপাৰ চিজা কৰে ।' অক্ষৰ, ১৮৪৯ ।

নরবধু [স] বি মানবসেহ । 'মনমোহিনীৰে মনোহাৰ হুশ নরবধু তাহাৰ

বরুণ।' লালন, ১৮৯০।

নর-বরালি [স নরবালি] বি মানুষের মুখ। 'প্রতারণাময় মানব-প্রাণ/ আর না হেরিষ নর-বরালি।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

নরবর [স] বি রাজা; নৃপতি। 'আজ্ঞা কর নরবর আত্মী পটামু জমবব।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নর-বর [স] বি মানুষের মল (গোবরের অনুকরণে নর-বর)। 'গো-বর, নর-বর ও গচানী ঘঁটার সাথে গোলাপ পাতার ...।' নজরুল, ১৯৩১।

নরবলি [স] বি ধর্মের নামে নরহত্যা। 'দেবত্বকে খিক যে নরবলি গ্রহণ করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

নরবাণী [স] বি মানুষের নৃপতি। 'পক্ষ-মুখে নরবাণী নৃপতি বিশ্বর তলি।' মুরুপ, ১৬০০।

নরবানর [স] বি মানুষ এবং বানর। 'নরবানরে যুদ্ধ হলো।' গিরিশ, ১৮৮৬।

নরবালা [স] বি মানবকন্যা। 'কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সত্যই নরবালা।' মাইকেল, ১৮৭৪।

নরবুদ [স] বি মানুষ রূপ বুদ। 'আর কিছুদিন নরবুদের ভিড়ে ঘুরলেই সুনিশ্চিত অমরত্ব বেত উবে।' শামসুর, ১৯৮৮।

নরভুক্ষ [স] বি নরখাদক। 'বাটারা যে নরভুক্ষ এ সবকে কোনো অপক্ষপাত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নরমজল [স] বি পৃথিবী। 'সে নরমজলে মানব কুমার/ বজ্রাতি হেরিল কত আপনার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নরমাংস [স] বি মানুষের মাংস। 'নরমাংস, আমমাংস ও মুক্তিকা জোজন করা কি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ও মুক্তিসম্মত বলিয়া হির কবা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নরমাংসভুক্ষ [স] বি মানুষের মাংস ভক্ষণকারী। 'স্বাধীয়া ধর্মবিতরনের জন্য নরমাংসভুক্ষ দ্রাক্ষসের দেশে চিরনিবাসিন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নরমাংসোশী [স] বি মানুষের মাংস খায় এমন প্রাণী। 'নরমাংসোশী করিতেছে কাড়াকাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নরমাংসে [স] ক্রিবিদ মানুষের সমাজে। 'নরমাংসে নরশ্রেষ্ঠ হইবে সুধীর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নরমাত্রিক [স] বি মানুষের মধ্যে বিরাজমান। 'ভক্তি, দার্ঢ়্য, পরহিতৈষ্য প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবৃত্তি কেবল মনুষ্যোতেই আছে, তাহার নাম নরমাত্রিক প্রবৃত্তি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নরমাণী [স] বি নরমুণ্ড-মালাধারী। 'বিদ্যা তথিযা নরমাণী/ যোদানী রতনদলনা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

নরমিহিল [স] নর+আ মিহিল। বি মানুষের ভিড়। 'চারিদিকে ইতরিক্ত নরমিহিল।' শওকত, ১৯৪৬।

নরমুণ্ড [স] বি মানুষের মাথা। 'এই মাঠের মাঝে নরমুণ্ডের জাল।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

নরমুণ্ডমালিনী [স] বি নরমুণ্ডের মালা পরিহিত। 'নরমুণ্ডমালিনী চণ্ডী হাসিছে।' নজরুল, ১৯২২।

নরমেধ [স] বি মানুষ বলি দেওয়া হয় যে যজ্ঞে। 'নরমেধে প্রলয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌপ্য জনতটে।' সুরীন্দ্র, ১৯২৯।

নরমেধযজ্ঞ [স] বি যে যজ্ঞ মানুষ বলি দেওয়া হয়। 'নিদানকল নরমেধযজ্ঞ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নর-বজ্র [স] বি অপবিত্র মানুষকে নির্বিচারে হত্যা; পনহত্যা। 'ব্যবধানটুকু যে সম্ভব হলো তাও তা সাম্প্রতিক, ওদের ও আমাদের নর-যজ্ঞের ফলে।' হাই, ১৯৪৬।

নরযোনি [স] বি মানুষের গর্ভে জন্ম এমন। 'ক্ষত্ৰকুলরথী তুমি, তবু নরযোনি।' মাইকেল, ১৮৬২।

নররক্ত [স] বি মানুষের রক্ত। 'কিউডাল প্রভুরা ... বিবাদ স্বাধানে প্রায় প্রত্যহ নররক্তে স্নান করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

নররসনা [স] বি মানুষের জিহ্বা। 'কেমনে নররসনা বর্ষিবে তাহারে অতুল ভবমতলে?' মাইকেল, ১৮৬০।

নররায় [স] নর+রায়া। বি রাজা। 'কমল-নয়ন দৃষ্টে বুঝ নররায়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নররঙ্গ [স] বি মানুষের আকৃতি। 'নররঙ্গ ধরিয়া ফিরিতা মুখ্য চারি।' সুলতান, ১৭০০।

নরদীপা [স] বি মানুষ হয়ে জন্তুসংগ্রহ। 'অধরটাদের যতই খেলা সর্ব-উত্তম নরদীপা।' লালন, ১৮৯০।

নরলোক [স] বি পৃথিবী। 'আত্ম নর লোক সেব লোক তোবে।' বহু, ১৪৫০; 'নরলোকে নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকর পদার্থ অতীব দুর্লভ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নরলোকনিবাসী [স] বিদ্য মানব সমাজে বসবাসকারী। 'সেই নরলোকনিবাসী সুধরম সজান বিশ্বরাজ্যের সূত্র-সম্বন্ধকে বলিয়া গৃহিষ্ঠ হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নরলোকবাসিনী [স] বিদ্য স্ত্রী পৃথিবীতে বাসকারী। 'দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহার্যময় পরিণয়শালে বন্ধ হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৯২।

নরশির [স] বি মানুষের মাথা। 'নরশির খায় জ্বেন সরসিআ তুয়া।' মুরুপ, ১৬০০।

নরশ্রেষ্ঠ [স] বি উত্তম মানুষ। 'নরমাংসে নরশ্রেষ্ঠ হইবে সুধীর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নরসলোহ [স] বি ইহজগৎ। 'যদি হঠাৎ একদিন সেই লাণবায়ম চর্যবানিকা সমস্ত নরসলোহ থেকে উঠিয়ে ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নরসমাজ [স] বি মানবসমাজ। 'তাহা নরসমাজে ঘৃণ্য ও অস্বাভাবিক।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নরসিংহ [স] বি হিন্দু অবতারবিশেষ। 'নরসিংহে রূপে হিরণ্য বিপারিণী।' বহু, ১৪৫০।

নরসুত [স] বি মানবসন্তান। 'নরসুত তুমি দাসত্বের এ ঘৃণা চিরে মুহিয়া দাও।' নজরুল, ১৯২৪।

নরসুন্দর [স] বি নাপিত। 'নরসুন্দরে ও সাহায্য একটি হাঁড়ি লইয়া ... বিবান হইয়া দিল।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

নরহত্যা [স] বি মানুষ হত্যা। 'কপড়া, মারামারি, ডাকাতি, গুলনাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্বনাশের ব্যাপার আছে সকলই শিথিয়া পড়াইবেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নরাকার [স] নর-আকার। বি মানুষের আকারবিশিষ্ট। 'হের যাহা নরাকার, নহে তাহা নর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নরাতঙ্ক [স] নর-আতঙ্ক। বি মানুষের আতঙ্ক। 'দেব-সৈন্ত-নরাতঙ্ক-রক্ষস-নন্দনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

নরায়ণ [স] নর-অধম। ১ ঐশ্বরী বিন্দু ভাবে। 'তাহার মধ্যে পাণ্ডিত

নরধম ধর্মিষ্ঠ ... বিবিধ প্রকার লোক আছে । ভবানী, ১৮২৩ । ২ বি
নিকট প্রায়ঃ । মনে মনে বল - দয়াময়। এ নরধমকে দয়া কর ।
প্যারী, ১৮৫৯ ।

নরাধিপ [স নর-অধিপ] বি রাজা । 'তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ
সম' । কৃত্তবাস, ১৫৮০ ।

নরান্ধক [স নর-অন্ধক] বিণ নরখাদক । 'নরান্ধক নিশাচর ।' মুকুন্দ,
১৬০০ ।

নরান্ধর [স নর-অন্ধর] বিণ অমানুষত্বা । 'অজ্ঞক্তি করিলা কর্তৃ ধর্ম
নরান্ধর ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

নরালয় [স নর-আলায়] বি মানুষের বসতি । 'চলে এই ভেবে মনে,
নরালয়ে অশেষমে ।' কবীন্দ্র, ১৮৭৬ ।

নরেন্দ্র [স নর-ইন্দ্র] বি রাজা । 'সেই নরেন্দ্র এখন কেবল ... দুই
জনের ঘরাই বৃদ্ধ বয়সে সেবা লাভ করেন ।' মাইকেল, ১৮৭৩ ।

নরেশ্বর [স নর-ইশ্বর] বি রাজা । 'নিবেশন গুহে নরেশ্বর ।'
কবীন্দ্র, ১৮৭৬ ।

নরেশ্বরী [স নর-ইশ্বরী] বি জগতের ঈশ্বরী । 'গরুড়মুখ বলে গুহে
নরেশ্বরী ।' কবীন্দ্র, ১৮৭৬ ।

নরোত্তম [স নর-উত্তম] বি শ্রেষ্ঠমানব । 'যাও শীঘ্র নৃপগণে, হেরিবে
সে পুরবে নরোত্তমে ।' মাইকেল, ১৮৭৬ ।

নর [স লহর] বি গ্রহ । 'দুই নর মুক্তার মালা ।' দর্পণ, ১৮২৬ ।

নরউইজিয়ন [হি] বি নরগুয়ের ভাষা । 'দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে নরউইজিয়ন,
সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ভাষীর সংখ্যা দেওয়া হয়নি ।' মুক্ততবা,
১৯৫৮ ।

নরক [স] ১ বি ধর্মবিধিমা অনুযায়ী মৃত্যুর পর পাপীরা যেখানে অনন্তকাল
কষ্ট ভোগ করবে । 'পার্লো হও নরকের কল ।' বাণু, ১৪৫৫ । ২ বি
নিকটতম স্থান । 'আজ সেই বাড়ী আমার নরক ।' গিরিশ, ১৮৮৯ ।

নরক-কীট [স] বি নরকের কীট । 'ভিতরে সে স্বর্গচারী, বাহিরে সে
নরক-কীট ।' নজরুল, ১৯৪২ ।

নরককুণ্ড [স] বি নরকের গহ্বর । 'পড়িবে নরককুণ্ডে নাহি পরিচয় ।'
বাহরাম, ১৬৫০ । 'এটা ঠিক নরককুণ্ডের পথে যাত্রা ।' জীবন,
১৯৩২ ।

নরকপানী [স] বিণ নরকপানী । 'সে মুঢ় নরকপানী আমি ছাড়ি
তাকে ।' মালিকরায়, ১৭৮১ ।

নরক-গুলজার [স নরক+কা গুলজার] ১ বিণ দুর্ভিক্ষের সমাগমে
আসর জমজমাট । 'এদিকে যে "নরক গুলজার" হয়েছে তার খবর
রাখ" উদ্দেশ্য, ১৮৫৭ । ২ বি সরণরম অবস্থা । 'যাকে বলে নরক
গুলজার ।' নজরুল, ১৯২৬ ।

নরক-জ্বালা [স] বি নরকের মতো তীব্র যন্ত্রণা । 'নরক-জ্বালা জ্বলে
মম লগাটে ।' নজরুল, ১৯২২ ।

নরকভূত [স] বিণ নরকের সাথে তুলনীয় । 'অখোর নরকভূত
অমিক দুন্দর ।' বাহরাম, ১৬৫০ ।

নরক-নার [স নরক+আ নার] বি নরকের আতন । 'সজ্ঞানে দিলে
নরক-নার ।' নজরুল, ১৯২৪ ।

নরকশূরী [স] বি নরক; ধর্মবিধিমা অনুযায়ী মৃত্যুর পর পাপীরা যে
স্থানে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে । 'সর্বের পথের পাশে
এ বিবাদলোক, এ নরকশূরী ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯ ।

নরকশ্রুত [স] বিণ নরক পর্যন্ত বিকৃত । 'সকল পরিব্রত খণ্ডলি
নরকশ্রুত দ্রাবণ পাটান সব ।' শক্তি, ১৯৬১ ।

নরকবাস [স] ১ বি নরকে বসবাস । 'অসংখ্য জীবের অক্ষয়
নরকবাসের বিধানকর্তা বিশাখা বিশ্বাস করিতে পারেন না ।' অক্ষয়,
১৮৫৪ । ২ বি যন্ত্রণাময় শাস্তি । 'সে কিরকম দুঃস্থ নরকবাস ।'
রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

নরকবিলাসী [স] বিণ নরকের অনুরাগী । 'নরকবিলাসী শুধু লুভ এক
ভূষিত কোরো ।' শামসুর, ১৯৫৯ ।

নরকভোগ [স] বি নরকের যন্ত্রণাভোগ । 'বত কাল চন্দ্র সর্ব
ধাকিবেক, নরকভোগ করিবেক ।' বিনায়া, ১৮৭৩ ।

নরকযন্ত্রণা [স] বি নরকের জ্বালা; অত্যন্ত কষ্ট । 'এই তো সবচেয়ে
বড়ো নরক-যন্ত্রণা ।' নজরুল, ১৯২৭ ।

নরকহু [স] বিণ (হিন্দুধর্মে) নরকহু । 'আমাদিগের পিতৃ মাতৃ
উভয় কুলহু পিতৃ পুরুষগণ নরকহু করেন ...' কৈলাসবাসিনী,
১৮৬৩; 'মদি কন্যা বিবাহের পূর্বেই শ্রুতমতী হয়, তবে পিতা মাতার
১৪ পুরুষ নরকহু হয় ।' সুলভ, ১৮৭১ ।

নরকায়ি [স নরক-আয়ি] বি নরকের আতন । 'সকল নরকায়ি ফুল
হয়ে ফুটেবে ।' নজরুল, ১৯২৬ ।

নরকবিবাস [স নরক-অবিবাস] বি (হিন্দুধর্মে) নরকবাস । 'এই
অসুখ-নরকবিবাসের বিষয় শ্রবণ হইলে, দয়ানীল শোকের
অভ্যুৎকর্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠে ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

নরসি [স] বি নরসি । ১ বি ফুলবিশেষ । 'এতকালে নরসি ফুলের
বিধানার ।' মুক্ততবা, ১৯৪৯ । ২ বি এক প্রকারের কাবনের নাম ।
'নালা বরষের সুরুয়া (সুপ), শিক-শাবী-টিকিয়া-মুড়ী-আফগানী-
মিশ্রী-নরসি কত বরষের কাবাব ।' মুক্ততবা, ১৯৫৮ । ৩ নরসি
নরসেস [স] নরসি [স] ফুলবিশেষ । 'নরসেস কোথা ফুটে উঠে
তারে পাওয়া যায় ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩ ।

নরদ [স] বি দাবার বড়ো । মানেএল, ১৭৪৩ ।

নরদামা, নরদামা [স] নরদামা [স] বি নালা: পরপ্রাণী । ওয়া, ১৭৮২;
'কলিকাতায় অনেক ২ গভীর নরদামা আছে ।' দর্পণ, ১৮২০ ।

নরনি [স নরহরী] বি নর কটার যন্ত্র । মানেএল, ১৭৪৩ ।

নরফুলা [স] বি এক প্রকার ফুল । 'নরফুলা বেঙ্গালি ভূমি চাশা অপরাধি ।'
আলাওল, ১৬৮০ ।

নরফোক কোর্তী [স] বি নরফোক+ফা ফুতাহা [স] বি (ইসলামের নরফোক
অংশের নামানুসারে) পুরুষের কোমরবন্ধমুক্ত টিলা জামাবিশেষ ।
'খাকি নরফোক কোর্তী ।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮ ।

নরম [স] নরম ১ বিণ কোমল । 'নরম গরম করি তাহা সত্যার ভরে ।'
কৃত্তবাস, ১৭২০ । ২ বিণ অর্থে । ওয়া, ১৭৮৫ । ৩ বিণ দুর্বল ।
'নরমেতে করে জোর, গরমে নরম তার কারে ।' ভবানী, ১৮২৫ । ৪
বিণ অনুকূল । 'তারে বোঝাও সোঝাও, তার মন নরম কর ।' গিরিশ,
১৮৮৯ । ৫ বিণ শব্দ । 'তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম ।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৫ । ৬ বিণ হালকা; মৃদু । 'নরম আঁচে সন্দ-দুগ্ধের
ফোয়ার রাশি ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২ । ৭ বিণ আরামদায়ক । 'জীবনটা
যেন নরম হয়ে উঠত ।' জীবন, ১৯৩০ । ৮ বিণ অমায়িক ।
'নরম সুরে জ্বাব দিল আজহার ।' শতকৃত, ১৯৫৮ । ৯ বিণ বিনয়ী । 'নরম
গায়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে ।' মাহমুদ, ১৯৬৬ । ১০ বি
কোমলতা । 'স্মীরের মতন পাচ মারি নরমে কোমল ধানের চারা ।'
মাহমুদ, ১৯৬৬ ।

নরম মুখ [কা নরম+মুখ] বি পাতলা মুখ। 'প্রথম জননী হয়ে যেমন নরম মুখে গলে।' জীবন, ১৯৩২।

নরমখাত [কা নরম+স খাতু] বি নিম্নীত খাত। 'আদতে বসন্তা নরমখাতের জানোয়ার সে।' হাসান, ১৯৬৯।

নরম নরম [কা নরম+নরম] বি কুলকুলে। 'তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়েছে ছনে...'। রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

নরম পড়ি [কা নরম+বি পড়ি] বি উদার মতাবলম্বী। 'নরমপড়ীয়া বলে, তরুণ তরুণীরা এই বিরতি দামিড়...'। বেগম, ১৯৪৮।

নরমা [কা নরম+বি পড়ি] বি দমিত হওয়া। 'ভাবছ কি, আমার মতো একটু নরমেছে?' গিরিশ, ১৮৮৭।

নরমী [কা নরম+বি পড়ি] বি নরমতা; নরমীকতা; ভালোবাসা। ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বি দুর্বলতা। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমের স্বপ্ন - দুর্বলের উপর অভ্যন্তরীণ ক্ষিত্র সবলের কাছে বুঝি নাহ। স্বপ্ন, ১৯৩৬।

নরমাখি [বি] বি ক্রাসের নরমাখি অক্ষয় জাত এক শ্রেণীর বৃৎষ বোতা। 'সবিলের পরিস পরিস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরমাখির টানেতে রাত্তা কেঁপে উঠেছে।' হেতম, ১৮৬১।

নরমা [কা নরমা] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমা [কা নরমা] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

নরমাখি [বি] বি কমলাদেব। ওর্গা, ১৭৮৫।

কুজলাস, ১৫৮০; 'নর্তনে উত্তম কৈল সবাকার মন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি আন্দোলন। 'আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নর্তনরত [স] বি নৃত্যরত। 'লোদুপ সূচিত সেখিত্তেছে ওই নর্তনরত ছাপিলটিকে।' তারি, ১৯০১।

নর্তনশীল [স] ১ বি নৃত্যরত। 'ভাষার নর্তনশীল উপহারে তালে তালে করতালি দিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি তরলিত। 'ভাষার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল।' বিদ্যুতি, ১৯২৯।

নর্তনশীলা [স] বি নৃত্য নৃত্যরত। 'নর্তনশীলা নর্তীর সঙ্গে তুলনা করিলে...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নর্তনাগার, নর্তনাগার [স নর্তন-আগার] বি নাচের ঘর। 'এক নর্তনাগার গ্রন্থনির্মিত আন্দোলন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

নর্তমান [স] বি নৃত্যশীল। 'ওই নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হৃদয়ধারার করে...'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

নর্তিত, নর্তিত [স] ১ বি নাচছে এমন। 'যে পানের হৃদে নর্তিত বিধ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০১। ২ বি নাচানো হয়েছে এমন। 'এরা সব উপাদান ধাড়া পায়, হয় আর্বাতি/পুজিত, নর্তিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নর্তিনী [স] বি নর্তনী। 'হে নর্তিনী/কৌর বনময়ক উৎকৃষ্ট তোমার কেশজাল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নর্তী [স নর্ত+বি] বি শিল্প জন্মের পর নবম দিনের অনুষ্ঠান। 'নয় দিনে নর্তী কৈল নৃত্য জন্মহেতু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নর্তিনী [স] বি নর্তনী। 'কি নর্তন কাতা; নাতা।' সাগর-বোজা নির্ভর সেই, গর্জিয়া নর্তিনী ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নর্তিত হ্র নর্তন

নর্তিনী হ্র নর্তন

নর্তিশা [স] বি উত্তর মেরু। 'চাকরি জন্ম নর্তিশালে যেতে হলেও...'। জীবন, ১৯০১।

নর্ত শতরজ [কা] বি দাবা খেলার গতি। 'নর্ত শতরজ খেলিবার হাতে ধরে।' জালাল, ১৬৮০।

নর্তমা, নর্তমা [স নর্ত+বি] বি গুরুপ্রাণী; নানা। 'নর্তমা।' ওর্গা, ১৭৮৫। 'হাটার নিকট একটা নর্তমা আছে।' প্যাট্রি, ১৮৬০।

নর্তান-ক্রেতা [স] বি উত্তর-ক্রাসের ভাষাশিল্প। 'আগো-সাকসন এবং নর্তান-ক্রেতা, এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে...'। প্রথম, ১৯১৬।

নর্ত [স] ১ বি প্রেম। 'আমার নর্ত আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি বিশালিতার্থ। 'টোরে লাফার সে নিক করে নর্ত কারুজ।' হৃদয়, ১৯৬৬।

নর্তাশি [স নর্ত+শি] বি প্রেমোদ্যাহারের ডাক দেয় যে শি। 'হৃদয়ে প্রেমেরি করে জানি নানা-বর্ণ-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্তাশিখানি যাত্রাপথে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নর্তশীল [স] বি প্রেমোদ্যাহারী। 'তিনি নর্তশীল কৃশানুগীত তরুণীশীল ভাবানুগীত সূচিকল্প কল্পণে একটু মাত্র বিবিধ মৃদল দিতে পারেননি।' হৃদয়, ১৯৫৮।

নর্তাচার [স নর্ত-আচার] বি পরিহাস। 'জুড় কবছ অল্প কর্ণে কুফলারে করি নর্তাচার।' বিদ্যু, ১৯৩৭।

নর্তালাপ [স নর্ত-আলাপ] বি রসিকতা। 'ভাঁড় আলাপ, নর্তালাপ -

অর্থাৎ নীলা-চতুর ও সবিস্রম।' *এমথ*, ১৯৩৭।

নর্মদা, **নর্মদা** [সি বি মধ্য ভারতের একটি নদী। 'দক্ষিণে বিন্দত ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পারিশাখ্য পর্বত ও নর্মদাতীরে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; আবর্তচক্কা নর্মদা অকুতি রচনা করিয়া চলিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নর্ম্যাচার *দ্র নর্ম*

নর্ম্যান, **নর্ম্যান**, **নর্ম্যান**, **নর্ম্যান** [সি বি ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত নর্ম্যান্ডি প্রদেশে বসতি-স্থাপনকারী নর্মস ভাইকিং জাতিবিশেষ। 'পরব্যাপহরী দুর্দান্ত নর্ম্যানজাতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'তীহারা নর্ম্যান বা ক্রুদেনেবীয় নর্মিক।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

নর্ম্যান ফ্রেক্স, **নর্ম্যান ফ্রেক্স** [সি বি উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ইংলিশ চ্যানেল তীরবর্তী নর্ম্যান্ডি জাতির ভাষাবিশেষ। 'ইংলও দেশে যত দিন নর্ম্যান ফ্রেক্স নামক ভাষার আশোচনা ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নর্ম্যাল, **নর্ম্যাল** [সি ১ বিণ উচ্চভাষিক। 'ছেলেবেলায় যখন নর্ম্যাল ইহুদে পড়তুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'সম্প্রতি কেবল নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচারা বহিতেছে।' *রোকেচ*, ১৯০৬। ২ বিণ ভাববিক। 'ও ঋতু নানানো অবস্থাই ছিল তাঁর নর্ম্যাল অবস্থা।' *মুক্তভাব*, ১৯২২।

নর্ম্যালাপ *দ্র নর্ম*

নর্ম [সি নর্ম্যা বি নার্স: হাস্যপাতলে রোগীর পরিচর্যাকারী। 'লোকটি একাধারে কুকুরের নর্ম ও ডাক্তার।' *এমথ*, ১৯৩১।

নল [সি ১ বি তুণবিশেষ। 'পগার বন্দক থানা উলু কাসা নল বেনা।' *মুকুন্দ*, ১৮০০। ২ বি পদ্য। 'নল নাল মধু আর সর্ব তুয়া অবিকার।' *কুজায়ম*, ১৭২০। ৩ বি কীপা সক্র চোড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩: 'ইংলে দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৪ বি নলিকা: কলিকি কেটে রস আহরণের উপকরণ। 'খেজুর গাছের মাথা চেঁছে একটা নল বসিয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নলকূপ [সি বি মাটির অনেক নিচের গুহে সুক নল-গুহে পানি আহরণের কূপ; টিউবওয়েল। 'ব্রাদুর্ভবের প্রাকালে হুনিয় একটি নল-কূপ নিরুপে জীর্ণ হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নলখাপড়া, **নল খাঁকড়া** [সি নল+স খড়্ণ। বি এক্ষরকার লঘা তুণ; ধারালো পাতাবিশিষ্ট তুণবিশেষ। 'নর নল খাঁকড়া ইকড়ি টাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'নলখাপড়ার বেড়া।' *জঙ্গী*, ১৯৬৪।

নলাদ [সি বি বেনা নামক সুগন্ধ তুণের মূল। 'কমল-নলাদ-লোভন।' *রত্ন*, ১৮৫৮।

নলা বি এক গ্রাসে খাওয়ার উপযোগী খাবারের দলা। 'নাদানের বোজালারে না উঠিও আমিষের নলা।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

নলা পদা *বিণ* মিষ্ট কদম্ব ডোলাতে পায়ের এমন। 'দুগ্ধ দধি বেচিবারে বড় নলা গলা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

নলনী [সি নলিনী। বি পদ্য। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' *চর্চা* ২৩, ১২০০।

নলনী দল [সি নলিনীদল। বি পদ্যকুলের পাশড়ি। 'কেও নলনী দল করয় বতালে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নলনীবন [সি নলিনীবন। বি পদ্যবন। 'নলনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা।' *চর্চা* ২৩, ১২০০।

নলপা *ক্রি* চমকানো। *নলপা* *ক্রি* চমকানো। 'থেকে থেকে বিদ্যুৎ নলপাকে।' *হুত্বায়*, ১৮৬৬।

নলাটি [সি নলাটি>। বি নারীর কপালের অলংকারবিশেষ। 'হালানই নলাটি

চিকল সবরন।' *রামহঙ্গাদ*, ১৭৮০।

নলি, **নলী** [সি নল>। ১ বি জীবজন্তুর নল। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি জমি মাগে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ বি সুতা জড়াবার ছোটো নলবিশেষ। 'রিক্তা নলী এলায় রে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০। ৪ বি নৌকাবিশেষ। 'যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি সিগন্তে আটকায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

নলিআন [সি নৃতন। *বিণ* খেজুরের রসে তৈরি এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নলিন, **নলীন** [সি নলিনী। বি পদ্য। 'আইল বন মাঝে বিকত নলীন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোমারি সুপ্রেমের হৃদয়ায় কাঠের পুতলি নলিন হয়।' *লালন*, ১৮৯০।

নলিননয়ন [সি নলিনীনয়ন। বি পদ্যলোচন। 'আধ-নিমীলিত নলিননয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

নলিনপতি [সি নলিনীপতি। বি নলিনীর পতি; চাঁদ। *হালাহেড*, ১৭৭৮।

নলিনী [সি বি পদ্য। 'যেহ নলিনীদল কোঁজলী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নলিনীদল [সি বি পদ্যপাতা। 'সজল নলিনীদলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

নলিনী-নয়ন [সি বি পদ্যকুলের মতো চোখ। 'কেন বিশালিত ধারা নলিনী-নয়নে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নলিনীবধ [সি নলিনীবন। বি পদ্যবন। 'সহজ নলিনীবন পইসি নলিনী।' *চর্চা* ৯, ১২০০।

নলিনী যুবতী [সি বি পদ্যের মতো সুন্দরী যুবতী। 'দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নলিনীশোভা [সি বি পদ্যের সৌন্দর্য। 'কলক নলিনীশোভা হত হিয়াগমে।' *রামহঙ্গাদ*, ১৭৮০।

নলী [সি ১ বি কারাবাদার চোড়া। 'বান্দীয়া বন্যভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকালে ছয়টা হইতে সাহায্যে ছয়টা পর্যন্ত চলে।' *হরহঙ্গাদ*, ১৮৭৮। ২ বি গলনালি। 'তা গেলবার জন্য গাশার নলী হওয়া চাই ক্রেন-পাইয়ের মতো যোটা।' *এমথ*, ১৯২৩।

নলী *দ্র নলি*

নলুয়া [সি নল>। বি জমি মাগে যে। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নলেজ [সি বি জ্ঞান। 'আমরা সব কলেজ যাব, নলেজ পার।' *অমৃত*, ১৯০০।

নলেন [সি নৃতন। *বিণ* খেজুরের রস দিয়ে তৈরি (নলেন তড়)। 'সাথে রাখে পরমান্ন নলেনের গুড়ে।' *গুড*, ১৮৫৮।

নলিন [সি নলিনী। *বিণ* কুচ। 'তার পর্গনলিন হওয়া উচিত।' *এমথ*, ১৯০৫।

নন্দর [সি ১ *বিণ* অস্থায়ী। 'মনে কর একি বা কি হবক নন্দর।' *মানিকসংঘ*, ১৭৮১। ২ *বিণ* বিনাশক। 'ধায় ব্যাধ যথা অজ্ঞানয়ে-বাছি বাছি লইতে সত্বরে তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নন্দর সম্বোধে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ *বিণ* বিনাশশীল। 'বিশ্বদ্বাভ নন্দর।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

নন্দ্যপাত্র [সি নন্দ্য>। বি নন্দ্যপাত্র; নাকে নেহা নেশাদ্রব্য তামাকের গুঁড়ার পাত্র। 'বামহস্তেতে এক নন্দ্যপাত্র দিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

নট [সি ১ *বিণ* ব্যর্থ। 'নট হইল সকল সংসার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ধ্বংস। 'উর্ধ্ব করনেধ ধর্ম নট ভুবন ভরি লাজ।' *চর্চা*, ১৫৫০। ৩ *বি* হত্যা। 'রাজারা বলিতেছেন তাতারদিগকে নট করিব না।'

রামরাম, ১৮০১। ৪ বিণ মন্দ। 'অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্তৃত্ব ভার পাইলে ...'। রামরাম, ১৮০১। ৫ বি দমন। 'দুই লোককে নষ্ট না করিলে আপনাকে নষ্ট হইতে হয়।'। রামরাম, ১৮০২। ৬ বিণ পত। 'অনেক সন্ন্যাসিতে গাজন নষ্ট।' দর্শন, ১৮২৮। ৭ বিণ বিঘাত। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫২।

নষ্ট করা ১ ক্রি হত্যা করা। 'নষ্ট করিলেও আর কেহ রাখিতে পারে না।' চরিত্রস্র, ১৮০৫। ২ ক্রি হরণ করা। 'আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নষ্ট গুড়ের খাজা - দুটুগুড়ির শিরোমণি। 'সে-ই তো যত 'নষ্ট গুড়ের খাজা।'। নবকল, ১৯২২।

নষ্টদ্রুম [স] নষ্ট+দ্রা দ্রুবা বি কাঁচাদ্রুম; পূর্ণতার আগে ভেঙে যাওয়া দ্রুম। 'এতদূরের নষ্টদ্রুম তাহার অকালব্যব্রাভের শোষ লইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নষ্টতা [স] বি ধৃষ্টতা। 'সে নষ্টতা করিয়া কন পাঠায় না।' রামরাম, ১৮০১।

নষ্টনীড় [স] ১ বি যে নীড় ভেঙে গেছে। 'নষ্টনীড়।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি দাম্পত্য শান্তিহীন সংসার। 'যার মাঝে নষ্টনীড় সৃষ্টি ঘুরে মরে নিতি।' সৃষ্টি, ১৯২৯।

নষ্ট-পরমায়ু [স] বি হতায়ু। 'এই নষ্ট-পরমায়ু করিল মলের গান ... সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নষ্ট পদার্থ [স] বি বিঘাত পদার্থ। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫২।

নষ্টপ্রাণ [স] বিণ প্রাণশক্তি নেই এমন। 'পাথারের বাধা পড়ি মোরা পরিকণ/শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নষ্ট-বিবেক [স] বিণ বিবেক লোপ পেয়েছে এমন। 'শাভাচাদের সঙ্গে বন্দী ষ্ট্রচারিহ, নষ্ট-বিবেক, সংস্কারের ক্রীতদাস এ দেশের সর্বত্র সহস্র মানুষকে ...।' সনৎ, ১৯০৭।

নষ্টবিবাস [স] বিণ বিবাস হারিয়েছে এমন। 'আত্মশক্তিতে নষ্টবিবাস বহুকেটি নরনারীকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নষ্টমতি [স] বিণ বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী। 'স্বজাতি-বিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তির তাহার ভক্তাপুত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

নষ্টলোক [স] বি খারাপ মানুষ। 'মতি মাগি নষ্টলোক অতি মন্দমতি।' ভবানী, ১৮২৫।

নষ্ট সুযোগ [স] বি হাতছাড়া-হওয়া সুযোগ। 'নষ্ট সুযোগের তেজির কণ্ঠে আজ আমি মানতে বাধ্য।' সৃষ্টি, ১৯৩৭।

নষ্ট হওয়া [স] ক্রি নাপ হওয়া। 'জে স্কুল ঘরে অগ্নি লাগিলে রায়হত লোকের প্রাণ নষ্ট হয়।' ক্যান্সাস, ১৮০০।

নষ্টা [স] বিণ ক্রী ব্যতিচারী। 'স্ট্রীলোক নষ্টা হইলে তৎকল্যাণ তাহার কর্ণ নাসিকা জেদন ...।' দর্শন, ১৮২৫।

নষ্টমি [স] নষ্ট ১ বি কুস্মর্য। 'যদি কেহ তুষ্ট হয় নিদাঘের পক্ষে রয় নাভোয়ানি নষ্টমীতে ডরা।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি দুষ্টিমি। 'কমলাকান্তের নষ্টমি হাফিম আর সব করিতে পারিলেন না।' হকিম, ১৮৭৫। ৩ বি কুস্বভাব। 'ইষ্ট ছাড়া কষ্ট পাই এটে আমার নষ্টমি।' লালন, ১৮৯০।

নষ্টী [স] বি অসতী; কুচরিত্রা। 'দুইর দলে আজ যত নষ্টী।' সত্যোত্তর, ১৯১৫।

নষ্টে বাওয়া ক্রি নষ্ট হওয়া। 'ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়/সামুদ্রার্থে হয়তো পাব চারজন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নষ্টের গোড়া বিণ অনিষ্টের মূল। 'সেই বন্ধালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নস ক্রি হস না। 'সেবকের ক্ষুদ্র নস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নসরা [আ] নসরা বি খ্রিস্টান। 'নসরা এছলী যদি লাগ পাএ তান।' শুলতান, ১৭০০।

নসল [আ] বি বংশধারা। 'দুনিয়াতে আমার না রহিবে নসল।' গরীব, ১৭৬৫।

নসল্লা বি দোষ। 'কথার অত নসল্লা ধরন কেন মাগি?' মনসুর, ১৯৫৫।

নশান [ফা] নশ+আ সেহ্না বি তীক্ষ্ণধারণ। 'সভার পণ্ডিত জেন নশানে খুর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নশি [স] নশ+> বি নাক দিয়ে টানার তামাকের তৈরি গুঁড়া; নসি। ওর্গ, ১৭৮২।

নসিদানি [স] নাসিকা+ফা দানি বি নস্যদানি। ওর্গ, ১৭৮২।

নসিব, নসীব [আ] নসীব বি ভাগ্য। 'কি মোর নসিবের লেখা নয়ানে নয়ানে দেখা।' মর্তুজা, ১৭৫০। 'নসীবে মেরা কুলন হইল বড়া।' গরীব, ১৭৬৫।

নসিহত, নসিহত, নসিহৎ [আ] ১ বি ধর্মোপদেশ। 'তনিয়েক আসেমের পদ্য নসিহত।' আলগোল, ১৬৮০। ২ বি নির্দেশ। 'তাহার আলদান সিজাত মত লিখি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ বি উপদেশ। 'নানা প্রকার নসিহৎ করিতে আরম্ভ করিলেন।' ইয়দালুল, ১৯২০।

নস্কর [ফা] লশকর। ১ বি সৈন্য। 'মুদ্রি সে নস্কর এধা সব মোর ভার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বংশ-উপাধি বিশেষ। 'নস্করদের ইষ্টের পাঞ্জায় ধোয়া বেরোচ্ছে।' গ্যামল, ১৯৬৭।

নস্টালজিয়া [হি] বি অতীতবিধূর্তা। 'নস্টালজিয়া।' বুক, ১৯৭১।

নশ [স] নিঃস্র বিণ দরিদ্র। 'নশ হয়ে নৃপতির চাকরি লইব।' মানিকরায়, ১৭৮১।

নশ্বর [স] নশ্বর বিণ বিনাশ আছে এমন। ওর্গ, ১৭৮২।

নস্য [স] ১ বি নসি; তামাকের গুঁড়া যা নেশার জন্যে খুব অল্প পরিমাণে নাকে নেওয়া হয়। 'ন্যয়া।' (নস্য লইয়া অষ্টমাস মুখে) বিবাহ কোথায় হে? রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ তুচ্ছ। 'ধনসম্পদ করিব নস্য।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

নস্যদানি, নস্যদানী [স] নস্য+ফা দানি বি নস্য রাখার পাত্র বা কৌটা। 'হাতে কুমাল আর নস্যদানী।' অবন, ১৯২৭। 'রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

নস্যদানী [স] নস্য+দানী বি নস্য রাখার পাত্র বা কৌটা। 'স্বীয় নস্যদানী বহিকৃত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৩৩।

নস্যভিভূত [স] নস্য-অভিভূত বিণ নস্যের নেশায় আবিষ্ট। 'নস্যভিভূত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিত্তাশ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

নস্য্য [স] বিণ ধ্বংস। 'মূল নীতিটাকেই নস্য্য্য করিতে চাহিতেছেন।' সত্যগো, ১৯৪৬।

নশি [স] নশ+> বি নেশার উদ্দেশ্যে নাক-দিয়ে-টানা তামাকের গুঁড়া। 'ন্যায়লভার সভাপণ্ডিত অনবরত নসি নিচ্ছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

নন্দ্রানী [আ নসরা] বি প্রিটান। 'তোকার উচ্চত যথ এল্লী নন্দ্রানী হৈত।' মূলতান, ১৭০০।

নহ কি না হও। 'বিদ্যাপতি কহ নীত অব রোদন নহ মসুটিত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'এ সিহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

নহতত, নহবৎ [আ নওবত] ১ বি প্রতিদিন গ্রহের গ্রহের রাজার দ্বারে বিশেষ ব্যাঘ্রধনি করার জন্য বড়ো ঢোলবিশেষ। 'ফরমানী মহারাজ মনলবার সাহেব নহবৎ আর কানসোই জার।' জারত, ১৭৬০; 'নহতত বাঁধাওড়ওড় ধাঁধাওড় করিয়া বাজিতেছে।' পার্লী, ১৮৫৮। ২ বি সনাই। 'বাজাধিবা না নহত বাজিহার হান নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি সনাই-সহযোগে একতান বাজানো। 'তোরুখাধরে বে নহতত বণিত তাহার আনন্দধনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নহবতখানা, নহবৎখানা [আ নওবত+খা খানায়] বি যে স্থানে সনাই ইত্যাদির সমবেত সংগীত বাজানো হয়। 'নহবতখানা পরে বাজায় নাগারা।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬; 'একই আমায়ের সামনের নহবৎখানা থেকে টিক সাহানা বাজতে নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নহবৎ-ঘর [আ নওবত+পা ঘর] বি নহবৎ বাজানো হয় যে কক্ষে। 'নহবৎ-ঘরে বাশাকরের দলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

নহর [আ বি ধারা; এবাহ]। 'বাপানের মধ্যে জুপের নহর বহিয়া যাইতেছে।' মদ্যারক, ১৮৮৫।

নহলা [স নব]। বি নর মৌচীমুক্ত তাস। 'দুরি-তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্বত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নহলি, নহলী [স নব]। বি নতুন। 'কাল হৈল মোর নহলি যৌবন।' বড়ু, ১৫৭০; 'নহলী যৌবন পুষ্টা হইল হারণার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নহা [স ন]। কি না হওয়া। নহ কি না হও। 'অতি আচ্ছন্ন সুই কালাজি।' বড়ু, ১৪৫০। নহবৎ কি না। 'সাদু নহবৎ চণ্ড বৈদ্য মিছা তোর ভরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। নহলি কি না হও। 'নহলি-খাউলানী রাখা সমুদ্রে সালী।' বড়ু, ১৪৫০। নহি ১ অবা নেই। 'তোহ বিম্ব মালতি নহি বিসরাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি হই না। 'ভিহৌ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিহু নহি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রিবিপ না। 'রাজারোগ হইলে যেন চকু নহি ভড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। নহিতে কি না হতে। 'নহিতে।' মালোএল, ১৭৪৩। নহিহ কি নাহে; না হবে। 'আর কোন প্রকারে নহিহ গমন।' মালোএল, ১৫০০। নহিবেক কি হবে না। 'নিমিষেক নহিবেক চাশিহৌ কুলে।' বড়ু, ১৪৫০। নহিবেন কি না হইবেন; হইবেন না। 'হযারার পর বেরত নহিবেন।' বোশল, ১৭৭০। নহিল কি না হলো। 'এতদিনে যদি মোর নহিল গমন।' মালোএল, ১৫০০; 'হাদশ কবসর গুহ ভূমিট নহিল।' মালোএল, ১৫০০। নহিলা কি না হলো। 'ওে কায়নে খদি মোর নহিলা চক্রগানি।' মালোএল, ১৫০০। নহিলে ১ কি না থাকিলে। 'ও কুলে বিহিলে ভও এ কুলে নহিলে নয়।' কবীন্দ্র, ১৬০০। ২ নহিলে না হলো। 'নহিলে বননা, কেন সে লগনা/করিয়া হলনা মুখ ঢালি।' মদনমোহন, ১৮৩৮। নহিহ কি না হও। 'উন্মত্ত নহিহ মোর বিরহ বচনে।' বড়ু, ১৪৫০। নহী অবা নেই। 'তীনি ভুবন হই অইসন দোসর নহী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। নহক কি না-হোক। 'মুগারের ঘাএ শ্রম নহক আমার।' মালোএল, ১৫০০। নহে অবা না হয়। 'তেকারণে ধীর নহে মনে।' বড়ু, ১৪৫০। নহেন অবা না হয়। 'মদ্য নহেন দোসাওগি সেব শ্রীহার।' মালোএল, ১৫০০। নহৌ কি না হই। 'আবালী রাখা নহৌ সুবতী যোগে।' বড়ু, ১৪৫০।

নহি [স মদী] বি শূন্য। 'রূপা খোই নহিহে ঠাঠী।' চর্য্য, ১২০০।

নহলী [স নব]। বি নতুন। 'দিনে দিনে বাড়ি তার নহলী যৌবন।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ নহলি

না [স ন]। ক্রিবিপ না-বোধক। 'সেবাসুর নর ইশর কাহের না ভাঁপে আশে।' বড়ু, ১৫০০। নাই বা ক্রিবিপ হয়তো না। 'নাই বা কখা রাশিলাম।' শরৎ, ১৯১৭। নাইল কি না এলো। 'ভড়ৌ বনমালী নাইল।' বড়ু, ১৪৫০। নাইসে কি না আসে। 'তোর রূপ দেখিবা চকুতে নাইসে নিন্দা।' বড়ু, ১৪৫০। নাই অবা সন্ধ্যাখন-নটক লম্ব। 'না বোল না বোল দূতী নাও।' বড়ু, ১৪৫০। নাঁটে কি আটে না। 'কুলায় না।' শরৎ মূর্ত্তে বিদ্য দানকে নাটে। বড়ু, ১৪৫০। নাক্ষরী কি না করবে; করবে না। হ্যাগহেড, ১৭৭২। নাক্ষরীবেন কি না করবেন। 'কাহার পর আক্রমণ না করিবেন।' কালোএল, ১৭৮৪। নাক্ষরে কি না করে; করে না। কালোএল, ১৭৮৭। নাক্ষর কি যায় না। কালোএল, ১৭৮৪। না জীবৌ কি বাচ্যো না। 'বুইলৌ পরিহাস বচনে/না জীবৌ না জীবৌ বিপি রাখা দরশনে।' বড়ু, ১৪৫০। না জোড়ো কি অভাব হওয়া। 'না জুইসে।' মালোএল, ১৭৪৩। নাদেশী কি না দেখায়; দেখায় না। কালোএল, ১৭৮৪। নানি, নানী কি না দি। 'জদি গুণদামাধীক নানি তবে কিসে ২৫ পটীশ তজা মুলাশ।' মেসে, ১৭৫৭; ওর্গা, ১৭৮২। নানিবেন কি সেবেন না। ডানকান, ১৭৮৪। নানৌ কি দেয় না। 'এবৌ আসিবা কাহাজি দরশন নানৌ।' বড়ু, ১৪৫০। নান্দে কি না দেয়; দেয় না। 'কেহো নান্দে কাহাজিহে আদী।' বড়ু, ১৪৫০। নাপারিবেন কি পারিবেন; পারবেন না। কালোএল, ১৭৮৪। নাপারী কি না পারি; পারি না। হ্যাগহেড, ১৭৭২। না বল্যা জাইয় না কি না বলে যেয়ো না। ওর্গা, ১৭৮২। নাপার কি যায় না। 'মহা বোর যুদ্ধ হয ন্যায় লিখনে।' হ্যাগহেড, ১৭৭৮। নাপাইল কি না এলো; এলো না। 'তার সনে ন্যায়হিল জেই রাজাণন।' মালোএল, ১৫০০। নার কি না-পারো; পারো না। 'তোমার জায়গাতে তার বখমাজ সার।' কুফলাস, ১৫৮০। নারও কি না রয়; রয় না। 'তোমার বিচ্ছেদে মোর নারও পরাণ।' ব্রাহ্মণ, ১৬০০। নারহে কি পারহে না। 'নারহে হতে পাশ কী সোজা।' নজরুল, ১৯২৬। নারহি কি না পাও। 'জীবীরে নারহ যাবে/হেনক করহ তববে।' বড়ু, ১৪৫০। নারী কি না পারা। 'কুটিতে নারিল আর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। নারি কি না পারি। 'সরস কবি সুসম ভনে চারুভট চতুরগনে নারি আরোহিঅ পঞ্চবানা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। নারিও কি না পারি; পারি না। 'গৌরী বদনশোভা লখিতে নারিও কিবা।' মুকুন্দ, ১৬০০। নারিবি কি পারি না। 'লখিতে নারিবি কেমন বহান।' কবীন্দ্র, ১৬০০। নারিবি কি না পারবে; পারবে না। 'নারিবি বড়ারি যৌবন রাখিতে।' বড়ু, ১৪৫০। নারিবি কি পারি না। 'আনুরোপ এড়ারিতে নারিবি তাহার।' বড়ু, ১৪৫০। নারিবে কি না পারবে; পারবে না। 'ইতর জন নারিবে বুদ্ধিতে।' কুফলাস, ১৫৮০। নারিবে কি পারবে না। 'এবেখিতে নারিবে।' বড়ু, ১৪৫০। নারিমু কি না পারি। 'জদি তিন সরে নারিমু সমুদ্র বাকিতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। নারিল কি পারলাম না। 'কুবিবারে নারিল তোমারের জলাশয়।' বড়ু, ১৪৫০। নারিলা কি পারলো না। 'জার পাখা কাটিতে নারিলা পুরন্দর।' মুকুন্দ, ১৬০০। নারির্ষু কি পারলাম না। 'হারিরা আর্হির্ষু সর্ষিবারে।' মালোএল, ১৫০০। নারিস কি না পারিস; পারিস না। 'খাখীক ভুই দিনতে নারিস।' নজরুল, ১৯৩২। নারী কি পারি না। 'আন কখা নাশে করিতে নারী।' বড়ু, ১৪৫০। নারো কি পারো না। 'গরু নিবারিতে নারো কাহাজি ছাউয়াল।' বড়ু, ১৪৫০। নারৌ কি পারিবেন কি না লেবেন; লেবে না। 'আর কাহাজে কিছু নারিবেন।' কালোএল, ১৭৮৪; ডানকান, ১৭৮৪। না সবে কি সহ্য করতে পারে না। 'এত

দুখ বড়ায় মোর পরাণ না সহে।' বড়ু, ১৪৫০। নাসিতৌ কি না আসতাম; আসতাম না। 'ভরে নাসিতৌ এ বাটে।' বড়ু, ১৪৫০। নাসিতৌ কি আসবো না। 'হেন কাম করিলে নাসিতৌ তোর পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। নাহবেক কি হবে না। কালঙ্গ, ১৭৮৪। না হয় কি হয়ো না। 'সল্যাসী না হয় বাছা তন রে নিমাই।' মানিকরাম, ১৭৮১। নেবেচ কি পারানো। 'চিনিতে নেবেচ বাছা খিলবর কেবা।' মানিকরাম, ১৭৮১। নেলে কি না হলে। 'আমরা তা নেলে পর এতদিনে, কোথায় বেতাম রসাতলে।' ওড়, ১৮৫৮। নৈহ কি না হয়। 'গোলে তোর পিতা পুত্র নেহ দরশন।' মুকুন্দ, ১৬০০। নোস কি না হোস। 'তুই উষা কিন্তু তেজ-মরীচিকা, নোস অমরার ঘুম-সেতু।' নজরুল, ১৯২২। নৌ কিবিন না। 'নৌ দাড়াই নৌ তিমই ন জিজই।' চণী ৪৬, ১২০০।

না-আসা বিপ অনাগত। 'তই ঝড়ই আমার না-আসা বহুর পদধ্বনি।' নজরুল, ১৯০১।

না ইনি না উনি - কেউ না। ওর্গা, ১৭৮৫।

না-ঈশ্বর [না+ঈ শ্বর] বি নাথিকতা। 'তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

না উঁতেই এক কাঁদি - কাজে হাত দিতে না দিতে ক্রিান্ত ফল পাওয়া। সুবল, ১৯০৬।

নাকবুল [না+আ কবুল] বি অসংখ্য; অধীকার। 'অধীকার ও নাকবুলের নিমিত্ত।' ফরট্যার, ১৭৯০।

না করা ক্রি অতিতৃপ্তি করা। 'আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই ... বৌদ্ধধর্মের রম্য লক্ষ্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

না-কামানো [না+কামানো] বিপ কামানো হয়নি এমন। 'কিছুকালের নাকামানো কটাক্ষিত জীর্ণ মুখ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

না-চেনা বিপ অচেনা। 'চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই পুষ্প বনের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'পথ না-চেনার দিকুসিমানার অলঙ্কারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

নাছিল কিবিন ছিল না। 'নাছিল মোর গোচরে।' বড়ু, ১৪৫০।

না চাহা কি না চাওয়া। 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

না-হোঁ-না-হোঁ বিপ অনাসক্ত। 'কিন্তু তার না-হোঁ-না-হোঁ ভাব।' শতক, ১৯৭২।

না-জান বিপ অজানো। 'কত অজান গাঁ পেরিয়ে কত না-জান দেশ।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

না-জানেনওলা বিপ জানে না এমন। 'ইংরেজি-জানেনওলা আর ইংরেজি না-জানেনওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অক্ষরাটির।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

না-জানো বিপ অজানো। 'তই না-জানো ধামের প্রান্তে সকালবেলায় পূবে সূর্য ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

না-দাবি বি দাবিকানা দাবি না করা। 'রায়টী 'বড়ু, না-দাবি, হ্যাণ্ডনেট ...।' শ্যামল, ১৯৬৭।

না-দেখা বিপ অপরিচিত। 'না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

না-ধর্মী [না+স ধর্মী] বিপ ধর্মাত্মক। 'বিদ্যাৎ সংক্রান্ত ... তর্জনা করলে দাঁড়ায় ঠাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

না পচন [না+ক্ষা পচন] বিপ অধির। 'না পচন কাজের মহকুম

হামেস গির জেনো শিখিতেছি।' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩।

না-পছন্দ [না+ক্ষা পচন] বিপ অপছন্দ। 'আমি বিলকুল না-পছন্দ করি।' নজরুল, ১৯২৪।

না-পড়া বিপ অপঠিত। 'মেজেতে পড়ে আছে না-পড়া খবরের কাগজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

না-পাওয়া বিপ পাওয়া হয়নি এমন। 'জন্ম জন্ম ধরে চাওয়া না-পাওয়া ঘন।' নজরুল, ১৯২৪।

না-পাড়া বিপ নিখোজ; লাপাড়া। 'আমার বেড়াল দুটো না-পাড়া।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

না-বলা বিপ অকথিত। 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

না-বলা বাণী বি অবাক কথা। 'না-বলা বাণীর নিরে আকুলতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

না বিইয়া কানাইয়ার মা - বিনা পরিচয়ে ফলাফলকারী। 'তিনি, 'না বিইয়া কানাইয়ার মা' হইতে চাহিবেন, সে ধরনের জ্ঞান নহেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

না-মানা বিপ অমান্য। 'কোন কিছুকে না-মানার জন্য ... তোমায় আমি আমার রক্তপ্রণাম জানাচ্ছি।' নজরুল, ১৯৩০।

না-দায়েক [না+আ দায়েক] বিপ অনুপযুক্ত। 'ভ্রামি শালা বড় না-দায়েক কাছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

না-শোনা বিপ শোনা হয়নি এমন। 'তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সুর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নাহক [না+আ হক] ১ বিপ বৃথা। 'হালাল না করি করে নাহক হালাল।' ভারত, ১৭৬০। ২ কিবিন অন্যায়ভাবে। 'না হক করিলে খুন ওসমান লাগিয়া।' গল্পী, ১৭৬৫।

না-হক্ক [না+আ হক] বি যা ন্যায্য নয়। 'সেখানে যখন হুগিবর তার না-হক্কের কড়ি না-হক চাইতে যায়।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

নাহয় ১ অবা নয়তো। 'আমি পড়িত হইয়াছি, তুমি না হয় আর একটি বিবাহ ...।' শুলভ, ১৮৭০। ২ অবা করঃ। 'বেদী নাহয় এগিরে রাখে/সিখে নাহয় বাঁকা হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

না-হোক কি নাই বা হউক। 'মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

না' [স লৌ] বি লৌকা। 'সুবন্তী দিল সব নাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

নাএ কিবিন নৌকায়। 'নুরনবী কাগজী আছএ বেই নাএ।' বাহয়াম, ১৬৫০।

নাখানী বি নৌকাখানা। 'তীন ডরা না সহে নাখানী আখার।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅ [স লৌ] বি নৌকা। 'ফুলের নাঅ কাহাঞি নাছি সহে ডরা।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅখানী বি নৌকাখানা। 'হোর আছে বাটোআল লখা নাঅখানী।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅত কিবিন নৌকায়। 'পর্তুত সমান ডেউ নাঅত লাগিল।' বড়ু, ১৪৫০।

নাঅবাহিঅঁ বি নৌকাচালক। 'নাঅবাহিঅঁ যমুনাঙ্গল বিশাল এ।' বড়ু, ১৪৫০।

না-আসা হ্রস্ব

নাই^১ [স নারিক] বি নৌকা। 'গঙ্গা জড়সা মাঝে রে বহই নাই।' চণ্ডী ১৪, ১২০০।

নাই^২ [স নাহি] কি না আছে; নেই। 'কেমতে জাইব ঘর নাই পৃথকার।' মালাধর, ১৫৫০। নাইক কি নেইকা। 'নিজ পর নারী সোব নাইক সবোরে।' বটু, ১৫৭০। নাইকো কি নেই। 'আমার কিছু পাওয়া নাইকো পেটে।' রামহাসদ, ১৭৮০।

নাই কাজ ত বৈ ভাঙ্গ - প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সময় ও শক্তি দুইই নষ্ট করা। সুবল, ১৯০৬।
নাই আমার চেয়ে কানো মামা ভালো - যদি অল্প কিছুও পাওয়া যায় তা কিছু না পাওয়ার চেয়েও ভালো। সুবল, ১৯০৬।

নাই হয়ে যাওয়া কি ফুরিয়ে যাওয়া। 'আত্তে আত্তে তাও নাই হয়ে গেছে।' জীবন, ১৯০২।

নাই^৩ [স য়ে=] বি প্রশ্ন। 'বোধ হয় বালককালারবি বিশেষ নাই পাইয়া থাকিবে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

নাই^৪ [স নাহি] বি নাহি। 'শেট এমনি বেড়েচে, নাই চুলকোবার যো নেই।' দীর্ঘস্থ, ১৮৬০।

নাইওর [পা এপ্রতিঘর] বি পিড়ালয়। 'জীর নাইওর যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।' রেকোয়া, ১৯০১। হ্র নাইয়র

নাইকা [স নারিক] বি ঙ্গী (হিন্দু পুরাণ) দুর্গার রূপভেদ। 'অষ্ট নাইকা বিভা ভৈল গঙ্গাধর।' মালাধর, ১৫০০।

নাইট^১ [১ বি উপাধিবিশেষ। 'কিটক ইলিয়ামকে নাইট উপাধি প্রদান পূর্বক, রাজমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি বীরখোড়া। 'মধ্যযুগের নাইটদের শিড়ালরি গেছে।' মুক্তবা, ১৯৫২।

নাইট^২ [বিণ রাত্রিকালীন। 'পাড়ার নাইট-ইকুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নাইট ইকুল [বি] বি সন্ধ্যার পর যে কুল তরু হয়। 'পাড়ার নাইট ইকুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নাইট এডিটরি [বি] বি রাতে কর্তৃত্ব সম্পাদক। 'নাইট এডিটরের হাতে পায়ের ধরে মেশিন ঘাতিবে ...।' শিবরাম, ১৯০০।

নাইটক্লাব [বি] বি রাতের বেলা খোলা থাকে যে ক্লাব; নৈশ ক্লাব। 'সে মদ খেয়ে ঢলাচলি করে নাইটক্লাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নাইট পাউর [বি] বি রাতিবাস। 'নাইট পাউরশরা গুজির সাহেব হলে প্রবেশ করিল।' মনসুর, ১৯৪৪।

নাইট গার্ড [বিণ মীমালোকারী। 'এখানকার ... হজ্জোয় হাঁপায় নাইট গার্ড।' গ্যামল, ১৯৬৭।

নাইট-ডিউটি [বি] বি রাতে কাজ করার দায়িত্ব। 'কালেক আমাসের নাইট-ডিউটি অধিক পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নাইট শো [বি] বি রাত্রিকালীন প্রদর্শনী। 'নাইট শো ছবি ভাঙতে এখনো আধখণ্টা।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

নাইটকুল [বি] বি সাত্বিকালীন বিদ্যালয়। 'নাইটকুল বুলিয়া তিনি তোমাকে বাংলা পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নাইটশেড [বি] বি বিধাত্ত বা দিল্লিকারক লতা বিশেষ। 'ফুটেছে বিয়ের ফুল - নাইটশেড - তারে ভালোবাসি।' জীবন, ১৯০০।

নাইটি [বি] বি পোষার সময়ে পরিধেয় দীর্ঘ ও ঢিলা পোশাকবিশেষ।

'নাইটিং ওপর হাউস কোট জড়ানো।' সুনীল, ১৯৭০।

নাইটিসেল [বি] বি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট শাবিবিশেষ। 'বাচার কেনারি-নাইটিসেল নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নাইট্রিক-অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড [বি] বি বহু, বর্ণহীন, শক্তিশালী এসিডবিশেষ। 'অ্যুজানে জ্বককরজনে নাইট্রিক অ্যাসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়।' বহিম, ১৮৭৫; 'এক বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড কমরেড ডপলিনের পিঠের ওপর ভাঙলেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

নাইট্রোজেন [বি] বি মৌলিক গ্যাসবিশেষ। 'রক্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইট্রোজেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নাই বা হ্র না

নাইয়র, নাইহর [পা এপ্রতিঘর] বি পিড়ালয়। 'জানামা তোমার পদে মুখি জাইব নাইয়র।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নাইহরের বন্দা কি সৈয়া বাইমু নিজ দেশে।' মজ্জা, ১৭৫০।

নাইহর দেওয়া কি বাশের বাড়ি পাঠানো। 'আমারে নি নাইহর দিবা?' অবন, ১৯১৯। হ্র নাইওর

নাইয়া [স নারিক] বি মাঝি; দাঁড়ি। 'নাইয়া পাইক গায় গীত জনিতে কৌতুক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নাইল [বি] বি নীল নদ। 'নাইল-ডাটনী-ত-বিহারিণী কিশোরী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নাইলন [বি] ১ বি কৃত্রিম সূতার বস্ত্রবিশেষ। 'জানিলে, বারোয়ারি দুপুঞ্জিগোয় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কিনা।' মুক্তবা, ১৯৬৬। ২ বিণ নাইলনের তৈরি। 'সাতশো গজ নাইলন কর্ত বেঁধে।' গ্যামল, ১৯৬৭।

নাইট [স অসাব্য] বি লাউ। 'নাইটগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নাইটগা বি লাউগাছের কচি লতা। 'নাইটগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নাইট [স নৌ] বি নৌকা। ওর্গা, ১৭৮২।

নাইটকলা বি এক জাতের ধান। 'শম্ভান্ন নাইটকলা পিঠিয়া সাজাই।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

নাএক [স নায়ক] ১ বি রাজা। 'হৃদয় নাএক হৈল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি পুজক। 'ধর্মের কিঙ্কর গায় কৃপা কর গণরায় নাএকের করহ রূপায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

নাএব, নাএব [আ] ১ বি আমির অথবা জমিদারের আদেশ পালনকারী; রাজব বিদ্রোহের কর্মচারী। 'তুমি ও তোমার নাএব নৌন করিয়া না।' বোমল, ১৭৭০; 'নায়েব গোমাভাকে হুকুম করিয়া ...।' হ্যালহেড, ১৭৭৩; ২ বি আদালতের কর্মচারী। 'নাএব গোমাত্রা দিগর ও রানধান ডিহিাদরের দুই সত টাকার মকদ্দমা তজবিজের কাগজপত্র ...।' তাঁতি, ১৭৯২।

নাএবি [আ নায়ের=] বি নায়েরের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

নাও [স নৌ] বি নৌকা। 'বরিসার ছত্র পিয়া দিয়রায় নাও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নাওয়া [স স্নান=] কি স্নান করা। 'যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পুণ্য পাইলাম ...।' ভারত, ১৭৬০; 'রাঁধাড়া হলে সব আদি নেয়ে এসে।' ওঠ, ১৮৫৮; 'তা তুমি তো নাইনে না, এস নাইবে এস।' গিরিশ, ১৮৮৯। নাইয়াইল কি স্নান করানো। 'গঙ্গাজলে নাইয়াইল লাউসেন করুণে।' রূপরাম, ১৭৫০।

নারককৃত্ত [স] বি নারকের কাজ; নেতৃত্ব। 'সৈশের নারককৃত্ত তাঁহাদের কথকিৎ দাবি থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নারকিন্দানা [স নারক+না আনাঃ] বি কর্তৃত্ব সেখানে। 'কোমো বিষয়েই নারকিন্দানা আমি নিজে পছন্দ করি নে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নারকী কানাদা বি (সংগীত) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'নারকী কানাদা – কাকি ঠাটের ঝাড়ব রাগিনী।' নজরুল, ১৯৩৫।

নারন [স নয়ন] বি নয়ন। 'হারোএল, ১৯৪৩।

নাররি [স নার] বি নারগী। 'নহি নাররি ভদ্রী মাধব লাসে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

নারয়ী [পা প্রাতিঘরঃ] বি বাসের বাড়ি যাচ্ছে বা সেখান থেকে ফিরছে এমন বিবাহিতা নারী। 'সলিলে ভাসে জোয়ারের তাৎ নারয়ী।' হাফিজ, ১৯৬৬।

নারায়ীল [স নয়নঃ] ক্রি স্নান করলো। 'পলাজলে নারায়ীল লাউসেন কর্পুরে।' রঙ্গরঙ্গ, ১৭৫০।

নারান [স নয়ন] বি নয়ন। 'হারোএল, ১৯৪৩।

নারিকা [স] ১ বি প্রদর্শন। 'বকীরা ভাষার নাম নারিকার সার।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কেশীর নারীচরিত্র। 'কাষের সকল নারক নারিকা গুলির চরিত্র উত্তম হইবে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

নারেব [আ] ১ বি উত্পাদন কর্তব্য। 'কাজী নাহি যানে পেশখরের এনেব।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বাঙ্গালি বংশনাম-বিশেষ। 'সেবধি, ১৮৪০। ৩ বি জমিদারের উত্পাদন কর্তব্য। 'ভাস্করের নারেব বাপু বাছা বলিখ্যো এজ্ঞাসোককে ধমাইতে পারিল না।' প্যারী, ১৮৫৮।

নারেবি [আ নাএবঃ] বিশ নারেবের কাজ করতে হয় এমন। 'বিরোধী জমিদারের নারেবি পল এহল করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নার্যা [স নৌ] বি নৌকায়ালক। 'জাবে হে সাগর ব্যায়ে সে পুটে সা জিব নার্যা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নারক [স নরকঃ] বি নরক। 'হারোএল, ১৯৪৩।

নারকায়ি [স নারক-অগ্নি] বি নরকের আগুন। 'নিবে যাক নারকায়িরাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নারকিনী [স] বিশ নরক ভোগের ঘোষা। 'অমাবাই। নারকিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

নারকী, নারকি [স নরকঃ] ১ বি নরকে যাবে যে। 'আত হই করিবেন নারকী উদ্ধার।' আলোএল, ১৬৬০। ২ বিশ নরকভূম্য। 'পুত্রীয়া ভুবনেশ্বর যখন পাতকী সেই পাশে তিন সুবা হইল নারকী।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি নরকে গমনোদ্ভূক। 'নারকিন্দা। আর – জাহকের বর্শার মুখে একবার আর।' মঙ্গারক, ১৯০৮। ৪ বিশ নরক ভোগের ঘোষা। 'মর্যাদিত সহ্যাকে আর পড়ে না নারকী কীট।' সূর্য্যক, ১৯৩৮।

নারকীর [স] ১ বিশ মৃত্যুর পর নরকে যাবে এমন। 'বিশ্বাশী, ধর্ম্মী, স্বর্গীয়, নারকীর ... বাহিয়া লইতে হইবে।' মঙ্গারক, ১৮৮৫। ২ বিশ নরকের ভূম্য। 'শিরক ও কুক্ষীর নারকীর অনলে।' মেসদেম, ১৯২৭।

নারকেল [স নারিকেল] বি শক্ত বহিরাবলবিশিষ্ট এক প্রকার ফল, যার ভিতরে মিষ্ট শনি ও সাদা শাঁস থাকে। 'এক ইটি নারকেল লাড়ু গেরেছিল।' হুতোম, ১৮৬১।

নারকলি [স নারিকো] বিশ নারকেলের তৈরি। 'নারকলি হুতা ...

খুইয়া-মাক্সিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে ...' মনসূর, ১৯৫৫।

নারকেল-কুছ [স নারিকেল+স কুছ] বি নারকেল গাছের বাগান। 'যখন নারকেল-কুছে বসে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নারকেলকুছবন [স নারিকেল+স কুছবন] বি নারিকেল গাছের বাগান। 'নারকেলকুছবনে শাদা শাদা ঘরগুলো ঠাঙ্গ ক'রে রাখে।' জীবন, ১৯৪৮।

নারকেল তেল [স নারিকেল+স তেল] বি নারকেলের শাঁস থেকে প্রস্তুত তেল। 'নারকেল তেল মাঝে পারলিক শুয়ানতলোর সঙ্গে মিক্স করেন?' গিরিশ, ১৮৮৬।

নারকেলদড়ি [স নারিকেল+দড়ি] বি নারকেলের ছোবড়ায় তৈরি দড়ি। 'সেই নারকেলদড়ি দিয়ে পাকে পাকে অঁট করে বাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নারকেলবন [স নারিকেল+স বন] বি নারকেল গাছের বাগান। 'তার উপরে নারকেল বন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নারকেলশ্রেণী [স নারিকেল+স শ্রেণী] বি নারকেল গাছের সারি। 'পক্ষিপথরে নারকেলশ্রেণী।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নারকেণী [স নারিকেলঃ] বিশ নারকেলের বোল থেকে উৎপন্ন। 'আজহার একমনে তখনও নারকেণী হুঁকা টানিতেছিল।' শতকৃত, ১৯৫০।

নারকোল [স নারিকেল] বি নারকেল। 'একটি ছোটো নারকোল গাছের তলায় বসে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নারকোলকিরিঝিরি [স নারিকেল+কন্যা কিরিঝিরি] বি যাতাসে নড়া নারিকেল পাতার শব্দ। 'বেজুরছড়ি, নারকোলকিরিঝিরি ঝড়ের শব্দশব্দ।' জীবন, ১৯৪৮।

নারকোলনাড়ু [স নারিকেল+স লতুক] বি নারকেল দিয়ে তৈরি নাড়ু। 'নারকোলনাড়ুতো তার।' জীবন, ১৯৩২।

নারল [বা নারায়ী] বি কমলালেবু। 'ছেলস নারস কামরল।' বহু, ১৪৫০।

নারলি, নারলী [বা নারায়ী] বি কমলালেবু। 'নারলি-শেব-বোতানে।' নজরুল, ১৯২৮। 'নারলী বলে কীপছে সবুজ পাতা।' ফরফ, ১৯৪৩।

নারছে গ্রন্য

নারদ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) জৈনক মুনি। 'কহসের আপক নারদ মুনী।' বহু, ১৪৫০।

নারদামি [স নারদঃ] বি একজনের কথা অন্যজনকে বলার কাজ। 'তান নারদামি এবে এক না রাহিব।' সুলতান, ১৭০০।

নারদি [স নারদঃ] বিশ (হিন্দুপুরাণ) নারদের মতো। 'নারদি পুরাণ-মত কলির চরিত্র রুত তন ঝিএ যুগ্মা সুন্দরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নারদের টেঁকি বি (হিন্দুপুরাণ) যে বাহনে নারদ ঋষি-মর্ত্য পঙ্কজমল করেন বলে কথিত। 'বিষয় উৎপাদ্য এ কী।' হায় নারদের টেঁকি।' রবীন্দ্র, ১৯৮০।

নারহ গ্রন্য

নারী গ্রন্য

নারাঅন, নারীএন [স নারায়ণ] বি হিন্দুসেবতা বিষ্ণু। 'প্রথমহো নারায়ণ অনাদিনিধন।' মালমার, ১৫০০; 'কংসলান নারায়ণ সুন্দর তসু

রসিনী পএ হোই । বিদ্যাপতি, ১৪৬০ ।

নারায়ি [ক। নারায়ী] বি কমলা রঙ । 'শরে রঙে রঙে বিছানো হয় হলদে (yellow), নারায়ি ... ' রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

নারায় সেতু [ক। নারায়ী+আ লাইমুন] বি কমলাসেতু । ওসী, ১৭৮৫ ।

নারায়ি, নারায়ী [ক। বি কমলাসেতু 'নারায়ী' ওসী, ১৭৮৫ :

'নারায়ি' বিদ্যা, ১৮৯১; 'ফটকপায়ে কতকগুলি আশেল নাশপাতি

নারায়ি ... সজ্জিত রহিয়াছে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

নারায়ী সেতু [ক। নারায়ী+ক। লিমুন] বি কমলাসেতু । ওসী, ১৭৮৫ ।

নারাচ [স। বি শোহর তৈরি তির্যকবিশেষ । 'শেল, শক্তি, জাতি, ভোমর, ভোমর, নারাচ, কৌত - শোভে সমুদ্রশে ' হাইকেন্স, ১৮৬১ ।

নারাচাঙ্গ [স। নারাচ-অঙ্গ] বি শোহর তৈরি তির । 'নারাচাঙ্গ গ্রহায়ে হিন্তিত্ত কলবর' হরহরসঙ্গ রায়, ১৮১৫ ।

নারাঙ্গ [আ] ১ বি অশ্রুপি । 'তাতিলোক নারাজ হইয়া কহে' উতি, ১৭৯২ । ২ বি অশ্রুত । 'জমীদারের ইয়া মিত্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ' বহির্ম, ১৮৭৯; 'মাথা যুগোতে ঘটোককত ভয়ানক নারাজ' শিবরাম, ১৯৪০ ।

নারাজি, নারাজী [আ নারাজ] বি অসম্মতি । বিদ্যা, ১৮৯১; 'সে তখনো নারাজী প্রকাশ করিতে নারসিরা তাকে মার লাগায়' মুক্ততর, ১৯৫২ ।

নারাজি [স। ন+স রাজ] বি অসম্মতি বিবাস করে না এমন । 'স্বরাজীরা ভাবে নারাজি' নজরুল, ১৯২৬ ।

নারায়ণ [স। বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু । 'ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে' বড়ু, ১৪৫০ ।

নারায়ণি [স। নারায়ণি] বি হিন্দুদেবী লক্ষ্মী । 'মিসোক সোন্দরী কৈন্য নারায়ণি তুল্য' কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

নারায়ণী [স। বি হিন্দুদেবী লক্ষ্মী । 'বন্দো মাতা নারায়ণী' কামরূপা কাত্যায়নী' রূপরাম, ১৭৫০ ।

নারায়ণী সেনা [স। বি নারায়ণের সৈন্যদল । 'সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই' মুক্ততর, ১৯৪৯ ।

নারায়ন [স। নারায়ণ] বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু । 'শার কর নারায়ন বড়ারির সঙ্গে জাইবো' বড়ু, ১৪৫০ ।

নারি [স। নারী] বি নারী । 'এক এক নারি লখী এক এক কুঞ্জ' বড়ু, ১৪৫০; 'নারিক বি নারীকে' 'পড়ে দুখ সেসি নারিক কেহে' বড়ু, ১৪৫০ ।

নারি' হ্র'না'

নারিকেল [স। ১ বি নারকল । 'গুতা নারিকেল কঠোআল তাল' বড়ু, ১৪৫০ । ২ বি নারকল গাছ । 'নারিকেলের সাথে শাণ্ডে কোড়া বাতাস কেবল ডাকে' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'মর্মরিছে নারিকেলের শাখা' রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

নারিকল, নারীকল [স। নারিকেল] বি নারকল । 'সুনা নারিকল' বড়ু, ১৪৫০; 'মাকড়ের হাথে যেক সুনা নারীকল' বড়ু, ১৪৫০ ।

নারিকেলকোরা [স। নারিকেল+কোরা] বি কোরানি দিয়ে ঢেঁচে বের করা নারকল । 'নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল' বিভূতি, ১৯০১ ।

নারিকেল তেল [স। নারিকেল+স তেল] বি নারকলের শাঁস থেকে প্রস্তুত তেল । 'চুপে আবার জ্বলজ্বলে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে'

মানিক, ১৯৩৬ ।

নারিকেল তৈল [স। বি নারকলের তেল । 'নারিকেল তৈল - ৬' দর্পণ, ১৮২২ ।

নারিকেলবন্দী [স। বি নারকল বাগানের সৌন্দর্য । 'সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবন্দী' বিভূতি, ১৯২৯ ।

নারিকেলি, নারিকেলী [স। নারিকেলীয়া ১ বি নারকলের খোল দিয়ে তৈরি । 'কাল মিশ্রিলে নারিকেলী হুঁকা' সিরাজী, ১৯১৮ । ২ বি নারকলের মতো আকারযুক্ত । 'নারীসন কেশ বেশ, নারিকেলি মুখ' নজরুল, ১৯২৯ ।

নারিকেলের মালা বি নারকলের ছোবড়া ও শাঁসের মধ্যবর্তী কঠিন আবরণ । 'দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা' বিভূতি, ১৯২৯ ।

নারিনু, নারিব, নারিবি, নারিসু, নারিল, নারিলা, নারিসু হ্র'না' নারিগেলি হ্র'স বি এক ধরনের হ্র'স । 'নাহেবরা যে নারিগেলি হ্র'স মারতে গেছে তার চেয়ে অনেক ভালো' মণীশ, ১৯৬০ ।

নারিস হ্র'না'

নারী [স। ১ বি স্ত্রীলোক । 'নরস নারী মর্মে উল্লি টীরা' চর্চা ৪, ১২০০ । ২ বি পত্নী । 'সন্ন্যাসীরা নিরোধ করয়ে তার নারী' বৃন্দা, ১৫৮০ ।

নারী-অভিমান [স। বি নারী হিসেবে অহঙ্কার । 'এই নারী-অভিমান তৈরি' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

নারী-আন্দোলন [স। বি নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন । 'বিশাখা হিসাবে নারী-আন্দোলন জানবে না' বেগম, ১৯৪৭ ।

নারীকর্ত [স। ১ বি মেয়েদের গলার শব্দ । 'একটি সহস্রা নারীকর্ত বসিয়া উঠিল ...' রবীন্দ্র, ১৯০৩ । ২ বি নারীদের আপন সত্তা ভাষা । 'নারীকর্তই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন আশ্চর্য শাসনে' রবীন্দ্র, ১৯২৯ ।

নারীকর্মী, নারীকর্মী [স। ১ বি কর্মকূল মহিলা । 'নারীকর্মী সূত্রি ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী সহায়ক' বেগম, ১৯৪৮ । ২ বি কর্মজীবী নারী । 'নারীকর্মীদেরও এতদোশ সাথে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়া প্রয়োজন' বেগম, ১৯৪৯ ।

নারীকলা [স। বি স্ত্রীলোকের কৌশল । 'নারীকলা ফান্দে, বাকি নানা ছান্দে' রামহরসঙ্গ, ১৭৮০ ।

নারীকূল [স। বি নারী সম্প্রদায় । 'নারীকূলের সূর্য তুমি, তুমি মেহের-উল্লি' সত্যেন্দ্র, ১৯৩৬ ।

নারীকূল্যামা [স। নারীকূল-অর্থমা] বি স্ত্রী নারীকূলের মধ্যে অর্থম । 'হা কিত তোরো নারীকূল্যামা' হাইকেন্স, ১৮৬০ ।

নারীকেন্দ্র [স। বি মহিলাদের চিকিৎসাকেন্দ্র । 'পত্নী অঙ্কলে নারীকেন্দ্র স্থাপন করে পত্নীমেয়েদের স্বাধীনতা সাধন' বেগম, ১৯৪৯ ।

নারীঘটিত [স। বি নারী-বিষয়ক । 'আদালত নারীঘটিত সুনী বোধকন্মার বিচার দেখা ...' মানিক, ১৯৩৭ ।

নারী-বেঁধা [স। বি নারীবন্ধ; নারীদের পক্ষপাত করে এমন । 'নর ভাবে, আমি বড়ো নারী-বেঁধা' নজরুল, ১৯২৬ ।

নারীটিপ্ত [স। বি নারীর মন । 'এ নারীটিপ্ত কুলিশকঠোর' রবীন্দ্র, ১৮৯৪ ।

নারীজন [স। বি স্ত্রীলোক । 'কমেনে তোমিবি আর হেন নারীজনে' বড়ু, ১৪৫০ ।

নারীজনোচিত [স] কিং নারীসুলভ। 'নারীজনোচিত সুযোগ তাঁহার ঘটিল না।' রবীন্দ্র, ১৮০৭।

নারীজনন [স] বি নারীজনন জন। 'তবে নারীজনের প্রতি আর অনাগর জনিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নারীজ্ঞানবিশ্ব [স] বি নারীসমাজের জ্ঞানবিশ্ব। 'এই কলাকল গ্রন্থেরে মুদ্রণময় নারীজ্ঞানবিশ্বের এক মহান ইতিহাস রচনা করেছে।' বেগম, ১৯৫৪।

নারীজাতি [স] বি নারীজাতি। 'প্রাণমান, জ্ঞানই তো আমরা দুইদীন নারীজাতি, বিশেষত আজকালকার বিবিরে মতো কিমেল ইকুসে পড়ি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'নারী জাতির মনন পুরুষাংশে অপটপ প্রবল।' সুখরত্ন, ১৮৩১।

নারীজাতীয় [স] বিং নারীর মতো। 'সে নারীজাতীয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নারীজীবন [স] বি নারীত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন। 'তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যই কাটায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'বিবাহ নারীজীবনের ধর্ম।' হুইট, ১৯৪৯।

নারীত্ব [স] ১ বি নারীসুলভ গুণ। 'নারীত্বের পূর্ণতায় যেন দ্রষ্টৃচিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি নারীধর্ম। 'তা বলে নারীর নারীত্বইহু হুলে নাগড়া, সে কি কথার কথা?' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নারীত্ববিবর্তিতা [স] বিং নারীসুলভ গুণ নেই এমন। 'নারীত্ব বিবর্তিতা এক প্যাথী।' মজরুল, ১৯২৭।

নারীশৈল [স] বি নারীর কলশ। 'ঘোড়া নিয়ে গেছে ছুঁনি ঘুঘু নারীশৈল।' জীবন, ১৯০২।

নারীধর্ম [স] বি নারীর বৈশিষ্ট্য। 'নারীধর্ম গালনাথি মাছি তাড়াইতে হইবে।' বহির্ম, ১৮৮২।

নারীধর্মহীনতা [স] বিং নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নেই এমন। 'মেয়েটিকে নারীধর্মহীনতা বলে কতদিন মনে করেছে।' জীবন, ১৯০২।

নারী-ধর্মশ্রম [স] বি নারীকে বলাৎকার। 'গিয়া সেদেখ বে গদাশাশি ক্রিটগদী কেন্দ্রানব নারীধর্মশ্রমে উদ্ভাস।' বনকুল, ১৯০৬।

নারীধর্মশ্রমকারী [স] বিং নারী বলাৎকারকারী। 'নারীধর্মশ্রমকারী কুশলশের সহিত নারীধর্মশ্রমকারী পাণ্ডবদিশের যোগ হুই।' বনকুল, ১৯০৬।

নারীনাশ [স] বিং নারীর নামঘৃণ। 'অমরা কেবল নারীনাশ একটি সন্তানদায়কে জীবনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখিনি।' বেগম, ১৯৫৮।

নারীনির্বাচন, নারীনির্বাচন [স] বি নারীকে অভিযাত্রা। 'নারীর অগ্রিকার দৃষ্টিক রূপগত নারীনির্বাচন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'পৌলিন্দকতা, কুসংস্কার, অশ্রম প্রভৃতি, নারী-ধর্ম, নারী-নির্বাচন।' মোহনমোহন, ১৯০৬।

নারীনীতি [স] বি নারীর ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি। 'নারীনীতি সম্বন্ধে এ-পর্বত তো বিনয় গোয়ার মতোই মত দিয়া আসিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নারীশাসনাত [স] বি নারী কর্তৃক অশ্রম। 'এই অশ্রম, এই নারীশাসনাত সত্য কর।' প্রভাত, ১৮৯৭।

নারী-পুত্র [স] বি না-হেলো। 'এই দুই নারী-পুত্র আরহ সকালে।' সুলতান, ১৭০০।

নারীপ্রকৃতি [স] বি নারীসুলভ স্বভাব। 'সমন্বিতাচার এখনো নারীপ্রকৃতি তব্ব হইয়া যার নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নারীপ্রাপতি [স] বি নারীর অপ্রাপ্তি। 'নারীপ্রাপ্তির মহাদিন ... জিনিল এ বাজি।' রবীন্দ্র, ১৮০৮।

নারীপ্রতিমা [স] বি নারীমূর্তি। 'তিনি শঙ্করা ও সীতার ধনবাস এহু দুটি নারীপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন।' সুখরত্ন, ১৯৭০।

নারীপ্রেম [স] বি নারীর প্রতি ভালোবাসা। 'স্বভাবতই কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাক্ত্য নারীপ্রেম থেকে।' আইইউব, ১৯৭৩।

নারীপ্রব [স] বি নারী হত্যা। 'নারীপ্রব কৃষ্ণক নাহি তর।' কৃষ্ণগঙ্গ, ১৫৮০।

নারীপ্রতিষ্ঠা [স] বিং নারী বর্জন করা হয়েছে এমন; নারীত্যাগ। 'কলেজগুলি বৌদ্ধ মঠের ন্যায় নারীপ্রতিষ্ঠা।' হুইট, ১৯৫৯।

নারীপ্রতিষ্ঠাবস্থা [স] বি নারী প্রতিষ্ঠাতক অবস্থা। 'গ্যারিসে নিপাতানে নারীপ্রতিষ্ঠাবস্থায় চললে ...।' হুইট, ১৯৫২।

নারীপ্রতিষ্ঠা [স] বি নারীহত্যা। 'ঠাকুর নারীপ্রতিষ্ঠা দান।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নারী-বাহিনী [স] বি নারীদের নিয়ে গঠিত সৈন্যদল। 'সেই আশাধা একটি নারী-বাহিনী গঠনের প্রস্তাব।' বেগম, ১৯৪৮।

নারী-বিবেচনী [স] বিং নারীর প্রতি বিশ্লেষণাত্মক। 'নারী তবে, নারী-বিবেচনী' মজরুল, ১৯২৬।

নারীবৈশ [স] বি নারীর আকৃতি। 'নারীবৈশ হৈল যের কোন গাশ ফলে।' সুখরত্ন, ১৭০০।

নারীবৈশ [স] বি নারী সম্পর্কিত জ্ঞান বা ধারণা। 'জ্ঞানোচ্চের যেমন জ্ঞানোচ্চবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারীবৈশ নেই।' প্রভাত, ১৯২৯।

নারীব্রত [স] বি বিবাহিত নারীরা পালন করে এমন ব্রত। 'নারী ব্রত - বড়ো মেয়ের বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে।' অবন, ১৯১৯।

নারীভক্তি [স] বি নারীর প্রতি প্রভাবোষ। 'রাভাঘাটে যাদের দুবেলা সেবা যায়, তাদের নিত্য মেখে নারীভক্তি উড়ে যায়।' প্রভাত, ১৯০৭।

নারী মঙ্গল [স] বিং নারীর কল্যাণে নিয়োজিত এমন। 'পার্বমেন্ট একটি নারী মঙ্গল বিভাগ হুইল ...।' বেগম, ১৯৪৯।

নারীমন্ [স] বি নারীর মন্। 'বাংলার মাটিতে লাগিত নারীমন্, ত্যাগপ্রতী সাধকের পারে যেমন অর্থ চলেগেছে হুইল হুইল।' কারাগার, ১৯০৬।

নারীমুক্তি [স] বি নানা ধরনের বাধা অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে নারীর বিকাশ। 'নারীশক্তি ও নারীমুক্তির নানা পথে নানা পরিকল্পনা।' বেগম, ১৯৪৮।

নারীমুক্তি-আন্দোলন [স] বি নারীকে সকল প্রকার বাধা থেকে মুক্ত করার আন্দোলন। 'সমাজ-সংস্কার আন্দোলন মুখ্যত ছিল নারীমুক্তি-আন্দোলন।' হুইট, ১৯৭০।

নারীমুখ [স] বি নারীর মুখ। 'তার কর্মঘর জীবনে নারীমুখ তিচ্ছা তো দূরের কথা।' মজরুল, ১৯০৬।

নারীমূর্তি [স] বি নারীর অবয়ব। 'এমন বিবর্ণ বিব্রত নারীমূর্তি।' জীবন, ১৯০২।

নারীধর্মশ্রমকারী [স] বিং নারীধর্মশ্রম। 'নারীধর্মশ্রমকারী কুশলশের সহিত নারীধর্মশ্রমকারী পাণ্ডবদিশের যোগ হুই।' বনকুল, ১৯০৬।

নারীরত্ন [স] বি রত্নরূপ নারী। 'কি নারীরত্ন আমি পূজে এনেছি।' গিরিশ, ১৮৯৬।

নারীশক্তি [সি] বি নারীর ক্ষমতা। 'নরসমাজে নারীশক্তি কে বলা যেতে পারে আশাশ্রিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নারীশিক্ষা [সি] বি নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। 'সমাজে নারীশিক্ষার যে বিরাট অভাব।' বেগম, ১৯৪৮।

নারী-শিক্ষায়তন [সি] বি নারীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'মাতৃমন্ডল, শিক্ষাল্যায় সঙ্গন, নারী-শিক্ষায়তন এবং মহিলাদের প্রশ্রিতমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ...'। বেগম, ১৯৫৪।

নারীসংক্লেপ [সি] বিণ ব্রীলোক বিষয়ক। 'নারীসংক্লেপ লঙ্কাকর ঘটনা।' মানিক, ১৯৩৬।

নারীসঙ্গ [সি] বি নারীর সঙ্গে মেলামেশা। 'পাতাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গান্তে বাধা দেবার কীটার বেড়া নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নারীসঙ্গহীন [সি] বিণ নারীসংস্পর্হীন। 'নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো মাশো না।' মানিক, ১৯৩৭।

নারীসঙ্গন [সি] বি নারীদের নির্ধারিত আবাস। 'একটা নারীসঙ্গন এখানে তোলা হয়নি।' হুলবুল, ১৯৩৩।

নারীসমাজ [সি] বি নারীসমূহ। 'নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

নারীসম্মিলনী [সি] বি নারীদের সম্মিলন। 'নারীরক্ষার জন্য নারীসম্মিলনীতে সববেত হন।' মনসুর, ১৯৩৫।

নারী সম্মেলন [সি] বি মহিলা সভা। 'রায়গড়ে এক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।' বেগম, ১৯৪৯।

নারীসুলভ [সি] বিণ নারীর স্বভাবে আছে এমন। 'আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লক্ষ্যস্বরূপ দেখা দিয়েছে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

নারী সৈন্য দল [সি] বি নারীদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী। 'আর্মির সৈন্য বাহিনীর প্রথম নারী সৈন্য দল গঠন করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৪৯।

নারীস্থান [সি] বি সমাজের সর্বত্র নারীর কর্তৃত্ব রয়েছে এমন স্থান। 'এ দেশের নাম নারীস্থান। এখানে স্বয়ং গৃহ্য নারীবোশে রাজত্ব করেন।' রোকেয়া, ১৯২১।

নারীস্বাধীনতা [সি] বি নারীমুক্তি। 'গৃহাংগন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার সুযোগই নারীস্বাধীনতা নয়।' বেগম, ১৯৪৮।

নারীহস্তা [সি] বি নারী হত্যাকারী। 'কাহাকেও বা পার্শ্বত মুখিক, নারীহস্তা, নরশিশ্য ...।' প্রচারক, ১৯৩৩।

নারীহরণ [সি] বি ব্রীলোক অশহরণ। 'সভার সবানটুকু কোনো নারীরহরণের যামশার।' নজরুল, ১৯২৬।

নারীহীন [সি] বিণ নারীহীন। 'দেশকে ভূমি নারীহীন করে জান।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নারীহৃদয় [সি] বি নারীর মন। 'কিন্তু নারী হৃদয় কে বুঝিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নারী-ব্র না'

নারেদ [ফা নারাদী] বি ক্ষুদ্রাকৃতির কমলালেবু। 'করুণা কমলা টাণা নারেদ বীজপুর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নারেবড় [সি নারবর] বিণ ধূত; অশিষ্ট। 'নারেবড় কাহাড়া পাঠাইয়া দিল মোরে।' বড়ু, ১৪৫০।

নারৌ ব্র না'

নারোচ [সি নারাচ] বি লোহার তৈরি বাণবিশেষ। 'পরন্তু মুদগর অস্ত্র

নারোচ তোমর।' জলাশল, ১৬৮০।

নারোয়ে [হি নরওয়ে] বি নরওয়ের অধিবাসী। 'নারোয়ের লোক অসভ্য কিন্তু আভিষেব এবং নীতিজ্ঞ।' অক্ষয়, ১৮৪১।

নার্গিস [ফা] বি ফুলবিশেষ। 'নার্গিস-ফুলি আঁখ।' নজরুল, ১৯২৮।

নার্গিস-লালা [ফা নার্গিস+হি লালা] বি ফুলবিশেষ। 'যত ফিরদৌসের নার্গিস-লালা গেলে আঁশু-পরিমল।' নজরুল, ১৯২৪।

নার্ড [হি] বি স্নায়ু। 'তার বড় শক্ত নার্ড।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

নার্ডস [হি] বিণ ঘাবড়ে গেছে এমন। 'মাধবী নার্ডস হয়ে ...।' জীবন, ১৯৩২।

নার্স [হি] বি সেবিকা। 'একজন নার্স আছে, সে ছেলের মনুষ্য করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নার্সগিরি [হি নার্স+কা গিরি] বি নার্সের কাজ। 'নার্সগিরিতে কী গয়না আছে?' মানিক, ১৯৩৮।

নার্সময়তা [হি নার্স+স ময়তা] বি সেবিকার সেবাবদ্ধ। 'সত্বর সেবানে গেলে আমার অশুণ যাবে সেরে ... একান্ত গহন কোনো নার্সময়তায়।' শামসুর, ১৯৭০।

নার্সারী [হি] ১ বি বাগান। 'ঘর তো নয় গোটা একটা নার্সারী।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮। ২ বি শিশু শালনকেন্দ্র। 'সমিতি নীত্রেই নার্সারী ও শিশু-অঙ্গণ স্থাপন করবে।' বেগম, ১৯৪৯।

নার্সারী রাইম [হি] বি ছেলে-ভুলানা হুড়া। 'নার্সারী রাইম ইলেক্টর সেই ছেলে-ভুলানা হুড়া।' হাই, ১৯৫৮।

নার্সারী স্কুল [হি] বি শিশুশালন বিদ্যালয়; প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'নার্সারী স্কুল কথ্যটা আমাদের দেশে একদম অপরিচিত।' বেগম, ১৯৪৮।

নার্সিং [হি] ১ বি সেবা-যত্ন। 'মেয়েমানুষের নার্সিং পুঙ্খক দিয়ে হয় না।' বিজুতি, ১৯৩১। ২ বি রোগীর সেবা-অশ্রয়াকরণ বিদ্যা।

'এদেরকে নার্সিং ... শিক্ষা দেওয়া হয়।' বেগম, ১৯৪৭।

নার্সিং শিক্ষা [হি নার্সিং+স শিক্ষা] বি সেবিকা হওয়ার প্রশিক্ষণ। 'নার্সিং শিক্ষার উৎসাহ ত দূরের কথা।' বেগম, ১৯৪৭।

নার্সিং স্কুল [হি] বি নার্সিং শিক্ষার স্কুল। 'নার্সিং স্কুলের নোটশ বোর্ডে ইংরেজিতে নোটশ।' বেগম, ১৯৭২।

নার্সিংহোম [হি] বি হাসপাতাল অপেক্ষা ছোটো চিকিৎসালয়। 'তাকে নার্সিংহোমে পাঠানো হবে।' মুক্ততা, ১৯৫২।

নাল [পা নাল] ১ বি নল। 'এক সতুলী সুরুই নাল।' চর্চা ৩, ১২০০। ২ বি কলা গাছের কাণ্ড। 'গরুড় উঠল নাল গদ হেম কমল।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি বলয়। 'নাল বিল্লি তার বাহিরে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বি বেত। মানোএল, ১৭৪৩।

নালগাছ [পা নল+গাছ] বি পদ্মফুলের গাছ। 'টলমল করছে নালগাছের পাচ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নালফুল [পা নাল+স ফুল] বি পদ্মফুল। 'সে জলে কেটেছে সীতার, নালফুল তুলেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নালবন [পা নাল+স বন] বি নলগাছাড়ার ফোপ। 'নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নালহীন [পা নাল+স হীন] বিণ বৃদ্ধ্যত। 'নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে।' বড়ু, ১৪৫০।

নালে ক্রিয়বি ধারায়। 'তপন্ত দুধ নালে না পীএ।' বড়ু, ১৪৫০।

নাশা^১ [স লাশা] ১ বিণ চাষযোগ্য। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি শিখে নাশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লাশা। 'মোহর মুখে দেও পরভূ বন্দনের নাশ।' রামাই, ১৭১০। 'কাঁচাতেই পড়ার ছেলের জিতে নাশ পড়া শুরু হয়।' শওকত, ১৯৭২।

নাশ^২ [আ] বি ঘোড়ার নাশ: ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি পতর খুরে লাগানো সোহার পাত। মনোএল, ১৭৪৩। 'সুবেঙ্কির ঢাল নামক নক্ষত্রসমূহতে ঘোড়ার আলার এক নীহারিকা আছে।' রক্তিম, ১৮৭৫।

নাশাচি বি স্বর্বা। ওর্স, ১৭৮৫।

নাশতা, নাশতিয়া, নাশতে [স নলিতা] বি পাটশাক। 'নাশতা।' ওর্স, ১৭৮৫। 'নাশতিয়া।' ওর্স, ১৭৮৫। 'আইয়ুড়ে জোয়ান মেয়েকে যদি এমন করে নাশতে শাকের মতন হাট-বাজারে নিয়ে ঘুরে বেড়াই।' নজরুল, ১৯২৭।

নাশদশা বি পূর্বভারতের প্রাচীন নগরবিশেষ। 'অজ্ঞাত আর নাশদশ।' জীবন, ১৯২৭।

নাশলে শিপড়ে [স লাশলা+স পিলাপিকা] বি একধরনের শিপড়া। 'চারিদিক হইতে নাশলে শিপড়ে, ঘাঘি ও সুভসুড়ি শিপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

নাশা [স নাশ] ১ বি ছোটো খালবিশেষ। 'কোলে করি নাশা পার করে দুখংগাণি।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'ভিত্তি ভয়তর করে চলেছে যাকে বলছে জোশা, সেই নাশা দিয়ে।' মঞ্জীশ, ১৯৬৩। ২ বি ঘরের ছাঁচ। মনোএল, ১৭৪৩। ৩ বি দর্পণ। ওর্স, ১৭৮৫। 'নাশা দিয়ে জলের মতো বয়ে যেত, যাক।' নজরুল, ১৯৫৫। ৪ বি বোমা থেকে আত্মরক্ষণ। পরিশা। 'জোলা জায়গায় কতকগুলি নাশা কাটিয়াবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।' আভাস, ১৯৪১।

নাশা কেটে রোগ আনা - নিষেধ বিপদ নিয়ে ডেকে আনা। 'ইহাকেই বলে, নাশা কেটে রোগ আনা।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

নাশি [পা নাশা] বি মাছবিশেষ। 'ছোট ছোটো নাশি মৎস্যের ফাঁদাইয়া বুঝি ... বাকিলে কুঝি।' বিজয়, ১৬৫০।

নাশিখেন দ্র না^১

নাশিখাসি বি এক ধরনের ঘাস। 'পরামুখ সবুজ নাশিখাসি দুয়ার চেপে ধরে।' গজি, ১৯৬৫।

নাশিচা বি এক প্রকার পাটের গাছ। 'নাশিচা কাটিয়া কাহাঞ্চি মাখজলে গুইল।' বড়, ১৪৫০।

নাশিতা [স নলিতা] বি পাটশাক। 'নট্যা রাধা তালে পাট পালন নাশিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নাশিশ, নাশীশ, নাশিষ, নাশীষ, নালিস [ফা] ১ বি বিচারের জন্যে অভিযোগ। 'ভাঘাতে নালিষ ছে করিয়াছিলেন।' মেরণ, ১৭৬৭। 'তোমার নামে মোক্তারের নিকট নালিস।' হালহেড, ১৭৭০। 'আদালতে নালীষ করিয়া ...।' ত্যতি, ১৭৯২। 'যে নালিশ ইচ্ছায়ায় তাহা গ্রান্ডজুরীর সাহেবেরা গ্রাহ্য করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯। 'বসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিশে নালীষ কল্পন।' হতোম, ১৮৬৩। ২ বি আবেদন। 'রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেছেন।' হতোম, ১৮৬১।

নাশিশ করা কি বিচার দাবি করা। 'কেবল সেই অসুত্রে নামে নালিশ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নাশিশ-ফরিয়াদি [ফা নাশিশ+আ ফরিয়াদি] বি অভিযোগ। 'কতটা দিতে পারে তা দিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা কুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নাশিশে-ভরা বিণ অভিযোগপূর্ণ। 'নাশিশে-ভরা চোখ তুলে নিশ্চয়ই হারের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নাশী [স] বি জল নির্গমনের পথবিশেষ। 'জল নিকলিতে আছে নাশী যে সুন্দর।' সুলতান, ১৭০০।

নাশোচি বি স্বর্বা। ওর্স, ১৭৮৫।

নাশ [স] ১ বি বিনাশ। 'নাহি জ্ঞাপ এবে তৌ আপনার নাশ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বিতারণ। 'এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নাশ করা কি দূর করা। 'কোন ঔষধিতে কোন ব্যাধি নাশ করে।' দর্পণ, ১৮২১।

নাশকারী [স] বিণ ধ্বংসকারী। 'অর্থে লোভ; লোভে পাশ; পাশ - নাশকারী।' মাইকেল, ১৮৬০।

নাশ পাওয়া কি নষ্ট হওয়া। 'লইয়া তোর সুখদুখ এখন পাবি নাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নাশক [স] বিণ নাশকারী। 'চক্কল মুসা কলিআ নাশক খাতী।' চর্চা ২১, ১২০০।

নাশন [স] ১ বি বিনাশ। 'হইল নির্মূল জগ পাভক নাশন।' অশাওল, ১৬০০। ২ বিণ মোচনকারী। 'জয় তব তীর্থ কলুষ-নাশন রত্নতা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নাশি [স নাশ] ১ কি ধ্বংস করা। 'সবশেষ তোমারে মারি যবন নাশি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ কি বধ করা। 'নাশিস বারশে তুই।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ কি দূর করা। 'জুড়াও গ্রান, নাশো শোক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'নাশি কি নষ্ট করি।' 'যো নাহি নাশি তোকার বৃন্দাবনে।' বড়, ১৪৫০। 'নাশিযু কি নাশ করবে।' 'সবশেষ তোমারে মারি যবন নাশিযু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'নাশিল কি বিনাশ করলো; ধ্বংস করলো।' 'অতিথি রূপে তাহার সবশেষ নাশিল।' লালন, ১৮৯০। 'নাশিল কি নাশ বা বধ করিস।' 'নাশিস বারশে তুই।' মাইকেল, ১৮৬১।

নাশাশা [স] বি নষ্ট হওয়ার ভয়। 'ইহার কুল নাশাশায়া এই যুক্তি কর্যে প্রবৃত্ত হয়।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

নাশিত [স] বিণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'মক্কা তাইফা দেশ সমূলে নাশিত।' সুলতান, ১৭০০।

নাশিনী [স] বিণ বিনাশকারী। 'নিমিক এক নাশিনী।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

নাশির্ষ [স নাশ] বিণ নাশকারী। 'নাশির্ষের কর্যে এই যে নাশ করে।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

নাশী [স] বি বিনাশকারী। 'তে কারণে অমুক ধরিলে হেও নাশীর পালন।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

নাশেজুক [স নাশ-ইজুক] বিণ ধ্বংস করতে ইচ্ছুক। 'তৎপ্রকাশক হিন্দুর ধর্ম নাশেজুকদিগের বিকক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

নাশতা [ফা] বি হালকা খাবার; জলযোগ। 'এ আবার আশি মন নাশতা করে।' নজরুল, ১৯৩১।

নাশপাতি [ফা] বি আপেল ও পেয়ারা জাতীয় ফলবিশেষ। 'ফটকপাত্রে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নামাদি ... সম্বিত রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নাশা [স নাশা] বি নাসিকা। 'মহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।' বড়, ১৪৫০।

নাশ্য [স] বিপ ধ্বংসযোগ্য। 'কে না ছানে নাশ্যো যে সহজেই নাশ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নাস [স] নাস। ১ বি ধ্বংস। 'একে একে নাস করিব তোমার সকলে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি গছ। 'বাগিচা তাহার রস নাস দিশা করলে।' মলিকগার, ১৭৮১।

নাসপাত্তি [ক] নাসপাত্তি বি আগেল ও পেরারা জাতীয় ফল। 'তোমার যুগের গছ মমুর নাসপাত্তি হতে মিটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

নাসা [স] বি নাক। 'সুখে সুপুট নাসা নয়ন কমল।' বড়ু, ১৪৫০।

নাসা-অঙ্ক [স] বি নাকের অঙ্কন। 'সুখ তুলা আনি নাসা-অঙ্করেতে ধরিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নাসা কুঙ্কন করা কি নাক কুঁচকানো। 'সে সকল ত্রিা সেখিলে আদ্যেরে আঁট ফুলের ছায়ায় নাসা কুঙ্কন করিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নাসাকুল [স] বি নাসারক্ত ও প্রবোধিত। 'হইল আকাশবাণী তম নাসাকুল।' গবীর, ১৭৬৫।

নাসায়ে ত্রিকিন নাকের তপায়। 'মাদল খুব উচ্চাদের বৈকুণ্ঠীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসায়ে তাহা সুবন্ধন নহে।' বনকুল, ১৯০৬।

নাসাপিট [স] বি নাসারক্ত। 'সদন বহএ বাউ নাসাপিট তল।' সুলতান, ১৭০০।

নাসাপাণ্ড [স] বি নাসারক্ত। 'নাসাপাণ্ডে পাণা নাও ওজিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নাসাপুট [স] বি নাসারক্ত। 'চৌহ তমর নাসাপুট সুলর।' বিদ্যাপতি, ১৪৯০।

নাসাবৃত্ত [স] বি নাসিকা আবৃত্ত করে আছে এমন। 'নাসাবৃত্ত কুঙ্কন নয়ন।' এন্সলাম, ১৯১৯।

নাসারক্ত [স] বি নাকের দ্বি। 'নাসারক্তে ত্রাপ স্বরে মনে হাস।' রামধন্যদ, ১৭৮০।

নাসা কি নাস করা। নাসিয়া কি নাস করলে। 'আপন পৈত্রিক বস্র নাসিয়া আগনে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯।

নাসা [স] নস্য। বি নস্য। ক্যালগে, ১৭৮৪।

নাসাপানি [স] নস্য। বি নস্যপানি। ক্যালগে, ১৭৮৪।

নাসারী [আ] নসারী বি ব্রিটান। 'প্যাকসেনের বাড়ি মউসুয়ে ও তনসে বেইমান নাসারারের ...।' নজরুল, ১৯০০; 'নাসারা ইংরেজের অধীনে সীর্ষকাল চাকরি করেছেন।' গান্ধী, ১৯৭১।

নাসারায়ী [আ] নসারায়ী বি ব্রিটানদের চাপু-করা। 'নাসারায়ী পিয়ার পথ বড় কৈরা ইমলাশি শিকার রায়া খেলাশা করহি।' মনসুর, ১৯৪৫।

নাসিখ [স] নাসিত। বি বিনাশিত। 'একেন্দে শশ নাসিখ রে।' চর্য্য ৩৯, ১২০০।

নাসিক বি ভারতে অবস্থিত একটি বিশুদ্ধতীর্থ। 'বিক্রি-বাচা সিলি ভেতে নাসিক এসেছেন।' নজরুল, ১৯২৬।

নাসিকা [স] বি নাক। 'নাসিকা পালিক যন্ত্র সমানে।' বড়ু, ১৪৫০।

নাসিকা কুঙ্কন করা কি বিরক্তি, কৃষ্ণ ইত্যাদি প্রকাশে নাক কুঁচকানো। 'তনসেই কুঙ্কন নাসিকা কুঙ্কন করেন।' কোম, ১৯৪৮।

নাসিকাপাণ্ডন [স] বি নাকডাকা। 'কুঙ্কাক্ষের নাসিকাপাণ্ডন হইতছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

নাসিকাক্ষনি [স] বি নাক ডাকার শব্দ। 'অবিলম্বে, কপট মিত্রার অশ্লষ্যবৎস্পর্ক, নাসিকাক্ষনি করিতে আশ্রয় করিল।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

নাসিকারক্ত [স] বি নাকের ভিতরের শাশ্বতশব্দের দ্বিধর; নাকের মুঠো। 'তাহাই নাসিকারক্তে প্রতিষ্ঠা হইলে, গন্ধের অনুভব হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

নাসিকোপরি [স] নাসিকা-উপরি। বি নাকের উপরে। 'তুমি এই দিবা চন্দ্র নাসিকোপরি রাখিয়া বাহ্যকে মনুষ্যকার দেখিবা ...।' কেরি, ১৮১২।

নাসিনি [স] নাসিনী। বি ক্রী বিনাশকরী। 'তুমি দেখি বিপদ নাসিনি।' মাল্যধর, ১৫০০।

নাস্তা [ক] নাসতা। বি হালকা খাবার। 'মাস্তে হেলের নাস্তা নিতে ইঁকোর আঙন নিরে যে যার।' জহীম, ১৯২৭।

নাস্তাপানি [ক] নাসতা+হি পানি। বি জলযোগ; হালকা খাবার। 'হাতমুখ ধুয়ে খিরে নাস্তাপানি করে।' ওজাঈ, ১৯৬৮।

নাস্তানাবুদ, নাস্তানাবুদ [ক] নিস্তানাবুদ। ১ বি অনুবিধা; বিপদ। 'বড় নাস্তানাবুদে পড়িয়াছি।' কেরি, ১৮০২। ২ বি নাস্তানাবুদ। 'আমাদের মত গাখিরে ধারা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না।' হেতাম, ১৮৬২; 'খানার পোশাকের কায়া-কানুন কর করতে নাস্তানাবুদ খানেক্ষিয়ার হতে হয়।' হাম্ব, ১৯০৫। ৩ বি এশোমেদো। 'গন্ধের মুঠো সবারে অনুবৃতি ... নাস্তানাবুদ করে নিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি বিদ্যন্ত। 'একবারে হিলাব-কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নাস্তি, নাস্তি [স] বি অনতিত। 'তোমার নাস্তি বিরিয়া অকির অকির।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি নেই এমন। 'যেখানে আনন্দ হাট, ওর শিখা নাস্তি গাট।' রামধন্যদ, ১৭৮০; 'আমারদিশের সহিত কৃষ্ণিকালে দাগা এলোকা নাস্তি।' চিত্রপুত্র, ১৭৯৭। ৩ বি শূন্যতা। 'নিবিল নাস্তিতে যৌনের বিদ্যামালা উপসর্গী বিজীকি-সনে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

নাস্তিপুর্গ [স] বি শূন্যপুর্গ। 'নাস্তিপুর্গে প্রাক্তন ভিমিরে আমার বতস্র সরা হতে থাকে ক্রমাগত কর।' সূরীন্দ্র, ১৯০০।

নাস্তিত্ত [স] বি অনতিত। 'তোমার আবেদন করিল তেদন নাস্তিত্তের মহা-অন্তরাল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নাস্তিবাদ [স] বি বেদিবাদ। 'এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

নাস্তিক [স] ১ বি বেদে অবিবাসী। 'বেদপ্রভা নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ধর্মে অবিবাসী। 'আরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ ...।' মৃত্যুধর, ১৮১২। ৩ বি অস্বাভাবিক। 'ইসকৌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রায় নাস্তিক হয়।' নর্পন, ১৮০৬। ৪ বি ধর্মীয় ঈর্ষান্বিতের প্রতি আশ্রয়। 'নাস্তিক। নাস্তিক ইত্যাদি আশীর্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'হাদ্যারা নাস্তিক, রহসিগের দিব গঙ্গার বদনা গান কহছে।' গিরিণ, ১৮৮৬।

নাস্তিকতা [স] ১ বি অস্বাভাবিকতা। 'কোন বাসকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাই হয় নাই।' চন্দ্রিকা, ১৮০২। ২ বি বেদ বা ঐশ্বরিক ধর্মহীন অবিবাস। 'বিশেষতঃ কবিত্বের না যে অসম্মান নাস্তিকতার বশতঃ হইয়া অন্য প্রসঙ্গে জ্ঞানসম্মান পূর্ণ করিতেছি।' জ্ঞানসম্মান, ১৮০২। ৩ বি প্রীতি ও পরাক্রমে অবিবাস। 'অয়ে তজ্যো, নাস্তিকতা ও বজ্রাতী সবে পালয়।' হেতাম, ১৮৬১;

'আমরা শুধু মরিছ ঘুরে নাতিরুতার মোহে।' শামসুর, ১৯৬৬।

নাতিরুতামূলক [স] বিপ আচারবিরোধী। 'কালে ইহা নাতিরুতামূলক নিয়ন্তৃত শাসন-প্রণালীতে পরিণত হইবে।' প্রচারক, ১৯০৮।

নাতিরুতাবাদ [স] বি বেদ বিরোধী মতবাদ। 'বেশপ্রিয় নাতিরুতাবাদ বোঝাতে অধিক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নাতিরুতমত [স] বি নাতিরুতাবাদ। 'এই সময়ে নাতিরুতমতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

নাতিরুতমতাবলম্বী [স] বিপ নাতিরুত মতের অনুসারী। 'নাতিরুতমতাবলম্বী ... এই সকল জনেরা অসম্মীয় সমাজে প্রতিষ্ট হইতে পারিবেন না।' দর্পণ, ১৮৩০।

নাতিরুতমতাবলম্বী [স] বিপ নাতিরুত মতের অনুসারী। 'তাহার পর পৌত্তল্যবংশজাত ধীরবাহ অবধি আদিভা পণ্ডিত নাতিরুতমতাবলম্বী ১৫ জনেতে ৪০০ বছর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

নাতিরুত [স] বি প্রভা ও শাস্ত্রে অবিশ্বাস। 'মনুষ্য নাতিরুতবুদ্ধিবেশে প্রজ্ঞাহীন হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'নাতিরুত, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা।' বক্তিম, ১৮৮৭।

নাতিরুতজ্ঞাত [স] বি নাতিরুততা থেকে উদ্ধৃত। 'তার কতকংশ নাতিরুতজ্ঞাত হলেও অধিকাংশ আন্তরিক বুদ্ধির ফল।' শরীরক, ১৯৬৮।

নাতিরুতবুদ্ধি [স] বি স্বপ্নের বিশ্বাস না থাকার বোধ। 'অবর্তীচীন অংজ্ঞানমুগ্ধ মনুষ্য নাতিরুতবুদ্ধিবেশে প্রজ্ঞাহীন হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নাহক^১ দ্র না^২

নাহক^১ [ক] ক্রিবিপ অন্যায়ভাবে। 'তলওয়ার হাতে করিয়া আসিয়া হাদি মন্তুরুরকে নাহক জখমী করিয়াছে।' হাস্যবেদ, ১৭৭২।

নাহর [বি] গাছবিশেষ। 'নাহরের শাখা বাতাসে নড়তে নড়তে রবিন্দ্র হঠাৎ ওঠে।' জীবন, ১৯৩১।

নাহলি [পা নহান<] বিপ দ্রী সন্ধ্যাত। 'বাইতে পেখলি^৩ হয় নাহলি গেহি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নাহা^৪ [স নাথ বি নাথ] 'অগ্নে নাব ন ডেলা দীসঅ ডন্তি ন পুহসি নাহা।' চর্য্য ১৫, ১২০০।

নাহা^৫ ক্রি জ্ঞান করা। 'বাদলের জলে নাহিয়া সে-মেয়ে।' জসীম, ১৯৩১।

নাহার [আ নহা] বি প্রোভবিনী। 'শায়লা চিরে আনলে নাহার, বাতের তারা-হার।' নজরুল, ১৯২৯।

নাহি [স নঞ] ১ ক্রি নেই। 'অগ্নে নাহি যো কাহেরি সন্ধা।' চর্য্য ৩৭, ১২০০। ২ ক্রি না। 'যো নাহি নাশি তোর বৃন্দাবনে।' বহু, ১৪৫০। নাহিক অর্থ নেই। 'ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিক শয়ানে।' বহু, ১৪৫০।

নাহি [স নঞ] ১ ক্রি না। 'নাহি জ্ঞান এবে তৌ আপহার নাশ।' বহু, ১৪৫০। ২ ক্রি নেই। 'যদ্যপি সংসারে নাহি ভাগ্যের সমান।' জলাওল, ১৬৮০; 'নাহি আদি মধ্য অন্ত।' মনিকরাম, ১৭৮১।

নাহিক ক্রি নেই। 'বিশি রতী দিঅ তোর নাহিক গমন।' বহু, ১৪৫০। নাহিলে ক্রি না হলে। 'একতিল লাক্তভয় নাহিল মানসে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। নাহিলে ক্রি না হলে। 'বামনী নাহিলে আজি বহিভাম ঠায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

নাহি ঘর বিপ দাহিত্যপীড়িত ঘর। 'নাহি ঘরে সদা খাই খাই।' ভারত, ১৭৬০।

নাহি-জানা ১ বিপ অজেনো। 'মৃত্যুহীন চিররামি নাহি-জানা সেনো।'

নজরুল, ১৯২৩। ২ বিপ না জানা। 'জানে না কেউ, জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা রবে।' নজরুল, ১৯২৮।

নাহিবার [পা নহান<] ক্রি জ্ঞান করার। 'নাহিবার কাল নহে বড়ারি বিহাণে।' বহু, ১৪৫০।

নাহী [স নাতি] বি নৌকার হাল। 'চীঅ থির করি ধধরে নাহী।' চর্য্য ৩৮, ১২০০।

নাহী^১ [স নঞ] ১ ক্রিবিপ নেই। 'বিশি কারু সযোখে পদম তোর নাহী।' বহু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিপ না। 'প্রচণ্ড তপনতাপ তনু নাহী সয়।' মুকুন্দ, ১৬০০। নাহীক ক্রি নেই। 'বিভাহে নাহীক কাজ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নি সম্ভাবনা বা প্রসূচক অব্যয়; কি। 'আমি নি সজীবে থাকিবাম সেইদিন।' বাহরাম, ১৬৫০; 'বাইবানি রে মন সাঁচানি রে মন বাইবানি নিরঞ্জনপুর।' সুলতান, ১৭৫০।

নিঅ [স নিঅ] বি নিঅ। 'নিঅ পবিবারে মহাসেহে থাকিউ।' চর্য্য ৪৯, ১২০০।

নিঅমণ [স নিঅ-মন] বি নিঅমন। 'নিহুরে নিঅমণ সে উলাস।' চর্য্য ৩৩, ১২০০।

নিঅডী [স নিঅট] ক্রিবিপ নিঅটে। 'নিঅডী বোহি দূর ম জাহি।' চর্য্য ৫, ১২০০।

নিঅড় [স নিঅট] বিপ নিঅট। 'উয়ারি উএস কান্নে নিঅড় জিলউর।' চর্য্য ১১, ১২০০।

নিঅর [স নিঅট] ক্রিবিপ নিঅট। 'পাউস নিঅর আএলা রে সে সেধি সামি ডরাঞো।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিই দ্র নেওড়া

নিউক্লিয়ার [বি] বিপ পারমাণবিক। 'প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমারি ক্ষমতা।' জীবন, ১৯৪০।

নিউগি [স নিয়োগী] বি নগর ও গ্রাম্যপ্রধানের বংশনাম-বিশেষ। 'নিউগি চউখরি নহি না করি তালুক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিউজম্রিট [বি] বি সংবাদপত্র ছাপানোর কাগজ। 'খুলনার নিউজম্রিট বর্তমানে বাজারে ছাড়া হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬০।

নিউটনী [বি নিউটন+স দ্র<] বিপ নিউটনের। 'নিউটনী আপেলও মাধ্যাকর্ষণের অবশ।' সূর্য্যক, ১৯৩৭।

নিউ টেস্টামেন্ট [বি] বি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থবিশেষ। 'নিউ টেস্টামেন্ট যদি গ্রীক, ইউরোপের ভাষায় লেখা না হত ...' প্রমথ, ১৯১৭।

নিউমিশ [স নিরুদ্দেশ] বিপ নিরুদ্দিষ্ট। 'নিউমিশ হইল বাশ নিরন্তর পরিতাপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিউশেল [স নিরুদ্দেশ] বিপ নিরুদ্দিষ্ট। 'সুখতি। সেই যিসেকে ডাক, - থাকে থাকে নিউশেল হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নিউন [স নিয়া] বিপ অযোম্য। 'অহঙ্কার ঘুরে গেল লজ্জাএ নিউন।' কলীপ্রসাদ, ১৬৮৯।

নিউপামা [স নিরুপমা] বিপ তুলনাহীন। 'আমুদ্যার ঘটেট উদিত নিউপামা।' সুলতান, ১৭০০।

নিউম [স নিয়া] বিপ চিলা। 'রানোএল, ১৭৪৩।

নিউমার্কেট [বি] বি কলকাতা শহরের নতুন বিপনিকেন্দ্র। 'নিউমার্কেট-এর পাশ দিয়ে যাইয়াশাম।' নজরুল, ১৯২৭।

শিউমোনিয়া

নিউমোনিয়া [যি] বি ফুসফুসের প্রদাহজনিত জ্বর। 'কয়েকদিন বাদে বলল, ভবল নিউমোনিয়া।' নরেন্দ্র, ১৯৪২।

নিউমনিয়া [যি] বি ফুসফুসের প্রদাহজনিত জ্বর। 'একালের ছেলে-মেয়েদের আশংকা জলে ভিজলে নির্বাত নিউমনিয়া হবে।' গ্রন্থ, ১৯৮৮।

নিউরিথ [যি] বিপ নব্য প্রত্নতত্ত্বীয়। 'নিউরিথ তথ্যনা মণিরে নাথ বাস।' হুইল, ১৯০০।

নিউসপেশার, নিউসপেশার [যি] বি স্ববোমণ্য। 'হিন্দু নিউস পেশার হইয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৯৪; 'নিউসপেশার আছে পাবে প্রমাণবোধ্য বাক্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিউপিথ [যি] বিপ নব্য প্রত্নতত্ত্বীয়। 'নিউপিথ পাথরগুলো হয়ে গেছে আবার প্রাচীন নিউপিথ পৃথিবীর।' জীবন, ১৯৩০।

নিউপোনা ১ ক্রি নিদ্রাপন করা। 'বেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিড়ে নিড়ে বের করতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি নিঃশেষিত করা। 'মুচড়ে মুচড়ে নিড়ে নিড়ে কাগজে-কপিরে সুব বের করত লালস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ ক্রি তে যে নেতৃত্ব। 'কত লত কোটি ক্ষুধিত শিশুর কুখা নির্ভীয়া কাড়িয়া গ্রাস।' নজরুল, ১৯২৬।

নিউ [সি] বিপ হীন। 'নিশেয়ে কহিয়ে সত্যর হটক চমকোর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিয়ক্স [সি] বিপ ক্ষয়িহীন। 'নিয়ক্স করি দুঃখপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিজ কর্মসাধে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

নিয়ক্সি [সি] বিপ ঘোড়াশৃংখ; কয়িশৃংখ। 'নিয়ক্সি করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।' নজরুল, ১৯২২।

নিয়ক্সিয়া [সি] বিপ নী। নিয়ক্সিয়; কয়িশৃংখ। 'তিনি পরস্পরের ন্যায় যাবৎ করিবে যুক্ত নাট করিয়া প্রায় নিয়ক্সিয়া পৃথিবী করিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

নিয়ক্সি [সি] বিপ কয়িশৃংখ। 'নিয়ক্সি প্রসূরি কৈল ভিন সাতভার।' মালাধর, ১৫০০।

নিয়ক্স [সি] নিয়ক্স ১ বি হেঁচা; হুঁড়ে সেওয়া। 'হাস্যকৈ চাপ হইতে নাখাইয়া দূরে নিয়ক্স করিল।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি অর্পণ। 'গীত সিকা নিয়ক্স করত।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি ফেলা। 'পিশীলিকার ন্যায় চরণ নিয়ক্স করেন।' দর্পণ, ১৮২৬। ৪ বি ব্যা। 'গুহের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়ক্স করিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৪১।

নিয়ক্স [সি] নিয়+ক্স> ১ বিপ সম্পূর্ণ নীরব। 'বেন রৌদ্রময়ী রাতিকী বী করে চারি দিকে নিয়ক্স নিয়ক্স।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিপ গভীর। 'ঘরে এসে নিয়ক্সা নিয়ক্স অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নিয়ক্সতা [সি] নিয়+ক্স>+স তা বি বৈশেষ্য। 'এই নিয়ক্সতা কি ক্রান্তি?' পাশা, ১৯৭১।

নিউপত্য [সি] বিপ উদ্যতশৃংখ। 'নিউপত্য করিয়া অঘর বাস।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নিউপতি [সি] বিপ সক্তি নেই এমন। 'তিনি বিবস্ত্র এবং নিউপতি হইয়া সন্যাসে আগমন করেন।' অক্ষর, ১৮৪০।

নিউপতি [সি] বিপ শতাব্দী। 'নিউপতি সূত্রর কৈয়া সিলেক ব্যাসেরে।' কবীন্দ্র, ১৯৬৯।

নিউপতি [সি] বি তদীয় গ্রন্থ। 'তুমি নিউপতিতে সে সব কথা আকারে বল।' মাইকেল, ১৮৭৩।

নিউপতি [সি] বি নির্ভীক চিত্র। 'পাথরা নিউপতিমে আলবালের জল খেতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

নিউপতি [সি] বি আশাভ্রমুক্ত অবস্থা। 'সদ্যোক্ত না রাশিবে নিউপতিতার বিষয় নহে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

নিউপতি [সি] ক্রি নির্ভয় করা। 'উর্ধ্বাধিকারী নাশি, ইন্তে নিউপতিয়া।' মাইকেল, ১৮৬১।

নিউপতি [সি] বি ক্রী শতাব্দী নহে। 'বে নিউপতি, আশ্রয়গ্রাসে কল্পতাপের নৃপার কঙ্কতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিউপতি [সি] বি শতাব্দী নারী; নির্ভীক নারী। 'নিউপতি, অনার্য্য উন্মি, সে চলে।' সৃষ্টি, ১৯২৯।

নিউপতি [সি] ক্রিবিপ নির্ভয়ে। 'নিউপতি কহিয়ে সত্যর হটক চমকোর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিউপতি [সি] বিপ শতাব্দী। 'সকল জীব সুখিত হোক, নিউপতি হোক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

নিউপতি [সি] ১ বি নির্বাক অবস্থা। 'নিউপতি বহিল রাজা মনে ২ তারি।' কবীন্দ্র, ১৯৬৯। ২ বিপ নীরব। 'নিউপতি পানবিক্ষেপে গোবিন্দলাল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

নিউপতি [সি] বিপ সন্মিলনে শব্দ হর না এমন হাত। 'রাহি নিউপতিরে আর-একটি নৃতন গ্রহের নৃতন অধ্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিউপতি [সি] বি শতাব্দী গতি। 'অতি মৃদুসমে নিউপতিসমে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের সারনখের চলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিউপতি [সি] বি নীরব পদক্ষেপ। 'একটি জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিউপতিচরণে চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিউপতি [সি] বি ক্রী নীরবে চলে যে। 'উর্ধ্বাধি চিরবৃ - নির্বাকবৃত্তিতা নিউপতিচারিণী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিউপতি [সি] ১ বি নীরবতা। 'সকলোটি তাহার নিউপতিতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি শতাব্দী নহে। 'যাকে মাঝে তবু এক অসম্ভব নিউপতি পৃথিবীর পথে অনু লয়।' জীবন, ১৯৪০।

নিউপতি [সি] বি শতাব্দী পদক্ষেপ। 'নিউপতিসমে বিনোদিনীর গলাতে ধারের নিকট মনেস্ত্র আসিয়া দাঁড়াইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিউপতি [সি] ক্রিবিপ নীরবে। 'নিউপতিসমে চূপ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নিউপতি [সি] বিপ নীরবতাতে তেজ করতে পাবে এমন। 'আবার, নিউপতিসমী বাণও আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নিউপতি [সি] বি শতাব্দী গতি। 'যোমবাতি সেজ লইয়া নিউপতিসময়ে চলিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিউপতি [সি] ক্রিবিপ নীরবে। 'নিউপতি বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিউপতি [সি] বিপ শতাব্দী। 'সেনানীতির ভূপ নিউপতি হইলে সত্য ভল হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

নিউপতি [সি] নিয়+তা শব্দ। বি শতাব্দী নহে। 'কেউ যদি ক্রটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিউপতিসমে বলাবো।' মুহুরতা ১৯৬৬।

নিউপতি [সি] নিয়+তা শব্দ। ক্রি তদীয়র অথবা অসীয়ার নেই এমন। 'নিউপতি' মাল্লান, ১৯৬৮।

নিঃশ্বাস [স নিঃশ্বাস] বি নিঃশ্বাস; ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু। 'ভূমিত বসিয়া রাজা এড়ি নিঃশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিঃশক্তি [স] বি শক্তিহীনতা। 'যারা প্রথম হতেই অন্তরে নিঃশক্তির আগা পোষণ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৬০৭।

নিঃশেষ [স] ১ বি অবশিষ্ট থাকে না এমন অবস্থা। 'রাজব নিঃশেষ দিতে পারি।' রামায়ণ, ১৮০২। ২ বিণ সম্পূর্ণ। 'তাহা শিক্ষাপ্রাণোদী সমুদ্রয় পুস্তক হইতে নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা বিয়ের।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিঃশেষপূর্বক [স] ক্রিণ সম্পূর্ণরূপে। 'দুইটি মিঠাই মনেস্ত্র নিঃশেষপূর্বক খাইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিঃশেষে ক্রিণ পুরোপুরি; শেষ করে। 'নিঃশেষে আছি ফুরানো।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'নিঃশেষে গ্রাস যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নিঃশেষে পরিপূর্ণ বিণ কানায় কানায় পূর্ণ। 'শাশ্বতালো নিঃশেষে পরিপূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিঃশেষস্থায় [স] বিণ প্রায় শেষ। 'কিঁতুর জীবন-প্রাণীশের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে – এ কথা কিছুতেই বলা চলিবে না।' বনফুল, ১৯০৬।

নিঃশেষ্য [স নিঃশেষ্য] ক্রি পুরোপুরি শেষ করা। 'নিঃশেষিয়ে হাস রে নিয়/রাখিস সে আর বাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নিঃশেষিত [স] ১ বিণ সমাপ্ত। 'পকিয়ামে নিঃশেষিত হইয়া নেহতন সমাধান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ শূন্য। 'তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'তাহা অকৃত্রিমতা এবং প্রকৃতা চাহে, আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিঃশ্বাস [স নিঃশ্বাস] ক্রি শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা। 'নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস হাওয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

নিঃশ্বাস [স] ১ বি নিশ্বাস। 'এক শয়নে শুতে নারি সাশের নিঃশ্বাসে।' বনফুল, ১৬০০। ২ বি গীর্ষ নিঃশ্বাস; বিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করা। 'খাবার সময়ে তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

নিঃশ্বাস-কলুষিত [স] বিণ নিশ্বাসে নিশ্বাসে দূষিত হয়েছে এমন। 'নিঃশ্বাস-কলুষিত বহু ঘরের বাতাস।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

নিঃশ্বাসবাহু [স] বি শ্বাসক্রিয়া। 'এখনও নিঃশ্বাসবাহু বহিছে তাহার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নিঃশ্বাসরুদ্ধ [স] বিণ শ্বাস রুদ্ধ করে এমন। 'তাঁরপর করেকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত।' তরঙ্গী, ১৯৪৮।

নিঃশ্রেয়স [স] বি ব্রহ্মসংসার। 'আর্যেরা এত দিন অপবর্ণ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জ্ঞান গভীর কামনে সমাধি করিতেছিলেন।' বনফুল, ১৮৭২।

নিঃশব্দ [স] বিণ দ্বি। 'আত্মাবলে ফিকে অন্ধকার, স্তূলে নিঃশব্দ তরুতা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

নিঃশব্দকট [স] বি শব্দহীন। 'হতদিন রাজকর্ষ নিঃশব্দকট ছিল অভাবনোমার সহজ কথ্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

নিঃশব্দকোচ [স] বি কুঠাটন অবস্থা। 'নিঃশব্দকোচে সেখানে অস্ত্রয় গ্রহণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিঃশব্দে [স] বিণ শব্দো নেই এমন। 'তাহার পর কত সৌর-জগৎ

পার হইয়া নিবাত, নিঃশব্দ, নিঃশব্দ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক, অপ্রকৃতা, শূন্যময় অনন্ত উপনীত হইলেন।' বনফুল, ১৮৮১।

নিঃশব্দশ্র [স] বি শব্দহীনতা। 'একথা নিঃশব্দে বলা যাইতে পারে যে ... এই প্রত্যেক পতি অবশ্যই হইতে পারিবে না।' ভারত সংকরক, ১৮৭৩।

নিঃশব্দশ্র [স] বি শব্দহীনতা। 'নিঃশব্দশ্র অনন্ত করিবার যে পরিত্রুটি তাহাকে অংকুর বলিব না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিঃশব্দশ্রিত [স] বিণ নিঃশ্রিত। 'সেই অভিযোগ নিঃশব্দশ্রিত রূপে সম্রাম হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

নিঃশব্দে [স] বিণ একান্ত সম্পর্কহীন। 'ভূমিতল থেকে নিঃশব্দে উৎখত যেমন অনেকখানি দেশকে দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

নিঃশব্দে [স নিঃশব্দে] বিণ সংশয়হীন। 'হেলনকে কেবা আছে মানে নিঃশব্দে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নিঃশব্দ [স] বিণ নিঃশব্দ। 'আপন ব্যতীত হতে নিঃশব্দ দেখিব তাহা আমি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নিঃশব্দোচ [স] বি কুঠাটন। 'রাজনুহিতার দুর্মময়ী গর্ভ নিঃশব্দোচে বিকসিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নিঃশব্দোচ [স] বি কুঠাটন। 'গভীর উপলব্ধি নিঃশব্দোচা ও পরিত্রুটি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নিঃশব্দ [স] ১ বিণ সঙ্গীত। 'নিঃশব্দ লোকগানের ... কালো যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাবে কইয়া গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বিণ নিঃশব্দ। 'নিঃশব্দ এ অন্তরের চির-আকর্ষণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

নিঃশব্দতা [স] বি একাকিত্ব। 'নিঃশব্দতা নির্জন রক্তবৎসরার মধ্যে বহুই তখন ...।' জীবন, ১৯০১।

নিঃশব্দতাবোধ [স] বি একাকীত্ব অনুভব। 'একটা গভীর নিঃশব্দতাবোধে নিঃশব্দ হয়ে থেকে।' তরঙ্গী, ১৯৬৪।

নিঃশব্দিতা [স] বিণ সঙ্গীত। 'নিঃশব্দিতা ধর্মী/শিশাল অন্তর হতে উঠে সঙ্গীত/একটি ব্যথিত প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নিঃশব্দ [স] বিণ বশহীন। 'নিঃশব্দ নিঃশব্দ নিঃশব্দ ভারতের দুর্গগতাই ইংরেজ-সম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিঃশব্দ [স] ক্রিণ সঙ্গীতহীন অবস্থা। 'সে নিঃশব্দে মরিয়াছে।' রামায়ণ, ১৮০০।

নিঃশব্দিত [স] বিণ নিঃশব্দ। 'তারা ... নিঃশব্দিত হয়ে চলে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

নিঃশব্দিত [স] ১ বিণ শব্দহীন। 'অভিনিঃশব্দিত কীটানুশ্রেয় করিতে পারি।' বনফুল, ১৮০৩। ২ ক্রিণ শব্দহীনতা। 'আপনি যে কর্ম নিঃশব্দে করি, তাহাতে অন্যকে সেবিয়া বড়ই সৌখিন।' তরঙ্গী, ১৮০০।

নিঃশব্দিতাবে [স] ক্রিণ শব্দহীন না করে। 'অনুষ্ঠান নিঃশব্দিতাবে ... দাবীকে বৃদ্ধিমান করিয়া দিলে ...।' অক্ষয়, ১৯০০।

নিঃশব্দে [স] ১ বিণ নিঃশব্দিত। 'অন্তঃশব্দ নিঃশব্দে অন্ধকমে এখানে পৌঁছবেক।' তরঙ্গী, ১৮০৩। ২ ক্রিণ শব্দহীনতাবে। 'আপনি যে কর্ম নিঃশব্দে করি, তাহাতে অন্যকে সেবিয়া বড়ই সৌখিন।' তরঙ্গী, ১৮০০।

নিঃশব্দে [স] ক্রিণ শব্দহীনতাবে। 'আমি নিঃশব্দে অনুমান করি যে ...।' অক্ষয়, ১৮৪০।

নিগোহি

নিগোহি [স] *কি* দ্বিহীন। 'নিগোহি করছ চালে।' *কেতকা*, ১৬৫০।

নিগোপদ্ধ [স] *কি* পক্ষহীন; নিগপক। 'অখণ্ড এতাপে রবে বাহুবের সনে/নিগপদ্ধ রাজ্যমাতে বদ্ধ সিংহাসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিগময় [স] *কি* অতিক্রম হয়েছে এমন সময়। 'সময়ের জিতের নয় – নিগময়ে নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিগম্পর্ক [স] ১ *কি* সম্পর্কবহীন। 'তাহাণিগের নিগম্পর্ক হৈছে হইয়াছিল।' *সেহাঙ্গ*, ১৮৭৭। ২ *কি* অনাত্মীয়। *সেহাঙ্গ*, ১৮৭৮; 'প্রায় তাহায়া নিগম্পর্ক লোকেরে গ্রিহাণয় হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিগম্পর্কিত [স] *কি* সম্পর্কহীন নয় এমন। 'মাদুঘের পলিচিতাল মন ... তার সঙ্গে নিগম্পর্কিত।' *প্রথম*, ১৯২০।

নিগম্পর্কীয় [স] *কি* অনাত্মীয়। 'নিগম্পর্কীয় মেয়ের পাশে।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

নিগম্পর্কীয়া, নিগম্পর্কীরা [স] *কি* ক্রী সম্পর্ক নেই এমন। 'নিগম্পর্কীয়া অত্র ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার কোনো দিন কোনো পরিচয় হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিগম্পন্ধ [স] *কি* অনাত্মীয়। 'নিগম্পন্ধ লোকেরে গ্রাম রক্ষার্থে আত্মগত ভূগবৎ পরিভাষণ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নিগম্পল [স] ১ *কি* দরিদ্র। 'এইরূপে নিতান্ত নিগম্পল হইয়া, স্তরজী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৭৭। ২ *কি* সন্ততিহীন। 'যত নিগম্পল বিজ্ঞতা, পটিল ক্রোদ্ধ হাশি।' *গঙ্গালী*, ১৯৪৫।

নিগম্পলতা [স] *কি* সন্ততিহীনতা; দারিদ্র্য। 'নিরাশ্রয়তা বা নিগম্পলতার ভাব জড়িত।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

নিগম [স] *নিগম*। 'কি বের হয় না এমন অবস্থা।' *গোলাব পল্লব*। 'তনি নিগমে ন্যাসুর।' *রূপসঙ্গ*, ১৭৫০; 'মুখে না নিগমে বাহ্যিক হুস পড়ি যায়।' *ভারত*, ১৭৬০।

নিগমথ [স] *কি* নির্গমন। 'রসনা হইতে শীরস পঙ্খ নিগমথ না করিয়া ...।' *অক্ষর*, ১৭৫২।

নিগমতা [স] *নিগম*। 'কি নিগমত হওয়া। নিগমথ কি নির্গমন হয়।' 'উর্ধ্ব মুখে ভরে পুনি অধে নিগমথ।' *আলাওল*, ১৬৮০। *নিগমথিল* *কি* নির্গত হলো। 'নিগমথিল গর্ভ ভরে বৈদ্যে চিকিৎসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *নিগমথের কি* এগিরে আসে। 'বাঁধিবার তরে কার না নিগমের কর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিগমহ [স] *কি* সহায়হীন। 'এই রূপ, এই ব্যাধ, এ নিগমহ দ্বাধ নিগমহ বৈরাগ্যভাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নিগমহায় [স] ১ *কি* সহায়হীন। 'নিতান্ত নিগমহায় মর্যবৎপাদ্য উপস্থিত ভাবিয়া ... কখন করিবেছে।' *অক্ষর*, ১৮৪৮; 'নিগমহায় রবণীর প্রতি নির্মমতা অত্যন্তেরে অবিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *কি* গরিব। 'নিগম, নিগমহায়, নির্বিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নিগমহায়তা [স] *কি* অবসায়তা। 'শীতের বাতাসে কেমন তীক নিগমহায়তাকে গড়তে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩০।

নিগমহায়ভাবে [স] *ক্রি*কি সহায়হীনভাবে। 'বেলা-পেগরা ক্ষেত্রের মধ্যে যারা নিগমহায়ভাবে আবদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

নিগমহায়া [স] *কি* ক্রী অবসায়। 'নিগমহায়া জীবিতের জন্যে বিধাতা কান্নার সৃষ্টি করিয়াছেন।' *মঙ্গলরত্ন*, ১৮৮৫।

নিগমোড় [স] ১ *কি* সাজা গণ্ডায়া যায় না এমন। 'এই স্পর্শ

সংঘের সমস্ত বেদনাকে নিগমোড় করে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬; 'মানবের নিগমোড় নিগম্পদ মুহূর্ত।' *নন্দরত্ন*, ১৯২৪। ২ *কি* অসাড়। 'প্রভাতের নিগমোড় জীবনে কি থাকবে তাহলে?' *জীবন*, ১৯৩১।

নিগোড়তা [স] *কি* নিগুড়তা। 'চতুর্দিকে নিগোড়তার পায়নখণ্ডে বারখার আহত-প্রতিহত হইয়াছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'অন্ধকার নিগোড়তার মাঝখানে।' *জীবন*, ১৯৩৬।

নিগোক্ষস [স] *কি* নির্ভয়। 'প্রভুর বুকের উপর আল্লাহিতে উদ্ভাত হইল, এবং বড় নিগোক্ষসরূপে তাহার মুখ চাটিতে লাগিল।' *তারিখী*, ১৮০৩।

নিগোয়িত [স] *কি* নিগমায় করা হয়েছে এমন। 'আমার সেন্দী হতে নিগোয়িত করে নিলো জীবনের ছায়া।' *মহেনত*, ১৯৪৯।

নিগোয় [স] ১ *কি* অসার; বহুত্বহীন। 'নিগোয় ছায়ার ছায়া।' *সুখীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *কি* তেজহীন। 'অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিগোয় নির্মোকে।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩২। ৩ *কি* নিগমথ। 'যেন না পড়ায় রস সন্তোষের পারার নিগোয়।' *মহাশূন্য*, ১৯৬৬।

নিগোয়ণ [স] ১ *কি* উৎপত্তি। 'পরমেশ্বর পর্বত গুহা হইতে নদী সমুদায় নিগোয়ণ করিয়াছেন।' *অক্ষর*, ১৮৪৮। ২ *কি* নির্গতকরণ। 'সম্প্রসাধন এবং নিগোয়ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিগোয়িত [স] *কি* বের করা হয়েছে এমন। 'তারা বৃষ্টি তাহা হইতে কোন্‌ক্ষেপেই নিগোয়িত নিগোয়িত হয় না।' *অক্ষর*, ১৮৪৯।

নিগোয়িস [স] *কি* সাহসের অভাব। 'আমাদের নিগোয়িসের উপরে পূর্ণ ঘেঁষে বিদেশী বণিকগণ সত্যাধিকারতার যাবদা চালিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিগোয়সী [স] *কি* সাহসহীন; ভিত্তি। 'আমি কি এমনি নিগোয়সী।' *মঙ্গলরত্ন*, ১৮৮৫।

নিগোয়ী [স] ১ *কি* সীমাহীন। 'প্রত্যয়ে নিগোয়ী মত্তে জেন ভীম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *কি* সীমাহীনতা। 'তোমার নিগোয়ী-মায়ে পূর্ণানন্দভাবে আপনাকে নিগোয়ীয়া নামগণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *কি* অসীম। 'জাপো নিগোয়ী মনো পূর্ণের বাহ্যপণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'নিগোয়ী নভে, নিগমিত নভে।' *নন্দরত্ন*, ১৯২৯।

নিগোয়ীমতা [স] *কি* সীমাহীনতা। 'চায় বৃষ্টি মোর নিগোয়ীমতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিগুণ [স] *কি* সুরহীন। 'গভজনমের সাধনেই বিদ্যা এনেছি সাথে এই গো/নিগুণ-বসাতল-তলায় মজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিগুণ্য [স] *কি* অন্ধকার; সুরহীন; আলোহীন। 'নিগুণ্য নির্জন করে নিতে এসে।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিগুত [স] *কি* নিগত। 'পর্বত হইতে অত্যাধু ধাতুনিগুত নিগুত হয়।' *অক্ষর*, ১৮৫২।

নিগুতী [স] *কি* নির্গণন; বের হওয়া। 'যখন হবে চরম শাসের নিগুতী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিগুতশব্দ [স] *কি* স্পন্দনহীন। 'আকাশে যে গান ঘুমায়েছে নিগুতশব্দ/তারানীপত্তি কীপিয়ে তাহারি বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নিগুতশব্দিত [স] *কি* স্পন্দনহীন সমর্পণ। 'চরণগত ময় চিত নিগুতশব্দিত করে যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিগুতশূ [স] ১ *কি* নিরাসক্ত। 'সকলই এ বিশ্বের নিগুতশূ নিগুতশূ হিল।' *অক্ষর*, ১৮৪৮। ২ *কি* কামনাশূন্য। 'তোবার মত নিগুতশূ ও সামুদ্রিক ত্রীলোক সেবি নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬০।

নিঃশুভ্রতা [সি] বি শোভনহীনতা। 'তাহার নিঃশুভ্রতা ও সামুদ্রিকতার অঙ্গবোধ প্রকাশ্যে করিয়া বলিলেন।' *কিয়া*, ১৮৬৩।

নিঃশ্র [সি] ১ বি সন্ধ্যা। 'তাঁহারা এতকবারে নিঃশ্র হইয়া সেই আদ্যাত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ২ বি রিক্ত। 'নিঃশ্রের নিঃশ্র করি বিশেষে কিনিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিঃশ্র-করা [সি] নিঃশ্র করে দেয় এমন। 'নিঃশ্রবিয়া নিঃশ্র কি তরি নিঃশ্র-করা দানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিঃশ্রজ্ঞান [সি] বি কিছু নেই যার; সন্ধ্যাহীন। 'নিঃশ্রজ্ঞানের দুঃখপদের বহু, হিঁদিস তায় রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিঃশ্রতা [সি] বি সন্ধ্যাহীনতা; দারিদ্ৰ্য। 'হায় রে ভিক্ষু, হায় রে, নিঃশ্রতা তোমার মিথ্যা সে ঘোর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'আমার মনের নিঃশ্রতা ভূমি/বিবাস দিয়ে ভরবে।' *অন্নদা*, ১৯৪৩।

নিঃশ্রত্ব [সি] বি সন্ধ্যাহীন; নিঃশ্র। 'পোষণ করিয়া তাহাকে নিঃশ্রত্বভাবে নিঃশ্রত্ব করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

নিঃশ্রন [সি] ১ বি গর্জন। 'জয় ওজস্বির হিকে শিব বীর সুগভীর নিঃশ্রনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ বি ধ্বনিহীন। 'বাইরে নন্দবর্ষিত আকাশের সৌমিত্রিক নিঃশ্রন।' *মঙ্গল*, ১৯৩৯। ৩ বি শব্দ। 'সংঘটিত ভাবে গঠিত নভনীলে বস্ত্রের নিঃশ্রনে।' *কল্কর*, ১৯৬৩।

নিঃশ্রনা [সি] নিঃশ্রন>। ক্রি ধ্বনিত হওয়া। 'অমের প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃশ্রনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

নিঃশ্রপ্ত [সি] বি সন্ধ্যাহীন। 'বপু হতে নিঃশ্রপ্ত অতলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিঃশ্রব [সি] বিগ্ন নীরব। 'অবধ-প্রাঙ্গণ মাঝে নিঃশ্রব মঞ্জীর গুঞ্জে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

নিঃশ্রবা [সি] নিঃশ্রব>। ক্রি নির্গত হওয়া। নিঃশ্রবে ক্রি নির্গত হওয়া। 'শিব শিব শব্দ তাদের বদনে নিঃশ্রবে।' *কৈতব*, ১৮৫০।

নিঃশ্রার্থ [সি] ১ বি অপকাল। 'স্নেহে কুপে নিঃশ্রার্থ মরণ।' *আশাওল*, ১৬৮০। ২ বি ব্যর্থহীন। 'তাঁহার এতাবধি তাঁহা নিঃশ্রার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিঃশ্রার্থতা [সি] বি ব্যর্থহীনতা। 'নিঃশ্রার্থতা, ভাষাশীলতা এবং আত্মসম্মেয় ধর্মের গোড়াঘাট।' *ওলালী*, ১৯৪৪।

নিঃশ্রার্থপরতা [সি] বি ব্যর্থভাষীনতা। 'নিঃশ্রার্থ ভাষোবালা পাওয়া নিঃশ্রার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নিঃশ্রম্য [সি] নিঃশ্রম>। ক্রি নিঃশ্রত হওয়া। 'নিঃশ্রমিল ক্রি নিঃশ্রত হোলে।' 'সেব্যমোহে নিঃশ্রমিল ব্যাসের বদন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮১।

নিঃশ্রবণ [সি] ১ বি সঙ্গীত। 'অবশেষে তাদৃশ প্রণয়মুত সঙ্গার ও আনন্দবাহি নিঃশ্রবণে কখনই হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ বি প্রবাহ। 'এ যেনো গর অস্ত্রহীন কোন আনন্দের নিঃশ্রবণ।' *কল্যাণ*, ১৯৬২।

নিঃশ্রাব [সি] বি ক্ষরন। 'উত্তর প্রবাহী প্রোভের নিঃশ্রাব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

নিঃশ্রোত [সি] বি শ্রোতাহীন; গতিহীন। 'মোর তরী নিঃশ্রোত জীবনপথে।' *দুইশ্র*, ১৯২৯; 'মনে থাকবে কি এই নিঃশ্রোত সঙ্গীর যতো দিন।' *হোসেন*, ১৯৪০।

নিঃ [সি] বি নিঃ। 'বপন সেখানে হাসকা নিঃ।' *নজরুল*, ১৯২৬।
নিকট [সি] বি কাছাকাছি স্থান। 'যমুনার ঘাটে নিকটে রথিণী পাশে বিরোধে

কাছাকাছি।' *বহু*, ১৪৫০।

নিকট-অতীত [সি] বি বুঝ বেশিদিন আগের নয় এমন। 'আজ্ঞা, সেই নিকট-অতীত কাহিনী বলছি।' *এমথ*, ১৯৩৫।

নিকটতম [সি] বি ত্রী সবচেয়ে নিকটবর্তী যে। 'ঢেয়ে ঢেয়ে দেখি সেই নিকটতমের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

নিকটতর [সি] বি তুলনামূলকভাবে কাছে অবস্থিত। 'সূর্য ... তিক্ষিণ নিকটতর।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিকটবর্তি, নিকটবর্তী [সি] নিকটবর্তী। বিগ্ন নিকটে অবস্থিত। 'গৌর নদী কাটাওয়া আপন পঙ্কজের নিকটবর্তি বহুদূর নদীতে মিলিতা করা হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

নিকটবর্তিনী, নিকটবর্তিনী [সি] বি ত্রী কাছাকাছি। 'এমন সময় রাজবহিষ দুহিতার নিকটবর্তিনী হইয়া বলিলেন, বৎসে।' *মহারসক*, ১৮৬৯; 'এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিকটবর্তী, নিকটবর্তী [সি] ১ বি কাছাকাছি। 'এক নিকটবর্তী পক্ষের প্রসব বেদনা হইয়াছে।' *ভাগিনী*, ১৮০৩; 'তিনি তাহাদিগকে ... নিকটবর্তী শিল্পাগারে লইয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ বি আসন্ন। 'মৃত্যু নিকটবর্তী জাতিয়া দেয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, যা প্রমোদন' *মহারসক*, ১৮৬৯।

নিকটবিস্তি [সি] নিকটবর্তী। ক্রি বিগ্ন কাছ। 'তাহার নিকটবিস্তি থাকিয়া হৃদয়মণ্ডল অসান করে।' *কাল্যণ*, ১৮৭৭।

নিকটসম্পর্ক [সি] বি বিবিধ সম্পর্ক। 'পৃথিবীর নিকটসম্পর্ক সে অনুভব করিতে পারিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিকট-সম্বন্ধ [সি] বি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'সুখিভূতের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমজের প্রতিষ্ঠার ... নিকট-সম্বন্ধ।' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিকটস্থ [সি] নিকটস্থ। বিগ্ন নিকটে। 'ঘরের নিকটস্থ আছে।' *কাল্যণ*, ১৮৪৪।

নিকটস্থ [সি] ক্রিগ্ন নিকটে; নিকটে। 'নিঃসংসনিকটে স্থিতোজ্যায়াক্ত দেখিয়া চতুর্বিংশতি পুত্রলিঙ্গ কখনে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

নিকটস্থ হওয়া ক্রি নিকটবর্তী হওয়া। 'নিকটস্থ হইয়া বলিলেন - খবর আর কি! সূর্য চন্দ্র এখনও উঠছে, ভালোর মধ্যে এই।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

নিকটস্থ [সি] বি ত্রী নিকটবর্তী। 'নিকটস্থ দুই ত্রী এই চারি জন সহমরণ্যোদ্যাই হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

নিকট [সি] নিকট>। ক্রি নিকটে পৌঁছানো। 'শীতগামী দেব-শিবী দেব নিকটীয়া, করণুটে প্রণাম করিয়া যথা বিধি।' *মাইকেল*, ১৮৮০।

নিকটাবর্তি [সি] নিকটবর্তী। বিগ্ন নিকটে। 'এই কএকজন ফলান সোশানকার নিকটাবর্তি ও মাতবরিও আছে।' *ফাল্গুন*, ১৭৭০।

নিকটাবর্তি [সি] বিগ্ন কাছাকাছি আছে এমন। 'বাঁহারা এ সুবাহাতের বিষয়ের জ্ঞাত নিকটাবর্তি থাকে ...।' *রামরায়*, ১৮০১।

নিকটে ক্রিগ্ন কাছে। 'নিকটে থাকিতে যুগে জাইবো কি কারনে।' *বহু*, ১৪৫০।

নিকটে ক্রিগ্ন নিকটে। 'দূরত নিকট হএ নিকটে দূর।' *আশাওল*, ১৬৮০।

নিকড়িয়া [সি] নি+কড়+দিক>। বিগ্ন কড়ি নেই এমন; নির্ধন। 'আমার নিকড়িয়া হরের রসিক কানন যুগে যুগে/নিকড়িয়া বাঁধের বাঁধি

নিকড়ে

বাজারে মোহন সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫: 'আজ এই নিকড়িয়া ছুটির
অমৃতপ্রভা সরিয়েছেন তিনি ভিড়ের থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিকড়ে [স নি+কপদর্শিকা]। বিপ অর্থশূন্য। 'এখন নিকড়ে নাতীর মুখ
দেখ, আর মেয়ের সাধ দিতে হলো না।' উমেশ, ১৮৫৭।

নিকর [স]। বি সমূহ। 'কনক মন্ত্রাতরে আর পাসলী নিকর।' বড়ু, ১৪৫০:
'অবরতলে ভারাবুদ যত - ইন্দীবর-নিকর।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিকরূপ, নিকরূপ, নিকরূপ [স]। ১ বিপ করুণাশীন। 'বিদ্যাপতি ভন
মাধব নিকরূপ কাছে সমুদায়র খেদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'কপট
কাহসি, বিবেচ্য বয়েসি কাছে নিকরূপ মোয়ে।' রামশঙ্গদ, ১৭৮০।
২ বিপ নিষ্ঠুর। 'অকারণে না বোল বচন নিকরূপ।' বাহরাম, ১৬৫০।

নিকরূষণ [স]। বি সন্নিবেশ। 'বিস্করূষণ এবং নিকরূষণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিকলা [হি নিকাল<]। ক্রি নির্গত হওয়া। নিকল ক্রি প্রকাশ পায়। 'আজ
নামে বর্ন তাঁর মৌজিক নিকল।' মাধবর, ১৫০০। নিকল ক্রি বের
হোক। 'বাম অভিনেতৃ নিকলক ডাইনে সত্তর।' সুলতান, ১৭০০।
নিকলিছে ক্রি বের হয়েছে। 'তবে জিজ্ঞাসিলা জিহ্বা কেনে
নিকলিছে।' সুলতান, ১৭০০। নিকলিতে ক্রি বের হতে। 'নিজিলাসে
নিকলিতে বোল কি কারণ।' সুলতান, ১৭০০। নিকলি ১ ক্রি বের
হবে। 'মাঘের পর্দ হোন্তে নিকলি ব তবে।' সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি
বের হবে। 'পুরুষ থাকিতে কেনে নারী নিকলি ব।' সুলতান, ১৭০০।
নিকলিমু ক্রি বের হবে। 'বসুলে বুলিলা মুক্তি আগে নিকলিমু।' সুলতান, ১৭০০।
নিকলিলা ক্রি বের হলো। 'আসিয়া জাইয়া
জানোয়ার ঘর্য নিকলিলা।' মাধবর, ১৫০০। নিকলিলো ক্রি বের
হলো। 'নিকলিলে বেজিয়া মারিবে এইকর।' সুলতান, ১৭০০।
নিকলে ক্রি নির্গত হলো। 'নয়নে নিকলে বহি ঝলকে ঝলকে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিকশা, নিকসা [হি নিকাস<]। ক্রি বের করা। নিকশিল ক্রি বের হইল।
'এক নব মূল নিকশিল যুগমূলে।' কুরুদাস, ১৫৮০। নিক্ষর ক্রি
বের করবে। 'জিউ নিক্সর জ্বব রাধক কোই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
নিকসয়ে ক্রি প্রকাশিত হয়। 'যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনুজোতি।' গোবিন্দ, ১৬০০।

নিকষ [স]। ১ বিপ ঘোর অন্ধকার। 'কন্যা নিকষ তোর দেহের কাঁটা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি নিকষ পাথর। 'সোনার মতো নিকষে কথা যায়
না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিকষকথিত [স]। বিপ কটিপাথরের পরীক্ষিত। 'নিকষকথিত সোনার
মডই সে মাহার্য।' অতিথ, ১৯৫০।

নিকষ কাশো ১ বিপ কটিপাথরের মতো কাশো। 'বিশিকালো
মোখেকাশো নিকষ কাশো চিকন কাশো আলাদা আলাদা হং।' অবন, ১৯৫৫। ২ বিপ ঘনকাশো। 'যখন মাথার উপর নিকষকাশো ঘেঘ।' শঙ্ক, ১৯৭০।

নিকষকৃষ্ণ [স]। বিপ ঘনকাশো। 'গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ
অন্ধকারে মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নিকষঘনকাশো [স]। নিকষঘন+কাশো। বিপ কটিপাথরের মতো ঘন
কাশো। 'নিবিড় নিশা নিকষঘনকাশো।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নিকষত [স]। নিকষিত। বিপ বিদ্রুত। 'যেহ নিকষত শোভে কনক
রেহা।' বড়ু, ১৪৫০।

নিকষপাথর [স]। বি কটিপাথর। 'নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া
লওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিক্ষ-পাশাঘ [স]। বি অতি কঠিন নিক্ষ-পাশাঘের উপর এই হারানো
সোনার একটি রেখা পড়িতেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

নিক্ষশিলা [স]। বি কটিপাথর। 'ভাঙ্গরে নাহিত নীলা মসার
নিক্ষশিলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিকষিত [স]। বিপ ঝাঁট। 'রজাকিনী গ্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ
নাহি তায়।' চিত্রা, ১৬০০।

নিক্ষা [স]। নিক্ষ<। ক্রি বের হওয়া। 'রতির যে বাণ নাহিক কখন তবে
কৈছে নিক্ষয়।' চন্দ্র, ১৫৫০।

নিক্ষিয বিপ খুব আভ্যস্তিম্য। 'আভ্যস্তিম্যের মিশরী নিক্ষিয মহাশয়রা
বলেন।' মুকুন্দর, ১৯৫২।

নিক্স [স]। নিকষিত। ক্রি নিকষিত অবস্থা। 'কনক নিক্স সম তনুকাঙ্ক্ষি
লীলা।' বড়ু, ১৪৫০।

নিকা [আ]। নিকায। ক্রি দ্বিতীয় বিবাহ। 'কেহো নিকা কেহো বেরা নাহা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিকাড়ি বি লাগামের সঙ্গে যে অংশ ঘোড়ার মুখে এঁটে দেওয়া হয়।
'নিকাড়ি খেঁটিয়া মুখে দিলেক লাগাম।' মালিকরাম, ১৭৮১।

নিকানো ১ ক্রি পেগা। 'নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া নিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ ক্রি নিড়েগো। 'বিশ্ব থেকে নিকয়ে নেবে রক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নিকামত, ক্রিবিপ নির্ভরগোটে। 'অমৃতের দায় সাক্ষ সজ্জিতে সঁপে, অস্তিম
শ্যায় নিকামত পারে না আশ্রয় নিতে।' সুশীল, ১৯৫৩।

নিকামা [স]। নিকর্ম। বিপ কাজের নয় এমন। 'যা হইয়াছিল সে সমস্ত
নিকামা।' কেরি, ১৮০২।

নিকার [স]। বি অপমান। 'তোহ সন পহ গুন নিকোতন কএলহ যোর
নিকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিকারবোকার বি পোশাকবিশেষ। 'আলমারি বুলে একটি ডেলাডেটের
নিকারবোকার বের করলো।' বুদ্ধ, ১৯৪৮।

নিকারি, নিকারী [স]। নিকার<। বি যুসলমান মাছ ব্যবসায়ী। 'সে শোকাটা
নিকারিসের মোড়ল।' ইমদাদুল, ১৯২০: 'বাবদায়ীশণ জেলা, নিকারী, চাষা ... প্রকৃতি দ্ব্যাবাক্ষ আখ্যায় আখ্যাত।' দেহোদেত, ১৯৩৫।

নিকাল [হি নিকালনা]। ক্রি বের করা। নিকালিতে ক্রি বের করত। 'দেশ
হোন্তে বিধ নিকালিতে।' আলগোল, ১৬৮০। নিকালিবা ক্রি বের
করবে। 'কি উশায় নিকালিবা চিত্তহ সত্তর।' আলগোল, ১৬৮০।
নিকালিয়া ১ ক্রি বের করে। 'নৃপতির কন্যাসুত্রী দিল নিকালিয়া।' আলগোল, ১৬৮০। ২ ক্রি বুলিয়া; খুলে; ব্যাখ্যা করে। মেয়ার, ১৭৮৭।

নিকাস, নিকাষ, নিকাস [আ]। ১ বি হিসাব। 'নিকাসে তাঁহার পৌজা
তারে হয় পৌজা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি পরিশোধ। 'সেনা নিকাষ
করিয়া আমায় এখানে আসিবে আজ্ঞা হইবেক।' ওঙ্গ, ১৭৮২। ৩
বি নিষ্পন্ন; শেষ। 'তাদাদা শেখানকার কাজ নিকাষ হইলে বড় ভাল
হয়।' চিত্রিপদে, ১৭৯১: 'তিনি অনেক মকদ্দমা আকাশে ফাঁদ
পাড়িয়া নিকাষ করিয়াছেন।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি খালস।
'আমানত সওয়া নিকাসতক থাকিবেক।' ক্যালগে, ১৭৯৮। ৫ বি
খোজ। 'জানে না কানটিং খবর রতমহলের নিকাষ নিচ্ছে।' শালন, ১৮৯০। ৬ বি নির্গমন। 'ঘরে জল-নিকাসের কোনো এগালী ছিল
না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নিকাশনবিস [আ নিকাশ+ফা নবীশ] বি হিসাবরক্ষক। 'নিকাশনবিস বসিয়া খাতাশর দিখিতহে।' বিকৃতি, ১৯৩১।

নিকাশী [স] বিণ চূড়ান্ত। 'নিকাশী কাশ বাধেব গলে জেনে তলে কেন তুলি।' লালন, ১৮৯০।

নিকাসি [আ নিকাশ+বিণ সমাধিসূচক। বিদ্যা, ১৮৯১।

নিকায়া [আ নিকায়া] বি বিবাহ। 'নিকায়া শড়াইয়া মোরে দেখে মহামতি।' সুলতান, ১৭০০।

নিকি [স শিখিকা] বি ছোটো উকুন। 'নিকি মরে গচা গছ।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

নিকুটি ১ বি শেষ। 'আসে সেবতাদিসের নিকুটি করে ... দেখিবে দিত্য।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বি অবশ্যতা; বরখোশ। 'তোরে ছকুমের নিকুটি করিনি।' নজরুল, ১৯২৭।

নিকুজ [স] বি উদ্ভাস। 'সুকারিল নিকুজতলে।' বকু, ১৪৫০।

নিকুজগুহ [স] বি উদ্ভাসগুহ। 'কলনার নিতুত নিকুজগুহে ও একেবারেই ছিল একলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিকুজভারী [স] বিণ নিকুজ বসবাসকারী। 'মাঘে নিকুজভারী শ্যাম বুঝি আসে।' নজরুল, ১৯৩২।

নিকুজগাম [স] বি উদ্ভাসগুহ। 'দেখিয়া নিকুজগাম যখন তটে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নিকুজনিবাস [স] বি লতাপুহ। 'তুমি এসো নিকুজনিবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

নিকুজবন [স] বি লতাদি দ্বারা আবৃত বন। 'আইল রথ, তেজসপুত্র, সে নিকুজবনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিকুতী [হি নিকুতী] বি নিকি। 'নিকুতী তৌলি রুএল অনুদিত।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

নিকুশ [স নিচুশ] বিণ নিশেদ। 'নিলকী নিকুশে থাক।' বকু, ১৪৫০।

নিকুর বিণ জড়; সহজে। 'হইয়া নিকুর বেড়িল ঢেকুর ভিন্ন প্রীমানিক তনে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নিকুল [স] বি নিচু বংশ। 'তা হলে নিকুলে যাই মুখে সব যাতনা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নিকুট [স] ১ বিণ নীচ। 'সোকের নিকুট প্রবৃতি সকল বতাবতই প্রবল থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বিণ অপকৃষ্ট; উৎকর্ষহীন। 'অধ্যাপনার রীতি পদ্ধতি অত্যন্ত নিকুট অবস্থার অবস্থিত থাকাতোই ...।' অক্ষর, ১৮৫০। ৩ বিণ সাধারণ। 'বিদ্যা, যুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষ্য্য প্রকৃত কেহ প্রধান, কেহ নিকুট, কেহ প্রকৃত, কেহ কৃত্রিম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ বিণ লঘু; চটুল। 'অপেক্ষাকৃত নিকুট নটক রত্নাবলীর প্রতি ...।' বলদর্শন, ১৮৭২। ৫ বিণ নিম্নমানের। 'ভারতবর্ষীয় বহিঃদেশে নিকুট হইয়া আসিতহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বিণ নিম্নবর্গের। 'নিকুট জাতির হোকায় তামাক খায় না কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৭ বিণ খারাপ। 'নিকুট আচার ব্যবহার।' ইসলাহ, ১৮৯২।

নিকুটতম [স] বিণ অতিশয় নীচ। 'আমি সবচেয়ে নিকুটতম।' জীবন, ১৯৪৮।

নিকুটতর [স] বিণ বিণ অপেক্ষাকৃত নীচ। 'তাহাও সামাজিকতার ভাব কিন্তু নিকুটতর সামাজিকতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। 'শুরুলের দৃষ্টিতে একটি বিবাহিত রী পতর চেয়েও নিকুটতর জীব।' বেণম, ১৯৬৩।

নিকেডন [স] বি গৃহ। 'আসিবে আপন নিকেডন।' যুগ্ম, ১৬০০।

নিকেশ [বি ধাতুবিশেষ। 'নিকেশ কোবাসি নামক দুই ধাতু আছে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

নিকেশ' [স] ১ বি চূড়ান্ত হিসাব। 'চাকরদের কাছে ... তামাকের গুল, মুদ্রা খেঁজার সিনে দু বার নিকেশ দেওয়া হয়।' হেতন, ১৮৬১। ২ বি সাব্যস্ত। 'দেড় দিতে নিকেশ করি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৩ বি সম্পন্ন। 'এতক্ষণে কাজ নিকেশ শেষে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নিকেশ হওয়া ক্রি প্রদত্ত হওয়া। 'জার্মান ও জাপান দুটোই ত নিকেশ হয়েছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

নিকেশ' [স] বিণ চুলহীন; টাকগড়া। 'নিকেশ করবার জন্য নিকেশ মাথারই প্রয়োজন বেশি।' নজরুল, ১৯৩১।

নিকোটিন [স] বি তামাক পাতার যে বিষাক্ত তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। 'নিকোটিনের ঝাঁজ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নিকোনো, নিকোন ১ বি মাটি, পোশের প্রকৃতি দিয়ে সেপন করার কাজ। 'ঘর বেটোনা, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারিবে।' বকিম, ১৮৮২। ২ বিণ মাটি, গোবর প্রকৃতি দিয়ে সেপন করা হয়েছে এমন। 'মাটি দিয়ে নিকোনো আধিনার বাঁধা গোত্র নামার মধ্যে ঘুঘু ডুবিয়ে জাব খাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিকি [হি নিকুতী] ১ বি দাঁড়িপাড়া। 'মানেএল, ১৭৪৩। 'কতকটা জিউজির আদে ...কটা নিকি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি।' বকিম, ১৮৭৮। ২ বি সাদাগাছ। 'আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারকের হাতে সর্বদাই স্বেচ্ছতে পাই আদর্শবাদের নিকি।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

নিকি [স শিখিয়া] বিণ ক্ষয়গ্রস্ত। 'ক্ষয়ির মরিয়া তোমকে নিকি করিলে।' বকু, ১৫০০।

নিকিহি, নিকিহী [স নিয়ন্ত্রিত] বিণ ক্ষয়গ্রস্ত। 'কৃতগতি হৈলা ধর্মীর নিকিহীর তরে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। 'নিকিহি কুলে জন্ম।' যুগ্ম, ১৬০০।

নিকিষ্ট [স] ১ বিণ দুর্ভেদ্য কেশ্য হয়েছে এমন। 'বহুভুগুণ হইয়া একেবারে অকুলসমুদ্রে নিকিষ্ট হইলাম।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ নিচে ফেলেছে এমন। 'কেহ ১৯,৪০০ হাত দীর্ঘ মানরক সমুদ্রে নিকিষ্ট করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বিণ পরিত্যক্ত। 'বেধব্যায়ন্যায় নিকিষ্ট করিয়া অকৃত কায়ের শোকাঙ্করে যাত্রা করেন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

নিকিষ্ট করা ক্রি তাকানো। 'দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিকিষ্ট করলে।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

নিকেশ [স] ১ বি কেশ্য। 'আকাশে খুতকর নিকেশ আর না করেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি চাশিয়ে দেওয়া। 'অধিকভাগ ম্যালিট্রের ক্ষেত্র নিকেশ করা উচিত।' সোমহর্ষণ, ১৭৭৩।

নিকেশ করা ১ ক্রি ফেলে দেওয়া। 'কিঞ্চিৎ দর্পনে রক্তমাংসে লর্ণাধার জ্ঞান করিয়া দূরে নিকেশ করেন।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ ক্রি বশী করা। 'পাছিকে কারাগারে নিকেশ করা হলো।' নজরুল, ১৯২৩।

নিকেশবৎ [স] বিণ নিকেশের মতো। 'কটা ঘায়ে লবণ নিকেশবৎ অভি অনন্ত হইয়া উঠে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

নিকেশিত [স] বিণ টুটে-দেওয়া। 'কাসেমের নিকেশিত অন্তরেই সে ফিরে গিয়ে কাসেমের বুকে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

নিকুল [স] বি ধীমা, নূর প্রকৃতির তীক্ষ্ণ ও মধুর ধনি বা স্বরকার।

‘মহাদীল যথা মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিকুণে।’ *মাইকেল*, ১৮৫১।

নিকুনিকা [স] বি মধুর ধ্বনি। ‘নিকুনিকা যদি পছন্দ হয় তো চলতে পারে।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিখতি [হি নিকতি] বি নিকতি; গুণন করার উপকরণ। ‘নিখতি ক’রে সোনার গুণন জানে।’ *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

নিখরতা [ফা নিখরতা] ক্রিবিধ বিনা ঝরতে। ‘নিখরতা বাটী আমল পাইবেক।’ *কালগে*, ১৭৯২; ‘নিখরতার জামাই পাবে, ছাড়বে কেন?’ *রামনাথায়ন*, ১৮৫৪।

নিখর্ব [স] বিধ দশ সহস্র কোটি সংখ্যক। ‘তখন নিমেষে কোটি কোটি, অর্ধ অর্ধ, বৃন্দ বৃন্দ, বর্ব বর্ব, নিখর্ব নিখর্ব, পর্যর্ পর্যর্ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল।’ *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

নিখাত [স] ১ বিধ খনন করা হয়েছে এমন। ‘তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধায়ক নিখাত হইয়াছিল।’ *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ২ বিধ শোষিত। ‘আশনার জয়ধ্বজা নিখাত করে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিখাদ [স] নিখাদ বিধ উচ্চ। ‘কলুর খানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; ‘তোমরা উত্তরোত্তর সুর এমনি নিখাদে চড়াইতেছ।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিখাদ [স] নি+স ক্রিয়া ১ বিধ বাটী। ‘ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুষ্পকল।’ *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ২ বিধ পুরোপুরি। ‘আমি পাগল হয়ে যেতে চাই, নিখাদ পাগল।’ *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

নিখরিকি বিধ নিখর। ‘ত্বদের বৃকে যথার্থ এতটুকু আঁচড় কাটেন – একেবারে সম্পূর্ণ নিখরিকি।’ *মুক্তবাচ*, ১৯৫৮।

নিখিল [স] ১ বিধ সমগ্র। ‘নিখিল জগৎস্থ হুপিয়ারের উপরি একেশ্বর।’ *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ বিধ বিশ্বজগৎ। ‘ওই নিখিলের সাথে কষ্ট মিলাইয়া মা, আমরা যাত্রা করি চল।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিখিলচরাচর [স] বি সমগ্র বিশ্ব। ‘নিখিলচরাচরের সর্বত্র মিলাইয়া আবার তাহা মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিখিলনাথ [স] বি হিন্দুমতে জগদীশ্বর। ‘মিলো রে নিখিলে নিখিলনাথে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

নিখিলনির্ভর [স] বি বিশ্বের ভরসা। ‘তাই আজ বার বার ধাই তব পানে/ওহে ভূমি নিখিলনির্ভর।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিখিলপ্রাণী [স] বিধ বিশ্বপ্রাণী। ‘তোমার নিখিলপ্রাণী আনন্দ-আলোক।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

নিখিলবিশ্মৃত [স] বিধ বিস্মৃত। ‘এমন কি কোনো খেপপরিবৃত নিখিলবিশ্মৃত হান নাই।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিখিলময় [স] বিধ বিশ্বব্যাপী। ‘এইমতো পুঞ্জ-পুঞ্জ গ্রাণ সমস্ত নিখিলময়?’ *প্রসঙ্গ*, ১৯৩১।

নিখিলমাঝে ক্রিবিধ বিশ্বমাঝে। ‘হখন আমি পাব তোমায় নিখিলমাঝে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিখিলশরণ [স] ১ বি সর্বাত্মক আশ্রয়। ‘সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়/নিখিল শরণ চরণে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ বি ভুবনের আশ্রয়দাতা। ‘নমি তির পঞ্চসী নমি নিখিলশরণে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

নিখিল-সংসার [স] বি বিশ্বসংসার। ‘নিখিল-সংসার/ভুই বিনা মাড়ুই।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিখুঁত, নিখুঁৎ [স নিখুৎ] ১ বিধ পূর্ণাঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বিধ নিটোল।

‘নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিখুঁতি পাইবেন।’ *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ৩ বিধ ক্রটি নেই এমন। ‘শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; ‘নিখুঁত-নবর অটুট-আদর।’ *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

নিখুঁতরূপসী [নিখুঁত+স রূপসী] বি ধী রূপে কোনো বৃত্ত নেই যার। ‘কত রূপসী বহু রম্যে, কত নিখুঁত রূপসী।’ *জীবন*, ১৯০২।

নিখুঁতসুন্দর [নিখুঁত+স সুন্দর] বিধ ক্রটিহীন ও সৌন্দর্যময়। ‘কোনো জিনিস যে আরোহে একেবারেই নিখুঁতসুন্দর এবং সর্ববাদীসম্মত হইয়া উঠবে, এরূপ আশা ...।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

নিখেঁট বিধ কোনো জায়গায় ছাটী হয় না এমন। ‘যনটা ... ডেকে আঁটা নিখেঁটে নিরেস কিছু নয়।’ *জীবন*, ১৯৪৮।

নিগড় [স] ১ বি বাঁধন। ‘আস নিগড় করি জিউ কত রাবব অবহি যে করত পয়ান।’ *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বিধ নিষিদ্ধ। ‘নাহিক রম্যের গতি নিগড় অক্ষকার।’ *মালাধর*, ১৫০০। ৩ বিধ শিকল। ‘লোহাণাস নিগড় দিয়া বাকিল তাহারে।’ *মালাধর*, ১৫০০। ৪ বি ছন্দের কঠোর নিয়ম। ‘কত ব্যথা লাগে পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে।’ *মাইকেল*, ১৮৬৬।

নিগড়-বদ্ধ [স] বিধ শিকলে বাঁধা এমন। ‘হৃৎযত ও পাদযত নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখে।’ *অক্ষয়*, ১৮৫০।

নিগম [স] ১ বি বহির্গমন। ‘আগম নিগম দুর্গম সুগম শ্রবণ নয়ন মনে।’ *চন্দ্র*, ১৫৫০। ২ বি বেদ। ‘আগম নিগম জ্ঞানিয়া।’ *কৃষ্ণায়ম*, ১৯২০।

নিগমন [স] বি নিপতন; নিষ্কোষণ। ‘ভাঙ্গ্যদোষে কূপে নিগমন।’ *গিরিশ*, ১৮৮৭।

নিগম্বর [স গম্বর] বিধ স্থির। ‘নৈরাকারে নিগম্বর ধনি তাহিতো সত্য সবাই জানি।’ *লালন*, ১৮৯০।

নিগাবানি, নিগাহবানি [ফা নিগাহবানি] বি দেখাশোনা করা; রক্ষা করা। ‘রাজ্যমঞ্জুর মদত ও নিগাবানি করিয়া ...।’ *কালগে*, ১৭৮৪; ‘নিগাহবানি।’ *কালগে*, ১৭৮৯।

নিগার [হি] বি কৃষ্ণাঙ্গ (তুজার্ঘ্যে)। ‘ফিটকাট কাগড় প’রে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিগড়, নিগড় [স নির্গু] ১ বিধ গুণ্ড। ‘এসব নিগড় কথা যে করে প্রবণ।’ *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বিধ দূর। ‘পরজাই কারাগারে নিগড় বন্দন।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ ক্রিবিধ একান্ত গোপনে। ‘বিক্রমাদিত্য ও বাল্লভরাকে ডাকিয়া নিগড় বলিলেন তাহারদিগকে।’ *রায়ময়*, ১৮০১।

নিগড়তত্ত্ব [স নির্গুতত্ত্ব] বি গুণতত্ত্ব। ‘পানটিকে নিগড়তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।’ *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

নিগুম [স নির্গু] বি গুণ্ড। ‘কী রঙ্গ সাঁই দেখেছে সদাই বসে নিগুম ঠাই।’ *লালন*, ১৮৯০।

নিগুড় [স নির্গু] ১ বিধ রহস্যময়। ‘সত্য স্বর-শ্রেয় নিগুড় ভাগ্যর বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার।’ *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; ‘সানু রহিল জেন নিগুড় বন্দনে।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিধ গোপন। ‘সহজী সন্তানদের মত অভি নিগুড় ও অজীব উদার।’ *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৩ বিধ অবাক। ‘আশনার নিগুড় অভিজ্ঞায় সাধনায়ে ... বিরক্ত-ব্যাখ্যা করিয়ানে।’ *অক্ষয়*, ১৮৫১। ৪ বিধ অনাবিষ্কৃত। ‘কোজানি নিগুড় তরুসমূহই ইহার প্রাধান্যতম নিদান।’ *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫ বিধ বিশেষ; অসাধারণ। ‘গুড়ের নিগুড় গুণ কি কহিব আর।’ *গুণ্ড*, ১৮৫৮।

নিপুঢ়নিহিত [স নিপুঢ়নিহিত] কিং রহস্যময়। 'বিশ্বকদয়ের মধ্যে বিঘ্নরচিত নিপুঢ়নিহিত এক অসিদ্ধিত অলঙ্কারপাত্রের ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিপুঢ়ভাব [স নিপুঢ়ভাব] বি পোশন ভাব। 'এ বিষয়ে ইংরাজদেশের নিপুঢ়ভাব ও প্রকৃত অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নিপুঢ়ক্ষেপে [স নিপুঢ়ক্ষেপে] ক্রিবিপ অত্যন্ত গভীরভাবে। 'হিন্দু বালকদিগের মন নিপুঢ়ক্ষেপে মগ্ন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

নিপুহী [স] বি ঘরহীন লোক। 'নিপুহীর পক্ষে ঘরের কালসাপ না হয়ে উপায় কি?' সিরাজুল, ১৯৭৪।

নিপুহীত [স] কিং শাসিত; পীড়িত। 'কিঞ্চিৎ পরেই দুই হইবেক, নিপুহীত স্বামীর ক্রেশশান্তিবিধয়ে ...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

নিম্নহ [স] ১ বি কট। 'অনুমহ গেল নাশ নিম্নহে ঠেকিয়া ব্যাস।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ধ্বংস; পরাভব। 'একে একে নিম্নহ করিল ছয় ইন্দ্র।' মানিকগা, ১৭৮১। ৩ বি বিতৃণ্যনা। 'সামু লোকের নিরপরাধে নিম্নহ করণ।' মৃদুঞ্জয়, ১৮১২।

নিম্নহতত্ত্ব [স] বি নিপীড়নবাদ। 'কাট যখন নিয়মানুগতোর উপরে অতিরিক্ত জোর দিয়ে রেনেসাঁসি সজ্ঞাপতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষ্ট্রটান নিম্নহতত্ত্বকে গ্রহণ করলেন ...' শিব, ১৯৫০।

নিম্নহশীল [স] নিম্নহ+বি পশী। কিং নিপীড়নবাদী। 'রেফর্মেশানের আদর্শ ছিল ... নিম্নহশীল, প্রাধিকারনির্ভর, ধর্মকেন্দ্রিক।' শিব, ১৯৫৬।

নিম্নহস্তাজন [স] কিং অত্যাচারিত। 'ভারতবর্ষীয় চিরনিম্নহস্তাজন অবলাগাণ।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

নিম্নহময়তা [স] বি ভঙ্গিনার ভাব। 'নিরৈত নিম্নহময়তায় বঙ্গলো জীবন, ১৯৪৮।

নিম্নহশীল [স] বি উপনীড়নবাদী। 'খ্রিস্টধর্মের জীবননিম্নহ, নিম্নহশীল এবং আত্মবাহ জীবনবর্ণনের বিরুদ্ধে পশ্চিমী জীবনদের বিদ্রোহ ...' শিব, ১৯৫৬।

নিম্নো [স] বি কৃদ্ব্যজ জাতি। 'নিম্নোর পান, জাদু, গ্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'তা এককমাত্র বৃত্ততে পারে আমেরিকার নিম্নোরা।' সুশীল, ১৯৭০।

নিম্নোজাতি [স] নিম্নো+স জাতি। বি কৃদ্ব্যজ জাতি। 'আমেরিকার সমগ্র নিম্নোজাতি মুক্তকোষের সন্ম ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নিম্বট [স] বি নিবট। 'জীবনের মেজর ট্রাজেডি বা অদ্ভুতের নির্ময় পরিবাহকের নিম্বট যদি দিতে হয়।' মূলভাষ, ১৯৫৮।

নিম্বিণ [স] নিবুণ। কিং নিবর্ণ। 'নিম্বিণ কল্প কাপালি জোই লাগ।' চর্চা ১০, ১২০০।

নিম্বিলে [স] নিবুণ। কিং নিবর্ণ। 'আমার মতো আরো নিম্বিলে মানুষ আছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

নিম্বম [স] নিম+মুখ। কিং ঘুমহীন। 'এ-গীর চাষী নিম্বম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

নিম্বণ [স] নিবুণ। কিং অত্যন্ত ব্যা। 'এমন নিবুণ মোরে কেবা কৃপা করে।' কৃদ্ব্যস, ১৮৫০।

নিম্বড়ান বি নিম্বড়ানো। 'কেকিল বিকল যৌনি তিবি পায়ল কি অমিয় নিম্বড়ান ভাষা।' কৃদ্ব্যস, ১৯২০।

নিম্বড়ানো, নিম্বড়ানো ১ কি নিম্বড়ে ফেলা। 'কেশ নিম্বড়িতে বহ

জলধারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি নিম্বাধিত। 'প্রাণ-আত্মারের নিম্বড়ানো রস।' নবকল্প, ১৯২৪। নিম্বড়ানে ক্রিবিপ তবে নিয়ে। 'আকাশ পানবার নিম্বড়ানে লয়ে।' জীবন, ১৯৩২। নিম্বড়ি কি নিম্বড়িয়ে। 'চন্দ্র নীল শাড়ী নিম্বড়ি নিম্বড়ি পবান সহিত মোর।' চন্দ্র, ১৫৫০। নিম্বড়িআ কি নিম্বড়িয়ে। 'মুঠো নিম্বড়িআ তব দিল আগারস।' মুকুন্দ, ১৬০০। নিম্বড়িতে কি নিম্বড়ে ফেলা। 'কেশ নিম্বড়িতে বহ জলধারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। নিম্বুড়ে ক্রিবিপ নিম্বড়িয়ে; নিম্বাধিত করে। 'মুটা করে সরিষা নিম্বুড়ে মাখে তেল।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ নিম্বড়ো

নিম্বড়ানো ৩ নিম্বড়ানো

নিম্বাড়ি কি হাঁকা। 'চাঁদ নিম্বাড়ি কৈল খেহা।' ষিট্টী, ১৬০০।

নিচ [স] নিচ। কিং যীন। 'আমি ব্যাঘ নিচ জাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিচ জনরব [স] নিচ-জনরব। বি কৃদ্ব্যস; নিম্বা। 'লোকে আমার নিচ জনরব করে।' চিঠিপত্র, ১৮৩৯।

নিচয় [স] বি সমুহ। 'দুই পাশে ভরল নিচয়, ফেনাময়।' মাইকেল, ১৮৬১।

নিচল [স] নিচল। বি নিশ্পন্দ। 'স্রহি কাল শাপ মুখল তাহাত শোভএ নিচল হোই।' বহু, ১৪৫০।

নিচলমন [স] নিচল-মন। বি নিচল মন; একমাত্রিত। 'খেআনে থাকিল নিচলমনে।' বহু, ১৪৫০।

নিচিষ্ট [স] নিচিষ্ট। কিং নিচিষ্ট। 'সুখদুখেতে নিচিষ্ট মরিজাই।' চর্চা ১, ১২০০।

নিচিষ্ট পুর [স] নিচিষ্ট-পুর। বি বর্ণ। 'রহিহ নিচিষ্ট পুরে ভোর কিবা জীত।' মূলভাষ, ১৭০০।

নিচিষ্ট [স] নিচিষ্ট। কিং নিচিষ্ট। 'গুর হইতে ধর্মকেতু নিচিষ্ট সখল হেহু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিচু [স] চী লিচি। বি লিচু। 'রাভার ধানের ফোড়ের দোকান পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যাশো।' হুতময়, ১৮৬১।

নিচু [স] নিচ। কিং অবনত। 'তনি রহিহাম শির করিয়া নিচু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিচুদর বি নিম্বমান। 'সে তের নিচুদরের শিবিরে।' জীবন, ১৯৩২।

নিচুপ [স] নিচুপ। কিং সম্পূর্ণ নীরব। 'নিচুপে নিচুপে চোর করিল গমন।' ব্রঙ্গারাম, ১৭৫০।

নিচে [স] নিচ। ক্রিবিপ নিম্বে। ওয়া, ১৭৮২; 'নিচে আইসনের আকিঞ্চন খেটে হইল।' রায়রাম, ১৮০০।

নিচেকার কিং নিচের তলার; নিম্বহ। 'আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নিচেট [স] নিচেট। কিং চেটাইন। 'তাহারাও নিচেট হইয়া রহিল না।' পদ্য, ১৯১৮।

নিচোর [স] নিচোলা। বি আবরণী বস্ত্র। 'পট্টাবলার আঁচর কাঁচলি-নিচোর।' নবকল্প, ১৯২২।

নিচোরি [স] নিম্বিষ্ট। ক্রিবিপ নিম্বে। 'কো রস লেল নিচোরি।' শেখর, ১৬০০।

নিচোল ১ বি উত্তরীয়। 'এখাওঁ কাশাওঁর মো ধরিবো নিচোলে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি পরিমেষ কাপড়। 'ছোড় ছোড় শিকল, নিচোল পাছে ফাটে।' কৃদ্ব্য, ১৫৮০। ৩ বি আঁচল। 'বর বর ধারে ভিজিলে

নিচোলাচল

নিচোল । রবীন্দ্র, ১৯০০ ।

নিচোলাচল [স নিচোল+স অঙ্গল] বি শুড়নার আঁচল । 'কেহ বা নিচোলাচল করয়ে বাতাস' । মানিকরায়, ১৭৮১ ।

নিচু [স নীচ] বি হীনকুলে জাত ব্যক্তি । 'উচ নিচ নাহি পরিচয়' । কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

নিছক [স নিয়তাল] ১ বিণ একমাত্র । বিদ্যা, ১৮৯১; 'বনন আমরা নিছক সুখভোগ করতে থাকি' । রবীন্দ্র, ১৮৯৪ । ২ বিণ নিতান্ত । 'ঠিক মুক্তিভর্যের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব' । রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

নিছন [স নির্মল্লন] বি বালাই; অমসল । 'নিছন লইয়া কাহাঞি থাকে এক বাটে' । বড়ু, ১৪৫০ ।

নিছনি [স নির্মল্লন] ১ বি বালাই । 'বাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া' । বৃন্দা, ১৫৮০ । ২ বি আরতি । 'বসনে পদ পুছি নিছনি করে শচী' । মুকুন্দ, ১৬০০ । ৩ বিণ তুলনীয় । 'গমন সুচারু হসে বন্ধন নিছনি' । আলাওল, ১৬৮০; 'অঙ্গে পরেছে জোছনা নিছনি আদমের পিছান' । জয়ীম, ১৯৫১ ।

নিছান বিণ ছাদহীন । 'ভাবহো নিছান ঘরে থাকা দায়' । শ্যামসুন্দর, ১৯৬৮ ।

নিছানো কি ভক্তির সঙ্গে মুখে দেওয়া । 'নীরব লিপি তব চরণ নিছানো' । রবীন্দ্র, ১৯১৮ । নিছিয়া [স নির্মল্লন] কি আরতি করে । 'আমি সব মরিব তোমার নিছিয়া চরণে' । মালাধর, ১৫০০ ।

নিছিয়া ফেলা কি পান স্পর্শে নালাই দূর হয় এই বিশ্বাস সংবলিত স্ত্রী-আচার করা । 'নিছিয়া পেলিল পান কইল নমস্কার' । মুকুন্দ, ১৬০০ ।

নিহি ত্র দেওয়া

নিজ [স] ১ বিণ আপন; স্বীয় । 'পান আপনি নিজ দোষে ফল পাইবে' । মৌচাক রোষে । বড়ু, ১৪৫০ । ২ বি স্বজন । নিজ জদি পর মুখেরে বোঝে । মুকুন্দ, ১৬০০ । ৩ সর্ব স্বয়ং । 'এমন রহস্য কীম সে নিজে অনর' । রামপ্রসাদ, ১৭৮০ ।

নিজকুল [স] বি স্ববংশ । 'কুমুদিনী সাক্ষিল লইয়া নিজকুল' । বাহরায়, ১৬৫০ ।

নিজকীয় [স] বি স্বকীয় বিষয় । 'নিজেকে এবং নিজকীয়কে ছাড়িয়ে একটা ব্যাপক ভূমিকার উপরে থাকি' । রবীন্দ্র, ১৯৩৬ ।

নিজ-কৃত [স] বিণ নিজের নির্মিত । 'মনকে সমাধি দিতে চায় তার নিজ-কৃত কবরে' । রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

নিজকৃত্য [স] বি নিজের করণীয় কাজ । 'নিজকৃত্য করি পূজারী কলিল শয়ন' । কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

নিজ স্বরত [স নিজ+আ স্বরজ] বি নিজের স্বরত । ওর্গা, ১৭৮২ ।

নিজগণ [স] ১ বি ভক্ত-সকল; নিজের শোকজন । 'প্রভাবে প্রভু লইয়া নিজগণ' । কৃষ্ণদাস, ১৬৮০ । ২ বি আত্মীয় সকল । 'এথেক জ্ঞানিয়া পিতা নিজগণ সঙ্গে' । বাহরায়, ১৬৫০ ।

নিজগুণ [স] বি আপন মহত্ত্ব । 'নিজগুণ জ্ঞাত কিছু শিখাই আপনে' । বাহরায়, ১৬৫০ ।

নিজগুণে [স] ক্রিবিণ আপন মহত্ত্বের দ্বারা । 'নিজগুণে অকিঞ্চনে তারিবে আপনি' । মনিকরায়, ১৭৮১ ।

নিজটিত [স নিজ+টিত] বি আপনটিত । 'অভয়ার চরণে মঞ্জুক নিজটিত' । মুকুন্দ, ১৬০০ ।

নিজজন [স] বি আপনজন । 'নিজজন বচন চোপ সম ঘোষই নিন্দা

ত্রিশূল সম হানে' । বিদ্যাশক্তি, ১৪৬০ ।

নিজত্ব [স] ১ বি নিজস্বতা । 'নিজের নিজত্ব উপলব্ধি' । রবীন্দ্র, ১৯০৫ । ২ বি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য । 'আমাদের ভিত্তিকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার' । রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

নিজখন [স] বি নিজের সম্পদ । 'তোমার দেহ কহে গ্রন্থ মোর নিজখন' । কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

নিজনারী [স] বি স্ত্রী । 'বিভা কৈরে নিজনারী কে ফেলে কোথায়' । ফরজুল্লাহ, ১৮৭৬ ।

নিজ নিজ [স] সর্ব স্ব স্ব । 'অবনী মতলে গীয়া নিজ নিজ অংশ হুয়া' । মালাধর, ১৫০০ ।

নিজপতি [স] বি আপন স্বামী । 'আনন্দে গোঞাও নিশি নিজপতি সঙ্গে' । বাহরায়, ১৬৫০ ।

নিজ পত্নী [স] বি আপন স্ত্রী । 'শেষে নিজ পত্নীর গায়ের অলঙ্কারাদি অপরূপ করিবার মনঃস্থ করিবার ...' । ভবানী, ১৮২৫ ।

নিজ পায়ের কুঠারাবাত - নিজেই নিজের কতি করা । 'নিজের পায়ের কুঠারাবাত করেন' । প্রচারক, ১৯০১ ।

নিজপুর [স] বি নিজের বাড়ি । 'চল সেই নিজপুরে' । কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

নিজবাসভূম [স] বি নিজের দেশ । 'সবাই আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী' । সুভাষ, ১৯৪০ ।

নিজবাসা [স নিজবাস] বি নিজের বাড়ি । 'এত বলি ভারতী লগ্না নিজবাসা আইসা' । কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

নিজভাষা [স] বি আপন ভাষা । 'ধর্মকর্ম বৃত্তিকরণজন্য নিজভাষা পারসা চলিত করিয়াছেন' । নর্গণ, ১৮৩৫ ।

নিজমহত্ত্ব [স] বি নিজের প্রেতত্ত্ব । 'এইরূপ নিজমহত্ত্বেরে বিশ্বাস ও বদোশবাসনা ও স্বজ্ঞাতিহিত্যে কাকিণ অনাবশ্যকরূপে অপরিমিত হইয়া পড়িয়াছে' । প্রমথ, ১৯২০ ।

নিজলজ [স] বিণ নিজের অর্জিত । 'নিজলজ চেতনার নিজের উদ্ভাসে' । পূর্ণ হতে চাই আমি শুধু' । সিকান্দার, ১৯৪৯ ।

নিজশক্তি [স] বি নিজের ক্ষমতা । 'যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিষ্কার না করিব' । রবীন্দ্র, ১৯০৫ ।

নিজমজ [স] বি নিজের দায়িত্ব । 'অব চরিত্র-অপবাদ নিজমজ লয়ে দিয়েছে আপন প্রাণ' । রবীন্দ্র, ১৯৯৯ ।

নিজস্ব [স] ১ বিণ নিজের । বিদ্যা, ১৮৯১ । ২ বিণ স্বকীয় । 'এই যে তোমার একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠছে' । রবীন্দ্র, ১৯২৫ । ৩ বি নিজের বিষয় বা বস্তু । 'নিজস্বকে বর্জন ও পরস্বকে অর্জন' । মোহাম্মদী, ১৯৩৬ ।

নিজস্বমত [স] বি নিজের অতিমত । 'ইসলাম মেরেনের নিজস্বমত ব্যক্ত করবার দিয়েছে পূর্ণ অধিকার' । বেগম, ১৯৪৮ ।

নিজাংশে [স নিজ+অংশ] বি নিজের অংশ বা ভাগ । 'শরিকদার নিজ অংশের কর দিয়া দিলেও তাহার নিজাংশ মুক্ত হয় না' । জামায়াত, ১৯০৯ ।

নিজাণার [স নিজ+আগার] বি নিজ আবাস । 'এই রীতানুসারে কখন নিজাণারে কখন বেশ্যামন্দিরে বাসু মজা করিয়া বেড়ান' । ভবানী, ১৮২৫ ।

নিজাঙ্গ [স নিজ+অঙ্গ] বি নিজের অঙ্গ । 'কাত্যভাবে নিজাঙ্গ দিয়া

করেন সেবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিজাদুর্গী [স নিজ-অদুর্গী] বি নিজের আটে। 'সেয় নিজাদুর্গী কঠমালা' ভারত, ১৭৬০।

নিজাবিনী [স নিজ-অবিনী] বি নিজের ব্রী। 'বসিত অপসরী সম হয় নিজাবিনী' ফরজ্জোস, ১৮৭৬।

নিজালয়, নিজালয় [স নিজালয়] বি আশন গৃহ। 'উবা জয়সিদ্ধ রাজা গিয়া নিজালয় এ' মালধর, ১৫০০; 'দৌহা আলিসিয়া প্রভু সেলা নিজালয়' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিজ [স নিজ] সর্ব নিজ। 'নিজতে না হয় যদি শাসইয়ু বৌটে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

নিজে সর্ব স্বয়ং। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

নিজেদ্বির [স নিজ-ইদ্বির] নিজের ইদ্বির। 'নিজেদ্বির-সুখহেতু কামের তাৎপর্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিজে পার না, পুরুষকে ডাকে - নিজেরই পাবার সম্ভাবনা নেই, তা সত্ত্বেও অন্যের জন্য সুশ্রীশ করে। সুল, ১৯০৬।

নিজের কপালে কুড়াল মারা - নিজের দুর্ভাগ্যে নিজে ডেকে আনা। 'রূপবান পুরুষকে অবহেলা করিয়া নইয়া যখন নিজের কপালে কুড়াল মারিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

নিজের চরকায় তেল দেওয়া - অন্যের বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া। 'তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ।' গীনবহু, ১৮৬০।

নিজের নাক কেটে পরের খাড়া ভঙ্গ করা - নিজের স্বভাব ক'রে হলেও পরের স্বভাব ক'রে। 'নাক কেটে নিজ পরের খাড়া ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান।' নজরুল, ১৯২৪।

নিজের পায়ে কুড়াল মারা - বুদ্ধিদোষে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনা। সুল, ১৯০৬।

নিজের পায়ে দাঁড়ানো - ব্যবলম্বী হওয়া। 'সেখশাড়ের উপর না দাঁড়াইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে।' মনসুর, ১৯৫৫।

নিজোক্তি [স] বি নিজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'তুমি ইশ্বর নিজেোক্তি কৃপা যে করিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিজ^১ [স নীচ] বি নিম্নস্থি। মালোড়ন, ১৭৪০।

নিজন [স] বিপদ জনহীন। 'হারিয়ে তারে কেঁদে ফিবি সইয়াহা পরতি আবার নিজন।' নজরুল, ১৯২৫।

নিজামা [আ নিজামত] ১ বি প্রাক্তন মুসলমান অধিপতির উপাধিবিবরণ। 'নিজাম হাফিয়া অবধি কদমমধ্যে ...' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ২ বি শাসনকর্তা। বিদ্যা, ১৮৯১।

নিজামত [আ] ১ বি রাজত্বভিত্তিবি প্রতিষ্ঠা করেছে যা। 'মুহম্মাদবাসে নিজামতের পাঠমালা।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিপদ যৌদ্ধার। 'গ্রন্থের অভিধার এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে ...' দর্পণ, ১৮৩৪।

নিজামতি [আ নিজামত] বিপদ যৌদ্ধার। বিদ্যা, ১৮৯১।

নিজালয়, নিজেদ্বির প্র নিজ

নিজোজা [স নিয়োজা] বি নিয়োগ করা। 'নিজোজি তোমারে আমি কলহ চামুবি দিয়া চামর তুলানো রাব অসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। নিজোজিল কি নিয়োজিত করলো। 'চারিপদে চারিভাই নিজোজিল হরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিয়োজিত [স নিয়োজিত] বিপদ নিযুক্ত। 'বিধি নিয়োজিত অকুর ভবেন।' মালধর, ১৫০০।

নিজ্জা [স নির্জা] বি নির্জা উপবাস থাকার হিন্দু আচারবিবরণ। 'একাদশী, হরিবাস ও রাধাষ্টরীতে উপবাস ও উভান ও নয়নে নিজ্জা করে থাকেন।' হেতুহ, ১৮৬১।

নিজ্জাস [স নির্জাস] বি সারকথা। 'পদ্মার সাক্ষতে বেউলা করিল নিজ্জাস।' বিজয়, ১৬৫০।

নিজ্জুম [স নিজ+জুম] বি নিজম; সম্পূর্ণ নীরব। 'এই নিজ্জুম শাখের জমাত নিতকড়ার মাঝে ...' নজরুল, ১৯২২।

নিজুম [স নিজ+জুম] বি নিজম; নিতকড়। 'কাহার জ্বিয়ারী কদম-শাখে নিজুম নিয়ালয়।' জয়ীন্দ্র, ১৯৩১।

নিজুম [স নিজ+জুম] ১ বি নিজম; সম্পূর্ণ নীরব। 'মহাসিদ্ধ উতলা যুয-যুয/যুয চুমু দিয়ে করে নিবিল বিশেষ নিজুম।' নজরুল, ১৯২২; 'নিতকড় নিজম' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি নিজকড়। 'কবির সেপেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিজুম নিয়ালয়।' জয়ীন্দ্র, ১৯২৭।

নিজুম বিপদ নিকটবর্তী। 'নিজমা করিল নিজুম বেজাভা।' নজরুল, ১৯২৮।

নিম্বর [স নির্বর] বি করনা। 'নিম্বরবারি সুশীতল।' ফকরমাহন, ১৮৪৯; 'ছায়ায় আলোকে, নিজরের ধার্যে শোণ কোন তুহার মাঝারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নিম্বরবারি [স নির্বর-বারি] বি করনার পানি। 'নিম্বরবারি সুশীতল।' ফকরমাহন, ১৮৪৯।

নিম্বর [স নির্বর] ১ বি সম্পূর্ণ নীরব। 'নিম্বর হয়ে এল এল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি নিজর। 'তলসে নিজুম দেহটা সমেত আমি ঘুঁড়িত হয়ে পড়েছিলাম।' নজরুল, ১৯২৪।

নিম্বরের রাষ্ট্রি বি মৃত্যুর দেশ; পরলোক। 'এ একটা মূসের দেশ, নিম্বরের রাষ্ট্রি।' নজরুল, ১৯২৪।

নিম্বোর বিপদ অতিবাহিত হচ্ছে এমন; বহমান। 'রাত্রির এই নিম্বোর সময়টাকে।' জীবন, ১৯৪৮।

নিঞ [স নিজ] সর্ব নিজ। 'নিবিল নীরদ কুটির দরঙ্গ অরুন জনি নিঞ সেই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিঞম [স নিয়ম] বি নিয়ম। 'নিরামিধ্য কর আশি থাকহ নিঞমে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিট [স] বিপদ আনুষঙ্গিক স্বরত বাদে থাকে এমন। 'সেই সেড়টা টাকাই ব্যাটানের নিট লাভ।' শিবরায়, ১৯৫০।

নিটপিতে বিপদ স্বতঃস্ফূর্ত; অলস। 'নিটপিতে ঠাণ্ডা সজনে ঠাণ্ডা।' নজরুল, ১৯২৬।

নিটু [সি+স কটি] বিপদ অটু। 'মুহুরীলার কাছে এখনো নিটু আছে।' অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

নিটোল [স নিতলা] ১ বি নিতু। 'যদি সে কপাল ভেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম।' বঙ্কিম, ১৮৩৬। ২ বিপদ টোলহীন। 'একটি সন্ধ্যাপক সুখ ফলসে মতো নিটোল রসপূর্ণ।' কবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিপদ হুইপ। 'শিল্পী যেন বহু যত্নে নিতু নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বিপদ হির। 'নিটোল আলস টোল খেরে থাক।' নজরুল, ১৯৩০। ৫ বিপদ পরিপূর্ণ। 'হৃদয় নিটোল, নয়নে আতর্ষ মেঘ।' অহলসা, ১৯২৯। ৬ বিপদ গল। 'চার কোণ হতে নিটোল আঁধার জলে কৌশলে এসোতে চাইছে।' মাহমুদ,

নিটোল-বাছ্য

১৯৬৩।

নিটোল-বাছ্য [স] *কি* বুছ্যহায়ে অধিকারী। 'পরিভ্রমণের নিটোল-
বাছ্য যেদুগী বাদশাজাদিসের মতো।' *নজরুল*, ১৯২২।

নিটুর [স নিটুর] ১ *কি* বস্তুর। 'না বোল নিটুর বাগী আছে সেব
চকুশাণী।' *বকু*, ১৪৫০। ২ *কি* নির্দয়। 'তল তল নিটুর মাথাই।'
মুগুটি, ১৫৭০। ৩ *কি* নিটুর। 'অবশ্যর মন হয়ে নিটুর নাগর।'
কল্লভঙ্গ, ১৮৭৬। 'এত দূরে এনে কিরিয়া দাঁড়ায়ে/ হাসিহ নিটুর
হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিটুরতা [স নিটুরতা] *কি* নিটুরতা। 'নিটুরতা দুহ হোক।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯০।

নিটুরা [স নিটুরা] *কি* ঐ নিটুর ব্যক্তি। 'আমার পরান নিতে যে চায়
ওই নিটুরা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিটুরাই [স নিটুরাই] *কি* নিটুরতা। 'বিশ্বরূপ সম না করিহ নিটুরাই।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিড়বিড় [সনিয়া] *কি* জড়তমসি। নীরসদ্বী। 'তুমি নিড়বিড়ে বলেই ওসব
বিড়ান কর।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নিড়ানো [স নিড়ানো] *কি* আগাছা বা ঘাস উপড়ে ফেলা। 'সম্প্রতি আমার
ধান্য নিড়ানে এখন।' *কেন্দ্র*, ১৬৫০। 'এ সকল নিড়া, এমন বন
সেপেতে পারি না।' *কেরি*, ১৮০২।

নিড়ন [স নিড়ন] *কি* নিড়ানো। 'তাহাশিসের সাহায্যে নিড়ন,
জলসেচন ইত্যাদি করিতেন।' *গাঙ্গী*, ১৮৬০।

নিড়ান [স নিড়ান] *কি* আগাছা বা ঘাস উপড়ে কেলার কাজ। 'এ
কোয়ার নিড়ান কর না।' *কেরি*, ১৮০২।

নিড়ানি, নিড়ানী [স নিড়ান] *কি* আগাছা পরিষ্কার জন্য সেখানে
তৈরি হাতিয়ারবিশেষ। *তর্ক*, ১৭৮৫। 'নিড়ানি হাতে উছাকে দিল
কাটাইতে সেবিরাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিড়িন [স নিড়ান] *কি* শস্যক্ষেত্রে আগাছা পরিষ্কার করার অস্ত্র:
নিড়ানি। 'মুই ঘটো নিড়িন গড়তে সিঁটি।' *গীণবকু*, ১৮৬০।

নিড়িনি করা *কি* কসকের ক্ষেত থেকে আগাছা পরিষ্কার করা। 'নতুন
হাত নিড়িনি করবে এখার ওখার দুচারটি ঘাস।' *শক্তি*, ১৯৬১।

নিড়েন সেওয়া *কি* কাঁচ দিয়ে বুঁটিয়ে জমাট মাটি আলাপা করা।
'টারে গাছতলিতে পানি সেলে নিড়েন দিয়ে রোদ শাপিয়ে ঢালা করে
তোল ছুই।' *হোসেন*, ১৯৯৯।

নিড়েনি [স নিড়ান] *কি* নিড়ানের হাতিয়ার। *তর্ক*, ১৭৮৫।

নিড়োনো [স নিড়ান] *কি* আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে এমন।
'নিড়োনো ক্ষেতের কারু করে ঘাস ঘিরে।' *জীবন*, ১৯৪২।

নিট [স নিটা] *কি* ঐটি। 'অব নিত মতি জদি হরলজি মোরি।'
কিয়াগতি, ১৪৬০।

নিট [স নিতা] *কি* বিপদ সর্বদা। 'সেবা-যোগা নহে অপরাধ কর্তা নিত।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'গোহালো গাইআ গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত।'
মুহম্মদ, ১৬০০।

নিট-উপবাসী [স নিতা-উপবাসী] *কি* প্রতিদিন না খেয়ে থাকে
এমন। 'যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা/ নিট-উপবাসী।' *নজরুল*,
১৯৩২।

নিট-নব [স নিতানব] *কি* নিতানবুন। 'মধুর দহন নিত-নব
অনুরাগ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

নিতে নিত *কি* বিপদ রোজ রোজ। 'কাতশোলে অনন্দে গোভার নিতে
নিত।' *মুহম্মদ*, ১৬০০।

নিতকনে [সি যীত+কনে] *কি* বিবাহের সময় কনের কুমারী সঙ্গিনী।
'বিরের সময় নিতকনে সেজেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২।

নিতকু [স নিতক] *কি* নিতক। 'নিতকু বিতার বেন নয়নে কানল।' *কিঙ্গর*,
১৭০০।

নিতপানী [স নিতপানী] *কি* স্থলনিতক। 'কীপ মাছা নিতপানী।' *তবানী*,
১৮২৫।

নিতথ [স] *কি* কটির পিছনের অংশ; পাছ। 'মাছা খিনী ওস্তার নিতুল
নিতথ।' *বকু*, ১৪৫০।

নিতত্ত, নিতুত্ত [স নিতথ] *কি* কটির পিছনের অংশ; পাছ।
'কম্বুকটি মাছা খিন নিতুত্ত বিসাল।' *মায়াশর*, ১৫০০। 'ওস্তা
নিতত্ত ভরে নানারূপ বেশ ধরে চলে রাজহসের গমনে।' *মুহম্মদ*,
১৬০০।

নিতথিনী [স] *কি* সুদৃশ্য নিতথ আছে এমন নারী। 'স্থল নিতথিনী
মধুরতামিনী গল্লমুশ্যামিনী।' *তবানী*, ১৮২৫।

নিতল [স] ১ *কি* সাত পাতালের একটি। 'কুতল কুঁড়িয়া তাপ গোড়ার
নিতল।' *তর্ক*, ১৮৫৮। ২ *কি* অস্ত্র; তল নেই এমন। 'নিতলনীর
নীর-মাথে বাজল গজীর বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৩ *কি* গজীর।
'অকল জীবির নি-তল জলে নীরে বেড়াই কল্যাণ-ডিল।' *সত্যেন্দ্র*,
১৯০২। ৪ *কি* অতি পাড়। 'নিতল নীল নীরব মাথে।' *রবীন্দ্র*,
১৯১৪। ৫ *কি* অস্ত্র। 'এর সেবা ... নিতলন্তরু পরিমিত
ধানীর।' *নজরুল*, ১৯৩২। ৬ *কি* গজীরতা। 'সেবে নয় নারী আর
নীর নিতল।' *মহম্মদ*, ১৯৬৬।

নিতলতা [স] *কি* গজীরতা। 'মৌন সমাধির নিতলতার।' *নজরুল*,
১৯২৯।

নিতলনীর [স] *কি* অতি পাড় নীল; ঘননীল। 'নিতলনীর নীরব-
মাথে বাজল গজীর বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিতলন্তরু [স] *কি* গজীর ভাবসম্পন্ন। 'এর সেবা ... নিতলন্তরু
পরিমিত ধ্যানীর।' *নজরুল*, ১৯৩২।

নিতা [স নিতা] *কি* নিত। 'মুখ্যের পিরাণি নিতা উগাহ বিথ।' *মুহম্মদ*,
১৬০০।

নিতা [স নিমন্ত্রণ] *কি* জ্ঞান। *মাসোএল*, ১৭৪৩।

নিতাত্ত [স] ১ *কি* সল। 'সেখিয়া জীবের দুহে ছুটিবে নিতাত্ত।' *বুখা*,
১৫৮০। ২ *কি* নিশ্চিত। 'নিতাত্ত করিয়া কই তোমা কারো নই ...'
ভারত, ১৭৬০। ৩ *কি* একাত্ত। 'তোমার নিতাত্ত বরদারি ও
মোকাম মোমাস্তা নিমের স্থানে সেপারি ও রেসমত কিছু লইবে না।'
হাফেজ, ১৭৭৩। ৪ *কি* বিপদ কেহল; শুষ্ক। 'নিতাত্ত বালসা
সরকার বিকর হইবেক।' *ভানকর*, ১৭৮৭। ৫ *কি* শুষ্ক। 'এমন
স্থল ও অলস উদার, যে নিতাত্ত অবৈষ্ণব্য।' *ভাঙ্গী*, ১৮০০।

নিতাত্তমতে *কি* বিপদ নিতাত্তভাবে; একাত্তভাবে। *ভানকর*, ১৭৮৫।

নিতাতেজুক [স নিতাত্ত-ইজুক] *কি* অস্ত্র অসম্মি। 'ঐ স্থলে
অধ্যাক্ষা নিতাতেজুক ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিতি, নিতী [স নিতা] *কি* প্রতিদিন। 'হাতীত ভাত নীতি নিতি
আবেশী।' *চর্চা* ৩০, ১২০০। 'রাখা নিতী বিকলি দখী।' *বকু*,
১৪৫০।

নিতি নিতি *কি* প্রতিদিন। 'নিতি নিতি বাহা তোছে মধুরা

নশরে। বহু, ১৪৫০।

নিতি প্রতি ক্রিণি নিমন্তর। 'নিতি প্রতি কল কুল ভনিত্তে আহব।' মূলতান, ১৭০০।

নিতি ব্রত [স নিত্যব্রত] বি ধর্মীয় আচার। 'নিতি ব্রতে গ্নান করে লসে ভাগীরথী।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিতি-সুখ [স নিত্যসুখ] বি চিস্তা। 'আমার নিতি-সুখ কিরে এসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নিতুই [স নিত্য]। ক্রিণি প্রতিদিন। 'হুই কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব।' রবীন্দ্র, ১৯২৬: 'নিতুই নিতুই কাজ-অকাজে হাঁটা।' নজরুল, ১৯২৬।

নিত্তে [স নিত্য]। ক্রিণি নিত্য। 'নিত্তে নিতত্তে বিআলা বিহে যম লুকাই।' রবী ০৩, ১২০০।

নিত্তেই [স নিত্য]। ক্রিণি প্রতিদিন। 'দান ভাসিআ মোর নিত্বেই গালাহ।' বহু, ১৪৫০।

নিতিবিত্তি বিন নিধনি। 'লোকটি ঘাড় চুলকে নিতিবিত্তি করে বলে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

নিষ্ঠ [স নৃত্য] বি নৃত্য। 'আনন্দে কুহলে নিষ্ঠ গীত তাগে।' যামাই, ১৭১০।

নিষ্ঠি [স নিত্য] ক্রিণি অতঃপর। 'এ পাড়ার কল্লী বুড়ো, নিষ্ঠি মারেন পটার ঘুড়া।' ওয়, ১৮৫৮।

নিষ্ঠকী [স নষ্ঠকী] ক্রী বি যে নাচে; নৃত্যশিল্পী। ওয়ালী, ১৭৮২।

নিষ্ঠা [স নৃত্য] বি নাচ। 'নানাব্যাদা নিষ্ঠা পিত হর্ষ সর্বকলনে।' মঙ্গাধর, ১৫০০।

নিষ্ঠা [স] ১ ক্রিণি প্রতিদিন। 'নিষ্ঠা অষ্টবার এসবে সেই ময়ি।' মঙ্গাধর, ১৫০০: 'বার সনে প্রভু করে নিষ্ঠা পরিবাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অক্ষর। 'পরমো ব্রহ্মো ... কেবল নিষ্ঠা পদার্থো।' জ্যোতিষ্যে, ১৭৪৩। ৩ বিণ অপার্থি। 'এ সমাধে নিষ্ঠা নেহে, দেখা যাইতছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৪ ক্রিণি চিদিন। 'কোথা রাজা, কোথা ভক্ত করে। তুমি নিষ্ঠা আছ।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৫ ক্রিণি প্রতিনিয়ত। 'ওরা কেবল কথার শাকে নিষ্ঠা আমায় বেঁধে রাখে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

নিষ্ঠা করা ক্রি স্থায়ী করা। 'এই আবেগতে নিষ্ঠা করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিষ্ঠ্যকর্ম, নিষ্ঠ্যকর্ম [স] ১ বি প্রতিদিনের পালনীয় পূজা-আচার। 'ব্রাহ্মযজ্ঞান অর্থাৎ নিষ্ঠ্যকর্ম ক্রিসকাল করা।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি প্রতিদিনের কাজ। 'দেবমূর্তি চূড়াকরণ প্রভৃতি ইহাদের নিষ্ঠ্যকর্মের মধ্যে পড়ে।' সোমসকাল, ১৮৭৩: 'ইহাই বিশ্বামিত্রের পৃথিবীতে লোকের নিষ্ঠ্যকর্ম হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

নিষ্ঠ্যকার [স নিষ্ঠ্য+কার] বিণ প্রতিদিনের। 'নিষ্ঠ্যকার একটানা দুঃখ।' নজরুল, ১৯৩০।

নিষ্ঠ্যকালী [স ক্রিণি চিরকালের জন্য। 'জগতের ভিতরে অব্যবাহারে কোথাও অমৃত ফোয়ারা নিষ্ঠ্যকাল উন্মাদিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিষ্ঠ্যকালীন [স] বিণ চিরকালীন। 'মানুষের প্রকাশের একটি নিষ্ঠ্যকালীন আশ্রয় আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিষ্ঠ্যকৃত্য [স] ১ বি প্রতিদিনের আচরণীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।

'নিষ্ঠ্যকৃত্য করি তিঁহ শাক চড়াইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি দৈনন্দিন কাজ। 'নিষ্ঠ্যকৃত্য করি রামা চলে পতিস্থানে।' বহুদল, ১৬০০।

নিষ্ঠ্যক্রিয়া [স] বি দৈনন্দিন কাজ। 'নিষ্ঠ্যক্রিয়া করিয়া মল তলস।' মৃদুহর, ১৮১২।

নিষ্ঠ্যক্রম [স] বি চিরস্থায়ী ভূমি। 'পুণ্যসংলিনের নিষ্ঠ্যক্রমে বলে আপন সেহের উপর তার যেন ভক্তি এস।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিষ্ঠ্যখেলা [স নিষ্ঠ্য+খেলা] বি প্রতিদিনের খেলা। 'তোমার নিষ্ঠ্যখেলার নৃত্যসার্থী।' নজরুল, ১৯৩১।

নিষ্ঠ্যজ্ঞান [স নিষ্ঠ্য+জ্ঞান] বি চিরজ্ঞান। 'নিষ্ঠ্যজ্ঞান সংসারের প্রাণশীলা না উঠিতে চুটে।' যাকী লয়ে অন্ধকারে পাড়ি বার চুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিষ্ঠ্যতা [স] বি চিরন্তনতা। 'লোকের বেদের নিষ্ঠ্যতায় বিশ্বাস ও বৈদান্তিক ধর্ম অবলম্বনীয় ছিল।' অক্ষর, ১৮৫৫।

নিষ্ঠ্যত্ব [স] ১ বিণ অবিনশ্বরতা। 'উত্তরের নিষ্ঠ্যত্ব প্রমাণ হয়।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি চিরন্তনতা। 'আজ্ঞার নিষ্ঠ্যত্ব যদি যানিতে হয়, তবে ধর্মপুত্রকের আত্মস্বারে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বি প্রাত্যহিকতা। 'আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিষ্ঠ্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অন্তর্গত বটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নিষ্ঠ্যমূল্য [স] বি চিরমূল্য। 'তোমার নিষ্ঠ্যমূল্য মুখি তোমা পুত্রি।' গড়িয়ায়ী ভদ্রাবধে মায়াবন্ধ হৈছে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিষ্ঠ্যমৌল্যায়িত [স] বিণ প্রতিনিয়ত সোল বায় এমন। 'নিষ্ঠ্যমৌল্যায়িত শাখায় শাখায় সূর্যের আলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিষ্ঠ্যমর্থ [স] বি প্রতিদিনে বিশ্বাস। 'নিষ্ঠ্যমর্থীভিত্তির উপর ভর না দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নিষ্ঠ্যযাবিত [স] বিণ প্রত্যহ ধাবমান। 'সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে হল উবিত নিষ্ঠ্যযাবিত স্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নিষ্ঠ্যধাম [স] ১ বি চিরস্থায় গন্তব্য। 'সেই আমাদিগের নিষ্ঠ্যধাম, এই সকল লোক কেবল ভ্রমণপথে এক এক পাছশালা ময়।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বি বর্ণ। 'সেই এলেন নিষ্ঠ্যধাম থেকে মর্ত্যধামে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নিষ্ঠ্যনতুন [স] নিষ্ঠ্য+না নতুন। ক্রিণি নতুন নতুন। 'আমাদের নিষ্ঠ্যনতুন বিধি অভিজ্ঞতা দিহেই তো শিল্পজগতে নতুন সৃষ্টি করে পাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৮২৫: 'ব্রহ্মের নিষ্ঠ্যনতুন তৈরি, আবিষ্কার তাকে চমকতে পারল না।' জীবন, ১৯০২।

নিষ্ঠ্যনশিত [স] বিণ সবসময়ে আনন্দিত। 'নিষ্ঠ্যনশিত সহজ শোভন নবীন উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

নিষ্ঠ্য-নব [স] ক্রিণি নিষ্ঠ্য নতুন। 'নিষ্ঠ্য-নব পুশরাশি কুটিত মোর ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিষ্ঠ্য নিষ্ঠ্য [স] ক্রিণি প্রতিদিন। 'শিশুর নিষ্ঠ্য নিষ্ঠ্য নতুন বিষয় শিক্ষা করিতে ভালবাসে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

নিষ্ঠ্যনিয়ত [স] ক্রিণি সবসময়ে। 'এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিষ্ঠ্যনিয়ত কাজ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬: 'নিষ্ঠ্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলাছে বিশ্বব্যপ্তির সঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিষ্ঠ্যনিয়ম [স] বি অপরিবর্তনীয় বিধান। 'এইসম নিষ্ঠ্যনিয়মে বন্ধ।' অক্ষর, ১৮৪০।

নিত্যনিয়মিত

নিত্যনিয়মিত [স] কিং সৈন্যদল; প্রতিদিনের। 'নিত্যনিয়মিত কর্ম করি সমাপনে'। মুক্তন, ১৯০৮।

নিত্যনুত্তন [স] ১ কিং নতুন নতুন। 'উভয়ের মধ্যে নিত্যনুত্তন বিবাল ... রহিত হইয়াছে'। সুমত, ১৮৭৩। ২ কিং অক্লিষ্ট। 'পুত্রতন প্রেম নিত্যনুত্তন সাজে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিত্য-সৈমিতিক [স] ১ কিং সৈন্যদল। 'বে তোমার নিত্য-সৈমিতিক কর্ণের নিমিত্তে গ্রন্থক ব্যাক্ত'। তাসীলী, ১৮০৩। ২ কিং প্রতিদিনের করণীয়। 'আত্মব্র-সহকারে নিত্যসৈমিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া বিশুদ্ধ কীর্তিলাভ করিতেছিলেন'। অক্ষর, ১৮৪৯।

নিত্যপথ [স] ১ বি চিরদিনের পথ। 'জীবনরথের যে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী'। রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি শ্রাভাহিক পথ। 'নিত্যপথে ভাষা পায় বেদনার ব্যাধ আনন্দের'। শ্যামসূর, ১৯৫৯।

নিত্যপূজা [স] বি প্রতিদিনের উপাসনা। 'মানুষের মনে রানি লক্ষ্মী বাই-এর আভাও নিত্যপূজা, নিত্য আরাধনা'। মহাভেদ, ১৯৫৬।

নিত্য-প্রচলিত [স] কিং প্রতিদিন ব্যবহৃত। 'নিত্য-প্রচলিত মূল্যমানি শব্দ তাদের শিথিত সাহিত্যে দেখে ভুল কৌতুকানো অন্যান্য'। নজরুল, ১৯২৭।

নিত্যপ্রত্যক্ষ [স] কিং প্রত্যক্ষ দেখা যায় এমন। 'তা আমাদের কাছে নিত্যপ্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে'। প্রমথ, ১৯৫৫।

নিত্যপ্রয়াসসাধ্য [স] কিং প্রতিদিনের চেষ্টাশীল। 'নিত্যপ্রয়াসসাধ্য আত্মসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিত্যহমান [স] বি প্রাত্যহিক আদান। 'আমার হৃদয়ভিত্তে কেন যারে তোমার নিত্যসাদ্য পাওয়াও না'। রবীন্দ্র, ১৯১৩।

নিত্যবস্তুতত্ত্ব [স] বি প্রাত্যহিক ব্যবহৃত। 'নিত্যবস্তুতত্ত্বতার অর্থ অনিব্যবস্তুতত্ত্বতার আকাশপাতাল প্রভেদ'। প্রমথ, ১৯১৪।

নিত্যবহমান [স] কিং চির প্রবহমান। 'এই নিত্যবহমান প্রবাহিত্যের স্রোতে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নিত্যবিধান [স] বি প্রচলিত নিয়ম। 'জ্ঞানপত নিত্যবিধান বা পূর্বজ্ঞানার্জিত কর্মফল'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নিত্যব্যবহার্য, নিত্যব্যবহার্য [স] ১ কিং প্রতিদিন ব্যবহার করতে হয় এমন। 'সুগারি, লবণ, ডামাক প্রভৃতি দৈন্যিক লোকদিগের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী ...'। অক্ষর, ১৮৪৮। ২ কিং সবসময় ব্যবহৃত হয় এমন। 'বিলাতের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যজাতসকল ন্যায়ের ভূমিকর নয়'। প্রমথ, ১৯০৫।

নিত্যবৃত্ত [স] বি প্রতিদিনের তপশ্যার বিষয়। 'ঐ ধর্মীত আশনার চিরজীবনের একমাত্র নিত্যবৃত্তবরণ অবলম্বন করেন'। অক্ষর, ১৮৫৫।

নিত্যভ্রম [স] বি চিরন্তন শৃঙ্খ। 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভ্রম নিত্যনিমিত্তির ভাব আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিত্যনিমিত্তি [স] বি চিরন্তন অনুরণ। 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভ্রম নিত্যনিমিত্তির ভাব আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিত্যরূপ [স] বি প্রতিদিনের চেহারা। 'সাহিত্যে কেবল আপনাই নিত্যরূপ প্রেক্ষরূপ প্রকাশ করিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিত্যসুখ [স] কিং প্রত্যক্ষ লোভ পায় এমন। 'সার্বক আমার নিত্যসুখ

পরিক্রমা/ধনিয়ে অনন্ত প্রান্তরে'। সুভাষ, ১৯৪৮।

নিত্যশোক [স] বি চিরন্তন বেদনা। 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভ্রম নিত্যনিমিত্তির ভাব আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিত্যরূপ [স] কিং প্রতিদিন পোনা যায় এমন। 'আলাওল নামটি নিত্যরূপ হলেও আলাওল-কাব্য বহুল পাঠিত নয়'। হাই, ১৯৪৯।

নিত্যঘটী [স] বি ভ্রুতবিশেষ। 'কতকগুলি আমদানবতার প্রভ - অরণ্যবাহী, নাপপমহী, নিত্যঘটী ...'। অবন, ১৯১৯।

নিত্যসঙ্গিনী [স] বি স্ত্রী সবসময়ের সাথী। 'শৈশব ও কৈশোরের নিত্যসঙ্গিনী'। আলাউদ্দিন, ১৯৫৫।

নিত্যসঙ্গী [স] ১ বি প্রতিদিনের সঙ্গী। 'নিত্যসঙ্গী কুকুরের গলার শিকল হাত হাতে'। শ্যামসূর, ১৯৫৯। ২ বি সর্বক্ষণের সাথী। 'একদিন নিত্যসঙ্গী ছিল যারা তারা জানে বাঘে সঁপে পড়ে'। শ্যামসূর, ১৯৬৬।

নিত্যসচ্চা [স] কিং স্ত্রী নিত্য গড়িলীল। 'এই নিত্যসচ্চা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিত উপাসীন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিত্যসত্য [স] ১ বি চিরবাস্তবতা। 'মানব-ইতিহাসের যে নিত্যসত্য আছে তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি স্রব সত্য। 'মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্যবিধান কৃত্রিমতায় এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নিত্য-সভা [স] বি সৈন্যদল বৈঠক; নিয়মিত বৈঠক। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, সৈমিতিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শান্তি-সভা প্রকৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিত্যসভা [স] বি প্রাত্যহিক বৈঠক। 'নিত্যসভা বলে তোমার বাগানে'। রবীন্দ্র, ১৯১৩।

নিত্যসঞ্চল [স] বি প্রাত্যহিক অবলম্বন। 'প্রেম, আশা ও নির্ভর এই তিনটি ধার্মিকদিগের নিত্যসঞ্চল'। ফকরুল, ১৯১০।

নিত্যসহায় [স] কিং সবসময় হায়েস্কুল। 'বিশ্বের নিত্যসহায় যুগের সেই ক্ষেত্রের মতো চেহারা ইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিত্যসুখ [স] বি অবিশিষ্ট শান্তি। 'যাহাতে পরে নিত্যসুখ সন্ধান করিতে পারেন ...'। অক্ষর, ১৮৫৫।

নিত্যকৃষ্ণ, নিত্যকৃষ্ণ [স] কিং সবসময় বিকাশমান। 'জন্মজন্মের ইহাই এক নিত্যকৃষ্ণ প্রাপনত দান'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

নিত্যানন্দ [স] ১ বি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তেজস্বীদের প্রধান সহযোগী। 'নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দ বৃন্দাবনবাস'। কৃষ্ণানন্দ, ১৫৮০: 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ'। কৃষ্ণানন্দ, ১৫৮০। ২ বি পরম আনন্দ। 'শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ এই নিত্যানন্দ'। দ্যাসন, ১৮৯০।

নিত্যান্যিতা [স] নিত্য-অন্যিতা ক্রিয়ার প্রতিদিন। 'ফুলিয়ে দিয়ে নিত্যান্যিতো দু হায়ে সব উদারচিত্তে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিত্যাশাশী [স] নিত্য-আশাশী। কিং প্রতিদিন আশাপ-আশোচনা হয় এমন। 'কবি আবার ভুল্লর নিত্যাশাশী বহু ছিলেন'। মুক্ততবা, ১৯৬৬।

নিতি [স] নিত্য। ক্রিয়ার প্রত্যয়। 'নিতি-নতুন ফরাস - নিতি নতুন আদার'। মশাররফ, ১৯৬৯।

নিতিভাষ্য [স] নিত্য-ভাষ্য। ক্রিয়ার প্রতিদিনের। 'মৌলানা নিতিভাষ্য মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন'। মুক্ততবা, ১৯৪৯।

নিতি্য নিতি্য [স নিত্য>] ত্রিবিধ গ্রন্থ প্রতিদিনই। 'উকিল মোতার ভাংক নিতি্য নিতি্য জেরা করে।' হস্তত্ব, ১৯৪৯।

নিখর [স নি+স ছিহ] বিপ শিবেশ। 'একটি নিখর নিয়ে থাকলে আমি মনে করি দুঃখের।' গিরিষ, ১৮৮৯।

নিম [স নিদ্রা] বি শিত্রা। 'সুদূরা নিম গেল বহুতী জাগত।' চর্য ২, ১২০০।

নিমকুসুম [স নিদ্রা+স কুসুম] বি শিত্রাশ্রুপ কুসুম। 'জড়িয়ে গেল লগাট খিরে নিমকুসুমের মত।' সত্যোন্ত, ১৯১২।

নিমপুর [স নিদ্রাপুর] বি যুয়ের দেশ। 'নির্জন নিমপুরে নিকতন মৃত্যুর।' সত্যোন্ত, ১৯১০।

নিমমহল [স নিদ্রা+আ মহল] ১ বি যুয়ের রাজ্য। 'নিমমহলে জ্যোত্স্না নিতি যুগার পায়ের কপার কাঠি।' সত্যোন্ত, ১৯১২। ২ বি যুয়ের ঘোর। 'নিম-মহলে বহু। আমার আর্জি হবে পেশ।' সত্যোন্ত, ১৯১২। ৩ বি নিদ্রা। 'চাঁদ চন্দন চোখে কুলাল খোঁসো গো নিমমহল-আবরণ।' নজরুল, ১৯০০।

নিমমহল-আবরণ [স নিদ্রা+আ মহল+স আবরণ] বি যুয়ের আবরণ। 'চাঁদ চন্দন চোখে কুলাল খোঁসো গো নিমমহল-আবরণ।' নজরুল, ১৯০০।

নিম-মহলা [স নিদ্রা+আ মহল] বি যুয়ের পুতী। 'নিম-মহলায় জাগল শাহজাদি।' নজরুল, ১৯২৮।

নিদ-সাগর [স নিদ্রা+স সাগর] বি যুয়ের সাগর। 'নিদ-সাগরের তটে তটে বায়ু/ফেলে ছিন্ন নিদ্রা।' সত্যোন্ত, ১৯১৪।

নিদ্রয় [স নিদ্রা] বিপ নিদ্রয়। 'হা হা নিদ্রয় নিদ্রি কেহে হেন কেন।' বহু, ১৪৫০।

নিদ্রয়ঙ্গম [স নির্দর-অঙ্গম] বিপ দয়াশীলগ্রন্থ; কঠিনগ্রন্থ। 'নিদ্রয়ঙ্গমের কাছ দয়া কর মোরে।' বহু, ১৪৫০।

নিদ্রা, নিদ্রা [স নিদ্রা+স দয়া] বিপ ঐ নির্দর। 'হরি হরি নিদ্রা' বিধি পেছিল।' বহু, ১৪৫০। 'মা মর না মর বীরে নিদ্রা কোঁটাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নির্দর্শন [স ১ বিপ প্রমথ। 'নির্দর ঝাড় নিয়ে নির্দর্শন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি চিত্র; মারক। 'জাতপত্র অবুরি বাপের নির্দর্শন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিপ দৃষ্টিজ। 'মুখ কিয়দামি করিবার নির্দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

নির্দর্শনপত্র [স] বি প্রমাণপত্র। 'আর সমস্ত নির্দর্শনপত্রের উপর ক'র ইত্যাদি অক্ষয় ... লিখিতে হইবে।' ভানকল, ১৭৮৪।

নির্দর্শনশিপি [স] বি প্রমাণমূলক আবেদনপত্র; প্রমাণপত্র। 'যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যাঙ্গক হইবেন ভাঁহারদিশের ২২ পিতা বা ... হারা বিশেষ নির্দর্শনশিপি প্রদান সম্পাদকসমীপে আনয়ন করিলে ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

নিদ্রাধ, নিদ্রাধ [স ১ বি গ্রীষ্মকাল। 'বৃষ্টি নিদ্রাধ ত্রাণ বৃশাবন গলে।' জাগরণ, ১৫০০। 'নিদ্রাধ বরিষা হিম একা তিন রিত্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উত্তাপ। 'এবে হোষ্ট নিদ্রাধ প্রবল।' জাগরণ, ১৬০০।

নিদ্রাধ-আতপ [স] বি রোগের উত্তাপ। 'নিদ্রাধ-আতপ আমাদের তৃষ্ণ।' নজরুল, ১৯২৬।

নিদ্রাধকাল [স] বি গ্রীষ্মকাল। 'তাহাতে সমস্ত নিদ্রাধকাল অতিবাহন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নিদ্রাধ-জ্বলন [স] বি গ্রীষ্মের উত্তাপে দগ্ধ হওয়া। 'নিদ্রাধ শিশিরবিন্দু

সরসে যেমতি শ্রুস্ন, নীরস, নিদ্রা, নিদ্রা-জ্বলন।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিদ্রাধ-দাধ [স] বি গ্রীষ্মের ত্রাণ। 'স্বচ্ছ সতীর শোক ধ্যানেন্দ্রাধ নিদ্রাধ-দাধ।' নজরুল, ১৯২৫।

নিদ্রাধ-নিশি [স নিদ্রাধ+স নিশা] বি গ্রীষ্মের রাত। 'রাজা যুধিষ্ঠির, কটাতেন সুখে নিদ্রাধ-নিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

নিদ্রাধমধ্যাহ্ন [স] বি গ্রীষ্মকালের দুপুর। 'তব চক্ষু বিতারপূর্বক নিদ্রাধমধ্যাহ্নের আকাশে ডাকাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিদ্রাঘাট [স নিদ্রাধ-ঘট] বিপ গ্রীষ্মে পীড়িত। 'নিদ্রাঘাট পবিত্র যেমতি তরুর-পাশে আসে আশ্রম-আশ্রয়।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিদ্রাটী [স নিদ্রা>] বি শিত্রাভাষ; নিদ্রাভাষ। 'নিদ্রাটী লগার আমি নগর সহিত।' হানিকরাম, ১৭৮১।

নিদ্রান [স] ১ বি পরিশ্রাম। 'এতদিন তনু মোর সাথে সাধাশ্রু বৃক্স অশন নিদ্রান।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ বি উৎস। 'কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদ্রান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি নিদ্রাময়। 'মোর সৈব ইহাতে নিদ্রান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি দুর্নিয়। 'নিদ্রান সেখিয়া আইল পুন।' দ্বিষ্ট, ১৬০০। ৫ বি কারণ। 'পাশা মিন পরিবার শোকে নিদ্রান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি দুঃখ। 'মার আসে পাশা আছে না রহে নিদ্রান।' জাগরণ, ১৬০০। ৭ বিপ অসহায়। 'কোথা গেলে আমাদের করিয়া নিদ্রান।' গরীব, ১৭৬৫। ৮ বিপ অজ্ঞি। 'বেদকহি হইবে না নিদ্রান।' গরীব, ১৭৬৫। ৯ বি রোগের কারণ। 'কহি নিদ্রাধকাল লাগে।' আরবী ... স্ত্রীন্দ্র এবং নিদ্রান ইহাও উক্ত এবং নিদ্রান।' জঙ্গম, ১৮৪৭।

নিদ্রানকাল [স] বি বিপদের সময়। 'সে আপন নিদ্রানকালে এই প্রকার কহিলেক ...।' তারিখী, ১৮০৩।

নিদ্রাননির্দ্রা [স] বি কারণ নির্দ্র। 'সে ব্যাঘাতক যথার্থ নিদ্রাননির্দ্রা হিঙ্গেরে গ্রহণ করিতে বাধে।' শিব, ১৯৫৬।

নিদ্রানশাষ [স] বি রোগের হেতু ও উৎপত্তি শাষ। 'নিদ্রানশাষে এ ব্যাঘাত মহারোগ বলে পরিগণিত।' শীলবহু, ১৮৭৩।

নিদ্রারূপ [স] ১ বিপ অসহনীয়। 'নিদ্রারূপ মায় সাগর কুষ্টি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ নিষ্ঠুর। 'তাহে তুমি এক নিদ্রারূপ।' দ্বিষ্ট, ১৬০০। ৩ বিপ জীবন। 'একজন ইনব বহু নিদ্রারূপ ঘুরার সবে বলে উঠেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিপ করণ। 'সোটি বলিতে বসোম্যানা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদ্রারূপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নিদ্রারূপভর [স] বিপ কঠোরতা। 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদ্রারূপের ইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিদ্রারূপজা [স] বি অসহনীয়তা। 'ইহার নিদ্রারূপজা তাহার অন্তরে মধ্যে একবার অনুভব করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিদ্রারূপরূপে [স] ত্রিবিধ নিষ্ঠুরতাবে। 'নন্দর মৃত্যু নিদ্রারূপরূপে অসংগত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিদ্রা [স নিদ্রা>] বি মরণত্ব যুগ, বা নিদ্রাশীল করে। 'সেইখানে মোরে দিল সে নিদ্রাশি স্বপন সেবিনু কত যায়।' সত্যোন্ত, ১৯০৮।

নিদ্রাশু [স নিদ্রা] বিপ নিদ্রাশু। 'সহজ নিদ্রাশু আকিলা লারা।' চর্য ৩৬, ১২০০।

নিদ্রাধ [স নির্দ্রাধ] বিপ দুঃখীন্দ্র। 'ভালমতে মোর দুঃখকথা কহ নিদ্রাধ কাছতরেণ।' বহু, ১৪৫০।

নিদ্রুটি [স যুয়ের ভাষ। 'আত্মা অসুখকাল, নক্সেও সেগোছে নিদ্রুটি।' যুধীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিদ্রুট [স নিদ্রিট] *কিণ* স্থিতিকৃত; নির্ধারিত। *সেয়ার*, ১৭৮৯। 'তাহাকেই খাদ্য বলিয়া নিদ্রুট করিতেছি।' *মহাররক*, ১৮৮৯।

নিদেন [স নিদান] *অর্থ* অন্তত। 'নিদেন চকু লক্ষ্যারও কিছু বলতে পারাবেন।' *উৎসব*, ১৮৫৭।

নিদেন কাল [স নিদানকাল] *বি মর্যাদা* কাল। 'শালা চ্যামনা, মাগীয়ার - তুর সে নিদেন কাল হৈবেছে।' *হাসান*, ১৮৬৭।

নিদেনপক্ষে *ক্রিবিধ* অতপক্ষে। 'সামী কাবাব বানাব, নিদেনপক্ষে পিক।' *মুক্তভা*, ১৮৬০।

নিদেপ [স] *বি* আভা। 'নিদেপ-নিদেপ গ্রাভ হইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিদেপমালা [স] *বি* সংবাদসমূহ। 'মুহুর্তে বার দেশদেশান্তে গিরির নিদেপমালা।' *সত্যোজ্ঞ*, ১৯১২।

নিদোষ [স নির্দোষ] *বিধ* নির্দোষ। 'তবে সীল দিলে প্রভু নিদোষ তোমার।' *মুকুণ্ড*, ১৮০০।

নিদম [স উদ্যম] *বিধ* বিবর। 'এবন দশ জন মেয়ে মাগুকে নিদম করিয়া রামকান্ত শোতা করিতে পারি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

নিদ্বন [স নির্দ্বন] *কি* দরিদ্র। 'নিদ্বন পুরুষে স্নেহ কামিনি না ভাবে।' *মালাশালা*, ১৫০০।

নিদ্রা [স] *বি* ঘুম। 'নিদ্রাবে আসিয়া চণ্ডিল কাছে।' *বটু*, ১৪৫০।

নিদ্রাকর্ষণ [স] *কিণ* ঘুমের আবেশ আনে এমন। 'ঘুমাগড়ানি মাসিগিরির চাইতে তা নিদ্রাকর্ষণ।' *গ্রন্থ*, ১৯২৭।

নিদ্রাকর্ষণ [স] *বি* ঘুমের ভাব; ঘুমের আবেশ। 'অল্পে অল্পে নিদ্রাকর্ষণ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিদ্রাকাতর [স] *কিণ* ঘুমে কাতর। '... নিদ্রাকাতর বিনোদী বসন্তী সহিতুতার প্রতি অভিমানে উপব্রত ভরা হইবে না কি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নিদ্রাপাত [স] *কিণ* নিদ্রিত। 'নিদ্রাপাত ভক্ষণের অব্যবহিত পরেই, অচেতনশায় হইয়া, নিদ্রাপাত হইয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রাপাতা [স] *কিণ* শ্রী নিদ্রিত। 'অনন্তর, ব্রাহ্মিতে সে নিদ্রাপাতা হইলে ... চিত্র দিয়া চলিয়া আসিলে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রাপানন [স] *কিণ* নিদ্রায় আচ্ছন্ন। 'নিদ্রাপানন মধ্যাহ্ন্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিদ্রা-ঘন-ঘোরা *কিণ* শ্রী গভীর ঘুমে মগ্ন। 'মামিনী বিস্তারা নিদ্রা-ঘন-ঘোরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

নিদ্রাঙ্ক [স নিদ্রা-অঙ্ক] *বি* ঘুমের কোল। 'কৃত্তা-সহোদরা-নিদ্রাঙ্ক হইতে/জাগি জীব-কুল সুখ-বিদ্রোহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

নিদ্রাচ্ছন্ন [স নিদ্রা-আচ্ছন্ন] *কিণ* ঘুমে কাতর। 'এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা।' *গুলাবী*, ১৯৪৮।

নিদ্রাচ্ছত্ত [স] *কিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'নিদ্রাচ্ছত্ত অবস্থায় তবিল, হবেনও বা, এইটাই হইতে সোজা রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিদ্রাচ্ছত্তিত [স] *কিণ* ঘুমে কাতর। 'নিদ্রাচ্ছত্তিত চোখে।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

নিদ্রাঙ্কল [স নিদ্রা-অঙ্কল] *বি* নিদ্রারূপ অঙ্কল। 'ঘন তমাশালা, নিদ্রাঙ্কল মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নিদ্রাণ [স নিদ্রা-] *কিণ* নিদ্রাপাত; নিদ্রিত। 'পূহে শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রাণ হইব।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নিদ্রাতপ্তা [স] *বি* ঘুমের আবেশ। 'মাও যখন সশব্দ বিশাপে পড়ি

নিদ্রাতপ্তা দূর করিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিদ্রাতুর [স নিদ্রা-আতুর] *কিণ* ঘুমে কাতর। 'অকর্ণবর্ণ নিদ্রাতুর লোভন মুদ্রিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

নিদ্রাতুরা [স নিদ্রা-আতুরা] *কিণ* শ্রী ঘুমে কাতর। 'রাত জাগিয়া জাগিয়া সে ঘেন নিদ্রাতুরা হইয়া আছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নিদ্রাদারিনী [স] *কিণ* শ্রী ঘুম আনে এমন। 'মনের শক্তি সর্বোত্তম নিদ্রাদারিনী।' *মুক্তভা*, ১৮৫৮।

নিদ্রা দেওয়া *ক্রি* ঘুমানো। 'অবিরাম কাজকর্ম করিয়া রাগে ঘরে বিরিয়া লাভসেবে নিদ্রা দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'যেখানে ঘুপি বিছানা পাতিয়া গথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

নিদ্রাদেশী [স] *কিণ* নিদ্রাদানকারী দেশী। 'অহিনেন এবে নিদ্রাদেশী।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'নিদ্রাদেশী উহার উপর প্রসন্ন হইবেন।' *কৃষ্ণকামিনী*, ১৮৮৫।

নিদ্রাদিমীলিত [স] *কিণ* ঘুমন্ত। 'তারানন্দরও হইতে নিদ্রাদিমীলিত থাকত।' *অচিন্ত্য*, ১৮৫০।

নিদ্রানীরণ [স] *কিণ* ঘুমের কারণে নিদ্রণ; ঘুমে আচ্ছন্ন। 'চক্রবাকের নিদ্রানীরণ বিজ্ঞান শাস্ত্রীরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিদ্রাক্ষ [স নিদ্রা-অঙ্ক] *কিণ* ঘুমন্ত। 'বিরিলে নিদ্রাক্ষ পুরী, জাগাইলে সবুজ চেতনা।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

নিদ্রাপ্রিতা [স নিদ্রা-অপ্রিতা] *কিণ* শ্রী ঘুমন্ত। 'সে ... নিদ্রাপ্রিতা শুকনোবতীকে লইয়া পশারন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রাপারায়ণ [স] *কিণ* ঘুমকাতর। 'সেই রকম তোজন নিদ্রাপারায়ণ, সেই অকর্ণক অঙ্গন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিদ্রাষা [স নিদ্রা-অষা] *কিণ* ঘুমন্ত অবস্থা। 'ভারতবর্ষের মনুষ্যগণ নিদ্রাষাতেই চিরকাল রহিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪২।

নিদ্রাবিশৃঙ্খ [স] *কিণ* মুগ্ধ। 'ভারতের গভীর নিদ্রাবিশৃঙ্খ দর্শনের গাড় ...।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

নিদ্রাষিট [স নিদ্রা-আষিট] *কিণ* ঘুমে আচ্ছন্ন। 'নিদ্রাষিট চোখের প্রভাব তার সারা মুখেও বিস্তারিত।' *গুলাবী*, ১৯৬৪।

নিদ্রাবিশালী [স] *কিণ* ঘুমানোই বার বিশালিত। 'এই নিদ্রাবিশালীরা নিদ্রাহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

নিদ্রাবেশ [স নিদ্রা-আবেশ] *বি* ঘুমের আবেশ। *সেবিত*, ১৮৩৯; 'কিৎস কণ ক্রিয় কৌতুকের পর, নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

নিদ্রা ভগবতী [স] *কিণ* ঘুমের দেশী। 'নিদ্রা ভগবতী আসি চণ্ডিলা সবার।' *কৃষ্ণা*, ১৫৮০।

নিদ্রাতপ্ত [স] *কিণ* ঘুম ভাঙা। 'আরে নাড়া নিদ্রাতপ্ত মোর ভোর কাছে।' *কৃষ্ণা*, ১৫৮০।

নিদ্রাতঙ্কনা [স] *কিণ* ঘুমানোর চেষ্টা। '... ছাত্রপ্রধান পদপতলে পল্লবশ্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাতঙ্কনা করিতেছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

নিদ্রাতার [স] *কিণ* ঘুমের আবেশ। 'আমার মাথাও নিদ্রাতারে সেই রকম অবনত হয়ে এল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নিদ্রাভিকৃত [স নিদ্রা-অভিকৃত] *কিণ* নিদ্রামগ্ন। 'পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভি হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬০।

নিদ্রাভিকৃত্তা [স নিদ্রা-অভিকৃত্তা] *কিণ* শ্রী নিদ্রামগ্ন। 'রাহুকন্যা তুরার

নিদ্রাভিত্তা হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নিদ্রাভোগ [স] বি ঘুম ও খাওয়া। 'নিদ্রাভোগ ভেজিলুম সকল।' বাহরাম, ১৬৫০।

নিদ্রাভেল [স] নিদ্রা। বি ঘুমের আবেশ। 'কুসুমশয্যা সাধু ছিল। নিদ্রাভেলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিদ্রামগন [স] বি ঘুমে বিভোর। 'ছিলাম নিদ্রামগন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নিদ্রাময় [স] বি ঘুমে আচ্ছন্ন। 'নিদ্রাময় মহাদেব দেখিছেন মহান শপন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নিদ্রাময়া [স] বি ঋতু ঘুমে আচ্ছন্ন। 'বখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রাময়া।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

নিদ্রামস্ত [স] বি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। 'দিকে দিকে সৈন্য, রাজা, নিদ্রামস্ত।' অমিয়, ১৯৩৯।

নিদ্রা যাব্দা ক্রি অকর্মণ্য থাকা। 'কত নিদ্রা যাবে তুমি।' আর নিদ্রা উচিত না হয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

নিদ্রাযোগ [স] বি ঋতুনি। 'আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ।' ওগ, ১৮৫৮।

নিদ্রারক্ত [স] বি ঘুমানোর কারণে লাল হয়েচে এমন। 'নিদ্রারক্ত চোখ দুইটা বিস্মারিত করিয়া দেখিল।' তারা, ১৯৪০।

নিদ্রাশল [স] নিদ্রা-আলস। বি ঘুমের আবেশে অবসন্ন। 'দশ অশ্লির মতো পরল করিছে রতসলাশলে মোর নিদ্রাশল তনু।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নিদ্রাসংবরণ [স] বি ঘুম নিবারণ। 'নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রাসংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া টুলিতে আরম্ভ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিদ্রাসমুদ্র [স] বি নিদ্রারূপ সমুদ্র। 'সুর আসে ভাসি ... নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

নিদ্রাসুখ [স] বি নিদ্রারূপ সুখ। 'তিনি মুদ্রিত নয়নে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

নিদ্রাশূল [স] বি ঘুমের ফলে শূল। 'তা তার নিদ্রাশূল নির্বোধ মাথায় ঢুকতে চায় না।' হাসান, ১৯৬৩।

নিদ্রাহত [স] নিদ্রা-আহতা। বি ঘুমে অচেতন। 'অবলা আজ নিদ্রাহত।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

নিদ্রাহারা [স] নিদ্রাহরণ। বি ঘুম কেড়ে নেয় এমন। 'দিবানিশি আহি নিদ্রাহারা বিরহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নিদ্রাহারা [স] নিদ্রা+হারা। বি ঘুমহীন। 'বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নিদ্রাহীন [স] বি নিদ্রা। 'আমার প্রাণের কথা নিদ্রাহীন আকুলাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নিদ্রাহীনতা [স] বি ঘুম না আসা; অনিদ্রা। 'বুঝতে পারছে অবিরোধে শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিও নিদ্রাহীনতার।' আগুউকিন, ১৯৫৯।

নিদ্রালু [স] বি নিদ্রাশ্রিয়; ঘুমকাতর। 'অবশন ও নিদ্রালু অবস্থায় প্রত্যয়ে তনা গেল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

নিদ্রালুতা [স] ১ বি ঘুম-ঘুম ভাব। 'রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ভাগ্য ভাগ্যর সুন্দর চোখ হইছে ...।' বিজুতি, ১৯৩১। ২ বি ঘুমের আবেশ। 'নিদ্রালুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল।' বিজুতি, ১৯৩৮।

নিদ্রিত [স] ১ বি ঘুমন্ত। 'তিনি ... নিদ্রিত ছিলেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি ঘুমন্ত। 'অন্য নিদ্রিত লোককে জাগ্রত কর।' অক্ষয়, ১৭৪৩। ৩ বি ঘুমন্ত ব্যক্তি। 'সেও বাসার ভেতর নিদ্রিতের দলে।' শতকর্ত, ১৯৫৮।

নিদ্রিত ইন্দ্রিয় [স] বি সুষ্ট অবস্থায় আছে যে ইন্দ্রিয়। 'অকস্মাৎ নিদ্রিত ইন্দ্রিয় জাগরিত হইয়া উঠিলে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

নিদ্রিতা [স] বি ঋতু ঋতু। 'মনের ওরে শরীরহা ব্রহ্মময়ী নিদ্রিতা জ্ঞানও চেতনা।' রামমহাসাদ, ১৭৮০।

নিদ্রোষিত [স] নিদ্রা-উষিত। বি সদ্য জাগ্রত। 'রাজপুর নিদ্রোষিত হইলে ...।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

নিধন [স] নির্ধন। বি ধনহীন; গরিব। 'রাতে যেন ভাত পাখা না এড়ে নিধনে নিধী।' বড়ু, ১৪৫০।

নিধনী [স] নির্ধনী। বি ধনহীন। 'অনাথ নিধনী যুক্তি বিশেষ তাগিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

নিধন [স] ১ বি বিনাশ; ধ্বংস। 'সুদ আদি সৈতোর সে করিয়া নিধন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি মৃত্যু। 'তিনি সম্পূর্ণ ধন হাথিয়া এই সম্রাট নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২১।

নিধান [স] ১ বি আধার। 'অসে সাত্রে কুলে শিশি গুণের নিধানে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি আশ্রয়। 'ভবে প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিধান।' সুলতান, ১৭০০।

নিধানশক্তি [স] বি হ্রাসন করার শক্তি। 'নিধানশক্তি বশক্তির প্রভাবে প্রাণকারণ এবং ধারণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিধানী [স] নিধ-ধান। বি ধন বর্জিত। 'নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিধার্য, নিধার্য [স] বি নির্ধারণ। 'পারিকে ডাকিয়া একটা নিধার্য করিয়া সুই সূতা কিনিয়া অনিয়া আরম্ভ করি।' গৌর, ১৮২২।

নিধি [স] ১ বি সম্পদ। 'পাছে হারাবি কোলের নিধি কাছে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আধার; পায়। 'ধান পূজা নিরবধি কেশব গুণের নিধি।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বি অমূল্য ধন। 'অমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি ফুটালো।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিধী [স] নিধি। বি সম্পদ। 'হাছে নিধী পাইলো রাধা কে এড়িতে পারে।' বড়ু, ১৪৫০।

নিধুবন [স] ১ বি বিলাসভূমি। 'উচিত ছিলো গড়িল সে নিধুবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি চিত্রকর্ম; কেলিলাস। 'জিগ্মহ মনন মেরো করে নিধুবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি নির্জন বন। 'পরম সুন্দরী/এহি নিধুবন মাখ।' বাহরাম, ১৬৫০।

নিধুম [স] নিধু+মা। বি ধোয়ান। 'নিধুম হইল অয়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিধুম্য পাখার [স] নিধুম-প্রাধার। বি জনশূন্য প্রাধার। 'জানলুম নিধুম্য পাখার।' সেলিনা, ১৯৭৫।

নিদা [স] নীচ। বি নিম্ন; নিচু। 'দক্ষিণে হইল উজা উত্তর দিগ নিদা।' মালাধর, ১৫০০।

নিদাদ [স] ১ বি গর্জন। 'বজ্রের নিদাদ বিনু কঁচুই না তনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ধ্বনি। 'মধুর নিদাদ তনি বাজে রজনবন।' রূপরায়, ১৭৫০।

নিদাদবাহিনী [স] বি ঋতু ধ্বনিবাহী। 'যথা আকাশমন্তলী নিদাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তিধরী।' মাইকেল, ১৮৬০।

নিদানিতি [স] বি ধ্বনি। 'পরে তাহাদিগেই অত্যাচর কলহনাদে

নিদানী

সে ছান নিদানী হইল 'অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিদানী [স] বিশ্ণু শব্দকারী। 'কটমট বিকটে-নিদানী।' রস, ১৮৫৮।

নিম্ন বি মোটা কাপড়বিশেষ। 'বিবিধ প্রকার নিম্ন রস করিয়া ... সড়ি পরিধান করিতেন।' ভবানী, ১৮২৮।

নিম্নেত [বি] বি এশিরিয়ার খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর রাজধানী ও সেখানকার উল্লেখ্যনগর সভ্যতা। 'নিম্নেতে রোম হিরোশিমায়া পৌছে আটমের ...।' জীবন, ১৯৪০।

নিম্নে [স] নিদ্রা বি নিদ্রা। 'জে ফুল তমর নিম্নে সুমর বাস বিসরএ ন পার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিম্নেভোল্টে ক্রিষিণ যুগের যোহে; নিদ্রাবেশে। 'নিম্নেভোল্টে যশোদাএ তাক না জালিল।' বৃত্ত, ১৪৫০।

নিম্বক, নিম্বন, নিম্বানীয়া, নিম্বা

নিম্বা [স] নিম্বা-। 'কি নিম্বা করা। 'আকারণে আল রাবা নিম্বদি কৃষ্ণ কাল।' বৃত্ত, ১৪৫০। নিম্বনি কি নিম্বা করহো। 'আকারণে আল রাবা নিম্বনি কৃষ্ণ কাল।' বৃত্ত, ১৪৫০। নিম্বি কি নিম্বা করে। 'জান কর্ণ নিম্বি করে ভক্তি বড়াঞি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। নিম্বিহে কি নিম্বা করহে। 'যুগে অতি সুখটম চিত্তুরে নিম্বিহে ঘন।' সুলতান, ১৭০০। নিম্বিয়া কি নিম্বা করে। 'বিকশিত কোন্দল নিম্বিয়া উত্তাপন।' মুহুদ, ১৬০০। নিম্বিল কি নিম্বা করহো। 'খেচ্ছা না জালি বাগে গ্রাঙ্কণ নিম্বিল।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। নিম্বিলু কি নিম্বা করহো। 'প্রভাএ না করি যেন নিম্বিলু তাহারে।' সুলতান, ১৭০০। নিম্বিশ কি নিম্বা করিস। 'বৃথা কেন, যুগমতি, নিম্বিশ বিবিরে তোরা।' হাইকো, ১৮৫১।

নিম্বা [স] বি বদনাম। 'নিজজন বদন ঢোল সম ঘোষি নিম্বা খ্রিস্টন সুম হালে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিম্বক [স] নিম্বক বি নিম্বক। 'দীন-হীন-নিম্বকান্তি সুরারে নিজিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিম্বন [স] বি নিম্বা। 'যে গ্রীষ্ম মৃগিণসে করেন নিম্বন।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

নিম্বানীয়া [স] ১ বিশ্ণু নিম্বার যোগ্য। 'পায়ে সে বেশ্যারচন করিলেও নিম্বানীয়া হয় না।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বিশ্ণু অবস্থিত। 'সোটি বাউল মতানুসারে দূর্য্য ও নিম্বানীয়া।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নিম্বা-অশ্ববাদ [স] বি অশ্বাভিসূচক গল্পকথন। 'চ্যাম্বিয়ারের যত কিছু গালপদ, বড় কিছু নিম্বা-অশ্ববাদ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নিম্বাকর [স] বি অশ্বাভির কারণব্রহ্মণ। 'রামচন্দ্রপুরী হইল সর্বনিম্বাকর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিম্বা-কর্ষ [স] বি খাণ্ডাণ কাষ। 'আর যদি নিম্বা-কর্ষ কহু না আর।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

নিম্বাগ্রামি [স] ১ বি নিম্বার গ্রামি। 'সমস্ত নিম্বাগ্রামি ও আত্মীয়বিচ্ছেদকে সার্থক করিয়া তুলুন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি কলহ। 'নিম্বা-গ্রামির গাছ মাখিয়া, গালাগা, মিসল-হেতু।' নজরুল, ১৯২৫।

নিম্বাশ্বক [স] নিম্বা-আত্মক বিশ্ণু নিম্বাসূচক। 'লীড-নৃত্যের ঐতিহ্য অবিরম প্রণয়সোহাগ নয়, এই নিম্বাশ্বক একটা দিকও যথিহায়ে।' জাহ্নবী, ১৯৫৫।

নিম্বাশঙ্ক [স] বি নিম্বাশঙ্ক গল্প। 'সে কলহে নিম্বাশঙ্ক ডিলক টালি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নিম্বা-পরিবাদ [স] বি নিম্বা-অশ্ববাদ। 'দুগুণে শোকে নিম্বা-পরিবাদে চিত্ত তার ভাবে না অববাদে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

নিম্বাশ্রণশোনা [স] বি নিম্বা ও শ্রণশোনা; নিম্বাশ্রুতি। 'সমস্ত আত্মীয়বন্ধুর নিম্বা শ্রণশোনা সবলে উপেক্ষা করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'লাভ ক্ষতি নিম্বা শ্রণশোনা প্রতীতি মোক্ষধর্মের যারা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। 'সে ...।' হায়া করে না লোকমুখের নিম্বাশ্রণশোনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নিম্বাশাক্ত [স] বি মদ কথা। 'নিম্বাশাক্তে তাহার যাতনাকে শতভগ্ন প্রবলা করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

নিম্বাবাদ [স] বি কুসো। 'অভিনিপাতের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে ... পূর্বপুরুষেরদিগকে নিম্বাবাদ করিতেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

নিম্বা বাশা বি নিম্বাবাদ; কুসো। 'নিম্বা বাশা কাল্লা কাটনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নিম্বাবিশালী [স] বি নিম্বা করতে পাট এমন। 'এই নিম্বাবিশালীয়া নিটাইনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

নিম্বাবৃত্তি [স] বি কুসো করার মনোবৃত্তি। 'সমাজপতিরা বললেন আমি হীন নিম্বাবৃত্তি অবলম্বন করছি।' মোতাহার, ১৯৩৭।

নিম্বা-বেদমা [স] বি নিম্বাজনিত কথ। 'অব্যোধ্য মুদ্রা যাকিন উপরে যেন নিম্বা-বেদনের আনবশ্যক অবধারণ না হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিম্বাভীজন [স] বি নিম্বার পয়। 'বেদন সম্পাদক মহাশয়ের নিম্বাভীজন হইলম বিত্ত ভ্রাণি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৩৮।

নিম্বামম্ব [স] বি বদনাম। 'অত নিম্বামদ তনতে হজে কেনা?' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

নিম্বারোপণ [স] বি কুসো ঘটনো; নিম্বা করা। 'পিছনে গোপন নিম্বারোপণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিম্বার্ন [স] বিশ্ণু নিম্বানীয়া। 'জ্যায়সের বেগুড়া ... সজার নিম্বার্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিম্বাশ্রুতি [স] বি কুসোভি এবং কুসোভি। 'নিম্বাশ্রুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নিম্বে [স] নিম্বা বি বদনাম; নিম্বা। 'এত বড় নিম্বে ডোলা।' বৃত্ত, ১৫০০।

নিম্বা [স] নিদ্রা কি ঘুম গড়ানো। 'নিম্বাউলী যত্নে তাক নিম্বাই আছি।' বৃত্ত, ১৪৫০। নিম্বাইহে কি ঘুম গড়ানো। 'নিম্বাউলী যত্নে তাক নিম্বাইহে আছি।' বৃত্ত, ১৪৫০। নিম্বাউলী বিশ্ণু নিদ্রাকারক। 'নিম্বাউলী যত্নে তাক নিম্বাইহে আছি।' বৃত্ত, ১৪৫০। নিম্বে ক্রিষিণ যুগে; নিদ্রা। 'নিদ্রা আশ্রয় গোহুলের লোক ভেলা।' বৃত্ত, ১৪৫০।

নিম্বিত [স] ১ বিশ্ণু প্রতিভূতি; চন্দনের গন্ধ। নিম্বানীয়া হয় এমন। 'মদামদন চন্দনগন্ধ গন্ধ নিম্বিত অঙ্গ।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিশ্ণু নিম্বাযোগ্য। 'চিহ্না কর্ণ এইক্সে বেহুগ করিতেছে তাহা নিম্বিত।' কেরি, ১৮০২। 'নিম্বিত কর্ণে প্রবৃত্ত হইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

নিম্বুক [স] বি নিম্বাকারী। 'যাতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিম্বুক দুহাচার।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

নিম্বুকতা [স] বি নিম্বা করার কাজ। 'তাহার নিম্বুকতাকে নিম্বা করিবার সুখ আমারও হাতে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিম্বা [স] বিশ্ণু শিদ্ভিত। 'পতি মোর কুলে বন্দ্য কুলে নহে নিম্বা বিম্বণয়ে আর অধিষ্ঠান।' মুহুদ, ১৬০০।

নিশট' *কি* নিশাদ। 'মাহ' হইতে অধিক টাকা পাওয়া যায় তাহারদিগেরই সহিত প্রেম হয়, কিন্তু তাহাও নিশট প্রেম নয়।' ভবানী, ১৮২৮।

নিশট' *কি* দশট। 'হুমে তোমরা নিশট।' নজরুল, ১৯২৮।

নিশাভিত্তি [স] *কি* পতিত। 'তাঁহার চরণে নিশাভিত্তি হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

নিশাদ *কি* বিপদ। 'নিশাদেত দম্ব কর মনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নি-শাখি *কি* পাখিহীন। 'নি-পাখি ভীষণ মীল দক্ষশেপে উড়িলহীনতা।' যাহমুদ, ১৯৬৬।

নিশাত' [স] ১ *কি* বিনাশ। 'তোরা রাত্র কসেরে মো করিবো নিশাত।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *কি* পতন। 'চলিতে শবিল পঙ্কিল ষাট / ঘন-ঘন-কন-কন বজর নিশাত।' গোবিন্দ, ১৬০০। ৩ *কি* পরাজিত। 'ইহারদিগকে নিশাত করিয়া তাহারদের রাজা লইল।' রায়রায়, ১৮০১। ৪ *কি* (ব্যাকরণ) নিশাতন: নিরমের মধ্যে পড়ে না হেবর শব্দ। 'পাখিদি বলেন, নিশাত ভিন প্রকার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নিশাতক [স] *কি* বিনাশকারী। 'নিশাতক চণ্ড ভজ আর ভজ নিভজ।' মুকুল, ১৬০০।

নিশাতকাহী [স] *কি* বিনাশকারী। 'নমুটি নামক অসুরের নিশাতকাহী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

নিশাতা [স] *কি* নিশাত। 'কি বিনাশ করা।' বৈদী নিশাভিতে পড়া চলে কামরূপে।' বিজয়, ১৬০০।

নিশাত' [স] *কি* পাত্র। 'বি পাতা গড়া। হালহেত, ১৭৭৮।

নিশাতন [স] *কি* ধ্বংসনাশন। 'পরিষাদ পরমাত্ম নিশাতন প্রচারে নিবিলে।' সুহৃদ, ১৯২৮।

নিশাতনসাধ্য [স] *কি* সহজসাধ্য। 'তাঁহার "গোড়ামুখী" "ডেকা" ইত্যাদি নিশাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণবান্থ প্রাণবান্থদের হুলে ব্যবহার করিতেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

নিশান *কি* পক্ষিমূর্খ। 'শাল হতে কাচের নিশান ভরে যাচ্।' যাহমুদ, ১৯৬৩।

নিশিট [স] *কি* অত্যাচারিত। 'মায়ের বাপের সঙ্গে সমান সজ্ঞানও হয় নিশিট।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

নিশীড়ন [স] *কি* নির্বাণন। 'তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিশীড়ন ও গ্লানির পরিত্রায়ে শক্তিসম্পন্ন করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। 'তোমার দত্ত হস্তের বাঁয়ে কার নিশীড়ন-চেড়ী?' নজরুল, ১৯২৬।

নিশীড়ন-চেড়ী [স] *কি* ত্রী নির্বাণনের দাস। 'তোমার দত্ত হস্তের বাঁয়ে কার নিশীড়ন-চেড়ী?' নজরুল, ১৯২৬।

নিশীড়নমুখি [স] *কি* নিশীড়নের 'মুখি'। 'এই নিরাকৃতার নিশীড়নমুখি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।' মুক্তবাণ, ১৯০২।

নিশীড়িত [স] *কি* নির্বাণিত। 'প্রজাধিপাকে নিশীড়িত করিয়াছেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৫।

নিশীড়িতা [স] *কি* ত্রী অত্যাচারিত: নিম্নহীত। 'এই নিশীড়িতা কন্য়ার মূখের দিকে তাকায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নিশূণ্ড [স] ১ *কি* নিশূণ্ড। 'উপজিলে নির্বর্তনে সাত্তিক নিশূণ্ড।' অলাপল, ১৬০০। ২ *কি* দম্ব। 'কোন গুণ নাই যেহা সেহা ঠাই দিহিতে নিশূণ্ড মড়।' ভারত, ১৭৬০।

নিশূণ্ডমত্তা [স] *কি* অতিশয় দম্বতা। 'ইসরোজী ভাষার নিশূণ্ডমত্তা

প্রকাশ হইতেছে।' দর্শন, ১৮৩০।

নিশূণ্ডর [স] *কি* তুলনামূলকভাবে অধিক নিশূণ্ড। 'অভিজ্ঞতার তুলনাবিশ্লেষণের উপায়দ্বিতি যত যত্ব এবং নিশূণ্ডর হয়, ততই জগৎ ...।' শিব, ১৯৫০।

নিশূণ্ডতা [স] ১ *কি* নিশূণ্ড। 'মৃত্যু-গীতে নিশূণ্ডতা বহুলে বিশেষী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *কি* পতিত। 'নাট্যরীতির নিশূণ্ডতাকে প্রাণ বিরোধ হইল।' দর্শন, ১৮২৮।

নিশূণ্ডতানুসারে [স] *কি* নিশূণ্ডতা-অনুসারে। 'ক্রিষ্ণ নিশূণ্ডতা অনুযায়ী। 'মনুষ্যের আশ্রয় আশ্রয় অধিকৃতি বা নিশূণ্ডতানুসারে ... উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নিশূণ্ডতাসূচক [স] *কি* দম্বতার প্রমাণ দেয় এমন। 'অতি নিশূণ্ডতাসূচক সাত্তিকমিত।' দর্শন, ১৮৩৬।

নিশূণ্ডা [স] *কি* গীত দম্ব। 'বক্রোক্তিতে নিশূণ্ডা।' মুদ্রাঙ্কর, ১৮১২।

নিশূণ্ড [স] *কি* নিশূণ্ড। 'ক্রিষ্ণ দম্বতার সঙ্গে।' অর্যাসিত মহাজ্ঞান করিল নিশূণ্ড।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিগ্নন [জা] *কি* জ্ঞানগণের প্রাচীন নাম। 'নিগ্ননের টাইলার ওয়েন্ডের মত।' জীবন, ১৯৪৮।

নিগ্ননী [জা] *কি* নিগ্নন। 'কি জ্ঞানগণে তৈরি।' বেন শিখরে নিগ্ননী মুদ্রা।' যাহমুদ, ১৯৬৬।

নিগ্নত্যাগ [স] *কি* প্রাত্যহিক বেদগায়ক। 'ফকিরের নামে ভিষ হইল নিগ্নত্যাগ।' গল্পর, ১৭৬৫।

নিগ্নল [স] *কি* নিগ্নল। 'কি বিঘ্ন: নিগ্নল। 'কিসক যৌবন রাখা করহ নিগ্নল।' বড়ু, ১৪৫০। 'কাক তোকা বিধি সব নিগ্নল ম্যোরে।' বড়ু, ১৪৫০।

নিগ্নল ক্রিষ্ণ বিগ্নল। 'নিগ্নল গোহালী রাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

নিগ্নলিত করা *কি* ধীরে ধীরে নিগ্নলন করা। 'নিগ্নলিত করিতে।' মালোএল, ১৭৪০।

নিব' [স] *কি* নির্বাণ। 'কি নির্বাণিত। 'নিব নিব [স] *কি* নির্বাণ। 'কি প্রায় নিবে যাচ্ছে এমন।' গোদুলিতে নিব-নিব আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'আত্মকীর্ণ দীপমুখে শিবা নিব-নিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিবন্ধ [স] *কি* নির্বাণ। ১ *কি* নিবে যাচ্ছে এমন। 'নিবন্ধ অগ্নিসিদ্ধ।' নজরুল, ১৯২৬। ২ *কি* নিবে ভুবে যাচ্ছে এমন; অন্তর্যামান। 'নিবন্ধ সূর্যের পথে আর যদি এসে থাকে মুক্কা-অবকাশ/ ফুলে যেও।' সিরোদম্বর, ১৯৪৬।

নিবে যাওয়া *কি* নির্বাণিত হওয়া। 'নিবে গেল ধীরে ধীরে চিত্তার অনল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

নিব' [স] *কি* কলমে বাহুনির্মিত মুখ, যার সাহায্যে লেখা হয়। 'নতুন নিব পরানো কলমতল।' বিভূতি, ১৯০১। 'কলম থেকে নিবটা খুলে দুই চোঁটের মাঝখানে বসিয়ে বেব।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

নিবব' [স] *কি* নির্বাণ। 'কি লুপ্তব'। 'নিবব হবেন - নিবব হবেন: নিবে মরবেন না কানা হবেন।' ভাস্কর, ১৯৪২।

নিবড়া *কি* শেষ হওয়া। 'নিবড়িল *কি* শেষ হলো: অতীত শেষ।' 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।' মালধর, ১৫০০। 'নিবড়ে *কি* শেষ হয়।' 'আশির মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।' বড়ু, ১৪৫০।

নিবন্ধ [স] ১ *কি* নির্বাণিত। 'পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের ব'ধ সুসারানুসারে নিবন্ধ হইবেক।' দর্শন, ১৮২৪। ২

নিবন্ধদৃষ্টি

বিশ্ব বিদ্যতঃ 'ভা'হারদিগকে নীচঃ মর্যাদা প্রদেয়িত নিবন্ধ করেন।
দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিশ্ব আত্ম। 'অনবিকাল পরেই ইরাজদিগের
বনভট্টায় দূর্গ সন্নিহনে নিবন্ধ হইবে।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৪ বিশ্ব
আত্মকানো: বাঁধা আছে এমন। 'খনিও তাহার ষ' পদনিবন্ধ
লৌহশুল্ক এককালে মোচন করিতে পারে নাই।' অক্ষর, ১৮৪৯।
৫ বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। 'স্বর্বিধ উত্তমোত্তম ব্যবসায়ের মূল জনসমাজে
নিবন্ধ হইল।' অক্ষর, ১৮৫৫।

নিবন্ধদৃষ্টি [সি] বি স্থির দৃষ্টিপাত। 'স্ববরের কাগজে নিবন্ধদৃষ্টি।'
কনকল, ১৯৩৬।

নিবন্ধ [সি] ১ বি সম্পর্ক স্থাপন। 'নিবন্ধ দৈবের পাশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।
২ বি ভাষ্য। 'যার যে নিবন্ধ কবেই নহে দূর।' বাহ্যায়, ১৬০০। ৩ বিশ্ব
অন্তর্ভুক্ত। 'বনি ওভরা সৎবাক করিলা নিবন্ধ।' সুলতান,
১৬০০। ৪ বি নিয়ম। 'বিদ্যাতার নিবন্ধ বাপের হইল জন্ম।' কীটস্থ,
১৬৯৯। ৫ বিশ্ব বাঁধা হয়েছে এমন। 'জীৱতর সূর্য নিবন্ধ
শাখামূল।' রামধন্যদ, ১৭০০। ৬ বিশ্ব বন্ধ; আটক। 'নিবন্ধ যে
জরর।' গোলোক, ১৮০১। ৭ বি রচনা; প্রবন্ধ। 'ভরসা হয় যে এই
নিবন্ধ ও অন্য নিবন্ধ দ্বারা সে জ্ঞানোদয় হইবে।' দর্পণ, ১৮১৮। ৮
বি সংগঠন। 'মহাবাখ্যাত লোকের আহার প্রদান ও রোগ
ঐক্যভাষ্য ঐক্য প্রদান করা এ নিবন্ধের মুখ্য কর্ম।' দর্পণ, ১৮১৮।

নিবন্ধজ্ঞা [সি] বি বন্ধন; বান্ধন। 'বাখিা নিবন্ধজ্ঞা বিদ্যা চর্চায়
তালা সুযোগ ও লৌক্যতা তাঁর ঘটে।' গায়েব, ১৯৪৯।

নিবন্ধিত [সি] বিশ্ব নির্বাহিত; নির্দেশিত। 'জেনম আছিল পুকে সেব
নিবন্ধিত।' রায়হী, ১৭১০।

নিবন্ধম [সি] ১ বি নির্বন্ধ; নির্দেশ। 'সেব নিবন্ধন বখন না জ্ঞাএ' বড়,
১৪০০। ২ ক্রিয়িক নির্মিত। 'নিউনিয়ের নব নব অবিক্রিয়া নিবন্ধ
অসাধারণ সম্মান দর্পনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

নিবর্ত, নিবর্ত্ত [সি] ১ বিশ্ব বিরত। 'নিবর্ত্ত হইল প্রভু হরিষ অক্ষর।' কীটস্থ,
১৫৮০। 'শুদ্ধ নিবর্ত্ত হইয়া বসিয়াছে।' রামধন্য, ১৮৩৯। ২ বিশ্ব
বর্ষ। 'পিটিয়াটন লেখানকার সাধারণ অবিকার নিবর্ত্ত করিয়া আপনি
মাজা হইয়াছিল।' ভারিণী, ১৮০৩।

নিবর্তক, নিবর্তক [সি] বি নিবারণক। 'আর তাহার নিবর্তককে
নিমসীয়া জ্ঞানার।' রামধন্যদ, ১৮১৯।

নিবর্তন, নিবর্তন [সি] বিশ্ব নিবৃত্তকরণ; নিবৃত্তি। 'বাইতে নারিল বিয়
কৈল নিবর্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিবর্ত্ত [সি] নিবর্ত্ত। ১ ক্রি বিরত হওয়া। 'উগজিলে নিবর্ত্তিলে সাত্তিক
নিশা'। আলগা, ১৬৮০। ২ ক্রি ক্ষান্ত হওয়া। 'নিবর্ত্তিয়া গেল
মাজা আপনা ভুলন।' কীটস্থ, ১৬৯৯।

নিবর্ত্তী, নিবর্ত্তী [সি] বিশ্ব ক্রী বিরত। 'সহমরণ হইতে নিবর্ত্ত
হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

নিবর্ত্তিত [সি] বিশ্ব প্রত্যাহৃত। 'নিবর্ত্তিত আবেশের বিরুদ্ধে তনেই
জনন্য উনু পোদুর।' সুকীট, ১৯০৮।

নিবর্ত্তা [সি] নিবর্ত্তন। 'ক্রি বাস করা। 'জ্ঞা নিবর্ত্ত এ কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।'
মালধর, ১৫০০। নিবর্ত্ত ক্রি বাস করা। 'কোন দেশে নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত
কোন গ্রাম।' বৃহৎ, ১৬০০। নিবর্ত্ত ক্রি অবস্থান করে; বাস করে।
'জ্ঞা নিবর্ত্ত এ কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।' মালধর, ১৫০০। নিবর্ত্তিত ক্রি
বাস করে। 'অবালিকা সব দেবি সুখে নিবর্ত্তিত।' মালধর, ১৫০০।
নিবর্ত্তিত ক্রি বাস করে। 'পক্ষ্মসু সহিতে দেখি সুখে নিবর্ত্তিত।'
মালধর, ১৫০০। নিবর্ত্তিত ক্রি বাস করে। 'মুদ্রাস্ত গাভ্রস্ত নিবর্ত্তিত

এক ঠাই।' রামধন্যদ, ১৭৮০।

নিবর্ত্তা [সি] নির্বাণ ক্রি শেষ হওয়া; স্থির হয়ে যাওয়া। 'নিবর্ত্তিলে দিনের আলো,
সন্ধ্যা হলে ...' রকীট, ১৮৮৩। নিবর্ত্তাই ক্রি নিজালা। 'আলো
নিবর্ত্তাই সব দারুণ লজ্জায়।' ভারত, ১৭৬০।

নিবর্ত্তে যাওয়া ক্রি নিবৃত্ত হওয়া। 'বৈদ্যনাথ একেবারে নিবর্ত্তে বার।'
রকীট, ১৮৯২।

নিবর্ত্তিল [সি] নিবর্ত্তন। ক্রি শেষ করণো। 'শাস্রমতে জেবা ছিল একে
একে নিবর্ত্তিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিবর্ত্তি [সি] নির্বাণ বি নির্বাণ। 'চালিত্ত ববহর গট নিবর্ত্তে।' চর্চা ২৭,
১২০০।

নিবর্ত্তি [সি] বিশ্ব বাধুশূন্য। 'তাহার পর কত সৌর-জ্ঞান পার হইয়া
নিবর্ত্ত, নিবর্ত্ত, নিবর্ত্ত, নিবর্ত্ত, অপ্রতর্ক, অপ্রতর্ক, নিবর্ত্ত,
অনন্তে উপনীত হইলেন।' হরহাসদ, ১৮৮১।

নিবর্ত্তো [সি] নির্বাণ। ক্রি নিবর্ত্তির সেওয়া। 'প্রজ্ঞা আনল কাহাতি না
নিবর্ত্তে যুতে।' বড়, ১৪৫০। নিবর্ত্তিল ক্রি নিবর্ত্তির ফেলো। 'উত্তল
প্রতিপ জেন হতে নিবর্ত্তিল।' কীটস্থ, ১৬৯৯। নিবর্ত্তিক ক্রি নিবর্ত্তির
দিক। 'নরকের আনল নিবর্ত্তিক ভাল মতে।' সুলতান, ১৭০০।
নিবর্ত্তা ক্রি নির্বাণিত হয়। 'প্রজ্ঞা আনল কাহাতি না নিবর্ত্তে যুতে।'
বড়, ১৪৫০। নিবর্ত্তি ক্রি নিবর্ত্তির দাও। ৩য়, ১৭৮২। নিবর্ত্তি ক্রি
নিবর্ত্তি। 'নিবর্ত্তি জ্ঞানেন করি পাণিত আতনি।' কীটস্থ, ১৬৯৯।
নিবর্ত্তি ক্রি নিবর্ত্তি গেলো। 'অজ্ঞার হুময় হৈল নিবর্ত্তি আনল।'
সুলতান, ১৭০০।

নিবর্ত্তো [সি] নির্বাণ। বিশ্ব নির্বাণিত। নিবর্ত্তো-নিবর্ত্তো বিশ্ব নিবর্ত্তে যাচ্ছে
এমন। 'বারায়াব নিবর্ত্তো-নিবর্ত্তো শিকার গছ।' রকীট, ১৯৩৬।

নিবর্ত্তাব [সি] নির্বাণ। বিশ্ব বহুনিবর্ত্ত। 'একসর নিবর্ত্তাব রণে অতি
পরাত্তব।' বাহ্যায়, ১৬৫০।

নিবর্ত্ত [সি] নিবর্ত্তন। বি নিবর্ত্তন; বার্ত্ত। 'কোন মতে তাহা আত্ম করিতে
নিবর্ত্ত।' কীটস্থ, ১৬৯৯।

নিবর্ত্তক [সি] বিশ্ব নিবর্ত্তনকারী; নিবর্ত্তন করে এমন। 'শীত নিবর্ত্তক
কাঁহার এক ভাষে অগ্নি।' দর্পণ, ১৮২২।

নিবর্ত্তা [সি] ১ বি নিবর্ত্তে। 'দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবর্ত্তা।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বি নিবর্ত্তকরণ। 'মলী হইয়া করে শোক-নিবর্ত্তা।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিশ্ব রোধক। জ্ঞান-জ্ঞানে কৈল শীতনিবর্ত্তন
বন। 'মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি স্তম্ভকরণ। 'পরামর্শ মিলেক যে ইহার
কল নিবর্ত্তনের শিমিতে।' ভারিণী, ১৮০০। ৫ বিশ্ব বাতিল। 'রাজা
অভিশর প্রতাপখিত হইয়া রাজকর নিবর্ত্তন করিলেন।' রাজী,
১৮০৫। ৬ বিশ্ব নিবৃত্ত। 'মনস্করণ মাতলা হইলেক জ্ঞান রূপ ভাষন
দিয়া নিবর্ত্তন করিয়া ...' গৌর, ১৮২২। ৭ বি রোধ। 'জীনাহ
নিবর্ত্তন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৮ বি প্রশমন। 'তখন কাক, ইচ্ছামতে
জ্ঞানান করিয়া ভূম্মা নিবর্ত্তন করিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৯ বি
নিবৃত্ত। 'এ প্রোতকে নিবর্ত্তন করে কাহার সাধ্য?' ভারত সন্ধ্যাকর,
১৮৭৩।

নিবর্ত্তার্থ [সি] নিবর্ত্তা-অর্থ। ১ ক্রিয়িক এড়ানোর জন্য। 'শুকর
নিবর্ত্তার্থ বাক্যোচ্চারণ করিয়া আপনি একাধী প্রধান করিলেন।'
মুদ্রাঙ্ক, ১৮১২। ২ ক্রিয়িক প্রশমনের জন্য। 'প্রজ্ঞাপ্রোহ নিবর্ত্তার্থে
বহুশোক লৈয়া ও রাত্তরী রক্ষা করিতে হইত।' অক্ষর, ১৮৫০। ৩
ক্রিয়িক দূর করার জন্যে। 'গায়ের দ্বালা নিবর্ত্তার্থে কতিপয় অস্ত্র
লোককে গেল সেওয়া হয়েছে।' হরহাস, ১৮৬৮।

নিবারিত [স] ১ বিপ বিবৃত। 'গ্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে।' *মৃদুহাঙ্গ*, ১৮২২। ২ বিপ নিবৃত্ত। 'তাহারনিমিত্তে বহুকালপর্যন্ত যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিবারণ [স নিবারণ] বি নির্বাপন। 'গ্রাসিতে আইসে অগ্নি কর নিবারণ।' *মহাশব্দ*, ১৫০০।

নিবারা [স নিবারণ] ১ ক্রি নিবৃত্ত করা। 'নিবারহ কাহাঞি আকারে লোকে' *বড়*, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রশমন করা। 'উপদেশ কহে ভোগে নিবারে রানির শোক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ ক্রি নিবারণ করা। 'নরনবারি নিবারো নয়নে' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। নিবারণ ক্রি নিবারণ করে। 'নাহে নিবার রুহির ধার।' *কৃষ্ণগ্রাম*, ১৭২০। নিবারএ ক্রি নিবারণ করে। 'বৃক্ষে বৃক্ষ নিবারএ অক্ষোভে বরির।' *রবীন্দ্র*, ১৬৬৯। নিবারিত্ত ক্রি নিবারণ করে। 'সহসেবে ধরে পাও হাতে নিবাকন্ত নরনাথে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। নিবাহহ ক্রি নিবৃত্ত করে। 'নিবারহ কাহাঞি আকারে বচনে' *বড়*, ১৪৫০। নিবারিঅ ক্রি নিবারণ বা নিবৃত্ত করে। 'এহ বৃদ্ধি নিবারিঅ থাক নিম্ন মন।' *বড়*, ১৪৫০। নিবারিউ বিপ নিবারিত। 'ভর যিহ দূর নিবারিউ।' *চর্য* ৩১, ১২০০। নিবারিত্তে ক্রি নিবারণ করতে। 'কলিল শিশুপলিষত কফ নিবারিতে' *কৃন্দা*, ১৫৮০। নিবারিহ ক্রি নিবারণ করাবে। 'নিবারিহ কাহার পরাসে' *বড়*, ১৪৫০। নিবারিঅ ক্রি নিবারণ করে। 'নিবারিঅ বাদ্যভ্যত বোলে মোহাসএ' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। নিবারিল ১ ক্রি নিবারণ করলাম; নিবৃত্ত করলাম। 'তোহার বচনে আশে নিবারিল কাছে' *বড়*, ১৪৫০। ২ ক্রি শেষ হলো। 'দোহাসের মধ্যে যদি বাক্য নিবারিল' *সুলতান*, ১৭০০। নিবারিণী ক্রি নিবারণ করলাম। 'অজি হৈতে রায়িকন্ত নিবারিণী মণে' *বড়*, ১৪৫০। নিবারিহে ক্রি নিবারণ করে। 'সুরবে আবি নিবারিহে' *বড়*, ১৪৫০। নিবারী ক্রি শেষে ধরে। 'চল সুপুর উপর সারী। যুগের মেঘল করে নিবারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। নিবারে ক্রি প্রতিহত করে। 'বধ শব্দ হামজাএ নিবারে তুরগারী' *সুলতান*, ১৭০০।

নিবার্য, নিবার্য [স] ১ বিপ নিবারণযোগ্য। 'শৈবলিনী যে ধূলায়সিরাহে তাহা আমার নিবার্য কারণ নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ বিপ ব্যাঘাতসূচিকারী। 'দুর্ভলভার নিবার্য কারণ কিছু সেবা যায় না।' *কবির*, ১৮৮৭।

নিবাস [স] বি আবাস। 'রাখাআল হতী বোলে লগতনিবাস' *বড়*, ১৪৫০।

নিবাসা [স নিবাস] বি বাস। 'নাসা বশপতিতত্ত্ব তরম ভয়ে কুচগিরি নাসি নিবাসা' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিবাসা [স নিবাস] ক্রি বাস করা। 'কলী রত্ন কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিবাসি, নিবাসী [স নিবাসী] ১ বিপ বসবাসকারী। 'সুনিগ্রা কুজের কথা গোতুল নিবাসি' *মহাশব্দ*, ১৫০০। 'পূর্বে সেপ নিবাসী আপন রোগশায়ের চেটার' *রামরাম*, ১৮০১। ২ বিপ ধরে অবহনকারী; গৃহস্থ। 'ভূমিকম্প ইহরা নিবাসি বাড়িরদের প্রাণ ধন একে অটালিকাদির যেমন অপচর ইহরাহে ভুজ্ঞন অন্যর হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিবাসিনী [স] বিপ স্ত্রী বাসিনী। 'বেশ্যারদিগের নিকট অসম্ভব ইহরা কাণ্ডসার গলি নিবাসিনী পতিতপারন কাশিনী' *ভবানী*, ১৮২৫।

নিবাস্য [স] বি বিবৃত যে। 'নিবাসে পাস পদ দেখল সোই' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিবি [স নীবি] বি কোমর। নিবিব বন্ধ [স নীবিবদ্ধ] বি কটিবন্ধ; কোমরের

বন্ধনী। 'নিখিল হৃদয় নিবিব বন্ধ বেগে খাওত যুগতিবৃন্দ' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

নিবিড় [স] ১ বিপ গঢ়। 'বা সেখিঅ মাছে কাহাঞি নিবিড় শূনার' *বড়*, ১৪৫০। ২ বিপ ঘূর্ণ আপন। 'তোর সঙ্গে আছে মোর নিবিড় সম্বন্ধ' *বড়*, ১৫৭০। ৩ বিপ ঘোড়াসোটা। 'নিবিড় নিতম্ব অতিভার' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বিপ ঘন; গভীর। 'এক নিবিড় বনে পড়িয়া তাহার শিং ডালে অজাইল' *তারিণী*, ১৮০৩। 'বহু শতাব্দী পূর্বে উহা নিবিড় অরণ্যে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ ক্রি ঘনসংগঠিত। 'নিবিড় বৃক্ষ-শ্রেণী, পুষ্পিত তরুশাখা, উজ্জ্বল তরুজল নবীনগর ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ বিপ শক্ত। 'অধঃপরশ অগ্নিক্রাণ, বোহেদণ নিবিড় অবরণে আচ্ছন্ন হিল' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ৭ বিপ তীব্র। 'যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আদম দেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিবিড়-কাশো [স নিবিড়+কাশো] বিপ বোর অন্ধকার। 'নিবিড়-কাশো ঘামিনী।' *নন্দকর*, ১৯২৭।

নিবিড়কুন্তল [স] বি ঘন কুল। 'নীরদের কন্ডে বেলে নিবিড় কুন্তল' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। 'আজি বর্ষা প্লাবিত নিবিড়কুন্তলসর' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিবিড় গৃহশ্রেণী [স] বি ঘনবসতি। 'কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী নির্মল বায় অবকাল-মৃদু নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

নিবিড়কৃত্য [স] বিপ অভ্যস্ত ঘন। 'কোথাওবা নিবিড়তম অন্ধকার ঘিরিলে করিত' *রবীন্দ্র*, ১৮০৭।

নিবিড়তর [স] ১ বিপ তুলনায় বেশি ঘন। 'একসঙ্গে আমরা যে নিবিড়তর অন্ধকারে অধীভূত হইয়া রহিয়াছি' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। 'নিবিড়তর ভিমি চোখে আনে' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ২ বিপ প্লাবিত। 'আজকের এই নিস্তব্ধ নিবৃত্ত উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিবিড়তা [স] ১ বি ঘনবিন্যাস। ইহাতে যে লক্ষ্যবোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উদ্ভাবন-পত্তন আছে তাহাতে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮। ২ বিপ ঘোঁরাঘেঁষি। 'বাট গাল্লর চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিরমিত জীবনব্যঙ্গা' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ বি ঘনিষ্ঠতা। 'যে মমতা নিবিড়তার থেকে কল্লোহে' *কীবন*, ১৯০১। ৪ বি ঘনত্ব। 'যে বহুশব্দ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়তা হিবাব করলে জানা যায়' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৫ বি গাঢ়তা। 'চৈত্রে সে বিরলসংস নিবিড়তা পায়' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিবিড়ভূমিরতল [স] বি গাঢ় অন্ধকার স্থান। 'বন্দনগহন নিবিড়ভূমিরতলে বিহ্বল রাতে সে মনে শোপনে জ্বলে' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

নিবিড়ভূমিরময় [স] বিপ ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'নিবিড়ভূমিরময় বৃদ্ধ' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

নিবিড়নিশিত [স] বিপ নিবিড়ভাবে আনন্দিত। 'নিবিড়নিশিত স্নেহকলিত হৃদয়কূজিতাশে' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিবিড় নিভবিনী [স] বিপ ভাঙ্গী গাছাঘড়। 'রতিপঞ্জিতা বহমানিতা মধুরভাষিনী নিবিড় নিভবিনী' *ভবানী*, ১৮২৭।

নিবিড়ানন্দময় [স নিবিড়+আনন্দময়] বিপ গভীর আনন্দপূর্ণ। 'বাহার যুহুতময় মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নিবিহা [স নিবৃত্ত] ক্রি নিবৃত্ত হয়। 'সহজ মলিনীসংগে পইদি নিবিহা' *চর্য* ৯, ১২০০।

নিবিহা [স] ১ বি অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান। 'মুখ রটে নিবিহসে ময় উচাটন' *সুশীল*,

নিবন্ধ

১৯২৯। ২ *বিশ্ব* অনুভূত। 'কিন্তু তার চেয়েও নিবিল নিবেশে মনোর উপর বসেছে ...'। *জীবন*, ১৯৪৮।

নিবিশি [স নিবিশি] কি নিবিশি। 'পিশাস নিবিশি করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।' *ভাঙ্গিণী*, ১৮০৩।

নিবিল [স নিবিল] বিন নিবিল। 'নিবিল মীরদ কুটির দরসে অরুন জলি নিঃসেহ।' *বিদ্যাগতি*, ১৪৬০।

নিবিল' *এ* নিবিলো

নিবিশি [স] ১ *বিশ্ব* ময়। 'নিবিশি করিয়া চিত্ত শিবের চরণে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিশ্ব* অনুভূত। 'এইযানকার মহারাজাদের কুশী নিবিশি কৃত্যবৎ ছিল।' *রামায়ণ*, ১৮০২। ৩ *বিশ্ব* নিয়োগিত। 'কেহ শ্রুতগতিতে ... উপবনধাতি ব্যাপারে তাদিশম নিবিশি আছেন।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ৪ *বিশ্ব* অন্তর্ভুক্ত। 'এদেশীয় প্রায় সমুদায় ভূখানীই এই শেবোক্ত সম্প্রদায়ে নিবিশি ছিলেন।' *অক্ষর*, ১৮৫০। ৫ *বিশ্ব* বিতর্কিত। 'ইহারা তিন শ্রেণীতে নিবিশি।' *অক্ষর*, ১৮৫৪। ৬ *বিশ্ব* চুক্তির রাশা হয়েছে এমন। 'সোনার ঢেলে আবদ্ধ ঘড়ি হুকের পকেটে নিবিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিবিশিতি [স] *বিশ্ব* একমুখিত। 'তিনি, কিকর্তব্য নিরূপণে নিবিশিতিতে ইহায়া, উপবিশি আছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিবিশিগ্রাম [স] *বিশ্ব* একমুখিত। 'এমন বৈচিত্র্যের অথচ প্রত্যেকটি স্থানায় নিবিশিগ্রাম সাংকেচক দৃষ্টান্ত সহজে মুখে পাওয়া যায় না।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

নিবিশিমন [স] *বিশ্ব* একমুখিত। 'ইটালিতে গিয়ে নিবিশিমনে শিল্পাশোনা এবং সৌন্দর্যলোভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

নিবিশিমনা [স] *বিশ্ব* গভীর মনোযোগী। 'রাঙা ওপাখি ... পুনরায় রাঙাকর্মে নিবিশিমনা করছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নিবিশি [স নিবিশি] *বিশ্ব* প্রবিশি। 'মন নিবিশি করে কাগজ-মিটে খসো এখন।' *গির্জা*, ১৮৮৯।

নিবু [স নির্বাণ] *বিশ্ব* যে কোনো সময়ে নিতে যাওয়ার ভাব। 'নিবুনিবু *বিশ্ব* নিতে যাচ্ছে এমন।' *মেঘিন বিকল ঘরে দীপ নিবু করে*।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩৬; 'একটা প্রাণী *বিশ্ব* কুলিতেছে নিবুনিবু অবহায়।' *মানিক*, ১৯৪০।

নিবুদী [স নির্বাণ] *বিশ্ব* নির্বোধ। 'জো সো বুদী সৌধ নিবুদী।' *চর্চা* ৩৩, ১২০০।

নিবুত [স] ১ *বিশ্ব* বিরত; ক্ষান্ত। 'গৃহিণি ব' ব ব্যাপারে নিবুত ইয়া ক্ষুধা নিবুরোপায়ে প্রবৃত্ত হইছে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিশ্ব* ভিত্তি। 'ত্রয়োদশ রাতি গতে এই মহাবাহু নিবুত হইলে পর।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ৩ *বিশ্ব* মীর। 'শান্ত নিবুত বিবেচক।' *জীবন*, ১৯০২।

নিবুত হস্তা *বিশ্ব* শিষ্ণা হওয়া। 'এগিয়ে যাওয়া কেবল নিবুত হোয়ে না।' *নজরুল*, ১৯০০।

নিবুতি [স] ১ *বিশ্ব* অবসান। 'অনর নিবুতি সতে দুঃখতি।' *চট্ট*, ১৫৫০। ২ *বিশ্ব* উপশেষ; অনুরাগ। *মালোদল*, ১৭৪৩। ৩ *বিশ্ব* উপশম। 'রোগনিবুতি নিমিত্তক কটুভুক্ত কষায় উপশি পান।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮২২। ৪ *বিশ্ব* বিষয়-বিগ্রাহ। 'প্রবৃতি কি নিবুতির উপশেষকরণ অনুপযুক্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

নিবুতিকাল [স] *বিশ্ব* রোহের সময়। 'বহুবিবাহ নিবুতিকালে অনন্যতন্ত্র নিভায় তিনি যে অক্লান্ত শ্রম নীকার করে গেছেন ...'। *রমেশ*,

১৯৭০।

নিবুতিয়ার্থ [স] *বিশ্ব* বিরাগ; সন্ন্যাস। 'দুটোই নিবুতিয়ার্থের অভ্যাস।' *ধৃষ্টি*, ১৯৩১।

নিবুত [স নির্বৃত্ত] *বিশ্ব* বোটাধীন। 'নিবুত গুপ্তের লখ্যা উপরে পাড়িল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিবেদ [স] *বিশ্ব* জ্ঞান। 'নিজ মন খেদ করিতে নিবেদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিবেদন [স] ১ *বিশ্ব* প্রার্থনা। 'নিবেদন তুমার চরণে।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ *বিশ্ব* অনুবোধ। 'দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ... কখন প্রসাদ অসীকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিবেদন জন জন বিনোদ নাগর।' *চিত্রী*, ১৬০০। ৩ *বিশ্ব* প্রকাশ। 'অবসর জ্ঞানি আশি করিব নিবেদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'এ পরাতয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।' *রামায়ণ*, ১৮০১। ৪ *বিশ্ব* আবেদনমূল্য। 'কলপচিঠি ফরিয়াণি ও আসানী যাহার নিবেদনে লেখাজার।' *ক্যালগে*, ১৭৮৪।

নিবেদন করা *বিশ্ব* প্রকাশ করা। 'নিবেদন করিল সমস্ত বিবরণ দাড়িমের ঠাই।' *রামায়ণ*, ১৮০১।

নিবেদন পত্র [স] *বিশ্ব* দরবার; আবেদনপত্র। 'বাঁহারা পাঠাঠাই হুয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনানুচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরবার লিখিয়া ...'। *দর্পণ*, ১৮২৩।

নিবেদনমিতি [স] - পত্রের শেষে বিনয়কামক ব্যাক্যণে। 'নিবেদনমিতি সন ১৮৩০ সাল সদর সন ১৮১৮ মঙ্গল তেত্রি ১৩ তারিখ।' *মেয়র্স*, ১৭৭৪।

নিবেদা [স নিবেদন] *বিশ্ব* নিবেদন করা। 'কাতে নিবেদিবে মোএ এধা কেহো নাহি।' *বৃত*, ১৪৫০। নিবেদা *বিশ্ব* নিবেদন করে। 'ধনগতি দরে কিছু নিবেদেও যায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। নিবেদা *বিশ্ব* নিবেদন করে। 'সম্বন্ধে বীরের ঠাকি নিবেদে চর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। নিবেদি *বিশ্ব* নিবেদন করে। 'নিবেদি কহিয়া বাণী পবন সজিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। নিবেদি *বিশ্ব* নিবেদন করে। 'ভাঁদে গম্বখটা রায়ে নিবেদিও দুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। নিবেদিতোই *বিশ্ব* নিবেদন করাই। 'ভগ্নিমিষ্ট ধারাখাহিক কয়েক গ্রন্থ এই নিবেদিতোই।' *রামমোহন*, ১৮২১। নিবেদিন *বিশ্ব* নিবেদন করশায়। 'নিবেদিন সতল নিভিতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০। নিবেদিব *বিশ্ব* নিবেদন করবো। *হালহেত*, ১৭৭৮। নিবেদিবে *বিশ্ব* নিবেদন করবো। 'কাতে নিবেদিবে মোএ এধা কেহো নাহি।' *বৃত*, ১৪৫০। নিবেদিমু *বিশ্ব* নিবেদন করবো; জানাবো। 'ভুক্তি পূত্র বিনে দুখ নিবেদিমু কাহাত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। নিবেদিতা *বিশ্ব* নিবেদন করে। 'কৃষ্ণ ঠাকি নিবেদিতা বিপক সহ্যার।' *মাল্যধর*, ১৫০০। নিবেদিয়ে *বিশ্ব* নিবেদন করে। 'কি জ্ঞানি যে ভক্তি নিবেদিয়ে তুয়া পায়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। নিবেদিল ১ *বিশ্ব* নিবেদন করলাম। 'নিবেদিল সভাকারে আপন বিনএ।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ *বিশ্ব* নিবেদন করসো। 'সমাহিতে নিবেদিল জাহবী তরয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। নিবেদিলু *বিশ্ব* নিবেদন করলাম। 'এত চিঠি নিবেদিলু গুল্লর চরণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। নিবেদিলু *বিশ্ব* নিবেদন করলাম। 'নিবেদিলু অতের প্রভুর আমন।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০। নিবেদিই *বিশ্ব* নিবেদন কোরো। 'বত কিছু বসে ভোর মনে নিবেদিই কাছের ধানে।' *বৃত*, ১৪৫০।

নিবেদিতপ্রাণ [স] *বিশ্ব* প্রাণ সঁপে দিয়েছে এমন। 'গাছের নিচে বাসিলি সৎকৃতি ও সমাজভেদ চটার কয়েতজন নিবেদিতপ্রাণ লোক।' *ইগিয়াস*, ১৯৭২।

নিবেদিতা [স] *বিশ্ব* ঐ নিবেদনকারী। 'বিদেশিনী নিবেদিতা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

নিবেশ [স] ১ বি গ্রবেশ। 'মৃত ব্যক্তি দিনে নিবেশ করে তাহা পবিত্রের নহে।' রামায়ণ, ১৮০২। ২ বি নির্বিড় মনোযোগ। 'প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অনুশীলনা ও আত্মনিবেশ আছে।' আত্মদা, ১৯৪৫। ৩ বি কোনো কিছুর উপর মন নির্বিড় করা। 'তার চেয়েও নির্বিদ নিবেশ মননের অপর সম্বন্ধে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

নিবেশা [স] নিবেশ। 'কি নির্বিড় করা।' বিধান বলিএ তন নিবেশিয়া চিত্ত।' যানিকরাম, ১৭৮১।

নিবেশিত [স] ১ বিণ প্রবিষ্ট। 'পরিশেষে তাঁহাকে শিখ্যমণ্ডলীমধ্যে নির্বেশিত করেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ সংকলিত। 'তাহাই ইহাতে নির্বেশিত ইহা আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

নিবংশ [স] নির্বংশ। বিপ বংশধরহীন। 'পুরোহিত প্রেত বলে দেয়, নিবংশ হবে, নিবংশ হবে।' হাসান, ১৯৬৫।

নিবৃত্ত [স] বিণ তৃপ্তা; মতো। 'সরসিগ-নিত শুভ বালিকা।' নজরুল, ১৯২২।

নিবৃত্তি [স] বি কলসের মুখের খাতব ফলা, যার সাহায্যে লেখা হয়। 'কলসের নিভের মতন সুতীক্ষ্ণ ওর মুখ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নিবৃত্তা, নিবৃত্তানো [স] নির্বাণ। ১ ক্রি নির্বাণিত করা। 'নিবৃত্তা সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রি নিতে যাওয়া। 'শত লক্ষ ভারকর দীপ নিতে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। নিবৃত্তাইল ১ ক্রি নির্বাণিত করণো; নিবৃত্তানো। 'নিবৃত্তাইল অগ্নি সব সেবিল পদাধরে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রি নিভিয়ে দিলো। 'রাজার সমরতলে নিবৃত্তাইল অশ্বল।' মুকুন্দ, ১৬০০। নিবৃত্তায় ক্রি নির্বাণিত করে। 'নিবৃত্তা সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

নিভি নিভি কিণ নিতে যাচ্ছে এমন। 'পীপশিখা নিত নিভ বায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নিভন্ত [স] নির্বাণ। ১ বিণ নিতে যাচ্ছে এমন। 'নিভন্ত দুইটি আবার জ্বালালো গেল।' জীবন, ১৯০২। ২ বিণ নিতে গেছে এমন। 'বৃষ্টি-ভেজা নিভন্ত উলুনে।' শামসুর, ১৯৬৩।

নিভিয়া-বাওয়া বিণ অবদমিত। 'নিভিয়া-বাওয়া মুম্বত মাতৃক ...' জাপিয়া ওঠে।' বিকৃত্ত, ১৯২৯।

নিভিল কিণ নির্বাণিত। 'জ্বাশিয়া দিলা মোর নিভিল আতনি।' বিজয়, ১৯৫০।

নিভে-আসা বিণ নিতে যাচ্ছে এমন। 'আঘরা নিভে-আসা লোহাকে সেখতে গেতুম ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নিভে আসা ক্রি ধীরে ধীরে নিতে যাওয়া। 'লাল আসো স্বপন ক্রমেই নিভে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নিভে যাওয়া ১ ক্রি ভূবে যাওয়া। 'বেকাল চারটের সময়েই এলাকাগর দিনের আলো নিভে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ ক্রি নির্বাণিত হওয়া। 'অন্ধর রজনী শুধু ভূবে যাই নিভে যাই যাবে যাই অসীম মগুরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

নিভান্ত ১ বিণ বিহ্বল; নিতানো। 'দুগুয়ের নিভান্ত কর্তনতা।' জীবন, ১৯০২। ২ বিণ প্রগাঢ়। 'নভেঃ এমন নিভান্ত অন্ধকারেই ত সে ফিরে আসবে।' শতকৃত্ত, ১৯৬২। ৩ বিণ ভীষণ। 'নগরয়ের নিভান্ত পোশাক খামচে ধরেছে হুই।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

নিভৃত্ত [স] ১ বিণ নিরাশা; একাকী। 'নিভৃত্ত কেতনে হরল চেতনে কদমের রহল বাধা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'বজ্রিলা কহায় বীণা মধুর বহে/আমার নিভৃত্ত নব জীবন-পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৬। ২ বি গোপন অবস্থা। 'নিভৃত্তে রাজার কীটু বলিল উড়ুর।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩

বিণ একান্ত। 'নিভৃত্ত হও যদি ভব করি নিবেদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'নিভৃত্ত অবকাশটুকুও নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

নিভৃত্ত জ্ঞাণ [স] বি গোপন কুবন। 'আমাদের দুঃখনের নিভৃত্ত জ্ঞাণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

নিভৃত্ততম [স] বিণ একান্ত গোপন। 'উভরে উভয়কে কদমের নিভৃত্ততম মহান আসনে বসিয়ে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

নিভৃত্তনিপুট [স] বিণ একান্ত শুভ। 'আমাদের রজনীর উলব সেই নিভৃত্ত নিপুট অথব বিধব্যাপী জননী-কল্লুর উলব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিভৃত্তবাসিনী [স] বিণ স্ত্রী নিভৃত্তে বাসকারী। 'নিভৃত্তবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমুরতিমণ্ডী বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নিভৃত্তবাসী [স] বিণ অন্তরালে বসবাসকারী। 'সে তাহার জীবন ও অতিক্রমে ক্রমাগতই ওটাইয়া দইয়া একরকম নিভৃত্তবাসী ইহা আছে।' লামসুদীন, ১৯৪৮।

নিভৃত্তস্থান [স] বি গোপন জায়গা। 'হাঁটবার সময় নেছন্ত বড়ই কেন নিভৃত্তস্থানে সলঙ্গ কলক ...।' নজরুল, ১৯২৭।

নিভৃত্তে [স] ক্রিণ গোপনে। 'নিভৃত্তে রাজার কীটু বলিল উড়ুর।' মাল্যধর, ১৫০০। 'সাজ সাজাইতে চলিল নিভৃত্তে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

নিভৃত্তি [স] ১ বিণ নির্জন। 'অট্টালিকায় নিভৃত্তি হানে গতি করিলেন।' রামসুদীন, ১৯০১। ২ বি নির্জনতা। 'বেতোরার হল ছেড়ে উঠে যাচ্ছে একুশীমানি নিভৃত্তির কোঁড়ে।' কায়লাল, ১৯৬২।

নিম [স] নিম ১ বি বৃক্ষবিশেষ যার গাভা অত্যন্ত তিতা ও যাতে ছোটো ফল ধরে। 'নিমের গাছেরে জ্ঞাণ ওড়ু ফুল ফোটে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নিমগাছের রসের মতো তিক্ততা। 'সোমযন্ত্রে কদমের ব্যর্থতার নিম ধুরে মুছে মুক্তি দাও।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

নিমগাছ বি পাতার 'বাদ তিতা এমন গাছবিশেষ। 'প্রকাত বৃদ্ধ নিমগাছ ধারে ধারে সলঙ্গ ইহা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

নিমকোল বি নিমগাভা দিয়ে রান্না কোলবিশেষ। 'হোলস চিপিন্ডা নিমকোলে খেপিলো।' বটু, ১৫০০।

নিমগাশি [নিম+স গাশী] বি পাণিবিশেষ। 'নিমগাশি উড়ু আসে কাতর আবেশে।' জীবন, ১৯০২।

নিমগেঁটা [নিম+স গেঁটা] বি পাণিবিশেষ। 'নিমগেঁটা অন্ধকারে গাবে তার গান।' জীবন, ১৯০২।

নিমফুল [স নিমফুল] ১ বি নিম গাছের ফল। 'নিমফুলের বিটি গড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি কোমল পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'ফড়ম্বাষি দিয়েল কোমরের নিমফুল।' মাহমুদ, ১৯৬১।

নিমফুল [স নিম+স ফুল] বি নিমগাছের ফল। 'একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল অনির্বচনীরে আম্রাশ্র।' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'নিমফুলের দো গিয়ে এ কিম ধরেছে তোমারা।' নজরুল, ১৯০২।

নিম^১ [ফা নিম] বিণ অর্বেক। 'আপিস-আদালত পর্বন্ত সেদিন নিমকায় করলো।' মুজতবা, ১৯৫২।

নিমকায় [ফা নিম+কায়] বি অর্বেক কাজ। 'আপিস-আদালত পর্বন্ত সেদিন নিমকায় করলো।' মুজতবা, ১৯৫২।

নিমখাশা [ফা নিম+আ খাশা] বিণ মোটাটুটি তালো। 'কানাইখন দল এক নিমখাশা রকমের ছকড় জড়া করে বারোইয়ার

নিমখুন

পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েছেন।' হুতাশ, ১৮৬১।

নিমখুন। [কা] বি আধা নুন। 'নিমখুন করি কাটারি ক্রলিলে পুরে কি মনকাম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

নিম গোড়ের, নিমগোড়ের। [কা নীম<] ১ বিণ মাধারি গোড়ের। 'দু চার নিম গোড়ের দাভার দরশ পলিসেও দুই এক মোহলেকা হয়ে গিয়েছে।' হুতাশ, ১৮৬১। ২ ভিবিবল ঈষৎ। 'অনেকে নিমগোড়ের ঘাড় লোয়ালেন।' হুতাশ, ১৮৬১।

নিমজুর। [কা নীম+স জুর] বি হালকা জুর। 'বাভাসের ভেতর একটা নিমজুর নিমজুর সব সময়েই লেগে আছে।' কীন্দ্র, ১৯৩১।

নিমরাঞ্জি, নিমরাঞ্জী। [কা নীম+আ রাঞ্জী] বিণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সখ্যত। 'জয়নাল তন্বিয়া বাত হইলেন নিম রাঞ্জি।' গঙ্গীক, ১৭৬৫; 'এক রকম নিমরাঞ্জী তারা হয়েছেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

নিম সরকারী। [কা] বিণ আধা সরকারি। 'সরকারি, নিম সরকারী, নিম-সরকারী পদ্যসার নিতি নিতি কাইয়ে কানাহার প্যারিস ... কন্যাতোল করত যায়।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

নিমসাদ। [কা নীম+স আসাদ] বি আসনিবেশ। 'নিমসাদ সুগৃহি পুরিত।' সুলতান, ১৭০০।

নিমক। [কা নমক<] ১ বি লবণ। 'বেমন নিমক বালি হালাল করিল তালি।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি লবণ মহল। 'বাবুর এপিডামহ নিমকের দাওয়াস ছিলেন।' হুতাশ, ১৮৬১। ৩ বি লাবণ্য। 'তার মুখেতোষে নিমক ছিল; সংকুচে থাকে বলে লাবণ্য।' প্রমথ, ১৯৩৭।

নিমক খাঁওরা। [কা নুন খাঁওরা; কারও উপকার গ্রহণ করা।] 'বেমন নিমক বালি হালাল করিল তালি ...' ভারত, ১৭৬০; 'খনিচ আমার নিমক খাও না, তও ... আমার কখাতিও একবার জেবে সেখো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নিমকদান। [কা নমক+কা দান] বি কে ক্ষুদ্র পাঠে লবণ দেওয়া হয়। ওর্স, ১৭৮৫; 'ভিনজনের সামনেই আপন আপন নিমকদান।' মুক্তভা, ১৯৫২।

নিমকপারা। [কা নমক<] বি ছোটো আকারের নিমিকজাতীয় তরুন খাবারবিশেষ। 'কাপালের ঠোঙার লাভু, নিমকপারা, বাকেরখানি।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

নিমকমহল। [কা নমক<+আ মহল] বি কে জমিতে লবণ উৎপাদন করা হয়। 'নিমকমহলের বেনিয়ান হয়ে খোদ কর্তা ... এখানে বাড়ি করেন।' বিমল, ১৯৩৩।

নিমকহারাম। [কা নমক<+আ হারাম] বিণ অকৃতজ্ঞ। 'নিমকহারাম আর কেহ বেন না করে এমন।' কুজরাম, ১৭২০; 'কী বলিলি, নিমকহারাম? ফের জমন কথা বলিবি তো ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নিমকহারামি, নিমকহারামী। [কা নমক<+আ হারাম<] বি বিধানস্বাক্ষরতা। 'আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিমকহারামি রহিত হয়।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

নিমকহালাল। [কা নমক<+আ হালাল] ১ বিণ কৃতজ্ঞ। ওর্স, ১৭৮২; 'নিমক হালাল চাকর সোনাউটার চক্রে নিত্ৰা নাই।' মশররক, ১৮৯০। ২ বিণ দ্বন্দ্বী। ওর্স, ১৭৮৫; 'লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নিমকহালালি। [কা নমক<+আ হালাল<] বি কৃতজ্ঞতা। 'একেই কি বলে ... নিমকহালালি।' মুক্তভা, ১৯৪৫।

নিমকিন। [কা নমকীনা] বিণ লাবণ্যময়; চাকটিকময়। 'আমার এক কাকিন

বন্ধু বলেছেন - কি নিমকিন চেহারা।' নজরুল, ১৯২২।

নিমকি, নিমকী। [কা নমকীনা] বি দ্বিগে বা তলে ভাজা লবণমিশ্রিত ময়দার তরুন খাবারবিশেষ। 'হানাবড়া নিমকী খেওর দিশারা গন্ধা বাজা খাওয়া বাদাম কিসমিস পেজা মোহনভোগ ...' ভবানী, ১৮২৮; 'একদিন ভাকার বাবু তাঁরা তাঁর হাতের বিয়েগা, বাজা, নিমকি পাঠেরে দিলেন।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

নিমগণ। [স নিমগ্য] বিণ নিমগ্য। 'কোন স্বপনেতে নিমগণ?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নিমগণা। [স নিমগ্য<] ১ বিণ ক্রী নিমগ্য। 'মনিহর্ষে অসীম সম্পদে নিমগণা।' আলগুণ, ১৬৮০। ২ বি ক্রী ভূবে আছে যে। 'মনিহর্ষে অসীম সম্পদে নিমগণা কাদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিমগ্য। [স] ১ বিণ নিবেদিত। 'আজনা নিমগ্য নিয়ানন্দের চরণে।' কুজরাম, ১৫৮০। ২ বিণ নিমজ্জিত। 'সহেতো নিমগ্য হব নাহিক নিভার।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বিণ মনোযোগী। 'নিবতে ... সম্পূর্ণ নিমগ্য হতে পেরেছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নিমগ্যচিত্ত। [স] বিণ নিবিষ্টমন। 'মহাধর্মার্থবে নিমগ্যচিত্ত হইয়া শেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় দর্প কর্তৃক প্রকাশ করিতেছি ...' জ্ঞানার্থেশ্বন, ১৮৪০।

নিমগ্য খাচা। [কা] বিণ খাচা। 'কর্মপূর্ণ স্বভাবসে নিমগ্য থাকে।' সুরেন্দ্র, ১৮৫৪।

নিমগ্য হওয়া। [কা] বিণ নিমজ্জিত হওয়া। 'মহাপণ্ডে নিমগ্য হইলেন।' রামরায়, ১৮০২।

নিমগ্যা। [স] ১ বিণ ক্রী নিবিষ্ট। 'তাত্ত্ব দর্শ্যে স্বীয় গৃহীতিকে নিমগ্যা দেখিয়া অভ্যস্ত দুর্গতি হইলেন।' অক্ষর, ১৮৪৬। ২ বিণ ক্রী আলক্ত। 'সকলেই কি তোমার মত পাপ পথে নিমগ্যা হইয়াছে?' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিণ ক্রী রূপান্তরিত। 'গড়লিকাগ্রবাহ ঐরাবতীগ্রবাহে নিমগ্যা হবে।' মীনবন্ধু, ১৮৭০।

নিমজ্জন। [স] ১ বি ভূবে যাওয়া। 'তুলসী কোন হানেদে সহসা ভূগর্ভে নিমজ্জন।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি ভগ্নিয়ে যাওয়া। 'তিলে ঠিলে নিমজ্জন, বখারীতি অন্ত্রিয়ে বিলোপ।' গায়সুর, ১৯৫৯।

নিমজ্জমান। [স] বিণ ভূবে যাচ্ছে এমন। 'অধিকার উপাখ্যানই প্রম, বার্থ ও সুসংস্কারময় করুণা-সমুদ্রে নিমজ্জমান।' অক্ষর, ১৮৪৯; 'সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত উর্মি হারা আহত হইব।' জগদীশ, ১৮৯৫।

নিমজ্জমানা। [স] বিণ ক্রী ভূবে যাচ্ছে এমন। 'পারিতোষ অকল্পে পিনে পিনে নিমজ্জমানা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিমজ্জিত। [স] বিণ নিবিষ্ট। 'আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নিমজ্জথানা। [কা নিয়মাত+কা থানা] বি খাল্য রাখার আলমারি। 'নিমজ্জথানায় ওড়ালিদের একটা টিন দেখতে পেলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

নিমন। [স নিম্য] বি নিচু জমি। 'জইঅও জতনে বঁধি নিরেখিঅ নিমন নীর খিরাএ।' বিদ্যাসাগর, ১৮৬০।

নিমনা। [কা নমুনান্য] বি নমুনা। মাদানগুণ, ১৭৪০।

নিমন্তল। [স নিমন্ত্য] বি নিমন্ত্য। 'পাড়ার মেয়েদের নিমন্তল কতো বাব?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নিম্ননিয়া, নিম্ননিয়া [বি/বি ফুসফুসের প্রদাহজনিত জ্বর। 'ঠাময় নিম্ননিয়া করিতে পারিবেন না।' শরৎ, ১৯১৭; 'নিম্ননিয়া ও ইনফ্লুয়েন্জার কেবল দুই-দশজন যা মারা যায়।' মানিক, ১৯৩৬; 'নিম্ননিয়া হয়ে ছোটো বোকা মারা গেলো।' সিকান্দার, ১৯৮৮।

নিমেষ [স] ১ বি পলক। 'দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভূত নক্ষত্র মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অখোলাকে আনয়ন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি মুহূর্ত। 'আজি এক এক নিমেষে বহুর সন্স বোধ হইতেছে কেন?' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ নিমিষ

নিমেষ গণন [স] বি আকাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য কণ তলে তলে অপেক্ষা। 'নিমেষ গণন হয় কি মোর সারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নিমেষনিহত [স] ১ বিণ অপলক। 'চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত একটি নয়ন-সম -।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ সাময়িকভাবে বন্ধ। 'ক্লাস্ত্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত আধো-জাগা নয়নের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ বিণ মুহূর্তকালের জন্য হারিয়ে গেছে এমন। 'তার মন নিমেষনিহত হয়েছিল।' জীবন, ১৯৮৮।

নিমেষমধ্যে [স] ক্রিবিণ চোখের পলকে। 'নিমেষমধ্যে সেই জোয়ানের দল অদৃশ্য হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

নিমেষমাত্র [স] ক্রিবিণ মুহূর্তের জন্যে। 'যদু করিতে নিমেষমাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫২।

নিমেষরহিত [স] বিণ পলকহীন; নিমেষহারা। 'নিমেষরহিত বহু সরল নয়নে।' বড়ু, ১৪৫০।

নিমেষশূন্য [স] বিণ পলকহীন। 'নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

নিমেষহত [স] ১ বিণ মুহূর্তকালেই হত হয় এমন। 'চিত্ত যুগে নিমেষহত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রিবিণ নিমেষে হারিয়ে যায় এমন। 'সেই আলোটি নিমেষহত শ্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

নিমেষহারা [স] ১ বিণ অপলক। 'অনন্তর অনিমেষে নয়ন নিমেষহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিণ কথনো নেড়ে না ঝাপ। 'জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা দৈর্ঘ্যে অবনতা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ ক্রিবিণ অনিমেষে। 'আকাশের যত তারা ঢেয়ে রয় নিমেষহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নিমেষহীন [স] বিণ অপলক। 'চাহিল নিমেষহীন নিচল নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিমেষে নিমেষে [স] ক্রিবিণ চোখের পলকে। 'নিমেষে নিমেষে যেথা যত পড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিমেষ [স] নিমেষ। বি পলক। 'আখির নিমেষে কৃষ্ণ গিলেন আতনি।' মালাধর, ১৫০০।

নিমোনিয়া প্র নিমুনিয়া

নিমোরাডা [নিম+আ মক+ওত] বি পুরুষত্বহীন; শক্তহীন। 'সে নিমোরাডে।' নজরুল, ১৯২৭।

নিম্ন [স] বিণ নিচু; অধঃ। 'নিম্নচাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নিম্নকর্ত [স] বি নিচু গলা। 'সে নিম্নকর্তে কথা বললেও সে-রক্ষতা ঢাকা পড়ে না।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

নিম্নগত [স] বিণ অধোগামী। 'নিরাড়ম্বর নিরীহ জীবন, হয়তো বা নিম্নগত।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

নিম্নগতি [স] বি অধঃগতন। 'উঃ পাশের ক্রীড়ন নিম্নগতি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নিম্নগামী [স] ১ বিণ দর পড়ে যাচ্ছে এমন। 'রেশমের মূল্যও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ নীচের দিকে যাচ্ছে এমন; নিম্নাভিমুখী। 'তাহার নিম্নগামী অসংখ্য খোরাকে বাড়িয়া ফেলিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিম্নচাপ [স] বি নিম্নগতি। 'নিম্নচাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নিম্নজাতি [স] বি নিম্নবর্ণের অথবা নিম্নশ্রেণীর জাতি। 'নিম্নজাতি, যেখানে ছিল, বাবুর সমাজ তাহাদিগকে সেখানেই চাপিয়া রাবিল।' নজরুল, ১৯২২।

নিম্নতন [স] ১ বিণ নীচের। 'যে নিম্নতন কোঠায় আমি আছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি অধঃগতন। 'নিম্নতনদের সহিত ন্যায়বাবহার করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিম্নতম [স] বিণ সর্বনিম্ন। 'আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতম দেশ হইতে এস ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নিম্নতর [স] ১ বিণ অপেক্ষাকৃত পরিত্যক্ত। 'আমাদের সমাজ ত্তরে ত্তরে উঠে নীচে বিভক্ত; যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উঠে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'সমাজদেহে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান অধিকার করে পড়ে থাকে।' ওয়ালেন্ড, ১৯৪৩। ২ বিণ নিম্নতরের। 'নিম্নতর সমাজ ও সংস্কৃতি অন্যটির থেকে বহু কিছু আমদানী এবং অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।' উমেশ, ১৯৬৮।

নিম্নতল [স] বি নীচের ত্তর। 'যাহারা সমাজের নিম্নতলে অবস্থিত।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

নিম্নতলস্থ বি নীচের তলায় অবস্থিত। 'মিউজিয়মের দক্ষিণ দিকের নিম্নতলস্থ গৃহে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিম্নতা [স] বি ত্ত্রবতা। 'কর্তব্যের অবদমিত নিম্নতায় এবং আকস্মিক বিস্মৃক এবং বিস্ময়ের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

নিম্ননাতি [স] বি অবনত নাতি। 'তাদের নিম্ননাতির গন্ধ এ-দিকে ছিটকে ফেল দিচ্ছে তাদের।' জীবন, ১৯৮৮।

নিম্নপথ [স] বি ত্তলদেশ। 'আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্ন পথ দিয়া বিন্দু সেবিকার মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নিম্ন-পরিষদ [স] বি বর্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ। 'নিম্ন-পরিষদ কর্তৃক সংশোধিত আকারে বর্গীয় গ্রাম্য বেকার-বান্ধব বিল কাউন্সিলে গৃহীত হইয়াছে।' আল্লাদ, ১৯৩৯।

নিম্নবর্ণ [স] বি হিন্দু বর্ণপ্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ। 'পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পণ্ডর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিম্নবর্তী [স] ১ বিণ নীচে অবস্থিত এমন। 'নাসিকার নিম্নবর্তী গুহ ধরিয়া টানিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ কাছাকাছি। 'আমাদের বাসার নিম্নবর্তী অধিত্যকার বিত্তীয় কেন্দ্রবিন্দু ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিম্নভাগ [স] বি নীচের দিক। 'আমরা শাসনকর্তৃগণের সুচোচারণে সাদরে ক্ষুধাচিত্তে তদবিলম্বে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

নিম্নভূমি [স] বি নিচু জলাভূমি। 'আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে

...। জীবন, ১৯৪২।

নিম্নমধ্য [স] বিণ মধ্যশ্রেণীর থেকে নিম্নশ্রেণীর। 'বুব সম্বন নিম্নমধ্য বিভাগের লোক সে।' জীবন, ১৯৪৮।

নিম্নমধ্যবিস্ত [স] বিণ মধ্যবিস্ত ও নিম্নবিস্তের মধ্যবর্তী অবস্থাতক। 'নিম্নমধ্যবিস্ত সম্প্রদায়ের যারা বিতহীন।' ডায়, ১৯৪৩।

নিম্নমধ্যশ্রেণী [স] বিণ মধ্যবিস্তের মধ্যে যাদের অবস্থা খারাপ। 'আশাবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর - না, মধ্যমধ্যশ্রেণীর?' জীবন, ১৯৪৮।

নিম্নমুখ [স] বিণ অধোমুখ। 'মুসাকির জনতার মূদ্রমুখ নিম্নমুখ নীল পেয়ালায়।' করকম, ১৯৪৩।

নিম্নমুখো [স] নিম্নমুখী। বিণ নীচের দিকে মুখ করে থাকে এমন; নতমস্তক। 'নিম্নমুখো ষাট ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে বান।' নজরুল, ১৯২৬।

নিম্নমুখো ষটি, মেলে খার দশটি - বাহ্যত সরল ও নিরীহ কিন্তু ভিতরের ভিতরে খুঁজি। 'নিম্নমুখো ষটি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে বান।' নজরুল, ১৯২৬।

নিম্নমূল্য [স] বিণ কম দাম। 'পাটের নিম্নমূল্য লইয়া হৈটে হইয়াছে।' আলাদা, ১৯৬৪।

নিম্নরুচিবান [স] বিণ দুর্লভ রুচিসম্পন্ন। 'অপেক্ষাকৃত নিম্নরুচিবান জনসাধারণের রসপিপাসা-নিবৃত্তি করতে যেরে কাব্যধারা অংগটি লাভ করে।' আনিস, ১৯৬৪।

নিম্ননিষিদ্ধ [স] বিণ নীচে দেখা আছে এমন। 'নিম্ননিষিদ্ধ কয়েক পঙ্ক্তি বিনিবেশিত করিতে হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিম্নশ্রেণী [স] ১ বি নিম্নশ্রেণী। 'নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীগণের জন্য ...।' বক্তিম, ১৮৭৪। ২ বি সামাজিকভাবে মর্যাদাহীন শ্রেণী। 'নানকপাটী কবীরচাঁদী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি হুইল এম্বাচি। 'নিম্নশ্রেণীর জন্মের ভূমিতকাল অবধি মানবশক্তির পুষ্টিকা অধিকতর পরিণত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি নিম্নতর শ্রেণী। 'নিম্নশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ কি।' সত্যজা, ১৯২৯।

নিম্নশ্রেণীর [স] ১ বি সমাজে নিচু স্তরের বাসিন্দা। 'নিম্নশ্রেণীরদের বিচার করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি ধর্মীয় মর্যাদার নিম্ন শ্রেণীভুক্ত যারা। 'নিম্নশ্রেণীরদের শক্তিশালী করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নিম্নসমস্তক [স] বি (সবীত) ডিন সমস্তকের মধ্যে নীচের সমস্তক। 'নিম্নসমস্তক থেকে উচ্চসমস্তক পর্যন্ত উদারা মুদ্রা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

নিম্নতর [স] ১ বি নীচের দিকে অবস্থান যে স্তরের। 'নিম্নতর অশেষাকৃত নীতল থাকে এবং নীতকালে যখন তুলতের ভাগ হ্রাস হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি অপেক্ষাকৃত কম অঙ্গভাষা আছে এমন শ্রেণী। 'মহীলতা প্রভৃতি নিম্নতরের শ্রাণীসেহে একটি লখনমান প্রভাষ আছে।' জগদীশ, ১৯২৬। ৩ বি অনুন্নত শ্রেণী। 'সমাজের নিম্নতরের মানুষের জীবনের ছবি তুলে ধরেন।' মাহেনত, ১৯৪৯।

নিম্নত্ব [স] বিণ নীচের দিককার। 'নিম্নত্ব দশনপদ্ধতিতে পূর্ববং দুইটি বৈধক।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নিম্নস্থান [স] বি নিচু জায়গা। 'উহার উপর যে সকল কৃষ্ণবর্ণ কলাহ দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃহৎ গহ্বর ও প্রশস্ত নিম্নস্থান মাত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিম্নস্বাক্ষরকারী [স] বি নীচে স্বাক্ষরকারী। 'মহাশয়, ইতস্তত তুস্পতি আছে নিম্নস্বাক্ষরকারীর।' সত্যজা, ১৯৪০।

নিম্না [স] বিণ ক্রী নিচু। 'ভূমি নিম্না এবং উর্দ্ধরা।' বক্তিম, ১৮৮৭।

নিম্নাশ্রয়ণ [স] নিম্ন-অশ্রয়ণ। বি নীচের শীর্ষভাগ। 'টাঙ্কারা নিম্নাশ্রয়ণ উচ্চতঃ ঈষৎ বক্রভাবে রক্ষা করে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

নিম্নাধিকারী [স] নিম্ন-অধিকারী। বি রক্ষসজ্ঞান কম আছে এমন ব্যক্তি। 'নিম্নাধিকারীর জন্য তেমন বাণীবাহুল পলাবনী না হইলে চলে না।' মোতাহার, ১৯৩৭।

নিম্নাভিমুখী [স] নিম্ন-অভিমুখী। বিণ নিম্নাধারী। 'সেখানে চক্রাকার নিম্নাভিমুখী সিঁড়ি।' হাসান, ১৯৬৭।

নিম্নাভিমুখে [স] নিম্ন-অভিমুখে। ক্রিবিণ শিখনের দিকে; অতীতের দিকে। 'কোটা কোটা শতাব্দীর তিরোধানের পর ... নিম্নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'নিম্নাভিমুখে বহিয়া পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নিম্নোক্ত [স] নিম্ন-উক্ত। বিণ নীচে উল্লিখিত। 'বিশিষ্ট কমিটিতে নিম্নোক্ত মহিলা প্রতিষ্ঠান ... অংগপ্রবেশ করেন।' বেশম, ১৯৬০।

নিম্নোদ্ধৃত [স] নিম্ন-উদ্ধৃত। বি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে এমন। 'নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংগ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে।' বক্তিম, ১৮৮৪।

নিম্ব [স] বি নিম্নমূল্য ও তার গাছ। 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিম্বতরু [স] বি নিম্নগাছ। 'মরা নিম্ব তরু সেধে চন্দ্রক দক্ষিণে।' রত্নরাম, ১৯৫০।

নিম্বপাতা [স] বি নিম্বপাতা। 'কোমল নিম্বপত্র সব ভাঙ্গা বার্তাধী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিম্বফল [স] বি নিম্বফল। 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিম্ব বৃক্ষ [স] বি নিম্ব গাছ। 'তাহার প্রতিবাসী ঐ সলম বৃক্ষ কাটরা ফেলিয়া একটি নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

নিম্ববাদ্য [স] বি নিম্বের বাদ্য। 'কেহো যেন শর্করায় নিম্ববাদ্য পায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নিম্ননিয়া হ্র নিম্ননিয়া

নিম্ববন (স নিম্ব-বন) বিণ মূলমানপূন্য। 'নিম্ববন কর্তা আঞ্জি সকল ভুবন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নিম্বুজ [স] ১ বিণ নিয়োজিত। 'নিম্বুজ করিল জাইতে জামাতার স্থান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ হাজির। 'দুইজন দালাল আনিয়া বাবুর নিকটে নিম্বুজ করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'সভাপদে সম্মতিতে হইবার প্রত্যাশা করিলে ... মেজবানী অর্থাৎ মতাকিবািনা নিম্বুজ হইতে পানেন না।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৪ বিণ ভর্তি। 'আদন বালককে দেশ হইতে আনিয়া ঐ কালেক্রে নিম্বুজ করিলাম।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৫ বিণ ব্যবহৃত। 'ঐ বাশের জাহাজ প্রথম যুক ব্যাপারে নিম্বুজ হয়।' দর্পণ, ১৮৩১। ৬ বিণ অংশর। 'হিতচেষ্টায় আত্মদর্শক সর্বদা নিম্বুজ আছেন।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৭ বিণ সংরক্ষিত। 'উর্বরতম জমি অধিকেনের জন্যে নিম্বুজ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৮ বিণ দায়িত্বে নিয়োজিত। 'যাহারা যার রক্ষা পাঠে নিম্বুজ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৯ বিণ নিষিদ্ধ। 'উপন্যাস পাঠে নিম্বুজ ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১০ বিণ নিয়োগপ্রাণ্ড। 'গর্বমোহে ব্রাহ্মণগণকে নিম্বুজ করেন উহার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিম্বুজক [স] বি নিয়োগকারী ব্যক্তি। 'এই শ্রেণীর সদস্যরা ... নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন জমিদার, নিম্বুজক, চাহুরে ...

হিসেবে।' শিব, ১৮৫৬।

নিমুক্তকরণ [স] ১ বি প্রতিষ্ঠাকরণ। 'সাংহেবলোকেরা এক সমাজ নিমুক্তকরণের চেষ্টায় আছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি নিয়োগকরণ। 'সামান্য সমাজস্থ লোকেরনিমেষ বসের ২ নিমুক্তকরণ উত্তম বোধ হয়।' দর্পণ, ১৮২০।

নিমুক্ত করা কি ভর্তি করা। 'বাবুদিগের শিক্ষাকরণ তরুমহাশয় নিকটে নিমুক্ত করিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫।

নিমুক্তকৃত্যুক্ত [স] বিণ নিয়োজিত। 'বহুকালাবধি সরকার সত্রোক্ত সম্রাট কার্যে মান্যরূপে নিমুক্তকৃত্যুক্ত।' জ্ঞানোৎসব, ১৮৩৬।

নিমুক্ত হওয়া কি ভর্তি হওয়া। 'তাহাতে ক্রমেই বিদ্যার্থিগণ নিমুক্ত হইতেছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

নিমুক্তা [স] বিণ ক্রী নিয়োগপ্রাপ্ত। 'ছুকরি রূপে নিমুক্তা হইল।' ভবানী, ১৮২৮।

নিমুক্তীয় [স] বিণ নিয়োজিত। 'কুঠীর নিমুক্তীয় শাঠীয়ালেগাও ডাক ভাষিয়া ... আনি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।' মশাররক, ১৮৯০।

নিমুক্তন [স] নিমুক্তি। বি নিমুক্তকরণ। 'ব্যাধ হতে বন্দী হৈল কর্ম নিমুক্তনে।' আলোচন, ১৬৮০।

নিমুক্ত [স] ১ বিণ দশ লক্ষ। 'দশ নিমুক্ত এক কোটি।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ অপরা। 'তার নিমুক্ত নরকে হুঁ দিয়ে নিবাই।' নজরুল, ১৯২২।

নিমোজ্ঞন [স] কি নিয়োজিত। 'ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।' আলোচন, ১৬৮০।

নিমোজিত [স] বিণ নিয়োজিত। 'স্থল মূলে বড়নশাযুক্ত নিমোজিত।' চন্দ্র, ১৫৫০।

নিম্যাস প্র নেওয়া

নিয় প্র নেওয়া

নিয়ড়ি [স] নিকট। ক্রিণ নিকটে। 'নিয়ড়ি যোহি মা জাহ্নু-বে লাভ।' চর্য্য ৩২, ১২০০।

নিয়ড় [স] নিকট। বিণ নিকট। 'নিয়ড় সবন্ধ রাধা না কর দূর।' বহু, ১৪৫০; 'দুয়ারেতে মাজা হাতি আছে তার দিবারাতি কেবা তার হইব নিয়ড়।' মুহম্মদ, ১৬০০।

নিয়ড়ে ক্রিণ কাছে। 'কোদাল কস্তা মাতা পাই নিয়ড়ে।' মুহম্মদ, ১৬০০।

নিয়ত, নিয়ত [আ] ১ বি নিয়ম। 'হাজত নিয়তে স্নান জান মোস্তাহিব।' আলোচন, ১৬৮০। ২ বি সংকল্প। 'নিয়ত করিয়া যবে নিয়মে রহিলা তবে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি ইচ্ছা। 'ইহাতে দাঁড়নের নিজ নিয়তও প্রযুক্ত।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বি উদ্দেশ্য। 'নিয়ত ভালো থাকলে, দান-খরাত কলসেই হল।' আলোচন, ১৯৫৪।

নিয়ত [স] ক্রিণ নিয়ত। 'নিয়ত বঞ্চিত নায়ে হরিহর পাঠা।' মাদিকরাম, ১৭৮১; 'পানমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি।' বহিষ, ১৮৭০।

নিয়তচেটা [স] বি অবিরাম প্রচেষ্টা। 'তাহার এই নিয়তচেটা সার্থক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিয়তগণিবর্তনশীল [স] বিণ সর্বদা বদলে যায় এমন। 'জগৎ এক দিকে যেমন বিরাট অন্য দিকে তেমনি নিয়তগণিবর্তনশীল।' শিব, ১৯৫০।

নিয়তমর্ষিত [স] বিণ সর্বদা পাতার শব্দে সুঘরিত। 'খাউবনের

নিয়তমর্ষিত চাকলা একেবারে থামিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিয়তি [স] ১ বি ভাগ্য। 'অপরিবর্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থে কোষায় পণায়ন করি।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি যাদুদলের বিবেক। 'যদি 'পরতরামের দর্শ-সংহার' হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো।' কিছুতি, ১৯২৯।

নিয়তিকৃত [স] বিণ অনৃতকৃত। 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতের নিয়ম যারা পনে-পনে প্রমাণ করে চলল।' অবন, ১৯২৫।

নিয়তিনির্ভর [স] বিণ ভাগ্যের মুখশেষী। 'পরলোকে বিধাশী নিয়তিনির্ভর অর্থ মানুষ ভাবতে সাহস পায়নি।' শরীফ, ১৯৬৮।

নিয়তি শৃঙ্খল [স] বি ভাগ্যক্রম। 'নিয়তি শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া গায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নিয়তিহীন [স] বিণ ভাগ্যহীন। 'কোথাও নিয়তিহীন নিভা নবনারীসের হুঁজে।' জীবন, ১৯৪০।

নিয়তো [স] নিয়ত। ক্রিণ সবসময়। ওয়া, ১৭৮২।

নিয়তোবাধা [স] নিয়ত-বাধা। বি সতত কামনা। 'শ্রীশ্রী' দ্বারায় নিয়তোবাধা করি।' ওয়া, ১৭৭৯।

নিয়ন [স] বি বায়ুমণ্ডলে অল্প অনুপাতে বিদ্যমান গ্যাস। 'নিয়ন বাতির বিজ্জ্বলন।' জীবন, ১৯৪০।

নিয়নদীপ্তি [স] নিয়ন+স দীপ্ত। বিণ নিয়ন আলোয় উজ্জ্বলিত। 'এখন স্ট্রীটে নিয়নদীপ্ত ঘরে।' শামসুর, ১৯৬৬।

নিয়ন বাতি [স] নিয়ন+বাতি। বি নিয়ন গ্যাসপূর্ণ বাতি। 'নিয়ন বাতির বিজ্জ্বলন।' জীবন, ১৯৪০।

নিয়নমালা [স] নিয়ন+স মালা। বি সুবিন্যস্ত নিয়নবাতি। 'দিসের ট্রাফিক আর রাস্তার নিয়নমালা।' শামসুর, ১৯৭০।

নিয়ন হওয়া [স] নিয়ন। কি কম হওয়া। মানেল, ১৭৪৩।

নিয়ন্তা [স] ১ বি বিধানকর্তা। 'নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক সম্বন্ধ করা প্রামাণ্য নহে।' বহিষ, ১৮৯২। ২ বি নিয়ন্ত্রণকারী। 'এখনও নামেনি সেই নির্জন রিকশাগুলো - নিয়ন্তার মতো।' জীবন, ১৯৩০।

নিয়ন্তু [স] বি নিয়ন্ত্রণকারী। 'সমাজের নিয়ন্তৃবর্ণ সর্বকালে সর্বসঙ্গে এই অমে পতিত।' বহিষ, ১৮৮৭।

নিয়ন্ত্রণ [স] বি বায়বাহন। 'যেমানত করিবার খাদ্য ও নিয়ন্ত্রণ করিবার খাদ্য চাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নিয়ন্ত্রণাধীন [স] নিয়ন্ত্রণ-অধীন। বিণ অধীনস্থ। 'অপর্যায়নিত কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঘটিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

নিয়ন্ত্রিত [স] বিণ দমিত। 'আমাদের কার্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

নিয়ন্ত্রিত [স] বি কর্তৃত্ব। 'কোন সর্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ন্ত্রিত ব্যতীত ক্রিশ্বে উপহার হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

নিয়ন্ত্রেতা [স] বিণ নিয়ন্ত্রণকারী। 'আর্থিক জীবনের যাবা নিয়ন্ত্রেতা।' উমর, ১৯৬৮।

নিয়ম [স] ১ বি রীতি। 'এমন নিয়ম করি কথোকাণ বসি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অভ্যাস। 'দিয়ে পুশ্চ যোগান নিয়ম।' কুস্তায়ন, ১৭২০। ৩ বি শক্তির। 'উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি ক্রাস কটিন; সমন্বয়। 'কালজের উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর

প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অবগত করা আবশ্যক। 'অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ কি' টিক। 'জনবের অসংখ্য কিশো। কোনো যে কি বলে, তার নিয়ম কি' মাইকেল, ১৮৭৩। ৬ বি শৃঙ্খলা। 'যাহারা এখানকার ছাত্রদের নিয়মে বাধেন, তাঁহাদের প্রকটর বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

নিয়ম-কানুন [স] নিয়ম+আ কানুন। ১ বি বিধিবিধান। 'বিত্রোহ করত হলে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল যানা নিষেধের বিরুদ্ধে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি রীতিনীতি। 'এর কি আর নিয়মকানুন আছে।' অবন, ১৯৪১।

নিয়মকর্তা, নিয়মকর্তী [স] বি বিধাতা। 'সকলের নিয়মকর্তী ও শাসনের দজ্ঞাতা ...।' সেবধি, ১৮৩৯।

নিয়মকাল [স] বি সময়সূচি। 'পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিশের এবং ছাত্রেরদিশের 'ব' সুসারসূচীর নিষদ হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৪।

নিয়মকমে [স] ক্রিবিণ নিয়ম অনুসারে। 'শাহেবের নিয়মকমে এবং তাঁহার অনুকূলে এই গ্রন্থ ... মুদ্রিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'প্রকৃত সংকৃত ভাষার নিয়মকমে প্রায় 'ইং' শব্দের ন্যায় উচ্চারণ করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

নিয়মচয় [স] বি নিয়মসমূহ। 'মহোদয়দ্বারা প্রতাবিত পাঠাশালার নিয়মচয়।' দর্পণ, ১৮৩৮।

নিয়মচারিণী [স] বিণ ঙ্রী নিয়ম পালন করে এমন। 'অপ্রাপ্ততা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সত্যবর্ষের আদর্শরসিণী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিয়মতত্ত্ব [স] বি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন। 'বর্তমানে যে ভিত্তির উপর নিয়মতত্ত্ব ... প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।' চ্যারক, ১৯০৮।

নিয়মতাত্ত্বিক [স] বিণ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'নিয়মতাত্ত্বিক উপায়ে বিবাহ-বাবুদেহন ঘটাইতে হইলে।' কোম, ১৯৪৮।

নিয়মতথ্য [স] বি নিয়মনীতি। 'কমিটির নিয়মতথ্য অবহর-বর্তিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিয়মনিপাড়া [স] বি নিয়মের বন্ধন। 'মনে হয় সূচি মুক্তি বাধ্য নাই নিয়মনিপাড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিয়মনিয়ন্ত্রিত [স] বিণ নিয়মতাত্ত্বিক। 'এই বলি কাব্যপ্রেরণার চরিত্র হয় তবে নিয়মনিয়ন্ত্রিত ন্যায়দ্বারা কবিরের কি করে স্থান হতে পারে?' শিব, ১৯৫০।

নিয়মনির্ভর [স] বিণ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'ছন্দের সূচি নিয়মনির্ভর।' শিব, ১৯৫০।

নিয়মনির্ধারণ [স] বিণ নিয়ম সূচি। 'সুবিধার ভাঙিতে নিয়মনির্ধারণের নামই অবৈধতা।' সুবীন্দ্র, ১৯৩০।

নিয়মপত্র [স] ১ বি লিখিত নিয়মাবলি। 'পত্রিতোত্র এক নিয়মপত্র মেমড নিজে লেখা জায় লিখিয়া তাহাতে 'বাক্ষর' করিবেন।' ডানকান, ১৭৮৪; 'ইহুদের নিয়ম পত্রের পাত্রেণ্য ... কর্তৃক প্রস্তুত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি রীতিমালা। 'নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

নিয়মপরাণ [স] বিণ নিয়ম যেমন চলে এমন। 'যথারীতি বিশ্বম নিয়মপরাণ করে তাকে ঘুম ভোরে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

নিয়মবদ্ধ [স] ১ বিণ প্রথাগত; নিয়মিত। 'এই পরিবর্তন একটি নিয়মবদ্ধ প্রক্রিয়া।' শবীন্দ্রাব, ১৯৩১। ২ বিণ শৃঙ্খলিত। 'নিয়মবদ্ধ জীবন ব্রহ্মবদ্ধ জীবনের ন্যায়।' হাই, ১৯৫৪।

নিয়মবন্ধন [স] বি নিয়মনীতি। 'দুরোপায় চিন্তের এই চাক্ষু্য, এই

নিয়মবন্ধনের বিরুদ্ধে বিপ্রোহ।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিয়ম-বিশৃঙ্খল [স] বি অতিরিক্ত নিয়মবর্তি। 'এসো কনসিট্যুশন নিয়ম-বিশৃঙ্খল।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

নিয়মবিরুদ্ধ [স] ১ বিণ আই-বিরুদ্ধ। 'রাজ-নিয়মবিরুদ্ধ' কার্য হওয়া কখনই উচিত ও সম্ভবপর নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ নিয়মবহির্ভূত; অবৈধ। 'তা'হা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিণ নিয়মের বিপরীত। 'ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ।' নজরুল, ১৯২২।

নিয়মভঙ্গ [স] বি নিয়ম অমান্যকরণ। 'ইহল নিয়মভঙ্গ সপট জীবন।' হুসুণ, ১৬০০।

নিয়মভক্ত [স] ক্রিবিণ নিয়মভক্তি। 'নিয়মভক্ত আপনার কুঠরীতে বসিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

নিয়মভেদে [স] ক্রিবিণ রীতি অনুসারে। 'দিল্লীর বাদশাহ আমার নিয়মভেদে কর ও শওগত দাবিল করণেতে ছুটি।' রায়ময়, ১৮০১।

নিয়মভাষিক [স] নিয়ম+আ মতগাথিক। ক্রিবিণ নিয়মানুসারে; যথারীতি। 'নিয়মভাষিক ... ইচ্ছাটাই উদ্বিগ্ন গিয়াছে।' মাসিক, ১৯৪০।

নিয়মরক্ষা [স] বি নিয়ম যেমন চলে। 'নানা আদোমজেন, নানা অনুষ্ঠানে, রীতিপালনে, নিয়মরক্ষার' বুদ্ধ, ১৯৪০।

নিয়মরহিত [স] বি নিয়ম বহির্ভূত বা। 'নিয়মিতকৃত নিয়মরহিতের নির্দিষ্টপারা পদে-পদে প্রমাণ করে চলল।' অবন, ১৯২৫।

নিয়মশৃঙ্খলা [স] বি নিয়মকানুন। 'জড়প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা কি এতই ইশ্বারকর্তন ...?' আইয়ুব, ১৯৩৮।

নিয়মসংঘ [স] বি নিয়মকানুন; নিয়মশৃঙ্খলা। 'কোনোমাত্র নিয়মসংঘ যে কেন বীকার করিতে চান না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নিয়মসিদ্ধ [স] বিণ নিয়মানুযায়ী করা হয়েছে এমন। 'এদের আকৃতি জ্যামিতিক নিয়মসিদ্ধ।' মাহেনত, ১৯৪৯।

নিয়মহারা [স] বিণ নিয়ম যানে না এমন। 'আর বেয়াদা সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসাবহীন।' সুকুমার, ১৯১৮।

নিয়মাত্তিক [স] নিয়ম-অতিরিক্ত। বিণ নিয়মবহির্ভূত। 'নিয়মাত্তিক সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।' বহিষ, ১৮৮৭।

নিয়মাবীণ [স] নিয়ম-অধীন। ১ বিণ নিয়ম-নীতি যেমন চলে এমন। 'এঁহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠাশালার নিয়মাবীণ হইয়া বিদ্যাত্মান কল্যাহেতক ...।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বিণ নিয়মের অধীন। 'গতিও সেই সকল নিয়মাবীণ।' বহিষ, ১৮৭৫।

নিয়মানুগত [স] নিয়ম-অনুগত। ক্রিবিণ নিয়মের অনুগত হয়ে। 'শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের সমধিক তেজস্বিতা ও নিয়মানুগত চালনাই সুযোগ্যকর্তন মূল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিয়মানুগত [স] নিয়ম-অনুগত। বি নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা; নিয়মনীতি। 'বেশানে বিজ্ঞ নিয়মানুগত প্রাপ্তের টুটি টিপে ধরে সেখানে রূপের মধ্যে ছন্দের সম্ভার ঘটে না।' শিব, ১৯৫০।

নিয়মানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা [স] নিয়ম-অনুবর্তিতা। বি নির্দিষ্ট নিয়ম যেমন চলে। 'চৌধুরী নির্বাক্তনী। এশতেহায়ে 'বাক্ষর' করিয়া ... নিয়মানুবর্তিতার প্রমাণ নিয়মছিল।' আজাদ, ১৯৩৬; 'নিয়মানুবর্তিতাকে হুলায়ে পাঠিয়ে ...।' মাসিক, ১৯৪৭।

নিয়মানুবর্তী, নিয়মানুবর্তী [স] নিয়ম-অনুবর্তী। ১ বিণ নির্দিষ্ট নিয়ম যেমন চলে এমন। 'ভাববিক নিয়মানুবর্তী হওয়াতেও দুঃখ।' বহিষ,

নিয়মানুযায়ী

১৮৮৭। ২ *বিশ* নিয়মের অধীন। 'জীবন এখানে মোটামুটি নিয়মানুবর্তী' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ *বিশ* নিয়মকর্ম। 'অনেকটা নিত্যকর্ম বরাবরা নিয়মানুবর্তী' *হরী*, ১৯৫৪।

নিয়মানুযায়ী [স নিয়ম-অনুযায়ী] *ক্রিণ* নিয়ম অনুসারে। 'শারীরিক নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার শরীর সুস্থ রাখিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

নিয়মানুসারে [স নিয়ম-অনুসারে] *ক্রিণ* নিয়ম অনুসারে। 'সায়েবের নিয়মানুসারে বাসলা কথা ইন্দুরজী অক্ষরে অনুলিপি করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

নিয়মানুসারে [স নিয়ম-অনুসারে] *বি* অনিয়ম। 'পর্য দর্শনদ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংগ্রহিত ক্রিষ্ণ নিয়মানুসারে উপস্থিত হইল তাহা।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

নিয়মানুবদ্ধ [স নিয়ম-আবদ্ধ] *বিশ* নিয়মানুযায়ী। 'যে সংকীর্ণ সুরকে নিয়মানুবদ্ধ করা হয়েছিল তারই নাম 'প্রদান'।' *ধৃষ্টি*, ১৯৩১।

নিয়মানবলী [স নিয়ম-আবলী] *বি* নানাবিধ নিয়ম। 'রথাকর সম্বন্ধীয় নিয়মানবলী প্রচার দ্বারা ...' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

নিয়মিত [স] ১ *বিশ* নির্ধারিত। 'নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন।' *মুদ্রণ*, ১৬০০। ২ *বি* নির্ধারিত লোক। 'আমার যে নিয়মিত আছে তাহাই শইয়া বিবিকে গাথা শিক্ষা করায়।' *ভাবনী*, ১৮২৮। ৩ *ক্রিণ* নিয়মিত। 'নিয়মিত বসুন্ধা গান শোনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিয়মিত কালে [স] *ক্রিণ* যথাসময়ে। 'লোকে নিয়মিত কালে, মালাদ্বি দ্বারা ভূমি খনন করিয়া বীজ বপন করে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

নিয়মিতরূপে [স] *বি* নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। 'গবর্ণমেন্ট নিয়মিতরূপে বরাবর রাজনা গাইয়া আনিতেছেন।' *সুদত*, ১৮৭৩।

নিয়ম্য [স] *বিশ* নিয়মযুক্ত। 'নিয়ম্য ছন্দে - প্রাপের - হও সুদত আদ্য', ১৯৩৯।

নিয়র [স নিকট] ১ *বিশ* ঘনিষ্ঠ। 'তার সমে আছে মোর নিয়র সম্বন্ধ।' *বৃত্ত*, ১৪৫০। ২ *বি* অন্তর। 'দেবীয়া শিবন চিত্র আনন্দ নিয়র।' *আলাপ*, ১৬৮০।

নিয়রে *ক্রিণ* নিকটে। 'লোচন নিয়রে হল্য কালুর নজর।' *মানিকরায়*, ১৭৮১।

নিয়রো *ক্রিণ* নিকটে। 'রাহ দূরি বসু নিয়রো না আবধি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিয়ল [স নিগড়া] *বি* শিকল। 'হাথে দিল হাচকড়া চরণে নিয়ল।' *রূপরায়*, ১৭৫০।

নিয়মক [স] ১ *বি* নিয়ন্ত্রণকারী। 'গ্রামাধিপ প্রয়োগ তাহার নিয়মক।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩। ২ *বি* পরিতালক। 'সর্বদ্বারার দুর্গম পথে নিয়মক বিনা যায় না যাওয়া।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিয়মিত [স] *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'নিয়ন্ত্রের সচিপতিত ইচ্ছা-দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়মিত করতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিয়মিত [স নিয়ম্য] ১ *বি* সম্পদ। 'এদ্বারা নিয়মিত দিয়া কেবল লেখ ছিল।' *গবীন্দ্র*, ১৭৬৫। ২ *বি* খাবার। 'বহেশভের নিয়মত আমাকে খাওয়াইতে পারেন?' *মনসুর*, ১৯৫০।

নিয়ত [স নিয়ত] *বি* মনঃস্থির। 'নিয়তে কর্মগা মানুষ-মত্তা পানে।' *দামল*, ১৮৯০।

নিয়োগ [স] ১ *বি* প্রয়োগ। 'রাজকর্ণের নিয়োগ এবং গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা ও প্রত্যাগার বিরুদ্ধের সন্ধান ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ২ *বি* নিযুক্তি। 'বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩ *বি* হস্তক্ষেপ। 'জড়পদার্থের সামান্য গুণ এই যে কাহারও নিয়োগে ভিন্ন বিশ্বমাত্র হ্রাসও চলিতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

নিয়োগ করা ১ *ক্রি* ব্যবহার করা। 'সিন্দুক হইতে রাশি রাশি লিখিত পার্শ্বে লইয়া তাঁহার রান্নাঘরে ক্রিনিসপত্র সাক করিতেন ও অন্যান্য নানা গৃহকর্মে নিয়োগ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *ক্রি* গ্রহণ করা। 'সমুদয় উদ্যম নিয়োগ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *ক্রি* প্রয়োগ করা। 'বালা সাহিত্যের সেবায় আশ্রয়িত নিয়োগ করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

নিয়োগকারী [স] *বিশ* নিযুক্তকারী। 'ভিক্টোরিয়া পেশায় নিয়োগকারী অশরাধীদের ...' *কোডন* যথেষ্ট মনে করা যায় না।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

নিয়োগপত্র [স] *বি* চাকরিতে নিয়োগ করার চিঠি। 'কয়েক দিনের মধ্যেই দুই বন্ধুর নিয়োগপত্র এল।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

নিয়োগী [স] *বি* ব্যক্তি। 'হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কাশীদাস নিয়োগী।' *সেবধি*, ১৮৪০। 'গরে নিয়োগী বংশ ধনেন্দ্রোৎসব ধরে হয়।' *প্রমথ*, ১৯৩৪।

নিয়োজন [স] ১ *বি* প্রবর্তন। 'সেব নিয়োজন হেনে থাকে।' *বৃত্ত*, ১৪৫০। ২ *বি* সমারোহ। 'সেব নিয়োজন মদন বাসে।' *বৃত্ত*, ১৪৫০। ৩ *বি* সমারোহ। 'কথাহো না দেখিলে সেব নিয়োজন হেনে থাকে।' *বৃত্ত*, ১৪৫০। ৪ *বি* কাজে নিয়োগ। 'উপযুক্ত লোক নিয়োজন করহ।' *ক্রি*, ১৮৫২। ৫ *বিশ* নিযুক্ত। 'অধুনাতন পণ্ডিতরা ...' *কেই* অস্বাভাবিক নিয়ম নিয়মিত নিয়োজন করেন না।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিয়োজ্য [স নিয়োজন] ১ *ক্রি* নিয়োজিত হওয়া। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বৃত্ত*, ১৪৫০। ২ *বি* নিয়োগ করা। 'লিখতে বিশেষ লিখে নিয়োজিত থাকবে।' *মানিকরায়*, ১৭৮১। 'নিয়োজিত কি নিয়োজিত হয়েছে।' 'আকাশে নিয়োজিত হইতে সন্ধ্যা চর।' *সুদত*, ১৭০০। 'নিয়োজিল *ক্রি* নিয়োগ করলো। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' *বৃত্ত*, ১৪৫০। 'নিয়োজিল *ক্রি* নিয়োগ করলো। 'তার পিঙ্গি রাবার বড়ায় নিয়োজিল নানা পরকারে।' *বৃত্ত*, ১৪৫০।

নিয়োজিত [স] ১ *বিশ* প্রবর্তিত। 'বিবিধ বিধান যত রূপ নিয়োজিত।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ *বিশ* নির্ধারিত। 'ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বাধা দিতে এ লোকের কাহারও সাধ্য নাই।' *মহারাজ*, ১৮৮৫। ৩ *বিশ* নিযুক্ত। 'শাসনকর্তাও তাঁহারই নিয়োজিত।' *মহারাজ*, ১৯০৮।

নিয়োজিত [স] *বিশ* *ক্রি* নিযুক্ত। 'বেলা গেল সন্ধ্যা হলো, আবার দাসীতে নিয়োজিত।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

নিয়োম *বিশ* নিয়ম মানে। 'সেদিন এর চাইতে নিয়োগ একটা বেচে এসেছে সেড্ডা টাকার।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১।

নিয় [স নীচ] *বি* পানি। 'ভূস-এ আকুল হৈয়া পিল তার নিয়।' *মাল্যদ্র*, ১৫০০।

নিয়অপরাধ [স নিরপরাধ] *বিশ* নির্দোষ। 'জগাই মাধাই হৈল নিরঅপরাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

নিরত [স নিরত] *বিশ* পানিটুকুও খায় না এমন। 'কাল রাইত থিকা তুই নিরতু উপাস।' *গুয়ালী*, ১৯৪৫।

নিরত [স] *বিশ* জ্যোতির্হীন। 'সুখাং নিরত যথা সে রাবির তেজের।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

নিরক্ষণ, নিরক্ষণ [স নিরীক্ষণ] ১ *বি* মনোযোগ সহকারে দেখা। 'জেই

জেই রাজা অঙ্গ করিল নিরক্ষন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি নির্ণয়।
'জ্যোতিষক লোকের যদি দ্বারায় সময় নিরক্ষণে রহিগেন।' *রামায়ণ*,
১৮০১। ৩ বি পর্যবেক্ষণ। 'যদিরাসেলো তাহাদের যড়িতে নিরক্ষণ
করিয়া থাকে।' *রামায়ণ*, ১৮০১।

নিরক্ষর [স] বিণ অক্ষরজ্ঞানহীন। 'সাক্ষরগোঁড় ই নিরক্ষর বিশ্রুকে সঙ্গে
লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

নিরক্ষরচিত্ত [স] বি অজ্ঞ-মানসিকতা। 'একস্থানের বহুজ্ঞাতার প্রায়
সকল সময়ই দুর্ভিক্ষসূত, অপর স্থানে নিরক্ষরচিত্ত হইতে উত্তর।' *বন্দর্শন*, ১৮৭৪।

নিরক্ষরতা [স] বি অক্ষরজ্ঞানহীনতা। 'এর আগে বাথকিরিয়াতে
নিরক্ষরতা ছিল প্রায় সর্বব্যাপী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

নিরক্ষরা [স] বিণ ক্রী অক্ষরজ্ঞানহীন। 'নিরক্ষরা বড়ি সাবদার কাণ
দেখেতে লাগলাম।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

নিরক্ষা [স] নিরীক্ষণ। ক্রি দেখা। 'নিরক্ষিতে ক্রি অভিনিবেশের সঙ্গে
দেখেতে। 'নিরক্ষিতে লাগিয়া শিশুর কলবের।' *সুলাতন*, ১৭০০।
'নিরক্ষিয়া ক্রি নিরীক্ষণ করে।' 'চারিদিক নিরক্ষিয়া কহিতে লাগিল।'
কুসুমায়, ১৭২০। 'নিরক্ষিল ক্রি দেখলো। 'অন্যে ২ যুক্ত নিরক্ষিল।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিরুধা [স] নিরীক্ষণ। ক্রি দেখা। 'নিরুধ ক্রি দেখে। 'জলে থাকি কুহুদ
হাঙ্গিয়া নিরুধর।' *রূপায়ণ*, ১৭৫০। 'নিরুধ ক্রি নিরীক্ষণ করে;
দেখে। 'কিরি চাহ নিরুধ বসনে।' *বহু*, ১৫৭০। 'নিরুধিতে ক্রি
দেখেতে। 'রূপ নহে কাশো, নিরুধিতে আলো।' *রামহাসান*, ১৭৮০।
'নিরুধিয়া ক্রি তাকিতে। 'শেজ বিছাইয়া রহিল বসিয়া গথ পানে
নিরুধিয়া।' *জ্ঞান*, ১৬০০। 'নিরুধিল ক্রি দেখলো। 'উৎসুখ করি তবে
চক নিরুধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। 'নিরুধিলে ক্রি দেখলো। 'তলিয়া
হুসরী পান বৈরজ্ঞ না ধরে প্রাণ নিরুধিলে হারাবি পরাণ।' *বিচিত্র*,
১৬০০। 'নিরুধে ক্রি নিরীক্ষণ করে। 'ভরতক্ষেত্র রূপরাশি নিরুধে
নিকটে আসি।' *রামহাসান*, ১৭৮০।

নির-পৌক [স] নিরু+স গুণ। বিণ পৌক সেই এমন। 'নির-পৌকের নাকে
চড়ে ইন্দুর চৌপৌকা।' *সত্যসুন্দর*, ১৯১৭।

নিরপা [স] বিণ আচনের জ্ঞানহীন। 'নিরপিক অবস্থায় থাকতে-থাকতে
একটা সময় দেখি এক-এক দল মানুষ ...।' *অবন*, ১৯২৫।

নিরপিত্ত [স] বিণ অচিহ্নিত। 'চলে বাশ দিতে নিরপিত্ত পথ বেয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

নিরপুত্র [স] বিণ অসুতবহীন। 'বিশ্রান্তের নির্মিত কঠিন পাদুকার তলে তাহা
নিরপুত্র হইয়া লোপ পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিরুত্থন [স] ১ বিণ বাধীন। 'লোকে সমুদায় নিরুত্থন হইয়া যথেষ্টদারী
বিহারী হইয়াছে।' *দর্শন*, ১৮২৯। ২ বিণ নিতৃত। 'দুই-তিন দিন
বিছানায় পড়িয়া নিরুত্থন ভাসোমানুসারী প্রায়চিত্ত করিলাম।' *রবীন্দ্র*,
১৯১২। ৩ বিণ পুরোণারি। 'নিরুত্থন হইবার আশা যদি নিরুত্থন
সিদ্ধিই হইতে হয়, তবে তার চেয়ে না হয় তুলসি করিলাম।' *রবীন্দ্র*,
১৯১৭। ৪ বিণ সুস্পাষ্ট। 'জাতীয় পরিঘর্ষে নিরুত্থন সংখ্যাবিহীনতা
লাভ করেছে।' *বোম*, ১৯৭১।

নিরুজ্ঞান [স] নির্জ্ঞান। বিণ নির্জ্ঞান। 'নিরুজ্ঞান উরজ হেরই কত বেরি। হসই
সে অশন পর্যোখ হেরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিরুজ্ঞান [স] ১ বি হিন্দুস্তান ব্রহ্ম। 'বৃহৎ রূপ ধরিয়া চিহ্নিলে নিরুজ্ঞান।' *বহু*,
১৪৫০। ২ বি ঈশ্বর। 'আত্মা'। 'তবে প্রভু নিরুজ্ঞান অনাদি
নিধান।' *সুলাতন*, ১৭০০। ৩ বি নিরুজ্ঞান। 'আমার শ্রেয় থাকে

নিরুজ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিরুজ্ঞান [স] বি পরিত্রস্তা; নির্ভলতা। 'বুঝি কি করে বার্ষিকলিপি
হয়ে তার নিরুজ্ঞান হারিয়ে বসে ...।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

নিরুজ্ঞানপুত্র [স] বি পরম গণ্ডবা। 'বাইবানি নিরুজ্ঞানপুত্র।' *সুলাতন*,
১৭৫০।

নিরুজ্ঞান [স] বি ক্রী নির্ভল। 'সেহ-কুল যদি নেমেহে মনের অকুল
নিরুজ্ঞান।' *নরেন্দ্র*, ১৯২৮।

নিরুজ্ঞানি [স] নিরুজ্ঞানী। বি হিন্দুস্তানী দুর্গা। 'জর জর দুর্গা অর
নিরুজ্ঞানি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিরুত [স] ১ বিণ নিরুত। 'পশুপুত্রের গৃহকর্মাগিতে অসুদিন নিরুত।' *বহি*,
১৮৭৩। ২ বিণ রত। 'মুদ্রনে লাঠি-নিরুত খোকার দিকে
অগ্রসর হন।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

নিরুতিশ্বর [স] বিণ অত্যধিক। 'তবে নিত্য নিরুতিশ্বর সুখ পাইবি।' *মৃত্যুঞ্জয়*,
১৮১৩।

নিরুতীত [স] বিণ অতীত হয়ে যার। এমন। 'আমে যদি চক্রী সখীরা
নিরুতীত নেরোজের রূপ নিমন্ত্রণ।' *সুশীল*, ১৯৩১।

নিরুতায় [স] বিণ অবিনাশী; অক্ষয়। 'তবু তার যৌবনের দুর্লভা সুবৃতি/
এ-দিনের ফুলে ফুলে আতো নিরুতায়।' *সিকান্দার*, ১৯৫৬।

নিরুদয় [স] নির্দয়া। বিণ নির্দয়। 'হরি নাহ নিরুদয় রসময় সেহ।' *গোবিন্দ*,
১৬৩৩।

নিরুদয়া, নিরুদয়া [স] নির্দয়া। বিণ ক্রী নির্দয়া। 'জীবন জীবন সকল করি
মানুষ নরসিং জলে নিরুদয়া।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। 'এখন সতিয়াই
নিরুদয়া হয়ে গেল।' *মুহুরত*, ১৯৬১।

নিরুদুত্ব [স] বিণ অনুভবহীন। 'ওরে নিরুদুত্ব ও স্নানুদুত্ব করে ... দুর্গা
হাতার হাতে এদিয়ে এলো।' *ইলিয়াদ*, ১৯৭২।

নিরুদ [স] বিণ অসুখী। 'সবার মাঝে গৃহক ও মে ডিঙের কারাগারে/
খ্যতি-বেড়ির নিরুদ থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।
'নিরুদ [স] বিণ অসুখী। 'হে বিজ্ঞ জগদ্ব্যবহিন, অগোনি আপনি,
জগদত্ত নিরুদক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিরুদত্ত [স] ১ বিণ অবিরাম। 'সেই সৃষ্টি তোমার দেখে নিরুদত্তে।' *মালাধর*,
১৫০০। ২ ক্রিণিণ নিত্য। 'নিরুদত্ত অবির্ভাব রায়বের
যয়ে।' *কুসুমায়*, ১৫৮০। ৩ বিণ অবিদ্যমান। 'আপন সারীরিক
নিরুদত্ত হ্রসের দ্বারা ...।' *দর্শন*, ১৮৩৫। ৪ বিণ অবিচ্ছিন্ন। 'তাহার
তলসে নিরুদত্ত হরিক শম্পাতরনে আবৃত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিরুদ [স] ১ বিণ অসংসারহীন। 'নিরুদ ব্যায়র দেব ধরিয়া বিক্রম।' *তর*,
১৮৫৮। ২ বিণ বাসের অভাবহীন। 'নিরুদ নিরুদত্ত নিরুদ
ভারতের দুর্ভাগ্যই ইয়েক-সম্প্রদায়কে বিনাশ করিবে।' *রবীন্দ্র*,
১৯০৫। ৩ বিণ খালী। 'নিরুদ স্ফুটিত শীর্ণ মানুষের পথ।' *করুণ*, ১৯৪৬।

নিরুপাত্য [স] বিণ সন্তানহীন। 'নিরুপাত্য বামীর মৃত্যুতে সেরকের দ্বারা
সন্তান উপশাসন ক্রীলোকের গন্ধে ধর্মহাভিজ্ঞান ছিল না।' *রবীন্দ্র*,
১৯০৮।

নিরুপরাধ [স] ১ বিণ নির্দোষ। 'তাহাঙ্গিরের মঙ্গ চৌককে কোন
অনপরাধী হলের দ্বারা বার্ষিকক কেনল নিরুপরাধ নহে।' *ভাগিনী*,
১৮০০। ২ বি অপরোধহীনতা। 'নিরুপরাধে গোপনে ওকহোয়া দ্বারা
ডাকাতের মত যদিরাবাসীদিগকে হত্যা করিল।' *মণ্ডারক*, ১৯০৮।
৩ বিণ চিত্তশান্ত। 'কয়েকটা বন্দুক - হিং - নিরুপরাধ নিরুপরাধ

নিরপরাধা

দুম। জীবন, ১৯৪২।

নিরপরাধা [স] বিপ ক্রী নির্দোষ। 'নিরপরাধা সহংশিতিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নিরপরাধিতা [স] বি অপরাধহীনতা। 'নিপাণ্ড পিতর নিরপরাধিতার সাহায্যে কীর্তনের মুখে সকলের জবরপত্তি উবে গেল।' শতকৃত, ১৯৫৮।

নিরপরাধিনী [স] বিপ ক্রী নির্দোষ। 'কীরোসাবাসিনী নিরপরাধিনী।' শীনবন্ধ, ১৮৬৭।

নিরপরাধী [স] বি নির্দোষ। 'নিরপরাধী ভেড়ার ছানাকে ধরিয়া হিড়িয়া খণ্ড করিলেক।' তারিখী, ১৮০৩।

নিরপেক্ষ [স] ১ বি পক্ষপাতহীন। 'পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।' বঙ্গা, ১৫৮০। ২ বি যোগাযোগবিহীন। 'কোনো উপলক্ষ-নিরপেক্ষ ভাবে আমি নিম্নেছি ক্রীড়া ভূমি জিজ্ঞাসা করেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিরপেক্ষতা [স] বি পক্ষপাতহীনতা। 'পানবা পুণ্ডি কর্মচারিগণের নিরপেক্ষতা এক্ষরকার দ্বাধিগতই।' সোমকাল, ১৮৭৩।

নিরপেক্ষভাবে [স] ক্রিবিপ পক্ষপাতহীনভাবে। 'তাঁহার গ্রহ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। 'নিরপেক্ষভাবে নিরীক্ষণ করিলে হোক্তারটির মধ্যে তেমন অসামান্য কিছু ছিল না।' বনবৃন্দ, ১৯০৬।

নিরবকাশ [স] ১ বি কাকশূন্য; অবকাশপূন্য। 'আমরা নিরেট নিরবকাশ-পথের পতন।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বি বিহীন। 'কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নিরবধিত [স] বি অব্যবহিত নয় এমন। 'অপ্রাপলতা ধরিত্রী সে প্রাণে মূর্তিত, পুঞ্জাধিত্রী নিরবধিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিরবধিত্ত [স] ১ বি অবিকল; হুবহু। 'যাহা নিরবধিত্ত সংকল্পিত তাহার নাম তপসম।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বি নিরমিত। 'নিরবধিত্ত মনে শুদ্ধ করা যাহার পক্ষে অতিক্রম কার্য।' অক্ষর, ১৮৫০। ৩ বি একতানা। 'নরকোকে নিরবধিত্ত কল্যাণকর পদার্থ অতীত মূল্য।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৪ বি অনির্বাণ। 'কুলসনে শেষ হয়নি তাঁর নিরবধিত্ত মৃত্যুর মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিরবধিত্ততা [স] বি নিরবধিত। 'একটা আপত্তি নিরবধিত্ততার ভেতর ... ছুবে যেতে লাগল।' জীবন, ১৯৪৮।

নিরবচ্ছিন্ন [স] বি একতানা। 'ঐ প্রদেশে বন্দ্যাসংগাণী নিরবচ্ছিন্ন বিরাকাল ... বিরাজ করে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

নিরবধি [স] ক্রিবিপ সবসময়ে। 'রাগাম নিরবধি করে গান।' কুজলাল, ১৫৮০। 'নিরবধি কিরি খোপ দধী গিরি বাঘে সাপে নাই গায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিরববধ [স] বি নিরাকার; সোহ্মিণ। 'আসবে সে নিরববধ মুদ্রাসুত।' বিদ্যুত, ১৯০৭।

নিরবলম্ব [স] ১ বি কোনো কিছুতে অবলম্বন করতে হয় না এমন। 'কর্ণ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বি অবলম্বনহীন। 'কলত নিরবলম্ব, নিরলম্বান, নিরব।' সুশীল, ১৯৩৯। ৩ বি বেহাল অবস্থাপ্রাপ্ত। 'দেশের অর্ধনিউন অবস্থা যে কতটা নিরবলম্ব ও পোড়নীর হয়ে পড়ে ...।' সন্দে, ১৯৫০।

নিরবলম্বন [স] বি অবলম্বনহীন অবস্থা। 'নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই নিরবলম্বনে জনমান ভূণ্ডলজের ন্যায়।' প্রত্যক, ১৯০৪।

নিরবহ [স] নির্বাহ। ক্রি অভিযান্ত্রিক করে। 'অবহে নিরবহে হিঙ্গু ইহ

রাতিয়া।' পেশ্বর, ১৬০০।

নিরবুধি [স] নির্বুধি। বি নির্দোষ ব্যক্তি; বোকা লোক। 'ওসী, ১৭৮২।' 'পরম নিরবুধির মতো চোখ মুখের ভাব সর্বদা টলমল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নিরবুধ্য [স] বি অন্ধ। 'জিজ্ঞাসার ব্যাকরণ নিরবুধ্য, আদ্যন্ত সাধারণ।' সুশীল, ১৯৩৯।

নিরভাব [স] নির্ভাব। বি অভাবহীন। 'তিনি নিরভাব, পূর্ণ।' নন্দকল, ১৯৪১।

নিরভিকৃত [স] বি মুক্ত; আচ্ছন্ন নয় এমন। 'দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্ভিকৃত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিরভিমান [স] বি অহংকারহীন। 'উত্তম হওয়া বৈজ্ঞানিক হৈবে নিরভিমান।' কুজলাল, ১৫৮০। 'রত রাতে কল্যাণে নীরবে নিরভিমানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নিরভিমানী [স] বি ক্রী অহংকারহীন। 'আগনি নিরভিমানী অনো দিবে মান।' কুজলাল, ১৫৮০।

নিরভিমানী [স] বি প্রভা। 'সর্বত্র ... বিনিয়োগবিমুখ অপ্রায়, মানসিক ভাঙা ও নিরভিমানী ভোগবৃত্তি।' শিব, ১৯৫৬।

নিরভিসি [স] ক্রিবিপ বিনা কারণে। 'আমায়ও নিরভিসি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আধারে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

নিরমম [স] নিরামহ। 'নিরমমে নিরম করিরা লাউসেন।' মানিকরাম, ১৭৮৩।

নিরমল [স] নির্মল। ১ বি পরিষ্ক। 'নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি।' বিচিত্র, ১৬০০। ২ বি যত্নশালীন। 'ডানা দুটি ঘুরে ঘুরে করিতেছে নিরমল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নিরমা [স] নির্মাণ। ক্রি নির্মাণ করা। 'নিরমালয় ক্রি নির্মাণ করলো।' 'এ অপরূপা কৌ নিরমালয় কৌ বিধি বিদগ্ধরাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'নিরমিতা ক্রি নির্মাণ করে। 'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নির্মিতা নারী।' বড়, ১৪৫০। 'নিরমিতা ক্রি নির্মাণ করে। 'নিরমিতা চন্দ্রবাস ঝাঁ দিল তার।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'নিরমিল ক্রি নির্মাণ করলো।' 'তোকে নিরমিল দিতুবনে।' বড়, ১৪৫০। 'নিরমিলা ক্রি নির্মাণ করলো।' 'সেই জোড়ি ঘুরে দিতুবনে নিরমিলা।' আলোক, ১৬৮০।

নিরমণ, নিরমান [স] নির্মাণ। বি নির্মাণ। 'চন্দ্রকেঁ রুদ্রল পুহি নিরমণ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'নাথ যুগ চক্ কন কুলে দেশে নিরমান।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'সুবর্ণের ঘট পোটা বিচিত্র নির্মাণ।' বিজয়, ১৭৫০। 'প্র নির্মাণ।

নিরমিষ [স] নিরামিষ। বি অমিষহীন। 'নিরমিষযোণো বি যে অমিষ বর্জিত খাবার খায়।' 'একটি নিরমিষযোণো এসেছিলেন।' শীনবন্ধ, ১৮৬৭।

নিরমিষ বলে থাকি। ক্রি চুপচাপ বলে থাকা। 'কি বাবা নিরমিষ বলে রয়েছ যে।' শীনবন্ধ, ১৮৬৭।

নিরমূল [স] নির্মূল। বি নির্মূল। 'সৈন সাজল মমুখিকা কুল। সিলিরক সবহ কলস নিরমূল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নিরমু [স] ১ বি জলশূন্য। 'যাচিছে বাধিধার/ ধরা নিরমু।' নন্দকল, ১৯৩০। ২ বি গাঙ্গি পান করাও নিমেষে এমন। 'কেহ কেহ নিরমু উপলাব করেন।' শীনবন্ধ, ১৮৬০। 'নিরমু উপোস।' মনোজ, ১৯৬১।

নিরমুদ [স] বি মেঘশূন্য। 'নির্মল নিরমুদ আকাশমণ্ডল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

নিরম্ম [স] *বিশ অস্থানী*। 'নিরম্ম শুমোট রসে তেদ-স্মি বার্থ সঞ্জীবনে।' শক্তি, ১৯৬১।

নিরম্ম [স] *বি নরক*। 'সত্য বাক্যে স্বর্ণে জ্বাই মিথ্যায় নিরম্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিরম্মগামী [স] *বিশ নরকগামী*। 'সে চিত্রকাল নিরম্মগামী হইয়া থাকে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নিরর্থ [স] ১ *বিশ নাবোধক*। 'সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ *বিশ অর্থহীন*। 'উত্তালিল নিরর্থ নয়তা।' সৃষ্টিম্ভ, ১৯০২।

নিরর্থিকা [স] *নিরর্থিক*। 'বিশ কর্মের পক্ষে অণুটি। যানোএল, ১৭৪৩।

নিরর্থক [স] *ক্রিবিণ অর্থহীন*। 'তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

নিরর্থকতা [স] *বি অনর্থকতা*; অর্থহীনতা। 'নিরর্থকতার মধ্যে চিত্রদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিরর্থকভাবে [স] *ক্রিবিণ অর্থহীনভাবে*। 'এই আবর্তিত জগতের বিচিত্র উর্ধ্বকণ্ড উড্ডীন খণ্ডাংশসকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'সার্থক এবং নিরর্থকভাবে উল্লি, ডাক্তার, মারোগা যাহাকে পাইতেছি ভোয়াজ করিতেছি।' বনকুল, ১৯০৬।

নিরলঙ্কার, নিরলঙ্কার [স] ১ *বিশ সৌন্দর্যহীন*। 'দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলঙ্কার হইলে চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ *বিশ অলঙ্কারহীন*। 'আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলঙ্কার।' অন্ননা, ১৯২৯।

নিরলস [স] *ক্রিবিণ ক্রান্তিহীন*; আলস্যহীন। 'একমনে মৌনব্রত একাসনে বসি নিরলস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিরলসা [স] ১ *বিশ স্ত্রী অবিরাম বয়ে চলাহে এমন*। 'নিরলসা স্ত্রী নদীটি আপন কূল বন্ধা করিয়া কাজ করিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ *বিশ স্ত্রী আলস্যহীন*। 'নিরলসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিরলশ [স] *বি অনাহার*; উপবাস। 'একটি পূজারতা নারী নিরলশে অঙ্গস্য করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিরলস [স] *বিশ অর্থহীন*। 'তাহা নিরলসনেয়ে ব্যাক করা যায় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'সেবিনু চাহিয়া ও মুখের পানে - নিরলস নিষ্ঠুর।' নরকল, ১৯২৯।

নিরলসনয়ন [স] *বি জল* সেই এমন চোখ; অর্থহীন চোখ। 'নিরলসনয়নে অভ্যন্তকুটী ততুলগ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

নিরলসনেত্র [স] *বিশ অর্থহীন চোখ*। 'তাহা নিরলসনেয়ে ব্যাক করা যায় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিরলস, নিরলস [স] *বিশ ১* *বিশ শুদ্ধ*। 'নিরলস কুসুম লাগি কেনে মন ফুরে।' যাদ্যধর, ১৫০০। ২ *বিশ নির্যাসহীন*। 'দিশী ভরজমানবিসের ভরজমা হইতে নিরলস ঠাওরকে না।' ক্যালগে, ১৭৮৭; 'লিখায়েছে নিরলস কাণ্ড হরগেজ না হয়।' তাঁতি, ১৭৯২।

নিরলসন [স] ১ *বি মোচন*। 'সর্বসাধারণের ভ্রম নিরলস করিয়াছেন।' বরদলক্ষ, ১৮৭২। ২ *বি ক্ষম*। 'হেয়াল ও নিরলস নিষ্ঠুরের নিকৃষ্টের মতো বেঁচে রবে।' জীবন, ১৯০০।

নিরলস [স] *বিশ বিরত*; নিবৃত্ত। 'নিরলস করিয়া তোরে হইল সত্তত্তা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিরলস [স] *নিরলস*। 'ক্রি বিরত করা।' নিরলসি কেবা জলেন গাশীয়ে? মাইকেল, ১৮৬০।

নিরলস [স] *বিশ অস্থানী*। 'হালহেত, ১৭৭৮; 'আমি তুলুঙ্গদিককে নিরলস করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

নিরলসীকৃত [স] *বিশ অস্থানী* করা হয়েছে এমন। 'নিরলসীকৃত উৎসীড়িত ইল্য্যো-অধিবাসীন্দ্র ...।' নরকল, ১৯২৩।

নিরলসি [স] *বিশ আঁটি* সেই এমন। 'দ্বিধ নিরলসি উপাসনে আম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

নিরল [স] *বিশীয়া বিশ শান্তি*। 'ক্যালগে, ১৭৯০।

নিরলঙ্কার [স] *বিশ অলঙ্কার* সেই এমন। 'সেবতি, ১৮৩৯; 'তিনি যেমন নিরলঙ্কার ছিলেন; সম্প্রদেয় অবস্থাতও, তেমনই নম্র, তেমনই নিরলঙ্কার ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

নিরাংশী [স] *নিরাংশী* *বিশ সম্পর্কিত অশেষতা* নয় এমন। '... বিধিমনী বিচারে অংশী কি নিরাংশী বিধান বেবণতা শিখিতে আজ্ঞা হইবেক।' চিঠিপত্র, ১৭৬৩।

নিরাঙ্ক [স] *বি হাওয়ায়না শুদ্ধতা*। 'নিরাঙ্কপদ্য বিশ বাতাসহীন ও শুদ্ধ।' 'এক নিরাঙ্কপদ্য প্রাপ্তের দুপুরে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

নিরাঙ্করণ [স] ১ *বিশ নির্ধারণ* সজ্ঞেজ। 'দশানি হর আনি ভাগের নিরাঙ্করণ কাগজ পয় সোহত করিয়া দস্তাখতি২ করাইয়া আপন জিন্দা বাখিশি।' রামরায়, ১৮০১। ২ *বি নিরসন*। 'কি যত পড়ন নিরাঙ্করণ কিছুই উপস্থিত নাই।' রামরায়, ১৮০১। ৩ *বি দূরীকরণ*। 'তৎকালসম্পন্ন সোহে নিরাঙ্করণ তদপর্ষ।' দর্পণ, ১৮২২।

নিরাঙ্করণার্থ [স] *নিরাঙ্করণ-অর্থ* *ক্রিবিণ* মুক্ত বস্তুর জন্য। 'পূর্বোক্ত পুস্তকের নিরাঙ্করণার্থ নিয়োজন করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

নিরাঙ্করণার্থে [স] *নিরাঙ্করণ-অর্থ* *ক্রিবিণ* দূরীকরণের জন্যে। 'নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দীর্ঘ ও সন্দেহিত শাস্ত্রা নিরাঙ্করণার্থে জ্ঞানাজন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

নিরাঙ্কাজ [স] *বিশ আকাঙ্ক্ষা* সেই এমন। 'নিরাসক্ত নিরাঙ্কাজ ধ্যানাভীত মহামোক্ষীশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নিরাঙ্কাজী [স] *বিশ নির্দোষ*। 'এক গ্রামবাসী নিরাঙ্কাজী ইন্দুর ...।' ভারতী, ১৮০৩।

নিরাঙ্কার [স] ১ *বিশ আকারহীন*। 'ভারে নিরাঙ্কার করি করহ ব্যাখ্যান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'উপনিষদ্বিধিত নিরাঙ্কার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উত্তমও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ *ক্রিবিণ আকারহীনভাবে*। 'সেহারা মেয়ের চেহা বাওয়া, মল ভাওয়ারে ঘূর্ণি-পাকের হাওয়া; বৈকে বৈকে আকার একে একে চলাহে নিরাঙ্কার।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৩ *বিশ অনির্দেশ্য*। 'বরভরা এক নিরাঙ্কার শূন্যতা না কহিল কোনো কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিরাঙ্কার-বাসী *বিশ আকারহীন* ইশ্বরের উপাসনা করে এমন। 'নিরাঙ্কার-বাসী এবং সাকারবাসী উভয় দলেই যেমন দোক ঘেরে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

নিরাঙ্কারা [স] *বিশ স্ত্রী আকারহীন*। 'কতক্ষণে উত্তরিতা তথা নিরাঙ্কারা দৃষ্টী।' মাইকেল, ১৮৬০; 'জননী ছুই সাকার্য না নিরাঙ্কারা।' নরকল, ১৯০৫।

নিরাঙ্কুল [স] ১ *বিশ নির্জিত*; প্রশান্ত। 'নিরাঙ্কুল সুখে দুখি চল প্রজাপতি।' সাপাধ, ১৫০০। ২ *বিশ ভারাক্রান্ত*। 'নিরাঙ্কুল কুলভারে বকুল-শাখান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিরাঙ্কুশতা [জ] বি উৎসেহীনতা। 'এই নিরুদ্দেশ নিরাঙ্কুশতার নাম
কী; অর্থ কী।' দ্বীনু, ১৮৯১।

নিরাকৃত (স) বিপ আকুলতাহীন। 'নিরাকৃত মানবাত্মা অব্যাহিত সৌর
তেজসম।' সুকীন্দ্র, ১৯৩৩।

নিরাকৃত। ১। ১ বিংশ বিহিত। 'ভূমি ভাষাকে সভা হইতে নিরাকৃত করিয়া ... ভাড়াইয়া দিলেক।' জরিপী, ১৮০৩। ২। ১ বিংশ দূরীভূত। 'ভাষাদেশের প্রাচীনত্বের প্রতি অনেকের যে সন্দেহ ছিল, তাহা সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩। ১ বিংশ নিরুত্ত। 'অন্য জাতির সহিত উদাহ ন্যূন সংখ্যক না হইলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নিরাপী [স] বি রাগ নেই যার। 'বুদ্ধিমান নিরাপীর মতো ভাব।' জীবন,
১৯৪৮।

নিরাঞ্জন [স নিরঞ্জন] বি নিরঞ্জন। 'হেন মতে নিরাঞ্জন আসেন আছএ।'
বাহরাম, ১৬৫০।

নিরাড়ম্বর [স] বিপ আড়ম্বরহীন। 'সকল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টায় ...' বিকৃতি,
 ১৯৩৮; 'নিরাড়ম্বর নিরীহ জীবন, হয়তো বা মিল্লগত।' অচিন্ত্য,
 ১৯৫০।

নিরাভাষ [স] বিপ নিষ্ঠর । 'বর দিয়া ভগবতী করহ নিরাভাষ ।' মুকুন্দ,
১৬০০ ।

নিরাধার [স] বিধ আধারহীন। 'পৃথিবী পিণ্ডের ন্যায় গোলাকৃতি, এবং
নিরাধার হইয়া শূন্যেতে স্থিতি করিতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

নিরাধারা [স নিরাধার] ক্রিষ্ণি নির্ভ্রাটে । 'এক বৎসর নিরাধারা সেই
দুই বৌকে লেখা পড়া শিখাইয়াছে ।' গৌর, ১৮২২ ।

নিরানন্দ [স] ১ কিণ আনন্দহীন। ওর্স, ১৭৫৫; 'কেন নিরানন্দ তুমি
আনন্দ-সনে'। মাইকেল, ১৮৬০। ২ কিণ বিষাদমুগ্ধ। 'কে-কি
আনন্দহীন নিরানন্দকালে'। মাইকেল, ১৮৬২। ৩ বি আনন্দহীনতা।
'যার অন্তরে সদা আনন্দ নিরানন্দ জানে না সে'। হালদে, ১৮৯০।
নিরানন্দম নিরালোক ভক্ত শোক মরণের অধিক মঙ্গল'। রবীন্দ্র,
১৯২২।

নিরানন্দকর [স] বিপ নিরানন্দময়। 'জীপুরুষাণ নিরানন্দকর কলের
কাছে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হইতে পারে।' রবীন্দ্র,
১৯০৮।

নিরানন্দি [স নিরানন্দ] বিধি বিবাদযুক্ত। 'দ্বাদশবৎসর বসি তোমা
কৈল নিরানন্দি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিরানব্বই [স নবনবতি] বিধ ৯৯ সংখ্যক। 'নিরানব্বই জনের তাহাতে
ঈবদ্ধি হয় নাই।' বড়িষা, ১৮৯২।

নিরানব্বইয়ের খাতা বি টাকা জমানোর লোভ। 'ইহাকেই বলে নিরানব্বইয়ের খাতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

निर्वाणसि । म मवनवति । दिम निर्वाणवहे । ह्यामहड. १९९८ ।

নিরাপত্তা [স] ১ বি নিবিদ্বত। 'কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিতে নিশ্চয়
হয়না গেলেই ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি সুরক্ষা। 'হানীয় লুণ্ঠন
এবং নিরাপত্তার জন্য যে প্রাথমিক সৈন্যদের নিযুক্ত থাকা উচিত
...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নিরাপত্তি। [স] বি আপত্তি নেই এমন অবস্থা। 'আমিও নিরাপত্তিতে থেমে
আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মিরাপদ [স] ১ কিং বিলদমুত। 'অলদীদর তোমায় চিরজীবী ও নিরাপদ
করুন।' বিদ্যা. ১৮৬৩। ২ কিং নির্ভাণ্ট; আমেলামুত। 'আমাদের

প্রাচীন রীতিশিথির জীবন দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০: 'আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বিপ ঝুঁকিমুক্ত। 'পথে দাঁড়িয়ে ডোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

নিরাপদতা [স] বি নিরাপত্তা। 'আর্থিক অবস্থার নিরাপদতা ঘোষণা করা হইবে।' মোহাম্মদী. ১৯৩১।

নিরাবরণ [স] বিদ্য আবরণহীন। 'আমার সেই নির্জঙ্ঘ নিরাবরণ নিরাভরণ
 চিরকাল কখন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিরাবরণা [স। বি] ত্রী অনাবৃত। 'নিতান্ত নিরাবরণা, দরিদ্র, সহজ
তোমাকে দাঁড়াতে হবে।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

নিরাবর্ত [স] বিগ জলের পাক নেই এমন। 'আবর্ত মদীর আত্মা নিরাবর্ত হবে।' শক্তি, ১৯৬১।

মিরাবলখন [স] বি নিরাক্ষর। 'এই যার থেকে জীবনটা যেন ...
নিশ্চুতার, নিরাবলখনের ও অজ্ঞানতার কুসুটিকায়।' জীবন,
১৯৩১।

নিরাবশ্যকতা [স] বি প্রয়োজনহীনতা। 'অপেক্ষাকৃত নিরাবশ্যকতার
লাঞ্ছনামধে ফেলতে পারলে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নিরাখিল [স] ১ বিপ নির্মল। 'কোনো সভ্যতাই নিরাখিল ও নিচ্ছল নয়।'
 প্রথম, ১৯১৪। ২ বিপ নিচ্ছল। 'কোনো সভ্যতাই একেবারে
 নিরাখিল নয়।' প্রথম, ১৯১৮।

নিরাভরণ [স। বিপ অলঙ্কারশূন্য। 'আমার সেই নির্ভঙ্ক নিরাভরণ
নিরাভরণ চিরকাল কঙ্কাল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিরাশ্রয়তা [স] বি অলঙ্কারহীনতা। 'তাই বলে অতি সাধারণ
নিরাশ্রয়তাও চোখে পড়ল না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

নিরাভরণ। [স] বিল কী আভরণশূন্য; নিরলঙ্কার। 'পার্বতীর নিরাভরণ
মনোময়ী কাঞ্চি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নিরামশি [স নৈরাশ্রযোগিনী] বি নৈরাশ্রা। 'সুন নিরামশি কঠে লইয়া
মহাসহে রাত্তি পোহাই।' চর্যা ২৮, ১২০০।

নিরাময় [স] ১ কিণ বীরোগ। 'প্যাণিশঙ্কর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া
 রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ কিণ দুষণমুক্ত। 'তাহার বাহুকে নিরাময়
 করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিরাময়কৃত্ত [স] বি রোগহীনতা। 'আত্মার নিরাময়কৃত্ত ও অখণ্ডত্ব
সম্পাদনে মোহ পড়ে।' নর্পণ, ১৮২১।

নিরাশ্রমি। সা ১ বি মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ বাদ দিয়ে যে খাবার
 'নিদারুণ মাছ মাংস সর্বজন নিরাশ্রমি করে উপবাস'। মুকুন্দ, ১৬০০
 ২ বিপ নিরাশ্রম। 'বাপি এমন নিরাশ্রমি রকমে থাকি তবে হায়েদারাবাদে
 হয়ে মরে যাব।' গ্যারী, ১৮৫৯। ৩ বিপ আমিষযুক্ত। 'আমিষ
 হটক, নিরাশ্রমি হটক, তাজা হটক, বাসি হটক, ফিল্ড ...।' রবীন্দ্র,
 ১৯১১।

নিরাশ্রিতগোষ্ঠের বিধি নির্বাহী। 'এমন একটা নিরাশ্রিতগোষ্ঠের সমাধান হইয়া বাগদাতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে একটু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।' বনকল, ১৯৩৬।

নিরামিষ-শ্রাণী (স) বি আমিষবর্জিত খাবার খায় যে শ্রাণী
'শাকান্নভোজী নিরামিষ-শ্রাণী।' নজরুল, ১৯২৭।

নিরামিষভোজী (স) কিং নিরামিষাণী। 'খ্রীশ সেনার সফ্রেটিস প্রোটো, জিনো, এপিফিউরাস প্রভৃতি নিরামিষভোজী প্রাচীন পণ্ডিতের স্তম্ভ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

নিরামিষাশী [স] ১ বিপ আমিষ খাদ্য ভোজন করে না এমন। 'তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সমাচারপূত ... ছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বি আমিষ খাদ্য খাও না এমন প্রাণী। 'উষিষের চোখে দেখলে অতি বড়ো নিরামিষাশীকেও হিংস্র মনে হতে পারে।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

নিরামিষ্য [স] বিপ আমিষহীন। 'নিরামিষ্য অন্ন খাবে তার পর গাভি।' *হৃদুন্দ*, ১৬০০।

নিরামিষ্যি [স নিরামিষ্য] বি নিরামিষ খাবার। 'আমি নিরামিষ্যি খাওয়াব।' *গির্গি*, ১৮৮৬।

নিরাশীষ [স] বিপ আমিষবর্জিত। 'বৈশাখ হইল যোরে বিধ মাস না বিকার সন্তে করে নিরাশীষ।' *হৃদুন্দ*, ১৬০০।

নিরামিষ [স] বি মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষ বাদ দিয়ে যে খাবার। 'ইয়ারের সুদু নিরামিষ রকমে যেতে মন পড়ে না।' *হেতাম*, ১৮৬১।

নিরামিষ্যি [স নিরামিষ্য] বিপ ভোগবিলাসহীন। 'যে লোকো বানার ঢাকাই, সর্কলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরামিষ্যি।' *হেতাম*, ১৮৬১।

নিরামোদ [স] বিপ দুঃখে, ভোগহীন। 'ইহার ক্রিয়াতে পচাং যথেষ্ট নিরামোদ হইবে।' *রামদায়*, ১৮০১।

নিরাশ্রা [স নিরাল্য] ক্রিবিপ নিরুত্রে। 'ভাবিয়া সে নিরশ্রা থাকী নিরাল্যে।' *মালাধর*, ১৪০০।

নিরাশ্র [স] বিপ অবলম্বনহীন। 'নিরাশ্র শূন্যে আচবিত উপলব্ধ শব্দলোকে।' *সুগীন্দ্র*, ১৯০১।

নিরাশ্রন [স] বি অবলম্বনহীনতা; অবলম্বনের অভাব। 'দশ আনা শরীর নিরাশ্রন দেখাশুয়ায়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নিরাশ্রয় [স] ১ বিপ নিরুত। 'নিরাশ্র এ হুময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ বিপ নিরুত। 'সংকুচিত নিরাশ্র অবরোধ করে চারি ভিত্তি।' *সুগীন্দ্র*, ১৯০৯।

নিরাশ্রা [স] বিপ আলস্যবিহীন। 'সে শোকেবা বলদান-ও-আকৌ ও নিরাশ্রা।' *দর্পণ*, ১৮২১।

নিরাশ্রা [স নিরাশ্রা] ১ বি শক্তি। *মানেওল*, ১৭৪৩। 'এই মানসিক নিরাশ্রার মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ বিপ নির্জন। 'বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরাশ্রা জায়গার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ বি নির্জনতা। 'নিরাশ্রা সকল ঠাই/ কোথাও সাড়া নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ বিপ একাকী। 'তারি প্রান্তে নিরাশ্রা শিয়ালতল ভূমি বন্ধে মোর বাহু প্রসারিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ বিপ নিরবজ্ঞ। 'নিরাশ্রা বাসলে ভাসয়ে বিরাহে না জানি সে কোন দিগ্গি।' *জস্টম*, ১৯০১। ৬ বিপ নিঃশব্দ; শান্ত। 'সাড়ে দশ বেজে যায়, তারপর ঘরে এসে নিরাশ্রা নিরুদ্বে অঙ্কুর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'নিরাশ্রা দুপুরটাকে আরো নিকিড়ভাবে জমিয়ে ঢুলছে।' *অটঙ্ক*, ১৯০০।

নিরাশ্রি [স নিরাশ্রা] বি অন্তরঃ ভাব। *মানেওল*, ১৭৪৩।

নিরাশ্রা [স নিরাশ্রা] ক্রিবিপ নিরাশ্রা। 'আজন্দের নিরাশ্রা রাজাই।' *চর্য* ৩১, ১২০০।

নিরাশ্রা [স] ১ বিপ আশোহীন। 'সমস্ত কর্তব্যের অন্তরত্বের তলসেলে সুদূর খনন করিয়া সেই নিরাশ্রাশোক নিরাজ অঙ্কুরের মধ্যে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'নিরাশ্রাশোক সেয়ে মিছা জাগরণ, -/ হ'লে অকাজের দারী।' *সত্যভামা*, ১৯১৪। ২ বিপ অতি নিরুত। 'দলে দলে আইনহীন রহস্যলেন নিরাশ্রাশোক মাঝে পাঠানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৩ বিপ আশ্রয়হীন। 'নিরাশ্রাশোক তরু শোক রমণের অধিক মরল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

নিরাশ্রাশোকিত [স] বিপ অনালোকিত। 'নিরাশ্রাশোকিত ঘাটে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নিরাশ্র [স] ১ বিপ হতশাল। 'রাখা মোর মা কর নিরাশ্রে।' *বভু*, ১৪৫০। ২ বিপ নিরুশল। 'প্রাণের নিরাশ্র আশা পল্লবের মর্মরে মিশালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ বিপ বিমুখ। 'তোমাদের রাজনৈতিক প্রাণনা কেহ নিরাশ্র করে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৪ বিপ আশাহত। 'অল্প পরিমাণেও যন্ত্রতন্ত্রতা দাবি কর তো নিরাশ্র হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

নিরাশ্রাশিত [স] বি আশাহত মন। 'নিরাশ্রাশিতে বর্তমান দুঃখের অবস্থাতে নিরাশ্রা থাকে।' *অঙ্কুর*, ১৮৪৪।

নিরাশ্রতা [স নিরাশ্র] বি হতশাল। 'তঁহার করুণার অসীমতা জানিয়া ... নিরাশ্রতা নাই।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নিরাশ্রভাবে [স] ক্রিবিপ আশাহতভাবে। 'নিরাশ্রভাবে, পূর্বক লক্ষ্যহীনভাবে।' *ওরালী*, ১৯৬৪।

নিরাশ্রয় [স] বি নিরাশ্রা। 'শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়, হয়ে নিরাশ্রয়।' *ওর*, ১৮৫৮।

নিরাশ্রা [স] ১ বি হতশাল। 'এ আশা নিরাশ্রা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ বিপ নিরাশ্রার সঙ্গীত। 'তঁহার বিকল্প-মর্দনের নিরাশ্রা সঙ্গীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ বিপ নিরাশ্রা। 'নিরাশ্রা দীর্ঘবে করে বাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

নিরাশ্রাশ্রা [স নিরাশ্রা+শ্র অঙ্কুর] বি নিরাশ্রাশ্র অঙ্কুর। 'নিরাশ্রা-আশ্রয়ে ছালাসে আশ্রয় চান।' *নজরুল*, ১৯০৫।

নিরাশ্রাকাতর [স] বিপ হতশারি আকুল। 'অবে যাই সবী, নিরাশ্রাকাতর শূন্য জীবন নিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিরাশ্রাকাহিনী [স নিরাশ্রা+হি কহাণী] বি হতশারি উপাখ্যান। 'ভেদহী নিয়া গাখিরা গাখিরা/ রহিবে নিরাশ্রাকাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

নিরাশ্রা-ক্রিষ্ট [স] বিপ হতশালা-বীর্ণ। 'মাঝে মাঝে জীবন-সম্মুখের নিরাশ্রা-ক্রিষ্ট ক্ষুদ্র মুহূর্ত জাগিয়া আসে বৈধি।' *শব্দকত*, ১৯৮৮।

নিরাশ্রা-পাকে ক্রিবিপ সেরোপার আবেগ। 'আশা ও নিরাশ্রা-পাকে বুঝিছে হুময়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নিরাশ্রাবাদী [স] বি হতশাবাদী। 'নিরাশ্রাবাদীদের মতে সরকারী অর্থ সাহায্য পাণ্ডুর পরে অনেক বাধাবিধি আছে।' *ওরালী*, ১৯৬৪।

নিরাশ্রা-বালুচর [স নিরাশ্রা+শ্র বালুকা+চর] বি হতশারি বালুচর। 'দু-তীরে নিরাশ্রা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবিচ্ছিন্ন?' *নজরুল*, ১৯২৯।

নিরাশ্রা-মলিন বিপ নিরাশ্রার রূপ। 'লৌকিক বিরহেতে কৃপ, নিরাশ্রা মলিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

নিরাশ্রা-তরু [স] বিপ হতশারি বিকল্প। 'নিরাশ্রা-তরু পরনে বহাও প্রেমের অলকানন্দ।' *নজরুল*, ১৯০১।

নিরাশ্রা [স] ১ বিপ হতশাল। 'নিরাশ্রা নিরাশ্রা ও উন্মত্তরাহ হইয়া ... দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিপ আশাহীন; ভরসাহীন। 'নিরাশ্রাশ্র প্রণয়ের নিরাজ আশো' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

নিরাশ্রয় [স] ১ বিপ আশ্রয়হীন। 'নিরাশ্রয় প্রজারিণের উপরে শাসন করিতে কোন রাজাই কম করেন না।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ বিপ কুলজিনারহীন। 'সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে ... জাহাজ একলা চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

নিরাশ্রয়তা [স] বি অশ্রয়হীনতা। 'নিরাশ্রয়তা বা নিঃসেবলতার ভাব জড়িত' বিষ্ণু, ১৯৩১।

নিরাশ্রয় [স] বিণ ক্রী অশ্রয়হীন। 'নিরাশ্রয় অবলা বহিষ্কৃত হয়।' নীনকম্বু, ১৮৬৭।

নিরাশ্রয়ী [স] বিণ অশ্রয়হীন। 'হা নিরাশ্রয়ী নির্দোষী জীব।' উমেশ, ১৮৫৭।

নিরাস [স] নিরাশ। বিণ নিরাশ। 'না বোল না বোল নিরাস বড়ারি আগশে চিন্তা উপাএ।' বকু, ১৮৫০।

নিরাসা [স] নিরাশ। বিণ নিরাশ। 'মাধব হয় পরিনাম নিরাসা। তুই জগতারণ দীন দয়াময় অতএ তোহরি বিশোয়াসা।' বিন্দ্যাপতি, ১৮৬০।

নিরাসী [স] নিরাশ। বিণ আসক্তহীনতা। 'হাঁউ নিরাসী যখন ততরে।' চণ্ডী ২০, ২২০০।

নিরাসক্ত [স] বিণ নির্লিপ্ত। 'যেমনামনের পক্ষে এরূপ নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নিরাসক্তি [স] বি আসক্তহীনতা। 'এতে যে নিরাসক্তি আনে তা ভাসমিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিরাসন [স] বিণ আসনহীন। 'সে স্থানে নিরাসন বসিয়াছেন অতএব যিহানা ও বালিশ পঠাইলে ভাল হয়।' ভবানী, ১৮২৫।

নিরাসবাব [স] নিরু+আ আসবাব। বি আসবাবহীনতা; আসবাব ছাড়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। 'আমার হস্ত নিরাসবাবের তপস্যা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নিরাহার [স] বি উপাসন। 'নিরাহারে দুই তপ করিলে বিস্তর।' মাধাধর, ১৫০০।

নিরাহিত [স] বিণ শূন্যতা করে এমন। 'নিরাহিত জনকে বথিতে নাই দেখা।' মাদিকসম, ১৭৮১।

নিরিক্ত [স] বিণ শূন্য; খালি। 'দিলে ভরি নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিশ্বাস।' সৃষ্টি, ১৯২৯।

নিরিখ, নিরিক [স] নিরু+খ। ১ বি খাজনা। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'অসক্তরূপে নিরিখ ও জমা বৃদ্ধি।' সোমশকাশ, ১৭৮৭। ২ বি বাজার দর; হার; মান। ওগু, ১৭৮২: 'কোন-২ নিরিখে' ক্যালগ, ১৭৮৭। ৩ বি নির্ণয়। ওগু, ১৭৮৫। ৪ বি রাজনার হার। 'জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি টাকা বার আনা দিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৫ বি পথিক। 'পলক ভরে ভবগারে যায় সেই নিরিখ ধরে।' লালন, ১৮৯০।

নিরিকন্দর [স] নিরু+ফ+দর। বি বাজারদর। 'নিরিকন্দর হওয়াতে বুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

নিরিখে ক্রিবি দৃষ্টিতে। 'এক নিরিখে চেয়ে থাকে পলক না ঘুরায়।' লালন, ১৮৯০।

নিরিস্ত্রিয় [স] ১ বিণ ইন্দ্రిয়শক্তিহীন। 'নিরিস্ত্রিয় অধিহাস্য ব্রতে মোগা কি যাই না ছুটে।' সৃষ্টি, ১৯০২। ২ বিণ ইন্দ্రిয়াতীত। 'তাই ধার সৃষ্টি মোর অতীতের নিরিস্ত্রিয় লোকে।' সৃষ্টি, ১৯০২।

নিরিস্ত্রিয়া [স] বিণ ক্রী অনুকৃতহীন। 'ভাবি বহন বৃদ্ধি নিরিস্ত্রিয়া ব্যাকর সম্বন্ধ।' সৃষ্টি, ১৯২৭।

নিরিকন্দ [স] বিণ আত্মনের ব্যবস্থা নেই এমন। 'বার্লিনের মেরুমুক্ত হিমে মুক্ত বাতাসে নিরিকন্দ গৃহে বি-খামা-খামিনী বিদ্যাচর্চা।' মুক্তভাব, ১৯৫২।

নিরিকন্দানি [স] নিরিকন্দ-অগ্নি। বি স্থানানিহীন আশ্রয়। 'হও নিরিকন্দানি।' অজিত, ১৯৫০।

নিরিবিলি [স] নিরাবিল। ১ বি নির্জন স্থান। 'একটু নিরিবিলিতে আসুন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি অবসর। 'আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ ক্রিবি নিরবে। 'ভারি তলে সবে মিলি চলিতেছে নিরিবিলি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বিণ নিতৃত। 'এ জাহাজে বড়ো ভিড়। নিরিবিলি কোণে ঢোকি টেনে যে একটু শিখর তর জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৯১: 'এমন সুন্দর শান্ত নিরিবিলি মুখ।' জীবন, ১৯৪৮।

নিরিবিলি কথা বি গোপন কথা। 'একটা নিরিবিলি কথা আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

নিরিবিলে ক্রিবিণ কামেলাহীনভাবে। 'বনের পাখি, আয় বাটার থাকি নিরিবিলে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৩।

নিরীক্ষণ [স] ১ বি দেখা। 'পুনরপি সেই প্রবাহ করে নিরীক্ষণ।' কুরুদাস, ১৫৮০। ২ বি মনোযোগের সঙ্গে দেখা। 'নাগপুরের যুধ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি গভীর পর্যবেক্ষণ। 'মধুমক্ষিকার মধুক্রম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ...' অক্ষর, ১৮৫২।

নিরীক্ষা [স] নিরীক্ষণ। ১ ক্রি অভিনিবেশের সঙ্গে দেখা। 'নিরীক্ষয়ে চক্ষু নয়নে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি অবলোকন করা। 'লারলীর রূপ নিরীক্ষা অহবিল।' বাহরায়, ১৬৫০।

নিরীক্ষার্থ [স] নিরীক্ষা-অর্থ। ক্রিবিণ মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। 'সাহেব লোক ও বাবা লোক ও বিবি লোক পরীক্ষা নিরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

নিরীক্ষিত [স] বিণ অবলোকিত; দেখা হয়েছে এমন। 'যাহার দূরদৃষ্ট সোহাগে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত না হয়, তাহাকে পুত্রায় মরক জোগ স্বীকার করিতে হয়।' রামনারায়ণ, ১৭৫৪।

নিরীক্স [স] বিণ ইন্ডের অতিক্রম স্বীকার করে না এমন। 'অশিক্ষিত ক্রীদিগের পক্ষে নিরীক্স ও উপাসনা-শূন্য ইহায়া থাকা অপেক্ষা ...' অক্ষর, ১৮৫৫।

নিরীক্সরতা [স] বি ইন্ডের অতিক্রম নেই এমন হত। 'কোম্ব দর্পন নিরীক্সরতা দোষে দূষিত না হইলে ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নিরীহ [স] ১ বিণ শান্তচিহ্ন। 'নিরীহ কৃষক ও মুখী লোক অনাথার জীর্ণ দীর্ঘ হইয়া ...' অক্ষর, ১৮৪৬। ২ বিণ নিরুপদ্রব। 'আমাকেই সবচেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিরা, সভাপতির উক্ত আসনটিকে নিরূপদ করিবার জন্যই ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি সহজ। 'অশেচাকৃত নিরীহ শব্দও আছে, যেমন আগল থেকে আলোচনা, ফল থেকে ফলানো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিরীহতম [স] বিণ সবচেয়ে নিরীহ। 'তার নিরীহতম প্রকাশটিকেও অনায়াসে সংঘত করে চললে।' মাদিক, ১৯৩৫।

নিরীহতা [স] বি নির্বিরোধিতা। 'এই নিরীহতাকে যদি ভিন্নকার করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিরুক্ত [স] ১ বি যাক রচিত অভিধান গ্রন্থ যাতে বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। 'বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ শ্রুতি সাহিত্য নাটক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিণ হুৎপত্তি। 'যোগেশদেব বিজ্ঞান শব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন।' প্রথম, ১৯১৫। ৩ বিণ গোপন। 'নিজের নিরুক্ত রোষে সন্ধ্যা-বিহীন-ভিত আত্মার মানস ভূমি চাহ নাই কহু।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

নিরুক্তি [স] বি মীমাংসা। সৃষ্টি, ১৯৩৩।

নিরুচ্চার [স] বিপ শব্দহীন। 'একবারে অনুপ্রস্থিত না হলেও নিরুচ্চার।' অচিভ, ১৯৫০।

নিরুচ্চারিত [স] বিপ অনুচ্চারিত। 'আজকে সামনে নিরুচ্চারিত প্রশ্ন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

নিরুদ্ধসিঁতা [স] বিপ উদ্ধাসহীন। 'এই কঠিনতম দুঃখকে কঠোর সংযমে নিরুদ্ধসিঁতা তরু করিয়া রাখিতে হইল।' তারা, ১৯৪০।

নিরুদ্ধুল [স] ১ বিপ দীপ্তিহীন। 'দীপ্ত মুখ যেমন নিরুদ্ধুল হয়ে উঠে ...।' নজরুল, ১৯৩০। ২ বিপ স্বেচ্ছাসে। 'তার সমস্ত মুখ মলিন নিরুদ্ধুল হয়ে গেছে।' মানিক, ১৯৩৫।

নিরুদ্ধবীর্য [স] বিপ অকর্ষিত। 'সারাদিন অন্তরীণ কাজ করে নিরুদ্ধবীর্য মাঠে পড়ে আছে সং কি অসং।' জীবন, ১৯৪৮।

নিরুন্তর [স] বিপ নির্বাক। 'সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুন্তর।' ভারত, ১৭৬০।

নিরুন্তরা [স] বিপ ত্রী নির্বাক। 'রত্নাবতী, কিরণকণ, লঙ্কায় নন্দ্রমুখী ও নিরুন্তরা হইয়া রহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নিরুন্তাপ [স] বিপ উত্তেজনাহীন। 'স্নেহ মৃত, নিরুন্তাপ প্রেম।' হোসেন, ১৯৬৯।

নিরুত্তেজ [স] ১ বিপ উত্তেজনা সৃষ্টি করে না এমন। 'সে সর্বের বুক থেকে নিরুত্তেজ শব্দ নেমে গিয়ে ...।' জীবন, ১৯৩০। ২ বিপ তেজ নেই এমন। 'মানুষের ঘনবসতিতে উই নিরুত্তেজ রোদের ভিতরে।' জীবন, ১৯৩০।

নিরুত্পাদ [স] বিপ শূন্য। 'সাম্রাজ্যে আমার নিরুত্পাদ প্রতিচ্ছবি করে হাথাকার।' সুহৃদ, ১৯৩২।

নিরুত্সব [স] ১ বিপ উৎসবহীন। 'জীবন বাড়ো নীরস আনন্দ বড়ো নিরুত্সব।' মানিক, ১৯৩৫। ২ বিপ নিরানন্দ। 'উৎসবের সুগন্ধ শামিয়ানা নামানোর মতো নিরুত্সব কর্ম-পদ্ধতিতে ... ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' মানিক, ১৯৩৫।

নিরুত্সাহ [স] ১ বিপ উত্সাহহীন। 'নিরুত্সাহ, অবশটিত এবং সমবেত চেষ্টা ও শৌর্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল।' অক্ষর, ১৮৫০। ২ বিপ অগ্রহহীন। 'তাতেও আমি নিরুত্সাহ হইনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বি উদ্যমহীনতা। 'নিরুত্সাহ মনোহরণকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

নিরুত্সাহিনী [স] বিপ ত্রী উত্সাহহীন। নিরাশ। 'তুমি ভোগবিষয়ে নিরুত্সাহিনী হইতেছ।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নিরুত্সাহী [স] বিপ উদ্যমহীন। 'মেয়েরা নিরুত্সাহী, বিষমুগ্ধিত ও অনুগ্রহ থাকে।' বেগম, ১৯৪৮।

নিরুত্সুক [স] ১ বিপ উদ্যমহীন। উদীপনহীন। 'পূর্বের মতো নিরুত্সুক ভাব ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিপ অগ্রহহীন। 'নিরুত্সুক কর্তৃক কহিলেন।' শব্দ, ১৯২৬।

নিরুত্সুকভাবে [স] ক্রিবিপ উত্সাহহীনভাবে। 'বিশিণ অবচলিত নিরুত্সুকভাবে গুলিয়া যাইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

নিরুত্সুকী [স] বিপ ত্রী কৌতূহলশূন্য। 'এমন মহোৎসব সময়ে নিরুত্সুকী হইয়া কোথা ছিলে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নিরুদ্বিষ্ট [স] বিপ নির্বোধ। 'এক বাতৈ তাহার নিরুদ্বিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিরুদ্বিষ্টা [স] বিপ ত্রী নির্বোধ। 'নিরুদ্বিষ্টা ত্রী সম্বন্ধেও নানা রকম কিসেদন্ডি আছে।' নবদেব, ১৯৪৫।

নিরুদ্দেশ [স] ১ বি নির্বোধ। 'কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই ভবিষ্যছিল।' রক্তিম, ১৭৮৩। ২ বিপ নিরুদ্বিষ্ট। 'উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বিপ অলক্ষ্য। 'গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বিপ অজ্ঞাত। 'সমতলভূমি গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন বিশ্ব-পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নিরুদ্দেশ-শাশি ক্রিবিপ অচেনা জনের জন্যে। 'কোন সে নিরুদ্দেশ-শাশি আহ জাগিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

নিরুদ্দেশা [স] ১ বিপ ত্রী নিরুদ্বিষ্ট। 'সেখার আমি যাব যখন চৈত্র রজনীতে/ বনের বাণী হাওয়ার নিরুদ্দেশা।' রবীন্দ্র, ১৮২৯। ২ বিপ উদ্দেশহীন। 'যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নিরুদ্দেশে [স] ক্রিবিপ গন্তব্যহীন পথে। 'ভরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নিরুদ্দেশ্য [স] বিপ উদ্দেশ্যহীন। 'নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নিরুদ্ধ [স] ১ বিপ অবরুদ্ধ। 'তাহারা রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিপ আটকে-রাখা। 'নিরুদ্ধ অঙ্কবাস্প তাহার ব্যাকণ্ঠ সবলে অবরোধ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বিপ বদ্ধ। 'তব ছায়াছন্দে গুহার গুহার রাখি নিরুদ্ধ করি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বিপ গতিহীন। 'বাতাস নিরুদ্ধ।' সিরাজী, ১৯১৮।

নিরুদ্ধি, নিরুদ্ধবিদ্যা [স] ১ বিপ নিষ্কৃতি। 'দান্ধাম্বী সংসরণশূন্য নিরুদ্ধবিদ্যাকে বলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিপ উদ্দেশ্যহীন। 'সে একাকী, অতস্বতঃস্পর্শ, নিষ্কৃতি, নিরুদ্ধবিদ্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। 'দেখ আমার নিরুদ্ধী বন্যতা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

নিরুদ্ধে [স] বি উদ্দেশ্যহীন ভাব; স্বাম্যেহীন ভাব। 'বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্ধে কপে পড়িয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

নিরুদ্ধেগিচি [স] বি উদ্দেশ্যহীন মন। 'বাহা এখন নিরুদ্ধেগিচিতে ত্রিাদেবীর কোড়ে বিরাম লাভ কতান।' মাইকেল, ১৮৬১।

নিরুদ্ধেগী [স] বিপ উদ্দেশ্যহীন। 'আগনি ও সর্বদা নিরুদ্ধেগী করেন।' রামায়ণ, ১৮০২।

নিরুদ্ধেগো [স] ক্রিবিপ উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'মহাফিরসকল নিরুদ্ধেগে গমনাগমন ও প্রজ্ঞালাকসকল সুখে কালযাপন করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

নিরুদ্ধ্যম [স] বিপ উদ্যমহীন। 'নিরুদ্ধ্যম ... হইলে ক্রমশঃ জড় পদার্থে গণ্য হইতে হইবে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

নিরুদ্ধকরণ [স] বিপ উপকরণহীন। 'কল্প-বভাব বৃত্তকৃ কৃষকের কদমীপত্রজিহ নিরুদ্ধকরণ তত্ত্বগম্য ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

নিরুদ্ধদ্রব [স] ১ বিপ নিরীহ। 'বায়ু আগনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া নিরুদ্ধদ্রব ছাগ মেঘের সহিত অবিশেষ তৃপ্তি সুখাধান করে।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বিপ স্বাম্যেহীন। 'সংসার সর্বাবশে নিরুদ্ধদ্রব।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

নিরুদ্ধদ্রবে [স] ক্রিবিপ নিরাপদে। 'তাহা হইলে, নিরুদ্ধদ্রবে যাইতে পারিব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নিরুদ্ধশ [স] নিরুদ্ধশ। 'নিরুদ্ধশ।' ডানকন, ১৭৮৪।

নিরুদ্ধম [স] ১ বিপ অতুলনীয়। 'প্রতি অঙ্গে নিরুদ্ধম লাবণ্যের সীমা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ তুলন্যহীনভাবে সুন্দর। 'তার দুটি নিরুদ্ধম চরণ-ভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নিরুপম-নিরুপমা

নিরুপম-নিরুপমা [স] *কি* তুলনার অতীত। 'এ বিষয়ে নিরুপম-নিরুপমার কোঠাতে পড়ে গেছি আমরা।' *অনন্য*, ১৯২৫।

নিরুপমা [স] ১ *কি* ব্রী অতুলনীয়। 'অন্তরে বহিরা নিরুপমা সৌন্দর্যভিত্তিমা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ *কি* উপমা নেই যার। 'হে নিরুপমা, পানে যদি সাপে বিহ্বল তান করিয়ে কমা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

নিরুপামা [স] *নিরুপম*। *কি* নিরুপম; অতুলনীয়। 'নিরুপামা পরকাশে মন্দ মন্দর হানে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরুপম [স] *নিরুপমা*। *কি* অতুলনীয়। 'নব নব রূপ নিরুপম লাভনি।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

নিরুপলক্ষ [স] *কি* উদ্দেশ্যহীন। 'হিল প্রাণপাত গৌরব এবং স্রুত কৌতুহল - নিতান্ত নিরুপলক্ষ।' *স্বীন্দ্র*, ১৯৫৩।

নিরুপলক্ষ [স] *কি* যৌনতাহীন। 'নিরুপলক্ষ পুরুষের যন্ত্রণা, আণ্ডিতিক অভিভূতের নির্বেদ ...।' *শিব*, ১৯৫০।

নিরুপাখ্য [স] *কি* অবশেষ। 'কী আনন্দ! অবিতির অবশ মলমল নিরুপাখ্য কী আনন্দে ভরা।' *স্বীন্দ্র*, ১৯০১।

নিরুপাখ্য [স] ১ *কি* আচারিক। 'ভাষার এইরূপ নিরুপাখ্য দয়া ও অসামান্য সৌজন্য দর্শনে, মোহিত ও চমকিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৯৬৩। ২ *কি* উপাখ্যহীন। 'চলি একমুখ নিরুপাখ্য, নামহীন।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

নিরুপাখিক [স] *কি* নির্ণে। 'নিরুপাখিক প্রেমচর্চাকে তারা বিবাস করবে না।' *নজরুল*, ১৯০১।

নিরুপামাঃ নিরুপম

নিরুপার [স] *কি* উপাখ্যহীন; নিরুপায়। 'যৎকালে সন্তান নির্ভুল নিরুপার ও অভ্যন্ত অক্ষম থাকে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

নিরুপারতা [স] *কি* উপাখ্যহীনতা। 'সুদূর নিরুপারতাক্ষেপে কলঙ্ক করিয়া অপরাহত ধৈর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিরোপার [স] *কি* উপাখ্যহীন; নিরুপায়। 'তোড়লমল এই সমস্ত সেবিয়া নিরোপার।' *রামায়ণ*, ১৮০১।

নিরুপার্জন [স] *কি* উপাখ্যহীন। 'উচ্চ কুড়িয়ে অগত্য বাটি নিরুপার্জন নির্বিবেকে।' *স্বীন্দ্র*, ১৯৫৩।

নিরুপ [স] *কি* নিরাকার। 'নবিলি আর নিরুপ খোদা দিলিল কী করে।' *শালন*, ১৮৯০।

নিরুপশ [স] ১ *কি* হিসাব। 'যৌগী দেশান্তরীকে দিল এই নিরুপশ।' *বিজয়*, ১৯০০। ২ *কি* নির্ণয়। 'ভাড়াতে চোমোতে স্থান নিরুপশ কর।' *রামায়ণ*, ১৮০১। ৩ *কি* নির্ণয়। 'আমি এই ব্যাধি নিরুপশ করিয়াছি।' *দর্শন*, ১৮২১। 'ব্যাধি নিরুপশ করা কঠিন, কিন্তু নিরুপশ হইলেই যে তাহার প্রতিকার করা সহজ হয় তাহা নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৪ *কি* অসুস্থত্ব। 'পূর্বকলুষবিধের বিবাস নিরুপশ করা অতি যত্নোন্নয়ন কার্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

নিরুপশার্শ [স] *ক্রি* *কি* নির্ণয়ের জন্য। 'আশনার জাতি নিরুপশার্শ আশনাকে এতটা কষ্ট নিরুপেই।' *বক্তৃতা*, ১৮৭৪।

নিরুপশীর্ণ [স] *কি* নির্ণয়শূন্য। 'দানসিকেরা সে তত্ত্ব নিরুপশীর্ণ নহে বলিয়া একসকল ত্যাগ করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৮৭।

নিরুপশ [স] *কি* নির্ণয়। 'এক গাছ হেগলা ঘাস আনিয়া নিরুপশ করিল খড়শ।' *রামায়ণ*, ১৮০১।

নিরুপশিত [স] ১ *কি* নির্ণয়িত। 'কিঞ্চিৎ অগ্ন্যগ্নি হইয়া নিরুপশিত হানে যায়। ...।' *রামায়ণ*, ১৮০১। ২ *কি* বিহীনকৃত। 'সভাহের মধ্যে দুই নিরুপশ নিরুপশিত হইকে।' *দর্শন*, ১৮২৪। ৩ *কি* নির্ণয় করা হয়েছে এমন। 'এই সমস্ত প্রাচীন পুথকে যে বিবর যত্নসূর নিরুপশিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিরুপশিতা [স] *কি* ব্রী ধার্য। 'মৃত্যু প্রতিমানে ১ এক তত্বা নিরুপশিতা হইল।' *দর্শন*, ১৮৩১।

নিরুপেশা [স] *কি* নিরুপেশাঃ। *ক্রি* না দেখা। 'নিরুপেশিক এক দণ্ডে পেলিলে অনল কুণ্ডে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিরুপে [স] *কি* অবিলম্ব। 'নিরুপে নিরুপে রেখ অনেক বিবৃতি।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিরুপে [স] *কি* মেদহীন ও দুগ্ধ। 'শরীরের সকল অঙ্গকে মজ্জ্বত করিলে শরীরটি নিরুপে হয় ...।' *গ্যাস্ট্রী*, ১৮৫৮। ২ *কি* পুরোপুরি। 'ছোটো মাছা নিরুপে বাঁজা।' *মীনবন্ধু*, ১৮৭২। ৩ *কি* বাঁট। 'নিরুপে সোনার দশ গাছা মল।' *অনন্য*, ১৮৯৬। ৪ *কি* বাহ্যাবলীভূত। 'আমার বেবাক বাজে কথাগুলো ভূমি বাজরায় করিয়া যে একটি নিরুপে মুক্তি দাঁড় করাইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৫ *কি* ঘনীভূত। 'আকাশটি নিরুপে হইয়া তাহাকে ঠানিয়া ধরিতোছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *কি* নির্বোধ লোক; সমকদার নয় এমন ব্যক্তি। 'এই নিরুপেের দরবারে ধীশা-বাজানো ... সুকঠিন কাজ।' *দরব*, ১৯১৭। ৭ *কি* লজ্জা, সঙ্কট। 'সঙ্কটে ভর মন লাগে না কিরুপেই, এমন নিরুপে বুদ্ধি।' *স্বীন্দ্র*, ১৯০২।

নিরুপে [স] *কি* মীরাঃ। ১ *কি* মন্দ। 'মনটা ... তেছে খাঁটা নিরুপে নিরুপে নিরুপে নয়।' *জীবন*, ১৯৪৮। ২ *কি* দুর্বল। 'দিষ্টার কৌজের তুলনার অনেক নিরুপে।' *দর্শন*, ১৯৬০।

নিরোপা [স] *কি* নিরোপ। *কি* রোগ নেই এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিরোপী [স] *কি* নিরোপী। *কি* রোগী নয় এমন। 'জলস্থলে আকাশে সবাই বলছে এটা নিরোপী নিকরন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নিরোপ [স] *কি* নিরোপ। *কি* ম্যানা; নিরোপ। 'মুনিএ নিরোপ পূর্বে করিয়াছে মায়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

নিরোপ [স] ১ *কি* মুদিতকরণ। 'হেরিতহ কলহ নয়ন নিরোপ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *কি* নিরুপম। 'সম্মানসীর নিরোপ করয়ে তার নাকী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *কি* আটক। 'নিরোপে না কর যায় ছাড়িবার পাটন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *কি* অবলম্ব। 'তান আক্সা নিরোপ হইল সার ধার।' *আশাওল*, ১৬০০। ৫ *কি* ম্যানা; নিরোপ। 'তশবনে যাই আক্সা না কর নিরোপ।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৭। ৬ *কি* দমন। 'মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ক নিরোপ করিয়া ...।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

নিরোপক *কি* নিরুপক। 'হয়েছে মেয়েদের জন্ম নিরোপক অরোপচার।' *শেখর*, ১৯৬০।

নিরোপা [স] *কি* নিরোপ। *ক্রি* নিরোপ করা। 'নিরোপি ক্রি অবরোধ করে।' 'নিরোপি সুরঙ্গ পথ নাহি যেন গভীরত।' *সুলভান*, ১৭০০। 'নিরোপি ক্রি খামোয়। 'জইঅও অতল বোধি নিরোপি নিম্ন মীর খিরাএ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিরোপশ, নিরোপশ [স] *কি* নিরুপশ। ১ *কি* বাস্তব অবস্থা। 'যে পরমেশ্বরের মহিমা না চান্বে, সেই করে নিরোপশ না আনিয়া।' *আজনিরো*, ১৭৪০। ২ *কি* নিরুপশ। *অজমল*, ১৭৯০।

নিরোহ [স] *কি* নিরোহ। 'মাঝ নিরোহে অশুভর বোহী।' *চণ্ডী* ৪৪,

১২০০।

নিরৌষেক্য [স] বি অনায়াহ। 'মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌষেক্য ... অন্য কোনো সেনে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নির্ভত [স] ১ বিপ নালানোর উদ্দেশ্যে বহির্ভূত। 'কি মতে এবান হতে নির্ভত হইতে পারা যায়।' রায়চন্দ্র, ১৮০১। ২ বিপ 'ক্ষুতিত'। 'কোঁর মাখে হইতে এক অগ্নি নির্ভত হইবেক।' তাকিণী, ১৮০৩। ৩ বিপ বের হয়ে এসেছে এমন; বহির্ভূত। 'আপন বাসা হইতে নির্ভত হইয়া ... সোমেতে জড়াইলেক।' তাকিণী, ১৮০৩। ৪ বিপ প্রকাশিত। 'তবিল আমার কর্ত্ত কেবল আমা হইতে নির্ভত হইয়াছে।' তাকিণী, ১৮০৩। ৫ বিপ জাত। 'ইহারা তোমারদিগের জাতি হইতে নির্ভত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

নির্ভতা [স] বিপ দ্বী বহির্ভূত। 'এই বকতাবা ... শাস্ত্রীয় অজ্ঞানশ ভাবা হইতে নির্ভতা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

নির্ভিত্তা [স] নির্ভাতা বি অসহায়। 'মুগ্ধ নির্ভিত্ত্যারে বহল মান্য দিল্য।' সুলভান, ১৭০০।

নির্ভিত্ত [স] বিপ গন্ধহীন। 'ফুলি হুত্বা ফুল মানসের জলে নির্ভিত্তে।' মাইক্লস, ১৮৩৬।

নির্ভয় [স] ১ ক্রি নির্ভয়ন; নিষ্করণ। 'বিত্তার কারণে হে নির্ভয় না জানে।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ২ বি নিসঙ্গর। 'তাদৃশ প্রাণবায়ুর সতীর হইতে নির্ভয় জীবের মনঃ।' মৃতাধর, ১৮১১।

নির্ভলিত [স] বিপ বিলসিত। 'তোমার কঠ নির্ভলিত, রূপ রাগিনী সর্বকলিত ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নির্ভলিতার্থ [স] বি প্রকাশিত অর্থ। 'এই দ্রোণের নির্ভলিতার্থ হচ্ছে ...।' প্রবন্ধ, ১৯৩০।

নির্ভণ, নির্ভন [স] ১ বি অযোগ্য। 'নির্ভণ নির্ভণে তুমি সংসারের সুখ মালাগর, ১৫০০। ২ বি গুণহীন। 'কহিতে নির্ভণ গুণ মুখি লব্ধ গুর।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিপ গুণহীন; সন্মাদিত; সর্বজনিত। 'সিঁতার ঈশ্বর নির্ভণ অভাব তাহার উপাসনা সম্বন্ধে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নির্ভণ-উপাসক [স] বি নির্ভণ পরতন্ত্র বা পরমাত্মার উপাসক। 'দশনামীর অনেকে আপনাদিগকে নির্ভণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

নির্ভণতা [স] বি অযোগ্যতা; অক্ষমতা। 'নিজের নির্ভণতায় আমি স্বাধীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নির্ভণো সাপের ফুলোপানো কথা - বাইরে আড়ম্বর বেশি কিন্তু ভিতরে ফাঁকা। নজরুল, ১৯২৭।

নির্ভিহ [স] বি সংসারভাগ্যী সন্ধ্যাসী বিশেষ। 'তিনি ... বিষয় জটায়ুরী নির্ভিহ ও অদ্যায় শেষ-প্রলায় দৃষ্টি করেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

নির্ভিষ্ট [স] ১ বি তালিল। 'সেই সকল প্রকরণের নির্ভিষ্ট এই।' দর্পণ, ১৮০১। ২ বি বর্ণানুক্রমিক সূচি। 'গ্রন্থের তাৎপর্য্যাবলম্বার্থে নির্ভিষ্ট ছাপায়া দর্পণের সঙ্গে একত্র প্রেরিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

নির্ভাত, নির্ভাৎ [স] ১ বিপ প্রত্যক ভ্রমণক। 'নির্ভাত সখ সুনি ছাড়এ নিবাস।' মালশব্দ, ১৫০০। ২ ক্রিবিপ নিভয়। 'হুল খুলে রাত্তার বেকলে নাকি মেসারের নির্ভাত তুতে ধরবে।' বেগম, ১৯৪৮। 'কাজটি এক সময় নির্ভাৎ সম্পন্ন করে কোলেবে তুমি।' গান্ধী, ১৯৭১।

নির্ভূষ [স] বিপ নির্ভজ। 'অন্য এক স্বর্গটি অবলম্বন করা, নিভূষ নির্ভূ ও কাশুরের কর্ত্ত।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নির্বোধ [স] বি প্রাচ্য আওয়াজ। 'রাজা কানীশ্বর ভৌতিনির্বোধে ধারা নতোমল পঠির্পন করিয়া ...।' হরমসান রায়, ১৮১৫।

নির্বোধব [স] বি শব্দ। 'মহাঃ স্বাধী বাজে নীরব নির্বোধবো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নির্বোধিত [স] বিপ নির্ভানিত। 'সৌম্যমতল নির্বোধিত হইতেছে সন্দেহ নাই।' রবিন্দ্র, ১৮৭৫।

নির্বটন [স] নির্ভট বি অনুক্রমিক। 'নির্বটন বসনা।' মালশব্দ, ১৫০০।

নির্ভজাল [স] বিপ নির্ভয়। 'নির্ভজালে কানেন কাপড়।' কেকত, ১৬৫০।

নির্ভন, নির্ভন [স] ১ বিপ জনহীন। 'নির্ভন কাননে আছয়ে ঘর।' চন্দ্র, ১৫৫০। 'নির্ভন কাননে তারে খাইল কিবা বাণে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নিভূত স্থান। 'নির্ভনে মাতীর সঙ্গে করিল সুস্বাদ্য।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি নির্ভনতা। 'অনন্ত নীরব নিভূত নির্ভন-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিপ সঙ্গীত। 'নির্ভন পাশকে তুমি খুঁচিয়েছ।' জীবন, ১৯৩২। ৫ বিপ একাক। 'আপন বেটেনে তুমি যাবে কত রেখেছিলে তারে দুঃখের নির্ভন উলসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৬ বিপ নিস্পন্দ। 'নির্ভন ছায়া কীপে বিস্তারিত হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৭ বিপ গোপন। 'পানিত নির্ভন নদী - বলিল সে - তোমারি হৃদয়।' জীবন, ১৯৪৪।

নির্ভনচর [স] বিপ নিভূতচর। 'বিখাতা আমাকে জীবনবৈষ্ণু গঠিত করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

নির্ভনচরী [স] বিপ নিভূতস্থানে বিচরণকারী। 'তাই নির্ভনচরী গুলিয়েল কবলি হুকে রঙের ডেট।' সঙ্গর, ১৯৪৬।

নির্ভনতম [স] বিপ অভিশয় গোপন। 'তত দমল করেছে অর্ধশয়ের নির্ভনতম দুর্গ।' অন্নমা, ১৯২৮।

নির্ভনতা, নির্ভনতা [স] ১ বি জনহীনতা। 'বসতিস্থানে সর্বদা উপস্থিত হইয়া তাহার নির্ভনতা ভঙ্গ করিতেন।' অক্ষর, ১৮৪২। 'রৌদ্রের উভাঙ্গ, নিভূততা, নির্ভনতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি নিস্পন্দতা। 'কিণ আমায়ের সঙ্গে আপন নির্ভনতার মধ্যে কিরে আসতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি নীরবতা। 'উপাসনার নির্ভনতা ভঙ্গ করিতে দেয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি একাকিত্ব। 'পশুনি অশান্ত মোর চোখে প্রেমের মুখ বাসতে; অবজার নির্ভনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নির্ভনতামির [স] বিপ নীরবতা গৃহল করে এমন। 'সে নির্ভনতামির।' বিকৃতি, ১৯৩১।

নির্ভনতু [স] বি জনহীনতা। 'তাহাতে তাহাদের নির্ভনতুর সহজ অধিকার।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নির্ভনবীপ [স] বি জনহীন বীপ। 'সাবিহীন নির্ভনবীপ দিয়ে বিরাহি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।' নজরুল, ১৯৩৬।

নির্ভননিশা [স] বি নিভূত রাত। 'আগিছে নির্ভননিশা; প্রাণের শেষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নির্ভনবাস [স] বি একাকী মন্যবাসন। 'তিনি ম্যাগিষ্ট্রেট হলে জেলে নির্ভনবাসের আশা দিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নির্ভনবাসী [স] বিপ নিভূতচর। 'যথার্থ পুরুষ যোগী, উপাসীন, নির্ভনবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নির্ভনমন্দির [স] বি জনস্বয় গৃহ। 'নির্ভনমন্দিরের কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নির্ভনলব্ধী [স] বি নির্ভনের অধিদেবতা। 'জাঁকজিরা ধরিতেছে আর্ড

আশিসনে/নির্জনলক্ষ্মীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

নির্জনে ক্রিষ্ণ নিবৃত্তে। 'কর নির্জনে অশ্রম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নির্জমিদার [সি নির্ম+ফা জয়নদার] বিপ জমিদারহীন। 'ধরনী নির্জমিদার নির্মজ্ঞান হোক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নির্জর [সি বি দেবতা]। 'যোগীব্রেশে গেল যথা নির্জরের রাজা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নির্জল, নির্জল [সি ১ বিপ জলহীন। 'অধমুখে উর্দ্ধপাণে নির্জল কুপে।' মালাধর, ১৫০০; 'গ্রীষ্মকালে নির্জল পৃষ্ঠবীরী ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিপ রক্ষ। 'নির্জল নির্দয় দেশে পেটে নেবে আমার সন্তান।' মায়মূল, ১৯৬৩।

নির্জলা, নির্জলা [সি ১ বিপ বাঁটি; পুরোপুরি। 'লোকটা একবারে নির্জলা আশ্রমিক।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিপ জলহীন। 'নির্জলা ওই একদাশী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬; 'চলিষ ঘণ্টার নির্জলা উপবাস শেষ হবে।' প্রমথ, ১৯৪০। ৩ বিপ শুষ্ক। 'পশ্চিম একে গাছাড়ে, উপরন্তু নির্জলা দেশ।' প্রমথ, ১৯২৫।

নির্জিত [সি ১ বিপ নিযুক্ত। 'সেবে পর নৃপতির নিয়োগ নির্জিত।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিপ পরাজিত। 'নির্জিত তব ক্রা-নিষ্ঠাডালে গরিলের ধারা গলে।' নজরুল, ১৯২৪।

নির্জীব, নির্জীব [সি ১ বি জড়বস্তু। 'কোন দিবস অলস ও অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জীব-প্রায় শয়ান হইয়া থাকি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিপ অতিথির দুর্বল। 'অসেকক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই অতিথির ক্রান্ত ও নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়িল ...।' বিদ্যা, ১৮৪৬; 'আহা, বাছা আজ নির্জীব হইয়ে পড়ছে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বিপ চাক্ষুশহীন; নিরুৎসাহ। 'আবার মনটা বড়োই কেনন নির্জীব অবসন্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিপ নিষ্ক্রাণ। 'নাহে সে নির্জীব বিবাহ বৈভিদ্ভাবিনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'সভ্যতাকে আজ আমার নির্জীব বীর্যই নির্বিরোধ নির্বিকার নিয়োগ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে গুলিছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ বি নিরুৎসাহ। 'নির্জীবের মত দু'এক টান দিয়া রুদ্ধ আবার প্রত্যর্পণ করিল।' শওকত, ১৯৫৮।

নির্জীবতা, নির্জীবতা [সি ১ বি প্রাণশূন্যতা। 'এই নির্জীবতা ধরা পড়ে বাঁধা নিয়মের নিচে'ই অনুসরণ ধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'মহাব্যাপারের নির্জীবতা ও নিরুজ্জ্বল সেখিয়া আমাদিগকে দুঃখ প্রকাশ করিতে হইতেছে।' প্রচারক, ১৯০৬। ২ বি ক্রান্ত। 'ইহা কি ভ্রান্তমের নির্জীবতা ও জীবনের পরিচয়ক নহে?' ছেলতান, ১৯২০। ৩ বি ক্রান্ত। 'অবেশ নির্জীবতার পীড়িত হয়ে প্রভাত বললে ...।' জীবন, ১৯৩১।

নির্জীবন [সি বিপ প্রাণহীন। 'নাইকে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেবই দশা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

নির্জান [সি বিপ অবচেতন। 'জ্ঞান নির্জান্ময়ি দিয়ে খুব বিভ্রি হয়ে ছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

নির্জাননির্জর [সি বিপ অবচেতনমূলক। 'ক্রান্তিকবে বরবাদ করে বে রোমাটিকতা তা অপেরা-চিহ্নিত, স্বাক্ষরী, নির্জাননির্জর।' শিব, ১৯৫০।

নির্জাট [সি বিপ বাসেশামুক। 'জোহরা নির্জাট।' মাহেনও, ১৯৪৯।
নির্জাট বিপ স্ত্রী বাসেশামুক। 'হেলোপিলে নেই, নির্জাট।' ইমদাদুল, ১৯২০।

নির্জর [সি ১ বি স্বরনা। 'সাগর-খোজা নির্জর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া ...।' মুকুন্দ, ১৯০০। ২ বি প্রবাহ। 'জীবনের অনন্ত নির্জর - শত শত

দুঃখ দ'লে কালচক্র বায় চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি জলমগ্নপাত। 'সেতু আর বাঁধ উঠে বেঁধে ফেললে নায়িকা নির্জর।' অবন, ১৯২৫।

নির্জর-ওজল [সি বি স্বরনার ধ্বনি। 'পর্বতের বক্ষমাঝে নির্জর-ওজনে/উপে হতে ধাবমান দিকচক্রবালে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

নির্জরজল বি স্বরনার শব্দ। 'নির্জরজল পতিত হইয়া চারিদিক শব্দময় করিয়া দিতেছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

নির্জর-স্বরিত বিপ স্বরনা থেকে বরছে এমন। 'নির্জর-স্বরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে।' মাইকেল, ১৮৬১।

নির্জর-স্বরর বি স্বরনার স্বরবর শব্দ। 'বাদল-উজল নির্জর-স্বরর, ধ্বনি তরলিষ নিবিড় সঙ্গীতে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৬।

নির্জরী [সি নির্জরী] বি স্ত্রী স্বরনা। 'সীততাল রমণীয়া মধুরনাদিনী নির্জরীণীর সুরে সুর মিলাইয়া গ্রাণ ভরিয়া গাহিতেছে।' সন্দল, ১৮৯৮।

নির্জর-নির্পত [সি বিপ স্বরনা থেকে বেরিয়ে-আসা। 'নির্জর-নির্পত জল তরঙ্গর বৌদর ন্যায় অতি কুটিলভাবে ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

নির্জর-প্রোত [সি বি স্বরনার ধারা। 'নির্জল নির্জর-প্রোতে চূর্ণ রশ্মি-সম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নির্জরী [সি নির্জরিত হওয়া। 'তব দীপ্ত রৌদ্রে তেজের নির্জরীয়া গলিবে যে/প্রবৃত্তি-লগ্নোন্মুক্ত ত্যাসের প্রবাহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নির্জরী [সি ১ বি নদী। 'কোথাও কোনো নির্জরী টির-অন্ধকার মধ্য দিয়া টিরকাল অশ্লিষ্টভাবে প্রবাহিত হইতেছে।' হরহাসদ, ১৮৮১। ২ বি স্বরনা। 'কোথায় কোন নির্জরীণীর জল পরিষ্কার ও পানোযোগী ...।' মশারবজ, ১৮৮৫।

নির্জরীণীট [সি বি নদী তীর। 'নিঃশব্দ কুটিলগলি বাঁধিয়াছে নির্জরীণীট।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নির্জর [সি ১ বি সন্ধান। 'জাত্যের নির্জর নাহি তারে আও বরি।' মালাধর, ১৫০০; 'সেসবে কাহার জন্ম নির্জর ন জ্ঞানি।' হাকিম, ১৭০০। ২ বি নির্ধারণ। 'অন্য সময় নির্জর করিয়া অভিযেকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'অন্য সময় নির্জর করিয়া অভিযেকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি চিহ্নিতকরণ। 'বীজগণিতের অনুভূতি নির্জরের প্রতি আর কোন সংশয় রহিল না।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৪ বি পরিমাণ। 'কর রে সমুদ্র নির্জর।' শালন, ১৮৯০।

নির্জা, নির্জা [সি নির্জা ১ বিপ নির্ধারিত। 'সোহনের নিখন নির্জা।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রিষ্ণ নিবৃত্ত। 'রাজাএ বোলে মুনি স্থানে কহিহি নির্জা।' কবীন্দ্র, ১৬৬৯।

নির্জা [সি নির্জা] ক্রি নির্জর করতে। 'নির্জিতে না হএ রঙ্গ বর্ণিতে বরণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

নির্জারক [সি বিপ নির্ধারক। 'বাসালা লেখার শেষাদি নির্জারক চিহ্নভাবে অনেক ব্যাখ্যাত হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

নির্জা [সি ১ বিপ নির্ধারিত। 'যাঁহারা ঐ নির্জা সময়ে আগমন করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বিপ নিরূপিত। 'বাসালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্জা হয়।' বক্রিম, ১৮৮৪।

নির্জাক [সি সর্জক বি যে নাচে; নট। 'নির্জাক আনিতে জাই রাজআজ্ঞা পায়।' মালাধর, ১৫০০।

নির্জত, নির্জত [সি বিপ দম্বহীন। 'অন্তরে ইখরটো। বাহিরে নির্জত।'

কৃষ্ণশাল, ১৫৮০।

নির্ণয়, নির্ণয় [স] ১ **কিণ** দয়াহীন। 'নির্ণয় কাছাড়ির হাথে পড়িলো।' বড়ু, ১৫৪০; 'কেনে হেন করিলে নির্ণয় তুমি দয়' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ **কিণ** নিষ্ঠুর। 'তাহারদিলের অতি নিরত ভাব ও নির্ণয় শব্দ' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ **কিণ** ক্ষয়হীন। 'তিনি যেমন প্রাণি ও বলিষ্ঠ, তেমনি নির্ণয় ও নির্ণয়' অক্ষর, ১৮৪৯। ৪ **কিণ** পার্শ্বিক। 'নির্ণয় বলের হস্ত হইতে দুর্ভাগ্যে রক্ষা করাই...' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ **কিণ** যজ্ঞশালারক। 'স্বাধারে করে নির্ণয় শিলাজ - তখন গর্ভিয়া নামে তব রক্ত বাজ' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'প্রথমে নির্ণয় সূর্যতলে' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'এখন নির্ণয় শীতকাল, ঠাণ্ডা নামছে হিম' হাসান, ১৯৬৬।

নির্ণয়তা [স] **বি** দয়াহীনতা। 'তাঁহার নির্ণয়তা প্রকাশ হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৪।

নির্ণয়ভাবে, নির্ণয়ভাবে [স] **ক্রিবিণ** নিষ্ঠুরভাবে। 'নিতান্ত নির্ণয়ভাবে স্বকীরে শিরে ও বক্ষস্থলে গুলাগুল করাভ্য করিতেছেন।' অক্ষর, ১৮৪৯।

নির্ণয়া, নির্ণয়া [স] **কিণ** স্ত্রী নিষ্ঠুর। 'নির্ণয়া ছোট রাণী' গীতবহু, ১৮৩৩।

নির্ণয়াচরণ, নির্ণয়াচরণ [স] **নির্ণয়**-আচরণ। 'বি নিষ্ঠুর আচরণ।' 'ইহাতে তাহাদিলের নির্ণয়াচরণ করা ক্রমশ অভ্যাস পাইয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৫০।

নির্ণয়ী [স] **কিণ** কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন। 'নির্ণয়ীরা প্রার্থীরাণে কোম ... সাধারণ সম্পাদিকার পক্ষে জয়লাভ করেন।' বেগম, ১৯৭৩।

নির্ণয়িত [স] **কিণ** অব্যাহিত। 'যুক্তির নির্ণয়িত বস্তু অবশিষ্ট হয় আরেকী' অকালের বিজ্ঞানে' শিব, ১৯৫০।

নির্ণয়িত, নির্ণয়িত [স] **কিণ** নির্ধারিত; স্থিরীকৃত। 'ডানকান, ১৭৮৪। 'তাহার নির্ণয়িত মুখ'। দর্পণ, ১৮৩৫; 'দৈবদল উপার্জনের সূত্রকে কোনো নির্ণয় উপায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নির্ণয়িতা [স] **বি** নির্ধারণ। 'আকারের মধ্যে নির্ণয়িতা সেখানে কিছুই নেই।' অবন, ১৯২৫।

নির্ণয়িতা, নির্ণয়িতা [স] **নির্ণয়িত**। 'কি নির্ণয়িতা'। 'নির্ণয়িতা'। ফরুজি, ১৭৯৩।

নির্ণেপ, নির্ণেপ [স] ১ **বি** উল্লেখ। 'ঐ সকল গ্রাম মধ্যে বিদ্যাবৃদ্ধি করণের বে উপায় নির্ণেপ করিয়াছিলো ...' অক্ষর, ১৮৪২। ২ **বি** নির্ণয়। 'কিঞ্চ উপায় প্রায় এ বিষয় সুনিষ্ঠ হইতে পারে, তাহার নির্ণেপ করা প্রায়।' অক্ষর, ১৮৪২। ৩ **বি** নির্ধারণ। 'শিক্ষকেরা তাহা নির্ণেপ করিয়া দিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৪ **বি** নিরুপণ। 'কোন কোন বিষয় শিক্ষা করা কর্তব্য; তাহা ইতিপূর্বে নির্ণেপ করা গিয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫০। ৫ **বি** আদেশ। 'মৃত্যুদণ্ডের নির্ণেপ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ **কিণ** সন্ধান। 'হারাইয়া ছুবে বার, না থাকে নির্ণেপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৭ **কিণ** নির্ণয়। 'হারাইয়া ছুবে বার, না থাকে নির্ণেপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৮ **বি** নিরূপণ। 'প্রকাশের সঙ্গে নির্ণেপ, তাহার সঙ্গে ভঙ্গি, তাহের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৯ **বি** সন্ধান। 'কুল যোগে সেখানকার গুহেই যৌগাহি ফুলগাছের সূত্র নির্ণেপ' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ১০ **বি** উপদেশ। 'এ সকল আদেশ নির্ণেপ কল্প ভণ্ডনায়, কল্প অনুদানে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নির্ণেপকর্তা [স] **বি** নির্ণেপদাতা। 'তার নির্ণেপকর্তা হচ্ছে আমাদের মন।' অবন, ১৯২৫।

নির্ণেপ-বর্তিকা [স] **বি** সিক-নির্ণেপক বাক্য। 'একদিন ফেলে সেবে নির্ণেপ-বর্তিকা।' সিকন্দার, ১৯৪৬।

নির্ণেপকর্তা, নির্ণেপকর্তা [স] **কিণ** নির্ণেপের অনুগামী। 'অগণকাকৃত অবিরামের নির্ণেপকর্তা হইয়া চলিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নির্ণেপকাহী [স] **কিণ** সংকেতকাহী। 'এইসব বিভিন্ন রূপের কোনোটিই পরিপূর্ণ নয়, প্রত্যেকটি মহত্তর সম্বন্ধের নির্ণেপকাহী।' শিব, ১৯৫০।

নির্ণেপমতো ক্রিবিণ কথামতো। 'তাদেরই নির্ণেপমতো ... এই পরে শিখি।' নজরুল, ১৯৩৬।

নির্ণেপা [স] **নির্ণেপ**। 'কি নির্ণেপ করা।' 'সূর্যসেব সত্তা অমূল্য নির্ণেপা' দিলেন সেখিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নির্ণেপার্থ, নির্ণেপার্থ [স] **নির্ণেপ**-অর্থ। 'বি নির্ণেপের জন্য।' 'তাঁহার স্ত্রীবিন্যাস কর্তব্যতা নির্ণেপার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ... পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন।' অক্ষর, ১৮৪২।

নির্ণেপিত, নির্ণেপিত [স] ১ **কিণ** পরিচিত। 'লোক সমাজে সমস্ত মুসলমান জাতির উক্তি বলিয়া নির্ণেপিত হইবে।' মঙ্গরক, ১৮৮৯। ২ **কিণ** প্রদর্শিত। 'কোম রোকেয়ার নির্ণেপিত আদর্শ।' বেগম, ১৯৩০। ৩ **কিণ** আদর্শিত। 'ইসলামে যে আইন-কানুনগুলো নির্ণেপিত হয়েছে ...' বেগম, ১৯৩০।

নির্ণেপিত, নির্ণেপিত [স] **কিণ** নির্ণেপ দেওয়া হচ্ছে এমন। 'মানসিক চিন্তাভাবি আমাদের নির্ণেপ' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নির্ণেপিত, নির্ণেপিত [স] ১ **কিণ** কল্পনাবৃত্ত। 'জীবের কল্পক বস্তু যশ অকল্পক বস্তু তবে সতে কবি নির্ণেপ'। মুহুদন, ১৯০০। ২ **কিণ** সৌভবজিত। 'সত্যজন সুলক্ষণসম্পন্ন নির্ণেপ প্রকৃতি প্রাণ হয়।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ **কিণ** মার্জিত রূচিযুক্ত। 'নির্ণেপের আমোদ বাহ্যসামান পক্ষে অভ্যাস উপকারী।' অক্ষর, ১৮৫০। ৪ **কিণ** নিরূপণ। 'আমরা তাহাকে নির্ণেপে জানিয়া প্রবেশ দিতে ও তাহার খ্যাতিবাদজনিত মানসিক প্রাণের সমতা করিতে সক্ষম হই।' অক্ষর, ১৮৫০। ৫ **কিণ** রোগযুক্ত। 'স্বাধার চক্ষু, অঙ্গ দিলেই, পূর্বক নির্ণেপে হইল।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৬ **কিণ** বিলম্ব। 'হাত বখন শব্দভাষা নির্ণেপ হয়, তখন উহাকে বিলম্ব বলা যায়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

নির্ণেপিতা [স] **বি** অপরাধীনতা। 'আমার নির্ণেপিতা প্রমাণ করার জন্য ...' নজরুল, ১৯২৪।

নির্ণেপী, নির্ণেপী [স] **কিণ** নিরূপণ। 'স্বাক্ষকে নির্ণেপী করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০; 'হা নিরূপী নির্ণেপী জীব' উমেশ, ১৮৫৭।

নির্ণেপ [স] ১ **কিণ** বস্তু চায় না এমন। 'বিশ্ববাস আপনাদের শাস্ত্রিয়ার নির্ণেপ প্রকৃতিতে প্রোতভার লক্ষণ বলিয়া গর্ব করে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯। ২ **বি** দ্বন্দ্বহীনতা। 'সুতরাং নির্ণেপ নির্ণেপের বিশদীভূত হই।' সূর্য, ১৯৪০। ৩ **কিণ** বস্তু সেই এমন; দ্বন্দ্বহীন। 'নির্ণেপ গুল্যলোকে যিনি অহংহা বিরাজ করেন।' মূলতব, ১৯৫২।

নির্ণেপ, নির্ণেপ [স] **কিণ** দ্বন্দ্বহীন। 'অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পর পূরন্মহ অত্যন্ত নির্ণেপ হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

নির্ণেপতা [স] **বি** দাপ্তর। 'কোথা বা উত্তম বিদ্যা, রূপবান, চরিত্রবান যুবক নির্ণেপতার বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নির্ণেপত্ব [স] **বি** দাপ্তর। 'উৎকর্ষের মধ্যে অতি আবিষ্ক অশোক সূত্রে সহিত নির্ণেপত্ব ভাল।' তারিণী, ১৮৩০।

নিবন্ধী [স] কিং ধনহীন। 'তাহার ধনে নিবন্ধী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয়।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩০।

নির্ধার, নির্দ্ধার [স] ক্রিয়বিপ ক্রিষ্ট। 'এই অর্থ আমি মাত্র জায়ে নির্ধার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নির্ধারি, নির্দ্ধারি [স] নির্ধারণ-ক্রিয় ক্রিষ্ট। 'না মান আনন্দ মন করিয়ে নির্ধারি।' চন্দ্র, ১৫৫০।

নির্ধারণ, নির্দ্ধারণ [স] নিরূপণ। 'মুকুন্দসেবার রতি কৈল নির্ধারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'তিনি ... বহুসমুদায়ের তত্ত্বনির্ধারণ করিয়া আনিবেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯: 'সত্যনের বিদ্যালিকা, কর্দমকতা ও জীবিকা-নির্ধারণ আবশ্যিক।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নির্ধারণার্থ, নির্দ্ধারণার্থ [স] ক্রিয়বিপ নির্ধারণের জন্য। 'উপায় নির্ধারণার্থ অন্তরকরণে স্বতই উত্তরাধীশক্তি উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

নির্ধারিত, নির্দ্ধারিত [স] ১ বিপ স্থির করা হয়েছে এমন। মেঘার, ১৭৮৭: 'মূল্য ... ৪০ টাকা লগনে নির্ধারিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিপ পালনীয়। 'বৎস বিষয়ের প্রতি কোন কটাক্ষ করা উহারদেয় নির্ধারিত নয়ম বিষয়।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৩ বিপ নির্দিষ্ট। 'কন্য়ার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ও দিন নির্ধারিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৩০।

নির্ধারণ, নির্দ্ধারণ, নির্ধারণ্য [স] ১ বিপ নির্ধারিত। 'নির্ধারণ্য হইল।' রত্নচরিত্র, ১৭৯০: 'শ্রীমুখ কোম্পানী বাহাদুর নির্ধারণ্য করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি নির্ধারণ। 'কি প্রকারে জগতের সীমা নির্ধারণ করা বাইতে পারে?' অক্ষয়, ১৮৪০।

নির্ধূম [স] বিপ ধুমহীন; পরিকার। 'পর ধূমিয়ার নির্ধূম।' দর্পণ, ১৮৩০।
নির্নিপাত [স] বিপ নিষ্প্রভ। 'নিষ্ঠুর বিহরে যেথা নির্নিপাত স্রিষ্ট।' সুশীল, ১৯৩১।

নির্নিমিত্ত [স] ক্রিয়বিপ পলকহীনভাবে। 'নৃতন উষার সূর্যের পূর্বে চাহিল নির্নিমিত্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নির্নিমেষ [স] ক্রিয়বিপ পলকহীনভাবে। 'প্রোতনয়নের মতো নির্নিমেষ তারা বড়/সবে মিলে যোর গানে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নির্পতঙ্গ [স] বিপ অনূর্বর। 'নির্পতঙ্গ মাটিতে জন্মায় কেবল ব্যাঙের ছাতা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

নির্বংশ, নির্বংশ [স] বিপ বংশ লোপ পেয়েছে এমন। 'মুখি সে ধরি দুই রাবণ নির্বংশ।' বৃন্দা, ১৫৮০: 'আমার এত বড় নাম ডুবিল নির্বংশ হইলাম।' দর্পণ, ১৮২১।

নির্বংশ্য, নির্বংশ্য [স] বিপ বংশের কেহ জীবিত নেই এমন। 'প্রত্যাপাতিত নির্বংশ্য এ সন্দেহে তাবৎ লোকের ভক্তন হয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

নির্বচন [স] বিপ মৌন। 'বৈদ্যুতিক রহস্যলিখনে উঠেন উজ্জ্বল তার নয়নের নির্বচন মেঘ।' সুশীল, ১৯৩০: 'বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ।' জীবন, ১৯৪৮।

নির্বচন [স] নিরু+ক্ষা বিনিময়। বিপ বনেদি নয় এমন। 'বুড়ো হোক, কচি হোক, বনেদি হোক, নির্বচন হোক।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

নির্বন্ধ [স] নির্বন্ধ বি বিধান। 'নির্বন্ধের দুঃখ দশা বহুল ভুক্তিমুখ।' আলোক, ১৮৮০।

নির্বন্ধ, নির্বন্ধ [স] ১ বি সৈবের লিখন। 'এই গিয়া জগৎ সতে করিয়া নির্বন্ধ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি রচনা। 'শয়ন নির্বন্ধ কৈল

শয়ননিরমণ।' মুক্তল, ১৬০০। ৩ বি বিধান। 'নির্বন্ধের দুঃখ দশা বহুল ভুক্তিমুখ।' আলোক, ১৮৮০: 'সৈবের নির্বন্ধ কহু না যাএ বন্দন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯: 'বিধির নির্বন্ধ কহু না যাএ বন্দন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি নিয়ম। 'উত্তরে এক নির্বন্ধ করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৫ বি ব্যবস্থা। 'যেই কীর্তি করিয়াছেন তাহা বহুলখ থাকে এমত নির্বন্ধ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৬ বি সাধনা। 'কুমুদে নিয়ে মধুসূদনের কেন এত নির্বন্ধ?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নির্বন্ধাতিশয়া [স] নির্বন্ধ-আতিশয়া বি অনুবোধের আতিশয়া। 'অপুর নির্বন্ধাতিশয়া তাহাকেই পাঠাইতে হইল।' বিভূতি, ১৯২৯।

নির্বন্ধাতিশয় [স] নির্বন্ধ-অতিশয়া বি বিধানের আতিশয়া। 'ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের নিষেধে অথবা বিশুদ্ধ।' সুশীল, ১৯৫৩।

নির্বন্ধ, নির্বন্ধ [স] নির্বন্ধ-ক্রিয় বলহীন। 'নির্বন্ধ করিয়া দেবীর বলক টুট।' বিজয়, ১৬৫০: 'নির্বন্ধ, নির্ভরণীল, নিরুপায় দুঃখের মতো।' সুশীল, ১৯২৭।

নির্বন্ধী [স] বিপ বলহীন। 'নির্বন্ধীর বল ভূমি পরম সারথি।' বাহরাম, ১৫৫০: 'কাকে কেনে নির্বন্ধী কহাকে বলী আর।' আলোক, ১৮৮০।

নির্বন্ধক [স] বিপ স্বল্পনির্ভর নয় এমন; অ্যাবস্থা। 'নির্বন্ধক শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা: তার কলকাতায় যাওয়া ঘটল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮: 'আনন্দ বিতর্ক, কেননা সে নির্বন্ধক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

নির্বন্ধ, নির্বন্ধ [স] নির্বন্ধ-ক্রিয় বলহীন। 'নির্বন্ধি ছোট খাট দোকান করিলে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারিবে।' প্যারী, ১৮৩০।

নির্বন্ধ, নির্বন্ধ [স] নির্বন্ধ-ক্রিয় সম্পন্ন হওয়া। 'নির্বন্ধি ক্রি সম্পন্ন হলে।' লোহারের মধ্যে যদি বাস্তু নির্বন্ধি।' সুলতান, ১৭০০: 'নির্বন্ধিয়া ক্রি সম্পন্ন করে।' জৈজ্ঞ নির্বন্ধিয়া তবে বৈশে সর্গজন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'নির্বন্ধি ক্রি নির্বাহ হলে।' হেমচন্দ্র দুঃখ সুখে দিন নির্বন্ধি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নির্বন্ধুণিক [স] নিরু+বান্ধুনি-ক্রিয় পিথিল। 'আলুধাণু ভাষা, ভাব এলোমেলো/ছন্দা নির্বন্ধুণিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নির্বন্ধ [স] বিপ মীরব। 'যে নারী নির্বন্ধ খেয়ে চিরমর্মব্যথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২: 'নির্বন্ধ সে সভাঘরে বাসিত নগরী।' পরে বুকের করুণ আঁখি দুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নির্বন্ধতা [স] বি নীরবতা। 'তার প্রশ্ন ও কৌতুহলশূন্য নির্বন্ধতায়।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

নির্বন্ধ [স] বিপ বাহাইকারী। 'নির্বন্ধক সংখ্যা বাহাতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী হইতে পারে ...' আলোক, ১৯৩৬।

নির্বন্ধকমতালী [স] বি নির্বন্ধককারী জনসমষ্টি; ভোটদাতা। 'তাদের নিয়েই পঠিত মহিলা আসনের নির্বন্ধকমতালী।' বেগম, ১৯৭১।

নির্বন্ধকসংখ্যা [স] বি যারা নির্বন্ধিত করে তাদের সংখ্যা; ভোটদাতার সংখ্যা। 'নির্বন্ধক সংখ্যা বাহাতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী হইতে পারে ...' আলোক, ১৯৩৬।

নির্বন্ধন, নির্বন্ধন [স] ১ বি পদ্ধতি। 'যে লোককে তিনি নির্বন্ধন করেন ...' আয়েস করে বসা সে লক্ষীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৮৮০: 'সদ্বিবচনবাহার নিয়ম অবলম্বন করিয়া কন্যা নির্বন্ধন করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিপ মনোনীত। 'পাঁচ-দশজনই নির্বন্ধিয়া আমরা আপনাদের অধিধারক নির্বন্ধন করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি ভোটের মাধ্যমে কাউকে মনোনীত করণ। 'পৃথক নির্বন্ধন প্রথা মুসলমানের জন্য দরকার।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

নির্বাচন কমিশন [স নির্বাচন+ই কমিশন] বি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। 'নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি ... নির্বাচনবিধি ঘোষণা করেছেন।' বেগম, ১৯৭১।

নির্বাচনকারী [স] বি নির্বাচিত করে যে; ভোটার। 'নির্বাচনকারীরা এমন সব লোককে নির্বাচন করেছেন ...।' মহাপ্রবর্ত, ১৯৫৬।

নির্বাচনকেন্দ্র, নির্বাচন-কেন্দ্র [স] বি নির্বাচনী এলাকা। '১৭ জন মোছামমান নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

নির্বাচনক্ষম [স] বিণ নির্বাচন করতে পারে এমন। 'হয়তো জীবনুজ্জোই নির্বাচনক্ষম, এবং মানুষ ক্রমেই মুম্বার পদানত।' সুশীল, ১৯৩৭।

নির্বাচনপর্ব, নির্বাচনপর্ব [স] বি নির্বাচনের সময় ও নির্বাচন সন্দেশ যাবতীয় কর্মকাণ্ড। 'নির্বাচনপর্বে জনসাধারণের দায়িত্ব শেষ না হইলেও ভোটারদের কাজটা তাহাদের শেষ হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৪।

নির্বাচনপ্রণালী [স] বি নির্বাচনপদ্ধতি। 'কেন্দ্রীয় পদ্ধতিতে সভ্য নির্বাচনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে।' নজরুল, ১৯২৬।

নির্বাচনবিধি [স] বি নির্বাচন সংক্রান্ত শর্তাবলী। 'নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি ... নির্বাচনবিধি ঘোষণা করেছেন।' বেগম, ১৯৭১।

নির্বাচনাঙ্ক তত্ত্ব, নির্বাচনাঙ্ক তত্ত্ব [স] বি প্রকৃতির শ্রেণীবিদ্যাস পদ্ধতি। 'যখন বেদের পৌরব নির্বাচনাঙ্ক তত্ত্ব লিখিয়াছি ...।' রক্তিম, ১৮৮৭।

নির্বাচনী, নির্বাচনী [স] নির্বাচনীয়। বিণ নির্বাচন সম্পর্কিত। 'নির্বাচনী প্রচারপত্রে কৃষকদের উদ্ধার সাধনের অনেক কিছু প্রস্তাবিত ...।' সপাত্য, ১৯৩৮; নির্বাচনী এলাকার প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়।' বেগম, ১৯৬৫।

নির্বাচনী এশতেহায় [স] নির্বাচনীয়+আ ইশতিহার। বি নির্বাচনের পূর্বে কোনো রাজনৈতিক দলের বিশ্বাস এবং কর্মসূচি সম্পর্কে লিখিত বিবৃতি। 'নির্বাচনী এশতেহায়ে স্বাক্ষর করিয়া এবং তাহার অনুকূলে ব্যক্তিগত চেষ্টা করিয়া ...।' আজাদ, ১৯৩৬।

নির্বাচনোত্তর [স] নির্বাচন-উত্তর। বি নির্বাচন-পরবর্তী। 'নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা রইল অহরহ জম্বত।' উমর, ১৯৬৬; 'নির্বাচনোত্তর অনেক জিজ্ঞাসার জবাব ... সমাবেশে দান করিবেন।' আজাদ, ১৯৭১।

নির্বাচিত, নির্বাচিত [স] ১ বিণ মনোনীত। 'নিজে পাত্র নির্বাচন করিয়া শহীরা তাহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিগণের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

২ বিণ অনুমোদিত। 'টেবট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ নির্ধারিত। 'নির্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশও নিষেধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নির্বাচিতা [স] বিণ স্ত্রী নির্বাচন করা হয়েছে এমন। '১৯৬৩-৬৫ সালের জন্য নির্বাচিতা হয়েছেন।' বেগম, ১৯৬৩।

নির্বাণ, নির্বাণ [স] ১ বি পার্শ্ব বন্ধন থেকে মুক্তি। 'যে মরে যখন নির্বাণ তখন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ নির্বাণিত। 'পতঙ্গ চাহিলে দীপ করিতে নির্বাণ।' দ্বীপ, ১৭৬৫। ৩ বিণ মোক্ষপ্রাপ্ত। 'সংমরণাদিরূপ কর্মে নির্বাণ মুক্তি হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮১২। ৪ বিণ সুস্থ। 'কত কত আশ্রয়-পর্কত লত শত বনসে পর্যন্ত নির্বাণ থাকে ...।' অক্ষর, ১৮৫২। ৫ বিণ ভ্রমিত। 'সাঁওতালীরা বিশ্বাহানল নির্বাণ হইয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৫৬। ৬ বি অবসান। 'এ কি রক্তপ্রোতঃ বাতীত আর কিছুতে নির্বাণ হবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

৭ বিণ নিস্তাণ। 'নির্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য।' মাইকেল, ১৮৬৩; 'কোটি ধীমাত্রা ক্ষণে নির্বাণ।' নবনন্দ, ১৯২২। ৮ বি দমন। 'যে ব্যক্তি অসতের সঙ্গে সংগ্রবৃষ্টি তলিকো নির্বাণ করেন, তাঁহার প্রশংসা করা যায় না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৯ বি প্রশমন। 'আয় শান্তি, আয় রে নির্বাণ, আয় শ্রীতা, প্রান্ত প্রাণে আয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১০ বি বিশেষণ। 'বিগতসংস্কার নির্বাণের মধ্যেই মুক্তি বসো, আর ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নির্বাণ করা, নির্বাণ করা [স] বিণ নিভিয়ে দেওয়া। 'সেচন ঘারা প্রবল বিরহানল নির্বাণ করা।' উমেশ, ১৮৫৭।

নির্বাণকারী, নির্বাণকারী [স] বি মোক্ষ লাভ করতে চায় যে। 'হুমি লয়ে যাও পূজা-উপচার/ওমো নির্বাণকারী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

নির্বাণদীপ [স] বিণ নেতা। 'নিদ্রিত পুত্রী, নির্জন ঘর, নির্বাণদীপ বাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নির্বাণপথ [স] বি ভাববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের পথ। 'দূরে নবির সোনার থালা / নির্বাণপথের শূন্য।' অমিয়, ১৯৩৯।

নির্বাণপদ, নির্বাণপদ [স] বি মোক্ষলাভ। 'বৌদ্ধ মতে নির্বাণপদ সংকল্পেণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নির্বাণপ্রাপ্তি, নির্বাণপ্রাপ্তি [স] বি মুক্তাবস্থা। দর্পণ, ১৮৩২।

নির্বাণস্থায় [স] বিণ নিরু নিরু। 'সহসা সেই রায়ে এই নির্বাণস্থায় ক্ষুদ্র প্রাণুশিখা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নির্বাণবিদ্যা [স] বি ভাববন্ধনা থেকে মুক্তির উপায়। 'চীনা রাগনৈতিকের শরীরে এখন/নিবিড় নির্বাণবিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেঅনটে।' সুভাষ, ১৯০০।

নির্বাণমুক্তি [স] বি মোক্ষপ্রাপ্তি। 'চারিটিমাত্রা লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণমুক্তি লাভ করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নির্বাণলোভ [স] বি নির্বাণের আকাঙ্ক্ষা। 'নির্বাণলোভে মঠ তো সঠিক - সময়ে।' সুভাষ, ১৯০০।

নির্বাণহীন [স] বিণ নেতে না এমন। 'নির্বাণহীন অমরসম নির্মিণিনি শুধু হুগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নির্বাণানন্দ [স] নির্বাণ-আনন্দ। বি মুক্তির আনন্দ। 'নির্বাণানন্দ লাভ করতে চান।' যুক্তবাব, ১৯৫৯।

নির্বাণী [স] বিণ ধ্বংসাত্মক। 'সৈরাশোর নির্বাণী প্রভাবে ... বীভাঙ্গি দেউটি।' সুশীল, ১৯৩৮।

নির্বাণোন্মুখ [স] নির্বাণ-উন্মুখ। বিণ নিতে যাচ্ছে এমন। 'জীবনদীপ নির্বাণোন্মুখ হইয়াছে।' রক্তিম, ১৮৬৫।

নির্বাট [স] বিণ ব্যত্যাসহীন। 'উজ্জ্বল, নির্বাট, শিল্প রক্তপ্রোত কালের পুলিন।' সুশীল, ১৯২৮।

নির্বাট, নির্বাট [স] নির্বাণ। বিণ শান্তিপূর্ণ। 'নির্বাটে তাহার বক্ষরনিস্তৃত ক্ষীরধারা পান করিতেছে।' নবনন্দ, ১৯০৩।

নির্বাধ [স] বিণ বাধ্যহীন। 'সেই অধিকারে হানলাত করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নির্বাধব [স] বিণ বহুহীন। 'আজ এই পৃথিবীর তুণীকৃত - অন্ধ - নির্বাধব ...।' জীবন, ১৯০০।

নির্বাণপ [স] বি অবসান। 'কির্তিক্রিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাণপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নির্বাণিত, নির্বাণিত [স] ১ বিণ নিবে গেছে এমন। 'চির-নির্বাণিত-

নির্বাহ

ভাতি'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'সে জলে হাত বাথাইব সহজেই নির্বাহিত হইতে পারে।' মঙ্গলকর, ১৮৮৫। ২ বিপ জঙ্ক। 'হঠাৎ সেই শব্দও নির্বাহিত।' লতজত, ১৮৮২।

নির্বাহী [স] বিপ বাতাসহীন। 'নির্বাহীঘরলা ক্রমে দুর্ভাবনা দূরত্ব করে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

নির্বাহীমূল্য [স] বি বায়ুহীন এলাকা। 'নির্বাহীমূল্য ক্রমে দুর্ভাবনা দূরত্ব করে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

নির্বাহিত [স] কিং বাধাহীন। 'কেনা নির্বাহিত প্রায়ে সেসে সেসে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নির্বাসন, নির্বাসিন [স] বি বশেন থেকে বের করে দেওয়া। 'রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ নন্দবান করিবেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। 'শীতা নির্বাসিন যে কি ভয়ানক ব্যাপার ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নির্বাসনকাল [স] বি বশেন থেকে বিহার-মত জোশ করার সময়। 'নির্বাসনকাল বশন শেষ হবে তখন রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করবে কোন জনসভা?' সুদীপ, ১৯৬৬।

নির্বাসনদণ্ড [স] বি অপরাধের জন্য দেশ থেকে বের করে দেওয়া। 'যে করিবে জীবহত্যা জীবজন্মের পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নির্বাসনদুঃস্থ [স] বি নির্বাসনের কষ্ট। 'নির্বাসনদুঃস্থ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নির্বাসনরূপ [স] বিপ নির্বাসনরূপ। 'রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ নন্দবান করিবেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নির্বাসিক, নির্বাসিক [স] বিপ আবাসস্থান। 'এই নির্বাসিক প্রেতাভ্যুহাসে নরাশ্রিত্যে ...।' আলোক, ১৯৪৭।

নির্বাসিত, নির্বাসিত [স] ১ বিপ দূর হয় এমন; বিদূরিত। 'সত্যই হইলে দূর্যে ও মরিচতা পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিপ নিগূহ বা নিগূহন থেকে বহিষ্কৃত। 'রাজা ... কন্যাকে নির্বাসিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। 'পদব্রজ পুঙ্কে বাথিচ্ছাচ্ছাত্ত এবং নির্বাসিত করিয়া ...।' রত্নম, ১৮৮৭। ৩ বি নির্বাসন মন্ত্রণাধেয়। 'নির্বাসিতের মত, টলিতে টলিতে চলিয়াছে।' সবুজ, ১৯২১। ৪ বিপ বঞ্চিত। 'যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নির্বাসিতা [স] ১ বিপ স্ত্রী বিদূরিত। 'প্রাণলব্ধী নির্বাসিতা।' বৃহৎ, ১৮৪২। ২ বি স্ত্রী নিগূহন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে যে। 'আমি যত বলি যে নির্বাসিতারা রূপসম্ভার কি আবশ্যক।' সুদীপ, ১৯৬৬।

নির্বাহ, নির্বাহী [স] ১ বি সবার চালানো। 'নির্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার।' বৃন্দা, ১৮৫০। 'অনির্বাহে নির্বাহ করয়ে কত দার।' ভারত, ১৮৬০। ২ বি দেশবিন বায়ভার ইত্যাদি চালানো। 'লোকেরলিপিকে ... আনন্দ করিয়া তারদিশের নির্বাহে নিম্পত্তের সম্বন্ধ।' রামদাস, ১৮০৩। ৩ বি বাশন। 'ভায়েদের বস্ত্র বাস নির্বাহে নিম্পত্ত্য করয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিলে ...।' রামদাস, ১৮০১। 'সংসার সুন্দররূপে নির্বাহ হইতেছিল।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি সম্পাদন। 'গত বৎসরের কর্ণ উত্তমরূপে নির্বাহে ইত্যাদি নিমিত্ত।' দর্পণ, ১৮২৪। ৫ বি সম্পন্ন। 'সম্পাদি কর্ণ ও আরম্ভিক কর্ণ নির্বাহ করেন।' ভগবতী, ১৮২৫। ৬ বি চালানো। 'কার্য নির্বাহে বিদ্যে।' দর্পণ, ১৮৩০।

নির্বাহকতা, নির্বাহকতা [স] বি ব্যবস্থাপনা; পরিচালনা। 'ইহার অধ্যক্ষতা ও নির্বাহকতা ইহাদের বাণালি মহাপ্রবোধনীর হইবেক।'

দর্পণ, ১৮২৬।

নির্বাহকারী, নির্বাহকারী [স] বি চালনা করে যে। 'অর্ঘ্যের নির্বাহকারী ইচ্ছাশূরক ও জ্ঞাতসারে ...।' দর্পণ, ১৮২০।

নির্বাহকম, নির্বাহকম [স] বিপ পরিচালনার যোগ্য। 'যে যুবজন সরকারী উচ্চতম কার্য নির্বাহক হইবেন প্রত্যাশায় ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

নির্বাহক, নির্বাহক [স] বিপ সম্পন্ন। 'সব মনকথা গোপালিক করি নির্বাহক।' কুজলাস, ১৮৫০।

নির্বাহী, নির্বাহী [স] বি নির্বাহী। 'কি অভিযুক্ত হওয়া। 'এই রূপে চতুর্থম দিশি নির্বাহী।' আলোক, ১৮৮০। নির্বাহ্যের কি সম্পাদিত হয়। 'কিনা নিত্য অর্থ সেই মতে নির্বাহ্য।' আলোক, ১৮৮০। নির্বাহিলা 'কি কটিলো। 'এই রূপে চতুর্থম দিশি নির্বাহী।' আলোক, ১৮৮০।

নির্বাহিকা [স] বি স্ত্রী নির্বাহকারী। 'কার্যনির্বাহার্থে করকজন নির্বাহিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নির্বাহিত, নির্বাহিত [স] ১ বি সম্পাদিত। 'তাছাড়া আবশ্যক ব্যয়ও নির্বাহিত হইত না।' কুজলাস, ১৮৫৮। ২ বিপ পরিচালিত। 'ইহার সমস্ত কার্য একই কর্মসী কোম্পানীর দ্বারা নির্বাহিত হইয়া থাকে।' কুজলাস, ১৮৮৫।

নির্বাহী (ব্যক্তি) বিপ প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনকারী। 'নির্বাহী বিভাগ হইতে দ্বিপ্রতিষ্ঠানের পৃথকীকরণ।' সত্যবান, ১৯৭২।

নির্বিকল [স] বিপ অবিকল। 'তোমারে যেমন দেখি নির্বিকল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নির্বিকল্প [স] ১ বিপ অপরিবর্তনীয়। 'শরের দান্দা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা গ্রাস হয়ে।' স্মৃতি, ১৯২১। ২ বিপ বিকল্পহীন। 'জন্ম-জন্মকার নির্বিকল্প প্রলয়ের কতি।' সুদীপ, ১৯২৯।

নির্বিকার, নির্বিকার [স] ১ বিপ নির্মিত। 'নির্বিকার হইলান গম্বীর-আশয়।' কুজলাস, ১৮৫০। 'নিরাকার, নির্বিকার, জ্ঞানময়, গরমবায়ের আরাধনা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বিপ চাকলাহীন। 'নির্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন তুমি।' মানিকময়, ১৮৮১। ৩ বিপ বিকারশূন্য। 'যে কর্ণ শোক আপনি নির্বিকারে করে।' ভাস্করী, ১৮০০। 'সত্যতাকে আশ্র আশ্রা নিত্যই নীরে নির্বিকারে নির্বিকার নিরানন্দ নির্বিকার ভাবে করনা করে নিরেকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। নির্বিকারচিত্ত [স] বি অবিচলিত মন। 'স্বভাবের মর্যাদে অনায়াসে সে একটি বস্ত্র বিবেচন করিয়া নির্বিকারচিত্তে চলিয়া গেল।' বঙ্গবল, ১৯৩৬।

নির্বিকারকৃত [স] বি উপাসনিত। 'তাহার নির্বিকারকৃত বায়ুনি একটু শিথিল করিল।' নজরুল, ১৯০১।

নির্বিকারভাবে [স] ক্রিবিপ নির্মিতভাবে। 'শামুখ বাড় করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়।' ওয়ারী, ১৯৪৮।

নির্বিকারমূর্তি [স] বিপ বিকার ঘটনি এমন রূপবিশিষ্ট। 'নির্বিকারমূর্তি বিবি এতদিন কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭২।

নির্বিক্স, নির্বিক্স [স] ১ বিপ বাধাহীন। 'অবিলম্বে নির্বিক্সে রাজধানীতে পহুছে।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বি নিরাপদ; নিরুদ্ভাব। 'নির্বিক্সে তাহাদের কাল যাপন হইতে পারে।' গৌর, ১৮২২।

নির্বিক্সে [স] ক্রিবিপ বিনা প্রতিবন্ধকতায়। 'নির্বিক্সে উভয় পাই কর

আশীর্বাদ 'কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নির্বিচল [স] বিপ অবিচলিত। 'নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সামান্য মন'। রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'অভ-অপ্ৰায় ওরা নির্বিচল'। কায়সার, ১৯৬২।

নির্বিচার [স] বিপ বিচার-বিবেচনাহীন। 'জীজ্ঞাসিত' পরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নির্বিচারে [স] ক্রিবিপ বিচার-বিবেচনা না করে। 'নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নির্বিশ্ব, **নির্বিশ্বস্ত** [স] ১ বি অবসর। 'নির্বিশ্ব হইল যোতে বিষয় না হয়'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ অনুভব। 'নির্বিশ্ব সনাতন লাগিলা কহিতে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'উপন্যাসে নব্য যুগের নির্বাণ, নপুংসক, নির্বিশ্ব, দীনসত্ত্ব, পরতাত্ত্বিক চরিত্রের আবির্ভাব ...'। শিব, ১৯৬০।

নির্বিতি, **নির্বিত্তি** [স] নিবুজিতা ১ বি ক্ষুধা নিবারণ। 'যাহারা প্রেমের দ্বারা আপন নির্বিত্তি করে'। তরুণী, ১৮০০। ২ বি মুক্তি; অভয়। 'জয় জয় পরমা নির্বিত্তি হে নমি নমি'। রবীন্দ্র, ১৯২৩।

নির্বিত্ত [স] বিপ বিত্তহীন। 'মহারিণ ও নির্বিত্ত ব্যক্তিরদিকে ঐ বিদ্যা নিম্ন ভাব্য অর্থ্য বসাদি ভাবতে শিক্ষণার্থ্য পাঠশালা স্থাপন'। দর্পণ, ১৮৩৩।

নির্বিদার [স] বিপ অভেদ্য। 'বকে বাঁধি দাও তার, বর্ম তব নির্বিদার'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

নির্বিত্তোহ [স] বিপ বিত্তোহীন। 'মানুষের নির্বাক-নির্বিত্তোহ আত্মাহুতিই এর প্রমাণ'। শরীফ, ১৯৬৮।

নির্বিক্রিয়া [স] বি বিক্র্য পর্বত হতে বহির্গত নদী। 'কোথায় অবন্তিপুরী; নির্বিক্রিয়া তটিনী'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নির্বিবাদ, **নির্বিবাদ** [স] ১ বিপ বিবাদহীন। 'পুঞ্জি তোমায় আমি ভুগে নির্বিবাদে'। কেতক, ১৬৫০। ২ বি ব্যাহীনভাবে। 'নির্বিবাদে তাঁহার বন্ধনমুক্ত স্বীরধারা পান করিতেছে'। নবদূত, ১৯০৩। ৩ বিপ নিবাদ। 'বালিহাসের নির্বিবাদ কঠোর আওয়াজ শাওয়া যাচ্ছে'। জীবন, ১৯৩২।

নির্বিবাদী [স] বিপ নিবীহ। 'নির্বিবাদী লোক বাতলাতেও আছে'। প্রমথ, ১৯১৮।

নির্বিবাদে, **নির্বিবাদে** [স] ক্রিবিপ অবাবে। 'নির্বিবাদে তাঁহার বন্ধনমুক্ত স্বীরধারা পান করিতেছে'। নবদূত, ১৯০৩; 'অপেক্ষা নির্বিবাদে বস্ত্রহরণ করতে গিয়ে ... বিষম হওয়ায় বলেছি সত্যি'। অন্নদা, ১৯২৮।

নির্বিবেক [স] বিপ বিবেকহীন। 'আমি, অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্বিবেক'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

নির্বিবেকচ [স] বিপ বিবেচনাহীন। 'নির্বিবেকচ অগম্য ও অগম্যতে গীড়িত'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নির্বিরোধ [স] ১ বিপ বিরোধশূন্য। 'তিনি অতি নির্বিরোধ মনুষ্য, বিবাদ বিরোধে কোনক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না'। অক্ষয়, ১৮৪৯; 'সম্ভাব্যকে আজ আমরা নিত্যম নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নির্যাপ নির্বীৰ্য ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি ...'। রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ ক্রিবিপ বিরোধহীনভাবে। 'ভাষানিষ্ঠি বিধানকে নির্বিরোধে মানবর মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পর্যায়াবতা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বি অমিল। 'যদিও জ্ঞানত পদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই'। সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

নির্বিরোধী, **নির্বিরোধী** [স] বিপ শান্তিপ্রিয়। 'মুচিৎসার নির্বিরোধী

লোক'। বহিষ, ১৮৮৪; 'তাঁহার নির্বিরোধী দুঃখী মায়া'। শব্দ, ১৯১৪।

নির্বিরোধে [স] ১ ক্রিবিপ প্রতিপক্ষহীনভাবে। 'নির্বিরোধে বনের স্বামী হইয়া বিরাজিবে'। তরুণী, ১৮০৩। ২ ক্রিবিপ বিরোধহীনভাবে। 'সহকারী নির্বিরোধে ... অবতীর্ণ করিয়া দিলেন'। বিদ্যা, ১৮৬৩।

নির্বিশেষ, **নির্বিশেষ** [স] ১ বি ভেদাত্মশূন্যতা। 'ভদ্রীয় আশ্রমবল পর্বত সমুদ্রায় বচকে প্রত্যাক করিয়া আশ্রম নির্বিশেষে রক্ষাব্যবস্থাপন করিতে হইত'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিপ সুনির্দিষ্ট নয় এমন। 'নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিত্তর উদাসীনা নেই'। রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বিপ অভিন্ন। 'সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নির্বিশেষত্ব [স] বি বিশেষ নয় এমন অবস্থা। 'এ জাতি-বর্গ নির্বিশেষত্ব কেবল হিন্দু ধর্মালম্বীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ'। তারা, ১৯৪২।

নির্বিশেষে, **নির্বিশেষে** [স] ক্রিবিপ ছোটোবড়ো ভেদ না করে। 'অন্তঃপ্রকৃতি নির্বিশেষে একরূপ ছিল'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

নির্বিশ, **নির্বিশ** [স] বিপ বিবহীন। 'লম্বাই নির্বিশ হইল মনে মনে জানি'। কেতক, ১৬৫০; 'সেই বিষমের কবীর বিবেই উষ্ম করিয়া নির্বিশ করিয়া দিলে'। মণ্ডারক, ১৮৫৫।

নির্বিশ সোপের কুলোপাণা ঢক - কমতা নেই কিন্তু মুখে বড়াই আছে এমন। সুবল, ১৯০৬।

নির্বিশেষ, **নির্বিশেষ** [স] ১ বিপ বিষয়সম্পত্তিহীন। 'কতকগুলি নিরন্তর নির্বিশেষ ব্যক্তি আশ্রায় তাঁহাদের সমুদ্রায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইল'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিপ অস্বচ্ছ। 'মানুষের নির্বিশেষ ব্যথার তাৎপর্য নিয়ে কি করতাম'। জীবন, ১৯৩১।

নির্বিশাল [স] বিপ বিবাদহীন। 'জীবনের দীপগম্পরা স্ফালায় সে নির্বিশাল নির্বালের আশে'। সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

নির্বীর্জ, **নির্বীর্জ** [স] নির্বীর্জ বিপ দুর্বল। 'সম্ভালের পতনও অসত্য ও নির্বীর্জ বটে'। সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

নির্বীর্জ, **নির্বীর্জ** [স] ১ বিপ সাহসহীন। 'নির্বীর্জ, ধনোপুপ কুসজ্জারো অন্তর্ভুক্তিক ... বিক্রম করিল'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিপ দুর্বল। 'এতোনিয় একজন নির্বীর্জ হইয়া পড়িয়াছিল'। বিদ্যা, ১৮৬৩; 'মন্দ বা নির্বীর্জ লোকের যাতে চাপে'। কৃষ্ণদাস, ১৮৫৮। ৩ বিপ সক্তিহীন। 'নির্বীর্জ এ তেজঃ - সূর্য মীড় করে যে বহির্বির্ভো'। নন্দরুল, ১৯২৪। ৪ বিপ প্রজ্ঞান-করতাহীন। 'যে গরুটাকে নির্বীর্জ করা হয় তার দ্বারা সৃষ্টিলাভ চলে না'। অন্নদা, ১৯২৮।

নির্বীর্জতা [স] বি তেজোহীনতা। 'নির্বীর্জতা ও সর্বকালে নিবৃত্তি স্বভাব্যক্তি ইহার প্রত্যাক প্রতিফল'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

নির্বীর্জ [স] নির্বীর্জ বিপ বংশধরহীন। 'ঘটকালি করেছিল নির্বীর্জে পিসে'। মানিকরায়, ১৭৮১।

নিবুজিতা, **নিবুজিতা** [স] বিপ হুজিহীন। 'তোমার নিবুজিতা কোটা অষ্ট শব্দ বার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তোমরা অবধানপূর্বক বিচার কর, আর নিবুজিতা ন্যায় হেলনুল করিও না'। তরুণী, ১৮০৩; 'এ সকল লোক সৈববিড়ম্বিত নিবুজিতা শিরোমণি'। যুক্তরাজ্য, ১৮১২।

নিবুজিতা, **নিবুজিতা** [স] ১ বি হুজিহীনতা। 'তখন জোধ্যম তাহাদিগের নিবুজিতা তাহাদিগে জানাইতে ...'। তরুণী, ১৮০৩; 'রামকানাইয়ের নিবুজিতা'। রবীন্দ্র, ১৯১১; 'অন্যের কিছু নতুন

নির্গুতিতাসূত

দেখিলেই, তাহা, হয় চরিত্রহীনতা, নয় নির্গুতিতাসূত বলিয়া হ্রি
সিদ্ধান্ত করিয়া বলি।' *হৃদয়*, ১৯২০। ২ *বি* বিবেচনাত্মক।
'সর্বাধিকতা ব্যক্তির নির্গুতিতা চরমে পৌছিয়াছে।' *সত্যগত*,
১৯২৯।

নির্গুতিতাসূত, নির্গুতিতাসূত [স] *বি* নির্গুতিতাসূত। 'অন্যের
কিছু নতুন দেখিলেই, তাহা, হয় চরিত্রহীনতা, নয় নির্গুতিতাসূত
বলিয়া হ্রি সিদ্ধান্ত করিয়া বলি।' *হৃদয়*, ১৯২০।

নির্বৃত্ত [স] *বি* নিষ্পন্ন। 'আমি, আত্মসুখে নির্বৃত্ত হইয়া, তাহাদের অবস্থার
এক ক্ষমমত্তে দৃষ্টিপাত করি না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৭।

নির্বৃত্তি [স] ১ *বি* মুক্তি। 'যদিও তোমাকে আজ বাড়ির নির্বৃত্তি।'
মানিকরাম, ১৭৮১। ২ *বি* জীবন নির্বাহ। 'শত শত লোক ঈশ্বর
জীবিকার নিমিত্ত শত শত পুত্র প্রস্তুত করিয়া নির্বৃত্তি করিতেছে।'
দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ *বি* উপশয়। 'নমো নমো বিবেকের জীবন
নির্বৃত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নির্বোধ, নির্বোধ [স] ১ *বি* দুর্গতি। 'নির্বোধ হইল পথে করেন বিচার।'
কুমার, ১৫৮০। ২ *বি* অদুত। 'রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয়
নির্ভেদ উপস্থিত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৭৭। 'এই প্রকার নির্বোধ প্রকাশ
করিয়া রাজা পুনরায় সন্ন্যাসীর পদান্ত হইয়া স্নেহমীরে তাঁহার
পদস্বয়ং ধৌত করিতে লাগিলেন।' *মণ্ডারক*, ১৮৬৯। ৩ *বি*
বিযাগী। 'হৃদয়হীন নির্বোধ উদাসীন শিল্পী।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নির্বোধপ্রকি [স] *বি* আত্ম গণিতবর্তনশীল নয় এমন। 'নির্বোধপ্রকি মনের
চালনা।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নির্বোধ, নির্বোধ [স] ১ *বি* কাকজানহীন। 'নির্বোধ মাঘম বা হর্ষমানে
ফের গর্ভতে গতি করিয়া ...।' *গ্রাম্য*, ১৮০১। ২ *বি* বোক। 'যুধ
'একজন নির্বোধের বাক্যের আমরা উত্তর দিতে পারি না।'
জানাবেশব, ১৮৩০।

নির্বোধের 'হর্ষ' *বি* বোকার মতো না-জেনে পরম সিদ্ধান্ত। 'মাক।
'ইহারা কিরূপ fool's paradise (নির্বোধের হর্ষ) ...' *অসংবিধা*
হইয়া গড়িয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯০৭।

নির্বোধিক [স] *বি* ব্যক্তিনিষেক। 'জীবনিক নির্বোধিক, যাকে ইয়েঞ্জেল
বলে ইম্পার্সোনাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

নির্বোধিত্ত [স] *বি* নির্বোধ ব্যক্তিত্ব। 'যা নির্বোধিত্তে বিশোধিত হয়ে
ফেরার কপার মত ভালে টানে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

নির্বোধ [স] *বি* যথার্থ। 'অমৃতভিত্তিক হারা পূর্ববৎ নির্বোধ ও নির্বোধ
শরীর করিল।' *মৃত্যুহর*, ১৮১২।

নির্বোধ [স] *বি* অবাধ। 'যতসুকের নির্বোধ 'হৃদ-যামিত্ত বর্তিল।' *মনসুর*,
১৯৫২।

নির্বোধ [স] *বি* কৃত্রিম। 'অমৃতভিত্তিক হারা পূর্ববৎ নির্বোধ ও নির্বোধ
শরীর করিল।' *মৃত্যুহর*, ১৮১২।

নির্বোধ [স] *বি* নির্বোধ। 'ভুবনবিখ্যাত বীর নির্বোধ সতীর।'
বাহ্য, ১৮৫০।

নির্বোধ [স] ১ *বি* ভয়হীন। 'আত্মক পণ্ডিত বড়দি নির্বোধ মনে।' *বদু*,
১৪৫০। ২ *বি* নির্বোধ। 'হবে জয় রে, ভবে বীর, হে নির্বোধ।'
১৯১৮। ৩ *বি* আত্মবিধা। 'সত্যেরে করছি জয় এ বিশ্বাসে ভনে
মনে লিখাম নির্বোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৪ *বি* উদ্ভীক। 'তবে
কর্মক্ষেত্রে ধর নির্বোধ পান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৫ *বি* আত্মসম্পূর্ণ। 'বিশ
বাহ মেলি লর, পায় অন্তরে নির্বোধ গরিচ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

নির্বোধ্যের [স] *বি* নির্বোধতার গৌরব। 'কিরিব নির্বোধ্যের

তোমার কুণ্ডলার সাজে হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নির্বোধনির্ভিত্ত [স] *বি* শব্দার্থহীনভাবে যুক্ত। 'আজ নির্ভরনির্ভিত্ত
ভুবনে আসে কে আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

নির্বোধ-নির্বোধ [স] *বি* নির্ভিত্ত আশ্রয় লাভ করেছে এমন। 'সংসার-
পন্থনে নির্ভর-নির্বোধ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

নির্বোধশরণ [স] *বি* নিরাপদ আশ্রয়। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ
ভূম্যাম্পদ নির্বোধশরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

নির্বোধদয় [স] *বি* ভয়শূন্য। 'যে সুদূর বসনের মাথাত্তে
নির্বোধদয় ছিলেন।' *মণ্ডারক*, ১৮৫২।

নির্বোধে ক্রিষ ভয়হীনভাবে। 'নির্বোধে এসো।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

নির্বোধ [স] ১ *ক্রিষ* নির্ভিত্ত। 'অভেতের কোলে করি কাম্যে নির্ভর।'
বদু, ১৫৮০। ২ *বি* ভরসা। 'আমার চাকুরে সুশৃঙ্খলাতে নির্ভর
করিতে পারি।' *ভাষিক*, ১৮০৩। ৩ *বি* সমর্থন। 'মিল এতধিষয়ে
উল্লিখ্য হযোস্তে একটা বচনের প্রতি অনেক নির্ভর দিয়াছেন।'
বন্দন, ১৮৭২। ৪ *বি* আশ্রয়। 'মরণেরে করে চিরজীবন-নির্বোধ।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নির্বোধতা [স] ১ *বি* বিবর্তন। 'পারম্পরিক নির্ভরতা পৌরাণেই
মানবজাত্যের চরিতার্থতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* আশ্রয়। 'একটা
পরম নির্ভরতার জব।' *কিছু*, ১৯২৯।

নির্বোধশীল [স] *বি* নির্ভরশীল। 'নির্বোধের সরল চাষ-ভাষ্যের
সম্প্রদায় লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯৩।

নির্বোধশরণা [স] *বি* নির্ভরতাপূর্ণ। 'একটি নির্ভরশরণায় বৎসল
ভাব, হিরণ্যে প্রকাশ পাইয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নির্বোধযোগ্য [স] *বি* নির্ভর করা যায় এমন। 'আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট
... যদি স্পষ্ট পরিষ্কৃত নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯৫।

নির্বোধযোগ্যভাবে [স] *ক্রিষ* নির্ভর করা যায় এমনভাবে। 'গড়ে
উঠল ... ঐতিহ্যকে নির্ভরযোগ্যভাবে বিচার-বিশ্লেষণের প্রাণী।'
শিখ, ১৯৫৬।

নির্বোধশীল [স] ১ *বি* অন্যের উপর নির্ভর করে চলে এমন। 'নির্বোধ,
নির্বোধীল, নিরাপার দুলালের মতো।' *সুখীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বি* শ্রম
হুশাগ্রী। 'যে শিকার প্রানন্ত আসাবের প্রতিই মানুষকে
নির্বোধীল করে তোলে তাকে মৃত্যুর বাহন বলাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

নির্বোধশীল [স] *বি* শ্রী আস্থা রয়েছে এমন। 'বাস্তবীকরণ কলমের
উপর অসীম নির্ভরশীল এই বন্য মেয়েটির নিকট ...।' *কিছু*,
১৯৩৮।

নির্বোধশ্রম [স] *বি* আশ্রয়। 'বর্তমানই ... অদূর-ভবিষ্যতের
নির্বোধশ্রম।' *হৃদয়*, ১৯১৫।

নির্বোধহীন [স] ১ *বি* অবলম্বনহীন। 'মাঝর মধ্যে তার চেতনা
নির্বোধহীন।' *মানিক*, ১৯৪০। ২ *বি* অসহায়। 'বহু নারী নির্ভরহীন
অবস্থায় দুঃখ জীবনযাপনে বাধ্য।' *বেগম*, ১৯৭৭।

নির্বোধমত [স] *বি* শ্রী শাহায্য। 'ভূতালী দীলতা নির্ভরমত
গননরেন - স্ত্রীসে দিবে সহায়তের চিত্র।' *সুখীন্দ্র*, ১৯২৬।

নির্বোধী [স] *বি* নির্ভরশীল। 'আমাদের সেসে স্বভব-নির্বোধী পুরুষের
দৃষ্টি অনেক সোচ্ছবি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

নির্বোধ [স] *বি* ভরসা। 'সে বিবেকে নিত্য নির্ভরতা হই নাই।'

বিদ্যা, ১৮৭৩।

নির্ভী [স] ধনসম্পত্তি। মানোদ্র, ১৭৪৩।

নির্ভাবন [স] ত্রিবিধ ভাবনাবীমভাবে। 'ধর্মশক্তিকার গ্রীবা রেখে নির্ভাবন দেখে যাবো।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

নির্ভাবনা [স] ১ বি নিচ্ছিন্ততা। 'টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি ...।' দর্পণ, ১৮১৯; 'মোড়ার পনের দিনও বানের নির্ভাবনায়।' হাই, ১৯৪৭। ২ ত্রিবিধ ভাবনাবীমভাবে। 'ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চপিতেছে লোক নির্ভাবনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নির্ভার [স] ১ বি লঘু। 'এমন বরকরে, নির্ভার তত্ত্ব বশ গ্রহযোগের কারুকালা।' হাই, ১৯৫৪। ২ বি ভারহীন। 'শারীরিক ওজনের দিক দিয়ে একরকম নির্ভার।' হাই, ১৯৫৬। ৩ বি হালকা। 'শ্যাম্পু দেওয়ার মাথার ভেতরটা নির্ভার মনে হয়।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

নির্ভীক [স] বিগ ভয়শূন্য। 'অতি নির্ভীক বলশালী প্রাণীরও ... কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিরুদ্দেশ।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

নির্ভীকতা [স] ১ বি ভয়হীনতা। 'শব্দার উদয় হয় না এক্ষণ নির্ভীকতা কোন জীবের নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি সাহসিকতা। 'উর্ভত্তির লক্ষণই হচ্ছে নির্ভীকতা, উদারতা, প্রামদ্যতা।' শরীফ, ১৯৬৮।

নির্ভুল [স] ১ বি শুদ্ধ। 'আমি নিজে নির্ভুল পিথিতে পারি না।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বি মুদ্রপ্রমাণ-বর্জিত। 'অমনকুল সাধের মানবজন ত্যাগ করিয়া একটা মানিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ আকারে জনস্বহৃৎ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৩ বি নিমিত্ত। 'নির্ভুল স্রবের চেয়ে আমি ভাষাকে শ্রদ্ধা করি।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৪ ত্রিবিধ চমৎকারভাবে। 'পারিলা হয়ে বাজিতেছে নির্ভুল।' জগদীশ, ১৯৩১। ৫ বিদ্রুত। 'তার নির্ভুল হিসেব করে ফেলো।' অচিন্তা, ১৯৫০।

নির্ভুলভাবে [স] ত্রিবিধ আত্মহীন উপায়ে। 'নির্ভুলভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া তাদের উদযুক্ত প্রতিনিমি নির্বাচন করিবে।' আজাদ, ১৯৫৯।

নির্ভূমি [স] ১ বি ভূমিহীন। ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি ভূমিচ্যুত। 'নির্ভূমি হবেক না।' কাল্যাণ, ১৭৮৪।

নির্ভূষণ [স] বিগ অলঙ্কারহীন। 'বিসন নির্ভূষণ ভিকারচের গৌরব ভারতবর্ষেরই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নির্ভূত [স] নিভৃত/বিগ গোপন। 'নির্ভূতে সুনির্ভূত দুঃখমুদ্রা মহাসংক্ষেপে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নির্ভেজাল [স] নিরু-ভেজাল/বিগ বাটি। 'অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

নির্ভেদ [স] ১ বি বিনীর্ণ। 'সেই পর্বত নির্ভেদ করিয়া উখিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি পার্থক্য। 'আমার সুকির সঙ্গে রাজমুখো বাদরের নির্ভেদ নিয়ম করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নির্মহান, নির্মহাজন [স] বি নিবেদন। 'প্রাণ রাজ্য করি প্রকৃপসে নির্মহান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নির্মম [স] ১ বি নির্দয়। 'নির্মম! নিষ্ঠুর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি অগ্রহ। 'ইহার মধ্যে নির্মম দৃঢ়তা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি প্রবল। 'জীবনে তোমার টান জ্যোৎস্নার নিন্তি নির্মম জ্যোতের।' হোয়েন, ১৯৬৯।

নির্মমতা, নির্মমতা [স] ১ বি দরদহীনতা। 'ইহা কেবল স্বার্থপরতা, নির্মমতা এবং অনভিজ্ঞতার কথা।' বাঘাভোদিনি, ১৮৭০। ২ বি নিষ্ঠুরতা। 'পরের দ্বন্দ্ব লয়ে করে টানটানি, শত্রুনির মতো নির্মমতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নির্মমভাবে [স] ১ ত্রিবিধ অনিবার্যভাবে। 'শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমার আমাদের মৃত স্বভূতে তেমন পরিহার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ত্রিবিধ নির্দয়ভাবে। 'আমাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে নির্মমভাবে।' নন্দকল, ১৯২৫; 'শুষ্কতার রেখাগুলি নিয়ে নির্মমভাবে খেলা করে যেন।' ওয়ালী, ১৯৬৮। ৩ ত্রিবিধ কঠোরভাবে। 'তার প্রাণাভ্রমকে সে নির্মমভাবে দমন করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৪ ত্রিবিধ ক্ষমাহীনভাবে। 'সমাজ তাঁকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছে।' শ্যাম্পু, ১৯৩৩। ৫ ত্রিবিধ নির্দয়ভাবে। 'তাই সে বনকে নির্মমভাবে বনকে নির্মম করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নির্মল, নির্মলা [স] ১ বি বিষমুক্ত। 'কালী দলিতা জল করিআ নির্মল।' হতু, ১৪৫০। ২ বি শুদ্ধ। 'আকাশে নির্মল পথ পড় মুচিল।' মালধার, ১৪০০। ৩ বি পরিষ্কার। 'এইমত নিত্যানন্দধরুণ নির্মল।' বদা, ১৫৮০; 'তব নির্মল নীরব হাস্য।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বি নিরুদ্ধ। 'তাহার হৃদয় গুনি পয়ম নির্মল।' বদা, ১৫৮০; 'নির্মল রাজার কুলে লাগাইলে কালি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৫ বি নির্দোষ। 'নির্মল কোন দিন মলা উত্তর না হই।' আভোদিনি, ১৭৪৩। ৬ বি শুদ্ধ। 'তাহার অশ্রু নির্মল জল।' রামায়ণ, ১৮০১। ৭ বি শুদ্ধ। 'দৃষ্টিত হয়নি এমন।' প্রভাৎ পরিমিত হিতকারী প্রবো ভোজন ৪ দুই এক দ্রুত নির্মল বাদ্য সনের কবি।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৮ বি সুবাসপূর্ণ। 'শত মরলশিখা করে ভবন আলো, উঠে নির্মল ফুলগন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৯ বি প্রশান্ত। 'ভারপরে অর্ধমতে যে নির্মল মুখলম্বা পাচো নিজে হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ১০ বি চিত্তশুদ্ধ। 'দেখিলাম যাহা দেখিবার নির্মল আলোকে মোহমুক্ত তোমার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ১১ বি উদার। 'নির্মল সে নীলিমার প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নির্মলতা, নির্মলতা [স] বি পরিষ্কৃত। 'দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে আপনার নির্মলতা ও স্বামী পুরে লইয়া সুখে সংসার যাত্রা।' তমোলক, ১৮৭৪; 'আকাশের নির্মলতা আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'আরও যেন থাকিআ নির্মলতার সম্ভার হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

নির্মলক [স] বিগ মশালু। 'বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে নির্মলক হতে পারে, কিন্তু নির্মলক হবে কী করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নির্মলুষ [স] বিগ শোকশূন্য। 'বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে নির্মলুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মলুষ হবে কী করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নির্মলুষিক [স] বিগ অমানুষিক। 'এই নির্মলুষিক সূর্যবহ্নায় নিম্নেসের মুখাকা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নির্মিলন [স] বি অবসান। 'স্বপ্নের প্রান্তে নিত্য আত্মনামে সৌভাগ্যের নির্মিলন।' আহসান, ১৯৫৯।

নির্মলা [স] ১ বিগ কমলীয়। 'সুচরিতা সুলালিতা নির্মলা উজ্জ্বলা।' বহরাম, ১৬৫০। ২ বিগ স্ত্রী পক্ষি। 'তন্ময় পৃষ্ঠে পাঠে ... বুকি নির্মলা হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮২৫।

নির্মলী, নির্মলী [স] বি মশালবিশেষ। 'নির্মলী, পিললী, বদা, প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য এই হান হইতে নানা সোমে প্রেরিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

নির্মহাজন [স] বিগ মহাজনহীন। 'ধর্মী নির্মহাজন নির্মহাজন হোক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নির্মা, **নির্ম্যা** [সি নির্মাণ] কি নির্মাণ করা। **নির্মাইআ** কি নির্মাণ করে।
 'কাট নির্মাইআ দেহ জোয়ের আশার।' মুকুন্দ, ১৬০০। **নির্মাইয়া**,
নির্মাইয়া কি নির্মাণ করে। 'ভিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের প্রভাবে
 'টমস টনল' নির্মাইয়াহিনেন।' কৃষ্ণভাদ্রিণী, ১৮৮৫। **নির্মাইল**
 কি নির্মাণ করলো। 'হিরা নিলা মরকতে নির্মাইল চড়া।' মুকুন্দ,
 ১৬০০। **নির্মাইলে**, **নির্মাইলে** কি তৈরি করলে। 'সিদিহী জিনিরে
 ক্রতিত্ব দিয়ে বিধি নির্মাইলে।' ভবানী, ১৮২৫। **নির্মায়ী** কি নির্মাণ
 করে। 'নির্মায়ী মনুষ্য জাতি শান্ত নহে মন।' অলাওল, ১৬৮০।
নির্মায়িলো, **নির্মায়িলো** কি নির্মাণ করলাম। 'নিজ ধন দিআ সুন্দরী
 রাধা নির্মায়িলো এ বৃন্দাবনে।' বড়ু, ১৪৫০। **নির্মিল**, **নির্মিল** কি
 নির্মাণ করলো; সৃষ্টি করল। 'কোণ বিধকর্মে নির্মিল দুই তন।' বড়ু,
 ১৪৫০। **নির্মিলা** কি নির্মাণ করলো। 'বিবিধ প্রকারে তরু শোভায়
 নির্মিলা।' সুতান, ১৭০০।

নির্মাল, **নির্মাল** [সি ১ বি নির্মাণ] 'সুবর্ণের ঘট গোটা বিচিত্র নির্মাণ।'
 বিষ্ণু, ১৬৫০। ২ বি গঠন। 'নির্মাল স্থাপন হেল ভুবন মন্দির।'
 বারোম, ১৬৫০। ৩ বি রচনা। 'সংকৃত প্রকৃতি নানা মন সংগ্রহ ও
 ইন্দ্রজীতে তদর্থ সঙ্কলনপূর্বক এক মহাশেষে নির্মাণ করিয়াছেন।'
 দর্পণ, ১৮৩৪। ৪ বি তৈরি। 'আপন আপন রক্ষণোপযোগী গৃহ
 নির্মাণ করিতে পারে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

নির্মাণকার্য, **নির্মাণকার্য** [সি বি স্থাপনের কাজ। 'একটি নতুন
 কারখানার নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

নির্মাণ-কাল [সি বি নির্মাণের সূচনা। 'যদি ইংরেজি সাহিত্যের
 নির্মাণ-কালের আরম্ভ ধরা যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নির্মাণকুলশা [সি বি নির্মাণের সূচনা। 'এই দৃষ্টি সৌধ মানুষের
 নির্মাণকুলশার দৃষ্টি অসামান্য নির্দশ।' সিরাজুল, ১৯৪৭।

নির্মাণকৌশল, **নির্মাণকৌশল** [সি বি রচনাকৌশল। 'প্রাচ্যবাহী
 নির্মাণকৌশল দেখিতে পাইলাম না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

নির্মাণক্ষম [সি বি তৈরি করতে সক্ষম। 'নব নির্মাণক্ষম তাঁর
 শিল্পীদের পরিচয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' সুদীপমুখো, ১৮৭০।

নির্মাণ-বোশা [সি নির্মাণ+কা নিশা] বি নির্মাণের অসম্মানীয় অগ্রহ।
 'নির্মাণ-বোশায় যি মতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নির্মাণপত্র [সি বি নির্মাণনিষ্ঠা। 'সেখানে সৃষ্টিপত্রের জায়গায়
 নির্মাণপত্র আবিষ্কৃত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নির্মাণবিদ্যা, **নির্মাণবিদ্যা** [সি বি নির্মাণ করার বিদ্যা। দর্পণ,
 ১৮২২।

নির্মাণনীতি, **নির্মাণনীতি** [সি বি নির্মাণের পদ্ধতি ও চর্চ। 'ইহার
 নির্মাণনীতি বিলক্ষণ কৌশল ও চাতুর্যের পরিচয় দিতেছে।' কৃষ্ণভাদ্রিণী, ১৮৮৫।

নির্মাণশালা [সি বি রচনাশালা। 'আমাদের মহাশয়ী তাঁহার
 অভিশোষণ নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপরূপ নিয়মে আমাদের জীবন
 গড়েন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নির্মাণোপযোগী [সি নির্মাণ-উপযোগী] বি তৈরি উপযুক্ত।
 'অটলিকা নির্মাণোপযোগী প্রস্তর জাতীয় উপাদানের অভাব।' মাহেনও, ১৯৪৯।

নির্মান, **নির্মান** [সি নির্মাণ] বি সৃষ্টি। 'চিহ্নিয়া বোলও সেবি বিধি
 নির্মান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নির্মাতা, **নির্মাতা** [সি বি নির্মাণ করে যে। 'ইহার নির্মাতা অতি নিপুণ?'
 অক্ষর, ১৮৪৩।

নির্মাতিক, **নির্মাতিক** [সি বি নির্মাণ। 'দুরাতার নির্মাতিক মনুষ্যের কর্তৃ।'
 দর্পণ, ১৮২৫। 'আত্মের প্রতি থিকার ও নির্মাতিক দায়ভাগকারকের
 প্রতি অভিলাষ।' দর্পণ, ১৮৪০।

নির্মাতা, **নির্মাতা** [সি বি যে মালা নিবেদন করা হয়েছে। 'নির্মাতার
 ভালি কেনে সিই মন্দিরবাহিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'বিশালের মালা
 গাঁথিতে হেল না/ দেব-নান নির্মাতা দিয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

নির্মিত, **নির্মিত** [সি ১ বি নির্মাণ করা হয়েছে এমন। 'করসকবিপ
 মাল নির্মিত কমলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রস্তুতকৃত। 'রক্তন
 নির্মিত ভাল লবিত বহল।' সুতান, ১৭০০। ৩ বি গঠিত। 'জরান
 সমাজ নির্মিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ আকার-প্রাপ্ত। 'পদ্য
 এই সেদিন তো নির্মিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বি তৈরি।
 'বিলাতের নির্মিত কঠিন পাশুরুর তলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নির্মিতা, **নির্মিতা** [সি বি স্ত্রী নির্মাণ করা হয়েছে এমন। 'তুমি সেই
 সাথে নির্মিতা হোয়ে মনোমায়ী হয়ে নাচ।' রামহাসদ, ১৭৮০।

নির্মিতি [সি বি রচনা। 'পান কবি শ্রীমুকুন্দ পাচলি অমৃত নির্মিতি।'
 মুকুন্দ, ১৬০০।

নির্মিখতা, **নির্মিখতা** [সি বি নির্মাণ করার ইচ্ছা। 'নির্মিখতা,
 জ্ঞানোপায়া, বিবঙ্গা ও আত্মদাস এ চারি বৃত্তি ...।' অক্ষর, ১৮৪৯।

নির্মায়মান, **নির্মায়মান** [সি বি নির্মাণ করা হচ্ছে এমন। 'নির্মায়মান
 মহাকালী ঢাকার রাস্তার ...।' অজ্ঞান, ১৯৫৬; 'নির্মায়মান নয়া
 দৃষ্টিনির্মাণের নাম ...।' বেণু, ১৯৭০।

নির্মুক্ত, **নির্মুক্ত** [সি ১ বিণ পুরোপুরি মুক্ত। 'কিছুতেই তাদের চরণতল
 তাদের বারমুখ থেকে নির্মুক্ত করতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০;
 'অতীতনির্মুক্ত পবিত্রতা ধৌত করে দিলে তোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২
 বিণ নিষ্কল। 'সমস্ত ভক্তভক্তি নির্মুক্ত হইতে পারে না।' রবীন্দ্র,
 ১৯৩৭।

নির্মূল, **নির্মূল** [সি ১ বিণ উৎপাদিত। 'কবি যখন সব সমুদে নির্মূল।'
 ভারত, ১৭৬০; 'তাদের নির্মূল করা কি মানুষের সাধ্য।' মাইকেল,
 ১৮৬১। ২ বিণ বিনষ্ট। 'ভাষ্য অর্থ এক কালে নির্মূল হয় ...।' সেবধি,
 ১৮৩৯; 'সাহেবেরা প্রবল প্রত্যয়ে শস্যকূল নির্মূল করিয়া
 তাহাতে নীলের বীজ বপন করে।' প্রত্যয়, ১৮৫৩। ৩ বিণ
 হীনমূল। 'মাঠের কিনারে বসে শুক পাভা শোভাতেছে কয়েকটি নির্মূল
 সজ্জান।' জীবন, ১৯৩০। ৪ বিণ ভিত্তিহীন। 'একটি রেখার হলে ভুল
 দীর্ঘকালে অকথা-আপনার করে সে নির্মূল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৫
 বিণ বিশুদ্ধ। 'নির্মূল করে ফেলো।' নজরুল, ১৯৪১।

নির্মূলিত [সি বিণ বিশুদ্ধ। 'সেইরূপ এক পৃথিবী সে পুত্র বিনাশ
 হইলে তাহার বংশ নির্মূলিত হইয়া যায়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নির্মেধ [সি ১ বিণ মেঘনীব। 'নির্মেধ ও সমেধ আকাশ।' হরহাসদ,
 ১৮৭৮। ২ বিণ অশ্রুহীন। 'নির্মেধ চক্ষু কতু নাহি জ্ঞানে।' জীবন,
 ১৯২৭। ৩ বিণ উজ্জ্বল। 'সুর-সামোলের তীব্র তত্ত্বভার নির্মেধ
 আনন্দে।' গায়ত্রী, ১৯৩৩।

নির্মোহ, **নির্মোহ** [সি ১ বিণ মোহ। 'ভাঙ্গিছে আবার অনন্ত তার
 বরষের নির্মোহ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ আত্মদান। 'ভেঙে যায়
 কীটপ্রায় মরণীর বিশীর্ণ নির্মোহ।' জীবন, ১৯২৭।

নির্মোহ [সি বি নির্মল। 'একাদশে হরিনাস ঠাকুরের নির্মোহ।' কৃষ্ণদাস,
 ১৫৮০।

নির্মোহ [সি বিণ নির্গত। 'দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্মোহ হইয়া চতুর্বিধে
 মরক বিস্তার করিতে থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

নির্ঘাতক [স] বিণ অত্যাচারী। 'ঐ নির্ঘাতকের বন্দি-কারার সত্য কি কত শক্তি হারায়।' নজরুল, ১৯২৪।

নির্ঘাতন, নির্ঘাতন [স] বি অত্যাচার। 'হাসান-হোসেনকে নির্ঘাতন এবং তাহাদের গ্রামহরণ-মানসে এছিল সসন্দেহে ...।' মণাররক, ১৮৮৬; 'প্রতিদিন সপিন্ধে আপন গ্রাম নির্ঘাতন সহি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নির্ঘাতনকারিণী [স] বি স্ত্রী ঔৎসাহিক। 'তাহার নির্ঘাতনকারিণী যার নিকট পড়িয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নির্ঘাতনমূলক, নির্ঘাতনমূলক [স] বিণ ঔৎসাহিকমূলক। 'নির্ঘাতনী অভিধান যাহাতে নির্ঘাতনমূলক ভঙ্গরত্নার পরিপক্ব না হয়।' আজাদ, ১৯২৪।

নির্ঘাতিত [স] বিণ অত্যাচারিত। 'নিরস্ত নির্ঘাতিত নিরক্ষর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'ও ঐশ্বর্য এখন আমার সপের নির্ঘাতিত ভাই-বোনদের।' নজরুল, ১৯৩১।

নির্ঘাতিতা [স] বি স্ত্রী অত্যাচারিত। 'বৌ-কাটকী শাতকী ও নির্ঘাতিতা বধু।' অন্তরা, ১৯২৮।

নির্ঘাস, নির্ঘাস [স] ১ বি সারবর। 'আখানিল রসের নির্ঘাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ নিঃশ্বাস। 'হৃৎস্বামী গলে ধরি রহিল নির্ঘাস।' জ্ঞানচন্দ্র, ১৬৮০। ৩ বি রস। 'তুমি সর্বমুখ হইতে যথু নির্ঘাস করিবার সৈন্য্য আমাকে প্রেরিত্ব বিধান করিবেন।' তান্ত্রিকী, ১৮০০; 'কোণ্ড কোণ্ড বুকের নির্ঘাস বা আঠা অনেক প্রয়োজন লাগে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

নির্ঘজ্ঞ, নির্ঘজ্ঞ [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'নির্ঘজ্ঞ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া হান।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'আপনার কথা শিখি নির্ঘজ্ঞ হইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বিণ ন্যা। 'কানুজক নির্ঘজ্ঞের সে নির্ঘজ্ঞ অশমান্তরী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নির্ঘজ্ঞতা [স] বি লক্ষ্যহীনতা। 'নির্ঘজ্ঞতাকে পূর্ণত্বসম্পন্ন লক্ষ্য দিয়াও ঢাকা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নির্ঘজ্ঞভাবে [স] বিণ লক্ষ্যহীনভাবে। 'পূর্ববঙ্গশুনার আপন সেবক লইয়া নির্ঘজ্ঞভাবে আফ্রিকান করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নির্ঘজ্ঞা [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'বিদ্যাভাস করিলে যে নির্ঘজ্ঞা হইবে এমত নহে।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'সেই মীলাকাশ সেই নির্ঘজ্ঞানের মীল চোখের মত।' মুক্তকথা, ১৯৫২।

নির্ঘাঙ্ক [স] বিণ লেখন্য। 'আমি নির্ঘাঙ্ক।' নজরুল, ১৯২৯।

নির্ঘাঙ্ক [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'নির্ঘাঙ্ক কালো কলম পড়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নির্ঘাঙ্ক [স] বিণ নিরাসক্ত। 'যে এই সকল মধ্যে বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্ঘাঙ্ক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নির্ঘাঙ্কতা [স] বি আসক্তহীনতা। 'কাকুরের চিত্তের একটি নির্ঘাঙ্কতা ধাকা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নির্ঘাঙ্কিত [স] বি নিরাসক্ত। 'নির্ঘাঙ্কিত, নির্ঘাঙ্ক, শক্তি কেবলই স্বপন।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

নির্ঘোষণ [স] বিণ উদাসীন। 'নির্ঘোষণে তুমি সংসারের সার।' মাল্যধর, ১৫০০।

নির্ঘোষণ [স] বিণ জমশূন্য। 'তাহার অত্যন্ত অন্যায়ে নিরোগ দ্বারা কত কত নার উজ্জ্বল গিয়াছে, কত কত প্রদেশ নির্ঘোষণ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নির্ঘোষণ [স] বিণ লোভহীন। 'শান্ত দায় ভিত্তিহীন নির্ঘোষণে বিধবে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নির্ঘোষণী [স] বিণ লোভ নেই এমন। 'হিনি ধর্মিক, নিম্পৃহ, নির্ঘোষণী তাহারই প্রতি রাজার তুলি করে।' স্বপ্নদর্শন, ১৮৭৪।

নির্ঘোষণ [স] বিণ দাড়ি ঘোঁষা নেই এমন। 'নির্ঘোষণ গলাধার আর বিকৃশাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নির্ঘোষণ [স] বিণ দাড়ি আশ্রয়। 'যেই মুনি বিদ্যাবার আবার নির্ঘোষণ।' মাল্যধর, ১৫০০।

নির্ঘোষণ [স] বিণ উদাসীন। 'নির্ঘোষণ নির্ঘোষণ আমি কহিল মূলমন্ত্র।' মাল্যধর, ১৫০০।

নির্ঘোষণ [স] বিণ ১ বিণ মীল হস্তের। 'তাহা তাহা নিলুপ্তপদ বন ভরই।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বি গাছ থেকে উৎপন্ন মীল। ক্যালশে, ১৭৮৪।

নির্ঘোষণ [স] বিণ ১ বিণ অক্ষ। 'এমন নিলক্ষ জন নিলা করে হাতে।' জ্ঞানচন্দ্র, ১৬৮০। ২ বি আড়াল। 'কাননের পুতি আমি নিলক্ষে লুটাই।' জ্ঞানচন্দ্র, ১৬৮০।

নির্ঘোষণ [স] বিণ ১ বিণ অসীম। 'রহিতে নাইক স্থল নিলক্ষা সুখিত।' বাহরায়, ১৬৫০।

নির্ঘোষণ [স] বিণ ১ বিণ লক্ষ্যহীন; অলক্ষ্য। 'সিঁদেই উজাড়ি সবই নিলক্ষ চরণে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

নির্ঘোষণ [স] বিণ ১ বিণ লক্ষ্য; লক্ষ্যহীন। 'এক তান না বোলে নিলক্ষ চিত্তগামী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নির্ঘোষণী [স] বিণ ১ বিণ লক্ষ্যহীন। 'এতদেই নিলক্ষী রাধী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নিলাডাউন [স] বি শাখিবর হাঁটুর উপর তর করে মাঁড়ানা। 'দশ খিটি নিলাডাউন হরে থাকে।' মল্লীশ, ১৯৩৩।

নিলাপল [স] বি মৌলোৎসাহ। 'বি নিলাপল।' 'পতো নিলাপলসনে কহায় কুন্দ জলে।' মাল্যধর, ১৫০০।

নিলামসি [স] বি মৌলোৎসাহ। 'বি বহুমূল্য মৌলোৎসাহি।' 'নিলামসি খিদি তাঁর মুখানি অনুশার।' মাল্যধর, ১৫০০।

নিলামসি [স] বি মৌলোৎসাহ। 'বি মৌলোৎসাহি।' 'নিলামসি জেন সফল ধনুর প্রকাশ।' মাল্যধর, ১৫০০।

নিলাম [স] ১ বি আসল। 'সমুদ্রের তেঁউ জেন সমুদ্র নিলাম।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি বাসস্থান। 'কিছু বিতে কিছু কিসে/ নিলা দিতা বাড়ে ধনে/ পুর মধ্যে জাহার নিলাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিলাম [স] বি নিলাম। 'বি বাসস্থান।' 'জয় জয় সখ হৈল যোদ্ধা নিলাম।' মাল্যধর, ১৫০০।

নিলা [স] বি মৌলোৎসাহ। 'বি মৌলোৎসাহি মৌলোৎসাহি ব্রহ্ম; প্যাক্যার।' 'হিরা নিলা মুক্তি পলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিলা [স] বি মৌলোৎসাহ। ১ বিণ লক্ষ্যহীন। 'হেসে হে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাস।' দ্বিতীয়, ১৬০০। ২ বিণ ত্রুটি। 'স্বপ্নের করে নির্ঘোষণ নিলাজ - তখন গর্জিয়া নামে তব রক্ত বাজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বিণ বিবিক। 'নিলাজ মীল আকাশ ঢাকি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নিলাজ-রাজ্য [স] বি উজ্জ্বল লাল। 'নিলাজ-রাজ্য পাগল রঙে রঙিয়ে নিতে ধরে ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নিলাজি [স] বিণ লক্ষ্যহীন। 'হায় রে নিলাজি নারী।' নজরুল, ১৯২৯।

নিলাঠি [স] বিণ ১ বিণ লাঠিবিহীন। 'এ সেনাপল শুধু নিলাঠি নয়

নিলাম

নিলাঠি। 'নজরুল, ১৯২৭।

নিলাম। [প নিলাঠ] বি প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিক্রি। 'আমী কহিলাম তুমি নিলামে বিক্রি করিয়া টাকা লও।' মের্স, ১৭৫৭।

নিলামখানা। [প নিলাঠ+কা খানাঃ] বি যেখানে কোনো নিলাম নিলামে তোলা হয়। 'মুক্তকাজ্জ হয়ে ছুটোলা নিলামখানার দিকে।' সুলতান, ১৯২২।

নিলামঘর। [প নিলাঠ+পা ঘর] বি প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিক্রির স্থান। 'নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটা আইলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

নিলামজারি। [প নিলাঠ+আ জারী] বি প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিক্রয়ের ঘোষণা। 'ভাঁর নামেতে নিলামজারি।' রায়মহাস, ১৭৮০।

নিলামি। [প নিলাঠ+] বি অপেক্ষাকৃত কম দাম সম্পন্ন। বিদ্যা, ১৮৯১।

নিলাীন। [স। বিপ নিলাীন; অতর্কিত]। 'এই জলমুখলে প্রলয়জলধিঙ্গে নিলাীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নিপ্পেল। [স নিপ্পেল] বিপ নিপ্পেল। 'এতটা জলে ডান করেন নিপ্পেল নেরাকার।' রায়ম, ১৭১০।

নিপ্পেল। [স নিপ্পেল] বিপ লক্ষ্যহীন। 'নিপ্পেল হইল আমি।' বাক্যম, ১৬০০।

নিপ্পিনিয়া। [আ মিসরী] বিপ ক্ষুধার্ত। মাদোএল, ১৭৪৩।

নিপ্পা। [স নিপ্পা] বিপ নিপ্পা। 'কাজ্জ চুই খাই নিপ্পা।' পেশ্বর, ১৬০০।

নিপ্পা। [স নিপ্পা] বিপ নিপ্পা। 'নিপ্পা হইয়া যাইয়ু আয়ার নাম লইতে সুলতান, ১৭০০।

নিপ্পিশ। [খনা] বি অধিরূপা নির্দেশক শব্দ। 'হাত করে নিপ্পিশ, মাঝে বেগে গোপীপিশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'আমার হাত নিপ্পিশ করতে লাগল।' শিবরায়, ১৭১০।

নিপ্পা। [স নিপ্পা] বিপ নিপ্পা। 'কিছু হই না কোলে সেরী হইয়া নিপ্পা।' বিজয়, ১৬৫০; 'নিপ্পে রহিল বাজা মনে ২ ভবি।' রবীন্দ্র, ১৬৬৮। ২ বিপ নির্বাচ। 'এখ তনি আনিয়া নিপ্পে রহিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

নিপ্পা। [স। বি রাহি। 'কি দারুণ নিপ্পা গোয়াইল গোপীনাথ।' কৃষ্ণ, ১৫৮০; 'আজি বসন্ত নিপ্পা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিপ্পাঅবসানে। [স নিপ্পা-অবসান] বিপ রাহিগে। 'যথা নিপ্পাঅবসানে মাস-সুন্দর।' হাইকেল, ১৮৬০; 'নিপ্পা-অবসানে তে দিল যোগানে আনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

নিপ্পাফর। [স। বি চাঁদ। 'বিহরি প্রভাবে খেল নিপ্পাফর প্রজা।' আলফা, ১৬৮০।

নিপ্পাকান্ত। [স। বি চন্দ্র। 'নব নিপ্পাকান্ত-কান্তি।' হাইকেল, ১৮৬১।

নিপ্পাকাল। [স। বি রাতেও কো। 'জাঁপ হইয়া মাগ্যা যায় পায়্যা নিপ্পাকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিপ্পাচ। [স। বিপ রাতে অসমক। 'গুপ্তনা দারুণী নিপ্পাচ পনি কি সাধু নাই পরানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিপ্পাচরী। [স। ১ বি রাতেও কো। 'দুখে বেড়ায় যে।' কন্যারে ডাকিয়া কিছু বলে নিপ্পাচরী।' কুঞ্জরায়, ১৭২০। ২ বিপ রাতেও মতো অজ্ঞ।

'স্বর্গা নিপ্পাচরী কেহিছে নিবাস কদরের মাঝখানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নিপ্পাচর্য। [স। বি রাহিগে। 'ছাদরে উপর নিপ্পাচর্য করবার সময়ই ... গানভলি রচনা করিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিপ্পাচরী। [স। বিপ রাতেও কো। চতে বেড়ায় এমন। 'পক্ষীর মাঝে ছিল নিপ্পাচরী গ্রাণ।' কুঞ্জরায়, ১৮৭৬।

নিপ্পাঙ্ক। [স। বি শিশি। 'চাষবারে নিপ্পাঙ্ক পড়তে আতঙ্ক করেছে।' ভগ্নাঙ্গী, ১৮৪২।

নিপ্পাদেবী। [স। বি রাত। 'ভায়ায়ী নিপ্পাদেবী, উষাকে উদয়াচলের সঙ্গে মিলিত করেন।' হাইকেল, ১৮৭৪।

নিপ্পানাথ। [স। বি চাঁদ। 'পশ্চিম আমরার কূলে গেলো নিপ্পানাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নিপ্পাঙ্ক। [স নিপ্পা-অজ্ঞ] ১ বিপ রাহিগে। 'আনন্দে নিপ্পাঙ্ক বট বসাতে না পাল্যো হাট।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি রাতেও শেষ। 'নিপ্পাঙ্কে মলিন দীপ কেন ফুলে অকারণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নিপ্পাশক্তি। [স। বি চাঁদ। 'কহ কহ নিপ্পাশক্তি স্বরূপ উভর।' মাদোএল, ১৫০০।

নিপ্পাশক্তি। [স। বি চাঁদ। 'জল মাঝে সেখিলো মো কি নিপ্পাশক্তি।' বটু, ১৪৫০।

নিপ্পাশিল্প। [স নিপ্পা-অবসান] ১ বি রাহিগে অবসান। 'চাকর সুন্দরমুখলে প্রবেশ করিয়া নিপ্পাশিল্প করিল।' সুধাকর, ১৮৩১। ২ বি-দুসন্ময়ের সমাপ্তি। 'আমি অবসান, নিপ্পাশিল্প।' নজরুল, ১৯২২।

নিপ্পাভা। [স। বি রাতেও সময়। 'প্রতিদিন নিপ্পাভায়ে করয়ে কীর্তন।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

নিপ্পামি। [স। বি চাঁদ। 'না পোতে লসটিসে চাক নিপ্পামি।' হাইকেল, ১৮৬৩।

নিপ্পাখাপান। [স। বি রাত কাটানে। 'কোনও সন্ধান না পাইয়া, সান্ত্বিত্য বিহীনভাবে, নিপ্পাখাপান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নিপ্পায়মান। [স। বিপ অকারণে। 'উনিশ শতকের নিপ্পায়মান সমুদ্রতীর।' জীবন, ১৯৪৮।

নিপ্পা। [স। বিপ নিপ্পা। 'যদি হর পাণ নিপ্পা লোকে গাব দুর্জবা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি টিক। 'করিতে না পারে নিপ্পা টালে টালে টালে।' ভায়া, ১৭৬৩।

নিপ্পাখোর। [স। নিপ্পা+কা খোর] বি সোপান্য সেবন করে এমন ব্যক্তি। 'ভায়া-নিপ্পাখোর না পিলে নিপ্পাখোরের চলে কেমন কেরা?' মনসুর, ১৯৫৫।

নিপ্পা। [স। ১ বি অতিপূর্ণ। 'ভায়া নিপ্পা সোপান্য হালাদর করিলেন।' মের্স, ১৭৫৭। ২ বি মোদ। 'যদ্যপিও পাণ হর আমি ভায়া নিপ্পা করিব।' ভগ্নাঙ্গী, ১৮২৫।

নিপ্পা। [স। অতিপূর্ণ। 'ইহাতে ততাক হয় নিপ্পা করিব।' বোয়ল, ১৭৭৩।

নিপ্পা। [স। নিপ্পাখোর] বি নিপ্পা; সবেদ। 'ধরে দিব এখনি ধমের পায়ে নিপ্পা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

নিপ্পা। [স। নিপ্পাখোর] ১ বি লতকা। 'বাঁশে বাজে চামর নিপ্পান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি টিকা। 'রসুলের নিপ্পান যথেক একে একে নুহুত মোহর সেখিলা পরতেক।' সুলতান, ১৬৫০। ৩ বি লক্ষ্য।

মানোএল, ১৭৪৩। 'পাশবে নিশান রৈল তুই কালার পিরীতি'।
মহুজা, ১৭৫০। ৪ বি টৈনা বাহিনীর পতাকা। 'ওসা, ১৭৮৫।

নিশান-পাড়ি [নিশান+পাড়া] বি নিশান গেড়ে সীমানা নির্ধারণ।
'কোনো ছাতি ডিকি পাইয়া নিশান-পাড়ি করিয়া বসিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিশানদার [নিশান+দা] দারি বি শনাক্তকারী। 'এই কাষেকোতে সে-
নিশানদার সদর।' মৃগুতর্য, ১৯৬০।

নিশানদিহি [নিশান+দা দিহি] বি শনাক্তকরণ। 'তুমি নিশানদিহি
করিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

নিশানধারী [নিশান+স ধারী] বিপ পতাকা ধারণ করে আছে যে;
পতাকাধারী। 'নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

নিশান-বরদার, নিশানবর্দার [নিশান+স বরদার] বিপ পতাকা
বহন করে; পতাকাধারী। 'এলে নিশান-বরদার বীর, দুশমন পর্দার।'।
নজরুল, ১৯২৯; 'তোমরা এলেছ ডাবী দেশের নিশান-বর্দার হয়ে।'।
নজরুল, ১৯৩৬।

নিশান-বাহী [নিশান+স বাহী] বি পতাকা বাহক। 'হে নিশান-বাহী।
অশ্বপুংগের প্রবল ধনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নিশান মারা কি নক্ষত্রভেদ করা। 'মারিতে নিশান।' মানোএল,
১৭৪৩।

নিশানা [বা নিশানা] ১ বি আসান। 'পথে তুমি যতওয়ার যতওয়ার রইল
নিশানা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ২ বি শঙ্কস। 'মেহমানরা পনরদিন পরেও
যখন ফিরে যাবার কোন নিশানা দেখান না।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯। ৩
বি বিবরণ। 'পথের নিশানা নিতে দিখে দিখি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৬। ৪
বি কলত্র। 'বাড়ির মাথার টুলেট-এর নিশানা পড়তেই ...।' শিরকান্ত,
১৯৭০।

নিশানি [বা নিশানাবু] বি চিহ্ন; নির্দেশ। 'ওরা গেছে রক্ত-তোমার
নিশানে রেখে গেছে পথে সেই নিশানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৬।

নিশাশ বিপ অবিরত; অশেষ। 'কমা কর যোর চোখের জলের নিশাশ
দেয়ার ধার।' জসীম, ১৯২৯।

নিশাস, নিশাপ [স নিরশাস] বি নিরশাস। 'হাড়ও দীর্ঘ নিশাসে।' বসু,
১৪৫০; 'নিশাস এড়িয়ে মোকে সহে অবসর।' বসু, ১৪৫০।

নিশাসবাহু [স নিরশাসবাহু] বি নিরশাসের বাহন। 'নাই সে কেবল
বিন-গণনার গঞ্জির পাতার, সর সে নিশাসবাহু।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নিশাশা [স নিশান]। কি নিশাস ফেলা। 'কখনো পাতা করে গড়িত রে
নিশাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিশি, নিশী [স নিশা]। ১ বি রাত। 'নিশি আদমকর ঘন বারি বরিষে।'।
বসু, ১৪৫০; 'মেঘিরা গ্রহম নিশী।' বসু, ১৪৫০; 'সুখেতে করিলে
তুমি নিশি জাগরণ।' মন্দমোহন, ১৮৩৮। ২ ক্রিয়ণ রাত্রে। 'হারিয়া
পলার নিশে সেবা নাহি দিলে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি ভূতবিষেপ।
'যেন ভাষাকে নিশিতে পাঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নিশিপঙ্খা [নিশি+স পঙ্খ] বি ফুল বা গাছবিশেষ। 'অশোক
অপরাজিতা নিশিপঙ্খা ফোটা।' রামমোহন, ১৭৮০।

নিশিচ্ছা [নিশি+স ছা] বিপ ভূত-পাওয়া। 'নিশিচ্ছা ব্যক্তির মতো
সে হঠাৎ পারে, একদম বাহাজানা-স্বহিত।' শরৎকর্তা, ১৯৭২।

নিশিগিণি [নিশি+স গিণি] ক্রিয়ণ সবসময়ে। 'কলক যানিকি হটা
নিশিগিণি করে কলহম।' যাদিকরাম, ১৭৮১; 'তুমি বসু, তুমি নাথ,

নিশিগিণি তুমি আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

নিশিগিণমান [নিশি+স গিণি+স মান] ক্রিয়ণ রাত-দিন ধরে।
'প্রবীণ প্রাচীন গীত নিশিগিণমান/কর্ম-অনুরত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিশিগিণিবস [স নিশা+স গিণি] বি দিনরাত। 'তুমি জাগরণে মিশি
একাকার নিশিগিণিবসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিশিগিণি [নিশি+স গিণি] ক্রিয়ণ সবসময়ে। 'রয়েছে বাহা
নিশিগিণি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নিশিগিণি [নিশি+স গিণি] ক্রিয়ণ দিবারাত্রি। 'নিশিগিণি পুত্রহীন উভাপিত
মন।' বাহরাম, ১৬৫০।

নিশিগিণি [নিশি+স গিণি] বি টাল। 'কতের কুণ্ডল রতনে উজ্জ্বল তোর
মুখ নিশিগিণি।' বসু, ১৪৫০।

নিশি-নিশি ক্রিয়ণ রাতের পর রাত। 'আমি নিশি-নিশি কত রাত
শয়ন অকলনয়ন রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নিশিপালন [নিশি+স পালন] বি (হিন্দু আচার) অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও
স্নেহস্তমির রাত্রে উপবাস। 'পুত্রোদনস্তমির নিশিপালন আজ বৃষ্টি রে
সাহেব?' মনোহর, ১৯৬৬।

নিশিভাণ [নিশি+স ভাণ] বি মধ্যরাত। 'রসুলে বুলিয়া নিশিভাণ
হইব যবে।' মুলতান, ১৭০০।

নিশিভোজন [নিশি+স ভোজন] বি রাতের প্রধান ভোজ; ভিহার।
'মিস্ট্রি মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও।' রবীন্দ্র,
১৮৮৬।

নিশিভোর [নিশি+স ভোর] ১ বি সমাপ্তি। 'আজ আমার ফুল-
শস্যের নিশিভোর হবে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি ভোরের একেবারে
প্রারম্ভিক ক্ষণ। 'কাল বৈশি নিশিভোরের ব্যক্তিগ মৌর প্রাণে।' রবীন্দ্র,
১৯২৫।

নিশিবাণনা [নিশি+স বাণনা] বি রাত কাটানো। 'মিছে কাজে
নিশিবাণনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নিশিশেষ [নিশি+স শেষ] বি রাত্রিশেষ। 'নিশীকথনপন তোরা/তুলে যা
এ নিশিশেষে।' নজরুল, ১৯২৯।

নিশীকর [নিশি+স কর] বি নগরপাল; কোটাল। 'নানানদ শটে
নিশীকর।' হুমুদ, ১৬০০।

নিশিকড় [নি+শিকড়] বিপ শিকড়হীন। 'দাঁড়িয়ে সজ্ঞার বাঁপে নিশিকড়,
একা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

নিশিত [স নিশীথ] ক্রিয়ণ রাত্রে। 'নিশিত সপন দেখিল জগদ্বাণ্য।' বসু,
১৪৫০।

নিশিত [স] ১ বিপ তীক্ষ্ণ। 'আহার পথ নিশিত সূর্যধারে ন্যায় দুর্গম।'।
রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিপ শান্তি। 'কোথার নিশিত পাতপতারা।
জাণো।' নজরুল, ১৯৩০।

নিশিপাওয়া [স নিশা+পাওয়া] ১ বিপ বৈশাখ্য। 'আমাকে ব্যাপাত
দাদা নিশি-পাওয়া বসে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিপ ভূত-পাওয়া;
যোচ্ছায়া। 'নিশিপাওয়া মানুষের মতো উঠানো নেমে অন্ধকারে
হারিয়ে গেল সে।' হাসান, ১৮৬৬।

নিশিতে পাওয়া কি কল্পিত প্রেতমত হওয়া। 'সকলকেই কেমন
একটা নিশিতে পেয়েছেন যেন।' শ্যাম, ১৯৭১।

নিশিবৌ কি উলঙ্গ করণো। 'দাসী হবী তার পাও নিশিবৌ আপনা।'।
বসু, ১৪৫০।

নিশীথ [স] ১ বি রাত্রি। 'এ যোর নিশীথে, কে কোথা আগিয়ে, হল।'

নিশীথ-অগাথ

মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ গভীর। 'নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নিশীথ-অগাথ [স] বিণ গভীর রাতের। 'উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাথ আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিশীথ-অন্ধকার [স] বি রাতের অন্ধকার। 'এবার কি তবে শেষ বেলা হবে নিশীথ-অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিশীথঅক্ষ [স] বি রাতের কাল। 'নিশীথঅক্ষ মোর ঘাইবে ঢকাবে।' নজরুল, ১৯২৯।

নিশীথ-আকাশ বি রাতের আকাশ। 'সীরব মনে নিশীথ-আকাশে রাছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'শব্দ-সূন্য নিশীথ-আকাশে উঠিছে গানের ধনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নিশীথশপন [স] বি রাতের আকাশ। 'একাকী উর্ধ্বদেশে নিশীথশপনের গ্রহভারক গতিবিধি নির্ণয় করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নিশীথ-ভিমির-খালিকা বি রাতের অন্ধকারস্থ খালিকা। 'ছালা জোলাকি-এদীপ-মালিকা, ভরি নিশীথ-ভিমির-খালিকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

নিশীথনিদ্রা [স] বি রাতের ঘুম। 'ডিনারের কুখা বা নিশীথনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নিশীথনিবিড় [স] বিণ 'মনোমোহন' অঞ্চলমাঝে ঢাকিবে ভোমায় নিশীথনিবিড় ফুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিশীথনিশয় [স] বি রাতের বেলা। 'যথা দিবা-অবসানে নিশীথনিশয়ে/বিশ্ব দেখা যেন তার গ্রহভরা লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিশীথ-প্রহোয়া [স] বি রাতের ছায়া। 'বসে আছি অন্ধকারে নিশীথ-প্রহোয়।' নজরুল, ১৯৪৩।

নিশীথ-বুড়ি [স] নিশীথ+বুড়ি বি রাত্রির বুড়ি। 'পলাইয়া-মুগ্ধ গহন-চতায় আধার নিশীথ-বুড়ি।' নজরুল, ১৯২৯।

নিশীথবেলা [স] ক্রিবিণ রাতের বেলা। 'পারসের ঝোঁটে খেলিষ আজিকে মরুবেলা/নিশীথবেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিশীথমাঝে ক্রিবিণ রাতের বেলা। 'তবী নিশীথমাঝে যাবে নিকলদেশে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নিশীথরাত্র [স] বি গভীর রাত। 'সহসা নিশীথরাত্রে কানে শতধারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নিশীথরাহি [স] বি গভীর রাত। 'তুমি নিবিড় নিশীথ-রাহি বন্দী হয়ে আছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'তখন নিশীথরাহি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নিশীথরাশি [স] বি অন্ধকার রাত। 'বশন-সমান পিচিতে কানে ভেদিয়া নিশীথরাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

নিশীথসীতল [স] বি রিম রাক্ষাসীক সীতলতার মতো। 'রক্ত অতল দিবি কাশোজল - নিশীথসীতল স্রোত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নিশীথ-সাগর বি রাত্রির সাগর। 'নৈমে এসো, কনকচক্র দিয়ে এ অগাধ দ্বন্দ্বের নিশীথ-সাগরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিশীথবন্দন [স] নিশীথ+বন্দ্য বি রাতের বন্দ্য। 'নিশীথবন্দন তোয়/ভুলে বা এ নিশিদেশে।' নজরুল, ১৯২৯।

নিশীথিনী [স] বি রাহি। 'আসিয়েন ধীরে নিশীথিনী।' মাইকেল, ১৮৬৩।

নিশীথিনী [স] নিশীথিনী বি রাহি। 'রামা অতিমায়ী শেষ নিশীথিনী।' মুদ্রণ, ১৯০০।

নিশীথিনী-কাল্য [স] বি রাতের দেহ। 'রক্তমাখা কৈশে কৈশে

উঠেছিল বিরহী অন্ধকার নিশীথিনী-কাল্য।' নজরুল, ১৯২৩।

নিশীথিনী-সম ক্রিবিণ রাতের মতো। 'সম অখিভ ছুবন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিশ্চত [স] নিশ্চুত [স] বিণ গভীর। 'সর্বত্র নিশ্চত হয়ে ... হাঁক দিয়ে যায় চলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বিণ ঘুমে আচ্ছন্ন। 'পাড়া-না এখন-ও নিশ্চত হয়ে যায়নি।' হাকিমজ, ১৯৫৩।

নিশ্চতি, নিশ্চুতি [স] নিশ্চুতি ১ বি গভীর রাহি। 'নিশ্চতি দেখিল লোক সুখে নিদ্রা যায়।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিণ ঘুমে আচ্ছন্ন। 'আমের লোক নিশ্চতি।' গীন্দবহু, ১৮৭২। ৩ বি নিবৃত্ততা। 'চার দিকে তার নিশ্চুতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

নিশেন [বা] নিশানাহু] বি নিশান। 'কতকতলো ভোলে মৃতের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেতে - তার শেচোনে এলো মেসো নিশেনের শ্রেণী।' হেতম, ১৮৬১।

নিশেন-ওড়ানো [বা] নিশানাহু+ওড়ানো] বিণ নিশান উড়ছে এমন। 'সাসুতে-মোড়া আলর-কোলাদো নিশেন-ওড়ানো এক নবহতবান উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিশ্চয় [স] ১ ক্রিবিণ অবশ্যই; নিয়মসহে। 'নিশ্চয় মরম কহি জানে।' চট্ট, ১৫৫০। ২ বি সিদ্ধান্ত। 'এইচ নিশ্চয় করি শীলসো আইশা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সন্ধান হইলেই আহায়ে মাঝি, এই নিশ্চয় করিয়া ... হুঁই বসাইসেন।' মুহুত্তর, ১৮১০। ৩ বি নির্ণয়। 'ইহার কৃষ্ণকৈব কোন ছানে নিশ্চয় করিতে পারিল না।' দর্পণ, ১৮১৮। ৪ ক্রিবিণ নিশ্চিতভাবে। 'ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায়।' দর্পণ, ১৮১৯। ৫ বি হির ধারণা। 'নিশ্চয়ক নিশ্চয়ত করিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

নিশ্চএ, নিশ্চএ [স] নিশ্চয় ক্রিবিণ অবশ্যই; নিয়মসহে। 'কহু ক্ষেত্রি কহু গোপ নাহিক নিশ্চএ।' মাল্যধর, ১৫০০; 'বে আত্ম করহ গোসাত্তি গালিমু নিশ্চএ।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নিশ্চয়জ্ঞান [স] বি নিশ্চিতজ্ঞান; সম্ভবজ্ঞাত জ্ঞান। 'কাহার অজ্ঞকরণে এরূপ নিশ্চয়জ্ঞান না হয়?' অক্ষয়, ১৮৪৩।

নিশ্চয়তর [স] বিণ দৃঢ় নিশ্চিত। 'নিশ্চয়ক নিশ্চয়তর করিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

নিশ্চয়তা [স] বি নিশ্চয়তর। 'এমত কোন নিশ্চয়তা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নিশ্চিএ [স] নিশ্চয় ক্রিবিণ নিশ্চয়। 'নিশ্চিএ চড়িয়া রথে কহিল জানিয়া।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

নিচল [স] ১ ক্রিবিণ নিশ্চিত করে। 'নিচল বোলহ লাগ পাইব কেনমতে।' বহু, ১৪৫০; 'এই নব মূল নিশ্চল বৃক্ষমূলে এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিচলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ পলকহীন। 'নয়নচকোর স্থাপল নিচল শোভে।' বহু, ১৫০০। ৩ বিণ চলতে অক্ষয়। 'দুই দিকে সচল নিচল জগন্নাথ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বিণ হির। 'কৃতলকর্ক নিচল বা সচল পদার্থ ... চিত্রিত করিয়া লওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বিণ দৃঢ়। 'জাণো নিচল আসে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

নিচলতা [স] ১ বি স্থিরতা। 'মানুষ অজ্ঞের নিচলতা থেকে বাহিরেও কেবলই নিচলতা বিচার করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'নিচলতার অসাড় হয়ে পড়েছে সে।' জীবন, ১৯৩১। ২ বি পঠিতবতা। 'তলিয়ে পড়ে রহিল নিচলতার মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নিচল নির্দেশ [স] বি নড়চড় হয় না এমন নির্দেশ। 'জড়কিত পাখানের নিচল নির্দেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নিচিঠি [স নিঃ+চিঠি] বিণ চিঠিবিশিষ্ট। 'তেমনিতেই নিচিঠি কাল কল্পনার অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

নিচিত [স] ১ বি নিঃশেষ। 'নিবেদিন্ সৰল নিচিতৈ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ ক্রিবিণ নিঃশেষে। 'সময়ে সৰল ভাল জনহ নিচিত।' রামহাসদাস, ১৭৮০। ৩ বিণ দ্রব। 'নিচিত সত্যের মতো বিরাজ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ ক্রিবিণ নিশ্চিন্ত। 'এ লাইনের শেষ পমায়ান – তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বিণ নির্ভুল। 'লগ্ন তত, নিচিত প্রমাণ পাওয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নিচিততম [স] বিণ পুরোগুহি নিঃশেষায়িত। 'প্রদেশবাসীকে যাহায়েত নিচিততম আশ্বাস দেওয়া যায় ...।' আত্মদাস, ১৯৫৭।

নিচিতত্মায় [স] বি প্রায় নিচিত যা। 'নিচিতত্মায়েকে এক নিমেষে নিচিত হয়ে উঠতে হইনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নিচিতত্বে [স] ক্রিবিণ নিচিতরূপে। 'নিচিতত্বে পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'নিচিতত্বে সখ্যতি পিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নিচিতরূপে [স] ক্রিবিণ নিঃশেষে। 'জ্ঞানাবেষণবাক্যে এক সমাচার পত্র যাহার সূচনা পূর্বে নিচিতরূপে কর্ণশোচর হয় নাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

নিচিতি [স] বি নিচয়তা; সংশয়হীনতা। 'শব্দ ও সংশয়মাত্রে নির্জক নিচিতি।' অন্নদা, ১৯৫৫।

নিচিতি [স] ১ বিণ চিত্তাহীন। 'নিচিতিে থাকুক সে জ্ঞানি কথোকাশে।' কৃষ্ণ, ১৫৮০। ২ বিণ নিচিত। 'তাহা হইলেই তিনি এক প্রকর নিচিতি থাকিতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রিবিণ দুঃখিত। 'সু-করে'। 'বসিয়া নিচিতি ভাবে বুলিতে পারিতাম?' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নিচিতিতম [স] বি চিত্তাহীন মন। 'পূর্বের ন্যায় নিচিতিতম বিবাহ করা চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিচিতিতম [স] ক্রিবিণ চিত্তাহীন মনে। 'পিতামাতারপ যে যুগল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া সে এতদিন নিচিতিতমে প্রেমশিখা রসনা করিতেছিল ...।' বনকল, ১৯৩৬।

নিচিতিত্ব [স] বি নিরুদ্ভিষ্টতা। 'নিচিতিত্ব সেবিয়া কৃষ্ণকান্ত বিম্বিত হইতে লাগিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

নিচিতিত্ব [স] বি চিত্তাহীন ভাব। 'তখন তারাহসনের নিচিতিত্ব যুগিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিচিতিত্ব [স] বি চিত্তাহীন মন। 'জমিদার নিচিতিত্বমেনে জমিদারির উন্নতিসাধন করেন।' মুকুন্দ, ১৮৭৩।

নিচিতিত্ব [স] বি চিত্তা নেই এমন অবস্থা। 'গৃহিণী অত্যন্ত নিচিতিত্বমুখে বলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিচিতি [স] বি নিরুদ্ভিষ্টতা। 'তাকে তড়াবেই থাকা যাবে নিচিতির সম্পন্ন কোটরে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

নিচিতি [স] বিণ চিত্তাহীন। 'অদি আর একটি টাকা সেও ... নিচিতি হইয়া গড়াইতে পারি।' পৌর, ১৮২২।

নিচিতি [স] নিচিতি ১ বিণ চিত্তাহীন। 'নিচিতিে থাকহ সতে চিত্তা না করিহ।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ নিচিতিতে। 'আমার সাথে বানিক গল্প কর নিচিতি।' তার, ১৯৪৬।

নিচিতি [স] নিচিতি। বিণ নিচিতি। 'বুখশোড়ার মুখে আতন ছেলে

দিয়ে নিচিতি হই।' গিরিশ, ১৮৯৬।

নিচিতি [স] ক্রিবিণ নিচিতিতে। 'নিচিতিে থাকহ সতে চিত্তা না করিহ।' মাল্যধর, ১৫০০।

নিচিতি [স] বিণ কোনো চিত্র নেই এমন। 'একবারে নিচিতি হইয়া মুখিয়া যায়।' নন্দকল, ১৯৩১।

নিচিতি করা [স] ক্রি অস্তিত্বশূন্য করা। 'দেহটি নিচিতি করার প্রয়োজনতা কি?' ওয়ালী, ১৯৪৪।

নিচিপ [স] ১ বি নিঃশেষ ভাব। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রিবিণ নিরব। 'জাগো নিচিপ সয়ে থাকা ধুমায়িত রোহ।' নন্দকল, ১৯৪৮।

নিচিপতা [স] বি নিরবতা। 'শব্দ নিচিপতা রয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

নিচিপিয়া বিণ শব্দ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

নিচেতন [স] ১ বিণ অচেতন। 'পাদনিদ্রায় নিচেতন সোলাকরের মধ্যস্থলে মাণ্ডায়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ চেতনহীন। 'বিষপরিবার সূত নিচেতন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিচেতনতা [স] বি চেতনহীনতা। 'একটা নিচেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

নিচেট [স] ১ বিণ উদ্যমহীন। 'নিচেট না হইলে।' ভানকল, ১৮৮৪। ২ বিণ নিষ্ক্রিয়। 'নিষ্কাম নিচল নিচেট দেখিতে পাই।' মুকুন্দ, ১৮৮১। ৩ বিণ উদ্যোগহীন। 'নিচেট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া পাইয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিণ অলস। 'প্রেরণা লাভ করা সত্ত্বেও নিচেট হইয়া থাকা তাদের কাছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৫ বিণ নিচিতি। 'নিরাপদ নিচেট জীবনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নিচেটতা [স] ১ বি নিষ্ক্রিয়তা। 'সুভার নিচেটতা জন্মিলে।' বনকল, ১৮৭২। ৩ বি অলসতা। 'ভারতবর্ষীয়দিগের বৈষয়িক নিচেটতার কল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি উদাসীনতা। 'বিনোদিনী সখকে নিচেটতা দেখানো তাহার পক্ষে আরো দুঃস্থ হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নিচেতন [স] বি চেতনহীনতা। 'আমাদের নিচেটতা নিচেতনের মধ্যেও সে একটা আরাহ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

নিশ্চিন্ত [স] ১ বিণ হ্রিহীন। 'নিশ্চিন্তে করিহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ নিশ্চিৎ। 'তজ্ঞারের অচল দুর্গ নিশ্চিন্ত করে বানালেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বিণ পঞ্জী। 'নিশ্চিন্ত ঘনিষ্ঠতা যদি নাও।' সিকান্দার, ১৯৬২।

নিশ্চিন্ত [স] নিঃ+চিন্তি। বিণ হিঁচি নেই এমন। 'চুলের তেলের নিশ্চিন্ত একটা শিশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নিশ্চর [স] নিঃ+চর। ১ ক্রি উচাড়িত হওয়া। 'মুখে না নিশ্চর রা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি নির্গত হওয়া। 'সেই পথে নিশ্চরীয়া তুচ্ছ যাইয় বসে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিব্বাস [স] নিব্বাস। ১ ক্রি বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা। 'ঝাউগাছ জায়গাই নিব্বাসিছে উদাসীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রি নিঃসৃত হওয়া। 'ভারতসমুদ্র তার বাস্পোচ্ছ্বাসে নিব্বাসে পগলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নিব্বাসিত [স] বিণ পৃথীত ও বর্জিত স্থান। 'নিতা নিব্বাসিত বায়ু, উৎস্বিত উষা, কবচে শ্যামলে সন্মিলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিব্বাস, নিব্বাস [স] নিব্বাস। ১ বি বাস; দম। 'সখনে নিব্বাস ছাড়ি করএ ক্রন্দন।' মাল্যধর, ১৫০০। 'সেইই অজ্ঞান বলি ছাড়েন নিব্বাস।' কৃষ্ণ, ১৫৮০। ২ বি দীর্ঘবাস। 'সে আমায় দেখলে নিব্বাস ফেলে

উঠে যায়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

নিখাস ছাড়া বি বিশ্রাম নেওয়া। 'নিখাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।' চন্দ্র, ১৫৫০।

নিখাসপরিমল [স] বি নিঃশ্বাসের সূক্ষ্ম। 'পেয়েছিই যেন ছায়াপথে যেতে তব নিখাসপরিমল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নিখাস প্রশাস [স] বি নাক দিয়ে টানা ও ছাড়া বাতাস। 'হস্তীর শুঁড়ের আশায় ছিদ্র আছে, তাহাতেই নিখাস প্রশাস বয়।' মদনমোহন, ১৮৫০।

নিখাস ফেলা কি অনুপাত করা। 'যেথা তুমি যেতে বেল সেথা যেতে পারি-/ ফেলি নে নিখাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নিখাসবায়ু [স] বি নিঃশ্বাসে নিসৃত বাতাস। 'উভয়ের নিখাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাশ্পাচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নিখাসবাপ্প [স] বি ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ু। 'দৃমিত নিখাসবাপ্প।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিখাসরোধ [স] বিণ শ্বাসরুদ্ধ। 'যে কব্জরাশিতে মনকে নিখাসরোধ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নিখাসরোধকর [স] বিণ নিঃশ্বাস রোধ করে এমন। 'আলাপ-আলাচনার নিখাসরোধকর অজস্র বাক্যরাশির মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নিখাসা [স] নিখাস-। কি নিখাস নেওয়া। 'নিখাসিয়া উঠল হু হু।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নিখাসে ক্রিবিপ ব্যস্ত হয়ে। 'বসন্ত আজ উজ্জ্বলে নিখাসে এল আমার বাগানে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিষজ [স] বি তৃপ্ত। 'তাহার সঙ্গে নিষজ দুগিল শরপূর্ণ।' মাইকেল, ১৮৬১।

নিষন্ন [স] বিণ উপবীত। 'এক তরুণলে নিষন্ন হইলাম।' কুরুকমল, ১৮৫৮।

নিষথ [স] নিষেধ-। কি নিষেধ করা। নিষেধ ক্রি নিষেধ করে। 'বাহুড়িা চল সে নিষথ বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০। নিষেধ ক্রি নিষেধ করে। 'নিষেধ স্রীমদ্রসূদন।' বড়ু, ১৪৫০। নিষেধিএ কি নিষেধ করে। 'বারে বারে যে কাম নিষেধি আদে।' বড়ু, ১৪৫০। নিষথিতে ক্রিবিপ নিষেধ করা সত্ত্বেও। 'নিষথিতে আল রাখা চাট্টা নাএ।' বড়ু, ১৪৫০। নিষথিল কি নিষেধ করলে। 'সাসু নিষথিল মোরে বালী ল বহু।' বড়ু, ১৪৫০।

নিষাদ [স] বি শিকারি। 'আনন্দে নিষাদ যথি ধরি ফাঁসে পাখী।' মাইকেল, ১৮৬১।

নিষাদী [স] ১ বিণ হাতির শিঠে আরোহী। 'নরপতি পুরুষ যোদ্ধাবলমধ্যে নিষাদী সেনাদল বর্ডমান ছিল।' অক্ষয়, ১৮৮২। ২ বি হাতির শিঠে আরোহী সেনাদল। 'চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী।' মাইকেল, ১৮৬১।

নিষিক্ত [স] ১ বিণ সিক্ত। 'দুই জনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।' অক্ষয়, ১৮৮২। ২ বিণ নিঃসৃত। 'তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।' রবিন্দ্র, ১৮৯২।

নিষিক্তন [স] নিষিক্ত-। বি যৌতুকরণ। 'চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিক্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিষিদ্ধ [স] ১ বিণ অন্যায়। 'জীবহিংসা করা যে নিষিদ্ধ কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৮৮। ২ বিণ নিষেধ করা হয়েছে এমন। 'এক সর্প কোন ব্রীকে

নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৮৯। ৩ বিণ সমাজ-বির্হাি। 'কেহ কাহাকে সখ্য নিষিদ্ধ কোন দোষারোপ করিতে পারিলেই ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বিণ ধর্মীয় অনুশাসন-বিরোধী। 'হিন্দুধর্মে যখনো বিবাহ নিষিদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বিণ বে-আইনি। 'ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বিণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। 'আমার দু'হাতে নিষিদ্ধ কটি গ্রহু।' মাহমুদ, ১৯৩০।

নিষিদ্ধকরণ [স] বি নিষিদ্ধ করার কাজ। 'ধর্ম্যানুষ্ঠান ছাড়া ধর্মযাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান নিষিদ্ধকরণ।' এসলাম, ১৯৩৪।

নিষিদ্ধপ্রবেশ [স] বিণ প্রবেশের অনুমতি নেই এমন। 'একে তো অনেক দিনের বন্ধ-করা ঘর, নিষিদ্ধপ্রবেশ।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নিষিদ্ধ ফল [স] বি খাদ্য উচিৎ নয় এমন ফল। 'কোন ব্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৮৫।

নিষিদ্ধা [স] ১ বিণ ব্রী করা উচিৎ নয় এমন। 'শূন্যের নিষিদ্ধা যে পরাকর্ষা তদবলম্বনে মহাহর্ষমানে ...।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিণ যৌনসম্পর্ক করা নিষেধ এমন। 'নিষিদ্ধা ওই কন্যা, তবু হোক সে যতই অ-সতী।' নজরুল, ১৯৪২।

নিষুত্ত [স] ১ বিণ নিষিক্ত। 'রাত্রি নিষুত্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাধী বসিয়া সেই মেয়ে খনন করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ গভীর নিদ্রায়। 'সমস্ত গভীর নিষুত্ত এবং নিষুত্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিষেধ [স] ১ বি বারণ। 'নিষেধ না শুনি সেসি করহ তোকে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বাধা। 'নিষেধ না মানে আঁখি তারি পানে ধায় গো।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

নিষেদ [স] নিষেধ-। বি বারণ। 'নিষেদ না কৈলা কেন যোর গুরুজন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নিষেদী বিণ নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত। 'নিষেদী এক ক্রমনামা সাহেব আমার ঠাই দিয়াছিলেন।' তর্জিত, ১৭৯২।

নিষেধক [স] ১ বিণ নিষিদ্ধ। 'যদি এ বচন ব্রীকোকে পাঠ করিতে নিষেধক হয়।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ নিষেধ-সংক্রান্ত। 'বিদ্যাভ্যাসনিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাঁহারা দিতে পারিবে না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

নিষেধগণ্ডী [স] বি নিষেধের পরিসীমা। 'এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই তুমির নিষেধগণ্ডী হতে পার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

নিষেধন [স] বি বারণ। 'অভিজ্ঞাতো পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিষেধ বচন [স] বি নিষেধাজ্ঞা। 'নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

নিষেধবাণী [স] বি নিষেধের আদেশ। 'নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নিষেধবিধি [স] বি নিষেধাজ্ঞা; বিধিনিষেধ। 'প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধবিধি ছিল কি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নিষেধা, নিষেধা, নিষেধা, নিষেধা [স] নিষেধ-। ক্রি নিষেধ করা। 'ওথা না যাইহ আঁখি নিষেধি তোমারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'না জাই খোলাইত হিরা নিষেধি তোমারে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ঢেকুর যাবার কালে নিষেধিলাম না গুলিলে।' মালিকদাস, ১৭৮১। নিষেধিবি ক্রি নিষেধ করেছে। 'নষ্ট হইবে দুরারার কৃত নিষেধিবি আর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। নিষেধো [স] নিষেধা ক্রি নিষেধ করে। 'আশাশুনি দেখিয়া কেনে নিষেদোনা তাত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। নিষেধিল, নিষেধিল ক্রি

নিকাশ

কোশে 'র' রীত, ১৯৩১।

নিকাশ [স] বি বের হওয়া। 'বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিবিলে
লোহিত নিকাশ।' নজরুল, ১৯২৪।

নিকাশিত [স] ১ বিশ নিঃসৃত। 'তাহা নিকাশিত হইবার আর দ্বিতীয়
পথ নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিশ উন্মুক্ত। 'নিকাশিত অসিলতার
মতো ঝিকমিক করিয়া উঠেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নিষ্কিনন [স] বিশ দরিদ্র। 'নিষ্কিনন ভক্ত বাড়্য রহে সিংহহারে।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নিষ্কিত [স] বিশ নিঃসন্দের। 'কিত্ত কী রে! একেবারে নিষ্কিত হয়ে যা।'
রবীন্দ্র, ১৯২২।

নিষ্কৃত [স] বিশ কূটহীন। 'তুজ্জেই নিষ্কৃত মনে সে সকলই প্রাণ্য ভেবে।'
সুখীন্দ্র, ১৯৩৩।

নিষ্কুল [স] বি নিহু বংশ। 'বহুকালাবধি ঐ কুলীনেরা নিষ্কুলের কন্যা বিবাহ
করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

নিষ্কৃত [স] বিশ সম্বরণ। 'জিহ্বা নিষ্কৃত করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

নিষ্কৃতি [স] ১ বিশ নিষ্কার। 'সকলে একব্যাক্যতা হইয়া বিবেচনা না
করিলে কাহার নিষ্কৃতি নাই।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি মুক্তি। 'শ্রী
অসিয়া, আমায় লইয়া যাও; তাহা হইলেই, আমার নিষ্কৃতি হয় ...।'
বিদ্যা, ১৮৫৬। ৩ বি অব্যাহতি। 'কোন কোন ছাত্রকে এই বিষয়ে
নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন।' কৃষ্ণভাষিনী, ১৮৮৫; 'আমাকে কি আপনি
কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নিষ্কেন্দ্রীকরণ [স] বি কেন্দ্রীভূত হওয়া রোধ। 'ধনের নিষ্কেন্দ্রীকরণই
হইতেছে এছাাদের সমস্ত অর্থনীতির চরম উদ্দেশ্য।' মোহনদাস,
১৯৩২।

নিষ্কোণ [স] বিশ কোণহীন। 'এরা সবাই মিলে রূপকে ধীরে পাঁচাল
সকোণ নিষ্কোণ নানা ভরিতে।' অবন, ১৯২৫।

নিষ্কোষ [স] বিশ ঋণ থেকে মুক্ত। 'অসি নিষ্কোষ করণে উদ্যত।'।
মাইকেল, ১৮৬১।

নিষ্কোষ [স] নিষ্কোষ। 'ক্রি কোষমুক্ত করা। 'নিষ্কোষিবে অসি তথা
উপসূদ বধী সহকারী।' মাইকেল, ১৮৬০। নিষ্কোষিয়া ক্রি
কোষমুক্ত করে। 'নিষ্কোষিয়া তেজস্বর অসি ...।' মাইকেল, ১৮৬১।

নিষ্কোষিত [স] বিশ কোষ থেকে বের করা হয়েছে এমন। 'রাজপুত্র
অসি নিষ্কোষিত করিয়া যেদিকে শব হইতেছিল, সেই দিকে গেলেন।'।
বঙ্কিম, ১৮৬৫।

নিষ্ক্রমণ [স] বি বহির্গমন। 'নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে পরের
পঞ্জরে ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

নিষ্ক্রয় [স] বি মূল্য। 'শিক্ষকের নিকট শিষ্য বে উপকার পায়, তাহার
নিষ্ক্রয় নাই।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'কোন না কোন রূপে সে ব্যক্তি
অবশ্য দেয় রাজস্বের নিষ্ক্রয় বরূপ আদ্র পরিভ্রম দ্বারা তৎসামান্য
রাজকীয় কার্য সমাধা করিত।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

নিষ্ক্রান্ত [স] ১ বিশ অন্তর্হিত। 'পৃথিবী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভোগ-সমর্থ
সর্বলেন্দ্রিয় যুবক সম্ভ্রদ্যাকরে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে।'।
অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিশ বহির্গত। 'শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।'।
বঙ্কিম, ১৮৭৮।

নিষ্ক্রিয় [স] ১ বিশ ক্রিয়াহীন। 'ভরটাই যেন শবীকে নিষ্ক্রিয় করিয়া
রাখিল।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বিশ উজ্জ্বলহীন। 'দ্বুশীকৃত জজ্ঞালে
নিষ্ক্রিয় রোদ।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৭।

নিষ্ক্রিয়তা [স] ১ বি কর্মহীনতা। 'নিষ্ক্রিয়তাকে এ দেশে ধর্ম বলে
না।' জরনা, ১৯২৯। ২ বি অকর্মশীলতা। 'তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও
নিচেঁঠতা শাস্তিস্থিতিরূপে প্রশাসিত হচ্ছে।' বুলবুল, ১৯৩৩।

নিষ্ক্রোশ [স] বিশ ক্রোশহীন। 'নিষ্ক্রোশ নয়নে তব ব্যথিত বিষয়।' সুখীন্দ্র,
১৯২৯।

নিষ্বন্দ্ব [স] নিস্ব+বন্দ্ব। বিশ বন্দ্ব নয় এমন। 'কাল চায়েই নিষ্বন্দ্ব
যাবার পূর্বেই আমার নিষ্বন্দ্বের বেশ নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নিষ্ঠিতি [স] বি একনিষ্ঠ। 'নিষ্ঠিতি হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম আশ্রয়
করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

নিষ্ঠা [স] ১ বি ভক্তি। 'ইহার আবার নিষ্ঠা।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বি
একান্ততা। 'রমণীর প্রেমের মধ্যে পরিভূতি আছে, বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা
আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'পরায়ণ বলে নাই তোমাদের সত্য
ভোজের নিষ্ঠা কি।' নজরুল, ১৯২৪।

নিষ্ঠাদ্রাষ্টি [স] বিশ অতিশয় দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত। 'বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রাষ্টি
শক্তিই জায়ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিষ্ঠাপরায়ণ [স] বিশ নিষ্ঠাযুক্ত। 'শান্ত দান্ত কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রামেশ্বর হইয়া উঠিলেন কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ
ব্রাহ্মণ।' তারা, ১৯৪০।

নিষ্ঠাযুক্ত [স] বিশ নিষ্ঠা দ্বারা পবিত্র। 'প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের
নিষ্ঠাযুক্ত মনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

নিষ্ঠাপূর্ণ [স] বিশ অনুরাগবিশিষ্ট। 'তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ যুগের দিকে
চোখে বলসু্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নিষ্ঠাবতী [স] বিশ স্ত্রী নিষ্ঠাযুক্ত। 'তিনি সেকেন্দ্রে এক একান্ত
নিষ্ঠাবতী ছিলেন।' জগদীশ, ১৯১৮।

নিষ্ঠাবান [স] বিশ একমাত্রতাপরায়ণ। 'অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিষ্ঠাবান
গুরু।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিষ্ঠাবৃত্তি [স] বি ধর্মানুষ্ঠানে অনুরাগ। 'কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিষ্যেই
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

নিষ্ঠাশীল [স] বিশ নিষ্ঠা আছে এমন। 'নিষ্ঠাশীল এবং জনসাধারণের
প্রজ্ঞা আকর্ষণকারী শাসনযন্ত্রই দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।'।
আজাদ, ১৯৬৯।

নিষ্ঠাসম্পন্ন [স] বিশ নিষ্ঠা আছে এমন। 'সম্ভ্রান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক
বেশি পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নিষ্ঠাসহকারে [স] ক্রিণি নিষ্ঠার সঙ্গে। 'অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ...
ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

নিষ্ঠীবন [স] বি যুগের লালারস। 'কেবল রসলেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে
পবিত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

নিষ্টুর [স] ১ বিশ নির্মম। 'কি বিধি নিষ্টুর লবণ কর্তৃক করে কবে
দুঃখকথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ জয়। 'সাম্রাজ্য কর্তৃক নিরন্তর নিষ্টুর
বাক্য প্রাণ হইয়া ...।' সৌর, ১৮২২। ৩ বিশ কঠোর। 'হে কর্ত্ত,
নিষ্টুর মনে হতে পারি তথা তোমার আদেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নিষ্টুরকল্পনাজনিত [স] বিশ নির্ণয়রূপে কল্পনা করা হয় এমন।
'হীতসংকল্পনাজনিত যুগা কিবা নিষ্টুরকল্পনাজনিত পীড়া আমাদের
বিমুখ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নিষ্টুরতম [স] বিশ ক্রুরতম। 'বরুণ আরো নিষ্টুরতমভাবে শাপিত
হয়ে উঠেছিল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

নিষ্ঠুরতমভাবে [স] ক্রিবিধ ক্রুরতমভাবে। 'বরুঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাপিত হয়ে উঠেছিল।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

নিষ্ঠুরতর [স] বিণ অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর। 'কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাভট্ট উপকিত হইয়াছিল?' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নিষ্ঠুরতা [স] ১ বি কঠোর ব্যবহার; নির্দয় আচরণ। 'নানা প্রকারে যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি করিত।' ফকটাস, ১৭৯৬। ২ বি নির্দয়তা। 'কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব?' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

নিষ্ঠুরতাচরণ [স] বি নিষ্ঠুর আচরণ। 'কোন কোন নিষ্ঠুর হুমায় শঙ্ক তদপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতাচরণ করেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬০।

নিষ্ঠুরতানিবারণী [স] বিণ নির্দয় আচরণ দূর করে এমন। 'মা-বাবার তপসের শিতদের যাতে মারধর না করে তার জন্য শিতদের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারণী বহু সমিতি আছে।' হাই, ১৯৫৮।

নিষ্ঠুরতাব্যাপার [স] বি নিষ্ঠুরতার বিষয়। 'নিষ্ঠুরতাব্যাপারে এই যুক্তি মতবাদীরা আত্মসমর্থনের উপায়।' মোতাহের, ১৯৫০।

নিষ্ঠুর বাক্য [স] বি রূঢ় কথা; তিরস্কার। 'বাঘী কর্তৃক নিরস্তর নিষ্ঠুর বাক্য প্রাপ্ত হইয়া ...' গৌর, ১৮২২।

নিষ্ঠুরভাবে [স] ক্রিবিধ নির্দয়ভাবে। 'বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নিষ্ঠুর হুমায় [স] বিণ ক্রী মনে দরদায় নেই এমন। 'কোন কোন নিষ্ঠুর হুমায় শঙ্ক তদপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতাচরণ করেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬০।

নিষ্ঠুরা [স] বিণ ক্রী নির্দয়। 'আমাকে ছুঁয় নিষ্ঠুরা ভেবো না।' হাইকেল, ১৮৭৪।

নিষ্ঠে-কিষ্ঠে বিণ নিষ্ঠাবান। 'কোন নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জগৎ-তপসের মেয়ে আরো ...' শব্দ, ১৯২৬।

নিষ্ঠুগ [স] বি হত্যা। 'একে ২ রণমধ্যে হইল নিষ্ঠুগ।' বাহরাম, ১৮৫০।

নিষ্ঠুগ [স] বি নিষ্ঠুগি। ডানকান, ১৭৮৪।

নিষ্ঠুগি [স] বি শীমাংশ; সমান। 'নিষ্ঠুগি হইয়া থাকে।' মেয়র, ১৭৮৭।

নিষ্ঠুগ্য [স] নিষ্ঠুগ্য ১ বিণ সম্পন্ন। 'তাহারদের বসন্ত বাস নির্ভায়া নিষ্ঠুগ্য করণের সঙ্গিয়া করিয়া দিলে ...' রামায়, ১৮০১। ২ বিণ শীমাসিদ্ধ। 'বিরোধ নিষ্ঠুগ্য হইল।' দর্পণ, ১৮১৯।

নিষ্ঠুগ্য [স] বিণ পক্ষহীন। 'নিষ্ঠুগ্য গুণ্যরাজি।' বিজুতি, ১৯০৮।

নিষ্ঠুগ্যিত [স] বিণ সম্পন্নহীন। 'আপনাকে হারিয়ে সে নিষ্ঠুগ্যিত হয়ে থাকে।' নজরুল, ১৯২৬।

নিষ্ঠুগ্য [স] বিণ সম্পাদিত; সম্পন্ন। 'গত বৎসরে স্থল ২ যে ২ কর্ষ এই দেশে নিষ্ঠুগ্য হইয়াছে তাহা শিবি।' দর্পণ, ১৮২০।

নিষ্ঠুগ্যোরা [স] নিষ্ঠুগ্য পরোয়ায় বি বৈপ্লবোরা অবস্থা। 'বিদেশী কর্তৃক নিষ্ঠুগ্যোরা অথবা বা যথোচিত দাবিদাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নিষ্ঠুগ্যলক [স] বিণ পলকহীন। 'অধিতারা হোক নিষ্ঠুগ্যলক।' নজরুল, ১৯২৮; 'নিষ্ঠুগ্যলক চোখে অধঃপতিতদের প্রতি তাকিয়ে।' শিরায়, ১৯৭০।

নিষ্ঠুগ্যলকনেত্র [স] বি পলকহীন চোখ। 'ভ্রনলোক কেবল নিষ্ঠুগ্যলক নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

নিষ্ঠাদান [স] বি সমাপন। 'রাব্বা যে দিন যে স্থলে স্বয়ং বিচার কার্য

নিষ্ঠাদানে সমর্থ না হইতেন।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

নিষ্ঠাদিত [স] বিণ সমাপ্ত। 'শং সাহেবের মোক্ষদমা ভূরায় নিষ্ঠাদিত হইবে।' সঞ্জয়, ১৮৬১।

নিষ্ঠাপাণ [স] বিণ পাশপুত্র। 'তাহাতেই নিষ্ঠাপাণ হওয়া যায়।' সের্ঘি, ১৮৩৯।

নিষ্ঠাপাণী [স] বিণ ক্রী পাশপুত্র। 'এই তো নিষ্ঠাপাণী হলেন।' হাইকেল, ১৮৫৯।

নিষ্ঠি [স] বি অর্ধেক। 'নিষ্ঠি ভূঁই রূপিয়াছি আর কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইলে বোঝা রূপিয়া দিবে।' কেরি, ১৮০২।

নিষ্ঠি [স] ১ বিণ দলিত। 'দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্ঠি, বিষয়ীদের দ্বারা পরিভ্যক্ত রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'আমিই চক্রনেমি, আমিই নিষ্ঠি দেহ।' সত্ত্ব, ১৯২১। ২ বিণ অত্যন্ত পিষ্ট। 'হাতুড়িনিষ্ঠি ট্রাটিকি।' সূর্য, ১৯৪০। ৩ বিণ ভঁড়ো হয়ে মিলিত। 'উপর স্থিতিতে নিষ্ঠি সে, ইতিহাসনিষ্ঠ ও।' সূর্য, ১৯৫৯।

নিষ্ঠি [স] বিণ ক্রী নিষ্ঠি। 'অজ্ঞতার চাপে নিষ্ঠি হোয়ে বাহ্যহীন হোয়ে পড়েন।' কোম, ১৯৪৯।

নিষ্ঠি [স] বিণ সুস্থ। 'অজ্ঞা করিলে অনেকে নিষ্ঠি হইতে পারিবে।' দর্পণ, ১৮২৫।

নিষ্ঠি [স] বিণ অত্যাচার। 'বাদী প্রতিবাদী উভয়েই নিষ্ঠি পূর্বক যথোচিত অর্থসংগ্রহ করেন।' এডুকেশন, ১৮৭২।

নিষ্ঠি [স] বিণ পুণ্যহীন। 'হুত বাক্যে ক্রীতের নিষ্ঠি প্রত্যাহান।' সূর্য, ১৯২৯।

নিষ্ঠি [স] বিণ পুরুষবর্জিত। 'সে মজলিসে বোধ হয় নিষ্ঠি নাটকের অভিনয় হয়?' প্রমথ, ১৯৩৫।

নিষ্ঠি [স] ১ বিণ পেশম। 'সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্ঠি করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বিণ নিষ্ঠি। 'নিষ্ঠিগণের মাঝেও গ্রাম চায় জীবনের ভূতি।' নজরুল, ১৯২৬।

নিষ্ঠি [স] ১ বিণ পিষ্ট। 'এক প্রভুভাবে নিষ্ঠি করে যে, তাহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বিধিত হইয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বিণ বাধ্যত। 'বাক্যে ধ্বনি রক্ত নিষ্ঠি হইয়া থাকে অতিম কাহুতবর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নিষ্ঠি [স] বিণ ভালাবাসাহীন। 'এ ত নিষ্ঠিগণ সোধেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

নিষ্ঠিতিকার [স] বিণ অবিল। 'নিষ্ঠিতিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ।' সূর্য, ১৯৩৯।

নিষ্ঠিত [স] বিণ প্রতিভাহীন। 'যারা নিষ্ঠিত তাহাই সেটাকে ঠেকাতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নিষ্ঠি [স] ১ বিণ জন্মহীন। 'প্রজার উপর নিষ্ঠি শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিষ্ঠি হয়।' রামায়, ১৮০২। ২ বিণ অক্ষকার। 'সের্ঘি, ১৮৩৯।

নিষ্ঠি [স] মহড়া বি রাতের বেলা বিমান-হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আলো নিভিয়ে রাখার মহড়া। 'মাঝে মাঝে নিষ্ঠি মহড়া বা আলোক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে।' জাহান, ১৯৪১।

নিষ্ঠি [স] বিণ প্রায় অনুকূল। 'তারা তাকালে নিষ্ঠি প্রায় বলাকালিক রহস্যময় বদলের পানে।' ওয়াসী, ১৯৪৫।

নিষ্ঠি [স] ১ বিণ নিষ্ঠেজ। 'তাহার পর সমস্ত শূন্য, সমস্ত নিষ্ঠি।'

রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ *বিপ* অনুচ্ছল। 'নিশ্চর নীল সূন্যাকাশ।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। ৩ *বিপ* প্রভাহীন। 'বভাবজাত উচ্ছ্বাস যায় নিশ্চরত বর্ণে।' *বেগম*, ১৯৫৬। ৪ *বিপ* দীপ্তিহীন। 'নিশ্চান, যখন ঘাস বিবর্ণ, নিশ্চরত ময়দান।' *ফররুখ*, ১৯৩৩।

নিশ্চরোজন [স] *বিপ* প্রয়োজন নেই এমন। 'যেসকল কথা সন্দিগ্ধ ও ব্যতিক্রম ও নিশ্চরোজন।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

নিশ্চরোজনতা [স] *বি* দরকারহীনতা। 'সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আগাত নিশ্চরোজনতায়।' *সুভূত*, ১৯৪১।

নিশ্চরোজনক [স] *বিপ* প্রয়োজন নেই এমন; অনাবশ্যক। 'সুচিকিৎসক না থাকিলে যে অমলল তাহা বর্ণন নিশ্চরোজনক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

নিশ্চরোজনীয় [স] *বিপ* অপ্রয়োজনীয়। 'কথাটি জানা নিশ্চরোজনীয় মনে হয়।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

নিশ্চ্যাব [স] *বিপ* নির্জীব। 'ভাবিনি তোমারে নিষ্ঠার প্রভরমুখি, অমানুষ, হৃবিহ্ন, নিশ্চ্যাব।' *সুদীপ্ত*, ১৯৩১। 'এক টুকরো হলদে নিশ্চ্যাব কাগজে মোড়া আত্মা।' *শ্যামসূর*, ১৯৬৩।

নিশ্চ্যেয় [স] *বিপ* প্রেমহীন। 'নিশ্চ্যেয় জীবন তার রাতাবে যে তোঁহিঙ্গী সুরায়।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

নিচ্ছল [স] ১ *বিপ* ব্যর্থ। 'কুস্মুখি বিনু হয় নিচ্ছল জীবন।' *কুজলাস*, ১৫৮০। 'এ জীবন তো একেবারে নিচ্ছল।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ *বিপ* বিফল। 'দিবস নিচ্ছল পেল তব্বর সম্মায়ে।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৩ *বিপ* কার্যকারণহীন। 'এ সংসারের জলরুদ্ধন নিষ্কারণ বা নিচ্ছল নহে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৪ *বিপ* ব্যথা। 'কাহারও ওঁসে নিচ্ছল পেল না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৫ *বিপ* অনর্থক। 'এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় সেওয়া যে একটা নিচ্ছল অপব্যয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *বিপ* সন্তানিহন না এমন। 'সুয়ারানী নিচ্ছল, বক্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

নিচ্ছলতা [স] ১ *বি* ব্যর্থতা। 'নিজের জীবনের নিচ্ছলতা' মরণ করিতেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ *বি* ফলহীনতা। 'সে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিচ্ছলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

নিচ্ছলা [স] ১ *বিপ* ব্যর্থ; বিফল। 'সে লেখনী নিচ্ছলা হউক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২। ২ *বিপ* ফল ধরে না এমন। 'নিচ্ছলা পিচায়েদের দিকে একটা ভাড়া আঁকিতে কেন্দ্রে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৩ *বিপ* অনর্থক। 'সমস্ত কিছুই নিচ্ছলা বালুতে বিলীন।' *মাহমুদ*, ১৯৩৬। ৪ *বিপ* ব্যথা। 'আপনার বাংলাদেশ এ রকম নিচ্ছলা।' *মাহমুদ*, ১৯৩৬।

নিশ্চ্যন্দ [স] *বি* ফরর। 'বিকশিত করো প্রেমধর্ম ডিরমু-নিশ্চ্যন্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

নিশ্চ্যন্দী [স] *বিপ* ফরর বা ফরর করা এমন। 'দরবেশের সে ব্যালু বাবী অমৃত-নিশ্চ্যন্দী।' *নজরুল*, ১৯৩৬।

নিসকড়ি *বি* ভাত ছাড়া অন্য খাবার। 'নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।' *কুজলাস*, ১৫৮০।

নিসঙ্ক [স] *নিয়ন্ত্রণ* *বিপ* নিঃসঙ্ক। 'ভনই বিদ্যাপতি হোহ নিসঙ্ক।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিসঙ্কট [স] *নিয়ন্ত্রণ* *বি* বিবির্য়তা। 'নিসঙ্কটে তারে নিরা বন্দী করি থুইয়া।' *সুভূত*, ১৭০০।

নিসাতা [স] *বিপ* সতাহীন। 'নিসাতা পাণীর মুখে শতুক বজ্রর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

নিসথ [স] *নিষেধ* *বি* যার। 'কেহ না সেখি লোক নিসথ সে করি।'

মালাধর, ১৫০০।

নিসন্ধে [স] *নিয়ন্ত্রণ* *বিপ* নিয়ন্ত্রণহীন। 'তোমার চিত্ত নিসন্ধে হউক।' *আজোনিয়ো*, ১৭৪৩।

নিসন্ধ্যা [স] *নিয়ন্ত্রণ* *বি* নিসিন্দা গাছ। 'চাকদিয়া কাসদিয়া নিসন্ধ্যা ভেলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিসপিস [স] *ধন্যতা* *অব্য* অস্থিরতা প্রকাশক শব্দ। 'হাত দুখানা যেন নিসপিস কুতোছে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিসর্গ [স] ১ *বিপ* বৈশিষ্ট্য। 'হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে, ত্রুকার নিসর্গধারী।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ *বি* প্রকৃতি। 'সুর আশন প্রতিভায় নিসর্গের মতো।' *জীবন*, ১৯৪০।

নিসর্গধারী [স] *বিপ* বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে, ত্রুকার নিসর্গধারী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

নিসর্গপট [স] *বি* প্রাকৃতিক দৃশ্য। 'টপকে চলা, নিসর্গপট ওলটপালট মুখের আড়ো।' *শঙ্ক*, ১৯৬৬।

নিসর্গসম্বৃত [স] *বিপ* নিসর্গজাত। 'চতুর্দিকে হলবোষ্ট নিসর্গসম্বৃত সুবহু জলাশয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিসর্গসুন্দর [স] *বিপ* নিসর্গের মতো সুন্দর। 'এই নিসর্গসুন্দর স্থানের রমণীয়তাসম্পাদনে সহায়তা করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

নিসা [স] *নিশা* *বি* রাত্রি। 'ভএ চমকীত রাজা নিসা ঘোরতর।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিসাকাল [নিসা+স কাল] *বি* রাতের বেলা। 'যোরতর নিসাকালে নিত্রাও অতন্তর।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিসাচর [নিসা+স চর] *বি* নিসাতর। 'নহেতো অকি মারী পাণী নিসাতর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিসাপতি [নিসা+স পতি] *বি* ঠান। 'সুভদিন সুভযোগে রোহিনি নিসাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

নিসাতাণ [নিসা+স ভাগ] *বি* নিশাতাণ; রাত। 'নিসাতাণে নিত্রা জাএ ঘোর অন্ধকার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিসা 'এ নিশা'

নিসাড় [স] *নিয়ন্ত্রণ* ১ *বিপ* চেতনাহীন। 'কবজা নিসাড়, কলিজা সুবাখ, থাক চুমু নীলা তালু।' *নজরুল*, ১৯২৪। ২ *বিপ* সাড়াশব্দহীন। 'দেখ জনতার বিশাল অস রুম নিসাড় ছবি।' *ফররুখ*, ১৯৪৬।

নিসান [ফা নিশানাহ] *বি* পতাকা। 'কুন্দবস্তী তরু ধলধল নিসান। গটস তুল অসোক দল বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *এ নিশান*

নিসান [ফা নিশানাহ] ১ *বি* সমেত। 'এ সাধি রসিন কহল নিসান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* বানাবিশেষ। 'সাজে বাজে দগড়ি নিসান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *এ নিশান*

নিসানী [ফা নিশানাহ] *বি* লক্ষ্য; উদ্দেশ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিসানি [ফা নিশানাহ] ১ *বি* চিহ্ন। 'আদালতের মোহরে ও আপন নিসানিতে প্রস্তুত।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ২ *বিপ* চিহ্নিত। 'নিসানী মোহর সমেত তিন সত্তাহতক আপন নিকটে রাখে ...।' *এডমন্ড*, ১৭৯৩।

নিসারা [স] *নিয়ন্ত্রণ* *বি* নিয়ন্ত্রণ। 'শইঠেল গহাঝ নাহি নিসারা।' *চর্চা* ৩, ১২০০।

নিসাস [স] *নিশা* *বি* নিষেধ। 'পরিজন সুনি জনি তেজব নিসাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিসি [স নিশা] বি রাত। 'ককে ন রজসে হসি কিছু ন উত্তর দেশি সুখে জাগ নিসি অবসানে।' *বিশ্বাপতি*, ১৪৬০।

নিশিখ [স নিশা] বি নিশি। 'নিশিখ অক্ষরী মুসা উচার।' *চর্য* ২১, ১২০০।

নিশিখর [স নিশাচর] বি নিশাচর। 'নিসি নিশিখর তম ভীম ভুজসম।' *বিশ্বাপতি*, ১৪৬০।

নিশিন্দা [স নিশিঙ্কা] বি ডিঙ্ক উচ্চদ্বিবেশ। 'মোর শিগাও পৌরব-ভতি নিখ-নিশিন্দা রস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

নিসুত [স নিসুতা] বিণ গভীর। 'নিসুত রাতে উঠবে হাওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

নিসুখন [স নিসুখন] বিণ নিঃস্বপ্ন। 'কর তুলি করে নিসুখন।' *আলাওল*, ১৬৮০।

নিস্কৃতি [স নিস্কৃতি] বি মুক্তি। 'বর মাগ মহাসতি করি নিম্ন নিস্কৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

নিস্টী [হি লিস্টা] বি তালিকা। 'মকররি নিস্টীর নকল।' *ক্যালসে*, ১৭৮৯।

নিস্তপ্ত [স] বিণ ভস্মাধীন। 'চক্কে নিস্তপ্ত নিরুঘু করিয়া রাখিতে হইয়াছে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

নিস্তক্ক [স] ১ বিণ নীরব। 'ভাসে ধরণেশণ হইল নিস্তক্ক।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০। ২ বিণ স্পন্দনশূন্য। 'আমার গুরুসজ্ঞানি নিস্তক্ক নীরব হিরতাবে নির্নিমেবে থাকিবে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ বিণ নিস্তব্ধ। 'তখন নদীটি নিস্তক্ক হয়ে থাকত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিস্তক্কতা [স] বি নীরত। 'নিস্তক্কতার ত্রুটি দেখিয়া হরকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। 'এই নিস্তক্কতার মাঝখান দিয়ে আসে আসে ঘাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

নিস্তক্কভাবে [স] ক্রিবিণ নীরবতা সহযোগে। 'মধ্যাহ্নে এমন বৃহৎভাবে নিস্তক্কভাবে বিতীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

নিস্তরঙ্গ [স] ১ বিণ বির। 'নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দপারাবার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ বিণ শান্ত। 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিশুদ্ধ পর্বতবোঁড় তটচিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। 'স্নানিক ডেউয়ের শোলা ভূলা আবার নিস্তরঙ্গ হয়ে আসে গর মন।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

নিস্তরঙ্গতা [স] বি পলকহীনতা। 'ওদের মতো মেরেটসিও চোখে নিস্তরঙ্গতা ছিল।' *ওয়ালীশ*, ১৯৪৩।

নিস্তরঙ্গ-শুদ্ধতা [স] বি নীরবতা। 'এ গানে বাংলার রেহ-সিক্তিত তেজা মাটির গন্ধ, নিরাশিল হ্রাস, নিস্তরঙ্গ-শুদ্ধতা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

নিস্তল [স] বিণ ভলনীয়। 'নিস্তল গভীর জল কোসেতে লখাই।' *কেতকা*, ১৬৫০।

নিষ্ঠাপ [স] বিণ নিরুপাত। 'নিষ্ঠাপ সন্ধ্যার মেঘমালা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

নিষ্ঠার [স] বি মুক্তি। 'আমার নিষ্ঠার তর্বে নারিক দুতরে।' *বটু*, ১৪৫০। 'অধাশি ভক্তিবে দোষ পাইবে নিষ্ঠার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বিণ ব্যাধিহীন। 'হৈছে তাঁর গাঢ়ি কেবা পাইব নিষ্ঠার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'নিষ্ঠারের কোনো উপার নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮০৬। ৩ বি শক্তি। 'নাচ কুরিয়ে গেল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, তিনিও নিষ্ঠার শেসেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ৪ বি আশ। 'দৈত্যভয় হইতে নিষ্ঠার করিবার আশা কিছু না লইয়াই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ বি রক্ষা। 'মাহের মত পুরুষেরা একবার জালে আসিয়া পড়িলে আর নিষ্ঠার নাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

নিষ্ঠারী [স] বিবারক করা। 'নিষ্ঠারিতে ১ ক্রি নিবারক করতে।' 'লোক নিষ্ঠারিতে করি পাচালি রচিয়া।' *মাগধার*, ১৫০০। 'জীবন নিষ্ঠারিতে এঁকে দয়ালু আর নাই।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ ক্রি বোচন করতে। 'পাশ নিষ্ঠারিতে তুষ্টি বিনে নাই আর।' *সুলতান*, ১৭০০। 'নিষ্ঠারিবা ক্রি উদ্ধার করবে।' 'জিতুবন নিষ্ঠারিবা নবী মোহাম্মদ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

নিষ্ঠারিণী [স] বিণ স্ত্রী রক্ষাকারী। 'সেই নিষ্ঠারিণী খিকে মনে আছে?' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

নিষ্ঠি [হি লিস্টা] বি একক রকম জিনিসের একেকটি গাঁট, মোট, বস্তা ইত্যাদি। 'দ্রব্যের নিষ্ঠি হইতেছে কিছা হইবে।' *বেহান্ত*, ১৮৩৮।

নিষ্ঠক বি সকল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

নিষ্ঠ্র [স] বিণ দুঃখীন। 'পৃথিবীতে ধান্য গোখ্যাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্বারা মানব দেহের গুটি বর্ধন হয়, কিন্তু তাহা নিষ্ঠ্র ও সুস্পন্দগণিত না হইলে সুখাভ্য, সুজীব ও বলমায়ক হয় না।' *অক্ষয়*, ১৮৭৪।

নিস্তেজ, নিস্তেজঃ [স] ১ বিণ দুর্বল। 'বসি ছাল অভ্যস্ত আঘাত পায়, তাহা হইলে উত্তির নিস্তেজ হইয়া পড়ে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। 'একতার মর্থ অনস্বাদে ... নিস্তেজঃ হইয়া পড়িয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪। ২ বিণ ভ্রমিত। 'আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ বি অন্তঃকলতা। 'রক্ত বহি তাই কি নিস্তেজে ছুলে খুদে চক্ষুদীপে তার?' *সুধী*, ১৯৩০। ৪ বি তেজহীন। 'তেজ দিলে নিস্তেজের।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ৫ বিণ নিশ্চহ। 'এই নিস্তেজ প্রজীবিত মানবটির সঙ্গে।' *মানিক*, ১৯৩৫।

নিস্তেল [স] বিণ তেলহীন। 'নিস্তেল দীপের মতো।' *সুধী*, ১৯৩৩।

নিস্তপ্প [স] ১ বিণ বির। 'বাক্য নাই ক্ষুরে ঘেঁষে হইল নিস্তপ্প।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বিণ স্পন্দনহীন; অলস। 'ব্রাহ্ম দেখে, নিস্তপ্প নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয়-বেদনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ ক্রিবিণ নিসোড় হয়ে। 'বেশাখের মরা মাঠ পড়ে থাকে নিস্তপ্প যখন।' *ফররুখ*, ১৯৬৩।

নিস্তপ্পতা [স] বি স্পন্দনহীনতা; অসাড়তা। 'হৃদয় হ্রাদী নিস্তপ্পদায়ের সাহসে পাইয়া গাহেরে কাঠবিড়ালীটি এক সময় নিচে নামিয়া আসিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

নিস্তপ্পিত [স] ১ বিণ স্পন্দনহীন। 'চরপথের মন চিত নিস্তপ্পিত করে ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ বিণ অকপ্পিত। 'নিস্তপ্পিত পেশির সহিত বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটিলে তাড়িতমান যন্ত্র নিস্তপ্পিত থাকে।' *জগদীশ*, ১৯২৫।

নিস্ত্পহ [স] ১ বিণ নিরাসক্ত। 'এ যোগী নিজস্ত নিস্ত্পহ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ বিণ নিরুৎসাহী। 'টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড়ো নিস্ত্পহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

নিস্ত্পহতা [স] ১ বি কামবাহীনতা। 'জীবনটা যেন ... নিস্ত্পহতার, নিরাবলম্বনের।' *জীবন*, ১৯৩১। ২ বি নির্লিপ্ততা। 'নিস্ত্পহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ভাগ হয়ে যায়।' *ওয়ালীশ*, ১৯৪৮।

নিস্ত্পহভাবে [স] ক্রিবিণ নির্লিপ্তভাবে। 'নিস্ত্পহভাবে তিনি মক্কাই বাছেন।' *মহাশেখর*, ১৯৫৬।

নিস্ত্পহুহু [স] বি নিরাসক্ত মুখ। 'নিস্ত্পহুহু দেখে মনে হয় তার যেন কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নাই।' *ওয়ালীশ*, ১৯৬৪।

নিশ [স] বিণ বিপ সাহায্যহীন। 'এইপ্রকৃত অরহণ নিশ পরিশ্রমোগজীবি মোদক ... অসুস্থপ্রাণ ঘটায়।' *দর্পণ*, ১৮০৮।

নিশন [স] বি শব্দ; আওয়াজ। 'বাতাসে খসে পড়া পাতার নিশন।' *মুচ*, ১৯৬৬।

নিষর

নিষর [স নিষর] বি নিশখ। 'নিষরে কহিলা শিব নারদের কানে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

নিষরা [স নিষর] > কি নির্গত করা। 'লাজ সন্তাপে গোপি না নিষরে বানি।' *মহাশব্দ*, ১৫০০।

নিষার্থপর [স নিষার্থপর] বিণ ষার্থপর নয় এমন। 'নিষার্থপর, নির্গোত, আদর্শ-নিষ্ঠ ... নেতা।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

নিষ্যামিত [স] বিণ করিত। 'জনরে নিষিল-হস্য-নিষ্যামিত শূন্যতলে ঊৎসল জয়সংগীত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নিষ্যাদী [স] বিণ নিষেরকণী। 'আমার কণ্ঠ অমৃত-নিষ্যাদী নয়।' *আহসান*, ১৯৪৪।

নিষুসহ [স নিষহ] বিণ ক্রোধ। 'তুম্বারা ক্রমে নিষুসহ হইয়া পড়িলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

নিষুসীম [নিসীম] বিণ প্রচণ্ড। 'প্রচণ্ডে নিষুসীম মস্ত্রে জেন ভীম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

নিহত্র নেত্রা

নিহত [স] বিণ মৃত। 'তাহা চিরকালই হৃদয়মধ্যে যত্নপূর্বক নিহত রাখা বিষয়ে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

নিহরণ [স হরণ] > কি দূর করা। 'ধনপুত্র লক্ষী হয় কসুধ নিহরে।' *মানিকরায়*, ১৭৮১।

নিহাউত [আ নিহাউত] অবি নিতান্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিহাজ [আ লিহাজ] বি মনোযোগ। *নিহাজ করা* বি মনোযোগ দেওয়া। 'সূর্যের অমাবস্যা নির্ণয় জ্ঞানেই হবে নিহাজ করে।' *লালন*, ১৮৯০।

নিহার [স নিহার] বি দর্শন। 'তখন কুদরতিতে করিল নিহার।' *লালন*, ১৮৯০।

নিহারি কি সেবা। 'এরে মাঘব পলটি নিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিহারি বি সেবি। 'জমুনাক ভির উপবন উদবেশল কিবিরি ততহি নিহারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

নিহাশ [স নিহাশ] বি সেবা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

নিহাশা কি সেবা। 'স্নান করে কুলে উঠে টোঙ্গি নিহাশি।' *মানিকরায়*, ১৭৮১। *নিহাশিয়া* কি সেবে। 'নয়নে নিকলে ধারা নিহাশিয়া মুখ।' *মানিকরায়*, ১৭৮১।

নিহারি বি গরু, বাসি ইত্যাদির পায়ের হাড় দিয়ে তৈরি এক ধরনের খোল। 'চাইবে হালুয়া, কুচুরি, নিহারি আর নান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৬০।

নিহিত [স] ১ বিণ লুক্কায়িত। 'বিদ্যান ত্রাণক যদি কোন হুলে মুক্তিকাভাঙরে নিহিত নিখির সন্ধান পান।' *বন্দ্যোপাধ্যায়*, ১৮৭৪। ২ বিণ নিহিষ্ট। 'নারী তেমনি আপনার কার্যবর্শেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া বেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

নিহিতার্থ [স] বি গুঢ় অর্থ। 'নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিকপাশী শক্তিকে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

নিহিষ্ট [স] বিণ (গালি) নাস্তিক; অনিচ্ছুকবাদী। 'বঙ্গের নিহিষ্টরূপী বেয়ামদ হিন্দুগণ।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

নিহিড়ী [স নিহারয়তি] > ক্রিণিণ হেঁট হয়ে। 'নিহিড়ী চাহেঁ পাশি শিহে মোকটে।' *বহু*, ১৯৫০।

নিহুরে [স নিহারয়তি] > ক্রিণিণ একান্তে। 'নিহুরে বিতমম সে উলাস।' *চর্য্য* ৩০, ১২০০।

নিহেতু [স] বিণ অকারণ। 'নিহেতু সাধক যারা জ্বান খাট করুণ খাড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

লালন, ১৮৯০।

নীক [স নিক্ষা] বি উকুনের বাচ্য। 'ভেসব উকুন নীক করে ইগিবিগি।' *ভারত*, ১৭৬০।

নীচ [স] ১ বিণ অধম। 'উত্তম মধ্যম নীচ সেবার হৈল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি নিচের স্থান। 'নীচে লিখিতব্য এছ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৩ বি নিচু। 'বাহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ ভারতম্য ছিল তাহারদিককে নীচঃ মর্যাদা প্রেপিত নিবন্ধ করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৪ বি নিকট। 'ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ সোত অপর দিকে হীম ভর নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

নীচকর্ম [স] বি নিকট কাজ। 'তোমার আর গৃহমার্জন প্রভৃতি নীচকর্ম করিতে হইবে না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

নীচকুলোত্তর [স] বিণ নিচু বংশে জন্ম হয়েছে এমন। 'নীচকুলোত্তর বংশীয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

নীচকুলোত্তর [স] বিণ ঐ নিচু কুলে জন্ম এমন। 'নীচকুলোত্তর শৈবলিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

নীচপা [স] বিণ অপযোগ্য। 'তুমি নীচপা হইয়া, মর্জ্যে অবতরণ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

নীচপামিনী [স] বিণ ঐ নিচু জাতির পুরুষের শয্যাসিনী। 'কেহই গোপনে উপপতি ভজিত কিং জবানদি নীচপামিনী হইতে পারিত না।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

নীচজনসুলভ বিণ হীনচরিত্রের মানুষের মতো। 'রামের নীচজনসুলভ স্বাচরণে, অথবা তাঁর চরিত্রে অপবাদের প্রতিবাদরূপ ...।' *মুখলেন*, ১৯৭০।

নীচজাতি [স] ১ বিণ নিকট প্রকৃতি। 'নীচজাতি দেহ যের অভ্যন্ত অসার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি সামাজিক বিচারে নিম্নজাতি। 'বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার।' *রামকৃষ্ণ*, ১৭৮০।

নীচজাতীয় [স] বিণ নিচু শ্রেণীর। 'ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

নীচজাতীয়া [স] বিণ ঐ নিচু শ্রেণীর। 'লক্ষী মহাশ্রীর পালিতা নীচ জাতীয়া কন্যা।' *নন্দকল*, ১৯২২।

নীচতা [স] ১ বি হীনতা। 'লক্ষণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষমোচিত ব্যবহার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ২ বি অনুদারতা। 'বাহীর এই নীচতা তাকে অনেক বেশি বেজোছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৩ বি ক্ষুদ্রতা। 'বেদনার সুরকে অজ্ঞান করবার মতো নীচতা মানুষের কেমন করে আসে।' *নন্দকল*, ১৯২৭। ৪ বি খারাপ স্বভাব। 'এত নীচতা কেন?' *মানিক*, ১৯৩৬।

নীচবৃত্তি [স] বিণ নিকট স্বভাববিশিষ্ট। 'সে ব্যক্তি নীচবৃত্তি ও অসূয়াপরবশ ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

নীচবর্ষি [স নীচবর্ষি] বিণ নিম্নস্থ। 'কালীঘাটের নীচবর্ষি আদিশঙ্গা।' *দর্পণ*, ১৮২২।

নীচবৃত্তি [স] বি নিকট পেশা। 'অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃত্তি।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

নীচমনা [স] বিণ নিকট মনবিশিষ্ট। '... অতি নীচবৃত্তি ও নীচমনা ছিলেন।' *এসলাম*, ১৯১৬।

নীচলোক [স] ১ বি আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল লোক। 'নীচলোক বাড়িলে আকাশে মারে লাগি।' *কৃষ্ণকমল*, ১৭২০। ২ বি অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। 'নীচ লোকের কর্ম সুন্দর অক্ষর লেখা ... পণ্ডিত হইলে

কদর্যঅক্ষরই লেখে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

নীচশির [স।] বিণ নতমস্তক। 'করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

নীচ-শ্রেণী [স।] বি নিম্নমান। 'তাঁহারা অতি নীচ-শ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোশ করিতে লাগিলেন মাত্র।' হরহাসদ, ১৮৮৬।

নীচস্থ [স।] বি নীচের। 'নীচস্থ জল হইতে পৃথক করিলেন।' কেশী, ১৮০৮।

নীচাত্মা [স।] নীচ-আত্মা। বি হীন আত্মা। 'পরনিলা তোমার নীচাত্মার পথ।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

নীচাত্তরকরণ [স।] নীচ-অত্তরকরণ। বি নিচু মনের অধিকারী ব্যক্তি। 'ঐ নীচাত্তরকরণ ... অবলাকে বিবাহ করিয়া কানপুরে লইয়া যায়।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

নীচাবস্থা [স।] নীচ-অবস্থা। বি অত্যন্ত ব্যাপ্য অবস্থা। 'যে বাতাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই বহুদল বোধ করিয়া মুখশল্লাগ করেন।' জ্ঞানাবোধণ, ১৮৩০।

নীচাশক্তি [স।] নীচশক্তি। বি মানসিক ক্ষুদ্রতা। 'সন্ন্যাসবৃত্তি তাঁর নীচাশক্তি থেকে প্রবলতর ছিল।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

নীচাশয় [স।] নীচ-আশয়। বিণ অশিষ্য নীচ। 'যে ডিন্দা করে, সে নিতান্ত নিষেজ ও নীচাশয়, এবং সকল লোকের ঘৃণা ও অপ্রীতির ভাজন হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

নীচাশয়তা [স।] নীচ-আশয়-তা। বি নীচতা। 'কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে ঘেঁষালাই করিতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

নীচদর [স।] নীচ+কা দর। বি হীনজাত। 'নীচদরের প্রকচরীর মনে ঘোমটো খুলিয়া তার মুখখানি দেখিবার সাধ জাগে।' মানিক, ১৯৪০।

নীচমুখী [স।] নীচ-মুখ। বিণ নীচের দিকে মুখ এমন। 'গোল কুঁড়ের মাথা নীচমুখী করে বুলছে।' মোতাহার, ১৯০৭।

নীচে [স।] নীচ>। ক্রিণি নিঃ; উল্লিখিত হানে। 'নীচে প্রকাশ করা গেল।' দর্পণ, ১৮৩০।

নীচেকার বিণ নীচের। 'তাহাদের নীচেকার শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত অস্ত্রত পড়িতে ও শিখিতে পারে।' কৃষ্ণকবিতা, ১৮৮৫; 'পশা একটুখানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গায়েই নীচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নীচি [স।] ১ বিণ আনুঘিক ধরচ বাসে থাকে এমন। 'নীচি মুনাফার দশ ৩৭ করিয়া ... ক্ষতিপূরণ সেওয়া হইবে।' সওগাত, ১৯৪০। ২ বিণ চূড়ান্ত। 'নীচি বিরুদ্ধসংখ্যা একলক পরমর্থা হাজার পাঁচশো পরমর্থা।' শিবরায়, ১৯৪০।

নীচি মুনাফা [সি।] নিচ+আ মুনাফা। বি আনুঘিক ধরচ বাসে লাভের অংশ। 'নীচি মুনাফার দশ ৩৭ করিয়া ... ক্ষতিপূরণ সেওয়া হইবে।' সওগাত, ১৯৪০।

নীড় [স।] ১ বি পাখির বাসা। 'উহার নিজ নিজ নীড়ে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিত।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি জগৎ-সংসার। 'তারি মাঝে বদি আছে, যদি যার খসি আমাদের দু-দয়ের নীড়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি বাসা। 'ওই যে সুন্দর হারিকার যাত্রা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বি গৃহবাছান। 'বামিরার দিন এলে বামিতে না যদি থাকে জানা নীড় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নীড়চ্যুত [স।] বিণ বাসা থেকে বেরিয়ে-পড়া। 'নীড়চ্যুত তরুণ ঈশল পক্ষী' খেমদ স্বভাবতই ... লৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৫৪।

রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

নীড়কোরা বিণ নীড়ে ফিরেছে এমন। 'মাথার ওপর নীড়কোরা পাখির কচিমচি ব্যতীত।' কামসার, ১৯৬২।

নীড়বিহারী [স।] বিণ গৃহচাষী। 'চুপি চুপি কান্না বও কুতে।' হে নীড়-বিহারী সখী।' সূক্তত, ১৯৪৮।

নীড়ঘাট [স।] বিণ আশ্রয়স্থান। 'আজ আমি যেন নীড়ঘাট।' নজরুল, ১৯২৮।

নীড়মুখী [স।] বিণ বাসার কিরছে এমন। 'নীড়মুখী পাখির মতন ...।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

নীড়লুকা [স।] বিণ অপ্রিয়ালুপ। 'এই নীড়লুকা বিহঙ্গমী।' মানিক, ১৯৩৫।

নীড়লুকাণী [স।] বিণ অপ্রিয় ষোজে এমন। 'এ মরা শহরে নীড়লুকাণী মন হারাল চতুর উত্তর দিশা তার।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

নীড়হারা [স।] নীড়+হারা। বিণ বাসাহীন; অপ্রিয়হীন। 'আমি নীড়হারা নিমার পক্ষী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নীড়ে-কোরা বিণ নীড়ে ফিরে আসছে এমন। 'নীড়ে-কোরা পাখি যবে অকুট কারুণি যবে দিনান্তেরে দুখ করি তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নীত [স।] নীতি। ১ বি নীতিকথা। 'বিদ্যাপতি কহ নীত অব রোদন নহ সমুদ্রীণ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি নীতি। 'করি সর্ব নীত বিহা হয় চক্রেণে।' কেতক, ১৬৫০। ৩ বি নীতি। 'হিন্দুজানের নীত ও ব্যবহার ক্রমে তাহার দিশের বিহিত হয় ...।' ডানকল, ১৮৫৫।

নীতি [স।] ১ বিণ গৃহীত। 'বাসলা সমাচার পর হইতে নীতি।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিণ আনীত। 'ইংরেজান ডাক্তর এডেম ও মেটর ডিরেক্টর সাহেব কর্তৃক নীত হইল।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিণ নেতৃত্বা হোয়াই এমন। 'পৃষ্ঠতাপে বাহ্যের নীত কর্তব্য বন্ধন করে।' অক্ষর, ১৮৫০। ৪ বিণ উত্তীর্ণ। 'গণবান ব্যক্তিগণ কমল শ্রেণি হইতে নীত হইয়া লগৎ শ্রেণীভূত হন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

নীতি [স।] ১ বি আইন। 'যেদেশের যেই নীতি অবশ্য রাখিলা।' আশাওল, ১৬৮০। ২ বি ন্যায়শাস্ত্র। 'যশ নীতি জানাত বসিয়া বিমিত।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি হিতোপদেশ। 'আমাকে এই অপূর্ণ নীতি করিয়া গেল।' তারুণী, ১৮০৩। ২ বি নৈতিক জ্ঞান হয় এমন বিদ্যা; নীতিবিদ্যা। 'নীতি, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধার বুদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার প্রবের অবদান করা হাইবেক।' অক্ষর, ১৮৪২। ৩ বি ন্যায়-অন্যায় কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি বিচারমাধ্যম। 'নীতি বিবরণে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়।' গ্যারী, ১৮৫৯।

নীতি-কচকচি [স।] বি নীতি নিয়ে আকালনকারী। 'কচিকচিক নীতি-কচকচিদের ঘৃণার বড় ইঙ্গিত।' নজরুল, ১৯৩১।

নীতিকথা [স।] বি হিতোপদেশ; মঙ্গল হবে এমন উপদেশ। 'সংস্কৃত আখ্যায়িকা গ্রন্থের নীতিকথা।' গৌর, ১৮২২।

নীতি-কবি [স।] বি হিতোপদেশমূলক কবিতা রচয়িতা। 'আমি যদি নীতি-কবি ঈশল কিংবা সানী হতুম ...।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

নীতিকাব্য [স।] বি নীতিকথা বিষয়ক কবিতা। 'এই-সকল নীতিকাব্য ... পূর্বকাল হইতে প্রচলিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নীতিকোবিদ [স।] বিণ নীতি রচয়িতা; নীতিপ্রমুখ। 'নীতিকোবিদ পণ্ডিত চ্যাপকা শর্মা সভাই বলিয়া পিরাহেনে রাজাই দুর্কলেরে ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

নীতিগতভাবে

নীতিগতভাবে [স] ক্রিণ্য ন্যায়-অন্যায় বিচার সাপেক্ষে। 'ইহা নীতিগতভাবে নির্দোষ অর্থেণ ও শক্ষণাত্মক বিনিয়োগে যৌথিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।' আদ্যম, ১৯৫৪।

নীতিগত [স] বিপ ভাসোমেন বোধসম্পন্ন। 'রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগত কথা আছে।' বর্ধম, ১৮৫৪।

নীতিজ্ঞ [স] বি নীতিবিদ্যা। 'নীতিজ্ঞেই ঘটকবিতার নিশা আছে বটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

নীতিজিজ্ঞাসা [স] বি নীতিবোধ। 'দার্শনিক প্রত্যয়লিপিতে অবলম্বন করে মানবতত্ত্বী নীতিজিজ্ঞাসা পড়ে উঠেছে।' শিব, ১৯৫৬।

নীতিজ্ঞ [স] বি নীতিশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তি। 'কোনো বিখ্যাত নীতিজ্ঞ কহিয়াছে ...।' তারিখী, ১৮০৩: 'সে ... শরম দার্শনিক ও ... বড় নীতিজ্ঞ হইবে।' মৃত্যুজয়, ১৮১০।

নীতিজ্ঞতা [স] বি ন্যায়-অন্যায় সপক্ষে সত্যতনতা। 'এখন নীতিজ্ঞতা তাহার হইতে পরিচিত না।' গৌর, ১৮২২।

নীতিজ্ঞান [স] ১ বি নৈতিকতা। 'তুমি রাফসেলী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতিজ্ঞান নাই।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি নীতিবিদ্যা। 'ভাষার প্রসঙ্গত আমরা ... মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যালয়ত করিতেছি।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

নীতিজ্ঞ [স] ক্রিণ্য নৈতিকজ্ঞতা। 'আমরা নীতিজ্ঞ এই আসনের উপর প্রতিবাদ করা কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি।' বৃন্দাবন, ১৯০৭।

নীতিধর্ম [স] বি নৈতিক আদর্শ। 'ভাতে সমাজের যাবতীয় নীতিধর্ম যে ছুবে বেতে বহলি ...।' সুসীমমুখো, ১৯৭০।

নীতিধর্ম, নীতিধর্ম [স] বি নীতিধর্ম। 'হিন্দু-সমাজে নীতিধর্ম মাঝারি রাজত্ব স্থাপিত হল এবং অনীতিধর্মী মহতেরা অন্তর্গত করলে।' মোতাহের, ১৯৫০।

নীতিধারা [স] বি নিয়ম-কানুন। 'বিশ্বদ্রুমী নীতিধারা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে।' বেগম, ১৯৪৭।

নীতিনিপুণ [স] বিপ নীতি-নৈতিকতা বুদ্ধিতে পারো এমন। 'সে নীতিনিপুণ নয়।' অন্নম, ১৯২৯।

নীতিনিয়ম [স] বি নৈতিক শৃঙ্খলা। 'এই বিচার থেকেই ভাস-মন্, উচিত-অনুচিত, প্রকৃষ্ট-নিষ্কৃষ্টের নীতিনিয়মগুলির উদ্ভব।' শিব, ১৯৫০।

নীতিনির্দেশ [স] বি নৈতিক অনুশাসন। 'একই নীতিনির্দেশ দ্বারা নিরস্ত্রিত হলে তবেই সমাজ সম্ভব।' শিব, ১৯৫০।

নীতিনির্ধারণ, নীতি-নির্ধারণ [স] বি নীতিমালা প্রণয়ন। 'এ সম্পর্কিত নীতি-নির্ধারণের জন্য প্রাচ্য জাতীয় আর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিমাণে নির্ভরযোগ্য নহে।' আদ্যম, ১৯৬০।

নীতিনিষ্ঠা [স] বি নিয়ম-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা। 'অনন্ত'র সারম্মা, তার নীতিনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

নীতি-ন্যাকা [স] নীতি-কা নেকা বি নীতির সোহাই দানকারী ভাও। 'শাসন-শুল্ক নীতি-ন্যাকার/রুচি-শিবার হট্টোলে।' নরেন্দ্র, ১৯২৯।

নীতিগণিত [স] বি নীতি বিষয়ে গণিত। 'নীতিগণিতেরা জগতের প্রত্যেকের নিক হইতে নীতি-উপদেশ গিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নীতিপরতা [স] বি ন্যায়পরায়ণতা। 'ভবকলিত বিক্রমাসিতা বিন্যাসপূর্ণা, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুগীলন দ্বারা সবিধেণ বিখ্যাত হিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নীতিপরায়ণ [স] বিপ ন্যায়নিষ্ঠ। 'সে নিশ্চই নীতিপরায়ণ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নীতিপাঠ [স] বি ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা। 'নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২: 'নীতিপাঠের কল পাঠিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নীতিপ্রদর্শক [স] বি নীতি প্রচারক। 'রোমক দেশীয় কোন নীতিপ্রদর্শক নির্দেশ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

নীতিবচন [স] বি নীতিকথা। 'ওটা হল ইহুদে পড়বার নীতিবচন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নীতিবর্ষ [স] বি নীতিগম্য: সুদীর্ঘের পথ। 'রাস্তারদিশের যেমন নীতিবর্ষ আছে।' রাকিব, ১৮০৫।

নীতিবল [স] বি নৈতিক শক্তি। 'সমাজের প্রধান বল নীতিবল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নীতিব্যাক্য [স] বি হিতোপদেশ। 'বিদ্যাসাগর যে নীতিব্যাক্য প্রচার করতে চেয়েছেন ...।' মুখশের, ১৯৭০।

নীতিবিশীল [স] বিপ নীতিনিষ্ঠ। 'বিশ্বাসের জ্ঞানে ক্ষতরা ভয়ঙ্কর গোড়া জীতান আর মরাঙ্কর রকমের নীতিবিশীল।' মুক্ততাব, ১৯৫২।

নীতিবান [স] বি নিয়মশৃঙ্খলা। 'তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবান রচিত হয়েছে।' গুণাজেন, ১৯৪০।

নীতিবানী [স] বি নীতি মেনে চলে যে। 'রাড়িরে বলাটা ভালো নয়, যদি কোনো নীতিবানী কর।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নীতিবিশিষ্ট [স] বিপ নীতিগণিশী। 'হত প্রকার উপারে তাহার অনিয়মিত আর হয় তার সবগুলিই নীতিবিশিষ্ট।' মানিক, ১৯০৭।

নীতিবিন [স] বিপ নীতিবিশারদ। 'বাবীলনেতা ও নীতিবিন।' এসলাম, ১৯১৯।

নীতিবিদ্যা [স] বি নীতি বিষয়ক বিদ্যা। 'রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ...।' দর্পণ, ১৮৩৯।

নীতিবিদ্যা দায়িক [স] বিপ নীতিবিদ্যা দান করে এমন। 'বিচিত্র কথা ও নীতিবিদ্যা দায়িক।' গোলোক, ১৮০০।

নীতিবিবর্জিত [স] বিপ নীতি বর্জন করা হয়েছে এমন। 'সেখানকার শিক্ষাকে নীতিবিবর্জিত বলা যায় না।' বেগম, ১৯৫২।

নীতিবিরম্ব [স] বি নীতিজ্ঞতা। 'এই নীতিবিরম্ব চরমে উন্নীত হচ্ছে।' বেগম, ১৯৪৮।

নীতিবিরুদ্ধ [স] ১ বিপ নিয়ম-বহির্ভূত। 'শঙ্কর উপর নীতিবিরুদ্ধ দয়া প্রদর্শন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিপ অনৈতিক। 'তোমার আপা নীতিবিরুদ্ধ নয়।' দীনবন্ধু, ১৮৩৩।

নীতিবিশীল [স] বিপ নীতি নেই এমন। 'আমরা বরং নীতিবিশীল হইরা আবার রাজার নীতির সমালোচনা করিতে থাকিব।' শিহির, ১৮৯২।

নীতিবুদ্ধ [স] বি যিনি নীতি সেখান কিছু প্রয়োগ করেন না। 'বন্ধুধর্মিক-নীতিবুদ্ধের সনাতন তাত্ত্বিকানা।' নরেন্দ্র, ১৯২৯।

নীতিবেত্তা [স] বিপ নীতিশাস্ত্রে অজিজ্ঞ। 'বাবুদ্বাপক, সমাজতত্ত্বেরা ধর্মোপদেশী, নীতিবেত্তা ...।' বর্ধম, ১৮৮৭।

নীতিবোধ [স] বি নৈতিকতার চেতনা। 'ইংরেজের নীতিবোধ এইরূপে বিধিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮: 'ওদের গ্রাম্য নীতিবোধে সাধু

ভাবে, কাজটো বড় হচে । হাসান, ১৯৬৩ ।

নীতিব্রত [স] বি ধর্মীয় আচার । 'নীতি ব্রতে গ্লান করে জলে ভাসিরাঁ' রবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

নীতিব্রত [স] বিপ নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত । 'সামান্য লোকেরা নীতিব্রত ও দূর্ব হইয়া আসিতেছিল ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১ ।

নীতিমান [স] বিপ নীতিবান । 'সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও কতিমান করত ।' প্রমথ, ১৯৮২ ।

নীতিমূলক [স] বিপ নীতি অনুমোদিত । 'নীতিমূলক কিছ-কাহিনী না বলে ...' ওয়ালী, ১৯৬৪ ।

নীতিশাস্ত্র [স] বি নীতি তথা ন্যায়-অন্যায় বিষয়ক শাস্ত্র । 'নীতিশাস্ত্র জানো মাগো কি বলিব বাড়ী ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০ ।

নীতিশিক্ষক [স] বি নৈতিক জ্ঞানের শিক্ষাদাতা । 'অক্ষয়কুমার দত্তই ... বাঙালির সর্বপ্রথম নীতিশিক্ষক ।' ব্রজশ্যাম, ১৮৮৬ ।

নীতিশিক্ষা [স] বি নীতি বিষয়ে শিক্ষা । 'আমরা অসভ্য জাতির নিকট বিলম্বন নীতিশিক্ষা পাইলাম ।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩ ।

নীতিসার [স] বি নীতির মূলকথা । 'সুশীলসূচক নীতিসার ও পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তিত কথা সকল খোদিত করিয়া রাখা যায় ।' অক্ষয়, ১৮৪৯ ।

নীতিহীন [স] বিপ অনৈতিক । 'মূললম্যান সমাজকে গুণ নীতিহীন বলে গালি দিতে কুষ্ঠিত নন ।' কুবর, ১৯৩৩ ।

নীতিহীনতা [স] বি অনৈতিকতা । 'দেশে নীতিহীনতার সামগ্রিক পরিস্থিতি ইহাতে সহজই অনুমেয় ।' আজাদ, ১৯৬৭ ।

নীতিভাষ্য [স] বি নীতি-ভাষ্যসহ বি প্রতিদিনের ভাষ্যসহ । 'অন্যেয়াদিগকে নীতিভাষ্যে ক্ষমাশূন্য হওয়া নহে ।' রামরায়, ১৮০২ ।

নীশ [স] বি কদম ফুল ও তার গাছ । 'বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীশফুলে কাদিয়া পরান বুলে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

নীশকানন [স] বি কদম ফুলের বাগান । 'শনন কাদে বাছ নীশকাননে ।' নজরুল, ১৯২৯ ।

নীশনিকুল [স] বি কদম বন । 'পুলকিত নীশনিকুলে আজি/বিকশিত প্রাণ জেগেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯০০ ।

নীশবন [স] বি কদম ফুলের বাগান । 'এসো নীশবনে ছায়াবিত্তে ।' রবীন্দ্র, ১৯২২ ।

নীশবালিকা [স] বি কদম গাছের চারা । 'আজ নীশবালিকার ভীক-শিরহণে ।' নজরুল, ১৯২৯ ।

নীশমূল [স] বি কদম গাছের গোড়া । 'বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীশমূলে/কাদিয়া পরান বুলে বিরহযাখা ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

নীশশাখ [স] বি কদম গাছের ডাল । 'নীশশাখে বাঁধো কুলনা ।' রবীন্দ্র, ১৯০০ ।

নীশশাখা [স] বি কদম গাছের ডাল । 'ঘরে সোনার কুলরশি দিবে নীশশাখায় কবি ।' রবীন্দ্র, ১৯০০ ।

নীবার [স] বি উড়িচান । 'নীবারে পুট পঙ্কী ।' কবিত্তম, ১৮৮৭ ।

নীবারমঞ্জরী [স] বি ভূপাশবের শিখ । 'স্বর্গশীর্ষ নীবারমঞ্জরী ।' জীবন, ১৯৩০ ।

নীবি [স] বি নারীর পরিধেয় কাপড়ে কোমরের স্টি বা বাঁধন; কটিবন্ধ । 'দূর কবি বাক্যবি নীবি বন্ধ ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০ ।

নীবিবন্ধ [স] বি নারীর পরিধেয় বস্ত্রের কটিদেশের বাঁধন; কটিবন্ধ । 'নীবিবন্ধ করল উদ্দেশ ।' ক্লিাপতি, ১৪৬০; 'তনু দেখে রক্তবহর নীবিবন্ধে বাঁধা, চরণে নৃপুংসখানি বাজে আখা আখা ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭ ।

নীবিবন্ধন [স] বি নারীর পরিধেয় বস্ত্রের কটিদেশের বাঁধন । 'নীবিবন্ধন বলিয়া পড়িতেছে ।' প্রমথ, ১৮৯০; 'নীবিবন্ধন আপনি বলিছে, 'ফুরিছে গুণাধর ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮ ।

নীরমান [স] ১ বিপ নিয়ে যাচ্ছে এমন । 'প্রতিভা ও প্রেমকে আমাদের জ্বা-নীরমান সমাজ নন্দনময়ী জরসাল বানিয়ে নিজেই ঠকে পেছে ।' জরনা, ১৯২৮ । ২ বি ত্রুশন নিয়ে যাচ্ছে এমন ব্যক্তি । 'নীরমানেরা যদি পাঠা না দিতে পারে তো নেতা ফিরেও তাকাবে না ।' জরনা, ১৯২৮ ।

নীর [স] ১ বি পানি । 'কেহো না ভরিল নীরে ।' বড়ু, ১৪৫০; 'কাল হৈল ঘোরে নরানে নীরে ।' বড়ু, ১৫৭০ । ২ বি ঘর । 'পূর্বতপের ফলে আনিয়া আমার নীরে তনু তেজি আপন ইছারে ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । ৩ বি (বাউল) নারীর রক্ত । 'নূরে নীরে করে মিলন থেকে রে নেহারি ।' শালন, ১৮৯০ ।

নীর কীর [স] বি (বাউল) নারীর রক্ত এবং পুরুষের বীর্য । 'নীরে কীরে আছে ছোটি ।' শালন, ১৮৯০ ।

নীরঘাটা বি (বাউল) নারীর অনুঘাট । 'নীরঘাটায় খুঁলে তারে পার অনাসে ।' শালন, ১৮৯০ ।

নীরবিশু [স] বি জলের কঁটা । 'নীরবিশু দূর্বাসলে ।' মাইকেল, ১৮৭৩ ।

নীরবুজ [স] বিপ রক্তহীন । 'নীরবুজ দেখে হাড় দিয়ে রণ ।' নজরুল, ১৯২৬ ।

নীরজ [স] বি পশু । 'নতি করে নীরজ চরণে ।' মানিকরাম, ১৭৮১ ।

নীরজননয়ন [স] বি পশুর মতো চোখ । 'নীরজননয়নে নীরবিধিমে ঘুরি ।' শীনবর, ১৮৬৭ ।

নীরদ [স] বি মেঘ । 'নিবিল নীরদ কটির দরঙ্গ অরুন জ্বলি নিঃ দেখ ।' ক্লিাপতি, ১৪৬০ ।

নীরদবরন [স] নীরদবর্ণী বিপ মেঘবরন; মেঘের মতো কালো রংবিশিষ্ট । 'নবীন নীরদবরন শ্যাম জানিতাম যোরা তখনই ।' নজরুল, ১৯৩২ ।

নীরদমালা [স] বি মেঘপুঞ্জ । 'নীলাকাশের নীরদমালাকে বিধি বিভিন্ন মনপ্রাণ-বিমোহনরূপে সাজাইয়া দেয় ।' শিরালী, ১৯১৮ ।

নীরজ [স] ১ বিপ ঘন । 'শিগড় হইতে শিগড় পঙ্ক নীরজ ভটিত মেঘে আকাশ অন্ধকার ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭ । ২ বিপ গাঢ় । 'রোদসুখ রজনীর নীরজ আঁকারে ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'নীরজ অন্ধকারে আনোয়ার হাসলে ।' ওয়ালী, ১৯৪২ । ৩ বিপ পরিচ্ছন্ন । 'এ সন্ধ্যায় অন্ধকারে ডাকে তারে নীরজ আকাশে ।' কবরজ, ১৯৬৩ ।

নীরব [স] ১ বিপ শিশুশব্দ । 'বুঝি বাছ আইল এই মনে মনিনী নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ ...' দুর্ভাঙ্গর, ১৮১৩ । ২ বি নিরক্ততা । 'প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষরাজে ।' গিরিশ, ১৮৮৭ । ৩ বিপ মুক । 'সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা ।' রবীন্দ্র, ১৯০০ । ৪ বিপ বাকহীন । 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে ।' রবীন্দ্র, ১৯১০ ।

নিরব [স] নীরবা বিপ শিশুশব্দ । 'এহা বুলী কাহাণী শিব হইয়া ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

নীরবচারণী [স] বি মৌনী; নীরবে চলে যে । 'হে শীরবচারণী, বৃথিতে না পারি মুখে কেন নাহি তাষ ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২ ।

নীলবতা

নীলবতা [স] বি নিরশশতা। 'চুপনের মতো গড়ে নীলবতারসে'।
রঞ্জিত, ১৮৮৫।

নীলবতানিছু [স] বি নীলবতারশ সাধারণ। 'নীলবতানিছুতলে ময়ূ হয়ে
হুমাইয়ে বিসরাচার'। রঞ্জিত, ১৮৮৮।

নীলবা, নিরবা [স] নীলবা > ক্রি ক্ষান্ত হওয়া। 'এতকত কহিয়া সেব
সেবেস্ত বাসব নিরবানি'। মাইকেল, ১৮৮০। 'এত বলি নীলবিল ফুল
হুবাবার'। রঞ্জিত, ১৮৮০। নীলবানি ক্রি ক্ষান্ত হলো। 'কীদ্বিগা
কীদ্বিগা, নীলবানি চন্দ্রাননা অক্ষরয় আঁখি'। মাইকেল, ১৮৮০।

নীলবাচ্ছন [স] নীলব-আচ্ছন। বিগ নীলবতার ময়ূ। 'চোখ বুজে
নীলবাচ্ছন হলে তারা নিরাশ হয়ে ঝড়ের বিজি আত্মদানে জান
কেনার'। ওয়ালী, ১৮৮৪।

নীলবিত [স] বিগ নিরুক্ত। 'সুখামাখা কখাতলি চিরতরে নীলবিত'।
রঞ্জিত, ১৮৮৫।

নীলস [স] ১ বিগ মনকে আকর্ষণ বা মুগ্ধ করে না এমন। 'সহজে নীলস
বোঁ দলিতে বিরস'। ব্রজেন, ১৮৫০। ২ বিগ রসনীয়। 'অকিয়ে
এসে এমন'। 'নীলস' পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সস্তুপায়ের গরিতেছে ...'।
অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বিগ অপ্রসন্ন। 'তাহারিগের অতি নীলস ভাব ও
নির্কর বভাব'। অক্ষর, ১৮৪৯। ৪ বিগ বেরসিক। 'যারা কটিন নীলস
বিষয়ী লোক'। রঞ্জিত, ১৮৮৪। ৫ বিগ কর্ণশ। 'রাগ নীলস কর্তে সে
সক্ষেপে বলে, না'। মানিক, ১৯০৫।

নীলসতা [স] বি অরসমতা। 'হলের জন্যই এই নীলসতা বীকার
করিয়া লইতে হয়'। রঞ্জিত, ১৯০৭।

নীরাগী [স] বিগ অনুরাগহীন। 'বলেহিসেম দীর্ঘ শ্বরে, হায়, বিবাতা। এ বে
প্রমোহে দিগির নীরাগ'। রঞ্জিত, ১৯২৬।

নীরূপী [স] নীরাগী। বিগ সুহঃ রোগমুক্ত। 'পরী এতটা নীরূপী হায়ে
চান'। রঞ্জিত, ১৯৪০।

নীরূপ [স] বিগ রূপবর্জিত। 'নীরূপ যে ভাবে বরুণশ্রাবরে বৃষ্টি ঝিঙ্ক বৃক্ষে
সে বা'। ভারত, ১৯৩০।

নীরোগ [স] বিগ রোগহীন। 'সে অক্ষর অক্ষর নীরোগ হইয়া থাকে'।
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

নীরোগী [স] বি রোগহীন ব্যক্তি। 'যোগীর দুখটাই জানি, নীরাগীর
দুখে ভাববার জিনিস নয়'। রঞ্জিত, ১৯২৫।

নীরাগীত, নীরাগীত [স] নির্ধারিত। বিগ নির্ধারিত। কালগণ, ১৯২২।

নীরাগেশ [স] নিরূপণ। বি নিরূপণ। কালগণ, ১৯২২।

নীল [স] ১ বি বর্ণবিশেষ। 'নীল কুটিল ঘন মুগ্ধ দীর্ঘ বেশ'। বড়ু,
১৪৫০। ২ বি এক জাতীয় গাছ যা থেকে নীল রং উৎপন্ন হয়। 'বুঝি
নীল ক্ষেতের বড় গাছ'। কেরি, ১৮০২। ৩ বি আকাশ। 'ওই বে
সেখ নীল-নোয়ান সজ্জ-যেগা দী'। জম্জম, ১৯২৭। ৪ বি
বেদান্ত। 'হয়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নিচে - নীল পৃথিবীর
পরে'। জীবন, ১৯০৬। ৫ বিগ বৈমানায়। 'রাঙের প্রবল নীল
অভ্যাসের আঘাতে ঝিঙ্ক ফেলেছে'। জীবন, ১৯৪২।

নীল উত্পল [স] নীল-উৎপল। বি নীলোৎপল। নীল রঙের পঞ্চকুল।
'জলে গলি তপ করে নীল উত্পল'। বড়ু, ১৪৫০।

নীল উপলবাস [স] বি উৎসাহের সাথে নীলকণ্ঠ শিবের পূজা উপলক্ষে
ব্রত। 'গত ৩০ চৈত্র নীল উপলবাসের নিমিত্ত'। দর্পণ, ১৮২৮।

নীলকণ্ঠ [স] ১ বি পাখিবিশেষ। 'কৃষ্ণকণ্ঠ নীলকণ্ঠ জিনি টাম টাম'।
আলাওল, ১৮৮০। 'লজ্জাটিল নীলকণ্ঠ বেত রক্ত নীল'। ভারত,

১৭৬০। ২ বি হিন্দুসেবক শিব। 'বয়ঃ নীলকণ্ঠ সে বিধ স্বকণ্ঠে
ধারণ কতো ...'। মাইকেল, ১৮৫৪। 'এখন দুখেরে হলোহলে
একফাকার নীলকণ্ঠ'। মাইকেল, ১৮৭৪।

নীলকণ্ঠী [স] বিগ ক্রী নীল রঙের কবচবিশিষ্ট। 'উনি হচ্ছেন নীলকণ্ঠী
- শিব তো বলগে পারিবে, শিবা বলবৎ'। নরকমল, ১৯০১।

নীলকর [স] বি ব্রিটন ভারতে ইংরেজ নীল চাষকারী। 'বসমেতে
নীলকর সাহেবেরা কবচবসের নীল চাস করিয়া ...'। বঙ্গমুদ্রা,
১৮২৯।

নীলকরপক্ষ [স] বি নীলের উৎপাদক পক্ষ। 'করিয়াদী, - শিখা
নীলকরপক্ষ'। সজ্জা, ১৮৮১।

নীলকান্ত [স] ১ বি মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'সূর্যকান্ত চন্দ্রকান্ত
নীলকান্ত পঞ্চাশ মণিগণেতে জড়িত'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিগ
নীল রঙের। 'নীলকান্ত অমর'। রঞ্জিত, ১৮৮৬।

নীলকান্তমণি [স] বি মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'চুনি চন্দ্রকান্তমণি
সূর্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অরুণকান্তমণি'। রঞ্জিত, ১৮০৫।

নীলকায়ক [স] বি নীল ব্যবসায়ী। 'মণপঞ্চ কৌনৎ নীলকায়কেরা
প্রচার উপর সৌভাগ্য করেন'। দর্পণ, ১৮২২।

নীলকুটি [স] নীল+স কোটিয়া। বি নীলকরনের কার্যালয়। 'নিকটে
একটি নীলকুটি আছে'। রঞ্জিত, ১৮৮১।

নীলকুটিল [স] বি নীলকর। 'নীলকুটিল সাহেবের কাছ থেকে গুটিকয়েক
শিকড়ী কুকুর কিনে নিয়ে এসেন'। প্রমথ, ১৯০১।

নীলকুণ্ড [স] বিগ নীলগে কলো। 'সাদাসিধে গোষাক, নীলকুণ্ড স্টুট,
টাই নৈই'। অন্নদা, ১৯২৯।

নীলক্ষেত্র [স] বি নীল চাষের জমি। 'নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন
পতন'। স্নিগ্ধ, ১৮৮০।

নীলধরতা [স] নীল+আ ধরতা। বি নীলের চাষ বাবদ ধরত। 'অধিকন্ত
নীল ধরতা, ইজারাদারী'। এডুকেশন, ১৮৭০।

নীল ধাম [স] নীল+ধা ধাম। বি চিঠির জন্য ব্যবহৃত নীল রঙের
ধাম। 'সোশন চিঠির প্যাডে নীল ধামে সাজানো অক্ষর'। মাহমুদ,
১৯৩৬।

নীলপাই [স] নীলপাতি। বি গরুর মতো দেখতে হরিণজাতীয় নীলরঙ
পর্নবিশেষ। 'সোটা পুর নর, একটা নীলপাই'। বিজুতি, ১৯৩৮।

নীলপাউ [স] নীলপাতি। বি নীলপাই। মনোএল, ১৭৪৩।

নীলচকু [স] বিগ নীল চোখবিশিষ্ট। 'কটাল নীলচকু কণিশকণেশ/
যবন গতিত আসে বাজে ঢাক ঢোল'। রঞ্জিত, ১৮৯০।

নীল চাষকারী [স] বিগ নীলের চাষ করে এমন। 'বিজুগিয়া
কলসরেশ ইটরোগী নীলকরগিরের নীল চাষকারী প্রজা'।
এডুকেশন, ১৮৯০।

নীলচে [স] নীল+চ। বিগ নীল রঙের। 'নীলচে ঘাসের ফুলে'। জীবন,
১৯৪২।

নীলচোখো [স] নীলচকু > বিগ নীলনয়না। 'ঘায়ে মায়ে নীলচোখে
মেমসাহেবেরা আমার নিকে তাকিয়ে থাকত'। মৃত্যুজ্ঞান, ১৯৪২।

নীলজল [স] বিগ নীল রঙের জলবিশিষ্ট। 'রক্ত দুখে চন্দ্রলোক অক্ষরে
শোভিল, রক্তজলী নীলজল'। মাইকেল, ১৮৮০।

নীল জল [স] বি গাঢ় নীল রঙের মেঘ। 'নীল জলন সম চিকন
চিকুরে'। বড়ু, ১৪৫০।

নীলনরনা [স] বি ঠী নীলরজা চোখ আছে এমন। 'অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনরনা পাছদমণীর সপুখবতী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না।' রহীশ্র, ১৮৯৩।

নীল নলিনী [স] বি নীলগন্ধ। 'নীল নলিনী দণ্ড পুঙ্খ চন্দা।' বিনোদিত, ১৪৬০।

নীলনীলমা [স] বি নীল আকাশ। 'নীলনীলমা লগাট এমন আলোকালম অন্ধকারে।' লল, ১৯৬৬।

নীল-সোয়ান [স] নীল+সোয়ানো। বি নীল আকাশ স্পর্শ করেছে এমন। 'ওই যে সেখ নীল-সোয়ান সবুজ-যেগা গা।' জলীম, ১৯২৭।

নীলপঙ্ক [স] বি নীল রঙের ডালা। 'পঙ্কমাতার দুই প্রসারিত নীলপঙ্কে মতো আকাশ।' রহীশ্র, ১৮৯২।

নীলপঙ্খ [স] বি নীলরজা গরুড়। 'সুশীলকে ... নীল পঙ্খ দেখাব।' জীনবু, ১৮৭৩; 'নীলপঙ্খ' সত্যভ, ১৯১১।

নীলপাড়ি [স] নীল-পাটো। বি নীল রং তৈরি বড়ি। 'ওই নীলপাড়ির রঙে হুশির তাকে নীলপাড়ী করা হয়েছে।' প্রমথ, ১৯৪১।

নীলবর্ণ [স] বি নীল রংবিশিষ্ট। 'নীলবর্ণ গগনে মেঘাবাহী ... চন্দ্রমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

নীলবর্ণনা [স] বি নীল রঙের বস্ত্র-পরিহিত নারী। 'ফনবনতলে এসো ফননীলবর্ণনা।' রহীশ্র, ১৮৯৭।

নীলবান [স] বি নীল বর্ণের কাপড়। 'তাই মাগাট গাখিয়া পরেছি মাথার নীলবাসে তবু ঢাকিয়া।' রহীশ্র, ১৮৮৬।

নীলমণি [স] ১ বি নীল রঙের মণি। 'নীলমণি-মণ্যপাক্তি গণ্ড কলমল।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ২ বি ফুলবিশেষ। 'নীলমণিগুড়ীর গুড়ে গুড়ে একাসে আকৃতি।' রহীশ্র, ১৯৩৬।

নীলবনিকাজহর [স] বি নীলরজা পর্দার ঢাকা। 'পরিমার্জিত, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুৎকল, ক্ষুটকর্মজিত, কাপোঁটবৃত্ত, চিত্রিত্তি, নীলবনিকাজহর শয়নশালা।' রহীশ্র, ১৮৯০।

নীলরক্তবান [স] বি অজিত্রাতবশীল। 'নীলরক্তবান আখিরসের কণ্ঠখরে এই রকম গদ্যগুজু জড়িয়া।' রহীশ্র, ১৯২৮।

নীলরজা বি নীল রঙের। 'আমার মেসের ত্রিকনায় নীলরজা এক এনভেলপ এসে হাজির।' নরেশ, ১৯৪১।

নীলরক্তন [স] বি মনের মানুষ। 'বল রে কোন সেলে গেলে আমি সে নীলরক্তন পাই।' লালন, ১৮৯০।

নীলসোহিত [স] বি হিন্দুসবতা পির। 'নীলসোহিতের প্রতি শেষ অবিশ্বাস আছে কি না আছে।' জীবন, ১৯০০।

নীলপতঙ্গল [স] বি নীলপাখ। 'অসীম আকাশ নীলপতঙ্গল তোমার ক্রিয়ারে সদা ললল।' রহীশ্র, ১৮৮৮।

নীল শূন্য [স] বি নীলাকাশ। 'নীল শূন্যে ছবি আঁকা।' রহীশ্র, ১৮৮৩।

নীলশীরা [স] নীল+শা সিরাত। বি পাড় কাশো। 'দুটো রং-এর ভাল, এটো বিবিড় নীল-শীরা।' নলরঙ্গ, ১৯২২।

নীলশাক [স] নীল-আকাশ। বি নীলবর্ণ আকাশ। 'নীলাকাশ রাজহর ধ্ব মোর শিরে।' রহীশ্র, ১৮৭৪।

নীলাকাশপাণী [স] বি নীল আকাশের মাকে ঘুরিয়ে থাকে এমন। 'শ্রী মূর্ততি তব নীলাকাশপাণী।' রহীশ্র, ১৯১৪।

নীলাক্ষী [স] নীল-অক্ষি। বি চোখ নীল এমন। 'প্রবল হার পরা নীলাক্ষী নীলাতুজের কড়-কণ্ডার আশা-ঐশ্বর্য আমি চাইনি।' মুক্তভা, ১৯৬০।

নীলাচল [স] নীল-অচল। বি ভারতের উড়িষ্যার অবস্থিত নীলগিরি পর্বত। 'নীলাচলে আছি আমি তোমার অন্ধারে।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

নীলাঙ্কল [স] নীল-অঙ্কল। বি নীল আঁচল। 'সমস্ত নীলাঙ্কলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন।' রহীশ্র, ১৯০৭।

নীলাঙ্কন [স] নীল-অঙ্কন। বি ফননীল বর্ণ। 'নীলাঙ্কনব বনরোহা।' রহীশ্র, ১৮৯৫; 'গ্রামান্তের বেণুফুলে নীলাঙ্কনছায়া।' রহীশ্র, ১৯০০।

নীলাঙ্কনরোহা [স] বি ফন নীল রোহা। 'আকাশপ্রান্তে আঁকা বাকবে একটি নীলাঙ্কনরোহা।' রহীশ্র, ১৯০২।

নীলাত [স] নীল-আতা। বি নীলচে। 'তীরের রেখা নীলাত।' রহীশ্র, ১৮৯৩।

নীলাতা [স] নীল-আতা। বি নীলের গীতি। 'দুটোখে শিশির নিয়ে হুক নীলাতায় ঘুরি একা।' শমসুন্দ, ১৯৭৪।

নীলাশ্র [স] নীল-অশ্র। বি নীল আকাশ। 'ধরুণীর প্রান্ত হতে নীলাশ্রের সর্ধাঙতীর।' রহীশ্র, ১৮৯০।

নীলাশ্র [স] নীল-অশ্র। ১ বি নীল আকাশ। 'মন্দাকিনী আসে শয্যা পাতে নীলাশ্রের।' মুক্তল, ১৬০০; 'শোনে যে নীরবে তব নীলাশ্র তলে।' রহীশ্র, ১৯২২। ২ বি নীল বসন। 'কেহবা লক্ষ্মীবিলাহ, কেহবা শীতঘর, কেহবা নীলাশ্র ... পরিজ্ঞেয়াখিতা।' রামরায়, ১৮৮১।

নীলাশ্রী [স] ১ বি আকাশের মতো নীলরজা। 'একজন সুন্দরী রমণী ... গাছে সেখা হার বলে নীলাশ্রী কাপড় পরেছেন।' রহীশ্র, ১৮৯২। ২ বি নীল লাড়ি। 'স্বপ্নানন্দিত্বের নব নীলাশ্রী পরিল অনেক সাথে।' রহীশ্র, ১৮৯৩। ৩ বি সঙ্গীতের রাগিনীবিশেষ। 'নীলাশ্রী কাকি ঠাটের বাড়র-সম্পূর্ণ রাগিনী।' নলরঙ্গ, ১৯৩৫।

নীলাশ্র [স] নীল-অশ্র। বি সমুদ্রের নীল জল। 'নীলাশ্রাশি [স] বি সমুদ্রের নীল জলরাশি। 'এই অনন্ত প্রসারিত অঘনসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাশ্রাশির আব্যাক হইয়া পড়িয়াছে।' রহীশ্র, ১৮৯৭।

নীলাশ্র [স] বি সাগরের নীল জল। 'অতি নির্মল ... আকাশ নীলাশ্রুত মাঝে।' রহীশ্র, ১৮৯৫; 'প্রবল হার পরা নীলাক্ষী নীলাতুজের কড়-কণ্ডার আশা-ঐশ্বর্য আমি চাইনি।' মুক্তভা, ১৯৬০।

নীলাশ্র [স] নীল-অশ্র। বি নীলাত লাল রঙে রঞ্জিত। 'মাথার খুঁটে নীলাশ্র সন্ধ্যার যাদুয়ী।' সুহীশ্র, ১৯৩৩।

নীলের দানব খোপার ভাঙ্গা - খোপার ভাঙ্গার দানব যেমন ওঠে না, তেমনি যে একবার নীলের দানব গ্রহণ করে সে আর এই চক্র থেকে বের হতে পারে না। নীলমথ, ১৮৬০।

নীলের রাশ্তি বি চৈর সজ্জাটির আশের দিসের নীলপাখার রাত। 'আজ নীলের রাশ্তি।' হুতাম, ১৮৬১।

নীলোঙ্কল [স] নীল-উঙ্কল। বি নীল রঙে উঙ্কল। 'সেই নীলোঙ্কল নিখুঁতটা ঢাকা পড়ছে কাশো মেঘের নিচে।' কালরায়, ১৯৬২।

নীলোৎপল [স] নীল-উৎপল। বি নীল রঙের গরুড়। 'দ্যুতমল-নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

নীলোৎপলনরনা [স] বি ঠী নীল পঙ্কের মতো চোখ বার। 'নীলোৎপলনরনার গলার পরিবে নিচেই হচ্ছে করছে।' রহীশ্র,

১৯০৭।

নীলোর্মিয়র [স নীল-উর্মিয়র] বিশ নীল ডেউশূর্। 'সেখিনু সন্মুখে সাগর নীলোর্মিয়র।' মাইকেল, ১৮৬১।

নীলী [আ] বি নীলদন। নীল দরিয়া [আ নীল+স দরিয়া] বি নীলদন। 'নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁস।' নজরুল, ১৯২৮।

নীলনদীভট [আ নীল+স নদীভট] বি নীলনদের তীর। 'নীলনদীভট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা।' থেমেন্স্ট্র, ১৯৪৬।

নীলা [স নীলা] বি নীলা। 'পরমেশরের নীলা।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩। নীলাএ কি নীলা করেছি। 'কীড়া সাগরজলে/ নীলাএ আঁকে যুগারী।' বড়, ১৪৫০।

নীলে বি নীলা। 'গঙ্গা মাযের এমনি নীলে এলো চাম-কাটুয়ার।' শালন, ১৮৯০।

নীলা [স নীল+] বিশ নীলবর্ণ বিশিষ্ট। 'পন্ডিতের নীলা-সোহিতের মুন-জোণীতে রে লাগে আগ।' নজরুল, ১৯২৪।

নীলা [স নীলক] বি মূল্যবান নীলবর্ণা যন্ত্রবিশেষ। 'নীলা আমার সর না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নীলাবস্তী বি এক জাতের ধান। 'বাহুবল নীলাবস্তী আর খেরগুরু অঙ্গুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।' কুঙ্গরাম, ১৭২০।

নীলাম [স পৌলোম] বি নিলাম। 'নীলামে বিক্রয় করিতে ছকুম হইল।' দর্পণ, ১৮২৯।

নীলিম [স] বিশ নীলবর্ণের। 'নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেশন নীলিম হার উজোর।' গোবিন্দ, ১৬০০।

নীলিমহিরা [স] বি নীলবর্ণের হিরা। 'নীলিম হিয়ার নীলা কল কল অবতর্গতে ঢাকা।' নজরুল, ১৯২৮।

নীলিমা [স] ১ বি নীল বর্ণ। 'উক্কলোকে পাড় নীলিমা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি আকাশ। 'নীলিমা-পরশার পাব তার সেধা কিসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

নীলিমাযুক্তিত [স] বিশ নীল রঙে ঢাকা। 'নীলিমাযুক্তিত আকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নীলুফরি [আ নিলুফার] বিশ হাসকা নীলাভ। 'চিৎকার জল কেমন যেন একটা নীলুফরি রঙে মেখে দিয়েছে।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

নীলহা [স নিজালন] কি দেখানো। 'তড়িত লতা সম তল্প তল্প সেখিল। জন দশ দীপে দৈব নীলহা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নীহার [স] ১ বি শীত। 'বনস্ত নিলাধ বর্ষা শব্দ নীহার।' ওষ, ১৮৫৮। ২ বি বরফ। 'পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৩ বি শিশির। 'আরম্ভিছে শীতকাল পরিছে নীহারজাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'দুবুলার শীঘ্রে যেমন নীহারের পানি।' জগীষ, ১৯৩৩।

নীহারজাল [স] বি শিশিরপানি। 'আরম্ভিছে শীতকাল পরিছে নীহারজাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নীহারবিন্দু [স] বি ভূধারকণা। 'যাবজীবনে এ সুন্দ্র নীহারবিন্দুর ... ওপ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

নীহারময় [স] বিশ বরফে ঢাকা। 'উহা কুয়াশা মতো নীহারময়।' নজরুল, ১৯২২।

নীহারিকা [স] বি মহাকাশে দৃশ্যমান নক্ষত্রমণ্ডল বা বাণীয়া পদার্থ। 'বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'নব নব

ভুবনের জ্যোতির্বাণীপরাশি পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা বার বকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

নীহারিকা-জ্যোতির্বাণী [স] বি নীহারিকারূপ আলোকপুঞ্জ। 'সুদূর ওই নক্ষত্রে পথ নীহারিকা-জ্যোতির্বাণী-মাফে রহস্যা আবৃত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নীহারিকালোক [স] বি মহাশূন্যে নক্ষত্রপুঞ্জের জগৎ। 'তোমার বিশ্বের নীহারিকা-লোকে নিতি নব নব গ্রহ।' নজরুল, ১৯২৮।

নুকানো [স নুকায়া] কি নিজেই আড়াল করে রাখে। 'নুকাই কি নুকাই। 'পলাইয়া চলা দাদা নুকাই গিয়ে ঘরে।' মানিকরাম, ১৭৮১। নুকাই কি নুকার। 'জইঅও জতনে পোজএ চাহএ হিমগিরি ন নুকাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। নুকাএত কি নুকায়ে। 'কৃত নখ লাগত সখি জন দেখ। কইসে নুকাএত গিরি সন্নিবেশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। নুকাবিঅ কি নুকলাম। 'কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। নুকায়ে কি লুকিয়ে। 'লুহিহস্তে মিলয়ে নুকায়ে রাখি আমি।' মানিকরাম, ১৭৮১। নুকিয়ে কি লুকিয়ে। 'চুড়িগাহি নুকিয়ে তাহারে দান করিমাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নুকায়লি [স নুকায়া] বিশ নুকায়িত। 'আখ নুকায়লি আখ উদাস। কুচকুচ কহি গেল অপনক আস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নুকোচরি [নুকোচরি] বি লুকোচরি। 'কত দিনের নুকোচরি কত ঘরের কোশে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

নুকা [স] বি চিক। 'জানে কেবল নুকা খবর/ নুকা হয় না হারা।' শালন, ১৮৯০।

নুকানো [স নত+] কি অবনত করা। 'কামিলা নুতাক্রি মাথা কর জোড়ে কহে কথা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সিকাই বনক বৈসে নুতাইয়া মাথা।' রূপরায়, ১৭৫০।

নুচা [বি নুচনা] কি আঁচড় কাটা। 'আমার চুল ছিড়ে, নুচে, খামটিয়ে ... জন্ম আর বিব্রত করে।' নজরুল, ১৯২৭।

নুচোনুচি [বি নুচনা] বি আঁচড়া-আঁচড়ি। 'পাশাপাশি বসি আর খামচাখামচি নুচোনুচি খুনসুড়ি খুনসুড়ি করি।' নজরুল, ১৯২৭।

নুঞা [স নত+] ক্রিয অবনত হয়ে। 'যার ভয়ে প্রমত্ত কুজর পড়ে নুঞা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নুটসি [বি] বি নোটিং। 'বিনা নুটসিে অকমাং কাউকে ডাক দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নুটী [স নুট+] বি নুট। 'নুটী কয়া ঢাল বাজ নিসেক সকল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নুড়া বি শুকনা খড়, ঘাস প্রভৃতির আঁটি। 'দশ নুড়া তোর মুখে দি।' কেরি, ১৮০২।

নুড়ো বি খড়ের আঁটি। 'নুড়ো দিই মুখে বস্ত্রালের।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

নুড়োমুখ বিশ শুক তৃণতচ্ছের মতো মুখবিশিষ্ট। 'ভাই হইয়াছে নুড়োমুখ যত বুড়ার তলশিবাহ।' নজরুল, ১৯৪২।

নুড়ি [স লেট্রাক] বি ছোটো পাখরখণ্ড। বিদ্যা, ১৮৯১; 'গ্রীষ্মকালে বাসি এং নুড়ি পড়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নুড়ি-ছড়ানো বিশ ছোটো ছোটো পাখর ছড়িয়ে আছে এমন। 'তকনে জলশ্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

নুতি [স নতি] ১ বিশ অবনত। 'চকিকারে সেবখবি নুতি কৈল মাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রপতি। 'রাজায় করিয়া নুতি বলে সাধু

ধনপতি 'মুকুন্দ, ১৬০০।

নুতিমান [স] বিপ প্রশত। 'অষ্টাঙ্গ লোটাইআ বিশ্বকর্মা হইলা নুতিমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নুদুর নাদুর [স তুখি>] বিপ মোটোসোটা। 'শরীরটি মূটির কুকুরের মত নুদুর নাদুর।' হেতুম, ১৮৬৬।

নুন, নুণ [স লবণ] ১ বি লবণ। 'মানোএল, ১৭৪০; 'মেজের উপর নুন নহে।' কেরি, ১৮০২; 'ভায় তেল জুটে ত নুণ জোটে না।' গুণ্ড, ১৮৫৮। ২ বি লবণাক্ত ঘাম। 'ভুলতে ভ্রান্তির নুন গলে পড়ে।' মহামুদ, ১৯৬৩।

নুন আনতে পাভা ফুরানো - অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা। সুবল, ১৯০৬; 'সেখাছো না নুন আনতে পাভা ফুরিয়ে যাচ্ছে।' সেগিনা, ১৯৭৫।

নুনকাটা বিপ অতি লবণাক্ত। 'মাছের খোল নুনকাটা।' ময়িক, ১৯৪০।

নুন খাই যার গুণ গাই তার - উপকারীর শব্দ নিয়ে কথা বলা। সুবল, ১৯০৬।

নুন খেয়ে নিমকখ্যায়ামি - কৃতঘ্নতা। সুবল, ১৯০৬।

নুনজারা বিপ লবণবৃত্ত। 'ইলিশ নুনজারা করে দিয়ে দিয়েছি।' মণির্ণ, ১৯৬৩।

নুনশালি বি লবণ মিশ্রিত পানি। 'গামলাতে হাত ভুবিরে নুনশালি মেশানো কুঁচি পোলায়।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

নুন-পারা বিপ লবণের মতো; নোনতা। 'নীল হয়ে আসে জলধারা, মুখে লাগে যেন নুন-পারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নুনমাথা বিপ লবণ মাথা। 'বেশি নয় যেন দুবেলা দুমুঠো নুনমাথা ভাত রাখে।' বীরেন্দ্র, ১৯৬০।

নুনা [স লবণ>] বিপ মোনা। 'মানোএল, ১৭৪০।

নুনানো কি লবণাক্ত করা। 'নুনাইতে।' মানোএল, ১৭৪০।

নুন্যা [স লবণ>] বি লবণ ব্যবসায়ী। 'পাঁচ পণ বেটিতে এক পণ করে হুরি সভা মাঝে বসিআ নুন্যার আতখরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নুনি [স নবনীত>] বি মাখন। 'জত নুনি তাহা সব খায় একুবারে।' মালধর, ১৫০০।

নুনিচোরা বি ননীচোরা। 'নুনিচোরা নাম তাঁর নন্দের মন্দিরে।' ময়িকাম, ১৭৮১।

নুনি পুণ্ডিতের যোনার। বিদ্যা, ১৮৯১।

নুন্নুড়ী বি ছাগলের গলকথল। 'রামছাগলের গলার নুন্নুড়ীর মত কুলগোতা।' হেতুম, ১৮৬১।

নুপুর গ্রন্থনুর

নুম্যানো কি নোয়ানো। 'শিরীষের বৃকে শীরবে পড়ি গো নুমি।' জীবন, ১৯২৭।

নুমাল [কা কমলা] বি মুখের ধাম ও হাত-মুখ মোছার ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড। 'শস্য যদি থাকতো কাছে রে গুঁতোয় নুমাল দিয়ে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

নুনা [স নত>] কি অবনত হওয়া। 'নূরে বৃষ্টি নমিবে ভূতল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

নুয়ানো কি নরম করা। 'সুর কিছুটা নুয়াইয়া ফেলিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৬।

নুর [আ] বি দীপ্তি। বিদ্যা, ১৮৯১।

নুরনবী [আ] বি ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ নবী। 'নুরনবী কাহারী আছএ যেই নামএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

নুরানি [আ নুর] বিপ স্বর্ণীয়। 'এক নুরানি চেহারা কেরেশতা।' মনসুর, ১৯৫০।

নুর [আ] বি দাড়ি। তোমার নুরনামের নুর মুড়িয়ে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নুরওয়ালা [আ নুর+হি ওয়ালা] বিপ দাড়িওয়ালা। 'আর একজন নুরওয়ালা লোক।' বিমল, ১৯৫৩।

নুরি [আ] বিপ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা, ১৮৯১।

নুরু পুরু বিপ আলগা এবং মোটা দানাবিশিষ্ট। 'দেপাল সিপুর বড় নুরু পুরু।' জমীম, ১৯৩০।

নুলা [স লোল>] বিপ বিকলার। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

নুলো ১ বিপ খোঁড়া। ওয়া, ১৭৮৫; 'পুলিসের রাতকানা শাফন, ঠোঁটকাটা দাগোয়া, নুলো জখাদার, ... মহাশয়েরা রৌপ্য সেরে মন মন করে থানায় কিরে যাতেন।' হেতুম, ১৮৬১। ২ বি হাতের কবজি। 'একলা খেলে ভুবিরে নুলো।' নজরুল, ১৯২৬।

নুল্যা [কি লোল হয়ে। 'নুল্যা খুলা পাড়াগে গায়ের যত মাস।' ময়িকাম, ১৭৮১।

নুতন [স] ১ বিপ পুরনো নয় এমন। 'কেহো বা নুতন দ্রব্য কারো হাখে কলা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নবীন। 'ঐ নুতনের কেতন ওড়ে।' নজরুল, ১৯২২।

নুতন [স নুতন] বিপ নতুন। 'নুতন মেখেতে জেন পড়িছে বিজুরি।' মালধর, ১৫০০।

নুতন আমদানি [স নুতন+ফা আমদানি] বিপ নতুন এসেছে এমন। 'বাঘটি নুতন আমদানি।' রক্তিম, ১৮৮৪।

নুতন করে ক্রিবিপ নুতনভাবে। 'আমারে দিই তোমার হাতে নুতন করে নুতন এরাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নুতন ঠেকা কি নতুন মনে হওয়া। 'সংবাদটা আমার কাছে নুতন বলে ঠেকল।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

নুতনতম [স] বিপ সবচেয়ে নতুন; সাম্প্রতিকতম। 'শক্তির এই নুতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নুতনতর [স] বিপ অধিকতর নতুন। 'আমি তাকে এমন নুতনতর মনে করে রাখি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নুতনতর [স] বি অভিনবত্ব। 'তখন সমস্ত নুতনতর চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'কল্পনার নুতনতর অভিব্যক্তি হইয়া কার্যমনে তাহার বশ মানিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নুতন নুতন [স] বিপ নতুন নতুন। 'কত নুতনতর বিষয় উপস্থিত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

নুতন-প্রকাশিত [স] বি সম্প্রতি প্রকাশিত। 'কথামালার নুতন-প্রকাশিত গল্প।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

নুতন বোয়ীর তিকা নেই - কোনো কাজ প্রথম শুরু করলে ইতিবাচক সাড়া পেতে দেয়ি হওয়া। সুবল, ১৯০৬।

নুতনলঙ্ক [স] বিপ নতুন-পাওয়া। 'ভাঁহার জীবনে একটি নুতনলঙ্ক আনল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

নৃতনসমাগত

নৃতনসমাগত [স] বিপ নতুন বা প্রথম এসেছে এমন। 'বাড়িতে নৃতনসমাগত জামাতাদিগকে সে খ্রিষ্ট কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নৃতনা [স] বিপ ক্রী নতুন। 'নৃতনা রাখা' অন্নদা, ১৯২৭।

নৃতন [স] নৃতনা/বিপ নতুন; পুরনো নয় এমন। 'নৃতন ঘর মাথ জিনিস।' ক্যালসে, ১৭৮৪।

নূর্না [স] বি বর্ন। 'গোরি কলবের নূনা জন্ম আঁচরে উজোর সোনা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নূপুর [স] বি যুগ্ম। 'বাহত বলয়া শোভে পাএত নূপুর।' বটু, ১৪৫০।

নূপুর [স] নূপুরা/বি যুগ্ম। 'তাড় ঝাড় হাতে পারে নূপুর সবার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নূপুর-ঝংকার [স] বি নূপুরের ধ্বনি। 'সেই মরণনৃত্যের নূপুর-ঝংকারে থাকিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নূপুরধ্বনি [স] বি যুগ্মের আওয়াজ। 'ওই কি নূপুরধ্বনি বনপথে ঢনা যায়?' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

নূপুরনিকূশ [স] বি নূপুরের বন্ধার। 'সাঁতার নূপুরনিকূশের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

নূপুরনিবন [স] বি নূপুরের ধ্বনি। 'ঝাঁপালে তনে সাধু নূপুরনিবন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নূপুর-নৃত্য [স] বি যুগ্ম পায়ের নৃত্য। 'এইবারে নূপুর-নৃত্য দেখতে আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।' মূলতাব, ১৯৫৭।

নূপুরশরা [স] নূপুর+শরা/বি নূপুর পরিহিত। 'ও-পায় মেয়ে আনছিল সে নূপুর-শরা পায়ের' কলীম, ১৯২৯।

নূপুর-বাজনা [স] নূপুর+বাজনা/বি নূপুরের ধ্বনি। 'নিবিল নূপুরে আকুল মনে নূপুর-বাজনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নূপুরবীহীন [স] বিপ নূপুর ব্যতীত। 'এল নূপুরবীহীন নিঃশব্দ পাখি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নূপুরশালি [স] নূপুরশালী/বিপ ক্রী নূপুর পরিহিত। 'যুবর নূপুরশালি সেন ঘন করতালি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নূপুরশিখন [স] বি নূপুরের আওয়াজ। 'ভাঘর নূপুরশিখনে জ্যোত্স্না শিখিত হইয়া উঠিতেছে।' বনমূল, ১৯৩৬।

নূপুরিকা [স] বি নৃত্যশিল্পী। 'ওগো নৃত্যশরা নূপুরিকার দল।' নজরুল, ১৯০০।

নূর [আ] ১ জ্যোতি। 'আজ্ঞা পাই নূর পিরা মানের সাগরে/ ছুব দিরা রহিলেক সমুদ্র অন্তরে।' সুলতান, ১৭০০: 'ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ির ঘনন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কেশ। 'ভদ্রায় শিতা বলেন, উটি গীরের নূর।' অক্ষয়, ১৮৫০।

নূরানী [আ] বিপ স্বর্গীয়। 'হে জ্যোতির্ময় নূরানী রোশ আনলে তুমি।' সুরকৃষ্ণ, ১৯৪৬।

নূরি, নূরী [আ] বিপ দীপ্তিময়। 'নিরাকার তুমি নূরি।' শালন, ১৮৯০: 'তার রুহানী আয়নাতে দেখেরে/ সেই নূরী রতনন।' নজরুল, ১৯৩২।

নূরীতন [আ] বি ফেরেশতাগণ। 'তা'ই নূরী কি সব নূরীতন/ আদম-তনে সেজনা জানায়।' শালন, ১৮৯০।

নূলা [স] নুল+বি বিকলাশ। 'নরই সরই নূলা কুলা/ পৈচ পটী আলাভোলা।' শালন, ১৮৯০।

নৃতত্ত্ব [স] বি মানবজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশবিষয়ক বিজ্ঞান। 'আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnology-র বই পেড়ি না তাহা নাহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নৃতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিৎ [স] বি নৃতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। 'পুরাতত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না।' প্রমথ, ১৯২৫: 'নৃতত্ত্ববিৎ উপদেশক তৈরি করে নেওয়া হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১: 'নৃতত্ত্ববিদ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার।' সূর্যজ, ১৯৪৮।

নৃত্য [স] ১ বি নাচ। 'নৃত্য গিত বাদ্য সন্তে করিল আরাধন।' মালধার, ১৫০০। ২ বি স্পন্দন। 'নাড়ীর নৃত্য অভ্যন্ত বেড়ে উঠেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নৃত [স] নৃত্য/বি নাচ। 'রূপিল সফল ভরু নৃত করে নাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নৃত্য-উচ্ছল [স] নৃত্য+স উচ্ছল/বিপ নৃত্যোচ্ছল। 'নৃত্য-উচ্ছল জলে বাজে জলদ তাল।' নজরুল, ১৯৩৩।

নৃত্য করা ক্রি চঞ্চল হয়ে নেড়ে ওঠা। 'নীল সমুদ্রের পরে নৃত্য করে সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬: 'উড়ক চিত্ত করিয়া নৃত্য বিমুগ্ধ হয়ে আপনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নৃত্যকলা [স] ১ বি নৃত্যবিদ্যা। 'লেশক কিছুই বাদ দেননি - চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ বি হৃদয়। 'তাই দিয়ে গানে রচিব নৃতন নৃত্যকলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

নৃত্যাকী, নৃত্যকী [স] নর্তকী/বি নর্তকী। 'আপে পাশে সমুখে সব নৃত্যাকী নাচএ।' মালধার, ১৫০০: 'অসভ্যের নাচে নৃত্যকী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নৃত্যকুলশা [স] বি নাচের নৈপুণ্যতা। 'তাদের নৃত্যকুলশতা ঘরা সকলের চিত্তকৃতি করে।' কেম, ১৯৫৩।

নৃত্যকুশলা [স] বিপ নৃত্যগুণ। 'নৃত্যকুশলা গভমচণলা দরিয়া সহসা অইহায়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫: 'নৃত্যকুশলা বসন্তসেনার হৃদয় প্রাবিত করিয়া ...।' হাই, ১৯৫৪।

নৃত্যক্রিয়া [স] বি নাচ। 'হল পেয়ে ছলা করে ছেড়ে নৃত্যক্রিয়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নৃত্যগিত [স] নৃত্যগীত/বি নাচগান। 'নৃত্যগিত তালসঞ পঞ্চম একাসে।' মালধার, ১৫০০।

নৃত্যগীত [স] বি নাচগান। 'তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বসর নৃত্যগীত প্রেমভক্তিদান নিরন্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'কোথাও কোলাহল, কোথাও নৃত্যগীতাদি আয়োজ প্রমোদ।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

নৃত্যগীতবাদ্য [স] বি নাচ, গান ও বাজনা। 'ধারবাজ ... রাজপথে নানাব্যকার রচনা করাইয়া নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

নৃত্যগীতময় [স] বিপ নাচগানে ভরপুর। 'রবীন্দ্রজগদী যে নৃত্যগীতময় একটা উৎসবের ব্যাপার হ'তে চলছে তা আর কতটুকু দুঃখের?' মোতাহের, ১৯৫০।

নৃত্যচঞ্চল [স] বিপ নাচতে তাগে চঞ্চল। 'দিকললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরকনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

নৃত্যচঞ্চলা [স] বিপ ক্রী নৃত্যময় ও চঞ্চল। 'পারের নিচে নৃত্যচঞ্চলা সমুদ্র।' কায়সার, ১৯৬২।

নৃত্যচট্টল [স] বিপ নৃত্যচঞ্চল। 'নৃত্যচট্টল, নিত্য দিনের আমার নর্ম্য-সবা।' মূলতাব, ১৯৫৯।

নৃত্যচাঞ্চল্য [স] বি নাচের চঞ্চলতা। 'হৃদয়ের প্রকাশধর্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নৃত্যচ্ছবি [স] বি নাচের ছবি। 'ছায়ানাট্যে কলিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নৃত্য-দোদুল [স] ১ বি নাচের মতো দোলায়মান। 'মাত্রে রে কোন তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল হবেন।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ প্রত্য লবণবিশিষ্ট। 'এওলিতে নৃত্যদোদুল হবেন আছে।' সাহাবাদী, ১৯২৪।

নৃত্যনাট্য [স] বি নাচসম্বন্ধকার অভিনীত নাটক। 'নৃত্যনাট্য চমালিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। 'নৃত্যনাট্য সাফল্যের সহিত অনুরূপিত হয়।' বেগম, ১৯৫২; 'কথাকলি নিছক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়।' মুক্তাবা, ১৯৫৯।

নৃত্যপার [স] বিণ নাচছে এমন; নর্তনশীল। 'নিঃশব্দ জীবলোকের নৃত্যপার প্রানের আনন্দের কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নৃত্যপরা [স] বিণ ক্রী নৃত্যরত। 'ওগো নৃত্যপরা নৃপুত্রিকার দল।' নজরুল, ১৯৩০।

নৃত্যপরায়াণ [স] বিণ নৃত্যরত; নাচছে এমন। 'কেন শাখার মধুর পেখম মেলিয়া নৃত্যপরায়াণ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

নৃত্য-পরিশ্রম [স] বি নৃত্য করার শ্রম। 'যবে নৃত্য-পরিশ্রম ক্রান্তা সীমন্তিনী ছাড়েন নিশ্বাস ঘন।' মাইকেল, ১৮৬০।

নৃত্যপরী [স] বি নৃত্য+পরা পরি। বি নৃত্য করছে এমন মেয়ে। 'বল নাচে নৃত্যপরী দেখিয়া।' ম্যোজিন, ১৯২৮।

নৃত্য-পাশল [স] ১ বিণ নাচে আসক্ত। 'এই নৃত্য-পাশল ব্যাকুলতা বজরানো।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'আমি নৃত্য-পাশল হব।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি নাচে মাতোয়ারা। 'আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাশল।' নজরুল, ১৯২২।

নৃত্যপিপাসু [স] বিণ নাচের জন্য চঞ্চল। 'আনন্দের নৃত্যপিপাসু চরণের মতো।' মালিক, ১৯৩৫।

নৃত্যশ্রেম [স] বি নৃত্যমত। 'প্রভুর নৃত্যশ্রেম দেখি হই চমৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নৃত্যবিদ্যা [স] বি নৃত্যশাস্ত্র। 'ভাষাকে নৃত্যবিদ্যা ও সঙ্গীতে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'ইনি নৃত্যবিদ্যার ওতান।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নৃত্য-বিভম [স] বি নাচের ভঙ্গি। 'বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রসে, নৃত্য-বিভমে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

নৃত্যবেশ [স] বি নাচের গতি। 'নিজের নৃত্যবেশ সংবরণপূর্বক বোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'সে নৃত্যবেশে লগাটঅগ্নি প্রলয়শিখা।' নজরুল, ১৯৩০।

নৃত্যভঙ্গি [স] বি নাচের ভঙ্গিমা। 'বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গি চঞ্চল সিঁদুর।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

নৃত্য-ভোলা [স] বি নৃত্য+ভোলা। বি নাচ ভুলে গেছে যে। 'ওগো নৃত্য-ভোলা, ধরারে দোশায় শূন্যে তোমার হিঙ্গোলা।' নজরুল, ১৯২৮।

নৃত্যময় [স] বিণ নৃত্য করছে এমন। 'সম্ভরিতা মুক্তাশ্রোতে নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'সুর বেন নৃত্যময় প্রতি অঙ্গে মোর।' সন্তোষীন্দ্র সূত্রির আশ্রমে।' সূত্রক, ১৯৪৮।

নৃত্যময়ী [স] বিণ ক্রী নৃত্যপার। 'নৃত্যময়ী প্রকৃতির নৃপুত্রিকণের ন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নৃত্য-মাঝে ক্রিপ্রক তাছবের মধ্য গিয়ে। 'অড়ের নৃত্য-মাঝে

ডেউয়ের সুরে বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নৃত্য-মুখর [স] বিণ শশমে নাচছে এমন। 'নিভাকার নৃত্য-মুখর প্রভাত।' নজরুল, ১৯২২।

নৃত্যমূলক [স] বিণ নাচই প্রধান এমন। 'নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হতেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নৃত্যরতা [স] বিণ নৃত্য করছে এমন। 'যখন পরীর দল নৃত্যরতা হয়।' মাহেন্দর, ১৯৪৯; 'সেই দিকে সে যে মত্ত নৃত্যরতা।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

নৃত্যরস [স] বি নাচের সৌন্দর্য। 'জ্ঞাপে ... নিত্য নৃত্যরস ভগিমা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

নৃত্যরাগ [স] বি নাচের রাগিণী। 'আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানাটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

নৃত্যশালা [স] বি বেখানে নাচ করা হয়। 'নৃত্যশালা আছে তার চারিটা মুদ্রা।' বিজয়, ১৬৫০।

নৃত্যশিল্প [স] বি নৃত্যকলা। 'নৃত্যশিল্পের বিষয়ে নানা কথা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

নৃত্যশীল [স] বিণ চঞ্চল। 'কোমল মাসেমুখ নৃত্যশীল ছাগবনস।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

নৃত্যশীল্য [স] বিণ ক্রী নৃত্যরত। 'নিরীক্সী নৃত্যশীল্য, সহসা মিলিছ সোহাগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নৃত্যসভা [স] বি নৃত্যের জন্য আয়োজিত সভা। 'এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহুত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নৃত্যসাধী [স] বি নৃত্য+সাধি। বি নাচের সঙ্গী। 'তোমার নিত্যশেলার নৃত্যসাধী।' নজরুল, ১৯৩১।

নৃত্যহারা [স] বি নৃত্য+হারা। বিণ ডেইহীন। 'নৃত্যহারা শান্ত নদী স্তম্ভ ভটের অরণ্যচ্ছায়ায় অবসর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নৃত্যাদি [স] বি নৃত্য-আদি। বি নাচ প্রকৃতি। 'তাহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন।' জ্ঞানবেশবর্ষ, ১৮৩৮।

নৃত্যাবেশ [স] বি নৃত্য-আবেশ। বি নৃত্যমত্ততা। 'নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নৃপ [স] বি রাজা। 'নৃপ সিংহিংহ লখিমা পরমান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

নৃপ-আশ্রম [স] বি রাজার বাড়ি। 'যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে ময়িতে পাইলে যাঁচো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

নৃপ-মুহিতা [স] বি রাজকন্যা। 'নৃপ-মুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে।' মশারকর, ১৮৬৯।

নৃপধন [স] বি রাজা। 'করো করো নৃপধন, কৈলাসে প্রয়াণ।' গুণ, ১৮৫৮।

নৃপনন্দন [স] বি রাজপুত্র। 'তদীয় নিকরম সৌন্দর্য সন্দর্পনে, নৃপনন্দন মোহিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

নৃপনিকেতন [স] বি সরকারি অফিস। 'নৃপনিকেতনের সূচিকিৎসক শ্রীমুখ ডাক্তর হালিতে সাহেব।' সর্পণ, ১৮৩১।

নৃপকর [স] বি শ্রেষ্ঠ নৃপতি। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিঙিল নৃপকর।' মালধার, ১৫০০।

নৃপবালা [স] বি রাজকন্যা। 'নৃপবালা পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভাগী।' রামধন্যদাস, ১৭৮০।

নৃশমনি [স] বি শ্রেষ্ঠ রাজা। 'অনিয়া দানের ধর্মে ক্রোধ হইল নৃশমনি ডাকিয়া আনিতে তাএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

নৃশমনি [স] নৃশমনি। বি শ্রেষ্ঠ রাজা। 'সদয়ত নৃশমনি।' মালাধর, ১৫০০।

নৃশবোধ্য [স] বি রাজার উপযুক্ত। 'চক্রে দেখি বুদ্ধিলাম নৃশবোধ্য নাহে।' রামহাসদ, ১৭৮০।

নৃশসুতা [স] বি রাজকন্যা। 'গেল নৃশসুতাপাসে, রামা হায়ে লাজ বাসে।' রামহাসদ, ১৭৮০।

নৃশদেশ [স] নৃশ-আদেশ। বি রাজার আদেশ। 'সিংহেল আসিতে কেন নিলে নৃশদেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নৃপতি, নৃপতী [স] ১ বি রাজা। 'যোর কংস নৃপতীক না করহ ডর।' বড়, ১৪৫০। 'বিজে নিয়োছিল নিতাপূজাএ নৃপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সেনাপতি। 'যুধিষ্টির নৃপতিরের ধরিব নিচর।' হ্যালহেড, ১৭৮৮।

নৃপতিনন্দন [স] বি রাজসুত্র। 'পরিচ্ছেদে জ্ঞান হয় নৃপতিনন্দন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নৃপতিবিনী [স] বি শাসনকর্তাহীন। 'সন্নিধানে আছে রাজ্য নৃপতিবিনী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

নৃপতিমজল [স] বি রাজ-রাজরা। 'জার জেই কর্ম করে নৃপতিমজলে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

নৃপুরু [স] নৃপরা। বি নৃপূর। 'জঘনে বসে নৃপুরু আভিষার রুচি গুরু।' বড়, ১৪৫০।

নৃশমি [স] বি শ্রেষ্ঠ নৃপতি। 'লন্ডান নৃশমি।' মাইকেল, ১৮৬২।

নৃমুগ [স] বি মানুষের মাথার কঙ্কাল। 'ভন্ম নৃমুগ রুবিবাক্ত হইতম যুগ্মক সাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

নৃলোক [স] বি পৃথিবী। 'সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নৃশংস [স] বি নৃশিষ্ট। 'একশ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাক উচিত নয়।' বিনায়া, ১৮৬০।

নৃশংসতা [স] বি নৃশিষ্টতা। 'বর্কর জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

নৃশংসে [স] বি হে নৃশিষ্ট (সম্বোধন)। 'নৃশংসে, বিরহাবদল্য তোর নিসিকে আবার বিরহে চালাতে চাস?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

নৃসিংহ [স] বি হিন্দু অবতার বিশেষ। 'মুদ্রি নীলাচলস্থ কপিল নৃসিংহ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নৃসিংহে-উপাসক [স] বি নৃসিংহের উপাসনাকারী। 'ব্রীন্দসিংহে-উপাসক প্রদ্যুনা ব্রজাচারী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নৃসিংহেচতুর্দশী [স] বি ব্রজবিশেষ। 'অক্ষমতুর্দশী, অখোরচতুর্দশী, তুতচতুর্দশী, নৃসিংহেচতুর্দশী ... ব্রজ ভিষ্মাহাভ্য প্রচারের জন্য।' অবন, ১৯১৯।

সে' শ্র নেওয়া

সে' ১ অর্থ সম্ভবের ভাবসূচক। 'পারি নে কি অনুভব করিতে সে করনলিনী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ অর্থ না-সূচক; না। 'যাস নে - যাস নে তোরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'কি যে বলে পারি নে বুঝিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সেআখ [স] ন্যায়। বি বাককলহ। 'নাগর কাহাঞি মোকে বিত্তেত আশের সেআখ ছুড়ি।' বড়, ১৪৫০।

সেআখী [স] নবমল্লিকা। বি নবমল্লিকা। 'চান্দা নাগেশর আর সেআখী মাফলী।' বড়, ১৪৫০।

সেই' [স] নাতিঃ। কি নেয়। 'কেহ সেই নৃশমনি কেহ সেই কোল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেই' ২ [স] নাতি ১ বি অতিভূতীয়। 'কায়াধারী হয়ে নেয় তার ছায়া সেই।' লালন, ১৮৯০। ২ কিবিশ হয়তো না-ই। 'দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যখানে সেই জালালি পত্নী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সেই করা কি বৃথা তর্ক করা। 'ফের আবার সেই করহিস।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সেই বা কিবিশ অথবা হয়তো না-ই। 'গরে তোরা সেই বা কথা বললি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সেউণী [স] নিয়োগী। বি বাজালি হিন্দুর বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীরামজীবন দাখ নেউণী কৃষ্ণ মূলখা পর।' ওর্গা, ১৭৮২।

সেউটা, সেউটী [স] নির্বর্তন। কি প্রত্যাবর্তন করা। 'এত বলি সেউটী প্রহু গোলা নিজ-হানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'সেউটী কি ফিরে এসো। 'সেউটী নেউট সব রাজার সমাজ।' মালাধর, ১৫০০। 'সেউটীবন্ধে কি ফিরে আসবে।' 'করি নানা পরিবন্ধ শেখর কুমুমলক নাটিক নেউটবন্ধে যৌবন।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'সেউটীয়া কি ফিরে এসে; প্রত্যাবর্তন করে।' 'সেউটীয়া গোবিন্দাই তার পাশে আসি।' মালাধর, ১৫০০। 'সেউটীয়া কি ফিরে এসো।' 'ইহা বলি নেউটাল সব রাজসুত্র।' মালাধর, ১৫০০। 'সেউটী কি ফিরে।' 'না নেউটে রুখি জায় করিবার রন।' মালাধর, ১৫০০। 'সেউটাল কি ফিরে এসো। 'নেতার বচনে পদ্মা সেউটাল হিয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

সেউর [স] নৃপরা। বি নৃপূর। 'আদিকালি ঘণ্টা সেউর চরণে।' চর্চা ১১, ১২০০।

সেউল [স] নৃকুল। বি বেজি। 'লোন কিছু দিবে বাড়়া সেউল গোখিকা গোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেউল-ধূসর [সেউল+স ধূসর] বি বজির পায়ের রঙের মতো ক্যাকাশে। 'সেউল-ধূসর নদী।' জীবন, ১৯৪২।

সেউচো [স] আনারস জাতীয় ফল। 'মোনোএল, ১৭৪০।

সেওয়া' ১ কি নিয়ে যাওয়া। 'কানেট চৌরি নিল অধরাভী।' চর্চা ২, ১২০০। ২ কি গ্রহণ করা। 'তো' যোর নির্জাছিস বাঁশী।' বড়, ১৪৫০। ৩ কি তুলে নেওয়া। 'কহে নিশেম গান।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৪ কি কেড়ে নেওয়া। 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিশো।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ কি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া। 'রেশ তৈরী হচ্ছে, আরও লোক নেবে।' বিজিত, ১৯৩৭। 'নাও কি গ্রহণ করে।' ওর্গা, ১৭৮২। 'নির্জা কি নিয়ে।' 'বসুলে নির্জা নামোঘরে থুইল।' বড়, ১৪৫০। 'নির্জা কি নিয়েছিল।' 'তো' যোর নির্জাছিস বাঁশী।' বড়, ১৪৫০। 'নিই কি গ্রহণ করি।' 'দাও না ছুটি, ধর ক্রটি, নিই নে কালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। 'নিই কি নিয়েছিল।' 'হু আমি ইন্সপার বুকে নিই।' গিরিশ, ১৮৮৭। 'নিজ্ঞা কি নিয়ে।' 'বসুলে থুইল নিজ্ঞা মনোঘরে।' মালাধর, ১৫০০। 'নিটে কি নিতে।' 'তেঁসি সংহতি করি নিটে চায়ে রাই।' বড়, ১৪৫০। 'নিমু কি নিয়েছিলাম।' 'যখন জনম নিমু।' নলকল, ১৯২৬। 'নিব কি নেবে।' 'কেহ বলে মুদ্রি নিব মুকুতার মালা।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'নিবারে কি নিতে।' 'আমি আইলাম তোমা সবারে নিবারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'নিষেক কি দখল করবে।' 'বুঝিলো দেহতার কার্য নিষেক কাহার রাজ্য।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'নিমু, নিমু কি নেবে।' 'আজ্ঞা কর নিমু কোন প্রত্যাহা তিতত।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'তো সত্যার যত পাপ নিমু নিমু সব।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'নিষ্যাস কি

নিয়ে যাস। 'আচলে আচলে পাইট বাসিয়া নিয়াস।' বিজয়, ১৬৫০। নিয়া ক্রি নিয়ো। 'তুমি যাইতে মোরে নিয় সাথে।' বিজয়, ১৬৫০। নিয়া ক্রি নিয়ো। 'বহিয়া ভাঙিরে ভারে এড়িবেক নিয়া।' ময়লাধর, ১৫০০। নিলা ১ ক্রি নিলে গেলে। 'কানটে চৌরি নিল অমরাভী।' চর্য্য ২, ১২০০। ২ ক্রি নিলাম। 'তা সক্ষার হুদর হরিখী নিল আশে।' বড়ু, ১৪৫০। নিলা ক্রি নিলো। 'সকম আকাশ পরে নিলা যদি রসপুরে।' সুলভান, ১৭০০। নিলী ক্রি নিলি; নিয়োগিস। 'সে না বাণী আল রাধা নিলী কোণা ভিত।' বড়ু, ১৪৫০। নিলে ক্রি নিয়েছিলে। 'পঞ্চমে বামনরূপে/ অথ নিলে বলি ভূপ।' মানিকরায়, ১৭৮১। নিলি ক্রি নিলো। 'সব আভরণ কাড়ি নিলি বসে।' বড়ু, ১৪৫০। নিলেপি ক্রি নিলো। 'বসে জায়া নিলেপি।' চর্য্য ৩৯, ১২০০। নিলেই ক্রি নিলে। 'বাণী নিলেই তুমি।' বড়ু, ১৪৫০। নিলৌ ১ ক্রি নিলো; নিয়ে গেলে। 'দাজা বলি হলিখা মো নিলৌ পাভালে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি নিয়েছি। 'তাহারে পরাণ লজা নিলৌ যমপুর।' বড়ু, ১৪৫০। নিহ ক্রি নিয়ো। 'বুদ কিছু ধার নিহ সযের ভবনে।' মুরুন্দ, ১৬০০। নিহে ক্রি নিলে। 'এখাঙ্কি আকার তোকে নিহে বাণী সকল লোকে ভালি জাগী।' বড়ু, ১৪৫০। নীএ ক্রি নিই। 'আশে বাণী নাই নীএ শ্রীমধুসূদন।' বড়ু, ১৪৫০। নীতে ক্রি নিতে। 'যমুনাক আইলৌ নীতে পাণী।' বড়ু, ১৪৫০। নীব ক্রি নেবে। 'কিশাঘিরা কালান্ধ নীব যমুনার নীতে।' বড়ু, ১৪৫০। নীয়ে ক্রি নিই। 'আশে বাণী নাই নীয়ে শ্রীমধুসূদন।' বড়ু, ১৪৫০। নীল ক্রি নিলো। 'কে না নীল বাণী সিমরে।' বড়ু, ১৪৫০। নীলি ক্রি নিলে। 'কৌড়ী নীলি তাহার রে।' বড়ু, ১৪৫০। নে ১ ক্রি নাও। 'সব মোর নে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি নিলে। 'ফলারের নেমন্ত্রণ হয়েছে, বেলাবেলি ছেলটো নে যাকু না কেন?' রামদাসরায়, ১৮৫৪। নেখ ক্রি গ্রহণ করো। 'পঞ্চ ধন নিবা তুমি নেখ আশা হোন্তে।' সুলভান, ১৭০০। নেউ ক্রি নিক। 'সে হুএ মন্ডরি তার তাহাকেরে নেউ।' বড়ু, ১৪৫০। নেওক ক্রি নিক। 'ছিড়িয়া গড়ক হাড়ের ম্যাদু নিউল নেওক চোরে।' বিজয়, ১৬৫০। নেবে ক্রি নেওয়া হবে। 'তাজ নেবে তুলি পল হইএ আকৃতি।' মানিকরায়, ১৭৮১। নেব ক্রি নাও। 'করুর কহনে দাদা মোটামট নেয়।' মানিকরায়, ১৭৮১। নেল ক্রি গ্রহণ করলে। 'প্রকট ভেল অব গোপত ভেল। বরন প্রকট ফের উরুকে নেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। নেই ক্রি নাও। 'একবার নেহ পাশ।' বড়ু, ১৪৫০। 'সমুচিত নেহ মোর দানে।' বড়ু, ১৪৫০। নেয়া ক্রি নিলে। 'দশবিধ বীরবীর ধার্য্যে জামরর প্রীতবে করিতে ওড়া।' মুরুন্দ, ১৬০০। নেল ক্রি নিলো। 'দাখর গাখিআ নেল মাহলী।' বড়ু, ১৪৫০। 'পাছে গোখালিনী নেল দখির হুগুণী।' বড়ু, ১৪৫০। নেলা ক্রি গ্রহণ করলে। 'মহান্দু পায়া হন্তে নেলা ভক্ত ভাজ।' অলাওল, ১৬৮০। নেলৌ ক্রি নিলো। 'শতক কুড়িএ রাধা নেলৌ মাহালান।' বড়ু, ১৪৫০।

নিয়া বাওল বি নিয়ে বাওয়া। ওর্গা, ১৭৮৫।

নিরে-ধুরে খাওয়া ক্রি আয়েল ক'রে খাওয়া। 'নিই-ধুই খাই দু হাত তরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

নিরে বেড়ানো ক্রি নিয়ে চলা। 'সর্বদাই ঋকে বহন করে নিয়ে বেড়াই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নেওয়া বিণ গৃহীত। মনোএল, ১৭৪০।

নেওয়াজিয়া [কা নওয়াজ]। ক্রিবিণ মর্যাদার সঙ্গে। 'বাদশার হজুরে রাবিব নেওয়াজিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

নেওয়ায়া [স গ্নেহুগু]। বিণ অনুগৃহীত। মনোএল, ১৭৪০।

নেচোনো [কা নক] ক্রি ঝাঁড়ানো। 'হাতির পিছে নেচেও চলে।' নজরুল, ১৯৩১।

১৯৩১।

নেটো, নেঙটা [স নয়] বিণ উল্লস। 'বেলকা ছিল মায়ের উদরে নেটো এলাম ভাবসাপারে।' লালন, ১৮৯০।

নেটো [স নয়] বিণ উল্লস। ওর্গা, ১৭৮৫।

নেটোর নেই বাটপাড়ের ভয় - যে লোক নির্লজ্জ তার লোকনিদার ভয় নেই। সুবল, ১৯০৬।

নেটে [স নয়] ১ বি কৌশিন। 'মনের নেটে এঁটে কর রে ফকিরি।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ হোটে। 'নেটে ইন্দুর দুট দুট করিতেছে।' বিতুভ, ১৯৩১। ৩ বি কাছ। 'নেটে ছাড়িয়া তিনহাতি ছোটো ময়লা কাপড়খনি।' মানিক, ১৯৩৬।

নেটে বাড়়া করা ক্রি নিরং করা। 'সর্বধ ধন নিল চোরে নেটে বাড়়া করতো আমারে।' লালন, ১৮৯০।

নেটের আবার বণেড়া সেলাই - অতি দক্ষিণের উচ্চাশা করা। নজরুল, ১৯২৭।

নেটে ইন্দুর বি ছোটো ইন্দুর। 'এক নেটে ইন্দুর বাহাদুরকে ধ্রোণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

নেংড়ানো [কা লস]। ক্রি বাড়াবাড়ি করা। 'একটা কথাকে নিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নেক [কা] ১ বিণ পুণ্যায়। 'একে একে পুণ্যায়র যত নেক নাম।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ উত্তম। 'ভরানী, ১৮২৩।

নেককাম [কা নেক+স কর্ম]। বি পুণ্যকর্ম। 'নেককাম করোনি ইহার লাগিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

নেককার [কা] বিণ পুণ্যায়। 'সাজেলা ছগওয়াল রামা বড় নেককার।' মনসুর, ১৯৪৩।

নেকতন [কা] বিণ পুণ্যায়। 'নেকতন বাসার যত ভেল গেলে আউলিয়া হতো।' লালন, ১৮৯০।

নেকদিল [কা] বিণ সখ মানসিকতা সম্পন্ন। 'ছোটবোটা বড় ভালো, বড় নেকদিল ছিল গো।' কায়সার, ১৮৬২।

নেকনজর [কা নেক+আ নজর] বি সুনজর; সদয়দৃষ্টি। 'জমির উপর একবার বেশ মেজাজে নেক নজর করেন।' মোয়াজিন, ১৯২৮। 'আমার উপরে ওর নেকনজর আছে কী ভাগ্যিস।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নেক-নজরী [কা নেক+আ নজর]। বি প্রসন্ন-দৃষ্টি। 'মানে নও-র এতি সকলের নেক-নজরী জন্য আশ্রিতক শোকরিয়া।' মাহেনও, ১৯৪৯।

নেকনামি [কা] বি সুনাম। 'তবে তোমার নেকনামি হইবেক।' হালাহেড, ১৭৭৩।

নেকবক্ত [কা নেক+আ বক্ত] বিণ সৌভাগ্যবান। 'রাহুল কহেন ভাই তুমি নেকবক্ত।' গরীব, ১৭৬৫।

নেকবখত [কা নেক+আ বখ] বিণ সৌভাগ্যবান; পুণ্যবান। 'বাস-মা সেই নেকবখত ছেলে লইয়া সুখে কাল কাটাইবে।' মনসুর, ১৯৫০।

নেক-বদী [কা নেক+আ বদী] বিণ ভালো-মন। 'নেক-বদী কাম যত জীবনের শিখিয়া রাখিছ।' জসীম, ১৯৩৩।

নেকবন্দ [কা] বিণ পুণ্যবান। 'তাদের মধ্যে গুণগার আছে, নেকবন্দ আছে।' ভগালী, ১৯৪৮।

নেক [হি] বি পলা। 'পদায় সাদা ফিতে (নেকটাই) বাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

নেকচেন

নেকচেন [হি] বি গলার হার। 'নেকচেন, চুড়ি এবং অন্যান্য গহনার সঙ্গেও গায়ের রঙ।' বৈশ্য, ১৯৪৮।

নেকটাই [হি] বি গলারকমী; ব্রিটিশ বীতিতে গলার বাঁহার ফিতা হিসেবে। 'গলার সাদা ফিতে (নেকটাই) বাঁধা।' রঞ্জিত, ১৮৮১।

নেকশেল, নেকশেল [হি] বি গলার হার। 'হামিটনের নেকশেল এবার/ভাড়া-হারের মুখে ছাই।' গিরিশ ১৮৮৩; 'একালের নেকশেল, একালের কষ্টমালা।' মনোজ, ১৯৬১।

নেকড়া [স] লকড়া বি ছোঁড়া কাপড়। 'এ বেটার নেকড়ার আতন।' প্যারী, ১৮৫৯।

নেকড়িয়া [হি] লকড়া বি নেকড়ে; কুকুর জাতীয় হিংস্র জন্তু। 'এক নেকড়িয়া অভ্যন্তর সোভেতে একদান হাড় পিণ্ডিতে ...।' জরিনী, ১৮০৩।

নেকড়ে [হি] লকড়া বি এক হজাতির বাঘ; গোবাঘ। 'নেকড়ে বাঘ।' ওর্গ, ১৭৮৫; 'এক নেকড়ে বাঘ, বোরাড় হইতে একটি মেঘাবাক লইয়া যাইতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

নেকড়ে বাঘ বি কুকুর জাতীয় হিংস্র জন্তু। ওর্গ, ১৭৮৫।

নেকন [স] লিখন ১ বি কপাল; ভাণ্ড। 'পাখর মেরে এমন নেকনকে (কপালকে) ভেঙে কুচিটুটি করি আমি।' ভাণ্ড, ১৯৪২। ২ বি লিখন। 'ভোর কপালের নেকন ধবাবে কোটা।' হালদা, ১৯৭৪।

নেকরা [কা] নবরা বি ভাষাশাস্ত্র; নেকামি। 'গহন্যগাটি পরিয়া বাবুর নিকট বাহার সেয়া এ তোমার কি নেকরা।' ভবানী, ১৮২৮; 'তুই কত নেকরাই জানিস।' উমেশ, ১৮৫৭।

নেকা [কা] নেক ১ বি নির্ঘোষ। 'মোর বোল চল নেকা বুড়ির মারিআ ঢেকা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অভজার ভান। 'মিঠালাপ করিবার কালীন নেকা লইবা।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ ন্যাংকা

নেকাশনা [কা] নেকা বি নির্ঘোষিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

নেকামি [কা] নেকা বি নির্ঘোষিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

নেকা [আ] নিকাহ বি বিবাহ। 'নেকা পড়াইতে তবে তৈয়ার করিল।' গরীব, ১৭৬৫।

নেকাহ [আ] নিকাহ বি বিবাহ। 'নেকাহ ভালাকের সাক্ষী গোশাল মৌলভী সুলতান আহমদ সাহেব।' মশাররফ, ১৮৮৯।

নেকাব [আ] নিকাব বি মোটা। 'উভারে নেকাব হাঁকে মের দুরত কাখন।' নজরুল, ১৯৮৮।

নেকার [স] ন্যাকার বি খমি। 'গোমে তৈল দিতে কত তুলিব নেকার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নেকালা [হি] নিকালনা ক্রি বিভাজন করা। নেকাশিয়া ক্রি বিভাজন করা। 'অনিরা আনসারী ভবে যার নেকাশিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। নেকাপিষ ক্রি কের করা। 'নেকাপিষ জান তার করিয়া আসান।' গরীব, ১৭৬৫।

নেকি, নেকী [কা] ১ বি সতকাজ। 'সর্বজন সঙ্গ কর নেকির অভ্যাস।' জগদগুণ, ১৬০০। ২ বি পুণ্য। 'নেকীর বাতাস বহে তাম্রম আছানে।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি পুণ্যবান। 'নেকী বান্দা পার হরে যার।' জসীম, ১৯৩১।

নেকট [হি] বিন পরবর্তী। 'চলই খাই নেকট ট্রেন।' শিবরাম, ১৯৭০।

নেপোবান, নেপোবান [কা] নেপোহা বি রক্ষাকর্তা। 'মোর নেপোবান আছে করিম কাসের।' গরীব, ১৭৬৫; 'কারণ দেখে সেই নেপোটি নেপোবান

তার দুইটি।' লালন, ১৮৯০।

নেপোহান, নেপোহান [কা] নেপোহা ১ বিন রক্ষাবেক্ষনকারী। 'ঐ স্বীর নিকটে নেপোহান শোক রাখিয়া বহানে গেছেন।' মর্দপ, ১৮২১। ২ বিন পাহারাদার। 'অমে ফুঁরি নেপোহান সর্দারবণ্ড জাশিয়া উঠিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

নেপোটিজ [হি] বিন স্বপাত্তক (বিন্দুস্ব সংঘর্ষ)। 'বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেপোটিজ।' রঞ্জিত, ১৯৩৭।

নেপোটিজমী [হি] নেপোটিজ+স ঘর্মী বিন স্বপাত্তক গুণসম্পন্ন। 'ইসেক্ষন-কথা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেপোটিজমী।' রঞ্জিত, ১৯৩৭।

নেপা অস্ত্র জন্মে। 'দুই তোর নেপা ধরে বন্ধ্যা থাকিলাম।' কেরি, ১৮০২।

নেপুড় [স] লাহুলা বি লেজ। 'নেপুড় বাহাদুর সিংহে মাখার উপর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নেচার [হি] বি স্বভাব। 'নারীর নেচার নিতে, যা ভারত মাতা।' নারী-মৃত হল আজি নর বিচ্ছিন্নতা।' নজরুল, ১৯২৯।

নেচারী [আ] নসারা বি খ্রিস্টান। 'নেচারী ও কাদিয়ানী প্রকৃতি অভিনব অনৈসামিক মতের প্রাচল্যে।' বলদূর, ১৯২২।

নেচারেয়া [হি] বিন বাস্তবসম্মত। 'দুটো কিছু আর একবরসী নয়, তা দুটাই নেচারেল হবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

নেচি বি আটা বা মরসার ছোটো পিণ্ড। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বাহুরটা হয়ে সেল মরসার নেচির মত লম্বা।' ভাণ্ড, ১৯৪০।

নেছাব [আ] নিসাৰ বি পাঠ্যসূচি। 'পুরাতন নেছাবে প্রায় সকল মতাদ্রাতেই বাগলা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৫।

নেছার [আ] নিছার বি উৎসর্গ। 'নেছার করয়ে ছান ভেনার পাও পর।' গরীব, ১৭৬৫।

নেজ [স] লজ বি লেজ। 'ভাবএ বিধান নেজ সভাকার কাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নেজমী বি নদীশিখের। 'নেজমী নদীর তেউয়ে।' জীবন, ১৯৪০।

নেজা [কা] নিজাহ বি বর্ণা। 'কোটা দিয়া বিকে বেঁজা ছুড়িতে শিখএ নেজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নেজাদার [কা] নিজাহ-দার বি বর্ণা নিরূপককারী। 'পঞ্জল হাজার তাতে আছে নেজাদার।' গরীব, ১৭৬৫।

নেজাবাখি [কা] নিজাহ-বাখি বি বর্ণা নির্ণয় হুজ। 'নেজাবাখি বাণ শিখিলেও প্রতিদিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

নেজামত [আ] নিজামত বি প্রধান নাসনকর্তার দরতর। 'নেজামতের আমলা।' মর্দপ, ১৮১৯।

নেজুড় [স] লজা বি লেজ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ন্যাড়-নেজুড়ে।' নজরুল, ১৯২৬; 'হাটবার সময় নেজুড় বতই কেনে নিতুতহানে সেল্যে কলক ...।' নজরুল, ১৯২৭।

নেজ [স] লজা বি লেজ। 'নেজে খরি সেই শাক সিংহে জেম ফিরে ঢাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নেট [হি] বিন ধরর বাসে থাকে এমন। 'দু লাখ টাকা নেট প্রকিট।' জীবন, ১৯৩২।

নেট প্রকিট [হি] বি আনুগতিক ধরর বাসে মোট লাভ। 'দু লাখ টাকা

নেট প্রকিট।' জীবন, ১৯৩২।

নেটোঁ [হি। বি জ্ঞান। 'মীহার নেটের আপসা মশারি, বেন বর্জার তারই।' নজরুল, ১৯৪৫।

নেটের পর্দা [হি নেটো+কা পর্দা] বি জ্ঞানের পর্দা। 'নেটের পর্দা টাটনো।' মানিক, ১৯৩৬।

নেটিক, নেটিক [হি বিপ স্থানীয়। 'বেলাক নেটিক পেডি শেষ শেষ শেষ'। ওষ, ১৮৫৮; 'তর্কের অনুরোধে আবার কোন নেটিক ত্রীতীয়ান হয়ত মনে করিবেন যে রমণীর জ্ঞান-শিখসা ...।' রোকেয়া, ১৯০৪।

নেটিক, নেটিক [হি ১ বিপ স্থানীয়। 'নেটিক হাসপাতাল অর্থাৎ এডমেশারি স্যেকেরদের বাধ্যগার ...।' দর্পণ, ১৮২৪; 'ধূলা নিবারণ পোশীস কমিটি নেটিক ছুরি প্রকৃতি রাজার ঘারা নিশ্চল হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি তারতবর্ষীর শোক। 'নেটিক বা সাহেব বলিয়া কোন সুখাসুখ বাক্য নাই।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

নেটিক ছুরি [হি বি দেশীয় সন্দ্য দিয়ে গঠিত ছুরি। 'ধূলা নিবারণ পোশীস কমিটি নেটিক ছুরি প্রকৃতি রাজার ঘারা নিশ্চল হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

নেটে [স নেটো] বি নটুয়া; নর্তক। 'ক্ষম্বর নেটে নাচে নাচে সুবয়্য সুভাল।' মানিকরায়, ১৭৮১।

নেটোয়া [স যিটো] বি নাটুয়া। 'যদি মোর সনে না পেটয়ে দিল তবে নেটোয়া দিয়ে গিয়ে যিবে যাব।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

নেটো [স নেটো] বি নর্তক। 'ওরে যার নেটো তারি নাট।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

নেটোবেলে [হি হোটো বেলে মাহ। 'তাজা তাজা তরকারি তাহে নেটোবেলে।' ওষ, ১৮৫৮।

নেড়া, নেড়া [স ন্যাটো] ১ বিপ কেশ মুক্ত করা হয়েছে। 'খটামুড়াগারা সৌক মাথা তার নেড়া।' রূপরায়, ১৭৫৫; 'কি তবে নেছানব নেড়া রেশে ঘাই।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বিপ চোখো। ওষ, ১৭৮৫। ৩ বিপ পাভাসু। 'নেড়া গাছে এত রাঙ্গা ভাল সেখায় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ বিপ কলশীয়। 'গানের জয়ী গ্রায় সে নেড়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৫ বি ধান কাটার পর ক্ষেতে গড়ে থাকা ধানশাখের গোড়া; নাড়া। 'আসুক না খেয়ের নেড়ায় আশ্রন ধরিয়ে পড়িয়ে সেখ না ...?' কায়সার, ১৯৩২।

নেড়া কবার বেশভূষার ঝাল - কোনো কাজে যে একবার ঠেকে, সে বিতায়বার সে কাজ করে না। সুবর্ণ, ১৯০৬।

নেড়াছল [নেড়া+স ছল] বি ছদ্মের প্রকাশবিবেশ; মুক্তক ছল। 'ইছা প্রকাশ করবেন বেন আমি নেড়াছল রায়্যার তারে নাটক লিখি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নেড়া মাথা [হি চুল চেঁচে ফেলা হয়েছে এমন মাথা। 'যখন শৈতের নেড়া মাথা দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

নেড়ানেড়ি, নেড়ানেড়ী [স ন্যাটো] বি বৈকল্য-বৈকল্য। 'নেড়ানেড়ী একম হৃদয়েধর করিবেছে।' দর্পণ, ১৮২১; 'নেড়ানেড়ি গোড়াদের ভিকার লগল।' ওষ, ১৮৫৮।

নেড়ি, নেড়ী [স ন্যাটো] বি বৈকল্য; শিল্পবর্ণের বৌদ্ধ। বিদ্যা, ১৮৯১।

নেড়িকবি [নেড়ি+স কবি] বি বৈকল্য কবি। 'নেড়িকবি গান করিতে আসিয়াছিল ...।' দর্পণ, ১৮২৬।

নেড়ি কুকুর [হি ইতর প্রোয়র এক প্রকার কুকুর। 'সেই নেড়ি কুকুরের

ট্রাজেডি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নেড়ির কবি [হি বৈকল্য কবি। 'নেড়ির কবি। 'রাখের গ্রন্থে পেটা ঘড়ি, নিশান, বুদ্ধি, জোড়োং ও নেড়ির কবি।' হুতায়, ১৮৬১।

নেড়ীর গান [হি বৈকল্যীদের কবিতা। 'নেড়ীর গান শকের যারা।' দর্পণ, ১৮২১।

নেড়ী' বিপ সক্র; সেকীর্ণ। 'পুরোনো ঢাকার নেড়ী গলি ছেড়ে ... ক্র্যাটে যাই।' শামসুর, ১৯৭০।

নেড়ে [স ন্যাটো] বি (তুজ্যার্থে) মুসলমান (এক সময়ে সমাজের নীচ তলার অবস্থিত নেড়া বলে পরিচিত বৌদ্ধরা মুসলমান হওয়ার পরিস্থিতিতে)। 'সে বেটা ক্ষেতে নেড়ে।' গ্যাঙ্গি, ১৮৫৮; 'বাম হাত দিয়ে খেদার নেড়ে।' নজরুল, ১৯০১।

নেড়ে [স ন্যাটো] বিপ (তুজ্যার্থে) নেড়ে; মুসলমান। 'শিল্পির নেড়ে গীক' হুতায়, ১৮৬১।

নেড়ে চেড়ে দেখাও নাড়া

নেত [স নেত্র] বি বন্ধক; রেশমি বস্ত্র। 'নেত বাস ওহাড়ন সিঁজা'। কবু, ১৪৫০।

নেতখাটি, নেতখড়ি, নেতখটা [স নেত্র+স খটা] বি রেশমের তৈরি সূচ বস্ত্র। 'এত বলি নেতখাটি তাকে পরাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৪৫০।

নেতখিটি [স নেত্র+স খটা] বি রেশমের তৈরি সূচ বস্ত্র। 'নেতখিটি মোরা গাই নাই সুখে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

নেতের আলল [হি রেশমি কাপড়ের আলল। 'নেতের আলল ভিলে নয়নে ঝলে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

নেত [স নেত্র] বি নেত্র। 'তব কৃপাশোভনেতে/ কৃত ক্রিয়া সংকুচে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

নেতা [স ১ বি পঞ্চ ধর্মপত্র। 'নেতা বলে নেতা ভাই সেমি বিপন্নীত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তিত্ব। 'প্রজামতু আইনের আলোচনার সময় নেতার কী করেন।' নজরুল, ১৯২৬।

নেতাগিরি [স নেতা+কা গিরি] বি নেতৃত্ব। 'আজ তারই নেতাগিরির দিন।' নজরুল, ১৯২৬।

নেতানো ১ ক্রি অবসন্ন হয়ে পড়া। 'অর আসে অলস হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে।' নজরুল, ১৯২৫। ২ ক্রি নরম হয়ে যাওয়া। 'নেতিয়ে গেছে সব।' জীবন, ১৯৩২।

নেতিয়ে-পড়া [হি শিরিয়ে যাওয়া। 'মাফকানে নেতিয়ে-পড়া নেহাটকে আড়কোলা করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নেতার মারা [হি সর্বনাশ করা। 'টেনে-উপড়ে একবারে গাছের নেতার মেরে দিয়েছে।' তারা, ১৯৪৬।

নেতিয়ে-পড়া [হি শিরিয়ে পড়ছে এমন। 'কোথায় দুটি ময়দ ঘুমে-ডরা, নেতিয়ে-পড়া, ঘুড়িয়ে-পড়া মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নেতি [স] বি নিষেধার্থক; বিপন্নীতবর্মিত। 'ইহা কেবল একটা নেতিবারক গুণ নহে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'কোনো অজ্ঞান মান বন্ধক দিয়েছে রেখে নেতির গ্রন্থ।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

নেতিবাচক [স] বি নিষেধার্থক; মর্দার্থক। 'আমি যা বলেছি তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক।' মুক্ততরা, ১৯৪৯।

নেতিবাদ [স] বি নেতিবাচকতা। 'ভাই নেতিবাদের ছাশে ... আমি

নেতিভাবক

বীণান্তর পরিচয় দিচ্ছি না।' সুশীল, ১৯৩৭।

নেতিভাবক [স] বি নেতিভাবক। 'ইহা কেবল একটা নেতিভাবক তখন নহে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

নেতিমূলক [স] বি নেতিভাবক। 'শ্যামের মত নেতিমূলক।' প্রমথ, ১৯১৮।

নেতিসূচক [স] বি নেতিভাবক। 'যে স্বাধীনতা স্বত্বাধীনতার সেটা নেতিসূচক, সেই স্বত্বাধীনতা স্বাধীনতার মানুষকে শীড়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নেতি [স লতা] বি লতি; কানের নীচের নরম মাংস। 'নেতি কেন গোটা কানই ছিন্নভিন্ন হয়ে থাক।' মনোজ, ১৯৬১।

নেতু [স] বি নেতা। নেতুতু [স] বি নেতৃত্ব নেতৃত্বের জমিকা। 'কাহারা নেতুতু বীকার করিতে চাই না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'তার নেতুতু বড়ো বসনের ছেলেরাও স্বতনবই বীকার করে নিরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯; 'নেতুতুতার যে ভারতের যোগ্যতম ব্রহ্মপুত্রদের হাতে থাকা উচিত।' আজাদ, ১৯৪০।

নেতুতুশূনা [স] বি নেতা নেই এমন। 'বাংলা যে নেতুতুশূনা হইল।' মনসুর, ১৯৩৫।

নেতুতুজিলাষ [স নেতুতু-অভিলাষ] বি নেতুতু অধিষ্ঠিত থাকার বাসনা। 'হৃদিকেন্দ্রিকতা ও নেতুতুজিলাষের স্বভাবকে বিরোধীদলগুলির মাধ্যমে আর বড় হইয়া উঠিতে না দিয়া ...' আজাদ, ১৯৪৪।

নেতুমহল [স নেতু+আ মহলা] বি নেতা-নেত্রীদের সমাধি। 'জানানো দরকার, সরকার ও নেতুমহলে আমাদের কী কী দায়ী।' বেগম, ১৯৪৭।

নেতুহানীস [স] ১ বি নেতৃত্ব নেয় এমন। 'নেতুহানীস ব্যক্তিবর্গকে অনেকে।' মোহাম্মদী, ১৯৩০।

নেতুহানীরা [স] বি শ্রী নেতাতুল্য। 'অরুণা আসক জগৎজয়ন্তের বিপ্লবী দলের নেতুহানীরা।' বেগম, ১৯৫০।

নেত্র [স] বি চোখ। 'সেখিতে না গাইনু নেত্র ভরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৪০।

নেত্রক্ষেপ [স] বি নয়দলপাত। 'সেই সস্ত্র নেত্রক্ষেপ ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নেত্রশোচর [স] বি দূত। 'অথর্বের প্রাদুর্ভাব সর্বত্র নেত্রশোচর হইতেছে।' বিন্দা, ১৮৪৭।

নেত্রজল [স] বি অক্ষ। 'নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যুগ ভিত্ত নেত্রজলে ...' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

নেত্রজালা [স] বি চোখের যন্ত্রণা। 'কালে ওঠে এইবার মহাকল-ভৈরবের নেত্রজালাসম বধকণ।' নরনার, ১৯২৩।

নেত্রধারা [স] বি অক্ষধারা। 'যদি তার নিরাধারা নেত্রধারা দেখেছি।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

নেত্র দীর্ঘল [স] বি চোখ বোজা। 'মা একবার চাহিয়া নেত্র দীর্ঘল করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

নেত্রনীর [স] বি চোখের জল। 'আইসা তরুর কোলে জাপি নেত্রনীর।' হাইকেল, ১৮৩০।

নেত্রশাত [স] বি দৃষ্টিপাত; অবলোকন। 'যে দিকে নেত্রশাত করি সেই দিকেই পরমেশ্বরের কার্য।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

নেত্রশাত করা [স] দৃষ্টিপাত করা। 'যে দিকে নেত্রশাত করি সেই

দিকেই পরমেশ্বরের কার্য।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

নেত্রবধ [স] বি কানামাছি বেলা। 'কোনাকোনি নেত্রবধ বেলায় সদাই বধ।' মুহূন, ১৯০০।

নেত্র-অমর [স] বি চোখ রূপ ভোমরা। 'কৃষ্ণার্জু প্রভুর নেত্র-অমর হুলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নেত্রমার্জন [স] বি চোখ মোছা। 'ভাষার নেত্রমার্জন ও মুহূর্ত্তন করিয়া, সন্নেহযাতো বিন্দিলেন।' বিন্দা, ১৮৬৩।

নেত্রশূল [স] বি চোখের ব্যথা; যা দেখতে মন চার না। 'বিরহীন্ধ্যী কামিনীজনার নেত্রশূল।' রামহরাসদ, ১৭৮০।

নেত্রশাস [স] বি দৃষ্টিবন্দন। 'দেবারিক অবলম্বি, অবলম্বিত সূত্রির উত্তানে লাক্ষনিক, - নেত্রশাস, কপোলাঙ্গন প্রাক্ষয়জেন নতী বেন।' সুশীল, ১৯৪০।

নেত্রানন্দ [স নেত্র-আনন্দ] বি চোখের আনন্দ। 'সত্য কৃষ্ণ আইন মোহনল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নেত্রোৎসব [স নেত্র-উৎসব] বি হিন্দুসমাজে দেবতাদের চোখ আঁকা উপলক্ষে উৎসব। 'পরদিন জগদ্বাসের নেত্রোৎসব নাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মহাপ্রভুর জীমূর্ত্তি চিত্র করিয়া নেত্রোৎসবের দিনে নেত্রোৎসব করায়।' মর্শন, ১৮২৫।

নেত্রী [স] বি শ্রী নেতৃত্বদানকারী। 'তাঁহাদের দলের নেত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নেত্রীকৃত [স] ১ বি পরিচালনা। 'বাঙালির নেত্রীকৃত ... প্রচার কার্য চলাইয়াছেন।' বেগম, ১৯৪৭। ২ বি নেতার কাজ। '... এই ক্ষমিত্র নেত্রীকৃত করলেন।' বেগম, ১৯৬৫।

নেত্রীহানীরা [স] ১ বি শ্রী নেতৃত্ব আছে এমন। 'নেত্রীহানীরা মহিলারা নিত্যজ্যোৎস্নার প্রবাস্থ্য জ্বালেন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।' বেগম, ১৯৪৮। ২ বি শ্রী নেতাতুল্য। 'তথু শহরের জন কয়েক নেত্রীহানীরা, শিক্ষিতা বোনদের মধ্যে এই জাগরণ এলে চলবে না।' বেগম, ১৯৪৮।

নেত্রোৎসব দ্র নেত্র

নেদা [সি নাম] বি খোড়ার মল। বিন্দা, ১৮৯১।

নেদি দেওয়া [সি] দেপন করা। 'গোয়ার রাশি প্রাচীরের চতুর্ধিগে নেদি দিয়া হস্ত বোধ করিয়া ...' জ্ঞানকোষায়, ১৮৫২।

নেপটুন [সি] বি দূরত্বের দিক দিয়ে সূর্যের ঋষি গ্রহ; ভারতীয় জ্যোতিষ অনুযায়ী বৃষক। 'নেপটুন গ্রহে দুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

নেপথ্য [স] ১ বি রসমঞ্চের অন্তরালবর্তী জায়গা। 'নেপথ্যে। আজকে বাই।' হাইকেল, ১৮৩০। ২ বি আড়াল। 'সুস্থ্যর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি কিরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

নেপথ্যখাদ্য [স] বি রসমঞ্চের অন্তরালবর্তী খাদ্য। 'শতপত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যখাদ্যে নটরাজ নিরুজ্জ্ব একাকী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নেপথ্যবাসী [স] বি আড়ালে থাকে এমন। 'রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুটি চাপিয়া ধরিয়াছে।' বনকুল, ১৯৩৬।

নেপথ্যবিধান [স] ১ বি অভিনয়শিল্পীদের অভিনয়ের আদেশ সামলজ্ঞা। 'নেপথ্যবিধান চলাছে, আসে অভিনয় আরম্ভ হোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি সামলজ্ঞা। 'নেপথ্যবিধান করণা যে দায়িত্ব

এ জ্ঞান লাভ করবার তার কখনো সুযোগ ঘটেনি।' প্রমথ, ১৯১৬।

নেপথ্যবিধান-পুং [স] বি গোপন নীতি নির্ধারণের স্থল। 'তার গোপনিকাল নাট্যশালায় নেপথ্যবিধান-পুংয়ে ইহাদের গতিবিধি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নেপালি, নেপালী [স নেপাল] ১ বি নেপালের অধিবাসী। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি জাতিবিশেষ। 'ব্রাহ্মিণী হইতে নেপালি পথক নানা বিভিন্ন জাতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি নেপাল দেশীয়দের ভাষা। 'কেবল রাজপুতানি নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।' হাই, ১৯৫৪।

নেপুর [স নূপুর] বি নূপুর। 'গোপিত নেপুর রত্ন আনত বিছিয়া।' জগদীশ, ১৬৮০।

নেপো [স নূপ] বি খৃষ্ট ব্যক্তি। 'দালালি কাজটা ভাল, নেপো মারে দইয়ের মতন বিলম্ব গড় আছে।' হেতুম, ১৬৬১।

নেপো মারে দই - উৎপাদনকারীকে বঞ্চিত করে ভৃত্যীয় পক্ষের সুবিধাভোগ। 'দালালি কাজটা ভাল, নেপো মারে দইয়ের মতন বিলম্ব গড় আছে।' হেতুম, ১৬৬১।

নেপ্যুন [সি] বি নেপাল; সৌরমন্ডলের একটি গ্রহ। 'উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্যুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌঁছাবে।' বহিষ্ক, ১৮৭৫। দ্র নেপচুন

নেপা [সি] গায়কামার উপরের অংশ। 'বেশম সাহেবার কোমরে নেপার (গায়কামার উপরদেশের) কিছু উপরে রাখিল।' রোকেয়া, ১৯৩১।

নেবাড়ান বিশ নিড়েণো। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা খোপা দোয়াবোরা এক পেট ফিলি, মেটো, ফটো ও আটা নেবড়ান লুটে করসা খুঁটি চাদরে ফিট হয়ে বসে আসেন।' হেতুম, ১৮৬১।

নেবা [স নির্বাণ] ১ বি নিবে যাওয়ার অবস্থা। 'এই আলো নেবা হইতে সহজই যুগ্মর কথা মনে উয়ার হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিশ নির্বাণিত। 'দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

নেবারা [স নিবারণ] ১ বি নিবারণ করা। নেবারি বি নিবারণ করে। 'আম্বার বচনে পুতা নেবার ত মনে।' বড়ু, ১৪৫০। নেবারি বি নিবারণ করি। 'কত নেবারি দীতি।' ক্রিপাপতি, ১৪৬০। নেবারহ বি নিবারণ করে। 'নাগরাশ্রী তেজ কাহাঞি নেবারহ মন।' বড়ু, ১৪৫০। নেবারিল বি নিবারণ করল। 'আকে চিত্ত নেবারিল তোরে।' বড়ু, ১৪৫০। নেবারী বি নিবারণ করে। 'এবার থাকহ মন নেবারী।' বড়ু, ১৪৫০।

নেবু [সি] লিম্বু বি লেবু। 'নেবু কোলি-আদি নানা প্রকার আচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'নেবুতলা উজিরে সেই পুহুরপাড়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

নেবুজুবনে [সি] লিম্বু+স কুববনী বি লেবু বাগান। 'আজ এককী নেবুজুবনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

নেবু-লিম্বুজ [সি] লিম্বু+স লিম্বুজ বি লেবু গাছের বাগান। 'দূর নেবু-লিম্বুজের রসপাটগুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নেবেদন [স নিবেদন] বি নিবেদন। 'আমার নেবেদন এই।' হ্যাসলেডে, ১৭৭৩।

নেবুলা [সি] বি নীহারিকা। 'ঘুরোয়ী অভ্যার এদের বলে নেবুলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

নেভা [স নির্বাণ] ১ বি নিতে যাওয়া। 'জ্বলে নেভে কত সূর্য নিখিল জ্বনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি ধ্বংস হওয়া। 'ভয়ে সত্ত নরক

হাবিয়া সোজখ নিতে নিতে যায় কাঁশিয়া।' নরকর, ১৯২২। ৩ বি অস্ত্রমিত হওয়া। 'চারি দিকে কলকাতার হেমন্তের বিকল নিভেহ।' জীবন, ১৯০০। ৪ বি স্তিমিত হওয়া। 'পৃথিবীর সব হৃৎ নিতে গেসে।' জীবন, ১৯৪২। ৫ ক্রি ভাটা পড়া। 'স্বামীর উপসাহ নিভিয়া আসে।' শতক, ১৯৫৮। ৬ বি মৃত। 'কত নেভা গ্রাসে বাতি সেয়ে জ্বলে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

নেভি [সি] বি নৌবাহিনী। 'তিনি নেভিতে চাকরি করতেন বলে ঘুরে বেড়াতেন সারা পৃথিবী।' সুনীল, ১৯৭০।

নেম [স নিয়ম] বি প্রথা। 'শতে এক বার বার আছে ধর্ম নেম।' আলফোল, ১৬৮০।

নেমই [সি] বি নাম। 'পিড়ি পেতে খুরো লুসে মিছে ধরি নেম।' গুণ, ১৮৫৮।

নেম-ডে পার্টি [সি] বি নামকরণ উৎসব। 'মামার মেয়ের নেম-ডে পার্টি।' বিজুতি, ১৯৩১।

নেমস্ট্রেট [সি] বি নামকরণ। 'দুর্যোে উজ্জল নেমস্ট্রেট।' গতি, ১৯৬৬।

নেমক [সি] নামক বি লবণ। 'রাছুলের না ডরিগি নেমক হায়াম।' গঙ্গী, ১৭৬৫।

নেমকুখাঁওরা ক্রি অন্যের কাছ থেকে উপকৃত হওয়া। 'বাংলা সুখিত্য সরকারের নেমক খায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

নেমকহায়াম [সি] নেমক+আ হায়াম] বিশ অকৃতজ্ঞ। 'এমন নেমকহায়াম কখন সেখিনি।' পর, ১৯১৩।

নেমকহায়ামি, নেমোখ্যারামি [সি] নেমক+আ হায়াম] ১ বি বিধাসংঘাতকতা। 'বলে নেমকহায়ামি করিতে পারিব না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। 'যুই নেমোখ্যারামি কৈলি গল্পবো না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি অকৃতজ্ঞতা। 'নেমকহায়ামি যাকে বলে।' শিবরাম, ১৯৭০।

নেমকহালাল [সি] নেমক+আ হালাল] বিশ কৃতজ্ঞ। 'নসেন্দ্রের নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা মা ঠাকুরাণী বসিরা পাছু লাগিত।' বহিষ্ক, ১৮৭৩।

নেমন্তর, নেমন্তোত্রো [স নিমন্ত্রণ] বি নিমন্ত্রণ; দায়ত। 'কলারের নেমন্তর হয়েছে, কোবেলি হেসেটা নে যাকু না কেন?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। 'যামার নকীব মেজে ... নেমন্তোত্রো করতে বেরোন।' হেতুম, ১৮৬১। 'আজ তাদের নাচে নেমন্তর, কাল ডিবারে, পরও খিরেটার, তরত রাঙিরে ম্যায়াম প্যাটারি গান।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

নেমন্তর, নেমন্তোত্রো [স নিমন্ত্রণ] বি যাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 'বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তরয়েসের পা সারতে অফিসে এক হুজা ছুটি নিতে হয়।' হেতুম, ১৮৬১। 'তোজের দিন নেমন্তরোরা এসে একে একে ছুটলেন।' হেতুম, ১৮৬১।

নেমাজ [সি] নেমাজ বি নামাজ। 'রোজা নেমাজ না জানিয়ে বোলাইল গোলা।' মুহম্মদ, ১৬০০।

নেমি [সি] বি চাকর পরিধি। 'সকলই নেমির শেষে দলিত হইয়া যায়।' বহিষ্ক, ১৮৬৫।

নেমুনা [সি] নেমুনা বি আদর্শ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

নেমেসিস [সি] বি গ্রীক দেবীবিশেষ। 'নেমেসিস-হাসি কৈপেছে আবার প্রাণ করে ফের জীবনের মানচিত্র।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

নেমু [সি] লিম্বু বি লেবু। 'সহ তাল তুল নেমু বাতাবি ...।' কেরি, ১৮০২।

নেয়াই

নেয়াই [স য্যায়] বি ন্যায়। 'শাকি নেয়াই নাহি স্বপ্ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।
 নেয়াজ [কা] বি উপঢৌকন। 'শীতের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত নজর ও নেয়াজ দিতে হইল।' স্নোক্রোম, ১৯০৪।
 নেয়াপাতি বি কতি ভাব। 'বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ষ, বেঁটে বেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি।' হেতুহ, ১৮৬১।
 নেয়াতল [আ নিয়ামত] বি সম্পদ। 'তেও খাট নেয়াতল তেলিল তামাম।' গরীব, ১৭৬৫।
 নেয়ায় [স ন্যায়] অবা মতো। 'স্বত্বাহুর ধনুকের নেয়ার' হ্যাগহেড, ১৭৭৩।
 নেয়ায় [কা ন্যায়] বি পাজ্ঞা বাধার কিতা; কোমরবন্ধ। ম্যানেল, ১৭৪৩।
 নেয়াল [কা নিহাল] বি তোকব বা গদি। 'নেয়াল করিয়া আট প্রথমে বিছায় খাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।
 নেয়ে [নাড] বি মাখি। 'কেহ না সেবিত পায় শৈত্যানিক নেয়ে।' বিজয়, ১৬০০।
 নেয়ে ওঠা প্র নাওয়া
 নেয়েচ প্র না
 নের্ত [স নৃত্য] বি নাচ। ওর্গা, ১৭৮৫।
 নেপশলিশ [হি] বি নখরজনী। 'সৌপর্ষ বজায় রাখতে নেপশলিশ ব্যবহার করা যেতে পারে।' বেসম, ১৯৪৭।
 নেপাশো [কি] লেগিয়ে দেওয়া। 'নেপাশো ক্রি লেগিয়ে।' উদ্ধর লোকসের নেপাশো দিয়ে কিছ পড়ে।' হেতুহ, ১৮৬১।
 নেপ্তে বি তুষ্মকৃত্ত বাস। ম্যানেল, ১৭৪০।
 নেপশ, নেপান [হি] বি ভাবা, ধর্ম ও ভৌগোলিক পরিচয়ভিত্তিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'নেপশ ব্যাপারটা কী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। এই নেপান বা জাতি সম্বন্ধে মুকুন্দবাবুর আদর্শ বক্তব্য। রবীন্দ্র, ১৯১৮: 'নেপানের বাইরেও মহাদেশ আছে, সত্যাতন ধর্মের তাঁর স্বাভাৱ্য রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।
 নেপশতন্ত্র [হি] নেপশ+স তন্ত্র। বি জাতীয়তাবাদ। 'এই অল্পতা নেপশতন্ত্রেরই মূলগত যাবি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
 নেপশক [হি] নেপশ+স ক্ত। বি আত্মীয়তা। 'নেপানের মূলধনবাহক অভিনেপশনতন্ত্রের দিকে, বিশ্বনেপশনতন্ত্রের দিকে ঝাঁটতে না গিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮: 'ভাৱা চার অর্থও ভারতের এক-নেপশকতন্ত্রের ভিত্তিভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত শর্তহীন, সীমাহীন পূর্ণ স্বরাজ।' জ্ঞানদা, ১৯২২।
 নেপশিক [হি] নেপশ+স ইক। বিপ জ্ঞাপিত। 'মুসলমান নেভারা তাঁদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় ত্যাগ করে নেপশিক পরিচয় গ্রহণ করেছেন।' জ্ঞানদা, ১৯০৭।
 নেপাশী [কা নিশাহ] ১ বি মস্তক। ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বি নেপাশো গ্রহণের ফলে প্রকৃতিহৃত্তর ভাব। 'আকিদের নেপাশ নেপাশ মিটে রকম ঝিনাইতেছিলো।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বি বৌক। 'তখন তার একটা নেপা জন্ম মনটাকে অধিকার করে নেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।
 নেপাশো [নেপা+স শো] বিশ নেপা করে এমন; নেপামস্ত। 'হামের নেপাশোর বাউলের দল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।
 নেপাশিত [নেপা+স শিত] বিশ নিপাত। 'দুঃখস্বপ্নের নেপাশিত নায়কের মতো, উঠে বসলেন।' আশাউষি, ১৯৫১।

নেপা ছুটানো ক্রি মোহ দূর করা। 'নেপা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।
 নেপাছুর [নেপা+স ছুর] বিশ নেপামস্ত। 'কিছু সে রকম নেপাছুর ব্যাকুল ... হরে থাকার চেয়ে স্তম্ভীর শাক্ততাকে সাবধানে সাধনার এডিটরি করাই আমার পক্ষে ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।
 নেপা ছুরা ক্রি নেপার আক্রান্ত হওয়া। 'ভ্রমের তখন নেপা ছুরেছিলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।
 নেপাধারানো বিশ নেপা লগার এমন। 'এই নেপাধারানো কানতোলানো ফাঁকিকে অভ্যস্ত অবস্থা করেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।
 নেপা [কা নিশাহ] বি নেপা। 'কর্তার নেপা ছুটিয়াছিল।' গ্যাঙ্গা, ১৮৫৯।
 নেপাশোর [কা নিশাহ-বোর] বি নিয়মিত মানসস্থায়ী সেবন করে এমন লোক। বিদ্যা, ১৮৯১।
 নেপাশি [কা নিশানাহ] বি চিহ্ন। 'ইমামের মউতের থাক রাশিহ নেপাশি।' গরীব, ১৭৬৫।
 নেপী [হি নাপি] বিশ নেপা: বাছে। 'হোমের কুছা, হোমের গ্রানী, হোমটা একটা নেপী প্রেস।' মণ্ডারক, ১৮৯০।
 নেপ [স নেপা] বি কণা; সামান্যতম অংশ। 'মির্জিয়ার নেপ নাখি সব বন্ধুদ্বন্দ্ব।' মালশার, ১৫০০।
 নেপা স নেপা
 নেপাশি [কা নিশানাহ] বি বাজ। 'বান নেপান ডাকা সমস্ত মনস্বদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া ...।' ময়দাম, ১৮০১। প্র নিপাশ
 নেপেসিটি [হি] বি হ্রয়োজ্ঞ। 'এটা বিশালিভা ময়, নেপেসিটি।' সুদীপ, ১৯৭০।
 নেপ্ত [স ন্যাত] বিশ ন্যত। 'নিরবিধ নেপ্ত ভর দিল নৃপবর।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।
 নেপ্ত-ও-নাবুদ, নেপ্তানাবুদ [কা নিপ্তানাবুদ] বিশ ন্যতানাবুদ: পূর্ণন্যত। 'নেপ্ত-ও-নাবুদ করো, মাগো যত জানোয়ার।' নজরুল, ১৯২২: 'তারপর একেবারেই নেপ্তানাবুদ।' নজরুল, ১৯২২।
 নেহ [স নেহা] বি নেহ। 'সে নেহ ভিঅল নাহি সেহ।' কৃত্ত, ১৪৫০।
 নেহত কিপ প্রেমের। 'নেহত লাগিলা শত পক্ষস উপেশী।' কৃত্ত, ১৪৫০।
 নেহনয়ন [স নেহনয়ন] বি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি। 'আয়ের নেহিহ নেহনয়নে।' কৃত্ত, ১৪৫০।
 নেহা [স নেহা] বি প্রণয়। নেহাবন্ধ [স নেহাবন্ধ] বি প্রণয়বন্ধন। 'এওকে তোমার তার হৈব নেহাবন্ধ।' কৃত্ত, ১৪৫০।
 নেহাই বি তত্ত্ব লোহার গাভ। 'কর্মকারো যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির বা মারে, তখন নেহাইও কিরে সেই হাতুড়িকে প্রতিঘাত করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।
 নেহাত, নেহাৎ [আ নিহাত] ১ ক্রিবিপ নিসেনপক্ষে। 'তন বাবা কাসেম এক স্ববর নেহাত।' গরীব, ১৭৬৫। ২ লিঙ্গ অতিশয়। 'নেহাত আজেজ আছে নবী পরাধর।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিশ হৃদয় সম্বল হর এমন। 'নেহাৎপক্ষের আশা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।
 নেহাতি [আ নিহাত] অবা নেহাত; নিতান্ত। 'নেহাতি এক ইনবাস বহাল থাকতে নেহাতি না হয় ...।' তর্জিত, ১৭৯২।

সেহায়েত, সেহায়েত, সেহাইয়ত [আ নিহায়ত] ১ ক্রিবিপ নিভাঃ; সেহায়েত। 'সেহাইয়ত চালাকিবে এ কাজ করিয়া' হ্যালাহেত, ১৭৭০; 'নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে সেহায়েত বর্ধ করা হয়' নজরুল, ১৯২২। ২ ক্রিবিপ নিসেনশপঃ। 'সেহায়েত অনাবশ্যীয় জিনিসের' এসলাম, ১৯০৭। ৩ বিপ অতিশয়। 'সেহায়েত বেহায়াপনা' নজরুল, ১৯২৭।

সেহায়া ক্রি দেখা। 'পোশি কামিনি গন্ধও গামিনি বিহসি পশতি সেহায়া' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'মুই সে কুজ কোলে বসি/ সেহায়াবু সে চাঁদ বদলে' বক্তৃ, ১৫৭০; 'হুদামনে সেহায়ায়া হাসনে শব্দর' রূপরায়, ১৭৫০; 'কমাসেন্দ্রে বারেক হে, সেহায়া নন্দনে' গিরিশ, ১৮৮৭; 'চিনে সেই মহাভান থাক সেহায়া' মালম, ১৮৯০। সেহায়া ক্রি দেখি। 'শিহনে আজ সেহায়া সেই দূর' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সেহালা [কা নিহালা] বিপ পরিতুষ্ট। 'কাসেনে এনাম দিয়া হইল সেহালা' গব্বি, ১৭৬৫।

সেহালা ক্রি দেখা। 'এ রূপ যৌবন কত সেহালাসি' বক্তৃ, ১৪৫০। সেহালায় ক্রি দেখে। 'বাইআ পর্বতে চড়ে সেহালায় কোণ খাড়ে দমী গিরি শিখরি কানন' মুকুন্দ, ১৬০০। সেহালাসি ক্রি দেখে। 'এ রূপ যৌবন কত সেহালাসি' বক্তৃ, ১৪৫০। সেহালাসী ক্রিবিপ শ্রীকণ কর'। 'হাথার পহ সেহালাসি' রহিলা কাফুরি' বক্তৃ, ১৪৫০। সেহালাসী ক্রি দেখান। 'কোলে বসী সেহালাসী হাথার বদনে' বক্তৃ, ১৪৫০। সেহালা ক্রি দৃষ্টিগত কর'। 'বড়ারি পহ সেহালা' বক্তৃ, ১৪৫০।

সেহালা [স নবমিত্রা] বি ক্রিবিপে। 'সেহালা বাজুপি চাঁপা উসর ফুলসী' মুকুন্দ, ১৬০০।

সে' বি নল। মালোএল, ১৭৪৩।

সে' [স মরা] বিপ নয় সংখ্যক। 'আমি হাজার শিশু পড়ে সে হাজার কাড়া' রূপরায়, ১৭৫০।

সে' ক্রি নই; না হই। 'আমি ত তোরা মত সে, কেন হবো' নরেন্দ্রনাথ, ১৮৪৪।

সেহেশম্য, সেহেশম্য [স] বি মীরবতা। 'সেহেশম্যগুণি ঘরের মধ্যে আশা গ্রহণে করিল' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'এখানে সাংবাদিকতার সৈন্য সেহেশম্য' সুলত, ১৯৪৮।

সেহেশম্য [স] বি নিসলভ্য; একাকিত্ব। 'তারে ভর্তে বর্তমান সেহেশম্যের প্রতি সে-এশান অনুশোণে' সুবীন্দ্র, ১৯০০।

সেহেতক্য [স] বি নিস্কট্য। 'চতুর্দিক সৃষ্টিকোষ সেহেতক্য' মুকুন্দবা, ১৯৫৮।

সেইকট্য [স] বি বনিষ্ঠতা। 'সেইকট্য অনুভবকালে তাঁহার দুরত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'সেইকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে' নজরুল, ১৯২৭।

সেইকট্যকুট্ট [স] বি নিকটাতীত। 'তাঁহারদিশের '২ পিতা বা ভক্তাবধারক অথবা সেইকট্যকুট্ট' পর্ণপ, ১৮৩৮।

সেইকট্যা [স] বি নিকট। 'তাঁহার সহিত কাহার সেইকট্যা বা কুটত্যা কিবা আত্মীয়তা থাকিলেও ...' ভগবতী, ১৮২৩।

সেইকম্য [স] বিপ নিকটে পৌঁছিত। 'সেইকম্য কুটীন অনিয়া বিবাহ দিয়াছেন' কেরি, ১৮০২।

সেঁকা [স লোকা] বি লোকা। 'বার মাস বাহে সেঁকা গাঙ্গের বোকে ভাও' বিজয়, ১৬৫০।

সেঁটা বি শাকবিশেষ। 'সেঁটার দুটিয়া শাল সেঁটার শাক' জসীম, ১৯৩০।

সৈতিক [স] ১ বিপ সীতি সম্বন্ধীয়। 'সৈতিক কর্তব্যাবলম্ব জন করিতেন এবং প্রাচীন হিন্দুধাতিক ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'পুরুষের পক্ষে সৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল' বক্তৃ, ১৮৮৭। ২ বিপ সীতিগত। 'সৈতিক অবস্থার জটিল করিতে হইল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সৈতিকতা [স] বি সীতিপরায়ণতা। 'মুসলিম নরনারীর সৈতিকতা রক্ষাই ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য' বৈশ্য, ১৯৪৭; 'ভরল সমাজের সৈতিকতা বিপর্যস্ত হবে' বৈশ্য, ১৯৬৩।

সৈতুন [স নবতন] বিপ নূতন। ওসী, ১৭৮২।

সৈদাষ [স] বিপ ধীমতাকামী। 'সৈদাষ রবিকিরণ অম্বতা স্বাভাবিক শীতলবায়ুকে ...' জঙ্কর, ১৮৫৪; 'মহাবীর সৈদাষ কটিকা প্রাণাধিত হইল' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

সৈশু্য [স] ১ বি দক্ষতা। 'বৃশ্চি সৈশু্যে করে গাদ-সবোহন' কুজনাথ, ১৫৮০; 'তুম সকল হইতে মধু নির্গাশ করিবার সৈশু্য আশাকে শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিবেন' ভাটসীল, ১৮০৩। ২ বি বৌশল। 'সৈশুবন্ধন বিষয়ে অসামান্য সৈশু্য প্রকাশ করিয়া ...' জঙ্কর, ১৮৫২।

সৈশু্যাক্ত [স] বি দক্ষতা। 'পরজাতীর ভাষার সৈশু্যাক্তব্রত স্বীকার ভাষাষেী এই সকল সম্বোধা' পর্ণপ, ১৮৩০।

সৈশু্যবুদ্ধি [স] ক্রিবিপ নিশু্যভাবে। 'অতিসাহসিক ও সৈশু্যরূপে হিন্দুকোষেরনামক এক স্বাধা পত্র প্রকাশ করিতেন' জ্ঞানানুবেশ, ১৮৩৭।

সৈশু্যধীনতা [স] বি অসহজতা। 'মহেন্দ্রও আশার নিরুণ্যার সৈশু্যধীনতার সন্মুখে হালিত' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সৈবোধ্য [স] ১ বি সেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু। 'কুজের সৈবোধ্য কর করিব জোজন' কুদা, ১৫৮০। ২ বি অফদানের মাধ্যম। 'মুঘল আমার পুজার সৈবোধ্য' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ বি পুজার উপকরণ। 'পজাপুরে সৈবোধ্য দিয়ে চলছি' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সৈবিন্য, সৈবিক, সৈবিকি [স সৈবোধ্য] বি সেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু। 'সৈবিন্য দিয়া তুরি মাতৃকা পূজা করি' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সৈবিক পূজা বাসা' রায়হী, ১৭১০; 'রাজা যাগ বজ হোম সৈবিকি কত কল্যাণ' মীরবতা, ১৮৭২।

সৈবিসিরি চিনি - সহজ পছন্দ। 'ওধ সৈবিসিরি চিনি দিয়ে তো সেবতার ভূমি হবে না' নজরুল, ১৯২৪।

সৈবোধ্যভালি বি নিবেদনের ডালা। 'পুজার সৈবোধ্যভালি' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সৈমিত্তিক [স] ১ বিপ নিত্য সংঘটিত হয় এমন। 'সৈমিত্তিক গ্রহণ ঘটনা অথবা ধুমকেতুর পরিকল্পনা ...' জঙ্কর, ১৮৫০। ২ বিপ বিশেষ উদ্দেশ্যে চালিত। 'প্রচণ্ডাঙ্গী সৈমিত্তিক রথ সহসা হুগিত করা সুকঠিন' জঙ্কর, ১৮৫৫। ৩ বিপ কাম্যে উদ্ভূত। 'কাম্য কাম্যে বদ্যান্তর্ভুক্ত সৈমিত্তিক উপলক্ষে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভক্তগোষ্ঠী নির্মুক্ত হইতে পারে না' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সৈমতাক্য [স সৈমিত্তিক] বিপ নিত্য সংঘটিত হয় এমন। 'এ নিত্য সৈমতাকের দাদা' রায়রায়, ১৮০১।

সৈমিত্তিকতা [স] বি প্রতিদিনের কাজ। 'তাঁদের সৈমিত্তিকতার সন্মুখে মিশে রয়েছে' বৈশ্য, ১৯৪৮।

সৈমিত্তিক-সভা [স] বি বিশেষ অনুষ্ঠান বা প্রয়োজন বিষয়ক বৈঠক।

নৈমিষ

‘এই কর্তার নিত্য-সত্য, নৈমিত্তিক-সত্য, যুদ্ধ-সত্য, শ্রাঘ-সত্য
প্রকৃতিতে সর্বদাই যত্ন’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নৈমিষ [স] বি হিন্দুশাসন। কথিত। ‘কাশীপুরে বিশালাক্ষী লিঙ্গের
নৈমিষ কালনে’ মুকুন্দ, ১৮০০।

নৈমিষাচর্য [স] বি হিন্দুশাসনে বর্ণিত প্রাচীন তপোবন। ‘শেষে কি
নৈমিষাচর্যে গায়ে আজ্ঞাপোষনের ঠাঁই’ সূতাব, ১৯৪০।

নৈমিষিক [স] বি ন্যায়শাসন। ‘নৈমিষিক রীতাসকৈ কৈমিত্তিক শৌর্যনিক
আলাড়ারিক সাংঘ্যে পাতঞ্জলিক প্রকৃতির সত্যের আগমন।’ দর্পণ,
১৮২৬।

নৈমিষ্য [স] বি নিরন্তরতা। ‘এবস্থি পরমেশ্বরবিষয়ক আদর নৈমিষ্য’
মুহুরঞ্জ, ১৮১২।

নৈমিষ্যকর [স] বি নিরাকার। ‘কেনে না পুঞ্জি এক প্রহু নৈমিষ্যকর।’
আলাওল, ১৮৮০।

নৈমিষ্য [স] বি অরাজকতা। ‘চেনা জানা স্নেহ ... নৈমিষ্য তরু ভুল।’
জীবন, ১৯৪০।

নৈমিষ্য [স] বি আত্মাধীন। ‘নৈমিষ্য রূপের প্রাণশয্যে অমরতার বর
পাননি’ সূরীন্দ্র, ১৯০৭।

নৈমিষি [স] বি নৈমিষ্যযোগিনী। বি নৈমিষ্য। ‘কর্তে নৈমিষি বাপি প্রাণভে
উপাড়ী’ চর্য ৫০, ১২০০।

নৈমিষ [স] ১ বি আশাধীন। ‘সকলেরে আশা পুরে আপনে নৈমিষ।’
আলাওল, ১৮৮০। ২ বি হত্যা। ‘মনেত নৈমিষ উপজিল।’
সুলতান, ১৭০০।

নৈমিষপুর [স] বি হত্যাশর জায়। ‘দুখের মোসর হতে নারিলাম
তোম নৈমিষপুরে’ সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

নৈমিষ্য [স] বি নৈমিষ্য। ‘যে-নৈমিষ্য গভীর অকস্মে
ভুবেছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯২৪; ‘আমার মর্মের ছন্দ পাখির ভাষার
অফুরান নৈমিষ্য’ রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নৈমিষ [স] বি নৈমিষ্য। ‘অক্লিরে মিলে যনি আশায় করিয়া
নৈমিষ।’ মাল্যধর, ১৫০০।

নৈমিষ্য [স] ১ বি হত্যা। ‘প্রথের নৈমিষ্যের সময়ে কমলমণি তাঁহার
দুখে দুখী।’ বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি সন্দেহ। ‘কৃষ্ণ রাজত্বের
হৃদিত সন্দেহ গভীর নৈমিষ্য প্রকাশ করিয়া দীর্ঘনিদ্রাস ...’ রবীন্দ্র,
১৯২২।

নৈমিষ্য-আঘাত [স] বি হত্যাশর আক্রমণ। ‘অকস্মে নৈমিষ্য-
আঘাতে ...’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

নৈমিষ্যক্রান্তি [স] বি হত্যাশর জর্জরিত। ‘তার ছবি বর্তমানের
নৈমিষ্যক্রান্তি বহাঙ্গীর জন্য আঁকার উদ্দেশ্যে ...’ ওয়ালেন,
১৯৪০।

নৈমিষ্যজনক [স] বি হত্যাশরজনক। ‘এত নানা বিদ্যার অধিকারিনী
হইবেও নৈমিষ্যজনক অক্লিকতার সর্বত্রকার দুখ জোপ করিলেন।’
রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নৈমিষ্যপূর্ণ [স] বি হত্যাশরজনক। ‘নৈমিষ্যপূর্ণ সৃষ্টিতে চাহিয়া।’
বিকৃতি, ১৯৩৮।

নৈমিষ্যবাদ [স] বি হত্যাশরবাদ; যুগান্তবাদ। ‘কবি দার্শনিকদের নিরন্তর
নৈমিষ্যবাদ।’ মুহুরঞ্জ, ১৯৫৭।

নৈমিষ্যবাদী [স] বি হত্যাশর। ‘চীন-ভারত বিরোধের অবসান

সম্পর্কে নৈমিষ্যবাদী হওয়া ছাড়া পণ্ডিতর নাই।’ আজাদ, ১৯৬২।

নৈমিষ্যব্যাজক [স] বি হত্যাশরজনক। ‘এই ধরনের হৃদিসর্বব
অভ্যাসেরদ্বারা মানুষের মিকে তাকিয়ে গ্যেট যে নৈমিষ্যব্যাজক উক্তি
করেছেন...’ মোতাহের, ১৯৫০।

নৈমিষি [স] বি নৈমিষ্য। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। ‘পাখর আদি করি
মিগের অধিকারী বরুণ নৈমিষি শমন।’ মুকুন্দ, ১৮০০।

নৈমিষ [স] বি হত্যাশর। ‘পূর্বোক্তে আছিল প্রহু নৈমিষ আকার।’
আলাওল, ১৮৮০।

নৈমিষ [স] বি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। ‘আগি, নৈমিষ, বায়ু, ইশান, চারি
কোণ।’ মুহুরঞ্জ, ১৮১০।

নৈমিষ্যকোণ [স] বি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী কোণ। ‘কেই
বা বায়ুকোণে, কেই বা নৈমিষ্যকোণে ...’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

নৈমিষ্যিক [স] বি ব্যক্তিনিবেশক; ব্যক্তি সঙ্গ সম্পর্কিত নর এমন।
‘নৈমিষ্যিক হায্যকার, আত্মসার, সূর্য মণ্ডলিকা।’ সূরীন্দ্র, ১৯২৭;
‘নৈমিষ্যিক, থাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নৈমিষ্যিকভাবে [স] দ্বিবিধ ব্যক্তিনিবেশকভাবে। ‘নিভাত
নৈমিষ্যিকভাবে এ কাহ্ন করা অসম্ভব - এই জন্য নিভাত বিচারের
লাইন ঠিক থাকে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৬; ‘সেটা নৈমিষ্যিকভাবে
নৈমিষ্যিক।’ রবীন্দ্র, ১৯০৪।

নৈমিষ্য [স] বি নির্মলতা। ‘স্বভাবের নৈমিষ্য ও মানবিক
সুখী।’ দর্পণ, ১৮৩০।

নৈমিষ্যকীর [স] বি নীলকণ্ঠ সখকীর। ‘সমগ্র মহাত্ম্যেরতের নৈমিষ্যকীর
ভাষাও আমার বিবাস পরিমানে এর চাইতে ছোটো।’ প্রমথ, ১৯২৭।

নৈমিষ্য দ্র নেত্রজ্ঞা

নৈমিষ্য [স] বি নৈমিষ্যের উৎসব। ‘নৈমিষ্য গানের স্বভাবের গীত কানকে বারে
বারে।’ জগীষ, ১৯২৯।

নৈমিষ্য দ্র না

নৈমিষ্য [স] বি ব্যক্তিকালীন। ‘নৈমিষ্য গণন নীলানন্দমাল্য আবৃত।’ বঙ্কিম,
১৮৬৫।

নৈমিষ্য-উদ্ভাস [স] বি ব্যক্তিকালীন আশোষ-স্বর্জিত। ‘হৃদ্যোলের মধ্যে
কয়েকটা মাতালের নৈমিষ্য উদ্ভাস।’ বিমল, ১৯৫৩।

নৈমিষ্যচর্য [স] বি হত্যাশর বিচার করে এমন; নিষাচর। ‘নৈমিষ্যচর্য
পেঁচকের অমল গান।’ সিকান্দার, ১৯৪২।

নৈমিষ্যপাখি [স] বি নৈমিষ্য পক্ষী। বি নিষাচর পাখি। ‘নৈমিষ্যপাখির গানের
মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সঙ্গল বৈদ্য।’ বিকৃতি, ১৯৩১।

নৈমিষ্যপুল [স] বি হত্যাশর কোটে এমন সুল। ‘ডোমরা লতার
নৈমিষ্যপুলের সুদু সুদাস।’ বিকৃতি, ১৯৩৮।

নৈমিষ্যবিদ্যা [স] বি পানভাস্য। ‘বিদ্যার্থী দুলাল শেষে নৈমিষ্যবিদ্যা
কলকাতার।’ সূতাব, ১৯৪০।

নৈমিষ্যবিদ্যালয় [স] বি সাত্ত্বিকালীন বিদ্যালয়। ‘ভেবেছিল হেথা হয়
নৈমিষ্যবিদ্যালয়।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

নৈমিষ্যভোজন [স] বি রাতের খাবার গ্রহণ। ‘নৈমিষ্যভোজন শেষ করে
আমরা ... যুগ্মে গড়ান।’ সূতাব, ১৯৪১।

নৈমিষ্যিক দ্র নৈমিষ

নৈমিষ্য [স] ১ বি সৃষ্টি। ‘এক বিশ্বকৃতিশ্রদ্ধার নৈমিষ্য লাভ করেছে।’

খরে রামা চক্কির চরণ।' মুহূর্ত, ১৬০০।

নোট। [স লুচ]। ক্রি লুট করা। 'কি কারণে নোট মোর বেবাজ বাজার।' মুহূর্ত, ১৬০০।

নোটিন, নোটিশ, নোটিশ [হি নোটিস] ১ বি আসে থেকে জানানো; পূর্ব ঘোষণা। 'নোটিন না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না।' মিশার, ১৮০০। ২ বি আপাম খবর। 'পূর্বকৈ যদি একাই নোটিন পেতুম তা হলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি বিজ্ঞপ্তি। 'স্বীকৃত নোটিন সেণ্ডে তাই।' শরৎ, ১৯১৭; 'জাপান দেশের নোটিন উনি নাকে এটেছেন।' নজরুল, ১৯২৬।

নোটিন বোর্ড, নোটিশ বোর্ড [হি বি বিজ্ঞপ্তি টানার বোর্ড। 'নোটিশ বোর্ডের কাছে রাখাযার ভিড়।' বিকৃতি, ১৯৩১।

নোড়। [স নোড়]। বি মসলা ইত্যাদি পেহার জন্য তৈরি পাথরের দণ্ডবিশেষ। 'নোড়া নিয়ে আত্ম তত্ত্ব খেঁচো করে কেলোবা।' দীনবন্ধু, ১৮৭২; 'শিলের ওপর নোড়ার দ্বাা সেপে এক আওয়াজ হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

নোতুন [স নুতন] বিগ নতুন। 'একটি নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ...।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

নোতন [স নুতন] বিগ নতুন। 'লগ্ন বায়্যা লগ্ন কর নির্মাণ নোতন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

নোতুনত্ব [স নুতনত্ব] বি নতুন বৈশিষ্ট্য। 'অনেকখানি নোতুনত্ব আছে।' উমর, ১৯৬৮।

নোশ [স লবণ] বি লবণ। 'ধরিআ সাধুর সসি নোনের নাকানি চেনি।' মুহূর্ত, ১৬০০।

নোন ঝাণ্ডা ক্রি উপকৃত হওয়া। 'আরে কোটিলিয়া চন/ ঝাণ্ডা আমার নোন/ শান্তে মুলে দিলো তার শোধ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

নোনতা [নুনা] বিগ লবণাক্ত। 'পানি হইতে পানতা, দুই হইতে নোনতা।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'বরফ-সেওয়া নোনতা জলে ফুটে টিনের চোঙ থাকত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নোনিস [স ননশা] বি নমদ। 'জানানি মানুষের নোনল কেন হয়।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

নোনসেল [হি বি অব্যাহত আচরণ; অব্যক্তিক আচরণ। 'অমি অন্য কোনো মেয়ের নোনসেল সহ্য করব না।' মুকুতাব, ১৯৫২।

নোশ। [স লবণ] ১ বিগ লবণাক্ত। 'জাবো হে সাগর বায়্যা ... পরান-সড়ট নোশা-বায়।' মুহূর্ত, ১৬০০। ২ বিগ উপভোগ্য। 'মানুষ যেমন করে ভ্রাশ পেয়ে আসে তার নোশা মেয়েমানুষের কাছে।' জীবন, ১৯৬৩।

নোশাল [নোনা+স জল] বি লবণাক্ত পানি। 'সাগরের শিরে উফেল নোশাল।' বিষ্ণু, ১৯৩৭; 'সারারাত ভরি তোলপাড় করি দরিয়ার নোশাল।' ফররুখ, ১৯৪৩।

নোশাখরা বিগ মাটির লবণজাতীয় উপাদান ফুটে বয়েছে এমন। 'নোশাখরা মেয়ালের ঘরে ...।' জীবন, ১৯৩০।

নোশা পানি বি লবণাক্ত জল। 'নোশা পানি যদি টুয়েছে তোমার হাস।' ফররুখ, ১৯৪৩।

নোশা ফেনা বি নোশা জল সেপে নষ্ট জমি। 'আর যে দুই এক বিঘা নোশা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

নোশা-বায় বিগ লবণাক্ত বাতাস। 'জাবো হে সাগর বায়্যা ... পরান-সড়ট নোশা-বায়।' মুহূর্ত, ১৬০০।

নোশামাটি বি লবণাক্ত মাটি। 'একবারে নোশামাটি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

নোশা হাওয়ার বি লবণাক্ত বাতাস। 'নোশা হাওয়ার সমক-দমকে যেমন নারকেল বনের সোশা।' খেমেন্ট, ১৯৪০।

নোশা [প আনোনা] বি আতা কলের অনুধ্ব ফল। ওর্গা, ১৭৮২; 'নোশা-পাকা মন বলে, কবে আসে ভালশান।' নজরুল, ১৯৩২।

নোশা পাছ বি আতাকলের পাছ। 'সেইসব নোশা পাছ, করমালা।' জীবন, ১৯৩২।

নোশা-পাছা বিগ সুকামল। 'নোশা-পাকা মন বলে, কবে আসে ভালশান।' নজরুল, ১৯৩২।

নোশাপাড়া বি পান পাতার মতো একরকম পাতা। 'নোশাপাড়ার পান।' বিকৃতি, ১৯২৯।

নোশাফল বি ফলবিশেষ। 'যেখানে গজীর ভোরে নোশাফল পাকিয়া আছে আতাবন।' জীবন, ১৯৩২।

নোশা [নুনা] বিগ লবণাক্ত। 'নোশা ইলিশের হাঁড়ি।' মণীন্দ্র, ১৯৬৩।

নোবেল পুরস্কার [হি নোবেল+স পুরস্কার] বি আলফ্রেড নোবেল কর্তৃক প্রবর্তিত বিশেষ সম্মানজনক পুরস্কার। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি 'নোবেল (Nobel) পুরস্কার' পাইয়া বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যকে ধনা ও জগৎবিখ্যাত করিয়াছেন।' মেঘচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৯১২।

নোবেল ব্রাইজ [হি বি নির্মিত ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রায়ের আন্তর্জাতিক পুরস্কার। 'তুই-ই যে রবীন্দ্র নোবেল ব্রাইজ কেড়ে না নিস, অন্তত তাঁর নাম রাখতে পারবি।' নজরুল, ১৯২৭।

নোশ [স মোতা] বি মোতা। 'কিছুদিন খাবার পরবার নোড থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালী দিয়ে চলে যায়।' মশাররফ, ১৮৬৯।

নো মেনস ল্যাণ্ড [হি বি দুই দেশের সীমানার মধ্যবর্তী ভূমি। 'দুই দেশের মাঝখানে খানিকটা জায়গাকে নিউমেন জোন বা নো মেনস ল্যান্ড কৈরা রাখলে ...।' মনসুর, ১৯৪৫।

নোয়া, নোয়া [স নত]। ক্রি নিচু হওয়া। 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।' কেতক, ১৬৫০। নুইয়া ক্রি ঝুঁক পড়ে। 'বাতাসে নুইয়া কিংবা কোঁকড়া ইইয়া ভাষার সমস্ত বেগ হইতে বাচিল।' তারিঙ্গী, ১৮০০। নোমাইয়া ক্রি নত করে। 'কহিলা সৌমিহি শুর শির নোমাইয়া।' মাইকেল, ১৮৬১। নোয়াইয়া মাথা নিচু করে। 'ছাতি পরে হাত দিয়া নোয়াইয়া শির।' গবীন্দ্র, ১৭৬৫। নোয়াইতে ক্রি নোয়াতে। 'নোয়াইতে না পারে ধনু মনুয়ার বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯। নোয়ায় ক্রি নিচু করে। 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।' কেতক, ১৬৫০।

নোয়া [স নব] বিগ নতুন। 'চন্দ্র নোয়া।' মাদোএল, ১৭৪৩।

নোয়া [স নোহ] ১ বি নোহার তৈরি হাড্ডের অলঙ্কার, যা সখবার নির্দর্শন হিসেবে হিন্দু সখবা নারীরা ব্যবহার করে। 'তোার ব্রাহ্মণীকে কানই হাড্ডের নোয়া খুলিতে হইবে।' কবীন্দ্র, ১৮৫৮। ২ বি নোহা। 'নোয়ার নিচুকে বন্ধ করে রাখাও।' শরৎ, ১৯১০।

নোয়াড়ি বি পাছবিশেষ। 'নোয়াড়ি সেওয়াড়ি বরুনা সাজি।' মুহূর্ত, ১৬০০।

নোলক [স নোলক] বি নাকের অলঙ্কারবিশেষ। 'নখের নোলক খসিয়া পড়িলে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

লোলক-ধারিনী [লোলক+স ধারিনী] বিশ ক্রী লোলক পরে আছে এমন। 'সকীর্ণ হুয়া - লোলক-ধারিনী।' দীপিকা, ১৮৮৭।

লোলকপরা [বিশ নাকের ফুল পরে আছে এমন। 'একটি লোলকপরা অক্ষরটা ছোটখাটো মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লোলা [স লোলা] ১ বি স্তিকরা। 'হানাবড়া বড় মজা তবু সুরুক করে লোলা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি সোভ। 'শিয়েচো নেমন্তন্ন খেতে এমন ভোমার লোলা?' বিতুতি, ১৯২৯।

লোলাবাজ [স লোল+ফা বাজ] বিশ শেটুক। বিদ্যা, ১৮৯১।

লোলাবাজি [স লোল+ফা বাজি] বিশ শেটুকানা। বিদ্যা, ১৮৯১।

লোস দ্র না'

লৌ দ্র না'

লৌ [স] বি লৌকা; লৌয়ান। 'লৌবাহী লৌকা টাওত ওপে।' চর্যা ৩৮, ১২০০।

লৌআক্রমণ [স লৌ-আক্রমণ] বি লৌগণে হামলা। 'কোনরূপ লৌআক্রমণ প্রায় অসম্ভব হইয়া গড়িয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৫।

লৌঘাটি [বি লৌবাহিনী যেখানে যুদ্ধবান, অস্ত্র, সৈন্য প্রভৃতি নিয়ে অবস্থান করে। 'লৌঘাটির উপর প্রত্যুত আক্রমণ করিয়া ...।' আজাদ, ১৯৬৫।

লৌজীবী [স] বি লৌয়ান চালিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে। 'ততের জনতা লৌজীবীর গল্পে কান পেতে থাকে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

লৌল [স] বি জলযুদ্ধে প্রয়োগের উপযুক্ত সৈনিক ও জাহাজের সমষ্টি। 'এদের কারো লৌল ছিল না, খরিবারিগুজ ছিল না।' অনলা, ১৯৩৭।

লৌবহর [স লৌ+আ বাহর] বি যুদ্ধজাহাজের সারি। 'ইহাও সৈন্যবাহিনী ও লৌবহর সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।' প্রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

লৌবাহিনী [স] বিশ লৌয়ান চলাচল করতে পারে এমন। 'পৃষ্ঠী সমভঙ্গা, নদী লৌবাহিনী।' বর্ষম, ১৯৯২।

লৌবাহী [স লৌবাহিক] বি নাবিক। 'লৌবাহী লৌকা টাওত ওপে।' চর্যা ৩৮, ১২০০।

লৌবাহ্য [স] বিশ লৌয়ান চলাচল করে এমন। 'ছোট হ'লে কী হয়, নদীটি লৌবাহ্য, বড় বড় জাহাজকে অন্যায়সে কোল দেয়।' অনলা, ১৯২৯।

লৌমুখ [স] বি জলপথে সংঘটিত যুদ্ধ। 'রামায়ণেও লৌমুখের আভাস পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লৌশিলা [স] বি লৌকা নির্মাণের কাজ। 'লৌশিলে তারা অগ্রণী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

লৌ-সার [স লৌ+ফা সরহা] বি লৌয়ান চালক। 'শ্রমরত ওই কলিমাখা কুলি, লৌ-সার।' নলকল, ১৯২৮।

লৌ-সেনা [স] বি জলযুদ্ধের সৈনিক। 'হাসর ফুড়ীর তিমি চলে সাহেবেরিন, লৌ-সেনা চলিছে নীচে বীন।' নলকল, ১৯২৮।

লৌকতা [স লৌকিতা] বি লৌকিতা। 'না বাঁচালে লৌকতা পাবেক তার মত।' মণিকরায়, ১৭৮১।

লৌকরি [কা শব্দকল্প] বি চাকরি। 'সবে সবে সে লৌকরিতেও পাকড়ে ধরে থাকবে।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

লৌকা [স] ১ বি জলযানবিশেষ। 'লৌবাহী লৌকা টাওত ওপে।' চর্যা ৩৮,

১২০০। ২ বি দাবা খেলার গুটিবিশেষ; কিত্তি। ওয়া, ১৭৮৫; George হচ্ছে দাবার লৌকা, আর ভূমি গজ।' প্রমথ, ১৯১৫।

লৌকাচালনা [স] বি লৌকা চালনা। 'লৌকাচালনা করিয়া নয় নিবস পরে যব্বীশে অবতীর্ণ হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লৌকাটানা [স লৌকা+টানা] ক্রি লৌকা বাওয়া। 'ভূমি সারাগাত লৌকা টেনেছ, একবারও থামনি।' ওয়াসী, ১৯৬৩।

লৌকাডুব [স লৌকা+ডুব] ১ বি লৌকা ডুবে বাওয়া ঘটনা। 'লৌকাডুব।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ বি সর্বনাশ। 'ইয়েয়েজের মহল্লকে এরা সুরুশপকার লৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

লৌকাদৌড় [বি দ্রুত লৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা; বাইচ। 'দুই ফুলের ছাত্রদের মধ্যে লৌকাদৌড়, বাট ও গোলা ইত্যাদি ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

লৌকপতি [স] বি লৌচালক। 'অশপতি গল্পপতি নয় লৌকপতি।' বাহরাম, ১৬৫০।

লৌকাশপ [স] বি নদীগণ; নদীতে লৌকা চলাচলের পথ। 'দুই মাস বাইরা ছাই লৌকাশপে।' সুকুম, ১৬০০।

লৌকাবল [স] বি লৌকি। 'পূর্বে হিন্দুদিগের লৌকাবল ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লৌকাবহর [স লৌকা+আ বাহর] বি লৌকাশ্রী। 'করেক কোটি লৌকাবহর' গড়ে সে, মা, লৌকাবহর।' অনলা, ১৯৭২।

লৌকা বাইচ, লৌকা বাইছ, লৌকাবাচ [স লৌকা+ফা বাজি] বি দলবদ্ধভাবে লৌকা চালনার প্রতিযোগিতা বিশেষ। 'ভদ্রপক্ষে লৌকা বাইচ মারে।' হোদায়ে, ১৯২৬; 'কুন্ডি লৌকাবায় যাত্রা শবের খিয়েটার এবং চারটে হাতির সমাবেশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'প্রথমে লৌকা বাইছ হয়।' মনসুর, ১৯৫২।

লৌকাবাসী [স] বিশ লৌকার যাত্রী। 'লৌকাবাসী জন সব ডুবিয়া মরিত।' সুলতান, ১৭০০।

লৌকাবাহক [স] বি যাত্রী। 'লৌকাবাহক মফের মাঝামাঝি গাঁয়ে আসে উকুল হয়ে ওঠে।' ওয়াসী, ১৯৬৩।

লৌকাবাহী [স] বি লৌকার যাত্রী; লৌকারোহী। 'কলার বাগান লৌকাবাহী মায়েই দুটি আকর্ষণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

লৌকাভিমুখে [স] ক্রি়বিশ লৌকার দিকে। 'তিনের পেঁটা ছলিয়া ধীরে ধীরে লৌকাভিমুখে চলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লৌকা ভ্রমণ [স] বি লৌকাযোগে বেড়ানো। 'লৌকা ভ্রমণে যাওয়া যাক।' মনসুর, ১৯৩৫।

লৌকাযাত্রা [স] বি লৌকাভ্রমণ। 'এবার লৌকাযাত্রা করিয়া আসিয়া ...।' মণিক, ১৯৩৬।

লৌকাযোগে [স] ক্রি়বিশ লৌকার আরোহী হয়ে। 'লৌকাযোগে বালকোরদিককে মহল্লর দিকটো পাঠাইলেন।' রামদাম, ১৮০১।

লৌকারোহণ [স] বি লৌকা ওঠা। 'আমরা দুই জন যাত্রি লইয়া লৌকারোহণ করাই।' দর্পণ, ১৮২১।

লৌকারোহী [স] বিশ জলপথের যাত্রী। 'ভারাগদ প্রথমত লৌকারোহী লৌকানীর সহিত মিশিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লৌকো [স লৌকা] ১ বি লৌকা। 'যে লৌকো থানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি দাবার গুটি; কল্প। 'এ দাবা

বেশার নৌকার কিত্তিই বেশি থাকবে।' নজরুল, ১৯৩১।

লৌকোদ্ধবি [স লৌকা+দ্ধবি] বি লৌকা ছুঁবে হাওয়ার ঘটনা।
'এদিকে কি লৌকোদ্ধবি হয় না?' শামসুল, ১৯৫৬।

লৌকোবিহার [স লৌকাবিহার] বি লৌকোভ্রমণ। 'লৌকোবিহার
আজও অবধি হল না।' জীবন, ১৯৩২।

লৌকোময় [স লৌকাময়] বিণ অনেক লৌকা রয়েছে এমন।
'লৌকোময় নদী দেখে কখনো কাটতো বেলা।' শামসুল, ১৯৭২।

লৌশ [স লশ] বি লশ। 'লৌশের আড়তে দিলারয় যুগপতি।' আলগল,
১৬৮০।

লৌ-চাঁদ [কা নও+চাঁদ] বি নতুন চাঁদ। 'সেউল-চুড়ে উঠল বুঝি লৌ-
চাঁদের ফালি।' নজরুল, ১৯২৮।

লৌজোয়ানি [কা নওজওয়ান] বিণ ভরল। 'লৌজোয়ান রাফেজ নাম যীর
আছি আছি।' সুলতান, ১৭০০।

লৌজোয়ানি, লৌজোয়ানী [কা নওজওয়ান] ১ বি নবযৌবন।
'লৌজোয়ানির গান।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি ভরলোর ন্যায় শক্তি।
'সেই রুশোয়া দিয়ে ভিবেবে এমন নাওয়াই, যা ... কজিতে দেবে
লৌজোয়ানী।' আলগল, ১৯৬৩।

লৌতন [কা নওতন] বিণ নতুন। 'লৌতন সময় তবে প্রথম জৌবন।'।
মাসাধর, ১৫০০।

লৌবত [আ নওবত] ১ বি একতরকার একতান বায়। 'বাজে শিলা কাড়া
ঢোল লৌবত ঝাঁকের রোল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বড়ো ঢোলক
বিশ। 'অদূরে লৌবত বাজে ইমন-ভূপালি।' নজরুল, ১৯২৯।

লৌবতবাণী, লৌবতবাণী [আ নওবত] বি লৌবত বা নবত
বাজানোর স্থান। 'সকলেই আলমিত ও উল্লাহ বায় লৌবতবাণী।'।
রামায়, ১৮০১।

লৌরাতি [কা নও+স রাতি] বি আলোকোদ্ধল। 'আনন্দ উলসের
লৌরাতির দীপশিখা নিতে যায়।' নজরুল, ১৯২৭।

লৌরোদ্ধা [বি সংগীতের একটি রাগ। নজরুল, ১৯৩৫।

লৌরোজা [কা] বি নববর্ষ উৎসব। 'তবুও সে খল অনেকেরি গেয়ে বিকারে
লৌরোজা।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

লু সত্মী বিভক্তি। 'সিরন্দর গমগত তুলে যোলই।' চর্যা ১৬, ১২০০।

লু পদমী বিভক্তি। 'ডরাপেতে হরিণার খুর ম দীসঅ।' চর্যা ৬, ১২০০।

লু ক্রিয়াবিভক্তি। 'মুখা অজ্ঞেয়ে সোঅ প পেনই।' চর্যা ৪২, ১২০০।

লুকার [স] বি যুগ। 'না হইলে নৃপতির হবেক লুকার।' মানিকরাম,
১৭৮১।

লুকারজনক [স] ১ বিণ বমি উল্লেখ করে এমন। 'নরকতুল্য
লুকারজনক শোণালয়।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বিণ অভ্যস্ত নিদ্রাশীল।
'এলাকার পরিস্থিতি এমন লুকারজনক পর্যায়ে ... উহার সমাধান
করবে বর্ষ।' শেখ, ১৯৬৬।

লুকারজনকতা [স] বি যুগা উল্লেখ করে এমন অবস্থা।
'লুকারজনকতার দরুন তার দিকে তাকানই যায় না।' ঘোড়াহের,
১৯৫০।

লুত [স] বিণ দৃষ্টিত। 'লুত আমি/ গ্রানিতে হৃদয় ভরে।'।
সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

লুয়োথ [স] বি উটগাছ। 'এই বনের বীজ লুয়োথ প্রায় প্রান্তর তার ছায়।'।
সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

লুয়োথপরিমতল [স] বি বটগাছের আরতন। 'লুয়োথপরিমতল-তনু
চৈতন্য গুণঘাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লুত [স] ১ বিণ গঠিত। 'টাকা নির্ভাবনাতে লুত করিবার নিমিত্ত যে বাছ
...।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিণ অর্পিত। 'এই বালক ... যে অকালে
বানসনের হয়ে লুত হইয়াছিলেন ...।' বিজয়া, ১৮৪৯।

লুগটা, লুগটো, লুগততা [স নিবর্তন] ১ বিণ অনুগত। 'জমিদারবর্গ
রাজপুরুষদের অভ্যস্ত লুগটো হইয়া পড়িয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮:
'সকলই টিকির লুগটো।' সত্যেন্দ্র, ১৯৭১। ২ বিণ লেহের কারণে
অনুরক্ত। 'দানু বুড়ের লুগটো যে ভাই।' নজরুল, ১৯২৬; 'তাকে
তোর যেরকম লুগটো করে কেলচিস।' নজরুল, ১৯২৭।

লুগলুগাতি [স লেগ] বি নারকলের পাতলা শীস। 'ওরে আমার
ডাবনারকলের লুগলুগাতি।' শীনবন্ধু, ১৮৭২।

লুগলের খাট [বি লুগ দিয়ে তৈরি খাট। 'লুগলের খাটটার ওপর
ঘুসতে চেটা।' জীবন, ১৯৩২।

লুগলো কি খোঁচানো। 'গোদা ঠাং লুগলে চলে বাছো যেন।'।
নজরুল, ১৯২৬।

লুগটা, লুগটো [স লুগ] ১ বি বিবর্ত লোক। 'লুগটার নাই বাটপাড়ের
ভয়।' প্রভাকর, ১৮৫১। ২ বিণ উলঙ্গ। 'সারা দিনমান উনি লুগটো
হয়ে ঘোরাঘুরি করবেন।' বিমল, ১৯৫৩।

লুগটাই নাই বাটপাড়ের ভয় - নিমেষজনের হারানোর কিছু নেই।
প্রভাকর, ১৮৫১।

লুগটো [কা লুগ] বি লুগিয়ে চলে যে। 'কালার পোনে আখলায় দেখে
লুগটোর নাচনা।' লালন, ১৮৯০।

লুগটো [কা লুগ] বি এক জাতের আম। 'লুগটো আমের আঁঠি।' প্রথম,
১৯৩০।

লুগলো বি পা খোঁচা যে। 'সেখ ইল ভয়েই মরিস লুগলোটোর
গাঁইতারাকে।' নজরুল, ১৯২৬।

লুগ [স] বি অগ্রহ। 'তোমার তো গুদিকে লুগ ছিলো।' শামসুল,
১৯৫৬।

লুগাড়া [স লুগা] বি ছোঁড়া কাপড়। 'ছেড়া লুগাড়ার তইরি গুরিয়া
পুতুল।' হেতাম, ১৮৬১।

লুগার [কা লুগা] ১ বি লেকামি। 'তোর বাবু অত লুগারের কাজ কি।'।
শীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বি তুচ্ছ রসিকতা। 'ডাকরা বুড়ো লুগার
করিস।' গুণ, ১৮৫৮।

লুগা [কা লেক] ১ বি ভু। 'বদ্যাইসের বাদসা ও লুগার সন্দার।'।
হেতাম, ১৮৬১। ২ বি বুকেও না বোঝার ভান করে যে; জ্ঞেয়েও না
জানার ভান; সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা। 'মাই বল তুমি, মেয়েরা
বুড়ো লুগা। ওরা সত্যি কথাটাকে কবুল করতে চায় না, হল করে।'।
রবীন্দ্র, ১৯১৫।

লুগাম [কা লেক] বি লুগামি; ভুগামি। 'ও লোকের লুগাম।'।
গিরিশ, ১৮৮৭।

লুগামি, লুগামী [কা লেক] বি ভান; কিছুই বুঝতে পারছে না
এমন ভাব। 'শাউরী বলিলেন, ওঁর সমস্ত লুগামি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।
'মশায়, লুগামি রাখুন। যেন কিছুই জ্ঞান না।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

লুগামো [কা লেক] বি না জানার ভান। 'শোন, লুগামো করিস
এখন।'। গিরিশ, ১৮৮৭।

লুগার [স লুগার] বি লুগ। 'গুণ দেখ, লুগার গুণে।' শীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ন্যাচারাল, ন্যাচার্যাল [হি] ১ বিশ প্রাকৃতিক। 'কলকাতার ন্যাচারাল হিষ্ট্রির দলে একটি নবর বাড়িগো।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বিশ বাজবিক। 'উঁহাদের কথিতমত ন্যাচারাল, অর্থাৎ বাজবিক হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ন্যাঞ্জ [স লজা] বি লেজ। ন্যাঞ্জওয়ালী [লেজ+হি ওয়ালী] বিশ লেজবিশিষ্ট। 'কম্বকটর, টিক ও ন্যাঞ্জওয়ালী পাগড়ী অত্যন্তী উঠে।' হুতোম, ১৮৬১।

ন্যাঞ্জকোলা [লেজ+কোলা] বিশ লজা লেজবিশিষ্ট। 'পাছে পাছে ন্যাঞ্জকোলা টিয়েগাখি।' অবন, ১৮৬১।

ন্যাঞ্জমলা [লেজ+মলা] বি শোককে দ্রুত সামনে যাওয়ার জন্য লেজ মলে ভাড়া দেওয়া। 'পাঁচন উঁতো ন্যাঞ্জমলা খায়।' নজরুল, ১৯০২।

ন্যাঙ্কু [লেজ+ং] বি লেজ। 'চামচিক-ছা বেনে ন্যাঙ্কু হুগিরে।' নজরুল, ১৯২৬।

ন্যাটী [স ন্যোহাতি] ১ বি আদর-যত্ন। 'নিতে যাবে রসের বাতি ঘুচে যাবে সব ন্যাটী।' লালন, ১৮৯০। ২ বি আশোনা। 'একটা চামড়োবা ধরে দাও পে - ন্যাটী চুকে যাক।' সরৎ, ১৯১৬।

ন্যাটী চুকা - কামেলা দূর হওয়া। 'একটা চামড়োবা ধরে দাও পে - ন্যাটী চুকে যাক।' সরৎ, ১৯১৬।

ন্যাটী বি কলবিশেষ। 'ন্যাটী ফল আতা কীর।' জীবন, ১৯৪০।

ন্যাড় বি লজাকৃতি বিষ্ঠা। 'ন্যাড়-নেজুড়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

ন্যাড়া [স ন্যাটী>] ১ বিশ আড়বহীন; জৌলুসহীন। 'বাঁহো-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ত্যাকাল মক্কুবিহতে তার চলন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিশ মুড়া। 'গ্রায় ন্যাড়া করে হল উঁটা।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৩ বিশ পাতাধীন। 'পাছের একটা ন্যাড়া ভাল বসল।' মুক্তবা, ১৯৬০।

ন্যাড়ে [স ন্যাটী>] বি (পালিবাচক) নেড়ে। 'সেই অবধি ন্যাড়ের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জনে গ্যালো।' হুতোম, ১৮৬১।

ন্যাড়া [স নজর] ১ বি জীর্ণ-মলিন বস্ত্রখণ্ড। 'বউ যে ন্যাড়ের মত হয়ে পড়লেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বি জ্যাবজোবে। 'গলকলাটি ভিজে ন্যাড়া হয়ে তাঁর গলায় নেপটে ধরলে।' প্রমথ, ১৯১৬।

ন্যাড়াজোবরা বি মেখে মুহুর মলিন ভিজা কাপড়। 'স্তিজে নীতে কেনন ন্যাড়াজোবরার মত।' জীবন, ১৯৪৮।

ন্যাড়াহো বি মিরানো; নরম হয়ে গিয়েছে এমন। 'বুকের ন্যাড়াহো ত্বদে ঢেউ বেলে যায়।' ইলিয়ান, ১৯৭৫।

ন্যাঙ্গা বি পেট মোটা লোক। 'ব্যাঙ্গা নাকে নাচছে ন্যাঙ্গা।' নজরুল, ১৯২৬।

ন্যাঙ্গিন [হি] বি কুমাল। 'তার ষোণের মধ্যে ধুলো, খড়কে, ন্যাঙ্গিন, গুরোনো তাল, ভাঙ্গা পেগাসের তলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ন্যাঙ্গখালিন, ন্যাঙ্গখালিন [হি] বি আলকাভরা ও শ্রেণীল থেকে তৈরি কড়া গন্ধক পদার্থ, যা বা তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং কাপড় ইত্যাদি কীটের উদ্ভাবক রাসায়নিকের জন্য সাধা তরিল আকারে ব্যবহার করা হয়। 'ন্যাঙ্গখালিনের গন্ধ ভরা গুরোনো বই।' বিজুতি, ১৯০১। 'কাকাল অনিচ্ছিত একটা সুগন্ধ বাতাসে বকককে শাদা শাদা গন্ধ ন্যাঙ্গখালিনের বল নিয়ে অপেক্ষা করছে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

ন্যাঙ্গা [লেবু>] বি পাছুরোপ; জডিস। 'একটা মালিকে দেখেছি, ন্যাঙ্গা হয়েছিল।' জীবন, ১৯৩২।

ন্যাঙ্গা বি জডিস; পাছুরোপ। 'কেউ বলে ন্যাঙ্গা হয়েছে।' জীবন, ১৯৩২।

ন্যাংলা বিশ খণ্ড। ন্যাংলা ন্যাংলা বিশ বণ্ড বণ্ড। বিকেলে শক্তিমান আকাশে ন্যাংলা ন্যাংলা মেঘ।' হাসান, ১৯৬৭।

ন্যাং [স] ১ বিশ ন্যায়সঙ্গত। 'ন্যাং বিষয় আগলতে উপস্থিত করিয়া।' ডানকন, ১৭৮৪। ২ বিশ যোগ্য। 'রাহা ন্যাং দস্তকা পাইয়া স্ত্রীপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করিবেন না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ন্যাংত [স] ১ বিশ যথার্থ। 'যাদের ন্যাংত তৈরিক হল বক হেরেম।' হোসেন, ১৯৪০। ২ ক্রিয যথার্থ অর্থে। 'আমরা ন্যাংত গর্ব অনুভব করি।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

ন্যাংতম [স] বিশ সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত। 'তিনিই সিংহাসনের ন্যাংতম দাবিদার বলা চলে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

ন্যাংতাতা [স] বি মুক্তিযুক্ততা। 'জাতীয় দাবী-দাওয়ার ন্যাংতাতার ছিল তাঁর অবচলিত বিশ্বাস।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ন্যাংতামূল্য [স] বি ন্যায়সঙ্গত দাম। 'রাত্বেষাট ভাল না থাকিলে উপন্যাস পাল্লার ন্যাংতামূল্য পাওয়া অসম্ভব।' আজাদ, ১৯৩৭। 'দুজন মূল্য ন্যাংতামূল্য থেকে এক না দু'গুনসা বেশি নিরয়ে।' মুক্তবা, ১৯৬৬।

ন্যাংতরূপ [স] বিশ ন্যায়সঙ্গত। 'একটা ন্যাংতরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছি।' এডুকেপন, ১৮৭৩।

ন্যাং [স] ১ বি সুবিবেচনা। 'দাঁউন সুবাদার ইয়া অতি ন্যাংতে প্রজা লোকেরদের ...' রামরায়, ১৮০১। ২ বি তর্কশাল। 'ব্যাকরণ দুই সমুদ্রায় ও ন্যাং এক।' দর্শন, ১৮২১। ৩ বিশ যথার্থ। 'ন্যায় ন্যায়তৌখিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপাতী হইলেন।' দর্শন, ১৮৩৫।

ন্যায় অন্যায় [স] বি ন্যায্য এবং অন্যন্যায়। 'প্রজা লোকেরদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার ...' রামরায়, ১৮০১।

ন্যায়-আদর্শ [স] বি নীতিগত আদর্শ। 'বস্ত্ত ন্যায়-আদর্শের সর্বমূল্যিতা স্বীকার করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ন্যায়ক [স] বি বিচারক। ফকরুজ, ১৮০১। 'তোমরা কিবা পরিপাটী ধারায় ন্যায়ক।' জারিগী, ১৮০৩।

ন্যায়কর্মী [স] বি নীতিকর্মী। 'এখন তা হয়েছে ন্যায়কর্মী।' প্রমথ, ১৯১৭।

ন্যায়জ্ঞান [স] বি নীতিজ্ঞান। 'তারাত্তি ন্যায়জ্ঞান এবং বুদ্ধিবিকচনার সাথে ...' ওয়ালী, ১৯৬৮।

ন্যায়ত, ন্যায়তঃ [স] ক্রিয ন্যায়সঙ্গতভাবে। 'দাঁউন সুবাদার ইয়া অতি ন্যাংতে প্রজা লোকেরদের ...' রামরায়, ১৮০১। 'কংগ্রেসও যথাবর্তী সরকারের ভিতরে ন্যায়তঃ থাকিতে পারিবে।' আজাদ, ১৯৪৬।

ন্যায়দণ্ড [স] বি শাসনদণ্ড। 'ভাঁহারি দক্ষিণ হস্ত রাজে ন্যায়দণ্ড-পরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ন্যায়দর্শন [স] বি বুদ্ধিবিদ্যা। 'ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকা সহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।' ভবানী, ১৮২৩।

ন্যায়দর্শী [স] বিশ যথার্থবাদী; বুদ্ধিবাদী। 'ন্যায়দর্শী মানুষেরা নিশ্চিত আবেগের এই স্বাধীনতা সম্মুখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন।' সগতা, ১৯৩৬।

ন্যায়-প্রোথী [স] বিশ সত্যের বিরুদ্ধপ্রোথী। 'ন্যায়বিচারের সে-বানী ন্যায়-প্রোথী নয়।' নজরুল, ১৯২৩।

ন্যায়বর্ষ, ন্যায়বর্ষ [স] ১ বি সঠিক পথে চলার মনোভাব; ন্যায়পথ।

‘ন্যায়মর্থে কোনো না বিষয়’। রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২। বি নৈতিকতা। ‘আমাদের মতে ন্যায়মর্থ, যুক্তিতর্ক ও জ্ঞানালোচনার দিক দিয়ে ...’। এসলাম, ১৯২০।

ন্যায়-নজর করা। [স ন্যায়+আ নজর+করা] ক্রি সৃষ্টি দেওয়া। ‘কাজের ফরিয়াদের প্রতি ন্যায়-নজর করিবার জন্য ... সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি’। এসলাম, ১৯০৮।

ন্যায়নিষ্ঠ। [সি বিণ ন্যায় বা বিধি মেনে চলে এমন।] ‘পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ।’ রবীন্দ্র, ১৮৭৩।

ন্যায়নীতি। [সি বি যুক্তিযুক্ততা।] ইহা ব্রিটিশ ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে। ‘রবীন্দ্র, ১৯০৮; ‘তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার লিপিকলা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ন্যায়পঞ্চাঙ্গন। [সি বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ।] সেবধি, ১৮৪০।

ন্যায়পথ। [সি বি সত্যের পথ।] ‘সদা ন্যায়পথে চলা উচিত।’ মদনমোহন, ১৮৪৯; ‘ন্যায়পথপ্রাপ্তি সরলসভার কৃষক, অন্যায়োজীবী লক্ষণটি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরশীল ও পূজনীয়।’ অক্ষয়, ১৮৪৯।

ন্যায়পথপ্রাপ্তী। [সি বিণ সত্যাপথ অবলম্বনকারী।] ‘ন্যায় পথপ্রাপ্তী সরলসভার কৃষক।’ অক্ষয়, ১৮৪৯।

ন্যায়পরতা। [সি বি ন্যায়নিষ্ঠতা।] ‘মিঃ উপচির্কীর্ষা ও ন্যায়পরতা বতাববলভঃ কখনই আমার অনিষ্ট করেন না।’ অক্ষয়, ১৮৪৯।

ন্যায়পরায়ণ। [সি বিণ নীতি মেনে চলে এমন।] ‘জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।’ বিদ্যা, ১৮৯১।

ন্যায়বাণীশ। [সি বি ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; উপাধি বিশেষ।] ‘পাশে ন্যায়বাণীশ ভট্টাচার্য।’ দর্পণ, ১৮২৪।

ন্যায়বাণী। [সি বি ধর্মসংলগ্ন বাণী।] ‘গর্জন করছে খোদাভীরার ন্যায়বাণী।’ ওয়ালী, ১৯৪৮।

ন্যায়বান। [সি বিণ ন্যায়পরায়ণ।] ‘তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়বান হলেন – রাগ ঘেব পোষ লক্ষ্যপাদনি মানবধর্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জিত।’ অক্ষয়, ১৮৪৯; ‘যদি সকলে অমনদনের মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন ...’। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ন্যায়বিচার। [সি বি যথার্থতা নিরূপণ।] ‘সাধারণের ন্যায়বিচার অসহকোচে গ্রহণ করে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩; ‘ন্যায়বিচারের সে-বাণী ন্যায়-প্রোথী নয়।’ নজরুল, ১৯২০।

ন্যায়বিরুদ্ধ। [সি বিণ অন্যায়।] ‘ইহা অভ্যস্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কথা।’ অক্ষয়, ১৮৪৩; ‘পাঁচটা আরোহীর জায়গা একটা ছুড়িয়া বসেন, ইহা সর্বতোভাবে ন্যায়বিরুদ্ধ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ন্যায়বুদ্ধি। [সি বি বিবেক; বিচারবুদ্ধি।] ‘ন্যায়বুদ্ধির উদ্বেজনা অপেক্ষা ভাষ্যতঃ সার্থের গান্ধবঃ বেশি অনুভূত হইত।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ন্যায়ব্যবহার। [সি বি সম্ভাবহার।] ‘নিম্নতনদের সহিত ন্যায়ব্যবহার করা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ন্যায়ভূষণ। [সি বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ।] সেবধি, ১৮৪০।

ন্যায়মার্গ। [সি বি ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি।] ‘অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

ন্যায়মূলক। [সি বিণ যুক্তিযুক্ত।] ‘যদি স্ত্রীর নিয়ম ন্যায়মূলক হইত।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ন্যায়বুদ্ধ। [সি বিণ ন্যায়ের অনুগত।] ‘তাঁহার ধর্মানুযায়ী ব্যবহার ও

ন্যায়যুক্ত পরিশ্রম পরিত্যাপ্যপূর্বক ...।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

ন্যায়বুদ্ধি। [সি বি যথার্থ বুদ্ধি।] ‘তাঁর ন্যায়বুদ্ধির দিক।’ বিজুতি, ১৯৩১।

ন্যায়বুদ্ধ। [সি বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ।] ‘শ্রীমুত গীর্ধাশঙ্কর ন্যায়বুদ্ধ।’ জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৫।

ন্যায়শাস্ত্র। [সি বি ন্যায় দর্শন; তর্কবিদ্যা।] ‘রক্তহর, তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত অঙ্কুর্তা ছিলেন, এবং ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে, নূতন মত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।’ বিদ্যা, ১৮৫৬।

ন্যায়শীল। [সি বিণ ন্যায়পরায়ণ।] ‘ন্যায়শীল গবর্ণমেন্টের কিন্তু এ প্রকার কোন অভিপ্রায় নাই।’ সুলভ, ১৮৭০।

ন্যায়সংগত, ন্যায়সঙ্গত। [সি ১ বিণ যুক্তিযুক্ত।] ‘প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কথা তিন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। (১) ন্যায়সঙ্গত। ...।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; ‘ব্যক্তিগত কঠিবিকার মামা, ভাষা যুক্তিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত নহে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০; ‘অন্যায় করিয়া ন্যায়সংগত শাস্তি পাইলে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২। বিণ ন্যায়। ‘আমাদের যে ন্যায়সঙ্গত দেশ ছিল সেই দেশ বুকে নিহিনি।’ জন্মদা, ১৯২৮; ‘শ্রেণীবিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান অবিকারতত্ত্ব।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ন্যায়সঙ্গতভাবে। [সি ক্রিণ ন্যায়ানুগতাবে।] ‘মানুষকে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে শাস্তি দিতেও তাদের বুক কাঁপে।’ মোতাহের, ১৯৫০।

ন্যায়সিদ্ধ। [সি বিণ ন্যায়-সঙ্গত।] ‘ন্যায়-সিদ্ধ জীবনের সাক্ষ্যসাহিত্য।’ আহসান, ১৯৫৯।

ন্যায়স্থান। [সি বি যুক্তিগত জায়গা।] ‘ন্যায়স্থান হইতে একছান নিরুপিত হইক।’ তারিণী, ১৮০৩।

ন্যায়চারণ। [সি ন্যায়-আচরণ।] ‘বি ন্যায়সঙ্গত আচরণ।’ শ্রদ্ধা করে না, অথচ ন্যায়চারণের চোঁকা করে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ন্যায়াধীশ। [সি ন্যায়-অধীশ।] ‘বি বিচারক।’ ‘ন্যায়াধীশ হলেন নানাভোগ্যপকার।’ মহাশক্তি, ১৯৫৬।

ন্যায়ানুগ। [সি বিণ ন্যায়সংগত।] ‘শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে...।’ সর্বযথান, ১৯৭২।

ন্যায়ানুগত। [সি ন্যায়-অনুগত।] ‘বিণ ন্যায়ের অধীন; ন্যায়সঙ্গত।’ ‘তাঁহার নির্দেশ করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুগত হইতেছে না।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

ন্যায়ানুরোধে। [সি ন্যায়-অনুরোধে।] ‘ক্রিণ ন্যায়ের জন্য।’ ‘তিনি যদি কখন ন্যায়ানুরোধে প্রকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন।’ ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

ন্যায়ান্যায়। [সি ন্যায়-অন্যায়।] ‘বি ন্যায় ও অন্যায়।’ ‘কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায়ান্যায়বিচারে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ন্যায়ান্যায়বোধ। [সি ন্যায়-অন্যায়-বোধ।] ‘বি ন্যায় ও অন্যায়ের জ্ঞান।’ ‘আমাদের সাধারণের মধ্যে ন্যায়ান্যায়বোধ এমন সূত্রীত।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ন্যায়ালঙ্কার। [সি ন্যায়-অলঙ্কার।] ‘বি সৈয়দিকের উপাধি-বিশেষ।’ ‘শ্রীমুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।’ দর্পণ, ১৮৩০।

ন্যায়। [সি বিণ মতো; তুল্য।] ‘সে উত্তর দিলেক, কিছু অহার ন্যায় হয় নাহি।’ তারিণী, ১৮০৩।

ন্যাশ। [সি লামা।] ‘বিণ পাগলাটে।’ ‘ন্যাশা কুকুরের মত খুব যে গুই-গুই।’

জীবন, ১৯৪৮।

ন্যালাক্ষ্যাপা কি পাগলাটে। 'ন্যালাক্ষ্যাপা দিবি বলা যায় লোকটাকে।' শ্যমসূর, ১৯৬৮।

ন্যাশাভালা কি বোকা। 'তখন এর ন্যাশাভালা মুখের দিকে ... তাকিয়েও দেখতে যাঁবে না।' জীবন, ১৯৪৮।

ন্যাশালাল [হি] কি জাতীয়। 'ন্যাশালাল শব্দ বাণ্যের চলিয়া গেলে অনেক অর্থহীন-ভাবহীন হাত এড়াতে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ন্যাশালালু [হি] ন্যাশালাল+স ত্বা বি জাতীয়তাবোধ। 'বাঙালির আন্তরিক ন্যাশালালতের দুর্বলতাই প্রমাণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ন্যাশালাল পার্ক [হি] বি জাতীয় উদ্যান। 'এখানে ন্যাশালাল পার্ক করিয়া রাখিত।' কিস্তি, ১৯০৮।

ন্যাশালাল ফণ্ড [হি] বি জাতীয় তহবিল। 'ন্যাশালাল ফণ্ড ... টাকা তুলতে হবে।' অবন, ১৯৪১।

ন্যাশালাল হিরো [হি] বি জাতীয় নেতা। 'বাঙালীর কাছে ন্যাশালাল হিরোর মর্যাদা পাবেন।' পাশা, ১৯৭১।

ন্যাশালালিজম, ন্যাশালালিজম [হি] বি ভাষা, ধর্ম ও অশ্বলের ভিত্তিকে একাত্মতাবোধ। 'আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে ন্যাশালালিজম।' প্রমথ, ১৯০৫; 'বাঙালকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে ন্যাশালালিজমের অভিনয় করা ...' প্রমথ, ১৯০৮।

ন্যাশালালিটি [হি] ১ বি জাতীয়তা। 'তাহার হস্তে দেশের ন্যাশালালিটির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ কিণ্ব রাত্রীম। 'শীঘ্র অব দেশনন্দ-এর ন্যাশালালিটি ধারণকে সংশোধিত করতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ন্যাশালালিস্ট [হি] বিণ জাতীয়তাবাদী। 'তরুণী দিয়ে ন্যাশালালিস্ট জীবন, ১৯৩২।

ন্যাস [স] বি অন্যাস। 'ন্যাস ধরিল ধারণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ন্যাসমুদ্রা [স] বি আত্মের বিশেষ বিন্যাস। 'সামান্যকালের জটিল অনুষ্ঠান ন্যাসমুদ্রা তত্ত্বময়ই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।' অবন, ১৯১৯।

ন্যাসী [স] বি সন্ন্যাসী। 'তনিয়া আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসীশণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ন্যাসীবর [স] বি সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ। 'অর কৃপাসিদ্ধ নীনবন্ধু ন্যাসীবর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ন্যাসীরাজ [স] বি সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ। 'অর অর ব্রীকুচৈতন্য ন্যাসীরাজ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ন্যাত [স] নাত্য বিণ পণ্ডিত; রক্ষিত। 'যে ন্যাত ভাগর আপন সদ্ উপাখ্যানে পরিপূর্ণ করিয়াছে।' তারিণী, ১৮০৩।

ন্যট্টন [হি] বি পরমাপুর কেন্দ্রে থাকে এমন বিদ্যুতের অক্রিয় কলা; নিউটন। 'এই কথার নাম শেওড়া হয়েছে ন্যট্টন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ন্যজ [স] বিণ কুঁজো। 'যাদাদের ন্যজ পুটে শুধু অপ্রছার বোকা চাপানো হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'ন্যজ নিসর্গ।' জীবন, ১৯৪০।

ন্যজসেহ [স] বিণ কুঁজো দেখবিশিষ্ট। 'কুকুর্ভ, ন্যজসেহ, অটাবক

- বিকট প্রাণী ইয়ারা।' সবুজ, ১৯২১।

ন্যজপুট [স] বিণ পিঠ কুঁজো এমন। 'দীর্ঘদেহ ন্যজপুট মানুষটি, মুখখানি লাড়ুকের মতো ঈষৎ নত।' অন্নদা, ১৯২৯।

ন্যমোনিয়া [হি] বি ফুসফুসের প্রণবজনিত ক্ষুর। 'ইনফ্লুয়েন্সা, হয়তো ন্যমোনিয়ার গিয়ে পৌছতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

নুন [স] ১ বিণ তুলনামূলক কম। 'পরে ... অনেক নুন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিণ কম। 'ভাগসি যৌবনভগ্নে তুমি নুন নও।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বিণ বিলুপ্ত। 'যে বর প্রস্তুত হইত তাহা ক্রমশঃ নুন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বিণ উর্ধ্ব নয় এমন। 'সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষের নুন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বিণ শৌণ। 'শোভা ও মূল্য বিষয়ে, উহারায় হীরক অপেক্ষা অনেক নুন।' বিদ্যা, ১৮৫২।

নুনকল্পে [স] ক্রিবিণ কম করে ধরলে। 'তাঁহার বর্তমানকাল অতি নুনকল্পে ... আদুনিক হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

নুনতম [স] বি সামান্যতম। 'সৈন্যেরা নুনতম পরিমাণে লড়াই ও প্রভুত পরিমাণে লুট করিবার জন্য ...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

নুনত্তর [স] বিণ ক্রমাগতভাবে কমছে এমন। 'সাহস ও শক্তি ক্রমাগত নুন হইতে নুনতর হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

নুনতা [স] ১ বি স্বল্পতা। 'এখন যে রাজ্যের নুনতা হইয়াছে ...' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি ঘাটতি। 'আমাদের নিজের মধ্যে সৌন্দর্যের নুনতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য-রাজ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৪৫। ৩ বি নীলতা। 'নৈই নুনতা, তমর কিছুই নৈই - মাধা-উঁহু লুট পায়ের ঢাল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

নুনবরষক [স] বিণ কম বয়সী। 'বাদল বসন্ত নুনবরষক যেহেতু ব্রাহ্মণ বালক তাহার অধ্যয়নযোগ্য।' দর্পণ, ১৮২২।

নুনবর্ণীর [স] বিণ নীচের শ্রেণীর। 'হিন্দুকালেকের কতিপয় নুনবর্ণীর ছাত্র।' কৌমুদী, ১৮৩০।

নুন সংখ্যাতে ক্রিবিণ কমকল্পে; কম করে ধরলে। 'প্রত্যেক পাঠালাপায় নুন সংখ্যাতে ১৬ জন কন্যা পণ্ডনা করিলে ...' গৌর, ১৮২২।

নুন হওয়া ক্রি বিলুপ্ত হওয়া। 'যে বর প্রস্তুত হইত তাহা ক্রমশঃ নুন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

নুন্যনৈশিক [স] নুন-আনৈশিক বি সংখ্যাধাখিততা। 'নুন্যনৈশিক বৃন্দানৈশিককে শোষণ করে বড়ো হতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

নুন্যতিরিক্ত [স] নুন-অতিরিক্ত বিণ কমবেশি। 'বরশর যেমত বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের নুন্যতিরিক্ত নাই।' দর্পণ, ১৮২৬।

নুন্যতিরিক্ত [স] নুন-অতিরিক্ত বিণ কমবেশি। 'কলিকাতা হইতে নুন্যতিরিক্ত ৪০ ক্রোশ।' দর্পণ, ১৮২৪।

নুন্যথিক [স] নুন-অথিক বিণ কমবেশি। 'আমার বয়ঃক্রম নুন্যথিক করিলে পারিবা না।' মুদ্রাক্ষর, ১৮১২।

নুন্যথিকা [স] নুন-অথিকা ১ বি ভারতময়। 'এই নুন্যথিকা বনভঃ বন্যেরে তিনশত পঁয়ষাট দিন হইয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি কমবেশি। 'অন্যান্য বিভাগে ইহার কোন কোন বিষয়ের নুন্যথিকা হইতে পারে।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

নেড়ে নেড়ে

পঅমানি [স অমান্য] বিপ নিরোধক। 'দবিন সাথে আপ পঅমানি।' রামাই, ১৭১০।

পই বি বাঙালি হিন্দু বংশানু-বিশেষ। 'হরসুন্দর পই' সেবধি, ১৮৪০।
পইখশাখলা [স পক্ষী>] বি পামিসকল। 'জ্ঞতন ভাবে, পইখশাখলায় এক ঘুম হয়ে গেল।' ইসহাক, ১৯৫৫।

পইঠা [স প্রতিষ্ঠা] বি প্রতিষ্ঠা। 'গ জামনি অণা কঁই পইঠা' চর্চা ৩১, ১২০০।

পইঠা [স প্রতিষ্ঠা] বি প্রবেশ করা। পইঠা কি প্রবেশ করে। 'কয় কাপালী ঘোণী পইঠা অচারে।' চর্চা ১১, ১২০০। পইঠেল কি প্রবেশ করলো। 'কি হেরলু অপকন গোয়ি। পইঠেল হির মাং মোয়ি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পইঠেল কি প্রবেশ করলো। 'পইঠেল পরাধক নাহি নিসারা।' চর্চা ৩, ১২০০।

পইঠা, পইটে [স প্রতিষ্ঠা] ১ বি সিঁড়ি। মামোএল, ১৭৪৩। 'শৈলের পইঠার দাঁড়য়ে আছি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বি সিঁড়ির ধাপ। 'জল বেড়ে বাঁধাঘাটের পাথরের পইটে ভিজে থাকে।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭। 'নৃতি অপোকে সেবেতিছে চোখে বিহারের পইঠায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

পইতা [স উপরীত] বি যক্ষস্বঃ উপরীত। 'অনদ কড়ম সাপ সাপের পইতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পইতে [স উপরীত] বি উপরীত। 'বুক কোলান, বাঁকা সিঁড়ি, পইতের গোছা পলায়।' হুজোম, ১৮৬১।

পইদায় [স পরদায়] ১ বি উপদায়। 'পইদায় খুব কিয়ামতের আওতাতে বটে।' ক্যানগে, ১৭৯১। ২ বিপ উপদায়। ক্যানগে, ১৭৯২।

পইশই [স পুনঃসূচনা] বি ব্যবহার। পইশই করে ক্রিয়াকার্যে ব্যবহারে। বিদ্যা, ১৮৯১। 'আমি তাকে পই শই করে বললুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।
পইশই করে ক্রিয়াকার্যে। 'পইশই করে সেখাশোনা।' জীবন, ১৯০২।

পইরন [স পরিধান] বিপ পরনের। 'পইরন কাপড় তার জামাইরা নিল সোতে।' বিজয়, ১৬৫০।

পইল [স পাততি] বি পড়লো। 'সর্ব রাজা পইল সাড়া।' বিজয়, ১৬৫০।

পইসঅ [স পশা>] বি সেখা যায়। 'সান্তি ভগই বালাপ ন পইসঅ।' চর্চা ২৬, ১২০০।

পইসা [স গ্রহণ] বি প্রবেশ করা। পইসই কি প্রবেশ করে। 'ভগই কল্পে যো হিরাহি গ পইসই।' চর্চা ৭, ১২০০। পইসও কি প্রবেশ করি। 'পশাত পাথর বাড়ি দখে পইসও কিবা মরী আসলে গুড়িডা।' বড়ু, ১৪৫০। পইসও কি প্রবেশ করলে। 'নন্দীকন পইসওয়ে হোয়িসি একুমপা।' চর্চা ২৩, ১২০০। পইসইহি কি প্রবেশ করে। 'হববিসু মাসে ডুকুসু পবনগ পইসইহি।' চর্চা ২৩, ১২০০। পইসি কি প্রবেশ করে। 'সহজ নন্দীকন পইসি নিবিডা।' চর্চা ৯, ১২০০। পইসে কি প্রবেশ করে। 'পবন পইসে বেক চোর পাটাবুক।' বড়ু, ১৪৫০।

পউছা কি উপস্থিত হওয়া। 'বেহেতের বিচে নামা যাইয়া পউছিল।' দ্বীপ, ১৭৬৫। পউছে কি শৌভার। এডমন, ১৭৯২। প্র শৌছা

পউটি বি খাদ্যপদ্যের পরিমাণবিশেষ। 'আর ডিনা ডুলিল মায়ে ছোটমুটি সেই নায়ে ডরা চানু বাতর পউটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পউষ [স পৌষ] বি পৌষ; বাংলা বছরের নবম মাস। 'পউষে বকুল ধরে চৈত্রে আত্ম খাই।' রূপগাম, ১৭৫০।

পএ [স পদ] বি পা। 'পএর মদর বাড়ি মাঠে খোড়া চলে।' বড়ু, ১৪৫০।

পএপাখর [স পদ্যপাখর] বি ইসলামিমতে প্রেরিত পুরুষ। 'এক লাখ চত্বিশ হাজার পএপাখর।' বাহগাম, ১৬৫০।

পওধর [স পরোধর] বি ঠন। 'সহজ সুন্দর গোর কলবের মীন পওধর নিয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পওলা [স গ্রাণ্য] বি পাওয়া। 'মায়ল মনোরথ কওনে সখি পওলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পওকি [স] ১ বি সারি। 'বিতীয় পওকিতে ৬৫ জন তৃতীয় পওকিতে ৪৬ জন।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি চরণ; লাইন। 'তবিরণ স্থল বর্ণন করিয়া কএক পওকি প্রেরণ করি।' দর্পণ, ১৮২৭।

পওকিগুজক [স] বি পওকিগুজক মেনে চলে যে। 'বাকিগুজক পওকিগুজক সহাজের তাদুয়ার আমানের দেশে চিরদিন সংকুচিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পওকি ভোজন [স] বি এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে বহ ভোজনের ভোজন। 'এক নিবস পওকি ভোজন হইল।' রামগাম, ১৮০১।

পইচি ১ বি স্ত্রীলোকের যনিবন্ধের অলংকার। ওস, ১৭৮৫। 'পইচি বাজে রিসিখিনি রানবন।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি নাকফুল। 'কখন পইচি খুলে ফেলো সর্কিনা।' নজরুল, ১৯২২।

পইঠা [স প্রতিষ্ঠা] বি সিঁড়ি। 'খাটে পইঠায় বসিবি বিরলে/ ডুবাবে গল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পইশই প্র পইশই

পউআ [স পশা] বি পশ। 'বাজ গাব পাড়া পউআ বাগে বাহিউ।' চর্চা ৪৯, ১২০০।

পউকি [স পউকি] বি পউকি। 'এই বেদ উক্তি কএক পউকি যদ্যপি অমুহ পূর্বক ...' দর্পণ, ১৮৩৯।

পউবাম [স পজবাম] বি কামদেবের কর্তৃত্ব অস্ত্র। 'হেহিতি হৃদয় হনএ পউবামে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পউহুড়ি [স পজহুড়ি] বি পউহুড়ি। 'নয় হাজার তিন শত পউহুড়ি টাকা সেউন।' দর্পণ, ১৮২৩।

পউা [স পজন] কি দৃশ্যিত হওয়া। 'পউিতে' মামোএল, ১৭৪৩।

পউাই বিপ দৃশ্যিত। মামোএল, ১৭৪৩।

পউান্ডর প্র পটান্ডর

পউানন্দি [স পজহুড়ি] বিপ পউানন্দি। হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৮।

পউানি প্র পটানী

পঁচিশ, পঁচিষ, পঁচীষ, পঁচীস [পা পঞ্চবীসতি] বিণ ২৫ সংখ্যক। 'বহুস হইল যদি পঁচিশ বন্দর।' সুলতান, ১৭০০; 'এক সও আঠাশ মোন পঁচিষ সের।' বোহাগ, ১৭৭০; 'পঁচীস সও টাকা পরগনে মচাকীস।' মেরুপ, ১৭৭৪; 'পঁচীষ টাকা কল্ল করিয়া বাটার খরচ করিবা।' ওর্গা, ১৭৭৯।

পঁচীষা বিণ মাসের পঁচিশ তারিখ। 'জ্যাপার আমার মধ্যমা কন্যার বুড়িভাই পঁচীষা আসাড়ে।' ওর্গা, ১৭৭৯।

পঁয়তাল্লিশ [পা পঞ্চতাল্লীশা] বিণ ৪৫ সংখ্যক। 'এ এক বেল ওজন পঁয়তাল্লিশ সের করিয়া হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৯৭।

পঁয়ত্রিশ [স পঞ্চত্রিশে] বিণ ৩৫ সংখ্যক। 'পঁয়ত্রিশ বন্দর হইল এই জিলা মাশা গিয়াছিল।' দর্শন, ১৮১৯।

পঁয়ত্রিশিষ, পঁয়ত্রিশিস [স পঞ্চত্রিশে] বিণ ৩৫ সংখ্যক। 'এক দফা কাত বরত বাবনী বিবি সেন আড়কাত ৩৫ পঁয়ত্রিশিষ তছা।' মেরুপ, ১৭৫৮; 'মালের চিঠী সকলে তিনসত পঁয়ত্রিশিষ চিঠী ইহার বিতং এক চিঠী।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

পঁয়ষট্টি [পা পঞ্চষট্টি] বিণ পঁয়ষট্টি-সংখ্যক। 'তহার হাঁসিলে প্রতিবন্দর পঁয়ষট্টি হাজার টাকা উৎপন্ন হয়।' দর্শন, ১৮১৮।

পঁয়ত্রিশিষ [পা পঞ্চষট্টি] বিণ পঁয়ষট্টি-সংখ্যক। 'দুই হাজার ছয় সত পঁয়ত্রিশিষ হইয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

পঁহ [স প্রহ] বি প্রহ। 'মুসল তোছারে পঁহ করিল গৌরব বহু।' সুলতান, ১৭০০।

পঁহছানো [হি পঁহচনা] কি উপস্থিত হওয়া। 'অবিলম্বে নিরীক্সে রাজধানীতে পঁহছে।' দর্শন, ১৮১৮। **পঁহহিনু** কি পঁহছানো। 'কুতরাব শেষে পঁহহিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। **পঁহহিবে** কি পঁহহিবে। 'হামি প্রভাত না হইতে হইতে জুরকির কাছারী পঁহহিবে।' মদারক, ১৮৯০। **পঁহহিলা** কি পঁহহিলা। 'দুত রম্বে পঁহহিলা সেই মহারাজচক্রবর্তির সাক্ষাতে ...' চিত্রচরণ, ১৮০৫। **পঁহহিলায়েন** কি পঁহহিলায়েন। 'কলিকাতায় পঁহহিলায়েন।' দর্শন, ১৮৩২। **পঁহহিলা** কি পঁহহিলা। 'সেন্যাপন সেউজী পঁহহিলা।' নবদল, ১৮৯৮। **পঁহহু** কি পঁহহু। 'পূর্বসেপ হইতে এই নদীতে পঁহহু।' দর্শন, ১৮৩১।

পঁহছানো [স প্রহৃত] কি নাগাল পাওয়া। 'মানোএল, ১৭৪৩।

পঁহছন [হি পঁহচনা] বি উপস্থিত হওয়া। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

পকেট [হি বি জামাসংলগ্ন থলি; জেব। 'সকলেরই সিকি, আধুলি, পরসা ও টাকার ট্যাক ও পকেট পরিপূর্ণ।' হুজুর, ১৮৬১। 'পকেটও সেই একটা পরসা, পেটেও সেই কোনো খাদ্য।' শিবরাম, ১৯৪০।

পকেট-এন্ডিশন [হি বি সর্বকল্প সংকলন। 'একটা পকেট-এন্ডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলো।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পকেটকাটা [হি পকেট+কাটা] বি পকেটমার। 'কে হে তুমি? দেখছি চোরের পকেটকাটা সাক্ষী।' সূর্য্য, ১৯৪৮।

পকেট-কেস [হি বি মানিব্যাগ; পকেটে টাকা রাখার ছোটো ব্যাগ। 'পকেট-কেস বার করে দাম নিতে গিয়ে সেবি ...' প্রমথ, ১৯১৫; 'মহমুদন পকেট-কেস থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পকেট খরচ [হি পকেট+আ খরজ] বি ব্যক্তিগত খুচরা খরচ। 'গোশনে কাউকে কাউকে কিছু নিতে হয় নিজের পকেট খরচ থেকে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

পকেট খড়ি [হি পকেট+খড়ি] বি পকেটে রাখা যায় এমন ছোটো খড়ি। 'পকেট খড়ি খুলে দেখলেন, সময় উত্তরে গেছে।' হুজুর, ১৮৬১।

পকেট-ডায়েরি [হি বি নোটবুক। 'আমি পকেট-ডায়েরি খুলে পড়ে বললুম।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

পকেটবন্দী [হি পকেট+বান্দী] বিণ পকেটে-রাখা। 'পকেটবন্দী রজনীগন্ধার গুহ্র দ্বারা অকাতরে বিলিয়ে সড়কে যাওয়া যায়।' শামসুর, ১৯৭০।

পকেট পুরা কি পকেটে ভরা; আত্মস্থ করা। 'বসিকদের পকেট পুরিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পকেট ভরা কি পকেটে ঢোকানো। 'পকেট ভরে নিয়ে গেল কাঁচবিড়ারি খোয়াকি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পকেটমার [হি পকেট+মার] বি পকেট থেকে অর্থ ও অন্যান্য জিনিস চুরি করে যে। 'কয়েকজন ছুয়াড়ি, গাটকাটা ও পকেটমারও আসিয়াছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

পকেট-যোজনা কি (জামায়) পকেট লগানো। 'আমাদের জামায় পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুখ বোধ করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পকেটস্থ [হি পকেট+স্থ] বি আত্মস্থ। 'আশায়ে এক প্রেমিকদাম্পন দিয়ে দুটো পকেটস্থ করে ডাক্তার সাহেব বিদায় নিয়ে মানেলত, ১৯৪৯।

পকেটস্থ করা কি আত্মস্থ করা। 'তিনি তিনশ নগদ পকেটস্থ করে বেকবায় মুখেই দেখতে পেলো ...' শিবরাম, ১৯৭০।

পকেটস্থ হওয়া কি অধিকারভূক্ত হওয়া। 'এই আশাতিরিক্ত লভ্যাংশ ... অতি সৌভাগ্যে পকেটস্থ হইল।' জামায়াত, ১৯৪৩।

পকেট হালকা করা কি অর্থ ব্যয় করানো। 'দেশ সেবিগে তাদের পকেট হালকা করছে।' অন্নম, ১৯২৯।

পক্ক [স] ১ বিণ পাকা। 'সেই সব মাছ পূর্ণ পক্ক প্রেমকলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পক্ক বিধুরে জিনিএরা অধর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ রান্না করা হয়েছে এমন। 'চালে মেটো চাল, সিক পক্ক করে, আড়ে গেসে।' ওর্গা, ১৮৫৮।

পক্ক [স পক্ক] বিণ পাকা। 'ভক্ত পক্ক গীতুল ফল আর গুজামালা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পক্কান [স পক্কান] বি পোলাও। 'আতপ ততুল ফুল দুটি ও পক্কান ...' কৈতকা, ১৬৫০।

পক্ককেশ [স] বিণ পাকা চুলের অধিকারী। 'আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পক্ককেশা [স] বি পাকচালওয়ালা। 'কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৩।

পক্কশরীণ [স] বিণ বয়োজ্যেষ্ঠ। 'পুতুলের বিয়ের সম্বন্ধ ওদের পক্কশরীণ শিতামাত্রা নির্ণয় করবেন।' অন্নম, ১৯২৮।

পক্কান [স পক্ক+অন্ন] বি বি দিয়ে ভাজা মিষ্ট খাবার। 'মিষ্টান্ন পক্কান ভোজন করাইয়া পরিতোষ করিয়েন।' আমরাম, ১৮০১।

পক্ক [স পক্কী] বি পাণি। 'না জায় পক্ক উড়িয়া।' মালখার, ১৫০০।

পঞ্চজ [স] বিণ পাণি হতে জন্মে এমন। 'পঞ্চজ কুব্জ কিছু করায় ভঞ্জন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পক্ষন্দা [স] বি পাখির রব বা স্বর। 'নানা পক্ষন্দা মনোহর'। মাল্যধর, ১৭০০।

পক্ষশৃষ্ঠ [স] বি পাখির ঠিঠ। 'কৌতুকে বসিলা পক্ষশৃষ্ঠের উপর'। রত্নপার, ১৭৫০।

পক্ষমাসে [স] বি পাখির মাসে। 'কত কড়ি পাও পক্ষমাসে'। মূলত, ১৬০০।

পক্ষরাজ [স] বি পক্ষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'পক্ষরাজ বাজ'। মাইকেল, ১৮৬০।

পক্ষাধিপ [স পক্ষ-অধিপ] বি পাখির মালিক। 'এক দল পক্ষী এতদুত্তর পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়ের ঐ যুদ্ধময় ... আহ্বান করিয়াছিলেন'। চন্দ্রিকা, ১৮৩৪।

পক্ষ' [স] ১ বি দল; তরফ। 'প্রাপ্ত নৃপতি হৈল প্রাপ্তদের পক্ষ'। কবীত, ১৬৮৯। ২ বি কাপ। 'পক্ষ কেশ না গাইলা নামাজ পড়বার'। সুলতান, ১৭০০। ৩ বি ভালপাল। 'রসাল আদি নানাতক অকালে সকল তার হই নানা পক্ষ সুদোজন'। কুজরাম, ১৭২০। ৪ বি ঠানের বৃত্তিকাল বা প্রাসঙ্গিক। 'দুই পক্ষ চন্দ্রের অন্তিত নিত হই'। ভারত, ১৭৬০। ৫ বি পাখ। 'পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেন'। দর্পণ, ১৮২৯। ৬ বি পাখির পালক। 'মরতো হইতে উত্তম চর্য, কৃমিদানা, এবং আশ্রিত পক্ষির পক্ষ পাওয়া যায়'। অক্ষর, ১৮৪১। ৭ বি পন্থায়ে দিবস কাল। 'পক্ষ নিবসে এক পক্ষ হয়'। বিদ্যা, ১৮৫১। ৮ বি দল। যে পক্ষ সর্বদা একুশ করতে পারে তারই জিত'। রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৯ বি স্ত্রী; সঙ্গার। 'ভিনি দ্বিতীয়া পক্ষ ... লইয়া তখন সুখে'। রত্ন, ১৯১৭। ১০ বি দিক। 'দৈশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়ত দেখেছেন'। রবীন্দ্র, ১৯২১।

পক্ষক [স] বি চন্দ্রের প্রাসঙ্গিকনিবাস। 'পক্ষকের মরণ জন্মি কেমদ কারণ'। সুলতান, ১৭০০।

পক্ষক্ষেপ [স] ১ বি অঙ্গশিলা। 'বহুদ্বারা হিমাচলের পক্ষক্ষেপ করেন'। মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বি পাখাকটা। 'কুসুমে কুসুমে বিহারিণী অঙ্গীক্ষ পক্ষক্ষেপ কেন করাইব'। রত্ন, ১৮৬৬।

পক্ষছায় [স] বি ডানার তল। 'বিহঙ্গমান শাভ তখন অত ভ্রাতের পক্ষছায়ে'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পক্ষছায়া [স] বি পাখার ছায়া। 'মেঘ তাহার পক্ষছায়া কিছুত করিয়া দেয়'। হাই, ১৯৫৪।

পক্ষতা [স] বি পক্ষাবলম্বন। 'সুদীর্ঘজায় আর এক একের সাধারণ মনোভির পক্ষতা'। রত্ন, ১৭৮৯।

পক্ষধর [স] বি চাঁদ; কলাধর। 'কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি'। সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

পক্ষশাত [স] ১ বি পক্ষ অবলম্বন; কাণ্ড প্রভি অতিরিক্ত আনুকূল্য। 'সালিসেরা কিছু গ্রহণ অথবা পক্ষশাত করিয়াছেন'। ডানকল, ১৭৪৪। ২ বি বিশেষ ধারার প্রভি আতর্কণ। 'আহারে হারার পক্ষশাতের সংঘে আছে সেই করে বায়বহণ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি সমর্থন। 'ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রভি সমর্থন করিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বি অমুরাগ। 'ইহেজি সান্তিতে পক্ষশাত কান-মলা রেয়ে চেয়ে হেলোবেলা থেকে অভোস হয়ে গেছে'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পক্ষশাতকৃপণ [স] বি পক্ষশাতকৃত। 'পক্ষশাতকৃপণ ভাব্য তাহাদের জন্য হান সংকোচ করিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পক্ষশাতদুষ্টি [স] বি পক্ষশাতদুষ্টিত। 'নির্বাক্তন অমৈধ ও পক্ষশাতদুষ্টি বসিয়া খোষিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট'। অজ্ঞান, ১৯৬৪।

পক্ষশাতদোষ [স] বি একটোখাটি। 'পক্ষশাতদোষে দুষ্টিত হওয়া আদ্যের বজাবিনীত'। অক্ষর, ১৮৫৫।

পক্ষশাতপরতা [স] বি পক্ষশাতিত। 'শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে ... পক্ষশাতপরতা ছিল'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

পক্ষশাত-পরিশ্রুত [স] বি পক্ষশাতহীন। 'ন্যায়বিচার-প্রণালীর ফিলটারের মধ্যে দিয়া ব্যক্তিগত রাগদেহ ও পক্ষশাত-পরিশ্রুত'। রবীন্দ্র, ১৯২৩।

পক্ষশাতবিনীত [স] বি নিরপেক্ষ। 'আগনি পক্ষশাতবিনীত'। দর্পণ, ১৮৩১।

পক্ষশাতময়ী [স] বি স্ত্রী পক্ষশাতিত করে এমন। 'পক্ষশাতময়ী বস্তুমিতে আলিয়া জন্মগ্রহণ করিল'। বিশেষণী, ১৮৭৫।

পক্ষশাতমূলক [স] বি পক্ষ এক পক্ষে সমর্থন করে এমন। 'রেক্ষার পক্ষশাতমূলক ব্যবহারে এবং এক প্রকার অমূল্যমান ...'। মূলত, ১৯০৭।

পক্ষশাতরহিত [স] বি নিরপেক্ষ। 'প্রতীকশিখের প্রভি বৈশ্ব পক্ষশাতরহিত ...'। গুরুকেশন, ১৮৭৩।

পক্ষশাতশূন্য [স] বি পক্ষ কোনো একটি দল বা গোষ্ঠীর প্রভি পক্ষশাতিত করে না এমন। 'অন্তর থেকেই মাথাকে পক্ষশাতশূন্য মূলক সর্বত্র মান্য ভূগিপাশ্রমণ্য বিবেচনা করেন ...'। ভদ্রাই, ১৮২৩।

পক্ষশাতি [স পক্ষশাতি] বি পক্ষশাতমূলক। 'সত্যতে কোন জাতীর পক্ষশাতি ধর্মার্থ বিয়াক্ত গ্রন্থ ও উদ্ভাসিত হয় না'। দর্পণ, ১৮৩০।

পক্ষশাতিতা [স] বি পক্ষশাত। 'এখানেও পক্ষশাতিতার মাত্রা বেশী'। রোকেয়া, ১৯২১।

পক্ষশাতিত [স] বি পক্ষশাত। 'ভাঁহার পক্ষশাতিত বিলক্ষণ সন্ধান হইল'। জ্ঞানাবেশক, ১৮৬৬।

পক্ষশাতি [স] ১ বি পক্ষ অবলম্বনকারী। 'বেহারারদের পক্ষশাতি হইয়া কেহ লিখিয়াছেন'। দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি একটোখা। 'নিরপরাধী জানিয়া গজার প্রভি যের পক্ষশাতি হইয়া উঠিয়াছেন'। ময়ূহ, ১৮৭৩। ৩ বি অসুখী। 'ভাঁহার কেবল চোঁটাইয়া পলিতে চান আমরা স্ত্রী-যাখীনতার পক্ষশাতি'। রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি দরদি। 'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষশাতি বসিয়া অনেক নির্দেশ করিয়া থাকেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বি পক্ষশাতদুষ্টি। 'পুরুষজাতিকে পক্ষশাতি বিখ্যাত বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা সেনে নাই'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বি সমর্থনকারী। 'আমরা গ্রন্থ পদ্যনারের পক্ষশাতি নহি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পক্ষশৃষ্ঠ [স] ১ বি পাখির ডানার তৈরি আবরণ। 'একেক্ষর হাজতের বিপুল পক্ষশৃষ্ঠের তা লাগিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি পাখ। 'উড়বে বলে গুলক জাগে তোমার পক্ষশৃষ্ঠে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পক্ষবিনীত [স] বি পক্ষাবলম্বন। 'পক্ষবিনীত মূলমূল করে উড়ুক আকাশ-তল'। মনোহর, ১৯৪৯।

পক্ষভুক্ত [স] বি পক্ষ পক্ষে আনয়ন। 'বঙ্গীকেও তাহার সালিসের পক্ষভুক্ত করিতে চাহিল'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পক্ষভেদ [স] বি দলভেদ। 'এ সময়ে কোনো পক্ষভেদ নাই'। নজরুল, ১৯২৮।

পক্ষা [স পক্ষ>] ক্রিবিপ পক্ষে। 'অভয়া বলেন বাছা আমি যার পক্ষা' মানিকরাম, ১৭৮১।

পক্ষাধিককাল [স পক্ষ-অধিক-কাল] বিপ পন্থের দিনের বেশি। 'পক্ষাধিককাল বাইতে না বাইতেই সে আমাদের বনে ...' মুক্ততর, ১৯৫৯।

পক্ষান্তরে [স পক্ষ-অন্তরে] ক্রিবিপ অন্যদিকে। 'পরিণততার পরিসর সেগড়াই মহাভ্রম; পক্ষান্তরে, দর্পণমন্ডের অবধা কঠোরতা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পক্ষাপক্ষ [স পক্ষ-অপক্ষ] বি স্বপক ও বিপক্ষ। 'পক্ষাপক্ষ প্রভেদ করা কি শ্রেয়ঃ?' বহির্ম, ১৮৬৫।

পক্ষাবল বি সাহায্যকারী। 'তার পক্ষাবল হুয়া শিবরূপী মহামায়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

পক্ষাবলখন [স পক্ষ-অবলখন] বি পক্ষ সমর্থন। 'আমি আপনকার পক্ষাবলখন করি না।' দর্পণ, ১৮৩১।

পক্ষাবলদ্বী [স পক্ষ-অবলদ্বী] বিপ স্বপক্ষ। 'ভাষ্যনির্দেশের পক্ষাবলদ্বী শোক।' সোমস্ককাল, ১৮৭৩।

পক্ষীয় [স] বিপ পক্ষাবলখনকারী। 'কোন শোকের পক্ষীয় নহি।' দর্পণ, ১৮২১।

পক্ষোন্মেষ [স পক্ষ-উন্মেষ] বি পাশা গজামো। 'পক্ষোন্মেষ নর, পক্ষোন্মেষ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পক্ষাঘাত [স] বি যে রোগে অঙ্গভাঙ্গাদিসি অবশ হয়। 'এই ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগেতে শীতিল।' দর্পণ, ১৮২৩। 'অতীতের পক্ষাঘাত, তবিয়ের ব্যালন কুলিণ।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৮।

পক্ষাঘাতক্ষণ [স] বিপ এক পার্শ্বের অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে এমন। 'পক্ষাঘাতক্ষণ হওয়ার মতো।' অবন, ১৯২৫।

পক্ষাঘাতবশত [স] ক্রিবিপ অসাড়তার কারণে। 'বেজুজুটির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও যে ঐতি কল্পনার জড়তা - হৃদয়ের পক্ষাঘাতবশত তাঁহার মস্তিষ্ক কোনোমতে অনুভব করিতে পারে না ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পক্ষাঘাতী [স] বিপ পক্ষাঘাতক্ষণ। 'অব্যাহত হইয়া একবারে পক্ষাঘাতী হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পক্ষাপক্ষ, পক্ষাবল, পক্ষাবলখন প্র পক্ষ

পক্ষী, পক্ষি [স পক্ষী, সমসাবদ্ধ হওয়ার পক্ষি] বি পাখি। 'রং আর নানা পক্ষিপনে।' বহু, ১৪৫০। 'আহারের সোভে ফানে বায়ে পক্ষীগণ।' অম্বাওল, ১৮০০।

পক্ষি [স পক্ষী] বি পাখি। 'একটা চিত্র পক্ষি ভিরেতে বিকিত।' রামরাম, ১৮০১।

পক্ষীয়া [স] বি ক্রী পাখি। 'দূর হইতে পক্ষীয়া সেবিল।' বিজয়, ১৬৫০।

পক্ষিপাখালি [স পক্ষী>] বি পাখি বা পাখিজাতীয় প্রাণী। 'পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি সৌন্দর্যমান ছিল।' জ্ঞানানুবেশন, ১৮৩১।

পক্ষিরাজ, পক্ষীরাজ [স] ১ বি ইশান। 'বিনি কানে বাঝাইতে পারি পক্ষীরাজ।' কাহরাম, ১৬৫০। ২ বি রূপকার কাল্পনিক পান্যযুক্ত যোড়া। 'যোড়া দুটা স্ট্রেটো যোয়ার বাবা - পক্ষিরাজের বংশ ...।' গ্যারী, ১৮৫৮। 'প্রতিদিন লগায় পয়তে সেবে তেমন পক্ষীরাজ

যোড়াটি নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি পাখিদের রাজ্য। 'রূপগামীমজীর মধ্যে পক্ষিরাজ বাজ সহসা উপস্থিত হলে।' মাইকেল, ১৮৭৪। 'পক্ষিরাজের মতো কমলাপরের পাখা কাড়ে।' জীবন, ১৯৩২।

পক্ষীনৃত্য [স] বি পাখির নাচ। 'রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।' মুক্ততর, ১৯৫৯।

পক্ষীমাতা [স] বি মা-পাখি। 'পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পক্ষীশীলা [স] বি পাখি-জীবন। 'একদিন তার পক্ষীশীলা সান হয়ে যায়।' অবন, ১৯২৫।

পক্ষীর প্র পক্ষ

পক্ষে [স পক্ষী>] বি পাখি। 'একদিন যুগ পক্ষে সয়ন বোলাড়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পক্ষে [স পক্ষ>] অর্থ কাছে। 'তাত্ত্বভাষার উচ্ছেদ মানস করা ভাষ্যনির্দেশের পক্ষে আতর্ক্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পক্ষোন্মেষ প্র পক্ষ

পক্ষ [স] ১ বি চোখের পাতার সোম। 'চক্ষুর পাতার ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম আছে ... ঐ রোমের নাম পক্ষ।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি চোখের পাতা। 'হিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষাচার্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পক্ষাচার্য [স] বি চোখের পাতা। 'টান চোখ ঘন পক্ষাচার্যার নিবিড় প্রিজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পক্ষাচোষা [স] বি চোখের পাতা। 'দেখিই কারো চোখের পক্ষাচোষার।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পক্ষ্যা [স পক্ষী] বি পাখি। 'পক্ষ্যার নলি।' মালেনএল, ১৭৪০।

পাখ [স পক্ষ] বি পক্ষ। 'তেরসি ডিবি সিসি সামর পাখ নিসি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পাখরি [স পক্ষ>] বি ফুলের পাগড়ি। 'গুপ্তের পাখরি মধ্যে দুইল পান্নাবতী।' বিজয়, ১৬৫০।

পাখানি [স পাখা/বি পাখান। 'হৃদয় তবু পাখান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পাখি [স গ্রন্থ] বি পাগড়ি। 'হৃদিত পাখি মাথে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পাখার [স প্রাকার] ১ বি জমির সীমানা নির্ধারণক নাল। 'পাখার বশক খান উলু কাসা দল বেনা।' মুহম্মদ, ১৬০০। ২ বি প্রাচীর। 'পালটে পালপ আছে সেনের পাখার।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি নিহু জমি। 'বিলির ধারির পাখারডায় এবছরই ধান রুতি হবে।' হুসান, ১৯৬৭।

পাখার পার ১ বি পলায়ন। 'রুটি সেটে, কোমর টাটে, এক সৌড়ে পাখার পার।' গিরিশ, ১৮৮৩। ২ বিপ পলাতক। 'ধমক তনে হুতের বাবা হচ্ছে পাখার পার।' সুব্রহ্মণ্য, ১৯২০।

পাখার পার হস্তরা ক্রি পালিয়ে সীমানার বাইরে যাওয়া। 'ততক্ষন উনি পাখার পার হয়ে গেছেন।' নজরুল, ১৯৩১।

পাখেরা ১ বি যোড়ার জাতবিশেষ। 'গদেয়া ভূটরা তাজি আরবি ইত্যাদি।' প্রথম, ১৯১৫। ২ বি মজার। 'সেই জোয়ারকর পাখেরা।' নজরুল, ১৯২৪।

পঙ্কতি [স] ১ বি কথা। 'অভেত কহে অব্যত সঙ্গে এক পঙ্কতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ সারিবদ্ধ। 'নিমগ্ন দিয়া এক দিবস পঙ্কতি ভোজন হইল।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বি দেখার শাইন।

পঙ্কতিতে পঙ্কতিতে

‘নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্কতি বিনিবেশিত করিতে হইবে।’ অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বি সারি। ‘খাঁটি সত্যের সহিত এক পঙ্কতিতে বসিয়া পড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ বি নাটকের সংলাপ। ‘তার নাটকে স্টেজের মত পঙ্কতি গেল না।’ রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পঙ্কতিতে পঙ্কতিতে ক্রিষণ গাভায় পাতায়; সারিতে সারিতে। ‘নানাবিধ চৈতালি ফসলে ঘরে ঘরে পঙ্কতিতে পঙ্কতিতে নৌদর্শনের আনন্দ লাগিয়া গিয়াছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯১২।

পঙ্কতি ভোজন [স] বি একত্রে সারিবদ্ধ ভোজন। ‘নিমন্ত্রণ দিয়া এক দিবস পঙ্কতি ভোজন হইল।’ রামায়ণ, ১৮০১।

পঙ্কতিভেদ [স] বি শ্রেণী-ব্যবধান। ‘হাওয়ায় হাওয়ায় পঙ্কতিভেদ ঘুচে না যায়।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পঙ্কতিহারা [স] বিপ দলহারা। ‘আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্কতিহারা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পঙ্ক [স] ১ বি কৃষ্ণ। ‘অঙ্গে ভসম নহ ময়লগমপঙ্ক।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি কাদা। ‘আকাশে নির্মল পঙ্ক পঙ্ক বুলিল।’ মালাধর, ১৫০০।

পঙ্ককুট [স] বি কাদাময় জলাধার। ‘ক্ৰীমাকলে তরুণায় পঙ্ককুটেরে হরিবর্ষ জলাবশেষ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পঙ্কজ [স] বি পদ্ম। ‘পঙ্কজ মধু শিবি মধুরক।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পঙ্কজন্মন [স] বি পদ্মসুতের মতো চোখ যায়। ‘পঙ্কজন্মনে, অপেক্ষা কর।’ গীতবন্ধু, ১৮৬০।

পঙ্কজপর্ণ [স] বি পশুভাড়া। ‘চন্দ্রক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল দিতে বর্ণ বরাদনে।’ মাইকেল, ১৮৬০।

পঙ্কজিনী [স] ১ বি যে পুরুষ পঙ্ক জনে। ‘যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরুকে যতনে কেশর।’ মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি ক্রী পঙ্ক। ‘পরিপূর্ণ পঙ্কজিনী-বস-অঙ্কর।’ গীতবন্ধু, ১৮৬৭।

পঙ্কজমল [স] বি কাদাময় জলাধার। ‘পট্টীভাঙের পঙ্কজমলে ক্রীড়া করিতেছি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পঙ্কপতি [স] বি কাদার দলা; কলঙ্ক। ‘তাদের লক্ষ্য করে পঙ্কপতি হেনেছিল দুর্জনেরা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পঙ্কবহুলা [স] বিপ ক্রী কাদায় পরিপূর্ণ। ‘পঙ্কবহুলা গুহুরিণী নিজেরই সৌন্দর্যের প্রত্যক্ষ করে।’ অন্নদা, ১৯২৮।

পঙ্কমূল [স] বি যার মূল কাদায় ডোবায়ে। ‘বসিবি অলীক পঙ্ক, সত্য তবু পঙ্কমূল তার?’ সুপ্রসন্ন, ১৯২৮।

পঙ্করুদ্ধ [স] বিপ কাদায় বন্ধ হয়েয়ে এমন। ‘পঙ্করুদ্ধকণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পঙ্কলয় [স] বিপ কাদায় ডুবেয়ে এমন। ‘গুহুরিণীতে পড়িয়া পঙ্কলয় হইয়া থাকিলেন।’ সুপ্রসন্ন, ১৮১২।

পঙ্কলিঙ্গ [স] বিপ জীবনের রস পিপাসু। ‘জীবনের পঙ্কলিঙ্গ মূলে অভাব লেগেয়ে অকুশল।’ সুপ্রসন্ন, ১৯৩১।

পঙ্কপথ্যা [স] বি কাদার বিছানা। ‘তাহার অবসানে অবসানের পঙ্কপথ্যায় লুপ্তন করিতে হইবে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পঙ্কোদ্ধার [স] পঙ্ক-উদ্ধার। বি কাদা তুলে জলাধার পরিষ্কারকরণ। সেবিত, ১৮৩৯; ‘জলাশয়গুলি নৃষিত – পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পঙ্কাল [স] বি পাকাল মাছ। ‘রন্ধন-সন্ধান জানে পঙ্কাল চিঙ্গা কিনে।’

মুহুর, ১৬০০।

পঙ্কিল [স] ১ বিপ কাদায় ঢাকা। ‘চলিইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।’ গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিপ কদুশিষ্ট। ‘পৃথিবী কি পঙ্কিল এমন ... অপবাদ করিবে অর্পণ।’ গিরিশ, ১৮৯৬।

পঙ্কিলতা [স] বি কদুশতা। ‘ক্লান্তি, গ্রানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস কৃপা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পঙ্কোদ্ধার দ্র পঙ্ক

পঙ্ক [স] পঙ্ক। বি ঘরের মেঝে বা দেয়ালের পায়ে চূনের মিহি প্রলেপ। ‘পঙ্ক-রাজ-করা উজ্জ্বল মেঝে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পঙ্ক [স] বি পাখা। ‘পঙ্কধীন – উদ্যোগ, প্রতিভা, মৃত্যু।’ শ্যামসুন্দর, ১৮৬৯।

পঙ্কাবরদারী [স] বি পঙ্ক+অবরদার। বি পাখা দিয়ে বাতাস করার কাজ করে যে। ‘পঙ্কাবরদারী, ... ও আরও সব রকম তাবদারী ও করমাবরদারী কিয়দা।’ ভবানী, ১৮২৮।

পঙ্কী [স] পঙ্কী। বি পাখি। ‘সারে সারে মধুরপঙ্কি, হাতির হাওয়ায় ঝালর দেখেছে?’ রবীন্দ্র, ১৯২৬। বি মধুরপাখির মতো দেখতে এমন নৌকা। ‘মধুরপঙ্কি, ভেসে চলে সমুদ্রে।’ রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পঙ্কপাল [স] পঙ্ক+পাল। বি ষড়্ভুজাভীয়া গভসের দল। ‘যেন পঙ্কপাল মাত্র উড়িয়া পালায়।’ কুমার, ১৭২০।

পঙ্ক [স] ১ বি ষোড়া। ‘পঙ্ক গিরি লঙ্কে অন্ধ দেশে তারাগণে।’ কুঙ্কদাস, ১৫৮০। ২ বিপ অঙ্গল। ‘যে সমাজ পঙ্ক ও প্রতিহত করে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিপ প্রতিবন্ধী। ‘বাসাশার পঙ্ক নারী সমাজের অসার ...।’ সাম্যবাদী, ১৯২৪। ৪ বি বর্জন। ‘বিদেয় জন্ম মেয়েদের প্রমত্ত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্ক করে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

পঙ্ক-জীর্ণ [স] বিপ পঙ্ক+জীর্ণ। বিপ পঙ্ক+জীর্ণ অতিক্রম। ‘ওগালী, ১৯৪৩।

পঙ্কতা [স] ১ বি ষোড়া অবস্থা। ‘স্বপ্নোদে বিবাহ প্রচলিত হইলে বংশোদ্ভূতের নানা রোগ, পঙ্কতা এবং মানসিক বিকার বহুমূল হইয়া যায়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮; ‘গোপির পঙ্কতা আরোগ্য হওয়া যখন অনিশ্চিত ছিল।’ মানিক, ১৯৩৬। ২ বি চলৎশক্তি না-থাক। ‘তার মেরকম পঙ্কতা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পঙ্কত [স] ১ বি প্রতিবন্ধী অবস্থা। ‘সে দেশের লোকের মনের পঙ্কত ও শক্তির বর্ধতার উপর এ যেতৃত্ব তিকে আছে।’ সবুজ, ১৯২০। ২ বি অক্ষমতা; বিকলতা। ‘পাণের পঙ্কতের জন্য সেহের হয়েতা তার পুষ্টি হইবে না।’ মানিক, ১৯৩৬।

পঙ্কপ্রাণ [স] বিপ পঙ্ক হয়ে যাচ্ছে এমন। ‘পরিঘরের উন্নতি পঙ্কপ্রাণ হইয়া উঠিতেছে।’ লক্ষ্মী, ১৯১৮।

পচতাণো [স] পচাতাপ। বি পরিভাপ করা। পচতাণ কি পরিভাপ করে। ‘আসে গুনি যে কান্ন ন করএ পাছে হো পচতাণ।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পচতাবকে কি পচাইতেছি। ‘তৈখন লম্বু গুরু কিছু নই গুণল অব পচতাবকে ছাড়।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পচন [স] বি পচে যাওয়া। ‘পচনশীল নির্জীব জৈব পদার্থ।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পচনধরা বিপ পচন ধরেছে এমন। ‘পচনধরা সেহকে কারও চোখের সামনে বাহির করিতে।’ মানিক, ১৯৪০।

পচনশীল [স] বিপ সহজে পচে যায় এমন। ‘পচনশীল নির্জীব জৈব পদার্থ।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পাচা' [স পচন>] ১/বিল পচে গেছে এমন। 'মৃতদের ধরে ধর্ম পাচা পদ্ধি গায়।' জগদায়, ১৭৫০। ২/বিল পুরানো। 'গোতে গাড়ে বাবু হয় পাচা শাল চেয়ে।' ওষ, ১৮৫৮। ৩/বিল বিহিতিকর। 'ভাত্যার মাসের পাচা বিটিতে মা অধির।' মুক্তকথা, ১৯৬০।

পচাই মদ বি ভাত, রস ইত্যাদি ঢোলাই করা মাসক। 'তারা পচাই মদ নায়ে।' রকীশ, ১৯৪০।

পচাশুখ [স পচন>] বি দূর্বল। 'বিশরীত পচাশুখে চারিদিকে ভরে।' কৃষ্ণকাম, ১৭২০।

পচাশা বিল পচে গলে গেছে এমন। 'ভাস্টবিন থেকে পচাশালা এটো কুড়িয়ে মান্ন মুখে পুজছে।' বেয়ম, ১৯৪৮।

পচা শামুকে পা কাটে - তুচ্ছ ক্ষণেও যথেষ্ট কতি করতে পারে। সুবল, ১৯০৬।

পচাসড়া [স পচন>] বিল পচাশালা। 'শোকাশড়া পচাসড়া বেধা আসে বত।' ওষ, ১৮৫৮।

পচা' [স পচন>] ক্রি কীবাণুর আক্রমণে নষ্ট হওয়া। 'এখানে জিনিসপত্র পচে ওঠে না।' রকীশ, ১৮৮১। পচিলে ক্রি পচে গলে; নষ্ট হলে। 'জ্বর পরীর ও বৃন্দাবি গটিলে, তাহা হইতে ঐ বাশ্প উৎপন্ন হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পচে ময়রা ক্রি একই অবস্থার আটকে থাকা। 'জোলে পচে মরি, কীবাণুর যাই, কীসী যাই।' গিরিণ, ১৮৮৯।

পচাত্তর [পা পঞ্চমভুতি বিল ৭৫ সংখ্যক; পচাত্তর। 'তোমার স্থানে সনাত সিকা ১৭৫ এক সত্তও পচাত্তর তত্তা ...' মেঘন, ১৭৫৭।

পচানো [স পচন>] ১ ক্রি পটিয়ে ফেলা। বিলা, ১৮১১। ২ বিল পচা। 'তোবা হতে বহিছে কঠোর পচানো পাতার প্রাণ।' জসীম, ১৯২৭।

পচানি [স পচন>] বি যা দিয়ে পচানো হয়। বিলা, ১৮৯১।

পচানি ঝাঁটা বি পচা প্রবালির রস। 'সো-বর, নর-বর ও পচানি ঝাঁটার সাথে গাঁদাল পাতার ...' নক্ষত্র, ১৯০১।

পচাল [স পচন>] ১ বিল অশ্লীল বাক্যপূর্ণ। 'পচাল বাচলতা প্রকাশপূর্বক ডাকাডাকি করেন।' তহানী, ১৮২৮। ২ বি অশ্লিষ্ট বাক্য। 'প্রত্যক্ষ অকৃতভরে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩২।

পচাল পাড়া ক্রি অশ্লিষ্ট কথা বলা। 'প্রত্যক্ষ অকৃতভরে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩২।

পচালি বি একতরৈবি। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

পচালিয়া বিল একতরৈ। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

পচাসী, পচাসী [পা পঞ্চমীতি বিল পচালি। '৪৮৫ চারি সও পচাসী টাকা।' মেঘন, ১৭৫৮। 'পচাসী জাহাজ জিনিস বোকাই করিয়া মো ইদ্রণে হইতে বালগালে আসিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

পচাস প্র পঞ্চাশ

পচিম [স পচিম] বি দিকের নাম; পচিম। ওর্দা, ১৭৮৫।

পচুই [স পচন>] বিল পটিয়ে প্রস্তুত করা হয় এমন। 'বঁড়শিতে টোপের মতো পোঁবে সের কলা এবং পচুই মসনে মাতা।' তারা, ১৯৪৬।

পচুই মদ বি ভাত পটিয়ে যে মদ তৈরি হয়। 'বঁড়শিতে টোপের মতো পোঁবে সের কলা এবং পচুই মসনে মাতা।' তারা, ১৯৪৬।

পছন্দ, পচন্দ [কা পসন্দ] ১ বিল মনের মতো। 'না পচন্দ কাজ।' হ্যাগহেড, ১৭৩৩। ২ বি অতিক্রি। 'আর আর কত কব আমি

পছন্দ।' রামকমল, ১৭৮০।

পছন্দনীর [কা পসন্দ+স অনীয়া] বিল প্রিয়; মনঃশুভ। 'তাহার শীর শ্রীর জামাতে যাওয়াও তাহার পছন্দনীর ছিল না।' বেয়ম, ১৯৪২।

পছন্দ-বাহু [কা পসন্দ+স বাহু] বি পছন্দের ব্যতিক। 'জন্মের মতো পছন্দ-বাহুটাকে বন্ধন করে দেওয়া।' রকীশ, ১৯২৬।

পছন্দমত [কা পসন্দ+স মত] বি ক্রি অনুসারে। 'বাসুকল আপন আপন পছন্দমত যানবাহন পরিচ্ছেদ অর্থাৎ শোখাক প্রস্তুত করিতেছেন।' তহানী, ১৮২৫।

পছন্দমতো বিল মনের মতো; পছন্দ অনুযায়ী। 'কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না।' রকীশ, ১৮৯০।

পছন্দসই [কা পসন্দ+আ সওয়া] বি পছন্দমতো। 'ইন্দ্রজের বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়।' রকীশ, ১৮৮১।

পছিম [স পচিম] বি পচিম। 'সো পতি পছিম সুর উগি পেলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পছিম হাওয়া [স পচিম+আ হাওয়া] বি পচিমের বাতাস। 'গুবের হাওয়ায় কীদবে সে সুব, আসবে পছিম হাওয়ায় সাখ।' নক্ষত্র, ১৯২৩।

পজিটিবি [হি] বিল উপযোগবাদী। 'আধুনিক পজিটিবি এখনই বলিবে; বর্ধিম, ১৮৮৭।

পজিটিভি [হি] বিল ধনাত্মক (ইস্ট্রোইন সংক্ষেপে)। 'বিলাসীরা এক জাতের জিন দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেগেটিভ।' রকীশ, ১৯৩৭।

পজিটিভর্মী [হি] পজিটিভ+স ধর্মী] বিল ধনাত্মক গুণসম্পন্ন। 'প্রোটন-কণার যে বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সে পজিটিভর্মী।' রকীশ, ১৯৩৭।

পজিটিভিসি [হি] ক্রিবিপ নিশ্চিতভাবে। 'পজিটিভিসি ডালশার।' রকীশ, ১৯৪০।

পজিটিভিসম [হি] বি উপযোগবাদ। 'পজিটিভিসম সংক্ষেপে বই ধার চাহিতে গিরিখি।' রকীশ, ১৯১৪।

পজিশন, পজিসন [হি] ১ বি অবস্থান। 'আপনার এমন পজিশন করে দেব যে সেটিতে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ হবে আর এন্ড্রয়ডেটও কার্য ফ্রাস হবে।' গিরিণ, ১৮৮৬। 'আমি বরার যে পজিশনে হিলাম।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি মর্যাদা। 'আমার পজিসন রইল না।' হরীশ, ১৯৬৩।

পজেশন [হি] বি দখল। 'ভূমিতে বার পজেশন থাকে, তারই অনেকখানি অধিকার।' সুদীপ, ১৯৭০।

পজ্জত [স পর্বতা] অর্থ পর্বত। 'ভয়ানকের নক্ষরে গড়ে কত কেনের বৌ পজ্জত এ কাজ করেছে।' মগরহক, ১৮৬৯।

পজ্জ [স] বিল পাঁচ। 'পজ্জ বিষয়ের নায়ক রে বিশপ কৌবী ন দেখী।' চর্য ১৬, ১২০০।

পজ্জ অজ [স] বি দ্বন্দ্ব, পায়, নাতি, কণ্ঠ ও জননাস। 'পজ্জুরি পজ্জ অজে দাঁড়িয়ে ছিল শ্রোতরবে।' লালন, ১৮৪০।

পজ্জএক [স পজ্জ+এক] বিল পাঁচ। 'পজ্জএক লতক আহিল সহোদর।' রকীশ, ১৮৮৯।

পজ্জকোট [স] বি পিসুর্ন। 'জানি আমি মনে/ হে পজ্জকোট।' মাইকেল, ১৮৭২।

পজ্জকণ [স] বি পাঁচ ওয়াক। 'নামাজ পজ্জকণ সবে হই একতর

পঞ্চপদ পিয়া সবে নবীর গোচর। সুলভান, ১৭০০।

পঞ্চপব্য [স] বি দুধ, দই, বি, গোবর এবং গোমূত্র – এই পাঁচ দ্রব্য দ্বারা পঞ্চপদ পঞ্চমতে স্নান করাইয়া। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পঞ্চপব্য ও পঞ্চমতের সহযোগে পায়সাদ্বের বিশেষ ভোগ।' তারা, ১৯৪২।

পঞ্চপব্যশোধন [স] বি দুধ, দই, বি, গোবর ও তেনা – এই পাঁচ দ্রব্য দ্বারা পঞ্চপব্যশোধন। 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড – যেমন আচমন, বসিভাচন ... পঞ্চপব্যশোধন।' অবন, ১৯১৯।

পঞ্চপত্রাংশ [স] বি পত্রাংশ সংখ্যক। 'পঞ্চপত্রাংশ কথা।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

পঞ্চপত্রা [স] পঞ্চপত্রা বি পাঁচজন। 'জই তুমহে জুসকু অহেই জাইবে মরিহ সি পঞ্চপত্রা।' চর্য ২৩, ১২০০।

পঞ্চপত্র [স] বি পাঁচজন। 'যত যত প্রেমব্রীত করে পঞ্চপত্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পঞ্চপত্র জ্ঞানোক্তের জ্ঞানে আমাকে অত্র ব্যক্তগণের ব্যবহারকর্ণ ইয়াছে।' চিত্রপদ, ১৮৪৪।

পঞ্চপত্র [স] বি তন্ত্রমতে – মদ, মাংস, মাছ, মূত্রা, মৈথুন; বৈষ্ণব মতে – ভদ্র, মদ্র, মন, দেব, ধ্যান; সাম্ভ্যমতে – মাদি, পানি, আতন, আকাশ ও বাতাস। 'প্রবর্তের গুরু তেন, পঞ্চপত্রের খবর জান।' লালন, ১৮৯০।

পঞ্চপত্র [স] বি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত জাগতিক প্রজ্ঞাশাস্ত্রের উদ্দেশ্যে রচিত সংস্কৃত নীতিশিক্ষামূলক কাহিনীর সকল। 'পঞ্চপত্র, কথাসরিলাপার, আরব্য উপন্যাস।' স্বরূপ, ১৯০৭।

পঞ্চপত্রা [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) উপরে সূর্য এবং চার পাশে চারটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তপস্যা। 'করে পাঁচ বছরে পঞ্চপত্রা।' গিরিশ, ১৮৮৩; ২ বি উপরে সূর্য এবং চারপাশে চারটি অগ্নিকুণ্ড এবং পাঁচ অগ্নির মধ্যে তপস্যা করেন এমন। 'এ অবস্থায় পঞ্চপত্রা পুণ্ড্রবর্ষই মাধার ঠিক থাকে না।' প্রমথ, ১৯১৮।

পঞ্চপত্রা, **পঞ্চপত্রা** [স] পঞ্চপত্রা বি সরকারি দস্তুর বিশেষ। 'পঞ্চপত্রা।' ওঙ্গা, ১৭৮২; 'পঞ্চপত্রার দস্তর সকলে তাহার নামে জমা দাবিল করিবে।' মেয়ার, ১৭৮৯।

পঞ্চপত্রা [স] বি (সন্ন্যাস) পাঁচ বস্ত্রের স্তর বা রাগ। 'নানা বর্ণে বাদ্য বাজে সুর পঞ্চপত্রে।' রূপদাস, ১৭৫০।

পঞ্চপত্র [স] পঞ্চপত্র বি সূত্র। 'তারপর সে পঞ্চপত্র পাইলে বেদ করিলেন।' কেরী, ১৮০১।

পঞ্চপত্র [স] বি সূত্র। 'এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চপত্র পাইল।' দর্পণ, ১৮২৪।

পঞ্চপত্র পাণ্ডুরা ক্রি সূত্র হওয়া। 'এমন আঘাত করিল যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চপত্র পাইল।' দর্পণ, ১৮২৪।

পঞ্চপত্রাংশ [স] বি সূত্র। 'তৎক্ষণাৎ তাহার পঞ্চপত্রাংশ হইল।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

পঞ্চপত্রাংশ [স] বি সূত্র। 'তদ্বারা তাহার পঞ্চপত্রাংশ ঘটে।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

পঞ্চপত্রাংশ [স] বি পত্রাংশ সংখ্যক। 'পঞ্চপত্রাংশ কথা।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

পঞ্চপত্র, **পঞ্চপত্র** [স] বি পত্রাংশ সংখ্যক। 'পঞ্চপত্র লক্ষ এহার দানে।' বড়ু, ১৪৫০; 'পঞ্চপত্র দিবস হইল পরমান।' মল্লার, ১৪৫০।

১৫০০।

পঞ্চপত্রার্থিকী [স] বি পত্রাংশ সংখ্যক। 'পঞ্চপত্রার্থিকী বা দশবার্ষিকী বা পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেই ... পোষাক বাসস্থান ইত্যাদি জুটবে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

পঞ্চপত্রী [স] বি পত্রাংশ সংখ্যক। 'ওগো তুমি পঞ্চপত্রী, পৌছিলে পুণিমাতে।' স্বরূপ, ১৯৩৭।

পঞ্চপত্রী [স] বি পঞ্চমুখ প্রদীপবিশেষ। 'তোমার পঞ্চপত্রীপের পঞ্চ পিতা।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

পঞ্চ পত্র [স] পঞ্চ+ই পত্র বি পঞ্চপত্র। 'এখন তনয় পঞ্চ পত্রের বকন।' সুলভান, ১৭০০।

পঞ্চপত্রী বি শৈবধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'পঞ্চপত্রী সন্ন্যাসীরা ... চারি স্থানে ও সমুদ্রে, অন্য স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পঞ্চপত্রী, **পঞ্চপত্রী** [স] পঞ্চ+স লক্ষ্যী বি পাঁচনর: পাঁচ লহর বিশিষ্ট হার। 'আর পঞ্চপত্রী, হেমহার পরি।' ভবানী, ১৮২৫; 'পৈতে, তাবিজ, বাজু, বর্ষ, পঞ্চপত্রী, পালা, কুমক, ইত্যাদি পরেন।' ভবানী, ১৮২৮।

পঞ্চপত্রী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) পাঁচ স্বামী আছে এমন। 'পঞ্চপত্রী দ্রৌণী কেমলে ভলে একা।' রূপদাস, ১৭৫০।

পঞ্চপত্রী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) পাঁচ স্বামী আছে যার। 'পঞ্চপত্রী দ্রৌণীপদে অর্জুনে অধিকতম অনুরক্ত করিয়া ...' বর্জম, ১৮৮৭।

পঞ্চপাত্র [স] বি (হিন্দুপুরাণ) যুদ্ধির ভীম অর্জুন নকুল ও সহস্রব – মহাভারতের এই পাঁচ পাত্রপুত্র। 'পঞ্চপাত্র পূর্বকালে হিমাশ্বর।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পঞ্চপ্রদীপ [স] বি আরতি করার জন্য পাঁচমুখ বিশিষ্ট প্রদীপবিশেষ। 'একটি কুলদীপ মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতকগুলি সলিতা।' সিরাজী, ১৯১৮; 'আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত।' বিজুতি, ১৯৩১।

পঞ্চপ্রাণ [স] বি প্রাণপ্রিয়। 'না জানিলি হিরামণি মোর পঞ্চপ্রাণ।' আলোড়ন, ১৮৮০।

পঞ্চবট [স] বি পাঁচ কড়ি। 'বান্য বলে দরে বাড়়া হইল পঞ্চবট।' মুহুরদ, ১৮০০।

পঞ্চবটী [স] বি অশ্বখ, বিষ্ণু, বট, অশোক ও আমলকী – এই পাঁচ প্রকার গাছের বন। 'অনেক ঘাট, পুষ্করিণী ... পঞ্চবটী, রাস্তা ইত্যাদি জ্বীলোক কর্তৃক হইয়াছে।' গ্যারী, ১৮৮০।

পঞ্চবর্ষ [স] বি হিন্দুপুরাণ মতে সন্ধ্যোহন, উত্তরানন, শোষণ, তাপন ও ত্তন নামক মদনের পাঁচটি বাণ। 'কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা পঞ্চবর্ষ।' বাহরাম, ১৮৫০।

পঞ্চবান [স] পঞ্চবান বি হিন্দু পুরাণমতে মদনদেবের পাঁচটি বাণ। 'সবস কবি সুরস ভনে চারুভর চতুরপনে নারি আরাহিঅই পঞ্চবান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পঞ্চবার্ষিক [স] বি পাঁচ বছরের মধ্যে বাতায়নযোগ্য। 'বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়নভাবে ব্যয় ...।' মুগ্ধশি, ১৯৭১।

পঞ্চবার্ষিকী [স] বি পাঁচ বছরের। 'পঞ্চবার্ষিকী বা দশবার্ষিকী বা পঞ্চদশবার্ষিকী পরিকল্পনা করলেই ... পোষাক বাসস্থান ইত্যাদি

দুটবে ' অনলা, ১৯৩৭।

পঞ্চমাব্দীর্ষী পরিকল্পনা [স] বি পাঁচ বছরের উন্নয়ন সজ্জিত রষ্ট্রীয় পরিকল্পনা। 'এই যে পঞ্চমাব্দীর্ষী পরিকল্পনা করা হয়েছে।' মূলতবা, ১৯৮৮।

পঞ্চবিশে [স] বি ২৫ সংখ্যক বিবরণ। 'পঞ্চবিশে ডেনিলে সে সব সিদ্ধি হ'এ।' মূলতান, ১৭০০।

পঞ্চবিশেতি [স] বিশ পঁচিশ সংখ্যক। 'পঞ্চবিশেতি বর্ষে কৈল অভিযর্ষে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পঞ্চবৈরি [স] বি পঞ্চ রিপু। 'পঞ্চবৈরি বিনাশিয়া এক মন কাএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

পঞ্চভূত [স] বি হিন্দুবিদ্যায় অনুযায়ী ক্রিতি, অশু, ভেজ, মরুৎ, ঘোম - এই পাঁচ ভূত বা উপাদান। 'পঞ্চভূত ছয়টা রিপু।' রামহরাস, ১৭৮০।

পঞ্চভূতাস্ত্রক [স] বি হিন্দুবিদ্যায় অনুযায়ী ক্রিতি, অশু, ভেজ, মরুৎ, ঘোম - এই পঞ্চভূতে গঠিত। 'এই পঞ্চভূতাস্ত্রক পরিনুদ্যমান ভগবতের অন্তরে...'। প্রমথ, ১৯১৩।

পঞ্চম [স] ১ বি (সমীত) পঞ্চম বর - পা। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ শিকশে।' বহু, ১৪৫০; 'কেকিল পঞ্চম গাএ।' বহু, ১৪৫০। ২ বি বাসিন্দাবিশেষ। বাহরাম, ১৬৫০।

পঞ্চমকার [স] বি পদ, মাসে, মতলা, মুদ্রা ও মৈত্য়ন - হিন্দু তন্ত্রসাধনার এই পাঁচটি অঙ্গ। 'সোণসাধন করতে হর পঞ্চমকার দিয়ে।' প্রমথ, ১৯৪১।

পঞ্চমতঃ [স] ক্রিবিপ পঞ্চম ক্রমে। 'পঞ্চমতঃ ... নদীর উপর দুই শত ব্যর হাত লগা এক সেতু।' মর্গল, ১৮২৫।

পঞ্চমবর্ষীয় [স] বি পাঁচ বছর বয়সী। 'বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করিলেন।' বিনায়া, ১৮৪৭; 'পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত কি মিলেবর্ষীয় বুবা পুরুষের...'। অক্ষর, ১৮৫৪।

পঞ্চম বাহিনী [স] বি মুছরত দেশে শত্রুশক্তির যত্নব্রত বা ওড়ানবৃত্তিতে নিয়োজিত অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী। 'পঞ্চমবাহিনীর স্বতন্ত্র হইতে দেশকে নিরাপন্ন ও নির্ভর করিয়া তুলিতে ...।' আজাদ, ১৯৪১।

পঞ্চম শর [স] পঞ্চম বর। 'বি (সমীত) স্বররাসের পঞ্চম বর।' সুসর পঞ্চম শর গাএ শিকশে।' বহু, ১৪৫০।

পঞ্চম সুর [স] বি স্বররাসের পঞ্চম বর। 'সংসারে বার্বকোলাহলের মাঝে মাঝে একটি পঞ্চম সুর সংযোগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পঞ্চম্য [স] বি মুহুরজন। 'আত অশুশোর তরে, পৃথিবীর পঞ্চম্যর দান।' জীবন, ১৯২৭।

পঞ্চম্যাত [স] পঞ্চম-অর্থ। বি পাঁচ অর্থ বা পঁচিশটি নোটক। 'উপহৃত পঞ্চম্যতঃ ... শত্রু-পাঠী করে স্ব স্ব বিবিশিষ্টপাঠ।' সুবীন্দ্র, ১৯৪১।

পঞ্চমী [স] বি অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরবর্ষী পঞ্চম তিথিবিশেষ। 'শ্রাবণ মাসে রবিবারে বনসা পঞ্চমী।' বিজয়, ১৬৮০।

পঞ্চমীর [স] বিশ পাঁচ সংখ্যক। 'পঞ্চমীর গড়ের মধ্যে অশুর্ক সোভাকর পুটী।' রামরাস, ১৮০১।

পঞ্চমুখ [স] ১ বি ঐশ্বর্যভূতা। 'হরিনাসের তপ সবে করে পঞ্চমুখে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উপজ্জিত। 'পাক্ষি ব্যবসারের নিশার পঞ্চমুখ।' মনসুস, ১৯৪৫।

পঞ্চমুদ্রা [স] বি হাতের ভঙ্গিবিশেষ। 'তবু তার আঙ্গুরের পঞ্চমুদ্রায় বঙ্কিম ভঙ্গিতে বিখ্যাত ঝিলকিয়ে ওঠেন হঠাৎ।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

পঞ্চমূল [স] বি মুসলমানদের পালনীয় পাঁচটি মূল বিষয় - কলশমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। 'তাঁহারা ইসলাম ধর্মের পঞ্চমূলের এক একটি ...।' প্রচারক, ১৯০০।

পঞ্চমে [স] ক্রিবিপ পঞ্চমতঃ। 'পঞ্চমে প্রদ্যায় মিশ্রে প্রুত্বা কৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পঞ্চমে অনেক যদি করএ প্রহাস।' বাহরাম, ১৬৫০।

পঞ্চ রস [স] বি বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে পাঁচটি রস - শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য। 'পঞ্চ রস আদি একত্রে যেখি।' চন্দ্র, ১৫৫০।

পঞ্চশত [স] বিশ ৫০০ সংখ্যক। 'মস্তা মধ্যে এক হাজার পঞ্চশত দুহতি।' মূলতান, ১৭০০।

পঞ্চশব্দ [স] বি পাঁচ প্রকার ব্যাক্যের শব্দ। 'পঞ্চশব্দে বাদ্য তনিত্তে উদ্রাস।' বাহরাম, ১৬৫০।

পঞ্চশর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'নিজ করে যত্নে কি সুনিহে পঞ্চশর।' আজাদ, ১৬৮০; 'পঞ্চশরে দক্ষ করে করেই এ কি সন্ন্যাসী?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পঞ্চশীল [স] বি বৌদ্ধদের পাঁচটি পালনীয় নির্দেশ। 'বৌদ্ধশাস্ত্রে থাকে যত্নে পঞ্চশীল সে শুধু 'না' এর সমাধি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পঞ্চশ্রুতি [স] পঞ্চশর। বি হিন্দুপুরাণ মতে মননের সংযোজন, উদ্যান, শ্রাদ্ধ, তপস ও ভজন নামের পঞ্চবাল। 'সুগ সেখিয়া রাজা মারে পঞ্চশর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পঞ্চশামী [স] বিশ (হিন্দুপুরাণ) পাঁচজন শামী। 'শ্রৌণী পঞ্চশামী সুভোগল।' বাহরাম, ১৬৫০।

পঞ্চামৃত [স] বি দুধ, দই, বি, যত্ন ও চিনি - এই পাঁচটি অমৃতভূত্যা প্রভা। 'পঞ্চমণ্ডা পঞ্চামৃত স্নান করাইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পঞ্চমাস জানি তারে পঞ্চামৃত দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

পঞ্চেন্দ্রিয় [স] পঞ্চ-ইন্দ্রিয়। বি চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক - এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। 'তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পঞ্চেন্দ্রিয়ম্যাহ [স] বিশ পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় এমন। 'পঞ্চেন্দ্রিয়ম্যাহ এই সুন্দর অণু।' নজরুল, ১৯৪১।

পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত [স] বিশ পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না এমন। 'যত্নের শিহনে সূর্য্যের পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত যত্নব্রতযোগে অনুভব করতে হয়।' মূলতান, ১৯৬০।

পঞ্চ [ক] বি সচেতন অবস্থা। 'পঞ্চে ব্যক্তিরা বাড়ি ও বাগানের ছেে কিভাবে তোমাকে দিব।' ওর্গ, ১৭৮২।

পঞ্চক [স] বি যাক্ত, রাজ্য। 'মালোএল, ১৭৪০।

পঞ্চকল্লাত [স] বি পাঁচ শতাব্দী কর। 'পার্বী পঞ্চকল্লাত ওড়ালোন সান্নাভাত দানকর্তা কলমকসুরে।' মুহুধ, ১৬০০।

পঞ্চক [স] পোচকা বি প্যাচ। 'বাদুশ চন্দ্রের ডেহেতে পঞ্চক।' গোশোক, ১৮০১।

পঞ্চকল্যাণ [স] বি যোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'পঞ্চকল্যাণে ফোড়া।' মণীস, ১৯৮০।

পঞ্চমাল বি যোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'পঞ্চমাল আনচাল মমহি চৌধর।' অণাওল, ১৬৮০।

পঙ্কজি

পঙ্কজি [সি পঙ্কজী] বি নামেহাল। 'এক গোটা মানুষকে কৈলা পঙ্কজি অবহা' মালধর, ১৫০০।

পঙ্কজিছাড়া [পঙ্কজিছাড়া] বি বহাবিহির রচিত জ্যোতির্বিদ্যাবিশয়ক গ্রন্থ। 'সুপিসিদ্ধান্ত বা পঙ্কজিছাড়ের অন্তর্গত অন্য কোন সিদ্ধান্তের রচনাকর্তা' অক্ষর, ১৮৪৭।

পঙ্কজীস [সি পঙ্কজী হাউস] বি নানা রকমের বিদেশি নোকান। 'পঙ্কজীস অর্থাৎ ইংরেজী পাকশালায় নোকান ও অনেকও প্রকার ইউরোপীয় শণ' মর্দণ, ১৮২২।

পঙ্কজী [পা পঙ্কজীএএস] বিশ ৫৫ সংখ্যক। 'পঙ্কজীপ্রকার অন্য ব্যবসায়ি বর্ষসিদ্ধ ৩৭০০০' মর্দণ, ১৮৩০।

পঙ্কজমুত গ্র পঙ্ক

পঙ্কজ্যেত, **পঙ্কজ্যিত**, **পঙ্কজীত**, **পঙ্কজ্যেত** [সি পঙ্কজ] ১ বি গ্রামের প্রধান ব্যক্তির নিয়ে গঠিত বিচারসভা। 'বিবাদ হইলে আপনাদিগের পঙ্কজীতের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয়' মর্দণ, ১৮২২: 'যদি কেহ ঐ পঙ্কজ্যেত গ্রায্য করে' মর্দণ, ১৮৩৮: 'মহাজনের পঙ্কজ্যেত-মন্ডলী গড়িয়া ফুলিতে পারে বটে' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি বৈঠক। 'আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঙ্কজ্যেত করবার চেষ্টা আছি' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পঙ্কজীতি [পঙ্কজ্যেত] বি পঙ্কজ্যেতের। 'ওই কামার-ভুজোরের পঙ্কজীতি আসবে ... অগমান করলে' ভায়া, ১৯৪২।

পঙ্কজ্যেতত্ব [পঙ্কজ্যেত+স ত্ব] বি পঙ্কজ্যেতের কাল বা বিচার। 'পঙ্কজ্যেতের পঙ্কজ্যেতত্ব চিরদিনের মতো ফুলিল' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পঙ্কজ্যেতবিধি [পঙ্কজ্যেত+বিধি] বি পটীপ্রধানদের নিয়ে গঠিত বিচার ব্যবস্থা। 'দুইদিক্রমে একবার' পঙ্কজ্যেতবিধির কথা ভাবিয়া সেখান' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পঙ্কজ্যেতি [পঙ্কজ্যেত] বি গ্রামের স্থানীয় সরকারের কাজ। 'সোকাশকর টাকাকড়ি পঙ্কজ্যেতি ওসব হবে টবে না' বসু, জীবন, ১৯১১।

পঙ্কজাল বি প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ। 'ভাঁহর পঙ্কজুর পঙ্কাল রাজ্যে রাজত্ব করেন' অক্ষর, ১৮৪৭।

পঙ্কজী [সি পঙ্কজী] ১ বি এক ধরনের পয়ালের নাম। 'আলাওলে কবিরকে পঙ্কজী দয়ার' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি খোশপাচড়া। 'মনোএল, ১৭৪৩।

পঙ্কজ [সি পঙ্কজ] বিশ ৫০ সংখ্যক। 'পঙ্কজ পঙ্কজ ডোবী বজ্রন পুটীয়া' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পটাস [সি পঙ্কজ] বিশ পঙ্কজ। 'সাজনি জিবু সও পটাস' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পঙ্কজাশ [সি পঙ্কজাশ সংখ্যক। 'পঙ্কজাশ কণা' তাক্রী, ১৮০৩।

পঙ্কজাশ যোজন [সি] বিশ ৪০০ মাইলের বেশি। 'ইহা পূর্বে পটিনে পঙ্কজাশ যোজন দীর্ঘ' অক্ষর, ১৮৪৯।

পঙ্কজোশের [সি পঙ্কজ-উর্জ] বিশ পঙ্কজের বেশি বহনী। 'পঙ্কজোশের বসে যাবে এমন কথা শায়ে বসে' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পঙ্কজ, **পঙ্কাস** [সি পঙ্কজাশ] বিশ ৫০ সংখ্যক। 'সেহত লাগিয়া শত পঙ্কজ উশেখা' বসু, ১৪৫০: '১৫০ এক সও পঙ্কজ তজা' বৈষ্ণব, ১৭৮৮।

পঙ্কজ [ফা পঙ্কজ] বি সম্পত্তি আটকের প্রথাবিশেষ। '১৮১২ সালের ৫

আইন পূর্বকালের বিখ্যাত পঙ্কজ' বক্রিম, ১৮৯২।

পঙ্কজ [সি] ১ বি খাঁটা। 'পান ফুল সিগা হাথে বসন বাছাল্য মাথে গড়িবারে সুবর্ণ পঙ্কজ' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি মেহ। 'আইলে নুতির কলমে রহিলে পঙ্কজ-বাজে বেটীয়া কনের গাইয়া সগ' মুহুদ, ১৬০০। ৩ বি পাজর। 'ভালী আপনা বলে সেরে পঙ্কজ' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি বুক; বুকের খাঁটা। 'পঙ্কজে আলি সরল সেই' নজরুল, ১৯২২।

পঙ্কজ [ফা পানজাভ] ১ বিশ পাঁচ কোঁঠাত্ব। 'শেষ কবে ধার পরে মাসো পঙ্কজ ছল্লায় বন্ধ হলো' রামহসদ, ১৭৮০। ২ বি হাতের ছাপসহ বাবদাহি স্বাক্ষর। 'বাদসারী ফরমান পঙ্কজ সমেত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমুখ দিলেন' রামহসদ, ১৮০১। ৩ বি হাতের মুঠা। 'ডলওয়ার কঁপে ওঠে এজিসেরো পঙ্কজ' নজরুল, ১৯২২। ৪ বি করতল ও বাহু দিয়ে শক্তিপরাঁকা – পাজা। 'ধরি মুঠার সাথে পঙ্কজ' নজরুল, ১৯২২।

পঙ্কজী বি পাজরের অধিবাসী। 'নানা জাতি বাসালী, পঙ্কজী, তৈলসী ...' বরদর্শন, ১৮৭২।

পঞ্জি, **পঞ্জী** [সি] ১ বি বিরহী। 'সুর যুক্ত পঞ্জী টীকা কৃষ্ণতে তাৎপর্য' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পঞ্জিকা। 'অসিয়া আমারে পঞ্জি শবল করাল্য পঞ্জি' মুহুদ, ১৬০০।

পঞ্জিকী [সি] বি তিথি নক্সাদি কালজ্ঞাপক পুস্তক। 'এই সকল গ্রামে পঞ্জিকী প্রচলিত হয়' মর্দণ, ১৮১৯।

পঞ্জিকাকারক [সি] বি পঞ্জিকা রচয়িতা। 'পঞ্জিকাকারক অতুতমানুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনাদ্বারাে ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন' মর্দণ, ১৮৩৮।

পঙ্কজী, **পঙ্কজী** বি পাশা খেলায় পাঁচের দান। 'মিছে আশা ভাঙ্গা দশা গ্রন্থমে পঙ্কজী পাড়লো' রামহসদ, ১৭৮০: 'ছকো ও পঙ্কজীর জোড় কি ভাবে মিলাসে খর ভাঙিতে পারিলেন' বিক্রুতি, ১৯২৯।

পট [সি] ১ বি ছবি আঁকার বা লেখার যেটা কাগজ বা কাপড়। 'পটে সেবি আনিব সকল সংসার' মালধর, ১৫০০। ২ বি বস্ত্র। 'সমুখে ধরিল পট সেবি বাবদালা' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৩ বি পট্রবিশেষ। 'এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাঙ' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি পর্দা। 'আলোকমালা উজ্জ্বলত ইহা উঠিল' পট উঠিয়া গেল' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বি চিহ্ন। 'সেবেদীয়া পট আঁকে' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৬ বি ফদর। 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকে মানস ছবি' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৭ বি প্রহর। 'মাসিকের পট আর বিজ্ঞাপনের ছবি একে দিন কাটার' মনিক, ১৯৩৬।

পটকার [সি] বি পটীয়া। 'পটকার পটকার মঠকার বেতনোপকৃত ইয়া' ভদ্রাঙ্গী, ১৮২৫।

পটক্ষেপণ [সি] বি পটক্ষেপণ; পর্দা ফেলা। 'পটক্ষেপণ' মণাররক, ১৮৬৯।

পট-ক্কা [সি] বি পট বা সরার মতো ফণা। 'পট-ক্কা মেলিয়া সাপ আমাকে ছোবল দেয়াই আর কি' ব্রহ্মী, ১৯৮০।

পটভূমিকা [সি] ১ বি সিনেমার পর্দা। 'জন্ম পটভূমিকার পর আসে যায় জীবনের দ্বিয়ারতনিক অনুভূতি' সূর্যস্র, ১৯২৮। ২ বি পারিপার্শ্বিকতা। 'প্রতিবার রক্তের প্রলেপ লাগে জীবনের পটভূমিকার' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি পটভূমিকা। 'ভূগর্ভস্থ মুখের পিছনে প্রাকৃত আকাশের পটভূমিকা' মনিক, ১৯৪০। ৪ বি সৃষ্টিপট। 'নন্দ পটভূমিকায় চেয়ে থাকে একমাত্র মন' মাহমুদ,

১৯৬৩। ৫ বি অবতরণিকা। 'পটুম্মিকা ছাড়া বক্তব্য অর্থহীন হত।' গঙ্গীহ, ১৯৬৮।

পটমুগুপ [স] বি শামিয়ানা দিয়ে নির্মিত যতপবিশেষ। 'রাজা, পাকশালায় সমীপবর্তী পটমুগুপে উপবিষ্ট ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পটস্থ [স] বি চিত্রে অঙ্কিত। 'পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয় বোধ হয় ...' প্রশম, ১৯১৩।

পটাকাশ [স পট-আকাশ] বি পটুম্মি। 'রচয়িতার সেই মনোজগৎ বা পটাকাশ।' জবন, ১৯২৫।

পটাবগুর্জন [স] বি কাপড়ের ঘোমটা। 'সত্যত পটাবগুর্জন পূর্বক অন্তঃপুরে বাস করেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

পটাম্বর [স পট-অঘর] বি বেশমি বস্ত্র। 'নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলি কমল ইহ নহএ কপাল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পটে-আঁকা বিণ ছবির মতো। 'পটে-আঁকা-ভরুমী দেবীমূর্তির ...' বিজুতি, ১৯৩১।

পটের পুতুল বি ছবির মতো সুন্দর পুতুল। 'পটের পুতুল সেজে বেসেগেও বাড়ীতে ফিরে এসে আবার ... অপরিচ্ছন্নতা।' বেগম, ১৯৪৭।

পটক [স] বি বস্ত্র। 'শাল পটকের কপালের ফের কুটার বনাত দেশ জুড়েছে।' লালন, ১৮৯০।

পটকা [ধন্য] ১ বিণ দুর্বল। ওর্গা, ১৭৮২। ২ বিণ বারেল করা। ওর্গা, ১৭৮২। ৩ বি বারসের ঠৈরি বাজিবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮২; 'তাহারা যত পটকা ইত্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ৪ বি কোরের আঁটো করে বাঁধার বস্ত্রবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫। ৫ বি বায়ুপূর্ণ থলি। 'মৎস্যের পটকার ন্যায় শব্দ।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'যাহা কোটার বেলায় আগে-ভাগে পটকাটা মাটিতে কাটিয়ে দিতে হয়।' জবন, ১৯২৫। ৬ বিণ পটকা। 'যত মোটকা মিলে বাসতি দেখি পটকা পিলে।' নজরুল, ১৯২৬।

পটকা পামরি জাদ বি উত্তম বস্ত্রের কোমরবন্ধ। 'পটকা পামরি জাদ ঘোড়া জোড়া আর।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

পটকান [স পতন] বি আছাড়। 'জয়নাব বিবি ধুলায় পড়ে পটকান বাইয়া।' গঙ্গীহ, ১৭৬৮।

পটপট [ধন্য] ১ বি কোনো কিছু ফাটার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট পট করিয়া ছিড়িতছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বস্তু ছোঁড়ার শব্দ। 'আমার অবসরের-ভাঁজে-চড়ানো অনেক সাধারণ সূত্রগুলি পট পট করে ছিড়তে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯৬৮।

পট পট করে ক্রিয়ণ ভৎসন্য। 'রোগীগুলোকে হাতে গেলে ডাক্তার-সাধেব পট পট করে ঘেরে ফেলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পটপটপট [ধন্য] ক্রিয়ণ মড়ি ইত্যাদির বাঁধন ছোঁড়ার ধ্বনি করে। 'পটপটপট গিরা ছিড়ে হায়া নড়ে ছটফট।' নজরুল, ১৯২২।

পটপটানি [ধন্য] বিণ পটপট শব্দ করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

পটপটি [ধন্য] বি পটপট আওয়াজ হর এমন বাজিবিশেষ। 'আম-জামের পাতা পটপটির মতো শব্দ ফুলে ফাটিছে।' কায়সার, ১৯৬৫।

পটপটি [ধন্য] বি ছোটো পাছবিশেষ। 'চামের সময় একটা পটপটিরও শোকড় ভাল উঠে নাই।' তারা, ১৯৪২।

পটবিভহ ত্রি ক্রি সেচিলে। 'রোশন পছ লহ লতিকা আনি। পরতহ

জতনে পটবিভহ পানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পটমঞ্জরী [স] বি রাগবিশেষ। 'রাগ পটমঞ্জরী।' চর্চা ১, ১২০০।

পটিল [স পদতলা] বি পটোশ; নবজীবনবিশেষ। 'পটল বার্তাক কাল শাকের ভোজনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পটলচেরা চোখ বি লম্বাধলি বিবর্তিত পটোলের আকারবিশিষ্ট চোখ। 'পরদার পাশ ইহাতে একটি পটলচেরা চোখ তাঁকে দেখিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

পটলভাজা বি তেলে ভাজা পটোলের কালি। 'কয়েকখানা লুচি দুটো পটলভাজা।' জীবন, ১৯৩২।

পটল [স] বি অধ্যায়। পটল তোলা ১ ক্রি মারা যাওয়া। 'পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান।' ওর্গা, ১৮৫৮। ২ ক্রি আত্মশোপন করা। 'গুলিস আসবামার আমি পটল তুলেমা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

পটহ [স] ১ বি চাক। 'পটহ মূল্য সানি দশজ কাসর বেশি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কানের ভিতরের ঝিল্লি বা পর্দা। 'কর্ণতৃষ্ণা, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম, তাহাতেই ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

পটা [স পটা] বি পাথরের কলক। 'কেহ মাটি কাটে কেহ পাথর চাঁছে হাতী মাড়মর পটা।' রামাই, ১৭১০।

পটা ১ ক্রি পাঠানো। পটামু ক্রি পাঠাবো। 'আজ্ঞা কর নরবর আজী পটামু রামঘর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রি অনুগত হওয়া। 'আর যদি ছিট পটে তবে কড়ি ভাল।' ভবানী, ১৮২৮।

পটাকাশ হ্র পট

পটোটোটিপস [সি] বি পাতলা কালি করা ভাজা আলু। 'স্যাভেউইচ, কাছবামা, পটোটোটিপস ইত্যাদি।' শিবরাম, ১৯৭০।

পটাং [ধন্য] ক্রিয়ণ কোনোকিছু ভাঙার শব্দ করে। 'তিরিমতি খুর একে একে ভাঙল যখন পটাং।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পটাপট [ধন্য] ক্রিয়ণ দ্রুতগতিতে। 'সামনের কয়েকজনকে পটাপট চড় লাগাইয়া দেন।' মনসূর, ১৯৫৫।

পটাবগুর্জন হ্র পট

পটাম [ধন্য] বি গালে জোরে চড় মারার শব্দ। 'চড় কসালেন পটাম।' নজরুল, ১৯২৬।

পটাম্বর হ্র পট

পটানী [সি] বি মৃদঙ্গ। 'এবানকার কবীরা পটানী শেইটিং এ বিশেষজ্ঞ।' বেগম, ১৯৬৩।

পটাস, **পটাশ** [ধন্য] ১ বি কাঠের দণ্ড ভাঙার শব্দ। 'ছাড়ির বাঁট পটাস করিয়া ভালিল।' শব্দ, ১৯১৭। ২ বি দড়ি বা বেট জাতীয় কিছু ছোঁড়ার শব্দ। 'জবির কোমরবন্ধটা পটাস করিয়া ছিড়িয়া পড়িল।' শব্দ, ১৯১৭।

পটাস [সি] বি রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। 'গন্ধক ধোয়া, অ্যাসিড, পটাস, মোমছাল।' নজরুল, ১৯২২।

পটি [স পটিকা] বি তক্তা। 'স্মৃতিভাষ মোহতরু পটি জোড়িঅ।' চর্চা ৫, ১২০০।

পটি [স পটিকা] ১ বি বাজারের বিতাল; পটি। 'পৃথক পটি তাহা অতি শোভাকর।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি লরীরের ক্ষত স্থানে জড়াবার জন্য কাপড়ের লম্বা কালি; ব্যান্ডেজ। 'আমার ক্ষতটার পটি বেঁধে

দিয়াছিল। 'নজরুল, ১৯২২।

পটী বন্ধন কি পটী দেওয়া। ওসী, ১৭৮৫।

পটীয়ারী [স]। *কিন* ঠী বুঝি দক্ষ। 'মানব বিশ্ববিখ্যাত অত্যন্ত সৃষ্টিশীল-পটীয়ারী জাতিগোষ্ঠীতে মইয়ারী পটীর পরিচয় বহু...।' অক্ষর, ১৮৫৪: 'সৃষ্টিশীল পটীয়ারী, কামরুজাম সিদ্দ'। মুন্সীর, ১৯৬৬।

পটীয়ার [স]। *কিন* পটুত আছে এমন। 'অন্তঃসৃষ্টিকৌশলপটীয়ার জনগণতির বিশ্বব্রাজ্যে যে সমুদ্র স্থলবিহারী জীব নয়নপথবর্তী হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পটিত বি বালস। মাদোএল, ১৭৪৩।

পটী [স]। *বি* চিত্রকর। 'ভিন মিলে দেখিল পটী অনেক সজ্জি।' মাসাথর, ১৫০০। *২* *কিন* পারদর্শী। 'হইআ ব্রাহ্মণবটু ছয় বেদ অশে পটী।' মুন্সুর, ১৬০০।

পটীতর [স]। *কিন* অধিকতর দক্ষ। 'সংস্কৃত বিদ্যা পটীতর সাহেব সোকেসের পরামর্শ'। দর্পণ, ১৮৩৩।

পটীতা [স]। *বি* দক্ষতা। 'শাক পটীতা ও সন্তানের প্রতিপালন।' গৌর, ১৮২২।

পটীত [স]। *বি* দক্ষতা। 'সে সযত্নে 'অপিকিত পটীত' আছে।' রবীন্দ্র, ১৮২২।

পটীকা [জদ্যা]। *বি* কোমরবস্ত্র। 'পটীকা বেড়ার নড়ি মায়া গল দর কল'। মুন্সুর, ১৬০০।

পটীয়া, পটীয়া [স]। *পটী*। *১* *বি* পটচিত্র অঙ্কন করে যে; চিত্রশিল্পী। 'বাহতি পটীয়া কান কনবি যতক'। ভারত, ১৭৬০: *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'বর সে করিতেছে পটীয়ার'। মালিক, ১৯৩৬। *২* *বি* পটের আঁশ নিয়ে শিলা ইত্যাদি তৈরি করে যে। ওসী, ১৭৮২। *৩* *বি* সারালি হিন্দু বর্ণনাম-বিশেষ। 'রঘুনাথ পটীয়া'। সেবগি, ১৮৪০।

পটে-আঁকা পট

পটোল [স]। *পদতল*। *বি* সবজিবিশেষ। 'পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুখাও মানচাকি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পটোলকেত [পটোল+স কেত]। *বি* পটোল চাষের জমি। 'চরের ধারে-ধারে চানীরা পটোলকেত সিঁড়িহাওয়ে।' বিজুতি, ১৯২৯।

পটী [স]। *১* *বি* রেশম। 'পটী নেত বালিশ পোড়ের চারি পাশে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। *২* *কিন* প্রধান। 'রাজা পটীয়ারীর সহিত পাদচায়ে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ...।' মুন্সুর, ১৮১২।

পটীচোরি [স]। *পটী*+স *চোর*। *বি* রেশমের দড়ি। 'কাটিত বন্ধ দূর হুল পটীচোরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পটীয়ারক [স]। *বি* প্রধান কুশীলব। 'নবমে পোশীনাথ পটীয়ারক বিয়োদ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পটী নেত [স]। *পটী*+স *নেত*। *বি* সূচ রেশমি কাপড়। 'পটী নেত বালিশ পোড়ের চারি পাশে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

পটীবার [স]। *বি* রেশমি কাপড়। 'পটীবার শিরে পটীবার পরিধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পটীবাস [স]। *বি* রেশমি কাপড়। 'কাবার কৌশীল ছাড়ি দিয়া পটীবাস।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

পটীময় [স]। *কিন* রেশমি সূতায়ে বোনা। 'খরে আছি পটীময় শাড়ি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পটীমহিষী [স]। *বি* পটীয়ারী; প্রধান রানী। 'পটীমহিষীর সহিত অক্ষয়ীড়া করেন।' মুন্সুর, ১৮১২।

পটীয়ারী [স]। *বি* প্রধান রানী। 'রাজা পটীয়ারীর সহিত পাদচায়ে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ...।' মুন্সুর, ১৮১২।

পটীয়ারী [স]। *পটীয়ারী*। *বি* প্রধান রানী। 'পটীয়ারী আশন রূপ ওপেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।' মুন্সুর, ১৮১২।

পটীশাড়ী [স]। *পটী*+স *শাড়ি*। *বি* রেশমি শাড়ি। 'চিত্রের পটীশাড়ী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পটীসুর [স]। *বি* রেশমি সূতা। 'কটি পটীসুর জোড়ী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পটীহ [স]। *পটী*। *বি* অরুণাক। 'সত্তরা পক্ষধনি পটীহ দুগতি বেনি।' মুন্সুর, ১৬০০।

পটী [স]। *পটী*। *১* *বি* মোটা বস্ত্রবিশেষ। 'চামর পামরি ভোট সন্ধ্যাত গজঘোট পটী সত্তরখ লাগে মাথে।' মুন্সুর, ১৬০০। *২* *বি* ক্ষতস্থান ঢাকার জন্য খণ্ড কাপড়ের পত্র। 'বিবি পটী বৈশে দিলেন।' মুন্সুর, ১৯৪৯।

পটী [স]। *বি* ধোকা; ভাঁকি। 'তোমরা কেবল পটী দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরত ...।' শরৎ, ১৯১৭।

পটী, পটী [স]। *পটী*। *১* *বি* রাজা। পটীদার [স]। *পটী*+স *দার*। *বি* মুন্সী-জমিদার। 'পটীদার হেং ছিল সম্রাজ্যেই উৎসাহ করিয়া দিয়া আপনাই সর্বাধিক হইল।' রঘুনাথ, ১৮০১। *২* *বি* পড়া; মস্ত্রা। 'রাজ্যটা পার হইলেই তো তোমার বাদামতলীর মাণীপটী।' ইন্দিরাস, ১৯৭২।

পটীশ, পটীশ [স]। *বি* ফলমূলক বর্ণ। 'পেলিয়া পটীশ লোকে আগলয়ে নিয়েছে সরনি।' মুন্সুর, ১৬০০: 'চক্র কুলিস দমা মুসল পটীশ।' কবীন্দ্র, ১৯৮৯।

পটী [স]। *পটী*। *বি* মোটা পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'গায়ে পরম পটীর ওপর ...।' জীবন, ১৯৪৮।

পটীলসি [স]। *কিন* পাঠোলা। 'যোগি পটীলসি জ্ঞাত অতিকর। উচিত হ'ন রহল তহিক বিবেক।' বিদ্যাপতি, ১৫৬০।

পটন [স]। *১* *বি* জপ। 'সেই সেই ভাবে দ্রোণ করিয়া পটন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'অনিয়া তাহার ভক্তিমোদের পটন।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। *২* *বি* পড়া; পাঠ। 'শিখন পটন ও পলিত পাঠ।' দর্পণ, ১৮৩৬।

পটনক্ষয় [স]। *কিন* পড়তে পারে এমন। 'ইসহেজী ভাষা পটনক্ষয় এতদেশীর দশ জনও গ্রাহ্য ছিলেন না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পটন-পটন [স]। *বি* পাঠ শেখা ও শিক্ষা দেওয়া; পড়া ও পড়ানো। 'এইরূপ অপর পটন-পটন-ব্যাখার'। রবীন্দ্র, ১৯০২: 'পটীর পটন পান করবার, ব্যাখ্যার শেখবার, নাক্তী টোপবার ও বড়ি সেলাবার সোক'। গ্রন্থ, ১৯২০।

পটনীর [স]। *কিন* পাঠের যোগ্য। 'অবশ্য পটনীর ভাষার পর্যায়ভুক্ত।' এসলাহ, ১৯১৭।

পটনের বর [স]। *বি* পড়ার বর। 'দুইটা পটনের বর আছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

পটিত [স]। *কিন* পাঠ করা হয়েছে এমন। 'অনেকো পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচলিত, পটিত এবং অভিজীত।' বক্তির, ১৯৮৭।

পটিতব্য [স]। *কিন* পাঠ করতে হবে এমন। 'পটিতব্য অংশের নাম

সহ তাঁহারদিগের নাম অশ্রেয়ী প্রকাশ করিলাম।' দর্পণ, ১৮৩৭।

পঠমান [স।] বিপ পঠিত হচ্ছে এমন। 'বৈজ্ঞানিক কর্তৃক পঠ্যমান এক দ্রোক প্রবণ করিলেন।' হরহরাসদায়, ১৮১৫।

পঠমঞ্জরী [স পটমঞ্জরী] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'পঠমঞ্জরীরাগ।' বহু, ১৪৫০। 'পঠমঞ্জরী কাকি ঠাটের সশূণ্য রাগিনী।' নবরঙ্গ, ১৯৩৫।

পঠমঞ্জুরি [স পটমঞ্জরী] বি (সংগীত) কাকি অথবা বিলাস ঠাটের একটি রাগ। 'পঠমঞ্জুরি রাগ।' মালাধর, ১৫০০।

পঠা [স গ্রন্থানু] > কি পাঠানো। পঠাইছি কি পাঠিয়েছো। বোগল, ১৭৭০। পঠাইবেন কি পাঠাবেন। বোগল, ১৭৭০। পঠাব কি পাঠাবো। 'বেরি বেরি বোশি পঠাব।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

পঠা [স পঠন] > কি পাঠ করা। পঠন্ত কি পাঠ করেন। 'পঠন্ত নারদ মুনি সুনে সেব শোক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পঠাইল কি দেখালো। 'ধনু বিন্দ্য পঠাইল জল অধিকারী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পঠিবার কি পড়তে। 'এক বিদ্য পাইয়া দিলেক পঠিবার।' আশাশু, ১৬৮০। পঠে কি পাঠ করে। 'জ্ঞান জ্ঞান বেদ পঠে অধ্যয়ন।' মালাধর, ১৫০০।

পড়তা [স পড়] > ১ বি লাভের ভার। 'জয়কেন্দ্রা পদগোচনকে ফাঁসিয়ে তুলসেন, পড়তাও ভালো চট্টো।' হস্তম, ১৮৬১। ২ বি ভাগ্য। 'পড়তা ছিল ভাল যখন, কি হাতে হস্তন তখন, মেরে তাস করিতাম হতলো?' মশাররফ, ১৮৬৯। 'আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ।' মুজতবা, ১৮৬৬। ৩ বি সুসঙ্গ। 'মধুরবাবুদের বাড়ির মানুষদের জীবন কখনো কোনো পড়তা পরে না।' জীবন, ১৯৩১।

পড়তি বিপ শেষ হচ্ছে এমন; পড়ন্ত। 'পড়তি দুপুর বেলায়।' শামসুল, ১৯৫৬।

পড়ন [স পঠন] > বি ধর্মশাস্ত্র। 'পরমেশ্বরের পড়ন।' মানোএল, ১৭৪৩।

পড়ন [স পঠন] > ১ বি কামড়ানো। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি পঠিত। 'তোমার কোনো পড়ে, ভয় কি তার পড়কো?' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পড়বেশী [স প্রতিবেশী] বি প্রতিবেশী। 'টালত মোর ঘর নাই পড়বেশী।' চর্চা ৩০, ১২০০।

পড়শি, পড়শী, পড়সি [স প্রতিবেশী] বি প্রতিবেশী। 'পড়শি বীরের বলে গোলাঘাটে বীর চলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'নন্দী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী।' চিত্রী, ১৬০০। 'মুন্সুরা নাহিক বাসে আকটি অস্ত্রের আগে পড়সিরে জিন্দায়ে ব্যরতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পড়শিনী বি স্ত্রী পড়শি; প্রতিবেশী। 'ওগো পড়শিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পড়শি হওয়া কি প্রতিবেশী হওয়া। 'পড়শি হইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

পড়হ [স পঠ] বি বাসায়বিশেষ। 'তব নির্বাসে পড়হ মান্দা।' চর্চা ১৯, ১২০০।

পড়া [স পঠ] বি তদ্রূপ। 'ক্ষীতা হই বনগণ শাসন পড়া।' চর্চা ৪৭, ১২০০।

পড়া [স পঠন] > কি পাঠ করা। পড় কি পাঠ করে। 'পড় গাও রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়ারছ তুমি।' বৃন্দা, ১৫৮০। পড়এ কি পাঠ করে। 'পড়এ সাধুর বালা।' মুকুন্দ, ১৬০০। পড়ছিলাম কি পড়ছিলাম। 'প্রবন্ধ পড়ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। পড়িআ কি পাঠ করে। 'চতুর্থে পড়িআ লোআ শিরে জল দিবা।' বাহরাম, ১৬৫০। পড়িতে কি পাঠ করতে। 'পড়িতে পুস্তক নাই লিখিতে অক্ষর।' বাহরাম, ১৬৫০।

পড়িমু কি পড়লাম। 'পড়িমু পড়ামু যত যিহা সে সকল।' ভারত, ১৭৬০। 'পড়িবার কি পড়ার।' ভূড়াদি গেলেন তর্ক পড়িবার আসে।' মানিকরাম, ১৭৮১। পড়িবারে কি পড়তে। 'পড়িবারে গেলা তবে গুরু নিকতনে।' রূপরাম, ১৭৫০। পড়িবেক কি পড়বে। 'জদি সরবরাহ হুদর মত হয় হরপিস পড়িবেক না।' হালাহেত, ১৭৩০। পড়িয়াছি কি পাঠ করেছি। 'পড়িয়াছি নানা তন্ত্র।' মুকুন্দ, ১৬০০। পড়িল কি পাঠ করলো। 'পড়িল চৌসটি বিদ্যা গুরু সন্নিধানে।' মালাধর, ১৫০০। পড়া কি পড়ে। 'মস্তিষ্য বিদ্যার রসে লিখ্যা পড়া নানা দেশে।' রূপরাম, ১৭৫০। পড়াছি কি পাঠ করেছি। 'পড়াছি অনেক পুথি লিখ্যাছে বিত্তর।' রূপরাম, ১৭৫০।

পড়নেওলা বিপ পাঠ করে এমন। 'একমাত্র 'আনন্দবাজার'-পড়নেওলা গ্রাম্য বাঙালি ...।' মুজতবা, ১৯৫৮।

পড়া [স পঠন] > ১ বি পাঠাবার। 'আমি পড়া ছুসে যাই, মটার মশর মারেন।' গিরি, ১৮৮৯। ২ বি পড়া। 'মায়ে মায়ে স্যাঁতা-পড়া দাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি মন্ত্রপুত্র। 'শীরের পড়া জল।' জসীম, ১৯৩৩।

পড়া করা কি নির্ধারিত পাঠ প্রস্তুত করা। 'ওহা পড়া করে দুহোর-বন্ধ ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পড়া-টড়া বি শোষণপড়া। 'তুমি যাও তোমার পড়া-টড়া কর গিরে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

পড়কি [স পঠন] > বিপ পাঠ গ্রহণ করেছে এমন। 'সকলই পড়ত মুকুন্দ পড়ারারা পড়ান ছিল।' দর্পণ, ১৮২৬।

পড়া-পড়া বিপ পড়ার ভান করে এমন ভাব প্রকাশক। 'করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পড়াশাখী [স পঠন] > বি শোচনো কথা বলে এমন পাখি। 'তুমি পড়াশাখী হও করি ক্রতি।' রায়হাস, ১৭৮০।

পড়াশানি বি মন্ত্রপুত্র পানি। 'শানাল শীরের সিল্লি মালিশ খেতে দিল পড়াশানি।' জসীম, ১৯২৯।

পড়াশনো [স পঠন-প্রবণ] > বি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। 'পড়াশনো বেশি করেনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পড়া সুন্যা [স পঠন-প্রবণ] > বি পড়াশনো। 'পড়া সুন্যা হইলে শিত ব্যয় করি নিজ বসু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পড়া [স পঠন] > ১ কি বিবৃত হওয়া। 'বেটিল হার পড়হ চৌসী।' চর্চা ৬, ১২০০। ২ কি পড় হওয়া। 'তবে না পড়ি রাধা কাহাঞির হাখে।' বহু, ১৪৫০। ৩ কি পড়িত হওয়া। 'পুনরাপি ভূমো পড়া করএ তন্দ্রা।' মালাধর, ১৫০০। ৪ কি হোঁ মারা। 'উড়িয়া পড়িয়া মল্য ধরে মল্যারামা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ কি মরল হওয়া। 'কালাবরণ হিরণ শিখন ঘরে পড়ে মনে।' চিত্রী, ১৬০০। ৬ কি আবদ্ধ হওয়া। 'রাজভোগে পড়িআহ ভোগে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ কি প্রাণ হারানো। 'যেই হানে যেই বীর পড়িবে যেই মত।' সুলতান, ১৭০০। ৮ কি বোঝিত হওয়া। 'হন পড়ে জরজর দূরে হৈতে পশ তনি।' রূপরাম, ১৭৫০। ৯ কি ক্ষরন হওয়া। 'মদনা ভাহার রাণী চক্ষে না পড়িল পানি।' রূপরাম, ১৭৫০। ১০ কি থাকা। 'মবলশ বাকি পড়িয়াছে ভাহার কিছুই আদাম করিতে পারে না।' হালাহেত, ১৭৩০। ১১ কি হওয়া। 'তোমার কাজ কথক তকাত পড়িবে।' হালাহেত, ১৭৩০। ১২ কি শীরের দিকে প্রবাহিত হওয়া। 'বৃক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ান।' মানিকরাম, ১৭৮১। ১৩ কি ছাপিয়ে গঠা। 'অতি বৃদ্ধ নয়নে পড়েছে তুরুর ঝোপা।' মানিকরাম,

১৭৮১: ১৪ কি শেষ হওয়া। 'বেলা যে পড়ে এল জলাকল চল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১৫ কি শুরু হওয়া। 'চৈতন্যম পড়ুয়ে তবু এবার কিছু গরম পড়েনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১৬ কি নামা। 'কাপড়-চোপড় খুলে সেই ভোদার মধ্যে গিয়ে পড়তুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১৭ কি উপনীত হয়। 'যখন আসল পয়সার পড়তুম তখন পাল পাওয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১৮ কি ধরা পড়া। 'সে কবলর তেমন মাছ পড়িল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১৯ কি আসা। 'অনেক জমানে টাকা হাতে পড়িয়াছে।' শরৎ, ১৯১৭। পড়ুজ কি পড়ে। 'বেটিল হারু পড়ত ঠোঁটাল।' চর্য্য ৬৫, ১২০০। পড়ুজ কি পড়ছে। 'নামাজ পড়ত সবে হই একমুহুর/পঞ্চম গিয়া সবে নবীর গোচর।' সুসভান, ১৭০০। পড়ুতে ক্রিবিপ পড়ার সময়ে। 'পাক কেতুআল পড়ুতে মায়ে শিটত কাছী বানী।' চর্য্য ১৪, ১২০০। পড়ুই কি মাথা নত করাই। 'সোলে কৈল ভাই মোর পড়ুই চরনে।' মাল্যধর, ১৫০০। পড়ুই কি পড়ছি। 'না লইহ সোলে মোর পড়ুই চরনে।' মাল্যধর, ১৫০০। পড়ুম কি পড়লাম। 'আবি বিহাদার মধ্যে তয়ে পড়ুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। পড়া কি পড়ে; পড়িত হয়ে। 'গুনরপি হুয়ে পড়া করএ ক্রন্দন।' মাল্যধর, ১৫০০। পড়ি কি পড়িত হয়ে। 'তারা পড়ি গেল মিঠা।' বড়ু, ১৪৫০। পড়িব ১ কি পড়বে। 'তবে না পড়িব রাখা কাহুকিরি হায়ে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি গড় হয়ে। 'পড়িব চরণে পড়ি সকল হায়া কিছু বলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। পড়িঝাঁ কি পড়ে। 'সড়ি পড়িঝাঁ রে মুড় তা ভব মাগই।' চর্য্য ৪৫, ১২০০। পড়িআছ কি আবছ হয়েছো। 'রাতেতোলে পড়িআছ তোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। পড়িআছে কি পড়ে আছে। 'পড়িআছে হেনে তনু কুমির উপর।' বাহরাম, ১৬০০। পড়িছে ১ কি পড়িত হচ্ছে। 'পড়িছে।' সুভদ্র মেঘেতে জেন পড়িছে বিদ্যুর।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ কি প্রাণ হারিয়েছে। 'যশ বীর পড়িছে সবার চিন পাইলা।' সুসভান, ১৭০০। পড়িব কি প্রাণ হায়াবে। 'বেই মুড়ি বেই বীর পড়িব সেই মত।' সুসভান, ১৭০০। পড়িঝা ১ কি পড়ে; পড়িত হয়ে। 'অমরের রূপ ধরি হুসুমে পড়িঝা।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ কি হোঁ ঘেরে। 'উড়িয়া পড়িঝা মল্যা ধরে মন্দ্যারানী।' মুকুন্দ, ১৬০০। পড়িল ১ কি এসে গেলো। 'ভাল গীত পাএ বুলী পড়িল মদনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি পড়ে গেলো; যারা গেলো। 'পড়িল অনেক সৈন্য গেল যমবন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পড়িলা ১ কি গড়লো। 'ভিজ ধাঁট ধাট পড়িলা সবকো মনাসুয়ে সেজি ছাইনী।' চর্য্য ২৮, ১২০০। ২ কি গড়লো। 'সেবমায়োঁ আলিত/এবার রাখা/পড়িলা আবার হায়ে।' বড়ু, ১৪৫০। পড়িলাও কি পড়লাম। 'পড়িলাও নামার জ্বলিল সে পাকে।' মাল্যধর, ১৫০০। পড়িলাহা কি পড়িত হলে। 'সোমর মাউলানীত তোলে পড়িলাহা।' বড়ু, ১৪৫০। 'মোর রূপ ঘোঁরনে পড়িলাহা তোলে।' বড়ু, ১৪৫০। পড়িলাহোঁ কি পড়লাম। 'গুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হায়ে।' বড়ু, ১৪৫০। পড়িলিসি কি পড়লো। 'পড়িলিসি মোর হায়ে বিকিট মরন।' মাল্যধর, ১৫০০। পড়িলী কি পড়লো। 'রাখা পড়িলী কাহের বেড়ে।' বড়ু, ১৪৫০। পড়িলুঁ কি গড়লো। 'ভূগ প্রায় হই গিয়া কোথার পড়িলুঁ।' কৃন্দা, ১৪৮০। পড়িলো কি গড়লো। 'সমুখ লীঠে পড়িলো বনত।' বড়ু, ১৪৫০। পড়িলোক কি গড়লো; পড়িত হলো। 'সেই বিজ্ঞ পড়িলোক তার চোঁট হতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পড়িলোঁ কি গড়লো। 'নিরহ কাহুকিরি হায়ে পড়িলোঁ।' বড়ু, ১৪৫০। পড়ীল কি গড়লো। 'চক্ৰঘাটে হুও তার পড়ীল কটাঁরা।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পড়ু ১ কি পড়ুক। 'মোর মগাপতক পড়ু মোর মুখে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি পড়ে। 'সর্বক্ষণ চিত্তা স্তবী অধীক্ষণ পড়ু।' মুকুন্দ, ১৬০০। পড়ে ১ কি পড়িত হয়। 'তিত হৈরা পড়ে জরাসন্ধ মহামনি।' মাল্যধর,

১৫০০। ২ কি ঘোষিত হয়। 'যন পড়ে জ্বরফলি দুয়ে হৈতে শখ তনি।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ কি নীরের নিকে নামে। 'বুক ঘেরে পড়ে ধারা অকোর নামান।' মানিকরায়, ১৭৮১। পড়েছে কি ছাপিয়ে উঠেছে। 'অতি বৃদ্ধ সরসে পড়েছে তুলু কাঁপা।' মানিকরায়, ১৭৮১। পড়ো কি পড়লো। 'ক্রমে নিল এসে পড়ো।' হুতায়, ১৮৬১। পৈড়োহে কি পড়েছে। 'পুকুর পৈড়োহে মনে।' হুতায়, ১৭৭০।

পড়ু ১ বিপ পড়ুহে এমন; পড়ুনোদুঃ। 'আকাশ থেকে পড়ু ভায়া, হুদয়ের বাহুমল মুঁতে-না-মুঁতেই কুলে গুঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিপ তেজ কমে আসছে এমন। 'দিনাতের এই পড়ু রোমুদে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৩ বিপ শেখ। 'বউ তুমি পড়ু বরনী মাতা দেন।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পড়ু-পড়ু ১ বিপ পড়ে যাচ্ছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিপ এখনই বসে পড়বে এমন। 'পড়-পড় আকাশের কোলা শমিয়ানা।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বিপ অজ্ঞারমান। 'বেলা যখন পড়-পড়, আকাশের কিনারায় সাঁতারের কলসি ডুব-ডুব।' কল্লী, ১৯৮০।

পড়বি পড় মালির খাড়েই – যার ভয়ে ভীত ঠিক তার কাছেই বরা পড়া। 'পড়বি পড় মালির খাড়েই, সে ছিল গাছের আড়েই।' নজরুল, ১৯২৬।

পড়াভায়া [পড়ান+স+ভায়া] বি উচ্চ। মনোএল, ১৭৪০।

পড়িহু পড়িহুতে ক্রিবিপ পড়ো পড়ো ভাবে। 'এক কবসরের একটি পিট ... পড়িহুতে পড়িহুতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।' বর্ধিম, ১৮৭৪।

পড়ে আনা ১ কি শেষ হওয়া। 'বেলা যে পড়ে এল জলাকল চল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ কি প্রতিফলিত হওয়া। 'প্রতিফলতার পশ্বেও যানিকটা অভ্যাসের কোথা পড়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পড়ে থাকা ১ কি অবলোকে মনে নিরে অপেক্ষা করা। 'শখ চেয়ে সন্ধ্যা পড়ে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ কি রত থাকা। 'আজ সন্ধ্যা সন্ধ্যা বোহার সেইটু নিরে পড়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ কি অব্যবহৃত বা ওলটুহীনভাবে থাকা। 'বেসে রাখাশেই কি পড়ে রবে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পড়ে পড়ে ভাবা – নীরবে চিন্তা করা। 'সৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অল বিহারে গিয়ে পড়ে পড়ে বাবুহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পড়ে পাওয়া টাকা চৌক আনাই লাভ – বিনা পরিশ্রমে বা পাওয়া যায় তা-ই লাভ। সুভল, ১৯০৬।

পড়ে যাওয়া কি কোনো কিছু পড়িত হওয়া। 'পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল।' বর্ধিম, ১৮৭৮।

পড়ে-পাওয়া বিপ পড়িত অবস্থার প্রাপ্ত। 'বতটুকু পড়ে-পাওয়া ভতটুকু ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পড়াঁ [স পটহ] বি বায়ব্যব্রবিশেষ। 'সোপথি শব্দ জোড়া মূদ্রণ বসে পড়াঁ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পড়ান'র পড়া'

পড়ান' কি পাঠ করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

পড়ানী [স পঠন] বি পাঠা বিষয়। 'মহম্মদ পড়ানে পড়ানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পড়ানো [স পঠন] কি পাঠ করানো। 'হিস্যুলকেনজামক পাঠশালায় ... হেসে পড়ালেই বড় বিদান হব।' চন্দ্রিম, ১৮৮০। পড়াই কি শিক্ষা দিই। 'নিরন্তর পড়াই শাখ কর নাই বই।' মুকুন্দ, ১৬০০। পড়াইহু

কি পাঠ করাবে। 'মোর নামে খোতাবা পড়াইল সর্বদেশ।' বহরাম, ১৬০০। পড়াএত্রিবিধ পড়িয়ে। 'নাম দিয়া তুচ্ছ কৈল পড়াএত্রিবিধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। পড়ানু কি পড়াবে। 'পড়ি পড়ানু বত মিহা সে সকল।' ভারত, ১৭৬০। পড়ান্য কি পাঠ করালে। 'সাত মাসে সাত টাকা পড়ান্য পোসাঞি।' রায়দাস, ১৭৫০।

পড়ানুনিয়া কি কথা বলতে পারে এমন মুনিয়া পাখি। 'এক পড়ানুনিয়া ... কহিলেক আমি ইহাশিলে তড়াইয়া হিল।' ভাষ্করি, ১৮০০।

পড়াশি কি গাছবিশেষ। 'পড়াশি পুন্যজি কাটিল ভুরেতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পড়িআন [স প্রতিমান] বি ওজন করার বাটখারা। বিদ্যা, ১৮৯১।

পড়িষাএ [স পরিগ্রহ] কি রক্ষা করে। 'সেখো কে বা পড়িষাএ তারে।' বড়, ১৪৫০।

পড়িচাটী [স পরিচর্য] বি সেকক। 'দক্ষিণ হায়ের পড়িচাটী ভোগ ডাকিয়া যায়।' দর্পণ, ১৮২৫।

পড়ি পড়ি [স পতন] বি পড়ে গাওয়ায় ভাব। 'জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পড়িতার [স পরিচর্য] কি ডেবে দেখ। 'মনে পড়িতার কাহাঞি আকার বচন।' বড়, ১৪৫০।

পড়িমরি ক্রিবিধ ব্যতিক্রম। 'আপন গামছা পরেই পড়িমরি হয়ে সে সাতপাক ঘুরবে।' মুকুন্দ, ১৯২৮।

পড়িয়াল বি ব্যঙ্গিল হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কৃষ্ণহরি পড়িয়াল।' সের্বি, ১৮৪০।

পড়িহাস [স পরিহাস] বি পরিহাস। 'কেহে কান্ধ হেন পড়িহাসে।' বড়, ১৪৫০।

পড়নি বিন পড়হে এমন। 'বি.এ. পড়নি মেয়ের কথা শুনে রাধেকান্দে অবাক।' বড়, ১৯৪৯।

পড়ুয়া, পড়ুআ [স পঠ] ১ বি ছাত্র। 'নিদক পাখী যত পড়ুয়া অধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি যে ব্যক্তি পড়ানো শেখায়; শিক্ষক। 'যে পড়ুয়া বিদ্যা আমদের বাটতে ছিল সে বীনার ইয়া বাটা পিরাহে।' ওস, ১৭৭৯। ৩ বি যে ছাত্র অন্য ছাত্রকে পড়া শেখায়। 'টৌপিকে টৌপাড়িমর পাঠ চায় পড়ুয়াচর।' রামহরদাস, ১৭৮০। 'সকলেই পড়ার পূর্বে পড়ুয়াখারা পড়ান ছিল।' দর্পণ, ১৮২৬।

পড়ো [স পঠ] বি শিক্ষার্থী। 'পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর।' ভারত, ১৭৬০।

পড়ো [স পতন] বি অপ্রবৃত্ত। পড়োবাড়ি বি অপ্রবৃত্ত বাড়ি; জনবন্দু বাড়ি। 'তাই কি মনে আসে পড়োবাড়ির খুড়ি?' লজ্জা, ১৯৬৫।

পড়ো-পড়ো [স পতন] বি পণ্ডিত্যলব্ধ; পড়ে যাচ্ছে এমন। 'গাছতো বড়ো বড়ো তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'পড়োপড়ো বীহিল্লি মায়ের ঘরটা কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে।' হাসান, ১৯৬৭।

পড়ো-ভিটা, পড়োভিটে বি অপ্রবৃত্ত ঘরের ভিত। 'বহুসংখ্যক মাটির এবং ইটের বাড়ীর পড়ো-ভিটা ... আজও সেখা যায়।' ভারত, ১৯৪২। 'কুলতলাপ পাশ দিয়ে, আরও দুটো পড়ো ভিটের ওপর দিয়ে।' হাসান, ১৯৬০।

পড়োকা [স পঠক] বি কোমরবন্ধ। 'সুবেহর পড়োকা বাঁধিল কটেশন।' বাহরাম, ১৬০০।

পড়োশি [স প্রতিবেশী] বি প্রতিবেশী। 'পাছের পড়োশি ভূমি করে শুধু করণা।' লজ্জা, ১৯৬৫।

পড়োশিনী, পড়োশিনি বি ক্রী প্রতিবেশী। 'সেই তো আমার অসেক কালের পড়োশিনী।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পড়ান [স প্রতিমান] বি বাটখারা। 'বীর দেয় অসুরি বান্যা প্রণাম করি কোঁখে বান্যা চড়াইখা পড়ান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পড়া [স পঠন] কি পড়া; পাঠ করা। পড় কি পড়হে। 'সিখিকুল নাচত অলিকুল জয়। বিলকুল আন পড় আশিষ ময়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পড়ার কি পড়াবে। 'দুজবার কোকিল ময় পড়ার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পড়ে কি পাঠ করে। 'সহস্র সহস্র বিদ্য পড়ে বেদবাণী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পড়ুয়া [স পঠ] বি শিক্ষার্থী। 'ঠোকা লোয়া উঠিয়া গ্রন্থ পড়ুয়া মরিবার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পণ [স] বি সংখ্যার পরিমাপবিশেষ; বিন পণ্ড পরিমাপ। 'ভাতে ঘোল পণ দিয়া মাছানো।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বিবাহের যৌতুক। 'হিত-উপদেশ বলি ফুরায় নদীর বাসি আর বিনে যদি করি পণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি প্রতিজ্ঞা। 'যে পণ কহাছি মনে সেই সে করিব।' জ্ঞান, ১৬০০। ৪ বি বাজি। 'করিবাম প্রাণ পণ তাহার কারনে।' মূলতান, ১৬৫০। ৫ বি সেকক। 'যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সভাসম্মেলনের প্রচারে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

পণ্ডুখা [স] বি যৌতুক প্রথা। 'পণ্ডুখার বিরুদ্ধে যত আন্দোলন উঠিয়াছে।' ঘনিক, ১৯৩৭।

পণ্ডমুক্ত [স] বিন দায়মুক্ত। 'বহুল পরে হয়েছি সে পণ্ডমুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পণাপণ [স পণ] বি যৌতুক। 'বিবাহের পণাপণ বা কি খরচ পরে বা কি করিয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

পণশ [স পনস] বি কাঁঠাল। 'নানাবিধ ফল নারিকেল আশ্র পণশ কদলি।' রামরাম, ১৮০১।

পণাপণ প্র পণ

পণাল [স প্রণালী] বি মণাল। 'কমলিনি কমল বহই পণালে।' চর্যা ২৭, ১২০০।

পশি [স] বি ছোটো ঘোড়া। 'নাতিদের একটা পশি, আর আদত চারিটা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

পশিআ [স পানীয়] বি পানি। 'মই অহারিল গম্বত পশিআ।' চর্যা ৩৫, ১২০০।

পশী [স পনন] বি মৃৎপাত্রাদি গোড়ানোর চুক্তি। 'মোর মন পেড়ে যেহে ফুড়ারের পশী।' বড়, ১৪৫০।

পণ [স] ১ বিন নষ্ট। 'তবাবেই তাবৎ কিয়া পণ।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিন নিষ্কল। 'যে বিদ্যা শ্রুতিগত, বাহার প্রয়োগ জানা বই, তাহা যেমন পণ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পণ করা কি নষ্ট করা। 'আপনাদিগের কর্তৃ পণ করা নিতান্ত অন্তর্ভুক্ত কর্তৃ' উমেগ, ১৮৫৭।

পণ্ডতা [স] বি ব্যর্থ করার প্রয়াস। 'পাণ্ডিত্যের পণ্ডতা থেকে রক্ষা পাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পণ্ড পরিগ্রহ [স] বি বৃথা পরিগ্রহ। 'অনিচ্ছিত ব্যক্তির অঙ্গুলস্ব কণা পণ্ড পরিগ্রহ।' হাইলেক, ১৮৬০।

পতাপতিত্ব

পতাপতিত্ব [স] বি নিশ্চল বিদ্যা। 'তবে তাহারা কেবল পতাপতিত্ব লাভ করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পতঙ্গম [স] বি বিফল প্রচেষ্টা। 'এক মাসেপিত্ত ক্রুর করিয়া পতঙ্গম করিল'। দর্শন, ১৮২৫।

পতঙ্গম করা ক্রি বিফল প্রচেষ্টা করা। 'মিলনের চেষ্টা করতে গিয়ে তথু পতঙ্গম করে মরচেন।' নজরুল, ১৯২৭।

পত্নী [স] বি জ্ঞান। 'তোমার উত্তম পত্নী'। ব্রহ্মসং, ১৬০০।

পতিত্বী [স] পতিত্ব। 'পতিত্বী'। গোখলা জাতী আভি পতিত্বী'। বড়, ১৪৫০।

পতিত্ব [স] ১ বিণ বিধান। 'অশ্বি তপ হরিলেক পতিত্ব সুমতী'। বড়, ১৪৫০। ২ বিণ বিধ। 'সুন হে পতিত্ব লোক একচিত্র মনে'। মালবধ, ১৫০০। ৩ বি আদালতের হিন্দু আইনজ্ঞ কর্মচারীবিশেষ। 'গোকার ও মৌলবি ও পতিত্ব'। ডানকান, ১৭৮৪। ৪ বি শাস্ত্রজ্ঞ। 'ব্রাহ্মণপতিত্বেরা কহিলেন'। মুক্তাঙ্ক, ১৮১০। ৫ বি নিশ্চক। 'পতিত্ব তাহাকে যাহা পড়াইবেন তাহাই তিনি পড়িবেন'। দর্শন, ১৮২৮। ৬ বি ব্রাহ্মদি হিন্দু ব্রাহ্মণের বর্ণনায়-বিশেষ। 'সম্মান্যায় পতিত্ব'। দর্শন, ১৮০০। ৭ বি চিকিৎসক। 'প্রচলিত দর্শন নব্যসম্প্রদায়ী প্রধান পতিত্বদিশের উপন্যাস নহে'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ৮ বি লেখক। 'পতিত্বেরা অশ্বপীত পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত আদারদু ইত্যদ্য বিকিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ৯ বি বিধ-সমাজ। 'মহাশ বিকিরে গিয়ে পতিত্ব পতিত্ব সমাজ'। হাফস, ১৮৬৬।

পতিত্বপান [স] পতিত্ব+পান। বি পতিত্ব; পানিত্য। 'অগ্নি সূচোনা, তুল কেহো না/এ নয় পতিত্বপান'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

পতিত্বপরিষেবিত্ব [স] বিণ জ্ঞানী-ওগীর যারা পরিষেবিত্ব। 'উক্ত দৌর্গন্ধ্যপানিত অনবরত পতিত্বপরিষেবিত্ব ...'। ভবানী, ১৮৭১।

পতিত্বপ্রবর্ত [স] বিণ পতিত্বপ্রবর্ত। 'এই প্রসঙ্গে পতিত্বপ্রবর্ত-স্বীকৃতিপত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ...'। প্রবন্ধ, ১৯০২।

পতিত্বপ্রবর্তিনী [স] বিণ স্ত্রী বিধান জ্ঞানদানকারী। 'পতিত্বপ্রবর্তিনী ক্রান্ত ভূমিতে ...'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পতিত্ববর [স] বি বিশেষ বিধান ব্যক্তি। 'কোন কোন তত্প্রিয়ানু পতিত্ববর উক্ত ভাষার ব্যোজ্যাকটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ...'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

পতিত্ব বিশেষ [স] পতিত্ব+আ বিশ। বি নিমন্ত্রণ শেষে পতিত্বের বিদ্যায়বহনের সময়ে সেওয়া উপহারসি। 'পাচলপ টাকা ও একটি শাল পতিত্ব বিশেষরূপে বিদ্যাসাগরকে দিতে গিয়ে ...'। রমেশ, ১৯১০।

পতিত্ব মহল [স] পতিত্ব+আ মহল। বি বিবসমাজ। 'কবিব্রহ্মলোক বলে ব্যাত আছে পতিত্ব মহলে'। ভবানী, ১৮৫৫।

পতিত্বমন্ড [স] বি পতিত্ব না-হেতু নিম্নলিখিত পতিত্ব মনে করে যে। পতিত্বমন্ড [স] বিণ স্ত্রী পতিত্বমন্ড। 'এই লোক সে পতিত্বমন্ডার ভর্তা কেহন হয় তাহাই আমাসের কর্তব্য'। মুক্তাঙ্ক, ১৮১০।

পতিত্বমন্ড [স] বি পতিত্বমন্ড ব্রহ্ম; ব্রহ্ম পতিত্ব। 'নব্যসংখ্যক পতিত্বমন্ডের অনবরত কবিব্রহ্মলোকেপিত্ত কলিদাস'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

পতিত্বসমাজ [স] বি বিধ-সমাজ। 'পতিত্বসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর'। মুক্তাঙ্ক, ১৯৫২।

পতিত্ব [স] বিণ স্ত্রী বিধান। 'সে কন্যা সর্বপাত্রে পতিত্ব'। রাজীব, ১৮০৫।

১৮০৫।

পতিত্বমণ্ড [স] পতিত্ব+মণ্ড। বিণ পতিত্বমণ্ড। 'তোমার মতো পতিত্বমণ্ডা দুবছর ব্যক্তি নিচক ...'। নজরুল, ১৯২৭।

পতিত্বভিমানি [স] পতিত্বভিমানী। বিণ নিজেকে পতিত্ব মনে করে এমন। 'তত্বজ্ঞানি পতিত্বভিমানি ব্যক্তি বিশেষেরা'। দর্শন, ১৮২২।

পতিত্বভিমানী [স] বিণ নিজেকে পতিত্ব মনে করে এমন। 'অবলিখিত পতিত্বভিমানী নির্বোধ'। ভবানী, ১৮২৫।

পতিত্ব, পতিত্বী [স] পতিত্বী। ১ বিণ পতিত্বের মতো। 'দেখ বৃন্দীর সময় পতিত্বী কথা ক'সনে'। গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বিণ সংকৃত লবদবল। 'সে ভাষা হাছে পতিত্ব বাহ্যার বিকরমাত্র'। প্রবন্ধ, ১৯১০; 'আমরা আশোচ পতিত্বী বাসনা ও সবুজ বাসনার তুল্য বিরোধী'। দর্শন, ১৯২১। ৩ বিণ পতিত্বের পরিচয় মেলে এমন। 'আমি ... হিন্দুর-খ্রিস্টের, ধর্ম ও আর্ট প্রকৃতি বিশ্বের পতিত্ব প্রবন্ধের কথা বলিছেন'। প্রবন্ধ, ১৯২৭। ৪ বি পতিত্বের মতো আচরণ। 'তোমার চক্রে পতিত্ব দেখে আমার চোখের জল থাকিবে গেল'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পতিত্বী কথা বি পতিত্বী কথা। 'দেখ বৃন্দীর সময় পতিত্বী কথা ক'সনে'। গিরিশ, ১৮৮৭।

পতিত্বীনা [স] পতিত্বলব্ধ আচরণ। 'হিন্দু সংস্কৃতি ও পতিত্বীনার প্রভাব'। মোহনমণ্ডী, ১৯৪০।

পতিত্ব [স] পতিত্ব। বি পতিত্বের পৌড়ামি। 'টিকিত হিন্দুত্ব নয়, তঁরা ইহুত্ব পতিত্ব'। গঙ্গাবনী, ১৯২৬।

পত্নী [স] বি বিজয়ের মিলন। 'জগৎবিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পত্নী প্রবৃত্তি'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

পত্নীজ্ঞ [স] বি পত্নীজ্ঞ। 'পত্নীজ্ঞানের ভিত্তির মধ্যে পত্নী-নারীর হৌগড়াও গুকে কখনো লাগেনি'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পত্নীভরী [স] বি পত্নীভরী জাহাজ। 'বসিকের পত্নীভরী যখন পূর্ব-মহাসাগরের ঘাটে ঘাটে'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

পত্নীপ্রবাহ [স] বি বিজয়ের মালামাল। 'জগৎবিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার পত্নী প্রবৃত্তি'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

পত্নী-নারী [স] বি যে নারী নিজেকে পত্নী হিসেবে ব্যবহার করে। 'পত্নীজ্ঞানের ভিত্তির মধ্যে পত্নী-নারীর হৌগড়াও গুতে কখনো লাগেনি'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পত্নীশোভ [স] বি পত্নীশোভী জাহাজ। 'পত্নীশোভ ধায় শিশুশায়ে-গারে'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পত্নীপ্রবাহী [স] বিণ পত্নী প্রবাহ করে এমন। 'বড়ো বড়ো পত্নীপ্রবাহী রাজপুত্রবর্গের সঙ্গে মিশিইয়া নিবারণ আয়োজন'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পত্নীপ্রবাহ [স] বিণ পত্নী নিয়ে যায় এমন। 'পত্নীপ্রবাহ নদীর মত অগাধ সে প্রবাহ'। সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

পত্নীপ্রবাহী [স] বি পত্নী বহনকারী দল। 'অন্য হাতা উত্তর পাখা ঘোড়ার পত্নীপ্রবাহী বা ক্যারিভানের জন্ত'। মুক্তাঙ্ক, ১৯৪৯।

পত্নীপ্রবাহী [স] বিণ পত্নী বহন করে এমন। 'দুর্ভিক্ষের উপদ্রবে ... পত্নীপ্রবাহী নৌকা মাথিয়া অতিষ্ঠ'। আশা, ১৯৭১।

পত্নীপ্রবাহ [স] বি পত্নীর আদান-প্রদান। 'বিশ্বের সঙ্গে প্রাণবিনিময়ের সেই পত্নীপ্রবাহের ধারা'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পণ্যবীথি [স] বি বাজার; দোকানপাটের সারি। 'জনশূন্য পণ্যবীথি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পণ্যবীথিকা [স] বি দোকানপাটের সারি। 'একরূপে পণ্যবীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

পণ্যভারাক্রান্ত [স] পণ্যভর-আক্রান্ত। বিপণ্যের ভারে নুয়ে পড়ছে এমন। 'সে পথে পণ্যভারাক্রান্ত অন্য কোনো পাছ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পণ্যমুখা [স] বি পণ্যের মুখা। 'পণ্যমুখা পরিহিতের উপর ইহার যথেষ্ট প্রভাব পড়িবে ...।' আজাদ, ১৯৬৭।

পণ্য-রমণী [স] বি যৌনকর্মী। 'পণ্য-রমণীরা নিপাত্তের পূর্বীকালে নিরেছে বিদায়।' সিকান্দার, ১৯৪৭।

পণ্যালোভ [স] বি ফলপ্রাপ্তির লোভ। 'সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যালোভের এই বিরোধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পণ্যাশা [স] বি দোকান। 'পণ্যাশা হইতে আহাৰীয় দ্রব্য আনয়ন করিবেন।' তমোলুক, ১৮৭৪।

পণ্যাত্রী [স] বি যৌনকর্মী। 'ধনী নাগরিক কুচিত্র সন্মলবলে আসে বনভোজনে সেখানে পণ্যাত্রীর হাত ধরে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৭।

পণ্যহীন [স] বিপণ্যমাল্য নেই এমন। 'পণ্যহীন ফিটফিট কতিপয় দোকানীর কাছে গিয়ে সন্মাসরি বলা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

পণ্যাবনা [স] পণ্য-অবনা। বি যৌনকর্মী। 'এত রাতে ছিলাম কোথায়? যাকে বলে পণ্যাবনা, তারই অবনে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

পণ্যাজীব [স] পণ্য-আজীব। বি দোকানদার। 'পণ্যাজীব। প্রথম - দোকানদার জিনিষ বেচিয়া আবার মুখ্য চাহিয়া থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পণ্যোপহার [স] পণ্য-উপহার। বি দ্রব্যসামগ্রী উপহার। 'বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া ... গ্রামকন্যাকাশিলির তত্ত্ব লইতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পতকা [স] পতাকা। বি পতাকা। 'ধবল চামর দিল মিসক পতকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পতঙ্গ [স] ১ বি ছোটো পোকা। 'আসিয়া পতঙ্গ জেন অগ্নিও মরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সূর্য। 'গোহাইল বিভাবরী উদয় পতঙ্গ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

পতঙ্গম [স] বি পাখি। 'চিত্রবর্ণ পতঙ্গম বহু পক্ষভরে আকাশে জাগিয়া উড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পতঙ্গতুড় [স] পতঙ্গতুড়। বি পতঙ্গের অনুভূতিগ্রহণ ও উদ্দেশ্যপ্রসারক প্রভাব। 'সাহিত্যিকরা যেন মানবজাতির পতঙ্গতুড়।' শিব, ১৯৬০।

পতঙ্গসুলভ [স] বিপণ্য পতঙ্গের মতো। 'এক পতঙ্গসুলভ আকর্ষণ আমাদের রক্তে মিহিত।' অন্নদা, ১৯৩৭।

পতঙ্গাতি [স] পতঙ্গাতি। বি কীট-পতঙ্গসমূহ। 'জ্বন সে পতঙ্গাতি কৃমি সেই ধরে।' মালাধর, ১৫০০।

পতঙ্গিনী [স] বি কীট উড্ডয়নশীল পোকাবিশেষ। 'সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পড়িয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পতঙ্গী [স] বি কীট ছোটো পোকামাকড়। 'অগ্নি যেহে নিম্নমাণ দেখাইয়া অভিন্ন পতঙ্গীর আকর্ষণ্য মারে।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০।

পতঙ্গী [স] বি পাখি। 'আমার হৃদয়পতঙ্গী সবে এই লবঙ্গভার বসিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

পতন [স] ১ বি অবতরণ। 'সদৃশে গাণী-মধ্যে প্রচুর পতন।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০। ২ বি কমে যাওয়া; কমেতি। 'আহার্যদের বিশেষ বিশেষ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বি মুক্তা। 'উহার মধ্যে অনেকেরই পতন হয়।' অক্ষর, ১৮৫৬। ৪ বি ধরাশায়ী। 'এত ক্রোশেও খাড়া ছিল এইবারে এককোরে পতন হইয়াছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০। ৫ বি বিপর্যয়। 'মামুষের পতন কে গণনা করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পতনকামী [স] বিপণ্য ধ্বংস কামনা করে এমন। 'ভয়ই তো শয়তান ... সৃষ্টির পতনকামী, পাশের মন্ত্রনাটা।' অন্নদা, ১৯২৮।

পতনজাত [স] বিপণ্য পতন থেকে সৃষ্ট। 'সেই পতনজাত সংকোচে কম্পিত হইয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পতনবার্তা [স] বি পতনের সংবাদ। 'ব্যাটিলনের অত্যাচারিত সৌম্যচূড়ার পতনবার্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পতন-ব্যাখা [স] বি পতনের বেননা। 'শূন্য উঠে ভরি পতন-ব্যাখা মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পতনমুখ [স] বি পড়ছে এমন অবস্থা। 'সবাই সব বুঝতে পারে কোন শেষালের কোথার পথ পতনমুখে কীভাবে বে ক হামলে সেরে গা।' শঙ্কর, ১৯৭১।

পতন-মুখ [স] বি অবনতি ঘটেছে এমন মুখ। 'পতন-মুখের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ...।' মেঘাবতী, ১৯৩১।

পতন-শক্তি [স] বি পতনের শক্তি। 'আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পতনশব্দ [স] বি পড়ার শব্দ। 'দমীর উপর জলের তরল পতনশব্দ অগ্রিম ধনিক হয়ে...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পতনশীল [স] ১ বি অধঃপাতে বাহুকে যে। 'প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্ধিত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বিপণ্য পতিত হচ্ছে এমন। 'আকাশ-ভেনী শিখর হতে পতনশীল নির্ধর-স্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পতন হওয়া [স] পড়ে যাওয়া। 'বহু বিচ্ছেদ গোকে শোকাবৃত হইয়া জ্বলন করিতে ভূমিতলে পতন হইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

পতনোন্মুখ [স] ১ বিপণ্য ক্রমপতনশীল। 'পতনোন্মুখ উচ্চতা লাভ করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিপণ্য ধ্বংসের উৎক্রম হয়েছে এমন। 'তাড়াও এক প্রকার পতনোন্মুখ।' শিখা, ১৯২৬।

পত-পত [স] পত-পত পত-পত ধ্বনিসমূহ। 'তীরে ঢেঁকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

পতবাল [স] পতাবাল। বি বড়ো বৈঠা; দৌকার হাল। 'সদৃশক বজ্রের ধর পতবাল।' চর্য্য ৩৮, ১২০০।

পতারা [স] পতাকা। বি পতাকা। 'মাদোএল, ১৭৪৩।

পতাকা [স] ১ বি নিশান; ঝাণ্ডা। 'নেত্রে পতাকা উড়ে সূর্য কলসে।' মালাধর, ১৫০০। ২ সেনাবাহিনীর নিশান। ওগু, ১৭৮৫। ৩ বি কোনো দেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত প্রতীকী নিশান। 'ইংলণ্ডীয় পতাকা উড্ডয়মানা হইল।' দর্শন, ১৮২৫।

পতাকাভাষ্য [স] পতাকাভাষ্য। 'ক্রিয়াক্রমাদর্শের অধীনে।' শান্তি ও শৃঙ্খলার পতাকাভাষ্য। 'মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পতাকাধারী [স] বি মুকুন্দপে পতাকা বহনকারী। 'পতাকাধারী, ভারবাহী, গ্রহণী আর জনকরেকমাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।' মণ্ডাররক,

১৮৮৭।

পতাকাবাহক [স] বি পতাকা বহনকারী ব্যক্তি। 'মুসলিম সংস্কৃতির এই পতাকাবাহকেরা' উমর, ১৯৬৭।

পতাকাবাহী [স] বিপ নিশান বহন করে এমন। 'আশেম সমাজ এই আদর্শেরই পতাকাবাহী' আজাদ, ১৯৭০।

পতাকা-শোভিত [স] বিপ পতাকা শোভা পাচ্ছে এমন। 'পতাকা-শোভিত শ্রোণান-মুখর ঝাঁকোলে মিছিল' পামসুপ, ১৯৭২।

পতাকিনী [স] বি স্ত্রী পতাকাধারী। 'যোর ঘণ্টা-নিমাদিনী ঘনদ্রাস্যা পতাকিনী' মুকুন্দ, ১৬০০।

পতাকীদল [স] বি পতাকা বহন করে যে দল। 'আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা' মাইকেল, ১৮৬৬।

পতি [স] গ্রন্থি ক্রিষণ গ্রন্থি। 'তার পতি যোগ নহে আকার যৌবন' বড়ু, ১৪৫০।

পতি [স] ১ বি স্বামী। 'নিজ পতি আছে মোর ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি গ্রন্থ। 'জন জন নিয়াদমন হউ মোর পতি' বন্দ্য, ১৫৮০। ৩ বি শাসক; অধিপতি। 'এই বালালাদেশে শ্রীল যীযুত ইংলণ্ড পতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

পতি-কর [স] বি স্বামীর হাত। 'পতি-করে পতির সমুখে তাজি গ্রন্থা' গিরিশ, ১৮৮৭।

পতিকামিনী [স] বি পতি কামনা করে যে নারী। 'ইনি যে ধরনের পতি-কামিনী তাহাতে মনে হয় যে সর্বগুণসম্পন্ন ...' কনফুল, ১৯৩৬।

পতিকুল [স] বি স্বামীর বংশ। 'পতিকূলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পতিগত [স] বিপ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত। 'রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্বীর মূলা জানতে পারে।' হত্যাত, ১৮৬২।

পতিগৃহ [স] বি স্বামীর বাড়ি। 'পতিগৃহে আগমনাবধি সে পিঙ্করবন্ধ বিহরের ন্যায় চিরকাল রুদ্ধ থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

পতিঘাতী [স] বি স্বামীর হত্যাকারী। 'নহে তুই হবি পতিঘাতী' গিরিশ, ১৮৮৭।

পতি-চরণ [স] বি স্বামীর পদতলে। 'হেরিলেন মৃত পতির চরণের তলে বসিয়াছে সতী ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পতিছাড়া বিপ স্বামীহীন। 'বিববাহবাহতেও পতিছাড়া নহেন' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পতিভূ [স] ১ বি স্বামিত্ব। 'জীমূতবাহনকে নয়নশোচর করিয়া, মনে মনে ডাখাকে পতিভূ বরা ...' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি কর্তৃত্ব। 'কোথাও পতিভূ করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই।' নজরুল, ১৯২৮।

পতিদেবতা [স] বি পতিরূপ দেবতা। 'ব্রাহ্মণের পায়ের খুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা, পুজার পুণ্যফল ইত্যাদি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পতিদেবশূভা [স] বি স্বামীভক্তি। 'পতিদেবশূভা হ্রাস হইতেছে বলিয়া বাঁহারা আধুনিক ত্রীলোকদিগকে পরিহাস করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পতিদেষী [স] বিপ স্বামীর বিরোধী। 'পতিদেষী বলে দুট যায় যেন মৈরে।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

পতিনিন্দা [স] বি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নিন্দা। 'পতিনিন্দা অতি পণ্ডিত'।

বিদ্যা, ১৮৪৭।

পতিপদ [স] বি স্বামীর চরণ। 'পতিপদ করিয়াছি সার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পতিপত্নী [স] বি স্বামী ও স্ত্রী। 'তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কেই ইহার হাত হইতে রক্তা ...' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

পতিপরায়ণা [স] বিপ স্বামীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। 'পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিনী ও অগ্রপলতা, ও লজ্জাবতী' গৌর, ১৮২২।

পতি-পুত্র [স] বি স্বামী এবং ছেলে। 'পতি-পুত্র লয়ে সুখে বঞ্চিত সুন্দরি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পতিপুত্রপ্রাণা [স] বিপ স্বামী-পুত্রপ্রিয়। 'পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

পতিপুত্রহীনা [স] বিপ স্ত্রী স্বামী-সন্তান নেই এমন। 'ভাষ্য কর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পতিপুজা [স] বি স্বামীভক্তি। 'ত্রীলোকদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপুজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পতিপ্রাণা [স] বি পতিব্রতা। 'ঐ পতিপ্রাণাকে পতির সহিত গমননিবারণকরণজন্য অনেক চেষ্টা ও নানা শোভ দেখান।' দর্পণ, ১৮২৯।

পতিপ্রিয়া [স] বিপ স্বামীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। 'পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিনী ও অগ্রপলতা, ও লজ্জাবতী' গৌর, ১৮২২।

পতিবন্ধী [স] বি স্বামী জীবিত আছে এমন নারী। 'কুলাটা রমণী পতিবন্ধীর কৃত্তিমা ভয়' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

পতি-বিরোধ [স] বি স্বামীর মৃত্যু। 'পতি-বিরোধ হইলে, স্বামীপের পুনসংস্কার ধর্মসম্মত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পতিবিরহবিধুরা [স] বিপ স্বামীর বিচ্ছেদ-মুগ্ধে কাতর। 'অমর পতিবিরহবিধুরা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পতিবিরাগিনী [স] বিপ স্ত্রী স্বামীবিদ্বেষী। 'সকীর্ণ রূপা - নোলক-ধারিনী - পতিবিরাগিনী' নীপিক, ১৮৮৭।

পতিবিহীনা [স] বি স্ত্রী বিধবা। 'পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহ্বলাদের সাহসকালী ...' দর্পণ, ১৮৩০।

পতিবৃত্তা [স] বিপ পতিসেবাকে পূর্ণাত্ম রূপে গ্রহণ করা। 'তুই বত সতী সাকী পতিবৃত্তা' কেরি, ১৮০২।

পতিব্রতচ্যুতি [স] বি পতিপরায়ণতা থেকে বিচ্যুতি। 'স্বীর পতিব্রতচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিবর্ত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পতিব্রতা [স] বিপ স্বামীপরায়ণ। 'পতিব্রতা ব্রাহ্মণি সহৈতি করিয়া' মালধর, ১৫০০।

পতিব্রতগিরি [স] পতিব্রত+গিরি। বি পতিপরায়ণর কাজ। 'আমি শ্যাম মিলিয়ে পতিব্রতগিরি করতে বসিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পতিব্রতাত্ম [স] বি পতিপরায়ণতা। 'অনন্তর নল স্বীর পতিব্রতাত্ম নিত্য জ্ঞানিয়া ...' গ্যাঙ্গী, ১৮৬০।

পতিব্রতাবতী [স] বিপ স্ত্রী স্বামীপরায়ণ। 'পতিব্রতাবতী ঘনি উকিরে যে নাদ।' বাহরাম, ১৬৫০।

পতিব্রতা-ব্রত [স] বি স্বামী-অন্তঃপ্রাণ আচরণ। 'ধন্য তব পতিব্রতা-ব্রত' গিরিশ, ১৮৮৭।

পতিভক্তি [স] বি পতির প্রতি ভক্তি। 'অতুলনা হে ললনা, পতিভক্তি তব।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পতি-ভাবে [স] ক্রিয়ণ পতিরূপে। 'পতি-ভাবে চিরদিন করি তব পূজা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পতিমাহাত্ম্য [স] বি স্বামীর মহিমা। 'আজকাল শ্রীলোকদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পতিব্রতা [স] বিণ ক্রী স্বামী আছে যে নারীর। 'পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

পতিসঙ্গ [স] বি স্বামীর সঙ্গ। 'সিংহদ্বী পদ্মাবতীকে পতিসঙ্গে চিত্তোরে স্বপ্নালায়ে পাঠাতে গিয়ে নিজেও কৈসেছেন।' হাই, ১৯৪৯।

পতিসঙ্গোপ [স] বি স্বামীর সঙ্গে মিলন। 'জীবনের যে সুখ পতিসঙ্গোপ, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪২।

পতিসুখ [স] বি স্বামীর সোহাগ। 'সাক্ষী ক্রী পতিসুখ সঙ্গোপে -।' তপ, ১৮৫৫।

পতিসেবা [স] বি স্বামীর পরিচর্যা। 'যৌবনাবস্থাতে পতিসেবা ... সম্ভারের প্রতিপালন, ও গুণশিক্ষা করিবেন।' গৌর, ১৮২২।

পতিস্থান [স] বি স্বামীর কাছে। 'নিত্যকৃত্য করি রামা চলে পতিস্থানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পতিহস্তী [স] বিণ স্বামীর হস্তাকারী। 'তার পর নাকি এই ভ্রষ্টা ও পতিহস্তী মহিলাটি ঘোর ধর্মিক হলেম।' ধর্মত, ১৯৪১।

পতিহার্য [স] পতি+হার্য। বিণ স্বামীহীন। 'পতিহার্য রতি কি লো নায়ে রতিপতি।' মাইকেল, ১৮৬১।

পতিহীন [স] বিণ বিধবা। 'হেসে বেলা পতিহীন, কিন্তু মতি পরাধীন।' উৎসব, ১৮৫৭।

পতিহীনা [স] বিণ ক্রী বিধবা। 'প্রৌঢ়া পতিহীনা নীনা ...।' দর্পণ, ১৮৩৭।

পত্নী [স] পতি বি স্বামী। 'মিক জড়ি/নারীর জীবন/দহে পত্নী তার পত্নী।' বড়ু, ১৪৫০।

পত্ন্যনুরক্তা [স] পতি-অনুরক্তা। বিণ ক্রী স্বামী অনুগামী। '... পত্ন্যনুরক্তা - আত্মনুবর্তিনী।' মীপিকা, ১৮৮৭।

পত্ন্যবৃত্ত [স] পতি-অবৃত্ত। বি অন্য পতি। 'আখড়াধারী বৈষ্ণবদের পত্ন্যবৃত্ত গ্রহণের প্রথা আছে।' তারা, ১৯২৯।

পতিআ [স] প্রত্যয়া ক্রি বিবাহ করা। পতিআই ক্রি বিবাহস করে। 'আইস সাংঘর্ষে কো পতিআই।' চর্য ২৯, ১২০০। পতিআই ক্রি বিবাহ হয়। 'বিরহযোগিণি পার কিএ পাওব মন্তু মনে নহি পতিআই।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। পতিআওব ক্রি বিবাহস করবে। 'কে পতিআওব এহ পরমান।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

পতিআশ, পতিআস [স] প্রত্যয়া। বি প্রত্যয়া। 'চিরকাল আছে এখি তোর পতিআশে।' বড়ু, ১৪৫০। 'তোকাতে আছে য়ব রতি পতিআস।' বড়ু, ১৪৫০।

পতিআশে, পতিআশে ক্রিয়ণ প্রত্যয়াশ। 'চিরকাল আছে এখি তোর পতিআশে।' বড়ু, ১৪৫০। 'বড় পতিআশে যৌ খোপা ফুল ভরী।' বড়ু, ১৪৫০।

পতিত [স] ১ বিণ দুর্দশাপ্রাপ্ত। 'কেবল পতিত বড়ু হুঙ্কর রতন নিধু।' মুদ্রার, ১৫৭০। ২ বিণ পাপী। 'পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।' বৃন্দ, ১৫৮০। ৩ বিণ অনাবাদি। 'এমন মানব-জমিন

রৈল পতিত।' রামহৃদয়, ১৭৮০। ৪ বিণ চূড়। 'গন্ধর্বসেন ... ভবকণ্ঠমারে স্বর্ণ হইতে পতিত হইয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৫ বিণ রত; নিমুক্ত। 'সে আমার পতিত নহ, সে কেবল অধ্যবৈ পতিত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৬ বিণ সমাজচ্যুত। 'আমি পতিত হইয়াছি, ভূমি মা হয় আর একটি বিবাহ ...।' সুলভ, ১৮৭০। ৭ বিণ অনুরক্ত। 'পতিত ভারতের চান্দা-আদারকার্যে ব্যস্ত ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৮ বিণ পড়ে আছে এমন। 'অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও ছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৯ বি অধাপতিত ব্যক্তি। 'ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ১০ বিণ অবাস্তিত। 'নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে।' নজরুল, ১৯৩০। ১১ বি নিচু জাত। 'হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ।' তারা, ১৯৪০।

পতিভজন [স] বি দূর্ণশাস্ত্র মানুষ। 'রাখো আপা, রাখো ভালবাসা, মৃদা কোতো না পতিভজনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পতিতপাবন [স] বিণ পতিভের আশকর্তা। 'পতিতপাবন ভূমি মহা কৃপাময়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পতিতপাবনকারিণী [স] বিণ ক্রী (স্বার্থে) আশকর্তা। 'গদি নিবাসিনী পতিতপাবন কারিণী দোষমণি এক বেশ্যা নিমুক্ত করিয়া রাখিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

পতিতপাবনী [স] ১ বিণ ক্রী পাপীদের আশকারী। 'পতিত পাবনী দেখি অর্ধ অশ্রু বয়ে।' কুমার, ১৭২০। ২ বি ক্রী গলা নদী। 'পতিতপাবনীর তীরে দুই নিবস।' দর্পণ, ১৮৩২।

পতিতনাশা [স] বি দুঃখ দূর করে যে। 'পতিত পাবন পতিত নাশা বদবে কে আজ তোমারে।' লালন, ১৮৯০।

পতিভা [স] ১ বিণ ক্রী অনাবাদি। 'বহু কালের পতিভা ভূমি চমিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিণ ক্রী পড়ে গেছে এমন। 'অনেকক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিভা হিমেম।' মাইকেল, ১৮৫৯। 'অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিভা হইলেন।' মহারঙ্গ, ১৮৮৫। ৩ বিণ অধীন। 'অসং পাঠের হস্তগতা ও অসং পরিবারের করাল কবলে পতিভা হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৯২। ৪ বি ক্রী যৌনকর্মী। 'কেউ বা পতিভা-বৃদ্ধি অবলম্বন করে।' বেগম, ১৯৪৮।

পতিভাপাড়া [স] পতিভা+পাড়া। বি যৌনকর্মীদের পাড়া। 'শহরে পতিভাপাড়ার তাই একটি বসতি আছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

পতিভালয় [স] পতিভা-ভালয়। বি বেশালয়। 'স্থানীয় কলেজের প্রধান সড়কের পাশে পতিভালয়।' জগদীশ, ১৯৬৮।

পতিভোদ্ধারণ [স] পতিভ-উদ্ধারণ। বি সৎ পণ-চাচদের উদ্ধার করার কাজ। 'জাগছে অজীত পতিভ আমি/ জাগছে পতিভোদ্ধারণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯৪৪।

পতিভোদ্ধারিণী [স] পতিভ-উদ্ধারিণী। বি ক্রী গলা। 'পতিভোদ্ধারিণী স্বর্ণ-মণিভা জাহ্নবী সম বেগে জাগে।' নজরুল, ১৯৩১।

পতিভাসা [স] প্রত্যিয়াস। ক্রি প্রতিভাত হওয়া। 'চন্দরে চান্দকাকি জিহ পতিভাসস।' চর্য ৩১, ১২০০।

পতিয়াশ [স] প্রত্যয়াশ। বি বিবস্ত্রতা। মানেশ, ১৭৪৩।

পতিয়াশব [স] প্রত্যয়াশ। ক্রি প্রত্যয়াশ করবে। 'কি কহবে যে সখি কানুক রূপ। কে পতিয়াশব সপন সপন।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

পতিয়াশ [স] প্রত্যয়াশ। বি প্রত্যয়াশ। 'মোহর নবরত দেখিতে পতিয়াশ।' সুলভান, ১৭০০।

পতিহাই [স প্রতিভাতি] ক্রি প্রতিভাত হয়। 'আই অণুঅনাএ জ্ঞপ রে ভাতিহাই সো পতিহাই' চর্য্য ৪১, ১২০০।

পতিহারি [স প্রতিহারী] বি প্রতিহারী; দারোয়ান। 'উঠিতেই পতিহারি ধরিলেন হাতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পটৌড়ি বি বেসন দিয়ে সজ্জত খাবারবিশেষ। 'ভজরাগীসের পটৌড়ি।' মজতাব, ১৯৫৮।

পত্তন [স] ১ বি অবস্থা। 'দর্শণ অনিয়া দেখ মুখের পত্তন।' বিজয়, ১৬০০। ২ বি আরম্ভ। 'তবে সে হইব পরভু হিষ্টির পত্তন।' রামাই, ১৭১০। ৩ বি প্রতিষ্ঠা। 'হাম সীবি নগর সে করিবে পত্তন।' ভারত, ১৭৬০। ৪ বি নির্দিষ্ট শর্তে জমিদারের কাছ থেকে গ্রন্থাকে সেওয়া ভূমিদান। 'এ সকল মহল পত্তন নহিলে রাজবের হানি।' রামরাম, ১৮০২। ৫ বি পত্তন। 'ভাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অতিদুঃখাপ্য।' দর্শণ, ১৮৩১। ৬ বি ভিত্তি। 'যাহা আমাদিগের সমুহ সুখের পত্তন স্বরূপ বোধ হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৭ বি দক্ষ। 'হুটে কেনুকে গিয়ে এক পত্তন টেকে চুমো খেয়ে কঁদিয়ে দিয়ে এল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৮ বি সূচনা। 'হাজেরার আদেশে এই নগরের প্রথম পত্তন, জনপদের সূত্রপাত।' মশাররক, ১৯০৮। ৯ বি রোপণ। 'নতুন চারা পত্তনের কাজও অনেকটা এগিয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পত্তনজ্ঞাত [স] বি রাজস্ব নিয়ে ভূমি দেওয়া; নগর স্থাপন। ওর্দা, ১৭৮২।

পত্তনি, পত্তনী [স পত্তন] বি নির্ধারিত খাজনা করা ভূসম্পত্তি। 'জমিদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজাদার এই চারি প্রভুর শোভনালে আচ্ছাদিত দান করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

পত্তনিদার, পত্তনীদার [স পত্তন+কা দার] বি রাজা বা জমিদারের নিকট থেকে নিজের নামে ভূমি বশোভককারী। 'উৎপূর্ণরি জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার ও দরইজাদার এই চারি প্রভুর শোভনালে আচ্ছাদিত দান করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'পত্তনিদার ও ইজারাদার প্রকৃতি কি ইহারা সাধু।' গ্রন্থাবলী, ১৮৭০।

পত্তনি বিলি করা ক্রি সম্পত্তি পত্তন দেওয়া। 'তাঁহার বিষয়তলি পত্তনি বিলি করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

পত্তনিদার [স পত্তন+কা দার] বি রাজা বা জমিদারের নিকট থেকে শর্তসাপেক্ষে যে ব্যক্তি ভূসম্পত্তি নিয়েছে। '... এতদ্বিন্ন ইজারাদার, পত্তনিদার ও দরপত্তনিদার ইত্যাদি বহু লোক কৃষকের পরিশ্রমার্জিত বস্তুর অংশ গ্রহণ পূর্বক আপনাপন উপার্জনে তৎপর।' প্রজাকর, ১৮৫২।

পত্তর [স পত্র] বি পাতা। 'বৃক্ষ ছাড়ি পত্তরে আসিয়া সড়ুরে।' সুলতান, ১৭০০।

পত্তি বি নেপাদ্রব্য বিশেষ। 'আফিম সবজী পত্তি মাছুয় আর গাজা তলি চরসের ধুম।' ভবানী, ১৮২৮।

পত্তি [স প্রতি] অবা প্রতি। 'তা মোদের পত্তি কেনুপা বটে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

পত্তিবাসী [স প্রতিবেশী] বি প্রতিবেশী। 'মোরা হুলাম পত্তিবাসী।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

পত্তরা বি লোহার গাভলা পাত। 'পিশের গায়ে লোহার পত্তরা বাঁধনের মতো...' প্রমথ, ১৯২৫।

পত্তী [স] বি স্ত্রী। 'সেবক কুঙ্কর শিতামাতা পত্তী ভাই।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পত্তীকর্তব্য [স] বি স্ত্রীর কর্তব্য। 'অগ্নি উৎপাদন করত ভর্তার নিমিত্ত

শিষ্টক প্রস্তুত করিলে কি পত্তীকর্তব্য চাকরতর রূপে নিষ্পন্ন হইত না?' বনমুখ, ১৯৩৬।

পত্তীগতপ্রাণ [স] বি স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরাগ। 'তিনিও ছিলেন প্রাণবন্তরু জড়ি, পত্তীগতপ্রাণ।' প্রমথ, ১৯১৯।

পত্তীচালিত [স] বি স্ত্রীর কথা মতো চলে এমন; জ্বৈর। 'আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃপালিত, পত্তীচালিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পত্তীভূষণ [স] বি স্ত্রীর মণীনা। 'অগ্রহা-বরসে পত্তীভূষণ পাওয়াতে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিতেছে।' বনদর্শন, ১৮৭২।

পত্তীপীড়া [স] বি স্ত্রীর অসুখতা। 'মমের মধ্যে পত্তীপীড়া, এমন-কি, হয়তো পত্তীব্যাগণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পত্তী-পুত্র [স] বি স্ত্রী ও ছেলে। 'মাই রাজা, পত্তী-পুত্রের কর সন্ধ্যাপণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পত্তীব্যাগণ [স] বি স্ত্রীর মৃত্যু। 'পত্তীব্যাগণ হইলে পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে হইল।' বামোবাধিনী, ১৮৭০।

পত্তীভক্তি [স] বি স্ত্রীভক্তি। 'পত্তীভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত হস্ত বিস্তার করিব।' ভদ্রমোক্ষ, ১৮৭৪।

পত্তীশোক [স] বি স্ত্রীর জন্য শোক। 'সীতাকে বনবাসে দিয়া রাম পত্তীশোকে উনত্রয়ায়।' বনমুখ, ১৯০৬।

পত্তীহরণকারী [স] বি স্ত্রীর অপহরণকারী। 'পত্তীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পত্তীহীন [স] বিগ স্ত্রী মারা গেছে এমন; বিগস্ত্রী। 'পত্তীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করে কর্তব্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পৎপৎ [কলা] বি বাতাসে পতাকা আদোষিত হওয়ার শব্দবিশেষ। 'জাতীয় পতাকা শূন্যপথে পৎপৎ করিয়া উড়িতেছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

পত্যএ [স প্রত্যয়] বি বিবাহ। 'মনে তার আত্মক পত্যএ নাহি অতি।' সুলতান, ১৭০০।

পত্যনুরক্তাঃ শক্তি

পত্যস্তরঃ শক্তি

পত্যশ্র [স পরশ্র] বি পরবর্তা। মনোএল, ১৭৪৩।

পত্যশ্রি বি পরাশ্রি। মনোএল, ১৭৪৩।

পত্র [স] ১ বি পাতা। 'একটি করিয়া পত্র সর্বলোকে নিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চিঠি। 'পত্র পড়ি প্রভুর মনে হৈলা কিছু দুঃখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কপটপ্রবন্ধ পত্র গিবে শীলাবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি কাগজ। 'হায়ে ললন পত্র মসী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি সাময়িক পত্রিকা। 'বাক্সালা সমাচার পত্র হইতে নীত।' দর্শণ, ১৮২৮; 'যোষপকুদের কিনারায় মাসিক-পত্র পড়ছে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৫ বি বইয়ের পাতা; পৃষ্ঠা। 'প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিকৃতিত কোরানের কএক নক্সা আছে।' দর্শণ, ১৮৩০। ৬ বি পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি; রচনা। 'বহুবিবাহের অকর্তব্যতা বিষয়ে ... এক পত্র লিখিয়াছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৭ বি পত্রিকার সংখ্যা। 'আমরা গত পত্রের বহুবিবাহের অকর্তব্যতা বিষয়ে ... লিখিয়াছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৮ বি চোখের পাতা। 'কাঁপিয়ে বিধা-ভরে নয়নপলক-পত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পত্র করা ক্রি বিবাহের সম্বন্ধ লিখিতভাবে পাকাপাকি করা। 'পত্র করিতে এত ঝরত হইল কেমেনে।' কেরি, ১৮০২।

পত্রাকারক [স] বি সম্পাদক। 'তৎপত্রাকারকের অভিপ্রায় এই যে ...'। দর্পণ, ১৮৩১।

পত্রাশয় [স] পত্র+শা খাম। বি চিঠির খাম। 'পত্রাশয় করে তবে মেলেদীকে দিল।' কয়লুঙ্গের, ১৮৭৬।

পত্রাঘ্রাহক [স] বি পত্র গ্রহণকারী। 'তথাপি পত্রাঘ্রাহক ঘনিঃসের অধোদেতে প্রায় ...'। দর্পণ, ১৮২৮।

পত্রনিবিড় [স] বি ঘন পাতায় আচ্ছন্ন। 'পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায়।' বিজুতি, ১৯৩১।

পত্রপট [স] বি চিঠি লেখার কাগজ। 'পত্রপটে অক্ষর-রূপ নেবে তোমার ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পত্রপত্রিকা [স] বি সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রিকা ইত্যাদি। 'গত কিছুকাল ধরে পত্রপত্রিকায় অভিযোগ প্রকাশিত হচ্ছে।' বেঙ্গল, ১৯৩৫।

পত্রপাঠ, পত্রপাঠ [স] পত্রপাঠ। বি পত্র পাঠ করার পর। 'পত্রপাঠ মানে খরচ কীছু পাঠাইবা।' ওর্গা, ১৭৮২; ('পত্রপাঠ') এ পর্বত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

পত্রপুঞ্জ [স] বি পাতার গুচ্ছ। 'আনন্দবর্ষণযুগ লিখিতেছে পত্রপুঞ্জ তার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'তখন পত্রপুঞ্জের আড়ালে...'। শব্দকত, ১৯৭২।

পত্রপুট [স] ১ বি গাছের পাতা দ্বারা নির্মিত পত্র। 'রিজ শ্যাম পত্রপুটে আলোক ঝলকি উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি কাগজের ঠোকা; কাগজের আশয়। 'বাঁতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গুহুঘ ভরে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পত্রপুশ [স] বি পাতা ও ফুল। 'পত্রপুশ-এতদ্বারা-ভরা নীলাবরে মগ্ন চরাচর, তুমি তারি মাঝখানে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পত্রপ্রচারক [স] বি সংবাদপত্র প্রকাশক। 'পত্রপ্রচারক মহাশয়েরই ইহার প্রমাণ যেহেতু তৎপত্র প্রচার করিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

পত্রপ্রেরক [স] বি চিঠি প্রেরণকারী। 'এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় ...'। দর্পণ, ১৮৩০।

পত্রবর [স] বি চিঠিটি। 'বাঁকিয়া পক্ষীর পাশে লই পত্রবর।' বাহরাম, ১৬৫০।

পত্রবাহক [স] বি চিঠি বহনকারী। 'বন্দদেশীয় ডাকহরকরা কি পত্রবাহক মনে করিবেন না।' মণ্ডারক, ১৮৮৫।

পত্রবাহিকা [স] বি ঠাট্টা চিঠি বহন করে যে। 'এই পত্রবাহিকা এসোকেদী বাগদির মারফতেই ...'। নজরুল, ১৯২৭।

পত্রবিন্যাস [স] বি পাতার সাজ। 'পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা।' বিজুতি, ১৯৩১।

পত্রবিবর্জিত [স] বি পাতা নেই এমন। 'পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি।' মুজতবা, ১৯৪৯।

পত্রব্যাজন [স] বি পাতার ব্যাস। 'বিনেদী বহুর সঙ্গে ... কেবল পত্রব্যাজন করে বহুভুবনিকে ভাস্মাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

পত্রভাণ [স] বি পাতার অগ্রভাগ। 'বায়ু বসে পত্রভাণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পত্রভার [স] বি পাতার গুচ্ছ। 'ঘন পত্রভার শোভিত ডরুশায়ে বসিয়া কলকটে গান করে।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

পত্রমুক্ত [স] বি পাতাবিশিষ্ট। 'একটি প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখাশালী ঘন পত্রমুক্ত বটবৃক্ষের মূলে।' সিরাজী, ১৯১৮।

পত্রযোশে [স] ক্রিবিপ পত্রের মাধ্যমে। 'পত্রযোশে বৈধবের সংবাদ ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পত্ররাশি [স] বি পাতার ভূপ। 'বনতলের তক্ত পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকেরে পর্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পত্রলিখা [স] পত্রলিখন। বি তিলক-চিত্রণ। 'অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পত্রলেখক [স] বি চিঠি লিখেছে যে। 'এই পত্রলেখক কহে যে এই রাহা ...'। দর্পণ, ১৮২৩।

পত্রশয়ন [স] বি পাতার বিছানা। 'দলিত পত্রশয়নে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পত্রশূন্য [স] বি পাতা নেই এমন। 'পত্রশূন্য ডালপালা।' বিজুতি, ১৯৩১।

পত্রসর্ব [স] পত্র+সর্ব। বি পাতাসমূহ। 'পত্রসর্ব বাঁধ হৈল ফুসুম মুদ্রন।' বাহরাম, ১৬৫০।

পত্রসাহিত্য [স] বি পত্ররূপ সাহিত্য; সাহিত্যমানসম্পন্ন পত্র। 'পত্রসাহিত্যও রবীন্দ্রনাথ অগ্রতিরখ।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

পত্রহ [স] বি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে এমন। 'দুপক্রেই কথা ছবছ পত্রহ করেছি।' নজরুল, ১৯৪০।

পত্রকম্পন [স] বি পাতার কম্পন। 'স্বীকিয়া পড়া বাঁশবনের প্রদীপদানে।' বিজুতি, ১৯৩৩।

পত্রাংশে [স] পত্র-অংশ। বি পত্রের অংশবিশেষ। 'নিম্নোক্ত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পত্রাঘাত [স] পত্র-আঘাত। বি চিঠি লিখে প্রতিবাদ। 'হঠাৎ এক গুলী খবরের কাগলে পত্রাঘাত করলেন।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

পত্রাঙ্ক [স] পত্র+। ক্রিবিপ পত্র পেয়ে। ওর্গা, ১৭৮২।

পত্রাঙ্কর [স] পত্র-অঙ্কর। বি অন্য পত্র। '৩০ সেপ্টেম্বর পত্রাঙ্করে জানায়।' সুখবর্ষণ, ১৮৫৫।

পত্রাঙ্কর [স] পত্র-অঙ্কর। বি পত্রের শেষ প্রান্ত। 'হরষিত হয়ে পত্রাঙ্কর নিরীক্ষণ।' কয়লুঙ্গের, ১৮৭৬।

পত্রাপ্রজ [স] পত্র-অপ্রজ। বি চিঠিপত্র ইত্যাদি। 'এখন পত্রাপ্রজ বেখান হইতে আইসে, তোমরা না আনিলে কে আনিলে।' উমেশ, ১৮৫৭।

পত্রাবলি [স] পত্র-আবলি। বি তিলক। 'যৌত বসনবাশ ঘামে পত্রাবলি নাশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পত্রাবলী [স] পত্র-আবলী। বি পত্রসমূহ। 'পা-সুটো তুলে দিয়ে উইলিয়াম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পত্রাবৃত্ত [স] পত্র-আবৃত্ত। বি পত্র আবৃত্ত। 'ঘন পত্রাবৃত্ত সুমমুর রসান্বিত প্রচুর ফলে ভূষিত।' অক্ষর, ১৮৪৩।

পত্রারূঢ় [স] পত্র-আরূঢ়। বি পত্রহ। 'নিম্ন পুনর্বর্ষের পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

পত্রালাপ [স] পত্র-আলাপ। বি চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ। 'পত্রালাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পত্রালিকা [স] বি ক্ষুদ্র পাতা। 'কুণ্ডলারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পত্রাঙ্গন [স পত্র-আঙ্গন] বি পাতানির্ধিত আঙ্গন। 'অমর পত্রাঙ্গন গ্রন্থ করিয়া বলিগেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পত্রোত্তর [স পত্র-উত্তর] বি চিঠির উত্তর। 'পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'পত্রোত্তর দিতাম না।' নজরুল, ১৯৩৬।

পত্রিকা [স] ১ বি চিঠি। 'নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পত্রের পাতা। 'পত্রিকা ভাঙ্গাইয়া অন্য যন্ত্রিয়ার দুল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সংবাদপত্র; ববরের কাগজ। 'মহাপ্রবাসের প্রতি পত্রিকাদ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩০।

পত্রিকাওয়ালা [স পত্রিকা+হি ওয়ালা] বি সংবাদপত্র বিক্রেতা; হকার। 'পত্রিকাওয়ালা গা না বেড়েই রওনা হল।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পত্রিকার কলাপাহি বি দুর্গাপূজার কলাবউ। 'পত্রিকার কলাপাহি রূপিয়ে আসনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পত্রিকা-সম্পাদক [স] বি সংবাদপত্রের সম্পাদক। 'পত্রিকা-সম্পাদকদিগের সমীপে প্রবেশ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পত্রী [স] বি চিঠি। 'সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এই ত লিখন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পত্রোত্তর গ্র পত্র

পথ [স] ১ বি রাস্তা। 'কি মোর কণড় ভৈল মথুরার পথে।' বড়, ১৪৫০; 'ভালমনে পথক না দেখে নগনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অভিমুখ। 'সেই পথে চলি পোকুল গেলো মনের নিদয়ে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি উদ্যোগ। 'পথ বোঝে পালাতো সন্কেচ বড় মনে।' রঙ্গরাম, ১৫০০। ৪ বি কণ্ঠপথ। 'ভ্রমে সবে নিজে নিজ পথে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৫ বি মত। 'এই বোঝ, পথে এস।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৬ বি গমনের দিক। 'পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।' রবীন্দ্র, ১৯৪৮। ৭ বি পদ্ধতি; পন্থা। 'এ পথেই পৃথিবীর ত্রুটিমুক্তি হবে।' জীবন, ১৯৪২। ৮ বি অবস্থা। 'মুহুমান আজ ভাঙে মরার পথে বসিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৬।

পথউদাসী [স] ১ বি উদাসীনভাবে পথ চলে যে। 'এবে যাত্রা শুরু তব, যে পথউদাসী।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি পথ গম্বাহীন। 'এরকম গৃহহারা পথহারা পথউদাসী হয়ে গেল কেন।' জীবন, ১৯৩২।

পথওয়ালা [স পথ+হি ওয়ালা] বি পথকণ্ঠ প্রদক্ষিণকারী। 'এর চেয়ে বড়ো পথওয়ালা গ্রন্থ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পথকটক [স] বি পথের কীট। 'দিল্লতরপ চরণভঙ্গে/ পথকটক দলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পথকর্তা [স] বি পথিক। 'রেনেসাঁসের পথকর্তারা সকলে এ বিষয়ে সমান সচেতন ছিলেন না।' শিব, ১৯৫৬।

পথকট [স] ১ বি পথের ক্রান্তি। 'ভিড়ের সময় বিস্তর লোক রোগে পথকটে উপবাসে মারা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি পথ না থাকার কষ্ট। 'দেশের জনকট পথকট বাসকট দুই হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৩২।

পথ-কানা [স পথ+স কাণ] বি পথহারা; দিশাহারা। 'সয়্যাদনে দিলে হানা নিজ গৃহে পথ-কানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পথকার [স] বি পথ নির্মাণকর্তা। 'ভিনি ছিলেন সেই পথের পথকার।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

পথক্ৰেশ [স] বি পথ হেঁটে আসার ক্রান্তি। 'বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্ৰেশ দূর কণ্ঠে লাগলেন।' হুমায়ূন, ১৮৬১।

পথবরত [স পথ+আ বরজ] বি যাতায়াত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ। 'পথবরতে জন্য তাহাতে অনেক টাকাই খাতিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পথবরতা [স পথ+আ বরজ] বি পথে চলার বরতা। 'পথবরতা বাবে তাহার বেসনের যত টাকা পাইয়াছিলো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'পথ-বরতাটার সমান ওজনের পৌরব তাদের দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পথ-খোয়া বি পথ হারানো। 'বপুর্নশিখী ভূমি আকুলিয়া আহ পথ-খোয়া মোর প্রাণের স্বকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পথঘাট [স] ১ বি যাত্রাঘাট। 'পথঘাট জনহীন।' বরদর্শন, ১৮৭৪। ২ বি ঘরের বাইরের যেকোনো স্থান। 'আমরা থাকি পথে ঘাটে নাই আমাদের ঘর।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পথ-চলতি বি পথে চলছে এমন। 'একটি পথ-চলতি লোকের সুকুমার স্পর্শেই অহেল্যা আবার মানবী হয়ে উঠল।' প্রমথ, ১৯৩৭।

পথ-চলা ১ বি পথ দিয়ে চলা। 'পাণীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উতলা হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি পথ চলার। 'সেই পথ, সেই পথ-চলা গাড়ি স্মৃতি।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ বি পথে চোখে পড়েছিলো এমন। 'পথ-চলা সেই দেখাওশো লাইন দিয়ে একে পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিশেষের থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পথ-চাওয়া ১ বি প্রতীক্ষা। 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষাকৃত। 'সারা রাতি পথ-চাওয়া কল্পিত আলোর ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'আনিম কাশের ঐ ব্রহ্মাদিনী বালিকার পথ-চাওয়া চোখে।' নজরুল, ১৯২৩। ৩ বি আশা করতে হবে এমন। 'এ মাস অজুতি, সামলে মাস পথ চাওয়া।' হাই, ১৯৪৭।

পথচারী [স] ১ বি পথিক। 'সব জগতের দূরসন্ধানী অসীমের পথচারী।' নজরুল, ১৯২৯। ২ বি পথবাসী। 'যা জীবনকে করে বিবাণী পথচারী।' হাই, ১৯৫৪।

পথচিত্র [স] বি পথের মানচিত্র। 'পথচিত্র ও নিসানার বরজ।' ক্যাপসে, ১৭৮৭।

পথচিহ্ন [স] ১ বি পথের রেখা। 'তকনো জলাশ্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি পথের নিশানা। 'কৈলাসপুত্রীর পথচিহ্নহীন তীর্থভিক্ষুরে আকর্ষণ করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পথ ছাড়া বি নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে অন্যকে আহ্বান। 'হয়েছে সময় নবীনের তুলিকায়ে পথ ছেড়ে দিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পথতরু [স] বি পথের গাছপালা। 'পথতরু স্মৃতিত, বরষের কল্মিত সেই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

পথতল [স] বি পথের ভূমি। 'সে-পথতলে পড়িব লুটে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পথদুখ [স পথদুখ] বি পথ চলার কষ্ট। 'পথ ভুলে ভুলে পথ বুজি লও, সেই উলসাহে পথদুখ বও।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পথখুলা [স পথখুলি] বি পথের খুলা। 'আঁচল বিছায়ে রাখি পথখুলা দিব ঢাকি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পথনাথ [স] বি পথরূপ নাথ। 'দিক-বলাকার বলয় থিথিরা নির্মম পথনাথ।' জসীম, ১৯৩০।

পথনির্দেশ [স] ১ বি পথ দেখানো। 'মনকে পথনির্দেশ করলে বিশ্বের দিকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ বি পথচলার রূপরেখা। 'ধুমকেতুর পথনির্দেশ করছি।' নজরুল, ১৯২৭।

পথনির্দেশক [স] বি পথ নির্দেশকারী। 'পথনির্দেশকের অভাব নাই।'

জগদীশ, ১৯১৮।

পথনির্দেশী [স] *বিপ* পথ-প্রদর্শক। 'পথনির্দেশী দীপের মতন তরুতারা' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

পথনির্মাণা [স] *বি* পথের নির্মাণকারী। 'পথনির্মাণের সাহায্য না নিলে পথ হারাবো।' অন্নল, ১৯২৮।

পথপঙ্খ [স] *বি* পথের কাটা। 'ক্রিয়ায় পঙ্খনচিহ্নেরেখা রেখে যেতে পথপঙ্খ পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পথপরিচায়ক [স] *বিপ* পথ-প্রদর্শক। 'জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

পথ-পাশল [স] *বি* পথ মুখে পাওয়ার নেশায় অস্থির ব্যক্তি। 'আহত বাহকের পদ-চিন ধরি হয়েছি ব্যস্ত; পাভাল হুঁড়িয়া, পথ-পাশল।' নজরুল, ১৯২৮।

পথপাশল [স] *বি* পথের পাশে-থাকা গাছ। 'হিন্দু বৃষ্টি বসে কোন এক পাশে পথপাশলের ছায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পথপার্শ্ব [স] *বিপ* পথের পাশে অবস্থানরত। 'সাগিনীরা ঘাসের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পথপার্শ্ব পথিকের ...।' শওকত, ১৯৭২।

পথপানে [স] *পথ+পানে* *ক্রিবিপ* পথের দিকে। 'সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পথপাশ [স] *পথপার্শ্ব* *বি* পথের ধার। 'দিন পরে যায় দিন বসি পথপাশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পথপাশে [স] *পথপার্শ্ব+* *ক্রিবিপ* পথের ধারে। 'পথপাশে দিন বাহি গো।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

পথপ্রদর্শক [স] ১ *বিপ* পথ নির্দেশকারী। 'তিনি আমাদের পথ-প্রদর্শক ও জীবিতরান আদর্শ স্বরূপ হইয়া...' অক্ষয়, ১৮৪৮।
২ *বিপ* প্রকৃত উপায় নির্দেশকারী। 'আমাদের বর্তমান অবস্থায় পথ-প্রদর্শক হইবে।' প্রচারক, ১৯০৩।

পথপ্রদর্শন [স] *বি* পথ দেখানো। 'ভবিষ্যতে পথ প্রদর্শনের উপায় হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পথপ্রদর্শিকা [স] *বিপ* স্ত্রী প্রকৃত পথ বা উপায় নির্দেশকারী। 'মা তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ পথ-প্রদর্শিকা।' বৈশ্য, ১৯৭৭।

পথপ্রান্তবর্তী [স] *বিপ* পথের প্রান্তে অবস্থিত। 'সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পথপ্রান্তর [স] *বি* পথঘাট। 'জনন্যা পথপ্রান্তর পর্ববৈকুণ্ঠ করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পথবর্তী, পথবর্তী [স] ১ *বিপ* পথের অনুসারী। 'অসাদালাপঘরা জন্মেই এই পথবর্তী হন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ *বিপ* পথে দেখা যায় এমন। 'সমুদ্র স্থলবিহারী জীব নয়নপথবর্তী হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পথবালা [স] ১ *বি* ভিচারিনি। 'পথবালা আসে ভিকা-হাতে।' নজরুল, ১৯২৩। ২ *বি* পথের স্ত্রিয়া: পথ-নারিকা। 'হানলে দিগ্ধি শিয়ান-জাণা পথবালা এই উর্বনীকে।' নজরুল, ১৯২৫।

পথবাসী [স] ১ *বি* পথে বসবাসকারী জন। 'হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় পৃথহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ *বিপ* পথে বাসকারী। 'আমি বঞ্চিত ব্যাধা পথবাসী।' নজরুল, ১৯২২।

পথবাহন [স] *বি* পথচলা। 'পথিক মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে পথবাহন করিতে লাগিলেন।' শশরতক, ১৮৫৫।

পথ-বিচ্ছাতি [স] *বি* বিশপে গমন। 'পথ-বিচ্ছাতি ঘটাতে সুখ তো

প্রসোদে দেখাবেই।' নজরুল, ১৯২৭।

পথ-বিপথ [স] *বি* ব্যক্তি ও অব্যক্তি পথ। 'পথ-বিপথ, দিব বিদিক এক আকার ধারণ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'ছুটাই বীর মত্ত অধীর, রক্তখুণির পথ-বিপথে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পথবিভ্রম [স] *বি* পথ ভুলেছে এমন অবস্থা। 'পথবিভ্রম হয়েছে এবার, আসন্ন মেঘ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

পথবিলাপ [স] *বি* যে বিলাপ পথে করা হয়েছে। 'আমরা তনেছি দাঙ্ঘিতারে সে পথবিলাপ।' নজরুল, ১৯৩০।

পথ-বেতুল [স] *পথ+বেতুল* *বিপ* পথ ভুলেছে এমন। 'নিরোপরি মোর খোদার আরণ্য/ গাই তারই গান পথ-বেতুল।' নজরুল, ১৯৩২।

পথব্রজ [স] *পদব্রজ* *বি* গায়ে হাটা। 'আইনেনে সন্য মাঝে পথব্রজ হৈয়া।' যাদাধর, ১৫০০।

পথভিখারি [স] *পথ+ভিখারি* *বি* পথের ভিখারি। 'অন্ন আলোর বসে থাকা পথভিখারি।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

পথ-ভুল [স] *পথ+ভুল* *বি* অনাকারিত পথ; ভুল রাস্তা। 'চাই না ও অলসার - ভালো এই পথ-ভুল।' নজরুল, ১৯২৬; 'মধুর এ পথভুল।' নজরুল, ১৯৩১।

পথ-ভুলে-আসা *বিপ* পথভোলা। 'সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে।' নজরুল, ১৯২৮।

পথভেদে [স] *বি* বিধোয়। 'কারার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘটবে না কি?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পথ ভোলা *ক্রি* পথ ভুল করা। 'পথ ভুলেহিস সত্যি বটে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পথভোলা *বিপ* পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'পাশল সে পথভোলা কবি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১; 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পথ ভোলানো *ক্রি* ভাবভিক্রি যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত করা। 'এ যে কখন কাকে পথ ভোলায়।' নজরুল, ১৯৩১।

পথভোলানা *বিপ* পথ ভোলায় এমন। 'আপন বাণীর পথ-ভোলানো তানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পথভ্রষ্ট [স] ১ *বিপ* পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'তাহাদের নিজ নিজ কর্তব্য পথভ্রষ্ট হওন্তঃ কেবল নিজ পার্শ্বের সঙ্গী পঙ্কীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন।' প্রচারক, ১৯০৩। ২ *বিপ* বিশপাশী। 'সমুদ্রসাগরী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

পথভ্রান্ত [স] *বিপ* পথহারা। 'পথভ্রান্ত বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল।' শিরাঙ্কী, ১৯১৮।

পথভ্রান্তি [স] *বি* পথভুল হওয়া অবস্থা। 'বনমধ্যে ক্ষমমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

পথ মকসুস [স] *পথ+আ মুফসস* *বি* গ্রামের পথ। ওগু, ১৭৮৫।

পথ-মাথ *ক্রিবিপ* পথের মধ্যে। 'তাজিবে কি পথ-মাথ?' নজরুল, ১৯২৬।

পথবাধী [স] *বি* পথিক। 'রহস্যের পথে কোন বাধা দিতে সে পথ-যাত্রীর।' ফররখ, ১৯৬৩।

পথরেখা [স] *বি* পথের চিহ্ন। 'মেঘেতে পথরেখা লীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'এতদে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি।' রবীন্দ্র,

পথরোখ

১৯২৬।

পথরোখ [স] বি পথ আটকানো। 'বিনোদিনীর পথরোখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পথরোখপূর্বক, পথরোখপূর্বক [স] ক্রিবিপ পথ আগলে রেখে। 'অভবী দিয়া পথরোখপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পথরোখী [স] বিপ পথ রোধ করে দাঁড়ায় এমন। 'পথরোখী গাধাপন্থায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পথপেষ [স] বি পথব্য। 'তিনি ... পথপেষের কথা না-ভেবে পথকেই ভালোবেসেছেন।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

পথশ্রম [স] বি পথ চলার কষ্ট বা ক্লান্তি। পথশ্রমহরা [স] পথশ্রম+হরা। বিপ পথের কষ্ট দূরকারী। 'পথশ্রমহরা স্নোদা কিন হে তোড়ানি মন্ডা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পথশ্রমক্রান্ত [স] বিপ পথচলার কষ্টে ক্রান্ত। 'পথশ্রমক্রান্ত পথিকবৃন্দের চক্রে অতি সুখদ বিস্ময়কর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পথশ্রান্ত [স] বিপ পথ চলতে চলতে ক্রান্ত হয়েছে এমন। 'আজ তুমি পথশ্রান্ত আছ।' বিদ্যা, ১৮৪৭। 'সে শ্রম নামক এই পথশ্রান্ত শোণ্ডি আশেকে।' কলকশ, ১৯৬০।

পথশ্রান্তি [স] বি পথচলার গতিশ্রমজনিত ক্লান্তি। 'পথশ্রান্তিতে সকলেই শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল।' নজরুল, ১৯০১।

পথসংকট [স] বি পথের বিশদ। 'জলিল-গহন পথসংকট সংশয় উদ্ভাট।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পথসংযমী [স] বিপ ত্রি পথ চেনে না এমন। 'একটু ইউত্তত করে পথসংযমী পথিকের মতো।' মালিক, ১৯৪৭।

পথসঙ্গী [স] বি সহযাত্রী। 'নমি তির পথসঙ্গী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পথসর্ব [স] বি চাপচুসোহীন। 'পৃথহীন পথসর্বকথনিককে (Bohemian) দেখিতেছেন আর বলিতেছেন।' সবুজ, ১৯২১। 'এমন পথসর্ব মানুষের গতিশক্তি যদি হারিয়ে যায় তবে...' আইয়ুব, ১৯৭৩।

পথ-সাথী [স] পথ+সাথি। বি পথের সঙ্গী। 'হল তব পথ-সাথী; হিমালী-সরল।' নজরুল, ১৯২৬।

পথের সাথী [স] বি পথ চলায় বন্ধু যে-জন। 'ওগো পথের সাথী নমি বরখার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পথহাঙ্গামা [স] বি রাস্তা নির্মাণ। 'তবে পথহাঙ্গামতর বৈচিত্র্যহীনতার বিন্দিত হয়ে যাবো।' মাহেশ্বত, ১৯৪৯।

পথহারা [স] পথ+হারা। ১ বিপ পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'ইহার বরস অন্ন, সঙ্গে কেহ নাই; হয় ড, পথহারা ইহীয়া কনিতেছে।' মদনমোহন, ১৮৪৯। 'সকলেই ঐ অত্যন্ত পথহারা হন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। 'পথহারা আমি করি গো প্রার্থনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিপ পিণাহারা। 'লালন হাওয়া কেঁদে ফিরে পথহারা রানিগী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পথ হারানো [স] চিলায় সঠিক পথ বুঝে না পাওয়া। 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।' বঙ্কিম, ১৮৬৮। 'হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২। 'পথহারানোটা পথ বুঝে পাওয়ারই রূপান্তর।' নজরুল, ১৯২৭।

পথ হারানো [স] পথ বুঝে না পাওয়া, পথ তুল করা। 'এই বানোতে এসে তারা পথ হারানো হার।' জলীম, ১৯২৯।

পথহীন [স] বিপ পথহারা। 'অড় সুকশণি উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পথান্তর [স] বি তির পথ। 'অনুরাগীদের ন্যায় হয় পথান্তর গমন করিতে পারে না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পথাবলম্বন [স] বি পথে গমন; পথ অনুবর্তন। 'বিলম্বসখা জামিয়া অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন।' মর্দণ, ১৯২৪।

পথভিমুখী হওয়া [স] বি হওয়া হওয়া। 'ইয়াকুব পুরুকে লইয়া পথভিমুখী হইল।' পদকৃত, ১৯৫৮।

পথে-ঘাটে ক্রিবিপ সর্বত্র। 'মেথানে-সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পথে-ঝরা বিপ পথে ঝরে পড়েছে এমন। 'রিক-বির সাহায্যে সংযুহীত কয়েকটি পথে-ঝরা বৃক্ষ।' বৃহৎ, ১৯৪৯।

পথে পথে ক্রিবিপ রাস্তায় রাস্তায়। 'চারপের মতো পথে পথে গান গারে ফিরেছি।' নজরুল, ১৯২৭।

পথে-প্রান্তরে ক্রিবিপ সর্বত্র। 'পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা, শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

পথেবন্দোলা বিপ পথে বসিয়ে রাখা। 'কিছু শেখো পথেবন্দোলা ওই উগ্রহীমী উজ্জ্বলিতর দুতোষে দীর্ঘ প্রতিবাদের কাছে।' লক্ষ, ১৯৭০।

পথের কীটা বি বাঘ। 'আশার পথের কীটা ভুলিয়া নিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পথের পিপাসা বি পথচলার আম্রহ বা কৌতুক। 'আমার এ ক্রান্ত পথের নাই আর পথের পিপাসা।' জীবন, ১৯০০।

পথিক [স] ১ বি পথচারী। 'পথিক মোক তাক উপভোগে ল' বড়, ১৪৫০। ২ বিপ বহমান। 'ওগো দক্ষিণ হাওয়া, পথিক হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ বিপ ভ্রাম্যমান। 'পথিক যথের দল।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

পথিকচিত্ত [স] বি পথিকের হৃদয়। 'মুক্তির গায় আমার বন্ধের মাকে দুয়ের পথিকচিত্ত মম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পথিকজন [স] বি পথচারী ব্যক্তি। 'পথিকজনের লহ, লহ নমস্কার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। 'পথিক ভুবন ভাঙ্গোবাসে পথিকজনে রে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পথিকপরাণ, পথিক পরান [স] পথিকরাণ। বি ভ্রমণশীল হৃদয়। 'গেরো নাকো এই প্রভাতে - মোর পৃথহারা এই পথিক পরান তরুল হৃদয় দোষভতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'কয়েকটি পালে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পাহুজন, পথিকজন, পথিকপরাণ ... বলেছেন।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

পথিকদ্রিয়া [স] বি পথিকের প্রেমিকা। 'বিধুরা পথিকদ্রিয়া।' নজরুল, ১৯২৫।

পথিকবন্ধু [স] বি বিরহিণী বন্ধু। 'পথিকবন্ধু চরণে প্রদত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পথিক বন্ধু [স] বি পথের সঙ্গী; পথের সখা। 'তুমি আমার পথিক বন্ধু।' রবীন্দ্র, ১৯১০। 'হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার।' নজরুল, ১৯২৬।

পথিক-বর [স] বি পথচারী। 'দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ন যদি তব বসে।' মাইকেল, ১৮৭০।

পথিক-বালা [স] বি পথের যাবিকা। 'দূর হতে ঘোর বাঁশির সুরে পথিক-বালার নয়ন ফুরে।' নজরুল, ১৯২৫।

পথিক-বিরল [স] বি পথ বহু অরসযোক্ত পথিক আছে এমন। 'পথিক-বিরল ব্রাহ্মণের সূর্যের প্রতিবিম্ব হাঁকে আসন্ন কলারব।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

পথিকবৃন্দ [স] বি পথিকগণ। 'পথব্রহ্মরূপ পথিকবৃন্দের চক্রে অতি সুখময় বিশ্রামক্ষেত্র।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পথিকভাই [স] পথিক+ভাই বি বাউলের ভাই। 'পথিকভাই নুককে নিয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

পথিক-লন্দনা [স] বি ধীর বাশুরের অথবা পথ চেয়ে আছে এমন নারী। 'কোথা তেরা অগ্নি তরুণী পথিক-লন্দনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পথিকহীন [স] বি পথ পথিক নেই এমন। 'পথিকহীন পথের 'পরে'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

পথিকা [স] বি ঠী পথচারী। 'অসুখ পথিকার পায়ে বজ্রহত অপোকেতে অলঙ্কার করিছে বিনত।' সুবীন্দ্র, ১৯০২।

পথিকুৎস [স] বি প্রতিষ্ঠাতা। 'বালা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি একজন পথিকুৎস ছিলেন না, একজন হৃৎপ্রস্টীত হিসেবে।' আজাদ, ১৯৩৯।

পথিত [স] পথিকা বি পথিক। মনোএস, ১৭৪৩।

পথি [স] বি পথ। পথিপার্শ্ব [স] বি রাস্তার পাশ। 'পথিপার্শ্বের পোলানগুলো ঝাঁপ বদ্ধ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

পথিপার্শ্ব [স] বি রাস্তার পাশে থাকা। 'পথিপার্শ্ব গভীর বাসে পতিত হইয়া এই বিপতি ঘটে।' আজাদ, ১৯৬৪।

পথিমধ্যে [স] ক্রি পথের মধ্যে। 'পথিমধ্যে ঘষ বে বাজির দুইমনে।' রূপায়, ১৭৫০।

পথিষ্ [স] বি পথ পথে থাকে এমন। 'পথিষ্ বালুকায় এক পথিষ্ কী, অনন্তরহস্তব নাথিয়ারজের তুল্যশে।' বক্রিম, ১৮৭৪।

পথী [স] বি পথিক। 'আমি নিত্য পথের পথী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পথুক [স] পথিকা বি পথিক। 'পথের পথুক দেখ্যা জিজ্ঞাসা করিল।' রূপায়, ১৭৫০।

পথে-ঘাটে প্র পথ

পথে-ঝরা প্র পথ

পথে-পথে প্র পথ

পথের কাঁটা প্র পথ

পথ্য, পথি [স] বি রোগীর উপযুক্ত খাবার। 'পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে দরসিহকে অক্ষত স্বীকৃতি করিলেন।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮৩৫; 'রোগীর পথি চলাবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পথ্য বিধান [স] বি রোগীর উপযুক্ত খাবার সম্পর্কে বিধি। 'ঔষাদভর, পথ্য বিধান, আকস্মিক বিস্মৃতিতে প্রাথমিক প্রতিবিধান ইত্যাদি বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় হওয়া উচিত।' বেণম, ১৯৪৮।

পদ [স] ১ বি পা। 'জঘে পদ আবুলিত সাজে।' বটু, ১৪৫০। ২ বি হান। 'বিসদন নিয়া গুহনা মাত্ত পদ পাএ।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বি কবিতার পঙ্ক্তি। 'আজারামাদি প্রোকে একাদশ পদ হর।' কৃষ্ণদাস, ১৫০০; 'নীচ প্রকালে বেন পদের পাশুনি।' ময়নিকরায়, ১৭৮১। ৪ বি বেকব কবিতের রচিত পদ। 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিয়া গাইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫০০; 'মহুকবিতের পদ মনে অনুমান হুদ।' রূপায়, ১৭৫০। ৫ বি মর্যাদা। 'দুই মতে মুখে আছে পদ।' জগদল,

১৬৮০। ৬ বি বায়ুপ্রবাহের প্রকার। 'কুকুরকে আদরের অতি উত্তমপদ ভোগ করিতে দেখিয়া ...।' তান্ত্রী, ১৮০৩; 'মুখরোচ অচার-চাটনিও কয়েক পদের।' ওয়ালী, ১৯৬৪। ৭ বি চাকরিতে নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্র। 'কৌশলেসে কোন পদ সূচ্য ছিল না।' নর্পদ, ১৮২৫। ৮ বি (ব্যাকরণ) বীজভিত্তিক শব্দ। 'ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিলেন ... তাহার্য তাহার সঙ্গত করিল।' নর্পদ, ১৮২২; 'বক্তাভাষ্য মানা অনুশাস ও প্রোভাতি ও ব্যোভাতি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছে।' নর্পদ, ১৮৩৪। ৯ বি সন্ধানজনক স্থান। 'নিমন্ত্রণসভায় দৃষ্কর্তার বড়ো ঠাঁই পদ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পদ-আচ্ছাদন [স] বি পা স্ফালন। 'উড়িল চৌমিকে ধূলা, পদ-আচ্ছাদনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

পদকমল [স] বি পা রূপ পদ। 'তোমার পদকমল ধ্যান করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পদকর্তা [স] বি পদরচয়িতা। 'উবার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পদকার [স] বি শ্লোক রচয়িতা; পদকর্তা। 'দোষাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্মাতাভাষা বলেছেন।' ধর্মপ, ১৯১৭।

পদকৌষ্ঠী [স] বি বোড়ার প্রজাতি-পরিচয়। 'বোড়াদের পদকৌষ্ঠী, যকিন্দেংজালে ডাক-নামে।' অমিত্র, ১৯৩৯।

পদক্ষেপ [স] বি পা ফেলা। 'সে রক্ত ভাব এখনও থাকলে সুবিধাতে পদক্ষেপ করা দার হয়ে উঠত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পদক্ষেপের প্রবাহ বি পদচলা। 'পদক্ষেপের প্রবাহে এ পথ চিহ্নিত হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পদমৌরব [স] বি পদমর্যাদা। 'আপনার পদমৌরব অবগত ছিলাম না।' প্রভাত, ১৮৯৫।

পদ ঘা বি পায়ের আঘাত। 'আজি শকট আমি ভাবির পদ ঘায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পদঘাত [স] বি পায়ের আঘাত। 'কলীর রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে।' বটু, ১৪৫০।

পদচতুস্তয় [স] বি চারটি পা। 'সেই মহাকার পদচতুস্তয় নিয়ে কোড়ে-দুলতে মাঠের মাঝখানে দেখা দিল।' হৃদয়, ১৯৬৭।

পদচারণ [স] বি পায়চারি। 'নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পদচারণশীল [স] বি পায়চারিরত। 'পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি ঋতুকালের সমাপন হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পদচারণা [স] ১ বি ইটাইটি করা। 'তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া ঘাইতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি চলাচল। 'হৃদয়ের পদচারণার পদ কটে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পদচারী [স] বি পায়ের হেঁটে ভ্রমণ করে এমন লোক। 'অনেক বার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি।' বক্রিম, ১৮৭৪।

পদচালন [স] বি পদক্ষেপ; পা ফেলা। 'তেজীয়ান অথের পদচালন।' মঙ্গারক, ১৮৮৭।

পদগনি [স] পদচিহ্ন বি পায়ের চিহ্ন। 'অতীত প্রেমের পদগনি।' সন্তোষ, ১৯৬৩। 'সেই পদ-চিহ্ন বাক্য রেখে ভাবানে কইব ডেকে।' নজরুল, ১৯২০।

পদদিন্ [স] পদচিহ্ন বি পায়ের দাগ। 'আমার পদদিন্ তোর সন্তকে

পদচিহ্ন

দেখিয়া ... ' মাগাধর, ১৫০০।

পদচিহ্ন [স] বি গায়ের দাপ। 'পদচিহ্ন দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনেক গাও এই ভঙ্গির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল...' বিদ্যা, ১৮৩৬।

পদচিহ্নীকরণ [স] বিণ গায়ের চিহ্ন পড়েনি এমন। 'এখনা অনেক দেখ, জানি, পদচিহ্নীকরণ' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

পদচূষন [স] বি পাত্রে মূত্র খাওয়া। 'পূরুষ প্রজারাও অনেকে পদচূষন করে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পদচ্যুত [স] ১ বিণ শিহোন থেকে বিকৃতিত। 'ব্রাহ্ম সাহেব ... প্রভাওয়া ও বড়বয় করিয়া বাহ্যার নবাবকে পদচ্যুত করেন' অক্ষর, ১৮৫০। ২ বিণ চাকরি থেকে বরখাস্ত। 'পারিতোষিকাংশ গ্রহণ করিলে, তৎকল্যায় পদচ্যুত হইবেন' অক্ষর, ১৮৫৫। ৩ বিণ পা থেকে খসে পড়েছে এমন। 'বেশেছিলাম পদচ্যুত নুপুরখানি' সজ্জি, ১৯৬৫।

পদচ্যুতি [স] বি বরখাস্ত। 'তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া ... দুঃখিত হইলেন' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পদক্ষেপ [স] বি পদ বা চরণ বিজ্ঞান। 'বাক্যের পদক্ষেপের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়' প্রমথ, ১৯১৫।

পদছায়া [স] বি চরণের ছায়া। 'করীলা ত সান্তি এবে সেই পদছায়া' বৃন্দা, ১৫৮০।

পদতল [স] বি চরণের অঙ্গর। 'জন্মান্তরে পাই জেন তোমার পদতল' মাগাধর, ১৫০০।

পদতলচর [স] বিণ তোমায় মূদে। 'এক দল জীব আছে তারা পদতলচর' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পদতাকড়া [স] বি পদাঘাত। 'প্রতিটি দুর্বাদল তার পদতাকড়া লিখিয়া করে' মুক্তাব, ১৯৫৮।

পদত্যাগ [স] বি চাকরি ত্যাগ; ইতর। 'যদি বেজায় পদত্যাগ না করেন ...' রবীন্দ্র, ১৯১১।

পদত্যাগপত্র [স] বি পদত্যাগের উদ্দেশ্যে দাখিল করা চিঠি। 'পদত্যাগপত্র পেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।' কোমর, ১৯৬৫।

পদদলিত [স] ১ বিণ অবজ্ঞাত। 'শাস্ত্রের উপদেশ পদদলিত' প্রচ্যক, ১৮৯৯। ২ বিণ অবজ্ঞা। 'বাহ্যে ভাবার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়ায়ে পদদলিত করিতে পারেন' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ গায়ের চাপে পিষ্ট। 'পথ হইতে একটি পদদলিত রাজা গোলাব তুলিয়া লইয়া ...' নজরুল, ১৯০১। ৪ বিণ পরাজিত। 'পারস্য পদদলিত' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পদদলিতা [স] বিণ লজ্জিত। 'জাহ্নবী সম বেলে লাজো পদদলিতা' নজরুল, ১৯০১।

পদদ্বন্দ্ব [স] বি পদদ্বন্দ্ব। 'ঐষ্ট্যেতন্য নিত্যানন্দ জান পদদ্বন্দ্ব' বৃন্দা, ১৫৮০।

পদমুদ্রা [স] পদমুদ্রা বি গায়ের মুদ্রা। 'যারা চলে যায় ... পদমুদ্রা উড়ে আসে' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পদমুদ্রা নেতারা ক্রি পা স্পর্শ করে প্রণাম করা। 'শিরে নিল রাজা প্রাণের পদমুদ্রা' বৃন্দা, ১৬০০।

পদমুগি [স] বি গায়ের মুদ্রা। 'কৃপা করি কর মোরে পদমুগি সম' বৃন্দা, ১৫৮০। 'চিকিৎসা পদমুগি গারে মাথে সাধু' মুক্তাব, ১৬০০।

পদমুগিধন্য [স] বিণ গায়ের মুদ্রা পেয়ে কৃতার্থ। 'তোমাদের পদমুগিধন্য আমাদের বুক' মুক্তাব, ১৯৪৮।

পদমুগি [স] ১ বি গায়ের শব্দ। 'হৃদয়ের অনতিদূরে বহুতর অথের পদমুগি হইল' রবীন্দ্র, ১৮৬৫। ২ বি চলার শব্দ। 'জ্যোতিষের ক্ষীণতম পদমুগি তিল মাছি পশে' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পদনব [স] বি গায়ের নব। 'পদনব নক্ষত্রগণে' বক্তৃ, ১৪৫০।

পদনবধর [স] বি গায়ের নব। 'ভায়াগিণের পদনবধর ও গায়ের মলা লইয়া ... একটা প্রাণীপ প্রয়ত করে' কৌসল্যবাসিনী, ১৮৬৩।

পদ না [স] পদ+না বি পদনব তরী। 'এ হরি বন্দী তুমি পদ না' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

পদনিষ্কোপ [স] বি পা ফেলা। 'বর এমত আছে চলেন যে তাঁহার পদনিষ্কোপ বোধ হয় না' দর্পণ, ১৮২৬।

পদশঙ্ক [স] বি গায়ের কান্দা। 'মুগি-ভরা দুটি লইয়া চরণ/ চিকিত করি রাজারূপ পঙ্কি পদশঙ্ক' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পদ-পতন [স] বি পদক্ষেপ। 'সবুজের গধে পলাতক পদ-পতন ফেলে' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পদপতনশব্দ [স] বি পা ফেলার শব্দ। 'বহুশত যুগের পদপতন শব্দে ধ্বংস করে ধরিত্রী' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পদ পুষ্টি [স] বি নানা বিষয়। 'ব্যাকরণের পদ পদার্থে যে জিজ্ঞাসা করিলেন ... তাহারা তাহার সমুত্তর করিল' দর্পণ, ১৮২২। 'সুখভাষার নানা অর্থান ও প্রযোজিত ও ব্যাসোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছে' দর্পণ, ১৮৩৪।

পদপুষ্টি [স] বি গায়ের পায়। 'তুমি পদপুষ্টি করি অবলম্বন তিল এক সেই নীনবস্ত্র' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

পদপাশ [স] বি পদক্ষেপ। 'যেখানে করিস পদপাশ' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পদপিষ্ট [স] বিণ পদদলিত; লাজিত। 'হে আমার অবলোচিত পদপিষ্ট কৃষক' নজরুল, ১৯২৭।

পদপীড়ন [স] বি পদাঘাত। 'তোমরা দেখি হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য কর' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পদশূচ [স] বিণ গায়ের স্পর্শে পরিষ্ক। 'মানুষের পদশূচ মাটি দিয়া' নজরুল, ১৯০০।

পদস্রোহ [স] বি সাধি। 'পদস্রোহ করে বেগে প্রস্থান' মাইকেল, ১৮৩০।

পদস্রোহ [স] বি চরণতল; নিকট। 'তার পদস্রোহে গিরে হাজির হতে হয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পদস্রোহ [স] বিণ মর্দানার অধিকারী হইতেছে এমন। 'কেহই সস্ত্রোহ ও বিস্ত পদস্রোহ হইয়াছে' দর্পণ, ১৮২৩।

পদস্রোহি [স] বি পদমর্দার্য অর্জন। 'তারাজ জঙ্কের পদস্রোহি-সম্ভাবনা যথেষ্ট সামান্যের সন্দেহ উপস্থিত হইত' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পদস্রোহী [স] ১ বিণ পদচারণা আকাজকী। 'মনে হয় অগ্রগীর পদস্রোহী পথ' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বি পদচারণার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী। 'প্রেসিডেন্ট পদস্রোহী হওয়ার সুমহান বান্দনা ...' আজাদ, ১৯৬৪।

পদবাচ্য [স] বিণ নামের যোগ্য। 'সেই জ্ঞানতরঙ্গস্রোহ মানবকে মানবপদবাচ্য বলিয়াই বোধ হয় না' অক্ষর, ১৮৫৪।

পদবিক্ষেপ [স] বি পদক্ষেপ। 'কাহার পদবিক্ষেপের এ শব্দ।' বহিস্র, ১৮৭৪।

পদবিন্যাস [স] বি পায়ের শৈল্পিক উপস্থাপন। 'মৃত্যে আছে শুধু কতকগুলো অঙ্গনজালন এবং পদবিন্যাস।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

পদবিশিষ্ট [স] ১ বি পা আছে এমন প্রাণী। 'পদবিশিষ্ট কি জন্য চলনক্ৰিয়ারহীন হয়, শিল্পারবদ্ধ পদী ক্রিশ্রম উড়িতে অক্ষয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিশ পদে অধিষ্ঠিত। 'ভাভার, শিক্ষক প্রভৃতি সকল প্রকার পদবিশিষ্ট লোকেরও হুড়াহুড়ি।' কৃষ্ণজ্যোতী, ১৮৮৫।

পদবৃদ্ধি [স] বি পদোন্নতি। 'দায়ে পড়ে সেই-আবার পদবৃদ্ধি হল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পদব্রজ, পদব্রজ [স পদব্রজ] বি পায়ে হাঁটা। 'পদব্রজে চলিল যাবে ধুক সর করি।' মাল্যধর, ১৫০০; 'হেন সুকোমল তনু পদব্রজপামে।' আলোকল, ১৬০০।

পদভাষি [স] বি পায়ের ভবির নৈশুণ্য। 'ওজরাভের গরবাত যথেষ্ট লালিত্য ও প্রণালিত্য আছে, কিন্তু পদভবির অভাব।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

পদভর [স] বি পায়ের ভার। 'পদভরে টালমূল করে কসুমী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পদভার [স] বি পদচারণা। 'মানুষের দৃঢ় পদভারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।' বেগম, ১৯৭০।

পদদেশ [স] বি প্রস্তুতকৃত ধারারের বৈচিত্র্য। 'তার কত অনুচ্ছেদ, তস্যা, হেম, পদ, পদদেশ – ভালনা, কোল, কালিদা ...।' মুক্তবা, ১৯৮৮।

পদমর্যাদা, পদমর্যাদা [স] ১ বি পদসৌন্দর্য। 'তহার সুপ্রাণীমিচ্ছ প্রাকৃতিক পদমর্যাদা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'পদমের মধ্যে পদমর্যাদা নাই।' বিন্দা, ১৮৫১। ২ বি পদ অনুযায়ী প্রাণ্য স্থান। 'তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত স্থান।' সরব, ১৯১৭।

পদমান [স] বি সামাজিক অবস্থানের মর্যাদা। 'পদমানের গাভীর মুখে হিসার করে কখন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পদমাবক রস [স] বি পায়ের আলতা। 'পদমাবক রস জাহেরি ছন্দর অহ আও কি কহব অনুপায়ে।' বিন্দাগতি, ১৮৬০।

পদমুগ্ধ [স] বি দুই পা। 'পদমুগ্ধ বলকমল আকারে।' বড়, ১৪৫০।

পদমোজনা [স] বি ব্যাকরণ। 'পদমিথ্যারদের ন্যায় পদমোজনার প্রতিও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' প্রমথ, ১৯১৬।

পদমরজ, পদমরজ [স] বি পায়ের ধূলা। 'তোমা পদমরজে কোটি লক্ষের জন্যে।' মাল্যধর, ১৫০০; 'পদমরজ সেই পাদ মোর মাথের।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সল্লাসীর পদমত হইয়া নেত্রদ্বীরে ভাঁহার পদমরজ (মৌত করিতে লাগিলেন)।' মণিররক, ১৮৬৯।

পদমরজী, পদমরজী [স পদমরজী] ১ ক্রিষিৎ পায়ে হেঁটে। 'পদমরজী যাইবু কিবা যাইবু বাহনে।' সুপতন, ১৭০০। ২ বিশ পায়ে হেঁটে আসে এমন। 'পদমরজী হইয়া আইলেন নবী দরপনে।' সুপতন, ১৭০০।

পদমোহা [স] বি পায়ে চলার ফলে সৃষ্ট রেখা। 'তোমারি পদমোহা আছে লেখা তারি কুলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পদমেশু [স] বি পায়ের ধূলা। 'সেই বৈষ্ণবের পদমেশু পদমায়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তব পদমেশু মাখি লয়ে তনু সাজে যেন সঙ্গ সাজে গো।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পদমেরু [স পদমেরু] বি পায়ের ধূলা। 'পদমেরু দিয়া মুক্ত করহ শ্রীহরি।' মাল্যধর, ১৫০০।

পদলাঘব [স] বি পদারবতি। 'শশাঙ্কের পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী মরজ আবিষ্কার করলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পদলাভ [স] বি চাকরি লাভ। 'একজন অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে প্রায় তিন পত ব্যক্তি তাহার পদলাভের আশার আঘাতিত হন।' কৃষ্ণজ্যোতী, ১৮৮৫।

পদলোহন [স] বি নির্লজ্জভাবে খোশামোদ। 'কেবল শোলাবী, কেবল পদলোহন।' এসময়, ১৯১৯; 'পর-পদলোহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।' নন্দকল, ১৯২২।

পদশব্দ [স] বি পায়ের শব্দ। 'তমবকারিণীপদের পদশব্দ, মনশীরও নিদ্রাতন হইল।' বিন্দা, ১৮৪৭।

পদসংকোচ-পীড়ন [স] বি পা বিকৃত করার মতো প্রাণচাপ নিয়ন্ত্রণ। 'আপনার এই পদসংকোচ-পীড়নকে শীকার করা অসম্ভবজনক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পদসজ্জার [স] বি পা চালনা। 'লোকটি নিরপন্ন পদসজ্জারে তাহার নখুর্বে আশিয়া দাঁড়াইল।' কন্দল, ১৯৩৬।

পদসেবা [স] ১ বি পূজা। 'আগনি শ্রীহরি হার কৈলা পদসেবা।' রূপায়, ১৭৫০। ২ বি সেবায়। 'ভায়া তাহে রেখে দিয়া পদসেবা করে।' উত্ত, ১৮৫৮। ৩ বি শিষ্যত্ব গ্রহণ। 'কোনো অ্যাচারের পদসেবা আমি কখনো করিনি।' প্রমথ, ১৯১০।

পদম্বলন [স] ১ বি পা শিহলে পড়া। 'সেবায় পদম্বলন হইয়া বিশপদাধী হইবার সন্ধাননা আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি বিচাতি। 'একবার পদম্বলন হইলে আর তাহাদের উত্তিবার উপায় থাকিলে না।' সুপত, ১৮৭০। ৩ বি শৈল্পিক অংশলতন। 'হাউটের জামে অতৃষ্টি ও পদম্বলন সমস্ত জড়বাপী জ্ঞানীর চিত্র।' শরীফুল্লাহ, ১৯০১।

পদম্ব [স] ১ বিশ পদে আসীন। 'তিনি কোন ব্যক্তিকে পদম্ব করিবেন তাহা কিছুতেই নিরূপণ করিতে পারেন না।' প্রভাকর, ১৮৫২। ২ বিশ উত্ত পদে কর্তব্য। 'কমিন্দার ও অন্যান্য পদম্ব স্বর্ঘ্যজীয়েদের গৃহিণী।' বেগম, ১৯৫২।

পদম্বুতা [স] বি পদমর্যাদা। 'কুইয়ের সঙ্গে তাঁদের যে পরিচয় করিতে মিছিলে তাতেই জানতে পারলুম তাঁদের পদম্বুতার কথা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

পদস্থিতি [স] বি। 'মধ্যে সুকোমল বাস, পদস্থিতি সুবাস।' রত্নজ্যোতা, ১৮৭৬।

পদসম্পর্শ [স] বি চরণসম্পর্শ। 'সুন্দরীর পদসম্পর্শ ব্যাপারের চেত্রেও ... বেশি মর্যাদা দিতে পারবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পদসম্পর্শন [স] বি পা হোঁটা। 'আবার হুজুম আলীর সেই মিছা মশল, সেই পদসম্পর্শন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পদাঘাত [স] বি দাঘি। 'পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চন্দেটাত্যাত মৃত্যুঘাতা পদাঘাত ... প্রাণ গ্রহণ হইলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

পদাঘ [স] বি পদচিহ্ন। 'অতর্কিত প্রত্যাক্ষেণে বেষ্টীর বৈচিত্র্য পদেই হুঁটন পদাঘে তব।' সুপতন, ১৯২৮।

পদাঘুর্জী [স] বি পায়ের আঙুলে পরা হয় এমন অলংকার। 'পায়ে উঠল স্বর্ণশিখির ও পদাঘুর্জীত।' মহাভেতা, ১৯৫৬।

পদাঘুল [স পদ-অঘুল] বি পায়ের আঙুল। 'পদাঘুলে পদাঙ্গুলি রতন.'

পদ্যভুলি

মুকুন্দ, ১৬০০।

পদ্যভুলি [স পদ+ভুলি] বি পাঠের আড়াল। 'পদ্যভুলি জুমে লেখি বসে খিরি খিরি' মাসাখর, ১৫০০।

পদ্যভূট [স পদ+ভূট] বি পাঠের আড়াল। 'পদ্যভূট পর্গত মন্তক চাপিরাহে' সুলতান, ১৭০০।

পদাতি [স] বি পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে এমন সৈন্য। 'বুদ্ধপতিমহা ছিল রাম সেনাপতি সাগর লঙ্কায় আইল পদাতি' মুকুন্দ, ১৬০০।

পদাতিক [স] ১ বি পাইক। 'আসে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্তখার' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পায়ে-চলা সৈন্য। ওর্স, ১৭৮৫; হস্তি যেটুক পদাতিক প্রভৃতি সকলেই কোন ব্যাঘ্রের পাইসেক না।' রাক্ষস, ১৮০৫। ৩ বি পায়ে হাটে এমন। 'পদাতিক পথিক চলেতে চলতে' রঞ্জীত, ১৯৩৫।

পদাধিকার [স] বি পদমর্যাদা। 'জনপদাধিকার করণে বাড়িত হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২৮।

পদানত [স পদ+আনত] ১ বিণ অধীনস্থ। 'অন্তে থাকি পদানত' রামধন্য, ১৭৮০। ২ বিণ পায়ের নীচে স্থান এমন। 'দূর্তাণ্ড ভারতে মহিলায় সাদা পদানত হয়' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি অধীনতা। 'শোষণ পদানত প্রভৃতি শব্দগুলি মাত্রে সাহেবের মুখে ইমানীং পোনা যায়িল' পদ্য, ১৭১১।

পদানুবর্তী [স পদ+অনুবর্তী] বিণ অনুসরণকারী। 'তাহাদেয় পদানুবর্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়' রঞ্জীত, ১৮৯২।

পদানুসরণ [স পদ+অনুসরণ] বি চলার পথ অনুসরণ। 'তার পদানুসরণ করলুম' প্রথমে, ১৯১৫।

পদান্ত [স পদ+অন্ত] ১ বি পদ বা বাক্যস্থ শেষের শেষ ভাগ। 'প্রথমেই পদান্তের বিরাম, পদান্তের হতি এবং পদান্তের শেষেই তিন অবকাশের নাম নিরেছিম' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি পায়ের কালে পড়িত। 'মেঘে অর্ধহিত চড়া, পদান্ত উরিব' সূরীন্দ্র, ১৯২৩।

পদাভিযুক্তা [স পদ+অভিযুক্তা] বিণ ক্রী পদে অধিষ্ঠিত। 'ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোজায়ে সযোরা যে অল্পপদাভিযুক্তা হইয়াছেন' প্রজ্ঞা, ১৮৯৭।

পদাভিনিজ [স পদাভিনিজ] বিণ পদে আছে এমন। 'উচ্চ পদাভিনিজ এই সকল মহাশয়েরা' দর্পণ, ১৮৩৩।

পদাভ্যুত [স পদ+ভ্যুত] বি পাশপাশ। 'রাধাকৃষ্ণ-পদাভ্যুত-ধ্যান প্রধান' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পদারবিন্দ [স পদ+অরবিন্দ] বি চব্বাকলম। 'তাহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পদারবিন্দে তাঁদি উত্তরিতা বসুন্ধরা' মাইকেল, ১৮৬১।

পদাশ্রিতা [স পদ+আশ্রিতা] বিণ ক্রী চরণে আশ্রয় লাভ করেছে এমন; অনুসৃত। 'অর কি ভবি, নাথ! পদাশ্রিতা দাসী' মাইকেল, ১৮৬১।

পদাসন [স পদ+আসন] বি পা রাখার আসন। 'বহিছে পদাসনে ডগাত মগাই' সুলতান, ১৭০০।

পদাহত [স পদ+আহত] বিণ পদে পিঠে আঘাত করা হয়েছে এমন। 'পদাহত সতীত্বের দুঃখাও জন্মন' রঞ্জীত, ১৮৯৯।

পদে পদে ১ ক্রিণ স্বকসময়ে। 'তপীর জীবনব্যস্ত পাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন' বিদ্যা, ১৮৯৮। ২ ক্রিণ প্রতি

পদক্ষেপে। 'তাহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইরাছিলেন।' জগদীশ, ১৮৯৫; 'পতিপথে যাইতেহে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ।' রঞ্জীত, ১৯০৭।

পদক [স] ১ বি পদায় বুলিয়ে বুকের উপর পরায় অলংকারবিশেষ। 'বলে মিল শিরোমতি কানের কনক লগাটিকা নিল সিঁথি পদাক' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পুরস্কারের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত বর্ন-রৌপ্যাদির তৈরি ফলকবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পদবন্ধ [স] বি রচনা। 'না রাখিলা পদবন্ধে কহি নিলা ভূমি' সুলতান, ১৭০০।

পদবি, পদবী [স] ১ বি উপাধি। 'বিশ্ব প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য তনি' বৃন্দা, ১৫৮০; 'হৃদ ধনা এই গিরি ইহাতে বলিতা হরি পদবি লভিতা জগন্নাথ' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পেশা। 'যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিহি, তখন ভয়, লজ্জা, সর্বস্ব, মান, মর্যাদার মাথা খাইয়াহি' মীনবন্ধ, ১৮৬০। ৩ বি বংশনাম। 'কন্যা যতদিন অববাহিত থাকে ততদিন তাহাকে তাহার পিতার পদবী সেন' রঞ্জীত, ১৮৮৩।

পদবীথারী [স] বিণ ডিগ্রিধারী। 'তিনি গভ জেনেরেলের কেমজিওরে বড়ো পদবীথারী' রঞ্জীত, ১৯৪০।

পদম নাড়ি [স পদনাড়ি] বি গর্ভাশ্রয়। মনোএল, ১৭৪৩।

পদমা [স পদ] বি পদ। 'এক লো পদমা চৌসদহী পামুড়ী' চর্চা ১০, ১২০০।

পদাট্ট [স পদাট্ট] বি মোহণ। 'পদাট্ট কাক কোকিলের ডাক' মীচঞ্জী, ১৫৫০।

পদাঘাত দ্র পদ

পদাঙ্ক দ্র পদ

পদাতিক দ্র পদ

পদানুসরণ দ্র পদ

পদাবলী [স] বি গীতিকবিতাসমূহ। 'প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত মুদ্রার কবিতাবলী, গীত, পদাবলী ...' বক্তব্য, ১৮৭৫।

পদাভিনিজ দ্র পদ

পদাভ্যুত দ্র পদ

পদারবিন্দ দ্র পদ

পদার্থ [স] ১ বি বস্তু। 'রক্ত ... লাল ইত্যাদি দৃশ্যি ও অশকির পদার্থময় এ শরীরের ...' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০। ২ বি তত্ত্ববৃত্তি বিবরণ। 'বিদ্যার অস্ত্র ধন কোন পদার্থ নহেন।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৩ বি সারংশ। 'যাহাতে কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থার উল্লিখি হইলে বানের জলের ন্যায় টানুমল করিতে থাকে।' গ্যাস্ট্রী, ১৮৫৮। ৪ বি জ্ঞানবৃত্তি। 'কথার নিষ্ঠতা দ্বারা অনুসন্ধানের সূক্ষ্মতা চালাইয়া বাবুতে যে পদার্থ আছে মনে মনে তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলেন ...' গ্যাস্ট্রী, ১৮৫৯।

পদার্থতত্ত্ব [স] বি পদার্থবিদ্যা। 'মূলে আছে তার কেমেন্টি আর তত্ব পদার্থতত্ত্ব' রঞ্জীত, ১৯০০।

পদার্থদৃষ্টি [স] বি বস্তু দেখার সামর্থ্য। 'স্বপনপথের ব্যাঘাত কি বুল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই' দর্পণ, ১৮২৯।

পদার্থবাচক [স] বিণ বস্তুবাচক। 'পদার্থবাচক শব্দতো একটু না একটু জামগা ছুড়ে থাকে।' হাই, ১৯৫৪।

পদার্থবান [স] বিণ জ্ঞানবান। 'তিনি সারবান, পদার্থবান লোক'

রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পদার্থবিজ্ঞান [স] বি পদার্থবিষয়ক বিজ্ঞান। 'গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া হিন্দু কালেক্টরে ছাত্রদিশের আবশ্যক বটে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পদার্থবিৎ [স] বিপ পদার্থবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। 'পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পদার্থবিদ্যা [স] বি জড়পদার্থ ও শক্তির ধর্ম বিষয়ক বিদ্যা। 'পদার্থবিদ্যাত্তো তিনি ন্যূন ছিলেন না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পদার্থবিদ্যাবিৎ [স] বি জড়পদার্থের গুণ ও শক্তি বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ। 'এই সমুদায় সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতরা বিবেচনা করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পদার্থবোধ [স] বি পদার্থের জ্ঞান। 'যে সমস্ত বস্তু যারা পদার্থবোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধিবুদ্ধি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পদার্থময় [স] বিপ পদার্থপূর্ণ। 'রক্ত ... লাল ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপরিষ্কৃত পদার্থময় ও শরীরের ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পদার্থহীন [স] বিপ নির্বোধ। 'সেখায় পদার্থহীন উইপোকারা - আনন্দে আরম্ভসূত্রের দল।' হেতুধর্ম, ১৮৬১।

পদার্থো [স] পদার্থ বি বস্তু। 'ভাঙ্গা এহাও বেদিল্লা সার পদার্থো তিনি নহেন।' আভোনিরো, ১৭৪৩।

পদার্ধ [স পদ+অর্ধ] বি পদ বা অর্ধের অর্থ। 'বক্সাভার নানা অনুশাসন ও প্রয়োজিক ও ব্যোজিক ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বস্তুক হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পদার্ণব [স] বি প্রবেশ। 'ঐ তিনি সুবায় পদার্ণব হওনের স্বরময় ও চিত্রবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃত্যব ...' রায়রাম, ১৮০১।

পদার্ণব করা ক্রি আসা। 'কেন পাণ্ডব নরায়ন এখানে পদার্ণব করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পদার্ণবী [স পদার্ণব+ঈ] ক্রি পদার্ণব করা। 'বহুদিন পরে কবি পদার্ণবী বনভূমে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পদাসন দ্র পদ

পদাহত দ্র পদ

পদিনা [স] পদিনাহা বি এক রকমের সুগন্ধী পাতা: পুদিনা। ওর্স, ১৭৮৫।

পদী [স] বি কবিতা। ওর্স, ১৭৮৫।

পদুমিনী, পদুমিনী [স পদুমিনী] বি পদুমিনী; প্রেত নায়িকা। 'পদুমিনী আন্ধার নাভিসী রাখালামা।' বড়ু, ১৪৫০।

পদে পদে দ্র পদ

পদোত্তর, পদুত্তর [স প্রত্যুত্তর] বি কথার জবাব। 'পদোত্তর দিতা সবে কাকুতি বহল।' বাহরাম, ১৫৫০। 'মুহিন সালাম দিলে দিবা পদুত্তর।' জালাল, ১৬৮০।

পদোন্নতি [স] ১ বি চাকরিতে পরবর্তী ধাপে উন্নয়ন। '... এতদেশীয় ব্যক্তিদের পদোন্নতি করিয়া দেন ...' প্রজাকর, ১৮৫০। ২ বি অবস্থার উন্নতি। 'রাগিনী-হিরো সে বেতারার কোনোকালে পদোন্নতি ঘটে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি মর্যাদা বৃদ্ধি। 'পদোন্নতি ঘটে, আদ্যেত পা পড়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পদার [স] কৃত্যাহমরা বি কুসীদম্ভবী: পোন্দার। বিদ্যা, ১৮৯১।

পদ্ধতি [স] ১ বি রীতি। 'তবে প্রচার হয় পুস্তার পদ্ধতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

২ বি পন্থ। 'পশ্চিম পদ্ধতি দিয়ে প্রেমানন্দে চল।' মনিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি পরিচয়। 'আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ৪ বি কৌশল। 'সমরনীতির পদ্ধতি, বিধিবিধানের মর্যাদা রক্ষা করিয়া: আত্মরক্ষা।' মশাররফ, ১৯০৮। ৫ বি ভক্তি। 'খড়ের উপর বসিয়া আমজাদ বাবার আহার-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে।' শওকত, ১৯৫৮।

পদ্ধতিক্রমে [স] ক্রিবিপ পদ্ধতি অনুসারে। 'প্রকৃি পদ্ধতিক্রমে কৃষি ও বাণিজ্যকার্য নিরীক্ষা করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পদ্ধতিগত [স] বিপ রীতি সংক্রান্ত। 'পদ্ধতিগত সাময়িক ব্যাপারটিই নয়া জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়া ...' আজাদ, ১৯৬৪।

পদ্ধতিপালন [স] বি প্রথাপালন। 'ইহাকে চিঠি পিবিবার একটা প্রচলিত পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিও না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পদ্ধতিপুস্তক [স] বি পুস্তকটির বিধানস্মৃতি। 'পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।' বৃন্দা, ১৫০০।

পদ্ধি [স] পদ্ধতি বি রীতি: রেওয়াজ। 'আমারসের সেশের ত্রীলোকের শেখা পড়ার পদ্ধি আসে ছিল না।' গৌর, ১৮২২।

পদ্ধিত বি বংশনাম। মনোএল, ১৭৪৩।

পদ্ম [স] ১ বি পদ্মফুল ও তার গাছ। 'হং বিণু মাসে জুসু পদ্মবন পইসহিগি।' চর্চা ২৩, ১২০০। ২ বি (তত্ত্ব) চক্র। 'তার মধ্যে ছয় পদ্ম স্থিতিয়াছে পুরি।' চর্চা, ১৫৫০।

পদ্ম [স] পদ্ম। 'পদ্মফুল।' **পদ্মহস্ত** [স] পদ্মহস্ত বি পদ্মের মতো হাত। 'পদ্মহস্ত দেহ শোষাএই ইহার সন্নিবে।' মাগধর, ১৫০০।

পদ্ম-আঁধি বি পদ্মফুলের ন্যায় চোখ। 'পদ্ম-আঁধি, খন্ডন-নয়ন, তিলফুল, তরুচক্র।' অবন, ১৯২৫।

পদ্ম আসন [স] বি যোগাসনবিশেষ। 'প্রথমে করিব পদ্ম আসনের ভেদ।' সুলতান, ১৭০০।

পদ্মকলি [স] বি পদ্মফুলের কলি। 'দাদা প্রণয়ের পদ্মকলিটি ফুটলো নাকি? মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

পদ্মকলিকা [স] বি পদ্মফুলের কলি। 'নকলের জন্মেই প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

পদ্মকাঠ [স] বি পদ্মফুলের গন্ধযুক্ত ঔষধি গাছবিশেষ। 'পদ্মকাঠ আর ছড়িঅঙ্গে।' বড়ু, ১৫০০।

পদ্মকুঁড়ি [স] পদ্মকলিকা বি পদ্ম ফুলের কলি। 'পানপাতা পরিসর যেন পদ্মকুঁড়ি।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। 'বন্ধ ছিল আপনাতোই পদ্মকুঁড়ির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পদ্মকোরক [স] বি পদ্মের কুঁড়ি। 'সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্মকোরক বাহি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পদ্মপঙ্ক [স] বি পদ্মফুলের সুবাস। 'পদ্মিন গোপনারি অঙ্গে পদ্মপঙ্ক।' মাগধর, ১৫০০। 'আমোদিত পদ্মপঙ্ক পদ্মিনীর অঙ্গে।' জালাল, ১৬৮০।

পদ্মশৌখরো বি বিষধর সাপবিশেষ, যার ফণার রঙেই পোড়ার খুরের মতো চক। 'দেখহিসনে, ও যে পদ্মশৌখরো।' নজরুল, ১৯৩১।

পদ্মচাকি বি পদ্মফুলের গর্ভকেশর। 'চাঁদ যেন তাহার পদ্মচাকি।' নজরুল, ১৯৩১।

পদ্মচিনি বি মিষ্টি খাবার বিশেষ। 'পদ্মচিনি চন্দ্রকাণ্ডি খালা খতসার।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিরখও হেনা নাড়ু ... বিরগুণি পত্রচিহ্ন খায়্যা'।
মুকুন্দ, ১৬০০।

পত্রচিহ্ন [স] বি পত্রাচিত্র চিহ্ন; রাজচিহ্ন। 'আচর্য বাহার পদেতে
পত্রচিহ্ন সে এতাদৃশ দর্শিত।' মুতাহর, ১৮১২।

পত্রজা [স] বি পত্রফুলে জনলাভকারী। 'সামান্য পদেরা আছে,
পত্রজা, পত্রজা মৌমাছি।' সক্তি, ১৯৬১।

পত্রদল [স] বি পত্রপাতা। 'গাছেরে ধরিয়া ঝাঁকিল বানিক, হিড়িল
পত্রদল।' জসীম, ১৯৩৩।

পত্রদ্বিবি, পত্রদ্বিবি [স পত্র-দ্বিবি] বি যে দ্বিবিতে পত্রফুল জন্মে।
'বিজন আজি পত্রদ্বিবি লক্ষীছাড়ার রূপ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১; 'কাকচোখ
জল পত্রদ্বিবিতে কবে কোন রাঙা মেয়ে।' জসীম, ১৯৫১।

পত্রদলন [স] বি পত্রদল চোখ। 'সর্ব অঙ্গ তিতে পত্রদলনের জলে।'।
বৃন্দা, ১৫৮০।

পত্রদাত [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণু। 'কংসারি পরমানন্দ পত্রদাত
সর্বেশ্বর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পত্রদাল [স] বি পত্রফুলের ডাঁটা। 'দীর্ঘ পত্রদাল বেয়ে গাণ্ডির পরে
...।' সুরকশ, ১৯৪৩।

পত্রদ্বিবি [স] বি মূল্যবান পত্রফুল। 'পত্রদ্বিবি মুকুটমণ্ডলে।' রূপায়, ১৭৫০।

পত্রদাত্র [স] বি পত্রপাতা। 'পত্রদাত্র যেন কড় নাহি লাগে জল।'।
বৃন্দা, ১৫৮০।

পত্রদর্শ [স] বি পত্রপাতা। 'বিষম বিরহজ্বালা! পত্রদর্শ নিয়া।'।
মাইকেল, ১৮৬২।

পত্রদালশাখী [স] পত্রদাল-অঙ্কি। বিষ্ণু পত্রের পাতার মতো আঙুলি
চোখবিশিষ্ট। 'পত্রদালশাখী রূপসী স্ত্রী।' শরৎ, ১৯১৭।

পত্রদাতা [স] পত্রদাত্র। বি পত্রের পাতা। 'পত্রদাতার উপর ...
প্রাণভ্যাগ করতে রাজি নই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পত্রদুকুর [স] পত্র+দুকুর। বি পত্রফুল জন্মে এমন পুকুর। 'বনেদী
পত্রদুকুরবাসী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫; 'পত্রদুকুরে রঙিন মিনুক ডাসে।'।
জসীম, ১৯৩৩।

পত্রদুপুস [স] বি পত্রফুল। 'পত্রদুপুস, মতক হইতে নামাইয়া, কর্ণে
সলগ্ন করিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পত্রফুল [স] পত্র+স ফুল। বি জলজ ফুলবিশেষ। 'ঋণ দিয়া জলে
পড়ে পত্রফুল তাসে।' রূপায়, ১৭৫০।

পত্রবন [স] বি কমল বন। 'পত্রবনে অলি জেন ধায় মধু লাগে।'।
মালোথর, ১৫০০।

পত্রবন [স] পত্রবন। বি কমল বন। 'হন বিগু মাসে তুসুকু পত্রবন
পইসহিণী।' চর্য ২৩, ১২০০।

পত্রবনানী [স] বি পত্রফুলের ঝাড়। 'কোন পত্রবনানীর কোমললতা
লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পত্রবীজ [স] বি পত্রের বীজ। 'মালার মধ্যে ... পত্রবীজ, ক্রান্তক
প্রভৃতি অন্যান্য কল্পও বিনিবেশিত করিয়া রাখে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পত্রমণি [স] বি পত্রাধার মণি; রবি। 'ভারই মাথো লরতের ঠাঁল যেন
পত্রমণি।' নজরুল, ১৯৩১।

পত্রমধু [স] বি পত্র থেকে উৎপাদিত মধু; কবিরাজি ও শুণ্ড তৈরির
উপাদান। 'পত্রমধু, অনুশান, চাবনম্রাশ, ঝল - ইত্যাদি।' হাসান,

১৯৬৯।

পত্রমুখী [স] বি স্ত্রী পত্রের মতো সুন্দর মুখ। 'নিধি হতে ভাকে
পত্রমুখীরা, খির হও বাঁধি গেহ।' নজরুল, ১৯২৯।

পত্রমোনি [স] বি হিন্দুমতে বিশ্বস্ততা দেবতা। 'হরি হর পত্রমোনি নাট
দেখে মহামুনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পত্ররাণ [স] বি মূল্যবান রত্নবিশেষ। 'সূর্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত
পত্ররাণ মণিগণ্যেতে জড়িত।' মুতাহর, ১৮১২।

পত্ররাণমণি [স] বি পত্রবর্ণ মূল্যবান মণিবিশেষ। 'পত্ররাণমণি প্রভৃতি
ব্রহ্মরাজ্য এবং লঙ্কার উৎপন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১; 'পোতে
পত্ররাণমণি-উৎস শত বরধি অমৃত।' মাইকেল, ১৮৬০।

পত্ররাজ [স] বি ধানের নামবিশেষ। 'কেলে জিয়া পত্ররাজ দুদসার
লুটি।' ভারত, ১৭৬০।

পত্রলোচন [স] বি পত্র ফুলের মতো সুন্দর চোখ। 'সকল হইল
জীবন সেখিনু পত্রলোচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পত্রহস্ত [স] বি পত্রের মতো হাত। 'কখন কালকৃষ্ণ বাজন এবং কখন
বা পত্রহস্ত যারা গাঢ় দাহ নিবারণ।' হালিসহর, ১৮৭১।

পত্রাক্ষি [স পত্র-অঙ্কি] বি পত্রের মতো চোখবিশিষ্ট ব্যক্তি। 'পত্রাক্ষি,
ও চক্ষু হতে অক্ষ-বারা ঘনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

পত্রালয়া [স পত্র-আলয়া] বি স্ত্রী পত্রবাসিনী। 'উর তবে, উর
পত্রালয়া বীণাপাণি।' মাইকেল, ১৮৬০।

পত্রাশন [স পত্র-আশন] ১ বি পত্রের তৈরি আসন। 'বসিলা
দেবদাম্পতি পত্রাশনোপরে।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি যোগসাধনে
ব্যবহার কৃত, ভসি। 'পত্রাশন উজ্জলিত শতভর-করে।' মাইকেল,
১৮৭২; 'করি তপস্যা পত্রাশনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

পত্রাশনা [স পত্র-আশনা] বি স্ত্রী পত্রের আসনে উপবিষ্ট। 'কেন গো
বসিয়া আজি, কহ পত্রাশনা বীণাপাণি।' মাইকেল, ১৮৬০; 'পত্রাশনা
সরস্বতীর মূর্তি দেখিতে পায়।' বৃন্দল, ১৯৩৬।

পত্রাসীনা [স পত্র-আসীনা] বি স্ত্রী পত্রের উপরে সমাসীন। 'সরস্বতী
পত্রাসীনা।' বৃন্দল, ১৯৩৬।

পত্রা [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) লক্ষী দেবী। 'জয়া বিজয়া পত্রা বাটেন
মহৌষধি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) মনসা দেবী। 'অখনে
হইল পত্রা অট বে কুমার।' বিজয়, ১৬৫০।

পত্রা [স] বি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বহমান পত্রানদীর নিম্নাংশ। 'পত্রার
মোহনা।' রামায়ণ, ১৮০১; 'এ পত্রা নদীতে বড় টেট।' কেরি,
১৮০২।

পত্রাকুল [স] বি পত্রা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। 'পত্রাকুলের আমি
পত্নীই যুগে গুণ।' নজরুল, ১৯৩৫।

পত্রাপার [স] বি পত্রা নদীর তীর। 'একি ইলসা মাছ বে লবণ
মাথারে পত্রাপার হতে রক্তানী দিব।' গিরিশ, ১৮৮৬।

পত্রাবতী [স] বি নদীবিশেষ। 'পত্রাবতী নদী বড় দেখিতে সুন্দর।'।
বৃন্দা, ১৫৮০।

পত্রাক্ষি দ্র পত্র

পত্রাশন দ্র পত্র

পত্রাসীন দ্র পত্র

পত্নীনী [স] ১ বি স্ত্রী পত্র। 'জেন করিদন্ত মাথো সপত্র পত্নীনী সাজে।'।
মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (ভারতীয় কামশাস্ত্র) চার জাতীয় নারীর মধ্যে

সবচেয়ে সুলক্ষণা নারী। 'ভুবন যিনিই রূপ যেনে পঙ্খিণী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৮।

পাখো [স পাখ] বি পঙ্খস্বর। 'পাখো শিল্পপলদলে ক্কার কুমুদ জলে।' যামালধর, ১৫০০।

পাখ্য [স পাখ্য] বি পং; উপায়। 'অপহরণ করিবার পথ্য হইতে ক্ষত হইয়া ইংরেজের সরকারের ব্যাপকতার মধ্যে আসিয়া বাধ্য হইয়াছে।' কলকটার, ১৭৯৬।

পাখ্য [স] বি ছন্দোবদ্ধ রচনা; কবিতা। 'তখন গদ্যপদ্যে সন্ধান মুখবাসো।' মুক্তদল, ১৬০০: 'কেহ যদি গদ্য পদ্য বার মনের চমৎকার ছন্দাইতে গায়েন।' গৌর, ১৮২২।

পদ্য কাব্য [স] বি পদ্য রীতির কবিতা। 'পদ্যকাব্য, নাটক ... পদ্য কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পদ্য গ্রন্থ [স] বি কবিতার বই। 'পাঠ্য বঙ্গীয় ভাবার কোন গ্রন্থই প্রায় ছিল না যে ছিল সে পদ্য গ্রন্থ।' দর্শন, ১৮৩৪।

পদ্যময় [স] বি পদ্য কব্যময়। 'ভাঁহার একখানি পদ্যময় আখ্যায়িকা পুস্তক বাজেন্ত হইয়া যায়।' মেতাহার, ১৯৩৭।

পদ্যরচক [স] বি কবিতা রচয়িতা। 'এতদেশীয় পদ্যরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই প্রসিদ্ধ।' দর্শন, ১৮৩০।

পদিস [স পদ্য] বি কবিতা। ওর্স, ১৭৮৫।

পদ [স পা] ১ বি কৃষ্টি গদ্য সংখ্যক: ৮০টা। 'ভাও মাথে বোল পদ কড়ায়ে নাহি টুটে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দৃঢ় সংকেত; প্রতিজ্ঞা। 'পদবর্তি অঙ্কিত পদ বদনের কৈল।' যামালধর, ১৫০০। ৩ বি বিবাহে প্রদত্ত অর্থ ও প্রত্যাগী। 'ইহার পনের সক্রপ একসও তথা শিল্পার নির্দয় করিলাম।' ওর্স, ১৭৮২।

পনের সক্রপ বি পদ সক্রপ। 'ইহার ব্যাখ্যায় পনের সক্রপ একসও এক তথা ...।' ওর্স, ১৭৮২।

পনর [পা পনরস] বি পনরো। 'মাশে কোশে দিয়া দড়া পনর কাঠার ফুড়া।' মুক্তদল, ১৬০০।

পনস [স] বি কাঁঠাল। 'মুখ অস্ত্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাং।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পনসের বীতি বি কাঁঠালের বিতি। 'ভায় দিয়ে গোটা দল পনসের বীতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পনি [স] বি ছোটো বাড়ো; টাউ। 'ছোট বার ... পনি টাউ সেজে কদম দ্যাখায়েন।' হুতাম, ১৬৬১।

পনির, পনীরা [কা পনীরা] বি দুধের ছানা দিয়ে তৈরি বাঘ্য বিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫: 'এক টুকরা পনীরের আদম মুখে লইয়া ...।' তরঙ্গী, ১৮০০: 'যদি পনির, বিকিট, মার্যমোড় ও দুধের মোরফা না খাও তবে উপবাসে মর।' রোকেয়া, ১৯২২।

পথ [স পথ্য] বি পথ। 'কড়ারির পথ নেহাণী।' বড়ু, ১৪৫০: 'পথ বিরোধিদি কিতো।' বড়ু, ১৪৫০।

পথক্রম [স] বি ভ্রমণপথ। 'পথক্রমে একজন সংহতি মিলিল।' আলোকল, ১৬৮০।

পথস্থাপ [স] ত্রিবিধ পথচলা অবস্থায়। 'পথস্থাপ পঞ্জিয় শাইছ অপার।' বাহরাম, ১৬৫০।

পথঘীণা [স] বি পথ রূপ বীণা। 'তব চরণ-তুল-চুমিত পথঘীণা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পথঘায়া [স] বি শিল্পাভাষা। 'চিত্ত মোর পথঘায়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পথঘীণ [স] বি পদ্য শিল্পাভাষা। 'পথঘীণ নেহাণ্যের বাঘার ... অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়ানো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পথ্য [স পথ্য] ১ বি বাঁধানো পথ। 'মানোএল, ১৭৪০। ২ বি উপায়। 'কোশলানী বাহাদুর ধনী হওনের অনেক পথ্য করিয়াছেন।' ওর্স, ১৮২৫। ৩ বি পথ। 'ভাই বলি - এই পথ্য কর পরিহার।' দিগ্বিশ, ১৮৮৭। ৪ বি আইন। 'আমি অতিশয়-পথ্যার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পথিক [পা] বি পথিক। 'ভাবিনি তন কিছু করি অবধান। রাধানাম কহই যদি পথিক তনইতে আশু কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০।

পথী [বি] বি পদ্যসারী। 'নানকশাহী কবীরপথী ও শিল্পশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পশর [পা পশরস] বি পনরো। পশরই [পা পশরস] বি (মাসের তারিখের ক্ষেত্রে) পনরোতম ওর্স, ১৭৮৫।

পশরবিহি [পা পশরস] বি (মাসের তারিখের ক্ষেত্রে) পনরোতম। 'ভানকান, ১৭৮৪।

পশরো [স পশরস] বি পনরো। 'মানোএল, ১৭৪০।

পশর [স] বি সাপ। 'পশর পালায় যেন পরভের ডরে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পশর-অবন [স] বি গরুড়। 'পশর-অবনে নাম নাহি চরে যত।' মহাভারত, ১৮৩১।

পশর [স] বি আউজাভীর গাছবিশেষ। 'দীর্ঘ সরল পশরার গাছের শ্রেণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯: 'পশরার গাছের শিখরগুলি সৌন্দর্যমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পশরিন [স] বি মকুা বুনটের সৃতি কাগড়। 'পশরনে পশরিনের শিলওয়র।' মুক্তদল, ১৯৪৯।

পশাত বি পশাত হয়ে গড়া। 'পশাত ধরগীতলে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

পশি [স] বি ফুলবিশেষ। 'আমার বাগান ভরা গ্যালি পশি ভানিয়ার মেলা।' মহীশ, ১৯৩৯।

পশিয়া [স বগীচা] বি পশিয়া। 'পশিয়া দারুন শিউ শিউ সোঙর অমি অমি সেই ভসু কোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পশুদার [স] বি পশু জনপ্রিয়। 'আমার একটা গান তনোহো বোখব, খুশ পশুদার হয়েছ।' ইন্দিয়া, ১৯৭২।

পশুশারিটি [স] বি জনপ্রিয়তর। 'ঢাকার খুশ পশুশারিটি আপনার।' লামসুল, ১৯৭৩।

পবত [স পর্বত] বি পর্বত। 'পর্বতি উপরে সেই চিতাওর গড়।' আলোকল, ১৬৮০।

পবন [স] ১ বি বাতাস। 'আঙলি আলিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে।' বড়ু, ১৫০০। ২ বি বায়ুর দেবতা। 'পবন শ্রিয়া ভবে আত্মা কৈল হর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পবশ, পবশা [স পবন] বি বাতাস। 'মগ পবশ বেগি করত কলসা।' চর্য ১৯, ১২০০: 'মার রে জোইআ হুয়া পবশা।' চর্য ২১, ১২০০।

পবনসেব [স] বি বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা। 'আর পবনসেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন।' প্রথম, ১৯২৫।

পবনন্দন [স] বি হনুমান। 'সমুদ্রের কূলে বসো পবনন্দন।' রূপরাম, ১৭৫০।

পবনবেণ [স] বি বাতাসের পতি। 'চলি গেছো পবন, পবনবেণে সেব

শূন্যপথে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পবনরথ [স] বি পবনরথ রথ। 'ফাদুল পবনরথে যবন বনের পথে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পবনরাজ [স] বি বায়ুরাজ রাজা। 'বৃটিশা সঙ্গে লয়ে পবনরাজের ঘূর্ণি সোলাপ।' জসীম, ১৯৩০।

পবনহিষ্টলা [স] বি বাতাসের কপ্পন। 'সত্তপর্ণ-পত্নাবের পবন-হিষ্টলা-সোশ-হন্দে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পবলিক [হি] বিণ সর্বসাধারণের। 'পবলিক মিটিং অর্থাৎ সকলে সভা হইলে আদেশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

পবলিক মিটিং [হি] বি জনসভা। 'পবলিক মিটিং অর্থাৎ সকলে সভা হইলে আদেশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

পবলিকসেলে [হি] বি প্রকাশ্যে বিক্রি; নিলাম। 'স্বাবরথন পবলিকসেলে অর্থাৎ নিলামে বিক্রয় হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

পবলিক স্কুল [হি] বি উচ্চমানের বেসরকারি স্কুল। 'ওটিউকট প্রসিদ্ধ ও পুরাতন স্কুল আছে, তাহারের পবলিক স্কুল ... বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

প'বারো [বি] শোয়াবারো; পরম সৌভাগ্য। 'ভার হয়ে যায় প'বারো।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

পবাশ [স] প্রবাল। বি প্রবাল। 'পবাল মুকুতা থরে থরে।' রামাই, ১৭১০।

পবিরত [স] পবিত্রা বিণ পবিত্র। 'হেলা করে আপনা সতীর না করে পবিরত।' সুলতান, ১৭০০।

পবিত্রা [স] ১ বিণ বিতন্ড। 'পবিত্র হইল মোর পুরি।' মালারথ, ১৫০০। ২ বিণ পবিত্রজ্ঞ। 'ঘরে আমি পবিত্র হানে হুইল শোয়াইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ প্রসন্ন। 'মনে না মিলিল করে পবিত্র ভঙ্গি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ নিচলু। 'আজি পবিত্র আমি তোমা দরশনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ নিম্পাপ। 'আপনার অক্লেশকর সর্বদা প্রসন্ন ও পবিত্র রাবিত্যে যাহার একান্ত বড় থাকে।' অক্ষর, ১৮৫০। ৬ বিণ তৃপ্ত। 'উদয় পবিত্র হয় দিবা ময়ম গালে।' তর, ১৮৫৮। ৭ বিণ অমলিন। 'যথেষ্ট উপাসনে অন্ন, অক্লেশজনক পবিত্র বস্ত্র, প্রশস্ত পরিচ্ছন্নতা ...।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পবিত্রাক্ষর [স] বি তীর্থভূমি। 'হিন্দু তীর্থযাত্রী এই পবিত্রাক্ষর দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিতেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পবিত্রাজ্ঞান [স] বি নিম্পাপ এমন ধার্মা। 'পাত্রপণকে অতি পবিত্রজ্ঞানে বহুবিধ রত্ন ও অলঙ্কারাদির সহিত স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

পবিত্রতম [স] বিণ সবচেয়ে পবিত্র। 'আত্মার পবিত্রতম ঘরের এইরূপ ...।' জামায়াত, ১৯৩৫।

পবিত্রতা [স] বি শুদ্ধতা। 'পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পবিত্রবন্দনী [স] বি ক্রী পবিত্র মুখমণ্ডল যার। 'পবিত্রবন্দনী, যৌগ ভঙ্গিনী রূপিনী।' সীনবন্ধু, ১৮৬৭।

পবিত্রব্রত [স] বি উত্তম কাজ। 'ওবর্লিন শ্রোণকায়রূপ পবিত্রব্রতের কোন অঙ্গ অসম্পন্ন রাখিবার সোক ছিলেন না।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পবিত্রমধুর [স] বিণ পবিত্র ও মধুর অবস্থা। 'শকুন্তলা ... বড়ো পবিত্রমধুরভাবে পতিপুত্র বধা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পবিত্রসলিলা [স] বিণ বিতন্ড জলপূর্ণ। 'পবিত্রসলিলা সসোরনদীর স্রোত চিরদিন প্রবহমান।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পবিত্রশব্দা [স] বিণ নিম্পাপ শব্দাবের। 'কোন পবিত্রশব্দা কুমারী, কি সুপবিত্র অনুভূত যুবা।' মাইকেল, ১৮৭৪।

পবিত্রাশ্রুতি [স] বি সুখশ্রুতি। 'একটি পবিত্রাশ্রুতি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে আদ্যন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পবিত্রা [স] পবিত্র। বি নিম্পাপ করা। 'কি কাজ পবিত্রি মস্ত্রে জাহাবীর কালে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

পবিত্রা [স] ১ বিণ ক্রী বাটা। 'আমরা একটি পবিত্রা ত্রাণিকা প্রাণ্ড হই।' সীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বিণ ক্রী ভালো। 'বলিছে পবিত্রা সখী।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬। ৩ বিণ ক্রী নিম্পাপ। 'পতিপরায়ণা পবিত্রা সতী পতির নিকটে যাইয়া ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

পবিত্রাত্মা [স] বি পবিত্র আত্মা। 'পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও ভব শরীরে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

পমা [স] প্রমাণ্য। বি প্রবেশ করা। পমাই বি প্রবেশ করে। 'করই অনুদিন তৈলোহ পমাই।' চর্চা ৪২, ১২০০। পমাই বি প্রবেশ করে। 'সরহ ভগই গমাই পমাই।' চর্চা ৩৮, ১২০০।

পমেট [হি] বি প্রসাধন সামগ্রীবিধের। 'পায় সবসময়ে পাউডার আর পমেটের গন্ধ।' জীবন, ১৯৩২।

পমেটমি [হি] বি প্রসাধন সামগ্রীবিধের। 'পমেটম মেখে, কোট ব্রাশ করে ফিটকাট।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পম্প [হি] বি মিতাহীন ভুতাবিধের। 'বিসেতি পম্প কি পাঞ্জাবী নামরা।' প্রসঙ্গ, ১৯২২।

পম্প [স] পর্বত। অর্থাৎ অবি। 'আজি কি এতো বেলা পম্পত ঘুমবার সময়?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পন্ন, পন্ন [স] ১ বি দুখ। 'সর্বকাল পন্নগান অন্ন নাহি যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পানি। 'হাতপাড়া দিএ হর হেলাসেনে পন্ন।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'পন্ন সহ পন্নোদে কি বহিরে পবন।' মাইকেল, ১৮৬১।

পন্নগান [স] বি দুঃখগান। 'সর্বকাল পন্নগান অন্ন নাহি যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পন্নপ্রাপালী [স] বি পানি নিষ্কাশনের পথ; নর্দমা। 'সব পন্নপ্রাপালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালাবদ্ধ।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

পন্নপ্রেক্ষণিত [স] বিণ দুখের ফেনার মতো। 'সম্পন্ন ব্যক্তির মনোমত হৃদয় মধ্যে পন্নপ্রেক্ষণিত পর্য্যভোগের ...।' রামনারায়ণ, ১৫৪৪।

পন্নপালা [স] পন্নোপালা। বি পানি নিষ্কাশনের পথ; নর্দমা। 'পন্নপালায় ওপার পোনারের দোকানে।' হুতোম, ১৮৬১।

পন্ন-পন্নিকার [স] বিণ পন্নিকার পন্নিকার। 'আমিও একই পন্ন-পন্নিকার হইয়া লই একটা ছুব দিয়া।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৪৮।

পন্নকেন [স] পন্নফেনা। বি দুখের ফেনা। 'তোমার বদন দানা যেন পন্নফেনা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পন্ন [স] বি সুলক্ষণ। 'ভাল ভাল ভাল পন্ন। সৃষ্টি আর নাহি রয়।' তর, ১৮৫৮।

পন্নমত্ত [স] ১ বিণ সৌভাগ্যমুক্ত। 'ছোট বউ বড় পন্নমত্ত।' সীনবন্ধু, ১৮৬০। 'পন্নমত্ত বহু।' লক্ষ্য, ১৯৩১। ২ বি ভাগ্যবান ব্যক্তি। 'পন্নমত্তদের দুখ দেখতে চলে এলুম।' জীবন, ১৯৪৮।

পন্নপথর, পন্নপাথর [স] পন্নপাথর। বি ইসলামি বিশ্বাসমতে প্রৈতিক

পুরুষ; ঈশ্বরের বার্তাবাহক। 'ভাকুয়া সমান সঙ্গে যথ পয়গাঘর'। *আলাওল*, ১৬৮০; 'পঞ্চন কিতাব আইল নীল পয়গাঘরে'। *গরীব*, ১৭৬৫।

পয়গাঘরি, পয়গাঘরী, পয়গাঘরী [যা পয়গাঘর]। বি পয়গাঘরের দায়িত্ব বা কাজ। 'যেই দিনে ঈশ্বরে দিলেক পয়গাঘরী'। *আলাওল*, ১৬৮০; 'পয়গাঘরী পাইলেক সাড়াইল বরিষে'। *আলাওল*, ১৬৮০।

পয়গাম [কা] ১ বি প্রস্তাব। 'দিয়ার পয়গাম যদি কৈল ভারপর'। *গরীব*, ১৭৬৫। ২ বি বার্তা। 'বিশে বয়ে আসে শুনীর পয়গাম'। *হাই*, ১৯৪৭।

পয়জন [হি] বি বিষ। 'বাতাসে মেসার কড়া পয়জন'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'একবয়ে যাকে বলে লেড পয়জন'। *শিবরাম*, ১৯৪০।

পয়জারি [কা] বি ছুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'কারে বা গোষার ফিকে মারিল পয়জারি'। *গরীব*, ১৭৬৫।

পয়ড়া [স পয়] বিণ ডরল। 'মাতো মন সুখদ পয়ড়া তড় গেলে'। *ওগ*, ১৮৫৮।

পয়দল [আ] বি পদাতি সৈন্য। 'পয়দল কলবল ভূতল টলমল'। *ভারত*, ১৭৬০।

পয়দা [ফা] ১ বি সূত্রি। 'পয়দা জতেক কিছু হয় হররোজ'। *কুফরায়*, ১৭২০। ২ বি তৈরি। 'জদি নয় বকম কাপড় পেটার আড়কে পয়দা হয়'। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

পয়দাএসী [স পয়দা] বিণ উৎপাদিত। 'খাঘ পয়দাএসী আকীম নিলামে বিক্রী হইবেক'। *ক্যাগলে*, ১৮০১।

পয়দাস [কা পয়দাইশ] বিণ সূত্র। 'আমার পয়দাস সোকে বহুত কাটিলে'। *গরীব*, ১৭৬৫।

পয়দাশি [কা পরগুতা] বি নদীর তীরে পানির মধ্য থেকে জেমে ওঠা জমি। 'পরদাশি ভূমিতে ডালুকাচারে বড় নাই'। *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পয়মালা [ফা পয়মালা] ১ বিণ ধ্বংস। 'বোটার দুশমান যার পয়মালা হইয়া'। *গরীব*, ১৭৬৫। ২ বিণ নষ্ট। 'আমার হিস্যা পয়মালা করিবার কারণ...'। *ক্যাগলে*, ১৭৮৮।

পয়রবী [ফা পায়রবী] বি অনুসরণ। 'ইসলাম ধর্মের পয়রবী করে'। *সাম্যবাদী*, ১৯২৩।

পয়লা [হি পহলা] ১ বিণ প্রথম। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরকায় গেতে পারি'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ২ *ক্রিয়বি* প্রথমে। 'উমেন্দার এল আজ পয়লা'। *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

পয়লা নম্বর [হি পহলা+ই নম্বর] বিণ সেরা। 'পয়লা নম্বর'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পয়লানম্বর [হি পহলা+ই নম্বর] বিণ শীর্ষস্থানীয়। 'গ্রামের সুদারপের পয়লানম্বর কাউকে তিনি বেছে নিলেন'। *মুক্ততবা*, ১৯৫৯।

পয়শুতি [ফা পরগুতা] বি (পানির নীচ থেকে) পুনরায় জেমে ওঠা। 'শেই দুই গ্রাম পয়শুতি হইয়াছে'। *হ্যালহেড*, ১৭৭৮।

পয়সা, পয়শাঁ [স পাস] ১ বি মুদ্রার একক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চারি পয়শার সিদ্ধুর'। *দর্পণ*, ১৮২৬; 'খুদার সেনা পাওনা বিবরে যে ক্রেপ ছিল পয়সার বহুলায় হওয়াতে সে সকল কার্যে কর সম্পন্ন হইতেছে'। *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০। ২ বি নগদ অর্থ। 'তঁহার পাশর লাগে যাহা বলেন'। *দিকৃৎকাল*, ১৮৬৯। ৩ বি অর্থ-সম্পদ। 'আমি দুর্দ্বাক্ষ পয়সা কাড়াল'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ বি ভাড়ার মাসুল। 'ট্রাম-গাড়ি

চড়বার পয়সা অনেকক চেয়ে চিঠে নিতে হয়'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পয়সা ওড়ানো [ক্রি বাজে বরচ করা]। 'পয়সা ওড়াতে গিয়েছিলে?'। *জীবন*, ১৯৩২।

পয়সাওয়ালা [পয়সা+হি ওয়ালা] বিণ বেশি টাকাপয়সা আছে এমন; ধনবান। 'পয়সাওয়ালা মোহাজেররা এসে একে পুনর্বাস আবাদ করলো'। *মাহেনত*, ১৯৪৯; 'দু-একজন পয়সাওয়ালা পান্ডারী কল্যাণকীর্ত্তনও লেগে'। *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

পয়সাকড়ি বি টাকা-পয়সা। 'পয়সাকড়ি যখন দিল না'। *মানিক*, ১৯৪০।

পয়সা-টরসা বি টাকাকড়ি। 'পয়সা-টরসা পূর্ব মত দিতে পারব না আমি'। *জীবন*, ১৯৪৮।

পয়সা পাওয়া ক্রি অর্থ উপার্জন করা। 'আমি কবিতা শুনিতে পয়সা পেয়ে থাকি'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পয়সাবাঁজি [পয়সা+ফা বাঁজি] বি দ্বন্দীর ভাব দেখানো। 'মিছেমিছি পয়সাবাঁজি করে কী লাভ'। *জীবন*, ১৯৪৮।

পয়সাবিষয়ক [পয়সা+স বিষয়ক] বিণ মুদ্রা সম্পর্কিত। 'নানা প্রকার পয়সাবিষয়ক বৃত্তান্ত লেখেন'। *দর্পণ*, ১৮৩৩।

পয়সি [স পয়]। *ক্রিয়বি* জলে; নদীতীরে। 'পয়সি পয়সে জাগ সত্য জাগি'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পয়সি পয়সি [ফা পয়গুতা] ১ বি নদীর তীরে জেমে ওঠা নতুন জমি। 'নতুন পয়সি ভূমির উপর কর স্থাপন'। *বহ্নিম*, ১৮৯২। ২ বিণ আবাদ। 'আমাদের জমি যে পয়সি হল - তার বাজনা তো আর আমরা কমি পাই নাই'। *ভায়া*, ১৯৪০।

পয়সিনী [স] ১ বিণ সুলভ্য। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ বি মুদ্রনভী। 'মাতৃস্বপ্না, শান্তিধর্মশীলী, অসক্রান্ত, পয়সিনী'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

পয়হাল বি সম্পন্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পয়ান [স প্রয়ান] ১ বি পয়ান। 'একটি চলিল ধনি হোই আত্মআন। উমড়ি কহই সখি করহ পয়ান'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বি প্রস্থান। 'পুনরপি যারকাল করিল পয়ান'। *মালাধর*, ১৫০০। ৩ বি চলান্ত। 'করমুগে নয়ন মুখি তমু জাবিনি ভিমির পয়ানক আশে'। *গোবিন্দ*, ১৬০০। ৪ বি যাত্রা। 'প্রভাতে উঠিয়া নৃপ করিল পয়ান'। *আলাওল*, ১৬৮০।

পয়্যার [স পদ] ১ বি কবিতার প্রতি পঙ্কতিতে চৌদ ময়্যারযুক্ত ছন্দবিশেষ। 'ভাগবত অর্থ জ্ঞত পরারে বীকিয়া'। *মালাধর*, ১৫০০; 'বালাগাভার পরাদিচ্ছনে অনুবাদিত'। *মদনমোহন*, ১৮৩৪। ২ বি চৌদ অক্ষরের বিশেষ ছন্দে লেখা কবিতা। 'পয়ার লিখতে চেষ্টা করি'। *হুতাম*, ১৮৬১।

পয়াল [স প্রবাল] বি প্রবাল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পয়েটে [হি] বি কবি। 'তিনি পয়েটে অর্থাৎ উচ্চ ভাষায় কবি ছিলেন'। *দর্পণ*, ১৮৩২।

পয়েটে লিরিয়েট [হি] বি রাজকবি। 'পয়েটে লিরিয়েট নামক একজন রাজবাটীর কবি আছেন'। *কৃষ্ণজাবিনী*, ১৮৮৫।

পয়েটে [হি] বি শোয়ায় অর্জিত সাফল্য পরিমাপক একক; নম্বর। 'আশনাকে পঞ্চাশ পয়েটের শোয়ায় চালোল করতে আমি প্রস্তুত'। *শিবরাম*, ১৯৫০; 'নৃপকৃষ্ণা ৪টা ইজেক্ট ২০ পয়েট সফল করে'। *বেগম*, ১৯৯২।

পয়ো [স পয়] বি পানি। 'এই যে সেলাসে পীতবর্ষের পয়ো

দেখিতেছেন।' মীনবু, ১৮৬৭। দ্র পয়

পর্যায়শীল [স] বি পানি নিচাসনের পথ; নর্দমা। 'আপনার নতুন পর্যায়শীল পরিকল্পনা নিয়ে জলনা কল্পনা করছেন।' শ্যামসু, ১৯৭০।

পর্যায়শীল [স] বি নর্দমা। 'হায়ায় কঙ্কাল-শব বিকারের পরোয়ালী মাঝে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

পর্যায় বি মেঘ। 'পয়ঃ সহ পয়সে কি বহিবে পবন।' মাইকেল, ১৮৬১।

পর্যায় [স] বি ত্তন। 'উরহি অঙ্কল ঔপি চক্ল আখ পয়োধর হের।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পর্যায় [স] পর্যায় [স] বি ত্তন ধারা। 'পর্ড পাশ পর্যায়ধর না হও গোপন।' আলোড়ল, ১৬৮০।

পর্যায় [স] বি জলধর। 'পায়সপয়োধি সপসপিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

পর্যায়ি [স] বি সমুদ্র। 'এ হরি বন্দী ত্তন পদ নায়। ত্তন পদ পরিহরি পাশ-পয়োনিধি পার হই কৌন উপায়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পর্যোহ [স] বি মেঘ। 'আলোকপারে কেনে লো উদিত পয়োবাহ।' মাইকেল, ১৮৬১।

পর্যোবাহ [স] বি মেঘ। 'ঐরাবত সহ সৌদামিনী বহি পয়োবাহ যথা।' মাইকেল, ১৮৬০।

পর্যোভার [স] বি পয়োধর; ত্তন। 'তালফল জিনিআ তোষার পর্যোভার।' বড়, ১৪৫০।

পর্যোশি [স] বি মেঘন্দল। 'ফল কাল, অল্লাহু; গয়োরাশি চলে মাইকেল, ১৮৬১।

পর্যোত্রি পয়ত্রি

পয় [স] সর্ব অপর; অন্য। 'দিলই পর অণ্য।' চর্য্য ৩৯, ১২৩০; 'দুই মন মিছ দেখে আশ্রু সম পর দেখে।' বড়, ১৪৫০।

পরঅবধি [স] পর-অবধি। ক্রিবিধ পর থেকে। 'এতদ্বন্দ্বৈ বাসিজ্ঞকরণের অনুমতিপ্রাপ্তের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

পরউচিট [স] পর-উচিট। বিধি অন্যের এটো। 'পামর তুণ্ডা পরউচিট না করিগি যেন।' মালধর, ১৫০০।

পর উপকার [স] পর-উপকার। বিধি অন্যের উপকার। 'হুই ন করিঅ কহু কর যোহি পার। সব তহু বড় খিক পর উপকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'জন্ম সার্থক করি পর-উপকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পর কাজ [স] পর-কার্য্য। বিধি অন্যের কাজ। 'দেখি তোমাকাজ আজলী/পর কাজে তোলা বিকলী।' বড়, ১৪৫০।

পরদিন [স] ক্রিবিধ পরবর্তী দিনে। 'পরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পরদিন ভারত বাহিরে যাইবার সময় ...।' তারিখী, ১৮০৩।

পর দিবস [স] বি পরের দিন। 'পরদিবসে বিরুমাতিতকে জিজ্ঞাসা করিল ...।' রামরাম, ১৮০১।

পরদৈব্য [স] পরদ্রব্য। বিধি অন্যের জিনিস। 'পরদৈব্য দেখি কেনে ভাল জানের লুভ।' মালধর, ১৫০০।

পর-বাহরে যাবার ক্রি অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া। 'পর-বাহরে আর যাব না ভাই।' নজরুল, ১৯২৪।

পর পর [স] ১ ক্রিবিধ উত্তরোত্তর। 'পিবানদের বৃদ্ধি পরঃ উন্নতির বাহ্য হইল।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রিবিধ ক্রমাধারে। 'রাজার ভয় পর পর বাড়িতে লাগিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পর-পরিচর্য্য, পর-পরিচর্য্যা [স] বি পরের নিন্দা; পরহিসো। 'পর-পরিচর্য্যা নিযুক্ত থাকিয়া কোন একারে কালাতিপাত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

পর ভাষ্যোপকীর্ষিতা [স] বি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনধারণ। 'অন্যান্য দোষের মধ্যে পর ভাষ্যোপকীর্ষিতা অতি প্রধান।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পর ভাষ্যোপকীর্ষী [স] বিধি অন্যের উপর নির্ভরশীল। 'আমরা হইয়াছি পর ভাষ্যোপকীর্ষী।' রামরাম, ১৮০২।

পরভাষ্যাপারদর্শী [স] বিধি অন্য জাতিসম্প্রদায় ভাষার দক্ষ। 'হাঁহারা বাক্যে অজ্ঞের, পরভাষ্যাপারদর্শী।' বক্রিম, ১৮৭৪।

পরভাষ্যোপাদেশ [স] বি অন্যের শাসিত ত্ত্বস্তের প্রতি লোভ। 'পরভাষ্যোপাদেশের উদ্ভাবনা এবং যুদ্ধের সাধ চিত্তের মিটাইয়া দাও।' আজ্ঞা, ১৯৬৫।

পর-রাষ্ট্রা [স] পর-রক্ষনা। বিধি অপরের রক্ষা করা। 'পর-রাষ্ট্রা ভাত খাইআ চাপ পায়ো মু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরে ১ ক্রিবিধ পরবর্তী সময়ে। 'পরে তার পরিচয় পাবে অচির।' মনিকঙ্কর, ১৭৮১। ২ অব্য তবো। 'রাসুলকে চিনলে পরে খোদা চিনাখায়।' লালন, ১৮৭০।

পরের বিধি পরবর্তী। 'তার পিছনে তার পরের জন।' অন্নদা, ১৯২৯।

পরের পলায় দেওয়া - বিয়ে দেওয়া। 'কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরের ঘর বি নিজের বাবা-মা ব্যতীত অন্য পরিবার। 'ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক - পরের ঘরে মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পরের বাড়ি বন্ধুত্ব রেখে শিকার - অপরকে বিপদে ফেলে নিজে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা। সুবল, ১৯০৬।

পরের হেলে বি অপরের সন্তান। 'পরের হেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান...' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পরের তেলে কাপড় নষ্ট - পরের জিনিস পর্যাণ্ড পেশেও তার যথেষ্ট ব্যবহার করতে নেই। সুবল, ১৯০৬।

পরের ধনে পোদারি - অপরের সম্পদের সাহায্যে নিজে কর্তৃত্ব ফলালে। সুবল, ১৯০৬; 'পরের ধনে পোদারি করা হচ্ছে যখন বাংলা ভাষার চিরকেন্দ্র বদ অভ্যাস।' প্রথম, ১৯২২।

পরের ভাতে বেঙন পোড়া - পরের জিনিস পেয়ে তা আবার ইচ্ছামতো ব্যবহার করা। সুবল, ১৯০৬।

পরের মাথার কাঁঠাল ভাঙা - অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ আদায় করা। 'পরের মাথার কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার ব্যবসায়ী গোপ পাওয়া দরকার।' নজরুল, ১৯২৫।

পরের মাথার কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গৌণে ভেল - অন্যের অনিষ্ট করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি। 'পরের মাথার কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গৌণে ভেল দেওয়ার এঁদের পলিঙ্গ।' হেতম, ১৮৩১।

পর, 'পর [স] উপরি। ১ অব্য উপরে। 'হেঁ পর সমুখ-বিমুখ ডান-বাম/সর্ব রূপ একরূপ ছিল শূন্য ঠায়।' সুলতান, ১৭০০; 'বাহুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তাদের গানের পর।' জঙ্গীম, ১৯২৯। ২ অব্য প্রতি।

‘ইহার পর বেরক্ত নহিবেন’। বোম্ব, ১৭৭০। ৩ অধ্যায়ে।
‘চাহা নীরবে পর দশ ছড়ি তরু’। কের, ১৮০২। ৪ ক্রিষিণ
পর্বর্তী সময়ে। ‘তোমরা আমার মুক্তার পর একরা থাকিবা’।
মুদ্রারত্ন, ১৮১২। ৫ বিপ পর্বর্তী। ‘সে নীরবে একবার চক্ষু পাতা
খুলিতেছিল, পর মুহূর্তে বন্ধ করিতেছিল।’ শওকত, ১৯৫৮।

পরে ক্রিষিণ উপরে। ‘সে যুদ্ধের পরে দুই মুহূর্ত গিয়া’। সুলতান,
১৭০০।

পর্য [ফা] বি পালক। ‘মুদুরের পর জিনে বেশ মাখ গেরে’। গরীব,
১৭৬৫।

পরজা [ফা পরজা] বি গ্রায। বিদ্যা, ১৮৯১।

পরজানী [ফা পরজানী] বি আদেশনামা। বিদ্যা, ১৮৯১।

পরগুয়া [ফা] ১ বি গ্রায। ‘রওজার বসিয়া থাক কিবা পরগুয়া করে’।
গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ভয়। ‘ক্যা জুতী। কুপপরগুয়া সেই, মদ
দোয়া’। গিরিশ, ১৮৮৯।

পরগুয়ানী [ফা পরগুয়ানী] বি আদেশপত্র। ‘অনিয়া হানিফ মর্য লিখেন
পরগুয়ানী’। গরীব, ১৭৬৫।

পরগুয়ান [ফা পরগুয়ান] বি পরগুয়ান। ‘তাজি বোররাক হাঁকে
অন্যমনে পরগুয়ান’। নজরুল, ১৯২৪।

পরগুয়ার [ফা] বি স্টা। ‘এম্বা দোয়া করেছিল পাক পরগুয়ার’। গরীব,
১৭৬৫।

পরগুয়ারসেগার, পরগুয়ারদিগার [ফা] ১ বি পালনকর্তা। ‘চালায়ে
না ভাসের পরে/এই চাহি পরগুয়ারসেগার’। নজরুল, ১৯০২। ২ বি
প্রতিপালক। ‘আমাদের গ্রাণী তাই পোন রব, পরগুয়ারদিগার’।
ফররুখ, ১৯৬০।

পরগুয়ারেশ [ফা পরগুয়ারিশ] বি স্টাশ্যাবকতা। সহায়দার। ‘বাল্যে
মুশলমান বাদশাহ এবং আর্মীর-ওমরাহদের নেকবজরেই পরগুয়ারেশ
পেয়েছিল।’ মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পরক [স] বিপ অপর। ‘বড়দি পরক বিনাঙ্গী’। বড়ু, ১৪৫০।

পরক [স পরক] বি বিচার। ‘দেদ পরক কেহ হরির ভাবন’। মালশাখর,
১৫০০।

পরকামী, পরকোলা [ফা পরকাল] ১ বি কাচের গোল চাকতি; চন্দ্রমার
কাচ। ওর্স, ১৭৮৫: ‘অতঃ পরকাল মতো চোবের পরে এমন
শুক হয়ে বসে যায় ...’। অবন, ১৯২৫: ‘কেবল বাজে খরচের মধ্যে
একটা চক্ক, কিন্তু কলমার দুখানি পরকালো বসান।’ হেজাম, ১৯৬৬।
২ বি আয়না। বিদ্যা, ১৮৯১।

পরকামী [স] বিপ পরনামীয়ে আসক্ত। ‘তোমার যে ঘামী সে তোমার নয়
কিছ পরকামী’। ভবানী, ১৮২৮।

পরকার [স প্রকার] ১ বি রীতি; প্রণালী। ‘আলিঙ্গন কৈল কাফুরি নানা
পরকার’। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রকার। ‘নানা পরকার করে অভভত’।
বড়ু, ১৪৫০।

পরকারে ক্রিষিণ প্রকারে; উপায়ে। ‘কেন পরকারে তারে জিনিতে
না পারি’। মালশাখর, ১৫০০।

পরকাল [স] ১ বি পর্বর্তী কাল। ‘ব্রাহ্মচারতরঙ্গ কার্যকালে ও তাহার
ধ্বংসে পরকালে এক তরঙ্গরূপে ব্যাঘাত ব্যতিরেকেই থাকে ...’। রামমোহন, ১৮১৭। ২ বি মুক্তাপর্বর্তী কাল। ‘ছেলে হাতে
ইহকালও পেল – পরকালও পেল’। গ্যারী, ১৮৫৮।

পরকাশ [স প্রকাশ] বি প্রকাশ। ‘সেখো দশনের স্ত্রী চন্দ্র পরকাশ’। বড়ু,

১৪৫০।

পরকাশা [স প্রকাশ] বি প্রকাশ পাওয়া। ‘তথাপি হৃদয় কৃষ্ণ নাহি
পরকাশি’। মালশাখর, ১৫০০।

পরকিত [স প্রকৃত] বিপ আসল। বিদ্যা, ১৮৯১।

পরকীয় [স] ১ বিপ অপর। ‘দুঃখামের ... দুর্গতি ও স্বকীয় সঙ্গে
পরকীয় নিমিত্তে লাশলা’। ভবানী, ১৮২৮: ‘পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা
অতি কঠিন কর্ম’। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম।
‘কোন পাশার বউ কোন মিনিটারের সঙ্গে পরকীয় করেন ...’।
মুজিব, ১৯২২।

পরকীয় রমণী [স] বি পরনামী। ‘অপমায়মান মিথ্যাবাদন পরকীয়
রমণী সংঘটনকামি ভাড়াবিদ রাষ্ট্রবন্দ দাস্য’। ভবানী, ১৮২৫।

পরকীয়া [স] ১ বি (বৈজ্ঞানিক) প্রেমের প্রকারবিধি। ‘অতএব
মধুর রস কহি তার নাম/স্বকীয়া পরকীয়া তাহে বিধি সহস্রান’।
কুঙ্কলাস, ১৫৮০। ১ বি পরনামী। ‘সীরা পরকীয়া আর সামান্য
বনিজা’। ভারত, ১৭৬০। ২ বি প্রেমিকা। ‘বাহ্যতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের
পরকীয়া হইলেও মূলতঃ তাহা নহেন’। হাই, ১৯২৪।

পরকীয়বাদ [স] বি বৈজ্ঞানিকের পরকীয়া প্রেমবিষয়ক মতবাদ।
‘ইহার মধ্যে আবার একান্তভাবে পরকীয়বাদসেই প্রাধান্য’। হাই,
১৯২৪।

পরকুলা [স পরকুলা] বি পরনিদ। ‘পরকুলা অর্থ বিনা কেমনে করে
কুলা’। চট্ট, ১৫৫০।

পরকোলা প্র পরকলা

পরকোলা [স পর+কোলা] বি দোলা। ‘তেমনি করে দুলাব আমি
তোমার হুকের পরকোলায়’। নজরুল, ১৯২৩।

পরকপে [স পরকপ] ক্রিষিণ অল্প পরে। ‘উৎসাহের শিখা ...
জাকুল্যমান ইহাও পরকপে নির্ধাণ ইহায়ে’। জঙ্গম, ১৮৪৫।

পরক [স পরকী] বি পরকী। ‘কেহ তবশার টাট দিয়া পরক করে’।
গ্যারী, ১৮৫৮: ‘এ-গাঁর লোকও করতে পরক ও গাঁর লোকের বল’।
জঙ্গম, ১৯২৯।

পরক করা কি বাচাই করা। ‘কেহ তবশার টাট দিয়া পরক করে’।
গ্যারী, ১৮৫৮: ‘তোমার এ কি পরক করা’। গিরিশ, ১৮৮৭।

পরকদার [স পরকী+দা দার] বি যে পরকীয়া করে। বিদ্যা, ১৮৯১।

পরকাই [স পরকী] বি পরকী। ‘শোদাভের টাকা পরকাই
করিতেছে’। রামরায়, ১৮০১।

পরকাই বাটী বি একপ্রকার কর। ‘পরকাই বাটী নামে আর একটা
আদায়ের পথ আছে’। এডুকেশন, ১৮৭২।

পরকা, পরকালা [স পরকী] বি পরকীয়া করা। পরকালা কি
পরকীয়া করানো। বিদ্যা, ১৮৯২। পরকিআ কি পরকীয়া করে। ‘সব
পরকিআ মোরে দেখাও-এখন’। বাহরাম, ১৮০০।

পরপাণী, পরপাণী [ফা পরপানী] ১ বি প্রদানের অংশ; জেলা; জেলায়
অংশ। ‘কলিকাতা পরপাণী তার’। কুঙ্কলাস, ১৭২০: ‘আসপাশ
চৌমিশের সমস্ত পরপাণী টেঙি দিলেন’। রামরায়, ১৮০১। ২ বি
রাজস্ব আদায়ের নির্দিষ্ট এলাকা। ক্যালসে, ১৭৮৮।

পরপাণ [ফা পরপান] বি রাজস্ব আদায়ের অংশ। ‘সাকীয়ে পরপানে
চুনাখালি’। হাফেজ, ১৭৭২।

পরপানে, পরপাণে [ফা পরপান] ১ বি প্রদানের অংশ; জেলা;
জেলার অংশ। ‘পরপানে মহোদয় সাহি ওগরদের আপনকার ইজারা

ছিল ইতরক ...।' মেরুপ, ১৭৬৭; 'পরগনে সিমোয়াদন মৌজে।' ওর্সা, ১৭৮২। ২ বি রাজহ আদায়ের নির্দিষ্ট এলাকা। 'পরগনে বৈকুণ্ঠপুরে রাজা জীমুত সর্বদেয় রায়কত।' দর্পণ, ১৮৩২।

পরগাছা [স পর+গাছ] ১ বি পরজীবী উদ্ভিদ। 'কোনও কোনও উদ্ভিদ ভূমিতে না জন্মিয়া, বৃক্ষের উপরে জন্মে ... এছাড়া উদ্ভিদের নাম তরুক্রহ বা পরগাছা।' বিন্দ্যা, ১৮৫১। ২ বি অপরের অস্থিতি। 'আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করব ... পরগাছা হয়ে নয়।' প্রমথ, ১৯০৫। ৩ বি অন্যের মুখ্যশেষী। 'পরগাছা মুরকিকে আবার স্থান্য।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

পরগাসি [স প্রকাশ] বি প্রকাশ। 'কটক মাঝ কুসুম পরগাসি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরগৃহ [স বি অন্যের ঘর। 'ডাকা চুরি পরগৃহ-নাহ সর্বক্ষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পরগ্ধানি [স বি পরনিদা। 'বিশেষ কহাতে আত্মপ্রাণা পরগ্ধানি হয়।' দর্পণ, ১৮২১।

পরঘর [স পর+ঘর] বি অন্যের ঘর। 'পরঘর পইসে যেহ চোর পাটাবুক।' বড়ু, ১৪৫০।

পরচত্ত [স প্রচত্ত] বি প্রচত্ত। 'পাইক রশে পরচত্ত।' মুরুন্দ, ১৬০০। ৫ প্রচত্ত

পরচর [স প্রচার] বি প্রচার। 'আদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ প্রচার

পরচর্চা, পরচর্চা [স] ১ বি অপরের দোকত্রটি সম্পর্কে আলোচনা। 'হুতোমের নকশা অতি কর্দ্য বই, কেবল পরনিদা, পরচর্চা বৈউড় ও পঢালে পোরা।' হুতোম, ১৮৬৮। ২ বি অন্য ব্যক্তিকে নিয়ে মাথা ঘামানো। 'বিঘটী লোকেরাও পরনিদা পরচর্চা করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পরচা' ক্রি পৌছে সেওয়া। 'সেই কথা দিদি ঠাকুরমের পরচে মিছিলুমা।' উমেশ, ১৮৫৭।

পরচা' [যা] বি জমির খাজনা ও পরিমাণ উল্লিখিত দলিল। 'সেটেলমেন্টের খরচের অংশ দিয়া প্রজারা পরচা লইয়াছে।' ভায়া, ১৯৪২।

পরচে [যা পরচাছ] বি বশাবলির পরিচয়। 'ভ্যানর ভ্যানর করে পরচে পাড়তে লাগল।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

পরচার [স প্রচার] ১ বি প্রচার। 'সকল ভুবনে পরচার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ঘোষণা। 'সিডিনস পরচার।' রোসেক্সা, ১৯২২। ৫ প্রচার

পরচারী [স প্রচার] বি প্রচার করা। 'ইচ্ছে কেই কর পরচারী। কানদ মাঝী হাসি দেই গারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরচালা [স পর] বি ঘরের চালের প্রশস্তি অংশ। 'একখানা আটচালা দেখিয়া তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

পরচুর [স প্রচার] বি অনেক। 'আকার দাণ আতি পরচুর।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ প্রচার

পরচুল [স পর+চুল] বি কৃত্রিম চুল। 'ঘবা পরচুল শিরে যেন চাঁদ ঘন।' ভবানী, ১৮২৫।

পরচুলা, পরচুলো [স পর+চুল] বি মাথায় লাগানো অন্যের চুল অথবা কৃত্রিম চুল। 'মাথায় নানাপ্রকার কৌকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'কিন্তু পরচুলো তার বাতাস কাটেনে না।' অবন, ১৯২৫।

পরচে ৫ পরচা'

পরচিহ্নাশেষী [স] বিণ অনোর সোহ বুজে বেড়ায় এমন। 'পরচিহ্নাশেষী, পরসৌভাগ্যে ইর্ষাভুর, কুটিলচিত্ত, সন্দেহ বাড়িঅক্ষত লোকের অভাব সেই সভার ছিল না।' মুখপেস, ১৯৭০।

পরজ [স পরজিকা] বি (সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। 'বাহার - পরজ ও সোহিনীর যোগে উৎপন্ন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'পরজ যেন অবসর রাহিবিশেষের শিখাবিলম্বতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পরজগৎ [স] বি বিশ্বাসীদের মতে মৃত্যুপরবর্তী জগৎ। 'পরজগতে তারা তত বেশী সুখ ভোগ করবেন।' সত্যগত, ১৯২৯।

পরজন্ত [স পর্যন্ত] অবা পর্যন্ত। 'দিনে দিনে যিন তনু হিম কমলিনি অনু না জানি কি জিব পরজন্ত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৫ পর্যন্ত

পরজন্ম [স] বি (হিন্দুবিদ্যা অনুযায়ী) মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ। 'ইহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।' রামহ্রদাস, ১৭৮০।

পরজুরি [বি perjury] বি মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অপরাধ। 'মিথ্যা কথা বলে পরজুরি হয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

পরজা [স প্রজা] বি জমিদারির অন্তর্গত লোকজন। 'কিচ্চিন্দা নগরে দুর্দে পালেন পরজা।' মালদহ, ১৫০০।

পরজাতি [স] বি স্ত্রি জাতি। 'কেবল রসেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পরিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'কোন জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

পরজাতীয় [স] বিণ অন্য জাতের। 'পরজাতীয় ভাষায় দেশপুঙ্খ প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাযেই এই সকল জনেরা।' দর্পণ, ১৮৩০।

পরজাতীরেণে বিণ ভিন্ন জাতির। 'ইহেক্ষে এই পরজাতীরেণে পৌরুষ দলিত করে ... রেখেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পরজাপতি [স প্রজাপতি] বি প্রজাপতি। মনোহর, ১৭৪৩।

পরজীবী [স] বিণ পরনির্ভর। 'ডেবেছিলি চির চিত্তমন্ত কালাবর্তপরিবর্তিত, পরজীবী রঙের স্নেহেরে।' সুপ্রীত, ১৯২৮।

পরজ [স] অবা তরুণ। 'পরীকা লওয়াতে সেবে তাহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরজ দর্পণপ্রকাশক ... লিখেন নাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

পরটা [বি পরতা] বি বি অথবা তেলে ভাজা রুটিবিশেষ। 'কী দিয়া খাইব পরটা।' নজরুল, ১৯৩১।

পরগ [স পরিধান] বি পরিধান। 'আমরা পরগের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরগাম [স প্রগাম] বি প্রগাম। 'গুন গুন সুন্দরি তোহে পরগাম/ হাম নাহি যায়ব সো পিয়ায়াম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরগাম করন বি প্রগাম করা; সালাম করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

পরগি [স প্রাণ] বি জীবন। 'আকারে মারিতে নার তোহোর পরগি।' সুলতান, ১৭০০।

পরত [আ যব্দ] বি তর। 'শতকে পরতে যদি কল্পরী ঢাকএ।' বাহগাম, ১৬৫০।

পরতে পরতে ক্রিবিণ তরে তরে। 'অন্তরের পরতে পরতে প্রবেশ করতে গেরেছে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

পরতভুখাম [স] বি পরম সস্তা। 'বৃহৎবস্ত্র ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান। বড়বিশ ঐশ্বর্যপূর্ণ পরতভুখাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরতন্ত্র [স] ১ বিণ পরানী। 'আমি পরতন্ত্র মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।'

কৃষ্ণাস, ১৫৮০; 'কৃত্যামোড় কার হাথে কার জলচ বস্র সাথুকে তাকিয়া ধরে নখে পরতঃ'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ পরশ্বরের উপর নির্ভরশীল। 'এই উভয়ের মধ্যে 'ব-তন্ত্র কেইই নখে, উভয়েই পরতন্ত্র'। অক্ষর, ১৮৫৪।

পরতন্ত্রতা [স] বি পরাভীনা। 'পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পরতন্ত্র [স] প্রত্যাহা বি বিশ্বাস। 'অল আচ্ছাতে কর পরতন্ত্র'। বকু, ১৪৫০। ২ প্রত্যাহা

পরতন্ত্র [স] প্রত্যাহা ক্রিয়ণ প্রত্যাহ। 'রোশণব পহ লহ লতিকা আনি। পরতন্ত্র জতনে পটবিত্ত পানি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ প্রত্যাহ

পরতান্ত্রিক [স] বিপ পরনিষ্ঠ। 'উপন্যাসে নব্য যুগের নির্ধার, নগুসেক, নির্ধিগ, নীনসন্ত, পরতান্ত্রিক চরিত্রেও আবির্ভাব সূচিত হয়েছে'। শিব, ১৯৫০।

পরতাপ [স] প্রত্যাহা বি প্রত্যাহ। 'নামের পরতাপে যার ঐকন করিল গো'। চিত্তি, ১৬০০।

পরতাল [স] পরদাল বি পুনর্যব ওজন। বিদ্যা, ১৮৯১।

পরতীর্ষী [স] পরতীর্ষী বি অনোর তীর্ষী। 'তেরারনে রাখা তোক যোড়ো পাঁচ বাশে/হেন পাঁচ বাশে কাহ যারে পরতীর্ষী'। বকু, ১৪৫০।

পরতীত, পরতীত [স] প্রতীতি- বিপ বিশ্বাসযোগ্য। 'তারে বোল পরতীত মোরে'। মল্লার, ১৫০০। 'আপনা আপনি মন বুঝাতে পরতীত নাই হয়'। চিত্তি, ১৬০০।

পরতেক, পরতেশ [স] প্রত্যাক্ষ ১ বি প্রত্যাক্ষ। 'পরতেক মোর মনসোপার'। বকু, ১৪৫০; 'জলত নাথিল কহাওঁই মোর পরতেক'। বকু, ১৪৫০। ২ বি সাম্য। 'তাল তৈল বড়ারি মোর তৈল পরতেশ'। বকু, ১৪৫০।

পরতেক, পরতোক [স] প্রত্যাক্ষ বি প্রত্যাক্ষ জন। 'সেই অমৃতত হর সেব পরতেক'। বঙ্গ, ১৫৮০; 'কথ দূর হেতে সিন্ধী বুঝিল পরতোক'। আলোড়ন, ১৬০০।

পরতু [স] বি অনোর স্বতন্ত্র। 'নিজতুমারা কখনো পরতুমারা'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরতীর্ষী [স] পুথিবী বি পুথিবী। 'ভাবার মায়ে পরতীর্ষী'। আন্তোনিয়ো, ১৭৪০। ২ পুথিবী

পরতুশী বি পতঙ্গবিশেষ। 'মধুকী আর পরতুশী আর কানালো, নীলমাছি'। সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

পরদাম্পত [স] বি অপরের সেওয়া। 'সমস্ত জীবন পরদাম্পত সাঙ্গ না'রে রহিবে না বসে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পরদাল [স] বি রাজ্যের বাইরের দল। 'ঘরদল পরদল নাই চিনি তোমা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

পরদা [স] পরদা ১ বি গুর। 'সত্তর পরদা জামা হানিকার গার'। গবী, ১৭৬৫। ২ বি পুরুষের সামনে নারীর উপস্থিতি না হওয়ার রীতি। 'গোড় গো পরদার বিদ্যার'। কালদাস, ১৭৮৭। ৩ বি বেড়া। 'পরদাভের অতি সল্লিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল'। বিদ্যা, ১৮৬০। ৪ বি কাপড়ের আচ্ছাদন। 'পরদার পাল হইতে একটি পটলকোষা চোখ তাকে দেখিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৫ বি পাতলা আবরণ; বস্ত্র। 'চন্দ্র পটাত হ্রাদ নির্মিত একখানি পরদা আছে'। জগদীশ, ১৮৯৫।

পরদানিশীল [স] পরদা+কা নিশীল বিপ অবরোধবাসী। 'জীলাক-

নিগকে পরদানিশীন করিয়া রাখে'। রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

পরদানসিম [স] পরদা+কা নিশীল বি অবরোধবাসিনী। বিদ্যা, ১৮৯১।

পরদা প্রথা [স] পরদা+স প্রথা বি নারীদের অঙ্গপুত্রে বাস করানোর রীতি। 'পরদা-প্রথার যে মিথ্যা আশ্রি দুলালের তার হাম/এমনি করিয়া করেছে গৃহক, ভাঙিত যে আশ্রি তার'। জগদীশ, ১৯৫১।

পরদাবৃত্ত [স] পরদা+স আবৃত্তি বিপ পূর্ণা শাপানো হয়েছে এমন। 'মাছে একটি পরদাবৃত্ত দরজা'। বনমুখ, ১৯০৬।

পরদাড়ি [স] পরদাড়ি বি নকল বা কৃত্রিম দাড়ি। 'আমি আসি ওই পরদাড়ির মুখোশ মুখে তার ভিতরের নীতল কন্দর্ভা সকলের সামনে তুলে ধরতে'। মজলুম, ১৯০১।

পরদাদা বি প্রপিতামহ। 'লাঠিটা ছিল শোনের নবীর পরদাদার আমলের'। মনসুর, ১৯৫০।

পরদার [স] বি অনোর তীর্ষী। 'কত গাছ হাও কৈলো পরদার মনে'। বকু, ১৪৫০।

পরদার কেলি [স] বি পরকীয়া প্রেম; নিজ ত্রী ভিন্ন অনোর ত্রীর সঙ্গে মেম। 'ঘরের বাহী হইয়া করে পরদার কেলি'। বিজয়, ১৬৫০।

পরদারনিরত [স] বিপ অন্য নারীতে আসক্ত। 'বাহী পরদারনিরত হইলে নারীসেহ ধারণ করিয়া কে রাপ না করিবে?' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পরদারনিরত [স] বিপ পরতীর্ষী। 'হুক হস্ত মদ্যপানী, নর প্রেমারত'। সাধারণী, ১৮৮০।

পরদারা [স] পরদার- বি পরতীর্ষী। 'পরদারা পরখন হরশে ব্যাকুল'। ওষ, ১৮৫৮।

পরদারালোভ [স] বি পরতীর্ষী। 'পরদারালোভে সবলে মজিলি, দুই'। মাইকেল, ১৮৬১।

পরদারি [স] পরদার- বি অনোর ত্রীর প্রতি আসক্তি। 'পরদারি করিতে মতি না লয়ে জাহান'। বিজয়, ১৬৫০।

পরদারী [স] পরদার- বি অনোর ত্রীর সঙ্গে সর্বসংকরা। 'পরদারী নহি আশি না করি পরদার'। সুলভান, ১৭০০।

পরদুঃখ [স] বি অনোর দুঃখ। 'মহৎ যে পরদুঃখ দুখী সে সুজন'। মাইকেল, ১৮৬১।

পরদুঃখকাতর [স] বি অনোর দুঃখে বিলম্বিত। 'অনুসংঘে ব্যবহার এবং পরদুঃখকাতর ক্রুর ভাবনা তাকে দিয়েছেন'। মুক্তভাব, ১৯৫৯।

পরদুঃখকাতরতা [স] বি অনোর দুঃখে কষ্ট বোধ। 'দয়া, দক্ষিণ্য, ধর্ম, সুনাম, ঘণকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা ...'। মঙ্গলরত্ন, ১৮৮৫।

পরদুঃখ [স] পরদুঃখ বি অপরের বেদনা। 'মহৎসর্ব - যার দুঃখ, পরদুঃখ, পরলকষ্ট'। মাইকেল, ১৮৬০।

পরদুঃখ [স] পরদুঃখ বি অনোর দুঃখ। 'বে জন আপনা বুঝে পরদুঃখ তারে বুঝে'। হ্যাগবেট, ১৭৭৮।

পরদেশ [স] বি বিদেশ। 'বদেশে পরদেশে তুল্য মর্যাদা'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

পরদেশমুখী [স] বিপ অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকে এমন। 'পরদেশমুখী মনকে বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা'। মজলুম, ১৯০১।

পরদেশভূতন [স] বি অন্যদেশ লুট করা। 'পরতীর্ষয়ন,

পরদেশি

পরধনঅপরধন, পরদেশার্জন ... তাঁহার প্রধান আমোদ।' হরহাস্য, ১৮৮১।

পরদেশি, পরদেশী [স পরদেশ+] বিশ ভিন্ন দেশের। 'একবারে না ছাড়ো মায়া ও কালাচাপ পরদেশী' সুশতাব্দ, ১৭৫০; 'পরদেশি' বিদ্যা, ১৮৯১; 'পরদেশী সতীতের ঐক্যবান' সুশ্রুত, ১৯৩২।

পরদেশিয়া [স পরদেশীভ] বিশ বিদেশি। 'জাগিয়ে গেল পরদেশিয়া বিধুর বধুর মধুর বাখা' নজরুল, ১৯২৫।

পরদেশীয় [স বিশ অন্য দেশের। 'পরদেশীয় ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল যায় হয় ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পরদ্বন্দ্ব [স] বি অপরের বিরোধ। 'পরদ্বন্দ্ব ধরে হুগা' বৃহৎ, ১৬০০।

পরদেহ [স] বি পরহিঙ্গ। 'পরদেহে পরধন হরণ প্রভৃতি কুবর্ষে রত না হয়' মন্দনমোহন, ১৮৫০।

পরদ্রব্য [স] বি অন্যের দ্রব্য। 'তাঁহার পরিগ্রহে অহেলো করিয়া পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা বহন জ্ঞান করিত' অক্ষয়, ১৮৫০।

পরদ্রব্যাপহরণ [স পরদ্রব্য-অপহরণ] বি অন্যের জিনিসপত্র আত্মসাৎ। 'চোর পরদ্রব্যাপহরণকার্য প্রতিপালিত হয়' দর্পণ, ১৯২২।

পরদ্রোহী [স] বি অপরের ক্ষতিসাধন বা তার চিন্তা। 'যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরধীন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরদ্রোহী [স] বিশ পরের প্রতি বিদ্বেষ। 'সে ব্যক্তি যেহী ও পরদ্রোহী হইলো বিপুল ধন সম্ভর করিতে পরিবেক' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পরদান [স] বি অন্যের সম্পত্তি। 'পরদন সেবির্দে কি পাএ ভিয়ারী' হরহাস্য, ১৮৪০।

পরদর্শ, পরদর্শ [স] বি ভিন্ন দর্শ। 'পরদর্শাবলম্বীর প্রতি হৃদয় বিবেচ্য ভাব ভদ্রানক ছিল' হরহাস্য, ১৮৭৮; 'কথায় বলে পরদর্শ ভদ্রাবহ, কিন্তু আসলে বখবাই ভদ্রাবহ' মোতাহের, ১৯৫০।

পরদর্শাবলম্বী [স] বি ভিন্ন দর্শনে অনুসারী। 'পরদর্শাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিবেচ্য ভাব ভদ্রানক ছিল' হরহাস্য, ১৮৭৮।

পরদান [স প্রধান] বিশ শ্রেষ্ঠ। 'বসুধৈব কুটুম্য পরদান আছে সীমাম নাম' বড়ু, ১৪৫০।

পরদন-পরিগ্রহ [পরদন+স পরিগ্রহ] বি পোশাক-আশাক। 'কিদি ছিলেন মিয়দন্দন, পরদন-পরিগ্রহে শৌখিন' ধর্মপ, ১৯০৮।

পরদান [স প্রধান] বি প্রগতি; অভিবাদন। 'রথে হইতে উলি তিলে পরদান করি' মাদ্যধর, ১৫০০।

পরদারী [স] বি অন্যের স্বী। 'দান সাহ পরদারী আসে' বড়ু, ১৪৫০।

পরদালা [স প্রধান] বি ঝাল। মাদ্যধর, ১৭৪৩।

পরদি বিশ সম্পর্ক। 'আকাশ পরদি ঘরে ঢেউ আইসে' বড়ু, ১৪৫০।

পরদিশক [স] বিশ অন্যের নিদ্রা করে এমন। 'আমি পরদিশক' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পরদিশা [স] বি অন্যের কুসং বর্ণনা। 'পরদিশা করিলে কীবা কহিলে নিজ দর্শ' মাদ্যধর, ১৫০০।

পরদিশ্যাপরাধ [স] বিশ পরের নিশাঘ আসক্ত। 'পরদিশ্যাপরাধ অসক্ত জন ইহার কলিকাতা বাস করিতেছে' ভদ্রাবী, ১৮২৩।

পরনিপাত [স] বি সমানে পূর্বকৃত শব্দের পরে উচ্চারণ। 'এই

বিশেষণপদের পরনিপাত হইতেছে' বিদ্যা, ১৮৭৩।

পরনির্ভর [স] বিশ অপরের উপর নির্ভর। পরনির্ভরতা [স] বি অপরের উপর নির্ভরশীলতা। 'পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় তর্কনা করি' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পরনির্ভরশীল [স] বিশ অন্যের মুখাপেক্ষী। 'তাঁরা পরনির্ভরশীল তো নয়ই' বেঙ্গল, ১৯৫২।

পরনির্ভরশীলতা [স] বি অন্যের উপর নির্ভরতা। 'পরনির্ভরশীলতা ভাঙতে হবে' হৃদয়ী, ১৯৩১।

পরনেওয়ালা [বি] বি পরিধান করে যে। 'পরনে পরনেওয়ালা গারে ঘামাছি হওয়ার আশংকা থাকে' মনসুস, ১৯৪৫।

পরপূর্ণ [স] ১ বি পূর্ণকে নিপূর্ণীত করে যে। 'মহাতেজা পরপূর্ণ চন্দ্রাবলীয়া রাজকরুণীতগণের ...' হাইকেল, ১৮৫৯। ২ বিশ পূর্ণকে পূর্ণ করে এমন। 'বাহুবল-ঈশ্বর, - প্রভেতা পরপূর্ণ' হাইকেল, ১৮৬০।

পরপূর্ণ [স] ১ ক্রিয়ণ শব্দভরে। 'পরপূর্ণ তাঁহার পূর্বজন কামীয় ব্রহ্মওৎ বরাহিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিধ পশ্চিমেরা স্ব স্ব গ্রহে ...' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ ক্রিয়ণ অধিকতর। 'পরপূর্ণ যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

পরপদ [স] বি অন্যের পা। পরপদলিখিত [স] বিশ অন্যের পায়ের তলার লিখিত। 'আমরা পরাণী ও পরপদলিখিত হইয়াছি' মিহির, ১৮৯৯।

পর-পদলিখন [স] বি অন্যের পুরোপুরি অধীনতা স্বীকার; অন্যের পা চাটা। 'পর-পদলিখন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিন্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে' নজরুল, ১৯২২।

পরপদানত [স] বিশ পরের অধীন। 'আর এই পরপদানত/সাঁতসেতে জ্ঞাত বুদ্ধিহত' অনিদি, ১৯২০।

পরপারায়ণতা [স] বি অপরের প্রতি আশ্রয়। 'এরূপ উগ্র পরপারায়ণতা বিধাতার অস্তিত্বকে নহে' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরপরিবাদ [স] বি অন্যের নিদ্রা। 'বি পরপরিবাদ ও পরনিদ্রা প্রকাশ করা অপ্রাকৃতিক কর্তব্য নয়' হেতুধর, ১৮৮৮।

পরপার [স] ১ বি অপর ভীর। 'সিদ্ধদের পরপারে যে কি আছে' হাইকেল, ১৮৭৩। ২ বি অন্য গ্রন্থ। 'সেই পরপারে, সেই বিদেশে এক দুয়ারানী ঘেসে এক রাজকুমার বাস করে' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পরপারবর্তী [স] বিশ অপর তীরে অবস্থিত। 'ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শাখিনিকতনের একখানি ছবির মতো' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'পরপারবর্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল নিবিড়তা দৃষ্টিমুগ্ধ' বনকুল, ১৯৩৬।

পরপীড়ক [স] বিশ অন্যকে নির্যাতনকারী। 'অতি পাণ্ডিত পরপীড়ক নরায়ণ ... শরম মুখে কাল যাপন করে' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পরপীড়ন [স] বি অন্যের উপর অত্যাচার। 'পরপাথহরণ বা পরপীড়ন জন্ম করিতেন না' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭৪।

পরপীড়া [স] বি অন্যকে নির্যাতন। 'কৃত্রিম হইব নর পরপীড়া নিরত্তর বেদনিদ্রা করিব ত্রাণ' মুহুদ্র, ১৬০০।

পরপূর [স] বি অপরের পূর। 'পরপূর যদি যাতার ক্রোড় ... অধিকার করে' অক্ষয়, ১৮৫৬।

পরপূরক [স] ১ বি শাবী ছাড়া অন্য পূরক। 'আম্বার কোমল দেখে না জাগে দুর্জ পরপূরকের দেখে' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পরবর্তী প্রশ্ন বা বংশধর। 'অসীমকাল পর্যন্ত পরপূরকের নিবাসের সম্ভাবনা

আছে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পরপুরুষবর্তা [স] বি 'যামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা। 'প্রায়ই পরপুরুষবর্তা হইয়া জ্ঞানর সন্ধান উৎপন্ন করিতেছে।' দর্শন, ১৮৩৪।

পরপুরুষাভিলাষ [স পরপুরুষ-অভিলাষ] বি 'যামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা। 'পরপুরুষাভিলাষ করা কুলকামিনীদের অতি অনুচিত।' রমনাদারপন, ১৮৫৪।

পরপ্রত্যাপী [স] বিণ পরনির্ভরশীল। 'পরপ্রত্যাপী হওয়া বড় দুঃখ।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

পরপ্রান্ত [স] বি অপর প্রান্ত। 'পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পরপ্রেরিত [স] বিণ অপের প্রেরিত। 'সৈনিক পুরুষ, পরপ্রেরিত প্রমিথি বলিয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পরব [স পর] বি পর্ব; উৎসব। 'তথ্যদি বাবু কহিলেন অদ্য পরবের দিন।' ভবানী, ১৮২৮।

পরবত [স পর্বত] বি পাহাড়। 'তার ঘাট পরবত চূরে।' বসু, ১৪৫০। **প্র পর্বত**

পরবন্ধ, **পরবন্দ** [স এবন্ধ] বি কৌশল। 'কিসক করহ কাহ হেন পরবন্ধ।' বসু, ১৪৫০; 'নানা রসে পরবন্দে তুলি উপভোগ।' মাল্যধর, ১৫০০।

পরবর্তী [স] বিণ ভবিষ্যতের। 'সেই হাতেই পরবর্তী জীবন।' দর্শন, ১৯১৭।

পরবশ [স এবশ] বিণ ধ্বংস; প্রত্যত। 'বড়ী কৌশলী মোর্য রৌদ্র পরবশে।' বসু, ১৪৫০।

পরবশ [স] ১ বিণ বশবর্তী। 'বসু কুটাম্বর রস হওয়া সোভে পরবশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ পরবাস; দেশান্তরিত। 'পর বশিত সবে যুগে হেরু পরবশ।' আলগল, ১৬৬০।

পরবশতা [স] বি পরাধীনতা। 'পরবশতার অধিকনের মারা প্রতিদিন আর বাড়িতে গিয়া না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরবস [স পরবশ] বিণ বশবর্তী। 'মিলি সানি নাগর রসখারা। পরবস জনি হোত হমর পিয়ারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরবশ্যতা [স] বি পরাধীনতা। 'উচিত কটায় পরবশ্যতাও গ্রান হয়ে আসে।' দর্শন, ১৯৭০।

পরবতি [স পরভত্তারিণী] ১ বিণ আমন্ত্রিত। 'পুজোর সময় পরবতি হই যেন।' হস্তেশ, ১৮৬১। ২ বি প্রতিপালন। 'আজ দগদগর কাল ওজাদ - যখন দার যেমন পরবতি হয়।' হুম্ব, ১৯০১।

পরবাল্পুরুষ [স] বিণ অন্যের বাসনা পূরণকারী। 'রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাল্পুরুষ ছিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২১।

পরবানী [স পরভত্তান্য] বি আদেশনামা। 'ভাওয়া কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানী দেন এমত নহে ইহারোকে দারা রক্ষণার্থিতও প্রস্তুত হইয়া থাকে।' দর্শন, ১৮২৮।

পরবাস [স এবাস] বি এবাস; দেশান্তর। 'তুমি আও পরবাস আমর হুগএ জাস।' হুম্ব, ১৬০০; 'অনু গুরে অন প্রাণ, স্ত্রিয় পরবাসে যান ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪। **প্র এবাস**

পরবাস করন বি বিদেশ গমন। 'ভঙ্গ', ১৭৮৫।

পরবাসী [স এবাসী] ১ বিণ বিদেশি; বিদেশি। 'পরবাসী ব্যাপারী

এ পথে যাতে মানা।' রূপরাম, ১৭৫০; 'রুনা হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী ছিয় আর প্রিয়া।' জীবন, ১৯০০। ২ বি পরদেশে বাস করে যে। 'পরবাসী কিরে এস ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরবিষেধ [স] বি পরহিংসা। 'এই পরবিষেধ ... কাহারও অপোচন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরবিষমুখ [স] বিণ অপরের বার্ষ সম্পর্কে নীরব। 'হিন্দুরা আত্মকেদী এবং পরবিষমুখ।' মূলবল, ১৯৩৬।

পরবিষমুখতা [স] বি অপরের বার্ষ সম্পর্কে নীরবতা। 'হিন্দুর পরবিষমুখতা তাকে বারবার ...।' মূলবল, ১৯৩৬।

পরবীণ [স এবীণ] বিণ এবীণ। 'যে যমান তদুদীন পরপ্রোহে পরবীণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরবুদ্ধ [স এবুদ্ধ] বিণ জ্ঞানলাভ করেছে এমন। 'আত্মবুদ্ধে পরবুদ্ধে ব্রহ্মব জেই হরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

পরবেশ, **পরবেস** [স এবেশ] ১ বিণ প্রকাশিত। 'নহরী বৌবন হেরে তার পরবেশ।' বসু, ১৪৫০। ২ বি এবেশ। 'কুচডয়ে কমলকোরক জলে মুদি রত্ব ঘট পরবেসে ছড়াসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

পরবোধ [স এবোধ] বি আশ্বাস। 'না ভাতিহ পরবোধ দেহ নারায়নে।' মাল্যধর, ১৫০০। **প্র এবোধ**

পরবোধী [স এবোধী] বি এবোধ দেওয়া। 'সখি পরবোধী সচিহিত আনি। শিয় ছিয় হরখি ধএল নিজ পানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরব্যবসিনী [স] বিণ স্ত্রী পরকীয়ার মন্ত। 'পরব্যবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যাধা থাকিয়াও ...।' হাই, ১৯৪৪।

পরব্রহ্ম [স] বি পরমেশ্বর। 'পূর্বভাবে ভবে প্রভু পরব্রহ্ম।' মানিকময়, ১৭৮১; 'সঙ্গীত দারা পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৩।

পরব্রহ্মশ্রোতা [স] বিণ মৃত। 'সম্মিথিপূর্বক পরব্রহ্ম গ্রাস হইয়াছেন।' দর্শন, ১৮৩২।

পরভাত [স প্রভাত] বি প্রভাত। 'কালী পরভাতে আসি চাহিব কাঙ্ক্ষি।' বসু, ১৪৫০। **প্র প্রভাত**

পরভাতা [স] বি অন্য ভাষা। 'আত্মভাষা অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্থণ বনের প্রয়োজন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পরভাবিনী [স] বিণ স্ত্রী পরের মাঝে মেলামেশা করে এমন। 'সমস্ত নিবস পরিগ্রহাভে পরভাবিনী বনিতার ময়ূরলাগে ধ্রুয় সার্থক করিতে পারেন নাই।' ভ্রমোদক, ১৮৭৪।

পরভূ [স প্রভূ] বি প্রভূ। 'পরভূর আসন বিশ্ব সহিতে না পারে।' রামাই, ১৭১০। **প্র প্রভূ**

পরভূত [স প্রভূতা] বি প্রভূত। 'কি করব মাস্তক/ চঞ্চল পরভূত।' ব্যংগম, ১৬৫০।

পরভূত [স] বি কোলাল। 'পরভূতকে ডরে পাশস লএ করে বাএস নিকট পুকারে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরভূতবধূ [স] বি স্ত্রী কোলাল। 'ওগ্নরে মঞ্জির রব পরভূতবধূ।' রামকদাস, ১৭৮০।

পরভোজী [স] বিণ ভাদ্যের জন্য অনের উপর নির্ভরশীল। 'আনত করিয়া শির/ পাতিয়া দুহাত লয়ে উজিহ পরভোজী গোষ্ঠীর।'

মাহেনও, ১৯৪৯।

পরম [স] ১ বিশ চূড়ান্ত। 'পরম মোখ লবএ মুষ্টিহার'। চর্যা ১১, ১২০০।

২ বিশ শ্রেষ্ঠ। 'পরম জ্যোতিসপুত্রি মহাঘোরতর'। মলাধর, ১৫০০।

৩ বিশ অত্যন্ত। 'নিভ্যানন্দ ইহলা পরম বাল্যাবেশ'। কৃষ্ণা, ১৫৮০।

৪ বিশ পরিশূর্ণ। 'পরম যুক্ত বসতি করিয়া ভোগ করহ'। মেরস, ১৭৬৪।

পরমকারনিক [স] বিশ অত্যন্ত দয়ালু। 'কলিকাতা মহানগরীতে পরমকারনিক কোশানি বহানর অনেক অব্যর্থব্যপূর্বক ...'। দর্পণ, ১৮২৪।

পরমকাঠা [স] বি চরম উৎকর্ষ। 'দ্রাঘিনীর সার শ্রেম শ্রেম-সার ভাব/ভাবের পরমকাঠা নাম মহাভাব'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরমকৌতুকী [স] বিশ অত্যন্ত রহস্যময়। 'এত চিত্তি রয়ে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরমকল [স] বি তত সময়। 'ভালাবাসি প্রত্যেকটি পরমকল'। মণীষ, ১৯৩৯।

পরমজ্ঞান [স] বি সূচিকর্তা। 'অধম চিনিতে চাহে সে পরম জ্ঞানে'। মাইকেল, ১৮৬৬।

পরমজ্ঞাপিতিক [স] বিশ চূড়ান্ত পার্থিব। 'পরমমানবিক সন্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরমজ্ঞাপিতিক সত্তা আছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পরমতত্ত্ব [স] বি পরমজ্ঞান। 'সেটাই চরমতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব নয়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পরমতম [স] বিশ প্রধানতম। 'আমাদের এই পরমতম দায়ীটি নিয়ে আমরা এগিয়ে আসি'। বেঙ্গল, ১৯৫৫।

পরমতুষ্ট [স] বিশ অত্যন্ত খুশি। 'কেহ বাসন্তীভার হৃদয় সুসঙ্গিনে পরমতুষ্ট হন'। দর্পণ, ১৮২৫।

পরমত্তকারী [স] বিশ অপরকে মাতাল করে এমন। 'মদ - পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু'। মাইকেল, ১৮৬০।

পরমতু [স] বি চরম অবস্থা। 'রাতের কী এক পরমতুর ভেতর ছুবে'। জীবন, ১৯৪৮।

পরমদায়ী [স] বিশ দায়মুক্ত। 'নিজেকে পরমদায়ী বামী বলে বীকার করে'। জীবন, ১৯৩২।

পরমদেবতা [স] বি বাউল মতে মানুষের দেহে বিরাজমান পরম সত্তা। 'মানবদেহে বিরাজমান পরমদেবতার প্রতি প্রেমাসুদান এ সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন'। অক্ষর, ১৮৫০।

পরমসোমী [স] বিশ অত্যন্ত সোমযুক্ত। 'তাঁহারই পরমসোমী হইতে পানেন'। দর্পণ, ১৮৩১।

পরমমর্ম, পরমমর্ম্ম [স] বি শ্রেষ্ঠ কাজ। 'জীলোকের পতিসেবাই পরমমর্ম্ম'। দর্পণ, ১৮৩৩।

পরম নির্বাণ [স] পরম-নির্বাণ। 'বি পরম নির্বাণ'। 'অপহিঠান মহাসূরীশে দুল্লখ পরম নির্বাণে'। চর্যা ৩৪, ১২০০।

পরম পথ [স] বি শ্রেষ্ঠ পথ। 'পরম পথ জানিবার ইচ্ছা যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুন্দর'। দর্পণ, ১৮২১।

পরম পদ [স] বি শ্রেষ্ঠ অবস্থা। 'পরম পদ শাভসম মোসে চির হৃদয় রম নাপরী সুরতনু অমির মেলা'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরমপরিহসনীয়া [স] বিশ ক্রী অত্যন্ত পরিহাসভাজন। 'পরমপরিহসনীয়া শ্রীমতী ভাটজায়া-ঠাকুরানীর নিকটে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

১৯০৭।

পরমপিতা [স] বি ঈশ্বর। 'বেদ ও কোরান পরমেশ্বরের অধিভীষ স্বরূপ কেমন সুস্পষ্টরূপে নির্বাচন করিতেছে'। অক্ষর, ১৮৫৪।

পরমপুরুষ [স] বি পরমেশ্বর। 'রম্বে দেহ ছাড়িবে এই পরমপুরুষার্থ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পরমপুরুষ শিষ্টযোগী মাতৃতত্ত্ব যুগাবতার'। নজরুল, ১৯৩৫।

পরমপুরুষার্থ [স] পরমপুরুষ-অর্থ। ১ ক্রিষিণ জীবের পরম প্রয়োজনে। 'রম্বে দেহ ছাড়িবে এই পরমপুরুষার্থ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ২ বি জীবের পরম প্রয়োজন। 'তার অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ'। প্রমথ, ১৯১৩।

পরমপ্রাণ [স] বি ঈশ্বর। 'পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পরমপ্রিয় [স] বিশ সবচেয়ে প্রিয়। 'ইংলজীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা'। অক্ষর, ১৮৪৮।

পরমশ্রীতি [স] বিশ অশেষ তৃপ্ত। 'পরমশ্রীতি মনে তাঁহার মঙ্গলময় অন্তরা সুমুদ্রণ পরিপালন করিতে যত্নবান থাকে'। অক্ষর, ১৮৫৪।

পরমবাহু [স] বি একান্ত বাসনা। 'আমাদের পরমবাহু যে ঐ পর প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কৃতকার্য হইল'। দর্পণ, ১৮৩৬।

পরম বাণী [স] বি পুণ্যকথা। 'আদি পরম বাণী, উর বীণাপানি'। মঙ্গলক, ১৯৩১।

পরমবেশা [স] বিশ ক্রী সুসজ্জিত। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাসে গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা'। ভবানী, ১৮২৫।

পরমব্যখিত [স] বি নিতান্ত বেদনাপীড়িত যে। 'সেই পরমব্যখিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরমব্রত [স] বি পরমেশ্বর। 'পাইবে পরমব্রত অতুল আনন্দ'। মলাধর, ১৫০০।

পরমমল [স] বি চূড়ান্ত কল্যাণ। 'তেঁহেই কহেন পরমমল দেখিই চরণে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরমানব [স] বি মানবসত্তার সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ। 'মানুষের অন্তরে এক পিকে পরমানব, আর-এক পিকে বার্ষণীমাবন্ধ জীবমানব'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পরমানবিক [স] বিশ চূড়ান্ত মানবীয়। 'পরমানবিক সন্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরমজ্ঞাপিতিক সত্তা আছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পরমভূষিতা [স] বিশ ক্রী পরিশূর্ণভাবে শোভিত। 'তিনি এখানে গুপ্ত গোভায় পরমভূষিতা'। মুখসেন, ১৯৭০।

পরমমান্য [স] বিশ অতিশয় শ্রদ্ধেয়। 'আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মপ্রাণের দ্বারা বিচারিত হন'। দর্পণ, ১৮৩১।

পরমমুখ্য [স] বি সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্য। 'আমার সত্তার পরমমুখ্যটি কোন সত্তার মধ্যে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পরমমোহন [স] বিশ অতি মনোহর। 'নৃত্য প্রভুর পরমমোহন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এক পরমমোহন শিল্পসূত্রী রবীন্দ্রনাথও করেছেন'। ওদুদ, ১৯৬৬।

পরমরমণীয় [স] বিশ অত্যন্ত সুন্দর। 'এই পরমরমণীয় দেহ বিহল অতুষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অশূর্য্য সৃষ্টি'। অক্ষর, ১৮৫০।

পরম লগন [স] পরম-লগ্ন। বি শ্রেষ্ঠ সময়। 'জীবনে পরম লগন

কোরো না হেলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পরমশক্তি [স] বি অনন্ত শক্তির উৎস। 'পরান বাঁধে মরণ-হরণ
পরমশক্তি নাথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ [স] বি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। 'পরমশ্রদ্ধাস্পদ
পিতামাতাকে যত্না ... করা অর্থ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পরম সুখ [স] পরম-সুখ। বি অতি আনন্দ। 'আমার মুনাফা দিয়া
আমরা আবাদ করিয়া পরম সুখে ভোগ করব।' হ্যাগবেত, ১৭৭২।

পরমযুগান্তীর্ণবাদ [স] পরম-যুগান্তীর্ণ। বি চূড়ান্ত চতুর্কামনা করে
সম্বোধন। 'পরমযুগান্তীর্ণাদি বিজ্ঞাপন।' ওঙ্গী, ১৭৭৯।

পরমসত্য [স] বি আদ্যসত্য। 'তিনি পরমসত্যে বিশ্বাসী।' ওয়াসী,
১৮৬৪।

পরমসহিষ্ণু [স] বি অতিশয় সহনশীল। 'পরমসহিষ্ণু মেয়েটি
উকেট কিছু যে করিয়া বলিতে পারে।' শরৎ, ১৯১৬।

পরমসুখ [স] বি অতিশয় আনন্দ। 'দুখিটির একবাক্যে পরমসুখে ৭৬
বৎসর রাজা করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পরমসুন্দরী [স] বি অপূর্ণ রূপসী। 'দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চন্দ্রকলা নামে পরমসুন্দরী যোড়শবয়ী এক
কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে।' গৌর, ১৮২২।

পরমসূক্ষ্ম [স] বি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। 'এত যে লীলাচঞ্চল, সৌন্দর্যের
পরমসূক্ষ্ম অনুভূতি।' ওঙ্গী, ১৯৪৬।

পরমহংস [স] বি মহাযোগী। 'পরমহংসের পথে আমি অধিকারী।'
বৃন্দা, ১৫৮০; 'সুতসংহিতার জ্ঞানযোগ বটে চারি প্রকার সন্ন্যাসীর
বিবরণ সন্নিবেশিত আছে; কুটীচক, বহদক, হংস ও পরমহংস।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পরমহিতকর [স] বি অতি কল্যাণকর। 'গ্রন্থকর্তার কত কত
সদুপদেশজনক পরমহিতকর গ্রন্থ রচনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৯।

পরমহিতকারিণী [স] বি ঐ অত্যন্ত উপকারী। 'বর্তমান রাজভাষা
অর্থকরী পরমহিতকারিণী।' দর্পণ, ১৮৩৮।

পরমহিতৈষী [স] বি মঙ্গলকামী। 'কৌশি রাজবংশের পরমহিতৈষী
হিসাবে কৌশিতে বসবাস করতেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

পরমা [স] বি ঐ সর্বোচ্চ; পরিপূর্ণ। 'শ্মশানের ভগ্নমাথা পরমা
নিষ্ঠুতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পরমাহুহ [স] পরম-অগ্রহ। বি অতিশয় অগ্রহ। 'রাতে কোন-এক
অপূর্ণ প্রিয়সখিলের জন্য পরমাহুহে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পরমাত্মজ্ঞান [স] পরম-আত্মজ্ঞান। বি পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞান।
'বহুভূমির অনেক ভাগ পরমাত্মজ্ঞানে উজ্জ্বল হইবেক।' অক্ষয়,
১৮৪৭।

পরমাত্মীয় [স] পরম-আত্মীয়। বি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 'হীমূত কালীনাথ
মুণী তাঁহার পরমাত্মীয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

পরমাত্মীয়া [স] পরম-আত্মীয়া। বি ঐ ঘনিষ্ঠ আপনজন। 'একটু
আত্মীয়ের পরশ যেন সে চায় আত্মীয়ের পরমাত্মীয়ের।' জীবন,
১৯৩১।

পরমাত্মা [স] পরম-আত্মা। বি ঈশ্বর; পরম সত্তা। 'পরমাত্মানিতা এই
সার বেশ-পাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তুমি জ্ঞান উপদেশ/ পরমাত্মা
মিদিবেশ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পরমাত্মা [স] পরমাত্মা। বি পরম সত্তা; ঈশ্বর। 'জীবাত্মা পরমাত্মা
হই দুই অতি।' সুলতান, ১৭০০।

পরমাত্মত [স] পরম-অত্মত। বি খুব আতর্জনক। 'বাস্পীয় রথ
পরমাত্মত বস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পরমানন্দ [স] পরম-আনন্দ। ১ বি গভীরতম আনন্দ। 'কাঁহা এই
পরমানন্দ করহ বিচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরম আনন্দিত।
'হৃদয় পরমানন্দ।' রামহংস, ১৭৮০; 'সে বাটার কুশালী লিবিয়া
পরমানন্দ করিবা।' ওঙ্গী, ১৭৮২। ৩ বি পরম সুখ। 'তৎক্ষণাৎ
অনর রাজার সঙ্গে মুখে জরী হইয়া নারী নারীকে বহুদে
পরমানন্দে রাখেন।' ভাবনী, ১৮২৮।

পরমাত্ম [স] পরম-আত্ম। বি পায়ের। 'তত্ত পরমাত্ম খোজে পার্কন
করিতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পরমাত্মপারিত [স] পরম-আত্মপারিত। ১ বি অতিশয় আনন্দিত;
পুলকিত। 'আমাদের কোন্ডের আর পরিসীমা ছিলনা এখন তোমাকে
দেখে পরমাত্মপারিত হইলাম।' রামহংস, ১৮০১। ২ বি অত্যন্ত
ভুট। 'মহাশয়েরদিগের নীতি নীতি দর্শন করিয়া পরমাত্মপারিত
হইলাম।' দর্পণ, ১৮২১।

পরমাত্মত [স] পরম-অত্মত। বি সর্বোচ্চ বাদ্যতত্ত্ব বস্ত্র। 'কে পিয়েছে
সে ভৌহিদ সুখ পরমাত্মত হয়।' নজরুল, ১৯৪২।

পরমাত্মা [স] পরম-আত্মা। বি অত্যন্ত পূজনীয়। 'আসে বিজ্ঞপ
পরমাত্মা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পরমাত্ম [স] পরম-আত্ম। বি পরম শব্দ। 'তুমি যার পরমাত্ম, রাজা,
ভাসিল সে অন্ধনীয়ে তোমার বিপদে।' মাইকেল, ১৮৬২।

পরমাত্ম [স] পরমা-শক্তি। ১ বি শ্রেষ্ঠ শক্তি; সর্বোত্তম শক্তি।
'সকল মানুষের মধ্যে যে পরমা শক্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি
পারমার্থিক শক্তি। 'পরমাত্মিক মতো তিনিও নারীরাশি।' তারা,
১৯৪০।

পরমাত্ম [স] পরমা-শক্তি। বি বিদ্যাকর। 'কেবল
পরমাত্ম সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না।' অক্ষয়,
১৮৫৩।

পরমাত্মী [স] পরমা-শ্রী। বি ঐ শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। 'কোন সে গোপন
পরমাত্মী।' নজরুল, ১৯৪১।

পরমাত্ম [স] পরম-অগ্রহ। বি অমূল্য অগ্রহ। 'পরম সূন্দরের পরমাত্ম
যবে।' নজরুল, ১৯৮৮।

পরমাসুন্দরী [স] পরমা-সুন্দরী। বি অত্যন্ত সুন্দরী। এমন সময়ে
একটি পরমাসুন্দরী ...। একটি পথ হাতে করে আমার সম্মুখে এসে
দাঁড়িয়ে বললেন ...। মাইকেল, ১৮৬৩।

পরমেশ [স] পরম-ঈশ। বি জগদীশ্বর। 'মাও মানবতা হে পরমেশ।'
নজরুল, ১৯৩২।

পরমেশ্বর [স] পরমেশ্বর। বি ঈশ্বর। 'পরমেশ্বরের পূর্ণা ব্রহ্মের।'
অভ্যোনিয়, ১৭৪৩।

পরমেশ্বর [স] পরম-ঈশ্বর। বি ঈশ্বর। 'পরমেশ্বরের পড়ন।'
মোনোএল, ১৭৪৩।

পরমেশ্বর [স] পরম-ঈশ্বর। বি সর্বোত্তম ঈশ্বর। 'নিত্য ব্রহ্মতপ-
পরমেশ্বর আর মণি-মুক্তা-প্রবাল-বর্ণ-রূপাদি ...।' কবীন্দ্র, ১৮১২।

পরমোৎসব [স] পরম-উৎসব। বি শ্রেষ্ঠ উৎসব। 'আসিবে তোমার
পরমোৎসব কত প্রিয়জন কে জানে।' নজরুল, ১৯৩৫।

পরমোৎসাহ

পরমোৎসাহ [স পরম-উৎসাহ] বি অতিশয় উৎসাহ। পরমোৎসাহে ত্রিবিধ পরম উৎসাহের সন্নিবিষ্ট। 'বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পরমোন্মান [স পরম-উন্মান] বিশ অতি উন্মান। 'হয়েতো জানে পরমোন্মান পরম-ভিক্রম মোর নামী।' নজরুল, ১৯৪১।

পরমোপকার [স পরম-উপকার] বি বিশেষ হিতসাধন। 'বিশেষীভ্য তান্ব লোকের পরমোপকার হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৮৮।

পরমোপকারক [স পরম-উপকারক] বিশ খুবই উপকারী। 'আমাদের বোধ হয় যে তাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে।' দর্পণ, ১৮৩০।

পরমোপকৃত [স পরম-উপকৃত] বিশ অত্যন্ত উপকৃত। 'আমি পরমোপকৃত হই।' দর্পণ, ১৮২২।

পরমোপায় [স পরম-উপায়] বি প্রধান কৌশল। 'তবে পরমোপায় এই, যে তঁহার কখন স্বার্থ প্রতি ছেঁদী হইতে পারিবেন না।' পুষ্টিভূ, ১৮৩৫।

পরমৌষধ [স পরম-ঔষধ] বি প্রধান প্রতিষেধক। 'বিষই বিশ্বের পরমৌষধ।' আইকেল, ১৮৫৯।

পরমশ্রু [স] বি অন্যের কতি। 'পরমদ টিঙএ হরএ গরদন।' বাহরাম, ১৬৪০।

পরমাসে [স] বি অন্যের মাল। 'মনুযোষ বে পরমালে দ্বারা আপন মালবুজি করে ... ইহা অপেক্ষা অসং কর্ম আর নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পরমাদ [স গ্রামাদ] বি গ্রামাদ। 'তো আবারী বড়ী/হের পাঞ্জী পরমাদে বড়, ১৪৫০। গ্র গ্রামাদ

পরমাপু [স] ১ বি মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ। 'সেবধি, ১৮৪৩।' যে প্রাচ্য মত পরমাপু থাকে সে প্রাচ্য তত আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি সূক্ষ্মতম অংশ। 'ভারত রে চৌর কলভিত পরমাপুরাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পরমাপুত্তত্ত [স] বি পরমাপু বিষয়ক বিদ্যা। 'পরমাপুত্তত্তের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পরমাপু-পুঞ্জ [স] বি পরমাপু-গণি। 'ইহা কেবল পরমাপু-পুঞ্জ।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পরমাপুবাণ [স] বি পরমাপু বিষয়ক মতবাদ। 'ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাপুবাণ এখন সর্ববাসি-সম্মত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পরমাদ [স গ্রামাদ] ১ বি গ্রামাদ। 'ব্রহ্মা আমি দেবগণ পরমাদ গনি।' মালখর, ১৫০০। ২ বি বিপদ। 'মনে ভাবে মহাবীর বড় পরমাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বিপর্যয়। 'পালা দাড়িতে লাজ নাই একি পরমাদ।' বিজয়, ১৬০০। ৪ বি ভক্তি। 'টুটে সিঁদ্ধ কামের পরমাদ আজি হলো অতলা বাগানে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

পরমাদ [স গ্রামাদ] বি গ্রামাদ। 'সা লইবো তোর দান মোর বোল পরমাদ।' বড়, ১৪৫০। গ্র গ্রামাদ

পরমাদু [স] ১ বি দীর্ঘ জীবনের ভাণ্ড। 'রক্ষা পাইলাম আমি পরমাদু ওশে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বি আয়ু; জীবনকাল। 'ইহার পরমাদু এক বদার মদ্য দ্বিহ্ন হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পরমউ [স পরমাদু] বি জীভিতকর; আয়ু। 'পঞ্চ বিংশতি হব লোকের পরমউ।' মালখর, ১৫০০।

পরমাই [স পরমাদু] ১ বি আয়ু। 'পরমাই-বলে মোর হাবিল জীবন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি জীবন। 'পরমাই শেষ।' মনোএল, ১৭৪০।

পরমাই [স পরমাদু] বি আয়ু। 'চির পরমাই হও সর্ব্ব শাপ হরে।' মালখর, ১৫০০।

পরমাই [স পরমাদু] বি পরমাদু। 'সুটি কর পুত্র তোমারে বাতুক পরমাই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরমাদুহরী [স] বিশ (গালি) পরমাদু শেষকারী। 'চকুখাদিকা ভর্তার পরমাদুহরী, অষ্টকুটির পুরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পরমারি গ্র পরম

পরমার্ঘ [স পরম-অর্ঘ] ১ বি পরম কাম্য। 'ব্যবহার পরমার্ঘ যতক তোমার।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বি পরকালের মঙ্গল। 'যের্ষ, ১৭৭০: 'মানুষের মনগুলি যদি সাদা থাকে - বাস, তা হলেই পরমার্ঘ।' অচিভ্য, ১৯২০।

পরমার্ঘ চিত্তা [স] বি ধর্ম্মীয় চিত্তা। 'এ আফসাতুন যেদের জুসুয়ে মায়েরও পরমার্ঘ-চিত্তা অনেক কমাতে হয়েছে।' নজরুল, ১৯২৭।

পরমার্ঘত [স] ত্রিবিধ ধর্ম্মশতভাষে। 'পরমার্ঘত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরমার্ঘতত্ত্ব [স] বি হিন্দুয়তে ব্রহ্মজ্ঞান। 'অত্যন্ত উচ্চ অশ্বের পরমার্ঘতত্ত্ব-আশোচনার প্রবৃত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পরমার্ঘবিদ্যা [স] বি পারমিক জ্ঞান। 'মানবজাতির পরমার্ঘবিদ্যা ... উচ্চতর উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পরমার্ঘ ভাগি [স] বি ধর্ম্মসূত্রে বোন। ওগাঁ, ১৭৮২।

পরমার্ঘ ভাই [স] বি ধর্ম্মসূত্রে ভাই। ওগাঁ, ১৭৮২।

পরমার্ঘ গ্র পরম

পরমার্ঘসুন্দরী গ্র পরম

পরমার্ঘসুন্দরী [স পরম-অগ্রোহ] বি পরম আদর। 'পরমার্ঘসুন্দরের বিষয় যে কেবল চমকের বিবেচনা হইল।' দর্পণ, ১৮২৭।

পরমার্ঘসুন্দরী [স] ত্রিবিধ অত্যন্ত আদরসহকারে। 'ছেলেগণ পরমার্ঘসুন্দরে আত্মক বিরিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

পরমার্ঘসুন্দরী [স] বিশ অত্যন্ত আদর। 'দুই ভাতকে দুই গ্রহান কার্য প্রাণ করিয়া পরমার্ঘসুন্দরী করিলেন।' রায়রাম, ১৮০১।

পরমিট [স] বি পরমিট। 'পরমিট: মাতল বা তক প্রদান করে মাল হাফায়ের হাফালায়। ক্যালসে, ১৭৮৮: 'সহর কলিকাতার পরমিট ও গজকুয়া।' ঢেবী, ১৭৯২।

পরমিট [স গ্রামিট] বি পরিগ্রহ। 'ঘাসল দিবল কৃষ্ণ পরমিট করি।' মালখর, ১৫০০।

পরমুখ [স] বি অন্যের অগ্রায় বা অগ্রায়। 'একসে তুমি পরমুখ প্রত্যাঙ্গী।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পরমুখা [স পরমুখ] বি মুখোশ। 'মনোএল, ১৭৪০।

পরমুখাপেক্ষা [স পরমুখ-অপেক্ষা] বি অন্যের উপর নির্ভরতা। 'খিন কোটি সন্তান থাকিতে যার/ পরমুখাপেক্ষা হয়েছে সার।' অশ্বিনী, ১৯২০।

পরমুখাপেক্ষিতা [স পরমুখ-অপেক্ষিতা] বি অন্যের উপর নির্ভরতা। 'এত অন্যাশয়হিতকৃত্য, এত পরমুখাপেক্ষিতা, সেবা পাছে পরমুখের হোয়া লোপে।' অন্নল, ১৯২৮।

পরমুখাপেক্ষী [স পরমুখ-অপেক্ষী] বিশ অন্যের উপর নির্ভরশীল।

পরলোকাভ্যে

‘এই শক্তিশালতা আমাদের নিজের কর্তব্যে যেমন পরমুখাশেকী করিতেছে।’ প্রভাকর, ১৯০৩।

পরমুখী [স] বিশ পরমুখাশেকী। ‘বর্তমান পরমুখী ও আত্মবিমুখী মানসিকতার জন্য।’ মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

পরমুখুত [স] বি পরমুখ। ‘বৈশী তপ প্রতিভাবানী তো স্তোমুখুত যমান, পরমুখুত সানবর।’ মোতাহের, ১৯৫০।

পরমেশ, পরমেশ্বর প্র পরম

পরমৈশ্বর্য প্র পরম

পরমোৎসব, পরমোৎসাহ প্র পরম

পরমোন্মান প্র পরম

পরমোপকার, পরমোপকৃত প্র পরম

পরমোপায় প্র পরম

পরমৌষধ প্র পরম

পরম্পর [স] বিশ অনুক্রমগত; ধারাবাহী। ‘পরম্পর আছে মোর কুলের নিয়ম।’ মুহুদ, ১৬০০।

পরম্পরা [স] ১ বি অনুক্রম (বহু পরম্পরা)। ‘সালবাহন-কুলে সাধু আছে পরম্পরা।’ মুহুদ, ১৬০০। ২ বি যা পরপর ঘটেছে। ‘পরম্পরা পরম্পর তনি একই সূত্রে।’ জরত, ১৭৬০। ৩ বি শোক মাধ্যম। ‘বিশেষ পরম্পরায় বুলিদাম।’ ওর্গা, ১৭৮২। ৪ ক্রিবিধ শোকমুখে। ‘আমরা পরম্পরা তলিতেই যে ...।’ কৌমুদী, ১৮০০। ৫ ক্রিবিধ অনুক্রমে। ‘আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে ... কুটুম্ব বন্ধ বাঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে তোজন করে থাকি।’ হুতম, ১৮৬১।

পরম্পরাক্রমে [স] ক্রিবিধ ক্রমান্বয়ে। ‘পরম্পরাক্রমে কত বিকল্প কত অপঘাত।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরম্পরাগত [স] বিশ বহুদিন ধরে চলে এসেছে এমন। ‘পরম্পরাগত সত্তম সন্ততি পর্যন্ত।’ অক্ষর, ১৮৪৬।

পরম্পরানির্ভর [স] বিশ বশ্যানুক্রমিক। ‘জন্মসূত্রে এসেছে অবিচ্ছেদ্য পরম্পরানির্ভর হিন্দু সমাজের উচ্চাভ্যন্তর লভন।’ শিব, ১৯৫৬।

পরম্পরাবাহী [স] বিশ পরম্পরাগত। ‘অষ্টেশিয়ার আদিবাসীদের দীর্ঘকালব্যাপী পরম্পরাবাহী জীবনযাত্রায় ... কল্পনার অতি ও চিত্রাভনের নৈপুণ্য আমাদের প্রাচুর্য করে।’ শিব, ১৯৫৬।

পরম্পরাসমর্ষিত [স] বিশ পরম্পরাগতভাবে মানা হয় এমন। ‘ভারতীয় সমাজে নারীদের পরম্পরাসমর্ষিত সাধনার উৎসাহিত ...।’ শিব, ১৯৫৬।

পরম্পরা সম্বন্ধে [স] ক্রিবিধ পরোক্ষভাবে। ‘ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে রাজকর দিয়া আত্মনির্ভৃত সম্পাদন করেন।’ বরদর্শন, ১৮৭৪।

পরম্পরাবীকৃত [স] বিশ বশ্যানুক্রমিক। ‘অধিকাংশই এসেছেন হিন্দু সমাজের পরম্পরাবীকৃত উচ্চ জাতের কোঠা থেকে।’ শিব, ১৯৫৬।

পরমুপ [স] বি পরবর্তী মুহ। ‘আমার জন্যে এ মুহ না হোক পরমুপ আছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পর-রক্ত [স] বি অপরের রক্ত। ‘পর-রক্ত খাইতে জেন চৌক।’ মুহুদ, ১৬০০।

পরদিগার [স] বি পরওয়ারদেগার। বি রক্ষক। ‘কেমে অপরাধ দিয়া প্রাণহারা ... সুভদ্রা, ১৭০০।

পররাজ্য [স] বি অন্য রাজ্য। ‘পররাজ্যের ভূশতির সঙ্গে সন্ধি বন্ধন।’

বরদর্শন, ১৮৭৪।

পররাত্রি [স] বি অন্য দেশ। ‘পররাত্রি হতে সমাগত রাজনুতগমে নাই করি সম্মতন।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পররাত্রীমিত্রি [স] বি বৈদেশিক মিত্রি। ‘কুটুম্বিতির উপরই পররাত্রীমিত্রি নির্ভর করে।’ আজাদ, ১৯৫৭। ‘ইহাই পাকিস্তানের বিদ্যোবিত পররাত্রীমিত্রি ভিত্তি।’ আজাদ, ১৯৬২।

পররাত্রি বিভাগ [স] বি রাষ্ট্রের বৈদেশ-সম্বন্ধে বিভাগ। ‘রূপের পররাত্রি বিভাগে কাজ করতেন।’ মুহুদ, ১৯৪৯।

পররাত্রী [স] বিশ বিদ্রূপের সঙ্গে সম্পর্ক ও বিনিময় সম্বন্ধীয়। ‘মন্ত্রিনজার প্রতিনিধিগণ দেশরক্ষা, পররাত্রী সম্বন্ধ ...।’ আজাদ, ১৯৪৬।

পররুচি [স] বিশ অপরের গছন্দমতো। ‘জান ত আশরুচি বাবা, পররুচি পরনা।’ নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

পরল ১ বি তর। ‘এক পরল করিয়া বরক বিদ্যাই চালানের ব্যবস্থা হইতেছে।’ মানিক, ১৯৩৬। ২ বিশ ঘন। ‘পরল পরল অন্ধকার দিয়া রম্যার বেড়ার মতো।’ মানিক, ১৯৩৭।

পরলমেষ্ট ই পারলমেষ্ট বি সপোন; আইন পরিষদ। ভানকর, ১৭৮৪।

পরল্লা [স] পদতত্ত্ব বি পটলা। ‘তা সুনিষ্ঠা ঘুচে মো পরলা হুগিষ্ঠা।’ বহু, ১৪৫০।

পরলোক [স] ১ বি (বিদ্যাসীমের মতে) মৃত্যুর পরবর্তী জগৎ। ‘ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ‘পেগ প্রভু পরলোক।’ মুহুদ, ১৬০০। ২ বি মৃত্যু। ‘বিরহ-সর্প-বিরহে তাঁর পরলোক বৈশ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ‘পিতার পরলোকে ইল।’ ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি বিমৃত জগৎ। ‘সমীতের পরলোকে হতে ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পরলোকগত [স] বিশ প্রয়াত। ‘সো জন্মবারিতে পরলোকগত হন।’ দর্পণ, ১৮২৬।

পরলোকগতা [স] বিশ ঐ মৃত। ‘পরলোকগতা সহস্মীরির তপস্বীর্জন করে।’ প্রমথ, ১৯১৮।

পরলোক গমন করা [স] ক্রি মৃত্যু হওয়া। ‘ইহলোক পরিত্যাগ পুরমর পরলোক গমন করিয়াছে।’ দর্পণ, ১৮২৫।

পরলোকগামী [স] বিশ মৃত। ‘পরলোকগামী হওয়াতে তাঁহার দুই ত্রী তৎসংহামিনী হইয়াছেন।’ দর্পণ, ১৮২৫।

পরলোকভক্ত [স] বি পরলোক সম্পর্কিত ভক্তজন। ‘গিনরাত পরলোকভক্তের বই গড়তাম।’ মানিক, ১৯৩৮।

পরলোকবাস্তব [স] বিশ মৃত। ‘পরলোকবাস্তব ইহরামে।’ দর্পণ, ১৮২০।

পরলোকপ্রাপ্তি [স] বি মৃত্যু। ‘তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ইহরামে।’ দর্পণ, ১৮২০। ‘শিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।’ ভবানী, ১৮২৩।

পরলোকমুখী [স] বিশ মৃত্যুমুখী। ‘লোক মাটেই পরলোকমুখী না হওয়ায় শোক-প্রকাশ সমিতি একেবারে বেকার বসিয়া আছে।’ মদনমু, ১৯৪০।

পরলোক হওয়া ক্রি মৃত্যু হওয়া। ‘তাঁহার পরলোক হইলে শিবানন্দ ... দড়েরে কর্তা হইলেন।’ রামরাম, ১৮০১।

পরলোকাভ্যে [স] ক্রিবিধ মৃত্যুর পরে। ‘মৃত্যুর বর্ষার পরলোকাভ্যে প্রাণহারা ... প্রাণাশ্রয়ন করেন।’ অক্ষর, ১৮৪৭। ‘কৃষ্ণকান্তের পরলোকাভ্যে এইরূপ হইবে।’ রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পরশ, পরস [স সম্পর্ক] ১ বি সম্পর্ক। 'গদ্য পরসরস ছইসো ডইসো।' ৪৪৮। ১০, ১২০০: 'কর আশ্রয়ী নাপার কারাকি জীউক তার পরসে।' বড়, ১৪৫০: 'রাধা অর সে পরশে।' বড়, ১৫৭০: ২ বি পরশপাখর। 'ভূমি সেই পুরুষকে পরশ ভাবিয়া সম্পর্ক কর। ভবানী, ১৮২৮।

পরশ-আভাস [স সম্পর্ক-আভাস] বি সম্পর্কের ইশারা। 'বাতাসে উড়িয়া এল পরশ-আভাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

পরশকাতর [স সম্পর্কাতর] বিপ সামান্য ছোঁয়াতেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে এমন। 'পরশকাতর শরীর আমার গায়ে জীবনের একান্ত পাবার সম্পর্ক।' শক্তি, ১৯৭০।

পরশচকিত [স সম্পর্কিত] বিপ হঠাৎ ছুঁয়ে যায় এমন। 'ওগো কোথা তুমি পরশচকিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পরশন [স সম্পর্ক] বি সম্পর্ক। 'তান পরশন হইয়া সাপের মুকুট।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পরশনি [স সম্পর্ক] বি সম্পর্ক। 'সেয়নি মোরে বাস্প করে তোমার পরশনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পরশ পাখর, পরশপাখর [স সম্পর্ক-প্রভাব] বি সম্পর্কমণি; পরশমণি। 'সে তো ছেলে নয় পরশ পাখর।' গ্যারী, ১৮৫৮: 'পরশপাখরের সম্পর্ক রাকও সোনা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬: 'খ্যাগা বুঁজে বুঁজে ফিরে পরশপাখর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পরশবাই [স সম্পর্কবায়ু] বি ঘটিব্যাক্তরতা। মানোএল, ১৭৪০।

পরশতুলানী বি সম্পর্ক তুলার তাম্র। 'পারের পরে কোমল করে/পরশ-তুলানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পরশমণি [স সম্পর্কমণি] বি বার সম্পর্কে সবকিছু সোনা হয়ে যায়-মানোএল, ১৭৪০: 'আতমের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পরশমণিকা [স সম্পর্কমণিকা] বি স্ত্রী পরশমণি। 'পরশমণিকা নিয়ে, কাছে কাছে জমিছে ছণিকা।' সূর্যদত্ত, ১৯২৫।

পরশমানিক [স সম্পর্কমণি] বি পরশপাখর। 'কুড়ারে গেছেই বটে পরশমানিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পরশরতন [স সম্পর্ক-রত্ন] বি সম্পর্করত্ন রত্ন। 'তোমার পরশরতন পরে লেখে আমায় সাজালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮: 'পরশরতন তোমারি চরণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

পরশলহরী [স সম্পর্ক-লহরী] বি সম্পর্কের ঢেউ। 'ভিমিরে তোমার পরশলহরী সোপে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পরশহারা [স সম্পর্কহারা] বি সম্পর্কহীত। 'বনের গদ্য নিয়া পরশহারা বহা মালা গাঁয়ে আমায় ছিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরশাভীত [স সম্পর্কভীত] বি সম্পর্ক করা যায় না যা। 'পরশাভীতের দহর আগে যে বুক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরসরস [স সম্পর্করস] বি সম্পর্করস। 'আত্মক পরসরস দরশন নাহি।' বড়, ১৪৫০।

পরশক্তি [স] বি বৈদেশিক শক্তি। 'পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকবেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরশা [স সম্পর্ক] ক্রি সম্পর্ক করা। পরশএ ক্রি সম্পর্কে। 'অর্জ চন্দ্র পরশএ।' অলাপেল, ১৬৮০। পরশি ক্রি সম্পর্ক করে। 'ভূমি ছুইএ হায়ে পরশি দুই কানে।' বড়, ১৫৭০। পরশিছ ক্রি সম্পর্ক করেছে।

'এই গদে পরশিছ শায়লীর ঘাড়া।' বারহাম, ১৬৫০। পরশিতে ক্রি সম্পর্ক করতে। 'অতুল মানস পরশিতে নারে হাতে।' অলাপেল, ১৬৮০। পরশিছ ক্রি সম্পর্ক করে। 'প্রথমে পরীক্ষা কিছু হুখ পরশিয়া।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পরশিরে ক্রি ছুঁয়ে। 'এই শিরিত রাধা অর/পরশিরে শ্যাম অর।' লালন, ১৮৯০। পরশিল ক্রি সম্পর্ক করলো। 'সেই হানে তার অর সে পরশিল।' অলাপেল, ১৬৮০। পরশিলে ক্রি সম্পর্ক করলো। 'হেন পরশিলে আমার অর্থ।' রক্তক, ১৬৫০। পরশে ক্রি সম্পর্ক করে। 'দরশে পরশে মোর আউশাইবে গা।' রিচী, ১৬০০। পরশেনে ক্রি সম্পর্ক করেন। 'সম্মত পলায়ে পুরিয়া হাতা পরশেনে হরে হরিনে মাতা।' ভাস্কর, ১৭৬০।

পরশ [স] বি কুঠার; পৌরাণিক যুগের অস্ত্রবিশেষ। 'ভিনিপাল, ত্বণ, পর, সুদার, পরত।' মাইকেল, ১৮৬১।

পরশ-ত্রিশূল [স] বি (হিন্দুপুরাণ) পরশভারের ত্রিশূল। 'হান তোর পরশ-ত্রিশূল। ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুষ্টি।' নজরুল, ১৯২০।

পরশভার [স] বি (হিন্দুপুরাণ) জয়দত্ত স্বর্গের পুত্র; বিষ্ণুর বট অবতার। 'পরশভার মর্শে কদম্ব নাশ করিলে।' বড়, ১৪৫০: 'পরশভারের উপাখ্যানে তাহার প্রতিম খণ্ডে ব্রাহ্মণ বসতির প্রসঙ্গ প্রদীত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পরশ, পরসু [স পরশ] ১ বি আগামী কালের পরের দিন। 'পরসু ভূমির রতি লালকে বসিয়া।' বিজয়, ১৬৫০: 'পরশ।' মানোএল, ১৭৪০: 'কাল ভিনারে, পরশ ঘিরেটার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি গত কালের পরের দিন। 'পরশ থেকে বুঝে অল্প অল্প দীর্ঘ পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পরশকার [স পরশ] বিপ গতকালের আগের দিনের। 'আকাশেও কাল-পরশকার মতো অল্প অল্প মেঘের টুকরো ভাসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পরশ [স] বি আগামীকালের পরের দিন। 'কাল হর পরশ হয়ে বেঙ।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

পরশমজীবি [স] বিপ অন্যের প্রেমের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহকারী। 'পরশমজীবি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতবৃত্ত এক বিশেষ শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে।' সন্দে, ১৯৭০।

পরশীকাতর [স] বিপ অপরের উন্নতি দেখে ইর্ষাভিত্তি হয় এমন। 'এই ইর্ষাভূত দুটিপাতের মূলে বহিয়াছে তাহার পরিশীকাতর মন।' অক্ষয়, ১৮৫৪: 'পরশীকাতর ... রাজার নিকট ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?' মদ্যারক, ১৮৯০।

পরশীকাতরতা [স] বি অন্যের ভালো দেখে হিংসা করা। 'পরশীকাতরতা বা অন্যের সুখ-লৌভ্যাদর্শনে মনে কটমোহের নামান্তরই ব্যবসর্গ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পরসও ক্রি সম্পর্ক করেছে। 'ভূমি ছুইএ হাথ পরসও দুই কানে।' বড়, ১৪৫০।

পরসংঘাত [স] বি অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ। 'পরসংঘাতের সহিত সামন্তসাম্রাজ্যের প্রক্রিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরসঙ্গ [স প্রসঙ্গ] বি প্রসঙ্গ। 'সংঘাপ সমে নানা কথা পরসঙ্গে।' বড়, ১৪৫০। প্র প্রসঙ্গ

পরশন [স প্রসঙ্গ] বিপ প্রসঙ্গ। 'কায় মনে পরশন হয় মোক কাল একবার কর দেব আকার সমান।' বড়, ১৪৫০।

পরসনে ক্রিগণ্য আনন্দে। 'দেব দামোদর হর মোক পরসনে ল।' বড়, ১৪৫০।

পরসন্ন [স প্রশ্ন] বিপ তুষ। 'তোমার এখন রস মোর মন পরসন্ন'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ব্র প্রশ্ন

পরসমাজ [স] বি অন্য ধর্মীয় সমাজ। 'হিন্দু সমাজের সহিত এই-সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরসম্বন্ধী [স] বিণ অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বস্ত্তঃ ধর্মকে আত্মসম্বন্ধী এবং পরসম্বন্ধী, এক্ষণ বিভাগ করা উচিত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

পরসাদ [স প্রশ্নাদ] বি অনুগ্রহ। 'তথী পরসাদ পাএ' বড়ু, ১৪৫০। ব্র প্রশ্নাদ

পরসা [স স্পর্শ] ক্রি স্পর্শ করা। **পরসি** ক্রি স্পর্শ করে। 'পরসি বিকল ভৈল দুসং মদনে' বড়ু, ১৪৫০। **পরসিয়া** ক্রি স্পর্শ করে। 'আজি জল পরসিয়া আনিব তনএ' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **পরসিয়া** ক্রি স্পর্শ করে। 'কুচ পরসিয়া সেই অঙ্গের সুগন্ধি' মালধর, ১৫০০। **পরসিল** ক্রি স্পর্শ করণো। 'কে না কেদারশির পরসিল করে' বড়ু, ১৪৫০। **পরসিলে** ক্রি স্পর্শ করলে। 'পরসিলে তেজিবে পরাণে' বড়ু, ১৪৫০।

পরসেট [হি] বি পারসেট; শতাংশ। 'গবর্ণমেণ্টের গ্রাহ্য করা কোন বিষয় বাসসিক ৭ পরসেটের হিং' প্রভাকর, ১৮৪৭।

পরন্ত [কা] বি উপাসক। 'ইহাদিগকে রসনা-পরন্ত (রসনা-উপাসক) বলি' রোকেয়া, ১৯০৪।

পরত্তা [স প্রত্তা] ১ বি প্রত্তা। 'পেমে রস বিরাজিত শব্দ পরত্তা' বাহবাং, ১৬৫০। ২ বি উপদেশমালা। 'পড়িবার দাগিল যথেক পরত্তা' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি কাহিনি। 'আর এক পরত্তাও তন দিয়া মন' সুলতান, ১৭০০।

পরত্নী [স] বি অপরের স্ত্রী। 'পরত্নী সংসর্গে কখনো সুখ, কিন্তু অখ্যাতি ও পাপ কল্পপথ্য ছাড়া' গৌর, ১৮২২।

পরত্নীগমন [স] বি পরের স্ত্রী সম্বোধন। 'পরত্নীগমনে কিছু ভূমিক জরিপানা করে' মর্দক, ১৮২২।

পরত্নীপরায়ণ [স] বিণ অপরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত। 'পরত্নীপরায়ণ পতির সহিত ... ধর্মাবলম্বী পত্নীর সম্মতনাই এত অবশ্যের মূল' অক্ষয়, ১৮৫০।

পরত্নীবরণ [স] বি অপরের স্ত্রীকে কেড়ে নেওয়া। 'পরত্নীবরণ, পরদমনগরহণ, পরদেশপুতন ... তাঁহার প্রধান আয়োদ' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

পরস্পর [স] ১ ক্রিবিণ একে অপরের। 'পরস্পর আনন্দে করিলা আশিষ্যন' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি একজনের সঙ্গে অন্যজনের। 'পরস্পর সন্তীহুক, কাব্য ছাড়া একটুক' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ বিণ একে অন্যের; একজন অন্য জনের। 'পরস্পর দ্বিচ্ছ দ্বিচ্ছ যে যারে পালাটে পায়' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

পরস্পরস্রোহী [স] বিণ একে অন্যের অবাধ্য। 'যত সব পরস্পরস্রোহী, আত্মঘাতী বাক্যাদ্যধর' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

পরস্পরনির্ভরতা [স] বি একে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা। 'ফরাসী প্রতীকবাদীরা কান এবং চোখের এই নিযুৎ পরস্পরনির্ভরতার কথা আমাদের ভুলতে নিষেধ করেছেন' শিবি, ১৯৫০।

পরস্পরবিচ্ছিন্ন [স] বিণ একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নেই এমন। 'যা-কিছু পরস্পরবিচ্ছিন্ন তাদের নিরবধি রূপ দিতে ...' প্রমথ, ১৯২৭।

পরস্পরবিষম্ব [স] বিণ পরস্পরবিরোধী। 'এই চারজন এতরাতে

একর - চার ভিন্ন পরস্পরবিষম্ব ব্যক্তি' রঙ্গীদ, ১৯৬৩।

পরস্পরবিরুদ্ধ [স] বিণ একে অন্যের প্রতিরুদ্ধ। 'দুই পরস্পরবিরুদ্ধ বার্ষ' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

পরস্পর বিরোধ [স] বি উভয়ের মধ্যে কলহ। 'আমরা পরস্পর বিরোধেই সহকারী নহি' মর্দক, ১৮২২।

পরস্পরবিরোধিতা [স] বিণ পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিয়েছে এমন। 'উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা-সৌধ লক্ষিত হয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পরস্পরবিরোধী [স] বিণ একে অন্যের বিপরীত। 'হুরোশে শান্তের শিলা ও সমাজের ব্যবহার পরস্পরবিরোধী' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরস্পরস্পর্শী [স] বিণ সাংঘর্ষিক। 'কিছু সংঘর্ষক গানও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাতে কথা ও সুর পরস্পরস্পর্শী' আইয়ুব, ১৯৭৩।

পরষ [স] ১ বি পরের সম্পদ। 'পরষহরণ অতি গর্হিত কর্ম' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি অপরের স্বভাব। 'নিজস্বকে বর্জন ও পরষকে অর্জন' মোহনদাসী, ১৯৬৩।

পরষহরণ [স] বি অন্যের সম্পদ হরণ। 'পরষহরণ অতি গর্হিত কর্ম' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পরষাপহরণ [স] পরষ-অপহরণ। বি অন্যের সম্পদ আত্মসংকরণ। '... পরষাপহরণ বা পরশীড়্য অন্য করিতেন না' বন্দনন্দন, ১৮৭৪।

পরষাপহরক [স] পরষ-অপহরক। বিণ অন্যের সম্পদ অপহরণকারী। 'পরষাপহরক দম্যুনিগের দমপুট হইতেছে' নোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

পরষেপদী [স] ১ বিণ অন্যের উপর নির্ভরশীল। 'চিরকাল সে পরষেপদী ধূমপান করিরা আসিতেছে' বনমূল, ১৯৩৬। ২ বিণ অন্যের। 'অবিসং পরষেপদী বলেই এত উদার' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

পরহৃত [স] বি অন্যের হাত। **পরহৃত্তে** ক্রিবিণ পরের কাছে। 'স্বহৃত্তে অথবা পরহৃত্তে রাখিয়া থাকেন' ডানকান, ১৭৮৫।

পরহৃত্তপাত [স] বিণ পরের হাতে গেছে এমন। 'ভারত ত বর্হদীন হইতেই পরহৃত্তপাত হইয়াছে' অক্ষয়, ১৮৪৬।

পরহার [স প্রহার] বি প্রহার। 'কে সহ কায় পরহার' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ব্র প্রহার

পরহিংসা [স] বি অন্যের প্রতি বিবেহ। 'পরদার পরহিংসা পরদন চৌর্য্য' মালধর, ১৫০০।

পরহিণ বিণ পরহিণ। 'মোরচি পাছ পরহিণ সবরী শিবত ওল্লী মালা' চর্যা ২৮, ১২০০।

পরহিত [স] বি পরের কল্যাণ। 'জ্ঞানহিত পরহিত কৃত চিত্ত নিত' জাগরণ, ১৬৮০।

পরহিতকামনা [স] বি অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। 'পরহিতকামনা এত দূর প্রবল' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পরহিতকারী [স] বিণ পরোপকারী। 'কল্পসাপার ভূমি পরহিতকারী' বৃন্দা, ১৫৮০।

পরহিত শ্রিয় [স] বিণ পরের হিতে আনন্দ পায় এমন; পরোপকারী। 'যে কোন ব্যক্তি ... পরহিত শ্রিয়, পরদ্রব্যে নিম্পৃহ হইলেন' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পরহিতব্রত [স] বি পরের কল্যাণসাধনে যাব ব্রত। 'তাঁহার যে ব্রতে

পরহিত-ব্রতী

জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার নাম পরহিতব্রত।' হরহাসদ, ১৮৭৮।

পরহিত-ব্রতী [স] বিপ পরের কল্যাণই ব্রত এমন। 'দেশহিতব্রতী পরহিত-ব্রতী নেতৃবৃন্দের ...' মনসু, ১৮০৫।

পরহিতজ্ঞা [স] বি অপরের হিতজ্ঞা। 'পরহিতজ্ঞা, দেশবাসোক্ত।' স্বর্গম, ১৮৭৫।

পরহিতত্যা [স] বি পরোপকার। 'এক দিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতত্যা।' রবীন্দ্র, ১৮০৮।

পরহিতৈবি [স] পরহিতব্রতী। 'অতি বদান্য পরহিতৈবি পারসী মহাজন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

পরহিতৈবিতা [স] বি পরোপকারিতা। 'নিঃস্বার্থ পরহিতৈবিতার জ্ঞাবাদিহি ভ্রমভর হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮০৭।

পরহিতৈষী [স] বি পরোপকারী। 'বাস্তবিক ইহায়াই যথার্থ পরহিতৈষী।' মঙ্গারক, ১৮৮৫।

পরহেজ [কা] বি সংঘম। 'মালোএল, ১৭৪৩।' 'শাকা মুসল্লির মত সকল বিষয়েই বেশ পরহেজ করিয়া হলে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

পরহেজগারি [কা] বি ধর্মপরায়ণ। 'তিনি বিন্দ্যার পরহেজগার মানুষ।' ইমদাদুল, ১৯২০।

পরহেজগারি, পরহেজগারী [কা] বি ধর্মীয় কর্তব্যনিষ্ঠা। 'চাক্রাই পরহেজগারি অতিক সাহায্যতা করিয়া থাকে।' রতন, ১৯২৫। 'পরহেজগারীর দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার ইমামতীর ঘোষণা বুঝি দুর্বল।' জামায়াত, ১৯৩৭।

পরহা [স] পরিধান-১। 'ক্রি পরিধান করা।' 'আপন নপুর রাঙ্গা গামে পরাইল।' মালাধর, ১৫০০। 'বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে যেহে যোগিনী গারা।' দ্বিষ্ট, ১৬০০। ২। 'ক্রি পোশন করা।' 'প্রভাতঃ সিন্ধু পরায় যাবৎ হৈল অস্ত।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। পর ক্রি পরে। ১। 'খণ্ড পর জত তুমি সকল জোবার আমি।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'পরশায় ক্রি পরিধান করায়।' 'কোটি পরশায়, হে শ্রুত গুণধাম সুতরসং স্নেহ ভঙ্গ।' রামহাসদ, ১৭৮০। 'পরাইল ক্রি পরিধান করে।' 'আপন নপুর রাঙ্গা গামে পরাইল।' মালাধর, ১৫০০। 'পরাই ক্রি পরায়।' 'ধরিয়া প্রভুর পায় পরাই নপুর।' মালাধর, ১৫০০। 'পরি ১। ক্রি পরিধান করে।' 'কানে পরি কুন্ডল ঢালিবে যোগী হও।' কৃষ্ণ, ১৫৮০। ২। ক্রি পরিধান করি বা ব্যবহার করি। 'আবদুল্লাহ মুসলিমা কস্তুরী নহি পরি।' সুলতান, ১৭০০। 'পরিয়া ক্রি পরিধান করে।' 'প্রভাতে পরিয়া ধড়া সরাবনে পিতা চড়া কল্পুর কাছে তিন বাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'পরিতে ক্রি পরিধান করলে।' 'হসুসে পরিতে দিলা উত্তম বসন।' সুলতান, ১৭০০। 'পরিয়া ক্রি পরিধান করে।' 'রাঙ্গা মায়া রাঙ্গা বস্ত্র পরিয়া মুহুরতি।' মালাধর, ১৫০০। 'পরিিল ক্রি পরিধান করলো।' পরলো। 'তবে কেন্যা পরিিল আপনা পরাচ্ছার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'পরিিলে ক্রি পরিধান করলে।' 'তুড়খণ্ডা পরিলে হইলো কুচুখণ্ড।' দ্বিষ্ট হইয়া রাগে বাজিলে মুরলী।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'পরে ক্রি পরিধান করে।' 'বসনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছালা।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'পর্যাক্রি পরে।' 'পদ্মপর পায় সায়া বলে ধর ধর।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'পর্যাক্রি ক্রি পরেছে।' 'এ পর্যাক্রি কল্পবাহর ঐ সে গর্ববতী।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'পরে ক্রি পরিধান করলে।' 'ভাল খেলে আর ভাল পড়েই কি সুখ হয়।' উৎসে, ১৮৫৭।

পরানো ১। বিপ আবৃত। 'এই গুড়াড-পরানো পৃথিবী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২। বি জামাকাণ্ড দেওয়া; স্নেহের ব্যবস্থা করা। 'বাণ্ডানো-পরানো সামান্য-পোড়ানোর ছায়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পরানি [স] পরিধান-১। 'বিপ পরিধান করা হয়েছে এমন।' 'পরাকাপড়খানি ছাড়তে লাগলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পরানি [স] পতন-১। 'ক্রি পড়িতে পড়া।' 'হাসিয়া পরসে বানিঞার ষি।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'পরিলেক ক্রি পড়ে গেলো।' 'পরিলেক জরালিহ প্রিথিবির বৈরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পরাক [স] অপার। 'বিপ পরের।' 'পরাক লাগিবা সে হারাইবে নাক কানে।' বটু, ১৪৫০।

পরাকাঠা [স] ১। বি শ্রেষ্ঠত্ব। 'পুত্রীর প্রেম-পরাকাঠা করহ বিচার।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ২। বি চরম উৎকর্ষ। 'ইতিহাসবিদ্যার পরাকাঠা-প্রদর্শক।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পরাকৃত [স] বি অবজ্ঞা। 'যৌনকে পরাকৃত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোমতী কাঙ্ক্ষি অমলা জ্যোতির্শোবার মতো উদিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরাক্রম [স] ১। বি দাপট। 'ভাণ্ড পরাক্রমে নাই টুটে গোপের পসার লুটে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২। বি শক্তি। 'আপন পরাক্রমে এ রাজ্য করতল করিয়াছেন।' রামহাস, ১৮০১। ৩। বি বীরত্ব। 'উদাম সাহসে যৈরা বল বুদ্ধি পরাক্রম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪। বি ক্ষমতা। 'এতদেশীয় গর্বমেয়কে যে পরাক্রমে সেওয়া শিরাছে তাহার বিবেচনা করা।' দর্পণ, ১৮২৫।

পরাক্রমশীল [স] বি শক্তিশালী; হিতৈ। 'মনুষ্য সমস্ত হইলেও পরাক্রমশীল পতমিশের সহিত বৃদ্ধকে সমর্থ হইলে না।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পরাক্রমশালী [স] বি ক্ষমতাধর। 'ইন্দ্রভাণ্ড পরাক্রমশালী রাজেন্দ্র একদিন স্বর্গীর তেজঃপ্রভাতে ...' হাইকেল, ১৮৭০।

পরাক্রমী [স] বি শক্তিমান। 'হে পরাক্রমী সৈন্য।' সর্বজ, ১৯২১।

পরাক্রান্ত [স] বি শিপ পরাক্রমশালী। 'এ মত পরাক্রান্ত বাদসাহ কখন হয় নাই।' রামহাস, ১৮০১।

পর্যাপ [স] ১। বি স্বে। 'পরিমলে জ্ঞানি কয়ল পরাপ। নয়নে নিবেশি নব অনুরাগ।' বিদ্যাগতি, ১৪০০। ২। বি স্থি। 'পর্যাপে মুসর লভাতককলেরব।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩। বি মুসলে পাশড়। 'পর্যাপে পরম পাজ মধুকর মনোশোভা ...' রামদানায়, ১৮৫৪।

পর্যাপকেশর [স] বি মুসলের যে অংশে স্বে থাকে। 'অবশিষ্ট সমুদায়কে পর্যাপকেশর কহে।' অক্ষর, ১৮৫২।

পর্যাক্র [স] পর-অক্ষ। বি অনোর কোল। 'ছুটি পরাক্রে আলীনা।' সুদীপ্ত, ১৯৩১।

পর্যাক [স] পরম-অক্ষ-১। বি পরম। 'প্রান্যো পরাক্র নিবেদনক।' ওর্গা, ১৭৮২।

পর্যাক্রম [স] বিপ বিমুখ। 'যেহেতুক কুরুক্ষেত্রে পরাক্রম এবং ন্যায়পূর্বক ধনোপার্জনকারী।' হরহাসদ, ১৮১৫। 'ওর্গালি কিছুতেই পরাক্রম ইহার নহেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পর্যাক্রি [স] প্রায়চিত্ত। বি প্রায়চিত্ত। 'মালোএল, ১৭৪৩।

পর্যাক্রি [স] প্রায়চিত্ত। বি প্রায়চিত্ত। 'গানের ধন পর্যাক্রিহিত যাক।' নজরুল, ১৯৩১।

পর্যাক্রি [স] পরিচিহ্ন। বি অভিজ্ঞান। 'সদীর হৈল হেন সেবি যথ পর্যাক্রি।' সুলতান, ১৭০০।

পর্যাক্রম [স] ১। বি লজ্জা। 'সর্বপক্ষে সর্বপাকিত পায় পর্যাক্রম।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ২। বি অধীনতা। 'ইহায়া রাজা সনিবর মাখ্যা দিল

পরাজয় কুঠারি বন্ধন করি গলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিপ পরাকৃত।
'বিপ পরাজয় ঘোর তার সদ্য নাই।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

পরাজয়, পরাজয় [স পরাজয়] ১ বি পরাজয়; হার। 'টিটকারি টাকরে পাইল পরাজয়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ পরাজয়। 'তিনি সকলের পরাজয় করিতে পারেন।' অজ্ঞানিন্যে, ১৭৪০।

পরাজয়ী [স পরাজয়] ক্রি পরাজিত করা। পরাজিতে ক্রি পরাজিত করতে। 'তবে সে পারিএ আঁকি তাকে পরাজিতে।' সুপতন, ১৭০০। পরাজিম্বু ক্রি পরাজিত করবে। 'তবে তানে যে রূপে গারি পরাজিম্বু।' সুপতন, ১৭০০।

পরাজয়ী [স] ১ বি পরাজয়। 'টিটকারি টাকার পাইল পরাজয়ী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ পরাজিত। 'প্রতিজ্ঞাতে পরাজয়ী রাজা নিল ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরাজিত [স] বিপ পরাজ। 'সদা ধ্যান একচিত সে ত নহে পরাজিত।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

পরাজিতা [স] বিপ ক্রী পরাজিত হয়েছে এমন। 'তুমি পরাজিতা লঙ্কিতা।' নজরুল, ১৯৩১।

পরাজয়ে [স] বিপ দমন করা যায় এমন। 'পরাজয়ে প্রত্যয়ের বর্ধ-চাকা রণ-সাজ মুক্তির মুক্তের।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পরান [স গ্রাম] বি গ্রাম। 'পরান দিবাক পোরো তোকার বচনে।' বড়, ১৪৫০; 'এককালে সবে টানে/ শেল ঘোড়ার পরানে।' কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০।

পরান আধিক [স গ্রাম-অধিক] বিপ গ্রামাধিক; অত্যন্ত প্রিয়। 'পরান আধিক বাড়ায় রোঙ্গো মো তোকারে।' বড়, ১৪৫০।

পরানপাশ [স গ্রামপাশ] বি প্রাণ। 'সেই ত পরানপাশ পাইল কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০; 'উহার পরানপাশ অশেষ মহিমা।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

পরানপাশ [স গ্রামপাশ] বি গ্রামপাশ। 'পালি পরানপাশে' মাহা কহে চরুজনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পরানপাশী [স গ্রামপাশী] বি গ্রামপাশী। 'তার ফলে ঘোর পরানপাশী ... কাহাক্রি শেলা ততী।' বড়, ১৪৫০।

পরান-পাশী [স গ্রামপাশী] বি গ্রামপাশী পাশি। 'পরান-পাশীর চকল হল পাখা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

পরান-বঁধু [স গ্রামবন্ধু] বি গ্রামের প্রিয়। 'সেই সে আমার পরান-বঁধু।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১; 'আনতে বসো পেয়ালা শরাব পাশে বসে পরান-বঁধু।' নজরুল, ১৯৩০।

পরান-শোভা [স] বিপ কদম ফেড়ে নেয় এমন। 'তরুণ জনের পরান-শোভা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

পরানপশকতি [স গ্রামপাশী] ক্রিবিপ গ্রামপাশে। 'চিঙিবো তোকার হিত পরানপশকতি।' বড়, ১৪৫০।

পরান-শোষী [স গ্রাম-শোষী] বিপ গ্রাম চুষে নেয় এমন। 'অমৃত এনে দিয়েছে গ্রামে পরান-শোষী হৃদয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

পরানহরনী [স গ্রামহরনী] বিপ গ্রাম আকুলকরণ। 'বাদলরাশিগী সঙ্কলনয়ে গাহিছে পরানহরনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পরান-হরিনী [স গ্রাম-হরিনী] বি গ্রামরূপ হরিনী। 'সেহখন ছেড়ে যাবে/ পরান-হরিনী তার বুকি আর নয় না।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

পরানি, পরানী [স গ্রাম] ১ বি গ্রাম। 'তার মুখে রাখিকার

রূপকথা সুদী ধরিকাক না পোরো পরানী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি প্রিয়। 'গ্রামের পরানি বিনে দশখে পরান।' কাহায়াম, ১৬৫০।

পরানপর [স] বিপ সর্বোত্তম। 'হুম্যান বলবান পরানপর বীর।' কেকতাক, ১৬৫০।

পরানপরা [স] বিপ ক্রী সর্বশেষ। 'সহো জবাশূন্যপাঞ্জলি মহাসেবী পরানপরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পরাতত্ত্বগত [স] বিপ পারমার্থিক। 'চিত্তাচার্য ছিল গণতাত্ত্বিক, নীতিবোধ ছিল ধর্মীয় এবং পরাতত্ত্বগত সংস্কারবিশুদ্ধ।' রমেন্দ্র, ১৯৭০।

পরাতত্ত্ববর্জিত [স] বি পারমার্থিক তত্ত্ববর্জিত। 'ধর্ম এবং পরাতত্ত্ববর্জিত পুরাণবি সংস্কার-মুক্ত নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে ...।' রমেন্দ্র, ১৯৭০।

পরানুনিষ্ঠা [স] বি পরমাত্মায় গাঢ় অনুরাগ। 'পরানুনিষ্ঠা এই সার বেশ-ধারণ।' কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০।

পরানুধিকার [স] বি অন্যের অধিকার। 'একটি রাজ্য যখন পরানুধিকারে যায়।' মহাশেখতা, ১৯৫৬।

পরানীন [স] ১ বি অন্যের অধীন। 'ক'এ বড় জীবন কএল পরানীন/ নহি উপচর এক ঠামা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'কেই জন পরানীন সে জন অবশ্য দীন সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ অন্যের শাসনাধীন। 'পরানীন হইয়া অবধি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

পরিধীন [স পরানীন] বিপ অন্যের অধীন। 'সখি হে মদন পেম পরানীয়া।' বড় কএ জীবন কএল পরানীন নহি উপচর এক ঠামা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরানীনতা [স] ১ বি দাসত্ব। 'আমার বিবেচনায় স্বাধীনতার সহিত অক্সাস পরানীনতার সহিত সম্পূর্ণ গ্রাম অশেখা ভাঙ্গ।' তারিণী, ১৮০০। ২ বি পরের অধীনতা। 'পরানীনতাই দুঃখ, স্বাধীনতাই সুখ, সংক্ষেপে এই সুখ-দুঃখের লক্ষণ জানিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পরানীনতা-প্রিয় [স] বিপ পরের অধীন হয়ে থাকতে লক্ষণ করে এমন। 'সে দেশ একান্ত পরানীনতা-প্রিয়।' তমেশুক, ১৮৭৪।

পরানীনা [স] বিপ ক্রী অন্যের অধীন। 'আমরা অবলা, পরানীনা।' মশাররক, ১৮৮৫; 'স্ত্রীরা বহুকাল অবধি পরানীনা থাকতে তাহাদের মন এত দুর্বল ...।' কৃষ্ণায়াম, ১৮৮৫।

পরান [স গ্রাম] ১ বি গ্রাম। 'অবিরত ধস ধস করএ পরান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'লেক্ষণ না দেখি আজি হাড়িবি পরান।' মালধর, ১৫০০। ২ বি মন। 'সহে না সহে না কাঁদে পরান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পরান খুলে বলা ক্রি কুঠানীভাবে বক্তব্য প্রকাশ করা। 'তবে পরান খুলে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বসো রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরান-পক্ষী [স গ্রামপক্ষী] বি গ্রামরূপ পাখি। 'তুই কি বাসিন ডালো আমার এ বকোবাসী পরান-পক্ষীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পরানপাশ [স গ্রামপাশ] বি গ্রামপাশ; প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন করেও কার্য সিদ্ধির সংকল্প। 'তবু ওগো, সেবী, নিশিদিন করি পরানপাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'তাই তো পরান পরানপাশে হাত বাড়িয়ে মাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পরান-পিয়া [স গ্রামপ্রিয়] বি ক্রী গ্রামের মতো প্রিয় যে। 'পরান-পিয়া। কাটাই যদি তোমার সাথে একটি সে রাত।' নজরুল, ১৯৩০।

পরানপুট [স গ্রামপুট] বি হৃদয়। 'আমার পরান-পুটে কোন খানে

পরান পুতলা

যাথা ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'তারে যেমনি টানি পরানপুটে।' নজরুল, ১৯২৫।

পরান পুতলা বি গ্রানরশ পুতলা। 'বুকের পরে দোলে রে তার পরান পুতলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পরান পুরা ক্রি গ্রান পূর্ণ হওয়া; 'এমন বাতাস পরান পুরিয়া করে নি রে সুখ দান।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পরান-পোড়ানি বি ব্যার জব মস আফুল হম; 'পরান-পোড়ানি শু শু জানে মাকো কথা।' নজরুল, ১৯২৯।

পরান-দ্রিয় [স গ্রানদ্রিয়া] বি গ্রানের মতো দ্রিয় বে। 'স্বী বেলা শোলেবে, গুণো পরান-দ্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পরানবধু [স গ্রানবধু] বি গ্রানবধু বধু। 'আমার পরানবধু ক্লান্ত হত প্রসারিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পরান-বীণা [স গ্রানবীণা] বি গ্রানরশ বীণা। 'আমার পরান-বীণার ঘুমিয়ে আছে অমৃত পান।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পরান-ভরানো বিন মনোমুগ্ধকর। 'তাই মনি সুর মন অমর পরান-ভরানো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরানস্রমর [স গ্রানস্রমর] বি গ্রানরশ স্রমর। 'বস্তু তারে সব সম্মানবনা ... ভাতি, ভাতি, এই শো-এ-জীবনী পরানস্রমর।' শক্তি, ১৯৬১।

পরানময় [স গ্রানময়] ক্রিবিপ গ্রানমুগ্ধে। 'আমি তারে বরণ করে রাখব পরানময়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পরান-মাঠে ক্রিবিপ গ্রানের ভিতরে। 'তবু যে পরান-মাঠে গোপনে বেদনা বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পরান-সখা বি গ্রানের সখী। 'পরান-সখা বন্ধু হে আমার।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

পরানি, পরানী [স গ্রান] বি গ্রান। 'অপরিমে ধরিয়া প্রেমের হৃদয়াল্য পরানি।' মালাধর, ১৫০০; 'অজি হইতে আর নাহি সুখি পরানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরানে মারা [স গ্রান+] ক্রি হত্যা করা। 'খোদার জীব পরানে মারায় না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

পরানী [বা পরওয়ানা] বি পরোয়ানা। 'পায় সেবে পরানা পরমানন্দ মনে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পরানিষ্ট [স পর-অনিষ্ট] বিপ পরের ক্ষতি হয় এমন। 'মিনি দেশধিকারী হইবার সর্বদা পরানিষ্ট জিয়া।' রাজীব, ১৮০৫।

পরানুকরণ [স পর-অনুকরণ] বি অন্যের অনুকরণ। 'দাসত্বজীবী ও পরানুকরণ দ্রিয়।' এসমার, ১৯১৯।

পরানুকরণবশতা [স] বি অন্যকে অনুকরণের প্রতি দুর্বলতা। 'পরানুকরণবশতা ... পরিবর্তনবিমুগ্ধতা প্রভৃতি দুর্ঘর চারিধিকের সমাবেশের ফলে ...।' শিব, ১৯৫৬।

পরানুকরণমুক্ত [স] বিপ অন্যের অনুকরণ থেকে মুক্ত। 'এখানকার যা কিছু উত্তেজ্যোপা, দুসর ও মহৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তা পরানুকরণমুক্ত।' আলান, ১৮৬০।

পরানুকৃত [স] বিপ অন্যের অনুকরণ করা হয়েছে এমন। 'পরানুকৃত বেশ।' রত্নম, ১৮৭৪।

পরানুশাসি [স পরানুশাসী] বিপ পরের অনুশাসী। 'স্ত্রী পরানুশাসি দায়েব রীতি বার্ষণর এবং পরানুশাসি ইতর শোকের ...।' দর্পণ, ১৮২০।

পরানুশাসী [স] বিপ পরের প্রতি অনুশাসী। 'উপনিষদীর্ঘনি অনা কতকগুলি প্রবৃতি কেবল পরানুশাসী।' অক্ষর, ১৮৪৯।

পরানো গ্র পরা'

পরানু [স] বিপ গ্রান্ত; শেষ। 'ভাবক সমুদ্র তটের পরানু সীমা পর্যন্ত আমারদলের বাস্তবমিথে ...।' অক্ষর, ১৮৪৭।

পরানু [স] বি পরের অন্ত। 'বিচ্ছুরিয়া না করিলে পরানু খাইলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পরানুতোজী [স] বিপ অপরের অন্তে জীবনধারণ করে এমন। 'আমি নাকি বিশ্বাসঘাতক, স্বধর্মপ্রোহী, পরানুতোজী, হীনচেতা, কাপুরুষ।' মুদীর, ১৯৬১।

পরানুতোজ্ঞান [স] বি অপরের অন্তে জ্ঞান। 'পরের অন্তরে পরানুতোজ্ঞানে জীবনধারণ করে বিদ্যা অর্জন করেন।' প্রমথ, ১৯২৮।

পরানুতোজী [স] ১ বিপ পরের অন্তে জীবন ধারণ করে এমন। 'পরানুতোজী হৃতনাথ।' বিমল, ১৯৫০; ২ বি পরানুজীবী। 'সে মর্গদ্বারোথশূন্য পরানুতোজীবীর মতই বিনা অধিকারে এটা করিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

পরাপর [স] বি আপসপর। 'কেবা কোন দিলে কামে নাহি পরাপর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পর্যাপেক্ষা [স পর-অপেক্ষা] বি অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকা। 'হেরানী হইত্রে ক্রবা করে পর্যাপেক্ষা।' কুজলান, ১৫৮০; 'ভাঁরায়া পর্যাপেক্ষা ...।' করিয়া যেহেতুনুসারে ঐ রসপান করিয়া কৃত্ত হইতে পারেন।' রঙ্গ, ১৮২২।

পর্যাপেক্ষী [স] বিপ পরাঙ্গী। 'যুবক শিক্ষক সে বাড়িরই পর্যাপেক্ষী।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পর্যাপীতি [স] বি আসল ভালোবাসা। 'আমাদের মতে ভক্তি পর্যাপীতি, আর ক্রীতি অপরাভক্তি।' প্রমথ, ১৯১৮।

পর্যাবলম্বন [স পর-অবলম্বন] বি পরনির্ভরশীলতা। 'পর্যাবলম্বন মানেই দাসত্ব।' নজরুল, ১৯২৬।

পর্যাবলম্বশাসী [স পর-অবলম্ব-শাসী] বিপ অন্যের ঘরে অধিষ্ঠিত। 'পরানুতোজী, পর্যাবলম্বশাসী হয়ে মানুষ গড়িত এবং অবধানিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পর্যাবিদ্যা [স] বি তত্ত্বজ্ঞান; পরামার্থিক সত্য। 'অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে ফুল করেনি।' প্রমথ, ১৯১০; 'মাগিয়াছে পরাবিদ্যা - চরম কল্যাণ।' জীবন, ১৯০০।

পর্যাবৃত্ত [স] বিপ প্রত্যাবর্তিত। 'সেই দেশ হইতে পর্যাবৃত্ত হইলাম।' মুচ্যোজ, ১৮১২।

পর্যাবৃত্তি [স] বি প্রত্যাবর্তন। 'আত্মসুখপরায়ণ পর্যাবৃত্তি মোহ।' নজরুল, ১৯২২।

পর্যাপ্ত [স] ১ বি পরাঙ্গ। 'কতদিন তমর পরাপ্ত পাওব ...।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সেই ছুড়ে সার্থবাজ্য পরাপ্তব পাইব।' মালাধর, ১৫০০; ২ বি অপমান। 'এ আমার যদি লজ্জার পরাপ্তবে সেদিন মলিন হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পর্যাপ্তত্ব [স] ১ বি পরাঙ্গিত। 'বিচারে পরাপ্তত্ব হইরা ভাঁরায়ে বর্ধমান তাগ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২০; 'ভাঁরায়ে বৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃতি সমুদ্রার প্রলম্ব নিষ্কট প্রবৃত্তির নিকটে পরাপ্তত্ব হইয়া রহিয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫৪; ২ বিপ সবেমাত্র কাছ হয়েছে এমন। 'পর্যাপ্ত বর্ধার তদ্যাবশিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পরাতত্ত্ব [স] বি ভীতি। 'এ পরাতত্ত্ব গ্রন্থক নিবেদন করি নাই।' রামরায়, ১৮০১।

পরামনন [স] বি প্রণাদ চিত্ত। 'অন্তর পরামনন হওয়াশ্রবুক বিদ্যার লালসা আরো বাঞ্ছিত।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পরামর্শ [স] ১ বি আলোচনা। 'করি বহু পরামর্শ আঁহাঙ্গ তোমার সেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মন্ত্রণা। 'ভঙ্গ, ১৭৮২; 'আলালতের ব্যবস্থাপকের পরামর্শ।' ডানকন, ১৭৮৫। ৩ বি কর্তব্য সম্পর্কে অভিমত। 'আমি তোমাকে এক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি।' কেরি, ১৮০২। ৪ বি সিদ্ধান্ত। 'এই পরামর্শ স্থির করিয়া থাকিলেন।' চম্পক, ১৮০৫। ৫ বি কর্তব্য। 'আমার ব্যাতিতে বাক্য পরামর্শ নহে।' রাজীব, ১৮০৫। ৬ বি বিবেচনা। 'রাম সমাধার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ, ভাল নিবস সেবিয়া যাত্রা কর।' রাজীব, ১৮০৫। ৭ বি চিন্তা। 'সেবি রাজার উপকারজন্য কি পথ্য এই পরামর্শ করিয়া কোনহ উপায়েতে রাজার শুমক চুরি করিয়া আপন ব্যাটার মধ্যে লুইয়া রাখিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৮ বি মত। 'জলপথরূপে তাবৎ লোক এক পরামর্শ হইয়া সে ভীতির সহিত সামাজিকতা না করিতে ...।' দর্পণ, ১৮২১। ৯ বি উপদেশ। 'আপনের পরামর্শ এই যে ...।' দর্পণ, ১৮২১। ১০ বি পরিকল্পনা। 'ভঙ্গা করি উক্ত তিন্যালয়ের পরামর্শ সকল হউক।' জ্ঞানদেব, ১৮০৪। ১১ বি ব্যবস্থা। 'তিনি সহজ প্রসবের স্থলেও ঐ উভয়ের পরামর্শ দেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১২ বি উত্থা। 'দস্যুবেশে ... লোকদিককে বিস্তারি হতে পরামর্শ দেয়।' সুক, ১৮৭০।

পরামর্শদাতা [স] ১ বি পরামর্শ দানকারী। 'ভিত্তিমূলের পরামর্শদাতা সেই কবির ইয়াজের গোলা বলি খাইয়া ফেলিবে।' স্থিতিবি, ১৮৫৫। ২ বি উপদেষ্টা। 'এ স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরামর্শদাতারী [স] বি ক্রী পরামর্শ প্রদানকারী। 'উপযুক্ত পরামর্শদাতারী ও সভাকার সহধর্মী হইয়া উঠে।' সত্যাগত, ১৯২৯।

পরামর্শ-সভা [স] বি পরামর্শ করতে আয়োজিত বৈঠক। 'অভিনবজনের পরামর্শ-সভা শুরু হয়ে গেল।' সুক, ১৯৪৮।

পরামর্শসিদ্ধ [স] ১ বি পরামর্শদাতার মাধ্যমে নির্ধারিত। 'ঐ সভার পরামর্শসিদ্ধ দ্বিতীয় কথা এই যে ...।' বসন্ত, ১৮২৯। ২ বি সুকৃষ্ণ; বোজিক। '... ভাড়াতে রাখিয়া অনেক সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না।' সৌম্য, ১৮৩০।

পরামর্শ [স পরামর্শ] বি আলোচনা। 'এখানে আসিয়া পরামর্শ মাফিক জাহা হয় তাহাই করিব।' ওঙ্গ, ১৭৯৯।

পরামিথ [স পরামর্শ] বি পরামর্শ। 'মালোঙ্গল, ১৭৪৩।

পরামিথ্যে [স পরামর্শ] বি পরামর্শ। 'পরামিথ্যে সে বাগ্মিত্তে সেই ঘোষের পোর কাছাই সে গেল।' ইয়ামুল, ১৯২০।

পরামিথী [স পরামর্শ] বি যত্নরক্ষা। 'মালোঙ্গল, ১৭৪৩।

পরামাণিক [স গ্রামাণিক] ১ বি সমাজশক্তি: মোড়ল। 'ভাড়াতে পরামাণিকের ভর নাই।' ভগলী, ১৮২৮; 'পরামাণিকের পাসদমকের চারি আনা পরগাও ছাড়া হবে না।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি হিন্দু ধর্মাবলম্বী-বিশেষ। 'একন পরামাণিক দাসা ত নাই, তোমার চল কিংস?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পরামুখ [স পরামুখ] বি নিমুখ। 'সম্বোধে পায়ে দুখ লোক ধর্মে পরামুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরামুত [স পর-অমুত] বি অমুত থেকে উত্তম। 'সে শ্রীমুখ-ভাবিত

অমুত হৈতে পরামুত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরামুশা [স] বি পরামর্শ দেওয়া হইতে এমন। 'বিবাদ আশোনে মিটাইয়া দেওয়া পরামুশ।' দর্পণ, ১৮২৯।

পরামর্শ [স] বি পরামর্শ। 'অনু জ্ঞত জন রাজদর্শে পরামর্শ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরামর্শী [স] বি ক্রী একনিষ্ঠ। 'পরিগ্রাহ পরামর্শী হইয়া ভাগীরথী।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

পরামর্শ [স প্রণয়] বি মৃত্যু। 'সতীত্বী সময়ে মলা পতি পরায়ণে গেল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পরায়ত্ত [স পর-আয়ত্ত] বি পরের অধিকারভুক্ত। 'নিজ পুরাণিগের অমানুষিকতার গাজহিত অশঙ্ক্যতালি পরায়ত্ত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পরায় [স পর-] বি পরের। 'রুম নাহি সরার পূর্ববে।' বসু, ১৪৫০।

পরার্থ [স] বি পরের উপকার। 'ভাষার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়।' রবিন্দ্র, ১৮৯২।

পরার্থপরতা [স] বি পরোপকারপরায়ণতা। 'পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তভক্তি নাই।' রবিন্দ্র, ১৮৯২।

পরার্থন, পরার্থনা [স প্রার্থনা] বি প্রার্থনা। 'মরিবার ভরে মোরে করে পরার্থন।' জ্ঞানদেব, ১৬৮০; 'প্রভুতে মাগিয়া পাইল পরার্থনা কবি।' জ্ঞানদেব, ১৬৮০।

পরার্থ [স] বি সন্ত্র লক্ষ কোটি সংখ্যক। 'ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্ধ অর্ধ, বৃন্দ বৃন্দ, স্বর্ষ স্বর্ষ, নির্ঘর্ষ নির্ঘর্ষ, পরার্থ পরার্থ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল।' হস্তমল, ১৮৮১।

পরার্থমুগ [স] বি সন্ত্র লক্ষ কোটি সংখ্যক মুগ। 'ত্রিকালদর্শী মহাপ্রভুর পরার্থমুগের সমবেত সাধনা।' কৃষ্ণদাস, ১৯১৩।

পরার্থমিতা [স] বি ক্রী পরনিষ্ঠারীলতা। 'শ্রদ্ধাবিলাস পরার্থমিতার আভাসমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত।' স্থিতিবি, ১৯৭০।

পরার্থিত [স] বি পরার্থমিতা। 'যদি বা এই পরার্থিত কীট মনুষ্যের দেহতন্ত্র হইতে বিনাক্রমে ভাঙিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পরার্থিতা [স] বি ক্রী অথের অর্থাৎ। 'অভিনববিদ্যা নিত্যত পরার্থিতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরার্থী [স] বি পরনিষ্ঠারীল। 'ভাদের সমাজে কোন নারী পরার্থী নয়।' বেঙ্গল, ১৯৪৮।

পরাসক্ত [স] ১ বি পরার্থী। 'পানার পায়ে ছরক জাতীর পরাসক্ত জনাইয়া ভাড়াগিকে নষ্ট কর।' জগদীশ, ১৯২৬। ২ বি অসক্ত। 'শোষণ করে বেঁচে থাকে এমন।' পরাসক্ত জীব বা জন্তু পরের স রক্ত শোষণ করে বাঁচে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি পরনিষ্ঠারীল। 'প্রোভের টানে যে হালহাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরাসক্তা [স] বি ক্রী স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে আসক্ত। 'পরাসক্তা হইয়া ভাড়াগিরের গর্ভ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পরাসক্তি [স] বি পরের প্রতি আসক্তি। 'পরাসক্তি থেকে আত্মকর্তৃত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরার্থ [স] বি পরার্থিত। 'ভাষার সহিত অজ্ঞান বুদ্ধ করিয়া পরার্থ হইয়া কাতর হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

পরার্থা [স প্রার্থা] বি প্রার্থা। 'এই পরার্থা তলি অন্তর হরিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

আলাওল, ১৬৮০।

পরাহত [স] বিণ আহত। 'মল্পদের পরাহত হইয়া কুঞ্জর পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পড়িলেন।' হরহাসাদ রায়, ১৮১৫।

পরাক [স পরাহত] বি অপরাজিত। 'প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘটাবধি ৪ ঘটাবধি পরাক পর্যাট।' দর্পণ, ১৮৩৭।

পরি, পরী [ক] পরি। ১ বি পুর সুন্দর নারী: পরি। 'তৈলক সুন্দরী হৈল পরিজাত পরি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি পাখা আছে এমন কঙ্কিত সুন্দরী নারী। 'রসুলের মখিয়া তনিয়া পরীপণ আইলছে নিশি ভাণে করিতে দর্পন।' সুলতান, ১৭০০।

পরিজাদি [ফা] বি ক্রী পরিব কন্যা। 'কোন কোকাফ মুল্লকের পরিজাদি।' নজরুল, ১৯২৭।

পরিহ্বান, পরিহ্বান [ফা] পরি-ইহ্বান। বি পরিসের বাসস্থান। 'পরিহ্বানে সঁপি যারে রাখিছে স্বধর।' আলাওল, ১৬৮০: 'পরিহ্বানের নিটোল-বাহ্য ঘোড়শী বাদশাজাদির মতো।' নজরুল, ১৯২২।

পরী নটিনী [ফা] পরি+স নটিনী। বি ক্রী পরিব্রজ নটিনী। 'পরী নটিনী নেচে যার দুলে দুলে।' নজরুল, ১৯৩৪।

পরীজাদী [কা] বি ক্রী পরীর কন্যা। 'এই কাণটি করিয়া পরীজাদীরা অন্তরীক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন।' এনা মুগ, ১৯৫৫।

পরীবালা [ফা] পরি+স বালা। বি পরীকন্যা। 'পরীবালার সন্ধানে দেশে দেশে লোক হেরণ করেন।' মাহেনত, ১৯৪৯।

পরীর দেশ বি রূপকথার রাজ্য। 'অতি সুদূর পরীর দেশে -।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পরীরাজ্য [ফা] পরি+স রাজ্য। বি রূপকথার পরীদের জগৎ। 'পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

পরীলোক [কা] পরি+স লোক। বি পরীদের জগৎ। 'এ প্রেম বন্ধনীর প্রেম নয় - পরীলোকের প্রেম।' মাহেনত, ১৯৪৯।

পরীশ্বর [ফা] পরি+স স্বধর। বি পরীদের অধিপতি। 'সুন্দরী কহিলুম তন পরীশ্বর।' আলাওল, ১৬৮০।

পরীস্থান [ফা] পরি+স স্থান। বি পরীদের বাসস্থান। 'পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পরি বি বিদ্বানের চার। মাহেনত, ১৭৪৩।

পরিকর [স] ১ বি কটিবদ্ধ। 'ব্রাহ্ম পরিকর বাকি মধ্যাহ্নে পড়ি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সহচর। 'রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পরিকর্ষণ [স] বি ক্রী অনুশীলন। 'নতুন বন্ধনের ভেতর সহনশীলতার পরিকর্ষণ চলতে থাকে।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

পরিকল্পনা [স] বি রচিত। 'বাঙালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্যই এই পুস্তিকার পরিকল্পনা হয়।' গৌর, ১৮২২।

পরিকল্পনাকারী [স] বি পরিকল্পনা করে যে। 'কথাটা এত সরল যে আমাদের পরিকল্পনাকারীদের অজানা নয়।' অন্নদা, ১৯৩৭।

পরিকল্পনাবিদ [স] বি পরিকল্পনাকারী। 'পরিকল্পনাবিদরা যেভাবে ব্যাপারটি ফয়সালা করিতে চাহিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৭০।

পরিকল্পনানীন [স] ১ ক্রিবিপ পদ্ধতিগতভাবে কল্পিত নয় এমন। 'ধনতন্ত্রের পরিকল্পনানীন উৎপন্নসামগ্রী বিভ্রমের ক্ষেত্রে।' উমর, ১৯৬৮। ২ বিণ অপরিবর্তিত। 'পরিকল্পনানীন ও অব্যবহিত কার্যক্রম সঙ্কটে আরও জটিল ... করিয়াই চলিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭১।

পরিকল্পিত [স] বিণ পরিকল্পনা করা হয়েছে এমন। 'ভারতের যে রাষ্ট্রপতি পরিকল্পিত হইয়াছে।' সওগাত, ১৯৩০।

পরিকীর্ত্ত [স] বিণ বিদ্যুত: উৎকৃষ্ট। 'শৌর্য্যভাবের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ত্ত হইয়েছিল ওরই বহিঃপ্রকাশের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরিকীর্ত্তিত, পরিকীর্ত্তিত [স] বিণ বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত - বাহবল ও বাক্যবল।' বক্রিম, ১৮৯২: 'আজও একথা সর্ব্বদাই অব্যবহিত হিন্দুদিগের মুখে উচ্চারিত এবং পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।' প্রচারক, ১৯০৬।

পরিকীর্ত্তিতা [স] বিণ ক্রী প্রশংসিত। 'ক্রীড়াক্রীড়ার পরিকীর্ত্তিতা।' মাইকেল, ১৮৭৪।

পরিক্রম [স] বি প্রচার; পরিক্রমণ। 'এক সভাতার এক ভাবের পরিক্রম ও আন্দোলন বহু দেশ বহু জাতি বহু যুগ ধরে হয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

পরিক্রমণ [স] বি পায়চারি। 'রাজা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক স্বগত) এ যে কলিকাতা, তার কোনই সন্দেহ নাই।' মাইকেল, ১৮৭০।

পরিক্রমা [স] বি প্রদক্ষিণ। 'আসিয়া ভূমণীকে সেই কৈল নন্দ্যর/ভূমণী-পরিক্রমা করি গোলা গোলা-হার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'উচ্চাচ/তরুণশ্রেণী সারা বিশ্ব পরিক্রমা করে যে জীবন।' সূর্য্যক, ১৯৩৩।

পরিক্রমা [স] পরিক্রমাণ। ক্রি ভ্রমণ করা। পরিক্রমি ক্রি ভ্রমণ করে। 'পূর্ব্বদান বৃন্দাবন পরিক্রমি গোলা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পরিক্রম [স] বিণ আহত। 'যার অস্ত্র গেছে ভেঙে, যে শোকার্ত্ত, যে পরিক্রম, যে প্রীত ... তাকেও মারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পরীক্ষা [স] পরীক্ষা। ক্রি পরীক্ষা করা। 'কৃষ্ণ পরীক্ষিতে ব্রহ্ম সেই ঠাকুর আইল।' মালাধর, ১৫০০। পরীক্ষা ক্রি পরীক্ষা করে। 'আমিগে সিত্যোয় রাম পরীক্ষাও মুকিল।' মালাধর, ১৫০০।

পরীক্ষা [স] পরীক্ষা। বি যাচাই। 'পরীক্ষা পাইয়া প্রবেশ হইলো বানর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পরীক্ষিত [স] বিণ বিকৃষ্ট। 'তত্ত্বদর্শনের পরীক্ষিত যুক্তিভাল বাঁধিবারে পারে না আমার।' সূর্য্যক, ১৯৩২।

পরীক্ষণ [স] ১ বিণ অতি দুর্বল। 'পরিপ্রাভ পরীক্ষণ মর্ত্তজন্মশিখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ অতি কৃপ। 'স্বপ্ন তনু তাজা, পরীক্ষণ মাজা, তবু সে পড়ে না টুটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পরীক্ষা [স] পরীক্ষা। ক্রি পরীক্ষা করা। 'কোপহর্ষে পরিবে তোমার মতি কাহো।' বক্রিম, ১৪০০। পরীক্ষণ ক্রি পরীক্ষা করে। 'কেস সব পরিষদ শাসে। কেও নলনী দল করর বতাসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরীক্ষা [স] পরীক্ষা। বি পর্যবেক্ষণ। 'ছাগল বাহাইয়া তোরে/জাতিবন্ধু ছলে ধরে/পরিষদ রাখিল তখন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরীক্ষা [স] বি বাত। 'স্বপ্ন ক্ষেত্রে চতুর্দিশে পরিষা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২: 'দুগ্ধি এক পরিষদ বোঁটত।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

পরিপণিত [স] বিণ বিবেচিত। 'তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দেশের মধ্যে পরিপণিত হইয়াছে।' জঙ্কর, ১৮৪৭: 'তবকালে এই নুতন প্রণালী অবলম্বন করাও একপ্রকার সাহসের কর্ম বলিয়া পরিপণিত হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

পরিপণিতা [স] বিণ ক্রী বিবেচিত। 'যদি জরনাম হতভাগিনী হাসনের দাসী শ্রেণীর মধ্যে পরিপণিতা না হইত।' মণীরঞ্জন, ১৮৯০।

পরিপণত [স] বিণ আবৃত। 'নেপথ্য-পরিপণত প্রিয়া সে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পরিশূহীত [স] বিণ শীকৃত। 'তাহা প্রমাদান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিশূহীত হইতে পারে না।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বিণ বস্তুকৃত। 'আমি তাহাকেই পতিভেদে পরিশূহীত করিব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পরিগ্রহ [স] ১ বি গ্রহণ। 'গৌরচন্দ্র অনুপ্রগ্রহ কৈল যার' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বিশেষভাবে গ্রহণ। 'তার বর্তমান চরিত্র পরিগ্রহ করিতে শুরু করে।' উমর, ১৯৬৮।

পরিগ্রহণ [স] বি গ্রহণ। 'দারপরিগ্রহণপূর্বক গার্হস্থ্যর্থ পালন করিবে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পরিঘ [স] বি শোষণ অত্রিঘণ। 'পরিঘ ভূত্বতি ধরিয়া চণ্ডী বাড়িয়া ভাসিল দল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরিঘা [স পরিঘ] ক্রি প্রতিঘাত করা। 'পরিঘাট আসি তোর আইহন কহী' বড়ু, ১৪৫০।

পরিচয় [স] ১ বি জ্ঞানাপোনা। 'পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'খিজ চণ্ডীলাস কয় না হইল পরিচয় রসের নাশর বড় কালা' ক্ষিতী, ১৬০০। ২ বি বংশাদির বিবরণ। 'তার বিদ্যা তাঁরে দিয়া দিহ পরিচয়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নাম-টিকানা। '... সকলকে পরিচয় দেয়ে যে আমি রাজার দাস।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ৪ বি পরীক্ষা। 'নাম অজ্ঞানি জিজ্ঞাসা বাসুদেবের বিদ্যার পরিচয় লউন।' ভবানী, ১৮২৫। ৫ বি বিবরণ। 'ক্রাইবের পরবর্ত্তী শাসনকর্তা ডেরেল্ট সাহেব কথিত তৎকালীন পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছেন।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৬ বি অভিজ্ঞান। 'কীর্ত্তিদেবীর সমীপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৭ বি নির্দশন। 'তাহার ঝাড়বিক ও উপাধিকৃত গুণাওয়ের কিছুমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই।' অক্ষর, ১৮৫০। ৮ বি চিহ্ন। 'মানব বিশ্ববিখ্যাতর মহীয়সী শক্তির পরিচয় বরশ' অক্ষর, ১৮৫৪। ৯ বি আলোচনা। 'সভ্যদিগের সহিত অসভ্য লোকদিগের আলাপ-পরিচয় ও সেবা-সাক্ষাৎ হইলে ...' অক্ষর, ১৮৫৪। ১০ বি আভাস। 'সজাতি মেয়ে একান্ত অভাবহই পরিচয় পাই।' অক্ষর, ১৮৫৫। ১১ বি খোজবকর। 'ঘরেতে বিবাহ কত পরিচয় নিয়া।' ওষ, ১৮৫৮।

পরিচয় [স পরিচয়] বি জ্ঞানাপোনা। 'তোর মোর ভেল পরিচয়।' বড়ু, ১৪৫০।

পরিচয়-গ্রামী [স] বিণ পরিচয় মুখে দেয় এমন। 'রেখে যাব এই নামগ্রামী, আকাঙ্ক্ষাগ্রামী, সকল পরিচয়-গ্রামী নিঃশব্দ মহাশোখশিরাশির মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পরিচয় চিহ্ন [স] বি পরিচয় প্রকাশক চিহ্ন। 'বর্ণবিভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাবলীদিগের পরিচয় চিহ্ন বরশ।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পরিচয় দেওয়া ক্রি নাম-টিকানা দেওয়া। 'তাঁহার সম্ভান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়।' অক্ষর, ১৮৫০।

পরিচয়-পর [স] বি সুপরিণাম হিঁচি। 'তাঁর বন্ধুর বরাবরে একটি জোরালো পরিচয়-পর দেন।' মনসু, ১৯৫৫।

পরিচয়বাণী [স] বি পরিচয়ের বার্তা। 'এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়বাণী আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পরিচয়বাণী [স] বিণ পরিচয় বহন করে এমন। 'প্রাচীনতী সন্ধ্যাবন মানুষ বিদ্যাসাগরের অজ্ঞানলোকের পরিচয়বাণী।' শরৎক, ১৯৭০।

পরিচয়মূলক [স] বিণ পরিচিতিজ্ঞাপক। 'এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়মূলক ...' আনন্দ, ১৯৬৪।

পরিচয়লাভ [স] বি জ্ঞান লাভ। 'সাধারণত স্বদেশের পরিচয়লাভ।'

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরিচয়হীন [স] ১ বিণ সমাক জ্ঞানহীন। 'দেশের পরিচয়হীন ... দেশোদ্ভবদের মূঢ়মাদকতা তখন শিক্ষিত মতলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ অজ্ঞাতপরিচয়। 'বহু পরিচয়জ্ঞাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।' শব্দ, ১৯৬৯।

পরিচয়ানন্তর [স] পরিচয়-অনন্তর। 'কি পরিচয়-জ্ঞাপক। ... গতা ইত্যাদি পরিচয়ানন্তর প্রোক' ভবানী, ১৮২৫।

পরিচয়ান্তর [স পরিচয়-অন্তর] বি অন্য পরিচয়। 'নিজ পরিচয়ান্তর সংশ্লিষ্ট এই উপাখ্যানোৎপত্তির নিদানত্বত আত্মদুঃখবিবরণ কথঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

পরিচর্যা, পরিচর্যা [স] বি সেবা। 'কর মোক পরিণএ পরিচর্যা করিতে তোমার।' সুলতান, ১৭০০: 'পরিচর্যা।' দর্পণ, ১৮২৬।

পরিচর্যাজ্ঞাত [স] বিণ যত্নে লাগিত। 'বহু পরিচর্যাজ্ঞাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন।' শব্দ, ১৯৬৯।

পরিচা [স] পরচায বি বংশাবলির পরিচয়। 'রাজাও সকলকে পরিচা মতে সমান রক্ষা করিলেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

পরিচায়ক [স] বিণ পরিচয় প্রদানকারী। 'সেবধি, ১৮৩৯: 'অতুল বিভবের পরিচায়ক' ইন্দ্রদ্বিজ কোশক' আজ্ঞ সর্বসাধারণের দর্শনাগারে পরিণত।' প্রচারক, ১৯০৮।

পরিচার [স] বি সেবা। 'তত্ত্বভাবে নৃপ পরিচার।' আলোচন, ১৬০০।

পরিচারিক [স] ১ বি সেবক। 'অনেক সুসেবা নারি পরিচারক করি।' বীরাশ্রয়, ১৫০০। ২ বি চাকর। 'বাবু আপন পরিচারক ধারা ... যীর্ষ জাতীয় রীতিনীত্যারেতে ব্যর্থতার করিতে পারিবেন।' দর্পণ, ১৮০০।

পরিচারণা [স] ১ বি সেবা। 'একজন পরিচারণাও অস্বাভাব্য অর্থলাভ মাত্র অভিলাষ করেন।' অক্ষর, ১৮৫৫। ২ বি গ্রহণ। 'অনা কোন শক্তি পরিচারণা করিতে কাহারও শক্তি থাকে না।' মণ্যরবক, ১৯০৮।

পরিচারিকা [স] ১ বি দাসী। 'আতন লাগিয়া তাহার পরিচারিকার প্রাণবিয়োগ হয়।' অক্ষর, ১৮৪৮: 'সরকশিলাদেশীয়া এক সুশিক্ষিতা রমণী দ্বিতীয় কাথিরিনের শয়নাগার পরিচারিকা ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ সেবিকা। 'মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

পরিচারিণী [স] বি দাসী। 'এক পরিচারিণী দ্বারা আপন সমুখের আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পরিচারণ [স] বি ভ্রমণ। 'কটিনপথ মরুপরিচারণক্রান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

পরিচালক [স] বি পরিচালনাকারী। 'এত বড়ো অভিযানের সে পরিচালক।' মালিক, ১৯৬৬।

পরিচালন [স] বি শাসনের কাজ। 'কবিবুদ্ধিশিরোমণি কালিদাস এই রাজ্য ... পরিচালন করিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫৪: 'দেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না।' জগদীশ, ১৯১৮।

পরিচালনকার্য, পরিচালনকার্য [স] বি পরিচালনার কাজ। 'হৃদ্যবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ সজ্ঞায়পরিচালনকার্যে ...' অক্ষর, ১৮৫৪।

পরিচালনা [স] ১ বি সম্ভালন। 'সুখাতি প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয় পরিচালনার উপর নির্ভর করে।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বি চালানো। 'একখানি বাণীয়া বিমান নির্মাণ ও ইচ্ছাক্রমে নানাদিকে পরিচালনা করাইয়া ...' অক্ষর, ১৮৫৪। ৩ বি তত্ত্বাবধান। 'কার্যপ্রণালী

পরিচালনাবীণ

সুব্যবস্থামত পরিচালনার জন্য একটি বিধান নির্ধারণ ... 'মহারসক', ১৯০৮।

পরিচালনাবীণ [স] বিপ তন্মাত্রাবধানে আছে এমন। 'রথটি ভিট্রি কাউন্সিলের পরিচালনাবীণ ছিল।' জাঙ্গল, ১৯৬৮।

পরিচালিত [স] ১ বিপ আদান-প্রদান হয় এমন। 'স্থানটি সুবিধাজনক হওয়ায় ... পান্ডায়ে পরিচালিত করিত।' অক্ষয়, ১৮৮৭। ২ বিপ অনুশীলিত। 'বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি ... পুনঃপুনঃ পরিচালিত না হইলে, উন্নত, যাক্ষিত ও কর্তব্য হয় না।' অক্ষয়, ১৮৮৮। ৩ বিপ সম্পাদিত। 'উত্তমরূপে রাজকার্য পরিচালিত হইলেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয়।' অক্ষয়, ১৮৮৮। ৪ বিপ সঞ্চালিত। 'অনবরত নির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিম্নসুচক্যে প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত।' বিদ্যা, ১৮৮৯। ৫ বিপ চালনা করা হইছে এমন। 'সমুদ্রজলের উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগে দিয়া গমনাশয়নকারী বহুবিশ জলযান পরিচালিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পরিচিত [স] ১ বিপ ব্যাচ। 'সর্বস্বত্রে পরিচিত হইলেন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিপ চেনা বা জানা; পরিজ্ঞাত। 'তিনি ঈশ্বর পদের গোপনে ... রাজকীয়দিগের নিকট অসিলে পরিচিত হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বিপ বিদিত। 'সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত ও তাঁহার অনুবৃত্তি হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিপ চেনা বা জানা ব্যক্তি। 'কত পরিচয়সে মতই না তাহাকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে।' সন্ধ্যা, ১৯১১।

পরিচিতসম [স] ক্রিবিপ পূর্বপরিচয়ের মতো করে। 'পরিচিতসম বেছে গঠে সেই ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পরিচিত হওয়া ক্রি জানানো হওয়া। 'কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া গ্রামে বৈকালে রাত্রিতে বাতুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে।' দর্পণ, ১৮২১।

পরিচিতহীন [স] বিপ অজানা। 'প্রাচীন করছে সত্তা ঘরহীন পরিচিত মিয়হীন পরিচিতহীন।' শঙ্ক, ১৯৭১।

পরিচিতা [স] ১ বিপ স্ত্রী পরিচয় আছে এমন। 'পূর্ব পরিচিতা পরিচরিকা বলিল, মহাশয়' মহারসক, ১৮৬৯। ২ বিপ স্ত্রী জ্ঞাত। 'দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন।' ক্রান্ত, ১৮৮৭। ৩ বিপ স্ত্রী ব্যাত। 'নাহার চৌধুরী বি.এ. ডিগ্রী সম্পত্তে বনানী চৌধুরী নামেই পরিচিতা।' বোম্ব, ১৯৪৯।

পরিচিন্তা বি কবিসানের তুচ্ছবিশেষ; পরিচিন্তন। 'কবির গানে মহড়া, চিত্রেন, অন্তরা, পরিচিন্তন প্রভৃতি অস আছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

পরিচিন [স] পরিচিতা বি পরিচয়। 'একে ২ কবিব সকল পরিচিন।' বাহরায়, ১৬২০।

পরিচিহ্ন [স] বি প্রতীক। 'পরিচিহ্ন তার বৃকে থাকিবেক কুট।' বাহরায়, ১৬২০।

পরিচ্ছদ [স] বি পোশাক। 'দ্বিয পরিচ্ছদ পরে গান বাস্য ঘরে ঘরে।' রামহাসদ, ১৭৮০।

পরিচ্ছদপরা [স] বি পরিচ্ছদ+পরা বিপ পোশাকপরিহিত। 'জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অল্পতর্পন পায়ক।' বিকৃতি, ১৯৩১।

পরিচ্ছদ-পারিপাট্য [স] বি পোশাকসজ্জা। 'সময়ের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আচারের মেয়েরদের মতো।' জল্পনা, ১৯২৯।

পরিচ্ছদখ্যাতৃষ, পরিচ্ছদখ্যাতৃষ [স] বি পোশাকের বাহ্যক। 'জকসুপত ন্যূতা হইতে আশাশ্যকরপ পরিচ্ছদখ্যাতৃষ ইহাদের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত।' প্রবন্ধ, ১৯২০।

পরিচ্ছদাধিত [স] বি পরিচ্ছদ-অধিত বিপ ভূষিত। 'সামুদায়িক লোককে পৃথক বস্ত্র অলঙ্কারে পরিচ্ছদাধিত করাইয়া ...' রামরায়, ১৮০১।

পরিচ্ছদাধিতা [স] বি পরিচ্ছদ-অধিতা বিপ স্ত্রী পোশাক পরিহিত। 'কেহবা লক্ষীবিলাস, কেহবা পীতাম্বর, কেহবা নীলাম্বর ... পরিচ্ছদাধিতা।' রামরায়, ১৮০১।

পরিচ্ছন্ন [স] বি পরিপাট্য। 'ওলপায়েজরা প্রশস্তী, অন্নবায়ী, এবং পরিচ্ছন্ন।' অক্ষয়, ১৮৪১।

পরিচ্ছিন্ন [স] ১ বিপ নির্মিত। 'এ বিষয়ে পরিচ্ছিন্নের এমত পরিচ্ছিন্ন দীর্ঘা কহিলেক।' তারিখী, ১৮০৩। ২ বিপ সুশুষ্ক। 'এখনও দীপ্যতে লেখা পরিচ্ছিন্ন হিমাদ্রি বিরাজে।' স্মৃতি, ১৯০১। ৩ বিপ নির্বিড়। 'গোষ্ঠী নামাল তার পরিচ্ছিন্ন তত্ত্বতার পাখা।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

পরিচ্ছিন্নতা [স] বি জঘাতিবদ্ধতা। 'ভাষার পরিপাট্য এবং আকারের পরিচ্ছিন্নতার পূর্বসূর ...' প্রবন্ধ, ১৯১৫।

পরিচ্ছিন্নি [স] পরিচ্ছিন্নি বি অবস্থা। ডানকান, ১৭৮৪।

পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্ন [স] ১ বি পরীক্ষা। 'এসব তীক্ষ্ণর কত নাহি পরিচ্ছন্ন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অশ্রু। 'প্রথম পরিচ্ছন্ন রূপের দ্বিতীয় মিলন।' কৃষ্ণসদ, ১৫৮০। ৩ বি অবস্থান। 'পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবসরজনী।' মুহুর, ১৬০০। ৪ বি সমাধান। 'মন দিয়া তত কার্য প্রবৃত্তি, পরিচ্ছন্ন।' সুলভন, ১৭০০। ৫ বি মনের বিভাগ। 'যে পুরুষ যি পরিচ্ছন্ন, সে অধ্যায়ের সে পুটে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৬ বি পটভূমি। 'ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছন্ন-পরিবর্তনকালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পরিচ্ছন্নক [স] বিপ বিনাশক। 'সুখস্বচ্ছদের অমূল পরিচ্ছন্নক।' মহারসক, ১৮৯০।

পরিচ্ছন্ন বি অলঙ্কারবিশেষ। 'মল, কুস্র, পরিচ্ছন্ন, পা-শ্বেব ইত্যাদি কুমুর কুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল।' রোকেয়া, ১৯৩০।

পরিচ্ছা [স] পরিচ্ছা বি তীর্থস্থানের তন্মাত্রাব্যয়। 'পরিচ্ছা বোলে কোথা যাহ বনহ সন্ধ্যাৱী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পরিচ্ছ [porridge] বি গাণি বা দুগ্ধে খাদ্যশস্য (সেমন যব) সিদ্ধ করে তৈরি নরম খাবার। 'তারা খাব বেছায় নুনের পরিচ্ছ।' জীবন, ১৯০০; 'পরিচ্ছ খেতে প্রাণের ভলই লাগছে।' জীবন, ১৯০১।

পরিচ্ছ [স] ১ বি আত্মীয়। 'পরিচ্ছ সুনি জনি জেব নিসাস।' দ্বিগাণ্ডি, ১৪৬০; 'আত্মী জাইই গ্রাম ভনিও আমর নাম আশিষ সভার পরিচ্ছ।' মুহুর, ১৬০০। ২ বি পরিবারের লোক। 'কিছু ময় খন দিয়া আর পরিচ্ছ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি পোষাবর্গ। 'প্রজাপ্রিত পরিচ্ছানির বাধা ব্যাহতে না হয়, তেমন করিয়া ... ক্রমহণ করিবেন।' মুহুর, ১৬২০।

পরিচ্ছবর্ণ [স] বি আত্মীয়-বন্ধন। 'তিনি ... পরিচ্ছবর্ণের স্নেহশাশ হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পরিচ্ছবর্ণ [স] বিপ পরিবারের। 'পরিচ্ছবর্ণ সমস্ত জলপদের তোলনামি সমগ্র হইলে বাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রবন্ধ করিয়া যথা কথ্যিত রূপে গ্রন্থ প্রকাশ করে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

পরিচ্ছাণি প্র পরি

পরিচ্ছাণ [স] বিপ সম্যকভাবে জ্ঞাত। 'তিনি প্রথম কি রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা পরিচ্ছাণ নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

পরিচ্ছাণ [স] বি সম্যক জ্ঞান। 'শূন্যতাকে আত্মা নাহিক পরিচ্ছাণ।'

রঙ্গরাম, ১৭৫০।

পরিজ্ঞানার্থ [স] দ্বিবিধ সম্যক জ্ঞানের জন্য। 'সেই প্রকৃত ধর্মের পরিজ্ঞানার্থ বয়স করা কর্তব্য'। অক্ষর, ১৮৫৪।

পরিণত [স] ১ বিণ রূপান্তরিত। 'কিয়মত পুনর্মারী জলরূপে পরিণত হইয়া অবশিষ্টে বর্ষন হয়'। অক্ষর, ১৮৪০। ২ বিণ নিশ্চয়। 'উহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি কণশিষ্ট প্রয়োজন'। অক্ষর, ১৮৪৭। ৩ বিণ বিতক্ত। 'বিত্তি কথ্যাপসীধী নানাজাতি বা বর্ণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে'। অক্ষর, ১৮৪৮। ৪ বিণ অসীত। 'তাঁহা আমাদিগের জাতীয় ভাবের পরিত্যক্ত হইয়া আমাদিগের উন্নতিতে ...'। অক্ষর, ১৮৫৫। ৫ বিণ পরিণত। 'চূষাচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পরিণতকাল [স] বি পরিণত বয়স। 'শৈশবকালের পরিণতকালের নাটক ...'। শিব, ১৯৫০।

পরিণতবয়সী [স] বিণ প্রাপ্তবয়স্ক। 'পরিণতবয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটা সুন্দরী'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরিণতবয়স্ক [স] বিণ পূর্ণবয়স্ক। 'পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তানুভবে চৌর্য হত্যাশ'। রবীন্দ্র, ১৯২২। 'পরিণত-বয়স্ক ও পকিত-বুদ্ধি লোকের জন্যই কবিতা'। নজরুল, ১৯৩৬।

পরিণত-বুদ্ধি [স] বিণ পাকা বুদ্ধিসম্পন্ন। 'পরিণত-বয়স্ক ও পকিত-বুদ্ধি লোকের জন্যই কবিতা'। নজরুল, ১৯৩৬।

পরিণয় [স] বি বিয়ে। 'বিশ্বপ্রিয়া ঠাকুরানী-পরিণয় তবে ত করিল প্রতু দিখিলয়ী জহ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'ভূমি ছোট সহস্র জুড়তি পরিণয়'। রবীন্দ্র, ১৯৮৬।

পরিণএ [স] পরিণয় বি বিয়ে। 'সেই কৈশো স্যাম্রুদ্য কৈল পরিণএ'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পরিণরবন্ধন [স] বি বিবাহ-বন্ধন। 'পরিণরবন্ধন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের চিন্তাও উপাসীল ছিল না'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পরিণর্যাকাক্ষী [স] পরিণর-আকাক্ষী। বিণ বিয়ের অভিমুখী। 'কোন অজ্ঞাতভাগ্য পরিণর্যাকাক্ষী এই ঘোঁরী পদতলে আপনার অনুষ্ট পদীকা করে দিয়েছে'। মাইকেল, ১৮৭৩।

পরিণর্যাক্ষ [স] পরিণর-অক্ষ। বিণ বিয়ের পরবর্তী সময়। 'বহুভাষিনীরা পরিণর্যাক্ষে যত্নে গৃহে গমন করিয়া দাসীবৎ কল্যাণান করিতেন'। এডুকেশন, ১৮৭৩।

পরিণর্যোপসুত [স] পরিণর-উপসুত। বিণ বিবাহে উপসায়ী। 'পরিণর্যোপসুত বৃকসের জন্য নূন-রচিত গান চাই'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরিণয়াম [স] ১ বি চিত্রা। 'ভাল মশ জানি করিঅ পরিণয়াম'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি প্রতিফল। 'হৃদয়ের অপরাধে পাইল পরিণয়াম'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ফলাল। 'নক্ষত্রের হায়ে ঝাঁড়া বহুভিঙ্গনের ভাঁড়া পরিণয়ামে সেই মহাদুঃখ'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ দ্বিবিধ পরিণতিতে। 'পরিণয়াম হিত জনি চাহ জন্মেজয়'। রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি পরিণতি। 'লোকের পরিণয়াম পাচনা'। অক্ষর, ১৮৫২: 'পরমানন্দময় পরিণয়ামের জন্যই তিনি একান্ত ব্যস্ত ছিলেন না'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৬ বি চূষাচাপ ফল। 'যে হ্রোত চলিতেছে ত্যাহর পরিণয়াম কোথায় তাহা আমরা জানি না'। ভারত সংস্করণ, ১৮৭০।

পরিণয়ামদারূপ [স] বিণ বিরোধোদ্রক। 'সেই পরিণয়ামদারূপ মহানটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরিণয়ামবাদ [স] বি পরিণয় তত্ত্ব। 'কাহাকে বিবর্তনবাদ, কাহাকে

পরিণয়ামবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন'। হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

পরিণয়ামবিহীন [স] বিণ ফলালবিহীন। 'পরিণয়ামবিহীন আপোলন-আশোচনার দ্বারা'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরিণয়ামভবশূন্য [স] বিণ ফলাল সম্পর্কে সচেতন নয় এমন। 'সুখার্ণ শামুকের মতো পরিণয়ামভবশূন্য'। তরঙ্গী, ১৯৬৪।

পরিণয়ামভেদ [স] বি ফলালসের পার্থক্য। 'দুঃখের তেমন পরিণয়ামভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরিণয়ামহীন [স] বিণ কোনো পরিণতি নেই এমন। 'শান্ত হয়ে কর্কশ কর্তের পরিণয়ামহীন বচনা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পরিণিবিজ্ঞা [স] পরিণিবৃত্তক। বি বিজ্ঞার। 'মতিও ঠাকুরক পরিণিবিজ্ঞা'। চর্য ১২, ১২০০।

পরিণীত [স] ১ বিণ বিবাহিত। 'মনুষ্যের মত ঐ পুরুষ বিধিযুক্ত স্ত্রী ধারণ করিয়া পরস্পর পরিণীত ও প্রণয়বদ্ধ হইয়াছিলেন'। অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বিণ সম্পৃক্ত। 'কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার তুল্য নষ্ট হইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

পরিণীতা [স] বিণ স্ত্রী বিবাহিত। 'পঞ্চম দিবসে পরিণীতা হইয়া, মদনসেনা স্বতরাশয়ে গেল'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

পরিণেতা [স] বি স্বামী। 'সেই, শান্ত ও যুক্তি অনুসারে, এই কল্যায় পরিণেতা হইতে পারে'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

পরিণত [স] বিণ উক্ত। 'পাপের প্রাণ শোড়ো না কেবল পরিণত হয়'। চন্দ্রনন্দ, ১৮৭৩।

পরিণতাপ [স] ১ বি দুঃখ। 'ভূবিদ্যে পরম পরিণতাপে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অনুশোচনা। 'কামিনী তখন কহিল রমণী লাজে ভয়ে পরিণতাপে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পরিণতাপজনক [স] বিণ দুঃখজনক। 'অত্যন্ত পরিণতাপজনক যে, ...'। বেঙ্গল, ১৯৫২।

পরিণতাপদহন [স] বি অনুশোচনা দূর। 'পরিণতাপদহনে জর্জর হুয়ে করিছ শুধু নিম্মল আঘাত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পরিণতাপহীন [স] বিণ অনুশোচনা নেই এমন। 'পরিণতাপহীন আত্মকতি মিটার জীবনবন্ধে মরনের সূচনা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পরিণতাপিতা [স] বিণ ঐ দুঃখকাতর। 'তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পথের পরিণতাপিতা হ্যোম, তা কাশা দুঃখর'। মাইকেল, ১৮৫৯।

পরিণতারণ [স] পরিণয়াম বি পরিণয়। 'মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিণতারণ নহে'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পরিণতুট [স] ১ বিণ স্ফুট। 'রাজাও বিক্রমাদিত্যের কথাতো পরিণতুট হইয়া...'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৩০। ২ বিণ অতিশয় ক্রুদ্ধ। 'ধন দিয়া পরিণতুট করিলেন'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৩২।

পরিণতুটি [স] বি পরিণতু তুটি। 'পরিণতুটি সহকারে তরু ত্যাহারের খাওয়া হইতেছে না'। হাই, ১৯৪০।

পরিণতুত [স] বিণ পুরোগ্রুত তুট। 'আশাবুধি মর্দ্যাসকের বিরোধোদ্রোহে পরিণতুত না হইয়া ...'। অক্ষর, ১৮৪৯।

পরিণতুতাত [স] বি পূর্ণ তুটি। 'রমণ শেষ করো ঘামে কামে পরিণতুতাত'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

পরিণতুতি [স] ১ বি পরিণতু তুটি। 'এমন প্রত্যাশা বয়স প্রোতা পাইয়া ... কল্পনাপ্রতির সর্বশেষ পরিণতুতি লাভ হইত'। রবীন্দ্র, ১৯৯১। ২ বি নিরাশ। 'একি কতকটা কৌতুহলপরিণতুতি নয়'।

পরিভাষা

রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পরিভোষ [স] ১ বি পরিভূত। 'তে কারণে মনে যোর নাহি পরিভোষ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ **বি** পরিভূত। 'মিষ্টান্ন গন্ধুন্ন ভোজন করাইয়া পরিভোষ করিলেন।' রামায়ণ, ১৮০১। ৩ **বি** সন্তোষ। **সেবধি**, ১৮৩৯; 'কৃতমত পরিয়া মুখোশ/মাগিছ সবায় পরিভোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পরিভোষ করা **ক্রি** পরিভূত করা। 'রতি উপভোগে সফল কর পরিভোষ বদমাশী।' বড়ু, ১৪৫০।

পরিভোষজনক [স] **বি** ভূতি আসে এমন। 'পরিভোষজনক ভোজন করিও না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পরিভোষা [স পরিভোষ>] **ক্রি** পরিভূত করা। **পরিভোষে** **ক্রি** পরিভূত করে। 'দমিত্র দুঃখিত পরিভোষে প্রতিমিত্র।' সুলতান, ১৭০০।

পরিভোষার্থে [স] **ক্রি** **বি** পরিভূতির জন্য। 'সেই ২ গুরু ও বালকেরাদিশের পরিভোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

পরিভ্যক্ত [স] ১ **বি** প্রত্যাখ্যাত। 'সে সমুদায় এই অনুরোধে একবারে পরিভ্যক্ত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ **বি** সাহচর্য ত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'পরিভ্যক্ত হতভাগিনী বুঝী নারীর প্রতি।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পরিভ্যক্তা [স] **বি** **ক্রী** সাহচর্য ত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'পূর্বস্বামী হইতে পরিভ্যক্তা হইয়া সে যেমন অনাখিনী হইয়াছিল।' মদ্যরক্ষ, ১৮৮৫।

পরিভ্যাগ [স] ১ **বি** ত্যাগ। 'কুমারীক পরিভ্যাগ করিলা তখন।' বাহরায়, ১৬৫০। ২ **বি** পরিবর্তন। 'ঘরে গিয়া পোষাক পরিভ্যাগ মিষ্টান্ন জলপান করিয়া ...' ভবানী, ১৮২৫। ৩ **বি** বর্জন। 'লোথাপড়ু পরিভ্যাগ হইল বিষয়কর্ম করিবার ব্যয়ে হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

পরিভ্যাগ হওয়া **ক্রি** বন্ধ হওয়া। 'পরে লোথাপড়ু পরিভ্যাগ হইল বিষয়কর্ম করিবার ব্যয়ে হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

পরিভ্যাগা [স পরিভ্যাগ>] **ক্রি** পরিভ্যাগ করা। 'দুই নাতি পরিভ্যাগি।' বাহরায়, ১৬৫০।

পরিভ্যাগি [স পরিভ্যাগ>] **বি** ছেড়ে চলে গেছে এমন। 'পরিভ্যাগি দুইনত বালকের মধ্যে এখান লোকের সন্তান অনেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩।

পরিভ্যাগ্য [স] **বি** বর্জনীয়। 'একস্থানে যাহা পরিভ্যাগ্য, অপর স্থানে গ্রহিতব্য।' তমোদ্রক, ১৮৭৪।

পরিভ্রাই [স পরিভ্রাই>] **ক্রি** **বি** চঞ্চল করণে। 'দখি নিবে ঘোল নিবে ভাঙে পরিভ্রাই।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পরিভ্রাণ [স] ১ **বি** মুক্তি। 'ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিভ্রাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'প্রিয় কার্য কর রাজা চাই পরিভ্রাণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'পরিভ্রাণ পরামর্শ বন্দো ভাগীরথী।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ **বি** রক্ষা। 'ধন সোয়া যোর কর পরিভ্রাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ **বি** স্বাধীনতা। 'অত্যাচারিত জাতি নিত্যক অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদিশের পরিভ্রাণার্থ অধিকতর বলবীর্য্য একাশে চোঁটা করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পরিভ্রাণকর্তা [স] **বি** ভ্রাণকারী। 'সে আমার পরিভ্রাণকর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পরিভ্রাণহীন [স] **বি** মুক্তি নেই এমন। 'এক দশকে সজ্ঞ ভেঙে যায়/ থাকে শুধু পরিভ্রাণহীন ...' সঙ্গ, ১৯৬৬।

পরিভ্রাণার্থ [স পরিভ্রাণ-অর্থ] **ক্রি** **বি** স্বাধীনতার জন্য। 'আপনাদিশের পরিভ্রাণার্থ অধিকতর বলবীর্য্য একাশে চোঁটা করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পরিভ্রাতা [স] **বি** ভ্রাণকর্তা। 'নরকে নারীক পরিভ্রাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরিদর্শক [স] **বি** পর্যবেক্ষক। 'পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পরিদর্শন [স] **বি** পর্যবেক্ষণ। 'আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরিদর্শনকারী [স] **বি** পরিদর্শন করে এমন। 'পরিদর্শনকারী কর্মচারী হঠাৎ আবিষ্কার করবে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

পরিদর্শনশালা [স] **বি** পর্যবেক্ষণ-স্থল। 'সুবিপুল কাশের পরিদর্শনশালায় মধ্যেই মানুষের মানসিক রক্তের পরীক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরিদর্শয়িতা [স] **বি** প্রদর্শক। 'দর্শকেরা যাতে সেই ফুল না করে পরিদর্শয়িতার সোটা জানা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৬৫।

পরিদর্শিকা [স] **বি** **ক্রী** পরিদর্শক। 'মহিলা পরিদর্শিকারা এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।' বেঙ্গল, ১৯৬৬।

পরিদৃশ্যমান [স] ১ **বি** চতুর্দিকে দেখা যায় এমন। 'পরিদৃশ্যমান পদ্মদুর্গারই মাদ্যপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ **ক্রি** **বি** **সু** **প** **শ** **ট**। 'এই প্রত্যেক পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ... পরমেশ্বর-প্রসীতি শাপ।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'অহি পরিদৃশ্যমান।' বটম, ১৮৭৫।

পরিদৃশ্যমানা [স] **বি** **ক্রী** চারদিকে দৃশ্যমান। 'ঐ পরিদৃশ্যমানা নন্দী কি মহাজ্ঞা।' মাইকেল, ১৮৫৯।

পরিদৃষ্ট [স] **বি** **সর্ব** লক্ষিত। 'এই পদাশ্রয় ব্যতীত এখানে সররা বা সম্ভবত ... পরিদৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পরিদেবন [স] **বি** বিলাপ। 'এক পরম সুন্দরী নারী, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পরিদেবন করিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পরিদেবনা [স] ১ **বি** বাচালতা। 'বয়স্কা হইলেই প্রায় বিশ্বয় পরিদেবনা অধিক হয়।' ভবানী, ১৮২৮। ২ **বি** বিলাপ। 'কাকস্য পরিদেবনা।' শিবরায়, ১৯৭০।

পরিধান [স] ১ **বি** অঙ্গে ধারণ। 'আজী নিতপন্থী রাধা পরিধান পাট।' বড়ু, ১৪৫০; 'নেত বসন পরিধানের' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** পরায় উপযোগী। 'পরিধান বস্ত্র নাহি পেতে নাহি ভাত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ **বি** পরিবেশে বস্ত্র। 'পরিতে না নিলে পরিধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরিধানবস্ত্র [স] **বি** পরিবেশে বস্ত্র। 'অনেকের এক ভিন্ন বিতীয়া পরিধানবস্ত্র নাই।' সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮।

পরিধানা [স পরিধান>] **বি** **ক্রী** পরিধান করে আছে এমন। 'ভৈরবী শুক্রায়ের পরিধানা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পরিধানন [স] **বি** পরিধান। 'বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধানন ... করেন।' ভবানী, ১৮২৫।

পরিধান [স পরিধান] **বি** অঙ্গে ধারণ। 'উত্তম বস্ত্রাদি পরীধান করেন।' ভবানী, ১৮২৩।

পরিধি [স] ১ **বি** বস্তুর বেটনরেখা। 'যে রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তাহার নাম পরিধি।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ **বি** সীমারেখা। 'সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পরিধিবৃত্ত [স] **বি** বস্তুর বেটনরেখা সংবলিত। 'হাট্টেশংখ হস্ত

পরিবিত্ত ও অটবিশেষিত হস্ত উচ্চ । অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

পরিবেশে [স] বি পরিবাসনে বোধ্য । আমি রাজকন্যার পরিবেশে বস
... । হালহেত, ১৭৭৩; 'আবীন মাহাতে বাটার সকলের পরিবেশে
বস পড়াইব ।' ওঙ্গী, ১৭৮২ ।

পরিবেশতা [স] বি পরিবাসযোগ্যতা । 'একটা চাদর ছিল গায়ে, তার
পরিবেশতা জীর্ণ ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১ ।

পরিণাম, পরিণামা [স] পরিণাম বি সর্বশেষ অবস্থা । 'মাঘ হম পরিণাম
নিরাসা ।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০; 'সবি হে মদ পেম পরিণামা ।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০ ।

পরিণিষ্ঠ [স] বিণ নিষ্ঠাবান । 'রাহদেশবাসি এক তছাচার বিশিষ্ট পরিণিষ্ঠ
ব্রাহ্মণ ।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৭ ।

পরিপঙ্ক [স] ১ বিণ পায়দলী । 'পদ পাঠায়ে জন পদ তাম্প পরিপঙ্ক
নয় ।' দর্পণ, ১৮৩১ । ২ বিণ পুষি । 'যে বীজ এইরূপে পরিপঙ্ক হয়
... ।' অক্ষয়, ১৮৫২ । ৩ বিণ অভিজ্ঞ । 'যুদ্ধব্যবসায়সামরী
ব্যাকরণে পরিপঙ্ক বলিয়া ... ।' বিদ্যা, ১৮৭৩ । ৪ বিণ
অভিজ্ঞতালঙ্ক । 'প্রবাদব্যাক্য ও ভাক ও বনার বচনে কত যুগের
চুয়াদর্শনের পরিপঙ্ক ফল ।' শব্দীন্দ্র, ১৯০১ ।

পরিপঙ্খী [স] বিণ প্রতিফল । 'আমাদের আত্ম-বিকাশের পরিপঙ্খী মনে
করেন না?' মনসুর, ১৯৩৫ ।

পরিপাক [স] ১ বি পরিপকৃত । 'ভাষ্যবস্তুর অধীন ও বোধোদয়কারক
আর আনোরে পরিপাক হয় নাই ।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩২ । ২ বি
উৎকর্ষ । 'বুদ্ধির পরিপাক না হইয়া যদি উক্তি ও উপচীকার
আভিযণ হয় ... ।' অক্ষয়, ১৮৪৯ । ৩ বি হজম । 'এইরূপে
পরিপাক-ক্তি, শোণিত-সংকার প্রভৃতি ... নিয়ম অনুযায় নিরূপিত
হইয়াছে ।' অক্ষয়, ১৮৫০ । ৪ বি সত্য । 'বদনের সমস্ত অবমানী
পরিপাক করে ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

পরিপাট [স] পরিপাটি বিণ বিন্যস্ত । 'শ্রেয় ধন অতুল রতন-পরিপাট ।'
বাহরাম, ১৬৫০ ।

পরিপাটি, পরিপাটি [স] ১ বিণ সুবিন্যস্ত । 'সজ্জায় গাইল দেখি ব্যঞ্জন
পরিপাটি ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পরিধান নিয্য জোড়া উড়নি ঘুরনি
পরিপাটি ।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০; 'বিষম দাক্ষণ দন্ত দেখি পরিপাটি ।'
রূপময়, ১৭৫০ । ২ বিণ নিপুণ । 'ভোমার বাক্য পরিপাটি ।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ । ৩ বি সুশৃঙ্খল । 'আশন বহের পরিপাটি দেখাইবার
জন্য মুখ খুলিলেক ।' তারিণী, ১৮৩৩ । ৪ বি সুশৃঙ্খল । 'তক্ষুরা
কলিকাতা শহরের পরিপাটি হয় ।' দর্পণ, ১৮২২; 'এ সুব্যবস্থা ।'
'একদে কি আহারের কি পরিবেশে বিষয়ে অভ্যস্ত পরিপাটি হইয়াছে ।'
দর্পণ, ১৮৩০ ।

পরিপাটীকমে [স] ক্রিণ সুবিন্যস্তরূপে । 'পথ, সেতু, সোপান
প্রভৃতি অতি পরিপাটীকমে প্রস্তুত করে ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

পরিপাটীকরণে, পরিপাটীকরণে [স] ১ ক্রিণ সাজানোগোছানো-
রূপে । 'শয়নালয় ... অতি পরিপাটীকরণে রচিত হইয়াছে ।' অক্ষয়,
১৮৪৩; 'ইহা অতি পরিপাটীকরণে রক্ষিত ।' কৃষ্ণভবিষ্যি, ১৮৮৫ । ২
ক্রিণ সুবিন্যস্তভাবে । 'ভর্কশায়ে সরলবেশের দ্বারা সমস্ত জিনিসকে
পরিপাটীকরণে শ্রেণীবিন্তক করা যায় না ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭ ।

পরিপাট্য [স] বি সুশৃঙ্খল । 'চতুষ্পদের বেরূপ গঠনের পরিপাট্য,
মুদ্রাণ্য তাড়ণ নাই ।' বহির্ম, ১৮৭৪ ।

পরিপালন [স] ১ বি বজায় রাখা । 'আশন প্রকৃতি পরিপালন করিবার
ওপক্ষে ইন্দ্ৰিবিশুদ্ধিগাতি অর্থাৎ স্বস্ত্যবানুবর্তিতা কহে ।' বঙ্গদর্শন,

১৮৭২ । ২ বি শালন । 'এই দাখিক প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পরিপালন
করিব ।' সীমবন্ত, ১৮৭৩ ।

পরিপালক [স] বি যে পরিপালন করে করে । 'ইদি কলেজের
ছাত্রদের উপদেশক ও পরিপালক ।' কৃষ্ণভবিষ্যি, ১৮৮৫ ।

পরিপূজিত [স] বিণ বিপুল পরিমাণে স্পীকৃত । 'চাঁদের তরগীতে আজ
পূর্ণতা পরিপূজিত ।' রবীন্দ্র, ১৯০০ ।

পরিপূষ্ট [স] ১ বিণ সুপূষ্ট । 'কোথায় গেল সেই গরিতুট গরিতুট সুশোণ
মুখজবি ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২ । ২ বিণ বাহ্যবস্ত্রী । 'অদূরে
আহারপরিপূষ্ট পরিপূষ্ট গাভী ।' রবীন্দ্র, ১৯০০ । ৩ বিণ পলিত ।
'ইহোজি রচনাগতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপূষ্ট ।' রবীন্দ্র,
১৯০১ । ৪ বিণ সমৃদ্ধ । 'অন্য জাতিকে সুদ দিয়া পরিপূষ্ট করিতেছি ।'
শিখা, ১৯২৬ । ৫ বিণ লাগিত । 'আশাওলের কাণ্ডে প্রেমে পরিপূষ্ট
এমন মানুষেরই ছবি পাই ।' হাই, ১৯৪৯ ।

পরিপূষ্টি [স] বি সুপূষ্টিতা । 'আমাদের ভেতন পরিপূষ্টি-সাধন হয় না ।'
রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

পরিপূষ্ট [স] বিণ অভ্যস্ত পবিত্র । 'বিরহপরিপূষ্ট ছায়ামুখ শয়নে/ যুগের
সাথে সৃতি আসে নিতি মননে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

পরিপূর্ণ [স] পরিপূর্ণ বিণ পরিপূর্ণ । 'আজু মমু সরম ভরম রহ দূর । অণন
মনোরথ সো পরিপূর্ণ ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'প্রেমে তথু পরিপূর্ণ ।'
সত্যেন্দ্র, ১৯১০ ।

পরিপূর্ণক [স] ১ বি পরিপূর্ণকারী । 'লোকের পরিপূর্ণকরূপে কাজ
করিতে চাহে ।' আজাদ, ১৯০৭ । ২ বিণ সহায়ক । 'আমরা একে
অন্যের পরিপূর্ণক ।' বোম্ব, ১৯০৩ ।

পরিপূর্ণর [স] বি সম্পূর্ণকরণ । 'রাজার ... কেবল কোষ পরিপূর্ণর
মন্ত্রবান হইয়াছেন ।' বিদ্যা, ১৮৪৭ ।

পরিপূর্ণার্থ [স] পরিপূর্ণ-অর্থ ক্রিণ পূর্ণ করার জন্যে ।
'ব্যাক্তারীকে ব ব মনোরথ পরিপূর্ণার্থ ... পতিত থাকিতে দেখা
যায় ।' অক্ষয়, ১৮৫০ ।

পরিপূর্ণা [স] পরিপূর্ণ ক্রিণ পূর্ণ করা । পরিপূর্ণর ক্রিণ পরিপূর্ণ করানে ।
'মনোরথ কতই দ্বন্দ্ব পরিপূর্ণর আনন্দে হরল গেলান ।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০ ।

পরিপূর্ণিত [স] বিণ পরিপূর্ণ । 'দেশবিন্দীর সামান্য স্বাবসে পরিপূর্ণিত
হইয়া অতিসুখল্লপে প্রকাশ হইতেছে ।' দর্পণ, ১৮৩৬; 'যে
সময়ে মনুষ্য সাধারণের অন্তর্করণে আত্মনে আবৃত ও কৃত্রিমভাবে
পরিপূর্ণিত ছিল ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

পরিপূর্ণিতা [স] বিণ পূর্ণ পরিপূর্ণ । 'অপেয় অগাধজলে পরিপূর্ণিতা
হইয়াছে ।' ভাবানী, ১৮২৩ ।

পরিপূর্ণ [স] ১ বিণ পরিপূর্ণ । 'পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জলে যায় ।' বৃন্দা,
১৫৮০ । ২ বিণ ভরপুর । 'নানা ব্রব্য পরিপূর্ণ যেন স্বর্গবাস ।' বিজয়,
১৬৫০ । ৩ বিণ সম্পূর্ণ । 'কাল পরিপূর্ণ হইলে পাসরে আপনা ।'
রবীন্দ্র, ১৬৮৯ । ৪ বিণ পূর্ণ । 'অকুল জলধির পূর্ণপতিম দিক
তাহাদের অজ্ঞাত, তাহাতে জলসম পরিপূর্ণ ।' অক্ষয়, ১৮৪৯ । ৫
বিণ ঢাকা । 'সেই চর্চ সোমকুসে পরিপূর্ণ ।' অক্ষয়, ১৮৫২ । ৬ বিণ
পূর্ণ । 'জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বৃষ্টি এতদিনের পর আমায়দিগের
মনোরথ পরিপূর্ণ করিলেন ।' গুণ, ১৮৫৫ ।

পরিপূর্ণতম [স] বিণ সবচেয়ে পরিপূর্ণ । 'যে কথায় প্রাণ মোর
পরিপূর্ণতম ।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬ ।

পরিপূর্ণতা [স] ১ বি সম্পূর্ণতা । 'তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ

পরিপূর্ণাধাপ

হইতে এষ্ট হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। 'তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি।' অবন, ১৯২৫। ২ বি পরিভূক্তি। 'ব্রহ্মি কেবল একটি প্রাণই পরিপূর্ণতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরিপূর্ণাধাপ [স] বি প্রাপবত্ত। 'পরিপূর্ণাধাপ বীৰ্যবান যৌবনের প্রভাব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরিপূর্ণবেশ [স] বি সম্পূর্ণ গতি। 'পরিপূর্ণবেশে ভাষার মনের কথাতে বহনকৃত করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পরিপূর্ণা [স] বি পূর্ণী ভঙ্গুর। 'ভাষার কবিতাভাষ্যের পূর্ণিমা ফল-শস্যবতী, বনধান-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল।' হরহাসদ, ১৮৮১।

পরিপূর্ণি, পরিপূর্ণি [স] ১ বি পরিপূর্ণকারী। 'কলম তব মূর্তি, সৈন্যধন্য বৈদ্য তব অগাধ পরিপূর্ণি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি সম্পূর্ণতা। 'আমাদের দেশমাতৃকার মূর্তি আমাদের সাহিত্যের পরিপূর্ণির জন্য ...।' স্বর্গদুলাহ, ১৯০১।

পরিপূর্ণা [স] বি বিজ্ঞান। 'সত্যগণের পরিপূর্ণা ও পরামর্শ ... লিখিয়া দেওয়া।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭৪।

পরিপোষক [স] বি পূর্ণোষক। 'মজ্জাহাবের একান্ত পরিপোষক।' এসলাম, ১৯০৪।

পরিপোষকতা [স] বি সমর্থন। 'তঁার মতের পরিপোষকতার জন্য কোনো প্রমাণ সেননি।' নবকল, ১৯২৭।

পরিপোষণ [স] ১ বি পরিপূর্ণ। 'দ্রুগপাণি গো বৎস্যের প্রাণ সহ্যের করিয়া গোড়া উদর পরিপোষণ করিতে গারি।' মশারক, ১৮৮৯। ২ বি পরিপূর্ণি। 'তার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পরিপোষণধীন [স] বি পুষ্টিহীন। 'কেবল আরামহীন ... জীবিত আসান, পরিপোষণহীন ঘে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পরিপোষণীয়া [স] বি পুষ্টি চর্চা বোধ্য। 'এই লৌপ্যবৃত্তা, বৈদ্য কলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয় এবং পরিপোষণীয়া।' বর্জি, ১৮৮৭।

পরিপোষিত [স] ১ বি পরিপূর্ণ; প্রতিপালিত। 'মাতৃরক্তের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া কালে ভূমিষ্ঠ হয়।' অক্ষর, ১৮৪৩। 'রাজভোগ রাজসূত্রে যাহারা পরিপোষিত।' মশারক, ১৯০৮। ২ বি পুষ্টিপাশ। 'এ দেশের রাজবর্ষ, যেহেতু ইহা রাজসরকার দ্বারা পরিপোষিত ও পর্যাবেক্ষিত হয়।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

পরিপোষণ [স] বি দ্বিভুক্ত দৃষ্ট ও গভীরাভা আকার বৌদল। 'পরিপোষণতত্ত্ব [স] বি দ্বিভুক্ত দৃষ্ট ও গভীরাভা আকার জ্ঞান। 'দ্বিভুক্ত একটি পরিপোষণতত্ত্ব আছে— ভদ্রসূত্রের দূরকে ছোঁতে করে এবং নিকটকে বড়ো করে ভাবিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পরিপোষণিকা [স] বি দ্বিভুক্তি। 'বড়ো পরিপোষণিকায় ছড়িয়ে দেখলে সেখা যায়, অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পরিপোষণী [স] বি পরিপ্রেমিত। 'সুতার পরিপোষণীতে ... আরো জোড়িহই হয়ে দেখা দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পরিপোষণীয় [স] বি পদশীল। 'সে আছে আকাশ তাই নিশি নিশি পরিপোষণীয়।' ভদ্রসূত্র, ১৯০১।

পরিপোষিত [স] ১ বি আকৃতি, দৃষ্ট, সহানু বৈশেষ্যে পাওয়া যায় এমন অর্থবিশিষ্ট। 'শিল্পবিদ্যা, দৃষ্টিবিজ্ঞান, পরিপোষিত, দূরবৃত্ত ... পর্যালোচনা করিতে।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বি পটভূমি। 'সোনার ভঙ্গীর লেখা আর-এক পরিপোষিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি

পরিবেশ-পরিচ্ছিন্ন। 'নতুন পরিপ্রেমিতে জাতীর জীবনের ভাষাপাড়ার মুখে ...।' বেগম, ১৯৪৮।

পরিপ্লাবিত [স] ১ বি ব্যাপকভাবে প্রসারিত। 'বহুভাষা পরিপ্লাবিত বাঙ্গালদেশে কলকল শোক ...।' প্রচারক, ১৮৯১। ২ বি সিক্ত। 'গোশা মুটিয়া বায়ুকে আতর গন্ধে পরিপ্লাবিত করিয়াছে।' প্রভাত, ১৮৯৫।

পরিপ্লাবী [স] বি বিস্তার ঘটছে এমন। 'মানুষে মানুষে সঙ্গীত হওয়া যে পরিপ্লাবী উৎসাহের দ্বারা মুগ্ধাভ্যন্তে শিকড় উৎপাটন করিয়া ...।' শকুন্ত, ১৯৫৮।

পরিপ্লুত [স] ১ বি আশ্রুত। 'উৎকটামনে ক্ষয় পরিপ্লুত হইল।' বর্জি, ১৮৬৬। ২ বি সিক্ত। 'পদটি রুধিরে পরিপ্লুত।' বর্জি, ১৮৮৪। ৩ বি নিমজ্জিত। 'বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্মে পরিপ্লুত।' বর্জি, ১৮৯২।

পরিপ্লুতি [স] বি আকুলতা; কলপন। 'করুণায় পরিপ্লুতি, চারি চক্ষে প্রফলিত বিষয়।' সুবীন্দ্র, ১৯১৯।

পরিপ্লুতাস [স] বি পরিপ্লুত-অর্থ বিপ আনন্দিত। 'পরিপ্লুতাস হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১২।

পরিবন্দ [স] পরিবহ। বি আখ্যান। 'কপটের পরিবন্ধে শুনিএ দুবলা কানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরিবন্ধ [স] ১ বি প্রকার। 'আঁচড়িল কেনতার নানা পরিবন্ধে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নানা বৌদল। 'পরিবন্ধ করিয়া অনেক লোক যাতে।' রূপায়, ১৭৫০।

পরিবর্তন, পরিবর্তন [স] বি পরিভাষ্য। 'কান্টাচরণ পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র লক্ষ্যবর্তিত হও।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০। 'শিখরায় নিম্ন ওচর সোব পরিবর্তন ... করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হয়।' অক্ষর, ১৮৫২।

পরিবর্তিত [স] বি পরিভাষ্য করা হয়েছে এমন। 'সংস্কৃত শব্দ বিভক্তি পরিবর্তিত।' হরহাসদ, ১৮৮১।

পরিবর্ত, পরিবর্ত [স] ১ বি পরিবর্তন। 'এইমত বস্ত্র পরিবর্ত করে মার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রবর্তিত। 'তৎকালে দক্ষিণভিবিষয়ে যে নিয়ম পরিবর্ত হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বি বদল। 'নৃপতি সাতোড় কথাতলির পরিবর্তে নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি।' অক্ষর, ১৮৪৯। 'জলধাণের পরিবর্তে, তোমার কেবল প্রবন্ধনাব্যাকো সন্ধান প্রদানের চেষ্টা করিতাম।' বিদ্যা, ১৮৯২।

পরিবর্তক [স] বি পরিবর্তনকারী। 'আমাদের সাহিত্যের মুখে পরিবর্তক কে।' প্রচারক, ১৯২৫।

পরিবর্তমান [স] বি পরিবর্তনশীল। 'কল্লুর মতো অমন একটা নিয়তপরিবর্তমান জিনিষকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পরিবর্তন, পরিবর্তন [স] ১ বি বদল। 'মাস ২ সভাপতি ও কর্তৃসম্পাদকের পরিবর্তন হইবেক।' বৌদল, ১৮০০। ২ বি সংশোধন। 'নিয়ম পরিবর্তন করিতে হইবেক।' জ্ঞানবেদক, ১৮০৭। ৩ বি উন্নতি। 'তখন ব্যবসায় পরিবর্তন জাতিহই বা পরিবর্তন না হইবে কেন?' অক্ষর, ১৮৮৮। ৪ বি উত্তরণ। 'আপনার হীন অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা এক দিবসের নিমিত্তে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৫ বি রূপান্তর। 'ভক্তিপ্রবাহের আশ্রিত গতিপরিবর্তন হইতেই ইহার আভির্ভাব সংঘটিত হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পরিবর্তনকালীন, পরিবর্তনকালীন [স] বি পরিবর্তনের সময়কাল। 'পরিবর্তনকালীন অবস্থার বিভিন্ন অনুসিদ্ধির যোকোলা করার জন্য ...।' আজাদ, ১৯৯৪।

পরিবর্তনশীলতা [স] *বিপ* বিবর্তিত। 'কিতাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনশীল হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পরিবর্তনবিমুখতা [স] *বিপ* পরিবর্তনে অনিচ্ছা। 'নিরাপত্তার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, পরিবর্তনবিমুখতা প্রভৃতি দুর্ঘর চারিত্রিকের সমাবেশের ফলে ...।' শিব, ১৯৫৬।

পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীলতা [স] *বিপ* বদলে যায় এমন। 'নদীকে আমার একটি গতি পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত।' জগদীশ, ১৮৮৫। 'ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে এ আদর্শ সেবার এবং সাধনার ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

পরিবর্তনশীলতা [স] *বিপ* বদলে যায় এমন অবস্থা। 'আনের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীলতা অব্যাহত, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

পরিবর্তনীয় [স] *বিপ* পরিবর্তনযোগ্য। 'বে বিষয় পরিবর্তনীয়, তাহা শিক্ষা করিলে লাভ কি?' অক্ষয়, ১৮৪২।

পরিবর্তিত, পরিবর্তিত [স] *বিপ* পরিবর্তন করা হয়েছে এমন। 'ঈশ্বর পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ।' নজরুল, ১৯৩৩। 'সাহেবেরা পরিবর্তিত হইলেও ঐ নিয়ম বজায় থাকিলে ভাল হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

পরিবর্তক, পরিবর্তক [স] *বিপ* বাতায় এমন। 'এ স্বর্গীয় সূরা ... দেহকান্তি পরিবর্তক।' মশাররফ, ১৮৮৭।

পরিবর্তন, পরিবর্তন [স] *১ বি* বৃদ্ধি। 'ওগে পরিবর্তন করিয়া চরিত কর্তন করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হন।' অক্ষয়, ১৮৫২। *২ বি* উন্নতিসাধন। 'পরিবর্তন তেমননি দেশ ও পার্শ্বদেশক।' প্রমথ, ১৯০৫।

পরিবর্তমান [স] *বিপ* বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'পরিবর্তমান পরিবর্তমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

পরিবর্তিত, পরিবর্তিত [স] *১ বি* সম্প্রসারণ। 'ভারতীয় রাজ্যসংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংঘটিত ও পরিবর্তিত।' বঙ্গদর্শন ১৮৭৪। *২ বি* বেড়ে উঠেছে এমন। 'সীতারকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্তিত বৃক্ষ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। *৩ বি* বিস্তারিত। 'আমাদের কারো গৃহ পুন্যুৎসবের একটি পরিবর্তিত যুগপৎ পরিবর্তিত ও সংকীর্ণ সংস্করণ মাত্র।' প্রমথ, ১৯০৫।

পরিবাস [স] *১ বি* দিগা। 'লোক পরিবাস পুন শিতা বনবাস।' মাধ্যম, ১৫০০। *২ বি* দোষ। 'উচিতবিকারে নারী পরিবাস বল।' মুকুন্দ, ১৬০০। *৩ বি* কলঙ্ক। 'সেই হৈতে উঠে ঘোর কানু পরিবাসে।' চিত্রাঙ্গী, ১৬০০।

পরিবাসী [স] *বিপ* মিথ্যাবাদী। 'পরিবাসী হেঁটু মুঞি কর্মের লিখিত।' বাহাদুর, ১৬৫০।

পরিবার [স] *১ বি* সংসার। 'শিশু পরিবারে মহানেবে থাকিউ।' চণ্ডী ৪৯, ১২০০। *২ বি* পরিজন। 'নান বস্ত্র বহল বহল পরিবার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। *৩ বি* পত্নী। 'মহাবিদ্যাগাণ যত হৈসা পরিবার।' ভগ্নত, ১৭৬০। *৪ বি* পরিবারের সদস্যগণ। 'তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উসুল হতো।' হেতুম, ১৮৬১।

পরিবারকর্তা [স] *বিপ* পরিবারের প্রধান। 'পূর্বে জর্মন পরিবারকর্তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারিতেন ...।' মুক্তকথা, ১৯৫৯।

পরিবারতন্ত্র [স] *বিপ* পরিবারে তেজরকার নিয়ম-নীতি। 'সে তাহার পরিবারতন্ত্রের অঙ্গ হইয়া জীবন আরম্ভ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরিবার পরিকল্পনা [স] *বি* জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পদক্ষেপ। 'বিভিন্ন স্থানে পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র ...।' বেগম, ১৯৬০। 'পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য ...।' বেগম, ১৯৭৫।

পরিবারভুক্ত [স] *১ বি* পরিবারের সদস্যরূপে গৃহীত। 'সুচরিতা পরেশের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। *২ বি* পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। 'যারা পরিবারভুক্ত নয় তারা আত্মরক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পরিবারসুলভ [স] *বিপ* পরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'পরিবারসুলভ সহজাত একটা অভিমানে রয়েছে তার।' জীবন, ১৯৩২।

পরিবারহীন [স] *বিপ* স্ত্রীহীন। 'নরেশ এবং নরেশ দুজনেই পরিবারহীন।' বনমুখ, ১৯৩৬।

পরিবারাত্মক [স] *বিপ* পরিবার-আত্মা বি সম্প্রদায়। 'মহা-শুল্কিতাত্ত্বিকেরপে পরিবারাত্মক হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২৮।

পরিবাহক [স] *বিপ* পরিবহনকারী। 'খিড়ীয়াত পরিবাহক বায়ু এবং ভূতীয়ত সন্দ্বোধক কর্ণোস্ত্র।' জগদীশ, ১৮৯৫।

পরিবিকৃত [স] *বিপ* ব্যাপকভাবে প্রসারিত। 'এ দেখা দিল পরিবিকৃত নির্জন সরুদ্র নিবিড়তার পরিবেশিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পরিবৃত [স] *বিপ* পরিবেষ্টিত। 'কর্ণসেনে পরিবৃত রাবিরে রাজন।' রূপসং, ১৭৫০।

পরিবৃত্তা [স] *বিপ* স্ত্রী পরিবেষ্টিত। 'এক বেশ্যা অনেক পরিবারে পরিবৃত্তা হইয়া আসিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৫।

পরিবৃত্তি [স] *বি* বিকাশ। 'বর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃত্তিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পরিবেক্ষণকারী [স] *বি* পরিদর্শক। 'গ্রাম পরিবেক্ষণকারী, শিশু ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষক।' বেগম, ১৯৭৩।

পরিবেশ [স] *১ বি* আবহ। 'পনিমহ এক উজ্জ্বল পরিবেশ ঘারা পরিবৃত আছে।' অক্ষয়, ১৮৭৭। *২ বি* চারপাশ। 'পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। *৩ বি* প্রতিবেশ। 'পাকিস্তানের একাকারীরা আগে একেবারে তাম্রমণ্ডল পরিবেশ সৃষ্টি করত।' আজাদ, ১৯৫৬।

পরিবেশনিরাপিত [স] *বিপ* পরিবেশের প্রভাবে গঠিত। 'মানুষের যেটি পরিবেশনিরাপিত বাইরের দৃশ্য, যার চরম উৎকর্ষের নাম চরিত্র ...।' শিব, ১৯৫০।

পরিবেশক [স] *বি* পরিবেশন করে যে। 'সেবধি, ১৮৩৯।

পরিবেশন, পরিবেশন [স] *বি* বিতরণ। 'পরিবেশন করে তাহা এই সাজসজ্জা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'অশ্রুসমুহ মুগ্ধাঙ্কিত করিয়া সঙ্কল্পে বিনামূল্যে পরিবেশন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। 'ওঁর ছেলে, কাল বে বাড়ীতে পরিবেশন পর্যন্ত করেছেন।' উমেশ, ১৮৭৭।

পরিবেশনকর্তা [স] *বি* পরিবেশন করে যে। 'তাহাতে পরিবেশনকর্তার কুচিত্ত দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণ প্রকাশ পাইত না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পরিবেশনকারী [স] *বি* স্ত্রী পরিবেশন করে যে। 'পরিবেশন-কারীগণের মরবার ফুরান্দ নেই।' অন্নদা, ১৯২৯।

পরিবেশিত [স] *বিপ* উপস্থাপিত। 'আজাদের নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত সংবাদে বসে হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৬।

পরিবেশা [স] *বিপ* পরিবেশন। 'দুই ভাইকে আনিয়া

পরিবেটন

দায়ব পরিবেশে। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরিবেটন [স] ১ বি আবেটন। 'সবরহাঙ্গা রমণীরা তাহাকে পরিবেটন করিয়া নিশা বাক্যে তাহার ব্যভাচকে শতভগ্ন প্রলাপ করিতে থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৬। ২ বি প্রদক্ষিণ। 'চন্দ্র এয়ায় সপ্তবিংশতি দণ্ডে পৃথিবীকে একবার পরিবেটন করে।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৩ বি বেগাও করা। 'আচর্য রমণীয়া লতা তাহাকে পরিবেটনপূর্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৪ বি বেহা। 'নীলবর্ণ গগনে মেঘাবলী ... চন্দ্রমাসকে পরিবেটন করিয়া আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পরিবেটনী বি প্রতিবেশ। 'আচ্চেনো-আচ্চতোলা একটা জাফা বা পরিবেটনী এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হয় ...' মুক্ততবা, ১৯৬০।

পরিবেটিত [স] বিণ পবিভূত। '... বৃহস্পতি পারিপার্শ্বিক চতুষ্টয়ে পরিবেটিত; তজ্জন্মের, চন্দ্রের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধি আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

পরিবেটিতা [স] বিণ স্ত্রী চারদিক থেকে বেটিত। 'বিষের একমাত্র পরিবেটিতাকে জানিয়া অত্যন্ত ...' কীটস্থ, ১৯০৭।

পরিব্যক্ত [স] বিণ সম্পূর্ণ প্রকাশিত। 'আমাদের ভালোমন্দ প্রবৃত্তিগুলি কিছুশে পরিব্যক্ত হইল, অভিযুক্তবান তাহা আমাদিগকে জানাইতে পারে।' রীতস্থ, ১৯০৮। 'সে আশানুরূপে আপনি পরিব্যক্ত।' রীতস্থ, ১৯২৯।

পরিব্যক্তি [স] বি সর্বতোভাবে অভিব্যক্তি। 'আমার ভিতরকার ব্যক্তি সেই পরিব্যক্তিতে নিজেরই বিচার দেখে।' রীতস্থ, ১৯২৮।

পরিব্যক্ত [স] বিণ সর্বতোভাবে ব্যক্ত। 'পরিব্যক্ত বন্দরের মতো মনে হয় যেন এই পৃথিবীকে।' জীবন, ১৯৪৪।

পরিব্যাপ্তি [স] বিণ বিস্তৃত। 'দক্ষিণে সমুদ্রতীরে কন্যাফারী পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

পরিব্যাক্ষ [স] ১ বিণ ব্যক্তি। 'ভারতবর্ষীর মনোহরী সুমুখী এলিয়া খয়ের নানাছানে পরিব্যাক্ষ হইত।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বিণ সর্বখানে ছড়িয়ে-শাক। 'তাহা মুম্বলুঙ্গ সন্তোজিতের মধ্যে পরিব্যাক্ষ হইতে পারে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৩ বিণ সম্যাকীর্ণ। 'নজোমজল পরিব্যাক্ষ করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎফুল হইতে থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৪ বিণ জালঙ্ঘন। 'প্রদীপ কোম্পে পরিব্যাক্ষ হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৫ বিণ বিস্তৃত। 'নীতবানি এক গ্রাম হইতে আর-এক গ্রাম পরিব্যাক্ষ হইয়া থাকে।' রীতস্থ, ১৯০৫।

পরিব্যাক্ষক [স] বি অপ্রাকারী। 'সেবণি, ১৮০৯; 'কাহিনের নামে একজন চীনদেশীয় পরিব্যাক্ষক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তারবর্ষে আসিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৯; 'চৈনিক পরিব্যাক্ষক যোহের সাঙ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পরিভাষা [স পরিভাষ্য] কি ভেবে দেখা। পরিভাউ কি ভেবে দেখুক। 'বোম্ব বড়ায়ি কাহ মনে পরিভাউ।' বড়ু, ১৪৫০। পরিভাউ কি ভেবে দেখুক। 'বম্ব বড়ায়ি কানু মনে পরিভাউ।' বড়ু, ১৫৭০। পরিভাষি কি ভেবে দেখো। 'এরা পরিভাষি মনে কেহে ভেজ যাহের রতনে।' বড়ু, ১৪৫০। পরিভাষি কি বিচার বিতর্ক করে; ভেবে দেখে। 'মদে পরিভাষি কারুণী ভেজহ বিমতি।' বড়ু, ১৪৫০; 'হেনে পরিভাষি চাহিল রাধা।' বড়ু, ১৪৫০। পরিভাষিল কি ভেবে দেখো। 'এই আক্রে মদে পরিভাষিল।' বড়ু, ১৪৫০। পরিভাষি কি ভেবে দেখে। 'কাহ মনে পরিভাষি যোহের যুগাণী।' বড়ু, ১৪৫০; 'মদে পরিভাষি কারুণী আশার বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

পরিভাষা [স] ১ বি প্রদানবাক্য। 'বৈদ্যনাথের অন্তিম কপিরাঙ্গের চিকিৎসায়ে যে কত সংখ্যক লোকসন্নিহিত হইয়াছে তাহা এইরূপে

পরিভাষায় উক্ত হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮০৭। ২ বি বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দ। 'ভৌগোলিক পরিভাষা-নির্দেশই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।' রীতস্থ, ১৯১২। 'এইসব অনন্তব তত্ত্ব আর কীলক শিশির' পরে তোরের আলোর অতীত রাত্রির পরিভাষা।' জীবন, ১৯০০।

পরিভাষানির্দেশ [স] বি পরিভাষা নির্ধারণ। 'ভৌগোলিক পরিভাষা-নির্দেশই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।' রীতস্থ, ১৯১২।

পরিভাষাধীন [স] বিণ সন্তোষাধীন। 'সে পৃথিবীর তাহা ছেড়ে পরিভাষাধীন।' জীবন, ১৯০০।

পরিভুক্ত [স] বিণ অধিকৃত। 'প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হইলে তখন ঐ ধন রাজকোষে পরিভুক্ত হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পরিভূ [স] ১ বিণ সর্বেশ্বর বিরাজমান। 'বার্ষ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূ।' রীতস্থ, ১৯১৬। ২ বিণ পরিভুক্ত। 'মাতৃবিদ্যা পরিভূ কবির কটখাস।' সূরীস্থ, ১৯৪০।

পরিভূষিত [স] বিণ বিশেষভাবে ভূষিত। 'সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্য-বিশ্বনের পরিভূষিত উৎসব।' রীতস্থ, ১৯৩৬।

পরিভোষ [স] বি পরিভোষ। 'কর্ণকলাদুয়ারী ফল পরিভোষে আসিতে পারে।' মশাররক, ১৯০৮।

পরিভ্রমণ [স] ১ বি প্রদক্ষিণ। 'হর্ষেল ২০১৬০০০০০ যোজন দূরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করে।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বি পর্বত। 'লোকস্বহাস দেখে যে হিন্দুর কোনকালে সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন নাই।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বি পূর্ণ। 'জন্মরীকে অতি প্রভাবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।' অক্ষর, ১৮৫২।

পরিভ্রষ্ট [স] বিণ বিচ্যুত। 'যে দিন হইতে আর্থাজাতি মুক্তিয়ার পরিভ্রষ্ট হইলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পরিভ্রান্ত [স] বিণ উদ্ভ্রান্ত। 'ওরি মায়ে পরিভ্রান্ত যদ্যতো সে একা পাহ।' রীতস্থ, ১৮৯৮।

পরিমল [স] বিণ বর্জল। 'ন্যায়োপরিমল-তনু চৈতন্য গুণধাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরিমলঙ্গী [স] বি আবহ। 'এ-সব পরিমলঙ্গীর ভিতর মানুষ আপনায় মানবত্বকে উপলব্ধি করে।' রীতস্থ, ১৯০১।

পরিমলঙ্গ [স] বিবিশি পরিমলি ব্রুড়ে: গ্রাম জুড়ে। 'পরিমলঙ্গ বাহিত অলকানন্দা।' সূরীস্থ, ১৯৩২।

পরিমল [স] বি সুগন্ধ। 'পল্লভাঙ্গাতি পরিমল পরিভাট।' বড়ু, ১৪৫০।

পরিমলকর [স] বি মধুর আকর। 'ফলিল কি এব পরিমলকর ফুলে, হার, হলাহল।' মাইকেল, ১৮৬২।

পরিমলবাহী [স] বিণ সুগন্ধবাহক। 'পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবাহু।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

পরিমল-সুধা [স] বি সুগন্ধকর অমৃত। 'কমল-কাননে অমৃত কমল যেন সহসা ফুটিয়া দিল পরিমল-সুধা মুমুগ্ন অনিলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পরিমাপ [স] ১ বি মস্তর মাপ; মাত্রা। 'কত করিয়াছে মাছল, তুণ-পুলি পরিমাপে জানিব পরিমাপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সীমা। 'অগার সমুদ্র আল নাই পরিমাপ।' কীটস্থ, ১৬৮৯। ৩ বি মস্তর সূচক অংশ। 'তিল পরিমাপে বাইলে উদর ভরও।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি ব্যাক্তিগণ। 'ইহার পরিমাপ ৪,৩২,০০০ বঙ্গের।' সূর্যভট্ট, ১৮১০। ৫ বি তুলনা। 'অবশীর সকল ভাষা একদিক, আর অন্য দিকে সূচক

সুমধুর শব্দ তন্ত্রাকার মহাতাড়া সংকুতক্রে পরিমাণ করিলে ...।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৬ বি হিসাব। 'এমনে দক্ষের পরিমাণই গ্রহণিত ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৭ বি পরীক্ষা। 'স্বতন্ত্রভাবেক বিদ্যার মতাদৃশ্যের মতকরে তাপ বিশেষকরণে পরিমাণ দ্বারা লোকের তত্ত্বতত্ত্ব চরিত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে।' অক্ষর, ১৮৫০। ৮ বি মাত্রা। 'মানব জাতির জ্ঞাননৈবে যে পরিমাণে পদ্ধতিত্ব হইবে ...।' অক্ষর, ১৮৫৫। ৯ বি আয়তন। 'ক্যান্ডিডলি সব এক পরিমাণ নয়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

পরিমাণপত [স] বিণ পরিমাণ করা যায় এমন। 'পরিমাণপত অসীমকে ক্রমি অসীম বল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পরিমাণবুদ্ধি [স] বিণ পরিমাণপত বিচার। 'শিকার কাজই হচ্ছে বুদ্ধির উৎকর্ষবুদ্ধি, পরিমাণবুদ্ধি নয়।' মোতাহেব, ১৯৫০।

পরিমাণবোধ [স] বিণ পরিমিতিবোধ; মধ্যজ্ঞান। 'ইরেজ মনে করে প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত অবিদ্যার পরিমাণ বোধ হ্রিতা ও নীত আসে।' জীবন, ১৯০১।

পরিমাণা [স] পরিমাণ। 'কি পরিমাণ করা। পরিমাণ কি পরিমাণ করে।' দিগ্ধ কবিত মহাসুখ পরিমাণ।' চর্চা ১, ১২০০। পরিমাণি, পরিমাণী ১ কি আশিষ্ট হয়ে। 'বেই বিদুশ্বন তর পরিমাণী।' চর্চা ৪৫, ১২০০। ২ কি বিবাহ করে। 'তান ব্যাক সভানে লৈল পরিমাণি।' সুপ্তান, ১৭০০।

পরিমাণানুসারে [স] পরিমাণ-অনুসারে। ক্রিয়িক মজানুসারে। 'পরিমাণানুসারে বুদ্ধি ও বস্তুসম্পন্ন।' গ্রন্থাবলী, ১৮৭৩।

পরিমাণ [স] বিণ বিবেচনা। 'অনেকের কাছে ভাবের সত্যমিথ্যা ওজন-সমূহ পরিমাণ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পরিমাণক [স] ১ বিণ পরিমাণ নির্ধারক। 'অন্ত বিদ্যা' ক্রেত পরিমাণক বিদ্যা গোলাখ্যায় জ্যোতির্বিদ্যা ...।' দর্পণ, ১৮৩৯। ২ বিণ পরিমাণকারী। 'যে সকল প্রাথমি পরিমাণক রেখা এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাধ আছে, তাহারদিসের নাম মধ্যাক্ষিক রেখা।' অক্ষর, ১৮৪৯।

পরিমাণ্যতা [স] বিণ পরিমাণপত। 'স্বতন্ত্রত্বের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যত্বকানের পরিমাণ্যতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পরিমার্জিত, পরিমার্জিত [স] ১ বিণ পরিমার্জিত। 'করালি ও জ্যোতেন প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বহুভাষা অশ্যানি পরিমার্জিত ও উন্নত হয় নাই।' অক্ষর, ১৮৫৫। ২ বিণ বহু। 'সরসেরের চোখ রক্ত সযত্ন অনেক বেশি পরিমার্জিত।' প্রশ্ন, ১৯০৫।

পরিমিত [স] ১ বিণ পরিমাণ মাত্রা। 'স্বত্ব শশী বেশ শশী পরিমিত মক।' বিজয়, ১৯০০। ২ বিণ বিবেচনা করা যায় এমন। 'এখা কোন বিন আছে নাই পরিমিত।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯। ৩ বিণ মাপনিশিষ্ট। 'উত্তে এক লত দশ ছত্ৰ পরিমিত হইবে।' দর্পণ, ১৮২৮। ৪ বিণ সংকীর্ণত। 'প্রত্যেক নাম ৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত।' দর্পণ, ১৮৩২। ৫ বিণ প্রয়োজনের বেশি নয় এমন। 'বসুন্ধরা সৎকরণ কাল পরিমিত ধন দান করেন।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৬ বিণ মাপা হয়েছে এমন। 'দুর্ভাতা পরিমিত হই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

পরিমিত ব্যারী [স] বিণ যথার্থ ব্যয় করে এমন। 'ভট্টলীয়ার লোক পরিমিত ব্যারী।' অক্ষর, ১৮৪১।

পরিমিতভাবী [স] বিণ প্রয়োজনানুরূপ কথা বলে এমন। 'আজ্ঞাবাহী সত্যবাদী পরিমিতভাবী মিথ্যাবোধী যথার্থবাদী।' চন্দ্রিকা, ১৯০৫।

পরিমিতি [স] বিণ পরিমাণ বোধ। 'দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উপমিতি, অনুমিতি, পরিমিতি, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা পদার্থবোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি।' অক্ষর, ১৮৪৯।

পরিমৃতা [স] বিণ উত্তরগত সম্ভিত। 'তার মধ্যে পরিমৃতা নৃত্যের বর্ণন।' কৃষ্ণকমল, ১৮৮০।

পরিমৃত [স] বিণ দৃশ্যমান। 'অপূর্ণ কামনা যেন ইচ্ছা-পাথরে পরিমৃত হয়ে উঠেছে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

পরিমোচন [স] বিণ দূরীকরণ। 'অশান বর্ণ পরিমোচন করে এমন সুবর্ণগতিরা।' দর্পণ, ১৮২৮।

পরিম্মান [স] বিণ অত্যন্ত মলিন। 'বর্ষাতার গ্লানি বহে যৌন মন/অনুভূত পরিম্মান মৌল নিরাশার।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

পরিম্মান [স] বিণ সমাধান। 'প্রীমুত কৃষ্ণকল বসুন্ধরা ভবনে উক্ত ব্যাপারের পরিম্মান হইয়া থাকে।' কৌমুদী, ১৮৩০।

পরিম্মা [স] বিণ জাতিভেদ প্রাচ্য অনুসারী দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়-বিশেষ। 'সর্বলোকে অধম জাতির নাম পরিম্মা।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

পরিম্মিত [স] বিণ সংযুক্ত। 'লিঙ্গী একাকৃতি দ্বারা পরিম্মিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরিম্ম, পরিম্ম, পরিম্ম [স] বিণ আদর্শ। 'মাগরে তব পরিম্ম। প্রেমতরে সুদর্শন তব ছবি জ্বলিছে।' বিদ্যাগতি, ১৮৬০। 'পরিম্মে যৌবনীয় অহ। রক্ত সমুদ্র পুন দেবীত্ব তব।' বিদ্যাগতি, ১৮৬০। 'হার টুটল পরিম্ম' মেলি।' গৌরবিশ, ১৮৩০।

পরিম্মিত [স] বিণ পর্বেকরণ করা হয়েছে এমন। 'বিশেষ অনুভবনসহ সেবিলে, এই ভূমিকম্পের অবস্থা বিধিবা পরিম্মিত হয়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পরিম্মক্য [স] বিণ লক্ষ্য করা যায় এমন। 'শাসার চল একমাত্র গুজরাটের মধ্যেই পরিম্মক্য।' জল্পনা, ১৯২৯।

পরিম্মক্য দ্র পদার্থ।

পরিম্মোচনা [স] বিণ সার্বিক বিচার; পর্যালোচনা। 'পরিম্মোচনা করে দেখুন, ... আপনাকে একটি কার্য করে হবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

পরিম্মা, পরিম্মা [স] পরিবেশন। 'কি পরিবেশন করা। পরিম্মে কি পরিবেশন করে।' 'তিন ধানে অল্প দানী আপনি পরিম্মে।' শ্রুতায়, ১৭৫০। পরিম্মএ কি পরিবেশন করে। 'টটকা সন্ন্যাস রামা পরিম্মএ জাত।' মুহুরন, ১৮০০।

পরিম্মান [স] পদার্থোদ্য বিণ চিত্তিত। 'প্রজ্ঞাকে যে কি পর্ষত হয়রান-পরিম্মান করা যায়।' প্রশ্ন, ১৯১৯।

পরিম্মা [স] ১ বিণ অতিদূর স্বভিমানয়ক। 'বিমুক্ত আত্মা নির্বল পরিম্মা প্রণাত প্রোমান দ্বারা অশ্রুত প্রাপ্তি রহিতায়ে।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বিণ সর্বভাষ্যে শব্দ। 'পোশিতকাল কালভ্রমের বিধৌ বিবাক দর্প পরিম্মা হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরিম্মিষ্ট [স] ১ বি প্রাচ্যদ্রি পদার্থে নিখিত অতিরিক্ত অংশ। 'পরিম্মিষ্ট শিখর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ বি পদার্থ অংশ। 'চুক্রটের পরিম্মিষ্টা এদিকে ধরে বলেন ...।' শিবরাম, ১৯৭০। ৩ বি পদার্থ অংশ। 'আমরা এখন জীবনের পরিম্মিষ্টে পড়ি।' সেলিনা, ১৯৭৫।

পরিম্মিলন [স] বিণ পরিচর। 'আজ্ঞাকে পদার্থ প্রাপ্তি হইলে আত্ম-প্রকৃতির পরিম্মিলন করা অভাবশক্তি।' রতনশর্মা, ১৮৭২।

পরিম্মিলিত [স] বিণ সত্য; মার্জিত। 'কবি লোকটি আত্মিক

শব্দতত্ত্ব

পরিশীলিত জ্ঞানের যোগ্য প্রতিনিধি।' *মোহনদাসী*, ১৯৩৫।

পরিতক্ক [স] ১ *বিশ* পরিত। 'অনুরূপ পদ্য পরিতক্ক সভ্য ধর্ম সাহোদন করা কর্তব্য।' *অক্ষর*, ১৮৫৪। ২ *বিশ* পরিতক্ক। 'এক্ষণে বিদ্যা যেমন পরিতক্ক পরিভ্রমণ পরিধান করিয়া সভ্য-জ্যোতিষ প্রকাশ করিতেছে।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

পরিতক্কবেশ [স] *বি* পরিত পোশাক। 'সৌচ ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক পরিতক্কবেশে পরিতক্ক হুলে উপবিষ্ট হইয়া।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পরিতক্ক [স] *বিশ* বিষয়; জ্ঞান। 'এলিঙ্গ সেই আরতিম নয়নে পরিতক্ক মুখে বিকৃত শয্যা হইতে চমকিয়া উঠিলেন।' *মঙ্গলরত্ন*, ১৮৮৭।

পরিশূন্যতা [স] *বি* অত্যধিক রিক্ততা। 'মান্যমান ও হিতাহিতজ্ঞান পরিশূন্যতা সংঘটিত হইয়া থাকে।' *কল্লভসুন্দর*, ১৮৭৬।

পরিশেষে [স] ১ *বি* শেষকাল। 'পরিশেষে তিনি তথা হইতে সরাইতে দিখিয়া আসিয়া দিবরপুলে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* অবশেষে। 'পরিশেষে, প্রায়শ্চল্য বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া ...।' *সিঙ্গা*, ১৮৫৬।

পরিশোধ [স] ১ *বি* সেনা শোধ; ফিরিয়ে দেওয়া। 'উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অজ্ঞত সৈনিকের তাহার পরিশোধ করিবেন।' *রামকোষ*, ১৮২৫। ২ *বি* সেনা শোধ। 'তাহারদের হিসাবি সেনার পরিশোধের কার্য।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

পরিশোধক [স] *বিশ* পরিশোধনকারী। *সেবধি*, ১৮৩৯।

পরিশোধিত [স] *বিশ* শোধন করা হয়েছে তখন। 'এ হুলে সমুদ্রের লবণবৃত্ত মীর, পলার গুণে এই প্রকার পরিশোধিত হয়।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

পরিসোম, পরিসোম [স] *বিশোধিত*। *বি* সেনা শোধ; ফিরিয়ে দেওয়া। 'মহা জেট ভদ্রা পরিসোম করিব।' *মেরু*, ১৭৫৭। 'মুখি' রাসে পরিসোম করিব।' *ওর্দা*, ১৭৮২; 'পরিসোম হইবেক।' *কাল্যানে*, ১৭৮৯।

পরিশোধিত [স] *বিশ* শোধনমত। 'সিদ্ধাব্যবস্থা পরিশোধিত পুণ্ডিত বিরাজমান হইয়া ... জগৎ সুখানুভূতি করিতেছিলেন।' *অক্ষর*, ১৮৪৬; 'স্বাধ্যায় পরিশোধিত হইয়া প্রবাসী রাজার অপেক্ষা করিতেছে।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

পরিশোধিত [স] *বিশ* শোধনমত। 'খন্যাত লোকদিগের ঐরাই এ দেশী বসে পরিশোধিত হইয়া পেল।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

পরিশোধিত [স] *বি* পুণ্ডিতশব্দক। 'যে রাজনৈতিক পরিবেশ নিম্নক একন্যায়কোষের পরিশোধিত করিতে সক্ষম ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পরিশোধিত [স] *বিশ* সম্পূর্ণরূপে শোধিত। 'আজ তাহা ... রক্তবর্ণ পাকের মধ্যে পরিশোধিত হইয়া পেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিশ্রম [স] ১ *বি* কাতোর খাটনি। 'ভূমি-খুলি পরিমাণে আনিব পরিশ্রম।' *কুজাস*, ১৫৮০। ২ *বিশ* কট। 'পহুগত পরিশ্রম পাইব অপর।' *বারাহ*, ১৬৫০। ৩ *বি* মেঘনব। 'মহেবা আশ্বিক পরিশ্রম করিতে পারে ও তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২০।

পরিশ্রমকারী [স] *বিশ* শ্রমনিষ্ঠ। 'পরিশ্রমকারী মানুষদের সংঘর্ষরূপে দেখিলেন।' *উমর*, ১৯৬৮।

পরিশ্রমজনক [স] *বিশ* খুব খাটতে হয় এমন। 'এইরূপ পরিশ্রমজনক ... কার্যে আমি অনেক বন্দের ক্ষেপন করিয়াছি।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

পরিশ্রমজাত [স] *বিশ* পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন। 'তাহার কার্যকার্য বিশোধিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

পরিশ্রমপূর্বক [স] *ক্রিয়* পরিশ্রমের সঙ্গে। 'বস্ত্র ও পরিশ্রমপূর্বক তাহা নিক্ষেপ করে ও মিতব্যয়ী হয়।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

পরিশ্রমলভ্য [স] *বিশ* পরিশ্রম দ্বারা লাভ করতে হয় এমন। 'আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য।' *সিঙ্গা*, ১৮৫১।

পরিশ্রম-শক্তি [স] *বি* পরিশ্রম করার ক্ষমতা। 'বুদ্ধিবিদ্যার সঙ্গে যার সেহে অসাধারণ পরিশ্রম-শক্তি থাকে ...।' *প্রথম*, ১৯২৭; 'বিশ বন্দের মানুষের যে পরিশ্রমশক্তি নিয়োজিত হয়।' *ভাঙ্গা*, ১৯৪৩।

পরিশ্রমসাধ্য [স] *বিশ* পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যায় এমন। 'সে-আশ্রমের যাবতীয় পরিশ্রমসাধ্য কর্মচারী তিনি একাই এত এতকাল বহন করিলেন।' *বনকুল*, ১৯৩৬।

পরিশ্রমি [স] *বিশ্রমী*। *বিশ* পরিশ্রম করে এমন। 'পরিশ্রমি গভীর লোকেরা।' *জ্ঞানদেব*, ১৮৩৩।

পরিশ্রমী [স] *বিশ* পরিশ্রম করে এমন। 'আমি তাদের কোন পরিশ্রমী জন্তর মধ্যে নহি।' *ভক্তিশ্রী*, ১৮০৩।

পরিশ্রমোপলব্ধি [স] *বিশ্রমোপলব্ধি*। *বিশ* শ্রম দ্বারা জীবিত্য নির্বাহ করে এমন। 'এইরূপক অরুহ নিম্ন পরিশ্রমোপলব্ধি যোজন ... অতিদুর্লভা ঘটন্যাহে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

পরিশ্রম [স] *বিশ্রম*। *বি* কাতোর খাটনি। 'সুরত পরিশ্রম সত্তোষের ঊর্ধ্ব উত্তম ভূমি গেল সিনির সমীর।' *বিন্দ্যাপতি*, ১৪৬০।

পরিশ্রমি [স] *বিশ* ক্রান্ত। 'তাহারা পরিশ্রম হইলেই তঁকি বদন হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

পরিশ্রান্ত [স] *বিশ* ক্রান্ত। 'শকুন্তলাকে পরিশ্রান্তার ন্যায় অবলোকন করিতেছি।' *মুখসেন*, ১৯৭০।

পরিশ্রান্ত [স] *বিশ* অবস্থান্তর। 'ইহার দুটি পাই ... ইহার এক বৃক্ষই পরিষক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিশ্রম, পরিষক [স] ১ *বি* সভাসদ। 'তিনি পরিষদবর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন - মিত্রেশ। আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।' *অক্ষর*, ১৮৫৪। ২ *বি* পরিষদ; সভা; পরিষদ। 'সব ভকতে তব আনে এ পরিষদে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১; 'আমার অনুরোধ পরিষক গ্রহণ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পরিষদবর্ণ [স] *বি* সভাসদবর্ণ। 'তিনি পরিষদবর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন - মিত্রেশ। আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

পরিষদী [স] *বিশ্রমদী*। *বিশ্রম* সম্বন্ধীয়। 'মোহনদাস লীগের নাম লইয়া বর্তমানের পরিষদী রাজনীতির সাথে জড়াইতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬২।

পরিষদী [স] *বিশ্রমদী*। *বিশ্রম* সম্বন্ধীয়। 'আমাদের পরিষদী ও বাহিরের রাজনীতির বিশৃঙ্খলার পাতাতে হারত অনেক কার্যকর হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

পরিষা [স] *বিশ্রমোপলব্ধি*। *ক্রি* পরিষেবন করা। 'হাসিনা পরিষে বাসা বাসিয়ার ঠি।' *মুদ্রল*, ১৬০০।

পরিষার [স] ১ *বিশ* স্পষ্ট। 'এ বিষয়ে পরিষারের এমন পরিশ্রম দাঁড়া কহিলেন।' *ভক্তিশ্রী*, ১৮০৩। ২ *বিশ* আবরণীয়ভূত। 'দীপ পরিষার হইলে প্রথম তুলার ঢাল করা যাইবে।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বি* পরিশ্রম। *সেবধি*, ১৮০৯। ৪ *বিশ* পরিষদ; সভা। 'পরিষদের বস্ত্র পরিষার। তাহা আবশ্যক।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ৫ *বিশ* বাহাদুরী। 'আমাদের অতীতসামনের পথ পরিষার করেন।' *অক্ষর*, ১৮৫১। ৬

বিল বহু। 'সেই বৃক্ষে আঘাত করিলে খুব পরিহারে জল নির্গত হইয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৭ বিণ শাণিত। 'এই কয়েকটি কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পরিহার এবং সম্ভাব্য বৃদ্ধিশীল হয়।' প্যারী, ১৮৫৮। ৮ বি বোলাখুশি। 'জমিদারগণ এবং প্রজাদের সম্বন্ধ অদ্যাপি পরিহারে হইল না।' সুমন্ত, ১৮৭৩। ৯ বিণ মেঘমুক্ত। 'কাল সমস্ত দিন বেশ পরিহারে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১০ বি পরিপািত। 'তুমি একটু পরিহারে হইয়া লও।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ১১ বিণ বিচারক্ষম। 'ওঃ আশনার কি পরিহার মাথা।' মুক্ততর, ১৯৪৯। ১২ বিণ নিষ্কটক। 'কোন জমি পরিহারে পাবে না।' প্যামর, ১৯৬৭।

পরিহারকর্ত্ত [স] বি স্পষ্ট গলা। 'পরিহারকর্ত্তে যুবক শিক্ষক জ্বাব দেয়।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

পরিচ্ছৃত [স] ১ বিণ বহু; নির্মল। 'জল পরিচ্ছৃত, এবং সূর্য প্রসীত।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ পরিচ্ছন্ন। 'জরীর কাপড় ও পরিচ্ছৃত কোঁচার দ্বারা, আশনি বড় মানুষ সাজে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ বনজঙ্গল কেটে বাস-উপযোগী কৃত। 'তাহাকে এক্ষণে বন পরিচ্ছৃত ভূমি অর্পণ করিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৪ বিণ মেঘমুক্ত। 'পশুপমজল মেঘশূন্য হইয়া পরিচ্ছৃত হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৫ বিণ উন্মুক্ত। 'ভদীয় গ্রন্থপরিচ্ছন্ন দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সুচারুরূপ অনুশীলনের পথ পরিচ্ছৃত হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৬ বিণ বাধাহীন। 'তখনো তাহাদের প্রকৃত মহত্ত্বের পথ পরিচ্ছৃত হয় নাই।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পরিষ্কার [স পরিষ্কার] বিণ আবর্জনামুক্ত। 'নগর ব্যাব্যবস্তী কর পরিষ্কার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পরিষ্ঠিত [স পরিবেশিত] বিণ পরিবেশিত। 'বিকালে বেঞ্জন দশ পরিষ্ঠিত চারি রস।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পরিসংখ্যান [স] বি কোনো বিষয়ের তথ্যজ্ঞাপক হিসাব বা সংখ্যার সংকলন। 'একশত বৎসরে লগুন নগরে বড় শিতর জন্ম ও মৃত্যুর ইয়া তাহার পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে ...।' অক্ষর, ১৮৪৬।

পরিসমাখ্ণ [স] বিণ শেষ। 'সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গল-মিলনেই পরিসমাখ্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরিসমাখ্ণি [স] বি অবসান। 'নৃপতি যখন আত্মকর্তব্য বিষয়ের পরিসমাখ্ণি বিধানে অস্ত্র্যত্যাগ ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাখ্ণি।' জগদীশ, ১৮৯৫।

পরিসর [স] ১ বি জায়গা। 'দ্বাপল চরাইতো নাথি পরিসর স্থল।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি সীমা। 'সহস্রেক গুহ ভরি একশত দ্বার করি এক ক্রোশ কর পরিসর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি গ্রহ। 'দিক মাণি পশ্চাত পরিসর পোয়াসাত ...।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

পরিসীমা [স] ১ বি সীমা। 'মাতা পিতার দুঃখের পরিসীমা ছিল না।' কেরি, ১৮০২। ২ বি শেষ। 'তাহার অনুভূত-তাপিত কদম আর শান্তিরসে অর্ধ হয় না, এবং মনের গ্রানির আর পরিসীমা থাকে না।' অক্ষর, ১৮৪৯।

পরিসূক্ষ [স] বিণ অতিসূক্ষ। 'আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ ভাবাচ্ছাদ্য দেখিতে পাই না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পরিসেবিত [স] বিণ সেবাপ্রাপ্ত। 'অনন্ত পবিত্র পরিসেবিত ক্রমানন্ত বিবাববির বিশিষ্ট।' ভবানী, ১৮২৫।

পরিহার, পরিহান দ্র পরি

পরিহিত [স] ১ বি চারদিকের অবস্থা। 'একটা অসহনীয় পরিহিত এসেছে হাড়ে হাড়ে হাড়দল না করা পর্যন্ত ...।' ধূম্রী, ১৯০১। ২

বি ক্ষেত্র। 'সেই ডাঙর বেশী করে অনুভূত হয় শিক্ষা ও খাদ্য পরিহিতিতে।' কোম, ১৯৪৮।

পরিহিত [স] বিণ বিয়োত। 'ইসলামের গুণ্য ধারায় আরব জাতির সেই মন পরিহিত করিয়াছেন।' সত্তপাত, ১৯২৮।

পরিষ্পর্শ [স] বি সংস্পর্শ। 'তোমার লাণ্যপূর্ণ কোমল কদমের পরিষ্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না।' বিদ্যা, ১৮৯২।

পরিষ্কীত [স] ১ বিণ পরিপূর্ণভাবে মুগ্ধে আছে এমন। 'তরুণ মন একবারে সর্বদা পরিষ্কীত হইয়া ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ বিশেষভাবে প্রবল। 'ভেবেছিলি চির চিরন্তন কালাবর্তপরিষ্কীত, পরজীবী হস্তের বন্দনে।' সূর্য্যসু, ১৯২৮।

পরিষ্কীতি [স] বি সর্বতোভাবে স্কীতি। 'তার ব্যাঞ্জে বন্ধনের উত্তরোত্তর পরিষ্কীতি দেখে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরিষ্কৃত [স] ১ বি স্পষ্ট। 'একবারে হতাশা হইয়া, পরিষ্কৃত রবে ক্রন্দন করিতেছে।' অক্ষর, ১৮৫০। ২ বিণ প্রকাশিত। 'পরিষ্কৃত করা হয় নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৩ বিণ বিকশিত। 'যৌবনের মতো পরিষ্কৃত হাসি মুক্তি শিউলিফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি উন্মোচিত। '... জন-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিষ্কৃত হয়ে যায়।' মানিক, ১৯৩৫।

পরিষ্কৃতম [স] বিণ সবচেয়ে পরিষ্কৃত। 'সেই সেধা মম পরিষ্কৃতম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পরিষ্কৃত্য [স] বি প্রকাশমানতা। 'এই তাবের সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পরিহিত [স] ১ বিণ নিসৃত। 'তাহাদের গন্তস্থল বহিরা অক্ষমারা পরিস্রুত হইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বিণ হৈকে শোণিত। 'পরিহিতসুদূর নিদারের অসুস্থত ছিল।' সূর্য্যসু, ১৯৪০।

পরিহরণ [স] বি সর্বতোভাবে আহরণ। 'পাপ তাঁকে ... অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পরিহর [স পরিহরণ] বিণ পরিহৃত করা। পরিহর ১ কি পরিভ্যাগ করে। 'তপ্তে পরিহর কাহাণি আবার আশে।' বড়, ১৪৫০। 'এহা জাণী না পরিহর রাখা।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মোচন করে। 'ধর্মবক্ত কলেবর পাপ দুঃখ পরিহর।' বাহরাম, ১৬৫০। পরিহরহ কি পরিভ্যাগ করছে। 'তপ্তে কহে আকা পরিহরহ মুরারী।' বড়, ১৪৫০। পরিহরি কি ভ্যাগ করে। 'মিথ্যা না বশিহ কহ লজা পরিহরি।' মালাধর, ১৫০০। পরিহরিলে কি পরিভ্যাগ করছে। 'আকা পরিহরিলে/ভাল না পাইবে।' বড়, ১৪৫০। পরিহরী কি পরিহার করছে। 'হেন রূপে কাহাইকে কহে পরিহরী।' বড়, ১৪৫০।

পরিহসনীয়া [স] বিণ ক্রী পরিহাসের যোগ্য। 'পরমপরিহসনীয়া শ্রীমতী লাড়জায়া-ঠাকুরানীর নিকটে দ্বানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদযোগ করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরিহার [স] বি মুক্তি। 'চতাবলী মাগে পরিহারে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পরিভ্যাগ। 'এ বোল সুনিদ্রা অন্ধর করে পরিহার।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি বিদায়। 'তবে বিদ্যা পরিহার মাণিল কান্দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ বি অধীনতা। 'অনুদিত প্রভুপদে মাণি পরিহার।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বি পরাজয়। 'চক্রবর্তী সকল মানিল পরিহার।' রূপায়, ১৭৫০। ৬ বি অপদান। 'চারি দিকে মহম্মদের করে পরিহার।' ভারত, ১৭৬০। ৭ বি বিসর্জন। 'অর্ঘ সাময়্যীর নিমিত্ত অমূল্য জীবন পরিহার করা অর্ন্তজীবনের কার্য।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পরিহার করা

পরিহার করা ক্রি বাদ দেওয়া। 'সমস্ত আঁঠি আঁশ এবং জ্বালী অংশ পরিহার করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পরিহারক [স] বিশ বর্জনকারী। সেবধি, ১৮৩৯।

পরিহারবানী [স] বি অনাসরসূচক বাক্য। 'কত না বুলিবোঁ তাহে পরিহারবানী।' বক্তৃ, ১৪৫০।

পরিহারার্থ [স] পরিহার-অর্থ ক্রিবিণ বর্ণনের জন্যে। 'ভদ্রদেব পরিহারার্থ বসন্তাষা সংক্রান্ত সংকৃত শব্দ সকল সংকলন পূর্বক ...।' মর্পণ, ১৮৩৮।

পরিহারার্থে [স] পরিহার-অর্থে ক্রিবিণ ভ্যাসের জন্যে। 'দয়্যর্দ্র মহাত্মা পরশীড়া পরিহারার্থে যত শুভ প্রস্তাব উপস্থান করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পরিহার্য, পরিহার্য্য [স] বিশ পরিত্যজ্য। 'শব্দগুলি একাসে পরিহার্য্য।' যজ্ঞয়, ১৮৮৭।

পরিহার্য [স] পরিহাস্য বি ভাষাশাস্ত্র। 'হার্য পরিহার্য করে কৃষ্ণ গোপনানি।' মাল্যধর, ১৫০০।

পরিহাস [স] ১ বি কৌতুক। 'আম্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।' বক্তৃ, ১৪৫০; 'বালা সএও জব রহই। তরুনি গাই পরিহাস উঁহি করই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ব্যঙ্গ। 'ভাষ্যদ্বিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরিহাস ও বিদ্রুপ করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পরিহাসক [স] বিশ পরিহাসকার। 'পরিহাসকদের সহিত পরিহাস করিয়া ...।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১২।

পরিহাসকটুটি [স] বিশ পরিহাসের কটুটিতা আছে এমন। 'বাধা তার পরিহাসকটুটি মুখ নিয়ে এসে মাড়ায় নি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পরিহাসপটু [স] বিশ হাস্যরসিক। 'পরিহাসপটু সুবলিক কান্ড সেবিয়া ... বহুতু করিমাত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পরিহাসপটুতা [স] বি রসিকতার পারদর্শিতা। 'এলাভকরণে আসে পরিহাসপটুতা, সামলানো নাহি যায় অকাল কটুতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পরিহাসপ্রবৃত্তি [স] বি রসবোধ। 'আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাসপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পরিহাস-শ্রিয় [স] বিশ ঠাট্টাশ্রিয়। 'কোন পরিহাস-শ্রিয় সুবক্তা পুরুষ তাহার শিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, উটি কি।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পরিহাসময় [স] বিশ কৌতুকময়। 'এদিকে পক্ষ সাক্ষ আসে প্রায় পরিহাসময় কাকদলজ্ঞার যোয়্য কপালি ঠমকে।' সঙ্গ, ১৯৬৯।

পরিহাসরাসিক [স] বিশ পরিহাসপটু। 'পরিহাসরাসিক মার্ক টোয়েন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরিহাস রসিকা [স] বি ক্রী পরিহাস করতে ভালোবাসে যে। 'বাসর-ঘরে অনেক ভালমশা দেখেছি পরিহাস-রসিকাদের হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরিহাসী [স] বিশ ক্রী পরিহাসপ্রবণ। 'শয্যা-তোলা কড়ি মাশে পরিহাসী জন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পরিহাসোচ্ছল [স] বিশ পরিহাসে উচ্ছলিত। 'চৈর বেশি পরিহাসোচ্ছল হবে।' জীবন, ১৯৩২।

পরিহাস্য [স] বি পরিহাস। 'হাস্য পরিহাস্য নাহি বিরস বদন।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

পরিহিত [স] বিশ পরে আছে এমন। 'সাদাশোশাক পরিহিত ব্যক্তি।'

ওয়ালী, ১৯৬৩।

পরিহিতা [স] বি ক্রী পরিধান করে আছে যে। 'ভাবছেন দুল-পরিহিতার কথা।' ওয়ালী, ১৯৪২।

পরী হ্র পরি'

পরীজাদী হ্র পরি'

পরীশ্বর হ্র পরি'

পরীস্থান হ্র পরি'

পরীক্ষক [স] ১ বি পরীক্ষা গ্রহণকারী। 'তাহার পরীক্ষক শ্রীযুত ডেভিড হের সাহেব ছিলেন ...।' জ্ঞানদেবদণ্ড, ১৮৩৮। ২ বি পরীক্ষণকারী। 'পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'মন নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি পরীক্ষার্থীর কাজের বিচারক। 'নির্বোধ পরীক্ষকতত্তা তাহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না।' শত্ৰু, ১৯১৭।

পরীক্ষণ [স] বি যাচাই। 'জ্যেষ্ঠ মাসের তাতে তারে কৈল পরীক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৃষ্ণ উপাঙ্গীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরীক্ষয়িত্তী [স] বি ক্রী পরীক্ষক। 'পরীক্ষয়িত্তী যখন স্বয়ং সারীয়ে সমুখে উপস্থিত ছিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরীক্ষ্য [স] ১ বি যোগ্যতা বিচার। 'তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি যাচাই। 'বিনে পরীক্ষায় অন্ন না করিব বোলে।' বিজয়, ১৬৫০; 'কেমত ধার্মিক সার একে একে সন্তবার তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।' বহরাম, ১৬৫০। ৩ বি শিক্ষার মান যাচাই। 'বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গণ শনিবার পরীক্ষা।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

পরীক্ষাকাল [স] বি শিক্ষার মান যাচাইয়ের সময়। 'ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষাকালে মহানুভব বীটনসাহেব ... অনুগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পরীক্ষাপার [স] পরীক্ষা-আপার বি যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে; দায়বর্তেরি। 'পরীক্ষাপারের অভাব ব্যতীত আরও কিছু আছে।' জগদীশ, ১৮৯৫; 'সেই পরীক্ষাপারের মধ্যে প্রবেশ করে কী দেখলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পরীক্ষাধীন [স] পরীক্ষা-অধীন বি পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় আছে এমন। 'এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন।' যজ্ঞয়, ১৮৭৫।

পরীক্ষাপত্র [স] বি উত্তরপত্র। 'আমরা চাহুতী ব্যটিয়ে ঘুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরীক্ষাশ্রিয় [স] বিশ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত করে এমন। 'পরীক্ষাশ্রিয় সাধনশীল পুরুষগণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পরীক্ষা-বৈতরণী [স] বি পরীক্ষারূপ বৈতরণী। 'এই পোতার ন্যায় ধরে পরীক্ষা-বৈতরণী ঠিক ঠিক পেরিয়ে যাব।' যুক্ততত্তা, ১৯৫৮।

পরীক্ষাবোর্ড [স] পরীক্ষা+ই বোর্ড বি পরীক্ষানিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের সিন্ডিকেট।' মোহাকলী, ১৯৪০।

পরীক্ষামণির [স] বি পরীক্ষাকেন্দ্র। 'ছাত্ররা পড়াতার যনোবোধ সেয় না; পরীক্ষামণিরে নকল সেয়।' মাহে নগ, ১৯৪৯।

পরীক্ষামূলক [স] ১ বিশ পরীক্ষা করে দেখার জন্য পরিচালিত। 'সে মতভেদ দুর্ভাগ্যের কোন পরীক্ষামূলক আপ নাই।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩। ২ বিশ অনুসন্ধানার্থী। 'অয়েল কোম্পানী পরীক্ষামূলক খননের সময় ভৈলের সন্ধান পেয়েছে।' মাহেনগ, ১৯৪৯।

পরীক্ষার্থী [স] বি শ্রী পরীক্ষা দেয় যে। 'এমএসসি পরীক্ষার্থীদের বিনাম উপলক্ষে ...'। বৈশ্য, ১৯৬৮।

পরীক্ষার্থী বি পরীক্ষা নিচ্ছে যে। 'এম.এ. পরীক্ষার্থী' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পরীক্ষালব্ধ [স] বিগ্ন গবেষণার পাণ্ডুরা পেছে এমন। 'তৎসাহায়ে পরীক্ষালব্ধ ঘটনা বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়'। যোতাহার, ১৯৩৭।

পরীক্ষালয় [স] পরীক্ষা-আলয় বি পরীক্ষার হল। 'নোট নামক গুরুত্ব নানা আকারের ... গোলাগুলি বিদ্যালয়ে গলাধরুণ করে পরীক্ষালয়ে তা উৎগিরণ করে দেয়'। প্রমথ, ১৯১৮।

পরীক্ষাশালা [স] বি গবেষণাগার। 'শব্দচ্ছেদ-গৃহ ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালা আইস'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পরীক্ষাশুল [স] বি পরীক্ষাকেন্দ্র; পরীক্ষার স্থান। 'ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সসার পরীক্ষাশুল'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পরীক্ষিত [স] ১ বি হিন্দুপুরানের চরিত্রবিবরণ। 'ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মেল পরীক্ষিত'। রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিণ যাচাই করা হয়েছে এমন। 'সে মন্ডের সভ্যসভা পরীক্ষিত'। বঙ্কিম, ১৮৯২। ৩ বিণ পরীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পরীক্ষে [স] পরীক্ষা বি পরীক্ষা। 'একবার তুমি করো পরীক্ষে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পরীক্ষোত্তীর্ণ [স] পরীক্ষা-উত্তীর্ণ বিণ পরীক্ষায় কৃতকার্য। 'যে ছাত্রেরো উত্তমগুণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন ...'। দর্পণ, ১৮৩৬।

পরীক্ষোত্তীর্ণা [স] পরীক্ষা-উত্তীর্ণা বি শ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে যে। 'পরীক্ষোত্তীর্ণার সঙ্গে প্রেম হবে কী করে'। ধূর্তি, ১৯৩১।

পরীক্ষামাণ [স] বিণ পরীক্ষা করা হচ্ছে এমন। 'পরীক্ষামাণ রক্তবিশুদ্ধ যদি ... রাখা যায়'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পরীক্ষা [স] পরীক্ষা বি পরীক্ষা। 'পরীক্ষা কি মোটাই করে'। 'পরীক্ষা চাছিল তুমি অতি মহাঅনন'। সুলতান, ১৭০০। পরীক্ষিলুঁ কি পরীক্ষা করলাম। 'দঢ় মুহম্মদ নবী মনে পরীক্ষিলুঁ'। সুলতান, ১৭০০।

পরীপাহ বি ব্যক্তি। 'প্রত্যক্ষের পরীপাহ ঘেমে যাদের সংসারযাত্রা'। সুশীল, ১৯২৭।

পরীবর্তে [স] পরিবর্তে ক্রিবিণ বদলে। 'তাহার পরীবর্তে তথিযে একক্ষে যে আভা প্রকাশ হইল'। দর্পণ, ১৮২৫।

পরীষ্টি [স] বি অন্বেষণ। 'পরীক্ষা বা পরীষ্টি সে দিকের সে একজন'। অচিন্ত্য, ১৯০০।

পরীহা [স] পরিধান বি পরিধান করা। পরীহা বি পরিহায়ে। 'চাদ্দে পরীহা মোতি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরুষ [স] ১ বিণ রূঢ়; কঠোর। 'তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য গ্রহণ কর তোমার মতে বিহিত নহে'। অক্ষর, ১৮৫৪; 'পরুষ বচন যতই আঘাত হানে'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পরুষকলুষ [স] বিণ উনুত। 'পরুষকলুষ রত্নায় তমি তত্র/ চিরবিবসের শান্ত ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পরুষতা [স] বি নিষ্ঠুরতা। 'সাধাতিক পরুষতা'। নজরুল, ১৯২৭।

পরুষ-পীড়ন [স] বি তীব্র শেখণ বা মর্দন। 'যাচে গো আজ পরুষ-পীড়ন পুরুষ-পরশ-সুখা'। নজরুল, ১৯২৫।

পরুষভাষ [স] বি কঠোর ভাষা। 'পুরুষ পরুষভাবে করে সমালোচনা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পরেআস [স] প্রয়াস বি প্রয়াস। 'রোস হুড়াৎ বড়াওল হাস। রুস বয়েসের বড় পরেআস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ প্রয়াস

পরেখিঅ [স] পরীক্ষা বি পরীক্ষা করে। 'কসিঅ কসোটা চিহিঅ হেম'। প্রকৃতি পরেখিঅ সুপুরুষ সেনা'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরোশা [স] পরা বি পর। 'জন্মপূণা হি অধ্যা তামু পরোশা কাহি'। চর্যা ৪৩, ১২০০।

পরোক্ষ [স] বিণ অপ্রত্যক্ষ। 'যখন কার্যটি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত ...'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পরোষ [স] পরোক্ষ বিণ অপ্রত্যক্ষ। 'সাজনি কী কহব কাহু পরোষ। বেশি ন করিঅ বড়াকী দোষ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পরোক্ষভাবে [স] ক্রিবিণ প্রকারান্তরে। 'প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে উল্লিখিত'। আজাদ, ১৯৫৯।

পরোক্ষে [স] ক্রিবিণ অপ্রত্যক্ষভাবে। 'সাক্ষাতে না সেবা দেন পরোক্ষে এত দয়া'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পরোটা [স] বি পরাটা। বি ময়দার তৈরি তলে ভাজা রুটিজাতীয় খাবার। 'বাচ্ছিল সে পরোটা'। সুহৃদায়, ১৯২০।

পরোষকট [স] বিণ উষকটময়। 'উপনিষৎ যখন তাঁকে সত্তা বলেন তখন দুইটি পরোষকট সত্তা অর্থেই বলেন'। আইয়ুব, ১৯৭৩।

পরোপকার [স] বি পরের বা অন্যের উপকার। 'সে ... পরম ধার্মিক ও পরোপকার ও সর্বদানোদযুক্ত'। বৃহত্তর, ১৮১০।

পরোপকারক [স] বিণ পরোপকারী। 'বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয়'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১১।

পরোপকারঘটিত [স] বিণ পরোপকারজনিত। 'কেরি সাহেব এভাবে পরোপকারঘটিত সুস্ট্রী সংস্থাপন করিয়াছেন'। দর্পণ, ১৮৩৪।

পরোপকারিত্ব [স] ১ বি জনহিতকর কাজ; জনকল্যাণমূলক কাজ। 'পরোপকারিত্বের অনেক ফল'। মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি পরের উপকার হয় এমন কাজে ব্রত। 'জীবনের সার্থকতা-সাধক পরোপকারিত্বের চিরজীবন ব্রতী ছিলেন'। অক্ষর, ১৮৫৪।

পরোপকারার্থক [স] পরোপকার-অর্থক বিণ পরের উপকারের চিন্তা করা হয় এমন। 'কেবল পরোপকারার্থক এক কর্ণের আনুকূল্য করিলে ...'। দর্পণ, ১৮১৮।

পরোপকারী, পরুপকারী [স] বিণ পরোপকারী বিণ অন্যের উপকার করে এমন। 'বিকারে দুই শ্রী, পুত্রো উভয় সংসারিক ... পরুপকারী বরো'। আভ্যন্তরীণ, ১৭৪৩; 'ঐ মহাপ্রদায়কের ন্যায় বিধান জ্ঞানি ও পরোপকারী মনুষ্য'। দর্পণ, ১৮৩৭।

পরোপকারিণী [স] বিণ শ্রী অন্যের উপকার করে এমন। 'এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা শ্রী'। মাইকেল, ১৮৫৯।

পরোপকারিতা [স] বি অন্যের উপকার। 'দয়াশীলতা ক্ষমতা বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেক বিশেষরূপে বিদিত আছেন'। দর্পণ, ১৮২৩।

পরোপকারিতাবৃত্তি [স] বি পরার্থপরতা। 'তাহাদিগের পরোপ-কারিতাবৃত্তির চালনা হইলেক'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পরোপকারিত্ব [স] বি পরোপকারিতা। 'আপনার দাতৃত্ব পরোপকারিত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুখ সৌভাগ্য পৌরবে ধরনী সৌভাগ্য হইয়াছে'। হুতোয়, ১৮৬৮।

পরোপকারী

পরোপকারী [স] **বিপ** পরের উপকার করে এমন। 'পরোপকারী মহাশয়ের ছাত্রদিকে আপন ভাষাশিকার পরামর্শ দিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

পরোপকারিতা [স] **পরোপকারিতা** [বি] অপরের উপকার। 'ভাষার পরোপকারিতা ও সুশীলতা গুণ অতিশয় ছিল।' দর্পণ, ১৮২৮।

পরোপজীবী [স] ১ **বিপ** অন্যকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে এমন। 'পরোপজীবী নির্মম ব্যক্তিদলের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ **বি** অন্যকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে যে। 'পরোপজীবীদের আসল করা কাশীরে ফিরে যাক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পরোপজীব্য [স] **বি** পরের আশ্রয়ে জীবিকানির্ভার। 'পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তুল অপেক্ষাও লঘু হইবে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পরোপদেশার্থ [স] **পর-উপদেশার্থ** **ক্রিবিপ** পরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য। 'পরোপদেশার্থ এই কথা পাঠাইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

পরোপাসনা [স] **পর-উপাসনা** [বি] পরের উপাসনা। 'কেহবা পরোপাসনা করিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করিতেন।' দর্পণ, ১৮২২।

পরোষ [স] **পর্ষ** **বি** উৎসব। 'কাজির কাছে হিন্দু পরোষ।' মীনবহু, ১৮৬০।

পরোয়া [স] **পরওয়া** ১ **বি** তোয়াকা। 'আমি দুখের পরোয়া রাখি নে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ **বি** ভয়। 'নাই পরোয়া বড়ই কেন কিল আর ধাপড় নাও টেসে।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ **বি** গ্রাঘ। 'এরা তার খোড়াই পরোয়া করে।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

পরোয়ানা, **পরোনা** [স] **পরওয়ানা** **বি** কর্তৃপক্ষের লিখিত হুকুমনামা। 'মহাপাত্র পরোনা লিখিল ততক্ষণ।' রূপায়, ১৭৫০; 'জীমাত্র সাহেবের দস্তখত পরোয়ানা পাঠাই।' উত্তি, ১৭৯২।

পরোয়ানাপত্র [স] **পরওয়ানাহুন** **স** **পত্র** **বি** লিখিত আদেশ। 'আমাদের উপর এক পরোয়ানাপত্র বাহির করিয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পরোষ [স] **পরশ** **বি** পরশপাশ্বর। 'লোহাতে পরোষ ছোয়াইলে সুবর্ণ হ'এ।' আভোদ্যোয়, ১৭৪৩।

পরোষ্য [স] **পরষ** **ক্রিবিপ** গত পরত। 'অনেক দিবসের পর পরোষ্য এক পত্র পাইয়া বেগুনা সমাচার জ্ঞাতো হইলাম।' ওর্সা, ১৭৮২।

পর্যট [স] **বি** পাহাড় গাছ। 'অশ্ব পর্যট লম্বু তিলক পনস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পর্যটন [স] **বি** মিটারবিবেশ। 'দশি দুধ ঘিরে নবনি হানা ও মিটার পর্যটন।' রামায়ণ, ১৮০১।

পর্ষ [স] **বি** পাড়া। 'দিবা পর্ষ করুণাদি যত অনুকূল।' কৃন্দা, ১৫৮০।

পর্ষকলা [স] **বিপ** ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। 'শিউরে ওঠে সমস্ত পর্ষকলা জীবনের রোমাঞ্চে।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

পর্ষকুটীর, **পর্ষকুটীর** [স] ১ **বি** কুঁড়েঘর। 'ধীরের পর্ষকুটীর বিরাজমান।' মীনবহু, ১৮৬০। ২ **বি** পাতার কুটির। 'মধুসূদন, বহুনির্মিত পর্ষকুটীরে অবস্থিত হইয়া, যোগসাধন করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

পর্ষধর [স] **পর্ষ+ধর** **বি** কুঁড়েঘর; পাতার ছাওয়া ঘর। 'কেহ ছিল রাজসৌভে কেহ পর্ষধরে।' কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অন্যারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পর্ষপুট [স] ১ **বি** পাতার আবরণ। 'হুদিত আলোর কমল-

কলিকাটির রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ষপুটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ **বি** পাতার চোঁচ। 'তুমি না আসিলে নাগিন কতু ফুলতো না তার পর্ষপুট।' ফররুখ, ১৯৪৬।

পর্ষপন্থা [স] **বি** পাতার বিছান। 'কনিষ্ঠকে সেই পর্ষপন্থায় শয়ন করাইয়া, আপনিত তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পর্ষশাল [স] **বি** গাছের পাতার ছাওয়া ঘর। 'লক্ষণ সহিত আসি পর্ষশালে না দেখিয়া সীতা।' ভারত, ১৭৬০।

পর্ষশালা [স] **বি** পাতার কুটির। 'নির্জনে পর্ষশালায় করেন কীর্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পর্ষসিঙ্গ, **পর্ষসিঙ্গ** [স] **পর্ষসেজ** **বি** পর্ষগালের অধিবাসী; জাতিবিবেশ। 'পর্ষসিঙ্গ।' ওর্সা, ১৭৮৫; 'অত্র সন্ধ্যারনের অমোঘতা দর্শনে অবশিষ্ট পর্ষসিঙ্গ ও হিন্দু দস্যুগণ ভরে কণিষ্ঠে লাগিল।' নিরাজি, ১৯১৮।

পর্ষসিঙ্গ [স] **পর্ষসেজ** **বি** পর্ষগালের অধিবাসী; জাতিবিবেশ। 'পর্ষসিঙ্গ ও বেলাঙ্গিয়ারের আড্ডা।' বিকৃতি, ১৯৩৩।

পর্ষসিঙ্গ [স] **পর্ষসেজ** **বি** পর্ষগালের অধিবাসী; জাতিবিবেশ। 'পর্ষসিঙ্গ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভরে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ।' বর্জিম, ১৮৬৬।

পর্ষসেজ [স] **পর্ষসেজ** **বি** পর্ষসিঙ্গ ভাষার। 'পর্ষসেজি ও বাহুরী-জবান।' কালমে, ১৭৮৭।

পর্ষসিঙ্গ [স] **পর্ষসেজ** **বি** পর্ষগালের অধিবাসী; জাতিবিবেশ। 'পর্ষসিঙ্গদের আড্ডা ছিল হগলি ... দিনেমারদের শ্রীমামপুর।' প্রথম, ১৯২২।

পোর্টগীল, **পোর্টগীল**, **পোর্টগীল** [স] ১ **বিপ** পর্ষসিঙ্গ; পর্ষগাল দেশের। 'পোর্টগীল জাহাজ তিনবালা।' দর্পণ, ১৮২০। ২ **বি** পর্ষগালের অধিবাসী। 'এক জন পোর্টগীলের সহকারে ঐ পাঠশালার কার্য উত্তমরূপে নির্বাহ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬; 'স্প্যানিয়ারা এবং পোর্টগীলদের দর্ষকারী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

পর্টন, **পর্টন** [স] **পর্টন** **বি** পর্টন। 'রেসন রকম কাপড় কীজীতে তাতিদিসে পর্টন জাত করিব।' ওর্সা, ১৭৭৯।

পর্দা, **পর্দা** [স] ১ **বি** আবরণ। 'তাহার পতচ্ছায়ে একটি কোমল পাতলা পর্দা থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ **বি** স্তর। 'এই প্রকারে এক পর্দা পলি পড়িল, পরে তাহার উপর আর এক পর্দা।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'আকাশ থেকে মেঘের পর্দা তখন সরিয়ে দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ **বি** কাপড়ের আবরণ। 'জানলার উপরে একটা পর্দা ফেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'সন্ধ্যা পড়েছে নাট্যশালায় নৃতন পর্দা উঠে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ৪ **বি** আড়াল। 'আজ বিশ্বাসেরে আমার পর্দা নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'তোমার মনের পর্দার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পর্দাও উঠে গেছে।' প্রথম, ১৯১৫। ৫ **বি** ঢাকনা। 'চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ **বি** বাট। 'হারমোনিয়ম পিয়ানোর গোড়ার মোটা ও ভারী পর্দাগুলো তৈরি করাও হুয়াতো তুল।' শরৎ, ১৯১৭। ৭ **বি** যার উপরে আলোর প্রতিফলন থেকে ছবি দেখা যায়; সিনেমার পর্দা। 'পর্দাটিকে অগ্রাহ্য করে ওপরের দিকে তাকাতো লাগল বেশি।' জীবন, ১৯৪৮।

পর্দা খাটানো **ক্রি** আড়াল করা। 'মেয়েরা আপনার জীবনে এত পর্দা খাটাই এই জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাদদেশপ্রবাহিতা স্রোতবতীসকলের জলে ... ' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পর্বতশিখর [সি] বি শিখর। 'পর্বতশিখর অশেকাকৃত শীতল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'অনাদের শোভে, হায়, পর্বতশিখরে/ ধবল-লদাট-দেশ উজলি সুতেজে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পর্বতশৃঙ্গ, **পর্বত শৃঙ্গ** [সি] বি পাহাড়ের চূড়া। 'পর্বত শৃঙ্গোপরি শীত ব্যাঘ্র ঘনীকৃত।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'সর্বোচ্চতম পর্বত-শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পর্বতসমুদ্র [সি] বি পাহাড়ি। 'এই বঙ্গপরিসর রাজ্যটির পর্বতসমুদ্র অনূর্বর বৃকে ...' মহাভোজ, ১৯৫৬।

পর্বত-সদন [সি] বি পর্বতরূপ বাড়ি; উৎস। 'কিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

পর্বতসমান [সি] বি পর্বতের মতো উঁচু। 'আটমুখে বহে বাঘ পর্বতসমান ঢেউ।' মুহুদ্র, ১৬০০।

পর্বত-সানু [সি] বি পাহাড়ের চূড়া। 'পর্বত-সানু-উপরি যাহারে পাসে কাদামি ধনী।' মাইকেল, ১৮৬০; 'নীল পর্বতসানু সুস্বরের বিলীন চক্ৰবাল সীমায়।' বিজুতি, ১৯২৯।

পর্বতস্থূপ [সি] বি পাহাড় সমান উঁচু স্থূপ। 'অশ্ব-পুরীষের পর্বতস্থূপ অপসারণ করতে যেমন দরকার হয়েছিল ...' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

পর্বতস্থ, **পর্বতস্থ** [সি] বি পর্বতে বাসকারী। 'পর্বতস্থ চোয়াদ লোকেরা নিতান্ত অশিষ্ট।' ফরাস্টার, ১৭৯৫।

পর্বতস্থিত, **পর্বতস্থিত** [সি] বি পর্বতে আছে এমন। 'পর্বতস্থিত তুয়ার।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

পর্বতাকার [সি] পর্বত-আকার। বি পাহাড় সমান। 'পর্বতাকার যাহার লহরী উগলিছে নিরবধি মহা কোলাহলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পর্বতাবৃত [সি] পর্বত-আবৃত। বি পাহাড়-ঢাকা; ঢামায়া। 'পর্বতাবৃত পথ, পচাতে সিক্তদলর।' মাইকেল, ১৮৭৩।

পর্বতারোহণ, **পর্বতারোহণ** [সি] পর্বত-আরোহণ। বি পর্বতে ওঠা। 'আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্বতারোহণ প্রাপ্তি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পর্বতিআ [সি] পর্বত। ১ বি পর্বত। 'পর্বতিয়া টানন তাহি বহিয়া কিলি বান্ধি।' মুহুদ্র, ১৬০০। ২ বি পাহাড়বাণী। 'গায়ে ভূটিয়া কুকি আদি পর্বতিয়া।' আলাভল, ১৬৮০।

পর্বতীয়, **পর্বতীয়** [সি] বি পাহাড়ি; পার্বত্য। 'পর্বতীয় লোকেরা যখন কাঠাদি আহরণের কারণ বনে যায়।' দর্পণ, ১৮২০; 'পর্বতীয় ও আর্য্য বিকটাকৃতি মনুষ্য সকল বিদ্যমান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পর্বতের মুখিক প্রসব - কোনো কিছুর আড়ম্বরপূর্ণ সূচনা এবং লব্ধ ফলাফল। সুপল, ১৯০৬।

পর্বতের প্রসব বেদনা - অবাস্তব ধারণা। 'পর্বতের প্রসব বেদনা হইয়াছে।' ডাকিনী, ১৮০৩।

পর্বতো [সি] পর্বত। 'পর্বতো পূজিলা দিয়া পুরটের ফুল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পর্বতোদশীর্ণ [সি] পর্বত-উদশীর্ণ। বি পর্বত থেকে নির্গত। 'পর্বতোদশীর্ণ অগ্নিশিখাৎ স্ফালাময় বাক্যপ্রোভে বর্ষ, দেবী সিংহের দুর্বিধ অবতচার অনন্তকালসীমারে পাঠাইয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

পর্বোত [সি] পর্বত। 'এষসের কারোণ পর্বোত আনিয়াছিলে আপোনার প্রাণ বাচাইতে।' আভুতানির্দো, ১৭৪৩।

পর্বাহ, **পর্বাহ** [সি] বি উৎসব। 'বৃহ'শ্চতিবার যশনেরদিগের একটা পর্বাহ ছিল।' দর্পণ, ১৮২৫; 'বালকমহলে যোর পর্বাহ বাধিয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

পর্বোপলক্ষে, **পর্বোপলক্ষে** **দ্র** **পর্ব**

পর্বঙ্ক, **পর্ব্যঙ্ক** [সি] বি ষাট। 'পর্বঙ্ক তুলিকা পাড়ি নিহ অন্তরণ-পেড়ী।' মুহুদ্র, ১৬০০; 'পর্বঙ্ক দুখ্যকোনাংকৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে ...' দর্পণ, ১৮২৭।

পর্ব্যঙ্কোপরি, **পর্ব্যঙ্কোপরি** [সি] বি পালকের উপর। 'তোমার গুণয়িনী ... পর্ব্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট।' তমোলুক, ১৮৭৪।

পর্বটক, **পর্বটক** [সি] বি ভ্রমণকারী। 'দেশ-পর্বটক বহুদিনবসের পরে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পর্বটন, **পর্বটন** [সি] বি ভ্রমণ। 'করিলেন পৃথিবীর পর্বটন রস।' কৃষ্ণা, ১৫৮০; 'নানা তীর্থ পর্বটনে ভ্রমরার পথ হৈটে।' রামহৃৎসাদ, ১৭৮০।

পর্বটনময় [সি] বি ভ্রামণিক। 'তোমার হৃদয় যত ভাবে পর্বটনময়?' শক্তি, ১৯৬৫।

পর্বটনশীল [সি] বি ভ্রমণকারী। 'জিম্মান্যাস্টিকের দল এই পর্বটনশীল মেলার আমোদচক্রে মগ্নে যোগ দিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পর্বট [সি] পর্বটন। 'ক্রি পর্বটন করা। 'মিটাতে মনের তৃষা জিত্ববন ...' হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পর্বট, **পর্বট** [সি] অর্থ অবধি। 'শিরসি পর্বট সে তেদ করি অণু' চণ্ডী, ১৫৫০; 'অত্রক পর্বট সব দেখে জ্যোতির্ময়।' কৃষ্ণা, ১৫৮০; 'চোখাচোখি দরিয়াবিবির দিকে চাহিয়া সে কথা বলে না পর্বট।' শতকৃত, ১৯৫৮।

পর্ববশান, **পর্ববশান** [সি] ১ বি নির্বাণ। 'সবন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্বসূত্রে পর্ববশান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অবশান। 'জলসমাধি মায়েই রক্ত ব্যক্তির মরণোত্তর ক্রিয়ার পর্ববশান হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'ঐতিক ব্যাপারের এইরূপে পর্ববশান হওয়াতে ... হাস্য করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পর্ববশান, **পর্ববশান** [সি] পর্ববশান। বি অবশান। 'কেবল মহাজনী বিষয়েই পর্ববশান নহে।' ফরাস্টার, ১৭৯৩।

পর্ববশানে, **পর্ববশানে** [সি] ক্রিবিপ শেষে। 'পর্ববশানে তাহার এই উত্তর করা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পর্ববসিত, **পর্ববসিত** [সি] ১ বি সমাপ্ত। 'তিন দিকে তিন পথ আরক হইয়া অরয়ণের এক এক প্রান্তে গিয়া পর্ববসিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি পূর্ণিত। 'তদীয় আশ্বাসবাক্য, পরিশেষে, কথামায়ে পর্ববসিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিদান পর্ববসিত হয়।' সবুজ, ১৯১৭।

পর্ববেক্ষক, **পর্ববেক্ষক** [সি] বি বিশেষভাবে লক্ষ করে এমন; পর্ববেক্ষকারী। 'রাজনৈতিক পর্ববেক্ষক মহেশ্বর ধারণা' আজাদ, ১৯৬৫।

পর্ববেক্ষণ, **পর্ববেক্ষণ** [সি] ১ বি নিরীক্ষণ। 'তথা হইতে অত্যাশুর্কৃৎ রূপে গ্রহনক্ষাদির পর্ববেক্ষণ করিতে পাৰা যায়।' বিদ্যা, ১৮৪৯; 'কিঞ্চিৎ স্থানান্ত্রিতি পর্ববেক্ষণ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করা। 'যে ফেলো ছাত্রদের শিক্ষা ইত্যাদির পর্ববেক্ষণ করিয়া থাকেন ...' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫; 'ঐকৃতি পর্ববেক্ষণ ও অবজারভেশনের ভিত্তর দিয়ে মনের সভ্যাববর্তিতাকে ও

শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

পর্ববেশপকারী [স] বিপ পর্ববেশপ করে এমন। 'পর্ববেশপকারী মার্ঘ্য বিজ্ঞান রচনা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পর্ববেশপশীল [স] বিপ মনোযোগ দিয়ে দেখে এমন। 'মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্ববেশপশীল ব্যক্তিমাঝেই শীকার করে নিয়েছেন।' মুক্তভা, ১৯২২।

পর্ববেশপিকা [স] বি এই-নক্ষত্র পর্ববেশপ করবার ঘর। 'উহার ইংরেজি নাম observatory-র তর্জমা করিয়া নাম রাখিলেন পর্ববেশপিকা।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

পর্ববেশিত, পর্বাবেশিত [স] বিপ দেখে মূল্যায়নকৃত। 'নিকিত লোকের দ্বারা চালিত ও পর্বাবেশিত হইয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

পর্ব্যাক্ষোশির দ্র পর্ব্য

পর্ব্যাক্ষ, পর্ব্যাক্ষ [স] বিপ যথেষ্ট। 'পর্ব্যাক্ষ।' ক্যাল্পদে, ১৭৮৭; 'পর্ব্যাক্ষ জ্ঞানব্রাণ্ডি ও সুপ্রণালী-সিদ্ধ পরিত্রমাবলম্বনের সমুচিত ফল হৃদয়সম হইতে পারিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পর্ব্যায়, পর্ব্যায় [স] ১ বি সমান অর্থবাচক শব্দ। 'রঞ্জনি পর্ব্যায় জ্ঞানি হাবিরা আখ্যান।' মুক্তন, ১৬০০। ২ বি পূর্ণনির্ধারণ। 'ভুলীনার পর্ব্যায় মত হুই মাছের মুড়ে ও সুতী পেলেন।' হুতোম, ১৮৬১। ৩ বি স্তর। 'রাজতন্ত্র প্রধানতঃ প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্ব্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বি পর্ব। 'বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পর্ব্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পর্ব্যায়কুল, পর্ব্যায়কুল [স] বিপ আকুল। 'এই অতুল হিতকর অনুভূতি প্রবণ করিয়া লোকসকল যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা-পর্ব্যায়কুল হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পর্ব্যায়ক্রমিক, পর্ব্যায়ক্রমিক [স] বিপ ধারাবাহিক। 'কালসমে সৌন্দর্য-চর্চা সম্পর্কে একটি পর্ব্যায়ক্রমিক আলোচনার ব্যৱস্থা করা হয়েছে।' বেঙ্গম, ১৯৪৭।

পর্ব্যায়ক্রমে, পর্ব্যায়ক্রমে [স] ক্রিবিপ পরপত্র; ধারাবাহিকভাবে। 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে পর্ব্যায়ক্রমে দিবারাজি ঐ কর্ণ দির্বাঁহ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'পর্ব্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পর্ব্যায়গত, পর্ব্যায়গত [স] ক্রিবিপ ক্রম অনুসারে। 'এতৎ সম্বন্ধে পর্ব্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অভিমাকর এবং শিঙ্গপ্রভেদক চিহ্ন ... সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮০৩।

পর্ব্যায়গামিনী [স] বিপ শ্রী পর্ব্যায়ক্রমে যাচ্ছে এমন। 'পর্ব্যায়গামিনী সেবতাদয়ের মধ্যে একজন পদার্থসমূহ গোপন করেন।' অবন, ১৯২৫।

পর্ব্যায়ভূক্ত [স] বিপ শ্রেণীর অন্তর্গত। 'আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যে ভারতব্রহ্মের নামটিও উক্ত পর্ব্যায়ভূক্ত।' প্রমথ, ১৯২৮।

পর্ব্যায়ানন্দ [স] বি সমান অর্থবাচক শব্দ। 'মনোজগতে আনন্দিক ও সংলগ্নত এ দুটি কথা পর্ব্যায়ানন্দ।' প্রমথ, ১৯২৭।

পর্ব্যায়ানুসারে, পর্ব্যায়ানুসারে [স] ক্রিবিপ পর্ব্যায়ক্রমে। 'এক এক মনুষ্য পর্ব্যায়ানুসারে দিব।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৯১২।

পর্ব্যালোচনা, পর্ব্যালোচনা [স] বি বিশেষভাবে আলোচনা। 'অনেক গ্রন্থ পর্ব্যালোচনা করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৯; 'অমৃত্যবর্ণের সহিত রাজকর্ষ পর্ব্যালোচনা করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পর্ব্যালোচিত [স] বিপ পর্ব্যালোচনা করা হয়েছে এমন। 'পর্ব্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পর্ব্যাসন [স] বি বসার আসন। 'প্রাঙ্গণে বসিয়া ভাট পাত্যা পর্ব্যাসন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পর্ব্যাসক [স] বিপ অত্যন্ত অগ্রহী। 'রমা বস্ত্র দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের প্রাণও এমন পর্ব্যাসক হয় কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পর্ব্যদন্ত, পর্ব্যাদন্ত [স] ১ বিপ পরাক্রান্ত। 'সন্ন্যাস মহাশয়েরা সাধারণ লোকদিগকে পর্ব্যদন্ত করিয়া।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'সকল কার্যেই মুসলমান পর্ব্যাদন্ত ও বিপ্লব।' প্রচারক, ১৯০৩। ২ বিপ বিপর্যস্ত। 'বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের ... গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন পর্ব্যদন্ত হচ্ছে।' হামিঙ্গল, ১৯৫৩।

পর্ব্যষিত, পর্ব্যষিত [স] বিপ বাসি। 'তচ্ছ কিবা পর্ব্যষিত।' ভারত, ১৭৬০; 'মিতোয়েহিলাম তৃষ্ণা, সুখা ভালে, পর্ব্যষিত ক্রমে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পর্ব [স] স্পর্শ ক্রিবিপ সান্ধ্য। 'রাজাপ্রজা ভোর পর্ব্যে। কেহ আর নাহি হর্বে।' তত, ১৮৫৮। ২ স্পর্শ

পর্ব্য [স] স্পর্শ ক্রি স্পর্শ করা। 'কহে সনা গসারে আহানি কর কিরা পর্ব্য মোরা পালি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

পর্ব, পর্ব [স] পরবর্ত্ত। বি আগামীকালের পরের দিন। 'কাল হবে অধিবাস, পর্ব হবে বিসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'পর্ব হবে তাহার ছাছ।' কৌতুক, ১৮০২। ২ দ্র পর্বত

পর্ব্যদিন [স] পরবর্ত্ত-দিন। বি গতকালের আগের দিন। 'পর্ব্যদিন অমনি বোটের জানালার কাছে হুপ করে বসে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পর্ব্যেটেক্স [বি] বি শতকরা হিসাব; (এখানে) কালেক্টে হাঙ্গিরার শতকরা হার। 'পর্ব্যেটেক্স রাখতে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পল [স] ১ বি চার (৪) তোলা পরিমাণ। 'পল সোনা বাড়ায় লর্ডা মেল।' বহু, ১৪৫০। ২ বি এক দস্তের ষাট ভাগের এক ভাগ; ২৪ সেকেন্ড। 'সেই ঘটা ক্ষণ পল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি পরত। 'বাঁহিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া ফিরাইল শল সুবর্ণ চাসড়া।' মুক্তন, ১৬০০। ৪ বি অল্প সময়। ওসী, ১৭৮৫।

পলে পলে ক্রিবিপ প্রতি মুহূর্ত্তে। 'পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

পল [স] বি ব্রহ্মাদির শিরাল পার্শ্বসনে। 'হীরের মতো পল-কাটা চকচকে রকরকে।' প্রমথ, ১৮৮৮।

পল-কাটা বিপ শিরালভাবে কাটা। 'হীরের মতো পল-কাটা চকচকে রকরকে।' প্রমথ, ১৮৮৮।

পলতোলা ১ বিপ শিরামুক্ত। 'মত ছাত, বারোটা পলতোলা মোটা মোটা ধারের উপর।' অবন, ১৯২৭। ২ বিপ উঁচু শিরামুক্ত। 'গোলমত, ধারকাটা, ও পলতোলা এক মুখ টুটালো।' নিষ্ঠুরি, ১৯২৯।

পলক [স] ১ বি চোখের পাতা ফেলতে যে সময় লাগে; ক্ষণকাল। 'দল বিপ মারা যায় পলকে পলকে।' গবী, ১৭৬৫। ২ বি মিনিট। ওসী, ১৭৮৫। ৩ বি চোখের পাতা। 'চক্ষু প্রায় স্থির কিন্তু পলক পড়িতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৯। ৪ ক্রিবিপ মুহূর্ত্তের মধ্যে। 'সবীতে সে উঠবে ভোলে পলকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পলকনিহিত [স] বিপ সাময়িক; নিমেষের। 'এই সব পলকনিহিত অনুমানে যাবে ...।' ম্যানিক, ১৯৩৫।

পলকপড়া

পলকপড়া^১ *কি* ক্ষণকাল স্থায়ী হয় এমন। 'মহাকাশের পলকপড়া/আমাদের এই কলিক ইতিবৃত্তে।' *যেহেস্ত্র*, ১৯৪৬।

পলকপাত^২ *[স]* *বি* চোখের পাতা ফেলার সময়। 'প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষ্যকোটি প্রাণী চির অধি মৃদিতছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পলক ফেলা^৩ *কি* চোখের পাতা ফেলা। 'পলক ফেলিতে কোথা একাকার তোমার বরুণ জীবনের মাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

পলকবিহীন^৪ *[স]* *কি* অপলক। 'পলকবিহীন নয়নে মধুর মিনতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পলকহারা^৫ *[স]* পলক-হরণ^৬। *কি* পলকহীন। 'দৃষ্টি আমার পলকহারা।' *নজরুল*, ১৯৩০।

পলকহারা^৭ *[স]* পলক-হারা। *কি* পলকহীন। 'তব পলকহারা আলোক-দিগ্ধি মরম-পরে রাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পলকহীন^৮ *[স]* *কি* পলকহারা। 'পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বল।' *মানিক*, ১৯৩৫।

পলকা^৯ *[ই]* polka, মূল চোকা *বি* প্রধানত পূর্ব ইউরোপের নৃত্যবিশেষ। 'পরশপুরুষের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া ওয়াল্জ বা পলকা নাচিবে।' *দীপিকা*, ১৮৮৭; *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পলকা^{১০} *কি* ক্ষণস্থায়ী। 'স্বভে-ওড়া এক দল পলকা মেয়ের মতো ...।' *নজরুল*, ১৯২২।

পলটন^{১১} *[ই]* প্রাটিন। ১ *বি* সৈন্যদলবিশেষ। ওর্গ, ১৭৮৫। ২ *বি* সৈন্যবাহিনী। *দর্পণ*, ১৮২২।

পলটনীয়^{১২} *[ই]* প্রাটিন+স ইয়। *কি* পলটন সক্রান্ত; ফৌজ সম্পর্কিত। 'তাহাতে পলটনীয় সাহেব সোক ... আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পলটনীয় সাহেব^{১৩} *[ই]* প্রাটিন+আ সাহিব। *বি* সামরিক চকমক। 'তাহাতে পলটনীয় সাহেব সোক ... আসিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পলটানো^{১৪} *কি* ফেরানো। 'হতদুর গিয়া নূপ অথ পলটায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। *পলটায় কি* ফিরায়ে। 'হতদুর গিয়া নূপ অথ পলটায়।' *আলাওল*, ১৬৮০। *পলটি কি* পিছন ঘিরে। 'এরে মাঘব পলটি নিহার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *পলটিআ কি* পিছন ফিরে আসা। 'শ্রীক্সা আইল পলটিআ।' *আলাওল*, ১৬৮০। *পলটিব কি* ফিরে পাবো। 'সর্বস্ব পলটিব মন হইব শান্ত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পলটিস^{১৫} *[ই]* poutlice। *বি* বাঘা উপনাম করার প্রলেপবিশেষ। ওর্গ, ১৭৮৫।

পলতা^{১৬} *[স]* পদভঙ্গ। *বি* পটল গাছের পাতা। 'ইলিচা পলতা পিমা বোআলি ঝাটিয়া কর পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পলতে^{১৭} *[ফা]* পলিতা। *বি* প্রাণীর সমতো। 'জীবনের পলতে মগজের বি খেয়ে বুঝ উজ্জ্বল হয়ে ছুটে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *দ্র* পলিতা

পলসাই^{১৮} *বি* বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'মধুসূদন পলসাই।' *সেবধি*, ১৮৪০।

পলস্তারা, পলস্তারা, পলাস্তারা, পলেস্তারা^{১৯} *বি* প্রাস্টার। ১ *বি* আন্তরঃ; চুন, সুড়কি, সিমেন্ট, বাগি ইত্যাদির প্রলেপ। 'বাইরে থেকে পলস্তারা দিয়ে বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলেবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। 'অনেক জাণ্যায় পলেস্তারা বসিয়া গিয়াছে।' *ভাষা*, ১৯৪০। ২ *বি* স্তর। 'হাজার হাজার বসনের সত্যতার পলস্তারা।' *মুক্তভাষা*, ১৯৫২। *পলেস্তারারখসা* *কি* উপরের আবরণ খসে পড়েছে এমন। 'নোনাবরা

পলেস্তারারখসা সেয়ারের দিকে চেয়ে রইল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

পলা^{২০} *[স]* পতন^{২১}। *কি* পড়া। 'শ্রীশ্রী সসরি ভূমি পলি গেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *পলাম কি* পড়লাম। 'আপন মনের সাথে আমি পলাম রে ফেরে।' *লালন*, ১৮৯০। *পলি কি* পড়ে। 'শ্রীশ্রী সসরি ভূমি পলি গেলি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *পলে কি* পড়লে। 'মাটির হালিমের কুলজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?' *মহারসক*, ১৮৬৯। *পলেন কি* ময়ু হলেন। 'আজ কি চিন্তায় পলেন হরি।' *লালন*, ১৮৯০। *পলো কি* পড়লো। 'সই পলো সাঁইর আইন মতো শরায় কি তার মর্ম পায়।' *লালন*, ১৯৮০।

পলা^{২২} *[স]* প্রবাল। ১ *বি* রত্নবিশেষ। 'হিরা নিলা মৃতি পলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* হাতের বালা। 'মুদ যুগ্ম করে, পলা হেম পরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পলাকাটা^{২৩} *[স]* প্রবাল^{২৪}। *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'গিরিবালায় হাতে পলাকাটা।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

পলা হেম^{২৫} *[স]* প্রবাল-হেম। *বি* সোনার প্রলেপযুক্ত বালা। 'মুদ যুগ্ম করে, পলা হেম পরে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পলা^{২৬} *বি* প্রাণীবিশেষ। 'পলা ও স্পঞ্জ নামক প্রাণী এই প্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

পলা^{২৭} *বি* তেল ভোগার দীর্ঘ হাতলমুক্ত বাটি। 'মোটে দু'পলা তেল আছে।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

পলাও^{২৮} *[ফা]* *বি* পোলাও। 'কারণ পলাও অর্থাৎ পোয়াজ ও রতন বাহার সাধারণ করিয়া থাকে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পলাকাড়া^{২৯} *বি* পটোল। 'লাউ কিনে কচি কুমড়া বিশা দরে পলাকাড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পলাকড়ি^{৩০} *বি* পটোল। 'বৃত্ত দিবা ভাজিল উত্তম পলাকড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পলাচু^{৩১} *[স]* *বি* পোয়াজ। 'কোনও কোনও বুদ্ধের মূলদেশে কচুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে; ঐ পদার্থকে কন্দ বলে; যেমন আলু, পলাচু, গুল, মানকচু, লাঙ্গলম ইত্যাদি।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পলাত^{৩২} *[ফা]* পোলাদ^{৩৩}। *বি* চকমকির লোহা। ওর্গ, ১৭৮২।

পলাতক^{৩৪} *[স]* ১ *কি* পাণ্ডিয়েছে এমন। 'এ বসর প্রজা পলাতক হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০২। ২ *কি* অপসৃত। 'সূর্যের আলো পলাতক'। *শতকৃত*, ১৯৫৮।

পলাতকমতি^{৩৫} *[স]* *কি* পলাতে চায় এমন। 'পলাতকমতি উন্মূনা বালক কর্তৃক উপন্যাসপাঠ বা কবিতাসংঘটন।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পলাতকা^{৩৬} *কি* গতিত (জমি)। 'তাহার পলাতকা মৌজা বাসে বাকী তোমার হিসাবে মজুরা দেয়া গেল।' *স্বৈর্য*, ১৭৬২।

পলাতকা^{৩৭} *[স]* ১ *কি* ত্রী পদ্যনামের। 'এ রকম জাতের পৃথিবী থেকে পলাতক হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *কি* পাণ্ডিয়ে যায় এমন। 'মুদ্রা আলসে গলি একা বসে পলাতকা হতে ডে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ৩ *কি* ত্রী পাণ্ডিয়ে গেছে এমন। 'পলাতকা জীবনের গতি বেধ হয় চুপিচুপি আসে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

পলান^{৩৮} *[ফা]* পালানা। *বি* গাড়ির ঘন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পলানো^{৩৯} *[স]* পলায়ন^{৪০}। *কি* পলায়ন করা। 'পলাখি কি পলায়।' *উড়িআ* পলাখ হলে পরভু জরে ভাসে।' *রামাই*, ১৭১০। *পলাঅন্ত কি* পলায়। 'কেউলি অচিন গর পলাঅন্ত ডরে।' *আলাওল*, ১৬৮০। *পলাইআ কি* পাণ্ডিয়ে। 'মহা২ বীরদর জাএন্ত পলাইআ।' *বাহরাম*,

১৬৫০। **পলাইছ** কি পালিয়েছো। 'কতবার জুড়ে হারি পলাইছ গোয়াল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **পলাইছিল** কি পালিয়ে গিয়েছিলো। 'ঠাট্টা ঠাট্টি বীরণ পলাইছিল কত।' বাহরাম, ১৬৫০। **পলাইবার** কি পালানোর। 'পলাইবার কোন উপায় ছিল না।' তারকী, ১৮০৩। **পলাইয়া** কি পালিয়ে। 'বারী পাইয়া গন্ধর্ব পলাইয়া গেল তবে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **পলাইয়াছে** কি পালিয়েছে। **কালমে**, ১৭৮০। **পলাইল** কি পালিয়ে গেলো। 'আবে ব্যখে পলাইল নারায়ণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। **পলাএ** কি পালিয়ে যায়। 'সেনাসুর গধর্ব পলাএ তরমে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **পলাএল** কি পালিয়ে গেলো। 'মহিমা ছাড়ি পলাএল লাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **পলাও** কি সরে যাও। 'পলাও, পথ ছাড়িয়া দাও।' মশাররফ, ১৯০৮। **পলান** কি হার মানে। 'জামিনীর কুচরসে গীষ্ব পলান।' ডাবলী, ১৮২৫। **পলানিয়া** কি পলাতক। **মানোএল**, ১৭৪৩। **পলাবে** কি পালিয়ে যাবে। 'পলাও প্রলাভ ত্রিভি, শান্তিভল হবে বরিষণ।' শুভ, ১৮৫৮। **পলায়** কি লোকচন্দুর আড়ালে যায়। 'প্রজ্ঞাপন পলায় আছে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **পলায়া** কি পালিয়ে। 'এখন পলায়া যা হা পাতালের পথে।' রূপরাম, ১৭৫০। **পলায়** কি পালিয়ে গেলো। 'পলায় পাভগণ পাতালের গনে।' রূপরাম, ১৭৫০। **পলাই** কি পলায়ন করা। 'প্রাণ লইআ পলাই নৃপমুনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পলান করা কি পলায়ন করা। **মানোএল**, ১৭৪৩।

পলাশ [সি] বি পলাশ। 'পলাশের রাঙা মাংস না হয় এমন।' শুভ, ১৮৫৮।

পলায়ন [সি] বি পালানো। 'সে পলায়ন করিয়া সেনাশত্রু হইল।' রামরাম, ১৮০১।

পলায়নতৎপর [সি] বি পলাতে সচেষ্ট। 'সৈন্যরা পলায়নতৎপর হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'নাগরিকরা পলায়ন-তৎপর।' সুকুমার, ১৯৪১।

পলায়নপটু [সি] বি পালিয়ে যেতে দক্ষ। 'সে বেচারার পটু বনে থাকে এবং পলায়নপটু ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পলায়নপথ [সি] বি পালানোর উপায়। 'সে একটি পলায়নপথ আবিষ্কার করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পলায়নপর [সি] বি পালিয়ে যেতে উদ্যত। 'অন্য হোকরা পলায়নপর।' রামরাম, ১৮০১।

পলায়নপর্য্য [সি] বি পালানোর উপায়। 'তবুও তুমি পলায়নপর্য্য।' আহসান, ১৯৫৯।

পলায়নপরায়ণ [সি] বি পলাতে সচেষ্ট। 'মদি মুহলমান হয় তবে তোবা বলিয়া পলায়নপরায়ণ হয়।' ডাবলী, ১৮২৫।

পলায়নাশক্ত [সি] বি পালিয়ে যেতে অক্ষম এমন। 'ত্রীলোকদিগকে বলাকার করিল ও পলায়নাশক্ত কতক ব্যক্তিদিকে হত করিল।' দর্পণ, ১৮৩২।

পলায়নী [সি] ১ বি পালানোর কাজ। 'পলায়নী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ২ বি পলায়নপর। 'তবু মনে রেখো তুমি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়।' ফররুখ, ১৯৬৩।

পলায়নোদ্যত [সি] পলায়ন-উদ্যত। বি পালানোর উদ্যোগ করছে এমন। 'ভাবী বিশ্ব-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পলায়মান [সি] ১ বি পালিয়ে যাচ্ছে এমন। 'মরণ ভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন।' হরপ্রসাদ রায়,

১৮১৫। ২ বি পালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এমন। 'আর পলায়মান পাহাড়ের সার।' মল্লী, ১৯৩৯।

পলায়মানা [সি] বি পালিয়ে যাচ্ছে এমন। 'গুণ্ডভাবে পলায়মানা হইয়া ...।' কয়লুদ্রেস, ১৮৭৬। 'পলায়মানা বালিকাদের দেখিয়া।' রোকেয়া, ১৯২২।

পলায়িত [সি] বি পালিয়েছে এমন। 'পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পক্ষদগমি নিজ সেনাগণকে কহিলেন ...।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫। 'বদশে হইতে পূর্বদিকে পলায়িত হইয়া হিন্দুস্থান পর্যন্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পলাল বি পু কীর্ণবান। 'ভুলেছো, গর্হিত ... ঝাঁড়া সে প্রচণ্ড পলাল পরত।' শক্তি, ১৯৬১।

পলাশ [সি] বি বসন্তকালীন গাঢ় লাল ফুলবিশেষ। 'ফুটিছে মাধবীপতা পলাশ কাঞ্চন।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'পলাশফুলের রাঙা রাঙা বনে বনে নেশা লেগে গিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পলাশবন [সি] বি পলাশ ফুলের বাগান। 'পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পলাশলাল [সি] পলাশ+লাল। বি পলাশফুলের মতো লাল। 'ব্যাধার তুলি পলাশলাল মেখে।' লক্ষ্য, ১৯৫৫।

পলাশ-শাখা [সি] বি পলাশের ডাল। 'পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পলাশ, পলাস [সি] পলাশ। বি বসন্তকালীন লাল ফুলবিশেষ। 'সিমলি পলাস সত শুভা জলপাই কত।' জালাধর, ১৫০০। 'পলাশ পাকড়ি বদীরের বন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পলাশা বি পাতা: পাপড়ি। 'গ্রেমক অকুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।' গৌবিন্দ, ১৬০০।

পলাশি বি মুরশিদাবাদের একটি স্থান, যেখানে সিরাজউদদৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিলো। 'তব সম্মুখে ওই পলাশির গ্রান্ডর।' নজরুল, ১৯২৬।

পলাহ [সি] পলা। পলাও। 'আখিনি পলাহ রাখে ঘূতের মিশাল।' বিজয়, ১৬৫০।

পলি [সি] বি বন্য বা নদীপ্রবাহের বোলা জল থেকে থিতিয়ে-পড়া নরম মাটির তর। 'বর্ষাকালে ... মৃত্তিকানীচে পড়িয়া যায়; উঠায়েই পলি বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১। 'এই প্রকারে এক পর্লি পলি পড়িল, পরে তাহার উপর আর এক পর্লি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পলিপড়া বি বন্যার জলে বয়ে আসা মাটি নদীর উপকূলে পতিত হওয়া। 'প্রোতজলে যে সমস্ত কর্মদামি ... ক্রমে ক্রমে নিম্নে পতিত হইয়া যায়, চলিত ভাষায় ইহাকে পলিপড়া বলে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'পলিপড়ার মত সাধারণের সমস্ত উৎসাহ।' নজরুল, ১৯২২।

পলিমাটি বি বন্য বা নদীর প্রান্তের সঙ্গে আসা উর্বর মাটি। 'ইন্দিই পলিমাটি-পরে হঠাৎ-পজিরে-ওঠা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পলিমৃত্তিকা [সি] বি পলিমাটি। 'ভাঘার উপর যখন বঙ্গাশিহোর পলিমৃত্তিকা পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পলিসিক [সি] বি ভেজা পলিমাটিতে ভরপুর। 'কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো রেখে আসে।' হামিফুর, ১৯৫৩।

পলিট্রনিক [হি] বি নানা রোগের চিকিৎসালয়। 'কোনো পলিট্রনিক যাই না হয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

১৮৯৪।

পল্লব-শিখা [সি বি কটিপাতাবিশিষ্ট গাছের শাখা। 'কোমল পল্লব-শিখা উপরে রসাল শাখা।' মুদ্রল, ১৬০০।

পল্লবশূন্য [সি বিপ পাতাহীন। 'চৈত্রে শেষে পল্লবশূন্য গাছে-গাছে নতুন সবুজ কটিপাতা।' ওয়ালী, ১৯৪২।

পল্লববন্ধক [সি বি পাতার গুচ্ছ। 'তোমার পল্লববন্ধক অনায়েসে পার হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পল্লববাহ্য [সি পল্লব-বাহ্য বি পাতার দীর্ঘ ভাগ। 'ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লববাহ্য পর্যন্ত কেবল একটি আত্মাশাহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পল্লবাবুশি [সি পল্লব-অবুশি বি পল্লবরূপ আবুশ। 'পল্লবাবুশি-দ্বারা চূড়াক্ষ যে সংকেত করে তাহা সাময়িকের সম্পূর্ণ অন্তপাত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পল্লবাবৃত্তা [সি পল্লব-অবৃত্তা বি পট্টা গাছের পাতার ঢাকা। 'আহা! পল্লবাবৃত্তা পল্লবাবৃত্তা কোন্সি কি নীরব হসো।' মাইকেল, ১৮৫৯।

পল্লবাবৃত্তিত [সি পল্লব-আবৃত্তি বি পটে পটে প্রসারিত। 'সম্বৎ ও অসম্বৎ অনুমানকে শাখাপল্লবাবৃত্তিত করিয়া চলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পল্লবিত [সি ১ বিপ কটি পাতায়ুক্ত। 'ভরলতাপান পল্লবিত।' মুদ্রল, ১৬০০। ২ বিপ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। 'এই বৃদ্ধিমতী বারবনিতা চিত্তক্লদ নীরস ভরতে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফুলে সুশোভিত করিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বিপ পত্রময়। 'তাহার কাঁচখণ্ড সকল কালমেঘে পল্লবিত ও শাখাবিশিষ্ট হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৪ বিপ অতিরঞ্জিত। 'হেয় মানি পায়সের মহা আড়খর/পল্লবিত সেনার মুকুট।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পল্লবিতা [সি বিপ ক্রী বিচারিত। 'অঙ্গুলে স্মৃতি তার হেতু পল্লবিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

পল্লবাপি [সি পট্ট] বি গ্রামপঞ্জ। 'প্রজাপালকের বসতি বাস্তু হইয়া পল্লবাপি সুশাসিত হয়।' রামায়ণ, ১৮০২।

পট্টা, পট্টী [সি বি গ্রাম; পাড়া। 'কিপট শাহর ডিগ্গি চাহিনু অনেক পট্টী।' মুদ্রল, ১৬০০; 'নগরবাসী ও পট্টামনিবাসী বাবুদিগের সহিত সম্প্রীতি ছিল।' ডাবনী, ১৮২৮; 'এই কলিকাতা নগরের প্রতি পট্টীতে এক প্রকার সমুদ্র ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'পট্টীবুদ্ধরা চট্টমহশ্ব বসিয়া কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'জাণো বেনদ নিরে, পট্টী-লিতর মুক্ত-বিহার প্রাণ নিরে।' নজরুল, ১৯২২।

পট্টী-আচার [সি বি পট্টীতে প্রচলিত আচার। 'পট্টী-আচারের মূদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পট্টামাষ, **পট্টামাষ** [সি বি পাড়ার; মঞ্চল। 'কানী এক পট্টামাষ ছিল ক্রমেই ইটক ও প্রস্তর নির্মিত পুহ হইতেও এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে।' নর্পণ, ১৮২২; 'পট্টামাষ দিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া ...।' ডাবনী, ১৮২৩।

পট্টীকবি [সি বি পট্টীর জনজীবন যার কাব্যে ভাবরূপ পায়। 'পট্টীসংগীতের প্রতি তাঁর প্রীতি - তিনি নিজে পট্টীকবি বলে।' নজরুল, ১৯২৮।

পট্টীকর্মী [সি বি পট্টীর উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে এমন কর্মী। 'বিক্রমকারণি, টোরকীশার, পট্টীকর্মী ও তাদের শিক্ষাদাতী।' বেগম, ১৯৪৯।

পট্টীকোড় [সি বি গ্রামের কোল। 'সেই পট্টীকোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পট্টীগঠন [সি বি গ্রাম-উন্নয়ন। 'দেশের কাজ পট্টীগঠন করিতে হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

পট্টীপাখা [সি বি লোকসংগীত। 'পট্টীপাখা, হুড়া প্রভৃতি দেশের আলো জল বাতাসের মত।' শব্দীন্দ্র, ১৯০১।

পট্টীপান [সি বি লোকসংগীত। 'তারপর ধরন পট্টীপানের কথা।' শব্দীন্দ্র, ১৯০১; 'পট্টীপান পট্টীপূতা নানা আকারে বর্তমানকালে দেখা দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পট্টীপীতি [সি বি লোকসংগীত। 'বাউল গান, ভাটিয়াগী, মারকতি, গাজীর গান, মুরশিদী গান, আর পট্টীপীতি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পট্টীপুহ [সি বি গ্রামের বাড়ি। 'পট্টীপুহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্রস্বামে বাহির হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পট্টীমামুহ [সি বিপ মঞ্চলসের। 'পট্টীমামুহ শুভ্র অখণ্ড ধনহীন নবীনমুখারা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পট্টীমায়ী [সি বি পাড়ারগোয়ে বসবাসকারী। 'আমরা বরং পট্টীমায়ীর কর্ণ সুগর বিবেচনা না করিয়া, তাহার প্রতি হাসিব।' ডাবনী, ১৮০৮।

পট্টীজননী [সি বি পট্টীর জননী। 'পট্টীজননীর হিন্দুসুলভমান নরক-সমুদ্রেরই সমান অধিকার।' শব্দীন্দ্র, ১৯০১; 'পট্টীজননীর প্রত্যেক স্তম্ভে গিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পট্টীতন্ত্র [সি বি গ্রামের শাসনপদ্ধতি। 'বায়তশাসনবিশিষ্ট পট্টীতন্ত্রের উপর বর্তবে।' নজরুল, ১৯২৬।

পট্টীনারী [সি বি গ্রামের মহিলা। 'কোথাও বা একা পট্টীনারী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পট্টীনুতা [সি বি লোকনৃত্য। 'পট্টীগান পট্টীনুতা নানা আকারে বর্তমানকালে দেখা দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পট্টী-পঙ্কজেরত [সি বি গ্রাম-পঙ্কজেরত। 'আমাদের নিজের পট্টী-পঙ্কজেরতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পট্টীপথ [সি বি গ্রামীণ যাত্রা। 'খাউয়ের পাহারা-ঘেরা পট্টীপথের আভ্যঙ্গাণেরে কান হেডলাইটের সম্মুখে ভেঙে যায়।' হাকিমুর, ১৯৫৩।

পট্টীযাত্রা [সি বি পট্টীর এক যাত্রা। 'আমি এই পট্টীযাত্রাে বসিয়া আমার সাদাসিধা ভাবনুরার চারটি তারের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পট্টীশ্রেম [সি বি গ্রামগ্রীতি। 'মনে-মনে নীহারের পট্টীশ্রেমের তালপটনি বুঝবার চেষ্টা করছিল।' জীবন, ১৯০২।

পট্টীবন্ধ [সি বি বাল্যাদেশের গ্রামাঞ্চল। 'পট্টীবন্ধের জনসাধারণ।' সত্যেন্দ্র, ১৮৯৯।

পট্টীকবু [সি বি গ্রামের বউ। 'লোভান দিয়ে জলকে যেতে পট্টীকবুর দল।' জঙ্গী, ১৯০১।

পট্টীবাট [সি পট্টীবস্ত্র] বি গ্রামের পথ। 'পাখি-ডাকা হায়দর ঢাকা তোমার পট্টীবাটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পট্টীবালক [সি বি পট্টীর ছেলে। 'অব্যাত সহায়-সম্পন্নহীন পট্টীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-মঞ্চে।' বিভূতি, ১৯২৯।

পট্টীবালা [সি বি গ্রামের বালিকা। 'পট্টীবালায় আঁচর কাঁচলি নিচোর।' নজরুল, ১৯২২।

अष्टावक्रिका

পল্লীবাগিকা। [স] বি গ্রামের মেয়ে। 'সেই পল্লী-বাগিকার মুখে সমস্ত
বিশ্বরূপের এক অনির্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী নীলনয়না পল্লীবাগিকা।'
কিউটি, ১৯২৯।

পল্টীবাসিনী। [স] বি শ্রী মফস্বলবাসী। 'পল্টীবাসিনী কোনো এক হতভাগিনীর অন্যায়াবকারী অভ্যাচারী স্বামীর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৩৫। 'পূর্বে পল্টীবাসিনীগণ দ্বার প্রস্তুত করিয়া কাগড় কাচিত।' যোকেয়া, ১৯২১।

পট্টাবাসী।স। বিধ গ্রামে বাস করে এমন। 'পট্টাবাসী সরিষা গৃহস্থ জাতি নষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পল্লীবৃদ্ধ [স] বি গ্রামের বৃদ্ধলোক। 'পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমন্ত্রেণ বসিয়া
কহিল ...' (রবীন্দ্র, ১৯০২)।

পট্টাভাষা [স] বি আঞ্চলিক ভাষা। 'আমাদের নিজ বাংলার মুখের কথা পট্টাভাষা।' অবন, ১৯২৫।

পট্টময়ী [স] বি পট্টময়ী পরিধি। 'পরিবার এবং পট্টময়ীর সীমায়
আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পল্লীমাঠ [স পল্লী+মাঠ] বি গ্রামের মাঠ। 'এই পল্লীমাঠের পথের পাশে যেঠো গানের সহজ সুরে জাগো।' নজরুল, ১৯২২।

পদ্মীমুখী [স] বিপ পদ্মীনির্ভর; গ্রামের ওপর নির্ভরশীল। 'পদ্মীমুখী
বালার সভ্যতা ও সাধনা লোপ পেতে বসেছে।' নবজ্ঞান, ১৯২৫।

পল্লীমেয়ে [স পল্লী+মেয়ে] বি পল্লীবাসী বালিকা। 'আলোতে
ঝিকিঝা-ওঠা ঘট কাঁখে পল্লীমেয়েদের/ ঘোমটায় গুটিত আলোকে
...'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পল্লীরমণী [স] বি গায়ের বধু। 'ওয়েলসের কোন পল্লী-রমণী এখনও
হবহ বা কিছু রূপান্তরিতভাবে।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

পট্টাশিল্প বি হস্ত ও কুটীরশিল্প। 'পট্টাশিল্প পট্টাগান পট্টানিত' শাসনা
আকারে স্বতঃকৃতিতে দেখা দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পট্টাশিত্ত [স] বি গ্রামের শিত্ত। 'জ্ঞানো বেদন নিয়ে, পট্টা-শিত্ত
মুক্ত-বিধার গ্রাম নিয়ে।' নব্ব্ব্ব্ব, ১৯২২।

পত্নীসংগঠন [স] বি গ্রামের উন্নতি। 'লাঙল এবং চরকাকে কেন্দ্র করে আমাদের পত্নীসংগঠন করতে হবে।' নজরুল, ১৯২৬।

পত্নীসমাজ [স] বি পাড়াগাঁয়ের সমাজ। 'কর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের পত্নীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পল্লীসমিতি [স] বি গ্রামীণ সংঘ। 'পল্লী-সমিতি বলে সমিতি গড়ে
তুলেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'জায়গায় জায়গায় পল্লীসমিতি গঠন
হচ্ছে।' অবন, ১৯৪১।

পদ্যসাহিত্য।স। বি লোকসাহিত্য। 'ছোটো ছোটো পদ্যসাহিত্যকে
বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধবার প্রয়াস।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পদ্মীক্সী [স] বি গ্রামীণ বধু। 'মুচায় কর্মের ক্রেদ পদ্মীক্সীর সাক্ষ্য
অবদাহ।' সমীক্ষা. ১৯৩২।

পট্টীস্থিত [স] বিপ পট্টীতে বসবাসকারী। 'কুশল সংবাদ' তনিবার
 জনা পট্টীস্থিত সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পল্লভ [স] বি খাট। 'সুশোভিত স্বৰ্ণময় পল্লভে উপবেশনানন্তর ...'
বিদ্যা. ১৮৪৭।

পল্ল্যাপল্লি (স পল্লি) বি পাড়াপা। 'সহর বাজার নগর চাতর পল্ল্যাপল্লি

ସମସ୍ତ ଲୁଟ କରିয়া ... ।' ବାବୁରାୟ, ୧୪୦୧ :

পশাআতে [স পশাখ] ত্রিবিধ পেছনে। 'পশাআতে খেদিয়া তবে গেলা
ব্রহ্মসুর।' মালান্দর, ১৫০০।

পশতানো কি আকসোস করা। 'যাদের বিধা ও কুষ্ঠা যত বেশী তাদের পশতান্তে হয়েছে তত বেশী।' অনুদা, ১৯৩৭।

পশতু বি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান এবং
সরহদ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা। 'পশ্চিম পাকিস্তানের দেশী ভাষা
পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বেলুচী এবং ব্রাহুই।' মাহেনও, ১৯৪৯;
'ভাষা ভাষা পশতু উর্দু পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

পশন্দ (ফা পসন্দ) বি পছন্দ; ভালো লাগা। 'সেই ছানেই প্রতাপদিত্যের
পশন্দ হইল।' রায়বাহা, ১৮০১। স্ব পছন্দ

পশম, পসম [কা] বি লোম। যানোএল, ১৭৪৩; 'কদাচিত্ত নারিবে পশম
কাটিবারে।' গরীব, ১৭৬৫।

পশমিনা [হা] বিপ পলমের মতো কোমল। ‘কল্পরীর মতো কালো
পশমিনা অলকগোছা দুটিয়ে দুটিয়ে বললে ...।’ নজরুল, ১৯২২;

পশমিরা [বা পশম] বিপ লোমশ। মানোএল, ১৭৪৩।

পশমী, পশমি [কা] বিপ পশমের তৈরি। ওসা, ১৭৮৫; 'পশমী
কাপড়ের আয়দানি হয়।' মর্পণ, ১৮২৭; বিদ্যা, ১৮৯১।

পদ্মশী কুণ্ডা বিলম্বা লোমওয়ালা কুকুর। ওয়া, ১৭৮৫।
 (পদ্মশী বনাত হি পলায়েন তৈরি দহ। ওয়া, ১৭৮৫।

পশমী বস্ত্র [ফা পশমী+স বস্ত্র] বি পশমের তৈরি কাপড়। 'পশমী বস্ত্রের আমদানীতে ৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

পশুরি বি এক প্রকার গাছ ও তার কাঠ। 'আবলুস, জাম্বল, সুন্দরি, পশুরি, ফুপা কুটকি প্রভৃতি কাঠ নানা কর্মোপযোগি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

পশলা [কা পশু] ১ বি বর্ষ। 'লোহাটা উপরে শর পানির পশলা।
 রূপসায়, ১৭৫০। ২ বি একবারের বর্ষ। 'খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে
 লে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি চোটা। 'তার মুখ হইতে এক পশলা
 লীণ নিখা... বয়িরা পড়িয়াছে।' আত্মা, ১৯৪৬।

পণী [স ধবংস] কি প্রবেশ করা। 'শল জীবন হয়েছে পণীয়া।'
 রাহাঙ্গলা, ১৭৬০। পণীয়া কি প্রবেশ করে। 'পণীয়ে যেতেই কেন্দ্রী-
 কিশোরী আসে, কেশরীণী-কোলে।' মাইফল, ১৮১১। পণি কি
 প্রবেশ করে। 'পালাত পাখা দৃষ্টি হয়ে পণি হয়ে।' পু, ১৭৫০।
 পণি কি প্রবেশ করেছে। 'বুদ্ধ সোনার - তথা না পণি।' অ-
 গণি, ১৮৮৭। পণিয়ে কি প্রবেশ করবে। 'খনি মা, রাসায়ে
 পণিয়ে যেসি।' গিরিন, ১৮৮৭। পণিযু কি প্রবেশ করেছে। 'রাসদ
 ভক্তি কি পণিযু পাতাল।' বহাঙ্গম, ১৭৫০। পণিল কি প্রবেশ
 করেছে। 'কোরে ভিত্তি বিন্না হয়ে পণিল গো।' গি, ১৮০০।
 পণিণি কি প্রবেশ করেছে। 'কি সাহসে পণিণি এখানে।' গিণিল,
 ১৮৮৭। পণিণী কি প্রবেশ করে। 'সমরে পণিণী অস্তরে বৈকি।' অ-
 দলে গোপালশ্রী। ভাঙ্গ, ১৭৬০। পণী কি প্রবেশ করে। 'ভাড়া

পুলকে তাসি বহিয়া মবীম হাসি হেথাও তো পশে সূর্যকর' রবীন্দ্র
১৮৮৬।

পশার [স প্রকার] ১ বি দোকান। 'পশার সেতু ছারে বসি।' সুলতান
১৭০০। ২ বি শুকুয়ের দোকান। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি
ব্যবসারে উন্নতি। 'রামের শুকালতির পশার ...' প্রথম, ১৯১৮।

পশারা [স প্রসার] বি সারিবদ্ধ সোকান। 'চুড়ি মুলাইয়া হাটে বেচরে
ফুলরা কুশল জেন হাটে সেই মুদার পশারা।' মুকুশ, ১৬০০।
পশারি [স প্রসার] বি ওদুর্ধ্ববিভক্ত। মালোৎসব, ১৭৪৩।

পশারিত বিপ প্রসারিত। 'ইরশ, তুরাপ, মিশর আদ্যম পশারিত হয়ে
বুক।' মাহেনত, ১৯৪৯। ব্র প্রসারিত

পত [স] ১ বি ক্ষত। 'সে কেনে পতর লীট পত পক্ষ নহ।' বৃন্দা,
১৫৮০; 'লীখ পত যারি লৈল ঢালনা সব শাল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০;
'যার ওশে বনের পত রামনাম গায়।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি
(গালি) খারাপ মান্দর। 'ওরে নির্ঝক পত।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০। ৩ বি
মৃত। 'বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পত।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১০।

পতয়া [স পত] বি মূর্খ। 'হেন রূপ দেখি চড় অড় করে পতয়া
ভোর গোআশা।' বড়ু, ১৪৫০।

পতক্রিয়া [স] বি পতর মতো আচরণ। 'মহে পতক্রিয়া।' গিরিশ,
১৮৮৭।

পতঙ্গাস [স] বি পাখির আশ্রয়ান। 'যার এক চোখ হাওয়ার পতঙ্গাস
সেবে দেখে ভয়ে হিল।' লল, ১৮৫২।

পতচক্ষ [স] বি পতর বিবেচনা। 'বিজ্ঞানবিহীন পতচক্ষও যাহা
কৃপাবাহ বিবেচিত হয়।' সফল, ১৮৬১।

পতচর্ম [স] বি পতর চামড়া। 'কেহ কেহ বা পতচর্ম পরিধান প্রস্তুত
করিতে নিযুক্ত হইলেন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পতচাক্ষ [স] বি পত চাক্ষোর কাজ। 'আমি ধীর চাকরি নিয়ে
পতচাক্ষ করতে যেতুম।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পততত্ত্ববিৎ [স] বি প্রাণীবিদ্যায় অভিজ্ঞ। 'পততত্ত্ববিৎ পশিতো
পতীকা ঘারা স্থির করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পততা [স] বি পতত। 'তেত পড়ে দম্যভার, পততার প্রথম প্রাণের
সুকৃত, ১৯৪৮।

পতক [স] বি পতর মতো আচরণ। 'শিকা না দিয়া তাঁল্লুরদিগের ঐ
মনুষ্যসঙ্গে বহুদৈ পতক প্রদান করিতেছেন।' লক্ষ্য, ১৮৩৮।

পতকবাদী [স] বি পতর স্বভাব অবলম্বনকারী। 'আমরাও বাসালির
পতকবাদী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পতকর্ম [স] বি পতর স্বভাব। 'মানবধর্মের সঙ্গে পতকর্মের ঘন।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পতপক্ষী [স] ১ বিপ সকল প্রকার জীবজন্তু। 'পতপক্ষীখণ্ড সম্বন্ধে
কলিঙ্গ সমাজ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি পত ও পশি। 'পাড়ার বড়
পতপক্ষীর প্রিয়সিহী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পতপতি [স] বি হিন্দুসেবতা শিব। 'পতপতি প্রজ্ঞাপতি পুরুষ
প্রাণে।' মুকুশ, ১৬০০।

পতপাশ [স] বি পতপালক। 'বাহারা পতপাশ অথবা মণিমাণিক্যাদি
বস্ত্র বিক্রেয় দ্বারা আত্ম পরিবারের ভরণসামান্য পূর্বক সঙ্গের বস্ত্রা
নিরীহ করে।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

পতপালক [স] বি পতপালনকারী। 'তিনি জন পতপালক।' লক্ষ্য,
১৮২৫।

পতপালন [স] বি পতর দল গোষণ ও রক্ষাব্যবস্থা। 'তাহাদের
কৃষিকার্য, পতপালন ... উপকারী হইতে পারে।' অক্ষর, ১৮৫৪;
'একদিন পতপালন আদেশের বিশেষ উপলক্ষিকা ছিল।' রবীন্দ্র,
১৯১১; 'পতপালন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই এই প্রসঙ্গেরই উত্তর।'

সবুল, ১৯২০।

পতপালা [স] বি পতপালন। 'পতপালা, কৃষি ও বাণিজ্যে যাহারা
প্রবৃত্ত থাকিতেন, তাহারা বৈশ্য।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পতপ্রকৃতি [স] বি পতর মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'স্বার্থপ্রবৃত্তি ও
পতপ্রকৃতিকে সম্বন্ধে করিয়া পতর জ্ঞান নিজেতে উৎসর্গ করিতে
হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আমাদের জীবন দুর্ভাগ্য পতপ্রকৃতি নরপিশাচের
ন্যায় নীচ।' হোক্তোরা, ১৯২২।

পতপ্রবৃত্তি [স] বি পতশলভ প্রবৃত্তি; পতর মতো স্বভাব। 'বাহা ঘরে
থাকে তাহাও বাহির করিয়া পতপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন।' স্মৃতা,
১৮৭৩; 'ইংরাজেরা এই অসামান্য ভরতবর্ষের বীরের শোণিতে
প্রতিহিংসারূপ পতপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'সোজী
পুরুষের পত-প্রবৃত্তি ...।' নজরুল, ১৯২৮।

পতপ্রীতি [স] বি পতর প্রতি মমতাবোধ। 'পতপ্রীতি' বলে বস্তু
একটা প্রবন্ধ শিখে পাঠিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পতবন [স] বি পতর ন্যায়। 'কেবল পতবন ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগী
মাত্র বোধ করেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পতবনকুশল [স] বি পত শিকরের পাতনর্শী। 'অপর কয়েক ব্যক্তি
পতবনকুশল অস্ত্র নির্মাণে উদ্যুক্ত হইলেন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পতবল [স] বি পতর মতো প্রবল ও বিজয়নাশী শক্তি। 'রাবনের
ঘরে পতবল অশ্বমানিতা; সেখানে কেবল পতবল, সেখানে
ইন্ডোপাশী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'আজ ইটালীর পতবলে পর্তুগীজ
রাষ্ট্রাঙ্গী।' আজাদ, ১৯০৪।

পতবাহন [স] বি ভারবাহী পত দ্বারা চালিত বাহন। 'পতব-
সেবতাপন বৃহ মন্থির প্রকৃতি বলবান পতবাহন আদ্যে করিয়া অশ্ব
করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পতবুজি [স] বি জ্ঞানহীন। 'না চিহ্নিলুম পণ্ডিয়া মুণ্ডি পতবুজি.'
বাহরাম, ১৬৫০।

পতবৃত্ত [স] বি পতর স্বভাববিশিষ্ট। 'বাহারা আমাদিগের ন্যায়
সুভক্ত, সুভায়া পতবৃত্ত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

পতভাব [স] বি পতর স্বভাববিশিষ্ট। 'পতভাব বিহীন মনুষ্য জগতে
বোধ হয় অতি অল্প।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পতভাবে [স] বি পতর মতো অবস্থেলিত। 'মনুষ্য হইয়া অর্দ্ধা
রীকে যে পতভাবে রাখা এক কৌশল।' প্রভাকর, ১৮৩১।

পতমাসে [স] বি পতর মাসে। 'মৃগয়া লজ্জ পতমাসে ভক্ষণ ও বৃক্ষপত্র
নির্ভিত কৃতীয়ে ... কাল যাপন করিতেন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পতমাতা [স] বি মায়ের গণসম্পন্ন পত; গভী। 'পতমাতাকে মা
বলিয়া তবেই ইহার দুগ্ধ পান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পতমানুষ [স] বি মানুষের পতসত্তা। 'যেখানে পতমানুষটি ভাগিয়ে
গিয়ে মানুষ-মানুষটি বড় হয়ে ওঠে না ...।' মোহান্তের, ১৯৫০।

পতরাজ [স] বি পতর রাজা; শিহে। 'বড় কাবুটি বিনতি করিয়া
পতরাজকে কহিলেক ...।' তরিকী, ১৮০৩।

পতলোক [স] বি বর্ধনস্থান। 'তা হলে সমাজ ... পতলোকে সাধে
এক হয়ে যেত।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

পতলোমজ [স] বি পতর চামড়া থেকে তৈরি। 'পতলোমজ বর্ণনূর
বিচ্ছিন্ন বস্ত্র, জরির শাল, কিশোর ইত্যাদি।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পতশালা [স] বি চিড়িয়াখানা। 'পতশালায় জগৎ বিস্তর অর্থব্যয়

দেখিলাম।' বহ্নিম, ১৮৭৯: 'তাহাকে লইয়া সঙ্গীতালয় পতঙ্গালা
কৃত্তি দেশে বাহা-কিছু দেখিবার স্থান আছে লইয়া যাইয়ো।' রবীন্দ্র,
১৮৮৭।

পতঙ্গাঙ্গ [সি] বি পাতকিক প্রবৃত্তি। 'যখন পতঙ্গার বিকার আমরা
আত্মিক সত্তা আরোপ করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পতঙ্গুলভ [সি] বি পতঙ্গ আচরণের মতো। 'মেয়েটিও পতঙ্গুলভ
সচেতনতা নিয়ে গভীর হৃদয়ে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল।' ওয়ালী,
১৯৪৭।

পতঙ্গাশ্রম [সি] বি পতঙ্গ সেবতা প্রতিষ্ঠা। 'পতঙ্গাশ্রমে বনে ছয়দশী
গীত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পতঙ্গার্শ্ব [সি] বি পতঙ্গ হোয়া। 'কিছুটা পতঙ্গার্শ্বের পরিচয় পেতে
হত।' জীবন, ১৯৩২।

পতঙ্গহত্যা [সি] বি পতঙ্গ। 'বলি যদি দিতেই হয় তবে নিতান্ত পতঙ্গ
মতো পতঙ্গহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে বড়টা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭:
'নিজে ধর্মের নামে পতঙ্গহত্যা করিব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পতঙ্গনন্দ [সি] বি পতঙ্গ শিকার। 'তাহারা পতঙ্গনন্দই জীবনের প্রধান
উদ্দেশ্য ... বলিয়া বিবেচনা করিত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পতঙ্গনন্দ ব্যবসায় [সি] বি কসাই: পতঙ্গ হত্যা করে মাংস বিক্রী করা
ব্যবসয়ে পেশা। 'পতঙ্গনন্দ ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য।' *বহ্নিম*,
১৮৮৭।

পতঙ্গহিন্দো [সি] বি পতঙ্গ মতো হিন্দো। 'পতঙ্গহিন্দো বৃত্তি পরিত্যাপ
করিয়া পৃথক বা কুটীর নির্মাণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়,
১৮৫৫।

পশু, পশু [সি] পতঙ্গ বি জন্তু। 'কিএ মানুষ পশু পাখিরে জনমিলে
অবধা কীট পতঙ্গ।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০: 'সব পশু উপনীত হুগুণ
ভরসূলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পতঙ্গ [সি] ১ ক্রিবিধ পশু। 'পতঙ্গ করিল নানীমুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২
ক্রিবিধ পিছনে। হ্যামলেট, ১৭৭৮: 'তবে আর অতি সুখার্ত বীক
অহার পতঙ্গ আসিবেক।' জার্মিনী, ১৮০০। ৩ ক্রিবিধ পশুরতী
সমনয়ে। 'যদিও পতঙ্গ কোন উপায় করিতে পারিবা।' রায়রাম,
১৮০০। ৪ ক্রিবিধ নীচে। 'এই মহাধ্যাপ্যারে চাঁদার দানকরীরদের
নাম পতঙ্গ লিখিত।' দর্পণ, ১৮৩৭।

পতঙ্গকালিক [সি] বি পতঙ্গ জীভকালের। 'অপ্রাণের যে পতঙ্গকালিক
বেশ্যম ...।' বহ্নিম, ১৮৭৯।

পতঙ্গপদ [সি] বি পিছিরে আছে এমন। 'কোন ক্ষেত্রে সে দেশের
নারী আজ পতঙ্গপদ নয়।' কুলকুল, ১৯৩৭।

পতঙ্গমুগ্ধ [সি] বি মগ্ধের পিছনভাগ। 'এই পতঙ্গমুগ্ধে অরশ্যের
সম্মোহন।' মুনীর, ১৯৬৬।

পতঙ্গ [সি] পতঙ্গ ক্রিবিধ পশু। 'সেবিয়া পাইল বর পতঙ্গ হইল
নর।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

পতঙ্গবর্তি [সি] পতঙ্গবর্তী বি পিছনে এসেছে এমন। 'মাউসের
পতঙ্গবর্তি হইয়া নামিল পশ্চত হইতে।' রায়রাম, ১৮০০।

পতঙ্গভূমি [সি] পতঙ্গভূমি বি পটভূমি। 'তার জন্য অবস্থা ও
পতঙ্গভূমি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে।' আজাদ, ১৯৫৯।

পতঙ্গতে [সি] ক্রিবিধ অবশেষে। 'পতঙ্গতে নৈরাশ হৈলুম ভাবিতে
চিহ্নিতে।' বাহরাম, ১৬৫০।

পতঙ্গতে কেলা ক্রি পাকিত করা। 'পতঙ্গতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে

ভোমার বারবার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পতঙ্গ [সি] বি পতঙ্গ। পতঙ্গাদামি [সি] পতঙ্গাদামী বি অনুসরণকারী।
'পতঙ্গিতে বিপক্ষ সৈন্যের পতঙ্গাদামী নিজ সেনাপণকে কহিলেন ...।' *হরধনাদ রায়*, ১৮১৫।

পতঙ্গানুগত [সি] বি পিছুহটা। 'একশ্রেণে পতঙ্গানুগত পূর্ব পাকিস্তানের
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রথম ব্যাপক পতঙ্গানুগতের সূচনা করেছে।' *ফিঙ্ক্স*,
১৯৩৩।

পতঙ্গাদাশ [সি] পতঙ্গ-আগত বি পিছনে এসেছে যে। 'খনাবাদ নিয়ে
কপাটটা খুলে ধরা গেল পতঙ্গাদাশের জন্যে।' অন্নদা, ১৯২৯।

পতঙ্গদুত [সি] পতঙ্গ-উক্ত বি পশু লিখিত। 'পতঙ্গদুত কএক কর্ণে
নিয়োগ নির্দিষ্ট হইল।' বসন্ত, ১৮২৯।

পতঙ্গদুত [সি] পতঙ্গ-উক্ত বি গাধা লিখে উল্লেখ করা হয়েছে এমন।
'অবশিষ্ট কয়েকটিও পতঙ্গদুত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পতঙ্গাদামিনী [সি] পতঙ্গ-গামিনী বি ক্রী অনুসরণকারী। 'আশনার
পতঙ্গাদামিনী হব।' মাইকেল, ১৮৫৯।

পতঙ্গাঙ্গি [সি] পতঙ্গ-দিক ১ বি পিছনের দিক। দর্পণ, ১৮২৮। ২
বি দেখা যায় না যা। 'তাহারা আপনার পতঙ্গাঙ্গিকে ভয় করে।' *রবীন্দ্র*,
১৮৮২।

পতঙ্গাঙ্গাবন [সি] পতঙ্গ-ধাবন বি পিছনে পিছনে ছোটা। 'যখন
মরুভূমি ... শব্দে পতঙ্গাঙ্গাবনে বিমুগ্ধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পতঙ্গাঙ্গাবনরত [সি] পতঙ্গ-ধাবনরত বি পিছন পিছন ছুটেছে এমন।
অকসো মন্তুত লাগলটির পতঙ্গাঙ্গাবনরত মানুষগুলির মাথার
উপর।' হাসান, ১৯৬৭।

পতঙ্গাঙ্গবিত [সি] পতঙ্গ-ধাবিত বি পিছনে ছুটেছে এমন।
'পতঙ্গাঙ্গবিত অসহায় পতঙ্গ মতো।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পতঙ্গাঙ্গবিতা [সি] পতঙ্গ-ধাবিতা বি ক্রী পিছনে ছুটেছে এমন। 'তিনি
পতঙ্গাঙ্গবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্ভাগ হইলেন।' *বহ্নিম*,
১৮৮২।

পতঙ্গাবর্তন, পতঙ্গাবর্তন [সি] পতঙ্গ-বর্তন বি পতঙ্গাবর্তিতা। 'একটা
পতঙ্গাবর্তনের তাড়না আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পতঙ্গাবর্তিতা [সি] পতঙ্গ-বর্তিতা বি পিছিরে পড়া। 'নারী শিক্ষার
ক্ষেত্রে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের এই পতঙ্গাবর্তিতা গৌরবজনক নয়।' *বেগম*,
১৯৫১।

পতঙ্গাঙ্গি, পতঙ্গাঙ্গি [সি] পতঙ্গাঙ্গি বি পিছু ছাড়ছে না এমন। 'এই
পতঙ্গাঙ্গি কএক পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর
করিয়া উপকৃত করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

পতঙ্গাঙ্গিনী, পতঙ্গাঙ্গিনী [সি] পতঙ্গ-বর্তিনী বি ক্রী পিছনে
অনুসরণকারী। 'পতঙ্গাঙ্গিনীর হাত হইতে।' বিদ্যুতি, ১৯০৩:
'মায়মুনাও উঠিয়া তাহার পতঙ্গাঙ্গিনী হইল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

পতঙ্গাঙ্গী, পতঙ্গাঙ্গী [সি] পতঙ্গ-বর্তী ১ বি পিছনে ছুটেছে এমন।
'সর্বমুখনিবারণী সত্যাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পতঙ্গাঙ্গী হইয়া গমন
করিতে লাগিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি অনুসরণকারী। 'অন্নদা
উদ্ধারে মনিনার আবালবৃদ্ধ আপনার পতঙ্গাঙ্গী হইবে।' মশাররফ,
১৮৮৭। ৩ বি পিছনে অবস্থিত। 'কিছুতেই তারাপদ পতঙ্গাঙ্গী
হইয়া থাকিতে চাহে না।' রবীন্দ্র, ১৯৮৫। ৪ বি পিছনে অবস্থান
করছে এমন। 'পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পতঙ্গাঙ্গী।' *রবীন্দ্র*,
১৯২৯।

পঞ্চাঙ্গাঙ্গ [স পঞ্চাং-ভাগ] বি শিল্পে দিক। 'বাঙ্গীর রথ-ধেয়ীর পঞ্চাঙ্গে রতকগুলি আবরণ-শূন্য শরত থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পঞ্চানুশ্রুততা [স পঞ্চাং-শ্রুতিত] বি শিল্পে কিসে তাকানোর মনোভাব। 'মুসলমানদের পঞ্চানুশ্রুতিতাই রচনা করলো সাম্প্রদায়িকতার অর্থোপেক্ষ বুদ্ধিদান।' উম্মর, ১৯৬৬।

পঞ্চান্নিরূপিত [স পঞ্চাং-নিরূপিত] বি গণের নিরূপিত। 'এই মন্যোদেশ যাহা বিচারতঃ পঞ্চান্নিরূপিত পঞ্চালের সন্নিধ্য হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭।

পঞ্চানুশ্রুতি [স পঞ্চাং-শ্রুতিত] বি শিল্পে কিসে তাকানোর মনোভাব। 'বিশেষীর পঞ্চানুশ্রুতি বঙ্গাধীর জীবনে সক্রোমিত হচ্ছে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

পঞ্চানুশ্রুতি [স পঞ্চাং-শ্রুতিত] বি শিল্পে কিসে তাকানোর মনোভাব। 'বিশেষীর পঞ্চানুশ্রুতি বঙ্গাধীর জীবনে সক্রোমিত হচ্ছে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

পঞ্চান্নিরূপিত [স পঞ্চাং-নিরূপিত] ১ বি গণের উল্লেখিত। 'পঞ্চান্নিরূপিত মহাশয়গণ ... কৃৎযক্ষতায় নিযুক্ত হন।' দর্পণ, ১৮৮৮। ২ বি নোহোত। 'পঞ্চান্নিরূপিত পুরোহিতদের কোন নির্দিষ্ট বেতন নাই।' কুজাবিক্রী, ১৮৮৫।

পশ্চিম [স ১ বি পশ্চিম দিক। 'পূর্বের সুলভ পশ্চিমে আশ জ্ঞাঈ।' যতু, ১৪৫০। ২ বি ইউরোপীয় শাসকবর্গ। 'ছে ভারতবাসী, শক্তিমানমত ওই বসিক বিলাসী ধনুস্ত পশ্চিমের কটাক্ষসমুখে ...' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি পশ্চাত্য জাতি। 'পশ্চিম আদি বুলিয়াছে হার, সেবা হতে সরে আসে উপাধায়।' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'পূর্ববঙ্গীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবারি তিরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। পশ্চিমীপুসেবী [স] বি পশ্চাত্যের অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানিক সেবী। 'পশ্চিমপুসেবী তাহার পরিবেশনের ভার লইলে অসংশয় হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পশ্চিমদেশ [স] বি ইউরোপ-আমেরিকা। 'বর্বরতা পশ্চিমদেশে সভ্যতার নামাবলী পরিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'এই লইয়া পশ্চিমদেশে নির্যত রে-বব আলোচনা চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পশ্চিমদেশী [স পশ্চিমদেশীয়] বি পশ্চিম অঞ্চলের। 'পশ্চিমদেশী সৌকার দাঁড়িয়াগাত্যতায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পশ্চিমদেশীয় [স] বি ইউরোপের। 'পশ্চিমদেশীয় বসিকদিগের হস্ত্যাত হইয়া পারসীক বসিকগণের কল্যাত হইয়া পড়িল।' অক্ষর, ১৮৮৯।

পশ্চিমদীড় [স] বি পশ্চিমের আকাশ। 'প্রভাতের দ্বার হতে সম্ভার পশ্চিমদীড়-পানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পশ্চিম প্রদেশীয় [স] বি পশ্চাত্যদেশীয়। 'পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে।' জ্ঞানোৎসব, ১৮৩০।

পশ্চিমপ্রদেশীয় [স] বি ইউরোপ থেকে আগত। 'পশ্চিমপ্রদেশীয় আমি, তুমি এবে পূর্বের প্রহরী।' শব্দ, ১৯৬৬।

পশ্চিমবঙ্গ [স] ১ বি ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশের পশ্চিমভাগ। 'পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের বিখ্যাত অধ্যাপক-পরিচয়গণকে মিমন্ত্রণ-পদ্য দ্বিয়ার উদ্দেশ্যে চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি বঙ্গদেশের যে অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। 'এক ভোলনভায় পশ্চিমবঙ্গ পর্বর ...।' বোম, ১৯৪৮।

পশ্চিমবাংলা [স পশ্চিমবঙ্গ] বি ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশের পশ্চিমভাগ। 'পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষার ভাগ করিতে

হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পশ্চিমবাহিনী [স] বি পশ্চিমদিকে প্রবাহিত। 'পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নিরঞ্জিনী অকম্প পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দময়্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'পশ্চিমের বহু নদী সব পশ্চিমবাহিনী।' প্রব, ১৯২৫।

পশ্চিমবিলাসী [স] বি পশ্চাত্যের অনুরাগী। 'পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী।' শব্দ, ১৯৬৯।

পশ্চিমমুখ [স] বি পশ্চিমমুখী। 'আমরা একসল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পশ্চিমমুখী [স] বি পশ্চিম অতিমুখী। 'পশ্চিমমুখী হয়ে সাগরের দিকে তাকালে।' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

পশ্চিমসীমা [স] ১ বি পশ্চিম দিক। 'তার পূর্বসীমার বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল।' প্রব, ১৯১৯। ২ বি পশ্চিমবঙ্গ। 'তুমিই ভুলত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে জীবনের পশ্চিমসীমায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পশ্চিমা [স পশ্চিম] বি পশ্চিম সেপবাসী। 'ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।' বৃন্দা, ১৮৮০।

পশ্চিমাপাত [স পশ্চিম-আগত] বি পশ্চাত্য থেকে আগত। 'জোনস-এর এই ঘোষণা পশ্চিমাপাত বটে।' শিব, ১৯৫৬।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পশ্চিমীয়া [স পশ্চিম-অন্ত] বি পশ্চিম দিকে আছে এমন তরিত। 'প্রভাতের ... পশ্চিমীয়ায় পশ্চিমীয়ায় করিতেছে।' শব্দ, ১৮৬৯।

পঞ্চালয় [স পঞ্চ-আলয়] বি পতনের থাকার ঘর। 'তোমার কন্যাকে যে পতর নায় পঞ্চালয়ে বন্ধ রাখ ...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

পঞ্চাভ্যোহর [স পি স্বর্গকর। 'নিবসে পঞ্চাভোহর পুর মধ্যে জার ঘর নির্মাণ করয়ে অভরণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পট [স স্পট] বিশ স্পট। 'এই যে পট সজান লিখতেছে।' উষ্মেশ, ১৮৫৭।

পট পট [স স্পট] বিশ অরুপট। 'এর কথাগুলি বেশ পট পট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পটপটি ক্রিবিধ খোলাখুলিভাবে। 'পটপটি ভাবতে গিয়ে কুবোরে কট হয়।' শ্যামল, ১৯৬৭।

পটাপটি ক্রিবিধ স্পটভাবে। 'সোটা পটাপটি বলা হয়নি।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

পসংগ [স এসং] বি এসং। 'অধিগণি সুরত পসংগে জায।' চর্চা ১৯, ১২০০। প্র এসং

পসতানি [স পচা] ক্রিবিধ পচাতে। 'সীতা একপতি জনম রহি গেল পাভাল পসতানি।' বাহ্যায়, ১৬৫০।

পসদ [ফা] বিশ মনঃপূত। ওসী, ১৭৮২; 'রাজা পাতের কথা পসদ করিয়া ...' চন্দ্রকমল, ১৮৫৫; প্র পছন্দ

পসর [স এসার] ১ বি দুটি। 'তিমির খঙএ যথ অসের পসর।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিশ আলোকিত। 'দশদিক হইল পসর।' সুলতান, ১৭০০।

পসরবস বি পরবশ। 'চিঅ পসরবস অণা।' চর্চা ৩৯, ১২০০।

পসরা [স এসার] ১ ক্রি এসারিত হওয়া। 'মাঝাজাল পসরিউ বায়েলি মাঝাহরিণী।' চর্চা ২৩, ১২০০। ২ ক্রি আবিষ্ট করা। 'পসরিলহে মদন পাঁচ বায়ে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি ছড়িয়ে পড়া। 'কুচঙ্গ পর চিকুর ফুজি পসরল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ ক্রি পার করা। 'হাস্য পরিহাস্যে দুহে পসাইলা নিশি।' বিষ্ণু, ১৬৫০। পসরল ক্রি ছড়িয়ে পড়লে। 'কুচঙ্গ পর চিকুর ফুজি পসরল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পসরিলহে ক্রি আবিষ্ট করলে। 'পসরিলহে মদন পাঁচ বায়ে।' বড়, ১৪৫০। পসরিউ ক্রি এসারিত হলে। 'মাঝাজাল পসরিউ রে বায়েলি মাঝাহরিণী।' চর্চা ২৩, ১২০০। পসাইলা ক্রি পার করলে। 'হাস্য পরিহাস্যে দুহে পসাইলা নিশি।' বিষ্ণু, ১৬৫০।

পসরা [স এসার] বি দ্রব্যসামগ্রী। 'ওলাহ রাখা/ মাখার চুপড়ী/ দেবী মো তোমার পসরা।' বড়, ১৪৫০।

পসলা [ফা পস] ১ বি একবারের বৃষ্টি। 'মেয়ে যেন পানি পসলা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'এক পসলা বরিষি হোয়ে গাওয়ায় চিকপুয়ের বড় রাজা ফলারের পাতের মত দ্যাখ্যাকে।' হুতায়, ১৮৬১। ২ বি অরুপাত। 'পসলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

পসা [স এসেশ] ক্রি এসেশ করা। পসি ক্রি এসেশ করে। 'জলে পসি উপ করে শীত উতপল।' বড়, ১৪৫০। পসিআ ক্রি এসেশ করে। 'দেবীনি বিদার দেউ পসিআ সুকাও।' বড়, ১৪৫০; 'কেলি কৈল মেই বৃশাবনত পসিআ।' বড়, ১৪৫০। পসিও ক্রি এসেশ করে। 'উত্তর মুখে হইয়া তাহাতে পসিও।' রামায়ণ, ১৮০১। পসিলা ক্রি এসেশ করলে। 'সতুরে পসিলা সাগরের জলে।' বড়, ১৪৫০। পসিলে ক্রি লিঙ হলে। 'রনেতে পসিলে বৃষ্টি জার জত ওণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পসী ক্রি এসেশ করে। 'পলাত পাথর বাকী দখে পসী মরে।' বড়,

১৪৫০। পসু ক্রি এসেশ করুক। 'খিক জাউ নারীর জীবন দই পসু তার গভী।' বড়, ১৪৫০।

পসানি [স পাশান] বি পাশান। 'মানিনি মম তোর গঢ়ল পসানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পসারি [স এসার] ১ বি বিক্রয় দ্রব্যসম্ভার; সোকান। 'বৃত্ত দধি দুখ ঘোলে সাধিকা পসারি।' বড়, ১৪৫০। ২ বি উপচার। 'সে অতি নামর ভঙে সব সাব/ পসরত যন্ত্রিকা প্রেম পসারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি সোকানদারি। 'পসার করিত বাশা নখে প্রত্যবায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি ব্যবসা। 'তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবানী রাশামুকুন্দ স্বয়ম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বি প্রভাব। 'তোমার পসার বিচিয়ে রেখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৬ বি মঞ্চেল, রোণী ইত্যাদি। 'একদিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পসারতরালা [স এসার] +হি ওয়ালা। ১ বিশ প্রভাবশালী। 'সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসারওয়ালা উকীল।' বিজুতি, ১৯২৯। ২ বিশ সুপ্রতিভ; প্রভাবশালী। 'পসারওয়ালা ডাক্তার।' মানিক, ১৯৩৬।

পসারি, পসারী [স এসার] ১ বি পণ্যবিক্রেতা; বিক্রয়কারী। 'রসের পসারী সব কাননে পসারি।' মালশর, ১৫০০; 'পসারী পসার ঢাকে ডাঙুর ভরাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পণ্য সরবরাহকারী। 'পসারী পসার যেন খোয়ার ব্যাপার।' রূপায়, ১৭৫০।

পসারিষী, পসারিষী [স এসার] বি পথে পথে ঘোরে এমন প্রণ্যবিক্রেতা নারী; কেরিওয়ালি। 'খাক ভব বিকি-কিনি - ওগো প্রাঙ্গ পসারিষী, এইখানে বিছাও অরুণ।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'সোকানের পসারিষীটি দেখতে ঠিক তোমার মতো।' ওয়াসী, ১৯৪২।

পসারা [স এসার] বি পসরা। 'চটপটি ঘড়িয়ে সেট পসারা।' চর্চা ৩, ১২০০।

পসারী ১ বি বিতার। 'সহস্রমে পসারে দেবী পূজার বিধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি এসারিত করা। 'সবার পানে মেখায় বাহ পসারে/ সেইখানেতেই প্রেম জাগিয়ে আবারো।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পসারি প্র পসার

পসারি [স এসার] ক্রি এসারিত করে। 'হালহেভ, ১৭৭৮; 'নিশিদিন চাহে হিয়া পরান পসারি দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পসারিরা [স এসার] ক্রি এসারিত করে। 'বাহ পসারিরা তাকে তাকে নাম ধরি।' মালশর, ১৫০০।

পসাহনি [স এসাহনী] বি এসাহনী। 'তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। প্র এসাহনী

পসাহি [স এসাহন] বিশ শোভিত। 'মধুর হার্পে পসাহি আনন করএ বচন কীলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পসাহী [স এসাহন] ক্রি এসাহন করে। 'কি করাহি অধিক পসাহী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পসুপত, পসুপাত [স পাভপত] বি অন্নবিশেষ। 'পসুপত বান এড়ে গদ মহাবির।' মালশর, ১৫০০; 'ব্রহ্মঅন্ন রূপজর বান পসুপাত।' কবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পসুরি [স পজ] বি পাঁচ সের পরিমাণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পসেদ [স এসেদ] বি ঘাম। 'তনুক পসেদে পসাহনি ভাসলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। প্র এসেদ

পস্টারিটি [সি] বি উত্তরসূরি। 'পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্ত্তজ্ঞ তৈরি

করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পত্তানি [স পত্ন্য-তাপ>] বি আপদো। 'কিছুতে ঢোকে না যাতে তাই শেষে পত্তানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পত্তানি [স পত্ন্য-তাপ>] বি পত্ন্যতাপ। 'এ কোন যিগের-পত্তানি সুর।' নরকল, ১৯২৭; 'ঠেলায় পড় শেখায় পত্তানি।' শিবরাম, ১৯৭০।

পত্তানো [স পত্ন্য-তাপ>] ক্রি অনুতাপ করা। 'পত্তাবি দুই নয় তো নাপর ধর।' গিরিশ, ১৮৮০; 'না লইলে আখেরে পত্তাবি।' লালন, ১৮৯০; 'এখানকার না-খাওয়া লাভের জন্য পত্তাবে লাগলাম।' শিবরাম, ১৯৭০।

পত্ত বি আকস্মিকভাবে প্রদান ভাষা। 'পাঠান সকলে পত্ত ভাষে আপনর/কোরনের কথা তনি বুঝিল আচার।' সুলতান, ১৭০০। **প্ত** পশতু

পত্তাভাষী [পশতু+স ভাষী] বিশ পশতু ভাষা ব্যবহারকারী। 'পত্তাভাষী, পালাধীভাষী ও তুজরাটীভাষী জনগণের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' হামিস্তর, ১৯৫৩।

পত্ত [স বত্ত] বি বত্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

পহু [স প্রহু] বি চণ্ডা। 'মক্ষ বাক্কে পহু কয়্যা উক্ত হাত পাচ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পহড়া [স প্রহরা] বি প্রহরা। 'পহড়া দেখিলু কন্যা সুন নারাজনে।' রামাই, ১৭১০।

পহর [স প্রহর] বি নিরাবৃত্তের আট তাগের এক ভাগ; তিন বণ্টা ব্যাপী সময়। 'চটপ পহরে কাহু করিল আঘর পান।' বড়, ১৪৫০। **প্রহর**

পহরি, **পহরী** [স প্রহরী] বি প্রহরী। 'কপের পহরী না জালিল নিপজোলে।' বড়, ১৪৫০; 'কি করিব পহরি/ সন্তয় তক্করী।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

পহরিক [স প্রহরী] বি পাহারাঘার। 'দশিন দুজোই হুইমন্ত পহরিক।' রামাই, ১৭১০।

পহরী [স প্রহরা] ক্রি প্রহার করা হলো। 'সুখ বাহ ভজত পহরী।' চর্য্য ৩৬, ১২০০।

পহিরণ [স পরিধান] বি পোশাক। 'ধরি অনেক প্রহরণ জরীর পহিরণ নিশাইল রণমায়ে।' ভারত, ১৭৬০।

পহিল [হি পহিলা] ক্রিবিধ প্রথমে। 'পহিল বিআপ মোর বাসনপড়।' চর্য্য ২০, ১২০০।

পহিলি বি প্রথম। 'পহিলি রাধা মাধব ভেট। চকিত্যি চাহি যখন কহে টে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পহু, **পহুঁ** [স প্রহু] বি প্রহু। 'পহু সম কামিনী বহুত সোহাগিনী চন্দ্র নিকট জুইসে তারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সুচিত হিদিম তখন পহু পাটাইল।' চীচঞ্জী, ১৬০০; 'পহু ভেল পরকাশ ভুবন চতুর্দশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পহুন্দ [প্রা পহুন্] বি পৌছানো। ডানকান, ১৭৮৫।

পহুয়া, **পহুঁয়া** [প্রা পহুতা] ক্রি উপস্থিত হওয়া। তাঁতি, ১৭৯২; 'মাজিট্টে সাহেবের কুঠীতে পহুঁয়ার পূর্ব্বকই ...।' মশাররফ, ১৮৯০। **পহুয়ান** ক্রি পৌছানো। 'হকুমদায়া পহুয়ান জাবেক।' তাঁতি, ১৭৯২। **পহুঁহিলে** ক্রি পৌছালে। মেরস, ১৭৭৪। **পহুঁহিয়া** ক্রি পৌছে। 'আপনে উপর হনে বাক্তা পহুঁহিয়া ...।' বোঙ্গল, ১৭৭০।

পহরী [স প্রহরী] বি প্রহরী। 'তার রাএ কপের পহরী চিআইল।' বড়,

১৪৫০। **প্রহরী**

পহেরা বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'পহেরা মনে পালামোতে এক জাতি আছে।' বজ্রিম, ১৮৯২।

পহেলা, **পহিলা** [প্রা পহিরা] ১ বিশ পরল। 'পহিলা ফৈরাদির জবাবে শিবিয়া দিয়াছি।' মেরস, ১৭৫৭; 'পহিলা তান্তির স্ত্রে রকম কাপড় দিবার করার।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ ক্রিবিধ প্রথমে। 'পহেলা বসিনু আলা আগে করতার।' গরীব, ১৭৬৫।

পহেলী বি প্রথম। 'পহেলী উষার নয় মেঘ।' জসীম, ১৯৩১।

পহের [স প্রহরী] বি প্রহরী। 'পহের জারগা।' মানোএল, ১৭৪৩। **প্রহরী**

পহু [স পরিধান>] ক্রি পরিধান করা। 'এক ঠারি দুইটা রাধা মাধার পসার ফল পহু ফল বাখ জিব্বনে সার।' বড়, ১৪৫০। **পহুইল** ক্রি পরিধান করলো। 'পহুইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে।' বড়, ১৪৫০। **পহুইয়া** ক্রি পহু; পরিধান করে। 'মধু সম বাকি বোপা পাটোল পহুইয়া।' বড়, ১৪৫০। **পহুয়িল** ক্রি পরিধান করলো। 'পহুয়িল আতি কুতুহলে।' বড়, ১৪৫০। **পহুঁ** ক্রি পরিধান করি। 'সোবন বাহরী পহুঁ রঙ্গসী রানিকা।' বড়, ১৪৫০।

পহু [প্রা] বি প্রাচীন পারসিক জাতিবিশেষ। 'সৈনিক কার্ণেও ... কায়েজ, পারদ, পহুবে গুজুতি ভিন্ন জাতিগণ নিয়োজিত হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৭।

পহুরী [প্রা] বি প্রাচীন ইরানি ভাষা। 'তাহা রাজ আজ্ঞা অনুসারে প্রাচীন পারসীক ভাষা পহুরীতে অনুবাদিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পহুরী ভাষী [প্রা পহুরী+স ভাষী] বিশ প্রাচীন পারস্যভাষী। 'পহুর বা পহুর পূর্ব্বতন পহুরী ভাষী পারসীক জাতির প্রতিপাদক হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পা [স পাদ] বি পাদ। 'অইসন চর্য্য কুতুরীপাএ গাইডু।' চর্য্য ২, ১২০০।

পাঁ [স পদ] বি পদ। 'ডাকিনী মুসিনী পায় লাইলঙ শরণ।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। **পাঁএ** ক্রিবিধ পায়। 'সব শোলাইল পাএ।' বড়, ১৪৫০। **পাঁএত** ক্রিবিধ পায়। 'বাতত বলয়া পাএত পাএত নুসর।' বড়, ১৪৫০। **পাঁএপাঁএ** ক্রিবিধ প্রতিপদে। 'পাঁএপাঁএ জুজু করি মুঠকা মুঠকা।' মাল্যধর, ১৫০০।

পাঁ-গাড়ী বি সাইকেল। 'পাঁ-গাড়ীর মত চলন্ত এই দেবতা।' জসীম, ১৯৩০।

পাঁ চাটা ১ ক্রি হীনভাবে তোষামোদ করা। 'ব্রাহ্মণের পাঠুলো বান ... পা চাটেন।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি প পা চাটে এমন; পরসেহী। 'পাঁ-চাটা কুতুরের মতো মুখে লাখি মালুক।' নরকল, ১৯২২।

পাঁ-জের বি পায়ের অঙ্গকারবিশেষ। 'মল, ঘুঘর, পরিহয়, পা-জের ইত্যাদি বুঘুর বুঘুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাঠী চলিল।' যোকেয়া, ১৯০০।

পাঁ টিপে চলা ক্রি খুব বাসনালে পা ফেলে যাওয়া। 'এই দড়ি ধরে পা টিপে টিপে নেবে যা।' শব্দ, ১৯১৭।

পাঁ টিপে বড়য়া ক্রি পা টিপে হাঁটার মতো মূব বয়ে চলা। 'হাফে মাথে পা টিপিয়া বহিহে নিশাখবায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পাঁ-টোপা বি প পা টোপ এমন; অনুপাত। 'আমি তোমার পা-টোপা দাসী।' মালিক, ১৯৪০।

পাঁ-ডুবানো বি প ডুবে যার এমন। 'পাঁ-ডুবানো অলস জল, এখন আমার মনে পড়ে।' শব্দ, ১৯৬৬।

পা সেওয়া

পা সেওয়া কি শ্রবণ করা। 'বি.এ.র কোঠায় পা সেবার গুণেই অমিত অল্পকালে ভর্তি হই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পা না সরি কি যেতে ইচ্ছা না করা। 'অশার পা কিছুতেই সরিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পা পা করে ক্রিপল তটি তটি পায়। 'পা পা করিয়া কিছু দূর আগাইয়া গেল।' শরৎক, ১৯৮৮।

পা-পুঞ্জ [স পদ] বি কারো পায়ের কুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

পা ফুলা বি পা ফোলা রেশ। 'স্বরে বাজে ঘরছে, পা ফুলছে, সর্পি হচ্ছে, ছুর হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পা ফেলা কি বিচরণ করা। 'কখন কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পা-বন্দী বিপ অনুভব। 'হৃদয়ের পা-বন্দী তোলা' হোসেন, ১৯৬৯।

পা বাড়াবো কি অঙ্গের হওয়া। 'নিহেমিহি আর কতবা দাঁড়াই, পায় পায় পা বাড়াই।' জহীম, ১৯২৭।

পা মিলিয়ে ঢলা কি সামনের ও পিছনের অঙ্গের সঙ্গে পা মিলিয়ে সূক্ষ্মলভ্যতা এপিয়ে যাওয়া। 'জোরসে ঢলো পা মিলিয়ে।' নজরুল, ১৯২২।

পা-মোজা [পা+ক মোজা] বি সুতা, রেশম, পশম প্রকৃতি দিয়ে প্রস্তুত পায়ের আবরণবিশেষ। 'কাল শুধু পা-মোজা পায়।' হুজুতায়, ১৮৬১।

পা পায় ক্রিপল পদে পদে। 'ভরায় বিদায় কর স্রুণ পায় পায়।' তরঙ্গী, ১৮২৫।

পায়ে তুড়োলা যাওয়া - নিজেই নিজের বিপদ ঘটানো। 'সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও তুড়োলা মারা হল।' হুজুতায়, ১৯৪৯।

পায়ে-চলতি বিপ হেঁটে-চলা। 'হেঁটেই শব্দে চমক লাগিলে পালিয়ে সিত পায়ে-চলতি মানুষকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পায়ে টেলা ১ কি দূরে সরিয়ে দেওয়া। 'আমাদের কি পায়ে টেলেন, হুজুর?' ইয়াদুল, ১৯২০। ২ বিপ অনুসরণকৃত। 'সেবতার পায়ে-টেলা এই পুণ্য মম হিরা-মাঝে।' নজরুল, ১৯২০।

পায়ে ধরা কি বিনীতভাবে অনুমোদন করা। 'পায়ে ধরিয়ে কথা কব, সেমি পায় ধরেন কি না।' উৎপল, ১৮৫৭।

পায়ে পড়া কি পায়ের ধরে মরা ভিক্ষা করা। 'সেই কঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ের পড়া, মাথা খোঁড়া।' বক্তিম, ১৮৮৪।

পায়ে-পায়ে-খোঁড়া বিপ সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে চলে এমন। 'পায়ে-পায়ে-খোঁড়া গুণি বেড়ায়ে।' মামসুত, ১৯৬০।

পায়ে পায়ে স্রুণ - চারিদিকে স্রুণ। সুকল, ১৯০৬।

পায়ের অক্ষর বি পায়ের চিহ্ন। 'পায়ের অক্ষর সব ঘুছে যায় মদি মুসোমাটিখানে।' জীবন, ১৯৪০।

পায়ের কাঁদা বি অভিসার তৃষ্ণা বহা। 'আমরা কোথার বৈকি সকলেরই পায়ের কাঁদা।' সৌর, ১৮২২।

পায়ের ছা বি পায়ের আঘাত। 'পায়ের ঘায়ে মাঠের খুলা আকাশ নুঁকি ফেলবে তব।' জহীম, ১৯২৯।

পায়ের ডলা বি পায়ের পাতার ডলা। ওর্স, ১৭৮৫।

পায়ের খুলা মাথার লগুনা কি আশীর্বাদ নেওয়া। 'এই বলিয়া মাথার পায়ের খুলা মাথায় নইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পায়ের খুলা লগুনা কি আশীর্বাদ নেওয়া। 'ভাঁহার পায়ের খুলা লগুনা কহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পায়ের খুলা বি পদমূল। 'সে আমার পায়ের খুলা নিয়ে কুকে মাথায় মেখে বসলো...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পায়ের হাড় বি হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হাড়; পায়ের যে কোনো হাড়। ওর্স, ১৭৮৫।

পায়েরিকল বি প্রতিবন্ধকতা। 'এ শিখা যে কেবল ব্যর্থ নয়, উন্নতির পথে পায়েরিকল তাকে আর সন্দেহ থাকে না।' সবুজ, ১৯২০।

পায়ে-শিকলি-বাঁধা বিপ পায়ে শিকল বাঁধা আছে এমন। 'বাপানের সমস্ত গাছপালা পায়ে-শিকলি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায় পায়ের মতো ডানা আছড়ে ঝটপট ঝটপট করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পায়ে সেলাম চোকা কি অবসান করা। 'কালই সে বিদ্যার পরিত্রিষ্ট পায়ে সেলাম চুকবে।' মাহেনগ, ১৯৪৯।

পায়ে-হাঁটা বিপ পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় এমন। 'পালবাড়ি বাবার পায়ে-হাঁটা পথ।' কায়সার, ১৯৬২।

পায়ে হেঁটে কেঁদা কি ধীরে ধীরে যাওয়া। 'এখানকার রাস্তির তেমনি খোঁড়ার চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পা বাঁধা কি পা ফেলা। 'মাটির উপর চুঁকে লাড়ও প্রায় কিছুতেই পা রাখতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পা-স্রুণ বিপ কূপ-পা-ঘড়ান। 'শেট-মোটা পা-স্রুণ ছেলেমেয়ে-ওঠো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পা [স পদ] বি পা। 'কোন অনুভব খনে পাখ বাঢ়াইলো।' বড়ু, ১৪৫০।

পাঅতিক্রি [স পদক্রি] বি পারের চিহ্ন। 'সুন্দর সে গীত পাখী বাক্যী করতালী সেখ পাঅতিক্রি কবী সেলা বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০।

পাঅপএ, পাঅপএ [স পাদপদ] ক্রিপল পাদপয়ে। 'সং গুরু পাঅপএ জাইব গুরু জিউরা।' চর্য্য ৪৪, ১২০০। 'দুই পাঅপএ দারিক বাদল জুওনো লথা।' চর্য্য ৪৪, ১২০০।

পাঁজল [স পায়স] বি পায়ের। 'পরকৃতকে ডরে পাঁজল লএ করে বাএস নিকট পুকারে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পাই ট্র পাওয়া

পাই ট্র [স পাদ] বি এক আবার চার ভাগের এক ভাগ। 'পাই লতা ঝাং লিন প্রতি।' মুকুল, ১৬০০।

পাই পরসো বি এক আবার চার ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা। 'কিষ্কীয় সূতন সিদ্ধা পাই পরসো বাহা বিট বদিয়া ব্যাড।' সর্প, ১৮০৩।

পাইক [কা পায়েক] বি পদাডিক সৈন্য। 'বহিস্রো হোট খাট পাইক ধরে ধরে।' মলাধর, ১৫০০।

পাইকজ, পাইকজা [কা পায়েকাশুত] বি এক জমিদারের অধীনে বাস করে যে বাড়ি অপর জমিদারের অধীনস্থ গ্রামে চান্দ করে। 'একদশে গাঁতি অধীন বোদকতা প্রভা এত ও পাইকজা এত।' প্যাট্রী, ১৮৫৮; 'প্রভা ... প্রধানত দুই প্রোণীতে বিভক্ত ছিল - বোদকজ আর পাইকজ।' প্রমথ, ১৯১৯।

পাইকান [কা পায়েক] বি জমিদার অথবা রাজার সূতপণ। ওর্স, ১৭৮২।

পাইকান, পাইকর [কা] বি যে থেকে অনেক জিনিস কেনাঘোড়া করে। 'সাহেব সোক কাপড় বাহালি পাইকরকে কখন বেচে নাই।'

কালমে, ১৭৮৫; 'বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হত্যামের নকশার সঙ্গে ঐ বিচিত্র হইখানি বিক্রী করেন।' হুতোম, ১৮৬৮।

পাইকারী [কা] বিপ সমষ্টিগত; গণ হায়ে ঘটে এমন। 'সেখিছি এতদিন পাইকারী হত্যা নিখিলিক।' শাসনুর, ১৯৭৩।

পাইকিরি [কা পাইকারী] বিপ একসঙ্গে অনেক জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হয় এমন। 'বাবসা ছ-ছ করে এগোশ ... হুচরা থেকে পাইকিরিতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাইখানা [কা শায়খানা] বি মলভাণের স্থান। 'সর্বদা খিদে পেলে খরচ বাড়বে বলে এক দিন অজর পাইখানায় যান।' হুতোম, ১৮৬১; 'পাইখানার ব্যবস্থা নেই।' মুক্তভা, ১৯৫২। হ্র পায়খানা

পাইঘোড়া বি আন্তর। মাদোএল, ১৭৪৩।

পাইচা বি বাণের তৈরি ছোটো কুড়িবিশেষ। 'সেটা পাইচার মধ্যে নিয়ে ... ছাউনির দিকে শেল মেঝা।' আলফ্রিডিন, ১৯৭১।

পাইট [স পুজিট] ১ বি পরিশাট। 'ঘরের পাইট কাইট কুটনা বাটনা রীথা বাড়ো সেওয়া খোয়া করিতেই দিন যায়।' গৌর, ১৮২২। ২ বি চাষের যথাযোগ্য কাজ। 'ধানের পাইটও আছে, তদারক না করিলে কলা ধরিতে পারে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পাইধন [বি] বি অজ্ঞার সাপ। 'অজ্ঞার পাইধন কুতলী পাকিয়ে আছে।' বিকৃতি, ১৯৩৭।

পাইন [বি] বি চিরনবুজ গাছবিশেষ। 'আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'তখন পাইনের হাওয়ায় কত কি উপকারিতার কথা আমায় ভনিয়ে দিলে।' শিবরাম, ১৯৪০।

পাইনবন [বি পাইন+স বন] বি পাইন গাছের বন। 'পাইনবন গাছড় সমুদ্র ও দুটি অভিবাহিত প্রেমিকের সুখ সে পান করল।' জীবন, ১৯৩২।

পাইন-এ্যাপল [বি] বি আনারস। 'পাঁচ রকমের শরবত পাইন-এ্যাপল, রাশপেরি, ব্যানানা খোল দিয়ে বানানো পক্ষ্মতের দৃশ্য।' শিবরাম, ১৯৫০।

পাইনাঞী হ্র পাওয়া

পাইশ [হ্র] ১ বি ধূমপানের নলবিশেষ। 'টি আই কেনী পাইশ টানিতে টানিতে বেত হুতে নীচে নামিলেন।' মশাররক, ১৮৯০। ২ বি নল। 'সোহার পাইশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'কিন্তু পাইশ বেয়ে ওঠা সোজা রে।' শিবরাম, ১৯৪০।

পাইশওয়ালা [বি পাইশ+হি ওয়ালা] বিপ নলবিপাট। 'ছাত্রাবাসের সীমানার ভেতর অনেকগুলো মোটা পাইশওয়ালা পানির কল।' হাকিজুর, ১৯০৩।

পাইশ ১ পাণ্ডা

পাইল [স পজালি] বি সংগীত দলের সোহার। 'আমি জগদম্পণওয়াল বা কীর্তনের পাইল নহি যে এখন পোষাক পরিব।' চন্দ্রিকা, ১৮০০।

পাইলট [হি] ১ বি জাহাজের চালক। 'নারিক পাই নাই, পাইলট পাই নাই।' বন্দর্পন, ১৮৭২। ২ বি উড়োজাহাজ চালক। 'প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান 'বোয়ালের' প্রেমে গিয়া বসিলাম।' রোকেয়া, ১৯৩২; 'এরোপ্লেনের পাইলট।' জীবন, ১৯৩২।

পাইলা [পাতিলা] বি মাটির ক্ষুদ্র হাড়ি। 'ধায়া, হুনে, পাইলা যা-হোক একটা কিছু নিয়ে গীর সব মানুষ সেমে এসেছে খলায়।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

পাইশাল [স পতলা] বি পতলা; অংশলা। ওর্স, ১৭৮৫।

পাইশ বি পয়সা। **পাইশ-কেন্ডরী** বি শস্তায় খাওয়া যায় এমন রোজেরা। 'হিম হুয়ে ন'ড়ে শেল ও-পাশের পাইশ-কেন্ডরীতে।' জীবন, ১৯৪৮।

পাইশ-হোটেল বি পয়সার বিনিময়ে খাওয়া যায় এমন হোটেল। 'পকেটে পাইশ-থাকলে তো পাইশ হোটেল।' শিবরাম, ১৯৭০।

পাইশা বি মুদ্রার একক; পয়সা। মাদোএল, ১৭৪৩।

পাউ [হি] বি বটুয়া; ছোটো থলে। 'মুখটা সিগারেট মিজারের পাউচের মতো কুঁকড়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

পাউডার [হি] বি প্রসাধনীরূপে ব্যবহৃত এক ধরনের সূক্ষ্মি তঁড়া। 'পাউডারের কথা ঠিক জানা নাই।' প্রমথ, ১৯২০; 'এসেল পাউডার এ সকল কিছুই ধার ধারেন না।' রোকেয়া, ১৯২২।

পাউডর [হি] বি প্রসাধনীবিশেষ। 'তাঁহার পাউডর ও পাউডর সর্কারীকে ব্যবহার করিতে দিলেন।' হালিহসর, ১৮৭১।

পাউডার পাক [হি] বি পাউডার ব্যবহারের প্যাড বা স্পঞ্জ। 'পাউডারের পাক বুলায় মুখে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮; 'অবশ্য পাউডার পাক অবশ্যই কেনা ব্যয়সাধক।' বেশম, ১৯৪৯।

পাউডার-প্যাড [হি] বি পাউডার ব্যবহারের স্পঞ্জ। 'লাশতীর পাউডার-প্যাডটা খেমে গেছো মুখের উপর।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

পাউড়ি [স পাদুকা] বি বড়ম; পাদুকাবিশেষ। 'মাথা ভলিমু মার্যা পাউড়ির বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'চমক পাখর আর পদেত পাউড়ি।' আলফ্রিড, ১৬০০।

পাউড়ি [স পর্ব] বি পাণ্ডি। 'শলাকে পাউড়ি ভাঙ্গে শলাকে তজারা।' শালন, ১৮৯০।

পাউ [হি] বি ব্রিটিশ মুদ্রার একক। 'এক পাউও দিয়ে এক গাড়ি ডাড়া করা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পাউস [স পয়সা] বি বর্ষা। 'পাউস নিজর আশা রে সে দেখি সামি ডরায়ে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পাএহিচী [স প্রায়চিত্র] বি প্রায়চিত্র। 'জয়মুক্তি ভ্যাগ করিয়া পাএহিচী করিতে উক্ত হইয়া আছি।' চিঠিপত্র, ১৮২৪। হ্র প্রায়চিত্র

পাও [স পদ] বি পা। 'বিশ্র পাও প্রকাশন কৈল সেই ঘরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

পাওআনা [স প্রাপণ] বি প্রাপ্য অর্থ বা দ্রব্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাওআদার [পাওনা+কা দার] বি যিনি প্রাপ্য অর্থ বা দ্রব্যের প্রাপক। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাওজর [কা শায়-জোয়ার] বি পাইজোড; পায়ের অলংকারবিশেষ। '... ডায়মনকাট চিক তাবিজ বাহু হাতের কড়া স্বর্ণ গোট চাবির সিকিদি; চতুহায় পোশমল পাওজর হিওয়াদি।' জবাবী, ১৮২৮।

পাওন [স প্রাপণ] বি প্রাপ্তি। ওর্স, ১৭৮৫; 'ঐ তিন সুবার পার্শাপ হুগের ফরমান ও চিহ্নবিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃত্যর্থ ...।' রামরায়, ১৮০১।

পাওনা [স প্রাপণ] বি প্রাপ্য অর্থ বা দ্রব্য। 'আপন পাওনা লইতে পারে না।' ওর্স, ১৭৮৪।

পাওনাওয়াল [পাওনা+হি ওয়ালা] বি পাওনাদার। 'কুটার উপর পাওনাওয়ালদিসের প্রতি সর্বদা।' দর্শপ, ১৮২৭।

পাওনাগাথা [পাওনা+গাথা] বি প্রাপ্য টাকা-পয়সা। 'পাক্তানের অর্থনৈতিক পাওনাগাথা ও জীবনমানের সমতা রক্ষার প্রশ্ন ...।' আজাদ, ১৯৫৬।

পাণ্ডনাদার [পাণ্ডনা+ফা দার] বি পাণ্ডনা আছে যার। 'পাণ্ডনাদার, বিলম্বরকর, উটনোগলা মহালক খাতা, বিল ও হাটটিতে নিয়ে ভিন মাস হাটতে, দেওয়ানী কেরল আজ না কল কঠেন' হুতাম, ১৮৬১।

পাণ্ডনিয়া [স প্রাপণ] বিপ লক। মানোএল, ১৭৪৩।

পাণ্ডয়া ১ ক্রি লাভ করা। 'হেন বর পাণ্ডা সব দেব গেলা বাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি গ্রহ হওয়া। 'অজ্ঞা যোবা আশা গিয়া পাইয়াছে ভুতা।' চিত্রী, ১৬০০। ৩ ক্রি দেখা হওয়া। 'যদি মোঠা পথে পাই আমি তোমারে আবার' জীবন, ১৯৪২। ৪ ক্রি অনুভূত হওয়া। 'ঘরে চলে, আমার শীত পেয়েছে।' শতকৃত, ১৯৫৮। পাণ্ড ক্রি পাণ্ড। 'করিব উচিত যদি নাই পাণ্ড ব্যোথা।' মুরুদ, ১৬০০। পাণ্ডবো ক্রি পাণ্ড। 'তাক পাণ্ডবো কমণ পরকারে।' বড়ু, ১৪৫০। পাণ্ডা ১ ক্রি লাভ করে। 'হেন বর পাণ্ডা সব দেব গেলা বাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি পেয়ে। 'অভিমান পাণ্ডা পাকা ডাড়িম বিসয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। পাই ১ ক্রি পায়। 'দেখিবে সি পাইএ কাফাঈ ভিকিতে না পাই।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি পেয়ে। 'অপ পাই শ্রীনিবাস বোলেয়ে বচন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি পাণ্ডয়া ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের রূপ; জ্ঞাপ্য করি। 'মনে বড় কষ্ট পাই।' মনিকরাম, ১৭৮১। পাইআ ক্রি পেয়ে। 'বন পায়া আজ জে হয় হৃদয় আনন্দ।' মুরুদ, ১৬০০। পাইআছি ক্রি পেয়েছি। 'হেন বনে বেড়াইআ পাইআছি বড় দুঃখ।' মুরুদ, ১৬০০। পাইআছিলা ক্রি পেয়েছিলাম। 'যদিহা চন্দন ফা কুময় ককরি শুয়া পাইআছিলা বিজার বাসরে।' মুরুদ, ১৬০০। পাইএ ১ ক্রি পাই। 'আমেক পাইএ বড় লাগে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি পেয়ে। 'না পাইএ জল উপকৃ বিলা।' মনিকরাম, ১৭৮১। পাইছি ক্রি পেয়েছি। 'দেব আরাধনে কেন্যা পাইছি বিশিষ্ট।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাই নাই ক্রি পায়নি। 'কবী ১৬৮২। পাইনাওঁ ক্রি পাইনি। 'কোন সমস্যাচার পাইনাওঁ কবী, ১৭৯৬। পাইনু ক্রি পেলাম। 'একে একে রাছল বিনিনু পাইনু পাইনু।' গরীব, ১৭৬৫। পাইব ক্রি পাবে। 'কমেনে কাফাঈর পুদ পাইব।' বড়ু, ১৪৫০। পাইবা ক্রি পাবে। 'ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য।' বৃন্দা, ১৫৮০। পাইবি ক্রি পাবি; পাবে। 'কাফাঈ পাইবি বড় পুনে।' বড়ু, ১৪৫০। পাইবে ক্রি পাবে। 'ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে পরতের।' মাল্যধর, ১৫০০। পাইবৈ ক্রি পাবে। 'পান আমি নিল নায়ে/ফল পাইবৈ মোর রায়ে।' বড়ু, ১৪৫০। পাইবেক ক্রি পাবে। 'এ সব পুণ্যের ফল পাইবেক সে সকল।' সুলতান, ১৭০০। পাইম ক্রি পাবে। 'শকাতে পাইম দুঃখ তুফি আশি সন।' সুলতান, ১৭০০। পাইমু ক্রি পাবে। 'তুফি যেন ধনি যান না পাইমু এক।' বাহরাম, ১৬৫০। পাইয়া ক্রি পেয়ে। 'অধিক তাপিত লোক বড় পাইয়া।' মাল্যধর, ১৫০০। পাইয়াছি ক্রি পেয়েছি। 'ওগা, ১৭৮২। পাইয়াছিলা ক্রি পেয়েছিলাম। 'কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা বাপা।' কুজরাম, ১৭২০। পাইল ১ ক্রি পেলে। 'কারের বসনে বাড়ায় পাইল হরিষে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি পেলাম। 'পালিয়ে সাহুড়ী হানে না পাইল পাণ্ডা।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি লাভ করলে। 'মিজ্ঞানবের লোক গুণ্ডর আশি দর্শন।' কুজরাম, ১৫৮০। পাইলু ক্রি পেলাম। 'পাইলু বসন্ত ঋতু করিয়া আরতি।' অশাওল, ১৬৮০। পাইলা ক্রি পেলে। 'পাইলা আপনে তাকে উদিত মকার।' সুলতান, ১৭০০। পাইলাভ ক্রি পেলাম। 'ভেদে কারনে সব পাশাঙ সুন্দর গোপালে।' মাল্যধর, ১৫০০। পাইলি ক্রি পেয়েছি; পেলে। 'বাহিড়া পাইল সোদর মাউলানী।' বড়ু, ১৪৫০। পাইলু ক্রি পেলাম। 'সে ধন মুক্তি নে পাইলু।' সুলতান, ১৭০০। পাইলে ক্রি পেলে; পেয়েছে। 'পাইলে জুদ সহিয়ে মারি।' মাল্যধর, ১৫০০।

পাইলৈ ক্রি পেলে; পেয়েছে। 'পাতরে একসরী পাইলৈ নিমাইখি।' বড়ু, ১৪৫০। পাইলেহ ক্রি পেলে। 'কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেহ নিখি।' বৃন্দা, ১৫৮০। পাইলো ক্রি পেলাম। 'ভায়ে পুনে আশি তোর পাইলো দরশন।' বড়ু, ১৪৫০। পাই ক্রি পায়। 'মেক উপর দুই কমল ফুলায়ি মালা বিনা করি পাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পাই ক্রি পাণ্ড; প্রাপ্ত হও। 'কি কারনে পাউ দেবি তেতক অবহা।' মাল্যধর, ১৫০০। পাইক ক্রি পায় লাভ করুক। 'ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোদে।' বৃন্দা, ১৫৮০। পাই ক্রি পাই। 'পরধন দেখেয়ে কি পাএ ভিখারী।' বড়ু, ১৪৫০। পাও ক্রি পাই। 'কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা।' মুরুদ, ১৬০০। পাওঁ ক্রি পাই। 'কথা গিয়া পাওঁ মোরী রাধার উদ্দেশে।' বড়ু, ১৪৫০। পাণ্ডব ক্রি পাবে। 'অপযথ পাণ্ডব মান ন রহব।' বাহরাম, ১৬৫০। পাণ্ডল ক্রি পেলাম। 'জিআ কাহু দেল তেয়ে আনি। মনে পাণ্ডল স্লে চৌতন হানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পাঁছ ক্রি পাই। 'সর্বো রাহু মর্তে রাহু তলে শাহু তবি।' বড়ু, ১৫৭০। পাঁঠ ক্রি পাই। 'দানের তবি নাঞি পাঁঠ।' বড়ু, ১৪৫০। পাঁঠ ক্রি পায়ে; পাইতেছে। 'আর বড় কিছু পাচ না।' গিরিশ, ১৮৮৭। পাঁটি ক্রি পাই। 'এ পুরুষ্ঠায়েয়ের বাড়ি সেকতি পাঁটি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। পাঁঞি পেয়ে। 'তাহাতে আইলা তিহো পাঞি নিমন্ত্রণ।' কুজরাম, ১৫৮০। পাঞোহে ক্রি পেয়েছে। 'কোন ভাণ্যবানে পাঞোহে কি দানে।' চিত্রী, ১৬০০। পাঞোঁ ক্রি পাই। 'সর্বো পাঞোঁ তার দরসনে।' বড়ু, ১৪৫০। পানু ক্রি পেলাম। 'বাইতে না পানু কহু পুরিয়া উদর।' ভারত, ১৭৬০। পানিসাই ক্রি পাওয়া যায়। 'সে য়ে হেরুণ ন পানিসাই।' কবী ২৬, ১৭০০। পাশ ক্রি পাবে। 'ওনক আশরি/পুনে গুনমত পাশ।' বড়ু, ১৪৫০। পাশে ক্রি পাবে। 'পরে তার পরিত পাশে অজিবা।' মনিকরাম, ১৭৮১। পাম ক্রি পাই। 'ভিনা ছাছ ভ্রমিতে প্রসেয়ে বচি পাম।' অশাওল, ১৬৮০। পামু ক্রি পাবে। 'পাছে মুক্তি প্রসাদে পামু তুমি যাব বরে।' কুজরাম, ১৫৮০। পামু ১ ক্রি বোধ করে। 'দেখিয়া সকল লোক চমতকার পামু।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রি পাণ্ডয়া ক্রিয়ার ভূতীয় পুরুষের বর্তমান কালের রূপ; অর্জন করে। 'পুজিয়ে তোমারে ধন পুরা লম্বা পামু।' মনিকরাম, ১৭৮১। পায়ন্ত ক্রি পায়। 'পাপপুণ্য মূর্ছ মনে না পায়ন্ত ভেদ।' সুলতান, ১৭০০। পায়ল ক্রি পেলে। 'কোকিল বিকল যৌনি তিবি পায়ল।' কুজরাম, ১৭২০। পায়ী ক্রি পেয়ে। 'নির্তক অনিতে জাই রাজআজা পায়ী।' মাল্যধর, ১৫০০। পায়ি ক্রি পেয়ে। 'ভারি ক্রি পেয়ে। 'ভারি রাধা কাহাঞিক মাসে কোল।' বড়ু, ১৪৫০। পায়িঞী ক্রি পেয়ে। 'না পায়িঞী বাড়ায় তেজবো রাগী।' বড়ু, ১৪৫০। পায়িব ক্রি পাবে। 'কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে।' বড়ু, ১৪৫০। পায়িরা ক্রি পাওয়ার। 'কাহাঞি পায়িরা তাত এক চিক নাই।' বড়ু, ১৪৫০। পায়িবৈ ক্রি পাবে। 'তাহাক দেখিবে মোর বোলে পায়িবৈ সান্ধী।' বড়ু, ১৪৫০। পায়িবো ক্রি পাবে। 'কমেনে পায়িবো/এ ফুল কাহাঞি।' বড়ু, ১৪৫০। পায়িল ক্রি পেলে। 'দেবযোগে কাহ পায়িল লাগে।' বড়ু, ১৪৫০। পায়িলো ক্রি পেলাম। 'নাজ বেআইনো রাধা না পায়িলো কুল।' বড়ু, ১৪৫০। পায়েন ক্রি পান। 'চিগে বাহ্য নাইবের লোক অনুকুণ্য।' বৃন্দা, ১৫৮০। পায়্যা ক্রি পেয়ে। 'বুস দেখি পালএ সতে আস পায়্যা মনে।' মাল্যধর, ১৫০০। পায়্যাছ ক্রি পেয়েছে। 'বহু ধন পায়্যাছ রায়ে দানী ভাওয়াইয়া।' বড়ু, ১৫৭০। পায়ি ক্রি পেয়ে; পেয়েছে। 'বাহিড়া সে গালি রাধা আশাক ভায়া।' বড়ু, ১৪৫০। পায়ী ক্রি পেয়ে। 'বোলে পায়ী মোদা দেবরাজে।' বড়ু, ১৪৫০। পালো ক্রি পেলে। 'যেআতি দুঃখ পালো জগতপালো।' মনিকরাম, ১৭৮১। পাল্য ক্রি পেলে। 'কি বলিতে কি বারায়্য পাল্য তার ফল।' মাল্যধর, ১৫০০। পাল্যু ক্রি

পেলায়। 'আরাধীয়া নারি পাশাও তোমার চরন।' *মালাধর*, ১৫০০।
 পাছ কি পাও। 'বানীভটী দেহ যবে বড় পুন পাছ তর্বে।' *বড়*,
 ১৪৫০। *পাছা* কি পাও; *প্রান্ত* হও। 'যে পথে উদ্দেশ পাছা।' *বড়*,
 ১৪৫০। *পাছিল* কি পেলা। 'পাছিল আশন জায়া আশন ভুবনে।' *মালাধর*,
 ১৫০০। *পেছুম* কি পেতাম। 'এই মানবজনে কতকুই বা
 পেছুম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। 'পেয়ে কি লাভ করে।' 'ওরে এমন
 সুবাস পেয়ে ঘাটের ভরী ঘাটে জেলা।' *রামসদাস*, ১৭৮০।
 পেলাম কি জানলাম। 'পরিচর পেলাম পণ্ডিত বিলম্বস।' *মানিকরায়*,
 ১৭৮১। *পেলিনু* কি পেলাম। 'নিত্যানন্দ বোলে যাহা ছড়াঞা
 পেলিনু।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। *পেশেম* কি পেলাম। 'এক প্রকার ভাল
 হয়েছে, পরামর্শ করবার লোক পেশেম।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

পেয়ে বশা ১ *ক্রি* বশীভূত করা; *আচ্ছন্ন* করা। 'দাদাকে পেয়ে
 বসেছ বশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ *ক্রি* সুযোগ বুঝে কোনো কিছু
 আদায়ের জন্য কাউকে চেষ্টা করা। 'বরজ একেবারে পাইয়া বসিল।' *দক*,
 ১৯১৭। ৩ *ক্রি* অধিকার করা; *বাড়ে* চাপা। 'একটা জিনিস
 আমাদের পেয়ে বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পাণ্ডয়ার [হি] ১ *বি* শক্তি। 'চমার পাণ্ডয়ার।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বি*
 ক্ষমতা। 'রাইট উইনডট পাণ্ডয়ার এর কোন মানে আছে?' *মনসুর*,
 ১৯৪৩।

পাণ্ডয়ার অর্থ অ্যাটর্নি [হি] *বি* কারো পক্ষে কাজ করার জন্য
 আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা। 'সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডয়ার অর্থ অ্যাটর্নি
 পাঠিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাণ্ডয়ার হৌস [হি] *বি* যেখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 'ইলেকট্রিক
 পাণ্ডয়ার হৌস, এমন কি কারারপ্রিন্সেড পব্বল যৌজান।' *মুক্ততবা*,
 ১৯৪৯।

পাঁকোচার [হি] *বি* চাকা দ্বারা হওয়া। 'শহরে বাইসিকেল চড়তে
 তিনটে পাঁকোচার।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

পাঁকোড় [হি] *কি* হুসনে গোছে এমন। 'তার গর্ব-কীট হুস-পাঁকোড়
 বেলনের মত চ্যাপটা হইয়া যায়।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

পাঁকড়ের [স] *কি* সমগ্রশীতে স্থান পাণ্ডয়ার উপযুক্ত। 'পাঁকড়ের হবার
 পক্ষে এক ধাপ এগিয়ে যাবার সম্ভাবনায়।' *মঙ্গীল*, ১৯৬৩।

পাঁখা [স] *পদ* *বি* পাখা। 'পাখারাগুয়ালো এবং পাখাবরদারকে
 সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে।' *মহারকর*, ১৮৯০।

পাঁখাবরদার [স] *পদ*+*ফা* বরদার। *বি* পাখা চালায় যে।
 'পাখাবরদালা এবং পাখাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা
 হইয়াছে।' *মহারকর*, ১৮৯০।

পাঁচুয়াল, পাঁচুয়েল [হি] *কি* সমমানুবর্তী। 'মরবে তবু পাঁচুয়াল হবে
 না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। 'সরসী চিরদিন পাঁচুয়েল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।
 'ভদ্রলোক ভারী, পাঁচুয়াল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাঁচুয়ালিটি [হি] *বি* সমমানুবর্তিতা। 'বাঙালি পাঁচুয়ালিটি কাছে
 বলে জানে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পাঁচ [স] ১ *কি* ছাইয়ের হাতে। 'অন্ধকার পাঁচবর্ণ।' *বঙ্গদর্শন*,
 ১৮৭৪। ২ *কি* ক্যাকাণ্ড। 'দুহুতেই হায় পাঁচপাঠ শীর্ণমান মিথ্যা
 হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

পাঁচটে [স] *পদ*+*টে* *কি* পাঁচবর্ণবিহীন। 'অধিরচিহ্নের গাড়নে
 কেমন পাঁচটে হয়ে যায়।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

পাঁচবর্ণ [স] *কি* ছাই রঙের। 'অন্ধকার পাঁচবর্ণ।' *বঙ্গদর্শন*,
 ১৮৭৪।

পাঁহেল [স] ১ *কি* দুধিপুর। 'দুসরপাঁহেল মাঠ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।
 ২ *কি* ছাই রঙের। 'ভ্রমশের পরিজাতবনে উল্লুখি পাঁহেল দুধি।'
স্বপ্ন, ১৯৩২।

পাঁহিল [স] *পদ* *বি* সুতা কাটার জন্য শেঁজা তুলো দিয়ে তৈরি নলের
 আকৃতিবিশিষ্ট পলতে। 'কাপাস তুলি তুলো করি মুড়ী পিঁজা পাঁহিল
 করি চরকাতে সুতা কাটি কপাতে বুনাইয়া পারি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পাঁহিলের [ফ] *পদ*+*জ* *কি* পুপুর। 'রিমঝিম রিমঝিম - রিমঝিম
 রিমঝিম বাজে পাঁহিলের -।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পাঁহিতারা [হি] *পাঁহিতারা* ১ *বি* কোনো কাজের আগে আফসান। 'বাইরে
 ফাঁকা পাঁহিতারা তাই, নাই তলোয়ার বাপ-বোশ।' *নজরুল*, ১৯২৪।
 ২ *বি* মন্ত্রযুদ্ধে আক্রমণের আগে উদ্দেশ্য বরূপ হাত-পা ছোড়াছড়ি।
 'দেখে ইম ভয়েই মরিস ন্যান্দেলোটার পাঁহিতারকে।' *নজরুল*,
 ১৯২৬।

পাঁই পাঁই [ফন্যা] *ক্রি* *পদ* পাঁই পাঁই করে। 'পাঁই পাঁই ঘুরপাক খাই পাঁই
 পাঁই পাঁই।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাঁউরুটি, পাঁউরুটি, পাঁউরুটি, পাঁউরুটি [প পাউ+*হি* রোটী] *বি*
 ময়দার ভিত্তি খাদ্যের কুটিরিশেষ; ব্রেড। 'মুহলমানকৃত পাঁউরুটি
 এবং নানা প্রকার সরাপ ইত্যাদি দ্রব্য সকল ভোজন করেন।' *ভবানী*,
 ১৮২৩। 'ফিরি জরদা আর উত্তম পাঁউরুটি।' *ভবানী*, ১৮২৮। 'কাষায়
 পছন্দোৎক্রে তুঁদুলে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগলো।' *হেতুম*,
 ১৮২৮। 'পাঁউরুটি, বিস্কুট।' *জীবন*, ১৯৩৩। 'দুটি-পাঁউরুটিগুলা গড়
 দিয়ে খাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

পাঁউ [প পাউ] *বি* পাঁউরুটি। ওর্সা, ১৭৮২।

পাঁউ [ফা] *পদ* *বি* পা। 'শির হতে এই পাঁউ-তক' *নজরুল*, ১৯২২।

পাঁওলা [ফা] *পদ* *বি* পদাতি সৈন্য। 'অগ্র-পবিক রে পাঁওলা
 নজরুল, ১৯২৮।

পাঁক [স] *পদ* ১ *বি* কাদা। 'পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সখী।' *ভারত*,
 ১৭৬০। ২ *বি* পঙ্কিতা। 'সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট
 পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে।' *গ্রন্থ*, ১৯১৮।

পাঁকুই [স] *পদ* *বি* কাদা। 'ভদ্র মাসের পাঁকুই বড় দূরবার।' *সুকুন*,
 ১৬০০।

পাঁকুই [স] *পদ* *বি* কাদা। 'অবুদুর সখিতে পাঁকুই কৈল যা।' *সুকুন*,
 ১৬০০।

পাঁকাটি [স] *পদ* *বি* পাটভড়ি। 'পাঁকাটি দিয়ে উনুন জ্বলে রাগা চড়িয়েছে।' *নরেন্দ্র*,
 ১৯৫২।

পাঁকাল [স] *পদ* *বি* বাইন মাছ। 'পাঁকাল খররা সেলা তেচকা এলো।' *ভারত*,
 ১৭৬০।

পাঁখা [ফা] *পদ* *বি* বাতাস করার পাখা। ওর্সা, ১৭৮২।

পাঁখি, পাঁখী [স] *পদ* *বি* পাখা। 'মধুর মাতন উড়এ ন পারএ তইও
 পসারএ পাঁখি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। 'সুরপতি এএ পোচন মাগণ্ড
 গরুড় মাগণ্ড পাঁখী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *এ* পাখা।

১/১. [পাঁচ] *বি* পাঁচ আনা। 'নাস্তা করিবে, তবে ১/১. পাঁচ আনা আহার
 করিলে। ১/১. দশ আনা জরিমানা দিবে।' *শরিয়ত*, ১৯২৫।

পাঁচ, পাঁছ, পাচ [স] *পদ* ১ *কি* পাঁচ সংখ্যক। 'আসই রাখা কর্হো
 তোমারে কুচ্ছর পাঁচ আবখা।' *বড়*, ১৪৫০। 'নিবড়িল বঙ্গের পাঁছ
 ছয় সাত।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০। 'পাচ সও তজা লইলাম।' *মোহন*,
 ১৭৭২। ২ *কি* পঞ্চম। 'যেহের উপর পাঁচ ক্রাশের বালকেরা যে

মানস্ভাষ্যকার শিখিয়াছিল তাহা রাখা গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৬। ৩ বিংশ
বিস্ত্রী। 'পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে পাঁচকথা কহে।' গিরিশ, ১৮৮৯।
পাঁচই [পাঁচ+] বিংশ (তারিখের ক্ষেত্রে) পাঁচ সংখ্যক। ওর্দা, ১৭৮৫।
'পাঁচই মাঘে টাকা দাবিল করিয়া দিব।' ফেরি, ১৮০২।

পাঁচকথা [পাঁচ+স কথ] বি দানা রকম কথা। 'পাঁচজনে পাঁচদিক
থেকে পাঁচকথা কহে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

পাঁচকাপ [পাঁচ+স কপ] বি একাধিক জনের কর্তৃপোচর হয় এমন
অবস্থা। 'সেটা এখন পাঁচকাপ কর্ত্বেন না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

পাঁচজন [পাঁচ+স জন] ১ বি বিস্ত্রী ব্যক্তি। 'পাঁচজনে পাঁচদিক থেকে
পাঁচকথা কহে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি পাঁচ ব্যক্তি। 'সদার খেলা
সেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পাঁচতলা [পাঁচ+স তল] বি পাঁচ তলবিশিষ্ট। 'চৌতলা পাঁচতলা
বাড়িত্তোরের সঙ্গে।' অবন, ১৯২৫।

পাঁচন [পাঁচ+] বি পাঁচ প্রকার গাছ-গাছড়া সিদ্ধ করে গুস্তত করা
গুহ্ম। 'কপূর পাঁচন করি তবে ঘিয়াইতে পারি কর্পুরের করহ
সন্ধান।' মুকুন্দ, ১৮০০। প্র পাঁচন

পাঁচনরি, পাঁচনরী [পাঁচ+স নল] বি হার জাতীয় অলংকারবিশেষ।
'সোনার তেনেরি পাঁচনরি হার বাস্তুবন্দ।' দর্পণ, ১৮২১। 'হাস্যবদনে
কহিলেন তামার পাঁচনরী গঠন ভাল নয় ...' উত্তমরূপে তৈয়ার
করাইয়া পুজার সময় দিব।' ডব্বালী, ১৮২৫।

পাঁচনলি [পাঁচ+স নল] বি হার জাতীয় অলংকারবিশেষ। 'সেই-যে
চুনার পাঁচনলি হার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পাঁচনি [স পঞ্চ+] বি পাঁচ প্রকার গাছ-গাছড়া সিদ্ধ করে গুস্তত করা
গুহ্ম। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাঁচপাঁচি [পাঁচ+] ১ বি অতি সাধারণ। 'একটি পাঁচ পাঁচি মেয়ে
সেখলেন।' নীলবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি সাধারণ লোক। 'রূপ খিঁচি এমন
কিছু নয়, যেমন পাঁচপাঁচিদের হয়ে থাকে।' জীবন, ১৯০২।

পাঁচপাঞ্জাতন [পাঁচ+স পানজতন] বি পাকপাঞ্জাতন; ইসলামি মতে
পাঁচ প্রেষ্ঠ ব্যক্তি : হযরত মোহাম্মদ, হযরত আলী, হযরত ফাতিমা,
ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। 'ঘরে আছে পাঁচপাঞ্জাতন, গুরে
আত্মপঞ্জজন আত্মায় আত্মার করে ভজন।' লালন, ১৮৯০।

পাঁচপুরা [পাঁচ+পুরা] ১ বি অসাধারণ ভালো। 'মেয়েটার কী
পাঁচপুরা কদাল।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি সোয়া এক হা
গরিমান। 'তার পাঁচপুরা পরমিহু চৈতন্য চুটিকা ডেকহানাসম ...।'
নজরুল, ১৯২৪।

পাঁচকেরতা [পাঁচ+হি কিরতা] বি পাঁচ কান হয়ে আসে এমন।
'পাঁচকেরতা কানকথায় ফৌজদারি মামলার সাজা হতে পারে না।'
মণীশ, ১৯৬৩।

পাঁচবান [পাঁচ+স বাণ] বি হিন্দুপুরাণ মতে শ্রেয়ের দেবতা মদনের
পাঁচটি বাণ বা শর। 'এ হেম সময় পূজহ পাঁচবান।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

পাঁচমিশালি, পাঁচমিশালো, পাঁচমিশলে, পাঁচমিশেলি,
পাঁচমেদালী [পাঁচ+স মিশ্রণ+] ১ বি বিচিত্র। 'পাঁচমিশালি রঙ
নিরে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকন্না করছে।' রবীন্দ্র,
১৯৯২। 'বাদাড় - কোপবাড় পাঁচমেদালী গাছালা।' ওয়ালী,
১৯৬৪। ২ বি অনেক প্রকারের মিশ্রণে গুস্তত। 'জীবনটা একটা
পাঁচমিশালি রকমের জোড়াভাড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'এ-সব বিদ্যের
পাঁচমিশেলি ডেকাল উপন্যাসে চলে।' প্রমথ, ১৯০৭। ৩ বি বানা

রকম তথ্যে পূর্ণ। 'তাহা পুরাতো ধরনের পাঁচমিশালো চিলাচালা
ইতিহাস নয়।' সবুজ, ১৯১৭। ৪ বি পাঁচ প্রকারের মিশ্রণমুক্ত।
'কমুদ্রি শাকসবজি/তুলেছে পাঁচমিশলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পাঁচরত্না [পাঁচ+স রত্ন] বি পাঁচটি রত্নবিশিষ্ট। 'পাঁচরত্না পাতা অঞ্চলে
গাথা, পুণশ খচিত বেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পাঁচশর [পাঁচ+স শর] বি হিন্দুপুরাণ মতে শ্রেয়ের দেবতা মদনের
পাঁচটি বাণ বা শর। 'মোর পাঁচশরতাপ গড়ু তোর মুখে।' বহু,
১৫০০।

পাঁচশরতাপ [পাঁচ+স শর-তাপ] বি (হিন্দুপুরাণ) পঞ্চবানের গ্রভাব।
'মোর পাঁচশরতাপ গড়ু তোর মুখে।' বহু, ১৫০০।

পাঁচশালা [পাঁচ+স শালা] বি পঞ্চবার্ষিক। 'দেশের দুই দুই বিরাট
পাঁচশালা পরিকল্পনার কাজ শেষ হইয়া গেল।' আজাদ, ১৯৬৩।

পাঁচ সাত [পাঁচ+স সত্ত] বি বিবিধ প্রকার। 'এক লীলার করে গ্রন্থ
কার্য পাঁচ সাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাঁচ-সাতজন বি বেশ করেজন। 'পাঁচ-সাতজন মাতাল মিলিয়া
রাভায় 'চুপ, চুপ' চিবকার করিতে করিতে চলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পাঁচশালা [পাঁচ+স শালা] বি পঞ্চবার্ষিক। 'দ্বিতীয় পাঁচশালা
পরিকল্পনাকালীন সময়ে চারশ কোটি ডলার মার্কিন মূলধন ...।'
আজাদ, ১৯৬০।

পাঁচসিকে [পাঁচ+স সিকা] বি এক টাকা অর্থাৎ চার সিকে ও
পাঁচটি পয়সা অর্থাৎ এক সিকে, সব মিলিয়ে পাঁচ সিকে; এক টাকা
সিঁচন পয়সা। 'তার পাঁচসিকে মাইনের নোয়া চাকরহোলা।'
নজরুল, ১৯২৭।

পাঁচসেরী [পাঁচ+স সের] বি পাঁচসের গুজনের। 'দরজার একটা
পাঁচসেরী ... ডালা মুলেছে।' বিমল, ১৯৫৩।

পাঁচহাতি [পাঁচ+হাত] বি পাঁচ হাত সের ঘের। 'জেলেবোনা
কাড়নের একটি কুর্জ, আর পাঁচহাতি একখানি গামছা।' প্রমথ,
১৯৪১।

পাঁচড়া [স শিষ্টা] বি চর্মরোগবিশেষ। বিদ্যা, ১৯৯১। 'মেজো ছেলটার
একটা পাঁচড়ার ভাব।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পাঁচন' প্র পাঁচ

পাঁচন' [স প্রাজন] বি গোর ভাড়ানোর নজবিশেষ। মাহেনও, ১৯৪৩।
'পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজনা সার্বক কর।' বক্রিম,
১৮৮৪।

পাঁচন-লাঠি [স প্রাজন+লাঠি] বি গোর ভাড়ানোর নজবিশেষ। 'গরু
দুইটার শিঠে পাঁচন-লাঠির আঘাতের দাগ চুটিয়া রহিয়াছে।' তারা,
১৯৪২।

পাঁচনি [স প্রাজন] বি গরু, ঘোড়া প্রকৃতি ভাড়াবার লাঠিবিশেষ।
'রাখাল-বেশে ঘরের হেলে/বেশুর পাঁচনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পাঁচাহানা করা ক্রি লাঠি ঘোরানো। মাহেনও, ১৯৪৩।

পাঁচশাল্ল [পাঁচ+স পঞ্চ+শাল্ল] বি পঞ্চশাল্ল। 'দেশে পাঁচশাল্ল হাজার টাকার
বাড়ী ... ফেলিয়া আসিয়াছি।' বেগম, ১৯৪৮। প্র পঞ্চশাল্ল

পাঁচা [স পাঞ্জাহা] বি পাশা খেলার দানবিশেষ; পাঞ্জা। 'জোড় দিয়া
বাক্যে সাধু ভিতর পাঁচার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাঁচা' [স পঞ্চ+] বি কথা। 'না জানি বিস্তর পাঁচা।' জরত, ১৭৬০।

পাঁচপাঁচি [পাঁচ+] বি কথা কাটাকাটি। 'এইরূপে দুজনে কথার

পাঁচাপাচি ' ভরত, ১৭৬০।

পাঁচানো [স পুঞ্জ>] ১ ক্রি অল্প দিয়ে অল্প ক্ষতবিক্ষত করা। 'শরীর পাঁচায় সবে ঔষধ বসায়।' ভরত, ১৭৬০। ২ ক্রি জড়ো করা। 'দুই দিনের খানায় সৈন্য পাঁচিয়া রাখিল।' রামায়ণ, ১৮০১।

পাঁচালি, পাঁচালী [স পঞ্চালিকা] ১ বি এক প্রকার বর্ণনামূলক গান। 'শোক নিভারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।' মালশব্দ, ১৫০০; 'পাঁচালী।' কুঙ্কর, ১৭২০। ২ বি বর্ণনাত্মক কাব্যবিশেষ। 'মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালি এছ।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি এক ধরনের গীতাভিনয়। 'আজ ... গুনের পাড়ার মেয়ে পাঁচালি।' হুতাম, ১৮৬১।

পাঁচালিওয়ালা [পাঁচালি+হি ওয়ালা] বি পাঁচালি গানের হস্তিহতা। 'কবি ও পাঁচালিওয়ালা এই ভাষায় গীত বর্ণিত।' হরহাসাদ, ১৮৮১।

পাঁচালি গান [পাঁচালি+স গান] বি বর্ণনাত্মক গানবিশেষ। 'জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নুতন পাঁচালি গান সুখি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

পাঁচি-বেদি বিশ অতি সাধারণ। 'আজেকাজে পাঁচি-বেদি মেয়েছেলে নয় - রাজকন্যা।' মনোজ, ১৯৬১।

পাঁচিয়া রাখা ক্রি প্রহর রাখা। 'সমস্ত সামন্ত সেনাপতি যুদ্ধে দুই দিনের খানায় সৈন্য পাঁচিয়া রাখিল।' রামায়ণ, ১৮০১।

পাঁচির [স প্রাচীর>] বি দেয়াল। 'রত্নের পাঁচির সব আকাশ পরসে।' মালশব্দ, ১৫০০। প্র প্রাচীর

পাঁচিল [স প্রাচীর] বি দেয়াল। 'বাগান বানি ভাগ করে নিলেন, মধ্যে সেইজি পাঁচিল পড়লো।' হুতাম, ১৮৬১; 'সেই দিক্‌তে সেই পাঁচিল উপরে এসেছি।' গিরিশ, ১৮৮৮; 'ইট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'গরে ছিল তার প্রত্যক্ষ কাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাঁচিলেরো বিশ প্রাচীরবোটার। 'ইটে পাঁচিলেরো পুরনো বাড়িটির ভিতরে সন্ধ্যা নামে নিশাঘরে।' আলোড়িন, ১৯৬৬।

পাঁজ [স পঞ্জি] ১ বি সূতা কাটার জন্য পরিহার করে ডাঙ করা তুলা। 'পাঁজ কই?' রত্নিম, ১৮৮২; 'বাম হাতে তুলার পাঁজ দ্বারা টাকুয়ার অক্ষাণ স্পর্শ করে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ বি তুল। 'বরফের পাঁজে বেন সে বাতাস ডাল গলাবার চর্চা চালিয়ে দিয়েছে।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

পাঁজ পেঁজে ক্রিবিগ্ন দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে। 'প্রবেশের পাতাল ধরিব পাঁজ পেঁজে।' মানিকরম, ১৭৮১।

পাঁজর, পাঁজরা [স পঞ্জর] ১ বি বুকের হাড়। 'হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে যিহিল বাণ যে ঘোর।' ফিত্তি, ১৬০০; 'তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতৈছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি পঞ্জর; শোল। 'বোটি কিছুইই এখানেতে চায় না, তার সমস্ত পাঁজরা ধরঘর করে কাঁপে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পাঁজরকাঠি [স পঞ্জর+স কাঠিকা] বি পাঁজরের হাড়। 'ভাঙ্গিল পাঁজরকাঠি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাঁজর-ঝাঁটা বি বুকের অস্থির ঝাঁটা। 'পাঁজর-ঝাঁটার শিশাচের ডাল চলি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

পাঁজর-ভাড়া বিশ দুর্বল করে দেওয়া। 'এই অপমানের আঘাতই তাকে পাঁজর-ভাড়া করে দিয়েছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

পাঁজলা বি নৈবেদ্যবিশেষ। 'ফলমূল উপহার নৈবিদ্য পাঁজলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাঁজলানো ক্রি পলক ফেলা। 'হাত নাড়ছে, চোখ পাঁজলাচ্ছে।' জীবন,

১৯৪৮।

পাঁজা [কা পাঞ্জাওয়া] ১ বি শোড়ানোর জন্য ইটের বৃশ। 'কাঠ আনি তার বোখা কুরায় শোড়ায় পাঁজা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বাহালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'যশবন্ত পাঁজা।' সেবধি, ১৮৪০।

পাঁজারী বি শোড়ানোর উপযোগী ইটের বৃশ তৈরি করে যে। 'ইটের পাঁজা তুলেছে পাঁজারীরা খোলা মাঠে।' হাকিমজুর, ১৯৫৩।

পাঁজা পাঁজা বিশ তুপাকার। 'টুঁট বরফের কলশ - গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

পাঁজা বি দুই হাত বাড়িয়ে ধারণ করা। 'চাকরের তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।' গ্যারী, ১৮৫৯।

পাঁজাকোলা বিশ দুই হাত বাড়িয়ে তুলে ধরা। 'চাকরের তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।' গ্যারী, ১৮৫৯; 'পাঁজাকোলা করে ঝড়ের পাকড়াবার চেষ্টা করি।' শিবরাম, ১৯৭০।

পাঁজানো ক্রি গুড়িয়ে শান দেওয়া। 'শাওলের ফাল পাঁজানো।' তন্না, ১৯৪২।

পাঁজি, পাঁজী [স পঞ্জিকা] ১ বি অক্ষপঞ্জি। 'তল তোক আল রাখা পাঁজী পরমান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পঞ্জিকা। 'লইয়া পাঁজি পুঁথি সমুখে বৃহস্পতি বসিলা রাজা সন্নিধানো।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি পঞ্জিকায় দেওয়া জ্যোতিষের হিসাব। 'ও তো ভয়ঙ্কর পাঁজি পুরুষ মানে।' জীবন, ১৯৩২।

পাঁজিওয়ালা [পাঁজি+হি ওয়ালা] বি পঞ্জিকা রচয়িতা। 'ব্রজরামাল রসেহিল - রেখে দাও পাঁজিওয়ালাদের জ্ঞান।' বিমল, ১৯৫৩।

পাঁজিখান [পাঁজি+খান] বি লখা কাগজে শোড়ানো পুঁথি। 'কৈফিয়তের পাঁজিখান নিল সাবধানো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাঁজি পুঁথি, পাঁজি পুঁথি [পাঁজি+স পুঁথিকা] বি পঞ্জিকা ও শাস্ত্রযুক্ত। 'করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁথি মুখে।' গুণ, ১৮৫৮; 'সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে সময় কোথা পাবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'যদি স্পর্শ করে আতন না চিনতে পার তো পাঁজি-পুঁথির সাহায্যে তা পাবো না।' প্রমথ, ১৯০৫।

পাঁজিয়ারা [পাঁজি>] বি পঞ্জিকা। 'ভাট বাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তক্তারা তৎপরাপণ কোটি দিন ও লায় ইত্যাদি নির্কার্য হয়।' দর্পণ, ১৮২৬।

পাঁজর [স পঞ্জর] বি পাঁজর। 'লাথি কিলে ভাবিল পাঁজর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাঁঠা, পাঁঠা [ও পাঠা] বি পুরুষ ছাগল। 'মানেএল, ১৭৪৩; 'এমন পাঁঠার মাস নাহি যায় ঘারা।' গুণ, ১৮৫৮; 'ছাগলের মধ্যে পাঁঠাও খান্য।' মশাররক, ১৮৮৯।

পাঁঠাকাটা ১ বিশ পাঁঠা বলি দেওয়ার মতো। 'আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না?' নজরুল, ১৯২২। ২ বি পাঁঠা বলি। 'ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।' বনলুপ, ১৯৩৬।

পাঁঠি, পাঁঠী, পাঁটি [ও পাঁঠী] বি স্ত্রী ছাগী। 'দেবযোগে এক পাঁটি খাইল শূণ্যো।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পাঁঠি।' মানেএল, ১৭৪৩; 'পাঁঠী।' গুণ, ১৮৫৫।

পাঁঠা পাঁঠি ক্রিবিগ্ন পাটাপাটি; যুগ্মোমুখি। 'বাজার বড় গরম। পাঁঠা পাঁঠি বিচার চলিবে না।' সখর, ১৮৬১।

পাঁঠানো প্র পাঠানো

পাঁড়

পাঁড় [স পণ্ড] ১ বিপ সম্পূর্ণ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বিণ পোড়া। 'যারা পাঁড় মেথরা-সোর তারা শীতলাশেও ...'। *মুক্ততাব*, ১৯৪৯। ৩ বিণ নেপথ্য। 'পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে।' *মুক্ততাব*, ১৯৫২। ৪ বিণ কষ্টের। 'এরা পাঁড় ডাওয়ারী লীগার।' *পাণ্ডা*, ১৯৭১।

পাঁড়-মাভাল [স পণ্ড-মভ] বি বন্ধমাভাল। 'পাঁড়-মাভালরা বলে, মদ খাও।' *নজরুল*, ১৯২২।

পাঁড়ে [বি পাড়েয়] বি হিন্দু বংশানু-বিশেষ। 'পাঁড়ে, দোবে, ঢোবে, সিং, চার জওয়ান নৌকা বন্ধক হইয়া চলিল।' *মহারসর*, ১৮৯০।

পাঁতর, পাঁতার [স গ্রাস্তর] ১ বি গ্রাস্তর। 'পাঁতরে একসস্তী পাইসে নিমাত্বি।' *বড়ু*, ১৯৫০। ২ বি সমুদ্র। 'হকের পাঁতারে ভৈরব সাঁতারে ...।' *ভারত*, ১৭৬০।

পাঁতালকৌড় [স পাতাল+স কোরক] বি ব্যক্তের ছাতাবিশেষ; মাদারক। 'পাতালকৌড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েছে মা।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

পাঁতি, পাঁতী [স পশ্চি] ১ বি সারি। 'মানিক জিনিজা তোর দলনের পাঁতী।' *বড়ু*, ১৯৫০। 'কিরা সত্যভক্তি মুকুতার পাঁতি।' *বিকৃতি*, ১৬০০। ২ বি ভোজনে উপস্থিৎ বসতিব্রহ্মণী। 'নিভ্যান্দে সমাধিলা জাতি কুল পাঁতি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ বি পত্র। 'কপটে সিখিআ পাঁতি মহাশিখি মোর জাতি বলে বলে রিলে গলন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বি দল। 'ভ্রমর পাঁতি নিবস রাতি তরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

পাঁতিপাঁতি বি তরুণ। 'সমস্ত জায়গা পাঁতিপাঁতি করে য়েছে তাকে আবিষ্কার করতে হয় না।' *মানিক*, ১৯৩৮।

পাঁদাড় [স পদাঙ্গার] বি ঘরের পদাঙ্গদ্য। 'পাঁদাড়ে ছুটিতে শ্যাল শালি, শ্যাল শ্যাল।' *ভট্ট*, ১৮৫৮।

পাঁশর, পাঁশড় [স] বি মসলামেশানে তেলোভা পাত্তর। মচমচে কটিবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'কাঁচা পাঁশর এসেছি মুন্সীর ভাসের।' *বিকৃতি*, ১৯৩১। 'তেলোভা পাঁশড় আর মুন্সীর সঙ্গে বাদিলার সছটা জমে উঠেছিল বেশ।' *শিরাস*, ১৯৪০।

পাঁশড়ভাড়া বি তেলো ভাড়া এক প্রকার পাত্তা মচমচে কটি জাতীয় খাবার। 'মোসেন খেয়ে পাঁশড়ভাড়া।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পাঁয়জোয় [বা পায়-জোয়] বি নুপুর। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাঁয়তারা [বি পায়তারা] বি কোনো কামের আগে আকাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'জন্মের ময়দানে কুচকাওয়াজ পায়তারা ভাড়া শিখাতে হইবে।' *ফেলতান*, ১৯২৩।

পাঁয়তারা কথা [বি কামের আগে আকাল করা। 'বেশ পায়তারা কথা হয়ে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাঁয়তারা মারা [বি কামের আগে আকাল করা। 'হী বিসর্জন দিয়ে নৃত্য হুলে পায়তারা করে বেড়াচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পাঁয়দল [বা পায়দল] বি পদাতি সৈন্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাঁশ, পাঁস [স পাশা] বি ছাই। 'ভাঙতা খাণি তোর বুকে কি পাঁশ দিয়াছিলাম হাতে।' *কবিতা*, ১৮০২। 'পাঁশ।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাঁশপালা বি ছাইয়ের খুঁ। 'পাঁশপালায় কঁকরোটাকে কোথাও দেখতে না।' *জীবন*, ১৯৪৮।

পাঁশ-টিবি বি ছাইপালা। ভাষ্য। 'তার পাঁশ-টিবির উপরে খেসেছি অনেক খেলা।' *শক্তি*, ১৯৭০।

পাঁশকুড় বি ছাই ফেলার জায়গা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাঁশি [স বোশী] বি বোশি। *মহোৎসব*, ১৭৪৩।

পাঁত [স পাতে] বি পাঁশ; ছাই। 'পাঁশ বলে অর ছলে তোর মুখে পাঁত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পাঁতটে, পাঁসুটে [স পাতে+টে] ১ বি পাতে বর্ণের ব্যক্তি। 'কাদা, গোরা, মেটে, পাঁতটে সমান বোঝা গেছে লক্ষণে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫। ২ বিণ পাতেবর্ণশিষ্ট। 'মাদা পাঁসুটে ছোয়াছোয় হেসেটি আবার গাইছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

পাঁক ১ বি প্রদক্ষিণ। 'এক পাক এড়ি দিল বিমতা নন্দন।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ বি চক্রাঙ্ক। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিহ্নিল নৃশবরে।' *মাল্যধর*, ১৫০০। 'জামাতার পাকে হইল ছরে শাশের ভয়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বি দ্রুপাক। 'মাঘার তুলিয়া দিল পাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বি প্যাচ। 'কত পাকে কত কুলে কত খোড় তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০। 'ইহুর পাকের ন্যায় পরস্পরমুক্ত।' *প্রমথ*, ১৯১৩। ৫ বি চক্র। 'কসুর বদল যেমন ঢাকে নদকে পাকে ঢালায়।' *লালন*, ১৮৯০।

পাক খাওয়া ১ কি অভিযাতিত হওয়া। 'কুচকুচে সমর পাক খায়।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ কি চূর্ণন করা। 'সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়।' *মাহমুদ*, ১৯৩৩।

পাকহুড় [পাক+স চুড়] বি ঘটনাচক্র। 'ভায়েকে পাকচক্রে কেলিয়ার কলট কবিতা, ১৮৭৫।

পাকমাদা [পাক+স মদ] বি দ্রুপাক। 'পূর্বে দিবাখিল ব্রাহ্মণেরে পাকমাদা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাকমোড়া [পাক+স মূলা] বি প্যাচানো বোঁশ। 'সে শিরে চূড়ার টাম কেবল যেমন কাম নানা হাঁসে বাঁধে পাকমোড়া।' *বিকৃতি*, ১৬০০।

পাকসাঁড়াসি [পাক+স সমধার] বি সাঁড়াসিবিষের। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাকে [পাক] বিক্রিণ স্বত্ববহ। 'কী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিহ্নিল নৃশবরে।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

পাকে-পাকে [পাক] বিক্রিণ বৈঠকির পর বৈঠকী দিয়ে। 'সংসারের চারি দিকে পাকে-পাকে ছড়ানো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পাকেছকরে [পাক] ১ বিক্রিণ কলাকৌশলে। 'কবার রসে বন না হেরন ভায়াবিলপকে পাকেছকরে অক্ষততার সোখায়ে হইবের।' *ভগবী*, ১৮২৮। 'কথাটি কেউ পাকে প্রকারে বলাগে ... নাচ তরু করে দিই।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ বিক্রিণ ঘটনাচক্রে। 'পাকেছকরে এ কথা অস্বীকার করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পাক [স] ১ বি হাল্লা। 'পাকি কি শিবের ব্রহ্ম পাক নাহি করে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। 'ভায়েতে ভক্রদ্রব্য পাক করিল, অতিশয় সুখায় হই।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ২ বি পায়খানা। 'বাসুদেবের পাক আন্য নায়কবর কাঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বি স্থায়িত্ব; পরিণতি। 'তোর পেটে গ্রায় কোন কবাই পাক পায় না।' *মাইকেল*, ১৮৭৪। ৪ বি শেখে বাওয়ায় বৈশিষ্ট্য প্রকাশক যৎ; উদ্ভা। 'কেবল দুই রসের কাছে হুলে পাক ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯। ৫ বি পরিণত। 'হৈঁকেই আবার কাঁচা ফল নিয়ে - ভাতে কিছু হরতে ধরেছিল অন্ন, পাক ধরেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পাককর্তা, পাককর্তী [স] বি স্বাধীন। 'পতিত কহে যে খাইয়ে সেই পাককর্তা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পাককার [স] বি হাল্লার কাজ। 'পাককার্য সমাধা করিয়া।' *কবিতা*,

১৮৭৮।

পাক-পহর [সি বি পাকহরী। 'পাক-পহরের উচ্চতা অনুভব করিয়া উদ্ভাসিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৭।

পাকঘর [সি পাক+পা ঘর] বি রান্নাঘর। 'মুসলমানদের সঙ্গে দল পাখোলে পাকঘর সম্বন্ধ আপত্তি যায় কি?' অন্নদা, ১৯৩৭। 'বিবি নামের বোধ হয় পাকঘর ছিলেন।' মনসুর, ১৯৫৩।

পাক চড়াণো [সি রান্না বসানো। 'ওনলাল দুসুকে নাকি পাক চড়াণো তোর।' কায়দার, ১৯৬২।

পাকভেল [সি পাক+স ভেল] বি রোগনাশক কবিরাজি ভেল। 'পাকভেল মাখ আর নিত্য কর রান্না।' ওষ, ১৮৫৮।

পাক ধরা ১ [সি পেকে সাদা হওয়া বা সাদা হয়ে শুকু করা। 'দুই রমের কাছে চুলে পাক ধরেছে।' রতীন্দ্র, ১৯২৯। ২ [সি পেকে ওঠা; পক্তভায়া হওয়া। 'হৈকেছি আমার কাঁচা কল নিয়ে - তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরনি।' রতীন্দ্র, ১৯৩২। 'পাককে পাক ধরেছে।' জীবন, ১৯৩৩।

পাকপটুতা [সি বি রান্নার দক্ষতা। 'যৌবনাবস্থাতে পটুতাবা ... পাক পটুতা, ও সন্তানের প্রতিপালন, ও তপশিকা করিবেন।' গৌর, ১৮২২।

পাক পরশ [সি পাক+পরশ] বি বৌভাত। 'বিত্তর পায়ে বাইস বিয়াও না করিবে; পাক পরশও করিবে না।' মনোএল, ১৭৪৩।

পাকপার [সি বি রান্নার হাতি। 'পাকপার দেখেব সব অন্ন আছে ভবি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাকখানালী [সি ১ বি পরিপাক কৌশল। 'পাকখানালীর বড়াইটাই সরলীশ।' রতীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি রান্নার পদ্ধতি। 'পরমাণুতন্ত্রের চেয়ে পাকখানালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।' রতীন্দ্র, ১৯৩০।

পাকবিধি [সি বি রন্ধনপ্রণালী। 'পারসীয় পাকবিধি।' দর্পণ, ১৯৩১।

পাকময় [সি বি পাকহরী। 'ইছা পরিপাক করিবার ক্ষমতা পাকময়ের নাই।' মঙ্গরতর, ১৮৮৫।

পাকরস [সি বি পাচক রস। 'বাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়।' রতীন্দ্র, ১৯০৮।

পাকশাক [সি পাক+] বি রান্নাবান্না। 'রাতে পাকশাক করিবার জন্য ... চুলা কাটিতেছে।' বক্তব্য, ১৮৯২।

পাকসালা [সি বি রান্নাবান্না। 'পক্ষহীন অর্থাৎ ইয়েজী পাকসালায় দোতান ও অনেক২ প্রকার ইউরোপীয় বশ।' দর্পণ, ১৮২২।

পাকসালা [সি পাকসালা] বি রান্নাবান্না। 'পাকসালা-আদি সব রকম প্রকাশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাকহুদী [সি বি উদ্ভবের যে অংশে বায়ুদ্রব্য জীর্ণ হয়। 'পাকহুদী ও হুদয়নি যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের ব্যাপার ...' জঙ্কর, ১৮৪৯। 'কারক শরীরের পঠন দেখিয়াই পাকহুদী ঠাণ্ড হয়।' মঙ্গরতর, ১৮৮৯।

পাকহুদী [সি বি রান্নার পর। 'অনেকে ভাতমতে পাকহুদী, জলপাত্র প্রকৃতি প্রস্তুত করে।' বিন্দ্য, ১৮৫১।

পাক+পরশ [সি বি বৌভাত। 'আবার জাতিভেদা কন্যার পাক+পরশে জন্মগ্রহণ করিবে না।' বক্তব্য, ১৮৮২।

পাকানি [সি পাক+] বি রান্নাবান্না। 'যাদাদি কর্ষেই খ্রীসোকেরা

সূত্রাতুলা পাকাদি কর্ষে নহেন।' জ্ঞানবেশ্য, ১৮৩৩।

পাকার্ণ [সি পাক+] ত্রিবিধ রান্নার জন্য। 'পাকার্ণ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে।' বক্তব্য, ১৮৭৫।

পাক [সি পাক] বি পাখনা। 'পিসিডায় পাক উঠে মরিবার তরে।' মুকুন্দ, ১৮০০।

পাকসাঁট, পাকছাঁট [সি পাক+স ছাঁট] বি পাখসাঁট; ডানার কাপটা। 'পাকসাঁট মারি তবে গল্পর এড়াই।' মাল্যধর, ১৫০০। 'পাকছাঁট ঘেরেছে সে বিহার।' মনোজ, ১৯৬১।

পাক [সি পাক] বি পাক। 'এই থাক ঘরে রাখে অপে নই পাক।' গরীব, ১৭৬৫। 'আমি পাক কোরানের ২/১ পৃষ্ঠা পড়লে বড় লাগি পাই।' রোকেয়া, ১৯৩২।

পাক জমাবে [সি পাক+আ জমাবে] বি মহোদয়। 'অমনি সে 'পাক জমাবে' আদিয়া কহি জোর কর-পুটে ...' বেনজীর, ১৯৩২।

পাক জীউ [সি পাক+হি জীউ] বি পাকি আত্মা। 'তবে পাক জীউ লিখ বেহেশত ভিতর।' গরীব, ১৭৬৫।

পাক-পাজাতন [সি বি ইসলামি মতে পাঁচ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি : হযরত মোহাম্মদ, হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। 'পাক-পাজাতন হইল যারা কীসের পরে ভাসল তারা।' দালন, ১৮৯০।

পাকহুমি [সি পাক+স হুমি] বি পুণ্যস্থান। 'পাকস্থানের পাকহুমিতে স্মৃতিসৌচ্যলাইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৫।

পাক [সি পাক] বি পাকিভাদি। 'পাক নারীসমক্ষে জাপরগের লাড়া।' বেগম, ১৯৪৯।

পাক-ওয়ার্তান [সি পাক+আ ওয়ার্তান] বি পাকিভাদি নামক কবিত্ত্বমি। 'পাক-ওয়ার্তানের অস্তিত্ব কোনখানেই টেকে না।' গান্ধী, ১৯১৭।

পাক-বাংলা [সি পাক+বাংলা] বি পাকিভাদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী ভূখণ্ড। 'পাক-বাংলার সাহিত্য-সাম্প্রতিসেবীদের প্রতি ...' আজাদ, ১৯৫৭।

পাকবাহিনী [সি পাক+স বাহিনী] বি পাকিভাদি সৈন্যদল। 'পাকবাহিনীর দোদর আল-বদর বাহিনীর সমস্যা ...' বেগম, ১৯৭২।

পাক-ভারতীয় [সি পাক+স ভারতীয়] বি ভারতবর্ষীয়। 'পাক-ভারতীয় উপমহাসাগরের অগণিত বিধাসংকলন, স্নেহ এবং পরিচি মানুষ সৌখিন্য উভয়ের কায়ে কি জন্মবাতাবে ব্যবহৃত হয়েছে।' উমর, ১৯৬৬।

পাকড় [সি পকড়া] বি পকড়া। 'তোমার চরণ পাকড়ি।' রতীন্দ্র, ১৯০৬।

পাকড়াও [সি পকড়া] ১ বি আটক। 'এখনকার মাস্টার আমাকে পাকড়াও করতে এসেছিলেন।' রতীন্দ্র, ১৮৯০। 'তাহারাই হইলের কলিকাতার পাকড়াও করিবে।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি প্রাপ্ত নাহজহাল। 'মেস বাহিনী পাকড়াও করিয়া বলিল।' নজরুল, ১৯৩১।

পাকড়া, পাকড়ানো [সি পকড়া] ১ [সি জোর করে ধরে আনা। 'হাসান আলীকে নিয়া পাকড়িয়া আনো।' গরীব, ১৭৬৫। ২ [সি রাখি করানো। 'ঢের হাঙ্গার আছে, গরবমেন্টকে পাকড়ানো অত দুরা নয়।' জীবন, ১৯৩১। পাকড়িয়া কি ধরে। 'হাসান আলীকে নিয়া পাকড়িয়া আনো।' গরীব, ১৭৬৫। 'নবক দাওয়া করিয়া পাকড়িয়া আনিবা।' হাফসেত, ১৭৭২। হাফসেত, ১৭৭৩। পাকড়িল কি ধরলো। 'হাত পাকড়িল আমি খোলাদিত হয়ে।' পাকড়িল

পাকড়ি ধরা

গম্বীর, ১৭৬৫।

পাকড়ি ধরা কি সবলে ধরা। 'কত পাকড়ি ধরিল আকড়ি দুইজন
দুইজনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পাকড়ে ধরা কি আপটে ধরা। 'বট-পাকড়ের ফেঁকড়িতলো অবশ
হাতে পাকড়ে ধ'রে ...' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

পাকড়ানি, পাকড়ানি বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পদাধর পাকড়ানি।'
সেব্রি, ১৮৪০: 'তৎশব্দ এবে সুখা কায়মনোবাক্যে এক হেতে
গিরেছিল। তারা বেঁচে নেই। অথবা মুন্যর পাকড়ানি।' গীরেন,
১৯৬১।

পাকড়ি', পাকড়ী [স পকড়ী] বি পাকড়ি পাহ। 'পাকড়ী নাকড়ী।' বহু,
১৪৫০: 'পলাধ পাকড়ি খপিরে বন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাকড়ি' [হি পাগড়ী] বি পাগড়ি। 'কত নাশা পাকড়ি, তেরোদাল কিরতি
থাকে।' মীনবহু, ১৮৬০।

পাকড়ী গ্র পাকড়ি'

পাকড়ী' [স পক] বি কুলের পাগড়ি। 'চাঁপার পাকড়ী দিয়া গড়িল
অকুলী।' ভারত, ১৭৬০।

পাকরালা [স পক্] বি পাশবিশেষ। 'বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।'
ভারত, ১৭৬০।

পাকলা [স] বিপ অগ্নিবর্ণ। 'কোন অপরাধে চকু করিস পাকল।' মুকুন্দ,
১৬০০।

পাকলা [স পাকল] বি রক্তবর্ণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাকলালো [স পাকলা] কি হৃৎকণ্ঠ করা। 'রাগা অধি পাকলায়া সাগিনী
উঠিল তাই জাগি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

পাকসিটে বিপ পোতা: শক্ত ও সূচ্যাম। 'পাকসিটে গড়নের চেহারা
বিকৃতি, ১৯২৯।

পাকা' [স পক] ১ বিপ পক। 'অভিমান পার্থ্য পাকা মাড়িম খিমে।' বহু,
১৪৫০। ২ বিপ ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। 'আর এক পাকা
বাড়ি।' দর্পণ, ১৮১৭। ৩ বিপ ইট, পাথর ইত্যাদি দিয়ে বাঁধানো। 'এ
কুত সকল চতুর্দশি পাকা গজগিরি করিয়া বাকা।' দর্পণ, ১৮২০।
৪ বিপ সুপুতিত। 'ভাৱার অন্ধর অভি পাকা।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বিপ
যথার্থ। 'দুর্ভি বুঝ পাকা সম্ভব নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ বিপ
নিগুণ। 'বেশ বীতিমত পাকা স্টাইলে আশান ঢালাছিল।' রবীন্দ্র,
১৮৯০। ৭ বি ইট, সুরকি প্রভৃতি দিয়ে ঢালাই করা। 'বাড়ির পাকা
ছাদ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৮ বিপ দৃঢ়। 'বেচারার বহুদূরনির্মিত পাকা
মতগুলি কোনোটা বিশীর্ণ কোনোটা ভূমিশাং হইয়া যায়।' রবীন্দ্র,
১৮৯৭। ৯ বিপ চূড়ান্ত। 'পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে ...।' রবীন্দ্র,
১৯০৫। ১০ বিপ পরিশুদ্ধ। 'এমন নহিলে বিজ্ঞান পাকা
হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১১ বিপ স্থায়ী। 'আশা করি এ
রঙ পাকা।' গ্রন্থ, ১৯১৫: 'রঙ এমন পাকা করে ধরে।' রবীন্দ্র,
১৯২৮। ১২ বি বৃদ্ধ। 'ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা।' রবীন্দ্র,
১৯৩৬। ১৩ বিপ অতিপার। 'পাকারুড়ির কবার মতো।' নজরুল,
১৯২৭। ১৪ বিপ খেলার সাক্ষ্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে
এমন। 'তোরাই সে ভালোর সোহে/ যার বেঁচে তোর পাকা খুঁটি।' নজরুল,
১৯৩০। ১৫ বিপ প্রাণবন্ত ও চতুর্দহ। 'পাকা মেয়ের মতো
হাসি জোয়ার ...।' মাকি, ১৯০৫। ১৬ বিপ দক্ষ। 'এ প্রতিষ্ঠানকে
পাকা মণির দিকে বানিয়ে দিলে গলে।' হাই, ১৯৪৭। ১৭ বিপ
সম্মত। 'পাকা ঘরে জ্বরে বেটপাকা ঘরে পড়েছি।' জীবন, ১৯৪৮।
১৮ বিপ পরিণত। 'হৃৎসল হতওটি তখনো পাকা হই নাই।' জলীম,

১৯৬১। ১৯ বিপ শাল। 'মাথা ভর্তি খাটো পাকা চুল।' মায়মুদ,
১৯৬৬। ২০ কি পূর্ণপূর্ণ হওয়া। 'কদিন অন্ধর ব্যাধব্যাধ করে
পেকে গুটে।' ম্যামল, ১৯৬৭।

পাকা আশ দেখলে কাকে ঠোঁকরান - ভালো কিছু পেতে সবাই
শোভ হয়। সুবল, ১৯০৬।

পাকা আসন [পাকা+স আসন] বি দৃঢ় অবস্থান। 'বালা সাহিত্যে
পাকা আসন মনস্ত কবিবার জন্য ...।' নজরুল, ১৯২২।

পাকা কথা [পাকা+স কথা] বি গুরুত্বপূর্ণ বা যথার্থ কথা। 'ভালো
ভালো পাকা কথাগুলি যদি অন্যায়-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া
দাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পাকা ববর [পাকা+আ ববর] বি চূড়ান্ত সবোদ। 'সেইটাই হবে
পাকা ববর।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পাকা বর [পাকা+বর] বি ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ঘর:
দালান। 'পাকা ঘরের কারণ কিছুই কর নিরুপিত হইবেক।' দর্পণ,
১৮২৪।

পাকা খুঁটি বি খেলার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া খুঁটি। 'তোরাই সে
চালের সোহে/ যার বেঁচে তোর পাকা খুঁটি।' নজরুল, ১৯৩০।

পাকা যুগু বি অতি ঢালাক। 'সোঁকটা পাকা যুগু।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

পাকাদেশা বি চূড়ান্ত সেবা। 'কি পাকাদেশাও হয়ে গিয়েছিল।' গ্রন্থ,
১৯১৮: 'তার পর গোল উঠল - পাকা-সোহা দিয়ে।' গ্রন্থ,
১৯৪০।

পাকা খানে মই দেওয়া - সমুহ সর্বনাশ করা। মীনবহু, ১৮৬০।

পাকাপাকি ১ বিপ চূড়ান্ত। 'আমি পেলো তবু কহা হবে পাকাপাকি।'
ভবানী, ১৮২৫। ২ বিপ সুনিশ্চিত। 'কাজটা পাকাপাকি করে
রাখবো।' উৎপন্ন, ১৮৫৭। ৩ বি ভুলটা করে কোনো অভিযুক্তি
নির্ধারণ। 'আগে গায়ে পাকাপাকি, ঝাঁকঝাঁকি, তাকাভাকি,
ঝাঁকঝাঁকি ছান নাহি পায়।' গুণ, ১৮৫৮।

পাকা পোক্ত, পাকাদেশা [পাকা+কা পুখত] ১ বিপ স্থায়ী।
'পাকাদেশা রক্ত নর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫: 'উর্দু ভাষা পাবে
পাকাদেশাও অন্তর।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ বিপ পরিশুদ্ধ। 'সে
বয়সে আমাদের সমাজে তখনকার আমলে লোকে একেবারে
পাকাদেশা সংসারী হয়ে বসত।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬। ৩ বিপ সুদৃঢ়।
'হৃদমন্দী' বাঁহতে কপালে জোঁক লগাতে পুরুষের চেয়েও
পাকাদেশা।' মুহুরত, ১৯৪৯।

পাকা বাড়ি বি ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বাড়ি; দালান। 'কোন
হানে পাকা বাড়ি করিতে আরম্ভ করেন।' দর্পণ, ১৮২২।

পাকাবাড়ি বি ইট-পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি বাড়ি; দালান। 'আর
এক পাকা বাড়ি মায়রঞ্জাম ও এক গৃহস্থের ...।' দর্পণ, ১৮১৮:
'হাটখোলায় তেনার মেয়েমানুষকে পাকাবাড়ি করে দিয়েছে।' বিদ্যুৎ,

পাকারুড়ি বি টী অতিপার বৃদ্ধ। 'কীটা হুঁড়ির মুখে পাকারুড়ির কবার
মতো বেজায় বেজায়া ভলল।' নজরুল, ১৯২৭।

পাকাম বি অল্প বয়সে প্রবীণের মতো আচরণ। বিদ্যা, ১৮৯১।
পাকাম করা কি জেটায় করা। 'আর পাকাম করে কাজ নাই।'
উৎপন্ন, ১৮৫৭।

পাকা মাখি বি দক্ষ পরিচালক। 'এ প্রতিষ্ঠানকে পাকা মাখির মতো
চলিয়ে নিয়ে যাবে।' হাই, ১৯৪৮।

পাকমি বি বাচলতা; ছেঁতোমো। 'এসব পাকমি জানো না।' মানিক, ১৯৪০।

পাকা মেওয়া বি পাকা ফল। ওর্গা, ১৭৮৫।

পাকা মেয়ে বি গ্রামবন্দর ও চতুর মেয়ে। 'পাকা মেয়ের মতো হাসি-ভাস্মাশর একটা অভিনয়।' মানিক, ১৯৩৫।

পাকমো বি অপক্লিত বয়সে গ্রহীণ ব্যক্তির মতো আচরণ। 'তুই হয়তো আমার বয়স পাকমো বুড়োমি শুনে অংকার দিয়ে উঠবি।' নরেন্দ্র, ১৯২৭।

পাকা শোক বি বিশেষজ্ঞ। ওর্গা, ১৭৮৫।

পাকী [স পক্] ১ ক্রি গরিপক্ হওয়া। 'পাকিল প্রাচ্য আশার' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি সাদা হওয়া। 'পাকিল দাটী মাখার কেশ' বড়, ১৪৫০। 'আমাদের পাকবে না চুল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ ক্রি অভিজ্ঞ হওয়া। 'শিতকাল থেকে গাছের কি শেকে নিকিল পুরানতরো?' রবীন্দ্র, ১৯০০। পাকএ ক্রি পাকে। 'ভাল মতে ব্যবস্ত নাহি পাকএ তিতরে' বড়, ১৪৫০। পাকিসা ক্রি শেকে। 'পাকিসা পড়িল তলে' মুহুদ, ১৬০০। পাকিল, পাকীল ১ ক্রি পাকলো; গরিপক্ হওয়া। 'পাকিল প্রাচ্য আশার' বড়, ১৪৫০। 'পাকীল ন্যয়ের হেন চাদের মদল' মাল্যব, ১৫০০। ২ ক্রি সাদা হওয়া। 'পাকিল দাটী মাখার কেশ' বড়, ১৪৫০। পাকীয়াছে ক্রি শেকেছে। 'গোড়প তেলে চুল পাকীয়াছে বয়সে বটে কি।' মুহুদ, ১৬০০।

পেকে আনা ক্রি নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়া। 'ইনশিতরেদের পলিদি দুটোও পেকে এলো।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

পেকে উঠা ক্রি অপক্লিত বয়সে গ্রহীণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা। 'চাতুর্যের সাহচর্যে ইতিমধ্যেই বেশ পেকে উঠছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

পাকী [পাক্] বি পাকানো; প্যাকানো। 'হাতে লএ পাকা সঙ্কট' কৃষ্ণময়, ১৭২০। ৩ শব্দ

পাকী [স পক্] বি পাখা। 'রাজ্যসের পাকা টেনে বাতাস ঝঞ্জে।' হত্যম, ১৮৬১।

পাকাটি বি গাটকাটা। 'পাকাটির মতো অচুলা' জীবন, ১৯৩৩।

পাকানো [পাক্] ১ ক্রি জড়ানো; প্যাকানো। 'চারী ৩৭ দণ্ডী পাকাইল দামোদর' বড়, ১৪৫০। 'যে কাপড়ে সলতে পাকাতুম সে কাপড় যাদবের নাই।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ ক্রি গঠনের চেষ্টা করা। 'রাজবংশ কেন্দ্ররূপী ইহরা নেশন পাকাইয়া ডোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ ক্রি জড়ানো। 'জটলা-পাকানোর যুগ এটা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ ক্রি চক্র সৃষ্টি হওয়া। 'আবার পোল পাকিয়ে বাবার সন্ধানবা।' বিজুতি, ১৯৩৭। ৫ বিপ্ একতর বয়স বোঝা যায় না এমন; অগরিপক্। 'বয়সে বয়সে, সেখানে বাই-তেইশের বেশী মনে হয় না-রোগা, পাকানো চেহারা।' সুখিল, ১৯৩৭। পাকাইয়া ক্রি পাকিয়ে; ঘুরিয়ে। 'সোহার জিহ্বির পায়, চক্ পাকাইয়া চায়।' রামহৃদয়, ১৭৮০। পাকাইল ক্রি পাকালো; জড়ালো। 'চারী ৩৭ দণ্ডী পাকাইল দামোদর' বড়, ১৪৫০। পাকাতো ক্রি জড়িয়ে। ওর্গা, ১৭৮২। পাকানিয়া বি পাকানো। 'পাকানিয়া রেশম।' মাল্যব, ১৭৪০। পাকিয়েছিলুম ক্রি জড়িয়ে তৈরি করেছিলাম। 'হেঁড়া চুল দিয়ে পাকিয়েছিলুম' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ শব্দ

পাকিয়ে উঠা ক্রি দানা বাঁধা। 'কলচ সে পাকিয়ে উঠছে।' জীবন, ১৯৩১।

পাকিয়ে তোলা ক্রি জটিল ও সংগঠিত করা। 'কোনলকে পাকাইয়া তুলিয়া বাহির হইতে আমাদিগকে ব্রহ্মত করিতে চাহিতেছে।' ১৬৭৯

আজাদ, ১৯৪৯।

পাকানো [স পাক্] ক্রি রান্না করা। 'কেহ তেছেলি কেহ পাকাইতে থানা।' গরীব, ১৭৬৫।

পাকানো পিঠা বি একধরকার মিষ্টি পিঠা। 'নরী করা পাকানো পিঠায় সবাই তারে হারে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

পাকাল [স পাকল] বিপ্ রত্নবর্ণ। 'অশীল দুইটি চক্ পাকাল করিয়া বলিলেন।' মল্লাররক, ১৮৮৫।

পাকাল [স পাক্] বি দা, কাতে প্রকৃতির ধার বাড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত ইস্পাত। 'বিনা পাকালে পড়িতে কাচি করছো নাচানাচি।' মালন, ১৮৯০।

পাকালি বি চুলা। 'বাচ্চাগুলো রোজ সুন্দর শব্দ করে পাকালের গ্রাসে চলে গেলে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পাকি [স পাক্যে] বি পাইক। 'কোন পাকি বাসলি ঝা ফরকার বিজুলি।' মুহুদ, ১৬০০।

পাকি [স পক্] বিপ্ তেলানিষোণে নৃৎ হয়েছে এমন। 'গালতরা তয়া পান পাকি মালা গসে।' ভারত, ১৭৬০। ৩ শব্দ

পাকি [স পকী] বি পাখি। 'পাকি হয়ে উড়ছে গিরে ছাত থেকে পড়ে মরা।' হত্যম, ১৮৬১।

পাকিসা [স পাকি] ১ বিপ্ পরিচ্ছন্ন। 'আপনো পাকিসা হৈয়া থাকিবা রামাইসি' মুলতান, ১৭০০। ২ বি বহুতা। 'মাল্যব, ১৭৪০।

পাকিস্তানবাদ [স পাকিস্তান+স বাদ] বি পাকিস্তান সৃষ্টি বিষয়ক মত। 'জাতীয় যেননাসের উদ্যেধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিকদের রূপায়ণ' অহোমকী, ১৯৪৪।

পাকিস্তানী [স পাকি] ১ বিপ্ পাকিস্তানের অধিবাসী। 'পাকিস্তানী মেয়েদের মধ্যে ...' বেগম, ১৯৫০। 'বড়ভায় তিনি পাকিস্তানী নারীদের কথা বলেন।' বেগম, ১৯৫১। ২ বি পাকিস্তানের অধিবাসী। 'ব্রাহ্ম্যক পাকিস্তানীর ইহার জন্য গরুকান্ডব করা উচিত।' বেগম, ১৯৫২।

পাকী [স পকী] বি পাখি। ওর্গা, ১৭৮২।

পাকী বি গহ্বিতা। ওর্গা, ১৭৮৫।

পাকুড়, পাকুর [স পক্টি] বি অশ্বখজাতীয় বড়ো গাছ। 'পাকুড় অশ্বখ বট থালা হযিকটী' ভারত, ১৭৬০। 'ও গারে গজের মাটে পাকুর গাছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পাকুড়ি [স পক্টি] বি অশ্বখজাতীয় বড়ো গাছ। 'অসোক পাকুড়ি ভাল নারিকেল তমাল।' মাল্যব, ১৫০০।

পাক্টে [স পক্টি] বি পাক্টার ট্রেস পাক্টে হইতে দিতে হইত। 'প্রত্যক, ১৮৫১। ৩ শব্দ

পাক্কা [স পাক্কা] ক্রি পাকলো। 'কমুরিনা পাক্কা হো শবরা শবরি মাতেলা।' চর্চা ৫০, ১২০০।

পাক্কায়াল [স পক্কা] বি গিরে ভাঙা পিঠাবিশেষ। 'কট পাক্কায়াল যেই সসেতে আছিল।' অলাওল, ১৬০০।

পাক্কা [স পক্কা] ১ বিপ্ বাট। 'আহমদী সম্পাদকও পাক্কা মুদলমান।' মল্লাররক, ১৮৮৯। ২ বিপ্ গুরোপরি। 'কালুসি দেয় তারে পাক্কা/ তিন মন ওজনের থাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পাখ [স পক্] ১ বি পাখা। 'বেশি পাখে সোই বিলা।' চর্চা ৪৬, ১২০০। ২ বি পালক। ওর্গা, ১৭৮৫।

পাখ হাট বি পাখার আঘাত। 'জিবরিলে তাক ধরি পাখ হাট মুখে

পাখান

মারি' সুলতান, ১৭০০।

পাখান, পাখানো [স পক্ষ]। ১ বি পাখি বা মাহের ডানা। ওর্দা, ১৭৮৫: 'মহস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে, তাহার বলে জলে ভাসিয়া বেড়ায়।' বিদ্যা, ১৮৫১: 'এই দেখুন পাখানার রং কেমন।' জীবন, ১৯৩০: ২ বি পাজ। 'বাসের পাখনের আমার পালক।' জীবন, ১৯৪২।

পাখানোওয়ালি বিশ শ্রী ভানাবিশিষ্ট। 'কোনো পাখানোওয়ালি পরি এসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

পাখাপাখালি বি বিকল্প ধরনের পাখি। 'পাতার পাতায় পাখাপাখালির নান্দ অনন্ত।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

পাখসজ্জা বি পাখা আপটানো। 'পাখসজ্জা পাখসজ্জা কর উড়িবার।' অলাওল, ১৬৮০।

পাখাট বি পাখির ডানার আপটা। 'বাতুড় উড়ছে - পাখসাজের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে।' ভাস্কর, ১৯৪৬: 'উপলব্ধ দৃষ্টিশক্তির ওপর একটা পাখসাজ মেরে বেনে মালাযাবা ...।' জীবন, ১৯৪৮।

পাখাআজ [ক পকাওয়াজ] বি মৃদঙ্গ জাতীয় বায়্যযন্ত্রবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১। প্র পাখোয়াজ

পাখরিয়া [পা পক্ষর] বি মৃদঙ্গসঙ্গে সজ্জিত। 'আতদলে জায় গজ পাখরিয়া খোড়া।' মুহম্মদ, ১৬০০।

পাখী [স পক্ষ] ১ বি ছাড়া। 'শিরে পাখা ধরি পাছে যার বিক্ষুব্ধ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি যা দিয়ে বাতাস করা হয়। 'দুই দিকে আলবাতা/ জলে পড়া গাড়া ঘটা/ দুই দিকে এত দুই পাখা।' মুহম্মদ, ১৬০০। ৩ বি ডানা। 'বন্দীকরে পাখা হয় মরিবার কালে।' অলাওল, ১৬৮০। ৪ বি পাখির ডানা। ওর্দা, ১৭৮৫: 'আবার পাখি গুটিয়ে পাখা।' রইদু, ১৮৮৩।

পাখা-আছড়ে-মরা ক্রি নিখল চোটা করা। 'বাচার পাখি পাখা-আছড়ে-মরা।' রইদু, ১৯৩৩।

পাখাওয়ালা [স পক্ষ+ই ওয়ালা] বি পাখা দিয়ে বাতাস করে যে। 'তার সুন্দরী পার্শ্বভিনীর সঙ্গে ভাতবর্ণীয় পাখাওয়ালায় গল্প করছিল।' রইদু, ১৮৯৩।

পাখা করা ক্রি বাতাস করা। 'যেখানে আজও আতন আছে ... পাখা করতে হবে।' প্রমথ, ১৯০৫: 'প্রবল বেগে নিজেতে পাখা করিতে থাকে।' রইদু, ১৯০৭।

পাখা পাওয়া ক্রি বাতাস লাগানো। 'যেন নিজে পাখা খাইতেছি।' রইদু, ১৮৯৪।

পাখাপাখাট বি পাখা আপটানি। 'এ বাচার সীমুখের মধ্যে বতুহু পাখাপাখাট সঞ্চার।' রইদু, ১৯০৭।

পাখা টানা ক্রি বাতাস করা। 'এখন সে কাজকর্ম করে, মুহুরবেলা বসিয়া পাখা টানে।' রইদু, ১৮৯৭।

পাখালী [স প্রকাশন] ক্রি খোরা। পাখাল ১ ক্রি দুইলো। 'ভ্রাণেরে জল দিয়া পাখাল দুই পাণ্ড।' সুলতান, ১৭৫০। ২ ক্রি খোয়া। 'যেচরী ও অন্ন বাজান ও পাখাল অল্পের চারি ভোগ সমুখে লইয়া রাখে।' দর্পণ, ১৮২৫। পাখালি ক্রিবিপ খোত করে। 'হাত পা পাখালি কৃষ্ণ আমন করি।' মালধর, ১৫০০। পাখালিও ক্রি খুয়ে নিয়ো। 'ভক্তি সেবে তাকে পাখালিও অন্ন মুখ।' অলাওল, ১৬৮০। পাখালিয়া ক্রি খুয়ে। 'পাখালিয়া চরণ চিতুয়ে করা খুয়ে।' মনিকরাম, ১৭৮১। পাখালি ক্রি প্রকাশন করলো; খোত করলো। 'পোষিদের দুই পা পাখালি

নিরে।' মালধর, ১৫০০। পাখালিয়া ক্রি খোত করলো। 'তিহিরের ছর সবে শিত পাখালিয়া।' সুলতান, ১৭০০। পাখালে বি খোয়। 'এক হস্তে যেন বিপ্রচন্দ্র পাখালে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পাখি [স পক্ষ] বিশ সহায়ক। 'পাখি গ রাহত্বে মোরি পাখিআচালে।' চর্য্য ৩৬, ১২০০।

পাখি, পাখী [স পক্ষী] বি পাখি। 'পাখী জাতী নহো বড়ারি উড়ী জাও তথা।' বতু, ১৪৫০: 'পাখি বসিতে তরুপাতলনে।' বতু, ১৪৫০।

পাখি-ওড়া বি পাখির উড্ডন। 'পাখি-ওড়া আর বুড়ি-ওড়া তফাত আছে।' রইদু, ১৯২৯।

পাখিকুল বি পাখির কলরব। 'প্রত্যয়ের পাখিকুল ঘুমভাঙ্গানের বার্তা আনবে জেনে শয্যাপিঠি যে নিরাসক্ত মন।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

পাখি-ছুট বিশ পাখির কলকাকলি মুক্ত। 'এ ছুট পাখি-ছুট।' প্রমথ, ১৯১৪।

পাখি-ডাকা বিশ পাখির ডাকে ঘূর্ণিত। 'পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা জোয়ার পল্লীবাটে।' রইদু, ১৯০৫: 'জোয়ারের ছায়াঢাকা, পাখিডাকা দেশ।' নজরুল, ১৯২৮।

পাখিনী বি স্ত্রী পাখি। 'আউশায়ে পাখিনীর নীড় তেজে যায়।' জীবন, ১৯৩০।

পাখি-পাখাল বি পাখি বা পাখিজাতীয় প্রাণী। 'শাহশালা নেই, পাখি-পাখাল নেই।' জন্নদা, ১৯২৯।

পাখি-পাখালি বি ছোটোবড়ো নানা বকমের পাখি। 'পাখি-পাখালি জন্ত-জানোয়ার।' রইদু, ১৯০৪।

পাখির ছানা বি পাখির বাচ্চা। 'নিমের ভালে পাখির ছানা।' রইদু, ১৯৪১।

পাখিশালা [বা+স] বি যেখানে পাখিরা থাকে। ওর্দা, ১৭৮৫।

পাখি বি তাঁকমুক্ত কপা। 'জানপার পাখি দিয়ে সুখামুখী তাকিয়ে দেখে।' মনোজ, ১৯৬১।

পাখি বি জমি পরিমাপের এককবিশেষ। 'প্রতিদিন তিন পাখি করিয়া জমি চমিতে হইবে।' জসীম, ১৯৬৪।

পাখুড়ী [স পক্ষপুটিকা] বি পাগড়ি। 'এক সো পদমা চৌসখুড়ী পাখুড়ী।' চর্য্য ১০, ১২০০।

পাখোয়াজ [ক পকাওয়াজ] ১ বি ভাল দেওয়ার বায়্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজে বীণা-মৃদঙ্গ পাখোয়াজ করতাল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি ইটড়ে পাকা। 'এসব পাখোয়াজ হেসেরা বুদ্ধিক নিচড়ে সেদিন কীচকবধ করে দিত।' নজরুল, ১৯২৭। প্র পাখাআজ

পাখি [স প্রমথ] বি মাথার পরার বস্ত্রবিশেষ; পাগড়ি। 'চকোর বদলে চপন দিয়ে পাখর বদলে গাড়া।' মুহম্মদ, ১৬০০।

পাগড়ি, পাগড়ী [স প্রমথ] বি মাথায় জড়ানোর কাপড়। 'কোমরে গেটিকা শিরে উত্তম পাগড়ী।' সুলতান, ১৭০০: 'এক ঠাই ভাল খড় খার ঠাই পাগড়ি।' সত্যেন্দ্র, ১৭৫০।

পাগড়ীওয়ালা [পাগড়ি+ই ওয়ালা] বি পাগড়ি পরে আছে এমন লোক। 'সঙ্গে চারিজন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল।' দর্পণ, ১৮২১।

পাগড়ীপরা বিশ পাগড়ি-পরিহিত। 'সোনালি পাগড়ীপরা তলওয়া-ধারী দুইজন আরদালি।' মনসুর, ১৯৫৭।

পাগল [স] ১ ক্রি উন্মাদ। 'উমত সবরো পাগল সবরো মা কর ভলী

ওহাড়া তোহেরী।' চর্চা ২৮, ১২০০। ২ বিপ মন্ত। 'তোমাকাত লাগিরা' রাখা ছেলো পাশল।' বড়, ১৪৫০। ৩ বিপ বিবেচনা-সুত। 'আমি কি এতই পাশল হয়েছি।' উমেশ, ১৮৫৭। ৪ বিপ মরিয়া। 'হেসে বুড়া আদি সরে অন্নের পাশল।' গুণ, ১৮৫৮; 'আদি কালের কম্পানো বেলা/ জনতে জনতে মানুষ পাশল।' অনুরা, ১৯৫২। ৫ বিপ (আদ্যার্থে) আবেশ। 'খেয়ে কি অজলি দেওয়া হয় রে পাশল।' রক্তিম, ১৮৭৪। ৬ বিপ বিমূঢ়। 'সৌরভসুখায় করে পরান পাশল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৭ বিপ বিমোহিত। 'কৃষ্ণচূড়ার দৃশ্য-পাশল শাখে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পাশল করা। ১ ক্রি বিমোহিত করা; বিবেচনাবোধ শোণ করা। 'সে আমাকে পাশল করিয়া দিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিপ মন মাতানো। 'পাশল-করা গানের তানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ ক্রি কিণ্ড করা। 'আমায় বাঁধবে যদি কাকের ডোরে, কেন পাশল কর অমন করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পাশলকরা। বিপ মনোমুগ্ধকর। 'পাশলকরা সে যুগল আঁখির/ নাশল কোথায় পাই গো।' সত্যভদ্র, ১৯১৬।

পাশলচান। [স পাশল+চন্] বি লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকখরি, সানালি, পাশলচান, প্রেম-ফকির ... দলতলি।' দেয়ারেত, ১৯৩৬।

পাশল-ঝোরা বি যে করনার পানি উন্মাদ বেগে প্রবাহিত হয়। 'তারই সুর লয়ে করিবে আমার গানের পাশল-ঝোরা।' নজরুল, ১৯২৯।

পাশলপরাণী। বিপ ক্রী গ্রাণ উত্তলা হয়েছে এমন। 'কৌতুক-রসে পাশলপরাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পাশলপারা। [স পাশল+স প্রাণ] ১ বিপ দেওয়ানা। 'অন্যরূপে সুনাই জানে আশেকে পাশল পারা।' লালন, ১৮৯০। ২ বিপ পাশলপরা মতো। 'তোলা জলের প্রান্তের ধারা/ ছুটে এল পাশলপারা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পাশল প্রায়। [স ক্রিবিপ পাশলের মতো। 'দয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাশল প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পাশল হওয়া ক্রি ভাগ্যোন্মত্ত বিবেচনা না করা। 'ইরোজ যুবতীরা হারী অবেশবে একেবারে পাশল হইয়া বেড়ায়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

পাশল হাওয়া বি ঝড়ো বাতাস; মত্ত বাতাস। 'এই পাশল হাওয়া কী গান গাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

পাশলের খানা বি বিশুদ্ধ ও হৃষ্টপালের জায়গা। ওর্সী, ১৭৮৫।

পাশলে কি না বলে ছাশলে কি না যায় - কাজজান না থাকলে যা-খুশি তাই করে। সুবল, ১৯০৬।

পাশলা। [স পাশল] ১ বি পাশল। 'আরে সে একটা পাশলা।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ বিপ ক্যাপা। 'আমাদের পাশলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক গ্রন্থা অনুসারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিপ আসক্ত। 'আমাদের এই ডাব-পাশলা দেশে।' নজরুল, ১৯২২।

পাশলা পায়দ। [স পাশল+হি গারদা] বি পাগলের জন্য নির্দিষ্ট আবাদ। 'তোমাকে লাট সাহেব পদচ্যুত করিবেন, কি পাশলা গারদে পাঠাইবেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পাশলা ঘণ্টি বি সতর্কতামূলক দৃষ্টাবিশেষ। 'জেলের ভিতর পাশলা ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল।' নজরুল, ১৯৩১।

পাশলা-ঝোরা বি যে করনার জলরাশি প্রাচুর্যে বেগে নির্গত হয়।

'আকাশ বেয়ে হাজার পাশলা-ঝোরা বরছে।' নজরুল, ১৯২২; 'গিরিশখরের পাশলা-ঝোরা শোষ মনেছে গিরিতলের বোবা জলরাশিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পাশলাটে বিপ পাশল ধরনের। 'ছেলেবেলা হইতে একটু পাশলাটে।' নজরুল, ১৯৩১।

পাশলামি, পাশলামী [স পাশল] ১ বি উন্মত্ততা। ওর্সী, ১৭৮৫। ২ বি বোকামি। ওর্সী, ১৭৮৫; 'স্বাধীনতা দিবার কথা উত্থাপন করাই পাশলামী।' দীপিকা, ১৮৮৭। ৩ বি অযথাব নির্দ্বন্দ্ব। 'নিতান্ত পাশলামি করা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪০। ৪ বি অবুরণনা। 'বুড় এ পাশলামি করিতেন একরূপ বোধ হয় না।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৫ বি অযৌক্তিক ব্যাপার। 'স্বদেশের কর্মতার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাশলামি নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ বি খেয়ালিগনা। 'এক-একটা দিন পুরা পাশলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৭ বি অযাভাবিক আচরণ। 'এ কী পাশলামি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পাশলামি-পাওয়া বিপ মনের বেগোলে কাজ করা হয় এমন। 'কত-যে আমার পাশলামি-পাওয়া দিনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পাশলামো [স পাশল] ১ বি পাগলের আচরণ। 'সে পাগল নয়, অমনি পাশলামো করে বেড়ায়।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি নির্বোধের মতো আচরণ। 'এখন পাশলামো করিলে নে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

পাশলা হাওয়া বি ঝড়ো বাতাস। 'পাশলা হাওয়ার বাদল দিনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পাশলাই বি পাশলামি। 'পাশলাই না করিহ না ছাড়হ খুট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাশলি, পাশলী [স পাশল] ১ বি ক্রী চঞ্চলমতি; অবুর। 'পাশলী রাখা গোআলিনী গো।' বড়, ১৪৫০; 'উন্মত্ত পাশলি মনে নিজ পতি দরসনে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ক্রী অবুর। 'সে পাশলি সে এমন মিষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'ওই খেসেছে পাশলি মায়ের দামাল ছেলে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বিপ উন্মত্ত। 'পাশলি নদী উঠবে কেশে।' নজরুল, ১৯২৩।

পাশলিনী [স পাশল+স ইনী] ১ বি ক্রী পাশল। 'কুরহনয়না আমার ... ভয়ে দানবায় পাশলিনীপ্রায়।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বিপ ক্রী ব্যাকুল। 'কেনে সখি, হালি পাশলিনী।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বিপ ক্রী অহিরণিষ্ঠ। 'কত কুলের কন্যে, গোরার জন্যে হয়েছে পাশলিনী।' লালন, ১৮৯০।

পাশলিনী পায়া [স পাশলিনী+স প্রায়] ১ বিপ ক্রী পাগলের মতো। 'তোমাহারা পাশলিনী পায়া।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাশর [স পাশল] বি পাশল। 'কি সিঁচা সুন্দরী মোরে করিল পাশর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ পাশল

পাশর [স প্রকার] বি মাঝারি আকারের গর্তবিশেষ। 'সামনে ছোট একটি পাশর।' মনসুর, ১৯৫৫।

পাঙড়ি [স প্রকার] বি পাগড়ি। মাদোনে, ১৭৪৩।

পাশোলা [স পাশল] বি ক্যাপা। 'কাছে নয় ডাকে তারে উঠেছলরে কোন পাশোলা।' লালন, ১৮৯০।

পাঙ দ্র পাওয়া

পাঙরাঙ্ক বি সাবিশেষ। 'চোড়া, গোখুরো, দুধরাঙ্ক, পাঙরাঙ্ক।' জীবন, ১৯৩৩।

পাঙশ [স পাঙা] বিপ ভদ্ম; ছাই। 'মমসা পুড়ী চন্দ্রমুখী পাঙশ মলিন

সেবি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাভাস, **পাভাস**, **পাভাস** [স পিাশ] বি আড়টেরা জাতীয় এক প্রকার মাছ। 'বড়শি বাহিয়া দিব বড় পাভাস।' *বিজয়*, ১৬৫০; *বিন্দ্য*, ১৮৯১; 'পাভাশ টায়েরো।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

পাভাস [স পাভ] *বিশ* ফ্যাকাশে। 'আমার পাভাশ-বরন শূন্য জীবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

পাভুচুয়াল [হি] *বিশ* সমগ্রনিত; সমগ্রানুবর্তী। 'সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাভুচুয়াল হওয়া শোভা পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাভুচুয়ালিটি [হি] *বিশ* সমগ্রানুবর্তিতা। 'ঠিক সময়টাকে আসাকেই বলে পাভুচুয়ালিটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পাঝা [স পঝা] *বিশ* পাখা। 'করবে বাতাস আবের পাঝা নিয়া।' *জসীম*, ১৯২৭।

পাঝাবর্দার [স পঝা+কা বরদার] *বিশ* পাখা দুয়ায় যে। 'বানসামা বেজমংগার ফরাস ফুকাবর্দার পাঝাবর্দার।' *তবানী*, ১৮২৫।

পাঝা *বিশ* একধরকার সামুদ্রিক লবণ। 'এঘাটে পাঝা ও করত সকল রকম আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পাচ *দ্র* পাচ

পাচ [স পচা] *বিশ* পিছন। 'তাহা পাচ করিয়া পশ্চিম মুখ ঘারে গেলে ...।' *রামরায়*, ১৮০১।

পাচক [স] ১ *বিশ* রাধুনে। 'পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাটীর অন্তঃপুরে পাক করেন।' *তবানী*, ১৮২৩। ২ *বিশ* পরিপাক হয় এমন। 'রোচক পাচক হয়ে বাত কক হয়ে।' *গুণ্ড*, ১৮৫৮।

পাচকতা [স] *বিশ* রান্না। 'প্রায় সকলেই পাচকতা কার্য পরিচাল্য করিয়াছে।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

পাচক ব্রাহ্মণ [স] *বিশ* রান্নার কাজ করে যে ব্রাহ্মণ। 'বাটীতে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রাহান ব্রাহ্মণ হইয়াছিল।' *তবানী*, ১৮২৫।

পাচিকা [স] *বিশ* স্ত্রী রাধুনি। 'পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া সলিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

পাচিকাবৃত্তি [স] *বিশ* রান্নার কাজ। 'পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নেই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

পাচন [স] *বিশ* ভেজয় ওষুধ। 'কি লাগি চিকিৎসা কর অন্ত বা পাচন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাচন [স] *বিশ* রন্ধন। **পাচনক্ষমতা** [স] *বিশ* রান্না করার যোগ্যতা। 'প্রৌপদী সদৃশ পাচনক্ষমতা।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

পাচনি, **পাচনী** [স প্রাঞ্জন] *বিশ* হোটেলা লাঠিবিশেষ। 'শ্রীমতীর বলরাম দুয়ায় পাচনি।' *দীচত্রী*, ১৫৫০; 'বেদ বংশী পাচনী জঠর ততে শোভে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

পাচনবাড়ি [স প্রাঞ্জন+বাড়ি] *বিশ* গবাদি পশু তাড়াবার হোটেলা লাঠি। 'পাচনবাড়ি উঠিয়েই আছে।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পাচার [হি পাছার] ১ *বিশ* পাতন। *মোনাএল*, ১৭৪৩। ২ *বিশ* গোপনে অপসারণ। 'তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

পাচারি, **পা-চারী** [স পদচারণ] *বিশ* পায়চারি; ইতস্তত হাটা। 'কেনী পাচারি করিয়া বেড়াইতেছেন।' *মশাররফ*, ১৮৯০; 'এক জোড়া সমুদ্রের পারে পারে পা-চারী করে।' *মুন্ডতবা*, ১৯৫২। *দ্র* **পায়চারি**

পাচাল [স পঞ্চালিকা] *বিশ* প্যাচাল; অপ্রয়োজনীয় বাক্যলাপ। 'কতকগুলি

মিথ্যা পাচালমাত্র পাড়িলেক।' *ভবানী*, ১৮২৫। *দ্র* **প্যাচাল**

পাচালি [স পঞ্চালিকা] *বিশ* পাচালি। 'কবি কৃষ্ণরাম বলে সরস পাচালি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

পাচিকা *দ্র* **পাচক**

পাচুশি *বিশ* সমলাবিশেষ। 'বৃহল্লম এ গন্ধ হয় মৃণালি কল্পরি, নয় পাচুশির।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পাছ [স পচা] *বিশ* পিছন। 'পাছত করিআ রাখা আর গোশীকুলে।' *বড়*, ১৪৫০।

পাছ কানাত [স পচা+আ কুনানাহ] *বিশ* বাড়ির পিছনের অংশ। 'বন্দুক হাতে করে ঠিক সাজের বেলা আমাদের বাড়ীর পাছ কানাতে ঘুরে বেড়ায়।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

পাছ দুরর, **পাছদুরর**, **পাছদোর** [স পচা+দুর] *বিশ* পিছনের দরজা। 'পাছ দুরর দিয়ে বাড়ীতে মন্দির আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ।' *মশাররফ*, ১৮৬৯; 'বাড়ির মধ্যে পাছদুরর অবধি ম্যাচ-ম্যাচ করে মানুষ চলে আসে।' *মনোজ*, ১৬৬১; 'পাছদোরার দুকদুক পুক দাড়িয়ে ভুফানী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭১

পাছবাড়ি *বিশ* বাড়ির পিছনভাগ। 'সদরে সাজ করেছেো ভালো পাছবাড়িতে নাই বেড়া।' *লালন*, ১৮৯০।

পাছে ১ *ক্রি* *বিশ* পিছনে। 'আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই।' *রামরায়*, ১৮০১। ২ *ক্রি* *বিশ* পরে যদি। 'কি জানি পাছে ইহারদের দীর্ঘ পুরুষে বিচ্ছেদ হয়।' *চম্পক*, ১৮০৫।

পাছ পাছে *ক্রি* *বিশ* পিছ পিছু। 'ডোড়ো বাঁধা রবে, পাছে পাছে মাঝে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পাছ [স পচা] *বিশ* পাচ। 'মবলগ পাছ টাকা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

পাছড়া [স প্রাঞ্জনটা] *বিশ* বরবিশেষ। 'বাঁকিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাছড়া [হি পছড়ান] *ক্রি* ভূপাতিত করা। **পাছড়া পাছড়ি** ১ *বিশ* মন্থযুক্ত বিশেষ। 'পাছড়া পাছড়িতে কেহ যায় গাছগাড়ি।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বিশ* লড়াইরত অবস্থায় পরস্পরকে ভূপতিত করার চেষ্টা। 'পাছড়াপাছড়ি, ধস্তাধস্তি চল সমানে সমানে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

পাছড়ানো [হি পছড়ান] *ক্রি* ভূপাতিত করা; আছড়ানো। *বিন্দ্য*, ১৮৯১।

পাছড়ি *বিশ* এক ধরনের চাল। 'পাছড়ি তুলল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মেন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

পাছা [স পচা] ১ *ক্রি* *বিশ* পিছনে। 'এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বিশ* নিতম্ব। 'পাছার খাসা মাংস ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

পাছাপেড়ে *বিশ* নিতম্বের উপর পড়ে এমন পাতৃযুক্ত। 'যে পাছাপেড়ে লাড়িখানা দিয়েছিলেন ... সেখানি জ্বলেই চুরি গিয়েছিল।' *প্রমথ*, ১৯১১।

পাছাড়, **পাছার** [হি পছাড়ান] ১ *বিশ* আছাড়। 'পাছার খাইয়া মহাদেব পড়িল ভূমিতে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিশ* মাটিতে নিক্ষেপ। 'পাছাড়ের ঘায়ে মড়ে পায় নিপাচার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিশ* পতন। 'মায়েনাএদ, ১৭৪৩। ৪ *বিশ* ভূত। *মোনাএল*, ১৭৪৩।

পাছানো [স পচা] *ক্রি* পিছনে হটা। 'তিনি না পাছাইয়া অমে বেলে গতিতে জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিলে।' *রামরায়*, ১৮০১।

পাছিন [স পচা] *বিশ* পাছিনা; পূর্বের। 'সে কাহ সে হম সে পঁচন।

পাছিল হাড়ি রস আরে আন।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাছু [স পচাখ] ১ বি পকিষ। 'পাছু সা ওপলী আঙ্গিনী।' *বড়*, ১৪৫০।
২ বি পিছন। 'ফনাছর ধরির বাসুকি পাছু যাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।
পাছুকার *বি* পিছনের। 'পাছুকার দুই পা লেজ সনে ধরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাছুপাছু *ক্রি* পিছনে পিছনে। 'পুপপাছে মুখুর পাছুপাছু জায়।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাছুমোড়া *ক্রি* পিছন দুই হাত পিঠের দিকে মুড়ে। 'পারের বসনে ভাটে বাছে পাছুমোড়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাছুয়ান *ক্রি* পিছন পচাখর্জী। 'পেলাহাট জামতি করিল পাছুয়ান।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পাছুয়ানো *ক্রি* পিছিয়ে যাওয়া। 'পাছুয়ানো ক্রি পিছু হটে যাওয়া।' *বন* বেহু আত মেল নহে পাছুয়ান।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **পাছুয়াই** *ক্রি* পিছিয়ে। 'বাজিয়া দানার গায় পাছুয়াই পুর জায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।
পাছুয়াইতে *ক্রি* পিছনে যেতে। 'পাছুয়াইতে।' *মনোএল*, ১৭৪০।
পাছুয়ার *ক্রি* পিছিয়ে যার। 'কেনে আওয়ার রাবাল কেনে পাছুয়ার।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পাছুড়ি [স গ্রহদ] ১ বি উত্তরীয়। 'পোয়ে এবল শীত সুখী জপজন তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি বস্ত্রবরণ। *মনোএল*, ১৭৪০।

পাছে [স পচাখ] ১ *ক্রি* পিছন। 'পাছে'। 'তার পাছে বমল আর্জুন পাঠারিল।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* পিছন পড়ে বদি। 'পাছে ছনী রোষ কর তোষে।' *বড়*, ১৪৫০। 'পাছে নির্দয় হন মোর সেব চরুপানি।' *মালাধর*, ১৫০০। ৩ *অব্য* যদি। 'সহস্রই ভয়ে ভয়ে গাড়ি চালাহেতের, অকারণে টোকাটৌকি অহকা লোক মায়া যাই।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ৪ *ক্রি* পিছন পড়ে। 'তার পাছে সহস্রের জুলিল দুর্জয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **পাছেই** *ক্রি* পিছন পরমুহুরেই। 'পাছেই কাহার চিত্তে না জন্মিল ভাঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **পাছেই** *ক্রি* পিছন পড়ে। 'পাছেই পাছেরে দুখে।' *বড়*, ১৪৫০। **পাছেই** *ক্রি* পিছন পড়ে। 'পাছেই মদনবাসে হাণিগা তাক পরাসে রহিবোঁ পরি মুনিবসে।' *বড়*, ১৪৫০।

পাছে পাছে *ক্রি* পিছন পিছু। 'পাছে পাছে জাইতে পথ হারাইল পাছে।' *বড়*, ১৪৫০।

পাছন [স রাজন] *বি* গুরু প্রভৃতি তাদ্ভাব্যর দর্শনেষে। 'তার পিঠে পাছনের একটা বড়ি হারিয়া যল।' *মনসুহ*, ১৯৫৫। *প্র* পাচন

পাছামা [ফা পাছামায়া] *বি* কোমর থেকে পাছের খোড়ালি পর্দা চাকে এমন ঢিলা বস্ত্রবিশেষ; সাঙ্গোয়ার। 'চাপকান, পাছামা, পাগোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়ান, ঢাকা বাকা ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাছাল [স গ্রহাল] *বি* ধূপপাত্র। 'স্বেত ধূপ দিয়া সোনালি আগিল পাছাল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

পাঞ্জী, **পাঞ্জী** [কা] ১ বি বাগার লোক; দুর্ব্ব। 'কোশে কহয়ে পাঞ্জী কাহাকা আখর পাঞ্জী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ *বি* পিছন অস্ত্রয। *ভবানী*, ১৮২০। ৩ *বি* পিছন। 'করে গিয়া বোশ্যাবাজি, যদি বল কর পাঞ্জী।' *ভবানী*, ১৮২৫। 'আমি কি তোদের মত ছুতো পাঞ্জী।' *বহির্ম*, ১৮৮৮।

পাঞ্জিআমি [ফা পাঞ্জি] *বি* বদমায়েনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাঞ্জি কর [পাঞ্জি+স কর] *বি* মন্দ কাজ। 'করে গিয়া বোশ্যাবাজি,

যদি বল কর পাঞ্জি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

পাঞ্জীর টোকা *বি* পিছন দুষ্ট। 'যে ততো হতভাষা, ... পাঞ্জীর টোকা।' *হুতোয়*, ১৮৮৮।

পাঞ্জী প্র পাঞ্জি

পাঞ্জী পুতি [স পঞ্জি+স পুতিকা] *বি* পঞ্জিকা ও শাস্ত্রময়। 'পাঞ্জী পুতি ছিড়িয়া ফেলিল।' *উৎসব*, ১৮৫৭।

পাঞ্জাতা *বি* একসকার বুনা শাক। 'সাজাতা পাঞ্জাতা বন-পুই তুলে বনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঞ্জা [হি] *বি* ধাঁধা। 'ক্রসওয়ার্ড পাঞ্জ।' *বুকেতি*। *শিবরাম*, ১৯৫০।

পাঞ্জোনারি [স পঞ্জনা] *বি* পঞ্জনাশ। 'আঁকম নামে রহএ হিছে হারি।' *কবির* তলাই বসলি পাঞ্জোনারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

পাঞ্চ [স পঞ্চ] *বি* পাঁচ সংখ্যক। 'পাঞ্চ কেতুআল পড়তে মাসে পিটত কাজী বাজী।' *চর্চা* ১৪, ১২০০।

পাঞ্চইশি [স পঞ্চ-ইশ্টিয়া] *বি* পাঁচ ইশ্টিয়। 'মপতর পাঞ্চইশি তসু সাহা।' *চর্চা* ৪৫, ১২০০।

পাঞ্চজ্ঞাপা [স পঞ্চজ্ঞান] *বি* পাঁচজ্ঞান। 'গণবর্ষে তোলিয়া পাঞ্চজ্ঞাপা যেপিলি।' *চর্চা* ১২, ১২০০।

পাঞ্চ পাঞ্চ [স পঞ্চপাত] *বি* পঞ্চপাত; পুরাণোক্ত পাচব বংশের পাঁচ ঋষি। 'পাঞ্চ পাণ্ডবের তেলা কুড়ী জননী।' *বড়*, ১৪৫০।

পাঞ্চবার্ষিক [স] *বি* পিছনবার্ষিক; পাঁচ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয় এমন। 'অনেকের রচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পাঞ্চভৌতিক [স] *বি* পিছন পাঁচভৌতিক (চিত্ত, অণু, তেজ, মল্ল, বোম) সংখ্যক। 'পাঞ্চভৌতিক পরীর পরিভাষা করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পাঞ্চভৌত [স] *বি* পিছন পাঁচভৌত নিয়ে গঠিত। 'যে নেয়নি মেনে মর্ত শরীরে বাধন পাঞ্চভৌত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পাঞ্চ সন্তী [স পঞ্চ-সন্ততি] *বি* নানারূপ দূরবস্থা। 'রসিক কাহাজি কইল মুগুণী সাধারণ করিবোঁ পাঞ্চ সন্তী।' *বড়*, ১৪৫০।

পাঞ্চজন্য [স] *বি* হিংস্র-অবতার কৃষ্ণের শব্দের নাম। 'পাঞ্চজন্য নাম সুনি আইসা বহুজন।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাঞ্চরার [হি] *বি* ছিন্নমূল হওয়ার ফলে চাকার ভিতরের বাহু নির্গত হওয়া। 'চাকাটি পাঞ্চরার করে গাড়িটি বিকল।' *ক্যান্সল*, ১৯৬৭।

পাঞ্চালী [স পঞ্চাল] *বি* পাঁচালি। 'অশ্রুপ কণা সেবি পাঞ্চালী রচিদ্দু।' *সুলতান*, ১৭০০।

পাঞ্চি *মেশিন* [হি] *বি* কামজ ছিদ্র করার বস্ত্রবিশেষ। 'আমাদের পাঞ্চি মেশিন।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

পাঞ্জানী *বি* অলংকারবিশেষ। 'আগর চন্দন গায় সোনার পাঞ্জানী গায়।' *মর্ত্তজা*, ১৭৫০।

পাঞ্জর [স পঞ্জর] ১ *বি* বাঁচ। 'হসে রও সরোবরে ততোহো পাঞ্জর।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বি* পাঁজর। 'পাঞ্জর খেলিল মনে।' *বড়*, ১৪৫০।

পাঞ্জশা [ফা পানজা] *২১* *বি* অঙ্গলিগত। 'করিয়া পাঞ্জশা দান্য পিরে কুতুহলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পাঞ্জা [ফা পানজা] ১ *বি* পশুপদ পাঁচটি আঙ্গুল আবদ্ধ করে কর্তির শক্তি পঞ্জীক। 'গোজ গোজ পাঞ্জা ফসে পঞ্জাশ জওয়ার।' *গবীষ*, ১৭৬৫।

পাঞ্জা কথা

২ বি বাদশাহগণের হাতের ছাপমারা ফরমান। 'পাতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত।' চন্ডিকা, ১৮৩১। ৩ বি করতল; থাবা। 'চণ্ডা দুখানা হাতের পাঞ্জা।' তারা, ১৯৪২।

পাঞ্জা কথা ক্রিড়া লিখি করা। 'যে ভাণ্ডারের সঙ্গে পাঞ্জা কথতে জানে এক হেরে গেলেও নতি বীকার করে না...'। শিখ, ১৯৬০।

পাঞ্জাবী [কা] বি পুরো হাতের কলারখিনির জামাবিশেষ। 'লক্ষ্যেবের ময়লা ও হাত-হেঁড়া পাঞ্জাবী পাতো।' বিকুপ্ত, ১৮০১।

পাঞ্জাবী [কা] ১ বিশ পাঞ্জাব অঞ্চলের। 'মহাভক্তবী পাঞ্জাবী ধর্মগোচরক।' প্রচারক, ১৮৯৯; 'ঘরের মধ্যে হুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রব্রী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বি পাঞ্জাবের অধিবাসী। 'আমরা পাঞ্জাবীদের এই তন্দুরা কিন অবদানটি মুক্তকণ্ঠে ...।' মুক্ততবা, ১৯৪৮।

পাঞ্জাবী ভাষা [কা পাঞ্জাবী+স ভাষা] বি পাঞ্জাব অঞ্চলের ভাষা। 'বাইবেল হিন্দুধর্মীয় নানা ভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঞ্জাবী ও তেলিগী ও কর্ণাটী ও ঠেংকলীমুক্তি উচ্চভাষারিংশে ভাষার তর্জমা করাইয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পাঞ্জাবীভাষী [কা পাঞ্জাবী+স ভাষী] বি পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহারকারী। 'পাঞ্জাবীভাষী ও গুজরাতিভাষী জনগণের উপর এই দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' হাফিজ, ১৯২৩।

পাঞ্জি, পাঞ্জী [স পান্ডি] বি পাঞ্জি; অর্ধ-বিবরনী। 'শুণ ত সুলভী রাখা পাঞ্জীর বাধান।' বড়ু, ১৪৫০; 'হয় নয় সেন রাখা পাঞ্জি পরমান।' বড়ু, ১৫৭০।

পাঞ্জেরী [কা] বি জাহাজের যে কর্মচারী আবহাওয়া, নিক নির্ণয় প্রকৃতি বিষয়ে চালককে সহায়তা করে; জাহাজের পক্ষদর্শক। 'রাস্তা পোহাবার কত দেবী পাঞ্জেরী।' ফরকুস, ১৯৪৩।

পাট [স পট] ১ বি পাটা। 'ভিনবি পাটে লাগেগি রে অণক-কণক যখ গাজই।' চণ্ডী ১৬, ১২০০। ২ বি শাসন। 'না মানসি কল রাখ পাটে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি ফলক। 'হেয় পাট জিনি তোহারে জখনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বি পর্ষ। 'হয় ন জাএব তুজ পাটে।' জাএব উখট ঘাটে, কইছারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৫ বি পট প্রধান। 'পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৬ বি নৌকার কাঠের পাটাতন। 'মিসাক বলিতে পাট উপরে মালুম-কাট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বি চিড়ি। 'পাটে চড়ে রুকবতী প্রদক্ষিণ কৈল পতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৮ বি সিংহাসন। 'পাটেত না আইসে সব রাজা নয় হই।' অলাতল, ১৬০০। ৯ বি ভাঁজ। 'বিশকর্মা পাটে পাটে সোহার পেরেক আটে।' কুঞ্জায়ম, ১৭২০; 'একটা পাট-কা পাণ্ডাওয়ালা মদ্রাঙ্গি চাদর।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ১০ বি আয়োজন। 'বরস হইল পাট বিবাহের নাই পাট।' রামানুজায়ম, ১৮৫৪। ১১ বি পেশ। 'হুকে বাশ ও ভাড়া চাপা দিয়া উদমকম পাট করে।' সুলভ, ১৮০০। ১২ বি অস্ত্রাল। 'আমি একা রকলাম পাটে ভানু সে বলিল পাটে।' লালন, ১৮৯০; 'পরপারে সূর্য গেল পাটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ১৩ বি পর্ব; কারবার। 'পাটোয়ারী-গোছ বুদ্ধি যাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬; 'এবার দুনিয়ার পাট টঙাতে পারলেই হয়।' গঙ্গালী, ১৯৪৮। ১৪ বিস সুন্দর। 'কথাকে পাট করে সাঝাই বলে কবি।' নজরুল, ১৯২১। ১৫ বি নিত্যদিনের কর্মের ধারা। 'বাড়িতে ও পাট একবারেই নাই।' নজরুল, ১৯৩০। ১৬ বি গুস্ত। 'আমরা শুধু মাটি পাট করছি।' অজিত, ১৯৫০।

পাট করা ১ ক্রি ভাঁজ করা। 'সে কাপড়-সোপড় পাট করছে তেলবার জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিশ ভাঁজ-করা। 'পটিকরা

শতরিকি কখন বোরা প্রকৃতি দিয়া মাটের-পৃথিবী সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।' বনকু, ১৯৩৬।

পাট-খোলা বিশ ভাঁজতল। 'তোমার হলুদ চুলের লিখি দুটোজে পাট-খোলা গরদের মতো।' শক্তি, ১৯৬৯।

পাটভাষা [স পট+স ভাষা] বি ভাষা খোলা। 'যোগেন্দ্র মুখোপাধী সেই দিন মাত্র পাটভাষা হয়ে ছিল।' হেতুম, ১৮৬১।

পাট-মহিষী বি ক্রী প্রধান রানী। 'পাট-মহিষীর খাটে, শরন-সদনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

পাটরাণী, পাটরাণি [স পট+স রাজী] বি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রানী; প্রধান রানী। 'সামু বিশ্ণুমাণে আইল পাটরাণির চেটি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মক্কেল মহলে বসিয়া পাটরাণী।' রঙ্গায়ম, ১৭৫০।

পাটসালা [স পট+সালা] বি সিংহাসনসূহ। 'অবিরোহে চল বেটা পাটসালা ছাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাটের দোলা বি পালকি। 'ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা পাড়ি বুঝা তুষণ অর্থ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাটেশ্বর [স পাট+েশ্বর] বি প্রধান রাজা। 'অনায়াসে হইল কেহানি পাটেশ্বর।' অলাতল, ১৬০০।

পাটেশ্বরী [স পাট+েশ্বরী] বি রাজার মুখ্য স্ত্রী; প্রধান রানী। 'হুজি হইবা-পাটেশ্বরী।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পাটেশ্বরী [স পাটেশ্বরী] বি রাজার মুখ্য স্ত্রী; প্রধান রানী। 'সেই কন্যা না করিম মুকে পাটেশ্বরী।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পাট [স পট] ১ বি বেশমি কাপড়। 'আজী বিতলনী রাখা পরিধান পাট।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি এককরনের বস্ত্র। 'পাট তরা নিল খই।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি পাট গানের শাক। 'নট্যা তরা জোলে পাট গালস নালিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি পাট পাণ্ড ও তার আল। মানেএল, ১৭৪৩; 'কুমুদিনী পাট কাটে।' বজ্রিম, ১৮৭৯।

পাটকল [স পট+স কল] বি পাট থেকে চট ইত্যাদি তৈরির কারখানা। 'পাটকল চটকল গসার থাকেরে লাগলকে মলন করে ফেসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাট-কলগয়াল্লা [স] বি পাটের কলের অর্থাৎ মিলের মালিক। 'পাট-কলগয়াল্লাদের চাপে পড়িয়া পাট-চাপ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪০।

পাটখড়ি বি পাটের আঁশ তুলে নেওয়ার পর যে তক্তনা পাছ থাকে। 'পাটখড়ি ধরাইয়া সে প্রদীপ জ্বালিল।' মানিক, ১৯৩৬।

পাটখোত বি পাটের খোত। 'পাটখোতের চারা বাহুতে গিয়ে শরীর থেকে হরতো দরদর করে ঘাম করবে।' অলাউকিন, ১৯৫৪; 'পাটখোতে ময়মক গরদের মধ্যে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পাটদাম বি পাট স্থল রাখার ঘর। 'বাবার বিরাট পাটদাম আছে।' লামসুল, ১৯৫৭।

পাটচাষী বি পাটের চাষ করে যে। 'পাটচাষীরা লাভবান হইবে ...।' আজাদ, ১৯৪৪।

পাটখোশ বি রেখমি সুতার খোশ। 'মুকুতার খায়া পাটখোশ দুই পাশে।' বড়ু, ১৪৫০; 'মুকুতার পাটখোশ পিঠেতে ঢুলিল।' কুঞ্জায়ম, ১৭২০।

পাটনীতি বি পাট উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারি নীতি। 'পাটনীতি কি তাহা হইলে পাট চাষ বন্ধ করার মাঝেই সাক্ষ্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।' আজাদ, ১৯৪৪।

পাট-পাচা [স পট+স পচন] *বিশ* পাচা-পাটের; পাট পতে যাওয়া ফলে তৈরি। 'পাট-পাচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পাটভালা *বি* পাটকাঠি। 'সারা বঙ্গের এতে বড়কুটা, লাকড়ি-পাটভালা থাকে।' মনসুর, ১৯৫৫। *ঐ* পাটভড়ি, পাটসোলা।

পাটসাড়ি, পাটসাড়ী [স পট-সাড়ি] *বি* বেশমের শাড়ি। 'শব্দ কাঁচলী পাটসাড়ী অলঙ্কার।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'পরি দিব্য পাটসাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাটসোলা *বি* পাটের আঁশ তুলে নেওয়ার পর অবশিষ্ট শুকনা পাছ। 'পাটসোলার বেড়া কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় নাই।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পাটোষর [স পাট-অধর] *বি* বেশমি বস্ত্র। 'নানান সুগন্ধি রত্ন স্বর্ণ পাটোষর।' অম্বাওল, ১৬৮০।

পাটোম্বর [স পাটাব্বর] *বি* বেশমি বস্ত্র। 'পরিলেক পাটোম্বর নেতের উড়ন।' মাল্যধর, ১৫০০।

পাটের দালাল *বি* পাট ব্যবসার মধ্যস্থতাকারী। 'কী বলে ইয়ে – এই – পাটের দালাল!' নজরুল, ১৯৩১।

পাট^১ [স পটক] *বি* পাড়া। 'শহনার ডর উচিত না কয় জে আছে পাটপড়ানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাট^২ [স পাঠ] *বি* পাঠ। 'লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

পাট^৩ *বি* দানীসুত্রি। পাটখাটী [স পট+] *বিশ* দানীসুত্রি করে এমন। 'খুঁকি কি মধুসূনের পাটখাটী মজুর?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাটওয়ারি *বি* বেশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

পাটিক [স পটক] *বি* পাট। 'পটক প্রহরমদ কার্যক ... গ্রাম আমার নিজ তালুক দেখা আর।' হালদেহ, ১৭৭২।

পাটিকপত্র [স পটক+স পত্র] *বি* বিক্রয়, বন্দক বা পঞ্জীয়নস্মরণ। 'এতোদর্ঘে পাটিকপত্র নিলাম।' হালদেহ, ১৭৭২।

পাটিকিলে, পাটকিলা [স পাটালক+স] *বিশ* ইটের মতো রংবিশিষ্ট। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গোয়ালেতে গোলা বাধা কত কালো পাটিকিলে সাদা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পাটকিলে ঘোড়া *বি* পাটকিলে রঙের পোড়ামটির তৈরি ঘোড়া। 'নিরে যাব একদিন পাটকিলে ঘোড়া।' জীবন, ১৯৩২।

পাটকিলে [স পাটালক+স] *বি* ইটের টুকরা। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'পথিকদিগকে ইট পাটকিলে মারিয়া শিটান দিতেছে।' শ্যামলী, ১৮৫৮।

পাটন, পাটশ [স পতন] ১ *বি* বন্দর। 'তহি জো পঞ্চ পাটশ ইন্দি বিসঅ গঠা।' চর্চা ৪৯, ১২০০। ২ *বি* জনপদ। 'গৌড় পাটনে হয় পঞ্চর উপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বি* বাণবিশেষ। 'তিনটা পাটন কাঁড় দিল জামাতারে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ *বি* বাণিজ্য। 'প্রথমে হইল পূজা পাটনে চলিয়া।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ৫ *বি* ঘরের মেঝে; কাঠের তক্তা। *ম্যানেএল*, ১৭৪০।

পাটনাই [স পাটনা+] ১ *বিশ* পাটনার তৈরি। 'চারি হাজার টাকা পাটনাই সনাত ...' মেয়র্গ, ১৭৭৪। ২ *বি* এক ধরনের ঢাল; পাটনা থেকে আসা। 'পাটনাই তরুল তিন টাকা বার আনা মোন।' দর্পণ, ১৮১৯।

পাটনাইয়া [পাটনা+] *বিশ* পাটনা অঞ্চলের। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালাদ্বিয়া পৃথক আড়সের বেশমি বস্ত্র তরোবতরো।' রামরাম, ১৮০১।

পাটনি, পাটনী [স পটনি] *বি* খোয়াঘাটের মাঝি। 'কেহবা পাটনী ঠাটে

রহিল নদীর তটে ...' কুঙ্করাম, ১৭২০; 'পাটনি পাতিল খোয়া পার হইয়া যাইতে।' ভবানী, ১৮২৫।

পাটব [স] *বি* নৈশুণ্য। পাটবশক্তি [স] *বি* নৈশুণ্য শক্তি। 'প্রাণিজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈশ্য ও চিত্তহারিত্ব ... অমেয় পাটবশক্তির পরিচায়ক।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পাটল [স পাটলা] ১ *বি* পাটালী ফুল। 'কুদবল্লী তরু ধএল নিসান। পাটল তুল অমোক দল বান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *বি* ইটের রং। 'মিশ্র বর্ণের মধ্যে হরিত, পাটল, ধূসল এই তিনটি প্রধান।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পাটলা [স পাটল+] ১ *বি* কুমাবিশেষ। 'কুবিদার ভুলিল পাটলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বিশ* ফিকে লালরঙা। 'পাটলা হরিণী ফিরিয়ে শ্যামল হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পাটলাস [স পাট+] *বি* ঘরের মেঝে; কাঠের তক্তা। *ম্যানেএল*, ১৭৪০।

পাটশাল *ঐ* পাটশালা

পাটশালা [স পাটশালা] *বি* পাটশালা। 'বামভাগে দুর্গা-মেলা তার শিছে পাটশালা।' মুকুন্দ, ১৬০০। *ঐ* পাটশালা

পাটশাল [স পাটশালা+] ১ *বি* পাটশালা। 'সকল ছাত্রের মাঝে হেট মাথা কেনু লাগে আর না বসিব পাটশালে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* বৈঠকখানা। 'হেন কালে আসা সাধু বৈসে পাটশালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাটশায় [পাটশালা] *বি* পাটশালা। 'চন্দ্র কোটাল বোলে বস্যা আছে পাটশায়।' *রামাই*, ১৭১০।

পাটসাল *ঐ* পাট

পাট^১ [স পটক] ১ *বি* দলিল। 'লিখন পাটা পাঞ্জী পরমাণে।' বড়, ১৪৫০। ২ *বিশ* চতুর্ভুজ। 'কৌটা পাটা মহাসদ্ব হিঁড়া জোড়ে কৌটা লখ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বি* গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'বাসুকি গলাএ পাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ *বি* খণ্ড। 'ঐ অঙ্কের বেটনবস্ত্র ডোর পাটার ব্যয় ...' ১' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ *বি* পেশার শিল। 'আপনার আপনার পাটা, বাট, ও চুড়ড়ি ধুয়ে প্রাণীপ সাজাচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১। 'পাটার মত বুদ্ধশানিতে থাপড় মারে শাবল হাতে।' কুসুম, ১৯২৯। ৬ *বি* বঙ্গের জন্য নির্ধারিত কাঠের আসনবিশেষ; পিঁড়ি। 'ঘররা মুদি চকু মুদি পাটার বসে চুলাছে কুম্ব।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৭ *বি* তক্তা। 'শতাব্দীর পের পাটা তেজস্ক্রিয় উৎকণ্ঠা পটলে।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

পাটাতন [স পটক+] ১ *বি* কাঁচ বা বাঁশের তৈরি মাচা। 'তার পরে কের পাটাতন।' সুলতান, ১৭০০। ২ *বি* তক্তার তৈরি নৌকার মেঝে। 'নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে।' মানিক, ১৯৩৬; 'পাটাতনের নীচে কী লুকাইয়া রাখিয়াছে?' মানিক, ১৯৩৬। ৩ *বি* মাঝ। 'সাম্রাজ্যের পাটাতনে দাঁড়িয়ে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পাটাতন করা *বিশ* প্রসারিত। 'আমি হাবিলদার সাহেবের পাটাতন করা বুকে জোর দুটো খাণ্ড কবিয়ে বাহবা দিয়েছিলাম।' নজরুল, ১৯২৭।

পাটাদার [স পটক+ফা দার] *বি* ভূমি পত্তনের গ্রহীতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পাটাবুক [স পটক+স বুক] *বিশ* সাহসী; নির্ভীক। 'এ বোল বুলিতে তোর মনে বড় সুখ/ পরধর পইসে যেক চোর পাটাবুক।' বড়, ১৪৫০।

পাটাবুকী [স পটক+স বুক] *বিশ* ক্রী সাহসী। 'হানে কুলে এখো নাই পাটাবুকী ডিরা।' বড়, ১৪৫০।

পাটাসেলামি

পাটাসেলামি [স পটক+আ সলাম] বি জমি পত্তনির জন্য প্রদেয় অর্থ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাটী বি পাটী প্রস্তুতকারক। মনোএল, ১৭৪৩।

পাটী [ও পাঠা] বি পাঠা। 'সিরে বেলেঘাটা, বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেসে।' চন্দ্র, ১৮৫৮।

পাটামো [স গ্রন্থান] ক্রি পাঠামো। পাটাইয়া ক্রি পাঠিয়ে। 'আজ্ঞা পাটাইয়া দেয় মুনির পাটাম' কবীন্দ্র, ১৮৬৯।

পাটামাত বি গলচ্চত। মনোএল, ১৭৪৩।

পাটাম্বর, পাটাম্বর দ্র পাট

পাটামি [স পট] বি পাটার মতো জন্মোনা খেজুরের গুড়। 'হিন্দু ও মোসলমান প্রদর বাতাসা, পাটামি, সন্দেহ ও কল্যাণ প্রভৃতি বর্ণন হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পাটামিগুড় [পাটামি+স গুড়] বি পাটার মতো জন্মোনা গুড়। 'রস জ্বাল দিয়ে করত পাটামিগুড়।' নব্রত, ১৯৪৭।

পাটি [স পট] বি মাদুর। 'সকল্যে পামরী কবল গাব বদল করিয়া পাটি।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি কাঠের পাটা বা তক্তা। 'শিলায় মানায়্যা বাশি' পাটি চাঠে রাশি রাশি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পাটিপাতা [পাটি+পাতা] ১ বিপ পাটিপাতার মতো। 'শাভ বৌ নবিসুতের মসৃণ পাটিপাতা সহজ মুখখানি।' কায়সার, ১৯৬২। ২ বি একত্রকার যোগসাধনায় উন্নয়ন। 'পাটি পাতা আর বেতাক বনে খেরা বাড়ির চরশাশ।' জহির, ১৯৬৪।

পাটি [স পট] ১ বি জুতা। 'বাবু সেজে পাটির উপরে রাশি পাটি।' চন্দ্র, ১৮৫৮। ২ বি জোড়ার একটি। 'এক পাটি বৃহৎ পাদুক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পাটিকাল [স পাল+কাল] বি ইটের টুকরা। 'নিশা মধ্যে আনির পেটের পাটিকাল।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পাটি ঝাটি বি গৃহকর্ম। 'প্রাচুর্যসে গৃহকর্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম।' দর্পণ, ১৮২৮।

পাটিয়াশ [স পাট] বি প্রমিষ্ক। 'হেমবদ্র ছুড়ন না জানে পাটিয়াশ।' জালাল, ১৬৬০।

পাটী [স পট] বি পাশার চালন কাঠি। 'হাথে পাটী করি পৌরী ডাকেন দশ দশ।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পাটী [স পটী] ১ বি গ্রাম বা শহরের পাড়া। 'গুরের গিচম পাটী বলায় হাসনহাটী এক মুদনিয়া ঘরবাড়ি।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি যোগসাধনায় এক প্রকার উন্নতির পাতলা বাকলের ফালি দিয়ে বোনা মাদুর। 'ফজর সময়ে উঠি বিছাই লোহিত পাটী পাঁচ বেরি করমে নমাজ।' মুহুন্দ, ১৬০০। 'সুচিকণ পাটী বসাইয়া কবিতা কেশবিন্দ্যস।' রোহাশ, ১৯২১।

পাটী [স] বি গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা। 'তাঁহার নামে পাটী ও বীজ লীলাবতী এই দুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে।' গৌর, ১৮২২।

পাটিপণিত, পাটীপণিত [স] বি অর্থবিদ্যা। 'তিনি বহুত পাটিপণিত ও বীজপণিতের ভূমিকায় যে আশ্চর্যবরন শিখিয়েছেন ...' অক্ষয়, ১৮৪৭। 'তাঁহার নিকট বাকল, পাটিপণিত, গীতাংশী, এই তিন খানি মাত্র পুস্তক ছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

পাটুদী [স পট] বি খোয়া গার করে যে। 'বর শেষে পাটুদী ফিরিয়া যাউ যার।' ভারত, ১৭৬০।

পাটুয়া বি জারজ। পাটুয়া পুত্র [পটুয়া+স পুত্র] বি জারজ সন্তান।

মনোএল, ১৭৪৩।

পাটেশ্বর, পাটেশ্বরী দ্র পাট

পাটোয়ার [স পট+ওয়ার] ১ বি বাজনা আদায়কারী। 'চলিলা দোসারি হই বত পাটোয়ার' কৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি রেশমের কাজ করে যে। মনোএল, ১৭৪৩।

পাটোয়ারিগিরি [পাটোয়ার+ফ গিরি] বি রাজস্ব আদায়ের কাজ। 'পাটোয়ারিগিরি ও মুহুরিগিরি।' দর্পণ, ১৮৩১।

পাটোয়ারী [পাটোয়ার] বি রাজস্ব আদায়কারী। 'পাটোয়ারী-গোছ মুক্তি বাদের দাও উঠিয়ে তাদের পাট।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

পাটোল [স পাটল] বি রেশমি কাপড়। 'শঙ্খ সম বাকি খোঁপা পাটোল পছাঁই।' বড়ু, ১৪৫০। 'যে বেশোএ পাটোল মেরে নিলে পদাধরে।' বড়ু, ১৪৫০।

পাটী [স পটক] ১ বি তর-বিকর, বশক বা পত্তনির দলিল। 'পাটী বশক রাখিয়া শুভা লইয়াম।' মের্স, ১৭৫৭। 'তোমাকে বসতি করিতে পাটী দিলাম।' মের্স, ১৭৬৪। ২ বি বাজনা দেওয়ার দলিল। 'তিনি মহাজকে বে পাটী শিখিয়া দিয়াছেন ... আদায়ের চেষ্টা করিবেন।' সুলভ, ১৮৭৩।

পাটীকবলুতি [স পটক+আ কবলীঘত] বি ভূমির তর-বিকরে বা বন্দোবস্ত পক্ষেই চুক্তিপত্র। 'বন্দোবস্তের পাটীকবলুতি করে ফেল।' তারু, ১৯৪০।

পাটীদার [স পটক+দা দার] বি জমির বিক্রি অথবা পত্তনি দিয়েছে যে। 'পাটীদারেরদের আর রাস্তা নির্মাণ করণের অনুমতি পাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

পাটীকেরা বি ভাষ্যের জাতিগোষ্ঠী বিশেষ। 'পূর্বপল্লবেরা ছিলো পাটীকেরা পুরী গৌরব।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পাঠ [স] ১ বি শিক্ষা। 'মনমথ পাঠ পাইল অদ্বৈত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি পঠন। 'তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেৎ-কোলাহল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি শব্দ। 'ইরাকের পাঠে ঘনি নইম যখন।' জালাল, ১৬৮০। ৪ বি আবৃত্তি। 'বেদ পাঠ করিলেক মুনি যেরে যকনে।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। ৫ বি পড়াশোনা। 'যদি তোমরা বল ত্রীলোকের পাঠ ব্যবহার সিক্ত নহে ...' গৌর, ১৮২২। ৬ বি অধ্যয়নের বিষয়। 'উক্ত বিদ্যাদায়ের জ্ঞানযোগে পাঠ গ্রাহ হইবে।' জ্ঞানোদ্যেবন, ১৮৩৪। ৭ বি উচ্চারণ। 'বিরাট ছান ও গীর্ভোচরান ছানে ধারা মত পাঠ করিয়াছেন।' জ্ঞানোদ্যেবন, ১৮৩৬।

পাঠকর [স] বি পড়া। 'মের মাহশান ... তাবৎ অক্ষর পাঠকরের কন্মতা রাখেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

পাঠকরন [স পাঠকর] বি মনোযোগের সঙ্গে পড়া। ওয়া, ১৭৮৫।

পাঠ করা ১ ক্রি পড়া। 'সে পায় এক ছত্র ... পাঠ করিল।' দর্পণ, ১৮২২। ২ ক্রি অবলোচনা করা। 'পাঠ করো রামদ্বিগ ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পাঠ করিতে পারা ক্রি বুঝতে পারা। 'আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পাঠকরান [স] ক্রি পড়াশোনা জন্য। 'মেঘরাঙ্গীপটজাত একজন পাঠকর আনিয়া বাবুদিগের পাঠকরা নিযুক্ত করিগেন।' ভগবী, ১৮২৫।

পাঠক্রিয়া [স] ক্রি পড়াশোনা। 'অনর্ক বা অনিষ্টকর কার্যে যে সময় নষ্ট করে, তাহাও বহুশ্রমিক্রিয়া পাঠক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে

পারে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পাঠসূহ [স] ১ বি অধ্যয়ন কক্ষ; বিদ্যালয়। 'পাঠসূহ ও তাহার পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডের যেকোন পরিপাটী হইলে বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও শিক্ষানুকূল হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি গ্রন্থাগার। 'এক অভিনব পাঠসূহ গ্রন্থত করিবার মানস করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পাঠসূহীত [স] বিশ পঠিত। 'তাহার কাব্য ও কবিতা বিহ্ব সমাজে পাঠসূহীত হইয়াছে।' ইসলাম, ১৯৩৮।

পাঠ্যগ্রহ [স] বি পাঠ্যযোগ্য গ্রন্থ। 'লিপিবন্দনা, গুরুবন্দনা, গুণাবন্দনা, ও দাত্যাকাঙ্ক্ষি যাহার সমুদয় পাঠ্যগ্রহ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পাঠ্যঘর [স পাঠ+ঘর] বি বিদ্যালয়। মানোএল, ১৭৪৩।

পাঠ্যচর্চা [স] বি পড়াশুনা। 'তাহার পাঠ্যচর্চার নিভৃত শান্তি' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পাঠ্যজনিত [স] বিশ অধ্যয়নের কারণে হয়েছে এমন। 'পাঠ্যজনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পাঠ্যজ্ঞা বিশ পাঠে সক্ষম। 'কিছুণে মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩১।

পাঠদশা [স] বি শিক্ষাকাল। 'পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার অন্যথা হয় না।' দর্পণ, ১৮২৯।

পাঠ্য সেব্রা ক্রি শিক্ষা সেওয়া। 'পাঠ্য দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

পাঠনা [স পঠন] বি শিক্ষাদান। 'তাহার কার্য সাধনা কল্পে ইয়োজী পাঠনা, পাঠ্য গ্রন্থের অভাব।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পাঠ্যনিবৃতি [স] বিশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করছে এমন। 'এই নতপুত্র পাঠ্যনিবৃতি অল্পত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' রবীন্দ্র, ১৮৪৮।

পাঠ্যনিরতা [স] বিশ স্ত্রী পাঠরত। 'বিদ্যাসুন্দর বা লক্ষ্মণদেব পাঠ্যনিরতা।' দীপিকা, ১৮৮৭।

পাঠ্যনিষ্ঠা [স] বি পড়াশোনার প্রতি অনুরাগ। 'ছাত্রীদের পাঠ্যনিষ্ঠায় অন্যান্য পরিমাণ আভিনব্য দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাঠ্যবাদ [স] বিশ পাঠদান স্থগিত। 'মহাশয়দি ও পরব্রাহ্মেতৎ পাঠ্যবাদ হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮২৪।

পাঠ্যভেদ [স] বি মূল পাঠের হেরফের। 'এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভ্রূরি ভ্রূরি পাঠ্যভেদ ও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পাঠ্যমন্দির [স] বি বিদ্যালয়। 'নূতন পাঠ্যমন্দির নির্মাণ অনাবশ্যক বিবেচনা ... করিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পাঠ্যরত [স] বিশ অধ্যয়নরত। 'পাঠ্যরত মণির দিকে চেয়ে বসেছিলেন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

পাঠ্যশালা [স পাঠশালা] বি বিদ্যালয়। 'প্রাভিনিতি পাঠ্যশালে করএ গমন।' বাহরাম, ১৬৫০।

পাঠ্যশালা [স] ১ বি বিদ্যালয়। 'সেই পাঠ্যশালাত পড়এ কত বালা।' বাহরাম, ১৬৫০। 'হায়েরা বা ইটন পাঠ্যশালায় পড়িতে হইলে মাসে দুই শত টাকা করিয়া ...' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'পূর্ব বঙ্গে অনন্য ৫০ হাজার পাঠ্যশালা আছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পাঠ্যশালা-ঘর [স পাঠশালা+পা ঘর] বি যে ঘরে পাঠ্যশালায় কার্যক্রম চালাতে হয়। 'পাঠ্যশালা-ঘরের এক কোণে ছেড়া মাদুরের উপর

বসিয়া ...।' শরৎ, ১৯১৭।

পাঠ্যশিক্ষা [স] বি পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন। 'অধিক সময় পাঠ্য শিক্ষায় নিযুক্ত রাখা উচিত নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পাঠ্যশিক্ষার্থ [স] বি অধ্যয়নের জন্য। 'তাহাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যশিক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পাঠ্যশালা [স পাঠশালা] বি বিদ্যালয়। 'গ্রামেই টোবাড়ী ও পাঠ্যশালা ও মকতবখানা।' রায়মায়, ১৮০১।

পাঠ্যসূহা [স] বি পড়ার প্রতি অগ্রহ। 'তারা যে সাহিত্য-রসিক তার নমুনা পাওয়া গেল পাঠ্যসূহা থেকে।' সুকান্ত, ১৯৪৩।

পাঠ্যস্থান [স] বি শিক্ষাকেন্দ্র। 'তাহারা পাঠ্যস্থানে যে-সমস্ত সুখাময় বচন শিক্ষা করে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পাঠ্যশীকার [স] বি অধ্যয়ন। 'নবশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পাঠ্যশীকার করা অনুশ্রুত।' দর্পণ, ১৮২০।

পাঠ্যংশ [স] বি পড়ার অংশ। 'পাঠ্যংশ আয়ত্ত করিতে অবসর পান নাই।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

পাঠ্যশার [স] বি বিদ্যালয়; লাইব্রেরি। 'গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠ্যশার সংস্থাপন করাও কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পাঠ্যক [স] ১ বি ছাত্র। মানোএল, ১৭৪৩; 'মঙ্গলবারে ইসকোজী পাঠ্যকেরদের পরীক্ষা হইল।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি যে পাঠ করে। 'কখন যুক্ত কখন পাঠ্যক' ভারত, ১৭৬০।

পাঠ্যকচ্যেতনা [স] বি পাঠকের চেতনা। 'তা পাঠ্যকচ্যেতনে এক গৃহ এবং তীব্র অনুপ্রবেশ্য বিশেষের উদ্ভেদ করে।' শিব, ১৯৭৩।

পাঠ্যকবর্ণ [স] বি পাঠ্যকগোষ্ঠী। 'আমরা ভরসা করি যে পাঠ্যকবর্ণ অবশ্য মনোযোগপূর্বক ইহা পাঠ্য করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৫; 'পাঠ্যকবর্ণ বিবেচনা করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পাঠ্যকবিষয় [স] বি পাঠ্যকেন্দ্রসম। 'পাঠ্যকবিষয়ে চেতনা সব লেখকের রচনাতেই কম বেশি প্রভাব ফেলে থাকে।' শিব, ১৯৭৩।

পাঠ্যককলি [স] বি পাঠকের পছন্দ। 'এদের প্রভাবের ফলে যে পাঠ্যককলি গড়ে ওঠে ...।' শিব, ১৯৭৩।

পাঠ্যকসখ্যাত্যাত্য [স] বিশ পাঠকের সঙ্গে যোগ হারিয়েছে এমন। 'এর মধ্যেও যে নিরপেক্ষ পাঠ্যকসখ্যাত্যাত্য কবি একবারে নেই তা নয়।' শিব, ১৯৫০।

পাঠ্যকসমাজ [স] বি পাঠ্যকবর্ণ। 'লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠ্যকসমাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাঠ্য ক্রি অধ্যয়ন করা। 'অধির প্রেমের রোশে কেনে পাঠ্যে দৃষ্টিযোগে কেনে হেরএ চান্দবন্দন।' বাহরাম, ১৬৫০।

পাঠ্যনিষ্ঠুর [স] বি অনুবাদ। 'রাধাকান্তসেব কর্তৃক পাঠ্যনিষ্ঠুর গ্রীহস্ত সমর্পিত হইল।' দর্পণ, ১৮২২।

পাঠ্যনুরাগ [স] বি পড়ার অগ্রহ। 'পাঠ্যনুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পাঠ্যস্তর [স] বি মুদ্রিত বা লিখিত অংশের ভিন্ন পাঠ। 'এই গ্লোকটির পাঠ্যস্তরও কলিবে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পাঠ্যবিশ্যক [স] বিশ পাঠ করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় এমন। 'তথ্যবরণ সমুদয় যুবা ব্যক্তিবর্গের পাঠ্যবিশ্যক।' দর্পণ, ১৮৩৭।

পাঠ্যভিলাষ [স] বি পড়ার বাসনা। 'অনেকজন পাঠ্যভিলাষ করিলেও অধিক ব্যয়ক্রমে অন্য ...।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

পাঠাভ্যাস [স] বি বিদ্যানুগীলন। 'সেই সময়ে, অধিক রাত্রি পৰ্বত, পাঠাভ্যাস করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৩৬।

পাঠার্থি [স পাঠার্থী] কি পাঠ করতে চায় এমন। 'ইয়োজি পাঠার্থি বালকবোনের শিক্ষার্থে ... পুস্তক প্রস্তুত হইতহে।' দর্পণ, ১৮২৫।

পাঠার্থী [স] কি পাঠ করতে চায় এমন। 'বাহারা পাঠার্থী হইল উহার আত্ম প্রার্থনানুচক নিবেদন পর অর্থাৎ দরখাস্ত পিছিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

পাঠার্থে [স] কিবিশ পাঠের উদ্দেশে। 'পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে দেশে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পাঠিকা [স] ১ বি ক্রী ছাত্রী। 'পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০ হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি ক্রী পাঠ করে যে। 'বিশেষজ্ঞতার ব্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র দ্বন্দ্ব হইল না।' প্রমথ, ১৯২৪।

পাঠোত্তীর্ণ [স] কি পাঠ করে কৃতকার্য হয়েছে এমন। 'ঐ পর উচ্চমাধ্যম বিদ্যালয়ারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তির সম্পন্ন করিতহেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

পাঠোদ্ধার [স] বি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য লেখার পাঠ নির্ণয়। 'বাসালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতহে।' সবুজ, ১৯১৭।

পাঠা, পাঠানো কি প্রেরণ করা। 'ভাণ্ডারী পাঠাইলি মোরে।' বড়, ১৪৫০। পাঠাইল কি প্রেরণ করলো। 'প্রভু তাকে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। পাঠাণী কি পাঠিয়ে। 'ভাণ্ডার পাঠাণী সিল কাছে।' বড়, ১৪৫০। পাঠাই ১ কি পাঠিয়েছি। 'মেরঙ্গ, ১৭৫৭। ২ কি পাঠাছি। 'সংগতিক এক সও তত্তা নিকা আর বাটীর সকলের কাপড় ... পাঠাই।' ওর্গ, ১৭৮২। পাঠাইল কি প্রেরণ করে। 'কিহিন্তাক পাঠাইল রসুলকে সমোখিয়া।' বাহরাম, ১৬০০। পাঠাইছেন কি পাঠিয়েছেন। 'তোমার কারণে মোরে পাঠাইছেন সোঁসাই।' বিজয়, ১৬৮৩। পাঠাইতে কি পাঠাতে। 'লভা পাঠাইতে দুহুতে দেখে বিন্তারাজ।' মালখর, ১৫০০। পাঠাইব ১ কি যেতে দিলাম। 'ন্য পাঠাইব তোমা দূর দেশ।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ কি পাঠাবো। 'বেসো সত পাঠাইব প্রধান সোন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাঠাইবেক কি পাঠাবো। 'কেরি সাহেবের নিকট আপন নাম পাঠাইবেক।' দর্পণ, ১৮২১। পাঠাইবো কি পাঠাবো। 'সুপ্রতি জাগিলে বাড়ায় পাঠাইবো তামে।' বড়, ১৪৫০। পাঠাইয়া গন্ধর্ব সকল ডাকিয়া।' সুলতান, ১৭০০। পাঠাইয়াছিলে কি পাঠিয়েছিলে। 'ওর্গ, ১৭৮২। পাঠাইল কি পাঠালো। 'উদ্দেশ করিতে লোক পাঠাইল সড়ুর।' মালখর, ১৫০০। পাঠাইলা কি প্রেরণ করলো। 'দুত মুখে কহিয়া পাঠাইলা নরপতি।' সুলতান, ১৭০০। পাঠাইলি কি পাঠালি। 'ভাণ্ডারী পাঠাইলি মোরে।' বড়, ১৪৫০। পাঠাইলু কি পাঠালাম। 'সত্যকে মায়ায়া পাঠাইলু জন্ম ঘরে।' মালখর, ১৫০০। পাঠাইলে কি পাঠিয়েছে। 'বেশাণী মায়ী/ আরও নানা ফুল/ কে দিয়া পাঠাইলে মোরে।' বড়, ১৪৫০। পাঠাইলো কি পাঠালাম; পেরান কলম। 'বলিতে তোকে দূত পাঠাইলো।' বড়, ১৪৫০। পাঠাইছি কি পাঠাও। 'হুসি দিয়া সমাচার পাঠাইছ মোকে।' মালখর, ১৫০০। পাঠাঞি কি পাঠায়। 'আইহন সে জীএ কিকে/ হেন নারী পাঠাঞি বিকে।' বড়, ১৪৫০। পাঠাও কি প্রেরণ করো। 'দাকিন পাঠায়ে পাঠাও অন্য জনে।' মুহুন্দ, ১৬০০। পাঠাওজ কি প্রেরণ করে। 'নিমন্তর পাঠাওজ যব বর জাত।' সুলতান, ১৭০০। পাঠাও ১ কি পাঠাবো। 'ভব হাম দূর দেশে পিয়া না পাঠাও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি পাঠাও। 'কোন দিয়া দিয়া বা পাঠাও গুণাইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। পাঠান ১ কি প্রেরণ

করেন। 'মাসে মাসে পাঠান সখল।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ কি পাঠানো। 'ভাহাকে বিলাত পাঠান জাবেক।' কালদে, ১৭৮৯। পাঠাম কি পাঠাবো। 'আকা কর নুপবর আজী পাঠাম জম ঘর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাঠায় কি প্রেরণ করে। 'পাই নাই দুহুতে বসে মেগিয়া পাঠায়।' মালখর, ১৫০০। পাঠায়া কি প্রেরণ করে। 'উচ্চব পাঠায়া মনি মাগিনা নারায়নে।' মালখর, ১৫০০। পাঠারিব কি পাঠাবো। 'আপন বহু হাটক পাঠারিব।' বড়, ১৪৫০। পাঠারিল কি পাঠিয়েছি। 'কালীনাথ পাঠারিল সাগরের পার।' বড়, ১৪৫০। পাঠারিলে কি পাঠাইলো; পাঠিয়েছে। 'আমাকে পাঠারিলে রাখা নান্দের নন্দনে।' বড়, ১৪৫০। পাঠায়া কি পাঠিয়ে। 'পাঠায়া তোমার বাণে দুর্গম সিংহলে মন জেন পোড়ে মোর শোক-দাবানলে।' মুহুন্দ, ১৬০০। পাঠায়া কি পাঠালো। 'আপনি ঠাকুর তবে পাঠায়া নারদ।' রূপরাম, ১৭৫০। পাঠাই কি পাঠাও। 'বুঝি রাখিকা পাঠাই মথুরা।' বড়, ১৪৫০।

পাঠাইয়া দেওয়া কি স্থানান্তরিত করা। 'কৃষকদিগকে কোথায় পাঠাইয়া দিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

পাঠানো কি প্রেরণ করা। পাঠিল পাঠালো। 'ঘড়িকিরে রাজা মুদ্রিতে পাঠিল।' মালখর, ১৫০০। পাঠে কি পাঠায়। 'তামে চিন্তিত হৈয়া জুড়ে পাঠে কৃষ্ণকর্ষ।' মালখর, ১৫০০।

পাঠাওন বি পাঠানো। ওর্গ, ১৭৮৫। পাঠাওন দ্র পাঠ

পাঠা (বৃন্দা) বি পাঠা। ওর্গ, ১৭৮২।

পাঠায়ের দ্র পাঠ

পাঠান [বি পাঠান] বি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সম্প্রদায়বিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাণী বিটানি হনি পাঠান বসিল নানা জাত।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পাঠানকু [পাঠান+স কু] বি পাঠানের বৈশিষ্ট্য। 'মুদাবন্দনের পাঠানকু সম্পূর্ণ কর্তৃক হয়ে ...।' মুজতবা, ১৯৪৯।

পাঠানদেশ [পাঠান+স দেশ] বি লাহোরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও আফগানিস্তান। 'আফগানে (পাঠানদেশে) উক্টে মের জেনে।' জফর, ১৮৪৭।

পাঠানী [পাঠান<] ১ কি পাঠানের মতো। 'চলেছে পাঠানী কায়দার।' মুজতবা, ১৯৪৯। ২ কি পাঠাণার ব্যবহার করে এমন। 'মাখায় পাঠানী পাড়ি।' মনসুর, ১৯৫৫।

পাঠানো দ্র পাঠা

পাঠিসাপটা বি সূতি তাঁক-করা মিলি পিঠিবিশেষ। 'তাঁতির বউ বসে, পাঠিসাপটা পিঠা।' জমীন্দ, ১৯৩০।

পাঠা [স] ১ বি পড়ার জন্য নির্ধারিত। 'মুলবুক সোলাইটা পাঠাশার পাঠা গ্রন্থ কেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ২ বি পাঠযোগ্য। 'আমাদিগের ইয়োজি ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠা যোগ করেন না।' জফর, ১৮৪৮; 'পুঁথির সৌরভগণ্ডে মুল-পাঠা পুঁথিবীর চেয়ে বেশ-পাঠা-সত্য চোদ লক্ষণে বড়ো ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বি পাঠ করতে হয় এমন; পাঠ করা; উচিত। 'বেজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত্নসূচক পাঠা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পাঠা অগাঠি বি পঠনযোগ্য ও পঠনের অযোগ্য। 'পাঠা সন্তত বই।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পাঠা করা কি পাঠানযোগ্য করা। 'ছাপাখানা এসে শ্রাব্য কবিতাকে পাঠা করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পাঠ্য গ্রন্থ [সি বি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত বই। 'স্কুলবুক সোসাইটি পাঠশালায় পাঠ্য গ্রন্থ সেন।' চম্পিকা, ১৮৩২।

পাঠ্যজীবন [সি বি ছাত্রজীবন। 'পাঠ্যজীবনে কদাপি বিবাহ করিবে না।' এসলাম, ১৯৭৭।

পাঠ্যতালিকা [সি বি পাঠ করতে হবে এমন বিষয়ের তালিকা। 'ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা থেকে ইতিহাস বহুখণ্ড হওয়ার পূর্বে ...' সবুজ, ১৯২১।

পাঠ্যতালিকাতত্ত্ব [সি বি পাঠ্যতালিকার অর্থতত্ত্ব। 'এই উপাদেয় গ্রন্থখানা ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকাতত্ত্ব করিচ্ছেন।' ছোলতান, ১৯২৩।

পাঠ্যপুস্তক [সি বি শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা বই। 'পাঠ্যপুস্তক সম্বলন বিষয়ে ছুল ছুল দুই একটি কথা মাত্রের প্রশঙ্গ করা যাইতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৯; '...সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ছিল।' রাজ, ১৮৭৪; 'বিকৃত পাঠ্যপুস্তক সকল পাঠ করিয়া ...' প্রচারক, ১৮৯১।

পাঠ্যপুস্তকাদি [সি বি পাঠ্যপুস্তক ও লেখাপড়ার অন্যান্য সমগ্রাম। 'পাঠ্যপুস্তকাদি সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া শিক্ষকের প্রতি কতই বিরক্ত হইতাম।' কেসাসবাসিনী, ১৮৬৩।

পাঠ্যপ্রাণালী [সি বি পাঠ কৌশল। 'বর্তমান পাঠ্যপ্রাণালীর আড়খর দেখিলে।' এসলাম, ১৯২০।

পাঠ্যবই [সি পাঠ্য+আ বই। বি পাঠ্যপুস্তক। 'একটু পরে ছোট্ট হাই তুলে পাঠ্যবই মুড়ে রাখিলো।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

পাঠ্যভুক্ত [সি বি পাঠ্যসূচিভুক্ত। 'বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়।' বাসনা, ১৯০৯।

পাঠ্যরূপে [সি ক্রিবিণ পাঠদানের বিষয় হিসেবে। 'উর্ধ্ব পাঠ্যরূপে থাকিবার জন্য কমিটি বলিয়াছেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩৪।

পাঠ্যসূচিভুক্ত [সি বি পাঠ্য তালিকার অর্থভুক্ত। 'উচ্চাঙ্গ সূচীর সকল শিক্ষার্থের অনেকটা অবস্থা পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হইয়াছিল।' আদ্যাস, ১৯৬৯।

পাঠ্যবহা [সি পাঠ্য+অবহা। বি ছাত্রজীবন। 'সে পাঠ্যবহায়া বিয়ে করবে না।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

পাড় [সি পার। বি ভট; কুল। 'বড় বড় দিঘির পাড় তার হাত-পা ধরি।' মলাধর, ১৫০০।

পাড়ওয়ালা বিপ তীরবিশিষ্ট। 'উঠানকে মনে হয় উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

পাড়ভাঙা বিপ পাড় ভেঙেছে এমন। 'পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম কুশপাশ শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'পালদের বাড়ি থেকে ক্রিয়তে চৌধুরীদের পাড়ভাঙা পুকুর।' কায়সার, ১৯৬২।

পাড় ১ বি কাপড়ের কিনারা। 'বাকমলের মুটাম হাত উপরে মনশাপেড় পাড়ের রাঙ্গা পাড় আলিয়া পড়িয়াছে।' বক্ষির, ১৮৮৭। ২ বি কিনারা; পার্শ্ব। 'মেঘের রঙিন পাড় বুকেছে পড়ন্ত রোদ।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

পাড়ওয়ালা, পাড়ওয়ালা বিপ পাড়বিশিষ্ট। 'কড়কা পাড়ওয়ালা মলাটের খোমটো দিয়া মনোরঞ্জনের চোটা করিস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'রঙিন পাড়ি না পরলেও পাড়ওয়ালা পাড়ি পরতেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫২; 'তার পরনে চিকন পাড়ওয়ালা সেলাইহীন শাদা পুডি।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

পাড়-দেওয়া বিপ পাড়যুক্ত। 'দিঘির উত্তর ধারের এক টুকরো জল

কলমি শাকের পাড়-দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পাড় [সি পাড়] বি পারের চাপ বা আঘাত। 'তুঘেতে পাড় যদি কেউ দেয় তাহে কি আর ঢাল বাহির হয়।' লালন, ১৮৯০; 'নিম্নের টেকি ছাড়া পাড় দেবে না।' জীবন, ১৯৪৮।

পাড়নি বি প্রাথমিক স্তর। 'ফল যল যাবে পাড়ন দিতে।' গীনবন্ধু, ১৮৬৩।

পাড়রি [সি পড়ি] বি পারুল ফুল। 'পাড়রি পরিমল আসা পুরম মধুকর গাবর গীতে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পাড়া [সি পড়] ১ ক্রি আঁকা। 'মিছা খড়ি পাড় কাহাখিঁ কপট নাটে।' বড়ু, ১৪৫০; 'লেখা করে কাহাখিঁ আপনে খড়ী পাড়ী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি করা; দেওয়া। 'মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি প্রচার করা। 'ভবে নাম পাড়ারিঁসে আপে আবালী সজী।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ ক্রি ভাঙা। 'ইচ্ছা খাখা কাঁক বার পাড়িবে।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ ক্রি বিছানো। 'খাট পাড় যমনার তীরে।' বড়ু, ১৪৫০। ৬ ক্রি উজাটন করা। 'সানু দুকবার ঘরে পাড়ি বপালী।' বড়ু, ১৪৫০। ৭ ক্রি ফেলা। 'চুলে ধরি মন্ডে হেতে ভূমিতলে পাড়ে।' মলাধর, ১৫০০। ৮ ক্রি আড়াড় মারা। 'মন্ড হইতে ভূমে পাড়ি কংস রাজায় মারি।' মলাধর, ১৫০০। ৯ ক্রি নামিয়ে আনা। 'আকাশ হেতে পাড়িয়া তার প্রাণ হরি।' মলাধর, ১৫০০। ১০ ক্রি ভর করা। 'কোন দিন পাড়ে গড়গালে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১১ ক্রি বাদ সাধা। 'মোর আহরে বিয় পাড় পাপমতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১২ ক্রি প্রসব করা। 'ভিখ পাড়ি উম দি রছিল।' সুলতান, ১৭০০। ১৩ ক্রি পা দিয়ে চাপ দেওয়া। 'পালদের পাড়া পড়িয়াছে নাকি।' প্রেম, ১৮৭৪। ১৪ ক্রি উপাশন করা। 'তিনি নিজে ইচ্ছা করে খা পাড়েন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১৫ ক্রি গাছ থেকে নামানো। 'আরে ফুল পাড়ো গোটা ছয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১৬ ক্রি উপর থেকে নামানো। 'মুহূর্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে দিয়া কেলিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ১৭ ক্রি বের করা। 'পুরনো দলিল পেড়ে দর নিয়ে কোড়াছড়ি।' গ্যামল, ১৯৬৭।

পাড়া [সি পাটক] ১ বি পটী; মন্ত্রা। 'শসার সাজাহ গোপি কে জাইবে পাড়া।' মলাধর, ১৫০০। ২ বি বেশ্যাবাড়ি। 'এ বয়সে পতি নাই তাইতে পাড়ার হাই।' রামনাথ্যন, ১৮৫৪। ৩ বি বাসস্থান। 'সেইখানে মেঘেরের পাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাড়ওয়ারি ক্রিবিণ পাড়া অনুযায়ী 'পাড়ওয়ারি মল বাঁধে যারা যে পাড়ার।' মগীশ, ১৯৬৩।

পাড়াকুঁদুলি, পাড়াকুঁদুলী [পাড়া+স কন্দল] ১ বি পাড়ার লোকদের সঙ্গে কোন্দল বা গুগড়া করে বেড়াই যে। 'পাড়ার পাড়াকুঁদুলীর ... এক ভাতারের মন ওটে না।' গীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ বিণ জী পাড়ার লোকের সাথে কাণ্ডা করে বেড়াই এমন। 'ইনি সেই পাড়াকুঁদুলি মালকা।' নজরুল, ১৯২৭।

পাড়াপা, পাড়াপা [পাড়া+স গ্রাম] বি গ্রাম অঞ্চল। 'পাড়াপায়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস।' গঙ্গ, ১৮৫৮; 'রামেশ্বর চক্রবর্তী পাড়াপা অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক।' হেতুম, ১৮৬১।

পাড়াপাইয়া [পাড়া+স গ্রাম] বি গৈরো। 'তুমি একটা পাড়াপাইয়া মেয়ের ধানে কাটাছ।' যনসর, ১৯৫৫।

পাড়াপোয়ে [পাড়া+স গ্রাম] ১ বিণ পাড়াপোয়ে বাস করে এমন। 'তুমি ... পাড়াপোয়ে মানুষ অত্যন্ত দিলস কলিকাতায় আগিয়াহ।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বিণ পাড়াপোয়ের। 'পাড়াপোয়ে কাটা রাঙা।' প্রমথ, ১৯৩১।

পাড়াপোয়ে ভূত বি অশিক্ষিত ও মূলকটির লোক; গ্রাম্য। 'কায়স্থ

পাড়াগোঁয়ে

ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়াগোঁয়ে তৃত্বের ছাড়া) গ্রাম মাইনে করা মোলোবৎ র্যাবনে।' হেতুম, ১৮৬১।

পাড়াগোঁয়ে (পাড়া+স গ্রাম)। বিশ্লেষণে। 'এক জন কাজজানহীন পাড়াগোঁয়ে জমিদার।' হেতুম, ১৮৬১।

পাড়াগ্রাম (পাড়া+স গ্রাম)। বি পাড়ানী। ওর্স, ১৭৮২।

পাড়া চাষ চাষি মজা ইচ্ছে বেড়ানো। 'কঁচা পেয়ারার সমানে সায়া মুসুর পাড়া চাষ।' মুক্তকথা, ১৯৫২।

পাড়াপড়নি, পাড়াপড়নী (পাড়া+স প্রতিবেশী)। বি প্রতিবেশী; পাড়ার সোকজন। 'শিত সব লোয়া পাড়াপড়নীর ঘরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পাড়াপড়নির দূটি থেকে কিছু আপনার রাখে তো ডেকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'ভরুয়া এর পাড়াপড়নী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পাড়াপড়নি, পাড়াপড়নী (পাড়া+স প্রতিবেশী)। বি একই পাড়ার বসবাসকারী; পড়নি। 'এমত রহিয়ে পাড়াপড়নীর ভরে।' জ্ঞানদাস, ১৬০০; 'সে পুত্রবর্তিত পাড়াপড়নি সকলে জলসরে।' ওর্স, ১৭৮২। 'পাড়াগ্রামিণি (পাড়া+স প্রতিবেশী)। বি একই পাড়ার বসবাসকারী। 'পাড়াগ্রামিণি সকলকে প্রত্যেক জিজ্ঞাসা করিলাম।' ওর্স, ১৭৮২।

পাড়াগ্রামিণি (পাড়া+স প্রতিবেশী)। বি পাড়ার নায়ী। 'কানে কানে কলহ রটার পাড়াগ্রামিণিণীর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পাড়া-বিদারী। বিশ পাড়ার ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'নচেৎ এই হাসি পাড়া-বিদারী হতে পারত।' শতকথ, ১৯৭০।

পাড়া বেড়ানো। বি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। 'আজকে তাহার পাড়া বেড়ানোর অবসর মোটে নাই।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

পাড়াবেড়ানি, পাড়াবেড়ানী (পাড়া+স বর্তনী)। বি পাড়ায় বেড়াতে গছন করে যে। 'ভূমি কোথা গিয়াছিল পাড়া বেড়ানী।' কবীর, ১৮০২; 'পাড়াবেড়ানী।' বিদ্যা, ১৮৯১।

পাড়াবেড়ানিরা (পাড়া+স বর্তনী)। বিশ পাড়ায় বেড়াতে গছন করে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাড়া বেড়ানো কি পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো। 'বাগি গছ, গান আর পাড়া বেড়ানো।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৭।

পাড়ায়। (পাড়া+স মত) ক্রিয়ণ সমস্ত পাড়ায়। 'পাড়ায় অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট।' শরৎ, ১৯১৭।

পাড়ার পাড়ার ক্রিয়ণ পাড়া থেকে পাড়ায়। 'পাড়ায় পাড়ায় বাড়িরে বাড়িরে সন্ধানী সমগ্র হতে।' হেতুম, ১৮৬১।

পাড়াগোঁ। (স পাড়া)। ক্রি পা দিয়ে চাপ দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাড়াপাড়ি। (স পাড়া)। বি সংঘাত। 'ঘৃণিত শেখি পাড়াপাড়ি।' ভারত, ১৭৬০।

পাড়ি, পাড়ী (স পাটক)। ১ ক্রিয়ণ পাড়ি দিয়ে। 'বাহু গাব পাড়ী পটীয়া খালি বাড়ি।' চর্য্য ৪৯, ১২০০। ২ বি পাদি। 'ভূমি পাড়ি পাহাড়ি করিব নিয়োজিত।' মুক্তকথা, ১৬০০। ৩ বি খেলার বাড়ি। 'হাড়িয়া পাটের মোলা একে একে করে খেলা পাড়ি বুঝা বুঝণ অপর।' মুক্তকথা, ১৬০০। ৪ বি তীর। 'ফুল ফুলে ভরা দিবি ... তারু পাড়ি চারিগাশে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পাড়ি জ্ঞানো। ক্রি গল্পবোঝার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা। 'নৈই যদি বা জমল পাড়ি, ঘাট আছে তো বসতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'উদারনিয়র দোহো দৃষ্ট পাড়ি জমিয়েছে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

পাড়ি সেগুন। (স পাটক)। বি পার হওয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

পাড়ি সেগুনা। (স পাটক)। ক্রি পার হওয়া। 'পাড়ি দিতে।' ম্যানেএল, ১৭৪০।

পাড়ি। (স পাড়া)। বি কাগজের কিনারা। পাড়িসার (স পাড়া+স দার)। বিশ পাড়মুত। 'বিবিধ প্রকার পাড়িসার অর্থ্য তাবিহপেড়ে, মরিচাপেড়ে।' ভবানী, ১৮২৮।

পানি, পানী। (স পানীয়)। বি পানি। 'তিব ন চুপই হরিণা শিবই ন পানী।' চর্য্য ৪, ১২০০; 'জোকার যৌবন রাখে পানির ফোটা।' বড়ু, ১৪৫০।

পানিরা। (স পানীরা)। বি পানীর। 'জিম জলে পানিরা টলিয়া ডেউ ন ছাড়।' চর্য্য ৪৩, ১২০০।

পানিআল। (স পানীরা)। বি পানিকল। 'আঁওলা কমলা পানিআল লবলী বদলী।' বড়ু, ১৪৫০।

পানিহুটি। বি জলহুট। 'পানিহুটি যার আশ্রয় হইল বড়ু, ১৪৫০।

পানি। (স)। বি হাত। 'কাকুতি মিনতি করি বলে হুগ পানি ছুড়ি।' আলোড়ন, ১৬৮০।

পানীপুহীতী। (স)। বি ত্রী। 'সৌমিত্রীকে জগৎনিহের পানিপুহীতী করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

পানিমহ। (স)। বি বিবাহ। 'পানিমহ কৈল মোহ শাস্ত্রের বিধানে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

পানিমহন। (স)। ১ বি বিবাহ। 'সেই নিয়মানুসারে পানিমহন সম্পন্ন হইল।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি হাত ধরন; করমর্দন; হাতাশেক। 'ম্যাক্সিমেলের শাশুরী পানিমহন করে সহস্রাযুগে টেবিলে বসলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পানিদান। (স)। বি নির্ভরতা। 'ক্যাবালস্টী! এ-পানিদানের অর্থ নৈই।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

পানিশীড়ন। (স)। ১ বি বিবাহ। 'রাহুলুহিতার পানিশীড়নে আমি যে সমর্থ হইব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।' মঙ্গলচক্র, ১৮৬৯। ২ বি হাতের মার বা গ্রহণ। 'সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পানিশীড়ন সহ্য করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পানিশুট। (স)। বি অঙ্গলি। 'যত্না নদীর তটে পুষ্করি পানিশুটে।' রসায়ন, ১৭৫০।

পানিশাখী। (স)। বিশ বিয়ের অভিশাপ। 'মদন (ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুপ্রভার পানিশাখী)।' মাইকেল, ১৮৭৪।

পানি। বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'হরিতত্ত্ব পানি।' সেবণি, ১৮৪০।

পানিনি-সুত্র। (স)। বি শ্রুতিপুঞ্জ পঞ্চম শতকের সংকৃত ভাষাতাত্ত্বিক পানিনি-রচিত সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ও সংশ্লিষ্টকৃত সিদ্ধান্তবিশিষ্ট ব্যাক্য। 'পানিনি-সুত্রের ব্যাক্তিকে উক্ত 'নানার্থকে ভুলো অস্ত্যবিরহি' ইত্যাদি পরিভাষা।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'ইতিহাসে পানিনি অমরকোষ এবং বাতুপাঠ আয়ত করিয়া লইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পানি। (স প্রবণ)। ক্রিয়ণ কুলে। 'কহে সৈরদ সুলতানে নৌকাখানি আনিয়ায় পানি।' সুলতান, ১৭৫০।

পানিুলন। (স)। বি নিয়মের ব্যতিক্রম; ট্রাউজার। 'এক হেঁচা টুপি, গা কাপড়ের জ্যাকেট পানিুলন এবং কাঁচের টবল শব্দ মায় ...।' প্রত্যকর, ১৮৪৭।

পাণ্ডি বি দেয়া। 'পাশের পাণ্ডা।' ম্যানেএল, ১৭৪০।

পাণ্ডি। (স)। বি পাণ্ডুরোগের পঞ্চমুদ্র। 'মাএর সহিত গুড়িয়া মৈল পাণ্ডব

পঞ্চজন। মাসাধর, ১৫০০।

পাণ্ডববর্জিত। [স] ১ বিশ্ব অনুরক্ত। 'পাণ্ডববর্জিত দেশ বদ্যাপি আমর...'। সুভাষ, ১৯৪০। ২ বিশ্ব নিকট। 'এই পাণ্ডববর্জিত অকুশীল অজারগার একদিন সন্ধ্যায়।' হাসান, ১৯৬০।

পাণ্ডবীয়া। [স] বিশ্ব পাণ্ডবসের। 'পাণ্ডবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬।

পাণ্ডা। [স] পণ্ডিত। ১ বি তীর্থযাত্রীদের যাত্রা দেখানো করে। 'কামরূপের পাণ্ডাবংশ্য রশিদ।' বোলগ, ১৭৭০। ২ বি দলের প্রধান ব্যক্তি; সর্দার। 'ডাক্তারই আমাদের লভনের পাণ্ডাশে বরণ করেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'কাসেম কুবক-সমিতির বড় পাণ্ডা।' মনসুর, ১৯৫৫।

পাণ্ডাগিরি। [পাণ্ডা+গিরি] ১ বি তীর্থযাত্রীদের দেখানোর কাজ। বিদ্যা, ১৮৮১। ২ বি যাত্রাকর। 'পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পাণ্ডাঠাকুর। [পাণ্ডা+ঠাকুর] বি প্রধান পুজারী। 'পাণ্ডাঠাকুর আশিন প্রণামী কুড়াইতে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

পাণ্ডাশালি। বি পুজারীর দল। 'পাণ্ডাশাল সব আইসা প্রসাদ-মালা দৈয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাণ্ডা। বি ভদ্রকাজাতীয় এক প্রকার জন্তু। 'পাণ্ডা ... দেশের একটি জন্তু।' হাই, ১৯৫৮।

পাণ্ডি বি সিঙি। 'খম্বা চম্প বেদি পাণ্ডি বইণ।' চর্ম্মা ১, ১২০০।

পাণ্ডিআচায়ে। [স] পণ্ডিতাচার্য বি পণ্ডিতচার্য। 'পাণি ব রাহব মোরি পাণ্ডিআচায়ে।' চর্ম্মা ৩৬, ১২০০।

পাণ্ডিত্য। [স] বি জ্ঞান; পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য। 'সদ্যন্তে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সানাতন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রামকৃষ্ণ হইতে পাণ্ডিত্য বড়।' মুক্তাঞ্জন, ১৮২২।

পাণ্ডিত্যকর্ম, পাণ্ডিত্যকর্ম্য। [স] বি পণ্ডিতের চাকরি; হিন্দুজাতির ব্যবসায়িক চাকরি। 'কহরির পাণ্ডিত্যকর্ম্যে পাণ্ডিত্যকর্ম্য ব্যবস্থা দিব।' চানকন, ১৭৪৪।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ। [স] বিশ্ব বিদ্যাপূর্ণবিশিষ্ট। 'অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপন্যাস পাঠ করে যথার্থভাবে ফায়রম্ব করতে পারে ...।' মেঘোভার, ১৯৩৭।

পাণ্ডিত্যব্যবসারী। [স] বি পণ্ডিত। 'ক্সারী পাণ্ডিত্যব্যবসারী বলেছেন ভারতবর্ষে ইয়েজ-বায় দেশী পোককে শিক্ষা দিতে গিয়ে যে ভুল করেছেন ফ্রান্স যেন সে ভুল করে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পাণ্ডিত্যশালী। [স] বিশ্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 'তাদৃশ পাণ্ডিত্যশালী মনুষ্য এতদেখে দুর্লভ।' দর্পণ, ১৮১৯।

পাণ্ডিত্যপ্রায়। [স] পাণ্ডিত্য-আরম্ভ। বিশ্ব পাণ্ডিত্যের আধার। 'অন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যপ্রায় মহামহোপাধ্যায় মহাশয় গুরু শ্রী ...।' দর্পণ, ১৮১৮।

পাণ্ডু। [স] ১ বি দ্বয় পাণ্ডি। মাসেল-এ, ১৭৪০। ২ বি পিতৃবৃদ্ধিজনিত রোগবিশেষ; জন্ডিস। তর্জী, ১৭৮৫। ৩ বিশ্ব ফ্যাকাশে; হলকা হ্রদে বর্ণের। 'কালিমাভ চতুর্বিংশি পাণ্ডুবর্ণ স্বীত-উদর যুবক-সম্প্রদায়ের বিশ্ব মূর্তি দৃষ্টিগোপ্যে পণ্ডিত হয়।' অক্ষর, ১৮৪৭।

পাণ্ডুকিশপল। [স] বি পাণ্ডুরঙের কটি পাতা। 'ছায়া মেলি সারি সারি তরু আছে ভিন-চারি।' মিসুগাধ পাণ্ডুকিশপল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পাণ্ডুতাল। [স] বি দিন শেষের পাণ্ডুরঙের জ্ঞান আসে। 'দিবসের পাণ্ডুতালে সে আমার কোমল মুক্তিকা।' অহংসাব, ১৯৫৯।

পাণ্ডুলীল। [স] বিশ্ব ফ্যাকাশে শীল। 'পাণ্ডুলীল আকাশ দৃষ্টিসীমা লম্বিত প্রসারিত হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পাণ্ডুবদন। [স] বিশ্ব ফ্যাকাশে মুখবিশিষ্ট। 'পাণ্ডুবদন, পাণ্ডুবরণ, মাথায় কেশের রাশি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পাণ্ডুবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণন। [স] পাণ্ডুবর্ণ। ১ বিশ্ব সাদা শীতবর্ণ। 'পাণ্ডুবর্ণেরা পুরাতনের পাণ্ডুবর্ণন পঞ্চাভী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিশ্ব ফ্যাকাশে। 'পাণ্ডুবর্ণন হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

পাণ্ডুবর্ণ। [স] ১ বি ফ্যাকাশে রং। 'সে পাণ্ডুবর্ণ।' দর্পণ, ১৮১৯; 'কালিমাভ চতুর্বিংশি পাণ্ডুবর্ণ স্বীত-উদর যুবক-সম্প্রদায়ের বিশ্ব মূর্তি দৃষ্টিগোপ্যে পণ্ডিত হয়।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বিশ্ব হলুদাভ। 'উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি তুর্গপণ্ডের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

পাণ্ডুবর্ণী। [স] বিশ্ব সাদা রঙের। 'আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণী বৈরাগী শর্করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পাণ্ডুতাল। [স] বি ফ্যাকাশে লম্বাট। 'সদ্য-মিত্রা-জাগরিত পদনের পাণ্ডুতাল।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

পাণ্ডুতাস। [স] বি ফ্যাকাশে আসে। 'কিরহের জ্ঞানবাসে পাণ্ডুতাসে জ্যোত্স্না তারে করিছে করণ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পাণ্ডুর। [স] ১ বিশ্ব ফ্যাকাশে। 'বিরহ পাণ্ডুর দেখি বিসাদ বহুলে।' মল্লার্থ, ১৫০০। ২ বিশ্ব ধূসর। 'অনুভূতিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে সমস্ত দুঃখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পাণ্ডুরতা। [স] ১ বি ধূসরতা। 'পাণ্ডুর হাঙ্গে পাণ্ডুরতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ২ বি অসুস্থতা। 'শীর্ণ সঙ্গোহের পাণ্ডুরতা তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পাণ্ডুরবর্ণ। [স] বিশ্ব ধূসর রঙের। 'পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারশীল দেখিতে পাইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাণ্ডুরাণ। [স] বি ফ্যাকাশে বর্ণ। 'যোয়া স্থলির পাণ্ডুরাণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

পাণ্ডুরোগ। [স] বি পিত্তাধিকাজনিত রোগবিশেষ; জন্ডিস। 'যেমন পুকথের পাণ্ডুরোগ, তেমন শ্রীলোকের হৃদরোগ ধরা পড়ে চোখে।' ধর্ম্ম, ১৯১৮।

পাণ্ডুরোগী। [স] বি জন্ডিস রোগে আক্রান্ত রোগী। 'লক্ষ-লক্ষ রক্তশীল পাণ্ডুরোগী ঘোরে।' বিজু, ১৯৪১।

পাণ্ডুরি বি পাণ্ডুবিশেষ। 'পাণ্ডুরি পাণ্ডুরি কাটে শতমূলী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাণ্ডুলিপি। [স] ১ বি বসড়া। 'নৃতন নিঃসরের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিলাম।' প্রভাকর, ১৮৬০; 'পাণ্ডুলিপি পাশ হইয়া গেলে।' এসলাম, ১৯২৮। ২ বি সুকলশীলতা। 'পৃথিবী সর রক্ত দিতে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আরোজন।' জীবন, ১৯৪২।

পাণ্ডুলিপিকার। [স] বি পাণ্ডুলিপি রচয়িতা। 'পাণ্ডুলিপিকারের সোহে শেখ কবীরে' পরিবর্ত হইয়াছে।' এনামুল, ১৯৫৫।

পাণ্ডুলেখ। [স] ১ বি পাণ্ডুলিপি। দর্পণ, ১৮২২। ২ বি লিখিত প্রস্তাব। 'ভারানগিকে তাহার পাণ্ডুলেখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি বসড়া। 'তাহার পাণ্ডুলেখ এই মত করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

পাণ্ডুলেখ্য। [স] বি বসড়া। 'পাণ্ডুলেখ্য আমারদিকে দর্শন তবে তথিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে পারা যায়।' দর্পণ, ১৮৩০।

পাণ্ড। [স] পাতা। ১ বি পত্র। 'আসা বহল পাতব বাহা।' চর্ম্মা ৪৫, ১২০০।

পাতবাদাম

২ বি পাতা। 'পাশের পাত তাহাক কাপিলেক।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি লেবার উপযোগী পাতা। 'চারিই পদসা করিয়া পাত দোয়াত কলাম কিনিতে সেই।' পৌর, ১৮২২।

পাতবাদাম, পাখবাদাম [স পদ্র+স বাতদ্র] বি কর্তাবাদাম। 'একটা পাতবাদামের পাহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'সেই পাখবাদামের গাহ থেকে বাদাম টপাটপ করে আর।' জীবন, ১৯৪৮।

পাত^১ [স পাত্র] ১ বি ধাশ। 'পাত পাতীয়া কেহে নাহি দেহ ভাত।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পাত্র। 'কেহো হাতে কেহো পাতে কেহো মুদলেন।' মলাধর, ১৫০০। ৩ বি ধাতুর ফলক। 'সোহার ঘর সোহার ঘার উপরে সোহার পাত।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ বি ভোজনপাত্র রূপে ব্যবহৃত পাতা। 'রৌদ্রেরেতে মাথা ঠাট হাত দিয়ে পাত চাটে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৫ বি পুষ্ঠা। 'স্বঁকে পড়ে বেঁচুম পড়ে তাহার পাতে পাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পাত কুয়া ক্রি খাবার আসন পাতা। 'গোরার পাশেই বিনয়ের পাত করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পাতখোলা [স পাত্র] বি অল্প পাতোনা মাটির পাত্র। 'অল্প কড়ি নিয়া তথা কেন পাতখোলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পাতখোলা [স পাত্র] বি অল্প পাতোনা মাটির পাত্র। বিদ্যা, ১৮৩১।

পাত মত [স পত্র+আ মওরাত] বি অতি-প্রয়োজনীয় ব্রহ্মদি। 'তবে পাত মত তোলা।' গিনক্লু, ১৮৭২।

পাত-পড়া বি ভোজনের আয়োজন। 'কেউ কেউ পাত-পড়া দেখে বসে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাত পাড়া ১ ক্রি খাবারের জন্য ছাদ নেওয়া। 'পাত পাততে ভয় করি নে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ ক্রি খাবারের আয়োজন করা। 'জুই তুই পাত পেড়ে দিতি।' জীবন, ১৯৪৮।

পাতপিড়ি বি কাঠের পাতাচন সন্মু আসন। 'হাশে পাতপিড়ি গেতে বাগয়ার গন্ধপাতী।' জীবন, ১৯৪৮।

পাতশোরা [স পাত্র+শূ] ক্রি ভোজনপাত্র ভরা। 'খাসা মজ পাতশোরা হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পাত^২ [স পাতন] ১ বি ধ্বংস। 'অমর ক্রুর অপি চরাচর সকলি হইল পাত।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ অতিবাহিত। 'সেবামনে যাদব বসের হলে পাত।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি বিনাশ। 'সেহেরে যে পাত, সেই মোক।' মুতাক্ষর, ১৮১০। ৪ বি পতন। 'আকাশে পাতালে উখান পাত একদা ধামে।' সুবীন্দ্র, ১৯৫৩।

পাতক [স] ১ বি পাত্র। 'এ হরি হলে জদি পরসবি মোয়। তিরিষধ পাতক দাগে ভোগ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি দুচ্ছতকারী। 'পানার পাতক দূর জয় যার নামে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

পাতকমাত্র [স] বিণ পাত্র। 'তোমার মত মরামকে বাঁচাইয়া কে পাতকমাত্র হইবে?' বক্রিম, ১৮৮২।

পাতকভাগী [স] বিণ পাত্রের অংশভাগী। 'সেহুঙ্গ অকৃতজ্ঞ মরামখের মুখবর্শনেও পাতকভাগী হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পাতকিনী [স] বি স্ত্রী পানী। 'পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘুপা ও পীড়ন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পাতকী [স] ১ বিণ পানী। 'এতেক পাতকী হোয়া সন্মুত কুলে বসি।' মলাধর, ১৫০০। ২ বিণ দুচ্ছতকারী। 'লোভমতি পানী আমি লশট পাতকী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাতকালি বি পানিবিশেষ। 'পাতকালে শলায়ে গেল গ্রান বড় ধন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পাতকালি বি শিশুরের খেদাবিশেষ। 'টিক নাটিম পাতকালি কনক সুপের সালি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাতকুয়া^১ বি পানিবিশেষ। 'পাতকুয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বৈসে পাঁচ সাত।' রূপরায়, ১৭৫০।

পাতকুয়া^২ [পাতি+স কুপ] বি ছোটো কুয়া। ওর্গা, ১৭৮৫। 'খাই গলা, পদা, ঘমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পতা বিল কি পাতকুয়ার জলা।' মশাররক, ১৮৮৯।

পাতকুয়া [পাতি+স কুপ] বি ছোটো কুপ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাতকুরো [পাতি+স কুপ] বি ছোটো কুরা। ওর্গা, ১৭৮৫। 'রক্তকগুলি বাঁধানো পাতকুরো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পাতকুরা বি ছোটো কুরা। 'একপাশে একটা পাতকুরা।' বিকৃতি, ১৯৩১।

পাতকো [পাতি+স কুপ] বি ছোটো কুরা। 'ছুড়ী পাতকোয় জল ফুলাহি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাতকোতাপা [পাতি] বি ছোটো কুমাসপেশ্য স্থান। 'যোষেরা পাতকোতাপার বড় শেতলের ঘাটী পাঠে না।' হত্যায়, ১৮৬১।

পাতজল [স] বিণ পতঙ্গলি রচিত যোগ দর্শন। পাতজলবেত্তা [স] বিণ পতঙ্গলি-রচিত যোগদর্শনে বিশেষজ্ঞ। 'ভার্কিক সাংঘ্যেবেত্তা পাতজলবেত্তা বৈশেষিক ...।' মুতাক্ষর, ১৮১২।

পাতজল শাস্ত্র [স] বি পতঙ্গলি রচিত শাস্ত্র। 'পাতজল শাস্ত্রের মতে যত্ন যোগ সাধনকর্ষী কথ্য কহিয়াছেন ...।' দর্শন, ১৮২৯।

পাতড়া [স পত্র] ১ বি যে পাতায় রেখে খাদ্য গ্রহণ করা হয়েছে। 'কথা হুটা, মল্লর ছোটো, পাতড়া চাটা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি হীনভাবে পরের বাড়ির খাদ্য গ্রহণ করা। 'কোন আত্মীরের বাড়ীতে পাতড়ায় নিমুত হইয়াছেন।' জ্ঞানাম্বেশ্বন, ১৮৩০।

পাতড়া মারা ক্রি অন্যত্র গিরে অতিরিক্ত ভোজন করা। 'বসপূজায় আনিয়া পাতড়া মারিবে।' বক্রিম, ১৮৭৫।

পাতভাড়ি [স পত্র] বি পাঠশালায় লেবার কাজে ব্যবহৃত ভালপাতার আঁট। 'আমরা পাতভাড়ি সকল কিনিয়াছি।' পৌর, ১৮২২।

পাতভাড়ি গুটানো, পাতভাড়ি গুটানো ক্রি কাজ শেষ করে নিজের জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া। 'তাদের পাতভাড়ি গুটিয়ে, বৌতকা-পুঁটলি বেঁচে সাপার-পার পাড়ি দিতে হবে।' নজরুল, ১৯২২। 'তিনি পাজাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেছেন।' ধর্ম, ১৯২৪।

পাতন [স পাতন] বি স্থান। 'ভক্তকম বৃতি কৈল দাযার পাতনে।' বড়, ১৪৫০।

পাতদা বি চিটা; সন্ধ্যায় ধান। 'ধান্যরাশি মাগি ঘেঁহে পাতদা সহিতে গছে পাতদা উড়াইরে সংকর করিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাতনিক [স] বিণ অধঃপতনের। 'এইসব পাতনিক অভিজ্ঞতা নিচইরা ইতিহাসে প্রাগজিক অনবচ্ছেদের প্রকল্পকে সমর্থন করে না।' শিব, ১৯৫৬।

পাতনী [স পাতন] বি বিদ্যানার চার। 'পাতনী পাতায়ে তথি পামরি আশা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাত-নেড়ে [পাতি+নেড়া] বি নিম্নপ্রণালীর মুসলমান। 'হিন্দুরা তাহে, পারসি শব্দে কবিভা লেখে, ও পাত-নেড়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

পাতর' [স প্রতর] ১ বি পাথর। 'বুজের সাগর বড় মাছায়া পাতর।' রঙ্গমাস, ১৭৫০। ২ বি বাথার বাসন। 'জালা পাতরে রাগা রাগা বড় বড় ডাঙ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

পাতর' [স পাতা] বি পাথর। 'ব্রহ্মাণ্ড পাতর বাসেন পৌড়দেশ।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

পাতরা [স পাত] ১ বি ধানের ছাতবিশেষ। 'সলকচু গুড়কচু মিকলা পাতরা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ধানের গ্রহণের পাতা বা থালা। 'কথা সুটা, নম্বর ছোট, পাতরা চাটা।' ভবানী, ১৮২৮।

পাতলা [স পত্র] ১ বি শীর্ণ। 'হার পোলা পাতল হই তোরে তন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পুরু নয় এমন। 'ছেইহি খালা পিলা কাগজ পাতল।' সুলাভ, ১৭০০। ৩ বি সুস্থ। 'পাতল বহু।' মাদেনা, ১৭৪৩।

পাতলা, পাখলা [স পত্র] ১ বি সুস্থ। মাদেনা, ১৭৪৩। ২ বি পুরু নয় এমন। ওঙ্গী, ১৭৮৫। 'পাতলা ও ভজনে কম আছে।' দর্পণ, ১৮৩৩। 'পাখায়া ইশপাতের মতো একবারে কেটে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি পুরু নয় এমন। 'একটা সুপ-গ্রেটে খানিকটা পাখা গুড়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি পুরু নয় এমন। ও বি শীর্ণকার। 'দীর্ঘকায় পাতলা-পোয়ের সোক।' শব্দ, ১৯১৭। 'পাতলা একবারে ছোয়া।' জঙ্গী, ১৯৬১। ৬ বি অনিবিড়। 'ছোটকড় বন, কোথাও বন, কোথাও পাতলা।' বিজুতি, ১৯৩৮। ৭ বি হালকা। 'অত্রের মাসের পাতলা কুয়াশা।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

পাতলা ছাতলা [স শীর্ণ] সেহিবিষ্ট। 'পাতলা ছাতলা একবারে ছিমছিমে।' হাই, ১৯৫৬।

পাতলি, পাতলী [স পত্র] ১ বি শীর্ণ। 'আরে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।' বড়, ১৪৫০। 'পাতলি পাতলি কাঁধ।' নরুল, ১৯২৮। ২ বি তরী। 'কোতলী পাতলী বাসী সুন বম্বাসী।' বড়, ১৪৫০।

পাতলি [স পাতলা] বি পাতলা। 'বর্ষ তেজে সত্তম পাতলি মেঘতরঙ্গ।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

পাতলী প্র পাতলি

পাতলুন, পাথলুন [বি পাতালুন] বি নিম্নকের পোশাকবিশেষ; ট্রাউজার। 'পাতলুন একটা ভালি লাগিয়ে দিয়েছেন।' গোকেয়া, ১৯৩২। 'হ্যাট-কোট, পাতলুন।' জীবন, ১৯৩০।

পাতশা [স বাদশাহু] বি বাদশা। 'মহাসমরর দিলা পাতশা খেতাব।' ভারত, ১৭৬০।

পাতশাই [স বাদশাহু] বি বাদশাহি। 'পাতশাই পাড়া পাই এই অভিমত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

পাতশাহী [স বাদশাহু] বি রাজকীয়। 'পাতশাহী শিখা সুলাতমী সুলাভনং।' ভারত, ১৭৬০।

পাতশা [স বাদশাহু] বি বাদশাহ। ওঙ্গী, ১৭৮২।

পাতিশা [স বাদশাহু] বি পাতিশা; রাজা। 'ইহাতে সোম বরো, যেমত এক পাতিশা অধিকারী।' অজেনিদিয়া, ১৭৪৩।

পাংশা [স বাদশাহু] বি বাদশা। 'পাংশা তনিলে তোমার করিনেক ফল।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

পাংশাহ [স বাদশাহু] বি রাজা। 'পাংশাহার মোহর মাথায় রাখি।' ভবানী, ১৮২৩।

পাতি [স পাতি] ১ ক্রি আয়োজন করা; ডাকা। 'সব দেবী মেসি সভা পাতিল আকাশে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রতিষ্ঠা করা। 'পূর্ণ ঘট পাতি

বড়ি চাহি ত মঙ্গলে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি ষাণ্ডয়ার পার বিছানো। 'পাত পাতিয়া কেহে নাহি সেই ভাত।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি তৈরি করা। 'মায়া পাত্তে কাকাক্রি তথা নিম্পতোলে।' বড়, ১৪৫০। ৫ ক্রি সম্পর্ক স্থাপন করা। 'মিছায়া রাধা পাতসি সম্বত।' বড়, ১৪৫০। ৬ ক্রি আয়োজন করা; নির্ধারণ করা। 'মিছা পাতি দান করহ মঙ্গলাস।' বড়, ১৪৫০। ৭ ক্রি নির্বিধি করা। 'ভারতে সুখী রাধা না পাতিল কানে।' বড়, ১৪৫০। ৮ ক্রি বিধিয়ে রাখা। 'উক্ত দুই তুলি সব পাতি ছানে ছানে।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ৯ ক্রি বরাদ্দ মিলে ধরা। 'আঁচল পাড়েন প্রভু শ্রীযৌরমুদর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ১০ ক্রি সুলভা করা। 'তা সবা দুবাইতে পাতিব কিছু রস।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ১১ ক্রি শয্যা বিছানো। 'মশাকিনী জলে শয্যা পাত্তে নীলাবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১২ ক্রি শক্তভাবে স্থাপন করা। 'সময়ের মাঝে ছুজে পাত্যা দুই আঁট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১৩ ক্রি বলে বোঝানো। 'কহিল বিরহ দুঃখ পাতাইব কোনে।' অম্বাভল, ১৬৮০। ১৪ ক্রি বাধনো। 'স্বুছ পাতিল তবে হিলায় নদি তীর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১৫ ক্রি নিচু করা। 'চড়িবারে পূট পাতি দিলাম এখনে।' সুলাভ, ১৭০০। ১৬ ক্রি স্থাপন করা। 'বুলেলে কামান পাতি।' কৃষ্ণাস, ১৭২০। ১৭ ক্রি বিস্তার করা। 'আকাশ হেন আমারি বেল/হয়েছে বুক পেতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ১৮ ক্রি চকু করা। 'বকুন চায়া ও চায়াণী পাতিল নতুন ঘর।' জঙ্গী, ১৯২৯। ১৯ ক্রি বানানো। 'সই একটা ছোট পাখরবাটিতে পাতিয়া রাখি।' বিজুতি, ১৯৩১। পাত ক্রি পাতার বিস্তারিতরূপ। 'আমাত না পাত রাধা নাদমীকেশ।' বড়, ১৪৫০। পাতসি ক্রি পেতেছে; স্থাপিত করছে। 'মিছায়া রাধা পাতসি সুখসুখ।' বড়, ১৪৫০। পাতাইব ক্রি বলবো। 'কহিল বিরহ দুঃখ পাতাইব কোনে।' অম্বাভল, ১৬৮০। পাতি ক্রি পেতে; নির্ধারণ করে। 'মিছা পাতি দান করহ মঙ্গলাস।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি স্থাপন করে। 'ঘট পাতি পুজু তারা দেবি মায়েধি।' মাল্যব, ১৫০০। ৩ ক্রি নিচু করে। 'চড়িবারে পূট পাতি দিলাম এখনে।' সুলাভ, ১৭০০। পাতিয়া ক্রি পেতে; স্থাপন করে। 'পাত পাতিয়া কেহে নাহি সেই ভাত।' বড়, ১৪৫০। পাতিব চকু করবো। 'তা সবা দুবাইতে পাতিব কিছু রস।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। পাতিয়া ক্রি পেতে। 'ঘরে ঘরে বলে সেই পাতিয়া নামাছা।' মাল্যব, ১৫০০। পাতিল ১ ক্রি আয়োজন করলে। 'সব দেবী মেসি সভা পাতিল আকাশে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি নির্বিধি করলে। 'ভায়াতে সুখী রাধা না পাতিল কানে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি লাগিয়ে দিলো। 'স্বুছ পাতিল তবে হিলায় নদি তীর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ ক্রি ডাকা করলে। 'পাদি পাতিল খোয়া পার হইয়া যাইতে।' ভবানী, ১৮২৫। পাতিলেন ক্রি সৃষ্টি করলেন। 'ব্যাসেন সুখুখে আসি পাতিলেন রাধা।' মুকুন্দ, ১৬০০। পাতি ক্রি প্রতিষ্ঠা করে। 'পূর্ণ ঘট পাতি বড়ি চাহি ত মঙ্গলে।' বড়, ১৪৫০। পাত্তে ২ ক্রি বিস্তার করে। 'মায়া পাত্তে কাকাক্রি তথা নিম্পতোলে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বিছা। 'মশাকিনী জলে শয্যা পাত্তে নীলাবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। পাত্তেন ক্রি বিছান। 'আঁচল পাড়েন প্রভু শ্রীযৌরমুদর।' বৃন্দা, ১৫৮০। পাত্যা ক্রি স্থাপন করা। 'সময়ের মাঝে ছুজে পাত্যা দুই আঁট।' মুকুন্দ, ১৬০০। পাত্যায়ে ক্রি বিধিয়েছে। 'পাতনী পাত্যায়ে তবি পামরি আঁচলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পেতে পেত্তা ক্রি বিধিয়ে দেওয়া। 'তারে নিরাসার পেতে দিতে চাই আমার জন্ম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পাতি [স পত্র] ১ বি পত্র। 'পাতা লতা শাল তাল সত্যর সিত্তার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ধানের ডাল। 'আজি ক্ষেতে পাতা কুইতে হবক।' কবীন্দ্র, ১৮০২। ৩ বি আবরণ। 'চকুর উপর দুইখানি আবরণ আছে।' আবরণকে চকুর পাতা বলে। কবিতা, ১৮৫১। ৪

পাতাকটি

বি গ্রন্থ। 'সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভাল দেবিয়া আলাত।' বিকৃতি, ১৮২৯।

পাতাকাটি কিং পাতার মতো বিন্যাস। 'পাতাকাটা চুলের ওপর এখনও জল চকচক করছে।' বিমল, ১৯৫৩।

পাতাপাছ বি পাতাবাহার পাছ। 'পূর্ণ হয়ে উঠল নানারঙা ফুল ও পাতাপাছের উষে-টবে।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

পাতা-স্বরা কিং পাতা স্বরে গেছে এমন। 'তুমি চলেছিলে বন্ধু পাতা-স্বরা গান।' নজরুল, ১৯২৬।

পাতাবাফা হাওয়া বি পাতা স্বরে গেছে এমন ব্যতাস। 'হৃদয়ের নিজেই বরাই পাতাবাফা হাওয়ার হত্যায়।' যুদ্ধ, ১৯৫৫।

পাতাদল [পাতা+স দল] বি পাতাসমূহ। 'মরমরে পাতাদল মৃদুরবে বহে জল।' মাইকেল, ১৮৬১।

পাতাপতঙ্গ [পাতা+স পতঙ্গ] বি পাতার পাতা, কীট ইত্যাদি। 'রিদ্ধ পৃথিবীর পাতাপতঙ্গের মাঝে চলে এসে।' জীবন, ১৯৪২।

পাতা-পতর [পাতা+স পতর] বি পাতা। 'ভালতলে নেমে এসেছে রাশি রাশি পাতা-পতর দিয়ে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৭।

পাতাবাহার [পাতা+স্বা বাহার] বি নানা রঙের ও নানা আকারের পাতাওয়ালা পাতাবিশেষ। 'পাতাবাহার ও চীনা জবার ফোপটা।' বিকৃতি, ১৯৩১।

পাতার পাতার ক্রিবি প্রতি পাতায়। 'পাতার পাতার গড়ে নিশির শিশির।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

পাতা নিজ বি পাতাওয়ালা মনসা পাছ। 'পাতা নিজ বেড়া নিজ তড়কাউলি।' যুদ্ধ, ১৯০০।

পাতা [স] বি পালক। 'ব্রষ্টা, পাতা, এবং হর্তা পৃথক পৃথক ফেল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

পাতাকা [স পতাকা] বি পতাকা। 'রথ ধ্বজ পাতাকা শিল্পে অভিশর।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯। ১ পতাকা

পাতাঙ্গী ঢাক বি ছোড়িশবারে ব্যবহৃত নকশাবিশেষ। 'হুতরেখার প্রকাণ্ড মাপ, হাশিচক্র, বর্ধকর, পাতাঙ্গীচক্র।' মনিক, ১৯৩৮।

পাতান [স পতি] ক্রি হাপান করা। 'সম্পর্ক পাতান হইত।' রাজ, ১৮৭৪।

পাতানে কিং রক্ত বা আত্মীয়তার ভিত্তি নেই, কেবল সম্বন্ধন করা হয় এমন। 'মাতাল হলে নিজের মাসি বড় জান থাকে, তা আবার পাতানে মাসী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

পাতানো কিং হাপান করা হয়েছে এমন। 'সকলেই সঙ্গে ইহার কেন এতটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাতামণি বি এক জাতের ধানের নাম। কৃষ্ণায়, ১৭২০।

পাতাল [স] ১ বি নরক। 'সর্ব মর্ত্য পাতালে আবার এক কয়া।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মাটির তলা। 'পাতাল ভেলিয়া তোলে ভোগবন্তীর জল।' যুদ্ধ, ১৯০০।

পাতালকুমারী [স] বি স্ত্রী পাতালের সৌরী। 'পাতাল ভুবনে বসে পাতালকুমারী।' রূপায়, ১৭৫০।

পাতালছায়া [স] বি পাতালের মতো অন্ধকার। 'নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

পাতাল-তল [স] বি পাতালরূপ তলদেশ। 'পেলায় শেবে পাতাল-তল।' নজরুল, ১৯২৬।

পাতালশছতি [স] বি পাতালের পথ। 'পায়ের দাপটে কাঁশে পাতালশছতি।' মনিকায়, ১৭৮১।

পাতালপুর [স] বি (হিম্মতুরা) ক্রিভুবনের কল্পিত সর্বনিম্ন ভূতল। 'বৃক্ষও, মহীপতি সহিত, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পাতালপুরী [স] বি মাটির তলা। 'পাতালপুরীতে সিংহ কেটে মশিমানিক চুরি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাতালশ্রোষিত [স] কিং পাতালে অবস্থিত। 'তোলাও এ আত্মময় পাতালশ্রোষিত শস্যপাত।' শঙ্ক, ১৯৭১।

পাতাল বাশ্পান [স] বি মাটির মীচ দিয়ে চলে এমন বেগপাড়ি। 'লভনের সুদৃশ্যগণে যে পাতাল বাশ্পান চলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পাতালমুখী [স] কিং ভূগর্ভে গমনকারী। 'মেঘনান পাতালমুখী কালো জল কেবলি নিচের দিকে গড়িয়ে গড়ছে।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

পাতাল-মক্ষপুত্রী [স] বি (হিম্মতুরা) পাতালে অবস্থিত যক্ষের পুত্রী। 'মানিক আহরি আসে বারা বুদ্ধি পাতাল-মক্ষপুত্রী।' নজরুল, ১৯২৯।

পাতালের কারাপার বি ভূতলের কল্পিত ভয়ংকর কারা। 'পরি সৈন্যের শৃঙ্খল হয়ে পাতালের কারাপারে।' নজরুল, ১৯৪১।

পাতি [স] বি পতি। 'তোমার সেই সীলারত্নী কপটে লিখিল পাতি।' মদনমোহন, ১৮০০। ২ বি পতি। 'কাপড় উপরে এক পাতি।' মদন, ১৭৬৫।

পাতি [স] বি পতি। 'ব্যাতি পাতি মাতাল।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

পাতিবাক [পাতি+স বাক] বি ছোটো ভাতের কাক। 'কত পাতিবাক উড়ে আসত।' জীবন, ১৯৪৮।

পাতিচোর [পাতি+স চোর] বি চিচকা চোর। 'আমরার মধ্যে শেষে একটা পাতিচোর ঢুকাইয়া দিলেন।' মনসুফ, ১৯৫৫।

পাতিনেড়ে বি (পালিবাক) নিম্নোপরি মুসলমান। 'এতদেশীয় মোহলমান বাহাকে পাতিনেড়ে কহে।' তবাকী, ১৮২৮।

পাতি-রাম [পাতি+স রাম] বি উজ নয় এমন হিন্দু। 'পাতি-রাম ভাবে কনমুসি।' নজরুল, ১৯২৬।

পাতিশেতু, পাতিশেতু [পাতি+স শেতু] বি ক্ষুদ্রাকৃতির সেতুবিশেষ। 'পাতি ভাতে পাতিশেতু সর্ব শারে কয়।' রমনায়াম, ১৮৫৪। 'সেই নালার এক জায়গায় একটা পাতিশেতুর পাছ জড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পাতি শেতু [পাতি+স শেতু] বি ছোটো শেতু। ওয়ালী, ১৭৮৫।

পাতিশিয়াল [পাতি+স শিয়াল] বি ছোটো ভাতের এক প্রকার শিয়াল; বেকশিয়াল। 'কানে আলিল দূর হইতে পাতিশিয়াল আর কুকুরের আওয়াজও।' শ্যামসুন্দর, ১৯৪৮।

পাতিহাঁস, পাতিহাঁস [পাতি+স হাঁস] বি এক ধরনের হাঁস। মনোএল, ১৭৪৩; ওয়ালী, ১৭৮২। 'পাতিহাঁসলা সারাবোলা ছুব দিরা ওগলি তুলিয়া বার।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাতি [স] পতি। বি সারি। পাতি পাতি করে ক্রিবি তল তল করে। 'পায়ের ছবি পাতি-পাতি করে বোঁঝা হলে।' বিকৃতি, ১৯৩৭; 'পাতিপাতি করে বুদ্ধি তরু পাই না হৃদয় তার।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

পাতিআএ, পাতিআএ [স প্রত্যয়] ১ ক্রি বিশ্বাস করে। 'তা সুগি কে বা পাতিআএ।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বিশ্বাস হয়। 'মোর মনে নাই পাতিআএ।' সুলতান, ১৭০০। পাতিয়া ক্রি বিশ্বাস করে। 'কে

পাতিয়া এত নগর ভরলা ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০ ।

পাতিত [স। *বিশ* নিষ্কিঙ]। 'কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্যের কিরণ পতিত করিতে লাগিলেন ।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯ ।

পাতিত করে ক্রি ফেলে । 'তাহাদিকে অশেষ প্রকার উৎপাতে পতিত করে ।' *অক্ষয়*, ১৮৫২ ।

পাতিত [স। *বি* অধঃপতনবাহ্য]। 'বোমেলের [বোমলেয়ের] পাতিতের চরমে গিয়াছেন ।' *সবুজ*, ১৯২১ ।

পাতিত্বতা [স। *বিশ* পতিত্বতা]। 'পাণ্ডব মহিষী নারী মার পাতিত্বতা ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯ ।

পাতিত্বতা [স। ১ *বি* সতীত্ব]। 'তাহাদিগের পাতিত্বতা ধর্ম কি রূপে রক্ষিত হইবে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪ । ২ *বি* পতিপরিায়ণতা । 'যে সত্যপরতা, যে পাতিত্বতা ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭ ।

পাতিয়া [স। *বি* প্রত্যয়]। *মানোএল*, ১৭৪৩ ।

পাতিয়াশ [স। *পাত্রী*]। *বি* মৃৎপাত্রবিশেষ । *মানোএল*, ১৭৪৩ ।

পাতিল [স। *পাত্রী*]। *বি* হাড়ি । 'হুগুসে পাতিল লইয়া খান ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০ ।

পাতিলা *বি* পাতিল; হাড়ি । 'পাতিলায় মুগের ডাল ।' *জয়ী*, ১৯৬০ ।

পাতী *বি* চিঠি । 'ফয়জান বলে পাতী লেখ গ্রামগণে ।' *স্বপ্নদ্রেশ্য*, ১৮৭৬ ।

পাতুড়ি, **পাতুরি** *বি* এক প্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ । 'কই মাছের সর্বোঁচাটা পাতুরি ।' *মণীশ*, ১৯৬০; 'ইলিশ মাছের সরষোঁচাটা পাতুড়ি ।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২ ।

পাতুরিয়া কল্লা [স। *প্রত্যয়*]। *বি* পাথুরে কল্লা । 'পাতুরিয়া কল্লা ফসিল কাঠ ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫ ।

পাতুড় [স। *বি* রক্ষাকারিতা]। 'পাতুড় হুতুত প্রটিকের সন্ধানও বেঁচে আছে ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২ ।

পাতোয়া [স। *পত্র*]। *বি* শীলবপন । *মানোএল*, ১৭৪৩ ।

পাতোয়াল বৈঠা [স। *পত্র*]। *বি* বিশেষ আকৃতির বৈঠা । 'পাতোয়াল বৈঠা দিয়া ঠেসে দুই খারে ।' *বিল্লর*, ১৬৫০ ।

পাথড়া [স। *পত্র*]। *বি* পাতা বা উচ্ছিন্ন পাতা । 'মেয়ে দিতেম পাথড়া চেটে ।' *গুণ*, ১৮৫৮ ।

পাতুর [স। *পাত্র*]। *বি* পোয়াল । 'তোমার চেয়ে তিন পাতুর বেশী খেয়েছে ।' *গিরিশ*, ১৮৯৬ । *প্র* পাত্র

পাড়া [স। *পত্র*]। *বি* বৌজ । 'কয়েক দিন ধরে গুম, যদি কোনো পাড়া মেলে ।' *মুকুন্দ*, ১৯৪৯ ।

পাতোম প্র *পাত্রা*

পাথো [স। *পত্র*]। *বিশ* কীচকায় । 'শরীর পাথো বসিয়া কথার ভারসাম্য হকার জন্য ভার পায়ে চাক্ষুষ ।' *শওকত*, ১৯৫৮ ।

পাত্যায় [স। *প্রত্যয়* ক্রি বিশ্বাস করে]। 'এমন কথায় রে পাত্যায় কোন জন ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০ । *প্র* প্রত্যয়

পাত্যোয়া [স। *প্রত্যয়*]। *বি* বিশ্বাস । 'সাধু বলে জেই চোর নাহিক পাত্যোয়া ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০ । *প্র* প্রত্যয়

পাড়া [স। ১ *বি* উত্তির]। 'সব মরি পাতা লই উচ্ছিন্ন হইত ।' *বড়ু*, ১৪৫০ । ২ *বি* বাগ্যাবলি জাতীয় আশ্রয় । 'এত বলি মুরারি ধরিল চুলপাতা ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০ । ৩ *বি* যোগ্য লোক । 'এ কৃপার পাত সবই হুমান

মাত্র ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০ । ৪ *বি* বর । 'আনিল সুকুমি পাত্র ডাকি তৎকন ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯ । ৫ *বি* ব্যক্তি । 'উপমুক্ত পাত্র অধ্যাপক ও আরও লোকেরদিকে নিমুক্ত করিয়া দিলেন ।' *রায়রাম*, ১৮০১ । ৬ *বি* প্রতিনিমি । 'ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ।' *রাজীব*, ১৮০৫ ।

পাত্রতা [স। *বি* যোগ্যতা]। 'সেপথে পাত্রতা লাভ হয় ।' *বন্দুত*, ১৮২৯ ।

পাত্রদল [স। *বি* অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ]। 'অমি সে নাটোর পাত্রদলে পরিয়াছি সাঙ্গ ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০ ।

পাত্রাশ্রমী [স। *বি* অভিনেতা-অভিনেত্রী]। 'তারা যে যাত্রা দলের পাত্রাশ্রমীর একশ্রেণীভুক্ত, সে কথা বোঝাবার মন তখনো হয়নি ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯ ।

পাত্রাশ্রুতি [স। *বি* আধার]। 'কনকমণি-পাত্রাশ্রুতি/সুরতি ধূমপুষ্প উঠে ... ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩ ।

পাত্রামি [স। *বি* রাজপরিষদবর্গ]। 'ভাক দিয়া পাত্রামি আনিল তথাএ ।' *মহাশয়*, ১৫০০; 'রত্ন রায় মহারাজ ... এক দিবস পাত্রামি বকলকে আজ্ঞা করিলেন ... ।' *রাজীব*, ১৮০৫ ।

পাত্রাশ্রিত [স। *বি* মৃৎশিল্প; মটি দিয়ে পাত্রাদি বানানোর কাজ]। 'শান্তিনিকেতনে আমরা শটরি অর্থাৎ পাত্রাশ্রিতের প্রবর্তন করেছি ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫ ।

পাত্রাশ্রিত [স। *বিশ* পাত্রাশ্র]। 'যৌক্ত ও মৌক্ত ও পালকী দান করিয়া পাত্রাশ্রিত করিয়াছেন ।' *দর্পণ*, ১৮২৩ ।

পাত্রাশ্র [স। *বিশ* বরের হাতে সমর্পণ]। 'কিন্তু ও মহারোগগ্রস্ত হইলেও কল্লভ তরে তাহাকে পাত্রাশ্র করিতে হয় ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯ ।

পাত্রাশ্রা [স। *বিশ* ক্রী বরের হাতে সমর্পণ]। 'অখন পাত্রাশ্রা করিবার জন্য বড় ভাতাছড়া পড়িয়া যায় ।' *শরৎ*, ১৯১৭ ।

পাত্রাশ্রিত [স। *বিশ* দোয়াভের তিনের রাধা হয়েছ এমন]। 'কঁচাদি নির্মিত বিচিত্র পাত্রাশ্রিত মসি প্রদানানীধন ।' *ভবানী*, ১৮২৫ ।

পাত্রানয়ন [স। *পাত্র-আনয়ন*]। *বি* বর নিয়ে আসা । 'একশ্রে পাত্রানয়নের উদ্যোগ করুন ।' *উষেণ*, ১৮৫৭ ।

পাত্রাশ্রিত [স। *পাত্র-অশ্রিত*]। *বিশ* পাত্র থেকে পাঠে স্থানান্তরিত । 'তাদের ভালোবাসা পাত্রাশ্রিত হবে ।' *অনুদা*, ১৯২৮ ।

পাত্রাপাত্র [স। *পাত্র-অপাত্র*]। *বি* পাত্র ও অপাত্র । 'পাত্রাপাত্র বিচার নাই নাই স্থানস্থানো যেই বাঁধা পায় তারা করে প্রেমদান ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র আবাদার করিতে যায় ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮ ।

পাত্রাবশিষ্ট [স। *পাত্র-অবশিষ্ট*]। *বিশ* পাত্রের তলানিতে পড়ে থাকে এমন । 'নরগণের ভোজনাবশেষ পাত্রাবশিষ্ট যৎসামান্য ।' *জ্ঞানকোষদেয়*, ১৮৫২ ।

পাত্রাবশেষ [স। *পাত্র-অবশেষ*]। *বি* উচ্ছিন্ন । 'তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছে করি ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪ ।

পাত্রাভাষে [স। *ক্রি* পাত্রের অভাষে]। 'কেহ কেহ পাত্রাভাষে ফুল গাছাদিও সহিতও বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ।' *কল্যাণবাসিনী*, ১৮৬৩ ।

পাত্রী [স। ১ *বি* কনে]। 'তবে কোন পাত্রীটি হীর হলো?' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩ । ২ *বি* ক্রী ব্যক্তি । 'বিড়িবাণ হইবার পাত্রী নয় ।' *নলকণ্ঠ*, ১৯৩০ ।

পাথর [স। *প্রত্যয়* ১ *বি* প্রস্তর]। 'বাতাবর্তে সো দিচ্ছ ভইয়া অর্পে পাথর

পাখর কাটার

জাইব' চর্চা ৪১, ১২০০। ২ বি পাখরের তৈরি থালা। 'পাখরে আমনি ভরি দিল সন্দেশে নারী। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি তার। 'সুচরিতার মুকের উপর হইতে একটা মস্ত পাখর নামিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বি বাধা। 'কাদাসাগর পানে যে যায় মুকের পাখর চোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

পাখর কাটার [পাখর+ই কাটার] বি পাখর কাটে যে। 'কোন ভাগে পাখর কাটারদের দোকান।' রায়রায়, ১৮০১।

পাখরকুটি, পাখরকুটী [পাখর+স কুট্] ১ বি এক রকমের তুল্য। 'এমন পাখরকুটীর প্রাণ ... বাগের জন্মে দেখি নি।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি পাখরের ছোটো টুকরা। 'সে যেতে যেতে ছড়ায় পাখে পাখরকুটির হার।' নজরুল, ১৯৩৫।

পাখর-গাঁথা বি পাখর গাঁথে তৈরি এমন। 'বিদ্যালয়ে উঠেছে ঘর পাখর-গাঁথা দেয়াল লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পাখর-চাপা দেওয়া ক্রি গোপন করা। 'ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলি পাখর-চাপা দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাখরচুশী [স প্রস্তর<] বি এক রকমের তুঙ্গ। 'পাখরচুশীর পাতা আর লবণের দরকার হইয়া পড়ে।' মশাররক, ১৮৮৯।

পাখর-ছড়ানো বি পাখর ছড়িয়ে আছে এমন। 'পাখর-ছড়ানো উপকূল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পাখর-জমানো বি পাখর জমিয়ে তোলা হয়েছে এমন। 'পাখর-জমানো বাধা রাস্তায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পাখর-জল বি বরনার জল। 'আমরা পাখর-জলে ডুব-সাঁতার দিই।' নজরুল, ১৯২৬।

পাখরজাটি [স প্রস্তর<] বি কাঁকর। মানোএল, ১৭৪৩।

পাখর-ঠোকা বি পাখরে ঠেকে আছে এমন। 'পাখর-ঠোকা মিরর সে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পাখর-ঠোলা বি পাখরকে ঠাণ্ডা দিয়ে চলে এমন। 'পাখর-ঠোলা বিঘম বন্যাধারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পাখর-দিয়ে-ঘেরা বি পাখর দিয়ে বেষ্টিত। 'পাখর-দিয়ে-ঘেরা ঘোষণাপে-চাকা একটা গ্রন্থের জায়গা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পাখর-দিল [পাখর+দা দিল] বি পাখরদল। 'অতর সুবাসে কাতর হল গো পাখর-দিল।' নজরুল, ১৯২৮।

পাখর-মুড়ি বি পাখরের ছোটো ছোটো টুকরা। 'মিরিপথের নানা পাখর-মুড়ির মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পাখর-পুতুল বি পাখরের মূর্তি। 'কেউ পুঞ্জিত পাখর-পুতুল, কেউবা গাছের ভাল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পাখর-পুজারী বি প্রাণহীন মূর্তির উপাসক। 'ইহারা পাখর-পুজারী।' নজরুল, ১৯২৭।

পাখরপ্রকীর্ণ [পাখর+স প্রকীর্ণ] বি পাখরে চিহ্নিত। 'পাখরপ্রকীর্ণ দুঃখ, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসা।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

পাখর-বাঁধা বি পাখর দিয়ে বাঁধানো। 'কত নূরের পাখর-বাঁধা ঘটি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পাখরবাটি বি পাখরের তৈরি বাটি। 'কালা পাখর-বাটিতে দুধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬; 'কয়েকটি পাখরবাটি আনিল।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

পাখরবিছানো বি প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'ভাবো সেই সন্ধ্যাজাল অন্ধুট বাতাস আমি আভাষ্য পায় হেঁটে গেছি/ পাখরবিছানো পথে পথে।'

শঙ্ক, ১৯৬৯।

পাখর-মুকো বি পাখর দ্রবয়ের। 'এই মানুষ-মারা বিদ্যা লড়াইটা ঠিক আমার মতো পাখর-মুকো কাঠখোটা লোকেরই মনের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

পাখর-অঙ্ক বি পাখর ভেঙে যায় এমন। 'তবে হোখায় দেখা দিত পাখর-ভাঙা প্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পাখর-গাঁথা বি পাখরের তৈরি। 'পাখর-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পাখরে পাঁচ কিল - অত্যন্ত সুদিন। উমেশ, ১৮৫৭।

পাখরী [স প্রস্তর<] বি পাখরের মতো শক্ত মাটির থালা। 'সম্মমে মুকুরা পাতে মাটিয়া পাখরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাখরী [স প্রস্তর<] বি মূর্ত্যায় পাখর তৈরি হওয়ার রোগবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাখরি বেদনা বি মূর্ত্য অথবা শিল্পকলাতে পাখরজনিত বাধা। তর্গা, ১৭৮৫।

পাখরীয়া [স প্রস্তর<] বি পাখরের। 'পাখরীয়া বন্দুক।' মানোএল, ১৭৪৩।

পাখরীয়া [স প্রস্তর<] বি পাখরের গণবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

পাখরে পাঁচ কিল দ্র পাখর

পাখরুজ [স পাখরা] বি মূর্তি। 'অশিষ্টের মুক্তি লৈলে ফলে পাখরুজ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পাখর [স প্রস্তর<] বি বিস্তীর্ণ জলাশয়। 'কেমতে জাইব লভ্য সমুদ্র পাখর।' মাসাধর, ১৫০০।

পাখর [স প্রস্তর<] বি নির্দয়। 'আর বাসল বলে ভাই হিন্দু বড়ই পাখর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাখরি [স প্রস্থ<] বি গ্রহ। 'পাখরি চট্টগল গজ বন্দক আছিল।' সুলতান, ১৭০০।

পাখালি [স প্রস্থ<] ১ ক্রিপি আড়াআড়ি। মানোএল, ১৭৪৩; 'প্যাঁকালে ভূপিকে পাখালি কোলে করে।' নজরুল, ১৯৩০। ২ ক্রিপি আড়াআড়িভাবে। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি আছাড়। 'পড়িল পাখালি খেয়ে প্রাণ হল শেষ।' মালিকরাম, ১৭৮১।

পাখী [স পাখ<] বি ছোটো পাখিবিশেষ। 'নানা সজ গুরিয়া লর পাখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাখুরিয়া [স প্রস্তর<] বি প্রস্তরীভূত। 'পাখুরিয়া চুন।' কালপে, ১৭৯১; 'আমি বরাকরের পাখুরিয়া কয়লার বনির মালাকদের চরিত্রের কালিমার সহিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাখুরে [স প্রস্তর<] ১ বি প্রস্তরীভূত। 'চিমনি থেকে অগ্নিহ্রাত পাখুরে কয়লার ধোয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি প্রস্তরময়। 'পাখুরে পাহাড় কেটে নিভাড়ি সীরস ধরা।' নজরুল, ১৯৩০। ৩ বি পাখর পূর্ণ। 'পাখুরে কটকাবৃত পথ বেয়ে ... ওহরি দিকে যাত্রাকালে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

পাখুরে জমি বি পাখরে পূর্ণ জমি। 'পাখুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পাখুরে বোখা বি নিরেট বোকা। 'যত পাখুরে বোখা সব।' বিকৃতি, ১৯৩১।

পাখের [স] ১ বি পথের সন্ধ্য। 'তুমি শীঘ্র পমনে সমর্থ, তোমার পাখের

বা সহচর সশেখ নহে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'কেন পাখের দাবি করিনি তোমার কাছ থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২। বি শব্দের বয়চ। 'পাখের গাঠিতে আমার বহমান অবস্থায় অক্ষম।' অতিথ্য, ১৯৫০।

পাদি [সি বি পা।] 'তে কারণে তোমার পাদশষ পরশিল।' মল্লধর, ১৫০০।

পাদক্ষেপ [সি বি পদক্ষেপ; পা কেশ।] 'নিশ্চয় শুকতারার মতো অনবধান পাদক্ষেপ।' মণীশ, ১৯৩৯।

পাদ-চত্রেখন [সি বি পায়ে হেঁটে ভ্রমণ।] 'তবে কত দিনে কৈল পাদ-চত্রেখন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাদচারণ [সি বি পায়ে হাঁটা।] 'রাজা পটরাঙ্গীর সহিত পাদচারণে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ...' বৃহৎসহস্র, ১৮১২।

পাদচাষী [সি বিগ পায়ে হেঁটে যাচ্ছে এমন; মুদ্রাস্তি।] 'কানে অরম্যের কীতি, পাদচাষী বাতাস বিক্রম।' শক্তি, ১৯৬১।

পাদজল [সি বি পা খোয়ার জল।] 'মোর পাদজলে যেন না লয় কোন জল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাদটীকা [সি বি হইয়ের কোনো পৃষ্ঠার নিম্নভাগে লিখিত মূল বিষয়ের সূত্র, ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাদি।] 'এইখানে একটি পাদটীকা লাগালে দোষ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পাদটীকা-কটকিত [সি বিগ পাদটীকা পূর্ণ।] 'মাত্র এক মাসের মধ্যে পাদটীকা-কটকিত এ বই ছাপা হয়েছে।' হুসুসি, ১৯৭০।

পাদদেশ [সি বি তলদেশ; নিচের অংশ।] 'শর্বভাঙ্গির পাদদেশপ্রবাহিত প্রোভবতীসকলের জলে ...' অক্ষম, ১৮৫৪; 'শর্বভেদে পাদদেশে, এস তুমি গরুর পশ্চিৎ হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পাদশষ [সি বি পঙ্খের মতো পা।] 'তে কারণে তোমার পাদশষ পরশিল।' মল্লধর, ১৫০০।

পাদশিষ্টা [সি বিগ শ্রী পায়ের তলে পিষ্ট হয়েছে এমন।] 'পাদশিষ্ট পক্ষি ডাড়া? পাদশিষ্টা, মুহূর্তের জীভ।' কলরব, ১৯৬৮।

পাদপীঠ [সি বি পা রাখার আসন।] 'মহারাজ যেমন বনদেশীর পাদপীঠে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

পাদপুশ্ব [সি ১ বি কোনোকিছুর শরবতী শূন্যহান পূরণ।] 'আমাকে পিঁপটি আম খেতে দিলে আর-পিঁপটির দ্বারা তার পাদপুশ্ব করলে তবে আমার ছন্দ মেলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২। বি কবিতার অরচিত অংশ পূরণ করা।] 'পাদপুশ্ব করে দাও সেবি - ও তোলা মন, বল দেবি ভাই, কোন সোনা তার সোনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'এমন বল ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপুশ্বের জন্য ছাড়িয়া দেয়।' বিজুতি, ১৯২৯।

পাদমহাকালন [সি বি পা ধোয়া।] 'পাদমহাকালন করি বলিলা সেই ছানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাদমহাভ [সি বি পায়ের নিকটবর্তী জায়গা।] 'ধাপস করে তার পাদমহাভে বসিয়ে দিল মজিদ।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

পাদবিক্ষেপ [সি বি পা ফেলা।] 'নিশ্চয় পাদবিক্ষেপে রোহিণী অগ্নিয়া কাছে দাঁড়াইল।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

পাদমূল [সি ১ বি পাদদেশ।] 'শর্বভেদে পাদমূল হইতে উল্লস ভূতদেশে গর্বত উন্নত বৃক্ষ নিভর পূস্পবৃষ্টি করিতেছে।' লক্ষ্মীশ, ১৮৮৫। ২। বি পায়ের গোড়া।] 'বলে রবো পাদমূল ধরে দেবতা আমার।' শক্তি, ১৯৬১।

পাদমবাহন [সি বি পা টেপা।] 'উজ্জিষ্টমাক্ষন্দ আর পাদমবাহন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাদস্থান [সি বি পা রাখার জায়গা।] 'চৌকির নীচে পাদস্থানের কাছে নিছানে একটা হরিণের চাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাদসম্পর্শ [সি ১ বি পা ছুঁয়ে সন্ধান গ্রহণ।] 'শিখা ভাঁহার পাদসম্পর্শ করিবে না।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২। বি পায়ের পদ।] 'শীঘ্রে নিষ্ঠুর সরণিতে পাদসম্পর্শ দিতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

পাদাঙ্গুল [সি পাদ-অঙ্গুল] বি পায়ের অঙ্গুলবিশেষ; মূল।] 'গুন পদ পদাইল পাদাঙ্গুল পায়।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পাদান্ত [সি পাদ-অন্ত] বিন পদন্তলে পতিত; সম্পূর্ণ বসীভূত।] 'তবে অটুঅবু হলে মূনির পাদান্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পাদান্তর [সি পাদ-অন্তর] বি পায়ের জায়গা পরিমাপ দৃষ্ট।] 'খায়া মত ছাদন পাদান্তরে উত্তরে দণ্ডায়মান হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২২।

পাদাবনত [সি পাদ-অবনত] বিগ পায়ের কাছে অবনত।] 'স্বর্গকর ... সূর্যবরের পাদাবনত হইয়া কহিলেক।' চন্দ্রচন্দ্র, ১৮০৫।

পাদোদক [সি পাদ+উদক] বি চতুর্ভাষ্য।] 'পাদোদক লইয়া রাঙ্গা বড় কুহুহলে।' মল্লধর, ১৫০০; 'ভাঁহার পাদোদক খাইলে আমার আরোগ্যলাভ হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পাদোপরে [সি পাদ-উপরে] ক্রিবিগ পায়ের উপরে।] 'আছে পাদোপরে, মলে কটি ধরে।' ভকানী, ১৮২৫।

পাদোপাধান [সি পাদ-উপাধান] বি পায়ের নীচের বাশিল।] 'প্রভুর পাদোপাধান ধীর নামে বিদিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাদপ [সি বি বৃক্ষ।] 'ছায়াপ্রদান পাদপন্তলে পুষ্পবিশায়া শয়ন করিয়া নিদ্রাভঙ্গা করিতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'পাঠে পাঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

পাদপলতা [সি বি লতাপাহা।] 'নিম্নম পাদপলতা/ হাতকায় নীরবতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পাদব [সি পাদোদক] বিগ পা খোয়া হয়েছে এমন।] 'ইহু করে পাদব জল বাই।' মীনবন্ধু, ১৮৮৩।

পাদরি, পাদরী [সি বি পাদি; ক্রিটান ধর্মযাজক।] 'পাদরি কতিয়ানের ছানে ছাওরালের ব্রহ্মীক্ষিক তত্ত্ব লইবেক।' মেহের, ১৭৬২; 'পাদরি সাহেবেরা একর হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২০; 'আমি সেবিয়াছি অনেক গ্রন্থা পাদরীর সেবাছি দিরা গৌতুলের মাড়ের ন্যায় বেড়ায়।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৮। ৮। পাদি

পাদাশা [সি বাদশাহ] ১ বি রাজা।] ওলী, ১৭৮৫। ২। বি সর্দার।] 'সে বোটা জোয়াচোরের পাদাশা।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৮। ৮। পাদাশা

পাদাদপদ ৮। পাদ

পাদাড় [সি আধার] বি আবর্জনাপূর্ণ জায়গা।] 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাঙ্গা কেতাপ ... রাস্তা, পাদাড় ও তপাড় গড়াগড়ি দেবে লাশলো।' হেতাশ, ১৮৮১।

পাদান [সি গায়দান] বি পা রাখার জায়গা।] 'পাদানের উপর লাফিয়ে উঠে ... পাকির দরজা ফাঁক করলেন।' প্রমথ, ১৯১৬; 'আড়ে আড়ে তাকালে লাগল ... অরাজীর্ণ পাদানটার দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পাদানি, পাদানী [সি গায়দানি] বি পা রাখার স্থান।] 'পাদানিতে ক্রিপ করিলেই ...' বিজুতি, ১৯৩১; 'সে দাঁড়িয়ে আছে পাদানীর উপর।' হৃদয়ঙ্কর, ১৯৫৩।

পাদালি [সি পাদ+] বি বায়বিকবিশেষ।] মনোএল, ১৭৪৩।

পাদিক

পাদিক [স।] *বিপ* এক চতুর্থাংশ। 'অবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃত্তিতে অনুগ্রহবশত শতসংখ্যক কণদান করিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পাদুকা [স।] *বি* বড়মু; জুতা। 'রামের পাদুকা ভগবৎ মাথাএ করিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাদুক [স।] *বি* জুতা। 'হেইহাতে হামারি সজল দিগ্গিগজ দুই পাদুক করি নেল।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

পাদুকাঞ্চর [স।] *পাদুকা-চর*। *বি* জুতা গ্রন্থতকারী। 'অনন্তর, ছয় বসনের নিমিত্ত, এক পাদুকাঞ্চরের বিপণিতে নিবৃত্ত হইয়াম।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

পাদুকাখাত [স।] *পাদুকা-আখাত*। *বি* জুতার আখাত। 'পদাখাত পাদুকাখাত চতুর্বিধাখাতে ... প্রায় প্রায় হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পাদুকাঙ্গুটি [স।] *বি* জুতা গ্রন্থত। 'আহাতে পাদুকাঙ্গুটির উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

পাদোঁন [স।] *পাদ-উন*। *বিপ* চিত্তভ্রংশ। 'সুনিবিলের প্রায় পাদোঁন ক্রোশ অন্তরে, সেট এন নাম একে আশ্রম ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পাদোঁদক *দ্র* পাদ

পাদোঁধান *বি* পা রাখার স্থান। 'প্রত্যুপাদোঁধান বলি তার নাম হৈল/পূর্বে বিদুরে বেন দীওক বর্নিল।' *কুঙ্কস*, ১৫৮০।

পাদ্য [স।] *বি* পা ধোয়ার জল। 'সুনিওঁ সপ্তমে রাধা পাদ্য অর্ঘ্য সৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

পাঞ্চ [স।] *পাদ্য*। *বি* পা ধোয়ার জল। 'সেতাই পণ্ডিত মনে আননিত পাদ্য অর্ঘ্য বহুমান।' *রাহাই*, ১৯১০।

পাদ্যার্ঘ্য [স।] *বি* পা ধোয়ার জল। 'অতিথিকে পাদ্যার্ঘ্য দেওয়া মনের প্রথা।' *মহিন*, ১৯৩৮।

পাদ্যার্ঘ্য [স।] *পাদ্য-অর্ঘ্য*। *বি* পা ধোয়ার জল। 'পৃথিবী পাদ্যার্ঘ্য সহিত ... ভক্তের উপহিত।' *স্বীকৃত*, ১৯৩৮।

পাদ্রী, **পাদ্রি** [প।] *বি* খ্রিস্টান ধর্মযাজক। 'অনেক পাদ্রি আবার বেশ পণ্ডিত।' *ম্যানেএশ*, ১৭৪০; 'পাদ্রীপণ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানের রোজায় স্বাধ্য ভঙ্গ ব্যতীত কোন কল লাভ হয় না।' *রেকোর*, ১৯০৪। *দ্র* *পাদ্রি*

পাদ্রীসুলভ [প।] *পাদ্রি+স*। *বিপ* খ্রিস্টান ধর্মযাজক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এমন। 'সাদিসিয়ে গোখাক, নীলকণ্ঠ সূঁট, টাই নেই, পাদ্রীসুলভ কলার।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

পাণ্ডুলো [স।] *পান্দুলি*। *ক্রি* উপহিত হওয়া। 'আমাদের খুড়ো ফলার মাঝেই পাণ্ডুলো দ্যান।' *হুতাশ*, ১৮৬১।

পান [স।] *১* *বি* তরল জিনিষ পানীয়করণ। 'মহারস পানে মাতেল রে তিহুখ সএল উওঁবী।' *চর্য* ১৬, ১২০০। *২* *বি* পানীয় দ্রব্য। 'তোঁক ভোঁয় পান জার জুত অভিলাস।' *মালাধর*, ১৫০০; 'পুংহ ইহাতে পানালির জন্য কলসী কলসী জল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। *৩* *বি* (দুই দিকে) উপভোগ্য। 'তোঁটি ভক্তনেত্রের করে পানে।' *কুঙ্কস*, ১৫৮০। *৪* *বি* লেবন। 'সভামধ্যে সভাপনেরা না বায় বিস্তর করিতেই সক্ষম হইলেন না ধূমনি পানই পারক ইববার শক্তি থাকিলেক।' *কৌমুদী*, ১৮০০। *৫* *বি* আহরণ। 'সকলসেই তাঁহার তত্ত্বরস পানে অধিকারী।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

পানাদানি [স।] *পান+দান*। *দানি*। *বি* পানীয় রাখা বা পরিবেশনের পাত্র। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পানদোষ [স।] *বি* মদ্য পানের দোষ। 'নব্য সাম্প্রদায়িক মূরকে

সতিপার পানদোষ ...।' *অক্ষর*, ১৮৪৯।

পানপাত্র [স।] *বি* পান করার পাত্র। 'পনকে আকৌপী নেহে পোচনের পানপাত্র বরকন্ডা অঙ্গের বিজুত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পানপিলালা [স।] *পান+ফা*। *পিলালা*। *বি* পানপাত্র; মদ্যপান। 'কঁচা সবুজ বয়সই তো বুশির, পানের, পানপিলালার।' *নক্ষত্র*, ১৯৩০।

পানপিলায়ী *বি* মদ্যপানের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি। 'পানপিলায়ীর তরে তবে সূঁট বুধি এ রমজান?' *নক্ষত্র*, ১৯৫৯।

পানভোজন [স।] *১* *বি* মদ পান ও অন্যান্য খাবার খাওয়া। 'একর ইয়া একাকাররূপে পানভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে।' *অক্ষর*, ১৮৪৭। *২* *বি* খানপিনা। 'তাহার দানবক্ষিপা-পানভোজনের অতিমার্য শোত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পানবোধ্য [স।] *বিপ* পান করা যায় এমন। 'মদ্যুদ্ভাসির পানবোধ্য।' *অক্ষর*, ১৮৪০; 'তার পানবোধ্যা জলের বহাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

পানশালা [স।] *বি* মদ্যপান করা যায় যেখানে; উত্তিখানা। 'আমার গুরু মসজিদ ছেড়ে পানশালায় গিকে যাচ্ছেন।' *নক্ষত্র*, ১৯৩০।

পানস্মৃতা [স।] *বি* পান করার ইচ্ছা। 'তাহার আর পানস্মৃতা কিছুমাত্র নাই।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

পানার্ধ [স।] *বিপ* পান করার উপযোগী। 'জাহাজে পানার্ধ জল ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পানালয় [স।] *পান-আলয়*। *বি* পানশালা। 'পানবের পাত্র লয়ে তেজের স্রোতের পানালয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

পানাসক্ত [স।] *পান-আসক্ত*। *বিপ* মদ্যপানে আসক্ত। 'এক্ষণের লোক পানাসক্ত ও পূর্ণাঙ্গোপা অধিকন্তু বেসাসক্ত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

পানাসক্তি [স।] *পান-আসক্তি*। *বি* মদ্যপানের আসক্তি। 'শঠতা, প্রবন্ধনা, পানাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক অন্যায়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

পান [স।] *পণ*। *বি* সুপারি, চুন ইত্যাদি সহযোগে চিড়িরে খাওয়া হয় এমন পাতাধিহেশ; তামুল। 'আকার হাথত সেই কিছু তুল পানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

পাণ [স।] *পণ*। *বি* তামুল। 'বিধু পাণ পকুম্যে নদিল কিঞ্জিত।' *কুঙ্কস*, ১৭২০।

পানওয়ালা [পান+ই] *ওয়ালা*। *বি* পানবিক্রেতা। 'এক পানওয়ালায় নিকট ক্রান্তের শেলক কটা বিক্রয় করিয়া দিল।' *সঙ্কট*, ১৯৮৮।

পানওয়ালা [পান+ই] *ওয়ালা*। *বি* পানবিক্রেতা। 'একটি পানওয়ালা সকল-সঙ্গে পনসার পাঁচটি খিলি বেচে।' *প্রমথ*, ১৯১৯।

পানকুশা [পান+স কুশ্য]। *বি* পান রাখার কুশ্য। *ওর্গ*, ১৭৮২।

পান-খাওয়ানি *বি* পান খাওয়ায় যে। 'তই আসছে পান-খাওয়ানি ডিবা হাতে করে।' *অনল*, ১৯১৯।

পানচালা *বি* পানের বরজ। 'অমনি পানচালায় সোর দিয়ে এসের টেনে বার করব।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

পান-তামাক [স।] *পণ+প*। *তামাক*। *বি* পান ও তামাক। 'পান-তামাক দিয়ে যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পান-তামাক সেওয়া *ক্রি* পান তামাক প্রভৃতি দিয়ে আশ্রয়ন করা। 'পান-তামাক দিয়ে যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পান থেকে চুন ঝা - সামান্য ত্রুটি হওয়া। 'পান থেকে চুন বসলেই কি করি তাই।' *বিকৃতি*, ১৯০১; 'পান হাতে তার চুন ঝায়ে এমন বাপের ছেলে।' *কৌমুদী*, ১৯৩৮।

পানদান [পান+ফা দান] ১ বি পান রাখার পাত্র। 'পানদান ১' মের্স, ১৭৬২। ২ বি পান পরিবেশনের পাত্র। 'আদি হুকা পানদান তল টাকা তামাকু ভেলসা অম্বরি'। ভবানী, ১৮২৫।

পানদানী [পান+ফা দানী] বি পান রাখার পাত্র। 'পানদানী বাহির করিয়া ইসা বাকৈ দুইটি পান দিল'। সিরাজী, ১৯১৮।

পানসোজা বি পান এবং তরুনা তামাকপাতা। 'পানসোজায় একাকার হয়ে বিছানায় এগাশ-ওপাশ করতে থাকে'। জীবন, ১৯০২।

পানবাটা [স পর্ণ+হি বাটা] বি পানের থালা। 'পানবাটা এক ঘোড়া'। দর্পণ, ১৮২৬।

পানমসলা [স পর্ণ+আ মসলাহি] বি পানের মসলা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির বগুটি শইয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পানলতা [পান+স লতা] বি লতানো পানলাহ। 'বনচারী বাতাসের তালে মেসো বন্য পানলতা'। মাহমুদ, ১৯৬৩।

পান সাজা কিস মসলা দিয়ে পানের খিলি তৈরি করা। 'মাদের সহিত পান সাজিতে বসিত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পানের কৌটা বি পান-পাতা ও প্রাসঙ্গিক উপকরণ রাখার পাত্র। 'হাতে পানের কৌটা'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পানের খিলি বি সাজা পান। 'হস্তরসের কাছে ঢালা কাঠবানা, তামাক খিলিমটে ও পানের খিলিটে আর চেরে না'। হত্যায়, ১৮৬১।

পানের বাটা বি পান-পাতা ও প্রাসঙ্গিক উপকরণ রাখার পাত্র। 'পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বামহস্তে দুই একটা মসলা বস্তু ...'। ভবানী, ১৮২৫।

পানি বি অত্রবিশেষ। 'শিরে ধরি চিকিার পান'। মুকুন্দ, ১৬০৬।

পানি [স গ্রান্য বি গ্রান্য; দেহের কঠিত পাঁচটি বায়ুর একটি। 'পান অপান সাপ এহি তিনজন'। সুলতান, ১৭০০।

পানক বি এক জাতের বিষাক্ত সাপ। 'উদর নাগ আঠালুয়া পানক গ্রথান'। ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

পানখ বি এক জাতের বিষাক্ত সাপ। 'পানখ সাপের মতো অন্তরের বিষাক্ত কামনা'। মাহমুদ, ১৯৬৩।

পানকলস শেঙলা বি বড়ো আকারের শেঙলাবিশেষ। 'পানকলস শেঙলার কুচা কুচা ফুল'। বিজুতি, ১৯৩১।

পানকৌড়ি বি মাছবেকা পাখিবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পানকৌড়িনী বি ঐ পানকৌড়ি। 'আদিকালের লোকবিশ্রুত সাক্ষী পরমপানকৌড়িনী'। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পানিঞ্জি [স উপানহ] বি ছুতা। 'মোজা পানিঞ্জি জিন নিরময়ে অমুনি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

পানিউট [ইয়েজিতে রুপান্তরিত সংস্কৃত পণ্ডিত] বি পণ্ডিত। 'হ্যাঁলো পানিউট বলে সায়েব হাত বাড়ালেন'। মুকুন্দ, ১৯৫২।

পানাতা [স পানীয়] বি পানিতে ভিজানো বাসি ভাত। বিদ্যা, ১৮৯১।

পানাতুয়া [হি পংতবা] বি চিনিরস মিশ্রিত থি ভাঙ্গা মিষ্টান্নবিশেষ। 'অপূর্ণ শ্বতপক্ষ মিঠাই মতিচূর জিলাপী গোলাও পানাতুয়া প্রভৃতি'। ভবানী,

১৮২৫।

পানাতুয়া [হি পংতবা] বি চিনিরস মিশ্রিত থিয়ে ভাঙ্গা মিষ্টান্নবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পানাতোয়া [হি পংতবা] বি চিনিরস মিশ্রিত থিয়ে ভাঙ্গা মিষ্টান্নবিশেষ। 'বাদাম দেওয়া ছোপাভাঙ্গা ছোপাবড়া পানাতোয়া'। ভবানী, ১৮২৮।

পানফল বি জলে জাত তিন কাঁটাফুল ফলবিশেষ; সিন্ধুর। 'পানফল বিড়ক কেতর গলাজল'। রূপায়াম, ১৭৫০।

পানব [স পঞ্জর] বি পাজর। মনোহর, ১৭৪৩।

পানসা [পানি] বি পূর্ণ। 'পানসা আইনে সে তো হবার জো নেই'। মনোহর, ১৯৬১।

পানিশি, পানশী [হি pinnace] বি হান্দমুক হিপনৌকাবিশেষ। 'হিঙিল পানশীর লড়ি অই চিন্তা মনে করি'। সুলতান, ১৭৫০; 'এক পানশি ভাড়া করিয়া নীত করিয়া আইলাম'। কেরি, ১৮০২; 'আমরা মেয়ের ডাকে জেগে উঠে পানসিতে পাল তুলি'। নজরুল, ১৯২৬।

পানসে [পানি] ১ বি পি ফিকে রঙের। 'হাফা মেঘের পানসে ছায়া তাও মেখেছি চেটে'। সুকুমার, ১৯৮৮; 'উঃ, কী পানসে উদাস আজকার ডোরের বাগানটা'। নজরুল, ১৯২৪। ২ বি পি জোশো। 'অপরূপ ইতিহাসের মতো তা পানসে নয়'। প্রমথ, ১৯২৬। ৩ বি পি হালকা। 'সিঁটী ক্রমেই পানসে হয়ে আসছে'। নজরুল, ১৯৩১। ৪ বি পি বাদহীন। 'পানসে কনকনে টাংরা মাহের কোল'। জীবন, ১৯৩৩। ৫ বি পি দুর্বল। 'তোমার পানসে দাঁত'। জীবন, ১৯৪৮।

পানসে আলো বি অনুজ্ঞা আলো। 'কেমন একটা পানসে আলোর রং'। জীবন, ১৯৩২।

পানি [স পানক] ১ বি শরবত। 'যার অল্প তার ঠাণ্ডি পিঠাপানা লব'। কুন্ডল, ১৬০০। ২ বি ধারা। 'আনন্দে তরলমণি'। পিয়ে কথিরের পান/ কালকেতু সনে রপে ফিরে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ভাসমান অংশ। 'পোলাসটা তুলে নিয়ে পানাতুকু ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল'। জীবন, ১৯৩২।

পানি [স পর্ণ] বি কুচুরিপানা; জলজ উদ্ভিদবিশেষ। 'পুকুরের পানা আছে কুকুরের শোম'। তপ, ১৮৫৮।

পানাগুয়ালা [পান+হি ওয়ালা] বি কুচুরিপানাপূর্ণ। 'ওগুলো নিয়ে তিনি বাড়ি সবে লাগাও নোহা পানাগুয়ালা পুকুরটায় যাবেন'। হাসান, ১৯৬২।

পানাগুয়ালা বি কুচুরিপানাপূর্ণ। 'পানাগুয়ালা পুকুরের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়ত'। নরেন্দ্র, ১৯৫২।

পানি-ঢাকা বি কুচুরিপানার পূর্ণ। 'পানি-ঢাকা মজা পুকুরের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়ত'। নরেন্দ্র, ১৯৫২।

পানাপুকুর [পান+স পুকুর] বি পানাপূর্ণ পুকুর। 'অদূরে একটি পানাপুকুর'। রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দ'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

পানাতুয়া বি কুচুরিপানার পরিপূর্ণ। 'পানাতুয়া পুকুর দেখে তাঁর ঘোড়া ছুটে গেল মরিয়া হয়ে'। নরেন্দ্র, ১৯৪৫; 'পানি-ঢাকা একটি ক্ষুদ্র পুকুরগীর পাড়ে ...'। শওকত, ১৯৫৮।

পানি [ফা পানাত] বি আশ্রয়। পানাপীর [ফা পানাত+পীর] বি আশ্রয়গ্রাহী। 'এক লক্ষ পানাপীর পেট ভরে ডাল-রুটি খেয়ে বাচলো'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পানানো [স পান<] ক্রি গাভীর স্তনে দুধ আনার জন্য বাতুর দিয়ে স্তন-

চোষানো। 'বাতুর না পানালে দুদ পুতে কোথা?' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

পানি, পানী [স পানীয় ১ বি জল। 'অবর বরএ মোর নয়নের পানি।' বড়ু, ১৪৫০; 'রোপলহ পছ লছ লভিকা আমি। পরতহ জতনে পবিত্তহ পানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'তেজিয়াছো অন্ন পানি তাহার খেদানে।' মালধর, ১৫০০; 'সেই আশখতের পানী ভূমি খাওয়াইলা।' কুজদাস, ১৫৮০; 'তোর এ বিরহভরে পতি যদি যরে কোন ঝাটে বাবি পানী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মেয়ে যেন পানি পশলা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'লোহাটা উপরে শর পানির পশলা।' রূপরায়, ১৭৫০; 'বাঁচায় দানা নাই, পানি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ২ বিপ পানির মতো ভরল। 'সাবল পরীক্সা নয় ভারিলে সাবল হয় পানি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পানিউড়ী পাখি বি পানকৌড়ি পাখি। 'রাতের নদীতে ভাসে পানিউড়ী পাখির ছতরে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পানিকড়া বি পানকৌড়ি। 'পানিকড়া মীন ধরি উভয়েষে যায়।' রূপরায়, ১৭৫০।

পানিকুলা [পনি বি ফুলবিশেষ। 'কহলার কেরব কালা পানিসিঙলি পানি কলা কমল কন্দর ইন্দরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পানিকাক [পনি+স কাক বি পানকৌড়ি। 'পানিকাকেরও যথেষ্ট প্রচলন আছে।' এসলাম, ১৯১৫।

পানি খাওয়া ক্রি জল পান করা। 'পানি খাইতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

পানিছমা বিপ পানি জমে থাকে এমন। 'হিঙ্গছিলে পানিছমা ডোবা।' হাসান, ১৯৬৪।

পানিপট্ট [পনি+পাট বি কাপড় পানিতে ভিজিয়ে কপালে আরোপণ। পানিপট্ট লাগানো ক্রি কাপড় পানিতে ভিজিয়ে কপালে সেক দেওয়া। 'পানেশ বসিয়া কপালে পানিপট্ট লাগাইতে থাকে।' মনসুর, ১৯৫৫।

পানিপড়া বি লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শাস্ত্রবাক্য পাঠের মাধ্যমে পবিত্র করা পানি। 'সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।' ওরালী, ১৯৪৮।

পানি পাঁড়ে বি পানীয় জল বিতরণে নিযুক্ত পশ্চিম ব্রাহ্মণ। 'ষ্টেশনে ষ্টেশনে পানি পাঁড়ের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।' এসলাম, ১৯১৫; 'পানি পাঁড়ে নোরা ঘটি ভুঝাইয়া যে-জল বাগতিতে লইয়া ফিরিতছে...' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পানিফল [পনি+স ফল বি তিন কাঁটাযুক্ত জলজ ফলবিশেষ। 'পানিফল কেতর পশারে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ পানিফল

পানির দর বি শস্তা দায়। 'পানির দরে পাট কয়ের চেষ্টা।' আজাদ, ১৯৫৯।

পানিসত্ত [পনি+স শুভ বি জলপূর্ণ। 'আজ এ পানিসত্ত আকাশের সিক চেয়ে আছি।' জীবন, ১৯৪০।

পানিসিঙলি [পনি+স শেকলি বি ফুলবিশেষ। 'কহলার কেরব কালা পানিসিঙলি পানি কলা কমল কন্দর ইন্দরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পানিই [স পানি বি হাত। 'সখি পরবোধি সয়নতহ আমি। পির হির হয়খি ধএল নিজ পানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ পানি

পানিতরা বি ধানের জাতবিশেষ। 'মেঘহাসা কাসামনা রায় পানিতরা।' ভায়র, ১৭৬০।

পানিন [স পানিনি] বি পানিনির ব্যাকরণ। 'ওকবাবো দিত্য কর্ণ চিনিল

অনেক কর্ণ অষ্টশপি সুবস্ত পানিন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পানিশঙ্খ [পনি+স শঙ্খ বি শঙ্খবিশেষ। 'পানিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পানীচাকুল্যা বি পান্ববিশেষ। 'সাল পানীচাকুল্যা কাটিল নাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পানীয় [স] ১ বি পানীয় জল। 'আমাদের ভক্ত্য পানীয় পাইব।' রামরায়, ১৮০২। ২ বিপ পানের উপযুক্ত। 'পানীয় জল নেই।' কিছুতি, ১৯৩৭।

পানে [স গ্রহণ] ক্রিবিপ দিকে। 'গোবিন্দের পানে চাহে আড় নয়ানে।' মালধর, ১৫০০; 'আমি উত্তল প্রাণে আকাশ-পানে রূপযশানি তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পানোখী বি ষ্ট্রী এক জাতের বিষাক সাপ। 'হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পানোপযোথী [স] বিপ পানের উপযুক্ত। 'দেড় কোটি গ্যালান জল পানোপযোথী বিবেচিত না হওয়ায়...' আজাদ, ১৯৪১।

পানোয়ায় [হি পানি] বি চিলমটি। 'পানোয়ায়ে পানিয়া বিছায় কোন নারী।' অলাওল, ১৬৮০।

পানুচ [হি বি ঘুসি: মুষ্টি। 'সেকি ওর হাতের পানুচ?' শিবরায়, ১৯৭০।

পানুজারী [কা] বি পান্নার জাতিগোষ্ঠীভুক্ত লোক। 'আমরা প্রথমে বাঙ্গালী মুপসিজারী বাসিন্দা।' মনোএল, ১৯৪৯। ২ পানুজারী

পানুজি [তামিল পাটালের ইংরেজীকরণ] বি সভামণ্ডপ। 'মুন্সিপিয়াল সভা হইতে কন্নাসের পানুজে পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পান্ড [স প্রান্ত] বি প্রান্ত; শেষ। 'কর পদ কায় পান্ড।' মলিকরায়, ১৭৮১। ২ প্রান্ত

পান্ডর [স প্রান্তর] বি মাঠ। 'সুনা পান্ডর উহ ন দিসই ভান্ডি ন বাসদি জাতে।' চর্যা ১৫, ১২০০।

পান্ডা [পানি বি পানিতে ভিজানো বাসি ভাত। 'পান্ডাতে আচার গেলে বড় মজা হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'বাংলায় জল হইতে জোলা; মদ হইতে মোসো, পানি হইতে পানডা, নুন হইতে নোনতা...' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পান্ডাভাত, পান্ড ভাত বি পানিতে ভিজানো বাসি ভাত। 'বাসি পান্ড ভাত ছিল সয়া দুই ভিট।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আমিয়া মনের পাত বাড়ি দিল পান্ডাভাত।' বিজয়, ১৬৫০।

পান্ডি [স প্রান্ত] বি প্রান্ত। 'আদ্য পান্ডি তার আদ্য মূল গোড়া।' লালন, ১৮৯০।

পান্ডিয়া [হি বি চিনির রসে ভিজানো রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ। 'পান্ডিয়ার রস আঙুলের কাঁক দিয়ে বেয়ে গড়তে লাগল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮; 'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসগোল্লা, জিহিপি, পান্ডিয়া, বৌদে, খাজা, গজা, মিহিাদনা, মতিচূর, দই, রাবড়ি।' শিবরায়, ১৯৭০।

পান্ডোয়া বি রসগোল্লা জাতীয় মিষ্টান্নবিশেষ। 'সে সাহসে কিনেছিল পান্ডোয়া সাত ঘোড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পাছ [স] বি পথিক। 'সেই ছায়াতে পাছ কর্তেই বিশ্রাম।' অলাওল, ১৬৮০।

পাছ-চিত [স পাছ-চিত্ত] বি পথিক-চিত্ত। 'এ মম পাছ-চিত্ত চক্ষল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পাছজন [স] বি পথিক। 'বসে আছে বেয়ার তরে পাছজনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পাছধাম [স] বি পথিকদের বিহীনস্থল। 'সাধুসল নামে আছে পাছধাম/প্রান্তি হলে তথায় করিবে বিহীন।' অথোথ্যা, ১৮৭০।

পাছদারী [স] বি পথিক নারী। 'তরুণী পাছদারী চকিত বিচলিত।' প্রমথ, ১৮৮৮।

পাছনিবাস [স] বি পথিকদের বিহীন করার জায়গা; পাছনিবাস। 'জেনি সেই পাছনিবাসে কিম্বৎকাল অবস্থিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

পাছনিবাসী [স পাছনিবাসী] বি পাছনিবাসে বাস করে যে। 'পশ্চাত্ত হলে শুধাইবে পথ/সে পাছনিবাসিগণে।' অথোথ্যা, ১৮৭০।

পাছপাষি [স পাছ-পাশী] বি মৌসুম পরিবর্তনের সঙ্গে যে পাষি এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বা এলাকায় যায়; পরিযাত্রী পাষি। 'সাগরপারের পাছপাষির জনার ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'সাগরপারের পাছপাষির ডানার ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাছ-পাদপ [স] বি এক ধরনের গাছ, যার মধ্যে পানি সঞ্চিত থাকে। 'পাছ-পাদপ নামে একপ্রকার বৃক্ষ আছে।' অক্ষয়, ১৮৫১; 'পাছপাদপ লোহ সফেন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

পাছশ্রীপ [স] বি রাত্রি আলোকিত করার বাতি। 'পাছশ্রীপ জ্বলে ওঠে যেই রাজপথে।' সূত্রাধ, ১৯৪০।

পাছ-মেঘ বি ভ্রমণশীল মেঘ। 'সেখা পায় ঠাই পাছ মেঘদল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পাছরমণী [স] বি পথচারী নারী। 'অনেক সময় রাজপথে কোনো নীলনয়না পাছরমণীর সম্মুখবর্তী হইয়াছে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পাছশালা [স] বি অভিনিবাস। 'সেই আমারদিশের নিত্যধ্বনি এই সকল লোক কেবল ভ্রমণপথে এক এক পাছশালা ময়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পাছহীন [স] বিগ জনমানবশূন্য। 'জনপদবাট পাছহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পান্দেনানামা [ফা] বি ফারসি ভাষায় লেখা ধর্মীয় পুস্তকবিশেষ। 'আমগারা ও পান্দেনামা হাতে লইয়া মাদ্রাসান হইতে উঠিয়া আসিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

পান্না [স পণ] বি মরকত; রুবি। 'হীরা, পান্না, ধুকমুকি, মুক্তার সাতনড়ি।' ভবানী, ১৮২৮।

পান্নাযজ্ঞার [পান্না+ফা হাজার] বি একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'ফলগয়ার, পান্নাযজ্ঞার, দুর্গিজাল, সাগরাল' মাহেনও, ১৯৪৯।

পানি, পানী ই pinnacle বি এক প্রকার হুইচাকা ছোটো নৌকা। 'পোঙ্গিদের চৌকীর পানির এক দৌরাছা ছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। 'ধর্ম-পানী, বুদ্ধি-ভিষি, সব ভাসিয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ব্র পানলি

পাঁপ [স] ১ বি ধর্মীয় বিবেচনায় অপরাধ। 'পাপ পুণ্য বেণি ভিড়ি নিরুল মোড়ি অজ্ঞাঠাণা।' চর্চা ১৬, ১২০০। ২ বি অধর্ম। 'আপনার কর পাপ সাগরে মোচন।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি পাপিত। 'পাপ দুইঠ কবে তাক সবই মারিব।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বি আইনের চোখে অপরাধ। 'আপন আপন পাপানুযায়ী শাস্তি পাইবেক।' ফররুখ, ১৮০১। ৫ বি অপদ। 'পাপকে বিদায় করিলে বাঁচি।' প্যারী,

১৮৫৮। ৬ বি দোষ। 'সে বদোবস্তে যদি যথেষ্ট ফলশ্রুতি না হয় তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পাপ-আঁধি বি পাপপূর্ণ দৃষ্টি যে আঁধিতে। 'আমি এ পাপ-আঁধি মেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পাপ-ইচ্ছা [স] বি অন্যায় আকাঙ্ক্ষা। 'পাপ-ইচ্ছা পুরাইতে চাহিল পানিনী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাপকথা [স] বি অর্নৈতিক কথা। 'দাপ চাহ মোরে আর কহ পাপকথা।' বড়ু, ১৪৫০।

পাপ-কলিঙ্গ [স] বিগ পাপের ভায়ে কীপছে এমন। 'পাপ-কলিঙ্গ ধরণীর বৃকে পুণ্য বারতা কহি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পাপকর্ম, পাপকর্ম বি অন্যায় কাজ। 'পাপকর্মে লিপ্ত হইও না।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

পাপ কহা ক্রি মোহ বীকার করা। 'কহিতে পাপ পান্ডির কাছে।' মানোএল, ১৭৪৩।

পাপকার্য, পাপকার্য [স] বি অন্যায় কাজ। 'যে টাকা জ্ঞাতির কাজে ব্যয় করবার জন্য জ্ঞাতির পক্ষে আদায় করা পাপকার্য।' প্রমথ, ১৯১৯; 'উহা অবৈধ ও পাপকার্য।' দর্শন, ১৯২০।

পাপকূপ [স] বি পাপরূপ কূপ। 'পাপকূপ হস্তে শত্রু আপনে উদ্ধারে।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

পাপক্রিয়া [স] বি পাপকাজ। 'অন্যান্য পাপক্রিয়ার মতো শিত ও মৃত্যু অশ্রবণের প্রবণতাও ইদানীং অবস্থাসা বৃদ্ধি পেয়েছে।' বেগম, ১৯৭০।

পাপক্ষম [স] বি অত্যন্ত মুহূর্ত। 'কোন পাপক্ষে আইদি দারুণী।' মুহূর্ত, ১৬০০।

পাপক্ষয় [স] বি পাপ-হ্রাস; পাপের বিনাশ। 'কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তদুচ্চতঃস্নিত পাপক্ষয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পাপচক্র [স] বি অত্যন্ত বলয়। 'প্রাচীন উৎপাদনবিধি ও পুরোহিতকুলের আধিপত্য এক পাপচক্র সৃষ্টি করে ...।' সন্দেহ, ১৯৭০।

পাপ-চণ্ডাল [স] বি পাপরূপ চণ্ডাল। 'ডুলাল পাপ-চণ্ডাল তাদের বাঙো দেশের কানী।' নজরুল, ১৯২৪।

পাপজনক [স] বিগ অমঙ্গলজনক। 'সামান্যতঃ কীবহতাকরণ মনুষ্যের পাপজনক।' দর্শন, ১৮৩১।

পাপ-জাত [স] বিগ পাপজনিত। 'পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে' মাইকেল, ১৮৬৬।

পাপজিহ্বা [স] বি পাপের কথা বলে যে মুখ। 'শান্তি পাবি, পাপজিহ্বা না করিলে হির।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাপতনু [স] বি পাপের শরীর। 'পাপতনু নিব তোর শ্যাল-কুকুরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাপতাপ [স] বি অপরাধ ও সত্তাপ। 'পাপতাপ হিংসা শোক, পাসরে সকল লোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'বিশেষ য-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অক্সবায়ী।' নজরুল, ১৯২৫।

পাপত্ব [স] বি পাপের ভাব। 'অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পাপমেহ [স] বি পাপে পূর্ণ মেহ। 'ভূষনালে পাপমেহ তাজিল

রাজ্ঞ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাশনাথ [স] বি পাশরক্ষ। 'আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাশনাথ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাশপঙ্ক [স] বি পাশরূপ পঙ্ক। 'আমার কি ধর্মজ্ঞান নাই যে, পরতীক্ষণ দ্বারা পাশপঙ্কে নিমগ্ন হইব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পাশ পরশ [স পাশপার্শ্ব] বি পাশের ছোয়া। 'পাশ পরশ নাই গোহে।' বাহরাম, ১৬৫০।

পাশ-পর্যামর্শ [স পাশ-পর্যামর্শ] বি অন্যায় উপদেশ। 'বিক পাশ-পর্যামর্শ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পাশপুঞ্জ [স] বি পাশরাশি। 'কিছু কি আতর্ঘ্য, পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্ভর্য পাশপুঞ্জ বীকারে বন্মভীকে দূষিত করিতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পাশপুণ্ড [স] বি পাশ ও পুণ্ড। 'পাশপুণ্ড সমভাব, করি কিছু করে লাভ।' ভবানী, ১৮২৫।

পাশপুত্রী [স] বি পাশের রাজ্য। 'শীঘ্র আমাকে এই পাশপুত্রী হইতে উদ্ধার করিয়া লও।' মশাররক্ষ, ১৮৮৫।

পাশপূর্ণ [স] বি পূর্ণকায়। 'নাগরিক রসনার পাশপূর্ণ তাদৃশ্য কি অসঙ্গত কথা বলে ফেললাম?' মুনীর, ১৯৬৬।

পাশ-প্রকোষ্ঠ [স] বি পাশরূপ প্রকোষ্ঠ। 'পাশ-প্রকোষ্ঠের সেওয়ালে ছিদ্র করে তার বীভৎসতা প্রদর্শন করা ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

পাশপ্রবৃত্তি [স] বি অন্যায় বাসনা। 'পাশ-প্রবৃত্তি (vice) নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২; 'না না রকম পাশপ্রবৃত্তি তাদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে।' গয়াজেন্দ, ১৯৪৩।

পাশপ্রসবিনী [স] বি স্ত্রী পাশ সূতিকারী। 'পাশপ্রসবিনী' গ্রন্থে প্রচলিত থাকতে এ পাতক উপলব্ধ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পাশবাণী [স] বি পাশের কথা। 'না বোল না বোল পাশবাণী' হেন পাশবাণী' বহু, ১৪৫০।

পাশবিদগ্ধ [স] বি পাশে জর্জরিত। 'পাশবিদগ্ধ ভূষিত ধরার লাগিয়া।' নজরুল, ১৯৩৫।

পাশ-বিমুক্ত [স] বি পাশ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত। 'পাশ-বিমুক্ত হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পাশবুদ্ধি [স] বি অধর্মবুদ্ধি। 'বাস্তবিক যেমন পাশবুদ্ধির বিরুদ্ধে কলশার আঘাতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পাশবৃত্তি [স] বি অন্যায়ের বৃত্তি। 'তোমার সঙ্গে পাশবৃত্তি হয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাশবোধ [স] বি অন্যায়ের অনুভূতি। 'ক্ষীণকটি কঠোরকুচা বেশ্যাদিমগনে পাশবোধ।' ভবানী, ১৮২৫।

পাশভঙ্গ [স] বি পাশের শক্তি। 'শাস্ত্র আচ্ছাদ্য বধ কৈলে নাই পাশভঙ্গ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাশভার [স] বি পাশের বোঝা। 'একটা গুরুতর পাশভার মাথায় বহন করিবারই বা প্রয়োজন কি?' মশাররক্ষ, ১৮৮৫।

পাশমতি [স] বি পাশিষ্ঠ। 'চাহিলেন সুরতি নাই দিল পামমতি।' বহু, ১৫৭০।

পাশমন [স] বি পাশপূর্ণ মন। 'যদি পাশমনে করি অবিরাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাশ-মন্দির [স] বি পাশপূর্ণ মন্দির। 'পুণ্ডরক এ পাশ-মন্দিরে।' রবীন্দ্র,

১৮৮৯।

পাশময়ী [স] বি স্ত্রী পাশী। 'শূদ্রাভিজাত নন্দবংশের পাশেতে পৃথিবী পাশময়ী হইলে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পাশ-মাতাল [স] বি পাশী; পাশিষ্ঠ। 'পুতুলে সাজায়ে কাবাবের তারা মাথা হুকে মরে পাশ-মাতাল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

পাশমুক্ত [স] বি পাশ থেকে মুক্ত। 'পাশমুক্ত করার হলে অসুর বহিস্র ভবদার।' নজরুল, ১৯৩৫।

পাশ-মুদুক [স] পাশ+আ মুদুক বি পাশের রাজ্য। 'এ পাশ-মুদুকে পাশ করেনিকো কে আছে পুরুষ-নারী।' নজরুল, ১৯২৫।

পাশপিত্ত [স] বি পাশ কালে মগ্ন বা জড়িত। 'আদ্যোপাত্ত পাশপিত্ত মনে করে বলে আছি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

পাশ-শক্তি [স] বি স্ত্রী পাশের ভয়ে ভীত। 'পুণ্ড-প্রভার অলমল করে ধরা পাশ-শক্তি।' নজরুল, ১৯২৮।

পাশশালা [স] বি পাশের আশ্রয় বা ভবন। 'এ দুনিয়া পাশশালা।' নজরুল, ১৯২৫।

পাশশাশী [স] বি পাশচাশী। 'নহে পুনি সাপ দিমু সুন পাশশাশী।' কবীন্দ্র, ১৯৮৯।

পাশশীলা [স] বি স্ত্রী পাশী। 'আগনি সে পাশশীলা শর্মিষ্ঠার যথোচিত দত্ত বিধান ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

পাশপূর্ণ [স] বি অধর্ম বা পাশ যেই এমন। 'লোকমন্ড্রে ইন্দুরতন্ত, পাশপূর্ণ চরিত্র।' মশাররক্ষ, ১৮৮৫।

পাশসল [স] বি পাশীর সৎপক্ষ। 'পাশসলই উচিত নয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাশসমর্থ [স] বি পাশ আশ্রয় করতে পারে এমন। 'এ গ্রাম চায় তোমাকে ... চায় তোমার সেই পাশসমর্থ প্রাপকে।' সবুজ, ১৯২১।

পাশসহচরী [স] বি স্ত্রী পাশের সঙ্গী। 'সুদা পাশসহচরী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাশসাধার [স] বি পাশের সমুদ্র। 'পাশসাধারে কাফ্রি তোমাকে সে কুমতী।' বহু, ১৫০০।

পাশ স্পর্শ [স] বি পাশপূর্ণ স্পর্শ। 'এই নীলে পাশ স্পর্শ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পাশস্রোত [স] বি পাশরূপ প্রবাহ। 'ইহাদের পাশস্রোত ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হইতেছিল।' ছোপতান, ১৯২৩।

পাশহর [স] বি পাশ পূর্ণ করে এমন। 'তল পাশহর কথা জেই হেতু ছয় মাথা।' মুহম্মদ, ১৬০০।

পাশাচরণ [স] পাশ-আচরণ বি পাশের কাজ। 'তোমার সঙ্গে পাশাচরণ করিতে সম্মত হইবে।' বক্রিম, ১৮৮৫।

পাশাচার [স] পাশ-আচার বি পাশিষ্ঠ। 'অতি পাশাচার ক্ষুদ্রসেহ কতকগুলি কৃষ্ণায়ের পজাতীয় হইয়াছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

পাশাচারিণী [স] পাশ-আচারিণী বি স্ত্রী পাশী। 'পাশাচারিণী দৃষ্টা ত্রীকে পরিভাষণ করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫১।

পাশাত্মা [স] পাশ-আত্মা ১ বি পাশিষ্ঠ। 'অপর ভাষা গাথা অতিদুরন্ত ধর্ম সংহারক পাশাত্মা জ্বননের প্রচলিত করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি দুয়াত্মা। 'পাশাত্মা রক্ত রক্ত স্থানের ...।' সোমথাকাল, ১৮৭৩।

পাপানুষ্ঠান [স পাপ-অনুষ্ঠান] বি পাপচার। 'তাহার পাপানুষ্ঠানের সমর্থন করিব না।' এসলাম, ১৯২০।

পাপান্ন [স পাপ-অন্ন] বি অন্যরভাবে উপার্জিত খাদ্য। 'পাপান্ন গ্রহণ করিলেই আত্মচ্যুত হইতে হয়।' দর্পণ, ১৮৩৫।

পাপাশএ [স পাপাশয়] বি পাপী। 'অশ্ব আরোহণে নিকলিল পাপাশএ।' সুলভান, ১৭০০।

পাপাশয় [স পাপ-আশয়] বি পাপী। 'সহজে নীচজাতি মুক্তি দুই পাপাশয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পাপাসএ [স পাপাশয়] বি পাপিষ্ঠ। 'কোন অস্ত্র এড়িবে এড় পাপাসএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

পাপাসক্ত [স পাপ-আসক্ত] বি পাপে আসক্ত। 'অনেকে পাপাসক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

পাপাসন্ন [স পাপাশয়] বি পাপিষ্ঠ। 'চুরি করি সমুদ্রে আমায় গেলিলে পাপাসন্ন।' মাল্যধর, ১৫০০।

পাপের ভোগ বি পাপের শাস্তি। 'দেখ এ পাপের ভোগ বটে কি না।' ভবানী, ১৮২৫।

পাপড় [স পপট] বি বাটা ডালের সঙ্গে মসলা মিশিয়ে তৈরি পাতলা মচমে কুটিবিশেষ। 'কলাবড়া বিয়ড় পাপড় ভাজাপুশী।' ভারত, ১৭৬০। ১ পাপর

পাপর [স পপট] বি ডালবটার সঙ্গে মসলা মিশিয়ে তৈরি পাতলা মচমে কুটিবিশেষ। 'মোক্তান্যু পাপর মোকর্ক গলাজল।' আলাওল, ১৬৮০।

পাপড়ি [স পর্বি ১ বি দল। 'পুণের পাপড়ি কাহাকে বলে, সকলদেই জানে।' অক্ষর, ১৮৫২। ২ বি পালক। 'পাথির পাপড়ি উড়ে যায়।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পাপরি, পাপরিয়া বি পতা। মনোএল, ১৭৪৩।

পাপিআ [স পাপী] বি পাপী। 'তোম্মে আতি পাপিআ কাহাঞি।' বড়, ১৪৫০।

পাপিআ ১ পাপিয়া

পাপিতা বি পাকা পৈপের ফালি। 'কাটা শাশা, পাপিতা, কাটা আনাজি, কাগজি সেবু, আদা ...।' রশীদ, ১৯৬৩।

পাপিনী [স বি ক্রী পাপসক্ত যে। 'পাপিনী আহরণে সবে তোর মুখ দেখিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পাপিনি [স পাপিনী] বি ক্রী সোধী। 'জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনি।' দীপ্তি, ১৫৫০।

পাপিয়া [স বরীহা] বি কোকিল জাতীয় সুকঠ পাখিবিশেষ। 'ঝিকুরে শিখিনী তেজ পাপিয়ার রোসে।' আলাওল, ১৬৮০। 'পাপিয়া পক্ষীই বাজী নকরেনে জলের বাস-এই অবগত আছে।' অক্ষর, ১৮৫০।

পাপিআ [স বরীহা] বি কোকিল জাতীয় সুকঠ পাখিবিশেষ। 'পিউরব পাপিআ শিখিনী করে রোল।' আলাওল, ১৬৮০।

পাপিষ্ঠ [স ১ বি মহাপাপী। 'পাপিষ্ঠ দুর্যোগিন দেবিতে না পারে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি পদ। 'পাপিষ্ঠ জইষ্ঠ মাস প্রতঃ তপন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাপিষ্ঠা [স বি ক্রী মহাপাপী যে। 'তখনি বধিবে সেই পাপিষ্ঠার গ্রাম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পাপী [স ১ বি পাপিষ্ঠ। 'যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'এক পাপী আমায়ে দিল মিথ্যাবাদ।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি পদ অধার্মিক। 'পাপী অধ্যাপকে বলে মিথ্যা সে বিলাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পাপীতাপী [স বি পাপচারী ও দুঃখভোগকারী। 'মত অভ্যাজন, মত পাপীতাপী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পাপীরসী [স বি ক্রী পাপকারী। 'পতিব্রত কৈল পাপীরসী।' ভারত, ১৭৬০।

পাপিষ্ঠ [স পাপিষ্ঠ] বি মহাপাপী। 'ওরে নরাধম পাপিষ্ঠ কে তুই?' মগাররক, ১৮৬৯।

পাপু [স পাপ] বি পাপ। 'চেতন পাপু ভিজ্ঞাঞে আকুল হরষে সবে সোহাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পাপেট [স পপুল। পাপেট গর্ভসমেট [স পপুল সরকার। 'দেশে পাপেট গর্ভসমেট স্থাপন করবার মতলবে ...।' মনসু, ১৯৪৫।

পাপোছা বি চিট জুতা। ওর্দা, ১৭৮৫।

পাপোশ, পাপোষ, পাপোশ [ফ পাপোশ] ১ বি পায়ের খুলা মোছার জন্য ব্যবহৃত পাট, নারকেলের ছোঁকা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি পুরু আতরণ। 'পাপকান, পাজামা, পাপোষ, পাপড়ী আমায়া, লাড়ুদার, মোড়াসা, ঢাকা বাকা ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৫। 'তার গাশে পাপোষের কিছু আসে বসে আছে।' হুতাম, ১৮৬১। 'পাপোষে একটুকুকালা মোটা কুকুর ঘুমায়েতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি এক ধরনের জুতা। 'নানা প্রকার পাপোশ আদিদার ছোট আদি ... ইত্যাদিতে চরপ শোভার ভক্তজনের মনের লোভ বাড়ান।' ভবানী, ১৮২৮।

পাক [স বি পাউডার ব্যবহারের উপকরণবিশেষ। 'লোশন, সাবান, ব্যান্ড, ক্রীম, পাক, কত কী।' লামসুল, ১৯৭৩।

পাব [স পদ] বি পদ। 'জই তো মুঢ়া অজলি ভাঙী পুজ়ে তু সদগুরু পাব।' চর্চা ৪১, ১২০০।

পাব [স বি পানশালা। 'দল বেঁধে পাবে বসে প্রেমসে বিহার পান করে।' মূলতথ্য, ১৯৬৬।

পাবক [স ১ বি পবিত্রকারক। 'ধর্মবান পুরন্দর সর্গের পাবক।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি আচরণ। 'শিরীতি পাবক কে জানে এত।' চম্পী, ১৫৫০।

পাবড়া [স পর্বি বি পর্বত। 'লইআ পাবড়া ঢোলা জার সনে করে খেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাবত [স পর্বত] বি পর্বত। 'উজ্জা উজ্জা পাবত উঁচি বসই সবরী বালী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

পাবদা [স পর্বত] বি মিঠা পানির মাছবিশেষ। 'শিঙী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকোনা।' ভারত, ১৭৬০।

পাবদুয়া বি পাখিবিশেষ। 'চড়ই মণিয়া পাবদুয়া টুন্টুনি।' ভারত, ১৭৬০।

পাবন [স ১ বি প্রায়শ্চিত্ত। 'যেতে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আশ্রয়। 'হয়নি তুমি হও গুণ্য-পাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'তার পুত্র কুসের পাবন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি শোধনকারক। 'প্ৰাণব এসেছে পাবন এসেছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। 'তোমার দেখে আমার দেখে বইল সেই বিশ্বপানখারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পাবনি [স] বি অনুমান। 'পান করি রক্ত-প্রোতঃ গর্জিলা পাবনি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

পাবনী [স] বি আশ্রয়। 'লক্ষী সরস্বতী ভূমি সরস্বতী সীতা পতিতশাবনী ভূমি পুরাণে বিলিতা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পাবদ [ক] বি অনুশ্রুত। 'তুমি জন ইয়োল জাতি আমরা ল ও অর্জরের পাবদ।' মনসুর, ১৯৫৫।

পাবলিক, পাব্লিক [হি] ১ বি দর্শক। 'পাব্লিক-নামক গ্যাসোলোক-ক্লো স্টেজের উপর আর নাচেই ইচ্ছে করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি সাধারণ জনগণ। 'আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পাবলিক ওপিনিয়ন, পাব্লিক ওপিনিয়ন [হি] বি জনমত। 'পাবলিক ওপিনিয়ন গ্রন্থতরকারীর উক্ত পদার্থ গ্রন্থতরকারের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'এমনি করেই পাবলিক ওপিনিয়ন সৃষ্টি হয়।' অন্নদা, ১৯২৯; 'ওহাই তো হল পাব্লিক ওপিনিয়ন।' মণীশ, ১৯৬৩।

পাবলিক জারগা বি জনসাধারণ জাগ্রা অর্থাৎ সরকারের প্রকাশ জাগ্রা। সেই-সব প্রকাশ জারগার নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পাবলিক-নামক বি জনসাধারণ নামে পরিচিত এমন। 'পাবলিক-নামক বৃহৎ সংসারের যেসবের সংসারী।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

পাবলিক ম্যুসেল; পাবলিক নুইসেল, পাব্লিক নুইসেল [হি] ১ বি জনসাধারণের অনুবিধা বা বিকিৎ হয় এমন কার্যকলাপ। 'রাগিরে জুলোকদের ঘুম বধ। পাবলিক ম্যুসেল যাকে বলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'এঁরা পাবলিক নুইসেলের অপরাধ করেছেন।' মনসুর, ১৯৫৫। ২ বি জনসাধারণের জন্য উপস্থাপিত করে এমন 'পাদাররা যে ক্রিয়াকর্ম পাব্লিক নুইসেল তার খবর জানতে পারছেন যদি।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

পাবলিক ফাউ [হি] বি জনসাধারণের অর্থতহবিল। 'পাবলিক ফাউন্ডের আহরণে ... নিশ্চিত আছে।' নজরুল, ১৯২৬।

পাবলিক লাইফ বি ব্যক্তিগত জীবন নয় এমন প্রকাশ্য জীবন। 'পাবলিক লাইফ বা রাজনীতিকদের জীবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পাবলিক সার্ভিস [হি] বি জনসেবা। 'বয়কটউৎসের কাজই তো পাবলিক সার্ভিস।' শিবরাম, ১৯৭০।

পাবলিক স্কুল বি প্রাইভেট স্কুল। 'ব্রাইটসের একটি পাবলিক স্কুলে আমি ভর্তি হইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ পাবলিক স্কুল

পাবলিক স্টেজ [হি] বি জনসাধারণের জন্যে মুক্ত এমন স্থান। 'ন্যান্দাল আর বেলন দুটো পাবলিক স্টেজ হয়ে গেছে।' অবন, ১৯৪১।

পাবলিকেশন, পাব্লিকেশন [হি] বি প্রকাশ। 'রেকর্ড অব রাইটসের ফাইনাল পাব্লিকেশনও হইয়া গিয়াছে।' ভায়া, ১৯৪২।

পাবলিকেশন [হি] বি প্রকাশনা সংকেত। 'প্রেস ও পাবলিকেশন অভিন্যাসটির প্রতিবাদ।' আজাদ, ১৯৬৩।

পাবলিশার, পাবলিশার [হি] বি বইয়ের প্রকাশক। 'এই সুযোগে ২/৪ জন পাবলিশারও বেশ দাম টাকা রোজগার করিতেছেন।' এসলাস, ১৯৩০; 'আমাদের ধর্ম পাবলিশারের হাটে হল নালাক।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'লুপ্ত কোনো পাবলিশার নয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

পাবলিশিং হাউস, পাব্লিশিং হাউস [হি] বি প্রকাশনালয়। 'পাব্লিশিং হাউস কিংবা লন্ড্রি।' মুক্তভাষা, ১৯৬৬।

পাবলিশিটি [হি] ১ বি প্রচার। 'পাবলিশিটি ও ডাক পিটামোর অনুমোহে।' বিকৃতি, ১৯৩৮; ২ বি প্রচারণার কাজ করে এমন। 'আমি হেটসেলের পাবলিশিটি অফিসারের কাজ করব।' শিবরাম, ১৯৭০।

পাবস [স পরস] বি বর্ষা। 'পাবস সময় ঘন ঘন গরজিত।' জালাওল, ১৬৮০।

পাবা ক্রি পাওয়া। 'জনক আশ্রি/ পূর্নে পুনমত পাব।' বড়ু, ১৪৫০। পাবামাত্র জিবিন পাওয়ায়। 'রাজক্সা পাবামাত্র ... উপস্থিত হইয়া কহিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ পাওয়া

পাবার জিনিস বি উপহার। 'তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিব।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পাম' দ্র পাওয়া

পাম [হি] বি নারকেল গাছের মতো শাখাশাখাযাযাীন এক জাতের গাছ। 'পায়াভারী পাম উদ্ভত মাথা-তোলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পামশাখি বি নারকেল গাছের মতো শাখাশাখাযাযাীন এক জাতের গাছ। 'শিল্পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'পামগাছের পোড়া হইতে ডগা পর্যন্ত দেখা যায়।' মানিক, ১৯৪০।

পামস্ট্রেট [হি] বি বাঁধাইহীন পুষ্টিকা। 'ইহার মধ্যে কএক খান পামস্ট্রেট।' দর্শন, ১৮৬০।

পাম' দ্র বি পশিট। 'পামর তুওরা পরভিটি না করিলি কেনা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৫০০; 'হা রে হা পামর, কি করিলি তুই?' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পামরভা [স] বি বৈরতা। 'অভিশপ্ত ইহলিস অপেক্ষাও পামরভার পরিচয় দিয়াছে।' দর্শন, ১৯২৬।

পামরবভাব [স] বি পশিট-ব্রুতি। 'সীত অথবা মুক্তি পামরবভাব।' কৃষ্ণানন্দ, ১৫৮০।

পামরী [স] বি পশিট। 'পামরী হেলালী নারী।' বড়ু, ১৪৫০; 'নটরী গোখালী হিনারী পামরী।' বড়ু, ১৪৫০।

পামরি, পামরী [স প্রাব] ১ বি অলংকৃত। 'বিরক্ত আইল পায় পামরি আঁচলা সাত ভাই আইল চড়্যা সাতখান সোশা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পুষ্যাবান। 'সকল্যথ পামরী ভল্ল পাব বলল করিয়া পাটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পামতু হি পাম্প দ্র। বি ফিডাইন এক রকমের জুতা। 'মাস্টারমশাইর পামত ঢাকা গায়ে দুটো আঁচল হোঁদাশাম।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯; ৩ পাম্পদু

পামির বি পামির মালভূমি। 'ফউজ পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পাম্প [হি] ১ বি পানি তোলার যন্ত্রবিশেষ। 'ভাকার ... বাজি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিসেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি যন্ত্রবলে বাতাস ভরার যন্ত্র। 'ফুটবল, ব্রাডার, ব্যাকেট, ডিউস বল, এমনকী ফুটবলের পাম্পজলোরাও পাড়া পাওয়া গেল না পরদিন।' শিবরাম, ১৯২০।

পাম্প-করা হি পাম্প+করা বি বায়ু বা গ্যাসপূর্ণ করা হয়েছে এমন। 'কবে পাম্প-করা পায়ে খেঁটু গ্যাস বিধ থাকে তার চেয়েও কম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পাম্পার [হি] বি পাম্প করার যন্ত্র। 'পাম্পার দিগে অনবরত গ্যাস গোরা হচ্ছে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

পাল্পশু [হি] বি কিতা ছাড়া এক প্রকার জুতা। 'চকচকে পাল্প-সু'। শব্দ, ১৯১৭; 'ভাঁর ফর্সা পায়ের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে, যতটা কালো পাল্পশুর ভিতর ঢাকা পড়েনি।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩

পায়'ত্র পাওয়া

পায় [কা] বি পা। ওর্ডা, ১৭৮৩।

পায়খানা [কা] পায়খানাত্তি বি মলত্যাগের স্থান। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বলিগর্ভের 'ডব্লিউ সি (পায়খানা) সম্বন্ধে ডব্লিউ ডালিমকড়া (মিসিস ফরফরা) বাহা বর্ণনা করিলেন।' রোকেয়া, ১৯২৭।

পায়খানা পাওয়া ক্রি মলত্যাগের বেশ আশ। 'পায়খানা শেলোও গা এতখানি মিসরির করে না।' শ্যামল, ১৯৬৭।

পায়চারি, পাইচারি, পায়চারী [ফা পায়+স চার+চ] বি ইচ্ছিত হাঁটা; হাঁটাইটি। 'কিছু কাল এশাশ ওশাশ করিয়া হৃৎকরিয়া উঠিয়া এক একবার পায়চারি করিতে লাগিল।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'জয়হরি শূন্যশূন্য নিরাশ হইয়া বেদো পুচ্ছবীর তীরে আস্তে আস্তে পাইচারি করিতেছেন।' গ্যারী, ১৮৫৯; 'গৃহমধ্যে মুদিত চক্রে পায়চারীকরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে ...'। মোতাহার, ১৯৩৭।

পায়চারীকরণ [পায়চারী+স করণ] বি হাঁটাইটি। 'গৃহমধ্যে মুদিত চক্রে পায়চারীকরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে ...'। মোতাহার, ১৯৩৭।

পায়জামা [কা পালামা+জ] বি কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকার বস্ত্রবিশেষ। ওর্ডা, ১৭৮৫; 'প্রকাণ্ড কাফুদী পায়জামা, আর হুস, দাড়ি।' রোকেয়া, ১৯২৮; 'সুফি রং চাহারখানার টিলে আরবি পায়জামা।' নজরুল, ১৯৩০।

পায়জার [ফা বি জুতা। 'কাফুদী বোনা-অবেলা মোকা পেলেই তার পায়জারে গড়করক পেয়েক মুকিয়ে দেয়।' ক্ষুদ্রতর, ১৯৫২।

পায়জোর [ফা পায়-জেওয়ারি] বি অলংকারবিশেষ। 'বৃত্তিতে তার বক্ষঃ নুপুর পায়জোরের শিল্পিনী যে।' নজরুল, ১৯২৬।

পায়তারা [হি পায়তারা] ১ বি উদ্যোগ। 'কোমর বাড়িয়া সুখে করিল পায়তারা।' গরীব, ১৭৬৫; ২ বি কোনো কাজের আশে-আশ্বাস। 'তিনি বলিলেন, না, পায়তারা ধরোই।' রাজ, ১৮৭৪।

পায়দল [দ্যা] বি পদাভিক্রম। 'পায়দল স্রীম সংখ্যা।' আশাওল, ১৯৮০।

পায়দান [কা] বি পাদানি: যার উপর গা রেখে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। 'কেউ-বা পায়দানে চড়ে চলতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭; 'ক্রীমের পায়দানের উপর ভিড় করে কলকল আর ...'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পায়বন্দ [কা পাবন্দা] বি অনুপায়। 'কাজে কর্মে কলাবার্তায় সাহেবীয়ানার চাইতে নবীয়ে কবীরের পায়বন্দ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পায়রা [স শারাবত] বি পানিবিশেষ। 'পায়রা উড়তে আর সাধু ধনপতি জ্ঞাত নবরিয়া শিশু লইয়া সাহেতি।' মুকুন্দ, ১৯০০।

পায়রাহী বি পায়রার ছা। ওর্ডা, ১৭৮২।

পায়রি [স শারাবত] বি স্ত্রী কবুতর। 'গলাফিনা তাঁসা আখি বাকনা বকরেখি নানাবর্ণ লইল পায়রি।' হুসুদ, ১৯০০।

পায়রাচাঁদা বি মাছবিশেষ। 'পুতুরে চাপেগি পায়রাচাঁদা মোরলা আছে।' জীবন, ১৯৪০।

পায়রা-চাঁদা বি মাছবিশেষ। 'চাঁদের মতো পায়রা-চাঁদা ... জালে পড়ল।' অবল, ১৮৯৬।

পায়স [স] বি পায়স: দুধ, চিনি, চাল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি মিষ্ট

দ্রব্যবিশেষ। 'সুজায়া পায়স দমি।' চণ্ডী, ১৫৫০।

পায়সল [পায়স+অল] বি এক ধরনের সুমিষ্ট খাবার। 'খনি ব্যক্তি প্রতি পায়সল তোলন দ্বায়া বেরশ পরিভূতি করেন ...'। অক্ষয়, ১৮৪৪।

পায়ী'ত্র পাওয়া

পায়ী [কা পায়+ত্ৰ] বি পদমর্যাদা। 'মহল কঁটাল ভায়া পেয়েছেন বড় পায়ী বেড়ে পাশ ভুঁড়ি সুবিধায়।' ওর্ডা, ১৮৮৮।

পায়াতারী [কা পায়+স তারী] ১ বি গর্ষ। 'মিসলতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়াতারী ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ উচ্চপদে আশীন হওয়ার দাবিত। 'পায়া-তারী শোকের ভারি সুবিধে।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বিণ পায়ের দিকটা মোটা। 'একশার মোটা পায়াতারী পাম উচ্চত মাথা-তোলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পায়াতারী হওয়া ক্রি অহংকার হওয়া। 'সাথে তাদের পায়ী ভারী হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পায়ু [স] বি মলবার। 'সুড়সে ফেলিয়া পায়ু বেঁধুড়িয়া লইল চোরে পায়।' ভারত, ১৭৬০।

পায়েরা [হি পায়রা] বি পায়ের অলংকারবিশেষ। 'জোড়-পায়েরার কুমুহুহু।' নজরুল, ১৯২৫।

পায়ের [স পায়স] বি মিষ্টি, চাল, দুধ প্রভৃতির সাহায্যে তৈরি মিষ্টান্ন। 'পায়ের-উদন পিঠা পক্ষাশ বেঞ্জন মিঠা।' হুসুদ, ১৯০০; 'দুটি, পিঠা, দুধ, কীর, নই, বাবুটি, পায়ের, সশেন ঝী নেই সে-ভুজিয়ায়।' শিবরাম, ১৯৪০।

পায়োনির, পায়োনিয়ার [হি ১ বি ইয়েজি খবরের কাগজবিশেষ। 'পালোনির গ্রন্থ শেখের ইয়েজি কাগজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ পথিক। 'সে হুয়ে পায়োনিয়ার।' শিবরাম, ১৯৪০।

পায়োরিয়া [হি বিণ ঘুঘুর রোগবিশেষ। 'সেতলি যে কত লক্ষ পায়োরিয়ামত অথরোটে এবং আশা গহরেও নিরন্তর যাতায়াত ...'। ক্ষুদ্রতর, ১৯৫৮।

পার [স] ১ বি কীর। 'পার উজারে সোই পাইজি।' চণ্ডী ৩২, ১২০০। ২ বিণ অভিক্রান্ত। 'কাজ সেখি বাটত যমুন থায়া দিল পার হবা বসুল নামের যর পেল।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি পায়শার। 'বিলানে পার করিয়াছে কুন সানি।' মলাধর, ১৫০০। ৪ বি উপর। 'বেখাও উঠে চাঁদ ছাশের পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বি ওপার। 'সুখোয় ঘুঘোও মকন-পায়ের ভাইটি আমার।' নজরুল, ১৯২২। ৬ বি নিত্যর। 'সংসার না দেখে পার পেয়ে যান।' শ্যামল, ১৯৬২।

পার করা ক্রি উদ্ধার করা। 'দরালচাঁদ আসিয়ে আমার পার করিয়ে।' শ্যামল, ১৮৯০।

পার করেই ক্রি পার করে। 'ভহি হুজিলী মাতসি পোইয়া লীলে পার করেই।' চণ্ডী ১৪, ১২০০।

পারখণ্ড [স] বি নদীতীর। 'পূজে লখ্যা কালিকা প্রত্যহ পারখণ্ডে।' মদিকরাম, ১৭৮১।

পার পাওয়া ক্রি নিত্যর পাওয়া। 'সংসার না দেখে পার পেয়ে যান।' শ্যামল, ১৯৬২।

পার হওয়া ১ ক্রি পরিগ্রহণ পাওয়া। 'তোমকে বাড়ারি বোলে চালে হবা যাবি পার।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি পারাপার হওয়া। 'মক্কা বানরে চড়ি সাগর হইবে পার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ ক্রি ভেদ করা। 'কলোজার তীর বেন হইয়া পেল পার।' গরীব, ১৭৬৫।

পারক [স] ১ বিণ সমর্থ। 'কৃষ্ণনাম পারক হয় করে প্রেমদান।' কৃষ্ণনাম,

পারকতা

১৫৮০। ২ **বিপ দক্ষ**। 'শুলপি ও নেত্রা ও বর্ষি এ সর্বতেই অতি পারক।' *রাসরাম*, ১৮০১।

পারকতা [স] **বি** সক্ষমতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পারকবোধ [স] **বি** পরবশতা। 'দুহিত সমাধে ব্যক্তিরা আত্মপারায়ণতা পারকবোধকে বাড়িয়ে তোলে।' *শিব*, ১৯৬০।

পারশ [স] ১ **বিপ দক্ষ**। 'ব্রহ্মণ্ডে পারশ বড় পননাতো আর্ঘ্য।' *কিষ্কিণ্ডী*, ১৬০০; 'মিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অরু বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারশ।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ **বিপ সক্ষম**। 'বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিচয় করিতে অভ্যাস করা; ... বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও পারশ হইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পারশতা [স] **বি** দক্ষতা। 'সম্পাদক মহাশয়গণের পারশতা ও সম্ভাব্যের সেবিয়া ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩৩।

পারশা [স] **বিপ ক্রী** সক্ষম। 'দুই এক ছন নির্বোধ নারীকে কর্ম সমর্পণে পারশা জ্ঞান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

পারশায়ী [স] **বি** পায়ের উদ্দেশ্যে যায় যে। 'পারশায়ী এক ঘটি থেকে অন্য ঘটি, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার উত্তীর্ণ হতে চলে।' *অবন*, ১৯২৫।

পারশাটী **বি** শেয়াঘাট। 'হাট ভেঙে গড়ে নদীতীর/পারশাটী।' *শক্তি*, ১৯৬৯।

পারশংম [স] **বিপ সক্ষমবশ**। 'অভিসার আর পারশংম।' *সুহৃষ্ট*, ১৯৩৯।

পারশমা [স] **বিপ ক্রী** সক্ষম। 'সেখতে বেশ পারশমা।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

পারশায়ী [স] **কিপ পরশায়ী**। 'জই তুমহে লোখ হে হোইর পারশায়ী।' *চণ্ডী*, ১২০০।

পারশায়ী **গ্র** পারশ

পারশ [স] **বি** ব্রত-উপবাস শেষে আহার। 'প্রভাতে বিলাএ সিয়া করিষা পারশ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৬৯।

পারশা, **পারমা** [স] **পারশা** **বি** ব্রত-উপবাস শেষে আহার। 'একাদশির প্রভাতে রাধা পারমা জে মিনে।' *আলাখর*, ১৫০০; 'দুই উপবাস করি করেন পারশা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পারতত্ত্ব [স] **বি** পরবশতা। 'পারতত্ত্ব ঘটয়ছিল মায়, পরাধীনতা ঘটে নাই।' *বহিষ্কৃত*, ১৮৮৭।

পারতপক্ষে [স] **পারশ-পক্ষে** **ক্রিবিপ** যথাযথ। 'পারতপক্ষে কোন উক্তপক্ষে অন্য জাতিকে নিরুত্তর করিতে ইচ্ছা করেন না।' *অক্ষর*, ১৮৬৬; 'পারতপক্ষে সাবক মিয়মের কিছুমান ব্যত্যয় হইতে পারিত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পারশপক্ষে [স] **পারশ-পক্ষে** **ক্রিবিপ** পারশে। 'সোকানেও আমার পারশপক্ষে চুকতে ইচ্ছা করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পারক্রিক [স] **কিপ পরলোক সক্রোত্ত**। 'কল্পপুণ্যবচনানুসারে ঐহিক পারক্রিক কি প্রকার হয়।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পারধি **বি** প্রসবকালগী বাধী। 'সামুয় কিঞ্চয়ী ডাক্য আনিল পারধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পারশ [স] **বি** তরল ও সবচেয়ে ভারী ধাতুবিদ্যে। 'কর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রশ, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

পারদ **বি** জাতিবিদ্যে। 'সৈনিক কার্যেও... কায়েল, পারদ, পুত্র প্রভৃতি তিন জাতিগণ নিয়োজিত হইত।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পারদর্শী [স] ১ **বিপ** পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শী গ্রীহত কালিদাস সভাপতি।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ **বিপ দক্ষ**। 'অন্যান্য জাতীয় বিদ্যাতেই বা কিস্বকরে পারদর্শী হইবেন।' *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ **বিপ অভিজ্ঞ**। 'নানা বিদ্যাতে পারদর্শী।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

পারদর্শিতা [স] ১ **বি** দক্ষতা। 'ভক্তজ্ঞেয়ে পারদর্শিতা রূপে বিখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮; 'ভাক্তারি বিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ **বি** পাণ্ডিত্য। 'হিন্দু ধর্মে তাহার ... পারদর্শিতা ছিল।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

পারদর্শিত্ব [স] **বি** পারদর্শিতা। 'এ প্রকার পারদর্শিত্ব প্রশংসা করিয়াছিল।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

পারদর্শিনী [স] **বিপ ক্রী** দক্ষ। 'বিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে চাহেন।' *য়েকোরে*, ১৯২১; 'ফার্সিতে যে কোনো মন্ত্রাদার ছেলের চেয়েও পারদর্শিনী।' *নন্দকল*, ১৯৩৫।

পারদর্শিরূপে [স] **পারদর্শী** **ক্রিবিপ** দক্ষতাসহকারে। 'সুর্লভন ক্রী সকল শ্রমের শাস্ত্রাবধান করিয়া তত্ত্ব শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

পারদারিক [স] ১ **বিপ** পরতীর প্রতি আসক্ত। 'ব্যতিক্রমী ক্রী ও পারদারিক পুরুষ ডাক ক্রীকে ও ডাক পুরুষকেই ...।' *হামমোহন*, ১৮২০। ২ **বিপ** ব্যতিক্রম্যবিশিষ্ট। 'পারদারিক কুখ্যে মোটেই ছিল ...।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

পারদারিকতা [স] **বি** ব্যতিক্রম্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পারদ **কি** পারা। *ভঙ্গ*, ১৭৫৫।

পারদ্রা [স] **পরমদ্রা** **বি** ভাত। 'পারদ্রা স্বধা মোর সরিরে না সহে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পারফিউম [স] **বি** সুগন্ধি। 'রুমালের কোলে একটুখানি পারফিউম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৬০।

পারফেট [স] **বিপ** পরিতৃপ্তির। 'একে বলা যেতে পারে পারফেট কীলিং।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পারমার্থিক [স] ১ **কিপ** আধ্যাত্মিক। 'পারমার্থিক জীবনের যে কথা তাহা জন ...।' *মুক্তাভাস*, ১৮১২। ২ **কিপ ধর্মীয়**। 'পারমার্থিক জ্ঞানবাক্য সেখিতে কেবলা সেখাউতে বসন্ত২ সিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ **বি** আধ্যাত্ম-সাধনার নিয়োজিত ব্যক্তি। 'পারমার্থের পরম পারম পরমার্থ পথ প্রায় পারমার্থিকেরা পবিত্র সোচনে সেখিতে পান।' *ভবানী*, ১৮২৮।

পারমার্থিকবিদ্যা [স] **বি** ধর্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। 'জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমার্থিকবিদ্যা বাহা পূর্বে জ্ঞানবান লোকেরা সমগ্র করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

পারমিতি [স] ১ **বি** অনুমতিপ্রদ। 'চারি পারমিতির এক মোকামে আটক পড়িয়াছে।' *কালমে*, ১৭৮৯; 'বাস কিনিলে তাহার জন্য লাইসেন্স ও পারমিতি পাইতে ...।' *আজাদ*, ১৯৪৬। ২ **বি** সরকার নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য-সামগ্রী কেনাবেচার অনুমতিপ্রদ দানবৈ অফিস। 'একদম যে স্থানে পারমিতি আছে পূর্বে তাহার গড় ছিল।' *গ্যারী*, ১৮৫৮।

পারমিশন [স] **বি** অনুমতি। 'আসারে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

পারম্পর্ষ, **পারম্পর্ষ্য** [স] **বি** ধারাবাহিকতা। 'এইরূপ যেখানে অনন্ত

পারম্পর্য আছে' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'আমাদের এই বর্তমানের কোনো
সামাজিক পারম্পর্য নেই' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পারম্পর্যবিহীন [স] বিপ ঘরাবাহিরকতাহীন। '১৮৫৭ সালের
অত্যাচার একটি পারম্পর্যবিহীন একক ঘটনা নয়' মহাশেখা,
১৯৬৬।

পারসী [বা পারসি] বি পারসী। 'কনক কেতকী পারসী দুলালী' বড়ু, ১৪৫০।

পারসৌকিক [স] বিপ পরলোকসংক্রান্ত; পরলোকে। 'পারসৌকিক
ভোগান্তর ঘটনা বিস্মৃতা হইল' দর্পণ, ১৮২৮।

পারসী [বা পারসি] বি ফারসি ভাষা। 'যে আলা হইয়াছে ... তাহার
মজদুন পারসী ও বাঙ্গা শব্দে তরজমা' ডানকান, ১৭৮৪। হ্র
পারসি

পারশে [স] পার্শে। ত্রিকণ পাশে। 'পারশে যেন বসিয়াছিল/ ধরিয়াছিল
কর' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পারসি, পারসী [বা] ১ বি ইরানের ভাষা। 'পারসি আরবি কম কতু নাহি
বুঝু ভর' রামমোহন, ১৭৮০; 'সমগ্রতি পারসী পড়ালে ভাল হয়' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি পারস্য দেশীয়। 'বাঙ্গালা ও পারসি শব্দে ও
অঙ্কর লিখিয়া ...' ডানকান, ১৮৪৪। ৩ বি করতলপুঞ্জী ভারতীয়
জাতিবিশেষ। 'হাটীয়া কল্যাণ প্রাইট, শোণ, পাদরি, অগ্নিক, পারসী ও
ব্রাহ্মণ ...' বঙ্গমর্শন, ১৮৭২।

পারসিক, পারসীক [পা পারসী+স ইক] ১ বি পারস্যের।
'বিস্মৃতিরা ... পারসীক ভাষা সুন্দর রসে অভ্যাস করিতে পারে।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বি পারস্য। 'ভারতবর্ষের সমীপবর্তী পারসীক
দেশে ...' অক্ষর, ১৮৪৮। ৩ বি পারস্য দেশের অধিবাসী।
'পারসিক, যোনা, বাহ্লিক, নক, হুন, আরব্য, তুরকী সম্বন্ধে
অসিদ্ধাছে।' বঙ্গমর্শন, ১৮৭২; 'পারসিকদিগের প্রাচীন যুদ্ধে ধর্ম
এইরশ' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পারসিয়ান [বি] বিপ ফারসি। 'পারসিয়ান অক্ষর' দর্পণ, ১৮২২।

পারসীগত [বা পারসী+স গত] বি ফারসি ভাষার অন্তর্গত। 'গ্রায়
এক হাজার পারসী বা পারসীগত আরবী শব্দ পারসী গ্রন্থাবলির পরিচয়
দিতেছে।' শব্দমুদ্রা, ১৯৩১।

পারশ্রব্বেশ [স] বিপ জারজ (অন্যের বীর পর্তে জাত অর্থে, পাণি)।
'পারশ্রব্বেশে জনপদ ভগ্নদ্রোণ হইয়া বিদ্রোহাদি করিবেন।' দর্পণ,
১৮৩৮।

পারস্পরিক [স] বিপ একের প্রতি অন্যের। 'পারস্পরিক নির্ভরতা
সৌভাগ্যেই মানবসমাজ্যের চিহ্নার্থক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পারষ [স] পারস্য। বিপ পারস্য ভাষার। 'বালক আরবী ও পারষ শাস্ত্রের
সমুদায় পুস্তক ...' চরিত্রসং, ১৮৫০।

পারস্য [স] ১ বি ফারসি ভাষা। 'ইরাকী বাঙ্গালা পারস্য সংস্কৃত লাতিন
প্রকৃতি' বঙ্গমুদ্রা, ১৮২৯। ২ বি ফারসি ভাষার। 'পারস্য ও বঙ্গ
কবিতাতে অভিস্যুতিক ...' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি ইরান দেশের।
'... সন্থম ও উপায়ের বিদ্যাই পারস্য' দর্পণ, ১৮৩৪।

পারস্যভাষা [স] বি পারস্য দেশের ভাষা; ফারসি ভাষা। 'তৎকালীন
পারস্য ভাষাতে অপারশ' দর্পণ, ১৮৩৮।

পার্য্য ১ কি সমর্থ হওয়া। 'কেতুআল নাহি কে কি বাহবকে পার্য্য' চর্যা
৮, ১২০০। ২ কি সক্ষম হওয়া। 'লোকে সেখিয়া বৃষ্টিতে পাকক,
সত্য, সরলতা' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। পার্য্যে কি পারত্যম। 'পেস

কল্পেও কল্পে পার্য্যম' হেতুম, ১৮৬২। পার্য্য কি পার্য্যো। 'তুমি সে
নিবাসে পার কল্প গ্রামনাথ' বৃন্দা, ১৫৮০। পার্য্যে কি পার্য্যে।
'কেতুআল নাহি কে কি বাহবকে পার্য্য' চর্যা ৮, ১২০০। পার্য্যে
কি পার্য্যে। 'কার সক্তি নহীতে পার্য্য তোমা বানি' রবীন্দ্র,
১৬৮৯। 'পার্য্যতুম কি পারত্যম। 'অমি আমার আর্য্যে রায়কু দিয়ে
ফেলতে পার্য্যতুম' রবীন্দ্র, ১৮৯২। পার্য্যম কি পার্য্যো। 'মোর মর্শে
আনিবাসে পার্য্য কাড়িয়া' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পার্য্যহ কি সমর্থ হও।
'মর্শে দান দিতে না পারহ রাধা জন আক্ষার উজ্জরে' বড়ু, ১৪৫০।
পার্য্য কি পার্য্য শব্দের প্রথম পুরুষের সাধারণ বর্তমান কালের রূপ;
সক্ষম হই। 'আযোড় যোড়ন আদে করিবাক পার্য্য' বড়ু, ১৪৫০।
পার্য্যবেক কি পার্য্যে। 'তিন শত টাকা হইলে হইতে পার্য্যবেক'
কেবি, ১৮০২। পার্য্যিবে কি পার্য্যি। 'সবি হে কি কহব বচন না ফুর।
যশন কি পরতেক কহই না পার্য্যিবে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। পার্য্যি
কি পার্য্যাম। 'বখিতে না পার্য্যি মুই সতু পাড়ি।' বিজয়, ১৬৫০।
পার্য্যিস্ত কি পার্য্যাম। 'না পার্য্যিষ্ট ভজিবার' বাহরাম, ১৬৫০। পার্য্যী
কি পার্য্যি; সক্ষম হই। 'তোমাকে মিলি তিহ ধরিতে না পার্য্যী' বড়ু,
১৪৫০। পার্য্যে কি সক্ষম হয়। 'তোমারি সে রূপে মোরে মারিবারে
পার্য্যে।' বড়ু, ১৪৫০। পার্য্যী কি পার্য্যি। 'পার্য্য নিয়াক পার্য্যে
তোমার বচনে' বড়ু, ১৪৫০। পার্য্যোহ কি সমর্থ হও; পার্য্যো।
হালহেত, ১৭৭২। পার্য্যী কি পার্য্য। ফার্সো, ১৭৪০। পার্য্যম কি
পার্য্যাম। 'অমি না কিজাসা করে বরতে পান্থম না।' উমেশ,
১৮৫৭। পার্য্যে কি পার্য্যে। 'বাসের বাড়ী যেতে পার্য্যে কাছ
পার্য্যি।' উমেশ, ১৮৫৭। পার্য্যেন কি পার্য্যেন। 'সহস্রর সমানে
জানতে পার্য্যেন' হেতুম, ১৮৬৮। পার্য্যেম কি পার্য্যাম। 'তোরা
কথা ভাই বুঝতে পার্য্যেম না।' উমেশ, ১৮৫৭। পার্য্যোম কি
পার্য্যোম। 'নাহি পার্য্যোম সুখ উদীপন' দর্পণ, ১৮২২।

পার্য্যে ওটা ১ কি আর্য্যে জানতে সক্ষম হওয়া। 'অমি এত টোকা
করছি কিছুতেই পার্য্যে উঠছি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ কি কুশোনা।
'অমি তেমন সুখ পার্য্যি নে এবং পার্য্যেও উঠছি নে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৪। ৩ কি স্তম্ভী হওয়া। 'যেখানে তেবলসার ফসরবুধির কথা
সেখানে পুস্তক ব্রীলোকের সহিত পরিয়া উঠবে কেন?' রবীন্দ্র,
১৮৯৭।

পার্য্য [স] প্রায়। ১ অর্থাৎ যেন। 'পোকুল মজিল পার্য্য।' দীপ্তি, ১৫৫০। ২
অর্থাৎ মতো। 'কোন দেশে নাড়ি মুখিনী মের পার্য্য' মুকুন্দ,
১৬০০। ৩ ত্রিকণি বৃষ্টি; বোধ হয়। 'রায় তোরে কেনপাল করিবাসে
আইসে এস পুণ্ডার সময় হইল পার্য্য' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি
অভিযাত্র। 'বৃষ্টি পার্য্য জাবে বাসাবের ভৌখারের কান্দ সদ্যপারে'
মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিপ সদৃশ। 'রসগলে মাতো মা গো, যোরা
উদ্গাদিনী-পার্য্য' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পার্য্য [স] পার্য্য। বি তরল ধাতু পার্য্য; মার্কিডির। ওর্গ, ১৭৮৩:
'আমনার পা দিয়ে পার্য্য ফুটে বেরিয়েছে।' প্রমথ, ১৯০৫; 'পার্য্য
মানে সে পার্য্য জাবে।' বিজুতি, ১৯২৯।

পার্য্যাম [স] পার্য্য+স ভাম। বি পার্য্য দিয়ে তৈরি গুণ্ডাবিশেষ।
'এই পার্য্যাম নাও, ... খাইয়ে দাও।' গিরিশ, ১৮৮৯।

পার্য্য [কা] পার্য্য বি পাড়া; মহড়া। 'উভরহানে মহড়া বা পার্য্য' দর্পণ,
১৮৩০।

পার্য্য [স] পদ+বি পা। 'এখনকার মেয়েদের পার্য্য ভাষা নোক' উমেশ,
১৮৫৭।

পার্য্য মারা কি চাণাচ্যুতি করা। 'এখন খাইব তাত পেটে পার
মারি' মুকুন্দ, ১৬০০।

পারা

পারী বি পুং। 'এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপা ফুলের পারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

পারীয়া [বি পরীয়া] বি যিরে অথবা তেলের ভাজা স্ফটিকবিশেষ। 'অতি উৎকৃষ্ট পারীয়া, কোথী, কাবার উপস্থিত।' রোকেয়া, ১৯০৪।

পারীয়া [সি পার-] ১ বি নদী পার হওয়ার মাংস হিসেবে প্রদেয় অর্থ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'পারীয়ার কড়ি চাহি ছুটি সেয়ে?' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণ পার হওয়ার। 'এ যুগের পারীয়া নৌকোয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পারীয়া [সি পার-] ক্রি অতিভ্রম করা। 'সকল দেশ পারীয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'পারীয়ে সন্ত-সমার এসেছে।' নন্দকর, ১৯২৬।

পারীয়ে বাওরা ১ ক্রি পার হয়ে বাওরা। 'জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি অতিক্রম হওয়া। 'আমার চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পারীপার [সি পারাবার] বি সমুদ্র। 'কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার।' বৃন্দা, ১৮৮০।

পারাপার [সি ১ বি যুক্তি। 'যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি পারাপার।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ২ বি একশ-ওশল আসা যাওয়া। 'বিরহ উহার নাম নাহি পারাপার।' উৎপল, ১৮৫৭।

পারাপারহীন [সি ১ বিণ পারাপারের ব্যবস্থা নেই এমন। 'পারাপারহীন এক যোহানার ...' জীবন, ১৯০০। ২ বিণ ক্লান্ত। 'নদী এখানে সাগরের মতোই পারাপারহীন।' ময়িক, ১৯০৬।

পারাপারি ক্রি নদীর এপার-ওপার করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পারা পারা [জন্য] বিণ জর্জরিত। 'এই রূপে পরে তীর করে পারা পারা।' গঙ্গী, ১৭৬৫।

পারাবত [সি পারাপাত] বি কবুতর। 'লইয়া নিজ পারাবত চলে ধনপতি দর।' হুতুঙ্গ, ১৬০০।

পারাবার [সি বি সমুদ্র। 'এই পাথে জাইতে রাম নিবেদন কৈল কৌতুহলিত করিয়া পারাবার।' হুতুঙ্গ, ১৬০০; 'দুর্গা পিঠি, কল্যাণ, মিল, দুস্তর পারাবার।' নন্দকর, ১৯২৬।

পারাপিত্য [সি বি পরের দ্বারা শোষণ। 'এই পারাপিত্য মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পারিজাত [সি ১ বি (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্রমহেন উড়ত বর্ণীয় বৃক্ষ, ফুল বা ডাল ফল। 'পারিজাতপত্রি' পরিমল পারিজাত।' ভূদু, ১৪৫০। ২ বি এক জাতের দানবের নাম। 'পারিজাত দানবের পরিশা বক্ষহার।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৩ বি ফুলবিশেষ। 'সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে/অরুণ-বরণ পারিজাত অশ্রু হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পারিজাতমালা [সি বি পারিজাত ফুলের মালা। 'পারিজাতমালা তাহার ভালে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

পারিতোষিক [সি ১ বি পুরকার। 'বীরবরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট পারিতোষিক দিলেন।' বেক্ট, ১৮১২; 'যে ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষাকর্ষী হইবেন তাহারদিগকে ঐ টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি দ্রব্য। 'অর্থচািরীরা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পারিতোষিকদি গ্রহণ করিলে, তৎকাল্য পদচ্যুত হইবেন।' অক্ষর, ১৮৫৫। ৩ বি সম্মানী হিসেবে প্রদত্ত অর্থ। 'অমাবসী সেদিন পারিতোষিকের কথাই রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না।' বক্রিম, ১৮৭৩। ৪ বি বর্ণাশ্রম। 'সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে।' বক্রিম, ১৮৭৯।

পারিপাটী [সি পারিপাট্য] বি পারিপাটী। 'বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে

পারিপাটী।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

পারিপাট্য [সি ১ বি শৃঙ্খল। 'পূজার পারিপাট্য বিষপাট্য ও চিকিৎসাট্য রহিত ...' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সুবিদ্যভজ্ঞতা। 'শবর যুগ্মশিবাবাসের পারিপাট্য।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ বিণ মধ্যার্থ। 'ভিত্তীয় সংপ্রদায় ইউক্টেডের প্রথম এছুরে আরজ্ঞ যে অতিক্রম প্রভাব আছে তাহা অতি পারিপাট্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৪ বি কুশলতা। 'সার নিবার পারিপাট্যে অনেক অধিক লস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

পারিপাট্যবিধান [সি বি পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন। 'আড়িয়া ধুইয়া মুছিয়া যথাসম্ভব পারিপাট্যবিধান করিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

পারিপাট্যরূপে [সি ক্রিণ সুসজ্জন্দভাবে। 'ভাষার পারিপাট্যরূপে ব্যবহার ও তথিব্যয়ক বহু অধিক হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

পারিপাট্যসাধন [সি বি পরিচ্ছন্নতা বিধান। 'শোবার কসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পারিশর্ষিক [সি ১ বিণ চতুর্দিকস্থ। '...বৃহৎপতি পারিশর্ষিক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ...' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি চারপাশ। 'তথু আমার পারিশর্ষিকের বর্ণনা দেব।' সুকান্ত, ১৯৪১।

পারিশর্ষিকতা [সি বি পার্শ্ববর্তিতা। 'সত্যিকার পারিশর্ষিকতার কোনো সম্বন্ধ নাই।' গুয়ালী, ১৯৬৪।

পারিবাহিক [সি ১ বিণ পরিবার সম্পর্কিত। 'প্রাণতিক মুখশান্তিময়ী পারিবাহিক স্বাস্থ্যনা জ্যোতিসকটিও বৃষ্টি বায়িত ...' অক্ষর, ১৮৫৪; 'পারিবাহিক আইনের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে।' বৈশম, ১৯৮৮। ২ বিণ পরিবারভিত্তিক। 'এই পারিবাহিক সমাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ বিণ ঘরোয়া। 'প্রকাশ্য ও পারিবাহিক "বল", আমাদেখাদেয়ে বেঁধেখি টেস্টেসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'আহার মুখের এই সস্তুময়োগ আমাদেয় পারিবাহিক কৌতুককাল্পনের ভাঙারে অনেকদিন ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পারিবাহিক জীবন [সি বি পরিবারের মধ্যে যাপন-করা জীবন। 'এটা পারিবাহিক জীবন।' জীবন, ১৯৩০।

পারিবাহিকতা [সি বি পরিবারের মধ্যে। 'নৃতন সমাজব্যবস্থা পারিবাহিকতার উপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পারিবেশিক [সি ১ বিণ পরিবেশপত। 'তার পরিবেশিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামূহিক বৈশিষ্ট্য ... বিশ্লেষণ করা সরকার।' শিব, ১৯৫৬। ২ বিণ পারিপার্শ্বিক। 'পারিবেশিক প্রভাব রমনার না থেকেই পারে না।' দর্পণ, ১৯৬৮।

পারিভাষিক [সি বিণ পরিভাষা সম্বন্ধীয় বিশেষ অর্থ ব্যবহৃত। 'পারিভাষিক শব্দ দিয়া বলিলে, দেবাবলম্বী হিন্দুয় নিগদেযে বহু দেবাবলী ছিলেন বলিতে হয়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

পারিম [সি পরম] বিণ পরম। 'বিশদই দারিক পণজত পারিম কুর্সে।' চর্চা ৩৪, ১২০০।

পারিয়া বি তৎকালিত অশুশ্য হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মতান্তরে পারিয়াদের।' হেমারেতে, ১৯২৩।

পারিয়ারা বি বাঙালী ব্রাহ্মণের বংশধার-বিশেষ। 'হরমাদ্য পারিয়ার।' সেরবি, ১৮৪০।

পারিষদ [সি ১ বি সঙ্গী। 'সাদোপারে অত্র পারিষদে প্রভু নাচে।' বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বি সভাসদ। 'হাসিন্দাস সিংহের পতিত সভাসদ কদম্ব সিংহের আদি কত পারিষদ।' ভারত, ১৭৬০।

পারিষদমণ্ডল [স] বি সঙ্গীশ। 'পারিষদমণ্ডল' পুজা করবে তোমারা।
শিবির, ১৮৮৭।

পারিষাদ [স পারিষাদ] বি সঙ্গী। 'নিত্যানন্দ ঠাকুর অপর পারিষাদ।'
কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

পারিসদ [স পারিষাদ] বি সঙ্গী। 'পারিসদলপ্ত ত্রুটি কর্তৃক বিস্তর।'
মহাশয়, ১৫০০।

পারিশ্রমিক [স] বি মজুর। 'লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য
খরচ বাবে যাহা উত্তর হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'জীলোককে
পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।' রোক্তা, ১৯২১। 'সন্ধ্যা
এবং পারিশ্রমিক এরা শেতেন সবচেয়ে কম।' মূলতর, ১৯৫২।

পারিশা বি পারশে; মাঘবিশেপ। 'ভেটকী ভাঙন বাটা পারিশার কাক।'
ওষ, ১৮৫৮।

পারীশ্রু [স] বি সিংহ। 'করি কুহু বসতি পারীশ্রু শিরোপর।' আলোণ, ১৬০০।

পারীশ্রু দুহারা [স পারীশ্রু-বার] বি প্রধান দরজা। 'ডাঘিনেত রত্নদুহারা
পারীশ্রু দুহারা।' আলোণ, ১৬০০।

পারুল [স পাটলী>] বি পারুল ফুল। 'কাকন পারুল ফুলে কুদ জোড়
সতলসে।' মহাশয়, ১৫০০।

পারুলবন [পারুল+স বন] বি পারুল ফুলের বাগান। 'ফাগুনের
পারুলবনে প্রতিদানের রঙের ডালি।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

পারুলি [স পাটলী>] বি পারুল ফুল। 'সিদ্ধি ছাটিন আসনা নিম্ন
পারুলি দেবদার মাফল্য সিম।' মনুশ, ১৯০০।

পারুখ [স] বিণ পুরুষমূলত: ছা। 'পূর্বের পুরুষেরাও অনিয়া মনুজাব ভাঙ্গ
করিয়া পারুখ ভাব দেখায়।' ভবানী, ১৮২৮।

পারুখ ভাব [স] বি পুরুষমূলত আচরণ। 'পূর্বের পুরুষেরাও অনিয়া
মনুজাব ভাঙ্গ করিয়া পারুখ ভাব দেখায়।' ভবানী, ১৮২৮।

পার্কি [স] বি উদ্যান। 'রাজার বড় সিংহেতলি সহরের পার্কি আছে।'
রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি বেড়াবার বাগান। 'পার্কির মধ্যে একটা স্বতন্ত্র
জায়গা কেবল ছোট্ট ছেলেরের জন্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পার্ক করা [সি পার্ক+করা] কি কোনো জায়গার সাময়িকভাবে গাড়ি
রাখা। 'ভাঙার সাব গাড়ি পার্ক করিয়া এই আছে।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

পার্কিং [সি বি গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট স্থান। 'পার্কিংয়ের জায়গার
পার্কিংয়ের পূর্বেই বলাস, না, আমাদের গাড়ি নেই।' মূলতর, ১৯৬০।

পার্টমেন্ট, পার্টমেন্ট [সি বি সেবার জন্য ব্যবহৃত পতর চামড়া; পতর
চামড়া দিয়ে তৈরি এক ধরনের কাপড়। 'পার্টমেন্টের তুল্য দড় ও
কীটের আচ্ছাদ্য।' দর্পণ, ১৯২৮। 'বেরিয়ে গড়ল পুরোনো এক
পার্টমেন্ট আর তার পিঠে কী সব মজা কর।' শিবরাম, ১৯৫০।

পার্টা [বা] বি হাঙ্গ। 'সাত পার্টার বেলার।' দর্পণ, ১৮২৫।

পার্ট [সি] ১ বি পাহা বা নটকের সংলাপ। 'বাসা পার্ট বলত।' মনিক, ১৯৩৬। 'একে ওকে দিয়া পাড়ইরা অনিয়া অনিয়া পার্ট মুখ
করিয়াছে।' মনিক, ১৯৩৬। ২ বি ভূমিকা। 'কে কী পার্ট নেবে,
রবিকাকা কী সাজবেন।' অনন, ১৯৪১।

পার্ট-টাইম [সি] বিণ খবরপানী। 'নীচ ... একটি পার্ট-টাইম চাকরি
কুটিয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

পার্টনারশিপ [সি বি যৌথ বানসা। 'ভোমার সঙ্গে পার্টনারশিপে রাজীই

আছি আমি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

পার্টস [সি] বি যন্ত্রাংশ। 'সাইকেলের পার্টস আর খুপনি কাঠের ফ্রেমের
মধ্যে সাবানস দিয়েছি।' শিবরাম, ১৯৫০।

পার্টি [সি] ১ বি খাওয়া-পাওয়া ও নাচ-পানের অনুষ্ঠান। 'শনিবারে
শীগঞ্জের কুটিতে সাহেবেরের সালিশি পার্টি আছে।' নীনমু, ১৮৬০। 'একটা উজনি পার্টিতে মিস ... আমাকে জিজ্ঞাসা
করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি নিমন্ত্রিতদের নিয়ে চায়ে
অনুষ্ঠান। 'তোমাদের টি-পার্টি যাকে বলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি
রাজনৈতিক দল। 'সেবার পার্টি, সোস্যালিস্ট ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।
'সই করা কলজের উপরে একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে তেবে
দেখ।' শিবরাম, ১৯৫০।

পার্টি অকিস [সি] বি দলীয় কার্যালয়। 'আর পার্টি অফিসের বারান্দায়
ডাকতো ফেলিস।' শামসুর, ১৯৪৮।

পার্টিকর্মী [সি পার্ট+স কর্মী] বি রাজনৈতিক দলের কর্মী। 'ওরা
পার্টিকর্মী।' শামসুর, ১৯৭২।

পার্টিপদ [সি পার্ট+স পদ] বি উসেবাদি। 'হে-হুস্তার, পার্টিপদ,
কেনাকাটা, মারামারি একই গুজবে চলে।' কল্লভর, ১৯৫৮।

পার্টি মিটিং [সি বি রাজনৈতিক দলের সভা। 'আমাদের পার্টি মিটিং
হবে মজার বাড়িতে।' মনুশ, ১৯৫৫।

পার্টিশন, পার্টিশন [সি] ১ বি দেশবিভাগ। 'পার্টিশন ব্যাপারে বিরক্ত
হইয়া' একদিন দেশকে বিলাতী কাপড় ছাড়াইব ইহাই পদ
করিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'প্রদেশসমূহের কোনো কোনোটি
পার্টিশন করিবার যে হস্তার উদ্যোগে।' আলোণ, ১৯৪৭। 'ভার্পিশন
টাইমের ডারি চমকোর একটা পার্টিশন করা হয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।
২ বি বিভক্তকারী দেয়াল। 'দেশে ফিরে গেলে দেশটা একটা
পার্টিশন দেওয়া ঘরের মধ্যে ঠেকবে।' অনন, ১৯২৯। 'চারের
দোকানে কাঠের পার্টিশন দেওয়া একই একটা খোপ।' নরেন্দ্র,
১৯৪৮।

পার্ক [সি বি কুঠী বা পুরা পুর জুড়ি। 'সে-আতিশয়ের ডার বিভাষিত
করে সেম পার্কের ঘোঁষন।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

পার্ক্য [সি বি ব্যবহার। 'পার্ক্য শুধু ঘটকের মিলের বিশিষ্টতার।' ব্রহ্ম,
১৯১৩।

পার্ক্যবিভার [সি] বি ভেদাভেদ। 'ইহাশোক-পরলোক-এ-সব
পার্ক্যবিভার তলে তিনি রীতিমত ঠাট্টা করতেন।' রমেন্দ্র, ১৯৭০।

পার্ক্যবোধ [সি বি ভেদমূল। 'অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞা-বারণ
পার্ক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পার্কিক [স পারমার্থিক] বিণ পারত্রিক; পারলৌকিক। 'মহাশয় আমার
অধিক পার্কিকের মালিক।' ওসী, ১৭৮২।

পার্কিব [সি] বিণ জাগতিক। 'মনুয্যজাতির মনস্বর্ত পার্কিব বিষয়ে
মনোনিবেশ করা অভ্যাবশ্যক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পার্কিব জ্ঞান [সি বি জাগতিক জ্ঞান। 'তঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা
এবং পার্কিব জ্ঞানের অভাবে ...।' এসলাম, ১৯২০।

পার্কিবতা [সি বি জাগতিকতা। 'অমার্জিত পার্কিবতার প্রস্রবণ।' মনিক, ১৯৩৫।

পার্কিবা [সি] বি পৃথিবীর সাধারণ নদী। 'কীমধ্যম পার্কিবার বিস্তার
প্রকারের সাথে।' সুবীন্দ্র, ১৯০০।

পাখুলো খাওয়া, পাখুলো খাওয়া [স পদখুটি>] বি হীনভাবে

পার্বা

তোষামোদ করা। 'ব্রাহ্মণের পার্বীলা খান পা চাটেন।' হস্তাঘ, ১৮১১।

পার্বী, পার্বী বি সমুদ্র রত্নের মণিবিদেশ; মরুতক। 'মাইসোরের গহনা বিরাতে মোতিতে পার্বীতে চুমিতে।' কালশে, ১৮০০।

পার্বণ, পার্বণ [স] বি পার্বা। 'সৌম্য পার্বণ।' ওজ, ১৮৫৮।

পার্বণিক [স] কিং পার্বণ সম্রাজ। 'আনন্দ-উৎসব ছিল পার্বণিক ব্যাপার।' দর্শক, ১৯৬৮।

পার্বী, পার্বী [স পার্বণ] ১ বি পর্ব পর্যবসী। 'ইহায়াও হিসাব আনা পার্বী প্রভৃতি।' সোমলকায়, ১৮৬৮। ২ বি উৎসব উপলক্ষে ধার্য করা। 'অমিদারের বাড়ি দুর্গাঙ্গণ, পার্বী দিতে হইবে।' সুলভ সমাচার, ১৮৭৩। ৩ বি উৎসব দিবসের বর্ণন। 'ক্রিয়াকর্মের পার্বী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'পার্বী ভুলেহিলেম শোলেমাশে, তাই এসেছি দিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পার্বন, পার্বন [স পার্বা] বি পার্বণ; উৎসব। 'তত্ত্ব পরমন্ত্র খোজে পার্বন করিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৮।

পার্বনি, পার্বনি [স পার্বা] ১ বি উৎসব উপলক্ষে দেওয়া করা। 'পার্বনি পদ্ধত-জাত ওক্টা-লোন সানা-জাত ধানকাটা কলয়-কসুরে।' মুকুন্দ, ১৯০০। ২ বি উৎসবের আয়োজন। 'মহিয়ারা ও পার্বনি সিনহ জাহা পাই জোর লিপি পাই নাই।' তেরলি, ১৭৯৭।

পার্বী, পার্বী [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'পার্বতীর কারণে দুই জন সৈন্য।' কবু, ১৪৫০। 'কানী মধ্যে পূর্বে শিব পার্বী সহিতে।' কৃন্দা, ১৫৮০।

পার্বীত্ব, পার্বীত্ব [স] কিং পর্বতদেবীত্ব; পার্বত। 'তাহার পর স্কান্দিত্য নামে পার্বতীর রাজা এক জনসেতে ১৪ বৎসর ... মুত্তাঙ্গ, ১৮১০।

পার্বতা, পার্বতা [স] ১ কিং পর্বতে বাস করে এমন। 'কাছারি বা পার্বতা মুখিক, নারীহতা, নরপিশাচ ...' হস্তাক, ১৯৩৩। ২ কিং পাহাড়ি। 'সামনে পার্বতা পথ।' নজরক, ১৭৯২।

পার্বতা নদী [স] বি পর্বত থেকে উৎপন্ন নদী। 'মাক্ষানের পার্বতা নদী পার হইয়া সেবিলায়।' জগদীশ, ১৮৯৪।

পার্বতা ব্রহ্মণে বি পর্বতপূর্ণ অঞ্চল। 'উষ্যামের পার্বতা ব্রহ্মণে নাম উপহার-সমেত প্রভাগাতী পুত্র পাঠাইয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পার্বতা-ভূমি [স] বি পর্বতের এলাকা। 'আসামের দুর্গম পার্বতা-ভূমির দিকে।' ভগ্নাঙ্ক, ১৯৩৮।

পার্বা, পার্বনি প্র পার্বণ

পার্বানেন্ট [স] কিং ছাড়ী। 'এখন তো কলসে পার্বানেন্ট হয়েছেন।' নরেশ, ১৯৫২।

পার্ব্যমানে [স] ক্রিয়ণ পরতপক্ষে। 'তাহার পিতা ... পার্ব্যমানে কাহারও ঋণ রাখিতেন না।' অক্ষর, ১৮৫৫।

পার্ব্যমেট, পার্ব্যমেট, পার্ব্যমেট [স] বি সংসদ; আইন পরিষদ। 'ইংল্যান্ডের পার্ব্যমেটের সহিত।' দর্পণ, ১৮২৫। 'আমরা জানি পার্ব্যমেটেও তরু হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'পার্ব্যমেট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাটির অধীনে থাকবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২১। 'আজ্ঞা তো - পার্ব্যমেট নয়।' মুক্ততর, ১৯২১।

পার্ব্যমেটরি, পার্ব্যমেটরি [স] কিং সংসদীয়। 'বিলাতে পার্ব্যমেটরি কমিশনের সমুখে যখন সাক্ষ্য দেন।' প্রথম, ১৯১৯। 'এটা পার্ব্যমেটরি জবাব।' ধৃষ্টি, ১৯৩১। 'সিদ্ধ কয়েস

পার্ব্যমেটরি দলের প্রাণ-বরুণী এই মহিলা ...' বৈশম, ১৯৪৯।

পার্ব্যমেট, পার্ব্যমেট [স] বি সংসদ; আইন পরিষদ। 'পার্ব্যমেটের মেম্বর মহাশয়েরা এতদেশীয় ব্যক্তিদের প্রতি

অনুকূল হইয়া এরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন ...' প্রভাকর, ১৮৫২। 'পার্ব্যমেট সভার এই সময়ে অধিবেশন হয়।' কৃষ্ণভাষিণী, ১৮৮৫। 'পার্ব্যমেটের হাওয়া পাছে পাক যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পার্ব্যমেটগৃহ [স] বি পার্ব্যমেট+স গৃহ। বি সংসদ-ভবন; হাউস অব পার্ব্যমেট। 'এখানকার বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে পার্ব্যমেটগৃহ অতি উৎকৃষ্ট।' কৃষ্ণভাষিণী, ১৮৮৫।

পার্ব্যমেট [স] বি আইনসভা। 'তৎকালে পার্ব্যমেটের একজন সভ্য তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

পার্ব্যমেটি [স] বি পার্ব্যমেট+স। বি সংসদীয়। 'আবদুর রহমানকে পার্ব্যমেটি কাগজার সপ্তমেটরি শুধালেন।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

পার্ব্যমেটি [স] বি আইন সভা। 'পার্ব্যমেটের নিকট মন্ত্রণা আবেদন সকল করিয়াছে।' প্রভুকেদন, ১৮৯০।

পার্ব্যমেটি [স] বি পার্ব্যমেট+স। বি আইন পরিষদ। 'নরতো ব্যাভে নরতো পার্ব্যমেটে সমস্ত দেহ মন প্রাণ নিয়ে বাটতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পার্ব্যনাশ এনিস্টাট [স] বি ব্যক্তিগত সহকারী। 'তাঁহার 'পার্ব্যনাশ এনিস্টাট' রোকেয়া, ১৯২৪।

পার্ব্য [স] ১ বি পারসিক জাতি। 'ইহুদি, পার্সি, মোঘল, চীনেম্যান, ইন্দোজী, সব জাতি এক সঙ্গে পান বাজনা আহারাদি করবে।' পিটিল, ১৮৮৬। ২ বি পারস্য দেশে উঠির। 'শৌনিম ধুতিদারের বদলে নবর শরীরে পার্সি কোট।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পার্ব্যজাতি [স] বি পার্স+স জাতি। বি অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। 'তাঁহার প্রমাণ এই পার্সজাতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পার্সেল [স] বি ডাকঘোষে প্রেরিত প্যাকেট। 'পার্সেল খুলব আমি।' মণীশ, ১৯৬০। প্র পার্সেল

পার্স [স] বি পান; প্রান্ত। 'পার্সে চলি যার আর আর ভক্তপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'উপরে অমতে ও পার্সেতে সর্বত্র।' মুত্তাঙ্গ, ১৮১০।

পার্সচর [স] ১ বি সকসময়ের সঙ্গে থাকে এমন চাকর। 'দৌবারিক, নারিক, পার্সচর, বীর পুরুষ।' মাইকেল, ১৮৭৪। ২ বি সহচর। 'এক কালে মনে হয়েছিল অ-দেবার রতিন দলেহই পার্সচর, অন্ধকার পড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পার্সচরিত্র [স] বি (নোট, উপন্যাস ইত্যাদির) অপ্রধান চরিত্র। 'অন্য-বৎ চরিত্র তুলনায় আপস, পার্সচরিত্র বললেও হয়।' আইনুহ, ১৯৭৩।

পার্সচরী [স] কিং জী পাশে অবস্থানকারী। 'পার্সচরী আশাকে কান্দাইয়া কতকুরে চলিয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পার্সচরিত্রী [স] বি জী সঙ্গী। 'স্বামীর পার্সচরিত্রী হতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'স্বামীর পার্সচরিত্রীদের কানী, সুন্দর, আদার ... এদের নাম পাওয়া যায়।' মহাভেদ্য, ১৯৫৬।

পার্সশেণ [স] বি পান; প্রান্ত। 'জগতত্ত্বের পার্সশেণ ... ঘোড়াল দেখায়।' অক্ষর, ১৮৫২।

পার্সবর্তিনী, পার্সবর্তিনী [স] ১ বি জী পাশে অবস্থানকারী। 'পার্সবর্তিনী সহচরী।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি জী পাশে বসে পাছে ঘেঁ। 'কুতো গৌরুওজলা প্রকট জ্যোমান গৌরা তার সুন্দরী

পার্শ্ববর্তীরা সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'সরল মনে একবার স্মরণ করা পার্শ্ববর্তীরা জীবনেতিহাস।' মানিক, ১৯৩৫। ৩। বিশ শ্রী সঙ্গী। 'হিম্মতপণও কর্মক্ষেত্রে নারীকে পার্শ্ববর্তী করিয়াছেন।' বেঙ্গল, ১৯৪৮।

পার্শ্ববর্তী, পার্শ্ববর্তী [স] ১। বিশ পালে অবস্থিত। 'পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমুদ্রার অবলম্বে প্রাচীর হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২। বিশ পালে অবস্থানকারী ব্যক্তি। 'আমি তখন আর সবার মত পার্শ্ববর্তীদের সঙ্গে কলহব করিতে করিতে হাল ছেড়ে বেরিয়ে আসলাম।' মোহনহর, ১৯০৭।

পার্শ্বমুখ সক্ষম [স] বি নক্ষত্রে প্রবীণবিশেষ। 'নয়াট পার্শ্বমুখ নক্ষত্রে একটির নাম রেবতী।' মানিক, ১৯৩৮।

পার্শ্বমুখী [স] বিশ পালে থাকিয়ে থাকে এমন। 'রেবতী তখনও পার্শ্বমুখী, সোভা জ্যোতির্বার্ণবের মুখের দিকে তাকাতে পারে না।' মানিক, ১৯৩৮।

পার্শ্ববর্তী [স] বি দেহরক্ষী। 'পর্বতের সারি পার্শ্ববর্তীরা মতো সাতরাশি পাহারা দিচ্ছে।' অন্নম, ১৯২৯।

পার্শ্ব [স] বিশ পালে অবস্থিত। 'দেবক একদিন সে আহারের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্ব এক বনে উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

পার্শ্বাঙ্কি [স] বি পৌরঃ (এখানে) পাল অবস্থান করে যে। 'নক্ষত্রের পার্শ্বাঙ্কি ফলা যেতে পারে।' অজিত, ১৯০১।

পার্শ্বদ [স] বি পারিদল: সত্যসদ। 'তুমি মহাশয়কর হও পার্শ্বদ গ্রহান।' কৃষ্ণসঙ্গ, ১৫৮০; 'মহৎ পার্শ্বদ সর্ব।' জীবন, ১৯৩০।

পার্শ্বদল [স] বি সত্যসদ। 'ভাঁহার সঙ্গে ভাঁহার পার্শ্বদলতা থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পার্সেনেকটিজ [স] বি মিশ্রপট সৌর্য, গ্রহ, উজ্জতা এবং দূরত্ব মূল্যায়ন তেজোর বৈশিষ্ট্য। 'ম্যাপে পার্সেনেকটিজ থাকতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পার্সিনাল [স] বিশ ব্যক্তিগত। 'সব পার্সিনাল ম্যাটার কি না।' মুক্তভাব, ১৯৫২। ৩। পার্সিনাল

পার্সিনাল ম্যাটার [স] বি ব্যক্তিগত ব্যাপার। 'সব পার্সিনাল ম্যাটার কি না।' মুক্তভাব, ১৯৫২।

পার্সি [কা পারসী] ১। বিশ ফারসি ভাষায় রচিত। 'কেহ-বা ... পার্সি কেবল পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২। বি অগ্নি-উপাসক ভারতবর্ষীয় পারসিক সম্প্রদায়। 'কে তুমি? — পার্সি, জৈন? হুইনি?' নক্ষত্র, ১৯২৫।

পার্সি জ্বালনি [কা পারসী+জা জ্বালনি] বি ফারসি ভাষা। 'পার্সি জ্বালনিও জানা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পার্সি [কা পারসী] ১। বিশ ফারসি ভাষার। 'শত শত আরবী পার্সি এবং ইরানী শব্দ।' বরীদ, ১৯১৮। ২। বিশ অগ্নি উপাসক। 'পশ্চিম ভারতের পার্সি সম্প্রদায়।' মুক্তভাব, ১৯৫২।

পার্সেট [স] বি শতাব্দে। 'বারো পার্সেট সূনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'উচ্চর পশ্চিম পার্সেট কমিশনেই আমার পুথিয়ে যাবে।' শিকরায়, ১৯৭০।

পার্সেটেক্স [স] বি উপবিহিত শতকরা হার। 'যদি আমার বন্টায় পার্সেটেক্স না দিই।' বিজ্ঞান, ১৯৩১।

পার্সেল [স] ১। বি ডাকযোগে প্রেরিত দ্রব্যাদি। 'পার্সেল পাওতে পাঠাতে মাল দিতে গ্রাহ বেহিবে যার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২। বি প্যাকেট।

'পার্সেল-বাধা টুকরো কিটোটা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পার্সোনা [স] বি অসম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা। 'পাউডরে ভাবার তারা পার্সন নয়, পার্সোনা।' শিব, ১৯০০।

পার্সোনালা [স] বিশ ব্যক্তিগত। 'তার নিজের একটা পার্সোনালা উদ্দেশ্য নিভরই আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

পার্সোনালাইটি [স] বি ব্যক্তি-বহুশব্দ। 'প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রুপ পার্সোনালাইটি এক ইনডিভিডুয়াল পার্সোনালাইটি জন্মাত আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

পাল [স পালি+] বি দল। 'দৈবে সম্ভাষিত যের পালের ভিতর।' মলাধর, ১৫০০; 'রাশাল পালেকর পাল চরাইয়া ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পালস্বাধ্যা বিশ বস্তু। 'পালস্বাধ্যা রাশী।' জীবনক, ১৮৭২।

পালে পালে ১। ক্রিবিপ দলে দলে। 'পালে পালে সিংহে বাড়ে লম্বুকের গন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২। ক্রিবিপ অনেক মিলে এক সাথে। 'পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভদ্রী মূলে করিয়া ...।' বহিষ্ক, ১৮৭৮। ৩। ক্রিবিপ হাতে হাতে। 'জলের উপর পালে পালে হাঁস সাঁতার দিতেছে।' কৃষ্ণজ্যোতি, ১৮৮৫।

পালের পোনা — দলের সর্গা, যার কথার দলের সহাই চলে। সুলক, ১৯০৬।

পালি [স] বিশ হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিশ্বনাথ পাল।' সেরবি, ১৮৮০।

পালি [স পালি] বি সৌকার মন্ত্রদে বাটোনে কাপড়বিশেষ। 'পালগলি স্বকৃষ্ণ ইত্যাকার নিলামযুক্ত হইল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

পাল-হেঁচো বিশ পাল ছিড়েছে এমন। 'বৈদ্য মন্ত্রল-ভাঙ্গা, পাল-হেঁচো, টোল-বাড়ো, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাল তোলা বি পাল খাটোনের কাজ। 'জাহাজ পরিচাল্য করা, পাল তোলা, নক্ষর ফেলা ইত্যাদি কাজ করে।' কৃষ্ণজ্যোতি, ১৮৮৫।

পাল-তোলা বিশ পাল তুলেছে এমন। 'চারি দিকে জেসেভিডি ও পাল-তোলা নৌকা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাল পাওয়া কি পালে হাওয়া লাগা। 'প্রোতের অনুকূলে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পাল-মোড়া বিশ পাল গুটিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাকার উপর তোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পালের জাহাজ বি পাল টানা জাহাজ। 'আমি পালের জাহাজে বাহুতরে চলেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পাল [স পাল+] বিশ পালনীয়। 'পাল-পার্বণ অনেক ব্রহ্মের ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পালপার্বণ, পালপার্বণ [স পাল+]স পার্বণ বি পালনীয় পার্বণ; উৎসবাদি। 'নিভানৈমিত্তিক পাল পার্বণ বার ব্রত যেমন আছে।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'গ্রন্থর ওদের ... পালপার্বণ, আমায়বিহার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাল [স] বি প্রাসঙ্গিক; বহুশব্দ। 'যুক্তপ্রদেশের পর্বণর বা প্রদেশ-পাল পালে অবিজিত।' বেঙ্গল, ১৯৪৮।

পালআনি [কা শাহসোয়ান] বি কুস্তিগির। বিদ্যা, ১৮৯১।

পালপো [স পর্বণ] বি খাট। 'পালপো নিয়ে-রাখা টি।' মনসু, ১৯৫৩। ৩। পালপা

পালং শাক

পালং শাক [স পালং-শাক] বি শীতকালীন সবজিবিশেষ। 'রুইমাছ ও পালং শাক ভাজে ভাজে আসত।' গ্রন্থ, ১৯২৮।

পালংক [স] বি পালনকর্তা। 'ক্ষেত্রে পালংক তুমি সর্বথা আমার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পালংক পুতী [স] বি ক্রী পালিত কন্যা। 'আমি ডিঙেরে হযারাহার পালংক পুতী।' রায়দাস, ১৮০১।

পালংকযোটা বি পালিত পুর। পালংক শব্দের মূল অর্থ যে পালন করে। ওর্ড, ১৭৮২।

পালংকহীন [স] বিশ্ণু মালিকহীন। 'অলপন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালংকহীন গো।' বনশর্পণ, ১৮৭৪।

পালংক [স পাক] বি পালির পালংক। 'বস্ত্রের প্রভাব জিনি পালংকের গোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পালংকশর্পণ [পালংক-স শর্পণ] বি পালির ভদার শর্পণ। 'পালংকশর্পণের মতো আলগোষে তাতে হুম বার।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

পালং [স পাক] বি পাল। 'নিপাত হবার অগ্রেই শিশীলিকার পালং খটে।' সীনবর, ১৮৩০।

পালংকি, পালংকী [হা] বি মানুষে বহন করে এমন দুই দিকে মোটা লাঠিযুক্ত কাঠের ঘরের মতো যানবিশেষ। ম্যানেএল, ১৭৪৩: 'বেহারারা যখন পালংকি ষাড়ে করিবে।' দর্পণ, ১৮২৭।

পালংকিগাড়ি বি যোয়ার-টানা পালংকির মতো গাড়ি। 'চালায়ব একটা পালংকিগাড়ি আর একটা বুড়া ঘোড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পালং [স পালং] বি একসপার শাক। 'ইচ্ছা হয় পালংয়ের পালংয়েতে মাছি।' ওর্ড, ১৮৫৮।

পালং [স পর্বক] বি পালংক; খাট। 'ইচ্ছা হয় পালংয়ের পালংয়েতে মাছি।' ওর্ড, ১৮৫৮।

পালং [স পর্বক] বি খাট। 'হরসিত পুরাস্তে পালং উপকৃত।' ম্যাগাথর, ১৫০০।

পালং পোষ [স পর্বক] বি খাট। 'পালং পোষ ১ এক' মের্স, ১৭৬২।

পালং [স পর্বক] বি পালংক। 'খাট পালংি গড়ারিবে।' বড়ু, ১৪৫০।

পালং [স পালং] বি শাকবিশেষ। 'মৃত জীরা সম্বলনে রাখিবে পালং।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পালং [স পর্বক] বি পালংক; খাট। 'সোমার পালং দিল একসত ঘোড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯।

পালট বি উল্টন। 'মেঘের সঙ্গে মেঘে দূর বন/ ঝাপটে দাপটে পালট খেয়ে।' সত্যজিৎ, ১৯১৬।

পালট ১ ক্রিবিপ পূর্ববর্ত। 'পালট না দেখো আর তাহার মুখ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি ফেরানো। 'অঁখি পালটিতে হ'ল অন্ধকারময়।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পালটিয়া ক্রিবিপ ফিরে। 'পদ আঘ যার পিরা চার পালটিয়া।' ডিগ্গি, ১৬০০।

পালটে ক্রিবিপ পরিবর্তিত করে। 'পালটে বলাই সত্যা রীতি।' রব্বিম, ১৮৭৪।

পালংতেমাদার বি পাহাড়িবেশ। 'পালংতেমাদার গাছটার মাথার।' বিজুতি, ১৯০১।

পালংি [স পালং] বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'অশ্বনবতলে পালংি বংশে নৃপতি রতুরাম।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'লোকনাথ পালংি।' সেরবি, ১৮৪০।

পালন [স] ১ বি দালন-পালন। 'নৃত হ'এ ভালমতে করিহ পালন।' ম্যাগাথর, ১৫০০। ২ বি রক্ষা করা। 'ভাখি উত্তমভাব মর্যাদারক্ষণ/ মর্যাদা-পালন হয় সাধুর তৃণ।' কৃত্তবাস, ১৫৮০। ৩ বি মান্য করা; মেনে চলা। 'একখনি কথা রাজা না কৈল পালন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি পুরোচন। 'রাজা ৫১ বৎসর রাজ্যপালন করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৫ বিপ তুষ্ট। 'হাস্যল ভোজনে হয় পালন সবাই।' ওর্ড, ১৮৫৮।

পালন করন বি পালন করার কাজ। ওর্ড, ১৭৮৫।

পালন করা ক্রি উদ্‌যাপন করা। 'শিতামহৎশন এসেছে পালন করে য়েয়ে ভক্তিতরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পালন করিতে ক্রি পালন করতে। ওর্ড, ১৭৮২।

পালন কর্তা [স] বি প্রতিপালক। 'বিদ্যো পালন কর্তা পালন করেন।' আত্মনিরো, ১৭৪৩।

পালনা [স পালন] বি প্রতিপালন। 'পালনা করিতে তানে আপনি এক মাই।' সুলতান, ১৭০০।

পালংদার [স] ক্রিবিপ পালনের উদ্দেশে। 'নান্দীধর পালংদার মাছি শুড়িতে হইবে।' রব্বিম, ১৮৮২।

পালনি [স পালন] বি ক্রী পালনকর্তা। 'ব্রহ্মার ত্রাখনি তুমি ক্রীতির পালনি।' ম্যাগাথর, ১৫০০।

পালনিয়া [স পালনা] বি পালন করে যে। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

পালনীর [স] বিশ্ণু পালন করা উচিত এমন। 'একথা সত্য পালনীর।' রব্বিম, ১৮৮৭।

পালনী শক্তি [স] বি দালন-পালনের শক্তি। 'বিষের পালনী শক্তি নিজ ধীরে বহ হুগে হুগে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পালন্ত [স পালন] ক্রি পালন করে। 'নৃত তৃত্য পালন্ত গৌরব করি অতি।' সুলতান, ১৭০০।

পালংপরা [স পালংপরা] ১ বি প্রাক-শক্তি বিবিধ উপর। 'পালংপরা ব্রাহ্মনিমন্ত্রণে পাত পাত্তর তো কথাই ওঠে না।' মুক্তভা, ১৯৫২। ২ বি উপবাসি। 'বিশেষজ্ঞের পালংপরা ব্রাহ্ম নিমন্ত্রণে সে প্রায় ত্রাতা।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

পালংমিতা [স] বি পালন করে যে। 'পালংমিতা তুমি সে তোমাতে সীন হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পালংমিত্রী [স] বি ক্রী পালনকারী। 'আমার পালংমিত্রী তঁহার ভগিনীকন্যা পালংমিত্রের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব।' স্বরজ্জয়দণ্ড, ১৮৭৬।

পালং [স] বি পালি। 'পালংের বিট তনুসেন, ব্রাহ্মদেশার নিলেন।' শিবকায়, ১৯৪০।

পালং [স পালন] ক্রি পালন করা। 'কেমনে কাকের/ বেলা পালংের।' বড়ু, ১৪৫০। পাল ক্রি পালন করে। 'সর্ববাসী ফেরেতা তাহান আক্সা পাল।' ম্যাগাথর, ১৬৮০। পালং ১ ক্রি পালন করে। 'বদন আবার পাল এ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি পালন করে। 'পালং বকল রাজ্ঞ জেন পুরন্দর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পালংি ক্রি পালন করে। 'গৌরব করিয়া মোর হাওয়ায় পালংি।' সুলতান, ১৭০০। পালংি

কি পালন করে। 'পুথিখা পালিয়া সুত পৌরী-কোলে করিল আখান।' মুকুন্দ, ১৬০০। পালিখ ১ কি পালন করবে। 'না করিব অন্যথা পালিখ সতত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১ কি অনুসরণ করবে। 'নর কিবা গদ্বর্ষ পালিখ ভান বোঝ।' সুলতান, ১৭০০। ৩ কি তত্ত্বাবধান করবে। 'প্রথমে হইব নদী পালিখ জ্বলন।' সুলতান, ১৭০০। পালিবারে কি পালন করত। 'এ মোর বচন যদি পালিবারে পার।' সুলতান, ১৭০০। পালিবে কি পালন করবে। 'এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বস?' গিরিশ, ১৬৮৭। পালিবেক কি পালন করবে। 'কেন মতে পালিবেক কোটি কোটি জন।' জাগাওল, ১৬০০। পালিবেী কি পালন করবে। 'কেমনে কান্ধেব/ বোল পালিবে।' বড়, ১৪৫০। পালিমু কি পালন করবে। 'যে আত্ম করহ গোসাঞি পালিম নিচঞ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পালিয়া কি পালন করে। 'রাজের রাজা না হব প্রতিজ্ঞা পালিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পালিয়া পুথিয়া কি লালন-পালন করে। 'পালিয়া পুথিয়া যৌবন কাহে দিলুম ডালি।' মর্জুজ, ১৭৫০। পালিল কি পালন করলো। 'পালিল বাড়ায় মোর পূর্ববদনে।' বড়, ১৪৫০। পালিশাম কি প্রতিপালন করলাম। 'পলিশাম পুত্রবৎ।' কুসুমার, ১৭২০। পালিষ্টু কি প্রতিপালন করলাম। 'পালিষ্টু প্রাণের সম করিয়া যতন।' বাহরাম, ১৬৫০। পালিশো কি পালন করলে। 'পালিশে বনের বাঘ পোষ নাহি মানে।' রূপরাম, ১৭৫০। পালিশেছে কি প্রতিপালন করলেন। 'বাড়ুল আতুর যথ/ পালিশেছ অবিরত/নান ধর্ম করিলা বিশেষ।' বাহরাম, ১৬৫০। পালিশে পুথিশে কি প্রতিপালন করলে। 'পালিশে পুথিশে তার আজি হইল হক।' গরীব, ১৭৬৩। পালিহ কি পালন করো। 'পালিহ আমার সুতা দেব চক্রপানি।' মাল্যধর, ১৫০০। পালি কি প্রতিপালন করে। 'রাজা হইয়া রিআস পাশে সর্ব রাজ্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাল্য কি পালন করলো। 'পিতা হইয়া পালা প্রজাপণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পালা পোঁথা বি লালন-পালন। মালোএল, ১৭৪৩: 'এদেরকে ভায়ে ভালোভাবে পালাপোঁথা করা উচিত।' জালাউদ্দিন, ১৯৫৮।

পালা [স পঠন] ১ বি ছোট গাছ। 'গাছ পালা কইল ফেলা বিচিত্র নগরে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি অবলম্বন; বৃত্তি। মালোএল, ১৭৪৩: 'গজারি কাঠের পালা।' মাহেনত, ১৯৪৯। ৩ বি জুপ। 'যখন আসাখানের পালা সাজাতো বাথ হতো যেন চন্দন বিশেষ পদমূল ফুটে রয়েছে।' মীনবন্ধু, ১৯৬০: 'মায় মাসে ধানের পালায় পালায় উঠানে পা দেবার জায়গা থাকে না।' মনেজ, ১৯৬১।

পালা ১ বি পালাদান। 'পালা কিবা জাগরণ যে করে মাননা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ক্রম; বার; গান বা নাটকের বিষয়। ওরা, ১৭৮৫। ৩ বি গীত বা নাটকের বিষয়। 'দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু বাববরাম গোস্বামির পালা হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২২। ৪ বি পর্যায়। 'মস্ত্রিক যোগে আপন পালা মত ...' দর্পণ, ১৮২৬: 'সেখা-সাক্ষাতের পালা শেষ করা হয়েছে।' মণীশ, ১৯৬৩। ৫ বি পূর্ব। 'বার হয়েছেি আই. এ.-র পালা সেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পালাক্রমিক [পালা+স ক্রমিক] বিধ একর পর এক সংঘটিত হয় এমন। 'দশমের পালাক্রমিক লড়াই।' আজাদ, ১৯৫৭।

পালাক্রমে ক্রিবিধ পর্যায়ক্রমে। 'সদস্যরা পালাক্রমে এই জ্বলে শিখকের কাজ চালিয়ে যাবেন।' বোম, ১৯৬৬।

পালাগান [পালা+স গান] বি গীতসংবলিত নাটক। 'ভোমাদের পালাগানে কি আমি দোদারকি করতে পারি।' নবরঙ্গ, ১৯০৮।

পালাজ্বর [পালা+স জ্বর] বি তিন দিন পর পর আসে এমন জ্বর। মালোএল, ১৭৪৩: 'সেদিন ছিল বৈকালিক পালাজ্বরের দিন।' শরৎ,

১৯১৬।

পালাপার্শ্ব [পালা+স পার্শ্ব] বি শ্রাদ্ধ-শক্তি ও বিবিধ উৎসব। 'পালাপার্শ্বণে ও শনিবারে বেশী খায়রা চড়ান।' হেতফ, ১৮৬১।

পালাপালি করে ক্রিবিধ পর্যায়ক্রমে। 'লতা দুইটি ... পালাপালি করিয়া ফুল ফোটায়।' তারা, ১৯২৯।

পালি জ্বর [পালা+স জ্বর] বি তিন দিন পরপর আসে এমন জ্বর রোগ - পালা জ্বর। 'ইবে কাছে সুইতে নারি আসে পালি জ্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পালা বি চুয়ার। 'তাহাকে তাঁহার পালা বলিডেন।' রাজ, ১৮৭৪।

পালা বি দাঁড়িপাড়া। 'কেবল ধামায় ক্যান, পালাই উইটা বসব।' নবরঙ্গ, ১৯৪৭।

পালান [স পালয়ন] কি পালয়ন করা; পালানো। 'সেই পথে বৈসেয় পালান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ পালালো

পালান বি যা। ১ বি ঘোড়ার শিতের গদি। 'বিসমিত্রায় দিয়ে লাগাম একশ' জিশ তাহার পালান।' লালন, ১৮৯০। ২ বি গাড়ীর স্তন। 'মায়ের পালান হাড়িয়া লেজ চুহিতে সেইকায়।' ফকলল, ১৯১৩।

পালালো [স পালয়ন] ১ কি পালয়ন করা। 'বনে বনে পালাইয়া রাখা যাবে জাএ।' বড়, ১৪৫০। ২ কি দূর হওয়া। 'তবেসি মনের ঘর দুখ পালাএ।' বড়, ১৪৫০। পালাইয়া ক্রিবিধ পালিয়ে। 'বনে পালাইয়া রাখা যাবে জাএ।' বড়, ১৪৫০। পালাইয়া কি পালিয়ে। 'মিগ্রায় হাড়িয়া ইস্ত্র পালাইয়া জাএ।' মাল্যধর, ১৫০০। পালাইয়াছে কি পালিয়েছে। ওরা, ১৭৮২। পালাইল কি পালিয়ে গেলে। 'আবু জেহেল বোলে পালাইল মোর ডরে।' সুলতান, ১৭০০। পালাইলো কি ফেলে দিলে। 'পালাইলো দান এড়ান না জাএ।' বড়, ১৪৫০। পালাউ কি পালাক। 'পালাউ জরম দুখ দেহে আলিসন।' বড়, ১৪৫০। পালাউক কি পালয়ন করুক। 'মুখ বুলী চায মোর পালাউক দুখ।' বড়, ১৪৫০। পালাএ কি পালায়; দুখ হয়। 'তবেসি মনের মোর দুখ পালাএ।' বড়, ১৪৫০। পালাতো কি পালয়ন করত। 'পখ বোজে পালাতো সন্ধ্যাক বড় মনে।' রূপরাম, ১৭৫০। পালায় কি পালয়ন করে। 'তপস্যা রাখিয়া বিষ্ণু তখনি পালায়।' রূপরাম, ১৭৫০। পালালি কি পালিয়ে। 'আন মনের বাথে বাহারে বায়/ কোনখানে পালালি বাঁচা যায়।' লালন, ১৮৯০। পালালী কি পালাছে। 'ধাখা ধাখা মথুরা পালালী।' বড়, ১৪৫০। পালালি কি পালাও। 'প্রান লৈয়া পালাহ তুমি না করিহ রত।' মাল্যধর, ১৫০০। পালাহ কি পালয়ন করো। 'দান ভাঙ্কিা মোর নিতেই পালাহ।' বড়, ১৪৫০।

পালাই-পালাই বিধ পালাতে পারলে বীতি এমন। 'তাদের মন কেন পালাই-পালাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পালাই-পালাই করা কি পালাবার সুযোগ বোঝা; পালাবার জোরালো ইচ্ছা। 'মনটা সেইদিকে পালাই-পালাই করিতেছে।' বড়, ১৯০২।

পালিয়ে এড়ানো কি এড়ানোর জন্যে পালিয়ে বেড়ানো। 'পালিয়ে এড়ায়, শেখার মতো কোনো কিছুই হয়নি শেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পালিয়ে বেড়ানো কি পালাবার জন্য সবার অলক্ষ্যে বিস্ত্রি হানে যাওয়া। 'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৪: 'পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওমর।' মাহেনত, ১৯৪৯।

পেলিয়ে কি পালিয়ে। 'ভেনোরা একটা ধাবকাতই পেলিয়ে যায়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পালি

পালি' [পঙ্কতি] বি দ্রুয়। 'তনি বায়ে পালি গায় ভরসা তোমার পায়।' রূপায়, ১৭৫০।

পালি পান বি দ্রুয়। 'কেবলি কৈল পালি গানে।' বস্তু, ১৫০০।

পালি' [স পদ] বি ওজন নেওয়ার পাল্লা। ওর্স, ১৭৮৫; 'সামর্যণ সোকে টাকার দশ পালি ক্রয় করে।' সভ্যার্থ, ১৮৫৫।

পালি' [পা] বি প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিক ভাষাবিশেষ, যাতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অল্পসি লেখা হয়েছিল। 'পালি ভাষার যোন লক্ষ সংস্কৃত ভাষার যবন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পালিকা [স] বি পালন করেছে এমন। 'পালিকা মাকে কেটে দ্বিবিভিন্ন করল।' মণীল, ১৮৬৩।

পালিত [স] ১ বি পালন করা হয়েছে এমন; পোষ। 'তোমার পালিত দেহে জন্ম তোমা হৈতে।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০; 'রাজসুত্রের পালিত কন্যা।' রত্নিম, ১৮৭৪। ২ বি বহালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মামোদর পালিত।' সেবধি, ১৮৪০।

পালিতা [স] ১ বি পালন করা হয়েছে এমন। 'নিবারদের পালিতা কন্যা ইন্দুমতী।' রত্নসু, ১৮৯২; 'লক্ষী মহাআর পালিতা নীচ জাতিয়া কন্যা।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি পালন করা হয়েছে এমন। 'হমের মধ্যে পালিতা ইয়াও কোনো ছববেশধারিণী ইংরেজি রোমোদের নায়িকা নহে।' রত্নসু, ১৮৯৮।

পালিতা' বি ভামর পায়বিশেষ। মনোএল, ১৭৪৩।

পালিতা' প্র পালিত

পালিনী [স পালন] বি পালি পালনকারী। 'অখিল ভুবন পালিনী।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

পালিবৈকি [স পার্ব-ই বৈকি] বি একপোষ হয়ে বসার আসনবিশেষ। 'ভ্রাইভারের সোজাসুজি পালিবৈকির উপর একজন ভরশ।' রত্নসু, ১৯৫৩।

পালিশ' [ফা বালিশ] বি বালিশ। মনোএল, ১৭৪৩।

পালিশ' [হি পলিশ] ১ বি পাল ঘষে মসৃণ করা হয়েছে এমন। 'কুটন সুন্দরীকে পালিশ করে।' রত্নিম, ১৮৭৪; 'ছেলে এমন পালিশ করা যে, পা পিছলে যায়।' রত্নসু, ১৮৮৮। ২ বি চাকচিক্য। 'মাগুপি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেদেরা থেকে পালিশ করতে থাকে।' রত্নসু, ১৮৮১। ৩ বি শ্লেষণ। 'সাদা পালিশ।' রত্নসু, ১৯১৬; 'এক বর্ষের পরে তার এক বর্ষের পালিশ।' দ্বন্দ, ১৯২৫। ৪ বি কচিলীলতা; মার্জিত ভাব। 'এর চিত্তর-ভাষায়-ভাবে যে স্বাধীনতা যে পালিশ দেবতে পাই ...।' নজরুল, ১৯৩৮।

পালিশ-করা বি পালিশ ও ঢাকের। 'পালিশ-করা আবসূণ কাঠের মতো।' রত্নসু, ১৯১৮; 'পালিশ-করা শাঠি হাতে।' রত্নসু, ১৯৩৯।

পালিশ [হি] বি পালিত। 'পালিত কাণে পালিশ করা।' হেতব, ১৮৬১। প্র পালিশ

পালুই বি কৃপ। পাল। 'আরি বড়ের পালুই ধরে ওইতাম।' নজরুল, ১৯৩১।

পালেশ্বতারা [হি প্রাস্টার] বি প্রদেশ। 'ইসানীও আজিত্যেতর পালেশ্বতারা সেয়া ফোতো নবাব নর তারা।' মনোএল, ১৯৪৯। প্র পালেশ্বতারা

পালো [ফা পলাও] বি পোলাও। 'পালো রানিয়া খাওয়াইলেন।' রত্নিম, ১৮৬৫।

পালোট [স পর্দা] বি সুযোগ। 'পরস্পর ছিন্ন চার যে যারে পালোট পায়।' রামহরাস, ১৭৮০।

পালোয়ানি [ফা] ১ বি বলাবল; বীর্যশালী। 'পতিমের পালোয়ান লোক সুন্দর।' ওর্স, ১৮৫৮। ২ বি কুশলিগ। 'এই পৌষওআসা পালোয়ানের বিশেষ কিছু ছন্দগৎম হত।' রত্নসু, ১৮৯৩।

পালোয়ানি, পালোয়ানী [ফা] ১ বি পালোয়ানের শক্তি প্রদর্শন। 'সেই সমকক্ষতা ভাল-সেখা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়।' রত্নসু, ১৯৩৭; 'চতুর্দিকে পালোয়ানীর পায়তারা করার হুজুরখনি।' মুক্ততা ১৯৫২। ২ বি কুশলিগের মতো। 'বেদুখনির ইয়া পালোয়ানি চেহারা।' বিমল, ১৯৫৩।

পালু [স] বি প্রতিপালনযোগ্য। 'বট হকা পালু মায়া স্বামী সর্বজন।' আলোতল, ১৮৮০।

পালি, পালী [বি] বি মানুষকে বহন করে এমন দুই দিকে মোটা শাঠিযুক্ত কাঠের ঘরের মতো যানবিশেষ; পালকি। 'পালি ও বজরাভাড়াডেই হাটে অবশিষ্ট অর্ধেক।' রত্নসু, ১৮৩২; 'পালিতে গেলে বড় ভাল হইত।' কেব, ১৮৩২। প্র পালকি

পালিগাড়ি, পালীগাড়ী বি যোড়ায়-টানা পালির মতো গাড়ি। 'বাহুসেবাবর্ষ পালিগাড়িতে অম্ব।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'এসেলে পালীগাড়ী নাই।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

পালী-জানালো বি পালকির জানালা। 'পালী-জানালার হাঁক দিয়া কতটুকু আর দেখা যায়।' শতকৃত, ১৯৫৮।

পাল্টা [হি পুছটা] বি পালি রকমের; প্রতিপাল। 'পাল্টা পাল বাবাইয়ার চোখ কুরিয়াছে।' রত্নসু, ১৯৩৯।

পাল্টানো [প্রা পুছটা] প্রি বদলানো। 'মনটাকে দিয়ে একবার ওপাট একবার পাল্টান।' রত্নসু, ১৮৯২।

পাল্লা' [হি পাল্লা] ১ বি ওজন নেওয়ার নিকি বা দাঁড়ি-পাল্লা। 'গুণের দিকেত পাল্লা তার হেঁচ বার।' আলোতল, ১৮৮০। ২ বি পক্ষ। 'সে ভালো জানে যে আপনি আমার পাল্লার আলো।' পালী, ১৮৫৮। ৩ বি প্রতিযোগিতা। 'একটি মহাজনের নৌকা ছিছুব হইতে এই স্তিমারের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতেছিল।' রত্নসু, ১৮৯৪। ৪ বি জানালা বা বরজার এক পাট। 'এ বড়খড়িতে কটা পাল্লা আছে।' রত্নসু, ১৯০২। ৫ বি বেগ। 'শাফ মারবার পুরে মানুষ কিংকি পিছু হটে পাল্লা নেয়।' রত্নসু, ১৯০৫। ৬ বি কবল। 'পিশাচতলো পড়ল এসে পেল্লার ওই পালসাডেরই পাল্লার।' নজরুল, ১৯২২।

পাল্লারাব বি পাল্লা দেয় এমন; প্রতিযোগী। 'অপর পাল্লারাব কবি মহাসেব।' তারা, ১৯৪০।

পাল্লা' বি ইলিশ মাছ। 'পিছু উজ্জলে এই মাছকেই বলে পাল্লা।' মুক্ততা, ১৯৬৬।

পাল্লারাব [হি পল্লা+রা দাব] বি বজ্রবিশেষ। 'জরির হাসিয়া পাল্লারাব দোপালা ও এই সকল প্রব দিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

পালস [হি] বি নাকির স্পন্দন। 'পালস ঠেটি আছে, দিন দুই তিন সেয়ে যাবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

পাল' [স পার্ব] ১ বি দিক। 'দুই পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে।' বস্তু, ১৪৫০। ২ অর্থ কাছে। 'ছোটে লাজ কল পাশে কহ সে গোহারি।' বলা, ১৫৮০; 'ভবে সে হাইতে পারি শিবের পাশ।' কবীত্র, ১৮৮৯। ৩ বি পক্ষ। 'নারহে হতে পাশ কী সোজা।' নজরুল, ১৯২৬।

পাশ-আয়না [পাশ+ফা আইনা] বি পাশে থাকে যে আয়না। 'অর্ধেক নামানো পাশ-আয়নার উপরে মুখটা বাড়িয়ে তাকল।' আলোউজিন, ১৯৭০।

পাশ ফেরা ক্রি এক দিকে ঘোরা। 'বেন মৃতসহ পাশ ফিরিয়া তইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পাশবালিশ [পাশ+ফা বালিশ] বি টেস দেওয়ার জন্য বালিশবিশেষ। 'কাহার দুই কাহা চারি পালবালিশ আছে।' তবালী, ১৮২৫।

পাশমোড়া [পাশ+মোড়া] বি পাশ ফেরা। 'তারা পাশমোড়া দিয়ে বলছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পাশপাশি ১ বিণ কাঁকাহি। 'হে ছলে বাণীয়ার রথের দুই পাশ পরস্পর পাশাপাশি থাকে, সে ছলে সারথিরা ...।' অক্ষর, ১৮৫৫; 'উড়িল দুজনে পাশাপাশি হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিদ পরস্পরে পার্শ্ববর্তী হয়ে। 'পাশাপাশি ঘোরা বসিয়ে রহিল।' আহসান, ১৯৪৪।

পাশে ১ ক্রিবিদ দিকটে। 'ঘরিয়ে মেলিলী বাড়ির তাহার পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিদ দিকে। 'দুই পাশে চৌরি ঝড়ে হাবেনী গোলাম।' গ্রামসঙ্গ, ১৭৮০।

পাশী [স] ১ বি বন্ধন। 'দুহে তুল-পাশবি বাছা।' কুজগ্রাম, ১৭২০; 'বাগ কটিল পাশে, অস কীয়ে জায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি বন্ধনকারী অস্ত্র। 'যেমন বন্ধন পাশেতে বন্ধ করেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি পরাবীণা। 'হৃদিও এ অসি কলহে মলিন তোমারি পাশ নাপিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৪ বি গোছা। 'দু পাশ পাটও চেয়ে এসেছে নবিতন।' কায়সার, ১৯৬২।

পাশ-কাটানো বিণ এড়িয়ে গেছে এমন। 'ওর উচিত ছিল আমার মতো পাশ-কাটানো শিটারিয়ে হওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পাশ কাটিয়ে চলা ক্রি এড়িয়ে চলা। 'পাশ কাটিয়ে চলবারই চেষ্টা করছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পাশবদ্ধ [স] বিণ বন্ধনকৃত। 'পরের বাহিনতা পাশবদ্ধ সমাজের দ্বিও মতিত ...।' আজাদ, ১৯৩৬।

পাশযুক্ত [স] বিণ বন্ধনহীন। 'পাশযুক্ত কার ঝড়াবেশ ...।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

পাশাঘুপ [স] বি পাশ ও অঘুপ নামের যুগ্ম। 'পাশাঘুপ বরাডের পাশেতে চারি তুল।' জরত, ১৭৬০।

পাশী [স] বি পাশ নামক অস্ত্রধারী। 'পাশাইলা পাশী দেখি পাশে গিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ কোন।' মাইকেল, ১৮৩৬।

পাশী [স] বি পাশ। পাশাটীড়া [স] বি পাশাখেলা। 'আইস পাশাটীড়া করি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

পাশী [স] বি পাশ। 'বাজে বাড়ির প্রতিমা পুলিষের পাশ মত বাজনা বাধিবে সঙ্গে বিসর্জন হবেন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি অনুমোদন। 'পাশ করিবার উপক্রম ...।' নবদূর, ১৯০৩। ৩ বি পার। 'ঐশ পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে।' বিজুতি, ১৯৩৭। ৪ বিণ অনুমোদিত। 'পাশ হয়ে গেল ... ৪৮ মণ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পাশকরা [স] বি পাস+করা] বিণ পরীকার উত্তীর্ণ। 'পাশকরা মাপ।' রাখাবিনোদ হাসান, ১৮৮৫; 'নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিপেন্সারী।' বিজুতি, ১৯৩১।

পাশ নধর [স] বি পাশ করার জন্য সর্বনিম্ন যে মার্জ পেতে হয়। 'মলজনের চোখ পাশ নধর পাশ কিনা সন্দেহ।' অবন, ১৯২৫।

পাশশোর্ট [স] বি পাশ। 'একটি পাশশোর্ট এর অংশে।' হুমায়ূন, ১৯৭২। ২ পাশশোর্ট

পাশক [স] বি পাশ। 'কৌতুকে ভেসে যিদি পাশক খেলায়।' কুজগ্রাম,

১৫৮০।

পাশপাই বি এককতার ধারাবিশেষ। 'কুমারী, কলকাতার, সূর্যমুখী, হালি কলমি আর আটলাই, পাশপাই ধান।' ফকরত, ১৯৩৬।

পাশব [স] ১ বিণ নির্দিষ্ট। 'বে-জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, কদময়ন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বিণ পশুসুলভ, বোঁদ। 'আসানসোলা স্টেশনে একটি সেনীয়ার বালিকার প্রতি পাশব অভ্যাচার করার অপরাধে কয়েকজন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ বিণ নিষ্ঠুর। 'পাশব আঘাতে আমাদের শিলা কাটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পাশবর্ষা [স] বি পাগবিক দম্ব। 'এখনো পাশবর্ষে, - সে পথের আত্ম।' ফকরত, ১৯৪৬।

পাশবতা [স] বি নিষ্ঠুরতা; পতর মতো স্বভাব। 'চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিভাষণ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

পাশব প্রকৃতি [স] বি পাগবিক স্বভাব। 'আমের উচ্চতর পাশব প্রকৃতি এবং আত্মভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পাশবলীলা [স] বি অমূল্যবিক আচরণ। 'এ অধ্যায়ে পাশবলীলা এই মানুষের জগতে।' নজরুল, ১৯২৭।

পাশবিক ১ বিণ পশুসুলভ। 'পাশবিক অভিনয় চলিয়া আসিয়াছে।' হোমজলী, ১৯৩০। ২ বিণ নির্দিষ্ট। 'প্রাণুর অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুত্রব।' সূচীন্দ্র, ১৯৩৭।

পাশবিকৃত্য [স] বি পশুত্ব। 'নানা অপমণের মধ্যে রিফাইনড পশুরিকতার অপবাটা সব চেয়ে অগাধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পাশবিশী [স] বি ত্রী পত। 'জঙ্গলের পত-পাশবিশী।' মাহমুদ, ১৯৩৩।

পাশরা ক্রি বিন্দিত হওয়া। 'পাশরিল দাসী তার পূর্বদূর স্বত।' মাইকেল, ১৮৩০; 'মম বাঁশরিণ তারে পাশরি।' নজরুল, ১৯২২।

পাশালী বি পায়ের অঙ্কুর পরার অলংকার বিশেষ। 'চরণে নুপুর দিয়া পরিল পাশালী।' রূপগ্রাম, ১৭৫০। ২ পাশালি

পাশা [স] বি পাশক। ১ বি পাশা খেলা। 'অগ্রহ চতুর হল কেহ পাশা বুদ্ধি বল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পাশা খেলার কাঠি। 'জমি রাশি পাশা সারি অনিল পার্শ্বী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পাশাটি হস্তেত করি লেল জলাভর।' অঙ্গাঙ্গ, ১৬৮০।

পাশা [স] বি পাশক। 'এককতার খেলা।' বুলাই জতন করি না খেলিগ পাশা সারি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পাশা সারি বি পাশা খেলা। 'বুলাই জতন করি না খেলিগ পাশা সারি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পাশাসারি [স] বি পাশক। 'বি পাশা খেলা।' 'চতুর্নিব সহিতে কৃষ্ণ খেলে পাশাসারি।' মল্লানথ, ১৫০০।

পাশা [স] বি পাশক। 'বি পাশক।' 'তাবিল, বাজ, বর্ষ, পদ্মধরি, পাশা, কুমক, ইত্যাদি পয়েন।' তবালী, ১৮২৮।

পাশাপাশি প্রাধান্য

পাশারি বি পরিমায়ের একক; পাঁচ সের পরিমাণ। 'বোটা-হেলের ওজন মোটে হয় পাশারি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পাতপত [স] ১ বি হিন্দুসম্ভাব শিবের অবশিষ্ট। 'পাতপত অস্ত্র লই মুক্তি তোর পাশে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বি শৈব সম্প্রদায়বিশেষ। 'ভিনি ভণায় তন্মাত্র কলসের পাতপত ... অন্যান্য শৈবসম্প্রদায় দৃষ্টি করেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

পাতপতায়

পাশুপত্তন্ত্র [স পাতপত-অত্র] বি হিন্দুসেনতা শিবের অস্ত্রবিশেষ।
'তোষার নিশিত পাতপতায়। জাপো।' নজরুল, ১৯৩০।

পাতলি, পাতলী বি পায়ের অঙ্গুলের অলংকারবিশেষ। 'সুবর্ণের কড়ি-বোলি রক্তভূষিতা পাতলি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তের রঞ্জার ধন এক পায়ের পাতলী।' রূপরায়, ১৭৫০। ১ পাশলী

পাশলী বি পায়ের অলংকারবিশেষ। 'বড় দুখ পাইল আক্ষে কটিতে পাশলী।' বড়ু, ১৪৫০।

পাশুলি বি পায়ের অলংকারবিশেষ। 'অঙ্গুরি পাশুলি ছটি সুবর্ণ রূপাড়ি কাটি।' মুহুদ, ১৬০০।

পাচাতা, পাচাত্তা [স পাচাত্তা] ১ বিণ হাতীতা; পতিমের দেশ সফরী। 'বজাতিগ্রন্থ পাচাত্তা অতি।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'পাচাত্তা পতিতপনের প্রকাশিত বিবরণ পাঠেই ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি পাকিমা দেশ। 'পাচাত্তোর কুয়ার হলেন ...।' বক্রিম, ১৮৭৯।

পাচাত্তাদেশীয় [স] বিণ ইউরোপীয় দেশের। 'পাচাত্তাদেশীয় ঐশ্বর্যসম্পন্ন ... বহুদেশে ক্রয় করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পাচাত্তাবাসী [স] বি ইউরোপবাসী। 'পাচাত্তাবাসীরা। তোমরা ত সর্বত্রই ইয়াহা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

পাচাত্তা [স] বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'পাচাত্তা প্রাচ্য বাহিলক্যারপ্তিকা দক্ষিণাভ্য এহি শাস্ত্রীয় অঙ্গাদন ভাষা।' নর্গণ, ১৮৩০।

পাচাত্তিকতা [স] বি পাচাত্তাপনা। 'পাচাত্তিকতার যাদের জ এডটুফু কুহিত হবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পাষ [স] বিণ ধর্মবিরোধী; নাস্তিক। 'যে কথা শুনে সব ব্যতয়ে পাষ ...।' বৃন্দা, ১৪৫০।

পাষত্তা [স] বি বর্বরতা। 'তোমার এই সুখের অনুভূতিতে তেঁও দেওয়ার রীতিত পাষত্তা।' অলাউদ্দিন, ১৯৬০।

পাষত্বদয় [স] ১ বিণ নির্দয়। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি নিষ্ঠুর কদর। 'বিতর বিতর প্রেম পাষত্বদয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পাষজী [স] ১ বি পাণ্ডিত। 'ফাতি মরে পাষজীর জ্ঞান।' মুরারি, ১৫৭০। ২ বি বেদ-বিরোধী; নাস্তিক। 'আইলা পৌরহরি পাষজী কিছুই না জানে রে।' বৃন্দা, ১৮৫০। ৩ বিণ কদমরসী। 'কৌতুকে না হইয় পাষজী।' বিজয়, ১৬০০।

পাশত [স পাষত] বিণ পাণ্ডিত; ধর্ম অবিশ্বাসী। 'পাশত আলাপে কিয়া কুছ পারসিলে।' মাসফর, ১৫০০।

পাশজি [স পাষজী] ১ বি বেদবিরোধী; নাস্তিক। 'না কহির পাশজিকে জে বেদ নিশা করে।' মাসফর, ১৫০০। ২ বিণ দয়াহীন। 'দারুণ দৈবের ফলে বিখ্যাত পাশজি।' মুহুদ, ১৬০০।

পাশাঁ [স] ১ বি শিলা; পাশর। 'দরবে পাশাব সব বনোদান তনি।' মাসফর, ১৫৫০; 'চুড় কাঠ পাশাপাদি প্রবরে অজুরে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'কিয়ারি পাশাবে কেবা রতন বসাইল রে এমতি পাশবে বুকের শোভা।' বিষ্ণু, ১৬০০। ২ বিণ নির্দয়। 'পাশাব মনে ভার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৪ বিণ পাশাবের মতো। 'ওগো পাশ পাশাব মুরতি সুন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

পাশাবাকার [স] বিণ পাশাবের দেহ। 'চণ্ডী জারে বহার বীরের পাশাবাকার/শেল সাজি গায় নাই মুটে।' মুহুদ, ১৬০০।

পাশাবকায়া [স] বিণ পাশাবের দেহবিশিষ্ট। 'পাশাবকায়া, হায় রে, রাজধানী।' সূতক, ১৯৪০।

পাশাবকায়া [স] বি পাশবের তৈরি কায়াগার। 'আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙিব পাশাবকায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পাশাবশব্দ [স] বি পাশবের শব্দ। 'এক পাশাবশব্দে উপবিষ্ট হইয়া আকাশ-মঙ্গল নিরীক্ষণ ... করিতেছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পাশাবশ্রুতি [স] বিণ শ্রী পাশবের তৈরি। 'তোমার ত পাশাবশ্রুতি, পাশাবময়ী জানিতাম।' বক্রিম, ১৮৭৪।

পাশাব-পাশা [স] পাশাব+পাশা। বিণ পাশব গলিবে দেয় এমন। 'পাশাব-পাশা সুখা ঢেলে - নয়ন-ভূষণো এসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পাশাবশ্রুতি [স] বি পাশাবরূপ চিত্র। 'কিছুতেই উঁহার পাশাবশ্রুতি অর্পে হর নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পাশাবতনয়া [স] বি হিন্দুদেবী কালী। 'পাশাবতনয়া ইচ্ছাময়ী, সুখ দুখ ভরি ইচ্ছা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পাশাবদূর্ণ [স] বি পাশবের নির্মিত দুর্গ। 'পাশাবদূর্ণ অনাদ্যসে ভয় করিতে পারা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পাশাবদেউল [স] পাশাব+স দেবকুল। বি পাশবের মন্দির। 'পাশাবদেউলের বিভূতিতে।' নজরুল, ১৯২৭।

পাশাব-সেবতা [স] বি যে দেবতার দয়া-মায়া নেই। 'কোন অজানা পাশাব-সেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না ছড়িয়া দিলাম।' নজরুল, ১৯২২।

পাশাবশ্রুতি [স] বি পাশবের শব্দ; নির্দয় নগর। 'বিরচিত্রে এ সুখানন্দগরীর শুষ্ক খুঁটিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পাশাব-নুড়ি [স] পাশাব+নুড়ি। বি পাশবের ছোটো টুকরা। 'শিবির কানো জলে সুউজল পাশাব-নুড়ি যেমন।' নজরুল, ১৯৩০।

পাশাব-শিঞ্জর [স] বি পাশবের বাঁচা। 'পাশাব-শিঞ্জর ভেঁট, ছেঁদি নড়-নীল।' নজরুল, ১৯২৪।

পাশাবপুণী [স] বি নিস্ত্রাণ পুণী। 'কত রূপের পুণী পাশাব-পুণী হয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯৩০; 'পাশাবপুণীর রাজকন্যার মতো নিরুপম সৌন্দর্যে নিখর।' মাসফর, ১৯৭০।

পাশাবশ্রুতি [স] বিণ নিষ্ঠুরের মতো। 'মর্জনার পাশাবশ্রুতিম দৃষ্টতাই ছিল একমার বাধা।' অলাউদ্দিন, ১৯৬৩।

পাশাবশ্রুতিমা [স] বি পাশবের প্রতিমূর্তি। 'পাশাবশ্রুতিমা ছুঁমি, যত বকে চোপে ধরি অনুরাগভরে তত বাজে বুকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পাশাব-প্রাণ [স] বি নিষ্ঠুর কদর। 'তোর পানে পলে যাবে সহস্র পাশাব-প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পাশাব-প্রাণাদ [স] বি পাশবের তৈরি অস্ত্রালিঙ্গ। 'পাশাব-প্রাণাদ-মায়ে আহত অর্পণ।' নজরুল, ১৯২৪।

পাশাব-ফাতি [স] পাশাব+ফাতি। বিণ পাশাব তেঁতুল যায় এমন। 'সাহায্য সুরের পাশাব-ফাতি কান্না আকর্ষে কুঁশিরে উঠছে।' নজরুল, ১৯২২।

পাশাব-বেদী [স] বি পাশবের পূজা-মঞ্চ। 'রক্ত-জম্যতি শিকল-পূজার পাশাব-বেদী।' নজরুল, ১৯২৪।

পাশাবব্যবধান [স] বি দুরতিক্রমা বাধা। 'অভ্যাস, সোকাচার ও অসাড়তার পাশাবব্যবধান অস্ত্র করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাশাবভার [স] বি পাশবের ভার। 'দুখের হতে পাশাবভার/যতনে বহি আনি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পাশাবভিতি [স] বি পাশবের ভিত। 'এই কৃৎন্য প্রাসাদের

পাশাণভিত্তির তলবর্তী একটা অর্ধ অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'পাশাণভিত্তি-মাঝে দেবতার বৃক জ্ঞান সে খী ব্যাধা বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পাশাণময় [স] ১ বিশ নিষ্কর। 'সেজন সূজন নয়, হৃদয় পাশাণময়।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিশ পাথরে নির্মিত। 'কবি ও গ্রন্থকারদিগের পাশাণময় প্রতিমূর্তি ... সংস্থাপিত ছিল।' অক্ষর, ১৮৫০। ৩ বিশ নিষ্ফল; শুষ্ক। 'পাশাণময় যে দেশ ... সত্য তথা কখন কি ফলে।' মহিষকণ্ঠ, ১৮৭৩।

পাশাণময়ী [স] ১ বিশ স্ত্রী পাথরে নির্মিত। 'কেহ বা মৃন্ময়ী, পাশাণময়ী, অথবা ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি সমীপে দণ্ডায়মান ...।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বিশ স্ত্রী পাশাণের মতো নিষ্কর। 'তোমায় ত পাশাণগঠিতা, পাশাণময়ী জ্ঞানিতাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

পাশাণ-যবনিকা [স] বি পাথরের পর্দা; মূর্ত্যের যবনিকা। 'কোথা কার অঁখি হতে সরিল পাশাণ-যবনিকা।' নজরুল, ১৯২৪।

পাশাণরাশি বি স্থানিকৃত পাথর। 'মুখরবর্ণ অনাবৃত পাশাণরাশি।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

পাশাণ-শূন্যল [স] বি কঠিন বন্ধন। 'তোমারে করছে বন্দী পাশাণ-শূন্যলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পাশাণময় [স] বিশ পাথরের মতো। 'তবু হৃদয় মম কঠিন পাশাণময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পাশাণস্তর [স] বি পাথরের তর। 'দুঃসহ নৈরাশ্যের পাশাণস্তর বিন্দীর্ণ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পাশাণস্থ [স] বিশ পাথরে খোদিত হয়েছে এমন। 'ইহা পাশাণস্থ বা তদ্রূপস্থ শিল্পশিল্পি দ্বারা সন্মগ্ন হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

পাশাণবর্ষ [স] বি পাথরের বর্ষ। 'পাশাণ-বর্ষ হিমালয়-চুড়ার নজরুল, ১৯৩০।

পাশাণহৃদয় [স] বি পাথররূপ হৃদয়; মমতাহীন অন্তর। 'পেশাটিক পাশাণহৃদয়ও লভা হইয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৪৬; 'পাশাণহৃদয় গলিল কেন রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পাশাণী [স] বি স্ত্রী হৃদয়হীন। 'পাশাণী মুকল পায়ে কাঠের তরী সোনা।' রূপরায়, ১৭৫০।

পাশাণের বিনি বি পাথরের আগল। 'পশ্চিম দূরারে সেই পাশাণের বিনি।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পাশাণোৎক্ষেপ [স] পাশাণ-উৎক্ষেপ বি পাথর বিক্ষরণ। 'অতি বড় অমুখপাত্রে, পাশাণোৎক্ষেপে এই বিশাল ভূতৃপ গঠিত।' সাধারনী, ১৮৫৫।

পাশান [স] পাশাণ বি পাশাণ। 'যাহাকে বাক্সিয়া ছিল পুরুত পাশানে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পাসান [স] পাশাণ বি কঠিন। 'দরবে পাসান তবু বসির নাদ সুনি।' মালধর, ১৫০০।

পাশুরা [স] বিশ্বরূপ বি বিস্মৃত হওয়া। 'পাশুরিবে কেমতে তাহার মায়া যো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পাস' [স] পাথ' বি পাথ'। 'সুন্না পাথ ভিড়ি শাহ রে পাস।' চর্চা ১, ১২০০। পাসত ক্রিবিপ পাসে। 'ঈসত হাসিআঁ পাসত বসিআঁ পুরহ আছার আশে।' বড়ু, ১৪৫০।

পাসে ক্রিবিপ পাসে। 'বাম পাসে থাকি ডাকে কঠোর সাগিনী।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পাস' [স] বি অনুমোদন। 'কালবিল কাল বিল করিলেন পাস।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি পরীক্ষার সাক্ষ্য লাভ। 'দাতাকর্ণ বাবু কালেজে পড়েন, একজামিন পাস করেছেন।' হুজুম, ১৮৬৬। ৩ বি অনুমোদনপ্রদ। 'ছুটির দিনে ছিপকেশোর পাস ছাড়ে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

পাসমার্কি [স] বি স্বীকৃতি। 'গণপান করলেই পাসমার্ক পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পাস-মার্কি [স] বি পাসমার্কি বি উত্তীর্ণ হওয়ার ঘোষণা। 'এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে তাহার পাস-মার্কি পাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পাসপোর্ট [স] ১ বি দেশের বাইরে যাওয়ার সরকারি অনুমোদন। 'যোগমায়ায় প্রতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'আমাদের স্ত্রী পাসপোর্ট ছিল।' রোকেয়া, ১৯৩১। ২ বি প্রবেশাধিকার। 'সাপু ভায়ায় তাদের পাসপোর্ট মেলা শত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পাসপোর্টধারী [স] বিশ পাসপোর্ট আছে এমন। 'গবর্ণর বৈধ পাসপোর্টধারী পাকিস্তানী নাগরিক ছাড়া ...।' আভাস, ১৯৬৪।

পাসর, পাসরু, পাসরন [স] প্রায়শঃ বি বিস্মৃত বস্তু; ভুল; বিস্মরণ। মালোএল, ১৭৪৩।

পাসরা [স] প্রায়শঃ ১ ক্রি ভুলে যাওয়া। 'তো এবে পাসরিগি কেহো' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি আত্মহারা হওয়া; অমায় করা। 'সুচোপে', ১৭৪৩। পাসর কি ভুলে যায়। 'আপনা পাসর কেনে রুখার কেওর' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাসরি ১ বি ভুলে থাকি। 'কামবানে হত হৈয়া আপনা পাসরি।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রি ভুলে যাই। 'ভক্তি না মানিলে কোথ আপনা পাসরি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি ভুলে। 'রাহ আপা ধরি রহিল পাসরি।' অজাভল, ১৬৮০। পাসরে ক্রি ভুলে যায়। 'সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। পাসরিগি ক্রি ভুলে গেছি। 'সব দুখ পাসরিগি সেবি তোমার মুখ।' বাহরাম, ১৫০০। পাসরিভাঙ ক্রি ভুলে যেতাম। 'ধনমদে পাসরিভাঙ তাহার চরব।' মালধর, ১৫০০। পাসরিনু ক্রি ভুলেছি। 'তোমা সেবি সকল সন্ধান পাসরিনু।' বৃন্দা, ১৫৮০। পাসরিবা ক্রি ভুলে যাবে। 'সর্বত্র পাসরিবা মরন সময়।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাসরিয় ক্রি ভুলে যেনো। 'গৃহে গেলে পাসরিয় মোরে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাসরিয়া ক্রি ভুলে গিয়ে। 'ইহাখিম রসুলের দীন পাসরিয়া।' সুলতান, ১৭০০। পাসরিগি ক্রি ভুলে গেলো। 'বিসয় মদে মত হৈয়া তোমা পাসরিগি।' মালধর, ১৫০০। পাসরিলা ক্রি ভুলে গেলো। 'আপনা পাসরিলা জাতে বের নায়ায়েন।' মালধর, ১৫০০। পাসরিগি ক্রি ভুলে গেলি। 'তো এবে পাসরিগি বেহে।' বড়ু, ১৪৫০। পাসরিলাম ক্রি ভুলে গেলাম। 'পাসরিলাম সেখী মুক।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পাসরিগে ক্রি বিস্মৃত হলে। 'আনেক ভকতি কৈলো পাসরিগে' বড়ু, ১৪৫০। পাসরী ক্রি ভুলে। 'তাঁহাকে বাসিরে ভালো তোমাকে পাসরী।' গয়ী, ১৭৬৫। পাসরে ক্রি বিস্মৃত হই। 'ভায়া সুনি লোক লোক সকলি পাসরে।' মালধর, ১৫০০। পাসরেত ক্রি ভুলে গেছো। 'পাসরেত পুরুষা পড়ে নাই মনে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পাসুরেছ পায়া ক্রিবিপ ভুলে যাওয়ার মতো। 'প্রভু কন পুত্র পেয়ে পাসুরেছ পায়া।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পাশ' [স] পাথ' বি পাথানানা। মালোএল, ১৭৪৩।

পাশানি বি শেখরের যেখানটায় মাছ ধরা পড়ে; ফাঁদ। 'পাশানি খোলা দুয়ারি তাই দেখে রেখেছি পেতে।' লালন, ১৮৯০।

পাহলওয়ান, পাহলওয়ান [কা] ১ বি বীর। 'হেথায় হাসান আর হোসেন পাহলওয়ান।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি কুস্তির। 'দৌহিককে ছুটপুট পাহলওয়ান দেখিতে চাহেন কিনা?' রোকেয়া, ১৯২২; 'সারা মৃত্যুরক যত বীর পাহলওয়ান।' মনসুর, ১৯৪৩। ৩ পাহলোয়ান

পাহলোয়ান, পাহলোওয়ান [কা] বি কুস্তির। 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান গামার সাথে ...' মাধেন, ১৯৪৯; 'শাহনামার রক্তম ও সোহাবের মত পাহলোওয়ান।' মনসুর, ১৯৫৫।

পাহলবী, পাহলবী [কা] বি প্রাচীন ইরানি ভাষা। 'পাহলবী সঙ্গে পক্ষতায়ের অবধি।' আলগল, ১৬৮০; 'রেখে যার গ্রাণ তার ফেরকান পাহলবী জ্বাণে।' ফররুখ, ১৯৩২।

পাহাড় [স পাখা] বি ছোটো পর্বত। 'দেখি লোক সবে বোলে চলিল পাহাড়।' সুলতান, ১৭০০।

পাহাড়কাটা বি পাহাড় কেটে উঠি করা হয়েছে এমন। 'উঁচু নিচু পাহাড়কাটা রাজা।' অন্নপ, ১৯২২।

পাহাড়-মেয়া বি পাহাড়বেষ্টিত। 'ভাইহ পাহাড়-মেয়া কানা ছাপিয়ে পড়ছে বরফানির শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পাহাড়তলি বি পাহাড়ের নীচের স্থান। 'মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পাহাড়পারে ক্রিবিপ পাহাড়ের পাদদেশে। 'পাহাড়পারে প্রবত পথ।' শব্দ, ১৯৬৬।

পাহাড়পারা বি পাহাড়ের মতো। 'পাহাড়পারা ব্যথা।' নজরুল, ১৯২৪; 'কথার ব্যথা জমে জমে পাহাড়পারা হয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

পাহাড়প্রমাণ [স পাখাপ্রমাণ] বি বিশাল; সুউচ। 'পাহাড়প্রমাণ চামড়ার দিকে একবার হী করে তাকালে।' জীবন, ১৯৩২।

পাহাড়কাটা বি পাহাড় ছেটে যায় এমন। 'পাহাড়কাটা শুকতার বিশূল চড়চড়ানি।' নজরুল, ১৯২৭।

পাহাড়বাসী বি পাহাড়ে বাস করে এমন। 'পাহাড়বাসী বিদ্রোহীরা দলে দলে আসিয়া ...' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

পাহাড়ি ১ বি পাহাড় সংক্রান্ত। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি পাহাড় এলাকার জন্মায় এমন। 'পাহাড়ি তরুর তরুণা শাখায়।' নজরুল, ১৯২৮। ৩ বি সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'পাহাড়ি তেতলা।' নজরুল, ১৯৩২।

পাহাড়িয়া, পাহাড়িয়া, পাহাড়ীয়া ১ বি সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'পাহাড়ীয়াশাখা।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে এমন। 'পাহাড়িয়া যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি।' রামমহাসান, ১৭৮০; 'সম্রাটদেরা ভাৱানদিকে পাহাড়িয়া ব্রাহ্মণ বসেন।' অক্ষর, ১৮৪৪।

পাহাড়ী ১ বি পর্বতজাত। 'পাহাড়ী নানা।' বিকৃতি, ১৯৩১। ২ বি পাহাড়ে বসবাসকারী। 'কাঠ আহরণ করা পাহাড়ী মেয়েদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ।' বেগম, ১৯৩৬।

পাহাড়ে ১ বি পাহাড়ি; পার্বত্য। 'এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনি পাহাড়ে রাজা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বিশাল। 'বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পাহারা [স প্রহর] বি প্রহরীর কাজ; প্রহরা। 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ ... রাজায়, পাদাড়ে ও ভাঙ্গাড়ে গড়গড়ি যেতে লাগলো।' হেতম, ১৮৬১।

পাহারাওয়াল্লা, পাহারাঅলা [পাহারা+হি ওয়াল্লা] বি প্রহরী। 'পুলিসের রাতকানা সাক্ষন ... কুড়ুতে পাহারাওয়াল্লা ...' হেতম, ১৮৬৬; 'মিখোই পাহারাঅলা, খিড়কি-পথে হয়ে গেছে চুরি।' শক্তি, ১৯৬৬।

পাহারাদারনি [পাহারা+ফা দার:] বি শ্রী পাহারাদার। 'আয়েবা পাহারাদারনির মতো আটপ্রহর ও ঘরে।' মল্লিশ, ১৯৬৬।

পাহারাদারি [পাহারা+ফা দারি] বি পাহারাদারের কাজ। 'ঝিমাইয়া-ঝিমাইয়া পাহারাদারির দায় সারিয়া ঘাইতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

পাহারাবন্দী [স প্রহর+ফা বন্দি] বি পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে এমন। 'উহাকে পাহারাবন্দী করিয়া স্নানাস্থিকে পাঠাইয়া দাও।' বক্রিম, ১৮৮২।

পাহারাল্লা [পাহারা+হি ওয়াল্লা] বি পাহারাদার। 'লাস-চুরির দাবি দিয়ে পাহারাল্লা ডাকহিসেব।' গিরিশ, ১৮৮৬।

পাহারোল্লা [পাহারা+হি ওয়াল্লা] বি পাহারা দেব যে। 'তাদের সঙ্গে সাপোপাসো সাক্ষেট, পাহারোলা, হ্যাডকাশ, বটেন এবং আরো কত কি।' শিবরাম, ১৯৭০।

পাহিড়া বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী পাহিড়া। যমক।' বড়, ১৫৭০।

পাহিড়রাণ বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'পাহিড়রাণ।' মল্লিশ, ১৫০৫।

পাহিড় [স আধুণ] বি প্রবাসী। 'কাত পাহন কাম দারুন ... শর হস্তিয়া।' শিবর, ১৬০০।

পাহি [স পাহি] বি হাত। 'পুনিহ দেখিল সম্ভ্রান্ত চারি পাহি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ পানি

পিজান [স পা:] বি পান করা। 'অল্প অল্প তিন বারে পিজান কুশল।' আলগল, ১৬৮০।

পিজা [স পা:] বি পান করে। 'কুসুমসুহ মধু পিজা মধুমত মধুকর।' বড়, ১৪৫০।

পিজা [স প্রিয়া] বি প্রিয়া। 'নিজর আএল পিজা শোচন মেলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পিজাদা [স পিজাদায়া] বি পিয়ন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ পিয়াদা

পিজানো [স পা:] বি পান করা। 'আমিঝা পিউক মোর কানে।' বড়, ১৪৫০; 'পিইছেন হাসি তব বাক্য-সুখ, দেবি দেব, সুখানিবি।' মাইকেল, ১৮৬১। পিউক বি পান করুক। 'আমিঝা পিউক মোর কানে।' বড়, ১৪৫০। পিএ বি পান করে। 'কিলি কিলি ধনি তনি রুখির শিএ সুকিনি।' মল্লিশ, ১৫০০। পিউ বি পান করে। 'হাড়হ কুন্ডল পিউ গলাজল।' হুতুঙ্গ, ১৬০০।

পিজানো [সি] বি অর্গানের মতো এক ধরনের বিরাটকার বায়যন্ত্র, যা হারমোনিয়ারের মতো চাবি টিপে বাজাতে হয়। 'দেয়াছে দেয়াছে ছবি ও দেয়াছেকোড়া পিজানো।' অন্নপ, ১৯২৯। ২ পিয়ানো

পিজাল [স প্রিয়াল] বি পিয়াল গাছ। 'কসাল পিজাল ডগারে।' বড়, ১৪৫০। ২ প্রিয়াল

পিজাস [স পিপাসা] বি পিপাসা। 'ভেঁবে ডাত দিবৌ তোরে পিজাস পাখী।' বড়, ১৪৫০।

পিউ [স প্রিয়া] বি প্রিয়জন। 'হাড়িল নিখাস যদি 'খরি মনে পিউ।' আলগল, ১৬৮০।

পিউ কাই বি পাণিয়ার ডাক। 'ডাকে পাণি, পিউ কাই' নজরুল, ১৯০০।

পিউ পিউ [স প্রিচ] বি পাণির ডাক। 'চৌলিগে চাতকশক করে পিউ পিউ' মাসাধর, ১৫০০।

পিউরিটান [হি] বিপ্ তছাচারী। 'পাশ মনে করার মতো পিউরিটান বৃন্দা নন' পাশা, ১৯৭১।

পিউলি, পিউলী [স গীতা] বি এক প্রকার লঘু হস্তুদ বর্ণের ফুল। 'পিউলি পিউলি আর মোহন মুকুতাহার' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'বাহুলী পিউলী মালতী জাতী' ভারত, ১৭৬০।

পিএইচটি, পি.এইচ.ডি. [হি] বি ডক্টর অব কিলোমিটার: বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি। 'গত জেনেভেলের কেমব্রিজ যুনিভারসিটির পি.এইচ.ডি. দলের একজন' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পিওন [হি] বি চিঠি বিলি করে যে। 'পীয়ে পোস্টঅফিসে পিওন ছিল না' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

পিংগে [হি] বি টেবিল টেনিস। 'পিংগে খেলায় নিমন্ত্রণ করেছে' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'উর্বি তখন শশাঙ্কের সঙ্গে পিংগে খেলাছিল' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পিঙপঙ [হি] বি টেবিল টেনিস খেলা। 'হুপুপি নিয়ে খেলে পিঙপঙ খায়া' হোসেন, ১৯৪০।

পিটুটি, পিটুটি [স পিছট] বি চোখের ময়লা: চোখের এক রকমের দ্রাব। 'পিটুটি' ভর্গা, ১৭৮৫; 'মলিনা, পিটুটিনরনা, কাঠকুড়ানির মত' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

পিটুটিনরনা [পিটুটি+স নরন] বি পিটু চোখে পিটুটি রয়েছে এমন। 'মলিনা, পিটুটিনরনা, কাঠকুড়ানির মত' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

পিটুটিভা বি পিটুটিভুক্ত। 'চোখে পিটুটিভা' শরকত, ১৮৬৮।

পিঞ্জর [স পিঞ্জর] বি বাঁচা। 'আমার এই পিঞ্জরের মধ্যে ছুটিবকি বাক' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'ভক্তি সে পিঞ্জর' রোকেয়া, ১৯২২।

পিঞ্জরা [স পিঞ্জর] বি বাঁচা। 'মানেএল, ১৭৪০; 'প্রতাপাদিত্য রায়ে পিঞ্জরা ভরিয়া চলে রাজা মানসিংহে জরজটা দিয়া ...' ভারত, ১৭৬০।

পিঞ্জেরা [স পিঞ্জর] বি বাঁচা। 'বহু কালের ভাতা পিঞ্জেরটি খেড়ে বুড়ে ...' হুতায়, ১৮৬১।

পিঞ্জরাপোশ [হি] বি পত-পাখি রাখার জায়গা। 'আমি এই পিঞ্জরাপোশে আটক' নজরুল, ১৯২৭।

পিঙা [স পীঠ] বি ঘরের দাওয়া। 'পিঙা হেতে অঘেতরে ধরিয়া আনিয়া' বৃন্দা, ১৫৮০।

পিড়ায় জিনিয়ে পৌড়ায় জিনা যায় - ঘরের দাওয়ার জমী হলে দূরে (পাওয়া) গিয়েও জমী হওয়া যায়। 'ইহা জানিন না যে শিড়ায় জিনিয়ে পৌড়ায় জিনা যায়' গৌর, ১৮২২।

পিড়ু [স পীঠ] বি ঘরের দাওয়া। 'ও সে পিড়ুয় বসে পৌড়ায় ববর পায়' লালন, ১৮৯০।

পিড়ুর বসে পৌড়ায় ববর - প্রকৃত কোনো ববর না রেখে সুনিয়ম সর্ব ব্যাপারের বিষয় বন্দা দেওয়া। সুবল, ১৯০৬।

পিড়ি, পিড়ি [স পিডি] বি ছোটো ও পিড়ু কাঠের আসন। 'আচার্য্য রুদে বৈদে পৌরে শিড়ির উপরে' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পেতে দিল বড় পিড়ি তাহার বসিয়া' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'আগে এই পিড়ি বানা পেতে

সেই' উয়েম, ১৮৫৭।

পিধন [স পিন্ধা] বি পরিধানবস্ত্র। 'মিহিন খাশি সিদ্ধ-কাফি পিধন চমকলার' গভস্তা, ১৯২৪।

পিধা ক্রি পরিধান করা। 'ভক্তকর্তা হাঁদে বসন সিধে সঙ্গে চলয়ে হাটি' চট্ট, ১৫৫০।

পিপাড়া [স পিপীলিকা] বি অতি ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। ভর্গা, ১৭৮৫।

পিপড়ে [স পিপীলিকা] বি অতি ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। 'ডেঞ্জে পিপড়ের মজবা' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পিপাছ [কা পিয়াছ] বি রান্নার ব্যবহৃত ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত রন্ধবিশেষ। ভর্গা, ১৭৮৫।

পিপাছ [কা পিয়াছ] বি পিয়াছ দিয়ে তৈরি ভালের রন্ধবিশেষ। 'পিপাছ, বেতুলি, বটু, জিপিপি, ইসুপতলের সরষত এনব তো ছিলই' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

পিক [সি] বি কোকিল। 'সুদর পঞ্চম শর পাএ পিক গণে' বটু, ১৪৫০।

পিককাবকী [সি] বি কোকিলের কলতান। 'দ্রুম ভাড়া পিককাবকীতে সেই রং লাগে' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পিককুল [সি] বি কোকিলের ঝাঁক। 'কেতকী হাসল পিককুল ভাসল' বন্দনর্শন, ১৮৭৪।

পিককুলারনি [সি] বি কোকিলের ডাক। 'হিমাঙ্গে, তনি পিককুলারনি' মাইকেল, ১৮৬০।

পিকবধু [সি] বি কোকিল। 'বাও থকা পিকবধু বরিয়ে সর্ষীত মধু' মাইকেল, ১৮৬১।

পিকবর [সি] বি কোকিল। 'পিকবর গানে পাছে সর্বনাশ হয়' রসরাম, ১৭৫০।

পিক [হি পিকা] বি চর্চিত পানের রস। 'তিনি তভারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ব করেন' ভবানী, ১৮২৮।

পিকদান [হি পিক+ফা দান] বি পিক বা গুড়ু ফোয়ার পান্ন। 'তিনি তভারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ব করেন' ভবানী, ১৮২৮।

পিকদান বরদারী [হি পিক+ফা দান+ফা বরদারী] বি পানের পিকদান ধরে রাখে যে। 'তিনি তভারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ব করেন' ভবানী, ১৮২৮।

পিকদান বরদারী [হি পিক+ফা দান+ফা বরদারী] বি পিকদান বহনের। 'তিনি তভারওঁয়ার বাইলোকের পিকদান বরদারী কর্ব করেন' ভবানী, ১৮২৮।

পিকদানি [হি পিক+ফা দানী] বি তিরাবো পানের রস অথবা গুড়ু ফোয়ার পান্ন। ভর্গা, ১৭৮২; 'পানের বাটা কন্ কন্ কনাং করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া পেল' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

পীকদান [হি পিক+ফা দান] বি পানের রস ফোয়ার পান্ন। 'পীকদান ৪ চারি' ঘের্ণ, ১৭৬২।

পিকচার [হি] বি ছবি। পিকচার গোটকার্ড [হি] বি ছবিসহ কার্ড। 'পিকচার গোটকার্ড এ দৃশ্য গারে থাকে ছুটির দিনতলোকে শোভনীয় করবে জানো' হাই, ১৯৫৭।

পিকনিক [হি] বি বনভোজন। 'চা-সভা, লন পার্ট, এক্সকর্শন, পিকনিক ইত্যাদি' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পিকপকেট [হি] বি পকেটমার। 'বারু সুখিমকোটে মিসুলাং, বিক রোপ

শিকা

এও শিকপকেট উকীল সাহেবেরে আফিসের খাতাঝী।' হুতায়ম, ১৮৬১।

শিক্কা বি হুচুট। 'কাঁচা শালগাম্যার একটি শিক্কা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

শিকামুর [শ পিকাসেইরো] বি এক ধরনের আউট। ওর্গা, ১৭৮৫।

শিকু [শ পিকা] বি কোকিল। 'পঞ্চম গায় অলি নাচে শিকুগান।' হুতুশ, ১৬০০। হ্র শিক

শিকুরঙ্গী [শ শিকুরঙ্গী] বিন কোকিলের মতো। 'শিকুরঙ্গী হইআ লহনা।' হুতুশ, ১৬০০।

শিকেটিং [ই] বি কাছের বাধা নান ও ধর্মঘটের পক্ষে সমর্থন আদার। 'বিলিভি বর্জন ও পিকেটিং করার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।' ছোদজান, ১৯২৩; 'টিচার হজেও মেরেদের সঙ্গে পিকেটিং করলাম।' জীবন, ১৯৩১।

শিকেলো [ই] বি স্বয়ংসমের উচ্চবর বাছানোর উপযোগী ছোটো বর্ণিবিশেষ। 'শিকেলোর আগরায় যেনে ব্যাকের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে।' প্রথম, ১৯১৮।

শিক্ত হ্র শিকানো

শিক্কা [স] বিন শিকল; বসুদাত। 'কুড়ীরে ওই গিহরা-ভাদুর হুচবে শিক বেশ।' সত্যোত্ত, ১৯২২।

শিকলা [স] বিন হুদুস আভুত। 'বন্ধবাস শিকল বেশ অরুণ মুগতি।' হুতুশ, ১৬০০।

শিকলাভ [স] বিন ঈশং শিকল রঙের। 'মথার চুল শিকলাভ।' ভায়া, ১৯৪০।

শিকাস [শ শিক] বিন শিকল বর্ণিবিশেষ। 'জটা মোর মীহারিকাসুপ ধুম পাটল শিকাস।' নজরুল, ১৯২৪।

শিকলা [স] বি (তত্ত্ব) দেহেই কল্পিত ভিন প্রধান নড়ির একটী। 'ইজা শিকলা সুসমনা সঙ্গী।' বড়ু, ১৪৫০।

শিক [ই] বি এক প্রকার ফল। 'আলেন শিক প্রকৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শিক [ই] বি আলকাতরা থেকে তৈরি পদার্থবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১: 'রাজার শিক পলেছে।' জীবন, ১৯৩২।

শিকঢালা [ই শিক+ঢালা] বিন শিক ঢেলে নির্মিত। 'শিকঢালা চতুর্ভা রাস্তা।' বিজুতি, ১৯৩৭।

শিক [ই] শিক্কা বি পানের শিক। 'দাঁত-মুখ নিচিরে শিক কাটল ঘাসের ওপর।' জীবন, ১৯৪৮।

শিক কাটা ক্রি পানের শিক ফেলা। 'দাঁত-মুখ খিড়িয়ে শিক কাটল ঘাসের ওপর।' জীবন, ১৯৪৮।

শিককি বি চিবানো পানের রস; শিক। 'খানিকটা পানের শিককি খেতে ফেলে বসলে ...।' জীবন, ১৯৩২।

শিকদানি [ই শিক+দানি] বি শিক বা থুতু ফেলার পাত্র। 'সেয় সেলে শিকদানির শিক/কাপড়-চোপড় লালো লাগে।' নজরুল, ১৯৩৩।

শিককারি, শিককারী, শিকিকারি [কন্যা] বি তরল পদার্থ ছিটানোর যন্ত্র। 'শিকারি করি হাতে।' রবী, ১৫৫০; 'শিককারীর ধারা যেন অশ্রু পানো।' কুসুদান, ১৫৮০: 'বড়ো শিকিকারি করে গারে গরম জল ঢালতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'একটা শিকলের শিকিকারি, একটা চাবি।' শিবরাম, ১৯৪০।

শিকপিচে বিন থকথকে; নজরুল। 'শিকপিচে কাদা।' বিজুতি, ১৯৩১।

শিকবোর্ড [ই শেস্টবোর্ড] বি কাগজের পুরু বোর্ডবিশেষ। 'শিকবোর্ড কেটে লাসিয়ে দেওয়া।' শ্যামসুত্র, ১৯৫৭।

শিকলা [শ শিক্কা] বিন শিকিল। ওর্গা, ১৭৮২।

শিকানো [স চপ] ক্রি চাপ দেওয়া। পিটিউ ক্রি চাপদান। 'কবে করহা করহকলে শিটিউ।' চর্য ১৭, ১২০০।

শিচাপ [শ শিচাপা] বি শিচাপ; প্রত্যয়বিশিষ্ট। 'কৃত প্রেত শিচাপ জর্মে দানোব কহি।' আভ্যেনিয়ে, ১৭৪৩। হ্র শিচাপ

শিচাষী [শ শিচাটী] বি শিচাটী। 'ভক্তের কুলশীরে শিচাষী উদগারে সন্ধান পাইল শরীর।' হুতুশ, ১৬০০।

শিচাস [শ শিচাপা] বি ভূতবিশেষ। 'প্রেত শিচাস তৃত ভোমার সঙ্গে বেসে।' মালম্বর, ১৫০০।

শিচেস [শ শিচাপা] বি শিচাপ। 'এক তৃতীর প্রেয়ার শিচেসও এসেলে এসেছিল।' মুজতাবা, ১৯৬৬।

শিটিউ হ্র শিচানো

শিটুটে [শ শিচাটী] ক্রি নাহোড়। 'শিটুটে স্বভাব মেয়েও যায় না।' গালদ, ১৮৯০।

শিচ্ছল [শ শিচ্ছা] ১ বিপ অত্যন্ত মসৃণ। 'পরিপুষ্ট ওজ তনু চিকন শিচ্ছল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; ২ বিপ মড়ানো যায় না এমন। 'কহু বা পহু গহুণ জটিল, কহু শিচ্ছল ফলপাঙ্কিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শিচ্ছিল [স] বিন অত্যন্ত মসৃণ; শিচ্ছল। 'তাহাদের পদতল শিচ্ছিল (স্রোমীশূলের উপরি ...) অক্ষয়, ১৮৫৪; 'হেঁটে যার শিচ্ছিল দেয়ালে।' শ্যামসুত্র, ১৯৬৩।

শিচ্ছিলা [স] বি মসৃণতা। 'হে শশিশী, শিচ্ছিলাতা একটি নড়ক-নড়ক।' শব্দ, ১৯৬৬।

শিচ্ছকারি [কন্যা] বি পানি অথবা অন্য তরল পদার্থ ছোঁরে ছিটার বস্ত্র। ওর্গা, ১৭৮২। হ্র শিচ্ছকারি

শিচ্ছকারির ছাটীরা বি শিচ্ছকারির তেতরের চাবি। ওর্গা, ১৭৮২।

শিহ [স পদার্থ] বি পৃষ্ঠভাগ। 'ভাইশো খুড়ুর সঙ্গে বিচার করিতে শিহ পাও হইবেন, যদি কেহ ভুলপ্রান্তিকিতেও ভাবেন ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

শিহুটান বি শিহুটান। 'শিশুদায়ী বহুপল শিহুটান দিয়াছিলেন।' হাই, ১৯৪০।

শিহ-পা বিন শিহনে হটে আসে এমন। 'তৌদড় চরাই জেড়ার বদল, শিহ-পা হবার পর নই।' সত্যোত্ত, ১৯১৫: 'হাত লাগাইতে শিহ-পা নন।' নজরুল, ১৯২২।

শিহ পাও বি শিহু হটা। 'ভাইশো খুড়ুর সঙ্গে বিচার করিতে শিহ পাও হইবেন, যদি কেহ ভুলপ্রান্তিকিতেও ভাবেন ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

শিহন [স পদার্থ] ১ বি পতনশীল। মালোয়, ১৭৪৩। ২ বি অজীত। 'আজ তবু অবিজ্ঞানে শিহনে চাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ ক্রিবিপ পরে। 'ভাকের সময় যার ভার শিহন শিহন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শিহনদাঁড় [স পদার্থ-দণ্ড] বি হালের দাঁড়। 'ভার ভিতরে এমন উজান/আমি আড়াল চেয়েছিলাম শিহনদাঁড়ে।' শব্দ, ১৯৬৬।

শিহন-পানে ক্রিবিপ শিহনের দিকে। 'জ্ঞান-ধারা আধার-করা শিহন-পানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শিহন-কোরা বিন অজীতকে মনে করিয়ে দেয় এমন। 'বংশির বাধা শিহন-কোরা সুখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শিহন-ফেলা বিণ শিহনে কেসে এসেছে এমন। 'শিহন-ফেলা পথের কথা চোখে-চোখে ...'। বৃদ্ধ, ১৯৫৫।

শিহনিয়া [স পচাঃ] বিণ পচাঃখী। 'মানেএল, ১৭৪৩।

শিহানো কি শিহন দিকে হটে আসা। 'কেবল এক পা এগোনো, দুই পা শিহানো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'শিহায় কি পচাতে যায়।' গরুর করে ঘন আগার শিহায়।' রঙ্গরঙ্গ, ১৭৫০।

শিহিয়ে পড়া ১ কি কোনো কিছুর তুলনায় শিহিয়ে যাওয়া। 'শিহিয়ে পড়েছি আমি, যাব বে কী করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বিণ অনুরক্ত। 'তুর্কমানীদের চেহেরে শিহিয়ে-পড়া জাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শিহল [স শিহলঃ] বিণ শিহল। 'থীরে থীরে বাড়াও পাও শিহল হৈছে ঘাটা।' মর্ত্ত্বা, ১৭৫০।

শিহলা [স শিহলাঃ] বিণ শিহিল। 'শিহলা গাছের বাকল খোলার মত আন্তে আন্তে টেনে তোলে।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৩।

শিহলাওন বি শিহলে যাওয়া। ওঁরা, ১৭৮৫।

শিহলে যাওয়া কি মৃগশতার ফলে বখানায় থেকে পা ছুটে যাওয়া; পা হড়কানো। 'যেজ্ঞে এমন গালিগ করা যে, পা শিহলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শিহলানো [স শিহলাঃ] কি শিহলে পড়া। শিহলিয়া কি শিহলে। 'চারিদিকে শিহলিয়া পড়ে সন্ত পানি।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। শিহলিল কি শিহলে পড়লো। 'উচ্চ তরু হইতে যেন শিহলিল পা।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

শিহলি [স শিহলাঃ] বি কুচকি ফেলা রোগ; বাগি। 'মানেএল, ১৭৪৩।

শিহলী [স পচাঃ] বিণ পচাঃখী। 'শিহলী শায় দাঁড়াও, আর আঙ্গলী পা কূলের ধারে রাখ।' তারিণী, ১৮০০।

শিহা [স পচাঃ] বি শিহন। 'যাহারা শিহা লইয়াছিল তাহারবিশেকে আপন পচাতে ... দূরে ফেলিলেক।' তারিণী, ১৮০০।

শিহাড়া [স পচাঃ] বি শিহাড়ি; পচাঃঘাষ বা পা দিয়ে আঘাত। 'শিহাড়া, সিকপা বতরকমের বন্ধাতি সে জ্ঞানিত ...' মণ্যররক, ১৮৯০।

শিহাড়ী [স পচাঃ] বিণ শিহনের। 'শিহাড়ী দুই পায় বসিয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

শিহাশা [স পচাঃ] বিণ অতীত। 'শিহাশা কাল।' মানেএল, ১৭৪৩।

শিহা [স শিহাঃ] বি ঝাঁটা; কাড়। 'কার কপালে শিহা মারবি?' সুলীল, ১৯৭০।

শিহু [স পচাঃ] ক্রিবিণ শিহনে। 'আমাদের এই সুখের শিহু ছায়ায় মতো নাইকো কিছু।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শিহুটান বি শিহনের আকর্ষণ। 'সবটাতোই শিহুটান।' কায়সার, ১৯৬২।

শিহুড়াক কি শিহন থেকে ডাকা। 'আমার যাবার বেলায় শিহুড়াকে ডোরের আলোর কানেক কানেক।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

শিহু ডাক্স কি শিহন থেকে ডাকা। 'সুকঠ বসিয়া কাহারও শিহু ডাকিবার অধিকার নাই।' বক্রিম, ১৮৭৮।

শিহু দেওয়া কি উদ্ভাট করা। 'একটি মেরের শিহু নিয়োগিল।' গাঙ্গা, ১৯৭১।

শিহু শিহু ১ ক্রিবিণ সঙ্গে সঙ্গে। 'চাহনি ফিরিতে শুধু মা-র শিহু

শিহু।' নজরুল, ১৯২৬। ২ ক্রিবিণ শিহে শিহে। 'অধ্যায় পেছি শিহু শিহু।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শিহু-পা বিণ শিহা। 'তলওয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি শিহু-পা তো হনই নি।' যুক্ততবা, ১৯৬৬।

শিহুয়া ক্রিবিণ শিহন দিকে। 'সত্যনের দুই কর শিহুয়া বান্ধনে।' মূলতান, ১৭০০।

শিহুয়ানো কি শিহিয়ে যাওয়া। 'শিহুয়াইতে।' মানেএল, ১৭৪৩।

শিহুট্টা বি পচাদপসরণ। 'পাখসৌক শিহুট্টার সময় ... মাদুবকে নির্বিচারে হত্যা করে।' জয়বালা, ১৯৭১।

শিহে ক্রিবিণ শিহনে। 'আগে জায় কপিরাজ শিহে সুরেশ্বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শিহে শিহে ক্রিবিণ শিহনে শিহনে; পরে। 'বাকী কাপড় শিহে শিহে পাঠাইব।' ওঁরা, ১৭৮২।

শিহুর [স] বি বাচ। 'শিহুরের পাখি মত বেড়ায় ঘুরিয়া।' হ্যালহেড, ১৭৭৫।

শিহুরবন্ধ [স] বিণ বাচার বন্ধী আছে এমন। 'কদাপি শিহুরবন্ধ বিহকের ন্যায় অস্থিরা।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শিহুরা [স শিহুরঃ] বি কারাগার। 'বেগমদিগের আরও স্ত্রী লোকদিগকে শিহুরায় কএদ করিয়া ...' রামরায়, ১৮০১।

শিহুরাবন্ধ [স শিহুরঃ-আবদ্ধ] বিণ বাচার বন্ধী। 'শিহুরাবন্ধ পক্ষী ক্রিপে উড়িতে অক্ষয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'মহিলারা শিহুরাবন্ধ কোকিলের ন্যায়।' হৃদাকর, ১৮৯২।

শিহুরাবৃত্ত [স শিহুরঃ-আবৃত্ত] বিণ বাচার আবদ্ধ। 'ভবমায়াজ্ঞানে আবৃত্ত শিহুরাবৃত্ত বিহল যেমতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

শিহুরা [স শিহুরঃ] বি বাচ। 'মাটির শিহুরা রহে দুনিয়ার গড়িয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

শিট [স পৃষ্ঠা] ১ বি শিট। 'পাঞ্চ কেডুআল পড়তে মাসে শিটত কাজী বাকী।' চর্চা ১৪, ১২০০। ২ বি তাসবেশার দানবিশেষ। 'ও যে আমার শিট, তুই বিবি দিলি কেন।' মাইকেল, ১৮৬০।

শিটান বি পালানো। 'গোষাধী ... গৌর্যভূতিমায় গরম হয়ে শিটানোর পথ দেখবেন।' হুতোম, ১৮৬১।

শিটটান দেওয়া কি পলায়ন করা। 'শিহও শিটটান দিয়েছে।' নজরুল, ১৯২৭।

শিটক [স] বি বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। 'বৌদ্ধ ধর্মের কি এক শিটক।' যুক্ততবা, ১৯৪৯।

শিটনা [হি] বি (বুকে) আঘাত করা। 'সারা রাত জেগে আত্মার কাছে যেনা পিটনা করি।' মণ্যররক, ১৮৬৯।

শিটনি [হি] পিটনা। বি মার; পিটনি। 'পিটনি বেয়ে পিট যে তোদের টিট হয়েছে।' নজরুল, ১৯২২।

শিটনেওয়ালা [হি] পিটনা-ওয়ালা। বি ক্রিকেট খেলার যে শিটরে খেলা; ব্যাটসম্যান। 'রপঞ্জিৎ কেমন শিটনেওয়ালা শোভান তা জানে না।' জীবন, ১৯৩২।

শিটশিট [ধন্যনা] ১ বি দৃষ্টিপাতের আবশ্যক অভিব্যক্তি। 'তঁহার ছোটো চোখ দুটো বিস্ময় মতো হইয়া শিট শিট করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি টিপট। 'কৌটা কৌটা বৃষ্টিও শিটশিট করে মুখের উপর সবোশে আঘাত করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শিটা [স পৃষ্ঠা] বি কাঠের পাত। 'দুগি দুই শিটা ধরন ন জাই।' চর্চা ২,

১২০০।

পিটা^১ বি পাট প্রস্তুতকারক। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

পিটান [স পিট>] কি প্রহার করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

পিটানি [স পিট>] বি প্রহার। 'কী দমাম্ধম পিটানি' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পিটানি [স পিটা] বি গাছবিশেষ। 'কাঁচা পিটানি আর হরিদ্রা সুবান' বিজয়, ১৬৫০।

পিটানি^২ পিটান

পিটানো, পিটোনো [স পিট>] ১ কি আঘাত করে বাজানো। 'প্রাপণ জোরে ছ্রাম পিটোন' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ কি আঘাত করা। 'ভাই বলে মোহা পিটোনো' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'মটি আর বড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯। ৩ কি শিশু থেকে ধান আলাদা করা। 'একদিন এসে পিটিয়ে দিস ধান কটা।' হাসান, ১৯৬৪। পিটিয়া কি আঘাত করে। 'স্বর্ণকে পিটিয়া এক মুছ পাত প্রস্তুত করা হয় যে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। পিটিতে কি আঘাত করতে। ওর্স, ১৭৮২।

পিটালি [স পিটা] বি আতপ চালের মণ্ড। 'ভিল পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমড়া।' ভারত, ১৭৬০।

পিটুলি [স পিটা] বি জল দিয়ে চটকানো চালবাটা। 'খোলায় পিটুলি সেন হয়ে অতি চটি।' ওর্স, ১৮৫৮।

পিটুলি গোলা বি চালবাটা ও পানির মিশ্রণে প্রস্তুত তরল। 'পিটুলি গোলায় আলপনা দিতেছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

পিটালি^১ বি গাছবিশেষ। 'পিটালি গাছের ছায়ায়।' শরণ, ১৯২৬।

পিটিশান [হি] বি আবেশনপত্র। 'এসো তো করি নামটা সহি লখ' পিটিশানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পিটে [স পিটক] বি পিঠা। 'চিটে ওড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'লে' ওর্স, ১৮৫৮।

পিটোন বি পিটুলি। 'এমন পিটোন তাকে লাগালাম ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

পিটান [স পুট>] বি চম্পট। 'কখন বা পথিকদিগকে ইট পাটকেল মারিয়া পিটান দিতেছে।' গায়ী, ১৮৫৮। ২ পিঠ

পিঠ [স পুঠ] বি পৃষ্ঠদেশ। 'লাজে পিঠ দিখা যো বহিষৌ দবিভার।' বড়, ১৪৫০।

পিঠ-উঁচু বিণ হেলান দেওয়ার উঁচু পিঠ আছে এমন। 'সেবকের মঞ্চ ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পিঠওয়ালা [স পুঠ+হি ওয়ালা] বিণ বসে হেলান দেওয়া যায় এমন। 'এক বাঘ পিঠওয়ালা বেঁধে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পিঠ চাপড়ানো কি প্রশমো প্রকাশে পিঠে হালকা চাপড় দেওয়া। 'কবির পিঠ চাপড়াইয়া' সাধু কবি, সাধু। নজরুল, ১৯৩১।

পিঠছাওয়া বিণ পিঠ ঢেকে রাখা এমন। 'তুমি এসে দাঁড়াল কি পিঠছাওয়া চুলে?' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

পিঠজাখানো বিণ পিঠউঁচু। 'কঙ্কণের মত পিঠজাখানো বাড়িগুলো।' হাসান, ১৯৬৭।

পিঠঝাঁপা বিণ পিঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় এমন। 'দাঁড়াতো অলিদে এসে কাল চুল নিয়ে পিঠঝাঁপা।' ফররুজ, ১৯৬৩।

পিঠটান [স পুঠটান] বি চম্পট। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ভাঙেও যদি সে পিঠটান না দেয়, তা হলে তাকে কামড়ায়।' প্রমথ, ১৯১৫।

পিঠভাঁড়া [স পুঠ-দণ্ড] বি যেকদণ্ড। 'কুঁজডরে পিঠভাঁড়া ভূমিতে হুটায়।' ভারত, ১৭৬০।

পিঠখাবাড়ানি বি পিঠে চাপড় মেরে উৎসাহদান। 'তার কপালে ছুটেছে পরিহাস, বড় জোর উৎসাহডা পিঠখাবাড়ানি।' শিব, ১৯৫০।

পিঠ সেখানে কি পলায়ন করা; পরাজিত হওয়া। 'জীবন-মুখে সে পিঠ সেখাইবে না।' মনসুর, ১৯৫৫।

পিঠ-পিঠ ১ ক্রিবিণ সঙ্গে সঙ্গে। 'উল্লসিত পিঠ-পিঠ অবনতিও দেখা দেয়।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ ক্রিবিণ পিঠপিঠি; পর পর প্রসূত এমনভাবে। 'এরা দু ভাই এখন পিঠপিঠি জন্মেছিল।' প্রমথ, ১৯১৮। ৩ ক্রিবিণ অব্যবহিত পরে। 'ইংরেজগজ ... এ দেশ থেকে নিচুইয় গালাতেন - আর পিঠপিঠি ভারত বাধীন হয়ে উঠত।' প্রমথ, ১৯৩৮।

পিঠ কেঁরা কি পিছু হটা। 'তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে।' নজরুল, ১৯২২।

পিঠ-ভরা বিণ পিঠপূর্ণ। 'তার পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দুটিপথের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'পিঠভরা দাদ আর বুকভরা লোম।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭; 'চিকন শরীর, পিঠভরা কালো চুল।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পিঠভাড়া [স পুঠ-ভরা] বিণ ঠেস দেওয়ার জায়গা ভাড়া। 'পিঠভাড়া টোঁকি' টানিয়া আনিয়া ভাঁহাকে বসিতে দিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পিঠমোড়া করে বাঁধা কি কঠিনভাবে আবদ্ধ করা। 'আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'মেয়েটা সংসারের সলে আমার পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

পিঠা [স পিঠক] ১ বি চালের গুঁড়া বা ময়দা দিয়ে তৈরি মিষ্ট বা খাদ্য খাবারবিশেষ। 'যার অল্প তার ঠাট্টি পিঠাপানা লব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ২ বি রুটি। 'শিত্তর হাতের পিঠা সহজে লইয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

পিঠা^১ [স পুঠা] বি পৃষ্ঠদেশ। 'পিঠা পেতে দিল শক করিতে আসন।' রায়হা, ১৭১০।

পিঠা^২ বি সন্ধান। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

পিঠাপিঠি, পিঠেপিঠি [স পুঠ>] ১ বিণ পরপর প্রসূত। বিদ্যা, ১৮৯১; 'পিঠেপিঠি বোন।' আলোউদ্দিন, ১৯৭৫। ২ বিণ পিঠে পিঠ লাগিয়ে আছে এমন। 'এক ভিড়ি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পিঠোপিঠি [স পুঠ>] ১ ক্রিবিণ পরস্পর পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে। 'খিটোনের পক্ষে সর্ববিষয়ে ঐশ্বর্য পিঠোপিঠি সংলগ্ন হয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বিণ পরপর জন্মেছে এমন। 'মধুর যে এ কলহ ভাই পিঠোপিঠি ভায়েরে পারা।' নজরুল, ১৯০২।

পিঠালি, পিঠালী [স পিঠক>] বি পানিতে ভেজানো চালবাটা। 'বেসারি পিঠালি খন কাঠি।' মুহুসুদ, ১৬০০; 'কাফল পিঠালী দিল তাহার উপরি।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ পিঠালি

পিঠালি-গোলা বি চালবাটার তরল। 'দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলায় আয়োজন করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পিঠাহারি বি পিঠা বিক্রেতা মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'পিঠা বেচিয়া নাম কলাইল পিঠাহারি।' মুহুসুদ, ১৬০০।

পিঠী [স পুঠা] বি পিঠ। 'উলটাই দিলে পিঠী।' বড়, ১৪৫০।

পিতৃশ্রী বি গাছবিশেষ। 'একটা পিতৃশ্রী গাছের তলার বসিয়া আমজাদ আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।' শওকত, ১৯৫৭।

শিঠে ক্রিবিল শিহনে। 'এ কাগজের বেগুনা মেঘ এবং সাহেবের হিলাবের কাগজের শিঠে সেখা আছে।' সের্গে, ১৭৫৭।

শিঠে-শেটে ক্রিবিল সবমিলিয়ে; ভিতরে-বাইরে। 'ষাড়ে-পার্শ্বনে সামনে-পিছনে শিঠে-শেটে বোষণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শিঠে হাত বুলাসো কি পাছুনা সেওয়া; শান্ত করা। 'শিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শিড়এ [স গীড়ন] কি গীড়ন করে। 'বনিতা পুরুষ অঙ্গ শিড়এ মনন আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিড়া [স গীড়া] বি ক্রেশ। 'শিড়া গাইয়া লোক কৃষ্ণ বরন লএ।' মালব্য, ১৫০০।

শিড়া [স গীড়া] ১ বি কাঠের তৈরি ছোটো আসনবিশেষ। 'এক বিতস্ত্রি দুই বস্ত্র শিড়া একখানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বেদি। 'শিড়জ সভা করে সুনীর কলস।' রায়হী, ১৭১০।

শিড়াপিড়ি বি আয়োজুরি। 'শিড়াপিড়ি করেও একবর্ণ বার করতে পারবেন না।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

শিড়ি, শিড়ী [স শিড়ি] বি কাঠের তৈরি ছোটো আসনবিশেষ। 'শিড়ির উপরে উদ্বল দিয়া শিড়ি।' মালব্য, ১৫০০; 'সম্মা কররে প্যামা দিয়ে শিড়ী ঘানি।' কৃষ্ণদাস, ১৮৭৬।

শিড়িত [স গীড়িত] বি ক্রেশবাস্তব। 'রোপে শিড়িত হৈয়া রহে তরুন্ধ্যএ।' মালব্য, ১৫০০। ২ গীড়িত

শিড়ীলি বি পানিবিশেষ। 'সাহেবরা শিড়ীলি বলে।' মণীষ, ১৯৬০।

শিড় [স] ১ বি হিন্দুর পিশাচের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের দ্রব্য। 'অখাবিধি শিড়ানা প্রাভ হইল সমাধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উত্ত; টুকা। 'এক পিত মাসে তবে বাহির হইল।' রবীন্দ্র, ১৯৮২। ৩ বি শরীর। 'তিনি গালা লোক ছিলেন সেইজন্য প্রেমের চেয়ে শিড়ীকেই অধিক বুঝিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

শিড়খর্জুর [স শিড়খর্জুর] বি শিঙারক রক্তিত বেজুর। 'বাদাম হোহরা প্রাঞ্চ শিড়খর্জুর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিড়খর্জুর [স শিড়খর্জুর] বি শিঙারক রক্তিত বেজুর। 'কন্দলক শিড়খর্জুর গ্রীফলে।' বসু, ১৪৫০।

শিড়ত [স] বি দলার মতো আকারবিশিষ্টতা। 'অসের সুবর্ণ শিড়ত ছাড়িয়া অলঙ্কারে পলিঙ্গ হইঅসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

শিড়ানা [স] বি আনুষ্ঠানিক বিদ্যা। 'বাসরথরে ভূতপূর্ব কুমার-সভাকিতে সাধামত শিড়ানা করে তার পরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিড়ানা [স] বি শিড়ানানদীন অবস্থা; উদ্ভাবিকারীবিহীন অবস্থা। 'সদ্যুত অবস্থায় সে-সে শিড়ানা-আশাচরা-কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শিড়লোপ [স] বি বংশলোপ। 'ভাষার পুত্রের জীবনদান, বংশের একমাত্র পুত্র - শিড়লোপ ইত্যাদি।' বিজুতি, ১৯২৯।

শিড়কার [স শিড়-আকার] বি শ্রদ্ধাস্থ; গুটিগুটি। 'শিড়কার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘকাল হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শিড়া [স শিড়ি] ১ বি শিড়ি। 'শিড়ার উপরে বসিয়া লঞা ভক্তলগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ঘরের দাওয়া। 'ঘারেতে তুলনী লেপা শিড়ার উপর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিড়ারি বি মরাতী মসৃণাল। 'বাঁকে বাঁকে রোষে মোড়ক বেয়েছে দিয়ে নীল ঘন শিড়ারি।' নজরুল, ১৯২২।

শিড়ি, শিড়ী [স] ১ বি ঘনি। 'আদমখানি নরনের শিড়ির সৈকতে।' সূর্যদ্র, ১৯২৮। ২ বি হাত-পায়ের শিড়কার মাশেলেণী। 'শাঠি শিটে শিড়ি পাকিয়ে দাও, ঘরে ফিরবার তাগত না থাকে।' মনোজ, ১৯৬১।

শিড়ি চটকানো কি গালমশ করা। 'চৌকমুকলের আভেদের শিড়ি চটকাইয়া গিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৩।

শিড়ি সেওয়া বি সদৃশিত করা। 'বন্দুকলোর আর সদৃশিত হয়নি - শিড়ি সেয়নি কেউ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

শিড়ী [স শিড়] বি শিড়-আকৃতির ঘট্যবস্ত্র। 'উড়ঘর ফল কিছু রাখায়ে শিড়ীরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিড়হ [স] বি শিড়া; বাবা। 'হে শিড়হ তুমি কামিও না।' গৌর, ১৮২২।

শিড় [স গীড়া] বি হস্তু। 'পরিধান শিত ধরি।' মালব্য, ১৫০০। ২ গীড়

শিড়বস্ত্র [স গীড়বস্ত্র] বি হস্তু রঙের কাপড়। 'শিড়বস্ত্র পরিধান সেব বনমালি।' মালব্য, ১৫০০।

শিড়বাস [স গীড়বাস] বি হস্তু রঙের কাপড়। 'শিড়বাস জ্যোতি দিল নানা ভূতল।' মালব্য, ১৫০০।

শিড় [স শিড়া] বি শিড়। 'উদর ছাড়িয়া তাম বনাইল শিড়।' সুলতান, ১৬০০।

শিড়শিড়িয়ে ওঠা কি তিক্ত হওয়া। 'কথা তনে আমার গা শিড়শিড়িয়ে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

শিড়ল [স শিড়ল] বি তামা ও দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন শিড়ের মতো রঙের ধাতব পদার্থবিশেষ। 'শিড়ল আউট কৈল হেম দশনন।' আলোড়ল, ১৬৮০।

শিড়লবান্দা [স শিড়ল-বান্দা] বি শিড়ল দিয়ে বান্দানো। 'শিড়লবান্দা কেহ বা রূপাবান্দা, কেহ সোনারবান্দা ইকাত ...।' তবাহী, ১৮২৫।

শিড়লে-বান্দানো বি শিড়ল দিয়ে বান্দানো। 'পাশে পাশে চলত শিড়লে-বান্দানো শাঠি হাতে দারোয়ানজি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শিড়া [স] ১ বি জনক। 'বীর শিড়া জীবনল' বসু, ১৪৫০। ২ বি প্রভু। 'তুমি কি গো শিড়া আমাদের।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'আমাদের শিড়া বুদ্ধ কনকশিরের মতো আমাদেরও প্রাণ মুক্ত করে রাখে।' জীবন, ১৯৪২।

শিড়াঠাকুর [স শিড়া+স ঠাকুর] বি পরম শ্রদ্ধের শিড়া। ওর্গা, ১৭৮২।

শিড়ানস্ত [স] বি শিড় শিড় দিয়েই এমন। 'অমি চতুর্দশ বসের দস্তকারী আশ্রয় করিয়া শিড়ানস্ত ভাগ উপভোগ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

শিড়াবধি [স] ক্রিবিল শিড়া অবধি। 'শুড়ে মরে শিড়াবধি সে দূটার নদে।' মানিকময়, ১৭৮১।

শিড়াবর [স] বি শিড়া। 'পুত্রাণ্ড শিড়াবর পুত্রের আরতি।' বহরাম, ১৬৫০।

শিড়ামহু, শিড়তোয়া [স] বি শিড়ার শিড়া। 'অন্তত্বা পিতামহ করিল বন্ধনে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আমাদের বাপ-শিড়তোয়া তাই করেছেন।'

মুক্তভবা, ১৯৫৮।

শিতামহদেব [স] বি দেব সমতুল্য শিতামহ। 'শিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

শিতামহী [স] বি শিতার মা। 'তাহারাও তাহাদের শিতা, মাতা, শিতামহ, শিতামহীর ন্যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শিতামাতা [স] বি বাবা ও মা। 'অনাহারে শিতামাতা তাহার মরিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

শিতামাতামহালয় [স] বি দাদা-দাদির বাড়ি। 'পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালনেন শিতামাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাহুলি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

শিতামাতারূপ [স] বিণ শিতামাতার মতো। 'শিতামাতারূপ যে স্থানল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া সে এতদিন নিশিভঙ্কিতের প্রেমশিখি রচনা করিতেছিল ...।' *বনফুল*, ১৯০৬।

শিতামো বি শিতার শিতা। 'আমার বাপ শিতামো বড়ো লোক ছিল।' *হাসান*, ১৯৭৪।

শিতামোহ [স] শিতামহ। শিতামহ। 'বিসা শিতামোহ তার প্রসিদ্ধ সংসার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শিতামোহি [স] শিতামহী। বি শিতার মাতা। ওঁরা, ১৭৮২।

শিতাধরূপ [স] বিণ শিতার মতো; পিতৃতুল্য। 'তিনি প্রজাণসের শিতাধরূপ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শিতাহীন [স] বিণ শিতাহারা। 'শিতাহীন শিত জ্ঞানি দয়াধর্ম মনে মানি বাপের খেতাব দিলা মোরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শিতিক্ষে [স] প্রতিজ্ঞা। বি প্রতিজ্ঞা। 'শিতিক্ষে কথটি ভোলেনি।' *মাইকেল*, ১৯০৫।

শিতিবিধেন [স] প্রতিবিধান। বি প্রতিবিধান। 'এয়েহিলাম' করুণাদার কাছে; শিতিবিধেন তো করতে হবে।' *ভায়া*, ১৯৪৬। *প্র* প্রতিবিধান

শিতিঠে [স] প্রতিষ্ঠা। বি প্রতিষ্ঠা। 'রমার গাছ শিতিঠের দিনে সিনে নিয়ে ...।' *সরু*, ১৯১৬।

শিতুড়ি বি বাড়ালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ব্রহ্মমোহন শিতুড়ি।' *সেবধি*, ১৮৪০।

শিতৃ [স] বি শিতা। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্মানিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

শিতৃআজ্ঞা [স] বি শিতার আদেশ। 'হেন পুত্রে শিতৃআজ্ঞা করিল লজ্জন।' *সুলতান*, ১৭০০।

শিতৃক্ষণ [স] বি শিতার ক্ষণ। 'শিতৃক্ষণ, স্ববিষণ, দেবক্ষণ থেকে আমার মুক্ত।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

শিতৃকর্ম, শিতৃকর্ম [স] বি (হিন্দুসমাজ) মৃত পুরুষের প্রাচ ইত্যাদি কাজ। 'শিতা করিলেই দেবকর্ম শিতৃকর্ম ভাণ করিতে হয় এমন নহে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

শিতৃকল [স] বি ব্রহ্মার নামে চিত্রিত কালপর্ব। 'শিতৃকল্লাদি ত্রিংশৎ কলের মধ্যে ... বর্তমান খেতবরার-কল যাইতেছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শিতৃকুল [স] বি শিতার বংশ। 'শিতৃকুল মাতৃকুল দুই উচ্চারিল।' *কুহাদাস*, ১৫৮০। 'শিতৃকুল, মাতৃকুল অবধা তত্তৎ কুলের কোন শাখাপ্রাণা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ কর্তব্য নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

শিতৃকৃত্য [স] বি হিন্দুতে পিতার মৃত্যু উপলক্ষে পালনীয় আচারবিশেষ। '... বিষ্ণুপূজা, পোদান, ভূমিদান, শিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্তব্য।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শিতৃক্রিয়া [স] বি হিন্দুতে পিতার মৃত্যুতে পালনীয় আচারবিশেষ। 'শিতৃক্রিয়া বিধিদ্রষ্টা ইধর করিল।' *কুহাদাস*, ১৫৮০।

শিতৃকোড় [স] বি শিতার কোল। 'শিতৃকোড়ে কোন মাতৃবন্ধে আকর্ষণ করিয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শিতৃপূহ [স] বি বাবার বাড়ি। 'সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য ষীয়াং শিতৃপূহে থাকে।' *দর্পণ*, ১৮৩০: 'শিতৃপূহ, পতিপূহ, মুখাপূহ, গৌণপূহ ইত্যাকার বহু প্রকার পূহের নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রাঙ্করে হয়ে যাচ্ছে।' *মুক্তভবা*, ১৯৬৬।

শিতৃগোষ্ঠী [স] বি শিতৃত্ত্ব। 'মধ্যযুগে ছিল শিতৃগোষ্ঠীর প্রভাব।' *বেগম*, ১৯৬৬।

শিতৃতর্পণ [স] বি শিতার মৃত্যুর পর পালনীয় হিন্দু আচারবিশেষ। 'একবিশতি বার পুত্রেই নিম্নক্রিয়া করিয়া, অরাতিশোণিতজলে শিতৃতর্পণ করিয়াছেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শিতৃতৃত্ব [স] বিণ শিতার মতো; শিতৃস্থানীয়। 'আঁকি তোর শিতৃ তৃত্বা তরুলাল বিক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯; 'কোরানে পূজা পিতাকে বনীকরণ, শিতৃতৃত্ব দারাতকোকে ও সন্ধানতুল্য মুরাদবন্ধকে হত্যার উল্লেখ ...।' *মহাখেতা*, ১৯৫৬।

শিতৃহ [স] বি শিতা হওয়া। 'মাতৃক শিতৃহের দিন থেকে এই প্রসীকা হওয়া বাস্তবীয়।' *বেগম*, ১৯৪৭।

শিতৃদত্তা [স] বিণ স্ত্রী শিতা দান করেছেন এমন। 'অতএব, শিতৃদত্তা কন্যা শরীরই সহধর্মিণী হইতে পারে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

শিতৃদান [স] বি শিতার দেওয়া দ্বন্দ্ব। 'অগ্নিরে খেলানাম শিতৃদান জানি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শিতৃদেব [স] বি দেবতুল্য শিতা। 'আমার জন্মসময়ে শিতৃদেব বাটাতে ছিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

শিতৃদ্রোহী [স] বিণ শিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এমন। 'সর্ব বিধয়েই উত্তম কিন্তু শিতৃদ্রোহী।' *রামরায়*, ১৮০১।

শিতৃধন [স] বি (বাউল) তরুবিদ্যু; তরুণ। 'কামিনীর কামল লুটে শিতৃধন খুয়ার।' *লালন*, ১৮৯০।

শিতৃধর্ম [স] বি শিতার পালনীয় ধর্ম। 'নরধর্ম রাজধর্ম শিতৃধর্ম হয়ে অনলে করেছে ডম্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শিতৃদান [স] বি শিতার মৃত্যু। 'সপ্তমে মঙ্গল যোগ শিতৃদানলর।' *কৃষ্ণজ্ঞানো*, ১৮৭৬।

শিতৃপক্ষ [স] বি পিতৃকুল। 'তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা তুল কলশের আশীর্বাদে পুনঃপুন করা ইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শিতৃপরিচয় [স] বি শিতা কে সেই সম্পর্কিত পরিচয়। 'মেয়েটি পিতৃপরিচয় শেষে সমাধে বীকৃতি লাভ করুক।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৪।

শিতৃশিতামহ [স] বি পূর্বপুরুষ। 'তোমার শিতৃশিতামহের দেশে বাস কর।' *নীলকণ্ঠ*, ১৮৬০: 'আমাদের শিতৃশিতামহের মতো দিক্‌তিমনে হরিনাম করতে করতে ... অমৃতলোকে প্রস্থান করতে পারবা।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

শিতৃশিতামহসংবিত [স] বিণ পূর্বপুরুষের স্মৃতিভাব; পূর্বপুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত। 'এই যশস্বাসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে শিতৃশিতামহসংবিত আজন্মপরিচিত বাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পিতৃপুরুষ [স] বি বাবা-দাদা প্রভৃতি পূর্বপুরুষ। 'ওর সন্তান পিতৃপুরুষের ও আমার পারলৌকিক উপকারের অধিকারী।' মাইকেল, ১৮৭০।

পিতৃপুরুষাণ্ড [স] পিতৃপুরুষ-আণ্ড। বি পুরুষানুক্রমে প্রাণ্ড। 'জগৎপিতার যে পিতৃপুরুষাণ্ড স্নেহ করণ্যাক্যান্যময় মূর্তিতে আশ্রয় আস্থা রহীতশ্রদ্ধাধের মনে ...।' আইইব, ১৯৩৭।

পিতৃবন্ধু [স] বি পিতার বন্ধু। 'পিতামহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়, পিতার মাতুল-পুত্র এই তিনজনকে পিতৃবন্ধু বলে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পিতৃবর [স] বি পিতার আশীর্বাদ। 'পিতৃবর প্রভাবে অসামান্য বলবীৰ্যসম্পন্ন সুরাসুরনমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

পিতৃবাস [স] বি পিতার বাড়ি। 'পিতৃবাসে থাকহ রূপসী।' মুহুদ, ১৬০০।

পিতৃবিরোধ [স] বি পিতার মৃত্যু। 'তোমার পিতৃবিরোধ হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২; 'বাদশ বর্ষ বয়সক্রমের সময়ে তাহার পিতৃবিরোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পিতৃব্য [স] বি পিতার ভাই অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা, কাকা ইত্যাদি। 'যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গুরু বলে পিতা পিতৃব্যাদিকে নির্দোষ কহে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

পিতৃব্য-পত্নী [স] বি পিতার ভাইয়ের স্ত্রী; কাকি। 'পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'সজানদিসের পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পত্নী এবং মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পিতৃব্য-ভ্রাতা [স] বি জ্যাঠা, কাকা, বুড়া ইত্যাদি। 'কন্যার ভ্রাতা পিতৃব্য-ভ্রাতা প্রভৃতি বাহুবলগণ - বরের কৌলীন্য বিবেচনা করে। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পিতৃভক্ত [স] বি পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'দেব কার্য পিতৃভক্ত ধর্ম নিরন্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পিতৃভক্তি [স] বি পিতার প্রতি শ্রদ্ধা। '... রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পিতৃভবন [স] বি বাপের বাড়ি। 'স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পিতৃভূমি [স] বি জনভূমি। 'ভারতবর্ষ যথার্থই পিতৃভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পিতৃমর্মভাষী [স] বি পিতার হৃদয়ে আঘাতকারী। 'জয়সিংহ, অকৃতজ্ঞ, গুরুশ্রোত্রী, পিতৃমর্মভাষী, বেছোচার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পিতৃমাতৃ [স] বি পিতামাতা। 'না জন্মিল পিতৃমাতৃভক্তির সঙ্গার।' মাদনকরাম, ১৭৮১।

পিতৃমাতৃকুল [স] বি পিতা-মাতার বংশ। 'আমার পিতৃমাতৃকুল আর কেহ ছিল না।' বনকুল, ১৯৩৬।

পিতৃমাতৃহীন [স] বি পিতা-মাতাহারা। 'গ্রামের একটা পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পিতৃমাতৃহীন্য [স] বি পিতামাতা নেই এমন। 'পিতৃমাতৃহীন্য হেয়বতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুমবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পিতৃ-রাজ্য [স] বি পৈতৃক রাজত্ব। 'তম বসে, পিতৃ-রাজ্যে যদি তব

দৃশ্য।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পিতৃলোক [স] ১ বি হিন্দু বিশ্বাসমতে চন্দ্রলোকিত যে স্থানে মৃত পিতৃপুরুষগণ বাস করেন। 'পঞ্চদশ লক্ষ শ্রোত্র পিতৃলোকে তনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি পিতা; পিতৃপুরুষ। 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন তো দিলেন।' জীবন, ১৯৪৮।

পিতৃশাসন [স] বি পিতার তত্ত্বাবধান বা কর্তৃত্ব। 'পিতৃশাসনও ছিল প্রতিফল।' সন্ন্যাস, ১৯৭০।

পিতৃশ্রদ্ধা [স] বি পিতার মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাতর্পণাদি অনুষ্ঠান। 'ছাত্রের যদি পিতৃশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়।' মুকুতবা, ১৯৫২।

পিতৃস্নান [স] বি পিতার ঘেঁষা; পিসি। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'ব্রাহ্মণ্যঃ। ভাণ্ডে বুদ্ধা গৌতমী তপসী পিতৃস্নান ...।' মাইকেল, ১৮৬২।

পিতৃসত্য [স] বি পিতার প্রতিজ্ঞা। 'তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পিতৃসমাজ [স] বি পিতৃবর্গ; অভিভাবকবর্গ। 'এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পিতৃসেবা [স] বি পিতার পরিচর্যা। 'সর্বদা পিতৃসেবাবেই মনোযোগ।' রাজীব, ১৮০৫।

পিতৃস্থান [স] বি পিতার মর্যাদা বা অবস্থান। 'আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পিতৃস্মারি [স] বি পিতার স্মরণভূত। 'ইহা বা কেহ বা পিতৃস্মারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পিতৃস্নেহ [স] বি পিতার স্নেহ। 'পিতৃস্নেহে জনাবধি বর্ধিত অধম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পিতৃহত্যা [স] বি পিতাকে খুন। 'পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ইত্যাদি চলছে পুরোনো।' শামসুর, ১৯৭০।

পিতৃহীন [স] বি পিতা-হারা। 'অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

পিতৃহীন্য [স] বি পিতা-হারা। 'পিতৃহীন্য এক ভ্রাতৃস্মৃতি।' মশাররফ, ১৮৯০।

পিতে [স] পান করতে। 'জল পিতে নাহি পান্য উঠিতে না পারে।' মালাধর, ১৫০০; 'মরে চাতক পিতে না পাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পিতে পিতে ক্রিবিপ পান করতে করতে। 'পিতে পিতে বিচোর গড়েন যেন নিদে।' গরীব, ১৭৩৫।

পিত্ত [স] ১ বি যকৃৎ থেকে নিঃসৃত তিক্ত রসবিশেষ। 'সময়ে সময়ে তাঁহার পিত্ত প্রধান হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি পিত্তরসের ক্ষণজন্মিত রোগ। 'পিত্ত, শ্রোত্রা, বায়ু বলে কহু আক্রমিছে অপরহি জ্ঞান তার।' মাইকেল, ১৮৬১।

পিত্তচাক্ষু [স] বি পিত্তদোষজনিত রোগ। 'বাহক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাক্ষু এবং বায়ুদোষ পর্যন্ত যাবতীয় বর্ষীয় রোগবিশাদ।' হাসান, ১৯৬৭।

পিত্তকুর [স] বি পিত্তদোষজাত ক্ষুর। 'তর্জরের অনিদ্রা, গাভারাজকরণ গদহরিত পিত্তকুর, লাটগেরের উপর বাটপাড়।' প্রমথ, ১৯০০।

পিত্ত জ্বলা [স] ক্রি রাগাশিত হওয়া। 'যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিত্ত জ্বলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শিঙাড়া

শিঙাড়া *কি* শিঙর লম্বা হয়েছে এমন। 'সবাই সেই ব্যাকুল চিত্ত
মথাবিত শিঙাড়া পেট'। নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

শিঙরক্ষা *[স]* বি অতি অল্প আহারে ক্ষুধা যেটানো। 'কখনও
হুলাবড়েরও গমন করিয়া শিঙরক্ষা করিতে যান।' ভবানী, ১৮২৮।

শিঙশূল *[স]* বি শিঙরোগ। 'শিঙশূল শীঘ্রিত দশজন লোকের পরিচয়
লইয়া দেখুন কয়েক হিন্দু কয়েক মুসলমান।' মশাররফ, ১৮৮৯।

শিঙহর *[স]* *কি* শিঙাড়ার রোগনাশক। 'শিঙহর কেহ নাই ইহার
নিকটে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

শিঙি *[স]* শিঙা বি শিঙখণি থেকে নিসৃত রসবিশেষ। 'ওস', ১৭৮৫;
'আমার হেলেমেয়েতোলা যে শিঙি গড়ে মাঝা যায়।' শরৎ, ১৯১৬।

শিঙি টটকানো *কি* অত্যন্ত বিরক্তিকর। 'আমাদের বাড়িটা এমন
শিঙি টটকানো।' জীবন, ১৯৩২।

শিঙি গড়া *ক্রি* ক্ষুধার সময়ে শিঙর নিঃসরণ হয়। 'আমার
হেলেমেয়েতোলা যে শিঙি গড়ে মাঝা যায়।' শরৎ, ১৯১৬।

শিঙিরক্ষা *[স]* শিঙরক্ষা বি অল্প আহারে ক্ষুধা যেটানো। 'কোনরূপে
শিঙিরক্ষা এটো কাটা খেয়ে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

শিঙর *[স]* প্রত্যয় বি বিশাশ। 'বদলে শিঙর যাবি নে, কাল ভারি আতর্ঘ
কাছ হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। প্রত্যয়

শিঙল *[স]* বি শিঙল। 'দিব্য ঘটী হিন্দুশে শিঙলে পোতা করে।' বৃন্দা,
১৫০০। প্র শিঙল

শিঙল-কলস *[স]* বি শিঙলের তৈরি কলস। 'বাম কক্ষে শিঙল-
কলস গ্রহণ ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শিঙলকার *[স]* বি শিঙলের কাজ করে যে। 'চামারের শিঙ
শিঙলকারের স্বর্ণকারের শিঙাশিকা সহজে শিঙল হয়ে চলেছে
অবন, ১৯২৫।

শিঙল-ঘটি *[স]* বি শিঙলের তৈরি ঘটি। 'মুকলসের-উপর ভদীর
শিঙোত্বষ ঋণ শিঙল-ঘটি সংস্থাপন করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শিঙলত্বষ *[স]* বি শিঙলের তৈরি অলঙ্কার। 'শিঙলত্বষ যাবে
ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিঙি প্রাপ্ত

শিঙেস *[স]* প্রত্যাশা বি প্রত্যাশা। 'তোমার যে আমি বড় শিঙেস করি'
গিরিশ, ১৮৮৯।

শিঙালয় *[স]* বি বাবার বাড়ি। 'এখন শিঙালয়ে বাইতেছি।' রাজীব,
১৮০৫।

শিঙালয় *[স]* *কি* শিঙার বাড়ির। 'শিঙালয় অকলস অতি
সামান্য ব্যক্তিকে গ্রাস হইলেও তাহার সহিত পরম বন্ধুর ন্যায়
বাহবাধ করে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৩০।

শিঙি *[স]* শিঙা বি শিঙা। 'সেব কার্জ পমিতক ধর্ম নিরন্তর।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯।

শিঙিখণ *[স]* শিঙখণি বি শিঙখণ। 'শিঙিখণ বন্ধ হইলুম না দেখব
উপায়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শিঙিতুল্য *[স]* শিঙিতুল্য বি শিঙিতুল্য; শিঙার মতো। 'আমি
তোমার শিঙিতুল্য ওজস্বী হইব।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শিঙিতক *[স]* শিঙিতক বি শিঙার প্রতি প্রত্যাশী। 'সেব কার্জ
পমিতক ধর্ম নিরন্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শিঙিলোক *[স]* শিঙিলোক বি হিন্দু বিশ্বাসমতে চন্দ্রলোকহিত যে
হানে মৃত শিঙপুরুষের বাস করেন। 'পঞ্চদশ লক্ষ শোলোক
শিঙিলোকে সুনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শিঙীকার্জ *[স]* শিঙীকার্জ বি হিন্দুদের মৃত শিঙপুরুষের প্রতি প্রাণ ও
তপসাদি দিয়া। 'শিঙীকার্জ বন্ধ হইল না দেখি উপায়।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯।

শিঙক *[স]* শিঙক *কি* শিঙক। 'সহজ শিঙক জোই ভাঙি মাঝে বাস।' চণ্ডী
৩৭, ১২০০।

শিঙাগোরা *[স]* *কি* গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। 'বেনবাস ও শঙ্করাচার্য
এবং প্রটো ও শিঙাগোরাসকেও দর্শন করিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শিঙিবি *[স]* শিঙিবি বি শিঙিবি। 'অনুরূপে বহল শিঙিবি হৈল বস।'।
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। প্র শিঙিবি

শিঙিবি *[স]* শিঙিবি বি শিঙিবি। 'কশোদি মহীসুরে শিঙিবির
চক্রেভারে।' মালধার, ১৫০০।

শিঙিপি *[স]* শিঙিপি বি শিঙিপি। 'দক্ষিণ দুয়ারী ঘর শিঙিপি সারি সারি।'
মশাররফ, ১৭৫০।

শিঙিম *[স]* শিঙিম বি শিঙিম। 'নিরু নিরু শিঙিম।' নজরুল, ১৯০০।

শিঙিম *[স]* শিঙিম বি শিঙিম। 'মেয়েরা ... শিঙিম নিয়ে বরণ
কল্লেদু।' হুতাশ, ১৬৮১।

শিঙিট-সি শিঙিট বি শিঙিট। 'তোরা ভাই হুতোর শিঙিট তলো
চুল।' উমেশ, ১৬৫৭।

শিঙিম *[স]* শিঙিম বি শিঙিম। 'শেখাঘরের শিঙিম জ্বলে।' অবন, ১৯২৫;
'ঘর ভাড়া করেও শিঙিম জ্বালানো চাই।' অবন, ১৯২৭।

শিঙান *[স]* ১ বি আচ্ছাদন। 'সচরাচর দিয়া করে ইচ্ছার শিঙান।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। ২ বি তরবারের খাশ। 'কনক শিরক শিঙে, ভাঙ্কর শিঙানে
অলিবর।' মাইকেল, ১৮৬১।

শিঙ *[স]* শিঙা *কি* শিঙা। 'উর্নট বৌবন তার শিঙপরেভার।' মালধার,
১৫০০।

শিঙ *[স]* ১ বি বাতুর তৈরি খুব ছোটো সুরু কাঁটাবিশেষ। 'নেকটাইয়ে
একটি তলবারের আকারে শিঙ ঠেকে এসেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।
২ বি আশকার প্রত্যেকোনে রেকর্ড বাজানোর শিঙ। 'ব্রেভিয়ার সেট,
লাউভশ্চিকার, গানের রেকর্ড যা ছিল, এমনকী তার শিঙগুলি পর্যন্ত
সব হজম।' শিবরাম, ১৯০০।

শিঙ-কুলন *[স]* *কি* শিঙ শিঙে রাখার ক্ষুদ্র গণিবিশেষ। 'শিঙ-কুলনে
মুখে নিয়ে ...।' জীবন, ১৯৩২।

শিঙন *[স]* *কি* আঁকট। 'বকে অভিনিক জরির ফুলকাটা কাঁচি
আবদ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শিঙনিপা *[স]* *কি* মশার পদ। 'মশার মতন শিঙনিপা করে কাঁদতাম।'।
শিবরাম, ১৯৭০।

শিঙাক *[স]* *কি* ধনুসকৃতির বাদ্যযন্ত্র। 'দোহার তবুরে গায় টমক বমক
বায় শিঙাক বাজায় হুহুহু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিঙাকখাশী *[স]* *কি* হিন্দুপুরাণোক্ত দেবতা শিব। 'জয় শিঙাকখাশী।'
গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

শিঙাক-পানি *[স]* *কি* (হিন্দুপুরাণ) শিঙাকখাশী শিব। 'আমি শিঙাক-
পানির ডমক মিশ্রণ।' নজরুল, ১৯২২।

শিঙাকী *[স]* *কি* হিন্দুপুরাণোক্ত দেবতা শিব। 'উচ্চারি শিঙাক রোয়ে

পিনাকী ধুঁটি/ বিশ্বনদী পাতপত ছাউনে ছড়ারে' মাইকেল, ১৮৬০।

পিনাল কোড [হি বি দর্পণ]। 'অমি তোমার পিনাল কোড'। মীনবহু, ১৮৬৬।

পিনিম, পিনিম [হি বি লৌকাবিশেষ]। 'বজ্রা ও পিনিম ও ভাউনে এক ...'। দর্পণ, ১৮১৯; 'ভাউলিয়া ও পিনিম ইত্যাদি আটাইশখন নৌকা...'। দর্পণ, ১৮২২।

পিনীষ, পিনীষ [হি বি লৌকাবিশেষ]। 'পিনীষ ... ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন'। দর্পণ, ১৮২১; 'গালকী পেয়াসা ছাড়া পিনীষ পানসী গাড়ি ছায়া-মোড়া'। ভদ্রালী, ১৮২৫।

পিনেস [হি বি এক ধরনের নৌকা]। 'বাবুয়া বেট, বজ্রা, পিনেস ও ভাউনে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন'। হস্তার, ১৮৬১।

পিন্দা [স পিন্দন]। 'কি পরিধান করা'। পিন্দি কি পরিধান করে'। 'পিন্দি জলকায় পুরা এ আর পুরীর চুড়া'। সুলতান, ১৭০০। 'পিন্দিবার কি পরিধান করায়'। 'ভাত আচ্চা না হৈল পান্দিয়া পিন্দিবার'। সুলতান, ১৭০০। 'পিন্দিয়া ক্রিবিয় পরিধান করে'। গ'রে'। 'পিন্দিয়া চট্টম পুক গারে সায়েয়ালা'। গরীব, ১৭৬৫।

পিন্দন [সি বি পরনের বস]। 'কালিয়া বরদ বিবদ পিন্দন'। দীপ্তী, ১৫৫০।

পিন্দি [স পিন্দন]। 'কি পরিধান করা'। 'তাক পিন্দি মধুরাক করিউ গমনে'। বহু, ১৪৫০। 'পিন্দি কি পরিধান করে'। 'রতনমন্দির পিন্দি হয়ে'। বহু, ১৪৫০। 'পিন্দিইল কি পরায়ে'। 'ভুলি বসাইয়া সখী বর পিন্দিলা'। জগদাল, ১৮৬০। 'পিন্দি ক্রিবিয় পরিধান করে'। 'তাক পিন্দি মধুরাক করিউ গমনে'। বহু, ১৪৫০। 'পিন্দিরো কি পরিধান করয়ে'। 'নেত গাটোল/ না পিন্দিরো'। বহু, ১৪৫০। 'পিন্দিয়া কি পরিধান করে'। 'পিন্দিয়া পাগড়ি জোড়া'। মাসিকরাম, ১৭৮১। 'পিন্দিলে কি পরিধান করলে'। 'ফল পিন্দিলে সে বাইলে আচ্চ'। বহু, ১৪৫০। 'পিন্দিরো কি পরেছে'। 'নেত বসন রাখা পিন্দিরো-সুপেন'। বহু, ১৪৫০। 'পিন্দি কি পরিধান করে'। 'বিরহে বিকল কহাঞ্ছি কাপড় না পিন্দি'। বহু, ১৪৫০।

পিন্দিয়া [স পিন্দিলা]। 'কি পিন্দি'। 'একবার এক পিন্দিয়া আর মাছী ...'। ভদ্রালী, ১৮০০। 'দ্র পিন্দিয়া'।

পিন্দল [স পিন্দলী]। 'বি পাহাংবিশ'। 'পিন্দল গাছ রাস্তার দুধারে'। অমি, ১৮০৯।

পিন্দি, পিন্দি [স পিন্দলী]। ১। 'বি শুষ্করূপে ব্যবহৃত মরিচজাতীয় গাছ'। 'জজিৎ বুজা এ ফল পিন্দির লতা'। মাসাধর, ১৫০০। ২। 'বি অম্বষ গাছ'। 'পিন্দি কাপালি আসনে'। বহু, ১৫০০।

পিন্দা [স পা]। 'কি পান করা'। 'পিন্দি কি পান করবে'। 'জেন্নন আসিয়া পিন্দি এইত্বে গানি'। মাসাধর, ১৫০০।

পিন্দা [পা বি তরল পদার্থ রাখার জন্য কাঠের নির্মিত ঢাকের মতো বড়ো পাত্র]। 'ওস', ১৭৫৫; 'পিন্দা পিন্দা মোরা ক্রিবিয় তখন'। সত্যেন্দ্র, ১৯২৭।

পিনে [প পিন্দা]। 'বি ঢাকের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠনির্মিত বড়ো পাত্রবিশেষ'। 'পিনে তছ পান'। 'ক'রে তছে বাই রম'। ওস, ১৮৫৮।

পিনাপারমেট, পিনাপারমেট [হি ১। 'বি উষ্ণা পদার্থবিশেষ'। 'বিন্দা, ১৮৯১। ২। 'বি মেছল ও চিনি মিলায়ে পানের মসলাবিশেষ'। 'এলাচ-লবঙ্গ-পিনাপারমেট'। জীবন, ১৯০২।

পিনাপাসা [সি ১। 'বি তুফা'। 'একদে এক নামাতে আপন আপন পিনাপাসা

শাখ করিতেছিল'। ভদ্রালী, ১৮০৩। ২। 'বি গভীর অগ্ন্যহ'। 'পান করিয়া পূর্বদেশে অধিক পিনাপাসা একাশ করিতেছে'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পিনাপাসাকাতর [সি]। 'বিন তুফায় ব্যাকুল'। 'কত-বে তীর পিনাপাসাকাতর ভায়া'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পিনাপাসাখিত [সি]। 'বিন তুফাখিত'। 'পিনাপাসাখিত সৈনিকের সে জল'। 'মীনবহু, ১৮৭৩।

পিনাপাসা [সি]। 'বিন তুফাখিত'। 'পিনাপাসা এমিরা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন'। 'বিন্দা, ১৮৬৩।

পিনাপাসা [সি]। 'বিন তুফাখিত'। 'বিন তুফায় কাতর'। 'ত্রিখলোয় ধরনী তপ্তশরনে পিনাপাসা হয়ে পড়ে বাকেন'। মুক্তাব, ১৮৯৯।

পিনাপাসাখিত [সি]। 'বি তুফা নিবারণ'। 'ফল ও জল পাইয়া, কৃৎসনবৃত্তি ও পিনাপাসাখিত করিলেন'। 'বিন্দা, ১৮৪৭।

পিনাপাসাহা [স পিনাপাসা+হা]। ১। 'বি তুফা দূর করে'। 'এসো যে এসো পিনাপাসাহা'। 'রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২। 'বিন তুফা দূরকারী'। 'তাই যে ধরায় ফেরে পিনাপাসাহা'। 'রবীন্দ্র, ১৯২৭।

পিনাপাসিত [সি]। ১। 'বিন তুফাখিত'। 'সারকন্ডার পশ্চিমহণ করিয়া তাঁহার সুখায় প্রথম সুখাপানে পিনাপাসিত চিত্ত চকোরকে পরিতুষ্ট করিব'। 'মহাশরৎ, ১৮৬৯। ২। 'বিন বাসনাপূর্ণ'। 'পিনাপাসিত প্রাণে চাই মুখপানে'। 'রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পিনাপাসা [সি]। 'বিন তুফাখিত'। 'অমিবাগী কোথায় হরি/ পিনাপাসা-প্রাণ তোমায় চায়'। 'মহিষ, ১৮৮৩'। 'সারানিশি সারানিশি অহর পিনাপাসা'। 'রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

পিনাপাস [সি]। ১। 'বিন লোভাতুর; লোভ'। 'চিত্ত অকন্ডা পিনাপাস হইয়া উঠিয়াছে'। 'রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২। 'বিন তুফিত'। 'এ বিশ্বজগৎ সত্যই পিনাপাস'। 'রোকেট, ১৯২১।

পিনাপাস [সি]। 'বিন পিনাপাস'। 'চিত্ত পিনাপাস, তব প্রেম-বারি আনিত, চাতক, গ্রীষ্মালো ডিঙ্ক'। 'ভরজুরগা, ১৯৭৬।

পিনাপাসদ্বন্দ্ব [সি]। 'বি তুফাখিত মন'। 'তাহারনে পিনাপাসদ্বন্দ্ব মত বিচিত্র, কত অশ্রু রসে ভরিয়া তোলে'। 'বিকৃতি, ১৯২৯।

পিনীপা [সি]। 'বি পিন্দি'। 'পিনীপিকাগণ ফেন অন্ন যায় গয়া'। 'বৃন্দা, ১৫৮০।

পিনীড়া [স পিনীলা]। 'বি পিন্দি'। 'বুধি পিনীড়ার পর উঠে মরিবারে'। 'গরীব, ১৭৫৫।

পিনীলা [স পিনীলা]। 'বি পিন্দি'। 'ওস', ১৭৮২।

পিনীলা [স পিনীলা]। 'বি পিন্দি'। 'পিনীলা পানক মরিয়ার তরে'। 'মাসিকরাম, ১৭৮১।

পিনীলি [স পিনীলা]। 'বি পিন্দি'। 'মধুপাত্র হস্তাঘ্র পিনীলির মতো'। 'রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

পিনীলিকাকাত [সি]। 'বিন পিন্দি'। 'কর্তৃক দলবলুত'। 'অরক্ষিত ক্রিমিচিও সাধারণ নিয়ম অনুসারে পিনীলিকাকাত হয়েছে'। 'বনকুল, ১৯০৬।

পিনুল [স পিনুলী]। ১। 'বি শুষ্করূপে ব্যবহৃত আল বাসের মরিচ জাতীয় ফল'। 'ঠাকুরালী মুখে ঘো বর্ষণে ফসমে পিনুল থাকে'। 'গৌর, ১৮২২। ২। 'বি পিনুল লতা'। 'দেখেছি পিনুল গাছ'। 'জীবন, ১৯৪০।

পিনুলপাত [সি]। 'পিনুলীপাত'। 'বি পিনুলের পাতার মতো কানের

শিষ্টল পাদি

অলঙ্কারবিশেষ। 'কানের পিশলপাত দুটিলা উঠিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

শিষ্টল পাদি [সি শিষ্টলীপদ্য] বি কানের দুল। 'হানোএল, ১৭৪৩।

শিষ্টল [সি] বি অবধ গাছের ফল। 'একটি ঝাদু শিষ্টল আহার করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিষ্টলি, শিষ্টলী [সি] বি ওষুধরূপে ব্যবহৃত ছাদ বানের মরিচজাতীয় ফল বা এর লতানো গাছ। 'করিল শিষ্টলিখণ্ড কক নিবারিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'শিষ্টলী, তেজস্ব, লবঙ্গ, ধন্য, প্রকৃতি গন্ধ দ্রব্য এই ছাদ হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' অক্ষর, ১৮৪১।

শিষ্টলিখণ্ড [সি] বি পিশুল সহযোগে তৈরি মিষ্টি। 'করিল শিষ্টলিখণ্ড কক নিবারিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিষ্টলি' দ্র শিষ্টল

শিষ্টলি' বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'হরিহর শিষ্টলি।' সের্বি, ১৮৪০।

শিবা [সি পিবাতি] ক্রি পান করা। 'তিব চুইই হরিণা পিবিই ন পাণী।' চণ্ডী ৬, ১২০০। 'শিবি ক্রি পান করবে।' ক্ষুধা লাগিলে তোমার গুণ-মুখ শিব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'শিবিই ক্রি পান করে।' 'তিব চুইই হরিণা পিবিই ন পাণী।' চণ্ডী ৬, ১২০০। 'শিবিই ক্রি পান করতে।' 'শিবিই চাহ মধু জীব উপেষি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'শিবারে ক্রি পান করে।' 'কমল তুখীফল করব শিবারে জল।' ভারত, ১৭৬০। 'শিবি ক্রিবি পান করে করে।' ভদ্র মধু শিবি পিবি মাতল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'শিবিক ক্রি পান করবে।' তার গাছে তন্ত জল পিবেক বিশাল।' সুলতান, ১৭০০।

শিবিতি [সি প্রবৃতি] বি প্রবৃতি। 'ও আমার দেখবার শিবিতি নেই।' জীবন, ১৯৪৮।

শিষ [সি] বি প্রেমিক। 'ইন্দুমুখি অত ন কর পিয়দরশবের।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'শির বিনে কো নাই ভাবএ।' যাক্সাম, ১৬৫০।

শিষন [শ্যানিশ] ১ বি ওরুতুইন কাজে নিযুক্ত অদক্ষ কর্মচারী। 'পিয়ন মহাশয়ের নিকটে আপন প্রভুকে বিজ্ঞার করিতেছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি ঘরে ঘরে চিঠিগল্প শোঁছে দেয় যে। 'ভাক আনল পাড়ার পিয়ন বুজো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বি অধিসের নিয়ন্ত্রণাধীন অদক্ষ কর্মচারী। 'একটি শিষন এসে খবর দিল সুখিতিকে সেক্রেটারিবাণু ডেকেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

শিষল [সি পীত] বি হলুদ। 'শিষল বরষ বসনখানিতে মুখখনি আমার মোহে।' দিষ্টী, ১৬০০।

শিষ্য [সি শিষ্য] বি প্রার্থিনী। 'হাম নাই যারব সো শিষ্যঠাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'শিপি প্রভাত হৈল শিষ্য না আইল ভবনে।' দিষ্টী, ১৬০০। ৩ শিষ্য

শিষ্যঠাম বি শিষ্যের বাড়ি। 'হাম নাই যারব সো শিষ্যঠাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শিষ্যযুগচন্দা [সি শিষ-যুগ-চন্দা] বি প্রিয়ার চাঁদমুখ। 'আজ রজনী হয় ভাগে শোহায়াই পেরুল শিষ্যযুগচন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শিষ্যী [সি পিবাতি] ক্রি পান করা। 'শিষ্যী ক্রি পান করে।' হিরণ্যকশিপু মারি শিষ্যী রুধির।' মালদহ, ১৫০০। 'শিষ্যী ক্রিবি পান করে।' 'অগ্নি শিষ্যী বৃন্দাবনে গোবিন্দ রাবিল।' মালদহ, ১৫০০। 'শিষ্যীই ক্রি পান করাবে।' 'শিষ্যী জ্বনের জল শিষ্যীই রবে।' সুলতান, ১৭০০। 'শিষ্যী ক্রি পান করবে।' 'শোণিত শিষ্যী - যা ভুয়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'শিষ্যে ১ ক্রি পান করে।' 'না খারে আহার না শিষ্যে

নীল।' দিষ্টী, ১৬০০। ২ ক্রি পান করে। 'হুলে শিষ্যে মকরন।' রামদহাদ, ১৭৮০; 'পেল না তো পান শিতি শিষ্যে পেল কাঁচা খুল।' নজরুল, ১৯২২। 'শিষ্যী ক্রি পান করেছে।' 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা...' শিষ্যে হে শিষ্যো।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শিষ্যানো ক্রি পান করানো। 'যদি তুই সত্য মুখ শিষ্যীইতি মোকে।' অলাভল, ১৬৩০; 'শোণিত শিষ্যী - যা ভুয়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শিষ্যজ [ফা] বি মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কাঁচাচো কদমবিশেষ। ভদ্র, ১৭৮২।

শিষ্যাদা [ফা] ১ বি রন্ধী। 'অনেক শিষ্যাদা নাখে রাজসুত দুই ভিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি গুলিশের শিষ্য। 'জনকবকে শিষ্যাদা হন হন করিয়া আশিয়া বরদাবাগুকে খিরিয়া ফেলিল।' গ্যাটী, ১৮৫৮।

শিষ্যানো' দ্র শিষ্য

শিষ্যানো' [ফা] বি হারমোনিয়ামের মতো ঢাবি টিপে বাজাতে হয় এমন তারযন্ত্র। 'হারমোনিয়াম ও শিষ্যানো বাজিয়ে ও ফুকুর দিয়ে খেলা করাই কল কটান।' হুস্তাম, ১৮৬১।

শিষ্যজ [সি শিষ্য] বি ভালোমাস। 'শিষ্যর কল যে মোরে সেই ধন বড়।' গবী, ১৭৬৫। ৩ শিষ্যজ

শিষ্যজা [সি শিষ্য] বি শিষ্য। 'পরবস জনি হোত হমর শিষ্যজা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শিষ্যী [সি শিষ্য] বি প্রার্থিনী। 'হেরি শিষ্যী।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

শিষ্যী [সি শিষ্য] বি গাছবিশেষ। 'কাঁটাল শিষ্যাল তাল সাল।' মুহুদ, ১৬০০।

শিষ্যাদা [ফা] বি জ্বলীয় পদার্থ বাওয়ার গাছবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫; 'সে শিষ্যাদা।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

শিষ্যালি বি বৃক্ষবিশেষ। 'তখন তগোবন শাল, তাল, তমাল, শিষ্যাল ... প্রভৃতি প্রকাণ্ডকার বনবৃক্ষসমূহে ব্যাধ ছিল।' হরমসাদ, ১৮৮১।

শিষ্যল [সি শিষ্য] বি কুজা। 'মোর স্নেহ-চাতক না দেখি শিষ্যলে মরি যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিষ্যল-জায়া [সি শিষ্যল+জায়া] বি শিষ্যের বাসনা জাগিয়ে তোলে এমন। 'হানলে দিগি শিষ্যল-জায়া পথবাণী এই উর্দীকে।' নজরুল, ১৯২৫।

শিষ্যল [সি শিষ্য] বি শিষ্য। 'নাভিবিবর সঞে লোমলতাভালি জুজাগি নিসাল শিষ্যল।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

শিষ্যী [সি শিষ্য] ১ বিষ ভূমার্ড। 'শিষ্যী জ্বনের জল শিষ্যীই রবে।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিগ লোভী। 'কুসুমকান্তি সেধি নাই, মধু-শিষ্যী।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বিগ প্রত্যাণী। 'আমি সুদূরের শিষ্যী।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শিষ [ফা] বি মুসলমান ধর্মগুরু। 'জাপে শির পেগঘর।' মুহুদ, ১৬০০। ৩ শিষ

শিরপদশব [ফা] বি মুসলমান ধর্মগুরু। 'আল্লার আরশ এইভাবে টলে বাওয়ার পথ বাসেছেন শিরপদশব।' শওকত, ১৯৭২।

শিরমুশি [ফা পিরা+আ মুদনী] বি শির এবং মোছা। 'শিরমুশি, মরমুশিকি, আন্তাহ রমুগেও অগো ইমান আছে।' হুস্তান, ১৯৬৪।

শিরতিমি [সি পৃথিবী] বি পৃথিবী। 'মার্যাকুলস যে শিরতিমির মণি করে তাল না বাসেন তাও তো দেখতি পাই নে।' নীনবর, ১৮৬০। ৩ পৃথিবী

শিরাদিশ [স গ্রামীণ] বি গ্রামীণ। তর্গা, ১৭৮৫।

শিরান [কা শিরহান] বি জামাবিশেষ। 'শিরানের ত কথাই নাই।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭২।

শিরাপা [কা শিরহান] বি উর্জাদের ঢিলা জামাবিশেষ। 'গায়ে মেলকা, শিরাপা ... কিন্তু সঙ্গে লইয়া ডিক্কা করিতে যায়।' অক্ষর, ১৮৫০; 'যদি তাহা না করিয়া শিরাপা পেলাই করিতে শিখে ...' রাজ, ১৮৭৪।

শিরহান [কা] বি উর্জাদের ঢিলা জামাবিশেষ। 'গায়ে শিরহান ...' গ্যারী, ১৮৫৮।

শিরাহন [কা শিরহান] বি উর্জাদের ঢিলা জামাবিশেষ। 'হুকুমকে বউ লাল শিরাহন পরা।' নজরুল, ১৯২২।

শিরাহান [কা শিরহান] বি উর্জাদের ঢিলা জামাবিশেষ। 'গায়ে লাল গাজের একটি শিরাহান।' হুতাম, ১৮৬১।

শিরামিড [হি] বি পাথরে নির্মিত বর্ণাকার তিস্তির উপর কিস্ত লীর্থে বিস্তার মতো আকারের উঁচু সমাধিস্থপ। 'অজস্রকী ম্যুমেণ্ট কিংবা শিরামিড আইডিয়াল নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'শিরামিড-স্থপ থেকে আজও বারোমাস ...' জীবন, ১৯৩২।

শিরাপি [কা পীরা] বি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

শিরালী [কা শির] বি বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যারা আনুমানিক ষোড়শ শতকে বংশের-বুলনা অঞ্চলের পীর জাতির সম্পর্কে এসে আপন সমাজ থেকে গণিত হয়েছিল। 'সংকীর্ণ শিরালী ব্রাহ্মণ সমাজে সেরূপ কন্যা সুদুলভ।' প্রভাত মুখো, ১৯৩০; 'শিরালী ঠাকুরবাড়ি ব্যতায়।' মুক্ততা, ১৯৫২।

শিরালী [কা শির] বি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ (সম্ভার জাতি শিরালী ব্রাহ্মণ)। 'সভাপতি মহাশয় সরপাট শিরালীর বাড়ির বিস্তৃত নেওয়া ও বিখবালের এবং বিপুলগন্ধের ব্রাহ্মণদের নাম জ্ঞাত।' হুতাম, ১৮৬১।

শিরিড [শ] বি ছোটো থালা বা ডিশ। 'একটা শিরিড পাশে রেখের উপরে গড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শিরিছা [স পুছা] বি গ্রন্থ। 'কাহেরে কিয় ভণি ঘিই শিরিছা।' চর্চা ২৯, ১২০০।

শিরিত্ত, শিরিত্ত [স গ্রীতি] ১ বি শ্রেয়। 'কষ্ট নহে কেহ সবে করেন শিরিত্ত।' বৃন্দ, ১৫৮০। ২ বি শ্রেয়। 'কহিলেন তারে কিছু পাইয়া শিরিত্ত।' কৃষ্ণাল, ১৫৮০; তর্গা, ১৭৮৫; 'যে জন শিরিত্তে রাখে, তার শ্রেয়ে বন্দী থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

শিরিত্ত হস্তন বি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া। তর্গা, ১৭৮৫।

শিরিতি, শিরিতি, শিরিতি [স গ্রীতি] ১ বি তৃষ্ণ। 'কাহেরে শিরিতি কর যাই।' বৃৎ, ১৫৮০; 'তাঁরা হইতে গাইল ধিরে বড়ই শিরিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সুখাতি পঞ্চ ভায় কত লত অপি ধায় মথুশান মনের শিরিতি।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। ২ বি সম্ভাব। 'হৃদয়ের কলং কীছ করিয়া শিরিতি।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বি শ্রেয়। 'শিরিতি করিলে জীবনে নাহি সুখ।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি আত্মক। 'কাহিলা শিরিতি রূপে মালিকের হৃদয়ে।' বাহরাম, ১৬৫০।

শিরিড্ড [হি] বি পাঠের সময়সীমা। 'সে শিরিড্ডটা ছিল ইংরেজির।' শিবরাম, ১৯৪০।

শিল' দ্র শিলা

শিল' বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মন্দদুলাল শিল।' সের্বি,

১৮৪০।

শিল' [হি অশিলা] বি অশিলা। 'না কি এ যানের শিল হয় না -।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

শিল' [কা পীরা] বি দাবা খেলার খুঁটি - গজ। 'শিলটা বাগে পেয়েও খেলে না কেন তাই তাহা।' মুন্সীর, ১৯৬১।

শিলখানা [কা শীলখানা] বি হাতির বাসস্থান। 'শিলখানা তার আপো চিত্তে চমৎকার লাগে।' গ্রন্থস্বাদ, ১৭৮০।

শিল' [হি] বি শুস্কের বড়ি। 'একটি শিলের বাজ বাহির করিয়া ... তাহার ভিতরে রাখিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

শিলন্তর বি কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'স্রবণে কুতল ফুলি খুঁচি শিলন্তর।' সুলতান, ১৭০০।

শিল শিল কন্না [খনা] বি শিপড়ার মতো দল বেয়ে চলা। 'গ্রামের লোক শিলশিল করিয়া বাড়ি হুকিয়া।' শরৎ, ১৯১৬; 'লাইনবুলো পোকার মতো বেগোত শিল শিল করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শিলপে [কা শীলপা] বি ছোটো থাম। 'মোহমতী ... ফটকের একটা শিলপে দখল করে বসে থাকে।' অবন, ১৯২৭; 'শিলপের উপরে সারি সারি লগা পাম গাছ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শিলপেমাড়ি [কা শীলপা+মাড়ি] বি জ্বরদমন। 'রাহিরবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে শিলপেমাড়ি করে নিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শিলসুজ [আ ফজীল+ কা সুজ] বি গ্রামীণ উঁচু করে রাখার দর্শনবিশেষ। 'যাছু, শিলসুজ, ছুঁচি, ছুঁচি, ছুঁচি ইত্যাদি বস্ত্র ও নানাবিধ অলঙ্কার, এ সমুদয় ধাতুনির্মিত।' বিদ্যা, ১৮৫১।

শিলা [স পাচ] ক্রি পান করা। শিল ক্রি পান করলো। 'কুসো-আব্দুল হৈয়া শিল তার নিরে।' মাল্যধর, ১৫০০। শিলা ক্রি পান করলো। 'যাঁর ফুটা শৌহদারো প্রভু শিলা জল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অঘল খাইয়া শিলা জল হটা হটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। শিলায় ক্রি পান করণ। 'অনিয়া শিলাও মোরে এক ধার শীর।' বাহরাম, ১৬৫০। শিলেন ক্রি পান করলেন। 'বিশ্বরূপ হৈয়া কুজ শিলেন আতনি।' মাল্যধর, ১৫০০।

শিলা' [স গ্রীহা] বি গ্রীহা। 'পানব আঘাতে আমাদের শিলা ফাটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিলাই [স গ্রীহা] বি পেটের প্রত্যঙ্গ বিশেষ; গ্রীহার অঙ্গুণ। তর্গা, ১৭৮৪।

শিলায় [হি] বি জ্বর। 'মিথ্যার ওপর রচিত সৌখকে বহু মিথ্যার শিলায় পেঁখে টকিয়ে রাখতে হয়।' মুকুন্দ, ১৯৭১।

শিলু [স পীরা] ১ বি হাতি। 'পরি পরিলান শিলু গুপ্তকী ছাল।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি (সংসীত) রাগিণীবিশেষ। 'ভেরহী হইতে শিলু, কাফি ইত্যাদি।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭২।

শিলুবোরোয়া বি (সংসীত) রাগিণীবিশেষ। 'কাজ নহবতের শিলুবোরোয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'শিলুবোরোয়ার কাঁপিত নিয়া।' জীবন, ১৯২৭।

শিলুই [স গ্রীহা] বি গ্রীহা। 'ফিরে তারা গুজরাটে সুলসে শিলুই কাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিলে [স গ্রীহা] বি গ্রীহা। 'খাইয়া খাইয়া শিলে হর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'তার শিলে বেড়ে চাক হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'পেটে তোর শিলে হরে।' নজরুল, ১৯২৬।

শিলেওয়াল [স গ্রীহ+ই ওয়াল] *বিশ* গ্রীহার রোগে আক্রান্ত। 'তরু-ট্রেনিঙের এক শিলেওয়াল ছাত্র'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬; 'কাকুর-শেতে মাচা বাঁধে শিলেওয়াল ছোকা'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

শিলে চমকানো ১ *ক্রি* অতিশয় অবাক করে দেওয়া। 'এমন সময় ধবর তলে শিলে চমকে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'বাংলার শিলে চমকে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।' নজরুল, ১৯২৫। 'ভাষ্যচ্যাকা খোকামণির চমকে গেল শিলে।' নজরুল, ১৯২৬; ২ *বিশ* অতিশয় অবিশ্বাস্য। 'এ বিষয়ে অনেক শিলে চমকানো মতের সাক্ষাৎ আমরা নিচ্চয়ই পেতুম।' প্রমথ, ১৯২৯।

শিলে যত্ন [স গ্রীহ+যত্ন] *বি* গ্রীহা। 'শোনা যায় ভারতবর্ষের শিলে যত্নটাই কিছু ব্যাধি হয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শিলে-রোগাক্রান্ত [শিলে+স রোগাক্রান্ত] *বিশ* গ্রীহার রোগে আক্রান্ত। 'শিলে-রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ।' নজরুল, ১৯২২।

শিলেপ [ই প্রেপ] *বি* প্রেপ রোগ। 'শহরের ইদুর, বুয়েছ, কামড়ালেই শিলেপ।' শিবরাম, ১৯৪০।

শিলাচ [স] ১ *বি* মানবহিংসক কলিত্ত প্রাণী। 'শ্রেত ভূত শিলাচ মেলিআ তার সস অনুনিন কত না কিনিএ দিব ভাল।' মুকুন্দ, ১৯০০। ২ *বি* নিষ্ঠুর অন্যর্থ জাতিবিশেষ। 'অদিমবাসী দম্য, রাক্ষস, অসুর, বা শিলাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্করজাতিদিগকে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শিলাচকলেবর [স] *বি* শ্রেতের শরীর। 'নরচর্যে আবৃত শিলাচকলেবর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শিলাচজননি [স শিলাচজননী] *বি* মানবাকৃতি ও মানবহিংসক কলিত্ত প্রাণীর গর্ভধারণকারী। 'আরে - আরে, শিলাচজননি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শিলাচিনী, শিলাচিনি [স] ১ *বি* নীচ প্রকৃতির রমণী। 'দুব-দুব রে শিলাচিনি।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ *বি* স্ত্রী শ্রেত। 'কমেসেবু শিলাচিনী এল এ আয়ারে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ *বিশ* স্ত্রী নিষ্ঠুর। 'মাতঃ, পাণীয়সী, শিলাচিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শিলাচী [স] ১ *বি* স্ত্রী মানবহিংসক কলিত্ত প্রাণী। 'তার উপদেশ যত্রে শিলাচী পলায়।' কুমুদাস, ১৫৮০। ২ *বিশ* স্ত্রী ভয়ঙ্কর। 'আচবিত্তে প্রতর্কিত শিলাচী বিদ্যুতে উজ্জ্বলি স্বপ্নলোক।' সূর্যসি, ১৯৩১।

শিলিচ [স] *বি* মাসে। 'প্রভু কন লুহার শিলিচ বিনা অন্য।' মানিকরাম, ১৭৮১।

শিলন [স] *বি* নিন্দাভাব। 'তথাপি তোমার হৃদে নাহিক শিলন।' আলোগল, ১৬৮০।

শিলুণ [স শিলন] *বি* নিন্দাভাব। 'দার্য হেন মহানূপ করিলা শিলুণ।' আলোগল, ১৬৮০।

শিলুণ [স শিলুণ] *বি* চূর্ণন। 'যাবত মেহেন্দী সন্ম শিলুণ না যাএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

শিলা [স পেষণ] *ক্রি* দলিত করা। 'জনীবেক লোহার মুঠিতে আঁটিয়া শিলায় ধরিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিষ্ট [স পৃষ্ঠ] *বি* শিষ্ট। 'সিহ চাহে কোণদষ্টে বীরের আচড়ে শিষ্ট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১ *শিষ্ট*, ১ *শিষ্ট*।

শিষ্ট [স] *বিশ* পেশা হয়েছে এমন। 'কিষ্ট শিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'গ্রামখানা দলিত, শিষ্ট, মখিত করিয়া ...।' বিকৃতি, ১৯২৯।

শিষ্টক [স] *বি* শিষ্ট। 'শাক পায়দায় শিষ্টক অবধি বৈদীর উপরে ধরি।' শেখর, ১৬০০।

শিষ্ট [স পৃষ্ঠ] *বি* শিষ্ট। 'তবে কুষ্টি শিষ্ট পাতি দিল তইতক্ষন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শিষ্টদেশ [স পৃষ্ঠদেশ] *বি* শিষ্ট। 'কার শিষ্টদেশেতে পূর্ণিত শোভে বাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিস [ই] *বি* টুকরা। 'দু-স্তিম শিস কটিও এসে গেল।' শিবরাম, ১৯৭০।

শিসতুড়া [ই শিসতুড়া] *বি* যেসব সাধারণ বস্তু বা পরিঘের স্বীকৃত সাধারণ মানে বাজারজাত হয়। 'পাড়ু বা তুঙ্গোর ও শিসতুড়ের দালাল।' হুতোম, ১৮৬১। ১ *শিস* তুঙ্গুর

শিসকারি [ক্ষয়া শিস+স কারি] *বি* তরল পদার্থ ছিটানোর যন্ত্র। ওর্স, ১৭৮৫। **শিসকারি** *করন* *বি* তরল বস্তু ছেঁদানো। ওর্স, ১৭৮৫।

শিসতুতো [স শিতুয়সা] *বি* শিতার তণ। 'উভয়ে মামাতো শিসতুতো ভাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শিসততো [স শিতুয়সা] *বি* শিতার বোন সম্পর্কিত। 'আমার শিসততো ভাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শিসতুত [স শিতুয়সা] *বি* শিতার বোন সম্পর্কিত। 'মাসিমা ... তাঁহার শিসতুত ভাইয়ের বাসায় চলিয়া গেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আমার শিসতুত বোন মুন্সুর বামী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শিসতুতা [স শিতুয়সা] *বি* শিসি বা শিসি-শাওড়ির সন্তান এমন। ওর্স, ১৭৮২।

শিস্ত [স শিতুয়সা] *বি* শিতার বোন সম্পর্কিত। 'ভাগিনে, জামাই ও শিস্ত ভেয়েরা গোহুলের শাড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১।

শিসবোর্ড [ই শেটবোর্ড] *বি* কাগজের তৈরি পুরু শক্ত বোর্ড। 'দোকান থেকে শিসবোর্ড এল।' অবন, ১৯৪১।

শিসা [স শিতুয়সা] *বি* শিতার ভগ্নীর বামী। 'তুশতির শিসা শ্যামসুন্দর চাটুড়ি।' ভারত, ১৭৬০।

শিসশাওড়ি [শিসা+শ্বত্ৰ] *বি* শ্বতরের বোন; বামীর শিসি। 'বামীর, শিসশাওড়ির এবং অন্যান্য গুরু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'মোদোটার শিসশাওড়ি শোদা-ত্যাং চিপসে বড়ি।' নজরুল, ১৯২৬।

শিসশ্বত্ৰ [শিসা+স শ্বত্ৰ] *বি* শ্বতরের বোনের বামী; ফুফা-শ্বত্ৰ। 'গ্রামসম্পর্কে আমার শিসশ্বত্ৰ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

শিসাই [স শিতুয়সা] *বি* শিতার বোন। 'রঙ্গুরে শিসাই বহুল মন্য জন।' সুলতান, ১৭০০।

শিসাশ্বত্ৰ [শিসা+স শ্বত্ৰ] *বি* শ্বতরের বোনের বামী; শিস-শ্বত্ৰ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

শিসে [স শিতুয়সা] *বি* শিসির বামী; ফুফা। 'মেসো, শিসে, বুড়া, বাপ, স্ত্রুত ভূত ছুঁতো সাপ, হল, জল, আকাশ, অনল।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

শিসেমশাই [শিসা+স মহাশয়] *বি* শিতার বোনের বামী; ফুফা। 'রোখা বটদিরই শিসেমশাই হ'ল সম্পর্কে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

শিসেশ্বত্ৰ [শিসা+স শ্বত্ৰ] *বি* শ্বতরের বোনের বামী; ফুফা-শ্বত্ৰ। 'মামাতো ভাইয়ের শিসেশ্বত্ৰ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

শিসো [স শিতুয়সা] *বি* শিসি; ফুফা। 'শিসো, সেই বেদ্যবনী ছুতো গোলাও।' গিরিশ, ১৮৮৬।

শিস্যা [স শিতুয়সা] *বি* শিতার বোনের বামী। ওর্স, ১৭৮২।

পিসি, পিসী [স পিচুয়াস] বি পিভার বোন। 'ভার পিসি রাখার ব্যক্তি'। বড়, ১৪৫০; 'সোপারে তোমার নাকি মাসী আর পিসী'। রূপহাস, ১৭৫০।

পিসিয়া [পিসি+মা] বি স্ত্রী পিভার বোন। 'পিসিয়ার কানে আসিয়া ধনিত হইতে লাগিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'পিসিয়া, বেলা হয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পিশিশাত্ত্বী, পিশিশাত্ত্বি [পিসি+শাত্ত্বি] বি স্বত্বের বোন। বিদ্যা, ১৮৯১; 'অসীমা ভাবল পিশিশাত্ত্বীকে কাছে একবার লিখবে কথাটা'। নবোদয়, ১৯৪৯।

পিসীত্ব [পিসি+স ত্ব] বি পিসির আচরণ। 'স্বধির সখিত্ব পিসীর পিসীত্ব - সবার মধ্যে প্যাটার্ন মনুষ্যবর্ষী'। অমিত্র, ১৯৩৯।

পিসীসোহাগী [পিসি+সোহাগী] বি পিসির আদর পেয়েছে এমন। 'এই পিসীসোহাগী ভাইবিকে আমি বশাবই'। নবোদয়, ১৯৫৬।

পিশাব [প্রস্রাব] বি মূত্র। ওর্গ, ১৭৮৫।

পিশু বি একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট। 'তা ছাড়া সব পিশু মাছি কাঁচি হাঁচি ইত্যাদি'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পিস্তল [পি] বি ঢাকা বা শাখা ঘোড়ার চাপনজবিশেষ। 'আমাদের পাখার পিস্তলের উল্লাস'। জীবন, ১৯৪২।

পিস্তল [প pistola] বি ছোটো বন্দুকবিশেষ। ওর্গ, ১৭৮৫; 'মুসা কিবা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন'। দর্পণ, ১৮২১; 'পিস্তলটা রাখ; বোধ হয় গুটা ভরা নয়'। রোকেয়া, ১৯২২।

পিস্তল মারা [পিস্তলের গুলি ছোড়া]। 'শরম্পর এককালে পিস্তল মারিলেন'। দর্পণ, ১৮২২।

পিছাড়ি [স পীঠ] বি পিঠি। 'করুণা পিছাড়ি খেলই নয়বল'। চর্চা, ১২০০।

পীআ [স পা] বি পান করা। 'তো মুহ হুখী কমলরস পীআ'। মধু, ১২০০। পীএ [স পান] বি পান করে। 'ভাত মধুরক মধু পীএ'। বড়, ১৪৫০। পীও [স পান] বি পান করে। 'রাখা শোষে পাণী নাহি পীও'। বড়, ১৪৫০। পীও [স পান] বি পান করে। 'আখরে আমিআ পীও'। বড়, ১৪৫০। পীব [স পান] বি পান করে। 'জইও কলামতি পীউব পীব'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ বি খাবে। 'মত পালা কলা হয়ে বাকল ফলাইয়া পীব'। বিজয়, ১৬৫০। পীবমি [স পান] বি পান করে। 'তো মুহ হুখী কমলরস পীবমি'। চর্চা, ১২০০। পীরাইয়া [স পান] বি পান করে। 'পুনঃ পুনঃ পীরাইয়া হয়ে মহামণ্ড'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। পীরাইয়া [স পান] বি পান করে। 'মালভীএ মধুরক পীরাই মধুরক'। বুদ্ধদেব, ১৬০০। পীল [স পান] বি পান করে। 'মধু পীল হই কাহে'। বড়, ১৪৫০।

পীউব [স পীঘ] বি অমৃত। 'জইও কলামতি পীউব পীব'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

পীউ [স পিঠি] বি পিঠি। 'বসবার জন্য ঘরের ভিতরে যে পীউখানা রাখা হয়েছিল'। হুতায়, ১৮৬১।

পীকদান [স পিক] বি পিঠি। 'বসবার জন্য ঘরের ভিতরে যে পীউখানা রাখা হয়েছিল'। হুতায়, ১৮৬১।

পীচ [স পিচ] বি ককরা বা ক্লান্সি ডেল থেকে তৈরি কাগো রঙের অটোপো পদার্থবিশেষ, বা তাম্রা নির্মাণ-সহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। 'পীচে তো আদম ধরবেই'। হোয়েন, ১৯৬৬।

পীচাঢালা [স পীচ+ঢালা] বি পিচ ঢেলে নির্মিত। 'পীচাঢালা রাস্তার

আবশুণ বুকটা'। হাফিজুর, ১৯৫০; 'কাগো মসুণ পীচাঢালা রাস্তা শেষ'। অশ্রুজিহ্ন, ১৯৫৮।

পীছ [স পুছ] বি পুছ। 'ঘোরাই পীছ শরহিণ সবকী পিণত শুক্কী মাসী'। চর্চা, ২৮, ১২০০।

পীছল [স পিছল] বি পিছল। 'পাশরি বারি ডারি করু পীছল চলতহি অতুলি চাপি'। গোবিন্দ, ১৬০০।

পীছা [স পিছ] বি কাড়। 'সকল গায়ে হানিল পীছার সলা'। বিজয়, ১৬৫০।

পীছ [স পচা] বি পিছ। 'পুছরা ভাঙের পীছে করিল গমন ধন লইআ মহাবীর জায় নিকতন'। বুদ্ধদেব, ১৬০০।

পীজিরা [স পিঞ্জর] বি বাঁচা। 'চকু পাকাইয়া চার পীজিয়ার পোষা কত শের'। রামহরদাস, ১৭৮০। ২ পিঞ্জর।

পীট [স পুঠ] বি পিঠি। পীট দেখানো বি পশারন করা; গালানো। 'মাঝা ভাঙ্গা, হাত ভাঙ্গা হইয়া পীট দেখাইল'। মশারহর, ১৮৯০।

পীঠ [স পুঠ] ১ বি দেহের পিছনের কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত অংশ। 'বুকে খেয়েছে ন্যামের শেল পীঠে হৈল পার'। চর্চা, ১৫৫০। ২ বি বাইরের তল বা অংশ। 'এক ছড়ার উপর পীঠ, বাহাতে কিছু বোল পড়িয়াছিল'। তারিঙ্গী, ১৮০৩।

পীঠ দেখা [স পিঠ] বি পিঠি। 'আইনক পীঠ দিলো লাজে ডিগাঙ্গী'। বড়, ১৪৫০।

পীঠ-বোচকা [স পুঠ] বি পিঠি। 'বোচকা পীঠ দেখাইয়া কাপড়ের পীঠা'। 'তাহার পুঠদেহে একখানি পীঠ-বোচকা'। মধু, ১৮৫৭।

পীঠমর্ষ [স পুঠ] বি পুঠমর্ষক। 'স্বধী সচির পীঠমর্ষ হইে জনা'। ভাট, ১৭৬০।

পীঠমোড়া [স পুঠ] বি উভয় হাত পিছনে নিয়ে শক্ত করে বাঁধা। 'পীঠমোড়া করিয়া লাগিবে বাঁধিবার'। গল্পী, ১৭৬৫।

পীঠ [স] বি বৈদ্য; মজ। 'ব্রাহ্মণ বলিল পীঠে বৈদময় পুঠি ঘটে পদেল করিল আবাহন'। বুদ্ধদেব, ১৬০০।

পীঠল [স পুঠ] বি পিঠবিশেষ। 'নূপ আসন নব পীঠল পাত'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

পীঠস্থান [স] ১ বি ছাটান বৈদ্যালয়। 'বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানে ধুলা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি কেন্দ্র। 'উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানগুলি আজ সারথী পুজার জোরে-সুখিত'। মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

পীড় [স] বি যন্ত্রণা। 'দারুণ জনক যনে জনিসেক পীড়'। হারহাস, ১৬৫০।

পীড়ন [স] বি অত্যাচার। 'চলিওয়ে নিছুর পীড়ন তার'। শরে, ১৮৯৯।

পীড়ন কাহিনী [স পীড়ন+কাহিনী] বি অত্যাচারের বৃত্তান্ত। 'হিন্দু চরম-নতদশরাজি করিছে পীড়ন কাহিনী'। নবজগৎ, ১৯৩১।

পীড়নবন্ধ [স] বি অত্যাচারের বন্ধ বা হাতিয়ার। 'ঈশিকার্ত, পীড়নবন্ধ প্রভৃতির আবশ্যক হইল'। বর্ধমান, ১৮৭৯।

পীড়া [স পীড়] ১ বি কষ্ট। 'তোমার মুখের সেখি সবে যনে পায় পীড়া'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অত্যাচার। 'ভাঁড় জুত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পারে'। বুদ্ধদেব, ১৬০০। ৩ বি রোগ। 'পীড়া হইলে না তেজিত ইচ্ছার সেবা'। অশ্রুজিহ্ন, ১৬৮০। ৪ বি ক্রোধ। 'অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া পাইয়া সেটা মরিগ'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গীড়াকর

গীড়াকর [স] বিণ যন্ত্রাদায়ক। সেববি, ১৮৩৯; 'কুশীতা তাহাদের কিছুমার গীড়াকর নহে।' রবীন্দ্র, ১৮০১।

গীড়াকারী [স] বিণ যন্ত্রাণ সেয এমন। 'ইহার নিয়ম কিছু অধিকতর গীড়াকারী।' সোমশংকর, ১৮৩৮।

গীড়াকরন [স] বিণ যন্ত্রাদায়ক। 'ব্রহ্ম ও গীড়াকরন সুন্দরন দিয়া কএক নিরসপার্শ্ব গমন না করিয়া ...।' নর্দপ, ১৮৩০।

গীড়াদায়ক [স] ১ বিণ কই সেয এমন। 'পরিবারের গীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সম্ভব কি?' অক্ষর, ১৮৪৫। ২ বিণ পান করলে গীড়া হয় এমন। 'সর্বসাধারণের পানীয় যে গীড়াকর তাহা সামান্যতই অস্বাদ ও গীড়াদায়ক প্রযোজ্যে পরিপূর্ণ।' অক্ষর, ১৮৪৯।

গীড়া সেতরা [স] কি (মনে) কই সেওয়া। 'অড়তুই আমাঙ্গিনকে অধিক মায়ায় গীড়া সেয়।' আজাদ, ১৯৪১।

গীড়াপীড়ি [স] বিণ পুনঃপুন বিশেষভাবে অনুবোধ। 'এই বলিয়া, কহুপ অভিশয় গীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।' কিস্য, ১৮৫৬।

গীড়ামাষ [স] বিণ অসুস্থ। 'আমি ওরুতর গীড়ামাষ হইয়াছিলাম।' হুদুম, ১৮৭৪।

গীড়াবীজ [স] বিণ রোগের জীবাপু। 'সজীব গীড়াবীজ।' রব্বিম, ১৮৭৫।

গীড়াবোধ [স] বিণ রোগ অনুভব। 'আমি গীড়াবোধ করিতেছিলাম, সে কথা সত্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

গীড়ালিয়া বিণ রোগী। মানোএল, ১৭৪৩।

গীড়ালি [স] বিণ রোগের উপাধ। 'কোন কোন ব্যক্তিকে গীড়ালি'র নিকট তাহাতে অববাহন করিতে হয়।' অক্ষর, ১৮৫০।

গীড়ানীল [স] বিণ গীড়ন করে এমন। 'বহু তিমিলিগি আছে গীড়ানীল মাছে।' মুকুন্দ, ১৮০০।

গীড়া [স] গিড়<। কি গীড়িত হওয়া। গীড়িল কি গীড়িত হইবে? 'গিড়ায় গীড়িল আবু জেহেব নামে।' সুলতান, ১৭০০।

গীড়ি [স] গীঠ। বি গীঠ। 'ভিল বিসিকর্ষা নির্মাইল জে গীড়ি।' রায়হি, ১৭১০।

গীড়ি [স] গিঠি। বি কাঠের তৈরি আসনবিশেষ। 'একজন ছুতার কেবল টেকি গীড়ি রত্ন গড়িয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৩।

গীড়িত [স] ১ বিণ কাতর। 'বনিতা পুরুষ অর পিড়ও মদন আমার গীড়িত অর উদর দহন।' মুকুন্দ, ১৮০০; 'আমার অভয়তাহা গীড়িত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ লঘ্যাদায়। ওসি, ১৭৮৫। ৩ বিণ অসুস্থ। 'স্বরবিচারে গীড়িত হইয়া ... পরলোকগামী হইয়াছেন।' নর্দপ, ১৮২৪। ৪ বিণ দলিত। 'কোহরার নরম আঙ্গুল মুক্তিকরের হাতের তেজর গীড়িত হতে থাকে।' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

গীড়িতা [স] বিণ ক্রী কাতর। 'শীনপয়োবর তরে বড়ই গীড়িতা।' কুজগয়, ১৭২০।

গীড়ে [স] গিঠি। বি গিঠি। 'ঘরে ঢুকে একটি গীড়ের বসে।' হুতোম, ১৮৬১।

গীড়ে [স] গীড়া। বি গীড়া; রোগ। 'আজ্ঞে, পোজোবর গীড়ে ছিল।' গিরিশ, ১৮৮৬।

গীত [স] ১ বিণ হলুদ। 'গীত বসন শোভে বাসী ঘরে করে।' বড়ু, ১৪০০। ২ বিণ শি। 'কাগিয়া কুকুর মাঝি আনা তার গীত।' মুকুন্দ, ১৮০০।

গীতখড়া [স] বি হলুদ মুঠি। 'গীতখড়া পরিবে তারে কোলে নিয়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

গীতবরণ [স] বি হলুদ রং। 'অ-কৃষ্ণবর্ণে কহি গীতবরণ।' কুজগয়, ১৫৮০।

গীতবর্ণ [স] বিণ হলুদ বর্ণবিশিষ্ট। 'তলিমুগো হৃদযশ নামের প্রচার ডবি লাগি গীতবর্ণ চৈতন্য-অবতার।' কুজগয়, ১৫৮০।

গীতবসন [স] বি হলুদ রঙের বস্ত্র। 'এসো গো গীতবসনে সাজি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬; 'এসো গলে সেই শ্যামশোভা ব্রজবৃন্দ মনোভোজ/ সেই গীতবসন পরি।' নজরুল, ১৯৩৩।

গীতম [স] গীতা। বিণ হলুদ রঙের। 'সিনান করিয়া গাখানি মুছিয়া পরিল গীতম খড়া।' শেখর, ১৮০০।

গীতসঙ্কেত [স] বি চীনের শোকেরা বেতজাতিকে পরাভ করে পৃথিবী দখল করে নিতে পারে এ ধরনের আভাস; গীতাত্ত। 'পাতাত্তা দেখে yellow peril বা গীতসঙ্কেত নাম দিয়ে একটা আভাস দেখা দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গীতাত্ত [স] বি হলুদ আভাস। 'হেমন্তের গীতাত্ত রৌদ্রে মাঠখানা অশ্রমল করিতেছে।' তারা, ১৯৪২।

গীতাত্তা [স] গীত-আভা। বি হলুদা হলুদ বর্ণ। 'একদিন আখিনের গীতাত্ত রৌদ্রে এই বাতায়নে একটা বাগিকার পালে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গীতাত্তর [স] গীত-অভ্য। ১ বি হলুদ রঙের বস্ত্র। 'গীতাত্তর ধরে গলে।' কুজগয়, ১৫৮০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) অবতার কৃষ্ণ। 'গীতাত্তর তড়িমুগি মুখমাল্য বরুণি/ মন্যাদ জিনি শ্যামতনু।' কুজগয়, ১৫৮০। ৩ বিণ গীতবসনধারী। 'শোভিনে যেন গীতাত্তর তিষ্ঠামণি।' মাইকেল, ১৮৬০।

গীতাত্তরি [স] গীতাত্তরী। বিণ গীতবাস পরিহিত। 'সুন্দরি গীতাত্তরি তুই তেলি।' গোবিন্দ, ১৮০০।

গীতাত্তরী [স] গীত-অভ্যরী। বিণ হলুদে রঙের। 'চুমকি জড়িত চারু গীতাত্তরী তেলি।' ওস, ১৮৫৮।

গীত [স] গিঠা। বি লক্ষ্য, ঘৃণা প্রকৃতি। 'তোষার দেহত কাহাঞি না বসে কি গীত।' বড়ু, ১৪৫০।

গীতম'ত্র গীত'

গীতম' [স] গিঠতম। বিণ গিঠতম। 'গীতম আমার দূর গ্রামে, দেখবে কে সাজ-সজ্জা হায়।' নজরুল, ১৯২৬।

গীতমঞ্জী [স] বি বাগলি ব্রাহ্মণের বংশদাম-বিশেষ। 'ওরুদাস গীতমঞ্জী।' সেববি, ১৮৪০।

গীতর [স] গিঠর। বি গিঠর। 'তার গাশী না ল এ গীতরে।' বড়ু, ১৪৫০।

গীতল [স] গিঠল। বি গাঠবিশেষ। হেয়স, ১৭৬২। ২ গিঠতল

গীতিম [স] গীতা। বিণ হলুদ রঙের। 'তুয়া অরে গীতিম চীরে।' শেখর, ১৮০০।

গীন [স] বিণ হলুদ। 'দূর করো তোর ঘর ঘন গীন তনে।' বড়ু, ১৪৫০।

গীনপয়োবরা [স] বিণ ক্রী সুগুট ও উন্নত ভাববিশিষ্ট। 'পুশোম-মুহিতা - মুগাশী, বিবশধরা, গীনপয়োবরা।' মাইকেল, ১৮৬০; 'গীনপয়োবরা বৃত্তারী; সু-উচ্চ কথা; নিত্য-শ্রদ্ধাময়ী স্বরশ্রুতা।'

মাইকেল, ১৮৬২।

পীনন্তন [স] বি সুপুট ও উন্নত ত্তন। 'পীনন্তন ছিল অতি কি কবির হায়।' ভবানী, ১৮২৫।

পীন-স্ত্রী [স] বিপ ক্রী সুপুট ও উন্নত বন্ধবিশিষ্ট। 'আঁটিয়া কাঁচলি পীন-স্ত্রী; শ্রোণিদেমে ভাঙিল মেঘলা।' মাইকেল, ১৮৬১।

পীনস বি নাকের রোগবিশেষ। 'মহারোগে পথ্য বিধি পীনসে বিশেষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পীনাস [সি] বি ছোটো দ্রুতগামী নৌকাবিশেষ। 'চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২। প্র শিনিস

পীপল [সি] বি জনতা। 'ইহার সহিত "পীপল"-এর কোনো ঘোষ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পীপলাই বি ফুলবিশেষ। 'পীপলাই ফুলেতে জন্ম রাজ পুরোহিত।' বিজয়, ১৬৫০।

পীবর [স] বি ফুল। 'গিরিসুতা-অঙ্গজন্ম খর্ব-পীবরতন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পীবরতা [স] বি ফুলতা। 'চিত্রাপিত মুকুরের ভলে দিগন্তের মুদ্রাঙ্গির শোখসমুদ্র পীবরতা পায়।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৭।

পীবরবন্ধ [স] বি সুপুট ও উন্নত ত্তন। 'পীবরবন্ধের সংযত অসংযম।' বনকুশল, ১৯৩৬।

পীবরস্তনী [স] বিপ ক্রী সুপুট ও উন্নত ত্তনবিশিষ্ট। 'গড়ত বপনদেবী মায়ার পৌলোনি - মৃণালী, পীবরস্তনী।' মাইকেল, ১৮৬০।

পীবরাংশ [স] পীবর-অংশ বি ফুল অংশ। 'সে কর্ণভরণশর্শপ্রার্থী পীবরাংশ।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

পীযুষ [স] ১ বি অমৃত। 'চান্দের পীযুষধারা রাহুওঁ বেহে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সদ্যপ্রসূত গাভীর প্রথম সাত দিনের দুধ। 'মাখবোঁদা পুরোনে নষ্ট শর্করায় নতুন কাশো গাভীর পীযুষ।' গড়ত, ১৯৬০।

পীযুষ [স] পীযুষ বি অমৃত। 'পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাখার স্নেহে।' বড়, ১৪৫০।

পীযুষধারা [স] বি অমৃতধারা। 'চান্দের পীযুষধারা রাহুওঁ বেহে।' বড়, ১৪৫০।

পীযুষপায়ী [স] বি সুখা পান করে যে। 'রক্তশোণিম কুচিত্র ভ্রম/সুজনী পীযুষপায়ী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

পীযুষ-মধু [স] বি ফুলের মধু। 'কেহ পান করিলা পীযুষ-মধু সুখে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পীযুষলহর [স] বি অমৃতের ধারা। 'প্রকৃত চরিত্র কথা পীযুষলহর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পীযুষ-সলিলা [স] বিপ ক্রী অমৃতরূপ জলে পূর্ণ। 'বহে যথা পীযুষ-সলিলা নদী।' মাইকেল, ১৮৬০।

পীযুষী [স] বি অমৃতের মতো পিঠাবিশেষ। 'আসিকা পীযুষী পুরী পুণী।' ভারত, ১৭৬০।

পীয়া ক্রি পান করা। 'সে বেহে তুচ্ছার পীয়ে সমুদ্রের পানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। পীয়ে ক্রি পান করে। 'যত পীয়ে তত তুচ্ছা বাড়ে অনুকুন্দ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কান্ডামৃত যেনো পীয়ে নিরন্তর পীয়া জীয়ে/ব্রজজনের নয়ন-চকোর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পীয়াশী [স] চিত্রাশ। বি পিয়ার ফুল। 'শেহলী পীয়াশী সোনা পারুল রসন।' ভারত, ১৭৬০।

পীরা [স] ১ বি মুসলিম ধর্মগুরু। 'সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর

পেশখর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি জ্ঞানবৃদ্ধ। 'সদর জাহান পীর/মহিমা সাগর তীর।' রাহেম, ১৬৫০।

পীরগোষ্ঠী [স] পীর+স গোষ্ঠী বি পীরবংশ। 'এই পীরগোষ্ঠী যে কত বড় কোরামতুপাল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

পীরপূজা [স] পীর+স পূজা বি পীরকে পূজা। 'শেরেক, বেদাত, পীর পূজা, গোর পূজা ও বৃহ পূজা।' দর্পণ, ১৯২০; 'মুসলমানদের মধ্যে দেবীপূজা, পীরপূজা, তাবিজের ব্যবহার।' আনিস, ১৯৬৪।

পীরভক্ত [স] পীর+স ভক্ত বিপ পীরকে ভক্তি করে এমন। 'বড়ই সরলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, পীরভক্ত লোক।' ইমদাদুল, ১৯২০।

পীর-মুদ্রীদি, পীরমুদ্রীদি [স] পীর+আ মুদ্রা বিপ পীর ও পীরের শিষ্য-সংক্রান্ত। 'পীরমুদ্রীদি ব্যবসায়টা হিন্দুদের পুরুষগতির দেখাদিবিই শেখা।' ইমদাদুল, ১৯২০; 'পীর-মুদ্রীদি ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য।' ম্যোজিন, ১৯৩২।

পীরির গীত [স] পীর+স গীতি বি পীর-ভক্তনার গান। 'আমি বাইয়ানা গাহনা: জানি, পীরির গীত জানি, সখীসখাদ বিরহ খেড় জানি, একটা শোনাবো?' ভবানী, ১৮২৮।

পীরের মোকাম [স] পীর+আ মোকাম বি পীরের বাসস্থান। 'তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

পীর বি (ফলের ক্ষেত্রে) অনেকজনের একত্র অবস্থা; ছড়া। 'মাথায় পীর তাহুে ধরে ফল।' বিজয়, ১৬৫০।

পীরিত [স] প্রীতি বি আনন্দ। 'প্রবেসিল বনমধ্যে পরম পীরিতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পীরিতি [স] প্রীতি ১ বি প্রীতি; স্নেহ। 'বাপ বলি প্রীতিসে করে পীরিতি।' বুদ্ধা, ১৫৮০। ২ বি প্রিয় বাক্য। 'মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পীরা [স] বি দাবা খেলার খুঁটি - পজ। 'ওরে অতঃপরে কোথার পাশে পীসের কিত্তি মাত হল।' রামচন্দ্রদাস, ১৭৮০। ২ বি দুলভ। 'পীল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখতে।' হুতোম, ১৮৬১। প্র শিল্প

পীলখানা [স] বি হাতিখানা। 'পীলমণি মাছত চাই ধাং করিয়া প্যারীজানকে পীলখানায় লইয়া গেল।' মসাররম, ১৮৯০।

পীল [স] প্রীহা বি পাকস্থলীর বামভাগে অবস্থিত দেহাবলিবিশেষ। 'পীরের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুস্কের কাজ।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

পীলমুজ [স] অফিল+ফা মুজ বি প্রদীপ উঁচু করে রাখার দৃগবিশেষ। 'পীলমুজ ১ এক।' মেরস, ১৭৬২। ২ প্রিলমুজ

পীলা [স] পীড়া বি কষ্ট। 'কেনেপাস লএ চমরিকে সোপল পাএ মনোভব পীলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পীলা [স] প্রীহা বি পাকস্থলীর বামভাগে অবস্থিত উপাসবিশেষ। 'পীলায় হুড়িল পেট শলা যে খাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

পীলে [স] প্রীহা বি প্রীহাবৃজ্জিনিত রোগ। 'পীলেওগুদা ফেলোতোলা অবশ্রাম ঘান ঘান করে কান্দায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পীলু বি ফলবিশেষ। 'চর পজ পীলু ফল আর গুজামালা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পীষ [ধন্য] বি তাফিয়া নির্দেশক শব্দবিশেষ। 'পীষ। এখন আর লড়াই করিবে কে?' বঙ্কিম, ১৮৮২।

পীঠ [স] পৃষ্ঠা বি পিঠ। 'উঠ উঠ পুর বলি গা দিলা পীঠে।' বিজয়, ১৬৫০।

পীস [হি] বি শক্তি। পীস-কনকারেল [হি] বি শক্তি সযেমন। 'জগতে শক্তি আছে পীস-কনকারেলের এমন সাধ্য নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পীসে [স পিতৃসুত্বে] বি শিসেমশাই। 'হঁকাটা পীসে পীসে বলছে।' গ্যারী, ১৮৫৮। প্র পীসা

পীসসামুদ্রি [পিসি+সামুদ্রি] বি ক্রী স্বামী বা ক্রীর পিসি। ওর্গা, ১৭৮২।

পীস্যা [স পিতৃসুত্বে] বি পিসির স্বামী। ওর্গা, ১৭৮২। প্র পীসা

পুই [স পুতিকা] বি এক ধরনের শাক; পুই শাক। 'ডগী ডগী তোলে পুই পুনকা কাঁচড়া।' মুহুন্দ, ১৬০০। প্র পুই

পুইশাক [স পুতিকা+স শাক] বি একপ্রকার শাক। 'রাজভেট কাঁচকা নিল পুইশাক।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পুইহে কি শুয়ে আছি। 'তবে পুইহে কেহুে এতক বেআজ।' বটু, ১৪৫০।

পুং [স পুন্স] বি পুরুষ। 'এমনি কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনির্মাণা নির্মাণ করেন নাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

পুংজাতি [স বি পুরুষ প্রজাতি। 'ক্রীজাতি পুংজাতির সহবাসিনী।' জ্ঞানকোষদায়, ১৮৫২।

পুংবর্জিত [স] বিশ পুরুষ নেই এমন। 'এমনি কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনির্মাণা নির্মাণ করেন নাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

পুংবলি [স] বি পুরুষ প্রজাতি। 'ক্রীপাল পুংবলি আর/ নপুংসকে শাসিত কর।' লালন, ১৮৯০।

পুংশক্তি [স] বি পুরুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সে বলিত, ক্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুংক্তি [স পুংক্তি] বি পুংক্তি। 'দন্ত পুংক্তি বিদিত বিজ্ঞ।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পুংগব [স পুংগব] বি ঝাড়ের মতো পুরুষ (বিক্রপার্থে)। 'মস্ত একটা চশমা-পরা ঝাড়ুয়েট-পুংগব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। প্র পুংগব

পুংটামি বি দুটামি। 'দেবম আজকা তর হগল পুংটামি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পুঃ ধন্য। বি তাক্সিলা নির্দেশক ধন্যাত্মক শব্দ। 'পুঃ পাঁচল সিগাহী লইয়া তোমাদের জন দুই চারিলাকের কাছে বিপদ।' বক্রিম, ১৮৮২।

পুই [স পুতিকা] বি এক ধরনের শাক। পুইখাড়া, পুইয়ের খাড়া বি পুইয়ের ডাটা। 'শীশিমাচ আনিয়াছি আর পুইয়ের খাড়া।' দর্পণ, ১৮২১। 'পুইখাড়া চড়িতির কঁরে ফুটিনাশ।' ওর্গা, ১৮৫৮। প্র পুই

পুইশাছ বি পুইশাক। 'ভুই ফুঁড়ে পুইশাছ হইয়াছে খাড়া।' ওর্গা, ১৮৫৮।

পুই-চচ্চড়ি বি পুইশাক ডাঙি। 'তিনি রান্নার পর গঙ্গানান করে বুনেই হেঁশে পুই-চচ্চড়ি চড়াবেন।' মুক্তবাবা, ১৯৫৮।

পুইডাটা বি পুইশাছের কাণ্ড। 'পাকা পুইডাটা কাঠ হয়ে গিয়েছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

পুইপাটা বি পুইশাক। 'পুইপাটা জড়ানো ... প্রব্রা' বিজুতি, ১৯৩১।

পুই ফল বি পুই লতার ফল। 'পুই ফল ঘবিয়া ঘবিয়া দুটি হাত রাত্তা করে।' জঙ্গীস, ১৯৩৩।

পুইমাচা বি পুই লতার মাচা। 'একদিকে একটা পুই মাচা।' জীবন,

১৯৩২।

পুইশাক, পুইশাণ বি পুই লতার পাতা। 'তরকারির মধ্যে পুইশাণ, গব্যের মধ্যে তেঁতুল ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'ঐ পুইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'হাতে একবোকা পুইশাক।' বিজুতি, ১৯৩১।

পুইশ্যা [স পুয়াহ] বি জমিদারির বাৎসরিক উৎসব। 'লয়-লয়র নেই, প্রজা নেই; পুইশ্যা কেমন করে জমবে।' কায়সার, ১৯৬৫।

পুঁচকে ১ বিশ অতি ছোটো। 'গোপা ঠাণ্ড পুঁচকে মেয়ে।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি বাজা ছেলে। 'সে যাবে কিনা পুঁচকেদের মতো ট্রাইসিকলে চড়তে।' মণীশ, ১৯৬৩।

পুঁচকি বিশ অত্যন্ত ছোটো। 'তোমার ওই পুঁচকাটা কেন এত পুঁচকি?' অনুরা, ১৯৭৩।

পুঁছি কি মোহা। 'অবিরল চক্করজল পুঁছিয়া আঁচলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

পুঁছি কি মুছে ফেলি। 'বাহোকা চুলটো বাঁধি, আর গাটা পুঁছি।' উমেশ, ১৮৫৭।

পুঁছিয়া দেওয়া কি মুছে দেওয়া। 'আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্কর জল পুঁছিয়া দিতে লাগিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পুঁজ [স পুয়া] বি খোঁড়া বা ঘায়ের ভেতরের দৃশিত রসবিশেষ। 'রক্ত পড়ে পুঁজ পড়ে আর পড়ে পানি।' বিজয়, ১৬৫০; 'পিত্তের সবজ, পুঁজ, কদু, বাসা, গয়ের ইত্যাদি।' নীরেন, ১৯৬১।

পুঁজি [স পুঁজ] ১ বি মূলধন। মানেলো, ১৭৪৩। ২ বি সঞ্চয়। 'সম্পদের সীমা নই বুদ্ধা গরু পুঁজি।' ভারত, ১৭৬০; 'দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি সমগ্র। 'তার বহুদ্রবসম্বিত বস্তুসামান্য সেব্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'তধু রাশি রাশি শুক কুসুম হয়েছে পুঁজি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বি বোঝা। 'হুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি সব তোমার অর্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বি রাশি। 'নিয়ে গরু পাতার পুঁজি গালাবে শীত, ভাঙছ বুকি গো?' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৭ বি আত্মবিশ্বাস। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রী নিবাসই আমাদের একমাত্র পুঁজি।' বোম্ব, ১৯৫৫।

পুঁজিপতি [পুঁজি+স পতি] বি অনেক মূলধনের মালিক। 'পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদের ভয় দেখাওয়া ...।' সওগাৎ, ১৯৪৪।

পুঁজিপাটা বি হাবার-অস্থাবর সম্পত্তি। 'গিরেছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শাকুল-কাটা।' ওর্গা, ১৮৫৮।

পুঁজিবানী [পুঁজি+স বানী] বিশ পুঁজিবাদের অনুসারী। 'পুঁজিবানী মজদুরকর্মীদের ঘারা সরকারী আদেশ কিভাবে রক্ষিত ...।' জামায়াত, ১৯৪৩।

পুঁটলি, পুঁটলি, পুঁটলী [স পোটলি] ১ বি ছোটো গাটের বা বোঁচকা। 'পুঁটলি বুলিয়া বানারসী সাদী ও শিটারি গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল।' বক্রিম, ১৮৭৮; 'বামহাতে লুতা ও দক্ষিণে পুঁটলী।' প্রভাত, ১৮৯৬; 'সেখানে একটি পুঁটলি আর বড়ি মাকে রেখে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি কাপড় বা তুলার ক্ষুদ্র গাট। 'কাশের পুঁটলি বুলিয়া বুকি বাহির করিতেন।' বক্রিম, ১৮৯২।

পুঁটলিপাটীয়া বি ছোটো-বড়ো বোঁচকা। 'পুঁটলিপাটীয়া লইয়া ভীতভয়ে কোণে বসিয়া আছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পুঁটি বি একপ্রকার ছোটো মাছ। 'চিকড়ী টেকরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।' ভারত, ১৭৬০।

পুঁটিমাছের প্রাণ - পুঁটিমাছের মতো স্বল্পপ্রাণ। 'আমাদের পুঁটিমাছের

প্রাণ।' *পারী*, ১৮৫৮।

পুঁটি মাহের করকরানি - বহুবিশার বা অল্পবিশেষের লোক যথাক্রমে বিদ্যা ও ধনের গর্ব প্রকাশ করে। *সুবল*, ১৯০৬।

পুঁঠি বি একপ্রকার ছোট মাছ: *পুঁঠি*। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পুঁঠুরানি বি ছোটো মেয়ের আদরের ডাকনামবিশেষ। 'পুঁঠুরানি বাপ-সোহাগি।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পুঁটো বি ছোটো ছেলের আদরের ডাকনাম বিশেষ। 'এ রাম! তুমি ন্যাটো পুঁটো।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পুঁড়া [স পুড়া] বি কৃষিজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বহুসংখ্যক পুঁড়া ও গোদ জাতীয়ের বাস আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

পুঁতা [স প্রোথন] ১ ক্রি প্রোথিত করা। 'রাজার ত্রিভল পুঁতিয়াছে হানে হানে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ ক্রি গর্ত করে মাটির নিচে রাখা। 'বৃক্ষে তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন বঁটাতে আসিলেন।' *চন্দ্রচর*, ১৮০৫।

পুঁতে যাত্রা ক্রি মাটির মধ্যে প্রোথিত হওয়া। 'পদ-নব বর্ধিত হইয়া নিকড়ের মতো মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গেল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

পুঁতেনা [স প্রোথন] ক্রি কর খার্য করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুঁতি [স প্রোত] বি ছিদ্রওয়ালা কানের টুকরা। 'সর্বান্তে পুঁতির সজ্জা, আলোতে বহুমক করহ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

পুঁতির মালা বি পুঁতি দিয়ে তৈরি মালা। 'পুঁতির মালার একছড়া নিয়ে কখনও হত না সে।' *জর্জ*, ১৯২৭।

পুঁথি [স পুথিকা] বি বই; হাতেদে লেখা বই। 'প্রভুরে দিয়াছেন পুঁথি অনেক গিনিয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কোথিত হইয়া শুরু পুঁথির বাড়ি মাইল।' *রূপরায়*, ১৭৫০।

পুঁথি-কাটা [পুঁথি+কাটা] বিশ পুঁথির কাগজ কাটে এমন। 'পুঁথি-কাটা এই পোকা মানুষকে জ্বালাবে কো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

পুঁথিগত [পুঁথি+স গত] ১ বিশ পুঁথকভিত্তিক। 'যে বিদ্যা-পুঁথিগত, যাহার প্রয়োজ্ঞ জানা নাই, তাহা যেমন পণ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ বিশ ভত্ত্বগত। 'এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিমিটজমের সাহায্যে রূপান্তর করা যায় কি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পুঁথিজাত [পুঁথি+স জাত] বিশ পুঁথি থেকে প্রাপ্ত। 'এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিমিটজমের সাহায্যে রূপান্তর করা যায় কি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

পুঁথিগর [পুঁথি+স গর] ১ বি বইগর। 'কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিগর বন্ধ করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'অন্যক খুলো পুঁথিগর।' *বুদ্ধ*, ১৯৬৬। ২ বি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। 'করকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথিগর নিয়ে উপহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুঁথিগরী [পুঁথি+স গর] বিশ পুঁথিগত কানের উপর বিদ্যার। 'বাহার পুঁথিগরী ভাংরা বুক ফুলাইয়া বলিষেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুঁথিগরিচারক [পুঁথি+স পরিচারক] বি জ্ঞানসাধক। 'এসো পুঁথিগরিচারক ভতিতকারক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪।

পুঁথিপুস্তক [পুঁথি+স পুস্তক] বি কাগজপত্র। 'পুঁথিপুস্তকে বৈদেশিক মুদ্রা বটনের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে সে মুদ্রা কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারি ক্রিভাবে ব্যবহৃত হইতছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পুঁথিপোড়ো বি পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী। 'অবাক কবলি পুঁথিপোড়ো/ অমানবিক কীর্তি তার ও।' *অন্নদা*, ১৯৫২।

পুঁথিয়াল বি পুঁথি লেখক। 'পুঁথিয়াল বলে ...।' *শ্যামসুন্দরী*, ১৯৪৮।

পুঁথিসাহিত্য [পুঁথি+স সাহিত্য] বি আঠারো-উনিশ শতকে আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে লেখা বাংলা সাহিত্যের শাখাবিশেষ। 'পূর্ববঙ্গীয় মোহলমান সমাজে পুঁথিসাহিত্যের প্রচলন ছিল।' *এসলাম*, ১৯২০।

পুঁমির [স পুঁমি] বি পুঁমিমা। 'কাল মেঘর পাশে শোভে পুঁমির চন্দ।' *বহু*, ১৪৫০।

পুঁয়ে মারা, **পুঁয়ে-লাগা** বিশ গকিরে গেছে এমন। 'পুঁয়ে মারা পিলে-রোজাকান্ত সাহিত্যিক।' *নজরুল*, ১৯২২; 'পুঁয়ে-লাগা সুটকে ছেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

পুঁয়ো বি বুনে ফুলবিশেষ। 'বুনা-ওঁড়ো, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিঠ মধুতে ভরাইয়া দেন।' *বিজুতি*, ১৯২৯।

পুকুর [বি ফুকার] ১ বি আঙ্গান। 'নহে ফাঁকা, নহে মিথ্যা পুকুর।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'অসুপ্শিয়া শায়রীকে প্রেমের পুকুর।' *মুহন্তবা*, ১৯৬০। ২ বি চিক্কার। 'তুমি তো নিজেই পুকুর দিয়ে এসে।' *ওয়াসী*, ১৯৬২।

পুকুরা ক্রি উত্তরবে আহ্বান করা; হাঁকা। 'আজান পুকুরে দেখি হজরত বেলাল।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

পুকুর [স পুছুর] ১ বি গিহি। *ওঁসা*, ১৭৮৫। ২ বি ছোটো জলাশয়। 'চকগাছ পুকুর থেকে ভুলে ...।' *হুতম*, ১৮৬১।

পুকুর চুরি - বড়ো রকমের চুরি। *সুবল*, ১৯০৬।

পুকুর শাড়ি বি পুকুরের তীর। 'প্রয়োজন-মতো বাড়ি ... বাদাড়ে পাগুরে পুকুরশাড়ে গো।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুঁক্তি ভোজন [স পুঁক্তি ভোজন] বি শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণদের একত্রে ভোজন। 'আমার এ পুঁক্তি ভোজন তোমাকে কেমন লাগে।' *তারিণী*, ১৮০৩।

পুঁথর, **পুঁথরী** [স পুছুর] বি পুছুর। 'মুসতার নামে আছে সাহের পুঁথর।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'ফটিক পাশানে রচি বিচিত্র পুঁথরী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুঁথুর [স পুছুর] বি পুছুর। 'মদের পুঁথুর দিল পিঠের জালাল।' *রূপরায়*, ১৭৫০। **প্র পুঁথুর**

পুঁথুর [স পুছুর] বি পুছুর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুঁছরী [স পুছুর] বি পুছুর। 'মসজিদ পুঁছরী নাম নিজ দেশে রয়ে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

পুঁছানুপুঁছ [১ বিশ অতি সুস্থ। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ বিশ অতি সতর্ক। 'প্রোহকারীদের প্রতি পুঁছানুপুঁছ দৃষ্টি রাখিতেছেন।' *একুশেশন*, ১৮৭৩। ৩ বিশ বিভ্রান্ত। 'তাহার পুঁছানুপুঁছ সন্ধান জানিভেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ৪ বি ঝুঁটানো। 'কথা আর্য ও সংস্কৃত ভাষার পুঁছানুপুঁছ বিশ্লেষণ করেছিলেন।' *হাই*, ১৯৫৪।

পুঁছানুপুঁছরূপে [স] ক্রিণি তর তর করে। 'এই পরিকল্পনা আশাপোড়া পুঁছানুপুঁছরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

পুঁছে **পুঁছে** ক্রিণি তর তর করে। 'পুঁছে পুঁছে ঝুঁজব না অমারাতে।' *সুধীন্দ্র*, ১৯০৪।

পুঁছর [সি] বি ঝাঁড়। 'বাহালি পুঁছর-পুঁছরবদর হই মতো তারখের শত্রুকে মুখে আহ্বান করতে থাকে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পুঁদি [স পুছুর] বি বেথ্যা। 'পুঁদির বাই বি বেশ্যার ভাই।' 'পুঁদির বাই গাড়িমুন্দি ক্যালানবী লাগাইছেন।' *হুতম*, ১৮৬১।

পুন্নির পুত

পুন্নির পুত বি অস্ট্রীল গালিবেশের (বেশ্যাপুত্র)। 'পুন্নির পুত কেভা!'
দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

পুচ্ছ [স। ১ বি লেজ। 'অধিক দীর্ঘ পুচ্ছ অতি শোভাকার'। সুলতান,
১৭০০। ২ বি প্রান্ত। 'রক্তমুত ভরওচ্ছ রঞ্জিত মালার পুচ্ছ নামের
সম্পর্ক নাই তাতে।' ভবানী, ১৮২৫।

পুচ্ছশাশ [স। বি। শেখবন্দন; জের। 'ইহার পুচ্ছশাশ ইহাতে সে
নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে।' রতীন্দ্র, ১৯০২।

পুচ্ছাহত [স। বিণ। লেজের আঘাতগ্রস্ত। 'আকস্মিক পুচ্ছাহত নাগ-
কন্যার অপরূপ একটি নৃত্যভঙ্গি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

পুচ্ছো [স। পুচ্ছ। কি জিজ্ঞাসা করা। পুচ্ছতু কি জিজ্ঞাসা করে। 'পুচ্ছতু
চাটিল অনুভবসামী।' চর্য্য ৫, ১২০০। পুচ্ছিত্ব কি জিজ্ঞাসা করে।
'দুই ডলি ওর পুচ্ছিত্ব জ্ঞান।' চর্য্য ১, ১২০০। পুচ্ছী কি জিজ্ঞাসা
করে। 'বাহ তু কামলি সন্দরু পুচ্ছী।' চর্য্য ৮, ১২০০।

পুছ [স। প্রাছ। বি পুছ। 'তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবশ।' বড়ু, ১৪৫০।

পুছ্‌ত্র পুছ্‌

পুছ্‌ [স। পুচ্ছ। বি প্রস্র। মানোএল, ১৭৪৩।

পুছ করা কি জিজ্ঞাসা করা। 'অধিক কিছু পুছ করা মুক্তিসম্মত মনে
করিলেন না।' মনসুর, ১৯৫৩।

পুছা [স। পুচ্ছ। কি জিজ্ঞাসা করা। 'অণে নাব ন ডেলা দীপশ ডঙ্কি ন
পুছসি নাহা।' চর্য্য ১৫, ১২০০। পুছ কি জিজ্ঞাসা করে। 'ঘর দিখা
সম্বন্ধ পুছ মাএ।' বড়ু, ১৪৫০। পুছিত্ব কি জিজ্ঞাসা করে। 'বিনয়
করিখা পুছিত্ব দেবরাগে।' বড়ু, ১৪৫০। পুছবে কি জিজ্ঞাসা করে।
'অন্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে।' নজরুল, ১৯২৩।
পুছমি কি জিজ্ঞাসা করি। 'হালো ডেবী তো পুছমি সদভাবে।' চর্য্য
১০, ১২০০। পুছয় কি প্রশ্ন করে। 'খান দুই কর্দ দেবী পুছয়
সংসারে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। পুছসি কি জিজ্ঞাসা করে। 'অণে নাব ন
ডেলা দীপশ ডঙ্কি ন পুছসি নাহা।' চর্য্য ১৫, ১২০০। পুছহ কি
জিজ্ঞাসা করাহে। 'তোমকে না পুছহ কিকো।' বড়ু, ১৪৫০। পুছিখা
কি জিজ্ঞাসা করে। 'রাখিকারে পুছিখা কহিখী।' বড়ু, ১৪৫০।
পুছিউ কি জিজ্ঞাসা করা যাক। 'বারতা পুছিউ বাধা সব জন পানে।' বড়ু,
১৪৫০। পুছিঞা কি জিজ্ঞাসা করে। 'এক তোমো গতী-
পুছিঞা চাহা দুতী।' বড়ু, ১৪৫০। পুছিতে কি জিজ্ঞাসা করতে।
'নৃপতি যথেক কথা পুছিতে লাগিলা।' সুলতান, ১৭০০। পুছিবারে
কি প্রশ্ন করার। 'করি বোলে আনিয়াছে পুছিবারে লাগে।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯। পুছিবে কি জিজ্ঞাসা করবো। 'কিবা পুছিবে মোএ
বলসর।' বড়ু, ১৪৫০। পুছিল কি জিজ্ঞাসা করিলো। 'বড়ায় পুছিল
রাখারে।' বড়ু, ১৪৫০। 'পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। পুছিলো কি জিজ্ঞাসা করিলো। 'পূর্বে যেন
বিশাখাকে রাখিলা পুছিলো।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'তবে পয়গাধর হালি
আলিত পুছিলো।' সুলতান, ১৭০০। পুছিলেক কি জিজ্ঞাসা
করিলেন। 'কুতুহলে পুছিলেক ভারত কাহিনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
পুছো কি জিজ্ঞাসা করে। 'পুছো মোএ কবীকেশে।' বড়ু, ১৪৫০।
পুছো কি জিজ্ঞাসা করে। 'এহা রাখোআল পুছো রাখার উদ্দেশে।' বড়ু,
১৪৫০।

পুছা [স। প্রোছ। কি মোছা। পুছি কি মুছে। 'বসনে পদ পুছি নিহনি
করে শচী।' মুকুন্দ, ১৬০০। পুছহ কি মোছেন। 'নেতের আলসে
পুছহে নয়নের গো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুছার [স। পুচ্ছ। বি প্রস্র। মানোএল, ১৭৪৩।

পুছ [স। পুছ। বি স্তত্বহান থেকে নির্গত দৃষ্টিত রসবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

প্র পুঞ্জ

পুজন [স। পুজনা। বি উপাসনা। 'বেই নরে অগ্নিক করএ পুজন।' সুলতান,
১৭০০। প্র পুজন

পুজা [স। পুজা। ১ বি প্রশংসা। 'ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে জ্ঞার পুজা।' মালাধর,
১৫০০। ২ বি পুজা। 'অবজা করিয়া বাপে পুজা না
করিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। প্র পুজা

পুজা [স। পুজা। কি পুজা করা। পুজতি কি পুজা করেন। 'পুজতি চরিকা
ঘট সুবর পাতিয়া।' মালাধর, ১৫০০। পুজাইয়া কিবিশ পুজা করে।
'পুজাইয়া রহাইল বিদন্ত ইবর।' মালাধর, ১৫০০। পুজি কিবিশ
পুজা করে। 'এতকাল ইন্দ্র পুজি কহু না সেবিল।' মালাধর, ১৫০০।
পুজিউ কি পুজা করতাম। 'সামীর করিল সেবা জেমন পুজিউ দেবা
তথাপীই না হৈল আমার।' মুকুন্দ, ১৬০০। পুজিবার কি পুজা
করতে। 'কোথা জাহ সঙ্ক দৈয়া কাহা পুজিবারে।' মালাধর, ১৫০০।
পুজিয়া কি অর্চনা করে। 'রাম কৃষ্ণ আনিবারে সড়সে পুজিয়া।' মালাধর,
১৫০০। পুজিল কি আরাধনা করিলো। 'নানাবিধ পরকারে
পুজিল হরগৌরি।' মালাধর, ১৫০০। পুজিলা কি পুজা করলে।
'গঙ্গাও পুজিলা অতি করিয়া বিনয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। পুজিলাও কি
পুজা করিলো। 'পুজিলাও হরগৌরি কায়মনচিত্তে।' মালাধর, ১৫০০।
পুজিলে কি পুজা করলে। 'কায় নিবারণ হএ পুজিলে মহেশ।' জ্ঞানোৎসব,
১৬৮০। পুজ্জে কি পুজা করে। 'ঘট পাতি পুজ্জে তারা
দেবি মূর্ত্যেখরি।' মালাধর, ১৫০০।

পুজারি [স। পুজা। বি পুজা করে যে। বিদ্যা, ১৮৯১। প্র পুজারি

পুজুরি [স। পুজা। বি পুরোহিত। 'টুলো পুজুরি উটচাঙ্কিরে কাপড়
বগলে করে স্নান কহে চলায়ে।' হুজুর, ১৬৬১।

পুজো [স। পুজা। বি পুজা। 'দেবতা-টোবতার থানে যেন পুজো-টুজো
দেবেন না।' তারা, ১৯৪৬।

পুজো-আচ্চা [স। পুজা-অর্চনা। বি পুজা-অর্চনা; পুজো, উপাসনা,
আধিক ইত্যাদি কাজ। 'পুজো-আচ্চা করবি, না গড়েপাড়ে যাবি?'
তারা, ১৯৪৬। 'ধার্মিক, দয়ালু, দানখান জনপত পুজোআচ্চা
করে।' মনোজ, ১৯৬১।

পুজো-আচ্ছা [স। পুজা-অর্চনা। বি পুজা-অর্চনা। 'উনি পুজো-আচ্ছা
করেন তো মায়ে মরবে।' বিদল, ১৯৫৩।

পুজো-আর্চা [স। পুজা-অর্চনা। বি পুজা-অর্চনা। 'কারো বাড়িতে
পুজো-আর্চা করতে দেবে না।' নরেন্দ্র, ১৯২২।

পুজো-টুজো [স। পুজা। বি পুজা এবং প্রাসঙ্গিক আচার। 'দেবতা-
টোবতার থানে যেন পুজো-টুজো দেবেন না।' তারা, ১৯৪৬।

পুজো-পাটা [স। পুজা। বি পুজা এবং প্রাসঙ্গিক আচার। 'পাতক-
ভেকে যথাগীতি যাবতীর পুজো-পাটা করলে।' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

পুজোমতপ [স। পুজ্যমতপ। বি হিন্দুদের মন্দির। 'পাশাল যাবুক নিয়ে
যাওয়া হলো পুজোমতপে।' বিনল, ১৯৫৩।

পুজি [স। পুজ। বি সম্ভা; সফল। 'ঘরে লিঞা পুজি রাখ বৈল জগন্নাথে।' মালাধর,
১৫০০। প্র পুজি

পুজিপাটা বি মূল্যদান। 'পুজিপাটা হাতে কিছু রাখিতে উচিত।' গরীব,
১৭৬৫।

পুজ্জা [স। পুজ। বি ধনুক। 'ওরুবাক পুজ্জা বিদ্রু শিখ মনে বাণে।' চর্য্য
২৮, ১২০০।

পুজ্জক [স। পুজ্জক। বি রাজস্ব। মানোএল, ১৭৪৩।

পুঞ্জ [স] বি রাশি। 'জলদ পুঞ্জ জিনি বরণ্য।' গোবিন্দ, ১৬০০।

পুঞ্জহারা [স] বি ঘন হারা। 'নীল অজবন-পুঞ্জহার্য্য সৎকৃত অবর।' রবীন্দ্র, ১৮২৯।

পুঞ্জপুঞ্জ [স] ১ বিশ অতেল। 'সোকানদার মহাজনের পুঞ্জপুঞ্জ টাক দোলাইলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রিবিপ দশে দশে। 'পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরণ্য আশ্রমে মধুশ্যামরত।' অমর, ১৮৪৩। ৩ ক্রিবিপ বিতারিতভাবে। 'লোক ভাষার পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৪ বিশ গুহ্য গুহ্য। 'পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পুঞ্জমেঘ [স] বি জমাটবদ্ধ মেঘ। 'পুঞ্জমেঘের স্বর্ণীয় এক স্পষ্টতাকে।' মাহমুদ, ১৯৬০।

পুঞ্জিত [স] বিশ সঞ্চিত। 'সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পুঞ্জীকৃত [স] বিশ সঞ্চিত। 'ঘনতৃণশাখপুঞ্জীকৃত বায়ুশূন্য কনতলে তরুজাতলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পুঞ্জীভূত [স] ১ বিশ সঞ্চিত। 'রাখিয়াছে আপন আঁখার গুরে গুরে সন্ধানসমীতমাকে পুঞ্জীভূত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিশ পরিপূর্ণ। 'আখ্যারে মেঘ এবিধকল ... পুরানতেকে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিশ একত্রিত। 'বিক্ষিপ্ত নৈরাশকণা পুঞ্জীভূত হয়ে ঘন মেঘে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বিশ জমাটবদ্ধ। 'অতল পহারে সেই আছে শুষ্ক পাক, পুঞ্জীভূত।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

পুঞ্জীভূত করা কি জমা করা। 'রাখিয়াছে আপন আঁখার গুরে গুরে সন্ধানসমীতমাকে পুঞ্জীভূত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুঞ্জে পুঞ্জে ক্রিবিপ ধ্বাংসকারে। 'পুঞ্জে পুঞ্জে পড়িয়া আহিলা।' সুলতান, ১৭০০।

পুঞ্জি [স] পুঞ্জ। ১ বি ভার। 'পুঞ্জি দশ কিনিলা কাঁড়ি।' মুকুন্দ, ১৭০০। ২ বি পুঞ্জি। 'আর নৃপতির গৃহে ছিল যত পুঞ্জি।' আশাভদ্র, ১৭০০।

পুট [স] ১ বি আচ্ছাদন; আবরণ। 'মাথা পুট নাশা দখলীনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিশ মুক্ত। 'করিয়া পুটহাত আরাদি গণনাখ নিলেব বিকু মহেশ্বরে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পুটকরে করি নতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পুটকর [স] বি ছোড়হাত। 'পুটকরে করি নতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পুটপাশি [স] বি ছোড় হাত। 'পুন আইল পুটপাশি গ্রন্থ বরাবর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পুটহাত [স] পুটহাত। বি অতলি। 'কবিয়া পুটহাত আরাদি গণনাখ নিলেব বিকু মহেশ্বরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুটাঞ্জলি [স] বি ছোড়হাত। 'সন্ধান মহইয়া পুটাঞ্জলি রূপেতে নিবেদন করিছেছেন।' রামরায়, ১৮০১।

পুটাঞ্জলি করা কি ছোড়হাত করা। 'বেগম জ্ঞাত হইলে পুটাঞ্জলি করিয়া নিবেদন করিলেন।' রামরায়, ১৮০১।

পুটাঞ্জলিপাশি [স] বিশ ছোড়হাত হয়ে আছে এমন। 'পুটাঞ্জলিপাশি মুখে মূঢ় বাণী।' রামরায়, ১৭৮০।

পুটপাট [কন্যা] ১ বি পিঙ্গলের ওলির শব্দ। 'পিঙ্গলটি ... পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিপ পুটপাট শব্দে। 'খিনুকে ঘামটি মারত সব পুটপাট।' ভাঙ্গা, ১৯৪০।

পুটপুটে [কন্যা] বিশ ছোটো-ছোটো। 'ফুটফুটে তার দাঁত কখানি/

পুটপুটে তার ঠোঁট।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পুটশা [স] গোষ্ঠি। বি বৌচকা। 'পুটশা বলেই লইয়া শহরে প্রবেশ করে।' মনসু, ১৯৫৫।

পুটলি, পুটলী [স] গোষ্ঠি। বি বৌচকা। 'চালের পুটলী বাড়ে টান।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তখন, পুটলি খুশিয়া, কাণ্ড পড়িলাম, এবং অবশিষ্ট কাণ্ড প্রকৃতি যাহা ছিল ...' বিদ্যা, ১৮৭৬। ২ পুটলি

পুটলি [স] গোষ্ঠি। বি বৌচকা। 'বান্দ্য হইলে তাহার পুটলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুটশ পাটশ (কন্যা) ক্রিবিপ পিট পিট করে; ত্রস্তভাবে। 'ল্যাজ উঠিলে পুটশ পাটশ চাও।' নজরুল, ১৯২৬।

পুটঠাকুর [স] পুরোহিত→ঠাকুর। বি পুরোহিত ঠাকুর। 'মাঠাঠাকুর পুটঠাকুরকে ভেঁকে আদতি বন্দে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

পুটি, পুতি বি পুট মাছ। 'কিনিলা সরল পুটি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পুটি মাছ গরুখরমা জলে কব্বকব্ব করিয়া বেড়ায়।' বিদ্যা, ১৮৭০। ২ পুটি

পুটিছ [স] বি দুখ, ডিম, চিনি প্রভৃতি দ্বারা স্রষ্ট মিত্রান্বিবেশ। 'পুটিছ ফল ... একে একে আসছিল।' জীবন, ১৯০২।

পুটিছ [স] বি দুখ, ডিম, চিনি প্রভৃতি দ্বারা স্রষ্ট মিত্রান্বিবেশ। 'পুটিছের কামড়ে কঠিন কব্জিরেতে মত ...' জীবন, ১৯৪৮।

পুড়া [স] পুড়ক→ ১ বি দ্বি। 'মানিকর দুইটা পুড়া কোন শিকল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গোলাকার পাত্রবিবেশ। 'বকসের সীজাকুড়া কুড়ক আকুড়া হিরামুখি নামে জায় দশমের পুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। বি বীজধান রাখার গোলা। 'পুটেতে প্রণয় ফুল পুড়া এক যেন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পুড়া [স] পুড়। বি দক্ষহান। 'মোনেএল, ১৭৪৩। ২ পোড়া

পুড়া কপাশিয়া বিশ দুর্ভাগ্য। 'মোনেএল, ১৭৪৩।

পুড়া, পুড়ানো কি দক্ষ করা বা হওয়া। পুড়াইল কি পোড়ানো। 'তারে কপেতে ডুবাইল, অগ্নিতে পুড়াইল।' লালন, ১৮৯০। পুড়াইয়া কি দক্ষ করে। 'তাহা হইলে যেটের উপর গ্রহখনি গুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। পুড়াইা কি পুড়ে। 'বিরহে পুড়াইা কাহ হাকল বিকল।' বড়ু, ১৪৫০। পুড়াইা কি পুড়ে। 'বড় দুখ পাইলো তোর বিরহে পুড়াইা।' বড়ু, ১৪৫০। পুড়াইা কি পুড়ে। 'বিরহে পুড়াইা কান আকুল বিকল।' বড়ু, ১৫৭০। পুড়াইা কি পুড়লো। 'বলির স্নেহমতে পুড়িল কাসিরাজার পুড়ি।' যামশবর, ১৫০০। পুড়াইা কি পুড়ে। 'সেখিা সাধুর ধন চোর পুড়ি মরে।' বড়ু, ১৪৫০। পুড়ক [স] পতন→ কি পড়ক। 'পুড়ক তার মাখে বাজ।' কৃষ্ণলাল, ১৮০০। পুড়ে বাওয়া কি দক্ষ হওয়া। 'গা পুড়িয়া বাইতছে।' রসমসাদ, ১৮৮১। পুড়াইা কি পুড়ে। 'সৈবের কারণে তার বর পুড়া পেল।' রসমসাদ, ১৭৫০।

পুড়াতি বি শাক্তবিশেষ। 'পুড়াতি বিহাতি কাটিল বন-শন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুশ [স] পুশ। ক্রিবিপ পুনরায়। 'কাজ ভগাই তরু পুশ ন উইয়ল।' চর্চা ৪৫, ১২০০।

পুশ [স] পুশ। ক্রিবিপ পুনরায়। 'সব তরু পাখপর্দ আইব পুশ জিন্ডিয়া।' চর্চা ১৪৮, ১২০০।

পুশী [স] পুশ। ক্রিবিপ পুনরায়। 'কসাবা বাছিল পুশী কুলভতার।' বড়ু, ১৪৫০।

পুশা [স] পুশ। ক্রিবিপ পুশ। 'হেন পুশা জল বলি গোষ্ঠের সহিতে।' কৃন্দা,

১৫৮০।

পুণ্ডরীক [সি] বি সাদা পথ। 'রুধিরের জলময় সাঁতরে শর নয় ফুটল
পুণ্ডরীক' যুদ্ধ, ১৬০০।

পুত্র [সি] বি ন্যূনত্মবিশেষ। 'পুত্র বা পৌত্র, ঔত্র, ... দরদ এবং ঋণ এই
সমস্ত জাতি ক্রিয়া সোপানমুখ সূত্রাত্মক হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পুত্ৰক [সি] বি পৌড় ইত্যাদি উত্তরাঞ্চল। 'বন, পুত্ৰক ও কলিঙ্গ দেশস্থ
আমেরা ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পুত্ৰসেন [সি] বি পৌড় ইত্যাদি উত্তরাঞ্চল। 'এই সকল জেলা পুত্ৰসেন
পুত্ৰসেন ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পুণ্ডা [সি] ১ বি ধর্মীয় বিবেচনায় সংকল্প। 'পাপ পুণ্ডা বেদি তিড়িঙ্গ সিকল
মোড়িঙ্গ ঋগাঠাণা।' চর্যা ১৬, ১২০০। ২ বি সংকল্প। 'আত্মপ্রসাদ
যেমন পুণ্ডার অবশ্যস্বামী পুণ্ডার।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বি পবিত্রতা।
'আমার ঘর এমন নয়, পুণ্ডার ঘর।' উমেশ, ১৮৫৭। ৪ বি
মঙ্গলময়। 'বাংলার বায়ু বাংলায় ফল পুণ্ডা হউক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।
'তোমারি পুণ্ডা-আলোকে বসিয়া সবাবের বাসিন্দা ভালো হে।' রবীন্দ্র,
১৯০১। ৫ বি পুণ্ড অনুকূল। 'বিস্তৃত তাহার পুণ্ডা করুক তব দক্ষিণপাশি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পুণ্ডারক [সি] বি নিষ্কল হাত। 'বিমলতর পুণ্ডারকশরণ-হরতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

পুণ্ডার্ক, পুণ্ডার্ক [সি] বি সংকল্প। 'পুণ্ডার্ক করিলেও তাহার কৃপা
প্রাপ্ত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৪। 'বীরধর্ম পুণ্ডার্ক বিধ-করয়ে রাজ
হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পুণ্ডার্ক, পুণ্ডার্ক [সি] বি পবিত্র বা ভালো কাজ। 'পরম পবিত্র
রাজ্য পরম্পর পুণ্ডার্ক্য।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। 'সেই টাকার
ব্যবহির্বিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে বিহিত
পুণ্ডার্ক্য।' প্রমথ, ১৯১৯।

পুণ্ডার্কিনী [সি] বি ধর্মীয় আশ্রয়। 'পুণ্ডার্কিনী রঘুবল্লভসিক্ত-রাঘবের
ইতিহাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পুণ্ডার্কীর্তি [সি] বি পুণ্ডার উদ্দেশ্য যে কীর্তি। 'কত কলাশোভন
পুণ্ডার্কীর্তি দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পুণ্ডার্কুটর [সি] বি পবিত্র গৃহ। 'পুণ্ডার্কুটরে বিষয় কে বসে সাজাইয়া
অন্ন?' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পুণ্ডাক্ষয় [সি] বি পুণ্ডা শোণ। 'যোর নাম তনে যেই তার পুণ্ডাক্ষয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'পুণ্ডাক্ষয় হবার পর আমার মর্তলোকে ফিরে
আসার সম্ভাবনা আছে।' প্রমথ, ১৯০২।

পুণ্ডাপর্ভা [সি] বিগঞ্জী পুণ্ডায়ম। 'প্রতিবন্ধি এখনও পুণ্ডাপর্ভা হয়নি।' সুশীল, ১৯৬৬।

পুণ্ডাচোড়াভূমি [সি] বিগঞ্জী পুণ্ডাক্ষয় পরিপূর্ণ। 'তাঁহার
পুণ্ডাচোড়াভূমি সুনীল জীবনবিশেষের সাদ্যাকলাপ সমাপ্ত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পুণ্ডাচ্ছটা [সি] বি পুণ্ডার দ্যুতি। 'ভক্তি-অঙ্ক-যৌত যেন নব
পুণ্ডাচ্ছটা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পুণ্ডাচ্ছবি [সি] বি পুণ্ডায়ম ছবি। 'অমি চিত্ররতন পুণ্ডাচ্ছবি।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

পুণ্ডাজন [সি] বি পুণ্ডাবান ব্যক্তি। 'ডান পাশে হেরিতে দেখম
পুণ্ডাজন।' সুলতান, ১৭০০।

পুণ্ডাতরি [সি] বি পুণ্ডার লোকা। 'তোমার খেয়াঘাটে এল পুণ্ডাতরি।' নজরুল, ১৯৩১।

পুণ্ডাতিথি [সি] বি পবিত্র দিন। 'কানুন মাসের পুণ্ডাতিথিতে তত্তাল্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পুণ্ডাভী [সি] বি পবিত্র স্থান। 'অজ্ঞে পরমপবিত্র পুণ্ডাভী দর্শন
করিয়া পরে তথায় উপনীত হইলাম।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পুণ্ডাতোয়া [সি] বি পবিত্র জলে পূর্ণ নদী। 'দেখো সেই পুণ্ডাতোয়া,
যার কলনর আমাদেবের সর্গিতে নিমজ্জিত করে।' হাইমুদ, ১৯৬৬।

পুণ্ডাত্ত [সি] বি পুণ্ডার ভাব বা বৈশিষ্ট্য। 'অবস্থাজ্ঞেদে তাহা পুণ্ডাত্ত
পাণত প্রাপ্ত হয় না।' বহ্নিম, ১৮৮৭।

পুণ্ডাদিবস [সি] বি পবিত্র দিন। 'তাদের যথার্থে রবিবার পুণ্ডাদিবস।' মহাপেত্র, ১৯৫৬।

পুণ্ডাধাম [সি] বি পবিত্র স্থান; তীর্থস্থান। 'পুণ্ডাধামের এ প্রকার অবস্থা
দেখিয়া আমাদেব ছন্দ বিধিই হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পুণ্ডাধূপ [সি] বি পবিত্র ধূপ। 'পুণ্ডার পুণ্ডাধূপে কালোকে আলো
করলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

পুণ্ডানদী [সি] বি পুণ্ডায়ক নদী। 'পুণ্ডানদীর পবিত্র নীরে
অবগাহনপূর্বক ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পুণ্ডানীরা [সি] বিগঞ্জী পবিত্র জলে পূর্ণ। 'অবিষয় যাত্রাপথ; ব্রহ্মপুত্র
তাই পুণ্ডানীরা মিলিল নর্যনা-ধারা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

পুণ্ডাশ্রম [সি] বি কল্যাণের অভিষেক। 'তাঁহাকে পুণ্ডাশ্রমে পুনরায়
স্বর্গবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পুণ্ডাশ্রম [সি] বিগঞ্জী পুণ্ডায়ক অমৃত। 'আত্মবী-যমুনা-বিশিষ্ট-
কর্ণা, পুণ্ডাশ্রম-রন্যাবাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পুণ্ডাশ্রম [সি] বি সৎকাজের প্রকাশ। 'এ সকল আপন কাজের
পুণ্ডাশ্রম।' ভবানী, ১৮২৫।

পুণ্ডাশ্রমি [সি] বি নির্মল মূর্তি। 'পুণ্ডাশ্রমি পানে চাহিয়া তাজের।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

পুণ্ডাশ্রম [সি] বি মঙ্গল দীপ্তি। 'শূন্য নয়নে আনো পুণ্ডাশ্রম।' রবীন্দ্র,
১৯০১। 'তাঁহাদের মহাক্ষীরবনের পুণ্ডাশ্রম।' ফজলুল, ১৯১৩।

পুণ্ডাফল [সি] বি সৎকর্মের মঙ্গলজনক ফল। 'ওই আমাদের নিবাদ
সোনা, ওই আমাদের পুণ্ডাফল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

পুণ্ডাবী [সি] বি ধর্মিক নারী। 'কোন পুণ্ডাবী হেনে গাইলেক নিধি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পুণ্ডাবস্ত্র [সি] বিগঞ্জী পুণ্ডাবান। 'তথ্যপিও দেবানন্দ বড় পুণ্ডাবস্ত্র।' বৃন্দা,
১৫৮০।

পুণ্ডাবল [সি] বি সুকৃতিরূপ শক্তি। 'আপন পুণ্ডাবল ও অদৃষ্টের উপর
নিভাঙ্ক নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'সীতাকে
উদ্ধার করার পুণ্ডা বলে যুগপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯৩২।

পুণ্ডাবান [সি] ১ বি ধর্মিক ব্যক্তি। 'উঠিলেন কেশবভারতী পুণ্ডাবান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিগঞ্জী ধর্মিক। 'পুণ্ডাবান ব্যক্তি পাশের সংস্পর্শ
পর্যন্ত অসহ্য জ্ঞান ... করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পুণ্ডাবিন্দ [সি] বি পুণ্ডায়ক সম্পদ। 'পুণ্ডাশ্রমের পুণ্ডাবিন্দ।' রবীন্দ্র,
১৯০১।

পুণ্ডাভাগী [সি] বি পুণ্ডার অধিকারী। 'অমিত পুণ্ডাভাগী কে জ্ঞাপে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

পুণ্যভিট্টে [স পুণ্য+ভিট্টা] বি সুকৃতির স্মারক ব্যস্তভিট্টা। 'পাছে কোনো ক্রোচ্ছ মাড়ায় পুণ্যভিট্টে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

পুণ্যভীত [স] বিশ পুণ্যকে ভয় করে এমন। 'সাক্ষী জননীর দৃষ্টি সমুদ্রত বাক্স ওরে পুণ্যভীত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পুণ্যভূমি [স] বি পবিত্র দেশ। 'সেই আরাবর্ষ পুণ্যভূমি।' অক্ষয়, ১৪৪৭।

পুণ্যভোগ [স] বি এক জাতের ধান। 'লক্ষ্মীভোগ পুণ্যভোগ খোপায় রাখিল।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

পুণ্যময় [স] বিশ মঙ্গলজনক। 'মহাভারতের কথা অতি পুণ্যময়।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুণ্যময়ী [স] বিশ স্ত্রী পুণ্যশীল। 'রমাবাই। বস্ জয় পুণ্যময়ী, বস্ জয় সতী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পুণ্যমুখ [স] বিশ পুণ্যময় মুখ। 'যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যমুখ হতে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পুণ্যরাশি [স] বিশ পুণ্যবান। 'আমি পাণীয়সী, তুমি পুণ্যরাশি।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

পুণ্যপুরু [স] বিশ পুণ্যকাক্ষী। 'নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্যপুরু নারী।' শরৎ, ১৯০১।

পুণ্যলোভাতুর [স] বিশ পুণ্য অর্জনের লোভে ব্যাকুল। 'পুণ্যলোভাতুর মোক্ষদা কহিল আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পুণ্যলোভী [স] বিশ পুণ্যকাক্ষী। 'পুণ্যলোভী নাই হল ভিড় মৃদা তোমার অগনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পুণ্যশীল [স] বিশ পুণ্যকর্ম করার স্বভাববিশিষ্ট। 'হরি হোড় অতি বড় ধনবান এবং পুণ্যশীল।' রাজীব, ১৮৫৫।

পুণ্যশ্লোক [স] ১ বিশ পুণ্যময় কীর্তির অধিকারী। 'সেই দীনতারন পুণ্যশ্লোক পবিত্রাঙ্গা।' প্রচারক, ১৮৯১। ২ বি পুস্তকটির। 'নকর আজিকে পুণ্যশ্লোক।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

পুণ্যশ্লোকা [স] বিশ স্ত্রী পুণ্যময় কীর্তির অধিকারী। 'পুণ্যশ্লোকা সতী।' নজরুল, ১৯৩১।

পুণ্য-সম্বল [স] বি পুণ্যলাভ। 'পুণ্য-সম্বল উদ্দেশে কল্যাণেশ্বর মহাদেবকে জলদান করিতে আসিলে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পুণ্যসম্মিলন [স] বি পবিত্র মিলন। 'পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পুণ্যসলিল [স] বি পবিত্র জল। 'আমার মনের মলিন কালী ঘুচাও পুণ্যসলিল ঢালি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

পুণ্যসিদ্ধ [স] বিশ পুণ্যমাধা। 'আবার বুনবে তাই পুণ্যসিদ্ধ নতুন মাটিতে।' মাহমুদ, ১৯৬০।

পুণ্য-সুধা [স] বিশ পুণ্যরস অমৃত। 'তখন আনলে অন্ন পুণ্য-সুধা, হুললে স্বর্গ মুক্তি-দোর।' নজরুল, ১৯২৪।

পুণ্যস্থল [স] বি পবিত্র স্থান। 'পুণ্যস্থল দিবা ধান মনোহর দেশ।' বাহরায়, ১৬৫০।

পুণ্যস্থান [স] বি পবিত্র জায়গা। 'তোকে মোর সব তীর্থ তোকে পুণ্যস্থান।' বঙ্কু, ১৪৫০।

পুণ্যস্থান [স] বি পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করা স্থান। 'বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্থান করতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পুণ্যস্রগীর [স] বিশ শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণযোগ্য। 'অনেক পুণ্যস্রগীর বাঙালী নেতা অবধ জাতীয়তার স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

পুণ্যহীনা [স] বিশ স্ত্রী পুণ্য করেনি এমন। 'পুণ্যহীনা পাণী মতি এমানে তেঁকি' অতি।' বাহরায়, ১৬৫০।

পুণ্যহনয় [স] বি নির্মল মন। 'সৌখীনজনের ঘনোহাঙ্গী ঐশ্বর্য, পুণ্যহনয়ের উচ্চবৃতি মহৎ কল্যাণ প্রকৃতির দিকে যে তাকাইয়া দেখ নাই।' শরৎ, ১৯২০।

পুণ্যাত্মা [স] পুণ্য-আত্মা। বিশ পুণ্যবান। 'বালক কহিলেন তুমি পুণ্যাত্মা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

পুণ্যানুষ্ঠান [স] পুণ্য-অনুষ্ঠান। বিশ পুণ্য লাভের আশায় পালনীয় ধর্মীয়ন। 'পুণ্যানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে, সত্যত পুণ্য সাধনে অনুরাগ জন্মে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পুণ্যান্তিবেক [স] পুণ্য-অতিবেক। বি ভক্তকাজের সূচনা। 'বসবাবীর পুণ্যান্তিবেক পুন আজি হবে বলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পুণ্যার্থ [স] পুণ্য-অর্থ। ত্রিবিধ পুণ্য লাভের আশায়। 'বিধবা স্ত্রীলোক কুমার স্থানে কন্যাকুমারীতো পুণ্যার্থে স্থান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পুণ্যার্থী [স] পুণ্য-অর্থী। বিশ পুণ্য লাভে আত্মী। 'পুণ্যার্থীদের অতঃকরণে ধর্ম ব্রহ্ম সুধারস সম্ভার করিতে থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

পুণ্যাস [স] পুণ্য। বিশ পুণ্য। 'তোমার পুণ্য হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পুণ্যশুকুর [স] পুণ্য+শুকুর। বিশ হিন্দু কুমারীদের ব্রতবিশেষ। 'পৌষভান্না পুণ্যশুকুরের ব্রত করিতেছেন।' বিজুতি, ১৯২৯।

পুণ্যোৎসব [স] পুণ্য-উৎসব। বি পবিত্র উৎসব। 'বসীর মুসলমান এই পুণ্যোৎসব উপলক্ষে ভক্তি প্রকাশক কিছুই প্রেরণ করেন নাই।' প্রচারক, ১৮৯৯।

পুণ্যাহ [স] বি রাজবৎসরের প্রথম দিন। 'পুণ্যাহের দিন ছির করি।' ঢাকাপ্রকাশ, ১৮৭৩; 'পুণ্যাহ অর্থে জমিদারী বৎসরের আশ্বিন দিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পুণ্যাহ দিন [স] বি পুণ্যের দিন। 'বেশাণী পুণ্যাহ মহা পুণ্যাহ দিন।' রামরায়, ১৮০১।

পুণ্যাহবাচন [স] বি পুণ্যকর্ম সম্পাদনে যে মন্ত্রাঙ্গ পাঠ করা হয়। 'স্ত্রীলোক বোধবিহারী নয় বলে পুণ্যাহবাচনাদি কর্ম উপাখ্যায়-প্রতিনিধি ঘরা হয়ে থাকে।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

পুত [স পুত্ৰ] বি পুত্ৰ। 'এ দুই খতিব করি যশোদার পুত'। বঙ্কু, ১৪৫০।

পুং [স পুত্ৰ] ১ বি পুত্ৰ। 'স্ত্রী কহে উঠত কোচের পুং খোকড়া ধান বুনমু পোষাপোড়ক।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি তুচ্ছতাব্যাক্ত শব্দ। 'একমাস খেতে একশোটা টাকা - পুং'। মানিক, ১৯০৭।

পুতখাণী বিশ স্ত্রী (গালি অর্থে) পুত্ৰ হরণকারী। 'পুতখাণী তুই আমার কি জানিস।' কেরি, ১৮০২।

পুতখাপী বিশ স্ত্রী (গালি অর্থে) পুত্ৰ হরণকারী। 'পুতখাপী বেটিরা।' নজরুল, ১৯২৪।

পুতজি [স পুত্ৰবতী] বি পুত্ৰবতী। 'ঐ যুবতি ঐ সে পুতজি এছোঁ হওয়া হয়্যাছে বেটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুতনি ১ বি নাটনি। 'পাপ এল পুতনির বেশে।' নজরুল, ১৯৩৫। ২ বি ছেলের মেয়ে। 'আমার পুতনি।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

পুতলা [প্রা পুতুলা] ১ বি খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পতঙ্গাখির প্রতিমূর্তি। 'আ মরি কমলপুতলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি চোখের মণি। 'যে ছিল মোর চোখের জ্যোতি, পুতলা আঁধার, গেছে চলে।' নজরুল, ১৯৩০।

পুতলি, পুতলী [প্রা পুতুলা] ১ বি খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পতঙ্গাখির প্রতিমূর্তি। 'অনন্তত কনকপুতলী।' বঙ্কিম, ১৮৫০; 'বাগিয়া পুতলি হেন কর্ণসুমে ঢাল।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি মণি। 'চক্ষের পুতলি।' মনোএল, ১৭৪৩।

পুতলোবাঝী [পুতুল+ফা বাঝী] বি পুতুলনাচের মতো খেলা। 'ঘর ঘর পুতলোবাঝী। তার করে নাচাতে, আর নাচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

পুতা [স পুত্র] বি পুত্র; ছেলে। 'মথুরার পথ পুতা কহিআ সহৈ তুঙ্গি।' বঙ্কিম, ১৮৫০।

পুতা [স প্রোথন] কি প্রোথিত করা। **পুতিয়া কি** ভূমিতে বপন ক'রে। 'শবিক পুতিয়া, মুকুতা কুলায়া, কহরে গাহকী আসে।' চন্দ্র, ১৫৫০। **পুতে** কি পোতে; প্রোথিত করে। 'চারি আয়ে জড় হুয়া আলিনাতে পুতে।' রূপায়, ১৭৫০। **পুতা কি** পুতে। 'মুগা এদীপ পুতা রাখিআছে চেড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুতা বি মঙ্গলা পেশার জন্য ব্যবহৃত গোলাকার নুড়ি। 'আমাদের পুতাবানা পাটার ধার দিয়া।' জসীম, ১৯৬৪।

পুতা [স পুস্তিকা] বি পুঁথি। 'বিদ্যাদিগঞ্জের সরে দুখানি পুতি' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

পুতি [স পুত্র] বি ছেলে। 'হালার পুতিরা বিলাতি খোল মাখারে কোঁলখা খাবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

পুতিজা [স প্রতিজ্ঞা] বি প্রতিজ্ঞা। 'না গেলা বাগের রার্থ পুতিসা ময়ে ওলি।' মাল্যধর, ১৫০০।

পুতিন [স পুত্র] বি নাতি। 'একটা চিঠি লিখেও পুতিনের ফেরত নেয় না।' নজরুল, ১৯২৭।

পুতুপুতু [ধন্য] বিপ আদরার্থক। বিদ্যা, ১৮৯১।

পুতুল [প্রা পুতুলা] ১ বি খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পতঙ্গাখির প্রতিমূর্তি। 'ধূলা ঘরে দিতেছি পুতুলের বিয়া।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কলিত রূপ। 'দরিয়াবিধি বিভীষিকার পুতুল ভাঙে আর গড়ে।' শওকত, ১৯৫৮।

পুতুলখোলা [পুতুল+খোলা] ১ বি ছেলেখেলা। 'একটা সুগঠীর পুতুলখোলা করতে বোধ হয় বেশ লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি তুচ্ছ বস্তু নিয়ে মগ্ন থাকা। 'পুতুল-খোলায় মায়ার ছলনার ডুলাইয়া জড় রেখেছিলে আমার।' নজরুল, ১৯৩৪।

পুতুলপাড়া বি পুতুল ভেড়ির। 'প্রথম বয়সে এরকম বচনের পুতুলপাড়া খেলা অনেক খেলেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পুতুলঘর [পুতুল+ঘর] বি পুতুল খেলার ঘর। 'এরই ভাঙে ইবসনের নারিকা তার পুতুলঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।' শিব, ১৯৫০।

পুতুল-জীবন [পুতুল+স জীবন] বি পুতুলের মতো অন্যের দ্বারা চালিত জীবন। 'পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সুই হই নাই।' রোকেয়া, ১৯২১।

পুতুলনাচ [পুতুল+প্রা নাচ] বি সুতার সাহায্যে পুতুলের অঙ্কনশিল্প ও নাচ। 'আমাদের দেশের পুতুলনাচ অপেক্ষা ইহা অনেক নিকট।' কৃষ্ণকবিতা, ১৮৮৫; 'কেবল কতকগুলি শিল্পিত পুতুলনাচওয়ালায় বুজকশিমায়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পুতুলবাঝি [পুতুল+ফা বাঝি] বি পুতুল খেলা। 'একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাঝির কারখানা খুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পুতুলরাশী [পুতুল+রাশী] বি রানির মতো সাজানো খেলনা পুতুল। 'বুকের পুতুলরাশী।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

পুতুলা [প্রা পুতুলা] বি মানুষ বা পতঙ্গাখির প্রতিমূর্তি। 'দাঘ করে কুশের পুতুলা।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

পুতুলি [প্রা পুতুলা] বি মানুষ বা পতঙ্গাখির প্রতিমূর্তি। 'সোনার পুতুলি যেন ভূমেতে দোটার।' খিচরী, ১৬০০।

পুতলি, পুতলী [প্রা পুতুলা] ১ বি খেলার জন্য তৈরি মানুষ বা পতঙ্গাখির প্রতিমূর্তি। 'কাঠের পুতলী যেন কুহকে নাচার।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'এক এক মলি ছুড়ি মনহর পুতলি গৌরী নির্মাণ কৈল রসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মস্তিকা নির্মিত দেবতার প্রতিমূর্তি। 'সকল গুলি দেবমূর্তি ... এই পুতলি সমগ্র অতি আতর্ষ্য দর্শন।' বন্দনর্শন, ১৮৭২।

পুতলিকা [প্রা পুতুলা] ১ বি মানুষ বা পতঙ্গাখির প্রতিমূর্তি। 'পুতলিকা যত রত্নময় এক সিংহাসন ছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮০২। ২ বি মণি। 'তিনি যে আমার চক্ষের পুতলিকা হয়েছেন।' উমেশ, ১৮৫৭।

পুতুলি [প্রা পুতুলা] বি পুতুল; প্রতিমূর্তি। 'চিহ্নের পুতুলি হেন হৈল সর্বজনন।' মাল্যধর, ১৫০০। **দ্র পুতলি**

পুতুলোবাঝি [প্রা পুতুল+ফা বাঝী] বি পুতুলনাচ। 'ঠিক যেন পুতুলোবাঝির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পুতলি [প্রা পুতুলা] বি স্ত্রী পুতুল। 'চিহ্নের পুতলির ন্যায় দুই চক্ষু অক্ষরশূণ্য।' রায়রায়, ১৮০১। **দ্র পুতলি**

পুস্তিকা [স] বি উই পোকা। 'পুস্তিকা নামক কীট বাসস্থান নির্মাণ বিষয়ে যেক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

পুস্তিকা-শাবক [স] বি উইপোকোর বাচ্চা। 'যে সকল পুস্তিকা-শাবক উৎপন্ন হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

পুতুর [স পুত্র] বি পুত্র। 'রাজপুত্র, কোটালের পুত্র।' রবীন্দ্র, ১৯২২। **দ্র পুত্র**

পুতুলি **দ্র পুতুল**

পুত্র, পুত্র [স] বি ছেলেসন্তান। 'চিরকাল জীউ পুত্র মোর গদাঘরে।' বঙ্কিম, ১৮৫০; 'সর্ব লোক পুত্র হৈতে বড় রহে বাসে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পুত্রক [স] বি পুত্র। 'পুত্রক পাইয়া কোলে নিল ভঁতভঞ্জন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুত্রঘাটী [স] বি পুত্র হত্যাকারী। 'পদ্মাদেবীর পুত্রঘাটী অর্জুনকে যথাবিধি শাস্তি দিবার ...।' ময়নিক, ১৯৩৬।

পুত্রহত্যা [স] বি পুত্রের মতো। 'পুত্রহত্যা অর্জুনের দেখেই বিসেস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুত্রত্ব, পুত্রত্ব [স] বি পুত্রের মতো বৈশিষ্ট্য; পুত্রের দায়িত্ব। 'বাবহারদুটো তাবিলাম পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

পুত্রধন [স] বি পুত্ররূপ সম্পদ। 'হাহা পুত্রধন বলি সঘনে রোদণ।' বাহরায়, ১৬৫০।

পুত্রশৌভাগি [স] বি পুত্র ও পৌত্রগণ। 'আমার পুত্রশৌভাগি দাওয়া করে।' ওসী, ১৭৮২।

পুত্রবতী [স] বি পুত্রের জননী হয়েছে এমন। 'এক বধু পুত্রবতী

সভার উত্তম গতি সন্তানের পূত্র নহে ভিন্ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুত্রবৎ [স] বিপ পুত্রের মতো। 'পালিমাশ পুত্রবৎ প্রব্রজ দিশাম বত তার কার্য করিলি আমার।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

পুত্রবৎ [স] বি হেলের বড়। 'বুঢ়না জয় দিতা পুত্রবৎ করিল অর্চনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুত্রবর [স] বি পুর সন্তান। 'অপুত্রা নৃপতিএ পাউক পুত্রবর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুত্রবিচ্ছেদকাতরা [স] বিপ ক্রী পুত্রের বিরহে কাতর। 'সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর বোস স্থাপিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পুত্রবিচ্ছেদশোক [স] বি হেলে হারানোর বেদনা। 'তোমার মা বৃকে পাইয়া পুত্রবিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা লাভ করিবেন।' প্রভাত, ১৮৯৮।

পুত্রভাব [স] বি বাৎসল্য অবস্থা। 'মুক্তিভাব এড়ি কিবা পুত্রভাব করি।' মালাধর, ১৫০০।

পুত্রভাবে [স] ক্রিবিপ হেলে সন্তানরূপে। 'পুত্রভাবে আশ্রিত আছিল যার ঘরে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

পুত্রমুখ [স] বি হেলের মুখ। 'পুত্রমুখ দরশনে হাদশ বৎসর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পুত্ররত্ন [স] বি রত্নের সমতুল্য পুত্র। 'করুণানিধান আমাকে একটা পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন।' ফকুলল, ১৯০৩।

পুত্রশোক [স] বি পুত্র হারানোর জন্য শোক। 'পুত্রশোকে রোদন করএ অভিশপ্ত।' বাহরাম, ১৬৫০।

পুত্রশোকাকাতরা [স] বিপ ক্রী পুত্রের শোকে কাতর। 'পুত্রশোকাকাতরা জননী।' মানিক, ১৯৪০।

পুত্রসন্তান [স] বি হেলেশিত। 'পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া শৌক্যশীলা স্নেহরশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পুত্রসন্তানবিভা [স] বিপ পুত্র জন্মাবে এমন; গর্ভবতী। 'বউমা পুত্রসন্তানবিভা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পুত্রসৌভাগ্যবতী [স] বিপ ক্রী পুত্র থাকার সৌভাগ্যের অধিকারী। 'গুহসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা স্বর্গ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পুত্রহানী [স] বিপ পুত্রহত্যা। 'ইহার ... কেহ বা পুত্রহানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পুত্রহতী [স] বিপ ক্রী পুত্রের হত্যাকাণ্ডী। 'নিজেকে সে দেখিতে পাইল ... পুত্রহতী রাক্ষসীর রূপে।' মানিক, ১৯৪০।

পুত্রহা [স] বি পুত্রহত্যা। 'তব সিংহাসনে বসিছে পুত্রহা রিপু - নিরোত্তম এবে।' মাইকেল, ১৮৬২।

পুত্রহানী [স] পুত্রহানি বিপ পুত্রের হত্যাকাণ্ডী। 'পুত্রহানী শব্দকে যে দুর্দ্যতি, ভীম প্রহরশে তারে সংহারি সঙ্গ্রামে।' মাইকেল, ১৮৬১।

পুত্রহীন [স] পুত্রহীন বিপ পুত্র নেই এমন। 'আজি পুত্রহীন বৎস নারিক আশ্রয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুত্রহীনা [স] বি ক্রী পুত্র নেই এমন। 'বিক, কী সোহাগে পুত্রহীনা পতির জালায় অভিমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুত্রাগিরিহিত [স] বিপ পুত্র ইত্যাদি বোই এমন। 'যে ক্রীলোক অনুদিতগণিতক ও পুত্রাগিরিহিত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পুত্রা [স] পুত্র। বি মেয়ের দেবর বা ভাতর। 'পুত্রা যে, তোমার দাদার ভো আসার কথা হিল।' জঙ্গী, ১৯৬৪।

পুত্রাধিক [স] বিপ পুত্রের চেয়েও অধিক। 'জাহাঙ্গীরকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।' নজরুল, ১৯০১।

পুত্রার্থে পত্নী [স] - পুত্রের জন্য পত্নী। 'টারকার লোতে খেটে মরে, পুত্রার্থে পত্নী খোলে।' সুশীল, ১৯৩৭।

পুত্রী, পুত্রী [স] পুত্রী। বি কন্যা। 'এই পুত্রী পুত্রী তুচ্ছ লৈয়া জাগ ঘর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'এক পুত্রী আইবড় বিদ্যা নাম তার।' হালহেড, ১৭৭৮।

পুত্রীকৃত [স] বিপ পুত্রের মাধ্যমে করা হয়েছে এমন। 'পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ার্থেবর্ণ করিতে করিতে...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পুত্রোত্তি যাপ [স] পুত্রোত্তি যজ্ঞ বি পুত্রকামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ। '১০৫৬ বর্ষে পুত্রোত্তি যাপ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

পুত্রোৎপাদন [স] পুত্র-উৎপাদন বি পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়া। 'হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পুত্রোৎসব [স] পুত্র-উৎসব বি হেলের মঙ্গলার্থে কৃত অনুষ্ঠান। 'পুত্রোৎসব করি নন্দ ব্রাহ্মণকে আনি।' মালাধর, ১৫০০।

পুন্ড্রাবাজি প্র মুতুল

পুন্ড্র [স] পুন্ড্র বি কলাপ; লেজ। 'মউরের পুন্ড্র সোভে কুটিল কুন্ডল।' মালাধর, ১৫০০।

পুণ্ড্রি পুতুল

পুণ্ড্রি, পুণ্ডী [স] পুণ্ডিকা বি পুতুল। 'পাঁজী পুণ্ডী তোমার চিরিবো বাম হায়ে।' বড়, ১৪৫০; 'আজি পুণ্ডি চিরি এই দেব বিদ্যামানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পুণ্ডিত বিদ্যা [পুণ্ডি+স গত-বিদ্যা] বি যে বিদ্যা বইয়ে গীয়াবদ্ধ। 'না হয় পুণ্ডিত বিদ্যা আপনাদের চেয়ে আমরা কম জানি।' ধর্মীট, ১৯৩১।

পুণ্ডিপড়া [পুণ্ডি+পড়া] বিপ বই-পড়া। 'পুণ্ডিপড়া লেখকরাই আজ মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ লেখক।' নজরুল, ১৯২৫।

পুন্ডম [স] পুন্ড বি গর্ভাশয়। 'মানোএল, ১৭৪৩।

পুন্দি বি ধানের জাতবিশেষ। 'কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুন্দি।' ভারত, ১৭৬০।

পুন্দিয়া [যা পোদিয়া] বি সুগন্ধী শাকবিশেষ; মিস্তি। ওগাঁ, ১৭৮৫; 'নিরুটের পাহাড়ে বনভুলসী পুন্দিয়া ও ঘোঁরির জঙ্গল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পুন, পুনঃ [স] পুনঃ ক্রিবিপ পুনরায়। 'এত বলি পুনঃ ভায়ে কৈল আশ্রিনন।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'না হেরিলে দুঃখ পুন হেরেও অসুখ।' মদনমোহন, ১৮৩৪; 'কেন এসে পুন ফিরে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

পুনঃপাঠ [স] বি নতুন করে পাঠ। 'উহার পুনঃপাঠে কষ্ট যোধ হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পুনঃপুন, পুনঃপুনঃ [স] ক্রিবিপ বার বার। 'পুনঃপুন অন্ন আনি দেয় বায়ে বায়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'পুনঃপুনঃ নতি মোর ভাঁদের চরণে।' মানিক্রম, ১৭৮১।

পুনঃশৌনিকতা [স] বি বার বার সংঘটন। 'বাঁধা রইল না বহরের পুনঃশৌনিকতায়।' মঞ্জী, ১৯৩৯।

পুনঃপ্রকাশিত [স] বিপ পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে এমন। 'তাহার সমস্ত পুনঃপ্রকাশিত হইল।' দর্পণ, ১৮২৫।

পুনঃপ্রকাশিত [স] বিপ পুনরায় প্রকাশিত। 'পুনঃপ্রকাশিত, দুর্বর, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা [স] বিপ পুনরায় স্থাপিত। 'ক্লাসিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে পুনাগতি।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা [স] বিপ পুনরায় স্থাপন। 'বিনষ্ট মসজিদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ...।' বেগম, ১৯৪৯।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত [স] বিপ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এমন। 'তাহারা ব' স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

পুনঃপ্রবর্তন, পুনঃপ্রবর্তন [স] বিপ পুনরায় চালুকরণ। 'দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন।' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'পুনঃপ্রবর্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছে।' সত্যপাত, ১৯৩০।

পুনঃপ্রবেশ [স] বিপ পুনরায় প্রবেশ। 'ভাঁড়ার ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।' শরৎ, ১৯১৭।

পুনঃপ্রাপ্ত [স] বিপ পুনরায় প্রাপ্ত। 'পিতা ... হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

পুনঃসংস্কার [স] বিপ পুনর্বিবাহ। 'বিধবানিশের পুনঃসংস্কারের প্রথা প্রচলিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পুনঃসংস্থান [স] বিপ পুনরায় ব্যবস্থা। 'তাহারদিগের পুনঃসংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি সুখ জন্মে।' দর্পণ, ১৮২৬।

পুনঃস্থাপন [স] বিপ পুনরায় স্থাপন। 'কোনোটা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পুনঃস্থাপিত [স] ১ বিপ পুনরায় অধিষ্ঠিত। 'তাহাকে রাজ্যসদে পুনঃস্থাপিত করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিপ নতুন করে স্থাপিত। 'তাহা পুনঃস্থাপিত হইবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

পুনঃস্বয়ম্বর [স] বিপ পুনরায় আমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্য থেকে পাত্র নির্বাচনকারী। 'পত্নী পতি অভাবে পুনঃস্বয়ম্বর।' দর্পণ, ১৮৩৭।

পুনঃজন্ম [স] পুনর্জন্ম। 'পুনঃজন্ম।' 'জাহা সুনিজে পুনঃজন্ম না হয় সমসারে।' মালাধর, ১৫০০।

পুনঃপুন [স] পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার বারবার। 'তাহে সখি পুন পুন ব্রজপতি নিকরশ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পুনঃপুন কহি ক্রি বারবার বলা। 'মালোএল, ১৭৪৩; 'তাহারদিগকে পুনঃপুন কহিলেক ...।' তারিখী, ১৮০৩।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা [স] পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় কিতরিয়া না কহিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পুনঃপ্রদান [স] বিপ পরের। 'পুনঃপ্রদান দিবস অভিষেকার্থ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

পুনঃপ্রদান [স] বিপ পরের। 'পুনঃপ্রদান দিবস অভিষেকার্থ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

পুনঃপ্রদান [স] বিপ পুনরায়; আবার। 'পুনঃপ্রদান যাহা/ প্রাপের বড়ায়।' বড়ু, ১৪৫০।

পুনঃপ্রদান [স] বিপ পুনরায়। 'অতীতের পুনঃপ্রদান হয়ে ওঠে কোলাহলমুখর।' সনৎ, ১৯৭০।

পুনঃপ্রদান [স] ১ বিপ পুনরায় সংঘটিত হওয়া। 'তাহারই পুনঃপ্রদান

হইল কালীকটে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি পুরোনা বিষয় নতুন করে উপস্থাপন। 'আজ সে খোদার পুনঃপ্রদান আরম্ভ করার কথা।' মানিক, ১৯৪০।

পুনঃপ্রদান [স] বি পুনঃপ্রদান। 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রদানের সময় মনঃসংযোগ ...।' প্রথম, ১৯১৫।

পুনঃপ্রদান [স] পুনরায় ক্রিয়ার ফের। 'আপন সমানের সঙ্গে ব্যতিক্রম পুনঃপ্রদান করিব না।' তারিখী, ১৮০৩।

পুনঃপ্রদান [স] বিপ পুনরায় চাকা হয়েছে এমন। 'কোনো একারে পুনঃপ্রদান করা হয়েছিল।' গুণালী, ১৯৬৮।

পুনঃপ্রদান [স] বি পুনরায় আসা। 'বতঃ পুনঃপ্রদান হইতে থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

পুনঃপ্রদান [স] বি ফিরে আসা। 'ওলাওলাওএল এতদেশে পুনঃপ্রদান করিয়াছে ...।' দর্পণ, ১৮২০।

পুনঃপ্রদান [স] বি পুনঃপ্রদান। 'পুনঃপ্রদান ... আর নতুন জন্ম।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

পুনঃপ্রদান [স] বি নতুন করে দেখা দেওয়া। 'এদেশের কলাবিদ্যার পুনঃপ্রদান হতে পারে এমন কথা ভাববার অবসরই হত না।' অবন, ১৯২৫।

পুনঃপ্রদান [স] বি নতুন করে বোঝা। 'সেটা পুনঃপ্রদানের ডার হীরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পুনঃপ্রদান [স] ১ বিপ পুনরায় বর্ণিত। 'তাহাদের অংশ তাহার সমুখে পুনঃপ্রদান হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিপ পুনরায় সংঘটিত। 'পুনঃপ্রদান রসনার প্রিয়তম; কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

পুনঃপ্রদান [স] বি পুনরায় সংঘটিত। 'প্রকৃতি প্রতিদিন পুনঃপ্রদান করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পুনঃপ্রদান [স] বিপ পুনঃপ্রদান। 'পুনঃপ্রদান পূর্ণ।' 'এই নৃত্যগুলি পুনঃপ্রদান হইবে।' মুক্তভবা, ১৯৫৯।

পুনঃপ্রদান [স] বিপ পুনঃপ্রদান। 'পুনঃপ্রদান শিকার গ্রাথনা, মানসিক পরিশ্রমে অনীহা ... এ সবই মননের বিকাশকে ব্যাহত করিতে পারে।' শিব, ১৯৫৬।

পুনঃপ্রদান [স] বি পুনরায় দেখা। 'সাম্প্রতিকতার রম্যময় অতীতের পুনঃপ্রদানে হয়ে ওঠে কোলাহলমুখর।' সনৎ, ১৯৭০।

পুনঃপ্রদান [স] ক্রিয়ার আবার। 'পুনঃপ্রদান আশীয়া বাটী যাইব।' ওয়া, ১৭৭৯; 'জদি শুয়ালা খেলাপ হয় তবে সেই মাল পুনঃপ্রদান বিক্রি হইবেক।' কামালগে, ১৭৯৭; 'তাহারদিগকে পুনঃপ্রদান স্বপদে অর্পণ করিবা।' রামরাম, ১৮০২।

পুনঃপ্রদান [স] বি পুনরায় বাদ গ্রহণ। 'পুনঃপ্রদানের সোভে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

পুনঃপ্রদান [স] ক্রিয়ার পুনরায়। 'আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনঃপ্রদান নিযুক্ত করিতেছি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পুনঃপ্রদান [স] বি পুনরায় বলা। 'আর একবার বুঝিয়া বলিলে বোধ হয় নিতান্ত পুনঃপ্রদান হইবে না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পুনঃপ্রদান [স] ১ বি নতুন জীবন। 'এক মুহূর্তে পুনঃপ্রদান লাভ করেছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪১। ২ বি পুনরায় সচলতা লাভ। 'ইসলামের পুনঃপ্রদান।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরীকরণের অর্থ। 'যে অতীতের পণ্ডিত পুনর্নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতার বিবরণ মত পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপারনিকাস'। *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পুনরুজ্জীবন [স] ১ *বি* আবার জীবন। 'ব্যস্ত ব্যস্ত হইয়া পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে লাগিল'। *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* আবার সক্রিয় হওয়া। 'অক্ষয় তাহার নামকরণে পুনরুজ্জীবন করিয়াছেন'। *দর্পণ*, ১৮২৮।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* আবার জীবন। 'যে অতীতের পণ্ডিত পুনরুজ্জীবিত হইয়াই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন'। *বক্তব্য*, ১৮৯২।

পুনরুজ্জীবন [স] *বি* পুনরায় জীবন। 'মুনাশী দর্শনের পুনরুজ্জীবন হইল'। *বক্তব্য*, ১৮৯২।

পুনরুজ্জীবন [স] *বি* নতুন জীবন। 'বঙ্গদেশের মুক্ততার আশার পুনরুজ্জীবন বঙ্গ করিতে অভিলাষ করিয়াছি'। *অক্ষয়*, ১৮৪২।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'রাজপুত্রের স্মৃতিস্মরণ পুনরুজ্জীবিত হইতেছে'। *বক্তব্য*, ১৮৫৫।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবিত করিলেন'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'লুপ্ত অতীতের পুনরুজ্জীবিত করিলে ব্রতী হইয়াছে'। *প্রবন্ধ*, ১৯১৪।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'জীবনের প্রতি পুনরুজ্জীবিত তীব্র অজীবা'। *গোষ্ঠী*, ১৯৪৪।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরুজ্জীবিত। 'এই পুনরুজ্জীবিত চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সুপরিচিত হয়ে ওঠে'। *শিব*, ১৯৫৬।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'বিষয়কর্মের সময় পুনরুজ্জীবিত হয়'। *বক্তব্য*, ১৮৭৪।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'তাহার পুনরুজ্জীবিত করিবার আবশ্যক করে না'। *রাজ*, ১৮৭৪।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'একটি সত্যের পুনরুজ্জীবিতের মতোই'। *গোষ্ঠী*, ১৯৪৪।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'জাতীয়তার পুনরুজ্জীবিত হইবার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'হাসপাড়াটি পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত'। *বেঙ্গল*, ১৯৫১।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* নতুনরূপে গঠন করা হয়েছে এমন। 'শিল্প ভবনগুলিও সম্প্রসারিত করে পুনরুজ্জীবিত ও সুসজ্জিত করা হয়'। *বেঙ্গল*, ১৯৬৩।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'সেতাসেনে পুনরুজ্জীবিত করি'। *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'এক মন্দির ও চৌবাচ্চা পুনরুজ্জীবিত করেন'। *দর্পণ*, ১৮৩২।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'সমগ্রিক বেতনে গণিতাধ্যাপকের পদ পুনরুজ্জীবিত করেন'। *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'পুনরুজ্জীবিত হওয়া'। *মাইকেল*, ১৭৪৩; 'তিনি পুনরুজ্জীবিত জ্ঞান করিলেন'। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* জন্মগ্রহণের অর্থ। 'পৃথিবীতে যদি পুনরুজ্জীবিত করি তবে আমি যেন পুনরায় নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি'। *রবীন্দ্র*, ১৮৩৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'মুসলমানদের পুনরুজ্জীবিত'। *মাইকেল*, ১৯৪৯।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'এই পুনরুজ্জীবিত ব্রাহ্মসমাজের কাজে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'জন্মগ্রহণ করেছে এমন'। 'উৎসর্গে পুনরুজ্জীবিত কেশ, এবং দলিত কুন্দ'। *বক্তব্য*, ১৮৮৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'জন্মগ্রহণ করেছে এমন'। 'এই মন্ত্র জ্ঞানিত পারিলে, ত্রিভুজ পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি'। *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'সুশীলা শিববিবাহের উল্লিখিত তনয়ে পুনরুজ্জীবিত হবেন'। *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'হাসের আশার অতীত জন্ম পুনরুজ্জীবিত পায়'। *সত্যভা*, ১৯০৮।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে এমন'। 'শীতল ইন্দ্র পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে'। *বক্তব্য*, ১৮৮৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে এমন'। 'চা-বাগানটি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ... মুন্সিবাধিনীর উপর আক্রমণ'। *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'এই পুনরুজ্জীবিতের পুনরুজ্জীবিত যেন কিরূপ ব্যক্ত হনো'। *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'আকাশমন্ডলের প্রতি পুনরুজ্জীবিত নিক্ষেপ করিয়া'। *মাইকেল*, ১৮৫৯।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'উহাকে অনেক পরিমাণে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'তাঁহা পুনরুজ্জীবিত করিয়া প্রকৃষ্টজীবিত হইতে পারেন'। *বক্তব্য*, ১৮৮৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] ১ *বি* নতুন বসতি স্থাপন। 'ঘরবাড়ী চাই, মনুমান চাই'। 'তাঁদের পুনরুজ্জীবিত ব্যাপক পরিকল্পনা চাই'। *আজাদ*, ১৯৪৬। ২ *বি* পুনরায় জীবিত। 'বাহুধারী জীলোক ও শিশুদের পুনরুজ্জীবিত একটি গুরুত্ব সমস্যা'। *বেঙ্গল*, ১৯৪৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'যদি তেঁহো মারিতে থাকেন পুনরায়'। *কন্দা*, ১৮৮০; 'পুনরায় বলে গিথি কোঁশে ধর ধর'। *গীত*, ১৭৬৫।

পুনরুজ্জীবিত [স] ১ *বি* পুনরায় জীবিত। 'পুনরায় জীবিত হইয়া'। 'পতিতা নারীদের পুনরায় সম্পর্কে এক আশাচর্চা অনুষ্ঠিত ...'। *বেঙ্গল*, ১৯৬৩। ২ *বি* স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগকারীকে পুনরায় বাসভূমি প্রদান। 'রাজসাহীর পুনরায় কার্যক্রম চালু হয়েছে'। *বেঙ্গল*, ১৯৭২।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'তাঁহার আর আশা পুনরায় পুনরায় হইবে না'। *প্রভাকর*, ১৮৬০।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'বিধবাসিনীর পুনরুজ্জীবিত না হওয়াতেই এই দেশে ঘটনা'। *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'উহা বিধবা বিবাহ বিষয়ক নহে, বাগদাদ ক্যার পুনরুজ্জীবিত বিষয়ক'। *উৎসর্গ*, ১৮৫৭।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'পুনরায় বিবেচনা'। 'কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পুনরুজ্জীবিতের পরিচয় দৃষ্ট দেশবাসীকে দিবেন'। *জামায়াত*, ১৯৪২; 'পুনরুজ্জীবিত করার কিছু নাই'। *মনসুর*, ১৯৫৫।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বিপ* পুনরায় জীবিত। 'পুনরায় বিবাহ'। 'পুনরুজ্জীবিত হইবে কিবা বিয়ে হবে আগে'। *ভারত*, ১৭৬০।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'পুনরুজ্জীবিত (repetition), দীর্ঘকাল-বর্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রাচুর্য ব্যক্ত করা হইয়া থাকে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পুনরুজ্জীবিত [স] *বি* পুনরায় জীবিত। 'বিবাহ করিয়া তারা পুনরুজ্জীবিত'।

পূর্ব-অভিনা [স পূর্ব-অবন<] বি পূর্ব দিশন্ত। 'বাহার বেশে ছুটে আসে জেসে পূর্ব-অভিনায় উঠি।' নজরুল, ১৯২৯।

পূর্বকূল [স পূর্বকূল] বি পূর্ণাঙ্গ। 'লও, পূর্বকূলের আইলডা বানদ্যা আই।' হাসান, ১৯৬৪।

পূর্বদিশন্ত [স পূর্ব-দিশন্ত] বি পূর্ব দিকের দিশন্ত রেখা। 'পূর্বদিশন্ত দিল তব দেখে মীলিম লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পূর্ব-মন্দির [স পূর্ব-মন্দির] বি পূর্ণাঙ্গ। 'কোটি লাক্ষনা-রক্ত-ললাট পূর্ব-মন্দিরবারে/ মুখে যায় নিতি ললাট-রক্ত রাস্তাতে পূর্ণাঙ্গারে।' নজরুল, ১৯২৯।

পূর্ব-সাগর বি পূর্ব অঞ্চলের সাগর। 'পূর্ব-সাগরের পার হতে কোন এল পরবাসী।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পূর্ব হাওয়া [স পূর্ব+আ হাওয়া] বি পূর্বদিক থেকে আসত বাতাস। 'পূর্ব হাওয়াতে দেয় দোলা জনর নদীর কুলে কুলে।' রবীন্দ্র, ১৯২০; 'বারেবারে যথা কালবৈশাখী কার্য হল রে পূর্ব-হাওয়ায়।' নজরুল, ১৯২৯।

পূর্বাল [স পূর্ব<] বিপূ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় এমন। 'লহর বেগিছে পূর্বাল বাতাসে।' জসীম, ১৯৩৩।

পূর্বালি [স পূর্ব<] বিপূ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত। 'পূর্বালি হাওয়ায়।' জীবন, ১৯২৭; 'রোয়ে রোয়ে বহে নাকো পূর্বালি বাতাস।' নজরুল, ১৯২৯।

পূর্বেন [স পূর্ব<] বিপূ পূর্ব দিক থেকে বয়ে-আসা। 'ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন সে পূর্বেন-বয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

পূর্বেন হাওয়া [স পূর্ব<+আ হাওয়া] বি পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস। 'পূর্বেন হাওয়ায় পরিভাঙ্গ তার উড়াইব অবহেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পূমান [স] বি পুরুষ। 'বামদিশে হইলা নারী দক্ষিণে পূমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পূষ [স পূষ] বি পুঞ্জ। 'রক্ত, মাংস, ... পূষ, ক্রেদ, লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার পদার্থময় এ শরীরে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পূর্বে [১] বি নগর। 'সুরজনে মোহে পূর্বজনে নাহি রাখ।' বড়ু, ১৪৫০। [২] বি ধর্ম। 'পূর্বস্থনারীর্গণদের সহিত আপন কন্যাকে লইয়া রাজপথে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। [৩] বি বাসস্থান। 'ওগো আমার সুদূর করতো নিকট ঐ পুরাতন পূর্ব।' নজরুল, ১৯২৩।

পূর্বকামিনী [স] বিপূ অস্তঃপুরবাসিনী। 'কোথা তোরা পূর্বকামিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পূর্বজন [স] বি পূর্ববাসী। 'সুরজনে মোহে পূর্বজনে নাহি রাখ।' বড়ু, ১৪৫০।

পূর্বনারী [স] বি স্ত্রী অস্তঃপুরবাসিনী। 'পূর্বনারীদের পরান হানিয়া কিরিয়া আসিবে আজি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পূর্বনিতিধর্মিনী [স] বি স্ত্রী নগরের নারী। 'রানির রুদ্রন তনি জত পূর্বনিতিধর্মিনী ধরনি শোটিয়া সভে কামে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পূর্বপাতি [স] বি নগর-পাল। 'গ্রামপতি, পূর্বপতি প্রভৃতির শাসন-কর্তৃপক্ষদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

পূর্বপ্রাচীর [স] বি নগরের প্রাচীর। 'পূর্বপ্রাচীরের উপর লোকে লোকাক্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পূর্ববাল্য [স] বি অস্তঃপুরবাসিনী। 'ওগো পূর্ববাল্য আনো সন্নিবে

বরণ ঢালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পূর্ববাসি [স পূর্ববাসী] বিপূ নগরবাসী। 'রাস্তা সেই দিশে আপন পূর্ববাসি লোকেরদিককে পারিতোষিক দিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

পূর্ববাসিনী [স] বি পূর্বনারী। 'পূর্ববাসিনীরা সকলে আসিয়া জয় ২ ধ্বনি করিতে প্রবর্ত।' রাস্তি, ১৮০৫।

পূর্ববাসী [স] বিপূ নগরবাসী; বৃহৎ। 'ওগো পূর্ববাসী, আমি ঘারে দাঁড়িয়ে আছি উপবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পূর্ব-মহিলা [স] বি পূর্বনারী; অস্তঃপুরে থাকা নারী। 'হাজার হাজার পূর্ব-মহিলায় হৃদয় গলে সহানুভূতির পূত অক্ষ বরছে।' নজরুল, ১৯২৪।

পূর্বরক্ষক [স] বি নগরের পাহারাদার। 'মুক্তকৃপাণে পূর্বরক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পূর্বস্রী [স] বি অস্তঃপুরবাসিনী। 'পবিত্র পূর্বস্রীর সমীপবর্তী হতে তোমার সন্ধ্যা বোধ হয় না?' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

পূর্বস্থ [স] বিপূ পূর্ববাসী। 'পূর্বস্থনারীর্গণদের সহিত আপন কন্যাকে লইয়া রাজপথে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পূর্বান্দনা [স] বি অস্তঃপুরবাসিনী। 'পরান্দনা সেই জয়ধ্বনি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'জাননা খুলে পূর্বান্দনা যত দেখছে চেয়ে ঘোমটা করি ফাঁক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

পূর্ব-ক্রিয় বিপূ প্রাসাদপুরীতে। 'নানা জনসমাগম পূর্বে।' গিরিশ, ১৮৭৭।

পূর্ব [স] বি পিতা ইত্যাদির ভিতরে পোরা হয় এমন বস্তু। 'বউ করে পিতা "পূর্ব"-লেওয়া মিটা।' নজরুল, ১৯২৮।

পূর্বলোর [স] ক্রিয় বিপূ পূর্বক। 'ঐশ্বর্য পূর্বলোর বাস করিতেন।' দর্পণ, ১৮২০।

পূর্বসরা [স] বিপূ স্ত্রী অস্তঃপুরবর্তী। 'পূর্বসরা হইয়া ভূমি হইলে সুগাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পূর্বসীমা [স] বি সামনের দিকে। 'ভাঁহার বামী মুদ্রাক্ষরের পূর্বসীমায় আছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

পূর্বক [স পূর্ব] বি বৃক্ষ। 'পূর্বক কৃত্ত পূর্বে রেখে বেচে প্রকারে।' মালাধর, ১৫০০।

পূর্বকাইত [স পূর্বকায়স্থ] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'চক্রদাস পূর্বকাইত।' সের্ঘি, ১৮৪০।

পূর্বট [স] বি সোনা। 'পূর্বট রচিত মেঘারা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পূর্বটের পেটি বি সোনার বাজ। 'পরিশোভা পরিমল পূর্বটের পেটি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পূর্বটের সোনা বি সোনার মারুড়ি। 'প্রভাতে পরাব কানে পূর্বটের সোনা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পূর্বজ [স পূর্জি] ক্রি পূর্ব হওয়া। 'একই নগর বসি পহ ভেল পরবস কইসে পূর্বজ মন যোরা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পূর্বপ [পূর্বা] বিপূ পূর্ব। 'একে ২ সত গালি হইল পূর্বপ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুরনিমা [স পূর্ণিমা] বি যে তিথিতে চাঁদের ঘোলাকলা পূর্ণ হয়; চন্দ্রপক্ষের পনেরোতম তিথি। 'যেদিন পূর্ণিমা রাস্তি আসে চাঁদ আকাশ ছড়িয়া হাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। [২] পূর্ণিমা

পুরনিমা রাস্তি [স পূর্ণিমা-রাস্তি] বি পূর্ণিমা রাত; যে রাত্তে চাঁদ পূর্ণ

আকার পেয়ে থাকে। 'যেদিন পুরনিমা রাত্রি আসে চাঁদ আকাশ ছড়িয়া হাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পুরুষ বিপদাক্রান্ত। 'পুরুষ বসরাই পোলাপের মতো।' মণীশ, ১৯৬৩।

পুরুষদার [স] বি বিদ্যুৎদেবতা ইন্দ্র। 'অপরদা বেচিত যেহেন পুরুষদার।' আলগোল, ১৬৮০।

পুরুষ [স পূর্ব] ১ বিপ পূর্ব দিক থেকে আসা। 'বহিছে পুরুষ বার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিপ পূর্ব দিককার। 'পুরুষ-আকাশ-সীমা হতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি পূর্ব। 'পুরুষের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পুরুষ দেশ [স পূর্বদেশ] বি পূর্বদেশ। 'অমি পুরুষ দেশের পুরানারী।' নজরুল, ১৯৩৫।

পুরুষ-পানে ক্রিযিব পূর্ব আকাশের দিকে। 'প্রভাতের জলধুমি/শৈশব পুরুষ-পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পুরুষাশয় [স পূর্ণাঙ্গ] ক্রিযিব আসে থেকে শেষ পর্যন্ত। 'পুরুষাশয়ে নায়করা বেল।' দুর্ভি মতি পাঠল গদ ওল। 'বিদ্যাগতি', ১৪৬০।

পুরুষি [বি পুরুষী] বি (সংগীত) রাগিণীবিবেশ। 'বেছেছে আশাবরি/পুরুষির কল্পা গনি।' নজরুল, ১৯২৯।

পুরুষেয়া [বি পুরুষী] বিপ পূর্ব দিক থেকে আসা। 'অধীর সমীর পুরুষেয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। 'দুঃখ বাহু পুরুষেয়া' বহু অধীর আনন্দে।' নজরুল, ১৯২৮।

পুরুষা্যি বি কল্পবিবেশ। 'পেটেরিয়া পুরুষা্যি ভারযায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুরুষন্দর [স] বি ময়ূরঙ্গেশ্বর চক্রেতে ইষ্টদেবতার বন্দনা। 'কৃষ্ণময় কদাশ দুই পুরুষন্দর।' কৃষ্ণানন্দ, ১৬৮০।

পুরুস [স পুরুষ] বি নর। ওগু, ১৭৮২।

পুরুসভা [স] বি পৌরসভা। 'অপরকে পুরুসভার তরক বেয়ে আমার সংবর্ধন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। দ্র পৌরসভা

পুরুসভা [স] ১ বি কৃত্তিকের জন্য সেওয়া সমাধি। 'পঞ্চাঙ্গা সনে রাধা করিয়া বিচার ধনপতি দস্তের করিল পুরুসভা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অভিনয়ন। 'মালোৎসব, ১৭৪৩। ৩ বি বকশিশ। 'বহুদেব কণ্ঠ সম্পন্ন করিয়া পুরুসভার চাহিলেক।' তাম্রিণী, ১৮০৩। ৪ বি সম্মান। 'কুসব ব্রাহ্মণকে নারায়ণ জ্ঞানস্বর্গক পুরুসভা করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৫ বি সাক্ষ্য। 'ইহা আমাদিগের পরিচয়ের পুরুসভা।' অক্ষর, ১৮৫০।

পুরুসভা [স পুরুসভা] বি পুরুসভা করা। পুরুসভি বি পুরুসভা হয়। 'জাহার প্রসাদে সব লোক পুরুসভি।' মালোৎসব, ১৫০০।

পুরুসভা [স পুরুসভা] বি পুরুসভা করা। 'যুৎ মন্দপদে; করে পুরুসভার হাঙ্গিয়া এতাকর তা সবারে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পুরুসভা [স পুরুসভা] বিপ সম্মানিত। 'মালোৎসব, ১৭৪৩।

পুরুসভ [স] বিপ পুরুসভায়াত। 'তঁাহারা এই পুরুসভে পুরুসভ।' দর্পণ, ১৮৩৬।

পুরুসভা [স] ১ বিপ ক্রী পুজিত। 'অব বরু পুরুসভা হইয়া দশমীর মিবস জলে ময়া হইয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বিপ ক্রী সমাদৃত। 'যে একারে পুরুসভা হইবে তাহা নিরপণ ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

পুরুসভা [স পুরুসভা] বি পুরুসভা দান। 'তিনি শিষ্টের পাশ ও পুরুসভা যারা প্রভাববর্ণের চিত্রে দুঃখভাববর্ণ ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

পুরুসভ [স পুরুসভা] বি বখশিশ। 'বহুদেব কণ্ঠ সম্পন্ন করিয়া পুরুসভার চাহিলেক।' তাম্রিণী, ১৮০৩।

পূরা [স পূর্ণ] ১ ক্রি পূর্ণ করা। 'না বহুত ভার রাধা পুর মোর আশ।' বড়ু, ১৪৫০। 'কে পুরাবে মোর কাতর হাদ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ ক্রি পূর্ণ হওয়া। 'পুরাণো না তাহার মনের কহা।' রবীন্দ্র, ১৮৩৭। পূর ক্রি পূর্ণ করা। 'না বহুত ভার রাধা পুর মোর আশ।' বড়ু, ১৪৫০। পূরিও ক্রি করে যায়। 'পুরাবে পূরও বাউ নসিভার পথে।' মালোৎসব, ১৫০০। পূরু ক্রি পূর্ণ হয়। 'ভাব ভক্তি যোগ মুক্তি ব্যক্তি পুরয়।' আলগোল, ১৬৮০। পূরুল ক্রি পূর্ণ হলো। 'হেরি হেরি ন পূরল আসা।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। পূরই ক্রি পূর্ণ করো। 'পূরই আমার সাধ।' মুকুন্দ, ১৬০০। পূরাও ক্রি পূর্ণ করে। 'নানাবিধ মানে পূরাওত মনকাম।' আলগোল, ১৬৮০। পূরাও ক্রি পূর্ণ করে। 'সোনার কটুটা দুটি মাথিকে পূরাও।' বড়ু, ১৪৫০। পূরাও ক্রি পূর্ণ করুক। 'বিধি পূরাওক মনে আছে বেই সাধ।' আলগোল, ১৬৮০। পূরাও ক্রি পূর্ণ করে। 'আলাউদ্দিন শায়া পূরাও আরতি।' বাহরাম, ১৫০০। পূরাও ক্রি পূর্ণ করা। 'মদ্য কর পূরাও পূরাও মনের আশা।' বিদ্যার ১৫০০। পূরাও ক্রি পূর্ণ করে। 'পূরাও পূরাও পূরাও পূরাও আরতি।' বাহরাম, ১৫০০। পূরাও ক্রি পূর্ণ করে। 'না একের পূরাও কামনা।' বাহরাম, ১৭৫০। পূরি বিপ পূর্ণ করি। 'এক কৃপ মধু ভরি আর কৃপ সুরা পূরি।' সুলতান, ১৭০০। পূরিয়া ক্রি করে। 'পৌরসে পূরিয়া আহ অনেক পূরিয়া।' মালোৎসব, ১৫০০। পূরিয়া ক্রি পূরে নিয়ে। 'পূরিয়া ষোড়শকৈল গোণী নারী।' বড়ু, ১৪৫০। পূরিতে ক্রি পূর্ণ করতে। 'মারিল পূরিতে মনক অনেক সন্ততি।' মালোৎসব, ১৫০০। পূরিষ ক্রি পূর্ণ করবো। 'হাদের ব্যক্তি মোর পূরিষ অনেক।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। পূরিয়া ক্রি পূর্ণ করে। 'রূপ গোন জৌবন রে বসন্তে পূরিয়া।' মালোৎসব, ১৫০০। পূরিয়া ক্রি পূর্ণ হলো। 'সিনে সিনে বাড়ে তু লীলা।' পূরিষ বেহেন কল্পকলা। বড়ু, ১৪৫০। পূরিও ক্রি পূর্ণ করলাম। 'পূরিও রমের সূত্রে সুবলিত হার।' বাহরাম, ১৬৫০। পূরিলা ক্রি পূর্ণ হলো। 'আশের কপট হোর পূরিলা মতী।' বড়ু, ১৪৫০। পূরুক ক্রি পূর্ণ হোক। 'আক্ষার বচনে বোলহ রাধারে কাহের পূরুক আসে।' বড়ু, ১৪৫০। পূরে ১ ক্রি পূর্ণ করে। 'পূরক হুজ পুরে রেখে রেখে একারে।' মালোৎসব, ১৫০০। ২ ক্রি বিবৃত হয়। 'বৃন্দাবন মাথো যবে বংশীনা দপুরে।' মালোৎসব, ১৫০০। পূরা ক্রি পূর্ণ করে। 'দুই দিকে আলবারী জলে পূরা গাড় মতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পূরিয়া রাধা ক্রি ছুকিয়ে রাধা। 'ভাল ও আধিন মায়ে ধানের গোলায় পূরিয়া রাধে।' অক্ষর, ১৮৫০।

পূরিয়ে দেওয়া ক্রি পূর্ণ করে দেওয়া। 'যে হলে ফুলের রঙে বেঁচিয়া হইতেছে না, সে হলে উপালে সে সোহ পূরাইয়া দিগেছে।' ইরশাদ, ১৮৮১।

পুরে দেওয়া ক্রি প্রবেশ করানো। 'সিগারেট টোটে পুরে গিল।' জীবন, ১৯৩২।

পুরা [স পূর্ণ] ১ বিপ সম্পূর্ণ। 'ঘড়ি এক রহ নই নিল হবে পুরা।' রবীন্দ্র, ১৭৬৫। ২ বিপ পূর্ণপূর্ণ। 'মানুষকে যদি পুরা করিয়া ফুটিতে হেত তবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পুরাধর [পুরা+মধব] ক্রিযিব সম্পূর্ণভাবে। 'পুরাধর সাপুড়ে হইয়া গেছে।' শরৎ, ১৯১৮।

পুরাপুরি [পুরা] ১ ক্রিযিব সম্পূর্ণভাবে। 'বিশাখী কোনো নিয়মই পুরাপুরি খাটে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিপ সত্যিকার। 'অল্প লোকই

এমন পুরাপুরি বলিষ্ট যে তাঁহারের ধর্মবোধকে ... 'রবীন্দ্র, ১৯০৬।
ও বিপ পণিত হওয়ার মধ্যে। 'আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পুরাপুরিভাবে ক্রিয়ণ সম্পূর্ণরূপে। 'দুর্ভিক্ষভাণ্ডার হইতে পুরাপুরি-ভাবে সাহায্য বিতরণ।' আজাদ, ১৯৩৬।

পুরা পেট [পুরা+স পেট] বিপ সারা বছর পেট ভরে খাওয়া যার এমন। 'সকলে মিলিয়া আওয়াজ তুলিয়াছেন - পুরা পেট রেশন চাই।' বেগম, ১৯৪৭।

পুরা বারু [পুরা+স বারু] বি পুরোপুরি বারু। 'এই দুই পরিপূর্ণ হইবেক তিনি পুরা বারু হইবেক।' ভবানী, ১৮২৫।

পুরা মাসিক [পুরা+স মাসিক] বি অমূল্য বস্তু। 'ভূমিই আমার সাত রাজার ধন পুরা মাসিক।' ভবানী, ১৮২৮।

পুরা [স] বিপ প্রাচীন। 'পুরাকালে হিন্দু-সম্ভানদেরাও কি ঐরূপ বর্কর ছিল?' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পুরাকাল [স] বি প্রাচীনকাল। 'পুরাকালে, অর্থাৎ বাবীন নৃপতিদিগের সময়ে বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত ছিল।' হাজারক, ১৮৫৪।

পুরাকালীন [স] বি প্রাচীন কালের। 'পুরাকালীন সংস্কৃতকবিরূপের কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পুরাকালে [স] ক্রিয়ণ প্রাচীনকালে। 'পুরাকালে হিন্দু-সম্ভানদেরাও কি ঐরূপ বর্কর ছিল?' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পুরাকাহিনী [স পুরা+কাহিনী] ১ বি পৌরাণিক কাহিনী। 'তার বিঘ্নবস্ত্র ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে তিরস্কৃত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি প্রাচীন ইতিহাস। 'হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীও পড়বে, আর মুসলমানদের পুরাকাহিনীও পড়বে।' ওরফে, ১৯৪৩।

পুরাণত বিপ ঐতিহাসিক; আসে থেকে চলে আসে। 'আট মাসেরই একটা পুরাণত বনেদ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পুরাণতত্ত্ব [স] ১ বি প্রাচীন ইতিহাস। 'ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, বার্তাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক পুস্তক ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বি পুরানো বিধি বা নিয়ম। 'আদি সংস্কৃত উচ্চারণের পুরাতত্ত্ব অবশীলন ঘারা ...।' মোহাফলী, ১৯৩০।

পুরাতত্ত্ববিৎ [স] বি পুরাতত্ত্ব জ্ঞানী ব্যক্তি। 'পুরাতত্ত্ববিৎ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না।' প্রমথ, ১৯২৫।

পুরানী ১ বিপ পৌরাণিক। 'বেন কোন পুরানী আখ্যানে / শুক মোর গানে / ধীরপনে এল কোন মালবিকার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বিপ পুরানো। 'পুরানী দিল্লিতে কিন্তু একটা জিনিসের অভাব কখনও হয় না।' মুক্তকথা, ১৯৫৮।

পুরাবংশোদ্ভব [স] বি পুরাতত্ত্ববিৎ। 'বিখ্যাত পুরাবংশবিৎ ... এই পুরাবংশ কীর্তি উদ্ঘাটন করার কাজে নিযুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পুরাবৃত্ত [স] বি পুরাতত্ত্ব; প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত। 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণের যে ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

পুরাবৃত্তজ্ঞ [স] বিপ প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানের এমন। 'পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানের যে ...।' স্বর্কিম, ১৮৭৯।

পুরাবৃত্তবিদ্যা [স] বি প্রাচীন ইতিহাসবিদ্যা। 'কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি শব্দবিদ্যার বা ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্তবিদ্যার ... বীজীসাধনে কৃতসংকল্প হন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

পুরাবৃত্তবেত্তা [স] বি পুরাতত্ত্বজ্ঞ; প্রাচীনকালের ইতিহাস জ্ঞানে যে। 'পুরাবৃত্তবেত্তারা আন্তর্জাত্যশ্রেমিক পূর্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে

আমারদিগকেও গণ্য করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পুরাবৃত্তানুসন্ধানী [স] বিপ প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানকারী। 'হিন্দু পুরাবৃত্তানুসন্ধানী মহাশয়েরা এ বিষয় অপরিচিত রাখিবেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পুরাধন্য প্র পুর

পুরাধন্য [স প্রায়চিত্ত] বি প্রায়চিত্ত। 'পরমেশ্বরের আজ্ঞাও যে কার্যে করি তাহার পুরাধন্য কেনো আমি করিবো?' আত্মোক্তি, ১৭৪৩।

পুরাণ [স] ১ বি প্রাচীন ভারতের কাহিনিনির্ভর শাস্ত্র। 'পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পৌরাণিক কাহিনি। 'জনহ পুরাণ ইতিহাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিপ পুরানো। 'প্রথমপ্রকার পুরাণ সিদ্ধা পাই পয়সা।' দর্পণ, ১৮৩৩।

পুরাণকথা [স] বি পৌরাণিক কাহিনি। 'শব্দের অপ্রকৃত ব্যুৎপত্তি বা অর্থ হইতে পুরাণকথার উৎপত্তি হয়।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

পুরাণকার [স] বিপ পুরাণ-রচয়িতা। 'আমি তো আর পুরাণকার নই।' প্রমথ, ১৯১৮; 'কালচাদের গোড়ার কথা যে মূল্যবোধ, তা পুরাণকারদের ছিল।' মোহাফলী, ১৯৫০।

পুরাণজ্ঞ [স] বিপ পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'পুরাণজ্ঞরা কহিয়াছে।' তারিণী, ১৮৩০।

পুরাণপুরী [স] বি খাবারবিশেষ। 'খাদ্য পরিপূর্ণ করে পুরাণপুরী, শীতও গ্রীষ্ম আনারসা ভোজন করে ...।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

পুরাণপুস্তক [স] ১ বি হিন্দুধর্মে পরমাস্ত্র। 'পুরাণপুস্তক ছাড়া পাবে সন্নিবেশ কি? মাটির মানুষ মিলিয়ে মাটির সনে?' সুশীল, ১৯৩৩। ২ বি পৌরাণিক পুস্তক। 'মানুষ, কবি, পুরাণপুস্তক।' জীবন, ১৯৪০।

পুরাণশ্রী [স] বিপ পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে এমন। 'ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইংরেজরা এতো বেশী পুরাণশ্রী নয়।' হাই, ১৯৫৮।

পুরাণবাণী [স] বি পুরাণ-বিশারদ। 'পুরাণবাণী। একটি মেয়ে, ধানীরস্তের কাপড়-পরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

পুরাণশ্রুতি [স] বি পুরানো শ্রুতি। 'উৎসব-অনুষ্ঠান পুরাণশ্রুতি সমস্তই ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পুরাণানুসারে [স] বি পুরাণ-অনুসারে। ক্রিয়ণ পুরাণ অনুযায়ী। 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও পুরাণানুসারে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পুরাণাপুস্তক [স পুরাণ+স পুস্তক] বি প্রাক্তন প্রেমিক। 'পুরাণাপুস্তকের জন্য নিবিড় আকর্ষণ।' জীবন, ১৯৪৮।

পুরাণেতিহাস [স পুরাণ-ইতিহাস] বি পুরাণ ও ইতিহাস। 'ইহাদের বিবরণ পুরাণেতিহাসাদি শাখা বিচারিত আছে।' মুক্তকথা, ১৮১০; 'পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রম্যোপাখ্যান আছে।' স্বর্কিম, ১৮৯২।

পুরাণা [স পুরাণ+স] বিপ পুরানো। 'পুরাণা কৃতীতে যে পুরাতন গড় ছিল।' দর্পণ, ১৮১৮।

পুরাতন [স] বিপ পুরানো। 'শতক বসন্তের মালা নহে পুরাতন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুরাতন কাসুমি ঘাঁটা - অনর্থক পুরনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা। 'একই প্রস্তের পুনরাবৃত্তি করার কল পুরাতন কাসুমি ঘাঁটার মতই নিরর্থক।' মোহাফলী, ১৯৪৫।

পুরাতন চাল ভাতে বাড়়ে - প্রাচীন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বেশি। সুবল,

পুরাতনত্ব

১৯০৬।

পুরাতনত্ব [সি বি প্রাচীনতা। 'আবাফের মেধ প্রতিবৎসর যখনই আসে তখনই তাহার নৃতনত্বে রসাক্ষত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হয়। আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পুরাতনগঙ্গা [সি পুরাতন+বি গঙ্গা। বিগ রক্ষণশীল। 'আর এক দল হাছেন পুরাতনগঙ্গা।' নজরুল, ১৯২৪।

পুরাতন মদ [সি পুরাতন+স মদ্য। বি যে মদ বহু বছরের পুরানো (এই ধরনের মদ বেশি মূল্যবান বলে বিবেচিত)। ওগা, ১৭৮৫।

পুরাতনী [সি ১ বিগ ক্রী প্রাচীন। 'সে যে পুরাতনী জীবনের জননী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিগ পুরানো। 'আলো ছায়া ইত্যাদি তা এই পুরাতনী ও নবীনসী উভার প্রকাশ।' অবন, ১৯২৫। ৩ বিগ ক্রী প্রাচীন; সবচেয়ে পুরানো। 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পুরান [সি পুরাতন। ১ বিগ অনেক দিন আগের। 'পুরান খুন্সের জাতি কিছু আছে কোন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ চিরন্তন। 'আউয়ালে তাহার নাম পুরুষ পুরান।' বাহরাম, ১৬৫০।

পুরানা [সি পুরাতন। বিগ পুরানো। 'কালগণে, ১৭৮৪; 'কলিকাতার পুরানা মিস্ত্রির দিকট ... পরীক্ষা হয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

পুরানিয়া [সি পুরাতন। বিগ পুরাতন। 'মাদোএল, ১৭৪০।

পুরানো [সি পুরান। ১ বিগ বাসি। 'পুরানো মাংস।' ওগা, ১৭৮৫। ২ বিগ কিছুকাল আগে তৈরি করা হয়েছে এমন। 'নিশীথের অঙ্কুরের পুরানো ঘরের ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। বি যা অতীত হয়ে গেছে এমন। 'পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি যদি হায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

পুরানো [সি পূর্ণ+। ক্রি পূর্ণ করা। 'পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পুরি [সি পুরী। ১ বি ভবন; নগরী। 'নুনরঞ্জি জাহিহ সেই পুরী।' মালধর, ১৫০০। ২ বি অশ্রমমহল। 'এত বলি মহারাজ সাতাইল পুরি মাঝ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৩ পুরী।

পুরি [সি পুরিকা। বি ডাল বা আতুর পুর দেওয়া চুটিবেশ। 'খোয়ীরা কেবল বাটে পুরি রুটী খেয়ে।' ওগা, ১৮৫৮। ৩ পুরী।

পুরিখাকি [সি বারা পুরি খেয়ে জীবন ধারণ করে। বিদ্যা, ১৮৯১।

পুরিত [সি পুরিত। বিগ পূর্ণপূর্ণ। 'দু তনু পুরিত পুরিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুরিয়া [সি গুড়া ওষুধের মোড়ক। 'কুইনিমেনে পুরিয়া।' শরৎ, ১৯১২।

পুরী [সি ১ বি নগরী। 'হটক না জাইব দুর্জন মথুরা পুরী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ঘর। 'ঢোকা যারি পুরীর বাহির ভুলে লইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পর পুরুষ দেখি কেন পুরীর ভিতর।' বিজয়, ১৬৫০।

পুরী [সি পুরিকা। বি চুটি জাতীয় বাবারবিশেষ। 'আসিকা পীম্বী পুরী পুরী।' ভারত, ১৭৬০।

পুরীষ [সি বি বিটা। 'পুরীষের কীট হৈতে মুক্তি সে লিখিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পুরিস [সি পুরীষ। বি মল; পায়খানা। 'পুরিস চন্দন এক করিতে জে মায়া।' মালধর, ১৫০০।

পুরু [সি ১ বি গুরু। 'সিলিয়া চক্টিশ পুরু গায়ে সাজোয়াল।' গবীর, ১৭৭৫। ২ বিগ পাতলা নর চেহারা ওগা, ১৭৮৫; 'গাঢ়াখানি দুই আতুল পুরু।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৩ বিগ জারী। 'দলে পুরু হয়ে

উঠলাম।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

পুরুষ [সি পুরুষ। বি পুরুষ। 'আন যুবক পুরুষ রতি রস নাহি সহে।' বাহরাম, ১৬৫০।

পুরুষ্ঠাকুর [পুরুষ্ঠাকুর। বি পুরোহিত। 'ঐ পুরুষ্ঠাকুরের বাড়ি দেহতি পাতি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পুরুত [সি পুরোহিত। বি পুরোহিত। 'এ বের পুরুত কোন্ হত ভাগা।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ পুরোহিত

পুরুতগিরি [পুরুত+গিরি। বি পুরোহিতের পেশা। 'পীরমুদ্রিদি ব্যবসায়ট। হিন্দুদের পুরুতগিরির দেখাদিখি দেখা।' ইমদাদুল, ১৯২০।

পুরুতাকুর [সি পুরোহিত। 'হাশা, তুমি আমাদের পুরুতাকুর হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পুরুষ [সি পুরোহিত। 'অভবা। আমি পুরুষ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পুরুষ [সি পুরুষ। বি ছাপানো দেখার ভুলে সশোধন করা। 'কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুষ পড়িতেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ পুরুষ

পুরুষ [সি পূর্ণ। বিগ পূর্ণ; অতীত। 'পুরুষ জন্মে কৈল কন্মের ফলে।' বড়, ১৪৫০; 'পুরুষ জন্মে কৈল জলধি মথানে।' বড়, ১৪৫০।

পুরুষকথা [সি পূর্ণকথা। বি পূর্ণের বা পূর্ণজন্মের কথা। 'সকল পুরুষকথা মিছা কহ তোকে।' বড়, ১৫০০।

পুরুষ জন্ম [সি পূর্ণজন্ম। বি পূর্ণজন্ম। 'পুরুষ জন্মে কৈল জলধি মথানে।' বড়, ১৫০০।

পুরুষ জন্ম [সি পূর্ণজন্ম। বি পূর্ণজন্ম। 'পুরুষ জন্মে কাহাঞি/আলোঁ বা তোরা নারী।' বড়, ১৪৫০।

পুরুষে ক্রিবিগ পূর্ণ। 'পুরুষে আহিল এহো দহে নাগপণে।' বড়, ১৪৫০; 'পুরুষে জাগিতো যবে কথিবেরে তোকে।' বড়, ১৪৫০।

পুরুষ [সি এক জাতীয় কীট। 'পুরুষ নামে এক প্রকার কীট আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পুরুষ [সি গোড়ানো। 'অগ্নিতে পুরুষী রাজ্য করে ছায়াখার।' বিজয়, ১৬৫০।

পুরুষো [পুরুষীয়া]। বি পুরুষীয়াবাসী। 'হে পুরুষো দেখাইয়া ভক্ত-মতল।' মাইকেল, ১৮৭০।

পুরুষ [সি ১ বি গুণসিদের প্রান্তবদ্ধ মানুষ। 'বিষম পুরুষ জাতী/কপটপুত্রিত জাতী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি স্বামী। 'রস মাহি পরার পুরুষে।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি ব্যক্তি। 'দানী বলে এ পুরুষ নর কহু নহে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি পরমেশ্বর। 'আউয়ালে তাহার নাম পুরুষ পুরান।' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ বি বংশধারার একেকটি পর্যায়। 'নন্দবংশের চতুর্দশপুরুষে পঞ্চদশবর্ষীয় সম্রাট্য সমাপন হইল।' মৃদুভাষা, ১৮১০। ৬ বি আত্মা। 'শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ।' বঙ্কিম, ১৮৭৭।

পুরুষকর্ত [সি বি পুরুষের কর্তা। 'বিনীত অথচ পুরুষকর্তে উত্তর হইল - আজ্ঞা হ্যাঁ।' বনমূল, ১৯৩৬।

পুরুষকর্তোচিত [সি বিগ পুরুষ কর্তের মতো। 'মোটা তারটার পুরুষকর্তোচিত গম্বীরের ভিতর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পুরুষকার [সি বি পৌরুষ। 'পুরুষকারের নৃতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্মক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি হইতে চেষ্টা করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পুরুষখ্যাতিনী [স] বিণীত্রী পুরুষ হত্যাকারী। 'নারীও অতিশয় চপলা, কুটিল, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষখ্যাতিনী'। *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পুরুষাটিক [স] বি দাড়ি-পৌফ। 'মুখখানা পুরুষাটিক বর্জিত কর'। *ইমাম*, ১৯৪৫।

পুরুষজ্যোতি [স] পুরুষ+স জ্যোতি>। বি পুরুষ কর্তৃক তিরস্কার। 'পুরুষজ্যোতি সওয়া যায়'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

পুরুষতা [স] বি পুরুষের শক্তি। 'ঘার ভাঙার পুরুষতার নারীদের প্রয়োজন নেই'। *নজরুল*, ১৯২৬।

পুরুষত্ব [স] বি পৌরুষ। *সেবধি*, ১৮৩৯; 'আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কী পেন্দু দাম'। *নজরুল*, ১৯২৫।

পুরুষদের সাত খুন মাফ বি পুরুষদের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। 'পুরুষদের সাত খুন মাফ'। *নজরুল*, ১৯২৪।

পুরুষপারা [স] পুরুষপ্রায়া বি পুরুষের মতো। 'যে আছে পুরুষপারা, কেহ খোঁড়া কেহ বুড়া'। *যদুনমোহন*, ১৮৩৪।

পুরুষ-পুঙ্খ [স] বি পুরুষশ্রেষ্ঠ (ব্যাকরণে)। 'কি হে পুরুষ-পুঙ্খ, এখানে কেন?'। *মুক্তাবা*, ১৯৫২।

পুরুষপ্রধান [স] বি পুরুষের প্রধান্য বেশি এমন। 'বিধবাবিবাহের নিষিদ্ধকরণ যেমন পুরুষপ্রধান ও সমাজেরই স্বার্থরক্ষার একটি অপকীর্তি ...'। *মুরশিদ*, ১৯৭০।

পুরুষপ্রমাণ [স] বিণ শ্রান্তবরক্ত মানুষের সমান মাপের। 'এক পুরুষপ্রমাণ কাননময়ী প্রতিমা নির্মিত করাইয়া ...'। *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

পুরুষবধিনী [স] বিণীত্রী পুরুষ বধ করে এমন। 'পুরুষবধিনী তুমি হইলা নিচর'। *বাহরাম*, ১৬৫০।

পুরুষবধী [স] বিণীত্রী পুরুষ-খ্যাতিনী। 'তোকে ত গোআলী রায় বড়ই আতুহী আপনার সোবে হেঁবে পুরুষবধী'। *বড়ু*, ১৪৫০।

পুরুষবোধ [স] বি পুরুষের অহবোধ। 'ব্যক্তিবোধে বিজ্ঞানভাব বিয়োগ; পুরুষবোধে সংযোগ'। *ধৃষ্টি*, ১৯৩১।

পুরুষ-মা [স] পুরুষ+স মাতা। বি পুরুষ হয়েও মা। 'ইহারা যেন একপ্রকারের পুরুষ-মা'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুরুষমানুষ [স] বি পুরুষ লোক; পুরুষা। 'তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

পুরুষরাজ [স] বি রাজপুরুষ। 'প্রলয় নীরব মাধে, একাকী পুরুষরাজে'। *গিরিশ*, ১৮৮৭।

পুরুষাণ্ডি [স] বি পৌরুষ। 'সেই শক্তিই কৌতুহলপর পরীকাক্রিয় সামান্যল পুরুষাণ্ডিকে পরাভূত করিয়া ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুরুষাদর্শ [স] বিণ পুরুষশ্রেষ্ঠ। 'নিজেরের বিশেষরূপে নির্ভীক ব্যক্তিত্বজ্ঞাত এবং পুরুষাদর্শ বলে প্রমাণ করে'। *প্রমথ*, ১৯০৫।

পুরুষাঙ্গিস্ত [স] বিণ পুরুষনিয়ন্ত্রিত। 'যুগ যুগ ধরে পুরুষাঙ্গিস্ত সমাজ ঘারা নারীরা অভ্যাসানিত ও উৎপীড়িত হয়ে আসছে'। *বেঙ্গল*, ১৯৬৩।

পুরুষশ্রেষ্ঠ [স] বি পরম পুরুষ; ঈশ্বর। 'মাটির ঢেলাকেও তারা পুরুষশ্রেষ্ঠের মতো ভালোবেসে গুজা করবে'। *অন্নদা*, ১৯২৮; 'করেছ প্রয়াণ পুরুষশ্রেষ্ঠ'। *নজরুল*, ১৯৩০।

পুরুষ-সন্তম [স] বি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। 'বলে জয় নরোত্তম পুরুষ-সন্তম জয় তপস্বী রাজ হে'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

পুরুষসম্প্রদায় [স] বি পুরুষ জাতি। 'পুরুষসম্প্রদায় আপন সেবত্ব

লাইয়া নির্লজ্জভাবে আকাশল করে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পুরুষসহযোগ [স] বি পুরুষ সংসর্গ। 'স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে'। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পুরুষসিংহ [স] বি শ্রেষ্ঠ পুরুষ; সিংহের মতো শক্তিশালী পুরুষ। 'পুরুষসিংহ ... পৃথিবীর যথাক্রমে অধিকার করিয়া অল্পকালে সকল আক্রমণ করিতে পারেন'। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'পুরুষ-সিংহে জ্ঞানো রে'। *নজরুল*, ১৯২৪।

পুরুষসোপান [স] পুরুষ+স সুপারী বিণ পুরুষের কাছে সমর্পিত। 'দুদিন পরে যে পুরুষসোপান হবি তা বৃষ্টি মনে নেই'। *নজরুল*, ১৯২৭।

পুরুষহস্ত [স] বি পুরুষের হাত। 'পুরুষহস্তে মেয়ের ঠিকানা-লেখা দেখিলে চতুর্বার পুলকিত হইয়া ওঠেন'। *বনকুল*, ১৯৩৬।

পুরুষাধম [স] পুরুষ-অধম। বি হীনপুরুষ। 'তন্মধ্যে পুরুষাধমের অধমা প্রবৃত্তি'। *ভাবানী*, ১৮২৮।

পুরুষানুক্রমিক [স] পুরুষ-অনুক্রমিক। বিণ বংশানুক্রমিক। 'চাঁট্জো জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

পুরুষানুক্রমে [স] পুরুষ-অনুক্রমে। বিণ বংশানুক্রমে। 'মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র'। *রাজীব*, ১৮০৫।

পুরুষাধ্ব [স] পুরুষ-অধ্ব। ১ বি এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে পুরুষ। 'সেই স্ত্রী তৎপ্রতি কটাকৃপাত না করিয়া পুরুষাধ্বের পতাব প্রদর্শিত করিতে হইতহে'। *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ বি পরপুরুষ। 'স্বলকামিনীদিগের পুরুষাধ্বের অভিলাষ করা বড়ই মন্দ'। *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পুরুষাশেখা [স] বিণ পুরুষের চেয়ে। 'স্ত্রীজাতির ইন্দ্রিয়বিশেষ পুরুষাশেখা অটুণ শাস্ত্রে কথিত আছে'। *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

পুরুষাবলোকন [স] পুরুষ-অবলোকন। বি পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস'। *দর্পণ*, ১৮২২।

পুরুষার্ধ [স] ১ বি পৌরুষ। 'তাহার কৃপা পুরুষার্ধ'। *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ বি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - পুরুষের প্রয়োজনীয় এই চতুর্ভাগ। 'লোকে তবে পুরুষার্ধ হয়'। *ভাবানী*, ১৮২৫। ৩ বিণ অসীষ্ট লক্ষ্য। 'তাহারা পুরুষার্ধ হইতে সম্যকরূপে ভ্রষ্ট হয়'। *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

পুরুষাধ্বযুক্ত [স] বিণ পৌরুষ সম্পন্ন। 'পতি যদি পুরুষাধ্বযুক্ত পুরুষ হইবে'। *ভাবানী*, ১৮২৮।

পুরুষালি, পুরুষাঙ্গী [স] পুরুষ+আলি। বিণ পুরুষসুলভ; পুরুষোচিত। 'সবচেয়ে পুরুষালি রঙ হচ্ছে কালো রঙ'। *প্রমথ*, ১৯০৫; 'এর দরুন মেয়েরা সেসবের বা পুরুষালী হয়ে উঠেছে এমনও নয়'। *অন্নদা*, ১৯২৯।

পুরুষের [স] বিণ পুরুষোচিত। 'তুমি ক-জন পুরুষের হাত টিপে টিপে এ তরুণী আবিষ্কার করলে?'। *মুক্তাবা*, ১৯৬০।

পুরুষোচিত [স] পুরুষ-উচিত। বিণ পুরুষের উপযুক্ত। 'সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্য'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

পুরুষোত্তম [স] পুরুষ-উত্তম। ১ বিণ শ্রেষ্ঠপুরুষ। *সেবধি*, ১৮৩৯। ২ বি ঈশ্বর। 'যে পুরুষোত্তম সাগরমধ্য বসুন্ধাকে বরাহরূপে উদ্ধার করেছিলেন ...'। *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ বি পরপুরুষ; পরম পুরুষ। 'জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য'। *নজরুল*, ১৯২২।

পুকট [স পুকা] **বিশ** পুট। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'ওঁর ছিল পুকট টোল-থেকা বাতা হেলের তুলতুলে গাল।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

পুকটু [স পুট] ১ **বিশ** ছোটপুট। 'পুকটু পাঠার মত খোঁস খোঁস করে।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯। ২ **বিশ** মোটা; ভরাট। 'নাকের নিচে পুকটু কাঁচা-শাকা পোকা।' *সুনীল*, ১৯৭০।

পুকস [স পুরুষ] **বি** পুরুষ। 'নারি সজাব কএল হমে মান। পুকস বিচখন কে নাই জান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **দ্র** পুরুষ

পুক্স [স পুরুষ] **বি** মানুষ। 'জ্ঞাতে হরিলে একবিসেতি পুক্স নাস করে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুক্সবর [স পুরুষবর] **বি** পুরুষশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু। 'উঠন্তি পুক্সবর অগ্নির ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুরুহিত [স পুরোহিত] **বি** পুরোহিত। 'হবে তুমি পুরুহিত মঙ্গল চিহ্নিবে নিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। **দ্র** পুরোহিত

পুরুব [স পূর্বা] **বিশ** পূর্ব। 'পুরুব কালের পাতে না কইহ মূলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **দ্র** পূর্ব

পুরুববা [স] **বি** হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী চন্দ্রবংশের আদি রাজা। 'অনাদা ওৎকরাদনে জেগেছিল প্রভন রুদয়ে চিরজীবী পুরুববা।' *স্বয়ীস্র*, ১৯৩৩।

পুরো [স পূর্ণ] **বিশ** পূর্ণ। **পুরোদমে** [পুরো+ফা দম্য] **ক্রি**বিশ পূর্ণমাত্রায়। 'ভিতরকার কলাতি যখন পুরোদমে চলাছে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

পুরোদম্বর [পুরো+ফা দম্বর] **ক্রি**বিশ পূর্ণপরিভাষে। 'পুরোদম্বর সহোদর হয়ে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

পুরোপুরি ১ **বিশ** সম্পূর্ণ। 'এ আমার আইতিয়া, এ পুরোপুরি আমি নই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। ২ **ক্রি**বিশ সম্পূর্ণভাবে। 'কেউ বা বুকে পুরোপুরি কেউ বা বুকে আখা।' *সুহৃদ*, ১৯২০। ৩ **ক্রি**বিশ সম্পূর্ণভাবে। 'গদাতি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী।' *স্বয়ীস্র*, ১৯২৫। 'সমস্তটার বাদ পুরোপুরি আদায় করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। 'ভদ্র ল্যাক্সটা হলেই ও পুরোপুরি বায় হয়ে যেত।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুরোচন [স] **বি** (হিন্দুপুরাণ) দুর্যোধনের যবন মন্ত্রী। 'সরতিচ গৃহে মরিল দুর্যতি পুরোচন।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

পুরোখা [স] **বি** পুরোহিত। 'কলাকবল্যের অন্যান্য পুরোখারা এ-প্রসঙ্গে কখনও একমত নন বটে।' *স্বয়ীস্র*, ১৯৩৭।

পুরোনো [স পুরাণ] **বিশ** অনেক দিনের। 'যেন সে কতই বহু পুরোনো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

পুরোনো কাসুন্দী **বি** অতীতের অস্মিয় ইতিহাস বা বৃত্তান্ত। 'পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটবার পারা অধর মল্লিক নয়।' *মালিনক*, ১৯৩৬।

পুরোনো চালে ভাত বাড়ু — প্রাচীনো বেশি বিচক্ষণ। 'পুরোনো চালে ভাত বাড়ু তারই আকর্ষণে ও-সব ভাতের মাঝে-মাঝে হাত পাততো।' *অভিত্য*, ১৯৫০।

পুরোবর্তী, **পুরোবর্তি** [স পুরোবর্তী] **বিশ** সামনে অবস্থিত এমন। 'কালোজের পুরোবর্তি পুষ্করিণীর চতুর্দিকে বাধী দাঘসময়ে আমোকেতে দক্ষিণ দিশ প্রকাশ করিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। 'এলেন আমানের পুরোবর্তী হয়ে।' *অভিত্য*, ১৯৫০।

পুরোবর্তিনী, **পুরোবর্তিনী** [স] **বিশ** স্ত্রী সামনে আছে এমন। 'কোন পুরোবর্তিনী রথেশ্বরীর পচাভাগের আঘাত করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

পুরোবাণী [স পুরবাণী] **বি** নগরবাণী। 'পুরোবাণীদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

পুরোভাগ [স] ১ **বি** নেতৃত্ব স্থান। 'আসতে হলো আমাকে আপনাদের পুরোভাগে।' *নজরুল*, ১৯৩৬। ২ **বি** সামনের অংশ; অগ্রভাগ। 'অনুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে।' *বিত্ততি*, ১৯৩৮।

পুরোযায়ী [স] **বি** পুরোযাপুরুষ। 'পারোনিয়াররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা, হাসাপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

পুরোহিত [স] ১ **বি** গৃহস্থের পক্ষে ধর্মান্বেষণকারী। 'সূক্ত পুরোহিত দান দিতে নিষেধিল।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ **বি** পাদ্রি। 'ওসাঁ, ১৭৮৫। ৩ **বি** অগ্রাধিকার। 'ভাড়া বাংলায় রাজা যুগের আদি পুরোহিত।' *নজরুল*, ১৯২২।

পুরোহিততত্ত্ব [স] **বি** পুরোহিতবাদ; পুরোহিত-শাসন। 'পুরোহিত-তত্ত্ব রাজতত্ত্ব প্রধানতঃ প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

পুর্ষিত [স পুর্ষিতা] **বিশ** পুর্ষিপূর্ণ। 'আনন্দে পুর্ষিত রাজা জিজ্ঞাসে আপনে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পুর্ষিমা [স পুর্ষিমা] **বি** পূর্ণ চাঁদ; চন্দ্র পক্ষের পঞ্চদশ তিথি। 'ওসাঁ, ১৭৮২। **দ্র** পুর্ষিমা

পুর্ষে [স পুর্ষা] **বিশ** পুর্ষ্যর। 'জেনে পৌষিক পুর্ষেই কৰ্ম বাদ না হয়।' *ওসাঁ*, ১৭৮২।

পুর্ষ [স পূর্ণ] **বিশ** অর্থ। 'কৃষ্ণ রূপে পুর্ষ প্রভৃ আপনে ত্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

পুর্ষা [স পূর্ণা] **বি** পূর্ণাহতি; পক্ষমী, দশমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা — এ চারটি তিথি। 'পূর্ণিমা বসুন্দের জন্ম সমাপিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

পূর্ব, **পূর্বক** [স পূর্বা] ১ **বি** অতীত। 'পায় জাতি জিজ্ঞাসিলা পূর্ব সোভরিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ **বিশ** পূর্ব (দিক)। 'তার পাছে নকুল পূর্ব দিশ জিনিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দ্র** পূর্ব

পূর্বকাল, **পূর্বকাল** [স পূর্বকাল] **বি** অতীত কাল। 'ব্রাহ্মণের কুমারি আছিল পূর্বকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পূর্বরূপ, **পূর্বরূপ** [স পূর্বরূপ] **বিশ** আগের মতো। 'পূর্বরূপ সোভা নাঞি অলক্ষ চরিত।' *মালাধর*, ১৫০০।

পূর্বে, **পূর্বে** [স পূর্ব] **ক্রি**বিশ পূর্বে; আগে। 'পূর্বেই অক্ষত যুনি আছিল স্নেহ মত।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পূর্বেই, **পূর্বেই** **ক্রি**বিশ পূর্বে। 'পূর্বেই পাণ্ডব ভাগি অর্ধ রাজ্য তার।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

পূর্ববার, **পূর্ববার** [স পূর্ববার] ১ **ক্রি**বিশ বৎস পরস্পর। 'পূর্ববার আমারা তিন পুরুষ অবধি মহারাজার অন্তরে।' *ওসাঁ*, ১৭৮২। ২ **বিশ** আগামোজ। 'যাহারা পূর্ববার বিবেচনা না করিয়া, বিপদগ্রস্ত হইতে আত্মসমর্পণ করে, অবশেষে তাহাদের বিধম দুর্দশা ঘটে।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। **দ্র** পূর্ববার

পূর্বাক্রমে [স পূর্বাক্রমে] **ক্রি**বিশ পূর্বাক্রমে। 'পিতৃহুমি পূর্বাক্রমে করে রাজকাজ।' *আগাওল*, ১৬৮০।

পুল [স] **বি** সেতু। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'গাড়ের উপরে সৌহ মিশ্রিত কলের পুল।' *রায়মায়*, ১৮০১।

পুল পড়া **ক্রি** সেতুবন্ধ তৈরি হওয়া। 'দুজনের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের পুল পড়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

পুলবন্ধি [স] **বি** সীতো তৈরি। 'নদী নাশার উপর ছান্দে পুলবন্ধি করাইয়া রাজ্যর নমুন করিলেন।' *রায়মায়*, ১৮০১।

পুল' [হি] বি জাহাজের কাণ্ডান ও অন্যান্য কর্মকর্তারা যে ছানে দাঁড়িয়ে জাহাজ চালানোর কাজ করেন। 'কাণ্ডানের পলটার উপর দাঁড়িয়ে আছে কদম।' কায়সার, ১৯৬২।

পুলগুড়ার [হি] বি উর্ধ্বাঙ্গের পোশাকে উপর পরার উপযোগী গরম বস্ত্রবিশেষ। '...সোয়েটার, পুলগুড়ার, গুডারকেটা, আয়েমান, কবন, বালাপোশ এসব জড়িয়ে কী হয়?' শিবরাম, ১৯৪০; 'একটা পুলগুড়ার কিছুতেই কেনা হয় না।' জীবন, ১৯৪৮।

পুলক [স] বি আনন্দ। 'পুলকের শোভা যেন কনককদম্ব।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'যেন কল্প বৈবর্ণ্যাক্ষ' পুলক হুয়ার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দু তনু পুলকে পুড়িত।' মুহুদ, ১৬০০; 'যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববিদ্যার পুলকে সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে গলকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পুলক-অঙ্কর [স] বি আনন্দের ভাষা। 'গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক-অঙ্করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

পুলক-কদম্ব [স] বি আনন্দরূপ কদম। 'কহু কোন অঙ্গে সেবি পুলক-কদম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পুলক-দীপ্তি [স] বি আনন্দের উজ্জ্বলতা। 'বিশ্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে।' নজরুল, ১৯২০।

পুলকপ্রবাহ [স] বি আনন্দধারা। 'ধবগীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ স্পর্শ কি করিত তোরে? জীবন-উৎসাহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুলকফুল [স] পুলক+ফুল বি পুলকরূপ ফুল। 'সে যে পুলকফুলে তনু ন্যায় ভরিয়ে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

পুলকবিদ্যুৎ [স] বি আলোর ঝিলিকের ন্যায় শিহরণ। 'এ রূপের সংস্পর্শে এমন পুলকবিদ্যুৎ স্ফূর্তিত হয়ে চলবে।' জীবন, ১৯৩২।

পুলক-বেদনা [স] বি আনন্দ ও বেদনা। 'তার পরিচিত পুলক-বেদনায় ...।' মানিক, ১৯৩৫।

পুলকব্যাকুল [স] বি আনন্দে দিশেহারা। 'পুলকব্যাকুল হিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পুলক-মগ্ন [স] পুলক+মগ্ন বি আনন্দে বিভোর। 'চিহ্ন হল পুলক-মগ্ন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পুলকময়ী [স] বি স্ত্রী রোমাঞ্চ জাগায় যে। 'কিৎকেনবলে যে-হাসি হুড়ালে, শুধু অকারণে পুলকময়ী।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

পুলকরোমাঞ্চ [স] বি আনন্দের শিহরণ। 'পুলকরোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

পুলক-লাপা [স] পুলক+লাপা বি পুলকিত। 'পুলক-লাপা আকুল মর্মে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পুলকসুন্ধ [স] বি আনন্দলগ্নী। 'মুক্তির পুলকসুন্ধ বেণে একী মোর প্রথম স্পন্দন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

পুলকশর [স] বি পুলকরূপ শর। 'আমার মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পুলকসঞ্চার [স] বি আনন্দের আবির্ভাব। 'কবিতার প্রশংসা তনলে আমার মনে সে রকম একটা পুলকসঞ্চার হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পুলকস্পন্দন [স] বি পুলকবশত কন্দন। 'সেই অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন পুলকস্পন্দন।' মানিক, ১৯৩৫।

পুলকস্পর্শ [স] বি আরম্ভায়ক স্পর্শ। 'বালিশ দুটোর পুলকস্পর্শ বোধ করল অমৃতা।' জীবন, ১৯৩২।

পুলকা [স] পুলক+ ক্রি শিহরিত হওয়া। 'বলকিছে কত ইন্দু কিরণ

পুলকিছে ফুল-গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পুলকাক্ষিত [স] পুলক+অক্ষিত বি পুলকিত। 'তব প্রাথম্যন নীম্বশরণে শলে শলে পুলকাক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পুলকাবিত্তি [স] পুলক+আবিত্তি বি পুলকে আচ্ছন্ন। 'পুলকাবিত্তি জদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাবিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পুলকাবোধ [স] পুলক+আবোধ বি আনন্দের ভাব। 'কঠোর মিত্ততার কেবল মূর্খনা অর্ধ পুলকাবোধ সৃষ্টি করে।' শওকত, ১৯৫৮।

পুলকাক্ষ [স] পুলক+অক্ষ বি আনন্দের অক্ষ। 'কৃষ্ণশ্রেয় পুলকাক্ষ-বিহলে সে হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পুলকিত [স] ১ বি আনন্দিত। 'অতি পুলকিত তনু বিহসি অকামিক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'পুলকিত কর্ণধার সাধুর কথার।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি রোমাঞ্চিত। 'মাংসগ্রন্থ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এধ তলি উমর হৈলা পুলকিত।' সুলতান, ১৭০০।

পুলকিত হওয়া [স] পুলকিত+হওয়া ক্রি রোমাঞ্চিত হওয়া। 'আমার শৈবালগুণগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পুলকিতমন [স] বি আনন্দিত মন। 'মেঘের অন্ধকার পুলকিতমনে উগ্ৰভোগ করতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পুলকীত [স] পুলকিতা বি আনন্দিত। 'উদ্বাসিত পুলকীত সব গোহৃদি।' মল্লধর, ১৫০০।

পুলক্য [স] পুলক+ বি আনন্দে। 'পুলক্য পুণ্ডিত গ্রন্থ প্রথমিল এস্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

পুলহিরা [ফা] পুল+আ সিরাত বি ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সীকোবিশেষ। 'সহজে পুলহিরাতে পারের উপায়।' প্রচারক, ১৯০৩।

এ পুলসিরাত

পুল-হেরাত [ফা] পুল+আ সিরাত বি ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সীকোবিশেষ। 'মুশীসাহেব মলুন গড়ে পুল-হেরাতের পুলের সেতু।' জসীম, ১৯৩১।

পুলটিস, পুলটিশ [হি poultice] বি ব্যাধা ও ফোলা কমানোর জন্যে কাপড়ে লপিয়ে চামড়ার ওপর প্রলেপ দেওয়ার মলম জাতীয় দ্রব্য। 'কখন ভূবির তাপ, কখন পুলটিস।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'হেঁচা ন্যাকড়া দিয়া আলুর পুলটিশ বাঁধিয়া দিল আজহার।' শওকত, ১৯৫৮।

পুলসিরাত [ফা] পুল+আ সিরাত বি ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সীকোবিশেষ। 'পুলসিরাত পার হইবেন আর পার হইবার সময় ...।' রোকেয়া, ১৯২৭; 'ভয় করি না রোজ-কিয়ামত/পুল-সিরাতের কটন পুল।' নজরুল, ১৯৩২।

পুলসেরাত [ফা] পুল+আ সিরাত বি ইসলাম ধর্মমতে পাপপুণ্য পরীক্ষার সীকোবিশেষ। 'নরকশূঁড়ে জান সীকো পুলসেরাত।' জালাল, ১৬৮০; 'পার হয়ে বাস পুলসেরাত।' নজরুল, ১৯২৪।

পুলা ১ বি কাঁধের অংশ। মানোএল, ১৭৪০। ২ বি নিত্যদেশ। মানোএল, ১৭৪৩।

পুলি বি এক প্রকার পিঠা। 'পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই।' গুণ, ১৮৫৮।

পুলিশিঠা বি এক প্রকার পিঠা। 'তোমার মাঘের পুলিশিঠা বেয়ে, কলোয় ভূমি মরতে পায়ো।' অলাউলিন, ১৯৭৫।

পুলিশিঠে বি পিঠাবিশেষ। 'পুলিশিঠে মধ্য নারকলের পুর দিতে লাগলুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'আরহী ডিকশনারি বেঁটে বের করেও

পুলিন্দা

পুলি-পিঠের নাজ ঘনাবে না।' মুক্ততাব, ১৯৫৮।

পুলিহো [স পুলিন্দা] বি মাক্তল। 'চন্দ মুক্ছ দুই চটা সিঁতি সহায়
পুলিহো।' চর্য্য ১৪, ১২০০।

পুলিন [স] ১ বি তীর। 'নাস্তী তার নদ ঘাট রিকবী ঘন জঘন পুলিনে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি সাগর। 'কুশান্তের গাড় মীল পুলিনের ভাষা।' জীবন, ১৯৩০।

পুলিন-ভোজন [স] বি যমুনাভীরে সখ্যবোধিত শ্রীকৃষ্ণের ফলমূল
খাওয়া। 'পুলিন-ভোজন ঘেঁষে কৃষ্ণ পূর্বে কৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পুলিনশালিনী [স] বিপ জীববিশিষ্ট। 'পুলিনশালিনী ইছামতীর
ভালিমের রোয়ার মত বহু জলের ধারে।' বিবৃতি, ১৯২৯।

পুলিশ [স] বি ক্রোড জাতিবিশেষ। 'পুলিশ ক্রিান্ত কুল হাটেতে বাজায়
ঢোল।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পুলিশ [স] পুলকন্যাহ। বি পুঁটলি। 'যে পুলিশ পাঁচ সেরের অধিক নহে,
ভায়র ভাড়া প্রতি আড়ায় আট আনা।' অক্ষ, ১৮৫৫।

পুলিন্দা বি পুঁটলি। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ভাস্কটিকি মায়া এই বিচিত্র
পুলিন্দা।' রঙ্গীশ, ১৮৬০।

পুলিশপান বি দীপাঙ্কর। 'অমন অসং লোক পুলিশপান গেলে বেশটা
ছড়ায়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পুলিশ, **পুলিন**, **পুলীন**, **পুলিব** [স] ১ বি শক্তি রক্ত ও অপর্যাপ্ত
নিরাপের সরকারি অফিসার। 'কলিকাতার পুলিশ অফিসের জটীয
সাহাবোন হুহুর সেন।' মিলার, ১৮০০। 'হুগুয়ালী শহরের পুলিসের
দায়োগা।' দর্পণ, ১৮২২। 'সকম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কার
পুলিসের এতখেনী আমলারা ...।' দর্পণ, ১৮৩০। 'রাহি শেষে
হাছ গড়াবে, অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে।' হেতুম, ১৮৮৯।
'পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি ত 'মর্মানার' আছেন।' রোকেয়া, ১৯৮৯।
২ বি হাজত। 'বানার অনিয়া পুলিসে চালান করিল।' রঙ্গীশ,
১৮২৮।

পুলিশবাহী [স] পুলিশ+স বাহী বি পুলিশ বহনকারী। 'উঠে
দাঁড়ালেন একটি পুলিশবাহী লরির উপর।' ম্যানিক, ১৯৪৭।

পুলিশ ব্যারিকেড [স] বি পুলিশ কর্তৃক রাস্তা অবরোধ। 'হুনিভাপিটি
পেটের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

পুলিশম্যান, **পুলিসম্যান** [স] বি পুলিশ। 'পালে পুলিশম্যান হাজির।' হেতুম, ১৮৬১। 'পুলিশম্যানের বোন হতে পারার গৌরবে তার বুক
যে ভরে উঠছে।' হাই, ১৯৫৮।

পুলিশ সুপার [স] বি পুলিশ বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা;
সুপারিন্টেন্ডেন্ট। 'পুলিশ সুপারের কর্মকিডিয়াল এমিষ্ট্যাউটের
পদ।' আদ্যদ, ১৯৪৭।

পুলিশ-স্টেশন [স] বি থানা। 'ভুবনবাবু নিজটহ পুলিশ-স্টেশনে
সংবাদ মিলেন।' শব্দ, ১৯১৭।

পুলিন্দী [স] পুলিস+ বিপ পুলিস কর্তৃক সংঘটিত। 'ছাত্ররা তখন
উজেননা আর বস্ত্রাঘ্য অধিকতার ক্ষিত হয়ে ওঠে পুলিন্দী বর্বরতার
বিস্মকে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

পুলিশের উটান বি থানা প্রাক্তন। 'পুলিশের উটানে সকলে আসিলে
...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পুলিস-অধ্যক্ষ [স] পুলিস+স অধ্যক্ষ বি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
'আলো-হুদ্রিয়ান পুলিস-অধ্যক্ষ।' রঙ্গীশ, ১৯৬০।

পুলিস কমিশনার [স] বি পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা। 'দলবল-

আইনকানুনসমেত পুলিস কমিশনার।' রঙ্গীশ, ১৯০৫।

পুলিস-কেন [স] বি পুলিশের কাছে মাফলা রক্ষা। 'ট্রেপাসনের দাবি
সিহে পুলিস-কেন আনব।' রঙ্গীশ, ১৯০৭।

পুলিস বরতা [স] পুলিস+আ বরখ। বি পুলিশকে সেওয়া টাকা।
'পুলিস বরতা - পুলিশের লোক কোন অপর্যাপ্তির তদারক করিতে
আসিলে লওয়া হয়।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

পুলিশি [স] পুলিস+ বি পুলিশের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পুলিসের চর বি পুলিশের নিযুক্ত গোপন সংবাদ সম্ভারকারী। 'দক্ষিণ
পার্শ্বে পুলিসের চর।' রঙ্গীশ, ১৮৯০।

পুলিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বি পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক। 'ডিস্ট্রিক্ট
পুলিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাগাল গেয়েছ দাকি।' রঙ্গীশ, ১৯৪১।

পুলী বি নারিকেল দিয়ে স্রষ্ট্রত পিঠাবিশেষ। 'আলিকা শীঘ্রী পুলী পুলী.'
ভারত, ১৭৬০।

পুলুক [স] পুলক বিপ শিরহিত। 'অব পুলুক পুটাঞ্জলি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পুল [স] বি থাঙ্কা। 'হঠাৎ খেয়ে উঠেবাথি ফেললে আমার পুল করে।' মুহুন্দ, ১৯২০।

পুলরি [স] পুলুর বিপ পুলুর। মনোএল, ১৭৪৩।

পুল [স] পাতা বিপ পাত। মনোএল, ১৭৪৩।

পুলানিয়া [স] পুলো+ ১ বি পোষাপুর। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি
পোষা। 'হাড় ভাঙা যায় সব পুলানিয়া পাখী।' রঙ্গারাম, ১৭৫০।

পুলশে [স] পোষা+ বিপ পোষা। 'পোলাল ভরা পুশনে ছেলে বাবা বলে
ডাকে না।' লালন, ১৮৯০।

পুশপুশ [স] পুশ+পুশ বি মানুষে টান লাড়ি। 'একটা পুশপুশ পাওয়া
গেল।' রোকেয়া, ১৯২৪।

পুশা [স] পুশ+ ক্রি পালন করা। 'মায় জসোদা পুশিলে কিদ্রা বীর.'
বহু, ১৪৫০। পুশমাক ক্রি প্রতিপালন করলাম। 'হার চিরদিন
পুশলাম এক অচিন পাখি।' লালন, ১৮৯০। পুশিআ ক্রি পুষে।

'পুশিআ পালিআ সুত পৌরী-কোলে কলিআ আধান।' মুহুন্দ, ১৬০০।

পুশিব ক্রি ভরণপোষণ করবে। 'ঘরে জাওক্রি পুশিআ পুশিব
কতকাল।' মুহুন্দ, ১৬০০। পুশিআ ক্রি পালন করলো। 'বহু য়ে
বুপতি পুশিআ নিজ সুতা।' আলোড়, ১৬০০। পুশিআ ক্রি পালন
করলাম। 'পুশিআ বড় মনোহর।' মুহুন্দ, ১৬০০। পুশিলে ক্রি
লালনপালন করলে। 'পুশিলে অন্যমানে পোষ মানে।' অক্ষ,
১৮৫২। পুশিলে ক্রি পালন করলেন। 'মায় জসোদা পুশিলে
কিদ্রা বীর।' বহু, ১৪৫০। পুশে ক্রি পালন করে। 'কোথিআ বলিআ
পুষে হিলাম উহারে।' মদনমোহন, ১৮০৪।

পুশা [স] বি সূর্য। 'নিরব্ব পুশার একবি নাম।' সঙ্গীশ, ১৯৪০।

পুশাক্রমে [স] পুশ+আক্রমে+ ক্রিবিপ পুশ+আক্রমে। 'পুশাক্রমে যে আচার
তোষার আচার।' সুদতান, ১৭০০।

পুশি বিপ পোষা। 'পুশি মেনিগিরে ফেলিআ এসেছি ঘরে।' রঙ্গীশ, ১৮৯০।

পুশুর [স] ১ বি পানি। 'কথোকাল পান কোলা কেবল পুশুর।' মুহুন্দ,
১৬০০। ২ বি ঘেঘিবিশেষ। 'পুশুর দুধর আলি সতুর করি বড়
বরিকন।' কেতকা, ১৬৫০। 'কোষায় পুশুর, আবর্তক - ঘনপের'
মাইকেল, ১৮৬০। 'পুশুর প্রকৃতি ঘেঘের পাতি।' বরদমান, ১৮৭২।

পুশুরিনী [স] বি পুশুর। 'মধ্যে মধ্যে হুই পাশে দিয়া পুশুরিনী।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০।

পুচ্ছরিণীভীর [স] বি পুচ্ছরপাড়। 'পুচ্ছরিণীভীরের একটি পুরাতন লিচুগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পুচ্ছর্পি, **পুচ্ছর্পী** [স পুচ্ছরিণী] বি পুচ্ছর। 'এক পুচ্ছর্পি পাইল বনের ভিতর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'একটি সান বাঁধানো পুচ্ছর্পী।' হেতুম, ১৮৬১।

পুচ্ছর্পি [স পুচ্ছরিণী] বি পুচ্ছর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পুট [স] ১ *বিণ* মোটা। 'দুই পাশে চুচ ককী মাঝে পুট ককী।' বড়, ১৪৫০। ২ *বিণ* পরিণত। 'শ্রীধরপুরীরূপে অতুর পুট হৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ *বিণ* উন্নত। 'কলঙ্গ শাপ গ্রাঙ্জুয়েটের ফলে সমাজ পুট হইতেছে।' *প্রচারক*, ১৯০১।

পুটতা [স] ১ *বি* সহায়তা। 'তাহাতে শাকর করাত তাহার অনেক পুটতা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ *বি* নিতৌলতা। 'গতরের সে কী পুটতা।' জীবন, ১৯৪৮।

পুট্ট [স পুট] *বিণ* ছুটপুট। 'বিলম্বন পুট্ট মোটা হরিণ।' *ক্যালসে*, ১৭৭৭।

পুট্টাঙ্গ [স পুট-অঙ্গ] *বিণ* পুট্ট সেহবিশিষ্ট। 'বুনটের ফাঁকে-ফাঁকে সংখ্যাতীত পুট্টাঙ্গ ছারপোকা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পুট্টাঙ্গী [স পুট-অঙ্গী] *বিণ* স্ত্রী ছুটপুট। 'মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটু পুট্টাঙ্গী একজন মহিলা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

পুটি [স] ১ *বি* ফুলতা। 'আমিষ ভক্ষণ করিলে শরীরের বলা ও পুটি বৃদ্ধি হয়।' *জঙ্ঘর*, ১৮৫০। ২ *বি* বৃদ্ধি। 'আবার ধারা শরীরের পুটি হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ *বি* পরিণতি। 'ক্সা, বৃদ্ধি, পুটি ও মৃত্যু আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৪ *বি* অর্জন। 'দর্শনের প্রতি সন্দেশ করিলেই, সে ভাষ্য হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুটি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৫ *বি* বৃদ্ধি। 'অক্ষম ন্যাপনলের দল-পুটি হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৬ *বি* বিকাশ। 'ইহাতে কি সে-ছেলের কখনো মানসিক পুটি উন্নতির প্রসার ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পুটিকর [স] *বিণ* পুটি দান করে এমন। 'সেই সকল সামগ্রীই পুটিকর ব্যায়াক্রমে গ্রাহ্য হইতে পারে।' *অক্ষর*, ১৮৪৯।

পুটিকরণ [স] *বি* পোষণ। 'দুটের পুটিকরণ অথবা অযোজ্যের প্রতি অনুদ্বন্দ্বরণ ...' *তাম্বিলী*, ১৮০৩।

পুটিকারক [স] ১ *বিণ* সর্মথক। 'দেবনাগরের পুটিকারক সাহেবলোককা কহেন যে ...' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বিণ* পুটি দেয় এমন। '... পুটিকারক, বলায়াক, শ্রমোপযোগী দ্রব্য ভক্ষণ করা নিত্য আবশ্যক।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

পুটিভক্ত [স] *বি* পুটিবিদ্যা। 'বাহ্য ও পুটিভক্ত বিষয়ক প্রাচীর-প্রস্তম্ভ, প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ইত্যাদি অনেক কিছু ...' *বেশম*, ১৯৪৯।

পুটিদায়ক [স] *বিণ* প্রতিপালনের অনুকূল। 'মা-র একজন সখী ছুটলে তাঁর ভালোবাসা তোমার পক্ষে সুসহ ও পুটিদায়ক হয়ে উঠবে।' *মালান*, ১৯৬৮।

পুটিমার্গ [স] *বি* পরিপুষ্টিসাধন পদ্ধতি। 'কবিরা শুধু ভাবার পুটিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

পুটিসাধন [স] ১ *বি* শ্রীবৃদ্ধিকরণ। 'সাহিত্যের পুটিসাধন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বি* বৃদ্ধি সম্পাদন। 'শক্তিসঙ্গর এবং নিজের পুটিসাধন করা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

পুটিহীনতা [স] *বি* অশুটি। 'অগণিত লোক পুটিহীনভায় ভুগিতেছে।'

আজাদ, ১৯৬৯।

পুটি [স পুটি] *বি* পুটি। 'শরীর রক্ষা ও পুটি করিবার সুনিয়ম কি।' *প্যারী*, ১৮৬০।

পুষ্প [স] *বি* ফুল। 'পুষ্প ভোর শোভে মাঘে।' *বড়*, ১৪৫০।

পুষ্প-অর্ঘ্যভার [স] *বি* দেবতার উদ্দেশে অর্পিত পুষ্পভার। 'দেবতার তরে থাক পুষ্প-অর্ঘ্যভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুষ্প-উদার [স] *বিণ* উদারভাবে পুষ্প ফোটে এমন। 'পুষ্প-উদার চৈত্রবনে বন্ধে ধরিস নিভাখনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

পুষ্পকলি [স] *বি* ফুলের কলি। 'অবগতিত অকাল পুষ্পকলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫; 'তোমার দয়ার অজস্র দান জড়িয়ে রেখেছে ... কীটনষ্ট পুষ্পকলিতে কোরকের মতো।' *আলটিমিন*, ১৯৬৩।

পুষ্পকোমল [স] *বিণ* ফুলের মতো নরম। 'আগন পুষ্পকোমল ও বহুগঠিত বন্ধে দুঃসহ বেদনা বহন ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

পুষ্পশঙ্ক [স] *বি* ফুলের শ্রাব। 'পুষ্পশঙ্ক লগ্না বহে মলয়পবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'নিবালোক, পুষ্পশঙ্ক, স্নিগ্ধ সখীরণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'পরিচিত তীর হতে কত সুমধুর পুষ্পশঙ্ক, কত সুস্মৃতি, কত বাধা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

পুষ্পশর [স] *বি* ফুলশয়ার শর। 'পুষ্পশরে শুইল সাধু রাজকন্যা কোলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

পুষ্পশয়ন [স] *বি* ফুল তোলা। 'চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পশয়ন করিয়া বিভিন্ন ইচ্ছানুসারে ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

পুষ্পচরিত্রী [স] *বি* ফুল তোলে যে। 'হে পুষ্পচরিত্রী, হেড়ে আশিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

পুষ্পচূড়া [স] *বি* ফুলের মুকুট। 'তাঁর পুষ্পচূড়া গড়িল প্রভুর মাথাতে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

পুষ্পজল [স] *বি* পুজা। 'অবনীমতলে সতে পাইল পুষ্পজল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

পুষ্পজাল [স] *বি* পুষ্পরাশি। 'প্রস্তুটিত পুষ্পজালে বনস্পতি শত বরষার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

পুষ্প-বরা *বিণ* ফুল করে গেছে এমন। 'তব জরা পুষ্প-বরা হিমের-বায়ের-কাঁপন-ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-বরা বকুলের ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

পুষ্প-ভনু [স] ১ *বি* পুষ্পর ভনু। 'নিভাড়া লও পুষ্প-ভনু।' *নজরুল*, ১৯৩০। ২ *বিণ* ফুলের মতো সুন্দর ও কোমল দেখেছে। 'পুষ্পভনু কিশোরী আসিয়া মাড়াইল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

পুষ্প-ভাজা [স পুষ্প+ভা ভাজা] *বি* ফুলের মুকুট। 'শোভিবে এ শিরও পুষ্প-ভাজে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পুষ্পদশনা [স] *বি* স্ত্রী ফুলের মতো দাঁত যার। 'পুষ্পদশনা করে না পুষ্পবৃষ্টি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

পুষ্পদান [স] *বি* ফুল দেওয়া। 'সমাধিতে পুষ্পদান করা কিংবা ফাতেহা পড়া।' *আনিস*, ১৯৬৪।

পুষ্পদাম [স] *বি* ফুলের মালা। 'পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ মেঘভি' মুদু মন গন্ধব-বাহনে আয়েছি।' *মহীকর্ণ*, ১৮৬০।

পুষ্পধনু [স] ১ *বি* (হিন্দুপুরাণ) প্রেমের দেবতা মদনের কল্পিত ধনুক ও তার পাঁচ রকমের ফুলবাণ। 'পুষ্পধনু দক্ষ-এ যাহার শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০; 'ধৃত পুষ্পধনু চারু ওগড় কুপ।' *রামহাসদ*,

১৭৮০। ২। বি (বিন্দুপুত্রাণ) মদন সেবের অন্যতম নাম। 'পুষ্পধনু, ভাসাও ভরী নন্দন-ভীর হতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পুষ্পনারী [স] বি ফুল বিক্রি করে এমন নারী। 'এই অন্ধ পুষ্পনারী কি ঘোহিনী জানে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

পুষ্পনীর [স] বি ফুল ও জল। 'প্রতিদিন দিবে পুষ্পনীর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুষ্পপত্র [স] বি ফুল ও পাতা। 'তাহা হইতে পুষ্পপত্র খরিয়া গিয়া কেবল বদনরঞ্জিতুই থাকিয়া যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজন-ভার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পুষ্পপরিবেষ্টিত [স] বি ফুল দিয়ে বেটনকৃত। 'সিন্ধুগর্ভাতিত বিধগয় ও পুষ্পপরিবেষ্টিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।' সিরাজী, ১৯১৮।

পুষ্প-পল্লব [স] বি ফুল, পাতা ইত্যাদি। 'বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পুষ্পপাত [স] বি ফুলের পাপড়ি। 'লুকিয়ে-কোঁটা এই ফুলয়ের পুষ্পপাতে থাক-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধবানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

পুষ্পপাখি [স] বি ফুল রাখার পাত্রবিশেষ। 'তাহারা এতকাল ... পুষ্পপাখে পূজার সজ্জামাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

পুষ্পপানি [স] পুষ্প-পানীয়। বি পুষ্পাঞ্জলি। 'মৃতিকা পৃথমা করি সেই পুষ্পপানি।' মালাধর, ১৫০০।

পুষ্পপেলব [স] বি ফুলের মতো কোমল। 'সুন্দার স্মৃতিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহাট।' বিজুতি, ১৯৩১।

পুষ্প-প্রদর্শনী [স] বি ফুলের প্রদর্শনী বা মেলা। 'বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প-প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জগৎ দেখেছি।' যুক্তবাবা, ১৯৫৮।

পুষ্পফল [স] বি ফুল ও ফল। 'পুষ্পফল জীবনের - সেহেঁসেরান।' আহশান, ১৯৫৯।

পুষ্পফুল [স] বি ফুল ফুলে শোভিত। 'বেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল পথে সজ্জামুহূর্তিত মুখে রক্তিম অখরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'তরুণী সিন্দা পুষ্পফুল - মদবিহীন অলি।' জীবন, ১৯০০।

পুষ্পবতী [স] বি ফুলে সুশোভিত; ফুলে সমৃদ্ধ। 'বনছলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'ধরা আজ পুষ্পবতী।' নজরুল, ১৯২৫।

পুষ্পবন [স] বি ফুলের বাগান। 'উক্ত লোক ভাসে কাজীর ঘর পুষ্পবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পুষ্পবছা [স] বি ফুল ফোটে না এমন। 'পুষ্পবছালভিকারও ঘুচাও ব্যর্থতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পুষ্পবছালভিকার [স] বি যে লতায় ফুল ফোটে না। 'পুষ্পবছালভিকারও ঘুচাও ব্যর্থতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পুষ্প-বিকীরিত [স] বি ফুলবিকৃত পুষ্প শোভিত। 'পুষ্প-বিকীরিত। এই কাননের মতো সুশীতল ছায়া কোথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

পুষ্পবিভূষণ [স] বি ফুলের সজ্জা বা অলংকার। 'আছে মন সমীপ, পুষ্পবিভূষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পুষ্পবিভোর [স] বি ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভে মুগ্ধ। 'পুষ্পবিভোর ঘটন মাসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

পুষ্পবিরল [স] বি ফুল অতি অল্প আছে এমন। 'মালিনী যখন

তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল বুজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পুষ্পবিহীন [স] বি ফুলহীন। 'পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

পুষ্পবীধি [স] বি ফুলের সারি। 'তরু জ্যোৎস্নাতিথি, ফুল পুষ্পবীধি।' নজরুল, ১৯৩১।

পুষ্পবৃক্ষ [স] বি ফুলের গাছ। 'কটকে হিন্দুশব্দ ভ্রমরী যেমন দুর্গত শৃগল পুষ্পবৃক্ষতলে কটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।' বন্দর্দন, ১৮৭৪।

পুষ্পবৃষ্টি [স] বি বৃষ্টির মতো ফুল হিটানো। 'পুষ্পবৃষ্টি কৈল ইন্দু লম্বন উপরে।' মালাধর, ১৫০০; 'সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি ছুগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুগ্ধ সূর্য প্রকাশ পাইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পুষ্পভার [স] বি ফুলের রানি। 'বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

পুষ্পমঞ্জরী [স] বি ফুলের মুকুল। 'উক্ত বাতাসে নিমগ্নহরে পুষ্পমঞ্জরীর শৃঙ্খল বহন করিয়া আনিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'দেয়ালের একটিমাত্র ফুলদানিতে একটি মাত্র পুষ্পমঞ্জরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পুষ্প-মন্দির [স] বি ফুলের মতো মোহকর। 'ফুলেল ঠোঁট চুখ নিতে লাগবে সুবাস পুষ্প-মন্দির।' নজরুল, ১৯৩০।

পুষ্পমির [স] বি ফুল ফোটে এমন। 'পৃথিবীর পুষ্পময় মাস।' যাদুদেব, ১৯৩৩।

পুষ্পমরী [স] বি ফুল শোভিত। 'শত-ভাঙ্গা-পুষ্পমরী মহতী প্রকৃতি অলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'তপ-পর-পুষ্প-মরী বনলী তাহাকে খিরিয়া রাখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পুষ্প-মালা [স] বি ফুলমালা। 'পুষ্প-মালাধরে বান্ডে আনন্দে গোপাল চলে।' নজরুল, ১৯৩৩।

পুষ্পমালা [স] বি ফুলের মালা। 'নানারত্ন আভরন পরি পুষ্পমালা।' মালাধর, ১৫০০।

পুষ্পমালা [স] বি ফুলের মালা। 'জোন সাহেব আসিলে তাহার গায়ে পুষ্পমালা দিই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পুষ্পরত্ন [স] বি পুষ্পরত্ন রত্ন। 'সে পুষ্পরত্নের কোনটি বা শাদা, কোনোটি বা লাল।' প্রমথ, ১৯৫৫।

পুষ্পরথ [স] বি প্রমোদবিহারের জন্য পুষ্পসজ্জিত রথ। 'পুষ্পরথ লইয়া ফের কবের বেড়াও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পুষ্পরাশি [স] বি ফুলের রং। 'সুরভি তার নানাভাবে রেখে যাব পুষ্পরাশি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

পুষ্পরাশি [স] বি রানি রানি ফুল। 'নিত্য-নব পুষ্পরাশি স্মৃতিত মোর ঘরে -।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুষ্পরেশু [স] বি ফুলের রেশু। 'ঐ ধূলিকণ পদার্থকে পুষ্পরেশু কহে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

পুষ্পল [স] বি পুষ্পল্লাভ। 'বেড়াই হুঁড়ির পাতে পাতে পুষ্পল মউ খেতে।' নজরুল, ১৯২৫।

পুষ্পলাবী [স] বি শ্রী মালাকার। 'সাজাইলা বরষা, পুষ্পলাবী যথা সাজায় রাজেশ্ববালা কুমুমভূষণে।' মাইকেল, ১৮৬০।

পুষ্পশাখা [স] বি ফুল-বিছানো শাখা। 'সেই মহারানী, সেই ফুলশাখা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুশ্প-সম [স] বিপ ফুলের মতো। 'কৃত্তমী পুশ্প-সম আপনাকে আপনি বিকশি ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

পুশ্পার [স] বি ফুলের নির্ণাস। 'কার হতে পুশ্পমালা সুখি চন্দন ভালো কার হাতে পুশ্পার টপে।' আলোকল, ১৬৮০।

পুশ্পবৈষ্ণব [স] পুশ্পমালা বি ফুলের বিদ্যনা। 'জার জার মণিরেত পুশ্প সৈকান্ত করি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুশ্পহার [স] বি ফুলের মালা। 'পুশ্পের কতন বীকিরিট পুশ্পহার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পুশ্পহোম [স] বি পুশ্পাঞ্জলি। 'ছুটি বস্ত্রে পুশ্পহোমে আপন বকুলশাখা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পুশ্পাঙ্কর [স] পুশ্প-অঙ্কর বি পুশ্প রূপ অঙ্কর। 'পুশ্পাঙ্করে লিখা ভব চরণের স্ততি ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

পুশ্পাঞ্জলি [স] পুশ্প-অঞ্জলি বি অঞ্জলি ভরা ফুল। 'আর দিন হইতে পুশ্পাঞ্জলি দেখিয়া/সিংহঘরে ঠাণ্ডা হইবে আহার শালিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পুশ্পাঞ্জলি দিয়া তবে করে নমস্কার।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পুশ্পান্তরে [স] পুশ্প-অন্তরে ক্রিয়ার এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। 'যেন পুশ্পান্তরে অমর যার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

পুশ্পান্তর [স] পুশ্প-আন্তর্য্য বি ফুলের অন্তরকর। 'ভাঁহার সমস্ত বর্ষ পুশ্পান্তর বাহিয়া পাঠকের ব্যক্তি হৃদয়ের কল্প রতনচের উপর আসিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'বাহুবলী দিয়া পুশ্পান্তরে মজিত।' বিকৃতি, ১৯০১।

পুশ্পার্থ্য [স] পুশ্প-অর্থ্য বি পুশ্পাঞ্জলি। '... কখনো চিরমানবের বেগিতে পুশ্পার্থ্য সজিরে নিয়োজন।' আইইব, ১৯৭০।

পুশ্পাসব [স] পুশ্প-আসব বি ফুলের মধু। 'কোথা গাব পুশ্পাসব।' নজরুল, ১৯২৫।

পুশ্পাত্মত [স] পুশ্প-আত্মত বি ফুলে ঢাকা। 'কোমল পুশ্পাত্মত পথে ইহাদের মাইতে দেয় নাই।' বিকৃতি, ১৯০৮।

পুশ্পিত [স] বিপ ফুল ধরেছে এমন। 'ভাসপুশ্প-ক্রম তাতে পুশ্পিত সকল।' কৃষ্ণদাস, 'এই সূর্য করে এই পুশ্পিত কাননে জীকৃত হৃদয় মাঝে যদি ছান পাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; ১৫৮০; 'সে নম্র পাঁতি বহেনে পুশ্পিত তরু।' সুলভান, ১৭০০; 'ফেলিই হাযারে কৃপনধন বন, তব পুশ্পিত বন।' রতনক, ১৯৪০।

পুশ্পিতযৌবনা [স] বিপ কী বিকশিত-যৌবন। 'সেই উল্লস পুশ্পিতযৌবনা নারীসেহ।' হাসান, ১৯৬৪।

পুশ্পের হাসি বি নিরুদ্ব হাসি। 'জাহাঙ্গিরের আওনে বসিয়া হাসি পুশ্পের হাসি।' নজরুল, ১৯২৫।

পুশ্পেবর্ষ [স] পুশ্প-ঐবর্ষ বি ফুলের সমুদ্রত। 'অগ্নিরীম পুশ্পেবর্ষের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর গ্রাস হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পুশ্পোদগম [স] পুশ্প-উদগম বি ফুল ফোটা। 'কখনো যৌবনসুলভ পুশ্পোদগম হয় নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

পুশ্পোদ্যান [স] পুশ্প-উদ্যান বি ফুলের বাগান। 'ডাধিনে পুশ্পোদ্যান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুশ্পোদ্যান।' রাষ্ট্রীক, ১৮০৫।

পুশ্পক [স] বি (হিন্দুপুরাণ) আকাশে উড়তে সক্ষম এমন রথবিশেষ। 'পুশ্পকের গতি ভূমি; বি কাজ বর্ণিয়া।' মাইকেল, ১৮৬১।

পুশ্পকরথ [স] বি (হিন্দু পুরাণ) আকাশচরী রথবিশেষ। 'পুশ্পক-রথের মতো সে আপনি চলে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পুশ্পিকা [স] পুশ্পিতা বিপ রতনশা; ঋতুমতী। 'পুশ্পিক জননি হৈলে দৈবের ঘটনে।' মাল্যধর, ১৫০০।

পুষ্যা [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'মৃগশিরা আর্দ্রা পূর্বর্ব পুষ্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুষ্যি [স] পোষ্য> ১ বিপ প্রতিপাল্য। 'মরুর গাড়ি দ্যাখা নিয়োজন, এরা গরবেশের পুষ্যি পুষ্য।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বিপ অধীন। 'তা হলে আমি সত্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে বেতে চাই নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পুসন [স] বি পোষণ। 'কোনরূপে গ্রাস্ত করিয়া পরিজনের তরদ পুসন করহ।' ওর্দা, ১৭৮২।

পুসি ক্রি পোষা। 'পুসিয়া পলিমা বালা করে সাধ্যা দিল ভাল।' বৃন্দল, ১৬০০। পুসিবার ক্রি পালন করছে। 'পুর বসি সেবি ঠাঠি দিল পুসিবারে।' মাল্যধর, ১৫০০।

পুসিদা [স] পুসীদা বিপ পোষন। 'সোহেতে বগড়া হিল পুসিদা বাহুনে।' গুটীক, ১৭৬০; 'বাপকে পুসিদা করা ক্রমে ক্রমে মুচিয়া গেল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পুসিবি বি যোজনপদ্য। 'মানেএল, ১৭৪০।

পুসুর [স] পুসুর বি জলাশয়। 'পোয়হুগ পুসুর পুসুর বহে ধীর।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

পুসুরনি [স] পুসুরি বি পুসুর। 'ইটর ঘর ও পুসুরনি সমেত।' কাল্পে, ১৭৮৫। ২ পুসুরিণী

পুসুরী [স] পুসুরিণী বি পুসুর। 'মঙ্গলিন পুসুরী সাকো গিয়ে।' সুলভান, ১৭০০।

পুসুর্ন [স] পুসুরিণী বি পুসুর। 'মোটো জলাশয়। 'মের্গ, ১৭৭০; ওর্দা, ১৭৮২।

পুসুরি বি পুসুর। 'একটি পুসুরি আমার বাটার পলীমে আছে।' ওর্দা, ১৭৭৯।

পুসুরি [স] পুসুরিণী বি পুসুর। 'সে পুসুরিতে পাড়াগড়নি সকল জলাশয়ে।' ওর্দা, ১৭৮২।

পুত্ৰক [স] ১ বি পুঁথি। 'চেতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুত্ৰকে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি এছ। 'পুত্ৰকের মাঝে তান অতুল মহিয়া।' আলোকল, ১৬৮০।

পুত্ৰকথানা [স] পুত্ৰক+থানা বি লাইব্রেরি। 'আমি এই পুত্ৰকথানার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম।' মুক্তভা, ১৯৫৯।

পুত্ৰক-প্রকাশক [স] বিপ বই মুদ্রণ করে প্রকাশ করে এমন। 'বিখ্যাত পুত্ৰক-প্রকাশক কার্যের দিকট ...' বিকৃতি, ১৯০১।

পুত্ৰকশোধক [স] বি এছের ভুল সংশোধন করে যে; প্রকৃতিরভার। 'যবনাক্ষরের লেখক ও পুত্ৰকশোধকেরা ...' আভাসুয়ারে কর্তব্য করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

পুত্ৰকহ [স] বিপ এছের বর্ণিত। 'পুত্ৰকহ নীতিই অভ্যাস করুক।' অক্ষর, ১৮৪৫।

পুত্ৰকহা-বিদ্যা [স] বি পুঁথিগত বিদ্যা। 'কিছু বড় হলেই এই পুত্ৰকহা-বিদ্যার ফল এদের শব্দে কিছু দেখা যায় না।' সন্থক, ১৯১৭।

পুস্তকাকৃত [স পুস্তক-আকৃত] বিপ গ্রন্থিত। 'মাটির ঘর নামে পুস্তকাকৃত হয়েছে।' অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

পুস্তকাগার [স পুস্তক-আগার] বি গ্রন্থাগার। 'তথ্যব্যতিরেকে এক পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৮; 'রাজমহীনের মন্ত্রণাবন, পুস্তকরাগার ইত্যাদি অনেক বড় বড় ঘর আছে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

পুস্তকাধ্যক্ষ [স পুস্তক-অধ্যক্ষ] বি গ্রন্থাগারিক। 'লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ'। দর্পণ, ১৮২৪।

পুস্তকালয় [স পুস্তক-আলয়] বি গ্রন্থাগার। 'ঐ সেসিমিটার পুস্তকালয় ডোমটুসি অর্থাৎ যুরগীহাটা হইতে উঠিয়া দক্ষিণাংশ পূর্বে দিকে।' দর্পণ, ১৮২২; 'ঐ বিদ্যালয়ের মধ্যে উত্তম এক পুস্তকালয় আছে।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৪।

পুস্তিকা [স] বি ছোটো বই। 'তার দুখানি পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে।' গৌর, ১৮২২।

পুস্তিন [ক পুস্তীন] ১ বি চামড়ার জামা। 'পুস্তিন পরিতে লোকে লৈ যাএ কিনিয়া।' আলোচন, ১৬৮০।

পুস্তিন বিপ পশতুভাষী। 'নমাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

পুহণ [স পুশ্ণ] বি ফুল। 'ধনি অলপ বয়সী বালা জন্ম গাথনি পুহণ মালা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পুহবি [স পুথিবী] বি পৃথিবী। 'চন্দ্রকে কএল পুহবি নিরম্য।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পুহানো কি সকাল হওয়া। **পুহাইল** কি রাত পোহালেন। 'এখাত রামকৃষ্ণ পুহাইল রাতি।' মাল্যধর, ১৫০০। **পুহাল** কি পোহালেন। 'পুহাল রজনী আজ বাহা এল ঘরে।' মনিকরাম, ১৭৮১।

পুছা কি জিজ্ঞাসা করা। 'গায়ের লোকেরা হতভাগিনীর পুছির ববর এসে।' কসীম, ১৯৩০।

পুঁষ [স পুঁ] বি ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তের বস্তুত রসবিশেষ। 'উহাতে বেদনা হয়ে পুঁষ হয়।' বহির্ম, ১৮৯২। **পুঁজ**

পুঁখুর [স পুঁখুরা] বি পুঁখুর। 'অশ্রের পুঁখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। **পুঁখুর**

পুঁখুর-আড়া বি পুঁখুর পাড়। 'অশ্রের পুঁখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পুছা [স গ্রহ] কি জিজ্ঞাসা করা। **পুছত** কি জিজ্ঞাসা করে। 'মরনক বেরি হেরি কোই ন পুছত করম সঙ্গ চলি যায়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পুজ [স পূজা] বি পূজা। **পুজ বাটী** বি পূজার বাড়ি। 'পুজ বাটীতে, জোর কাটিতে, বাজতে যেন ঢাক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পূজক [স] ১ বি পূজা করে যে। 'প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পূজা ও পূজক উভয় বহুর মধ্যে একজন।' অক্ষর, ১৮৫৫। ২ বি পূজাকারী। 'তার শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পূজন [স] ১ বি পূজা। 'বেদ-ধর্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পূজাকর। 'প্রতিমাদি দর্পন, স্পর্শন, পূজন, তবকরণ, বন্দন।' বহির্ম, ১৮৯২।

পূজনীয় [স] বিপ শ্রদ্ধেয়। 'পরমপূজনীয় শ্রীমুখ চন্দ্রিকাপ্রকাশক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

পূজনীয় [স পূজনীয়া] বিপ শ্রদ্ধেয়। 'পরম পূজনীয় শ্রীমুখ রামকৃষ্ণ ঘোষজা।' ওগো, ১৭৭৯।

পূজনীয়তা [স] বি পূজনীয় যোগ্যতা। 'আপন পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবুদ্ধির উপযোগী করিয়া তুলিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পূজনীয়া [স] ১ বিপ স্ত্রী শ্রদ্ধেয়। 'তিনি আমার পূজনীয়া।' মণ্ডারক, ১৮৮৫। ২ বিপ পূজার যোগ্য। 'কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইতে পূজনীয়া ... উষা উদয় হইলেন।' অবন, ১৯২৫।

পূজারী [স পূজা-] বি পূজারী। 'দাদাতাকুর গোয়ের পূজারী বামুণেও চলে।' হুতাশ, ১৮৬১।

পূজা [স] কি পূজা করা। **পূজ** কি পূজা করে। 'কন্যাপণে কহে আমা পূজ দিব বর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কিসের কারণে পূজ জনমভিখারি।' মুকুন্দ, ১৬০০। **পূজএ** কি পূজা করে। 'সেই রূপে লোক তোমা পূজএ আখিনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **পূজল** কি পূজা করলো। 'সিল নলিনী দট পূজল চন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **পূজসি** কি পূজা করছে। 'যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি সে ফুলে ধরসি বান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **পূজাইতুম** কি পূজা করাতাম। 'মুসা নহে উষাক গাভী পূজাইতুম।' সুলতান, ১৭০০। **পূজাইয়া** ক্রিবিপ পূজা করে। 'পূজাইয়া রাহাইল বিদগ্ধ ইবর।' মাল্যধর, ১৫০০।

পূজি ১ কি পূজা করি। 'চল সব এক ঠাকুর চণ্ডী পূজি গিয়া।' বৃন্দা, ১৫৪১। ২ কি পূজা করে। 'কদটিং মূর্তি পূজি বিহিতে না পাই।' সুলতান, ১৭০০। **পূজিব** কি পূজা করবে। 'পূজিব প্রভুর দশ প্রেমামল মতি।' মনিকরাম, ১৭৮১। **পূজিবাক** ক্রিবিপ পূজা করার জন্যে। 'দেবতা দেহার না ছিল পূজিবাক দেহ।' রামাই, ১৭১০। **পূজিয়া** কি পূজা করে। 'প্রাণম পূজিয়া মুখিতির বর্ণনায়।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। **পূজিয়ে** কি পূজা করে। 'অকাতর হয়ে তোমারে পূজিয়ে পুর দিল বলিদান।' মনিকরাম, ১৭৮১। **পূজিল** কি পূজা করলো। 'কছুকার ভীয়ে পূজিল তোমারে।' মনিকরাম, ১৭৮১। **পূজিলে** কি পূজা করলে। 'পূজিলে তোমারে ধন পুয়ে লক্ষী পায়।' মনিকরাম, ১৭৮১। **পূজিলেস্ত** কি পূজা করলে। 'মূর্তি রাখি আরব সকলে পূজিলেস্ত।' সুলতান, ১৭০০। **পূজে** কি পূজা করে। 'চারি গুণিত পূজে নিরঞ্জন।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। **পূজ্জা** কি পূজা করে। 'সদরে সূতিকাম্বী পূজ্জা বট দিনে ...।' মনিকরাম, ১৭৮১।

পূজ্জা [স] ১ বি ভক্তি; শ্রদ্ধা। 'অবজা করিয়া বাপে পূজা না করিল।' কসীম, ১৬৮৯। ২ বি আরাধনা। 'অপ্রে পূজা দেবতাসমাজ।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। ৩ বি প্রসাদ; নৈবেদ্য। 'ঠাকুর হয়ে কেউ নিত্য পূজা যায়।' দালন, ১৮৯০।

পূজা-অর্চনা [স] বি হিন্দুদের আচরণীয় জপতপ। 'পুণ্য-জ্ঞান আর পূজা-অর্চনা নিয়মই থাকেন।' নরেশ্বর, ১৯৪৬।

পূজা-আতা [স পূজা-অর্চনা] বি হিন্দুদের আচরণীয় জপতপ। 'কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আতায় সব সময়ই তিনি আসতেন।' বিকৃতি, ১৯২৯।

পূজা-আর্চা [স পূজা-অর্চনা] বি পূজা-অর্চনা। 'দিবারাত্র পূজা-আর্চা নিয়েই থাকতেন।' প্রমথ, ১৯৩২।

পূজা-উপচার [স] বি পূজার সামগ্রী। 'ভূমি লয়ে যাও পূজা-উপচার/ওগো নির্দোষকামী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

পূজা-ঋণী [স] বিপ পূজার ঋণে আবদ্ধ। 'বারে বারে করিগ্রাহ তব পূজা-ঋণী।' নরেশ্বর, ১৯২০।

পূজাকর্ম [স] বি পূজাসম্বন্ধি কাজ। 'হোমশালায় পূজাকর্ম তত্ত্বাবধান

করতেন।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

পূজা-কুসুম [স] বি পূজার ফুল। 'বনভাষায় পূজা-কুসুমস্ফার।' নজরুল, ১৯০৩।

পূজাপাত্রী [স] বি পূজার অভাস পাওয়া যাবে এমন। 'প্রভাতের তরুতারা-পানে পূজাপাত্রী বাতাসের হিমম্পর্শ লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পূজাসৌরব [স] বি পূজার অহংকার। 'পূজাসৌরব পূণ্যভিন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পূজাঘর [স পূজা+ঘর] বি পূজা করা হয়ে ঘরে। 'পূজাঘর হইতে লিখনখানি ছুঁরি করিয়া এই সুরসের মধ্যে ছুরিয়া বেড়াইতেছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পূজাচ্ছলে [স] বি পূজার নামে। 'যে করিবে জীবহত্যা জীবজন্মনীর পূজাচ্ছলে, ভাবে শিব নির্বাসনদণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পূজাঞ্জলি [স পূজা+অঞ্জলি] বি পূজার অঞ্জলি। 'দুঃখস্তের চরণে পূজাঞ্জলি দান করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পূজাদান [স] বি প্রাণত্যাগ। 'তপাবনকে পূজাদান বৈষ্ণব কাব্যে সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।' হাই, ১৯৪৪।

পূজাদি কর্ম, **পূজাদি কর্ম** [স] বি পূজা ও এ জাতীয় কাজ। 'পূজাদি কর্ম ও আরমিক কর্ম নির্বাহ করেন।' তবানী, ১৮২৫।

পূজা দেউল [স পূজা+দেবকুল] বি পূজার মন্দির। 'পূজা দেউলে মুরারি, শঙ্খ নাহি বাজে।' নজরুল, ১৯৩১।

পূজানিরত [স] বি পূজা করছে এমন। 'পূজানিরত পুরুতঠাকুর।' বিজুতি, ১৯৩১।

পূজানিরতা [স] বি পূজারত। 'পূজানিরতা মানির কর্ণকণ্ডে ...।' শরৎ, ১৯১৬।

পূজা-পাগলা [স পূজা+স পাগল] বি পূজা দিতে অতি অমরিত। 'ভাবিনী একটু পূজা-পাগলা।' মানিক, ১৯৪০।

পূজাপাঠ [স] বি পূজা-অর্চনা। 'পূজ-দেবতার পূজাপাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ঝুঁজিতেছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

পূজা-পালি বি হিন্দুসমাজের পূজা ও ধর্মীয় উৎসব। 'ইংরাজের রাজত্বেই যারার উৎপাতে পূজা-পালি করা যায় না।' মনসুর, ১৯৫৫।

পূজাপুষ্প [স] বি উপাসনা-কার্যে ব্যবহৃত ফুল। 'জাগো উভির ডীর্ঘে/পূজাপুষ্পের ড্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পূজাবিধি [স] বি পূজার পদ্ধতি। 'তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'পূজাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিত্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পূজাবেদী [স] বি পূজার মঞ্চ। 'শিল্প-দেবীর ওই পূজাবেদী ঝিকঝলক কি রইবে খাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

পূজামন্দির [স] বি ঐশ্বর্য বা প্রকার স্থান। 'পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'ভারই একনিষ্ট স্মৃতিকে জীবনের পূজামন্দিরে বসাব।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পূজারত [স] বি পূজা করছে এমন। 'পূজারত অরণ্যের গুপ্ত অর্ঘ্যে তাহার মাদুরী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পূজারতা [স] বি পূজা করছে এমন। 'পূজারতা নারী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পূজারতি [স পূজা+আরতি] বি পূজার আরতি। 'সাজাও নি কি পূজারতির ডালা?' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পূজার তত্ত্ব বি পূজা উপলক্ষে স্বতন্ত্রবাড়ি থেকে জামাইকে পাঠানো পোশাক ও খাদ্য। 'পূজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল।' বিজুতি, ১৯৩১।

পূজার বাড়ি বি যে বাড়িতে পূজা হয়। 'পূজার বাড়িতে রীতিমত বড় পূজার দালান।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

পূজার্চনা [স] বি প্রাচী-ভক্তি। 'টাকাটা সিকটো লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চনা করিতে হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পূজার্ধী [স] বি পূজারী। 'শঙ্কমুখারিত দেবাঙ্গনে যে পূজার্ধী আগত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'পূজার্ধীর আছড়েই তাদের প্রাণবশের বাসনা হয়।' হাসান, ১৯৬৭।

পূজার্হা [স] বি পূজা পূজিত হওয়ার উপস্থাপ্ত; পূজনীয়। 'পূজার্হা হইয়াও ... পূজা করিয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পূজা-লোক [স] বি পূজার ভূবন। 'যেথা নিমিষের সাধনা পূজা-লোক করে রচনা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পূজাশতদল [স] বি পূজায় ব্যবহৃত পত্রফল। 'সময়ে ভরিয়া রাখে, পূজাশতদল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পূজাসংখ্যা, **পূজো-সংখ্যা** [স] বি পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকার বিশেষ-সংখ্যা। 'পূজা সংখ্যা নাগরিক প্রকাশিত হবে।' বৃদ্ধ, ১৯৩৫। 'আমাদের পূজো-সংখ্যা ইংরেজের ক্রিসমাস স্পেন্সালের অনুক্রমে।' মূলতত্ত্ব, ১৯৫২।

পূজাশিক [স] বি হিন্দুদের নিত্য আচরণীয় ঋণতপ ইত্যাদি। 'পূজাশিক শেষ করিয়া পাকশালায় যাইতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পূজোপচার [স পূজা-উপচার] বি পূজার উপকরণ। 'পোত যার লক্ষ্য এবং হিঙ্গা তার পূজোপচার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পূজোপাজা বি ধর্মকর্ম। 'একটা বাড়ি করে একা-একা পূজোপাজা করব।' জীবন, ১৯৩২।

পূজারী [স পূজাকারী] ১ বি পূজা করে যে; পূজক। 'এখা পূজারী করাইল ঠাকুরের শয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এ তব পূজারী পরিয়া এসেছে লজ্জার মীন বেশ।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি রায়ী করে যে। ওসী, ১৭৮৫। ৩ বি পুরোহিত। 'তাহারা ভোমাসেরই মন্দিরের প্রধান পূজারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি অনুসরণকারী। 'শালা, মুজিবকা পূজারী।' হাসান, ১৯৭৪।

পূজারিণী [স পূজাকারিণী] বি স্ত্রী পূজনীয়। 'পূজারিণী! আঁধা-দীপে-জ্বালা তব সেই দ্বিধা সঙ্কলণ আসে।' নজরুল, ১৯৩৩।

পূজারিনি [স পূজাকারিণী] বি স্ত্রী পূজা নিবেদন করে যে; পূজারী। 'এই সবজিয়া পূজারিনির দগ।' নজরুল, ১৯২৭।

পূজি [স পূজ] বি পূজি। 'পূজি লইয়া লাটাক চতাল।' বিজয়, ১৬৫০।

পূজিত [স] ১ বি পূজা। 'ওরু করি করিল পূজিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রণত। 'যোগী মহাশয় তুমি জগত পূজিত।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

পূজিতা [স] বি পূজা স্ত্রী আরাধ্য। 'জগৎ-পূজিতা দেবী - কবিকুল-মাতা।' মাইকেল, ১৮৬০।

পূজোপচার বি পূজা

পূজোপাজা বি পূজা

পূজোসংখ্যা বি পূজা

পূজ্য [স] বি পূজার যোগ্য। 'জীবন্যাস করিলে ঐশ্বর্য পূজ্য হয়।' বৃন্দ,

১৫৮০; 'শ্রমণের চেয়ে পূজা ভেবেছি শ্রমে।' নজরুল, ১৯৩০।

পূজাঙ্গন [স] বি সম্মানিত ব্যক্তি। 'হসেনে এরা পূজাঙ্গনেরা কাহার পূজার জন্য?' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পূজাতম [স] বি পূজার পূজনীয়। 'অতি পূজাতম যেন পরমার্থ সেবা।' বাহরাম, ১৬৫০।

পূজাতোষক [স] বি আনুগত্যসুলভ। 'পূজাতোষক সযোজন।' ভবানী, ১৮২৩।

পূজ্যদাস [স] বি শ্রদ্ধেয় বা সম্মানীয়। 'পাগিনি কেবল পূজ্যদাস মহর্ষি নহেন ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পূজ্যমুখি [স] বি পূজার যোগ্য স্মৃতি। 'রামচন্দ্রের পূজ্যমুখি ক্রমে ক্রমে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পু [স] পূর্ণা বি পূর্ণ; ভরা। 'পু কলসে কিবা ভরিলো হাথে।' বটু, ১৪৫০।

পূণ্যস্থান [স] পুণ্যস্থান বি পবিত্র জায়গা। 'সেখিলেন দেবালয় যত পুণ্যস্থান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পুত [স] পুত্র বি পুত্র। 'নান্দের পুত।' বটু, ১৪৫০।

পুত [স] বি পুত্র। 'উঠি বিন্দু সটায়ত ভুবন করয়ে পুত।' মুকুল, ১৬০০।

পুততম [স] বি সবচেয়ে পবিত্র। 'হৃদয়ের পুততম প্রদেশ হতে উদ্ভাট করে দেওয়া অশ্রুবিন্দু।' নজরুল, ১৯২৪।

পুতিগন্ধ [স] বি দুর্গন্ধ। 'পুতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; 'বরকের বাড়ি-উঠে-আসা পুতিগন্ধ।' নজরুল, ১৯২২।

পুতিগন্ধময় [স] বি দুর্গন্ধময়। 'শরীরের মধ্যে বাহা আবার যত ব্যাধিত পুতিগন্ধময়, নাক্যারম্ভন।' সবুজ, ১৯২০; 'কুসুম পুতিগন্ধময় আবর্জনা।' এসলাস, ১৯৩০।

পুতিগন্ধিক [স] বি পচাগন্ধযুক্ত। 'পুতিগন্ধিক ছলপ্রাণী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পুতিত্ব বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বন্দন্যম-বিশেষ। 'হলধর পুতিত্ব।' সেবধি, ১৮৪০।

পূবাণী [স] পূর্ব বি পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত। 'রোয়ে রোয়ে বহে নাকো পূবাণী বাতাস।' নজরুল, ১৯২৯।

পূষ [স] বি পুঞ্জ। 'সিংহের পায় একটা কীটা ছুটিয়া রহিয়াছে, রক্ত পূষ পড়িতেছে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

পূষ [স] পূর্ণা ১ বি গাঢ় বস্ত্র। 'কম্বাকলস বিধে পূষাই উপরে দুখক পূষ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি জাগর। 'রায় কহে রূপের বাকা অমৃতের পূষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পূষ [স] পূর্ণা বি পুষ্টি। 'সেই প্রবেশে সেই পূষ।' রামহাসদাস, ১৭৮০।

পূষক [স] বি প্রাণায়ামকালে শ্বাস গ্রহণ। 'পূষকে পুরিয়া বাট নাভিত ভরিব।' সুলতান, ১৭০০; 'কত কত যোগী নিজ নিজ বিরল ছানে সমাধি জন্য রেচক, পূষক ও কুম্ভক করিতেছেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পূষট [স] বি সোনার। 'রাখুল চরণ গছে পূষট নুসুর বাজে।' রূপরাম, ১৭৫০।

পূষশ [স] ১ বি পূর্ণ। 'সত্তম বসন যদি হৈল পূষশ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি পূর্ণকারী। 'হাছা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে ঐ সংখ্যার পূষশ বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

পূষকরন বি ভরা; পূর্ণ করা। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

পূষশীয় [স] বি পূর্ণ করত হয় এমন। 'সাহিত্যের বিকাশকে একটি অবশ্য পূষশীয় শর্ত হিসেবে ধরে নিয়ে ...।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

পূষত বি পিটোলা; ভরাট। 'এ চুল তখন লম্বা হবে, পূষত এই মুখ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

পূষব [স] পূর্ণা বি পূর্ণ। 'পূষবের ঘাট তাহা কাহারে বধিবে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

পূষবো [স] পূর্ণা বি পূর্ণ দিক থেকে প্রবাহিত। 'পূষবো ডেজা ডেজা হাওয়া।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

পূষবী [স] ১ বি (সংগীত) একটি রাগিণীর নাম। 'পূষবী বাড়ারি পাছে সারাদ মাধুরী দেশকারী, মালদী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' আলগোল, ১৬৮০; 'পূষবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে?' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি (পূর্বী রাগিণীর মতো) উদাস করে দেয় যা। 'উদাস পূষবী হাওয়া।' নজরুল, ১৯২২।

পূষবীত্ব [স] পূষবী+স ত্বা বি পূষবী রাগিণীর ভাব। 'অনাবশ্যক দীর্ঘ টানতলির মধ্যে পূষবীত্ব কিছু কম।' মানিক, ১৯৩৭।

পূষা [স] পূষ+স বি পূর্ণ। 'জ্ঞান জীবন মোর ভইলসি পূষা।' চর্চা ২০, ১২০০।

পূষাপূরি বি সম্পূর্ণরূপে। 'ঠিক পূষাপূরি কম বেশী নাই ওরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

পূষা [স] পূষা ১ কি পূর্ণ হওয়া। 'এ বার বরষ মোর তের নাহি পূষে।' বটু, ১৪৫০। ২ কি পূর্ণ করা। 'ইহা জানি একমমে পূষ মোর আশে।' বটু, ১৫৭০। ৩ কি সমান করা। 'তখাত কেহ সমন্যা পূষিতে পূষিতেছেন না।' রামরাম, ১৮০১। ৪ কি ভরা। 'শিম্বেল গলি পুরিয়া মারিলেন' দর্পণ, ১৮২২। **পূষ** কি পূর্ণ করে। 'ইহা জানি একমমে পূষ মোর আশে।' বটু, ১৫৭০। **পূষ** কি পূর্ণ হয়। 'ভাব অমূল্য সিন্ধি পূষে মানস।' বাহরাম, ১৬৫০। **পূষ** কি পূর্ণ করে। 'সেবক শ্রমণে উর পূষে বাসনা।' মানিকরাম, ১৭৮১। **পূষাই** কি পূর্ণ করলে। 'সাদা সদয় তার পূষাই আশ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। **পূষাই** কি পূর্ণ করে। 'কল্পতরু সমতুল মানস পূষাই।' বাহরাম, ১৬৫০। **পূষাও** কি পূর্ণ করে। 'মোর মনোরথ যদি না পূষাও তুমি।' সুলতান, ১৭০০। **পূষি** ১ কি পূর্ণ করে। 'ইহিতে বাহিত পূষি ভোষত ব্যাকর।' আলগোল, ১৬৮০। ২ কি পূর্ণ করে। 'নীচ সাত সাকি পূষি চলে নিজ ধাম।' রামহাসদাস, ১৭৮০। **পূষি** কি পূর্ণ করে। 'পরিপাটি ভোজনে পূষি সব সাধ।' রূপরাম, ১৭৫০। **পূষিবেক** কি পূর্ণ হবে। 'যবে মোর ভক্তি দূর পূষিবেক ইচ্ছা।' আলগোল, ১৬৮০। **পূষিয়া** পূর্ণ করে। 'পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোবী বাজান পূষিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **পূষিয়ে** কি পূর্ণ করে। 'যার যোগিনী যোগান স্থা ক্তরা পূষিয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১। **পূষিল** কি পূর্ণ করলে। 'ধনু ধরি বীর পূষিল সন্ধান।' হালহেত, ১৭৭৮। **পূষে** কি পূর্ণ হয়। 'এ বার বরষ মোর তের নাহি পূষে।' বটু, ১৪৫০। **পূষা** কি পূর্ণ করে। 'রাখিল পূষিত করি রাখে পূষা পান সখাকর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

পূষিত [স] বি পূর্ণ। 'বহিলেক দুঃখ-শোক গ্রামোমে পূষিত লোক হিহ্ন হৈয়া আনন্দে বিভোলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আবদুদার অল হইল কস্তরী পূষিত।' সুলতান, ১৭০০।

পূষব [স] পূর্ণা বি পূর্ণ। 'পূষব জরয়ে কৈল ক্রমের ফল।' বটু, ১৪৫০। ২ বি আগের কথা। 'পূষব পেঁদাছে মনে।' মুরারি,

১৫৭০। প্রপূর্ণ

পূর্ণ [স] ১ বি সমাধা। 'ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মায় শেব'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পূর্ণাঙ্গ। 'কোন সোক পূর্ণ নহে হেনত না জানি'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি ভরা। 'পূর্ণ কৃষ্ণ লইয়া আসে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি সম্পূর্ণ। 'তোমার পূর্ণ কৃপা মানি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি সমাধা। 'ব্রজলীলা পূর্ণ করি মধুরা গমন'। মানিকরায়, ১৭৮১। ৬ বি বিটি। 'বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত'। পূর্ণ পত্নী। রায়দাস, ১৮০১। ৭ বি সার্থক। 'মুখেই অমনি - ইচ্ছা পূর্ণ হলো তার'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৮ বি উত্তর। 'পূর্ণ জোয়ারের জল'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৯ বি যোগোল্লাস-পূর্ণ। 'যমুনাতরঙ্গে খেল পূর্ণ শশধর'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ১০ বি পুরো। 'ক্রটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় নিশাশ'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।
পূর্ণ করা ১ ক্রি ভূত করা। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি ভরে দিয়েছে এমন। 'বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতার'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।
পূর্ণকল [স পূর্ণকলা] বি পূর্ণ কলাযুক্ত। 'অরুল্ল পূর্ণকল/ লাভগ্য-জ্যোৎস্না বলমল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
পূর্ণকলা [স] বি পূর্ণ কলাযুক্ত। 'যাবৎ না হয় শশধর পূর্ণকলা'। মদনমোহন, ১৮৩৪।
পূর্ণকৃষ্ণ [স] বি জল ভরা ঘট বা কলসি। 'প্রতিঘারে পূর্ণকৃষ্ণ রুদ্রা অম্রসার'। বৃন্দা, ১৫৮০।
পূর্ণগত [স] বি পরিপুষ্ট। 'ভারতীয় কলার যে নির্দশন ... সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগত'। মূলতর, ১৯৪৯।
পূর্ণ গৌরব বি পরিপূর্ণ গৌরব। 'সেইখানেই তার পূর্ণ গৌরব'। রবীন্দ্র, ১৯০২।
পূর্ণ গ্রাস [স] বি এহদের সময় চন্দ্র-সূর্যের সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া। 'পূর্ণ গ্রাসের সময় সমুদ্রমণ্ডল লুকায়িত'। রবীন্দ্র, ১৮৭৫।
পূর্ণচন্দ্র [স] ১ বি পূর্ণিমার রাতের কলাবিশিষ্ট। 'পূর্ণচন্দ্র-উদ্ভাসায় পরম উজ্জ্বল/ তরুলতা আদি জ্যোৎস্নায় করে বলমল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পূর্ণিমার সর্বক কলাবিশিষ্ট চাঁদ। 'দেখ পূর্ণ চন্দ্র উদয় হইতেছে'। মদনমোহন, ১৮৪৯। 'পূর্ণ-চন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ'। অবন, ১৯২৫।
পূর্ণচন্দ্রকর [স] বি পূর্ণিমার রাতের সম্পূর্ণ গোলাকার চাঁদের কিরণ। 'পূর্ণচন্দ্রকররাশি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।
পূর্ণচন্দ্রানন [স] বি পূর্ণ চাঁদের মতো মুখ। 'এই পূর্ণচন্দ্রাননের পূর্ণদর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো'। মাইকেল, ১৮৫৯।
পূর্ণচাঁদ [স পূর্ণচন্দ্র] বি পূর্ণিমার চাঁদ। 'আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর হায়া ফেলতে এল?' রবীন্দ্র, ১৯১৫। 'পূর্ণ-চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভালে'। রবীন্দ্র, ১৯২১।
পূর্ণচেতন [স] বি পুরোপুরি সচেতন। 'এই ধর্মকে পূর্ণচেতনরূপে গাইবার জন্যই'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।
পূর্ণচ্ছেদ [স] বি বাক্যের সমাপ্তি নির্দেশক যতিচিহ্ন; দাঁড়ি। 'সুন্দরী-তপ-কীর্তনে ফুলস্টপ - পূর্ণচ্ছেদ'। নজরুল, ১৯২৭।
পূর্ণজ্ঞান [স] বি পরিপূর্ণ জ্ঞান। 'স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
পূর্ণতন [স] বি অখণ্ড; সমগ্র। 'জীবন - যার পূর্ণতন রূপ ব্যক্তিত্ব'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।
পূর্ণতম [স] ১ বি পরিপূর্ণ। 'কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার'।

রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'আমরা চাই পূর্ণ পূর্ণতম অমৃতখন চির কৈশোরকে'। অন্নদা, ১৯২৮। ২ বি শ চরমতম। 'একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের ও পূর্ণতম বিশ্লেষণে জন্য যেন বাস্তবী এখনও প্রতীক্ষা করছে'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।
পূর্ণতর [স] বি অধিকতর পূর্ণ। 'পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়, টানিয়া কোনো না হিন্দু বৃষা দুরাশায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬। 'তিনি এ প্রেমকে মৃদুতর পূর্ণতর করতে প্রয়াসী হনেন'। আইয়ুব, ১৯৭০।
পূর্ণতররূপে [স] ক্রিবিধ পরিপূর্ণভাবে। 'জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।
পূর্ণতা [স] বি সম্পূর্ণতা। 'অর্ধ-ব্রহ্মণ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়, টানিয়া কোনো না হিন্দু বৃষা দুরাশায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬।
পূর্ণতীর্থ [স] বি পরিপূর্ণ পরিভ্রমণ। 'পাঠালে ধরার দেশে দেশে স্বধি পূর্ণতীর্থ বারিকলাস'। নজরুল, ১৯৩৫।
পূর্ণতোয় [স] বি সম্পূর্ণ জলভরা। 'অজ্ঞপ্তন্য কলসী, পূর্ণতোয় হইসে'। রবীন্দ্র, ১৮৭৮।
পূর্ণত্ব [স] বি পূর্ণতা। 'আমাদেরই কাকুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক'। নজরুল, ১৯২৭।
পূর্ণদৃষ্টি [স] ১ বি সামগ্রিক দৃষ্টি। 'নীরদের পূর্ণদৃষ্টি সূর্যালোকে পাছে তার মূলের সমস্তটা একবারে দেখা যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কল্প করত লাফা নারাজ'। রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ। 'এ ধর্ম, এ পূর্ণদৃষ্টি, এও যে তোমারি কাছে শেখা'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।
পূর্ণপঙ্ক [স] বি সম্পূর্ণ রান্না; পুরোপুরি সিদ্ধ। 'কেহ অর্ধপঙ্ক মাংস পছন্দ কর, কেহ পূর্ণপঙ্ক'। মূলতর, ১৯৫৮।
পূর্ণপরিচিত [স] বি ভালোপরকম জানানো আছে এমন। 'পূর্ণপরিচিত, পুরনো পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ ঝুঞ্জল'। নরেন্দ্র, ১৯৫০।
পূর্ণপরিণত [স] বি পূর্ণতাগত। 'আইনের জোরে এক রাতে পূর্ণপরিণত হইয়া উঠে নাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।
পূর্ণপুরুষ [স] বি পরমপুরুষ। 'পূর্ণপুরুষ আনন্দক'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।
পূর্ণপুণ্ডিত [স] বি শ্রী মূল্যে মূল্যে পরিপূর্ণ। 'একটি পূর্ণপুণ্ডিতা মালতীলাত নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।
পূর্ণ পূজা [স] বি পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দান। 'ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ'। নজরুল, ১৯২৩।
পূর্ণপ্রকটিত [স] বি পূর্ণপ্রকাশিত। 'রেনেসাঁসের জীবনবোধ অনুসারে আমার আর্মিডকে সমৃদ্ধতর এবং পূর্ণপ্রকটিত করাি ...'। শিব, ১৯৬০।
পূর্ণপ্রকাশ [স] বি পুরোপুরি প্রকাশ করা। 'এটির প্রবর্ধন এবং পূর্ণপ্রকাশ অনুশীলনলাপেক'। শিব, ১৯৫৬।
পূর্ণপ্রকৃতিত [স] বি পুরোপুরি বিকশিত। 'এমন চাঁদিলী-রাত্রে কৈশোরের সেই অর্ধপ্রকৃতিত প্রশান্তস্বন সহসা পূর্ণপ্রকৃতিত হইতে পারে কি?' বনফুল, ১৯৩৬।
পূর্ণপ্রাণ [স] বি উদার হৃদয়। 'দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিষে এই শুভ লীলাধার হির শান্ত জল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'তাইতো তোমাকে চাই পূর্ণ-প্রাণ সূর্যের মতন'। আহসান, ১৯৫৯।

পূর্ণশ্রেম [স] বি পরিপূর্ণ ভালোবাসা। 'আমাদের হৃদয়ে পূর্ণশ্রেম এবং পূর্ণশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পূর্ণবয়স্ক [স] বিণ প্রাপ্তবয়স্ক। 'পূর্ণবয়স্ক পুরুষহস্তীর যুগ্মপার্শ্ব হইতে ... দম্ব বহির্গত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'পূর্ণবয়স্ক নিরক্ষর লোক আর্থবীর চেয়ে ল্যাটিন বর্ণমালা শিখিতে ... সমর্থ হইত।' মোহনমণী, ১৯০৫।

পূর্ণবয়স্ক [স] বিণ ক্রী প্রাপ্তবয়স্ক। 'সখিনা পূর্ণবয়স্ক, সকলই বুঝিতেছেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

পূর্ণ বিপরীত [স] বিণ সম্পূর্ণ উলটা। 'এইক্ষেপে তাঁহার পূর্ণ বিপরীত করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পূর্ণ ব্রহ্ম [স] পূর্ণ ব্রহ্ম। বি পূর্ণব্রহ্ম। 'তোমোরা সেই পূর্ণ ব্রহ্মের ভগ্নে।' অজেনিয়ারো, ১৭৪৩।

পূর্ণব্রহ্ম [স] বিণ পূর্ণব্রাহ্মণ। 'পূর্ণব্রহ্ম হরি নবরূপ ধরি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

পূর্ণভাবে [স] ক্রিবিণ সম্পূর্ণরূপে। 'অরুণ কিরন কত করেছে প্রকাশ পূর্ণভাবে পদতলে প্রভু কৃতিমান।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পূর্ণমাত্রা [স] বি সম্পূর্ণ পরিমাণ। 'মহামোক্ষীর ভবিষ্য দর্শন পূর্ণমাত্রায় সফল হইল, বলিহারী গণনা শক্তি।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'সকল আনন্দ সকল বেদনা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ আর ভোগ যে করেছে।' প্রমথ, ১৯২০; 'ব্রিটিশ প্রভাব পূর্ণমাত্রায় গ্যালোভারের বুক্রে কাজ করিবে।' জামায়াত, ১৯৩৭।

পূর্ণমাস [স] বি একমাস; ৩০ দিন। 'মূলনা বলিঙ্গা নাম খুলিল পূর্ণমাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পূর্ণমাসী [স] বি পূর্ণিমা। 'পূর্ণমাসীর চাঁদ ঘিরে আজ তারা কুন্দের উড়ছে বাহার।' জসীম, ১৯৩১।

পূর্ণমুক্তি [স] বি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। 'স্বাভির পূর্ণমুক্তির বন্ধন তারা যে সব অসল্য অজুতকিম্বদন্তের প্রদর্শনী বুঝেছিলেন, তাঁর অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল।' শিব, ১৯৫০।

পূর্ণ মূল্য [স] বি পুরো দাম। 'মন আগনার কপণতা ঘুচাইয়া পূর্ণ মূল্য দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পূর্ণযৌবন [স] বি যৌবন লাভ। 'ত্রিশ বৎসর বয়সে হস্তীর পূর্ণ যৌবন হয়।' মদনমোহন, ১৮৫০; 'আমার পূর্ণযৌবনের দিনে সাধনরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পূর্ণযৌবনা [স] বিণ পূর্ণ যৌবনবতী। 'পূর্ণযৌবনা কুলকামিনী।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'এক পরম সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা কামিনী, সখিগণ সহিত, ভ্রমণ করিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পূর্ণরাশি [স] বি পূর্ণ অনুরাগ। 'লাল রক্তের রক্ত, জীবনের পূর্ণরাসের রক্ত।' প্রমথ, ১৯১৪।

পূর্ণশক্তি [স] ১ বিণ পরিপূর্ণ শক্তিময়। 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অখণ্ড শক্তি। 'আমাদের হৃদয়ে পূর্ণশ্রেম এবং পূর্ণশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পূর্ণশক্তিমান [স] বিণ পরিপূর্ণ শক্তিশালী। 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পূর্ণশলী [স] বি পূর্ণশর চাঁদ। 'যেন পূর্ণশলী পূর্ণ শলী করে কোলে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

পূর্ণ সমর্পণ [স] বি পুরোপুরি নিবেদন। 'ইহাদের ডরে নছে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ।' নজরুল, ১৯২৩।

পূর্ণসুন্দর [স] বিণ পুরোপুরি সুন্দর। 'পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পূর্ণকূট [স] বিণ সম্পূর্ণ বিকশিত। 'পূর্ণকূট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পূর্ণ হওয়ার ক্রি শেষ হওয়া। 'এই যে আশো ... করে পড়ে শতলক ধারায় পূর্ণ হয়ে এ প্রাণ যখন ভরবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

পূর্ণোদ্যমে [স] পূর্ণ-উদ্যমে ক্রিবিণ পরিপূর্ণ উচ্চস্বরে সনে। 'সেখানে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হয়ে গেছে।' বেগম, ১৯৫১।

পূর্ণা [স] ১ বিণ ক্রী পরিপূর্ণ। 'সুশাসো পূর্ণা হাসিলা বসুধা।' মাইকেল, ১৮৬০; 'ধনধানো পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কী করিবে।' জগদীশ, ১৯১৭। ২ বি ক্রী সম্পূর্ণ। 'জীবনে এসেছ পূর্ণা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

পূর্ণাঙ্গ [স] পূর্ণ-অঙ্গ বিণ পরিপূর্ণ। 'বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক জীবনের কোন পূর্ণাঙ্গ জরিপ যদিও আজও যায়নি।' বেগম, ১৯৭১।

পূর্ণাঙ্গতা [স] পূর্ণ-অঙ্গ-তা বি সম্পূর্ণতা। 'পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

পূর্ণাঙ্গক [স] পূর্ণ-আঙ্গক বিণ পরিপূর্ণ; পূর্ণাঙ্গ। 'তার একটা পূর্ণাঙ্গক রূপ দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পূর্ণাধিকার [স] পূর্ণ-অধিকার বি পূর্ণ ক্ষমতা। 'পুলকেশো না তাদের পূর্ণাধিকার করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'তার শ্রাভ, মৃত্যুশোচ, তর্পণ ইত্যাদিতে দামোদরের পূর্ণাধিকার আছে।' মহাভারত, ১৯৫৬।

পূর্ণানন্দ [স] পূর্ণ-আনন্দ বি পরিপূর্ণ আনন্দ। 'স্বয়ং-তগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরভক্ত্য পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ইচ্ছাতৃপণ স্বদেশের অর্থ পূর্ণানন্দময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পূর্ণানন্দময় [স] পূর্ণ-আনন্দ-ময় বি আনন্দময় পরমেশ্বর। 'পূর্ণানন্দময় আমি ভিন্নয় পূর্ণতত্ত্ব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পূর্ণাবয়ব [স] পূর্ণ-অবয়ব ১ বিণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত। 'ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণাবয়ব হয়।' প্রমথ, ১৮৯০। ২ বি পূর্ণ আদল। 'আমরা যে সমাজে ফিরিছ ... আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হইনি।' প্রমথ, ১৯০৫। ৩ বি পরিপূর্ণ আকার। 'তার সেই কোনো পূর্ণাবয়বের অংশ।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত [স] পূর্ণ-অবয়ব-প্রাপ্ত বিণ পরিপূর্ণ। 'আমরা যে সমাজে ফিরিছ ... আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হইনি।' প্রমথ, ১৯০৫।

পূর্ণায়ত [স] পূর্ণ-আয়ত বিণ সম্পূর্ণ বিকশিত। 'পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না।' বক্তব্য, ১৮৮২।

পূর্ণাহুতি [স] পূর্ণ-আহুতি বি যজ্ঞ শেষ করার আহুতি। 'পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম সুসঙ্গত হইল ...।' দর্শন, ১৮৮২।

পূর্ণিত [স] বিণ পরিপূর্ণ। 'কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পূর্ণিতকায় [স] বি পরিপূর্ণ বা উদ্ভাসিত সঙ্গীত। 'পুলকে পূর্ণিতকায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পূর্ণিপুঙ্কর [স] পূর্ণা-পুঙ্কর বি মেরিলি ব্রতবিশেষ। 'বেশাথে পুঙ্করে জল না থাকায়, গরমে গাহ না মারে, এই কামনা করে পূর্ণিপুঙ্কর।' অবল, ১৯১৯।

পূর্ণিমা [স] বি তিথিবিশেষ, যখন চাঁদের সম্পূর্ণ অংশ দৃশ্যমান হয়।

‘শারদ পূর্ণিমা শশী রিনিদা বয়ান।’ অশাশল, ১৬৮০; ‘উদিত হইল যেন পূর্ণিমার শশী।’ সুপত্না, ১৭০০।

পূর্ণিমা-চাঁদ [স পূর্ণিমা-চন্দ্র] বি পূর্ণিমা তিথির চাঁদ; পূর্ণচাঁদ। ‘কুন্ড পূর্ণিমা-চাঁদ হেনে আকুল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯; ‘ললাটে ভোর পূর্ণিমা চাঁদ।’ নজরুল, ১৯৩৫।

পূর্ণিমা-নৃত্য [স] বি পূর্ণিমা তিথিতে করা হয় এমন নাচ। ‘আনন্দের পূর্ণিমা-নৃত্যের পরবর্তী অমাবস্যা স্মরক আজ।’ মনিক, ১৯৩৫।

পূর্ণিমায়ামিনী [স] বি জ্যোৎস্নায়াত্রা। ‘হে নিমন্ত পূর্ণিমায়ামিনী।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পূর্ণিমাপালি [স পূর্ণিমা-পালী] বি পূর্ণিমার চাঁদ। ‘একত বসন্তনিসি, তাহাতে পূর্ণিমাপালি।’ মদনমোহন, ১৮৩৪।

পূর্ণেশ্বদ্বন্দনী [স] বিণ পূর্ণিচন্দ্রমুখী। ‘মনেতে বিরুল অস পূর্ণেশ্বদ্বন্দনী।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

পূর্ণোন্মাদ্যে প্র পূর্ণ

পূর্ত, পূর্ত [স] বি জনকল্যানে জন পুত্র বনন, নানা-নন্দনা ও পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ। ‘চৌর্য, পূর্ত, খায়া, এ সকল কিরণ ছিল।’ স্বপ্নিম, ১৮৯২; ‘এই প্রকারের পূর্তকার্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পূর্তকর্ম, পূর্তকর্ম [স] বি জনকল্যানের জন্য পুত্র বনন, নানা-নন্দনা ও পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ। ‘পূর্তকর্মে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ ছিলেন।’ রায়, ১৮৭৪।

পূর্তকার্য [স] বি জনকল্যানের জন্য পুত্র বনন, নানা-নন্দনা ও পথঘাট ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ। ‘শিল্পকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পূর্তবিজ্ঞান [স] বি শুর-কৌশলী বিজ্ঞান। ‘পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ।’ সি বিণ শুর-কৌশলী বিজ্ঞানে পারদর্শী। ‘পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ যিহুতমতি ক্রমল সহস্রে মহোদয় ইহার সংগঠনভার সমাধে গ্রহণ করেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

পূর্তবিভাগ [স] বি নির্মাণ ও বননকার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগ। ‘পূর্তবিভাগে কেবল যে ইমারত তৈরি হয় তাহা নহে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পূর্ত-বৈজ্ঞানিক, পূর্ত-বৈজ্ঞানিক [স] বি শুর-প্রকৌশলী; সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ‘সহস্রাধিত ইঞ্জিনিয়ার বা পূর্ত-বৈজ্ঞানিক বহবার এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

পূর্তি, পূর্তি [স] বি পূরণ। ‘বৃষ্টিমেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্তি।’ বৃন্দা, ১৮৮০; ‘জয় জয় লীলাসাদি প্রভুতগুণ সর্বজীবি পূর্তি হেতু ব্যাঘ্র অকরা।’ কৃষ্ণরাম, ১৫৮০।

পূর্ব, পূর্ব [স] ১ কিণ পূর্ববর্তী। ‘পালিল বড়দি মোর পূর্ববর্তনে।’ বহু, ১৪০০। ২ বি পূর্ব দিক। ‘পূর্বের উদয় গিরি বদম পাকিয়ে অতালে।’ বিজয়, ১৬০০। ৩ অথ্য আশে। ‘ভাঁতি এক ধান দাবিল করিবার পূর্ব ...।’ হালদেব, ১৭৩০। ৪ কিণ পূর্ব দিক। ‘পূর্ববর্তে তরুলে দাখইএ গায়ে।’ মনিকরাম, ১৭৮১।

পূর্ব-অচল [স] বি পূর্ব আকাশের যেখান দিয়ে সূর্য ওঠে। ‘আজ সেখা ওই পূর্ব-অচলে চাছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পূর্ব-ইতিহাস [স] বি আকাশের ঘটনাবলী। ‘পূর্ব-ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ সাধিছাপন ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পূর্ব-ইতিহাস-হারা [স] বি পূর্ব বার কোনো ইতিহাস নেই এমন। ‘এ

কী এল মোর সেহে পূর্ব-ইতিহাস-হারা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পূর্ব-উদয়শিখর [স] বি পূর্ব আকাশের যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়। ‘এক পূর্ব-উদয়শিখরে দুই আত্মজ্যোত্স্না কিস্তিতে না ধরে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পূর্বক্শ [স] বি অতীতের পাণ্ডনা। ‘যদি বলের বহুরে ... পরলোকগত স্বামীর পূর্বক্শ পড়নোই কেটে না নিতেন।’ মহাশেখা, ১৯৫৬।

পূর্ব-এশিয়া [স] বি এশিয়ার পূর্বক্শালীয় দেশগুলি; দক্ষিণাচা। ‘পূর্ব-এশিয়ার গিরিশ্রেণী ধকীর প্রতিকূলতা করে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

পূর্বক, পূর্বক [স] ১ ত্রিবিধ সহকারে। ‘প্রণতিপূর্বক পরে বন্দির বিহবদ।’ মনিকরাম, ১৭৮১। ২ ত্রিবিধ করে। ‘বেশবিন্যাস পূর্বক ... উত্তম গাড়িতে আরোহণ করিলেন।’ নর্দগ, ১৮২১।

পূর্বকবিত, পূর্বকবিত [স] বিণ পূর্ব বলা হয়েছে এমন। ‘এই যত্র পূর্বকবিত বাশীর-বিমান-বস্ত্রেরই অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত।’ অক্ষয়, ১৮৫৪; ‘পূর্বকবিত পুরোহিত মহাপ্রণয়ের গল্প সম্পূর্ণ মাঠে মরা যায়।’ হ্যাসান, ১৯৬৭।

পূর্বকল্পনা [স] বি আশে কল্পনা-করা চিত্র। ‘সে মানুষের অস্তিত্বে একই সঙ্গে আদিম অরণ্যের অন্ধকার স্মৃতি, আর ভবিষ্যৎ সভ্যতার উজ্জল পূর্বকল্পনা মিলে আছে।’ দিব, ১৯০০।

পূর্বকাল, পূর্বকাল [স] বি অতীত কাল। ‘পূর্বকালে মরণটি তুঘন বিঘাত অতি আছিল হোসেন শাহাবের।’ বাহরাম, ১৬০০; অতি পূর্বকালেই অল্প বা বিকৃত বাণীয়ে নিমুত হইয়াছিল।’ অক্ষয়, ১৮৫৮।

পূর্বকালিক, পূর্বকালিক [স] বিণ আশেকার; অতীতের। ‘পূর্বকালিক ভারতবর্ষের ...।’ বসদর্শন, ১৮৭২।

পূর্বকালীন, পূর্বকালীন [স] বিণ অতীতকালের। ‘পূর্বকালীন ভাগ্যান মোক্কাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উল্লেখ ছিলেন না।’ নর্দগ, ১৮২৪।

পূর্বকার, পূর্বকার [স] বিণ আশের; অতীতকালের। ‘পূর্বকার সাক্ষী জীর্ণ কদাচ বিদ্যা শিথিলেন না।’ গৌর, ১৮২২।

পূর্বকৃত, পূর্বকৃত [স] বিণ পূর্ব করা হয়েছে এমন। ‘রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পূর্বকৃত শাপ স্বীকার করিতে হয়।’ অক্ষয়, ১৮৫০; ‘পূর্বকৃত অবহেলা সে সুখে আসলে শোধ দিতে উন্মত্ত।’ রবীন্দ্র, ১৯০১।

পূর্বকোণ [স] বি পূর্ব দিক; পূর্বের অক্ষল। ‘পূর্বকোণে পূর্বকোণে, অর্থ্য আমরা।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পূর্বগণন [স] বি পূর্বগণ। ‘প্রদিনি বেন পূর্বগণনে।’ চাহি রহিতাম একা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পূর্বগমন [স] বি আশে চলা। ‘শীঘ্র ব্যক্তিরে পূর্বগমনের সঙ্গে পুরোহিত পূর্বগমন করলেন।’ মহাশেখা, ১৯৫৬।

পূর্বগামিনী, পূর্বগামিনী [স] বিণ জী আশে গমনকারী। ‘কথায় বল, ছায়া পূর্বগামিনী।’ আশাদ, ১৯৪২।

পূর্বগামী [স] বিণ আশে গমনকারী। ‘মমই ধর্মসমূহের পূর্বগামী।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পূর্ব-গৌরব [স] বি আশেকার গৌরব। ‘সেই পূর্ব-গৌরব থেকে ভ্রী হয়েছে?’ রবীন্দ্র, ১৯২২।

পূর্বজ [স] বি পূর্বপুত্র। ‘আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন পূর্বজ।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পূর্বজনম

পূর্বজনম [স] পূর্বজন্ম। বি গতজন্ম। 'পূর্বজনমের অভিশাপনয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

পূর্বজন্ম [স] বি আগের জন্ম। 'পূর্বজন্মসোমে একাকী বাঁচিব আমি।' মাইকেল, ১৮৬১।

পূর্বজন্মার্জিত [স] বি পূর্বজন্ম থেকে অর্জিত। 'জন্মপত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পূর্বজন্মাতা [স] পূর্বজন্মাতা। বি পূর্বজন্মের। 'পূর্বজন্মাতা সখা ছিল পাশেরিতে নার।' মালিকরায়, ১৭৮১।

পূর্বজট [স] বি সূচনা পর্ব। 'বিদ্যাপতির হাতে গড়িয়া আধ্যাতিকতার পূর্বজট নির্দেশে হইয়া উঠিয়াছে।' হাই, ১৯৫৪।

পূর্বজন্ম [স] বি পূর্বকালের; আগেকার। 'পূর্বজন্ম ও ইদানীন্তন এরূপ বহুতর বিষয় আছে।' বিদ্যা, ১৮৭০; 'পূর্বজন্ম গণনানুসারে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

পূর্বজন্ম [স] বি পূর্ব সবচেয়ে পূর্ব দিকের। 'মহালের পূর্বজন্ম প্রাঙ্গণ।' বিজুতি, ১৯০৮।

পূর্বজৈতরথ [স] বি পৃথিবীর প্রাচ্য অঞ্চল। 'পূর্বজৈতরথে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে নবমুখ।' নজরুল, ১৯২২।

পূর্বদারী [স] পূর্বদারী। বি পূর্বদারী। 'আপন বাহির বাটার পূর্বদারী বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখবন্ধ করিয়া ...' মদারতন, ১৮৬৯।

পূর্বদিক, পূর্বদিক [স] বি পূর্ব দিক। 'পূর্বদিক প্রাঙ্গণ যেমত উষাকালে।' রামকৃষ্ণদাস, ১৭৮০।

পূর্বদিকহিত, পূর্বদিকহিত [স] বি পূর্বদিক অবস্থান করছে এমন। 'কিভাবে তার ভরতবর্ষে পূর্বদিকহিত স্ট্রেক্সপতির মধ্যে লুপা হয়।' অক্ষয়, ১৮৭৭।

পূর্বদুর্ঘ [স] বি পূর্ববর্তী যন্ত্রণা। 'শাশরিল দাসী তার পূর্বদুর্ঘ হাত।' মাইকেল, ১৮৬০।

পূর্বদেশ, পূর্বদেশ [স] ১ বি পূর্ব দিকের দেশ। 'ইতোমধ্যে এক নির্বোধ পূর্বদেশীয় বাসাল ব্রাহ্মণ কহিলেক।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি পূর্ব দিক। 'উষাকালে সুকুমার অক্লান্ততা পূর্বদেশে প্রাপ্তপিত হইয়া ...' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি পূর্ব দিকের দেশ - ভারতবর্ষ। 'পূর্বদেশের ভদ্রদের মধ্যে আজ এক সুগভীর চাঞ্চল্যের সম্মার হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পূর্বদেশীয়, পূর্বদেশীয় [স] ১ বি পূর্বদেশের। 'এক নির্বোধ পূর্বদেশীয় বাসাল ব্রাহ্মণ।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি ভারতবর্ষীয়। 'পূর্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীলিয়াবাসীর দ্বারা ইউরোপান্তরে প্রেরিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পূর্বদারী, পূর্বদারী [স] পূর্বদারী। বি পূর্ব দিকে প্রধান দরজা রয়েছে এমন। 'স্ট্রীয়াসোলান বহুর চতুর্ধ কন্যার জন্ম পূর্বদারী ঘরে।' চিত্রিপদে, ১৮০৮।

পূর্বদ্বন্দ্ব, পূর্বদ্বন্দ্ব [স] বি পৈতৃক সম্পত্তি। 'পূর্বদ্বন্দ্ব অপর ধনোপার্জনের মূল্যহীন কারণ।' রজনীত, ১৮২৯।

পূর্বদর্শনী [স] বি পৃথিবীর প্রাচ্য অঞ্চল। 'পূর্বদর্শনীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একেবারে তার গোলাবাড়ির ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পূর্বনির্দিষ্ট [স] বি পূর্ব নির্ণয় করা হয়েছে এমন; পূর্বনির্ধারিত। 'যে অধুনাতন পণ্ডিত পূর্বনির্দিষ্ট বিজ্ঞান্যায় বিতর্ক মত অনুসন্ধানীকৃত করেন, তাহার নাম নিকলাস কোপার্লিকস।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

পূর্বনিপাত [স] বি সমস্ত শব্দের প্রথমে মাত্র পদ। 'বিশেষণপদের পূর্বনিপাত হয়।' বিদ্যা, ১৮৭০।

পূর্ব-নিবাসী বি আদিম অধিবাসী। 'তাহার পূর্ব-নিবাসীদের আকাশই অমর ছিল, পতকস্ব ব্যবহার ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পূর্বপক্ষ, পূর্বপক্ষ [স] ১ বি অভিযোজ্য। 'সেবধি, ১৮৩৯। ২ বি অভিযোজ্য। 'যে সকল ইংল্যান্ড লোক কর্তৃকপ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি বিতর্ক উপস্থাপনকারী। 'একালের পূর্বপক্ষ যে সেকালের পূর্বপক্ষের উত্তরাধিকারী।' প্রমথ, ১৯১৭।

পূর্ব-পশ্চিম বি প্রাচ্য ও পশ্চাত্য। 'পূর্ব-পশ্চিমের আলোড়ন হইতে আমরা কেবলই যে বিষ পাইব, তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পূর্বপশ্চা [স] বি প্রচলিত নিয়ম। 'নিরুর মনে রক্তিম পথ অনুবাহন/ করছে পৃথিবী পূর্ব-পশ্চা সংযোগধরে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

পূর্বপরিচলিত [স] বি পূর্ব পরিচলিত করা হয়েছে এরূপ। 'এই অজ্ঞান পূর্বপরিচলিত কিনা।' আনিস, ১৯৬৪।

পূর্বপরিচিতি [স] বি পূর্ব আগে থেকে পরিচিত আছে এমন। 'পূর্ব পরিচিতি বহুদের ...' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'পূর্বপরিচিতি কীর্তিমালায় চিত্রসকল অনুসরণ করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'তার পূর্বপরিচিতি অতল রহস্যকে সন্ধান করে।' মালিক, ১৯৪০।

পূর্ব পশ্চীমা, পূর্ব পশ্চীমা [স] বি মূল পশ্চীমা পূর্ববর্তী পশ্চীমা। 'উপায় প্রদানের পশ্চীমা দিবার পূর্বে প্রত্যেক প্রত্যেক "প্রিভিউস" প্রদান পূর্ব পশ্চীমা উত্তীর্ণ হইতে হয়।' কৃষ্ণভাবনী, ১৮৮৫।

পূর্বপুরুষ, পূর্বপুরুষ [স] বি বংশের পূর্বদারী ব্যক্তিবর্গ। 'রাজার পূর্ব পুরুষ এই দেশ জয় করিয়া ...' মণ্ডল, ১৮০২; 'যে ছায়ে আবহমান কাল পূর্বপুরুষের নিবাস হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'পশ্চাদ্ধিপতির পূর্বপুরুষ পাতবন্দে স্বতর ছিলেন বটে।' মাইকেল, ১৮৭৪।

পূর্ব-পুরুষপত [স] বি পূর্বপুরুষ-সম্পর্কিত। 'পূর্ব-পুরুষপত যোগপাত নিত্য।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পূর্বপ্রচলিত [স] বি আগে থেকে প্রচলিত। 'পূর্বপ্রচলিত আনাবশক সমাসাভ্যুৎপত্তির হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোগজনার সুনিম্ন স্থাপন করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'আমরা দক্ষিণবঙ্গের সেই পূর্বপ্রচলিত উচ্চারণভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আসছি।' প্রমথ, ১৯১২।

পূর্বপ্রভাব [স] বি আগের প্রাণ। 'তবে তার পূর্বপ্রভাব আর নেই।' হাই, ১৯৫৪।

পূর্বপ্রার্থিত, পূর্বপ্রার্থিত [স] বি পূর্ব আগে চাওয়া হয়েছিল এমন। 'পণ্ডিত ঠাট্টা পূর্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈলো।' কৃষ্ণভাবনী, ১৮৮৫।

পূর্বপ্রেরিত [স] বি পূর্বের পাঠানো। 'রাধিন পূর্বপ্রেরিত চট্রপঞ্জর প্রাসাদরক্ষী যোগ দিয়েছে লিপাহিসের সঙ্গে।' মহাভোতা, ১৯৫৬।

পূর্ববঙ্গ [স] বি অতিকৃত বঙ্গদেশের পূর্বভাগ (বর্তমান বাংলাদেশ)। 'এখানে পূর্ববঙ্গের লোকেরা ক্ষ-এর সঙ্গে যথলা যোগ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

পূর্ববঙ্গবাসী [স] বি সাবেক পূর্ববঙ্গের তথা বর্তমান বাংলাদেশের অধিবাসী। 'পূর্ববঙ্গবাসী বহুতর নিকট চলিয়াসে যে, তাহারের দেশে "নিহেগুয়ে" শব্দের চলন আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'পূর্ববঙ্গবাসীরা এ প্রদেশ আমার উপর চলে গিয়ে অনেক কড়া কড়া কড়া গনিয়ের দৈবল।' মূলভব, ১৯৬৮।

পূর্ববঙ্গীয় [স।] কিং পূর্বদেশ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। 'পূর্ববঙ্গীয় জেল ছিল মজার।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পূর্ববঙ্গ [স।] ক্রিবিপ পূর্বের মতো। 'রাসলীলার এক শ্রোক যবে পড়ে তনে। পূর্ববঙ্গ তব অর্থ করেন আপনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'গন্ধর্বসেনে ... পূর্ববঙ্গ সেবনেই হইয়া ... গ্রহান করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পূর্ববর্ষিত [স।] বিপ আগে বর্ণনা করা হয়েছে এমন। 'কবিতার পূর্ববর্ষিত রিমুচিত সমাধারে একমুখি গড়বার ইচ্ছে।' প্রমথ, ১৯১৩।

পূর্ববর্তী, পূর্ববর্তী [স।] বিপ পূর্বের। 'অতএব সমানান্তরালতা, সম্মিলনবিহরের নিত্য পূর্ববর্তী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পূর্ববালো বি ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল। 'পশ্চিমবালো ও পূর্ববালোকে পৃথক ভাষার ভাগ করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পূর্ববাণী [স।] বি অজীতে বলা কথা। 'পূর্ববাণী এইজনে সকল হইতে লেখিলে অনুগ্রহ সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।' মোতাহার, ১৯৩৭।

পূর্ববাহিনী [স।] বিপ পূর্বদিকে প্রবাহিত। 'বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নিবর্তিত অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা গ্রাস হইয়া...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'পূর্বের যত নদী সব পূর্ববাহিনী।' প্রমথ, ১৯২৫।

পূর্ববিধি, পূর্ববিধি [স।] ক্রিবিপ আগের মতো করে। 'তার মধ্যে পূর্ববিধি প্রশস্তো ছাড়া ...।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

পূর্ববৃত্ত, পূর্ববৃত্ত [স।] বি ইতিহাস। 'বৃহৎ বঙ্গ দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ... শিল্প বিদ্যা ও পূর্ববৃত্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২২।

পূর্বব্যক্তি [স।] বি নিজ চরিত্রের পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য। 'নিজের পূর্বব্যক্তি সর্বকিছু থেকে শ্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে ইচ্ছিত্যেগে যেন।' হাসান, ১৯৬৫।

পূর্বভাগ, পূর্বভাগ [স।] বি পূর্ববর্তী অংশ। 'কাঁচলির বামভাগে লিখে বৃন্দাবন পূর্বভাগে মোলশিখি কম্বকানন।' মৃকুপ, ১৬০০। ২ বি পূর্ব দিক। 'পূর্ব ভাগে, নবীন রাগে উদয়ে নিবাক্ষর।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি পূর্ববর্তী সময়। 'সত্যার পূর্বভাগে আমার বাসার থাকিবার কথা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পূর্ব-ভারত [স।] বি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল। 'সেইমত ভবিতেছি আমি কবিও পূর্ব-ভারতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

পূর্বভারতীয় [স।] কিং ভারতের পূর্বদিকে অবস্থিত। '... পূর্বভারতীয় মহাদেশ হয়েছে আসলে তাদের সেবা বাজার।' সন্দে, ১৯৭০।

পূর্বভূমিকা [স।] বি সূচনা। 'এই ভালোবাসার পূর্বভূমিকা হয়েছিলো টেনেসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পূর্বমত, পূর্বমত [স।] ক্রিবিপ আগের মতো। 'ভারত বাহিরে বাইবার সময় পূর্বমত করিয়া শোণ।' তারিণী, ১৮০৮।

পূর্ব-মহাদেশ বি প্রাচ্যের মানুষ। 'পূর্ব-মহাদেশ অন্তরাঙ্গার যে সাধনা করেছে সেই হয়েছে অমৃতের অধিকার লাভ করার উপায়।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

পূর্বমুখ, পূর্বমুখ [স।] বি পূর্বদিক। 'এত চিহ্নি পূর্বমুখে করিয়া গমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পূর্বমুখে তরতলে সাড়াই গেছে।' মানিকরায়, ১৯৬৩

১৭৮১। ২ কিং পূর্ব দিকে মুখ এমন। 'আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পূর্বমুখী [স।] বিপ পূর্ব দিকে মুখ এমন। 'পূর্বমুখী প্রতি প্রত্যয়ে প্রবাহিককাল পূর্বমুখী হয়ে রক্ত-বীণা বাজাতেন।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

পূর্বমুহুর্ত [স।] বি অব্যবহিত আগের মুহুর্ত। 'যবনিকাপাতের পূর্বমুহুর্তের চরম আত্মদানেও ...।' জাইবুর্গ, ১৯৭৩।

পূর্ব-মুগাধর ক্রিবিপ আগেকার কোনো মুগ। 'সে গড়ে আছে পূর্ব-মুগাধরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পূর্বরাগ [স।] ১ বি প্রেমিক বা প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি প্রাথমিক আসক্তি। 'উভয়েরই, ত্রয়ে ত্রয়ে, পূর্বরাগ সংকটে 'শ্রমদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।' বিন্দ্য, ১৮৪৭। ২ বি অনুরাগ। 'পূর্বরাগ অবাধি যারে অপ্রায় দিলে নরেকারে।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি (গতস্থ সত্যনের প্রতি) প্রাথমিক আসক্তি। 'দিবারাত্রি গৃহ এক স্নেহব্যাকুলতা, গভীর পূর্বরাগ, অশক্তিতে অর্পু মমতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পূর্বরূপ [স।] ক্রিবিপ অজীতের মতো করে। 'পূর্বরূপ সেই বিদ্র দাড়াই গেছে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পূর্বরূপপ্রাপ্তি [স।] বি অজীতের অবস্থা ফিরে পাওয়া। 'হৃতযৌবনা রোশোয়ার এক মুহুর্তে পূর্বরূপপ্রাপ্তি।' অনিস, ১৯৬৪।

পূর্বরীতি, পূর্বরীতি [স।] বি অজীতের শক্তি। 'পূর্বরীতি পরিবর্তন করিয়া উত্তম নিয়ম সংস্থাপন করিলেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

পূর্বরূপ, পূর্বরূপ [স।] বি ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু আভাস। 'উৎকৃষ্ট ধর্ম সংগঠিত হইবার পূর্বরূপ লক্ষিত হইতেছে।' অক্ষর, ১৮৫৪; 'সে জানে ইহা স্মরণ আসার পূর্বরূপ।' বিজুতি, ১৯২৯।

পূর্বলীলা [স।] বি রামা-কৃষ্ণের মিলনের পূর্ববর্তী লীলা। 'বৃন্দাবন পূর্বলীলা হইল শ্রবণ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পূর্বলেখ [স।] বি পূর্বলক্ষণ। 'বৃন্দাশ্রমেতে ধ্বংসে হিসাবী চক্রে কার্ণকারণে ধার্য বিমানদান, ভাণ্ডাও প্রেসদেবের পূর্বলেখ।' সূর্যস্র, ১৯৪৫।

পূর্বকৃত [স।] বিপ অজীতে শোনা হয়েছে এমন। 'আমাদের পূর্বখামির কুমারী কন্যা আমার কণ্ঠকণ্ঠি পুত্রাতন পূর্বকৃত সুর শিলাদোর বাজাছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পূর্বসংকিত, পূর্বসংকিত [স।] ১ বিপ আগে থেকে জ্ঞানো। 'পূর্বসংকিত বেগের তপে ... বুঝিয়ে থাকিবে।' বর্জম, ১৮৭৫। ২ কিং পূর্বে সংকিত। 'সদি পূর্বসংকিত জ্ঞানের সীমার এসে না দাঁড়ান।' মৃগী, ১৯৩১।

পূর্বসমুদ্র [স।] বি বঙ্গোপসাগর। 'হিমাদ্রি কত থেকে পূর্বসমুদ্র গর্ভ লখননা এই গঙ্গানদী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'বাহু বড়ে পূর্বসমুদ্র হতে উজল হলো হলো তালিনী তরঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

পূর্বসীমা, পূর্বসীমা [স।] ১ বি পূর্বপ্রাণ। 'শক্তিসময়ত কর্তার এই প্রকার বোধ ছিল যে কামরূপী চীনদেশের পূর্বসীমা।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বি পূর্ব দিক। 'তার পূর্বসীমার বেতনী আর পশ্চিমসীমার লাল।' প্রমথ, ১৯১৪।

পূর্বস্থান [স।] বি পূর্বের স্থান। 'পূর্বস্থান বৃন্দাবন পরিক্রমি শোণ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

পূর্বখামি, পূর্বখামি [স পূর্বখামী] বি সাবেক খামী। 'কন্যা জন তোমার পূর্বখামির এক পুত্র আছে।' চরিত্রচর, ১৯০৫।

পূর্বখামির জন্মিত, পূর্বখামির জন্মিত - আগের খামীর

ওরসজ্ঞাত। 'অনন্তর কন্যা আপন পূর্বশ্রামির জ্ঞানিত ঐ পুত্রের কথা ...।' চরিত্র, ১৮০৫।

পূর্বশ্রুতি, পূর্বশ্রুতি [স] বি অতীত কালের শ্রুতি। 'শীতের চোটে সেই বহাদুরকার পূর্বশ্রুতি মনে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্বশ্রুতি জায়ায় উঠল।' প্রজ্ঞা, ১৮৯৮।

পূর্বাকাশ [স পূর্ব-আকাশ] বি পূর্ব দিকের আকাশ। 'পূর্বাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পূর্বাপাত [স পূর্ব-আপাত] বি অগ্রজ। 'আমাদের পূর্বাপাতের প্রায় সকলেরই স্পর্শ পড়েছিল কল্পোলে।' অচিৎ, ১৯৫০।

পূর্বচারিত্র, পূর্বচারিত্র [স পূর্ব-চারিত্র] বি পূর্ব অনুসৃত হয়েছেন এমন। 'অধন্তন সম্ভবিত্ব যদি পূর্বচারিত্র প্রণালী অনুসারে চলিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

পূর্বচল [স পূর্ব-অচল] বি পূর্বদিকের যে কলিত পর্বত থেকে সূর্য উদয় হয়। 'পূর্বচল হতে ধীরে ধীরে সরে এসে পশ্চিমে হেলিয়া ছাদশীর শশী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পূর্বচার্য [স পূর্ব-আচার্য] বি অতীতের আচার্য। 'চুকে গেলেও পূর্বচার্যেরা সব খেড়ে ...।' জীবন, ১৯৪০।

পূর্বাক্ষল [স পূর্ব-অক্ষল] ১ বি পূর্বদিকের অক্ষল। 'আমাদের পূর্বাক্ষলে প্রবলা প্রকৃতির পদতলে অভিজুতভাবে বাস করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি পূর্ববহ। 'অরে পড়ে পূর্বাক্ষলে, ছিল যারা রামির সংযোগ।' সুরঙ্গ, ১৯৩৮।

পূর্বাক্ষলে ক্রিষি পূর্বদিকের অক্ষলে। 'এদিকে পূর্বাক্ষলে বর্মার অভিযুগে চীনের সশ্রব সমুদ্রে ইংরাজকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

পূর্বাক্ষলীয়া [স পূর্ব-অক্ষলীয়া] বি পূর্ব অক্ষলের। 'মহিলা সমিতির পূর্বাক্ষলীয়া শাখার প্রেসিডেন্ট।' বেঙ্গল, ১৯০৫।

পূর্বঅধিকার [স পূর্ব-অধিকার] বি অতীতের অধিকার। 'বৃহত্তরসের পূর্বঅধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পূর্বানুকরণ [স পূর্ব-অনুকরণ] বি অতীতের অনুকরণ। 'কেবলমাত্র পূর্বানুকরণ করিয়াই সম্বন্ধ হয়।' মুক্ততাব, ১৯৫৯।

পূর্বানুশোদন [স] বি পূর্ব আসে থেকে সম্মতিদান। 'রাষ্ট্রপতির পূর্বানুশোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে ...।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

পূর্বাপর, পূর্বাপর [স পূর্ব-অপর] ১ ক্রিষি আসে-পরে। 'আজর নির্দেশে আমরা পূর্বাপর তিন পুরুষ বিদেশী ...।' তপা, ১৭৮২। ২ ক্রিষি আগাগোড়া; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। 'অবরিত ঘর পূর্বাপর থাকে।' রামায়ণ, ১৮০১; 'পূজার পূর্বাপর পাঁচ সাত দিন রথযাত্রার মতে লোকযাত্রা হইরাছিল।' দর্পণ, ১৮২১।

পূর্বাপরতা [স] বি পরস্পর। 'বোধদার্ঢ্য ও ঋতস্মরির জ্ঞানকাসের পূর্বাপরতা স্থির করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'সন্তানসম্ভবিত্ব পর্যন্ত মানুষের যে একটা পূর্বাপরতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পূর্বাপরচলিত [স] বি পূর্ব থেকে চলে এসেছে এমন। 'কেবল পূর্বাপরচলিত জড়প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পূর্বাপর মতে, পূর্বাপর মতে ক্রিষি ধারাবাহিকতা অনুযায়ী। 'পূর্বাপর মতে ইহাকে আর খাদ্য জোগাইব না।' তারিখী, ১৮০৩।

পূর্বাপরাধ [স পূর্ব-অপরাধ] বি পূর্ব করা হয়েছে এমন অপরাধ। 'আপনি আমার পূর্বাপরাধ মার্জন্য করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পূর্বাপেক্ষা, পূর্বাপেক্ষা [স পূর্ব-অপেক্ষা] ক্রিষি আগের চেয়ে। 'ইহাতে তাহার পূর্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হইল।' তারিখী, ১৮০৩; 'লোকপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ তরু পক্ষীর অনুভূত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পূর্বাবিধি, পূর্বাবিধি [স পূর্ব-অবিধি] ক্রিষি পূর্ব থেকে। 'হোসেনানের পূর্বাবিধি কিছু এমত ঐশ্বর্য ছিল না।' রামায়ণ, ১৮০১।

পূর্বভাস [স পূর্ব-আভাস] বি ভাবী ঘটনার সংকেত বা ইঙ্গিত। 'নয়দূরত পূর্বভাস।' সুলভান, ১৭০০।

পূর্বভিষুখে, পূর্বভিষুখে [স পূর্ব-অভিষুখে] ক্রিষি পূর্বদিকে। 'তাহারা পূর্বভিষুখে যাত্রা করিলেক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পূর্বভাস্যক্রমে [স পূর্ব-অভাস্যক্রমে] ক্রিষি আগের অভাস্য অনুযায়ী। 'পূর্বভাস্যক্রমে তাহাদেরই ধারস্থ হই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পূর্বজিত, পূর্বজিত [স পূর্ব-অজিত] বি পূর্ব অর্জন করা হয়েছে এমন। 'তখন তিনি, পূর্বজিত স্নেহরসের সহায়তা দ্বারা, আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭; পূর্বজিত কীর্তি তার অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বিসিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পূর্বার্ধ [স পূর্ব-অর্ধ] বি প্রথম অর্ধেক। 'যারা সকলজন বাক্যের পূর্বার্ধ বশে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না।' মুক্ততাব, ১৯৫২।

পূর্বানু [স পূর্ব-আনা] বি পূর্বদিক। 'ফুল-সুপ স্নানী উষা যখন খুলিলে পূর্বানু প্রেমবারে গন্ধকর দিয়া।' মাইকেল, ১৮৬১।

পূর্বানুশাসিত [স পূর্ব-আনুশাসিত] বি পূর্ব আশাস দেওয়া হয়েছে এমন। 'সেই পূর্বানুশাসিত বরোরা, হরিদাসকে গৃহপাত তনিয়া ... আলয়ে উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পূর্বানুশ্রম [স পূর্ব-অশ্রম] বি পূর্ববর্তী অশ্রম। 'গোশাধির জ্ঞানিতে চাহি কাহা পূর্বানুশ্রম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পূর্বানুশ্রমী [স পূর্ব-অশ্রমী] বি পূর্ববর্তী। 'আরো বোলে আমরা সকল পূর্বানুশ্রমী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পূর্বানস [স পূর্ব-আনস] বি পূর্বের সিংহাসন। 'পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্বানস লাগি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

পূর্বাহ্ন, পূর্বাহ্ন [স পূর্ব-অহ্ন] ১ বি দিনের প্রথম ভাগ। 'পূর্বাহ্নে সাত কটার সময়ে।' দর্পণ, ১৮৩১; 'দিবাভাগের প্রথম ভাগকে পূর্বাহ্ন, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ন, শেষ ভাগকে অপরাহ্ন ও সন্ধ্যাহ্ন বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'ইতিমধ্যে এক দিনকে পূর্বাহ্নে এক চব্বতবার ...।' রামায়ণ, ১৮০১। ২ বি পূর্ববর্তী কাল। 'সে সময়ে পূর্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।' সবুজ, ১৯৭৭।

পূর্বাহ্ন, পূর্বাহ্ন [স পূর্বাহ্ন] বি সকাল। 'তাহা প্রতি বুধবার পূর্বাহ্নে প্রকাশ হইবে।' দর্পণ, ১৮৩১।

পূর্বে, পূর্বে [স] ক্রিষি আগে। 'পূর্বে হয় গর্বত তার মায়িল কংসাসুরে।' বহু, ১৪৫০; 'হাসিয়া গোশাধি বলে পূর্বে যে জনিল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পূর্বেকার, পূর্বেকার [স পূর্বেকার] ১ বি অতীতকালের। 'বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি আগেকার। 'প্রথম মহাসময়ের পূর্বেকার অস্মিয়ান-সম্রাট ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

পূর্বত ক্রিষি অতীতে। 'পূর্বত আছিল প্রভু নৈরুপ আকার।' জ্ঞানোত্তর, ১৬৮০।

পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত [স পূর্ব-উক্ত] ১ বি আগে বলা হয়েছে এমন;

পূর্বে উল্লিখিত। 'পূর্বোক্ত বাবুর নব গুণ।' দর্পণ, ১৮২১; 'পূর্বোক্ত সম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ অনুমতি ছিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি পূর্বে বলা হয়েছে যা। 'শেষোক্তের সহিত পূর্বোক্তের কোনও দেশেই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায় না।' প্রমথ, ১৯২০।

পূর্বোন্নিবিষ্ট, পূর্বোন্নিবিষ্ট। [স] বি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এমন। 'অসীকার স্মরণ করিয়া পূর্বোন্নিবিষ্ট ব্যবহারগুলি করিয়া থাকেন।' কৈশাসবাসিনী, ১৮৬০।

পুষ্প [স] বি সূর্য। 'হে পুষ্প, হে পরিপূর্ণ, হে অপাবু, তোমার হিরণ্ময় পাতের ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পুষা [স] বি সূর্য। 'ভূতর সোচন করিল মোচন পুষার ভাঙ্গিল দন্ত।' মুকুন্দ, ১৮০০।

পুষ্পতর [স প্রিয়তর] বি পুষ্প অধিক প্রিয়। 'ব্রজ বৃন্দাবন প্রমি সকল পুষ্পতর।' মালাধর, ১৫০০। প্র প্রিয়তর

পূষা [স প্রিয়া] বি প্রময়িনী। 'অস্তিত্ত ভৈবর পূষা গন লৈয়া সঙ্গে।' মালাধর, ১৫০০।

পূওসি [স প্রেমসী] বি পুষ্পমালা; প্রিয়তমা। 'নিত পূওসি ডুকৃতানুর নন্দিন।' মালাধর, ১৫০০।

পূকার [স প্রকার] বি রকম। 'দখি দুহু মিটাই জতেক পূকার।' মালাধর, ১৫০০। প্র প্রকার

পূছা [স প্রছ] বি জিজ্ঞাসা। 'সকৃৎশিকা পূছা সাধুয়ার্গানুগমন।' কুঙ্গাস, ১৫৮০।

পূতনাপতি [স] বি সেনাপতি। 'সাজিল শরান পূতনাপতি।' মানিকরাম, ১৮৬১।

পুতি [স প্রতি] অবা প্রত্যেক। 'কৌতুকে মনল হৈল পুতি ঘরে ঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

পুতিন্দিন [স প্রতিদিন] ক্রিবিধ প্রত্যেক দিন। 'একে একে পুতিন্দিনে নারোত নানা স্থানে।' মালাধর, ১৫০০।

পুতিমাস [স প্রতিমাস] বি প্রত্যেক মাস। 'পুতিমাসে রাজ্যায় গিয়া করাএ গোচারে।' মালাধর, ১৫০০।

পুতিকার [স প্রতিকার] বি উপায়। 'কেমতে জাইব ঘর নাই পুতিকার।' মালাধর, ১৫০০। প্র প্রতিকার

পুতিগৃহ [স প্রতিগ্রহ] বি প্রতিগ্রহ; দান্মহণ। 'দান পুতি গৃহ সট কর্ণের লক্ষন।' মালাধর, ১৫০০।

পুতিজা [স প্রতিজ্ঞা] বি শপথ। 'না গেলা বাপের রায়্য পুতিজা মনে তনি।' মালাধর, ১৫০০।

পুতিফল [স প্রতিফল] বি প্রতিকার। 'আপন বিক্রম বলে নাই কর পুতিফলে।' মালাধর, ১৫০০।

পুতিমা [স প্রতিমা] বি প্রতিকৃতি; মূর্তি। 'মুক্তিকা পুতিমা করি সেই পুষ্পপানি।' মালাধর, ১৫০০। প্র প্রতিমা

পুতিটিত [স প্রতিটিত] বি স্থাপিত। 'পুতিটিত করি দিখে না গুলিজে কিবা।' মালাধর, ১৫০০। প্র প্রতিটিত

পৃথক [স পৃথক] বি আলাদা। 'দুই তিন শত কুটি লোকেরদের পৃথক২ বাস।' দর্পণ, ১৮১৯।

পৃথক-অন্ন [স] বি পৃথক পরিবারভুক্ত হয়েও একান্নবর্তী নয় এমন। 'বিবাহের সময়ে পৃথক-অন্ন হইলে গৃহত্যাগজনিত কোন সোধ বেধ হয় না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পৃথকতা [স] বি পার্থক্য। 'হিন্দুদিগের মধ্যে এইকণে যে রম্পসর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পৃথকত্ব [স] বি ভিন্নতা। 'এক বৃক্ষের শাখাঘরে ফলের পৃথকত্ব না হইত তবে ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

পৃথকপথী [স পৃথক+থি পথী] বি ভিন্নমতাবলম্বী। 'এইসব পৃথকপথী লোকদের যে সমান আদর আছে, তা তো সকলেই জানে।' প্রমথ, ১৯১৫।

পৃথক পৃথক [স] ১ ক্রিবি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। 'তিন সুবার কাগজ পৃথক২ আমারদের কাছে আছে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি ভিন্ন ভিন্ন। 'পৃথক২ কার কার কোন হুদা বেওয়া করিয়া কহ।' কেরি, ১৮০২; 'পৃথক পৃথক ফলশাখা শাখার সংখ্যা উক্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পৃথকসূর [স] বি ভিন্নসূর। 'পৃথকসূর আছে জনে: তবু চিরদিন।' জীবন, ১৯৪০।

পৃথকীকরণ [স পৃথককরণ] বি আলাদা করণ। 'নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

পৃথগ্ন [স পৃথক-অন্ন] বি এক পরিবারভুক্ত হয়েও একান্নবর্তী নয় এমন। 'যদ্যপি পৃথগ্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয় হয় ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পৃথগ্নত্ব [স পৃথক-ত্ব] বি ভিন্ন। 'যোগিক আকর্ষণের বলে ... পৃথগ্নত্ব হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পৃথগ্নাজা [স পৃথক-রাজ্য] বি স্বতন্ত্র দেশ। 'তৎকালে এই রাষ্ট্রদেশ প্রকৃতি পৃথগ্নাজা ছিল।' বঙ্কিম, ১৮২২।

পৃথ্যা [স প্রথা] বি প্রথা। 'এ দেশে যে প্রকার পৃথ্যা ও ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

পৃথিবী [স] ১ বি ধরণী। 'আল রাধা পৃথিবীত কর আবতারণ।' বটু, ১৪৫০। ২ বি মাটি। 'ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈছে।' বন্দা, ১৫৮০। ৩ বি গ্রহবিশেষ। 'বৃদ্ধাই প্রায় ৪০০৮০০০ যোজন, তত্র ৭৪৮০০০০ যোজন, পৃথিবী ১০৫০৫০০০০ যোজন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পৃথিবি [স পৃথিবী] বি পৃথিবী। 'অনুরূপে বকল পৃথিবি হৈল বস।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পৃথিবী-গোলক [স] বি পৃথিবীর গোলক। 'যেমন আছে পৃথিবী-গোলকে ঘিরে জীবজন্তু গাছপালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পৃথিবীজোড়া [স পৃথিবী+জোড়া] বি সমস্ত পৃথিবীতে বিরাজ করছে এমন। 'পৃথিবীজোড়া দূরবহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশের অবস্থা ...।' সবুজ, ১৯২০।

পৃথিবীতত্ত্ব [স] বি পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান। 'পৃথিবীতত্ত্ব যটটা আমার জানা আছে।' বিভূতি, ১৯০৮।

পৃথিবীতল [স] বি ভূপৃষ্ঠ। 'গতিসহ পৃথিবীতলের মুহূর্ত্তঃ আদোলন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পৃথিবীপতি [স] বি পৃথিবীর অধিকর্তা। 'মাস্তা সগর দিল্লিপ ভরত ভগীরথ ইহারা সকলে পৃথিবীপতি।' রামরাম, ১৮০১।

পৃথিবীপুষ্প [স] বি পৃথিবীরূপ ফুল। 'তোমরা শুধু অন্যায়-অবিচারের কাঁটাই সেগলে পৃথিবীপুষ্পে সৌন্দর্য আর উপলব্ধি করতে পারলে না।' মোতাহের, ১৯৫০।

পৃথিবীপৃষ্ঠ [স] বি মর্ত্তভূমি। 'পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ কম্পিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পৃথিবীবাসী

পৃথিবীবাসী [স] বি মর্ডাশোকে বাস করে এমন। 'সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিবাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পৃথিবীত্রত [স] বি রাজধর্মবিশেষ; পৃথিবীর মতো রাজ্যও প্রজাদের সমভাষে ও সবার উপভুক্ত মত সহ্য করবেন - এই ত্রত। 'রাজার ইন্দ্রত্ব, সূর্যত্ব ... ও পৃথিবীত্রত; এই সত্ত্ব ত্রত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'পৃথিবীকে নমস্কার দিয়ে পৃথিবী ত্রতের এই যে আলপনাখানি।' অবন, ১৯১৯।

পৃথিবীমল্ল [স] বি পৃথিবী। 'পৃথিবীমল্ল মাঝে হেন মহারণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

পৃথিবীময় [স] ত্রিবিধ পৃথিবীছোড়া। 'সমস্ত পৃথিবীময় বিশ্বামিত্রে পর্বত কাটিয়া বৃষ্টির সময়ে থাকিবার জন্য সুন্দর স্থান নির্মাণ করিয়া নিয়াছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

পৃথিবীর পিঠ বি কর্মচঞ্চল ভূপৃষ্ঠ। 'পৃথিবীর পিঠ ছেড়ে ঘূমের রূপতে চলে গেছে।' জীবন, ১৯৩২।

পৃথিবীর লম্বা ব্যারান্দা বি মাঠ। 'পৃথিবীর লম্বা ব্যারান্দায় শিতর খেলা।' অমিয়, ১৯৩৯।

পৃথিবীস্থ [স] বি পৃথিবীর। 'পৃথিবীস্থ লোকদের উপায়ত্তর নাই।' কেরি, ১৮১২।

পৃথিব্যাশ্রিত [স] পৃথিবী-আশ্রিত। বি পৃথিবীতে আশ্রিত। 'পৃথিব্যাশ্রিত বৃদ্ধদি যাত নষ্ট না হয় ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পৃথিমি [স] পৃথিবী। বি পৃথিবী। 'ইচ্ছামৃত্যু হোক তোর পৃথিমি ভিরা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পৃথিবি, পৃথিবী [স] পৃথিবী। ১ বি পৃথিবী। 'প্রেমতে জিনিলা তুমি পৃথিবি আকাশ।' আলতাশ, ১৬৯০; 'পৃথিবিতে জান অতি আশ্রিত তাহান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি মাটি। 'দুই অধরে জানু গাঢ়ি পুণ্ডি পৃথিবিতে।' সুলতান, ১৭০০।

পৃথুবি [স] পৃথিবী বি জগৎ; পৃথিবী। 'খিদিও বরাইকুপে পৃথুবি উকার।' মাল্যধর, ১৫০০।

পৃথুবিভার [স] পৃথিবী-ভার। বি জগতের দায়িত্ব। 'হরিব পৃথুবিভার করিব সেব কাজ।' মাল্যধর, ১৫০০।

পৃথুল [স] ১ বি পুথুল; মোটা। 'মাংসল পৃথুল দেহ ক্ষীতরক্তচোষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি পুথুল। 'পৃথীর পৃথুল কোলে শান্ত হয়ে থাকিতে পারে না।' সুপ্রীত, ১৯৩৩; 'রীমুদেরা সার বেঁচেছে পৃথুল-কলেবর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৩ বি বিশাল; বিরাট। 'পৃথুল পৃথিবী শুধু ...' বিষ্ণু, ১৯৪১।

পৃথুলা [স] বি ঠাী ঝুল যে। 'পৃথুলাও চোবে পড়ে না।' অনন্য, ১৯২৯।

পৃথী [স] বি ভূমি। 'ভূগিলেন প্রভুকে ধরিয়া পৃথী হৈতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ পৃথিবী

পৃথীপর্ড [স] বি দ্বুগর্ভ; মাটির তলদেশ। 'স্বাক্ষিরণ বৃন্দদেহে আবদ্ধ হইয়া পৃথীপর্ডে নিহিত আছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

পৃথীতল [স] বি পৃথিবীতল; ভূতাল। 'অবশিষ্ট ভাগ পৃথীতলে পতিত হইয়া অশূক ফেন-বর্ষণ প্রদর্শন করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৫২; 'হুগো-মৈল সিন্ধু হল/ রক্তে মোদের পৃথীতল।' নন্দকর, ১৯২৬।

পৃথীনট্যাশাল [স] বি পৃথিবীরূপ নাট্যাশাল। 'জনপূর্ব জীবনের যে আবেগ পৃথীনট্যাশালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পৃথীর বেলা বি সমাজ-সংসার। 'পৃথীর বেলায় বসি কেঁদে মরে

আমাদের শূন্যগিত মন।' জীবন, ১৯২৭।

পৃথীশ [স] বি রাজা। 'পলাতক পৃথীশের নন্দ্য পাথের।' সুপ্রীত, ১৯৩২।

পৃশি [স] প্রদীপ। বি আলো; দীপ। 'গন্ধর্ববিভার সজ্জ রত্ন পৃশিদে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ প্রদীপ

পৃশিপাত [স] প্রদীপাত। বি প্ৰদীপ। 'অত্যাধ পৃশিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ প্রদীপাত

পৃশিন [স] প্রদীপ। বি পৃশি; বৃদ্ধ। 'দিলেক সম্বরে ডেট পৃশিন দেখিয়া।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ প্রদীপ

পৃশ [স] প্রিয়া। বি প্রিয়। 'কর রতী অনুমতি পৃশ বনমাণী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ প্রিয়

পৃশবানি [স] প্রিয়বানী। বি রতুর কথা। 'থিরে থিরে করপুটে বলে পৃশবানি।' মাল্যধর, ১৫০০।

পৃশবোল [স] প্রিয়বোল। বি মনোরঞ্জন ডাক। 'কৃষ্ণের পৃশবোল সুনিদ্রা সুন্দরি।' মাল্যধর, ১৫০০।

পৃশা [স] প্রিয়া। বি প্রদীপ। 'এতেক সঙ্কট পৃশা ডাব কি কারণ।' মাল্যধর, ১৫০০।

পৃশাসদ [স] প্রিয়াসদ। বি প্রদীপের সান্নিধ্য। 'হরশিত পৃশাসদে পাদক উপরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

পৃশোজন্ম [স] প্রয়োজন। বি প্রয়োজন। 'আজা কর পৌসাই কোন প্রয়োজন।' রামাই, ১৭৩০। ২ প্রয়োজন

পৃশাসন্ন [স] প্রত্যাসন্ন। বি নিকটবর্তী। 'কলিকাল পৃশাসন্ন প্রেবেস করএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

পৃষত বি কৌটা চিরুন্মুক্ত হরিণ। 'শরদ্বারা বিদ্ধ কল্ল ও পৃষত।' বিতুতি, ১৯৩১।

পৃষ্ঠ [স] বি পিঠ। 'বৃক পৃষ্ঠে হানিলেক ছেল।' বিজয়, ১৬৫০।

পৃষ্ঠচ্ছেদী [স] বি পিঠ ভেদ করে এমন। 'পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশ্যায় ওইয়া - শৈবলিনী।' বন্দর্পন, ১৮৭৪।

পৃষ্ঠভুগ [স] পৃষ্ঠ-ভুগ। বি পিঠের চামড়া। 'পরস্পরের পৃষ্ঠভুগের সঙ্গে ভাবসের হস্তের সম্যকজ্ঞানী বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল।' বর্ধিম, ১৮৮৭।

পৃষ্ঠদগ [স] বি পিঠের দাঁড়া। 'আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদগ কিঞ্চিৎ কমজোর।' প্রমথ, ১৯০৫।

পৃষ্ঠদেশ [স] ১ বি পিঠ। 'পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মৃত্যুযাত্রা ...' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি পিছনের দিক। 'সমুদ্রে নিখিল নান্তি: পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা।' সুপ্রীত, ১৯৩৩।

পৃষ্ঠপোষক [স] বি সহায়তাকারী। 'আমি আজ পৃষ্ঠপোষক।' মশাররফ, ১৮৮৭; 'শিক্ষিত লোক এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক নহেন।' প্রভাকর, ১৮৯১।

পৃষ্ঠপোষকতা [স] বি সহযোগিতা। 'কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই ইহা পৃষ্ঠ ও সম্প্রদায়িত্ব হইতে পারে।' আজাদ, ১৯৫৯।

পৃষ্ঠপোষকপ্রতি [স] পৃষ্ঠপোষকতা-আশ্রিত। বি পৃষ্ঠপোষককারী যুদ্ধের অধীন। 'বিপ্লবোত্তী ও পৃষ্ঠপোষকপ্রতি ব্রহ্মবাদী স্বাভাবিকতার প্রতি আমি ... বীতহৃদ্য।' শিব, ১৯৫৬।

পৃষ্ঠপোষণ [স] বি সহায়তা করা। 'সাহিত্য ও তমদুনের পৃষ্ঠপোষণ কোন নুতন কথা নহে।' আজাদ, ১৯৬৪।

পূষ্ঠশোষণা [স] বি তত্ত্ববধান। 'রেনেসাঁসী মানবতত্ত্বীরা চার্চ ও শাসকশক্তির পূষ্ঠশোষণার ওপরে নির্ভর করতেন।' শিব, ১৯৫৬।

পূষ্ঠশোষিকা [স] বি স্ত্রী সমর্থন ও সাহায্যকারী। 'সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম পূষ্ঠশোষিকা।' বেগম, ১৯৪৮।

পূষ্ঠশ্রদর্শন [স] বি পলায়ন। 'বাকি সব প্রাণপণে পূষ্ঠশ্রদর্শন করিতেছে।' নজরুল, ১৯২২।

পূষ্ঠবল [স] বি পূষ্ঠসামর্থ্য। 'কেহই লিখিয়াছেন জনৈক রুষীয় একে-ই সম্ভাবনাময়ের পূষ্ঠবল হইয়া রণাংশাধার দিতেছেন।' সুখাবল্লভ, ১৮৫৫।

পূষ্ঠব্রণ [স] বি শিরের উপর উদ্ভাত ফোঁড়া। 'একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পূষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

পূষ্ঠ ভঙ্গ [স] ১ বি পরাজিত হয়ে গ্রহান। 'তাহাতেও পূষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩; 'রয়ে পূষ্ঠভঙ্গ দিল।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি চম্পট। 'কোন ক্ষেত্রে পূষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় ... তা আমার জানা নেই।' প্রমথ, ১৯১৪।

পূষ্ঠভঙ্গ দেওয়া ক্রি পরাজিত হয়ে গ্রহান করা। 'কোন ক্ষেত্রে পূষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় ... তা আমার জানা নেই।' প্রমথ, ১৯১৪।

পূষ্ঠভাণ [স] বি পিছনের দিক। 'পূষ্ঠভাণে রুহে কপি সম্মম পাইয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

পূষ্ঠরক্ষী [স] ক্রি দেহরক্ষী। 'হুমি এই জ্যাঠা অভিমুখের পূষ্ঠরক্ষী।' নজরুল, ১৯২৭।

পূষ্ঠরোষ [স] বি গতিরোধ। 'সৈন্যের পূষ্ঠরোষ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৮।

পূষ্ঠাঘাত [স] পূষ্ঠ-আঘাত বি পূষ্ঠব্রণ। মানোএল, ১৭৪৩।

পূষ্ঠাসন [স] পূষ্ঠ-আসন বি পূষ্ঠরূপ আসন। 'পাও যদি কষ্ট, পূষ্ঠাসন দিব।' হাইকেস, ১৮৬৫।

পূষ্ঠা [স] বি বই, বাতা ইত্যাদির পাতার এক পিঠ; পৃষ্ঠা। '৪৯ই পূষ্ঠ এক গ্রন্থ।' দর্পণ, ১৮১৮; 'তাঁহারা এক কাঠপট্ট একেবারে পুস্তকের এক এক পূষ্ঠ খুদিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

পূষ্ঠা [স] বি বই, বাতা ইত্যাদির পাতার এক পিঠ। 'তাঁহাতে দশ পূষ্ঠা পরিমিত ভূমিকা গ্রহায়ত্ত লিখেন।' রামমোহন, ১৮২৩।

পূষ্ঠাশ্রুত [স] পূষ্ঠা-আজ্ঞাক্রি পূষ্ঠাবিশিষ্ট। 'প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ঘটদশ পূষ্ঠাশ্রুত হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

পূষ্ঠি [স] পূষ্ঠ বি পিঠ। 'আদ্যভাগে নিত্যন্ত স্থাপন কৃত পূষ্ঠি।' অলাওল, ১৬৬০।

পেঅসি [স] গ্রেসী। বি স্ত্রী পেমপাত্রী; প্রণয়িনী। 'পেঅসি সমাদ সুনিএ হরি বিসময়।' বিদ্যাপতি, ১৬৪০।

পেইংগেট [হি] বি ধাকা-বাওয়ার ব্যব বহনকারী অতিথি। 'এক গোলিশ পরিবারের পেইংগেট হিসেবে আমি কিছুদিন বাস করছি।' হাই, ১৯৫৮।

পেইট বস্ত্র [হি] বি চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত রঙের বস্ত্র। 'পেইট বস্ত্রটি দিয়ে দি একে তকুনি।' শিবরায়, ১৯৭০।

পেউন [স] প্রেক্ষা ক্রি দেখা। 'সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল।' বিদ্যাপতি, ১৬৬০।

পেঁক [স] পঙ্ক বি কাদা। বিদ্যা, ১৮৯১।

পেঁক-কাদা [স] পঙ্ক+কাদা বি কাদা; পাক। 'রাস্তার পেঁক-কাদা

লাগিয়া ভীষণ ও কন্দর্ঘ হইয়া গিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

পেঁকপেঁক [স] পঙ্ক+বি কর্মহীন অবস্থা। বিদ্যা, ১৮৯১।

পেঁকো [স] পঙ্ক+বিণ কাদাজাত। 'ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, পেঁকো গন্ধ ভায়।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

পেঁচ [ফা] বি সন্ধ্যা। 'ইহার মত করিয়া লইলে আর কোন পেঁচ নাই।' ফেরি, ১৮০২।

পেঁচড়া [স] পিচ্ছটা বি পাঁচড়া; খুজলি। মানোএল, ১৭৪৩।

পেঁচড়িয়া ১ বিণ পাঁচড়া হয়েচে এমন। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ বিটিখিটে। মানোএল, ১৭৪৩।

পেঁচ পেঁচ [কন্যা] বি প্যাচপ্যাচ; জলকাদায় একাকার হয়ে যাওয়ার ভাব। 'পঞ্চঘাট পেঁচ পেঁচ সৈত সৈত করিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পেঁচ পেঁচা [স] পেচক বি পিণ্ডাচ পিণ্ডাচী। 'নরই সরই নুলা মুলা পেঁচ পেঁচা আলাভোলা।' লালন, ১৮৯০।

পেঁচা [স] পেচক বি নিশাচর পাখিবিশেষ। 'কোঠরের পেঁচা অন্য গোখিকার আঁত।' মুকুল, ১৬০০; 'পেঁচার মেলেতে শায়ী না শোতে তাহারে।' সুলতান, ১৭০০।

পেঁচাও [ফা] পেঁচ+বি কটিল; খুরানো। 'পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

পেঁচোপুচি [ফা] পেঁচ+বি কটুকৌশল। 'কথার পেঁচোপুচিতে যেন আসলেক-কথের আঁচাটাই থাকে।' ভাবনী, ১৮২৮।

পেঁচুয়া [ফা] পেঁচ+বি পিঁচানো নলমুড়ক আলবোলা। 'পেছনে আক্টা মুকুবরান পেঁচুয়া।' হুতায়, ১৮৬১।

পেঁচোয়া [ফা] পেঁচ+বি পিঁচানো নলমুড়ক হাঁকা। 'পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

পেঁচো [স] পেচক বি কল্লিত অপসবতাবিশেষ। 'সিরাঙ্গ সাঁই কয় লালন ভোরে নিত্যন্ত পেঁচার পেয়েছে।' লালন, ১৮৯০; 'দিনের রাঙের সীমানাটা পেঁচার-দানোয়-পাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পেঁচোয় পাওয়া ক্রি পেঁচো নামক কল্লিত অপসবতাবর আক্রমণে শিল্পর ধনুষ্টিহারে আক্রান্ত হওয়া। 'কবিমুগ্ধকে যে পেঁচোয় পায়ে তাতে আর আশঙ্কি কি।' প্রমথ, ১৯১৪।

পেঁজা [স] শিন্ধু+১ ক্রি তুলার আঁশ ঘুনে বা টেনে আলাদা করা। 'যে লালচ ঘুনে, যে তুলা পেঁজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ তুলার মতো। 'পেঁজা বরফের গুঁড়োয় ভর্তি।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

পেঁটারি [স] পেটক বি বাব্রবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'টিনের পেঁটারি তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পেঁটারি [স] পেটক বি বাঁধ-বেত ইত্যাদির তৈরি বাব্রবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পেঁড়া [স] পিঠা বি ফীরের তৈরি মিঠায়। 'মহিষের দুধের দই, পেঁড়া।' বিজুতি, ১৯৩৮।

পেঁড়ো [স] পুত্র বি পুত্রবর্ধন। 'পিড়ায় কিনিলে পেঁড়োয় কিনা যায়।' গৌর, ১৮২২; ও সে পিড়োয় বাসে পেঁড়োর বর পায়।' লালন, ১৮৯০।

পেঁতে [স] পত্র+১ বি মুচলেকা। 'আমি পেঁতে করিয়া দি।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি বেজুনের পাতায় তৈরি পাতাবিশেষ। 'বেয়ার সোকাণে ৫০ টাকা আর পেঁতে পাঠাইয়া দিয়া কবিরাজেরা ঘরে গেলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

পেঁদানো ক্রি বেজার মার দেওয়া। 'পেঁদিয়ে তিনতুবন দেখিয়ে দিলে।'

পেন্ডিয়ে বন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া

नवम्बर, १९२४ । प्र. नैरामानि

পেনিসিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া - প্রচণ্ড প্রহার করে সঠিক পথ দেখানো। নব্ব্ব্ব্ব. ১৯২৪।

পেঁপে [প পাশায়া] বি পেঁপে ফল। পেঁপেগাছ বি পেঁপে ফলের গাছ।
'পেঁপেগাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পৌল্যা [প পাওয়া] পৌপেফল । ওয়া, ১৭৮২ ।

পেঁয়াজ [ফা শিরাঞ্জ] বি মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। ওসাঁ,
১৭৮৫; 'কারণ পলাও অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রতন যাহারা আহার করিয়া
থাকে' ভবানী, ১৮২৫। সুশিরাঞ্জ

পেঁয়াজি [ফা পিয়াজ>] বি ডাল ও পিয়াজ দিয়ে তৈরি বড়াবিশেষ।
'তোমার পেঁয়াজিই কিচ্ছ ছাডো না হয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

পেঁহুটি বি গাছবিশেষ। 'পেঁহুটি সাদর সোআশে।' বড়, ১৫০০।

পেকনা বি ঝণ্ডাট। 'তাদুই ধান বেচে দিব আবার এখন এক শেকনা
করিয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

পেকম [স পঙ্কন] বি পেকম। 'মউর পেকম ধরিতেছে।' রায়রাম,
১৮০১। দ্র পেকম

পে-কমিশন [ই] বি বেতন নির্ধারণ করার জন্য গঠিত কমিটিবিশেষ।
'সরকার পে-কমিশনের সোপারেশন গ্রহণ ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শেফালদর [ফা পতঙ্গাদর] বি দূত; নবী। 'বিকু হৈলা শেফালদর।' রামাই,
১৭১০।

পোক্ষা [স প্রোক্ষা] বি পর্যবেক্ষণ। 'ইহার লক্ষণা পোক্ষণে বুঝা যায়।'
রামরায়, ১৮০১।

পঞ্চম [স পদ্য] বি ময়ূরের গুচ্ছ। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেশম
ধরে।' মালাবর, ১৫০০।

পেখমখোলা কিং লেজ বা পাখা মেলেছে এমন। 'আসিহ তুমি
পেখমখোলা ময়ুর নাচাবে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

পেশা [শি গ্রন্থক্স] ক্রি. দেখা। পেশ ক্রি. দেখ। 'পেশের বৈতুহু সহজ
সমস্যা।' চর্চা ১০, ১২০০। পেশকি ক্রি. দেখে। 'মুখ্য অজ্ঞেত লেখক
এ পেশকি।' চর্চা ৪৬, ১২০০। পেশকি ক্রি. দেখান। 'বঙ্গবীর শিব
পেশন আপনি।' চিত্তি, ১৬০০। পেশকি ক্রি. দেখি। 'পেশকি হুদিসি
সকই শুন।' চর্চা ৩২, ১২০০। পেশল ক্রি. দেখান। 'সকলী,
অপকুপ পেশল যাত।' বিদ্যাপ্তি, ১৪৮০। পেশলি ক্রি. দেখান।
'সুন সন মায়র জোরদি পেশলি।' বড় অস্ত্রার আত্ম পেশলি রায়।
'বিদ্যাপ্তি, ১৪৮০। পেশলি ক্রি. দেখান। 'পেশলি ক্রি. দেখি হুদল
কিশোর।' গৌবিন, ১৬০০। পেশি ক্রি. তাকায়। 'অনুমান করে সবে
ভান দিলে পেশি।' সুলভন, ১৭০০। পেশ্ব ক্রি. দেখি। 'পেশ্ব স্বপ্নে
অশন হুইয়া।' চর্চা ৬৬, ১২০০।

পেখাজ [ফা পকাওয়াজ] বি শাখোয়াজ; তাল দেওয়ার বাদ্যবহুবিধেষ।
'মুদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল পেখাজ।' মানিকস্বাম, ১৭৮১।

পেখুাজ [ফা পকাওয়াজ] বি পাখোয়াজ; তাল দেওয়ার
বাদ্যবৈশিষ্ট্য। 'পঞ্চ সরা পড়া বাজে পটহ পেখুাজ।' মনিকরাম,
১৭৮১।

পেগে [হি] ১ বি হইকি মাপার এককবিশেষ; হইকি। 'রূবে গিয়া পেগে
খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া ...।' রসীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি মদের নির্দিষ্ট

পরিমাণ। 'আরেক পেস নিছি।' শামসুল, ১৯৭৩।
 পেসঘর [ফা পয়গাঘর] যি পয়গাম বা বার্তা পৌছে দেন যিনি; রসুল

যিনি পেশ্বর ।* কয়লুয়েসা, ১৮৭৬।

শেখর [ফা পয়গাম্বর] বি ভবিষ্যদ্বাণী । য়ানোএল, ১৭৪৩ ।

পেনান [হি] ১ বি রোমের উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টপূর্ব কালের জাতিবিশেষ।
 'পরিব্রাজক পেনানদের একদিন চিনেছিল যারে।' জীবন, ১৯৩০। ২
 কিশ পৌত্তলিক। 'প্রাচীন গ্রীকরা ছিল পেনান অর্থাৎ দেহাত্মবাদী।'
 হাই, ১৯৫৮। দ্র প্যাগান

পেগামি [ফা পয়গাম] বি প্রস্তাব সম্পর্কিত। '১০ টাকা পেগামি দরবার
খরচ।' ওসাঁ, ১৭৮১।

পেন্সুয়িন [হি] বি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের সামুদ্রিক পাখিবিশেষ।
'বিক্রান্তচিহ্ন সীল এবং পেন্সুয়িন লক্ষী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পেচক |স| বি পঁচা । 'চটক কৰ্কট টিয়া বায়স পেচক ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

শেচকনয়ন। সাঁ বিদ পঁচায় মতো চোববিশিষ্ট। 'শেচকনয়ন স্বামীকে পরিত্যাপ করিয়া সমক্ষে ইহঁর যুগলোচন দর্শন করিয়া প্রাণ শীতল করিতাম।' ফয়জুনুসা, ১৮৭৬।

পেচকীর [স] বিধ পৈচার মতো (অঙ্ক)। 'কৌমুদীজাগরে পেচকীর
দৃগ্ধবাদ লাগে মোর এত মনোহোভ।' সুস্কিন্ত, ১৯৩২।

গোচা' [স পেচক] বি নিশাচর পাখিবিশেষ। 'গোচারে অধিক জীত নিম্ন সম
হৈল তিত।' মুকন্দ, ১৬০০।

পোতা^১ ক্রিষ্ণোদকা । যানোএল, ১৭৪৩ ।

পেচু (স্ত্রী) পচাখ ত্রিবিধ পিছন। 'মেহুনিরা ককড়া কসে কসে তার পেচু
পেচু দৌড়েছে।' হুতোম, ১৮৬১।

পেচোন।'স পচাথ বি পিছন। 'ছেলেয়া ... ঢাকের পেচোনে পেচোনে
রস্টে রস্টে ব্যাডাচ্ছে।' হুমায়, ১৮৬১।

পেচোয়ান বি ধূমপান করার ইকাবিশেষ। 'পেচোয়ানে মনেনিবেশ করিল
এবং খুব জোরের সহিত টান দিতে লাগিল।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

পেছাপ | স প্রস্রাব | বি মুহু। ওঁসাঁ, ১৭৮২; 'বড় পেছাপ পেয়েছে'।
উমেশ, ১৮৫৭।

পেছাব [স গ্রসাব] বি গ্রসাব। 'আমের, পেছাবের নীড়ে ছিল।'
গিরিশ, ১৮৮৬।

পেছন [স পতায়] বি পতায় অংশ। পেছনে ত্রিবিধ পিছনের দিকে
 'আমাদের বাড়ির ছাদটার পেছনে দেখিলাম। পেছন বি পতায়
 '(পেছন থেকে) রমেন নাকি?' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। পেছন নেওয়া ক্রি
 অনুসরণ করা। 'একান্ত অগোচরে পেছন নেয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

পেছনে লাগা ক্রি বিবর্ত করা। 'সিগারেট টানা, মেয়েদের পেছনে লাগা ...।' মানিক, ১৯৪৭।

পেছানো ক্রি শিহনে যাওয়া। 'এই যে আমাদের গুরা পেছিয়ে পড়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

পেছ|ফা শিয়াখ| বি শিয়াখ । বিদ্যা, ১৮৯১ ।

পেজোমি (ফা পাজী) বি বদমায়েশি । 'আমার দৈনিকের এই পেজোমি ।
শিবরাম, ১৯৫০ ।

পেছক [স পছক] বি পছায়েত; পাঁচজনের সংগঠন। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

পেট [স] ১ বি উন্নর। 'ঘরে ঘরে আনে দড়ি বাঁধে তার পেটে।' মাল্যফর
১৫০০। ২ বি অন্তর। 'বদিলে বান নাহি প্রবেশির পেটে।' মুকুন্দ
১৬০০। ৩ বি গর্জ। 'হাথ বুলাইয়া কেহ বলে হৈল পেটে।' রূপসায়
১৭৫০। ৪ বি উপরিভাগ। 'ফুলে উঠেছে কখনো শৌণ্ডী সমুদ্রের
পেটের মতো।' স্বীকন, ১৯৪২। 'ফলে অজস্র ভাগ।' বাসের পেটে

একপাল কাবুদী ' মুজতবা, ১৯৪৯।

পেট উদ্বেগ 'সি বি পেট ভীষণ জ্বলে যে অবস্থি। ওর্গ, ১৭৮৫।

পেটকাটা বিল মাফখানে জীমুক্ত। 'স্ট্রোব্রীবাউর পেটকাটা নববাবনার একপারের এক কামরায় ...' মনসুর, ১৯৫৫।

পেট কাটা দরজা বি মধ্যস্থান কাটা এক প্রকার দরজা। 'তাহার বাহির ভাঙ্গে পেট কাটা দরজা।' রামরায়, ১৮০১।

পেটকাশড় বি কাগড়ে যে অঙ্গে উদরভাগ আবৃত করে রাখে। 'তাহার পেটকাশড় হইতে একটি ময়লা হিটের থলির মধ্যে অস্ত্রপ্রভাৎ হইলাম।' প্রভাত, ১৮৯৬।

পেট কামড়ানো কি পেটের বাধা ও অবস্থি হওয়া। 'আমার পেট কামড়ানো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পেটকো বিল পেটুক, মোড়ি। 'তাহাতে পেটকো ফিরিসি কৃষ্ণা মুচি হিঙ্গুলিগের কি করিবেন।' লর্গি, ১৮৩১।

পেট খারাপ বি পেটে অসুস্থ। 'পেট খারাপ, আত্ম পাশা খেতে দিহিনি।' শতরুত, ১৯৫৮।

পেট চলা কি বায়ু কমা। মালোঙ্গ, ১৭৪৩।

পেট চলে বি কোনোমত দিন নির্বাহ হয়। ওর্গ, ১৭৮২।

পেট চৌ চৌ করা কি (ধন্য) শিশুর চোটে খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে হওয়া। 'পেট চৌ-চৌ করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮০৭।

পেট-জোড়া বিল সমস্ত পেট জুড়ে আছে এমন। 'পেট-জোড়া শিলেও আমার পছন্দ-সই নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

পেট পালা কি খাওয়া। 'উৎসবে আমরা ভাই পেট পালাতে ব্যস্ত।' হাই, ১৯৪৬।

পেট-পূজা 'সি বি বায়ু গ্রহণ। 'কেবল দেবি দিব্যরাজে পেট-পূজা টোল ভারি।' লালন, ১৮৯০।

পেটপোষা বি সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি। 'যত স্নেহ হের পেটপোষাওলা সব।' বৃন্দা, ১৫৮৪।

পেট ঝাঁপা কি পেটে বাহু হওয়া। 'অতিশয় খেলে আমার পেট ফাঁপে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পেট কাটা কি পেট ফেটে খাওয়ার উপক্রম করে। 'হাসিতে তাহার পেট কাটচা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পেটফুলো বিল পেট ফুলে মোটা হয়েছে এমন। 'পেটফুলো তার মন্ত পিলে।' নজরুল, ১৯২৬।

পেটফোলা বিল গর্ভপাত করছে এমন। 'আরে পেট ফোলানি বানকি।' কেরি, ১৮০২।

পেটফোলা বিল পচনের ফলে পেট ফুলে উঠছে এমন। 'পেটফোলা যুবতীর লাশ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পেট বেন্দনা বি পেটের বাধা। ওর্গ, ১৭৮৫।

পেট ভুগা কি আশা পূর্ণ হওয়া। 'ভিক্ষার অঙ্গে ত্রিচকাল আমায়ের পেট ভরিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পেটভাঙ্গা কি গর্ভপাত হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

পেটভাঙা বি মস্তুরি বাস্তব কেনব পেট ভরাবর মতো খাবার লাভ। 'যারা পেটভাঙার চাকরি করে তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

পেট ভাং হওয়া কি পেটে অবস্থি হওয়া। 'যাহার পেট ভাং হইতে

থাকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পেট ভাঙ্গা করা কি অস্ত্রসজ্জা করা। 'হাডুশোড় বের করা বউটার পেট ভাঙ্গি করে তোলে।' জীবন, ১৯০২।

পেটমোটা বিল বড়ো ভুঁড়িওলা। 'একটা জোয়ার পেটমোটা ব্যক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পেটরাঙা বি গর্ভবতী বিধবা। 'হিত অত্যাগির এক পেটরাঙা শো।' মুনসুর, ১৬০০।

পেটরোগা বিল দুর্বল হজমশক্তিবিশিষ্ট। 'অতএব পেটরোগা শিশুকে পোশাও-এর পণ্য দেওয়া যাক।' হুগ্গট, ১৯০১।

পেটলি 'সি পেট' বি পেটুক। 'পেটলি পেটের লোভ আসে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

পেট হুওয়া কি গর্ভধারণ করা। 'তোকে আর বলবো কি, তোর যে পেট হয়েছে।' উয়েপ, ১৮৫৭।

পেটে আশ্রন কুলা কি প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগা। 'ওই খেতে হবে কিয়, পেটে যে আশ্রন কুলাছে।' নজরুল, ১৯২২।

পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিরিতে কিবা কাজ - মনে ইচ্ছে আছে অথচ বাইরে চক্ষুলাচ্ছার ভয়। 'কিন্তু পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ সে পিরিতে কিবা কাজ।' গৌর, ১৮২২।

পেটে পাইলে পিটে সহ্য - খাওয়ার জন্য কষ্ট সহ্য করা যায়। 'কুপারী' কথা আছে কি এঁটো বাই চিঠির লোভে, ও পেটে পাইলে পিটে সহ্য।' গৌর, ১৮২২।

পেটে খেতে পাওয়া কি কোনো রকম খেয়ে বেঁচে থাকা। 'জ্বীনাভেরে বাজানাত নিতে পারিব না, পেটেও পাইতে পাইব না।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

পেটে খেলে পিটে নয় - লাভ হলে কষ্ট সহ্য করা যায়। 'পেটে খেলে পিটে নয়' এই তো প্রবাসে কয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

পেটে নেওয়া কি গর্ভে ধারণ করা। 'নির্ভল নির্ময় সেলে পেটে নেবে আমার সন্তান।' মাহমুদ, ১৯৬০।

পেটে পাখর বাঁধা কি ক্ষুধা চেপে রাখা। 'পেটে পাখর বাঁধিয়া দিন কাটহিযাহেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

পেটে পেটে রাধা কি গোপন রাখা। 'সেটা বুঝি পেটে পেটেই রাখ।' মনসুর, ১৯৫৫।

পেটে ক্ষুধ মুখে লাজ - মনে প্রবল বাসনা থাকলেও লজ্জাবশত প্রকাশ করতে না পারা। 'এমন পেটে ক্ষুধ মুখে লাজ করলে চলবে না।' নজরুল, ১৯২৭।

পেটের চিঙ্কা বি রোগশব্দের ভাবনা; বৈষয়িক ভাবনা। 'পেটের চিঙ্কায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে ...' প্রচারক, ১৮৯১।

পেটের জ্বালা বি ক্ষুধা। 'শেয়াল পেটের জ্বালায় অস্থির।' জসীম, ১৯৪৪।

পেটের দায় বি ক্ষুধার তাড়না; খাবার জোশানোর প্রয়োজনীয়তা। 'তারা পেটের দায়ে উন্মোচন করত, সেলাম করত যার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পেটের খাঙ্কা বি ক্ষুধানিবৃত্তির লক্ষ্যে জীবিকার সন্ধান। 'আমরা তো গরির লোক, সদা সর্বদা পেটের খাঙ্কায় ফিরি।' গৌর, ১৮২২।

পেটের ভাত বি দুগ্ধমত চাহিদা। 'তাদের পেটেও ভাতটা জোপান।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

পেটের ভাত হজম হওয়া

পেটের ভাত হজম হওয়া কি সহ্য হওয়া। 'তাদের আর পেটের ভাত হজম হত না।' নজরুল, ১৯২৪।

পেটের সাড়া বি মল ভাগের ইচ্ছা। 'একাত্তর আঁটারটা করিলে পেটের সাড়া জানাইবা।' ভবানী, ১৮২৮।

পেটক [সি পেটরা; বোপি। 'ঐ শিতকে, সহস্র সুবর্ণ সহিত, পেটকের মধ্যস্থ করিয়া ... রাজঘরের রাণীয়া আসিবে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

পেটো বি মফস্বল; অপ্রাণ। 'পেটার আড়ালের মধ্যে হরিণাল ও মোড়া ঘরঘাটার নিকটে।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

পেটো [সি পেটো] বি মাছের অঙ্গাঙ্গি। বিদ্যা, ১৮৯১।

পেটোঙ্গি [সি পেটো] বি হাতাকাতা জামা। 'পোষিত কহে বীরক্স আগে পেটোঙ্গি উতার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পেটোনো কি ছাদ ঢালাইয়ের পর মৃতরাজ্যীয় দণ্ড দিয়ে পিটিয়ে শক্ত করা। 'ভায়াই ছাদ পিটিবার তালে তালে সমস্তের একমনে গান ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পেটোই বি সমতল করার জন্যে পিটানোর কাজ। 'অনয় পেটোই কর্কে/ তার হাতুড়ির ঘায়ে পড়ছে বরো মর্ছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'অনেক মূগ গেছে ঢালাই পেটোই করা মিসির কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পেটো ঘড়ি বি যে ঘড়িতে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টা পেটোনের শব্দ করে। 'দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁধে বৈদ্য কান্দে করেছে।' হুতোম, ১৮৬১; 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেটাঘড়িতে ঢং ঢং আওয়াজ হতো।' বিমল, ১৯৫০।

পেটোরা [সি পেটকো] ১ বি বোপি। 'এই পাতে বাস্র, পেটোরা, কোঁটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্মিত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি বাস্রবিশেষ। 'একটি ভাঙ্গা টিনের পেটোরায় বন্ধ ইলিয়াম।' প্রভাত, ১৮৯৬।

পেটোরি [সি পেটা] ১ বি টিনের বাস্রবিশেষ। 'বস্ত্রও দোলা উড়ি দিলে লগ্না দাসী তেঁজী বস্ত্রালম্বার পেটোরি ভরিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ছুড়ি। 'পাৰ শূন্য করিয়া পেটোরি মাথে ধুইল।' আলোৎসব, ১৬৮০।

পেটোরিআ বি একটি গাছের নাম। 'পেটোরিআ পুরণা ভারবাগি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পেটোর্প, পেটোর্প [সি বি সেলাইয়ের নকশা। 'সূচ, সূতা, উপ, পেটোর্প।' বক্তিম, ১৮৭৮; 'ক্লরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেতলগাটির ফুলের পোর্টন মুখস্থ করে।' মুক্তভাষা, ১৯৫১।

পেটি, পেটো [সি পেটো] ১ বি কোমরবন্ধ। 'পেটি।' ম্যানোএল, ১৭৪৩; 'নির্ভরা ছেলেরের টুপি, চাপকান ও পেটো দিয়ে দরোজায় দরোজায় ব্যালাকে।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি মাছের পেটের অংশ। 'মুখ মস্ত ইলিশের পেটি।' নীরেন, ১৯৬২; 'মাছটার পেটি দিয়া যদি চারটি ভাত খাইতে পারিতাম।' জঙ্গীম, ১৯৪৪।

পেটিকা [সি পেটো] বি কোমরবন্ধ। 'কোমরে পেটিকা শিরে উত্তম পাগড়ী।' সুলতান, ১৭০০।

পেটিকা [সি পেটকো] বি পেটরা। 'ভোড়াটি পেটিকায় রহিল।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

পেটিকোট [সি বি মেয়েদের নিম্নাঙ্গের অঙ্গবাসিবিশেষ; সাদা। 'মেয়ের উপর গাউন পেটিকোট প্রভৃতি ব্রীলোকের গাভাঘর বিকিও।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

পেটিজুরি [সি বি কৌলদারি মোকদ্দমার জুরিবিশেষ। 'পেটিজুরি, বাঁহারা

গ্রাছুরির বিবেচনা অনুসারে বিচারবোমা মকদ্দমা জজের সহিত বিচার করিয়া আসামীদিগকে দোষী বা নির্দোষ করেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পেটিক [সি পেটো] ১ বি বুঝ বোঝি খায়ে। 'পেটিক মধ্যপি শুনে শ্রুতির ফলার।' শুভ, ১৮৫৮। ২ বি মধ্যারিত্তিক ভোজনকারী। বিদ্যা, ১৮৯১; 'যে শোক পেটিক সে ভোজনের রসজ্ব হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পেটিকুতা বি বেশি খাওয়া। 'পেটিকুতা কি পৃথিবীতে অসত্য?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পেটুয়ারি [সি পেটো] বি প্রসবকালীন ধাত্রী। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

পেটুশি [সি পেটো] বি গর্ভবতী। ম্যানোএল, ১৭৪০।

পেটুশি হওয়া কি গর্ভ ধারণ করা। 'পেটুশি হইতে।' ম্যানোএল, ১৭৪৩।

পেটেন্ট, পেটেন্ট [সি ১ বি ধরন; ডিজাইন। 'হাতা জুতার নতুন নতুন পেটেন্ট বেরোতে থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি বস্তু। 'আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেন্ট খাদ্যসামগ্রী।' অবন, ১৯২২। ৩ বি সরকারি সনদবলে সংরক্ষিত। 'এতো তার গ্রাভ মামার পেটেন্ট গলা।' শিবরাম, ১৯৫০।

পেটে পেড়ে [সি গরু] বি কপালের উপর পাতার মতো সজ্জিত। 'মোম দিয়ে পেটে পেড়ে বোপা বাকিয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

পেটোয়া [সি ১ বি স্কীত। 'নদীটা পেটোয়া হয়ে উঠেছে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি উদরস্থ। 'সে-সব পেটোয়া চাল করছে বস্তা নিয়ে সো দিকি।' পারবে? জীবন, ১৯৪৮।

পেটোয়া বি পেট মোটা। 'আচ্ছা পেটোয়া গণেশ তো বাবা।' জীবন, ১৯৪৮।

পেট্রিন বি পৃষ্ঠপোষক। 'ব্রজেন্দ্রাবাবু এই ক্লাবের পেট্রিন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পেট্রল, পেট্রোল [সি বি জ্বালানি তেলবিশেষ। 'সেই মোটর পেট্রল টায়ার ও মেশিনজমের বিশেষজ্ঞতা কাজে খাটোছে।' জীবন, ১৯৩১; 'মোটর পেট্রোল ও স্পিরিট।' আজাদ, ১৯৪০।

পেট্রোলিয়াম [সি বি খনিজ জ্বালানি তেলবিশেষ। 'পেট্রোলিয়ামের গন্ধ।' জীবন, ১৯৪৮।

পেট্রিয়ট [সি বি দেশপ্রেমিক। 'আমাদের পৌরষ পেট্রিয়টদের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

পেট্রিয়ট [সি পেট্রিয়ট] বি দেশপ্রেমমূলক (ব্যসার্কে)। 'মরীচিকাধরুল পেট্রিয়ট যন্ত্রিচ্ছে উদ্ধৃত হওয়া সম্ভবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পেট্রিয়টিক [সি বি দেশপ্রেমমূলক। 'পেট্রিয়টিক স্পিরিট তো আর উল্লং হইয়া থাকা চলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'কি সব পেট্রিয়টিক ... ও বরাজি মুক্তি আছে।' প্রমথ, ১৯১৯; 'এদের পেট্রিয়টিক উদ্ভব আমি পারবকেন এড়াতে চাই।' প্রমথ, ১৯২০।

পেট্রিয়টিজম [সি বি দেশপ্রম। 'পেট্রিয়টিজমের অনুরোধে তাহা চাহিলও তত পরমা পাইবে কোথায়?' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'যে দেশে পেট্রিয়টিজম অব্যবহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'পৃথিব্যত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রট্টগঠন করা যায় কি।' প্রমথ, ১৯১৪।

পেড়া বি বেড়া। ম্যানোএল, ১৭৪০।

পেড়াকি বি স্কীরের তৈরি মিষ্টান্ন। 'পিরিতে পেড়াকি যবে আনে আড়চোখে চেয়ে তার পানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

পেড়াপিড়ি, পেড়াপীড়ি [স গীড়ন>] বি জোড়াকুড়ি। 'বড়ো পেড়াপীড়ি হইলে এর নিয়ম শুধে দেখ।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'পেড়াপিড়ি কাজ কি।' *সীনবন্ধ*, ১৮৬৬; 'যদি বড় পেড়াপেড়ি হয় তবে এই রায়েই গলায় দড়ি দিয়ে মরুকো।' *মহাররত*, ১৮৬৯।

পেড়ি [স পেটিকা] বি ছোটো বাজ। 'অবিশেষ আসে তার ঔষধের পেড়ি।' *মুকন্দ*, ১৬০০।

পেড়ী বি বেতের তৈরি পেটিকাবিশেষ। 'ভারতের মেয়েরা কি পেড়ী-পুটলী না ছাতা-ছড়ি?' *অঙ্গলা*, ১৯২৮।

পেড়ে [স পেটকা] বি পেড়া; বাঁশ-বেত নিয়ে তৈরি কাঁপ। 'পাড়িয়া কুহকী-চাঁদ ফেলিয়াছে পেড়ে।' *ওত*, ১৮৫৮।

পেড়ে [স পার>] বি পাড় ওঢালা। 'কালোপেড়ে, লালপেড়ে, নরুনপেড়ে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পেড়ো [স পার>] বি পাত্তবিশিষ্ট। 'ছাইসেড়ো খুটি পরিধান করেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

পেট [সি] বি মেকআপ; প্রসাধনী। 'মুখের পেট তুলিতে তুলিতে ...।' *চানক*, ১৯৩৬।

পেটিবের [সি] বি চিত্রাঙ্কন ব্যবহৃত রঙের বাজ। 'অঙ্কন নিয়ে এলো কুচকুচে কালো পেটিবের আর ফল ছাইখাতা।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

পেটিন্দন, পেটিন্দন [সি] বি প্যাট; নিম্নোলের বস্ত্রবিশেষ। 'তথ্যরা অল্প সময়ের মধ্যে জামা, চাপকান, ইজরা, পেটিন্দন প্রভৃতি নানাজাতের পোশাক ও গনিতের ধুলে পর্য্যন্ত লেগাই ইয়্যা থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫০; 'কোট পেটিন্দনের পরিবর্তে খুটি চাদর পরিধান করিয়া...'। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পেতিং [সি] ক্রিণ অসমত অবস্থায় জমে থাকা। 'যাতে কাজ পেতিং পড়ে না থাকে।' *নৈশেত্র*, ১৯৮৮।

পেতুলাম [সি] বি ঘড়ির সোলক। 'পেতুলামটি নড়ে উঠল।' *পেতুলাম*, ১৯৪০; 'প্রকাণ্ড ঘড়ির পেতুলামের মতো আমার কিস্ট।' *বুদ্ধ*, ১৯৭১।

পেত্লাম [স প্রাম] বি প্রাম। 'এক্স হা বাবাটুকুর, পেত্লাম।' *রামনায়াণ*, ১৮৫৪।

পেতকারী [স্রন্য] বি পিচকির। *মানোএল*, ১৭৪৩।

পেতনী [স প্রেতিনী] বি স্ত্রী সজ্জিত অঙ্গদেবতা। 'পেতনী হয়েছেন, মাথের লোভ।' *তথ্যস্ট্রী*, ১৯৪৩।

পেতল [স পিতলা] বি পিতল; তামা ও দস্তা মিশিয়ে প্রস্তুত উপধাতুবিশেষ। 'সোনা বলে পেতল বেচে যায়।' *সীনবন্ধ*, ১৮৬০; 'ওড়া চককে পেতলকে সোনা বলে ঢালাতে আসে।' *সিবরাম*, ১৯৭০। *প্র পিতল*

পেতি [স প্রেতিনী] বি পিঠি; সজ্জিত অঙ্গদেবতাবিশেষ। 'মোশাল ইয়রা রবে রক্ত ঝায় পিঠি।' *মানিকরাম*, ১৭৮৮।

পেতিজা [স প্রতিজা] বি শপথ। 'বেশার মতো হয়ে পেতিজা করবুম।' *নজরুল*, ১৯২৪। *প্র প্রতিজা*

পেথম [স প্রথম] ক্রিণ প্রথম। 'অমি পেথম এই কথাটি তলবুম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

পেত্ভায়া [স প্রভায়া] ক্রি বিবাসন করা। 'কে পেত্ভায়ে কই তার কাছে।' *লালন*, ১৮৯০।

পেথ্যা বি ডাল; ছোটো ভুড়ি। 'কাজা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা

খাই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

পেনদর হোকোবি [সি পাটার নামক] ক্রীতদাস। 'পেনদর হোকোবি ১।' *মেরপু*, ১৭৬২।

পেন [সি] বি কলম। 'আমাদের স্টাইলোম্যাফ পেন ছিল, গণপতি তাহাতে মহাভারত লিখিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

পেননাইফ [সি] বি ছোট তাঁক করা ছুরি। 'অস্ত্রের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন।' *হুতাম*, ১৮৬১।

পেনস্কেট [সি] বি পদ্যবৃত্ত। 'চাঁটগার আমার এক পেনস্কেট আছে।' *সিবরাম*, ১৯৫০।

পেনটার [সি] বি চিত্রকর। 'মডার্ন পেনটাররা কি করেন।' *মুকন্দ*, ১৯৩৬।

পেনটুলেন, পেনটুলেন [ইটিশিয়ান থেকে ইংরেজি হয়ে বাংলা] বি নিম্নোলের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'জরুরির পেনটুলেন, কাবা ও বাঁধা পাগড়ী সেখিয়া একেবারে ছুঁলিয়া উঠিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'ইহু বঙ্গালসের টেবিলে ঝাওয়া, পেনটুলেন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট চাপকান পরা।' *হুতাম*, ১৮৬১।

পেনশন, পেনসন, পেনসন [সি] ১ বি চাকরি থেকে অবসর। 'বাক্সামবার পেনসন শইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ বি চাকরির মেয়াদ শেষে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। 'তিনি পেনসন পান নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩; 'তৎসময় পেনশন প্রদানের আদেশ দিয়া ...' *স্বীকৃতি* থেকে কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

পেনশনভোগী, পেনশনভোগী, পেনশনভোগী [সি পেনশন+স ভোগী] বি অবসরপ্রাপ্ত প্রাপ্ত পেনশন ভাতা ভোগ্য করে এমন। 'একজন পেনশনভোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭২; 'পুলিশের পেনশনভোগী সাহেব সাব-ইনস্পেক্টর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪; 'প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে স্টেটের একজন পেনশনভোগী।' *প্রথম*, ১৯১৯।

পেনশনি [সি পেনশন+] বি পেনশন। 'গ্রহরতম আজ্ঞাদেশের পেনশনি।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

পেনশ্যান [সি] বি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। 'নারদ পেনশ্যান দিত্যার পরামর্শ দিতেছেন।' *বজ্রম*, ১৮৮৭।

পেনসুনে [সি পেনশন+] বি পেনশনভোগী। 'কায়স্থ কুলীন বেকার পেনসুনে ও ব্রাহ্মই বিবর্ত।' *হুতাম*, ১৮৬৩।

পেনস্যান [সি] বি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। 'জে ডবলিউ মারকোভ সাহেব পেনস্যান পাইয়া কর্তৃক অবসর হওয়াতে ...।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

পেশ্যান [সি] বি চাকরিপ্রার্থী অবসরকালের ভাতা। 'বৃদ্ধাবস্থার কৌশলে পেশ্যানের দরখাস্ত।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

পেনসিল, পেন্সিল [সি] বি কঠ দিয়ে মোড়া ঝাঝাই বা চক, বা দিয়ে লেখা হয়। 'কাগজ হইতে পেনসিল বা কালির দ্বারা উঠাইবার জন্য যে রবর ব্যবহৃত হয় ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'পেনসিলে লিখিলেন।' *বজ্রম*, ১৮৮৪।

পেনাড্ডি বি মালয়েশিয়ার পেনাডের অধিবাসী। 'নিম্নাশুরেই পেনাডি, চেই, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহুদি, মেডো ...।' *জীবন*, ১৯৩০।

পেনামত্ৰা [সি] বি উপাচার্য; কোনো ব্যক্ত মূল ছাড়া পাপের অস্পষ্ট ছায়া। 'তার চার দিকে কম-কালো বেটনী, তার নাম পেনামত্ৰা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

পেনাল কোড [সি] বি কৌশলদ্বারা মামলার দৃষ্টান্ত। 'তিরোহিত করিবার

পেনাল্টি

মূল কার্য পেনাল কোড ও দণ আইন। অমৃতবাজার, ১৮৭৩। দ্র শিলালকোড

পেনাল্টি [হি] বি পেনালগেস্টের সামনে বল বসিয়ে শুধু গোল রক্ষককে সামনে রেখে বল মারার ব্যবস্থা। 'বিনামেরে বক্সগাতের মত বলা-কওয়া নেই দিয়ে বলল পেনাল্টি' অট্টহৃত, ১৯৫০।

পেনি [হি] বি ইংল্যান্ডের মুদ্রাবিশেষ। 'দুই সিলিং এক পেনি ইঙ্গরেজি হিসাবে ...' কাগসেপ, ১৯৬৬।

পেনিসিলিন [হি] বি জীবাণুনাশক ওষুধবিশেষ। 'পেনিসিলিন, গ্রুজোজ আর ডিটমিন ইনজেকশন দিয়ে ওকে সারিয়ে তোলা হয়েছে।' হাই, ১৯৫৮।

পেনেল [হি] প্যানেল। বি গাড়ির যন্ত্রপাতির বোর্ড। 'যন্ত্রপাতি হয়ে তড়িত্তি ঘোরে পেনেল সাই হয়ে রয়েছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

পেন্ট [হি] পেন্ট। বি মেকআপ; অতিমাত্রায় প্রসাধনীর ব্যবহার। 'যা পেট করছে কার বুঝবার সাধি।' জীবন, ১৯৩২।

পেটেলুন [হি] পেটালুন। বি নিম্মসের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'ইজের পেটেলুন পরিলি ভাষা মাফ করিলাম।' রাজ, ১৮৭৪।

পেটলুন [হি] পেটালুন। বি নিম্মসের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'পেটলুন সেই খড়া।' বর্ষম, ১৮৭৪।

পেটলুন [হি] পেটালুন। বি নিম্মসের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'পেটলুনের পকেট হইতে আমাকে বাহির করিয়া মেঘোটকে দেবাইল।' প্রকাত, ১৮৯৬।

পেটুল [হি] পেটালুন। বি নিম্মসের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'হেঁড়াখোঁড়া পেটুল পরনে।' গতি, ১৯৬৬।

পেটুলান [হি] পেটালুন। বি নিম্মসের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। 'পেটুলানের স্টুট চাপিয়া।' শব্দ, ১৯১৭।

পেটুলুন [হি] পেটালুন। বি নিম্মসের বস্ত্রবিশেষ; ট্রাউজার। বিদ্যা, ১৮৯১।

পেডুলার [হি] বি তড়ির সেলক। 'আমাদের দোলের ঐ শেষীয়া পেডুলারকে এখান থেকে দ্বিহতে হবে।' প্রমথ, ১৯০৫।

পেল্লাম [স প্রমা] বি প্রণাম। 'যা বাসিমায় পেল্লাম।' নজরুল, ১৯২৬।

পেল্লামি [স প্রমা] বি প্রণামের সঙ্গে প্রসঙ্গে অর্থ। 'মাঝে মাঝে পেল্লামি দেই।' অকল, ১৯৪১।

পেপার [হি] বি সংবাদপত্র। 'একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল, চারিটিতে বাসনাল পেপার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'সে জোর গলায় ডেকে পেপার বিক্রি করছে।' আলোড়িত, ১৯৮৮।

পেপার গুয়েট [হি] বি ধাতু বা কাচের তৈরি বস্তু যা দিয়ে কাচাঙ্গুর তৈরি করা ওওয়া হয়। 'সাথেব টেবিলের উপরে পেপার গুয়েটটা দিয়ে নাকচাড়া করতে লাগলেন।' হাকিমজুর, ১৯৫৩; 'পেপারগুয়েট অঙ্কলে ঘুরিয়েছে।' সামসুল, ১৯৫৬।

পেপার মিল [হি] বি কাগজের কারখানা। 'কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল।' নজরুল, ১৯৪১; 'আমি চেয়েছিলাম পেপারমিলের দিকে।' আলোড়িত, ১৯৮০।

পেম [স প্রমা] বি প্রেম। 'বচনক দোলে পেম টুট পেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। প্র প্রেম

পেমেট্ট [হি] বি টাকার ওওয়া; অর্থ প্রদান। 'পেমেট্টের সময় দাওয়াসজী শতকরা দু টাকার হিসাবে দরখী কেটে ন্যাম।' হুতোম, ১৮৬১; 'দশ

টাকায় চারশো সাতার টাকা একেবারেই রেবুট পেমেট্ট' শিবরায়, ১৯৫০।

পেমেট্ট [হি] বি ঘড়ির প্রদানকারী। 'পেমেট্টের অর্থব্যয় বস্ত্র সাহেবের তহবিলদারী কর্তে বিতৃত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

পেম্মরাগ [স প্রেমরাগ] বি প্রোমানুরাগ। 'রিজ নারী সঙ্গে পুনি নাই পেম্মরাগ।' হাকিমজুর, ১৯৫০।

পেম্ম [স] বি পানীয়; পান করা যায় এমন। 'পেম্ম পেম্ম চমৎ চর্বা জ্ঞত অন্ন বাঞ্ছন।' মাসাধর, ১৫০০।

পেম্ম-দোষ [স] বি পানাসক্তি। 'তাহাদের কুহকে পড়িয়া আমার পেম্ম-দোষ উপস্থিত হইল।' গ্যারী, ১৮৬৩।

পেম্মিস [স প্রেমসী] বি প্রিয়তমা; প্রণয়িনী। 'কুত পেম্মিস মোঞে দেখলি ব্যাকিনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দ্র প্রেমসী

পেয়াদা [স পিয়াদা] ১ বি বার্তাবাহক। 'সেই সিন আমার এক পেয়াদা আইল।' কুরুদাস, ১৫৮০। ২ বি রাজার প্রহরী। 'চোপড় চাপড় মারে বড় পেয়াদাশে।' বিজয়, ১৯৫০; 'আজ পেয়াদার পিঁড়নে হাড় তড়িয়ে যেতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বি পদাতিক। 'মোনেএল, ১৯৪০। ৪ বি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। 'নাশিষ করিয়া পেয়াদা আনিয়া তোমাকে পাকড়ীয়া ছিলাম।' হালফে, ১৭৭২। ৫ বি পিয়ন। 'তুমি পেয়াদা আনিয়াহ এক টাকা রাজ লইয়া দিয়া দায়েকোহ এই সকল বৃত্তান্ত কহ।' দর্পণ, ১৮২২।

পেয়াদাশি [স] বি বিসংবাদবাহক; গাইক। ওসী, ১৭৮২।
পেয়াদাশি [স পিয়াদাশি] বি পিয়াদাশি। 'বি পেয়াদার কাজ। 'পেয়াদাশি করিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পেয়ার [স প্রিয়ার] বি আদর। 'সাথেব তোমাকে বড় পেয়ার করেছে।' গ্যারী, ১৮৫৯।

পেয়ারা [স প্রিয়ার] বি প্রিয়। 'উনকা পেয়ারা বেশম।' ওয়াসী, ১৯৪৫।

পেয়ারাপানা বিপ প্রীতিপূর্ণ। 'ধীরে ধীরে মেয়ে বাড়তে থাকে - বেশ পেয়ারাপানা খুব।' হাকিমজুর, ১৯৪৪।

পেয়ারী [স প্রিয়ার] বি প্রীতি সোহাগী। 'মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী বড়ি পেয়েছিল হার।' রবীন্দ্র, ১৯৯৯; 'গোদম রঙের তেলী তেলী পেয়ারী মুহূর্ত দেখিয়াছি সে কো' রোজোকা, ১৯০০।

পেয়ারা [স প্রিয়ার] বি ফলবিশেষ। 'ফলনা বানাম আতা নেয়া ও পেয়ারা ...' কের, ১৮০২; 'পেয়ারা গাছের জন্য তোমরা বৃথা কল কর কেন?' রোজোকা, ১৯২২।

পেয়ারাপা [স প্রিয়ার+পা] বি পেয়ারা ফলের গাছ। 'সমুখে পেয়ারাপাছ ভরে আছে ফুলে ফলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

পেয়ারাভা [স প্রিয়ার+ভা] বি পেয়ারা গাছের নীচের জায়গা। 'রক্তন তখন পেয়ারাভায়া পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পেয়ারা [স পিয়াদা] ১ বি পানপাত্র; কাপ। 'পেয়ারা করা চা।' হুতোম, ১৮৬১; 'আনা সতী সুয়ার পেয়ারা।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি সুবাস। 'যে সুত চাঁপার পেয়ারা ভরে গেল আপনায় উজাড় করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

পেয়ারাবা [স পিয়াদা+বা] বি পানাসক্তি। 'নিজন্তর পেয়ারাবাঝিতে শরীর ফুরায় নই হয়।' গ্যারী, ১৮৫৯।

পেয়ারা-ভরা [স পিয়াদা+হ+স ভরা] বি পেয়ারাপূর্ণ। 'পেখ

নিমেষের পেয়ালা-ভরা অন্ন সাফুনা । রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

পেয়াশি [বা পিয়ালাহ>] ১ বি পেয়ালাপূর্ণ মদ । 'মজলী হরদম চালায় পেয়াশি' নজরুল, ১৯২৮ । ২ বি শানপাত্র; বাটি । 'এক পেয়াশি শিরাজি' নজরুল, ১৯৩০ ।

পেয়াশী বি ফুবিশেষ । 'আমি ওকে ধরে এনেছি একটি ডাকনামে ... ওর নাম পেয়াশী' রবীন্দ্র, ১৯৩৬ ।

পেয়িং-পেস্ট [ই বি বরচাদি পরিশোধ করে থাকা অতিথি । 'ভাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশী পেয়িং-পেস্ট । মুক্তবা, ১৯৫২ ।

পেরজাপতি [স প্রজাপতি বি প্রজাপতি । ওর্গ, ১৭৮৫ ।

পেরট [ই প্যারেড] বি কুচকাওয়াজ । 'পেরট দেখেন, সেলুট নেন এডিসি ফেডিসি কত কামেলা' মুক্তবা, ১৯৫৯ ।

পেরথিবি [স পৃথিবী] বি পৃথিবী । 'কহি যে এ বিচার পেরথিবার রাজা চক্রেবর্তী কারো বধ করিলে ...' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩ । দ্র পৃথিবী

পেরাকি বি সরস মিষ্টান্নবিশেষ । 'পিরিতে পেরাকি হবে আসে/ আড়চোখে চেয়ে তার পানে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৮ ।

পেরাচিঙ্গি করা [স প্রাচীন্দ্র+করা] ক্রি পাশের শাশি ভোগ করা । 'ওর পাশের পেরাচিঙ্গি করতে হবে' তারা, ১৯৪৬ । দ্র প্রাচীন্দ্র

পেরিয়া [তা প্যাই>] ই প্যারিয়া বি অশুশ্য সম্প্রদায় । মাদোএল, ১৭৪৩ ।

পের [প] বি মোরগের মতো এক ধরনের পাখি; ভিতরি । ওর্গ, ১৭৮৫ ।

পেরু [প] বি বড়ো আকারের মোরগ জাতীয় পাখিবিশেষ । 'বাবাজীরা চাটনা ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরগের মত বড় ঝাল বন্ধ হয়ে বিজাতীয় যত্না ভোগ করতে চলে'ন । হুতাম, ১৮৬১ ।

পেরেক [প প্রোপা] বি লোহার ক্ষুদ্র কটা অথবা শলাকা । 'বিষকণা পেরেক পাটে লোহার পেরেক আঁটে' কৃষ্ণরাম, ১৭২০ ।

পেরেড [স প্রেড] বি প্রোডায়া । বিন্দা, ১৮৯১ । 'ভয় করলে চোখ-রাজানি ভূত-পেরেড' নজরুল, ১৯২৬ । দ্র প্রেড

পেরেশান, পেরেসান [ফা] ১ বিণ ডক্সি । 'জিবরিলের বাত শুনে পেরেশান হইল মনে' গরীব, ১৭৬৫ । 'তাহাই উপস্থিত করিয়া নাহক পেরেশান করে' হ্যামলেট, ১৭৭৩ । 'ইইরুপ পেরেশান হইয়া বেড়াইতেছি' রোকেয়া, ১৯২৯ । ২ বিণ বিরক্ত; কামেলায় আক্রান্ত । হ্যামলেট, ১৭৭৩ । 'হয়রান পেরেসান বেইজ্জতে মরি' প্যারী, ১৮৫৮ ।

পেরেশানি [ফা] ১ বি কঠ; পরিশ্রম । ওর্গ, ১৭৮৫ । 'ভোলায়েছে সব পেরেশানি, তরু হয়েছে গুল্ল পাওয়া' ফররুখ, ১৯৪৩ । ২ বি হয়রানি । 'আমারে পেরেশানি কইরা অগো ফায়দা কি' ইদিয়াস, ১৯৭২ ।

পেলব [স] ১ বিণ অতি কোমল । 'তাহার পেলব পরীক্সে মহাসুখ অনুভব করিতাম' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮ । 'পেলব যৌবন বাধি পরুষ বন্ধনে আলোচনা করিতেছে সলিল সেচন' রবীন্দ্র, ১৮৯৬ । 'অনতিদ্রুত ঠণ্ডাফুটি মতো পেলব' রবীন্দ্র, ১৯১৪ । ২ বিণ মনোহর । 'পেলব-নয়না পরীটী' সবুজ, ১৯২১ । ৩ বিণ ফুলের মতো । 'দুই কবর বরষের একটি পেলব-আকৃতি একটি শিশুকে বাহিয়া লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬ । ৪ বিণ সুন্দর । 'প্রভাতের পেলব তারায় বিনায়ের দিত হাস' রবীন্দ্র, ১৯৪০ । ৫ বিণ 'যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে বনসীলিমার পেলব শীতলাটিতে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৮ ।

পেলবতা [স] বি কমলীভূতা । ভীকরায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে' রবীন্দ্র, ১৯১৬ । 'সমস্ত পেলবতা নমনীয়তা' নজরুল, ১৯২৭ ।

পেলব-নয়না [স] বিণ স্ত্রী মনোহর চোখবিশিষ্ট । 'পেলব-নয়না পরীট, ওগো মূর্ছনা, ওগো সৌন্দর্য, ওগো জ্যোতি' সবুজ, ১৯২১ ।

পেলব [স প্রলব] বিণ জীবণ । 'সেবার এল কোপাইয়ে পেলব বান' তারা, ১৯৪৬ ।

পেলা ১ ক্রি ম্যোন করা । 'এবার মুখের পেলা কাণী/ রাখা শ/ পরিহার বোলে বনমাণী' বড়ু, ১৫০০ । ২ ক্রি ফেলে দেওয়া । 'ভোড়াগর গাছ কাটি পেলায়েন জলে' বৃন্দা, ১৫৮০ । ৩ ক্রি জোরে ঠেলা দেওয়া । 'গাঠের থেকে দিচ্ছে জেলে বৈঠাতে তায় পেলা' কলীন্দ, ১৯২৭ । পেলল ক্রি ফেলে । 'জনি ইন্দীর পরনে পেলল আলি ভরে উলটাই' বিদ্যাপতি, ১৪৬০ । পেলাআসি ক্রি ফেলচিস । 'হেমের দেবকে কেহে পেলাআসি হায়ে' বড়ু, ১৪৫০ । পেলাইবো ক্রি ফেলে সেবো । 'মুখিরা পেলাইবো কেশ জাইবো সাগর' বড়ু, ১৪৫০ । পেলাইয়া ক্রি ফেলে । 'মা বাপ সেখিয়া কান্দে অত্র পেলাইয়া' মাল্যধর, ১৫০০ । পেলাইল ক্রি ফেলদ্যো; ফেলে দিলো । 'পাএ পেলাইল রাখা তোর গুণ্য পানে' বড়ু, ১৪৫০ । পেলাউক ক্রি ফেলে দিক । 'মজা তাইয়া দুই পেলাউক উকারি' সুলতান, ১৭০০ । পেলাএ ক্রি ফেলে । 'বন্দীর ঘরেত নিয়া বাকিয়া পেলাএ' সুলতান, ১৭০০ । পেলাও ক্রি ফেলে দাও । 'গলাএ পেরুটি আজি হিরা নারি' পেলাধর, ১৫০০ । ২ ক্রি বলাও । 'অবদুয়ার অঙ্গে নিয়া সে বৃশ পেলাও' সুলতান, ১৭০০ । পেলাপেলি ক্রি হিটাইটি । 'তবে জল পেলাপেলি তবে দেয় বাপি' বৃন্দা, ১৫৮০ । পেলায় ক্রি ফেলে দেন । 'দুই দুজা পেলায়া ডাও ডাকিয়া পেলায়' মাল্যধর, ১৫০০ । পেলায়িলে ক্রি ফেলে; ফেলেদেন । 'ডাল ডাকিয়া পেলায়িলে' বড়ু, ১৪৫০ । পেলাই ক্রি ফেলে দাও । 'তীন বাগ চিঠি ডাক পেলাই খায়েন' বড়ু, ১৪৫০ । পেলা ১ ক্রি ছুড়ে । 'পুশাঙ্গলি পেলা মারে সব নারিগন' মাল্যধর, ১৫০০ । ২ ক্রি ছুড়ে ফেলি । 'জলে পেলা ঝীয়ে যদি তবে ধন্য গায়' বৃন্দা, ১৫৮০ । পেলায়ি ক্রি ফেলে । 'সমুদ্রে পেলায়া ঘর আইল সমুদ্র' মাল্যধর, ১৫০০ । পেলা ১ ক্রি ফেলে দিলো । 'দুই পায়ে লাথি মারি পেলায় বলাই' মাল্যধর, ১৫০০ । ২ ক্রি বলাতো । 'আবদুয়ার অঙ্গে নিয়া পেলায় তুরিত' সুলতান, ১৭০০ । পেলাপী ক্রি নিক্ষেপ করলে । 'বুলিল আলে কেদে পেলাপা কোরআন' সুলতান, ১৭০০ । পেলালেক ক্রি ফেলো । 'কোটালের আঙ্গা গায় ... পেলিককে বামনী তেলিয়া' পেলা, ১৬০০ । পেলুক ক্রি নিক্ষেপ করে । 'বুলিয়া জলেত যদি পেলে মোর ধন' সুলতান, ১৭০০ । পেলেন ক্রি ফেলে দেন । 'ভাধিন হায়ে খাণ্ড কাড়ি পেলেন শ্রীহারি' মাল্যধর, ১৫০০ । পেলো ক্রি ফেলবো । 'খাট আন ধরিয়া কাটিয়া পেলো খায়া' বৃন্দা, ১৫৮০ । পেলায় ক্রি ছুড়ে । 'কালি হাতি পেলায় মারে কোলের বহড়ি' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

পেলাই বি ঠেকনা; ঠেস । 'জোর আড়া জোয়ের পেলা জোয়ের কপাট' মুকুন্দ, ১৬০০ । দ্র প্যালা

পেলাই বি গাইয়ে-বাঁজিয়েদের জন্য প্রোডাসের দেওয়া পুরস্কার বা দর্শনী । 'গায়ককে পেলা দিয়ার নিমিত্র আটটা টাকা দিলেন' দর্শন, ১৮২১ ।

পেলালো ১ ক্রি শান করানো । 'হানানেরে মারিবেক জহর পেলাইয়া' গরীব, ১৭৫২ । ২ ক্রি বাঙালো । 'হেলাঙায়া হেলাবড়া শানতোয়া সরভাজা মনমত পেলাও' ভবানী, ১৮২৮ ।

পেলোট [ই plate] ১ বি খাচু, প্রাস্টিক, রাবার ইত্যাদির তৈরি ফলক ।

‘ঐ ছাপাখানাতে এতদ্দেশের তাবৎ রাজপুত্র এক শত পেলেটে খোঁসিত হইয়া ছাপা হইতহে।’ দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি খালা।
‘পেলেট-বাসন আড়-লটন।’ মুক্ততাবা, ১৯৪৮।

পেলেট্‌ [ই palette] বি চিত্রকরের রং পোষার ও মেশানোর জন্য ব্যবহৃত বোর্ড। ‘যেন আর্টিস্টের পেলেটে, এলোপাতাড়ি হেথা হোথার এবেড়া-খেবেড়া রঙ।’ মুক্ততাবা, ১৯৫২।

পেল্লা [স প্রলয়] বি বিশাল। ‘তার নাড়িতে পর্বত প্রকৃতির ছাপ পেল্লার রকমের।’ শিবরাম, ১৯৪০।

পেল্লাই [স প্রলয়] বি বুঝ বুঝে। ‘পেল্লাই পাঠি, মেয়েমুখে গিসগিস করছে।’ মুক্ততাবা, ১৯৫২।

পেল্লাই মাড়ি বি লম্বা মাড়ি। ‘যত পেল্লাই মাড়ি রাবি আর ওঠেবাস করে যতই পেটে খিল ধরাই।’ নজরুল, ১৯২৪।

পেল্লায় [স প্রলয়] ১ বিণ অভিশর। ‘শিশাচটোলা পড়ল এসে পেল্লায় ওই পাগলারেরই পাল্লায়।’ নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ বিশাল; বিহাতি; মত্ত। ‘সে কী পেল্লায় কাও।’ রবীন্দ্র, ১৯৪১।

পেশ [কা] ১ বি আরজ। ‘কর্তার মৃত্যুকালে তাহার এত পেশ ক্রিচারে হইল।’ গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বিণ উপস্থাপিত। ‘নিদ-মহলে বন্ধু! আমার আর্জি হ’বে পেশ।’ সত্যেন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি উপস্থাপন। ‘পায়ে পায়ে সেবা আর্জি পেশ।’ নজরুল, ১৯২৮।

পেশওয়াজ [কা] বি নর্তকী বা নারীদের এক প্রকার পায়জামা। ‘পেশওয়াজ পরা একটি মেয়ে।’ অবন, ১৯২৭।

পেশকরা [কা পেশ+স করা] ১ বি কে কচাঁকী বিচারকের সামনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন এবং সংরক্ষণ করে। ‘সেবধি, ১৮৩৯; ‘পেশকার কেরানি বাতান ও সিলসহে হাজির হইয়াছেন মনসুর, ১৯৫৫। ২ বি বাঙালি বংশানাম-বিশেষ। ‘সেবধি, ১৮৪০।

পেশকৃত [কা পেশ+স কৃত] বিণ উপস্থাপিত। ‘পেশকৃত স্তব্ধকবিত্রের ওপর বিশদভাবে আলোচনার পর তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।’ বেঙ্গল, ১৯৭৫।

পেশতা [কা pistachio] বি পেস্তা; মধ্যপ্রাচ্য ও কেন্দ্রীয় এশিয়ার জাত এক সবজি রকমের বাদাম। ‘পেশতা-আগেল-আনার-আস্তুর।’ নজরুল, ১৯২৮। ২ প্র পেস্তা

পেশনামাজ [কা] বি ইমামের নামাজ পড়ার জন্য নির্ধারিত মাদুর। ‘ভিড় তৈরিয়া পেশনামাজের উপর গিয়া ঝাড়া হইলেন।’ ইমদাদুল, ১৯২০।

পেশবাজ [কা পেশওয়াজ] বি নারীদের পায়জামাবিশেষ। ‘পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল।’ ভ্যারত, ১৭৬০।

পেশল [স বিণ পেশীবহন; বলিষ্ঠ। পেশল-উরস [স] বিণ দুঢ় মাংসল বন্ধ। ‘পেশল-উরস হানি কঁদিছে রাক্ষসী।’ মাইকেল, ১৮৬১।

পেশা [স পিষ্ণ] ক্রি পেশন করা। ‘হাড় গোড় লুই হইল আটা যেন পেপা।’ গরীব, ১৭৬৫।

পেশা [কা] বি বৃত্তি। ‘পৈতৃক পেশা।’ হুতোম, ১৮৬১।

পেশাদার [কা] বি পেশাজীবী; পেশার বাজিরে করা। ‘পেশাদার শোকওয়ালির বুক-চাপড়ানি।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫; ‘এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহাভাষি।’ প্রমথ, ১৯১৮।

পেশাদারি, **পেশাদারী** [কা] ১ বিণ জীবিকা উপার্জন করিতে পারে এমন। ‘শেষে সর্বের দলকে পেশাদারী দলে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।’ মোতাহর, ১৯৩৭। ২ বিণ পেশাদারের মতো; দক্ষ।

‘ঠিক পেশাদারি পড়ানো নয়।’ নরেন্দ্র, ১৯৫১। ৩ বিণ দক্ষ। ‘ঘরে বসে রোজ তবলা তনি আর ভাবি, এ তো পেশাদারী হাত।’ বিমল, ১৯৫৩।

পেশাওয়ারী [পেশওয়ার] বিণ পাকিস্তানের পেশোয়ার প্রদেশে জনা এমন। ‘পেশাওয়ারী পাঠানের প্রধান শিরশীড়া তার শিরাজবন নিয়ে।’ মুক্ততাবা, ১৯৫২।

পেশোয়ারি, **পেশোয়ারী** [পেশওয়ার] বিণ পেশোয়ারে উৎপন্ন। ‘পায়ে পেশোয়ারী চাপলি।’ প্রমথ, ১৯২৯। ‘সারা ঘরে। পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-লাল রস।’ শ্যামসূর, ১৯৫৯।

পেশানি, **পেশানী** [কা] বি কপাল। ‘বোহা দিল পেশানিতে কোলে উঠাইয়া।’ গরীব, ১৭৬৫; ‘তার পেশানীর জ্যোতি মেখে।’ নজরুল, ১৯৩২।

পেশাব [স প্রস্রাব] বি প্রস্রাব; মূত্র। ‘সারাক্ষণ পেশাব টপটপ করে পড়তেসে।’ মাল্লান, ১৯৬৮।

পেশী [স] বি মাংসপিণ্ড। ‘পেশী স্নায়ু অবিচ্ছিন্ন বৃহৎ স্থান অধিকার করে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পেশী শক্তি [স] বি সৈহিক শক্তি। ‘পেশী শক্তিও ভৈষ্যচ।’ মশাররফ, ১৮৮৯।

পেশেট্‌ [হি] বি রোগী। ‘তেনম ভাল নারভাস পেশেট্‌ হলে হ-মাস কেন এমুই কর না।’ গিরিশ, ১৮৮৬; ‘আরও পঁচিশ-তিনিশ জন পেশেট্‌ আছে।’ সুদীপ, ১৯৭০।

পেশো [হি] বি একজনের জন্য বিশেষ ধরনের তাস খেলা। ‘একা একা পেশো ... খেলেন ইন্দুদ্বন্দ্ব।’ নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

পেশোয়া বি পুরানো মারাঠা রাজ্যের শাসক বা তাঁর বংশ। ‘খ্রীযুত মহারাজা বিহার্য্য রাজা পেশোয়া।’ দর্পণ, ১৮২৭।

পেশোয়াজ [কা] বি নর্তকীদের পায়জামা। ‘দাসী পেশোয়াজ মাড়াইয়া ফেলিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

পেশ কবচ [কা পেশ+আ কবচ] বি দুইদিকে ধারযুক্ত অস্ত্র। ‘খোজা কেবল পেশ কবচ হস্তে করিয়া ...।’ রামরায়, ১৮০১।

পেশকার [কা পেশকার] বি আদালতে বিচারকের সামনে কাগজপত্রাদি উপস্থাপন করে এবং তা সংরক্ষণ করে এমন কর্মচারীবিশেষ। ‘দেওয়ান, নাএব, পেশকার, ইত্যাদি আমলাগণ ...।’ মশাররফ, ১৮৯০। ২ প্র পেশকার

পেশগী [কা পেশগী] বি অগ্নিম; বায়না। ‘কষ্টরক্ত গোলাকে সিন্ধা টাকা পেশগী দেওয়া লাইবেক।’ এডমন, ১৭৯৩।

পেশণ [স] বি দলন। ‘প্রাণবাণীনি দৃষ্টিভা অহর্নিশ তাহার চিত্তকে পেশণ করিতে থাকে।’ অক্ষর, ১৮৪৯।

পেশণবিভাগ [স] বি শেখর শ্রেণী। ‘আজ যে আছে পেশণবিভাগে কাল সেই উঠতে পারে পেশণবিভাগে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পেশা [স পেশা] ১ বি বাটা। ‘গোম পেশা বাইবে।’ দর্পণ, ১৮২৯। ২ বিণ পিষ্ট হাইড্রুলিক জাতীয় পেশা কাব্যপিণ্ড।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পেশিত বিণ পিষ্ট। ‘নিয়ত কত জীবন পেশিত হইতেছে।’ লক্ষ্মীশ, ১৯১৭।

পেশকার [কা পেশকার] বি বিচারকের সামনে আদালতের কাগজপত্র উপস্থাপন করে এবং তা সংরক্ষণ করে এমন কর্মচারীবিশেষ। ‘জজ, উকিল, ব্যারিষ্টার – আসামী, সাক্ষী, পেশকার, আরদারী।’ মশাররফ, ১৮৬৯। ২ প্র পেশকার

পেঘাঝিরাণ [সি বি শোভিত জেণী। 'খনের জাঁতাগুলে সেখানে আজ যে আছে পেঘাঝিরাণে কাল সেই উঠতে পারে পেঘাঝিরাণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

পেস [হা বি উপস্থাপন। 'পেস কল্পেও কতে পারেন।' হুতোম, ১৮৬২।
এ পেস

পেসকার, পেকার [হা পেশকার বি পেশকার। 'হদি সিরিশ্তানার মীরমুদী পেকার নাজীর ইত্যাদির কবাকজ্ঞী ইহা ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩; 'সেয়েদাদার ও পেসকার নীলকরের নিকট ইহতে জেরাদা ঘুঘু শইয়া ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পেসকারি, পেকারি [হা পেশকারি] বি পেশকারের কাজ। 'আপনার হুন সিরে বড় পেকারি পেশায়।' মীনবন্ধু, ১৮৬০; বিদ্যা, ১৮৯১।

পেসকোপ, পেসকুস [হা পেশকোপ বি টাকা বা মূল্যবান দ্রব্য উপহার। 'পিরোপা বরুশ রায় পেসকোপ দিলা তার।' ভারত, ১৭৬০; কাব্যলহ, ১৭৮৫।

পেসগী [হা পেশগী বি অগ্নিম অর্থ; বায়না। 'নমক বিক্রীর তারিখ অবধি পাঁচ দিনবের মধ্যে পেসগী আমানত হুশ্মানির কাগজ দাখিল করিতে হইবে।' কাব্যলহ, ১৭৯৮।

পেসগি [হি বি কেক জাতীয় মিষ্টি খাবারবিশেষ। 'বহু দাঁড়িয়ে গুড়োতাকে তবিতব্য করলেই পেসগির বেগে - পেসগি সেই?' মুক্তভা, ১৯৬০।

পেসগর [হা পেশ+আ ব্রত] বি আইনসমত। 'পূর্বক যে খায়া জোর জবরদস্তি করিয়াছে সেমত পেসগর হবক না।' কাব্যলহ, ১৭৮৫।

পেসা [হা পেশা] বি পেশা; বৃত্তি। 'পৈতৃক পেসা।' হুতোম, ১৮৬১।
এ পেশা

পেসাদার [হা পেশাদার] বিণ বৃত্তিধারী। 'পেসাদার চোটায়েকি বসে ও ব্যতীরবেশে বড় মানুষের হলনারপে নদীতে বেড়িচ্ছিল পাঁতা থাকে।' হুতোম, ১৮৬১।

পেসাদারি [হা পেশাদারি] বি পেশাদারের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

পেসাদ [সি প্রবাদ] বি প্রবাদ। 'বেশ তে হুতের মায়ের পেসাদ মেশাদ গেচিস।' হাসান, ১৯৬৭।

পেসাব [সি প্রবাদ] বি মুহ। 'তোরে মুখে পেসাব করে মেয়ে না?' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

পেসেট [হি বি রোগী। 'ভাক্তার মধ্য মধ্য পেসেটের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান।' হুতোম, ১৮৬১।

পে-ভেল [হি বি বেতনের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ সীমা। 'জাতীয় পে-ভেল নার্সদের বেতনের গ্রেড ...।' বেগম, ১৯৭৪।

পেতা [হা পিতানিও] বি মধ্যযুগের সবুজ রঙের বাদামবিশেষ। 'পজা খাজা খায়া বাদাম কিসমিস পেতা মোহনভোল অজুত।' ভবানী, ১৮২৮।
এ পেতা

পেতাবাদাম [হা পিতাবাদাম] বি মধ্যযুগের সবুজ রঙের বাদামবিশেষ। 'বেশ পেতাবাদাম সিরে মুং করে ...।' পর্ণিরা ভেতরে চলে যান।' বিমল, ১৯৫৩।

পেতাধী, পুত্ৰধী [হা বি প্রাচীন ইরানি ভাষা। 'ভাঙ্গে শেরসেজী বা পুত্ৰী জানডেন।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

পেশ [সি প্রো] বি প্রো। 'সবরো কুজর ধইয়ারি দারী পেশ রাতি গোহাইনী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

পৈচি বি নারীদের মণিবন্ধে পরার অলংকারবিশেষ। 'চলিতে পৈচি কি হাতে/বাঁধি বৈচি কীটতে।' নজরুল, ১৯২৮।

পৈচি হুচি বি অলংকারবিশেষ। 'কে নিল কেড়ে তোর পৈচি হুচি।' নজরুল, ১৯৩০।

পৈচি-বান্ধবন বি বাহুর অলংকার। 'নতুন পৈচি-বান্ধবন পরে।' নজরুল, ১৯২৮।

পৈচে বি অলংকারবিশেষ। 'পৈচে, তাবিল, বাস্ত, বর্গ, পদ্মবি, পাসা, খুয়কা, ইত্যাদি পরেন।' ভবানী, ১৮২৮।

পৈশবর [হা পয়শাবরা] বি বাণীবাহক; রসুল। 'পৈশবরের পৌত্রো পৈশবরের লগোরজ্জগমুক্ত ...।' দর্পণ, ১৮২৯।

পৈচাশিক [সি পৈচাশিক] বি পিশাচ। 'ডাক দিয়া আনে তবে পৈচাশিক গণ।' বিজয়, ১৮৫০।

পৈছা, পৈছে বি নারীদের মণিবন্ধে পরার অলংকারবিশেষ। 'জড়াও পৈছা ৪ ছড়া।' দর্পণ, ১৮২২; 'ধানি মুতুকি মরদানি পৈছে আছে হাতে।' ভবানী, ১৮২৫; 'রাজার পৈছা হাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

পৈঠা [সি প্রথিঠা] কি প্রবেশ করা। পৈঠে কি প্রবেশ করবে। 'হদি পৈঠে জনি পড়ি দিল পানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'পৈঠল কি প্রবেশ করনো।' কানু অনুপ্রাণ বাঘ যব পৈঠল মন নম কানন মাখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পৈঠা [সি প্রথিঠা] বি ধাপ; সিঁড়ি। 'হুতোমি ডাঘার এক পৈঠা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'পেশা-শিল্প পৈঠা বেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।
পৈঠি বি ডাব। 'জেনা পনা পৈঠা ডাব।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

পৈড়াহে [এ পড়া] বি মঙ্ঘর। 'বেসেনী পৈড়াতে তুমি টাকায় বাটো জন।' জলীম, ১৯২৭।

পৈতা [সি উপরীভা] বি উপরীভ। 'পৈতা খিতিয়া শাপে প্রত্য দুখুর্ন।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০; 'বলহ নিটুর ভাষা পৈতার বলে।' মুহুন্স, ১৮০০।
এ পৈতে

পৈতাধারী [পৈতা+সি ধারী] বিণ উপরীভ ধারণকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

পৈতামহিক [সি বিণ পিতামহ কর্তৃক অনুসৃত। 'তিনি ... পৈতামহিক পেশার ভাণ্য করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পৈতাশি [পা পঞ্চভাষী] বিণ পঁয়তাল্লিশ। 'পৈতাশি তজা চৌড আনা আট গজা খাজনা সই দিবা।' মেরে, ১৭৬৮।

পৈতালিস [পা পঞ্চভাষী] বি ৪৫ সংখ্যা। 'হুতুনামা মজলুনের পৈতালিস যা দফর মাকিক।' কাব্যলহ, ১৭৮৫।

পৈতুক [সি ১ বিণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। 'পৈতুক বাটীতে গেলেন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ পূর্বপুরুষের। 'সেই পৈতুক ভাষা অভ্যাস করা সুগত নহে ...।' অক্ষ, ১৮৪৮। ৩ বিণ বংশপরম্পরায় প্রচলিত। 'এগুলি বাঁধা অস্ত্রটি, ইহার পৈতুক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পৈতুকধর্ম, পৈতুকধর্ম [সি বি বংশপরম্পরায় আচরিত ধর্ম। 'বাহার্য আপনারদের পৈতুকধর্ম আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

পৈতুক সম্পত্তি [সি বি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি। 'আমরা পৈতুক সম্পত্তি কিছু গাইনি।' গিডিস, ১৮৮৯।

শৈত্য়কাখিকার

শৈত্য়কাখিকার [স শৈত্য়ক-অখিকার] বি পিতার সম্পত্তিতে অখিকার ।
'ভায়ের শৈত্য়কাখিকার হাযিবে না ইহা আমার স্পষ্ট জানি' । দর্পণ,
১৮৩১ ।

শৈত্য়ক [স শৈত্য়কা বিস শৈত্য়ক] । 'আপনা শৈত্য়ক রাঙ্ক হাযিবে
সুখিঠর' । কলীশ, ১৮৬৮ ।

শৈতে [স উপবীত] ১ বি উপবীত । 'এসো না, মায়ে-বীয়ে আজ শৈতে
তুলি' । বকিম, ১৮৮২ । ২ বি শৈতা পরানোর অনুষ্ঠান । 'খন
শৈতের নেড়া মাথা যিহে ...' । কলীশ, ১৮৬৪ । ৩ শৈতা

শৈতেখারী [স উপবীতখারী] বিস উপবীত পরে আছে এমন । 'পুজো
আঠার সময় শৈতেখারী পুরত ডাকত' । নরেশ, ১৯৫৭ ।

শৈতে-ফেলা বিস ব্রাহ্মসম্মত; অমার্জিত । 'এ হেন শৈতে-ফেলা
ভাষা শুদুসমাজে নিত্য শোনা যায় না' । গ্রন্থ, ১৯৩১ ।

শৈত্রিক [স শৈত্য়ক] বিস শৈত্য়ক; বংশ-পরম্পরার গ্রাহ । 'আপনা শৈত্রিক
বস্ত্র আছিলো আপনে' । কলীশ, ১৮৬৯ । ৩ শৈত্য়ক

শৈত্রিকখন [স শৈত্য়কখন] বি পিতার সম্পত্তি । 'শৈত্য়কখন বাবহার
করিলে তাহার হাত ইহা নে' । বঙ্গদূত, ১৮২৯ ।

শৈখান [স পাদস্থান] বি পায়ের দিক । 'শৈখর ইহতে ওজার শৈখানেতে
যায়' । বিজয়, ১৮৫০ ।

শৈ শৈ [খন্যো] ক্রিয বিব বার বার । 'আমি শৈ শৈ করে বাক্স করেছিলাম'
গিরিশ, ১৮৮৯ । ৩ শৈ শৈ

শৈশব [স পরিধান] বি শোশাব । 'শৈশব উত্তম আর আমি রূশযারী'
আলাওল, ১৮৬০ ।

শৈশন [স পরিধান] বিস পরিধেয় । 'শষার শৈশন বস্ত্র লক টাকার
মূল' । বিজয়, ১৮৫০ ।

শৈরা [স পরিধান] ক্রি পরিধান করা । 'শৈর ক্রি পরিধান করে' । 'পাদল
করিয়া শৈর উত্তম বসন' । সুলতান, ১৭০০ । 'শৈরএ ক্রি পরিধান
করে' । 'শৈত রক্ত গীত বস্ত্র শৈরএ সকল' । আলাওল, ১৮৬০ ।
'শৈরয় ক্রি পরে' । 'সিন্দুর পরিয়া কুলারমণী শৈরয়' । আলাওল,
১৮৬০ । 'শৈরাইতে ক্রি পরিধান করাতে' । 'এই রূপে ভালবস্ত্র
শৈরাইতে মোরে' । সুলতান, ১৭০০ । 'শৈরাইব ক্রি পরিধান
করাতে' । 'কেহ বোলে শৈরাইব অমুখ রজন' । মালাধর, ১৫০০ ।
'শৈরাইশা ক্রি পরিধান করাতো' । 'রসুল শৈরাইশা বহু মন্থা জানি' ।
সুলতান, ১৭০০ । 'শৈরায় ক্রি পরিধান করায়' । 'যতনে শৈরায় কেহ
সুন্দর অধর' । বাহয়ার, ১৫০০ । 'শৈরিলোক ক্রি পরিধান করলো' ।
'শৈরিলোক পাটাবর নেতের উড়ন' । মালাধর, ১৫০০ । 'শৈরে ক্রি
পরিধান করে' । 'বস্ত্র অলঙ্কার শৈরে বহল দুসারে' । মালাধর,
১৫০০ ।

শৈল ক্রি পড়লো । 'বহুসম বর্ষ বড়ল উফারিয়া শৈল' । আলাওল,
১৮৬০ । 'শৈল ক্রি গ্রবেশ করলাম' । 'কারাগারে শৈল আমি না পাই
বিচার' । আলাওল, ১৮৬০ ।

শৈলা [সি হরলা] বিস গ্রন্থ । 'শৈলা রাগিণীর জবাব - না আমি কোনো
রেসম বরিন করি নাই' । মের্স, ১৭৫৭ ।

শৈলা, শৈলা [স গ্রবেশ] ক্রি গ্রবেশ করা । 'শৈশে ক্রি গ্রবেশ করে' ।
'দরবারে শৈশে জেন চোর পাটাবর' । বড়, ১৫৭০ । 'শৈশ ক্রি গ্রবেশ
করে' । 'গঙ্গাজল শৈশ গলে কলসি বান্ধি' । বড়, ১৪৫০ । 'শৈলী
ক্রি গ্রবেশ করে' । 'হেন মন করে বড়ারি দহে শৈলী মরি' । বড়,
১৪৫০ । 'শৈশে ক্রি গ্রবেশ করে' । 'স্বপ্নী চোর শৈশে ঘরে খিটক
সড়ক করে' । বড়, ১৪৫০ । 'শৈলী ক্রি গ্রবেশ করি' । 'বোল রাখা

শৈলী মো লাগ্যাসমাজে' । বড়, ১৪৫০ ।

শৈশাচ [স] বিস শিশাচ নামক নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত । 'শৈশাচভূমি [স] বি
শিশাচদের আবাসভূমি । 'অর্থজাতি ... এনেছিল পশির দারিদ্ৰ্যন বা
শৈশাচভূমি কাশীর হয়ে নয়' । মুক্তবা, ১৯৪৯ ।

শৈশাচিক [স] ১ বিস শিশাচসুলভ; অত্যন্ত জঘন্য । 'শৈশাচিক বাড়ী,
ভুল, বর্ষির কেমেন' । গিরিশ, ১৮৮৭ । 'উন্মাদ যুবক এইরূপ
শৈশাচিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছিল' । আজাদ, ১৯৪০ । ২ বিস অতি
চড়া । 'কর্মকর্তা প্রতিযোগী হোত : তুমি, আমি সর্বব্যস্ত শৈশাচিক খণ
অথৈ অথৈ' । সূরীশ, ১৯৪০ ।

শৈশাচিকতা [স] বি শিশাচসুলভ আচরণ । 'শতক বা শৈশাচিকতাকে
যে অনুভূতি নিহুততা বলে সোধ দেয় ...' । নজরুল, ১৯২৬ ।

শৈশাচিক সুখ [স] বি শিশাচের মতো বিকৃত সুখ । 'সে হচ্ছে
শৈশাচিক সুখ' । নজরুল, ১৯২২ ।

শৈশাচী [স] বি হাটান ভারতের ভাষাবিশেষ । 'এই বঙ্গভাষা ...
দক্ষিণাভ্যাস শৈশাচী আবর্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা
হাটতে নির্গতা হইয়াছে' । দর্পণ, ১৮০০ ।

শৈশন [স] বিস হিসাবশূন্য; বৈষম্য । 'বুকের অভলে কলস নামের শৈশন
কপটতা' । সিকান্দার, ১৯৪৬ ।

শৈশকী [স] বিস শিশা সন্দেশ । 'বৌমা তোমার রচিত শৈশকী সাহিত্য
সময়ে সন্দেশ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন' । রবীন্দ্র, ১৮৮৫ ।

শৈশম [স] বিস পদ্য । 'পাঁচ ছপে শৈশম হয় একেক বোঝাতে' । কৃষ্ণদাস,
১৫৮০ । ৩ পদ্য

শৈশিলা [সি পশিলা] বিস পদ্য । 'শৈশিলা দক্ষা লিখিয়াছেন' । মের্স,
১৭৫৮ ।

শৈ [স শুম] বি শুম । 'দুস্কন্ধ নামের শৈ' । বড়, ১৪৫০ । 'না ছাড়ো
নামের শৈ' । বড়, ১৪৫০ । 'সাদল শাড়ার বাঁটা কোথায়? কাঁজীর
পোরে আন ডাকিয়া' । কলীশ, ১৯২৯ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

শৈখ [স শুম] বি শুম । 'শৈখদার শৈখ আক্ষে হাযে ধনী বানী' ।
বড়, ১৪৫০ ।

পোটাটোমি বি দুটিমি। 'তামামটা দিন কি পোটাটোমি কইরা কেড়াইতো।' ইলিয়ান্স, ১৯৭২।

পৌ। পল্লব। ১ বি ট্রেনের বগির নথ। 'পৌ করে গাড়ী বেরয়ে গেল।' সীনক্স, ১৮৬৭। ২ বি সানাইয়ের একটানা নথ। 'সানাইয়ের পৌ এমন কিছু মিঠি নয় ...' অবন, ১৯২৫।

পৌ। ধরা। ক্রি কোনো ব্যাপারকে অজ্ঞভাবে অনুসরণ করা। 'দিবা তৎকালে পৌ খরিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

পৌআর। [স এবাল] বি এবাল। 'ওঠ আধর বেরু যমজ পৌআর।' বড়ু, ১৪৫০।

পৌচ। [স পুত] ১ বি লেপন। 'তোমার পোলা পৌচ করিয়া বেবাক ধান্য ...।' চিত্রপদে, ১৮৫৯। ২ বি ধারালো অল্প অর্থাৎ দা-ছুরি ইত্যাদি চলিয়ে কাটা। 'এই গরুশের বোটারগো দৌলতেই মোগর পৌচের এত ঘেঁপে ওড়তেই।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বি পরিমার্জন। 'কাল আমার নাটকটাকে শেষ পৌচ দেওয়া সমাধ করেছি।' রবীন্দ্র, ১৮২২। ৪ বি শ্রলোপ। 'রক্তের পৌচ লাল ইতার মুখে।' হাসান, ১৯৬০।

পৌচায় বি পত শব্দের কেন্দ্র; কলাইখানা। 'এই গরুশের বোটারগো দৌলতেই মোগর পৌচায় এত কেঁপে ওড়তেই।' মাইকেল, ১৮৬০।

পৌচা। [হি পুঁচনা] ক্রি পৌছানো। 'পৌচিতে।' মনোএল, ১৭৪০। পৌচাইতে ক্রি পৌঁছে দিতে। মনোএল, ১৭৪০। পৌচিতে ক্রি পৌঁছাতে। মনোএল, ১৭৪০।

পৌচাঁ। [কা পাজা] বি করতল। 'সমিঙ্গির অ্যামন চাবালি, মোর তেমনি হালের পৌচাঁ।' সীনক্স, ১৮৬০।

পৌচাঁ। [পোছা] ক্রি মোছা। 'কমতেই হাসেন এবং কাপজে পৌচাঁ পৌচেন।' হত্যাক, ১৮৬১। ২ পৌছা

পৌছা। ১ ক্রি পরিচয় করা। 'পৌছিতে।' মনোএল, ১৭৪০। ২ ক্রি মোছা। 'সেইটি দিয়ে তারা না পৌছে এমন পদার্থ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রি গ্রাহ্য করা। 'তোমাকে তারা আকর্ষণ পৌছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২। 'কেউ পৌছে না, কেউ মানে না।' বিজুতি, ১৯২৯। পৌছাইলো ক্রি মুছে গিলে। 'শরে ভাষার উঠাইলো রক্তও পৌছাইলো।' মনোএল, ১৭৪০।

পৌছা। ২ বি হাতের কবজি থেকে হাত পর্বত অংশ। 'হাতের পৌছায় গায়ের মাথার কাগড় পৌছায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

পৌটো। [স পোটি] বি বোচা। 'পৌটো টুটি বান্ন ধামা বোচাই করে নানা উপহারসামগ্রী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'কারো পৌটো দশ পৌচে বোঁদী হয়ে বাওয়ার তাদের মতকে বজ্রাঘাত।' মজুমদার, ১৯৪৯।

পৌটোলাটুটি। [স পোটি] ১ বি ছোটো ও বড়ো বোচা। 'পৌটোলা টুটি বান্ন ধামা বোচাই করে নানা উপহারসামগ্রী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি সংসার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের ছোটোবড়ো বোচা। 'পৌটোলা-টুটি কেবানো সেবানো ছড়ায় রাখিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

পৌটা। [স পিরা] বি বাড়িঝুড়ি। 'পড়ই মাছের পৌটা মুড়া তার মেলা।' মুনসু, ১৬০০।

পৌতা। [স প্রোথিত] ক্রি কবর দেওয়া। 'কহ মরিল ... কোনও কোনও জড়ি দাহ করে না, মাটিতে পুঁজিয়া ফেলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

পৌতা। [স প্রোথিত] ১ বি পুঁতে রাখা হয়েছে এমন। 'সামনে একটি

ভিরশূল পৌতা হয়েছে।' হত্যাক, ১৮৬১। 'তঁহার ধনরাশি সেইখানে পৌতা রহিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বিপ রোপন করা হয়েছে এমন; রোপিত। 'জমিটে দু-চারটে গাছ পৌতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

পৌদ। [স পর্দা] বি শুধায়ার; পাছ। ওর্দা, ১৭৮৫। 'লালু পৌদে গিজিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায় ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

পৌদোরো। [পা পল্লব] বিপ পদবো। 'হামের মধ্যে দেবুজমি ... পৌদোরা বিধা হয় কাঠ।' মেরস, ১৭৬৪।

পোক। [স পুতিকা] বি পোকা; পতঙ্গ আত্মীয়া কীট। 'জোকে পোকে ভাসে ডার্নে কামড়াই মারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

পোকা। [স পুতিকা] বি কীট। 'পীত ঐ দাঁতের পোকা খসাই এখনি।' তবাকী, ১৮২৫।

পোকাওয়ালা। [পোকা+হি ওয়ালা] বি পোকামাকড় সরবরাহকারী। 'সকালে একজন পোকাওয়ালা পান্থদের বোরাক জোখাত।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পোকা-পোকো। বিপ পোকায় বেয়েছে এমন। 'আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিশ্বম তটোকে পোকা-পোকো।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

পোকাখরা। বিপ কীটপতঙ্গ; পোকায় খেয়েছে এমন। 'পোকাখরা সোঁকা জর দেখে যায় রক্তি।' ওর্দা, ১৮৫৮।

পোকামাকড় বি কীটপতঙ্গ। 'আছে আলোকে বাতাস বুঠি পোকামাকড় খুশোবালি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পোকায় খরা। ক্রি পোকায় খাওয়া। 'পোকায় খরেছে আজ এ দেশের পলিত বিবেকে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

পোকা লাগা। ক্রি আক্রমণ হওয়া। 'পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

পোকান। বি পুর। 'কমেন পোকুল রাখে নদের পোকান।' মাহাধর, ১৫০০।

পোখানি বি পুর। 'বড় সত্তা হৈল মোর নদের পোখানি।' মাহাধর, ১৫০০।

পোকায় বি এক রকমের বাজি ধরে তাদের খেলাবিশেষ। 'তোমাকে পোকায় খেলা দেখাব।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পোজ। [কা পুখত] ১ বিপ শক্ত; মজবুত। মনোএল, ১৭৪০। ২ বিপ পরিণত। 'হাঠি পোজ হইলে এ রোজ বাদে ঢাকা দীবেম।' মেরস, ১৭৭১।

পোজন। [কা পুখত] বি উৎপাদন। 'নাজামেজ অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের বিদ্যামুজিতে নিমক পোজন ...।' হত্যাক, ১৮৫০।

পোজন। [কা পুখত] বি উৎপাদন ক্ষেত্র। 'বাঘ পোজানের নমক সনর নমক দজরে লিলামে বিঠী হইবেক।' ক্যাম্পে, ১৭৮৭।

পোজনী। [কা পুখত] বি গুরুতর। 'নিমকপোজনীর কার্য ভিন্ন মহাজন ও জমিদারদেরের স্বরূপ হইল।' পর্দা, ১৮২৯।

পোখ। [স পুজ] বি শর। 'মারতি রহত পোখ অবসেন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

পোখটা। [কা পুখত] বিপ পোকা; মজবুত। 'নিজেনদের মজহাবে ইমান পোখটা হবে না।' মনসুর, ১৯০৫।

পোখরাজ। [স পুশ্পরাজ] বি মৃগাবলি মণিবিশেষ। 'কোনাটির পান্নার কোনাটির পোখরাজের।' প্রবন্ধ, ১৮৯৮। 'জচ্চা করি লাল, পোখরাজ আর ইয়াকুত ভরা দিন।' ফররুজ, ১৯৪৩।

পোখুরি [স গুচুরিণী] বি পুকুর। 'উদর গোটা জেন তার সুখান পোখুরি' *মালাধর, ১৫০০*।

পোচ [স প্রোছন] বি লেগন। 'বর্গ যেন কালির পোচ' *উমেশ, ১৮৫৭*।

পোচ [হি poach] বি অগ্নি পানিতে ও অগ্নি আছে নিক্ত করা। 'কিন্তু আমার ভরসের টোস্ট, পোচ আর ওজালটিন অবহেলায় পড়ে থাকত' *শিবরাম, ১৯৪০*।

পোছ দ্র পোছা

পোছা বি কোপ। 'ভুব দিয়ে দিয়ে সাদির ধানের শুঁটিতে পোছ দিচ্ছিলো' *বি. মাহেন্ড, ১৯৪৯*।

পোচড় [স প্রোছন] বি প্রলেপ। 'অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে ফাঁকে' *জীবন, ১৯৪৮*।

পোছা [স প্রোছন] কি মোছা। পোছল কি মুছলো। 'অমিয় ঘোএ আছে জলি পোছল' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*। পোছে কি মোছে। 'ধড়ার আঁচলে পোছে নর্যাসের নীর' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

পোছা [পা পুছা] কি জিহ্বাসা করা। 'কেহ বুজ্জে পায় পণ্ডিতজনে পুছি' *অন্নদা, ১৯২৭*। পোছ কি জিহ্বাসা করে। 'স্বাভাবের বলে সার কি পোছ ভাই' *বিজয়, ১৬৫০*। পোছেন কি জিহ্বাসা করেন। 'জতক পোছেন সাহা ভায়ের বাতিরে' *গরীব, ১৭৬৫*।

পোছে [স পুজা] কি পূজা করে। 'যঠী পোছে সোনকা যঠ মাস পাইয়া' *বিজয়, ১৬৫০*।

পোটামাটো [হি portmanteau] বি দুই ভাগ কক্স দিয়ে জোড়া সেওয়া এমন চামড়ার ব্যগ। 'ছুটি লয়ে কোনোমতে পোটামাটো তুলি রয়ে' *রবীন্দ্র, ১৯৬০*।

পোটালী [স প্রোটালী] বি ছোটো পেটলা। 'পোটালী বান্ধি আঁখ রাখ নখালী' *যৌবন' বড়, ১৪৫০*।

পোটালিয়াম [হি] বি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। 'আমি কাল পোটালিয়াম জলে ফেলিয়া তামাসা দেখিব' *রোকেয়া, ১৯২২*।

পোটো [স পট] বি পটে ছবি আঁকে যে; পটুয়া। 'আমাদের পোটোরা কেবল দু'দশটি টাইপের নারীমূর্তি আঁকেন' *অন্নদা, ১৯২৯*। 'অকোরে ঝরিয়ে গ্রাম্য পোটোর করেকটি রেখা লয়ে' *জসীম, ১৯৫১*।

পোটোটো [হি] বি আন্। 'অনেক পোটোটো আছে' *লীনবন্ধু, ১৮৬৬*।

পোঠী [স প্রোঠী] বি পুটি মাছ। 'ছোট পানী চহ চহ করপোঠী কে নছি জান' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০*।

পোড় বি যন্ত্রণা পড়ে দক্ষ এমন। 'কুমারের পোড়ে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়া' *গুণ, ১৮৫৮*।

পোড়খাওয়া বিপ তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'রক্তের নদী উজিয়ে এলোয় অমীকোনের পোড়খাওয়া যত মানুষ' *সুভাষ, ১৯৪০*।

পোড়প বিপ কবিরাজি মতে তৈরি। 'পোড়প তেলে তুল পাকীআছে বয়েস মটে কি' *মুকুন্দ, ১৬০০*।

পোড়নি, পোড়নী বি দহন; দ্বালা। 'দুগ্ধন পোড়নি সারে' *বড়, ১৪৫০*। 'এবে মোর মগের পোড়নী' *বড়, ১৪৫০*।

পোড়া ১ কি ব্যাকুল হওয়া; মানসিক যন্ত্রণা হওয়া। 'তোমাকে না দেখি রাগা পোড়ে মোর মন' *বড়, ১৪৫০*। ২ কি দক্ষ হওয়া। 'গর মহিস পোড়ে পোড়াএ কটাস' *মালাধর, ১৫০০*। ৩ কি দ্বালা হওয়া। 'চোখ পোড়াচ্ছে' *শ্যামল, ১৯৬৭*। পোড়াএ কি পোড়ে:

'মোর পোড়াএ আত্মর' *বড়, ১৪৫০*। পোড়ম কি পড়বে। 'হাত পোড়ম জালিয়া আনল' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯*। পোড়র কি পোড়ে। 'না ভিষ্ম জলেত অমিত না পোড়র' *আলাওল, ১৬৮০*। পোড়াইয়া কি পড়িয়ে। 'নেউল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া' *মুকুন্দ, ১৬০০*। পোড়াইতে কি দক্ষ করতে। 'পোড়াইতে' *মানেএল, ১৭৪৩*। পোড়াইল কি দক্ষ করলে। 'খানি খানি করি কাটি পোড়াইল তারে' *মালাধর, ১৫০০*। পোড়াএ কি পড়িয়ে। 'পোড়াএ সরির মোর না পাও সুভাষ' *মালাধর, ১৫০০*। পোড়াই কি পোড়াবো। 'সেবী আকি পোড়াও কাজির ঘঘঘার' *বৃন্দা, ১৫৮০*। পোড়ানু কি পোড়ালাম। 'এতদিন মাথার পোড়ানু দুনা যি' *রূপরাম, ১৭৫০*। পোড়ায় কি পড়িয়ে। 'তোমারে পোড়ায় আকি করিব ভক্ষণ' *মুকুন্দ, ১৬০০*। পোড়ে ১ কি ব্যাকুল হয়। 'তোমাকে না দেখি রাগা পোড়ে মোর মন' *বড়, ১৪৫০*। ২ কি অগ্নিদগ্ধ হয়। 'গজা মহিস পোড়ে পোড়াএ কটাস' *মালাধর, ১৫০০*। পোড়ে কি দক্ষ হয়। 'বিরহে পোড়ে ক সব গাএ' *বড়, ১৪৫০*।

পোড়া ১ বিপ দক্ষ। 'হেলা-নাচু কালি-বচা অদ্রকে ব্যর্থকি পোড়া' *মুকুন্দ, ১৬০০*। ২ বিপ হতভাগ্য। 'পোড়া দেশে কতক তলীন লোক না মলে ... রাড়ের বে কি সর্বত্রো চলবে' *উমেশ, ১৮৫৭*। ৩ বিপ পরিত্যক্ত। 'পোড়া ভিটের পোতার পরে শালিক নাচে' *সত্যেন্দ্র, ১৯১২*।

পোড়া কপাল [পোড়া+স কপাল] বি দুর্ভাগ্য। 'পোড়া কপাল আর কি' *উমেশ, ১৮৫৭*। 'নিজের পোড়াকপাল পড়িয়েছি অনেকবার' *রবীন্দ্র, ১৯৪০*।

পোড়া কপালি, পোড়াকপালী [পোড়া+স কপালী] ১ বি ত্রী হতভাগ্য। 'এত বড় পোড়া কপালির কপাল' *কৈরী, ১৮০২*। 'মালার মতো পোড়াকপালির দিকে কিরিয়ও তাকায় না' *মানিক, ১৯৩৬*। ২ বিপ ত্রী হতভাগ্য। 'আ-মরল! পোড়াকপালী বলে কী' *রবীন্দ্র, ১৮৯২*।

পোড়াকপালে [পোড়া+স কপাল] বিপ দুর্ভাগ্য; হতভাগ্য। 'না রে পোড়াকপালে ছেলে, তুকুরকে কেন?' *রামনারায়ণ, ১৮৫৪*।

পোড়াকঠ [পোড়া+স কাঠ] বিপ পোড়ানো কাঠের মতো শীর্ণকার ও মলিন। 'দিনে দিনে যেন পোড়াকঠ হয়ে যাচ্ছে' *রবীন্দ্র, ১৮৯১*।

পোড়া চোখ ১ বি অন্ধ চোখ। 'অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আর পোড়া চোখে পড়ল না' *নজরুল, ১৯১৯*। ২ বি বেননায় দক্ষ চোখ। 'আমার মতন এমন পোড়া-চোখ তো আর কারুর নেই যে, ঘুম আসবে না' *নজরুল, ১৯২২*।

পোড়া প্রাণ [পোড়া+স প্রাণ] বি ব্যথিত মন। 'পোড়া প্রাণ জালিল না কারে চাই' *নজরুল, ১৯২৩*।

পোড়া মন [পোড়া+স মন] বি ব্যথিত মন। 'পোড়া মন টেকে না এখানে' *অমৃত, ১৯০০*।

পোড়ামুখী [পোড়া+স মুখী] বি ত্রী হতভাগিনী। 'এ পোড়ামুখীর মুখে আতন কেন না লাগিল' *মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০*।

পোড়ামুখা [পোড়া+স মুখ] বিপ পোড়ামুখ; মুখপোড়া (তিরিক্তার অর্থে)। 'পঞ্চবনে পঞ্চ করে পোড়ামুখা কাক' *মানিকরাম, ১৭৮১*।

পোড়ারমুখী [পোড়া+স মুখ] বিপ ত্রী হতভাগ্য। 'তুই পোড়ারমুখী কথা বলবি নি' *শিগির, ১৮৮৭*।

পোড়ার মুখো ১ বি গালিবিলাস (হনুমান অর্থে)। 'এ বের যটকালি যেন পোড়ার মুখো করেছে' *উমেশ, ১৮৫৭*। ২ বিপ হতভাগ্য।

'পোড়রমুখে ছেলে, তোর জন্যই তো যাওয়া হল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পোড়া [স পটহ] বি ঢাকবিশেষ। 'কাড়া পোড়া তুই ডেরী বাজের।' মনিকরাম, ১৭৮১।

পোড়ানি [পোড়া] বি জ্বালা। 'এদের কোথায় পোড়ানি।' জীবন, ১৯০২।

পোড়ামাছাল [পোড়া] বি পাখিবিশেষ। 'ও আপনাকে পোড়ামাছাল জ্ঞান করাইল।' তারিণী, ১৯০৩।

পোড়ো [পড়া] ১ বি অসাবাদি; পতিত। 'পোড়ো ভূমি।' ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি অসাবাহৃত ও নির্জন। 'ঐ ভোমাদের পোড়ো মহলে রেখেছে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বি পরিত্যক্ত। 'অনাহারে একটা ভাতা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বি অঙ্গ। 'সন্ধ্যার মাথামনে দিনের যে একটা ফলতো পোড়ো সময় থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

পোড়ো জমি বি পতিত জমি। 'যেখানে পোড়ো জমি পোড়ো হয়ে নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পোড়ো বাড়ি বি পরিত্যক্ত বাড়ি। 'আর্টিস্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির একটা সৌন্দর্য আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

পোড়োভূমি বি অসাবাদি জমি। ওর্স, ১৭৮৫।

পোড়ো [পড়া] বি অধ্যয়নকারী। 'পাঠশালার পোড়োর প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পোণ [স পণ] বিশ আপি সংখ্যক। 'ভাত মাথে ঘোল পোণ দান আহার।' বহু, ১৪৫০।

পোত [সি] বি যানবিশেষ। ওর্স, ১৭৮২; 'সুচীশলসম্পন্ন গ্রন্থ বৈষ্ণবান বাসীয়া পোত কেন না প্রস্তুত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পোতপত্ত [সি] বি জাহাজ চলাচল বাবত প্রদেয় কর। 'মহাসুবিহার অন্তর্গত এই পোতপত্ত বিষয়ক শ্রোক অনেকেরই বিদিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পোতপতি [সি] বি জাহাজের অধ্যক্ষ। 'পোতপতি যদুচ্চক্রমে তাঁহার নাম তামস জেড়িগ রাখিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

পোত-পরিচালনবিদ্যা [সি] বি সামুদ্রিক জাহাজ পরিচালনা বিষয়ক জ্ঞান। 'দিগদর্শন সূত্র হওয়ায় পোত-পরিচালনবিদ্যার ... উদ্ভূতি হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পোতবাহক [সি] বি নাবিক। 'পোতবাহক অস্ত্র ধারা ভৎসন্যং তাঁহার হস্তক্ষেপ করিলে ...' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পোতবাহন [সি] বি জাহাজ পরিচালনা। 'কদাপি পোতবাহন কর্ষ শিকার করেন নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পোতহু [সি] বিশ জাহাজের। 'পোতহু ... সামনের সসর্প নিমিত্ত আমাদিগের এই দুর্দর্শ ঘটয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

পোতস্থিত [সি] বি জাহাজে অবস্থিত। 'সভ্যবিশেষ দ্বারা পোতস্থিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

পোতারু [সি পোত-আরু] বিশ জাহাজে আরোহী। 'কোন বাড়ি পোতারু হইয়া দেশান্তর গমন করিতেছিলে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

পোতভাত্র [সি পোত-অভাত্র] বি জাহাজের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। 'পোতভাত্র জলপ্লাব হইয়া পড়ে।' বঙ্কিম, ১৮৫৭।

পোতলি [পুতুল] বি পুতুল। 'সুকেমল মৃদু তনু পোতলি আকার।'

আলাওল, ১৬৮০।

পোতা [সি পোতা] ১ বি ভিত্তি। 'ইন্দ্রপালি পাশাণে রচিত কৈল পোতা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পোড়া ভিত্তির পোতার 'পরে শালিক নাচে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বি বাধানো পথ। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

পোতা [সি পোতা] বি নতি। 'মুই আবদুর রহমান গুলমোহাম্মদের লেড়কা ... গোলাম হোসেনের পোতা।' গ্যারী, ১৮৫৮।

পোতা [সি প্রোথিত] বি প্রোথিত। 'রক্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

পোতা মাঝি বি কারাগারের গ্রহরী। 'দশ বিশ পোতা মাঝি বীরে লয়া যায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পোতারু ব্র পোত

পোতাশ্রয় ব্র পোত

পোতাস [সি পোতা] বি পোতা; রাসায়নিক মৌলবিশেষ। 'সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পোতাহিত ব্র পোত

পোখা [সি পুতকা] বি পুখি। 'হিন্দুয়ানী ভাষে শেষে রচিয়াছে পোখা।' আলাওল, ১৬৮০।

পোখী [সি পুতকা] বি পুখি। 'আগম পোখী ইষ্টমালা।' চর্য ৪০,

পোখা [সি প্রথা] বি প্রথা। 'কহিতে নুতের কথা বলল বাড়য় পোখা।' আলাওল, ১৬৮০।

পো [সি পুত] বি কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'স্করমী কোরল পোদ কপালি ভিতর।' ভারত, ১৭৪০; 'হলধর পোদ।' দেবরী, ১৮৪০।

পোদার, পোতদার [সি কুতাহমার] ১ বি অর্থলব্ধি করে। 'পোতদার হইল যম ঢাকা আড়াই আনি কম।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মেয়র্স, ১৭৫৭; 'পোদারের টাকা পরখাই করিতেছে।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি দেশি-বিদেশি মুদ্রা বদল করে যে। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩। ৩ বি যারা সোনা-রূপা বোকাবোনা করে। 'চোরবানানের মোড়, ঘোড়াসাঁকোর পোদারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণা গাছির গলি ও আহিরি টোলার চৌমাথা লোকারণ্য।' হুতোম, ১৮৬১।

পোদারি, পোদারী [সি কুতাহমার] ১ বি মহাজনি। 'হাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি কুয়াচুরি পোদারী করিয়া ...' ডাকারী, ১৮২৫। ২ বি মোড়লিপনা। 'আমানের আর পোদারি করা চলবে না।' প্রমথ, ১৯১৬।

পোনে [সি পননা] বি চুট্টা। 'মিতিকার ভাত সব পোন মধ্যে দহে।' বাহরাম, ১৬৫০।

পোনে [সি পণ] বিশ পণ; কুড়ি পণ; ৮০টা। 'পণকে দুই পোন পান।' কুঞ্জরাম, ১৭২০।

পোনর [সি পনরাস] বিশ পনেরো (১৫) সংখ্যক। 'সত্তর শত পোনর সনে নবাব জাফর খাঁ ...' দর্পণ, ১৮১৯। ব্র পনরো

পোনরই [সি পনরাস] বিশ মাসের পনেরো তারিখ। ওর্স, ১৭৮২।

পোনের [সি পনরাস] বিশ পনেরো সংখ্যক। 'পোনের রোজের মধ্যে উঠাইয়া লইবা।' ক্যালগে, ১৮০০।

পোনরো [সি পনরাস] বিশ পনেরো। 'চাঁদনী পোনরো দিন সন্ধ্যার পর আসে জেলে ভাত খান না।' হুতোম, ১৮৬১।

পোনোর [সি পনরাস] বিশ পনেরো। 'যেহর্স, ১৭৬৮।

পোন্দরো

পোন্দরো [শা পন্ডর] *বিশ* পনরো। 'অসে হইতে পোন্দরো দিবসের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করহ'। *কায়দে*, ১৭৮৭।

পোনা [স পোডানা] ১ *বি* সন্ধ্যোজ্ঞাত ছোটো মাছ। ওর্স, ১৭৮৫: 'প্রতিদিন শৈল মন্ড্যের পোনা আহর্য করিজে'। *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* শিশুসন্তান। 'ডিনটে পোনা প্র্যাটফয়েই বাপের কাছে।'। *শ্যামল*, ১৯৬৭।

পোনামাছ *বি* ছোটো মাছ। 'নতুন একটা পোনামাছ পেয়ে টুপ করে আবার পানিতে ফেলে দেয়।'। *শ্যামল*, ১৯৬২।

পোনি খোড়া [হি পনি+খোড়া] *বি* ছোটো খোড়া। 'সে দুট পোনি খোড়ার মতো।'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোশ [হি] *বি* রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানদের মহাপর্যায়পতি। 'তাঁহারা পোশের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া প্রটেস্টেন্ট মত অবলম্বন করিয়াছেন।'। *অক্ষর*, ১৮৫৪; 'প্রাচীন কালে ফ্রাইড, পোশ, পাদরি ...।'। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

পোমাজোল *বি* বেনো পানির মাছবিশেষ। 'ফুটকি দিয়ে ওঠে ফকফকে পোমাজোল।'। *সেলিয়া*, ১৯৭৫।

পোমেটম [হি] *বি* চুল পরিত্যাগ রাখার ফ্রিম স্নাতীয় বস্ত্র। 'পোমেটম, শ্যাক্তভার ও আতর ঘেঁষে ... বৈকুণ্ঠনাথ বার দিনে'। *হুজুয়*, ১৯১৩।

পোয়া [স গায়া] ১ *বি* আদর্শ এককের চার ভাগের এক ভাগ; সিকি। 'সিক মাপি পঞ্চমত পসির পোয়ানাত ...।'। *কৃষ্ণায়ম*, ১৭২০। ২ *বি* বইয়ের অধ্যায়। *মাসোএল*, ১৭৪৩। ৩ *বি* তৈকির অংশবিশেষ। 'আঁকশালী পোয়া বেনো মড়ো কোমোমিকি।'। *ভারত*, ১৭৬০। ৪ *বি* চার ভাগের এক ভাগ (পরিমাপ; ওজন)। *হাস্যহেতু*, ১৭৮৮।

পোয়াটাক, পোয়াটেক ১ *বিশ* প্রায় এক কিলোমিটার পরিমাপ; প্রুভ্রেনশের চার ভাগের এক ভাগ অর্থে। 'পোয়াটাক পম ময়িকি না মাইতে।'। *বিকৃতি*, ১৯৩১। ২ *বিশ* চার ভাগের এক ভাগ; পরিমাপ। 'সেরে পোয়াটেক খুদ আর কাক-পাখর।'। *হাই*, ১৯৪৭।

পোয়া বারো ১ *বি* গালা খেলার একটি দল। 'তবে হাঁকেন পোয়া বারো।'। *রক্তিম*, ১৮৭৪। ২ *বি* (ব্যসার্বে) সুবিধানজনক অবস্থা। 'ভুবি বিধানকর্জী পুরুষ, তোমার সুভাষা পোয়া বারো।'। *রক্তিম*, ১৮৭৯। ৩ *বি* পরম সৌভাগ্য। 'সেদিন আমাদের পোয়াবারো।'। *মুক্ততাবা*, ১৯৫২।

পোয়া বারো পড়া *কি* পরম সৌভাগ্য হওয়া। 'একশে তাহার পোয়া বারো গড়িয়া গেল।'। *রক্তিম*, ১৮৮৪।

পোয়া সের *বি* এক সেরের চার ভাগের এক ভাগ। ওর্স, ১৭৮৫।

পোয়াতি, পোয়াতি [স পুরবতী] *বি* গর্ভবতী। 'ও ও পোয়াতি বটে।'। *কের*, ১৮০২; 'পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী।'। *তত্ত্ব*, ১৮৫৭।

পোয়ানো [স প্রজ্ঞা] ১ *ক্রি* সখীর ভাগ লানানো; ভাগ উপভোগ করা। 'গান গায়, অতনের ধারে আঙন পোয়ায়।'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১: 'যত বুশি আঙন পোয়াবো।'। *মুক্ততাবা*, ১৯৪১। ২ *ক্রি* সহ্য করা। 'জ্ঞাত্যচার পোয়াতে বলেন।'। *বিকৃতি*, ১৯৩১। ৩ *ক্রি* শেষ হওয়া। 'রাত পুইয়ে এল বোধহয়।'। *মণীশ*, ১৯৫৭।

পোয়াল [স পলাশ] *বি* খড়। 'পোয়ালের কুণ্ড সম হনুমান তোলে ঢেলা।'। *মুকুন্দ*, ১৯০০।

পোয়ালবিড়া *বি* একরঙার ধান। 'বিশালী পোয়ালবিড়া কলায়েচা আর।'। *ভারত*, ১৭৬০।

পোয়েটিকাল [হি] *বিশ* কাব্যিক। 'কলকাতার পক্ষে যা সেটিমেটাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি।'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোরশনা [হা পরশনা] *বি* পরশনা; রাজস্ব অঙ্কন। 'ভারিণী বিটি মাওং টোশিণ পোরশনার জননী হইয়া।'। *ভাবনী*, ১৮২৮।

পোরট্রেট *ত্র* পোর্ট্রেট

পোরা [স পূর্বা] ১ *বিশ* ভরা। 'না করে বাহুনা আজি কনো ভাতে গোড়া। শীঘ্র শীঘ্র ফর্শনোয়ে আছে কত পোরা।'। *ভাবনী*, ১৮২৫: 'চটের ধলিয়াতে পোরা চিঠি পত্রাদি।'। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। ২ *বিশ* ঢুকানো। 'আলমারির ভিতর পোরা রহেছে।'। *প্রমথ*, ১৮৯৮। ৩ *বিশ* আবদ্ধ। 'হিন্দুয়ানীর বাঁচার প্রেমারা পোরা ছিলে।'। *গাঙ্গা*, ১৯৭১।

পোর্ট [হি] ১ *বি* এক ধরনের মদ। 'মাঁহারা বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লাবেরে অথবা অন্যবিধ নরম পোর্চের মদোর নামও সহ্য করেন না ...।'। *গ্যারী*, ১৮৫৯।

পোর্ট [হি] *বি* নৌবন্দর। 'পোর্ট সুদান / জাহাজ-ডেকের জেলিঙ-বাঁধা।'। *অমির*, ১৯৩৮।

পোর্টফোলিও [হি] *বি* অর্থাৎ কাগজর রাখার জন্য ব্যবহৃত আধারবিশেষ। 'বালিশের উপর পোর্টফোলিও বিছিয়ে নিতন্ত অলসভাবে তাকে শিখে যাচ্ছি।'। *রবীন্দ্র*, ১৯৯৩: 'এত দিন সেটা ছিল পোর্টফোলিওয়ের মধ্যে।'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

পোর্টম্যান্টো [হি portmanteau] *বি* দুই ভাগ কজা দিয়ে জোড়া সেওয়া এমন চামড়ার ব্যাগ। 'সোনাউডা সাহেবের কচক জোড়া কাপড় ডোঁড়িয়া চিঠুরী, ব্রাস, মাস ... একটা পোর্টম্যান সাহেবের সমুখে রাখিয়া দিল।'। *মহাশয়ক*, ১৮৮০।

পোর্টম্যান্টো [হি portmanteau] *বি* দুই ভাগ কজা দিয়ে জোড়া সেওয়া এমন চামড়ার ব্যাগ। 'বেশপরিবর্তন করবার সময় সেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না।'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

পোর্টহোল [হি] *বি* জাহাজের দু'পাশের জানালাবিশেষ। 'পরাক্ষের মত হোট হোট জানালা আছে, উভাসের পোর্টহোল বলে।'। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫: 'ওর্চের আলো ফেলে কেবিনের পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে যা গেছি।'। *শিবরাম*, ১৯৪০।

পোর্টার [হি] *বি* রেলস্টেশন, বিমানবন্দর ইত্যাদি স্থানে কর্মরত কুলি। 'পোর্টার সেবিয় দিল কেন জায়গায় দাঁড়ালে সেকেও ক্রাশ ঠিক সামনে গড়বে।'। *মুক্ততাবা*, ১৯৫২।

পোর্ট্রেট, পোর্ট্রেট [হি] *বি* প্রতিকৃতি। 'বিলিতি পোর্ট্রেট আঁকছুম।'। *অবন*, ১৯৪১: 'বিলী রেখাবল পোর্ট্রেট।'। *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

পোরট্রেট [হি] *বি* প্রতিকৃতি। 'সেনী, বিদেশী তৈল চিহ্ন, জলরঙ, প্যাস্টেল পটের ছবি, পোরট্রেট, একতরফা ছবি, উভকতি ...।'। *বৃন্দাবন*, ১৯৩৬।

পোর্টুগিজ *ত্র* পর্তুগীজ

পোর্টুগীশ, পোর্টুগীশ, পোর্টুগীশ *ত্র* পর্তুগীজ

পোল [কা পুলা] *বি* সেতু। 'কত মনে নেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল।'। *ভারত*, ১৭৬০: 'নদীর পোলের উপর নিয় কত লোক, গাড়ী ও কলের গাড়ী চলিতেছে।'। *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

পোলট্রি [হি] *বি* হাঁস-মুরগির খামার। 'পোলট্রি, ডেয়ারি আছে আছে সবই হল।'। *নরেন্দ্র*, ১৯৫৮।

পোলসেরাত [কা পুলা+আ সিরাত] *বি* ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে পাপ-

পুষা বিচারের সেতু। 'ক্যোমত দক্ষাল বা পোলাসেরাত সখছে মখিয়ার কিছু লেখা অসমত বা অব্যভাবিক বোধ হইবে না।' রোকেয়া, ১৯০৭। **দ্র পুলাসিরাতি**

পোলা [স পুলা] **বি** হেলে। 'পোলাদের টুপী বীরে শিরে তুলি দিল।' সুলতান, ১৭০০।

পোলাপান ১ **বি** হেলেমনুষ্য। 'নকুদা যান পোলাপান, জান না কিছু।' মানিক, ১৯৩৬। ২ **বি** হেলেমেয়ে। 'ভালা নি আছে পোলাপানরা?' মানিক, ১৯৩৬।

পোলাও, পোলাউ [ফা পলাও] **বি** যি-মসলা দিয়ে রান্না করা সরু ভাত। 'কেহ বলে এখন পোলাও।' ভবানী, ১৮২৮; 'আন্তরাফ কামিনীপন যথাসাধ্য পোলাও, কালিয়া, কাবাব, কুটি, জরদা, ফিরনী দুটিয়া লইবার পর' রোকেয়া, ১৯৩০; 'কেউ এসবের দ্বারা মনে করলো কোরমা, পোলাউ, কোফতা ও গরু বাওয়ার 'বাবীনা'।' মুরশিদ, ১৯৭১।

পোলাওয়া **বি** পোলাও। 'কোর্ঝা-পোলাওয়া খাইয়া আত্মা কেন্দ্রায় ঘুমাইরাছেন।' এসলাম, ১৯২০।

পোলাত [ফা পোলাদ] **বি** লোহা। 'পোলাতনির্মিত টেকদার দ্বারা সূতা কাটে।' দর্পণ, ১৮৩১।

পোলিটিকাল [ই] ১ **বিশ** রাজনৈতিক। 'পোলিটিকাল ইকোনোমি নামক বৈদ্যাবিশ্বককের পদে ...' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ **বিশ** রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। 'আসামি পোলিটিকাল, সাতমাস পলাতকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পোলিটিকাল ডুবড়িবাঁজি **বি** রাজনীতির ফাঁকা আওয়াজ। 'ওধু পোলিটিকাল ডুবড়িবাঁজিতে কী হবে?' নজরুল, ১৯৬৬।

পোলিটিকাল পদু **বি** রাজনৈতিক নীতিভিত্তিক ব্যক্তি। 'আমাদের মতো পোলিটিকাল পদুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া বাকী অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পোলিটিশান, পোলিটিশন [ই] **বি** রাজনীতিবিদ। 'বৈদ্যে প্রাণ অধ্যাপক, প্রাণি পোলিটিশন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'এল পলিট, এল পুশ ইশান, এল পোলিটিশান।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

পোলিস, পোলীস [ই] **বি** পুলিশ। 'পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়।' দর্পণ, ১৮২৯; 'পোলিস প্রহরীরা চারটা সন্ডাল রমণীকে ধরিয়া আনিয়াছে।' মৃধাবর্ণন, ১৮৫৫। **দ্র পুলিশ**

পোলীস কমিটি [ই] **বি** পুলিশ পরিচালনার কমিটি। 'ধূলা নিবারণ পোলীস কমিটি নেটের কুরি প্রভৃতি রাষ্ট্রের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

পোলীয় [ই Pole] **বিশ** পোলাভের। 'ইংলড-প্রবাসী জার্মান ইতালীয় পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি ... যে ক্ষমতার উদ্দেশ্য করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

পোলেমিক [ই] **বি** জোরোয়ার বিতর্ক কৌশল। 'পৃথিবীর যে কোন পোলেমিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোচ্চারে প্রস্তুত হবেন।' মুক্ততাব, ১৯৫৮।

পোলেমিসিস্ট [ই] **বি** বিতর্ক-কুশল ব্যক্তি। 'পৃথিবীর যে কোন পোলেমিসিস্ট তাঁর সব পোলেমিক দিতে সোচ্চারে প্রস্তুত হবেন।' মুক্ততাব, ১৯৫৮।

পোলো [ই] **বি** ঘোড়ার চড়ে খেলতে হয় এমন হকির মতো খেলাবিশেষ। 'পোলো খেলার ছবি দেখেছেন।' মুক্ততাব, ১৯৪৯।

পোলো [স পলব] **বি** বাঁশের শলাকা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার ফাঁদবিশেষ;

পোলো। 'মেছুনি ... হাতে একটা পোলো।' শ্যামল, ১৯৬৭; 'পোলোর ভেতরের হাত দিয়ে শিশি মাছের খাঁই খেয়েছিলো।' সেলিনা, ১৯৭৫।

পোশাক [ফা] **বি** বস্ত্র। **মানেএল**, ১৭৪৩; 'পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার ঘাইব।' দর্পণ, ১৮২১।

পোশাক-পাতি **বি** পোশাক-পরিচ্ছদ। 'রং-বেরং-এর পোশাক-পাতিতে সাজাইয়া আদমের পাশে বসাইলেন।' মনসুর, ১৯৫০।

পোশাক-সজ্জিতা [ফা পোশাক+স সজ্জিতা] **বিশ** স্ত্রী পোশাক-পরিহিত। 'সুন্দর পোশাক-সজ্জিতা ওকে আমার বড় ভাগ লাগল।' সুকান্ত, ১৯৪২।

পোশাকি [ফা পোশাক+] ১ **বিশ** সর্বজনের ব্যবহারের উপযুক্ত ও আনুষ্ঠানিক। 'সাদুভাষা নামক একটি পোশাকি ভাষা তৈরি করা চাই।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ **বিশ** আনুষ্ঠানিকভাষার। 'মহুসুনের বাড়িতে ও ছিল পোশাকী মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ **বিশ** খোলনযুক্ত। 'বামুনকে প্রায়ই হুকুম করতেন পোশাকি মাছ চাই আজ।' অবন, ১৯৪১।

পোশাকী [ফা পোশাক+] ১ **বিশ** আনুষ্ঠানিক। 'পলিটিক্স এখনও আমাদের মধ্যে একটি পোশাকী জিনিসের বেশি আর কিছুই নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ **বিশ** সামাজিক। 'কোনোটাতে পোশাকী এবং কোনোটাতে আটপোঁড়ে করিয়া রাখে মাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ **বিশ** আত্মবিশ্বাসপূর্ণ। 'শহরের পরিষ্কার রাস্তা পেয়ে সব চেয়ে পোশাকী, উজ্জ্বল।' জীবন, ১৯৩০।

পোশাকী-দুস্তত [ফা পোশাক-দুস্তত] **বিশ** সভ্যসমাজে পরা যায় এমন পরিপাটি। 'বাবতীর সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে ... পোশাকী-দুস্তত করে।' মুক্ততাব, ১৯৬০।

পোশাকী নাম **বি** আনুষ্ঠানিক নাম। 'উমার পোশাকী নাম উচ্চারণী।' নবরত্ন, ১৯৪৬।

পোষ [স পুষ] **বি** আনুগত্য। 'গতার হিতকর নহে অথচ ভাল পোষ মানে না।' মননমোহন, ১৮৫০; 'শৈশবে পুষ্টিতে ইহারা মানুষের পোষ মানিয়াও থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

পোষনিয়া [স পুষ] **বিশ** পালিত। **মানেএল**, ১৭৪৩।

পোষ মানা ১ **বিশ** বশ্যতা স্বীকার করে এমন। 'হস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮; 'একটি পোষমানা কুলকির পিঠে চড়ে বসলেন।' প্রমথ, ১৯২২। ২ **বি** অধীনতা স্বীকার করা। 'তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

পোষ মানানো **ক্রি** নিজের বশে আনা। 'প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পোষ [স পৌষ] **বি** পৌষ মাস। 'এসে পল বলে এদিকে পোষের শীত-বাতাস।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পোষড়া [স পৌষ+] **বি** পৌষপার্বণ। 'প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।' তপ, ১৮৫৮।

পোষক [স] ১ **বিশ** পালক। 'একটি কাশ্মীরী উদ্ভুক প্রথমে তার পোষক হন।' হস্তাথ, ১৮৬১। ২ **বিশ** সমর্থক। 'তাহাদের মত পোষক উদাহরণের অভাব নাই।' তমোলুক, ১৮৭৪। ৩ **বি** আহার। 'ভূমধ্যসাগর (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।' বর্জিয়, ১৮৭৫।

পোষকতা [স] ১ **বি** সমর্থন। 'পোষকতা দেব [এই প্রত্যবেশ] পোষকতা করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ **বি** সাহায্য। 'স্বুদের

পোষকতানিমিত্ত এক চান্দা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বি পক্ষ অবশ্যন। 'তঁহার পোষকতা করিয়া তাঁহার পাপের ভাগী হইয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫১।

পোষণ [স] ১ বি যন্ত্র। 'আহার ও পোষণে সর্ব তখন সজীব হইল।' তরুণী, ১৮০৩। ২ বি জিহবে রাখা। 'একটা আশা পোষণ করতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

পোষণ করা ১ ক্রি পালন করা। 'পরিভ্রাতৃ ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ ক্রি পুষ্টিতে নেওয়া। 'সুদৃশ্য পোষণ করিয়া লইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

পোষণপালন [স] বি প্রতিপালন। 'পরের অপরাধ জপের দ্বারা ই আমাদের বর্জননীতির পোষণপালন করতে চাহি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

পোষণা [স পোষ] বি পোষ মাসের অবস্থা। 'পেরেছিল যারে পোষণায়।' জীবন, ১৯২৭।

পোষা [স পুষ্] ক্রি পালন করা। 'অধর্ম করিয়া নিত্য পোষ বহু দারাপত্য।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পোষা [স পুষ্] ১ বি পালিত। 'চকু পাকাইয়া চায় শীজিয়ায় পোষা কত শের।' রামচন্দ্র, ১৭৮০। ২ বি পালিত জন্তু। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ বি পালন করা। 'উৎকৃষ্ট ভিন্দার তত্বী করে ... তাতে নাকি একটা পুরান্নের পল্টন পোষা যায়।' মুকুন্দ, ১৯৪৯।

পোষা জন্তু বি পোষ-মানানো জন্তু; গৃহপালিত জন্তু। ওর্সা, ১৭৮৫।

পোষানি বি অনাকে সন্তান প্রতিপালনের ভাৱ। 'সুখাশ্রমী বলে, মা হয়ে হেসে পোষানি দেব।' শোভা, ১৯৬১।

পোষা পালা ক্রি পালন পালন করা। মানোএল, ১৭৪৩।

পোষিত [স] ১ বি পোষা। 'পোষিত জন্তকে পর্যাণ্ড ভোজ্যে' দেখাও, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাভীত কর্ম না করানো ...' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি পোষা চলা হয়েচে এমন; লালিত। 'নিজ পরিবারের বহুকাল পোষিত সংস্কার ...' বেগম, ১৯৪৭।

পোষাক [স পোশাক] বি পোশাক; পরিচ্ছদ। 'বাস পোষাকের খাসা জোড়া।' রামচন্দ্র, ১৭৮০। ২ পোশাক

পোষাক করা ক্রি (আনুষ্ঠানিক) পোশাক পরিধান করা। 'তাড়াতাড়ি পোষাক করিয়া খাইতে গেলাম।' কৃষ্ণভট্টাচার্য, ১৮৮৫।

পোষাকধারী [স পোশাক+স ধারী] বি পোশাক পরে আছে এমন ব্যক্তি। 'ওহে পোষাকধারী।' সত্যেন্দ্র, ১৯০১।

পোষাকী [স পোশাক] ১ বি পোষ লোক দেখানো। 'তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম।' হেতুম, ১৮৬১। ২ বি পোষ আনুষ্ঠানিক। 'কথাবার্তা বলার সময়ে এক বিশেষ পোষাকী ধরনের ইংরেজী বলে।' হাই, ১৯৫৩।

পোষানো [স পুষ্] ১ ক্রি কুশালো। 'ইহাতে আসল ব্যর ঢাকার সকল সুদে পোষাইতে পারে।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ ক্রি সহ্য হওয়া। 'কৃতকালে অল্পত গোলামেলে কাও আমার বেশি পোষায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পোষ্ট [স] বি ডাকঘর সংক্রান্ত। 'পুনর্ক এই সকল পোষ্ট বিল পূর্বদেশীয় সমুদ্রের নিকটস্থ সকল স্থানে ... গ্রাহ্য হইয়া থাকে।' শ্রদ্ধাকর, ১৮৪৭। ২ বি বৈদ্যুতিক বাতীর ধাম। 'ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুতের তার ডিক্রিয়া যাওয়া, পোষ্ট ভাঙ্গিয়া পড়া।' আজাদ, ১৯৬৮। ৩ পোষ্ট

পোষ্ট অফিস [স] বি ডাকঘর। 'পোষ্ট অফিস, চিঠির বাজ্ঞ এবং

পোষ্টম্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।' আজাদ, ১৯৪৯।

পোষ্ট আশিষ [স] বি ডাকঘর। 'জ্ঞানেলে পোষ্ট আশিষ।' দর্পণ, ১৮২০।

পোষ্টকার্ড [স] বি ডাকঘরের চিত্রাঙ্কিত চিঠি লিখবার নির্দিষ্ট আকার ও ওজনের কাগজ। 'একখানা পোষ্টকার্ড দ্বারা ভ্রাতৃর সংবাদ লিখিয়াসে করেন পারে।' রোকেয়া, ১৯২৪।

পোষ্ট মাস্টার [স] বি ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। 'জ্ঞানেলে পোষ্ট মাস্টারের অগ্রে এ নিমিত্ত দরখাস্ত করিবেক।' দর্পণ, ১৮২০।

পোষ্টম্যান [স] বি ডাকপিয়ন। 'পোষ্ট অফিস, চিঠির বাজ্ঞ এবং পোষ্টম্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।' আজাদ, ১৯৪৯।

পোষ্টেজ ট্যাক্স [স] বি ডাকটিকিট। 'এবার অবধি প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ ট্যাক্স কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো।' হেতুম, ১৮৬১।

পোষ্টপন [স] ক্রি স্থপিত হওয়া। 'পাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন হলো।' হেতুম, ১৮৬১।

পোষ্টা [স] বি প্রতিপালক। 'আমিত্ত তিস্তুক বিধি ভূমি মোর পোষ্টা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

পোষ্টাই [স পুষ্] বি বদলকারক। 'হৃদয় মেখে তেল মেখে স্নান কর, ধাত পোষ্টাই হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

পোষ্টাবর বি প্রতিপালক। 'শরম পোষ্টাবর শ্রীযুত রাজীবলোচন ... এবং সন্ন্যাসী মহাসমসদাসএব'। ওর্সা, ১৭৭৯।

পোষ্টার [স] বি বড়ো হরক ও বড়ো হরক বা হবিওয়ালা প্রচারপত্র। 'পোষ্টার পড়া শেষ হয় নীহার খালার।' হালিকুর, ১৯৫৩। ২ পোষ্টার

পোষ্য [স] ১ বি পালিত। মানোএল, ১৭৪৩। 'সে এইখানে পোষ্য।' রামচন্দ্র, ১৮০২। ২ বি পালনীয় ব্যক্তিবির্ণ। 'সসারে রোজগারে সে একা হলেও পোষ্য অনেক।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

পোষ্যপুত্র [স] বি দত্তক পুত্র। মানোএল, ১৭৪৩; 'নানাবিধ দাস দাসী নিরুপদ এবং পোষ্যপুত্রের করণ ...' দর্পণ, ১৮২২।

পোষ [স পোশাক] বি বস্ত্রতা। 'মাথায় ফেলিল পাগ জেরাবস্ত পোষ।' গরীব, ১৭৬৫।

পোষনিয়া [স পুষ্] ক্রি পোষা। 'ঘরের স্বামী আছে পোষনিয়া পাখা।' বিজয়, ১৬৫০।

পোষা বি পোষা। 'তাঁহার সঙ্গে পোষা দুই ভৃত্ত ছিল।' হালিকুর, ১৭৭৩। ২ পোষা

পোষাক [স পোশাক] বি কাপড়েরপড়া। 'খোরাক পোষাক পারে।' মেয়র্স, ১৭৬২। ২ পোষাক

পোষাকি, পোষাকী [স পোশাক] ১ বি পোষাক সংক্রান্ত। 'মেয়র্স, ১৭৬২। ২ বি লোক-দেখানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

পোষাক [স পোশাক] বি পোশাক। 'বৈশ্যবাজীতি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলগত পোষাকের মধ্যে গণ্য।' হেতুম, ১৮৬১।

পোষ্ট [স] ১ বি পদ। 'পোষ্ট খালি নেই।' জীবন, ১৯৩২। 'সে পোষ্ট তো খালি নেই।' বিজয়, ১৯০৮। ২ বি ডাক-ব্যবস্থা। 'এদিকটায় পোষ্টে চড়ে তার এসেছে।' শ্যামল, ১৯৬৭। ৩ বি ধাম। 'ইলেকট্রিকের পোষ্টে লেগে যাবে।' শ্যামল, ১৯৬৭। ৪ পোষ্ট

পোষ্ট অফিস, পোষ্ট আশিষ [স] বি ডাকঘর। 'যাত্রীটির সুয়েজের

পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'পোস্ট অফিসে, হাটে-জায়ে গুলিককার গ্রাম এনিককার শহরের সমান।' নব্রহ্ম, ১৯৪৮।

পোস্টইং [হি] বি কর্মস্থান। 'চাকরি নিয়ে আমার প্রথম পোস্টইং যে ছিল বর্ধমানে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৫।

পোস্ট করা কি ভাষে পাঠানো; ভাক বায়ে ফেলা। 'আমি পোস্ট করিয়া দিই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

পোস্টকার্ড [হি] বি খাম হাড়াই প্রেরণযোগ্য ডাকঘরের নিম্নতম নির্ধারিত ওজন ও মাশের চিঠির কাগজইশেষ। 'একখানা পোস্টকার্ড লিখে সেন।' শরৎ, ১৯১৭; 'পোস্টকার্ডে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

পোস্টবিল [হি] বি ডাকের চিঠিগুণ রাখার বিশেষ বক্স বা আধার। 'বোর্ডিঙের পোস্টবলের আমার নামে একখানা পোস্টকার্ড।' জীবন, ১৯৩৩।

পোস্টবার [হি] বি ডাকবার। 'এত বছর বিশেষ করলাম, পোস্টবার চিনব না?' কালিদাস, ১৯৬২।

পোস্টমাস্টার [হি] বি ডাকঘরের প্রধান কর্মচারী। 'পোস্টমাস্টারের গল্প কদ্যত আমার বেশ লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

পোস্টম্যান [হি] বি ডাকশিল্পন। 'হেমন্তের অরম্বে আমি পোস্টম্যান।' দত্ত, ১৯৬৯।

পোস্টমিস, পোস্টমিস [হি] বি পোস্ট অফিস; ডাকঘর। 'হাত করে নিশপিন, মাঝে রেখে পোস্টমিস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'টেলিফোন, টেলিগ্রাম, পোস্টমিস, চিঠিঘরের সুনিয়মিত জেলিতারী।' রোকেয়া, ১৯২১।

পোস্টাল বিভাগ [হি] পোস্টাল-স বিভাগ [হি] ডাকবিভাগ। 'পুলিশ ও পোস্টাল বিভাগ ... প্রেরিত বহুতর হ্যাভিল খরিদা তেলিফোন।' প্রচারক, ১৯০৯।

পোস্টার [হি] ১ বি বৃহৎ মুদ্রিত চিত্র। 'পোস্টার ও পোস্টেজ স্টেমার কাছে আসে।' অবন, ১৯২৫। ২ বি প্রচারপত্র; ব্যানার। 'শাবুর পোস্টার সমিধানার মাথায় পোকা পাচ্ছে।' শিবরাম, ১৯৭০। ৩ বি বড়ো আকারের প্রচারপত্র। 'বহুতর হাতে তারার মতন ফুলফুলে এক হাড়া পোস্টার।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২। ৪ পোস্টার

পোস্টারওয়ারা [হি] পোস্টার+হি ওয়ারা [হি] পোস্টার লাগার যে। 'পোস্টারওয়ারার বোখায় বারঙ গিয়েছিল।' শিবরাম, ১৯৪০।

পোস্টারিং [হি] বি দেয়ালে প্রচারপত্র সঁটা। 'একটি মহিলা কলম ছাপসে দাখিত সন্টা, পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিলি ও স্বাক্ষর অভিযান শুরু করেছেন।' সেগুন, ১৯৭২।

পোষ্ট, পোষ্ট [বা পুস্ত] ১ বি আফিম। 'পোষ্ট বাবার হেলোটি সেই ডান্ডা গেল।' মুহূর্ত, ১৬০০; 'কাহকেও কলমে পোষ্টের চাস না কাইয়াহে ...।' ফরহাঙ্গ, ১৭৯৭। ২ বি পোষ্টদান; আফিম ফলের বীজ। মালেক, ১৭৪০; 'পোষ্টের খেত।' ওয়মস, ১৭৯৩।

পোষ্টা [বা পুস্ত] ১ বি প্রান্তর বন্ধার জন্য নির্মিত গাঁথনি বা ঠেকনা। 'পোষ্টার বাহির ভাগে গড়।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি গড়। 'পোষ্টার বাহ্যরে এসে কড়াপায় হও।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বিশ মজবুত। 'ইহান না হল পোষ্টা পোষ্টাই অমিমে।' লালন, ১৮৯০। ৪ বি আড়ত। 'আল-পোষ্টার আলুর চালান লইয়া আসে।' বিকৃতি, ১৯৩১। ৫ বি দেয়ালের ঠেকনার নীচের জায়গা। 'কুদারা মাথায় করে বসে এনে পোষ্টার স্বচ্ছন্দে রাখতে পারে।' শওকত, ১৯৭২।

পোষ্টা [বি (স্বীত)] ভালবিশেষ। 'রাগিনী ভৈরবী - ভাল পোষ্টা।' গুণ, ১৮৫৮।

পোষ্টান [বা] বি বন্দেধ। 'শাত পোষ্টানের মেরা গোণা হৈল মাফ।' গরীব, ১৭৬৫।

পোষ্টিন [বা পুতীনা] বি চামড়ার তৈরি পোশাক। 'ভেড়ার চামড়ার পোষ্টিনে ঠাণ্ডা মানে না।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

পোষ্টান [স প্রভাতিত] কি প্রভাত হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

পোষ্টানো [স প্রভা] ১ কি প্রভাত হওয়া। 'জোইদিলালে রএদি পোষ্টান' চর্চা ১৯, ১২০০। ২ কি শেষ হওয়া। 'পরদিনে এইমত পোষ্টাইবে রাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৩ কি উপভোগ করা। 'এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তরেনবার আনন পোষ্টানো।' রবীন্দ্র, ১৯১২। 'পোষ্টান কি পোষ্টান।' জোইদিলালে রএদি পোষ্টান' চর্চা ১৯, ১২০০। 'পোষ্টাই কি পোষ্টান।' 'সুন নিরামনি কঠে লইয়া মহাসুখে রাত পোষ্টাই।' চর্চা ২৮, ১২০০। 'পোষ্টাইবো কি অতিক্রম করবো; বাশন করবে।' 'সুতী সজায়ে সকল রাতী পোষ্টাইবো।' বকু, ১৪৫০। 'পোষ্টাইল ১ কি পার করলো।' 'কি দারুন নিশা পোষ্টাইল পোষ্টানী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ কি কাটলো। 'পোষ্টাইল বিভাবরী উদয় তপন।' রামমঙ্গল, ১৭৮০। 'পোষ্টাইলী কি পোষ্টালো।' 'সবরো কুঞ্জ বইয়াসি দারী শেখ রাত পোষ্টাইলী।' চর্চা ২৮, ১২০০। 'পোষ্টাই কি যান কর।' 'কালিনী রাত পোষ্টাইলীপ জালিয়া পোষ্টাই।' বকু, ১৪৫০। 'পোষ্টার কি শেষ হুই।' 'অরুণের হৈল শুনি নিশা না পোষ্টার।' যিচরী, ১৬০০। 'পোষ্টালো কি তোরা হলো।' 'রাত পোষ্টালো, ফরাহা হলো।' 'বিস্মর্কন, ১৮৭২। 'পোষ্টাল্য কি পোষ্টালো।' 'দেবে বা পোষ্টাল্য নিশি নিশি কেনে আইল।' বিদ্যাসপতি, ১৪৬০; 'মোর তরে পোষ্টাল্য রজন।' মুহূর্ত, ১৬০০।

পোষ্টো [স পুহা] বি পুহা। 'এহাত না ফুল আর নান্দের পোষ্টো।' বকু, ১৪৫০।

পোষ্টর [স পোষ্টা] বি নাতি। 'পুহ পোষ্টর বলএ মূহুর বোল সুনি।' মাগধর, ১৫০০। ৪ পোষ্টা

পোষ্টা [হি পইছন] কি পোষ্টানো। 'বসন্ত অনেকটা কাছে এসে পোষ্টাছে বেশ বোকা যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পোষ্টাই [হি পইছন] কি পোষ্টা; উপস্থিত হওয়া। 'পোষ্টাইসি কি পোষ্টাইসি।' 'মকরে পোষ্টাইসি ব্রাসে করিহ সুসন।' কুহনসন, ১৫৮০। 'পোষ্টাইতে কি পোষ্টাইতে।' 'বটল পোষ্টাইতে হোল কীল কলেশবর।' মালিকরাম, ১৭৮১। 'পোষ্টাই কি উপস্থিত হলো।' 'খবন সেই নিয়মিত দিন পোষ্টাই।' ভাঙ্গী, ১৮০৩। 'পোষ্টাই কি উপস্থিত হলে।' 'ইহারা এখানে পোষ্টাইলে ...।' রামরাম, ১৮০১।

পোষ্টমবোদ [হি] পোষ্টানোর ধর। 'আমাদের পোষ্টমবোদ পোষ্টাইসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

পোষ্টহানো [হি পইছন] কি পোষ্টানো। 'অল্পকালের মধ্যে সকলে বৈদ্যবাতীতে পোষ্টহিয়া বরদানবুর বাটীতে উঠিলেন।' গ্যাট্রী, ১৮৫৮।

পোষ্টগ [বা] বি পণ্যও। 'দিনকর কিরণ ভেল পোষ্টগ ও কেসর কুম্ম খএল হেমলও।' বিদ্যাসপতি, ১৪৬০।

পোষ্টকাল [স] বি ব্যালকাল। 'বৃদ্ধ মানবজাতির পোষ্টকালের একটা অস্থায়ী ঘটনা মনে।' সবুল, ১৯২১।

পোষ্টা, পোষ্টালো [হি পইছন] কি উপস্থিত হওয়া। 'কিশাখানার নিকট

পৌত্র

পৌত্রিহাঙ্গি।' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭২। পৌত্রিহাঙ্গি ক্রি পৌত্রিহাঙ্গি।
'রাক্ষমহল বারবর পৌত্রিহাঙ্গি ...'। প্যারী, ১৮৬০।

পৌত্র [স] বি গ্রাটিন উত্তর বঙ্গের জাতিবিশেষ। 'পৌত্র, উদ্ধ, প্রাবিড় ...
এই সমস্ত জাতি কিরা লোপশ্রুত সুদ্রত গ্রাণ্ড ইয়াংহে।' অক্ষ, ১৮৪৭।

পৌত্রিক [স] বি গ্রাটিন উত্তর বঙ্গের জাতিবিশেষ। 'পৌত্রাদি পূর্ব
দেশের নাম পুত্রসন ছিল, সেই দেশবাসীদের নাম পৌত্রিক।' অক্ষ, ১৮৪৭।

পৌত্রিকতা [স] পৌত্রিকতা। বি মূর্তি পূজা; প্রতিমা পূজা। 'মার
সপিতৃকরণে পৌত্রিকতার দাস হয়ে লাচ্ছ করবেন।' হুতাম, ১৮৬১।

পৌত্র [স] পৌত্রী। বি নাতনি। 'আপনার পৌত্র দিতে বলিয়া পাঠাইল।'।
মানাবধ, ১৫০০। হ্র পৌত্রী

পৌত্রিক [স] বি মূর্তি-পূজারী। 'বদিও পৌত্রিক হউক তথাপি
বেদপাঠ।' জ্ঞানাবেশক, ১৮৩০।

পৌত্রিকতা [স] বি মূর্তিপূজা। 'বিশেষে বাহ্যক পৌত্রিকতা
বলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'পৌত্রিকতা শিদ্ধক'। মোহাঙ্গনী, ১৯০২।

পৌত্রিকতাপূর্ণ [স] বি মূর্তিপূজা সজ্জক। 'শদ্যতশি শিদ্ধক ও
পৌত্রিকতাপূর্ণ ও গয়ের-ইসলামী ভাবাপন্ন।' মোহাঙ্গনী, ১৯০২।

পৌত্রিকতাবাদ [স] বি মূর্তিপূজা সকলক ধর্মবিশ্বাস।
'পৌত্রিকতাবাদ, বহুত্ববাদ, নিম্নীধর্মবাদ, জ্ঞানাত্ত্ববাদ, সন্ন্যাসবাদ
প্রভৃতি।' বঙ্গী, ১৯২২।

পৌত্রিকতামূলক [স] বি পৌত্রিকতা মূলে আছে এমন।
'মুসলমানবাদ পৌত্রিকতামূলক কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন।' সওগাত, ১৯২৯।

পৌত্রিকত্ব [স] বি পৌত্রিকতার ভাব। 'যে সকল শব্দে
পৌত্রিকত্ব প্রকৃতি বিন্যাস আছে।' ছোলতান, ১৯২৩।

পৌত্রিক [স] পৌত্র। বি পৌত্র। 'প্রতিমা বিশুদ্ধনের দিন পৌত্রিক ছোট ছেলে
ও কানেকের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেবতের বেরোল।' হুতাম, ১৮৬১। হ্র পৌত্র

পৌত্রী [স] পৌত্রী। বি ক্রী পৌত্রী। 'আত্মারাম মিত্রের পৌত্রীরই
মূল কুটুম্ব।' হুতাম, ১৮৬১।

পৌত্রী, পৌত্রী [স] বি নাতি: পুর বা কন্য়ার পুত্র। 'যেবা চাঁদ সাদার তার
পৌত্রী আছে মর।' বকুল, ১৬০০। 'তারার পৌত্রী রাজা ইয়াংহে।'।
দর্পণ, ১৮২০।

পৌত্রী [স] বি ক্রী নাতনি। 'তার পরে পৌত্রীটি সসন্দান করি।'।
দীনবন্ধু, ১৮৭২।

পৌত্রিক [স] পৌত্রিক। বি পিতৃপুরুষের। 'আজ্ঞা হইবেক কেন পৌত্রিক
পূর্বে ...।' ভঙ্গ, ১৭৭৯।

পৌত্রিকগুনিক [স] ক্রিণি বারবার। 'অত্যাচারের পৌত্রিকগুনিক সংঘর্ষে
সে কর্মম ক্রমে গুচ্ছতা গ্রাণ্ড।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

পৌত্রিকগুণ [স] ১ বি বারবার ঘটে এমন। 'তারার ভীষ্মতা
পৌত্রিকগুণক্রম।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি পুনরাবৃত্তি। 'রামকীর্ণের
দৈর্ঘ্য এবং পৌত্রিকগুণ অসংখ্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

পৌত্রিকতা [স] পৌত্রিকতা। বি পুত্রগুণ। 'যে হইলি এমন: গ্রায় মুড়া।'।
আদিকৃতা ও পৌত্রিকতা আইডিয়া ছিল।' দর্পণ, ১৮২১।

পৌত্রিক [স] বি পুত্রিক। 'পুত্রগুণ: কথনে কেবল পৌত্রিক ও
লোকের বৈরতা হয়।' রামমোহন, ১৮২৩।

পৌত্র [স] পৌত্রিক। বি চার ভাগের এক ভাগ কর্ম। 'পৌত্র চার।'।
হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৮।

পৌত্র [স] বি পাত্ত: ওজনের একক: ৪৫৪ গ্রাম। 'পঞ্জাব হাজার
পৌত্র মাংস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

পৌত্র [স] বি পুত্র নগরে বাস করে এমন: শহুরে। 'সর্ব পৌত্রজনে গীরা
বরিয়া আনিল।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পৌত্র-কন্যা [স] বি শহুরে মেয়ে। 'বাসলা এছাড়া এক্ষণে কেবল ...
অগ্রাণ্ড-বায়ঃ-পৌত্র-কন্যা ... কাহেই আদর পায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

পৌত্রিক, পৌত্রিক [স] বি নগর উন্নয়নের কাজ। 'পৌত্রিক
দর্শন এবং জনপদ পর্যবেক্ষণ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। 'কলিকাতার
পৌত্রিক পূর্বের চেয়ে ভালোই চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পৌত্রিকশা [স] বি নগরের গ্রহাণুর: গাবনিক লাইটের। 'চৌচাকি
পৌত্রিকশাণুর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

পৌত্রিক [স] বি নগরবাসী: পুরবাসী। 'সর্ব পৌত্রজনে গীরা বরিয়া
আনিল।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পৌত্রিক [স] বি পুরবাসী শ্রীলোক। 'সেদিনের সেই পৌত্রিক।'।
রবীন্দ্র, ১৯০০।

পৌত্রিক [স] বি শহুরের রাজা। 'পৌত্রিকের বিরহী উক্তর কানে/
সুভাস কেন বা বনের বারতা আসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

পৌত্রিক [স] বি নগর-শোকার ইত্যাদির সংগঠন ও পরিচালন
সকলক বিদ্যা। 'অর্থনীতি, পৌত্রিকজ্ঞান, আইন প্রভৃতি।' আজ্ঞা, ১৯৬২।

পৌত্রিক [স] বি অস্ত্রপুত্র। 'যৌন সকল পৌত্রিক ভবন
সুন্দরমাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

পৌত্রিক [স] বি পুরবাসী: অস্ত্রপুত্রবাসী। 'পৌত্রিকী সকলে
মিলিত ইয়া পুরাতন অস্ত্রপুত্র বসিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

পৌত্রিক [স] বি পুরবাসী। 'হে পৌত্রিকনাথ - তোমার বদমেশের
সার রক্ত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

পৌত্রিক [স] বি পুরবাস-বংশের সদস্য। 'হে দানবগতি মর, মমিয় সভা,
ইন্দ্রপ্রস্থে যাবা বহুতে গড়িয়া ভূমি ভূমিতে পৌত্রিক।' মহাক্স, ১৮৬১। 'হে পৌত্রিক, কাল যদি দেখিতে তারারে এই বনপার্শ্ব।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯২।

পৌত্রিক [স] পৌত্রিক। বি বীরত্ব। 'করিল অনেক রাজ্য পৌত্রিক বিশাল।'।
কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

পৌত্রিক [স] পৌত্রিক। বি পুত্রবংশোদ্ভূত। 'তারার মূল
পৌত্রিকজনের অস্ত্রের অধিক ভারী শাণ্ডে।' তারিণী, ১৮০৩।

পৌত্রিক [স] পৌত্রিক। বি পুরোহিতের কাজ। 'পৌত্রিক প্রকৃতি যে
সমস্ত কর্তব্য কর্তব্য, তাহা আমা দ্বারা সম্পন্ন হইবে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

পৌত্রিক প্র পৌত্র

পৌত্রিক [স] ১ বি পুরাণ-স্মৃতির। 'অনন্ত প্রকৃতি শরীরী এই
ভূমিগুণের বারশকর্তা, ইহা পৌত্রিকেরা বর্ণনা করেন।' মুদ্রাঙ্কন, ১৮১০। ২ বি গ্রাটিন। 'আমার ভগিনীরা পৌত্রিক পদার্থ নহেন।'।
বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বি পুরাণোক্ত। 'পৌত্রিক দেবদেবের নানাবিধ

সুস্পষ্ট প্রসঙ্গ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৪ বিপ পুরাণ আখিত।
'কুমারসম্বৎ রত্নবংশ পৌরাণিক বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

পৌরাণিকত্ব [স] বি পুরাণ শাস্ত্রবিদ। 'ভরুণজ্ঞান ভট্টাচার্য
পৌরাণিকত্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

পৌরাণিকী [স] কিশী পুরাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'সিদ্ধি চন্ডা খিদি
তুমি পৌরাণিকী Suffragette।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

পৌরাণবাদ [স] পৌর-অপবাদ। বিপ পুরাণী কর্তৃক অপবাদ। 'তিনি
পৌরাণবাদ প্রবণে, ক্ষুদ্রিক সিংহের ন্যায় ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পৌরাণবৃত্তিক [স] বিপ পুরাণতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। 'পৌরাণবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন
হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

পৌরুষ [স] ১ বি বীরত্ব; পুরুষ। 'হইত পুরুষ করিত্ত পৌরুষ
শিড়াবাতে সিদ্ধ শোখ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পুরুষোচিত
অহংকার। 'আমার মানসিনেমে বা পৌরুষে গিয়ে বাজে।' নজরুল,
১৯২১।

পৌরুষ-অভিমান [স] বি পুরুষোচিত অহংকার। 'সতীশ
পৌরুষ-অভিমাণে বুক ফুলাইয়া বসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

পৌরুষ-উদ্ধার [স] ক্রিয়ণ পৌরুষবল্লভ গর্ব উদ্ধারের জন্যে।
'হলনার বন্ধন ছেঁসি এসো পৌরুষ-উদ্ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পৌরুষ-কঠোর [স] বিপ পুরুষত্বের বলে দৃঢ়; দৃঢ়তাবিশিষ্ট। 'যে শুধু
পৌরুষ-কঠোর পুরুষকে ভালোবাসতে চায়।' নজরুল, ১৯৩১।

পৌরুষকামী [স] বিপ পৌরুষ কামনা করে এমন। 'সম্প্রতি অর্পাৎ
বউ আসিবার পর হইতে সে পৌরুষকামী হইয়াছে।' বনমুখ,
১৯৩৬।

পৌরুষক্ষয়কর [স] বিপ পুরুষোচিত আচরণ হ্রাস করে এমন।
'তাদের পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রত্যাশ্রমে পিঙ্গল
করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পৌরুষ-গর্ব [স] বি পুরুষোচিত গর্ব। 'লহো মোর ক্ষীতি, লহো
পৌরুষ-গর্ব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

পৌরুষবাদ [স] বি পুরুষোচিত নীতি। 'মানবিকতা, গণতান্ত্রিকতা
আর পৌরুষবাদের সুর।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পৌরুষবিহীন [স] বিপ পুরুষশূন্য। 'চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায়
পৌরুষবিহীন হইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

পৌরুষসম্পন্ন [স] বিপ বীর্যবান। 'তবে কিনা তাঁরা পৌরুষসম্পন্ন
পুরুষ।' নজরুল, ১৯২৭।

পৌরুষহীন [স] বিপ তেজোহীন। 'রাজপুতানার যত সর্দার
পৌরুষহীন আজ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

পৌরুষেয় [স] বিপ মনুষ্যকৃত। 'ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং
পৌরুষেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পৌরুষেয় বাক্য [স] বিপ মনুষ্যসৃষ্ট। 'অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয়
বাক্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

পৌরোহিত [স] বিপ পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন। 'পৌরোহিত বিবাহ কখন
হইত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

পৌরোহিত্য [স] ১ বি পুরোহিতের কাজ। 'দৌত্য গীতবাস্যতৎপর হইয়া
কিনা পৌরোহিত্য ...' ভগবী, ১৮২৫। ২ বি সুষ্ঠুনিপুণ্য।

'বিদ্যাপতির পৌরোহিত্যে সেই ভাষণবান ভগবানও বিশ্বদ্রবশের
বেশাধার ...' হাই, ১৯৫৪।

পৌর্যমাসী [স] বিপ পূর্ণিমা তিথিবিশিষ্ট। 'এককালে বৈশাখের পৌর্যমাসী
দিনে/ রাত্রিকালে মহাযজ্ঞ চলিয়া উঠ্যামে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০;
'উজ্জ্বলিমা ঘর দিবে পৌর্যমাসী দিনে।' রূপরাম, ১৭৫০।

পৌর্যমাসি [স] পৌর্যমাসী। বিপ পূর্ণিমা তিথিবিশিষ্ট। 'পূণ্য দরশন হয়
পৌর্যমাসি দিন।' আলোকল, ১৬৮০।

পৌর্যপার্ব [স] ক্রিয়ণ পরম্পরাক্রম। 'নিখিত ভাষায় বিভিন্ন চিহ্ন ঘোষে
এবং পৌর্যপার্ব সূত্রেও অভিনয় পাওয়া যায়।' শরীফ, ১৯৬৮।

পৌর্যাহিক, পৌর্যাহিক [স] বিপ প্রাতঃকালীন। 'ছয়টা পৌর্যাহিক
পাঠশালা নিযুক্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

পৌর্য্য [স] বি শহিলা। বিপ পয়লা। 'পৌর্য্য চালানের জে ফেরত কাপড়
আমরা পাইয়াছি।' তাঁতি, ১৭৯২।

পৌর্য [স] বি বাংলা মাসবিশেষ। 'পৌর্যে প্রবল শীত সুখী জগজ্ঞন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

পৌর্যপার্বণ, পৌর্যপার্বণ [স] বি পৌর্যমাসে পিঠা খাওয়ার উৎসব।
'পৌর্যপার্বণে গেলো শানো, হলো নাক বাউনি বাঁধা।' শুভ, ১৮৮৮;
'আজ পৌর্যপার্বণ, পিঠে না বাইয়ে ছাড়ব না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫;
'পৌর্যপার্বণের সময় হইত অণু বাড়ি আসিবে।' বিকৃতি, ১৯৩১।

পৌর্যবেহান [স] পৌর্য+স বিভাত্ত। বি পৌর্যের সকাল। 'রাজ্যবাসের
রথ আইল পৌর্যবেহান।' রবীন্দ্র, ১৬৮৫।

পৌর্যকাল [স] বি সুসময়। 'সর্বনাশের পরে পৌর্যমাস এলো কি
খারাপ ইসলামবের?' নজরুল, ১৯২৮।

পৌর্য-রজনী [স] বি 'জাগরি কারা রক্ত পথে পৌর্য-রজনী তাহার
আশার ...' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

পৌর্যালি বিপ পৌর্য মাসে জন্মে এমন। 'পৌর্যালি ফসল তোলার
অপেক্ষা।' আলোউদ্দিন, ১৯৭০।

পৌর্যীয় [স] বিপ পৌর্য মাস-সংক্রান্ত। 'গড়ম্যেন্টের পৌর্যীয় লাটের
টাকা।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

পৌর্যে বিপ পৌর্য মাসের। 'সবুজ ধানের ক্ষেত পৌর্যে উঠানে।' ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

পৌর্য [স] পৌর্য বি পৌর্য মাস। 'পৌর্যে মাঘ মাস মকর রাসি।' রায়হা, ১৭২০।

পৌর্যিকতা [স] ১ বি পূর্ণশোষণ। 'কেহ এ বিষয়ে পৌর্যিকতা করেন।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি সমর্থন। 'তাহাতে শ্রীমত উদল বর্ষ সাহেব
পৌর্যিকতা করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

পৌর্যহিমে ব্র পৌর্য

প্যাইত [স] অগ্ন্যায়িত। বিপ দৃষ্টিভ্রামুত; নিশ্চিন্ত। 'সে বাটার কুশলাদি
শিখিয়া শিখিয়া প্যাইত করিবা।' ভগ্ন, ১৭৭৯; 'সেখানকার বেওয়া
শিখিয়া প্যাইত করিবে।' ভগ্ন, ১৭৮২।

প্যাক প্যাক [কন্যা] ১ বি হাঁসের ডাক। 'হাঁসের দলে জুটবে আমি
প্যাক প্যাক ডাক দিতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি গাড়ির তেলপূর
শব্দ। 'হরীণী টিগিয়া দিতেছিল প্যাক প্যাক।' মানিক, ১৯৩৭।

প্যাকাটি বি পাটবাড়ি। 'প্যাকাটির মতো হাত পা।' জীবন, ১৯৩২।

প্যাচ [স] প্যাচ। ১ বি বিপদ। 'আশান বুদ্ধিতে পাতে পড়বি।' গিরিশ,
১৮৮৭। ২ বি কৌশল। 'শায়েক ব্যাকরামের পাতে উলটপালট
করতে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বি কুটকৌশল। 'ওকাদতি-কুতির
মারাজুক প্যাচ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্যাচওয়াল

প্যাচওয়াল। [ফা পেঁচ+ই ওয়াল] *বিশ* জটিল। 'মাথার এত প্যাচওয়াল কথা সেঁধেয় না।' শওকত, ১৯৫৮।

প্যাচ-কথা *বিশ* জটিল। প্যাচ-কথা কথা আজহারের সহজে বোধগম্য হয় না। শওকত, ১৯৫৮।

প্যাচ পড়া *কি* সকেট সৃষ্টি হওয়া। 'বাফিল কপির আরতি/ প্যাচ প'লো ভাই মনীর প্রতি।' লালন, ১৮৯০।

প্যাচ-পরজার [ফা পেঁচ-পরজার] *বি* কুতি খেলায় পা দিয়ে আঁকড়ে ধরার কায়দা। 'করুন সে প্যাচ-পরজার ঠিক দেখেনি।' সুদীপ, ১৯৭০।

প্যাচ পরা *কি* ছাটলতা সৃষ্টি হওয়া। 'তবে ঘর ঘর উকীল হয়ে কিছু প্যাচ পরছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

প্যাচ-মোচড় দেওয়া *কি* ঘোরানো করা। 'উৎস-কলিত ও সয্যকোচ-ছড়িত প্যাচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

প্যাচাল, প্যাচালো [ফা পেঁচা] ১ *বিশ* বক্ত। 'উন্নতির পথ দিয়ে নয়, প্যাচালো।' *হুমত*, ১৯১৪। ২ *বিশ* জটিল। 'এসব প্যাচালো নামকো কি বেশি কাজে আসে?' অবন, ১৯২৫। 'অনেক প্যাচাল কথা আসিয়া গড়ায় বুড়া এবার বেই হারাইয়া ফেলিয়াছে।' মাহেবন, ১৯৪৯।

প্যাচোরা [ফা পেঁচা] *বিশ* কুটিল। 'বনমালী সরকারের প্যাচোরা বুড়ির মতো।' বিমল, ১৯৫৩।

প্যাচা [স পেঁচা] *কি* নিশার পাম্বিবিশেষ; পেঁচা। 'মঘরের নৃত্য সেবি/ প্যাচার পেশম ধরতে বসে।' লালন, ১৮৯০। *ত্র* পেঁচা

প্যাচা-খ্যাচরা *বি* অবিরাম তর্কসনা। 'রুতই আর প্যাচা-খ্যাচরা করব মানুষকে।' নজরুল, ১৯২৭।

প্যাঁজ [ফা পিয়াজ] *বি* পিয়াজ। 'পাকে আর রসে প্যাঁজ উচ্চ সাহি রসক' *ওত*, ১৮৫৮। *ত্র* পিয়াজ

প্যাঁজখেকো *বিশ* পিয়াজ খায় এমন। 'হাস কাই করি খঁত প্যাঁজখেকো নেড়ে।' *ওত*, ১৮৫৮।

প্যাঁজা [ফা পিয়াজ] *বি* মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কদম্ববিশেষ; পিয়াজ। 'ভাছড়া বা প্যাঁজাঝের গছ ছেড়েছে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

প্যাঁটারী [বি পিটার] *বি* ব্যাবিশেষ। 'আমাদের ... প্যাঁটারী শেরা কাগড় রয়েছে।' জীবন, ১৮৬৩।

প্যাঁটারী *বিশ* শাহীকিক প্রতিবন্ধী। 'প্যাঁটারী ছেলের স্যারভাড়া পেট, হাত নুশো আর পা সকা।' নজরুল, ১৯২৬।

প্যাঁড়া [স পিরা] *বি* স্বীরের তৈরি মিঠা। 'সে প্যাঁড়া কিনিয়া খাইবে।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

প্যাঁদানি *বি* ওরুতর শাসন; ত। 'শীলকেও যথেষ্ট প্যাঁদানি দেওয়া হয়েছে।' জীবন, ১৯০২। *ত্র* প্যাঁদানো

প্যাঁদানো *কি* আঘাত করা। 'সেক্রেটারি তাকে প্যাঁদান।' জীবন, ১৯০২।

প্যাঁজা *ত্র* প্যাঁজ

প্যাঁজ [বি ১ *বি* বাব্বলবি; ব্যাপ-বোঁচকার জিনিসপত্র দুকানো। 'চাকরকে আমার চিনিদপন প্যাঁজ করতে বলে দিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৭৭; 'প্যাঁজ করবার সময় কিছু বে উপাটোপাটী হয় না, তা নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'চৌভাটা চো তুমি প্যাঁজ করেছে।' জীবন, ১৯০৩। ২ *বিশ* আবহ। 'ভাঁরালা ক্রুকক চায়ের মত Vacuum টিনে প্যাঁজ

হইয়া সেল অমল করেন।' *বোকোয়া*, ১৯৩১। ৩ *বি* ছোটো বায়। 'হরিশের ছবি আঁটা সেপলাইয়ের প্যাঁজ।' *যাদিন*, ১৯৩৬।

প্যাঁজ করা [বি প্যাঁজ+করা] *কি* মোড়কে আবৃত করা। 'সেহাটকে মেলিল ফুডের মতো অস্ত্রপুত্রের প্যাঁজ করা হয়েছে।' *অরুণ*, ১৯২৮।

প্যাঁজবায় [বি] *বি* জিনিসপত্র নেওয়ার বায়। 'একটা প্যাঁজবায় সন্নে করিয়া যখনময়ে আসিয়া উপস্থিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাঁজবায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

প্যাঁকিং কেস [বি] *বি* মোড়ককৃত বায়। 'পাশেই কাঠের প্যাঁকিং কেসে এক সারি মাছ।' *যাদিন*, ১৯৩৬।

প্যাঁকিং বায় [বি প্যাঁকিং+বায়] *বি* মোড়ক বাঁধাই করা বায়। 'একটি প্যাঁকিং বায়ে বসে তারই বয়সী একটি ছেলে বিচিত্র-সুরে ছড়া কাটছে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

প্যাঁক প্যাঁক [কন্যা] *বি* হাঁসের ডাক। 'কানালের ছোট পুকুরে প্যাঁক প্যাঁক করে গতিহাস নামে সকালবেলা।' *মলেক*, ১৯৬১। *ত্র* প্যাঁক প্যাঁক

প্যাঁকধর [ফা পরশধর] *বি* পরশধর। 'পির প্যাঁকধর মাথায় ধরা।' *শীলবত*, ১৮৭২। *ত্র* পরশধর

প্যাঁকাটে *বিশ* পাটখড়ির মতো শীর্ষ। 'তার প্যাঁকাটে ছেলেকেমেতেগুলির দিকে চাইতেই গুর আগানমন্তক শিরশির করে উঠল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৭।

প্যাঁকিং কেস *ত্র* প্যাঁক

প্যাঁকিং [বি] *বি* মোড়ক। 'চুখশেপেটের প্যাঁকটে না।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

প্যাঁকি [বি] *বি* চুপি। 'হাইই লাক্টো প্যাঁকি নামে অভিহিত।' *আজান*, ১৯৩৭; 'মিডিশন প্যাঁকি চিত্রন বিয়েরে।' জীবন, ১৯৪০।

প্যাঁখম [স পশ্চিম] *বি* গালক। 'মঘরের প্যাঁখম পর সেমানো ঘাগটি মেরে বসে আছে।' *মুক্ততা*, ১৯৫৮। *ত্র* পেশখম

প্যাঁখশর [ফা পরশধর] *বি* ইসলামিতে খেরিত পুরুষ। 'শীর প্যাঁখশরেরই পুজা করক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। *ত্র* পরশধর

প্যাঁখানি [বি] *বি* রোমের উত্তরাঙ্গদের খ্রিস্টপূর্বকালীন জাতিবিশেষ।

প্যাঁখান-সুলভ [বি পোখান+স সুলভ] *বিশ* যমহীনদের মতো। 'এ সাহিত্যে প্যাঁখান-সুলভ সৌন্দর্যগুঞ্জারী মনের প্রকাশ যতটা আছে ...' *আজান*, ১৯৩৭। *ত্র* পোখান

প্যাঁখান-ধর্মী [বি পোখান+ধর্মী] *বিশ* পোখানদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সংস্করের পুঞ্জারী প্যাঁখান-ধর্মী হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যেই তিনি অবিস্তৃত হইবেন।' *আজান*, ১৯৩৭।

প্যাঁখোড়া [বি] *বি* বৌদ্ধদের উপাসনালয়। 'বৌদ্ধের প্যাঁখোড়ার প্রতি।' *তরুণী*, ১৯২৭; 'হুদয় প্রবেশ করে প্যাঁখোড়ার ছায়ার ভিতরে।' জীবন, ১৯৪৪।

প্যাঁখপ্যাঁখ [কন্যা] *বি* জলকায় একাকার হওয়ার ভাব। 'রাস্তাঘাট সব কদার প্যাঁখপ্যাঁখ করে।' *হুমত*, ১৮৯৮।

প্যাঁখশেতে [কন্যা] ১ *বিশ* নরম। 'প্যাঁখশেতে প্যাঁকর জেতর ছোট ছোট জুতা হুঁড়ে।' *হাসান*, ১৯৫৭। ২ *বিশ* লালমুত। 'দুই কল বেয়ে লালচে প্যাঁখশেতে পিক গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।' *হাসান*, ১৯৬০।

প্যাঁটনা [বি] *বি* প্যাঁট। 'পায়ে একটি লাল বিপীতি ঢাকা প্যাঁটনের পিঠান ছিল।' *হুতাম*, ১৮৬১। *ত্র* প্যাঁটনি

প্যাঁট প্যাঁট [কন্যা] *বি* পিট পিট; অস্পষ্ট সৃষ্টিপাতের ভাব। 'শীল আকাশ প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।' *মুক্ততা*, ১৯৫২।

প্যারেড করা

প্যাটরা [হি পিটারা] বি বাস্র। 'দুটো ছোট ছোট টিনের প্যাটরা'। জীবন, ১৯৬৪।

প্যাটার্ন [হি] ১ বি নকশা। 'সেলাইয়ের প্যাটার্নটা দেখিয়ে নিতে এসেছি'। রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ক্যাপান। 'প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালক, সোফা, তেল্ল, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফর্শিয়ারের ছড়াছড়ি'। শিবরাম, ১৯৪০।

প্যাড [হি] বি চিঠি লেখার কাগজ। 'একটা প্যাড টেনে নিল'। জীবন, ১৯৩২; 'একটা প্যাড নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসি'। জীবন, ১৯৩৩।

প্যাডেল [হি] বি পাদানিতে চাপ দিয়ে চালান। 'রক্তা দিয়ে মাইকেল মাইল প্যাডেল করে'। জীবন, ১৯৩২।

প্যাডেল করা [হি প্যাডেল+করা] ক্রি সাইকেল চালানো। 'রক্তা দিয়ে মাইকেল মাইল প্যাডেল করে'। জীবন, ১৯৩২।

প্যাট্টনুল, প্যান্টুলান [হি] বি নিম্নোক্ত পেশাকবিশেষ; ইউরোপীয় ধরনে তৈরি এক ধরনের পায়জামা। 'কনাতের প্যান্টুলান'। হুজুম, ১৮৬১; 'আজকাল লেখিদিটি জাঁট প্যাট্টনুল পড়েন'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

প্যাটোমাইম [হি] বি নাচ-গান ও ভাট্যমিথর্ষ অভিনয়। 'প্যাটোমাইম কি বাস্তবে যতো না লেখি গল্পীর ভাবে জীবনকে গড়ে তোলার তাগিদ ...'। হুই, ১৯৫৮।

প্যাডেল [তা পাটাল] বি শামিয়ানা বা চাঁদোয়া খাটোনা স্থান। 'উদিকতার প্যাডেল চলুন'। নৈশপত্র, ১৯৪৮।

প্যানা [কি পিয়ানো] বি শেয়ালা। 'পশতা পাইয়া কান্দে প্যানা সকলে তারা হাতে গলে বাকো'। বিজয়, ১৯৫০। প্র পিয়ানো।

প্যান [হি] বি কড়াই। 'সৌভদ্রমুখ প্যান উল্টে ফেলে দিল'। জীবন, ১৯৩২।

প্যান [হি] বিশ দেশের সীমানা অতিক্রমকারী; আন্তর্জাতিক। 'প্যান ইসলামিজম [হি] বি বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাস। 'প্যান ইসলামিজমের বশেষে তিনি ছিলেন তুসর'। ইসলাম, ১৯০৮।

প্যান-ইসলামী [হি] বিশ আন্তর্জাতিক মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাস সম্পর্কিত। 'তিনি প্যান-ইসলামী মতবাদ শোষণ করতেন'। মাসেক, ১৯৪৯।

প্যানপেনে [ফ্রান্স] ১ বি নিক-কাঁদুলে। 'ভিশোভা সুনন্দী প্রেমিকা বিজ্ঞ বড়ই প্যানপেনে'। মীমিক্স, ১৮৮৭। ২ বিশ একধরনের কলাকর্ম। 'ডোমাসের ওইসল প্যানপেনে প্যানপেনে পান আমার এখন ভাল লাগবে না'। মেতাফর, ১৯০৭।

প্যান প্যান [ফ্রান্স] বি নাকি সুরে কলার ভাব। 'ছিতকাঁদুলের মত প্যান প্যান করে কানে না'। মীমিক্স, ১৮৬৭।

প্যানপ্যানানি [ফ্রান্স] বি নাকি সুরে কল্লা। 'সে নে, এখন ওসব প্যানপ্যানানি রাখ'। ইমসাদুল, ১৯২০; 'এমন প্যানপ্যানানি তরু কল'। জীবন, ১৯৪৯।

প্যানিক [হি] বি আতঙ্ক। 'ডিভিডেড চেপে প্যানিক ছড়াই'। বিজ্ঞ, ১৯৪১।

প্যানেল [হি] বি নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা। 'কার্যকরী কমিটির একটি প্যানেল লেখা গেল'। শেখ, ১৯৯৬।

প্যাট [হি প্যাটস] বি পাজামার মতো নিম্নোক্ত বস্ত্রবিশেষ। 'কোট, প্যাট ও খাট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল'। রোকেয়া, ১৯২১; 'পায়জামা প্যাট খুটি নিয়ে হেঁথা হয়

নাগো দুঁখোদুঁখি'। নজরুল, ১৯২৫।

প্যাটলুন [ইটালিয়ান > ইংরেজি] বি পাজামার মতো নিম্নোক্ত বস্ত্রবিশেষ। 'জেট-প্যাটলুন পরে ইয়াকুব মিয়া ইয়াকুব সাহেব হল'। মনসুর, ১৯৪৩; 'ময়লা জিনের প্যাটলুন থেকে বেরিয়ে আসবে তলোয়ার'। হুই, ১৯৭১।

প্যাটলুন বি পাজামার মতো নিম্নোক্ত বস্ত্রবিশেষ। 'ওই একজন প্যাটলুন-চাপকান-ধারী আসিতেছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

প্যাডাল [তা পাটাল] বি শামিয়ানা। 'ওদিকে এখন প্যাডাল নিয়ে টানাটানি পড়ল'। শিবরাম, ১৯৭০।

প্যাডি [হি] বি বিদেশী ফুলবিশেষ; প্যানডি। 'তখনো প্যাডি আর ভয়েলেট ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্যামেট [হি] বি পেয়েক; প্রান। 'বলে পেছলাম কাচা পলায় উঠবে, আমিও প্যামেট করবো'। গিরিশ, ১৮৮৬।

প্যাফলেট [হি] বি বাঁধাইহীন চাঁট পুস্তিকা। 'অসংখ্য প্যাফলেট ছাপিয়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

প্যায়ালা [কি পিয়ানো] বি পিয়ানা; সংবাদবাহক। 'মেরু, ১৭৫৭।

প্যায়ালা [কি পিয়ানো] বি শেয়ালা। 'আপনার এক প্যায়ালা পাঠাইছিলাম'। মেরু, ১৭৫৭।

প্যামিত [বি] জাপ্যাহিতা বিশ আ্যামিত। 'কুসলাদি লিখিয়া প্যামিত কবিতা'। ওম, ১৭৭৯।

প্যারাই [হি] বি অনুচ্ছেদ। 'একটি প্যারা উকৃত করে দিছি'। প্রমথ, ১৯১৩।

প্যারামাক [হি] বি অনুচ্ছেদ। 'একটি প্যারামাক শুণু দুটিরাম রায় সখছে'। বহিষ, ১৮৮৪।

প্যারামিন [হি] বি গেল্ট্রিয়ার-স্নাত স্থানানিবিশেষ। 'কপিল মাটির গর্ভে দুঁকিলেই অথবা প্রেমিক প্যারামিন এরা সব'। জীবন, ১৯৩০।

প্যারামিন-লর্টন [হি] বি প্যারামিন নামক তেলের হারিকেন। 'প্যারামিন-লর্টন নিতে গেল গোল আন্তাবলে'। জীবন, ১৯৪৮।

প্যারামিনিস [হি] বি পক্ষাঘাত; দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবশতা। 'তার মুখের এক দিকে প্যারামিনিস'। তার, ১৯৩০; 'প্যারাদাইলিস আর কবীকল'। শিবরাম, ১৯৭০।

প্যারাসাইট [হি] বিশ পরজীবী। 'সে প্যারাসাইট, পরাপ্রিত জীব'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্যারাসুট, প্যারাসুট [হি] বি অনেক উঁচু থেকে নিরাপদে মাটিতে নামার হাটার মতো উপকরণবিশেষ। 'প্যারাসুট বেয়ে'। জীবন, ১৯৪০; 'কুশাশার প্যারাসুট ঘন ঘন, কখনো বগ্লের গোল বায়ে'। শামসুর, ১৯৬৮।

প্যারিসিনী [হি] প্যারিস+স ইনী। বি গ্রী প্যারিসের নারী। 'ভাগিন প্যারিসিনী জানে না'। মুহুতর, ১৯৫২।

প্যারেগ [প rego] বি কোষের ক্ষুদ্র কীট বা কীলক। 'সাহেবেয়া যে প্যারেগমারা ছুঁতো পরে জালিন নে'। মীমিক্স, ১৮৬০।

প্যারেড [হি] ১ বি আড়ম্বর। 'বানার সামনে পাহারাওয়ালদের প্যারেড'। হুজুম, ১৮৬১। ২ বি সামরিক কুচকাওয়াজ। 'আমার প্যারেড ও কাজে অসাধারণ চটক'। নজরুল, ১৯২৭।

প্যারেড করা [হি প্যারেড+করা] ক্রি সোজাঘাড়া করা। 'সারা শহরে প্যারেড করে বেড়ায়ে'। শিবরাম, ১৯৫০।

প্যালপিটেশন

প্যালপিটেশন [হি] বি বুক খড়কড়ানি। 'কথা করে করে বাড়তেছে প্যালপিটেশন।' নজরুল, ১৯৩১; 'ভরে বুড়ীর এমন প্যালপিটেশন হয়েছে ...।' তারা, ১৯৫৩।

প্যালা *দ্র* পেলা

প্যালা [স পজালি] বি গীতাভিনয়ের পালা। 'ওসের মাটে সিসির বাশানের প্যালা।' হুতোম, ১৮৬১।

প্যালা-দান বি নাচদানের আসরে প্রোতা কর্তৃক শিল্পীকে অর্থপুরস্কার দেওয়া। '... দাড়িয়ে দাড়িয়ে প্যালা-দানের পদ্ধতিতে হাত নেড়ে চিৎকার দিতে লাগল।' শতকৃত, ১৯৭২।

প্যালা [ফা] বি পেয়ালা। 'রতিন রসে প্যালা ডরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

প্যালেট [বি palette] বি চিত্রকরের রং গোলাবার ও মেশানের জন্য ব্যবহৃত ফলক। 'একটা প্যালেট টেনে নিয়ে আমাকে বললেন, একটু ধর।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

প্যালােস [হি] ১ বি প্রাসাদ। 'নীলকর দল হয়ে হয়ে উঠলেন ... প্যালােসে ও প্রেসে তাগ কত্বেন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি রাজপ্রাসাদ। 'বকিংহাম প্যালােস লজনের দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

প্যালােস্টাইনী [হি] বিণ ফিলিস্তিনী; ফিলিস্তিনের অধিবাসী। 'প্যালােস্টাইনী জাতভাইয়ের জন্য ...।' মুক্তভা, ১৯৫২।

প্যালােসজ [হি] ১ বি পথ; করিডোর। 'বাইরে যাবার সরু প্যালােসজটিতে হুসকে।' মানিক, ১৯৩৫। ২ বি রচনার অংশবিশেষ। 'আনসিণ প্যালােসজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে।' শিবরাম, ১৯৪০।

প্যালােসজার [হি] ১ বি বেশির ভাগ স্টেশনে থামে এমন রেলগাড়ি। 'রাতি একটার সময়ে একটা প্যালােসজার ট্রেন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি যাত্রী। 'যদি আরও প্যালােসজার নে যে একেবারে পয়সারের নৌকাসুড়ি হবে তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

প্যালােসজারগাড়ি [হি] প্যালােসজার+স গাড়ি। বি যাত্রীবাহী গাড়ি। 'পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যালােসজারগাড়ি পেলে।' শিবরাম, ১৯৪০।

প্যালােসজার ট্রেন [হি] বি যাত্রীবাহী রেলগাড়ি। 'রাতি একটা সময় একটা প্যালােসজার ট্রেন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'একটি প্যালােসজার ট্রেনে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলুম।' প্রমথ, ১৯৮৮।

প্যালােসজার বাস [হি] বি যাত্রীবাহী বাস। 'প্যালােসজার বাস-সারভিস তুলবার সতিই খুব দরকার আছে কিনা।' সীতেন, ১৯৩৫।

প্যালােস্ট [হি] বি রোগী। 'প্যালােস্টের ঔষধ নার্সের পেটে।' মনসুর, ১৯৪৫।

প্যালােস্টল [হি] বি ছবি আঁকার রতিন বড়ি। 'দেশী, বিদেশী তৈল চিত্র, জলরঙ, প্যালােস্টল পটের ছবি, পোরট্রেট।' বৃন্দলুপ, ১৯৩৬।

প্যাড [স পার] বি পাড়; কাপড়ের প্রান্ত। 'একখানি পুরান কাপড় দেখলেম তার পেড়ে আপনার নাম দেখা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

প্রাযজ্ঞ [স প্রয়োজন] বি প্রয়োজন; দরকার। 'জদি লাইবা বিলমে নাহিক প্রযজ্ঞন।' মালশধর, ১৫০০। *দ্র* প্রয়োজন

প্রযজ্ঞন [স প্রয়োজন] বি প্রয়োজন; দরকার। ওর্স, ১৭৮২।

প্রকট [স] বিণ প্রকাশিত। 'মায়া প্রকট তারে করে গোবিন্দাই।' মালশধর, ১৫০০।

প্রকটর [স] বিণ অক্ষোক্ত প্রকট। 'গ্রামাঞ্চলের চাইতে শহরে

মফসলে প্রযুক্তিবিপ্লবের এই ফলাফলগুলি প্রকটর বটে।' শিব, ১৯৫৬।

প্রকটন [স] ১ বি প্রকাশ। 'মুখে নেড়ে অভিনয় করে প্রকটন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি উদ্ধৃতিকরণ। 'আমরা শাননকর্তৃগণের সুযোগার্থে নামের ত্রুটিতেই তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

প্রকটন করণ [স] বি প্রকাশ। 'অমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি।' দর্পণ, ১৮৩৯।

প্রকটা [স প্রকট] *ক্রি* প্রকাশ পাওয়া। 'প্রকটয় যতক সকল ইতিহাস।' আলাওল, ১৬৮০। **প্রকটিয়া** *ক্রি* প্রকাশিত হয়ে। 'প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সন্সার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রকটিত [স] বিণ প্রকাশিত। 'চন্ডিকা ও পৃথচন্দ্রোদয় পত্রপুত্রিতে উত্তরগ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

প্রকটার [হি] বি শাস্তিপ্রকরণকারী। 'যাঁহারা এখানকার ছাত্রদের নিয়মে রাখেন, তাঁহাদের প্রকটার বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

প্রকত [স প্রকৃতা] বিণ প্রকৃত; সত্যিকার। এডমন, ১৭৯২।

প্রকম্পন [স] বি ভূকম্প। 'হয়তো বা প্রতিভার প্রকম্পনে ভুল করে।' জীবন, ১৯৪৮।

প্রকম্পিত [স] ১ বিণ প্রচল শব্দে কোঁপে ওঠে এমন। 'চাঁদ সড়ক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯৩০। ২ বিণ কম্পনমুক্ত। 'দরদী প্রকম্পিত হতে পারে।' নজরুল, ১৯৩০।

প্রকরণ [স] ১ বি ব্যবস্থা; প্রক্রিয়া। 'পানীয় প্রকরণে কুড়ের অতি নির্মল জল ছিল।' তারিণী, ১৮০০। ২ বি ব্যৱস্থা। 'আমারদিগের দেশাধিকারীর প্রকরণ সমস্তই তিনিতেছে।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বি কাণ্ড; ঘটনা। 'উদানদ রায় মন্ত্ৰমণ্ডলের বাণীতে আচার্য্য এক প্রকরণ হইল।' রাজীব, ১৮০৫। ৪ বি কল্পিত কাহিনি। 'বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক এক প্রকরণের ধারাদ্বারা এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১। ৫ বি বইয়ের অংশ; পরিচ্ছেদ। 'চিত্রলোভার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উপাধরন প্রকরণে স্পষ্ট দিখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৬ বি বিষয়। 'সকলের সম্মতিতে নানা প্রকরণ ধার্য্য হইল।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯। ৭ বি বিন্যাস। 'অধ্যায় প্রকরণ।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৮ বি প্রবন্ধ; প্রস্তাব; রচনা। 'এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র ... ব্যক্ত করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৯ বি সংস্কৃত নাটকের প্রকারভেদ। 'কি প্রকরণ, কি ব্যোম্যে, কি টোটক ...।' বরদর্শন, ১৮৭২।

প্রকরণলেখক [স] বি প্রবন্ধ লেখক; প্রস্তাব লেখক। 'এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রকর্ষ [স] বি উৎকর্ষ। 'সেটা সৌন্দর্য্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রকল্প [স] বি অভ্যুপপন্ন সিদ্ধান্ত; হাইপোথিসিস। 'শীঘ্রাকা প্রকল্প (nebular hypothesis) সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী লা প্লাসকেই এই প্রকল্পের উদ্ভাবিতা বলা যাইতে পারে।' জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ১৯২৭। ২ বি সিদ্ধান্ত; মত। 'এইসব পাতনিক অভিজ্ঞতা নিম্নোক্ত ইতিহাসে প্রাপ্তিক্রমে অবলম্বনের প্রকল্পকে সমর্থন করে না।' শিব, ১৯৫৬।

প্রকাণ্ড [স] ১ বিণ বিশাল। 'ভওমে সম কাঞ্চি প্রকাণ্ডশরীর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরী আসি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিণ প্রবল। 'জিনিসপত্রের প্রকাণ্ড চাপে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বিণ নিরেট। 'প্রকাণ্ড মুক্তার গুড়করে ধীরে ধীরে ...।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

প্রাক্তকায় [স] বিণ বড়ো আকারের। 'প্রাক্তকায় বৃক্ষাবলী শাখাবাহ প্রসবন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে।' রমহ্রদাস, ১৮৮১।

প্রাক্তকার [স] বিণ বিশালকায়। 'মহাদেবী প্রভৃতি প্রাক্তকার মহাব্যগ্রপণক বুঝাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রকার [স] ১ বি কৌশল। 'এতকৈ এ সব কাজের প্রকার জ্ঞানই আশেয়ে বিশেষ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি রকম। 'মনোহর-শাউরী শব্দক প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার কীর্ণ।' রামহ্রদাস, ১৭৮০। ৩ বি শ্রেণী। 'বিবিধ প্রকারে তরু শোভায় নির্মিলা।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি নিয়ম। 'হাজুর প্রকার সত্যনরে জানাইলা।' সুলতান, ১৭০০। ৫ ক্রিবিণ প্রায়। 'ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

প্রকারগত [স] বিণ স্বভাবগত। 'সরনারীর মানসিক ক্ষমতা পরস্পর প্রকারগত বিভিন্ন।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

প্রকারভেদ [স] বি বৈশিষ্ট্যগত তকাত। 'সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।' বঙ্কিম, ১৮৭৭।

প্রকারান্তর [স] বিণ ভিন্ন প্রকারে। 'ইউরোপীয় লোকেরদের পক্ষে প্রকারান্তর আইন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

প্রকারান্তরে [স] ক্রিবিণ পরোক্ষভাবে। 'প্রকারান্তরে হাতে ধরাটো ঘটে।' উমেশ, ১৮৫৭।

প্রকারান্তরেতে ক্রিবিণ ভিন্নভাবে। 'প্রকারান্তরেতেও তাঁহার উপকার করিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রকাশ [স] ১ বি সাধারণের সামনে প্রচার। 'সেবক বসন্ত জুড়ি করিলে প্রকাশ।' মালধর, ১৫০০; 'নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বন্ধ প্রকাশ ...।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি প্রদর্শন। 'আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আপনা নারের হেতু প্রকাশ প্রকাশ।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ৩ বি জ্ঞান। 'গঙ্গাশত-শতীর দেহেই প্রকাশ প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ ব্যক্ত। 'তার আশে আশা কথা করিমু প্রকাশ।' সুলতান, ১৭০০; 'মৃত্যুতা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালি।' রামহ্রদাস, ১৭৮০। ৫ বিণ ফসলা। 'পূর্বদিক প্রকাশ প্রকাশ ডাকাগলে।' রামহ্রদাস, ১৭৮০। ৬ অব্য কারণ। 'হিলাবকরা নীচুতি এই প্রকাশ নানা বিষয়ের অভিমাত্রী হইল পুস্তকটি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৭ বি মুদ্রণ। 'বারালা ও হিন্দুস্থানিও অনেক অনুবাদিত পুস্তক প্রকাশপূর্বক বিনামূল্যে সর্বত্র প্রেরণ করেন।' অক্ষর, ১৮৪২। ৮ ক্রি উদিত হওয়া। 'আকাশে নক্ষত্র প্রকাশ হইল।' গায়ী, ১৮৫৮। ৯ বি ব্যাখ্যা। 'পুঁথীর সমুদ্র যে আমার কৃত ভালো লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বঝতে পারব না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১০ বি প্রয়োগ। 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রকাশক [স] ১ বি সম্পাদক। 'সমাজ্যাদর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি নির্দেশক। 'আচার্যবাবহার প্রকাশক অবিনয়ের কীৰ্ত্তিপতাকা মহারত্ন বেদ।' অক্ষর, ১৮৭৭। ৩ বি লেখক; রচয়িতা। 'বেকন ও লাক ... প্রভৃতি সর্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আজ্ঞাব্যাহতে ভাসিত করি।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৪ বি গ্রন্থাদি প্রকাশকারী। 'প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা হৃদয়ের প্রাণপত্ত ভাব ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রকাশকতা [স] বি প্রকাশের যোগ্যতা। 'তাহাদের এই জ্যোতিঃ প্রকাশকতা-গুণ জানিতে পারি নাই।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রকাশকরণ [স] বি প্রকাশের কাজ। 'এ পুস্তক ছাপা করিয়া

প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক।' দর্পণ, ১৮২১।

প্রকাশকর্ম [স] ১ বিণ যোগাযোগ-সম্মম। 'ব্যক্তিকে প্রকাশকর্ম করে তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য।' শিব, ১৮৫৬। ২ বিণ বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সম্মম। 'বাংলা পদ্য ভাষার একটি সুষ্ঠু প্রকাশকর্ম রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে শুরু করে ...।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

প্রকাশকর্মতা [স] বি বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার শক্তি। 'অনেক সময়ে প্রকাশ কর্মতার অভাবকে ভাবাবিচ্ছিন্নতার পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'ইহাতে মানবের প্রকাশকর্মতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

প্রকাশধর্ম [স] বি প্রকাশের প্রবৃত্তি। 'আপনার প্রকাশধর্মটিকে ঝোলাতোতেই তাহার যে আনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রকাশন [স] বি প্রকাশ করা। 'বিদ্যালয় স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনই ছিল তাঁর ব্রত।' শরীফ, ১৯৭০।

প্রকাশপথ [স] বি সূচনাপথ। 'স্বীব্যস্তির প্রকাশপথ্যে দেহের দিকটাই যখন প্রধান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

প্রকাশ পাওয়া ১ ক্রি ব্যক্ত হওয়া। 'আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আকাশের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি সম্মানে প্রদর্শিত হওয়া। 'সোকারে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

প্রকাশপিয়ানী বিণ বিকশিত হতে চায় এমন। 'প্রকাশপিয়ানী ধরিত্রী বুকে বসে তথায় ফিরিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রকাশবান [স] বিণ প্রকাশিত হাছে এমন। 'এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষত্রে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রকাশভঙ্গি [স] বি প্রকাশের ধরন। 'মুহুরমনের পেওয়া শব্দ, প্রকাশভঙ্গি এবং অলঙ্কার লইয়া বাংলা সাহিত্য যে ঐশ্বর্যমণ্ডিতরূপে ...।' অজাদ, ১৯৪১।

প্রকাশভঙ্গিয়া [স] বি প্রকাশের কৌশল; স্টাইল। 'প্রকাশভঙ্গিয়া ও নিত্যন্ত অসুবিধায় তা অত্যন্ত শ্রুতিসুখের ও মধুর।' হাই, ১৯৫৪।

প্রকাশভেদ [স] বি প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য। 'দুঃখের তেমনি পরিণামভেদে প্রকাশভেদ হয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রকাশমান [স] ১ বিণ সবার চোখে পড়ে এমন; প্রকাশ্য। 'প্রকাশমান স্থানে টানাইনের।' ডানকল, ১৭৮৪। ২ বিণ স্পষ্ট। 'এই মত প্রকাশমান গর্প গল্প ভাষার টোনা অদ্যাপিও ...।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বিণ প্রকাশিত। 'তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা ... গরিবদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩২। ৪ বিণ দীক্ষিমান। 'স্বীকৃতির জ্যোতিঃ স্বীকৃতির মধ্যে বহুই প্রকাশমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রকাশ-মূর্তি [স] বি প্রকাশিত মূর্তি; ব্যক্ত রূপ। 'মনোভাবের সহস্র প্রকাশ-মূর্তি।' গান্ধী, ১৯৭১।

প্রকাশযোগ্য [স] বিণ প্রকাশের উপযুক্ত। 'আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৩৩; 'সে-বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রকাশরীতি [স] বি প্রকাশের পদ্ধতি। 'মাধ্যমের সার্থক প্রয়োগপদ্ধতি নাম প্রকাশরীতি।' শিব, ১৯৫৬।

প্রকাশলোক [স] বি দৃশ্যমান জগৎ। 'প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রকাশশক্তি [স] বি প্রকাশ করার ক্ষমতা। 'এই জ্যোতির আছে অমৃতান বেগ, আছে প্রাণশক্তি' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশশক্তি একবারে ঐশ্বর্যজালিক।' আইয়ুব, ১৯৭০।

প্রকাশ হওয়া ১ ক্রি মধ্যম হওয়া। 'কলিকাতাতে এক নতুন যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ ক্রি প্রমাণিত হওয়া। 'নির্দোষী প্রকাশ হয়ে পুসিগ থেকে বেরিয়ে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৯৭৪।

প্রকাশহীন [স] ১ বিণ শুষ্ক; সূকানো। 'আমার এই প্রকাশহীন ... আপনাকে যখন দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিণ প্রকাশিত হতে পারছে না এমন। 'দেশাভিমান যত তারম্বরে প্রকাশ করি-না কেন, আমাদের দেশ প্রকাশহীন হয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

প্রকাশ [স প্রকাশ] > ক্রি প্রকাশিত হওয়া। প্রকাশণ ক্রি প্রকাশিত হয়। 'কেনে চকু প্রকাশণ ক্ষেপে পুন আসে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

প্রকাশি ১ ক্রি প্রকাশ করে। 'সেইমত গোহুলের আনন্দ প্রকাশি ...।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি উদিত হয়ে। 'প্রকাশি রবিছে তারা।' আলোড়ন, ১৬৮০।

প্রকাশিত ১ ক্রি প্রকাশিত ক্রি প্রচার করতে। 'একদিন নিরঞ্জন প্রকাশিতে পূজা।' মানিকরায়, ১৭৮১। প্রকাশি ক্রি প্রকাশ করবে। 'রূপে আল দশদশি প্রকাশিবে ক্ষিতি।' রূপরায়, ১৭৫০।

প্রকাশিয়া ক্রি প্রকাশ করে। 'বস্ত্র প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। প্রকাশিল ১ ক্রি প্রকাশিত হলে। 'তবে হনুমন্তে কিছু রূপ প্রকাশিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

২ ক্রি প্রকাশ করলে। 'ক্রমে সব তেজ প্রকাশি নানারূপে।' রামহরদাস, ১৭৮০। প্রকাশিলু ক্রি প্রকাশ করলাম। 'মোর বাক্য এথা প্রকাশিলু সর্ব ধামে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

প্রকাশে ক্রি প্রকাশ করে। 'গীষ্ম প্রকাশে যেন পদের গৌরব।' মানিকরায়, ১৭৮১। প্রকাশনে ক্রি প্রকাশ করেন। 'হেন সে আনন্দ প্রকাশনে গৌরবায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

প্রকাশাব্যব্যক [স প্রকাশ-আব্যব্যক] বিণ প্রকাশ করা আব্যব্যক। 'যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রকাশাব্যব্যক নহে।' সুধাকর, ১৯৩১।

প্রকাশারম্ভ [স প্রকাশ-আরম্ভ] বি ছাণিয়ে বিকরের তরু। 'এতদেদীয় সুশিখিত অল্প বয়স্কদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে।' কৌমুদী, ১৮৩১।

প্রকাশার্শ [স প্রকাশ-অর্শ] ক্রিবিণ প্রকাশ করার জন্যে। 'ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় ছবি প্রকাশার্শ প্রদান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

প্রকাশিকা [স বিণ ক্রী প্রচারক। 'কলিকাতাহ লোকেরা কি কারণ সেই মহাবিপদ্য প্রকাশিকা সভার প্রতি অনুপ্রাণ শূন্য হইলেন ...।' প্রজ্ঞার, ১৮৪৭।

প্রকাশিত [স] ১ বিণ উদিত। 'পুনরিত ভাগ্য অণ্ডে প্রকাশিত ডেল।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বিণ দৃষ্ট। 'ভরবি সরণি যাব প্রকাশিত মনিরায়।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বিণ মুদ্রিত। 'এটি প্রকাশিত হইছিল কিনা জানা যায় না।' গৌর, ১৮২২। ৪ বিণ প্রচলিত।

'লক্ষ্য সেনের ক্রীড় বহু উপাখ্যান লোকে প্রকাশিত আছে।' গৌর, ১৮২২। ৫ বিণ প্রদর্শিত। 'প্রকীর্তন যত্র যাত্রা দৃষ্ট করিলে কীটপুণ্ড্রিণের আকৃতি যেরূপ দেখায়, এছলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৬ বিণ জ্ঞাত। 'দ্রব্য সমুদায়ের ত্বণ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৭।

৭ বিণ লিখিত। 'পাকাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিরণ পাঠেই আমরা তৎসময়ে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছি।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৮ বিণ প্রচারিত। 'উপনিষদ্বিধিবিধি নির্যাকার, নির্বিচার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রকাশিত [স] ১ বিণ উদিত। 'পুনরিত ভাগ্য অণ্ডে প্রকাশিত ডেল।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বিণ দৃষ্ট। 'ভরবি সরণি যাব প্রকাশিত মনিরায়।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বিণ মুদ্রিত। 'এটি প্রকাশিত হইছিল কিনা জানা যায় না।' গৌর, ১৮২২। ৪ বিণ প্রচলিত।

'লক্ষ্য সেনের ক্রীড় বহু উপাখ্যান লোকে প্রকাশিত আছে।' গৌর, ১৮২২। ৫ বিণ প্রদর্শিত। 'প্রকীর্তন যত্র যাত্রা দৃষ্ট করিলে কীটপুণ্ড্রিণের আকৃতি যেরূপ দেখায়, এছলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৬ বিণ জ্ঞাত। 'দ্রব্য সমুদায়ের ত্বণ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৭।

৭ বিণ লিখিত। 'পাকাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিরণ পাঠেই আমরা তৎসময়ে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছি।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৮ বিণ প্রচারিত। 'উপনিষদ্বিধিবিধি নির্যাকার, নির্বিচার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রকাশিত [স] ১ বিণ উদিত। 'পুনরিত ভাগ্য অণ্ডে প্রকাশিত ডেল।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বিণ দৃষ্ট। 'ভরবি সরণি যাব প্রকাশিত মনিরায়।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বিণ মুদ্রিত। 'এটি প্রকাশিত হইছিল কিনা জানা যায় না।' গৌর, ১৮২২। ৪ বিণ প্রচলিত।

'লক্ষ্য সেনের ক্রীড় বহু উপাখ্যান লোকে প্রকাশিত আছে।' গৌর, ১৮২২। ৫ বিণ প্রদর্শিত। 'প্রকীর্তন যত্র যাত্রা দৃষ্ট করিলে কীটপুণ্ড্রিণের আকৃতি যেরূপ দেখায়, এছলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৬ বিণ জ্ঞাত। 'দ্রব্য সমুদায়ের ত্বণ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৭।

৭ বিণ লিখিত। 'পাকাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিরণ পাঠেই আমরা তৎসময়ে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছি।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৮ বিণ প্রচারিত। 'উপনিষদ্বিধিবিধি নির্যাকার, নির্বিচার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রকাশিত [স] ১ বিণ উদিত। 'পুনরিত ভাগ্য অণ্ডে প্রকাশিত ডেল।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বিণ দৃষ্ট। 'ভরবি সরণি যাব প্রকাশিত মনিরায়।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বিণ মুদ্রিত। 'এটি প্রকাশিত হইছিল কিনা জানা যায় না।' গৌর, ১৮২২। ৪ বিণ প্রচলিত।

'লক্ষ্য সেনের ক্রীড় বহু উপাখ্যান লোকে প্রকাশিত আছে।' গৌর, ১৮২২। ৫ বিণ প্রদর্শিত। 'প্রকীর্তন যত্র যাত্রা দৃষ্ট করিলে কীটপুণ্ড্রিণের আকৃতি যেরূপ দেখায়, এছলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৬ বিণ জ্ঞাত। 'দ্রব্য সমুদায়ের ত্বণ হিন্দুদিগের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৭।

৭ বিণ লিখিত। 'পাকাত্য পণ্ডিতগণের প্রকাশিত বিরণ পাঠেই আমরা তৎসময়ে জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছি।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৮ বিণ প্রচারিত। 'উপনিষদ্বিধিবিধি নির্যাকার, নির্বিচার, জ্ঞানময়, পরমেশ্বরের আরাধনা, এই উভয়ও মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

১৮৫৪।

প্রকাশিতা [স] বিণ ক্রী প্রকাশ করা হয়েছে এমন। 'পশ্চিমা উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রকাশিতব্য [স] বিণ প্রকাশিত হবে এমন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিতব্য পুস্তকের লেখক।' কুলকুল, ১৯৩৬।

প্রকাশ্য [স] ১ বিণ সকলে দেখতে পায় এমন; 'প্রথম প্রকাশ্য প্রচার।' সুলতান, ১৭০০। 'বান্দা ও পারসির অক্ষর লিখিয়া ... প্রকাশ্য হানে টানাইলেন।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বিণ প্রকাশিতব্য। 'সে-সৃষ্টি কোনো ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো ক্রমশ প্রকাশ্য ... ক্রমশ লেখ্য।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

প্রকাশ্য ব্যাপার [স] বি চাফুস ঘটনা। 'প্রকাশ্য ব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্বথ খোঁয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রকাশ্যস্থল [স] বি খোলা জায়গা। 'অতি চিকন বস্ত্র পরাইয়া প্রকাশ্যস্থলে বাহুল্যসেবন করাইতে লাগিলেন।' হালিসহর, ১৮৭১।

প্রকাশ্যে [স] ক্রিবিণ জনসমক্ষে; সাধারণের সামনে। 'ইংরাজী পাঠনা, পাঠা গ্রন্থের অভাব, প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে বালিকা প্রেরণ করিতে লোকেরদের বিরোধ।' অক্ষর, ১৮৪৯।

প্রকাশ্যতঃ [স] ক্রিবিণ প্রকাশ্যে। 'প্রকাশ্যতঃ তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

প্রকাশ্যতম [স] বিণ সবচেয়ে উন্মুক্ত। 'এই প্রকাশ্যতম বিভাগের স্মারি কানুন সব শিখিয়া ফেলিল।' মানিক, ১৯৩৭।

প্রকাশ্যতা [স] বি স্পষ্টতা; প্রত্যক্ষতা। 'অপমানের অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুচিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রকাশ্যভাবে [স] ১ ক্রিবিণ খোলাখুলিভাবে। 'আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বিণ সবার চোখে পড়ে এমনভাবে। 'যে প্রকাশ্যভাবে পাণ করে সে সে-বিশেষণের অনধিগম্য।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

প্রকাশ্যে [স] বিণ প্রকাশ। 'এডমন, ১৭৯৩।

প্রকাশ [স প্রকাশ] বি উদয়। 'নিলমেয়ে জেন সফ ধনুর প্রকাশ।' মালাধর, ১৫০০।

প্রকাশ স্থান [স প্রকাশস্থান] বি প্রকাশ স্থান। 'ক্যালিফ, ১৭৯৬।

প্রকীর্তক [স প্রকীর্তক] বি (সংগীত) বিভাগ। 'পাহাড়ীআরাগাঃ। কীড়া। লগনী প্রকীর্তক।' বড়ু, ১৫০০।

প্রকীর্ত [স] বিণ ছাটো। 'উদ্ভাবনার বদলে মৌলিকতার অনুপস্থিতি এবং পুনরাবৃত্তি সে সাহিত্যে প্রকীর্ত।' শিব, ১৯৫৬।

প্রকীর্তি [স] বি বিপুল ব্যাভি। 'বৈরিতার অগ্রচল প্রকীর্তি আক্ষালি জরাজক অধিকারসম্য।' সুখীন্দ্র, ১৯৩১।

প্রকীর্তি [স প্রকীর্তি] বি বিপুল ব্যাভি। 'প্রকীর্তি আশ্রিয়া তেন মত মোর মায়।' মালাধর, ১৫০০।

প্রকীর্তিত [স] বিণ বিশেষভাবে ব্যাভিমান। 'প্রকীর্তিত সে কন্দরে ক্রমে বাদুড় বানায় বাসা।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রকৃপিত [স] বিণ অত্যন্ত প্রকট। 'পিত্র শ্রেষ্ঠা মেরকম প্রকৃপিত হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

প্রকৃত [স] ১ ক্রিবিণ ঠিকঠিক। 'কী নাম তোমার প্রকৃত কহিবে।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ নিচুল। 'তাহার প্রকৃত হিসাব দিব।' ১৭৯০।

প্রকৃত [স] ১ ক্রিবিণ ঠিকঠিক। 'কী নাম তোমার প্রকৃত কহিবে।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ নিচুল। 'তাহার প্রকৃত হিসাব দিব।' ১৭৯০।

প্রকৃত [স] ১ ক্রিবিণ ঠিকঠিক। 'কী নাম তোমার প্রকৃত কহিবে।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ নিচুল। 'তাহার প্রকৃত হিসাব দিব।' ১৭৯০।

প্রকৃত [স] ১ ক্রিবিণ ঠিকঠিক। 'কী নাম তোমার প্রকৃত কহিবে।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ নিচুল। 'তাহার প্রকৃত হিসাব দিব।' ১৭৯০।

প্রকৃত [স] ১ ক্রিবিণ ঠিকঠিক। 'কী নাম তোমার প্রকৃত কহিবে।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ নিচুল। 'তাহার প্রকৃত হিসাব দিব।' ১৭৯০।

প্রকৃত [স] ১ ক্রিবিণ ঠিকঠিক। 'কী নাম তোমার প্রকৃত কহিবে।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বিণ নিচুল। 'তাহার প্রকৃত হিসাব দিব।' ১৭৯০।

মেঘর, ১৭৮৭। ৩ কিং যথার্থ; বাস্তবিক। 'প্রবর্ত প্রকৃত কার্যে তবু নানা ঠাট।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৪ বিপ সত্যিকার; বাট। 'প্রকৃত ও প্রামাণ্য হেতু।' ডানকান, ১৭৮৪। 'সেই প্রকৃত ধর্মের পরিজ্ঞানার্থ যত্ন করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রকৃতপক্ষে [স] ত্রিবিধ কারণে। 'যাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে পৌরাণী বলি।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

প্রকৃত প্রস্তাব [স] বি আসল বিষয়। 'প্রকৃত প্রস্তাব আর ভুলিয়া থাকা উচিত নয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রকৃত প্রস্তাবে [স] ত্রিবিধ যথার্থভাবে। 'নাশিল প্রকৃত প্রস্তাবে সাব্যস্ত হইলে ...।' ডানকান, ১৭৮৫।

প্রকৃত বৈষম্য [স] বি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রভেদ। 'প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

প্রকৃতভাবে [স] ত্রিবিধ যথাযথ। 'উত্থন মনে করবে এই কল্পনাসৌক্যের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রকৃতরূপ [স] বিণ যথার্থ। 'তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা শাভের সম্ভাবনা।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রকৃতহুজ্ঞান [স] বি সুস্থ-স্বাভাবিক ব্যক্তি। 'অথচ কেউ তো সদা প্রকৃতহুজ্ঞান নয়।' শওকত, ১৯৭২।

প্রকৃতাত্তিরিক [স] প্রকৃত-অতিরিক্ত। বিণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। 'তাঁহা প্রকৃতাত্তিরিক।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রকৃতার্থ [স] প্রকৃত-অর্থ। ১ বি প্রকৃত অর্থ। 'শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি সঠিক তথ্য। 'তদ্বিষয়ে প্রকৃতার্থ আমরা অবগত নহি।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

প্রকৃতি [স] ১ বি নারী। 'প্রকৃতি পরেখি সুপুরুষ পেম।' বিদ্যাসুত, ১৮৬০; 'ইহার এক একটি প্রকৃতি লইয়া বাস করে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি (ভারতীয় দর্শন) সৃষ্টির মূল হিসেবে কল্পিত সত্তা সক্রিয় সত্তা (পুরুষ হলো নির্ণয় তেজস সত্তা)। 'প্রকৃতি ব্রহ্মণ দেবি স্রীষ্টির পালনি।' মাহাশ্বর, ১৫০০; 'প্রকৃতি পুরুষ ভূমি ভূমি পরাংপর।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি বৈশিষ্ট্য। 'বুদ্ধিজীবী জীবের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্মিষ্ট প্রকৃতি আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি ধ্বন। 'আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনা কেবলই বর্ণন করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বি নির্ণয়। 'কেমাকের ছাড়া যেন প্রকৃতির শিরে।' ওষ, ১৮৫৮; 'প্রকৃতির ... এই শোখলি লগ্নে সুখল ফলিলেও ফলিতে পারে।' মঙ্গলরক্ষ, ১৯০৮। ৬ বি নিয়ম; রীতি। 'স্বাধীন দেশে স্বাধীন প্রকৃতি।' মঙ্গলরক্ষ, ১৮৮৫।

প্রকৃতিক [স] ১ বিণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'পরমাণু ও যৌজা বিষয়ে বিভিন্ন প্রকৃতিক।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি স্বভাবসম্পন্ন। 'সরল প্রকৃতিক সীতালগ্ন মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত।' নন্দক, ১৮৯৮।

প্রকৃতিগত [স] বিণ স্বভাববিন্দু। 'যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'মানুষের যাহা প্রকৃতিগত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রকৃতিজন্মা [স] বিণ স্রী প্রকৃতিজাত। 'ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্মা।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

প্রকৃতিভূত [স] বি প্রকৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'জীবভূত, রসায়নভূত, প্রকৃতিভূত আপন আপন গীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

প্রকৃতিভূতবিন্দ [স] বিণ প্রকৃতি সম্পর্কিত বিদ্যায় পারদর্শী। 'প্রকৃতির

নিয়মের প্রতি প্রকৃতিভূতবিন্দ যুরোপের যেরূপ অটল বিশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রকৃতিদশ [স] ১ বিণ প্রকৃতি দিয়েছে এমন। 'প্রকৃতিদশ উপাদান দিয়েই মন বাক্যাদি রচনা করে।' প্রমথ, ১৯১০। ২ বিণ স্বভাবসুলভ। 'প্রথম জন্মে তাহার প্রকৃতিদশ চঞ্চলতা।' নজরুল, ১৯২২।

প্রকৃতিদেবী [স] বি প্রকৃতিরূপ দেবী। 'প্রকৃতিদেবীর সেই অপরমেয় গম্ভীর রূপ।' শরৎ, ১৯১৭।

প্রকৃতিনিহিত [স] বিণ স্বভাবজাত। 'আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি ফিরে পাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রকৃতি-পট [স] বি প্রকৃতির মানচিত্র। 'পরিপ্রম যে আবশ্যক ও বিস্ময়, তাহা আমাদের প্রকৃতি-পটে সুস্পষ্ট লিখিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রকৃতিপুঞ্জ [স] বি প্রজাসাধারণ। 'প্রকৃতিপুঞ্জের সহাবধী শোণিত।' সাধারণী, ১৮৭৫; 'প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে টাঙ্গা আদায় করিয়া ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৫।

প্রকৃতিপ্রদত্ত [স] বিণ প্রকৃতি দিয়েছে এমন। 'প্রকৃতিপ্রদত্ত কবচচুলবিভূষিত।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

প্রকৃতিস্রীতি [স] বি প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ। 'রেনেসাঁসের প্রকৃতিস্রীতি সম্বন্ধে সবচাইতে সুন্দর বর্ণনা ...।' শিব, ১৯৫৬।

প্রকৃতিবল্লভ [স] বিণ স্রী স্বভাবপ্রিয়া। 'পরলোচা প্রকৃতিবল্লভ হইলেও কান্দবীর নিকট হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রকৃতিবাদ [স] বি প্রকৃতি ব্যাধি সৃষ্টি ও জন্মে সাহিত্য হয় - এই মতবাদ। 'উভয়ের ফল প্রকৃতিবাদ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

প্রকৃতিবিজ্ঞয় [স] বি প্রকৃতির উপর অধিপত্য। 'অতএব, বলতে ইচ্ছে হয়, প্রকৃতিবিজ্ঞান না হলেই যেন ভাল হত।' মোতাহের, ১৯৫০।

প্রকৃতিবিজ্ঞয়লব্ধ [স] বিণ প্রকৃতিকে জয় করার মাধ্যমে অর্জিত। 'প্রকৃতিবিজ্ঞয়লব্ধ সমৃদ্ধির সার্থক বিতরণই তাদের কাছে প্রগতি।' মোতাহের, ১৯৫০।

প্রকৃতিবিজ্ঞানী [স] বি প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানী। 'প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে মহাশূন্যে শক্তির সমবিকিরণের ফলে ...।' শিব, ১৯৬০।

প্রকৃতিবিনীত [স] বিণ আচার-আচরণ নষ্ট এমন। 'প্রকৃতিবিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।' ক্ষুদ্রদাস, ১৫৮০।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ [স] ১ বিণ স্বাভাবিক নয় এমন। 'বাস্তবিক যেন তৈল ও জলের একত্র সম্মিলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বিণ স্বভাবের বিপরীত। 'পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রকৃতিবিশিষ্ট [স] বিণ স্বভাববিশিষ্ট। 'সে ইতর প্রকৃতিবিশিষ্ট।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রকৃতিমাতা [স] বি প্রকৃতিরূপ মাতা। 'বিবাসে প্রকৃতিমাতা তখন বাস্পজ্ঞান-গীতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

প্রকৃতিমূলক [স] বিণ স্বভাবের সঙ্গে মিল আছে এমন। 'আমাদের এই অতি মনোহর আশাবৃক্ষ ... আমাদের প্রকৃতিমূলক।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

প্রকৃতিরচিত [স] বিণ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। 'প্রদেশগুলির মধ্যে প্রকৃতিরচিত সেরূপ কোন দূর্বর্ত্য বাবনানাই।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

প্রকৃতি-রসিক

প্রকৃতি-রসিক [স] **বিশ** প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করে এমন। 'সৌন্দর্যবিশাস্য প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্ম।' **বিভূতি**, ১৯৩৮।

প্রকৃতিসরলা [স] **বিশ** সরল 'সজববিশিষ্ট'। 'তিনি যথার্থই ব্যঙ্গালির মেয়ে – প্রকৃতিসরলা ও বুদ্ধিমতী।' **প্রমথ**, ১৯৩৭।

প্রকৃতিসাধন [স] **বি** বৈদ্য। 'ইহাদেশে ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন সাক্ষরত্ব অনেককে নিমৃৎ ভাব সাহিত্যিক শাশে সন্নিবেশিত থাকে।' **অক্ষর**, ১৮৫০।

প্রকৃতিসিদ্ধ [স] **বিশ** স্বভাবজাত। 'এটা একেবারেই আমার প্রকৃতিসিদ্ধ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

প্রকৃতিত্ব [স] ১ **বিশ** স্বাভাবিক অবস্থাধার। 'কোনও প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিত্ব করিতে পারিল না।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭। ২ **বিশ** সক্রিয়। 'চন্দ্র ও রূপ প্রকৃতিত্ব থাকিলে চন্দ্রকণ শূণ্য কাম্পি যেতকণ দেখার না।' **অক্ষর**, ১৮৪৮।

প্রকৃতিহা [স] **বিশ** দীর্ঘ। 'পার্বতী প্রকৃতিহা হইয়া নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রের অনেক কথা কহিয়া উলাইল।' **পদ্ম**, ১৯১৭।

প্রকৃতি [স] **বিশ** উৎকৃষ্ট। 'প্রসন্ন পর্বতমুখী প্রকৃষ্ট প্রভাব।' **রামপ্রসাদ**, ১৭৮০।

প্রকৃষ্টতম [স] **বিশ** সর্বোত্তম। 'আদর্শের সাধ্যন্যে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল অভিব্যক্তির ব্যঙ্গালীর জীবন-সাধনার প্রকৃষ্টতম পথ।' **ওজস্বেন**, ১৯৪০।

প্রকৃষ্টভাবে **ক্রিয়ণ** উত্তমরূপে। 'প্রকৃষ্টভাবে চর্য করবে গেলেই যত্ন চাই।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১।

প্রকৃষ্টরূপে [স] **ক্রিয়ণ** উত্তমরূপে। '... যদিও পাঠকেরা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত আছেন ...।' **প্রত্যক**, ১৮৫১।

প্রকোশ [স] **বি** প্রাবল্য। 'বালশ্রীর ঘরে মামলা-মোকদ্দমার বিদ্যাক্ষর প্রকোশ দেখা যাইতেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

প্রকোশিত [স] **বিশ** আলোড়িত। 'সমুদ্র প্রকোশিত হইয়া-আহোমিষ্টরূপ কন্যারাজ্যেজকে ... করিতে লাগিল।' **কৃষ্ণকমল**, ১৮৫৮।

প্রকোষ্ঠ [স] ১ **বি** মঞ্চ। 'বাতির মধ্যে চারি পাঁচ প্রকোষ্ঠ।' **দর্পণ**, ১৮১৮। ২ **বি** কক্ষ; কোঠা। 'কোন দিশে কেমন প্রকোষ্ঠ করিলে মোড়া হয়।' **দর্পণ**, ১৮৫২।

প্রকোষ্ঠ [স] **বিশ** আলোচ্য। 'প্রকোষ্ঠ বিঘরের বর্ণনাক্রমে বখাবৎ স্থানে ক্রমে লিখিত হইবে।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭৪।

প্রক্রেম [স] **বি** বোধবা। 'কুইন বয়স্কা বাস প্রক্রেম করতেন।' **হুতাম**, ১৮৬১।

প্রক্লি [স] **বি** প্রতিবিম্বিত। 'শিখর-শিখরিজ্জিরা প্রক্লিতে কাজ চলাইতেছেন।' **মনসুর**, ১৯৪৫।

প্রকালন [স] **বি** থোয়া। 'বিজ্ঞাপণ প্রকালন কৈল সেই বরে।' **মাল্যধর**, ১৫০০। 'পার প্রকালন করি ...।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

প্রকাল্লা [স] **প্রকালন** >। 'প্রকালন করা বা থোয়া।' **প্রতি** উষা দেয় নবীন আশার আলো দিগে প্রকালি।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪৫।

প্রকালিত [স] **বিশ** যৌত। 'সে জনে তাঁহার দৃষ্টিভিত্তি প্রীতির চিহ্ন প্রকালিত হয় না।' **অক্ষর**, ১৮৫৬।

প্রক্লিষ্ট [স] ১ **বিশ** রচনার মধ্যে লেখক ছাড়া অন্য কারও দ্বারা সংযোজিত। 'ইহাওয়ে উল্লিখিতপ্রদ নূতন নূতন বসন প্রক্লিষ্ট হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।' **অক্ষর**, ১৮০০। ২ **বিশ** লিপিক্ত।

'চারি জনকে অর্থপ্রদানে প্রক্লিষ্ট করা, অবধারিত হইল।' **বিদ্যা**, ১৮৬৩। ৩ **বিশ** অপ্রাকৃত। 'মুদ্রলাভের ইচ্ছায়া সে কাহিনী প্রক্লিষ্ট।' **অনিত**, ১৯৩৬।

প্রকোশ [স] **বি** নিবেশ। 'আপনারা পিতা সে গবে কটক কর্ম প্রকোশ করো ...।' **রামমোহন**, ১৮১৭।

প্রকোড়নধারী [স] **বিশ** মোহার ধনুসধারী। 'প্রকোড়নধারী বীর, দুর্বীর সমরে।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

প্রব্র [স] ১ **বিশ** ব্যারো। 'প্রব্র নবর জন্মের।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ২ **বিশ** ক্ষিপ্র। 'পারসি আরবি কর কত নাহি মৃত্যু ভায় সমরে প্রব্র যেন বাঘ।' **রামমঙ্গল**, ১৭৮০। ৩ **বিশ** চতুর। 'তাহারদিশের একজন যে বড় প্রব্র হিল।' **ভাগিনী**, ১৮০০। ৪ **বিশ** তীব্র। 'তাহারা আরোহণ ক্রোশ ও প্রব্র বেগে তোলে একান্ত রুদ্ধ।' **অক্ষর**, ১৮৪৮। ৫ **বিশ** তীক্ষ্ণ। 'আমাদিশের প্রব্র বুদ্ধির সহিত তাহাদিশের বল ও বীর্যের সম্যোগ হইলে ...।' **অক্ষর**, ১৮৪৯। ৬ **বিশ** উজ্জ্বল। 'কতকগুলি নব্য গ্রহকরের প্রব্র মুখজ্যোতির সহ্য করিতে না-পারিয়া ...।' **অক্ষর**, ১৮৪৯। ৭ **বিশ** রুদ্ধ। 'চাকর দাসী কি টিকিতে পারে তোমার প্রব্র মুখের ধারে?' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৯। ৮ **বিশ** উচ্চ। 'প্রব্র কবল আর কঁায়া বাগিশে।' **শামসুর**, ১৯০৩। ৯ **বিশ** শান্তি; প্রতিবাদী। 'প্রব্র পোষ্টার চকিতে বলসে ওঠে এলসা স্বদয়ে।' **শামসুর**, ১৯১২।

প্রব্রকৃত [স] **বিশ** অত্যন্ত তীব্র। 'সুর্দেবে আপনার প্রব্রকৃতর স্তম্ভজাল এ স্থল হতে সমধন করছেন।' **মাইকেল**, ১৮৫৯।

প্রব্রতা [স] ১ **বি** তীক্ষ্ণতা। 'সাহেবদিশের বলাতীর বুদ্ধির প্রব্রতা।' **দর্পণ**, ১৮০৫। ২ **বি** তীব্রতা। 'প্রব্রতা গোপন করিয়া রাখিবেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

প্রব্রমূর্তি [স] **বিশ** ভয়ঙ্কর চেহারাধারিণী। 'প্রব্রমূর্তি অগ্নিশর্ম ছায় মরে আভয়ে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

প্রব্রবশক্তি [স] **বি** তীব্রশক্তি। 'ইহাদেশে ব্রাহ্মসিদ্ধির প্রব্রবশক্তিসম্পন্ন।' **অক্ষর**, ১৮৪৯।

প্রব্রবশালিত [স] **বিশ** তীক্ষ্ণদ্বার। 'তীব্র পরিশরের দ্বারা প্রব্রবশালিত সেই প্রব্রকটি।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

প্রব্রবশুদ্ধ [স] **বিশ** অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নির্বিশিষ্ট। 'একটি বালিকা একটা প্রব্রবশুদ্ধ প্রকাত গোকার গলার দণ্ডিতে ধরে নিশ্চিতমনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

প্রব্রা [স] **ক্রি** গীমিমান হওয়া। 'অসীম মহিমা তব, বখন প্রব্রের।' **মাইকেল**, ১৮৬৬।

প্রব্রা [স] ১ **বিশ** তীব্র। 'তবিরয়ে আপনাদের অতি প্রব্রা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগন করাতো ...।' **অক্ষর**, ১৮৪৯। ২ **বিশ** তীব্র বুদ্ধিসম্পন্ন। 'দায়িকটি বুদ্ধিতে প্রব্রা।' **শামসুর**, ১৯০৭।

প্রব্রোদিত [স] **বিশ** বিশেষভাবে প্রোদিত। 'প্রব্রের প্রব্রোদিত গিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭২।

প্রব্র্যাত [স] **বিশ** গ্রন্থক। 'আমুদকে ... নববীণ নামে প্রব্র্যাত করিয়াছিলেন।' **দর্পণ**, ১৮০৮।

প্রব্র্যাতনামা [স] **বিশ** বিখ্যাত। 'সাত্তের মতো পিত্রাবীও একজন প্রব্র্যাতনামা ইতালীয় কবি ছিলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১। 'যদি সে আত্মজন প্রব্র্যাতনামা পুরুষ হন ...।' **মুক্ততর**, ১৯৫৯।

প্রব্র্যাপন [স] **বি** প্রচার। 'তবে যে কেরি ক্রন্দন বসোভাগ্য প্রব্র্যাপন।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

প্রগতি [স] বি সামনের দিকে যাওয়ার পন্থা। 'যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজ্জ্বল পথে ভ্রমের চেষ্টা-চাপায়ে প্রবৃত্ত হিঙ্গল' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'ভাঙলো প্রগতির ধার আছে নিরোধি' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রগতিক [স] বি ক্রমোন্নতিশীল। 'যেথা মুকুরিত মহানুশ্য, সমুদ্রের লিঙ্গা ও প্রতীক, দুইভাষা, বর্ষ, প্রগতিক' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

প্রগতিভক্ত [স] বি প্রগতিবান। 'ঐতিহাসিক প্রগতিভক্তের বিভিন্ন সূত্র ভাঙার, বিহীন, সিবন, কঁদুসহ প্রকৃতির রনায় দেহতে পাই' শিব, ১৯৫৬।

প্রগতিশীল [স] প্রগতি+স পদ্য। ১ বি প্রগতিশীল। 'প্রগতিশীল ব্যক্তিমধ্যেই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়েছে' ওজাঙ্গন, ১৯৪০। ২ বি আধুনিক। 'শহরে মেয়েরা যথেষ্ট প্রগতিশীল' বেগম, ১৯৭২।

প্রগতিস্বরূপতা [স] বি প্রগতিশীলতা। 'উচ্চশিক্ষিত ও প্রগতিস্বরূপতার দাবিদার' মোহনসিং, ১৯৮০।

প্রগতিবাদিনী [স] বি স্ত্রী প্রগতির কথা বলে এমন। 'মুখেতে সবাই প্রগতিবাদিনী, কাজে প্রাণীর বাজা' যশীল, ১৯০১।

প্রগতিবাদী [স] ১ বি প্রগতিবাদী। 'এ কথা যে কেবল বর্তমান প্রগতিবাদীপন্থই প্রচার করেন তা নয়' বেগম, ১৯৪৮। ২ বি প্রগতিপন্থী এমন। 'প্রগতিবাদী মেয়েদের মধ্যে হীন প্রচারণা' বেগম, ১৯৪৯।

প্রগতিবিরোধী [স] বি পন্থা পরিবর্তন ও উন্নয়নের পক্ষে নয় এমন। 'ইসলামসম্মত পন্থাপ্রথা প্রগতিবিরোধী বর্তমান পন্থাপ্রথা নয়' বেগম, ১৯৪৮।

প্রগতিমূলক [স] ১ বি প্রগতিশীল। 'প্রগতিমূলক অবস্থার এমন কিছু সাধারণ শিক্ষার কথাও তোলা যায় না' বেগম, ১৯৪৯। ২ বি উন্নয়নমূলক। 'যাতৃমঙ্গল, শিতকর্য্যাপ সন্দন, নারী-শিক্ষারতন' ইকবাল হামিদার প্রগতিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ...' বেগম, ১৯৫৪।

প্রগতিশীল [স] বি বর্তমানের ইতিবাচক পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে এমন; প্রগতিপন্থী। 'প্রগতিশীল বিশ্রাণীর উত্তর না হলে এর চেতনা আসবে না' রজনক ১৯২৭।

প্রগতিশীলতা [স] বি আধুনিকতা। 'মুসলিম মহিলাদের চিন্তাধারার এই প্রগতিশীলতা ... উচ্চল ভবিষ্যতের সূচনা করছে' বেগম, ১৯৪৮।

প্রগতিশীল [স] বি স্ত্রী প্রগতিপন্থী। 'আধুনিক মননশীলতা ও প্রগতিশীলতা মুসলিম নারী' বেগম, ১৯৪৭।

প্রগল্ভ [স] ১ বি প্রচারিত। 'তারা বৈদিকযুগের প্রভাবে এত দিন প্রগল্ভ হইতে পরিয়াছিল না' মুহাম্মদ, ১৮১০। ২ বি অধিকার। 'কেহ উজীরে প্রগল্ভ, - কি কাল, কহ প্রায় উপরে' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি ব্যাচল্যাপূর্ণ। 'অগ্রসরী পণ্ডিতমিমানিদের প্রগল্ভ বচন শ্রবণে ...' বঙ্গবর্নন, ১৮৭২। ৪ বি প্রগল্ভ। 'দূর হও, কে ভাবে তোমারে? বাহ বাহ তার কথা কে চাহে পন্থিতে - প্রগল্ভ ব্রাহ্মণ, দুর্বা' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বি স্বতঃকৃত। 'শান্তির ইতিহাস নামে বিশ্বের প্রগল্ভ প্রকাশে' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ বি উজ্জল। 'দাণ্ডিধর্ম প্রচার পরতো যেক প্রগল্ভ রক্তিত রাশে' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৭ বি উজ্জলিত। 'আছাদের দাক্ষিণ্যে না সে হয়েছে প্রগল্ভ' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রগল্ভতা [স] ১ বি উজ্জল। 'অতি প্রগল্ভতার সহিত কে একজন কথা কহে' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বি ব্যাচল্য। 'পাকা কথাও

জ্যোতিষ এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি ঝুটতা। 'তোমার প্রগল্ভতা অত্যন্ত অনশ্য' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রগল্ভতা [স] ১ বি বৈধবঙ্গ্যপ্রাপ্ত নারিকার প্রকারবিবেচ। 'মুখ্য মধ্য প্রগল্ভতা ভাষার তেজ তিন' ভারত, ১৭৬০। ২ বি স্ত্রী ব্যাচল্য। 'আর-এক জন প্রগল্ভতা কহিল' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রগাঢ় [স] ১ বি গভীর। 'কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য ...' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বি নিবিড়। 'প্রগাঢ় প্রেমোদন দ্বারা অবিশ্রান্ত প্রাণিত রহিয়াছে' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি গাঢ়তাপূর্ণ। 'তাদৃশ প্রগাঢ় গ্রন্থ সত্যতার সকলের বুদ্ধিমা ইহাবির বিঘ্ন নয়' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ বি আন্তরিক। 'প্রগাঢ় তক্তি ও বক্রাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিলে' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি পন্থিত। 'প্রগাঢ় পরিচয় হইত না' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৬ বি অন্ধ করে দেয় এমন। 'অহিষ্ঠার মধ্যে প্রগাঢ় মোহনপ্রবাহ সম্ভার করিয়া দিল' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৭ বি অবিচল। 'সূত্রিতাকে যে ব্যক্তি এমন প্রগাঢ় সত্যরূপে দেখিয়াছে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রগাঢ়তর [স] বি অতিশয় নিবিড়। 'তাহাদের প্রগাঢ়তর গুরুত্ব উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান পরিপক্ব হয়' অক্ষয়, ১৮৫০। 'তাহার পঠিতর এমন অস্তিনব আনন্দময় তাহার ছিল এমন প্রগাঢ়তর' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রগাঢ়তা [স] ১ বি অতিশয় গাঢ়তা; গভীরতা। 'তোমরা যে সকল প্রত্যক্ষশ্রিয়া থাক, তাহার পূর্ণাঙ্গের একা থাকে না, তাহের প্রগাঢ়তা থাকে না' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি পরিপক্বতা। 'চন্দ্রাসাদের প্রেমে ভুক্তির বরনের প্রগাঢ়তা আছে' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রগাঢ়ভাবে [স] ক্রিবি অত্যন্ত গাঢ়ভাবে। 'সে-মাঝার প্রগাঢ়ভাবে নীহন' ওজাঙ্গী, ১৯৪৮।

প্রগাঢ়রূপে [স] ক্রিবি গভীরভাবে। 'সংকল্প শান্ত অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন' রাজ, ১৮৭৪। 'শিল্পকে মা অযোগ্যপ্রাণ অত্যন্ত অনুভব করেন' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

প্রঘাত [স] বি প্রচণ্ড আঘাত। 'কন্যে আসিয়া যতিকা-প্রঘাতক লগিতো লাগিল' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

প্রঘোষিত [স] বি পন্থিত। 'অটিকাটী জীবনবহ প্রঘোষিত হইল' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

প্রচণ্ড [স] ১ বি ভয়ানক। 'অতি ত প্রচণ্ড তেজ দেহিতে ভাঙার' মালধর, ১৫০০; 'প্রচণ্ড তপনতাপ ভাসু নদী নয়' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উচ্চ। 'তুল্য সব উড়ি যার শব্দ হয় প্রচণ্ড' কুরুদাস, ১৫৮০। ৩ বি অতিশয়। 'তৃতীরে দীর্ঘনিদ্রার মহিমা প্রচণ্ড' কুরুদাস, ১৫৮০। ৪ বি তীব্র। 'জলরাশি সতেজে নদী-মধ্যে প্রবহ করিয়া প্রচণ্ড-বেগে থমন করিতে থাকে' অক্ষয়, ১৮৭৭। ৫ বি দমকা। 'দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বি প্রবল। 'আর্য-আর্যের প্রচণ্ড অতিশয়োক্ত দেহিতে পাই' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৭ বি প্রবল তারুণ্য। 'আর প্রচণ্ড, আর যে আমার কাঁচা' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

প্রচণ্ডাঘাতি [স] বি প্রচণ্ড গমন করে এমন। 'প্রচণ্ডাঘাতি মৈত্রিক রথ সহসা স্থগিত করা সুকঠিন' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রচণ্ডতম [স] বি অতি প্রবল। 'প্রচণ্ডতম নিদ্রাঘোরে যার ক্ষয়কতি হয় না' মুকুন্দ, ১৯০৬।

প্রচণ্ডতর [স] বি প্রবলতর। 'সে ... সূর্যের ন্যায় প্রচণ্ডতর' মুহাম্মদ, ১৮১০।

প্রচণ্ডতা [স] ১ বি প্রবলতর; উচ্চতা। 'নিচেষ্টতার বিরুদ্ধে এই

প্রচলন

প্রচলনার 'কড়' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ভদ্রকরভা। 'তার অগ্নি
আবর্তের চিত্রনাট্য প্রচলন দেখে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রচলন [স] বি উদ্ভূতি। 'অতি ত প্রচলন দেখি ভয়বর।' *মালাধর*, ১৫০০।

প্রচলন [স] ১ বিণ প্রচলিত। 'যোভার ব্যবহার কুমল প্রচলন
হইবার পূর্বে ...' *ভারতী*, ১৮০৩। ২ বিণ প্রচলিত। 'জনর
প্রচলন হওয়াতে প্রজাতির প্রকর শতরূপে বর্ধিত হইয়াছে।' *সোমপ্রকাশ*, ১৮৭৩।

প্রচলি [স] প্রচলি। 'সিংহেশ্বর নাম আইল বকহি প্রচলি।' *বিজয়*,
১৬৫০।

প্রচলন [স] ১ বি প্রচার। 'তত্ত্বজ্ঞান প্রচলন উদ্দেশ্যে ... মঠ প্রতিষ্ঠিত
করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ বি চালু। 'যে পর্বত কবিময়ী-মহলে
পাদুকায় সম্পূর্ণ প্রচলন না হয় সে পর্বত আমি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।
৩ বি ব্যবহার। 'সব অপেক্ষা গণ শব্দের প্রচলন অনেক বেশি।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯৮। ৪ বি উপস্থিতি। 'পানিকাকেরও যথেষ্ট প্রচলন
আছে।' *একসময়*, ১৯১৫। ৫ বি প্রবর্তন। 'কব্যভাষার প্রচলন ছোট
একটা সাময়িক উল্লাস যার।' *মোহনন্দী*, ১৯৮৮।

প্রচলিত [স] ১ বিণ চালু আছে এমন। 'চৌড় দেশ প্রচলিত 'সুতি শাষ'।
দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ প্রবর্তিত। 'এইক্ষন ইউরোপীয় খটকা যন্ত্রের
বাহ্যে দ্বারা বেলা কালের পরিমাণ প্রচলিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*,
১৮৪৭। ৩ বিণ ব্যবহৃত। 'অভিযেন যতই প্রচলিত হইতে লাগিল
ততই মূল্যও উঠিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ বিণ জনপ্রিয়।
'সুদূরে ক্রিয়াতে ভাণ্ড, এ কথা আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রচলিত।' *রবীন্দ্র*,
১৮৮৭।

প্রচলিতা [স] বিণ শ্রী চালু। 'এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিত
হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

প্রচলিতাবধারিত [স] প্রচলিত-অবধারিত। বিণ পরিচালিত ও
নির্ধারিত। 'সমস্ত কথ্য হিন্দু শিক্ষক কর্তৃক প্রচলিতাবধারিত
হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

প্রচলত [স] পদার্থ। বি পরবর্তী কাল। 'প্রচলত তাহান পরোলোক হইলো।'
আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

প্রচার [স] ১ বি প্রকাশ। 'নিবারণি নাহি জানি কবির প্রচার।' *মালাধর*,
১৫০০। ২ বিণ প্রচলিত। 'তবে প্রচার য' শব্দার পদ্ধতি ...' *মুকুন্দ*,
১৬০০। ৩ বি জনাজানি। 'সকল কথা গল্পার পুণী মধ্য
প্রচার হইলো।' *রায়মহল*, ১৮০১। ৪ বি প্রচলন। 'বঙ্গভাষা সন্ডাক
বে সকল সংকৃত ভাষার প্রচার আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৯। ৫ বি ছড়িয়ে
দেওয়া। 'সুশিক্ষা প্রচার করাই তাহার একমাত্র ব্রত।' *রবীন্দ্র*,
১৮৮১। ৬ বি প্রচলন। 'পূর্বকাল মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার
নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৭ বি ঘোষণা। 'তাহাকে ব্রহ্ম ও অনুরক্ত
বলিয়া প্রচার করিতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৮ বি প্রকাশ। 'তত্ত্বজ্ঞান
ও আত্মপ্রতিমান প্রচার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

প্রচারক [স] বি প্রচার করে যে। 'তাহা পূর্বকালীন ধর্ম
প্রচারকদের শব্দেও অপ্রচার ছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

প্রচার করা ১ ক্রি সর্বসাধারণকে জানানো। 'স্মরণ ও প্রয়াণ প্রদেশে
পর্যাপ্তপূর্বক স্বধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ২ ক্রি
ছড়ানো। 'চুকটিট মেয়ের উপর পড়ে সখ্য দুর্ভাগ প্রচার করে তার
অন্তরের ...' *প্রথম*, ১৯১৫।

প্রচারকর্তা, প্রচারকর্তী [স] বি প্রচারকারী ব্যক্তি। প্রচারক। 'তিনি ...

তাম্রেশের চিকিৎসাপাত্র প্রচারকর্তী।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

প্রচারকার্য, প্রচারকার্য [স] বি প্রচারণার কাজ। 'যথার্থ মৃত্ত বিধান
ব্যক্তির প্রচারকার্য অপরিহার্য হইয়া গঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।
'নির্বাচনী প্রচারকার্যের সদর দফতর হিসাবে ব্যবহার করা
হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

প্রচারপত্র [স] বিণ প্রচার সংক্রান্ত। 'উহার প্রচারণাত সাফল্য তেমন
কিছু হয় নাই।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

প্রচার-চক্রী [স] বি সমবেতভাবে প্রচার করে এমন চক্র। 'এইসর
প্রচার-চক্রীর দল কত বে বিতীষিকার কাহিনী আমদানী করিয়াছে
...।' *আজাদ*, ১৯৪২।

প্রচারণ [স] বি প্রচারের কাজ। 'রাশমণ্ড-ভক্তি শোকে করিতে
প্রচারণ।' *কৃত্যসান*, ১৫৮০।

প্রচারণা [স] বি প্রচারকার্য। 'এই প্রচারণার ফলে গ্রামে অনেক দুর্বল
অভিভাবক ...' *বোম*, ১৯৪৯।

প্রচারপত্র [স] বি ঘোষণাপত্র। 'নির্বাচনী প্রচারপত্রে কৃষকদের উদ্ধার
সাধনের অনেক কিছু প্রতিশ্রুতির বাক্য সেবা যায়।' *সংগত*,
১৯৩৮।

প্রচার-বিভাগ [স] বি সরকারি প্রচার-প্রচারণা চালার যে বিভাগ।
'প্রচার-বিভাগ এই দুঃসময়েও জনসাধারণের সহিত বহিঃকর্তা করিতে
আজ্ঞা করিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রচারমাধ্যম [স] বি প্রচারের বাহন; সংবাদপত্রাদি। 'প্রত্যেকটি
পত্রীর নিজস্ব বিধুমতী ও প্রচারমাধ্যম ছিল।' *আনোয়ার*, ১৯৭০।

প্রচারমুখী [স] বিণ প্রচার করা হয় এমন। 'জননত গড়তে গিয়ে
দেশের ভাবকে তাদের প্রচারমুখী আদর্শের বাহন করে তোলে।' *হাই*,
১৯৫৮।

প্রচার সম্পাদিকা [স] বি স্ত্রী প্রচারণা সংক্রান্ত কার্যাদি
সম্পাদনকারী। 'প্রচার সম্পাদিকা - বেগম ...' *বেগম*, ১৯৭২।

প্রচারার্থে ক্রিয়ণ প্রচারের জন্যে। 'তাহারা মৃত্যুকালে বিদ্যা
প্রচারার্থে বীর-সম্পত্তি দান করিয়া গেলো ...' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

প্রচার [স] প্রচার। ক্রি প্রচার করা। প্রচারি ক্রি প্রচার করি। 'লাহার
আজ্ঞা এ চন্দ্র সূর্য প্রকাশ প্রচারি।' *মালাধর*, ১৫০০। প্রচারিয় ক্রি
প্রচার করবে। 'আবদুলাহ প্রচারিয় দূর যুগ্মদ'। *সুলতান*, ১৭০০।
প্রচারিয়া ক্রি প্রচার করে। 'যথ সন্ধ্যায় সব প্রচারিয়া দিব।'
সুলতান, ১৭০০। প্রচারিল ১ ক্রি প্রচার করলো। 'অবতরি প্রচু
প্রচারিল সর্বাঙ্গ।' *কৃত্যসান*, ১৫৮০। ২ ক্রি প্রকাশ পেলো। 'অতি
দীর্ঘ লম্বাট উপরে প্রচারিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

প্রচারিত [স] ১ বিণ প্রচার করা হয় এমন। 'আমার এই কলঙ্ক, ক্রমে
গত্রে দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিণ
পরিচিত। 'ভারতবর্ষের বীজদগিণি পাত্র ইউরোপমধ্যে প্রচারিত
হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৩ বিণ প্রচলিত। 'নূতন শাসন প্রচারিত
হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৪ বিণ প্রবর্তিত। 'উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ
পদ্ধতি প্রচারিত হইলো ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

প্রচিস্ত [স] বিণ নানা রকম চিত্রিত। 'পরিশোধিত ভাল পুস্তক মিশাল প্রচিস্ত
পদ্ধতি মাখে।' *মালিকারাম*, ১৭৮১।

প্রচিয়মান [স] বিণ বিকশিত। 'বর্ষীয় আবুকা উলিন শতকরে প্রচিয়মান
মননের যে বিভাব আসমুদ্রাঘিয়ার ছড়িযোঁছিলেন ...' *শিব*,
১৯৫৬।

গ্রচুর [স] *ক্রিবিণ* অত্যন্ত: 'শাইয়া আইলা সব আনন্দে গ্রচুর' বৃন্দা, ১৫৮০।

গ্রচুরতম [স] *বিণ* সর্বাধিক: 'গ্রচুরতম লোকের প্রকৃততম সুখসাধন' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

গ্রচুরতর [স] *বিণ* তের; যথেষ্ট: 'মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া গ্রচুরতর আদর ... করিতে চেষ্টা করিল' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

গ্রচুরতা [স] *বি* প্রচুর; বেশি থাকার অবস্থা: 'রক্তায় গোলমাল, লোক, গাড়ী ও দোকানের গ্রচুরতা আছে' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

গ্রচুর মতে *ক্রিবিণ* যথার্থভাবে; ভালোভাবে: 'পুরী দশ কর্মের সন্ধ্যা গ্রচুর মতে করিয়া দেহ' রামরায়, ১৮০১।

গ্রচুররূপে *ক্রিবিণ* গ্রচুর পরিমাণে: 'হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাস্প গ্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

গ্রচেত, **গ্রচেতঃ** [স] *বি* সমুদ্র: 'গ্রচেতঃ! হা বিক, ওহে জলদলপতি' মাইকেল, ১৮৬১।

গ্রচেতায় [স] *বি* হিন্দুপুরাণ মতে জলদেবতা বরুণ: 'বায়ুকুল-ঈশ্বর, - গ্রচেতায় পরম্পর' মাইকেল, ১৮৬০।

গ্রছেদ [স] ১ *বি* পর্দা: 'অপনীত গ্রছেদের তলে, বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী' সখীন্দ্র, ১৯৩২; ২ *বি* বিয়ের মলাট: 'রক্তে রক্তে আঁকা গ্রছেদপট' সুকান্ত, ১৯৪৮।

গ্রছেদপট [স] *বি* বিয়ের মলাটে আঁকা চিত্র: 'রক্তে রক্তে আঁকা গ্রছেদপট' সুকান্ত, ১৯৪৮; 'পুতকের জন্য একখানা সুন্দর গ্রছেদপট আঁকিয়া দিয়েছিলেন' জসী, ১৯৬১।

গ্রছেদ [স] ১ *বিণ* শুষ্ক: 'বিচিত্র বায়বান্তরে যে সন্ধ্যা কল্যাণবীজ গ্রছেদে রাখিয়াছেন' অক্ষর, ১৮৫৪; ২ *বিণ* পরোক্ষ: 'গ্রছেদভাবে আত্মবি আরও গভীরতর গালি দিতে পারতেন' বঙ্কিম, ১৮৭৪; ৩ *ক্রি* লুকিয়ে-থাকা: 'কোষেবাণে-ঢাকা একটি গ্রছেদে আরগা' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'এ নির্জন বন্যায় গেরে যায় গ্রছেদে কোকিল' কবিরাজ, ১৯৬০; ৪ *বিণ* অপ্রকাশিত: 'বাক্যলার পূর্বগৌরব গ্রছেদে রাখিয়াছে' বঙ্কিম, ১৮৯২; ৫ *বিণ* সূত্র: 'হীলিয়াম গ্যাসের মধ্যে গ্রছেদে দ্রুত কুলনচক্র নেই' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

গ্রছেদচ্যারী [স] *বিণ* শুষ্ক থাকে এমন: 'গ্রছেদচ্যারী একটি পরিহাস থাকত অন্তরালে' অচিরা, ১৯৫০।

গ্রছেদনামা [স] *বিণ* নাম প্রকাশিত নয় এমন: 'আরও অনেক এই প্রেয়ীর নামজাদা ও গ্রছেদনামা বাঙালি' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

গ্রছেদবেশ [স] *বি* ছদ্মবেশ: 'অমি গ্রছেদে বেশে পর্বণে করিয়া, প্রজাপতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'নিরাশ্রয় ব্যক্তিরে দুঃখমোচনের নিষিদ্ধ সর্বদা গ্রছেদবেশে প্রদর্শন করিতেন' বিদ্যা, ১৮৬৩।

গ্রছেদ্য [স] *বিণ* ঘন ছায়াবিশিষ্ট: 'গ্রছেদ্য তমসাতীরে শিত কুললব ফিরে' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

গ্রছাত [স] *পদ্য* *ক্রিবিণ* পরে: 'ইন্দ্রোজিৎ বসিলেন, গ্রছাতে রাবেণ বধিয়া সীতারে আনিলেন' আভেনিচ্যো, ১৭৪৩। **গ্রপচাষ**

গ্রঞ্জন [স] *বি* ব্যর্থব্যস্তার: 'এ দেশে নির্বিচারে বিবাহের ফলে অধিগ্রঞ্জন' রবীন্দ্র, ১৯০১।

গ্রঞ্জল [স] *প্রকৃ* *বিণ* প্রকৃষ্ণিত: 'প্রঞ্জল আনল কাহাঞি না নিবাএ ঘূতে' বহু, ১৪৫০।

গ্রঞ্জল [স] *প্রকৃ* *ক্রি* প্রকৃষ্ণিত হওয়া: 'গ্রঞ্জলি *ক্রি* প্রকৃষ্ণিত হলো।

'নিরন্তর শ্রমদ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিল' মালাধর, ১৫০০।

প্রজা [স] ১ *বি* রাজা বা রাজ্যের অধীন ব্যক্তি: 'বসুদেব তার প্রজা' মালাধর, ১৫০০; ২ *বি* জমিদারির অন্তর্গত জনগণ: 'তাহাদের দৌরাভ্যে প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে' অক্ষর, ১৮৫০; ৩ *বি* নাগরিক: 'তাহা হৌস অক্ষ কমল নামক প্রজা প্রতিনিধি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

প্রজাওয়ারি [স] *প্রজা*+*ফা* ওয়ারি *ক্রিবিণ* প্রজা প্রতি: 'তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন' বঙ্কিম, ১৮৯২।

প্রজাকুল [স] *বি* প্রজাবর্গ: 'তাহাদের দৌরাভ্যে প্রজাকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে' অক্ষর, ১৮৫০।

প্রজাপাণ [স] *বি* সাধারণ মানুষ: 'প্রজাপাণকে দৃষ্ট দিয়া ধন সঞ্চয় করে' রামরায়, ১৮০২।

প্রজাতন্ত্র [স] *বি* প্রজাশাসন; প্রজাদের প্রতিনিধি দিয়ে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা: 'পুরোহিততন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজ-পদ্ধতির সকল পর্যায়' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রজাতন্ত্রী [স] *বিণ* জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত: 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্ববিধান' সর্ববিধান, ১৯৭২।

প্রজাতান্ত্রিক [স] *বিণ* জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত: 'শাসনপ্রণালীর প্রজাতান্ত্রিক আসক্তি অলঙ্কারে বিদ্যমান' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রজাদরশী [স] *প্রজা*+*ফা* দর্শন *বিণ* প্রজাদের প্রতি মমত্ব আছে এমন: 'প্রজাদরশী সদস্যগণ এবং মন্ত্রিমন্ত্রী ইহাকে আইনে পরিণত না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই' মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

প্রজাদানসূ [স] *বি* প্রজাপীড়ন: 'প্রজাদানসূদের নিবারণার্থ যতন্তু চেষ্টা পাইতে হইত' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

প্রজাত্রোহ [স] *বি* জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ: 'প্রজাত্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতন্ত্রী রক্ষা করিতে হইত' অক্ষর, ১৮৫০।

প্রজাত্রোহী [স] *বিণ* জনসাধারণের বিরুদ্ধাচারী: 'অন্যায় করে কেন হয় নাকো রাজাও প্রজাত্রোহী' নজরুল, ১৯২৫।

প্রজানিধা [স] *বি* প্রজা কর্তৃক সমালোচনা: 'এই প্রজানিধা না থাকতে ভারতবর্ষীয় ইরোজের কর্তব্যবৃত্তি ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রজানুরঙ্ক [স] *বিণ* প্রজার সম্ভ্রটি বিধানে তৎপর: 'প্রজানুরঙ্ক রামের সংস্কারে প্রজাদের ইচ্ছার নিকট মাথা নত করল' মুখসেন, ১৯৭০।

প্রজানুরঞ্জন [স] *বি* প্রজার সম্ভ্রটি বিধান: 'প্রজানুরঞ্জনের খাতিরে সীতাকে বাণীকী মুনির আশ্রমে পরিত্যাগ করে আসবার জন্য ...' মুখসেন, ১৯৭০।

প্রজানৈতিক [স] *বিণ* প্রজাধিকারক: 'প্রকৃত প্রজানৈতিক পলিটিক্সের এখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রজাপক্ষপাতী [স] *বিণ* প্রজাভিত্তি: 'প্রজাপক্ষপাতী বলিয়া ... দোষারোপ করা হয়' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

প্রজাপক্তন [স] *বি* প্রজাশক্ত বণ্টন: 'যে-সব জমি এতদিন কোন প্রজাপক্তন হয়নি' মনসুর, ১৯৪৪।

প্রজাপাত্র [স] *বি* প্রজারা: 'প্রামের প্রজাপাত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে' বিকৃতি, ১৯৩১।

প্রজ্ঞাপালক [স] বি যিনি প্রজ্ঞা পালন করেন। 'ধন্য ধন্য ধার্মিক ... সৎপ্রজ্ঞাপালক।' ডব্লিউ, ১৮২৫।

প্রজ্ঞাপালকতা [স] বি প্রজ্ঞাপালন। 'বিত্তমাদিত্যের প্রজ্ঞাপালকতা কীদূশী।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

প্রজ্ঞাপালন [স] বি প্রজ্ঞার জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ। 'রাজা বিক্রমাদিত্য ... রাজাশাসন ও প্রজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রজ্ঞাপীড়ক [স] বি প্রজ্ঞার উপর অত্যাচারী। 'প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে।' বক্তৃতা, ১৮৮৭।

প্রজ্ঞাপীড়ন [স] বি প্রজ্ঞার উপর অত্যাচার। 'আদিবর্দি বা প্রজ্ঞাপীড়ন করে টাকা আদায় করেছিলেন।' প্রমথ, ১৯১৯।

প্রজ্ঞাপুঞ্জ [স] বি নাগরিকগণ। 'তঁহার প্রজ্ঞাপুঞ্জের অবহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল 'হ' 'খ' সোভকোষ পরিপূর্ণার্থে যত্ববান থাকেন।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

প্রজ্ঞাপুঞ্জ [স] বি প্রজ্ঞার ছেলে। 'তোরা প্রজ্ঞাপুঞ্জ রাখাল মরে নাই।' রামরায়, ১৮০১।

প্রজ্ঞাবৎসল [স] বি প্রজ্ঞাহিতৈষী। 'এই রাজ্য যেন সুসভ্য সুধার্মিক, সুশাসক, প্রজ্ঞাবৎসল ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের রাজ্যই নহে।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

প্রজ্ঞাবর্ণ [স] বি জ্ঞানগণ। 'হর্ষতঃ প্রজ্ঞাবর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ঘরা।' দর্পণ, ১৮৩৯।

প্রজ্ঞাবল্লভ [স] বি প্রজ্ঞাবৎসল। 'বল্লভ নামে, নিরতিশয় প্রজ্ঞাবল্লভ নরপতি ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রজ্ঞাবৎসল্য [স] বি প্রজ্ঞাহিত। 'রাজগণের অনুগম প্রজ্ঞাবৎসল্য সুলভ, ১৮৭৩।

প্রজ্ঞাবাহুল্য [স] বি প্রজ্ঞার আধিক্য। 'এখন প্রজ্ঞাবাহুল্য ঘটতে, তঁহার বিশেষ আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল।' বক্তৃতা, ১৮৮৪।

প্রজ্ঞাবিত্রোহ [স] বি প্রজ্ঞাদের বিত্রোহ। 'পাবনার প্রজ্ঞাবিত্রোহ লইয়া যে হুলাবুল কাও হইয়া গিয়াছে।' এডুকেশন, ১৮৭৪।

প্রজ্ঞাবিত্রোহাদি [স] বি প্রজ্ঞাদের বিত্রোহের আশঙ্ক। 'প্রজ্ঞাবিত্রোহাদি নির্কাশিত হইবে।' ঢাকাপ্রকাশ, ১৮৭৩।

প্রজ্ঞাবিত্রোহিতা [স] বি প্রজ্ঞাদের বিত্রোহ। 'উপস্থিত প্রজ্ঞাবিত্রোহিতা সম্বন্ধে ...' ঢাকাপ্রকাশ, ১৮৭৩।

প্রজ্ঞাবিশ্বব [স] বি জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞাদের বিশ্বব। 'পাবনার প্রজ্ঞাবিশ্বব ইহার একটি 'সরণীয় কীর্তি'।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

প্রজ্ঞাবিলি, প্রজ্ঞাবিলী [স] প্রজ্ঞা+বি বিলানা। 'বি খাজনার বিনিময়ে প্রজ্ঞাকে জমির চাষাবাস ও জোড়ামখলের অধিকার। 'বাঁধ ভাঙাতে প্রজ্ঞাবিলী হয় নাই।' গ্যারী, ১৮৬০; 'সময় মহালতি প্রজ্ঞাবিলি হইয়া ...।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

প্রজ্ঞাবুদ্ধি [স] বি বংশবুদ্ধি। 'হদি সরকারই বিবাহ করে, তবে প্রজ্ঞাবুদ্ধি সীমা থাকে না।' বক্তৃতা, ১৮৭৮।

প্রজ্ঞামন্তলী [স] বি প্রজ্ঞা সকল। 'প্রজ্ঞামন্তলী অধিকাংশ দুর্নীতিবিশিষ্ট।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'এই সংস্কার প্রজ্ঞামন্তলির মনে বহুমূল।' অমৃতবাজার, ১৮৭০; 'প্রজ্ঞামন্তলী জমিদারবর্গকে দেশের প্রকৃত অধীশ্বর বলিয়া স্বাক্ষর করিত।' এডুকেশন, ১৮৮৫।

প্রজ্ঞারক্ষক [স] বি প্রজ্ঞাকে রক্ষাকারী। 'রাজা প্রজ্ঞারক্ষক, বিচারক, প্রজ্ঞাপালক, এবং কন্সমাহক।' মণাররক, ১৮৯০।

প্রজ্ঞারঞ্জক [স] বি প্রজ্ঞাহিতকর কাজ করে এমন। 'প্রজ্ঞারঞ্জক রাজার পরম ডক্টর।' প্রচারক, ১৮৯৯।

প্রজ্ঞারঞ্জন [স] বি প্রজ্ঞাদের সমষ্টি। 'প্রজ্ঞারঞ্জন রাজাদেশের কর্তব্য।' বক্তৃতা, ১৮৮৭।

প্রজ্ঞালোক [স] বি জনসাধারণ। 'নৃত্য গীত আনন্দিত যত প্রজ্ঞালোক।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

প্রজ্ঞাশক্তি [স] বি প্রজ্ঞাশেপের সঞ্চিতি ক্ষমতা। 'ইতিহাসে নিশিড়িত প্রজ্ঞাশক্তি এমন বিজয়ের দৃষ্টান্ত আর একটিও নাই।' এসলাম, ১৯০৮।

প্রজ্ঞাশাসন [স] বি প্রজ্ঞাদের শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অভাব-অভিযোগ মেটানো। 'প্রজ্ঞাশাসনের আবশ্যকতা হইলে ...।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

প্রজ্ঞাশূন্য [স] বি প্রজ্ঞাহীন। 'হেন রাজা প্রজ্ঞা-শূন্য, - প্রত্যয়ে না আসে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

প্রজ্ঞাশ্রিত [স] বি প্রজ্ঞা হিসেবে আশ্রিত। 'প্রজ্ঞাশ্রিত পরিক্রান্তির বাধা যাহাতে না হয়, তেমন করিয়া ... কন্সমাহক করিবেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

প্রজ্ঞাসংখ্যা [স] বি লোকসংখ্যা। 'প্রজ্ঞাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রজ্ঞাশব্দ [স] বি জমিতে প্রজ্ঞার মালিকানা। 'প্রজ্ঞাশব্দ আইনের আওদান্যার সময়ে নেতারা স্বীক করেন।' নজরুল, ১৯২৬।

প্রজ্ঞাশাস্ত্র [স] বি জনসাধারণের অধিকার। 'প্রজ্ঞাশাস্ত্র রক্ষার জন্য ... প্রাপ্যতা করতে দেখুন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রজ্ঞাহিতৈষী [স] বি প্রজ্ঞার হিতসাধনকারী। 'জামাদের প্রজ্ঞা হিতৈষী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

প্রজ্ঞাপতি [স] ১ বি হিন্দুপুরাণমতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। 'এ কারোনে সুন প্রজ্ঞাপতি।' মাসাধর, ১৫০০; 'আরোহে সূচ্যে প্রজ্ঞাপতি।' মুহুদ্র, ১৬০০। ২ বি বিখ্যাত। 'প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ যাহা হবার তাহা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ, প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ ১ বি বিখ্যাত বিধান। 'প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ আর তোমার অদৃষ্ট।' দর্পণ, ১৮২৫; 'তার পরে প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি বিবাহ-বন্ধন। 'দুইজনকে প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

প্রজ্ঞাপতি [স] বি বৎসরের ডানামুখ ছয় পাণ্ডিত্য পতঙ্গবিষে। 'প্রজ্ঞাপতির পক্ষমুখে যে সমস্ত ক্ষুদ্র রেণু দৃষ্টি করে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রজ্ঞাপতিপনা বি প্রজ্ঞাপতির মতো উড়ে বেড়ানোর ভাব। 'তারই মাঝে যত ভব তিক্তমিহ, ক্ষুদ্রমুখে প্রজ্ঞাপতিপনা।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

প্রজ্ঞাপতি-সন্ধানী [স] বি শূন্যবিলাসী। 'ওসব কেবল বুজ্ঞাসীদাদের মায়া - আত্মা তো নই প্রজ্ঞাপতি-সন্ধানী।' সুপ্রভা, ১৯৪০।

প্রজ্ঞাপতির নির্বন্ধ - বিখ্যাত অলঙ্কার বিধান। সুবল, ১৯০৬।

প্রজ্ঞাহোদ [স] প্রজ্ঞা+জিহাদ। 'বি ধর্মের জন্য প্রকৃত লড়াই।' 'সেই ত মুমিন - প্রজ্ঞাহোদে লাগি প্রাণ যার চলল।' মাহেদেও, ১৯৪৯।

প্রজ্ঞ [স] বি জ্ঞানী ব্যক্তি। 'বিতর্কণ বিশাই বিচিড়ে যড় প্রজ্ঞ।' মানিকরাম,

১৭৮১; 'কলিকাতা নগরে নানা জাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও প্রজ্ঞ একত্র আয়েন।' দর্পণ, ১৮২৯।

প্রজ্ঞতি [স] বি জ্ঞান। 'ভরদ্বাজ শিষ্যের প্রণয়প্রজ্ঞতি তো মানতেই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

প্রজ্ঞা [স] বি অভিজ্ঞতাপূর্ণ জ্ঞান। 'নিউটন পরিশ্রম, প্রজ্ঞা, সুশীলতা ও অহমিকাশূন্য আচরণ ধারা ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রজ্ঞাকার [স] বি দার্শনিক। 'প্রজ্ঞাকারের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন অধিম্ব।' মূলতত্ত্ব, ১৯৬০।

প্রজ্ঞানময় [স] বিণ জ্ঞানময়। 'তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু খুলে গেল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

প্রজ্ঞা-পথিক [স] বি গভীর জ্ঞানের অভিসাধী। 'তখনো জ্ঞানের পর্দা আড়ালে খুঁজে নেওয়া শাস্তিহীন, প্রজ্ঞা-পথিক।' ফররুখ, ১৯৪৬।

প্রজ্ঞাপারমিতা [স] বি বৌদ্ধমতে জ্ঞানের সেরা। 'তার দিব্য অভিব্যক্তি প্রত্যর্থে অত্যন্ত জ্ঞানে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয়।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রজ্ঞাবান [স] বিণ জ্ঞানবান। 'প্রজ্ঞাবান মানুষের আমি হব বহু অনুগম।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

প্রজ্ঞাময় [স] বিণ জ্ঞানগর্ভ। 'দিশাহারা পাখী তোমার কণ্ঠে নামলো প্রজ্ঞাময় কোরাণ।' ফররুখ, ১৯৪৬।

প্রজ্ঞালীন [স] বিণ বুদ্ধিদীপ্ত। 'অগ্নি জ্বালি তুর্ণ করি জনপদ অটীর্ণ পর্বত/ নিরুপেক্ষ প্রজ্ঞালীন নয়নেতে ভস্মীভূত ধূলি।' হোসেন, ১৯৪০।

প্রজ্ঞালব্ধ [স] বিণ জ্ঞানলব্ধ। 'মৃত বামীর শরীর ঐ প্রজ্ঞালব্ধ হৃদয়ে নিষ্কেপ করিল।' দর্পণ, ১৮২১।

প্রজ্ঞালত [স] বিণ জ্ঞানলত। 'প্রজ্ঞাল অনল হেন আজ প্রজ্ঞাতের দিনকরা।' কুত, ১৮৫৮।

প্রজ্ঞালন [স] বি ভীষণভাবে জ্বলে ওঠা। 'সৌদামিনী যথা অহজলন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্ঞালনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

প্রজ্ঞালত [স] বিণ জ্ঞানলব্ধ। 'প্রজ্ঞালত বৌবনের শিখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রজ্ঞালিত [স] বিণ জ্ঞানলব্ধ। 'প্রজ্ঞালিত হইল অগ্নি ধূমশিখা নাই।' বিজয়, ১৮৫০।

প্রজ্ঞাল্যমান [স] বিণ উজ্জ্বল। 'ইংলন্ডের হোস অব লর্ডস ইহার এক প্রজ্ঞাল্যমান প্রমাণবরুণ অদ্যাপি বর্তমান।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

প্রটেকশন [স] বি সুরক্ষা; বিপদ থেকে রক্ষা। 'প্রটেকশন দেওয়া কি রক্ষা করা।' 'মানুষকে প্রটেকশন দিতে না পারলে কাদের জন্যে যুদ্ধ?' হাসান, ১৯৭৪।

প্রটেক্ট্যান্ট, প্রটেক্ট্যান্ট, প্রটেক্ট্যান্ট [স] বি খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ; রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের নেতা পোপের বিরুদ্ধে বিপ্লবকারী অপেক্ষাকৃত আধুনিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়। 'খ্রীষ্টিয় ধর্মও রূপান্তরিত ও পরিণামবিশিষ্ট হইয়া ক্যাথলিক, প্রটেক্ট্যান্ট, ইয়ুগেলিটারিয়ান প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'রিক্সের প্রটেক্ট্যান্ট বিশপের দল।' বড়দিন শেষে মুখে হাস্য খলবে না।' ৩৪, ১৮৫৮; 'ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেক্ট্যান্ট ... যাহাই হউক-না কেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'প্রটেক্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ঘন্টা চলিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রটেক্ট্যান্টিজম [স] বি মার্টিন লুথারের প্রবর্তিত প্রতিবাদী

খ্রিস্টধর্মীয় মতবাদ (জার্মেনিতে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নামে অভিহিত)। 'পোপের অনেক আগেই বৃহত্তে পেরেছিলেন প্রটেক্ট্যান্টিজম জার্মানির কতখানি ক্ষতি করেছে।' শিব, ১৯৫০।

প্রটোগ্রাফ [স] বি গ্রাফী ও উদ্ভিদের দেহকোষের জীবন্ত উপাদান। 'জীবরাজ্যের প্রথম সত্তা হচ্ছে প্রটোগ্রাফ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রডিউস [স] বি সৃষ্টি। 'গোষ্ঠাকৃতক মাস্টারপিস প্রডিউস করে।' অবন, ১৯৪১।

প্রতীন [স] বি পাখিদের তির্যক হয়ে ওড়া। 'তীন, উডতীন, প্রতীন, সমাজীন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

প্রচুস [স] বি প্রয়োজন। 'প্রচুস করোনি মুগ্ধ সিনেমার ছবি।' মণীশ, ১৯৩১।

প্রণত [স] বিণ প্রণাম করছে এমন। 'প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রণতবৎসলা [স] বিণ স্ত্রী ভক্তিবৎসলা। 'প্রণতবৎসলা তুমি পরম মনসা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রণতা [স] ১ বিণ স্ত্রী প্রণাম করছে এমন। 'বিমলা পুনর্বার প্রণতা হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৭; ২ বিণ স্ত্রী নিবেদিত। 'পথিকবধু চরণে প্রণতা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

প্রণতি [স] বি প্রণাম। 'তার পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কইল সেরা মাথের প্রণতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রণতিপাত [স] বি নত হয়ে প্রণাম। 'চরণে প্রণতিপাতপূর্বক প্রহরদ্বয়ের রথ আরোহণ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রণব [স] বি হিন্দুমতে আদি ধর্মনি; ওঙ্কার। 'প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বলিলেন, "রাধা প্রণব ওঙ্কার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ্য..."।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

প্রণবলাস [স] বি হিন্দুমতে আদি ধর্মনি; ওঙ্কার। 'যেন নাভিকুন্তলী থেকে প্রণবলাস বেরুচ্ছে।' মূলতত্ত্ব, ১৯৬৬।

প্রণম্য [স প্রণাম]। 'কি প্রণাম করা। প্রণম্যহ কি প্রণাম করি।' 'প্রণম্যহ প্রণতি হরিতকের চরণে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। 'প্রণম্যহো কি প্রণাম বা অভিবাদন করি।' 'প্রণম্যহো নারায়ণ অনাদিনিধন।' মালধর, ১৫০০। 'প্রণমি কি প্রণাম করে।' 'দুই শিষ্য প্রণমি ওঙ্কার দুই পায়।' রূপরায়, ১৭৫০; 'প্রণমি তোমারে গাধি বসে তব গান।' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'প্রণমিএড়া কি প্রণাম করে।' 'প্রণমিএড়া ওঙ্করন সাধু আইল নিকতন।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'প্রণমিয়া কি প্রণাম করে।' 'প্রণমিয়া রাজাও কান দিল নিরুহান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, ভক্তকণে তুলে দাও চিত্তে পদাঙ্গি অক্ষয় গৌরবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। 'প্রণমিল কি প্রণাম করলো।' 'ওঙ্ক দেবী প্রণমিল সান্তনু নন্দন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'প্রণম্যে কি প্রণাম করে।' 'সম্মিত হইয়ে তবে প্রণমে অঙ্কন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'প্রণম্যে কি প্রণাম করে।' 'প্রণম্যে তোমার পায়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রণম্য [স] বিণ প্রণামের রেখা। 'আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

প্রণম্যায় [স] বি স্ত্রী প্রণামের যোগ্য। 'প্রণম্যায়বধু' [স] বি প্রজ্ঞাভাজন বিবাহিত স্ত্রীলোক। 'কোনো প্রণম্যায়বধুরে সঙ্গে আমার আলাপ নেই।' জীবন, ১৯৩২।

প্রণয় [স] ১ বি বন্ধুত্ব। 'তোমার স্নাতা উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয়।' রায়রায়, ১৮০১; ২ বি স্নাহা। 'স্নাহে বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয়।' দর্পণ, ১৮২১; ৩ বি প্রীতি। 'ননী পর্বত মৃত্যিকা

প্রশ্ন-অনলিপি

পর্যন্ত আমাদিগের প্রশ্নকে আকর্ষণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৪ বি
আগ্রহ। 'হেলে বুড়া সকলের সমান প্রশ্ন।' ৩৩, ১৮৫৮।

প্রশ্ন-অনলিপি। বি প্রেমের আভাসের শিখা। 'প্রশ্ন-অনলিপি।
এই যে নিদর চাতুরী সত্যত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রশ্ন-অভিমান। বি প্রশ্নের কারণে অভিমান। সেখা অরি না রহিব
যেমে তোমার প্রশ্ন-অভিমান।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রশ্ন-অর্থ। বি প্রশ্নরূপ উপহার। 'তোমার বীর সন্তান, প্রশ্ন-অর্থ
করিয়াকে দান।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রশ্ন-আপার। ক্রিবা প্রেমের 'আকাঙ্ক্ষা'। 'যবে মম প্রশ্ন-
আপার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

প্রশ্ন-কলহ। [স] ১ বি খুনসুটি। 'বার বার প্রশ্নকলহ করে প্রভু-
সনে।' কুন্ডল, ১৮৮০। ২ বি প্রেমঘটিত কণ্ঠা। 'নিমৃদ একটা
প্রশ্নকলহ খটিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রশ্ন-কাহিনী। [স] প্রশ্ন-কাহিনী। বি প্রেমের গল্প। 'লিখিতে প্রশ্ন-
কাহিনী বিবিধ বসন-হুটোতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। 'নিম্নমার গল্পও
একটা করুণ বার্থ প্রশ্নকাহিনী।' বনফুল, ১৯৩৬।

প্রশ্ন-রঞ্জন। [স] বি প্রশ্নের সুদ যুগ্ম ধর্মি উচ্চারণ। 'যার সাথে
সমোপানে প্রশ্নরঞ্জন।' কুন্ডল, ১৯০৬।

প্রশ্ন-ঘটিত। [স] বি প্রেমসংক্রান্ত। 'যেঘটির জীবনে কিছু
প্রশ্নঘটিত জটিলতা ছিল।' নবরথ, ১৯৭৫।

প্রশ্ন-যোর। বি প্রশ্নের ভাব-বিহীনতা। 'এখনো ঘোষিনি প্রশ্ন-
যোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রশ্ন-চর্চা। [স] বি প্রেম-ভাষাবাস। 'সেখানে মানবজীবনের সুখকর
ছিল প্রশ্নচর্চা।' প্রমথ, ১৯২৪।

প্রশ্ন-জনিত। [স] বি প্রেম সংক্রান্ত। 'প্রশ্নজনিত কাব্য হিসাবেই ইহা
সহজবোধ্য ও সুসংগঠিত।' হাই, ১৯০০।

প্রশ্ন-ডোর। [স] প্রশ্ন-ডোর। বি প্রেমের বন্ধন। 'আঁধার কক্ষে
জামাই আদরে বেঁচেছে শিল্পা প্রশ্ন-ডোরে।' নলকল, ১৯২৪।

প্রশ্ন-ভা। [স] বি ক্রীড়া; ভাষাবাস। 'পবিত্র প্রশ্নভা পূর্ণ হইতে
ছিল।' মশাররক, ১৮৮৫।

প্রশ্ন-দুষ্টি। [স] বি প্রেমের দৃষ্টি। 'প্রশ্ন-দৃষ্টিতে ত্যাগ্যর প্রতি
অবলোকন করেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

প্রশ্ন-নিবেদন। [স] বি প্রেমনিবেদন। 'এই কি প্রশ্ন-নিবেদন রীতি/
জলি বীর অলসুখ।' নলকল, ১৯০৯।

প্রশ্ন-পরিহা। [স] বি প্রশ্নের বন্ধনে পরিহা। 'প্রশ্নপরিহা সন্ধ্যার
মিহের সহিত সহবাস ও সলাপাণ করিয়া ... পরিহায়ে জলে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রশ্ন-পাশ। [স] বি প্রশ্ন লাভ করেছে যে। 'তাহার প্রশ্নপাশ ও
বিবাসভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রশ্ন-পাশী। [স] বি ক্রী প্রেমিকা। 'প্রশ্নপাশীকে তাই দেখাতে তিনি
একটি খুব চেজী গোড়া ভাড়া করেছিলেন।' প্রমথ, ১৯২৪।

প্রশ্ন-পাশ। [স] বি প্রেমের বন্ধন। 'দীহার সহিত প্রশ্নপাশে বন্ধ
থাকিতে হর ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫। 'বহিমা প্রশ্নপাশে
চাকরাঙ্গিনীকে।' মাইকেল, ১৮৬০।

প্রশ্ন-পুশ। [স] বি প্রশ্নরূপ পুশ। 'আশ্রমের প্রশ্ন-পুশ দিন
দিন প্রকৃতিত করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রশ্ন-প্রকৃতি। [স] বি প্রশ্ন ভাষাবাসের কারণে প্রশ্ন। 'পুরুষেরা প্রশ্ন-
প্রকৃতি বদনে এক এক কীর্ত্ত প্রহল করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রশ্ন-প্রসূ। [স] বি প্রেমের ফুল। 'এমন চটিনী-রাত্রে কৈশোরের
সেই অর্ধপ্রকৃতিত প্রশ্নপ্রসূন সহসা পূর্ণপ্রকৃতিত হইতে পারে কি?'
বনফুল, ১৯৩৬।

প্রশ্ন-বচন। [স] বি প্রশ্নর ব্যাক। 'যবে প্রশ্ন-বচনে সন্ধ্যাশিলে এ
দাসীকে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

প্রশ্ন-বন্ধিত। [স] বি প্রশ্ন ভাষাবাস থেকে বন্ধিত। 'প্রশ্নবন্ধিত চিত্তকে
সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রশ্ন-বন্ধ। [স] বি প্রশ্নর বন্ধনে আবদ্ধ। 'মনুরায় মত ক্রী পুরুষ
বিবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া পরস্পর পরিশীত ও প্রশ্নবদ্ধ
হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রশ্ন-বন্ধন। [স] বি প্রেমের বান্দন। 'পরস্পর প্রশ্ন-বন্ধন সম্বন্ধ
করিয়া জীবনের মত উষ্ম-ব্রুতে ব্রুতী হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রশ্ন-বন্ধি। [স] বি প্রেমের আশ্রম। 'রাজপুত্রের মনে প্রশ্নবন্ধি
প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।' প্রভাত, ১৮৯৫।

প্রশ্ন-বান্ধ। [স] প্রশ্নবান্ধ। [স] বি প্রেমরূপ দীপ। 'জান না শ্যাম প্রেমের
রীতি, তাই নিভালে প্রশ্ন-বান্ধি।' নলকল, ১৯২২।

প্রশ্ন-বান্ধ। [স] বি প্রেমের বান্দন। 'প্রশ্নবান্ধ পূর্ণ না হইলেও
স্বামীর স্ববান্ধিত মুখ।' প্রভাত, ১৮৯৫।

প্রশ্ন-বান্ধ। [স] বি প্রেমের আশা। 'পশ সসে করিয়াছি প্রশ্নবান্ধ।'
গিরিশ, ১৮৮৭।

প্রশ্ন-বিকার। [স] বি প্রেমবৈচিত্র্য। 'রাখিকা হইলে কৃষ্ণের
প্রশ্নবিকার।' কুন্ডল, ১৮৮০।

প্রশ্ন-বিহীন। [স] বি প্রেমাকুল। 'সে প্রশ্নবিহীন হইয়া আহর দিত্তা
পরিচাণ করিল।' প্রভাত, ১৮৯৫।

প্রশ্ন-বীজ। [স] বি প্রশ্নরূপ বীজ। 'তাহাদের প্রশ্নবীজ একদিনেই
অল্পবিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রশ্ন-বুদ্ধি। [স] বি প্রশ্নের প্রতি প্রশ্নাকর্ষণ বুদ্ধি পাওয়া। 'নিম্নস্থল
আমন্ত্রণাদি দ্বারা পরস্পর অনুশ্রুত ও প্রশ্নবুদ্ধি হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রশ্ন-বুদ্ধিকারী। [স] বি প্রশ্ন ভাষাবাস বাড়িয়ে দেয় এমন। 'সন্তান ক্রী-
পুরুষের প্রশ্নবুদ্ধিকারী না হইয়া ...।' বরদল, ১৮৭৭।

প্রশ্ন-বেদন। [স] বি প্রেমের বেদন। 'প্রশ্ন বেদন, মথতা, পাপ -
যৌবনেরই একার আরোহ।' নলকল, ১৯০০।

প্রশ্ন-ব্যবসা। [স] বি প্রেমবিষয়। 'প্রশ্নব্যবসারে রাজা পরিশক্ত ও
কঠিন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রশ্ন-ভরে। ক্রিবা প্রশ্নর সাক্ষরে। 'ভরিয়া বেড়ায়ে প্রশ্ন-ভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রশ্ন-ভাজন। [স] বি প্রেমিক। 'অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে
এই প্রমদার প্রশ্নভাজন হইতে পারে।' বিন্দ্য, ১৮৭৭।

প্রশ্ন-ভাষণ। [স] বি প্রশ্ন-ব্যাক। 'আজালে শিশুদিকার চাহে ঠেড়
ঠেড় প্রশ্নভাষণ।' মাদিক, ১৯০৫।

প্রশ্ন-ভীক। [স] বি প্রশ্নের বান্দনে জড়িয়ে পড়তে ভয় পায় এমন।
'হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রশ্নভীক বোড়শি চরণে ধরি করিত
মিতি।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'প্রথম প্রশ্ন-ভীক কিশোরী।' নলকল,

১৯৩২।

প্রণয়কৃত্য [স প্রণয়+কি কৃত্য] বিশ প্রেমের কৃত্যের কাতর। 'প্রেম-
গিয়াসি প্রণয়কৃত্য শাশ্বত যে আমিই ভূমিহারা।' নজরুল, ১৯২৫।

প্রণয়মুখী [স] বিশ প্রেমের প্রতি উন্মুখ। 'প্রণয়মুখী-যুবকযুবতীদের
প্রেমের ব্যাপারে ...' জীবন, ১৯৩২।

প্রণয়মুগ্ধ [স] বি প্রেমের ভাবে মেহিত। 'পাঞ্জাবী যুবক ছিল কেটির
প্রণয়মুগ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

প্রণয়মূলক [স] বিশ প্রণয় সংক্রান্ত। 'রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক দুই
চরিত্রি ঘটনা।' প্রমথ, ১৮৯০।

প্রণয়-রসভূমি [স] বিশ সংঘটিত হয় যে স্থানে। 'রাজার প্রণয়-
রসভূমির যবনিকা স্বপনাসের জন্য একটুখানি সরাইয়া ...' রবীন্দ্র,
১৯০২।

প্রণয়রতি [স] বি প্রেমের আসক্তি। 'প্রসার্পিণার মুষ্টিতেও তাই
প্রণয়রতি।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

প্রণয়রস [স] বি প্রেমরস রস। 'অগ্নিরমের প্রণয়রসাবাসে
অসুস্থচিত্ত।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রণয়রোষ [স] বি প্রণয়ের কারণে ক্রুদ্ধ ভাব। 'তিনি প্রচু কহে কিছু
করি প্রণয়রোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রণয়রসজ্ঞ [স] বি প্রেমের ভাবকর্তা। 'কবি শকুন্তলার প্রণয়রসজ্ঞে ও
মিহনাদার প্রণয়রসজ্ঞে কি প্রভেদ রাখিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

প্রণয়শিখা [স] বি প্রেমরস শিখা। 'যে প্রণয়শিখার পরম সুন্দর
প্রণয় মুখখানা দেখাযে।' জীবন, ১৯৩২।

প্রণয়-সঙ্গীত [স] বি প্রেমের গান। 'বালায় প্রণয়-সঙ্গীতের খুব
অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।' মেঘান্তর, ১৯৩৭।

প্রণয়সম্বাদ [স] বি প্রণয়-বাক্য। 'রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্বাদ
হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

প্রণয়-বপন [স] বিশ প্রেমের বস্ত্র। এই প্রণয়-বপন জাপানের শরীতে
কালিন্দীর কুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রণয়াকাক্ষী [স] প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা বিশ প্রেম-প্রত্যাঙ্গী। 'আপনি
দেখুন এই কন্যার প্রণয়াকাক্ষী।' প্রভাত, ১৮৯৫। 'সে দৃশ্যে
মানুষের মন স্বভাবই প্রণয়াকাক্ষী হয়ে ওঠে।' প্রমথ, ১৯২৪।

প্রণয়াকাক্ষিনী [স] প্রণয়-আকাঙ্ক্ষিনী বিশ স্ত্রী প্রেমপ্রত্যাঙ্গী। 'তিনি
জনই বিদ্যুৎ প্রণয়াকাক্ষিনী অজগিনী।' প্রভাত, ১৯৩৩।

প্রণয়ানুরাগ [স] বি প্রেমের আকর্ষণ। 'যুবক যুবতী পরস্পর
প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' মাইকেল, ১৮৭৪।

প্রণয়াবেশ [স] প্রণয়-আবেশ। বি প্রেমের আবেশ। 'এ কৃত্তিক প্রণয়ানত
প্রণয়াবেশের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে।' আনন্দ, ১৯৬৪।

প্রণয়াবেশ [স] প্রণয়-আবেশ। বি প্রেমজনিত বিহবলতা। 'পুলক
প্রণয়াবেশের জন্য একবার ওঠে।' জীবন, ১৯৩২।

প্রণয়মুগ্ধ [স] বি প্রেমরস অমুগ্ধ। 'প্রণয়মুগ্ধ-সম্ভারের পরিবর্তে
অবিদ্যে শায়বানল প্রদীপিত হইয়া উঠে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

প্রণয়ার্থে [স] প্রণয়-অর্থী ক্রিয়ার প্রীতিভবনের আকাঙ্ক্ষায়।
'সর্বজাতীয় প্রণয়ার্থে মনুঘোরা একর সমাগত হইয়াছেন।' অক্ষর,
১৮৪৯।

প্রণয়লাপ [স] প্রণয়-আলাপ। বি প্রেমলাপ। 'প্রণয়লাপের সোভে
আমি বহু দুঃখ ভাষা আরও করবার চেষ্টা করিছি।' নরেন্দ্র, ১৯৬৩।

প্রণয়লাপ [স] প্রণয়-আলাপ। বিশ প্রেম আলাপ। 'অতি গোপনে
প্রণয়লাপ হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

প্রণয়লাপ [স] প্রণয়-আলাপ। বিশ প্রীতিভাজন। 'দূর-প্রবাসী ব্যক্তির
... প্রণয়লাপ সুতরঙ্গের যুগাবলোকন করিয়া পুষ্কিত হইতে
পারেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রণয়িনী [স] প্রণয়িনী। বি প্রেমিকা। 'প্রণয়িনী এমন কথা আর মুখে
আনিও না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩০।

প্রণয়িনী [স] বি প্রেমিকা। 'দিশৃঙ্খলের অধোহ হইল যে, প্রণয়িনী
অনিদ্রায়েন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

প্রণয়ী [স] ১ বি প্রিয়হার। 'ইরোজদিশের সহিত অবস্থান করিয়া
অন্তর প্রণয়ী হইতে পারেন নাই।' অক্ষর, ১৮৪২। ২ বি প্রেমিক।
'উত্তম প্রণয়ী বলি ব্যাখ্যা করি তারে।' চণ্ড, ১৮৫৮। ৩ বিশ
প্রণয়বন্ধ। 'প্রণয়ী যুগলের পারস্পরিক পরম ভৃতিকর মিলনের
বেলায়।' হাই, ১৯৪৭।

প্রণয়ন [স] বি রচনা। 'বাবু-পুত্রক প্রণয়ন ... ইত্যাদি শুভকর্মে বাঁহারা
লিপ্ত থাকিতেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

প্রণয়নকারী [স] বিশ প্রণয়নকারী; প্রবর্তনকারী। 'আইন প্রণয়নকারী
প্রতিষ্ঠান হতে মহিলায় বাদ বাতায় ...' বেগম, ১৯৫৫।

প্রণয়বেশ প্রণয়
প্রণয়লাপ প্রণয়

প্রণয়ী প্রণয়

প্রণয়ী [স] বি উচ্চ আনন্দজন। 'ভরে ওঠে বর্তমান নৈসর্গসৌর প্রকৃতি সে-
প্রণয় অনুপ্রাণে।' সুশীল, ১৯৩০।

প্রণয় [স] ১ বি প্রণয়; প্রণয় নিবেদন। 'প্রণয় করিয়া আরা তৈল ঘোর
তানে।' বসু, ১৮৫০। ২ বি প্রণয়পূর্ণ সম্ভাবন। 'ওঁস, ১৮৫৫।

প্রণয় হওয়া [স] ক্রি প্রণয় হওয়া। 'প্রভু, তবে আমরা প্রণয় হই।'
রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রণয়াজলি [স] প্রণয়-অজলি বি প্রণয় নিবেদন। 'বিদ্যের মহাশ্রী
পায়ে প্রণয়াজলি রচনা করি।' কলীম, ১৯৬১।

প্রণয়াবন্ধ [স] প্রণয়-আবন্ধ। বিশ করতোয় আবন্ধ। 'ঐ একই
প্রণয়াবন্ধ দুইটির মধ্যে অলোয়ারা খাড়া উঁচু করে চোখে ধরে
রাখে।' সুশীল, ১৯৬১।

প্রণয়ী [স] প্রণয়। ক্রি প্রণয় করা। প্রণয়মুগ্ধ [স] প্রণয় করে। 'প্রণয়মুগ্ধ
ভূমিগত পণ্ডিত্য চরণে।' সুলতান, ১৭০০। প্রণয়মুগ্ধ [স] প্রণয় করে।
'প্রণয়মুগ্ধ তান সবা মোহান্ত নাম।' বাহরাম, ১৬৫০। প্রণয়মি [স]
প্রণয় করে। 'ভিত্তিক প্রণয়মি বির রহে মোহান্তহতে।' কলীম, ১৬৮৯।
প্রণয়মি [স] প্রণয় করে। 'প্রণয়মি মোহান্তের কমল চরণে।'
বাহরাম, ১৬৫০। প্রণয়মিল [স] প্রণয় করে। 'মানাজন প্রণয়মিল
ধনজর বিরণে।' কলীম, ১৬৮৯। প্রণয়মিলা [স] প্রণয় করে। 'তথা
হরি কায়মন প্রভু প্রণয়মিলা।' সুলতান, ১৭০০।

প্রণয়মি প্রণয়

প্রণয়মি, প্রণয়মি [স] প্রণয়। ১ বি প্রণয়ের সময়ে প্রণয় বা সম্মান
প্রদানের জন্য দেয় অর্থ বা উপহার। 'মোহরির বকসিন'
'মুগ্ধাবেশের পার্শ্বী' রাবী পুষ্কিতের প্রণয়মি দিয়েও মন পাওয়া
ভার।' প্রভাত, ১৮৬১। 'প্রণয়মির টাক বাবুর আকৌটে ব্যাধে লম্বা
হয়।' প্রভাত, ১৮৬১। ২ বি প্রণয়র নির্দেশস্বরূপ উপহার। 'পিতৃপতি

প্রশ্নাবলিকা

- আমাকে প্রণামী দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।
- প্রশ্নাবলিকা [স] বি জল নামায় নর্দমা। 'ঘর খুঁই প্রশ্নাবলিকায় জল ছাতি দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
- প্রণামী [স] ১ বি পরিচায় চিত্রিশ প্রকাশের কলাম। 'চিত্রিকাতে ততপ্রকাশক প্রেরিত হার প্রণামীতে বিশেষ আড়ম্বরপূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন।' নর্দপ, ১৮৩১। ২ বি জল নিচানদের নানা। 'এক বাস্পীয় কল বসান যায় ও প্রণামী বীণা যায়।' নর্দপ, ১৮৩০। ৩ বি পদ্ধতি। 'অজবয়স্ক নিশিদিগের বিদ্যাপিকায়ে প্রণামী কুম্ভাশি প্রচলিত ছিল না।' অক্ষর, ১৮৫৪। 'তাঁহারা বাসনা অভিধান, বাসনা সন্বেদনপত্র ও উন্নত প্রণামীর বাসনা পাঠশালায় সূত্রিকৃত ছিলেন।' রাজ, ১৮৭৪। ৪ বি কৌশল। 'কথা কহার প্রণামী আর নাই।' বর্ধম, ১৮৭৮। ৫ বি ভঙ্গি। 'তাহার রচনা-প্রণামী করাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি দুটি সাধারণ মহাশাসনের সন্বেদন স্থাপক জলতাপ। 'তার কল্পনা কখনো জোহার প্রণামী গার হইনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৭ বি মল-নির্গমনের পথ। 'প্রণামী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৮ বি সামান-পদ্ধতি। 'সে ব্যক্তি হইল অমান্য/কই ব্যক্তি তরু প্রণামী।' লালক, ১৮৯০।
- প্রণামীক্রমে [স] ক্রিবিপ পদ্ধতি অনুসারে। 'বৈদ্য প্রণামীক্রমে অপরাপর বিদ্যায় শ্রীযুক্তি ... হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫৪।
- প্রণামীগত [স] বি বীতিগত। 'তাহাতে এবং উপন্যাসে প্রণামীগত একটু ভুল আছে।' হরহস্য, ১৮৮২।
- প্রণামীবদ্ধ [স] বি নিয়মানুগত। 'বাসনা ভাষা প্রণামীবদ্ধ করা যে আনবাক্য।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।
- প্রণিধান [স] বি বিবেচনা; বিশেষভাবে চিন্তন। 'প্রণিধান করিয়া দেখুন তিনি যদার্থে ভ্রমভঙ্গ প্রেরিত হইয়াছিলেন, আদ্যপি তাহা সূচক করিতেছেন।' অক্ষর, ১৮৪৬। 'কর কর প্রণিধান মানব সকল ...' ১৮৫৮।
- প্রণিধানযোগ্য [স] বি যথোচিতবোধের উপযুক্ত। 'এ কথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।' গ্রন্থ, ১৯১৪।
- প্রণিধের [স] বি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে এমন। 'উক্তিভিত্তি ভাবনের মধ্যে দুটি মন্তব্য প্রণিধের।' রমেশ, ১৯০০।
- প্রণিধি [স] বি অনুভব। 'সৈনিক পুরুষ, পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া, তাঁহাকে অস্বস্ত করিল।' বিন্দ্য, ১৮৬০।
- প্রণিপাত [স] বি প্রণাম। 'অন্যন্যে দুইরকম প্রণিপাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'প্রণিপাত করিয়া অগ্নি অবিহন অগ্নি।' মুকুল, ১৬০০।
- প্রণীপাত [স] প্রণিপাত। বি প্রণাম। 'শাষ্ট্রোক্ত সত সহস্র প্রণীপাত।' হত্যে, ১৮৬১।
- প্রণীত [স] ১ বি কথিত। 'ভাষারও যমতালিক মুনি প্রণীত বচন আছে।' নর্দপ, ১৮১৯। ২ বি রচিত। 'মহাসুখ প্রণীত নানাহই আছে।' নর্দপ, ১৮২৩। ৩ বি অপ্রতিভ। 'ব্রহ্মবর্ষ দেশ সর্বশিক্ষা উত্তীর্ণতর দেব নির্মিত বিশেষণে বিশেষরূপে প্রণীত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৪ বি উক্তিভিত্তি। 'বাহাদিরের নাম রাজতরঙ্গিনীতে প্রণীত হয় নাই।' অক্ষর, ১৮৪৭।
- প্রণেতা [স] বি রচয়িতা; প্রণয়নকারী। 'শ্রীহর্ষ রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রণেতা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। 'শতভিষক বিষয়-প্রণেতাশন কম দারী নন।' মোহাম্মদী, ১৯০৫।
- প্রণেত্ব [স] বি প্রণেতা। 'পৃথিবীর নাটক প্রণেত্বশন মধ্যে ...'।

- বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।
- প্রণোদনা [স] বি অনুপ্রেরণা। 'প্রত্যক না থাকিলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।
- প্রণোদিত [স] বি উত্তোষিত। 'ইউরোপের লোক তপ্ত ধর্মভাবে প্রণোদিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।' গ্রন্থ, ১৯২৭।
- প্রত্যকাল [স] প্রত্যেককাল। বি তোরবেলা। 'মানোভল, ১৭৪৩।
- প্রত্যক [স] প্রত্যক। ক্রিবিপ সামান্যমান। 'পাক প্রতিনিবাসি সকলকে প্রত্যক জিজ্ঞাসা করিলাম।' ওয়ে, ১৭৮২।
- প্রত্যক্য [স] প্রত্যক্য। ক্রিবিপ প্রত্যক্য। 'স্মৃতিরূপে। 'এহাতে প্রত্যক্য না জানিলে ধর্মার্থে জানিতে না পারে।' অতোনিয়ো, ১৭৪৩।
- প্রতন [স] বি প্রতীক। 'কাঁদে সৈনিকের প্রবণ প্রতিজন প্রতন গিরির গহবরকরুণারোগে' সূত্রী, ১৯৩০।
- প্রতন্ত [স] বি উত্তর। 'তোমার উপল্যোভিত প্রতন্ত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'কখনো প্রতন্ত অতি বর্ণের নমন।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।
- প্রতর্ক [স] ১ বি সংঘর্ষ। 'আচম্বিত প্রতর্কের পিঠাটি বিদ্যুতে উজ্জ্বল হইলো।' সূত্রী, ১৯৩১। ২ বি সিদ্ধান্ত। 'সূত্রী, ১৯৩২।
- প্রত্যভিত্তি [স] বি আভ্যন্তরীণ। 'প্রত্যক প্রত্যক মেঘতরঙ্গমুখ দুই প্রতিভুল ব্যাহতে প্রত্যভিত্তি হইয়া একস্থানে সমবেত হইতেছে।' হরহস্য, ১৮৮২।
- প্রত্যাপ [স] ১ বি পরাক্রম। 'এ তীন কুবলে যানে আচার প্রত্যাপ।' বহু, ১৮৫০। ২ বি দাপট। 'স্বাভাৱ্য যে নিজের প্রত্যাপ জাহির করিতেন তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৩ বি প্রত্যাপ। 'দুরোগীয়া সভ্যতার প্রত্যাপ ও হৃদয়ের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিক মুক্ত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৪ বি অত্যাচার। 'কেবল যখন বর্ষা নামে ষোণা জলের পাকে বাতির প্রত্যাপ চাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।
- প্রত্যাপ-বর্ধন বি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। 'নিজেদের প্রত্যাপ-বর্ধন যা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১১।
- প্রত্যাপবান [স] বি শক্তিশালী; প্রত্যাপশালী। 'প্রত্যাপ প্রত্যাপবান সকল তপে নিধান শ্রীমান মহারাজ।' নর্দপ, ১৮৩৩।
- প্রত্যাপ-ভরে ক্রিবিপ প্রত্যাপের ভরে। 'তোমার প্রত্যাপ-ভরে বসুন্ধরা করবে টলমল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।
- প্রত্যাপশালী [স] বি পরাক্রমশালী। 'সে ... সূর্যের ন্যায় প্রত্যাপের দোষপ্রত্যাপশালী।' মুদ্রাঙ্ক, ১৮১০। 'নোবুদ শক্তি সক্ষম করে তা হারা প্রত্যাপশালী।' উমর, ১৯৬৮।
- প্রত্যাপিত [স] ১ বি পরাক্রমশালী। 'একবার বাদসাহ মহা দ্রষ্টা দোষের প্রত্যাপিত।' রামরায়, ১৮৩১। ২ বি ক্ষমতালক্ষণ। 'সমুদ্র প্রত্যাপিত হইবার বল পরাক্রম দেখিয়া মহারাজার শঙ্কা হইল।' রামরায়, ১৮০১।
- প্রত্যাপেশ [স] বি (সমোচনে) ক্ষমতাবান। 'প্রবল প্রত্যাপেশে।' নর্দপ, ১৮২২।
- প্রত্যারক [স] বি প্রবন্ধক। 'তোজরাজ প্রত্যারকের প্রত্যারগতে প্রত্যারিত না হয় এমন লোক অতিবিরল।' মুদ্রাঙ্ক, ১৮১০।
- প্রত্যারশা [স] বি প্রবন্ধক। 'কট বা কোথাও ছিলো, সকলি প্রত্যারশা।' অতোনিয়ো, ১৭৪৩। 'তোজরাজ প্রত্যারকের প্রত্যারগতে প্রত্যারিত না হয় এমন লোক অতিবিরল।' মুদ্রাঙ্ক, ১৮১০। 'অবোধ লোক সকলকে প্রত্যারশা করিয়া বালকহতে ...'। রামরায়, ১৮২৩।

প্রভাষণ জাল [স] বি প্রভাষণরূপ জাল। 'পোলাসের প্রভাষণ জালে বন্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজারা ...'। দর্পণ, ১৮৩৭।

প্রভাষণায় [স] বি প্রভাষণাপূর্ণ। 'প্রভাষণায় মানব-প্রাণ/ আর না হেবির নর-বয়ান।' গিরিশ, ১৮৮৩।

প্রভারিত [স] ১ বিপ ঠকেহে এমন। 'ভোজরাজ প্রভারকের প্রভারনাতে প্রভারিত না হয় এমত লোক অভিবিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিপ বন্ধিত হয়েছে এমন। 'প্রভারিত দুখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বি প্রবর্তিত ব্যক্তি। 'এই নবাবের প্রভারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?' সুকান্ত, ১৮৪৮।

প্রভারিত রোষ [স] বি প্রভারিত হওয়ার ফলে সূত ক্রোধ। 'প্রভারিত রোষে আমি নারিনু মুখিতে।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রভারিতা [স] বিপ স্ত্রী ছলনার শিকার হয়েছে এমন। 'শকুন্তলার রোম প্রভারিতা প্রভারিতা স্ত্রীরই রোম।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

প্রতি [স] ১ অবা উপর। 'তবে কেনে রতি প্রতি এত বড় মন।' বহু, ১৪৫০। ২ অবা প্রত্যেক। 'প্রতি আসে জনসনে ইসত যুদিত।' মালাধর, ১৫০০। 'প্রতি বাড়ি মূগের সন্ধ্যা।' মুকুন্দ, ১৯০০। 'প্রতি মাসা।' মাদোএল, ১৭৪৩। ৩ অবা উদ্দেশ্যে। 'কেহো মাগে গুরু প্রতি কেহো পুত্র প্রতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

প্রতি ভুবে কি শালুক উঠে - সব উদ্যোগেই সফলতা আসে না। সুবল, ১৯০৬।

প্রতিঅল [স] প্রতি-অল/বি প্রত্যল। 'ব্রহ্মা আদি দেব তার অল প্রতিঅল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

প্রতিঅর্ষণ [স] প্রতি-অর্ষণ/বি ফেরত দান। 'তাহাকে প্রতিঅর্ষণ করিয়া বলিবে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

প্রতি-আক্রমণ [স] বি পাক্তা আক্রমণ। 'অসম সাহসে তাদের প্রতি আক্রমণ করলে।' নলরূপ, ১৯৩১।

প্রতিআশ [স] প্রতি-আশা/বি প্রত্যাশা। 'আইলু মুক্তি বড় প্রতিআশে।' বহু, ১৫৭০।

প্রতিআসে [স] প্রতি-আশা। ক্রিয়ণ প্রত্যাশা করে। 'বুড়া আইলাও প্রতিআসে বসিতে তোমার সেলে আগেতে ডাকিবে ভাঁড় দস্তে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রতিঅধাণ [স] বি উত্তমর্ণকে ঋণ দেওয়া। 'ঋণ-প্রতিঅধাণের আবর্তন আসোড়নে সমস্ত এগিয়া জুড়ে নবনবোন্মোষণালী একটি আটের রূপ এসেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রতিকথা [স] বি প্রত্যেকটি কথা। 'তার প্রতিকথায় আত্ম স্পন্দিত হয়ে ওঠে।' মোতাহের, ১৯৫০।

প্রতিকার [স] ১ বি প্রতিবিধান। 'আর যত বৃহৎ রাধা গরল বচনে তার প্রতিকার ঘেঁরে না কর আগুনে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি নিভার। 'মিথ্যাবাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি প্রতিশোধ। 'যোড়ার দাপটে কেহ পায় প্রতিকার।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি ব্যবহার। 'অলঙ্কার প্রতিকার যাহারা সেকলে তাহার বাসালীভর।' ভবানী, ১৮২৮। ৫ বি উপহার। 'যদি আমি অলঙ্কার প্রতিকার না পাই তবে তোমারি কলঙ্ক হইবেক।' ভবানী, ১৮২৮।

প্রতিকারক [স] বিপ প্রতিকারকারী। 'গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

প্রতিকারকর [স] ক্রিয়ণ প্রতিকারের উদ্দেশ্যে। 'শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকর ... কতকগুলি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪০।

১৯৪০।

প্রতিকার-চেষ্টা বি প্রতিকারের চেষ্টা। 'প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রতিকারস্বা [স] বি প্রতিকারের আকাজ। 'সাংসারিক প্রতিকারস্বাচার আশ্রয়।' মানিক, ১৯৫৫।

প্রতিকারহীন [স] বিপ প্রতিবিধান করা যায় না এমন। 'কেবল ভাষাধীন প্রতিকারহীন বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'আমি যে সেমখিই প্রতিকারহীন শব্দের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভুতে কান্দে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রতিকারী [স] বিপ প্রতিবিধান করতে হবে এমন। 'কেবলনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে।' সুবীন্দ্র, ১৯৪৫।

প্রতিকাশ [স] বি সন্ধান। 'সেখা মানুষ সেখা জীবের ভাবতসি মিলিত হয়ে দিলে একটি ভাবের প্রতিকাশ।' অবন, ১৯২৫।

প্রতিকূল [স] ১ বিপ বিপরীত। 'কল যোগে হবে প্রতিকূল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ বিরোধী। 'পিতা মাতা হইতেও অধিক প্রতিকূল হইয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন। 'আমরা ... চিরকালই প্রতিকূল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বি বিপক্ষ। 'মুসলমানদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার নিমিত্ত।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৫ বিপ সহায়তা করে না এমন। 'প্রতিকূল অবস্থায় তাহা খুব অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৬৩। ৬ বিপ নিষ্পাপ। 'সাহিত্যে প্রতিকূল সমালোচনা কি আসো?' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৭ বিপ উজান। 'ভয় নাই যার কী করিবে তার এই প্রতিকূল প্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রতিকূলতা [স] বি বিরুদ্ধতা। 'সৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্তিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ধবর্ণোত্ত জলময় হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রতিকূলতাচরণ [স] প্রতিকূলতা-আচরণ/বি বিরুদ্ধাচরণ। 'হিন্দু-মনোবৃত্তির প্রতিকূলতাচরণ হিন্দু সহ্য করিবে না।' শিখা, ১৯৩২।

প্রতিকূলা [স] প্রতিকূল। বিপ বিরোধী। 'তেজস্বত্র বহানরের প্রতিকূলা ইহা ...'। দর্পণ, ১৮২৩।

প্রতিকূলতার [স] প্রতিকূল-আচার/বি বিরুদ্ধ আচরণ। 'দারুণ বিখ্যাত থাকে প্রতিকূলতারে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

প্রতিকূলতারী [স] প্রতিকূল-আচারী। ১ বিপ বিদ্বাকারী। 'প্রতিকূলতারী চৈতন্যের কল্পনা করিতে পার।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বিপ বিরুদ্ধকারী। 'না তোমার বাসি ভালো, না তোমার প্রতিকূলতারী।' শক্তি, ১৯৬১।

প্রতিকূলা [স] বি বিপরীত। 'আপন কপালের প্রতিকূলা হইতে অসাবধান হইয়া পড়ি।' তারিণী, ১৮৩৩।

প্রতিকৃতি [স] বি প্রতিকৃতি; ছবি। 'কোমল পাতলা পর্ণার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

প্রতিক্রিয়া [স] বি ক্রিয়ার পরিণাম; কোনো ক্রিয়ার ফল সূচক। 'ইহাদিগের প্রতি গুরুতর অত্যাচার ... হইলেও ইহারা কোন প্রতিক্রিয়া করিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

প্রতিক্রিয়াজ [স] বিপ প্রতিক্রিয়াবাদ। 'তাদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াজ যে মনোজীবন।' শরীফ, ১৯৬৮।

প্রতিক্রিয়াশীল [স] বিপ প্রাপ্তিবিরুদ্ধ। 'এসব কথা প্রতিক্রিয়াশীল হক মন্ত্রীমণ্ডলের ছাত্রই।' আজাদ, ১৯৪০। 'পার্টিশন আন্দোলনের

প্রতিক্রিয়াশীলতা

যেৱে প্রতিক্রিয়াশীল ... দ্বন্দ্ব। 'আজাদ', ১৯৪৭।

প্রতিক্রিয়াশীলতা [স] বি প্রণতিবিরুদ্ধতা। 'মানসদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা বিশেষভাবে হস্তোচ্চিহিত।' 'উন্নয়ন', ১৯৬৬।

প্রতিক্রি [স] প্রত্যক্ষ। বিশ্ণু সরাবরি: স্পষ্ট। 'প্রতিক্রি সত্তার দ্বার দেখে পদাধারে।' 'মাসাধর', ১৫০০।

প্রতিক্রমণ [স] ক্রিয়ণ প্রতিক্রমণে; সর্বসা। 'আমরা যে তাঁহারই অনুগামী তারা প্রতিক্রমণ প্রতিক্রমে হৃদয়কম করিতেছি।' 'অক্ষয়', ১৮৮৮।

প্রতিক্রিষ্ণু [স] বিশ্ণু প্রতিক্রিষ্ণু। 'কোন বস্তুর উপরে পতিত আলোক প্রতিক্রিষ্ণু হয়। ... উক্ত বস্তুর একটি প্রতিক্রমণ উৎপাদন করে।' 'অক্ষয়', ১৮৫৪।

প্রতিগত [স] বিশ্ণু প্রত্যগত। 'তাহারা পূর্বে প্রতিগত না হওয়াতে ... চিত্তিত হইয়াছিলেন।' 'বিদ্যা', ১৮৬৩।

প্রতিগমন [স] বি প্রত্যগবর্তন। প্রতিগমন করা কি ফিরে যাওয়া। 'একরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া, দিলার লইয়া, সন্ন্যাসী বীর অশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।' 'বিদ্যা', ১৮৪৭।

প্রতিগামী [স] বি প্রতিনিবি। 'প্রতিগামী কহিলেক রাজার পোতার।' 'কবীন্দ্র', ১৬৮৯।

প্রতিগম্য [স] বিশ্ণু ধারণা করা যায় এমন। 'সে যে কথা বলতে চায় এখনও তার কোনো প্রতিগম্য তাহা নাই।' 'রবীন্দ্র', ১৯০৮।

প্রতিগ্রহ [স] বি দান গ্রহণ। 'প্রতিগ্রহ না করিলে কল্পে রাজ্যখন।' 'কৃষ্ণদাস', ১৫৮০।

প্রতিগ্রহণ [স] বি দত্ত বস্ত্র পূর্ণগ্রহণ। 'আমার নিম্নসম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমাকে বিত্তর অনুগ্রহে করিলেন।' 'বিদ্যম', ১৮৭৪।

প্রতিগ্রহ-অঙ্ক [স] বিশ্ণু ক্রোড়ে অঙ্ক। 'সেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিহে দলে অসংখ্য, প্রতিগ্রহ-অঙ্ক, চতুঃস্থঙ্করূপী।' 'মাইকেল', ১৮৬১।

প্রতিঘাত [স] ১ বি আঘাতের বদলে আঘাত দেওয়া। 'চন্দ্রকানকেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ধা মারে, তখন নেহাইও ফিরে সেই হাতুড়িকে প্রতিঘাত করে।' 'অক্ষয়', ১৮৪৬। ২ বি প্রতিধ্বনি। 'কলিহুত্রে, গটের মত যে অতি লাগতলা একশত চর্চ, তাহাতেই ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়।' 'বিদ্যা', ১৮৫১। ৩ বি সংঘর্ষ। 'পরস্পর প্রতিঘাতসমূল্য উল্লাসতরঙ্গ।' 'অষ্টম', ১৮৮৭।

প্রতিঘাতকর্ম [স] বিশ্ণু প্রত্যঘাত করতে সক্ষম। 'বর্ষীয় প্রজাণ প্রত্যঘাতকর্ম।' 'ভারত সংকলন', ১৮৭৩।

প্রতিঘাতী [স] বিশ্ণু বিলাশক। 'প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনানুযায়ী বলিয়াই বিভিন্ন সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।' 'রবীন্দ্র', ১৯০৭। 'অস্তর শক্ত ও প্রতিঘাতী করে তুলতে হবে।' 'গুণাধী', ১৯৪৫।

প্রতিচাল [স] প্রতি+স চালি। বি প্রত্যেক ছাউনি বা আচ্ছাদন। 'প্রতিচালে মুহূর্তের অর্য্য।' 'মুদ্রণ', ১৬০০।

প্রতিচ্ছায়া [স] বিশ্ণু প্রতিবিম্ব। 'তার সঠিক রূপটির প্রতিচ্ছায়া।' 'অবন', ১৯২৫।

প্রতিজন [স] বি প্রত্যেক ব্যক্তি। 'প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ।' 'কৃষ্ণদাস', ১৫৮০; 'প্রতিজন এবং হাজার টাকা করিয়া দিবে।' 'দর্পণ', ১৮১৮।

প্রতিজ্ঞাবাদো [স] বি প্রতিজ্ঞাসের ইচ্ছা। 'এই শিব ইতিহাস একদিন প্রতিজ্ঞাবাদো অথবা অন্য কোনো সাক্ষী অস্তিত্বের আকর্ষণে

লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইয়া ...।' 'রবীন্দ্র', ১৯০৫।

প্রতিজ্ঞা [স] ১ বি শপথ। 'সকলই তোমার কহিলো আল হের প্রতিজ্ঞা করিলো।' 'বহু', ১৪৫০। ২ বি সংকল্প। 'অবিচারে জন্মেজয় প্রতিজ্ঞা করিল।' 'কবীন্দ্র', ১৬৮৯।

প্রতিজ্ঞাত [স] বিশ্ণু অসীকৃত। 'দেশের উপকারজনক বিষয় প্রতিজ্ঞাত ছিল।' 'দর্পণ', ১৮০১; 'সত্তার প্রতিজ্ঞাত মহৎকর্তব্যে ... একদাকাতাকে গ্রহণ করিল।' 'অক্ষয়', ১৮৪৩।

প্রতিজ্ঞাদূর্ষ [স] বি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; প্রতিজ্ঞারূপ দূর্ষ। 'বোমার ওকতর আঘাত সহ্য করিয়াও উভা দেবীর প্রতিজ্ঞাদূর্ষ ভূমিসাৎ হয় নাই।' 'বনকুল', ১৯০৬।

প্রতিজ্ঞানুসারে [স] ক্রিয়ণ অসীকার অনুসারে। 'পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তিন্ন এদেশে পুত্রক প্রেরণের মানুল গ্রহণ করা যাইবে না।' 'অক্ষয়', ১৮৫১।

প্রতিজ্ঞাপন্ন [স] বি অসীকারনামা। 'এইমত প্রতিজ্ঞাপন্ন শিবিয়া দত্তবত করিবেন।' 'ভানকান', ১৭৮৪।

প্রতিজ্ঞাপাশ [স] বি অসীকারের বন্ধন। 'মুখের প্রতিজ্ঞাপাশে নির্জন, নিলাভ ব্রহ্মি ছাড়া কিছু নাই।' 'জীবন', ১৯৪৮।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ [স] বিশ্ণু অসীকৃত। 'তাঁহার পূর্বে উভয়ে, মধুমালতীসদনানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ...।' 'বিদ্যা', ১৮৪৭।

প্রতিজ্ঞাসী [স] বি শপথ। 'সেল সাধু রাজধানী করিল প্রতিজ্ঞাসী।' 'মুদ্রণ', ১৬০০।

প্রতিজ্ঞাতল [স] বি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা। 'করিয়েদো, প্রতিজ্ঞাতল অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন।' 'বিদ্যা', ১৮৪৭।

প্রতিজ্ঞারূঢ় [স] বিশ্ণু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'স্বীর্ণি সংস্থাপন উদ্দেশে ... প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিল।' 'অক্ষয়', ১৮৫৫।

প্রতিজ্ঞাশীল [স] বিশ্ণু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'জ্ঞানীদেবো বিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞাশীল, এবং বিদ্যান।' 'অক্ষয়', ১৮৪১।

প্রতিজ্ঞাসূত্র [স] বি শপথের বন্ধন। 'প্রতিজ্ঞাসূত্রদ্বারা জমীদারগণে কৃষকের গলবন্ধন।' 'এডুকেশন', ১৮৭৩।

প্রতিজ্ঞাস্বত্ব [স] বিশ্ণু নির্বাক সংকল্পে অটল। 'কটিন প্রতিজ্ঞাস্বত্ব আমাদের দৃঢ় কাৰাবাদ্য/প্রত্যেক নির্বাক যন্ত্র প্রতিরোধ সংকল্প জাগার।' 'সুভাষ', ১৯৪৮।

প্রতিজ্ঞেয় [স] বিশ্ণু প্রতিজ্ঞা করা উচিত এমন। 'যাহা কর্তব্য ও প্রতিজ্ঞেয়, তাহা অশ্রদ্ধা করা।' 'প্যারী', ১৮০০।

প্রতিবন্ধকৃত [স] বিশ্ণু পাণ্ডা বন্ধাবস্থিতি। 'সেটা আমাদের হৃদয়ের তরে তখনই প্রতিবন্ধকৃত হইতে থাকে।' 'রবীন্দ্র', ১৯০৮।

প্রতিভুলনা [স] বি পাণ্ডা দৃষ্টান্ত। 'এই বালক কবির ভ্রুতা প্রতিভুলনারূপে মনে করার মতো।' 'মুদ্রণ', ১৯৭০।

প্রতিদান [স] বি মানের বদলে দান। 'তোমার নিষ্ঠুর প্রতিদান কিছু চাহি না।' 'রবীন্দ্র', ১৮৫৫।

প্রতিদিন [স] ক্রিয়ণ রোজ। 'প্রতিদিন শিশাভাষে করয়ে কীর্তন।' 'কৃষ্ণ', ১৫৮০।

প্রতিদিনকার [স] বিশ্ণু প্রতিদিনের। 'এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নোনা।' 'রবীন্দ্র', ১৯৪৪।

প্রতিদিবস [স] ক্রিয়ণ প্রত্যেক দিন; রোজ। 'প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিবস চারি তত্ত্বা বেতন পাইবেন।' 'পূর্ণচন্দ্র', ১৯৩৫।

প্রতিদ্বন্দ্ব [সি] বি ভবিষ্যতক। 'মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রতিদ্বন্দ্বি [সি প্রতিদ্বন্দ্বী] বিপ প্রতিপক্ষ। 'অভাগিণী তোমার হয়্যাছে প্রতিদ্বন্দ্বি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা [সি] বি প্রতিযোগিতা। 'পরিণাম অবশ্যই বিষময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩; কার্যক্রমে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক [সি] বিপ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। 'প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে।' বেগম, ১৯৬০।

প্রতিদ্বন্দ্বী [সি] বিপ প্রতিযোগী। 'তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী পার্থীয়ার আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'তিনি ... স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

প্রতিদ্বন্দ্বীহীন [সি] বিপ প্রতিযোগী নেই এমন। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছে প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন মহাশক্তি।' শিব, ১৯৫৬।

প্রতিদ্বন্দ্বি [সি] ১ বি কোনো ধর্মনি কোনো কিছুতে বাধা পেলে যে ধর্মনি উপগম হয়, সেই ধর্মনি। 'হৃদয়ের শব্দ লাগে প্রতিদ্বন্দ্বি হয়।' কৃষ্ণগঙ্গা, ১৫৮০; 'সুমুগর প্রতিদ্বন্দ্বি কায়ের কাননে।' মাইকেল, ১৮৬৬। ২ বি প্রতিরূপ। 'অতুল রূপের প্রতিদ্বন্দ্বি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রতিদ্বন্দ্বিত [সি] বিপ প্রতিদ্বন্দ্বি দ্বারা অনুরণিত। 'দুর্ভাগ্য হিন্দুগণের ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রতিদ্বন্দ্বিময় [সি] বিপ প্রতিদ্বন্দ্বিপূর্ণ। 'সুমুগর প্রতিদ্বন্দ্বিময় এক আকাবাকা গুহার আঁধারে।' জীবন, ১৯০০।

প্রতিনন্দকার [সি] বি নন্দকারের উল্লেখ করা নন্দকার। 'ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে প্রতিনন্দকার করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রতিনিতি [সি প্রতিনিয়ত] ক্রিবিধ সর্বদা। 'শুভ তুল্য প্রজ্ঞাপ্রাপ্ত সর্বপ্রতিনিতি।' সুলতান, ১৭০০। ২ প্রতিনিয়ত

প্রতিনিতি [সি প্রতিনিয়ত] ক্রিবিধ প্রতিনিয়ত। 'নৃত্যগীত প্রতিনিতি রস কুতুহল।' বাহরাম, ১৬৫০।

প্রতিনিধি [সি] ১ বি যুগপাত। 'তোমাতেই প্রতিনিধি করিলাম আমি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রতিদায়ক। 'প্রেমবিলাসক অন্য কোন নায়ক লইয়া সেই প্রতিনিধির দ্বারা বাবু গুণনিধির ভার লাঘব করেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি স্থান-অধিকারী। 'জননীর প্রতিনিধি কর্মচারে-অবতর অতি ছোটো দিদি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বি নির্বাচিত বার্ষিকাকারী। 'আমরা সাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রতিনিধিত্ব [সি] ১ বি তুলে ধরার কাজ। 'এক-একজন প্রতিভা সর্বসাধারণের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বসাধারণের আসন অধিকার করে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি প্রতিধি হওয়ার অবস্থা। 'হিন্দু প্রতিনিধিত্বের সংখ্যালঘুত্ব ঘটিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।' আজাদ, ১৯৪০। ৩ বি প্রতিনিধির কাজ বা কার্যকল। 'শিক্ষা লোভে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা ...।' সওগাত, ১৯৪০। ৪ বি সব প্রকারের নেতৃত্ব। 'মহিলা সমিতি মহিলা সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।' বেগম, ১৯৫২।

প্রতিনিধিত্বমূলক [সি] বিপ প্রতিনিধির কাজ করে এমন। 'কংগ্রেস ও মোহাম্মদ লীগই যে যথাক্রমে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান।' আজাদ, ১৯৪১।

প্রতিনিধিত্বহীন [সি] বিপ প্রতিনিধিত্ব নেই এমন। 'প্রতিনিধিত্বহীন কেন্দ্রীয় পরিষদ ডেভে দেবার দাবী জানান।' বেগম, ১৯৫৪।

প্রতিনিধি দল [সি] বি যুগপাত ব্যক্তিগণ। 'মহিলাদের একটি প্রতিনিধি দল।' বেগম, ১৯৭২।

প্রতিনিধিবর্গ [সি] বি প্রতিনিধিবৃন্দ। 'ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট জননায়ক এবং প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে ...।' আজাদ, ১৯৩৬।

প্রতিনিধিসভা [সি] বি প্রতিনিধিদের সমিতি। 'একটি বিশ্বব্র-প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রতিনিধিব্রহ্ম [সি] বিপ অনুরূপ। 'এই পুষ্করীকে পুণ্য প্রোতবিনীর প্রতিনিধিব্রহ্ম জ্ঞান করে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রতিনিধিহীন [সি] বিপ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন; নেতৃহীন। 'দুটো প্রধান ও প্রতিনিধিহীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।' বেগম, ১৯৪৯।

প্রতিনিদান [সি] বি প্রতিদ্বন্দ্বি। 'সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিদান।' অচিভ, ১৯৫০।

প্রতিনিবৃত্ত [সি] বিপ পুনরাগত। 'অধ্যাপক মহাশয় স্বীয় আবাসগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

প্রতিনিবৃত্তি [সি] বি বিরত থাকা। 'মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ দুরবসার হইতে প্রতিনিবৃত্তি জন্য ... উপদেশ দিলেন ও অনুসরণ বিনয় করিলেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

প্রতিনিয়ত [সি] ক্রিবিধ সবসময়। 'ছাপা হইয়া প্রতিনিয়ত প্রকাশ পায়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯; 'প্রতিনিয়তই অনুভব করে।' জীবন, ১৯৪০।

প্রতিনিয়ত [সি] বি যন্তব্য। 'স্টোইক দর্শনের প্রতি এলিগের-এর প্রতিনিয়ত মার্কসের কাছে কিছুটা অসিলরনীকৃত ঠেকে।' শিব, ১৯৬০।

প্রতিপ [সি প্রতিপ] বিপ প্রতিপক্ষ। 'ত্রৈলোক্য প্রতিপ তার প্রতাপ প্রচণ্ড।' মালদার, ১৫০০।

প্রতিপক্ষ [সি] ১ বি বিরুদ্ধ পক্ষ। 'দুর্ভাগ্য হইতে কারণ প্রতিপক্ষকে বলিতে লাগিলেন, বা, বা, তুই পক্ষ, বা এই বাবা বা।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি প্রতিপক্ষ। 'বন্দ্যোপ পক্ষে ও আপনার প্রতিপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রতিপক্ষনু [সি] বিপ প্রতিযোগী নেই এমন। 'প্রতিপক্ষনু হইয়া ভারত-বিপজ্ঞা বহুতে রহিতে সর্মভ হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রতিপক্ষীয় [সি] বিপ বিরোধী দলীয়। 'লীগের চাইতে লীগের প্রতিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে ...।' আজাদ, ১৯৪২।

প্রতিপক্ষ [সি প্রতিপক্ষ] বি চক্রগণের বা কৃষ্ণগণের প্রথম ভিবি। 'অটমী ত্রয়োদশী প্রতিপক্ষ আর অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অমাবস্যা দিনে পাঠ নাই।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ প্রতিপক্ষ

প্রতিপক্ষ [সি] ১ বি ক্ষমতা। 'ইহা গর্ভকণ্ডন ও প্রতিপক্ষ ভ্রম করিয়া ...।' তরুণী, ১৮০৩। ২ বি প্রভাব। 'অদূর প্রতিপক্ষি জন্মাইলেন।' রেজি, ১৮১২। ৩ বি প্রতিষ্ঠা। 'আপনার বিদ্যার প্রার্থ্যা প্রকাশ করিতে পারেন তবেই তাঁহার প্রতিপক্ষি হয়।' ভবানী, ১৮২০।

প্রতিপক্ষিশালী [সি] বিপ ক্ষমতাবান। 'এই অতিথিনী বেশ্য শ্রেণীতে যে ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিপক্ষিশালী হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।' সবুজ, ১৯২০; 'প্রতিপক্ষিশালী স্থানীয় শরীক।' লওকত, ১৯৬৬।

প্রতিপদ [সি] বি পূর্ণিমার অথবা অমাবস্যার পরবর্তী বা প্রথম ভিবি। 'ওঙ্গী, ১৭৮২; 'প্রতিপদ হল আজি, জাগাও দেখি চট্টোরে বসিয়ে বোধন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রতিপন্ন [সি] বি যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। 'আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন উপায়কে অবশিষ্ট রাখেন নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'বিস্তর ২ সওগাত দিয়া সিংহ রাজ্যের নিকট প্রতিপন্ন হইলেন।'

প্রতিপন্ন করা

রামরাম, ১৮০১।

প্রতিপন্ন করা কি মুক্তি দিয়ে অবসারিত প্রমাণ করা। 'যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ।' রবীন্দ্র, ১৮০৭।

প্রতিপাদ্য [স] বিণ প্রতিপাদনের যোগ্য। 'এই সত্য প্রতিপাদ করিয়াছিলেন যে...'। রাজ, ১৮৭৪।

প্রতিপাদক [স] ১ বিণ প্রমাণকারী। 'এই স্থির করিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক তত্ত্ববর্ধের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আবেশণ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ প্রতিপাদনকারী। সেবথি, ১৮৩৯। ৩ বিণ নির্ণায়ক। 'রোডিওর গতিবিধি পরীক্ষামূল্য প্রতিপাদক বিদ্যাকে পতিতেরা রোডিওরিন্দ্যা বা রোডিওরিন্দ্যা নামে ব্যক্ত করিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৭৭। ৪ বিণ নিরূপক। 'নব্ব্ব বা পুত্রের পূর্বকর্তন পুত্রী ভাষী পারসীক আভির প্রতিপাদক হইতে পারে।' অক্ষর, ১৮৪৭। 'প্রাক্তন কাহিন্যকল এতদেশীয় ব্যক্তিদ্বয়ের যথার্থ সুখ প্রতিপাদক কি না।' প্রজ্ঞা, ১৮৫০।

প্রতিপাদন [স] বিণ যীমাংসা। 'ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তে অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।' অক্ষর, ১৮৪৯।

প্রতিপাদনমূলক [স] বিণ সমাধানমূলক। 'সামাজিক সমস্যা প্রতিপাদনমূলক গদ্য রচনায়...'। সুসীমমুখো, ১৮৭০।

প্রতিপাদিত [স] বিণ নিরূপিত। 'একটা প্রতিপাদিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

প্রতিপাদিতা [স] বিণ স্ত্রী অর্পিত। 'ভাগ্যতঃ সৎ পাত্রে প্রতিপাদিতা ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা।' বিদ্যা, ১৮৯২।

প্রতিপাদ্য [স] ১ বিণ প্রতিপাদনের বিষয়ীভূত। 'গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য কলা নিমন্ত্রণোক্তন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ নিরূপিত। 'স্ত্রীর নামের প্রতিপাদ্য প্রতিপাদ্য হয়।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বিণ আলোচ্য বিষয়। 'এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অশ্রমাদেশের সোধকরন।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রতিপালক [স] বিণ ভরণ-পোষণকারী; বাসের জোনাংগতা। ওয়া, ১৭৮৫। 'কৃষকরাই আমাদিগের প্রতিপালক।' অক্ষর, ১৮৪২।

প্রতিপালন [স] ১ বিণ পালনশালন। 'ছাওয়ালের প্রতিপালন করিবের।' মের্স, ১৭৬২। 'তাহাদের প্রতিপালনও তোমার আবশ্যক।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ রক্ষণাবেক্ষণ। 'আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম প্রতিপালনচেষ্টক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৩ বিণ পালন। 'কেবলমাত্র অসুপাত প্রতিপালন এবং পৌরষ রাজত্বের...'। রবীন্দ্র, ১৮৪৪। 'আদেশ প্রতিপালন করিয়া।' মানিক, ১৮৬০।

প্রতিপালনচেষ্টক [স] বিণ রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থী। 'আপনি দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধর্ম প্রতিপালনচেষ্টক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

প্রতিপালিত [স] ১ বিণ পালিত-পালিত। 'চোর পরপ্রায়েরপরহারা প্রতিপালিত হয়।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ আদেশ পালন করা হয়েছে এমন। 'যে যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই প্রতিপালিত হইয়াছে।' মঙ্গলরক্ষ, ১৮৫৫। 'আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোনোপ্রকার অযত্ন...'। রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বিণ উপস্থাপিত। 'মহাসমারোহে নবীনবন প্রতিপালিত হয়।' বেঙ্গল, ১৯৪৯।

প্রতিপালিতা [স] বিণ স্ত্রী পালন পালন করা হয়েছে এমন। 'উপাধা রজকীর গৃহে প্রতিপালিতা হয়।' দর্পণ, ১৮২৬।

প্রতিপাল্য [স] বিণ পালন করতে হয় এমন। 'যাহা বলিবেন তাহাই আমাদের প্রতিপাল্য।' বঙ্কিমচন্দ্র, ১৮৭৩।

প্রতিপোষক [স] বিণ সহায়কারী। 'পাঠশালায় সংস্থাশক ও প্রতিপোষক

গ্রীষ্মত বার কালীনাথ রায় চৌধুরী।' দর্পণ, ১৮০৭।

প্রতিপোষকতা [স] বিণ পুষ্টিপোষকতা। 'পর্বণম্বে যে বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রতিপোষকতা করিতেছেন...'। সাল্যবেশ, ১৮৩৪। 'পর্বণম্বে... এমত কর্ণের প্রতিপোষকতা করেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

প্রতিপোষণ [স] বিণ পুষ্টিপোষণ। 'এই ভাষ্যঅন্তে উদয় হল নবরাজ মঙ্গলসেবের প্রতিপোষণ।' হাই, ১৯৪৪।

প্রতিপোষী [স] বিণ স্ত্রী সহায়তাকারী; পুষ্টিপোষক। 'সংকৃত বিদ্যালয়ধারে অধিক প্রতিপোষী ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

প্রতিপ্রাণ [স] বিণ ক্রিরে যাওয়া। 'তাহারা শিবিরভ্রম করিয়া প্রতিপ্রাণের উদযোগ করিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

প্রতিপ্রাণ [স] বিণ অনুপ্রাণ প্রাপ। 'ক্ষনি বৃজে প্রতিপ্রাণ, প্রাণ বৃজে মরে প্রতিপ্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

প্রতিপ্রাণকতা [স] বিণ ক্রিরে পাওয়ার যোগ্যতা। 'প্রতিপ্রাণকতা নানী শব্দ নিয়ে করে না তোলপাড় এইসব লেখকের।' দর্পণ, ১৯৭০।

প্রতিপ্রেরিত [স] বিণ ফেরত পাঠানো হয়েছে এমন। 'পাদসম্মতি পর, সেই সর্বক পুত্রক করকরকথায়ত করিয়া প্রতিপ্রেরিত হইত।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রতিফল [স] ১ বিণ দুর্মহের জন্য উপযুক্ত শাস্তি। 'হামী আইলে পাবে প্রতিফল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৬০০। ২ বিণ পারিশ্রমিক। 'নজর ও প্রতিফল আদর্শের নীত মতে লইবেন।' জনকান, ১৭৮৫। ৩ বিণ প্রতিফল। 'পূর্বের আলস্যের এই প্রতিফল পাইতেছ।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বিণ কর্মফল। 'ভাষার অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইতে হয়।' অক্ষর, ১৮৫০। 'সুখমুখীর প্রাণপণ প্রদানের প্রতিফল।' রবীন্দ্র, ১৮৭০। ৫ বিণ জবাব। 'এবার তাহার প্রতিফল দিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রতিফলিত [স] ১ বিণ প্রতিবিম্বিত। 'রোডিওর ডুমলেন প্রতিফলিত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। 'কাটিকা ওশে সেই কিরণ সহস্র বর্ষে প্রতিফলিত হইয়া...'। রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ পরিবৃত্তিত। 'তাহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। বিণ পতিত। 'সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটি মাত্র কোমল সুসুমার সুখের উপর প্রতিফলিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণ অনুসৃত। 'সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎ চরাচরে ব্যাঙ হইতে থাকুক।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

প্রতিবচন [স] বিণ কথার উত্তর। 'তোমরা তখন ভাববে খালি কলম ক'বে ব'সে ব'সে/ প্রতিবাদের প্রতিবচন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

প্রতিবন্ধ [স] বিণ আটকানো হয়েছে এমন। 'অলিকাভার দক্ষিণ প্রান্তরীয় নির্মল বায়ু অবকল-শূন্য নিকিৎ বৃহস্পতী দ্বারা প্রতিবন্ধ।' অক্ষর, ১৮৪৮।

প্রতিবন্ধ [স] বিণ বাধা। 'তাহাদিগের ধর্ম্মনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধ মোচন করেন।' অক্ষর, ১৮৪৭। 'কেবলমাত্রের কেবল বিদ্যালয়িকারই প্রতিবন্ধ উপস্থাপিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রতিবন্ধক [স] ১ বিণ অন্তরায়। 'জৈন্তবৃক তাহার পর্শের প্রতিবন্ধক হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ সমস্যা। 'মিল ক্ষেত্রেদের দাতব্যতায় হারি সমুদয় প্রতিবন্ধক মোচন হইল।' অক্ষর, ১৮৪২। ৩ বিণ বাধা। 'হিম্মতিগের সুখভাড়া লাভের ... প্রতিবন্ধক আছে।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৪ বিণ প্রতিবন্ধক। 'শিকার সর্গাঙ্গীক প্রতিবন্ধক মোচনা সমাজ।' সওগত, ১৯২৯।

প্রতিবন্ধকতা [স] বিণ বাধা। 'উদ্বিঘ্নের প্রতিবন্ধকতা করিলেন।'

দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রতিবর্ষ [স] *ক্রিবিণ* প্রত্যেক বছর। 'প্রতিবর্ষে গ্রহের গণ সম্বন্ধে লইয়া।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রতিবাক্য [স] ১ *বি* প্রত্যেক কথা। 'প্রতিবাক্যোতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুশিক করিতে থাকেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ *বি* অনুদিত বাক্য। 'পাঞ্চ মুখ প্রতিবাক্য আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রতিবাত [স] *বি* বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিক। 'প্রতিবাতে দুর্নিবার পতাকার প্রাণলভ্য কেবল মুখদিত করে নভস্তল।' *সুশীল*, ১৯০৮।

প্রতিবাদ [স] ১ *বি* বিরুদ্ধাচরণ; বিরোধিতা। 'তাঁহার প্রতিবাদ করিতে পারেন।' *রামমোহন*, ১৮১৬। ২ *বি* বাধা। 'আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রতিবাদক [স] *বি* প্রতিবাদকারী। 'প্রতিবাদক সমস্ত প্রবন্ধের সহিত ভাব না মিলাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিবাদধ্বনি [স] *বি* প্রতিবাদী বক্তব্য। 'এই সংশোধনী আইনের ঊত্র প্রতিবাদধ্বনি উঠিয়াছে।' *সপ্তপাণ্ড*, ১৯৩৮।

প্রতিবাদপত্র [স] *বি* প্রতিবাদ জানিয়ে লেখা পত্র। 'প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিবাদপত্র দিয়েছেন।' *বেঙ্গল*, ১৯৪৮।

প্রতিবাদমুখর [স] *বিণ* প্রতিবাদের ধ্বনিতে সতর্কপূর্ণ। 'সম্ময় প্রদেশ তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে।' *হাসিকুরু*, ১৯৫৩।

প্রতিবাদমূলক [স] *বিণ* প্রতিবাদ জ্ঞাপক। 'প্রতিবাদমূলক রেখচিত্রের পাশ করিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

প্রতিবাদযোগ্য [স] *বিণ* প্রতিবাদ করার উপযুক্ত। 'উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। 'এ ধরনের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য।' *কোন্*, ১৯৩৮।

প্রতিবাদী [স] *প্রতিবাদী*। *বিণ* প্রতিবাদকারী। 'কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদী মুখেতে পুনঃপুনঃ বিবেচিত হইলে তাহা সুদূর হয়।' *দর্পণ*, ১৮২০।

প্রতিবাদী [স] ১ *বি* প্রতিপক্ষ। 'তাঁহাতে বাদী প্রতিবাদী কর্ষ করে।' *ভারতী*, ১৮০৩। ২ *বিণ* প্রতিবাদ করে এমন। 'সহস্রাব্দের বিষয়ে কেহই প্রতিবাদী হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৩ *বিণ* বিবাদী; আসামী। 'প্রাচুর্যবাক্য, বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্তী করিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ৪ *বি* বিরোধিতাকারী ব্যক্তি। 'ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। 'এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের করণীয় বিশেষ কিছু ছিল না।' *সুদীপন*, ১৯৭০। ৫ *বিণ* প্রতিদ্বন্দী। 'পণ্ডিতশাস্ত্রে তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে সেটা খোঁজা করেন নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

প্রতিবাদক [স] *বি* বাধ্যতাকারক। 'ত্রাণকের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ের অত্যন্ত প্রতিবাদক রূপে করিতে দেয় না।' *জ্ঞানদেব*, ১৮৩৩।

প্রতিবার [স] *প্রতি+সং* বার। *ক্রিবিণ* প্রত্যেক বার। 'দুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরন প্রয়োজন করিবেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

প্রতিবাসার [স] *ক্রিবিণ* প্রতিদিন। 'হা নাটগীতে দেখি ঘর ভিত্তে মহল প্রতিবাসারে।' *মুহুরদ*, ১৬০০।

প্রতিবাসরিক [স] *বিণ* প্রতিদিনের। 'অবিচ্ছেদ্য প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র ক্রিয়দশপর্ণ্য প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিরত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

প্রতিবাসি [স] *প্রতিবেদী*। *বি* পড়শি। 'পাড়া প্রতিবাসি সকলকে প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করিলাম।' *ওস*, ১৭৮২। ২ *প্র* প্রতিবেদী

প্রতিবাসিনী [স] *বিণ* স্ত্রী প্রতিবেদী। 'প্রতিবাসিনী কেহ অন্য ছাত হইতে বিবিকে দেখিয়া কোন কথা কহিলে চোচটান দেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

প্রতিবাসী [স] *বি* প্রতিবেদী; পড়শি। 'এই ঠাঠর করিয়া গেল যে কোন প্রতিবাসীকে ডাকিব।' *ভারতী*, ১৮০৩।

প্রতিবিশিষ্টে [স] *ক্রিবিণ* প্রতিভার করার ইচ্ছায়। 'সে কেবল প্রতিবিশিষ্টে মুক্ত্য তার ...।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

প্রতিবিধান [স] ১ *বি* প্রতিকার। 'ভৃত্যর তাহার প্রতিবিধান করিতেছি।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* দমন। 'আমরা কি সেই বিরোধীর প্রতিবিধান করিব না?' *মহারহর*, ১৮৮৫।

প্রতিবিধিৎসা [স] *বি* প্রতিবিধানের ইচ্ছা। 'পরমেশ্বর আমাদেরগকে প্রতিবিধিৎসা, অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

প্রতিবিশ্রী [স] *বিণ* বিশ্রবিরোধী। 'ইটালীর প্রতিবিশ্রী পক্ষকে সম্মুখ রেখে, জাতারা তারপে নামে।' *সুশীল*, ১৯৪৫।

প্রতিবিশ [স] ১ *বি* প্রতিজ্ঞা। 'নিজ প্রতিবিশ নেহার।' *চন্দ্র*, ১৫৫০। ২ *বি* নয়না। 'সুশাসিত্র নামক এতদেশীয় এক নুতন সমাদপনের এক প্রতিবিশ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ৩ *বি* প্রতিফলন। 'মহাভারতমধ্যেও যে সেই বোনের একটি অপূর্ণ প্রতিবিশ পড়বে।' *সুধম*, ১৮৮৭। ৪ *বি* নকল। 'প্রতিবিশ নিয়েই জোয়ার জীবন কাটবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

প্রতিবিশন [স] *বি* প্রতিফলন। 'একটি যন্ত্রের প্রতিবিশ-প্রতিবিশন আন্তরযোগ্য পত্র প্রতিবিশ-কোটি পরিমাণ নক্ষত্রগুণের প্রতিবিশ আঁত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রতিবিশিত [স] ১ *বিণ* প্রকাশিত। 'আপনই সমাদ পত্রে প্রতিবিশিত করিয়া চিত্রবাচিত করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ *বিণ* প্রতিফলিত। 'প্রতিবিশ পড়ছে এমন।' *কৌশলবিশেষ* দ্বারা উক্ত প্রতিবিশিত প্রতিবিশকে বিশেষ আন্তরনের উপরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

প্রতিবিশিক্রিয়া [স] *বি* প্রতিবিশ ক্রিয়া; স্নায়ুর উপর কোনো ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত ইচ্ছানিরপেক্ষ ক্রিয়া, যেমন কাঁপনি, হাঁচি ইত্যাদি। 'সেটা একটা বাতাবিক প্রতিবিশিক্রিয়া, যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স আকশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিবেদক *বি* রিপোর্টার; জ্ঞাত করায় যে। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক - যেমন করেই ব্যবহার করো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিবেদন [স] ১ *বি* রিপোর্ট; জ্ঞাত। 'কোনো কোনো জিলায় আমন ধান তলাইতেছে বলিয়া প্রতিবেদন করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* বিবরণ। 'অধিবেশনের প্রতিবেদন আত্মম্বলকে খোদাই করে রেখেছিলেন।' *মুক্তবাণ*, ১৯৪৯।

প্রতিবেদিত *বিণ* জ্ঞাত করা হয়েছে এমন। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক - যেমন করেই ব্যবহার করো ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

প্রতিবেশ [স] ১ *বি* পারিপার্শ্বিক এলাকা। 'চারিদিকের প্রতিবেশ হইতে গ্রামবাঙ্গালী তাহাদের পথ্য ত্রব্য লইয়া ভীড় করিতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ২ *বি* পারিপার্শ্বিক অবস্থা। 'পারিপার্শ্বিক প্রতিবিশ-প্রতিবেশে হিতাকরকারী পরামর্শ উপেক্ষা করে ...।' *শরীফ*, ১৯৭০।

প্রতিবেশী, **প্রতিবেশি** [স] সমানবৃত্তায়িত পদান্তে ই-কার। *বি* পড়শি।

প্রতিবেশিত্ব

'আপন বলদান প্রতিবেশী জৈতুন।' তারিখী, ১৮০৩: 'তাহারা ... পরিবারবর্ষের মধ্যগত ও প্রতিবর্ষমণ্ডল যৌক্ত হইয়া বাস করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

প্রতিবেশিত্ব [স] বি পাশাপাশি বসবাস। 'সাত শত বসরের প্রতিবেশিত্বের পরও কি রুখেতি ...' মোহনন্দী, ১৯৪০।

প্রতিবেশিনী [স] বি স্ত্রী গড়শি। 'তাহার প্রতিবেশিনী অগ্নিদানারী এক কামিনী।' বিদ্যা, ১৮৩৩।

প্রতিবোধ [স] বি উপলব্ধি: জ্ঞান। প্রতিবোধবিদিত [স] বিণ উপলব্ধিজাত। 'প্রত্যেক শোনার বোধে যে একমাত্র পরম শোনার সত্তা বিদিত সেই প্রতিবোধবিদিত এক সত্যই শ্রেয়স্যা শোভা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

প্রতিজ্ঞা [স] ১ বি প্রজ্ঞা। 'তুমি অর্থ কৈলে পাতিভ্রমপ্রতিজ্ঞা।' কুরুদাস, ১৫৮০। ২ বি অসাধারণ সূক্ষ্মশক্তি। 'প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন বর্ষীয় গ্রহকার উদিত হইবার ভরসা কোথায়?' অক্ষর, ১৮৫৫। ২ বি সহজাত সূক্ষ্ম শক্তি। 'গানের প্রতিজ্ঞা অল্প সৌকর্যই আছে, এই জন্যই অনেকই পান গায়িতে পারেন না, যাপ-রাগিণী গায়িতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ বি জ্ঞান। 'ইহাদের বড়োমানুষী করিবার প্রতিজ্ঞা নাই। ইহারা ঘরে ছবি টাঙায় পরকে সেখাইবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি উদ্ভাবনী শক্তি। 'আলফ্রেডের যে অসাধারণ প্রতিজ্ঞা বা উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বি নবনবোদ্বেগশালিনী বুদ্ধি। 'নবনবোদ্বেগশালিনী বুদ্ধিকেই প্রতিজ্ঞা বলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

প্রতিজ্ঞা-উদ্ধৃত বিণ সব্বোত্ত সূজনশীলতা থেকে জন্ম-নেওয়া। 'অসাধারণ অকুণ্ট প্রতিজ্ঞা-উদ্ধৃত, তাহা তাহার মাতা ক্রমশে বুদ্ধিবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

প্রতিজ্ঞাকর [স] বি প্রতিজ্ঞারূপ তরু। 'সমগ্রমরু সবসমুদ্র প্রতিজ্ঞাকর রস তথ্য নিতে চায়।' মোহনন্দী, ১৯৫০।

প্রতিজ্ঞাদীপ্ত [স] বিণ প্রতিজ্ঞা ভাষার। 'সত্যিক প্রতিজ্ঞাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মময় দীর্ঘবাস।' নরেন্দ্র, ১৯৩২।

প্রতিজ্ঞাবিত [স] বিণ প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন। 'প্রতিজ্ঞাবিত ইয়োজ রামপুরুষ।' নরেন্দ্র, ১৯২২।

প্রতিজ্ঞাবলে ক্রিবিণ প্রতিজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে। 'ধনেশ বর্ষীয় প্রতিজ্ঞাবলে পাট ও শোয়ার কারবার করিয়া ...' বনকল, ১৯০৬।

প্রতিজ্ঞাবান [স] বি প্রতিজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তি। 'সে হইল প্রতিজ্ঞাবান।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

প্রতিজ্ঞাবিকাশ [স] বি প্রতিজ্ঞার বিকাশ। 'তাহার মস্তিষ্কে এতাদৃশী উদ্ভাবনী ক্ষমতার সন্নিবেশই তাহার প্রতিজ্ঞাবিকাশের কারণ।' অক্ষর, ১৮৪৪।

প্রতিজ্ঞাবল্লক [স] বিণ বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ। 'সুহাসনের মুখশ্রী একটু কুণ্ডলন হলেও প্রতিজ্ঞাবল্লক।' বিজুতি, ১৯০১।

প্রতিজ্ঞাময়ী [স] বিণ স্ত্রী প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন। 'অনেক প্রতিজ্ঞাময়ী মহিলায় জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে।' বেঙ্গল, ১৯৩৫।

প্রতিজ্ঞার বরপুত্র বি প্রতিজ্ঞাবান ব্যক্তি। 'যে সব প্রতিজ্ঞার বরপুত্রের আবির্ভাব হয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯২৬।

প্রতিজ্ঞাশক্তি [স] বি অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি। 'মানুষের প্রতিজ্ঞাশক্তির কাছে টাকা আর কতটুকু?' জীবন, ১৯০১।

প্রতিজ্ঞাশালিনী [স] বিণ স্ত্রী প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন। 'শৈশবানুস্মৃতিতেই যখন

এইরূপ প্রতিজ্ঞাশালিনী গ্রন্থকর্তা প্রাপ্ত হইয়াছে।' ক্ষয়সঙ্গ, ১৮৮৩: 'এদের পুরোভাসে ছিলো বর্ষকুমারী দেবী ... সরোজিনী নাইডু, জ্যোতিষী দেবী প্রমুখ প্রতিজ্ঞাশালিনী মহিলা।' কোষ, ১৯৫০।

প্রতিজ্ঞাশালী [স] বিণ প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন। 'যেখানে অনুকারী প্রতিজ্ঞাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ সোম আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

প্রতিজ্ঞাশিখর [স] বি প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। 'বঙ্গসাহিত্য এক-একটি বতস্ত সন্নিহীন প্রতিজ্ঞাশিখর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রতিজ্ঞানু্য [স] বিণ প্রতিজ্ঞাহীন। 'প্রতিজ্ঞানু্য লেখকের হস্তে তাহা হয় না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন [স] ১ বিণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাসম্পন্ন: অসাধারণ সূক্ষ্মশক্তির অধিকারী। 'প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন বর্ষীয় গ্রহকার উদিত হইবার ভরসা কোথায়?' অক্ষর, ১৮৫৫। ২ বিণ প্রতিজ্ঞা আছে এমন। 'তাহাদের মধ্যে প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'তিনি আশ্রমকে প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন বাহীর ত্যাগ অযোগ্য তাঁর মনে করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

প্রতিজ্ঞাধীন [স] বিণ প্রতিজ্ঞা নেই এমন। 'আমাদের মতো প্রতিজ্ঞাধীন শোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রতিজ্ঞা [স] ১ বিণ প্রতিফলিত। 'প্রবীণা আমাদের চক্রে অনলের ন্যায় প্রতিফলিত হইতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭: 'সেই কালের প্রকৃত ছবি মনে প্রতিফলিত হইতে পারে।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বিণ জ্ঞাত। 'তিনি দেশের চুড়া বলিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৩ বিণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষ অযোগ্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রতিজ্ঞাত হওয়া ১ ক্রি প্রতিফলিত হওয়া। 'দলা কেন তাহার নেড়ে স্পষ্ট প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি মনে হওয়া। 'হেরনের কাছে বিশ্বাসের মতো প্রতিজ্ঞাত হল।' মাসিক, ১৯৩০।

প্রতিজ্ঞাধ্ব [স] বি ভাষণের উত্তরে ভাষণ। 'পাঠাও সে-অলোক্যের পানে প্রতিজ্ঞাধ্বের বানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

প্রতিজ্ঞাস [স] বি শীর্ষ। 'চোখে উঠিছে বিকাশ অতীতের প্রতিজ্ঞাস জ্যোতিষের নিগারো নির্মোকে।' সুব্রত, ১৯০২।

প্রতিজ্ঞাসিত [স] বিণ প্রতিফলিত। 'দ্রেহময়ী ভগবানদেবীর মূর্তি প্রতিজ্ঞাসিত।' জগদীশ, ১৮৯৪।

প্রতিজ্ঞা [স] ১ বি কামিন। প্রতিজ্ঞাপূর্ণ [স] বি জামিননামা। 'পর্যবস্টের গ্রন্থে ক্রা কোন প্রকার টাকার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ কিবা নগদ টাকা গণিত রাখিতে হইবেক।' প্রভাকর, ১৮৪৮। ২ বি প্রতিশ্রুতি। 'তাহারাই সাধারণের প্রতিজ্ঞা হইয়া আসেন।' জগদীশ, ১৯১৮: 'দেশের প্রতিজ্ঞা তাহারা।' গীর্জা, ১৯৪৪।

প্রতিম [স] বিণ তুল্য। 'আমি বরেন তোমার পিতার প্রতিম।' স্বয়ম্ভবেন্দ্র, ১৮৭৬: 'অগ্রজপ্রতিম শ্রীচন্দ্র শরৎচন্দ্র ভট্টের।' নরেন্দ্র, ১৯২২।

প্রতিমিত [স] বি প্রতি+আ মান। ক্রিবিণ মাপপ্রতি। 'প্রতিমিত এক আদ্য করিয়া দিতে হইবে।' অক্ষর, ১৮৫৫।

প্রতিময়ী [স] বি সহকারী মন্ত্রী। 'পরিবার পরিকল্পনা দক্ষত্বের প্রতিময়ী।' কোষ, ১৯৭২।

প্রতিমা [স] ১ বি পুতুল। 'বিবি কৈল জন্মে কলকপ্রতিমা।' বড়ু, ১৫৫০। ২ বি মূর্তি: স্থিতি। 'ওড় দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি হেমরূপ প্রতিমা। 'প্রেমের প্রতিমা আছে যা হৃদয়ে

মরমশোণিতে আছে যা গাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রতিমাপূজক [স] বি মূর্তিপূজারি। 'দেশে অনেক লোক প্রতিমাপূজক
হইয়া উঠিতেছে।' প্রভাত, ১৮৯৭।

প্রতিমা পূজা [স] বি দেবমূর্তি পূজা। 'প্রতিমা পূজার বিপক্ষে বঙ্গ
জাঘ্য এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

প্রতিমাবিনশ্রুতি [স] বি হিন্দুধর্মীতে পূজা শেষে দেবদেবীর মূর্তি নদী
প্রভৃতির জলে ভাসিয়ে দেওয়া। 'প্রতিমাবিনশ্রুতি এবং উৎসবের
মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রতিমালিঙ্গ [স] বি প্রতিমা তৈরি বিষয়ক শিল্প। 'প্রতিকল্প শিল্প,
প্রতিমালিঙ্গ ... ইত্যাদির নানা প্রথা।' অবন, ১৯২৫।

প্রতিমে [স] প্রতিমা > বি প্রতিমা। 'জরির জামা ও হীরের কণী পরে
নাচ দেখতে বসুন ... প্রতিমে বিসম্মন ... স্নানখাড়া ও রতে বাহার
দিন।' হস্তাম, ১৮৬১।

প্রতিমান [স] বি প্রতিমূর্তি। 'প্রতিমান।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'প্রথম ও অন্তিম
মানুষের শ্রিয় প্রতিমান/ হয়ে যায় বাস্তবিক জ্ঞানমানবের সূর্যালোকে।'
জীবন, ১৯৪৮।

প্রতিমানুষ [স] বি প্রত্যেক মানুষ। 'যা কিছু প্রতিমানুষের পক্ষে অবশ্য
প্রয়োজনীয় তাকেই বলা হয় মানবীয় অধিকার বা রাইট।' শিব,
১৯৬০।

প্রতিমুখ [স] বি অভিমুখ। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহতি
প্রভৃতি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রতিমুহূর্ত [স] বি সকল সময়। 'সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত হইতে
তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রতিমূর্তি, প্রতিমূর্তি [স] ১ বি ছবি। 'এক প্রতিমূর্তি অর্থাৎ একখানি ছবি
প্রস্তাব।' দর্পণ, ১৮৩০; 'পরিশেষে ডিভিনোমেনদের কোনও উপায়ের
দেখিয়া বহুদূরে সেই কামিনীর প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিলেন।' বিন্দ্যা,
১৮৪৭। ২ বি প্রতিকল্প। 'যদি কোন শিল্প বিন্যাস প্রকৃতি লোক
নির্মলতার প্রতিমূর্তি করিতে চাহেন।' সত্যাব্দ, ১৮৫৫।

প্রতিমুখ্যমান [স] বিণ পরস্পর যুদ্ধরত। 'এই পরস্পর প্রতিমুখ্যমান
শত্রুকে আমি দূর থেকে নমস্কার করি।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

প্রতিযোগী [স] ১ বিণ সমকক্ষ। 'ইহার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি
না।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ প্রতিদ্বন্দ্বী। 'পরস্পরের গলা কাটাকাটির
প্রতিযোগী করিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বিণ বিপক্ষ।
'কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেত : তুমি, আমি সর্বব্যপ্ত পৈশাচিক কল তপে
জপে।' সুদীপ্ত, ১৯৪০।

প্রতিযোগী [স] প্রতিযোগী। 'অটালিকোপরি তৎসংখ্যায়
ঠাকুর সম্বন্ধ ভূমিকেরদিগের সমভিত্যাব্যাহারে প্রতিযোগিগণে বাস।'
বঙ্গদূত, ১৮২৯।

প্রতিযোগিতা [স] বি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। 'তাহার প্রতিযোগিতার লোক
আমার দেশে নাই।' ক্ষেত্র, ১৮০২।

প্রতিযোগিতাচারণ [স] বি প্রতিযোগিতা প্রদর্শনা। 'বিক্রেতারদের
প্রতিযোগিতাচারণ ব্যতিরেকে ক্রয় করেন না।' দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রতিযোগিতামূলক [স] বিণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাত্মক। 'প্রতিযোগিতামূলক
পরীক্ষায় মোসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ...।' এনালয়,
১৯৩৬।

প্রতিযোগী [স] বিণ প্রতিপক্ষ; প্রতিমুহূর্তকারী। 'আমি তোমার প্রতিযোগী
মন্ডনের।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

প্রতিযোগী [স] বি প্রতিরোধ করে এমন যোদ্ধা। 'প্রতিযোগী না পাঠাইয়া
উপায় নাই।' মণ্ডাররক্ষ, ১৮৮৭।

প্রতিরক্ষা [স] বি প্রতিরোধ। 'বৈসামরিক প্রতিরক্ষা ও ... সম্পর্কে এক
জরুরী ট্রেনিং।' বেঙ্গল, ১৯৬৬।

প্রতিরথ [স] বি রথে আরোহী প্রতিপক্ষের যোদ্ধা। 'লক্ষী অলক্ষীর দুই
বিপরীত পথে/ রথে প্রতিরথ/ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রতিরুদ্ধ [স] বিণ বাধাশ্রান্ত। 'অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়।'
বঙ্কিম, ১৮৯২।

প্রতিকল্প [স] ১ বি প্রতিচ্ছবি। 'তাহার কৌতুক বিশিষ্ট শ্রিয় রঙ্গভঙ্গের
প্রতিকল্প।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি প্রতিমূর্তি। 'বাহার প্রতিকল্প ধারণ
করিয়া থাকে সেও অহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি
সাদৃশ্য। 'শুকরের ছোট স্থানার ডাকের প্রতিকল্প কল্পনা।' তারিণী,
১৮০৩। ৪ বি প্রতিকৃতি। 'তিনি সেই সময়ে নির্বিশ্রম্য হইয়া, বহুট
প্রভৃতি বস্তুর প্রতিকল্প নির্মাণ করিতেন।' বিন্দ্যা, ১৮৪৯। ৫ বি
আকার; আকৃতি। 'অনেক বিঘ্নের জিহ্ময় প্রতিকল্পও প্রকাশ করা
গিয়েছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রতিকল্পক [স] বি প্রতিচ্ছবি। 'তার ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের
অন্তর বাহিরের প্রতিকল্পক।' অন্নদা, ১৯২৯।

প্রতিকল্পিত [স] বিণ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এমন; প্রতিস্থাপিত।
'এই আনন্দ বর্ণ ইন্দরেজী ২৪ অযুত বর্ষের দ্বারা প্রতিকল্পিত হইতে
পারেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

প্রতিকল্প শিল্প [স] বি প্রতিকল্প প্রকাশিত হয়ে এমন শিল্প। 'প্রতিকল্প
শিল্প, প্রতিমালিঙ্গ ... ইত্যাদির নানা প্রথা।' অবন, ১৯২৫।

প্রতিরোধ [স] বি বাধা দান। 'তাহার বেগকে প্রতিরোধ করিলেক।'
তারিণী, ১৮০৩।

প্রতিলাষি [স] প্রতি+হি লাভ বি পাশ্চা লাঘি। 'তখনই তার একটি
প্রতিলাষি প্রাপ্য হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রতিগিণি [স] বি নকল। 'তথিবরণের প্রতিগিণি আমরা প্রাপ্ত হই নাই।'
চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

প্রতিলোম [স] ১ বি নিম্নবংশীয় পুরুষের সঙ্গে উচ্চবংশীয় নারীর বিবাহ।
'পূর্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৯১। ২
বিণ বিপরীত। 'রুত লাভ হওয়া উচিত ... কোথাও বা প্রতিলোম
প্রণালীতে, লাভ এবং কালো কালিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

প্রতিশদ্ব [স] বি সমার্থক শব্দ। 'অব্য ওর প্রতিশব্দও বড়ো বেশি নেই।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রতিশাধা [স] বি প্রশাধা। 'আর্য উপনিবেশ ... নানা শাধাপ্রতিশাধায়
সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রতিশীর্ষ [স] বি প্রতিনিধি। 'তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া, গুরুভের
আগমনপ্রতীক্ষায়, নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

প্রতিশোধ [স] ১ বি প্রতিহিংসা। 'প্রতিশোধের চরম ইহা।' বঙ্কিম,
১৮৬৬। ২ বি প্রতিকর্তব্য। 'তুমি যে কার্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ
করিবার আমর কক্ষতা নাই।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

প্রতিশোধপরায়ণ [স] বিণ প্রতিশোধ নিতে অগ্রহী। 'প্রতিপক্ষের
হিত্রতার উত্তর কখনই পারেনি এক দৃঢ়চেতা লোকটিকে
প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলতে।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

প্রতিশোধক্ষেপে [স] ক্রিণ প্রতিশোধের জন্যে। 'জ্ঞানো
প্রতিশোধক্ষেপে উৎকণ্ঠিত বৃকে।' নলকল, ১৯৩০।

প্রতিশ্রুত

প্রতিশ্রুত [স] *বিশ* প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'আমার এক কার্য করিবা প্রতিশ্রুত হও।' *মুদ্রারক্ষা*, ১৮৪২। 'তিনি পরদিনই নটনারায়ণ শোনাফেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

প্রতিশ্রুতি [স] *বিশ* অঙ্গীকার। 'পাঠান নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুত্রখনিগকে পিতার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ [স] *বিশ* দায়বদ্ধ। 'বাল্লার শীঘ্র দল গ্রহণ হইতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' *মোহনকলী*, ১৯৪৩।

প্রতিশ্রুতি-বানী *বি* শপথের বানী। 'ইংরেজ যুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বানীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী [স] *বি* প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এমন ব্যক্তি। 'আজ প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীদের মধ্যে পড়েই পোশাক।' *হাফসুদ*, ১৯৬৬।

প্রতিষিদ্ধ [স] *বিশ* নিষিদ্ধ। 'তাঁহার এক এক বারেরই প্রতিষিদ্ধ ও তাঁহার মত একান্ত অস্বীকৃত হইল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। 'ভাষ্যকে ঋণ দেওয়া এই কথাই প্রতিষিদ্ধ হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রতিষেধ [স] ১ *বি* নিষেধ। 'প্রভু যোগে যোগেও কি বিধি প্রতিষেধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রতিভা। 'বিষ-বাটিকার প্রতিষেধ করিতে হইবে।' *মোহনকলী*, ১৯৪৬।

প্রতিষেধক [স] ১ *বিশ* প্রতিষেধক। 'দুর্ভিক্ষ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা ... করুন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিশ* বিধিবিধানাদিক। 'প্রতিষেধক গুণ দিতে ... সুস্থ হয়ে উঠুন।' *বিকৃতি*, ১৯৩৩। ৩ *বিশ* নিবারক। 'ইহার প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হইল।' *বৈদ্য*, ১৯৪৯।

প্রতিষেধকারী [স] *বিশ* নিবারককারী। 'সুরাশন প্রতিষেধকারী মহৎসেবের প্রশংসা করিয়াছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

প্রতিষ্ঠা [স] *বিশ* প্রতিষ্ঠিত। 'নারীপ্রকৃতি আপনার হিতবিধে প্রতিষ্ঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৪। 'সার্থকতা নয়, যদি সফলতা তোমার প্রতিষ্ঠা করে তোকাগরে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

প্রতিষ্ঠা [স] ১ *বি* সংস্থাপন। 'প্রতিষ্ঠা করিল মোরে দিয়া নানা ধন।' *রূপরায়*, ১৭৫০। ২ *বি* প্রতিপত্তি। 'ইহাতে মহাশয়ের গুণ্য প্রতিষ্ঠা আছে।' *কৈরী*, ১৮০১। ৩ *বি* খ্যাতি। 'দয়প্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার লীলা নাই।' *দর্পণ*, ১৮২৯। ৪ *বি* স্থাপন। 'পরমসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাহার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। ৫ *বি* গোলা। 'নদীর চরের প্রতি জলে-বাগুদা ডাক্তার কিঞ্চাদ যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাই অধিকার তার।' *হাফসুদ*, ১৯৬৬।

প্রতিষ্ঠাকামী [স] *বিশ* প্রতিষ্ঠা করতে চায় এমন। 'হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠাকামী কর্ণওয়ালের বরীদান আন্দোলনের সাথে মোহালের ভারতের কোনো সম্পর্ক নাই।' *আজাদ*, ১৯৪২।

প্রতিষ্ঠাতা [স] *বি* পথিকৃৎ। 'বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিষ্ঠাত্রী [স] ১ *বি* ত্রী প্রতিষ্ঠাতা। 'যার প্রতিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন এক বাঙালী মহিলা।' *বেঙ্গল*, ১৯৪৮। ২ *বিশ* ত্রী প্রতিষ্ঠাকারী। 'ভ্রাবের প্রতিষ্ঠাত্রী সজানেকী বোম্ব ...' *বেঙ্গল*, ১৯৬৮।

প্রতিষ্ঠানিবস [স] *বি* স্থাপিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিন। 'প্রতিষ্ঠানিবস উত্থানের আনুষ্ঠানিক কিয়ার।' *বুলবুল*, ১৯৬৬।

প্রতিষ্ঠাপন [স] *বিশ* প্রতিষ্ঠিত; প্রতিষ্ঠা। 'হাসীয়ে প্রতিষ্ঠাপন উকিলের বাড়িতে গুদের অনেক সময় কেটে পেল।' *সুদীপ*, ১৯৭০।

প্রতিষ্ঠাবান [স] ১ *বিশ* প্রতিষ্ঠাপন। 'বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। ২ *বিশ* মর্যাদাসম্পন্ন। 'একাকালে যোর্বোদ্য সম্প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিল।' *ভাষ্য*, ১৯৪২।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী [স] *বি* প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। 'হাসপ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।' *বেঙ্গল*, ১৯৫৯।

প্রতিষ্ঠাপ [স] *বি* প্রতিষ্ঠার সাল। 'এর প্রতিষ্ঠাপ জানা যায় না বটে ...' *হাফসুদ*, ১৯৪৯।

প্রতিষ্ঠাতাজন [স] *বিশ* আহ্বাতাজন। 'বিজ্ঞ সমাজে কলাত প্রতিষ্ঠাতাজন হইতে পারিবেন না।' *প্রভাকর*, ১৮৫২।

প্রতিষ্ঠাতৃমি [স] ১ *বি* স্বামীর কৃপণ বা দেশ। 'পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাতৃমি হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* মুলাভিত্তি। 'যেখানে একা সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাতৃমি স্থাপন করি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

প্রতিষ্ঠাপাত [স] ১ *বিশ* স্থাপিত। 'সে ত্রী ও পুত্রব তারের নিয়তে সাম্রাজ্যের উপর প্রতিষ্ঠাপাত করিয়া সভ্য ও সুন্দর ইহায়া উঠিয়াছে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ *বি* প্রতিপত্তি অর্জন। 'তিনি নিজের দেশে অন্যান্যসেই প্রতিষ্ঠাপাত করিতে পারিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

প্রতিষ্ঠাস্থান [স] *বি* অবস্থান। 'তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

প্রতিষ্ঠিত [স] ১ *বিশ* প্রচলিত। 'এক লক্ষ সহিত্য মর্মে প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮। 'তদ্যায় অনৈসর্গিক বর্ণিতেন ও কৃত্রিম বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিশ* প্রতিস্থাপিত। 'আপনকার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে নাবিক সমুদ্রের মহাশয়ের কাব্যমুগ্ধ করিয়াছে।' *রামরায়*, ১৮০১। ৩ *বিশ* মর্যাদাপ্রাপ্ত। 'সভ্য ভাষা সুশীলতার এতদূরার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৪ *বিশ* স্থাপিত। 'শিক্ষার জন্য এদেশে অদ্যাবধি একটোও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল না।' *প্রভাকর*, ১৮৪৭। ৫ *বিশ* অভ্যস্ত। 'উচ্চাৎ স্বতঃস্ফূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

প্রতিষ্ঠিতা [স] ১ *বিশ* ত্রী প্রতিষ্ঠিত। '১৭১১ সনের ২১ অধিন নিষেধ এই সভা প্রতিষ্ঠিতা হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫। ২ *বিশ* ত্রী সংস্থাপিত। 'ভাগ্যভাগ্যে সং পাঠে প্রতিপাদিতা ও সং পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা।' *বিদ্যা*, ১৮৯২।

প্রতিষ্ঠান [স] ১ *বি* সংস্থা। 'দুই প্রতিষ্ঠানেতেই নানাজায়ে সেবা ও সাহায্য করছেন।' *দৌর*, ১৮২২। ২ *বি* প্রতিষ্ঠা। 'না খেয়ে মরতে পাঠাতা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান।' *মুদ্রারক্ষা*, ১৯৪৯।

প্রতিষ্ঠানিক [স] *বিশ* প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায়। 'প্রতিষ্ঠানিক সবলতা বাঙ্গলার শীঘ্র অর্জন করিতে পারে নাই।' *আজাদ*, ১৯৪০।

প্রতিষ্ঠিত হইয়া

প্রতিসংহরণ [স] *বি* সংহরণ। 'সমস্ত চিত্তবৃত্তকে কেবলমাত্র দমনবৃত্তির মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্যা ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

প্রতিসংহরায় [স] *বি* সংহরণ; নিবারণ। 'সংহরণে যে শর-সন্ধান করিয়াছেন, আত তাহার প্রতিসংহরণে করুন।' *বিদ্যা*, ১৮৫৪।

প্রতিসম [স] *বিশ* সমান সমান। 'বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রাপ্তের নিত্য অনুরোধ; প্রতিসম বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণের দুর্ময় প্রকাশে।' *সুদীপ*, ১৯৪১।

প্রতিসম্বোধন [স] *বি* পাক্তা সম্বোধন। 'প্রতিসম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত বৈঠকখানার গিয়া উঠিলেন।' *ইন্দ্রদাস*, ১৯২০।

প্রতিসাক্ষী [স] বি বিবাদী পক্ষের সাক্ষী। 'সাক্ষীর ও প্রতিসাক্ষীর নামসোমাদি, এবং ...।' বঙ্গবঙ্গ, ১৮৭৪।

প্রতিসারী [স] বি বিকৃত্যচারী। 'নেতৃত্বের উহারী, অনাক্রমিকতারহী বস্তুবোধবর্জিত ক্রিয়াবল্যপ - এসবই তো মেনেপাসী সাধনার প্রতিসারী।' শিব, ১৯৫৬।

প্রতিসৌরবিষ [স] বি সূর্যের প্রতিবিম্ব। 'জলবাস্পের উপর প্রতিসৌরবিষ মায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৭।

প্রতিস্পর্শী [স] ১ বি প্রতিযোগী। 'স্বর্গের প্রতিস্পর্শী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণ ধ্বংসে উঠে তুলিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি উদ্ভত। 'বুক বসে আছে তার এত বড়ো প্রতিস্পর্শী কোনো ...।' শঙ্ক, ১৯৭০।

প্রতিস্মৃতি [স] বি বিস্তারিত। 'সূর্যের আলোক শতশত অঙ্গে প্রতিস্মৃতি হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রতিহত [স] ১ বি বাধাগ্রস্ত। 'ভাষা হইতে প্রতিহত হইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি প্রতিস্থাপিত। 'সূর্যের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রতিহতরোষ [স] বি ক্রোধ নিবারিত হয়েছে এমন। 'অকম্প্য প্রতিহতরোষ ইয়োজের সুপ্তীর বক্ষকুহর হইতে ...।' প্রমথ, ১৮৯৮।

প্রতিহত হওয়া [স] বি বাধা পাওয়া। 'স্বামীর চাক্ষুষ তাহারে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া কিরিয়া ঘাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রতিহত্যা [স] বি প্রতিহত্যার ব্যাপ্য। 'অর্থাৎ জ্ঞানকৃত বস্তুর শক্তি প্রতিহত্যা হইবেক।' বঙ্গবঙ্গ, ১৮০১।

প্রতিহারী [স] বি দারোয়ারা। 'প্রতিহারী তখন চ্যালকন্যাকে সম্মুখদে উপস্থিত করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'চারদিকে আগে সূচ্যুত বাক্সের প্রতিহারী।' নজরুল, ১৯২২।

প্রতিহিংসা [স] ১ বি প্রতিশোধ। 'কী উপায়ে সে প্রতিহিংসা সাধন করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা। 'প্রতিহিংসা তৃত করহ আমার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

প্রতিহিংসাপারায়ণ [স] বি প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী। 'ইহারা অতীত প্রতিহিংসাপারায়ণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি [স] বি প্রতিশোধের স্পৃহা। 'তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রকৃতি হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রসপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য হইয়াছিল কি না ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রতিহিংসা-সাধন বি প্রতিশোধ গ্রহণ। 'প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার প্রতিহিংসা-সাধন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

প্রতিহিংসক [স] বি হিংসার বদলে হিংসা করে এমন। 'অলস, পাণিষ্ঠ, প্রতিহিংসক এবং ভততপস্বী।' অক্ষয়, ১৮৫১।

প্রতী [স] প্রতি অথ প্রতি; দিকে। 'হেমবন্ত আইসন মায়ের আনুহতী/ বড়ায় লইয়া দিল প্রতিকার প্রতী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ প্রতি

প্রতীক [স] বি সাক্ষ্যেত। 'মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির ব্যাকুল্যটির কণ্ঠস্বর' রবীন্দ্র, ১৯২০। 'ফর্মের যা-কিছু প্রতীক তাকে আজ জোর করে রক্ষা করতে গেলে মানুষ নিজের মনের জোর খোঁচায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। 'একটি কামা পাণীরের প্রতীক।' মলিনক, ১৯০৫। 'তার আর-একটি গুণ প্রতীক

তৈরি করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রতীকতত্ত্ব [স] বি প্রতীকতত্ত্ব। 'প্রতীকতত্ত্বের প্রথম এবং দ্বিতীয় এতাবৎ সার্থকতায় কবি বোদলোয়ার নিজেই।' শিব, ১৯৭০।

প্রতীকতত্ত্বী [স] বি প্রতীকতত্ত্ব। 'এতে বোধধর নিখিলিত বা প্রতীকতত্ত্বী আখ্যা দিলে বিশেষ ভুল হবে না।' শিব, ১৯৭০।

প্রতীকত্ব [স] বি সাক্ষ্যেতকত্ব। 'কেত ভাবনাম না যে প্রতীকত্ব, প্রতিবিম্বিত্ব ... হাই শেল না।' বৃষ্টি, ১৯০১।

প্রতীক ধর্মঘট [স] বি সাক্ষ্যেতক ধর্মঘট। 'তার দ্ব্যতকাল প্রতীক ধর্মঘট পালন।' বোম্ব, ১৯৬৯।

প্রতীকবাদী [স] বি প্রতীকের আশ্রয়ে গুচ্ছবৎ প্রকাশের তত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তি। 'ফরাসী প্রতীকবাদীরা কান এবং চোখের এই নিম্নত পরম্পরনির্ভরতার কথা আমাদের ভুলতে নিষেধ করেছেন।' শিব, ১৯৫০।

প্রতীকময় [স] বি প্রতীক বৈ অন্য কিছু নয়। 'মনে হয় প্রথম চিত্রটি প্রতীকময়।' আইনু, ১৯৭০।

প্রতীকী [স] বি নির্দশনসূচক। 'ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণপদ্মা।' সূর্য, ১৯০৯।

প্রতীকার [স] প্রতিকার। ১ বি প্রতিবিধান। 'না জ্ঞানেন কোনমতে হয় প্রতীকার।' বঙ্গ, ১৪৮০। ২ বি নিত্য। 'যৈর্য অলম্ব্য করিয়া প্রতীকার ভাব।' রায়চন্দ্র, ১৮০২। ৩ বি নিয়াম। 'পৃথিবীতে বহুতর বিশুদ্ধ আছে, তাহার ফল মূল প্লামি অল্প পরিমাণে সেবন করিলে অনেকক রোগ প্রতীকার হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ প্রতিকার

প্রতীকারার্থ [স] প্রতিকার-অর্থী ক্রিয়াক্রমে প্রতিকারের জন্য। 'রোগ প্রতীকারার্থ ঔষধ প্রদান করা।' মর্প, ১৮৩৮।

প্রতীক [স] বি প্রতীক। **প্রতীক্যমাণ** [স] বি প্রতীক্যময়। 'প্রতীক্যমাণ ভাষা দ্বারা সৈনিক তত্ত্বাবধী।' নজরুল, ১৯২২।

প্রতীক্যমাণা [স] বি প্রতীক্য করে এমন। 'নির্জন ঘরে প্রতীক্যমাণ হৃদয়সিংহের হয়ে প্রতীক্যের কামনা শিখা প্রদ্র করছে।' আইনু, ১৯৭০।

প্রতীক্য [স] বি অপেক্ষা। 'প্রতীকার অফিল সিংহি নৈরাশ।' মর্জনা, ১৭৫০।

প্রতীক্য-উৎকর্ষী [স] বি অপেক্ষমাণ। 'এখানে অর্য্য তরু, প্রতীক্য-উৎকর্ষী চারিদিক।' সূর্য, ১৯৪৮।

প্রতীকাত্ম [স] প্রতীক্য-আত্ম। বি অপেক্ষমাণ। 'মহামুন্দের প্রতীকাত্মের রোণীনের মাখমোহ/ ময়ীসী তুমি জননী মূর্তি আসিলে কি সমানে।' জয়ী, ১৯৫১।

প্রতীকারত [স] বি প্রতীকার অপেক্ষা করে আছে এমন। 'নরন কেন প্রতীকারত বিদ্যাবিধানে উদাস-মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'প্রতীকারত শব্দ অটম হৈয়া আমি।' নজরুল, ১৯৪২।

প্রতীক্যশালা [স] বি প্রতীক্য করে থাকার ঘর। 'সে-ঘর এখন অতিথির প্রতীক্যশালা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রতীকিত [স] বি অপেক্ষাকৃত। 'তাহারদিকের বেতনের বিষয় গর্বমেয়ের অনুমতির প্রতি প্রতীকিত থাকিতেছে।' প্রভাকর, ১৮৪৮।

প্রতীক্যমাণ [স] বি অপেক্ষাকৃত। 'প্রতীক্যমাণ স্নেহে হৃৎকণ্ঠ তরুণী ঘির ...।' সূর্য, ১৯০২।

ଅତୀତକ୍ରମାଗା

প্রতীক্ষ্যমাণা [স] বিদ্য গ্রী অপেক্ষা করে যাচ্ছে এমন। 'একান্তে
প্রতীক্ষ্যমাণা দয়িতের সাথে চায় মিল।' সুররস্ব, ১৯৬৩।

প্রতীক্ষা^২ [স প্রতীক্ষা>] ক্রি অপেক্ষা করা। 'দাঁড়াইছে চতুশ্শাখে পাণ্ডবের তরে/ প্রতীক্ষিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

প্রতীচী [স] ১ বি পশ্চিম দিক। 'সূর্য্যরক দিয়ে প্রহু প্রতীচী চলিলা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প পাশ্চাত্যের। 'তিনি প্রতীচী বৈদ্যাকরশিক কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রাচী বৈদ্যাকরশিক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রতীচ্য [স] কিং পাশ্চাত্য; পশ্চিম দেশীয়। 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে
ধন্য হইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রতীচ্য-চেতনাবিমুখ [স] বিপা পান্চাত্য চেতনাবিরোধী। 'প্রতীচ্য-চেতনাবিমুখ মুসলিম সমাজে তেমন কাল অনুভূত হয়নি।' শরীফ, ১৯৭০।

প্রতীতি [স প্রতীতি] ১ বি বিশ্বাস। 'এসব কথাই ঘর নাহিক প্রতীতি।
বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অবগতি। 'নিশ্চয় ব্যাসের বাক্য জানিল
প্রতীতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

প্রতীতি। সা ১ বি বিশ্বাস। 'তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ধারণা। 'অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু
চাকরি করিবেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বি বোধ। 'প্রবেশ করিয়া, কেহ
পুনরায় বহির্গত হইয়াছে, কোনও জনে, স্রেণ প্রতীতি হইতেছে
না।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

প্রতীতিগম্য [স] বিপ বোধগম্য। 'তার কোনো প্রতীতিগম্য ভাষা নেই।' ব্রজীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রতীতিযোগ্য (স) বিশ্ব বিশ্বাসযোগ্য; বোধগম্য। 'কাব্যের রূপ যদি
 উপ-রূপে অক্ষরে প্রতীতিযোগ্য না হয়।' বরীক, ১৯৩৮।

প্রতীপ [স] বিদ বিপরীত। 'যথা বহে প্রতীপ গমনে প্রবাহ।' মাইকেল

প্রতীযোগ [স প্রতিযোগ] বি প্রতিদ্বন্দ্বিতা; বিরোধ। 'তাহার' সহিতে গীর

প্রত্যাগমন। [স] ১ বিশ বোধশয়। 'সকলে এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে অশ্বপুত্র প্রত্যাগমন হইল না' জঙ্কর, ১৮৭৭; 'বহু লক্ষ লোক প্রত্যাগমন করিয়াছে' যেক্ষণ প্রত্যাগমন হইল ...' বিদ্যা, ১৮৭৭।
২ বিশ আপাতসুখ। 'ভানের আমরা আশিকভাবে দেখি, তারা ততক্ষণে প্রত্যাগমন করেন ততক্ষণে' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিশ প্রমাণিত। 'দিকের সত্যস্বপ্ন প্রত্যাগমন করে তোলা, ভারী কঠিন বলে মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রতীকমানতা [স] বি সদৃশতা। 'অব্যুৎপত্তিকৃত দোষে তার রস
ফিকে, তার প্রতীকমানতা ক্ষীণ।' শিব, ১৯৭৩।

প্রতীক্ষমান হওয়া কি প্রমাণিত হওয়া। 'ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীক্ষমান হয়।
বতীস ১৯০৭।

প্রতীক্ষমাণা [স] কিং ত্রী বোধগম্য। 'রূপবতী বলিয়া প্রতীক্ষমান
দ্রব্য'।

প্রভুল। [১] ১ বি সুযোগ। সমস্ত। *স্মের্ণ*, ১৭৭৭: 'সে কখনো কিছু বেতর শিনে নাই বুঝী প্রভুল হইয়া উঠে নাই।' *যোগল*, ১৭৭০। ২ বি বাহা। 'কাহাঙ্ক ঝায়ায় সচেতিত হইয়া কিছু প্রভুলে ভায়ায় কায় আবার বদ্যনামিক।' *রামায়*, ১৮০১। ৩ বি গঠিপূর্ণতা সামান 'তাহারা যাইয়া কার্যের প্রভুল করিল।' *রামায়*, ১৮০১। ৪ বি মঞ্চ। 'প্রভুল না বলিতে পারিলে অধ্যাতী।' *কৌর*, ১৮০২। ৫ বি প্রার্থ। 'তাহার প্রভুলে কথিহয়ে ইহাঙ্গ প্রভুল হইয়া' *রাজীব*।

1042

প্রভুত্ব [স] কি অত্যন্ত পরিতুষ্ট। 'সর্বভাষী রাষ্ট্রসের প্রভুত্ব আঁখি।'
মঙ্গল, ১৯৩০।

প্রত্যক্ষ [স প্রত্যক্ষ] বিপ প্রত্যক্ষ; সাক্ষাৎ। 'প্রত্যক্ষ ইয়েহা কহু দর্য না
পাইল।' *মাল্যমালা* ১৫০০। স প্রত্যক্ষ

প্রশ্নঃ [স প্রত্যাহ] ক্রিষিণ প্রতিদিন। 'এই মত করিয়া প্রশ্নই বেহার করে।'

প্রাচীন (স) বিশ্ব পুরাতন; প্রাচীন। 'অমৃত এনে দিয়েছে শোনে, নহে সে নহে

ব্রহ্মগর্ভী [স] বিদ্য প্রত্ননিদর্শন আছে এমন। 'বাংলার যে ভূমি

এদ্ব্যন্তরবিদ [স] বি পুরাতন বিশেষক। 'তঁাহারা ভাবুক

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা । ১৯১৩ ।

শ্রুততান্ত্রিক দ্বারা আবশ্যক নেই।' প্রথম, ১৯১৪।

যুগের মানুষদের যে সব কন্ডাল আবিষ্কার করেছেন ...।' সবুজ,
১৯২১।

প্রকৃতিবিদ্যা [স] বি পুরাতত্ত্ব। 'নৃবিদ্যা আর প্রকৃতিবিদ্যা ... এই দুই

শ্রদ্ধাশি।স।বি প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্মার। 'বাংলার অসংখ্য শ্রদ্ধাশি

প্রত্য (স প্রত্যয়) বি বিশ্বাস। 'সকল প্রত্যে করএ চোর আছে।' মালাধর,

১৫০০।
প্রত্যাহাণ।স।বি দ্রুম অংশ। 'প্রত্যেক অংশে প্রত্যাহাণই আমরা এই বিজিত

প্রকৃতি দেখিতে পাই ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫ ।
 প্রত্যক্ষ [স] ১ বিদ্য চাক্ষুষ । 'ঔষধ প্রত্যক্ষ আমি দেখিল সাক্ষ্য ।' মুকন্দ ।

১৬০০। ২ বি অনুমোদন। ম্যানেজল, ১৭৪৩। ৩ কি অনুভূত।
‘আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে ভূমিসম্পদ প্রত্যক হয়, তাহা
প্রথমতঃ কারোই অন্তর্ভুক্ত। অক্ষয়, ১৮৪৪। ৪ বি বাস্তব। ‘তখন
তাবি... এত বড় হয়ে যাবে, কেননা আমার প্রত্যক-জ্ঞান কোনো
মিনই ছিল না।’ নজরুল, ১৯২২। কি স্পষ্ট। ‘ইতর-সাধারণের
মধ্যেও একটা প্রকাশ্য ইয়াত্রাবিধেয় প্রত্যক হইয়া উঠিয়াছিল।’
বহীশ ১৮৮৮।

প্রত্যক্ষ করা কি দেখা। 'ইতিপূর্বে মৃত্যুকে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২। *কি* অশুভব করা। 'তিনি বাহা সংকেত করিতেন তাহার প্রত্যেক অশ্রুপ্রত্যাহ তিনি মননক্ষুভে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন।' রবীন্দ্র ১৯১২।

প্রত্যক্ষণাম্য [স] ১ বিপ সরাসরি উপলব্ধি করা যায় এমন। 'সেই সত্যের প্রত্যক্ষণ্য বিভিন্ন ভাষা হচ্ছে বর্ণ, গন্ধ, নীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিপ প্রত্যক্ষভাবে নিশ্চিন্ত করা যায় এমন। 'এখনও তার কোনো প্রতিদ্যম ভাষা নেই, প্রত্যক্ষণ্য প্রমাণ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

প্রত্যক্ষশোচন। তা বিন দৃষ্টিগ্রাহ্য। 'দুই একটি প্রত্যক্ষশোচন বিষয়ও তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের কোন কোন বিবরণের শোষণকতা করিতেছে।' লক্ষ্য, ১৮৪৫: 'দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর জীব গতিকে প্রত্যক্ষশোচন করিয়া তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

প্রত্যক্ষায়া [স] বিণ শোচনীয়ত্ব। 'এমনকি নিম্নের কারে প্রত্যক্ষায়া করা বড়ো শক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রত্যক্ষজাত [স] বিণ ইন্দ্রিয়লব্ধ থেকে উৎপন্ন। 'প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সফলতাই আমাদের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষজ্ঞান [স] বি চাঞ্চ্য ধারণা। 'অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই।' গ্রন্থ, ১৯৪৪।

প্রত্যক্ষত [স] ক্রিবিণ সরাসরিতবে; স্পষ্টভাবে। 'তাকে প্রত্যক্ষত ভেট নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে-যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯২০; 'সম্মুখে সেহে প্রত্যক্ষত ও স্পষ্টত জ্ঞান সম্ভব হত না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

প্রত্যক্ষতা [স] ক্রিবিণ দৃষ্টিগ্রাহ্যতবে। 'তনুবে প্রত্যক্ষতা সিদ্ধ, শিখা ও মহানদী মােলো সেলে প্রবাহিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রত্যক্ষতা [স] বি স্পষ্টতা। 'গীত শিল্পী সুমারকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা দান করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

প্রত্যক্ষদর্শী [স] ১ বি 'যতক' দর্শনকারী ব্যক্তি। 'প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে এ কণা ওরু অব্যবহৃত বস্তুসমূহ।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ যতক দেখেছে এমন। 'কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকারের গোহিত-সম্মুখে ...' গ্রন্থ, ১৯২৫।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট [স] বিণ সরাসরি দেখা যায় এমন। 'পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোন কারণ ব্যতীত অকস্মৎ কম্পিতবস্থা প্রাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন [স] বি সরাসরি ভোটাধিকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। 'সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম ...' বৈশ্য, ১৯৭১।

প্রত্যক্ষ গ্রাম্য [স] বি চাঞ্চ্য গ্রাম্য। 'ইসরোবী পুত্রকের অভিনয় চর্চার প্রত্যক্ষ গ্রাম্য দৃষ্ট হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রত্যক্ষবৎ [স] বিণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মতো। 'তখনকার মনের ক্রিয় বৃহৎ স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ যবে আনবার চেষ্টা করছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রত্যক্ষবাদ [স] বি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য গ্রাম্য স্বীকার করে না - এমন মতবাদ। 'দার্শনিক কাজ, লক ও হ্যামের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষবাদী [স] বি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য গ্রাম্য স্বীকার করে না এমন মতবাদের অনুসারী ব্যক্তি; পলিটিকিষ্ট। 'প্রত্যক্ষবাদী' বলিবে, প্রত্যক্ষের ঘারা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষবোধ [স] বিণ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত। 'রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রত্যক্ষভাবে [স] ক্রিবিণ সরাসরি। 'বাহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রত্যক্ষমূলক [স] বিণ ইন্দ্রিয়গোচর হয় এমন। 'অনুমানতন ইন্দ্রিয়গোচর পণ্ডিতদের প্রকৃত প্রত্যক্ষমূলক ভূগোলবিদ্যা উদ্ভবই মনুষ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত।' অক্ষয়, ১৮৪৪; 'অনুমান ও প্রত্যক্ষমূলক।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রত্যক্ষরূপে ক্রিবিণ সরাসরি। 'সৌন্দর্য আর নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আশ্রয়ক নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রত্যক্ষসংসার [স] বি দৃশ্যমান জগৎ। 'উদ্ভাসিত প্রত্যক্ষসংসারে তিক্র এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ [স] বিণ দৃশ্যমান; সাক্ষ্যগ্রহণ। 'এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ

যথার্থ তত্ত্ব ... অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রত্যক্ষ হওয়া ক্রি দৃষ্টিগোচর হওয়া। 'হাকার প্রত্যক্ষ হইয়া পক্ষবিশেষিত কথা কহিয়া রাজার প্রম দূর করিয়া কহিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

প্রত্যক্ষাতীত [স] প্রত্যক্ষ-অতীত। বিণ চোখে দেখা যায় না এমন। 'কৃত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রত্যক্ষীভূত [স] বিণ প্রত্যক্ষ হয়েছে এমন। 'সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রত্যক্ষীকরণ [স] বি প্রতিবর্ণীকরণ; বর্ণান্তরীকরণ। 'সেই চিঠিবানর প্রত্যক্ষীকরণে প্রবৃত্ত হতে হল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রত্যক্ষরে [স] ক্রিবিণ অক্ষরে অক্ষরে। 'শব্দ-অর্থ দুই শক্তি/ নানা রস করে ব্যক্তি/ প্রত্যক্ষরে নন্দবিভূতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রত্যক্ষ [স] বি উপাধ। 'কথার সঙ্গে যশ না হইলে তাঁহারদিককে পাশ্বেকারে অসম্ভবতঃ দেখাইতে হইবেক।' ভদ্রানী, ১৮২৮।

প্রত্যক্ষিরা বি একসময়ের গাছ। 'শবর তুলসী দনা বলধবি বাকসনা প্রত্যক্ষিরা তুলিল ফুল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রত্যক্ষ [স] ১ বিণ অভ্যন্তর। 'এইখানে আনাদোনা চলত পূর্বের প্রত্যক্ষ-পূর্ববাসিনীদের।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ নীমাত্র। 'বাহা কপালর চেতনার প্রত্যক্ষ দেন্দেলে, চিত্রে আভাই ...' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রত্যক্ষদর্শী [স] বি প্রান্তরীমানা। 'আমূলিক যুগের প্রত্যক্ষদর্শী প্রেমের হয়ে ইহল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রত্যক্ষনিবাসী [স] বিণ প্রত্যক্ষ অঞ্চলে বসবাসকারী। 'ব্রাত্য ও প্রত্যক্ষনিবাসী বর্গী ভাবুকা উল্লিখিত শতকের প্রচ্যমান মননের বে বিভাব ...' শিব, ১৯৫৬।

প্রত্যক্ষনীমা [স] বি প্রান্তবর্তী স্থান। 'পেটের প্রত্যক্ষনীমা প্রসারিত হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রত্যবহার [স] বি সংহার। 'সদা সর্বদা উদ্ভাবিত ঠাণ্ডায় কহার প্রত্যবহারে কল্পিতে পারি।' রায়মহা, ১৮০১।

প্রত্যবায় [স] ১ বি অনাথা। 'পদার করিত বাশা নহে প্রত্যবায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অনিষ্ট। 'বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

প্রত্যবেক্ষণ [স] বি তত্ত্বাবধান। 'যে সময় তাঁহাকে পত্নরক্ষণ ও ভৃত্যদের প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবেক ...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রত্যভিষা [স] বি শাস্তা আঘাত। 'নিষ্ঠুরতার প্রত্যভিষাতেই সুখভক শত্রুশাস্তা লগ্নকে আর অতেন্দে ব্যাক্তি দিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রত্যভিজ্ঞান [স] বি আশের জানাশোনা সম্পর্কে চেতনা। 'আমাদের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রত্যভিধান [স] বি অভিধানের কবার। 'ভাড়াও গ্রীষ্ম-আশোনে আমদের প্রত্যভিধান করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

প্রত্যভিষেক [স] বি পুনরায় আভির্ভব। 'অমল আকাশে মুকুতি তার ধনি; শান্তি হিমমর তারই প্রত্যভিষেক।' সূর্য্য, ১৯০১।

প্রত্যাপ [স] ক্রিবিণ প্রতি বছর। 'প্রত্যাপ প্রকৃতির দেখে নীলাচল আসি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রত্যভিধান [স] বি শাস্তা অভিধান। 'চুখন-সকলকে প্রেরণ, তারখের অনেক উদ্ভাসধনি প্রেরণ করলে; ভাড়াও গ্রীষ্ম-আশোনে আমদের প্রত্যভিধান করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

প্রত্যয়

প্রত্যয় [স] ১ বি বিশ্বাস। 'শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ইচ্ছা। 'মনের প্রত্যয় তবে রাজা ফৈলে মেরে।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বি ধারণা। 'নীতিবিষয়ক প্রত্যয়টী সভাভাতিদিশের মধ্যে জন্মিয়াছে।' রজনন্দন, ১৮৭২। ৪ বি যে শব্দগণ বিশেষ বা ক্রিয়ামূলের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাই প্রত্যয়। 'তত্ত্ব বুঝি যেটো পণ্ডিতে সেন্দ্রিয়া রেবে তজ্জিত প্রত্যয় অমর পাশিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'মহা প্রত্যয় কেনই বা অশ্রবণ শব্দকে অশ্রবণ করি আশ্রয়শ্রম হইবে, অথচ ঢালাকি শব্দের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রত্যয়-উৎপাদন [স] বি বিশ্বাসস্থাপন। 'পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

প্রত্যয়যোগ্য [স] বি বিশ্বাসযোগ্য। 'পাঠরই বা কি প্রকারে তাহার প্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

প্রত্যয়হারা [স প্রত্যয়+হারা] বি বিশ্বাসহারা। 'মা মহা প্রত্যয়হারা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

প্রত্যয়ভীত [স প্রত্যয়+ভীত] বি বিশ্বাস। 'তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়ভীত সৎবাদ যাহার - তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

প্রত্যয়ী [স] বি বিশ্বাসী। ওয়া, ১৭৮৫।

প্রত্যর্থী [স] বি আসামি। 'সত্যবোধের মধ্যে বাঁহারা অর্থী প্রত্যর্থীর বাক্যের বলাবান্দা করে ...।' রজনন্দন, ১৮৭৪।

প্রত্যর্পণ [স] বি ফেরত দান। 'নতুন ধান্য হইলে প্রত্যর্পণ করে।' সোমস্বর্নধন, ১৮৬৮।

প্রত্যর্পিত [স] বি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বাচিয়া ধান্যকে প্রত্যর্পিত অধিকরটা হস্তান্তরে ...।' মনিক, ১৯৩৭।

প্রত্যাহ [স] ১ ক্রিবিপ্তি প্রতিদিন। 'এইমত প্রত্যাহ দৈন্য চন্দন খুসিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কুহি প্রত্যাহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর স্নান করি দিবা।' মুক্তাঙ্গ, ১৮১২। ২ ক্রিবিপ্তি প্রতিদিন। 'প্রত্যাহ অগ্নিসের জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রত্যাহ্বান [স] বি প্রতিদিনের জীবনযাপন। 'বেতন জোপাও চোখে প্রত্যাহ্বানহুলে রাজপথে অকরক হয়ে।' লজ, ১৯৬৯।

প্রত্যাহ্বাত [স] বি বিশ্বাসপ্রাধান্য করা হয়েছে এমন। 'কেউ কখনও প্রত্যাহ্বাত হয়নি, ইহা ... কর্পাগোত্র হয় নাই।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'একই কালে গ্রন্থে যেখানে আকৃষ্ট ও প্রত্যাহ্বাত ইহা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'চিত্রবন্ধিত ও চিত্রপ্রত্যাহ্বাত।' দর্শন, ১৯২৪।

প্রত্যাহ্বাত্য [স] বি বিশ্বাসী প্রত্যাহ্বান করা হয়েছে এমন। 'হিতীয়বার প্রত্যাহ্বাত্য হলেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৮।

প্রত্যাহ্বান [স] ১ বি ভাষা। 'বিষয়বস্তু প্রত্যাহ্বান করিও।' কল্পিত, ১৭৭০। ২ বি উপেক্ষা। 'আগনি অনার্যসেই সৈন্যকে প্রত্যাহ্বান করিতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'বাহ্যসৌন্দর্যকে প্রত্যাহ্বান করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি আত্ম। 'সেবতা কি ভক্তের একমুখিভাবে সেবা প্রত্যাহ্বান করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

প্রত্যাহ্বান [স] ১ বি ফিরে গেছে এমন। 'ইহাশ্রমে গেল প্রত্যাহ্বান হইলে পরও তিনি আপনার অভিযুক্ত সংস্কৃত বিদ্যার বিরত হন নাই।' দর্শন, ১৮৩৭। ২ বি ফিরে আসে এমন। 'সাপ্রাণীত পরিগ্রহ করিয়া সায়কালে আকাশ হস্তে আবার প্রত্যাহ্বান হয়।' প্রভাকর, ১৮৫৫; 'ভাষ্যগুণ অদ্যাবধি প্রত্যাহ্বান হইলেন না, কি করি?' রামানন্দরায়, ১৮৫৪। ৩ বি ফিরে-আসা। 'সিতপুং-প্রত্যাহ্বান পার্বতীর মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রত্যাহ্বান [স] বি প্রত্যাহ্বর্তন। 'এখন আমি জরাজীর্ণ প্রত্যাহ্বান করিব।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

প্রত্যাহ্বার [স] বি প্রতি বাড়ি। 'আজ্ঞা গেয়ে প্রত্যাহ্বার পুষ্টিলায় সবারার।' মনিকরায়, ১৭৮১।

প্রত্যাহ্বাত [স] বি আশ্রিতের স্বভাবে আশ্রিত। 'আশ্রিত সিংহাই জেনে আমিও প্রত্যাহ্বাত পেলাম।' সুকণ্ঠ, ১৯৪১।

প্রত্যাদেশ [স] ১ বি বিশেষ আদেশ। 'অন্তর্গত প্রত্যাদেশে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবা পারসি হুটুন পদাধিক তব।' সুগীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি সেন্তার আদেশ। 'পাশিটার শাখীকে ঠাকুর প্রত্যাদেশ সেন না।' মনিক, ১৯৪০।

প্রত্যাদেশকারী [স] বি সেন্তা। 'বতীনের চোখে প্রত্যাদেশকারীর দৃষ্টি।' মনিক, ১৯৪০।

প্রত্যানয়ন [স] বি পুনরায় আনয়ন। 'যে ব্যক্তি রাঙ্কসের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবীর প্রত্যানয়ন করিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রত্যানীত [স] বি ফিরিয়ে আনা হয়েছে এমন। 'তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রত্যানুবাদ [স] বি পুনরানুবাদ। 'এই অনুবাদ প্রত্যানুবাদের পছন্দ ধরে জামা বাহাওয়ারে অভ্যাস ঘটানো যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

প্রত্যানুবর্তন, **প্রত্যানুবর্তন** [স] ১ বি ফিরে আসা। 'নিজ নিকটেই প্রত্যানুবর্তন পূর্বক আহাৰ্য্যবাসনে শয়নমায়েই ...।' রামানন্দরায়, ১৮৫৪। ২ বি ফিরে যাওয়া। 'নিজ গৃহের দারিত্র্যের মধ্যে প্রত্যানুবর্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অতিক্রম হইল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রত্যাবর্তিত [স] বি ফিরে এসেছে এমন। 'প্রত্যাবর্তিত।' শক্তি, ১৯৬১।

প্রত্যাবৃত্ত [স] বি পুনরাগত। 'স্ববিগ্ন, বনভ্রম হইতে, ফল, পুষ্প, ফুল, সমিধ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রত্যায়ক [স] বি বিশ্বাস উপাদানকারী। 'বিবেকামির প্রত্যায়ক গুরুএক শব্দ আছে।' জ্ঞানবোধধন, ১৮৩২।

প্রত্যাসোচিত [স] বি পুনরাসোচিত। 'তোষাদ্রব্যসমূহের অধিকমাত্রেরতা ... আসোচিত প্রত্যাসোচিত করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

প্রত্যাপ [স প্রত্যাপ] বি আশা। 'সেই প্রভু কবতার গতিত প্রত্যাপ।' বাহরায়, ১৮৫০।

প্রত্যাপা [স] ১ বি আশা। 'তত ফল প্রত্যাপা করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি আকাজ্ঞা। 'মজ্জাবতিষ্ঠা রজন্যনা নববৎসকে সেবিবার প্রত্যাপা করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রত্যাপাতীত [স] বি প্রত্যাপার চেয়ে বেশি। 'প্রত্যাপাতীত আনন্দ লাভ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রত্যাপান [স] বি আশাধিত। 'সর্বজন ভোগ ভোগিবার প্রত্যাপান পূর্ণ থাকিতে ইহেক।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

প্রত্যাপানপূর্ণ [স] বি আকাজ্ঞা ভরা। 'বাখীর মুখের প্রতি প্রত্যাপানপূর্ণ স্নিগ্ধতা উদ্গীত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

প্রত্যাপানপূর্ণক [স] ক্রিবিপ্তি প্রত্যাপা করে। 'ইখরের নিকট হইতে প্রভুর প্রত্যাপানপূর্ণক নিদ্রা ঐকী ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

প্রত্যাপিত [স] বি বিশ্বাস করা হয়েছে এমন। 'স্নেহবাহনসে

সহিত বিনায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে, তাহা প্রত্যাশিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'একদিন বহুদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রত্যাশিনী [স] *বিশ* স্ত্রী কামনাকারী। 'ধনসম্পত্তি-সুখবিলসের প্রত্যাশিনী হইলে না।' মশাররফ, ১৮৮৫।

প্রত্যাশিন [স] *বিশ* অতি আসন্ন। 'কলিকাল প্রত্যাসন্ন সুন নৃপবরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

প্রত্যাহরণ [স] *বি* ফিরানো। **প্রত্যাহরণ করা** *ক্রি* ফিরিয়ে নেওয়া। 'যদি তখা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোনও উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রত্যাহর্তা [স] *বি* ফিরিয়ে এনেছে যে। 'এই কন্যা প্রত্যাহর্তাই প্রণয়িনী হইবেক।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

প্রত্যাহার [স] ১ *বি* প্রত্যাহান। 'চারিদিক হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া যখন ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ *ক্রি* ফিরিয়ে নেওয়া। 'যখন ভ্রম বৃত্তিতে পারিলেন তখন আর ভ্রমর প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'হিম কাভারের পার করে নাকো ভীতি আর মরনের অল প্রত্যাহার।' জীবন, ১৯৪৪।

প্রত্যাহত [স] *বিশ* প্রত্যাহার করা হয়েছে এমন। 'একই কালে উপহত অথচ প্রত্যাহত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রত্যুক্তি [স] *বি* কথার উত্তরে উক্তি; প্রত্যুত্তর। 'বাধিনী প্রত্যুক্তি করিল তুমি যাহা কহিলা সে সমস্ত বাস্তব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'উক্তি প্রত্যুক্তি নাগর অন্ধরে গ্রীষ্মবামী ছাপাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

প্রত্যুচ্চারণ [স] *বি* প্রত্যুত্তর। 'আমি আজ কেবল তারই প্রত্যুচ্চারণ করে বিদ্যা গ্রহণ করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

প্রত্যুত [স] ১ *অব্য* বহর। 'ইহাতে ইষ্টসম্ভাবনামায় নাই প্রত্যুত স্মৃতি স্মৃতি নানা অনেক।' দর্পণ, ১৮৫১। ২ *অব্য* প্রকৃতপক্ষে; অবিকৃত। 'প্রত্যুত অনেক কালোচিত সভ্যতা ও জ্ঞানলোক প্রাক্ট হইয়া ... স্বকার পাভ হইয়াছেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭২।

প্রত্যুতঃ [স] *অব্য* উপরন্তু; অবিকৃত। 'প্রত্যুতঃ সেই পরিমাণে তাহার অনিষ্ট করিয়া থাকেন।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭০।

প্রত্যুত্তর [স] *বি* উত্তরের উত্তর; পাণ্টা জবাব। 'ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

প্রত্যুত্থান [স] *বি* আশঙ্ককের সমানার্থে উঠে দাঁড়ানো। 'মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দশ রাজসোয়।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

প্রত্যুৎপন্নমতি [স] *বিশ* উপহিত বুদ্ধি আছে এমন। 'প্রত্যুৎপন্নমতি বর্কার্যসুনিপুণ ক্রলেন মহোদয়।' *অঙ্কর*, ১৮৫৪।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব [স] *বি* উপহিত বুদ্ধি; উপহিত বুদ্ধি বাটানের শক্তি। 'ব্রীদিসের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ...' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

প্রত্যুদাহরণ [স] *বি* পাণ্টা দৃষ্টান্ত। 'একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।' *প্রমথ*, ১৯২৪।

প্রত্যুদগম, প্রত্যুদগমন [স] *বি* আগমনকারীকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য গমন। 'বলরামে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদগমন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদগমন করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'প্রত্যুদগমন করে ওকে তুমি কাছে টেনে নাও।' *শক্তি*, ১৯৯৯।

প্রত্যুদ্য [স] *পত্তন* *বি* প্রতিষ্ঠা। 'গ্রামপুর প্রত্যুদ্য করাইল মাথনে।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

প্রত্যুপকার [স] *বি* উপকারের বদলে উপকার। 'প্রত্যুপকার ও 'স্বার্থ ব্যতিরেকে ন্যায় ও বিচার করিব।' *মেয়াজ*, ১৭৮৭; 'তাহার প্রত্যুপকারে এখানকার লোক গিয়াছে।' *রায়মহা*, ১৮০২।

প্রত্যুপহার [স] *বি* উপহারের বিনিময়ে উপহার। 'লগ্নর নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রত্যুৎ, প্রত্যুৎ [স] *বি* ভোর। 'প্রত্যুৎ জলেরে গেলি।' *আলাওল*, ১৭৫০; 'শীত কালে, এক কৃষক, অতি প্রত্যুৎ, ক্ষেত্রে কর্ম করিতে যাইতেছিল ...' *বিদ্যা*, ১৮৫৬; 'সূরিকালের প্রত্যুৎ হতে তোমারি প্রতীক্ষার ...' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রত্যুৎ-অভ্যুদয় [স] *বি* প্রত্যুৎের সূচনা। 'হল অবরিত বহু ওড চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুৎ-অভ্যুদয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রত্যুৎকাল [স] *বি* সূচনাকাল। 'তাহার জীবনের প্রত্যুৎকাল তিশ্বর সুখে আশ্রয় করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৭৭৮।

প্রত্যুহ [স] *বি* বাধা। 'তাঁহাদের সুখে কালহরণ করিবার দূরত্বকর্ম প্রত্যুহ হইয়া উঠিল।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

প্রত্যেক [স] ১ *বি* প্রতিজন। 'প্রত্যেকে সব ততনাম লইয়া ...' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিশ* স্বেচ্ছা। 'আর আর আশ্রয় সম্মতি রাজাদের প্রত্যেক বিবরণ সম্প্রতি শিবি।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিশ* প্রতিটি। 'প্রত্যেক বাসলাতে দুই-তুষ্টি করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

প্রত্যেকবার [স] *প্রত্যেক*+*ফা* *ব্য* *ক্রি* *বিশ* প্রতি দফা। 'প্রত্যেকবার জাহাজে ওঁতবার আগে এই চিহ্নটি মনকে গীড়া দেয় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'সেইজন্য পায়ক প্রত্যেকবার সমের কাছে আলিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রত্যোসী [স] *প্রত্যাশী* *বি* স্বামী। 'রায় বলে বাসা দিলে হইলাম প্রত্যোসী।' *হালহেত*, ১৭৭৮।

প্রথক [স] *পৃথক* *বিশ* *পৃথক*। 'তোমায় আমার প্রথক হইয়া পূর্ব ফারবত উত্তরত করিয়াছি।' *মেয়াজ*, ১৭৭০; 'ব্রীতিক্রমে বড় সাহেব প্রথক ইটক স্থাপন করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২। *প্র* *পৃথক*।

প্রথক [স] *প্রত্যাক* *বিশ* *প্রত্যাক*; *সাক্ষাৎ*। 'প্রথক হইয়া হরি করএ সেবন।' *মাল্যধর*, ১৫০০। *প্র* *প্রত্যাক*।

প্রথক [স] *বিশ* *প্রত্যাক*। 'এতো যে তুমি কহিলা, এহা আমারে প্রথকো বুঝাইবা।' *আভোনিয়া*, ১৭৪০।

প্রথম [স] ১ *বিশ* এক সংখ্যার পূর্বক। 'প্রথম পরের গোআল গেলা নিদন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* সূচনা; আশ্রয়। 'প্রথম তে করিল বিরোধো।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *বিশ* *অগ্ন*। 'এ তোর প্রথম বএসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ *বিশ* *প্রধান*। 'ঈশানচন্দ্র রায় ঐ বিদ্যেহের রাজা ও প্রথম উদ্যোগকর্তা।' *এডুকেশন*, ১৮৭০। ৫ *বিশ* *সর্বোচ্চ*। 'বংশের পীঠকর্তেও প্রথম মার্ক পাইল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রথম-আলো [স] ১ *বি* দিনের প্রথম সূর্যালোক। 'প্রথম বাহির হয়েছিল প্রথম-আলোর রথে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ *বি* *সর্ব* *ওঁটার* *সময়ে* *ছড়িয়ে পড়া* *আলো*। 'প্রথম আলোর চরণধনি উঠল বেজে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

প্রথমবার [স] *বিশ* *প্রথমবারের*; *প্রথম* *দিকের*। *কালদে*, ১৭৮৭।

প্রথমক্রন্দিত [স] *কিন* প্রথম ক্রন্দেই এমন। 'তার প্রথমক্রন্দিত নিশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রথমজাত [স] *কিন* আসে জন্মেছে এমন। 'আর্যমাতার প্রথমজাত এই অজাত পূর কণ্ঠ আমাদের চিরবয়ীশ্রেণী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'প্রথমজাত অমৃতের সমুৎপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

প্রথমত, প্রথমতঃ [স] *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'প্রথমত কংগে পুতনাক নিয়োজিল।' বঙ্কু, ১৪৫০; 'পরমেশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্তে ইচ্ছানুসারে অখণ্ডরূপে রাজাকে সত্যমুগে প্রথমতঃ আরোপিত করিয়াছিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'প্রথমত হিন্দুকালেকের ছাত্রেরা ...।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭; 'বাহাদুর প্রথমতঃ সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রথমতো [স] প্রথমতঃ *ক্রিবিণ* প্রথমে। 'প্রথমতো বিষ্ণুপুরের নিকট বিরাই নদীতে ছেয়ানী হাত লখা এক সেতু।' দর্পণ, ১৮২৫।

প্রথম দক্ষা [স] প্রথম+আ দক্ষা বি পয়লা নম্বর। 'সরুত নিলাম এই ১ প্রথম দক্ষা চাউল মজত্বরের নমুনা।' ক্যালণ্ডে, ১৭৯৬।

প্রথম ধর্ম [স] *বি* প্রাথমিক লক্ষণ। 'প্রাকৃত কোকরা, মহানুভাবদিগের বুদ্ধির প্রথম ধর্ম সকল দেখিয়া, উন্মাদ জ্ঞান করে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রথম পক্ষ [স] *বি* প্রথম স্ত্রী। 'প্রথম পক্ষের হেলের বয়স ষাটবৎসর।' হত্যোৎ, ১৮৬১।

প্রথমপুরুষ [স] *বি* আদি আমরা ইত্যাদি সর্বনাম পদ। 'প্রথমপুরুষকে উত্তমপুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে।' প্রমথ, ১৯২৮।

প্রথমপ্রকার [স] *ক্রিবিণ* প্রথমতঃ। 'প্রথমপ্রকার পুরান সিদ্ধা পাই পয়লা।' দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রথম প্রথম *ক্রিবিণ* প্রথম দিকে। 'প্রথম প্রথম প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল শক্তি দেখিয়া আমরা ইশ্বরকে অনুভব করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

প্রথম প্রজাত [স] *বি* জীবনের প্রথম ভাগ; যৌবন। 'বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রজাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রথম ভাগ [স] *বি* প্রথম খণ্ড। 'লিঙ্গশিক্ষা, প্রথম ভাগ, সর্ববর্ষ।' মনমোহন, ১৮৪৯।

প্রথম রাত্রি [স] *বি* রাতের প্রথম ভাগ। 'প্রথম রাত্রিতে ঘুম ভালবে এসকম হয়।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

প্রথম শিক্ষক [স] *বি* স্কোত্র শিক্ষক। 'প্রথম শিক্ষক। শ্রীযুত বাবু ইশ্বরচন্দ্র সরকার।' দর্পণ, ১৮৩৭।

প্রথম শ্রেণী [স] ১ *বি* সবচেয়ে ভালো আসন। 'বাঁহাটা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে গমন করিবেন।' অক্ষর, ১৮৫৫। ২ *বি* চূড়ান্ত ধরন। 'একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়।' রব্বির, ১৮৮৪। ৩ *বি* উচ্চমান। 'তাহা প্রথম শ্রেণীর ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রথমা [স] *বি* স্ত্রী প্রথম জন। 'প্রথমাও দ্বিতীয়ার অনুরূপ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রথমাংশে [স] প্রথম-অংশে *বি* তত্তর অংশে। 'তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

প্রথমার্ধ [স] প্রথম-অংশে *ক্রিবিণ* প্রথম দিকে। 'তিনি সেপটেন্বর মাসের প্রথমার্ধে ব্রিটল নগরে যাত্রা করিলেন।' অক্ষর, ১৮৪২।

প্রথমাক [স] *বি* প্রথম অধ্যায়। 'প্রথমাক।' হাইকেল, ১৮৫৯।

প্রথমাবধি [স] *ক্রিবিণ* প্রথম অবধি। 'কলির প্রথমাবধি ৩০৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির রাজ্যের শক গণ্য হইয়াছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

প্রথমাবস্থা [স] *বি* আরম্ভকালীন অবস্থা। 'পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উক্তত বাস্পীয় শোলক।' রব্বির, ১৮৭৫।

প্রথমার্ধ [স] *বি* প্রথম অর্ধেক। 'যেখানে প্রথমার্ধে আকার থাকে, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

প্রথমে [স] ১ *ক্রিবিণ* শুরুতে। 'প্রথমে কাড়িও লৈল সাতেসসরী হার।' বঙ্কু, ১৪৫০। ২ *ক্রিবিণ* প্রথমতঃ। 'প্রথমে নাহিক মান লোকের বিদিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

প্রথমোক্ত [স] *কিন* প্রথমে উল্লিখিত। 'প্রথমোক্ত দুই পুস্তকের বিবেচনা আমরা আগামি সভায়ে করিব।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রথমোৎপত্তি [স] *বি* জন্ম। 'সাব্যেয় প্রথমোৎপত্তি কোন কালে হইয়াছিল।' রব্বির, ১৮৮৭।

প্রথা [স] ১ *বি* নিয়ম। 'এই প্রথা আছে মোর পুরুষ পুরুষে।' কেতক, ১৬৫০। ২ *বি* প্রচলিত আচার। 'কেহ অরিলে তাহার শব শেষ করণার্থে সঙ্গে যায় এমন প্রথা আছে।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ *বি* রীতি। 'বিদ্যাদায়ন প্রথা প্রচলিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রথাপাত [স] *কিন* প্রথমে চলে এসেছে এমন। 'মিথ্যার বোঝা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত সংস্কারে পরিণত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'কৌ-অন্যায় সেটা প্রথাপাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রথানুপাত [স] *কিন* আসের ধারার অনুসারী। 'মধ্যযুগের সকল কবিই এই অর্থে প্রথানুপাত।' আনিস, ১৯৬৪।

প্রথানুপাত [স] *বি* প্রচলিত প্রথার অনুসরণ। 'রবীন্দ্রতার চেয়ে প্রথানুপাতই বেশি লক্ষ্য করা যায়।' আনিস, ১৯৬৪।

প্রথানুমানিত [স] *কিন* আচার সমর্থিত। 'প্রথানুমানিত ভিন্ন অন্যবিধ কর সমাজে গ্রন্থ হইবেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

প্রথানুযায়ী [স] *ক্রিবিণ* পদ্ধতি অনুসারে। 'বালকগণের শিক্ষাসময়ের প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিয়ম নির্ধারণ করিলেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রথাবন্ধন [স] *বি* উপায়-পদ্ধতি। 'সর্বত্র ... আত্মপ্রভাভায়াসীতা, হৃতসমর্থা প্রথাবন্ধনের নির্বোধ অনুসরণ ... ও নিরতিয্যাসী ভোগবৃষ্টি।' শিব, ১৯৫৬।

প্রথাবন্ধতা [স] *বি* সংস্কারোচ্ছ্রতা। 'মুগ্ধাশান্তের প্রথাবন্ধতার গভী থেকে মুক্ত করে আত্মপ্রাণদাসাম্পন্ন স্বাধীন মানুষ হিসেবে ...।' সুনীলমুখা, ১৯৭০।

প্রথাবিরুদ্ধ [স] *কিন* রীতিবিরুদ্ধ। 'এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রথমত, প্রথমতঃ ১ *ক্রিবিণ* রীতিমত। 'নীলকন্ঠের প্রথমত কার্য করিয়া থাকেন।' সাধারণী, ১৮৭৪। ২ *ক্রিবিণ* নিয়ম অনুযায়ী। 'প্রথমত ... বই বুলিয়া বলিয়া গিয়াছি।' শরৎ, ১৯১৭। ২ *ক্রিবিণ* যথাযথ। 'প্রথমতঃ হান্দা দেয় ডিঙিয়ে নিশেন।' শামসুর, ১৯৫৯।

প্রথাসংগত [স] *কিন* রীতিসিদ্ধ; প্রচলিত। 'ইহা স্বাভাবিক অর্থাৎ চিরপ্রথাসংগত তাহা হঠাৎ বলা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রথাসিদ্ধ [স] *কিন* প্রথাবদ্ধ। 'চিক তুমি কখনো পাবে না গুঁজে প্রথাসিদ্ধ পথে।' শামসুর, ১৯৫৯।

প্রথিত [স] *কিন* বিখ্যাত। 'এই সার্ববিষয়জনীন কুরবেরে সকলেরই অগাধিত প্রথিত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

প্রথিতযশা, প্রথিতযশাঃ [স] বিপ বিখ্যাত। 'প্রথিতযশা শাবক সৌমিষ্ঠ কবিশ্রুতিমির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া ...' বরদর্শন, ১৮৭৪।

প্রথিবী [স পৃথিবী] বি পৃথিবী। মানোএল, ১৭৪৩; 'তেতিশ বহ্যের প্রথিবীতে ছিলেন।' অস্তোনিয়ো, ১৭৪৩। প্র পৃথিবী

প্রদউজ [স প্রদৌহিত্য] বি কন্যার পুত্রের পুত্র। ওয়া, ১৭৮২।

প্রদক্ষিণ [স] বি পরিক্রমণ। প্রদক্ষিণ হস্তরা [স] কি কোনো কিছু মধ্যে ঘেঁষে চারপাশে ঘোরা। 'রাজার আদেশে পায়্যা প্রদক্ষিণ হৈয়া।' মাল্যধর, ১৫০০; 'তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'প্রদক্ষিণ হইয়া বন্দে চতীর চরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রদক্ষিণকারী [স] বিপ অগ্রকারী। 'চুম্বল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রদধিন [স প্রদধিণ] বি পরিক্রমণ। 'প্রদধিন সত বার।' রামাই, ১৭১০।

প্রদন্ত [স] ১ বিপ প্রদানকৃত। 'নেতন প্রদন্ত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিপ দানকৃত। 'মহাশয়কর্তৃক অনেক পুস্তক প্রদন্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৩ বিপ আরোপিত। 'আদানের জাতীয় বিশেষকৃত ঘৃণিয়ে ফেলে ওদের প্রদন্ত ক্রিয়মাণ পরিধান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রদস্তা [স] বিপ স্ত্রী সম্প্রদান করা হয়েছে এমন। 'সুপ্তে প্রদস্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না।' মাইকেল, ১৮৫৯।

প্রদন্ততা [স] বি দাপট; প্রচণ্ডতা। 'তাহাতেই উহার এতক প্রদন্ততা।' রামরায়, ১৮০১।

প্রদর্শন [স] ১ বি দেখানো। 'সমী ঘারা ভয় প্রদর্শন সেই ক্রিয়া।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি নির্দেশ করা। 'রাহা শায়েী থাকে তদ্যতিরেকে দোষ প্রদর্শনকে মানে না।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি প্রকাশ করা। 'অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'এ কেবল রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

প্রদর্শনদ্রব্য [স] বি দর্শনার্থীদের দেখার জন্য রাখা উপকরণ। 'নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রদর্শনী [স] বি দেখানোর আনুষ্ঠানিক আয়োজন। 'দেশী পণ্য ও কৃষিপ্রদায়ের প্রদর্শনী হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চমকে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'প্রদর্শনী এবার অতিক্রমত সফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' বুলবুল, ১৯৩৬।

প্রদর্শিকা [স] বিপ স্ত্রী প্রদর্শনকারী। 'এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব জন্মবাহিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ প্রদর্শিকা ছিলেন।' দর্পণ, ১৮০৮।

প্রদর্শিত [স] বিপ দেখানো হয়েছে এমন। 'বুদ্ধাবতার হইয়া, দয়াশুভ, জিতেন্দ্রিয়কৃত প্রভৃতি সদগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'আমের পরিশ্রমে পাশের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

প্রদাতী [স] বি স্ত্রী প্রদানকারী। 'প্রাতঃসম্রপে পুণ্য প্রদাত্রীতে।' মঙ্গীল, ১৯৩৯।

প্রদান [স] ১ বি দান। 'অনন্যপ্রসক্ত অনাথ নির্ধন মহাযথার্থ্য লোকের আহার প্রদান।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বি উপহার দান। 'হীরার আট ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি বিক্রি। 'সূর্য নরিতে উজ্জ্বল প্রদান করিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৪ বি আরাধণ। 'লরার নামকে তিনি অমরকৃত প্রদান করিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে যে সন্তোষময় গর্ব অনুভব করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বি নিবেদন। 'শাক্তভক্তি প্রদান করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রদানানন্তর [স] ক্রিযিণ প্রদানের পরে। 'ধন্যবাদ প্রদানানন্তর ব্রাহ্মদিগের মহাসভা শুরু হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রদানী [স প্রদান] ক্রি প্রদান করা। প্রদানী ক্রি প্রদান করে। 'গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানী।' মাইকেল, ১৮৬৬। প্রদানিলা ক্রি প্রদান করলে। 'প্রদানিলা ছুটি তারে যা কিছু যাচিল।' মাইকেল, ১৮৬৬। প্রদানেন ক্রি প্রদান করেন। 'প্রদানেন পরমরূপ আপনি অনুদা।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রদানেচ্ছ [স প্রদানেচ্ছকা] বিপ দিতে ইচ্ছুক। 'এই তবহিলে অর্থ প্রদানেচ্ছ মহিলাদের কমিটির সঙ্গে ...' বেগম, ১৯৬০।

প্রদায়িনী [স] বিপ স্ত্রী দানকারী। 'শিক্ষাপ্রদায়িনী সত্তার অধ্যক্ষ মহাপণেরা যদি গ্রামবাসীদিগকে চান্দ্যাকরুণ ক্রিয়ণে ক্রিয়ণ সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণের নিমিত্ত ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রদাহ [স] ১ বি জ্বালা। 'ভূমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও।' জীবন, ১৯৪২। ২ বি কষ্ট। 'প্রেরণা জ্যোৎস্না তার তাপদগ্ধ শেখের প্রদাহে।' করকণ, ১৯৬৩। ৩ বি যন্ত্রণা। 'তাহার একটা পারের রক্ত-প্রণালীতে প্রদাহের মতো হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

প্রদাহিত [স] বিপ যন্ত্রণাময়। 'কাজেই জায়গাটা অতিশয় নরম ও প্রদাহিত।' মনসুর, ১৯৫৫।

প্রদীপ [স] বিপ নির্দিষ্ট। 'ইহার সমুদায় গতি ও সমুদায় ব্যাপারই পরমেশ্বর প্রদীপিত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রদীপ [স] বি দীপ; বাতি। 'কালিনী রাতি মৌ প্রদীপ জ্বালিয়া গোবর্গ।' বড়, ১৮৫০; 'যেমন আমি চলি তোমার প্রদীপ চলে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রদীপ [স প্রদীপ] বি দীপ; বাতি। 'প্রদীপ আলল সাক্ষি জ্ঞাত দেবদান।' মাল্যধর, ১৫০০।

প্রদীপশিখা [স] বি প্রদীপের আগুনের শিখা। 'নিষ্কপ প্রদীপশিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রদীপ্ত [স] ১ বিপ উজ্জ্বল। 'জল পূর্ণ এবং সূর্য প্রদীপ্ত।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিপ বাড়ছে এমন। 'ভোপাভিলা পূর্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বিপ দাঁট দাঁট করছে এমন। 'দেশীয় লোকের এই প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দুঃখানন্দে দগ্ধ না হয়?' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বিপ চকচকে। 'প্রদীপ্ত তুমারচয় হিমাদি-শিখর-দেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বিপ কুসুমিত। 'ভূমি অজন্মভাসাচ্ছুরে পূর্বে প্রদীপ্ত ...' বিদ্যা, ১৮৯২। ৬ বিপ জীবন্ত। 'গড়ছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা - অর্থেচ্ছ মানবী ভূমি অর্থেচ্ছ কল্পনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৭ বিপ দৃঢ়। 'প্রদীপ্ত কঠে বুক ফুলিয়ে বল।' নরকল, ১৯২৭। ৮ বিপ মর্দাদাপূর্ণ। 'রাখে নাই জননীর প্রদীপ্ত সন্ধ্যা।' আহসান, ১৯৪৪।

প্রদীপ্ততর [স] বিপ অশোকাকৃত বেশি উজ্জ্বল। 'ওঠে যে সূর্য - প্রদীপ্ততর রূপ তার মনোহারী।' নরকল, ১৯৪১।

প্রদীপ্তি [স] বি উজ্জ্বলতা। 'নদীর নদীর কথা আরো প্রদীপ্তি কথা।' জীবন, ১৯৪০।

প্রদেশ [স] ১ বি দিক। 'সামল মেয়ে হাছল দক্ষিণ প্রদেশ।' বড়, ১৮৫০। ২ বি রাজ্য। 'তোমাদের কর্তৃত্ব এ প্রদেশের উপর আছে।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বি অঞ্চল। 'তাহার পর বিজয়ানন্দন নামে রাজা চিত্রকূট পর্যন্ত প্রদেশে হইবেন।' মুতাজ্জ, ১৯১০। ৪ বি পৃষ্ঠ। 'তদুর্ধ্ব সমস্ত নভঃপ্রদেশে সাংখ্যাত্তিরিক পরমাণুত জীবলোকে

প্রদেশ-পাল

পরিশূর্ণ।' অক্ষর, ১৮৫৫। ৫ বি অংশে। 'অদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভাস্কর্য'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি ভূমি। 'আর্য্যপ্রদেশ, কর্ণপোয়ত্ব ক্ষেত্রে পরিণত করিত যে সময় লাগিত।' সন্দর্ভ, ১৮৯৮। ৭ বি জায়গা। 'রঙ্গালয়ের যে প্রদেশ মেঘেরা অধিকার করে বসেছিলেন।' প্রমথ, ১৯১৬।

প্রদেশ-পাল [সি বি প্রদেশের শালনকর্তা। 'এই মহীশী মহিলা এখন মুক্তপ্রদেশের পর্ব্বার বা প্রদেশ-পাল পদে অধিষ্ঠিত।' বেগম, ১৯৪৮।

প্রদেশবাসল্য [সি বি প্রদেশীভি। 'কোনোপ্রদেশ প্রদেশবাসল্যের প্রভাব দেখরা কর্তব্য নহে।' প্রমথ, ১৯১৪।

প্রদেশবাসী [সি বি প্রদেশে বসবাসরত। 'প্রদেশবাসী নীলকর সাহেবদিগের ডয়ানক অত্যাচারঘটিত কত সৎবাদ।' প্রত্যকর, ১৮৮৮।

প্রদেশীয় [সি বি প্রদেশের। 'বসাদি প্রদেশীয় জমিদারেরদের এক সমাজ স্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রদোউজী [সি প্রদৌহিহী] বি শ্রী সৌহিহীর কন্যা। ওর্স, ১৭৮২।

প্রদোষ [সি ১ বি সন্ধ্যা। 'নিবারণ অস্তমিত হইল প্রদোষ।' কৃষ্ণায়ম, ১৭৩০। ২ বি অশ্রুটি। 'কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে, বঙ্গ প্রদোষে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

প্রদোষ-অঙ্ককার বি গোপদীর অঙ্ককার। 'প্রদোষ-অঙ্ককারে, মৃত্যুরতিনিধারা-মুখরিত ডাকনের ধারে তোমারে গুণাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রদোষ-আঁধার বি গোপদীর অঙ্ককার। 'মায়ার রয়েছে বাঁধা প্রদোষ-আঁধার; চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

প্রদোষ-আলো বি গোপদীর দ্রান আলো। 'ভাবী কালের প্রদোষ আলোর ময়্য তোমার আঁধি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রদোষ-আলোক বি গোপদীর দ্রান অঙ্ককার। 'প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সজী বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিবাসিত অবশ্যের বিধানমর্মে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

প্রদোষকাল [সি ১ বি সন্ধ্যাকাল। 'রাজনন্দন ও মন্ত্রিতনের অত্যাঙ্কট বৈশত্ব্যায় ভূষিত হইয়া প্রদোষকালে বিতঙ বায়ুসেবন করিতে বসিত হইলেন।' মহাশয়ক, ১৮৬৯। ২ বি সাকটকাল। 'আজ যখন পশ্চিমদিনে প্রদোষকাল অপ্রবাসনে রক্তবাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রদোষছায়া [সি বি গোপদীর অঙ্ককার। 'তারা অনু থেকে মৃত্যুকাল পর্ব্বত একটা প্রদোষছায়ার মধ্যেই কাটরে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। 'যদি বা গ্রহস্তর কর নিশেপ্তির প্রদোষছায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রদোষসেপ [সি বি আলো-আঁধারি স্থান। 'সে ধূসরতার কবি, চিত্রপ্রদোষসেপের সে বাসিন্দা।' অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

প্রদোষাঙ্ককার [সি ১ বি সন্ধ্যার গভীর অঙ্ককার। 'উপরে উন্মুক্ত আশ্রমে প্রথম কৃষ্ণক্ষেত্র অর্পণও যোৎস্না; নিম্নে শাখাশালনিবত তরুণমৌতলে বর্গকিরণঘটিত একটা গভীর নিমিত্ত প্রদোষাঙ্ককার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ বি রাতের সন্ধ্যতে সে যে এমন আঁধার। 'বোঝাই যাচ্ছে সন্ধ্যার প্রদোষাঙ্ককার ইতিমধ্যে গাঢ় হয়ে গেছে।' আইয়ুব, ১৯৭০।

প্রদৌহিহী [সি বি কন্যার পুত্রের কন্যা বা কন্যার কন্যার কন্যা। 'আমার এক প্রদৌহিহী তাঁর নিজের সূত্র পদ্ধতিমতো চাণ্ডবধট্ট রৈখে আমাকে খাইয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

প্রদ্যোত [সি বিপ উজ্জ্বল। 'স্মৃতির প্রদ্যোত আর প্রদ্যোত রতনে রচিত ও তনুজ্ঞান।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

প্রধা [সি বি ইচ্ছা। 'প্রধা লাগে তোঝা সনে রহি সর্ব্বক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০।

প্রধান [সি ১ বি মনোভা। 'প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।' কৃষ্ণায়ম, ১৫৮০। ২ বি শ্রেষ্ঠ। 'জয় মহাচক্র জয় চৈত্রের প্রধান।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ৩ বি মূখ্য। 'সকল পুত্রের মাঝে কর্তব্য প্রধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি বিশাল। 'দেবিলেস্ত আর এক সমুদ্র প্রধান।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বি মঠের প্রধান কর্তৃকর্তা। ওর্স, ১৭৮৫। ৬ বি সম্মানিত। 'যোষাল প্রধান লোক।' দর্পণ, ১৮২৫। ৭ বি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'এতদেশে আমরনের জ্ঞাতসারে মত প্রধান কর্তৃ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৬। ৮ বি পূর্ণকারী। 'প্রধান বালকেরদিগের মালিক যেজন ০ টাকার।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৯ বি অধ্যাপক। 'বক্তের নিজে অভি প্রধান কবি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রধান অধ্যাপক [সি বি প্রধান অধ্যাপক। 'কালেক্সের প্রধান অধ্যাপক শ্রীমত পানর উদ্যম তেরি সাহেব।' দর্পণ, ১৮২২।

প্রধান অধ্যাপক [সি বি প্রধান শিক্ষক। 'জেন প্রধান অধ্যাপক বা তত্ত্বাবধারকও নিযুক্ত হন নাই।' অক্ষর, ১৮৫০।

প্রধান উপদেশক [সি বি প্রধান অধ্যাপক। 'শ্রীমত কাদেন ডি এল, রিচার্ডসন সাহেব ... শাস্ত্র বিশায়া প্রধান উপদেশক হইয়াছেন।' পূর্ব্বদিক, ১৮৩৫।

প্রধান কর্ম, প্রধান কর্তৃ [সি বি গুরুত্বপূর্ণ পদের কাজ। 'সাহেবলোক গ্রায় বাঙালিদিগকে প্রধান কর্ম সেন না।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রধানত [সি ১ ক্রিপি বেশির ভাগ। 'আমার চার-পাঁচবার সেবা হইয়াছিল এবং প্রধানত সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিপি প্রধান পদিক দিয়ে। 'চায়া আজন্মকাল প্রধানত কৃষি ব্যবসায়ের জন্যই উপযোগী হইয়াছে, এই জন্য সে কেবল চায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বিশ সবচেয়ে বেশি। 'প্রধানত সাহিত্যের কাছে আমি ঋণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ ক্রিপি মূলত। 'এক-একটি অক্ষর প্রধানত এক-একটি আভ্যন্তরের পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রধানতত্ত্ব [সি বি স্বৈরতত্ত্ব। 'পুরোহিততত্ত্ব রাজতত্ত্ব প্রধানতত্ত্ব প্রজাতত্ত্ব সমাজশাস্ত্রিতত্ত্ব সকল পর্য্যায় ... দু্যদ্যমান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রধানতম [সি ১ বিশ সবচেয়ে প্রধান। 'বৈদ্যের বিদ্যালয় তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয়েরমুখের মধ্যে গণ্য হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'এদের প্রধানতম শ্রমের বেলাও করে না।' অন্নদা, ১৯২৯। ২ বিশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'এই সর্ব্বত্র রোগের প্রধানতম কারণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'ভ্রমুখে ঘাটী নাচ প্রধানতম।' ইস্লামাব, ১৯৩৩।

প্রধানত্ব [সি বি কর্তৃত্ব। 'রাজত্বের তার নইয়া অনুবী হইব, আর গাছের উপর প্রধানত্ব প্রতিব?' তাক্রিবি, ১৮৩০।

প্রধানপদ [সি বি নির্বাহীর পদ। 'রাধাপান্যের অনেক দিবসাবধি প্রধানপদে নিযুক্ত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৭। 'প্রধান পদ গ্রাণ্ড লার্ড হেবের কহেন ...' বঙ্গদর্শন, ১৮২৯।

প্রধান পদীক্ষা [সি বি শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পদীক্ষা। 'প্রধান পদীক্ষা গড় জ্ঞানুজ্ঞার মাসের প্রথম দিবসে ... হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

প্রধান প্রধান [সি বি গুরুত্বপূর্ণ। 'হিন্দুস্থানি লোক ... অশ্বদেশে নানাছানে প্রধানত কর্তৃ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। 'সৈন্য

উক্তপদস্থ প্রধান প্রধান বিন্দু মুসলমানেরা ইহুদ্যে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রধান বিচারক [স] বি মুখ্য বিচারকারী। 'আমি জেনারেল প্রধান বিচারক এডওয়ার্ড পুন্ড'। বিদ্যা, ১৮৬৮।

প্রধান বিচারদায়ক [স] বি প্রধান বিচারপতি। 'প্রধান বিচারদায়কের সেক্রেটারি কর্তৃক প্রায় ১০ বছর নিযুক্ত'। দর্পণ, ১৮৩১।

প্রধানমন্ত্রিত্ব [স] বি প্রধানমন্ত্রীর কাজ। 'এলা আপনার প্রধানমন্ত্রিত্ব'। মশাররফ, ১৮৮৫।

প্রধান মন্ত্রিবর্ষ [স] বি প্রধান মন্ত্রণাতাপণ। ডানকন, ১৮৮৫।

প্রধানমন্ত্রী [স] ১ বি রাজার মুখ্য সহযোগী। 'রাজা তাঁহারদের সাক্ষাতে তৌকিদারকে প্রধানমন্ত্রী আর ধনজাতির কর্তৃক নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুপস সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন।' চট্টোচরণ, ১৮০৫। ২ বি মুখ্য পরামর্শদাতা। 'মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন লস্কর আমের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার প্রধান। 'প্রধানমন্ত্রী যিহ রামজো ম্যাকডোনাল্ড'। আজাদ, ১৯৩৭।

প্রধান যাজক [স] বি খ্রিস্টান ধর্মীয়মতে আচার্য। 'প্রধান যাজক, আটশজন যাজক ও তাঁহাদের সহকারিক ...'। কৃষ্ণচবিত্রী, ১৮৮৫।

প্রধান শিক্ষকিত্বী [স] বি শ্রী প্রধান শিক্ষক। 'বিন্যাসের প্রধান শিক্ষকিত্বী আ ...'। বেঙ্গল, ১৯১০।

প্রধান সম্পাদক [স] বি মুখ্য পরিচালিত। 'পাঠশালার কর্তব্যক্ষতার নিযুক্ত ... প্রধান সম্পাদক'। দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রধান সাহেব [স] প্রধান+আ সাহিব। বি প্রধান কর্মকর্তা। 'বোতরিকবুর প্রধান সাহেব'। দর্পণ, ১৮২২।

প্রধানী [স] ১ বিশ শ্রী সুপরিচিত। 'স্বত প্রধানী নবীনা গুলিতা'। বঙ্গী বারাননা আছে।' তবাহী, ১৮২৫। ২ বিশ শ্রী বড়ো। 'প্রধানী রাণীরে রাখিতে সে উপবনে ...'। গিরিশ, ১৮৮৭।

প্রধানী মন্ত্রী [স] বি শ্রী মুখ্য মন্ত্রণাদাতা। 'ও কে? কৃতা? প্রধানী মন্ত্রী'। নজরুল, ১৯৩১।

প্রধাবিত [স] বিশ প্রধাবিত হচ্ছে এমন। 'মলয় মালত মুদ্র মুদ্র প্রধাবিত'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রধাবিত হওয়া কি ছোটা। 'মহারবে নৈদায় ঝটিকা প্রধাবিত হইল'। বঙ্কিম, ১৮৬৫।

প্রধী [স] বিশ প্রধর বৃদ্ধিমান। 'ছত্র হিসেবে কৃতী, রসবাসের ক্ষেত্রে প্রধী'। অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

প্রধুমায়মান [স] বিশ প্রলভভাবে ধুমায়িত। 'সকলই সুবিধা হতে গিয়ে তবু প্রধুমায়মান'। জীবন, ১৯৪৮।

প্রধুমিত [স] বিশ বিশেষভাবে ধুমায়িত। 'যে বিষয়ে এই দুই জাতির মধ্যে আরম্ভের কাল হইতে প্রধুমিত হইয়া আসিতেছে'। সঙ্গীত, ১৯১৩।

প্রধুম্বালা [স] বি হুদ্র খোঁচামুক্ত অগ্নিশিখা। 'সিঁতহে প্রধুম্বালা, নিরতুল্প সর্ব অন্ধার'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

প্রনতি [স] প্রনতি বি প্রণাম; প্রদানিয়েন। 'প্রনতি করিয়া বেল দিল্লের চরনে'। মশাররফ, ১৫০০। ২ প্রপতি

প্রনাম্য [স] প্রণাম+। কি প্রণাম করা। প্রনাম্যহি কি প্রণাম করি। 'নমহ নমহ বাণি প্রনাম্যে নারায়ণ'। মুহুদ, ১৬০০। প্রনাম্যিঞা কি প্রণাম

করে। 'বান ঠাটীছ ছাঞ দ্রুত কৃষ্ণ প্রনাম্যিঞা'। মশাররফ, ১৫০০। প্রনাম্যেই কি প্রণাম করি। 'গনপতী প্রনাম্যেই বিন্দী করবার'। মশাররফ, ১৫০০।

প্রনট [স] বিশ নিলট। 'প্রনট ধনের উভার কালে প্রনটখিপত ধনধারী রাজাকে স্থল ও বহু বিচেলনায় কোথও বা ঘটানে কোথও বা দশমাংশ ... রাজকরহেপে দিতেন'। বরদর্শন, ১৮৭৪।

প্রনাম্য [স] প্রণাম্য বি প্রণতি। 'প্রনাম করিয়া স্ততি করিল বিলুপ্তে'। মশাররফ, ১৫০০। ২ প্রণাম্য

প্রনাম্য [স] প্রণাম্যাম্য বি প্রণাম্যাম্য। 'স্তপিলে অমরসন আর প্রনাম্যে'। মশাররফ, ১৫০০। ৩ প্রণাম্যাম্য

প্রপউর, প্রশোউর [স] প্রশৌবি বি পুরের পুরের পর। ওর্দা, ১৭৮২। ২ প্রশৌয়

প্রপঞ্চ [স] ১ বি মায়। 'প্রপঞ্চ বাহা দুশ্য হর তঞ্চ মায়ারচিত'। দর্পণ, ১৮২১। ২ বি নগর। 'প্রপীণের দীক্ষিত প্রপঞ্চ আমোদে'। ওর্দা, ১৮৫৮।

প্রপঞ্চ-বিশ [স] বি মায়ামর জগৎ। 'দুসর প্রপঞ্চ-বিশ উন্মুক্ত আকাশে/অনেক বিপন্ন স্মৃতি যেরে নিয়ে আসে'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

প্রপঞ্চময় [স] বিশ ছলনাময়। 'রস জন্মে এই প্রপঞ্চময় বিবৃতির শিকড়ে'। সুকান্ত, ১৯১৮।

প্রপঞ্চময় [স] বিশ প্রপঞ্চময়। বি প্রপঞ্চময়; প্রতারণা। 'প্রপঞ্চময় করহ কিবা সঙ্গম'। মশাররফ, ১৫০০।

প্রপতিত [স] বিশ পতিত। 'তাঁহার শরীরোপরি দীপকশি-সমূহ প্রপতিত হইলে ...'। বঙ্কিম, ১৮৬৫।

প্রপন্ন [স] বিশ অপ্রতি। 'মিত্রত্বের নীরবতা ... রহস্যের ঘটোপলীর্ষ করে প্রপন্ন জগতে'। সুশীল, ১৯২৮। 'শীতে সূন্যতার প্রপন্ন রাতে'। জীবন, ১৯৪৮।

প্রপাণা, প্রপাণা, প্রপাণ্যা [স] ১ বি প্রচুর বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচার। 'অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাণা প্রেরায় করে না'। রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি প্রচাশা। 'ইহারা নানা প্রকার মিথ্যা প্রপাণ্যায় আরম্ভ করে'। সঙ্গীত, ১৯২৯। ৩ বি মতবাদ; রটনা। 'হরিজনের প্রপাণা শুনিছে বৃষ্টি উকি'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রপাত [স] ১ বি জলপ্রবাহ। 'শীল প্রপাত যেন সুরেশ্বরী ধার'। সুলভান, ১৭০০। ২ বি ধারা। 'গ্রেহমহী মহানারী গ্রেহ-প্রপাত'। নজরুল, ১৯২৭।

প্রপাতি [স] বি সম্প্রতি। 'আগে তবুই গাধের একটা ডাল নিয়ে ক্রোর টাকার প্রপাতি পার্টসন হয়ে গেল'। গিরিশ, ১৮৮৬।

প্রপিতামহ [স] বি পিতামহের পিতা। 'প্রপিতামহের বিত্ত জেমন তোমার চিত্ত'। মুকুল, ১৬০০।

প্রপিতামহী [স] বি পিতার পিতামহী। 'প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধবা প্রাপ্ত হইয়া ...'। জগদীশ, ১৯১৮। 'সে তার প্রপিতামহী'। তান্ত, ১৯৪৩।

প্রপিতামোহ [স] প্রপিতামহ বি পিতামহের পিতা। ওর্দা, ১৭৮২। প্রপিতামোহি [স] প্রপিতামহী বি পিতামহের মাতা। ওর্দা, ১৭৮২।

প্রশীড়িত [স] ১ বিশ নিপীড়িত। 'বিবিধ শীঘ্র প্রশীড়িত জন্মী ভারতভূমি'। অক্ষয়, ১৮৫৬। ২ বিশ অসুস্থ। 'তাহার তুলনায় শতসহস্র ব্যক্তি মানসিক ব্যাধিতে প্রশীড়িত'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ বিশ নিপীড়িত। 'অবলম্ব অত্যাচারে প্রশীড়িত'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

প্রমীড়িতা

প্রমীড়িতা [স] *বিপ* ক্রী অত্যাধ কষ্ট পেয়েছে এমন। 'অন্তঃপুরে গৃহিণী দুর্ভিক্ষ প্রমীড়িতা'। *সোকেয়া*, ১৯০৪।

প্রপুরুষ [স] *বি* পুরুষ। 'কেহো প্রপুরুষ বাচাইছে ব্রহ্মপুত্রো ভাবিলো'। *আত্মজানিয়ে*, ১৭৪৩।

প্রপুঞ্জিত [স] *বিপ* অধিক সম্মানিত। 'হিলা যারা প্রপুঞ্জিত, নানাভঙ্গে, বিবৃষিত'। *অদ্বিনী*, ১৯২০।

প্রপেশার [স] *বি* চালনাগত; পাকা; জ্বাঝ প্রভৃতির ব্যয়বিশেষ। 'দূর থেকে প্রপেশার সময়ের সৈনিক স্পন্দনে'। *জীবন*, ১৯৪০।

প্রপেশিক [স] *বিপ* পুরুষকর্মের। 'অতিশয্যের চাক বাজানো পৌত্রলিকতা মানুষের প্রপেশিক সংস্কার'। *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

প্রপোড়ী [স] *প্রপোড়ী*। *বি* ক্রী নাতির মেয়ে; পৌত্রের কন্যা। *ওঙ্গ*, ১৭৮২।

প্রপোষক [স] *বিপ* সমর্থন করে এমন; পরিপোষক। 'সে সেপের অসংকৃতমূলক ভাষা ... এ অভিভাষের প্রপোষক বটে'। *অক্ষর*, ১৮৪৭।

প্রপৌত্র [স] *বি* নাতির ছেলে; পৌত্রের পুত্র। 'প্রপৌত্র সেমিষা সোকাভার গমন করিলেন'। *দর্পণ*, ১৮২৯।

প্রপৌত্র [স] *প্রপৌত্র*। *বি* নাতির ছেলে। 'উন্মাদারের প্রপৌত্র'। *হেতম*, ১৮৬১।

প্রপৌত্রী [স] *বি* ক্রী নাতির মেয়ে; পৌত্রের কন্যা; সম্পর্কযুক্ত যে। 'তার ভাষা হচ্ছে সঙ্কুচের প্রপৌত্রী'। *প্রমথ*, ১৯২২।

প্রপুত্র [স] ১ *বিপ* বিকশিত। 'ব্যুৎ উদয়কালে প্রপুত্র কমল'। *মালাযর*, ১৫০০। ২ *বিপ* আনন্দিত। 'সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর রূপ প্রকৃত্ব বদনে'। *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিপ* প্রস্তুত। 'রঙ ছড়ালো প্রপুত্র রমণে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৫৫।

প্রপুত্রকর [স] *বিপ* আনন্দদায়ক। 'হৃদয়-প্রপুত্রকর সুখ'। *শব্দকর*, ১৮৫৮।

প্রপুত্রচিত্ত [স] *বিপ* মনে আনন্দ আছে এমন। 'সিঁবা হইপুত্র, নিশ্চিত, প্রপুত্রচিত্ত'। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

প্রপুত্রচিহ্ন [স] *বিপ* ক্রী আনন্দিত। 'বসুন্ধরা প্রপুত্রচিহ্ন হন'। *মাইকেল*, ১৮৫৮।

প্রপুত্রভর [স] *বিপ* অতিশয় আনন্দিত। 'মনটা যেন প্রপুত্রভর বলে মনে হয়'। *মুক্তভাষা*, ১৮৬০।

প্রপুত্রতা [স] ১ *বি* প্রসন্নতা। 'আমার প্রপুত্রতার কোন হানি হয় নাই'। *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ *বি* সুশির তাব; আনন্দ। 'ভারপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রপুত্রতা প্রকাশ করিলেন'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। 'তিনি বিশেষ প্রপুত্রতা প্রকাশ করিলেন না'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

প্রপুত্রবদনা [স] *বিপ* ক্রী হাস্যোৎসাহ মুখবিশিষ্ট। 'ভক্তি শক্তিবীরী, সহ আরাধনা, প্রপুত্রবদনা কথা কুমিলিনী'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রপুত্রমুখ [স] *বি* হাসিমুখ। 'ভাষার পৌরুষধ্বজের অপমানজনক আদেশও প্রপুত্রমুখে পাঠন করিতেছি'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

প্রপুত্রমুখী [স] *বিপ* ক্রী সম্ভ্রামুখ। 'যদি কোনো প্রসন্নমুখী প্রপুত্রমুখী যৈমতী সৌন্দর্যবসনা দেখি'। *রবীন্দ্র*, ১৮৬৭।

প্রপুত্রবোধিনা [স] *বিপ* বিকশিত যৌবনের অধিকারী। 'কুবনমুখা, প্রপুত্রবোধিনা নারী'। *মাইকেল*, ১৮৬০।

প্রপুত্রবদনা [স] *বিপ* ক্রী উৎসাহ। 'বালিকাগণ তৎকালে কোথায় প্রপুত্র বদনা ও হাস্য বদনা হইয়া জনক জননীর আনন্দ বর্ধন করিবে'। *কেন্দ্রসবাসিনী*, ১৮৬৩।

প্রপুত্রিত [স] *বিপ* আনন্দিত। 'প্রপুত্রিত বৃক্ষশ্রী যেন বৃন্দাবন'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

প্রপেট [স] *বি* কথিতব্য; প্রেরিতপুত্রক। 'পতীর হয়ে করি প্রপেটের ভান'। *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রপেসর [স] *বি* অধ্যাপক। 'আজ আমার মূর্তির ভাড়া টুকরা নিয়ে প্রপেসর তারিখ হিসাব করছে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। 'উনি আমাদের কলেজের আরবির প্রপেসর'। *নবরঙ্গ*, ১৯০১।

প্রপেসরি [স] *বি* অধ্যাপনা। 'প্রপেসরি নিজের ইচ্ছায় না ছাড়লে ...'। *শরৎ*, ১৯৩১।

প্রপেসার [স] *বি* অধ্যাপক। 'প্রফেসরদের পরে আমারও পাল্লা এল'। *নবরঙ্গ*, ১৯৪৮।

প্রপেসারি [স] *বি* অধ্যাপনা। 'জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার ... কলেজের প্রপেসারি করার জন্যে'। *প্রমথ*, ১৯১৯। 'তসেই ... বরিশালে প্রপেসারি করছি'। *মনসুর*, ১৯৪৫।

প্রপেসারি-পদ [স] *বি* প্রফেসর+স পদ। *বি* অধ্যাপকের পদ। 'ইতিমধ্যে আমি কলকাতার থেকে প্রপেসারি-পদে প্রমোদন পাই'। *প্রমথ*, ১৯৪৫।

প্রবন্ধ [স] *বি* ব্যাখ্যাকর্তা; যুগ্মপত্র। 'রবীন্দ্র যেনোঁসের প্রবন্ধারী সর্বাবল্যাক্ত অথবা বিদ্যুরী ছিলেন না'। *শিব*, ১৯৫৬।

প্রবন্ধক [স] *বি* প্রবন্ধক। 'চোর, ডাকহাতি, প্রবন্ধক প্রভৃতি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ ...'। *বিদ্যা*, ১৮৫১।

প্রবন্ধনা [স] *বি* প্রবন্ধনা। 'লুকাইয়া দুইচন্দ্রে কর প্রবন্ধনা'। *কল্যাণ*, ১৭৫০।

প্রবন্ধা [স] *বি* প্রবন্ধনা। 'ক্রি ঠকানো; প্রতারণা করা'। 'কিছুতে পারে না তারে প্রবন্ধিতে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

প্রবন্ধিত [স] *বিপ* বন্ধিত। 'উনিটান এই প্রকার প্রবন্ধিত হওয়াতে ক্ষিপ্রায় ইহরা অবলম্বে কাম্যমাসে পতিত ইয়াছিল'। *অক্ষর*, ১৮৫০। 'সে আপনার কাছে আপনি প্রবন্ধিত হয়'। *রবীন্দ্র*, ১৮৫৮। 'কোনো প্রবন্ধিতের কথাই ভাবতে যাবে না'। *জীবন*, ১৯০১।

প্রবন্ধিতা [স] *বিপ* ক্রী প্রবন্ধিত। 'ভাষ্যের নির্মম প্রবন্ধিতা শব্দভাষার ব্যাকুলতা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে'। *মুখসেস*, ১৯৭০।

প্রবণ ১ *বিপ* অগ্রাহ্য। 'পরস্পরের ভাষা বিদ্যা রক্ত মিলাইয়া এক হইরা উঠিবার জন্য রতই প্রবণ ছিল'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ *বিপ* অনুরক্ত। 'গল্পে পলিটিক্সপ্রবণ কোনো ব্যক্তি চরিত্র অর্কিতে হয় ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৩ *বিপ* পরায়ণ। 'সকল মানুষের কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

প্রবণতা [স] *বি* বৈক। 'ভাষার একপ্রকার সম্বন্ধ প্রবণতা ছিল'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

প্রবণতাসম্পন্ন [স] *বিপ* বৈক আছে এমন। 'কবিদের প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কল্পাকটার, বিশেষ করে মিলাটির কল্পাকটার হওয়া অপরাধ'। *মোতাহের*, ১৯৫০।

প্রবর্ত [স] *পর্বত*। *বি* পর্বত। *মোনোএল*, ১৭৪০। *প্র* পর্বত

প্রবন্দ [স] *প্রবন্ধ*। *বি* চিঠি। 'একটা প্রবন্দে নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল'। *রায়মহা*, ১৮০১।

প্রবন্ধ [স] ১ বি কৌশল। 'হেনস প্রবন্ধ কবী ব্যগ্রীম সড়র' বড়, ১৪৫০;

'কতো কেহ না কৈলে কৈল রস প্রবন্ধে' বড়, ১৪৫০। ২ বি বর্ণনা।

'শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি

আখ্যান। 'শক্তি হুসনে বিজয় মুকুন্দে পাচাশী প্রবন্ধে কৈল' মুকুন্দ,

১৬০০। ৪ বি প্রবন্ধকরণ। 'ঐশ্বর্য-প্রবন্ধে মুকুন্দ বিশারদ' মুকুন্দ,

১৬০০। ৫ বি ব্যাকরণিক। 'হেড়াশি-প্রবন্ধে পণ্ডিত সেই মন'।

মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি কাঠামো। 'শীতল মন্দির অতি বিরল প্রবন্ধ'।

বাহরাম, ১৬৫০। ৭ বি অকারণ। 'বিহার করিতে গেল উদ্যান

প্রবন্ধ' বাহরাম, ১৬৫০। ৮ বি অল্পভাষ্য। 'তাহাদিসের নামে

নিখা প্রবন্ধে অসঙ্গত নালিশ ...' কুরটোর, ১৭৯৬। ৯ বি পূর্ণাঙ্গ

মুক্তিপূর্ণ গদ্যরচনা। 'তাহাদের সেই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিচার

ও মীমাংসা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্বরণ নহে' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রবন্ধন [স] বি কঠিন বন্ধন। 'পণ্ডেহি প্রবন্ধনে পরিগ্রহ পালা'।

মানিকরাম, ১৭৮১।

প্রবন্ধবন্ধন [স] বি প্রকৃষ্টর বন্ধন। 'একে তো বড় অর্থেই বন্ধন,

তাহার উপরে প্রবন্ধবন্ধন হইলে কানের উপরে ঘাঁস হয়' রবীন্দ্র,

১৮৮৭।

প্রবন্ধ-লেশখক [স] বি প্রবন্ধকার। 'কবিতা ও প্রবন্ধ-লেশখকের

আমাদের অভাব সেই' নজরুল, ১৯২৭; 'তিনি একজন

প্রবন্ধলেখক' হুম্মত, ১৩০০।

প্রবন্ধশালা [স] বি প্রবন্ধসমূহ। 'খবরের কাগজের প্রবন্ধশালায়

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ...' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

প্রবন্ধা [স] প্রবন্ধ। 'কি কৌশল করা' 'কত কাম কলা রস প্রবন্ধি'।

মালাধর, ১৫০০।

প্রবন্ধান্তরে [স] বিবিশ প্রবন্ধের মধ্যে। 'এ কথার মীমাংসা

প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে' গুণ্ডিম, ১৮৮৭।

প্রবন্ধাবলী [স] বি প্রবন্ধের সমষ্টি। 'তাহার ঐ পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী

অল্প উপকারী হয়নি' অক্ষর, ১৮৫৫।

প্রবর [স] ১ বিণ উত্তেজ। 'প্রবর ত্রাঘন সঙ্গে দুর্ঘর্ষ দুরন্ত' মালাধর,

১৫০০। ২ বি প্রেক্ষবন্ধ। 'অঙ্গদ কবিভাষ্য পান সৈল্য প্রবর'।

মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ চূড়ান্ত। 'জাতি কুল করে নষ্ট দুইমতি মূর্খের

প্রবর' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪। ৪ বিণ প্রেট। 'ধর্মিকপ্রবর ভূমি

শোকমাঝে খ্যাত' গিরিশ, ১৮৮৭; 'কোলা বাগ্মীপ্রবর গদ্যকার'।

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রবর্ত, প্রবর্ত [স] ১ বি নাম রূপ করা। 'প্রবর্ত সাথিতে বস্ত্র অন্যায়সে

উঠে' চট্ট, ১৫৫০। ২ বিণ প্রবৃত্ত। 'প্রবর্ত প্রকৃত কার্যে তবু নান

ঠাট' রায়মদ্যস, ১৭৮০। ৩ বিণ উদ্যোগী। 'সৌকাযোগে যশহরে

পাঠাইতে প্রবর্ত হইল' রায়মদ্য, ১৮০১; 'কর্তা কি সকল না

বিবেচনা করে এ কর্মে প্রবর্ত হইয়াছেন' গাঙ্গুলী, ১৮৫৮।

প্রবর্ত দশা, প্রবর্ত দশা [স] বি সাধারণ প্রাথমিক দশা। 'কার্য্যামৃত

স্নান তহি প্রবর্ত দশাতে' চট্ট, ১৫৫০।

প্রবর্তী, প্রবর্তী [স] বিণ ক্রী হত। 'কৃষ্ণাকমিনী আসিয়া লুকাহুরি

কোয়ার প্রবর্তী হইলেন' ভবানী, ১৮৮২।

প্রবর্তক, প্রবর্তক [স] ১ বি (বেকব) সাধনার প্রাথমিক অবস্থা।

'অন্যায়সে উর্ধ্বরেতা বিশেষ প্রবর্তক' চট্ট, ১৫৫০। ২ বি

উদ্যোগী। 'বিরুদ্ধাতিগত ও শিবাশ্রদ ... মহাসের বন্দোবস্তের প্রবর্তক

হইলেন' রায়মদ্য, ১৮০৩। ৩ বি প্রবর্তন করে যে প্রচলকারী।

'অজব কলিমুগো চারিজন সম্প্রদায় প্রবর্তক হইবেন' অক্ষর,

১৮৪৭। ৪ বি সংগঠক। 'ভূসম্প্রতিবান দূট অঙ্গোলাক ... ইহাদের

প্রবর্তক ও অধিনায়ক' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

প্রবর্তন [স] ১ বি আচর। 'ধর্মবিশি নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে,

ফিরিয়া লাগিলে আদি দম্ভাজতা ভূষণ' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি

প্রতিষ্ঠা। 'সেই অনুপ্রাণেই মানুষের শিক্ষা প্রবর্তনা প্রবর্তন করিতে

চাইয়াছে— কাল, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

৩ বি প্রচলন। 'তাহার বসুদেবী কাব্যে যে হৃদয়ের প্রবর্তন

করিয়াছিলেন' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বি সূচনা। 'বঙ্গসাহিত্যে এমন

একটি যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালী আপনার কথা

আপনার ভাষায় বলিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রবর্তনকার্য [স] বি প্রচলিত করার কার্য। 'বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ

প্রবর্তনকার্যকে তাঁর জীবনের সর্বপ্রতি কর্ম বলে অকৃতোভয়ে ঘোষণা

করলেন' সুবীণমুখো, ১৯৭০।

প্রবর্তনা [স] ১ বি প্রচলন। 'তদপেক্ষা গভীরতর নিয়মের প্রবর্তনায়

উৎকৃত হইয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি উদ্দেশ্য; উদ্ভেজনা।

'প্রতিজ্ঞার বহলতা, আশ্রয়ের স্থল প্রবর্তনা' সুবীণ, ১৯২৯।

প্রবর্তনানামা [স] বিণ প্রেতানামাকারী। 'স্বামী হিঙ্গল প্রবর্তনানামা

সে ইন্দ্রেরই অভিপ্রায়-চলিত নিমিত্তমার' শরীর, ১৯৭০।

প্রবর্তনানিষাদী [স] বিণ প্রচলন করতে ইচ্ছুক। 'আমের উদ্ভা যে

কিরীটশীপক প্রবর্তনানিষাদী' মুম্বতব্য, ১৯৪৯।

প্রবর্ত্তিহিতা [স] বি প্রবর্তক। 'এই মহাশয়বর্মার যুগের প্রবর্ত্তিহিতা

নৃমসৌন্দর্য' গুপ্ত, ১৯৪৮।

প্রবর্ত্তী, প্রবর্ত্তী [স] প্রবর্তন। 'কি প্রচলন করা। প্রবর্ত্তীইমু কি

প্রবর্তন করবে।' যুগধর্ম প্রবর্ত্তীইমু নামসম্পর্কিত চারিভাষে তত্ত্ব দিয়া

নাচাইয় ভুবন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। প্রবর্ত্তীইল কি প্রবর্তন করলে।

'যে কীর্তন প্রবর্ত্তীইল কতু তনি নাই' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রবর্তিত, প্রবর্তিত [স] ১ বিণ প্রবর্তক করা হয়েছে এমন। 'প্রথমে

আর্থা-সমাজে কর্ম-বিচার ছিল না, কালক্রমে উহা প্রবর্তিত হয়'।

অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বিণ উদ্যোজিত। 'এ সকল কার্যে ভাঙ্গাই

আমাদিগকে প্রবর্তিত করে' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বিণ প্রচলিত।

'বায়র-নাসনপ্রাঙ্গী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথার তাহার পদ-

বন্ধন হইতে পারে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৪ বিণ আরাগিত।

'১৮৫৯ সালে এই কল প্রবর্তিত হয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রবর্ধন [স] ১ বি বৃদ্ধি। 'তবে ঠাটের প্রবর্ধন এবং পূর্ণপ্রাপ্ত

অনুশীলনালোচক' শিব, ১৯৫৮। ২ বি প্রসার। 'ভাষা ... জ্ঞানের

প্রবর্ধন সম্ভব করে তোলে' শিব, ১৯৫৮।

প্রবর্ধমান [স] বিণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'তাহার প্রবর্ধমান, উপসূক্ত

মনের সহানুভূতিতে ...' বিজুতি, ১৯২৯।

প্রবল [স] ১ বিণ ক্ষমতাবান। 'প্রবল হৈত্যা নৃপে লাগিলে ত্রাঘনে' বড়,

১৪৫০; 'শ্রীমুদ প্রবল প্রতাপ শীলসন জেনারেল সাহেবের হৃদয়ে'।

কালসে, ১৭৮৭। ২ বিণ পরাক্রম। 'প্রবল হইলে মারিতে হৈব

...।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিণ যত্নে। 'কলিকাতার গদ্যরচনার প্রবল

রাধা নাই' মর্দু, ১৮২০। ৪ বিণ নিষ্ঠুর। 'কোম্পানি প্রবাসদের

প্রবলজ্ঞাঘায়া ... দাঁড়ের কারণ চারি আনা কর নিম্পত্তি হইয়াছে'।

মর্দু, ১৮২৪। ৫ বিণ সক্রিয়। 'উইলিয়াম সাহেব ব্যক্তিগতকৈ অন্য

সকলের উপর প্রবল ধার্মিক' মর্দু, ১৮২৬। ৬ বিণ মারাত্মক।

'যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্বল করিয়া ...' মর্দু,

১৮২৭। ৭ বিণ জোরালো। 'বহুলক অধিকারই তাহার প্রবল প্রশংসা

জানিবেন' মর্দু, ১৮৩৬। ৮ বিণ অলঙ্ঘনীয়। 'স্বদেশের পর্ব্বের

পার্ট উইলিয়াম বেন্টিশ বাহাদুর এক প্রবল নিয়ম দ্বারা সতীহত্যার

প্রধাকে নিবুতি করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৯ বিণ গুরুতর। 'তাঁহারা অবিধানে সশ্রীতি-সেতু গুপ্তন করিয়া বিবাদ-প্রোত প্রবল করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ১০ বিণ সর্গল। 'জমিদারেরা ক্রমে প্রবল ও কৃষকরা ক্রমে দুর্বল হইয়া আসিতেছে।' দিক্‌ব্রহ্মণ, ১৮৬৯। ১১ বিণ প্রবাল। 'উহাই যে এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর কার্যের প্রবল কারণ।' মধ্যস্থ, ১৮৭০।

প্রবলকায় [স] বিণ বিশাল আকারের। 'আমাদের এ সিদ্ধান্ত, বহুতর নদ-নদীর প্রবাহ সহকারে এত প্রবলকায় হয়েছেন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

প্রবলতম [স] ১ বিণ প্রত্যাপূর্ণ। 'যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রত্যাপে প্রবলতম, সেই মহামহিম থোকা বুদ্ধ বা খুবুনের কথাটা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বিণ সবচেয়ে গুরুতর। 'সমুদ্রে চলিবার প্রবলতম বাধা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বিণ অত্যধিক তীব্র। 'শক্তি যে প্রবলতম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রবলতর [স] ১ বিণ অপেক্ষাকৃত তীব্র। 'সে সময়ে যোহরতর ঘনঘাটার আকাশমণ্ডল আতৃ হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বিণ বড়ো। 'লোহার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রবলতরঙ্গা [স] বিণ উত্তাল তরঙ্গবিশিষ্ট। 'প্রবলতরঙ্গা ধাইল গঙ্গা।' মুকুন্দ, ১৮০০।

প্রবলতা [স] ১ বি ক্ষমতা। 'যদি তাহার তাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোষ কক্ষটা।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি অধিক্য। 'জাহাজী ব্যবহার পরমিটে অধিক লভা জানিয়া তাহার প্রবলতা করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি দৃঢ়তা। 'এই উপহার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বি তীব্রতা। 'আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়ারোহিত প্রবলতা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রবলশক্তি [স] বি শক্তিশালী শক্তি। 'ভবানী প্রবলশক্তির কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রবলপরাক্রান্ত [স] বিণ অত্যন্ত প্রত্যাপশালী। 'সমুদ্রগর্ভ ভারতবর্ষের একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রবলপ্রত্যাপ [স] বিণ অত্যন্ত প্রত্যাপশালী। 'শ্রীযুত প্রবল প্রত্যাপ গৌরবের জেনারেল সাহেবের।' কাগজে, ১৭৭৭।

প্রবলপ্রত্যাপশালী [স] বি অত্যন্ত পরাক্রমশালী ব্যক্তি। 'প্রবলপ্রত্যাপশালীও ক্ষমতা মদমত্তা আত্মকৃত্রিয়া ... নিরাপদ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রবলভাবে [স] ক্রিবিণ ব্যাপকভাবে। 'সে সময়ে বরিগাজার আন্তর্দেশিক বাণিজ্য ... প্রবলভাবে চলিতেছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রবল রায়ত বি সম্পত্তিশালী প্রজা। 'প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রবলা [স] ১ বিণ ক্রী মারাত্মক। 'অবলা প্রবলা পাণ কলঙ্কের ভাসি।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বিণ ক্রী গতিশীল। 'স্বর্ষাকালে ঐ সকল নদী প্রবলা হইলে অনেকই জিনিষের আবাদানী হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বিণ ক্রী বেহেজাচারী। 'উড়েরা বেহারা হয় উড়েনী প্রবলা।' ভবানী, ১৮২৫।

প্রবলাকার [স] বি বিশৃঙ্খলা; বৃহদাকার। 'এই পাণ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।' রাজ, ১৮৭৪।

প্রবলেশ, প্রব্রম [সি] বি সমস্যা। 'প্রবলেশের পর প্রব্রমের সলভ হইতে

লাগিল।' শরৎ, ১৯১৩: 'সাইকলজির একটা দৃশ্যসম্মত প্রব্রম মনে মনে মাড়াচাড়া করাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রবহমান, প্রবহমান [স] ১ বিণ চলমান। 'গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'জগতের সমস্ত প্রবহমান্য সুখ দুঃখ ভোগ করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ বহমান। 'যাহা সভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো এক জায়গায় রুদ্ধ করিবার মত তাহা মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বিণ প্রবাসর। 'প্রবহমান সাহিত্যের যা থাকে একদিন ফেনা তাই হয় একদিন তলানি।' জল্পনা, ১৯২৮।

প্রবহমানতা [স] বি গতিময়তা। 'কালগম্ভীর প্রবহমানতায় সম্প্রতিকতা যদি ঋণিকের জন্যেও মিশে যায়।' সনৎ, ১৯৭০।

প্রবহমানভাবে ক্রিবিণ চলমানভাবে। 'যদি ইহার অস্তিত্ব প্রবহমানভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনাই ভাঙিয়া না চলিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

প্রবহমানা [স] বিণ ক্রী প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'প্রবহমানা কালিনী অকস্মৎ অকূল পাথর হইয়া উঠিয়াছে।' তরঙ্গ, ১৯৪০।

প্রবাদ [স] ১ বি নিন্দা। 'প্রবাদ ফসাইল মুই করিয়া অকার্য্য।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ২ বি বক্তব্য। 'উক্ত প্রবাদ নিত্যক অমূলক।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি জ্ঞানশক্তি। 'এরূপ প্রবাদ আছে, সিংহ কুটুর্বে শব্দ তুলিলে, অতিশয় বিরক্ত হয় ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

প্রবাদিক [স] বি মতবাদ প্রচারক। 'এ কথার প্রামাণ্যার্থে উক্তপ্রবাদকে কহিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রবাদভুল্য [স] বিণ প্রবাদের সেকে ভুলনীয়। 'তাঁহার শৈশবকালীন অক্ষয় ও বদান্যতা ছিল প্রবাদভুল্য।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রবাদবাক্য [স] বি জ্ঞানপ্রতিমূলক কথা। 'প্রবাদবাক্যে ও ভাক ও খবার বচনে কত যুগের ভ্রূয়দর্শনের পরিপক্ব ফল।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

প্রবাল [স] ১ বি গাঢ় লালবর্ণের রত্নবিশেষ। 'প্রবাল ঘটিত চন্দ্র চরন তাহার।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অস্তুর। 'ফুটিয়াছে তাহাতে প্রবাল।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৩ বি সামুদ্রিক কীটবিশেষ। 'সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আরণ্য মোচন করিতে করিতে কখন একসময়ে ধীপ বানিয়ে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রবাল-আলয় বি প্রবাল জন্মে যেখানে। 'দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগরবলা গাণিত্যেছিল গো মুকুতামালা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রবাল-কীট [স] বি একপ্রকার সামুদ্রিক কীট। 'প্রবাল-কীটদের প্রধান প্রধান কীট লেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রবাল-কুলা [স] বি প্রবালের তৈরি কানের অলঙ্কার। 'প্রবাল-কুলা এই দেখ, বীরমণি।' মাইকেল, ১৮৬০।

প্রবাল-ধীপ [স] বি প্রবাল দিয়ে তৈরি ধীপ। 'তথায় এক এক স্থানে অনেক প্রবাল-ধীপ, প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-বন্থ ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'অনেক প্রবাল-ধীপ/ নারিকেল-ধীবা তুলি।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০; 'প্রবালধীপের নারিকেলশাখা বাতাসে উঠেছে ব্যক্তি।' ক্ষরক, ১৯৪৩; 'শস্যার প্রবাল ধীপে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬০।

প্রবাল-পালঙ্ক [স] বি প্রবালের তৈরি পালঙ্ক। 'অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে দুমাইতে কার অগভীরত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'প্রবাল-পালঙ্ক পাশে বীলনানী দুলায় চামর।' জীবন, ১৯২৭।

প্রবালরাজ্য [স] প্রবাল+রাজ্য বিণ প্রবালরাজ্য। 'যৌবনের এই প্রবাল-রাজ্য দুকূল-ভাড়া প্রবাল্য।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

প্রবাল-শৈল [স] বি প্রবালের শাহাড়। 'তথ্য এক এক স্থানে অসংকে প্রবাল-শীপ, প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রবাল-সমুদ্র [স] বি প্রবালের সাগর। 'সে স্থান প্রবাল-সমুদ্র বসিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রবাল-স্তম্ভ [স] বি প্রবালের স্তম্ভ। 'প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ একত্র বিদ্যমান থাকতে ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

প্রবাস [স] ১ বি বিদেশে বসবাস। 'সেইকালে নৃপাঙ্গন করিল প্রবাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ভ্রমিযাশন। 'যেথের ও তেথের অভিনায়ে অন্যবাসে প্রবাস করিলে ভ্রম্যর স্ববাসের সাক্ষীও অসাক্ষী হয়।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি নির্বাসন। 'সহস্র জগতে মিলি রহে তব বিজ্ঞান প্রবাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বি বিদেশ। 'প্রবাসলিক্রীড় মম/ নিত্যতত্ত্বজ্ঞতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রবাস-পাখার [স] প্রবাস+পাখার [বি] প্রবাসরূপ সাগর। 'চিঠির ভেলার প্রবাস-পাখার পার করে নাও, তাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

প্রবাসবাস [স] বি ভিন্ন দেশ বা অঞ্চলে বসবাস। 'প্রবাসবাসের সহি কি কম করুণা কাতরতা উদ্দেশ্যে জড়িত হইয়া ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রবাসবেদনা [স] বি বিদেশে থাকার কষ্ট। 'নিবিরিতে প্রবাসবেদনা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রবাসযাত্রা [স] বি প্রবাসযাত্রী। 'চাহে নরকে কিছু প্রবাসযাত্রা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রবাসলিক্রীড় [স] বি ক্রী বিদেশের সখী। 'প্রবাসলিক্রীড় মম/ নিত্যতত্ত্বজ্ঞতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রবাসিনী [স] ১ বি ক্রী বাইরে থেকে আগত; বিদেশি। 'কিন্তু অমায়িকের দেশে প্রবাসিনী আত্মনিকী বিদ্যা ভ্রমেন নয়।' কৃষ্ণ, ১৯০৮। ২ বি বিদেশি নারী। 'গুণো প্রবাসিনী, স্বপনে তব হৃদয়ের বারতা কি পেনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

প্রবাসী [স] ১ বি প্রবাসে বাসকারী। 'পতিপুত্র হইল তার সিংহলে প্রবাসী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'প্রবাসী পুরুষ যত গোবন্ধার রবে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি অভিজ্ঞ। 'মালোদ্র, ১৭৪০। ৩ বি আত্মজ্ঞ। 'প্রবাসী জটর-জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৪ বি অন্য অঞ্চলের বাসিন্দা। 'প্রবাসী মনের অভিনায়ে ব্যর্থ হইল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বি পরদেশি। 'বিশ্বের মাঝখানে তাহার প্রবাসী হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রবাসী শিশু [স] বি অন্য দেশে থাকে যে শিশু। 'প্রবাসী শিশুর দল! যাবে গুণা চলে।' নজরুল, ১৯২৬।

প্রবাহ [স] ১ বি প্রোত। 'জলের প্রবাহ হইতে তৎকর্তা নির্বাহ হয় না।' বলাহত, ১৮২৯। ২ বি বিজ্ঞার। 'পঞ্জাবীরা মধ্যে বিদ্যারসের প্রবাহ হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার উপায় অশেষ কর্তব্য।' অক্ষর, ১৮৪২। ৩ বি চলাচল। 'আমরা প্রকল্পপূর্বক ব্যাধ্যপ্রবাহ প্রতিরোধে করিয়া থাকি।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৪ বি ক্ষণ। 'ভবন তাহাতে রক্তপ্রবাহ প্রবাহ হয়।' অক্ষর, ১৮৫০। ৫ বি ধারা। 'রাজপুরুষেরা যুদ্ধাবলে আহুতি প্রদান করিয়া শোণিত-প্রবাহে পৃথিবী প্রাবিত ... করেন।' অক্ষর, ১৮৫২। ৬ বি বহির্গত অধ্যায়। 'প্রথম প্রবাহ।' মদাররক, ১৮৮৫।

প্রবাহগতি [স] বি গতিবেগ। 'অনুভূতা ঘটনায় সেই প্রবাহগতি বৃদ্ধি হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

প্রবাহচক্রে [স] বিক্রিপ গারুড়কে। 'রাক্ষসেতিক আবর্তের

প্রবাহচক্রে নাতিমুদ্রিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

প্রবাহণ [স] বি প্রবাহ। 'কিন্তু প্রবাহণের গণনা থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

প্রবাহ-বাহিনী [স] বি নদী। 'বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

প্রবাহশালিনী [স] বি নদী প্রবাহমান; গতিময়। 'কেবল দ্রুতগতিত প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রবাহশূন্য [স] বি শ্রোতবীণ। 'তথাকার প্রবাহশূন্য পীড়াদারক জলাশয় সকল শোষিত হইল।' অক্ষর, ১৮৫০।

প্রবাহিণি [স] সন্ধ্যোদয়ে ই-কার [বি] নদী। 'বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, সেখ ভাবি মনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

প্রবাহিণী [স] বি ক্রী নদী। 'মকছুলে প্রবাহিণী কতু নাহি বহে।' মাইকেল, ১৮৬০; 'কপেত জ্বলি ও জ্বালা গুণে প্রবাহিণী।' মাইকেল, ১৮৬১; 'বহে কলকর রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

প্রবাহিত [স] ১ বি বয়ে চলেছে এমন। 'তাহারদিশের চিত্রা প্রোত এ পথে স্বপ্নেও করন প্রবাহিত হয় নাই।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বি সঞ্চারিত। 'তাহাকে আপনার জীবনের মধ্যে প্রবাহিত করিতে পারো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রবাহিতা [স] বি ক্রী বয়ে যায় এমন; বহমান। 'লজ্জনগরের দিশিঃপ্রবাহিতা টেমস নদীর তলভূমি।' অক্ষর, ১৮৫১।

প্রবাহিণী [স] বি সমাহার। 'তাহা প্রবাহিণী না করিয়া স্বহিরের মত অব্যবহা করিয়া দূরবাহ্য প্রবাহিণীকে।' দর্পণ, ১৮৫৫।

প্রবীণ [স] ১ বি শিশু ভিতরে ঢুকছে এমন। 'প্রবীণ হইব যুদ্ধি গমার ভিতরে।' বলা, ১৮৫০। ২ বি শ্রুতিপ্রাপ্ত। 'পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্র প্রবীণ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি অন্তর্ভুক্ত। 'এই সমাজের সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদুদার সর্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবীণ হইতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৪ বি উপস্থিত; আগত। 'দেশমধ্যে প্রবীণ হইয়া বাণিজ্যকার্যে মনোযোগী হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৫ বি অনুগ্রহণ। 'সংসার ক্ষেত্রে প্রবীণ ক্রমিয়া দেন।' বদারক, ১৯০১।

প্রবীণা [স] বি ক্রী প্রবেশ করছে এমন। 'বল তাহার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা প্রবীণা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

প্রবীণ [স] ১ বি বিজ্ঞ; বিশেষজ্ঞ। 'কাহী ভূমি প্রামাণিক শাস্ত্রেত প্রবীণ।' কুজলাস, ১৫৮০; 'অরুণক হলে পঞ্জী-টীকাত প্রবীণ।' কুজলাস, ১৫৮০। ২ বি বড়ো। 'হুয়া মীন প্রবীণ শুল্কল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বৃদ্ধ। 'সুখ নিত্যোনা তাহে বৃদ্ধিরে প্রবীণ।' রামনারায়ণ, ১৭৮০। ৪ বি অভিজ্ঞ; বৃদ্ধ হয়েও যুবকের মতো। 'সন্তর বছরের প্রবীণ বৃদ্ধা রবীন্দ্রব্রতের আদীর্ঘ্যন।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৫ বি প্রাচীন। 'তত্ত্বও সংযোজ্যে কাঁধে আদর্শ প্রবীণ।' অহমদ, ১৯৪৪।

প্রবীণতম [স] বিণ সবচেয়ে বয়সী। 'বয়সেও তরুণ নহেন, বাসনার প্রবীণতম সাহিত্যিক।' ছাত্রাবধি, ১৯৩৬।

প্রবীণতা [স] ১ বি বৃদ্ধ অবস্থা। 'তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা ওভ মোড়কটির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি বিজ্ঞতা। 'চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

প্রবীণত্ব [স] বি বিজ্ঞতা। 'প্রবীণত্বের চক্রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রবীণবরু [স] বিণ বয়স বেড়েছে এমন; বয়োজ্যেষ্ঠ। 'প্রবীণবরু

সুবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রবীণা [স] ১ বিপ ত্রী দ্যাবিতুল। 'ভিনি নিজে ... একটি প্রবীণা অভিজাবিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিপ বুদ্ধা। 'প্রবীণা মায়ের চুলে চলাও চিকুপি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

প্রবীন [স প্রবীণ] বিপ স্থায়ী। 'বিষম বিয়োগে রোগে হইল প্রবীন।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

প্রবুদ্ধ [স] ১ বিপ জ্ঞাত। 'দিত্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিপ জ্ঞানপ্রাপ্ত। 'নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাহার দেবতাকে লাভ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রবৃত্তি [স প্রবৃত্তি] অব্য প্রবৃত্তি: প্রমুখ। 'বসিল বকুল মুনি নারদ প্রবৃত্তি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ প্রবৃত্তি

প্রবৃত্ত [স] ১ বিপ নিমুক্ত। 'তাহার পুত্রেরা কর্তব্য প্রবৃত্ত হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিপ ব্যাপ্ত; নিয়োজিত। 'পশ্চৎ যে সময়ের বর্ণনায় আমার প্রবৃত্ত হইয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ৩ বিপ মনোযোগী। 'প্রোত্নসাহিত্য হইয়া আপন আপন দৃষ্টিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' মথুরা, ১৮৭৩।

প্রবৃত্ত হওয়া ১ কি ইচ্ছা পোষণ করা। 'তরবারি যদি অনিচ্ছক অস্ত্রচর্মের মধ্যে সেইপ্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ কি রত হওয়া। 'চিন্তা ও গবেষণার প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' ইসলাহ, ১৯০২।

প্রবৃত্তি [স] ১ বি ইচ্ছা। 'সকলই অর্থাভ্রাণ প্রবৃত্তি নিমিত্তক সন্দেহ।' রামরায়, ১৮০২; 'অভিব্যঙ্গীলভাদি নানা প্রকার অকর্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি সম্মতি। 'কদাচ জনকে প্রবৃত্তি লগুয়াইয়া কনিষ্ঠজেনিয়ানের পক্ষ আরজীতে ষাঙ্কর করাইয়াছিলেন দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি আকাজক। 'একটা মালিক পত্নের নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি আকরে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রবৃত্তিজাল [স] বি প্রবৃত্তির জাল। 'জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল গ্রহণ করে জড়িত করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রবৃত্তিভাঙিত [স] বিপ ইন্দ্রিয় ভাঙিত। 'সেই প্রবৃত্তিভাঙিত পদক্ষেপ বেসামাল হতে হতে কখন এসে পড়ল।' হাসান, ১৯৬২।

প্রবৃত্তিদায়ক [স] বিপ উৎসাহবায়ক। 'অনেক মনুষ্য পণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি বিধিতহেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রবৃত্তিবিশ [স] বি প্রবৃত্তির ধারা। 'হায় ধর্ম, হায় রে প্রবৃত্তিবিশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

প্রবৃত্তিমূলক [স] বিপ ইন্দ্রিয়জাত। 'জ্ঞান মানে আমি এখন প্রবৃত্তিমূলক উপলব্ধি বলছি।' ধূর্তজি, ১৯৩১।

প্রবৃত্তি লগুয়া কি মনে হওয়া। 'প্রবৃত্তি লগুয়াইলেক যে দয়া সামর্থ্যের অতি সুন্দর গুণ।' তারিণী, ১৮০৩।

প্রবৃত্তিশূন্য [স] বিপ নিশ্চয়। 'সেই সর্বাসুন্দরী রমণীর দুসহ বিরহানলে দক্ষদ্রদয় হইয়া ... সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রবৃত্তিসাপেক্ষ [স] বিপ ইচ্ছানির্ভর। 'কমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষ।' প্রমথ, ১৯১৪।

প্রবুদ্ধ ১ বিপ বড়ো। 'শ্যামের ... দাদি গোঁফ চুল সবই অতি প্রবুদ্ধ।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বিপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত। 'বাঙালী পেট্রিয়ারিটম যতই প্রবুদ্ধ হোক।' প্রমথ, ১৯২০।

প্রবেশ [স] ১ বি আগমন। 'যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।' বৃন্দা,

১৫৮০। ২ বি ভিতরে যাওয়া। 'বৃন্দাবন ভ্রমে যাই করিল প্রবেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৃষ্ণের সুতিকালনে করিব প্রবেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি অনুভবকরণ। 'অন্তে বুঝা, গহনে প্রবেশ করিয়া, তবে সে দুলভ।' আভ্যেদিয়ে, ১৭৪০।

প্রবেশ করা ১ কি আরোহণ। 'কমলা চিতার নাকি করিবে প্রবেশ?' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি সূচনা। 'যৌবনে যখনই কবি করিল প্রবেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ ঢোকা। 'শস্যার প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রবেশকর্তা [স] বি প্রবেশকারী। 'গৃহে প্রবেশকর্তার দিকে তার চোখ সজাগ।' শওকত, ১৯৫৮।

প্রবেশকারী [স] বি অভ্যন্তরে গমনকারী। 'এই হামলায় ব্যাপ্তপ্রবেশে ভারতই অনধিকার প্রবেশকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৬; 'প্রবেশকারীদের বুটের আগুয়াল ...।' শওকত, ১৯৭২।

প্রবেশ-বার [স] ১ বি প্রবেশের প্রধান পথ। 'সমুদ্রই রাজ্যভার প্রবেশ-বারে একত্রে কৃষ্ণবর্ণ প্রভুর ফলকে ঝলকিয়ে এই নিমিত্ত আছে ...।' মশাররফ, ১৮৬৮; 'আমার প্রবেশবার রুম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বি দরজা। 'প্রবেশবার একটি মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বি ঢোকার পথ। 'আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ-বার অরক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

প্রবেশপথ [স] বি ঢোকার পথ। 'এই ছিদ্রটি অলসীর একটা প্রবেশপথ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রবেশযোগ্য [স] বিপ ভর্তি হওয়ার যোগ্য। 'তাহারাই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য।' দর্পণ, ১৮২২।

প্রবেশলাভ [স] বি ঢোকার সুযোগ লাভ। 'একটা নূতন অপরিচিত আনন্দপ্রাপ্তি প্রবেশলাভ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রবেশা [স প্রবেশ] ১ কি প্রবেশ করা। 'ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'প্রবেশিতে।' মাদোদ, ১৭৪০। ২ প্রবেশি কি প্রবেশ করে। 'মজ্জা এই প্রবেশি ভ্রু ভেদি শির টোপ।' আলগল, ১৬৮০। ৩ প্রবেশিত কি প্রবেশ করতে। 'কাম ক্রোধ প্রবেশিত হইল আটক।' বাহ্যাম, ১৬৫০। ৪ প্রবেশিন কি প্রবেশ করলো। 'দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রবেশ প্রবেশিন নিজামে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ প্রবেশিল কি প্রবেশ করলো। 'পাঁচ গজ জমিন ছেদিয়া প্রবেশিল।' গরীব, ১৭৬৫। ৬ প্রবেশিলা কি প্রবেশ করলো। 'মুগ্ধা কারণে বনে প্রবেশিলা হরি।' রূপরায়, ১৭৫০। ৭ প্রবেশীহি কি প্রবেশ করেছে। 'মুগ্ধ মরিবার হেতু প্রবেশীহি বন।' আলগল, ১৬৮০। ৮ প্রবেশক কি প্রবেশ করক। 'গঙ্গা প্রবেশক এই মুকুন্দ ভিতর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৯ প্রবেশেন কি প্রবেশ করেন। 'প্রবেশেন এক দিন চিতোর নগরে।' রস, ১৮৫৮।

প্রবেশাধিকার [স] বি ঢোকার অনুমতি। 'নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

প্রবেশানন্তর [স] কিপ্রি প্রবেশ করার পরে। 'সত্য প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল।' দর্পণ, ১৮২৯।

প্রবেশানুমতি [স] বি ভিতরে যাবার অনুমতি। 'অতি কঠোর শর্তে প্রবেশানুমতি দেবার পর বৃটিশ কারাবাদ-মাল অল্প ...।' সনৎ, ১৯৭০।

প্রবেশিকা [স] ১ বি প্রবেশের অনুমতি। 'তাঁহার প্রবেশিতে নিষিদ্ধ ইংবায় নিষিদ্ধ প্রবেশিকা গ্রহণ করাতে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা; মাধ্যমিক পরীক্ষা। 'অনেক লেখক ইংরেজীতে প্রবেশিকার প্রাচীর পার হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।'

প্রচারক, ১৯০৩।

প্রবেশিত [স] বিশ প্রবেষ্ট। 'উত্তম শৌহদে কদমমণ্ডে প্রবেশিত হইলোও ...' অক্ষয়, ১৮৫৬।

প্রবেশ [স] প্রবেশে বি প্রবেশ। 'আনন্দে আনিয়া ইন্দ্র কুন্দিএ প্রবেশে' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

প্রবেশো [স] প্রবেশে। 'কি প্রবেশ করা।' 'পূর্বে প্রবেশিয়া রাজা হরিষ অস্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

প্রবেষ্ট [স] বি বাহ। 'পত্নের মৃগাল জিনে প্রবেষ্ট দুখানি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

প্রবেষ্ট [স] প্রবেষ্ট-। বি বাহ। 'পত্নের মৃগাল জিনে প্রবেষ্টের প্রভা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

প্রবোধ [স] ১ বি সাঙ্ঘ্যন। 'রাধা লতা দেবী ঘর প্রবোধ করিবা।' বহু, ১৪৫০। ২ বি আকৃত। 'প্রবোধ করিয়া মায় প্রভুর গমল।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি বিশ্বাস। 'রামমোহন রায়ের বিষ্ণুচ্যাবারিমা এতদ্দেশে এতদ্ভূত প্রবোধ জনাইতে চেষ্টাখিত।' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রবোধ দেওয়া কি উৎসাহ দেওয়া। 'অবিরত অপর্যায় করিতে উভয়দিককে প্রবোধ দিতে থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রবোধবচন [স] বি সাঙ্ঘ্যনার কথা। 'প্রবোধবচন কত/ বুঝাওঁ তাহারে।' বহু, ১৪৫০।

প্রবোধবাণী [স] বি সাঙ্ঘ্যনার কথা। 'এ তো সাঙ্ঘ্যনা নয়, প্রবোধবাণী নয়।' মুক্তভা, ১৯০৩।

প্রবোধা [স] প্রবোধা। 'কি সাঙ্ঘ্যনা দেওয়া। প্রবোধা কি সাঙ্ঘ্যনা নেন।' 'প্রবোধে আপনা জননী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। প্রবেধি কি সাঙ্ঘ্যনা দিই। 'তবু পোড়া মনের প্রবেধি।' গিরিশ, ১৮৮২।

প্রবেধিআ কি সাঙ্ঘ্যনা দিতে; তুষ্ট করে। 'কাহ্নেও প্রবেধিআ হুইক বা।' বহু, ১৪৫০। প্রবেধিতে কি প্রবোধ দিতে। 'মিষ্টাংকরে প্রবোধ চাস প্রবেধিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। প্রবেধিউ কি সাঙ্ঘ্যনা দিতে। 'বোলে প্রবেধিতে সুন বড়ারি ল।' বহু, ১৪৫০। প্রবেধিবি কি সাঙ্ঘ্যনা দেবো। 'কত প্রবেধিবি নেন।' চিত্ত, ১৬০০।

প্রবেধিয়া কি সাঙ্ঘ্যনা দিতে; আশাস দিতে। 'প্রবেধিয়া কৈন্যকে তুলিল নিজ রথে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। প্রবেধিল কি সাঙ্ঘ্যনা দিলো। 'বহু বাহুব আশি দৌহা প্রবেধিল।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

প্রবেধার্থে [স] ক্রিয়ণ বোধদায়ের জন্যে। 'অনেক দুবকের প্রবেধার্থে অনুধাবন বশেনের প্রীতি প্রসন্ন ভাবতে উদয় হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রবেধিত [স] বিশ সাঙ্ঘ্যনাপ্রাপ্ত। 'হারা কর্কট প্রবেধিত হইয়া ...' হরহাস্য রায়, ১৮১৫।

প্রবেধিত [স] বিশ অভ্যস্ত দুর্যবিত। 'প্রবেধিত মানবের হিয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

প্রবেষ্টিত [স] বিশ সমসারত্যাগ করে সন্ত্যাস অবলম্বন করেছে এমন। 'রত্নবিহীন, প্রবেষ্টিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রব্রজ্য [স] বি সন্ত্যাস ধর্ম। 'লয়ে প্রব্রজ্যা পশিব স্বপ্নন প্রীমহা সজ্ঞায়ণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। 'আমি স্বপ্নন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।' প্রব্র, ১৯৩৭। 'রিয়াকোয়ানের ছোট দুই ভাই ও এক বোন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।' মুক্তভা, ১৯৫৯।

প্রব্রজ্যাত্মি [স] বি তীর্থস্থান। 'তার ব্যক্তি শুধু আপন প্রদেশে,

আপন প্রব্রজ্যাত্মে সীমাবদ্ধ নয়।' মুক্তভা, ১৯৫৯।

প্রভঙ্ক [স] বিশ নাপক। 'শব্দার্থবোধজনিত সংঘের প্রভঙ্ক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া ...' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

প্রভঙ্কন [স] ১ বি বাতাস। 'মদ মদ প্রভঙ্কনে কুসুম গড়এ বনে।' মুক্তভা, ১৬০০। ২ বি অর্ধ-বর্ণা। 'তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি প্রভঙ্কন।' মুক্তভা, ১৬০০।

প্রভঙ্কনাহুতি [স] বি বাতাসের আহ্বান। 'মনসুনে প্রভঙ্কনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা ললকল করছে।' অনুরা, ১৯২৯।

প্রভব [স] বি উত্তবহান; আকর। 'পথিহ বাসুকীর এক এক কথা, অনন্তরত্নভব নগাধিরাজের ভাষাশে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিশ সৃষ্টিকারী। 'প্রতিবন্ধিতপ্রভব পুণ্ডিত সাধা দিল।' সূরীন্দ্র, ১৯০২।

প্রভা [স] বি দুটি; উজ্জ্বল। 'মোহন মণির প্রভা নদীর শরীরে।' গুণ, ১৮৫৮।

প্রভাকর [স] বি সূর্য। 'প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়।' রামহাস্যদ, ১৭৮০। 'একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধানান্তর শোখিত বসনাবৃত হইয়া গন্ধিমাচন্দ্রে গমনোদ্যোগ করিতেছেন।' মহারহস্য, ১৮৬৯।

প্রভাকীর্ত্তি [স] বিশ কীর্ত্তি দীপ্তিমান। 'প্রভাকীর্ত্তি, তেজোময়, জনকমণ্ডিত সোপান দেবিশা দেবী আপন সমুদ্রে।' মাইকেল, ১৮৬০।

প্রভাখিত [স] বিশ প্রদীপ্ত। 'সেই জ্ঞান প্রভায় তোমাকে প্রভাখিত করিবে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

প্রভাখিতা [স] বিশ কীর্ত্তি দীপ্তিময়। 'অধর দশনজ্যোতি প্রভাখিতা।' অশাঙল, ১৬০০।

প্রভাগল্প [স] বিশ তাপদূক। 'শরম প্রভাগল্প প্রভাকরের করসমূহ সহ্য করিয়া ... শস্যাদি রোগন করিলে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

প্রভাময় [স] বিশ দীপ্তিময়। 'বে কল্পতরু নন্দনকাননে, যদ্যদ্বিনী তটিনীর বর্ষভট্ট শোভে প্রভাময়।' মাইকেল, ১৮৬০।

প্রভাপালিতা [স] বি দীপ্তিময়তা। 'আলস্য সেতারাই নামক নকশের প্রভাপালিতা সূর্যের ২.৩২ গুণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

প্রভাপালিনী [স] বিশ কীর্ত্তি দীপ্তিময়ী। 'কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাপালিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রভাত [স] বি জোর। 'প্রভাত সময় হোলো চলিহ সঙ্করে।' বহু, ১৪৫০। 'প্রভাতে বৌবাবু মতিলালকে লইয়া ...' পাণ্ডিত্য, ১৮৫৮।

প্রভাত-উৎসব [স] বি প্রভাতকালীন আনন্দ। 'প্রভাত-উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রভাত-আলো [স] বি ভোরের আলো। 'প্রভাত-আলোর ভূষিয়ে দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

প্রভাত-আলোক বি ভোরের আলো। 'ভাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি আজি এই প্রভাত-আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রভাতকর [স] বি ভোরের আলো। 'প্রভাত করে করি রে স্নান/ ঘুমাই মুলবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

প্রভাতকাল [স] বি ভোরবেলা। 'প্রভাতকালের ঘেন রবি।' মুক্তভা, ১৬০০।

প্রভাতকিরণপারী [স] বিশ সকালের সূর্য্যোদগ উপভোগ করে এমন। 'ওরা সব মেঘের মতন/ প্রভাতকিরণপারী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রভাত-কিরণমাঝে ক্রিয়ণ ভোরের আলোকে। 'তারি সোনার তাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রভাতগণন

প্রভাতগণন [স] বি ভোরের আকাশ। 'নবরৌদ্রমাণে রঞ্জিত প্রভাতগণনের শোভা।' প্রভাত, ১৮৯৬।

প্রভাতজ্ঞপণ [স] বি ভোরকো। 'প্রভাতজ্ঞপণ হতে মোরে ছিড়ি/করুণ সঁপায়ে দগে মোরে খিরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রভাত-জীবন [স] বি জীবনের প্রারম্ভিক কাল। 'প্রভাত-জীবনে এ নেমায়ে কে মাতাইয়া দিয়াছিল।' শরৎ, ১৯১৭।

প্রভাত-জ্যোতি [স] বি ভোরের আলো। 'ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রভাততপন [স] বি ভোরের সূর্য। 'কেবলি যেন রে প্রভাততপনে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রভাতভাঙ্গা [স] বি তরুভাঙ্গা। 'প্রথম প্রভাতভাঙ্গা হবে বাতায়নে দেখা দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রভাতশবন [স] বি ভোরের বাতাস। 'প্রভাতশবনে প্রভাতশবনে/বিরামে কটায়, আরামে ঘুমায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রভাত-পাখী [স] বি ভোরবেলায় পাখি। 'প্রভাত-পাখীরা উঠিল গহিরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রভাতপ্রসূর [স] বিণ প্রভাতকালে প্রসূত। 'যেন একটি প্রভাতপ্রসূর গর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

প্রভাতফেনী [স] প্রভাত-হি ফেনী বি ভোরের দেশাঙ্কুরোধক পান গেরে পথ অতিক্রমণ। 'প্রভাতফেনীর মিছিল মাঝে ছড়াও ফুলের কন্যা।' মাহমুদ, ১৯৬৫।

প্রভাত-বাতাস [স] বি ভোরের বাতাস। 'ফিরছে কেনে প্রভাত-বাতাস, আলোক যে তার স্নান বস্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

প্রভাত-বার [স] বি ভোরের বাতাস। 'বহিছে প্রভাত-বার জাহ্নবে দুটিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'মোর কঁঠর এ প্রভাতবারে' ইন্দু কলম্বোকে গিয়েছে হারিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

প্রভাতবায়ু [স] বি ভোরের বাতাস। 'সেই ধনি ধায়/বকুলশাখার প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল শাখার।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রভাতবিরহ [স] বি ভোরের পাখি। 'প্রভাতবিরহ কী গান গাইল রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রভাতবেশা [স] বি ভোর বেলা। 'আমরি বৃকে প্রভাতবেশা/ফুলেরা মিলি করিয়ে বেশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রভাতভানু [স] বি ভোরের সূর্য। 'প্রভাতভানুর ছটা' মুরুন্দ, ১৬০০।

প্রভাতময় [স] বিণ প্রভাতের মতো। 'এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

প্রভাতরবি [স] বি ভোরের সূর্য। 'উঠিছে প্রভাতরবি, আঁকিছে সোনার ছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

প্রভাত সন্ধ্যা [স] নির্দিষ্ট সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। 'রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমায়ে আশ্রণ করে।' নজরুল, ১৯২৬।

প্রভাতসূর্য [স] বি ভোরের সূর্য। 'প্রভাতসূর্য, এসেছ রত্নস্রোত।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রভাত-স্বর [স] বি ভোরবেলায় প্রার্থনা। 'তোদের প্রভাত-স্বরের সুরে রে বাজে মম দিল্লরবা।' নজরুল, ১৯২৯।

প্রভাতশবন [স] বি ভোরের শব্দ। 'প্রভাতশবনে প্রভাতশবনে/বিরামে কটায়, আরামে ঘুমায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রভাতা [স প্রভাত-] ক্রি সকাল হওয়া। 'প্রভাতিল বিজয়ার; জয় রাম নামে নামিল বিকট গীট শঙ্কর প্রৌণিক।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রভাতিক [স] বিণ ভোরবেলায়। 'প্রভাতিক গীতিবন্দনা সমাধানায়ে প্রাথমিকগণ শ শ কর্ণে নিমুক্ত হইয়াছেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

প্রভাতি, প্রভাতী [স প্রভাতী] ১ বিণ প্রভাতে গের বা পাঠব্যোধ্য। 'প্রভাতী রাগিনী সূচন-পূর্বক আগন-মনে আশ্রণ কমহিষমুখ' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ ভোরবেলায়। 'পঞ্চম ভানে, প্রভাতি পানে।' কীর্ত্তনশাল, ১৯২৫। 'রবির প্রভাতি কর।' নজরুল, ১৯৩০। 'জ্যোৎস্না রাঙের সাদা মেঘ আর প্রভাতী পূর্ণিকাশ।' হোসেন, ১৯৪০।

প্রভাতীয় [স] বিণ ভোরবেলায়। 'প্রভাতীয় উপাসনা ... সকলের কর্তব্যে আনন্দিত করিল।' মশাররফ, ১৮৮৭।

প্রভাতোদয় [স প্রভাত-উদয়] বি ভোরের আগমন। 'শ্যামা স্বপন অরোহণ নব নব প্রভাতোদয়ের কীৰ্ত্তন করিতে নিমুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রভাব [স] ১ বি মহিমা। 'সে আইর প্রভাব না জানি তিমিয়ার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি জ্যোতি। 'বহুর প্রভাব জিনি পালকে শোভা' মুরুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সহযোগিতা। 'তর না করির কৈয়া করহ প্রভাব' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি শক্তি। 'প্রসঙ্গ শরৎসুখী প্রকৃষ্ট প্রভাব' রামতরঙ্গ, ১৭৮০। ৫ বি ক্ষমতা। 'তপাল-প্রভাবে কেহ কেহ সুখীপা পৃথিবী শাসন করিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৬ বি প্রভাব। 'রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

প্রভাব-প্রতিপত্তি [স] বি ক্ষমতা ও আধিপত্য। 'দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-মান।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

প্রভাবান [স] বিণ শক্তিবান। 'অদ্রুপ প্রভাবান হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

প্রভাবশালিতা [স] বি শক্তি। 'আলসা সেতারাই নামক নকরুর প্রভাবশালিতা সূর্যের ২.৩২ গুণ' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

প্রভাবশালিনী [স] ক্রি প্রভাববিশিষ্ট। 'অথবা দিয়েছে দেখা যেন প্রভাবশালিনী তবু ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

প্রভাবশালী [স] বিণ ক্ষমতাবান। 'ভূমন্ডলের যে বহু সমর্থক প্রভাবশালী, ...।' অক্ষর, ১৮৫৪। 'বিরুদ্ধবাদী একদল লোক এখনও আমাদের সমাজে প্রভাবশালী।' বৃন্দকুল, ১৯৩৬।

প্রভাবশীল [স] বিণ ক্রিয়ামূল। 'ক্ষান্তে ইতি অক্ষতভি আজও তাদের জীবনে বেশি প্রভাবশীল।' শিব, ১৯৫৬।

প্রভাবশীলা [স] বিণ ক্রী ক্ষমতাবান। 'ছত্র টিক নর, ছাত্রী, অত্যন্ত প্রভাবশীলা।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

প্রভাবসম্পন্ন [স] বিণ ক্ষমতাবান; প্রভাবশালী। 'প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রভাবহীন [স] বি প্রভাব কমে যাওয়া। 'প্রভাবহীন কলে ল্যাটিন ভাষার মর্যাদাও সেই সব দেশগুলিতে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়।' উম্মর, ১৯৬৮।

প্রভাবাধিত [স] বিণ প্রভাবিত। 'জমিদার প্রভাবাধিত স্বরাজ জনসাধারণ বিরুদ্ধেই অধিকতর পন্থা করিলেন না।' দর্শন, ১৯২৫। 'তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবাধিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রভাবে ক্রিয়ণ ফলে। 'বিদ্যার্থীরা বিদ্যা প্রভাবে খ্রীষ্টীয় মতের নিকট

হইতে বর্ষে বর্ষে অতিক্রান্ত অক্লান্ত হইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রভাস [স] বিপ শীতশালী। 'প্রকাশে অথবা দৈবী চন্দ্রভাষা তাহে।' ভারত, ১৭৬০।

প্রভাসিত [স] বিপ সমুদ্রল। 'সেখানেও তরু প্রভাসিত হয়।' বক্রিম, ১৮৫৪।

প্রতিভেত কাক, প্রতিভেত ফাঁও [বি] বি ভবিষ্যতের জন্যে সজ্জত ভবিষ্যৎবিশেষ। 'বীরা, প্রতিভেত ফাঁও দৈবী চন্দ্রভাষা তাহে।' সগুণত, ১৯২৮; 'প্রতিভেত কাকের মন ঢাকাই প্রায় ধরত হয়ে গেছে।' জীবন, ১৯০২।

প্রভিন্দ্ৰা [স] বি বিভিন্নতা। 'অধ্যায়ের সমিতি ধর্ম্মতঃ ব্যবহারতঃ ... প্রভিন্দ্ৰা প্রত্যেক হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

প্রভীন [স] প্রবীণ। বিপ এবল। 'দাক্ষ্য বিহয় রাহ বিঘম প্রভীন।' বাহরায়, ১৮৫০। ৫ প্রবীণ

প্রভু [স] ১ বি বৈষ্ণব গুরু। 'স্নান করিতে গেলা প্রভু সৈবে মোরে ভাতি।' মাল্যগুপ্ত, ১৫০০। ২ বি ঠেতাশ্রমে। 'মিলাতের শোক প্রভুর পাইল দর্শন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ঈশ্বর। 'বিদ্যাসঙ্কমন প্রভু ভূমি জ্বারে বাম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি শাসী। 'কর প্রভু মদ্য বুক ধুয়ে না জাব দুখ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি মনিষ। 'আপন প্রভুর বুকে উপর আশায়েত উদাত হইল।' তারিখী, ১৮০০। ৬ বি শাসক। 'প্রভু যত বড়োই এবল হউন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৭ বিপ অনুরক্ত। 'দিলি কীতালের বড় প্রভু।' বিজুতি, ১৯০১।

প্রভুক্ত [স] বি প্রভুর গলা। 'প্রভুক্ত হৈতে মালা বসিয়া পড়িল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রভুকৃত্য [স] বি সুচিত্তকার উদ্দেশে করতে হবে এমন কাজ। 'মিগিয়া সকলে প্রভুকৃত্য শেষ করো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

প্রভুক্তি [স] বি প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুগাণ। 'সেমুলার বিদ্যালয়, দম্য, অস্ত্রতা ও প্রভুক্তির অস্ত্রত দুইই।' বিদ্যা, ১৮৬০।

প্রভুতা [স] বি কর্তৃত্ব। 'পশুর উপর পরিষেতার সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'রাজ্য মধ্যে সুনিয়ম না থাকিলে রাজার প্রভুতা থাকে না।' বন্দনন্দন, ১৮৫৪।

প্রভুত্ব [স] ১ বিপ গুরুত্ব। 'পণ্ডিত কহেন তবে প্রভুত্ব বচন।' মালিকরাম, ১৭৮১। ২ বি শাসন। 'পূর্বের রাজ্যাদিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে।' কৌমুদী, ১৮০০। ৩ বি আশ্রিত। 'মান ও প্রভুত্ব বৃদ্ধিও নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রভুত্বজ্ঞান [স] বি কর্তৃত্ববল। 'একটা ক্রিয়ম লগতে প্রভুত্বজ্ঞান বিতার করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রভুত্বময় [স] বি কর্তৃত্বের দম। 'ইরোজ কি ... প্রভুত্বময়োকত অনুর্তি নিশ্চয় করিয়েন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রভুত্বক্ষমণী [স] বিপ শ্রী প্রভুত্ব রক্ষাকারী। 'ভাড়াবা বিদ্যাকে প্রভুত্বক্ষমণীরূপে নিহৃত করিলেন।' বক্রিম, ১৮৭৬।

প্রভুত্বশালী [স] বিপ এবল আছে এমন। 'প্রভুত্বশালী সুপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রশংসায় যাত্র করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

প্রভুত্বপন্ন [স] বিপ প্রভু কর্তৃত্ব প্রদত্ত। 'তাহা যাব সেই মম প্রভুত্বপন্ন দেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রভুত্বা [স] বি প্রভুর বাসস্থান; শাসকের বাসস্থান। 'কয়েমস-নেতা প্রভুত্বা লজনে উপস্থিত হইয়া বলিয়া আদিয়াছেন।' আজাদ,

১৯০৯।

প্রভুপাদ [স] বি শ্রী মালিকের আনন। 'তারা একে মনে মনে প্রভুপদে কদাচে রাজি নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রভুপারায়ণ [স] বিপ মনিষের প্রতি অনুরক্ত; প্রভুত্ব। 'প্রভুপারায়ণ কৃত্যোরা ... প্রাণান্ত পর্য্যন্ত শীকার করিয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'প্রসন্নচিত্ত হওয়া প্রভুপারায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বাতাবিক।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রভুপাদ [স] বি বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের সম্বন্ধসূচক উপাধিবিশেষ। 'রে গজমূর্খ! বসি প্রভুপাদ।' নজরুল, ১৯০১।

প্রভুবৎসল [স] বিপ মনিষের প্রতি অনুরক্ত। 'হায় বৃদ্ধ প্রভুবৎসল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

প্রভুবুদ্ধি [স] বি শাসী চিন্তা। 'বার্ঘের মেটবওয়া গোলামবুদ্ধি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভুবুদ্ধি নয়।' মোতাহের, ১৯০৫।

প্রভুত্ব [স] বিপ মনিষের প্রতি অনুরক্ত। 'যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ প্রভুত্বক সেবকের সর্বদাশ হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রভুত্বজি [স] বি প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুগাণ। 'প্রভুত্বজি সেবে যর তার সহধর্ম্মিনী লক্ষ্যায় মাথা হেঁট করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

প্রভুশক্তি [স] বি কর্তৃত্ব। 'পারস্যের উপরে যখন ইরোজ ও রশিয়ার প্রভুশক্তি সমান অংশে স্থাপিত হইয়াছিল।' সগুণত, ১৯২৬।

প্রভুপদে ক্রিয়বিপ প্রভুর সঙ্গে। 'বাহুতল জন ইহয়া প্রভুপদে পাড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

প্রভুশক্তি [স] বিপ ঈশ্বরসমূহ। 'গ্রীক-ম্যাটিনের বাদী সেকালে ছিল প্রভুশক্তি।' প্রবন্ধ, ১৯১৭; 'প্রভুশক্তি হইবে অস্ত্রাধ্যাক্ষকে প্রেপে রাখে, বিকশিত করে না ...' মোতাহের, ১৯০৫।

প্রভুহীন [স] বিপ মালিক সেই এমন। 'তাহার চেহারা এবং তাবশানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো ইহয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রভো [স] প্রভু। 'বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।' রামমহাসদ, ১৭৮০।

প্রভুত [স] ১ বিপ প্রভু। 'তহার অতি প্রভুত ব্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ...' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিপ উচ্চত। 'অভিভূত প্রভুত তন্ত্রায়।' সত্যোপ, ১৯১০। ৩ বি প্রতাপশালী। 'প্রভুততের করি আনে নিজ ক্ষুদ্র গুণনিবিরণ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রভুতত্তম [স] বিপ পর্য্যাপ্ত। 'অনুরক্তম শোকে প্রভুতত্তম সুখসামান।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রভুতশক্তি [স] বি পর্য্যাপ্ত শক্তি। 'গরিলার ... হস্ত সুসীর্ষ ও প্রভুতশক্তিসম্পন্ন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রভুতি [স] অব্য ইত্যাদি। 'পার্শ্বী প্রভুতি নার্যুর্গ নারী লগ্না।' কৃষ্ণা, ১৫৮০; 'ব্রহ্মণী প্রভুতি জ্ঞান সাক্ষিকা মণ্ডলী সত্ত্বেরে স্থিতিতে আরা যোগ জ্ঞানলী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ভগবন্ত সিংহে অতি যুক্তে মজ্জত দিশোজ্ঞান হাজারি প্রভুতি আর যত।' ভারত, ১৭৬০।

প্রভেদ [স] বি পার্থক্য। 'কমটা ও চললা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

প্রভেদজ্ঞান [স] বি পার্থক্যবোধ। 'পূর্বাবস্থা আর বর্তমান সময়ে বিদ্যার আলোচনা উপস্থিতি করিলে অকোণ পাঠ্যেরে ন্যায় প্রভেদ জ্ঞান করা উচিত হয়।' কৌমুদী, ১৮০০; 'প্রভেদজ্ঞান যুগ্মধারা বীশের মতই।' সগুণত, ১৯২৮।

প্রভোস্ট, প্রভোষ্ট [বি] বি প্রাধ্যক্ষ; বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভূত কোনো ছাত্রালায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান। 'ঢাকা উইমেন্স হলের প্রভোস্ট'। বেগম, ১৯৬০: 'মহিলা হলের প্রভোষ্ট মিসেস ...'। বেগম, ১৯৬২।

প্রভোস্টগিরি [বি প্রভোস্ট+গিরি] বি প্রভোস্টের কাজ। 'হলের প্রভোস্টগিরি, ব্যবসা ও রোটিশী ক্রান নিয়ে আছেন।' পাশা, ১৯৭১।

প্রমত্ত [স] ১ বিণ অত্যন্ত মত্ত। 'প্রমত্ত কুন্তর কেন ভিড়ে দণ্ডে দণ্ডে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিণ মেশামুগ। 'মৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় কুশিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বিণ বিমুগ্ধ। 'বাগ্মায়েছি বালি প্রমত্ত পঞ্চম সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বি বিবেচনাহীন তারতম্য। 'আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁটা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৫ বিণ মগির। 'কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৬ বিণ তীব্র। 'কবির বীণার তন্ত্র যে বসন্তে ছিড়ে যেতে চাবে প্রমত্ত উলসারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রমত্ততা [স] ১ বি প্রমত্ত অবস্থা। 'আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে খুলি-পঙ্কের মতো একটা দল পাকিয়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫: 'ভোলপুরির প্রমত্ততা সৰল আনন্দকে কুণ্ঠিত করে তোলে।' নরকল, ১৯৩১। ২ বি অহংকার। 'তখন প্রমত্ততার উপরে ক্যাপাকে বীকার করা দুঃসাধ্য হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রমত্তা [স] ১ বিণ ক্রী দর্পিত। 'বাধিকারে প্রমত্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ২ বিণ উন্মত্ত। 'প্রমত্তা যমুনার পক্ষপাতী ভাঙন।' মণীশ, ১৯৬০।

প্রমত্তাবস্থা [স] বি মত্ত অবস্থা। 'প্রমত্তাবস্থা দর্শনে কে মাতাল বলিতে বিলম্ব করে?' ভ্রম্যলোক, ১৭৭৪।

প্রমত্ত [স] বি হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী নাচসালে পুঁট শিবের অনুচর। 'চলিল দেবরাঘ/প্রমত্ত পিছে ধায়/দেউটি ধরে নানান্য।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রমত্তনকারী [স] বিণ দমনকারী। 'তখন ভারতবর্ষীয়ে অমৃত্যু-প্রমত্তনকারী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রমদ [স] বি হাসি; আনন্দ। 'প্রমদা প্রমদে নাই তাক্কে একটুক।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

প্রমদা [স] ১ বি ক্রী। 'সকটে তারিয়া লবে হরের প্রমদা।' কৃষ্ণহরম, ১৭২০। ২ বি নারী। 'প্রমদা প্রমদে নাই তাক্কে একটুক।' রামহৃদয়, ১৭৮০: 'পরমেশ প্রেম পরিহার পুরসের প্রতিচ্ছপ প্রমদা প্রমদে প্রমত্তা রাখিয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৫২: 'প্রেমফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মরুতে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

প্রমদা [স] বি বাজি ধরে বেলা হয় এমন তাস খেলাবিশেষ। 'সোলাফি প্রমদা হার, পুতীহার আদি আর।' রম, ১৮৫৮।

প্রমা [স] ১ বিণ যথার্থ। 'এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাঞ্জন ... বলে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি সভা জ্ঞান। 'ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে।' সুবীন্দ্র, ১৯৪৫।

প্রমাঞ্জন [স] বি সভাজ্ঞান। 'এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাঞ্জন বা প্রমা প্রতীতি বলে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রমা প্রতীতি [স] বি ছিরি বিশ্বাস। 'এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাঞ্জন বা প্রমা প্রতীতি বলে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রমাই [স পরমাত্মা বি আত্ম। 'খোদার হুকুমে তার পুরিল প্রমাই।' হেমাং, ১৭৫৭: 'বিরে করলে প্রমাই বাড়ুরে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

প্রমাণ [স] ১ বি সভা-বিষয়া নির্ণয়। 'বড়ারির বেলা প্রমাণে/আল সাধিব আপন মায়ে।' বাতু, ১৪৫০। ২ বি দলিল। 'নান্দ্রসাম্যে যন্তরী এই সাক্ষের প্রমাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'সুটির বর্ণন এই পুরাণ প্রমাণ।'

মালিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি সমান। 'বস্ত্তত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'আড়ে গছ বিংশতি প্রমাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি আকার। 'সুতার প্রমাণ হয়ে বাসন্তে যায়।' বিজয়, ১৬৫০। ৫ বি তুল্য। 'হাস্য সমান/কালনিধি প্রমাণ।' বারহাম, ১৭৫০। ৬ বি নজির; দৃষ্টান্ত। 'ত্রীলোকের বিদ্যাভাসের প্রমাণ।' গৌর, ১৮২২।

প্রমাণক্রমে [স] ক্রিবিণ প্রমাণ হিসেবে। 'বিষ্ণুপুরাণটির প্রমাণক্রমে মিথি ও বিদেহ এক ব্যক্তির নাম।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রমাণভে [স] ক্রিবিণ প্রমাণ অনুসারে। 'পর প্রমাণভে উপন্যস্ত করেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

প্রমাণ-প্রাণো [স] বি সভ্যসভা বিচারের উপায়, যার মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়। 'মাণসাম নামক এক সুপণ্ডিত ব্যক্তি অনেক প্রমাণ-প্রাণো প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রমাণবিন্দু [স] বি যথার্থ প্রমাণ। 'আছে কি প্রমাণবিন্দু অবশিষ্ট কোনো বিচারের কথা।' মুক্ত, ১৯৭১।

প্রমাণযোগ্য [স] বিণ সভ্যসভায় প্রমাণের উপযুক্ত। 'নিউসপেপার আছে পাণ্ডে প্রমাণযোগ্য ব্যাক্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রমাণশূন্য [স] বিণ সভ্য বলে প্রমাণ নেই এমন। 'নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

প্রমাণসাইজ [স প্রমাণ+সাইজ] বিণ নির্দিষ্ট ও প্রামাণ্য মাপের। 'ভ্রাতৃমিত্র সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণসাইজ করে রাখে।' মোতাহের, ১৯৫০।

প্রমাণাসাপেক্ষ [স] বিণ প্রমাণ দিয়ে সভ্যতা নির্ণয় করতে হয় এমন। 'কোনো জিনিস কিছুকে অপরিচ্ছাদ করে কি না করে সেটা প্রমাণাসাপেক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১: 'প্রমাণাসাপেক্ষ একটা মাপকাঠির (standard) আদর্শ আমাদের হাতে তুলে দেয়।' ওয়ালেক, ১৯৪৩।

প্রমাণসিদ্ধ [স] বিণ প্রমাণিত। 'অনুমানি প্রমাণসিদ্ধ যে সকল, সে সকল কিছুই নাই।' মুক্তাধর, ১৮১০।

প্রমাণহীন [স] বিণ প্রমাণিত হয়নি এমন। 'অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিবাদের জোরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রমাণাতীত [স] বিণ প্রমাণ করা যায় না এমন। 'কত লোকাতীত প্রত্যকাতীত প্রমাণাতীত অনুভব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রমাণানুসারে [স] ক্রিবিণ প্রমাণ অনুযায়ী। 'সুখতাদি আত্মবর্ধন সাক্ষ্যে প্রমাণানুসারে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রমাণান্তর [স] বি অন্য প্রমাণ। 'তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হইলে নিশ্চিত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রমাণাধিত [স] বিণ প্রামাণিক। 'মনু যাজ্ঞবল্ক্যভৃত্তি প্রমাণাধিত পণ্ডিতগণাকরিত ব্যবহাপ্রমাণানুসারে যথার্থ।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রমাণাভাব [স] বি প্রমাণের অভাব। 'তাহারা যে ঔরুণ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রমাণাভাবা [স] ক্রিবিণ প্রমাণিত হয়নি বলে। 'মৌলবী-সো-পিয়াজার অন্তিত্ব অসিদ্ধ, প্রমাণাভাবা'। প্রমথ, ১৯২৬।

প্রমাণার্ঘ্য [স] ক্রিবিণ প্রমাণের জন্য। 'তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল।' জগদীশ, ১৯১৮।

প্রমাণি [স প্রমাণিত] বিণ প্রমাণিত। 'পুরাণ প্রমাণি এ সকল।' কৃষ্ণহরম, ১৭২০।

প্রমাণিক [স] *বিশ্ব প্রমাণযোগ্য*। 'প্রমাণিক যোজন গভীর বহু জল'। মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রমাণীকৃত [স] *বিশ্ব প্রমাণিত*। 'পরশুরের সহস্রাবধি অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।' বঙ্গদর্শন ১৮৭৪।

প্রমাণোপার্থ [স] *বিশ্ব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এমন*। 'ধর্মীয় ব্যাখ্যাদির প্রমাণোপার্থ প্রাথমিকের অধীকার ...' শিব, ১৯৫৬।

প্রমাণ্য [স] *প্রমাণ্য*। ১ বি ধর্ম। 'ভারতবর্ষের এই নিচয় প্রমাণ্য'। মনিকরাম, ১৭৮১। ২ *বিশ্ব বিশ্বাসযোগ্য*। 'অবশ্য প্রমাণ্য করি শিরোধার্য তাহা।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

প্রমাতামহ [স] *বি মাতামহের পিতা*। ওর্স, ১৭৮২; 'মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উক্তন পঞ্চমপুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত পঞ্চম সত্ত্বতি'। অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রমাতামোহ [স] *প্রমাতামহ* বি মাতামহের পিতা। ওর্স, ১৭৮২।

প্রমাতামোহি [স] *প্রমাতামহি* বি মাতামহের মাতা। ওর্স, ১৭৮২।

প্রমাণী [স] *বিশ্ব ধ্বংসকারী*। 'পাণির প্রমাণী সীতি'। জীবন, ১৯৪০।

প্রমাদ [স] ১ *বিশ্ব ভ্রান্ত*। 'সুন সু মহারাজা প্রমাদ বচন'। মালধর, ১৫০০। ২ *বি বিপদ*। 'তোমার জামাতা লয়া পড়িবে প্রমাদ'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বি অনবধানতা*। 'পুরাসের সমগ্রহকার বা লিপিকারের প্রমাদই হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রমাদ গণা *ক্রি* বিপদের আশঙ্কা করা। 'প্রমাদ গণি অস্তির হইলো জীবতুল'। মাইকেল, ১৮৬০।

প্রমাদ পোনা *ক্রি* বিপদের আশঙ্কা করা। 'মৃদু গ্রাণে প্রমাদ গনি'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রমাদপূর্ণ [স] *বিশ্ব ক্রটিসম্পন্ন*। 'দর্শন, বিজ্ঞান, মানব চেতনার যখন অভাব প্রমাদপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা'। প্রমথ, ১৯২০।

প্রমাদশূন্য [স] *বিশ্ব নির্ভুল*। 'তাঁদিকটি প্রমাদশূন্য নহি'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রমাদু [স] *পরমাদু* বি পরমাদু। 'তৃতীয়বার চন্দ্রের প্রমাদু হল শেষ'। মণীশ, ১৯৩৯। **দ্র পরমাদু**

প্রমারা [স] *বি বাজি রেখে তাস খেলা*। 'প্রমারা বেলায় সবে হইয়াছে মস্ত'। ভবানী, ১৮২৫; 'তমু বিস্তি নয় প্রমারা খেলতেও আমরা লিপশ্রু'। প্রমথ, ১৯২২।

প্রমিত [স] *বিশ্ব জ্ঞাত*। 'তাঁহার গুণগুণ প্রমিত না করিয়া অসীমা ...'। রায়রাম, ১৮০২।

প্রমিতি [স] ১ *বি যথার্থ বোধ*। 'অহেতুক অনিচ্ছের অবশেষে হায়ায় প্রমিতি'। সূরীন্দ্র, ১৯২৮। ২ *বি নিচরতার বোধ*। 'তোমার অস্থিতি নিচড়ে হরণ করে প্রমিতি কেন্দ্রস্থ প্রমিতি'। সূরীন্দ্র, ১৯৩০। ৩ *বি সম্ভাবনা*। 'কুমার্যাত আধারকে আশঙ্কিত করার প্রমিতি'। জীবন, ১৯৪০। ৪ *বি স্থিরতা*। 'এয়ারোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সাবাস'। জীবন, ১৯৪৮।

প্রমিষিযুস [স] *বি গ্রীক পুরাণের চরিত্রবিশেষ*। 'শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রমিষিযুস'। মূলতত্ত্ব, ১৯৫২।

প্রমিসরি নেটি [স] *বি সরকার বা কন্সলিনের অর্থপ্রদানের অঙ্গীকারপত্র*। 'প্রমিসরি নেটি ...'। দর্শন, ১৮১৯।

প্রমুক্ত [স] *বি বন্ধনহীন তারুণ্য*। 'আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

প্রমুখ [স] *অবা ইত্যাদি*। 'রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী; বর্ণ-উজ্জ্বল প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর'। রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

প্রমুখ্য [স] ১ *ক্রি* *বিশ্ব মুখের কথায়*। 'সমুদ্রাধারের প্রমুখ্য জাত হইয়া ময়মূলের সাক্ষাতে ...'। চরিত্রপন্থ, ১৮০৫। ২ *ক্রি* *বিশ্ব মুখ থেকে*। 'তুমি আমার প্রমুখ্য তলিলা'। মুক্তাঞ্জলি, ১৮১২।

প্রমুখ্য [স] *বিশ্ব অত্যন্ত মুখ*। 'ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুখ্য পাণিয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

প্রমেয় [স] ১ *বিশ্ব পরিমেয়*। 'প্রমেয় পদার্থ'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ *বিশ্ব পরিমায়োগ্য*। 'আন্তি তমু আপেক্ষিক, নির্বিকার প্রকৃতি প্রমেয়'। সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

প্রমোদ [স] *বি আনন্দ*। 'খণ্ডিলক মুখ-লোক প্রমোদে পূরিত লোক মিশ্র হৈলো আনন্দে বিভোজ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রমোদ উদ্যান [স] *বি বাগান বাড়ি*। 'প্রমোদ প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রমোদকর [স] *বি বিনোদনহেতু প্রদত্ত কর*। 'প্রমোদকরের উপর কর্পোশনের অধিকার স্থাপন'। আজাদ, ১৯৪০।

প্রমোদ-কানন [স] *বি আনন্দে সময় কাটানোর জন্য তৈরি উদ্যান*। 'তৃতীয় মৃদু অন্তঃপুর প্রমোদ-কানন'। রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'রচিছে নব নব মৃদু প্রমোদ-কানন'। নন্দকর, ১৯২৮।

প্রমোদিকা [স] *বিশ্ব আনন্দদান করে এমন*। 'তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদিকা' অতি রমণীয় সঙ্গীত সঙ্গ ...'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রমোদচঞ্চল [স] *বিশ্ব আনন্দে উচ্ছল*। 'একদল প্রমোদচঞ্চল নারী তত্তার জলের মধ্যে ন্যায় করিতে নামিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রমোদবালা [স] *বি বৌনকর্মী*। 'কোনো কোনো স্থানে প্রমোদবালাদের আনাগোনা'। আজাদ, ১৯৬৩।

প্রমোদভবন [স] *বি বিলাসভবন*। 'রাজকুমার সিংহার যেমন তাঁর ... প্রমোদভবন থেকে বেরিয়ে ...'। আইয়ুব, ১৯৭৩।

প্রমোদমস্ত [স] *বিশ্ব আনন্দে মস্ত*। 'বাবলারী বিলাসী প্রমোদমস্ত কলকাতার নাগরিক'। মনসুর, ১৯৪৫।

প্রমোদমুখর [স] *বিশ্ব আনন্দে মস্ত*। 'নরনারী সেখা প্রমোদমুখর - চিরযৌবনময়'। জীবন, ১৯৩০; 'প্রমোদমুখর সঙ্গীরা হল নিভ্রু'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

প্রমোদরস [স] *বি আনন্দের অনুভূতি*। 'স্বী মৃৎ প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রমোদ-রাত [স] *বি আনন্দপূর্ণ রাত*। 'গীতা মালা প্রমোদ-রাতের'। রবীন্দ্র, ১৯০০; 'প্রমোদ-রাতের গান'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রমোদশালা [স] *বি আনন্দ-উৎসবের ঘর*। 'আনন্দ-উৎসবের উত্তম খুশুড়াও ... প্রমোদশালায় বাহিরে আসিয়া পড়ে না'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রমোদসজ্জা [স] *বি বিনোদন উপভোগ*। 'কিয়ৎকাল হাস্যকৌতুক ও প্রমোদসজ্জা মা'। অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রমোদসুন্দরী [স] *বি বৌনকর্মী*। 'লভনের প্রমোদসুন্দরী মিস কীলারের বৌন কেন্দ্রস্থারী মামলায় খবর'। আজাদ, ১৯৬৩।

প্রমোদিত [স] *বিশ্ব আনন্দিত*। 'হৈএ প্রমোদিতচিত্ত না করিলা ভক্তিনিত'। মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রমোদিনী

প্রমোদিনী [স] *কিন* স্ত্রী আনন্দময়ী। 'প্রমোদিনী বিবিধ বিশাদিনী
বারাননা আনন্দশূরক আপন খুসি করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

প্রমোশন [হি] ১ *বি* উত্তমর্যাদা। 'স্বর্ণে ভূমি যখন ডলক প্রমোশন পেতে
ধাক্কে, আমি তখন ...' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'বিকৃত উচ্চারিত শব্দও
সাহিত্যে প্রমোশন পাবার উপযুক্ত নয়।' প্রমথ, ১৯১২। ২ *বি*
পদোন্নতি। 'আমাকে প্রমোশন দিতে পেলো আমি নিই না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

প্রমোশ্যন [হি] *বি* পদোন্নয়ন। 'প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেন।' *ভিক্টম*, ১৮৭৪।

প্রম্পট, প্রম্পটি [হি] *বি* অভিনেতাদের সংলাপ মঞ্চের পাশে থেকে বলে
দেওয়া। 'আকটোরসের পিছনে ঘুরে ঘুরে প্রম্পট করে দিতে লাগল।' *অবন*, ১৯৪১।

প্রম্পটার [হি] *বি* অভিনয়ের সময় মঞ্চের পাশে থেকে নিচুসরে
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ মনে করিয়ে দেয়া যে। 'দুইজন
প্রম্পটার দু-পাশ থেকে স্টেজের আঁটারিয়েছেন ...' *অবন*, ১৯৪১।

প্রমুদ্র [সি] *বি* বিশেষ চোটা। 'ভাঁহারসের প্রমোদনে প্রামদপন পর্যন্ত প্রব্রু
করা হয় তবে ইচ্ছানুসারে করুন।' দর্শন, ১৮৩১। 'হানবের এ
প্রামদপন প্রব্রু, এত গলদবর্ষ ব্যায়াম ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রমুদ্রবান [সি] *কিন* বিশেষ চোটার রত; সচেট। 'উর্দু শিশু সরকারি
চাকুরি লাভের চোটেই অতপন ভীরা প্রমুদ্রবান হবেন।' মুজগিদ, ১৮৭১।

প্রমুদ্রশীল [সি] *কিন* বিশেষ চোটার রত। 'অপর্যাগ সঙ্কৃত শব
বাবহার করিতে প্রমুদ্রশীল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রমুদ্র [সি] ১ *ক্রিয়* বশত। 'হেসমা প্রমুদ্র রহা হইল নাকি।' মের্স, ১৭৭৭। ২ *কিন* প্রমুদ্রত। 'এ বিষয় প্রমুদ্রত নাশিল কাহার ইহা বোধক
নাছোর মধ্যে নাথাকে।' জামরুন, ১৭৮৫। ৩ *কিন* সংযুক্ত। 'ইয়াতে
দাঁড়নের নিজ নিয়তও প্রমুদ্র।' রায়ময়, ১৮০১। ৪ *কিন* বিশেষ।
'তার একদমকার বাহা তোর বলেতে নহে বরং দুর্লভ প্রমুদ্র।' *তাজিনী*, ১৮০৩।

প্রমুদ্রা [সি] *কিন* প্রযোজ্য; ব্যবহারের উপযুক্ত। 'এই জমাই যে সাহিত্যে
প্রমুদ্রা ...' প্রমথ, ১৯১৭।

প্রযোজক [সি] ১ *বি* সংযুক্ত। 'অর্থশাস্ত্র প্রযোজকেরাও ... ঐশী শক্তি
আদর লাভে সমর্থ হয় নাই।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ *কিন* চলচ্চিত্রে অর্থ
বিনিয়োগকারী; যার অর্থে চলচ্চিত্র নির্মিত। 'প্রযোজক বহুত
গোম্বারের মতো ব্যতিক্রম লোক বোধ হয় দুনিয়ায় দুটি নেই।' নরেন্দ্র,
১৯০০। ৩ *বি* নাটকাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা করে যে। 'হরবোলা নাম
দিয়ে একটি দল গড়েছে ... হরবোলায় প্রযোজকদের ভাবার বলি
...' মুজতাবা, ১৯৫৮।

প্রযোজকতা [সি] *বি* বৃত্তিপোষকতা। 'ডাক্তর উইলসন সাহেব ...
হিন্দুদের সামান্যতঃ মরল্লাই যে প্রযোজকতা করিয়াছেন।' দর্শন,
১৮৩০।

প্রযোজিত [সি] ১ *কিন* প্রমুদ্র। 'কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পায়ে
ভাঁহারিয়ে দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে ...' রাজ, ১৮৭৪।
২ *কিন* প্রয়োজন করা হয়েছে এমন। 'মানব কল্যাণের জন্য
প্রযোজিত এই অনুগ্রহীতি ...' বেগম, ১৯৫২।

প্রযোজ্য [সি] ১ *বি* প্রয়োজন। 'মহাম' শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (তুলনীয়:
কোমল)। 'কড়ি বাজে কি কোমল বাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ *কিন*
প্রয়োগযোগ্য। 'ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোটগল্পলেখক সকলেরই

এটি প্রযোজ্য।' *নজরুল*, ১৯২২। 'ভারত পূর্ণবসন্তের সাবঅর্ডিনেট
সার্ভিসসমূহ সম্পর্কে এই তৃতীয় নিয়ম প্রযোজ্য।' এসসাম, ১৯৩৬।

প্রয়বোধ [সি] *প্রযোজ্য* *বি* প্রবোধ। 'পদ্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *প্র* প্রবোধ।

প্রয়াগ [সি] ১ *বি* গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সম্মিলন। 'মগধ ও প্রয়াগ
প্রদেশে পর্যটনসূর্যক বর্ষা প্রচার করিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।
২ *বি* হিন্দুতীর্থ বিশেষ। 'প্রয়াগে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল।
দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

প্রয়াগভূমি [সি] *বি* তীর্থস্থান। 'যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের
প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

প্রয়াগ [সি] ১ *বি* আয়মন। 'তব সম লাগি যোর এখানে প্রয়াগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* প্রস্থান। 'কৃত্যাম দিয়া তবে করিল প্রয়াগ।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; জেহালে যৌবন কৈল প্রয়াগ তা সনে না পেল প্রয়া
অজান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বি* যাত্রা। 'শিহিরের মধ্য দিয়া প্রয়াগ
করিতে লাগিলে।' বিদ্যা, ১৮৬০। ৪ *বি* অবসান। 'বিবিধপাশকে,
সে পর্যন্ত, তাহার প্রায়প্রয়াগ হয় নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রয়াগ করা [সি] মৃত্যু হওয়া। 'করছে প্রয়াগ পুরুষাচ্যেট।' *নজরুল*,
১৯০০।

প্রয়াগ [সি] ১ *বি* চোটা। 'শেষ নিতে করছে প্রয়াগ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২
বি ইচ্ছা। 'প্রার্থনা পর প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রয়াস সিদ্ধি
হইলেক।' বঙ্গদর্শন, ১৮২৭।

প্রয়াসসুক্ক [সি] *বি* কষ্টপ্রচেষ্টায় চঞ্চল। 'বিবিধপ্রয়াসসুক্ক শিবসে
লাগে আসে ধীরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রয়াসজাত [সি] *কিন* অনুশীলনজাত। 'ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে
প্রয়াসজাত কবিতা নাই, প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্মলিনী হইতে
উৎসারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬।

প্রয়াস পাওয়া [সি] *কিন* সচেট হওয়া। 'এই নক্সার দূর করিবার জন্য
আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

প্রয়াসমুক্ত [সি] *কিন* চেষ্টিত। 'সমগ্রার পর সৌভাগ্য সাহায্যে প্রতি
পরিবার চারি আনা মূল্যে প্রকাশ প্রয়াসমুক্ত হইয়াছেন।' দর্শন,
১৮৫৪।

প্রয়াসপাশেক [সি] *কিন* চেষ্টাপাশেক। 'আত্মরক্তিত সচেতন
প্রয়াসপাশেক।' শিব, ১৯৫০।

প্রয়াসী [সি] ১ *কিন* কড়াল। 'একরসের প্রয়াসী হইয়াছিলেন।' বঙ্গদর্শন,
১৮২৯। ২ *কিন* অলিঙ্গ্য। 'জেলদাঙ্গা টাকার প্রয়াসী নহে।' *দীনবন্ধু*,
১৮৬০।

প্রয়োণ [সি] ১ *বি* প্রতিষেধক। 'মজুর্দ দর্শন যিনে নারিক প্রয়োণ।' *বায়রাম*, ১৯৫০। ২ *বি* ব্যবহার। 'প্রাচীন শক্তিত বৈদ্য, ঔষধ
প্রয়োণে সন্না।' *রামহাসদাস*, ১৭৮০। 'নানা অর্থে প্রয়োণ করা যাইতে
পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ *কিন* নিয়োজিত। 'অতুল্য মোহিনী শক্তি
প্রয়োণ করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ *কিন* ব্যবহারিত।
'ফানিয়মে মানবের কার্যে প্রয়োণ করা আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।
'যদি প্রানান।' তাহার প্রয়াণ প্রয়োণ করা বাহাশ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রয়োণ করা [সি] *কিন* খাটো। 'শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োণ করা হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

প্রয়োণকুল [সি] *কিন* ব্যবহার-দক্ষ। 'সামাদি প্রয়োণকুল
রাজনীতিজ্ঞ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

প্রয়োশপদ্ধতি [স] বি প্রয়োশের কৌশল। 'বস্ত্রবস্ত্রের অনুকরণ ও প্রয়োশপদ্ধতি ওপচালাকি রেনেসাঁসী ... শিল্পকলাকে ব্যাখ্যাত্ত করে।' শিখ, ১৯৫৬।

প্রয়োশবিদ্যা [স] বি ব্যবহারিক বিদ্যা। 'তম্বু এই বিহরীপী চর্চা ও প্রয়োশবিদ্যার দখল নয়।' অবন, ১৯২৫।

প্রয়োশভেদ [স] বি প্রয়োশ-কৌশলের ভিন্নতা। 'প্রয়োশভেদে বুদ্ধির মূ্যভেদ হয়ে থাকে।' মোহান্ত, ১৯৫০।

প্রয়োশমূল্য [স] বি ব্যবহারিক গুণত্ব। 'সাহিত্যের গুণিত্ব হিসাবে জাতীয় তম্বুনের প্রয়োশমূল্য।' আজাদ, ১৯৬২।

প্রয়োজক [স] বিশ উদ্যোগকর্তা। 'যে রাজা বসনেপে ইউরোপীয়েরদের রাজ্য সংস্থাপন কর্তে অভিনিযুত প্রয়োজক হিসেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

প্রয়োজন [স] ১ বি দরকার। 'অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'কি বেহু তাঁহাকে খোজ কিবা প্রয়োজন।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি কাজ। 'কাজের বাসাল জাত সকল তরিয়া হই করহ আমার প্রয়োজন।' মুকুন্দ, ১৬০০: ও বি অবস্থা। পরিহৃতি। '১০ আশে বিধিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল কি না?' ভারত সংস্করক, ১৮৭৩।

প্রয়োজন করা কি দরকার হওয়া। 'দুই জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্তৃতাকরণ প্রয়োজন করিতেক' সৌম্যসী, ১৮৩০।

প্রয়োজনবোধে ক্রিবিপ দরকার হলে। 'বিদ্যার উপচ্যর আত প্রয়োজনবোধে দেশপুঞ্জার যে অর্থে অসকোকে বীকৃত হয়ে থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রয়োজনমূলক [স] বিশ দরকারি। 'প্রয়োজনমূলক গোলাটিকাল ঐক্যকে তারা সত্য বলে কল্পনাও করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রয়োজনশূন্য [স] বিশ প্রয়োজন নেই এমন। 'আপুসুপ্ত প্রয়োজনশূন্য জীবন।' কবিত্ত, ১৮৭৮।

প্রয়োজনসাধক [স] বিশ চাহিয়া পূরণকারী। 'তাহার প্রয়োজনবোধের প্রয়োজনসাধক মারা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রয়োজন সিদ্ধ [স] বি কার্য উচ্চার। 'শ্রম দমনাদি ব্যায়া আত্মক্যা প্রভৃতি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রয়োজন সিদ্ধি [স] বি কাজ সার্থককরণ। 'তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাহারদিগের অভিপ্রায় নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রয়োজনহীন [স] বিশ প্রয়োজন নেই এমন। 'সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাও অবস্থার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রয়োজনাতিরিক্ত [স] ১ বিশ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। 'দুর্ভাববোধে সন্তোষ প্রহীণকে তখনক প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি যোগায়।' অন্নদা, ১৯৮৮: ২ বি উক্ত বস্তু বা বিষয়। 'প্রয়োজনাতিরিক্তের প্রতি নজর দেওয়ার তার সময় কোথায়।' মোহান্ত, ১৯৫০।

প্রয়োজনাতীত [স] বিশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত। 'প্রয়োজনাতীত ব্যাধি কিছু সম্ভিত করিয়া রাখে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'বাইরেটোয় প্রতি উদাসীন থাকসে কতি কী ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রয়োজনান্বীন [স] বিশ প্রয়োজনের অধীন। 'সত্য পদদিসের দায়প্রতিমহ কেবল প্রয়োজনান্বীন।' কবিত্ত, ১৮৭৪।

প্রয়োজনানুসারে [স] প্রয়োজন-অনুসারে ক্রিবিপ দরকার অনুবাদী। 'গদ্য সন্দারীতির প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চি পরিবর্তন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রয়োজনাতাব [স] প্রয়োজন-অতাব। বিশ অপ্রয়োজনীয়। 'তাব

বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাতাব এ প্রকৃত্ত স্থল বিরপ লিখিতেছি।' দর্পণ, ১৮২৩: 'উচ্চারা কির্যার্থে বশবী হইবে তাহা কখন প্রয়োজনাতাব ইত্যাদিসূচক।' কৌমুদী, ১৮৩০।

প্রয়োজনান্বী [স] বিশ প্রয়োজনের যোগ্য। 'এতদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বড় প্রয়োজনান্বী হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৩১।

প্রয়োজনীয় [স] ১ বিশ দরকারি। 'অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে উত্তমরূপে সুপ্রিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮: ২ বিশ গুরুত্বপূর্ণ। 'ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রয়োজনীয়তা [স] বি আবশ্যকতা। 'বাহিরের কোনো-কিছুরই যে অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রকৃকদার [স] বি প্রসিকিউটর। বি যে উইল কার্যকর করে; এপ্রিকিউটর। 'খোজে মেলসকনে আমি প্রকৃকদার করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৬২।

প্রয়োচন [স] বি উত্তেজনা। 'প্রতি পেশীতে প্রাকৃত্ত পানর প্রয়োচন।' মণীশ, ১৯৩৯।

প্রয়োচনা [স] ১ বি উসকানি। 'সে বৃখতার নিবিড়াকারে নিম্নর থাকিয়া উত্তেজনা প্রয়োচনা ও ভর্তনো প্রয়োচনা সূচ্য করিতেছে।' প্রভাকর, ১৮৫৪: ২ বি উপলব্ধি। 'যা'হা কদয়ের শাখীন প্রয়োচনা।' রবীন্দ্র, ১৯১২: ও বি অনুপ্রেরণা। 'ইরেঞ্জি কদাসহিত্য থেকে তিনি যে প্রয়োচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রয়োচনাময় [স] বিশ জলনাপূর্ণ। 'মধ্যসমুদ্রের' পরে অনুকূল জলতানের প্রয়োচনাময় কোনো এক উপদ্বীপ ...।' জীবন, ১৯৪৮।

প্রয়োচিত [স] বিশ উপস্থিতি। 'অর্থনৈতিক বৈষম্য তেমনি মানুষকে হিনোয়ক কাজে প্রয়োচিত করে।' বেগম, ১৯৪৭।

প্রয়োহ [স] বি উপস্থিতি। 'হায়াবে না পবিত্রতা সৈমিত্তিক ক্রিমির প্রয়োহে।' সূক্ষ্মস্ত্র, ১৯৩৬।

প্রয়োহী [স] বিশ শাখাবিন্যাসী। 'প্রয়োহী আবহ বায়ুর তানের বংশ।' সূক্ষ্মস্ত্র, ১৯৩৯।

প্রশং [স] বিশ সুস্থিতি। 'প্রীতী দ্বিতি প্রশং জাহার কারন।' মালধর, ১৫০০: ১ প্রশং

প্রশপিত [স] বিশ ব্যা উচ্চারিত। 'প্রশপীর বার্তা প্রশপীর কানের কাছে প্রশপিত করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রশং [স] বিশ খোলাসো। 'প্রশং শেদুক বিশালাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রশপিত [স] ১ বিশ লখন্য। 'দুই দ্বতে প্রশপিত যুগ্ম শরাসন।' রম, ১৮৫৮: ২ বিশ লগা করা যুগ্মহে এমন। 'লখিত ভাষার বক্তন তাকে রাখতেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪: ও বিশ লখিত। 'জ্ঞাতের কেটে কেটে তারা প্রশপিত করে না তেজস-ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ের।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

প্রশং [স] ১ বি সুস্থিতি। 'প্রশং কালে হয় জেন যোর দরসন।' মালধর, ১৫০০: ২ বি অসমান। 'বলে, সে, করে যে প্রশংয়ের হইবে প্রশং।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩: ও বি ধাক্কা: আশোড়ন। 'সমুদ্রের উতাল মুকুতপলি মোদের মুহূর্তে দিক রক্তিক প্রশং।' আহবান, ১৯৪৪।

প্রশংকর, প্রশংকর [স] ১ বি হিন্দুমতে প্রশং সূক্ষ্মীকরণ। 'বিজ জর জয় প্রশংকর, শব্দর শব্দর।' রবীন্দ্র, ১৯২২: ২ বিশ প্রশং সূক্ষ্মীকরণ। 'তাহাব হংসোয়ক।' তুই প্রশংকর ধূমকতু।' নরজল, ১৯২২।

প্রশংকরী, প্রশংকরী [স] বিশ অতি তয়াব ও ধংসকারী।

‘বীতুষ্টি: প্রশ্নকরী’। দর্পণ, ১৮০৮; ‘যেন রে প্রশ্নকরী শব্দরী নাচে’। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রশ্নকর [স] বি প্রশ্ন ঘটতে পারে এমন; প্রশ্নকরী। ‘আতন ক্লেমেহে আকাশে সূর্য প্রশ্নকর’। কবিতা, ১৯৪৬।

প্রশ্নকরোত্তর [স] বি ধ্বংস-ধ্বনি। ‘যুদ্ধের প্রশ্নকরোত্তর এখনো ধ্বনিত হইতেছে’। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রশ্নর কাণ্ড [স] ১ বি যুদ্ধ। ‘তখন একটুতেই প্রশ্নর কাণ্ড বাঘিয়া উঠিতে পারে’। বঙ্গবাসী, ১৮৮১। ২ বি সাংঘাতিক ব্যাপার। ‘দেয়াছ খুসেছি আনতে পারলে প্রশ্নর-কাণ্ড হবে’। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রশ্নরকারন [স] প্রশ্নর-কারণ। বিশ প্রশ্নরকারী; অতি ভয়াবহ ও ধ্বংসকারী। ‘প্রশ্নরকারন হেন বাউ উপকিল’। মাসাবর, ১৫০০।

প্রশ্নরকারিনী [স] বিশ স্ত্রী ধ্বংসকারী। ‘এই প্রশ্নরকারিনী কার্যপতিকর সসার বাঘিয়া রথিরাছে’। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রশ্নর কাল [স] বি সৃষ্টিদানের সময়। ‘প্রশ্নর কালেতে জেন পৃথিবী সংহার’। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রশ্নরকালীন [স] বিশ দুর্যোগকালের; পৃথিবী ধ্বংসকালের। ‘প্রশ্নরকালীন গর্জনকল্যাণ বারং বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল’। দর্পণ, ১৮২২।

প্রশ্নর গোণা কি বিশদ আশঙ্কা করা। ‘প্রশ্নর গণিয়া নিগুণে বসিয়া রহিয়াস’। মানিক, ১৯০৮।

প্রশ্নরজল [স] বি প্রশ্নর ঘটতে পারে এমন জল। ‘সেখা সেয় কালের প্রশ্নরজলে সর্বস্ব ...’। বৃক, ১৯৪৩।

প্রশ্নরঝড় [স] বি বিনাশক ঝড়। ‘গরন যেন ... মহা বল প্রকাশে প্রশ্নরঝড় উপস্থিত করিতেছে’। অক্ষর, ১৮৪৩; ‘বেলায় পুতুল ভেঙে গেছে প্রশ্নর ঝড়তে’। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

প্রশ্নর-তুর্ঘ [স] বি ধ্বংসাত্মক বর্ণনা। ‘আমার কণ্ঠে কলি-উল্লসের প্রশ্নর-তুর্ঘ বেজে উঠেছিল’। নজরুল, ১৯২৩।

প্রশ্নরদ [স] বিশ প্রশ্নর সৃষ্টিকারী। ‘উদ্ভাসিনী বৈশাখীর প্রশ্নরদ, নবনন্দন্যাদ, ভড়িভরাড়িত মেঘে’। সূর্যসি, ১৯২৭।

প্রশ্নরদর্শা [স] বি সর্বশাস। ‘জীবদেহের জৈবিক তাপের আভ্যন্তরিক প্রশ্নরদর্শা ঘটতে দেয় না’। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রশ্নরদামিনী [স] বি দুর্যোগকালীন বিদ্যুতময়। ‘প্রশ্নরদামিনী সম পলকে ফিরিয়ে’। গিরি, ১৮৭৭।

প্রশ্নর-দোলা বি ধ্বংসের জন্য প্রচণ্ড নাড়া। ‘সে রে সে প্রশ্নর-দোলা’। নজরুল, ১৯২৪।

প্রশ্নরনর্ভন [স] বি প্রশ্নরত্নাত: উদ্যম নৃত্য। ‘তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রশ্নরনর্ভন’। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রশ্নরনাচন [স] বি ধ্বংসের নাচ। ‘প্রশ্নর-নাচন নাচলে যখন আপন তুলে হে নটরাজ’। রবীন্দ্র, ১৯২৯; ‘বিশ্ব ভূষ্টিয়া প্রশ্নরনাচন সেজেছে ওই’। নজরুল, ১৯৩০।

প্রশ্নর-পথিক [স] বি ধ্বংসপথের পথিক। ‘আমি চলি প্রশ্নর-পথিক – পিকে পিকে মারী-মরু রটি’। নজরুল, ১৯২৪।

প্রশ্নরপলব [স] বি ধ্বংসের বাতাস। ‘যথা যবে প্রশ্নরপলব নিবিড় কাননে বাহে’। মাইকেল, ১৮৯০।

প্রশ্নর পরোয়া [স] বি প্রশ্নরসিদ্ধ। ‘প্রশ্নর পরোয়ায়ছে জলু কাপল ইহ নহ যুগ অবসানে’। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

প্রশ্নরপরিণাম [স] বি ধ্বংসাত্মক প্রতিফল। ‘ভাষার প্রশ্নরপরিণাম যদি-বা বিলম্ব আসে ...’। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রশ্নরপীড়ন [স] বি প্রচণ্ড আঘাত। ‘যে দৃষ্টিক-ভুক্ষণ-মহামারীর প্রলোপীড়নে অন্য কোনো দেশ ...’। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রশ্নরপ্রাবন [স] বি প্রশ্নের বন্যা। ‘যথা যবে প্রশ্নরপ্রাবনে গভীর গরজি গ্রাসে নগর নদরী অকালে’। মাইকেল, ১৮৬০।

প্রশ্নরবিধাণ [স] বি প্রশ্নের প্রশ্ন; ধ্বংসের বাণী। ‘প্রশ্নরবিধাণ তুলি/ করে ধরিলেন শূন্য’। রবীন্দ্র, ১৮৮৩; ‘যতদিন না ইসরাফিলের প্রশ্নর-বিধাণ বাজে’। নজরুল, ১৯২২।

প্রশ্নরমূর্তি [স] বি অগ্নিমূর্তি; ভয়রূপ রূপ। ‘বাণিকার এই প্রশ্নরমূর্তি দেখিয়া আতর্ষ হইয়া গেল’। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রশ্নরযজ্ঞ [স] বি ধ্বংসযজ্ঞ। ‘প্রশ্নরযজ্ঞের আতনের শিখা’। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রশ্নর-রাগ [স] বি ধ্বংসের সুর। ‘প্রশ্নর-রাগে নয় রে এবার ভেরবীতে দেশ জাগাতে’। নজরুল, ১৯২৪।

প্রশ্নরয়মি [স] বি ধ্বংসের রাত। ‘প্রশ্নরয়মির অবসানে ... দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি’। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রশ্নরয়োল [স] বি প্রশ্নরূপ উচ্চ শব্দ। ‘খিদ্যারে আমার তুলেছে জাগারে প্রশ্নরয়োল’। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রশ্নরমূর্তি [স] বি ধ্বংসপতিক। ‘প্রশ্নরমূর্তি লজ্জাহীন উল্লসতা প্রকাশ হোক’। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

প্রশ্নরশব্দ [স] বি প্রশ্নের শব্দ। ‘প্রশ্নরশব্দ বাজিল বাতাসে’। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

প্রশ্নরশিখা [স] প্রশ্নরশিখা। বি ধ্বংসের শিখা। ‘সে নৃত্যবেশে ললাটঅগ্নি প্রশ্নরশিখা’। নজরুল, ১৯০০।

প্রশ্নরশিখা [স] বি ধ্বংসের অগ্নিশিখা। ‘দক্ষদ্বাদে প্রশ্নর-শিখা দিক, যা, একে তোমার টিকা’। রবীন্দ্র, ১৮৯৮; ‘সে প্রশ্নরশিখা রক্ত-উদারাম-রাগে’। নজরুল, ১৯০০; ‘বিবর্ষ জীবন যেন কেঁপে উঠে প্রশ্নর-শিখায়’। আহসান, ১৯৪৪।

প্রশ্নরসলিল [স] বি প্রশ্নরত্ন সঙ্গর। ‘মৃদাভের অবসানে প্রশ্নরসলিলে সৃষ্টির মলিন রেখা মুহি ন্যূন হতে’। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রশ্নর-সুশ্লর [স] বিশ প্রশ্নের মতো ভয়ঙ্কর সুন্দর। ‘আনো তোমার প্রশ্নর-সুন্দর করাল-কমরী হস্ত’। নজরুল, ১৯২৭।

প্রশ্নরাকাস [স] বি প্রশ্নর সৃষ্টিকারী আকাশ। ‘প্রশ্নরাকাসের বৃক জীবনের দাগ বাঙ্কর’। কবিতা, ১৯৪৩।

প্রশ্নরানন্দ [স] বি প্রশ্ন উদ্ভাবনা। ‘একটা মস্তুরতারা প্রশ্নরানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা’। রবীন্দ্র, ১৯১২; ‘ললাট-মুখি সেলে প্রশ্নরানন্দে জেগে’। নজরুল, ১৯০১।

প্রশ্নরানন্দকার [স] বি প্রশ্নরত্ন অভ্যকার। ‘এই ভয়ঙ্কর অনন্য প্রশ্নরানন্দকারের মধ্যে ...’। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রশ্নরাত্মিবাণ [স] বি মারাত্মক আঘাত। ‘প্রশ্নরাত্মিবাণে শত্ৰুশার যে কতদিন বিপুল হইয়া গেল’। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রশ্নরশি [স] বি শির। ‘আজ প্রলয়শ জেগে উঠেছে’। সূর্যসি, ১৯০২।

প্রশ্নাশ [স] ১ বি বিলাপ। ‘যত চোঁচা যত প্রশ্নাশ নাহি পায়াপার’। কবিতা, ১৫৮০। ২ বিশ উদ্ভাসের মতো অধীন উজ্জ্বল। ‘এই

মত মহাশয় প্রতি রাত্রিদিনে/ উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি অর্থহীন কথা। 'দেবি আমি প্রলাপ কৈল
হেন লয় মনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ
বর্ণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি ছলনা মিশ্রিত অনর্থক আলাপ।
'তাহারদিশের সহিত মিথিলাপ ও প্রলাপ আদি নানা আলাপ বিলাপ
করিবা।' ভবানী, ১৮২৮। ৫ বি উন্মাদের লক্ষণ। 'প্রলাপ হয়েছে না
কি?' মীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'অসম্ভব প্রলাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬। ৬ বি
বিশ্বলাপ; প্রবয়লাপ। 'হইল মাত্র দিব্যারমি প্রেমের প্রলাপ।'
রবীন্দ্র, ১৯০০। ৭ বি পর্জন। 'এনেছিল বহি তরঙ্গের বিপুল
প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রলাপ উক্তি [স] বি অর্থহীন কথা। 'বিকারান্ত ভারতের প্রলাপ
উক্তি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রলাপকন্ডোল [স] বি অর্থহীন কথার তরঙ্গ। 'ভালোবাসা এসেছিল
একদিন তরঙ্গ বয়েসে নির্ভরের প্রলাপকন্ডোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রলাপকাল [স] বি প্রলাপের সময়। 'কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিভায়
না বলিভায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রলাপজল্পনা [স] বি বিভ্রান্ত কল্পনা। 'সুদ্র এ মানবশিত রচিততেছে
প্রলাপজল্পনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রলাপ-দাম্যাস [স] প্রলাপ+ফা দাম্যাস। বি অর্থহীন কথার বাদ্য।
'প্রলাপ-দাম্যাস বাজায় জীবন ঘূমে।' অমিয়, ১৯৩৯।

প্রলাপপাত্র [স] বি প্রলাপের কারণে বিবর্ণ ও বিমর্ষ। 'আমি ক্রান্ত
প্রাণ আজ প্রলাপপাত্র পুথিখীতে।' জীবন, ১৯৩০।

প্রলাপ-বকুনি বি অর্থহীন বকাসক। 'ধামমে প্রলাপ-বকুনি।' রবীন্দ্র,
১৯৪০।

প্রলাপবচন [স] বি অর্থহীন কথাবার্তা। 'রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহে
সুন্দর উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রলাপবাক্য [স] বি অর্থহীন কথা। 'এ তোমার প্রলাপবাক্য।' জীবনী,
১৮২৩।

প্রলাপময় [স] বি অর্থহীন। 'শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ/
ভ্রমর চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রলাপা [স] প্রলাপ+। বি প্রলাপ করা। প্রলাপিনু ক্রি প্রলাপ করল।
'কিনা আমি প্রলাপিনু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রলাপী [স] বি প্রলাপ করে এমন। 'হায়রে প্রলাপী কবি।' জসীম,
১৯২৭।

প্রলাভ [স] বি প্রাপ্তি। 'দরিদ্র-ব্যক্তি প্রভুর দান প্রাভাতে যে প্রকার সুখানুভব
...।' তপ, ১৮৫৫।

প্রলুদ্ধ [স] ১ বি লোভাতুর। 'প্রলুদ্ধ প্রভাত যবে চাহিল তোমার পানে।'
রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি অগ্রহীণ। 'নারীরাও যাতে এনিয়ে চলতে
প্রলুদ্ধ হয়।' বেঙ্গল, ১৯৪৯।

প্রলেতারিয়া [ফ] ১ বি শ্রমজীবী মানুষ। 'পাঠানের ভিতর বুজিয়া
প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক।' মুক্তভাষা,
১৯৪৯। ২ বি শ্রমিকসুলভ। 'ঐ একই আন্তবাক্য প্রলেতারিয়া
কার্যদায় জানায়।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

প্রলেপ [স] ১ বি লেপনদ্রব্য। 'সত্যীতপ্রদায় ঘর প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা
মায়ের চেষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি হোয়া। 'একটুখানি সবুজ
প্রলেপ।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৩।

প্রলেপ টানা ক্রি ছড়িয়ে পড়া। 'অন্ধকার প্রলেপ টানিতেছে ধরিত্রীর

উপর।' শতক, ১৯৫৮।

প্রলোভন [স] ১ বি লোভ। 'সকলেই প্রলোভনে ডুলে।' হরহাসদ,
১৮৭৮। ২ বি উপভোগ। 'এই যে সুন্দরীপণ তোমার প্রলোভনের
জ্বল্য আদিশিখা।' হরহাসদ, ১৮৮১।

প্রলোভিত [স] বি লোভ দেখানো হয় এমন। 'প্রলোভিত হয়ে পুনঃ
বলে নরেশ্বর।' কয়লুয়েসা, ১৮৭৬; 'বিশ্বজনের সমুদ্রে রাধার মত
সাহসে প্রলোভিত করতে পারে।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

প্রলোভী [স] বি অত্যন্ত লোভী। 'তখান লোভ তাহার প্রলোভী এমত না
হয় বিবেচনা করিবেন।' রামরায়, ১৮০২।

প্রশংসন [স] বি প্রশংসা। 'ভালকর্ম দেখি তাহে করেন প্রশংসন।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রশংসনীয় [স] বি প্রশংসার যোগ্য। 'পূর্বোক্ত উদাহ্র বিষয়ক বিধান
প্রশংসনীয় ও কল্যাণাদায়ক।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রশংসমান [স] বি প্রশংসা করা হয়েছে এমন। 'প্রশংসমান
হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে ইউরোপকে বসাতে হল ...।' জীবন,
১৯৩২; 'তাই এরে কহি 'সোহৃদ' যে চির-প্রশংসমান।' নজরুল,
১৯৪১।

প্রশংসা [স] প্রশংসা+। ক্রি প্রশংসা করা। 'রাজাকে প্রশংসে সবে
আনন্দিত মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। প্রশংসে এ ক্রি প্রশংসা করে।
'সাদু/সাদু করিয়া সকল প্রশংসে।' সুলতান, ১৭০০। প্রশংসিতা
ক্রি প্রশংসা করে। 'প্রশংসিতা ভাববী হাতে দিল পান।' মুহম্মদ,
১৩০০। প্রশংসে ক্রি প্রশংসা করে। 'প্রায় কর্তৃক সকলে প্রশংসে।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

প্রশংসা [স] ১ বি তপকীর্তন। 'প্রশংসা করে সাদু বেজনের পাক।'
মুহম্মদ, ১৩০০; 'রায়ের প্রশংসাধন কহিতে কহিতে।' কৃষ্ণরায়,
১৭২০। ২ বি সুখ্যাতি। 'পাভায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল।'
রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রশংসোচ্চারণ [স] বি প্রশংসা করে যে। 'তোমার চন্দ্রিকাধারা
প্রশংসোচ্চারণদিয়ে জিজ্ঞাসা করি অনুসন্ধান করিবেন।' চন্দ্রিকা,
১৮৩০।

প্রশংসোচ্চারণ [স] বি তপকীর্তন। 'রাজার অশেষপ্রকার প্রশংসোচ্চারণ
কহিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রশংসোত্তম [স] বি প্রশংসাসূচক। 'গীত-নৃত্যের ঐতিহ্য অবিমর্ষ
প্রশংসোত্তম নয়, এর নিদান্যক একটা দিকও রহিয়াছে।' আলদা,
১৯৫৫।

প্রশংসোদ্ভব [স] বি প্রশংসাসূচক শব্দ। 'হিম্মৎ সিংয়ের দিকে
তাকাচ্ছে, আর ফিসফিস প্রশংসোদ্ভব বেসেছে।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

প্রশংসোপদ্র [স] বি প্রশংসার সনদ। 'অধ্যাপক তাহাকে প্রশংসোপদ্র
দিয়ে।' দর্পণ, ১৮২৪; 'ঘুরোয়ায় অধ্যাপকদের প্রশংসোপদ্র ছিল
উদার ভাষায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

প্রশংসোবাক্য [স] বি প্রশংসার উক্তি। 'উজ্জ্বলিত প্রশংসোবাক্য ...
বর্ণনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রশংসোবান [স] বি স্বভাবিকতা। 'তার প্রশংসোবান পড়ে দেশবাসী
যাতে ভুল সিদ্ধান্ত না করে ...।' শিব, ১৯৫০।

প্রশংসোবাদ [স] বি স্বভাবিক। 'প্রস্তুত বদনে প্রশংসোবাদ প্রদান
করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'নিজের প্রশংসোবাদে প্রদায়ের
তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।' বিদ্যুত, ১৯৩১।

প্রশংসা-ভরা *বিশ্ব প্রশংসাপূর্ণ।* 'প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অক্ষুভ্যত দুঃখ।' নজরুল, ১৯২২।

প্রশংসাভাজন *[স]* *বি প্রশংসার পাত্র।* 'তাহা পুনর্কর্ষণ করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

প্রশংসামুগ্ধ *[স]* *বিশ্ব প্রশংসায় বিভোর।* 'প্রশংসামুগ্ধ হয়ে তার দিকে নজর দেয়?' জীবন, ১৯৩২।

প্রশংসোলোমুগ্ধ *[স]* *বিশ্ব প্রশংসার জন্য আলায়িত।* 'প্রশংসোলোমুগ্ধ লেখক আর পাঠকে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে।' যোতাহের, ১৯৫০।

প্রশংসাসূচক *[স]* *বিশ্ব প্রশংসাসাধ্য।* 'প্রশংসাসূচক পদ্যে সূটকদের পক্ষে, সেরাজ এবং জোরজ ভর্তি হয়ে যেত।' যোতাহের, ১৯৩৭।

প্রশংসিত *[স]* *বিশ্ব সুশাসিত।* 'ছাত্রাঙ্গের সহিত নানা বিষয়ে বানানুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৮৬।

প্রশংসিতা *[স]* *বিশ্ব সুব্যক্তিপ্রাণ।* 'কবিরের বীর-বৃত্তি চির-প্রশংসিত।' রঙ্গ, ১৮৫৫।

প্রশংসনীয় *[স]* *১ বিশ্ব প্রশংসার যোগ্য।* 'তা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠাভিত্তি কর্তে প্রাণ দেওন প্রশংসনীয় বটে।' তারকিণী, ১৮০৩। *২ বিশ্ব প্রশংসিত।* 'তিনি সর্বত্র প্রশংসনীয় ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

প্রশংস্য *[স]* *বিশ্ব প্রশংসনীয়।* 'পদ্যেতে তাহার বুদ্ধি ও জীবনভাব লক্ষ্যার বিষয় অভিপ্রাণ্য।' দর্পণ, ১৮৫৪।

প্রশংসা *[স]* *প্রশংসা।* *বি প্রশংসা।* 'প্রশংসা করয়ে রামাঙ্গনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

প্রশংস *[স]* *প্রশংসা।* *বি* *আলোচ্য বিষয়।* 'লোকেরা এ সকল প্রশংস প্রবণ করে।' রামরাম, ১৮০১। *প্র প্রশংস*

প্রশমন *[স]* *বি নিবারণ।* 'উত্তেজিত অতিথি-অভ্যাগতদের অহংকৃত প্রকোপ প্রশমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। 'তুমি হৃদয়ক্লান্ত প্রশমন করতে।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

প্রশমতা *[স]* *বি হ্রাস।* 'শোক কতকটা প্রশমতা প্রাপ্ত হইলে ...।' প্রজ্ঞাত, ১৮৯৫।

প্রশমিত *[স]* *১ বিশ্ব সংযত।* 'তিনি সেই অবস্থিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৮। *২ বিশ্ব নিবারিত।* 'তাহাদের অল্প অহংকারে অল্পেই উদ্বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। 'উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত কিংবা প্রশমিত হইতে পারে।' জগদীশ, ১৯২০। *৩ বিশ্ব শান্ত।* 'প্রশমিত করা বড় শক্ত।' জীবন, ১৯৩২।

প্রশস্ত *[স]* *১ বিশ্ব চণ্ডা।* 'বৈধি করে সুখ প্রশস্ত দীপপাত্র।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'প্রশস্ত সুতোল কপাল।' শরৎ, ১৯১৭। *২ বিশ্ব উত্তম।* 'প্রশস্ত নানাবিধি ষণ্ড মধু দধি।' মুকুন্দ, ১৬০০। *৩ বিশ্ব বড়ো।* 'এক প্রশস্ত ও মনঃপুষ্ট ঘরেতে ...।' ডানকন, ১৭৮৪। 'রাজধানীর অত্যাচ্ছ প্রশস্ত অট্টালিকাশ্রেণী।' অক্ষয়, ১৮৪৮। *৪ বিশ্ব নিক্তিহীন।* 'উহার উপর যে সকল কৃষ্ণবর্ণ কামল দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃষ্ণ গজর ও প্রশস্ত নিম্ন-হ্রদ মাত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৮। *৫ বিশ্ব উদার।* 'পৃথিবী যে কী আত্মীয় সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

প্রশস্তচিত্ততা *[স]* *বি উদারতা।* 'এমন প্রশস্তচিত্ততার সঙ্গে সংবর্তিত হই ভাবভেদও পারিনি।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

প্রশস্ততম *[স]* *১ বিশ্ব অভ্যস্ত উপমুগ্ধ।* 'এ তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশস্ততম বলা চো।' মুক্ততাব, ১৯৪৯। *২ বিশ্ব*

দীর্ঘতম। 'সে শহরের প্রশস্ততম রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।' হৃদয়, ১৯৭৪।

প্রশস্ততর *[স]* *বিশ্ব দীর্ঘতর।* 'আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে।' প্রমথ, ১৯০৫।

প্রশস্তপরিধি *[স]* *বিশ্ব বিস্তৃত সীমাবিশিষ্ট।* 'সেই উচ্চল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাখাডের ওপার থেকে সুবৃষ্টি-উঠি করে ...।' অন্নদা, ১৯২৯।

প্রশস্তাক্ষর *[স]* *প্রশস্ত-অক্ষর।* *বি* *বড়ো হরফ।* 'প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং মুদ্রাক্ষরে উদ্ভব।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

প্রশস্তি *[স]* *বি গুণকীর্তন।* 'প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্যেতে খুঁয়া।' আলাওল, ১৬৮০।

প্রশস্তিগায়ক *[স]* *বি গুণকীর্তন করে যে।* 'উদার প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কমটি দিল্লিতে সূচ্যরূপে সম্পন্ন করেছেন।' মূলতাব, ১৯৫৮।

প্রশস্তিবাদন *[স]* *বি স্তুতিকথা; প্রশংসাবাদ।* 'কবি যখন ... ইতালি যান ... তখন সেখানেও ... মুসোলিনির প্রশস্তিবাদন করেছিলেন।' শিব, ১৯৫০।

প্রশস্য *[স]* *বিশ্ব প্রশংসনীয়।* 'ছাত্রবিশেষের পক্ষে সে কাজ যে প্রশস্য, এ মডের মাহাত্ম্য ...।' প্রমথ, ১৯২০।

প্রশাখা *[স]* *বি* *শাখা থেকে স্ট শাখা।* 'অন্য অন্য প্রশাখা চয়ন করিয়া দেখ।' অক্ষয়, ১৮৪৭। 'তৎপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাখা, প্রশাখা ও পদ্যে প্রবেশ করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

প্রশাখাশাধী *[স]* *বিশ্ব প্রশাখাবিশিষ্ট।* 'একটি প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখাশাধী যন পদ্যমুক্ত বটফের মূলে।' সিরাজী, ১৯১৮।

প্রশাদ *[স]* *প্রসাদ।* *বি* *পুষ্কার প্রসাদ।* 'প্রশাদ কুটিয়া নিল সন্দেশের ছলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। *প্র প্রশাদ*

প্রশান্ত *[স]* *১ বিশ্ব শান্তি।* 'অতএব যে পুরুষ পরজীতে অথবা সামান্যতে প্রশান্ত হইয়া নিতান্ত আসক্ত।' ভবানী, ১৮২৮। *২ বিশ্ব পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মহাপ্রাণ।* 'প্রশান্ত সাগর হেন তরঙ্গ না তুলে যেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। *৩ বিশ্ব অতিশয় শান্ত ও স্থির।* 'প্রশান্ত বিষাদভরে/দৃষ্টি অধি প্রশ্ন করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রশান্তবদনে *ক্রিয়* *অতিশয় শান্ত মুখে।* 'মানুষকে ... প্রশান্তবদনে বিশ্বাস করতে হবে।' অন্নদা, ১৯২৮।

প্রশান্তভাবে *[স]* *ক্রিয়* *বীরহিরণ্যবৎ।* 'প্রশান্তভাবে ইহজীবন কাজ করে গেলে তবে তাদের কাজের গৌরব রক্ষিত হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

প্রশান্ত মহাপ্রাণ *[স]* *বি* *একটি মহাপ্রাণের নাম।* 'প্রশান্ত মহাপ্রাণের কোনও জনহীন যোগে।' বিভূতি, ১৯৩৮।

প্রশান্ত মহাপ্রাণের *[স]* *বি* *একটি মহাপ্রাণের নাম।* 'পূর্বভাগের লল প্রশান্ত মহাপ্রাণের এবং মধ্যদেশের জল ভারত মহাপ্রাণের।' প্রমথ, ১৯২৫।

প্রশান্ত-মুর্তি *[স]* *বিশ্ব সৌম্য; অভিশ্রু শান্ত চেহারাশিখি।* 'উচ্চলশীত প্রশান্ত-প্রশান্ত-মুর্তি ব্রাহ্মণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রশান্তবতাব *[স]* *বিশ্ব শান্ত বতাববিশিষ্ট।* 'আমার যিনি পতি, তিনি বীর বীর প্রশান্তবতাব।' শিরিণ, ১৮৮৭।

প্রশান্তা *[স]* *বিশ্ব স্ত্রী শান্তবতাববিশিষ্ট।* 'এই উপকারিণী পরম

বৈধবতী প্রশাধা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

প্রশান্তি [স] ১ বি প্রশমতা। 'এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তিকে গাঢ়তর করিয়া দেখাইবার জন্য ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি গভীর শান্ত্য ভাব। 'নিশীথের ছায়া যেন মেঘাধী প্রশান্তি এক রেখে গেছে।' জীবন, ১৯৩০।

প্রশাসন বি শাসন। সেই নিত্য শুরুর প্রশাসনে যে গার্হি, নিমেষ মুহূর্ত ...' রবীন্দ্র, ১৯১১।

প্রশাসনিক [স] বি প্রশাসন সংক্রান্ত। 'প্রশাসনিক জটিলতায় জড়িত হয়ে ...' উমর, ১৯৭৮।

প্রশিক্ষণ [স] বি হাতে কলামে শিক্ষা; ট্রেনিং। 'মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ... খোলা হয়েছে।' বেঙ্গল, ১৯৭০।

প্রশিক্ষিকা [স] বি স্ত্রী হাতে কলামে শিক্ষা দেয় যে। 'চট্টগ্রাম বিভাগের গার্লস হাইস্কুলে প্রশিক্ষিকা।' বেঙ্গল, ১৯৭৪।

প্রশিষ্য [স] বি শিষ্যের শিষ্য। 'শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যাদি ক্রমঃ ব্যাপিল তার নাহিবা গণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'লাগনের শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্ত সন্তানদের মধ্যে গীত।' হাই, ১৯৫৪।

প্রত্যাহ [স] পদ্য। ক্রিবিপ। 'মাত্রীর কায়দে গাঢ় বলিল প্রত্যাহ।' রবীন্দ্র, ১৯৬৯। প্র পদ্য।

প্রব্র [স] বি জিজ্ঞাসা। 'উপরে বৈদ্যন মূর্তি এক প্রব্র ভুক্ত করিলাম।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সন্দেহ। 'আজ জাতির জনক কায়দে আজম সম্পর্কে যদি প্রব্র ওঠে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ৩ বি বিবরণ। 'পরিষদের অধিকারের প্রব্র যাহাতে জড়িত।' আজাদ, ১৯৬৪।

প্রব্রকর্তা, প্রব্রকর্তী [স] ১ বি যে ব্যক্তি প্রব্র করে। 'প্রব্রকর্তার বয়স পনেরো-ষোড়শের অধিক হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি প্রব্র প্রব্রতা। 'যাহাই করাই প্রব্রকর্তী মহাশয়দের প্রধানতম উদ্দেশ্য।' মোহনদাসী, ১৯৩৬।

প্রব্রকর্তী [স] বি স্ত্রী প্রব্র করে যে। 'আমার প্রব্রকর্তী কুলদেবীর নাই কুল।' প্রমথ, ১৯১৫।

প্রব্রকার [স] বি প্রশ্ন উত্থাপনকারী; প্রশ্নকর্তা। 'সম্ভার দর্পণে প্রীতপ্রব্রকার বিদ্যাসংঘ ইতিবাচকিত এক পর প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রব্রকারিণী [স] বি স্ত্রী প্রশ্ন করে যে। 'সে যুব লাল করিয়া প্রশ্নকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'তথু প্রশ্নকারিণীর দিকে তাকিয়ে থাকে।' ওয়ালী, ১৯৬২।

প্রব্রকারী [স] বি প্রশ্ন করে যে। 'প্রব্রকারী বলে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৮। 'প্রব্রকারী, উত্তরলাভ উভয়ই সে নিজে।' শতকৃত, ১৯৬২।

প্রব্রকর্তী [স] বি প্রশ্নকর্তা। 'আকাশে আকাশে তার প্রশ্নকর্তী সন্দের উত্তরী।' সিকান্দার, ১৯৪৯।

প্রব্রকর্তি [স] বি জিজ্ঞাসা প্রকাশক চিত্র। 'সাত ঋষি নিত্য জাগে আকাশে প্রশ্নকর্তি চুলে।' সন্ধ্যা, ১৯৫৫।

প্রব্রজ্ঞে [স] ক্রিবিপ। প্রশ্নের স্বত্ববশে। 'ভরতের প্রতি রামের প্রশ্নজ্ঞে যে রাজনীতি বর্ণিত হইয়াছে ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

প্রব্রজ্ঞা [স] বি প্রশ্নের জটিলতা। 'অসংখ্য প্রশ্নজ্ঞা বিস্তার ...' প্রচারক, ১৮৯১।

প্রব্রজ্ঞাশিকা [স] বি জিজ্ঞাসার তালিকা। 'সে প্রশ্নটি তার প্রশ্নজ্ঞাশিকার শীর্ষে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

প্রব্রপত্র [স] বি জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহের পত্র। 'এই প্রশ্নপত্র গ্রন্থখননের নিমিত্ত সাহেবেরা ... শিবিবা পাঠাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

প্রব্রপত্রিকা [স] বি পত্রীকার প্রশ্নপত্র। 'প্রব্রপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রব্রপত্রস্বরী [স] বি প্রশ্নবলি। 'আশাতত থাক সে প্রশ্নপত্রস্বরী।' আইনু, ১৯৭৩।

প্রব্রপুঞ্জ [স] বি জিজ্ঞাসাশি। 'হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ।' বিজুতি, ১৯৩১।

প্রব্রব্যাক্ত বি প্রশ্নসূচক। 'প্রব্রব্যাক্ত ও নেতিব্যাক্ত করাইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রব্রব্যাপ [স] বি প্রশ্নরূপ বাণ। 'দুর্ভেদ্য বর্ষে এ দুর্বীর প্রশ্নব্যাপ ব্যাহত করবেন।' মণীশ, ১৯৩৩।

প্রব্রব্যোষক [স] ১ বি প্রশ্ন ব্যোয বা এমন। 'প্রব্রব্যোষক ব্যাক্তিগণ নেতিব্যাক্ত করা হইলে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। 'ইজিদিয়ার প্রশ্নব্যোষক চোখে তাকিয়ে থাকে।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

প্রব্রমর [স] বি প্রশ্নরূপ মর। 'সব মিলিয়ে কবটল বানসেও ঐ প্রশ্নমর তাকে বেমানম তবে নেবে।' মূলভার, ১৯৫২।

প্রব্রমুক্ত [স] বি প্রশ্নমুক্ত। 'অজ্ঞতা, মোহ, ভয়, ধর্মীয় সংস্কার, প্রশ্নমুক্ত বিবাসের উন্নতি প্রভৃতির ফলে বিকাশ উপলব্ধত।' শিব, ১৯৫৬।

প্রব্রশীল [স] বি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। 'ঐতিহ্য এবং আবহাওয়া থেকে নির্যত প্রশ্নশীল, জগৎমুখী, আত্মনির্ভর ও উদ্যোগী মনোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার নামই রেনেসাঁ।' শিব, ১৯৫৬।

প্রব্রশীলতা [স] বি জিজ্ঞাসা উদ্ভূততা। 'দাস্যভাবের সাধকরা ... প্রশ্নশীলতাকে এড়িয়ে চলেন ...' শিব, ১৯৫৬।

প্রব্রশীলশেখ [স] বি প্রশ্নশীল নর এমন। 'তা আমার মনে হয় প্রশ্নশীলশেখ।' শিব, ১৯৫০।

প্রব্রশূলি [স] বি আশ্রয়ের রূপার মতো প্রশ্ন। 'যেখানে প্রশ্নশূলি পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয়তো দল হাত দূরে আর-এক আশ্রয় দশ করিয়া ফুলিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রব্রসূচক বি প্রশ্নব্যোষক। 'প্রব্রসূচক কি শব্দের অনুস্মার আর একটি কি আছে, তাকে দীর্ঘতর দিয়ে লেখাই কর্তব্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রব্রতীত [স] বি প্রশ্ন তর্কাতীত। 'ভাষার এই ভূমিকাকে সুশীল ও প্রশ্নতীত করিয়া ফুলিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭১।

প্রব্রত্বয় [স] বি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আগ্রহী; জিজ্ঞাসু। 'পাণিনির সূত্রের মাধ্যম হেঁটেছেন গহন জটিল পথে দীর্ঘকাল প্রশ্নত্বয়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

প্রব্রবলী [স] বি প্রশ্নসমূহ। 'বিস্ময়মূল্যমান প্রশ্নবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। 'সত্তরে প্রশ্নবলীর অক কয়েকটি দেখিতেছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

প্রব্রোত্তর [স] বি সওয়াল ও জবাব। 'নানা বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইয়া অনেক বিষয় স্থির হইল।' দর্পণ, ১৮২৪।

প্রব্রোত্তরধীন [স] বি প্রশ্ন ও তার উত্তর সেই এমন। 'রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরধীন নিকশেণ মহাসমুদ্রের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রশ্নসিদ্ধ

প্রশ্নসিদ্ধ [বি] নিঃশ্বাস-শ্বাস। 'জহর' যে বিশনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছালা সে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রশংসারী অজ্ঞেয় প্রশ্নসিদ্ধ করে দেয়।' রবীন্দ্র, পৃষ্ঠ।

প্রশাস [সি] বি খাস গ্রহণ। 'নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়।' বক্রিম, ১৮৭৫।

প্রশ্রয় [সি] বি আশকার। 'পালিশাম পুরব প্রশ্রয় দিশাম যত।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

প্রশ্রয়তুষ্টি [সি] বি প্রশ্রয়ের আনন্দ। 'কণিক প্রশ্রয়তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি।' সুদীপ, ১৯৬১।

প্রশ্রয়-পাগল [সি] বি ভালোবাসার কান্নাল। 'গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রশ্রী [সি] বি প্রশ্রয় দানকারী। 'মেহেতু প্রশ্রী আমি, তাই আজও নয় অপনীত হিরণ্যুর পাখ।' সুদীপ, ১৯৪৪।

প্রসিদ্ধ [সি] বি প্রশ্রয় পায় এমন। 'তঁাদের ভিতরে পারস্পরিক সহযোগ রততা প্রসিদ্ধ ...।' শিব, ১৯৫৬।

প্রসি [সি] বি সমুখ। 'আশম বাগের প্রসি কার্য কর্তে করিতেছিল।' রামরাম, ১৮০১।

প্রসক্তি [সি] ১ বি সম্পর্ক। 'বেশ্যার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া হৃদ্যভবে গমনাশ্রম করিত।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বিণ আশক্তি। 'পর পুরুষের সহিত প্রসক্তি হইলে অবশ্যই তদনুরূপ হয়।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি যৌনসম্পর্ক। 'ব্রাহ্মণাদির সহিত পরকীয়া লোকের প্রসক্তি হইয়া সমস্ত উৎপত্তি হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

প্রসঙ্গ [সি] ১ বি বিষয়। 'সর্ব রামি কৃষ্ণকথা কীর্তন প্রসঙ্গে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রস্তাব। 'প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ব্যাখ্যা। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বি অনুব্রত। 'সাহসে প্রসঙ্গে লিখিলে কিবা প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন হয় ...।' জানকান, ১৭৮৪। ৫ বি আলোচনা। 'এই কথা সকল অঙ্গের একত্র হইয়া প্রসঙ্গক্রমে গ্রহণ করিলেন।' তারিণী, ১৮০৩। ৬ বি সংশ্লিষ্ট পূর্বকথা। 'মহিষাসেনের সহিত কথা প্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৭ বি সম্পর্ক। 'সূর্যের প্রসঙ্গে এসে সে আমার উত্তর-সাহিকা।' আহসান, ১৯৫৯।

প্রসঙ্গ কথা ১ ক্রি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা। 'বিনি যে শব্দের প্রসঙ্গ তাঁহার দিকট করিলেন তিনি তাহারি সমুদ্র করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ ক্রি উত্থাপন করা। 'পঞ্চম কথা শ্রীত্ব বাবু ... প্রসঙ্গ করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রসঙ্গক্রমে [সি] ক্রিণি আলোচ্য বিষয়ের অংশ হিসেবে। 'তল্লিখিত পণ্ডিতোপাখ্যানো প্রসঙ্গক্রমে তিচ্ছিত উল্লেখ করা গিয়াছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

প্রসঙ্গতঃ [সি] ক্রিণি আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে। 'জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র।' বক্রিম, ১৮৭৫।

প্রসঙ্গপ্রোক্ত [সি] বি কথার গতি। 'আজহার প্রসঙ্গপ্রোক্ত বন্ধ করিল না।' শতক, ১৯৫৮।

প্রসঙ্গান্তর [সি] বি অন্য প্রসঙ্গ। 'অন্যায়্যাসে প্রসঙ্গান্তর এনে হেরে তার কবীতা চাপা দিয়ে দিল।' মানিক, ১৯০৫।

প্রসন্ন [সি] ১ বিণ সন্তুষ্ট। 'প্রসন্নত নান নদি প্রসন্ন জামিনি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অনুকূল। 'আমার ভাগ্য প্রসন্ন।' রামরাম, ১৮০২। ৩ বিণ আশ্রিত। 'আপন অন্তরুপণ সন্তত নির্দোষ ও প্রসন্ন রাখ।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৪ বিণ উজ্জ্বল। 'পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাস্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

প্রসন্নকল্যাণ [সি] বিণ হ্যোয়াক্ষল। 'অন্তঃপুরিকা কুলশাখীরে ন্যায় প্রসন্নকল্যাণ মুখে মালশ্য রচনার নিরতিশয় ব্যত্ব হন না?' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

প্রসন্নকল্যাণমুখ [সি] বি পুলকিত ও মনঃময় মুখ। 'এই বহুটিও কি ... প্রসন্নকল্যাণমুখে মালশ্যরচনার নিরতিশয় ব্যত্ব ছিল না?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রসন্নচক্ষু [সি] বি সুনজর। 'এক অশ্লিত অন্য অশ্লিতকে প্রসন্নচক্ষু দেখে না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রসন্নচিত্ত [সি] বিণ সন্তুষ্টমন-বিশিষ্ট। 'প্রসন্নচিত্তে রাজ্যমুখ ভোগ করিতে পারিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। 'অভাবমুক্ত, প্রসন্নচিত্ত মূলসময়ের বৃক কোনো বেদনার সন্ধার হইতেছে কিনা।' জয়ন্তী, ১৯০৩।

প্রসন্নতা [সি] ১ বি অনুভব। 'যে গবর্ণমেণ্টের ও বাহারদের প্রসন্নতার আমরা বাধ্যবাধি প্রতিপালিত হইয়া কৃতবিত্য হইয়াছি।' জ্ঞানোৎবেষণ, ১৮৩৪। ২ বি শ্রেহ। 'ওক মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে সচেতন।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৩ বি প্রস্তুততা। 'প্রসন্নতা-প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।' ওক, ১৮৫৮।

প্রসন্ননয়ন বি প্রসন্ন দৃষ্টি। 'চাহো প্রসন্ন নয়নে প্রভু নীন অধীন জন্মে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

প্রসন্নমুখ [সি] ক্রিণি প্রসন্নতার কারণে। 'আমার অদিত প্রসন্নমুখ মহারাজার আশ্রম হইয়াছে।' রাজীব, ১৮০৫।

প্রসন্নবদন [সি] বিণ আনন্দিত মুখবিশিষ্ট। 'দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

প্রসন্নবদনা [সি] বিণ ক্রী আনন্দিত মুখবিশিষ্ট। 'তনিয়া ইন্ডের বাণী, দেবী আরাধনা - প্রসন্নবদনা মাতা - ভক্তিপানে চাহি।' মাইকেল, ১৮৬০।

প্রসন্নময়ী [সি] বিণ ক্রী প্রস্তুত। 'প্রসাদ প্রসন্নময়ী প্রসাদে পদদামিনী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

প্রসন্ন মুখ বি প্রসন্ন যে মুখ। 'রক্ত, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রসন্নমূর্তি [সি] বিণ আনন্দময়। 'যদি কোনো প্রসন্নমূর্তি প্রমুদমুখী ধৈর্যময়ী লোকবন্দলা দেবী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

প্রসন্নসিলা [সি] বিণ ক্রী নির্মল জলবিশিষ্ট। 'প্রসন্নসিলা কলকাতা নদী।' ওদুদ, ১৯৪১।

প্রসন্নসুন্দর বি প্রসন্নতাহেতু সুন্দর। 'তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রসন্নতা [সি] ১ বিণ আনন্দিত। 'প্রসাদে প্রসন্ন হও কালি কৃপাময়ী।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বিণ ক্রী ভূষ্টি। 'যদি প্রসন্ন হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর ককন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। 'এরূপ করিও না, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

প্রসন্নাত্ত [সি] বিণ প্রসন্নতার উদ্য: হ্যোয়াক্ষল। 'প্রসন্নাত্ত প্রসন্নাত্ত আমার অঙ্গ সন্ধার সতিবার।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

প্রসন্ন [সি] প্রসন্ন বিণ সন্তুষ্ট; আনন্দিত। 'আজিত প্রসন্ন তোরে জন্মের কারণে।' মালাধর, ১৫০০।

প্রসন্ন [সি] প্রসন্ন বিণ সন্তুষ্ট; আনন্দিত। 'প্রসন্ন বদন হৈল সব

গোপিনগনে। মালাধর, ১৫০০।

প্রসপেক্ট [হি] বি সম্ভাবনা। 'এতে মাইনে অতি সামান্য, প্রসপেক্টও কিছু নেই।' ইমদাদুল, ১৯২০।

প্রসব [স] ১ বি সন্তান জন্মান। 'দৈবকীর প্রসব কংশেরে জ্ঞায়িল।' বতু, ১৪৫০। 'কালে দিনে পুত্র এসবে সোন্দরী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি স্থান। 'ভক্তবোধিনী সভা আদা ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৩ বি উৎপাদন। 'মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। সেই তাঁতের কল একটি মাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে শুরু হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রসবকাল [স] বি সন্তান জন্মানের সময়। 'আমার ভার্ভার অপত্য প্রসবকাল ...।' দর্পণ, ১৮৩৭।

প্রসবপদ্ধতি [স] বি প্রসবের পদ্ধতি। 'বিজ্ঞানসম্মত প্রসবপদ্ধতি হাসপাতালে ঠিকমতো অনুসৃত হইবে বলিয়া ক্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছেন।' বনমুখ, ১৯৩৬।

প্রসববেদনা [স] বি সন্তান জন্মানের সময়ে প্রসবজনিত যন্ত্রণা। 'সাত মাসে বসুন্ধর সেই তারে সাদ নয় মাসে প্রসববেদনা অবসাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রসববেদনাতুরা [স] বি প্রসবের যন্ত্রণায় কাতর। 'উভয়েই প্রসববেদনাতুরা।' বনমুখ, ১৯৩৬।

প্রসব [স] বি প্রসব। 'কি প্রসব করা। প্রসবিহি কি প্রসব করেছি। 'দুই দিবসের আশি শিশু প্রসবিহি।' সুলতান, ১৭০০। **প্রসবিয়া** কি প্রসব করে। 'প্রসবিয়া মায়িকেল গলা ঢাপি ধরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **প্রসবিকা** কি জন্ম দিলে। 'সুন্দর দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল।' মালাধর, ১৫০০। **প্রসবে** কি ছড়ায়। 'চতুর্দিকে প্রসবে না জনি জন্ম মন্দ।' সুলতান, ১৭০০।

প্রসব [স] বি প্রসব। 'বিপ ক্রী প্রসব করেছে এমন।' প্রসবের আগে তিনি বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য।' সরৎ, ১৯১৬।

প্রসবিনী [স] বি ক্রী জন্মানকারী। 'প্রসবিনী প্রথম প্রমাদ বড় টোটা।' রূপরাম, ১৭৫০।

প্রসর [স] ১ বি প্রসৃত। 'এ স্থান এত প্রসর নহে যে দুইজনের সমাবেশ হয়।' ডার্লিং, ১৮০৩। ২ বি প্রসারতা। 'সর্বস্রোত কাল সময় পেয়ে আমার দুটিপ্রসর প্রায়ই অশ্রুহরণ ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

প্রসরণ [স] বি বেটন। 'এত প্রসরণে বেড়িয়াছে বৈরিন্দ স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রসরা [স] প্রসর। 'কি প্রসরা হওয়া। প্রসরি কি সম্প্রসারিত করে।' 'হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি বাহুগুণ।' মাইকেল, ১৮৬৩। **প্রসরে** কি ব্যাধ হয়। 'অধিক নির্মল জোত প্রসরে ভুবন।' সুলতান, ১৭০০।

প্রসরণ [স] বি বিস্তার; চলন। 'জীবনের প্রসরণ হয়তো বা পথে বিকৃতের।' সুশীল, ১৯৩২।

প্রসস্ত [স] প্রসস্ত। 'বি চণ্ডা। 'পাঁচ জনে আয়তন প্রসস্তে একশত হাত।' রামরাম, ১৮০১। **প্রশস্ত**

প্রসহ [স] বি কাক চিল শকুন পঁচা ইত্যাদি শিকারি পাখি। 'অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্ধ আর যক্ষাকাল। এ সব বিনাশ করে প্রসহের মিস।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

প্রসাদ [স] ১ বি অনুগ্রহ। 'দেবের প্রসাদে তব বসুল জাশিল।' বতু,

১৪৫০। 'অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রসন্ন। 'রাজারে প্রসাদ দেখি হৈল বিশ্ময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি প্রসন্নতা। 'উদ্ভাসের বশে শিবি তোমার প্রসাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি বিস্ময়তে দেবতাকে নিবেদিত ভোজ্য। 'বাবীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'প্রসাদ ভূটিয়া নিল সন্দেহের ছলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি আহার। 'লহন প্রসাদ কৈল পুরান খোসলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'প্রসাদ বেঞ্চার অথা কিন্যা যায় ভাত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি আশীর্বাদ। 'কাব্য-সম্বন্ধী আঁধির প্রসাদ সে পেয়েছে।' নজরুল, ১৯৩০।

প্রসাদ-অপেক্ষী [স] বি অগ্রহণার্থী। 'এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপ্য ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রসাদ-অমৃত বি প্রসাদরূপ অমৃত। 'সেই অবকাশে যে আসে প্রসাদ-অমৃত-মচ্ছনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রসাদ-অরুণ বি প্রসাদরূপ সূর্য। 'আজি তোমারি প্রসাদ-অরুণ করুক উদয় নবপ্রভাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

প্রসাদোত্তপ্ত [স] বি প্রাজ্ঞতা। 'গদ্যের যা কিছু গুণ অর্থব্যক্তি, প্রসাদোত্তপ্ত, ওজস্বিতা, গাঢ়বুদ্ধতা ...।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

প্রসাদজীবী [স] বি অনুগ্রহজীবী। 'এই সংবাদ ও এই আশা কৃষ্ণদাসের প্রসাদজীবীরা তাহার কাছে বিশেষ শৌর্যবের সহিত ব্যক্ত করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রসাদমণ্ডল [স] বি অক্ষয় পেয়ে কৃতার্থ। 'তাই সাম্প্রতিকের প্রসাদমণ্ডল কীর্তি যে কালগভীর ভাসবেই, এমন কথা বলা চলে না।' সন, ১৯৭০।

প্রসাদ-প্রত্যাহা বি আশীর্বাদ চায় যে। 'আমি কবি যে বাণীর প্রসাদ-প্রত্যাহা অন্তরতমের ভাষা সে করে বহন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রসাদপ্রদাতা [স] বি দেবতাকে নিবেদিত পান্যসমূহ বিতরণকারী। 'বাতির ভাব-পরিচয় প্রসাদপ্রদাতা হয়েন।' ভবানী, ১৮২৫।

প্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া বি অনুগ্রহ পাওয়া। 'রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

প্রসাদ-বঞ্চিত [স] বি দয়া থেকে বঞ্চিত। 'দুর্ভিতর উপর মোটা বঞ্চিতের দান, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

প্রসাদবাহী [স] বি আশীর্বাদ। 'সবার আশি প্রসাদবাহী চাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রসাদভাজন [স] বি অনুগ্রহভাজন। 'পরমেশ্বরের প্রসাদভাজন হইয়া বজ্রাভির শ্রীকৃষ্ণ সম্পন্ন করিয়া সুখে কালব্যাপন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রসাদভোজন [স] বি প্রসাদের বাধ্য গ্রহণ; প্রসাদান্ন গ্রহণ। 'তাঁহার পদবুলি গ্রহণ ও প্রসাদভোজন করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রসাদভোজী [স] বি অনুগ্রহপুঞ্জ; অনুগ্রহভোজী। 'শ্রোত্রিয়েরা চিরকাল রাজসরকারের প্রসাদভোজী।' তায়্য, ১৯৪০।

প্রসাদলঙ্কা [স] বি অনুগ্রহে অর্জিত। 'আপনার প্রসাদলঙ্কা বক্ষিকণ হইতে যে আমার অনেক হইতে পারিবে সে যথার্থ হটে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

প্রসাদহাসি [স] প্রসাদ+হাসি। বি তৃপ্তির হাসি। 'জাগিছে এক প্রসাদহাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রসাদান্ন [স] বি প্রসাদ হিসেবে দেওয়া খাদ্য। 'গোপাক্রিয় প্রসাদান্ন

সবশেষ খাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রসাদাবশিষ্ট [স] বি অনুমহত্যাগী। 'নীলকন্দের তৈয়ারি ও প্রসাদাবশিষ্ট খেতে আখুরিয়া গোমস্তারা।' এতুৎকেশন, ১৮৭৩।

প্রসাদিফুল [স প্রসাদীয়+ফুল] বি দেবতাকে নিবেদিত পূজার ফুল। 'কবে উঠবে প্রসাদিফুল।' নরকল, ১৯৩৫।

প্রসাদী [স প্রসাদীয়] বি দেবতাকে নিবেদন করা হয়েছে এমন। 'একবানি প্রসাদী কাণ্ড দিবেন।' বহ্নিম, ১৮৭৪; 'তোমার প্রসাদী ফুলগুলি ঘরে ঘরে দিয়া আশির্বাদি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রসাদাৎ [স] ১ ক্রিবিধ দৌলতে; ফলে। 'নমক পোড়ানীর প্রসাদাৎ সরকারের যে লাভ শ্রুতি আছে ...।' ফরুস্তার, ১৭৯৭। ২ ক্রিবিধ অনুমাহে। 'চরকার প্রসাদাৎ এতপৰ্যন্ত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৮।

প্রসাদাত [স প্রসাদাৎ] বি অনুমাহের ফল। 'প্রসাদাত প্রমথ পতির।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

প্রসাদান [স] বি রূপচর্চার সামগ্রী। 'রূপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাদানের থলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

প্রসাদানকলা [স] বি রূপচর্চার রীতি। 'এই প্রসাদানকলা, নয়নের এক-কঙ্কালসেবা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

প্রসাদান-বিত্ত [স] বি প্রসাদান ব্যবহার না করায় লাভবাহীন। 'প্রসাদান-বিত্ত শত চামড়ার গালেও পড়েছে টোল।' আলফিদ্দিন, ১৯৬০।

প্রসাদানি [স প্রসাদানী] বি চিকিৎসা। 'দুবলা মাগ্ন একে লয়া প্রসাদানি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রসাদানী [স] বি সাজসজ্জার সামগ্রী। 'ভিতার জঞ্জালে পুরহীরা প্রসাদানী ফেলে গেছে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

প্রসাদানের থলি বি রূপচর্চার সামগ্রী রাখার ও একটি ছোটো আয়না-বাসনে থলিবিশেষ; ভ্যানিটি কেস। 'রূপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাদানের থলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

প্রসানো [স প্রেশন-] ক্রি পাঠানো। 'পোড়ওয়াল প্রসিন উগ্রসেনের অনুচর।' মালধর, ১৫০০।

প্রসার [স] ১ বি প্রসার। 'তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত প্রসার ৬ হাত।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি ক্ষমতা। 'ম্যালেয়া আপনার প্রসার বিভ্রাতের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি বিবৃত। 'এই বাঙালার দিপ্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শক্তি উদার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রসারণ [স] বি বিস্তার। 'প্রকৃতির এই প্রসারণের সময়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রসারতা [স] বি বিস্তার। 'আকাশের অংশ প্রসারতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রসারা [স প্রসার] ১ ক্রি প্রসারিত করা। 'প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি ছড়িয়ে দেওয়া। 'জগত-মাঝেরতে দে রে তা প্রসারিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রসারণ [স] বি বিস্তার। 'বাইরে হস্ত প্রসারণের আবশ্যকতা কি?' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রসারিণী [স] বি স্ত্রী বিবৃত। 'চারিদিকে বলসাহিত্যের নামাদিক-প্রসারিণী গতি।' ক্লেবিনুর, ১৯১১।

প্রসারিণী [স] বি সংগীতের একটি শ্রুতি। 'প্রসারিণী।' নরকল, ১৯৩৫।

প্রসারিত [স] ১ বি বিস্তার লাভ করেছে এমন। 'চতুর্দিকে পুষ্প ও ভূজিগ্রহাণি প্রসারিত দেখিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি বিবৃত। 'সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রও প্রসারিত করা হোক।' বেগম, ১৯৪৫।

প্রসারিত হওয়া ক্রি বড়ো হওয়া। 'গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুক হয়ে খরে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রসার্যমাণ [স] বি প্রসারিত হচ্ছে এমন। 'মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রসার্যমাণ সম্পর্কতার যে আকাঙ্ক্ষা তার দুটো দিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

প্রসিডেন্ট [স] বি সভাপতি। 'শ্রীমত সর বুলার সাহেব প্রসিডেন্ট।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ প্রেসিডেন্ট।

প্রসিদ্ধ [স] ১ বি উন্নত। 'যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেক ধরার।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি সুপরিচিত। 'বিস্য পিতামোহ তার প্রসিদ্ধ সংসার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি প্রচলিত। 'বহুল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যচার বোধ হইয়াছে।' বরদুত, ১৮২৯। ৪ বি বিখ্যাত। 'মোসলমানের কোরান নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রান্ত গ্রন্থ বলিয়া অসীকার করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বি উচ্চমানসম্পন্ন। 'ততদিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রসিদ্ধা [স] ১ বি স্ত্রী সমাদৃত। 'তাঁহারদের প্রয়োগে এইক্ষণে বসন্তাষা এতদ্রূপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি স্ত্রী অতিপরিচিত। 'প্রসিদ্ধা হরপরি।' নরকল, ১৯২৪।

প্রসিদ্ধার্থক [স প্রসিদ্ধ-অর্থক] বি ব্যাপকভাবে পরিচিত। 'প্রক্ষিপ্তবস্তুর ভাষা বেশি প্রসিদ্ধার্থক।' প্রমথ, ১৯১২।

প্রসিদ্ধি [স] ১ বি ব্যক্তি। 'রাখবের খালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ব্যাপকভাবে পরিচিত। 'বারেয়ারী পূজাতে বারেয়ারী মারামারি প্রসিদ্ধি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বি জনপ্রিয়। 'এরূপ প্রসিদ্ধি আছে তিনি, প্রাচীন গণিতজ্ঞদিগের গ্রন্থ ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রসীদ [স] বি প্রদান। 'প্রসীদ না হইলা তবে প্রভু নিরঞ্জন।' মনিকরাম, ১৭৮১।

প্রসূবী [স] বি প্রসূত সূত্রী। 'পালঙ্ক উপরে বীর শয়নে প্রসূবী।' মনিকরাম, ১৭৮১।

প্রসূত [স] ১ বি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। 'সখী পরলেশা প্রসূত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি গোপন। 'চিহ্নের প্রসূত কাম।' ইসলাম, ১৯২১।

প্রসু [স] বি ক্ষনী। 'ধন্য বলে মানি হেন বীরপ্রসূনের প্রসু ভাষাবতী।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রসূত [স] ১ বি জাত। 'মহাশয় মহাবংশপ্রসূত অতিখ্যাতিপ্রাপ্ত অধ্যাপকের সন্তান।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি অঙ্গর। 'দল এখনও উল্লাপাড়ার কিলে প্রসূত হইতেছে।' এতুৎকেশন, ১৮৭৩। ৩ বি রচিত। 'সর্বোৎকৃষ্ট নব্যসাগলি স্ত্রীলোকদের লেখনী হইতে প্রসূত।' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫।

প্রসূতবতী [স] বি সন্তান জন্মানোর অপেক্ষায় আছে এমন নারী। 'ননী প্রসূতবতী।' ভারত, ১৭৬০।

প্রসূতা [স] বি স্ত্রী সন্তান প্রসব করেছে এমন। 'এক গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা।' দর্পণ, ১৮২২।

প্রসূতি [স] ১ বি গর্ভবতী নারী। 'প্রসূতি মারুত নড়ে অনুক্ষণ বেধা বাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নবজাত সন্তানের মা। 'প্রসূতিকা ও প্রসূতির চিকিৎসা ...।' দর্পণ, ১৮৩৭।

প্রসূতি-আশার [স] বি সন্তান প্রসবের নির্দিষ্ট হাসপাতাল; গর্ভবতীর চিকিৎসা কেন্দ্র। 'অগণিত প্রসূতি-আশার আপনার অজ্ঞাতে গড়ে উঠেছে' হাই, ১৯৪৬।

প্রসূতিকা [স] বি স্ত্রী নবজাতক। 'প্রসূতিকা ও প্রসূতির চিকিৎসা ...' দর্পণ, ১৮৩৭।

প্রসূতিকাবস্থা [স] বিণ গর্ভাবস্থা। 'বিবাহের অনতিবিলম্বে বালিকার প্রসূতিকাবস্থা' তমোদ্রক, ১৮৭৪।

প্রসূতিকালীন [স] বিণ মাতৃকালীন। 'নারীকর্মীদের প্রসূতিকালীন ছুটি' বেগম, ১৯৪৯।

প্রসূতি ভাড়া [স] প্রসূতি+ভাড়া। বি প্রসূতির জন্য নির্ধারিত অর্থ। 'প্রসূতি ভাড়া, ছুটি, প্রসূতি সদন, শিশুদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি ...' বেগম, ১৯৪৮।

প্রসূতিমুদ্রা [স] বি প্রসবিনী নারীর মুদ্রা। 'শিশু ও প্রসূতিমুদ্রা নিবারণের জন্যে কয়েকটি শিশু হাসপাতাল ...' বেগম, ১৯৪৮।

প্রসূতি সদন [স] বি সন্তান প্রসবের নির্দিষ্ট হাসপাতাল; গর্ভবতীর চিকিৎসা কেন্দ্র। 'প্রসূতি ভাড়া, ছুটি, প্রসূতি সদন, শিশুদের বিশ্রামাগার প্রভৃতি শ্রমিক মহিলাদের বিশেষ দাবীর উপর ...' বেগম, ১৯৪৮।

প্রসূতী [স] প্রসূতি। বি গর্ভবতী নারী। 'প্রসূতী বিষয় সুভিকারোণে আক্রান্ত হইয়া অতীব যত্নসা ভোগ করেন' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

প্রসূন [স] বি ফুল। 'পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রসুন [স] প্রসূন। বি ফুল। 'নিকটে দীপ্তির জল কমল প্রসুন' রূপরায়, ১৭৫০।

প্রসুনফল [স] বি ফুলফল। 'সুশেণ বারি প্রসুনফল' নজরুল, ১৯৩১।

প্রসুনাসার [স] প্রসুন-আসার। বি পুষ্পবৃষ্টি। 'বরণি প্রসুনাসার - কমল, কুমুদী, মাগতী, সৈন্তি' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রসুনিত [স] বিণ ফুল-ফলযুক্ত। 'দেখিতে দেখিতে হরিৎ প্রান্তর প্রসুনিত' জগদীশ, ১৮৯৫।

প্রসুতি [স] বি বিকৃতি। 'একটা আর্কষ প্রসুতি রয়েছে' জীবন, ১৯৪৮।

প্রসেন [স] বি যোদ্ধা। 'মণি হইতে রণ জেন কেশরী প্রসেনে' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রসেশান [স] বি শোভাযাত্রা। 'কোনো বড়োলোকের বাড়ি বিয়েটিয়ে হচ্ছে, তারই প্রসেশান' শিবরায়, ১৯৫০।

প্রসেস [স] বি পদ্ধতি। 'প্রসেসটা আমার জানা আছে' শিবরায়, ১৯৭০।

প্রস্কন্দন [স] বি সঁতার। 'কালিয়ারুদ্রে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রস্ত [স] প্রহ। ১ বি নিকট। 'সরকারের প্রস্তে' ডানকান, ১৭৮৫। ২ বি আড়; চওড়া। 'সাবেক শুদাম সকলের নকসা মতে নবীন শুদামে দির্ঘ প্রস্তে ও উর্দ্ধে তৈয়ার হবক' কালসে, ১৭৮৭। ৩ বি দকা; বার। 'উইল দুই প্রস্ত লিখিয়াছিলেন' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি পাটি। 'কংগ্রেসী নেতাদের হাতীর ন্যায় দুই প্রস্ত দাঁত রহিয়াছে' আজাদ, ১৯৪১।

প্রস্তর [স] ১ বি সত্ত্ব। 'বক্রি যে কিছু ধন গোড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তর ...' রামরায়, ১৮০১। ২ বি পাথর। 'পাঁচ হাত প্রসস্ত প্রস্তরের

দেয়াশ' রামরায়, ১৮০১।

প্রস্তরকঠিন [স] বিণ পাথরের মতো শক্ত। 'উঁহুনি প্রস্তরকঠিন তরুরিরল পৃথিবীর উপরে সূর্য্যোদয় হয়' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রস্তর খচিত [স] বিণ বহুমূল্য পাথর শোভিত; পাথর অলংকৃত। 'চুনী ইত্যাদি নানা বর্ণের প্রস্তর খচিত মুক্তার ...' রামরায়, ১৮০১।

প্রস্তরকু [স] বি পাথরের গুণ। 'প্রস্তরকু গ্রাণ্ড হয়' রব্বিম, ১৮৭৫।

প্রস্তরখবল [স] বিণ মার্বেলের মতো সাদা। 'তোমার প্রস্তরখবল, প্রস্তরশিখর, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্তি যত দেখি' রব্বিম, ১৮৭৪।

প্রস্তরনির্মিত, **প্রস্তরনির্মিত** [স] বিণ পাথরের তৈরি। 'প্রস্তরনির্মিত রথ্য সেতু প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল' বরদর্শন, ১৮৭২; 'পুষ্করিণীর সুশরিসর প্রস্তরনির্মিত সোপান' রব্বিম, ১৮৭৮।

প্রস্তরপাত [স] বি শিলাপাত। 'ক্রমে প্রস্তরপাত বন্ধ হইল' প্রভাত, ১৮৯৫।

প্রস্তর-প্রতিমা [স] বি পাথরের মূর্তি। 'জবা যেন নিস্তাপ প্রস্তর-প্রতিমা' বিমল, ১৯৫৩।

প্রস্তর-কলক [স] বি পাথরের পাটা বা ফলক। 'সুখখেই রাজবাটির প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-কলকে স্বর্ণাক্ষরে এই লিখিত আছে ...' মশাররফ, ১৮৬৯।

প্রস্তরবাধ [স] প্রস্তর+বাধ। বি পাথরের বাধ। 'দুই কুলে বাধি প্রস্তরবাস কুল ভাঙিবার ভয়ে' নজরুল, ১৯৩০।

প্রস্তরবৃষ্টি [স] ১ বি শিলাবৃষ্টি। 'অজস্র পরিমাণ প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল' প্রভাত, ১৮৯৫। ২ বি পাথরের বর্ষণ। 'আবাবিলের প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না' নজরুল, ১৯২৭।

প্রস্তরবেদিকা [স] বি পাথরে বেন্দী। 'এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল' রব্বিম, ১৮৭৮।

প্রস্তরবেদী [স] বি পাথরের মঞ্চ। 'সাহেবেরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরবেদীর উপরে উঠিল' প্রভাত, ১৮৯৬।

প্রস্তরময় [স] বিণ পাথর দিয়ে তৈরি। 'লর্দ কর্ণেলিসের প্রতিমূর্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি' দর্পণ, ১৮২২।

প্রস্তরময়ী [স] বিণ স্ত্রী প্রস্তরময়। 'দেবিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত' রব্বিম, ১৮৭৪।

প্রস্তরময়ী [স] বি পাথরের ভাস্কর্য। 'হাফতালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরময়ী দেখি' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

প্রস্তরযুক্ত [স] বিণ রত্নখচিত। 'বহুমূল্য প্রস্তরযুক্ত শরীরের এক যোড় বাটা দিলেন' চরিত্রচর, ১৮৫৫।

প্রস্তরশিখা [স] বি পাহাড়ের চূড়া। 'সেই বহিবাণী আলি অচল প্রস্তরশিখারূপে' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'প্রস্তর-শিখার সম নিকল নিচুপ' নজরুল, ১৯২৪।

প্রস্তর-শিলা [স] বি পাথর দিয়ে মূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প। 'উডিয়ায় প্রস্তর শিলা' রব্বিম, ১৮৮৪।

প্রস্তরশৃঙ্গ [স] বি পাহাড়ের চূড়া। 'এই অতলস্পর্শ সমুদ্রে এমত কোন ভূমি বা প্রস্তরশৃঙ্গ ছিল না' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রস্তরশিল্পকর্ম [স] বিণ দেখতে পাথরের মতো মসৃণ। 'প্রস্তরখবল, প্রস্তরশিল্পকর্ম, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্তি' রব্বিম, ১৮৭৪।

প্রস্তরাঘাত [স] বি পাথরের আঘাত। 'প্রস্তরাঘাতে জঙ্ঘরিত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল' প্রভাত, ১৮৯৫।

প্রত্নারীক্ষিত [স] **বিশ** পাথরে খোদিত। 'তাহাই তাঁহার চিত্রক্ষেত্রে প্রত্নারীক্ষিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রত্নরিত [স] ১ **বিশ** পাথরের মতো নিচল। 'অজি যদি বসন্তের যবনাবাহিনী লগু ভণ্ড করে থাকে প্রত্নরিত সে পুরাচাহিনী।' সুধীন্দ্র, ১৯০১। ২ **বিশ** পাথরে পরিণত। 'সভ্যতার অভিশাশনে প্রত্নরিত অর্ধনাশ্বর।' সুধীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ **বিশ** শিল্পীভূত। 'প্রত্নরিত পদচিহ্নে ধরা পড়ে উখাও নর্তক।' সুধীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রত্নরীভূত [স] **বিশ** পাথরে পরিণত। 'নমস্ত এগি জাতির মৃত শরীরের প্রত্নরীভূত অস্থি দৃষ্ট হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রত্নরীভূতা [স] **বিশ** স্ত্রী পাথরে পরিণত। 'প্রত্নরীভূতা ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝা।' মণীশ, ১৯০৯।

প্রত্নাপিত **বিশ** প্রত্নাবকৃত। ফরাসীর, ১৭৯৩। ৫ **প্রত্নাবিত**

প্রত্নাব [স] ১ **বি** বাক্য। 'এইত প্রত্নাব তবের করিহ মরন।' মাসাধর, ১৫০০। ২ **বিশ** সংবাদ। 'মোনেএল, ১৭৪০। ৩ **বি** সিদ্ধান্ত। 'প্রত্নাব হইল যে ... এতদেশে ব্রহ্মাদি সমাপনের বুদ্ধি হইয়াছে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৪ **বি** অনুমোদনের জন্য উপাধিত বক্তব্য। 'অশিলাপ কর্তৃক বোধি অর্থাৎ সম্মতিপ্রদ প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রত্নাব করিলেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৫ **বি** উপস্থাপন। 'চিকিৎসাশাস্ত্রের বার্ষিক বিবরণ প্রত্নাব করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৬ **বি** দাবি। 'কখন পলি নাই যে ছায়েরা যে২ প্রত্নাব করেন তথিষয়ের জনপদের গুণাদেয়ের সম্ভাবনা না হয়।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৭ **বি** ভূমিকা। 'ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরম্ভ যে অতিক্রম প্রত্নাব আছে ...।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৮ **বি** প্রবন্ধ। 'যে নকল প্রত্নাব হইতে সংগৃহীত হইল ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৯ **বি** সম্মত হওয়ার অনুরোধ। 'তোমাকে বিবাহের প্রত্নাব পাঠাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রত্নাবক [স] **বি** প্রত্নাবকারী। 'প্রত্নাবক ও সমর্থক সকলেই বিজ্ঞি কৌশল কৃষক ও প্রমিক।' নজরুল, ১৯২৬।

প্রত্নাবকর্তা, **প্রত্নাবকর্তা** [স] ১ **বি** প্রথম বক্তা (বিতর্কক)। 'অনিশাপ প্রত্নাবকর্তা আমি প্রতিবাদী পক্ষের নামক।' বিজুতি, ১৯০৮। ২ **বি** প্রত্নাবক। 'প্রত্নাবকর্তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে।' সুলভ, ১৮৭৩।

প্রত্নাবকারী [স] **বি** প্রত্নাবক। 'প্রত্নাবকারীর অযোগ্যতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রত্নাব-রচয়িতা [স] **বি** প্রবন্ধকার। 'প্রত্নাব-রচয়িতা তাঁহার অসামান্য নদরশক্তির এই প্রত্যাক-প্রমাণ প্রাপ্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রত্নাবনা [স] **বি** সূচনা। 'প্রত্নাবনাতেই বলা গিয়াছে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৭।

প্রত্নাব-লেখক [স] **বি** প্রবন্ধকার। 'প্রত্নাব-লেখক তাঁহাকে ভ্রমক্রমে ময়ূরাতীকের তীাকার বসিয়াছিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

প্রত্নাবিত [স] ১ **বিশ** বিবেচনার জন্যে উপাধিত। 'উপহার প্রত্নাবিত সকল আইনের মতে ...।' ফরাসীর, ১৭৯৩: 'আমারদিসের পূর্ব প্রত্নাবিত মতে ... এক সভা হইয়াছিল।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ **বিশ** উদ্ভিষ্ট। 'তাঁহাদের মধ্যে একক জন বিশেষতঃ উপরে প্রত্নাবিত কায়রচক।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রত্নাবোক্ত [স] **বিশ** প্রত্নাব করা হয়েছে এমন। 'প্রত্নাবোক্ত গণ-পরিবহন সম্পর্কিত অংশটুকু আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।' আজাদ, ১৯০৯।

প্রত্নাব [স] **বিশ** প্রত্নাব করা হয়েছে এমন। 'তাহা এইক্ষেণে অবশ্য

প্রত্নাব হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রত্নত [স] ১ **বিশ** তৈরি হয়ে আছে এমন। 'জানাই ঘরল কথা মখান প্রত্নত।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ২ **বিশ** রচিত। 'এই পুস্তক আযাতকর্তৃক প্রত্নত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ **বিশ** সম্মত। 'প্রকাশ করিতে অনুমতি নেন তবে প্রত্নত আহি।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ **বিশ** উপনয়। 'তথ্য যে সাম্যী প্রত্নত হয়, তাহারও বিবরণ করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ **বিশ** নির্মাণ। 'নানা দেশের উজ্জমান্তম জিম্মায় ভল্লীও প্রত্নত করিয়া রাখা বিধেয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ **বিশ** স্থাপিত। 'ভূমির উপর এক উত্তম বৃহৎ অট্টালা প্রত্নত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ **বিশ** তৈরি। 'দুয়ারে প্রত্নত গাড়ি; বেলা বিশ্বহর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রত্নত করা ১ **ক্রি** রচনা করা। 'এক পরে প্রত্নত করিয়া পাঠাইতেছি।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ **ক্রি** প্রশিক্ষিত। 'উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রত্নত করা এই বিষয়ের মূল সাধন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রত্নতকারক [স] **বি** প্রকাশক। 'এই পুস্তক প্রত্নতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উভয়েই আমরা ধন্যবাদ করি।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রত্নতকারি [স] **প্রত্নতকারী**। **বি** নির্মাণ। 'ঐ পদমা প্রত্নতকারিরা লিখন পঠন ও শিল্পাদি বিদ্যাত নিপুণ নহে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রত্নতীকরণ [স] **বিশ** রচনা। 'বিদ্যালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রত্নতীকরণ বিষয়ে পশ্চাৎস্থিত কয়েকটি নিয়মে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রত্নতপ্রকাশী [স] **বি** তৈরি করার পদ্ধতি। 'দুটি ছাত্রকে গুরুদের প্রত্নতপ্রকাশী শিখাইতেছিল।' মাসিক, ১৯৩৬।

প্রত্নতা [স] ১ **বিশ** স্ত্রী নির্মিত। 'অপূর্বা এক পুত্রী প্রত্নতা করহ।' রাজীব, ১৮০৫। ২ **বিশ** স্ত্রী দক্ষ। 'বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রত্নতা হইলে ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

প্রত্নতি [স] **বি** প্রশিক্ষণ। 'উপযুক্ত শিক্ষক প্রত্নতির জন্য পুণক বিদ্যাপারও স্থাপন করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রত্ন [স] ১ **বি** তরফ। 'সরকারের প্রত্ন হইতে জমিদার ...।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ **বি** চণ্ডা। 'তাহার দীর্ঘ প্রত্ন এক ২ দিশে পাঁচ ২ কোশ আয়তন।' রামরায়, ১৮০১। ৩ **বি** সন্ধ্যা। 'আর এক প্রত্ন চা খাওয়া।' নজরুল, ১৯৩১।

প্রত্নান [স] ১ **বিশ** প্রত্যাবর্তিত। 'কয়ে এত বহুদনে প্রত্নান ভগবান।' মাসিকরাম, ১৭৮১। ২ **ক্রি** ফিরে যাওয়া। 'মার্ত মাঝতে প্রত্নান করিবেক।' কালসে, ১৭৮৪। ৩ **বি** কোনো স্থান ত্যাগ করা। ওয়া, ১৭৮২: 'প্রত্নান কর আমি আসিতেছি।' কেরি, ১৮০২। ৪ **বি** যাওয়া। 'প্রত্নাপতিতা নিধন করিতে গৌড়ে প্রত্নান করিয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫। ৫ **বি** প্রবেশ। 'চেরেট গাতিতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হঠাৎকরমে বাগানে প্রত্নান করিলেন।' ভয়ানী, ১৮২৫।

প্রত্নান করা [স] **প্রত্নান-করা**। **ক্রি** যাওয়া করা। 'সর্ব সময়ে গৌড়ে প্রত্নান করিলেন।' রামরায়, ১৮০১।

প্রত্নানকালে [স] **ক্রি** বিপর্যায়কালে। 'প্রত্নানকালে ঐ নারী অভিশপ্ত নিষেধ করিতে লাগিল।' কেশাবসাবিনী, ১৮৬৩।

প্রত্নানপরামর্শ [স] **বিশ** গমনোদ্যত। 'বাসস্থলে প্রত্নানপরামর্শ হইলে ... কৌশলে বাবুর ধনাগরহণ করেন।' ভয়ানী, ১৮২৮।

প্রত্নানভূমি [স] **বি** ফিরে যাওয়ার জায়গা। 'পতিমাত্রেয়ই একটি স্বতন্ত্র প্রত্নানভূমি আছে।' প্রমথ, ১৯০৫।

প্রত্নানোদ্যম [স] **বি** চলে যাওয়ার উদ্যোগ। 'বৈশে প্রত্নানোদ্যম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রহ্লাদোদ্যোগ [স] বি চলে যাওয়ার আয়োজন। 'কালের তার প্রহ্লাদোদ্যোগ লক্ষ করে।' ওরফী, ১৯৬৪।

প্রহ্লিত [স] বিণ চলে গেছে এমন। 'অনার্য পত্রসকল ক্রমে বিহ্লিত, এবং দুর্যহ্লিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রহ্লুপিত [স] ১ বিণ প্রহ্লিত। 'মেয়েট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে নিশি প্রহ্লুপিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ সন্তুষ্ট। 'তা ... বাংলা সাহিত্যকে ... বিভারলীল, উর্লগ বৈদিকের প্রহ্লুপিত করে।' শিব, ১৯৫৬।

প্রশ্লেষ্ট [স] বি কোনো কিছু বিস্তারিত তথ্য ও বিজ্ঞাপনসংবলিত মুদ্রিত বিবরণ। 'এই সেমিন-না প্রশ্লেষ্টস।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রকৃষ্ট [স] ১ বিণ পূর্ণ বিকশিত। 'রাত্রা পুষ্টকৃষ্ট বেন প্রকৃষ্ট অখর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিণ প্রকাশিত। 'তদ্যসোকে অশেষ্য বস্তকে শীত এবং প্রকৃষ্ট করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

প্রকৃষ্টিত [স] বিণ সম্পূর্ণ বিকশিত। 'প্রকৃষ্টিত কুমুদ সৌরভ ... গুণ গুণ অমরণ্য আলোদে মধুপানরত।' অক্ষর, ১৮৪০: 'পশ, কুমুদ প্রকৃষ্টিত জলপুশ প্রকৃষ্টিত হইয়া, জলাশয়ের শোভা করে।' মদনমোহন, ১৮৪৯: 'প্রকৃষ্টিত চন্দ্রাশোকে বিশাল বিদীর্ণ জাদীরখী ...।' বঙ্কিম, ১৮৭২: 'কখনো তনিত প্রকৃষ্টিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া থাথা মরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০:

প্রক্লুমক [স] বি উচ্চলকারক বদ্যার্থীশেষ। প্রক্লুমকশীড় [স] বিণ আলোকিত। 'তাদের প্রক্লুমকশীড় একাঙ একাঙ ঢকু।' সবুজ, ১৯২১।

প্রক্লুমপ [স] বি বিকল। 'মূল্যবোধ ও নিবেদিতার প্রক্লুমপ নিম্নতমই মূল্যবান বটে।' শিব, ১৯৫৬।

প্রক্লুরিত [স] বিণ সামান্য কলিত। 'স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রক্লুরিত বিস্মারিত নাসিকারক হতে ...।' প্রমথ, ১৯১৮: 'সোনার-কুঠী ... শিগেরে চলে প্রক্লুরিত ছায়াপথ এঁকে।' সূর্য্য, ১৯৩৩।

প্রব্র [স] বি কলরব। 'রাতির তরুতা তেঙে নেমে এল ধ্বনির প্রব্র।' ফররুখ, ১৯৬৩।

প্রব্রাণ বি ধনি; শব্দ। 'তোমার শণিত তলওয়ারে সেখা বস্ত্রের প্রব্রাণ।' ফররুখ, ১৯৬৬।

প্রবেদ [স] বি অভিভূত খাম। 'স্তম্ভ কল্প প্রবেদ বৈবর্ণ্যহ্রাৎ স্বরভেদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রব্রবণ [স] ১ বি অরন। 'বাবরীয়া নদীর উপকূলস্থান প্রব্রবণ।' বিনা, ১৮৫১: 'কবিতা হৃদয়ের প্রব্রবণ হইতে উদ্ভিত।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬। ২ বি ধারা। 'অমৃত ও আশ্বাসের অমৃত প্রব্রবণ এত হলাহল এতই অমল্য তিনিই যদি ধারন করিতে না পারিবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২: 'অজ্ঞানিত পার্শ্ববর্তার প্রব্রবণ।' আলিক, ১৯৩৫।

প্রব্রাণ [স] বি মুদ্র। 'যতনে পাকাল মুখ প্রব্রাণ করিএ।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

প্রব্রাণখানা [স] প্রব্রাণ+ফল খানা] বি মুদ্রাক্ষরে স্থান। 'প্রব্রাণখানার ঘায়া কাপে মেয়েল।' বঙ্কিম, ১৯৭১।

প্রব্রত [স] বিণ আঘাতপ্রাপ্ত। 'বাহুবল্লরে বেগে প্রব্রত হওয়ার ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রব্রহ [স] ১ বি তিস খণ্ডা পরিমাপ সময়। 'দিবারাত্র দণ্ড নক্ষত্র প্রব্রহ।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি দিলের আঁট ভাগের এক ভাগ। 'প্রথম প্রব্রহ নিশি।' বঙ্কিম, ১৫৭০। ৩ বি খণ্ড। 'রাজবাহিনিতে প্রব্রহীখানার প্রব্র

বাহুল্য।' অবন, ১৮৯৬। ৪ বি সময়। 'গানের পর গান গেয়ে মোর প্রব্রহ কাটে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

প্রব্রহ বাজা ক্রি সময় নির্দেশক খণ্ডা বাজা। 'সুদূরে প্রব্রহ বাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রব্রহবাহিকা [স] ক্রিবিধ ভিন দ্বন্দ্বের বেশি সময় ধরে। 'গৃহকর্তী প্রতি প্রত্যয়ে প্রব্রহবাহিকা পূর্ণহী হয়ে ক্রু-বীণা বাজাতেন।' মুক্ততা, ১৯৫৯।

প্রব্রহর্ষ, প্রব্রহর্ষ [স] বিণ আশ প্রব্রহ। 'প্রব্রহর্ষ রাধিপর্ষাধ বসকামিনী দাসীত করিল।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

প্রব্রহরে প্রব্রহের ক্রিবিধ ক্ষণ ক্ষণে। 'নিশিদিগি প্রব্রহরে প্রব্রহে দূতবরে কুতুহলের মুহুর্তে সে দলবারি মারে।' সুনন্দা, ১৭০০।

প্রব্রহরেক বিণ প্রব্রহ এক প্রব্রহ। 'প্রব্রহরেক এক বেশি তৈল ঘুমনার ঘাটে।' বঙ্কিম, ১৮৭২।

প্রব্রহরেক [স] বি এক প্রব্রহ। 'সিন রাতি প্রব্রহরেক পর্য্যন্ত এক নিয়ম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রব্রহরণ [স] ১ বি অন্ন। 'ধরি অনেক প্রব্রহণ জরীপ পরিহণ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি আঘাত। 'ক্ষত বক্ষঃস্থল মম ... রিগু প্রব্রহরণ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

প্রব্রহরি বি পাহারা। 'রায়ে বাড়িতে প্রব্রহরি দিবে।' তারা, ১৯৪২।

প্রব্রহরীবাটীতা [স] বিণ শ্রী পাহারাদার ঘিরে আছে এমন। 'সুসজ্জিত প্রব্রহরীবাটীতা হইয়া মায়মনুর সহিত জাএলা পামেক নগরে উপস্থিত হইলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

প্রব্রহরীবাটীতা প্রব্রহ

প্রব্রহরিতা [স] বি শ্রী পাহারা নেওয়ার কাজ। 'অনিহয়ে প্রব্রহরি সতর্কিতভাবে প্রব্রহরিতা করিতেছে।' মশাররফ, ১৮৮৫: 'মুহ, প্রব্রহরিতা প্রকৃতি কর্তন কর্ত'। কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

প্রব্রহরী [স] বি পাহারাদার। 'নিদ্রারূপা হইয়া তুমি আছিলে প্রব্রহরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রব্রহরি [স] প্রব্রহরী বি পাহারাদার। 'দুয়ারি প্রব্রহরি তারা সতে নিদ্রা গেল।' মাল্যধর, ১৫০০।

প্রব্রহরীখানা [স] প্রব্রহরী+ফা খানা] বি পাহারাদারদের থাকুর স্থান। 'রাজবাহিনিতে প্রব্রহরীখানার প্রব্রহ বাজল।' অবন, ১৮৯৬।

প্রব্রহরীখানা [স] বি যেমন থেকে চারদিকে নব্বর রাখা হয়; প্রব্রহরীসের বাসস্থান। 'প্রব্রহরীখানার দূরে বাজে সাড়ে-তিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রব্রহসন [স] বি হ্যারাসপ্রধান সর্পকিত নাটক। 'এই প্রব্রহসন বিতন্ড কতিপ প্রহরোদিত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭২। 'নটনটী তরুণ 'ব্রাহ্ম' নাচ, সঙ, নিম্নের গান, জাপু, প্রব্রহসন, অভিযম প্রকৃতি বিবিধ কৌতুক হলেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রব্রহস [স] বি আঘাত; মার। 'একই প্রব্রহরে কাহ তাহার ভাঙ্গল।' বঙ্কিম, ১৪৫০: 'চরণ প্রব্রহর দিয়া করিল অন্তর।' বাহ্যম, ১৬৫০।

প্রব্রহরক [স] বি প্রব্রহরকারী। 'এ প্রব্রহরেকদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা এই মারিগিট কাহার হুকুমে করিতেছ।' দর্পণ, ১৮৪০।

প্রব্রহরকর্তা [স] বি মার দেয় যে। 'প্রব্রহরকর্তা সেটাকে শিষ্টাচার বসিয়া গণ্য করিত না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রব্রহরকৃত [স] বি মারের কারণে সৃষ্ট। 'সর্বাপে প্রব্রহরকৃত হিংসর সর্গীত ছড়ায়।' বীকেন, ১৯৫৫।

প্রহারপ্রাণ [স] বিপ আঘাতপ্রাণ। 'এইরূপে প্রহারপ্রাণ হইয়া কিঙ্কর বলিল ...' জিহ্মুর, ১৯৩০।

প্রহারসহিষ্ণু [স] বিপ প্রহার সহ্য করতে পারে এমন। 'চর্চ কোমল হইলেও সাধারণনির্ভিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু।' বক্রিম, ১৮৭৪।

প্রহার্য [স প্রহার] ক্রি প্রহার করা। প্রহারয়ে ক্রি প্রহার করে। 'দুইজনে প্রহারয়ে দুহার উপরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

প্রহারিত [স] বিপ আঘাতপ্রাণ। 'শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত উত্থান পতি রহিত হইয়া অচৈতন্যপ্রায় ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

প্রহৃত বিপ প্রহার করা হয়েছে এমন। 'প্রহৃত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলের নদার কিছু নেই।' উমর, ১৯৬৮।

প্রহিল [স প্রক্ষেপণ] ক্রি নিক্ষেপ করলো। 'প্রহিল কটাক তীক্ষ্ণ শর।' জাগরণ, ১৬৮০।

প্রহেলিকা [স] ১ বি হেয়ালি; ধাঁধা। 'কোন জীকে এক প্রহেলিকার প্রশ্ন করিলে তাহার শীমাংসা জ্ঞান তিনি দিব্যানিধি উৎকর্ষিতা রহেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি রহস্য। 'এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রহেলিকাময় [স] বিপ রহস্যময়। 'প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় অজানা শক্তি।' নজরুল, ১৯২২।

প্রহেলী [স প্রহেলি] বি ধাঁধা। 'সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী রহিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রহোজ্ঞান [স প্রয়োজন] বি প্রয়োজন। 'কার্যে বিচারে প্রহোজ্ঞান কি?' আভোনিয়া, ১৭৪৩। প্র প্রয়োজন

প্রহৃত প্র প্রহার

প্রহ্লাদ [স] বিপ (হিন্দু পুরাণ) বিরূপ পরিস্থিতিতেও ঈশ্বরের প্রীতিভক্তি অটল চরিত্রবিশেষ। 'আজ জ্ঞানদা নয়, প্রহ্লাদ সম মৌলো বুন-বদন।' নজরুল, ১৯২২।

প্রাইজ [স] বি পুরস্কার। 'যাহার নামে প্রাইজ উঠিলে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২২; 'ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রাইভেট [স] ১ বিপ বেসরকারি। 'প্রাইভেট মাদ্রাসাগুলি দূরে থাকুক।' কোহিনুর, ১৯১৪। ২ বিপ ব্যক্তিগত। 'আমার প্রাইভেট জমাবরতের বাজা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিপ অনিয়মিত। 'প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবেই তিনি ম্যাট্রিক, আই.এ ও বি.এ পাশ করেন।' বেঙ্গল, ১৯৪৯। ৪ বিপ ব্যক্তিগত অতএব গোপনীয়। 'আমার এ কথাটা প্রাইভেট কোথাও যেন প্রকাশ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রাইভেট এক্কেয়ার [স] বি ব্যক্তিগত ব্যপার। 'ওটা আমার প্রাইভেট এক্কেয়ার কিনা।' মনসুর, ১৯৫৫।

প্রাইভেট কাজ [স] বি প্রাইভেট+কাজ বি ব্যক্তিগত কাজ। 'আমার অনেক প্রাইভেট কাজ করতো।' গিরিশ, ১৮৮৬।

প্রাইভেট টিউটর, প্রাইভেট টিউটর [স] বি গৃহশিক্ষক। 'অমলকে চুনি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটর পেয়েছ?' রবীন্দ্র, ১৯০১: 'কোন চাকরি নিয়ে শুরু করব ... ইংরাজি ভাষার প্রাইভেট টিউটর।' মূলভাট, ১৯৫২।

প্রাইভেট টিউটরি বি গৃহশিক্ষকের কাজ। 'এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটরি হল। তোমার মত বৌদানকে যদি পড়াতে পেছুম

...। রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রাইভেট ট্রেনিং [স] বি গৃহশিক্ষকের কাজ। 'শচীন প্রাইভেট ট্রেনিং টাইল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রাইভেট ফাইল [স] বি ব্যক্তিগত নথি। 'চ্যাটার্জীর প্রাইভেট ফাইল ওটা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

প্রাইভেট মোটর [স] বি ব্যক্তিগত মোটর গাড়ি। 'কার যেন প্রাইভেট মোটর।' জীবন, ১৯৪৮।

প্রাইভেট সেক্রেটারি, প্রাইভেট সেক্রেটারী [স] বি ব্যক্তিগত সচিব। 'প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রীতুত শেখমহাম।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'ভাবুক মনুষ্যটির প্রাইভেট সেক্রেটারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রাইভেট হাসপাতাল [স] প্রাইভেট+হাসপাতাল বি ব্যক্তি মালিকানাধীন হাসপাতাল। 'বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রাইম-মিনিস্টার [স] বি প্রধানমন্ত্রী। 'মাননীয় প্রাইম-মিনিস্টার, বেআদবি মাফ করবেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

প্রাইমারি, প্রাইমারী, প্রাইমেরী [স] বিপ প্রাথমিক। 'প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষার চালাইবার কথা হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'প্রাইমারী শিক্ষা বিলাতি পুনরায় ধামা চাপা দেওয়া হইল।' জামায়াত, ১৯৩৭; 'বর্তমানে প্রাইমেরী বিদ্যালয়ে চার প্রাথমিক মূল পাঠ্যবই ব্যবহৃত হতে পারে।' মাহেবুব, ১৯৪৯।

প্রাইমারি ইন্সলু বি প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'প্রাইমারি ইন্সলু পণ্ডিত প্রকটা কাঠের তৈরিকৃত বসিমা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'প্রাইমারি ইন্সলু প্রায়-মারা পণ্ডিত/সব কাজ ফেলে রেখে ছেলে করে দণ্ডিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রাইমারি শিক্ষা বি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা। 'প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যখন চার উপভাষার চালাইবার কথা হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রাইমারি স্কুল [স] বি প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়া তাহার ছেলে ডাক্তারও হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রাই [স প্রায়] বিপ সদৃশ; প্রায়। 'স্মৃতি নাহি তার হৈলা অনুমুতা প্রাই।' মাল্যবর, ১৫০০। প্র প্রায়

প্রাই [স] ১ বিপ দীর্ঘকায়; লম্বা। 'বর্ষকায়দিগের অপেক্ষা প্রাইতে দেহ থাকতে আবার ... শোভা হইত।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বিপ দীর্ঘজীবী। 'সুর্গের পৌরবের বসে প্রাইতে আত্মা ভাবিতছে চের পূর্বপুরুষের কথা।' জীবন, ১৯০০।

প্রাক, প্রাক [স] ১ বি শুরু সঞ্চার। 'এই ইহার শৌভাগ্য অস্তের প্রাক কাল।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিপ পূর্ববর্তী। 'পিছন থেকে সেই প্রাকগাঢ়িক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতাই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রাকআজাদী [স প্রাক+ফা আজাদী] বিপ 'যাযানতাপূর্বকালীন। 'প্রাকআজাদী যুগের বাংলা দেশে।' হাই, ১৯৫৪।

প্রাক কাল [স প্রাকাল] বি সূচনা কাল। 'এই ইহার শৌভাগ্য অস্তের প্রাক কাল।' রামরায়, ১৮০১।

প্রাক-ব্রিটিশ [স প্রাক+ই ব্রিটিশ] বিপ ব্রিটিশ শাসন আমলের পূর্ববর্তী। 'প্রাক-ব্রিটিশ পূর্বে এ দেশে সামন্তব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও প্রধানতঃ গ্রামভিত্তিক।' সনৎ, ১৯৭০।

প্রাক-সামরিক [স] বিপ সামরিক বাহিনী যখন গড়ে ওঠে তার

আশেকার। 'নদী নগর প্রাক-সামরিক রাষ্ট্রে পৃথিবীতে।' জীবন, ১৯৪০।

প্রাক্কাল ক্রিয়ণ সূচনাকাল। 'প্রাক্কালে "বর্গিনে চলো" বলিয়া ক্রোধ যে একটা রব উঠিয়াছিল ...' রবীন্দ্র, ১৯৮২।

প্রাক্শাস্ত্রিক [স] প্রাক+স জ্ঞাতিক বিপ শব্দের পূর্ববর্তী। 'শিখন থেকে সেই প্রাক্শাস্ত্রিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রাক্টচৈতন্য [স] বিপ চৈতন্য-পূর্ববর্তী। 'প্রাক্টচৈতন্য ও চৈতন্য-পরবর্তী এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।' হাই, ১৯৫৪।

প্রাক্ণিবর্ধন [স] বিপ নিতে যাওয়ার পূর্ববর্তী। 'প্রাক্ণিবর্ধন নীপের উভাসে সমবেত পাত্র-পাত্রী।' সূর্য্যকান্ত, ১৯৪১।

প্রাক্ণুরানিক [স] ১ বিপ প্রায়-বিশুদ্ধ। 'প্রাক্ণুরানিক বিকট পতন দায়ভাগ ঘোর শোণিতে নাচে।' সূর্য্যকান্ত, ১৯৩০। ২ বিপ পুরাণ-পূর্ব কালের। 'ও কি আসে নম্ন অরণ্যের প্রাক্ণুরানিক প্রাণী?' বিষ্ণু, ১৯৪১।

প্রাক্ণৌরানিক বিপ পৌরাণিক যুগের আশেকার। 'প্রাক্ণৌরানিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

প্রাক্ণোজ্ঞান [স] বিপ সাক্ষ্যজ্ঞান। 'রোমেরিক ভাবচ্ছবি, অবজ্ঞিত স্মৃতির উভাসে লাক্ষনিক, - কেরসার, কপোলাধ্বন প্রাক্ণোজ্ঞান নটী যেন।' সূর্য্যকান্ত, ১৯৪০।

প্রাক্ণবহন লিঙ্গ বহনের পূর্বকার। 'প্রাক্ণবহন বরকে দুই ময়ূর গদবি দেওয়া হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

প্রাক্টিস, প্রাক্টিসি [স] ১ বি স্বাধীন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন। 'কলিকাতা সহরেও দু-চার পেশাগাকে প্রাক্টিসি কতে দেখা যায় হতেম, ১৮৬১। ২ বি পেশাগত কাজ। 'আমি এই প্রাক্টিসি করে বিড়কী দোর দে খিয়ে এলাম।' গিরিশ, ১৮৮৮।

প্রাক্টর [স] বি প্রাচীর। 'তথায় মুক্তিকায় প্রাক্টরে পরিবেষ্টিত এক বৃক্ষ কুণ্ড আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রাক্টা [স] প্রাক্ষা। বি সাধারণের সমুদ্রে প্রচার। 'তুই যে কর্তব্য করিস তা আবার প্রাক্ষাণ হবে?' উমেশ, ১৮৫৭। প্র প্রাক্ষা

প্রাক্ট [স] ১ বি অধ্যায়। 'প্রাক্ট সন্দেহেও বা বলিবক আই।' বৃন্দা, ১৮৫০। ২ বি সাধারণ। 'ইনি বাইনে তব প্রাক্ট মনুষ্য হইবেন না।' দর্পণ, ১৮১১। ৩ বি প্রাচীন ভারতীয় আর্জাভার বিবর্তনের একটি পর্যায়। 'যাহা প্রাক্টাদি সৎকৃতমূলক তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম তত্ত্বব।' অক্ষয়, ১৮৪৭। 'ভবজুতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাক্ট অতিমনোহর।' বচন, ১৮৮৭। ৪ বি শব্দভাণ্ডার। 'প্রাক্টের যে সমুদ্রা মূলীভূত প্রাক্ট দোষ থাকে তাহা আর কেনক্রমেই দূরীভূত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বি পদার্থবিজ্ঞ। 'একের কাছে যাহা অভিস্রাবক অন্যের কাছে তাহা প্রাক্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ বিপ পার্থক্য। 'প্রাক্ট প্রভীকর সাহায্যে প্রাক্ট প্রেরণের সাহায্যে বর্ধিত।' হাই, ১৯৪৪।

প্রাক্ট-বৈষা বিপ শৌক্যতা প্রধান। 'ওই রকম দু'একটা প্রাক্ট-বৈষা বই হাড়া কোন কেতাবে ...।' দৃষ্টি, ১৯০১।

প্রাক্টপদ [স] বি প্রাক্ট কার্যের পদ। 'প্রাক্ট ও সংস্কৃত পদসমূহের অভ্যস্ত অসঙ্গতির হ্রাসে ইটালীয়, পালি ও প্রাক্টপদে ওকারের আশে দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রাক্টবাদ [স] বি যেহেতু বিবর্তন কেবল প্রাক্টিতে প্রাপ্ত

বহনসমূহের ভিত্তিতে বিচার করার মতবাদ। 'এ যে যোর বহনভারিকতা, প্রাক্টবাদের চূড়ান্ত।' সত্যজ, ১৯২০।

প্রাক্টবাদী [স] বিপ প্রাক্টবাদ অনুসরণকারী। 'বহনভারিক বা প্রাক্টবাদী জগতের মানুষের ভুলতম সিদ্ধিই শুধু দেখিয়াছেন।' সত্যজ, ১৯২০।

প্রাক্টবিজ্ঞান [স] বি প্রাক্ট বা নিগূর্ণবিষয়ক বিজ্ঞান। 'মহাশয় আশিষ বহনভারিক প্রাক্টবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রাক্টভাষা [স] বি প্রাচীন ভারতীয় আবেশের বৈশিষ্ট্য জন্ম। 'প্রাক্টভাষা সকল একেবারে জ্বলে করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রাক্টভাষী [স] বি প্রাক্ট ভাষার কথা বলে যে। 'প্রাক্টভাষীরা "দ্য" উচ্চারণ করিতে পারিত না।' বহনবর্ন, ১৮৭৪।

প্রাক্টা [স] বি ঐ প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বসভাষা সংস্কৃত এবং প্রাক্টা উদ্ভীষ্ট মহারাষ্ট্রা ... এই শাস্ত্রীয় আচরণ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রাক্টিক [স] ১ বি শাস্ত্রাত্মক। 'তথায় ... স্থপাণীলীভ প্রাক্টিক পদমধ্যমা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি শব্দাব-ও সংগত। 'বিবাহ পূর্বে প্রাক্টিক ও সামাজিক চুক্তিসমূহ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বিপ প্রাক্টিকসম্পর্কিত; সৈন্যগিক। 'আমরা কোনো প্রাক্টিক শক্তিকে সোপ করিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৪ বিপ প্রাক্টিক প্রদান। 'ঐ পুরুষ উভয়ই প্রাক্টিক তপের সমুদ্রবিজ্ঞানী।' নবদূর, ১৯১৬।

প্রাক্টিক বিজ্ঞান [স] বি প্রাক্টিক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। 'আমাদের এই বক্তব্য যে যিনি প্রাক্টিক বিজ্ঞান ...।' বহনবর্ন, ১৮৭২। 'উনিবিশ পদাধীতে জড়-বিজ্ঞান বা প্রাক্টিক বিজ্ঞানের অমৃত উদ্ভিতি।' সত্যজ, ১৯১৭।

প্রাক্ট [স] বি পূর্বমূর্ত; পূর্ববর্তী সময়। 'সন্ধ্যার প্রাক্টে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরসোপ গমন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রাক্টে ক্রিয়ণ ঠিক পূর্বে। 'ইনি ... সন্ধ্যার প্রাক্টে বিমালয়ের পাদদেশে শিবিরস্থাপন করিয়াছিলেন।' ইরহাস, ১৮৮১।

প্রাক্টন [স] ১ বি হিন্দু বিশ্বাসমতে পূর্বজন্ম। 'আছিল প্রাক্টন পুণ্য তাহার কারন। কৌশল্যারে দেখা দেন প্রাক্ট নারায়ণ।' কৃত্তিবাস, ১৬৫০। ২ বি অনুষ্ঠ। 'প্রাক্টনের ফল তুয়া ফলিবে এ পুণ্যে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বিপ আদিম। 'সেহের ইঙ্গিতে প্রাক্টন প্রকৃতিপন কুঁড়ে পেয়েছিল।' সূর্য্যকান্ত, ১৯৩০। ৪ বিপ প্রাচীন। 'ইংরেজের প্রাক্টন সাহিত্যকে তো আমরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৫ বিপ সাবেক। 'প্রাক্টন ছাত্রটির প্রতি ইচ্ছা হল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রাক্ট, প্রাক্ট্য [স] ১ বিপ সমুদ্র। 'এক স্থানে অবস্থান করিয়া নানোশীল বৃত্তান্তপ্রচার ও বহনশীল হইতে গায়ন জানাপ্রাক্ট্য।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি প্রবর্তনা। 'ইংল্যান্ডের কথার বিদ্যাদ্যানে ছাত্রসিঙ্গের বৃত্তির প্রাক্ট্য হইতেছে বটে।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৩ বি উত্তীর্ণ। 'এখনো সময়ে সময়ে বাক্ষ্যপ্রাক্ট্য শিবার শিবারে জন্ম দুর্বল মানব বক্রনের সহায়তা প্রার্থনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রাক্ট্যতা, প্রাক্ট্যতা [স] বি প্রবর্তনা। 'অনুমান করি বৃষ্টি হিন্দুস্বর্গের প্রাক্ট্যতা ক্রমেই বৃত্তির সাধারণ।' পূর্ণসুন্দর, ১৯৩৬।

প্রাক্টিক [স] ১ বি প্রাক্টিক ব্যক্তি। 'একবাক্যী প্রাক্টিকরা যে কেবল রবীন্দ্রবাদের উপর ক্ষুদ্র চালনা তা নয়।' মোতালেব, ১৯৫০। ২ বিপ প্রাক্টিক। 'সম্প্রদায়ালীল শক্তি সমগ্র জগৎকেই ক্রমে প্রাক্টিক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করে।' শিব, ১৯৬৬।

প্রাণলভ

প্রাণলভ, **প্রাণলভা** [স প্রাণলভা] ১ বি অহংকার। 'মাকড়সা চক্রেছাড়ার বিদ্যাতে আপন নিপুণতার প্রাণলভ করিলেক।' তত্ত্ববিশী, ১৮০০। ২ বি দুঃসাহস। 'এই সশল রায়চন্দ্র সভায় প্রবেশ করে, এত প্রাণলভা প্রদর্শন করে' মাইকেল, ১৮৭০।

প্রাণাধুনিক [স] বিণ আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী। 'প্রাণাধুনিক যুগে তবিরাত্তর কবিতা পাঠকনের মধ্যে বসে পড়ে শোনাডেন।' শিব, ১৯৫০।

প্রাণভক্ত [স] বিণ পূর্বে উল্লেখিত। 'এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাণভক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়।' লক্ষণ, ১৮৩১।

প্রাণধারা [স] বি জেদের পূর্বকাল। 'উজ্জেষের মসি প্রাণধার পাত্ত যুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে।' সূরীশ্বর, ১৯০৭।

প্রাণৈতিহাসিক [স] ১ বিণ যে যুগ থেকে ইতিহাস জানা যায় তার পূর্বকালের। 'প্রাণৈতিহাসিক যুগের ... যুগ্য সঙ্গীত।' নজরুল, ১৯২২। 'খদি মানে করে শোকটা যেন প্রাণৈতিহাসিক মহাকাব্য প্রাণী, তবে থাকার আড়ম্বর দেশে নির্ভরে সে তার ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বিণ অত্যন্ত পুরোনো। 'আজিকে উল্লীর্ণ করে উঠেছি উপকর্ষ হতে প্রাণৈতিহাসিক বিষ।' সূরীশ্বর, ১৯৩১।

প্রাণোপনিবেশিক [স] বিণ উপনিবেশ হওয়ার পূর্ববর্তী। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাণোপনিবেশিক কালের পরম্পরায়ন্ত্রী ... প্রতিভাস ও আদর্শ প্রবল থেকে গেছে।' শিব, ১৯৬৬।

প্রাণুজ্যোতিষ [স] বি আদ্যমের কালকাল। 'হেমচন্দ্র অভিযানে প্রাণুজ্যোতিষের অন্য নাম কালকাল।' অক্ষয়, ১৮৭৭।

প্রাণুসেনা, **প্রাণুসেনা** [স] বি প্রথম ভাগ; আদি। 'ইফরদী নগের প্রাণুসেনা রোর দিয়া কথা বলিলে ...।' মুকুতবাহ, ১৯৪৯।

প্রাণুবিপ্লব [স] বিণ বিপ্লবপূর্ণ। 'প্রাণুবিপ্লব রূপ সাহিত্যই এসংক্রান্ত একমাত্র সাক্ষ্য দর।' সূরীশ্বর, ১৯০৭।

প্রাশ্রয় [স] বিণ বিশেষভাবে অশ্রয়। 'প্রাশ্রয় পদরেখা সুর'পরে আঁকি অবিরত।' সূরীশ্বর, ১৯২৯।

প্রাশ্রয় [স] বি আত্মনা। 'ভোগমগ্ন শোষি শোষিল প্রাশ্রয়।' কৃষ্ণানন্দ, ১৫৮০। 'একই প্রাশ্রয়ে রয়েছে যেনা।' বঙ্গমর্দন, ১৮৭৪।

প্রাতিভা [স] প্রায়চিত্তা বি প্রায়চিত্ত। 'আমি হোজা কবি, প্রাতিভ করি।' মনোএল, ১৭৪৩।

প্রাতিচিন্তা [স] প্রায়চিত্তা বি প্রায়চিত্ত। 'এই যে লোক প্রাতিচিন্তির সময় গির মৃদা ধরে দেয়।' শিবিল, ১৮৬৬।

প্রাতি [স] ১ বি পূর্বিক। 'হইল ভোর/ দিনকর প্রাতিতে উদয়।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বি পূর্বসৈন্য। 'কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই প্রাতি বৈদ্যকরিক।' বঙ্গমর্দন, ১৮৭২। 'প্রাতি ধর্ম্মীর যুগের থেকে ছিলিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বি প্রাচ্যদেশ। 'আগো যে প্রাচীন প্রাতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাতিমূল [স] বি পূর্ব নিগন্ত। 'আগ রবি। প্রাতিমূলে ... আঁখার বিধিরা শুলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

প্রাচীন [স] ১ বিণ প্রাচীন। 'প্রাচীন পকিত বৈদ্য, তব্বৎ প্রয়োগে সদা।' রামধেন্য, ১৭৮০। ২ বিণ পুরোনো। 'প্রাচীন সহযের সাক্ষ্য পাঠালে।' তত্ত্ববিশী, ১৮০০। ৩ বিণ অতিপ্রাচীন। 'ইনি নব্য বটেন কিন্তু তৎকালে অতিপ্রাচীন।' লক্ষণ, ১৮৩২। ৪ বি পূর্বতন লোক। 'প্রাচীনদিগের লিখিত সম্ময় পাত ... যনপত্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বিণ অতীত। 'কি প্রাচীন, কি বর্তমান ...।' বঙ্গমর্দন, ১৮৭২। ৬ বিণ দীর্ঘকালের। 'দেশকালের মধ্যে যে একটা

প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৭ বিণ প্রাচীনকাল থেকে সভ্য। 'প্রাচীন প্রাচীন চীন নিশিদিনমান কর্ম অনুবর্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রাচীন কর্মস্বী [স] প্রাচীন+আ কর্মস্বী-] বিণ অনেক দিন ধরে কার্যভোগ করছে এমন ব্যক্তি। 'দুই একজন প্রাচীন কর্মস্বী বলিয়া উঠিল ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

প্রাচীনকাল [স] বি অতীত কাল। সেই প্রাচীনকালেও উক্ত শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রাচীনকালিক [স] বিণ অতীত কালের। 'স্বদেশের স্বরূপাতীত অতৃতম প্রাচীনকালিক পুরাতন সমস্ত আলোচনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রাচীনতত্ত্ববিদ [স] বি অতীতকাল-সম্পর্কিত জ্ঞানে পারদর্শী। 'প্রাচীনতত্ত্ববিদ মেজর রিচেল বহু অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রাচীনতম [স] বিণ অতিশয় পুরোনো। 'প্রাচীনতম অ্যাংলো স্যাক্সন কাব্যের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'তাদেরও মুখে সেই প্রাচীনতম বুলি।' জন্মদা, ১৯২৮।

প্রাচীনতর [স] বিণ অপেক্ষাকৃত পুরোনো। 'প্রাচীনতর পুস্তক যাহা কিছু পাওয়া যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'মহাশী এবং শেরসেনার মধ্যে প্রাচীনতর।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রাচীনতা বি প্রাচীনত্ব; পুরোনো অবস্থা। 'প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রাচীনত্ব [স] ১ বি পুরাতন অবস্থা। 'এই ঘটনার প্রাচীনত্বের নির্দশন বরূপ এখন এক আখ্যান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি প্রতিকৃত। 'এর জলকলাধারির মধ্যে অব্যাহি প্রাচীনত্ব নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি প্রাচীনত্ব। 'মুকুদ বরনের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার তানে ...।' ভাষ্য, ১৯৪২।

প্রাচীনপন্থী [স] প্রাচীন+বি পন্থী। ১ বিণ সেকুলে রীতিতে বিশ্বাসী। 'একটি প্রাচীনপন্থী জাতিকে আধুনিক জাতির পর্যায়ে টেনে তোলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯৩০। ২ বিণ রক্ষণশীল। 'আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সংকে আমি প্রাচীনপন্থী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

প্রাচীন গ্রন্থা [স] বি বহুবচন থেকে চলে আসা রীতি। 'গ্রীসোকের বহুবিবাহ হিন্দু-সাম্রাজের একটি প্রাচীন গ্রন্থা।' অক্ষয়, ১৮৪২।

প্রাচীন বাৎসাতাধা [স] বি বাৎসাতাধার প্রাচীন কালের স্থান। 'প্রাচীন বাৎসাতাধা বলল হতে হতে আধুনিক বাৎসার এসে দাঁড়িয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রাচীন লেখ [স] বি প্রাচীন লিপি। 'প্রাচীন লেখের থেকে অন্ধকারে কিছুকি সমাজ কল্যাণি দিয়ে হাঙ্গে।' জীবন, ১৯০০।

প্রাচীন সম্প্রদায়ী [স] বিণ পুরাতনপন্থী। 'কুল-কারণতর প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধন্যাত মহাপরো।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রাচীন [স] ১ বিণ গ্রী বৃদ্ধ। 'প্রাচীন বিখ্যাত গ্রীলোক।' ভানকন, ১৭৮৪। 'অনেকগুলি প্রাচীন নারীর সমাধি হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ গ্রী পুরোনো। 'সংস্কৃত বিদ্যা অতি প্রাচীন দেববাণী।' লক্ষণ, ১৮৩৮।

প্রাচীর [স] বি দেয়াল। 'ফুলের আঁটির ফুলের প্রাচীর ফুলতে ছাইল ঘর।' চন্দ্র, ১৫৫০।

প্রাচীর-মেঝা বিণ প্রাচীরবেষ্টিত। 'প্রাচীর-মেঝা আছে যে এক

নিকুঞ্জবন নিভৃত্তে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'প্রাচীর-ঘেরা ঘরে ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

প্রাচীরটির [স] বি প্রাচীরের গায়ে আঁকা ছবি । 'প্রাসাদের সর্বত্র প্রাচীরটির দিয়ে দেয়াল হল সুশোভিত ।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬ ।

প্রাচীরপার [স] বি দেয়ালপরিধা । 'দুঃশ্বপ্নের জোড়াতালি দিয়ে-দিয়ে লিখেছে প্রাচীরপার ।' শমসুর, ১৯৬৬ ।

প্রাচীরবদ্ধ [স] বিশ রুদ্ধ । 'চিহ্নকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

প্রাচীরবিশিষ্ট [স] বিশ প্রাচীরে আঁটা হয়েছে এমন । 'প্রাচীরবিশিষ্ট টকটকায়মান ঘড়ি ।' বনজুল, ১৯৩৬ ।

প্রাচীরবোঁটি [স] বিশ দেয়াল-ঘেরা । 'অনুর উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবোঁটি একতারা কোঠাবাড়ি ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭ ।

প্রাচুর্য, প্রাচুর্য্য [স] ১ বি আধিক্য; পূর্ণাঙ্কতা । 'আপনার বিদ্যার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন তবেই তাহার প্রতিপত্তি হয় ।' ভবানী, ১৮২৩ । ২ বি সম্পদ; ঐশ্বর্য । 'বন্যপ্রকৃতি ... আপনার সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্য্যে আপনি মুগ্ধ ।' বিকৃতি, ১৯৩৩ ।

প্রাচুর্যহানি [স] বি প্রাচুর্যের বিনাশ । 'প্রাণহানি নয় প্রাচুর্যহানি তার মুহূর্ত্ত ।' অন্নদা, ১৯২৮ ।

প্রাচুর্যশিখিত [স] বিশ প্রাচুর্যে ভরপুর । 'সে চায় প্রাচুর্যশিখিত বৈজ্ঞান্যশিখিত সাহসশিখিত জীবন ।' অন্নদা, ১৯২৮ ।

প্রাচুর্য্য, প্রাচুর্য্য্য [স] ক্রিবিণ আধিক্যের জন্য । 'শাস্ত্রের প্রাচুর্য্য্য বালকের বিদ্যাভ্যাসার্য্য ।' দর্পণ, ১৮৩০ ।

প্রাচ্য [স] ১ বিশ পূর্বদেশীয়; ভারতবর্ষীয় । 'কিছু ইহা আমাদের দেশীয়, এমনকি, ভদ্রদেশকাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য ।' রবীন্দ্র, ১৯০৪ ।

প্রাচ্যজগৎ [স] বি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশ । 'প্রাচ্যজগতেও মরিশাস রূপের প্রয়োজন রয়েছে ।' বোম্ব, ১৯৪৯ ।

প্রাচ্যজাতীয় [স] বি এশীয় । 'প্রাচ্যজাতীয়ের প্রতি, ভাষ্যভবনীয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইংরাজি সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

প্রাচ্যতা [স] বি প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য । 'প্রাচ্য অনুভবের প্রাচ্যতা কিসে ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

প্রাচ্যদেশীয় [স] বিশ এশীয় । 'প্রাচ্যদেশীয় ভিন্নজাতীয় জীবনকালের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে ... ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

প্রাচ্যবিষেয [স] বি প্রাচ্যের প্রতি হিসেব । 'এই পরবিষেয, বিশেষত প্রাচ্যবিষেয ... কাহারও অযোগ্যের নাই ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

প্রাচ্যভূমি [স] ১ বি বসদেশ । 'প্রাচ্যভূমি জীর্ষ হলে পাই শ্রীচরণ ।' বৃন্দা, ১৮৮০ । ২ বি ভারতবর্ষ । 'তাম্রা প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান ।' মুক্ততবা, ১৯৪৯ ।

প্রাচ্যশীলা [স] বি প্রাচ্যের কার্যকলাপ । 'প্রাচ্যশীলা সবেশন করে পরম পাচাত্যলোক লাভ করব ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

প্রাচ্যলোক [স] বি ভারতবর্ষের মানুষ । 'ইরেজ মনে করে প্রাচ্যলোকের পরিমাপবোধ নাই ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫ ।

প্রাচ্যা [স] বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ । 'এই বঙ্গভাষা ... প্রাচ্যা বাহিন্যকারিত্বকা দাক্ষিণাত্য পৈশাচী আবর্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গত হইয়াছে ।' দর্পণ, ১৮৩০ ।

প্রাজ্ঞাতিক [স] বিশ প্রজ্ঞাতিগত । 'মানুষের প্রাজ্ঞাতিক ইতিহাসে প্রণতি

ঘটে থাক বা নাই থাক ... সমাজে প্রণতির যথেষ্ট প্রমাণ মেলে ।' শিব, ১৯৫৬ ।

প্রাজ্ঞাতিকভাব [স] ক্রিবিণ প্রজ্ঞাতিগতভাবে । 'প্রাজ্ঞাতিকভাবে বিশিষ্ট মস্তিষ্ক-নার্জীয় ভ্রমের ভবিষ্যৎ মানুষ বিভিন্ন ভাষা এবং অক্ষরমাণ্যের উদ্ভাবন করেছে ।' শিব, ১৯৫৬ ।

প্রাজ্ঞাপতিক [স] বিশ বিয়ের; বৈবাহিক । 'লোকটিতে প্রাজ্ঞাপতিক ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অনুপ্রবেশ করেছেন ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০ ।

প্রাঞ্জ [স] বিশ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অধিকারী । 'বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ প্রাঞ্জ ।' রামহৃদাস, ১৭৮০ ।

প্রাঞ্জতা [স] বি বিজ্ঞতা । 'এতদ্বৈশী ব্যবহার বিয়ের যাহারদিসের প্রাঞ্জতা আছে ... ।' দর্পণ, ১৮৩০ ।

প্রাঞ্জল [স] বিশ সহজবোধ্য । 'এমত প্রাঞ্জল শব্দের দ্বারা রচনা হইয়াছে ।' দর্পণ, ১৮২৫ ।

প্রাঞ্জলতা [স] বি সহজতা । 'বন্ধ দিনগুলো থেকে বেরিয়ে আসুক মন ওহ আলোকের প্রাঞ্জলতায় ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

প্রাভুবিবাক [স] বি অভিজ্ঞ বিচারক । 'এদেশীয় প্রাভুবিবাকবর্গের প্রতি বিশ্বাস করিবেন ।' দর্পণ, ১৮৩৯ ।

প্রাণ [স] ১ বি জীবন । 'রাধার বচন/ না পাইলে বড়ারি/ কারোইর প্রাণ জাএ ।' বৃত্ত, ১৪৫০; 'আকাশ-ভরা সূর্য্যতারা বিশ্ব-ভরা প্রাণ ।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫; ২ বি আত্মা । ওগো, ১৭৮৫; 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে ।' রবীন্দ্র, ১৯১০ । ৩ বি আত্মরিকতা । 'কম কিছু মোর আছে হেথা পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬ । ৪ বি জীবনশক্তি । 'নিজের প্রাণকে ও সৃজনী শক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি ।' রবীন্দ্র, ১৯২১ । 'বি মন । 'প্রাণে খুশির তৃপ্তান উঠেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯২১ । 'কিন্তু জন্ম । 'প্রাণে গান নাই মিছে তাই ফিরিবে যে বাঁশিতে সে গান যুঁজে ।' রবীন্দ্র, ১৯২১ ।

প্রাণ-অংশ [স] বি জীবন । 'আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে যদি তারে বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচারে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

প্রাণ-অগ্নি [স] বি প্রাণরূপ আত্মন । 'তোমার মতি ও হাওয়া প্রাণ-অগ্নি সিন্ধু প্রোতে থাকি খোঁজে সে যাত্রার স্মৃতি ।' ফররুখ, ১৯৪৬ ।

প্রাণ-অণু [স] বি প্রাণের ক্ষুদ্র জীব । 'প্রাণ-অণুর সন্ধান করা ও তাহার স্পন্দনের স্বরূপ অবহিত হওয়া আবশ্যক ।' জগদীশ, ১৯২৬ ।

প্রাণ-আত্মর [স] বি প্রাণরূপ আত্মন । 'প্রাণ-আত্মরের নিভড়ানো বস - সেই আমাদের শান্তি-জল ।' নজরুল, ১৯২৪ ।

প্রাণ-উল্লাহ [স] বিশ প্রাণোচ্ছল । 'চলমান-বেশে প্রাণ-উল্লাহ ।' নজরুল, ১৯২৮ ।

প্রাণকশা [স] বি বানিকতা; আনন্দ । 'দুঃবেকশা প্রাণকশা করে গেছে হরিণের 'গরে' শক্তি, ১৯৬১ ।

প্রাণকান্ত [স] ১ বি প্রাণরক্ষা । 'জানিলাম প্রাণকান্ত তুমি যে যেমন ।' উমেশ, ১৮৫৭ । ২ বি প্রাণেশ্বর । '... তোমাতে আমার প্রাণকান্তের মন লেখা আছে ।' দীনবন্ধু, ১৮৩০ ।

প্রাণকান্তা [স] বি স্ত্রী প্রিয়সদী । 'প্রাণকান্তা জেন আমি নিতান্ত তোমারি ।' উমেশ, ১৮৫৭ ।

প্রাণকামী [স] বিশ প্রাণ কামনা করে এমন । 'সে এই প্রাণকামী কামনাগুলিকে চাপা দিতে চায় ।' মানিক, ১৯৪০ ।

প্রাণ-কুঁড়ি [স] বিশ প্রাণ+কুঁড়ি বি প্রাণরূপ কুঁড়ি । 'যত প্রাণ-কুঁড়ি ফুটতে পারনি ফুলে ।' সিকান্দার, ১৯৪৬ ।

প্রাণকুরঙ্গ [স] বি প্রাণরূপ কুরঙ্গ; প্রাণ-হরিণ। 'প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ার চপল মায়া।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

প্রাণকেন্দ্র [স] ১ বি প্রাণের ভিতর। 'সত্যের নিপুট বার্তা প্রাণকেন্দ্রে যার সংযোগন।' ফররুখ, ১৯৬৩। ২ বি মূল ভিত্তি। 'পরিবার হলো সমাজের প্রাণকেন্দ্র।' বেগম, ১৯৬৬।

প্রাণ-কোলাহল [স] বি প্রাণপ্রাচুর্য। 'পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শৃঙ্গার।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

প্রাণক্রিয়া [স] বি প্রাণচাক্ষু্য। 'সামাজিক প্রাণক্রিয়ার যোগে ফিল অবিস্ক্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

প্রাণ খোলা [স] অকৃত্রিম হওয়া। 'আনন্দে গাহিছে প্রাণ বুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রাণ খুলে দেখানো [স] ক্রি হৃদয়ের কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। 'দেখাতে পারিলে কেন প্রাণ খুলে গো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রাণ খুলে হাসা [স] ক্রি প্রাণের পরিমাণে হাসা। 'তখন সে কেবল প্রাণ বুলিয়া হাসিতে যোগ দিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রাণ-খোলা ১ ক্রি অতি উৎকৃষ্ট হওয়া। 'আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি অকণ্ট হওয়া। 'তবে সে ক্রমে কহিবে যে কথা, তবে সে খুলিবে প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ অব্যাহ। 'আমি প্রাণ-খোলা হাসি উদ্ভাস।' নজরুল, ১৯২২। ৪ বিণ স্বতঃস্ফূর্ত। 'বরাবরের মত প্রাণখোলা আমোদ হয় নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

প্রাণগম্বী [স] বি জীবননদী। 'প্রাণগম্বী।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'প্রাণগম্বীর পূর্বমুখী ধারায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রাণগত [স] বিণ আত্মিক। 'তার মধ্যে প্রাণগত বুদ্ধি নেই, বুদ্ধগত সন্ময় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রাণগলানো [স] বিণ মন তুলানো। 'তাঁহাতে আমাদের দিশি সমুদ্রের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

প্রাণগরুর [স] বি অন্তরের অন্তরত। 'ক্রোধ হৃৎকারে ওঠে ঘন ঘন প্রাণগরুর হৃৎ।' নজরুল, ১৯৪১।

প্রাণগোপাল [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'প্রাণ গোপাল হুলা না রে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

প্রাণগ্রাহক [স] বিণ প্রাণগ্রাহকারী; প্রাণগ্রহী। 'মহিমাবাহ কৃপিত প্রহুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া ...' হরহৃদয় রায়, ১৮৫৫।

প্রাণঘন [স] বিণ প্রাণবন্ত। 'এই সমুদ্রপারের কর্মশেল হাড়মোট প্রাণঘন দেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রাণ-ঘর [স] বি প্রাণরূপ ঘর। 'অধিক সত্য প্রাণের টান, প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।' নজরুল, ১৯২৪।

প্রাণঘাত [স] বি জীবননাশ। 'তেজি কমা করিয়া না কৈল প্রাণঘাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিষম দীঘল নিশি মোর প্রাণঘাত।' বাহরাম, ১৬৫০।

প্রাণঘাতক [স] বিণ মৃত্যু ঘটায় এমন। 'এই প্রাণঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা।' অক্ষর, ১৮৫০।

প্রাণঘাতী [স] ১ বিণ প্রাণকে হত্যা করে এমন। 'প্রাণঘাতী ছুরির মতন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ২ বিণ প্রাণনাশ করতে পারে এমন মাদারাক। 'সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একথানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাডেন।' মূলতাবা, ১৯৫২।

প্রাণচক্কল [স] বিণ প্রাণশক্তিতে ভরপুর। 'প্রাণচক্কল প্রাচীর তরঙ্গ,

কর্মবীর।' নজরুল, ১৯২৮।

প্রাণচক্কলতা [স] বি প্রাণোচ্ছলতা। 'তাদের মধ্যে প্রাণচক্কলতা রয়েছে।' বেগম, ১৯৭০।

প্রাণচাক্ষু্য [স] বি প্রাণের উজ্জ্বল। 'জ্ঞাতির জীবনে এ ধরনের উল্লাস ও প্রাণচাক্ষু্য প্রভাব আসে না।' আজাদ, ১৯৪২।

প্রাণ-জ্ঞাপা বিণ প্রাণের জ্ঞাপর ঘটায় এমন। 'তাদের শোনাই প্রাণ-জ্ঞাপা মস্তর রে।' নজরুল, ১৯২৪।

প্রাণ জুড়ানো [স] ক্রি মন ভুগ্ন হওয়া। 'তোমার ইংরেজি বুকনীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।' গিরিশ, ১৮৮৯।

প্রাণকুরনা [স] প্রাণ+কুরনা বি প্রাণরূপ কুরনা। 'প্রাণকুরনার উজ্জল ধার।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। 'হে অদৃশ্য, কবোজ বন্যা, স্পর্শময় প্রাণ-কুরনা।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

প্রাণ-করা বিণ প্রাণপূর্ণ; প্রাণবন্ত; সজীব। 'স্রীম আবেশে উঠলু জেলে/ পাশাপ ভেঙে প্রাণ-করা নির্ভর রে।' নজরুল, ১৯২৪।

প্রাণ-ঠাসা বিণ প্রাণ ওষ্ঠাগত এমন। 'আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে।' নজরুল, ১৯২৬।

প্রাণঢালা বিণ আত্মরিক। 'মাতার প্রাণঢালা স্নেহ-আদরে তাহার কঠিন অভিমানের আবরণ টুটিয়া পড়িয়াছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

প্রাণতত্ত্ব [স] বি প্রাণ সৃষ্টিসংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'অনন্ততর এক ধাপ উপরে উঠলে পাই প্রাণতত্ত্ব।' সবুজ, ১৯১৭।

প্রাণতত্ত্বজ্ঞ [স] বি প্রাণতত্ত্ব বিষয়ে যিনি বিশেষ জ্ঞানী। 'প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ডাক্তারই যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে ...' সবুজ, ১৯১৭।

প্রাণতত্ত্ববিদ [স] বি প্রাণতত্ত্ব বিষয়ে যিনি বিশেষভাবে জ্ঞানেন। 'তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ।' সবুজ, ১৯১৭।

প্রাণ-স্তরঙ্গ [স] বি জীবনের দোলা। 'লোকে লোকে উঠে প্রাণ-স্তরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

প্রাণতরঙ্গিণী [স] বি প্রাণের মতো সজীব প্রবহমান নদী। 'মৃগামিলন হল দেহমুক্ত বাণীর প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাণতুল্য [স] বিণ প্রাণের সঙ্গে তুলনীয়। 'প্রাণতুল্য পুত্রকে কোরবানী করেছিলেন।' নজরুল, ১৯৩৮।

প্রাণতোষণ [স] বি প্রাণকে ভুগ্ন করা। 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিভিন্ন অর্ধবাহী প্রবহে মনে পর্যাণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রাণত্যাগ [স] বি মৃত্যুবরণ। 'যদি প্রাণত্যাগ করি ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

প্রাণদ [স] ১ বিণ প্রাণ দেয় এমন। 'উচ্চকিত প্রতি রোমকূপে অকস্মাৎ জ্যোৎস্না প্রাণদ, প্রবহ প্রতিস্থানী।' সূরীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি জীবনদাতা। 'সে-পথের আলোদীপ্ত প্রাণদ ঈশাল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

প্রাণদগ্ন [স] বি মৃত্যুদগ্ন। 'সেবকের প্রাণদগ্ন নহে ব্যবহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রাণদগ্নার্থী [স] বিণ প্রাণদগ্ন পাওয়ার যোগ্য। 'প্রাণদগ্নার্থী ব্যক্তিকে একথান সিঁড়ির উপর উঠাইয়া ...' মধু, ১৮৫৭।

প্রাণ-দরিয়া বি প্রাণরূপ নদী। 'সে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, ঘাটে-ঘাটে-বাটে নেমেছে ঢল।' নজরুল, ১৯২৯।

প্রাণদাসী [স] বি জীবনদানকারী। 'যে মূল তাদের শস্যক্ষেত্রে রসপঙ্কার করে সেই হচ্ছে প্রাণদাসী।' প্রমথ, ১৯১৫।

প্রাণদাতা [স] বি প্রাণদানকারী। 'আগনি আমার প্রাণদাতা আর অধিক বলবে কি' নীনবজ্র, ১৮৬৭।

প্রাণদাত্রী [স] বিণ স্ত্রী প্রাণদানকারী। 'তোমাদের জন্য থাক শুধু প্রাণদাত্রী আলো আর আলো' শওকত, ১৯৬২।

প্রাণদান [স] ১ বি সাংখ্যাতিক বিপদ থেকে রক্ষা। 'দারুণী বাড়ায় গো দেহ প্রাণদান' বজ্র, ১৪৫০। ২ বি জীবন দিচ্কা। 'দিয়ে আঁবি সুখাধার, প্রাণদান দাও তার, ...' মদনমোহন, ১৮৩৪। ৩ বি প্রাণ বিসর্জন। 'আমাদের অধিকার প্রাণদান করা' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রাণ দান পাওয়া [স] ক্রি জীবন ফিরে পাওয়া। 'আপনার উপদকে আমরা প্রাণ দান পাইয়াছি' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

প্রাণদায়িনী [স] বিণ স্ত্রী জীবন দান করে এমন। 'মনে হলো বাতাসের প্রাণদায়িনী কমতারই অভাব হয়েছে' হাসান, ১৯৬৫।

প্রাণদাহী [স] বিণ প্রাণ দহনকারী। 'মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা' শব্দ, ১৯৫৫।

প্রাণদেবতা [স] বি প্রাণরূপ দেবতা। 'সেই ভাষা প্রাণদেবতার' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাণদৈন্য [স] বি নিশ্চাণ্ডতা। 'তুল করার অধিকার থাকা চাই, নইলে সমাজে প্রাণদৈন্যের অবধি থাকে না' মোতাহের, ১৯৫০।

প্রাণধর্ম [স] বি মানবিকতা। 'কী আমাদের এই প্রাণধর্ম?' মাহেনও, ১৯৪৯। 'যে প্রাণধর্ম মমতা করুণা মানুষের বুকে বুকে' জসীম, ১৯৫১।

প্রাণধন [স] বি প্রাণরূপ ধন। 'তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন' বৃন্দা, ১৫৮০।

প্রাণধনি [স] প্রাণধনী বি প্রাণের প্রতিমা। 'হায়া প্রাণধনি মোর জীবনের জীবন' বাহরাম, ১৯৫০।

প্রাণ ধর্যে দেওয়া [স] ক্রি প্রসন্ন মনে দেওয়া। 'যে সামগ্রী প্রাণধর্যে দিতে পারবে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

প্রাণধারণ [স] বি জীবনধারণ। 'শিষ্যেরদের স্রষ্টাভ্যগ্রহৃত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রাণধারণযোগ্য [স] বিণ জীবনধারণের উপযোগী। 'না তাহা সাধারণ মানুষের প্রাণধারণযোগ্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রাণধারণা [স] প্রাণধারণ বি প্রাণধারণ; বৈদে থাক। 'তুণ খেয়ে প্রাণধারণা' গুণ্ড, ১৮৫৮।

প্রাণ-ধারা [স] বি প্রাণের প্রবাহ। 'যে নবীন অকুরত্ব তব প্রাণ-ধারা' নজরুল, ১৯২৬। 'বর্ষান্ত্র প্রাণধারায়/ তব জটায় দিলে গো ঠাই' নজরুল, ১৯২৯।

প্রাণ-ধরসী [স] বিণ প্রাণনাশ করে এমন। 'উৎপীড়ন নীতির যথা দিয়ে জাতীয় জীবনে যে প্রাণ-ধরসী ক্ষর-কতির ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে' হাফিজুর, ১৯৫৩।

প্রাণনাশ [স] ১ বিণ প্রাণহীন। 'প্রাণনাশ কাহাউর উদ্দেশে চল' বজ্র, ১৪৫০। ২ বি প্রহৃত। 'প্রাণনাশ তন মোর সত্য নিবেদন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি বাধী। 'সত্য সত্য নহে প্রাণনাশ মোর সত্য' মুকুন্দ, ১৯০০।

প্রাণনাশ [স] বি মৃত্যু। 'ভাঁহার জলে মগ্ন হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল' বিদ্যা, ১৮৬৩।

প্রাণনাশক [স] বিণ মৃত্যু ঘটায় এমন। 'প্রাণনাশক তৎপথ্য ওলাওঠা

সংপ্রতি তথায় অবস্থিতি করিয়া অনেককে কাতর করিয়াছেন' দর্পণ, ১৮২৭।

প্রাণনাশিনী [স] বিণ স্ত্রী প্রাণ নাশ করে এমন। 'যখন সে যুবতী প্রাণনাশিনী হইল' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

প্রাণনাশী [স] বিণ হত্যাকারী। 'ধাঘারে বলিলা মাসি সেই হইল প্রাণনাশী' বিজয়, ১৬৫০।

প্রাণ-নিঃস্ব [স] বিণ প্রাণহীন। 'যা যায় তা পুরাতন, তা প্রাণ-নিঃস্ব' অন্নদা, ১৯২৮।

প্রাণপঙ্কী [স] বি প্রাণরূপ পানি। 'কোনোমতে প্রাণপঙ্কী নিয়ে কিরি আপিস-কন্দরে' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

প্রাণপথ [স] ১ ক্রিবিণ জীবন বাড়ি রেখে কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প। 'ভোলাইতে প্রাণপথ করে প্রতিদিন' সুলতান, ১৭০০। 'ভাঁহারপথে প্রেরণাতে প্রাণপথ পর্যন্ত প্রবৃত্ত করা হয়' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বিণ প্রতিজ্ঞাবাহ। 'আত্মোপায় তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপথ আবশ্যকীয় কাজ' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রাণপথে [স] ১ ক্রিবিণ প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিয়ে; সাধ্যমতে। 'প্রাণপথে ধনেন্দবে করিব সন্ধান' ভবানী, ১৮২৫। 'তুমি হাজার প্রাণপথে পরিশ্রম করিয়া ...' দর্পণ, ১৮৩১। ২ ক্রিবিণ নিরুপায় হয়ে; ধৈর্যের সঙ্গে। 'কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম বলে প্রাণপথে শেষ করে ফেললুম' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রাণপতি, প্রাণপতী [স] বি প্রাণের মতো প্রিয় যে বামী। 'আগী দেহ প্রাণপতী' বজ্র, ১৪৫০। 'মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রাণপদার্থ [স] বি মনশ্রাণ। 'আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পটীসাহিত্য ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রাণ পরিত্যাগ করা [স] ক্রি আত্মহত্যা করা; জীবন বিসর্জন দেওয়া। 'ইহা না হইলে আমি কোনমতেই জল গ্রহণ করিব না, প্রাণ পরিত্যাগ করিব' গুণ্ড, ১৮৫৫।

প্রাণপরিপূর্ণ [স] বিণ প্রাণবন্ত। 'উর্মির নবাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাণ পাওয়া ১ বি অত্যন্ত তৃষ্ণা অনুভব করা। 'মহাশয়ের বরির [পাতিক তাল আহনে যুনিগ্রা প্রাণ পাইলাম] চিঠিপত্র, ১৭৮৪। ২ ক্রি রক্ষা পাওয়া। 'কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

প্রাণপানি, প্রাণপানী ১ বি প্রাণরূপ পানি। 'আমারি প্রাণপানী সপিয়ে তোমার হে' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬। 'প্রাণ-পানী দেন দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়ি উড়ি করিতেছে' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি আত্মা। 'লালন বলে করবি হায় হায়/ ছেড়ে গেলে প্রাণপানি' লালন, ১৮৯০।

প্রাণপাত [স] বিণ প্রাণ চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় এমন। 'সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম' শব্দ, ১৯১৭।

প্রাণপাত করা [স] ক্রি কঠোর পরিশ্রম করা। 'মনোহর, প্রাণপাত করিয়া ভাঁহার কার্য করিতেন' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

প্রাণপাতন [স] বি প্রাণ দেওয়া। 'আপনার প্রাণপাতনে উপাধিহৃত ধন সব অগ্নিতে নষ্ট কর' বঙ্কিম, ১৮৯২।

প্রাণপালন [স] বি জীবন প্রতিপালন। 'প্রাণসুখী প্রাণপালন ও প্রাণতোষের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যন্ত' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রাশপিড়াসিল

প্রাশপিড়াসিল [স প্রাশপিড়াসীল] বিপ প্রাশকে পীড়িত করে এমন। 'বহু তিমিসিল আছে প্রাশপিড়াসিল মনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রাশপিত [স] বি বিরাট প্রাশী। 'দুর্দায় প্রাশপিতকে দাঁ দাঁ করে ভেঁড় তুলে আসতে দেখে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রাশপীঠ [স] বি প্রাশরূপ পীঠস্থান। 'কীটন্ত গ্রহের মতো আমার তনুপীঠ, আমার প্রাশপীঠ।' মহম্মদ, ১৯৩৮।

প্রাশপুত্তলিকা [স] প্রাশপুত্তিকা। বি প্রাশরূপ পুতুল। 'কৃষ্ণ আমার প্রাশপুত্তলিকা।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রাশপুরুষ [স] ১ বি প্রাশরূপ পুরুষ। 'তুমি উদ্যানের প্রাশপুরুষ, জীবাশ্ম, গরমাশ্ম, প্রোতাস্ম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি মনের মানুষ। 'প্রাশপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রাশপূর্ণ [স] বিপ উত্তাল। 'প্রাশপূর্ণ কাটকা মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রাশ পোড়া কিরিরেহের কারণে মনে ব্যথা লাগা। 'তখনো তোমার প্রাশ গুড়ে।' নজরুল, ১৯২৩।

প্রাশ-পোড়ানি বি মনের ছালা। 'এত দুঃখ আর এত প্রাশ-পোড়ানি।' নজরুল, ১৯২২।

প্রাশপোড়ানো ১ বিপ বেনাদায়ক। 'প্রাশপোড়ানো অতীতটা জগদল পিয়ার মতো।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিপ সুনন্দলীলতার যন্ত্রণা। 'প্রাশ-পোড়ানো গানের অন্তন ছালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রাশ-একুতি [স] বি মনের বাক্যগত তপাণ। 'অবল হয়ে ওঠে তার প্রাশ-একুতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রাশখতিয়া [স] বিপ ক্রী প্রাসের মতো প্রিয়। 'তিনি তাঁহার প্রাশখতিয়া মুনীর বিবাদের সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রাশখতিটা [স] বি প্রাশসংকার। 'বিন্যাকে উদ্ধার করিয়া' দেবী সরস্বতীর প্রাশখতিটা করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রাশখতিতাতা [স] বিপ স্থাপনকর্তা। 'শোক-সমিতির প্রাশখতিতাতা ... খনাবাদ জানাইলেন।' মনসুর, ১৯৪০।

প্রাশপ্রদায়ী [স] বিপ অনুপ্রাণিত করে এমন। 'প্রাশপ্রদায়ী ব্যাপারে - যেমন বিয়ে, বৃত্তিগ্রহণ, বহুনির্বাচন প্রকৃতি বিষয়ে যদি ভরস্বার বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তাটা ভুল করবে।' মোতাহের, ১৯৫০।

প্রাশ-প্রদীপ [স] বি জীবনপ্রদীপ। 'তুইও তোর প্রাশ-প্রদীপ জ্বাল।' নজরুল, ১৯০২। 'আপনার প্রাশ প্রদীপ নিভিয়ে সবার প্রাশ জ্বালা।' নজরুল, ১৯৪১।

প্রাশপ্রবাহ [স] বি প্রাশপ্রবাহ। 'প্রাশপ্রবাহের সঞ্জীবনী তুষার কাতরে খোঁপে গাই।' বিষ্ণু, ১৯১১।

প্রাশপ্রবাহ [স] বি মুহূর্ত। 'বিবিবিপাকে, সে পর্বত, তাহার প্রাশপ্রবাহ হই নাই।' কিনা, ১৮৪৭।

প্রাশপ্রার্থ [স] বি প্রাশপ্রার্থ। 'একজন প্রাশপ্রার্থীনার অলস, অশরজন প্রাশপ্রার্থী উত্তাল।' শরীফ, ১৯৬৮।

প্রাশপ্রিয় [স] বিপ প্রাসের মতো প্রিয়। 'হা হা প্রাশপ্রিয়সি কি না হৈল মোরে।' কৃষ্ণকান, ১৫৮০।

প্রাশপ্রিয়তম [স] বি প্রাশরূপ প্রিয়তম। 'প্রাশপ্রিয়তমের পাণ্ডয়কে এড়িয়ে চলবার দরখ আঁর শক্তি পেতে ...।' নজরুল, ১৯২২।

প্রাশপ্রিয়া [স] বি প্রাশী। 'কোথা গেলা প্রাশপ্রিয়া দেখহ আসিয়া।' বিদ্য, ১৬৫০।

প্রাশপ্রিয়সি [স] প্রাশপ্রিয়সী। বি প্রেমিকা। কিনা, ১৮৯১।

প্রাশপ্রাটা বিপ উচ্চতর। 'গান গাই আর ভাই প্রাশ প্রাটা সুরে।' সুকুমার, ১৯২০।

প্রাশপ্রাটানো বিপ প্রাশ ফেটে বাবে এমন। 'একটি শীর্ণ শিশু অশান্ত বরে প্রাশপ্রাটানো চাঁককারে কেনেই চলেছে।' তাল, ১৯৪৩।

প্রাশ-কোয়ারা বি প্রাশরূপ কোয়ারা। 'আজকে আমার প্রাশ-কোয়ারার সুর ছুটছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

প্রাশবধ [স] ১ বি মুহূর্ত। 'এক যদি মিথ্যা হয় তবে কর প্রাশবধ দণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হত্যা। 'বিনি দোষে মনুষ্যের প্রাশবধ কৈলে/ মন্দিবেক সেই দোষে নরক কুলে।' সুলতান, ১৭০০।

প্রাশবন্ত [স] ১ বিপ প্রাশপূর্ণ। 'তার জীবনের প্রাশবন্ত ও গতিশীল।' অবল, ১৯২৫। ২ বিপ সক্রিয়। 'সভাসমিতিভ্রমো হয়ে উঠবে প্রাশবন্ত।' কোম, ১৯৪৮।

প্রাশ-বন্যা [স] ১ বি জীবনের প্রোত। 'জীক অন্যান্য প্রাশ-বন্যায় জেনো আশ্র উচ্ছেদ্য।' সুকান্ত, ১৯৪৮। ২ বি প্রাসের প্রার্থী। 'গঠান ও উপলব্ধিভবের মধ্যে অতৃপ্ত প্রাশবন্য পরিচালিত হয়।' হাই, ১৯৫৮।

প্রাশবন্ত [স] বি প্রাশপতি। 'প্রাশবন্ত যদিও দেখিনি, নহে তার চেয়ে কম।' জঙ্গম, ১৯৩০।

প্রাশবন্ত [স] বি জীবনের আনন্দের সময়। 'প্রাশবন্তে রাগা দুঃখের কুড়ি।' ধীরেন্দ্র, ১৯৫৬।

প্রাশ-বহি [স] বি প্রাশরূপ আচন। 'এনে দাও সুপ্রবল প্রাশ-বহি জীলান সুরের।' রফিক, ১৯৪৬।

প্রাশবান [স] বিপ প্রাশবন্ত। 'আমাদের সেপে সাহিত্য জগতই প্রাশবান বলবান হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাশবান তুমের স্পর্শ।' মালিক, ১৯৩৫।

প্রাশবাহু [স] বি প্রাশরূপ বাহু। 'প্রাশবাহুর শরীর হইতে নির্গত জীবের মরণ।' মুহূর্তজর, ১৮১২। 'তাহাতেই তাহার প্রাশবাহু বহিষ্ঠ হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাশ-বিধানো বিপ মনে গেঁথে যায় এমন। 'একটা প্রাশ-বিধানো কথা বলিতে চাইল।' বিকুতি, ১৯২৯।

প্রাশবিজ্ঞান [স] বি জীববিজ্ঞান। 'প্রাশবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এইরূপ পার্থক্য সূত্রনের সমর্থন।' কোম, ১৯৪৮।

প্রাশবিদ্যা [স] বি জীববিজ্ঞান। 'অল্প ব্যাপ্তে যে জীবও বাড়ে এটা প্রাশবিদ্যার একবারে প্রথমতাপের কথা।' সবুজ, ১৯২০।

প্রাশবিধান [স] বি প্রাশখতিটা। 'বসন্তের শিরা-উপশিরা প্রাশবিধান ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রাশবিনাশ [স] বি মুহূর্ত। 'এইরূপে জীবিতাবিক সবেদের প্রাশবিনাশ সেবিয়া, বহুপ্রবাহের রাগ প্রাশত্যাগ করিল।' কিনা, ১৮৪৭।

প্রাশবিনিময় [স] বি ভাবের আদান-প্রদান। 'বিশ্বের সঙ্গে প্রাশবিনিময়ের সেই পণ্যবিনিময়ের দারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রাশবিমোহন [স] বি প্রাশ মোহিত করে এমন। 'ভক্ত-হৃদয়িক প্রাশবিমোহন নর নর ভব প্রকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রাশবিরোধ [স] বি মুহূর্ত। 'ভক্তসম্মার রাজকন্যার প্রাশবিরোধ হইল।' মুহূর্তজর, ১৮১০। 'অন্যায় যানে যাড়ে যত ব্যক্তি শরীরপীড়া

ও প্রাণ-বিশোধ হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণবিসর্জন [স] বি মৃত্যুবরণ। 'দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আত্ম আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রাণবিসর্জনপরায়ণ [স] বিণ ক্রী প্রাণ দিতে উৎসুক। 'বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণ পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রাণবিহীন [স] বি প্রাণরূপ পাণি। 'প্রাণবিহীন দেহপিঞ্জর হইতে অন্য আশ্রয়ে উড়িয়া হাসানের নিকট চলিয়া গেল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

প্রাণবীজ [স] বি প্রাণের জন্য হয়ে বীজ থেকে। 'আছে তিত্ত প্রাণবীজগণি, গর্ভের কোটরে তারা জন্ম হয়ে এ জীবনে এনেছে বিহ্বল।' আহসান, ১৯৪৪।

প্রাণবীণা [স] বি প্রাণরূপ বীণা। 'প্রাণবীণার স্বংকারে সুরের সহস্র পল্ল মুটে গঠে।' নীরেন, ১৯৫২।

প্রাণ-বৈদী [স] বি প্রাণরূপ মন্ড। 'বিশ-পিতার সিংহ-আসন/ প্রাণ-বৈদীতে অধিষ্ঠান।' নজরুল, ১৯২৪।

প্রাণ বেরিয়ে যাওয়া ক্রি অত্যন্ত কষ্ট হওয়া। 'পার্শ্ব পোটে পাঠাতে মাতুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রাণ-বৈদী [স] বি প্রাণের শব্দ। 'জোন্মার পিঠিটি হৈল মোর প্রাণ-বৈদী।' বাহরাম, ১৬৫০।

প্রাণভণ্ড [স] প্রাণভণ্ড ক্রিপ্রাণ প্রাণ হারানোর ভয়ে। 'প্রাণভণ্ড পলাইয়া দ্রুত নৃপসেনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রাণভঙ্গ [স] বি মৃত্যুর ভয়। 'তেজিয়া প্রাণভয় রণভীম রণজয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রাণভয়ানক [স] বিণ প্রাণভয়ে কাতর। 'প্রাণভয়ানক বৃদ্ধ।' বিজুতি, ১৯২৯।

প্রাণভরণ [স] বিণ প্রাণ ভরে দেয় এমন। 'প্রাণভরণ দৈন্যহরণ অক্ষরকরণাধন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

প্রাণভরা বিণ প্রাণপূর্ণ। 'প্রাণভরা ভাষাহারা শিশাহার সেই আশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রাণ ভরে ১ ক্রিপ্রাণ ভূঁড়ির সঙ্গে। 'তবে একখান বিরচাপা দিগি প্রাণ ভরে খাও।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩। ২ ক্রিপ্রাণ আধিক্যের সঙ্গে। 'সুখ মিলায়া প্রাণ ভরিয়া গাহিয়েছে।' সংসদ, ১৮৯৮। ৩ ক্রিপ্রাণ সমস্ত প্রাণ দিয়ে। 'প্রাণভরে জর্যন সর্দিকে অভিসম্পাত নিদ্রুয়।' মুকুন্দ, ১৯৫২।

প্রাণভীত [স] প্রাণ-ভীত বিণ প্রাণ হারানোর ভয়ে কাতর। 'অবশেষে প্রাণভীত পলটো শেষ শক্তি টেনে উল্লুখাসে দেড় দিল।' কায়সার, ১৯৬৫।

প্রাণভুক [স] বিণ প্রাণ সহ্যের পিপাসা রয়েছে এমন। 'নির্বিল্ল পথের প্রয়োজনে/ প্রাণভুক ব্যাকসের চতুর ভূমিকা তার কোকভাষাভীত।' সিকান্দার, ১৯৬১।

প্রাণভূমি [স] বি জীবন। 'জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি প্রাণভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাণমণি [স] বি প্রাণরূপ মণি। 'রাহি দিন তপি মোর প্রাণমণি রহিল কিবা কারণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রাণমন [স] বি প্রাণ ও মন। 'চারি দিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণমন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

প্রাণমন্ত্র [স] বি জীবনের সূত্র। 'নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রাণময় [স] বি হৃদয়বান। 'এসো হে ভাই এসো, বোসো হে প্রাণময়।' রবীন্দ্র, ১৯৮৩।

প্রাণময় কোষ [স] বি আত্মার সজ্জাকারের অন্যতম আবরণ। 'মখা, অন্তর্য কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

প্রাণময়তা [স] বি সজীবতা। 'প্রাণময়তায় সাগরের নীর্যলতা ছাড়িয়ে উঠেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

প্রাণময়ী [স] ১ বিণ ক্রী প্রাণদায়ক। 'পৃথিবীর প্রাণময়ী মাটিকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ ক্রী সতেজ। 'চির নিবসের প্রাণময়ী ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

প্রাণ-মানন [স] বি প্রাণোচ্ছলতা। 'চাই না নেতা, চাই স্নোনেল, প্রাণ-মাননের ছুঁক ঘুমা' নজরুল, ১৯২৪।

প্রাণমান [স] বি জীবন ও সমান। 'ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদগ্রস্ত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রাণ-যমুনা [স] বি প্রাণরূপ যমুনা। 'প্রাণ-যমুনার তীরে মৃত্যুর উল্লস সাগ, বিহঙ্গ-হৃদয় ছিন্নপাখা।' নীরেন, ১৯৪৮।

প্রাণ বাহুরা ক্রি প্রাণ যাওয়ার মতো যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হওয়া। 'সে পান্থরাই ঝুঁপেজোড়দের প্রাণ যায়।' মুকুন্দ, ১৯৪৯।

প্রাণবাণী [স] ১ বি জীবনবাণী। 'সেইটেই হয়ে গঠে মুখ, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণবাণীকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি প্রাণের স্বাভাবিক চলমানতা। 'মানুষের প্রাণবাণী থেকেও বিস্তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

প্রাণরক্ষা [স] বি জীবন বাঁচানো। 'অশ্বখামার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।' গৌর, ১৮২২।

প্রাণরস [স] বি প্রাণ বাঁচায় যে রস। 'শিকড় থেকে উর্ধ্বে বেয়ে গঠে তরুণ প্রাণরস।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

প্রাণরাজ্য [স] বি প্রাণীজগৎ। 'প্রাণরাজ্যে ওদের হল বনেদি বংশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাণলক্ষী [স] বি অস্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'প্রাণলক্ষী নির্বাপিত।' বুদ্ধ, ১৯৪২।

প্রাণলীলা [স] বি প্রাণচালন্য। 'নিত্যজ্ঞান সৎসারের প্রাণলীলা না উঠিতে মুটে/ যাঁহী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি ঘুরে ছুটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রাণলেশহীন [স] বিণ নিশ্চাপ। 'এই প্রাণলেশহীন সতীটিকে কাঁধে তুলিয়ে শিবের মতো কত কাল ঘুরবে।' অন্নদা, ১৯২৮।

প্রাণলোক [স] বি প্রাণের জগৎ। 'চিত্রাঙ্ক থেকে প্রাণলোকে সূর্যের আলো জোপ করতে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রাণশক্তি [স] বি প্রাণবৈশিষ্ট্য। 'ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রাণশিখা [স] ১ বি প্রাণরূপ দীপশিখা। 'সহসা সেই রাতে এই নির্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি প্রাণরূপ বহিঃশিখা। 'আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

প্রাণ-শিখর [স] বি প্রাণে শিখর জাগার এমন। 'তাহা নিত্যজই বিশ্বযুদ্ধ ও প্রাণ-শিখরক।' এসলায়, ১৯৩২।

প্রাণশূন্য [স] বিণ নিশ্চাপ। 'কেন না আমি এখন প্রাণশূন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মাইকেল, ১৮৭৩।

প্রাণসংশয় [সি] বি প্রাণনাশের আশঙ্কা। 'সিন্দুর লাগাইলেই কিন্তু যুবকের প্রাণসংশয়।' বনফুল, ১৯৩৬।

প্রাণসংশয়কারী [সি] বিশ মৃত্যুর ভয় থাকে এমন। 'অসংখ্য ... প্রাণসংশয়কারী অবস্থার মধ্যে পতিত করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণসংহার [সি] ১ বি বধ। 'এক্ষণে, অনন্যকর্মা হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি মৃত্যু। 'অন্যান্য দেশে অনেক লোকের অল্পভর ও প্রাণসংহার হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণসংহারক [সি] বিশ প্রাণ হরণ করে এমন। 'ঐ সকল প্রাণসংহারক বাস্পকে উর্ধ্বকণ্ঠ করিতে সমর্থ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'তারে এই প্রাণসংহারক, বংশনাশক সম্বল হতে নিবৃত্ত করবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা কর।' মাইকেল, ১৮৭৩।

প্রাণসমী [সি] বি প্রাণরূপ সমা। 'প্রাণসমা আঁজি দেখা মোর শূন্য মার্গে শ্বপদেন্দ্রী সহ।' মাইকেল, ১৮৬০।

প্রাণসমী [সি] বি স্ত্রী প্রাণপ্রিয় সহধর্মী। 'অন্যজন কাঁহা লিখি নাহি জানে প্রাণসমী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রাণসম্ভার [সি] বি মৃতদেহে জীবন আনয়ন। 'কন্যার কলেবরে ... প্রাণসম্ভার হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রাণসম্ভারী [সি] বিশ প্রাণদান করে এমন। 'উর্ধ্ব সাহিত্যে ... ইতিপূর্বেই প্রাণসম্ভারী সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪২।

প্রাণসম্ভা [সি] বি প্রাণের অতিক্রম। 'তোমাতেই পাই প্রাণসম্ভার নীলিমাভাস।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

প্রাণসম [সি] বিশ প্রাণের সমতুল্য। 'প্রভুর তত্ত্বগণের তিব্ব প্রাণসম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রাণ সমতুল [সি] বিশ প্রাণের সমান। 'পুর এক আক্ষেপে প্রাণ সমতুল।' বাহরাম, ১৬৫০।

প্রাণসমা [সি] বিশ স্ত্রী প্রাণের সমান। 'চিরকোথা বলি এক সখী প্রাণসমা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

প্রাণসমান [সি] বিশ প্রাণের সমতুল্য। 'মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণসমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রাণসমুদ্র [সি] বি প্রাণরূপ সমুদ্র। 'সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে প্রাণসমুদ্রের মহাপ্রবল ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

প্রাণসম্পদ বি প্রাণ রূপ সম্পদ। 'নবজীবনের প্রবেশ তোরপে প্রাণসম্পদ আবার দিয়াছে দেখা।' আহসান, ১৯৫০।

প্রাণসাধারণ [সি] বি প্রাণরূপ সাধারণ। 'প্রাণসাধারণে কাঁপিয়ে পড়ি নে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

প্রাণসাধনা [সি] বি প্রাণকে বাড়িয়ে রাখার সাধনা। 'প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রাণসূর্য [সি] বি প্রাণরূপ সূর্য। 'ভাষার তব তনুতে অমৃত জ্যোতি/ প্রাণসূর্যের একান্ত সংহতি।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

প্রাণসৃষ্টি [সি] বি জন্মনাদ। 'প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণত্যাগের বিভিন্ন রকম তার দেখে মনে পরাণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রাণস্থলী [সি] বি দ্রব্যপত্র। 'পাথর তরলে দোলে বাষ্পীভূত প্রাণস্থলী চূপ।' শক্তি, ১৯৬১।

প্রাণস্পর্শ [সি] বি প্রাণের ছোঁয়া। 'ভাল লাগে না আমার এই প্রাণস্পর্শহীন আশ্রয়শ্রুতি।' সুকান্ত, ১৯৪১।

প্রাণ-স্পর্শমণি [সি] বি প্রাণরূপ পরশমণি। 'প্রাণ-স্পর্শমণি মোর।' নজরুল, ১৯২৪।

প্রাণস্পর্শহীন [সি] বিশ প্রাণের ছোঁয়া নেই এমন। 'ভাল লাগে না আমার এই প্রাণস্পর্শহীন আশ্রয়শ্রুতি।' সুকান্ত, ১৯৪১।

প্রাণস্পর্শী [সি] বিশ প্রাণ স্পর্শ করে এমন। 'আশ্রয়মুখে গীত আশ্রয়না গানের প্রাণস্পর্শী ব্যাঘ্রনা আমার কানে এল।' নজরুল, ১৯২২; 'কুঠারের কাছে এত প্রাণস্পর্শী গুটি নিবেদন।' শক্তি, ১৯৭০।

প্রাণবদ্ধ [সি] বিশ প্রাণের মতো। 'রাজকুমারী শর্মিষ্ঠার প্রাণবদ্ধ।' মাইকেল, ১৮৫৯।

প্রাণ-বরুণী [সি] বিশ স্ত্রী প্রাণতুল্য। 'সিন্ধু কংসের পার্লামেন্টারী দলের প্রাণ-বরুণী এই মহিলা ...।' বেগম, ১৯৪৯।

প্রাণপ্রোত [সি] বি প্রাণের প্রবাহ। 'চিত্তপ্রোত আব্রোত প্রাণপ্রোতের আদিগঙ্গা ঢকাইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'যাহাদের প্রাণ-প্রোতে তেলে লেগে পুরাতন জজাল।' নজরুল, ১৯২৯।

প্রাণহনন [সি] বি প্রাণ হরণ। 'যে কোন জীবের প্রাণহননে সমর্থ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণহন্তা [সি] বিশ হত্যাকারী। 'হস্তপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, ঐ প্রাণহন্তকের প্রাণহন্তা হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রাণ-হবি [সি] বি বিসর্জন। 'সে গ্রানি মুহিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি।' নজরুল, ১৯২৯।

প্রাণহর [সি] বিশ প্রাণ হরণ করে এমন। 'প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে/ সতী পাঁড়নে যে জন ধায়।' গিরিশ, ১৮৮৩।

প্রাণহরণ [সি] বি জীবনাশন। 'বিক্রমসেনের প্রাণহরণ করিয়া রাজা হন।' দর্পণ, ১৮২৯।

প্রাণ হাতে করে ক্ষো - কোনোক্রমে বেঁচে যাওয়া। 'তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে।' নজরুল, ১৯২২।

প্রাণহানি [সি] বি প্রাণের বিনাশ। 'প্রাণহানি নয় প্রাচুর্যহানি তার মৃত্যু।' অনুরা, ১৯২৮।

প্রাণহিন্দো [সি] বি প্রাণের প্রতি বিবেক। 'বহুসংখ্যক জীবের প্রাণহিন্দো করিয়া, মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রাণহিষ্টো [সি] বি প্রাণরূপ তরল। 'এক প্রবল বিপুল প্রাণহিষ্টোলা আসিয়া প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রাণহীন [সি] বিশ অসাড়। 'প্রাণহীন শরীরের উপর কাঁথা টেনে সে নিঃশব্দ হয়ে গুয়ে পড়ে।' গয়ালী, ১৯৬৪।

প্রাণহীনতা [সি] বি নির্জীবতা। 'এই প্রাণহীনতার ভিতর পড়ে ...।' জীবন, ১৯৩১।

প্রাণহীনা [সি] বিশ নিষ্প্রাণ। 'প্রাণহীন গানহীন/ পুতলির মতো বসে রয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রাণহুতাশন [সি] বি প্রাণরূপ আত্ম। 'চিরদিন বহুক্ষিত প্রাণহুতাশন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

প্রাণাকাশ [সি] বি প্রাণরূপ আকাশ। 'প্রাণাকাশে বচনাতীত রায় আসে।' জীবন, ১৯৪০।

প্রাণাগ্নি [স] বি প্রাণরূপ অগ্নি। 'অতস্তু সহস্র দীপ স্বেলে যায় প্রাণাগ্নিতে তার।' ফররুখ, ১৯৬৩।

প্রাণাজ্ঞান [স] বি প্রাণ যার আচ্ছন্ন। 'আজ্ঞাও মোরা প্রাণাজ্ঞান, আমরা জানি না।' নজরুল, ১৯২৬।

প্রাণাঞ্জলি [স] বি প্রাণের নিবেদন। 'হৃদিয়ে দেব দুহাতে তার প্রাণাঞ্জলি বসুন্ধরা।' শব্দ, ১৯৫৫।

প্রাণাত্যয় [স] বি মৃত্যু। 'অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটবেক।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রাণাধার [স] বি প্রাণের পার। 'আমার চিকনকলা ভালেবাসি/ কলা রাখার প্রাণাধার।' গিরিশ, ১৮৮৩।

প্রাণাধিক [স] বি প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়। 'প্রাণাধিক প্রিয়তম পূজন্য।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'রাজনন্দন সুরুমার মৃদুমধুর সখোখনে প্রাণাধিক মিত্র মন্ত্রিপুত্রকে বলিলেন, সাথে।' মগারকর, ১৮৬৯।

প্রাণাধিকা [স] ১ বি প্রী গ্রাণ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। 'রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফল প্রদান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি প্রী প্রাণের চেয়ে প্রিয় নারী। 'তৃপ্তির প্রাণাধিকা গণ্ডে গণবতী।' ফয়জুলেনা, ১৮৭৬; 'প্রাণাধিকার চরণপাতে অর্ঘ্য মলিন।' সুপ্রীত, ১৯২৬।

প্রাণাধীশ [স] প্রাণ-অধীশ। বি প্রাণের অধীশ্বর। 'হৃদয়-মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রাণান্ত [স] ১ বি প্রাণ চলে যাওয়া। 'প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি খুব কষ্ট। 'ভিড়ের মধ্যভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত।' রাজ, ১৮৭৪; 'অভিনয় করত যে প্রাণান্ত হচ্ছে।' মানিক, ১৯৩৫।

প্রাণান্তকর [স] ১ বি মৃত্যুদায়ক। 'তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি সাংঘাতিক। 'জীবনের যৌনকৃত্তর বৌদ আতনের এই প্রাণান্তকর দৌরাহোয়া ...।' জীবন, ১৯৪৮।

প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ [স] বি সীমাহীন কষ্ট। 'বিশদী হালচাল অভেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে।' প্রবন্ধ, ১৯০৫।

প্রাণান্ত-প্রয়াস [স] বি প্রাণপণ চেষ্টা। 'হবে নাকি সুকঠিন প্রাণান্ত-প্রয়াস।' ফররুখ, ১৯৪৬।

প্রাণান্তিক [স] বি প্রাণত্যাগ কটকট। 'কেহ বা প্রাণান্তিক পরিশ্রম করিয়া মরে।' প্যারী, ১৮৫৮।

প্রাণান্তে [স] ক্রিপ্রাণ গ্রাণ থাকা পর্যন্ত। '... যদি এসে তোমার লামা খুঁজে বসে বা মুখ ধুতে বসে - প্রাণান্তেও করো না।' গিরিশ, ১৮৭৭।

প্রাণাপেক্ষা [স] বি প্রাণের চেয়ে। 'প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রাণাবশেষ [স] বি মৃতপ্রাণ। 'গ্রহাণ করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল।' দর্পণ, ১৮২৫।

প্রাণাভিয়ার [স] বি প্রাণের জন্য আরামদায়ক। 'অতি অল্প আগ্রাসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিয়ার।' মূলতর, ১৯৪৯; 'দৃশ্যটি নয়নাভিয়ার না হলেও প্রাণাভিয়ার।' মূলতর, ১৯৫৮।

প্রাণারিত [স] বি সজীবিত। 'মরা মৃত্তিকা করে প্রাণারিত শস্যে কুসুম ফলে।' নজরুল, ১৯৪১।

প্রাণারাম বি প্রাণে শান্তি দান করে যে। 'চুরি করে পাগিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম।' নজরুল, ১৯২৩।

প্রাণাহারী [স] বি প্রাণ আহার করে যে। 'নত হোক প্রাণাহারী যম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

প্রাণে না সওয়া ক্রি মনে সহ্য করতে না পারা। 'এ কী মায়া ... আমার সয় না প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

প্রাণে বাজা ক্রি কই অনুভূত হওয়া। 'প্রাণে বড় বাজিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

প্রাণের ঈশ্বরী বি প্রী প্রাণের ঈশ্বর। 'প্রাণের ঈশ্বরী বিনে তেজিব পরাণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

প্রাণের কুল ১ বি প্রাণের প্রাজ্ঞ। 'এল মোর প্রাণের কুলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'কীপায় শেষ প্রাণের কুল দোদুল দুল।' নজরুল, ১৯২৩।

প্রাণের জ্বালা বি ভব-যন্ত্রণা। 'জ্বালাবে এখন প্রাণের জ্বালা।' জ্যোতিরিন্দ্র, ১৮৮১।

প্রাণের টান বি হৃদয়ের আকর্ষণ। 'প্রাণের টানে টেনে আনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'পরের হেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রাণের তার বি হৃদয়তন্ত্রী। 'পানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রাণের পরাণ বি প্রাণের প্রাণ; প্রাণের থেকে প্রিয়। 'কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রাণের পরামিতি বি প্রাণপ্রিয়। 'প্রাণের পরামিতি বিনে দগ্ধে পরাণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

প্রাণের প্রাণ বি অন্তরের অন্তরাল। 'পশিবে সে প্রাণের প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

প্রাণের বন্ধু বি প্রিয়প্রিয় বন্ধু। 'আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে গড়েনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রাণের ভাষা বি আন্তরিক অনুভবের ভাষা। 'পণ্ডিত দেয় নাই মেয়ে - প্রাণের ভাষাই এর বনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রাণের মানুষ বি হৃদয়ের আরাধন। 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

প্রাণের মেলা বি আনন্দময় আন্তরিক সন্মিলন। 'হোক-না এখন প্রাণের মেলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

প্রাণের সাধন বি সারা জীবনের সাধনা। 'প্রাণের সাধন কবে নিবেদন করছি চরণতলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

প্রাণায়াম [স] বি যোগাসনবিশেষ। 'টাকা দেবার কথা তুললেই প্রাণায়াম করতে বসে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রাণি, প্রাণী [স] প্রাণ। 'পণ্ডিতে তারক মোর প্রাণি হৈল শেষ।' বাহরাম, ১৬৫০; 'তবু মাথো মাথো কেঁদে ওঠে প্রাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রাণিক [স] বি প্রাণ সম্পর্কিত। 'প্রাণিক আত্মজ্ঞেব ... বলিতে পারি।' আলাদা, ১৯৫৫।

প্রাণী, প্রাণি^২ [স] প্রাণী, সমাসে পদান্তের ই-কার। বি জীব; যার প্রাণ আছে। 'বিকট দন্ত কপট প্রাণী।' বড়, ১৫০০; 'তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবধ দণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'যাহারা প্রাণির রক্ষার ও শোকের শান্তি ও বৃহদভার নিমিত্ত ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রাণিক্রীড়াপ্রদর্শক [স] বি প্রাণীর মাধ্যমে খেলা দেখার এমন। 'প্রাণিক্রীড়াপ্রদর্শক বেদীয়া প্রভৃতি জাতিরা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণিজ [স] বিণ প্রাণী থেকে জাত। 'প্রাণিজ পদার্থ আমরা শীঘ্র গ্রহণ এবং গণনা করত পারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রাণিজগৎ [স] বি যাবতীয় প্রাণী। 'প্রাণিজগতের এইরূপ সৃষ্টিবেশ্য ও চিত্তহারিত্ব ... অমের পাটবস্ত্রির পরিচায়ক।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণিতত্ত্ব [স] বি জীবজন্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। 'ইহাতে আমার প্রাণিতত্ত্বটিত পরিচয়-সম্বন্ধে তোমার অন্তত্যা ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

প্রাণিনিষ্ঠ [স] বিণ প্রাণীসুলভ। 'কাম, হিংসা, ক্রোধপিপাসা, ... তাহার নাম প্রাণিনিষ্ঠ প্রবৃত্তি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রাণিবিশ্ব [স] বি প্রাণীহত্যা। 'তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবশ দণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রাণিরাষ্ট্র [স] বি যাবতীয় প্রাণী। 'নিখিল জগৎ প্রাণিরাষ্ট্রের উপরি একেশ্বর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণিলোক [স] বি প্রাণীজগৎ। 'প্রাণিলোকে এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রাণিহত্যা [স] বি জীবহত্যা। 'তাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাপে পাপী হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

প্রাণিহিংসা [স] বি প্রাণীর প্রত বিবেশ। 'ধর্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রাণীজগৎ [স] বি জীবজগৎ। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবেশ্য ও চিত্তহারিত্ব ব্যাপার ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণীজীবন [স] বি জৈবজীবন। 'প্রাণীজীবনের উর্ধ্বে যে জীবন রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে ...' মোতাহেদে, ১৯২০।

প্রাণীতত্ত্ব [স] বি প্রাণীবিদ্যা। 'প্রাণীতত্ত্ব, চূড়ান্ত প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ ভাষাতে প্রকাশ করা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণীতত্ত্ববিদ, প্রাণীতত্ত্ববিৎ [স] বি প্রাণীতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'কোনো কোনো প্রাণীতত্ত্ববিৎ বলেন প্রাণিনিষ্ঠকে আহার করবার জন্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'একজন ... প্রাণীতত্ত্ববিদও ছিলেন।' বিজুতি, ১৯৩৭।

প্রাণীদল [স] বি প্রাণীজগৎ। 'আশীর্বাদি যাহ সবে চিনি দিলি স্থানে, প্রাণীদল।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রাণীন [স] বিণ বাদ্যপ্রাণসমৃদ্ধ। 'নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে ... আমাদের দেহ স্বাস্থ্য।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

প্রাণীবর্ষ [স] বি প্রাণীর সমষ্টি। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীবর্ষের যেমন অবস্থা ইহা থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

প্রাণীবিজ্ঞান [স] বি প্রাণীবিষয়ক বিজ্ঞান। '... প্রাণীবিজ্ঞান, যাবজ্জীবন প্রভৃতি বিষয়ে নিশ্চিন্ততার আশা করিয়াছিলাম, তাহা অল্পরেই বিনষ্ট হইল।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

প্রাণীবিদ্যা [স] বি প্রাণীবিষয়ক বিদ্যা। 'প্রাণীবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা গাছবিদ্যা প্রভৃতির সমন্বিত প্রীতি-সাধন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রাণীরাষ্ট্র [স] বি প্রাণীজগৎ। 'মানুষ যেন প্রাণীরাষ্ট্রের রাজা হলেও অগ্রাণ লোকেরই অধিবাসী।' সত্যজিৎ, ১৯১৭।

প্রাণীশূন্য [স] বিণ কোনো প্রাণী নেই এমন। 'সমস্ত পৃথিবী এক নিমেষে প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে।' নবরত্ন, ১৯২২।

প্রাণেশ [স] ১ বি প্রিয়জন। 'প্রহর ব্যক্তি অই, প্রাণেশ আইল কই

...।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি প্রাণেশ্বর। 'ভাবি যবে, প্রাণেশ, তাজিলে দেহ আর না পাইব।' মাইকেল, ১৮৬২। 'প্রাণেশ আমার ভাণীভাষে খেলে প্রাণের বেলাঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

প্রাণেশ্বর [স] ১ বি স্বামী। 'সোনাই বেলে কথা শোন প্রাণেশ্বর।' বিজয়, ১৬০০। ২ বি প্রিয়তম। 'এ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বর।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বি প্রভু। 'শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রাণেশ্বরী [স] বি প্রাণের অধীশ্বরী; প্রেমিকা। 'সেবির্ভূ নরান ভরি প্রাণেশ্বরী যুগ' বাহরায়, ১৬৫০। 'প্রাণাধিক প্রাণেশ্বরী, কেঁদো নাহো আর।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

প্রাণোচ্ছ্বাস [স] বি প্রাণের আবেগ। 'পাবে না, এখানে হুঁজে ক্লান্তবী সেই প্রাণোচ্ছ্বাস।' করকণ্ঠ, ১৯৬৩।

প্রাণোচ্ছ্বাসী [স] বিণ প্রাণকে নব উদ্দীপনা দেয় এমন। 'এই প্রাণাত্মিক যন্ত্রণা দিয়েই প্রাণোচ্ছ্বাসী প্রেমসুখ পান করানো ...।' আইয়ুব, ১৯৩০।

প্রাণোন্মাদক [স] বিণ প্রাণে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী। 'যাহার প্রাণোন্মাদকের আকর্ষণে অবশ আত্মবিস্মরণ।' হাই, ১৯৫৪।

প্রাণোন্মাদনা [স] বি প্রাণোচ্ছলতা। 'মুসলমানেরা আজ প্রাণোন্মাদনার চকল হয়ে উঠেছে।' মাহেদুজ্জামল, ১৯৪৯।

প্রাতঃস্নাত [স] বি সকাল। 'প্রাতঃস্নাত রথযাত্রা হবক' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'প্রাতে বৃত্তি সখি সবে বাদনী পারশ্বরসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রাতঃকর্তব্য [স] বি সকালবেলার কাজ। 'প্রাতঃকর্তব্য নমস্কার-স্বাধ্যায়াদি করিয়া ... দণ্ডায়মান হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

প্রাতঃকাল, প্রাতঃকাল [স] বি প্রাতঃ। 'উপিত হইল ভানু লেন প্রাতঃকালে।' মাধব, ১৫০০। 'কীর্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'প্রাতঃকালে আহ্বার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিষয় কার্য সম্পাদন ...' অক্ষয়, ১৮৪৬।

প্রাতঃকালিক [স] বিণ সকালবেলার। 'স্ত্রী ও পুরুষ ঘোড়ায় প্রাতঃকালিক ব্যায়াম করিতেছে।' কৃষ্ণদাসিকী, ১৮৮৫।

প্রাতঃকালীন [স] বিণ ভোরবেলার। 'প্রাতঃকালীন সুমিষ্ট বিতচ্চ সমীরণ সেবন করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত বিকশিত করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রাতঃকৃত্য [স] ১ বিণ সকালের প্রার্থনা। 'প্রভু করে প্রাতঃকৃত্য নামসংকীর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রতিদিনের সকালবেলার করণীয় কাজ। 'ধর্মীদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহাদিগের প্রাতঃকৃত্য ইহায়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

প্রাতঃক্রিয়া [স] বি প্রাতঃকালে করণীয় কাজ। 'প্রাতঃক্রিয়া করিয়া করিল স্নানদান।' রবীন্দ্র, ১৬৬৯।

প্রাতঃক্রিয়াদি [স] বি মনুষ্য ভাণ ইত্যাদি। 'প্রাতঃক্রিয়াদি সেয়ে পেটপুরে নাড়া করে চুটছে সব লাইব্রেরীর দিকে।' হাই, ১৯৫৮।

প্রাতঃব্যায়াম [স] বি সকালের ব্যায়াম। 'শাদা ঝাঁড়তি যেন প্রাতঃব্যায়ামে জন্মেই হাসকো মেজাজে ...' হাসান, ১৯৬৯।

প্রাতঃভান [স] প্রাতঃভানু। বি সকালের সূর্য। 'চলিল যেহেন প্রাতঃভান।' জগদীশ, ১৬০০।

প্রাতঃসন্ধ্যা [স] বি হিন্দুদের প্রাতঃকালীন উপাসনা। 'সন্ধ্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া ... ধর্মের কথা বলিতেন।' রবীন্দ্র,

১৮৮৪।

প্রাতঃসূর [সি] বি সকালের সূর্য। 'সর্ব লক্ষ উজ্জ্বল রাহুল প্রাতঃসূর।' আলোণ, ১৬৮০।

প্রাতঃসূর্যকৃতি [সি] বি প্রাতঃসূর্যের দীপ্তি। 'ভৈরব, সেদিন তব শ্রেষ্ঠসঙ্গীদর বক্ত-আঁধি দেখে তব তত্ত্বসূর্য রত্নাংকুরে রহিয়াছে চাকি, প্রাতঃসূর্যকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

প্রাতঃস্নান [সি] বি ভোরবেলার স্নান। 'প্রাতঃস্নান করি, যৌত দুটি পরি।' রামধন্য, ১৯৮০।

প্রাতঃস্নানীয় বিপ সময়ে মনে রাখার বোধ্য। 'সন্দেশিন, বেকন, নিউটন, রামমোহন প্রভৃতি প্রাতঃস্নানীয় মহাপ্রাণিদের প্রতিমূর্তি হানে হানে স্থাপন করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রাতঃস্নানীয়া [সি] বি দ্বীপী স্নানযোগ্য। 'প্রাতঃস্নানীয়া মহাপ্রাণীর শাসনকাল হইতেই ... সঙ্গ্য-তত্ত্বাদির উপদ্রব নাই।' অক্ষয়, ১৮৮৪।

প্রাতঃব্যাক্য [সি] বি প্রাচীন কথা। 'প্রাতঃব্যাক্য লেখক কহে এমনত বিধান সন্ধান ব্যাক্য তার।' ভবানী, ১৮২৫।

প্রাতঃস্থান [সি] বি সূর্যোদয়ের সময়ে গুহা। 'প্রাতঃস্থানপূর্বক প্রায় জনকত মিনি বাতাস শান্ত মতে স্পন্দ পাপ ...।' জ্ঞানকোষ, ১৮৫২।

প্রাতঃরাশি [সি] বি সকালের খাবার। 'বিখ্যাতি প্রাতঃরাশি বাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

প্রাতঃরূপ [সি] বি সকালবেলার হাঁট। 'ডাকার প্রাতঃরূপ করবার উপদেশ দেয়।' মুক্ততা, ১৯৪৯। 'প্রাতঃরূপ হচ্ছে - বটে বটে - সূক্ষ্ম একটা হাসি।' হাসান, ১৯৬৬।

প্রাতিভূম্য [সি] বি বিরুদ্ধাচরণ। 'পরানমি ব্যক্তির প্রাতিভূম্য, স্মৃতি দরিদ্র লোকেরদের ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

প্রাতিভাসিক [সি] বি বিপ বাধব না হয়েও বাধবরূপে প্রতীয়মান। 'প্রাতিভাসিক সত্য সম্মত সত্য নয়।' প্রথম, ১৯১৪।

প্রাতিষিক [সি] বি দ্বীপী। 'তার প্রাতিষিক বিবর্তনীয় সমগ্রাভাষ্য সে অনন্য।' শিব, ১৯৫০।

প্রাতিষিকতা [সি] বি দ্বীপীত্ব। 'সাহিত্য-প্রতিভা এবং অলংকার বিদ্যায় (rhetorics) প্রাতিষিকতা।' রমেশ, ১৯৭০।

প্রাতিষিকতাসম্পন্ন [সি] বি বিপ বসন্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আমরা বহুশ্রুত ও বহুশ্রুত বাহাদুর পরিচয় পাই যারা প্রত্যেকে প্রাতিষিকতাসম্পন্ন।' শিব, ১৯৬৬।

প্রাত্যহিক [সি] ১ বিপ প্রতিদিন করত হয় এমন। 'প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম অব্যাহত করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিপ প্রতিদিনের। 'প্রাত্যহিক সাধির উপস্থিতিও একান্ত আবশ্যক।' দ্বীপী, ১৯৮০।

প্রাত্যহিক পদ [সি] বি দৈমিক ব্যবহার্য। 'সংবাদ অকলোদর নামে এক বালা প্রাত্যহিক পদ প্রচার হইবার রহস্য।' দর্পণ, ১৮৩৯।

প্রাত্যহিকতা [সি] বি রোজকার ধরাধরা ভুক্ততা। 'সেই অবিচ্ছিন্নকরতা, সেই প্রাত্যহিকতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

প্রাথমিক [সি] বি আরম্ভকালীন। 'প্রাথমিক উদ্যোগ হারাই হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রাথমিক চিকিৎসা [সি] বি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তিকে তৎক্ষণিক যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। 'আহুর্নাত্ত, প্রাথমিক চিকিৎসা ও

শিক্ষামূলক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।' কোম, ১৯৪৯।

প্রাথমিক পাঠশালা [সি] বি এই প্রাথমিক পাঠশালায় চেয়ে উপর পর্যন্ত উঠে অর্থবৎসর পর্যন্ত পৌঁছে না ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান [সি] বি নিম্নপাঠ্যের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিদ্যা। 'প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রাথমিক রসায়ন [সি] বি নিম্নপাঠ্যের রসায়ন বিদ্যা। 'ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃত-বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রাথমিক শিক্ষা [সি] বি প্রাইমারি শিক্ষা; সূচনাকালীন শিক্ষা। 'বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূত্রকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে হুটমুট শাস হয়েছ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

প্রাথম্য [সি] বি আদর্শ। 'ত্রীক প্রো উপন্যাস প্রাথম্য অর্থেও সূচিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রাদুর্ভাব [সি] ১ বি ভীতিকর আঘাত। 'এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি অবিভীত। 'নন্দকর প্রাদুর্ভাবে মাসুল রহিত হওয়াতে ...।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বি প্রাচুর্য। 'সমসারে দুর্ভিক্ষ প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিল বলিয়া কদাপি এ প্রকার ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি ব্যাপকভাবে প্রচলন। 'আজ অনেক দেশে পশতল বা ক্রিমিকার প্রাদুর্ভাব হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

প্রাদুর্ভাবকাল [সি] বি অবিভীত কাল। 'তোমার প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।' বন্দন, ১৮৭৪।

প্রাদুর্ভূত [সি] বি অবিভীত। 'নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রাদেশিক [সি] ১ বি প্রাদেশিক অঞ্চলে চালু রয়েছে এমন। 'ভক্তমসি জীব বেতু প্রাদেশিক ব্যাক্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি।' প্রথম, ১৯১২। ৩ বি প্রদেশে অনুভূত। 'প্রাদেশিক সাহিত্যসত্তার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা।' প্রথম, ১৯১৪। ৪ বি প্রাদেশিক। 'প্রাদেশিক শ্যামলিমা যেই পাণ্ডে সাধারণে চাকে, অমনই সে আসে।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০। ৪ বি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। 'প্রাদেশিক ব্যবস্থাসন একটা ধোকাবাজি।' মন্দন, ১৯৪০।

প্রাদেশিকতা [সি] ১ বি প্রদেশের প্রতি পক্ষপাত। 'সাহিত্য-সমাজেও প্রাদেশিকতার সূচি করা হয়।' প্রথম, ১৯১৪। ২ বি আঞ্চলিকতা। 'সৌন্দর্য প্রাদেশিকতা এবং শাস্ত্রীয়কতা জাতীয় সংহতিতে মূল্য সূচ্যরাজ্য করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য। 'বার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্যময় সেই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

প্রাদেশিক পরিষদ [সি] বি প্রদেশের আইন পরিষদ। 'প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন।' গঙ্গা, ১৯৭১।

প্রাধান্য [সি] ১ বি প্রাধান্য। 'উপন্যাসের প্রাধান্য জিনি অন্যতর-সৈন্য/উদয় কেল নির-রাস্তা-মনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রেক্ষিত। 'পরিচয় অর্জনের প্রাধান্য নিত্য।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি তরুণ। 'আজ্ঞা ও মায়ার ও দুয়ের প্রাধান্য সমান।' দর্পণ, ১৮২১। 'আমাদের সাহিত্যে প্রাধান্য যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৭৭। ৪ বি অধিপত্য। 'যদি এক অভির প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলেও হইত।' রমেশদাস, ১৮৮১। ৫ বি অধিকা। 'এই প্রৌঢ় কবিরের কবিতায় বাহ প্রকৃতির প্রাধান্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৭।

প্রাধান্যচিহ্ন [স] বি প্রাধান্যের পদ। 'সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্যচিহ্ন বলিয়া আমি গ্রহণ করি।' বহির্ম, ১৮৭৪।

প্রাধান্যবশতঃ [স] ক্রিণি অধিপত্যবশত। 'কংগ্রেস মহলে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হিন্দু নেতাদের প্রাধান্যবশতঃ শওকৎ আলী ...।' সওগাত, ১৯৩৮।

প্রাধিকারনির্ভর [স] বি জ্ঞানত অধিকার। 'রেফরেন্সনের আদর্শ ছিল ... নিম্নহস্তী, প্রাধিকারনির্ভর, ধর্মকেন্দ্রিক।' শিব, ১৯৫৬।

প্রান [স] প্রাণ। ১ বি জীবন। 'উদার সর্বনিজ পাঠের প্রান। নিজ নব দলে করু আসন দান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মন। 'সভাকার প্রান হরি লৈয়া জাসি কানাকি।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ শ্রীপ

প্রানতুল্য [স] প্রাণতুল্য। বিণ প্রাণের সমান। 'প্রানতুল্য প্রানপ্রতিম শ্রীশ্রীর দাশ।' ওঙ্গী, ১৭৭৯; 'প্রানতুল্য শ্রীমুখ রাধাকান্ত বংশোপাধ্যায়ের গাএর বস্ত্র ...।' চিত্তিপত্র, ১৮২৮।

প্রাননাথ [স] প্রাণনাথ। বি জীবনস্বামী। 'বসুদেব সূত কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ।' মাল্যধর, ১৫০০।

প্রানপোনে [স] প্রাণপণ। ক্রিণি প্রাণপণ। বোমল, ১৭৭০।

প্রানপোনে [স] প্রাণপণ। ক্রিণি প্রাণপণে; সর্বশক্তি দিয়ে। 'ইহারা প্রানপোনে খোড়ার খেমদত কব্রাতে ...।' বোমল, ১৭৭০।

প্রানপ্রতিম [স] প্রাণপ্রতিম। বিণ প্রাণপ্রতির। 'প্রানতুল্য প্রানপ্রতিম শ্রীশ্রীর দাশ।' ওঙ্গী, ১৭৭৯।

প্রানসক্তি [স] প্রাণশক্তি। বি প্রাণশক্তি। 'প্রানসক্তি না গারে লাড়িতে তার দিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

প্রানসমা [স] প্রাণসমা। বিণ শ্রী প্রাণতুল্য। 'হাহা পূয়া প্রানসমা বাকুই আমার।' মাল্যধর, ১৫০০।

প্রানাতিরেক [স] প্রাণাতিরেক। বিণ প্রাণের চেয়ে অধিক। 'প্রানাতিরেক শ্রীমুখ রাধাকৃষ্ণ দত্ত ভায়া পরম কল্যানবর ...।' বৈষ্ণব, ১৭৭৩।

প্রানী [স] প্রাণী। বি জীব। 'মৃগপক্ষি পতঙ্গ সুখি হৈল প্রানী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ প্রাণী

প্রানি [স] প্রাণী। বি লোক। 'খনমলে মড় হৈয়া প্রানি হিংসা করে।' মাল্যধর, ১৫০০।

প্রান্ত [স] ১ বি সীমা। 'কতকগুলো বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি কোণ। 'আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় সীর্ষধাম।' সুকান্ত, ১৯৪৮। ৩ বি আঁচল। 'নদীর শাড়ির প্রান্ত আর বিসর্গিল কেশ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

প্রান্তচর [স] বিণ প্রান্তে বিচরণকারী। 'শূশানের প্রান্তচর, আবর্জনাগুণ দর ঘেরি/ বীভৎস চীৎকারে তারা রাগিদিন করে ফেরাফেরি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রান্তদেশ [স] বি ধার। 'পর্গার এক প্রান্তদেশে তুলিয়া খরিল।' রবীন্দ্র, ১৮২৫।

প্রান্তধারা [স] বি কিনারা। 'অন্ত শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রান্তবর্তিনী, প্রান্তবর্তিনী [স] বিণ স্ত্রী পার্শ্ববর্তী; ধার-বৈশা। 'কলিকাতা নদীর পথ-প্রান্তবর্তিনী জল-প্রাণীর নিকটস্থিত দুর্গা বায়ু ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রান্তবর্তী [স] বিণ প্রান্তে বসবাসকারী; প্রান্তিক। 'আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিভাঙ এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়।'

রবীন্দ্র, ১৮২৯।

প্রান্তবাসী [স] বিণ প্রান্তে বাস করে এমন। 'পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুদৃঢ় ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রান্তভাগ [স] ১ বি শেষ সীমা। 'কতকগুলো বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি কোণ। 'তাহার নিভাঙ প্রান্তভাগে উপবেশন কব্রাতে ... পদাদি ভয় ইহায়া গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রান্তবৈশা [স] বি দিগন্তবৈশা। 'সমুদ্রের প্রান্তবৈশা আকাশ তার জ্যোতির্ময়ী চিরন্তনী বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রান্তসীমা [স] বি শেষসীমা। 'যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, তখন তৃপ্তহীন কর্ণধ্বসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তসীমা হইতে জ্ঞান সূর্য্যস্ত-আজা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'বৌবনের প্রান্তসীমায় জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার মূদন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

প্রান্তসীমানা [স] বি শেষসীমা। 'মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রান্তহীন [স] বিণ কিনারা নেই এমন। 'ধ্বসর শৈরিক নিত্য প্রান্তহীন বেলাহুঁমি পেরে/ আত্মভোলা, তুমি ধনঞ্জয়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

প্রান্তে প্রান্তে [স] ক্রিণি সর্বত্র। 'বাংলার প্রান্তের প্রান্তে প্রান্তে সবুজ পাতার বাসা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

প্রান্তর [স] বি জনবসতিহীন ভূমি। 'প্রান্তরে বোদন করে করি উচ্চৈশ্বর্য।' সুদ, ১৫৮০; 'সমুদ্রে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রান্তরচাটী [স] বিণ প্রান্তরে বিচরণ করে এমন। 'প্রান্তরচাটী বেদুইনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া কোথায় চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

প্রান্তরপারে [স] বি প্রান্তরের ধার। 'প্রান্তর-পারে দিগন্তের পাশে চলে যেত উদাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'ক্ষণদীপ্ত সে প্রান্তরপারে/ পাই না তোমারে।' করকণ, ১৯৪৩।

প্রান্তরবৎ [স] বি প্রান্তরের মতো। 'তাহাদিগের পক্ষে কটকাবৃত প্রান্তরবৎ অতি কটনাকর হয়।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩; 'বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুভূতি হইত।' বহির্ম, ১৮৮১।

প্রান্তরময় [স] ক্রিণি ময়দানসমুদ্রে। 'প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় যুদ্ধ।' মশারফ, ১৮৮৫।

প্রান্তরসীমা [স] বি প্রান্তর যেখানে শেষ হয়েছে; প্রান্তরের সীমানা। 'তাহার সমুখের পূর্বদিকের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রান্তরীয় [স] বিণ প্রান্তভাগের; সীমান্তের। 'কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তরীয় নির্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহশ্রেণী দ্বারা প্রতিবন্ধ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

প্রান্তিক [স] ক্রিণি প্রান্তে; চূড়ান্তে। 'মনবানো পৌছয় খ্যাপামির প্রান্তিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

প্রান্তে প্রান্তে ৩ প্রান্ত

প্রাপক [স] বি যে পাঠে। 'গিনিপিস প্রাপককে দিয়া দেবে।' শিবরাম, ১৭৭০।

প্রাপক্ষিক [স] বিণ মায়ী সূতিকারী। 'প্রাপক্ষিক ইন্ডিয়ানিশিট যেরূপ অস্বাদানি আছে তেঁহে এমন তা হইলে অপ্রাপক্ষিক ইন্ডিয়ানিশিট মালিতে হবেন।' দর্পণ, ১৮২১।

প্রাপণ [সি] বি প্রাপ্তি। 'পূজা পার্শ্বে যাহা প্রাপণ হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রাপ্যাকাঙ্ক্ষী [সি] বিণ পণ্ডার্যর আশা করে এমন। 'কিঙ্কিন্নাম বশঃ প্রাপ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে বীর ধন অপব্যয় করিয়া যেনেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

প্রাপ্যার্থ [সি] ক্রিণি পণ্ডার্যর জন্য। 'সুখ্যতি প্রাপ্যার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

প্রাপ্যীয় [সি] বিণ প্রতিযোগ। 'এ ব্যবস্থা সর্বতোভাবে সর্বসাধারণ লোকের অনায়াসে প্রাপ্যীয় হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রাপ্ত [সি] বিণ পণ্ডার্য হয়েচে এমন। 'দুই ভ্রাতাকে খেতাব ও খেলাতেতে সম্বন্ধ করিয়া কার্য প্রাপ্ত করাইলেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

প্রাপ্তবয়স্ক [সি] বিণ পূর্ববয়স্ক। 'প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রাপ্তবয়স্ক [সি] বিণ ক্রী পূর্ববয়স্ক। 'প্রাপ্তবয়স্ক অন্তা কন্যা।' শরৎ, ১৯১৬।

প্রাপ্তবিন্যাস [সি] বিণ শিক্তি। 'যাহারা সেই স্থানে প্রাপ্তবিন্যাস হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দত্তরথানায় মুহুরির কর্তৃক করিতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রাপ্তমাত্রা [সি] ক্রিণি পণ্ডার্যর সাথে সাথে। 'স্নানবিধীন প্রাপ্তমাত্রাই ভোজন করে চিহ্ন অর্থাৎ দুই সমান।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

প্রাপ্তা [সি] বিণ ক্রী প্রাপ্ত। 'এহারা ... অতিসুখ্যতি প্রাপ্তা হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

প্রাপ্তাবকাশ্য হওয়া [সি] প্রাপ্ত-অবকাশ্য ক্রি সুযোগ পাওয়া; অবকাশপ্রাপ্ত হওয়া। 'তাহার নির্দিষ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ্য হওয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রাপ্তি [সি] বি পাওয়া। 'নিধি ছিন্ন কল্প প্রাপ্তি মগণ ভিতর।' অজ্ঞান, ১৬৮০।

প্রাপ্তিবীকার [সি] বি কোনো কিছু পাওয়ার কথা জানানো। 'হয়তো-বা দেশের সমস্ত অয়ের ভয়ে আমার পায়ের কাছে তারই প্রাপ্তিবীকার করতে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫; 'চিঠিগুলোয় প্রাপ্তিবীকার পর্যন্ত করলেন না।' মহাশেখর, ১৯৬৬।

প্রাপ্তোচ্চা [সি] বিণ গতে ইচ্ছুকর মন। 'ভরসা হয় তুম্বারা প্রাপ্তোচ্চা সংখ্যক গ্রাহক প্রাপ্যপাণ্ডে পর নিয়মিত প্রকটিত করিতে শকা হইব।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রাপ্ত্যনন্তর [সি] ক্রিণি পণ্ডার্যর পর। 'এই প্রপ্তপত্র প্রাপ্ত্যানন্তর নিযুক্ত সাহেবেরা ... লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

প্রাপ্য [সি] বি পাওনা। 'এ কারখানাতে প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শজাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে ...' দর্পণ, ১৮০৪।

প্রাপ্যাতিরিক্ত [সি] বিণ পাওনার অতিরিক্ত। 'মুহলসানদিগকে তাঁদের প্রাপ্যাতিরিক্ত আসন দেওয়া হইয়াছে।' অজ্ঞান, ১৯৪০।

প্রাবন্ধিক [সি] বি প্রবন্ধ-লেখক; প্রবন্ধকার। 'তাদের ভিতর থেকে কবি আর প্রাবন্ধিক বেয়েয়া কজন?' নবরঙ্গ, ১৯৫০।

প্রাবরণ [সি] বি প্রকৃষ্ট আবরণ। 'ও যে প্রাবরণ নিরাশাস, নিরর্থ সুনের।' সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাবরণী [সি] বি আবরণী। 'তেমনি অসীম শবের প্রাবরণী খুলে ঘীরে।' জীবন, ১৯৪০।

প্রাবর্তক, প্রাবর্তক [সি] বি প্ররোচক। 'অজ্ঞানতা ক্রীষণের প্রাবর্তক।'

রামমোহন, ১৮১৯।

প্রাবল্য [সি] ১ বি প্রবলতা। 'সমগ্রী সান্তিক স্থায়ী সবার প্রাবল্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রোসের প্রাবল্য হইয়াছে ...' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি প্রাচুর্য। 'সুদ্র লোকেরা আপন হইতে প্রধান ব্যক্তির উপর কিছু প্রাবল্য দেখিলে এমন বাড়ি' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি ত্রিপ্রতিভ। 'ইচ্ছামতী নদীর প্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের এই দ্বারা বন্দ।' দর্পণ, ১৮২৩।

প্রাবাদিক [সি] বিণ প্রবাদভূষা; প্রবাসে আছে এমন। 'লক্ষীসরস্বতীর প্রাবাদিক কোন্দল ভিত্তিহীন নয়।' যোগাহের, ১৯৫০।

প্রাবীণ্য [সি] বি প্রবীণতা। 'বয়সের ক্ষেত্রে প্রাবীণ্য আসুক।' অজিতা, ১৯৫০।

প্রাবুট [সি] বি বর্ষাকাল। 'এহেন প্রাবুট কাল উৎকট।' আনোণ, ১৬৮০; 'প্রাবুটের বিভূষণা' গুণ, ১৮৫৮।

প্রাবুটসম্বৃত [সি] বিণ বর্ষাভ্রাত। 'প্রাবুটসম্বৃত নবদুর্বাদলভূষা, অথবা তদন্থিক মনোজ্ঞ কবিতা।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

প্রাভাতিক [সি] বিণ ভোরবেলা। 'প্রাভাতিক সমীরের খাবাকি মোহমস্রে আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন।' মঙ্গারফ, ১৯৯০।

প্রামাণিক [সি] ১ বিণ শাস্ত্রজ্ঞ। 'আমার উপদেশে তুমি প্রামাণিক আর্ধ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ পণ্ডিত। 'যাহাদের যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ পুণ্ড্রবিদ্যুতে ও প্রামাণিক লোকের প্রমুখ্য পাওয়া গেল ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিণ বিশ্বাসযোগ্য। 'হিন্দুদের উদ্ভাধিকারিত্ব নির্ণয়ক সর্বপক্ষেপা যে দুই গ্রন্থ প্রামাণিক।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৪ বিণ প্রমাণসিদ্ধ। 'এই ক্ষণে পুণ্ড্রব্যাক্তম প্রামাণিক অধিকারিরা আপন যথার্থ বিষয়ে বস্কিত হন।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৫ বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। সোম, ১৮৪০।

প্রামাণিকী [সি] বিণ প্রামাণ্য। 'কোন প্রামাণিকী কথা না লিখিয়া কেবল ...' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রামাণ্য [সি] ১ বি প্রামাণিকতা। 'হিমদ্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ভ্রাতবর্ষের এই নিচর প্রামাণ্য।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ প্রমাণিত। 'প্রকৃত ও প্রামাণ্য হেতু।' ডানলান, ১৭৮৪। ৩ বি প্রমাণ। 'এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না।' দর্পণ, ১৮১৮। ৪ বিণ বিশ্বাসযোগ্য। 'অন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠা ব্যক্তিরদিগের মতে বিরূপ প্রামাণ্য ...' দর্পণ, ১৮২৯।

প্রামাদিক [সি] বিণ ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধীয়। 'তাহা সম্পূর্ণ প্রামাদিক ও ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

প্রামুখিক [সি] বিণ প্রমুখিত। 'প্রামুখিক উত্থান, প্রেমীসংগ্রাম ও বিভিন্ন গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ...' শিব, ১৯৫৬।

প্রায় [সি] ১ বিণ সদৃশ। 'সর্বকার্যে নির্মল হব বেনে প্রায় লখি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিণ কমবেশি। 'কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রিণি সাধারণত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে। 'অতি ক্ষুদ্র লোকেরা প্রায় অতি অহঙ্কৃত হয়।' তারিণী, ১৮০০। ৪ বিণ কাছাকাছি। 'আমরা কলিকাতা হইতে প্রায় দ্বাদশ কোশ অন্তরে বাস ...' কবি' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রায়-অসম্পর্কীয় [সি] বিণ সম্পর্কিত নয় বলসেই চলে এমন। 'প্রায়-অসম্পর্কীয় গতিককে ছোটো ছোটো মেয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রায়-নিবন্ধ [সি] প্রায়-নিবন্ধ। বিণ প্রায় নিতে যাচ্ছে এমন। 'যাত্রাঘরের প্রায়-নিবন্ধ হুকোটে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ।' বিমল, ১৯৫০।

প্রায়-শব [স] বিপ্লব মতদেহের মতো। 'তরুণ প্রায়-শব প্রায়-অবসর বুকেটে পরীর।' শাসন, ১৯৬৬।

প্রায়াক [স] বি আংশিক অক্ষ। 'প্রায়াক দেবীর মতো নীলজলরাশির ওপর থেকে ধীর।' জীবন, ১৯৪০।

প্রায়াককার [স] বিপ্লব কিছুটা অক্ষকারাঙ্ক। 'প্রায়াককার প্রত্যয়ের দিকে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

প্রায়মারি [বি] প্রাইমারি বিপ্লব প্রাইমারি; প্রাথমিক। 'প্রায়মারি, সেকেন্ডারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ১ প্রাইমারি

প্রায়শ [স] ত্রিবিধ প্রায়শ। 'যে শব্দ সকল প্রায়শ ধাতু হইতে ...।' রামমোহন, ১৮১৫।

প্রায়চিত্ত [স] ১ বি পাপক্ষয়ের জন্য অনুতান। 'কোটি প্রায়চিত্তেরও অন্যথা নাহি যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চিত্তের বিতৃষ্ণতাধন। 'তিনি প্রকৃষ্টি হসি করে সুপ্রসন্নচিত্ত/ প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়চিত্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি চিত্তের বিতৃষ্ণতাসাধক। 'প্রায়চিত্ত দ্রব্য গ্রহণহেতুও পাপ হয় ইহা প্রাচীন স্মৃতি ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ৪ বি পাপকালনের জন্য বেছোয় নেওয়া শক্তি। 'জানতো ব্রাহ্মবধে প্রায়চিত্ত আছে এমন বিধি দিয়া ...।' রামমোহন, ১৮১৩।

প্রায়চিত্তসত্তা [স] বি পাপ কালনের জন্য অনুতানবিষয়। 'প্রায়চিত্তসত্তা কবে কোথায় আহুত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

প্রায়গতা [স] বি ত্রী প্রায় আগত; কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে বা ঘটবে এমন। 'প্রায়গতা যামিনীর অন্ধকার।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

প্রায়াক্কার দ্র প্রায়

প্রায়িক [স] বিপ্লব সাধারণ। 'বর্তমান রাষ্ট্র প্রায়াক্কারদের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

প্রায়োপবেশন [স] বি সমুদ্রের ঢেয়ে কিছুটা ছোটো জলভাগ ঘরা বেষ্টিত ভূমি। 'প্রায় সমুদ্র ঘরা বেষ্টিত যে ভূমি তাহাকে প্রায়োপবেশন কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

প্রায়োপবেশন [স] বি মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছার অনশনে থাকা। 'পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন করতে যার ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'করল প্রায়োপবেশন, পরল শিকল-বেড়ি।' নজরুল, ১৯২৭; '... যাকে সংকট ভাষায় বলে প্রায়োপবেশন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

প্রায়ক [স] ১ বিপ্লব। 'জন্মদাতা পিতা নারে প্রায়ক রাখিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ্লব হয়েছিল এমন। 'আহারানুরোধেও প্রায়ক কর্ম হইতে হস্তান্তর করেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

প্রায়ক [স] বি আক্রমণ। 'কলির প্রায়ক অবধি ৪,২৬৭ বঙ্গের পর্য্যন্ত ১১৯ জন ... স্রষ্টা হন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

প্রায়কাল [স] বি গুলির সময়। 'ইরেজ সন্ন্যাসের গোড়া পত্তনের প্রায়কাল থেকেই হিন্দুর জীবনমান যেমন উটুদিকে উঠতে লাগল।' বেগম, ১৯৫২।

প্রার্থক [স] বি প্রার্থী। 'সে কর্ম প্রার্থক অনেক গণিত প্রার্থনাপত্র মিলাইলেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

প্রার্থন [স] প্রার্থনা বি আরাধনা। 'অহর্নিহ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

প্রার্থণ [স] প্রার্থনা বি প্রার্থনা। 'এক বিষ্ণু দেখিতে জে না পারে প্রার্থণে।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

প্রার্থনা [স] ১ বি কামনা। 'ঈশ্বরের হানে একজন রাজার প্রার্থনা

করিলেন।' তান্ত্রিকী, ১৮০৩। ২ বি অনুরোধ। 'প্রার্থনা করি ... যাহারদিশের অনুরোধ আছে তাহার ঐ কালীন উপস্থিত ইহা পরীক্ষা দর্শন করেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৭। ৩ বি আবেদন। 'তিনি কাহারও তবধে তা প্রার্থনাতে কদাপি নিয়মের অতিক্রম করেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি ইচ্ছা। 'তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৫ বি উপাসনা। 'পরিশ্রম = শস্য, পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য, অতএব প্রার্থনা = ০ শস্য।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রার্থনা করা চিত্র ওগা। 'তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রার্থনাকারি [স] প্রার্থনাকারী বি প্রার্থনা করে যে। 'প্রার্থনাকারিয়া কাগজ গ্রহণ করিয়া কহিলেন ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রার্থনা-ক্রান্ত [স] বিপ্লব আবেদন-নিবেদন করে ক্রান্ত। 'দুয়ারে দুয়ারে ব্যয় উপবাসী প্রার্থনীর দল/ নিষ্কল প্রার্থনা-ক্রান্ত।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

প্রার্থনা-দিবস [স] বি সমবেতভাবে প্রার্থনা করার জন্যে পূর্ব-নির্ধারিত দিন। 'ভারতে প্রার্থনা-দিবস পালনের নির্দেশ জারী করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪০।

প্রার্থনামিক [স] বিপ্লব প্রার্থনার ঢেয়ে বেশি। 'দেবী প্রার্থনামিক বরপ্রদান ঘরা, রাজাকে চরিতার্থ করিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রার্থনাত্তিক [স] বিপ্লব আবেদনমূলক। 'মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনাত্তিক ভাষণ জনমত গঠনের সহায়ক হইবে।' বেগম, ১৯৪৭।

প্রার্থনাপত্র [স] বি আবেদনপত্র। দর্পণ, ১৮২৭; 'শ্রীমুখ বড় সাহেবের দিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রার্থনাপূরণ [স] বি আশা মেটানো। 'প্রার্থনাপূরণের ক্ষমতা কেবল আল্লাহই আছে।' আনিস, ১৯৬৪।

প্রার্থনালব্ধ [স] বিপ্লব প্রার্থনা করে পাওয়া। 'প্রার্থনালব্ধ অনুগ্রহ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রার্থনাপত্র [স] বি তদবির সমিতি। 'আমাদের দেশে যে-সকল পৌলিতিকাল প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রার্থনীয় [স] ১ বিপ্লব কাম্য। 'ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় বটে।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫; 'আমারদিশের প্রার্থনীয় যে কুরুক্ষেত্র ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৪০। ২ বিপ্লব আকাজিক। 'অদ্যকার সুখময় সময় অশ্লিশ পবিত্র ও পরম প্রার্থনীয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

প্রার্থনিতত্ত্ব [স] বি প্রার্থনার বিষয়; প্রার্থনীয় বিষয় বা বস্তু। 'ইহা অপেক্ষা আমার আর ওকতর প্রার্থনিতত্ত্ব নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রার্থী [স] বিপ্লব প্রার্থনাকারী। 'অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রার্থি [স] প্রার্থী বিপ্লব প্রার্থনাকারী। 'অর্থি প্রার্থি কলসনারি মণিকুমারী।' মাল্যধর, ১৫০০।

প্রার্থিত [স] ১ বি প্রার্থনা করা হয়েছে এমন বিষয়। 'যদি তোমার প্রার্থিত সম্পাদনে নিত্যন্তই কৃতকার্য হইতে না পারি।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি আকাজিক ব্যক্তি। 'প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য বিচলিত করিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

প্রার্থিনী [স] ১ বিপ্লব ত্রী আকাজিককারী। 'মহিষী গান্ধারী দর্শনপ্রার্থিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী। 'ব্যবস্থাপক সভায় কমলাদেবীই প্রথম মহিলা নির্বাচন প্রার্থিনী হিসেবে দাঁড়ান।' বেগম, ১৯৪৮।

প্রাশন [স] বি ভোজন। 'অন্নপ্রাশন কৈল শিশু ছাশ মেধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রাশভ্য [স] বি প্রাসরতা। 'তাহার প্রাশভ্য ও তেল এক বেগ সেবিয়া বড় চকিত হইল।' ভারতী, ১৮০৩।

প্রাসঙ্গিক [স] বিণ প্রাসঙ্গ-সম্পর্কিত। 'তসনে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু কথা আশিয়া পড়িল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রাসঙ্গিকতা [স] ১ বি প্রাসঙ্গের সঙ্গে সাহচর্যপূর্ণ কিনা সেই অবস্থা। 'চুড়িতে খুনখুন শব্দ করিয়া তুলি বাড়িতেছে তাহার। ছবির হিসাবে প্রত্যক সভ্য, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ বস্তু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি সামাজিকতা। 'কতকগুলো প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে হয়।' জীবন, ১৯৩০।

প্রাসাদ [স] বি অট্টালিকা। 'আমার প্রাসাদে সৃতি থাকীবে তোমারে।' মাল্যবর, ১৫০০।

প্রাসাদ-প্রাশন [স] বি প্রাসাদের আশ্রয়। 'আমার মূখর পাখি তোমার প্রাসাদ-প্রাশনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

প্রাসাদরক্ষী [স] বি প্রাসাদের রক্ষী। 'উঠল হৈকে প্রাসাদরক্ষী।' নজরুল, ১৯৫৯।

প্রাসাদোপম [স] বিণ প্রাসাদতুল্য। 'এখানকার বৃহৎ কলেজ, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা।' যাক্বেণ্ড, ১৯৪৯।

প্রাসাদশিখর [স] বি অট্টালিকার চূড়া। 'সৈনিক সে উচ্ছিন্নী প্রাসাদশিখরে কী না ছানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

প্রাসাদশোভিত [স] বিণ প্রাসাদে সাজানো। 'প্রাসাদশোভিত রাজধানীর রক্তাঘাতে...'। মনসুর, ১৯৩৫।

প্রাসাদ-স্তম্ভ [স] বি অট্টালিকার খাম। 'আসিলে সহসা অত্যন্ত উচ্চ প্রাসাদ-স্তম্ভ টুট।' নজরুল, ১৯২৫।

প্রাহ [স] বি প্রত্যহ। 'প্রাহে, অপরাহে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে' বহিষ, ১৮৭৫।

শ্রিও [স] শ্রিয়া বিণ শ্রিয়। 'বকল লোকের শ্রিও রাজ্য যুগিষ্ঠির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ শ্রিয়

শ্রিষ্টার [স] বি মুদ্রাকর। 'শ্রিষ্টার মীর আতাহার আলী।' মশারফ, ১৮৮৯।

শ্রিত [স] শ্রীতি বি শ্রীতি। 'তিন জনে বড়ই শ্রিত প্রায় বিচ্ছেদ হইতেন না।' রামরায়, ১৮০১।

শ্রিতবাক্য [স] শ্রীতবাক্য বি মধুর কথা। 'শ্রিতবাক্যে কোটালে প্রবেশে কর্ণবাক্য।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শ্রিতি [স] শ্রীতি বি শ্রীতি। হালানহত, ১৭৭২।

শ্রিতিকার [স] শ্রিতিকার বি শ্রিতিকার। মালোশ, ১৭৪০। ৩ শ্রিতিকার

শ্রিতিক্স [স] শ্রিতিক্স বি শ্রিতিক্স। 'শ্রিতিক্স করিয়া সুমিহেরে বৈল রতুনাব।' মাল্যবর, ১৫০০।

শ্রিতিশালক [স] শ্রিতিশালক বিণ বক্ষ্যাবেক্ষককারী। 'তিলোকনাথ রায় তুলসীর বাহাদুর গুরুজনা শ্রিতিশালক সাত দাত ময়াদিল ক্ষেত্রবত গবির নেওয়ায়।' ওর্ড, ১৭৪২।

শ্রিতিশালন [স] শ্রিতিশালন বি শালন-শালন। 'জন্ত দিকল বাসিয়া থাকিব ততদিন অন্নব্রতীয়া দিয়া শ্রিতিশালন করিবে।' ওর্ড, ১৭৪৪।

শ্রিতিম্যে [স] শ্রিতিম্যে বি শ্রিতিম্যে। 'ভদ্র মধুর অরকন ও জ্ঞানীমীর পর

অনেক যাত্রার শ্রিতিমের কাঠামোর বা গড়লো।' হেতাম, ১৮৬১।

শ্রিষি [স] পৃথিবী বি পৃথিবী। 'শ্রিষি জায় হসাতলে।' মাল্যবর, ১৫০০।

শ্রিষিবি [স] পৃথিবী বি পৃথিবী। 'জয়মতি কহিল কথা সনে শ্রিষিবি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ পৃথিবী

শ্রিষিন [স] শ্রীপা বি শ্রীপা। 'নিষাধ চামর শব্দ তুবনে উপায়া রত পূর্ণাঙ্গ শ্রিষিন সহিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ শ্রীপা

শ্রিষ্টর [স] বি মুদ্রাকর। 'বে সকল লোক শ্রিষ্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিশের প্রত্যেকের নাম।' মদ্রণ, ১৮২৩।

শ্রিষ্টিং [স] বি ছাপার কাজ। 'শ্রিষ্টিং ... অপরিমেয় তিনিশ দিয়ে ছাপাবার জন্য।' জীবন, ১৯৩২।

শ্রিনিপাল, শ্রিনিপাল, শ্রেনিপেল [স] বি অধ্যক্ষ। 'ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব ছাপির কলেজের কর্তৃক শ্রেনিপেল আছেন।' মদ্রণ, ১৮৯৯; 'শ্রিনিপালের কৃশায় গতিতে পড়েন।' হেতাম, ১৮৬১; 'কলেজের শ্রিনিপাল একটা উৎকট ইংরেজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'আমাদের কলেজের শ্রিনিপালকে পাঠিয়ে দি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শ্রিপেড [স] বিণ অগাধ পরিণামিত। 'শ্রিপেড জার্সি কী বলা।' শিবরাম, ১৯৭০।

শ্রিতিকৌশল [স] বি (ব্রিটেনের) শ্রিতিকৌশল; বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ পুরুষ। 'শ্রিতিকৌশল-শেওয়া আইনের নিয়মে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

শ্রিতিকর্ম [স] বিণ পূর্ববর্তী। 'উপনিষদের পরীক্ষা নিবার পূর্বে প্রত্যেক কত্রকে 'শ্রিতিকর্ম' অর্থাৎ পূর্ব পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে হয়।' কৃষ্ণভাবনী, ১৮৮৫।

শ্রিতিলেজ [স] বি বিশেষ সুযোগ। 'শ্রুতিক্তে জানা একটা শ্রিতিলেজ।' শিবরাম, ১৯৭০।

শ্রিমিটি [স] বিণ আদিশ। 'গো শ্রিমিটি; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্কা-করা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শ্রিমিয়াম, শ্রিমিয়াম [স] ১ বি বিয়ার জন্য শেওয়া কিত্তির টাকা। ভাবনী, ১৮২৩; 'একটা শ্রিমিয়াম দেয়া হইল আত্মীয়-পরিবার তখন টাকটা পাবে।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ বি বর্ষণ। 'মুটেয়া শ্রিমিয়ামে মোট হইতে।' হেতাম, ১৮৬১।

শ্রিয় [স] ১ বি ভাষাব্যবহার। 'প্রু বোলে মুরারি আমার শ্রিয় তুমি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ ভাষা। 'শ্রিয় কথা ছাড়ি কই কহিয়া কহিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ মানুসীয়। 'মানু মানুসের নিকট শ্রিয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি আরাধন। 'প্রু আমায়, শ্রিয় আমায়, পরম ধন হে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

শ্রিয়বন্দ [স] বিণ মধুরভাষী। 'তিনি সত্যবাদী, অথচ শ্রিয়বন্দ।' বহিষ, ১৮৭০।

শ্রিয়বন্দা [স] বি শ্রী শ্রিয় কথা বলে এমন নারী। 'শ্রিয়ার মতো শ্রিয়বন্দা।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্রিয়কথা [স] বিণ মধুর কথা। 'শহন্যের এমন কহিয়া শ্রিয়কথা হুদ্রনার কাছে দানী হইল উপনীত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শ্রিয়কারী [স] বিণ শ্রিয় কাজ করে এমন। 'শ্রিয়কারী ছিলেন।' বহিষ, ১৮৭০।

শ্রিয়কার্য, শ্রিয়কার্য [স] বি শ্রিয় কাজ। 'তোমার এই পরম শ্রিয়কার্য সাধনে আমাদিগের সমর্থক।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শ্রিয়চরী

শ্রিয়চরী [স] বিশ সৌভাগ্যপূর্ণ। 'ভাষ্যে অতিশয় শ্রিয়চরী' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রিয়জন [স] ১ বি আত্মীয়স্বজন। 'শ্রিয়জনের প্রয়োজনে' বসেন গমনে উদ্ভূত। বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি সুব পছন্দের মানুষ। 'আরও শ্রিয় করে পাওয়া চিরশ্রিয়জনে' নবরঙ্গ, ১৯২৬।

শ্রিয়জনক [স] এবং শ্রিয়জন। 'বিজ্ঞ শ্রিয়জনক আছে নালোপাধ্যায় প্রীমন্ত বাবারীর হৃদয়ের রাজলক্ষি প্রীতী ...' ওগো, ১৭৭৯।

শ্রিয়জনবর্ষ [স] বি বহুবর্ষ। 'সুন্দর, বাহুব্র হৃৎকতি শ্রিয়জনবর্ষের আশার-তুমি' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রিয়তম [স] ১ বিশ সবচেয়ে শ্রিয়। 'প্রদান কৃষ্ণের তক শ্রিয়তম ছিল' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি প্রেমিক। 'আমাকে আমার শ্রিয়তমের সন্নিধানে বাহিতে বিদার দাও' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

শ্রিয়তম্য [স] বিশ ক্রী সবচেয়ে শ্রিয়। 'ইহার মধ্যে শ্রিয়তম্য বারবিশারীর নিকট গমন করিতে পারেন নাই' তবানী, ১৮৫২।

শ্রিয়তমানুজ [স] বি শ্রিয়তম যেটো। 'এই ব্রহ্মে বিলাপিতা ... কোলে করি শ্রিয়তমানুজ' মাইকেল, ১৮৬১।

শ্রিয়তমে [স] বি (সম্বোধনে) শ্রিয়তম্য। 'শ্রিয়তমে! তুমি আমার শ্রিয়তম্য প্রাপক' মাইকেল, ১৮৭৩।

শ্রিয়তর [স] বিশ অধিক শ্রিয়। 'জনাভূমি ... অপেক্ষা শ্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে নাই' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শ্রিয়তরা [স] বিশ ক্রী আরও শ্রিয়। 'শ্রিয়ে করে শ্রিয়তর শ্রিয়ারে সে করে শ্রিয়তর' অরুণ, ১৯২৭।

শ্রিয়তা [স] বি ভাষাশাস্ত্র। 'কব্যসাংখ্যিকাদির শ্রিয়তা এবং নানাবিধ বিচার উৎপত্তি হয়' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শ্রিয়ত্ব [স] বি ভাষাশাস্ত্র। 'শ্রিয়জনের শ্রিয়ত্ব কি আমাদের কিছুমাত্র অঙ্গ' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্রিয়দর্শন [স] ১ বিশ দেখতে সুন্দর। 'মুখে অত্যন্ত শ্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্ঞ ভাব' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি শ্রিয়জনের সাক্ষ্য। 'শ্রিয়দর্শনে আনন্দবারি পান করিতেছেন' হাই, ১৯৫৪।

শ্রিয়দাস [স] বি শ্রিয় তক। 'অঙ্গপ্রাণ-আচার্য প্রভুর শ্রিয়দাস' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রিয়দাসী [স] বি ক্রী শ্রিয় তক। 'তার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর শ্রিয়দাসী' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রিয়দ্রাঘ [স] বি শ্রিয় জারগা। 'কেহ বলে তেঁতনের বড় শ্রিয়দ্রাঘ' বৃন্দা, ১৫৮০।

শ্রিয়পাত [স] ১ বি ক্রীভিজ্ঞান। 'এই পজ পুর তোমার মোর শ্রিয়পাত' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিশ স্নেহভাজন। 'ভট্টাচার্যের উচিত আপন শ্রিয়পাত শিষ্টসম্মানের প্রতি ...' রামমোহন, ১৮১৭।

শ্রিয়পাত্রী [স] বি ক্রী পছন্দের ব্যক্তি। 'তারা কর্ণেল সাহেবদের প্রিয়পাত্রী হয়' প্রমথ, ১৯৪০।

শ্রিয়-প্রাপক [স] বিশ ক্রী শ্রিয় মানুষকে হত্যাকারী। 'সে ক্রী শ্রিয়-প্রাপক হয়' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

শ্রিয়বর [স] বি শ্রিয় পাত্র। 'শ্রিয়বরেষু [স] বি (সম্বোধনে) শ্রিয় পাত্র। 'শ্রিয়বরেষু' সুভাষ, ১৯৪৩।

শ্রিয়বন্ত [স] বি পছন্দের জিনিস। 'শ্রিয়বন্ত খেল হৃদয়ের ভিতরকারই

বস্ত্র' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রিয়বাণী [স] বি মধুর বাক্য। 'প্রভুর চরণ ছুই কহে শ্রিয়বাণী' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রিয়বাস [স] বি শ্রিয়জনের বাসগৃহ। 'শীত চল শ্রিয়বাসে অন্য কথা রেখে' ফরহুজ্জো, ১৮৭৬।

শ্রিয়-বিরহ [স] বি শ্রিয়জনকে ঘাষানোর দুঃখ। 'কোন শ্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া' নবরঙ্গ, ১৯২৮।

শ্রিয়ব্যক্তি [স] বি শ্রিয় মানুষ। 'ভবন্যানে এই সন্ন্যাস শ্রিয়ব্যক্তি ... মুক্তিকাহ্ন হইয়াছেন' অক্ষয়, ১৮৪২।

শ্রিয়ভাজন [স] বি শ্রিয় বস্ত্র। 'তিনি জানেন' বসেন কিরূপ শ্রিয়ভাজন' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রিয়ভাবিনী [স] বিশ ক্রী ভালো ও সুন্দর কথা বলে এমন। 'সে ক্রী ... শ্রিয়ভাবিনী ও অপ্রাণলতা' দর্পণ, ১৮২২।

শ্রিয়ভাবী [স] বিশ ভালো ও সুন্দর কথা বলে এমন। 'ঠাকুরের দীঘল পুর অতিশয় অবিরোধী শ্রিয়ভাবী' দর্পণ, ১৮৩২।

শ্রিয়মিত্র [স] বি অস্ত্রের বন্ধু। '... হিসেন অসাধারণ শুণী, বুদ্ধিলাভ ও শ্রিয়মিত্র' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

শ্রিয়মিলন [স] বি প্রেমিকের সান্নিধ্য। 'সংসারের কাজ সারিয়া হৃদয়ে শ্রিয়মিলনে বাহির হইলেন' হাই, ১৯৫৪।

শ্রিয়মুখ [স] বি শ্রিয় মানুষের মুখ। 'কত শ্রিয়মুখের ছায়া' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্রিয়ঘন [স] বিশ শ্রিয় কথা বলে এমন। 'সেখনি, ১৮৩৯; 'তিনি অতি শ্রিয়ঘন ও সুকবি ছিলেন' রায়, ১৮৭৪।

শ্রিয়ধামী [স] বিশ মধুরভাবী। 'রাজা বলভদ্রায় শ্রিয়ধামী সন্ততির সরলাস্ত্রকেন্দ্র' রায়রায়, ১৮০১।

শ্রিয় লক্ষ [স] বি মিত্রি কথা। 'অশ্রিয় ব্যতীত শ্রিয় লক্ষে তাহাকে সন্মান করে না' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শ্রিয়শিষ্য [স] বি পছন্দের তক। 'তার শ্রিয়শিষ্য গ্রিহো পতিত হরিদাস' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রিয়সখা [স] বি শ্রিয় বন্ধু। 'একিদের শ্রিয়সখা মরগুদ্যান' মঙ্গলরহ, ১৮৮৭।

শ্রিয়সখী [স] বি ক্রী শ্রিয় বাছনী। 'শ্রিয়সখীর নামভুলি সব ছন্দ ভরি করিত রব' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শ্রিয়সিন্ধী [স] বি ক্রী শ্রিয় বাছনী। 'পাড়ার যত পঞ্চপঙ্কীর শ্রিয়সিন্ধী' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শ্রিয়সম্মান [স] বি মধুর কথাবার্তা। 'শ্রিয়সম্মানের ফাঁকে পোনা যায় দুই আর্দ্রনাদ' সুকীর্ণ, ১৯৩৯।

শ্রিয়সম্বোধন [স] বি প্রেমের ডাক। 'সে শ্রিয়সম্বোধন আর নাই' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

শ্রিয়সম্মিলন [স] বি শ্রিয়জনের সাথে মিলন বা সাক্ষ্য। 'আশ্রমদী, বিজ্ঞার পান, শ্রিয়সম্মিলন, নব্বতের দুই' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শ্রিয়সুখ [স] বি শ্রিয় বন্ধু। 'শ্রিয়সুখ অতুল স্বপ্নের নিকট রাতের বদ্রাবন উপলক্ষে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রিয়সেবক [স] বি শ্রিয় সেবাকারী। 'গোবিন্দের শ্রিয়সেবক তাঁর সম নাতি' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রিয়স্থান [স] বি পশ্চতের জায়গা। 'নিজ শ্রিয়স্থান ঘোর মথুরা বৃন্দাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রিয়স্পর্শপুং [স] বি শ্রিয়জনের স্পর্শজনিত সুখ। 'মনে হল এমন শ্রিয়স্পর্শপুং বহুকাল অনুভব করা হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্রিয়হারা [স] বিশ শ্রিয়জনকে হারিয়েছে এমন। 'শ্রিয়হারা কার কান্নার মতো এ-বুকে আসিয়া বিধে।' নজরুল, ১৯২৮।

শ্রিয়হীন [স] বিশ শ্রিয়হারা। 'তার শ্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা।' বিকৃতি, ১৯৩১।

শ্রিয়োত্তম [স] শ্রিয়-উত্তম। বিশ অতিশয় শ্রিয়। 'শ্রিয়োত্তম সূত্রে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

শ্রিয়োত্তম [স] শ্রিয়োত্তম। বিশ অতিশয় শ্রিয়। 'এ আমার বড়ই শ্রিয়োত্তম ভাতৃপুত্র।' রামরায়, ১৮০১।

শ্রিয়ক বি নদীর নাম। 'শার হল শিলাদী শ্রিয়ক দুষ্কর।' মনিকরায়, ১৭৮১।

শ্রিয়সি [স] শ্রেয়সী। বি শ্রেয়সী। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

শ্রিয়া [স] বি ভালোবাসার পাত্রী। 'চান্দে বলে শ্রিয়া তোর উদার কেন মতি।' বিজয়, ১৬৫০।

শ্রিয়ায়ী [স] শ্রিয়া-অসী। বি প্রণয়ী। 'তার অলকাবাসী শ্রিয়ায়ীর সর্বাস চুপন করে এসেছে।' মুক্তভাষা, ১৯৬০।

শ্রিয়শ্রিয় [স] বি শ্রিয় ও অশ্রিয় ব্যক্তি বা বিষয়। 'রাজা ন্যায় দণ্ডকাল পাইয়া শ্রিয়শ্রিয় বিবেচনা কিছুই করিবেন না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

শ্রিয়বিচ্ছেদ [স] বি শ্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। 'শ্রিয়বিচ্ছেদের একটি অপর্যবর্তিতায় ...' আইয়ুব, ১৯৭৩।

শ্রিয়াবিরহী [স] বিশ শ্রিয়ার শোকের কাতর। 'শ্রিয়াবিরহী বাবিকের বুক দেয় তরে।' কায়সার, ১৯৬২।

শ্রিয়ে [স] বি (সোহাগে) শ্রিয়া। 'জেই দিন শ্রিয়ে তুমি না' কর রজন সেই দিন নেই মোহর উদর পূর্ব।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শ্রিয়োত্তমঃ শ্রিয়

শ্রীত [স] ১ বি আনন্দ। 'সবে আসি নাচে পাএর শ্রীত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিশ সম্বন্ধ। 'যে শতমোহর শ্রীত করে মুক্তি সত্য তার।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'কপালে তিলক নিল শ্রীত নামামতে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ভক্তিতে বড়ো শ্রীত হলেম।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বিশ আনন্দিত। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বিশ স্নেহের। 'রাজা বসন্ত রায়ের অতি শ্রীত কুমারের প্রতি।' রামরায়, ১৮০১।

শ্রীত বাক্য [স] বি মধুর কথা। 'সখাধা করিয়া রাজা শ্রীত বাক্য বলে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শ্রীতমন [স] বি সম্বন্ধ চিত্ত। 'শ্রীতমনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্তব্য মনে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শ্রীতমনে ক্রিবিগ্ন সম্বন্ধ চিত্তে। 'তখন শ্রীতমনে ঘোমটা টানিয়া শ্রী প্রস্থান করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শ্রীতে ক্রিবিগ্ন আনন্দের সঙ্গে। 'নানামতে শ্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রীতি [স] প্রতি। বিশ প্রত্যেক। 'নানা রঙ্গে কৃড়া করে শ্রীতি ঘরে ঘরে।' মালাধর, ১৫০০।

শ্রীতিমিন [স] প্রতিদিন। ক্রিবিগ্ন প্রত্যেকদিন। 'শ্রীতিমিন জায় সতে

জয়নার কুলে।' মালাধর, ১৫০০।

শ্রীতি [স] ১ বি তত্ত্ব। 'স্নেহে গাঢ় রক্তি হয় দিবা রক্তি হয় যে যাহাতে শ্রীতি।' চন্দ্র, ১৫৫০। ২ বি প্রেম। 'শ্রীতি বহি অশ্রীত নাইক কোন কল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি বন্ধুত্ব। 'ওহে সূত্রধর পূর্বের শ্রীতি তুলিয়া আমার অংশ সুকৃ চুরি করিয়া লইয়া।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫। ৪ বি সম্বন্ধ। 'এমত লোকের যাহাতে শ্রীতি জন্মে তাহা তাহার ভাগ্যবান আত্মীরো অবশ্য করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

শ্রীতি-উচ্ছ্বাস [স] বি প্রেমের উচ্ছ্বাস। 'তাকে আদর করে তার শ্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত করে তুলবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রীতি-উচ্ছ্বল [স] বিশ শ্রীতির আলোকে উচ্ছ্বল। 'ওত সুন্দর শ্রীতি-উচ্ছ্বল নির্মল জীবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শ্রীতি-উপহার [স] বি শ্রীতির নির্দশন হিসেবে দেওয়া উপহার। 'মহাশয়ের করকমলে তদীর ভক্তির এই শ্রীতি উপহার সাদরে সমর্পিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্রীতিকর [স] বিশ আনন্দদায়ক। 'এই সকল শ্রীতিকর বিষয় পাঠ করিলে ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

শ্রীতিকুসুম [স] বি শ্রীতিরূপ কুসুম। 'বিকশিত শ্রীতিকুসুম হে প্লাবিত চিত্তকাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্রীতি-নীতি [স] বি শ্রীতিপূর্ণ গান। 'সকল শ্রীতি-নীতি কদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শ্রীতিধারা [স] বি প্রেম-প্রবাহ। 'মৃগমৃগান্তরের প্রবাহিত চিন্তাধারায় শ্রীতিধারায় দেশের মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শ্রীতি-নিবন্ধন [স] ক্রিবিগ্ন শ্রীতির বন্ধনের জন্য। 'ইহাদিগের শ্রীতি-নিবন্ধন পত্রিক সুখ ভোগের এই পর্যায় সমাপ্তি হইল।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শ্রীতিপক্ষে [স] ক্রিবিগ্ন শ্রীতির কারণে; স্বজনশ্রীতির ফলে। 'বিচারপতি শ্রীতিপক্ষে প্রতিপক্ষ হইয়া স্বজাতির মাননকার্যে অন্যায়সে পক্ষপাত করেন।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

শ্রীতিপদ [স] বিশ সমস্তোজজনক। 'কদমবৃতির সূচনাশুশ সন্ধান অত্যন্ত শ্রীতিপদ।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

শ্রীতিপরাশয় [স] বিশ শ্রীতিকর; শ্রীতিদায়ক। 'তা ছাড়া আর কিছু নেই শান্ত, শ্রদ্ধা, অবিচল শ্রীতিপরাশয়।' বুদ্ধ, ১৯৫৮।

শ্রীতিপারা [স] বি শ্রীতিভাজন ব্যক্তি। 'সুসভ্যজাতীয় বিশিষ্ট লোকের শ্রীতিপারা ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

শ্রীতি-পুশ্প [স] বি শ্রীতিরূপ পুশ্প। 'পরম পবিত্র শ্রীতি-পুশ্প দ্বারা তাহার অর্চনা করা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রীতিপূর্ণ [স] বিশ শ্রীতিতে পূর্ণ। 'তাহার বিচার করিয়া দেখিলে চমকিত ও শ্রীতিপূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

শ্রীতিপ্রদ [স] বিশ তত্ত্বকর। 'সই করাটা যে সব সময় সহজ এবং শ্রীতিপ্রদ নয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

শ্রীতিপ্রসূর [স] বিশ প্রেমে আনন্দিত। 'তাঁহার সহাস্য বদন, শ্রীতিপ্রসূর নয়ন ও নিম্নলব্ধ রূপ-লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শ্রীতিপ্রাণ [স] বি শ্রীতি লাভ করুহে যে। 'তোর শ্রীতিপ্রাণের ভাল আছে।' সূর্য্য, ১৯৪৩।

প্রতিবচন [স] বি প্রতিপূর্ণ কথা। 'প্রতিবচন ও স্নেহবিতরণ দ্বারা ... সমগ্র হওয়া উচিত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

প্রতিবন্ধ [স] বি প্রতিতে আবদ্ধ। 'দুই প্রতিবন্ধ পৃথালীল ব্যক্তি পরস্পর প্রণয়-বন্ধন সঙ্ঘটন করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রতিবন্ধন [স] বি ভালোবাসার বন্ধন। 'স্বামী স্ত্রী উভয়ে চিরজীবন পরস্পর প্রতি-বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া গৃহস্থ পালন করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

প্রতিবিশত [স] ক্রিবিণ ভালোবাসার কারণে। 'সেই মচ্ছাণ্ডাত প্রতিবিশতই উত্তরবন-সাহিত্যপরিষৎ ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

প্রতিবাক্য [স] বি প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা। 'তবে আমি প্রতিবাক্যে কহিল সত্যের।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'প্রাণমিনীর প্রতি নানাশ্রকার প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

প্রতিভূতের ক্রিবিণ প্রতির সঙ্গে। 'কলহকাল প্রতিভূতের অগ্রিয় কথা বলেন বাটে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

প্রতিভাজন [স] বি প্রিয়পাত্র। 'যে ব্যক্তি একান্ত প্রতিভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫; 'সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রতি-ভাজন হইয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রতিভাবে ক্রিবিণ প্রতির সঙ্গে। 'অপরিমিত মানসকে প্রতিভাবে মৈত্রীভাবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

প্রতিভাষ [স] বি প্রশংসা। 'আচার্য্য-সংঘকে বাহ্যে করে প্রতিভাষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্রতিভোজ্ঞ [স] বি প্রতিপূর্ণ ভোজ। 'আজ ময়েদের প্রতিভোজ।' বিজুতি, ১৯২৯।

প্রতিমতী [স] বিণ স্ত্রী প্রেমময়ী। 'জবা যেন আরো ... প্রতিমতী হয়েছে।' বিমল, ১৯৫৩।

প্রতিমতী [স] বিণ প্রতিমতী। 'একটি অত্যন্ত নিকটবর্তী প্রাণময় প্রতিময় ভাবময় স্রু আমার অন্তরে বাহিরে সন্ধ্যা হয়ে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রতিময়ী [স] বিণ স্নেহময়ী। 'তুমি আছ প্রতিময়ী শিয়রে বসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

প্রতিরময়ী [স] বিণ মন বুশি করে দেয় এমন সুন্দর। 'একটি প্রতিরময়ী সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাখ্যা এর মধ্যে বাস করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

প্রতিরস [স] বি অভিযন্ত অনুরাগ। 'প্রতিরসে ময় হৈরা প্রভু নৈরাকার নর মুহুৎক্ষদক লাগিয়া দর্শিবীর।' সুলতান, ১৭০০।

প্রতিরূপা [স] বিণ স্ত্রী প্রেমরূপ। 'প্রতিরূপা ভার্য্যা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

প্রতিসম্মার [স] বি রেহের উদ্ভেক। 'হেলোটর প্রতি আমাদের প্রতিসম্মার হইত না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

প্রতি-সম্বন্ধ [স] বি প্রতিপূর্ণ সম্পর্ক। 'পঞ্চাশ গ্রন্থি কবির প্রতি-সম্বন্ধ এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

প্রতিসম্মিলন [স] বি সৌহার্দপূর্ণ সংযোগ বা সম্মেলন। 'ঘরে ঘরে প্রতিসম্মিলনের সুপ্রস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

প্রতি-সম্মিলনী [স] বি আনন্দময় সমাবেশ। 'মহিলাদের এক স্নদ প্রতি-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে।' লেখা, ১৯৪৯।

প্রীতি-সম্মেলন [স] বি প্রীতি বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সম্মেলন। 'হিন্দু-মুসলিম মহিলাদের এক প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৪৭।

প্রীতিসাধন [স] বি আনন্দ দান। 'নৃপতিবিশেষের প্রীতিসাধন উদ্দেশ্যে রচিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রীতিসাধ্য [স] বিণ প্রীতির দ্বারা সম্পন্ন। 'প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

প্রীতি-সুখা [স] বি প্রীতিরূপ অমৃত। 'চির প্রীতি-সুখা-নির্ভর তুমি যে হৃদয়েণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রীতিহীন [স] বিণ ভালোবাসাহীন। 'সহো এই প্রীতিহীন প্রণিপাতধানি।' প্রেমেশ্বর, ১৯৩২।

প্রীতি [স] বি সন্তীতের একটি শ্রুতি। 'প্রীতি' নজরুল, ১৯৩৫।

প্রীতিার্থ [স] ক্রিবিণ প্রীতির জন্য। 'সেই সন্তানের জননী প্রীতিার্থ এবং ...।' তবাকী, ১৮২৩।

প্রীতিবি [স] পুথিবী। 'প্রীতিবির মধ্য দেস কৌসলা নাগরি।' মালাধর, ১৫০০। প্রীতিবী

প্রীয়া [স] প্রিয়া। বি প্রেমিকা। 'কী কারণে প্রীয়া কোণ করনীআ মোরে।' মালাধর, ১৫০০।

প্রীতি [স] পৃষ্ঠ। বি পিঠ। 'জলমহার পুথুবি প্রীতি ভূগি লৈল।' মালাধর, ১৫০০।

প্রীতি [স] বি ভুল সংশোধনের জন্য প্রকৃত মুদ্রিত রচনা। 'প্রীতি গ্রীমান মূলের নিটট পাঠাইয়া গিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'এই গ্রন্থেও শেষ প্রীতিমাত্র পাঠানতে আমি তাহা পাঠ করিয়া ...।' ক্লেশসবাসিনী, ১৮৬৩; 'কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রীতি, খালি সেপলাইয়ের বাস্তব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

প্রীতি-করেশখন [স] বি ছাপানোর জন্য তৈরি রচনার ভুল সংশোধন। 'সেগেছি প্রীতি-করেশখনে গলায় কুন্দমালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রীতিভার, প্রীতি-সীতার [স] বি ছাপানোর জন্য তৈরি রচনার ভুল সংশোধনকারী। 'প্রীতি-সীতারের কাজ করে বিনোদ।' নরেশ্বর, ১৯৫২; 'আমি এক সময় সংবাদপত্রে প্রীতিভার ছিলাম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

প্রীতিশিট [স] বি ছাপানোর জন্য যে কাগজ সংশোধন করা হবে। 'মনে জামি ... যে প্রীতিশিট সংশোধন আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

প্রীতিশোধন [স] বি প্রীতি+স শোধন। বি কোনো রচনা ছাপার আগে কল্যাণ করা কপির ভুল সংশোধন। 'প্রীতিশোধনের কার্যে ছাপাশ্রম অমূল্যচরণ বিন্যাসভূষণ।' সূর্যসুত্র, ১৯৩০।

প্রীতি [স] বি প্রাণ। 'অনেকের প্রাণমী চাইতে আসাই পুজোর প্রীতি।' হত্যাম, ১৮৬১। প্রীতি

প্রীতি [স] পূর্ব। বি পূর্ব সময়। 'ইহা প্রীতি কহিয়াছি।' আভেনিয়ে, ১৭৪৩।

প্রীতি [স] বিণ প্রাণগিত। 'জাল প্রীতি হলো।' হত্যাম, ১৮৬১।

প্রীতিমেসন [স] বি (সিগারী বিপ্লবের পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির শাসন অবসান করে দেওয়া মহারানী ক্রিটোরিয়াম) ঘোষণা। 'সংসার কুইনের প্রীতিমেসনে সেইরকম অবস্থায় স্থাপিত হলো।' হত্যাম, ১৮৬১।

প্রীতি [স] বিণ দর্শক। 'প্রীতি জনের জনতা কুতূহল স্থানে সমাবেশ

হওয়া ভার হইল'। তারিণী, ১৮০৩।

শ্রেঞ্চ [স। বি দর্শন] 'ইহার লক্ষ্যনা শ্রেঞ্চে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হবক'। রায়রাম, ১৮০১: 'জ্বালায় অপাঙ্গ মুক্ত তোমার শ্রেঞ্চ'। মণীশ, ১৯৩৯।

শ্রেঞ্চিক [স। বি (শ্রেঞ্চাধের) দর্শক] 'দিয়ে করতালি পরিভূত শ্রেঞ্চিক বাহিয়ার'। সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

শ্রেঞ্চী [স। বি দৃশ্যপট] 'অসীম দূরের শ্রেঞ্চীতে/ পড়বে ধরা শেষ গণিতে'। রকীন্দ্র, ১৯৪১।

শ্রেঞ্চাগার [স। বি রসালয়; মিলনায়তন] 'অক'মাং অকুট ওজন শুক্ক হল শ্রেঞ্চাগারে'। সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্রেঞ্চাগুহ [স (শ্রেঞ্চা-গুহ) বি মিলনায়তন] 'এই অনুষ্ঠান ছায়া হয় এবং পরিপূর্ণ শ্রেঞ্চাগুহে সমবেত মহিলায় ...'। বেগম, ১৯৪৮।

শ্রেঞ্চুডিস [হি বি বিশেষ পক্ষের প্রতি অনুকূল অথবা প্রতিকূল মনোভাব] 'একটা নিছক শ্রেঞ্চুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে'। রকীন্দ্র, ১৯১৫।

শ্রেঞ্চেট [হি বি উপহার] 'আমায় একটা মেশিন শ্রেঞ্চেট করবে'। নজরুল, ১৯২৮।

শ্রেঞ্চেট [হি বি উপস্থিতি] 'ক্রাসে নাম শ্রেঞ্চেট করেও পাগিয়ে আসতে পারি'। বিজুতি, ১৯৩১।

শ্রেঞ্চেটেশন [হি বি উপস্থাপন] 'নতুন ধরনের কোনো শ্রেঞ্চেটেশন?'। শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

শ্রেত [স। বি (লোকবিশ্বাস) অন্তত আত্মা] 'শ্রেত পিচাস ভূত তোমার সঙ্গে বেবে'। মালাধর, ১৫০০।

শ্রেতদুটি [স। বি জৈতিক দুটি] 'প্রশান্তের শ্রেতদুটি যেন টুটের আলোর মতো ভাবের অন্তর বিহীন করিতেছে'। বনকুল, ১৯৩৬।

শ্রেতনগরী [স। বি (লোকবিশ্বাস) ভূতের শহর] 'গোটা বঙ্গদেশটির শ্রেতনগরী'। শওকত, ১৯৭২।

শ্রেতনয়ন [স। বি মৃত ব্যক্তির চোখের মতো চোখ] 'শ্রেতনয়নের মতো নির্মিমেধ তারা যত/ সবে মিলে মোর পানে চায়'। রকীন্দ্র, ১৮৯০।

শ্রেতনী [স (শ্রেতনী) বি স্ত্রী ভূত] 'সত্যি কি মানুষ দেখছে নে? শ্রেতনী নয়তো'। আলাউদ্দিন, ১৯৩৩।

শ্রেতন্যাস [স। বি ভূত-শ্রেত বিষয়ক কাহিনি] 'নাটক উপন্যাস নবন্যাস শ্রেতন্যাস লিখিতেছেন'। বক্সিম, ১৮৮৭।

শ্রেতপুর [স। বি হিন্দু মতে যমালয়] 'মৃত্যুর পিসল ছায়া শ্রেতপুর কালো আলোরায় আসো ...'। জীবন, ১৯৩০।

শ্রেতপুরী [স। বি হিন্দু মতে যমালয়] 'শ্রেত-পুরী বেন নামিয়া এসেছে বাহিয়া নরক-ঘার'। জসীম, ১৯৩১।

শ্রেতভূত [স। বি (লোকবিশ্বাস) অন্তত আত্মা] 'ইত্যাদি অনেক আছে নানা শ্রেতভূত'। রূপরাম, ১৭৫০।

শ্রেতভূমি [স। ১ বি হিন্দু মতে যমালয়] 'রাজা নির্দিষ্ট শ্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি ভূতশ্রেত আছে বলে ধারণা করা হয় যে ভূমিতে; শূন্য। 'এই শ্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া'। শরৎ, ১৯১৭।

শ্রেতযোনি [স। বি ভূত] 'পেভযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে'। শরৎ, ১৯১৭।

শ্রেতলোক [স। বি হিন্দু মতে যমালয়] 'আমার চতুর্দিকে একটা

শ্রেতলোকে রাগিনী সৃষ্টি করিতে লাগিল'। রকীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্রেতলোক-ফেরতা [বিণ হিন্দু মতে যমালয় থেকে ঘুরে আসা] 'শ্রেত-লোক-ফেরতা বীভৎস নর-কদাল'। নজরুল, ১৯২২।

শ্রেতাত্মা [স। বি মৃতের আত্মা] 'তুমি উদাসের প্রাণপুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা শ্রেতাত্মা'। বক্সিম, ১৮৭৫।

শ্রেতায়িত [বিণ শ্রেতের মতো ঘিরে থাকে এমন] 'শ্রেতায়িত নির্জনতা'। শওকত, ১৯৪৬।

শ্রেতার্ভ [স। বিণ শ্রেতভূতের কাভর] 'তোমার সাহস কাড়ে বৈষম্যের শ্রেতার্ভ শূন্য'। সূরীন্দ্র, ১৯৩১।

শ্রেতার্ঘ [স। বি শ্রেতলোকের জন্য] 'পিত্তদান কর তার শ্রেতার্ঘ বিনাশ'। মলিনক্রাম, ১৭৮১।

শ্রেতিনী [স। বিণ স্ত্রী পিশাচ] 'রোহিণী শ্রেতিনী তেমনি দিবারায় গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উকিঝুকি মাঝে'। বক্সিম, ১৮৭৮।

শ্রেপরিটরি [হি বিণ প্রিপারেটরি; প্রকৃতিমূলক] 'বসবে শ্রেপরিটরি ক্রাস এই গোয়ালেই'। রকীন্দ্র, ১৯৪১।

শ্রেবেসা [স (শ্রেবেশ) কি প্রবেশ করা] 'শ্রেবেসি কি প্রবেশ করে। 'জন্মনার জলে পিয়া শ্রেবেসি কানাকি'। মালাধর, ১৫০০। 'শ্রেবেসিবি কি প্রবেশ করবে। 'কমেনে শ্রেবেসিবি পুরি সেই কনমনি'। মালাধর, ১৫০০। 'শ্রেবেসিলি কি প্রবেশ করলে। 'সিদ্ধ গুহে শ্রেবেসিলি রাজার কুমার'। হ্যালফেড, ১৭৭৫। 'শ্রেবেসে কি প্রবেশ করে। 'বাদসিতে বন্দীসেই জন্মা শ্রেবেসে'। মালাধর, ১৫০০।

শ্রেম [স। ১ বি প্রণয়; ভালোবাসা] 'সুপুরুষ শ্রেম করব নই ছাড়/ দিনে দিনে চতুর্কলা সম বাচ'। বিদ্যাগতি, ১৪৩৬। 'যার শ্রেম রস হস্তে হইছে সুলভ'। বাহরাম, ১৬০০। ২ বি ভক্তি। 'নাম লৈলে শ্রেম দেন বহে অক্ষধার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি বহুভূত। 'বর্গকর যিহেরে লোভেতে সুখধরের সহিত বহুকালের শ্রেম ত্যাগ করিয়াছিল'। চরিত্রকণ, ১৮০৫।

শ্রেম অগ্নি [স। বি শ্রেমরূপ আতন] 'আমার মন গ্রেম অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে'। প্রভাত, ১৮৯৫।

শ্রেম-অপভ্রষ্টা [স। বিণ শ্রেম জট হয়েছে এমন] 'তুমি শ্রেম-অপভ্রষ্টা মাদ্যবিনী রূপ ধরে ... ফেরাতে এসেছ'। নজরুল, ১৯৩৮।

শ্রেমঅভিসার [স। বি শ্রেম এবং পোষন মিলন] 'শ্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবনাখিলন প্রভৃতি'। হাই, ১৯৫৪।

শ্রেম-অমিয় [স (শ্রেম-অমৃত) বি শ্রেমসুখ] 'মোর চেয়ে কেউ হয়নি পাগল শিরে তোমার শ্রেম-অমির'। নজরুল, ১৯৩০।

শ্রেম আনন্দ [স। বি (যাঙ্গ) শ্রেমের আনন্দ] 'এসেছেন গোরা শ্রেম-আনন্দে ন্যায় ভুলে সবে হরিবাস'। নজরুল, ১৯৩১।

শ্রেম-আলাপন [স। বি ভালোবাসার কথোপকথন] 'রূপ-সনাতন সঙ্গে যাবে শ্রেম-আলাপন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেম-আলিঙ্গন [স। বি প্রীতিময় আলিঙ্গন] 'দুহিতায় দিল ধাতা শ্রেম-আলিঙ্গন'। শিরিশ, ১৮৮৭।

শ্রেম-উদাসীন [স। বিণ শ্রেমের ব্যাধারে নির্ভিষ্ট] 'শ্রেম-উদাসীন যদি তুমি গুণমণি'। মুকুন্দ, ১৯৬৬।

শ্রেমউদ্যাম [স। বি প্রবল শ্রেম] 'আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিঙ্গ শ্রেমউদ্যাম'। নজরুল, ১৯২২।

শ্রেমকথা [স। বি প্রীতিপূর্ণ কথাবার্তা] 'শ্রেমকথা আলাপে বসিলা

শ্রেমকবি

দুইজন 'মুহুর', ১৬০০।

শ্রেমকবি [স] বিপ ভক্তকবি। 'শ্রেমকবি আলাওল গ্রন্থের ভাবক।' আলাওল, ১৬৮০।

শ্রেমকশিষ্ট [স] বিপ অনুরাগে আদোষিত। 'নিবিড়নশিষ্ট শ্রেমকশিষ্ট কদমকুণ্ডলিতানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শ্রেমকর [স] বিপ তুঙ্গিয়ারক; ক্রীড়িকর। 'পায়ল পীযুষ সবে অতি শ্রেমকর।' গুণ, ১৮৮৮।

শ্রেম করা ক্রি অতোবাসা প্রকাশ করা। 'তুমি এই প্রকার শ্রেম করিবা কাহ্নে দমে তুলিবা না।' ভবানী, ১৮২৮।

শ্রেমকল্পাময় [স] বিপ শ্রেম ও কল্পাপূর্ণ। 'ইশ্বরের শ্রেমকল্পাময় বা জনকল্যাণকর মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

শ্রেমকল্পাশময় [স] বিপ ক্রীতিপূর্ণ ও মঙ্গলময়। 'ওঁর শ্রেমকল্পাশময় রূপের কথা আমরা সাধুসন্তদের মুখে শুনিছি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

শ্রেমকাব্য [স] বি শ্রেমস্থান কাব্য। 'সত্বমূল মূলক খণ্ডিউজামল একথানা শ্রেমকাব্য।' হাই, ১৯০৮।

শ্রেমকাষী [স] বিপ শ্রেমকাঙ্ক্ষী। 'এমত যে শ্রেমকাষী, তেমত নহিক আমি।' ভবানী, ১৮২৫।

শ্রেমকাষিনী [স] শ্রেম-কথনিকা। বি শ্রেমের বৃত্তান্ত। 'বালি শ্রেমকাষিনী লিখিয়া কোন কল নাই।' এসলাম, ১৯১৬।

শ্রেমকুতুবল [স] বি শ্রেমের স্তম্ভক। 'শ্রেমকুতুবল; যথা বরিবার কালে।' মাইকেল, ১৮৬০।

শ্রেম-কুসুম [স] বি ভালোবাসারূপ ফুল। 'গোপনে মোর শ্রেম-কুসুম তেমনিই গেল গা মরে।' নজরুল, ১৯৩৩।

শ্রেমকুখা [স] বি শ্রেম পাওয়ার জন্যে কুখা। 'অথরে সুদীর্ঘকুখা শ্রেমকুখা-হরা।' গুণ, ১৮৫৮।

শ্রেমকুখা-হরা [স] বি শ্রেমের কুখা মেটার এমন। 'অথরে অমৃত-সুখা শ্রেমকুখা-হরা।' গুণ, ১৮৫৮।

শ্রেমপাঞ্জ [স] শ্রেম+খা পান্ডা। বি শ্রেমের বাজার। 'শ্রেমপাঞ্জের রশিক যাত্রা, কামাঞ্জের ফুল।' লালদ, ১৮৯০।

শ্রেমপাণি [স] বি শ্রেমের অংকুর। 'শ্রেমপাণি পরবিনী আত্মহারা পানাদিনী হাথকার অভিসার।' হাই, ১৯০৪।

শ্রেমপীঠি [স] শ্রেম+পিঠি। বি শ্রেম গাঢ় হওয়ার জন্য পিঠি। 'শ্রেমপীঠি বালিসেক আঞ্চলে আঞ্চলে।' আলাওল, ১৬৮০।

শ্রেমপান [স] বি শ্রেমের পান। 'আনো কুহতান, শ্রেমপান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

শ্রেমপঙ্কজ [স] বি শ্রেমলাপের অক্ষুণ্ট ধনি। 'শ্রেমপঙ্কজের মতো কী অমৃত ঢালে মর্ম-মাধে।' বুদ্ধ, ১৯০৩।

শ্রেমচন্দ্র [স] বি শ্রেমচন্দ্র চাঁদ। 'উদিত রাখে, নাথ, তোমার শ্রেমচন্দ্র।' রবীন্দ্র, ১৯৮৬।

শ্রেমচর্চা [স] বি শ্রেমের অনুশীলন। 'এখানে কি নম্রতা শিক্ষা ও শ্রেমচর্চার সময় হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রেমজলি [স] বি ভালোবাসার জিহা। 'কোথা তুমি পেরেছিলে এই শ্রেমজলি।' রবীন্দ্র, ১৯৯০।

শ্রেমহাঁদ [স] শ্রেম+হাঁদ। বি শ্রেমের ভাব। 'আহ তুমি যদি সেই

শ্রেমহাঁদ হোসে।' গুণ, ১৮৫৮।

শ্রেমজ [স] বিপ শ্রেমজাত। 'শ্রেমজ বিবাহ নয় তাদের।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

শ্রেমজল [স] বি শ্রেমরূপ জল। 'পানশালি গ্রন্থের চরণ শ্রেমজল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শ্রেমজাল [স] বি শ্রেমের ফাঁদ। 'শ্রেমজালে বন্দী হৈল কৈশিক বিপাক।' বাহরাম, ১৬০০।

শ্রেমজ্যোতি [স] বি শ্রেমরূপ জ্যোতি। 'যদি তার মুখে হুটে পূর্ণ শ্রেমজ্যোতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্রেমভূরি বি শ্রেমরূপ রশি। 'শ্রেমভূরি দিগে বাঁধতে নারলেশ হায়।' তারা, ১৯৪২।

শ্রেম ডোর ১ বি শ্রেমরূপ রন্ধু। 'শ্রেম ডোর গলে বাঁধি বিরহের টানে।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি ভালোবাসার বন্ধন। 'শ্রেমডোরে, সেই বাঁধা পড়ে/নাহিক তার মোচন।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

শ্রেমতত্ত্ব [স] বি শ্রেমের ভদ্র। 'শ্রেমতত্ত্ব কথা বলিমাছি যে প্রকার।' ভবানী, ১৮২৮।

শ্রেমতরঙ্গ [স] বি শ্রেমের ঢেউ। 'মঞ্জিতে শ্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরলিনী।' মাইকেল, ১৮৬০। 'শ্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা যাহাতে বাবু বাবুভূর বাইরা/সেবাকো ইহারা থাকেন।' ভবানী, ১৮২৮।

শ্রেমতরী [স] বি শ্রেমের লৌকা। 'তার শ্রেমতরী মগনে না জলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

শ্রেম-তাপ [স] বি শ্রেমরূপ উত্তাপ। 'মৃতশোচি সহিতে তোকায় শ্রেম-তাপে।' বাহরাম, ১৭০০।

শ্রেমতৃষা [স] শ্রেম+তৃষা। বি শ্রেমের তৃষা। 'এত শ্রেমতৃষা সাধ গরল ধবাহে?' নজরুল, ১৯২৫।

শ্রেমদশা [স] বি শ্রেমশীলা। 'ব্রজা আশিরায় একবার এই শ্রেমদশায় উনুত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শ্রেমদাতা [স] বিপ শ্রেমিক। 'কৃষ্ণ এক শ্রেমদাতা শাশুরে প্রমাণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমদান [স] বি শ্রেমভক্তি বিতরণ। 'পর্যাপন্ন বিচার নহি নাই স্থানস্থান/যেই যাহা পায় তাঁরা করে শ্রেমদান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমদাস [স] বি ভালোবাসার গোশাল। 'বারনারী যত্ন করি তাহে শ্রেমদাস।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শ্রেম-দাহন [স] বি শ্রেমের দ্বাঙ্গা। 'আমার মতো ভোগ করছে শ্রেম-দাহন।' নজরুল, ১৯৫৯।

শ্রেম-দীপ [স] বি শ্রেমরূপ প্রদীপ। 'কার ঘর জাঁয়ারিগি, নিবাইয়া এবে শ্রেম-দীপ।' মাইকেল, ১৮৬১। 'শ্রেমদীপ ফুলেছিল পুষ্পের আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শ্রেমদুষ্টি ক্রিবিপ শ্রেমের দুষ্টিতে। 'বাহ তুলি হরি বিপ শ্রেমদুষ্টি চায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমধন [স] বি শ্রেমরূপ ধন। 'তার পাপ ক্ষয় হয় পায় শ্রেমধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমধাম [স] বি শ্রেমের পবিত্র স্থান। 'অবধূতগোপালএক কৃত্য শ্রেমধাম মীনকেনন রামদাস হয় তার নাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমধারা [স] বি শ্রেমের ধারা। 'দু নরনে শ্রেমধারা বহে দুঃখর।' মণিকাম, ১৭৮১।

শ্রেমনদী [স] বি শ্রেমের নদী। 'শ্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ উত্তল হওয়া'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শ্রেমনাট [স] বি শ্রেমের প্রকাশ। 'গোপীনাথ-সেবক সেম্বে প্রভুর শ্রেমনাট'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমনাম [স] বি হরিনাম। 'সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন/ শ্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমনিবেশন [স] বি ভক্তির স্থান। 'ভব নামমাথা শ্রেমনিবেশনে/ ভরিয়াছে তাই ব্রিসংসার'। নজরুল, ১৯৩৫।

শ্রেমনির্ভর [স] বি শ্রেমভিত্তিক। 'শ্রেমনির্ভর রহস্যবাদ বা আধ্যাত্মিকতার হয়েছে অপমৃত্যু'। মাহেনত্ত, ১৯৪৯।

শ্রেমনিষ্ঠ [স] বি শ্রেমে নিষ্ঠাশীল। 'চিরআরাধনা সে যে শ্রেমনিষ্ঠের'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শ্রেমনীতি [স] বি ভালোবাসার নীতি। 'তাহাদের রাজনীতির মধ্যে শ্রেমনীতির স্থান নাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রেমপত্র [স] বি ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি। 'সচিত্র শ্রেমপত্র লিখন, রসালয়ে গমন'। এসলাম, ১৯১৯।

শ্রেমপদ [স] বি শ্রেমরূপ পদ। 'শ্রেমেতে পদ্যের মাঝে বন্ধ'। ভবানী, ১৮২৫।

শ্রেমপথ [স] বি শ্রেমের পথ। 'শ্রেমপথ উদ্দেশিয়া যম্বুর গমন'। বাহরাম, ১৬৫০।

শ্রেমপন্থী [স] শ্রেম+হি পন্থী। বি শ্রেমের পথের পথিক। 'জামী সে, মরহী জন, শ্রেমপন্থী ... সে চির উজ্জল'। সঙ্গরথ, ১৯৬৩।

শ্রেম-পরকাশ [স] শ্রেমপ্রকাশ। বি শ্রেমের প্রকাশ। 'বায়ুব্যাখিলে করে শ্রেম-পরকাশ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেম পরদল [স] শ্রেম+পরদল। বি শ্রেমরূপ সৈনিক। 'শ্রেম পরদল আসি শরীর নগরে পশি নিমিষে করিল পরাজয়'। বাহরাম, ১৬৫০।

শ্রেম-পরাকাষ্ঠা [স] বি শ্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়। 'পুণীর শ্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমপরিচর্যা [স] বি শ্রেমের চর্চা। '... শ্রেয়সীসের শ্রেমপরিচর্যা ও পিচ্ছিল কলীকৌতূহলের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করলেন'। মাহেনত্ত, ১৯৪৯।

শ্রেম পসার [স] শ্রেম+পসার। বি শ্রেমের প্রসার। 'সে অতি নাপর ভগ্নে সব সার/ পসরও মস্তিকা শ্রেম পসার'। বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

শ্রেমপাশাল [স] বি শ্রেমের উদ্ভাস। 'ঘটে শ্রেমপাশালের এমন বাই'। লালন, ১৮৯০।

শ্রেম-পাঠ [স] বি শ্রেমের বিষয়। 'তাহারা সর্বপ্রথম উপন্যাসে শ্রেম-পাঠ শিক্ষা করে'। এসলাম, ১৯২০।

শ্রেমপাত্র [স] বি শ্রদ্ধাপাত্র। 'যে সমুদয় তবী ব্যক্তি ... পূর্বে গড় হইয়াছেন, তাহারাও আমাদিগের শ্রেমপাত্র হইতেছেন'। অক্ষয়, ১৮৪২।

শ্রেমপারাবার [স] বি শ্রেমরূপ সমুদ্র। 'তোমার অপার শ্রেমপারাবার'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শ্রেমপাশ [স] বি শ্রেমরূপ বন্ধন। 'শ্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

শ্রেম-পিয়াসী [স] শ্রেম+পিয়াসি। বি শ্রেমের জন্যে তৃষ্ণার্ত। 'শ্রেম-পিয়াসী কবির আঁখি কই?' নজরুল, ১৯২২।

শ্রেমপুট [স] বি শ্রেমের আধার। 'উর্বনী আর উমাকে পেয়েছি এ-শ্রেমপুটে'। বিষ্ণু, ১৯৩২।

শ্রেমশুভা [স] বি সত্যিক্তি আরাধনা। 'নিবি লুটে চটুভুজা/ আমার স্নেহ শ্রেমশুভা'। নজরুল, ১৯৩৫।

শ্রেমশুচিত [স] বি শ্রেমশ্রম। 'কোমল তরল শ্রেমশুচিত-বন্ধে শাণিত বিষদন্ধ ছুরিকা'। সিরাজী, ১৯১৮।

শ্রেম-পূর্ণিমা [স] বি শ্রেমরূপ পূর্ণিমা। 'গগনে বিকাশে ভব শ্রেম-পূর্ণিমা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

শ্রেমপ্রবণতা [স] বি ভালোবাসার ইচ্ছা। 'অসিত কে নিয়ে কোনো শ্রেমপ্রবণতা নেই'। জীবন, ১৯৩১।

শ্রেমপ্রবীণ [স] বি শ্রেমে পারদর্শী। 'ভূমি শ্রেম প্রবীণ তোমার কর্ম বোঝা'। ভবানী, ১৮২৮।

শ্রেম-ফকির [স] শ্রেম+আ ফকির। বি লোকত্বর্ষ সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকাবরি, সানালি, পাগলচান, শ্রেম-ফকির ... দলগলি'। হেনায়েত, ১৯৩৬।

শ্রেমফল [স] বি শ্রেমরূপ ফল। 'শাকিল যে শ্রেমফল অমৃতমধুর'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমফলাবাদ [স] বি শ্রেমফলের রসগ্রহণ। 'শ্রেমফলাবাদে লোক উন্মত্ত হইল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেম-ফৌজ [স] শ্রেমের ফৌজ। 'ধরিতে পারি না পেতে তাই শ্রেম-ফৌজ'। নজরুল, ১৯৩২।

শ্রেম-কান্দী [স] শ্রেমরূপ বন্ধন। 'পরি নাই শ্রেম-কান্দী সিংহাসন-আশে'। গিরিশ, ১৮৮৭।

শ্রেম কান্দ [স] শ্রেমের ফৌজ। 'শ্রেম কান্দে বাজিলে মুক্তি নাহি আশ/ যবে করে ভাবকে সমুদ্রে আঙনাশ'। আলগোল, ১৬৮০।

শ্রেমফুল [স] শ্রেমরূপ ফুল। 'শ্রেমফুল ফোটে, ছোটো হল বলে/ দিব না কি তাহা সবে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শ্রেমবতী [স] বি শ্রেমে আকুল। 'শ্রেমবতী ব্যাধের অবলা'। মুহুন্দ, ১৬০০।

শ্রেমবন্ধন [স] বি শ্রেমরূপ বন্ধন। 'অক্ষয় শ্রেমবন্ধন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

শ্রেমবন্ধ্যা [স] বি শ্রেমরূপ বন্ধ্যা। 'উখলিল শ্রেমবন্ধ্যা টোপিকে বেড়ায়'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমবয়ান [স] শ্রেমরূপ মুখ। 'বরষ বরষ চলে যায়, হেরিনি শ্রেমবয়ান'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্রেমবল [স] বি ভালোবাসার শক্তি। 'তবু শ্রেমবলে করে প্রভুর অধেষণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমবশ [স] বি শ্রেমে মুগ্ধ। 'শ্রেমবশ হই তেঁহো দেন দরশন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমবহি [স] বি শ্রেমরূপ আশ্রয়। 'অসহ শ্রেমবহি নিবাহিয়া দাও'। বঙ্কিম, ১৮৭৮।

শ্রেম-বানী [স] বি শ্রেমের বানী। 'কানন-পথে শ্যাম যে শ্রেম-বানী'। নজরুল, ১৯৩২।

শ্রেমবান [স] ১ বি শ্রেমপ্রীতিপূর্ণ। 'একটি নারীর দাবী বলবানকে করে শ্রেমবান'। অনুরা, ১৯২৯। ২ বি শ্রেমশ্রম। 'সংস্কৃতিবান হওয়ার

শ্রেয়বিশলিভা

মানে শ্রেয়বান হওয়া। 'মোতাহের, ১৯৫০।

শ্রেয়বিশলিভা [স] বিশ ক্রী শ্রেমে বিভোক্ত। 'শ্রেয়-বিশলিভা বিশাখা শলিভা/সোলে শ্রীদাম সুদাম।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্রেয়বিশু [স] বি শ্রেয়ের বিশু। 'দম্যবিশু, শ্রেয়বিশু কাতরে কয়ে দান।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্রেয়বিশোর [স] বিশ শ্রেমে আত্মহারা। 'বিহরই নবল কিসোর। কালিন পলিন কুল্লবন সোজন নব নব শ্রেয়বিশোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শ্রেয়বিশালসক [স] বি শ্রেয়ে নিয়ম শীল বেলা করে যে। 'শ্রেয়বিশালসক অন্য কোন নায়ক লইয়া সেই প্রতিভিনিধির দ্বারা বাবু গুণিনিধির ভার লাঘব করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

শ্রেয়বিশালী [স] বিশ শ্রেয়ের পাগল। 'আমি মাতাল শ্রেয়বিশালী।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্রেয়বিশ [স] বি শ্রেয়রূপ বিষ। 'কানু-শ্রেয়বিশে মোর তনুমন জরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়বিশলা [স] বিশ ক্রী শ্রেমে বিভোর বা আত্মহারা। 'শ্রেয়বিশলা কুজা।' বিতুতি, ১৯৩৮।

শ্রেয়বিশু [স] বি শ্রেয়ের উপলব্ধি। 'শ্রেয়বিশু লাগি হায় হারে হারে মহাভিক্ষা যাচে।' নজরুল, ১৯২৮।

শ্রেয়বৃষ্টি [স] বি শ্রেয়রূপ বৃষ্টি। 'যত যত শ্রেয়বৃষ্টি করে পঙ্কজনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়বৈচিত্র্য [স] বি শ্রেয়ের কারণে উদ্ভাদ। 'রাখাক্ষকের পূর্বরাগ, মান অভিমান, শ্রেয়বৈচিত্র্য প্রকৃতি বিশ্রাম।' হুই, ১৯৫৪।

শ্রেয়ব্রত [স] বি শ্রেয়ের জন্য সাধনা। 'করে শ্রেয়ব্রত, চেয়ে আশাধর ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

শ্রেয়ভক্তি [স] ১ বি শ্রেয়ের অনুরাগ। 'শ্রেয়ভক্তি-বৃষ্টি জ্বলি করিব বিশাল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রীতিবৃত্ত ভক্তি। 'যতি-সতিজন প্রতি না কইল শ্রেয়ভক্তি।' মুকুল, ১৬০০।

শ্রেয়ভরে ক্রিযা শ্রেয়পূর্ণ হয়ে। 'মগ্নয়ে তব পরিমল/শ্রেয়ভরে সুবদনি তনু জনি শুভ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শ্রেয়ভাণ্ডার বি শ্রেয়ের আধার। 'সেই পঙ্কজতুলি মিলি পৃথিবী আদিয়া পূর্ণ শ্রেয়ভাণ্ডারের মুদ্রা উদঘাটিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়ভাবে [স] ক্রিযা আত্মরিক্ততার সঙ্গে। 'যাকে তাকে ধরে শ্রেয়ভাবে কৈলে কোলে।' মাদিকর, ১৭৮১।

শ্রেয়ভিক্ষা [স] বি ভালোবাসা প্রার্থনা। 'কেউ করে রমণীর কাছে শ্রেয়ভিক্ষা।' গ্রন্থ, ১৯৩৮।

শ্রেয়-ভিখারি [স] শ্রেয়-ভিক্ষাকারী। বিশ ভালোবাসা প্রার্থনায়ী। 'নিবিল নর-নারী/তোমার শ্রেয়-ভিখারি।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্রেয়মধু [স] বি শ্রেয়রূপ মধু। 'কালে পিণ্ড শ্রেয়মধু করিয়া যতন।' মাইকেল, ১৮৬১।

শ্রেয়মন্ত্র [স] বি ভালোবাসার বাণী। 'শ্রেয়মন্ত্র দিও কর্মলো।' মুনীর, ১৯৬৬।

শ্রেয়মমতাময়ী [স] বিশ ক্রী শ্রেয় ও মমতাসম্পন্ন। 'সেখতে নাকি অনিলায়, খুব গভীর শ্রেয়মমতাময়ী।' জীবন, ১৯৩২।

শ্রেয়ময় [স] বিশ শ্রেয়পূর্ণ। 'অন্ধরে অন্ধরে ভাববত শ্রেয়ময়/তনিয়া দ্রবিল জীবনবাসের হৃদয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শ্রেয়ময়ি [স] শ্রেয়ময়ী বি (সেবাধানে) প্রণয়িনী। 'প্যারি, শ্রেয়ময়ি, অবৈধিনি।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

শ্রেয়ময়ী [স] বিশ ক্রী শ্রেমে পূর্ণ। 'পুলকে প্রণয় কর, শ্রেয়ময়ী পৃথিবীর পদে।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

শ্রেয়মর্ম, শ্রেয়মর্ম [স] বি ভালোবাসার অর্থ। 'না জানিস শ্রেয়মর্ম/বার্ষ করিস পরিগ্রহ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়মুখী [স] বিশ শ্রেয়ের প্রতি অগ্রহী। 'কোটি-কোটি লোক যারা শ্রেয়মুখী নয়।' জীবন, ১৯৩২।

শ্রেয়মুখ [স] বিশ শ্রেমে বিভোর। 'ইংলণ্ডীয় ভাষার শ্রেয়মুখ কোন কোন ব্যক্তির পরমপ্রিয় বাসনা।' অক্ষর, ১৮৪৮।

শ্রেয়মুরতি [স] শ্রেয়মূর্তি বি শ্রেয়রূপ মূর্তি। 'শ্রেয়মুরতি হৃদয়ে জাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শ্রেয়মূলক [স] বিশ শ্রেয়মূল্য। 'শ্রেয়মূলক চরিত্র নিজের নিয়ম নিজেই ঠিক করে নেয়।' অন্নদা, ১৯২২।

শ্রেয়মুখনা [স] বি শ্রেয়রূপ যমুনা। 'শ্রেয়মুখনার কল শ্রেমে সে বিধুর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শ্রেয়মাজী [স] বি শ্রেয়ের শব্দের পথিক। 'পাটল পথে মিলেছে শ্রেয়মাজী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

শ্রেয়মোহ [স] বি শ্রেয়ের সম্পর্ক। 'তার কি নহিবে শ্রেয়মোহ-অধিকার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শ্রেয়মরস [স] ১ বি ভক্তিভাব। 'আছাড় ঝায়েন হিরসান শ্রেয়মরসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি শ্রেয়রূপ সুখ। 'শ্রেয়মরস পান করি হইল মাতল।' বাহরাম, ১৬৫০।

শ্রেয়মরসিত [স] বিশ শ্রেয়মরসপূর্ণ। 'এ সব মিলিয়ে কাহিনীর প্রথমাংশ শ্রেয়মরসিত।' মুখলস, ১৯৭০।

শ্রেয়মরাজ [স] বি শ্রেয়ের রাজা। 'এক নবরাজ শ্রেয়মরাজ হয়ে আমাকে ডেকে তাঁর সিংহাসনে ...।' মুকলতর, ১৯৬০।

শ্রেয়মরাজ্য [স] বি শ্রেয়ের কল্পিত ভূমি। 'অকালে শ্রেয়মরাজ্যে নিত্য নৃতন কল্পনা জন্মাত হয়।' এসলাম, ১৯২০।

শ্রেয় মোহ [স] বি শ্রেয়ে অতিরিক্ত আসক্তি। 'অধির শ্রেয়ের মোহে কন্বে পাঠে দৃষ্টিযোগে কন্বে হেরেও টানতন।' বাহরাম, ১৬৫০।

শ্রেয়মিশি [স] বি শ্রেয়পথ। 'পিতামাতারপু যে যুগল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া সে এতদিন নিশ্চিহ্নচিত্তে শ্রেয়মিশি রচনা করিতেছিল ...।' বনমূল, ১৯৩৬।

শ্রেয়মিলা [স] বি ভালোবাসা প্রার্থিত প্রদল আকাঙ্ক্ষা। 'শ্রেয়মিলার থেকে না হোক যে মমতা নিষিদ্ধতার থেকে জন্মেছে ...।' জীবন, ১৯৩১।

শ্রেয়মীলা [স] বি শ্রেয়ের বেলা। 'শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ব্রজের রস শ্রেয়মীলা/কে কহিতে পারে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বেলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়লোক [স] বি শ্রেয়ের জগৎ। 'শীলবিহার শ্রেয়লোক/নাই রে সেখা দুহ-শোক।' নজরুল, ১৯৩১। 'সেই শ্রেয়লোকের গান যেদিন তুমি প্রথম শোনালে।' নজরুল, ১৯৩৮।

শ্রেয়লোভ [স] বি শ্রেয়ের আকাঙ্ক্ষা। 'হৃদয়ে বাঢ়য়ে শ্রেয়লোভ-ধকধকী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়শর [স] বি শ্রেয়রূপ পক্ষবাণ। 'রূপে ময় হয়ে অমনি শ্রেয়শর বেগে।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

শ্রেয়াশালিনী [স] বিণ শ্রী শ্রেয়ময়ী। 'তোমার শ্রী অধিকতর শ্রেয়াশালিনী।' ব'হিম, ১৮৭৯।

শ্রেয়াশীল [স] বিণ শ্রেয়ময়। 'বিধি এ গ্রাণ করয়ে শ্রেয়াশীল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

শ্রেয়াশূন্য [স] বিণ শ্রেয়াশীন। 'শ্রেয়াশূন্য জগৎ দূরভিত্তি সর্বদাস।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

শ্রেয়াশেল [স] বি শ্রেয়ের আভাষ। 'শ্রেয়াশেল বাইলু না পারি সহিবার।' বাহ্যায়, ১৬৫০।

শ্রেয়াশকোষ [স] বিণ ভালোবাসা বিষয়ক। 'শ্রেয়াশকোষ সময়া এক একটি মেয়ের এক এক রকম।' অন্নদা, ১৯২৮।

শ্রেয়াশীত [স] বি শ্রেয়মূলক গান। 'যাত্রা থিয়েটারের অভিনয় করিয়া শ্রেয়াশীতে হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া।' প্রচারক, ১৯০১: 'বতাবর্ণন ও ক্ষতপরিচয় থেকে আরম্ভ করে ধর্মশাস্ত্র শ্রেয়াশীত বসেন্দী-সরীত, উৎসব-সরীত ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

শ্রেয়াশমুদ্র [স] বি শ্রেয়ের সাগর। 'দরলীর বুকে শ্রেয়াশমুদ্র।' কলক, ১৯৪৬: 'মহা পুঙ্কর তো নয় শ্রেয়াশমুদ্র।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

শ্রেয়াশম্পদশালিনী [স] বিণ শ্রী শ্রেয়রূপ সম্পদের অধিকারী। 'ভালোবাসা ও শ্রেয়াশম্পদশালিনী নারীকে মহাবী অতুল বলে মনে হয়েছে।' জীবন, ১৯৩৬।

শ্রেয়াশম্পক [স] বি ভালোবাসার সম্পর্ক। 'বৈজ্ঞবর্থে পৃথিবীর সমস্ত শ্রেয়াশম্পকের মধ্যে ইন্দ্রকে অনুভব করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

শ্রেয়াশমিলন [স] বি শ্রেয়ের মিলন। 'আমার চোখের সমুদ্রেই তাহাদের শ্রেয়াশমিলন নীরবে দেখিলাম।' বনকল, ১৯৩৬।

শ্রেয়াশলি [স] বি শ্রেয়রূপ জল। 'বিরল বিকল গ্রাণ, শ্রেয়াশলি দান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্রেয়াশাগর [স] বি শ্রেয়রূপ সিঁদুর। 'বে জলে পড়িল শ্রেয়াশাগর গঠীরে।' আলোক, ১৬৪০।

শ্রেয়াশাধিকা [স] বিণ শ্রী শ্রেয়ের সাধনাকারী। 'ডাকে শ্রেয়াশাধিকা আজও শত রাখিকা গোপ-কোয়ারি।' নজরুল, ১৯৩২।

শ্রেয়াশিদ্ধ [স] বি শ্রেয়রূপ সাগর। 'শ্রেয়াশিদ্ধমুদ্রে রহে কতু ভবে আসে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'কোনা যোর ভূজাহারা শ্রেয়াশিদ্ধ।' নজরুল, ১৯২০।

শ্রেয়াশুখ [স] বি শ্রেয়ের আনন্দ। 'শ্রেয়াশুখে প্রভুর সন্সার নাহি ক্ষুরে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

শ্রেয়াশুখা [স] বি শ্রেয়রূপ অমৃত। 'সেরেই যে শ্রেয়াশুখা ফল-ভিতরে, ঢালিয়া তা নিব নিশিন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

শ্রেয়াশেবক [স] বি শ্রেয়ের পুঞ্জারী। 'ধাকতে বাঘের দম্ব-নখ/ফিল ভাই ওই শ্রেয়াশেবক।' নজরুল, ১৯২৪।

শ্রেয়াশিক্ত [স] বিণ শ্রেয়াশেবক প্রসন্ন। 'দুটি চোখের শ্রেয়াশিক্ত দুটিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শ্রেয়াশর্শ [স] বি শ্রেয়াশের প্রকাশক রকম সম্পর্ক। 'যাত্রার আসরে হাত বগার অভিরিত শ্রেয়াশর্শ বিবিধ।' মাসিক, ১৯৩৬।

শ্রেয়াশায় [স] বি শ্রেয়েব মালা। 'আসে তব সিংহাসন পাশে, শ্রেয়াশায় হয় গাথা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

শ্রেয়াশিষ্টা [স] বি শ্রেয়ের ডেউ। 'বহিল সহসা শ্রেয়াশিষ্টা

শ্রেয়াশিষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

শ্রেয়াশীন [স] বিণ শ্রেয়াশীন। 'পৃথিবী, শ্রেয়াশীন, বিশ্রামবিহীন, অনাবৃত পৃথিবীয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শ্রেয়াশীনতা [স] বি শ্রেয়ের অনুপস্থিতি; শ্রেয়ের অভাব। 'সুখি দিয়ে অনুভব করি গুর শ্রেয়াশীনতা।' সুকান্ত, ১৯৪২।

শ্রেয়া [স] শ্রেয়া শ্রেয়া। 'সেই শ্রেয়ার আমি হই কেবল বিষয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়াশি [স] বি শ্রেয়রূপ অগ্নি। 'ততই অন্তরে শ্রেয়াশি ক্লিয়ার উঠে।' প্রভাত, ১৮৯৫।

শ্রেয়াশুদ্র [স] বি শ্রেয়ের কুড়ি। 'উপকিল শ্রেয়াশুদ্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়াশলি [স] বি ভালোবাসারূপ অঙ্গলি। 'তাহার উদ্দেশ্যে হস্তা ও শ্রেয়াশলি অর্পণ করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শ্রেয়াশুখ [স] বি শ্রেয়াশুখ। 'শ্রেয়াশুখ সুনিবিড় আত্মীয়তার সঙ্গে ... সে সোহাগা করিয়াছে।' মাসিক, ১৯৩৭।

শ্রেয়াশায় [স] ১ বি শ্রেয়াশুখ আদর। মাইকেল, ১৮৬২। ২ বি শ্রেয়াশুখ মমতা। 'ফলে কি ফুলের কলি যদি শ্রেয়াশায়ের না দেন শিল্পারূপ তাহে বিভাবরী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

শ্রেয়াশীন [স] শ্রেয়াশীন। বিণ শ্রী ভালোবাসার অধীন। 'তাহার বয়ঃ শ্রেয়াশীন-হয়েন।' ভবানী, ১৮২৮।

শ্রেয়াশীন [স] বিণ ভালোবাসার বশবর্তী। 'বে কৃষ্ণ মোর শ্রেয়াশীন হীরে কেল উদাসীন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়াশান [স] ১ বি শ্রেয়ের আনন্দ। 'কতু যদি এই শ্রেয়ার হইয়ে অজ্ঞর তবে এই শ্রেয়াশানের অনুভব হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ভালোবাসাপূর্ণ। 'পৃথিবী প্রভুর পদ শ্রেয়াশান মতি।' মাসিক, ১৯৩১: 'সুখকৃত নলিনীরে - শ্রেয়াশান মন।' মাইকেল, ১৮৬১।

শ্রেয়াশানু [স] বি শ্রেয়ের ভাব। 'জীবনে এরকম শ্রেয়াশানু এসেছিল।' জীবন, ১৯০১।

শ্রেয়াশানু [স] বি বাউল সম্প্রদায়ের শরীরকেন্দ্রিক শ্রেয়ের সাধনা। 'মানবদেহে বিরাজমান পরমদেবতার প্রতি শ্রেয়াশানু এ সম্প্রদায়ের দ্ব্য সাধন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শ্রেয়াশ [স] বিণ শ্রেয়ের মোহে অন্ধ। 'শ্রেয়াশ জলের নিকট বিখ্যাতও অমূল্য জীবনরশি কিছুই নয়।' মাইকেল, ১৮৭৩।

শ্রেয়াশু [স] বি শ্রেয়ের ভাব। 'হাসন বকসর শেষ রহিল। নীলাচলে শ্রেয়াশু শিখাইলা আশাদনজলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়াশি [স] ১ বিণ শ্রেয়াশেবক আবেশে মগ্ন। 'ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ শ্রেয়াশি হস্তা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ রেখাঙ্কুর। 'পূরে আশিসন করি শ্রেয়াশি হোয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়াশেব [স] বি শ্রেয়াশেবক। 'শ্রেয়াশেবে তাহে মিলি কহিতে লাগিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেয়াশিন্দ্র [স] বি শ্রেয়ের অভিনয়; কেলি। 'শ্রেয়াশিন্দ্র।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

শ্রেয়াশিক্ত [স] বিণ শ্রী শ্রেয়ে বিজ্ঞান। 'সীতা কখন বিন্দুশ্রিতা; ... কখন শ্রেয়াশিক্তা।' ব'হিম, ১৮৮৭।

শ্রেয়াশিক্তা [স] বি শ্রেয়াশিক্ত। 'সীতা কখন বিন্দুশ্রিতা; ... কখন শ্রেয়াশিক্তা।' ব'হিম, ১৮৮৭।

শ্রেয়াশিক্তা [স] বি শ্রেয়াশিক্ত। 'সীতা কখন বিন্দুশ্রিতা; ... কখন শ্রেয়াশিক্তা।' ব'হিম, ১৮৮৭।

শ্রেমাভিলাষ

চিরে? শক্তি, ১৯৭০।

শ্রেমাভিলাষ [স] বি শ্রেমের আকল্যা। 'এই কন্যার প্রতি কেন তুই শ্রেমাভিলাষ করিয়াছিল' প্রজ্ঞা, ১৮৮৫।

শ্রেমাভিসার [স] বি শ্রেমের মিলনের জন্যে যারা। 'শ্রেমাভিসারের ঘায়ায় শান্ত করার যে একটা সার্থকতা' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রেমামৃত [স] বি শ্রেমরূপ অমৃত। 'ততনা-অবতারের বহুে শ্রেমামৃত-বন্যা' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'জলাশয়ের শ্রেমামৃত রসে চিত্ত অর্পে নাবা' অক্ষর, ১৮৪৮।

শ্রেমামোদ [স] বি শ্রেমানন্দ। 'সুটে যথা শ্রেমামোদে, আইলে যামিনী' মাইকেল, ১৮৬৬।

শ্রেমাত্ত-মুহুর [স] বি শ্রেমরূপ আমের মঞ্জরী। 'রসজ্ঞ কাকিল খাচ শ্রেমাত্ত-মুহুরে' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমারূপ [স] বি শ্রেমরূপ আলোর উজ্জ্বল। 'এসো তরুণ, শ্রেমারূপ আঁখি নিয়ে' নজরুল, ১৯২৫।

শ্রেমারূঢ় [স] কি শ্রেমে অধিষ্ঠিত। 'একজন শ্রেমারূঢ় অন্তরে গোড়ে কর্তৃপ করিতে' শক্তি, ১৯৬১।

শ্রেমার্ঘ্য [স] বি শ্রেমের সাগর। 'নিত্যানন্দের ম্রিত অতি পণ্ডিত পুরন্দর শ্রেমার্ঘ্যমধ্যে ফিরে বৈছল মশর' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আর্ঘ্যভট্টের 'মহলে অন্তরকরণ কি অপার শ্রেমার্ঘ্যে সম্ভরণ করে' অক্ষর, ১৮৪৮।

শ্রেমার্ঘ্য [স] বি শ্রেমরূপাতর। 'আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়বারে শ্রেমার্ঘ্য অতিথি' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্রেমার্ঘ্য [স] বি শ্রেমে শিক্ত। 'সুন্দরবান্ধবের শ্রেমার্ঘ্য আনন্দ সুরু মনেতে জন্মত ইয়া উঠে' অক্ষর, ১৮৪৮।

শ্রেমার্ঘ্যচিত্র [স] বি শ্রেমশিক্ত ছবির। 'শ্রেমার্ঘ্যচিত্রে বারংবার তাঁহার মুখচন্দন রক্ত শব্দে গমন করিলেন' গায়ী, ১৮৬০।

শ্রেমালাপ [স] বি শ্রেমপূর্ণ আলাপ। 'শ্রেমালাপে নিদ্রিত হইলেন, এমন সময়ে ব্রহ্ম সেখানে উপস্থিত হইলেন' রবীন্দ্র, ১৮৭৫; 'সংলীত, তাঁদের আলো, শ্রেমালাপ, এ কিছুই রুচছে না' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্রেমাশিল্পন [স] বি শ্রেমপূর্ণ আশিল্পন। 'যাহার যেমত বেজ্ঞা হয় সেইমত আত্মমত জানিয়া শ্রেমাশিল্পন দিবা' ভবানী, ১৮২৮।

শ্রেমাশ্রু [স] বি শ্রেমের অবশেষে নির্গত অক্ষর। 'তাহাকে শ্রবণ হইলে ... শ্রেমাশ্রু বিনির্গত হয়' অক্ষর, ১৮৪৮।

শ্রেমাশ্রুতা [স] বি শ্রেম-আশ্রুতা। 'কি ক্রী ভাষাবাসার অভিশ্রব অনুরক্ত। 'কররা-পতী হানিকার প্রতি এমনিই শ্রেমাশ্রুতা হয়' এনাথুল, ১৯৫৫।

শ্রেমাশ্রুত [স] ১ বি শ্রেম ভাষাবাসার ধোয়া। 'তিনি সকলের শ্রেমাশ্রুত হইয়াছিলেন' অক্ষর, ১৮৪২। ২ বি শ্রেমিক। 'তার শ্রেমের আদর্শে শ্রেমাশ্রুতকে অর্জন করবার জন্যে তপস্যার দরকার করে না' অনুল, ১৯২৮; 'যেদের শ্রেমাশ্রুতকে ঠিক আপনি বলবেন' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

শ্রেমাশ্রুতী [স] বি শ্রেমের অধিকার। 'মেয়েটির শেষ শ্রেমাশ্রুতী তার সবচেয়ে কঠিনমত হয়' জীবন, ১৯৩২।

শ্রেমাশ্রুত [স] বি শ্রেমের অবশেষে নির্গত অক্ষর। 'শ্রেমাশ্রুত পুত্রিত বিশোচন' মুহুর, ১৬০০।

শ্রেমোচ্ছ্বাস [স] বি শ্রেমের প্রবল আবেশ। 'শ্রেমোচ্ছ্বাসে তাই সে সুখার' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শ্রেমোদয় [স] বি ভাষাবাসার উৎপত্তি। 'ভক্তি বিনা কৃষ্ণে প্রভু নহে শ্রেমোদয়' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমোদয় [স] বি শ্রেমের কারণে অঙ্গকৃষ্টি। 'পানশালা শ্রেমোদয়ের মন্দির' নজরুল, ১৯০০।

শ্রেমোদয় [স] ১ বি শ্রেমে পাগল। 'রোষার্থে আদি সৈন্য শ্রেমোদয় সবার কারণ' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি শ্রেমের জন্যে নিশেহারা যে। 'এত বলি চলে প্রভু শ্রেমোদয়ে চিন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমোদয়ানী [স] বি শ্রেম ক্রী শ্রেমে পাগল। 'এ কথটা কবি বসাইয়াছেন শ্রেমোদয়ানী কিশোরীর মুখে' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

শ্রেমোদয় [স] বি শ্রেমের সূচনা। 'সে সময়ে স্বামীকী শ্রেমোদয়েব প্রথম অল্পশালোকে পরশ্বরের কাছে' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শ্রেমোদয়ান [স] বি শ্রেমের কাহিনি। 'এ জাতীয় শ্রেমোদয়ানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি ... সন্নিহন' সত্যেন্দ্র, ১৯৪৬।

শ্রেমোদয় [স] বি শ্রেমের উজ্জ্বল। 'শ্রেমোদয়ে গৃহ গোমে লয় কৃষ্ণায়' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেমদী [স] বি রমণী। 'লক্ষিতা শ্রেমদা সহ কুমুদী উপমা' গুণ, ১৮৫২।

শ্রেমোদয় শ্রেম

শ্রেমাশ্রুত শ্রেম

শ্রেমাশ্রুত শ্রেম

শ্রেমাশ্রুত শ্রেম

শ্রেমায়া [স] বি বাজি রেখে তাসখেলা বিশেষ। 'শ্রেমায়া খেলবেন' বিজু, ১৯৩১।

শ্রেমার্ঘ্য শ্রেম

শ্রেমাশ্রুত শ্রেম

শ্রেমাশ্রুত শ্রেম

শ্রেমাশ্রুত শ্রেম

শ্রেমিক [স] ১ বি প্রণয়ী। 'আসিল সে শ্রেমিকমুগলে পূর্বমত' রবীন্দ্র, ১৮৫৫। ২ বি শক্ত। 'ভাবতেই এতৎ গানে শ্রেমিক হইয়া থাকেন' রাজ, ১৮৭৪।

শ্রেমিকা [স] কি ক্রী প্রণয়িনী। 'তোমরা পাঁচজন রসিকা, শ্রেমিকা, বাচ্চচুয়া' রবীন্দ্র, ১৮৭৫; 'বিমলা সুন্দরী, শ্রেমিকা, রসিকা, এলুতা, চাচুচুবা' দীপিকা, ১৮৮৭।

শ্রেমী [স] বি শ্রেমিক। 'শ্রেমীসঙ্গে প্রেম কর, সলা সুখে কাল হয়' ভবানী, ১৮২৮; 'কত শ্রেমী, কত শ্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুখার ধারায় ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

শ্রেমোদয় শ্রেম

শ্রেমোদয় শ্রেম

শ্রেমোদয় শ্রেম

শ্রেম [স] বি শ্রেম। ১ বি যা পাওয়ার বাছা করা হয়। 'শ্রেমের চেয়ে শ্রেমকে, কী বুঝিয়া মানিয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি বাছিত। 'শ্রেম পথে অঙ্গার হইয়া শেষে নিজেকে অভিশ্রব মেখে না' রোকেয়া, ১৯০৭।

শ্রেমদী [স] কি ক্রী প্রিয়। 'ভাড়া আমার অত্যন্ত শ্রেমদী' মৃত্যুঞ্জয়,

১৮১২; 'প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেরণী পালি সেন, 'ভূমি হাঁড়িচাঁচা'।
নজরুল, ১৯২৬।

প্রেরণী [স প্রেরণী] বি প্রিয়তম। 'প্রেরণি যে আমি সেহ বিনায়।'
মদনমোহন, ১৮৩৪; 'প্রেরণি বলিয়া সন্মোদন করিয়াছেন।' বঙ্গদর্শন,
১৮৭২।

প্রেরণা [স প্রেরণ] বি প্রায়শ; দুই নদীর সংযোগস্থল, যেখানে গভীরতা
তুলনামূলক বেশি থাকে। 'নাতি গভীর তোর প্রেরণা উপমা।' বটু,
১৪৫০।

প্রেরণাবুক [হি] বি শির্জার অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত প্রার্থনাপুস্তক। 'তোমার
জলে প্রেরণাবুক রাখার হাইবেক ... ডিঙ্কিয়ে দিয়েছে।' মুক্তবা,
১৯৫২।

প্রেরক [স] বিণ প্রেরণকারী। 'এইকণ্ঠে লিখনে অক্ষম কিন্তু শব্দপ্রেরক
যশাসর ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

প্রেরণ [স] ১ বি পাঠ্যো: 'কৃত্যবর্ষেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ
করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'বিস্ময়ের গুণ্ডের প্রেরণ।' কবীন্দ্র,
১৮৮৯। ২ বি নিয়োগ: 'সাহেবকে পুনর্বীর বিদ্যাধ্যাপনের
অনুমতিপ্রদত্ত কর্তব্যে প্রেরণ করা উচিত নয়।' দর্পণ, ১৮৩৮।

প্রেরণা [স] বি উপস্থাপন। 'ভাঁহার প্রেরণার তাঁরে অভ্যাস করে।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ভাঁহারসেবের প্রেরণাতে প্রাণপণ পর্যন্ত প্রয়াস করা
হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

প্রেরণাশক্তি [স] বি অনুপ্রেরণা। 'আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি
ব্যাধিমান নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

প্রেরণাশ্রল [স] বি উপস্থাপন-উদ্দেশ্যের আধার। 'আমিই হিলাম
সন্তোষের প্রেরণাশ্রল।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

প্রেরণাশ্রল [স] বি উপস্থাপন। 'গভীর, আনন্দময়ী, প্রেরণাশ্রল
কলহময়ী বাস্তবী নদী নয়।' ওয়াজেদ, ১৯৬৩।

প্রেরণিতব্য [স] বিণ প্রেরণ করা হবে এমন। 'প্রেরণিতব্য সম্প্রদায়ের
অন্তর্গত হইল।' বঙ্গদর্শন, ১৮২৯।

প্রেরণিতা [স] বিণ ঋী প্রেরণাদাতা। 'সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা
মনুয্যের প্রেরণিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রেরী ক্রি পাঠ্যো: 'প্রেরিয়াই অল লম্বাশুরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

প্রেরিত [স] বিণ পাঠ্যো: হয়েছে এমন। 'আপনকার প্রেরিত লোকের
নিবেদন।' রায়চন্দ্র, ১৮০২।

প্রেরিতপত্র [স] বি পাঠ্যো: হয়েছে এমন চিঠি। 'সম্ভার দর্পণে
কতকগুলি প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয়।' দর্পণ, ১৮৩২।

প্রেরিতা [স] বিণ ঋী পাঠ্যো: হয়েছে এমন। 'অচূর প্রায়শ প্রদর্শন
পুস্তকসমূহ যে প্রত্যন্তর গভীর প্রেরিতা করিলে।' জ্ঞানবোধকল,
১৮৩৬।

প্রেরিত [স] বিণ পাঠ্যো: হয়েছে এমন। 'পত্রকসমূহ প্রীমুখে প্রেরিত করে
জাটে।' মাসিকরায়, ১৭৮১।

প্রেষা [স] বি দাস। 'আকরিক কার্যে প্রেষাবর্ষের প্রতি ভাঁহারই
সর্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

প্রেষ, প্রেষ [হি] ১ বি হাণ্ডাখানা। 'তাহার হিন্দুস্থানীয় প্রেষে।' দর্পণ,
১৮২১; 'হাণ্ডার প্রেষ করিতে অনুমতি করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।
২ বি সৎবাদ-মাধ্যম। প্রেস-আর্জি [হি] বি সৎবাদমাধ্যম সম্পর্কিত
আইন। 'প্রেস-অ্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ও অ্যান্ডান নানা বিষয় নিয়ে তিনি

আপোলন করহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

প্রেস-কনফারেন্স [হি] বি সৎবাদ-সম্মেলন। 'তিন বছর আগে য়ার
শেষ প্রেস-কনফারেন্সে আমরা উপস্থিত ছিলাম।' ইন্ডো, ১৯৬৩।

প্রেসনোট [হি] বি সৎবাদ বিজ্ঞপ্তি। 'সরকারী প্রেসনোট বলা হইয়াছে
...।' আজাদ, ১৯৬৪; 'এক প্রেসনোট ভারতের এই ইলি চন্দ্রের
প্রকৃত রূপ ফাঁস হইয়া গড়ে।' আজাদ, ১৯৬৮।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি [হি প্রেস+স বিজ্ঞপ্তি] বি সৎবাদ বিজ্ঞপ্তি। 'সভাশেষে
প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।' বেঙ্গল, ১৯৬৫।

প্রেসক্রিপশন, প্রেসক্রিপশন [হি] ১ বি ডাক্তারের নির্দেশনাপত্র। 'হাড়
ভঙ্গে প্রেসক্রিপশন লিখে গেছে।' জীবন, ১৯৩১। ২ বি পত্র।
'আরামে শীতের রাহি কাটাবার বাসানী প্রেসক্রিপশন হচ্ছে ...'
মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট [হি] ১ বি প্রধান
কর্মকর্তা। 'প্রীযুক্ত বাইহ প্রেসিডেন্ট সাহেব।' কলকাতা, ১৭৯৭। ২
বি অধ্যক্ষ। 'কালেক্টর প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষ প্রীযুক্ত আই ই
হারিফন সাহেব।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি প্রধান। 'প্রীযুক্ত ডাক্তার
হালিডে সাহেব বিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরজন।' দর্পণ,
১৮৩১। ৪ বি সভাপতি। 'সেক্রেটারি ও মেম্বর ও প্রেসিডেন্ট।'
দর্পণ, ১৮৩৯। ৫ বি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। 'মালপলি
নিরে প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে জমা দিয়ে এসেছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।
৬ বি রাষ্ট্রপতি। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আপার হাউস, লোয়ার হাউস,
স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' হাই, ১৯৮৮।

প্রেসিডেন্টপরি [হি প্রেসিডেন্ট+স পরি] বি প্রেসিডেন্টের বা
চেয়ারম্যানের কাজ। 'ইন্ডাফর সোর্গও প্রত্যাপ প্রেসিডেন্টপরি করতে
লাগল।' মনসুর, ১৯৪৩।

প্রেসিডেন্ট পদক [হি প্রেসিডেন্ট+স পদক] বি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক
প্রদানকৃত পদক। 'প্রেসিডেন্ট পদক ও এককালীন নগদ তিন হাজার
টাকা।' বেঙ্গল, ১৯৭০।

প্রেসিডেন্টভিত্তিক [হি প্রেসিডেন্ট+স ভিত্তিক] বিণ রাষ্ট্রপতি শাসিত।
'প্রেসিডেন্টভিত্তিক সরকার গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ।' আজাদ,
১৯৬০।

প্রেসিডেন্সিয়াল [হি] বিণ রাষ্ট্রপতি-শাসিত। 'প্রেসিডেন্সিয়াল
সরকারের দ্বারা ইহা সম্ভব।' আজাদ, ১৯৬২।

প্রেসিডেন্সী [হি] বি ব্রিটিশ শাসনামলের যুগের বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও
মাদ্রাজ। 'ভারতবর্ষের তিনটি বড় প্রদেশকে প্রেসিডেন্সী বলা হয়।'
আজাদ, ১৯৩৭।

প্রেস্টিজ, প্রেস্টিজ [হি] বি মর্যাদা। 'সিভিলিয়ানের প্রেস্টিজ সিভিলিয়ান
রক্ষা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

প্রৈতি [স] বি অপ্রতিপদ শক্তি। 'প্রাপ্তের প্রথম প্রৈতি তার মনোবাসনার
ছবি।' সূর্যস্র, ১৯২৮; 'প্রৈতি ও প্রতিভা যদি অমনি বিবাহে
নিষ্কলভাবে ব্যতিত না হত।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

প্রোজ [স] বিণ বিশেষরূপে কবিত। 'প্রাঙ্গণ প্রথম প্রৈতি তার মনোবাসনার
ছবি।' সূর্যস্র, ১৯২৮; 'প্রৈতি ও প্রতিভা যদি অমনি বিবাহে
নিষ্কলভাবে ব্যতিত না হত।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

প্রোক্রমেসন [হি] বি রানী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সম্রাজ্ঞার শাসনভার
এহেবর শোষণ। 'সংসারে প্রোক্রমেসনের উপলক্ষে ব্যক্তি হে কি
ধো হোয়িলা।' হুতাম, ১৮৬১।

শ্রোত্রাম, শ্রোত্রাম [১] বি কর্মসূচি। 'ভূত আসবার শ্রোত্রাম স্থির হলো' হেতাম, ১৮৬৩; 'জীবনের শ্রোত্রামটি ছাপিয়ে এনে শব্দ ঝড়িয়ে পকেটে রেখে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি অনুষ্ঠানসূচি। 'সোনার জলে ছাপানো শ্রোত্রামটি বের করে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শ্রোত্রেশ [১] বি প্রাপ্তি। 'সেখানকার লোকে বলে অঙ্গসরতা, শ্রোত্রেশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রোচ্ছল [স] বিণ অতিল্প উচ্ছল। 'বিমলার চক্ষু শ্রোচ্ছল হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

শ্রোতিন [১] বি পরমাসুর কেন্দ্রে অবস্থিত পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট কণিবিশেষ। 'এর পরমাসুর কেন্দ্রে বিব্রাজ করছে একটিমাত্র বৈদ্যুতিকতা যাকে বলে শ্রোতিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রোতিন [১] বি অমিথ; বান্দোর উপাদানবিশেষ। '১.৭৫ আউল শ্রোতিন।' বৈশম, ১৯৫৫।

শ্রোটেন্ট [১] বি প্রতিবাদ। 'শ্রোটেন্ট বরুণে মাথার উপরে এক যক্ষ ঝাড়া করেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শ্রোটেন্ট্যাক, শ্রোটেন্ট্যাক, শ্রোটেন্ট্যাক [১] বি ষোড়শ শতাব্দীতে গোশের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যে-খ্রিস্টানরা রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যায়, সেই খ্রিস্টানদের সম্প্রদায়। 'সেই সকল জাতিই শ্রোটেন্ট্যাক।' প্রমথ, ১৯১৭; 'খ্রিস্টান, রোমান-ক্যাথলিক, শ্রোটেন্ট্যাক, ইত্যাদি।' রোকেয়া, ১৯২৪; 'পর্যবেক্ষিত যে দীর্ঘতম গ্রন্থটিয়াছেন উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য শ্রোটেন্ট্যাক ধর্মের প্রচার।' মোহাম্মদি, ১৯৩৬।

শ্রোটোপ্ল্যাম [১] বি উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের মূল উপাদানরূপ বর্ণহীন পদার্থবিশেষ যা কোষের ভিতরে থাকে। 'তার নাম দেওয়া হয়েছে শ্রোটোপ্ল্যাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রোটোপ্ল্যাম [১] বি উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের মূল উপাদানরূপ বর্ণহীন পদার্থবিশেষ। 'বৈজ্ঞানিকেরা শ্রোটোপ্ল্যাম বা' বিভূপ্রাণ বহনেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

শ্রোচ্ছল [স] বিণ অত্যন্ত আনন্দিত। 'এমন সে প্রচুর, এমন পরিপূর্ণ, এমন শ্রোচ্ছল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শ্রোচ্ছল [স] বিণ অতিশয় প্রেরণাদায়ক। 'শিখিত সৈন্যের তরবারির গতি কাহার শ্রোচ্ছলহাবাকে প্রতিরোধ করিবেন?' মশাররফ, ১৮৮৫।

শ্রোচ্ছলহাবাকা [স] বি অতিল্প প্রেরণা প্রোয়াম এমন কথা। 'শিখিত সৈন্যের তরবারির গতি কাহার শ্রোচ্ছলহাবাকে প্রতিরোধ করিবেন?' মশাররফ, ১৮৮৫।

শ্রোচ্ছলহিত [স] বিণ অতিল্প উৎসাহী। 'শ্রোচ্ছলহিত হইয়া আপন আপন দৃষ্টিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' ময়ূহ, ১৮৭৩।

শ্রোষিত [স] বিণ মাটির মধ্যে প্রবিশি। 'তাহাতে ঐ দুই নগর একেবারে প্রোষিত হইয়া গিয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শ্রোপাইটর [১] বি বহুত্বাধিকারী। 'ইংলিস্মেনে কাগজের শ্রোপাইটর হইয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫।

শ্রোপাইটার [১] বি মালিক; বহুত্বাধিকারী। 'সিটম কোম্পানির শ্রোপাইটার হতে পারে।' জীবন, ১৯৩২।

শ্রোপাণ্ডা, শ্রোপাণ্ডা [১] বি উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা। 'অক্ষয় ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রণালীয়া রোয়াত করে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'শ্রোপাণ্ডার আয়োজন-ইত্তেজামের ভারও তাঁদেরই উপর পড়ল।'

মনসুর, ১৯৩৫; 'চার দিকে শ্রোপাণ্ডা হড়িরে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'ইতালি থেকে বেতারযোগে আরবীতে বক্তৃতা দিয়ে শ্রোপাণ্ডা করা ...' যুক্তভাষ, ১৯৫২।

শ্রোপোজ [১] বি প্রস্তাব প্রদান। 'তা আমি চৈতন্যবাবুর চারম্যান শ্রোপোজ করি।' মাইকেল, ১৮৬০।

শ্রোফেসন্যাল [১] বিণ ঘোষণাত; ঘোষণাদার। 'টাকা ত শ্রোফেসন্যাল উপায়ে মারা যাবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

শ্রোফেসর [১] বি অধ্যাপক। 'সংস্কৃত কলেজের ফলারের শ্রোফেসর রকমারী ফলারের লেকচার দিতে আরম্ভ কল্লেন।' হেতাম, ১৮৬১; 'কেউ শ্রোফেসর, কেউ সম্পাদকি করেন ববর-কাগজে।' বৃদ্ধ, ১৯৫৫।

শ্রোফেসর [১] বি অধ্যাপক। 'কী বোলেন শ্রোফেসর।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'শ্রোফেসর, পলিটিশিয়ান, শহিদ ময়দানের বক্তা।' শিবরাম, ১৯৩০।

শ্রোফেসরি [১] বি অধ্যাপক। 'শ্রোফেসরি সহজেই জুটিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্রোভিসিয়াল [১] বিণ প্রাদেশিক। 'শ্রোভিসিয়াল কনফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে।' অবন, ১৯৪১।

শ্রোভোকেশন [১] বি উসকানি। 'যথেষ্ট শ্রোভোকেশন ছিল।' মানিক, ১৯৩৫।

শ্রোভোশি [১] বি এক প্রকার ঋণপত্র; ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে মাল্টিভ কোম্পানির কাগজ। 'ক্যালগে, ১৯৮৯।

শ্রোভোশন [১] বি উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া। 'শ্রোভোশনের দিন মুখ ভার।' শরৎ, ১৯১৮।

শ্রোভাস [স] বি প্রবল উদ্বাস। 'তোমার সহজ এই প্রাণের শ্রোভাস।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্রোভোল [স] বিণ সৌম্যস্বামন। 'তোমার বনে শ্রোভোল পল্লবে তাহার কানাকানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শ্রোভিতপল্লীক [স] বিণ পল্লী বিশেষে থাকে এমন। 'শ্রোভিতপল্লীক ভূত শ্রোভিতপল্লীক প্রভুর পাহারা দিতেছে।' বনকল, ১৯৩৬।

শ্রোভিতভর্জুকা, শ্রোভিতভর্জুকা [স] বি ক্রী যার স্বামী প্রবাসে থাকে। 'শ্রোভিতভর্জুকা হয়ে দুহে দিশা দুঃখ সয়ে ...' ভারত, ১৭৬০।

শ্রোসেশন, শ্রোসেশান, শ্রোসেশান, শ্রোসেশন [১] বি শোভাযাত্রা; মিছিল। 'শিখার পরশরের পদানুরুপ শ্রোসেশন বোঁধে ... চত্বারন; হেতাম, ১৮৬১; 'শ্রোসেশান যারা যোগ দেবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'অকিস ঠাইক হয়ে শ্রোসেশন বেরিয়েছিল।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

শ্রৌঢ় [স] ১ বিণ মধ্যযমসী; প্রবীণ। 'দুই কোটি দশ লক্ষ শ্রৌঢ় ব্যক্তি কিরন শুন্য প্রণাত অঙ্ককারে মুগ্ধিত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ মলিন। 'বিকলের শ্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের স্নানতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্রৌঢ়কাল [স] বি যৌবনোত্তরী কাল। 'শ্রৌঢ়কালে সাধারণ যজ্ঞেও যাবা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শ্রৌঢ়তা [স] বি ক্ষয়িকৃত্য। 'কিছুকাল আমেরিকার শ্রৌঢ়তার মরুপারে বোরতর ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রৌঢ় [স] ১ বি যৌবনোত্তরী অবস্থা। 'বংশের শ্রৌঢ় তৃতীয় পুরুষে সম্পূর্ণ।' ভায়া, ১৯৪৩। ২ বি পরিপকৃত্য। 'পাঠক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বনাথগিক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যবিচারের শ্রৌঢ় তিনি

অর্জন করেননি।' শিব, ১৯৫০।

যৌঢ় প্রভাত [স] বি প্রভাত শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়। 'কমলীন যৌঢ় প্রভাতের ছায়াতে আলোতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যৌঢ়বয়স্ক [স] বিন্দু যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী বয়সস্রোত। 'সোকাতির নাম ... বেশ বৃদ্ধিমান, যৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

যৌবদ্যাস [স] বি পাক্তিভাষ্য আলোচনা। 'পক্তিতরা যৌবদ্যাসে আপনঃ পক্ষ স্থাপন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যৌবদ্যাস [স] বিন্দু কী যৌবনোত্তীর্ণ। 'যুবকী নবোদ্যাস কত যেনে যৌবদ্যাস।' রামহরিশ, ১৭৮০।

যৌবদ্যাস [স] বি যৌবনোত্তীর্ণ অবস্থা। 'পৌতরাবয়স্ক ... তাহাৎকই দুঃসহ যাতনা জোগ করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

যৌঢ়ি [স] বি প্রস্তুততা; উদ্ভূত। 'স্বর্গা উৎকর্ষা সৈন্য যৌঢ়ি বিনয়/এতক চিহ্নিত রাধার নির্মল হাসর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাকটিকাল [ই] ১ বিন্দু প্রয়োগবুদ্ধিসম্পন্ন। 'ইংলন্ডের প্র্যাকটিক্যাল সোকেস কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিন্দু ব্যবহৃতসম্বন্ধ। 'খাদ্য-সমন্যার আলোচনাতেও তেমন প্র্যাকটিক্যাল কাজটিই আসে হতে পারে।' মনসুফ, ১৯০৫। ৩ বিন্দু প্রায়োগিক। 'এককালে দর্শনচর্চার প্র্যাকটিক্যাল মূল্য ছিল।' মুক্তভাব, ১৯৫৮।

প্র্যাকটিস, প্র্যাক্টিস [ই] ১ বি অনুশীলন। 'এসের মহলে তাঁর টাফট-প্র্যাক্টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি পেশাদারি কাজ। 'আজকাল আর প্র্যাকটিস করেন না।' বিকৃতি, ১৯৩১।

প্রাক্ষ [স] বি অশ্ব পাছ। 'কলশের প্রাক্ষডালে কালপৌতা ডাকে মালিকরায়, ১৭৮১।

প্রট [ই] ১ বি কাহিনি। 'অথচ প্রটের বন্ধন নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি ভূমিখণ্ড। 'কলিকাতা শহরের ভিত্তিকদের জন্য একটা বড় প্রট ভূমি এহেনর প্রকাব করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪২। ৩ বি উপন্যাস বা নাটকের ঘটনা পরস্পার পরিকল্পনা। 'গুডাল গল্পকারের মতোই বনিয়োঁছিল গল্পটা, তোমার প্রটের গুণানতিতেই গল্প হয় গেছে।' নিবহাস, ১৯৫০।

প্রবল [স] বি বানর। 'প্রবল বদলে কুরঙ্গ দিবে হরিভাল বদলে হীরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রবলম [স] বি ব্যাঘ্র। 'কমলিনী নাহি সহে প্রবলমের ভর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

প্রবমান [স] বিন্দু ভাসমান। 'নৌকা সর্বল জলোপরি প্রবমান হইয়া ছিন্নভায়ে চলে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

প্রবমান বীণ [স] বি ভাসমান বীণ। 'পেলভের অল্পবর্ত অক্টোপাখিয়ারএস ইত্যাদি বিস্তরএসে ভূরি ভূরি প্রবমান বীণ দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

প্রবমানা [স] বিন্দু কী ভাসছে এমন। 'যেমন মণ্ড প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পক্ষ শর ভরবে তত্ত্ব প্রবমানা হয়ে এসিকে আসতে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

প্রাইউড [ই] বি কার্তের পাডলা ছর আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে প্রস্তুত ফলক। 'অভিজ্ঞত বের করে এনেছে প্রাইউডের কতগুলি ব্যাল।' কারমার, ১৯৬২।

প্রাকর্ড [ই] বি লাটির মাথায় লাগিয়ে বহন-করা বড়ো অক্ষরে লিখিত

পোস্টার। 'রাষ্ট্রের প্রাকর্ড, ব্যাবলিৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' এসমাস, ১৯০৪।

প্রাণি [ই] বি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সঙ্গে বিদ্যুতের সহযোগ স্থাপনের উপকরণ। 'গ্রাফ যোক্তক গিরে বিদ্যুতের যা খেরে যেন বলসে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

প্রাণী [ই] বি বিপাকিকেন্দ্রবিশেষ। 'প্রাণীর চমৎকার টকি ছিল।' জীবন, ১৯৩২।

প্রাটিকর্ম, প্রাট-কর্ম [ই] ১ বি রেলস্টেশনে গাড়িতে ওঠানামার জন্য বাঁধানো মঞ্চ। 'প্রাটিকর্মের পাথরের মেজের উপর।' রবীন্দ্র, ১৯২২। 'আলিগড় রেলসে প্রাট-কর্মসে পাথরটি করিতেছিল।' রোকেয়া, ১৯৩১। ২ বি মঞ্চ। 'সমুদ্রের প্রাটিকর্মের উপর একটা কেন্দ্রা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'প্রাটিকর্মের দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে গিয়েন না।' রোকেয়া, ১৯২৭।

প্রাটিনাম, প্রাটিনাম [ই] বি সাদা রঙের এক প্রকার মূল্যবান ধাতু, যা অলঙ্কার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। 'প্রাটিনাম নামে এক ধাতু আছে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। 'প্রাটিনামের আভির্ভা মাথামানে যেন ধীরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

প্রাবন [স] বি কন্যা। 'জল প্রাবন হইয়া সেপ উল্লিখিত বাটক ... তথাপি সমস্ত রাজস্ব নিয়ন্ত্রণে পরিণাম করিতে ইহায়ে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

প্রাবনবিন্দু [স] বি প্রাবনের উৎসব। 'উদ্ভবিত বিনিস্ত-প্রাবনবিন্দু/কোটিযোজন দূরত্বেরে বিভা লেহন করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

প্রাবনশীলতা [স] বি প্রবহমানতা। 'প্রাবনশীলতা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকিল।' জগদীশ, ১৯২৬।

প্রাবিত [স] ১ বিন্দু জলে ভেসে বা ভুবে গেছে এমন। 'প্রাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনি স্থলে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিন্দু অভিযুক্ত। 'প্রাণ্ড প্রোমানন ধারা অবিশ্রান্ত প্রাবিত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিন্দু আচ্ছন্ন। 'ধর্মাবেশ প্রাবিত দেশে মানব জীবনের লবনমুখ্য সুখদুঃখ।' হাই, ১৯৪৯।

প্রাবী [স] বিন্দু প্রাবিত করছে এমন। 'কতুর ভিতরে প্রাবী হেমন্তকে ...।' জীবন, ১৯৩০।

প্রাম পুডিং [ই] বি ক্রিসমাস উপলক্ষে দুধ, ডিম, চিনি দিয়ে (কিছু প্রাম ছাড়া) তৈরি মিষ্টান্ন। 'প্রাম পুডিং এবং পৌশপার্বেশের পিঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

প্রাধার [ই] বি পানির কল, চৌবাচ্চা ইত্যাদির মিশ্রি। 'প্রাধারই ঝুঁকে পাওয়া কঠিন।' শ্যামল, ১৯৬৭।

প্রাট্টার [ই] ১ বি বালি ও সিলেক্ট দিয়ে দেহালের গারে লাগানো আন্তর; পল্লারা। 'বসে পড়ে প্রাট্টার-ঝিলান।' লজ্জি, ১৯৬৬। ২ বি শরীরের কাটা, ছেঁচা, গোড়া, যা ইত্যাদি ঢেকে রাখার আঠালো পটি। 'থোকনের চোখ চলে যায় নিজের প্রাট্টার করা পারে।' ইন্দিয়া, ১৯৭২।

প্রিভার [ই] বি উকিল। 'টিক যেন এক জন হাইকোর্টের প্রিভার প্রিভ করছেন।' হেডম, ১৮৬১।

গ্রীষ্ম [স] ১ বি শাক্ষরীয় বায়ু দিকে অবস্থিত সৌরবস্তুর পিঠে। 'গ্রীষ্ম, যক্ষ, জ্বলন্ত বা বায়ুস্রোত বিকল করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি গ্রীষ্মকালীন ব্রোণ। 'অঁহার গ্রীষ্ম পক্ষাঘাত ও অন্যান্য রোগে যে শীত আক্রান্ত হবেন তাহাতে আত্মা কিং? গ্যাট্রী, ১৮৫৯। 'অধিক দিন ভূরভোগ করিতে করিতে, গ্রীষ্মের সম্মার ইহল'। বিদ্যা, ১৮৯১।

গ্রীষ্ম-শিভার

গ্রীষ্ম-শিভার বি গ্রীষ্ম ও যুদ্ধের রোগবিশেষ। 'গ্রীষ্ম-শিভারে মৃত্যু।' শরৎ, ১৯১৭।

মুটে [হি] বি সৌরজগতের নবম গ্রহ। 'তার নাম দেওয়া হল মুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মুতগতি [বি] নিপ দ্রুত দাবিয়ে চলে এমন। 'নিষেক সংঘত করে মুতগতি কল্পনার রাশ ধরে।' তরঙ্গী, ১৯৩৪।

মুতা [হি] বিপ ট্ট সম্পূর্ণ শিশু। 'অনার্থশিশুসূতা বেমনার অক্ষমুতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

প্রে [হি] বি নাটক। 'জীবনে অনেক প্রে সেবিয়াছি।' শরৎ, ১৯১৭; 'মোস্ট বাজে প্রে।' বিজুতি, ১৯৩১।

প্রেণ [হি] বি ইন্ডের মাধ্যমে ছড়ানো মারাত্মক সক্রমক রোগবিশেষ। 'প্রেণের ভয়ে বলিতে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া লইয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আমাদের এখানে প্রেণ বা ম্যাসেরিয়া আসুক ত সেবি।' রোকেয়া, ১৯২২।

প্রেণরূপী [হি] প্রেণ+স রূপী। বি প্রেণরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। 'ভিনি কবো বারদ না তনে প্রেণরূপীদের সেবা করতে এসেছিলেন।' বিমল, ১৮৫৩।

প্রেট [হি] ১ বি আশোক্তির তোলার কিশু; সেলুলেরের পাত। 'ফোটেম্যাকের প্রেটে যে ছবি পড়ে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।' জগদীশ, ১৮৯৬; 'মন পদার্থটি একটি ... ফোটেম্যাক প্রেটও নয়।' প্রমথ, ১৯১২। ২ বি ষাওয়ার বাসন; থালা। 'তার সুমুখের প্রেটের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রয়েছেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

প্রেট [হি] বি জামার যে স্থানে ক্ষুদ্র ভাঁজ বা কাপড়ের পাট দেওয়া হয়। 'কাষিঞ্জের প্রেট ও কাষ।' প্রমথ, ১৯০৫।

প্রেণ [হি] বিপ কারকাবহীন। 'দু-হাতে দুটি সরু প্রেণ বালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'হাতে মকরমুখা প্রেণ সোনার বালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

প্রেণ [হি] বি উড়োজাহাজ। 'বৌ বৌ করে প্রেণ উন্নতির পথে ছুটছে।' রোকেয়া, ১৯২৮।

প্রেবিসিট [হি] বি গণভোট। 'কানুল-অমৃতসরে প্রেবিসিট নিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে কেন?' মৃজতাব, ১৯৪৯।

প্রে-ব্যাক [হি] বি নেপথ্যে পাহারা পান। 'জানো ছোড়নি, পিবেনের পানগুলি কিন্তু প্রে-ব্যাক।' বুক, ১৯৪৯।

প্রেয়ার [হি] বি খেলাড়াড়। 'তুমি একজন সেরা কুটবল-প্রেয়ার হবে।' শিবরাম, ১৯৪০।

প্রেস, প্রেশ [হি] বি স্থান; জায়গা। 'শহরে রাজনন্দ কৃষ্টিগানেরদিশের নির্দিষ্ট বেরিয়েল প্রেশ আছে।' দর্পণ, ১৮২৬; 'হোমের কুজা, হোমের গ্রানী, হোমটা একটা সেন্টী প্রেস।' মশাররক, ১৮৯০।

প্র্যাকার্ড [হি] বি বড়ো অক্ষরে লেখা প্রোগান বা প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয় যা দণ্ডের মাধ্যমে লাগিয়ে মিছিলে ব্যবহার করা হয়। 'বটে, বটে, রাজ্য প্র্যাকার্ড দেখেছিলেম বটে।' শিরিশ, ১৮৮৬।

প্র্যাপশয়েন্ট [হি] বি বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য ফলকের উপর ছিদ্রবিশেষ। 'প্র্যাপশয়েন্ট, হোভার সবই তো দরকার হবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

প্র্যাটিকর্ম, প্র্যাটিকর্ম [হি] ১ বি মঞ্চ। 'সুমুখের প্র্যাটিকর্মের উপর একটা কোরা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি রেসলিং-গে পাড়ি ভিত্তিবার এবং ব্যাটমেনের অপেক্ষার জন্য বাঁধানো স্থান। 'একদল নরনারী প্র্যাটিকর্ম ডিউ করে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'প্র্যাটিকর্মে চেয়ার টেনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ প্র্যাটিকর্ম

প্র্যান [হি] ১ বি পরিকল্পনা। 'কৌতূহল প্র্যান মাথায় উদয় হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি নকশা। 'বাড়ির প্র্যান আঁকার কাল জানতেন।' অবন, ১৯২৭।

প্র্যানম্যাকিক [হি] ক্রিবিণ পরিকল্পনা অনুযায়ী। '... সব প্র্যানম্যাকিক এগোছিল না।' শওকত, ১৯৭২।

প্র্যানটেট, প্রানটেট [হি] বি প্রেটলিপি যন্ত্র; অনেকের মতে, কয়েকজন মিলে অঙ্ককারে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করে তার সঙ্গে কথাবার্তার অনুষ্ঠান। 'একটা প্র্যানটেট পাইলেই ইয়ারা আমাকে মুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে।' রোকেয়া, ১৯২২; 'একটা প্র্যানটেট আনা যাবে।' জীবন, ১৯৩২; 'প্রানটেটে পরলোকগত নেতাদের আহ্বার আমদানির কথা সেখিত হইল।' মনসুর, ১৯৪০।

ফইজ [আ ফজিহত] বি বদনাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফজিহৎ [আ ফজিহত] বি বদনাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফউজ [আ ফৌজ] বি সেনাদল। 'সেবহ দীনের ফউজ আইন লড়িত'। *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ *শৌক*

ফএর [হি] বি তুলি ঘোড়া। 'ভোঁরার কবরের নিকটে তিনবার ফএর করিল।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৩ *ফায়ার*

ফঁচকঁচ [ধন্য] বি তরল সর্দি। 'তোমরা হান্দা নাওয়া ছিছি হ্যাংলা নাকে ফঁচকঁচ।' *সুহৃদ*, ১৯২০।

ফঁড় বি ফড়; খোড়ার গাড়ির দুই পাশে বাঁশ বা লতা কাঠ। 'উড়ে গিয়া ফঁড়ে বসি বগীর উপরে।' *গণ*, ১৮৫৮।

ফকফক [ধন্য] বি শব্দ উচ্চল। **ফকফক করা** ক্রি উচ্চল হওয়া। 'কেন, খুব ফকফক করছে নাহি?' *লীল*, ১৯৩২।

ফকির, ফকীর [আ] ১ বি মুসলমান সাধুসকল। 'ফকির দরবেশ আসে করিলে বাড়াই নিকটে হইব এহি নরকেত ঠাই।' *সুলতান*, ১৬৫০। ২ বি তীর্থযাত্রী। 'হায়েএল, ১৭৪০। ৩ বি সরসি সাধক। 'রূপারাম ফকির আসরে গীত গায়।' *রূপারাম*, ১৭৫০। 'অধীন ফকির কহে যা করে খোদার।' *গরীব*, ১৭৬৫। ৪ বি নিম্নে ব্যক্তি; ভিয়ারি। 'কানালি ভিক্তুক ও বিক ও ফকীর ওপরহ চট্টান হাজার লোক ...।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ বি দরিদ্র। 'কত লোকে ... জাল হারে কন্ডার বিবাহ দিয়া ফকীর হইয়া গিয়াছে।' *সুলত*, ১৮৭১।

ফকিরানি, ফকিরানী [আ ফকীর] বি ভিয়ারিনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'সে ফকিরানি আমার চিঠি লৈয়া তোমার কাছে গেছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

ফকিরা [আ ফকীর] বি সর্বহারা। 'লোক যে তোমার ফকিরা কহবে পো?' *কারসার*, ১৯৬৫।

ফকিরালি [আ ফকীর] বি সৎসারতাপীর জীবনযাত্রা। 'সেখিও, তোমার মনও যেন কেউ আবার ফকিরালির দিকে টানিয়া লইয়া না যায়।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮।

ফকিরি, ফকিরী, ফকীরী [আ ফকীর] ১ বি ধর্মের জন্য গৃহত্যাগী; সন্ন্যাসী। 'অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে ত্রমণ করিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ বি মন্নাস। 'সৎসারে ধূনা, পরিয়া ফকিরী গ্রন্থে' *মহারস*, ১৮৯০। ৩ বি সাধনা। 'অজান খবর না জানিলে কীসের ফকিরি।' *শালন*, ১৮৯০। ৪ বি ফকির বা সন্ন্যাসীর বৃষ্টি। 'ফকির করতে চাও সে ভালো আর যদি গুস্তামাছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। 'তাহারা ফকিরি মারফেচ দাবী করিয়া থাকে।' *হোয়ায়ত*, ১৯৩৬। ৫ বি দরিদ্র। 'বায় বরাবরে ব্যাপারটা সর্বত্রই ফকিরি হালাতে হইতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

ফক্কাস [স ফক্কাস] বি মিথ্যা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **ফক্কাস মারা** ক্রি শূন্য হওয়া। 'অনেকের শিশুকে কেতরটা ফক্কাসে রেখে, কারো কারো আবার মারেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

ফক্কারি [স ফক্কাস] বি ফাঁকি। 'এ সকলি কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কারি।' *শরীমুদ্রা*, ১৯৩১।

ফক্কাকারি [স ফক্কাস] বি ফাঁকিবাজি। 'বড়বড় স্কের ফক্কাকারি মারলেন।' *মুক্তব্য*, ১৯৫৫।

ফক্কিকাক বি ফাঁকিবাজি। 'তাইতে আমার হয় না কিছু মাথার যে সব

ফক্কিকাক।' *সুহৃদ*, ১৯২০।

ফক্কুটি ১ বিণ বাচাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বিণ কৌতুকী। 'ওদের ফক্কুটি কথায় কান দিলেন।' *মণীশ*, ১৯৩৩।

ফক্কুতিয়া বি বাচালতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফক্কুট্রোট [বি foxrot] বি কখনো দ্রুত কখনো ধীর পদক্ষেপের নাচ। 'আধুনিক ইংরেজী নৃত্য 'ফক্কুট্রোট' নাচিতেছিল।' *রোকেয়া*, ১৯২৬।

ফখর [আ] বি অহংকার। 'ইসলামে ক্রমি দিয়ে কবর/মুসলিম বলে করে ফখর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

ফণ [হি] বি কুয়াশা। 'লখনের ফণের মত এত গাঢ় ও অপরিষ্কার নয়।' *কুরুতাবিনী*, ১৮৮৫। 'আকাশ মোকো কণ/একই হলে ফরসা/বহুকে জাণে গুরসা।' *অন্নদা*, ১৯২৭।

ফচকে [আ ফিসক] বিণ বাচাল। 'আমি ফচকে ছুঁছি।' *লীল*, ১৮৭২।

ফচকিয়া, ফচকিয়া [আ ফিসকা] বিণ বাচাল। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'আমি চালাক ও ফচকিয়া নই।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ফচকিয়ামি, ফচকিয়ামি [আ ফিসক] বি বাচালতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'আমার চালাকি ও ফচকিয়ামি আইনে না।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

ফচকীয়া [আ ফিসক] বি ফকিরের মতো আচরণ। 'এাই, ফচকীয়া মারা পেইচি।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ফক্কর [আ] ১ বি ইসলাম ধর্মভেদে শত্রুভেদে নামাজ। 'সুন্নত ইয়াসীন পড় ফক্কর সময়।' *আলাল*, ১৯৩০। ২ ক্রিণ ভোর। 'মোহাম্মদ হানিকা হেখা উরীয়া ফক্করে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফক্কল [আ] বি দহা। 'এখানে খোদার ফক্কলে সব ভালো।' *নজরুল*, ১৯২৭। 'খোদার ফক্কলে আরোপ্য লাভ করিয়াছে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

ফক্কলি বি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের এক প্রকার বড়ো আকারের আম। *বিদ্যা*, ১৮৯১। 'ন্যাংড়া আম আর ফক্কলি আমের মধ্যে রসবিশেষের যে ভেদ আছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ফক্কলী আম বি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলের এক প্রকার বড়ো আম। 'ফক্কলী আমের আখানা কেটে দিল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

ফক্কলিতর বিণ ফক্কলি আমের চেয়ে নিম্নমানের। 'ফক্কলি আম খুরোলে বদল না, ভালো ফক্কলিতর আম।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ফক্কলিত [আ] বি মহিমা। 'বাড়িতে আরেক হাবে ফক্কলিত।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

ফক্কুল [আ] ১ বিণ অনাবশ্যক। 'আর একটা ময়সল দেওয়া নিতাই ফক্কুল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ২ বিণ অভিরিক্ত। 'রেখে না পান-পারা বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফক্কুল।' *নজরুল*, ১৯৪২।

ফট [ধন্য] ১ বি কোনোক্রি ফাটার শব্দ। 'ফট করিয়া ফাটয়া উঠে।' *বহিষ*, ১৮৭৫। ২ বি হঠাৎ দ্রুতভার ভাব। 'ফট করে তো উঠতে পারে না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

ফটফট [ধন্য] ক্রিণ ফট ফট শব্দ করে। 'ভুক কইমট ছড়ি ফটফট লাখি চটপট হানে।' *সুহৃদ*, ১৯২০।

ফটাকট [ধন্য] ১ ক্রিয়ণ ফটকট শব্দ করে। 'বাজবে ... নাক খিনাখিনা গাল ফটাকট।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'ওরা ফটাকট করে সিগারেট ধরালো।' সুশীল, ১৯৭০।

ফটক [হি] ১ বি সদর দরজা। 'শরীর দপরে তান লাগিল ফটক।' বাহনাম, ১৬৫০। ২ বি কয়েদবাশী। 'বাবুকে ও নব যুবতীকে ফটকে আটক রাখিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ফটকওয়ালা [হি] বিণ ফটক আছে এমন। 'সুমুহের ফটকওয়ালা বড় বাড়িটা।' শরৎ, ১৯১৪।

ফটকা [হি] ১ বি বিনিময়। 'কড়ি ফটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ফাঁকি। 'টুটকা দিয়ে ফটকায় ফেল রে মন তোলা।' লালন, ১৮৯০।

ফটকা বাজার [হি ফটকা+ফা বাজার] বি শেয়ার-বাজার। 'ঘটি-বাটি-জিটে বাঁধা রেখে কেউ/ফটকা বাজারে নিচ্ছে খুঁকি।' শামসুর, ১৯৬৬।

ফটকাবাজি, ফটকাবাজী [হি ফটকা+ফা বাজি] ১ বি মূল্যের অনিশ্চিত হ্রাসবৃদ্ধি। 'পাটের বাজারের ফটকাবাজী ও অন্যান্য অনাচারের প্রতিকার।' আজাদ, ১৯৩৯। 'এই প্রকার ফটকাবাজী অনেকটা বহিত হইতে পারে।' আজাদ, ১৯৪২। ২ বি ভণ্ডতাবাজি। 'দলীয় ফটকাবাজি ও ব্যক্তিগত নেতৃত্বের পুনরীকসনের ফন্সী হিসাবে এহংয়ের বিষয় ইহা নয়।' আজাদ, ১৯৫৭।

ফটকে বিণ ফাঁকিবাজ। 'ফটকে ছেলে ছটকে বেড়ায়।' নজরুল, ১৯২৬।

ফটকাবাজার বি শেয়ারবাজার। 'এই শতাব্দীর হাওয়া এক গাল পান করে শেষ হয়ে গেলে ফটকাবাজার সব।' জীবন, ১৯৩০।

ফটকি নাটকি বি হাসি-ভাষণ। 'হয়তো ছেলেদের সঙ্গে ফটকি নাটকি করে ...।' প্যাগী, ১৮৫৮।

ফটকিরি [স 'ফটকারি] বি আলিউরিনিয়েশন ও পটাসিয়াম দিয়ে গঠিত যৌগিক পদার্থবিশেষ; অ্যালুম। ওয়া, ১৭৮৫।

ফটকটা [ধন্য] বিণ উজ্জ্বল। 'ফটকটা জোহনা।' মনসুর, ১৯৫৫।

ফটকটে [ধন্য] ১ বিণ সাদা; পরিষ্কার। 'দিব্যা আমার ফটকটে বিনোদন চড়িয়ে দিয়ে গেলেন।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ বেশি কথা বলে এমন। 'যিচ্ছেনের নিজেরে ঠাঁই ফটকটে।' জীবন, ১৯৩২। ৩ বিণ উজ্জ্বল। 'ফটকটে আলো বাতাস রোদ।' জীবন, ১৯৩৩।

ফটা [স 'ফুট'] বি ফোটা। 'সকিল সুন্দর তায় সিদ্দুরের ফটা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ফটাকট্র ফট

ফটিক, ফটাক [স 'ফটকি] ১ বি 'ফটকি'। 'ফটিকের ওজ সব বিচিত্র আগিলা।' মাল্যধর, ১৫০০। 'ফটিকের জতং তাহা বা কহি কত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ 'ফটকি' দিয়ে তৈরি। 'কানে শোভে ফটিক ফুল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফটিক জল [স 'ফটিক-জল] বি স্বচ্ছ পানি। 'বুঝা যায় সঠিক ফটিক জল ডাকে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। 'ফটিক জল ফটিক জল করে কেনে কেনে যেহের কাছে এসে পৌঁছে।' নজরুল, ১৯২২।

ফটিকতরু [স 'ফটিক-তরু] বি 'ফটিকরূপ বৃক্ষ'। 'হেরি দামিনি ফটিকতরু জানি চমকি ধর নীরধার রে।' গোবিন্দ, ১৬০০।

ফটিক পানি বি স্বচ্ছ পানি। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ফটো [হি] বি আলোকচিত্র। 'ক্যামেরা লইয়া উপস্থিত থাকিবে আমার

ফটো লইতে।' রোকেয়া, ১৯৩২।

ফটোথল [হি ফটো+স থল] বি ক্যামেরা। 'ওধু ফটোথলের মত আকার ধরেই রয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

ফটোগ্রাফ [হি] বি আলোকচিত্র। '... ছাত্রী প্রতিরূপ ব্যাশারই আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ নামে অভিহিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ফটোগ্রাফ সেওয়া [হি] বিণ দ্বিধা তুলে ধরা। 'রসগোল্লার যে বৈভালিক গীতি উঠেছিল তার ফটোগ্রাফ দি কী প্রকারে?' মুক্ততাবা, ১৯৫৭।

ফটোগ্রাফার [হি] বি আলোকচিত্র গ্রহণ করে যে; আলোকচিত্রী। 'ফটোগ্রাফারের ওখানে ছবি ওঠে।' অবন, ১৯২৫। 'সংবাদপত্রের ঠাক ফটোগ্রাফারের অবস্থা ... ওরুতর বলিয়া জানা গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৯।

ফটোগ্রাফি [হি] বি আলোকচিত্রায়ন। 'ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের সহায়তায় আকাশে এসব জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

ফটোস্ট্যাট [হি] বি আলোকচিত্রায়নের মাধ্যমে গৃহীত প্রতিচ্ছবি; ফোটোপিক। 'ডকুমেন্টগুলো সব ফটোস্ট্যাট করা হয়ে গেছে?' শামসুর, ১৯৭৩।

ফড় [হি] বি জুয়াবেলা বিশেষ। 'ইহারা সকলে ফড় খেলায় অনেক টাকা পান।' জানাশেষ, ১৮৩৭।

ফড়ফড় [ধন্য] বি কাগড় হেঁড়ার শব্দ। 'মাজারের সাপুকাশড়টা ছেড়ে ফড়ফড় করে।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

ফড়ফড় করে ক্রিয়ণ বিবেচনাহীনভাবে। 'অমন ফড়ফড় করে কথা আমারাও তেরে বলতে পারি।' জীবন, ১৯৩২।

ফড়ফড়ানি ১ বি ব্যস্ততার ভাব। 'কক্ষকাতার দৌড়মাণ হাঁসফাঁস ফড়ফড়ানি ঘড়ফড়ানি ভারী হোটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি চঞ্চলতা; অস্থিরতা। 'তখন ফড়ফড়ানি বন্ধ, সাড়াই পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ফড়া [আ করা] বি পা। 'অঙ্গ ছাড়িয়া তুরঙ্গ পড়িল হাতে রহিল ফড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফড়িং [স পতঙ্গ] বি পতঙ্গবিশেষ। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩। 'শ্রীম ও বর্ষাকালে ফড়িং, মশা, মাছি প্রজাতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়।' বিন্দ্যা, ১৮৫১।

ফড়িঙ [স পতঙ্গ] বি পতঙ্গবিশেষ। 'বিন্দ্যা, ১৮৯১।

ফড়ে [হি ফড়িয়া] বি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। 'পাটের ফড়ে থেকে টটরুওয়ালা, গ্রাম্য টাউট থেকে হাইকোর্টের এটর্নি।' অন্নদা, ১৯৪০। 'টাকাটা ফেলে দেবে, না কি ফড়ের মতো কথা বলছে তুমি।' জীবন, ১৯৪৮।

ফড়িয়া, ফড়িয়া ১ বি পাইকার। ওয়া, ১৭৮৫। 'বিন্দ্যা, ১৮৯১। 'ফড়িয়া প্রতিদিন ... লক্ষ টাকার পাট কিনিয়া সদরে চালান দেয়।' মনসুর, ১৯৫৫। ২ বি দালাল। 'ফড়িয়া মহাজন যে-জন তার বাটখারাত কম।' লালন, ১৮৯০।

ফড়্যা বি দালাল; যে প্রকৃতকারীর কাছ থেকে কিনে বিক্রি করে। 'সুনিবার সময় জরনিরুত্তেও কোন ফড়্যাপিশর আবাব না থাকে।' হালদে, ১৭৭৩।

ফণ [সি] বি সাপের প্রসারিত মাথা। 'উর্ধ্ব বাহু ঞ্চিত করে তুলি সব ফণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ফণা [সি] বি সাপের প্রসারিত মাথা। 'নিভ্যানন্দ শিরে দেখে মহাশয়-
১৮৭০
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফণা। 'বৃন্দা, ১৫৮০।

ফণা-নিভড়ানো বি ফণা থেকে সম্পূর্ণ বের করা। 'নির্ভিত তব ফণা-নিভড়ানো গরলের ধারা গলে।' নজরুল, ১৯২৪।

ফণাফণ বি সাপের ফণার আক্ষলন। 'ফণাফণ ফণাফণ ফণীকল্প গাজে।' ভারত, ১৭৬০।

ফণি, ফণী। [স] ১ বি সাপ। 'আনিবে আটলি কীট ফণিফণা হইতে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'শিরে মণি জ্বলে ফণী বেড়ায় চরিয়া।' কুঙ্করাম, ১৭২০; 'আনি ফণীর মাথার মণি।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি চিকিৎসা। 'ভয় ফণী না রাখিব ঘরে।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ বি ঠোঁট। 'নাসা তিলফুল জিনি যেন গরুড়ের ফণী।' সুলতান, ১৭০০।

ফণিনী। [স] বি ঠোঁট সাপ। 'ফণিনী মণিকুণ্ডলা, বিধাকর ফণী।' মাইকেল, ১৮৬০।

ফণিপতি। [স] বি সর্পপতি। 'ফণিপতি আদি লোক কাশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফণিক্ষা। [স] বি সাপের ফণা। 'আনিবে আটলি কীট ফণিফণা হইতে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফণি-তুঘা। [স] বি যিনি গলায় সাপ ধারণ করেন; হিন্দুদেবতা শিব। 'ফণি-তুঘা শ্বাসন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ফণিমনসা, ফণীমনসা। [স] ১ বি সাপবিশেষ। 'নাহি জানি কোন ফণিমনসা হলাহল-পোকে।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি সাপের ফণার মতো চ্যাপটা কাড়ের কাঁটাগাছবিশেষ। 'তুমি ছিলে এই নাগ-শিতলের ফণি-মনসার বেড়া।' নজরুল, ১৯২৫। 'ফণীমনসার ঝোপে শটিগলে।' জীবন, ১৯৩২।

ফণিমাল। [স] বি সাপের মালা। 'ফণিমাল গল, দল দল দোলা গিরিশ, ১৮৮৭।

ফণীশ্রু। [স] বি সাপ। 'উল্লাসে ফণীশ্রু জালে।' মাইকেল, ১৮৬০; 'পীতাম্বর শিরে অনন্ত যেমতি (ফণীশ্রু) অযুত ফণা ধরে সতনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ফণীকল্প। [স] ফণিফণা। বি সাপের ফণা। 'ফণাফণ ফণাফণ ফণীকল্প গাজে।' ভারত, ১৭৬০।

ফতওয়া। [আ] ১ বি বিচারের রায়। 'সরার আমলার দেয়া ফতওয়া যায হউক।' ফরস্টার, ১৮০১। ২ বি ইসলাম ধর্মশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। 'তবে এ সবকিছু ফতওয়া প্রদান করিতে বাধ্য।' মশাররফ, ১৮৮৯। ৩ ফতোয়া

ফতনা। [স] <প>। বি ফতানা; হিপের সূতায় বাঁধা শোলা। 'ঘন পড়ে বাক্সনা ভাঙ্গিল ফতনা ভেসে গেল কাপীদল জলে।' কেতক, ১৬৫০।

ফতুয়া। [আ] ফুতুয়ী। বি হাত-কটা ছোটো জামাবিশেষ। 'পরনে বাটো ধুতি, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ফতুই। [আ] ফুতুই। বি ফতুয়া। 'পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙের একটা ফতুই।' হুতায়, ১৮৬১।

ফতুর। [আ] ফুতুর। বিপ নিঃস্ব। 'নবাব ... আপনার যথাসর্বব্যয় ফতুর হইলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ফতে। [আ] ফতওয়া ১ বিপ সফল। 'বড় বীর মহাকার গোরে কোরামত তায় হইবে লোকের কাম ফতে।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ২ বি বিজয়। 'লড়াই করিয়া তাহে না পাইবে ফতে।' গরীব, ১৭৬৫; 'কিরা ফতে হো গিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

ফতে করনিয়া বিপ জয়ী। মানোএল, ১৭৪৩।

ফতে করা ক্রি জয় করা। 'এ লড়াই আমরা কথায় ফতে করব।' প্রমথ, ১৯২০।

ফতো। [আ] ফতওয়া ১ বিপ অন্তঃসারপূনা; ফাঁকা। ভবানী, ১৮২৩। ২ বিপ অপরের দান বা অনুগ্রহে বাগিচি করতে ব্যস্ত। 'কতকগুলো ফতো বড়োমানুষ আছে ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ফতোআ। [আ] বি ফতোয়া; ইসলামি শাস্ত্রসম্মত রায়। 'বানি আদি ফতোআর যথেক ব্যবস্থা।' আলোড়ন, ১৬৮০।

ফতোয়া, ফতওয়া। [আ] বি ইসলামি শাস্ত্রসম্মত রায়। 'বেশ ফতওয়া জারি করতে শিখে যে দেবছি।' ইমদাদুল, ১৯২০; 'ফতোয়া দিলাম - কাফের কাছী ও।' নজরুল, ১৯২৫; 'বর্জান করার ফতোয়া দিয়েছিলেন।' এসলাম, ১৯২৬; 'তাহারা কাফেরী ফতোয়া দিল।' রোকেয়া, ১৯২৯।

ফতয়া। [আ] বি বিচারের রায়। 'পৃথিবীতত্ত্ব লোকে ফতয়া দিলেও, বুড় দখল দিবেন না।' বিন্দ্য, ১৮৭৩।

ফতোয়াগ্রাথী। [আ] ফতোয়া+স গ্রাথী। বি ইসলামি শাস্ত্রসম্মত রায় পেতে আগ্রহী যে। 'ফতোয়াগ্রাথীর প্রদত্ত টকার সাখ্যানুগাতে।' মুহাজ্জিন, ১৯৩২।

ফন্দাকাই বিপ হিন্তিগ্নি ও ব্যবহারের অযোগ্য। 'টানতে টানতে ফন্দাকাই করে দিল।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯।

ফনাছ। [স] ফুনাছ। বিপ ছাতার আকৃতিতে ফণা ধারণ। 'ফনাছ ধরিয়া বসুন্ধি পাছু যাএ।' মালাধর, ১৫০০। ৩ ফণ

ফনীরাজ। [স] ফনীরাজ। বি ফনীরাজ; সাপের রাজা। 'কঠে গরল নহ মুগমদসার/ নহ ফনীরাজ উরে মনিহার।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ ফণী

ফনেতি বি ঘোড়ার নাচের প্রকারবিশেষ। 'ঘোড়ার নান্দ দু রকম, জমিতি আর ফনেতি।' বিভূতি, ১৯৩৮।

ফনেগ্রাফ। [বি] বি রেকর্ড বাজানোর যন্ত্র; গ্রামোফোন। 'টেলিফোন, গ্রামোফোন - ফনেগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা গিয়াছে ও ধরা যায়।' রোকেয়া, ১৯২২।

ফন্ত, ফণ্ড। [বি] বি ফান্ড; তহবিল। 'নাশলান ফন্ত নামে আর একটা কথা শুনা ঘাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'তোমার ফণ্ডে আমি হাজার টাকা চাঁদা দেব।' মানিক, ১৯৩৬; 'প্রস্তাবিত ফন্তে দেওয়া যদি বাধ্যতামূলক হইত।' আজাদ, ১৯৩৯। ৩ ফান্ড

ফন্দ। [ফা] বি ফাঁদ। 'জ্বন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিঘম ফন্দ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফন্দনা। [ফা ফন্দ] বি ধলো। মানোএল, ১৭৪৩।

ফন্দি, ফন্দী। [ফা] ১ বি কৌশল। 'নানা ঠাটে ফন্দী নানা।' ওড়, ১৮৫৮। ২ বি চাতুরী। 'এমতো কানোনে আচর্য নহে কারণ একে ডিক্কি ফন্দী ...।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'একটা ফন্দি দেবাই ফাতানা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বি মতলব। 'ওহে বন্দী মরিয়া হবে জরী আমার' পরে এমন করিয়া ফন্দি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ফন্দি-কারা। বি যড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যে নির্মিত কারাগার। 'তোমায় ফন্দি-কারার গতিমুক্ত বন্দি-বীর।' নজরুল, ১৯২৪।

ফন্দি খাটোনে ক্রি ছল-চাতুরী। কাজ লগা। 'তাদের একজনেরও ফন্দি খাটো না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ফন্দিফিকির। [আ] ফন্দি+আ ফিকির। বি ছল-চাতুরী। 'নানারূপ কৌশল ও ফন্দিফিকির করিতে লাগিলেন।' মনসুর, ১৯৫০।

ফন্সিবাছ

ফন্সিবাছ [ফা] ফিণ কৌশলী; মতলববাছ। 'ফন্সিবাছ বাশের মেরে।' ময়নিক, ১৯৪০।

ফন্সি বাহির করা ক্রি কৌশল উদ্ভাবন করা। 'সমাজগতিবা এই চাফলা দমন করিবার জন্য নানা ফন্সিবাহির করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ফন্সী খাঁটা ক্রি কৌশল করা। 'হাজার বেশার ফন্সী খাঁটে সারাটি গাঁও ঘুরি।' জঙ্গীম, ১৯৩০।

ফন্সীবাছী [ফা] বি মতলববাছি; চক্রান্ত। 'এইরূপ হীন ফন্সীবাছী অবলম্বন করিতেছে।' জামায়াত, ১৯৪০।

ফপদলাশালি বি পায়ে পাড়ে আঁদের পঙ্কাবলম্বন। 'ফপদলাশালিতে কাজ নেই।' ময়নিক, ১৯৩৭।

ফরতা [ফা ফতিহা] বি গীরের দরগাহ দেওয়া শিরনি। 'বোধ হয় গীরের কাছে ফরতা দিলে আমার কুদরত আরও বাড়িয়া উঠিবে।' প্যাগী, ১৮৮৫; 'ফরতার ভূত সেয়ে যার পেঁড়োর দরগাহ।' লালন, ১৮৯০।

ফরতালী [ফা ফতিহা] বি মৃত ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের ধারণা। 'যেখানে গীরের নাম বারাম মোকাম খান যত ফরতালী নাম হতে।' কুজরাম, ১৭২০।

ফরদা [ফা ফাইদা] বি লাভ। 'ভাতে মোর আর সেড়কা-বালার কি ফরদা।' প্যাগী, ১৮৫৮।

ফরসল [ফা ফইসলাহ] বি মীমাংসা; নিষ্পত্তি। 'ভাতি ভাতিতে মোকদ্দমা হয় তাহাও ফরসল করিবা।' হাঙ্গাহেড, ১৭৭০।

ফরশালা, ফরশালা [ফা ফইসলাহ] ১ বি বায়; বিচারফল। 'তাহারদিলের মধ্যে অপ্রাপ্য ব্যক্তি তাকব জ্বীর নামেই ফরশালা দিলেন।' পূর্ণশ্রুত, ১৮৩৫। ২ বি নিষ্পত্তি; মীমাংসা। 'এমত ফরশালা করিতে লাগিলেন।' মণ্ডল, ১৮৩৬; 'প্রাচীন ফরশালা আধুনিক ফরশালা অপেক্ষা সর্বদাশে উৎকৃষ্ট।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ফর ১ বি খোতা। মানেএল, ১৭৪০। ২ বি ফাঁক। মানেএল, ১৯৪০।

ফরকা [ফা ফরকা] ক্রি আকালন করা; আলোড়িত হওয়া। 'ফরকাএ ক্রি আলোড়িত হয়।' 'যেহে হাও উড়িব বাতাসে ফরকাএ।' বাংবান, ১৬০০। ফরকায় ক্রি আকালন করে। 'কোন পাকি বাসালি খাণা ফরকায় বিজুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ফরকে ক্রি কলকে ওঠে। 'ফরকে চমকে অতি বিজুলির জুতি।' সুলতান, ১৭০০।

ফরখ [ফা ফরকা] বি পার্বক। 'নারী পুরুষের মধ্যে কোন ফরখ নাই।' মনেবল, ১৯৪৯।

ফরহুত [ফা ফুরসত] বি অবকাশ; সুযোগ। 'ব' ব ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠার বেশ ফরহুত পাইতেছেন।' মোহাজিন, ১৯২৭। ৩ ফুরসত

ফরজ [ফা ফরজ] ফিণ ইসলামিমতে অব্যবর্তন্য। 'রাখিতে উচিত যেন ফরজ সমান।' জামায়াত, ১৬০০; 'ফুরহমানের পক্ষে ফরজ বা অপরিহার্য ধর্মবিধান।' মোহাম্মদি, ১৯৩৬।

ফরজন্দ, ফরজন্দ [ফা ফরজন্দ] ১ বি বংশধর। 'এজিদ নামেতে তার হইবে ফরজন্দ।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি প্রিয় সন্তান। 'ললাট চুখন করে ঘোঁরা কেনে উঠল, ফরজন্দ ফরজন্দ।' নজরুল, ১৯২৪।

ফরশিচর [ই] বি আসবাবপত্র। 'ফরশিচর ও লাইব্রেরীর বই জিনতে বাহু ছুটি নিয়ে শহরে এসেছিলেন।' হুজায়, ১৮৬১। ৩ ফরশিচর

ফরদ [ফা ফরদ] বি তালিকা। ওর্গ, ১৭৮০। ৩ ফরদ

ফরদা [ফা ফরদ] বি ফাঁকা। 'এক বুঝ বড় ফরদা জারগার ... কবর

প্রস্তুত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ৩ ফরদা

ফরফর [ফরফা] ১ বি কোনো কিছু দ্রুত নড়ার শব্দ। 'সোকে একই শিখিয়া গুটি মাছের মতো ফরফর করিয়া বেড়ায়।' প্যাগী, ১৮৫৮। ২ ফিণ ফরফর করে এমন। 'বাতাস আনিয়া ... জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া ফুলিয়া ফরফর আওয়াজ করিতে থাকিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি পড়ন্তের দ্রুত ব্যতাসে ওড়ার শব্দ। 'ফরফর করে আরশোলা উড়ছে।' শ্রীমদ, ১৯৩২। ৪ বি তাড়াতাড়ি কথা বলা। 'কী ফরফর করছিল।' শিবরতা, ১৯৭০।

ফরফরাদা [ফরফা ফরফরাদা] বি ব্যাচালতা করা। 'কালকের ছুটি, এশ ফরফরাদে।' শিরিশ, ১৮৮৬।

ফরম [ই] বি নির্ধারিত আবেদনপত্র। 'ক্যাসে যোগদানেজ্ঞ ... গণকে ফরমের জন্য ... অনুবোধ জানানো হয়েছে।' কোম, ১৯৫২।

ফরমান [ফা] বি আদেশ। 'জোরে না চাণাও নাও যিনে ফরমান।' বিজয়, ১৬৫০।

ফরমানো [ফা ফরমান] ক্রি অনুগ্রহ করা। 'পীর হাছেব কিছুদিন পূর্বে পাঞ্জাবের তনয়ীক ফরমাইয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৪৯। ফরমাইছে ক্রি হুকুম করছে। 'মোকে ফরমাইছে প্রভু দোস্তের ভবিত'। সুলতান, ১৭০০।

ফরমাবরদার [ফা ফরমান-বরদার] ফিণ অনুগ্রহ। 'আজ্ঞাকারী সাদাশায ফরমাবরদার।' ওর্গ, ১৭৮২; 'বাসে ফরমাবরদার।' তর্জিত, ১৭৯২।

ফরমাবরদারী [ফা ফরমান-বরদারী] ফিণ হুকুম পালনকারীর কাজ। 'ফরমাদারী, বেদমতগারী, ও আরং সব রকম তাবেরদারী ও ফরমাবরদারী কিরাবা।' ভাবানী, ১৮২৮।

ফরমাশ, ফরমাস [ফা ফরমাইশ] ১ বি কোন কিছু সরবরাহের নির্দেশ। 'ওঁদের জন্যে একটি আশানা জগৎ ফরমাশ দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি আবদার; বায়ান। 'নিতি-নকুন ফরমাস - নিতি নকুন আবদার।' মল্লারক, ১৮৬৯।

ফরমাইশ, ফরমাইব, ফরমাইস [ফা] বি আদেশ। 'আড়র মজকুরে ইমসন ফরমাইব বমলসে ৪৭৯৫ খান নাম।' ওর্গ, ১৭৮২; 'হাস ফরমাইসের কিবিরিবি বিমরজীম নাগাএদ যুন মাযা ...।' তর্জিত, ১৭৯২; 'অম্মে অম্মে ফরমাইব করিতেছে।' প্যাগী, ১৮৪৮।

ফরমাইজ, ফরমাজ [ফা ফরমাইশ] বি ফরমাণ; হুকুম; আদেশ। 'বিনি দুর্গার ফরমাইজ বাটিতে লাগিল খুব।' বিজুতি, ১৯২৯; 'ফরমাজ করে এ জিনিসগুলো জলো লাগে না।' শ্রীমদ, ১৯৩২।

ফরমাইশি [ফা] ফিণ অনুবোধ বা আদেশ দিতে করা হয় এমন। 'অন্যতলো মাতে মাতের ফরমাইশি।' কায়সার, ১৯৬২।

ফরমায়োশ, ফরমায়োস [ফা ফরমাইশ] বি আদেশ। 'অনেক ফরমায়োস - বাহা অনোর অসাযা।' বঙ্কিম, ১৮৭৩; 'ফরমায়োসে মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ফরমায়োশি [ফা ফরমাইশ] বি ফিণ বসে-করে সেবাশো এমন। 'ফরমায়োশি গল্প।' প্রথম, ১৯১৮।

ফরমায়োশী [ফা ফরমাইশ] বি ফিণ আদেশ বা অনুবোধ করা হয়েছে এমন। 'ভায় মধ্যে অসংখ্য হলো ফরমায়োশী।' উমর, ১৯৬৮।

ফরমাশ খাঁটা, ফরমাস খাঁটা ক্রি আদেশ পালন করা। 'উদ্যোগ তাহার ফরমাস বাটে, ঘর খাঁটা দেয়, বাড়িমান পরিহার করে ...।' কুজরাম, ১৮৮৫; 'সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাস খাঁটিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফরমাশি [ফা ফরমাইশ>] *বিশ* নির্দেশিত; নির্দেশে কৃত। 'এটি নাকি বিক্রির জন্য নয়, সোকের ফরমাশি নয়।' মানিক, ১৯৩৬।

ফরমাশে গড়া *ক্রি* নির্দেশ অনুযায়ী গড়া। 'আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই আর পারব না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফরমাসে [ফা ফরমাইশ>] *বিশ* বড়ো আকৃতির। 'ফরমাসে গামলায় কৈতরা গুড় আছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

ফরমাসে [ফা ফরমাইশ>] *বিশ* বিশেষ নির্দেশে সজ্জিত; বিশিষ্ট। 'এর উপর যদি তোমার ফরমাসে চেহারা থাকে, তা হলে তুমি হোসেন খাঁ।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ফরমাসে [ফা ফরমাইশ>] *বিশ* নির্দেশনা দিয়ে বানানো। 'শান্তিপুত্র ফরমাসে খুঁটি পরেছিলেন।' হুতায়, ১৮৬১।

ফরমুশা [ফি ১ বি ছক-বাধা নিয়ম। 'সুবিধার জন্য বস্ত্রের সম্বন্ধে একটা ফরমুশা বলে দিলেন।' নবুজ, ১৯১৭। ২ বি সূত্র। 'একটা সহজ ফরমুশা তৈরি করা অসম্ভব নয়।' বঙ্কিম, ১৯৩১। ৩ **ফরমুশা**

ফরশা [স ফর>] ১ *বিশ* সাদা। 'ফরশা রুটি।' ওর্সী, ১৭৮৫। ২ *বিশ* পরিচ্ছন্ন। 'কাপড়গুলো ... ফরশা করে কেটেছি।' মাহবুব, ১৯৬৬।

ফরসা [স ফর>] ১ *বিশ* পরিচ্ছন্ন। 'চালু ওজন এবং নওয়াজীয়া কাগজখশা হিসাব কিতাব মোহাসিবা দিয়া ফরসা হইয়াছি।' ওর্সী, ১৭৮২। ২ *বিশ* মূল্য অকেরতর্যায়্য। 'চারি হাজার পাঁচ শত তেত্তাশি টকীট ফরসা।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ *বিশ* গুস্ত। 'ডবানী, ১৮২৩। ৪ *বিশ* ময়লাহীন। 'ফরসা ময়লা নরিক জুড়া করিয়া দেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৫ *বিশ* আলোকোচ্ছল। 'ক্রমে ফরসা হয়ে এলো - মাচের ভরিতা দৌড়ে আসতে লেগেচে।' হুতায়, ১৮৬৬। ৬ *বিশ* ধবংহ। 'ফরসা খুঁটি চাপতে ফি হয়ে বসে আসেন।' হুতায়, ১৮৬১। ৭ *বিশ* গায়ের রঙ কালো নয় এমন; শেভা। 'রুখ আমা অশেকা যে ফরসা তাও নয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ৮ *বিশ* নিঃশব্দিত। 'রমার শেষ আশা-ভরসা ফরসা হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৭। ৯ *বিশ* সাবাড়। 'পূর্বদিক ফরসার সহিত আমরাও ওদিকে ফরসা করিয়া দিব।' মশাররফ, ১৮৯৯। ১০ *বিশ* মেঘমুক্ত। 'আকাশ যখন ফরসা হইল।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

ফরসা ধ্বাসে *ক্রি*বিশ খোলায়ুলিভাবে; পরিষ্কারভাবে। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ফরসাও *বি* রোগমুক্তি। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ফরসি [ফা ফরসী] *বি* দীর্ঘ নলমুড় হাঁক। 'যে ফরসিটি দিয়ে গেছেন সেটা বরাবরন বলে দিই।' নীনবন্ধু, ১৮৭৭।

ফরসি হাঁকে *বি* দীর্ঘ নলমুড় হাঁক। 'কাপের রাজা জল ভরে দাও/ফরসি হাঁকের শিকড়িতে।' নজরুল, ১৯৩৩।

ফরসী [ফা ফার্সী] *বি* ফারসি ভাষা। 'ইংরেজী ওঁসারে ফরসীর লবজ লেখা গিয়াছিল।' উড়ি, ১৭৯২।

ফরা [স ফুর>] *ক্রি* স্মৃতিত হওয়া। **ফরাই** *ক্রি* স্মৃতি হয়। 'ফরাই অনুদীন তৈলোএ পমাই।' চর্চা ৪২, ১২০০। **ফরিস** *বিশ* পরিব্যস্ত। 'সহজ মহাতরু ফরিস এ তৈলোএ।' চর্চা ৪৩, ১২০০। **ফরিসা** *ক্রি* স্মৃতিত হয়। 'করুণ মেহ নিরন্তর ফরিসা।' চর্চা ৩০, ১২০০।

ফরাইজ [ফা ফরয়েজ] *বি* ইসলামি শাস্রমতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নির্ধারিত ভাগ। 'কিন্তু সে এ-ফরাইজ দাবি করে না।' মুক্ততাবা, ১৯৬৬।

ফরাগাদ [ফা ফরাগাদ] *বি* উন্মুক্ত বা ফাঁকা জায়গা। 'ডবানী, ১৮২৩।

ফরাজধর্ম, **ফরাজধর্ম** *বি* উনিশ শতকের দক্ষিণবঙ্গে মুসলমানদের সম্প্রদায়বিশেষ; শরিয়তব্রাহ্মের মতবাদে বিশ্বাসী। 'তীতুমীরের মৃত্যু হইয়াছে বটে, কিন্তু ফরাজধর্মের সোপ হয় নাই।' বাহুব, ১৮৮১।

ফরাশ [আ ফরশ] ১ *বি* বিহানা পাতা, ঘর বাড়ি দেওয়া, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজ করে এমন বেতনভোগী লোক; ভূতা। 'এক দরদান ও ফরাশ ইত্যাদির বেতন ৪০ টাকা।' দর্পণ, ১৮২২। 'যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ *বি* মেঝে বা বিহানা ঢাকার অন্তর। 'দর্পণ, ১৮২৩; 'মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা গুজ খোব ফরাশের উপর।' হুতায়, ১৮৬১। ৩ **ফরাশ**

ফরাশানা [আ ফরশ+ফা খানা] *বি* চাকর-বাকসদের থাকার স্থান। 'চলত ফরাশানা থেকে বৈঠকখানায়।' অবন, ১৯২৭।

ফরাশা [স ফর>] *বি* মীমাংসা। 'এই দুই লোককে সালিশ লইয়া ফরাশা করিলাম।' ওর্সী, ১৭৮২।

ফরাস [ফ ফ্রেসেজ] *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী। 'ইংরেজ ওলন্দাজ ফিরিদি ফরাস।' ভারত, ১৭৬০। ৩ **ফরাসি**

ফরাস [আ ফরশ] ১ *বি* বিহানা পাতা, ঘর বাড়ি দেওয়া, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কাজ করে এমন বেতনভোগী লোক; ভূতা; ফরাশ। 'খানসামা খেজমখ্যার ফরাস হুকাবন্দার পাকাবন্দার।' ডবানী, ১৮২৫। ২ *বি* মেঝে বা বিহানা ঢাকার অন্তর; কার্পেট। 'ফরাসময় ক্রিবিগ কার্পেটগুড়ে।' ছাইওলো ফরাসময় ছড়িয়ে পড়ল।' কায়সার, ১৯৬৭।

ফরাসী, **ফরাসী** [ফ ফ্রেসেজ] ১ *বি* ফ্রান্স দেশের অধিবাসী। 'এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জার্ম প্রভৃতি যুরোপীয় জাতিরা ...' বিন্দা, ১৮৫৯। ২ *বি* ইউরোপীয় ভাষাবিশেষ। 'অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম ভাষা হইতেও আমরা লম্ব ও ভাব লইতে পারি।' ছোলতলে, ১৯২৩। ৩ *বিশ* ফ্রান্সদেশীয়। 'ফরাসি কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফরাশি, **ফরাসী** [ফ ফ্রেসেজ] ১ *বি* ফরাসি ভাষা। 'ইংরেজিও জানি না, ফরাসীও জানি না।' বঙ্কিম, ১৮৭৭। ২ *বিশ* ফ্রান্স দেশীয়। 'এক ফরাশি ভাষায়ে এক গৃহ ভাড়া করিলাম।' কৃষ্ণকল, ১৮৫৮। 'স্পেনের ভূতপূর্ব প্রাচীন যুর্বেবংশীয় রাজারা ফরাসী ছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৩ **ফরাসি**

ফরাশিশ, **ফরাশিস**, **ফরাসীশ**, **ফরাসীস** [ফ ফ্রেসেজ] ১ *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী। 'ওর্সী, ১৭৮৫; 'ফরাসি এবং ওলন্দাজদের কুটী সব ইহার অনেক বঙ্গের পূর্ব বা ফরাসি' দর্পণ, ১৮৩১। ২ *বি* ফরাসি ভাষা। '... ইংরেজী এবং ফরাসীশ এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন।' অক্ষর, ১৮৪২। ৩ *বিশ* ফরাসি দেশ। 'জানুয়ারি মাসে তিনি ফরাসীশ হইতে ... প্রত্যাগমন করিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৪। 'মতর শত উননকই খ্রীষ্টানে ফরাশিশ রাজ্যে রাজবিশ্ব উপস্থিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

ফরাসিনী *বি* খ্রী ফ্রান্সের নারী। 'সেও ফরাসিনীর নাম শুনেছে বে-একোয়ার হয়ে পড়ে।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

ফরাসিস, **ফরাসিষ**, **ফরাসীজ** [ফ ফ্রেসেজ] ১ *বি* ফ্রান্সের অধিবাসী। 'ফরাসিস আদি সকল বিলাতি লোক।' মোয়ার, ১৭৭৭। ২ *বিশ* ফরাসিদের; ফরাসি সম্পর্কিত। 'মোয়ার, ১৭৮৪; 'ফরাসীজ সন ১৭৮৯ সাল।' ভেরগি, ১৭৮৯। ৩ *বিশ* ফ্রান্স দেশীয়। 'প্রথম ফরাসিস রাজবিশ্ব ...' বঙ্গবন্ধু, ১৮৭২।

ফরাসিসুলভ [ফরাসি+স সুলভ] *বিশ* ফরাসিদের মতো। 'জোয়ার

ফরাসী-বিশ্রোহ

রচনার ফরাসীমূলত লিপিভাষ্য নই। প্রথম, ১৯১৬।

ফরাসী-বিশ্রোহ [ফরাসি+স বিশ্রোহ] বি ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে ঘটনা গণবিরোধ। 'একদিন ফরাসী-বিশ্রোহ ঘটেছিল এই অসামান্যের তাক্রার' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ফরাসীয়া বি ফ্রান্সের অধিবাসী। 'ইয়োজ ফরাসীয়া নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছে।' ভদ্রাঙ্গী, ১৮৮২।

ফরিআদ [আ ফারইয়াদ] বি নালিশ। *বিদ্যা*, ১৮৯১। **ফরিয়াদ**

ফরিয়াদি [আ ফারইয়াদ] বি বিচারপ্রার্থী। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফরিকাল [আ ফরীক] বি 'সৈন্যবাহিনীর সৈনিক। 'আমু হইল ফরিকাল চালে দিয়া মাথা।' মুহুশ, ১৬০০।

ফরিয়াদ [আ ফারইয়াদ] বি অভিযোগ। 'মালিকের কাছে ফরিয়াদ করিতেক' হ্যালহেড, ১৭৭০; 'ফরিয়াদ করি ওমরি উঠিল যথা হায্যাকার' নজরুল, ১৯২৪; 'এতখোক বাড়ী হইতে চাকরগণীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল।' রোকেয়া, ১৯১১।

ফরিয়াদরত [ফরিয়াদ+স রত] বিণ নালিশরত। 'শীর্ণ মুখখানা এমন উর্জ্বল্যই ধেন আলোর কাছে সে ফরিয়াদরত।' শওকত, ১৯৭২।

ফরিয়াদি, **ফরিয়াদী** [আ ফারইয়াদ] ১ বি অভিযোগকারী; বিচারপ্রার্থী। 'আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে।' ভাষ্যত, ১৭৬০; 'আরবীর আতি ফরিয়াদিলগ সঙ্গে' ভাষ্যত, ১৭৬০; 'ফরিয়াদি ও আসামী যাহার নিবন্ধনে লেখাআর।' জনকণ, ১৭৮৪। ২ বিণ অভিযোগে সজোষ। 'ছদ্ম ত্যাগদিশের কোন ফরিয়াদী দখা সালিসিতে রক্তা না হয়।' হ্যালহেড, ১৭৭০।

ফরেন পলিসি [বি বি বেসেনসীতি]। 'ফরেন পলিসি আমরা বুঝিলে নলকল, ১৯২৬।

ফরেস্ট [বি অরগ্য; বন। 'ট্রিপিকাল ফরেস্ট তত লম্বকল্যেদয়।' বিজুতি, ১৯৩১।

ফরেস্টার [বি বি বনরক্ষক]। 'পোল হয়ে নাত নেচেছে সিপাহী যারা বনের পাহারাদার- ফরেস্টার।' সজিত, ১৯৬৯।

ফরোয়ার্ড [বি ১ বি সামনে যাওয়ার অংশ। 'ফরোয়ার্ড, লেফট, রাইট, লেফট' নজরুল, ১৯২২। ২ বি ফুটবল খেলায় সম্মুখভাগের খেলোয়াড়। 'জমা ব্যাকে খেললে অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের দূর্বিশাক।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফর্ক [বি বি কাটা (ইউরোপীয় পদ্ধতি যাওয়ার জন্য)। 'দু'খানি ফর্ক দিয়ে মাগের কাটা বাহুতে লাগালে।' মুক্তভা, ১৯২২।

ফর্কিকা [স ফর্কিকা] বি ফর্কিকা। 'ফর্কিকা অর্থাৎ ফর্কি ও সা তে ভবতু সুপ্রীড়া ইত্যাদি প্রাক শিক্ষা করান।' ভদ্রাঙ্গী, ১৮৮২।

ফর্জ [আ ফর্জ] বি ইসলামিধর্মে অবস্থা করণীয়। 'জানিতে উচিত ফর্জ তৌহিদ অবধি।' আলফল, ১৬৪০।

ফর্দ, **ফর্দ** [আ ফর্দ] বি তালিকা। 'সদা ভাবে কোন ফর্দ কেমনে গড়ায়।' ভাষ্যত, ১৭৬০; 'ঘরের সরঞ্জামী জীবন ফর্দে লেখা রহিল।' মের্স, ১৭৬২।

ফর্দা, **ফর্দা** [আ ফর্দ] বিণ বোলা। 'রামলাল প্রাতঃকালে ... ফর্দা জারগার গ্রন্থ ও বাহু সেখন করেন।' গ্যাঙ্গলী, ১৮৫৭।

ফর্নিচার [বি বি আসবাবপত্র]। 'কোথো একরঙি ফর্নিচার নই।' মুক্তভা, ১৯৫২। **ফর্নিচার**

ফর্ম [বি ১ বি বিবরণপত্র; প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লেখার অংশে ছাপানো কাল্পন্য। 'ছাপানো ফর্মে ব্যাপারয়েটেমেট পেটার।' বিজুতি, ১৯৩১; 'টেলির ফর্মখানা হাতে নিয়ে আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।' শিবরাম, ১৯৭০। ২ বি আকি। 'নবীরাহুদার পারফরমেশনের ফর্মে অচল প্রতিষ্ঠা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ফর্মা, **ফর্মা** [বি format] বি কাগজের মাণ্ডেডে ৮ অথবা ১৬ পৃষ্ঠার হিসাব। 'এক ফর্ম উপন্যাস।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

ফর্ম্যান [আ ফরম্যান] বি আদেশ। 'আদার ফর্মানে আইনু তেজার আলএ।' সুলতান, ১৭০০। **ফরম্যান**

ফর্মাবরদার [আ ফরম্যান-বরদার] বি আদেশ পালনকারী; অনুপত; বিবস্ত। 'ফরমাবরদার শ্রীজ্ঞানসোহন সেনসা সেলাম বহু।' ভেরসি, ১৭৯৪।

ফর্মাল [বি বিশ পোশাকি; বাইরের শোক এমন। 'তোকে আর অত ফর্মাল হতে হবে না।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

ফর্মালিটি [বি] বি বাইরের লোকের মতো উদ্ভূত করা। 'তুই আবার এত ফর্মালিটি শিখিলি কবে?' সুবীল, ১৯৭০।

ফর্মাল, **ফর্মাস**, **ফর্মাস** [আ ফরমালি] বি ফর্মাম; নির্দেশ। 'এ ওরে ফর্মাস করে।' ৩৩, ১৮৫৮; 'ভালো মাশী ফর্মাল-অনুসারে ... একজাতীয় ফুল হইতে নানাপ্রকার ফুল বাহির করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। **ফরমাম**

ফর্মালি, **ফর্মালি** [বি বি সূত্র; হুকে বাঁধা নিয়ম। 'নবাবিকৃত ফর্মালি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।' ভাষ্যত, ১৯৩৬; 'স্বাভাব্য আদর্শ প্রচারের ফর্মালি বাঁধা কাছ ঘড়ী না করিলে না হয়।' ভাষ্যত, ১৯৭০। ****

ফর্শো [বি বি ব্রিটিশ অদর ভারতে কর্মরত উত্পাদন সিভিলিয়ানদের বসলে যেভানোর জন্যে দীর্ঘমেয়াদি ছুটি। 'যে কোনো সুযোগেই একটা ফর্শো গাইলেই মহাসমুদ্র পাড়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ফর্শা বিণ উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। 'যা ফুটুটে ফর্শা।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯। **ফরসা**

ফর্সা ১ বিণ উজ্জ্বল; মেঘমুক্ত। 'বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর?' ৩৩, ১৮৫৮। ২ বিণ অন্ধকারমূল্য। 'ফর্সা ফর্সা হয়ে এলো।' হাজারক, ১৮৬৯। ৩ বিণ উজ্জ্বল গায়ের রঙবিশিষ্ট। 'রঙটা তেমন ফর্সা নয় বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ফর্সাপানা বিণ প্রায় ফরসা। 'ফর্সাপানা বাটো চেহারা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ফর্শী [আ ফরসা] বিণ দীর্ঘ নলমুক্ত। 'সিবি ফর্শী হুঁকা এল।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ফর্শি বি দীর্ঘ নলমুক্ত হুঁকা। 'ফর্শিতে তামাক খাইতেছে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ফর্স্টক্লাস [বি বি প্রথম শ্রেণী। 'তিনি গণিতে ফর্স্টক্লাস মেডালিস্ট।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ফল [স] ১ বি গাছ ও লতা থেকে জাত শস্য। 'নানা তরঙ্গর বে ফল ফলে আপনে তাক না ভবে।' বৃদ্ধ, ১৪৫০। ২ বি পরিণাম। 'পান আনি নিজ পোষে ফল পাইবে মোর গোষে।' বৃদ্ধ, ১৪৫০; 'বৈষ্ণোজিউ খাইবার ফল দেখাইলো।' কুঞ্জানন্দ, ১৫৮০। ৩ বি ভোগ। 'শাণ্ডে হুএ নরকের ফল।' বৃদ্ধ, ১৪৫০। ৪ বি শক্তি। 'কি বলিতে কি ব্যর্থতা পাল্য তার ফল।' মাল্যকর, ১৫০০। ৫ বি প্রতিক্রিয়া। 'বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল।' বৃদ্ধ, ১৫৮০। ৬ বি ফলাফল। 'ফলদার আছে কত কর্মের ফল।' মুহুশ, ১৬০০। ৭

বি লাভ। 'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে শ্রদ্ধের ফল কি' ভবানী, ১৮২৫। ৮ বি পুরকার; প্রশংসা। 'ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৯ বি অর্জন। 'বাঙালির মধ্যেই জগদীশ ও প্রমুদচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ১০ বি সার্থকতা। 'কিরমের শাওড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। 'কথা কর্তাকে জ্ঞানিয়ে ফল নেই, পুরুষা যে সৎসার-কানা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ১১ বি সন্তান। 'সন্তানের বীজ সযত্নে ধারণ করে আমি হবো ক্লাস্ত ফলবতী।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

ফলওয়ালা বি ফল বিক্রেতা। 'ফলওয়ালার কাছ থেকে আতাটা, কলাটা ... কিনে যে ফ্রেশসুখ উপভোগ করে অণিমা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ফলওয়ালা বি ফল বিক্রেতা। 'বাঁয়ে দর্জীর সোকান, ভাইনে ফলওয়ালা' মৃজতাবা, ১৯৬০।

ফলকথা [স] বি সার কথা। 'ফলকথা এই, লাফুন্ড রাখায়, অনবরক ভার বসিয়া বেড়ান মায় লাভ।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ফলকর [স] বি ফল বাবদ প্রদত্ত কর বা শুল্ক। পৌত্তে, ১৭৮৯।

ফলকামনা [স] বি প্রতিদানের আশা। 'সে কর্মের ফলকামনা যেন নিজের জন্মে না হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফল-কুড়ুনি বি ফল কুড়িয়ে সংগ্রহ করে যে। 'ফল-কুড়ুনি ও পতপালক থেকে তারা ধীরে ধীরে কৃষিজীবী হয়ে উঠতে পারে।' সনৎ, ১৯৭০।

ফলবৎ [স] বি পরিণত অংশ। 'ফলবৎও লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিয়ে বিবি।' ভবানী, ১৮২৮।

ফলদ [স] বি ফলদায়ক। 'ফলদ বৃক্ষ'। কৌরী, ১৮০৮।

ফলদা [স] ১ বি যোগ্য। 'ফলদা হইতে।' মানোজল, ১৭৪৮। ২ বি ফলপ্রসূ। 'অগাধ নয়নে ভব ফলদা বাতির পুষা বারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ফলদাতা [স] ১ বি ফল প্রদান করে এমন। 'এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ এবে তন ফলদাতা যে যে শাখাখণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সিদ্ধিদায়ক। 'পরমেশ্বর পুরুষমহের অনুরূপ ফলদাতা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ফলদানি [স] ফল+ফা দানী। বি যে পাড়ে ফল সাজিয়ে রাখা হয়। 'মহুসুলনের হাতে ... একটি ফলদানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফলদায়ক [স] ১ বি ফলপ্রসূ। 'ক্যুপাস ছজ্ঞের দিকে বতাই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তাহাই ফলদায়ক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'ইহার পরিণাম বাংলার পক্ষে অতি ফলদায়ক হইয়াছিল।' এনামুল, ১৯৫৫। ২ বি উপশমকারী। 'সর্বপ্রকার ব্যাধির ফলদায়ক।' ওয়ালী, ১৯৬২।

ফলদারী [স] বি ফল দেয় এমন। 'উৎকৃষ্ট ফলদারী বৃক্ষ উৎপাদিত করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ফলদ [স] ফল+ ১ বি উৎপাদন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি উৎপাদিত ফল। 'সাহিত্যব্যবসারী আপনাদ্য একটি মন হইতে নানাবিধ ফলদ বাহির করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি শস্য উৎপাদন। 'কোথাও ফলদ নেই তার।' জীবন, ১৯৩০।

ফলনিরশেক [স] বি ফলের উপর নির্ভর করে না এমন। 'অধ্যাপকমহাশয় যদি ফলনিরশেক হয়ে ইউরোপ সভ্যতা বন্ধ কি

জিজ্ঞাসা করতেন।' প্রমথ, ১৯৩০।

ফলদ ১ বি উৎপত্তা। মানোজল, ১৭৪৩। ২ বি ফল ধরেছে এমন। 'ফলদ পাছ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

ফলপত্র [স] বি ফল ও পত্র। 'হে বাহক! এই বৃক্ষ যে সকল ফলপত্র আছে ...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ফলপরিণামহীন [স] বি ফল হয় না এমন। 'ফলপরিণামহীন ফলের মতো পরিণতি।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ফল-পাকড়া বি ফল-ফলাদি। 'ওয়ার স্কায়ায় একটি ফল-পাকড়া ছোঁবার ছো নাই।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

ফলপুঞ্জ [স] বি ফলরাশি। 'পদ্মরাস ফলপুঞ্জে তুঁতি হঠ-মনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ফলপুষ্প [স] বি ফল ও ফুল। 'তরুণাশায় ফলপুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ফলপুষ্পবতী [স] বি ফল ও ফুলে-ফুলে পূর্ণ। 'বনরঙ্গীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফলপুষ্পিত [স] বি ফল ও ফুলে ভরে গেছে এমন। 'সময় হলোই বৃক্ষ ফলপুষ্পিত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ফলপূর্ণ বি ফলে ভরা। 'তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ আমগাছের ...' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফলপুষ্প [স] বি ফলদায়ক। 'হাছা অল্পরাসসাম্য এবং বহুফলপ্রদ।' মৃজতাবা, ১৮৭৪।

ফলপ্রসব [স] বি ফলদান। 'কী অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহা তাহার জীবনে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'অগ্নিরে তাহা ফলপ্রসব করিবে।' গীতীমঞ্জরী, ১৯৩১।

ফলপ্রসবিতা [স] বি উপকারিতা। 'ফলপ্রসবিতার মধ্যে দেখা যায় যে ...' রজনীকান্ত, ১৮৭৪।

ফলপ্রসূ [স] বি সফল। 'জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয়।' নজরুল, ১৯৩৬। 'বাংলাদেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসূ কল্পনার বীজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। 'বর্তমানের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ বা সুবাহন না হওয়াই সম্ভব।' সত্যেন্দ্র, ১৯৪৪।

ফলপ্রসূতা [স] বি সফলতা। 'তাদের সমকালীন প্রভাব ও সামাজিক ফলপ্রসূতা অনেকখানিই নির্ভর করে ...' শিব, ১৯৫৬।

ফল ফলা ক্রি সিদ্ধিলাভ হওয়া। 'পায়ের ধুলোর যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ফলকসলা [স] ফল+আ ফসল। বি নানাবিধ ফল ও শস্য। 'তাদের জন্মের বাঁধা বরাদ্দ উপরিভরের ফলফসল শাকসবজি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ফলফুল [স] ফল+স ফুল। বি ফল ও ফুল। 'রুড়ি (বোধ হয় উদ্যানপালিকা) কতকগুলি ফলফুল নিয়ে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। **ফলফুলন্ত** বি ফলপ্রসূ। 'বন্য মৃত্যুর ডাগর সাহস, ফলফুলন্ত নির্জনতা।' শব্দ, ১৯৬৬।

ফলফুলুরি বি ফলফুল। 'এক বাটি জীর, ও তার সঙ্গে আম কাঁটাল প্রভৃতি ফলফুলুরি।' প্রমথ, ১৯৪২।

ফলবতী [স] ১ বি ফলপ্রসূ। 'তাহাণিগের আশালাত কদাত ফলবতী হইবেক।' রত্নাকর, ১৮৩১। ২ বি সফল। 'তাহাতে দুই প্রকারেই আপনাদ্য ইচ্ছা ফলবতী হইবে।' মণাররক্ষ, ১৮৬৯। 'পবিত্রের চোঁটা

ফলবতী না হলেও ফল ধরল।' অতিষ্ঠ, ১৯৫০। ৩ বিণ ফল ধরেছে এমন। 'অসৌকিক ফলবতী বৃক্ষের নিচে।' মাহমুদ, ১৯৬৩। ৪ বিণ শ্রী সন্ধানবতী। 'সন্ধানের বীজ যখনই ধারণ করে আমি হবো রূপ ফলবতী।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

ফলবান [স] বিণ সকল; ফলসম্পূর্ণ। 'আমার প্রথমস্থ বৃক্ষ ফলবান হইল।' হুম্মাদ রায়, ১৯১৫। 'সকল ব্যাপিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ফলবিক্রেতা [স] বি ফলওয়াল। 'ক্রমে ক্রমে ফলবিক্রেতা, সাহেবের বানসামা।' প্রভাত, ১৮৯৬।

ফলবিচার [স] বি ফলাফল বিশ্লেষণ। 'যদি ফলবিচার করা যায় তবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফলবিশিষ্ট বিণ ফল আছে এমন। 'খানিক বাসে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিত শাখা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ফলবীজভাত [স] বিণ ফলের বীজ থেকে উৎপন্ন। 'ফলবীজভাত বৃক্ষ হইতে অল্পদান বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ফলবৃক্ষ [স] বি ফলের গাছ। 'তাহা খনন করিয়া সারা মিয়া ফলবৃক্ষ যোগ্য করিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ফলভোগ্য [স] ১ বি কৃতকর্মের জন্য সুখ-দুঃখ ভোগ। 'বর্তমান দেখে ক্রিয়াময় দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গিত্বের ফলভোগ্য যে দেখাচ্ছে হই ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি ফল লাভ। 'কর্মফল পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করিয়া থাকেন কিন্তু ইয়োজেরাই তাহার ফলভোগ্য করিয়া থাকে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫। ৩ বি প্রতিফল। 'ভূমি এদের সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছে, তাইই ফলভোগ্য করত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ফলভোগী [স] ১ বি উপভোগভোগী। 'সম্মতিবাক্যী না থাকিলে তাহার তাহার ফলভোগী হইতেছে না।' দিক্শঙ্কর, ১৮৬৯। ২ বি ফল ভোগ করে যে। 'রাজা উহার বঁটারের ফলভোগী।' বন্দন, ১৮৭৪। 'রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যেক করিয়া ঐ সমস্ত সদুপদেশের ফলভোগী হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফলমূল [স] বি ফলফলানি। 'ফলমূল উপহারে নৈমিত্ত্য পাঞ্জলা।' মৃত্যু, ১৯০০। 'এনে সেব ফলমূল নির্ভরের জল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ফলমূল্যহার [স] বি ফলমূল খাওয়া। 'যে মর্ষি সোকার ত্যাগ করিয়া একাকী সিঁথিহারে ফলমূল্যহার করিয়া প্রাণধারণ করেন ...।' বন্দন, ১৮৭২।

ফলদাতা বি সকলতা। 'ক্রমাগতই মিথ্যাচারে ছাড়া আর কোনো ফলদাতা হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ফলসোলোপ [স] বিণ ফলসোজী। 'ভিনি ফলসোলোপ কর্তৃক অনন্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফলশস্যপুত্রিতা বিণ শ্রী ফল ও শস্যপরিপূর্ণ। 'এই চিরহরিতা ফলশস্যপুত্রিতা মনদীপ্তিহিতা বসন্তুই।' শরীফজাদে, ১৯৩১।

ফলশস্যসুন্দর্য [স] বিণ শ্রী ফল এবং শস্য শোভাময়। 'এই ফলশস্যসুন্দর্য বসন্তরা হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আত্মশুশ্রূষিত বিদ্যাপুত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

ফলশাসি [স] ফলশালী বিণ ফলসম্পূর্ণ। 'ঐ সকল দস্য সতেজ ও ফলশাসি হয়।' প্রভাত, ১৮৯৩।

ফলশাসিনী [স] বিণ শ্রী ফলন ভালো হয় এমন। 'বহুদেশের মৃত্তিকা ফলশস্য উৎপাদক ও ফলশাসিনী।' প্রভাত, ১৮৯২।

ফলশালী ১ বিণ ফল লভানোয় উপযোগী। 'নদী ও হ্রদ হওয়ায় এদেশ অতিশয় ফলশালী হইয়াছে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫। ২ বিণ ফলসম্পূর্ণ। 'উর্বরা ও ফলশালী দেশ হইলেই যে তাহার লোকেরা বাণিজ্যকার্যে নিযুক্ত থাকিবে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'সেদিনকার সোড়ের ধারা যে কোন কোন দেশকে ফলশালী করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ফলশ্রুতি [স] ১ বি ফলাফল। 'তাহার ফলশ্রুতি এই হইল।' রায়ময়, ১৮০১। ২ বি পুণ্যভাত। 'সাত্রে এই বিষয়ে বিলম্ব ফলশ্রুতি আছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ফলশ্রুতিবহুগ [স] ক্রিণ ফলাফল বহুগ। 'ইহা বেরলদের অন্তরঙ্গতার ফলশ্রুতিবহুগ প্যারীচাঁদের ওপর কী ধমনের প্রভাব পড়ি সক্ষম।' মুরগিন, ১৯০৭।

ফলসিদ্ধি [স] বি সকলতা। 'দৃষ্ট কারণস্ব একত্র নহিলে ফলসিদ্ধি কদাচ হয় না।' দর্পণ, ১৮২৩।

ফলহীন [স] বিণ ফল নেই এমন। 'ফলহীন আম জাম কাটিল ফুলি।' মৃত্যু, ১৮০০। 'ফলহীন ফলহীন আত্মপন্থার মরুক্ষেত্রে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ফলহীনা [স] বি শ্রী ফল নেই এমন। 'দুর্ভাগ্য শীত ঋতু আসিয়া বসুমতীকে ফলহীনা করে নাই।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

ফলাকাকী [স] বিণ কৃতকর্মের ফল প্রত্যাণী। 'কল্মাশয়নমুদ্রিত পুণ্ডিকুলভাত ফলাকাকী ইয়া ব'ব বাসিলা ...।' দর্পণ, ১৮৮৩।

ফলাসি [স] বি বিভিন্নরকমের ফল। 'ব্যাদ্য সামগ্রী আর ফলাসি আনইয়া ভোজন।' কট্টর, ১৮০৫।

ফলাসক্তিবিশিষ্ট [স] বিণ ভজ্ঞাতত পত্রিশায়ে আসক্তি নেই এমন। 'তারা ফলাসক্তিবিশিষ্ট সাধনায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফলাদান [স] বি ফলদান ক্রমসংগ্রহ। 'ফলাদানে মন্ত লোক লইল সকল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ফলোৎপত্তি [স] বি ফলের উৎপাদন। 'ফলবীজভাত বৃক্ষ হইতে অল্পদান বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলোৎপত্তি হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ফলোৎপাদক [স] বিণ সার্বক। 'সাহায্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।' বন্ধি, ১৮৮৭।

ফলোদয় [স] ১ বি সাফল্য। 'বিদ্যা শিক্ষার ফলোদয় না শিক্ষার দোহ অতি উত্তম রূপে কথিত।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি উদ্দেশ্যসিদ্ধি। 'কিছু লেখার দ্বারা কোন ফলোদয় হওনের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না।' প্রভাত, ১৮৭৭। ৩ বি লাভ। 'নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাফকার।' ওত, ১৮৫৮।

ফলোদায় [স] বি ফলের বাধান। 'ফলোদায়-কর্ম [স] বি ফল-বাধানের কাজ। 'নবদীপে অরলীয়া ফলোদায়-কর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ফলোদায়দারী [স] বিণ শ্রী ভালো ফল করে আনে এমন; উপকারী। 'সমরাগোপা শিক্ষা অধিকতর ফলোদায়দারী।' বন্ধি, ১৮৭৯।

ফলোৎপাদক [স] বিণ ফলদায়ক; উপকারী। 'আমি ... সুভাষা আছি যে ফলোৎপাদক বিদ্যা বর্জনায় ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

ফলোৎপাদিত [স] বি ফলাফল; উপকারিতা। 'আমার প্রথম সপেহ এই যে, দিবিজয়ের ফলোৎপাদিতা কি।' হুম্মাদ, ১৮৮১।

ফলই [স] ফলকী বি মাহবিশেষ। 'কালবসু বীণপাতা শব্দর ফলই।' ভাট, ১৭৬০।

ফলুই [স ফলকী] বি চিত্তল জাতীর মাহবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফলক [স] ১ বি শারক। 'যতকৈ ফলক মেরা আছে সমুখেতে।' গরীব, ১৭৫৫। ২ বি ঢাল। 'এই সেখ, সেখ, ফলক, মখিত সুবর্ণে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি পট। 'ইতিহাসের ফলক হইতে একবারে মুছিয়া যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৪ বি পাটার মতো চতুর্ভুজ। 'নরাকাটা পাথরের ফলক প্রভৃত।' অবন, ১৯২৫। ৫ বি ফলা। 'অর্ধচন্দ্র-আঁকা পতাকা বাঁধা বর্শা ফলক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ফলহ [বি] বি দাক। 'ঢালী পাকি দিয়া উঠে সখনে ফলহ।' রূপায়ম, ১৭৫০।

ফলত, ফলতঃ [স] ১ ক্রিবিধ ফলে। 'ফলতঃ ইহার বিবরণপ্রদ অন্যান্যদিগ দ্বিগির ঘটনা হয় নাই।' কৌমুদী, ১৮৩০: 'ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান মানসিক অঙ্গকার।' নর্পণ, ১৮৮৮। ২ ক্রিবিধ বন্ধত; বান্ধবিকপকে। 'ফলতঃ, মনুষ্য জিন্দা আর সকল জন্তুকই চিরকাল এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে।' বিদ্যা, ১৮৫১: 'ফলত, বঙ্গমহাদেশবীর পুরাতন রাজপুত্র আর অনেক নতুন সংকর ইয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ফলতো [স ফলতঃ] ক্রিবিধ ফলে; এ কারণে। 'ফলতো অস্ত্রোৎসর্গকরা এ সভায় পূর্ণনির্যাসমান করিলেন না।' নর্পণ, ১৮৩১।

ফলনা [আ ফলানা] বিণ অমুক। ওর্ডা, ১৮৫৫।

ফলসা [খা] বি একজাতীয় মিষ্টি ফল। 'ফলসা বাদাম আতা নেয়া ও পোয়া ...।' কেরি, ১৮০২: 'ফলসা ঢালতা ছিল, ছিল সার-বাঁধা সুপুরির গাছ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফলসাই বিণ ফলসা ফলের রবিসি। 'সে ফলসাই-রক্তের কাগড় পরাইছে।' গ্রন্থ, ১৮৯৮।

ফলসানি বি বহুবচন। 'নীল কাপো সাগলিগের মত রোসে বাজিয়ে ... দিগের ফলসানির ভেতর।' জীবন, ১৯৪৮।

ফলা [স ফলঃ] ১ ক্রি উৎপন্ন হওয়া। 'নানা তরঙ্গের যে ফল ফলে আপনে তাক না তখে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি সার্থক হওয়া। 'কাহার ফলিল পুঙ্কর পুণ্য সিদান।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি ভুলানো। 'ওয়া ফলিল কুৎসের বরে।' বিজয়, ১৭৫০। ৪ ক্রি ভোগ করানো। 'মৃত্যু ফলাও মোর বসন্তের বাএ।' বাহরাম, ১৭৫০। ৫ ক্রি কার্যকর করা। 'প্রবাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ ক্রি ফলনা হওয়া। 'ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে আশীর্বাদ করা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৭ ক্রি উজ্জল হওয়া। 'সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উজ্জল ফলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ফলতো ক্রি উৎপন্ন হতো। 'আবাদ করলে ফলতো সেগা।' রামহরাদ, ১৭৮০। ফলাইল ক্রি কার্যকর করায়। 'প্রবাদ ফলাইল মুই করিয়া অকার্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ফলাও ক্রি ভোগ করা। 'মৃত্যু ফলাও মোর বসন্তের বাএ।' বাহরাম, ১৭৫০। ফলিবেক ক্রি ঘটবে। 'যে আছে মোর ফলালে ফলিবেক সেসি কালে।' বড়ু, ১৪৫০। ফলিল ১ ক্রি ফলতো; সার্থক হলো। 'কাহার ফলিল পুঙ্কর পুণ্য সিদান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি ভুলানো। 'ওয়া ফলিল কুৎসের বরে।' বিজয়, ১৭৫০। ফলিলেক ক্রি ফলতো। 'এখা সেই বিখাটির ফলিলেক কাজ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ফলে ক্রি উৎপন্ন হইল। 'নানা তরঙ্গের যে ফল ফলে আপনে তাক না তখে।' বড়ু, ১৪৫০।

ফলিয়ে ফলিয়ে ক্রিবিধ অতিশয়িত ক্রি; রসিয়ে রসিয়ে। 'কিয়ারিত করিয়া ফলাইয়া ফলাইয়া বহিতহাছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ফলিয়ে বলা ক্রি অতিশয়িত ক্রি বলা। 'ফলিয়ে বলা গুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলায় অবসর সেই।' অবন, ১৯২৫।

ফলে ওঠা ক্রি উৎপন্ন হওয়া। 'সোনার মতন ধান ফলে ওঠে যেইখানে।' জীবন, ১৯৩৬।

ফলে থাকা ক্রি ধরে থাকা। 'গাছে ছোটো ছোটো খেজুর ফলে থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

ফলা [স ফলক] ১ বি ঢাল। 'এই অন্ন সমান সম্বয় কর ফলা।' রূপায়ম, ১৭৫০। ২ বি হস্তাকারের সমতুল্য বাহুরবিশেষ চিহ্ন। 'পতিলা আঠার ফলা পরিচোষ মনে।' রূপায়ম, ১৭৫০। ৩ বি লালসের তীক্ষ্ণ ধাতব অংশ। 'তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'ওই হালের ফলায় শস্য ওঠে।' নজরুল, ১৯২৬। ৪ বি শক্ত ধাতব পদার্থের ধারালো বস্তু। 'ছুটে আসে পাথরের ফলা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ফলাআলা বিণ ফলাযুক্ত। 'চকচকে ফলাআলা হলটিকে জোয়াগে আটকে দেওয়া গেল।' হাসান, ১৯৬৭।

ফলাওয়ালা বিণ তীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত। 'আমি ফলাওয়ালা লাঠি হাতে এক গাছাড় থেকে আর-এক গাছাড় উঠে যেয়েম।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ফলাও [বি ফলনাও] ১ বিণ বিকৃত। 'প্রসঙ্গক্রমে কথটা বেশি ফলাও হয়ে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ অতিরিক্ত। 'আমার বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি ক্রমে ফলাও এবং ওকড়ত হয়ে আসছে।' গ্রন্থ, ১৯০৫।

ফলাও [স ফলক] বি ফলক। 'আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকার অস্ত্র কুর্চিয়া গিয়া যায়।' নীরবদু, ১৮৬০।

ফলাওজী দ্র ফল

ফলানা [খা] ১ বি অতি সাধারণ স্নো। 'এই কুএকজন ফলানা সেবানকার দিক্কাবর্ষি।' হ্যাংলহেড, ১৭৭০। ২ বি অজ্ঞাতপরিচয় স্নো। 'হ্যাংলহেড, ১৭৭০: 'ফলানা ব্যক্তি সেই জিনিষ অমুকের স্থানে বিক্রম করিয়াছে।' ক্যানগে, ১৭৭৫। দ্র ফলনা

ফলানো [স ফলঃ] ১ ক্রি (ফসলের ক্ষেত্রে) উৎপাদন করা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি জাহির করা। 'কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ ক্রি অতিরিক্ত করে প্রকাশ করা। 'সব সময়ই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাহায্য পায়।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ফলাফল [স] ১ বি সাফল্য। 'তত্ত্ব দেখে এক লাক ঘুড়ান সকল পাক পরীকার নাই ফলাফল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কর্মের পরিণাম। 'ফলাফলের বিশেষ বিলম্ব রূপে জারিতে পালিল ...।' নর্পণ, ১৮২৮। ৩ বি ভোগ্যমান ফল। 'যাহার কর্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষপোতার নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ফলাবহ [স] বিণ সুফলজনক। 'তাহার অনুবাদ করণ ফলাবহ নহে।' নর্পণ, ১৮২৯।

ফলার [স ফলাহার] ১ বি নিরামিষ ও ফলাজাতীয় খাবারের আয়োজন। 'ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, কোবেলি ছোটো না বাহু না কেন্দ্র।' রামায়ান, ১৮৫৪। ২ বি খাবার। 'পেটুক যদ্যপি শুনে লুটির ফলার।' ওর্ড, ১৮৫৮। দ্র ফলাহার

ফলারি [স ফলাহারী] বি সন্ন্যাসীবিশেষ; ফলাহারী। 'যাহারা ... কেবল ফল মূল্যনি তপস্ব করিয়া নিরাপাত করেন, তাঁহাদের নাম ফলারি বা ফলাহারী।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ফলাপিকা [স] বিণ ফল-উৎপাদক। 'বিদ্যা যে অসং ফলাপিকা ইহা এক নতুন বার্তা।' নর্পণ, ১৮৮৮।

ফলাসভিবিধী দ্র ফল

ফলাবাদ

ফলাবাদ প্র কল

ফলাহার [স] বি ফল ও মিষ্টি প্রব্য খাওয়া। 'উপবাস ফলাহারে জলাহারে সুখি।' মালাধর, ১৫০০।

ফলি [স ফলকী] বি ফলই মাছ। ফলিকাত বি ফলই মাছের মতো কাত হয়ে শোওয়া। 'কমলের নীচে ফলিকাত হয়ে থাকতে থাকতে।' জীবন, ১৯৪৮।

ফলিত [স] ১ বিণ প্রায়োগিক। ফলিত জ্যোতিষ [স] বি জ্যোতিষশাস্ত্রের যে বিভাগের সাহায্যে শুভাশুভ, কৃত-অবিধাৎ প্রভৃতি জানতে পায়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। 'পূর্বকালের জ্যোতিষদ্বল ফলিত জ্যোতিষ।' জঙ্কর, ১৮৫৫। ২ বিণ ফলনশীল। 'বৃক্ষকে ফলিত করিতে কি মানুষে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিখিবেন?' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বিণ বাস্তবায়িত। 'তাহার কর্ম পরবর্তী জন্মে ফলিত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ফলিতা [স] বি সজান-সম্বা। 'কামিনীকলকতা ফলিতা হইল।' মদনমোহন, ১৮৬৪।

ফলিতার্থ [স] ১ বি সারার্থ। 'তাহার ফলিতার্থ মহর্ষি বেদবাস সঙ্গ্রহ করিয়া পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন।' দর্শন, ১৮২৬। ২ বি প্রকৃত অর্থ। 'তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য দিক হয়, ফলিতার্থ ইংলণ্ডীয় মহাপরয়া এদেশীয় ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন।' বল্লভ, ১৮২৯।

ফলুই প্র ফলই

ফলন্ত [স ফল<] বিণ উর্ধ্ব। 'বামোদো, ১৭৪৩।

ফলু [স] বিণ পৌন। 'ফলু করি মুক্তি দেখে নরকের সম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ফলুয়ারা [স] বি প্রকাশিত নয় এমন ধারা। 'ফলুয়ারা মতো আনন্দের অন্তঃপ্রোত তার পাঞ্জরে নতুন মেঘের মত খেলিয়া যায়।' লণ্ডন, ১৯৫৮।

ফলুনাশা [স] বিণ পোশন প্রবাহ ফলসেকারী। 'হমকে-ওতে পলুতা আর ফলুনাশা বাগি।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

ফলি বি হাসিতামাশা। 'লালন বলে এসব ফলি।' লালন, ১৮৯০।

ফলিবি বি রসবিনিকতা। 'মুন্ডের কথার মন্ত্র দিয়ে করেন ইষ্ট পৌষাই ফলিবি।' লালন, ১৮৯০।

ফলি করন বি ঠাট্টা; ছলন; রসিকতা। ওর্গা, ১৭৮৫।

ফলিগিরি বি হাসিতামাশা। 'কাজ নয় তার ফলিগিরি।' লালন, ১৮৯০।

ফলিটি বি লুপ্ত পরিহার; কাজলামি। 'ফলিটি সবারি কাছে?' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

ফলি বি রসরস। 'পোড়ার নিকট ফলি করিতে নাই।' রোকেয়া, ১৯০১।

ফস [ধন্য] বি আকর্ষিকতার ভাব। ফস করে (করিয়া) ক্রিবিণ হঠাৎ ক'রে। 'ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'প্রসীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফসকা [আ ফসক<] বিণ সহজেই বসে যায় এমন। 'রতির গিরে ফসকা মারা গুণু কথার বাবলা করা।' লালন, ১৮৯০।

ফসকা-গেরো বি শিল্পি গেরো। 'ফসকা-গেরোকে আরও গেরো নিয়ে তাঁরা ...' অবন, ১৯১৯।

ফসকা [আ ফসক<] ক্রি হাতছাড়া হওয়া। 'তাও ফসকে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ফসকানো [আ ফসক<] ১ ক্রি হাতছাড়া হওয়া। 'অত ব্যর্থ হলে ফসকাবে শিকার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি আশানা হওয়া। 'সংসার হইতে তার কোনামতে ফসকাইবার জো নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ ক্রি শিথলানো। 'স্বাী বান্দা ফসকে পড়ে।' জসীম, ১৯৩১।

ফসফস [ধন্য] বি দ্রুততার ভাব। ফসফস ক'রে ক্রিবিণ দ্রুত। 'তা হলে আমি ফসফস করে দিবে যাব।' প্রমথ, ১৯২৭। 'ফস ফস করে বেরিয়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফসল [আ] ১ বি শস্য। 'ফসলে তছরুপ হবে না।' রায়মসাদ, ১৭৮০। ২ বি সম্ভলতা; ফল। 'প্রভু, তোমার আক্সিনাতে তুলি আমার ফসল বত।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৩ বি উপহার। 'মানবজীবনের সুন্দরতম ফসল হাসি।' মোতাহের, ১৯৫০।

ফসল করা ক্রি শস্য ফালানো। 'আমরা ফসল করছি, গভর গুড়িয়ে মাছ ধরব।' দণ্ডকট, ১৯৫৮।

ফসলকাটার গান বি ফসল কাটার সময় চাষী যে গান গায়। 'চন্দ্রে পাছিস এ ফসলকাটার গান?' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ফসল-খেত বি ফসলের খেত। 'হইব তোমার ফসল-খেতের কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'প্রাণের ফসলখেত বিভিন্ন শস্যে উর্বর।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফসলশিল্পী বিণ ফসলকে নিয়ে খেলাধে এমন। 'সৈদিন এমনই ফসলশিল্পী হওয়া মেতেছিল তার চিত্রকের পালক ধানে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

ফসলভরা বিণ ফসলে পূর্ণ। 'শস্যপ্যামল ফসলভরা মাঠের ডালিখানি।' নজরুল, ১৯৩২।

ফসলরাশি [আ ফসল+স রাশি] বি ফসলসম্ভার। 'অনেক মনীষা, প্রেম, নিখীল ফসলরাশি ঘরে এসে গেছে।' জীবন, ১৯৪২।

ফসলশূন্য [আ ফসল+স শূন্য] বিণ কঁাকা; ফসল নেই এমন। 'মাঠগুলি ফসলশূন্য হইয়া বাঁধা করিতে লাগিল।' হানিক, ১৯৩৬।

ফসলহীন [আ ফসল+স হীন] বিণ সাফল্যহীন। 'আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফসলি, ফসলী [আ ফসল<] বিণ ফসল সম্পর্কিত। ফসলি/ফসলী সাল বি সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ফসল তোলার কাল থেকে গণনা করা হয় এমন সাল বা অব্দ। 'ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ।' ফরাস্টার, ১৭৯৩; 'ফসলি।' ক্যাম্পবে, ১৭৯৬।

ফসলের পুর্ণিমা বি ফসলপূর্ণ পুর্ণিমা। 'কখনো আঁকাবাঁকা আল, কখনো ফসলের পুর্ণিমা।' সৈদিনা, ১৯৭৫।

ফসল [আ ফসল] বি শস্য। 'সে সকল জমি ফসল হইবেক না।' ওর্গা, ১৭৮২।

ফসালি [আ ফাসাদ] ১ বিণ দুর্নীতিবাজ; কামোলাকারী। 'এতমন, ১৭৯০। ২ বি কামোলা। 'দলাগিল, কপাড়া ফসাদ।' মোসলেম, ১৯২৭।

ফসিলি [বি] বি জীবাবস্থা; পাণ্ডের পলিত হওয়া জীবদেহ। 'এইদ্রুপ অজ্ঞানিকে ফসিল বলা হয়।' বর্ধিম, ১৭৭৫।

ফকা [আ ফসক<] বি আশা। 'বিদ্যা, ১৮৯১। প্র ফসকা'

ফকানো [আ ফসক<] ক্রি হাতছাড়া হওয়া। 'ঠোং, কুঠার বানি, তাহার হাত হইতে ফকিয়া গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

দ্র কসকানো

ফাইন [হি] বি জরিমানা। 'আশোর বিষয়ে এক ফাইন খটিত ... আইন করিয়া বসিলেন।' প্রভাকর, ১৮৫২।

ফাইন হওয়া কি জরিমানা হওয়া। 'চাটুয্যের একদিনের রোজ ফাইন হয়ে গেল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

ফাইন [হি] ১ বিণ সৌন্দর্যধান। **ফাইন আর্ট** [হি] বি চারুকলা। 'কতক শিল্প পছন্দ ফাইন আর্টের কোয়ার।' অবন, ১৯২৫। ১ বিণ উত্তম; বেশ ভালো। 'গঙ্গা প্রাণামও সারাবে, ফাইন ...।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ফাইনাল, ফাইনাল [হি] বিণ চূড়ান্ত। 'রেকর্ড অব রাইটসের ফাইনাল পাব্লিকেশনও ইইয়া গিয়াছে।' তারা, ১৯৪২; 'ফাইনাল শিলা পড়ে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ফাইকরমাপ, ফাইকরমাস বি ছোটোখাটো হকুম পালন। 'পেটভাতে ফাইফরমাস কাপড় কোচানো ও সূচী ভাজা প্রকৃতি কর্তে ভর্তি হলেন।' হুতম, ১৮৩১; 'আমার ফাইকরমাস খাটিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'পালের অনেক ফাই-ফরমাস খেটে তিনি হাঁপ জিরবার সময় পেতেন না।' প্রমথ, ১৯৩৪।

ফাই-ফরমাজ বি ছোটোখাটো হকুম ডামিল। 'তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ।' বিকৃতি, ১৯২৯।

ফাই-ফুই বি কাকিকৃষ্ণ। 'বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফাই-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না?' আলোউদ্দিন, ১৯৫৪।

ফাইফুতি বি অকারণ উল্লাস। 'ফাইফুতি বুঝি আমি বেনী ডালোবাসি।' জীবন, ১৯৩২।

ফাইল [হি] ১ বি নথিভুক্তকরণ; উপস্থাপন। 'দুই মহোদয়ের নামে সুপ্রিম কোর্টে ফাইল করিলে ধারামত এনসোএর ...।' দর্পণ, ১৮৩৩; ২ বি বোতল; পাতা। 'এক ফাইল কি যেন ট্যাবলেট।' জীবন, ১৯৩২; 'কাল এক ফাইল কিনে আনতে হবে।' জীবন, ১৯৪৬; ৩ বি নথি। 'বিস্তর ফাইল যেতো তাঁর কাছে।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯; 'মহাম্যূদ্যান সরকারি সব ফাইল এ-দফতর থেকে ও দফতর করতে হয়।' মুক্তবর্ষ, ১৯৫৮।

ফাউ [হি] ফাও। বি প্রাণ বস্তুর চেয়ে বাড়তি পরিমাণ। 'সিকিগয়নার ফাউ দেননি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফাউণ বি আবি। 'সিন্দুর বদলে দিমু বাসা ফাউণের গুড়ি।' বিজয়, ১৮৬০।

ফাউন্টেন কলম [হি ফাউন্টেন+আ কলম] বি কলমের খোল থেকে কালি আসতে থাকে এমন কলম; কলম কলম। 'ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্বোলে টেবিলের কোনো অনভিজ্ঞ অংশে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ফাউন্টেন পেন [হি] বি কলম কলম। 'আগে ফাউন্টেন পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'এ তো ফাউন্টেন পেন।' বিকৃতি, ১৯২৯; 'সেই ভাঙা ফাউন্টেন পেনটার হিজিবিজি।' জীবন, ১৯৩১।

ফাউল [হি] বি মোরগের মাংসের খোল। 'রাতের ফাউল প্রভাত না হতে ফেলিরে হজম করে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'ভেসে যাব যাব হুঁজি ফাউল ও বিস্কের বন্যায়।' রোকেয়া, ১৯৩১।

ফাউলকারি [হি ফাউল+তা কারি] বি মোরগের মাংসের খোল। 'আমার ফাউলকারি সুসিক হইলেই হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফাউল [হি] বি নিয়মভঙ্গ। **ফাউল-কারি** [হি ফাউল+স কারি] বিণ খেলার নিয়মভঙ্গকারী। 'ফাউল-কারী নারাজিয়া কেবল ফাউল করে।'

নজরুল, ১৯৪১।

ফাউল করা কি খেলায় নিয়ম ভেঙ্গে বল ইত্যাদি মারা। 'বেশি ফেয়ারি করতে পারে না, ফাউল-টাইল করা চলবে না তা বলে।' শিবরাম, ১৯৫০।

ফাও [হি] ১ বিণ অতিরিক্ত। **বিদ্যা**, ১৮৯১। ২ বি অতিরিক্ত। 'তখন মুসলমান "মুনাকা" লাভ এমন কি ফাও সহ আসল আদায় করিয়া নয়।' মহাররক, ১৯০৮। ৩ বি প্রাণ মূল্যের চেয়ে বেশি। 'আমাকেও ফাও বরুণ পেয়ে তোমারা আকাশের চাঁদ হাতে পেতে।' রোকেয়া, ১৯৩১।

ফাওড়া [স পর্বী বি নিড়ানি।] **মানোএল**, ১৭৪৩।

ফাঁক ১ বিণ শূন্য। 'ক দিক ভাববো? সব দিক ফাঁকা' **গিরিশ**, ১৮৮৯। ২ বি দূরত্ব। 'ফাঁকে থাকি লক্ষ যোজন না পাই দেখিতে।' **লালন**, ১৮৯০। ৩ বি ফাঁদ। 'আপন ফাঁকে আপনি পসে।' **লালন**, ১৮৯০। ৪ বি সুযোগ; সুবিধা। 'বেশানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২। ৫ বিণ ফাঁকা। 'প্রাটীরে মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫। ৬ বি শূন্যতা। 'আজি ঐ আকাশ পরে সুদায় ভরে আঘাত মেঘের ফাঁক।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৫।

ফাঁক করা কি প্রকাশ করা; ফাঁস করা। 'দেশবরণে নেতার ভিতরের কথা ফাঁক করে দেবার ছমকী দিয়েছে।' **মহেন্দ্র**, ১৯৪৯।

ফাঁকডাল ১ বি সুযোগ। 'ফাঁক ডালে সদাগরের তুরিত গমনের সুমতিপ্রদ বাকুর করে লইতি।' **দীনবন্ধু**, ১৮৬৩; 'ফাঁকডালে দুট শূন্য লাগিয়েছিলাম।' **গিরিশ**, ১৮৮৭। ২ বি হঠাৎ পাওয়া সুযোগ। 'ফাঁকডালে আমলাতন্ত্র টাঙ্গি বাড়িয়ে না পসে।' **নজরুল**, ১৯২৬।

ফাঁকডালা বি হঠাৎ পাওয়া সুযোগ। 'আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকডালায় ঘেরে দিলেন।' **গিরিশ**, ১৮৮৮।

ফাঁক-ফুক বি দ্বি। 'হার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া ... হুঁইয়া যাওত।' **রবীন্দ্র**, ১৯২২।

ফাঁকে-চকুরে **ক্রিণ** বিণ সুযোগে; ফাঁকডালে। 'কৃক হৈয়োও যে ফাঁকে-চকুরে জমিদার হৈয়া বসছেন।' **মনসুর**, ১৯৫৫।

ফাঁকেফাঁকে **ক্রিণ** বিণ মাঝে মাঝে। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

ফাঁকা ১ বিণ শূন্য; খোলা। ওয়া, ১৭৮৫। ২ বিণ অসার। 'আর এই ... ইরিগি শিটালপ, আমাদের পকে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩। ৩ বিণ নিয়ম। 'চাকুর নিচয়ই তারি ফাঁকা ঠেকে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১। ৪ বিণ মিথ্যা। 'ভবিষ্যতের ফাঁকা আশাস একদিনও বাটল না।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭। ৫ বি শূন্যতা। 'বিনয়টে রাগিরে বুটঘুটে ফাঁকা।' **সুকুমার**, ১৯১৮। ৬ বিণ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এমন। 'পাহারা দেন, ফাঁকা দ্যাওড় করেন।' **বিকৃতি**, ১৯৩৭।

ফাঁকা আওয়াজ [ফাঁকা+আওয়াজ] বি বৃথা আকাশন। 'সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

ফাঁকা গুলি বি কাউকে লক্ষ্য না করে গুলি করা; ইশিয়ারি গুলি। 'অনেকগুলো ফাঁকা গুলি চলল।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪১।

ফাঁকাল বিণ মাথা ন্যাড়া করেছে এমন; চুলহীন। 'নেড়ীবালা অতিভুল, ঘসামাথা ফাঁকাল।' **ভবানী**, ১৮২৫।

ফাঁকি, **ফাঁকী** [স কজিকা] ১ বি প্রতারণা। 'ফাঁকী দিয়া চাকি ভুজুৎ গায় করে ফিরা।' **রামপ্রসাদ**, ১৭৮০। ২ বি লোকসান। 'এজন্য বাহাতে ভাই ফাঁকিতে পড়ে তাহাই করিতে হইবে।' **প্যারী**, ১৮৫৮। ৩ বি

ফাঁকি করন

মায়া। 'মনে হয় একি সব ফাঁকি' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিংশ শিখা। 'বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৫ বি নিরতি। 'কখনে কখনে গানে আমার পড়ে ফাঁকি।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

ফাঁকি ফরান বি ফাঁকি দেওয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

ফাঁকিছুকি বি প্রবঞ্চনা। 'ভাতে ফাঁকিছুকি চলে না।' ওয়ালী, ১৯৬২।

ফাঁকি দেওন বি ফাঁকি দেওয়া; ঠকানো। ওর্স, ১৭৮৫।

ফাঁকি দেওয়া ক্রি প্রত্যাড়িত করা; ধোকা দেওয়া। 'বুড়োমানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফাঁকিছুকি বি প্রতারণা। 'ফাঁকিছুকি দিয়ে দূরে চলে গিয়ে/ ভুলে গিয়ে সব শেষ' ওর্স। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ফাঁকিবাজ বি কাজে ফাঁকি দেয় যে; কৌশলে দায়িত্ব এড়ায় যে; প্রতারণ। 'এই প্রশ্ন ফাঁকিবাজের প্রশ্ন।' নজরুল, ১৯২২: 'ওরে ফাঁকিবাজ, যেরেব-বাজ।' নজরুল, ১৯২৪।

ফাঁকিবাজি, ফাঁকিবাজী বি প্রতারণা। 'রাজা রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজি।' নজরুল, ১৯২৬: 'সেখানে আইনের ফাঁকিবাজী চলা অস্বাভাবিক নহে।' জামায়াত, ১৯৩৯।

ফাঁকি লোক বি ঠক ব্যক্তি; প্রতারণক। ওর্স, ১৭৮৫।

ফাঁড়া বিণ ছেড়া। 'দোঙ্গর বজ্র গায় দিয়ে চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া।' রামতনয়, ১৭৮০।

ফাঁড়া [মু ফানড়া] বি জ্যোতিষ গণনানুযায়ী কঠিন বিপদের সম্ভাবনা। 'হাতে হাতে একটা বড় ফাঁড়া দেখতেছি।' উমেশ, ১৮৫৭।

ফাঁড়া কাটা ক্রি বিপদ শেষ হওয়া। 'যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ফাঁড়া-পর্শিণি বি বিপদ-আপদ। 'যাবতীয় ফাঁড়া-পর্শিণি একই তার চেয়ে প্রচুরতর আনন্দের ...' মুক্ততবা, ১৯৬০।

ফাঁড়ি বি পুশিণি ঘাঁটি। বিদ্যা, ১৮৯১: 'যুদ্ধ বাধাই উহাদেরই দিয়ে/ ধরিয়া আনাই ফাঁড়িতে।' নজরুল, ১৯৩১।

ফাঁং ফাঁং [ধ্বনা] বি শূন্যতার ডাব। 'বিছানাটি ফাঁং ফাঁং করে।' মীনবহু, ১৮৭২।

ফাঁদ [ফা ফন্দ] ১ বি শিকার ধরার জাল বা পতপাথিকে বন্দী করার ব্যবস্থাবিশেষ। 'আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ বাইতে পশু নাই।' চণ্ডী, ১৫০৫: ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি ছল। 'বন্দন ছাদ কামের ফাঁদ।' চিত্রাঙ্গী, ১৬০০। ৩ বি প্রতিপক্ষকে বন্দী করার কৌশল। 'ওমর আলী ফাঁদ লিয়া হাতে।' গরীব, ১৭৬৫।

ফাঁদন [ফা ফন্দ] বি পাখি তাড়ানো ইড়ি। মনোএল, ১৭৪৩।

ফাঁদা [ফা ফন্দ] ১ ক্রি জমিয়ে তোলা। 'ব্রাহ্ম-জেলসের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রি ছির হওয়া। 'এই সময়ে বেশ ফাঁদে বসে একটা গজ লিখতেও বেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ ক্রি আঁটা। 'হোমটা-ফাঁদা আঁথার-মাফে ত্রুটু পাখি।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ ক্রি পাড়া। 'কে এমন করে এ ফাঁদ ফাঁদেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ ক্রি নির্মাণ করা। 'পাথর দিয়ে ভিত্তি ফাঁদে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৬ ক্রি বাঁধ দেওয়া। 'যদি পাগিয়ে চোখে ধূলা দিয়ে/ মায়াফাঁদ ফাঁদে।' নজরুল, ১৯৩৫। ৭ ক্রি রচনা করা। 'মন তারিখ ও হিজিবিজি নিয়ে ধীসিণ ফাঁদব।' অনুরা, ১৯৩৭। ফাঁদিয়া ক্রি ছির করা। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বদন্তিহিলায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ফাঁদে ক্রি তৈরি করা। 'অনেক পয়লাচন্দ দালালীর

দৌলতে 'কলাগেহে ধাম' ফাঁদে ফেলেন।' হত্যায়, ১৮৬১।

ফাঁদি [ফা ফন্দ] বিণ চণ্ডা। ফাঁদি-নথ [ফা ফন্দ] বি চণ্ডা নথ। 'তোমার ফাঁদি-নথের দিব্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ফাঁদুনি [ফা ফন্দ] বি বন্দী। 'স্বপ্নের অমনি কলমে ফাঁদুনি।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ফাঁশ [প্রা ফংক] ১ বি ক্ষীতি। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ফাঁপা অংশ। 'মোস্তা-বাড়ির বাঁশ ভাল, তার ফাঁপতলি নয় বড়।' জঙ্গী, ১৯২৯।

ফাঁপড়ে ঠঠা ক্রি ফাঁপে ঠঠা। 'প্রেম সাথিতে ফাঁপড়ে ওঠে কামনদীর তুফান।' লালন, ১৮৯০।

ফাঁপর, ফাঁকর [বি ফেফরী] ১ ক্রিবিপ বিশপকে। 'সেখিয়াত বসুদেব পড়িয়া ফাঁপর।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিণ নিরুপায়। 'ইথে তরুদাস বড় হইল ফাঁকর।' চণ্ডী, ১৫০৫। ৩ বিণ ব্যাকুল। 'সে সব ভাবিতে মোর হৃদয় ফাঁপর।' আলগল, ১৬৮০। ৪ ক্রিবিপ বিশপে। 'জয় রাজা পড়িল ফাঁপর।' রামাই, ১৭১০। ৫ বি হাসরোধ। মনোএল, ১৭৪৩। ৬ বি বিপন্ন। 'পলাইতে না পেরে ফাঁকর হৈলা হর।' ভারত, ১৭৬০। ৭ বি সমস্যা; বিপদ। 'আমি বড় ফাঁকরে পড়িয়াছি।' বোকেয়া, ১৯২৪।

ফাঁপরে পড়া ক্রি মহাভিত্তার পড়া। 'আবদুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে।' মুক্ততবা, ১৯৯৯।

ফাঁপা, ফাঁকা [প্রা ফংক] ১ বিণ হাসরুদ্ধ। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ ক্ষীণ। 'উহা শূন্যতর অর্থাৎ ফাঁপা।' অকর, ১৮৫২। ৩ বিণ ভিতরে কাঁপুনি এমন। 'মেঘের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বিণ অন্তঃসানুয়ী। 'হালকা লোক, ফাঁপা। পরসার জন্য আটকে জলাই করছে।' মানিক, ১৯৩৬।

ফাঁপাফাঁপি বি ক্ষীত হওয়ার ভাব। 'রাজ সকালে হাট যদি তাহলে যেতু' বা পেট ফাঁপাফাঁপি, উইং, থাকবে না।' জীবন, ১৯৩২।

ফাঁপে ঠঠা ক্রি সমুচ্চ হওয়া। 'গজের দোকান দিনদিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে।' শওকত, ১৯৫৮।

ফাঁপে যাওয়া ক্রি ধনী হওয়া। 'তালেব চৌধুরী লোহার কারখানা করে দেখছ ফাঁপে যাচ্ছে।' শওকত, ১৯৫৮।

ফাঁপানো, ফাঁপান [প্রা ফংক] ১ ক্রি ক্ষীত করা। 'মদ - পরমন্তকারী, হয়, মায়া-বান্ধ/ ফাঁপায় যে হৃদয়।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ দুঃখ। 'টাকায় ফাঁপানো ফাঁপা।' মানিক, ১৯৩৬: 'বাতাসে ফাঁপানো তোমার ও ফাঁকা পাল।' ফররুখ, ১৯৪৩।

ফাঁশ [স পাশ] বি ফাঁস। 'অসংখ্য ফাঁশ, লোকের গলে।' বরদর্শন, ১৮৭২। ২ ক্রি ফাঁস।

ফাঁশী [স পাশ] বি গলার ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুদণ্ড। 'তা হলে হয় ত এত দিন কত প্রহরকার ফাঁশী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন।' হত্যায়, ১৮৬২।

ফাঁস [স পাশ] ১ বি বাঁধন। 'বিনু ফাঁসে বন্দী হই পত পক্ষীপাল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি সম্পর্কের বন্ধন। 'একে তো বন্ধু অর্থেই বন্ধন, তাহার উপরে প্রবন্ধবন্ধন হইলে ফাঁসের উপরে ফাঁস হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ফাঁসকল ১ বি ফাঁদ। 'কলিচাটা ... হরলাসের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি হাসরোধ করার উপায়। 'এরা দেশের লোকের জন্মে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ফাঁস কষা কি বান্ধন শব্দ ক'রে আঁটা। 'তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ফাঁসে [ফা ফাশ] ১ বিপ প্রকাশিত। 'মোর নারদগি এবে হইবেক ফাঁস।' সুমতান, ১৭০০। ২ বি প্রকাশ। 'কারণ কাছে ফাঁস করতে নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ফাঁসে ১ বি ফাঁক। 'কর্তারি আসুলেরে ফাঁস দিয়া জল গলে না।' গৌর, ১৮২২। ২ বি ফুটো। 'আমার দশা তলা ফাঁস/ জল ছেঁটি আর ওখরি গলায়।' লালন, ১৮৯০।

ফাঁসে কি বার্থ হওয়া। 'মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ফাঁসিয়ে দেওয়া কি ছিড়ে ফেলা। 'কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে লুট-করা ধন নিই-যে কেড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ফাঁসেফুঁসে যাওয়া কি বিফল হওয়া। 'কিংবা ওটা ঘিঁষি ফাঁসেফুঁসে যায়।' জীবন, ১৯৩১।

ফাঁসে যাওয়া ১ কি ফেটে যাওয়া। 'সামের পেটটি যাবে ফাঁসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ কি ভেঙে যাওয়া। 'সবধ প্রায় ফাঁসে যাবার জো হল।' প্রমথ, ১৯৪০।

ফাঁসানো ১ কি জড়িত করা। 'আশার ভাসাও আগে সুখের সাগরে ফাঁসও হাসাও লোক কিছু দিন পরে।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ কি বিশদে ফেলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফাঁসি, ফাঁসী ১ বি ফাঁসির দড়ি। 'কুলের করম খৈরয় ধরম সরম মরম ফাঁসী।' চিত্রিত, ১৬০০। ২ বি গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুদণ্ড। 'অনেক দিনস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯; 'স্রীযুক্তেরা বহুতর আশুপক্ষপূর্বক ফাঁসী হকুম দিলেন।' দর্পণ, ১৮৮৪। ৩ বি গলাবন্ধ; টাই (বাশ)। 'অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি বেঁধেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ফাঁসিকাঠ, ফাঁসিকাটি বি ফাঁসির দড়ি লাগানো হয় যে কাঠে। 'ফাঁসিকাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৬।

ফাঁসিকার বি ফাঁসির দত্ত কার্যকর করে যে। 'ফাঁসিকার কি হয় পো দৌরী।' লালন, ১৮৯০।

ফাঁসিকাঠ বি ফাঁসির দড়ি লাগানো হয় যে কাঠে। 'ফাঁসিকাঠে বুদাইয়া দিবে।' প্রভাত, ১৮৯৭; 'নিম্নশ্রেণীর সামরিক অফিসার, বাজারদার, পোয়সা কর্ণচারী প্রভৃতি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়াছেন।' প্রত্যেক, ১৯০৮।

ফাঁসির মঞ্চ বি ফাঁসি কার্যকর করার স্থান। 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল ব্যাঘ্রা জীবনের জয়গান।' নজরুল, ১৯২৬।

ফাঁসীকর বি ফাঁসির কাজ সম্পন্নকারী। 'সাজে কত শুলধর অগণিত ফাঁসীকর।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ফাঁসুড়ে বিপ গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে হত্যাকারী। 'ফাঁসুড়ে ঠগসের কথা বলেন বলাধিকারী।' মনোজ, ১৯৬১।

ফাঁক [আ ফব্বা] ১ বি প্রকাশ। 'আমাদের ক্রিয়া কৌশল পরিপাটি বৈদম্ব স'ক যে এক কালে ফাঁক হবে তাহার কি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বি নিরতি। 'বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ণে ফাঁক যায় না।' হেতাম, ১৮৬৬।

ফাঁকডাফো [হি ফাঁকড়া] বি বকবকানি। 'কেউ বলে লালন ভেড়ে ফাঁকডাফো বই বাওনা না।' লালন, ১৮৯০।

ফাঁকা বিপ চূর্ণ। 'সক চিড়ে শুকো দই মত্তমান ফাঁকা খই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ফাঁকাফাঁকি বি ছলনা; মিথ্যা কথা। 'আজিলে আনিব তারে নহে

ফাঁকাফাঁকি।' ভবানী, ১৮২৫।

ফাঁকি, ফাঁকী [স ফক্কিকা] বি ফাঁকি। 'ফাঁকি দিয়ে নাগালে ভুলো।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'ফাঁকী দিয়ে নিকোড়ে জামাই পাবে।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ফাঁকি

ফাঁকিছুকি বি প্রবন্ধনা; শঠতা। 'আমরা তেমন ঘটক নই, ফাঁকিছুকি নাই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ফাঁকুটি-নাকুটি [স ফক্কিকা] বি নীচ রসিকতা। 'ফাঁকুটি-নাকুটি আর করে রসি-ভসি পরম কৌতুকে তলে মউল্যা মলসি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

ফাঁপ [স ফদ্দা] বি আবিয়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ফুলের কেশরের ফাঁপ উড়বে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ফাঁপ সবুজ বি লালচে সবুজ। ওর্গ, ১৭৮৫।

ফাঁপ [স ফদ্দা] বি আবিয়। 'ফাঁপবিন্দু সেবিয়া সিন্দুর বিন্দু কহ।' চিত্রিত, ১৬০০।

ফাঁপসোলা বি বসন্তকালের দোল উৎসব। 'ফাঁপসোলে আনন্দে গোড়ার নিতে নিত।' মুকুপ, ১৬০০।

ফাঁপা বিপ আবিয় রঙের। 'নিতা প্রভাতে ফাঁপা তোমার ওণো কান্দন-গিরি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ফাঁতন [স ফাদান] বি ফাদান; বাংলা বর্ষপঞ্জিকার একাদশ মাস। 'মায় গোলাকুণ্ডন মাস কুড় রাসি।' রামাই, ১৭১০।

ফাঁতন-দিন বি ফাদান মাসের দিন। 'কত কালের ফাঁতন-দিনে বনের পথে সে যে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ফাঁতনবাতাস বি ফাদানের বাতাস। 'মন কেন উদাসে/ এই ফাঁতনবাতাসে।' নজরুল, ১৯২৯।

ফাঁতনরাত বি ফাদান মাসের রাত। 'ফাঁতনরাতের কুলের নেশার।' নজরুল, ১৯২৯।

ফাঁতন-হোলি বি বসন্তের রঙের মেলা। 'সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাঁতন-হোলি।' নজরুল, ১৯২৯।

ফাঁতনী, ফাঁতনি বিপ ফাঁতন মাসের; ক্ষণিকের। 'সুরে ভরি দিয়া ফাঁতনী বাতাস আর তুই হেথা আয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

ফাঁহেক [আ ফাসিকা] বিপ দুর্বৃত্ত। 'তাঁহারা কোরানের আয়েত অনুসারে ফাঁহেক, জাদেম, কাফের।' মশাররফ, ১৮৮৯।

ফাঁজলামি [ফা ফাজীল+আমি] ১ বি দুষ্টি। 'মেদ্রোয়া হাসিল, ফাঁজলামি করিল।' মানিক, ১৯৩৭। ২ বি বাচালতা। 'একদিকে রাজপথের চট্টল ফাঁজলামি।' মানিক, ১৯০৮।

ফাঁজলামি বি দুষ্টি। 'দাঁড় বার করে হাসছে আর ফাঁজলামি কছে।' ইয়াদুল, ১৯২০।

ফাঁজলোমি বি বাচালতা। 'সে আহোদ পায় বাপুর এই ফাঁজলোমিতে।' মাহেনব, ১৯৪৯।

ফাঁজলোমো বি দুষ্টি। 'আর ফাঁজলোমো করতে হবে না।' আলতাফিন, ১৯৫৮।

ফাঁজিল, ফাঁজীল [আ] ১ বি উদ্ভূত। 'বাকী ফাঁজীল করিয়া কবুল করিয়া লই নাই।' মেয়র্স, ১৭৫৭; 'সে কতি পুরণ হইয়া আশুও অনেক ফাঁজিল থাকিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বি পাওনা। 'ফাঁজীলওয়ালাকে বেবাক না ফাঁজীল দিয়া হাতটিয়া মৃত্যুব করিবে।' উত্তি, ১৭৯২। ৩ বিপ অবশিষ্ট। 'দাদন পরিশোধ করিয়া ফাঁজিল

কাজীলওয়ালা

পাণ্ডা হইলেও রাইয়ের নামে দানদের বকুয়া ব্যক্তি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

কাজীলওয়ালা [আ কাজীল+হি ওয়ালা] বি পাণ্ডানামার। 'কাজীল-ওয়ালাকে বোঝা না কাজীল দিয়া হাতচিহ্ন মুক্তকৃত করিবে।' *তীতি*, ১৭৯২।

কাজিল [আ] বি ১ হালকা স্বভাবের ব্যক্তি। 'কাজিল' *ওর্ডা*, ১৭৮২; 'আমার এক কাজিল বন্ধু বলেছেন - কি নিমিক চোয়ান।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বিল* খাটো। 'তুই বড় কাজিল হয়েছিল।' *নব্রত*, ১৯৫২; 'লক্ষ্মীনা কাজিল ছুড়ি এক।' *মাহেশ্বর*, ১৯৬৬।

কাজিল [আ] বি পণ্ডিত ব্যক্তি। 'সংস্কৃত বিদ্যার কাজিল নহেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

কাজিল [আ কাজীল] বি পণ্ডিত। 'আমরতুল কাজিল যে জনা সেই জানে সেইজির নিপুণ কারখানা।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাতিহ-ফটু বি অস্ত্রবিশেষ। 'ফাতিহ-ফটু কামান কৃশাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফাট বি ফাটল। 'ওদিকেও তাহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল।' *বরষাসদ*, ১৮৮১।

ফাটল বি তিড়। 'গভীর ম্রিণসিরাখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'জলপাইয়ের গাছতলো নিত্যন্ত বাকচোরা, এটি ও ফাটল-বিশিষ্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

ফাটল ধরা ক্রি তিড় ধরা। 'গভীর ম্রিণসিরাখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ফাটলধরা ১ *বিল* ফেটেছে এমন। 'তোমার ফাটল-ধরা ভাঙ্গা ঘরে/মুগার গায়ে থাকিস নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৩ *বিল* ফাটলমুক্ত। 'দরজার সামনে ফাটলধরা চতুরের।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ফাটলধর্য *বিল* স্রুত ফাটে এমন। 'দুজনের চামড়াই ফাটলধর্য।' *মানিক*, ১৯৪০।

ফাটক [বি] ১ বি কারাগার। 'মুরাদবাবুর তাগে ফেলিল ফাটকে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি গিহেয়ার। 'রুহ বিবিধ ফুলে ফাটক সুন্দর।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮। ৩ বি কারাদণ্ড। *ফাল্গুন*, ১৭৮৮; 'একজন মোকরকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ফাটা [স ফটু] ১ ক্রি ফেটে যাওয়া। তিড় ধরা। 'চুনি চুনি ৬৫ কাঁচুয় ফাটল।' *বিদ্যাপতি*, ১৮৬০। ২ ক্রি চেবা; ফাড়া। 'সোহার পাইকেও ফাটাইয়া ফেলো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ ক্রি প্রকাশিত হওয়া। 'পুলকে হৃদয় খেলিল পড়বে ফেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ৪ ক্রি বিস্ফোরিত হওয়া। 'বোমা ফাটার আওয়াজ।' *বিকৃতি*, ১৯৩৭। **ফাটলি** ক্রি ফেটে গেলো। 'চুনি চুনি ৬৫ কাঁচুয় ফাটল।' *বিদ্যাপতি*, ১৮৬০। **ফাটি** ক্রি ফেটে। 'প্রাণ জেম ফাটি জাও মুকে মাগো তীর।' *বড়*, ১৫৭০। **ফাটিয়া** ক্রি ফেটে। 'মুখিমান হোশা দেবী ফাটিয়া পায়ণ।' *রঙ্গরায়*, ১৭৫০। **ফাটা** ক্রি ফেটে যায়। 'পাছে ডানা মায়ে আঁধি খমকেতে মাটা ফাটা।' *রামরসদ*, ১৭৮০। **ফাটে** ১ ক্রি ফেটে যায়। 'জার প্রাণ ফাটে বুক ধরিতে না পারে।' *বড়*, ১৫৭০। ২ ক্রি ছিন্ন হয়। 'ছোড় ছোড় পিঙ্কন, নিতাল পাছে ফাটে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **ফেটে** পড়া ক্রি অধিকাংশ প্রকাশিত হওয়া। 'অহকারে ফেটে পড়ছে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

ফাটা [স ফটু] ১ বি ছিন্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বিল* ফেটে গেছে এমন। *ওর্ডা*, ১৭৮২। ৩ বি ফাটল। 'ফাটা দিয়া তথায় পণ্ডিত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৭৫২। ৪ *বিল* বিদীর্ণ। 'পিপাসাতে বুক-

ফাটা তোর চকু কঠিন ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ৫ *বিল* ফেটে গেছে এমন। 'নিরন্তর জল সঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ফাটাফাটা ১ বি অস্বাভে বিদীর্ণ করা। 'কেন হৃদয় ফাটাফাটা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯০৮। ২ বি বিবাদ। 'আর বার কোথা, সেপে সেল ফাটাফাটা।' *ভাড়া*, ১৭৪০।

ফাটা ফুটে ১ *বিল* ফাটল-বিশিষ্ট ও জীর্ণ। 'ডবলাটা ফাটা ফুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ *বিল* চটা ওঠা। 'ফাটাফুটা অয়েতে তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

ফাডা [স ফটু] ক্রি ফাড়া। **ফাডিত** [স ফাটিত] ক্রি ফেড়ে। 'ফাডিত মোহতর পটি ছোড়িত।' *চর্চা*, ১২০০।

ফাড়া [স ফটু] ক্রি বিদীর্ণ করা; চিরে ফেলা। 'ফাড়িমু তোমার বুক মুগর বদলে।' *কুঞ্জসদ*, ১৫৮০; 'ধরসন কতি দিয়া ফাড়িল উদর।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফাড়িমু** ক্রি চিরে। 'ফাড়িমু তোমার বুক মুগর বদলে।' *কুঞ্জসদ*, ১৫৮০। **ফাড়িয়া** ক্রি ফেড়ে। 'সেই দূত তু ফাড়ি পর ফাড়িয়া ফেলিল।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফাড়িল** ক্রি চিরে ফেলো। 'ধরসন কতি দিয়া ফাড়িল উদর।' *সুলতান*, ১৭০০।

ফাড়া [মু ফানডা] বি জ্যোতিষশাস্ত্রের পদানুবায়ী কঠিন বিশেষের সম্মান। 'একটা বিরাট বোঝা নেমে যায়, হেন ফাড়া কেটে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

ফাড়া ফাটা ক্রি বিদ্যমুগ্ন হওয়া। 'একটা বিরাট বোঝা নেমে যায়, হেন ফাড়া কেটে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৭৩।

ফাড়া [মু ফানডা] বি বিবাহ্য দুর্দান্তের আভাস। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফাডনা বি মাছ ধরার জন্য হিগের সুতার বাঁধা শোলা বা গালকের ডাঁটা। 'ফাডনার মতো আর মাছভাঙার মতো।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ফাডো বি মাছ ধরার জন্য হিগের সুতার বাঁধা শোলা বা গালকের ডাঁটা। 'ওগো কলমের ভঙ্গে ফাডো লাগাও।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭; 'শরের ফাডো ছিন্ন জলে দগের পর দগ নিবাত নিচ্ছল দীপশিখার মত অটল।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

ফাড়া [স পড়া] বি ফাডনা; চিহ্ন। 'শালন বলে জেতের ফাড়া ছুঁবাইছি সাধবাজারে।' *লালন*, ১৮৯০।

ফাডোহা [আ ফাডিহা] বি মুসলমান-সমাজে যুগযুক্তির আদ্যার কল্যাণ কামনার প্রার্থনা ও ভোজ উদযাপন। 'খানা পিনা করিয়া ফাডোহা শহীদেরে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফাডোয়া [আ ফডোয়া] বি ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাস্ত্রীয় বিধান। 'মুসলিমসহেব ফাডোয়া লেন কেতার দেখে।' *লঙ্গীশ*, ১৯৩১। ২ *ফডোয়া*

ফান *হওয়া* ক্রি মতে হওয়া। 'সাজকুহারের কণ্ঠধরের ন্যায় ফান হইতেছে।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

ফানা [আ] বি উপবাস। 'ইমামের নামে জান করে সেহ ফানা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

ফানাহ [আ] বি ধ্বংস। 'দুনিয়াটা সুখি ফানাহ হয়ে যাবে।' *অধির*, ১৯৬৮।

ফানুশ [আ ফানুশ] ১ বি লণ্ডন। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি হালকা গ্যাসের সাহায্যে আলো প্রদানো বড়ো আকারের বেদুন। 'ওড়াও ছুড়ি-ফানুশ।' *শক্তি*, ১৯৫৫।

ফানুশ ১ বি গীণাধরন। 'ঘণা ফানুশের ভিতর আলোর মত রূপের আভন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।' *বহিম*, ১৮৮৪। ২ বি

বেলুন। 'এক যে ছিল মানুষ/ নিত্য গুড়ায় ফনু'র। জন্ম, ১৯৩৭।

ফানুস [আ] ১ বি হালকা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে ওড়ানোর বেলুন। ওর্স, ১৭৮৫; 'বাবারের নোকাবের পাশে ফাঁকে ফানুস-নির্মাতার জায়গা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি দীপের আবরণ। 'ফানুসের চারি পাশে ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

ফানুস-ফাঁপা বি ফানুসের মতো ফাঁপা। 'ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে, হায়রে অযোধ্যা।' নজরুল, ১৯২৪।

ফাভ, ফাভ [বি] বি তরলি। 'দুই চারি লত কা ছবিশী-কাণ্ডে গিলেন না কেন?' রোকেয়া, ১৯২৪; 'বীমা, প্রতিভেটি ফাভ প্রকৃতির আয়ে।' সত্যজাত, ১৯২৮।

ফান্দ [কা] বি ফাঁদ। 'ঠেকে গেলা মোহনিতা ফান্দে।' রবীন্দ্র, ১৫০০।

ফাপর, ফাপর [বি ফেফরী] ১ বিণ বিঘাঘুড়। 'ছাড়িত নে পারে বপ হইল ফাপর। মুহুর, ১৬০০। ২ বিণ চিহ্নিত। 'বেউলা বলে ঠাকুরাণী না হও ফাপর।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বিণ বিবাজ। 'ফাপর হইল জেরাল দেখে বামনের।' গবীর, ১৭৬৫।

ফাকরা বিণ হতভক্তি। 'তাহে মূর দশা হেরে হইবে ফাকরা।' ফয়ছুর্রেস, ১৮৭৬।

ফাপা বিণ কীভ: ভিতরে খুন্স এমন। ওর্স, ১৭২২।

ফায়াদী [আ ফাইদা] বি লাভ। **ম্যানেএল**, ১৭৪৩; 'এত বলি তবু হয় না ফায়াদ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ফায়ার [বি] বি আন। **ফায়ার গ্রেস** [বি] বি বাসগৃহের যে ছাদে শীত কমানোর জন্য আতন ফালালে হয়। 'সে জারগাটুকুকে বলা হতো ফায়ার গ্রেস।' হাই, ১৯৫৮।

ফায়ারগ্রেসেড [বি] বি ফরকলবান্দী। 'ইসকটকি পাওয়ার বেস এমন কি ফায়ারগ্রেসেড পর্বত শৌছদ।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

ফায়ারম্যান [বি] বি আনন নিতানোর কাজ করে যে কুঠী ফায়ার ফায়ারম্যান বারো দ্বিতী লাভেও নেভাতে পারবে না। 'শ্যামসুর, ১৯৭৪।

ফায়ারিং ফোয়ার্ড [বি] বি সামরিক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তলি বর্ষণে নিয়োজিত সেনাদল। 'নয়ুচেয়ে' ক'জন ফায়ারিং ফোয়ার্ডের সামনে দাঁড়াতে পারে?' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

ফারেল [ই ফরেল] বি ফাড়াপাত। 'ফ্রেসিডেন্ট মেডিকেল হল ল্যাবেল দেওয়া একটা ফারেল।' হুতাশ, ১৮৬১।

ফার [আ ফরুকা] বি ফাঁক। 'বাঁহিয়া বীরের হুকে পুঠে হল্য ফার।' মনিকবায়, ১৭৮১।

ফারকোট [বি] বি জরদের শোর দিয়ে ঢাকা কোট। 'একখানা ফারকোট ... লাগু থেকে পা অবধি ...' মুক্তভাব, ১৯৬০।

ফারবত, ফারখতি, ফারখুতি [আ ফারি-বত] ১ বি যশিল। 'ফারখতি।' **ম্যানেএল**, ১৭৪৩; ২ বি অসীকারনামা। 'এই কবীরে ফারবত লিখিয়া দিলাম।' বের্গ, ১৭৫৭; 'ফারখুতি প্রহ্মমিৎ কার্যক্ষ আশে তোমার এছানো ...' হ্যালহেড, ১৭৭২। ৩ বি শীমাংশ। 'বে দশা পূর্বে বকা হইরা ফারবত হইয়াহে।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৪ বি শীমাংশাপার। 'রাধামনি সেবি কস্য ফারবত প্রহ্মমিৎ কার্যক্ষ।' ভেঙ্গি, ১৭৮৯।

ফারকুৎ বি সম্পর্কহীন। 'রায় মশায়ের সঙ্গে তোমার কি ফারকুৎ হয়ে গিয়েছে?' প্রমথ, ১৯৩৫। **দ্র ফারখত**

ফারখতপন্ন [ফারখত+স পন্ন] বি অসীকারপন্ন। 'এতোদর্শে

ফারখতপন্ন দিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

ফারখতখতি [ফরখত+খ] বি সম্পর্কহীন। 'সত্যের সহিত ফারখতখতি করিয়া আল্লাহতে দুকতে হয়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ফারখুতি পন্ন [ফারখত+স পন্ন] বি অসীকারপন্ন। 'ফারখুতি প্রহ্মমিৎ কার্যক্ষ আশে তোমার এছানো ...' হ্যালহেড, ১৭৭২।

ফারছী [খা] বিণ ফারিস ভাষার। 'আরবী, ফারছী ও উর্দু শব্দ দিয়া ...' হোলতান, ১৯২৩। **দ্র ফারিস**

ফারজ [আ ফরজ] বি ফরজ। 'ফারজ নয় তবে দস্তুর।' হাই, ১৯৪৭।

ফারকোর বি হিময়র গড়ন। 'কপাল বাটে, কিন্তু ফারকোর কাল, ভাবায় মাকে বলে ছালির কাজ।' প্রমথ, ১৯১৮।

ফারম [বি ফরম] বি হুক। 'হালকের ফারমই এই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

ফারমাইস [আ ফরমাইশ] বি ফরমারেশ; নির্দেশ। 'আর ফারমাইস বাটে, এবং বাইআনা গাহনাও জনে।' তবানী, ১৮২৮। **দ্র ফরমাইশ**

ফারমান [আ ফরমান] বি আদেশ। **বিদ্যা**, ১৮৯১। **দ্র ফরমান**

ফারশি [স ফারশি] বি পারস্য দেশ। ওর্স, ১৭৮৫। **দ্র ফারশি**

ফারসি, ফারসী ১ বি ফারসি ভাষা। 'আরবী ফারসী আদ্য নসরনি এছী।' আলগত, ১৬৮০; 'বালুকে ফারসী পড়ে আখোন হজুরে।' কুফরায়, ১৭২০। ২ বিণ ফারসি ভাষার। 'আরবি ফারসি নাগরি বুলি, ফে'রখিতো পারে।' লালন, ১৮৯০। ৩ বিণ ফারসি ভাষায় কবিতা। 'ফারসী কোভার ছিল মুজাল হোসেন।' গবীর, ১৭৬৫।

ফারসিনবিশ [খা] বি ফারসি ভাষাকুশলী ব্যক্তি। 'কতদূর সফল হয়েছি, তা ফারসিনবিশরাই বারেনে।' নজরুল, ১৯২৭।

ফারসীয়ান [বি পার্সিয়ান] বিণ পারস্যদেশীয়। 'ফারসীয়ান ইতিহাস পুস্তক যাহা এতদেশে প্রকাশ আছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

ফারস্ট [বি] বিণ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী। 'সে জো এম.এ.-তে বটানিতে ফারস্ট।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ফারাক [আ ফরুকা] বিণ দুরভর্তি। 'জমীন আশমান ফারাক।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

ফারাখ [আ ফরুকা] বি দূর। **ম্যানেএল**, ১৭৪৩।

ফারা ক্রি চেয়া। 'পাও ধরে কুফরের খেটিয়া ফারিল।' গবীর, ১৭৬৫। **দ্র ফারা**

ফারাফারাদী বিণ ফারাফারাদ নামক ছানে নির্মিত। 'তন্মুখে ৩০ লক্ষ ফারাফারাদী অবশিষ্ট পুরাতন স্যারাব টাকা।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ফারোয়েজি আন্দোলন [আ ফারোয়েজ+স আন্দোলন] বি উনিশ শতকের বঙ্গদেশে পরিচালিত জমিদার ও মীলকরের বিরুদ্ধে মৌলবাদী ইসলাম প্রভাবিত আন্দোলন। 'তা ফারোয়েজি আন্দোলন নামে বিখ্যাত।' আদিল, ১৯৬৪।

ফারেনহাইট [বি] বি তাপমাত্রা মাপার পদ্ধতিবিশেষ। 'ফারেনহাইটের তাপমাত্রা অনুসারে রক্তের তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রি।' জঙ্গ, ১৮৫৪; 'তাপমাত্রা প্রায় দশ হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রির মাপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ফারিং [বি] বি এখন অপ্রচলিত ব্রিটিশ মুদ্রাবিশেষবিশেষ; পুরোনো পেনির চার ভাগের এক ভাগ। 'ইংরেজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফারিং আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ফার্ন [বি] বি টেকি শাকের মতো শাকবিশেষ; উদ্ভিদবিশেষ। 'আবার হোতো হোতো ফার্ন ফোপ।' বিজুত, ১৯৩১।

কার্ণা [হি] বি উদ্ভিদবিশেষ। "মান্যজাতীয় কার্ণা" বিকৃতি, ১৯৩৮।

কার্ণিচাটিকা [হি] বি আসনবিশেষ। "ভোক্তর কামরাঙের আই বাট, পাম্ব, মোয়া, জেত্র ... ইত্যাদি নামান কার্ণিচাটিকের হুংড়া" শিবরাম, ১৯৮০।

কার্ণিশ [হি] বি সাজানো; সজ্জা। "নতুন ধরনের কার্ণিশ করলাম।" শিবরাম, ১৯৭০।

কার্ণিশপাট [হি] বিখ আবাবাবণ দিয়ে সাজানো। "ওদের কার্ণিশপাট হাউজ" শিবরাম, ১৯৭০।

কার্নেস, কার্ণেস [হি] বি চুল্লিবিশেষ। "শীত কার্নেসে একসঙ্গে পুড়িয়েছে।" বিকৃতি, ১৯৩৮। "পাখির ঝাঁক প্রভাৎ দু'কোলা পোড়াছে কার্ণেসে।" শালিমুর, ১৯৬৬।

কার্ম [হি] বি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। "বড় বড় কার্ম, লিমিটেড ট্রেডিং কোম্পানী" রতন, ১৯৫২। "খ্যাত পুস্তক-প্রকাশক কার্মের নিকট থেকে এককোলা গরু পাঠাই" বিকৃতি, ১৯৩৮।

কার্মেসি [হি] বি গুণ্ডের সোলাল। "অবনীশের একটা কার্মেসি ছিল।" জীবন, ১৯৩২।

কার্মা, কার্মো [হি] বি এক মাসলের আট ভাগের এক ভাগ; ২২০ গজ। "হুদান নিকে ঘিরে কার্মাটক দূরে চারিদিকে বেধে জলকা দাঁড়িয়ে গেছে।" শিবরাম, ১৯৮০। "পান বাঁধানো ছ'শেরগি চত্বর।" মুক্তাবা, ১৯৪৯।

কার্মা আর্চিস [হি] বি উচ্চ বায়মিক শ্রেণী; পুরোনো আই. এ. পরীক্ষা। "কার্মা আর্চিস পরীক্ষা।" রাজ, ১৮৭৪।

কার্মী [হা] বি কারসম্পদের ভাষা। "কার্মী গড়াইয়ার জন্য ..." প্যাট্রী, ১৭৫৮। ব্র পারস্যদেশ।

কার্ম [হি] কিণ শব্দ। কার্ম ইয়ার [হি] বি প্রথম বর্ষ। "পনেত্রো বছরদুই ছেলে কলেক্‌জের কার্ম ইয়ারে চলেয়েছে।" শিবরাম, ১৯৮০।

কার্ম-এইড [হি] বি প্রাথমিক চিকিৎসা। "আপনে কার্ম-এইড মায়ার কাজে লাগবেন।" মনসুর, ১৯৫৫।

কার্মক্রাস [হি] ১ বি কোলাগির প্রথম শ্রেণীর কামরা। "কেবলমাত্র একটি ক্রাস, একটি কার্মক্রাস এবং একটি ব্রেকক্রাস।" হবীন্দ্র, ১৯৮৩। ২ বি প্রথম শ্রেণী; পরীক্ষার সবচেয়ে ভালো কল্যাফল করার শ্রেণী। "বি.এ.-তে সে কার্ম ক্রাস উইথ ডিস্টিন্‌কশন পেয়েছে।" শিবরাম, ১৯৮০। ৩ বি মিয়ালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী। "আমি কার্ম ক্রাসে পড়ি।" ভায়া, ১৯৪০।

কার্ম বয় [হি] বি ক্রাসে সবচেয়ে বেশি মার্কস পাওয়া ছাত্র। "হাইস্কুলে এসে আমি কার্ম বয় বলে ড়ি স্টুডেন্টসীক প্রেয়েছিলাম।" সুবীল, ১৯৭০।

ফাল [স ফাল্] ১ বি বিকৃত। "চান্দবুধ বেশি গণা ফাল" চর্চা ৪, ১২০০। ২ বি প্রস্রাভ। "উটীশা সত্বরই নারায়ণ বাহ ফাল করিবা তখন।" বড়ু, ১৪৫০।

ফাল [স ফাল্] বি কাপের রক্মা। "কামার পাতিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল।" মুহুদন, ১৬০০।

ফাল [হি] লাক। "ক্রোদ বইয়া দুর্ভেখান উঠে ফাল দিয়া।" কবীন্দ্র, ১৬৬৯।

ফাল [বি ফল্]। "এলাহী পহেলা নেকালিশা নেক ফাল।" গুলশৈব, ১৭৫৫।

ফালতুন, ফালতুণ [স ফাল্] বি বাক্যে মাসবিশেষ। ফালতুন, ১৭৮৭। "১৭ ফালতুন বৃহ-পতিবাব।" দর্শন, ১৯২৩। ২ ফালতুন

कालक्षयं [अ कालक्षयं] वि वाङ्मा माङ्गल्यं नाम ।

ফাল্গু [হি] ১ বিপ অর্থে। 'এমন ফাল্গু কলি'। আলোভিন, ১৯৬৩।
 ২ বিপ মেকি। 'সেখানে ফাল্গু আবরণ উঠে গিয়ে আশল বেরিয়ে
 পড়ে।' মাহমুদ, ১৯৬৬। ৩ বিপ মিথ্যা। 'সব কুট হ্যাম, সব ফাল্গু
 শুজব।' শামসুর, ১৯৭২।

ফালতো [হি ফালতু] ১ বিপ অকাজের। 'কেবল কেজো কথাই কহেন - ফালতো কথা কিছুই কহেন না।' গ্যাম্বী, ১৮৫৮। ২ বিপ বাড়তি। 'আমরা কি গুনের দরকারের পারে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে ভূষ? ফালতো কিছুই নেই?' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

কালস নোট [ই ফলস] বি নকল টাকার নোট। 'কালস নোট তাঁবা যেকী
চেনে সে চকিতে।' ডুবানী, ১৮২৫।

ফালসাই [ফা ফলসা] বিণ ফলসা ফলের স্ববিশিষ্ট। 'আমি খাটের ওপর থেকে ফালসাই রঙের শাড়ি তুলে নিলাম।' রশীদ, ১৯৬৩।

ফালা' ক্রি ফেলে দেওয়া। ফালাইল ক্রি ফেলে দিলো। 'বিষ নাড়ু
খাবাইয়া ফালাইল জলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ফালাও ক্রি ফেলে দেয়;

খুলে ফেলে। 'বস্ত্র ফালাএ হার ছিড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
ফালা^১ বি ফালি; লম্বা টুকরা। 'বাঁশের ফালার বেড়ায় ফাঁক দিয়া বাইরের
আবছা আলো আসিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ফালা দেওয়া কি লম্বা করে চিরে ফেলা। 'কাপড়ভার ফালা দিলে
কেমন করে।' শীনবন্ধ, ১৮৬০।

মাথা ফালা বি লথা লথা টুকরা: খণ্ড খণ্ড। ফালাফালা করা ১ ক্রি।
 লথা লথা টুকরা করে ছেঁড়া। 'কাপড়খানা ফালাফালা করে
 ছিড়েছেন।' মানিক, ১৯৩৮। ২ ক্রি টুকরা টুকরা করা। 'ফালা ফালা
 করে ফেললো মাষ্টার কাককে।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

ফালাও [হি ফলাও] বিধ প্রসারিত। 'বিলাতী কারবারের প্রণালী যদি চীনদেশে ফালাও করিয়া তোলা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফালি ১ বি চিলতে। 'কলা কহু লাগাবার ফালিহানেক বাগান।' মাহেনও,
১৯৪৯। ২ বি লঘা সর টুকরা। 'দেউল-চুড়ে উঠল কুখি নৌ-চাঁদের
ফালি।' নজরুল, ১৯২৮।

ফালিগুণা বিল তাঁজ পড়েছে এমন। 'দেখিল ফালিগুণা একটি
সুডোল তনু।' শওকত, ১৯৫৮।

ফালি ফালি বিন ছোটো ছোটো। 'ঠাসাঠাসি, ফালি ফালি ঘর।'
শ্যামল, ১৯৬৭।

ফালুদা। [ফা ফালুদা] বি সাবুদানা, যথ, বরফকুচি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'আকা জনতে পেলে ওকে আইসক্রীম ফালুদা করে ছাড়বেন।' মুক্তত্বা, ১৯৬০; 'বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরদানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি।' মুক্তত্বা, ১৯৬৬।

ফাহুদ [স] বি বাংলা পল্লিকার একাদশ মাস। 'তন্ত্রযোগ দশ দণ্ড দশম
ফাহুদ।' মুকদ্দ, ১৬০০।

काक्ष्य [ज काक्ष्य] वि काक्ष्य । 'नाएव मज्जनिस ईदक ५ काक्ष्य नापाद
... ।' मर्ण. १८११ ।

ফাছুনরাত বি ফাছুন মাসের রাত। 'তবু তো ফাছুনরাতে এ গানের
বেদনাতে আঁখি ভব ছল ছল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ফাঙ্কনিক [স] বি ফাঙ্কন মাস সম্পর্কিত। 'কোনো দূর পীত পৃথিবীর
বকে ফাঙ্কনিক তবে ...' কীবন, ১৯৩০।

ফায়সী [স] ১ বিপ ফায়সী মাসে প্রবাহিত হয় এমন। 'ফায়সী

হাওয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১; 'বসন্ত বার্ষিক পান্থ: ফাদুলী সুলত হেথা।' সৃষ্টি, ১৯২৮। ২। বিয়াসব্দী পূর্ণিমা। 'ভাই দিয়ে মনে মনে রচি ময় ফাদুলী।' রঞ্জিত, ১৯২৮।

ফাদুলি [সি। বি মহাভারতের চরিত্র অর্জুন। 'হেরিলে ভোমার মনে পড়ে ফাদুলিরে।' সাইকেল, ১৮৭২।

ফাট [হি। বিণ শ্রম্য। 'ফাট সেকাট ধারত কোর্ষ ভ্রাস।' মর্পণ, ১৮৩২।

ফাটভ্রাস [হি। বি রোগাণ্ডির প্রথম শ্রেণীর কুমার। 'ফাটভ্রাস সাহেব বিবির স্থল।' হুতায়, ১৮৬১।

ফাসানা [কি। চণ্ডা। 'সেই রূপেয়া দিয়ে কিনবে এমন দাগুয়াই ... সিনাটাকে আরো ফাসনা করে তুলবে।' জালাউদ্দিন, ১৯৬৩।

ফাসফুস [ফান্যা। বি হৃদিচূপি কথা বলার শব্দ। 'মুখে মুখে ফাসফুস একি প্রেম দ্বন্দ্ব।' রামহরশাদ, ১৮৮০।

ফাসা ফুসি [ফান্যা। বি জল্পনা-কল্পনা। 'সেই সে হইব আসি যার মখ ফাসা ফুসি বর্ষ বর্ষে লগাট লিখন।' সুলতান, ১৭০০।

ফাসাদ [আ। বি কামোদা; কণ্ঠ্য। 'আহার নিবৃত্তিখি থাকিয়া হসামা ও ফাসাদ করে।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

ফাসানো [হি ধাঁসনা। ক্রি (কর্তি করার উদ্দেশ্যে) সম্পৃক্ত করা। 'ওদের দুইটাকে কৌজদারিতে কামাতে পারলেই লগিত বাবু সোমর হবেন।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ফাসি, **ফাসী** [সি। পান। বি গলায় পেঁচিয়ে হত্যা বা আত্মহত্যার দণ্ড। 'মাংল ফাসী নিবো কঠে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ফাসি।' ওর্গা, ১৭৮২।
এ কৃষি

ফাসীবাথি [ফাসি+স বাথ। বি ইতালিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ অবধি বেনিটো মুসোলিনি কর্তৃক প্রচলিত 'ফাসিমো' নামে জাতীয়তাবাদী বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলন। 'নাস্তিফাসি, কাসীবাথ জারত ... নিতা তসে থাকি।' হাই, ১৯৫৮।

ফাস্ট [হি। বিণ শ্রম্য। 'মাটি চষার কাজে সফরের চেয়ে ফাস্ট ভ্রাস গ্রাইজ পেত।' রঞ্জিত, ১৮৮৫।

ফাস্ট^২ [হি। বিণ মূল্যের ক্রমান্বয়ে এনিয়-যাওয়া। 'কজিচড়িটা ফাস্ট হয় যদি পনেরো মিনিট।' রঞ্জিত, ১৯৩৬।

ফাস্ট বোলার [হি। বি ক্রিকেট বোলার যে বোলার দ্রুত গতিতে বল করে। 'ফাস্ট মিডিয়াম ব্রো গুলি বোলার।' মুহুতবা, ১৯৫৮।

ফি [ফা। বিণ শ্রম্য। 'ফিমাথো ৫ পাছ রোজা কাটা জাইবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭২; 'যে জও ধান বিকায় তাহাইহুইত দুই কাঠা ফি টাকায় ধরত দিব।' কেরি, ১৮০২।

ফিটাকা [আ ফি+আ টাকা। ক্রিণ শ্রম্য টাকা প্রতি। 'করলা ফিটাকা ১২ বার টুকরি।' ক্যালগে, ১৭৮৮।

ফিত্তেড [ক্রিণ শ্রম্য টাকা প্রতি। 'চালু ফিত্তেড এক মোন দর।' ওর্গা, ১৭৮২।

ফিধান [ফা ফি+ধান। ক্রিণ শ্রম্য ধান প্রতি। 'ফিধান ২ দুই টাকা সাবেক দরের মধ্যে কসি করিয়া ...।' ওর্গিট, ১৭৯২।

ফিমন [আ ফি+আ মন। ক্রিণ শ্রম্য মন প্রতি। 'আহার উপর ওনাগারি ফিমন অফিম ভিনসল ও গ্যাবরি টাকা।' ক্যালগে, ১৭৮৮।

ফিমাথো [ফা। ক্রিণ শ্রম্য প্রতি মাসে। 'তবে ফিমাথো ৫ পাছ রোজা কাটা জাইবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

ফিরুপেয়া [ফা ফি+হি রুপেয়া। ক্রিণ শ্রম্য টাকা প্রতি। 'ফিরুপেয়া

সির্কায় কোন কোন নিরিখে ... কৌড়ি লইবেন।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

ফিলাট [কা ফি+হি লট। ক্রিণ বোম্বা প্রতি। 'ক্যালগে, ১৭৮৪; 'ফিলকাভার বাম্বারী ৮০ আদী সিদ্ধা ওজন সের ফিলাট।' ক্যালগে, ১৮০০।

ফিফদ [কা ফি+স শত। ক্রিণ শ্রম্য শতকরা। 'ফিফতের টাকা ফিফদ ২৫ পচিশ টাকা।' ক্যালগে, ১৭৯৬।

ফিফ ও ক্রিণ [ক্রিণ শ্রম্য শত। 'চুম ফিফ ও মোন ৬০ সাতী টাকার দর করিয়া।' ওর্গা, ১৭৭৯।

ফিসত [ক্রিণ শ্রম্য শতকরা। 'ইহার যুগ ফিসতে সালি আনা দশ তকা।' মেরফ, ১৭৫৬।

ফিসদ, **ফীসদ** [ক্রিণ শ্রম্য শতকরা। ওর্গা, ১৭৮২; 'এক টাকা বারনা দিবে এবং ফিসতে দশ টাকা ভিন রোজের মধ্যে দাখিলা করবে।' ক্যালগে, ১৭৮৭; 'খতি লাটের ফিসতের অন্তরে ফিসদ ১০ দশ টাকা নগদ।' ক্যালগে, ১৮০১।

ফি^১, **ফী** [হি। ১। বি পারিষ্রমিক। 'ভট্টর ইদ্যোর ফি।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'উকিল-ফী পীট থেকে দিতে হবে।' রঞ্জিত, ১৯০৮। ২। বি বিশেষ কাজের জন্য বা সম্মানী হিসেবে প্রদেয় অর্থ। 'প্রত্যেক প্রার্থীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিও সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হইবে।' মোহাম্মদী, ১৯৩১; 'ডেলিটে ফি ২ দুই টাকা।' বেগম, ১৯৪৯।

ফিওয়াহা [হি ফি+হি ওয়াহা। বিণ দশনী বা পারিষ্রমিক নের এমন। 'ফিওয়াহা ফিওয়াহা একজন এল এম এক ডাক্তারকে ডাকিলে।' গুয়ায়। 'মাহেনতও, ১৯৪৯।

ফিউডাল [হি। বিণ সামন্ততান্ত্রিক। 'ইউরোপ খণ্ডের ... ফিউডাল রাজ্য বিভাসের কথা মনে উদয় হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ফিউডাল প্রজা [হি। বি সামন্তাধীন প্রজা। 'ফিউডাল প্রজায়া ভিন্ন ভিন্ন শাসনে থাকিয়াও ... সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ফিউডাল প্রজু [বি সামন্ত প্রজু। 'ফিউডাল প্রজুয়া ... বিবাদ সমাধে প্রায় প্রত্যহ নররক্তে স্নান করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ফিং [ফান্যা। ১। বি শাক। 'পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি ফিং দিয়া দিই তিন দোল।' নজরুল, ১৯২২। ২। বি বিচ্ছুরণ। 'ঠানের আলোর যেম ফিং ছুটিল।' নজরুল, ১৯২৪।

ফিং দিয়ে ওঠা [বিণ বেসে নির্গত হচ্ছে এমন। 'ফিং দিয়ে ওঠা হলকা রক্ত।' নজরুল, ১৯২৪।

ফিং কোটা [ক্রি উৎকণ্ণ হওয়া। 'কথার কোয়্যার ফিং ফুটে যেত।' নজরুল, ১৯২৭।

ফিক [স স্কুপিগ>। বি ফিনিকি। 'রুবিং দিকলে রিক্ত দিয়া।' মনিকরায়, ১৭৮১।

ফিক ফিক [ফান্যা। ক্রিণ শ্রম্য পুনঃপুন মৃদু হাসির ভঙ্গিতে। 'বাসনা বলিতে নারে ফিক ফিক হাসে।' রামহরশাদ, ১৭৮০।

ফিকফিকিয়ে [ক্রিণ শ্রম্য পুনঃপুন মৃদু হাসির ভঙ্গিতে। 'তম দেখিয়ে হাসে আবার ফিকফিকিয়ে সে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ফিকা^১ [ক্রি ছুড়ে মাথা। 'দুন্মার্যো তরয়ার ফেলে দিই ফিকে।' মনিকরায়, ১৭৮১।

ফিকা^২ ১। বিণ অনুকূল। 'একসার রস ক্রমশঃ ফিকা হইতেছে।' মণ্ডারফ, ১৮৯০। ২। বিণ ব্যাকসনে। 'অংকো বর্ষাছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গুলি সেয়ায় ... এক আতা হইতে আর-এক

ফিকা

আভায়া মিলাইয়া আসিতেছিল। 'রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ বিপ হালকা।
'কথাকে একটু ফিলা করিয়া, নরম করিয়া আদ্যাসো দরকার।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফিকা, **ফিকাহ** [অ ফিকাহ] বি ইসলামি শাস্ত্রীয় বিধান। 'সূর এযোয করে যে বিবিবিধান (ফিকা) সৃষ্টি করলেন।' সতগাত, ১৯২৮; ফিকাহ-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো যথেষ্ট।' উমর, ১৯৬৮।

ফিকির [অ ফিকর] ১ বি কৌশল; ফন্দি। 'ফিরিয়া ফিকির করে হাজং সেলাম।' কুমার, ১৭২০। ২ বি মতলব। 'এয়ছাই ফিকিরে শোক কাটে সর্বকাল।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি উপায়। 'খুব একটা সহজ ফিকির আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ফিকির করন বি ভাবিত হওয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

ফিকির করা ক্রি কৌশল করা। 'তাকে আসের রাতে তার খাবারের সঙ্গে ফিকির করে...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ফিকিরফন্দি, **ফিকির ফন্দি** ১ বি ছল-চাতুরী। 'ফিকির ফন্দিতে মুন্সিাম অনেক টাকা...' বকিম, ১৮৮৪। ২ বি কার্যোদ্ধারের মতলব। 'ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ফিকিরি, **ফিকিরী** বি ফন্দি; মতলব। 'ফিকিরি শিকিরী ভিন্ন যাঁতে সাধা কার।' ভবানী, ১৮২৮; 'ফিকিরি' বিয়া, ১৮৯১।

ফীকির বি কৌশল; ফন্দি। ওর্স, ১৭৮২।

ফিকে বিপ হালকা; ফেকাসে। 'আকাশের ছায়ায় ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'ফিকে হয়ে গলে আসে।' প্রেমেশ, ১৯৪০। **ত্র ফিকা**

ফিকে-নীল বিপ হালকা নীলবর্ণবিধি। 'ভাঁজ-করা-করা হলুদে গোলাপি, ফিকে-নীল ক্রমাল।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

ফিকে-নীলবর্ণ বি হালকা নীল রং। 'আকাশের ছায়ায় ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফিকে-ফিকে বিপ ধন্যা হালকা-হালকা। 'এখন আছুট আসো। ফিকে-ফিকে ছায়া-অন্ধকারে...' নীলেন, ১৯৪৭।

ফিকে-শাল বিপ হালকা শাল। 'সারা ঘরে। পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-শাল রস।' শামসুর, ১৯৫৯।

ফিঙ্গ [হি] বি ফলবিশেষ। 'ইটালিয়ান হোকরা ফিঙ্গ পেড়ে খাছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ফিঙ্গার [হি] বি পোহের গঠন। 'এতো সুন্দর ফিঙ্গার তোর।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

ফিঙে [স ফিঙ্গা] বি পাখিবিশেষ। 'টেগিয়াফের তারের উপর কালো-লেক-কোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফিঙা বি পাখিবিশেষ। 'ডাকিল ফিঙা; আর পাখি যত।' মাইকেল, ১৮৬১।

ফিঙে লাগা ক্রি নজরদারি করা। 'পুলিস এখন থেকেই যদি শিহনে ফিঙে লাগে, সব শক্তি বরদাশ করে দেবে।' মনোজ, ১৯৬১।

ফিঙা, **ফিঙে** বি এক রকমের পাখি। 'চাতক ভিথির ফিঙা টেখকানা মাছারাসা নাবক সারস পাগটিল।' মুকুল, ১৬০০; 'ফিঙে চড়ুই পাগটিল বাবুড় সরিম।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

ফিচকি দিয়ে **ক্রিবি** ফিক করে। 'কেমন ফিচকি দিয়ে হাসি পায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ফিচেল ১ বিপ ফিচাল; খুঁজ। 'দুখার উপরেও নজর রেখেছি ব্যাটা ভারী

ফিচেল।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ বিপ প্রবন্ধনাপূর্ণ। 'কী করে তা হলে ভারী এ-রকম ফিচেল পাভালে! হৃদয়ের জন পরিজন নিয়ে হারিয়ে গেছে।' জীবন, ১৯৪৮। ৩ বিপ ফাছিল। 'আচ্ছা ফিচেল ছেলে তো।' মনোজ, ১৯৬১।

ফিচকে বিপ সামান্য জিনিসও হরণ করে এমন। 'ফিচকে ভাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত।' মুকুতবা, ১৯৪৯।

ফিজিওলজি [হি] বি শরীরতত্ত্ব। 'ফিজিওলজিতে এমন আছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ফিজিওলজিস্ট [হি] বি শরীরতত্ত্ববিদ। 'ফিজিওলজিস্টদের জন্য রেখে দিলুম।' প্রমথ, ১৯১৮।

ফিজিকাল, **ফিজিকেল** [হি] ১ বি শারীরিক। 'তাতে ফিজিকেল এয়ারসাইজ হয় বটে, বক্সিং নোবল আর্ট।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ বিপ অবস্থানশক্তি। 'এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের ফিজিকাল ব্যবধান কমে গিয়েছে।' প্রমথ, ১৯৩০।

ফিজিল [হি] বি পদার্থবিজ্ঞান। 'ফিজিল কিংবা মেটাক্সিল-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়।' প্রমথ, ১৯১৪; 'ফিজিলের ব্যাখ্যাকর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ফিজিয়োলজি [হি] বি শারীরবিদ্যা। 'সাইকোলজি, ফিজিওলজি এবং উচ্চ দুই শাস্ত্রে...' প্রমথ, ১৯৩৭।

ফিজিসিয়ান [হি] বি চিকিৎসক। 'মিনি সবার উপরওয়ালা সবসেবা স্পোর্টসডে ফিজিসিয়ান।' শিবরাম, ১৯৭০।

ফিট, **ফীট** [হি] বি ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ মাপ (বহুবচন)। '... ৩ ফিট ৩ ফিট ও ৬ ইঞ্চি বেড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমিত সৌহ।' প্রভাকর, ১৮৫১; 'সমুদ্র (sea level) হইতে তিন হাজার ফীট উঠে উঠিয়াছে।' রোকেয়া, ১৯০৪।

ফিট [হি] বিপ পরিগাতি; কেতাদুরস্ত। 'চুল করে প্যানটিউ, হয় ফিট কত টিট।' ওত, ১৮৫৮।

ফিট করা ক্রি মাপসই হওয়া। 'তোমার ল্যামা কি আমাদের গায়ে ফিট করবে?' শিবরাম, ১৯৭০।

ফিটকাট [হি ফিট>] বি পরিগাতি। 'ফিটকাটে সদা থাকে কুটীফট খায়।' ভবানী, ১৮২৫।

ফিটকাট মারা ক্রি পরিগাতি হওয়া। 'টিপ টাপ করিয়া ফিটকাট মারিয়া হাতের উপরে ডিল ডোল সেখাইয়া বেড়ান।' ভবানী, ১৮২৮।

ফিট ছায়দা [হি ফিট+আ ফাইদা] বি সুযোগসুবিধা। 'পৃথিবীর সবদিকেই এসেই ফিট ফায়দা।' জীবন, ১৯৩১।

ফিট [হি] বি দুর্ভা; অজ্ঞান। 'ভয়ঙ্কর ফিটের ব্যাঘো ছিল।' শরৎ, ১৯১৩; 'মেজমামি ফিট হয়ে পড়লেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফিটকিরি [স 'ফটিকারি' বি রাসায়নিক প্রবাহবিশেষ। 'বস্তাব ফটফটে ফিটকিরি মতন।' জীবন, ১৯৪৮; 'ফিটকিরিও আছে বইকি বাবু।' শিবরাম, ১৯৭০।

ফিটকারি বি রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫।

ফিটন [হি] বি এক প্রকার খোড়ার গাড়ি। 'বাবু ফিটন প্রস্তুত।' হুতোম, ১৮৬১।

ফিটান [হি] বি চার চাকার খোড়ার গাড়িবিশেষ। 'রাম-শ্যামকে একটা ফিটানে চড়িয়ে...' প্রমথ, ১৯১৮।

কিটোন [হি] বি একরকমের ঘোড়ার পাড়ি। 'কত রকমের পাড়ী
যাইতেছে - ক্রবান, বাকচ, কিটোন ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

কিটা ক্রি দূর হওয়া। কিটক ক্রি দূর হোক। 'হুসুহ ভগ্নত্ব তর্বে বাহন
কিটক।' চর্য্য ২১, ১২০০। কিটিগি ক্রি খুলে সেলা। 'হের সে
শব্রো শিরেবন ভল্লা কিটিগি ধরানী।' চর্য্য ৫০, ১২০০। কিটিগি
ক্রি দূর হলো। 'কিটিগি অছারী রে অকাল চুলিআ।' চর্য্য ৫০,
১২০০।

কিতিজি বোতল, কীডিজি বোতল [হি] বি শিতদের দুখ বাগ্যোয়ার
হুবিযুক্ত বোতল। 'কীডিজি বোতলের বোটা হুবিয়া হুবিয়া খাইলে।'
রোকোয়া, ১৯২২; 'কিডিজি বোতল পরম দুখ।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

কিটা [প] ১ বি কাপড়ের অথবা ঐ জাতীয় বস্তুর লম্বা ও পাতলা ফালি;
মাপার জন্যে ব্যবহৃত অনুরূপ ফালি। তর্গ্য, ১৭৮২: 'কিতা হাতে
তার হেশের গানের মান নিতে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি কল
বাঁধার জন্যে ব্যবহৃত লম্বা চিকন কাপড় বা জরিবর টুকরা। 'খোঁয়ার
জরিব কিতা দিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

কিতে [প ফিরা] বি ফিরা। 'চুলপতি যেটন করিয়া কামা কিতে দিয়া
বাক্স।' প্যারী, ১৮৫৫।

কিতেপেড়ে বি কাপড়বিশেষ। 'বহুত তায়া ভাগ্য করায়া
কোলিপেড়ে, কিতেপেড়ে, কড়াপেড়ে পরায়া দিভেন।' বঙ্কিম,
১৮৭৪।

কিতেবাঝা বিগ ফিতা-দিয়ে-বাঁধা। 'কাতাচর্পের পাদুকা কিতেবাঝা
ঘোড়তোলা মাতোভাঝা বোঁড়া সকল পায়ের সেন।' ভদ্রানী, ১৮২৩।

কিরো [আ ফিতরাহ] বি হুসলমানদের রমজান মাসের শেষে দীন উপলক্ষে
সেই অর্থ (এই কারণে এই ইদকে ইদুল ফিতর বলা হয়)। 'রোজা
রাখে, ফিতরা দেয়।' সাহাবানী, ১৯২৩।

কিন [হি] বি কিনল্যান্ডের অধিবাসী। 'কেউ ইয়েক কেউ জার্মান কেউ
হাসেরিয়ান কমেসিয়ান কিন ইতালিয়ান ওলন্দাজ।' অকুশ, ১৯২৯;
'কিনরা কি বেজার ঢাঙা হয়?' মুক্তভবা, ১৯৫২।

কিনিকি ১ বি সবসে নির্গত তরল পদার্থের ধারা। 'কিনিকি দিয়া রক্ত
ছুটিতেছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বি স্ক্রিন। 'মল কুলতে লাগল
যেন আঙনের কিনিকি।' অবন, ১৮৯৬।

কিনকিন বি অতি ছুটু বস্তুর দ্রুত স্পন্দিত হওয়ার ভাবসূচক। 'দুনদুনে
মাছির চেয়েও ছোটো শিহিন জলের কণা কিনকিন করছে।' নজরুল,
১৯২৭।

কিনকিনে ১ বিগ মিহি। 'কিনকিনে খুটি পরা।' হেতম, ১৮৬১। ২ বিগ
হালকা। 'এই সরু কিনকিনে হরাট।' মালিক, ১৯৩৭। ৩ বিগ
ওড়িড়ি। 'শ্রাব মাসের কিনকিনে বৃষ্টিতে ...।' তারা, ১৯৫৩।

কিনালু [হি] বি দূরগ ও জীবাবু নষ্টকারী একরকমের রাসায়নিক পদার্থ।
'নিপদার ডেটল আর কিনাইলের ম-ম দান।' সুশীল, ১৯৭০।

কিনিকি বি পিঠি। 'বহি ফিনিক চমকি চমকি ঢাল-ঢালোয়ারে খনন।'।
নজরুল, ১৯২২; 'চোলের জলে ওই মিশিণি আচন হাঙ্গির ফিনিক
ফোয়ার।' নজরুল, ১৯২৫।

কিনিজি [হি ফিনিয়া] বি পশ্চিম এশিয়ার পৌরাণিক পাখি, বা শতশত বছর
বৈতে থাকে এবং কিনিয়ে কড়িয়ে আবার সেই ছাই থেকে জীবন লাভ
করে বলে বিশ্বাস করা হতো। 'রাভা অঁখি আজ সেখায় ফিনিজ চেয়ে
আছে ক্রুর দুটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫; 'চিরায় অক্ষর কিনিজ-সম।'।
সুশীল, ১৯২৭।

কিনিশগুয়ালা [হি ফিনিশ+হি গুয়ালা] বিগ চমকরকমের সমাজ হয়েছে
এমন। 'সে পঞ্জীর কিনিশগুয়ালা বই পছন্দ করে।' জীবন, ১৯৩২।

কিনিশ-করা [হি] বিগ মাঝাঝরা। 'সেই চাকচিক্যময় জিনিসটা ফিনিশ-
করা চালে গিয়ে দাঁড়ায়।' শিবরাম, ১৯৭০।

কিনিশীয়, কিশীশীয় ১ বি হুমখানসারের পূর্ব উপকূলের ফিনিশিয়ার
অধিবাসী। 'কিশীশীয়েরা নানা সমুদ্রের তীরে তীরে বাসিছা করে
কিরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বিগ ফিনিশিয়া সংক্রান্ত। 'গ্রীক হিন্দু
কিনিশীয় নিয়মের রূহ যাত্রোজন।' জীবন, ১৯৪২।

কিশি বি ঘূর্ণিশাক। 'নদীতে মাছে মাছে উঠছে রে কিশি তাতে পড়লে
কুটো হয় রে দুটো এতই বেগবতী।' লালন, ১৮৯০।

কিফখ কলাম [হি] বি আভ্যন্তরীণ সেন্সত্রোয়ী বাহিনী; গন্থম বাহিনী।
'ঠিক বসেছ, দাদা। এরা কিফখ কলাম।' মনসুর, ১৯৪৫।

কিবরিল, কীবরীল [বি মেক্সেয়ারি মাস]। 'সাল তমামি করার কাপড়
আখেরি কিবরিল নামাদি দাখিল করিবে।' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩:
'ফিবরিল মাসের ৮ তারিখ।' ক্যান্সে, ১৭৮৫; 'ইতি সন ১১৪৯ ইং
১৭৯২ তাৎ ২২ কীবরীল ১০ ফালগুন।' তর্জি, ১৭৯২।

কিবরেল [হি মেক্সেয়ারি] বি মেক্সেয়ারি মাস। 'আর নামাদে কিবরেল
গত সনের ও বকুয়া বাকী ...।' তর্জি, ১৭৯২; '১৭ ফিবরেল সন
১৮০০ সাল।' ক্যান্সে, ১৮০০।

কিবরিলুই মেক্সেয়ারি] বি মেক্সেয়ারি মাস। ক্যান্সে, ১৭৮৫।

কিবরিলুই বি বকসে। 'কিবানা ২ খান।' মের্সে, ১৭৬২।

কিক্সেয়ারি, কিক্সেয়ারি [হি] বি খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় মাসের নাম; মেক্সেয়ারি।
'৫ কিক্সেয়ারি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ বঙ্গবর্ষ।' দর্পণ, ১৮২২;
'অসোলকাদিয়া, ২৮ কিক্সেয়ারি ইং ১৮৪২।' অক্ষর, ১৮৪২। ৩
মেক্সেয়ারি

কিমেল [হি] বি নারী। 'কিমেল সেনট্রাল ফুল।' দর্পণ, ১৮৩১।

কিমেল ফ্রো [হি] বি মেয়েবন্ধু। 'আলাপি কিমেল ফ্রোতোও নিমিত্ত
হয়ে থাকেন।' হেতম, ১৮৬১।

কির্যাসে [ফা] ১ বি ফ্রেমিকা। 'তার কির্যাসে নাকি উৎকৃষ্ট ভিনার তৈরি
করে।' মুক্তভবা, ১৯৪৯। ২ বি ভারী বস্তু। 'তার কোন ছোকাটির
কির্যাসে।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

কিরপেট [হি] বি ফ্রিপেট; হাততী। তর্গ্য, ১৭৮৫।

কিরজ [অ কিরজী] বিগ কিরিসিদের মতো। 'নিব্রুত বাংলা কোটে কিরজ
রবে।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

কিরজ [হি কিরসা] বি কিরে আসা; প্রত্যাবর্তন। 'তোমারে সোজছে ভরে
আমার কিরজ।' গরীব, ১৭৬৫।

কিরজ বি প্রত্যাপন; ফেরত। 'সিখিও, উহা কিরজ চায়ে কিনা?' দক্তি,
১৯৬৫।

কিরতি ১ বিগ ফিরে আসে এমন। 'তবে ফিরতি বারে কোনো লোক
যদিই আসে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিগ ফেরত। 'কুরোরে আমার
ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কিরতিপথ বি ফিরে আসার পথ। 'জোনোহার কিরতিপথে ... মনে-
মনে প্রার্থনা করেছিলাম।' সুকান্ত, ১৯৪১।

কিরদৌস, কিরদউস [আ] বি ইসলামবিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ। 'বাগে
ছর-পারী মরি কিরদৌসে ফাখাম।' নজরুল, ১৯৪৪; 'কিরদউস
হতে ডাকে ছবি পলী।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ ফেরদৌস

কিরদৌসের ফুল

কিরদৌসের ফুল বি ইসলামিবিধবাস-অনুযায়ী বেহেশতের ফুল।
'হার কিরদৌসের ফুল' নজরুল, ১৯৪১।

কিরন [হি ফিরনা] বি পতি। মনোএল, ১৭৪৩।

কিরনি [ফা] বি চাল ও দুধের মিশ্রকবিশেষ; পায়স। 'শব করে বে
কিরনিটা করেছে তা সেবে খেতে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কিরা, কিরান, কিরানো [হি ফিরনা-] ১ কি প্রত্যাবর্তন করা বা
করা। মনোএল, ১৭৪৩; 'আ-ও তখন রাত্রে ফিরে পদার্পণ
করবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ কি যোৱানো। 'কিরিয়া মুখ মুচকিয়া
করিলেক।' ভারতী, ১৮০৩। ৩ কি ঘুরে বেড়ানো। 'অনেক বাবুর
সহিত ফিরিয়াছি।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ কি বদলাও; পরিবর্তন
করা। 'রাম অমনি ইকায় হিতকা দিয়া - জল কিরাইয়া ...।' গায়ী,
১৮৮২। কির কি প্রত্যাবর্তন করে। 'কোথা আছ কোথা ফির গমন
কমনে।' মল্লভট্ট, ১৫০০। কিরাএ কি ফেরে। 'রাণাপতি বেড়ি
জেন কিরএ বলাকা।' মুকুল, ১৬০০। কিরয় কি কিরায়। 'খন ঘন
ছড়ারে কির নিশিগাশ।' আলাওল, ১৬৮০। কিরাই কি ফিরিয়ে।
'রমুলে ছাপল সব আলিল ফিরাই।' সুলতান, ১৭০০। কিরাইতে ১
কি পরিবর্তন করতে। 'কিরাইতে না পারিলু কুমারীর মন।' বাহরাম,
১৬০০। ২ কি বেড়াতে। 'কর্ণেত বান্ধিয়া দড়ি কোষের সকলে
হাওরালের হাতে দিয়া কিরাইতে বোসে।' সুলতান, ১৭০০।
কিরাইলেক কি ফেরানো; নিব্ব করা। 'পুরের বচনে মুকে
কিরাইলেক মন।' কলীশ, ১৬৬৯। কিরাএ কি ঘুরিয়ে ফিরায়ে।
'নামে নগরে তারে মারিয়া কিরাএ।' বাহরাম, ১৬৫০। কিরাতে
কি ফিরিয়ে আনতে। 'একনি কিরাতে পারি নব্বী যৌবন।' রূপায়,
১৭৫০। কিরি কি ফিরে। 'ফিরি চাহ নিরিব বদনে।' বড়,
১৫৭০। কিরিআ কি ফিরে। 'বাপ তেরি পুর ধাও না চায়ে
কিরিয়া।' বাহরাম, ১৬৫০। কিরিয়ে কি পরিবর্তিত করে।
'ভীতকর্মীর সেবাকোথা আর কি ফিরিয়ে।' দাসন, ১৮৯০। কিরিয়া
কিরিয়া পুনরায়। 'ফিরিয়া জন্ম না দি বহই উল্লাস।' সুলতান,
১৫০০। কিরে ১ কি যোৱাফেরা করে। 'মিখা কাঙ্ক্ষে ফিরে পতি
নাচি চাখবাস।' মুকুল, ১৬০০। ২ কি প্রত্যাবর্তন করে। 'ফাঁফর
হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে।' রামশংসার, ১৭৮০। ৩ ক্রিবিপ
মনোযোগ দিয়ে। 'পদাধ পানে তনে গ্রহু ফিরে চান।' মনিকরাম,
১৭৮১। ৪ কি ঘোরে। 'সুখেলা যতান রবে সন্ধ্যা কাল ফিরে সবে।'
মনিকরাম, ১৭৮১। কির্যা কি ফিরে। 'পুনর্বার কির্যা আইল
শ্রীমদপুরের পদ।' রূপায়, ১৭৫০।

কিরাইয়া সেওয়া কি ফেরত সেওয়া। 'কিরাইয়া নিতে গেলে বলিত
- ও আমার টাকা নয়।' বজ্রম, ১৮৪৮।

কিরা কিরা [হি ফিরনা] ক্রিবিপ ব্যবহার। 'বিন্দা বলে কেন হীরা
ইহা কহ কিরা কিরা ...।' ভারত, ১৭৬০।

কিরিয়া দেয় কি ফিরিয়ে দেয়। কালমে, ১৭৪৪।

কিরিয়া কিরিয়া ক্রিবিপ যুক্তকরে। 'বারংবার কিরিয়া ফিরিয়া
নিষ্ঠুরভাবে বজাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৪৮।

কিরিয়ে সেওয়া কি ফেরত সেওয়া। 'কিরিয়ে দেব না।' রবীন্দ্র,
১৯১১।

কিরে আসন বি ফিরে আসা। ওর্গা, ১৭৮৫।

কিরে আসা ১ কি পুনরায় আসা। 'কিরে আসে প্রতিফলি নিজে
শ্রবণ-পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি ফেরত আসা। 'আমি কেবল
ফিরে-আসার আশা দলে সেসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কিরে পাঁড়ানো কি ঘুরে পাঁড়ানো। 'তারা উঠে কিরে পাঁড়াল পূর্ব

দিশস্তের পানে।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

কিরে পাওয়া কি পুনরায় কাছে পাওয়া। 'বে-বাখী চলিয়া গেল সে-
বাখীকে আর কিরিয়া পাইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কিরে পাঠানো কি ফেরত দেওয়া। 'মাসেটা খাণাপ হওয়াতে তারা
কিরে পাঠিয়ে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কিরে কিরতি ক্রিবিপ পুনরায়। 'একই স্বীকৃতির সঙ্গে ফিরে কিরতি
দুবরে ভালবাসায় পড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।' প্রমথ, ১৯২০।

কিরে কিরে ক্রিবিপ ব্যবহার। 'আর পানে ফিরে ফিরে, চেয়েময়
রহিল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

কিরে যাওয়া কি চলে যাওয়া। 'কোনোমতে নির্জন নিশল
ব্যতীহীনতার মধ্যে ফিরে যাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কিরাদি [ফা কিরাদী] বি ইউরোপীয় তথা পশ্চিম বংশোদ্ভূত ভারতীয়।
ফোর্স, ১৭৫৭। ২ ক্রিবিপ

কিরায়, ফেরায় [আ ফিরা] বিপ পলাতক। ফোর্স, ১৭৮৭।

কিরি ক্রিবিপ পুনরায়। 'কিরি ফিরি কতু গ্রহুর খরেন চরণ।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০।

কিরিকিতি বি পুনরায় ভেঁকে আনা। 'আমাদের ভাড়ির দিয়ে
আমাদেরই কিরিকিতি।' কীবন, ১৯৩১।

কিরি ফিরি ক্রিবিপ ফিরে ফিরে; ব্যবহার। 'কিরি ফিরি কতু গ্রহুর
খরেন চরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কিরি [হি ক্রি] ১ বিপ মুক; বোলা। 'কিরি টেরেত [স ক্রি ট্রেড] বি বোলা
বান্ধার; মুক-বাণিজ্য। 'বলেন কিরি টেরেত বন্দ কর্তে, কোন কালে
কেউ পারে না।' ওর্গা, ১৮৫৮। ২ বিপ বিনে পদসায় মেলে এমন।
'বিচুড়িয়া, ইলিপ-ভাট্টাটা ফিরি সেন।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

কিরি [হি ফেরী] বি রাত্রার বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পণ্য বেচা। 'কিরি করে
ফেরে শা-জাদি বিবি ও ফেয় সাব।' নজরুল, ১৯২৮।

কিরিআলা [হি ফেরীওয়াল] বি ফেরিওয়াল। 'কিরিআ থেকে
ভাণ্ডপিওন তাকে ছেড়ে সকাই নট নড়ুন-চড়ুন।' শক্তি, ১৯৬৯।

কিরিওয়ালা বি পণ্যপ্রব ফেরি করে বেড়ায় যে। 'কিরিওয়ালা
জীবের করিয়া আন আর কাণ কালাগালা করিতেছে না।' কৃষ্ণভাবনী,
১৮৮৫।

কিরিওয়া বি বাড়ি বাড়ি পণ্যপ্রব ফেরি করে বেড়ায় যে। 'কিরিওয়া
হেঁকে ফিরিছে গায়ের মাশে।' সত্যজিৎ, ১৯১৫।

কিরিসি, কিরিসী [ফা কিরসী] বিপ ইউরোপীয় তথা পশ্চিম বংশোদ্ভূত
ভারতীয়। 'ইসহরে ওদশাজ কিরিসি কয়ল।' ভারত, ১৭৬০।
'নামসী কিরিসী আরমনি ইত্যাদি।' দর্শন, ১৮২১।

কিরিসিনী বি ক্রী আলো-ইতিয়ান। 'আরামনী থেকে আরম্ভ করে
কিরিসিনী পর্বত।' অবন, ১৯২৫।

কিরিশিনা বি কিরিসির আচরণ। 'যমুদ্বারে ছেলে পাঠিয়ে
কিরিশিনা হচ্ছে।' মণীশ, ১৯৩৩।

কিরিত্ত [ফা] বি তালিকা। 'পত্রখানা একত্রিত অভাব-অভিযোগের একটা
কিরিত্ত।' মনসুর, ১৯৫৫। ২ ক্রিবিপ

কিরিত্তা [আ] বি ইসলামি বিধাসম্মতে বর্ণীয় দূত। 'আর্কের ফিরিত্তা যথা
আনবিত্ত হেঁসা।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ ক্রিবেশতা

কিরিবি, কিরিত্তী [ফা] ১ বি তালিকা। 'বে যে তারিখে জারি হয়আছে

তাহার ফিরিতী ' করুটার, ১৭৯৯; 'বিষয়াদির যাবতীয় দলীল এক ফিরিষ্টি করিয়া দুলা মিয়াকে বুঝাইয়া দেও'। মশাররফ, ১৮৯০। ২ বি নিবন্ধন। 'পাতার পর পাতা পাঠে চারদিনে চাররকমের অনুশ্রের ফিরিষ্টি দিল।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফিরিষ্টি কাগজ বি তালিকার কাগজ। 'ফিরিষ্টি কাগজ' ডেরপি, ১৭৯৭।

ফিরোজ (ফা ফিরোজ) বি আকাশী নীল রঙ। 'ফিরোজের রত্ন অলঙ্কার সর্ব অঙ্গে।' আলফোল, ১৬৮০।

ফিরোজা রত্ন বি আকাশী নীল রং। 'ফিরোজা রত্নের পাতলা উড়ানি।' নজরুল, ১৯২৪।

ফিরোজিয়া বিপ আকাশী নীল। 'সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া খিঞ্চে ফুল।' নজরুল, ১৯২৬।

ফিরোয়ান (আ) বি প্রাচীন মিশরের সম্রাট; ফেরাউন। 'ফিরোয়ানে যাদি সে মুসার লগ্ন হইল।' সুলাতান, ১৭০০।

ফির্নি (ফা ফির্নি) বি চাল, দুধ ও চিনি দিয়ে তৈরি খাবার; পান্নেল। 'তেলি, ঢাকাই কামার ও চালা খোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেনডান লুসে ফরসা ধুতি চান্দরে ফিট হয়ে বসে আনেন।' হতেম, ১৮৬১। দ্র ফির্নি

ফিলখানা (ফা) বি হাতিশালা। 'ফিলখানার নিকট পৌছিয়াছিল।' হাফেজ, ১৭৭২।

ফিলজফর, ফিলজফারি (বি) দার্শনিক। 'মোট চাদোর গায়ে দিয়ে ফিলজফর দেশে ব্যাড়াছি।' হতেম, ১৮৬১; 'পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরে সন্ধান না পায় ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ফিলজফি, ফিলজাফি (বি) ১ বি দর্শন শাস্ত্র। 'বকুতায় ফিলজফি কড়িমায় মিশাইয়া হারিয়া গেলেন।' বহ্মি, ১৮৭৫; 'হুটু ফিলজফিতে এম.এ.' প্রথম, ১৯২৭; 'না-ধাকার ফিলজাফি মনটাকে খরে চাপি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি দর্শনজিজ্ঞাসা; জিজ্ঞাসা। 'অনেকগুলো বৈরাণ্যের মধ্যে কতগুলোকে বসে বসে ফিলজফি করছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। দ্র ফিলসফি

ফিল্টার, ফিলটার (বি) বি পানি ছাঁকার বিশেষ যন্ত্র। 'ময়লা শাশমান, দুটো ফিলটার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'আমরা পানীয় জল ফিল্টারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি।' রোকেয়া, ১৯০৪।

ফিল্ড করা ক্রি ক্রিকেটে খেলায় বল ধরা বা খামিয়ে দেওয়া। 'তার জায়গায় অন্য কেউ ফিল্ড করবে।' জীবন, ১৯৩২।

ফিল্ম (বি) চলাচিত্র। 'আসন্ন দুর্ঘটনা সিনেমা ফিল্মের মতো দুশ্বের পর দুশ্বা উদ্ঘাটিত হয়ে একটি হতে থাকে।' শিবরাম, ১৯৫০। দ্র ফিল্ম

ফিল্মি (বি) বিপ সিনেমার। 'ফিল্মের গান, ফিল্মি গানো পর্যন্ত ...।' দুর্গতি, ১৯৩১; 'সেমটা আর ফিল্মি গানের সঙ্গে তার মতিভা।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ফিল্মস্টার (বি) বি চিত্র-তারকা। 'নামজাদা এক ফিল্মস্টার।' শিবরাম, ১৯৭০।

ফিলসফি (বি) বি দর্শনশাস্ত্র। 'ফিলসফিতে এম.এ. লইয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস হন।' হররহমান, ১৮৮৬।

ফিলসাফি (বি) বি দর্শন। 'ফিলসাফি মেথোডট্রি এও আলজিবেরী... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্বরূপে শিক্ষার্থে ...' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

ফিলানথ্রপিষ্ট (বি) বি মানবকল্যাণ। 'বিখারিত্ত্বী ইংরেজিতে যাকে বলে

ফিলানথ্রপিষ্ট।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফিলোলজিস্ট, ফিললজিস্ট (বি) বি ভাষাবিজ্ঞানী। 'তাঁরা প্রায় সকলেই ফিললজিস্ট।' প্রথম, ১৯২৭; 'এ জ্ঞানটা প্যারিসের ফিললজিস্ট এসোসিয়েশনের।' মুক্তভা, ১৯৫২।

ফিল্ম (বি) বি চলাচিত্র। 'খামিকফন কেবল ফিল্মের গল্প করিল।' বিতুতি, ১৯৩১; 'এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিওয়োর চাকরির চেষ্টাতেই আমার বাঘে আসা।' শিবরাম, ১৯৫০।

ফিল্ম (বি) বি ছবি তোলার কাজে ব্যবহৃত সেলুলয়েডের পাতবিশেষ। 'আমার স্বরূপশক্তি ফিল্ম পরে বিস্তার ডেভালাপ করেও ... বের করতে পারিনি।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

ফিলফাশ (ফল্যা) বি চাপা স্বরে কথা বলা; ফিলফাস। 'মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ফিলফাশ আর গুলি-বারুদের শব্দ।' শক্তি, ১৯৬৯।

ফিলফিশ (ফল্যা) বি চাপা স্বর। 'গলা নামাইয়া ফিলফিশ করিয়া বলে।' যানিক, ১৯৩৭। দ্র ফিল

ফিলফিশানি (ফল্যা) বি কোনো গোপন বিষয়ে মৃদু স্বরে আলোচনা। 'ফিলফিশানি শেষ হওয়াটা সাধারণ রাশী-ত্রীর পক্ষেও স্বাভাবিক নয়।' যানিক, ১৯৪০।

ফিলফিশে (ফল্যা) বিণ মৃদু স্বরবিশিষ্ট। 'না কি ফিলফিশে গলায় কিছু বলে?' বৃদ্ধ, ১৯৭১।

ফিল্টি, ফিলির (ফল্যা) বি নিচু স্বরে কথোপকথন। 'একানে ফিলির ফিল্টি, ওকানে ওজুর ওজুর।' হাসান, ১৯৬৪।

ফিলফাস (ফল্যা) বি চাপা স্বরে কথা বলা। 'বরের সঙ্গে যত গুজগাজ ফিলফাস করতে পারবি।' যানিক, ১৯৩৭; 'ফিল-ফাস ছাড়া কোনো ব্যাড়াশ নেই।' মণীষ, ১৯৫৭।

ফিলফিস (ফল্যা) বি মৃদু স্বরে কথা বলার শব্দ। 'ফিল ফিল করি দুইজনে কথা কয়।' ত্রানী, ১৮৭১। দ্র ফিল

ফিলফিসানি (ফল্যা) বি চাপা স্বরে ব্যাক্যাপ। 'ভূতভ্রমেরে ফিলফিসানি, কানাকানি।' আলফটিন, ১৯৫৮।

ফিল্স (বি) ফিল। 'ফিল্স-ফিল্স ভরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত।' ওগ, ১৮৫৮।

ফিল্স (বি) ফিল্ড ১ বি পারিশ্রমিক। 'ট্যাক্সের মূল্য চাই; উকিলের ফিল্স চাই।' বহ্মি, ১৮৯২। ২ বি বেতন। 'কাহার ফিল্সের টাকা আসে নাই।' জঙ্গীম, ১৯৫৫।

ফিলস্ট্রেট (বি) বি যে স্বর্ণশ্রুতলিকে জোড়া দিয়ে রেললাইন তৈরি করা হয়, সেই স্বর্ণশ্রুতলির একটিকে অন্যটার সঙ্গে জোড়া লাগানোর জন্যে ব্যবহৃত সোহার পাত। 'সেই বাকের মুখের ফিলস্ট্রেট-টা সরিয়ে রেখে এলুম।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফিল্টি (বি) ফিল্টা বি ভোজ। 'ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিল্টির বর্ণনা।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

ফীটউ (স স্প) ক্রি দূর হোক। 'ফীটউ ডায়া মা দেসি রে ঠাকুর।' চর্চা ১২, ১২০০।

ফীড়িয়া বি ফেরত। 'জে তাতির তাত নিরঘ কাপড় ছিল তাহা ফীড়িয়া দোয়া গীয়াহে।' তাতি, ১৭৯২।

ফীরানো (বি) ফিরানো। ক্রি ফিরিয়ে দেওয়া। ফীরাইয়া ক্রি ঘুরিয়ে। 'তাহাকে হাটে বাজারে ফীরাইয়া খুব সাঝা দিব।' তাতি, ১৭৯২। ফীরিতে ক্রি ফিরতে। ওগ, ১৮৫২। দ্র ফিরা

কীভার

কীভার [হি] বি ক্রিকেট মাঠে বল খরা বা খানাদার কাল করে যে। 'উত্তম উইকেট-কীভার, এমন কী, না-ব্যাটসম্যান না-বোলার সুছন্দর কীভার ... দু-একজন রাখতে হয়।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

ফুঁ, ফুঁ [ফন্যা] ১ বি মুখ হতে নির্গত বায়ুস্রাব। 'বরিষা বাদলে আললে দিতে ফুঁ।' রুক্মণ, ১৬০০; মালোএল, ১৭৪৩। ২ বি প্রাণবায়ু। 'সিঁদুর সাই কয় লালন ডোর ফুঁ ফুরাবে কোন সময়।' লালন, ১৮৯০।

ফুঁ সেওয়া ১ কি মুখ দিয়ে কোরে বাতাস বের করা। মালোএল, ১৭৪৩। ২ কি ধর্মীয় শাস্ত্র থেকে প্রাক গড়ে উপকার হবে এই বিশ্বাসে ফুঁ সেওয়া। 'ফুঁ সেওয়া থেকে আশ্রয় করে তাদের পলায় সোয়া ডাবিজ ফুলোবে।' হাই, ১৯৫৩।

ফুঁ পাড়া কি ক্রমাগত ফুঁ সেওয়া। 'বেচারারা ভাই রাঁধে, উলুনে ফুঁ পাড়ে আর কাঁদে।' অমৃত, ১৯০০।

ফুঁকান [ফন্যা] বি ফুঁ সেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফুঁকা [ফন্যা] ১ কি ধূমপান করা। 'বুঁকি 'হুঁ' বলে, 'বুঁ' গারে দিয়ে, চুক ফুঁকে 'বলে' যানে।' ওষ, ১৮৫৮। ২ কি অপব্যয় করা। 'পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ফুঁকিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ কি ফুঁ দিয়ে বজানো। 'শব্ধ ওঠে ফুঁকে।' জীবন, ১৯২৭। ৪ কি ফুঁ সেওয়া। 'ভিজা কাঠেরে ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া ভিজান বুকর বেশ।' জন্ম, ১৯৩১।

ফুঁকেনেওলা বি অপব্যয়কারী। 'মাসের মাইনে এক হাতিরে ফুঁকেনেওলা বিস্তর পার্সা বোখাংরে আছে।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

ফুঁকা-সেওয়া-মুখ বি বায়ুর ছাড়া পঙ্কর মুখ। 'বায়ুরকে কলাইখানায় নিকর করিয়া ফুঁকা-সেওয়া মুখের ব্যবসায় চলাইতে হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফুঁকা [ফন্যা] বি কীভ। 'কাব্যের দোকানের পাশে ফুঁকা-জালন-নির্মাতার জালাগা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফুঁড়া কি ভেদ ক'রে ওঠা। 'ফুঁই ফুঁড়ে পুঁইঘাষ হইরাছে চাঁড়া।' ওষ, ১৮৫৮; 'প্রাণের গোশন রহস্যভার ফুঁড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ফুঁশানো কি ফুঁপিয়ে তাঁদা। ওঁস, ১৭৮৫।

ফুঁপিরে ওঠা কি হঠাৎ বিস্ফোরিত হওয়া। 'আমেরপিহি তার বুকভরা আতনের তরঙ্গ যখন নিভাত সামলাতে না গেরে ফুঁপিয়ে ওঠে।' নজরুল, ১৯২২।

ফুঁপি [স পুশ] বি ব্যতের গ্রন্থ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফুঁহানো কি ফুঁ সেওয়া। 'ফুঁহাইতে।' মালোএল, ১৭৪৩।

ফুক [ফন্যা] ১ বি ফুঁ। 'বাজারি বিনোদিনী তাষে ফুক দিয়া।' দীপকী, ১৫৫০। ২ বি যন্ত্রপুত চিকিৎসা। 'ফুক দিতে ফুলদি চলে যান।' গদ্য, ১৭৬৫।

ফুক ফাক [ফন্যা] বি দ্রুততার ভাব। ফুক ফাক করে [ফন্যা] ক্রিবিদ্য হঠাৎ যখন তখন। 'রোজ রোজ ফুক ফাক করে আলাগোনা, আর সে মাগীকে কেন না?' গিরিষা, ১৮৮৭।

ফুকরা, ফুকরানো [বি ফুকরা] কি চিককার করা। 'বাহা বাহা করি তর্কে রাখিা ফুকরে।' বড়, ১৪৫০। ফুকরাএ কি গল্পন করে। 'কোঁকিল ললিত বর ফুকরাএ ময়ূরক।' বড়, ১৫৭০। ফুকরিয়া কি চিককার করে। 'ভুতবরিয়া ফুকরিয়া মেনকা করিহে।' ভারত, ১৭৬০।

ফুকরে ওঠা কি চিককার করা। 'পাড়ার ফুকুর সদাঘরে ফুকরে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফুকার [হি] বি চিককার। 'দেবি কুন্ডলাস কাদি ফুকার করিল।' কুন্ডলাস, ১৫৮০।

ফুকরা, ফুকরানো [বি ফুকরা] ১ কি চিককার করা। 'খড়ি খড়ি খড়িআলে ঘন ফুকরাএ।' অলাওল, ১৬৮০। ২ কি আহান করা। মালোএল, ১৭৪৩। ফুকরাএ কি চিককার করা। 'খড়ি খড়ি খড়িআলে ঘন ফুকরাএ।' অলাওল, ১৬৮০। ফুকরিয়া কি চিককার করে। 'হেনই সময়ে খালিল চৌধী। ফুকরিয়া কহে সকল বাদী।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ফুকরে কি চিককার করে। 'নবীব ফুকরে মহারাজ সেলাঘত।' ভারত, ১৭৬০।

ফুকোরে ফুকোরে ক্রিবিদ্য রক্ত রক্ত। 'ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিচের মধু।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফুকা [স ফুককা] কি উনুক করা। ফুকাইতে কি উনুক করতে। 'নীতি আছে তান হাতে সে দুয়ার ফুকাইতে।' সুলতান, ১৭০০। ফুকাইলা কি উনুক করনো। 'সেই কুশুপ লাই পাট জোড়া ফুকাইলা।' সুলতান, ১৭০০।

ফুকা [বি ফুককা] 'সায়েবোরা বায়ুরকে কসারের হস্তে বিক্রয় করত ফুকা দিয়া গাড়ীর দূধ লইতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৫৮। ফুকুয় কি ফুকরানো। 'এবে তুধি রণে যাইতে ফুক না ফুকিম।' সুলতান, ১৭০০। ফুকিল কি ফুঁ দিলো। 'ইশ্রাকিল শিশা সম ফুকিল বিশাল।' অলাওল, ১৬৮০। ফুক কি ফুঁ সেয়। 'আরে কে না জালে ফুকে।' বড়, ১৪৫০।

ফুকি [ফি ফুকা] বি ব্রহ্মদেশীয় বৈদ্য সন্ন্যাসী। 'ফুকি পরে ফুপি চাচা।' নজরুল, ১৯০১।

ফুচকা [ফন্যা] বি ঘোটা পুটি জাতীয় মুদ্রোচাক বায়বিশেষ। 'ফুচকা খাওনি বলে সদর রাত্তার।' মণীষ, ১৯০১।

ফুচকি [স পুছ] ১ বি ফুকাচুরি। 'লালন বেড়ার ফুচকি খেলে ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি।' লালন, ১৮৯০। ২ বি উঁকি। 'গর্ত বাইকা ফুচকি দাও।' নজরুল, ১৯০১।

ফুচকি মারা কি উঁকি সেওয়া। 'বৃকপাজেরে দেহাটোনে ফুচকি মারে আজব পাখি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৪।

ফুট [হি] বি ব্যাঘ্র ইকি পরিমাণ। ওঁস, ১৭৮৫; 'রাত্তার গড়ে ২৫ ফুট নিচে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ফুটশজ [হি] বি মাসের কাঠি। 'সে যখন ফুটশজ, কলির আর সুত নিয়ে ফিকটেট টানতে টানতে কাজে যার।' নজরুল, ১৯৩০।

ফুট [হি] বি পা।

ফুটনোট [হি] বি পাদটাকা। 'ফুটনোটে আশনার অনুরাগ।' বর্কিম, ১৮৭৫; 'দার্পনিক এবাছের ফুটনোটে নানা ভাবার দুদ্রব গ্রন্থ হইতে নানা ঘটন ও দৃষ্টান্ত ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফুটশাখ, ফুটশাখি [হি] বি পায়ে ঝাঁটার গথ। 'বুঁকি বা ফুটশাখের উপরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'ফুটপাতে কি শোকজনের ভিড়।' বিকৃতি, ১৯৩১।

ফুটবল [হি] ১ বি পা দিয়ে কেশার বায়ুর্প চামড়ার গোলকবিশেষ। 'বিশিদ ফুটবল খেলে, ভাঘর শরীয়ে অশামায়া বল।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি খেলাবিশেষ। 'সে দিনরাতি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ফুটবল মাচা [হি] বি ফুটবল খেলা। 'গ্রামের টিম এমে আমাদের চ্যাম্পিয়ন করল ফুটবল মাচে।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফুটলাই [হি] বি মঞ্চের পাদপ্রাণী; নাট্যমঞ্চের যেকোনো লাগানো বাতি। 'ফুটলাইটের গোটী পাঁচ-ছয় ল্যাম্প'। শরৎ, ১৯১৭।

ফুটকড়াই [স ফুট] বি ভাড়া মটর। 'এই তো ফুটকড়াই হ'য়ে গেল।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ফুট-কড়ায় বি ভাড়া মটর বা কলাই। 'ও যে ফুট-কড়ায়ের ছুটেকো বেসাতি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

ফুটকলাই [স ফুট] বি ভাড়া মটর বা কলাই। 'ফুটকলাই কিনি দিল কড়াই আটল।' মালাধর, ১৯০০।

ফুটকি [স ফুট] বি ক্ষুদ্র কৌট। 'ফুটকি, ফুলকাটাও দেখিতে পাওয়া যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ফুটন্ত ১ বিণ বিকশিত। 'ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'নবফুটন্ত ফুলকাননের ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'কাহ্নের ফুটন্ত আকাশে ...।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ফুটন্ত বিণ উত্তর। 'ফুটন্ত তেলে একবার এক পিঠি ডিঙিড়ক করে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফুট-ফরমায়েশ, ফুট-ফরমায়েশ [ফুট+ফা ফরমাইশ] বি হকুম তামিল। 'অবসর পাইলে ফুট-ফরমায়েশ খাটো।' মনসুর, ১৯৫০।

ফুট-ফরমায়েশ খাটো কি ছোটোখাটো হকুম পালন করা। 'নন্দন বছরের শাণী রেবা ফুট-ফরমায়েশ খাটছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

ফুট-ফরমাসে থাকা কি ছোটোখাটো আদেশ-নির্দেশ পালন করা। 'নিজের কাগড় কাটা ধুয়ে নেবে, একটু ফুট-ফরমাসে থাকবে।' জীবন, ১৯৩২।

ফুটফাট [ধ্বনি] বি কিছু গোপন না করে হঠাৎ বলে ফেলা। 'দেওয়া খোয়া কথা এরে কয় ফুটফাট।' ভাবানী, ১৮২৫।

ফুটফুট ১ বি পিটিপি। 'কিঞ্চিৎ বুথ বাহির করিয়া ফুট ফুট করিয়া ঘাইয়া বাধকে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিণ গুরুতর: বিকশিত। 'চট্টনে নাও আমায় তুমি ফুটফুট নরম বুকে।' বুদ্ধ, ১৯৩২।

ফুটফুটে ১ বিণ উজ্জ্বল। 'অমন ফুটফুটে কাগড়খানি।' মীপিকা, ১৮৮৭। ২ বিণ আলোকাক্ষল। 'ফুটফুটে জ্যোৎস্নারোহিত পথ চেনা যায়।' জীবন, ১৯৩৬। ৩ বিণ ফরসা ও সুখী। 'মোটেো ফুটফুটে একটা মেয়ে হবে।' বুদ্ধ, ১৯৪৯। ৪ বিণ পরিপাটি। 'ঢিলার উপর ফুটফুটে বাৎসা, চড়ঙ্গিকে ফুলের ফেরার।' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

ফুটা ১ কি পুশিত হওয়া। 'বুকড় এসে রে কপাস ফুটিল।' চর্চা ৫০, ১২০০। ২ কি বিকশিত হওয়া। 'ফুটিয়াছে তাহাতে প্রবাহ।' কুঞ্জরায়, ১৯২০। ৩ কি খোলা। 'তোমার মুনিবের চোখ ফুটিয়ে দেই।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৪ কি প্রকাশিত হওয়া। 'হেবার জোছনা ফুটে, ভাঙ্গী হুটে, প্রমোদে কানন ভোর।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'যোর বাণী একদিন এ-বাড়াসে ফুটিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ফুটল কি ফুটলো। 'মুখরতি মনোহর অঙ্গর সুদল। ফুটল বাহুলি কামলক সম।' বিনয়পতি, ১৪৬০। ফুটাতে কি ফোটাতে। ওয়া, ১৭৮২। ফুটি কি ফুটে; প্রফুটিত হয়ে। 'সরতে পুষ্প ফুটি সুগন্ধি বাত বহে।' মালাধর, ১৫০০। ফুটিবেক কি ফুটিবে। 'মেঘ বহিরা গেলে ফুটিবেক কাশী।' বড়ু, ১৪৫০। ফুটিল কি প্রফুটিত হলো। 'ফুটিল কমল ফুল।' বড়ু, ১৪৫০। ফুটিলাহে কি ফুটিয়েছে। 'নানা ফুল ফুটিলাহে মাঝবান্দবের।' বড়ু, ১৪৫০। ফুটিলা কি ফুটিয়েছে। 'ফুটিলা ফুল ফুটিয়াছে ফুল জোড়া শল্যমণি।' রূপরায়, ১৭৫০। ফুটানো কি প্রফুটিত করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফুটানো ফলানো কি ব্যত্বরণে প্রকাশ করা। 'ঐ নিপুট উপলব্ধিটিকে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবার জন্য।' সন্মুখ, ১৯২০।

ফুটিয়ে তোলা কি প্রায়ত করা। 'প্রভাত ফুলের মতো ফুটায় তুলিত মোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ফুটে উঠা কি প্রকাশ পাওয়া। 'রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ফুটে ওঠা ১ কি বুলে যাওয়া। 'ওদরো নয়নতলি ফুটিয়া উঠিলে খুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি প্রকাশিত হওয়া। 'জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ফুটে বলা কি স্মৃতি করে বলা। 'মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

ফুটো-ফুটো বিণ যে-কোনো সময়ে ফুটে উঠবে এমন। 'ফুটো-ফুটো ফুলেরা আবার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফুটা কি বিদ্ধ হওয়া। ফুটএ কি বিদ্ধ হয়। 'বাউ নাহি বাহিরাএ ফুটএ সরির।' মালাধর, ১৫০০। ফুটল কি বিদ্ধ হলো। 'শিরিষি কটক হিয়ার ফুটল।' চর্চা, ১৫৫০। ফুটি কি কেটে। 'প্রাণ যেক ফুটি জাএ ক' মেলে চির।' বড়ু, ১৪৫০। ফুটিল কি বিদ্ধ হলো। 'শিশুর অশ্রুত এক অরু না ফুটিল।' সুলতান, ১৭০০। ফুটিলা কি বিদ্ধ হলো। 'কটক ফুটিলা ছলে রহিলা জন্তরে।' বাহরায়, ১৬৫০। ফুটির্ন কি বিদ্ধ হলো। 'প্রেমের কটক আসো ফুটির্ন চরসে।' বাহরায়, ১৬৫০। ফুটে ১ কি কেটে যায়। 'যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি বিদ্ধ হয়। 'কটা ফুটে বেই মুখে সেই মুখে যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ কি ক্লাপ করে। 'দেখিতে এসব লোক ফুটে মের আঁখি।' সুলতান, ১৭০০।

ফুটা ১ বিণ ছিন্নযুক্ত। 'যাঁর ফুটা লৌহাঘরে প্রভু পিলা জল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বাঁশের নল ফুটা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি ছিন্ন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফুটা কি আঙনের উত্তাপে টপকান করা। 'আমি এক ফোঁকে ... ভাত ফুটিয়ে নেব।' মানিক, ১৯৪০।

ফুটানি বি অংকর: জৌপূ। 'তার ফুটানি কত।' শ্যামসুল, ১৯৬২।

ফুটি বি কৌটা। 'কথ ফুটি ক্ষুদ্র শিশু আনিয়া সড়র প্রশ্ন করিয়া দিলা নবীর গোর।' সুলতান, ১৭০০।

ফুটিক বিণ অল্প পরিমাণ; কৌটা। 'আরও ফুটিক ডলক নিলে চীনার ভাত খাই।' জগদীশ, ১৯২৯।

ফুটি বি তরঙ্গিত জাতীয় ফলবিধ। 'লাউ, কুমড়া, ফুটি, তরঙ্গিত ইত্যাদি বায়ুসাম্যমীও কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ফুটিকাটা বিণ কৌটা কৌটা চিকুযুক্ত। 'ফেররের কোলোরিস ফুটিকাটা প্রেস।' ওয়া, ১৮৫৮।

ফুটিকাটা ১ বিণ ফুটির মতো কাটা। 'আহ্লাদি পিসি তাই অনে হেসে যেন ফুটিকাটা হয়ে যান।' অবন, ১৯২৫। ২ বিণ একশোড়-ওশোড়। 'রুনা গুয়ারে যেমন করে কচুর ক্ষেত ফুটিকাটা করে।' হাসান, ১৯৬৪।

ফুটিফুটি বিণ ফুটফুটে; উজ্জ্বল। 'আমারি মুখে চাহিয়া তোর/ আঁখিটি ফুটিফুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ফুটো [স ফুট] ১ বিণ ছিন্নযুক্ত। 'পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অভলে মগ্ন হয়ে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি ছিন্ন। 'আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটার পরে ফুটা তাতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফুটোওয়াল বিপ দ্বিত্র আছে এমন। 'অসংখ্য ফুটোওয়াল নল নিয়ে
খির-খির করে ছল পড়ছে।' বিল, ১৯৫৩।

ফুটো ঘর বি চালা দ্বিত্র এমন ঘর। 'নিস ছেয়ে তোর ফুটো ঘরটাও
হয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

ফুটো-ফুটো দ্র ফুটো

ফুড [হি] বি খাদ্য। 'ফুড কনফারেন্সের আয়োজন করলেন।' মনসুর,
১৯৩৫।

ফুডঅণ [স ফুটম] ক্রিবিণ শব্দভাবে। 'ভাই জ্ঞাননি ফুডঅণ গ য়েই।' *চর্চা ৪৬*, ১২০০।

ফুড্ব [ক্ষন্য] বি হঠাৎ উড়ে যাওয়ার ভাব। 'শালিকের মত ফুড্ব।' *জীবন*, ১৯৩১।

ফুড্ডা ক্রি বিদ্ধ করা। 'ফুড্ডিতে।' *মানেএল*, ১৭৪৩।

ফুডান ক্রি অবসান হওয়া। 'আগে সেই দাম পাছে রাজার ফুডান।' *মালাধর*, ১৫০০।

ফুড্ডি বি ফড়িং। 'ফুড্ডির ডানা নিয়ে ওড়ে আহা।' *জীবন*, ১৯৩২। *দ্র*
ফড়িং

ফুডুক ফুডুক [ক্ষন্য] অব্য ইঁকার আওয়াজ। 'ফুডুক ফুডুক শব্দ হয়। চচ্
হুজিরা আজহার ইঁকা টানে।' শওকত, ১৯৫৮।

ফুং [ক্ষন্য] বি ফু দিয়ে আঙন নিভানোর শব্দ। 'ফুং করে চোপাটা নিভিয়ে
দিয়ে তরে গড়ল ও।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ফুংকার [স] ১ বি বিতকার। 'হা হা কিবা কর বলি করয়ে ফুংকার।' *কুলাস*, ১৫৮০। ২ বি ফুঁ। 'তিনি ... বিষমুদ্র হানে ফুংকার
এনানে দেবাত হইলেন।' *বশরত*, ১৮৮৫; 'সহসা দমকা হাওয়ায়
ফুংকারে নিতে গেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৩।

ফুংকারা ক্রি ফু দিয়ে জোরে শব্দ করা। 'অনুরে ফুংকারিয়ে দিবিজয়ী
নাখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ফুন্দুক বি গোলকবিশেষ। 'এক ঘট্টের মধ্যে অনেকগুলি অঞ্জীর ও
ফুন্দুক বাখিয়াছিল।' *ভারতী*, ১৮০০।

ফুপু [হি ফুফু] বি পিতার ছোটো বা বড়ো বোন। 'মামুজী ও বাসুজী ও
ফুপুজী।' *চিঠিপত্র*, ১৮৬৪; 'ছোট ফুপু উঠানের এক ছায়াশীতল
অংশে বসেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ফুপুজী [হি ফুফু] বি (সখানিত) ফুপু। 'মামুজী ও বাসুজী ও
ফুপুজী।' *চিঠিপত্র*, ১৮৬৪।

ফুকা [হি ফুফু] বি ফুফুর বামী। 'ঠাণ্ডা ফুকা ডাকে জোলা অতি
ভরাভরি।' *বিল্লর*, ১৬০৩।

ফুকোরা [হি ফুফু] বিপ পিসভূতো। 'আলাবদী টিকেওয়ালার ফুকো
ভাই।' *ভাবনী*, ১৮২৮।

ফুলল বি ঋণিত। 'গলিত বসন লুণিত ভূসন ফুলল কবিরি তার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ফুরতি [স স্কৃতি] বি আমোদ-প্রমোদ। 'হে ভায়া সামালত ভোমার
জীকজমকরুণ কুরতি টুপি কেড়ে নিয়ে ফুরতি ভেসে দিবে।' *দর্শন*,
১৮৩১। *দ্র* *স্কৃতি*

ফুরত্ত বিপ ফুরিয়ে বাড়ে এমন। 'হাতে অফুরন্ত কাজ ফুরন্ত সময়।' *অন্নদা*, ১৯৭৪।

ফুরফুর [ক্ষন্য] ১ বি বাতাস সঞ্চালনের মৃদু শব্দ। 'রেশমের পাখা কপে
কপে গালের কাছে ফুর ফুর করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ বি দ্রুত

ফুরিয়ে যাওয়া বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ। 'নিদ্রাশ্লোও কেমন ফুরফুর
করে চলে যায়।' *কায়সার*, ১৯৬২। ৩ বি হালকা হওয়ার ভাব।
'ভিতরটা ফুরফুর করে ওঠে।' *শায়সুল*, ১৯৬২।

ফুর ফুর করে ক্রিবিণ মৃদুমন্দ গতিতে। 'নিবসের নার্গ ফুর ফুর করে
হেথায় সেখায় ঘুরে।' *জসীম*, ১৯৫১।

ফুরফুরে [ক্ষন্য] ১ বিপ মৃদুমন্দ। 'ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে।' *হাতের*,
১৮৬১। ২ বিপ পাতলা। 'ফুরফুরে চৌতি, টুকটুক-বহিন হসো।' *বুদ্ধ*,
১৯৩২। ৩ বিপ অবিনাশ। 'পাকা সুদ ফুরফুরে।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ফুরসত, ফুরসৎ, ফুরসুত, ফুরশত [আ ফুরসত] বি অবকাশ: অবসর।
ওর্দা, ১৭৮২; 'আহাদের ফুরসত প্রায় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'হাতের
কাজ নিয়ে পড়ে ফুরসুত নাই তার।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯৫৫; 'আমাদের
বাড়ির বি ফুরসৎ পেলেই শবরের কাগজ পড়ে।' *অন্নদা*, ১৯২৯;
'ফুরসুত তোর থাকলে, নিয়ে বস লালা-কর্ণাভিন প্রিয়ান।' *নজরুল*,
১৯৪২।

ফুরা, ফুরানো [স পুরি] ১ ক্রি চুকিয়ে দেওয়া। 'ফুরাখা না দেহ
তোকে তেরি একো কাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'এক ব্রাহ্মণ আনিয়া ও
টাকা তাববর্ক ফুরাইয়া দিলাম।' *ভাবনী*, ১৮২৫। ২ ক্রি স্কৃতি
হওয়া। 'রাখে আল কি ফুরিল মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ ক্রি উচ্চারিত
হওয়া। 'সবি হে কি কহব বচন না ফুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৪ ক্রি
ফুরিয়ে যাওয়া। 'ফুটা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯০। ৫ ক্রি বিদায় নেওয়া। 'এখনো নারীর মানে তুমি,
ফুরাখিগা ফুরানো।' *জীবন*, ১৯৪২। *ফুর* ক্রি ফোটো: উচ্চারিত
হয়। 'সবি হে কি কহব বচন না ফুর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *ফুরাখা*
ক্রি চুকিয়ে। 'ফুরাখা না দেহ তোকে তেরি একো কাজ।' *বড়ু*,
১৪৫০। *ফুরাইল* ক্রি শেষ হলো। 'ফুরানো ফুরাইল অভয়প পাত।' *রূপরাম*,
১৭৫০। *ফুরারি* ক্রি বিশ্লেষণ হয়। 'হিত-উপদেশ বলি
ফুরায় নদীর বলি আয় বেশ যদি করি পপ।' *মুহুন্দ*, ১৬০০।
ফুরানো ক্রি বিশ্লেষণ হলো; শেষ হলো। 'জন্মভাষা ডিলে আমার বল
ফুরানো হল হেতে।' *লালন*, ১৮৯০। *ফুরান্য* ক্রি ফুরানো। 'ফুরান্য
যৌবন কাল।' *মুহুন্দ*, ১৬০০। *ফুরিল* ক্রি স্কৃতি হলো। 'রাখে আল
কি ফুরিল মনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। *ফুরকে* ক্রি ফুরিয়ে বাড়ে। 'সে
সেবা এখন শীপারি ফুরকে না।' *গিরিন*, ১৮৮৭। *ফুরানো* ক্রি
শেষ হলো। 'তোর কর্তৃক কি এখনই ফুরানো।' *উৎপল*, ১৮৫৭।
ফুরোয় ক্রি শেষ হয়। 'ভাত মুখে দিলে তবনি ফুরোয়।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯১।

ফুরাওন [স পুরি] বি ফুরিয়ে যাওয়া। ওর্দা, ১৭৮৫।

ফুরাণক্রমে [স পুরি] ক্রিবিণ ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ হওয়ার উপক্রমে। 'এ
কালে দাঁড়সের কাঁবার ফুরায়ে ...' *রায়চন্দ*, ১৮০১।

ফুরান ক্রি ফুরিয়ে যাওয়া। 'অম্বর রতন ছাড়ি কিসের ফুরান।' *মালাধর*,
১৫০০।

ফুরফুর [ক্ষন্য] বি ধাবা বা এ ধরনের পাড়ে মুখ লাগিয়ে তরলমুদ্র
ধাবার গাওয়ার শব্দ। 'ফুরফুর ফুরফুরে পানি টানছে আকর্কি।' *কায়সার*,
১৯৬২।

ফুর্তি [স স্কৃতি] বি আমোদ-প্রমোদ। *ফুর্তিওয়াল* [ফুর্তি+হি ওয়াল] বিপ
ফুর্তিবাজ: আমোদ। 'ওদের মনে সব চেয়ে ফুর্তিওয়াল ছোকরা
রামরসিলা সিং।' *প্রমথ*, ১৯৩১।

ফুর্তিকার্তি বি আমোদ-প্রমোদ। 'ফুর্তিকার্তি করার দিকে আমাদের
আদর্শই মন নেই।' *হুজুতকা*, ১৯৫২।

ফুর্তিবাজ [ফুর্তি+ফা বাজ] ১ বিপ আমোদপ্রিয়। 'সবচেয়ে বেশি

ফুঁতিবাজ। জীবন, ১৯৩২। ২ বিপ আনন্দময়। 'লেজ লাড়ে মাঝে-
মধ্যে ফুঁতিবাজ এংরে।' গায়সুর, ১৯৭২।

ফুঁশি [আ ফুঁশস] বি অবসর। 'অনা খিলিসের জন্য ফুঁশি কই?'
মুক্তভা, ১৯৫২। ১ ফুঁশসত

ফুঁশিয়া [আ ফুঁশস] বি দিশোনা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

ফুঁশি [স মুতা] ১ বি পুশ। 'আমার হাফত দেহ কিছু ফুল পানে।' বড়,
১৪৫০। ২ বি আসো। 'বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে এভাতের।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি ফুলপাখা। 'ফুল-পাখি সেই ফুলে-ফুলের
ওশা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৪ বি ফুলকপি। 'রাধা দেখে লজা দিলো/
শাল নটে আর ফুল-কারিত্তে।' নজরুল, ১৯৩৩।

ফুল-আভরণ। ফুল+স আভরণ। বি ফুলরূপ অলঙ্কার। 'সাজাইয়া
তার তনু ফুল-আভরণে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ফুল-উৎসব। ফুল+স উৎসব। বি ফুলের উৎসব। 'ঘর তরেছিল ফুল-
উৎসবে।' নজরুল, ১৯৩২।

ফুল-উর্বশী। ফুল+স উর্বশী। বি ফুলরূপ উর্বশী; উর্বশীর মতো সুন্দর
ফুল। 'সোলে ফুল-উর্বশী ফুল সোলায়।' নজরুল, ১৯২৮।

ফুলওয়ারি [ফুল+] বি ফুলের বাগান। 'শোভাখিত ফুলওয়ারি।'
রায়ময়, ১৮০১।

ফুলওয়ালী। ফুল+হি ওয়ালী। বিপ স্ত্রী ফুলবিক্রেতা। 'ও কানা
ফুলওয়ালী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

ফুলকপি, ফুলকোপি। ফুল+প কৌপি। বি ফুল সদৃশ শীতকালীন
নবজীবন। 'এখন শীতকাল, ফুলকপি, শাদাময় হ'ল।' গিরিশ, ১৮৮৬।
'ফুলকোপির চারাতলি ভুলে গৌতাবর সময় হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ফুলকর। ফুল+স কর। বি সূতা দিয়ে কাপড়ে ফুল আঁকেন। 'ফুল
মানোএল, ১৭৪৩।

ফুলকপি। ফুল+স কপি। বি ফুলকুড়ি। 'ফাওনে অবধেরি ফুটেছে
ফুলকপি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

ফুল-কলি-বিহা। ফুল+কলি-বিহা। বি ফুলকুড়ির ন্যায় মন। 'অপি শুধু জানে ভালো
কেমনে দশিতে হয় ফুল-কলি-বিহা।' নজরুল, ১৯২৩।

ফুলকাটা। ফুল+কাটা। ১ বি ফুল তোলা নকশা। 'ফুটকি, ফুলকাটাও
সেবিতে পাওয়া যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি ফুলের মতো
নকশার সেচিত। 'ফুলকাটা বিলাতি টোকা খালি শূন্যকিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফুলকানন। ফুল+স কানন। বি ফুলের বাগান। 'নবফুটত
ফুলকাননের...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ফুল-কালাম। ফুল+আ কালাম। বি আদমময় বাক্য। 'চৌটে চৌটে
আজ বিলাব শিরনি ফুল-কালাম।' নজরুল, ১৯২৮।

ফুলকুড়ি। বি ফুল ও কলি। 'ফেটে পড়ে ফুলকুড়ি।' নজরুল, ১৯২৮।

ফুলকুমারী। ফুল+স কুমারী। বি ফুলের কুড়ি। 'ফুলকুমারী ঘোমটা
চিরি আসবে বাহিরে।' নজরুল, ১৯২৮।

ফুলফুল। ফুল+স ফুল। বি ফুলসমূহ। 'মুক্তামর কুল পলান
ফুলফুলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ফুল-খসা। ফুল ফুলে যায় এমন। 'এল অফ হেমন্তের, এল ফুল-
খসা।' নজরুল, ১৯২৬।

ফুল-খুকি। বি ফুলরূপ খুকি। 'ওই ডাকে খুঁই-শাখে ফুলখুকি ছোটে

রে।' নজরুল, ১৯২৬।

ফুলপাখা। ফুল+পাখা। বি ফুলের পাখ। 'বিতপিত ফুলপাখি বহে দূর
জাএ।' বড়, ১৪৫০। 'কলিহিহে কত ইন্দু কিল, পলিহিহে ফুল-
পাখ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ফুলপাখা। বি কলায় খোড় বা মোহা। 'কিছু কিলে ফুলপাখা করনা
কমলা টাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফুলপাখা। ফুল+পাখা। বি ফুলের তোড়া। 'ফুলপাখা ওড় ফুল মাথার
লক্ষ্যে ফুল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফুলচন্দন। ফুল+স চন্দন। বি সাদর সংবর্ধনাজ্ঞাপক ফুল ও চন্দন।
'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। 'পূজার পূর্বে ...
ফুলচন্দন দেওয়া হয়।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

ফুলজন্ম। বি গর্ভকালীন জীবন। 'ফুল-জন্মে অতোদে হিলাম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ফুল-জলসা। ফুল+আ জলসা। বি আনন্দ সন্মেলন। 'বসন্তের এই
ফুল-জলসায়।' নজরুল, ১৯৩০।

ফুলঝরা। ফুল ফুলে ঝরে পড়ে এমন। 'ফুলঝরা বনতল।' নজরুল, ১৯৩১।

ফুলঝরা। ফুল+ঝরা। বি ফুলের তোড়া। 'আরোপে হেমবারা উপরে
ফুলঝরা বসাইল কনক-আসনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফুলঝুরি। ১ বি এক ধরনের আভরণ। 'যা থেকে ফুলের রাশির
ফুলঝুরার মতো আভরণের ফুলি বের হয়।' ফুলঝুরিতে ফুলকি
খালি রাশি। 'সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বি ফুলের ডালি। 'কোলিহিহে
সুন্দর ফুলে ফুলঝুরি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি আলোর ফুল।
'দেবতারার তার গায়েতে যথাত তারকার ফুলঝুরি।' জসীম, ১৯০১।

ফুলঝুরি শিকা। বি এক ধরনের শিক। 'ফুলঝুরি শিকা সাজাইয়া
রেখো আমার সখ্য পরে।' জসীম, ১৯২৭।

ফুলটুপি। বি পুঙ্খের মধ্যে নির্মিত বিলাসপূর্ণ। 'নৃপ বলে ফুলটুপি
করে পরিকার।' কবিরাজ, ১৮৭৬।

ফুলটুপ। ফুল+অতি সামান্য আঘাতে কষ্ট পায় এমন। 'এখন ফুলটুপ
হেসে আমি কোথাও সেখিনি।' ভাঙ্গা, ১৯৪০।

ফুলডালা। বি ফুল রাখার পাত্রবিশেষ। 'আমি যদি পাখি মালা লবে
ফুলডালা কাহারে পরাব ফুলহার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ফুলডালি। বি ফুলের ডালা। 'লবে ফুলডালি এল বনমালা।' নজরুল, ১৯৩১।

ফুলডোর। বি ফুল দিয়ে তৈরি বন্ধন বা সুতা। 'প্রাণের কোথা দুলিয়ে
গেল ফুলের ডোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'নীপশাখে লবি ফুলডোরে
বাঁধো ফুলনা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ফুলতনু। ফুল+স তনু। বি ফুলের তৈরি দেহ। 'পঙ্কজর, ফুলতনু, তনু
জর জর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ফুল তোলা। ১ ক্রি পাছ থেকে ফুল হেঁড়া। 'আমি ফুল তুলিতে
লেগে বনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ ক্রি ফুলের নকশা খোঁদাই করা।
'ছই-এর লীতে বাঁধী বসে বসে লাঠিতে তুলিয়ে ফুল।' জসীম, ১৯৩০।

ফুলতোলা। ফুল ফুলের নকশা করা হয়েছে এমন। 'মেকে
ফুলতোলা আসন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ফুলতোলা মেঘ। বি ফুলের ন্যায় হালকা মেঘ। 'কাঁধো মেঘা নামে

নামে, ফুলতোলা মেঘ নামে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

ফুলদল ১ বি পুস্তকতঃ। 'কেহো হাতে কেহো পাতে কেহো ফুলদলে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ফুলের পাগড়িসমূহ। 'ভিজাইবে আজি রঙ্গে - বত ফুলদল।' মাইকেল, ১৮৬১।

ফুলদান বি ফুলদান। 'ফুলদানে ফুল।' নীরেন, ১৯৫৭।

ফুলদানি, **ফুলদানী** বি ফুল রাখার পাত্রবিশেষ। 'দুই-একটা কাঁচের ফুলদানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'কোরকটিকে যারা ফুলদানীর ভিতরে রেখে নির্ভয়ে ফোটাতে চাইলে তারা পৌরুষকে ছেড়ে ক্রোড়কেই বরণ করলে।' অন্নদা, ১৯২৮।

ফুলদাম বি ফুলের গুচ্ছে। 'ফুলপাছেরা ফুলদাম উপহার দিতে লাগলো।' হুজুম, ১৮৬১।

ফুলদার বি ফুলের মতো নকশাযুক্ত। 'কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর।' অবন, ১৮৯৬।

ফুল দেওয়া ক্রি গাছে ফুল ধরা। 'ফুল দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

ফুলদেবতা বি ফুলের দেবতা। 'ফুলদেবতা এল দিতে ফুলপরশন।' নজরুল, ১৯৩১।

ফুল-দেহ বি ফুলের মতো দেহ। 'কিবা শিশুর ঘুমে জড়াইল তব ফুল-দেহটাকে।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

ফুলদোলা বি হিন্দুমতে বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের গুপ্তদোল উৎসব। 'গাঙ্গুলী বাড়ীর কুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল।' বিভূতি, ১৯২৯।

ফুলধরু বি হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা মদনের ফুলরূপ ধনু। 'নিজে সে অতনু কাম ফুলধরু করে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ফুলন্ত ১ বিপ ফুল জন্মাতে সক্ষম। 'ফুলন্ত ফুলন্ত বীজ বলে একটা পদার্থ আছে।' অবন, ১৯২৫। ২ বিপ ফুল ধরেছে এমন। 'ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ফুলপাতা বি ফুল ও পাতা। 'বাঁশি বাজে, দীপ জ্বলে, ফুলপাতার মালা দিয়া ঘর সাজানো হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফুলশানি বি ফুলের মতো। 'আরে, আরে, ফুলশানি দাঁতা।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ফুলশাশি বি ফুলের মালা। 'হসয়ে গণিবে ফুলশাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ফুল ফুলারি বি ফুল ও ফুলের। 'সে বাগান হবে বিধা দশেক কুচি আশা শাক সবুজ আশা ফুল ফুলারি।' কেরি, ১৮০২।

ফুল-ফাঙন বি ফুল ফোটা ফাঙন মাস। 'ফুল-ফাঙনের এল মরতম/বনে বনে লাগল দেল।' নজরুল, ১৯৩২।

ফুল-ফোটা বি আনন্দ জাগানো। 'তোমার পানের তাল ধরে আমার হাড়ে ফুল-ফোটা।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ফুলবাড়ি বি কালাই, ডাল ইত্যাদির হালকা সাদা বড়ি। 'পটোল ফুলবাড়ি ভাজা কুখাও মানচাকি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ফুলবন বি ফুলের বন। 'করির চিত্ত-ফুলবন-মধু লয়ে।' মাইকেল, ১৮৬১। 'জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ফুলবাগান বি ফুলের বাগান। ওর্সা, ১৭৮৫। 'সমস্ত ফুলবাগান তোহার মুলার খেত হইল না কেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফুলবাগিচা বি ফুলের বাগান। 'ফুলবাগিচার কুলগুলিা উঠল গেয়ে।' নজরুল, ১৯৩০।

ফুলবাড়ী বি ফুলের বাগান; পুশ্পোদ্যান। 'লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।' বসু, ১৪৫০।

ফুলবাণ বি হিন্দুমতে প্রেমের দেবতা মদনের ফুলরূপ বাণ। 'মোক মাইলৌ ফুলবাণে।' বসু, ১৪৫০।

ফুল বাধান বি ফুলের পরা। 'মরুতে বসেছে ফুল বাধান।' নজরুল, ১৯৩২।

ফুলবারু ১ বি পুরোদস্তর শৌখিন। 'ফুলবারু অর্থাৎ বারু ফুল হইলেন।' ডবলী, ১৮২৫। ২ বিপ শৌখিন। 'ভালোবাসা যে এতাবড়ো ফুলবারু তা জানতুম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফুল বারতা বি ফুলের আগমন বার্তা। 'শাখে শাখে তনি তব ফুল বারতা।' নজরুল, ১৯৩১।

ফুলবালা বি ফুল তোলে যে মেয়ে। 'কাছে ফুলবালা সারি সারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'মাধীর বাগানে ছোটো ছোটো ফুলবালা।' অবন, ১৯১৯।

ফুলবাস বি ফুলের সুবাস। 'ফুলবাসে বহি করে বাসা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ফুলবাসিচোর ১ বি ফুলের সুবাস চুরি করে যে। 'মধুমাগে আসো তুমি ফুলবাসিচোর।' নজরুল, ১৯২৯। ২ বি প্রমর। 'মধুমাগে আসে সে যে ফুলবাসি-চোর।' নজরুল, ১৯৩১।

ফুলবাঁশী বিপ ফুলের গন্ধবিশিষ্ট। 'সোনা সেহবাশি নাড়া দিয়ে গেল গুচি হাওয়া ফুলবাঁশী।' জঙ্গীম, ১৯৩০।

ফুলভার বি ফুলের রাশি। 'নিরাশ্রু ফুলভারে বকুল-বাগান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ফুলভারানত বিপ ফুলের ভারে নত। 'কলমি লতার মত এ গীতিকা ফুলভারানত।' করকর, ১৯৬৩।

ফুলভোমরা বি ফুলের ভ্রমর। 'কীদে ফাঙনে গুণ গুণ ফুলভোমরা।' নজরুল, ১৯২৯।

ফুলময় বিপ ফুলযুক্ত। 'দে লো দে লো ফুলময় সাজে/সাজারে আমারে সখি আজ।' জ্যোতির্গিরি, ১৮৮১।

ফুলমহলা বি ফুলের বাগান। 'যেতে সে খোশবুগানি ছিয়ার ফুলের ফুলমহলা।' নজরুল, ১৯৪১।

ফুলমালা বি ফুলের মালা। 'মায়ার ছলে ভেবেছিলাম বভাবমতো সাজাবো ফুলমালাে।' শক্তি, ১৯৬১।

ফুলমালা বি ফুলের মালা। 'আশনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'শিরে দিলা দুর্বা ধান/নিছিয়া পেলিল পান/গলে তুলি দিল ফুলমালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ফুলমাধী বি ফুলবাগানের রক্ষক। 'কুসুম না ফুটিতে কেন ফুলমাধী।' নজরুল, ১৯৩১।

ফুল-মুখুক বি ফুলের বাগান। 'ফুল-মুখকের নিত্যদিনের নগরোজা।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

ফুলরজ বি ফুলের রেণু। 'দেহ তব ফুলরজ সো ধূসরিত।' মাইকেল, ১৮৬১।

ফুলরশি বি ফুলমালা। 'হবে দোহার ফুলরশি দিবে নীপশাখার কথি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ফুলরানী বি ফুলের রানী। 'ফুল-মুখকের ফুলরানী তা এক ফোঁটা ওই রূপে।' নজরুল, ১৯৩৯।

ফুলশা [স ফুল] ক্রি প্রকৃতিত হওয়া। 'ভক্তিক লাগি ফুলশ অরবিশ। ফুলশ ভমরা শিব মকরন্দ'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ফুলশয্যা ১ বি নববিবাহিত বর-কনের প্রথম রাত কাটানোর 'স্মারক অনুষ্ঠানবিশেষ'। 'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো।' *হেতম*, ১৮৬১। ২ বি কুসুমাবৃত সুশয্যা। 'আজ আমার ফুল-শয্যার নিশিভোর হবে।' *নজরুল*, ১৯২২।

ফুলশয্যে বি নববিবাহিত বর-কনের প্রথম রাত কাটানোর 'স্মারক অনুষ্ঠানবিশেষ'। 'বেদিন বালক ফুলশয্যে সেইদিনই হল ফুলশয্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ফুলশর বি ফুলরশ প্রেমের বাণ। 'ফুলশরে জীবন না রয়ে।' *বাবরাম*, ১৬৫০।

ফুলশরীর বি ফুলের মতো শরীর। 'দেখো যো তোর ফুলশরীরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফুলশর [ফুল+শ শর] বি ফুলরূপ প্রেমের শর। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুবাস। ফুলশর মনমথ তেজল তবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

ফুলসাজ বি ফুলের আভরণ। 'ফুলসাজে সজ্জিতা লায়লীর ঘুমন্ত মুখ আলোকিত হয়।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ফুলসুগন্ধ বি ফুলের সৌরভ। 'ফুলসুগন্ধ গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ফুলহার বি ফুলের মালা। 'চুমোটিরে বাঁধি ফুলহারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

ফুলহাসি বি ফুলেল হাসি। 'কলমির লতা জড়াইয়া তারে ফুলহাসি করে দান।' *জসীম*, ১৯৫১।

ফুলহীন বিপ ফুলবিহীন। 'ফুলহীন কৈল চণ্ডী নন্দনকানন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ফুলাবৃত্তা [ফুল+স আবৃত্তা] বিপ ক্রী ফুলে ঢাকা এমন। 'বোধ হয় সর্বাপেক্ষে ফুলাবৃত্তা হয়ে আসছে।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

ফুলাসন [ফুল+স আসন] বি ফুলের তৈরি আসন। 'বসাইও ফুলাসনে/এ দাসীকে তব সনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

ফুলে ফুলে ক্রিবিপ ফুল থেকে ফুলে। 'ফুলে ফুলে চলে চলে বহে কিবা মুখ বার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ ক্রিবিপ ফুলে উঠে; ফেনায়িত হ'য়ে। 'সাগরের উত্তাল ঢেউ দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে নাচে।' *গুণাধী*, ১৯৪২।

ফুলের আঙুল বি ফুলের উজ্জ্বল রং। 'তুমি যে ফুলের আঙুল লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'বীল নিগড়ে ঐ ফুলের আঙুল লাগে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ফুলের ঝারে মুখী যায় - অল্প কারণে অধির হয়। *সুবল*, ১৯০৬।

ফুলের জলসা বি ফুলের সমারোহ। 'ফুলের জলসা রোজ দিনই।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

ফুলের গ্রাণ বি ফুলের মতো কোমল হৃদয়। 'তোমার ফুলের গ্রাণ।' *জসীম*, ১৯৩১।

ফুলের বাগিচা বি ফুলবাগান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুলের লেখা বি ফুলের নকশ। 'রত্নিন শিকার বাঁধনে বাঁধনে রচিছে ফুলের লেখা।' *জসীম*, ১৯৩৩।

ফুলের শর বি (হিন্দুপুরাণ) প্রেমের সেবতা মদনের পুশ্পবাণ। 'পড়িলি হাথিরা রাধা ফুলের শরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ফুলেশ্বরী [ফুল+স ঈশ্বরী] বিপ ক্রী ফুলের ঈশ্বর। 'ফুলেশ্বরী

সরোজিনী প্রকৃতিয়া আচরিতে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ফুলে [হি] বিপ সম্পূর্ণ। 'ফুলবারু অর্থাৎ বারু ফুল হইলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

ফুল আখড়াই [হি ফুল+আখড়াই] বি উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সুবন্ধ সঙ্গীত-ভিত্তিক টঙ্কারাভীর প্রয়োগপদ্ধতি। 'হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জনপ্রিয় করে।' *হেতম*, ১৮৬১।

ফুল-টাইম [হি] বিপ সার্বকলিক। 'এ পথের ফুল-টাইম গ্রাহক সর্গারজী।' *মুক্তাবা*, ১৪৪৯।

ফুল টিকি [হি] বি নির্ধারিত মূল্যে কেনা টিকিট। 'তারশর থেকেই তোমার ফুল টিকিটের বয়স হবে।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফুল-নেতা [হি ফুল+স নেতা] বি বড়ো নেতা। 'এবার এ দাঁও ফসকালে ফুল-নেতা আর হবেন যে, হায়।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ফুলবারু বি পুরোপুরি 'বারু'। 'এখানকার ত্রীলোকেরা বেড়াইতে বাইবার সময় ফুলবারু সাজে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ফুলমার্ক [হি] বি পূর্ণ নম্বর। 'আমার কাছ থেকে ফুলমার্ক পেয়েছি।' *মুক্তাবা*, ১৯৫২; 'পেলে ফুল মার্ক পাওয়া যাবে তার কাছে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

ফুলস্টপ [হি] বি পূর্ণচ্ছেদ; দাঁড়ি। 'সুন্দরী-গুণ-কীর্তনে ফুলস্টপ, -পূর্ণচ্ছেদ।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'দাঁড়ি তো সেইই, কমা, সেমিকোলন, এমন কি ফুলস্টপ অধি নেই।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

ফুলকা বি মাছের কানেকো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ফুলকা [স ফুলিঙ্গ] ১ বি ফুলিঙ্গ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'চুরট থেকে আতনের ফুলকি উড়ে এসে ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ বি মুক্তি। 'ফুলফুরিতে ফুলকি হালির রাশি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

ফুলকো বিপ ফুলানে। 'পরম ফুলকো মুচি।' *জীবন*, ১৯০২।

ফুলাড়ি বি বেগে ভাঙা বেসনের বড়া। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুলান বিপ ফেলা। ওয়া, ১৭৮৫।

ফুলক্যাপ, ফুলকাপ, ফুলক্লেপ [হি fools-cap] বি সৈর্যে ১৬.৫ বা ১৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৩ বা ১৩.৫ ইঞ্চি মাপের কাগজ। চোয়রে বনিয়া ফুলক্লেপ কাগজে বন্দনশনের জন্য সমাজতন্ত্র পিথিতে বসিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'সেই মীল ফুলক্যাপের বাতাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ফুলা [স ফুল্যু] ১ ক্রি প্রকৃতিত করা। 'ফিটেসি অম্বারী রে অকাশ ফুলিয়া।' *চর্চা* ৫০, ১২০০। ২ ক্রি অস্বাকারী হওয়া। 'পরিমার্জ ফুলিয়া যথেষ্ট পালক দিয়া আপনাকে ঢাকিলেক।' *তান্ত্রিকী*, ১৮০৩। ৩ ক্রি স্কীত করা। 'হোতো হোতো পাল ফুলিয়ায় স্বর্গকিরণে বাহিরে হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। **ফুলাই** ক্রি ছড়িয়ে। 'ফুলাই এসব নারী বেশ ফুলাই দেখাইল।' *সুলতান*, ১৭০০। **ফুলায়ল** ক্রি ফুটিয়েছে। 'মেরু উপর দুই কমল ফুলায়ল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **ফুলায়লি** ক্রি স্কীত করলো। 'দুই কাক ফুলায়লি বহাঘিরা দখিভারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **ফুলিয়াছে** ক্রি ফুলে উঠছে। 'ফুলিয়াছে চড়াচির দেখেন বিশাল।' *বন্দা*, ১৫৮০। **ফুলিলা** ক্রি পুষ্পিত হলো। 'বালুআতলে সসরসিগে অক্স ফুলিলা।' *চর্চা* ৪১, ১২০০।

ফুলালে [স ফুল্যু] ক্রি স্কীত করা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ফুলা ফাঁপা ক্রি স্কীত হওয়া। 'সে একেবারে ফুলে ফেঁপে, ফেনিয়ে, পাকিয়ে, ঘুলিয়ে, ছুটে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ফুলে ওঠা কি স্কীত হওয়া। 'ফুলে উঠে ফেটে বাওয়া জলবিধ গ্রায় - এই কি রে সুখের লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ফুলে ফুলে ১ ক্রিষ্ণি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। 'গলা জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাদতে লাগলো।' বঙ্গবন্ধু, ১৮৭৪।

ফুলাবাড়া ও ফুল

ফুলারি [স ফুল] বি তেলে ভাজা বেসনের বড়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফুলুরি বি তেলেভাজা বেসনের বড়া। 'সে ... বেতনি ফুলুরি ভাজে।' বিজুতি, ১৯৩১; 'তেলে-ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ফুলাসন ও ফুল

ফুলি [ফুল] ১ বি ফুল। 'দিয়া চুলের ফুলি।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০। ২ বিণ ফুলের ন্যায়। 'নার্গিস-ফুলি আঁখ।' নজরুল, ১৯২৮।

ফুলিআ ক্রি পুণ্ডিত হওয়া। 'ফিটেলি অঙ্কারী রে অকাল ফুলিআ।' চর্চা ৫০, ১২০০।

ফুলিশ, ফুলিশ [হি] ১ বি বোধ নেই যার। 'এইবার ফুলিশের মত কথা বসেন।' নীনবন্ধু, ১৮৬৬। ২ বিণ নির্বোধ। 'পেনি গুয়াইজ পাউড ফুলিশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ফুলট, ফুলোট [হি ফুট] বি বান্ধি; ইউরোপীয় বান্ধি। 'চোল, বেহলা, ফুট, মোটো ও সেতারের রং ও সং বাজলো।' হস্তায়ম, ১৮৬১; 'ফুলোট বান্ধি ভনিচিস?' বিজুতি, ১৯২৮।

ফুলেল [স ফুল] বিণ ফুলের পদ্যময়। 'ফুলেল ওলাল চুয়া চন্দন আগর।' অলাল্য, ১৬৮০; 'ঔষধ বাইতে ফুলেল তেল না বাই।' রক্তিম, ১৮৭৪।

ফুলেলা বিণ স্ত্রী পুণ্ডারিক; কুমুদিত। 'ফুলে ফুলে বন ফুলেলা।' নজরুল, ১৯০১।

ফুলুনি বি ক্ষতস্থান ফুলে ওঠা। 'চামড়া কাটে - শেষে ফুলুনি বসে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ফুলেশ্বরী ও ফুল

ফুলো [স ফুল] ১ বিণ স্কীত। 'ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লাল লাল ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ মোটা। 'ফুলো গৌড়কওয়া প্রকট জোয়ান গোরো তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওজালায় গল্প করছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ফুলো ফুলো বিণ কাঁপানো; ফোলা-ফোলা। 'বেড়ে পছন্দসই একটু ফুলো ফুলো জামা দাও না।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ফুলোলা [স ফুল] বিণ ফুলের মতো। 'সৌরভের দুলাল ফুলোলা নাম যার।' ওষ, ১৮৫৮।

ফুল্লা [স] ১ বিণ প্রকৃত্তিত। 'ফুল্ল ময়িক্স মালতি যুধি মন্ত মধুরক ভোরবি।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিণ প্রকৃত্তিত। 'ফোনো রজনীতে কি রে ফুল্ল দীপালোকে...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ ফুল ফুটে আছে এমন। 'বিলি কিসব, ফুল্ল বন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৪ বিণ উৎফুল্ল। 'ভালাবাসে ফুল্ল মুখে কইতে কথা শোকের সঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ফুল্ল-কপোশ [স] বিণ ফুলের মতো গালাগালা। 'এই লাল-কুণ বটা-তনু ফুল্ল-কপোশ তবীনের।' নজরুল, ১৯৪২।

ফুল্লাতা [স] বি প্রশস্ততা। 'কোন ফুল্লাতার আভাস নাই।' শতভুজ, ১৯৫৮।

ফুল্লপ্রাণ [স] বি আনন্দিত হৃদয়। 'ভেঙে গেছে ফুল্লপ্রাণ এবে

নিরাশায়।' সত্তেন্দ্র, ১৯০৮।

ফুল্লবন [স] বি প্রফুল্ল কানন। 'উল্লসিত ফুল্লবনে খিঞ্জিরবে তপ্তা আনে রে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ফুল্লমুখ [স] বিণ প্রফুল্ল। 'ফুল্লমুখ শিত হাসে সে তোমারি কোলে।' সত্তেন্দ্র, ১৯০৮।

ফুল্লমুখী [স] বিণ প্রফুল্ল মুখের অধিকারী; হাস্যোজ্জ্বল মুখের অধিকারী। 'উষা-পদ্মিনীর ন্যায় সলজ্জায় ইব্বৎ ফুল্লমুখী।' মাইকেল, ১৮৭৪।

ফুল্লশিত [স] বি উৎফুল্ল শিত। 'মাঝে তার ফুল্লশিত বেড়ায় খেলো ফুল-ফুলানো।' নজরুল, ১৯৪১।

ফুলিশ্যা [হি] বি ফুলবিশেষ। 'বাগানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, ফুলিশ্যা, এসেছে ম্যারিগোল্ড।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ফুল কথা বি তুচ্ছ কথা। 'তুমি এতো দুঃখ কর ও হো ফুল কথা।' মৃতাঙ্কর, ১৮১৩।

ফুলমস্তুর বি-ফাকির মস্ত। 'সে কি সোজা? - ভূত কি তাগে ফুলমস্তুর ফুটে?' নজরুল, ১৯২৪।

ফুলফুড়ি [স ফোটক] বি ছোটো ফোড়া। 'একটা ফুলফুড়ির মতো উঠেছিল।' মালিক, ১৯৪০।

ফুলদি [স ফোটক] বি ফুলফুড়ি। মানোএল, ১৭৪৩।

ফুলফুল্ল [কন্ন্যা] ১ বি কিসকিন শব্দ। 'মকর কুর্বার মাছ ফুলফুল করে।' কৃষ্ণায়ম, ১৭৫০। ২ বি চুর্ণিচুর্ণি কথা বলা। 'যার সঙ্গে ফুলফুল করছিল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ফুলফাস [কন্ন্যা] বি মৃদু শব্দে কথোপকথন। 'চার দিকে চলেছে সর্বলোকে কানকানি ফুলফাস।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ফুলফুল [কন্ন্যা] বি শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ফুলফুল যেন হাসর, আর কান্না যেন হাসরে-বাঙ্গনা।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

ফুলশাখা [হি ফুলশাখা] বি কুমন্ত্রণা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফুললানো, ফুললান [হি ফুললানো] ১ ক্রি কুমন্ত্রণা দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি রাজি করাতে। 'উপটৌকন লইয়া ক'নেকে ফুললাইতে সেলাম।' রোকেয়া, ১৯২৪। ৩ ক্রি নিজের দলে টানতে মন্ত্রণা দেওয়া। 'মানুষকে ফুললে বেড়াইনেই এখন তার ধর্ম।' জীবন, ১৯৩৩।

ফুসা কি ফুলে ওঠা। 'কালো জল ফুসবে কালো কারো চুলের মতো।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ফুসুর ফুসুর [কন্ন্যা] বি কানামুখা। 'ফুসুর ফুসুর করিবার দায় নাই।' মৃতাঙ্কর, ১৮১৩।

ফুর কি পূর্ণ করে। 'সুপুরুষ বচন সবই বিধি ফুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ফুল [স ফুল] বি ফুল। 'অভার ফুলের চিত্রা নীলাশ্ব পায়।' হুমুদ, ১৬০০। ১ ফুল

ফেইল [হি] বিণ লোকসানের দরুণ দেউলে। 'হৌস সকল ফেইল হওয়াতে অনেক ব্যক্তি কর্ম্যতে ইহায়েছে...'। প্রভাকর, ১৮৪৮।

ফেউ [কন্ন্যা] ১ বি বাঘের পিছনে পিছনে থাকে এমন শিয়াল। 'ফেউ সকল একপ্রকার রবে ডাকিতে ডাকিতে ইহাদের পতাং পতাং ধবিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি অন্ধ অনুসরণকারী। 'এই ফেউরা প্রায়ই বাঁটা বাঙ্গালী।' এসলাম, ১৯১৭।

কেউলাপা বিপ লিখনে সেসে থেকে উজ্জ্বলকরী। 'ওর পেছনে দিনরাত অমন করে কেউলাপা হয়ে সেসে থাকলে ও তাক্য করবে না?' নজরুল, ১৯৩১।

কেঁকড়া [আ ফিকরা] ১ বি মূল বিষয় থেকে উৎপন্ন অন্য বিষয়। 'তিনি আইনের আর-এক কেঁকড়া টুলসেন।' প্রথম, ১৯৩১। ২ বি তুচ্ছ বিষয়ের ওজর। 'তঁা তারার একটা কেঁকড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

কেঁকড়া লাইন বি শাখা লাইন। 'বি.এন.এর-এর বড়ো লাইন থেকে পারাক্রমেডি পর্বত যে কেঁকড়া লাইন বেরিয়েছে।' প্রথম, ১৯৩২।

কেঁকড়ি, কেঁকড়ি [আ ফিকরা] ১ বি সোহাই। 'কেহ কেহ ন্যায়শাস্ত্রের কেঁকড়ি ধরিয়েছেন।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি প্রশংসা। 'দুশোখিল অতিন পাখী এই ভালের এই কেঁকড়িতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'আবার অনেকগুলো কেঁকড়ি বেরিয়েছে।' বিজুতি, ১৯৩৭। ৩ বি বট গাছের ভাল থেকে নেমে আসা খুরি। 'বট-গাছড়ের কেঁকড়িগুলো।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

কেঁকড়ি হি ফ্যাটরি বি কারখানা। 'মোকমর পলডা কেঁকড়ি গুদাম হইতে ...' কাগসে, ১৮৭৫। ২ ফ্যাটরি

কেকা' [হি কেঁকনা] কি টুড়ে মারা। কেঁকিয়া কি টুড়ে। 'এল্লিসের বিদ্যানা ফেকিয়া দিল পার।' গরীব, ১৭৬৫। কেঁকে কি টুড়ে মারে। 'আকাশের দিকে কেঁকে সে সব ঝুঝির।' বারাম, ১৮৫০।

কেকা' [আ ফিকড়া] বি ইসলাম ধর্মীয় আইন। 'হাফিল কোরান কেকা মারে যারা করিছে ব্যবসাসারী।' নজরুল, ১৯২৮।

কেকাহ বি ইসলাম ধর্মীয় আইন। 'কিচাও কার্যের জন্য কেকাহ ও মজ্জেক বিশেষ দরকারী।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৮।

কেকো [আ কাফার] বি মুখ হতে বের হওয়া তর পুতু। 'সাঁকর ইহুদ কেকো মুখে উড়ে ফেকো।' ভারত, ১৭৬০।

কেজ [তু ফেজ] বি তুর্কি টুপি; যে টুপির (সোহারগত লাল) চৌহুয়া থেকে এক গুচ্ছ পাকানো রঙিন সুতো টিকির মতো কোশানো টুকে। 'আমি মাধার এক লাল মখমলের কেজ তুলিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'তাহার শূন্য নভ শিরে আবার অর্ধচন্দ্রালঙ্কিত কুকাশি মেঘের রক্ত-রাগ।' নজরুল, ১৯২২।

কেটা' কি মুক্ত হওয়া। কেটলিউ কি মুক্ত হলম। 'কেটলিউ গো মাএ অজডডি চাহি।' চর্চা ২০, ১২০০। কেটিতে কি খুলতে। 'চলিলেভ ফোটেক রপাট।' সুলতান, ১৭০০। কেটে কি ছিন্নবিছিন্ন হয়ে। 'সভত ক্রিস্তানের তাগে হদি ভূমি গেল কেটে।' রামচন্দ্রসদ, ১৭৮০।

কেটা' ১ বি কাশড বা চামড়ার বেল্ট। মানেএল, ১৭৪৩। ২ বি পাগড়ির মাল করে বাঁধা কাপড়ের টুকরা। 'মাধার সাদা কেটা বাঁধিয়া পালকিতে করিয়া আশিসে যাইতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কেটি বি কাপড়ের গাট। 'পালি গা, বুকে সর শালুর কেটি।' অবন, ১৯৪১।

কেড্ডা' কি দূর করা। কেডডই কি দূর করে। 'জোই তুসুরু কেডডই অকরকা।' চর্চা ৩০, ১২০০।

কেপ [স ফেন] বি ফেন। 'অঙ্গদর্শ ফেগরাশি উষমন করিতে করিতে ...' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ ফেন

কেশমুখী [স] বিপ সাগরের কলার মতো মুখবিশিষ্ট। 'কেশমুখী ডেউ যায় পাগলের মতো।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

কেতনা' ফছাদ [আ কিতনাহ+আ হাওয়া] বি কণাড়া-বিবাদ। 'মাটির

মানুষ যে দুনিয়ায় ফেতনা ফছাদ বাধাবে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

ফেত্তরা [আ কিতরাহ] বি ইসলাম ধর্মমতে রমজান মাসের শেষে রহিলসের মধ্যে সের নির্ধারিত পরিমাপ গম বা টাকা। 'আমাদের "ফেত্তরা" দানের সময়ও খবরের (অতিরিক্ত) গরসা বাহির করিতে হয়।' প্রেক্ষা, ১৯৪১। ২ ফিতরা

ফেত্তরা বি ইসলাম ধর্মমতে রমজান মাসের শেষে রহিলসের মধ্যে সের নির্ধারিত পরিমাপ গম বা টাকা। 'ফেত্তরার পরসা আদার করিতে আরম্ভ করিল।' ইমামদুল, ১৯২০।

ফেতা ফেতা [স গম] ক্রিবিপ ছিন্নবিছিন্ন। 'ইজার চিরিয়া কেহ করে ফেতা ফেতা।' বিজয়, ১৮৫০।

ফেন [স] ১ বি ফেনা। 'করু নেদ্রে নানায় জল মুখে পড়ে ফেন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ভাতের মাড়। মানেএল, ১৭৪৩; 'ফেন গালি কামানলে তবনি নিজায়।' ভবানী, ১৮২৫।

ফেনওজল [স] বি ফেনা ওঠার শব্দ। 'সোনার বেলোসে মুখ মরিয়া! - কর্পে কী কথা জপো। ফেনওজলে মস্তলোচনে, হৃদয়ার হালি সঁপে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ফেন-তরল [স] বি ফেনিল ডেউ। 'শূন্য এই বালুকালীন বেলাতে/ এই ফেন-তরলের বেলাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ফেনানুশিতা [স] বিপ কী কেলিল। 'ফেনানুশিতা সাগরকূলে জনহীন দিবসময়ের ...' মানিক, ১৯৩৫।

ফেননিত [স] বি ফেনার মতো। 'অন্ত দুঃখফেননিত কোমল জীভল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ফেনপুজ [স] বি পুজীভূত ফেনা। 'ফেনপুজ গুত্তে গুত্তে দিয়ারাতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ফেনবর্ষ [স] বি ফেনার বর্ষ। 'অবশিষ্ট ভাগ পুঞ্জীভূত পতিত হইয়া অপূর্ণ ফেন-বর্ষ প্রদর্শন করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

ফেনভার [স] বি ফেনার ভার। 'সাত সমুদ্র মীল আকেনেভ ভোসে বিব ফেনভার।' জরকর, ১৯৪৩।

ফেনমুখ [স] বি ফেনা। 'কবে বহিবে সলিল ফেনমুখ ফণা তুলি?' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ফেনশির [স] বিপ উপরিভাগ কেলিল এমন। 'নিব্বের জলের ফেনশির লীড়কে কি চিনেছিল তবুবাৎ মীলিমার লীচে?' জীবন, ১৯৪৮।

ফেনশীর্ষ [স] বিপ ডেউয়ের উপরিভাগে বহুদ আছে এমন। 'কেন উর্ধ্ব-হস্যময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে ডুহুর্ধীর ঘরে।' রেবেশ, ১৯৩২।

ফেনতর [স] বিপ ফেনার মতো সাদা। 'সহস্র ফেনতর কোমল করতলের আঘাত করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফেনহিহ্রোল [স] বি ফেনিল ডেউ। 'সাগর বুলিয়ে ... ফেনহিহ্রোল ফলকটোলো বুলিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ফেনা' [স ফেন] ১ বি সাগর থেকে উত্তত বহুদ। 'রাশি রাশি কত বহে ফেনা।' মনুস, ১৯০০। ২ বি স্পন্দন। 'বাঁতালের বুকে স্পন্দা, উতাহ, জীবনের ফেনা।' জীবন, ১৯৪২।

ফেনাকার [স ফেনাকার] বিপ ফেনার মতো। 'ফেনাকার হইয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ফেনাখিত [স] বিপ ফেনময়। 'ফেনাখিত তরঙ্গের চূড়ার চূড়ায় প্রত

সেই ইঙ্গিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ফেনা-ফেনা বিপ ফেনাযুক্ত। 'মা আজ ফেনা-ফেনা ভাত রেখেছেন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৭।

ফেনাবৎ [স ফেনবৎ] বিপ ফেনার মতো। 'প্রথম দিবসে বীর্ষ ফেনাবৎ হই।' সুলতান, ১৭০০।

ফেনাবিধ [সি] বি বিধের ফেনা। 'মহনে পুন রক্ত-উদধি ফেনাবিধ করে গলগল।' নজরুল, ১৯২২।

ফেনা ভাত বি ফেনগুলা বা মাড়যুক্ত ভাত। 'ফেনা ভাত খাইরে চোখের জলে ভেসে বড়োবৌ মেজবৌ দেওয়ার ভাজকে বিদায় দেন।' মণীশ, ১৯৬৩।

ফেনায়মান [স] বিপ ফেনাযুক্ত। 'অধীর উন্মাদনার উন্মত্ত ফেনায়মান হয়ে উঠুক।' নজরুল, ১৯৩০।

ফেনায়িত [স] বিপ ফেনিল। 'তরঙ্গিত ফেনায়িত হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফেনোচ্ছল [স] বিপ ফেনায় উচ্ছল। 'ফেনোচ্ছল সে-নদীর বহনহারা জলে পণ্যতরী নাহি চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ফেনোচ্ছাস [স] বি ফেনার উচ্ছাস। 'সুরাস্রাঘের রক্তিম ফেনোচ্ছাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফেনোত্তাল [স] বিপ ফেনিল ও তরঙ্গিত। 'দরিয়ার ঝড় ফেনোত্তাল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

ফেনা^১ [স ফেনা] ক্রি ক্রমাগত নেড়ে ফেনিল করে তোলা। 'চঞ্চলা নির্বিগ্নী বৈকটুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কবরর করে পাথরতসোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে বেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ফেনিরে আসা ক্রি তীব্র হওয়া। 'বাক্যব্যনা ফেনিরে আসে, ভাসিরে নে যায় তোড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ফেনিরে ওঠা ক্রি উচ্ছলিত হওয়া। 'তার চোখে মুখে যে মন্ততা ফেনিরে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ফেনানো^১ বিপ বাড়িয়ে তোলা। 'ফেনানো উজির মল্লি বিখবাক্য ভাঙে না বেকার।' অমিয়, ১৯৩৯। ২ ক্রি ফুলে ওঠা। 'তোমার সারা বুক একটা অদম্য গৌরবে ফেনিয়ে উঠবে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে ক্রিবিপ বানিয়ে-বাড়িয়ে। 'হয়তো বায়না ধরেছে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলুন।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ফেনি [স ফানিড] বি চিনি দিয়ে উতরি খাবারবিশেষ; বাতাস। 'কিনীএর নরত ফেনি বিশা দরে কিলে হওয়া।' মুক্তন, ১৬০০; 'মিহ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এগাচাদনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফেনি বাতাসা বি বড়ো আকারের বাতাস। 'ধামের মুদির সোকানের ফেনি বাতাসা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ফেনিল [স] বিপ ফেনাযুক্ত। 'ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ফেনিলতা [স] বি ফেনিল অবস্থা। 'কখনো ফেনিলতা, কখনো প্রকাণ্ড শামুকের মতো বাকা।' আলতাফদীন, ১৯৭১।

ফেনিলাবর্ত [স] বি ফেনামের ঘূর্ণি। 'বন্ধা টানে এ ফেনিলাবর্তে।' ফররুখ, ১৯৪০।

ফেনিলোচ্ছল [স] বিপ উচ্ছলিত। 'ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ফেনোচ্ছলত্র ফেনা^১

ফেনোদ্ভাটত্র ফেনা^১

ফেন্দ্যা [ফা ফন্দা] ক্রিবিপ ফাঁদ পেতে। 'সাপর লজিতে পারি ফেন্দ্যা।' মানিকরায়, ১৭৮২।

ফেফড়া বি ফুসফুস। 'ফেফড়ার অবস্থা দেখা দরকার; আমি পিঠের দিক হইতে দেখিয়া পাইব।' গোকেয়া, ১৯৩১।

ফেবরিগারি, ফেবেরগয়ারি [হি ফেব্রুয়ারি] বি ফেব্রুয়ারি। '২৩ ফেবেরগয়ারি মতাবেক সন ১১৯৩।' ক্যালগে, ১৭৮৭; 'উপগের তপসিল সেওয়ার আর আফিম সন ১৮০১ সালের ১০ ফেবরিগারী।' ক্যালগে, ১৮০১।

ফেবরিল [হি] বি ফেব্রুয়ারি। 'ইসরেজী ১৭৫৬ তারিখ ২২ মাঘ ২ ফেবরিল।' মেয়র্স, ১৭৫৬।

ফেবার [হি] বি অনুগ্রহ। 'কাকর কাছ থেকে কোনো ফেবার আমি একদম চাইতে পারি না।' সুশীল, ১৯৭০।

ফেব্রুয়ারি, ফেব্রুয়ারি [হি] বি খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় মাস। '২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২।' দর্পণ, ১৮২২; '৪ ফেব্রুয়ারি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

ফেভারিট, ফেবারিট [হি ১ বিপ অপেক্ষাকৃত বেশি পছন্দের; প্রিয়। 'ঘোড়াটা ফেবারিট হইলেও তিনগুণ নিম্নর পাওয়া যাইবে।' মানিক, ১৯৪০। ২ বি পক্ষপাতী। 'সবাই এদের ফেভারিট।' শিবরাম, ১৯৭০।

ফেম [হি] বি ব্যক্তি। 'তোমার ফেম ছড়িয়ে পড়ল চারবারেই।' শিবরাম, ১৯৭০।

ফেমাস [হি] বিপ বিখ্যাত। 'ফেমাস লাব্যু। ডিক্টেশন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ফেমিনি [হি] বিপ স্ত্রীজাতীয়। 'ম্যানস্কুপিন, ফেমিনি, আর আর আর।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফেমিনিস্ট [হি] বি নারীবাদী। 'হঠাৎ বলল ফেমিনিস্ট।' অনুদা, ১৯৩৭।

ফেমেলি [হি] বি পরিবার। 'ও যদি বলে জয়েন্ট ফেমেলি (joint family), দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ফেমারগয়েল [হি] বিপ বিনোদী। 'একটা ফেমারগয়েল ফিস্ট হয়ে যাবে।' বিজুত, ১৯৩৩; 'ফেমারগয়েল প্রোগ্রাম তো।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

ফের^১ [হি ফেরা] ১ বি প্যাচ। 'ইহা নিশা আর কীছু নাড়ি দিবে ফের।' মুক্তন, ১৬০০। ২ অব্য আবার। 'ফের দেখা হবে রোজ মহাশ্বর।' গরীব, ১৭৫০। ৩ বি প্রত্যাবর্তন। 'ফেরে, ১৭৫৭। ৪ বি ঘুরপথ। 'কহিলেন মজুমদার কিছু ফের হয় ... সে হৌক তথা যাওন নিত্যম।' ভারত, ১৭৬০। ৫ বি বিপদ। 'বাণিয়ায়ে ফেলে ফেরে।' ভারত, ১৭৬০। ৬ বি বেটন। 'সুন্দরের শত ফেরে সবে ফেরে জোরে।' ভারত, ১৭৬০। ৭ বি কবল। 'আখেরী আমানার ফেরে পড়িয়া আমরা এই সকল দুঃখ ভোগ করিতেছি।' প্রচারক, ১৯০৩।

ফের^২ অব্য আবার। 'তিন পা এগোও, তিন বার ফের মূলো তুলে নেও ডগায় নাকের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ফেরকা [আ ফিককা] বি ধর্মীয় উপসংপ্রদায়। 'গীর মুহিবীর নামে অসংখ্য ভণ্ড ও অনৈসলামিক ফেরকার সৃষ্টি।' মোসলেম, ১৯২৭।

ফেরল [ফা ফিরলী] বি ইউরোপীয় ব্যক্তি। 'ফেরলের বাসিন্দা।' এডমন, ১৭৯০। ২ ক্রি ফিরি।

ফেরত [হি ফিরত] বিণ অগৃহীত। 'জে কাশড় ফেরত হবেক সে কাপড় ভাবত কুড়ীতে কোরক রাখিবা' হালহেড, ১৭৭৩।

ফেরতা [হি ফিরতা] বিণ কোথাও ফেরে এসেছে এমন। 'বিলেত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে ... খেতে দেখলে বলতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ফেরতা ঘর বি বিবাহের সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় এমন পরিবার। 'সারা মাঝালা দেশে দুই তিনখানি মাঠ গ্রামে তাঁহাদের ফেরতা ঘর।' প্রভাত, ১৮৯৭।

ফেরদৌস [আ ফিরদাউস] বি ইসলামধর্মমতে স্বর্গ; বেহেশত। 'ফেরদৌসবাসিনী ছরণগ - আমাদের জয় কামনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।' মশাররফ, ১৯০৮।

ফেরকার [হি] ১ বি হলনা। 'ভর করি জানি কে দিবে ফেরকার।' ভারত, ১৭৬০; 'অধিরতা ও ফেরকার না হইয়া ...।' ফরস্টার, ১৭৯৩। ২ বি যোগাচার। 'অনেক ফেরকার হইয়া শেষ তোমারো মন্দ আমারো মন্দ।' ভদ্রাঙ্গী, ১৮২৮। ৩ বি এলোমেলো। 'বিষয় এমন ফেরকার করিল যে তাহাতে নালিশ একেবারে ডিসমিস হইল।' দর্পণ, ১৮৩২। ৪ বি ছলকাণ্ড। 'এত ফের কার বুঝতে পারি না।' উদ্যেশ, ১৮৫৭। ৫ বি হেরফের। 'ঘটনাতলোরে বর্ণনায় বিশেষ ফেরকার হয় না।' মুক্তবা, ১৯৪৯। ৬ বি পার্থক্য। 'বড়ো বয়সে তোলাচোখে রঙের ফেরকার সহজে ধরা পড়ে না।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ফেরা [হি ফেরনা] ১ ক্রি শিহনে তাকানো। 'জয়দ্যাক তির উপরন উদবেলা ফিরি ফিরি তভাই নিহারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি প্রত্যাবর্তন করা; পরিবর্তন করা। 'সে সৰুল ফেরাইয়া ঘরে লিয়া গেল।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ ক্রি নাড়াচাড়া করা। 'জীবদেহ সাঁই চালায় ফেরায় সেই প্রকারে।' লালন, ১৮৯০। ৪ ক্রি পরিব্রমণ করা। 'রাজার হেলে ফিরেছি দেশে দেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ফেরবার বিণ ফিরে আসার। 'যা হ'বার হ'য়ে গিয়েছে, ফেরবার জো নয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ফেরা [হি ফেরনা] ক্রিবিণ দফায়। 'উদ্যেশ ছিল ... রিজলিউশনটিকে এ ফেরা মূলতবি রাখা।' প্রবন্ধ, ১৯২০।

ফেরা-ফিরতি বিণ আসা-যাওয়া করছে এমন। 'যেতে-যেতেই ইন্সটলন পাবে/ ফেরা-ফিরতি লোক দেখবে বিস্তর।' শক্তি, ১৯৬৯।

ফেরাফেরি [হি ফেরনা>] ১ বি বার বার পরিবর্তন। 'দক্ষিণ-বামে তাঁর-গমন হয় ফেরাফেরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আসা-যাওয়া; ভ্রমণ। 'তোমার সবে বিষম রসে জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'মিলন-ছৌওয়া বিচ্ছেদের অন্তবিহারী ফেরাফেরি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ফেরাউন, ফেরউন [আ ফুরাউন] বি ক্রিষ্টপূর্ব বাহোলা শতক থেকে। প্রাচীন মিশরের রাজার পদবী; মিশরের রাজা। 'আজি বান্দা যে ফেরউন শাদাত নরন্দর মারোয়ান।' নজরুল, ১৯২৪; 'কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ নরন্দর।' ফরস্টার, ১৯৪০।

ফেরাউনি [আ ফুরাউন>] বিণ প্রাচীন মিশরীয় রাজার মতো। 'ফেরাউন যোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনি।' নজরুল, ১৯৮৮।

ফেরানো [হি ফেরনা>] ১ ক্রি প্রত্যাবর্তন করানো। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি ঘুরানো। 'মুখ ফেরানো, উপড় হওয়া, চিৎ হওয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ ক্রি সরানো। 'নদীটির দুই ধারের দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ফেরাবি [ফা ফেরেব] বি প্রভারণা। 'যেই মাগীর সঙ্গে ফেরাবি

করেছিলেন, তার ভাইশো আমায় এই কাপড়খনতোলা দিয়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ফেরারি [আ] বিণ পলাতক। তাঁতি, ১৭৯২; 'আসামী ফেরারি বলিয়া এক খাতেরা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।' স্বর্জিম, ১৮৭৮।

ফেরারী [আ ফেরার] ১ বি পলাতক আসামী। মেয়ার, ১৭৮৭। ২ বিণ পালিয়ে কোয়ার এমন। 'ফেরারী বসন্ত কয়ে দিয়ে গেল নগরীর যত শিবিরে শিবিরে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ফেরি [হি ফেরা] ক্রিবিণ পুনরায়। 'হীরা মনি মানিক একটা নহি মাঁষব ফেরি মাঁষব পছ তোরা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ফেরি [হি ফেরা] বি ঘুরে ঘুরে ব্রূয়াদি বিক্রয়। 'চিনিবাল ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

ফেরিওয়ালা [হি] বি ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। 'ফেরিওয়ালা করুণ সুরে ডেকে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ফেরিওয়ালা [হি] বি স্ত্রী রাভায় বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পণ্য বিক্রি করে যে। 'যেখানে দিন দুপুরে ফেরিওয়ালা মাথায় করে মাটি বিক্রী করে।' নজরুল, ১৯২৫।

ফেরিওয়ালা [হি] বি ফেরিওয়ালা; ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। 'গলি হতে দিয়ে যায় ডাক ফেরিওয়ালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ফেরি করা ক্রি ঘুরে ঘুরে নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করা। 'চিনিবাল ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

ফেরা [হি] বি বাস-পারাপারের সীমারহাট। 'দাউনকানি ফেরা মুক্তিবাহিনী বহাদিন আমেই উড়িয়ে দিয়েছেন।' সাপ্তাহিক বাংলা, ১৯৭১।

ফেরা [স] বি শিয়াল। 'ফেরতক হইল ছিরা তোমা গুজি ঘটে।' মুহুদন, ১৬০০; 'বাত্তে এরূপ ভয়ভর গ্রাসী হইলেও ক্ষুদ্র শূণ্যাল বা ফেরদিগকে বড় ভয় করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ফেরতক [স] বি শিয়ালের খাবার। 'ফেরতক হইল ছিরা তোমা গুজি ঘটে।' মুহুদন, ১৬০০।

ফেরতআ [স ফেরত>] বিণ দূর্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফেরস বি পেয়ারা। 'চেরু বিরুস ফেরস।' বড়ু, ১৪৫০।

ফেরেকা [আ ফিরকাহ] ১ বি দল। 'একই ফেরেকা লোকের গমন হইয়াছিল ...।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি সংগ। 'খোদাবন্দ আমাকে এ প্রকার ফেরেকায় চলিতে বার বার মানা করিতেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ফেরেড [ফা ফিরদা] বি ইউরোপ। 'আইনু খবর লইয়া ফেরেড হইতে।' গরীব, ১৭৬৫।

ফেরেব [ফা] ১ বি প্রবন্ধনা। 'ফেরেব যিকিরে ফেরে ফাঁকি ফাঁকি লেখে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি খবর। 'ইবলিহেরে ফেরেবে দেখ পড়িয়া ফুরা' গরীব, ১৭৬৫।

ফেরেববাজ [ফা] ১ বিণ প্রবন্ধক; ঠগ। 'ফরিয়াতি আবু মোহো বড় ফেরেববাজ।' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বি ঠগ। 'ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ।' নজরুল, ১৯২৪।

ফেরেববাজি [ফা] বি জালিয়াতি। 'এ ফেরেববাজির একটা চুড়ান্ত করা উচিত।' বর্জিম, ১৮৮২।

ফেরেবি [ফা ফেরেব>] বিণ জালিয়াতিসূচক। 'আমি চিরকালটা জুয়াজুরি ও ফেরেবি মতলবে কেন ফিরলাম।' গ্যারী, ১৮৮৮।

ফেরেবাজ [ফা] বিণ ঠগবাজ। 'পরান মজল ফেরেবাজ লোক।'

কেরেকাঁজি

বক্ৰিম, ১৮৭৮।

কেরেকাঁজি [কা] বি কারসাজি; দুর্ভাষি। 'আমি তার বাব্বীকে বদমায়েশি করে, খড়িবাঞ্জে কেরেকাঁজি দিয়ে তুলিয়ে নিয়ে এসেছি।' মূলতব, ১৯৫২।

কেরের বি অনুবিধ। 'হদি না দেহ তবো বহুং ফেরেয় পরিবি।' নম্বকল, ১৯০১।

কেরেপাশী, কেরেতা [কা] বি ইসলাম ধর্মমতে বর্ণীর দূত। 'বর্ণবাসী ফেরো তাহান আকা পাল।' আল্লাভল, ১৬৮০। 'হেথা'তে ফেরেশতা আইল।' পটীখ, ১৭৬৫।

ফের্কা [ভা ফিরকাহ] বি দল। 'বন্দে মাতরম ফের্কার হিন্দুদিগের কাগজ।' প্রচারক, ১৯০৬।

ফের্তা [বি ফিরতা] বিপ ফিরে এসেছে এমন; প্রত্যাপত। 'বাহালি বিলাতফের্তা দুবা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। প্র ফের্তা

ফেলা [হি ১ বিপ দেউলিয়া]। 'ব্যাং ফেল হরে গিরেছে, দাদার হাতে টাকা সেই।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি অনুপীড়া। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি ধরতে ব্যর্থ হওয়া। 'বাব নয়, দেবি করিলে পাড়ি ফেল করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বিপ বহু। 'খরখট করাইয়া ফোলাসি ফেল ফোলাবর বড়বড় করিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

ফেলা করা ১ ক্রি অকৃতব্যর্থ হওয়া। 'মে-সকল বড়ো বড়ো পোক বিদ্যালয়ের পটীকায় ফেলা করিয়া জীবনের পটীকায় উত্তীর্ণ হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ ক্রি ধরতে ব্যর্থ হওয়া। 'দেবি করিলে পাড়ি ফেল করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফেল মায়া ক্রি ব্যর্থ হওয়া। 'সব পেল ফেল মেরে।' জীবন, ১৯০২।

ফেলান [বি ফেলনা] বি পতিত করা। 'তাড়াভাড়ি টৌকি-উলটায়ন, কাসি ফেলান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফেলনা বিপ ফেলে দেওয়ার ব্যোপ। 'আমি কি ফেলনা।' জমিদার, ১৯০৮।

ফেলাফেলা [ফন্যা] ক্রিবিপ অসহায় দৃষ্টিতে। 'জীমন্তের অঙ্গে একে একে ভূসে বীরবর ফেলাফেলা চায়।' মুহুর, ১৯০০।

ফেলাফেলানি [ফন্যা] বি অসহায় দৃষ্টি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফেলা [বি ফেলনা] ১ ক্রি বর্জন করা। 'ভূব-ধূলি ... বহিকাসে করি ফেলের বাহির করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি বশন করা। 'কান্তিক মাসে গোয় বহু কলাই ফেলি।' কেরি, ১৮০২। ৩ ক্রি পতিত করা। 'হদি আমার প্রিয় পিল আমাকে এমন বিপাকে না ফেলিত।' তাদিবি, ১৮০০। ৪ ক্রি সমর্থন করা। 'এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৫ ক্রি গ্রহণ না করা; ফেলে দেওয়া। 'নাহয় তুলে লগ গো, নাহয় ফেলোই বা।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৬ ক্রি প্রতিপত্তি করা। 'সব আলোটি ফেলন করে ফেল আলোর মুখের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ফেলাইবি ক্রি ফেলে দেবে। 'কোয়া ফেলাইব আলী আঁধার ডিকর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ফেলাএ ক্রি ফেলে; নিষ্ক্ষেপ করে। 'সেই ভূমি খড়িয়া জে ফেলাও জলেতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ফেলি ক্রি ফেলে দিই। 'এ হার কি হার ফেলি গো টেনে।' রামধন্যসাল, ১৭৮০। ফেলিয়া ক্রি ফেলে দেখে। 'জার জেই অরবস ভূমিতে ফেলিয়া।' বাহরাম, ১৭৫০। ফেলির্নু ক্রি ফেলে দিলো। 'মুটির্নু বিরহ শাল ফেলির্নু মাল।' বাহরাম, ১৬৫০। ফেলিয়া ১ ক্রি ফেলে দিয়ে। 'প্রথমে ব্যাধের স্থানে/ ফেলিয়া দেখিল তানো ব্যাধ সেবি নাহাইল মাথা।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রি ফেলে। যাসবেত,

১৭৭৩। ফেলি ক্রি ফেলো। 'উহালি ফেলিা ভূমে যেন হুচ্ছ হুচ্ছ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ফেলিফেলে ক্রি ফেলো। 'সমস্ত পরিবারকে ব্যতীতও এ ভয়েতে ফেলিসক।' তাদিবি, ১৮০৩। ফেলাই ক্রি ফেলতে। ওর্না, ১৭৮২। ফেলে ক্রি ফেলে। 'সেই পর অপর পলিসে নিলাম ফেলে।' ময়নিকরাম, ১৭৮১। ফেলেম ক্রি ফেলো। 'ভাই কথার শিঠে কথা পড়ে বলে ফেলেম।' উমেশ, ১৮৫৭।

ফেলাছড়া বি অযত্নে ছড়ানো। 'সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'ফেলা-ছড়া করিয়া কোলারকমে তাহার্য্য বাতলা শেষ করে।' ময়নিক, ১৯০৬।

ফেলানি [বি ফেলনা] বিপ অতিক্রমকর। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফেলানিয়া [বি ফেলনা] বিপ নিশ্চিহ্ন। এমএ, ১৭৪০।

ফেলানো [বি ফেলনা] বি নিষ্কেপ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফেলা বাওয়া ক্রি বিফলে বাওয়া। 'সে-সব দিন নিতান্তই ফেলা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ফেলাফেলি [বি ফেলনা] বি অযত্নে ছড়ানোর কাজ। 'অহেত নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাফেলি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ফেলে দেওয়া ১ ক্রি বর্জন করা। 'ফেলে দিয়ে ফুল, বসি সে ফুল অনয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ ক্রি রেখে দেওয়া। 'অনেক সময় আসে যখন সব কিছু ফেলে দিয়ে ফেলে দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বিপ ব্যর্থতায় বর্জিত। 'ফেলে-দেওয়া ব্যবসের কাগজ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফেলে রাখা ক্রি পরিত্যক্ত করে রাখা। 'ফেলে রাখাই কি পড়ে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। 'জোতদার ভবি বাপ করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৬।

ফেলাে কড়ি মাথো তেল - নন্দন অর্থ, প্রম ইত্যাদির বিনিময়ে দ্রব্য গ্রহণের উপদেশ। 'মুজতাব, ১৯৫৯।

ফেলায়া [হি বি তিসি]। 'বিলাতে বাহার নাম ফেলায়া বাসলায় তিসী।' তাঁতি, ১৭৯২।

ফেলানেল [হি ফ্রান্সেল] বি পশমের কোমল কাপড়বিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফেলিওর [হি ফেইলিওর] বিপ বিফল। 'ম্যারেজটা আমার একেবারেই ফেলিওর হয়ে গেছে।' জীবন, ১৯০৩।

ফেলেট [হি ফ্রাট] বিপ সম্বল। 'শাক মিউনিক-বাগিন সদর সান্তার মত ফেলেট হয়ে বাবে না।' মুজতাব, ১৯৫২।

ফেলাে [হি বি বিবৃতিবিদ্যায়ের সম্মতিত সদস্য ও অধ্যাপকবিশেষ। 'ফেলাে নামক কতকগুলি উপাধি-ধারী লোক কলেজের উপর কর্তৃত্ব করেন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ফেলােশিপ [হি ১ বি বৃষ্টি; অনুদান। 'এই অমূল্যে কোনো ফেলােশিপে বজা না হল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি বহুত্বপূর্ণ সহাবস্থান। 'সমাজ একটি পরিবার, শাস্তি সাম্যাজিক ফেলােশিপ-এর উপর স্থাপিত।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৩ বি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সহায়ের সদস্যতা। 'বিষমাস্ত্র্য সন্মের ফেলােশিপ দিয়ে আর একজনকে পাঠিয়েছি আমেরিকায়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ফেল্ট [হি বি পশম অথবা সোমের মোটা বস্ত্রবিশেষ; ফেল্টের তৈরি বিলাসে বস্ত্র। 'বিল্টী ফেল্টের সবুজ ঘাসের গছে।' জীবন, ১৯৪২।

ফেস [হি বি মুখ; হৃৎকল। ফেসকাটিং [হি বি হৃৎকলশিল্পের পড়ন। 'আদ্যার ফেসকাটিংয়ে আমি বিশ্বজয়ের স্পষ্ট আভাস দেখতে পাচ্ছি।' আল-উদ্দিন, ১৯৩০।

ফেস পাউডার [হি] বি মুখের প্রসাধনী বিশেষ। 'ফেস পাউডার। বুকেছ' শিকরাম, ১৯৫০।

ফেসাদ, ফেসাত, ফেসাং [আ ফাসাদ] ১ বি কামেলা; বিপদ। 'বাহাদুরি দেখাইতে না পাগে এ ফেসাদ ঘটতি না।' বিদ্যা, ১৮৭৩; 'পুরাণ বাসন কিনিয়া ... বড় ফেসাতে পড়িতে হয়।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'কোথায় কী ফেসাদ ঘট' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি কণাড়া। 'অনেক মক্কায়া মানসা ফেসাদ ...' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ফেসতিআ [আ ফাসাদ] বি বিশৃঙ্খল। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফেসেং বি নকশা। 'যেন ছাপার চারি কিনারায় ফেসেং হয়।' নজরুল, ১৯০১।

ফেসুন [হি] বি রোগান সংক্রান্ত কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড। 'মিছিলে ফেসুনে রূপে মাতাল শহর।' হোসেন, ১৯৬৯।

ফেজ [ফা ফোজ] বি সৈনিক। 'ধনুক কামান লাটী ফেজে ফেজে দেখে অদ্বুত।' বিজয়, ১৯৫০। ২ ফেজ

ফেজত, ফেজং [আ ফজিয়াত] ১ বি বদনাম। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি কামেলা; হাস্যাম। 'ভাই কি সোহাসুখি পুতুল হবে যা, চৌখি ফেজং - কানার ঘটির মধ্যে পোরো।' বিকৃতি, ১৯০১।

ফেজতি [আ ফজিয়াত] বি বিভ্রম। 'তোমার গোঁড়িয়া করে এতেক ফেজতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ফেন [হি কাইনা] বি সূক্ষ্ম; মিহি। 'এখানকার তাতীরা খালা যুদ্ধর ফেনের কারন দরখান দিয়াছে ...' তাঁতি, ১৭৯২।

ফেরাদ, ফেরীয়াস [আ ফরাদ] ১ বি বিচার প্রার্থনা। 'ফেরাদ করিতে সতে কাঞ্জীর হুগে দেগো।' বিজয়, ১৯৫০। ২ বি নালিশ। 'হামেসা দানবোদাদ ফেরীয়াস করিয়া পায়্যা দিলেন।' ওর্গ, ১৭৮২; 'তোমার নামে কোতিল ফেরাদ হইয়া ভিহিরি হয়।' ডেবিল, ১৭৮৮। ৩ ফরিয়াদ

ফেরাদি, ফেরাদী [আ ফরাদ] বি ফরিয়াদ; বিচারপ্রার্থী। এডাল, ১৭৯২; 'কোথায় বা ফেরাদিরা নীচে উপরে টুংস টুংস ফরিয়া করিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'আসাদী ফেরাদী অধিক পান করিয়া মর হয়।' দর্পণ, ১৮২২।

ফেসালা [আ ফইসা] বি শীঘ্রাঙ্গ; আপোস। 'পাঁচজনের বিপদ-আপসের ফেসালা করে নিই আমি।' মুক্তভা, ১৯৪৯; 'শেষটায় বৎসরার ফেসালা হয় বিয়ারেরে বোতাল টেনে।' মুক্তভা, ১৯৫২। ২ ফসলা

ফো [টি] বি বুকের চীনসেশীর নাম। 'ফাহিয়াদ উছানের ঘরা জাত হইলেন যে, তাহার ফো মতাবলখী এবং ছানটির নাম বসিটিউ।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ফৌকল বি ঘাঁক; ছিদ্র। 'পাঁচিলের ফৌকল গেল।' নজরুল, ১৯২৬।

ফৌটা [স ফুট] ১ বি বিন্দু; অল্প পদার্থের বিন্দু। 'নাদীর যৌবন কেবল অধর জ্বেন জ্বেরে ফৌটা।' ফুজুল, ১৬০০। ২ বি টিপ; চিহ্ন। 'রূপের বিস্তুরি ছটা কপালে তিলক ফৌটা।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বি ডায়ের চিহ্ন। 'এক ফৌটা গদনা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি বর্ষে ব্যবহৃত বিন্দু; নোখতা। 'ইস্তাফির ফৌটা অথবা মাদার বিচুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ফৌটাকটা বি শিল-কণা। 'পরম আচার্যনিষ্ঠ ফৌটাকটা ফুলতলু হরিণ কুহু।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ফৌটাকিলক বি কিলসের ফৌটা। 'কপালে ফৌটাকিলক।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ফৌটা ফোনো কি বিন্দু বিন্দু শাবিবর্ণ করা। 'ফৌটা ফালাইতে।' মালোএল, ১৭৪০।

ফৌটা ফৌটা বি বিন্দু বিন্দু। 'ফৌটা ফৌটা বৃষ্টিও পিট পিট করে মুখের উপর সরেগে আঘাত করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফৌড় বি ছিদ্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফৌড়া বি ছিদ্র করা। ফৌড়ে কি ছিদ্র করে। 'কান ফৌড়ে টিকি রাখে এই মরে দায়।' ভারত, ১৭৬০।

ফৌড়া বি ফোটক; চর্মরোগবিশেষ। ওর্গ, ১৭৫৫।

ফৌং ফৌং [ধন্যা] বি অবিদ্যমান ফৌং শব্দ করে এমন। 'গোশের নিচে হইতে ফৌং ফৌং কান্নার আগুয়াজ আসিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৩।

ফৌশর দালাল [হি ফশর+আ দালাল] বি অযাচিতভাবে গায়ে পড়ে যে লোক অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। 'যেহেজা আবার আবার ফৌশর দালাল আছে না?' জীবন, ১৯০৩।

ফৌশরদালালি বি গায়ে পড়ে অন্যের ব্যাপারে মাতব্বরি করতে আনা লোকের মতো ব্যবহার। 'মোহেনের কথায় কথায় ফৌশরদালালি।' নজরুল, ১৯২৭।

ফৌশড়া বি নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ বীকের অংশ যা অল্পোদ্যমের সময়ে বৃদ্ধি পায়। 'কছুবে ফৌশড়ার নবাবের গন্ধে নবাবের মত ভূমি আর আমি।' জীবন, ১৯৪৮।

ফৌশরা [হি ফৌশরা] ১ বি অন্তঃসারহীন। 'ফৌশরা নির্ভায়ে সেইটাকে।' মনসুর, ১৯১৬। ২ বি ফাঁপা। 'সে তখন বাক-সর্বশ হয়ে গুটে ফৌশরা তৈরি মতো।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি নষ্ট। 'ফোফোলা করে সেটাকে ফৌশরা: করে দিস নে যেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৪ বি শীস। 'নারকেলের ফৌশরা।' ফণী, ১৯৬০।

ফৌশানি [ধন্যা] ১ বি চাপা কল্যা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ব্রজবধুর বিয়হ, বীশ, ফৌশানি।' জীবন, ১৯০২। ২ বি চাপা শব্দ। 'ফেনার ফৌশানি যেন হৌয় এসে পাড়ের হরিণে।' মাহমুদ, ১৯৬০।

ফৌশানিআ [ধন্যা] বি চাপা কল্যাণবিশিষ্ট। বিদ্যা, ১৮৯১।

ফৌশানো [ধন্যা] কি তম্বরে কাঁদা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'দে জল। বলে ফৌশাস কেন?' জীবন, ১৯২৭।

ফৌশরা [হি ফৌশরা] ১ বি সাহস। মালোএল, ১৭৪০। ২ বি কাঁধরা। 'হাভিড তাদের ফৌশরা হয়ে।' জীবন, ১৯২৭। ৩ ফৌশরা

ফৌস [ধন্যা] বি হঠাৎ রাগ প্রকাশের ভাব। 'ফৌস কল্যা কি হঠাৎ বিরক্তি বা উদ্ভা প্রকাশ করা।' ঢাক সঙ্গীতার মতো ফৌস করিয়া উঠিয়া বলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ফৌস-ফুসুনি বি ফৌস শব্দ করা। 'ওমা একে মনসার ফৌস-ফুসুনি খুসার গজ তায়।' ওর্গ, ১৮৫৮।

ফৌস ফৌস বি অবিদ্যমান ফৌস করে এমন। 'ফৌস ফৌস নিয়ন্তায় ভাগ করিয়া নাহিতে প্রবর্তা হইলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ফৌস-ফৌসানি, ফৌসফৌসানি ১ বি সাগরের ফৌস ফৌস শব্দ। 'ফৌস-ফৌসানি থাকবেই হয়, লোকে মনে করবে জাত-পোখো।' নজরুল, ১৯০১। ২ বি রাগে ফৌস ফৌস করা। 'সালেহার ফৌসফৌসানি বেড়েছে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

ফৌসা [ধন্যা] কি ফৌস শব্দ করা। 'মর্মে যাবে মৃত আশা সর্গসম ফৌসা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ফোকতড়া বি প্রভাতিত। 'শিথল নতান নিল চোরে হাঁসি রে মন

ফোকর

ফোকতড়া। 'লালন, ১৮৯০।

ফোকর [আ ফকরা] বি ছিরা। 'আখানা ডাক্তা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকরে।' অবন, ১৯২৭।

ফোকরা [বি ফুকাহা] কি উচ্চ পরে ডাকা। 'আদালত রীতিমত আরদারী ঘারা ডিনবার ফোকরান।' মশাররফ, ১৮৬৮।

ফোকলা ১ বিদ দস্তখীন। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ফোকলা মুখের চিরন্তন হাসিটি।' মালিক, ১৯৩৬। ২ বি দস্তখীন বাচ্চি। 'দূর ফোকলা, জল কিখে বুধি বলে।' জল তেঁরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফোকলাদেতো বিদ দাঁত পড়ে গেছে এমন। 'ফোকলাদেতো শাকুতিদের নিয়ে ঘর করত।' জীবন, ১৯৪৮।

ফোকাদুর [প] বি গলার হার। সেরঙ্গ, ১৭৬২।

ফোকারা [বি ফুকার] কি ঘোষণা করা। 'নকিব শোকেরা জয়ধনি ফোকরিচ্ছে।' রায়রাম, ১৮০১।

ফোকাস [বি] বি যে বিশুদ্ধে সবচেয়ে পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়; দৃষ্টিভঙ্গ। 'ফোকাস-ছাড়া বিদ্যে পরিষ্কার দেখার মতো অবস্থানে নেওয়া হয়নি এমন।' 'এতক্ষণ ফোকাস-ছাড়া দূরবিনের দৃশ্যপটের মতো খাপসা হয়ে ছিল।' মালিক, ১৯৩৮।

ফোকড় কিং দূর্ভ। 'মহা ফোকড়, নাম বিকাশ বোস।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ফোপালা কিং ফোকলা। 'ফোপালা দাঁতে হাসি ফোটে।' শওকত, ১৯৫৮।
৪ ফোপলা

ফোপা [স ফহু] কি রঙ খেলা। 'বিজ্ঞ চণ্ডীদাস আবার ফোপাওত সকল সন্ধিপন সাথে।' চন্দ্র, ১৫৫০।

ফোজদারী, ফোজদুরি [আ ফোজ+কা দারী] বি ফোজদারি। 'মুই ফোজদুরি করবে বলে।' সৈয়দ এটিচ।' মীনবহু, ১৮৬০; 'কুইই নামে জ্ঞাতমারার দারী দিয়া এক নম্বর ফোজদারী করেন।' সিরিস, ১৮৬৮।

ফোট বি ফোটা। 'কাহাফো না বিদ্যে এনা এক ফোট।' পানী।' বড়, ১৪৫০।

ফোট ফোট কিং প্রস্তুতিত হওয়ার ভাব। 'লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল।' বর্জিম, ১৮৭৪।

ফোটা ১ বি বিন্দু। 'তোমার ঘোঁষন রাখে পাশির ফোটা।' বড়, ১৪৫০।
২ বি টিপ। 'কপালে চপলের ফোটা।' বিজয়, ১৬৫০।

ফোটাওয়ালা বিদ্যে ফুটকিমুদ। 'মরা গায়ে ছায়ায় বসে কালো ফোটাওয়ালা ঘুঘু দুধিভ বিম্ব।' হাসান, ১৯৬৫।

ফোটা ১ বিদ পরিষ্কৃত; পূর্ণ বিকশিত। ওয়া, ১৭৮৫। ২ কি প্রস্তুতিত হওয়া। 'নয়নে তারা ফুটে, পরানে কথা উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিদ প্রস্তুতিত। 'হাওয়ার তালে দুলে দুলে নাচো রে ফোটা ফুল।' জম্বত, ১৯০০।

ফোটা ১ কি সক্রিয় হওয়া। 'গোবরার মার কাণ ফুটল।' বর্জিম, ১৮৮২। ২ কি জন্মাত হওয়া। 'ফুটিল মন-প্রাণ মম ভব চরণ-লাসলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ কি বিজ্ঞ হওয়া। 'ফুটালো সব জ্বিরের ডকা কীটার মতো পায়ে ফোটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ কি প্রকাশিত হওয়া। 'মর্মবেদন আপন আবেশে/ সব হয়ে কেন ফোটে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'কথাই নাহি ফোটে।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'তখনই তো পড়ে তহার ফুটেবে বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ৫ কি উত্তেজিত হওয়া। 'আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ কি উত্তাপে টানকা করা। 'জল এক-এক জাফায় টানব করে

ফুটছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৭ কি শব্দ করা। 'বাতাসে বনসজ শিরহি কঁপে/ তবে সে মর্মর ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৮ কি বিকশিত হওয়া। 'জীবনশিখা যখন প্রাণীও হইয়া উঠে, তখন উপাশ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৯ কি বিজুহিত হওয়া। 'জোরের আলো ফুটিবেহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফোটা ১ কি প্রস্তুতিত করা। 'বনেরে মাগম করি, ফুটরে ফুটরে তুয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ কি স্মৃতি করানো। 'যে ছবিটা ওঠে সোকে তখন ফুটিবে কাগজে না ছাপিরে নিলে নই হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ কি বিকশিত করানো। 'ছবি ওঠাচ্ছে মায় ছবি ফোটেছে না।' অবন, ১৯২৫।

ফোটো [বি] বি আলোকচিত্র। 'ফোটো-স্ট্যাডে নিখিলের ছবির পাশে মঞ্চীর ছবি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ফোটোম্যাথ [বি] বি আলোকচিত্র। 'কোনো সমুদ্রে কতকগুলো ফোটোম্যাথ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'দোকানো ডাবী চরিত্রকার ক্যামেরা হাতে সেই ব্যাপানের ফোটোম্যাথ নিতে আসবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ফোটোম্যাথওয়ালা বি ফোটোম্যাথ-বিদ্যে। 'বি আলোকচিত্রী।' 'কত ফোটোম্যাথওয়ালা, সিনেমাওয়ালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফোটোম্যাথ-কলক [বি ফোটোম্যাথ+স কলক] বি ক্যামেরার ফিল্ম। 'ফোটোম্যাথ-কলকের আলো-ধরা শক্তি চোখের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফোটোম্যাথিক [বি] বি ছবি তোলে যে। 'একাধারে গল্পলেখক, ইচ্ছানিয়ার আবার আমাদের সন্মিলনের ফোটোম্যাথিক।' অজিতা, ১৯৫০।

ফোটোম্যাথিক [বি] ১ বি আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ। 'ফোটোম্যাথিক শিখিতে আশঙ্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি আলোকচিত্র। 'দূরবিনের সঙ্গে ফোটোম্যাথিক, ফোটোম্যাথিকের সঙ্গে কলিপিয়াজে ছুটে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ফোটোম্যাথিক [বি] বি আলোকচিত্র সম্বন্ধীয়। 'মন পদাধীত একটি ... ফোটোম্যাথিক প্রটো নয়।' প্রমথ, ১৯১২।

ফোটো-চিকিৎসা [বি ফোটো+স চিকিৎসা] বি ফোটোম্যাথ ব্যবহার সাহায্যে তোলা ছবি; ফোটোনিউর চিকিৎসা। 'রসকলাকে ফোটো-চিকিৎসার বিভাগপনের কোঠার নিয়ে বন্ধ করা।' অবন, ১৯২৫।

ফোটো-স্ট্যাডে [বি] বি ছবি রাখার কাঠামো। 'ফোটো-স্ট্যাডে নিখিলের ছবির পাশে মঞ্চীর ছবি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ফোড় [স কোটন] বি ফোড়ন; সম্বন্ধ। 'উরকারিতে দেয় যে ফোড়।' জম্বি, ১৯৩৩। ৪ ফোড়ন

ফোড় বি ফোড়ন। 'মর্মকথার ফোড় দিয়া তাহাকে উপাসের করিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ফোড়ন [স কোটন] বি শাদ বাফানের জন্য গরম তেলে মশলা ভেজে বাজনের সঙ্গে মিশ্রণ; সম্বন্ধ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'হেঁচকিবিধের ফোড়নবিধেবের উপযোগিতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ফোড়নদার [ফোড়ন+কা দার] বি ফোড়ন দেয় যে। 'ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কানো ফোড়নদার।' সুব্রাহ্মণ্য, ১৯১৮।

ফোড়ন দেওয়া কি কথার মাফে চিত্রনী কাটা। 'উহাতে আমাদের বাণিতার মুখে ফোড়ন দেওয়া হয় মায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ফোড়ন মারা কি চিত্রনী কাটা। 'খান সাহেবে চিবিরে-চিবিরে ফোড়ন মাহেন।' ওয়াশী, ১৯৪৭।

কোড়ায়্যা [স স্কোটন] ক্রিবিপ কোড়ন দিয়ে। 'সান্তসিবে জোয়ানি কোড়ায়্যা।' মুহুদ, ১৬০০।

কোড়ন^১ [স শূই দিয়ে তোলা কোঁড়া] 'এক এক রকম নব্বার এক এক রকম কোড়নের গ্রোয়াল হয়।' জসীম, ১৯৬১।

কোড়া^২ ক্রি হিঙ্গ করা। 'জিব কাটে জিব কোড়ে করএ চড়ক।' মুহুদ, ১৬০০।

কোড়া^৩ [স স্কোটকি] বি চর্যরোপবিশেষ। বিদ্যা, ১৮১১: 'একটা দুর্বল জায়গায় কোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

কোড়ে [বি কড়িয়া] বি দাশাল। 'রাস্তার ধারের কোড়ের দোশান পচা নিচু ও আবে করে গ্যালো।' হত্যেম, ১৮৬১।

কোতা [আ ফওতা] বিপ কোতো; অপরের আশ্রিত। 'তদন্তর এক ব্যক্তি চমু টেরা মাথা নেভা শোম কটা দাঁত চটা কোতা গরদন কোতা ভাঙ্গী কোণীধারী অনরপুদী বিবিদিগকে ...।' ভবানী, ১৮২৮।

কোতো [আ ফওতা] বিপ অসার। 'বীতিনেক সেবিয়া তাদের কোতো জাঁক।' ওড, ১৮৫৮।

কোন [বি] বি টেলিফোন। 'পাশেই এক উকিল ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোন আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কোন হাইড [বি] বি টেলিফোন গ্রাহকদের নাম ও ঠিকানা সংবলিত পুস্তিকা। 'ফোন হাইড খুঁজে থাকে ... ফোন করতে লাগল অগ্নিমা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

কোন নম্বর [বি] বি যে সংখ্যা ডায়াল করে একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলতে পারে। 'আমার কোন নম্বরটা জানেন তো।' মুহুদ, ১৯২৯।

কোনোমাত্রা [বি] বি রেকর্ড বাছানোর যন্ত্র; গ্রামোফোন। 'কোনোমাত্রা খিয়েটারের নীচের ইতর পান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কোপলা [বি] বি কোলা বিপ অস্ত্রসারসমূহ। 'মুক্তাহার তখাও সাপাহে কোপলা।' রায়হী, ১৭১০। **ত্র কোলা**

কোপায়ন [বি] বি কোপানে। ওর্ডা, ১৭৮০।

কোকাণি [জন্ম] ক্রি কোসকোঁস লম্ব করা। 'নাগের কোকাণি তনি ক্রিভবন কল্লিত বানি।' বিজয়, ১৬৫০।

কোকায়ে ক্রি কোসকোঁস লম্ব করে। 'কনয়ে কোকায়ে ফণি ... শরাণ কানে ভরে।' বিজয়, ১৬৫০।

কোয়ারা [আ জোয়ারা] বি করনার উর্ধ্বকূল জলধারা। ওর্ডা, ১৭৮৫: 'জলের কোয়ারা অনন্তর দোলন প্রকৃতি দেখিতেও রায়ি ইহল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

কোরকান [আ ফুরকান] বি কুরআন। 'বাপ মাও পরিদায় হেতু মায় ফোরকান ...।' আলগোল, ১৬৮০।

কোরকত [আ কোরকত] বিপ দুর। 'রাখাল সঙ্গে ছিল নজদিগ থাকে নাই কোরকত ছিল।' চিঠিপত্র, ১৭৭৩।

কোরম্যান [বি] বি জুরিসের মুখপাত্র। 'আপানদিগের ফোরম্যান অর্থাৎ প্রধান গ্রাহুরি নিমুত করিল।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

কোরসত [আ মুরসত] বি সুযোগ; অবকাশ। 'তোমাকে আইয়ামের ফোরসত বুঝ মিলিলেক।' জালফেজ, ১৭৭০। **ত্র মুরসত**

কোয়াত [আ] বি ইরাকের একটি নদী। 'গর্জন্ত রক্ত-পদ্মা কোয়াত, লাগি নিরেছি গোয়াখির।' নজরুল, ১৯২২।

কোজ [বি] বি জাদিয়ারি। 'এখন তনি গেরেওয়ারি লাঠিমালা কোজ চলবে

না।' হত্যেম, ১৮৬১।

কোজি [বি] বিপ জাদিয়ারি। ওর্ডা, ১৭৮৫।

কোর্ট [বি] বি দুর্গ। 'গড়ের মাঠে কোর্টের কাছ খেলিয়া বসিয়াছিল।' বিজুতি, ১৯০৮।

কোর্ট উইলিয়াম [বি] বি কলকাতার নির্মিত ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির দুর্গ এবং পরে এই নামে কলেজ। 'পুত্রতন কোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত শীতপোষিপ গাইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

কোর্ট উইলিয়ামী [বি] বিপ কোর্ট উইলিয়াম কলেজের। 'কোর্ট উইলিয়ামী হিন্দু পণ্ডিতরা।' উমর, ১৯৬৭।

কোর্ড [বি] বি কোর্ড নামক কোম্পানির তৈরি মোটরগাড়িবিশেষ। 'সেকেন্ডহ্যান্ড কোর্ডগাড়ি নিজে ইকিয়ে ... বেরিয়ে গড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২: 'ওই কোর্ডগাড়ি কলকাতার সবচেয়ে দামি গাড়ি হয়ে উঠল।' মণীষ, ১৯৫৭।

কোর্স [বি] ১ বি পতি। 'ইয়েরজিতে থাকে বলে কোর্স, থাকে বলে ম্যানোটেজম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সশস্ত্র বাহিনী। 'ইমার্জেন্সী কোর্সে মুহলমান্দুলা।' জালাল, ১৯৪৭: 'নৌ-সৈন্যদের উপযোগী অন্যান্য কোর্সের ট্রেনিং।' বেগম, ১৯৪৯।

কোলা [স 'কাহ'] ক্রি কীত হওয়া। 'মুলিয়া মুলিয়া ফেনিল সলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩: 'দুশিতেছে ভরি, মুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ।' **ত্র কল**, ১৯২৬।

কোলাকীপা বিপ কীত। 'তার পা গুলি আজ শিকড়িকে শীর্ণ ... পেটটি কোলাকীপা।' আলোড়ন, ১৯৫৭।

কোলিও ব্যাপ [বি] বি তাঁজমুক্ত খোশ বিতক্ত ব্যাপ। 'বাপলে কোলিও ব্যাপ পুরে সে হামাতি দেয়।' হাসান, ১৯৭৪।

কোলাকা, কোঁকা [স স্কোটকি] বি আতনে পোড়া বা ঘর্ষণের কারণে তুকে সৃষ্ট জলপূর্ণ কোটকবিশেষ। 'দুই গারে কোকা হেল পোলা প্রুছানো।' কুন্ডদাস, ১৫৮০: 'হাতে কোলাকা হয়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৮: 'কাহারও কথায় কি আর গারে কোকা পড়ে।' গোকেলা, ১৯২৪।

কোলাকা বি আতনে পোড়া বা ঘর্ষণের কারণে তুকে সৃষ্টি জলপূর্ণ কোটকবিশেষ। 'কোলাকা পড়বে না তো?' জীবন, ১৯৩৩।

কোহারা [আ কোয়াহারা] বি স্বরনা। 'কোহারাতে জল হোটে সকল বিকল।' অবন, ১৯২৭। **ত্র কোহারা**

কৌজ [আ] বি সেনাবাহিনী। 'কোম্পানির কৌজ জাহা এ সঙ্গে আছে।' কালাগে, ১৭৯৪: 'তার কৌজের ছাউনির চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌছেছেন, তখন এক বর্গীর বল এসে তাঁর দলে হানা দিল।' শিবরাম, ১৯৪০।

কৌজদারি, কৌজদারী [আ কৌজ+দা দার] ১ বি কাটেন; আহাজার প্রধান। 'রোহাচ চানানি কবিহে কৌজদারকে নন্দকুমার গ্রাহকে আমার ছানে নিয়াছিলেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭। ২ বি বাজালি পদবি-বিশেষ। লেবর্ডি, ১৮৪০।

কৌজদারি, কৌজদারী [আ কৌজ+দা দার] বিপ বুন-বনম, মারশিট ইত্যাদি সম্পর্কিত। 'দেওয়ানী ও কৌজদারী জমীদার প্রভৃতিত আবদুল্লিম তরায়ে মুহকামিৎ।' দর্পণ, ১৮৩২: 'হাযারা কৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয় তাহারা অন্য দিকে থাকে।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

কৌজদারি-কোর্ট বি কৌজদারি আদালত; অপরাধীর বিচার করা হয়

কৌজদারী আদালত

যেখানে। 'উপবানের কৌজদারী-কোর্ট নাই সেখানে জ্ঞাত-বিচার।' নজরুল, ১৯২৪।

কৌজদারী আদালত বি মারশিট, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সম্পর্কিত বিচারালয়। 'তাহাকে কৌজদারী আদালতে দেখিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

কৌজদুরী [আ কৌজ+দুরী] বি শাসন-সংক্রান্ত। 'কৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে ফুটিত বেল লাশউনটানান হয়েছে।' হুতম, ১৮৬১।

কৌজি [আ] বিশ সামরিক। 'কৌজি প্যারেডের সময়ে একদিন দামোদর দেখেছেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কৌজিয়ারাক [আ কৌজী+ই ব্যারাক] বি সেনা ছাউনি। 'কৌজিয়ারাক থেকে গায়ে গায়ে ঘুরবে হাতে পড়া চাপাটি।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

কৌজী [আ] ১ বি পদাতিক সৈন্য; দাবা খেলার সাধারণ খুঁটি। ওর্গ, ১৭৭৫। ২ বিশ সামরিক। 'কৌজী মুসলিম সিপাহীর সংখ্যাই ছিল বেশী।' সত্যজ্য, ১৯৪৫।

কৌত [আ ফত] ১ বি ফতুর। 'রজবআলী যা কৌত করেন।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি উইলপত্র না করে মারা যাওয়া। 'সে লাগুয়ারেশা কৌত করিরাছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বিশ নষ্ট। 'দুসিয়ারি নামাফিক মনে করিয়া কৌত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

কৌলাদ [ফা] বি ই-শ্পাত। ওর্গ, ১৭৮৫।

ফ্যাশন [বি] বি অনুষ্ঠান। 'এই ক্রুসের ফ্যাশনটা হয়ে যাক না।' শিবরাম, ১৯৭০।

ফ্যাকড়া, ফ্যাকড়া, ফ্যাকরা [আ ফিকরা] ১ বি ফ্যাসাদ; ঝামেলা। 'বন্যাত্যমাজ ভেসে একটা ফ্যাকড়া বার হয়ে গেছে।' সত্যজ্য, ১৯১৭। 'একটা ফ্যাকড়া যদি বাধে আর কী।' মনিক, ১৯৩৭। 'স্যাকরা ডাকার আগেই এদিকে একে ফ্যাকরা বেরিয়ে এসেছে।' শিবরাম, ১৯৭০। ২ বিশ শাখা থেকে উৎপন্ন। 'ফ্যাকড়া ডালের উপর বসিয়া মোনাদিরের দুলিতে ইচ্ছা করে।' শতকৃত, ১৯৫৮। ৩ বি গাছের ডাল। 'একটা গাছের ফ্যাকড়ায় রাখিল দেখলাম।' শিবরাম, ১৯৭০। ৪ ফ্যেকড়া।

ফ্যাকফ্যাক [ফন্যা] বি হাসির শব্দ। 'কি দাঁত বের করে হাসিল ফ্যাকফ্যাক করে?' হাসান, ১৯৬৭।

ফ্যাকশে [বি ফিকসা] ১ বিশ অনুকূল। 'সমস্ত ফ্যাকশে ধু ধু করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিশ বিবর্ধ (ভয়ে)। 'চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকশে হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বিশ প্রশময়ভাবী। 'ফ্যাকসে যুবক যুবতীর ভিড়ে লুকাচি বেশো।' হেতেন, ১৯৪০।

ফ্যাটরি, ফ্যাটরী [বি] বি কারখানা। 'দিনের বেশা ফ্যাটরি ডক বড়ি কাড়ি।' জীবন, ১৯৪০; 'বিল্ডিং ড্রাব, ফ্যাটরী প্রভৃতিতে বহু স্থানজনক পদ তাঁরা গ্রহণ করতেন।' বেগম, ১৯৪৮।

ফ্যাচকা বিশ দান। 'তিন-কোনা ইয়া মত্ত মাথা, ফ্যাচকা-চোখো।' নজরুল, ১৯২৬।

ফ্যাচকা-চোখো বিশ দান চোখবিশিষ্ট। 'তিন-কোনা ইয়া মত্ত মাথা, ফ্যাচকা-চোখো।' নজরুল, ১৯২৬।

ফ্যাচফ্যাচ [ফন্যা] বি অথবা বিরক্তজনক বাকা প্রয়োগ। 'চাপা গলায় ফ্যাচফ্যাচ করছে।' জীবন, ১৯৩২।

ফ্যাচাং [আ ফাসাদ] বি ঝামেলা। 'হাজার ফ্যাচাং-এর দলিল নজির পেশ

করব।' নজরুল, ১৯২২।

ফ্যাটা বি কাপড়ের ফালি; পটি। 'মাথায় রেশমের ফ্যাটা বেঁধে ...।' প্রমথ, ১৯২৪।

ফ্যান' [বি] বি বৈদ্যুতিক পাখা। 'ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারবলের গাড়াড়ি (বেজানিক প্রক্রিয়ায় বাদ্য-একো ডেক্সলের বাড়াবাড়ি)।' প্রত্যেকা, ১৯২১; 'চপালাকে ... ক্যাসের নীচে বসাল।' জীবন, ১৯৩২।

ফ্যান' বি ভাতের মাড়। 'মেজোবউ ভাতের ফ্যান গালছিল।' নজরুল, ১৯৩০।

ফ্যানমাখানো বিশ মাড়যুক্ত। 'খলাভর্তি ফ্যানমাখানো ভাতের বগ্ন।' হাসান, ১৯৭৪।

ফ্যানসা বিশ ফেনযুক্ত; মাড়সহ। 'শালপাতাতে উড়ছে ধোঁয়া ফ্যানসা ভাতে।' সত্যজ্য, ১৯১২।

ফ্যানে বিশ মাড়যুক্ত। 'এক কানি ফ্যানে ভাত।' বিমল, ১৯৫৩।

ফ্যানফ্যানিলি [ফন্যা] বি বিরক্তিক্রমক ভক্তি। 'মেয়েদের ওইসব ফ্যানফ্যানিলিতে ...।' জীবন, ১৯৩১।

ফ্যানি [বি] বিশ শৌখিন। 'ফ্যানি জিনিম ঘুচের কেস।' সুহৃদয়, ১৯২০।

ফ্যানি বলা [বি] বি নানা দেশ ও বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিহিত বস্ত্রাদি। 'আমরা সৈনিক ফ্যানি বলা ... নাচে গিয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ফ্যানী পোশাক [বি ফ্যানি+কা পোশাক] বি নিজের পছন্দসই একই অঙ্গত ও নতুন ধরনের পোশাক। 'প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যানী পোশাক পরে এসেছে।' অরুণা, ১৯২৯।

ফ্যাশা [ফন্যা] বিশ দিশেহারা। 'কুসংস্কার সঙ্গে মজে কুরছে হাতের তীর হারিয়ে হলে পরে ফ্যাশা।' লালন, ১৮৯০।

ফ্যা ফ্যা [ফন্যা] বি অনর্থক বাতাব্যয়সূচক শব্দ; বকবক। 'বক্রেশ্বর খোশামোদ ও বরাদ্দ করিয়া ফ্যা ফ্যা করত বেড়াইতে লাগিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ফ্যাফড়া বি ফ্যাফা। 'এক কথা একশবার ফ্যাফড়া করতে ভাল লাগে না।' জীবন, ১৯৩১।

ফ্যানিলি [বি] বি পরিবার। 'একটা মত্ত বৈষ্ণব ফ্যানিলির নাম ঠাওরাইতে পার।' হাইকেল, ১৮৬০।

ফ্যার [বি ফেরা] বি বিপদ। 'লালন মহা ফ্যারে পশো।' লালন, ১৮৯০। ৪ ফের

ফ্যারফেরি [ফন্যা] বি ফ্যারফ্যার শব্দকারী। 'বুড়ী ফ্যারফেরিতোলের কাছে যেতাম নাকি?' জীবন, ১৯৩২।

ফ্যারো [আ ফিরাওন] বি খ্রিস্টপূর্ব চৌদ্দ শতক থেকে প্রাচীন মিশরের রাজার পদবী। 'মিশরীয় ধনী ফ্যারোদের কীর্তির মত।' কুন্ডিত, ১৯৩৮।

ফ্যালনা [আ ফলানা] ১ বিশ অবহেলিত। 'দরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা।' সুকান্ত, ১৯৪৮। ২ বিশ তুচ্ছ। 'আমারে অত ফ্যালনা মনে করিও না।' আলাউদ্দিন, ১৯৭৩।

ফ্যাল ফ্যাল [ফন্যা] ১ বি বিস্ময় দৃষ্টির ভাব। 'জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্বোধ্য ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন।' হুতম, ১৮৬১। ২ বি অসহায় দৃষ্টি। 'ফটিক কাহার প্রত্যাশার ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ফ্যাশন, ফ্যাশন [বি সমকালীন শৌখিন রীতি]। 'কোটের কোন ছাঁটটা ফ্যাশন-সংগত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'যে সকল বাঙালীর ইংলিশ ফ্যাশন। বাড়ীদানে ভাড়াদেদের সাহেব ধরন।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ফ্যাশনজাল [বি ফ্যাশন+স জাল] বিশ সমকালীন শৌখিন রীতিসমূহ। 'ফ্যাশনজালমুখ সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফ্যাশান শো [বি] বি বৈচিত্র্যময় পোশাকের বিশেষ প্রদর্শনী। '১৩ জন মডেল এই ফ্যাশান শো-তে অংশগ্রহণ করেন।' বেগম, ১৯৬৮।

ফ্যাশনী [বি ফ্যাশন+] বিশ ফ্যাশন অনুসরণকারী; ফ্যাশনেবল। 'ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেকরকম মেয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ফ্যাশনেবল [বি] বিশ ফ্যাশন-সংগত; ফ্যাশন অনুসরণকারী। 'ধনী ফ্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু বলে নিই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ফ্যাশন, ফ্যাশান [বি] ১ বি নব্য শৌখিন রীতি বা চং। 'ইংরেজি ফ্যাশনে হাততালি দিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'অন্য সমাজের মাথারিদের তড়িৎপূর্ণ অস্তিত্ব করা সেই ফ্যাশানের অঙ্গ।' অন্নদা, ১৯২৮। ২ বি জনপ্রিয় চং। 'ফ্যাশানটা হল মোশণ, স্টাইলটা হল মুখশী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ফ্যাশানেবল [বি] বিশ কেতাদুরস্ত; ফ্যাশনের অনুসরণকারী। 'ফ্যাশানেবল ছাঁটের চেয়ে মিস ভাড়ুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফ্যাশাদ [আ ফাসাদ] বি বিপদ। 'যদি দলিলগুলো হাত না হ'ত, ফ্যাশাদে ফেলোজি।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ ব্রহ্মোদ

ফ্যাশাদ [আ ফাসাদ] বি ঝামেলা। 'যদি বড়বৌকে হাত করে মক্কামা চালায়, সে এক ফ্যাশাদ হয়ে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ফ্যাসফ্যাস [ফন্যাস] বি অবিরাম ফ্যাস শব্দ। 'কিছুক্ষণ ফ্যাসফ্যাসিয়ে কাদল।' কায়সার, ১৯৬২।

ফ্যাসফ্যাসে [ফন্যাস] বিশ ফ্যাসফ্যাস শব্দ করে এমন। 'ফ্যাসফ্যাসে গলার ভেতর অসমাপ্ত বাক্য ক্রমে কাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ফ্যাসিঞ্জম [বি] বি ইতালিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ অবধি বেনিতো মুসোলিনি কর্তৃত্ব প্রচলিত 'ফ্যাসিনো' নামে জাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলন। 'ফ্যাসিঞ্জমের হাত থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

ফ্যাসিবাদ [বি ফ্যাসিন+স বাদ্য] বি ইতালিতে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৫ অবধি বেনিতো মুসোলিনি কর্তৃত্ব প্রচলিত 'ফ্যাসিনো' নামে জাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী মতাদর্শ ও আন্দোলন। 'সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ভাষারূপা, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি।' মোহনমী, ১৯৪৫।

ফ্যাসি-বিরোধী [বি] বিশ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী। 'ভারতবর্ষের সকল ফ্যাসি-বিরোধী দল ...।' আজাদ, ১৯৪২।

ফ্যাসিস্ট, ফ্যাসিষ্ট, ফ্যাসিস্ত [বি] ১ বি ফ্যাসিবাদের অনুসারী। 'এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'কক্সেসের এই ফ্যাসিস্ট-মহোবুজিকে এতদিন ধরিয়া নিজেদের স্নেহছায়ায় ভাষারাই লালন করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪১। ২ বিশ ফ্যাসিবাদী। 'ফ্যাসিস্ত নাজিম নিপাত য়াও।' হাফিজুর, ১৯৫০। ৩ বিশ ফ্যাসিস্টদের মতো। 'মানুষের প্রতি ফ্যাসিস্টদের অমানুষিক অত্যাচারের।' আজাদ, ১৯৪৬।

ফ্যের ফন্দি [বি ফের] বি ঘোরপ্যাচ। 'হলধর ... ফ্যের ফন্দিতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত চতুর্দর।' হুমায়ূন, ১৮৬১।

ফ্রক [বি] বি প্রায় হাটু পর্যন্ত কোলানো বালিকা ও নারীদের উর্দ্বারের পোশাক। 'ওকে যে ফ্রকটা কিনে গিয়েছিলাম সে খী হল।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'ব্লাউজ, পেটিকোট, ফ্রক ইত্যাদি আনিয়া সালেহাকে সেখাইয়া বলিল ...।' রোয়েয়া, ১৯০০।

ফ্রককোট [বি] বি হাটু পর্যন্ত কোলানো পুরুষের কোটবিশেষ। 'তার গায়ের ফ্রককোটের বয়েস বোধ হয় তার চাইতেও বেশি।' প্রমথ, ১৯১৫।

ফ্রন্ট [বি] ১ বি একাধিক রাজনৈতিক দলের মোর্চা। 'মুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৫৪। ২ স্থাপন। 'হানাদান-দিগকে সকল ফ্রন্ট হইতেই তাড়াইয়া দিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৫।

ফ্রন্টিয়ার [বি] ১ বিশ সীমানা-সংক্রান্ত। 'ফ্রন্টিয়ার পরিসীমতে আমরা পর্দা জিনিসটার অনুমোদন করি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সীমানা। 'বয়স তার যৌবনের ফ্রন্টিয়ার ক্রস করলেও ...।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ বিশ সীমান্তবাসী। 'আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

ফ্রী [ফ] বি ফ্রান্সের মুদ্রা। 'মরা হ'লো ফ্রীর বিনিময়ে তিনি সানদে তার পিঠ, যাড়ের কাছ থেকে কোমর তক আগাশাপতলা ভর্তি করে ...।' শিবরাম, ১৯৪০।

ফ্রান্স [বি] বি ফরাসিসে প্রচলিত মুদ্রা; ফ্রী। 'ক্রমে ক্রমে পনের শত ফ্রান্স সম্মত করিয়াছিল।' বিন্দ্য, ১৮৬৩।

ফ্রান্সেনস্টাইন [বি] বি সৃষ্টিকর্ম বা বস্তু হয়ে এর প্রত্যেকেই ধ্বংস করে। 'ফ্রান্সেনস্টাইনের দুহাত আমার পলা টিপে ধরেছে।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

ফ্রান্স [বি] বি ফরাসি ভাষা। 'ফ্রান ইংরেজী হিটেরি জিওগ্রাফি ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

ফ্রান্সি [বি] বি ফরাসি ভাষা। 'বালসা ইংরেজী লেটিন আরম্ভাণি জর্জনি ফ্রান্সি ফিরিগি সকলোই লিখেন এক ভণী।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ফ্রান্সীয় [বি ফ্রান্স+স ইয়] ১ বিশ ফ্রান্সের। 'ফ্রান্সীয় গবর্ণমেন্ট।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিশ ফ্রান্সে প্রচলিত। 'ফ্রান্সীয় ও ইংরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেবেনকম।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ফ্রি, ফ্রী [বি] ১ বিশ সেব্যগ্রহণকারীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয় না এমন। 'হিসু ফ্রি স্থল নামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন।' বৈষ্ণবী, ১৮৩১। ২ বিন অবাধ। 'ভাষাসের ফ্রী পাসপোর্ট ছিল।' রোকেয়া, ১৯৩১।

ফ্রিডো [বি] বি মুক্ত বাণিজ্য; অবাধ বাণিজ্য। 'চীন দেশে ফ্রিডোয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারাবার।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

ফ্রি থিংকিং [বি] বি কোনো রকমের কর্তৃত্ব, ঐতিহ্য অথবা প্রচলিত বিশ্বাসের বশে যারা মুক্তি, কারণ ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসে উপনীত হয়। 'অসংখ্য সৃষ্টিভাবের বাধনে যে বাঁধা সেই তো ফ্রি থিংকিং আর ফ্রি থিংকিং কালচারের দান।' মোতাহের, ১৯৫০।

ফ্রি থিংকিং [বি] বি কর্তৃত্ব, ঐতিহ্য অথবা প্রচলিত বিশ্বাসের বশে যারা মুক্তি, কারণ ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে উপনীত বিশ্বাস। 'অসংখ্য সৃষ্টিভাবের বাধনে যে বাঁধা সেই তো ফ্রি থিংকিং আর ফ্রি থিংকিং কালচারের দান।' মোতাহের, ১৯৫০।

ফ্রি প্রেস [বি] বি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম। 'ইটানহোপ সাহেব বাসলায়

ক্রিশি

- ক্রি** প্রেস ... স্থাপন করণার্থে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।
- ক্রিশি** [হি] বি বিনামূল্যে দেখাপড়া করার সুযোগ। 'তুই পড়াবার ভাল, তাইশেও আর ক্রিশি দিতাই পাই।' *বেগম*, ১৯৪৯।
- ক্রি স্টুডেন্টশীপ**, **ক্রি স্টুডেন্টশিপ** [হি] বি অবৈতনিক পাঠের সুযোগ। 'টাইমের ও ক্রি স্টুডেন্টশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।' *জামায়াত*, ১৯০৭; 'হাইস্কুল এসে আমি ফার্স্ট বর বলে ক্রি স্টুডেন্টশীপ পেয়েছিলাম।' *সুদীপ*, ১৯৭০।
- ক্রী বেড** [হি] বি হাসপাতালের ভাড়ামুক্ত খাট। 'প্রথম বছর ক্রী বেড মেসেজি।' *নবরত্ন*, ১৯৪৫।
- ক্রিঙ্গ** [হি] বি দীর্ঘদিন খাবার ও অন্যান্য উপকরণ নীতল রাখবার আধারবিশেষ। 'তার উপর ক্রিঙ্গ আছে।' *শিবরাম*, ১৯৭০।
- ক্রেক্স** [হি] ১ বি ফরাসি ভাষা। 'যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরেজী, ফ্রেন্স, ও জার্মান ...।' *অক্ষর*, ১৮৪৮। ২ বি ফ্রান্সের অধিবাসী বা ফরাসি-ভাষী। 'ইয়েজ্ঞ সাহেব থেকে ফ্রেন্স সাহেব ফ্রেন্স থেকে পণ্ডিতগণ সাহেব পণ্ডিতগণ থেকে প্রণাম্যজ্ঞ থেকে দিনমার মারতে মারতে চলে যান না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।
- ফ্রেক্স** একাডেমি [হি] বি ফ্রান্সের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র। 'শারী নগরে, ফ্রেক্স একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।
- ফ্রেক্সকাট** [হি] বিণ ফরাসি ছাঁটে কাটা। 'মুখে সূচালো ফ্রেক্সকাট দাড়ি।' *বনকল*, ১৯৩৬।
- ফ্রেক্স রেভোয়াল্যান** [হি] বি ফরাসি বিপ্লব। 'বার্কেস ফ্রেক্স রেভোয়াল্যানের নেট।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'রিফর্মেশন-মুগে, ফ্রেক্স রেভোয়াল্যান-মুগে যুরোপে যে মত-মতভ্রমের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।
- ফ্রেন্স** [হি] বি ফ্রান্সের নর্মান্ডি অঞ্চলের ভাষা। 'ইংলও দেশে যুইসি নর্মান ফ্রেন্স নামক ভাষার আলোচনা ছিল ...।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।
- ফ্রেন্ড**, **ফ্রেন্ড** [হি] বি বন্ধু। 'আমি, তারা ফ্রেন্ড মাদুণ।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'সে আমার বৃদ্ধ ফ্রেন্ড।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৬।
- ফ্রেন্স** [হি] ১ বি চারখারের বৈদীর্ঘ্যবিশেষ। 'যাকের ফ্রেন্সের পরে আর এখানো ফ্রেন্স - যাকের ফ্রেন্স।' *বক্তিত*, ১৮৭৮। ২ বি কোনো কিছু আটকে রাখার কঠামো। 'তাহার ফ্রেন্সের চারকোণে রঙিন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।
- ফ্রেন্স**, **ফ্রেন্স** [হি] ১ **বিশ** পরিণতি। 'গোরে ফ্রেন্স হল ফ্রেন্স দেবা যার বেড়ে।' *গজ*, ১৮৫৮। ২ **বিশ** তাকার। 'ফ্রেন্স-মিন ডরা ভিন মখে ভাতে ভাত।' *গজ*, ১৮৫৮। ৩ **বিশ** পরিজ্ঞান। 'এইযার বাবরম থেকে ফ্রেন্স হয়ে বেবিয়ে আসছে।' *নবরত্ন*, ১৯০৩।
- ফ্রেন্সো**, **ফ্রেন্সো** [হি] বি সেগালজি। 'আনমনা কলমের কালিগড়া ফ্রেন্সো দিয়েছে কিবর দাশ ভূতুড়ে রেবার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬; 'মাইকেল এগেলোর জাকর, মাইকেল এগেলোর ফ্রেন্সো, এবং আরো কত কি কাকর।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'সিস্টিন চ্যানেলের ফ্রেন্সোর মতোই অজ্ঞত, অনুভবিত, আনন্ড এই আলোচনারী।' *শিব*, ১৯৫৬।
- ফ্রোজ** বি কিয়দ। 'দেশের মহাজন লোক গতায়ত করিয়া ক্রয় ফ্রোজ

- করে।' *রামরাম*, ১৮০১।
- ফ্রুপ** [হি] **বিশ** ব্যবসা-সফল নয় এমন। 'গ্রাডুস করোনি ফ্রুপ সিনেমার ছবি।' *মণীশ*, ১৯৩১।
- ফ্রাইট** [হি] বি বিমানযাত্রা। 'একোবরে ননটপ ফ্রাইট।' *শিবরাম*, ১৯৪০।
- ফ্রাওয়ার ভাস** [হি] বি ফুলদানি। 'সুন্দর ফ্রাওয়ার ভাস।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।
- ফ্রাশ** [হি] বি পতাকা। 'আমাদের কলেজ ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ফ্রাশকলার ফ্রাশ চাই।' *বনকল*, ১৯৩৬। ২ **ফ্রাশ**
- ফ্রাট** [হি] বি কোনো ভবনের কয়েকটি কক্ষ নিয়ে বহুলসম্পূর্ণ বাসোপযোগী অংশ। 'আমরা অন্য ফ্রাট ভাড়া করি।' *জীবন*, ১৯৪৮; 'উঠেছেন আমাদের ফ্রাটেই।' *শিবরাম*, ১৯৫০; 'ওগরের ফ্রাটে যে বৃদ্ধ জাপানি থাকে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ২ **ফ্রাট**
- ফ্রান্সেল**, **ফ্র্যান্সেল** [হি] বি পশমের কোমল কাপড়বিশেষ। 'কানিতে ইগিকা, বাতে ফ্রান্সেল এবং আরোতো সুফরা।' *বক্তিত*, ১৮৭৪; 'সবে শিখোই কখন ফ্র্যান্সেল পরতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'হালকা ফ্রান্সেল কিবা সেই রকম কাপড় পরান চাই।' *রোকেয়া*, ১৯২২।
- ফ্রাট** [হি] **ফ্রাট** বি কানিঃ প্রেম-প্রেম ভাব। 'আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্রাট করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।
- ফ্রাশ** [হি] বি এক ধরনের তাস খেলা। 'তারপরে চা এবং তাস/ব্রিঞ্জই তাকে জানা হয় তো ফ্রাশ।' *বিজু*, ১৯৪১।
- ফ্রাশ লাইট** [হি] **ফ্রাশ**-লাইট বি উর্ট লাইট। 'মিজারির ফ্রাশ লাইটের ব্যোভিগণার।' *মজলস*, ১৯০১।
- ফ্রাশ**, **ফ্রাশ** [হি] বি তরল পদার্থ দীর্ঘকাল গরম বা ঠাণ্ডা রাখার এক ধরনের পাত্র। 'ফ্রাশ থেকে গরম চা দেশে দিতে পারবি এক পেয়ালা।' *শিবরাম*, ১৯৪০; 'ফ্রাশ ভরিয়া চা ও বরফপানি দিয়েছেন।' *মনসুর*, ১৯৫৫।
- ফ্রু** [হি] বি ইনফ্লুয়েন্স; এক ধরনের জ্বর। 'ফ্রু (flu) জ্বরেতে সবাই ধরাশায়ী।' *অল্পা*, ১৯২৯।
- ফ্রুয়েলেন্ট** [হি] **বিশ** দীর্ঘতর। 'বৃক্কের উপরে দুই পা, ফ্রুয়েলেন্ট উল্লম্ব।' *সুদীপ*, ১৯৬৬।
- ফ্রোর** [হি] বি পাকা। 'ফ্রোরওয়ালা মেয়ে।' *হুতোম*, ১৮৬১।
- ফ্র্যাগ** [হি] বি পতাকা। 'আমার সালান লোকে রাজপথে, মুনো তোলা ফ্র্যাগ।' *শামসুর*, ১৯৭০।
- ফ্র্যাগশোস্ট** [হি] বি পতাকা ফুলোনের দণ্ড। 'ফ্র্যাগশোস্ট দেখা যায় - কাছে টার্মিনা।' *পবিত্র*, ১৯৬৬।
- ফ্র্যাট** [হি] বি কোনো ভবনের কয়েকটি কক্ষ নিয়ে বাসোপযোগী বহু-সম্পূর্ণ অংশ। 'আহারের জন্যে রেস্তোরা, নিদ্রার জন্যে ফ্র্যাট বা রুমস।' *অল্পা*, ১৯২৯; 'আর্মট্রিং এর ফ্র্যাট এখন বড় না।' *জীবন*, ১৯৩২।
- ফ্র্যাট** [হি] **বিশ** একঘরে। 'কোনো কোনো পারকের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান ফিকে, পানসে অর্থাৎ ফ্র্যাট বলে মনে হয়।' *মুক্তবা*, ১৯৫২।
- ফ্র্যামিসো** [হি] বি পার্শ্ববিশেষ। 'ফ্র্যামিসো, ধনেশ, শামকল দেখবে এসো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

ব বি ব বর্ণের প্রথম বর্ণ, বহুগুণ যোগ ও ঠাটখনির সতেজ। 'অন্তঃসংখ্যা ও সাংকেতিক শব্দ ও জকার ও বকার ও পকার ও বকার ভেদ ... প্রকৃতি তাকব নির্ণয় আছে।' দর্পণ, ১৮২১। **ব বখার**

-ব ক্রিয়াবিভক্তি (সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষ)। 'বাইবু মই দুট কুখুবা।' চর্য্য ৩৯, ১২০০।

বঅন [স বন] বি বাতা। 'সদৃশক বঅনে ধর পতবালা।' চর্য্য ৩৮, ১২০০।

বঅন [স বন] বি মুখমণ্ডল। 'নির্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে।' বকু, ১৪৫০।

বঅন বি মুখমণ্ডল। 'বঅন কমল মাঝে নঅন বজ্জন।' আলোড়ল, ১৬৮০।

বই [স ব্যতীত] ১ অধ্য ছাড়া; বিনা। 'পোপিকার চিত্তে আন নাহি তোমা বই।' মালাধর, ১৫০০। ২ অধ্য পরে। 'হাদস নিবন বই সতে ছাইব ঘর।' মালাধর, ১৫০০। ৩ অধ্য অথবা। 'ভুমি তো ফিরিয়া যাবে আছ বই ভাল।' রকীশ, ১৮৯০।

বইকি অধ্য বৈকি; অবশ্য। 'হ্যা, চিন্তারক বইকি।' নজরুল, ১৮৩১।

বই [আ বহী] ১ বি পুস্তক; গ্রন্থ। 'ওসাঁ, ১৭৮২: 'আমি দার্শনিক তরু নই, আমি ছাপার বই নই।' রকীশ, ১৮৯৭। ২ বি বাতা। 'জ্যা, ভূমি আমার বই খারাপ করলে।' গিরিশ, ১৮৮৬। ৩ বি চলচ্চিত্র; ছায়াছবি; সিনেমা। 'তেমন জোর বই নেই - আটটিও নেই।' জীবন, ১৯৩২।

বই করা ক্রি পুস্তক আকারে প্রকাশ করা। 'ইচ্ছা আছে, সমস্ত শিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব।' রকীশ, ১৮৯২।

বই-গুদাম বি বই রাখার গুদাম। 'আমরা চাহি না ... জান-বাইবির বই-গুদাম।' নজরুল, ১৯২৮।

বই পোলা ক্রি বই পড়ে আত্মস্থ করা; আত্মহেতু সিন্ধে পড়া। 'পকিতদের মতো হাজার হাজার পাঠ্য বই পোলা এতদেশীয়দের পক্ষে অসম্ভব।' প্রমথ, ১৯২৭।

বইটাই বি বইপত্র। 'ধর্মভাব কখনও জায়েল 'মুসলমানী কথা' ধরনের বইটাই মেয়ে কাটিয়ে দেয়।' মাহেন্দ, ১৯৪৯।

বইপত্ৰ [বই+কা দক্ষতর] বি বই ও বাতাসয়। 'বইপত্ৰ বপলে লইয়া ...' বিকৃতি, ১৯২৭।

বই-পড়া ক্রি বেশি পড়াচনা করে এমন; পড়ুয়া। 'উর্মি বই-পড়া মেয়ে।' রকীশ, ১৯৩২।

বইপত্ৰ বি বই ও আনুগতিক কাগজপত্র। 'বইপত্ৰ আছে কিনা, তাই অত ভাড়া।' নজরুল, ১৯৩১।

বইবাঁধা বি বই সেলাই করে মলাট দিয়ে আবৃত করা। 'ইতঃপূর্বে, তিনি বইবাঁধা কর্ম শিখিয়াছিলেন ...' বিদ্যা, ১৮৫৬।

বই বাঁধাই বি সেলাই করে বই মলাটে আবৃত করার কাজ। 'বই বাঁধাই, হুড়ি সারান, কাঠের কাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষাপাঠ করছে।' বৈশ্য, ১৯৪৯।

বইময় [বই+স ময়] ক্রি রাশি রাশি বই রয়েছে এমন। 'বইময় একটি টেবিল।' শামসুর, ১৯৭২।

বইলেখক [বই+স লেখক] বি পুস্তক রচয়িতা। 'বইলেখকের কাছে নাহে - বই কিনিবার মালেক।' রকীশ, ১৯১২।

বই লেখা ক্রি পুস্তক রচনা করা। 'মানের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে।' রকীশ, ১৮৯৪।

বই বি পুস্তক। 'ক্যামন উক্তক করে বই বেইচ্ছায়ে দেখসি?' হাসান, ১৯৬০।

বইচা বি এক প্রকার ছোটো মাছ। 'নীল বইচা মাছের মতো চোব।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বইঠা [স বহিরা] বি নৌকা চালানোর ছোটো দাঁড়বিশেষ। 'কুবের ও গণেশ বইঠা ধরিল।' মনিক, ১৯৩৬।

বইশ [স উপবিষ্ট] ক্রি উপবিষ্ট। 'ধর্ম চমপ বেগি পাতি বইশ।' চর্য্য ১, ১২০০।

বইন [স ভগিনী] বি বোন। 'সা বইন, সে কেবল কথার কথা।' পৌর, ১৮২২।

বইনঝি বি বোনের কন্যা। বিদ্যা, ১৮৯১।

বইনশো বি বোনের পুত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

বইনি [সু ভগিনী] বি বোন। মাহেন্দ, ১৭৪০।

বইমার [স বৈমার] ক্রি বিমাতার গর্ভজাত। 'বইমার ভাই।' ওসাঁ, ১৭৮২। **বৈমার**

বইশো [স বশু] ক্রি বলা। **বইল** ক্রি বলশো। 'অধিষ্ঠান ইচ্ছা তবে বইল মহেশ্বর।' মালাধর, ১৫০০। **বইলাঙ** ক্রি বলশা। 'বর মাগ বইলাঙ হইয়া সদা।' মালাধর, ১৫০০। **বইলে** ক্রি বলশে। 'জেবা বোল বইলে ভূমি রাজাকে ভয় করি।' মালাধর, ১৫০০।

বইসা ক্রি বসা। **বইস** ক্রি বসো। 'বইস বইস ঘনঘন বলে।' কৃষ্ণগ্রাম, ১৭২০। **বইসক** ক্রি বসতে। 'অভিনব পণ্ডর বইসক সেল।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। **বইসব** ক্রি বসলে। 'করে কর ঠেলব আশিসন বারব সেজ তেজি বইসব ঠামে।' চিত্র, ১৬০০। **বইশি** ক্রি বসে। 'সগরে রজনী বইশি গমাওল।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

বইশী [স বরশী] ক্রি সমবহন। 'সে তার বড়শিনীর বইশী।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪। **বরশী**

বউ [স বধূ] বি বধূ। 'হ্যা গো বউ কি করলি দেখে মন চটে।' ওত, ১৮৫৮।

বউকাঁচাকি [স বধুকচাকি] বি উৎসাহিত শাণ্ডি। বিদ্যা, ১৮৯১।

বউঠাকরন [বউ+স ঠাকর] বি বড়ো ভাইয়ের ঠা। 'বউঠাকরন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই।' রকীশ, ১৮৯৩।

বউঠাকুরানী [বউ+স ঠাকর] বি বড়ো ভাইয়ের ঠা। 'তাহার বউঠাকুরানীর বাসিনের নিচে "হরিনদের গুরুত্ব" ছিল।' রকীশ, ১৮৯৩।

বউঠান বি বড়ো ভাইয়ের ঠা। 'তোমার মত বউঠানকে যদি পড়াতে পেছম।' রকীশ, ১৯০০।

বউদি বি বড়ো ভাইয়ের ঠা। 'ভূমি আমার ... বউদি হবে।' নজরুল, ১৯২৬।

বউদিদি

বউদিদি বি বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'তাই না দেখে বউদিদিয়া বললে সেদিন হেসে।' নজরুল, ১৯২২; 'আর কাউকে দিয়ে না বউদিদি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বউ-বউ খোঁপা শিশুকালে হেলে ও মেরের মধ্যে বামী-স্ত্রী সাজে বেলা। 'সুব্বালালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউ-বউ খেলিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বউভাত বি বিবাহ-উত্তর ভোজ। 'ভাঁহাদের সৌহৃদের বিবাহে বউভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বউমহল [বউ+আ মহল] বি বউরা বৈশাখের থাকে। 'প্রতিদিন এই দুশোয়ারই রকমকের অপসরের বউমহলে।' বিমল, ১৯৫৩।

বউমা ১ বি ছোটো ভাইয়ের বউ। 'দুধি বলিল, তাহা হইলে বউমার কাঁ হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি ছেলের স্ত্রী (সোথাল)। 'রামলক্ষ্মী কহিলেন, বউমা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বউরাড়ি বি বিদ্যা: গালিবিষে। 'বউরাড়ি তোর সর্বনাশ হউক।' কেরি, ১৮০২।

বউরানী [বউ+রানী] বি (সখানার্থে) মনবৎ। 'কোনো কথাই তো চাপা হইল না বউরানী।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বউহারী বি বধু। 'সুনের বউহারী সুখী দুখী অফিলান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বউ-কথা-কণ্ড [কন্যা] বি পাণিবিশেষ। 'আজকে কেবল বউ-কথা-কণ্ড ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'বউকথাকণ্ড আর রান্না বউকণ্ডে।' জীবন, ১৯২২।

বউ কথা কহ বি পাণিবিশেষ। 'বউ কথা কহ আর সেলের কি হুসে বনশোভা যে সব পক্ষীর কলহের।' ভারত, ১৭৬০।

বউবানী বি এমন একধরনের লতা ও তার ফুল। 'পাত্রে বনের বউবানী, নাইক দেখার সোভ।' জসীম, ১৯২৯।

বউদি [স বউদি] ১ বি দিনের প্রথম বিক্রয়। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি শুভসূচনা। 'ভাঁর বউদিতৈ কাঁকি দিলে আমার অমঙ্গল হবে।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

বউ পালালো বি একপ্রকার সোকাঝ বেলা। 'মহামন্দে বউ পালালো বেলাহে।' নজরুল, ১৯৩০।

বউ পিঠা বি পিঠাবিশেষ। 'রান্নাই পিঠা, বউ পিঠা, আরও কত কি?' জসীম, ১৯৬০।

বউরঙ্গী [স বছরঙ্গী] বি বিভিন্ন সাজ ধারণ করে ভর দেখায় যে। 'আমি বাহ-জালুক নই - দিনায় বউরঙ্গী।' শরৎ, ১৯১৭।

বউঙ্গ [স বকুল] বি বকুল ফুল। 'বৌপাত উপর তোর বউঙ্গমাল দেবী।' বহু, ১৪৫০। ২ ব্রহ্মপুত্র।

বউঙ্গা [স বকুল] বি বকুল। 'গন্ধি বউঙ্গ পুষ্পের হার।' বহু, ১৪৫০।

বউঙ্গা [স মুকুল] বি আমের মঞ্জরী। 'চের গোড়া দিয়া রাখে ঝিঠা আমের বউঙ্গ।' বিজয়, ১৫৫০; 'আমের বউঙ্গ দিল শীতরাতে।' জীবন, ১৯৩২।

বউঙ্গি বি মুকুলাকৃতি কর্ণাঢ়ক বিশেষ। 'কানে উজ্জলি কনক বউঙ্গি পোড়িয়ে তোর মুকুল।' হুতুঙ্গ, ১৬০০।

বএ [স বয়স] বি বয়স। 'জোহেন অর্জুন দেখি শিশি অল্প বএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

বএলা [স বদীর্ঘ] বি বাঁধ; বলস। বিদ্যা, ১৮৯১।

বএষ [স বয়স] বি বয়স। 'এ বএষ দেখিয়া দিব বয়ে বসাইব অনতিম্র যাবে।' হুতুঙ্গ, ১৬০০। ২ বয়স।

বএষ [স বয়স] বি বয়স। 'নিখর তোর বএসে।' বহু, ১৪৫০।

বএক্রম [স বয়ক্রম] বি বয়স। 'কন্যা অবিবাহিত আছে কন্যাটির বওক্রমে সাড়ে চারি বছর।' ওর্গা, ১৭৮২।

বওরা [স বও] ১ ক্রি প্রবাহিত হওয়া। 'গর্ভবতী নারী চলে মন খাস বয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'ভক্তকণ জায় বয়্যা।' হুতুঙ্গ, ১৬০০। ৩ ক্রি বহন করা। 'রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না।' রবীন্দ্র, ১৯১০। বয়ে ক্রি বইবে; বহন করবে। 'তোরে পেটের তার কেটা বয়ে?' ওর্গা, ১৮৫৮। বওয়া ক্রি বয়ে। 'নিভ্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বওয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। বয় ক্রি প্রবাহিত হয়। 'গর্ভবতী নারী চলে মন খাস বয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। বয়ে ক্রি অতিক্রম হয়ে। 'এমন সাধের জনম বয়ে গেলে আর হবে না।' লালন, ১৮৯০। বয়্যা ক্রি বয়ে। 'ভক্তকণ জায় বয়্যা।' হুতুঙ্গ, ১৬০০। বয়ে ক্রি গড়িয়ে। 'বুক বয়ে পড়ে খারি অব্যাহার নরান।' মালিকরাম, ১৭৮১। বোবা ১ ক্রি অতিবাহিত হয়ে। 'নাই হইল দখি দুখ বোবা গেল বিকি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রি বসে। 'পুর পুজা কৈল বোবা।' রামায়ী, ১৭১০। বোয়া ক্রি বহন করে। 'কেহ কেহ জল বোবা আনে ভারে ভারে।' হুতুঙ্গ, ১৬০০। বোঝ ক্রি ব'য়ে যাক। 'কুলে বাও গোক - চোখে জল বোঝ শাখির।' নজরুল, ১৯৩৯।

বইয়ে দেওয়া ক্রি অতিবাহিত করা। 'তুমি সুন্দর্যকে দিয়ে বেলা বইয়ে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বয়েই গেল - তাতে কাঁ আসে যায়। 'হাসবে লোককে বয়েই গেল।' নজরুল, ১৯২৬।

বয়ে যাওয়া ১ ক্রি ক্ষতি না হওয়া। 'বা, এখন ব'লে দিলে বা - বয়ে গেল।' শরৎ, ১৯১৭। ২ ক্রি বয়ে যাওয়া। 'ঠাকুরগো একবোরে ব'য়ে গেছে।' শরৎ, ১৯১৭।

বোয়ে যাওয়া ১ ক্রি অতিবাহিত হওয়া। 'সম্প্রদানের সময় বোয়ে যায়।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রি ক্ষতিবৃদ্ধি না হওয়া। 'না থাকলো তো বোয়ে গেল কি।' হাইকেল, ১৮৬০।

বওয়াটে [স বাচাটা বিপ বাচাটে] 'আমার একটা বওয়াটে ভাত্রে পটিয়ে ছিল।' দিগ্বিজি, ১৮৮৯। ২ বাচাটে।

বওয়াটে বিপ বাচাটে। 'বওয়াটে হোড়ারা গ্রাম ভাঁটার জন্য বরকতাকে ঘিরে দাঁড়ালো।' হেতাম, ১৮৬১।

বংশে [স বি বাঁশ]। 'বংশ বাছাও গামে।' বহু, ১৪৫০।

বংশদণ্ড [স বি বাঁশের লাঠি]। 'মাহারাজা জেনেসের ছাল বাঁখিয়ার বংশদণ্ডের উপর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বংশদুর্গ [স বি বাঁশ দিয়ে তৈরি দুর্গ]। 'বিশ্রোষ্ঠী সৈন্যের মধ্যে দিশনত পরাত ইয়া বংশদুর্গে আত্মর মহল করিল।' কাকদ, ১৮৮১।

বংশশোচন [স বি বাঁশের অভ্যন্তরে উপস্থিত সর্বত্র ভাতীর তর, বা শুষ্ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়]। 'কর্মিত্তে বংশশোচন জন্মাতো লাগলো।' হেতাম, ১৮৬১।

বংশে [স বি কুল]। 'হেন বংশে খুদা ছাড়ি কৈলে অসীকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বংশ কেয়রাল ইকন পতবাল।' হুতুঙ্গ, ১৬০০।

বংশে উদ্ধার হওয়া ক্রি গোষ্ঠী তুলে বলা দেওয়া। 'শিয়ালের বংশ উদ্ধার হয় গালিশালাজে।' শওকত, ১৯৫৮।

বংশকাহিনী [স বংশ+কাহিনী] বি বংশের ইতিহাস। 'মারে মারে অতীতের বংশকাহিনীর কথকতার মত হয়।' শৃঙ্খত, ১৯৫৮।

বংশপশ [স] বি বংশের সকল। 'নবীর বনিতা আদি যথ বংশপশ।' বাক্যম, ১৬৫০।

বংশগত [স] বিণ পুরুষপুরুষের দ্বারা। 'চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের তিন পুরুষের বংশগত বিদ্যা।' তারার, ১৯৪২।

বংশগতবৃত্তি [স] বি বংশগতগুণের অনুসৃত গুণ। 'আমাদের কুলবিদ্যা, বংশগতবৃত্তি।' হাসান, ১৯৬৭।

বংশগৌরব [স] বি বংশের মর্যাদা। 'টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন।' হুতাম, ১৮৩১।

বংশচরিত [স] বি বংশের ইতিহাস। 'ধারাবাহিক বংশচরিত রাজতরঙ্গিনী নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বংশজ [স] ১ বিণ শুক্লতুণ্ডক। 'মানেএম, ১৭৪৩। ২ বিণ বংশে জাত। 'কর্মিরের ভয়েতেছে পুণ্ড্র-পার্শ্বজাত নদের বংশজ বিশারদ অবধি ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি কুলজাত কুলীন। 'বিবাহ সপতি হয় না তাহার নিজে বংশজ।' নর্দপ, ১৮২২।

বংশজাত [স] বিণ বংশে জন্মগ্রহণকারী। 'সম্ভববংশজাত বিশারদ ... তাঁহার মন্ত্রী রাজকীয় ব্যবসার লোককে আত্মদাস করিয়া আপনি রাজা হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বংশতালিকা [স] বি পুরুষপুরুষের কোনো বংশে জাত ব্যক্তিদের নামের তালিকা; বংশপরিচয়। 'মুহিবামারির বা হাতবেহাতির মোহর থাকতে পারে, কিন্তু সেই বংশতালিকা।' মাহেদুন, ১৯৪৯।

বংশধর [স] ১ বি পুরুষজন। 'তোমার পাইয়া বর হয় যদি বংশধর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সন্তান-সন্ততি। 'তার জন্য বংশধরকে অন্যভাবে মেরে টাকা রোজগার করছে।' গিরিশ, ১৮৮৮।

বংশধরমণ্ডলী [স] বি সন্তানসন্ততি। 'চোখ-না-মোটা কুকুর ফাঁসির মত কাশো কাশো বংশধরমণ্ডলী।' হাসান, ১৯৬৮।

বংশধারা [স] ১ বি বংশ পরম্পরা। 'কাগাইব মোর শায়ীর বংশধারা।' জঙ্গীম, ১৯৩০। ২ বি বংশ পরম্পরা চলা নিরম। 'বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আবাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল।' তারার, ১৯৪২।

বংশদান [স] বি বংশের সম্মান-সম্বন্ধিত মৃত্যুতে বংশের বিলোপ। 'ব্রহ্মশাপে সপরের বংশদান হলে।' রূপরাম, ১৭৫০।

বংশদানক [স] বিণ বংশ ধ্বংসকারী। 'তারে এই প্রাণসংহারক, বংশদানক সম্বন্ধ হতে নিবৃত্ত করবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা কর।' মাইকেল, ১৮৭৩।

বংশদানশিল্পী [স] বিণ দ্বী নিম্ন বংশের বিনাশকারী। 'ত'ন ওলো হু বংশদানশিল্পী।' ক্ষয়ব্রহ্মণ্য, ১৮৭৬। 'লোকে তাহাকে বংশদানশিল্পী কন্য। বিনীত অভিহিত করে।' তারার, ১৯৪০।

বংশনিদান [স] বি বংশের উৎস। 'এই বংশনিদান নিশানাথকে কিলিঙ্গলান খলিল করে ...।' মাইকেল, ১৮৭৬।

বংশপরম্পরা [স] বি বংশধরদের ধারাবাহিকতা। 'পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা বিকৃত হইলে ...।' রামমায়াজল, ১৮৫৪।

বংশপরম্পরাক্রম [স] বি বংশানুক্রম। 'বংশপরম্পরাক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রবহমান আছে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বংশ পরিচয় [স] বি বংশের পরিচয়। 'ওগী, ১৭৮৫।

বংশ-শিত [স] বি বংশের বাদ্যভাষ্য। 'ও মা, বংশ-শিত শ্রবণে করে, কত হেসে খেসে খানো।' ওগ, ১৮৫৮।

বংশশ্রীপ [স] বি বংশের ধারা। 'চিমটিমে বংশশ্রীপ পায়েকস্বাকারে ক্লাসিয়ে রেখে কেউ কেউ ...।' মাহেদুন, ১৯৪৯।

বংশবাটিকা [স] বি গৈতুক বাড়ি। 'মুখিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছে।' কনকপ, ১৯৩৮।

বংশ বিচ্ছেদ [স] বি বংশের মধ্যে বিভেদ। 'মুখিটিরসেবের অধ্বন ২৮ পুরুষে বংশ বিচ্ছেদ হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বংশবৃদ্ধি [স] বি বংশের সম্মান-সম্বন্ধিত সংখ্যা বৃদ্ধি। 'অযথা বংশবৃদ্ধি ও কুসাবৃদ্ধি হইলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বংশমর্যাদা, **বংশমর্যাদা** [স] বি আভিজাত্য। 'বংশমর্যাদা ও কৃত্রিম উপাধি থাকতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্ধিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'কলেজে পাল নেওয়া আমার বংশমর্যাদার খনিজনক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বংশরক্ষা [স] বি সম্মান জন্য দিগে বংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। 'হাতেতে বংশরক্ষা হয় তাহা ...।' নর্দপ, ১৮২৫। 'জীবনসময়, প্রাকৃতিক নির্বাণ, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরক্ষার বড়ো বড়ো ব্যাপার সংগেই চলিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বংশশোণ [স] বি বংশের বিলুপ্তি সাধন। 'হেসে মারে, বংশশোণ করছে।' মিসির, ১৮৮৯।

বংশশিল্প [স] বি কুলশিল্প। 'ফাঁসির রাজবংশের বংশশিল্প ...।' মাহেদুন, ১৯৫৬।

বংশানুক্রমিক [স] বিণ বংশপরম্পরাগত। 'ইন্দ্র তারের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ রামেশ্বর চক্রবর্তী।' তারার, ১৯৪০।

বংশানুশ [স] বিণ বংশানুক্রমিক। 'বংশানুশ পীড়নের অথচ তলে/একদা বিতর্ক হয়ে দাসত্ব পুঙ্খল।' সিংহানন্দার, ১৯৪২।

বংশাবলি, **বংশাবলী** [স] ১ বি বংশপরম্পরা; বংশানুক্রম। 'তাহাতেই আমার বংশাবলি প্রতিপালন হইয়া আসিতেছে।' নর্দপ, ১৮৩১। ২ বি বংশ-তালিকা। 'বঙ্গালী রেজেটরীতে তাঁর বংশাবলী রেজেটরী হয়ে আছে।' হুতাম, ১৮৬১। ৩ বি বংশপরম্পরা। 'মৃত্যুর পরেও তার বংশাবলী সুন্দরপুরের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।' মগারক, ১৮৯০। ৪ বি বংশবিস্তার। 'বংশাবলীর ভিত্তির দিগে এই দেহরক্ষা একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বংশাবলিক্রম [স] বি বংশপরম্পরা। 'বংশাবলিক্রমে কেনল পূর্ববর্তীদিগের উপর দায়া বুলাইয়া চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বংশীয় [স] বিণ বংশজাত। 'এই উত্তর বংশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ ... পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বংশে বংশে ক্রিণ বংশানুক্রমে। 'পূজা করি একটিতে বংশে বংশে মুক্তিকা-শব্দর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বংশে বাড়ি দেওয়া ক্রি বংশধরগণে বংশ বাড়িয়ে রাখা। 'তোমার বংশ বাড়ি দেওয়ার কেউ থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বংশোদ্ভব [স] বিণ বংশে জাত বা উৎপন্ন। 'অল্প বংশোদ্ভব এতাবত মান্য।' নর্দপ, ১৮২২।

বংশোদ্ভূত [স] বিণ বংশজাত। 'জার্মান বংশোদ্ভূত।' আজাদ, ১৯৪৬।

বংশ্য [স] ১ বিণ বংশজাত। 'কালীনাথ বাবু কোন প্রতাপাদিত্যের বংশ্য তাহা প্রকাশ হয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি গোষ্ঠী। 'তাঁহারদের

বংশের অত্যন্ত অপকার।' দর্শন, ১৮৩০।

বংশী [সি] বি বংশি। 'কুরু বংশ বংশী ভাসে চলে রামদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'কোলে ক্যার রাখারে বংশীতে গীত গান।' রঙ্গরায়, ১৭৫০।

বংশীধারী [সি] ১ বি কৃষ্ণ। 'রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা বংশীধারী।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি বংশি বাজায়ে। 'কোন বংশীধারী নিরুদ্বে আনলে বারি।' নজরুল, ১৯২২। ৩ সিল বংশি বাজায় এমন। 'এলে শ্যাম বংশীধারী/ গোপনের গোপ-ঝিয়ারি।' নজরুল, ১৯২৮।

বংশীধনি [সি] ১ বি বংশির সুর। 'বংশীধনি শুনি ধনী - আকাশদুহিতা।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি বংশির শব্দ। 'দূর থেকে শোনা চিত্রময়ের বংশীধনি।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

বংশীনাদ [সি] বি বংশির সুর। 'বৃন্দাবন মাঠে হবে বংশীনাদ পুরে।' মাল্যধর, ১৫৭০।

বংশীনিনাদ [সি] বি বংশির শব্দ। 'তিনি আক্রমণের পূর্বে একটি বংশীনিনাদের সম্বন্ধে করিতে বলিয়ারিংলেন।' শওকত, ১৯৫৮।

বংশীবট [সি] ১ বি বৈষ্ণব জীববিশেষ। 'নন্দীঘর-বংশীবট-কালীদেহের ঘাট।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি যে বটগাছের নীচে বংশি বাজানো হয়। 'যারা দিত্য কেবল মেনু চরার বংশীবটের তলে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বংশীবাসক [সি] বি বংশি বাজার যে। 'বংশীবাসকের বিদ্যার-পদধনি আজও ভ্রমতে পাইনি।' নজরুল, ১৯২৬।

বংশীবানন [সি] বি বংশি বাজানোর কাজ। 'শ্যামের মৃতিতে নন্দকো'র বংশীবানন করিতেছে।' দর্শন, ১৯২১।

বংশী [সি] বি বাঁশ। বংশী মাঝা ক্রি বাঁশ দিয়ে পেঁটোনো। 'প্রেমের বংশী মারে কাহারে চাপড়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বংশে [সি] বংশে। বংশে। কুল। 'ব্রহ্ম বংশে উদ্ভিত করিব এই ধর্মের কলীন্দ্র, ১৬৮৯। ব্র বংশে।

বংশজ [সি] বংশজ। বংশ ভাগ্যে বংশের। 'হুমিত বংশজ রাজা রূপতে যোগেশ।' মাল্যধর, ১৫০০।

বংশরক্তা [সি] বংশরক্ত। বংশ বংশের কাছ হয় এমন। 'বংশরক্তা একপুত্র আছে তোমার ঘরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বংশি [সি] বংশী। বি বাঁশ। 'কদম্বের তলে জবে বংশি নাদ দিল।' মাল্যধর, ১৫০০। ব্র বংশী।

বংশিনাদ [সি] বংশীনাদ। বি বংশির শব্দ। 'বৃন্দাবন মাঠে জবে বংশিনাদ করে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বৈঠি [সি] বিকল্পত। বি এক রকম উকিঠি। 'বাসের রত্ন ফল বা তার গাছ। 'সেইতো পূরের মাঝে বিকাল বৈঠি গাছে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

বৈটি, **বৈটী** [সি] বি তরকারি, মাছ ইত্যাদি কাটার অবশিষ্টাংশ। 'সুবর্ণের বৈটি দিয়া তার পেট চরে।' কেতক, ১৬৫০। 'বৈটি আছে গলার দাগ।' গিরিশ, ১৮৮৯। 'সোলাসি কলের মতো সিন', 'তাকে রাষ্ট্র টুকরো করে শানিত বৈটিতে।' শক্তি, ১৯০০।

বৈড়শি [সি] বৈড়শী। বি মাছ ধরার সোহার বক্রাকৃতির উপকরণ। 'আশে পাশে ফেলিয়াছে বৈড়শির শক্তি।' কেতক, ১৬৫০। ব্র বৈড়শি।

বৈড়শিশাখা [সি] বৈড়শি। 'অধিকাংশ বিদ্যাই বৈড়শিশাখা মাছের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বৈদে বি বড়ি আকৃতির মিঠাবিশেষ। 'ওহে সুন্দরও লাউচিড়ি আর বৈদে দিও।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বৈদু [সি] বন্ধু। বি বন্ধু। 'কহিও বৈদুরে মতি কহিও বৈদুরে।' চিত্রকী, ১৬০০।

বৈদুয়া বি প্রণয়ী। 'আমার বৈদুয়া আন বাড়ী যায়।' চিত্রকী, ১৬০০।

বৈরাণী [সি] বৈরাণী। বি বর্ণা। 'এক দল গোয়া ... দরওয়ানকে বৈরাণী বিনে গিয়েছে।' হুতোয়, ১৮৬১। ব্র বর্ণা।

বক [সি] ১ বি পৌরাণিক গ্রন্থসমিশ্র। 'মাসক বক বির বিনিত সংসারে।' মাল্যধর, ১৫০০। 'কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সঙ্গে হয় বক।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সাদা রঙের লম্বা গলাওয়ালা পানিবিশেষ। 'শীতাবের ভক্তিহুতি মুক্তামালা বকপাতি/ নবাবুধি বিনি শ্যামতনু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বক্খী [সি] বিন বকের ন্যায় বৈরাণীশিষ্ট। উন্মীয়া। 'দর্পকেরা কৌতুহলে বক্খীই হইয়া ... চাহিয়া রহিল।' মনসুর, ১৯৪০।

বক্খার্মিক [সি] ১ বিন বকের মতো ধার্মিকতার ভান করে এমন। 'সুন্দা, ১৯০৬। 'বক হোয়ার্মির নীচ ব্যবহার শুণ বক্খার্মিক আর বিভাল-তপসী দমেরে মথোই।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি কপট ধার্মিক। 'বেসব বক্খার্মিক তাঁকে মারবার জন্য হই-হই-রই-রই করে ছুটছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

বকবুধ, **বকবুধি** [সি] বিন ভণ্ড ও ধূর্ত। 'মনুষ্যের মধ্যে বকবুধ আশ্রয় লবাহকে শোভা পায়।' রামমোহন, ১৮১৭।

বক্খ্যানে [সি] বি কপটধান। 'বক্খ্যানে আছে খোড়াতোর।' মুহুদ্র, ১৬০০।

বক্খপাতি [সি] বকপাতি। বি বকের সারি। 'শীতাবের ভক্তিহুতি মুক্তামালা বকপাতি/ নবাবুধি বিনি শ্যামতনু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বক্খবুধি [সি] বি ভণ্ডমি। 'এক গায়ে দাঁড়াইয়া সমাজ বক্খবুধি করিতে গায়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বকরেখি [সি] বক-রেখা। বিন বকের গলার মতো। 'গলাছিনা ডাঁসা আঁধি বাকনা বকরেখি নানাবর্ণে শইল পায়াই।' মুহুদ্র, ১৬০০।

বকা ধার্মিক, বকা ধার্মিক [সি] বিন ভণ্ড। 'প্রতিমের দু পায়ে বকা ধার্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবের সহ বড় চমকেরা হয়েছে।' হুতোয়, ১৮৬৬।

বক [সি] বি বক ফুল। 'কদম বুরতি বক করবী।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

বক [আ ওয়াক্ত] বি বেদা। 'তাঁরা নাকি পাঁচ বক নামাজ গড়ত।' মুক্ততা, ১৯৫২।

বকতিতা [সি] বক্কা। বি বায়ালতা। 'বকতিতা না কইয়া রূপান্ত গোমলটা সাইরা আস।' মনসুর, ১৯৫০। ব্র বক্কা।

বকন [সি] বকনা। বি বেশি কথা বলা। ওয়ালী, ১৭৮৫।

বকনা [সি] বকনবী। বি অল্পবয়স্ক গাভী। 'হালিয়া বলদ নামডা গর বাহুর বকনা ...।' মুহুদ্রাঙ্গ, ১৮১০।

বকন-ছা বি বকনা বাহুর। 'সাবাস যেটি বকন-ছা/ কলাঘোচর ফড়ি বা।' নজরুল, ১৯০৩।

বকবক [ধন্য] বি বায়ালতা। 'কোলা বকবক কহো কেন?' গিরিশ, ১৮৮৯। 'হাসানের বকবকের চোটে।' বিষ্ণুটি, ১৯০১।

বকবক করন বি বায়ালতা করা। ওয়ালী, ১৭৮৫।

বকবক করা ক্রি অনর্থক বকা। 'সমস্তক কেবল বকবক করছি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বকবকানি বি বাচালতা। 'তোর বকবকানি থামা তো রে একটু!' বৃদ্ধ, ১৯৪৯; 'উন্মাদের বাজের বকবকানিতে মাঝে-মাঝে অনেক গুঁড়ির সড়া হয় উচ্চারিত।' পায়সুর, ১৯৬৮।

বকবকানো কি এক নাশাড়ে কথা বলা। 'ঘটক তখনো বকবকিয়ে যায়।' সৈলিন্দ, ১৯৫৫।

বকর-বকর কথা [ধন্য] বকর-বকর+করা। ক্রি অর্নগল কথা বলা। 'তুই যখন অনবরত বকর-বকর করে ... বকে যেতিস।' নজরুল, ১৯২৭।

বক-বক-বকম [ধন্য] বি পায়রার ডাক। 'পায়রা জমায় সভা বক-বক-বকমে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বকবকম [ধন্য] বি কতুতরের ডাক। 'পায়রাদের বকবকম মিইয়ে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'পায়রারা বকবকম ওজন তোলে।' তারা, ১৯২৯।

বকম বকম [ধন্য] বি শায়রার ডাক। 'পায়রা বকম বকম করিয়া ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বকম [হি] বি এক প্রকার গাছ বা তার কাঠ। 'বস্ত্রে রস করিবার জন্য যে কস প্রভৃত হয় তাহার মধ্যে প্রধান আউচ, বকম প্রভৃতি কাঠ।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বকম [বি] বি ফুলবিশেষ। 'বকম ফুলের গাছগুলি দেখতে পাছে।' নজরুল, ১৯২৪।

বক মজলিন [আ] বি এক প্রকার মসলিন। 'বক মজলিন ও শেকনেট মজলিন ও মদলম ... ইত্যাদি নানা রবীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বকরা [আ বকিয়া] বিণ বকোয়া; পাণ্ডাও রয়েছে এমন। 'এ কাপড় আইল হাল বকরা দুই সনের ...' ওর্গ, ১৭৭৯।

বকর বিণ ক্ষুদ্রাকৃতি। মানেএল, ১৭৪০।

বকর ঈদ [আ বকরাহ-ঈদ] বি মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদুল আজহা, যখন কোরবানি দেওয়া হয়। 'এছলামের জুম্মা জামায়াত, ঈদ, বকর ঈদ এবং হজ ও ওমরার প্রাণবন্ত হইতেছে ইহাই।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

বকরাঈদ [আ বকরাহ-ঈদ] বি ঈদুল আজহা। 'আমরা বকরাঈদের নামাজ পড়তে গেলাম।' হাই, ১৯৫৮।

বকরাম [হি buckram] বি শক্ত ও মোটা কাপড়বিশেষ, যা দিয়ে বস্ত্রেতে দৃঢ় করা হয় এবং বই বাঁধাই করা হয়। ওর্গ, ১৭৮৫।

বকরা [ফা বখরা] বি ভগাভালি। 'আর কারো সাথে বকরা করে থাকো।' মণীশ, ১৯৫৭।

বকরি, বকরী [আ] বি স্ত্রী ছাগল। 'বকরি জ্বাই জখা মোটাকে সেই মাথা।' মুকন্দ, ১৬০০; 'খাসী বকরী দুখা আর উঠি যে প্রধান।' সুলতান, ১৭০০।

বকরির পশম বি ছাগলের শোম দিয়ে তৈরি পশম; কাশ্মের। কালিদাস, ১৭৪৪।

বকরীছানা বি ছাগলছানা। 'এখন ইচ্ছামত বকরীছানাকে আদর করা চলে।' শওকত, ১৯৫৮।

বকরিদ, বকরীদ [আ বকরাহ-ঈদ] বি মুসলমানদের উৎসব ঈদুল আজহা, যখন কোরবানি দেওয়া হয়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তারা নাহে প্রবঞ্চক গরু যারা কাটে বকরিদে।' সত্যেন্দ্র, ১৯৬৬; 'এইখানে ঈদ-বকরীদে নামাজ পড়িতে আসে।' ইমদাদুল, ১৯২০; 'মুসলমানে

বলো, করো বকরিদ।' নজরুল, ১৯৩১; 'শহীদানের ঈদ এল বকরীদ।' নজরুল, ১৯৪১।

বকলম [আ] বি শিখতে অক্ষম এমন ব্যক্তির পক্ষে যে লেখে বা সই করে। 'প্রায় বকলমে কাজ চলে।' মীনবন্তু, ১৮৭২।

বকলস, বকলশ [হি] বি বেষ্ট, জুতার ফিটা ইত্যাদি আটকানোর খিল। 'বোতাম-বকলসের অধীনতা ... কায়ক্রেপে সহ্য করা যেত।' প্রমথ, ১৯০৫; 'কলপোলি বকলস দেওয়া বার্নিশ জুতো।' অবল, ১৯২৭।

বকলশ-জাঁটা বিণ গলায় বেষ্ট পরানো ও তার সঙ্গে রজ্জু বাঁধা। 'বকলশ-জাঁটা কুকুরের মতো ঘুরেছি তার পিছনে।' বৃদ্ধ, ১৯৭১।

বকলিশ [ফা] বি সততা অথবা পরিশ্রমের জন্য পুরস্কার। 'মনে করিতেছ সাধুরা জ্ঞান বকলিশ পাইবে?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বকলিশ [ফা বখলীশ] বি পুরস্কার। 'মধু খাতে বকলিশ পায়্যাছে হীরা কলি।' রূপায়ম, ১৭৫০।

বকলীশ [ফা বখলীশ] বি পুরস্কার। 'ম্যুনিসিপ্যালিটি থেকে বকলীশ মিলবে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বকলিস [ফা বখলীশ] বি পুরস্কার। 'জে খবর দিবেক সে বুঝ বকলিস পাইবেন।' ক্যালসে, ১৮০০; 'মোদের বকলিস দেও।' প্যাট্রী, ১৮৫৪।

বকলিস টকলিস [ফা বখলীশ] বি পুরস্কারাদি। 'বকলিস টকলিস দাও আউচার যাই।' মীনবন্তু, ১৮৬৭।

বকলিশ [ফা বখলীশ] ১ বি বাজালি বংশনাম-বিশেষ। সেব্রি, ১৮৪০। ২ বি রাজনা আদায়কারী কর্মচারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

বকা [স বক] ১ ক্রি বলা। 'উন্নত প্রশাসের শায়া কতকগুলিন বকিরাছেন।' দর্পণ, ১৮৩১; 'আমি তবে কেন বকি সবস্ত্র প্রশাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ ক্রি ধমক দেওয়া। 'আমার হয়ে বকে দিয়ে ওকে।' নজরুল, ১৯২৫।

বকাথকা ১ বি গলামন্দ। 'তাহার পিতা ব্রীতিমত বকাথকা করিয়া ... কলিকাতার পাঠাইয়া দিলেন।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বি গলাবাঁজি। 'অমিত মিত্রক মানুধ ... সবদাই নিজে বকা-বকা করা অভ্যাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বকাথকি ১ বি গলাবাঁজি; বকাথকা। 'মিছামিছি বকাথকি না করিয়া লিখা পড়াই করিব।' গৌর, ১৮২২। ২ বি ডাকাডাকি। 'দলে দলে চবাচবী করে সারাদিন বকাথকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বকা ক্রি অধঃপাতে যাওয়া। 'ফিল্পে যোগ দেওয়া মানেই একেবারে বকে যাওয়া।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

বকে যাওয়া ক্রি অধঃপাতে বা উচ্ছ্রেণে যাওয়া। 'ফিল্পে যোগ দেওয়া মানেই একেবারে বকে যাওয়া।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

বকাইন বি গাছবিশেষ। 'বকাইন গাছের ডলায়।' বিভূতি, ১৯৩৮।

বকাও প্রত্যশা [স] - অবতার প্রত্যশা। 'এই যে তোমার বকাও প্রত্যশা ইহজন্মে তাহা ত্যাগ কর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বকানো ক্রি ঘামানো। 'বীরা পূর্ণ-পাকিমের ভেলাভেদে নিয়ে মাথা বকান।' প্রমথ, ১৯২৭।

বকায়া [আ] বিণ বকোয়া। 'নাগায়েদ ফিবলেণ গল সনের ও বকায়া বাকী ...' তর্জি, ১৯১২।

বকার [স] বি 'ব' বর্ণ। 'অঙ্গসংখ্যা ও সাংকেতিক শব্দ ও জকার ও বকার ও গকার ও বকার ভেদ ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' দর্পণ,

বকাল [আ] ১ বি মসলাবিশেষ। 'কেহ সোন বেচে কেহ বেচএ বকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত গাছাছড়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

বকুনি [স বকু] ১ বি অনর্গল কথা বলা। 'একময় বকুনির সুখ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি ভর্ৎসনা। 'বকুনির বিড় বিড় গেছে যেয়ে-থুয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বকুল [স] বি বকুল ফুলের গাছ ও তার ফুল। 'বকুলতলাত চাহা।' বড়ু, ১৪৫০।

বকুলগন্ধ [স] বি বকুল ফুলের সুবাস। 'তরু কানন ডরে বকুলগন্ধে।' নজরুল, ১৯৩১।

বকুল-ঢাকা [স] বি বকুল ফুল দিয়ে ঢাকা; বকুল-বিছানো। 'বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বকুলতলা [স বকুল+তলা] বি বকুলগাছের তলা। 'বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন দুপুরে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বকুলফুল [স বকুল+ফুল] বি ফুলবিশেষ। 'সাজয়ে খোঁপা বকুলফুলে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

বকুলবন [স] বি বকুল গাছের বাগান। 'যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বকুল-বীথিকা [স] বি বকুল গাছের সারি। 'বকুল-বীথিকা মুকলান্তে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বকুলমালা [স বকুল+মালা] বি বকুলফুলে গাঁথা মালা। 'ভাবি একি হেল জালা, ছিড়িল বকুলমালা।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বকেবিগরি [স] বি শব্দভাণ্ডার। 'বাঙ্গলা ও ইসরেজী বকেবিগরি।' দর্পণ, ১৮৩০।

বকেয়া [আ বকিয়া] ১ বিণ বাকি; বাকি পাওনা। 'হাদ বকেয়া দুই-তিনর কাপড় লইয়া কলিকাতায় জাইব।' ওর্ডা, ১৭৮২। ২ বিণ দুর্মানো। 'কে! বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে?' গিরিল, ১৮৮৯।

বকো [স বক] বি বক পাখি। 'হংসমধ্যে বকো যথা।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ১ বক।

বকৌলি [কা] বি সুগন্ধি ফুলবিশেষ। 'পোলে-বকৌলির দেশে মেরু-পরিছানো মিশে গেল হাওয়া-পরি।' নজরুল, ১৯২৫। 'দু-তীরে লগাট হানি ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি নীল দরিয়ার পানি।' নজরুল, ১৯২৮।

বক [স] বিণ বোকা। 'আপনি ভিন্ন আর সকলেই বক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বক্তেশ্বর [স] বিণ বোকা; নির্বোধ। 'সকল বক্তেশ্বর এক্রূপ অনুমান করেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বক্ত [কা বক্ত] বি ভাষ্য। 'কেবল তত্ত্বের বক্তে বাঁচিলা তোমরা।' ভারত, ১৭৬০।

বক্তার বি সৌভাগ্য। মানোএশ, ১৭৪৩।

বক্তারিয়া বিণ সৌভাগ্যবান। মানোএশ, ১৭৪৩।

বক্তব্য [স] বি প্রস্তাব। 'এ বিষয়ে আমাদের যথা বক্তব্য আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বক্তা [স] ১ বিণ কথক; কথা বলে এমন। 'মনুষ্যে রচিবে নারে এঁহে গ্রন্থ ধন্য/ বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা তৈতন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ভাষণদানকারী। 'অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক দার্শনিক কবি

নাট্যকার বক্তা ও অন্যান্য নানা বিষয়ক গ্রন্থকারী উদিত হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বি কথা বলে যে। 'খ্রিষ্টপাতক হিয়ার হিয়ার শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বক্তিম্বা [স বক্তা] বি বক্তা (ব্যসার্থে)। 'বক্তিম্বা খেড়ে আমার বিদ্যা জাহির করি।' নজরুল, ১৯২৪।

বক্তিম্বে বি বক্তা। 'টীকে করেন, ব্যাখ্যা করেন, জেকে ওঠে বক্তিম্বে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বক্তৃত্তা [স] ১ বি কথাবার্তা। 'কেহ বলে বাবুর কিবা পাতিয়া কি বক্তৃত্তার তাৎপর্য।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি ভাষণ। 'এ সভাতে কিছু দিন পূর্বে যেহ বক্তৃত্তা ইয়াছিল ...।' দর্পণ, ১৮৩০; 'তিনি ... অধিক সম্যক ভাষায় সত্প্রণালী সহিত সিদ্ধিতে এবং বক্তৃত্তা করিতে পারিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বি বিস্তারিত বক্তব্য রাখা। 'এ বিষয়ে বক্তৃত্তা দেওয়া যথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বক্তৃত্তাকার [স] বি ভাষণদানকারী। 'দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্টি হোক বক্তৃত্তাকারের গলা-সাখবার জন্য হানি।' প্রমথ, ১৯১৪।

বক্তৃত্তাপুর্ন [স] বি বক্তৃত্তা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত রুক্ষ। 'সুস্থহ বক্তৃত্তাপুর্ন নির্মিত হইয়াছে।' জগদীশ, ১৯১৭।

বক্তৃত্তামাধণ [স] বি বক্তৃত্তার শুরু। 'বক্তৃত্তামাধোই শত শত বিশ্বাসীর পাশাপাশি মন গলিয়া মোমে পরিণত হয়।' মশাররফ, ১৯০৮।

বক্তৃত্তামঞ্চ [স] বি যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃত্তা দেওয়া হয়। 'এবার হইতে বক্তৃত্তামঞ্চে বাণমুখে পার্লামেন্টের মেম্বর নির্বাচিত না হইয়া, ময়ূরমুখে ঘনমুখে সভা স্থির হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'এই বক্তৃত্তামঞ্চে হইতে আমি পুনরায় দৃঢ়তার সহিত জানাইতে চাই।' বাজাল, ১৯৪১।

বক্তৃত্তাশক্তি [স] বি বাগ্মিত্য। 'সুবিখ্যাত বক্তার বক্তৃত্তাশক্তি গোপ পাইতেছে।' মশাররফ, ১৯০৮; 'ভারা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আমরা করি বক্তৃত্তা শক্তিতে।' প্রমথ, ১৯২০।

বক্তৃত্তাশ্রাভ [স] বিণ বক্তৃত্তা দান করে ত্রাস্ত। 'তরুতাড়িত চিন্তাশ্রাভ বক্তৃত্তাশ্রাভ মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বক্তৃত্তাসভার [স] বি যে সভায় বক্তৃত্তা প্রদান করা হয়। 'এক বক্তৃত্তাসভায় সভায় নিজেই এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল।' সুকান্ত, ১৯৪২।

বক্ত্র [স] বি মুখ। 'অসীমা জ্ঞান ও অপ্রমিত বক্ত্র হইলে কিঞ্চিত্ত বহিতে পারিবা।' রায়রায়, ১৮০২।

বক্ত্র [স] বিণ বাকী। 'বক্ত্রতত্ত্ব ভৈরব প্রত্যক রূপ যাহে।' ভারত, ১৭৬০; 'উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্ত্র ও গীতাজনক সুন্দরবন দিয়া একদা দিবসপথ্যন্ত গমন না করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

বক্ত্রগতি [স] বি বাকী গতি; যে গতি সোজা নয়। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরেখাক্রমে প্রধাবিত হইয়া থাকে, বক্ত্রগতিতে ধাবন করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বক্ত্রগতিতে ক্রিণিয যোরালো পথে। 'বক্ত্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বক্ত্রগামিনী [স] বিণ স্ত্রী আঁকাবাকা পথে চলে এমন। 'সমুখে নীলসিলবাহিনী বক্ত্রগামিনী ডলিনী।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বক্ত্রতা [স] ১ বি বাক। 'নদের মধ্যেহ যোধান বক্ত্রতা আছে।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি বাকী মনোভাব। 'জমিদারের করবুজি প্রস্তাবে বক্ত্রতা প্রদর্শন।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ৩ বি অসরলতা। 'অতি ধীরে

বকুতার এবং বকুখেতা অতি যত্নে গোলাড়ে পরিণত হইয়াছে।' গ্রন্থ, ১৮৯৮।

বকুভুত [স] বিণ বাক্যমুখ। 'বকুভুত ভৈরব প্রত্যক রূপ বাহ্যে।' ভাষ্য, ১৭৬০।

বকু-বধির [স] বিণ আঁকাবাঁকা ও শ্রবণহীন। 'মরণের আজ সর্গিল গতি বকু-বধির -' বৃক্কত, ১৯৪৮।

বকু-ব্যবহার [স] বি অসৌজন্য আচরণ। 'তথাপি সর্বদা বাম্য বকু-ব্যবহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বকু-ব্রোণা [স] বি বাকা রেখা। 'তাহা কশিত বকু-ব্রোণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বকু-শীর্ষ [স] বিণ অগ্রভাগ বাকা। 'দুটি অগ্র রক্তিম কোমল গায়ে বকু-শীর্ষ জ্বরিত চাঁচ পরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বকু হাসি বি বাকা হাসি। 'বরতর বকু হাসি শুন্যে বরাধিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বকু-শেষ [স] বি বাকা অংশ; বাক। 'নদীর বকু-শেষে ভল্ল ভল্লবেখা।' গদ্য, ১৯১৭।

বকু-রিত [স] বিণ বাকা করা হয়েছে এমন। 'সত্ত্ব দক্ষিণ চকুটিকে বুকিয়া বকু-রিত বাম চকুর দৃষ্টিকে বাম গুণ্ড্যগ্রাভে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।' বনমূল, ১৯০৬।

বকু-র্য [স] বি বাক্য; বাকা অর্থ। 'বাক্যের গিয়া অনেকগুলো হাতি কিনিল ও বকু-র্যের নয়, সত্য সত্যই হাতি পুছিল।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

বকু-ভুত হওয়া ক্রি বাকা হওয়া। 'বকু ভূতবে পজিত হইয়া একই রূপে বকু-ভুত হয়।' জ্ঞানপীঠ, ১৮৯৫।

বকু-ভোক্তা [স] ১ বি বিদ্রোহাত্মক কথা। 'দ্রোহোক্তি বকু-ভোক্তা নিশূণ্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি কাব্যের অলংকারবিশেষ। 'বকু ও বকু-ভোক্তা ও উপমা ও রূপক ও নির্দেশ প্রভৃতি অলংকারের উল্লেখ করা অসাধ্য হইবেক না।' দর্পণ, ১৮৩০।

বকু-ভোক্তা [স] বি অধঃপ্রান্তের হাসি। 'সেই বকু-ভোক্তা অননুক্রমীয়।' অজিতা, ১৯৫০।

বকু [স] বকরা] বি ভাগ। 'মাহের অন্বেক দাম না দিলে আমার চকতে সেরে না বসেলে, সুতরাং আমিও অন্বেক বকু গিতে রাজি হয়েছিলাম।' হস্তম, ১৮৬১।

বক্রি [আ বাকী] বিণ অবর্ণিত। 'বক্রি সেনারা রাজারা সৈন্যের সাথে মিলিয়া গেল।' রামায়ণ, ১৮০১।

বক্রিকর বি বক্রমা কর; অবাস্যায়ী বাজনা। 'তিনি বসন্তে যে বক্রিকর তাহা এ গোলাম ইহতে সরবরা ইহতে পারে।' রামায়ণ, ১৮০১।

বকু, বকু [স] বি বুক। 'মরকতপাট সন্মুখ বকু-হল।' বকু, ১৪৫০।

বকু-বকু [স] বি মনের গভীর। 'আমাদের বকু-বকু-হর প্রলিত হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'অকস্মাৎ প্রতিহততরোং ইগোজের সুগভীর বকু-বকু-হর হইতে ...' গ্রন্থ, ১৮৯৮।

বকু-পঞ্জর [স] বি বুকুর বাঁচ। 'নিম্মল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বকু-পঞ্জরে আঘাত করিত।' প্রভাত, ১৮৯৬।

বকু-পঞ্জর [স] বি বুকুর পাজর। 'আদি-পুরুষের বকু-পঞ্জর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।' বেগম, ১৯৪৭।

বকু-হুল [স] বি বুক। 'বকু-হুল অবধি ডলপেট পর্যন্ত একটা

থেলীর মত আছে।' দর্পণ, ১৮২০।

বকু-কবিতা [স] বি ছবিপাণি। 'জনমভীর বকু-কবিতা ধর ধর করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বকু-কৃত [স] বি বুকৃত যা। 'আছে অকল, আছে প্রীতি, আছে বকু-কৃত।' নজরুল, ১৯২৬।

বকু-করিত [স] বিণ বুক থেকে নিসৃত। 'এই হৃদয়-খায়া ... ধরিত্রীমাতার বকু-করিত কীরখারা।' ভাষ্য, ১৯৪২।

বকু-করিত [স] বিণ হৃদয় নিঃসারিত। 'অটল সাথকের বকু-করিত যজ্ঞ-হবিত এ সেবতুমি স্নিগ্ধ হবে না।' নজরুল, ১৯২৭।

বকুটি বি ফুলবিশেষ। 'লালারি বকুটি ছেঁতে বিদগড়ে বুক।' কলকল্লোয়া, ১৮৭৬।

বকু-দেশ [স] বি বুক। 'কোঁপে ওঠে বকু-দেশ।' মাহমুদ, ১৯৩০।

বকু-দোলা বি বুকুর কপন। 'কার লীলা আমার বকু-দোলার দোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বকু-পঞ্জর [স] বি বুকুর বাঁচ। 'সত্যাপ রুদ্ধ করি রাধিয়াছি এ বকু-পঞ্জরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বকু-পাট [স] বি বুকুর পাট। 'আনন্দ-উচ্ছলগরমাধু, সাহসিকিত্ব বকু-পাট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বকু-পাট [স] বি পড়ের মতো স্তন। 'বকু-পাটে উড়ে গেলো দূটির মূর্তি।' মাহমুদ, ১৯৩৬।

বকু-পরাণ [স] বি বুকুর ভিতরের রেণু। 'ভিজল বুঁড়ির বকু-পরাণ হিম-শিশিরের আমেজ গেয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

বকু-পাট [স] বি বকু-হুল। 'ভোর জুড়াই বাধা আমার ভাগ বকু-পাটে ঢাকি।' নজরুল, ১৯২৫।

বকু-বিহার [স] বি বুক প্রসারিত করা। 'এমন কোন শক্তি নাই যে, পানসা শক্তির সন্মুখে বকু-বিহারে পড়ায়মান হয়।' মণ্ডারক, ১৯০৮।

বকু-শা [স] বিণ বুক জড়িয়ে আছে এমন। 'ক্রন্দনশীবা পিসিমার বকু-শা হইয়া থাকিবার সময় ...' ময়িক, ১৯৩৭।

বকু-শা [স] বিণ বুকী বুকুর সঙ্গে সলগা। 'নিজেকে সে দেখিতে পাইল ...' ময়িক বকু-শা।' ময়িক, ১৯৩০।

বকু-শোণিত [স] বি বুকুর রক্ত। 'বকু-শোণিতে উঠেছে আমার কী হিটোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বকু-হুল [স] বি বুক। 'মরকতপাট সন্মুখ বকু-হল।' বকু, ১৪৫০।

বকু-হুল [স] বিণ বুকুর উপরে। 'কবল কল্যার বকু-হুলে রাখিও।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

বকু-শপন [স] বি বকু-শপন। 'হেলোহেলোর উত্তেজিত বকু-শপন পান্ডিত্য অনুভব করতে পালা কি?' হাসান, ১৯৬০।

বকু-শক্তি [স] বি দাঙ্কিত্য। 'এই হাস্যকর বকু-শক্তি আমাদের বসে ... একবারেই ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বকু-হার [স] বি গলার মলা। 'পরিজ্ঞাত ধ্যানের পরিল্লা বকু-হার।' কৃষ্ণায়ন, ১৯২০।

বকু-হুল [স] বি বকু-হুল। 'বি বকু-দেশ।' মেয়েটির উল্লসজি, কটিদেশ, বকু-হুল বিপন্ন।' হাসান, ১৯৬৭।

বকু-দেশ [স] বি অন্তর। 'আকাঙ্ক্ষারশি, নিঃসঙ্গান শূন্য

বন্ধদেশে নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বন্ধোন্মীড় [স] বি বন্ধরূপ নীড়। 'উঠে ডাকি মম বন্ধোন্মীড় থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বন্ধোপরিহু [স] বিপ বন্ধের উপর আছে এমন। 'নয়নজল গড়ুল বহিয়া বন্ধোপরিহু বসনে পড়িছেছে।' মৃণালরস, ১৯০৮।

বন্ধোবসন [স] বি গায়ের কাপড়। 'দীপখানি তব নিবু-নিবু করে পবনে - জননী, তাহারে করিয়া রক্তা আপন বন্ধোবসনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বন্ধোবাসী [স] বিপ অন্তরহঃ হৃদয়বাসী। 'তুই কি বাসিন ভালো আমার এ বন্ধোবাসী পরান-পঙ্কীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বন্ধমাণ [স] বিপ আলোচ্য। 'বন্ধমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্ভজ।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

বন্ধ [হি] বি নাট্যশালা, সিনেমা হল প্রভৃতি স্থানে কিছুসংখ্যক লোকের বসার জন্য ঘের দেওয়া আসন। 'বন্ধে বসলে নীচের লোকেরা হাঁস-হাঁসানির মত ঘাড় ঝুকিয়ে ... তাকায়।' জীবন, ১৯৪৮।

বন্ধ-আপিস [হি] বি নাট্যশালা ইত্যাদিতে টিকিট কেনার ঘর। 'কাজেই সে জিনিস তাঁদের দেখিয়ে বন্ধ-আপিস ভরবে কেন?' মুক্ততা, ১৯৪৯।

বন্ধি [হি] বি মুষ্টিযুদ্ধ। 'তাতে ফিজিকেল এক্সারসাইজ হয় বটে, বন্ধি নোবল আর্ট।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'বন্ধিও সে অত্যন্ত নিপুণ।' বিভূতি, ১৯০৭।

বন্ধিঃ রিং [হি] বি মুষ্টিযুদ্ধ খেলার মঞ্চের চারদিকের বেটী। 'টিভির বন্ধিঃ রিং ভেঙে তেড়ে আসে।' হোসেন, ১৯৬৯।

বন্ধিঃ [ফা বন্ধনী] বি বংশিশ। 'পঞ্চাশ টাকা বন্ধিঃ দিবেন।' ক্যালমে, ১৭৮৫। প্র বংশিশ

বন্ধিঃ [ফা বন্ধনী] বি উপহার; কাজের জন্যে পুরস্কার; প্রদানের বাইরে কিছু প্রদান। ওগা, ১৭৮২।

বন্ধী [ফা বন্ধনী] বি বেতন বটনকারী রাজ কর্মচারী। 'রায় বন্ধী মদনগোশাল মহামতি।' ভারত, ১৭৬০।

বন্ধত [আ বন্ধত] বি ভাষ্য। 'বন্ধতেরই সাধ দেখা।' নজরুল, ১৯২২।

বন্ধভোয়ার [ফা বন্ধভোয়ার] বি ভাগো দিন। মনোএল, ১৭৪৩।

বন্ধরা [ফি] বি ভাগ; অংশ। 'এক গাই বন্ধরায় কি হইবে?' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বন্ধরা করিয়া লইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বন্ধরাদার [ফা] বি অংশীদার। 'এইক্ষণে যে বন্ধরাদার হইতেছেন ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

বন্ধরা-বন্ধরা বি নির্দিষ্ট ভাগ বা এ ধরনের সুবিধা। 'বন্ধরা-বন্ধরাও দরকার নেই আমার।' কায়দার, ১৯৬২।

বন্ধরাবাটী বি বাড়ির অংশ। 'বন্ধরাবাটী ও বাগান তোমাকে পূর্ব দিয়াছি।' মের্স, ১৭৭৩।

বন্ধশর্ন [ফা বন্ধশর্ন] বি ক্ষমা। মনোএল, ১৭৪৩।

বন্ধশিতি [ফা বন্ধশর্ন] বি ক্ষমাকরণ। মনোএল, ১৭৪৩।

বংশিশ [ফা বংশীশ] বি পুরস্কার। 'চারি গজ বংশিশ দিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'বংশিশ দিতে অধীকার করায় তাহার দুটীমী করিয়া আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল।' রোকেয়া, ১৯২৪।

বংশিশি [ফা বংশীশ] বি বংশিশ। 'বংশিশি দিয়া সে টিপি

খোদাইতেই দেখিলেন এক প্রস্তরের মুণ্ড।' রামরাম, ১৮০১।

বংশীশ [ফা] বি বংশিশ। 'পাইলে জেয়েদে যদি বংশীশ লেখন।' গরীব, ১৭৬৫।

বংশী [ফা] বি বংশি; বেতন বটনকারী রাজকর্মচারী। 'আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর মুনশী বংশী বৈদ্য কানগোই কাজি।' ভারত, ১৭৬০।

বংশী' ক্রি সূক্ষ্মভাবে সোণাই করা। বশিয়ে দেওয়া ক্রি সূক্ষ্ম সোণাই করা। 'বশিয়ে দিতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

বংশী' বি ফালিল। 'পান খেয়ে ঠিক একটা বখার মতোই দেখাচ্ছে।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

বংশটে কিং কুসংসর্গে নষ্ট হয়েচে এমন। 'কলেজের সামনে কিছু সংখ্যক বংশটে তরুণ দলে দলে বিভক্ত হয়ে জটলা করে।' বেগম, ১৯৬৬; 'দলদল দালাল, বংশটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা।' শামসুর, ১৯৭২।

বংশাণী [স ব্যাখ্যান] ক্রি ব্যাখ্যা করা। 'সো কইসে আশম বেঁধে বংশাণী।' চর্চা ২৯, ১২০০।

বংশিল [আ] ১ কিং কৃপণ। 'উম্মিয়া একের নাম বড়ই বংশিল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ কিং অভ্যস্ত। 'বংশিল না হয় তায় অশিল ভরিয়া যায়।' গুণ, ১৮৫৮।

বংশেড়া [ফা বংশা] বি অংশ। 'এ কাজে কোন বংশেড়া রোয়েদাদ হয় শিখ মোকুম্বরকারকে বর লিখি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

বংশ' [স বন্ধ] বি বন্ধ ফল। 'কল্পয়ু তোর এ বংশেছ।' বড়, ১৪৫০। প্র বন্ধ

বংশী [স বন্ধ] বি লগা গলাওয়ালা মাছ-শিকারী সাদা পাখিবিশেষ। 'তুচ্ছ করিল যেন দেখি বংশের চোটে।' বিজয়, ১৭৫০; 'কর্তা কেমন বংশের মতো হাঁটছে দেখছি।' হাসান, ১৯৬০। প্র বন্ধ
বংশে বংশি ক্রি হাত ঝাঁকিয়ে বংশের গলা ও মুখের মতো করে বিদ্রুপ করা। 'দৌড়ে যা না! হাসি, ভুই বংশ দেখা না! নজরুল, ১৯২৬।

বংশি [স বন্ধ] বি বন্ধ জাতীয় পাখিবিশেষ। 'বংশি বিদ্রুপে চকোরকে।' মুহম্মদ, ১৬০০।

বংশনি [স বংশণ] বি মুখ-চঙড়া এমন পিতলের হাড়িবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বংশবগানি [ধন্যনা] বি অনর্থক অনর্গল কথা বলা। 'বংশবগানি করা তার অভ্যাস ছিল না।' জীবন, ১৯০২।

বংশল [ফা] বি বাহুমূলের নীচের অংশ। 'বগলে বেতন দুটি।' ভবানী, ১৮২৫; 'বগলে ছাতি নিয়ে হস হস করে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বংশলদাবা [ফা বংশল] বি বাহুমূলে চেপে ধরা। 'নাপিত অমনি ক্ষুর ভাঙ বংশলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল ...।' প্যাগ্লী, ১৮৫৮।

বংশল বাজানো ক্রি আনন্দ প্রকাশার্থে বগলে হাত দিয়ে শব্দ করা। 'কলতালি দেয় আর বংশল বাজায়।' ভবানী, ১৮২৫।

বংশল দাবা ক্রি আঘাতে আনা। 'হাজার মনের তর্ক বগলে দাবিয়া/ শাহী দরজায় মর্দ খাড়া হৈল গিয়া।' মনসুর, ১৯৪৩।

বংশলস [হি] বি ফিতা প্রকৃতি আটকানোর ফিল। 'পায়ে রূপার বংশলসওয়ালা ইংরাজী জুতা।' প্যাগ্লী, ১৮৫৮; 'নানা রকম বেশ - কালর কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপার বংশলস আঁটা সাইনিং

সেদর'। হুতাম, ১৮৬১।

বংশলগুয়ালা বিদ্য বিতা আটকারে বিলম্বিত। 'পারে রূপার
বংশলগুয়ালা ইংরাজী ছুতা।' গায়ী, ১৮৫৮।

বংশলগুয়ালা বি বি কুসুমের গলায় বাঁধা হয় এমন চামড়ার বন্ধনী।
'একটা বংশলগুয়ালা মালিক হাজা কুসুমের মত।' জীবন, ১৮৩২।

বংশলা বি বক। 'বংশলা প্রমাণ ঘাড়টি সরা'। নজরুল, ১৯২৬।

বংশলি, বংশী। 'হা বংশল'। 'তাহার জামার বংশলিতে একবানি
পদ্ম দেখিতে পাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'শাল রক্তের বংশী থেকে
চটি বিলি করে করে ...।' অবন, ১৯২৭।

বংশা শেতুন বি ঝাঁকি দেওয়া; ঠকানো। 'গুয়া', ১৮৭৫।

বংশাস [হি] বিন মিথ্যা। 'আমরবার (অমরক) ভিতরের জেব থেকে বংশাস
চিঠি বের করে।' মুক্তভাষা, ১৮৬৬।

বংশি, বংশী [হি] বি চার চাকারবিশিষ্ট হালকা ঘোড়ার গাড়ি। 'উড়ে গিয়া
কঁড়ে বসি বংশীর উপরে।' শুভ, ১৮৫৮; 'এক বানি বংশি, একটি শাল
গুয়োলা, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব ...।' হুতাম, ১৮৬১।

বংশীগাড়ী বি চার চাকারবিশিষ্ট হালকা ঘোড়ার গাড়ি। 'হল করিয়া
আনিয়া বংশীগাড়ীতে আরোহণ করাইল।' রত্নচন্দ্র, ১৮৩৩।

বংশি। 'স বক'। বিন বেকের গ্রীবার আকৃতিবিশিষ্ট। 'বংশি দা বি বেকের
গ্রীবার আকৃতির দা বিশেষ।' 'পঙ্কজ হাতে একথানা বংশি দা।' ভাষা,
১৮৪২।

বংশীলা বি বক। 'জেনে বেকের বংশীলা তার মন নিয়েছে কেড়ে।' জস্টম,
১৯২৭।

বংশল [স বহুগুণ] বি পিতলের মুখ-চওড়া হাড়িবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বংশলা [স বক] বি বক। 'মানেলা', ১৭৪৩।

বংশ [স] ১ বিন বাকা। 'উচ্চরে উজাড়ি মা সেহ রে বংশ'। 'বংশ', ১৮৩২,
১২০০। ২ বি বাকমান। 'দুই বাহুতে দিয়া শব্দ রক্তের মত বংশ'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বন্ধিম [স] বিন বাকা। 'মদ হাসে বন্ধিম কএ দরসএ।' বিদ্যাগতি,
১৪৬০; 'কখনে বন্ধিম চাহে' মনে আন নাহি ভায়ে' সমদ্রুতি ক্ষেপে
নিরীক্ষণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

বন্ধিমী [স বন্ধিম] ১ বিন বন্ধিমচন্দ্রের সেবার মতো সংকুচ-বহল।
'এদের মুখে বাংলা ভাষার বেরকম বন্ধিম তাতে এদের সঙ্গে বাঁচি
বন্ধিমী সুরে মধুরাশাল করতে গেলে ...।' রত্নচন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিন
বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুসৃত। 'বন্ধিমী সৌভাগ্য বন্ধিমের লেখা
বিষয়কে।' রত্নচন্দ্র, ১৯২৮।

বন্ধিমীমুগ্ধ বি বন্ধিমচন্দ্রের সময়কাল। 'বন্ধিমীমুগ্ধ এ মামলার বাদী
ও প্রতিবাদীরা বেশ স্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।' প্রবন্ধ,
১৯১৭।

বন্ধেমুগ্ধী [স] বি নদীবিশেষ। 'বন্ধেমুগ্ধী নামে নদী আছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

বন্ধ [স] ১ বি সুগোষ্ঠীবিশেষ। 'বন্ধে জায়া নিলেসি।' চর্চা ৩৯, ১২০০।
২ বি বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্ত নিয়ে গঠিত প্রাচীন
জনপদবিশেষ। 'অব বসতে ভ্রত বসে রাহা।' মালারথ, ১৫০০;
'মদুসহিতা রচনাকালে বস, উৎকল ও প্রাবিড় পর্যন্ত রোহে সেস
ছিল।' অক্ষয়, ১৮৭৭। ৩ বি বঙ্গদেশের ভাষা। 'বঙ্গভাষে যে জনকে
বোলএ পাগল।' বাহরাম, ১৬৫০; 'ভাষাতে ইংলিষ্টর ও বঙ্গ এবং
সংস্কৃত ভাষাতে উপকৃত মত ... উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।' অক্ষয়,
১৮৪০। ৪ বি ব্রিটিশ শাসন আমলের বাংলাভাষী প্রদেশ। 'আমাদের

এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ।' শুভ, ১৮৫৮।

বঙ্গ-উপসাগর [স] বি বঙ্গদেশের দক্ষিণে এবং পূর্ব-ভারতের পূর্বে
অবস্থিত সাগর; বঙ্গোপসাগর। 'আর বঙ্গ-উপসাগর তো ইন্ডিয়ান
চ্যানেল নয়।' প্রবন্ধ, ১৯২৭।

বঙ্গকন্যা [স] বি বাংলায় মেয়ে। 'এক্ষণে বঙ্গকন্যাদিগের ভক্তদিন
উপস্থিত।' এডুকেশন, ১৮৭০।

বঙ্গকামিনী [স] বি বাংলার নারী। 'বঙ্গকামিনীরা পরিব্রাজ্যে স্বস্তর
পুণে গমন করিয়া দানীবৎ কাল্যাপন করিতেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

বঙ্গল [স] ১ বি বাঙালি কারুকের একটি শ্রেণী। 'রামচন্দ্র নামেতে
এক জন বঙ্গ কারুকার'। বাহরাম, ১৮০১। ২ বিন বঙ্গদেশে জন্মা
হয়েছে এমন। 'এ মিনতি, গায়ে বঙ্গ-জনের কানে, স্বখে, সবা-
রীতে।' মাইকেল, ১৮৬৫। ৩ বিন কম মর্যাদাবান। 'উদাহরণকে
বঙ্গ বলে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বঙ্গজননী [স] বি শ্রী বাংলাদেশ; মাতৃভূমি বঙ্গদেশ। 'কাঁদিতে চকু
গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'হে বঙ্গজননী
মোর, 'আর বক' বলি কুলি দিলে অস্ত্রধরে প্রবেশদুয়ার'। রত্নচন্দ্র,
১৯০০।

বঙ্গমুহিতা [স] বি বঙ্গের মেয়ে। 'বঙ্গমুহিতার দুর্দান্তক্রমে হিন্দুধর্ম
সেই পাণের উল্লাহ দিতেছে।' তমোমুক, ১৮৭৪।

বঙ্গদেশ [স] ১ বি বঙ্গ নামের ভূখণ্ড। 'বঙ্গদেশ মনোহর তার মণ্ডপে
সৌভাগ্য নগর ফতেবাদ নাম।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি ব্রিটিশ
শাসন আমলের বাংলা প্রদেশ। 'তিনি ... সপরিবার এবং এক জন
মঙ্গলদির সাহেবের সমভিষ্যাহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে
পহাঁছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বঙ্গদেশবাসী [স] বি বাংলার। 'আমরা বঙ্গদেশবাসী।' শরীফুল্লাহ,
১৯৩১।

বঙ্গদেশস্থ [স] বিন বঙ্গদেশের। 'আমরা পূর্বপ্রান্তে বঙ্গদেশস্থ
গ্রাম্যজননদের বিদ্যোদ্যতি বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম
...'। অক্ষয়, ১৮৪২।

বঙ্গদেশী [স] বিন পূর্বপ্রান্তের অধিবাসী। 'বঙ্গদেশী বাক্য অমূল্যব
করিয়া।' শূঙ্গ, ১৮৬০।

বঙ্গদেশীয় [স] ১ বিন বাংলাভাষী অক্ষর। 'তাহার পর হীসেন
অবধি দামোদরসেন পর্যন্ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যজ্ঞানী ৩৩ জনতে ...।'।
মুদ্রাঙ্কন, ১৮১০। ২ বিন বঙ্গ দেশের অধিবাসী। 'আমরা কএক জন
বঙ্গদেশীয়।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বঙ্গনারী [স] বি শ্রী বাঙালি নারী। 'বঙ্গনারী বারীকেই দেবতা ভ্যান
করিত।' রত্নচন্দ্র, ১৯২৩; 'বঙ্গনারী ঘরেছে শেমিজ।' রত্নচন্দ্র, ১৯৩৮।

বঙ্গবন্ধু [স] বি শেখ মুজিবুর রহমানকে দেওয়া সম্মানসূচক
উপাধিবিশেষ। 'তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।' সংবাদ,
১৯৬৯; 'বঙ্গবন্ধু তোমার প্রায়স বার্ষ হলে না।' পালা, ১৯৭১;
'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' জিগাটির রহমান, ১৯৭৪।

বঙ্গবামা [স] বি বাংলার নারী। 'বঙ্গবামা তাহার সমুদায় ...।'।
দীপিকা, ১৮৮৭।

বঙ্গবালা [স] বি বাঙালি নারী। 'বঙ্গবালা গণ দুর্দলতদ্বারা'।
কৃষ্ণজানিনী, ১৮৮৫।

বঙ্গবাসী [স] বি বঙ্গদেশের অধিবাসী। 'বঙ্গবাসী লোকের হারে হারে
উপস্থিত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৬; 'ধন্যবাদ দিতে হয় বঙ্গবাসী
লোকে।' শুভ, ১৮৫৮।

বঙ্গবিচ্ছেদ [স] বি বঙ্গভঙ্গ। 'বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্তরে হাত দেয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বঙ্গবিভাগ [স] বি বঙ্গভঙ্গ; বঙ্গদেশকে বিখচিত করণ। 'রাজার দ্বারা বঙ্গবিভাগ ঘটতেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ [স] বি বঙ্গভঙ্গ; বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করণ। 'বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রভাবে যখন সমস্ত দেশের লোক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বঙ্গভঙ্গ [স] বি বাংলার বিভক্তি। 'ভাষারাজ্যে বঙ্গভঙ্গ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না।' প্রমথ, ১৯১২; 'বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের জন্যে ইংরেজ এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড মনোমালিন্যের ভাব।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

বঙ্গ ভাটিয়াল [স বঙ্গ+ভাটিয়াল] বি (সংগীত) রাগিণী-বিশেষ। বাহার্য, ১৬৫০।

বঙ্গভাষা [স] বি বাংলা ভাষা। 'বঙ্গভাষে যে জনকে বোলএ পাগল।' বাহার্য, ১৬৫০।

বঙ্গভাষাভাষ [স] কিং বাংলা ভাষায় জ্ঞানী। 'বঙ্গভাষাভাষ মহাশয়দিগের কেবল গোঁড়ীয় ভাষাচারে তুষ্টি হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩১।

বঙ্গভাষানুশীলন [স] বি বাংলা ভাষার চর্চা। 'বীটন সাহেব বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে ... অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বঙ্গভাষাভাষী [স] কিং বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন। 'উদ্ভূতভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমানকে ...।' বুলবুল, ১৯৩৩।

বঙ্গভূমি [স] বি বঙ্গদেশ। 'এ বঙ্গভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রাচুর্য্য রামরায়, ১৮০১; 'বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিকৃত রূপনিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বঙ্গভূমিহ [স] কিং বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী। 'বঙ্গভূমিহ সকলেই সুজ্ঞাত আছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

বঙ্গভূমীর [স] বিং বঙ্গভূমিতে জাত। 'এই বঙ্গভূমীর তাক লোকের বোধগম্য।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বঙ্গমহিলা [স] বি বঙ্গের নারী। 'বঙ্গমহিলার অনুরোধে আর কিঞ্চিৎ বিবধ করিতে হইবে।' তমোলক, ১৮৭৪; 'আমি সেই অবশ্যতনবতী বঙ্গমহিলা ইংলেটে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বঙ্গমাতা [স] বি বঙ্গরঙ্গ মাতা। 'কত দিনে তোমার সর্ব গুণালঙ্কৃত হইয়া এই বঙ্গমাতাকে শোভিতা করিবে?' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩; 'বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বঙ্গযুবতী [স] বি বাঙালি যুবতী। 'তবুও কোনো বঙ্গযুবতী আমার চোখে পড়েনি।' প্রমথ, ১৯১৫।

বঙ্গরমণী [স] বি বঙ্গনারী; বাঙালি নারী। 'আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বঙ্গরাজ্য [স] বি বঙ্গ নামের ভূখণ্ড। 'পূর্বকালে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী গৌড় ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বঙ্গরট্টা [স] বি বাংলাভাষী জনশৈলীর দেশ। 'হিন্দুস্থান এলাকা, তথা হিন্দু বঙ্গরট্টা।' আজাদ, ১৯৪৭।

বঙ্গ-লক্ষ্মী [স] বি বঙ্গের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী। 'অনুশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী বঙ্গ-লক্ষ্মী: হাও, কি আশীর্বাদ করে।' মাইকেল,

১৮৬৬।

বঙ্গললনা [স] বি বাঙালি নারী। 'আত্মাহুতি দিয়েছিল সেই বীরদর্পিনী বঙ্গললনা।' পাণ্ডা, ১৯৭১।

বঙ্গসমাজ [স] বি বাঙালি সমাজ। 'তখন বঙ্গসমাজে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে এমন বলা যাইতে পারিবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বঙ্গসাধারণ [স] বি বঙ্গোপসাধারণ। 'লক্ষী তুমি জন্ম নিলে বঙ্গসাধারণ-মুনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬; 'বঙ্গসাধারণ বহুবরষ বর্ধেনি মোর কানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বঙ্গসাহিত্য [স] বি বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য। 'হুতোমের নকশা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা।' হুতোম, ১৮৬৮; 'বঙ্গসাহিত্য আরম্ভ হইল।' হরথসাদ, ১৮৮৬।

বঙ্গজনয় [স] বি বাংলার প্রাণ। 'বঙ্গজনয় উন্মীলি ধেন/ রক্তকমল ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বঙ্গাক্ষর [স] বি বাংলা অক্ষর। 'বঙ্গাক্ষরে সংকুচিত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত দুখ্য বোধ করেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বঙ্গাঙ্গনা [স] বি বাঙালি নারী। 'তুমি সাবিত্রী সমানা হইয়া পতি পুত্রাদির সহিত সির সুখিনী ও বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে গণ্যমানসিনী রূপে ... কাগ অভিবাহিত কর।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩; 'তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে একরূপ তৈয়ার করিয়াছ ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বঙ্গাঙ্গিনী [স] বি বাংলা এবং অন্যান্য। 'এই বঙ্গাঙ্গি প্রদেশের প্রায় ভাগই জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বঙ্গাঙ্গিণী [স] বি বঙ্গের অধিপতি। 'বঙ্গাঙ্গিণের প্রতি বঙ্গদেশের কৃষ্ণজাতা উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বঙ্গানুবাদ [স] বি বাংলা অনুবাদ। 'প্রবোধক নামক বঙ্গানুবাদ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

বঙ্গান্দ বি বাংলা সন। '১৯৮ বঙ্গান্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অখারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

বঙ্গান্দা [স বঙ্গান্দ] বি ত্রী বাংলা সন। 'বঙ্গান্দা ১২৯১ সাল।' মগারগর, ১৮৮৫।

বঙ্গালী [স বঙ্গ] বিং বঙ্গ সমাজের (তথা অত্যন্ত শ্রেণীর) অন্তর্ভুক্ত। 'অজি হুসু বঙ্গালী উইনী।' চর্চা ৪৮, ১২০০।

বঙ্গাসর [স বঙ্গ] বি বাংলার আসর। 'তোমার হরম গীত গাব বঙ্গাসরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বঙ্গীয় [স বঙ্গ] ১ বিং বঙ্গদেশে প্রচলিত। 'তাহার পূর্বের বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পদানি ব্যবহার প্রায় ছিল না।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিং বঙ্গদেশীয়। 'অধুনাতন বহুসংখ্যক বঙ্গীয় ব্যক্তির দরীর নষ্ট হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থকার উদিত হইবার ভরসা কোথায়?' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বঙ্গোপসাধারণ [স] বি বাংলাদেশের দক্ষিণে ও পূর্ব-ভাগেরত পূর্বে অবস্থিত সাধারণ। 'যেদ্বৈপকূলে মিলিতা বঙ্গোপসাধারণের জলে ভুবিয়া যির।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'ব্রহ্মদেশে যাবার পথ আজও বঙ্গোপসাধারণের জলপথ।' প্রমথ, ১৯২৫; 'কোথার দূরে বঙ্গোপসাধারণের লব তনে?' জীবন, ১৯৪৪।

বঙ্গাঙ্গা [স] বি রাগবিশেষ। 'রাগ বঙ্গাঙ্গ।' চর্চা ৪৩, ১২০০।

বঙ্গালবরাট্টা [স বঙ্গ] বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'বঙ্গালবরাট্টা।' বসু, ১৪৫০।

বজ্রীয় দ্র বন্ধ

বঙ্গোপসাগর দ্র বন্ধ

বাত [স বাত] বি শুষ্ক যে ব্যবহার্য এক বরষার কাল বন্দ। 'চক্কাইয়া বাত হয়ে কাল নাশ করে।' রত্ন, ১৮৫৮।

বচন [স] ১ বি কথা। 'অনুচিত না বোল বচনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রকৃতিস্থ। 'প্রকৃতির বচন সেন যে তাহা হরুণীস প্রকাশ করিবেন না।' কালদাস, ১৭৮৭। ৩ বি বাক্য; পঙ্কতি। 'রামায়ণের স্থানে স্থানে অনেককানেক প্রকৃতি বচনও প্রাপ্ত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি বক্তব্য। 'এই বচন বরফ ইন্দানীজন কালে কল্পিত হওয়া সম্ভব হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। 'মিল এতদ্বিধয়ে উইলিয়ম হফথোর্নের একটি বচনের প্রতি অনেক নির্ভর দিয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৫ বি (ব্যাকরণ) পদের একত্ব বা বহুবচনাপেক্ষ ধারণা। 'বাল্যায় সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই সেইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

বচনতাপ [স] বি ক্রমার জ্বালা। 'দুসহ বচনতাপ না সহে মুগারী।' বড়ু, ১৪৫০।

বচননিগ্রহ [স] বি জর্জসনা। 'কষ্ট নবগ্রহ বচননিগ্রহ।' রামহ্রসাদ, ১৭৮০।

বচনবন্ধ [স] বিণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'এইরূপে রাজাকে বচনবন্ধ করিয়া, বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বচনবিনিময় [স] বি বাক্য বিনিময়; কথাবার্তা। 'গৃহিণীর সহিত তাহার যে বচনবিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

বচন-মধু [স] বি বচনরস মধু। 'অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-মধু।' ঘাইকেল, ১৮৬০।

বচনমন [স] বি ব্যাক্য ও হৃদয়। 'বচনমনের অতীতে ভবিতে তোমার জ্যোতিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বচনসর্ষব্দ - যে কেবল মধুে নানা কথা বলে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে না। সুবল, ১৯০৬।

বচনসুখা [স] বি মধুমাখা কথা। 'ঢাল রে বচনসুখা - জুড়াক জীবন।' গিরিন, ১৮৮৭।

বচনহারা [স বচন+হারা] বিণ নির্বাক। 'বচনহারা অনেনা অল্পত তোমার কাছে পাঠাশো কোন দূত।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'কৃষ্ণহাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের দূত।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। 'বচনহারা আমাকে যে দিয়েছে বাক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বচনাভীতি [স] ১ বিণ বলে শেষ করা যায় না এমন। 'তঙ্কারা সংসারে যে কি পঙ্কট উপকার দর্শে, তাহা বচনাভীত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'তিনি বচনাভীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।' ক্লোদগাসিনী, ১৮৬০। ২ বিণ ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না এমন। 'প্রাণাক্রান্তে বচনাভীত রাত্রি আসে।' জীবন, ১৯৪০।

বচনানুসারে [স] ক্রিবিণ বচন অনুযায়ী। 'তীর্থযাত্রার বচনানুসারে সরস্বতীর দক্ষিণাংশ দৃশ্যতীর খাত।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বচনামৃত [স] বি বচনরস অমৃত; কথামৃত। 'তীর বচনামৃত প্রাচুর্যময়ী নয়।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

বচনার্থ [স] বি ব্যাক্যের অর্থ। 'শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাষাতে রচিত।' দর্পণ, ১৮৩৬।

বচনেক [স] বি একটাকার অনুকূল কথা বা ব্যাক্য। 'বচনেক দেখ

রাত্কা কাহাইক আশ।' বড়ু, ১৪৫০।

বচসা [স] ১ বি স্বগড়া। 'মধুপানে মত্ত হৈয়া বচসা কইল।' মদ্যমহর, ১৫০০। ২ বি বিতর্ক; তর্কাতর্কি। 'একবার সূর্য ও পর্বনের মধ্যে এই বচসা হইল যে ...।' তারিখী, ১৮০৩। 'খুব জোরেসে নেড়ে তার সঙ্গে বচসা শুরু করলাম।' শিবরাম, ১৯৭০।

বচ্ছ [স বচস] বি ব্যক্তুর। 'নবীন নবীন বচ্ছ অমিল বাছিয়া।' দীপ্তী, ১৫৫০।

বচ্ছের [স বচসর] বি বছর; বারোমাস সময়। 'চতুর্দশ বছর আছিল মহাহ্রমে।' জ্ঞানোৎসব, ১৬৮০। দ্র বচসের

বচ্ছেরকার বিণ বছরের। 'আসি, বছরেরকার কাজ মন দিয়ে করো -।' শক্তি, ১৯৬৯।

বচ্ছোর বি বছর। 'বচ্ছোর যাযে কেমন করে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

বচ্ছবন্দ [ফা বচ-বন্দ] বি বাধার দড়ি। ওগাঁ, ১৭৮৫।

বচ্ছর [স বচসর] বি বচসর। 'প্রতি বছরে।' মনোএল, ১৭৪৩।

বচ্ছর বিদ্যানি, বছর-বিদ্যানি, বছর-বিদ্যোনী বিণ প্রতিবছর গর্ভধারণ করে এমন। 'বচ্ছর বিদ্যানি বউ।' জীবন, ১৯৩২। 'আমার বউটা ভাই বছর-বিদ্যানী।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭। 'মেজবউ বছর-বিদ্যোনী বিধায় কর্তা আরো খুশি ছিলেন।' শওকত, ১৯৭২।

বচ্ছরান্ন [স বচসর-অন্ন] বি বছরের শেষ। 'নড়ার নাম করে না বছরভেঙে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বচ্ছর বিণ বছরের। 'ভাঙিবে নাকি ও হাজার বছরী যুগ?' নজরুল, ১৯২৮। 'আট-বছরী মাতলি।' নজরুল, ১৯৩১।

বচ্ছরীয়া বিণ ব্যবসিকর। 'দু-এক টাকার লাগি এমন বছরীয়া আমোদ মাটি করা।' মনসুপ, ১৯৫৫।

বজড়া বি শস্যবিশেষ। 'এ পারে সবুজ বজড়ার ক্ষেত।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বজবজ [ধন্যতা] ১ বি পচা আবর্জনা থেকে বুদ্ধদ ওঠার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি আবর্জনানাদি পচিবার পর বুদ্ধদ্রব্য অবস্থার তাব। 'পোকা করিবে মণ্ডলে বজবজ।' নজরুল, ১৯৩১।

বজবজআনি [ধন্যতা] বি পচা আবর্জনা থেকে বুদ্ধদ ওঠার তাব। বিদ্যা, ১৮৯১।

বজর [স বজ] বি বস্ত্র; বাজ। 'আহির কাহাঞি বোল না বুঝি মুখত বজর বলে।' বড়ু, ১৪৫০।

বজর-চোনা [স বজর] বি আত্ম ব্যক্তির সম্বন্ধে মারা। 'মুখে মারে তিন বজর-চোনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বজরার [স বজ্র] বি বস্ত্র। মনোএল, ১৭৪৩।

বজরার [স বজ্র] বি বস্ত্র। 'বজ্রা বোকাবিশেষ।' বজ্রা ও পিনিস ও ভাউলে এবং ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

বজরার [স বজ্র] বি ডালা। 'বাসের মেঝের একজোড়া বাশের বজরা পড়ে আছে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বজাজ [ফা বাজাজ] বি কাপড়ের ব্যবসায়ী। 'কোন স্থানে পশ্চিমীর বজাজেরা দোকান দিয়াছে।' রামরাম, ১৮০১।

বজায় [ফা বজাএ] বিণ বহাল; অপরিবর্তিত। 'আপনারা এই দিবস বজায় রাখিয়া ছাওয়ালের গাড়ে হরিয়া দিলে।' ওগাঁ, ১৭৮২।

বজ্রনিষ [ফা ব+আ জ্বিনস] ক্রিবিণ জ্বিনস-সহ। এডমন, ১৭৯৩।

বজ্জেট [যি] বি আয়-ব্যয়ের আশায় হিসাব। 'তাহার পর বজ্জেট ও এটিমেটের কথা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ব্র বজ্জেট

বজ্জেটভুক্ত কিং বজ্জেটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এমন। 'হোমচার্জের বসিয়া যে ব্যয় বজ্জেটভুক্ত হয় ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বজ্জর [স বজ্জ] বি বজ্জ। 'রাজসেনা বলে তেন লোহাটা বজ্জর।' রূপরাম, ১৭৫০।

বজ্জাকাল [স বজ্জাকাল] বি বজ্জ ও আকাশ। 'পৃথী হতে নাপ হত বজ্জাকাল।' মণিকরম, ১৭৮১।

বজ্জাত [ফা বদজাত] ১ বি বদমশ। 'গদ্যানী বজ্জাত তুই।' কেরি, ১৮০২। ২ বি দুট। 'ও বড় বজ্জাত।' টেমেশ, ১৮৫৭। ৩ কিং অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা সম্পন্ন। 'ভারী বজ্জাত বেটার।' শিবরাম, ১৯৪০।

বজ্জাতি, বজ্জাতী [ফা বদজাত] ১ বি বদম্যয়েশি: দুইটি। 'বজ্জাতি কা বাত হাম কুচ তনা নেই।' নীরবত, ১৮৬০। ২ বি দুর্ভুগতা। 'ভয়ে ভগ্নায়ে, নাটকতা ও বজ্জাতী সরে পালায়।' হুতোম, ১৮৬১।

বজ্জাতের বাদশা বি সেরা বদমশ। 'যে তোলা হতভাগা, পাঞ্জীর টোকা ও বজ্জাতের বাদশা।' হুতোম, ১৮৬৮।

বজ্জ [স বজ্জ] ১ কিং অত্যন্ত শক্তিশালী। 'বজ্জ মুটিকি বীর মারে তার মুখে।' মুকল, ১৬০০। ২ বি তিলমূল। 'কুশকুমুম ফোটে বজ্জ রজন।' মুকল, ১৬০০। ৩ বি হিন্দুপুত্র মতো ইন্দ্রের অস্ত্রবিশেষ। 'কোপে বজ্জ মারে ইন্দ্র না করিয়া ব্যাঘ্র।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি পাথর। 'বজ্জ ইট গবে নবী দরশনে প্রদায় করএ অনুদিন।' সুলতান, ১৭০০।
বজ্জ আঁটুনি ফসকা গেরো - কায়ের আয়োজনে কড়াকড়ি হুইয়ে পরিমানে শিখিল অবহা। সুবল, ১৯০৬। 'বজ্জ আঁটুনি ফসকা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়ি।' নররূপ, ১৯১১।

বজ্জকটিন [স] বি অত্যন্ত দৃঢ়। 'বজ্জকটিন বকে দুসই বেদনাপল্য বহন করিয়া আপন আত্মনির্ভরপূর্ণ উন্নত চরিত্রের মহন আদর্শ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'একখানা বজ্জকটিন হাত এসে রাবেয়ার কষ্ট ফেপে ধরল।' মরেশ, ১৯৪৫। 'বজ্জকটিন মূঠার মধ্যে জমিশার হাতটি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বজ্জকটোর [স] বি বজ্জবধ কটোর। 'বজ্জকটোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রক্তে কোনো দিন আর কোথাও উজ্জ্বল হয়েছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯২০। 'বজ্জকটোর কটে ...।' মোহাকলী, ১৯২২।

বজ্জকট [স] বি বজ্জের শব্দের সঙ্গে তুলনীয় গম্ভীর ও বোয়ালো কণ্ঠ। 'বিপুলকার বজ্জকট পুরুষের ...।' রবীন্দ্র, ১৯৮৭।

বজ্জকাএ [স বজ্জকা] বি বজ্জের মতো শরীর। 'সকট ভাঙ্গিল পাএ সিনুরূপে বজ্জকাএ।' মালধর, ১৫০০।

বজ্জগম্ভীর [স] বি বজ্জের শব্দের মতো গম্ভীর। 'মুখের দিকে চাহিয়া বজ্জগম্ভীর হয়ে কহিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৮৭।

বজ্জগর্জন [স] বি বজ্জের মতো গর্জন। 'সে উপরে উঠিয়া তাহার বজ্জগর্জনে কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বজ্জগর্ভ [স] বি গুরুগম্ভীর। 'সেই বজ্জগর্ভ মেঘগর্জনের মতো বাকা অনিবার্য ঘূর্ণা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বজ্জ-গিটিকি [স] বি প্রচণ্ড গতিতে কোনো সূরের পরপর উচ্চারণ। 'কটে মোর মুটে মোর বজ্জ-গিটিকি।' নররূপ, ১৯২৪।

বজ্জাখাত [স বজ্জাখাত] বি প্রচণ্ড আঘাত। 'এক হইল সান্তনু কে কোন বজ্জাখাত।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বজ্জাখোষ [স] বি বজ্জপাতের মতো ধনিবিশিষ্ট। 'বজ্জাখোষ-বাণী, কদম্ব, শূলপাণি।' রবীন্দ্র, ১৯২২। 'তলি নির্জিত কোটি দীনমুখ/ বজ্জাখোষ ভারতা।' নররূপ, ১৯৩০।

বজ্জ-হুড়ি বি বজ্জের মতো ভরজের লাঠি। 'এই শিখায় আমার নিমুত গ্রিন্দল বাতশি বজ্জ-হুড়ি।' নররূপ, ১৯২২।

বজ্জহুয়া [স] বি বজ্জপাতযুক্ত। 'ভাণ্ডা বজ্জহুয়া বিদ্যাবংশল।' নররূপ, ১৯৩০।

বজ্জডোর বি দৃঢ় বন্ধন। 'বিদ্যার নিতে চায় কে গুরে / বাঁধের তারে বজ্জডোরে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বজ্জদণ্ড [স] বি বজ্জের মতো দাঁত। 'বজ্জদণ্ডস্থান ডাউটা চক্ষু যার রাশা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বজ্জদীপ্তি [স] বি বিদ্যুতময়। 'জ্বলন্তই সংঘাতের মুহূর্তকে আর বজ্জদীপ্তিকে।' আহলান, ১৯৪৪।

বজ্জদীর্ঘ [স] বি বজ্জের আঘাতে ছিন্ন। 'মুহুর্তে হইয়া যাবে ধূলিসাং, বজ্জদীর্ঘ, দম্ব, বজ্জাহত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বজ্জদুর্ক [স] বি বজ্জের মতো কঠিন। 'হিম্যাচলের মতো বজ্জদুর্ক হলেও সত্যসম্মতের ...।' নররূপ, ১৯২৭।

বজ্জদুষ্টি [স] বি কঠোর দৃষ্টি। 'পেয়াদামগ যখন বজ্জদুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত পাইল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বজ্জধ্বজ [স] বি বজ্জের শিখা-সংকলিত। 'বজ্জধ্বজ প্রভঞ্জন স্বর রাধি অলঙ্কারে, অদূরে সুকোয়ারিহে দিখিবারী মাঝে।' সুগৃহ, ১৯৩০।

বজ্জ-ধ্বনি [স] বি বজ্জপাতের শব্দ। 'বিদ্যুৎ ও বজ্জ-ধ্বনি এই পদার্থের কার্য।' অক্ষয়, ১৮৪৫। 'বজ্জধ্বনি তুল্য ঘোরতর গভীর নাদ।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বজ্জনখ [স] বি তীক্ষ্ণ নখ। 'বজ্জনখে মমসারত্রে যথা নন্তলত।' মাইকেল, ১৮৬৮।

বজ্জনখা [স] বি বজ্জ তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট। 'কোথাও শত শকুনিমজ্জী বজ্জনখা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বজ্জনাদ [স] ১ বি বাজ পড়ার শব্দ। 'আকাশে বজ্জনাদ এ কি?' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বি বজ্জের মতো উচ্চতর তিক্কার। 'বজ্জনাদ একবার গনাইল - 'দীন দীন'। বঙ্কিম, ১৮৮২। 'বাপাঙ্গ যদি বজ্জনাদ সাঙ্গিয়া তরলগর্জন করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বজ্জনিলাদ [স] বি বজ্জপাতের শব্দ। 'সহস্র বাহুর আঁকোটে বজ্জনিলাদ হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২। 'আর কটে বজ্জনিলাদ।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বজ্জ-নির্ঘোষ [স] বি বজ্জপাতের আওয়াজ। 'তাহাদের কর্ণ বৃহৎ গোমতা ও ন্যয়েব শব্দ বজ্জ-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'চণ্ডাবিকাশ দর্শনে ও বজ্জনির্ঘোষ শ্রবণে ভয়ে একান্ত বিহ্বল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বজ্জপতন [স] বি বজ্জপাত: বাজ পড়া। 'যদি তনুদুর্ভে কক্ষ মধ্যে বজ্জপতন হইত, তবে রাজশূচি কি পাঠন অধিকতর ...।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

বজ্জপাণি [স] বি ইন্দ্র। 'অসি উত্তরিকা দৌছে যথা বজ্জপাণি।' মাইকেল, ১৮৬০। 'সরং বজ্জপাণির কঠোর বজ্জও তা ভেদ কতে কৃত্তিত হবে।' মাইকেল, ১৮৭৭।

বহ্নপাত [স] বি বাজ পড়া। 'বহ্নপাত হৈল যেন শিরের উপর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বহ্নবহি [স] বি বিদ্যুৎ বিজলি। 'তুমি বহ্নবহিবহিত।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'সখিচি-হায়েসে বহ্ন-বহি বারোবারে যথা নিভিয়া যায়।' নজরুল, ১৯২৯।

বহ্নবহিবহিত [স] বি বহ্নের আতন দিয়ে বদনাকৃত। 'তুমি বহ্নবহিবহিত।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বহ্নবানন বি দ্রুত বহন। 'এ বহ্নবানন থেকে নিজেতে মুক্ত করবার যে ব্যাকুল চেষ্টা করছে ...' সমুজ, ১৯২০।

বহ্নবানি বি ভয়ভর বানি। 'সে কোন বহ্নবানি তোকে উদ্ধৃত করে তুলেছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

বহ্ন-বান্ধা বি বাজ পড়া। 'মেঘ-নাসেরা কিত হয়ে দলে দলে/ বহ্ন-বান্ধা বিঘম বেলে।' জমীম, ১৯৫১।

বহ্নবাণ [স] বি বহ্নরূপ বাণ। 'ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাতক তুফান, নিমেষে হইয়া যাক বিশিলের যত বহ্নবাণ।' রবীন্দ্র, ১৯৫৬; 'সত্যাকশের বহ্ন কে এই বহ্নবাণে যার টুটি।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বহ্নবাণী [স] বি বহ্নের মতো গম্ভীর ও প্রচণ্ড শব্দ। 'এই যে নিরব বহ্নবাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বহ্নবাহিনী [স] বি বহ্নকে বাহন করে চলে এমন। 'বহ্নবাহিনী বিদ্যুৎশবার মতো আমার বামীর কাছে গিরেছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বহ্নবাহি [স] বি বাহনের বিদ্যুতের চমক। 'বহ্নবিদ্যুৎ বর্ষণের সময় ব্যাঙের দল ব্যঙভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জগতের কানের কাছে অনবরত ...' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'বহ্নবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বহ্নবিবাহ [স] বি বহ্নরূপ শিলার ধনি। 'মেঘ-বালসের বহ্নবিবাহ (আর) ঝড়-তুফানের দল নিশান।' নজরুল, ১৯২৪।

বহ্নবুহিত [স] বি বহ্নরূপ হাতির চিকর। 'বহ্নবুহিত ঝড়ের মেঘের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বহ্নবেগ [স] বি বহ্নের মতো গতি। 'উদাম অবাধ গতি, বহ্নবেগে প্রমত্ত হাওয়ায়।' কলকণ্ঠ, ১৯৬০।

বহ্নবেদন [স] বি বহ্নাঘাতের মতো বেদন। 'বহ্নবেদনে জাগায়ে আহারে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বহ্নভস্মকর [স] বি বহ্নের শব্দের মতো ভয়ভর। 'ডাকে বহ্নভস্মকর রবে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বহ্নভেদী [স] বি বহ্নরূপ শব্দ। 'তীব্র তড়িৎহাঙ্গি হেলে বহ্নভেদীর হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বহ্নমণি [স] বি হীরা। 'শিলী-কেশেরে বিধিবে বহ্নমণি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বহ্নমুগ্ধ [স] বি কঠোর দাসনবাক। 'বহ্নমুগ্ধে কী যেছিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম ...' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'সর্গদামনমণ্ড মানবসমাজের উর্ধ্বে বহ্নমুগ্ধে আপন অত্যাশান প্রচার করিতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বহ্নমুগ্ধিত [স] বি বহ্নের মতো গম্ভীর শব্দে ধনিত। 'কাহার বহ্নমুগ্ধিত 'হর হর বোম বোম' শব্দে ভিন্দলক দ্রোহকণ্ঠের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বহ্নমান [স] বি বহ্নের মতো। 'বসায় বুড়ির গালে বহ্নমান ঠোকা.'

মানিকরাম, ১৭৮১।

বহ্নমানব [স] বি বহ্নের মতো প্রবল ও দ্রুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। 'শালগ্রামে বহ্নমানব শেখ মুক্তিবুত্র রহমান।' গগণ, ১৯৭১।

বহ্ন-মানিক [স] বি বহ্নরূপ মানিক। 'সন্ধ্যারবার স্বর্গকীর্তি ফেলে মিল অস্তপারে, বহ্নমানিক দুপিলে নিল শলার হারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'বহ্ন-মানিক দিয়ে পাখা আবাড় তোমার মাথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বহ্ন-মার [স] বি প্রচণ্ড আঘাত। 'বহ্ন-মার আমাদের আলিসন।' নজরুল, ১৯২৬।

বহ্নমুষ্টি [স] বহ্নমুষ্টি বি অত্যন্ত দ্রুত মুষ্টি। 'তুমি ভল বহ্নমুষ্টি তুমি যদি ধর আঁকি বিকট ক্রুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বহ্নমুষ্টি [স] বি অত্যন্ত দ্রুত মুঠো। 'নিপীড়িতপন আপন শীড়া গোপন করিয়া হাইবে, আইন আপন বহ্নমুষ্টি প্রসারিত করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'দানবশক্তি বহ্নমুষ্টি আমাদের টুটি চিপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

বহ্নবর [স] বি বহ্নের ধনি। 'বুধি বা এই বহ্নবর/ নতুন পথের বার্তা কবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বহ্নশপথ [স] বি দ্রুতমত প্রতিজ্ঞা। 'ঢাকায় সম্মানী প্রমিকের মূখে তনেহিলাম বহ্নশপথের কথা।' জয়বাংলা, ১৯৭১।

বহ্নশপথ [স] বি বহ্নপ্রভেদের শব্দের মতো উচ্চশব্দ। 'কলশ সুরের মতো তুমি তুমি বহ্নশপথে এসে।' ধীরেন্দ্র, ১৯৪০।

বহ্নশিলা [স] বি বহ্নের মতো তীক্ষ্ণ শলাকা। 'একটা ফুলত বহ্নশিলা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ সুগিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বহ্নশায়ক [স] বি বহ্নবাণ। 'সজল আকাশে উঠিমাছি তাই বহ্নশায়ক ইচ্ছাপাণ।' নজরুল, ১৯০৭।

বহ্নশিখা [স] বি বিদ্যুৎ। 'বিকিরিত মেঘকন্ড চক্ষুগ্রাস হইতে উনুত বহ্নশিখা সুতীব্র উজ্জ্বলা বিক্রেপ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫; 'বহ্নশিখার আর গো নীড়ে আর গো ...' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বহ্নশম [স] বি বহ্নের মতো। 'পারি আমি উপাধিতে তরুণ ... চিরবীর শূন্যেরে বহ্নশম চোটে অধীতে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বহ্ন সমুদ্রাত [স] বি বহ্নের মতো উদাত। 'এলো বীর অশাপত বহ্ন সমুদ্রাত।' নজরুল, ১৯২৬।

বহ্নহস্ত [স] বি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতবিশিষ্ট। 'তুমি আর আমি, আর সসী বহ্নহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বহ্নহস্তে ক্রিপি কঠোরভাবে। 'আজ আমাদের বহ্নহস্তে এই শৌর্যলিক মনোভাবকে দৃঢ় করতে হবে।' সত্যগোপ, ১৯২৯।

বহ্নহাতে ক্রিপি কঠোরভাবে। 'বহ্নহাতে জিন্দাদের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়।' নজরুল, ১৯২৪।

বহ্নান্নি [স] ১ বি বিদ্যুৎ। 'বহ্নান্নি হৈতে সব গোলাক পুড়িল।' মালশব্দ, ১৫০০। ২ বি অগ্নিদুষ্টি। 'মহেন্দ্রের প্রতি বহ্নান্নি নিক্ষেপ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বি বহ্নপ্রভেদের আলো। 'অকসর চূর্ণ করে বহ্নান্নি স্থাপিল কত, ব্যর্থকাম তবু।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

বহ্নাঘাত [স] ১ বি বহ্নপ্রাচ। 'বহ্নাঘাত জ্বল মেঘেতে মারিল।' মালশব্দ, ১৫০০। ২ বি তীব্র আঘাত। 'যেন বহ্নাঘাত, হলো অকস্মাৎ/ শিরে দিয়া হাত, ভাবে তবনি।' মদনমোহন, ১৮৩৪; 'আমি আমার বুড়ো মায় বুকে বহ্নাঘাত করে চলেম।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বহ্নানল [স] বি বহ্নের আতন। 'বহ্নানলে আপন বুকের পাজর

কালিয়ে নিয়ে একলা ফুলো।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বঙ্গশালাক [স] বি বন্ধের আলো। 'বঙ্গশালাকে আজ সতের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয়।' নজরুল, ১৯৩১।

বঙ্গাহত [স] ১ **বিশ** অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচণ্ড আঘাতগ্রস্ত। 'সে তো একঝোরে বঙ্গাহত হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ **বিশ** বঙ্গাঘাতগ্রস্ত। 'যে বৃক্ষে বোধিলি নীড় ধর্য না বিচারি সে তো বঙ্গাহত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ **বিশ** অপ্রত্যাশিত শোক বা আঘাত পেয়ে ব্যাকুল। 'ভারণর কতকণ্ণ সে বঙ্গাহতের মতো বসে থাকে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বঙ্গাহতস্তায় [স] **বিশ** বঙ্গাহত হওয়ার মতো। 'অকস্মাৎ বঙ্গাহতস্তায় হইয়া দেখিল ...।' শরৎ, ১৯১৬।

বঙ্গাহতবৎ [স] **বিশ** বঙ্গাহতের মতো। 'কাত্যারনী পাণ্ডে বিবর্ণমুখে উদ্ভূল সমীপে বঙ্গাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

বঙ্গাহত [স] **বিশ** ক্রী বন্ধের দ্বারা আহত। 'বঙ্গাহততার মত নিষ্পন্দ নিখর হইয়া গেলেন।' ভায়া, ১৯৪০।

বন্ধে-বাঁধা **বিশ** কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। 'এমন বন্ধে-বাঁধা একপক্ষের ঠিকঠাক, তার মধ্যে কুমুর মর্মস্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বন্ধিকা [স] বি সংগীতের একটি শ্রুতি। 'বন্ধিকা।' নজরুল, ১৯০৫।

বধা বি বওয়া

বধক [স] **বিশ** বন্ধনাকারী। 'কি করব বধক অনন্দে।' বাহরাম, ১৬৫০।

বধনা ১ **বি** পনের জিনিস আত্মসাৎ করা। 'চুরি করিতে জানে না, বন্ধনা করিতে জানে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ **বি** হলনা। 'ত্রীজাতি বন্ধনা জানে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ **বিশ** প্রত্যাখ্যান। 'সংসারকেতে ঘূটিলে ক্ষতি সন্তিলে তধু বন্ধনা/নিজের মনে না যেন মানি কয়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বন্ধনাব্যবসায়ী [স] **বি** প্রভাষণ। 'চালকলাভোজী বন্ধনাব্যবসায়ী।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বন্ধা [স **বন্ধ**>] ১ **ক্রি** বন্ধনা করা। 'কিসের বন্ধহ রাধা প্রথম যৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **ক্রি** কাল যাপন করা। 'যার প্রিয় আন সঙ্গে বন্ধর রজনী।' আলগোল, ১৬৮০। **বন্ধএ** **ক্রি** থাকে। 'লাজ মান হারাইয়া বন্ধনে বন্ধএ।' বাহরাম, ১৬৫০। **বন্ধয়** **ক্রি** যাপন করে। 'যার প্রিয় আন সঙ্গে বন্ধয় রজনী।' আলগোল, ১৬৮০। **বন্ধহ** **ক্রি** বন্ধনা করায়। 'কিসের বন্ধহ রাধা প্রথম যৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০। **বন্ধি** **ক্রি** থাকি। 'হেনমতে কথোনি বন্ধি গদাধর।' মালাধর, ১৫০০। **বন্ধিয়া** **ক্রি** বাঁটিয়া; বেঁচে। 'এইমতে কথনি বন্ধিয়া আছএ।' বাহরাম, ১৬৫০। **বন্ধিব** **ক্রি** যাপন করায়। 'রজনী বন্ধিব হাম কারে লয়ে সুখে।' ষিটী, ১৬০০। **বন্ধিবৌ** **ক্রি** যাপন করায়। 'কেমনে বন্ধিবৌ রে বারিষা চারি মাঘ।' বড়ু, ১৪৫০। **বন্ধিমু** **ক্রি** কাটায়। 'কলি সুখে বন্ধিমু মোহে নিরন্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **বন্ধিমো** **ক্রি** বাঁচায়; সময় কাটায়। 'কেমনে বন্ধিমো মোহে একসরী সুখে।' বড়ু, ১৪৫০। **বন্ধিয়া** **ক্রি** অতিবাহিত করে। 'না রকে লয়ে তথা রজনি বন্ধিয়া ...।' মালাধর, ১৫০০। **বন্ধিয়ে** **ক্রি** অতিবাহিত করি। 'একলো বন্ধিয়ে অভাগিনী।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০। **বন্ধিল** **ক্রি** বন্ধনা করায়। 'ধনুক ভাগিয়া তথা রজনি বন্ধিল।' মালাধর, ১৫০০। **বন্ধিলা** ১ **ক্রি**বিশ বন্ধনা করলে। 'প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বন্ধিলা।' কৃষ্ণায়াম, ১৫৪০। ২ **ক্রি** কাটায়। 'রজনী বন্ধিলা রাজা ব্যাসের বাক্য শ্রবণে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **বন্ধিলু**

ক্রি বাস করলাম। 'বন্ধিলু চিরকাল তোমার সহিত।' সুলতান, ১৭০০। **বন্ধিলেক** **ক্রি** কাটলো; কেটে গেলো। 'এইমতে কতদিন বন্ধিলেক বাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **বন্ধিলো** **ক্রি** বন্ধনা করলো। 'দৈব দোষে কারু ভোক্তাও ভক্তিলো বন্ধিলো আপন পতী।' বড়ু, ১৪৫০। **বন্ধে** ১ **ক্রি** বন্ধিত করে। 'ভোগ পরিহারি আপশে আপনা বন্ধে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **ক্রি** বেঁচে থাকে; যাপন করে। 'শৌরী লইয়া শিব তথা বন্ধে চিরকাল।' বিজয়, ১৬৫০; 'সেইত নগরে বাস বন্ধে একাকিল।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

বন্ধিৎ [স **বন্ধিত**] **বিশ** বন্ধনা করা হয়েছে এমন। 'তাহাতে কেহ বন্ধিৎ হয় নাই।' দর্পণ, ১৮১৮।

বন্ধিত [স] ১ **বিশ** বন্ধনা করা হয়েছে এমন। 'না জানি মুরারি ওক বন্ধিত কোন দোষে।' মুরারি, ১৫৭০; 'বন্ধিত হইয়া মরে এ হেন কীর্তনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ **বিশ** প্রাপ্য অধিকার পায় না এমন। 'সিংহাসন হতে ভারে করিব বন্ধিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বন্ধিত মনোরথ [স] **বিশ** মনোবাঞ্ছা অর্পণ এমন। 'একমাত্র অপুর বন্ধিত মনোরথ।' বাহরাম, ১৬৫০।

বন্ধিতা [স] **বিশ** ক্রী বন্ধিত। 'অদৃষ্টক্রমে শামিসহবাসে বন্ধিতা।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বন্ধুল [স] ১ **বি** অশোকপাত। 'মধুল বন্ধুলবনে মস্ত অঙ্গিকুল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ **বি** বেত। 'কেন না নিবাস তব বন্ধুল মধুলে।' মাইকেল, ১৭৮৫।

বট [স] **বি** কড়ি। 'বট মাত্র কাহারেও আশিয়া না মিলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বটগা **বি** কড়িগা। 'বটগা মাত্র বদরিকা মূল্য করে।' আলগোল, ১৬৮০।

বট [স **বট**>] ১ **ক্রি** হও। 'অনলপরীকা লহ জদি বট সীতা।' মুহুদ, ১৬০০। ২ **অব্য** বটে। 'অমূল্য রতন যত নৈবি বট প্রায়।' আলগোল, ১৬৮০।

বট [স] **বি** পাহাৰিশেষ। 'ডাইন ভিত্তে বট পাতা কেওয়া বাম ভিত্তে।' বিজয়, ১৬৫০।

বটগাছ [স **বট**>] **বি** ছায়াদানকারী বড়ো পাহাৰিশেষ। 'তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বটতল [স] **বি** বটগাছের নিম্নস্থ জায়গা। 'এই সেই বটতল, যেখা তুমি প্রতি দিনসেই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বটতলা [স>] **বি** বট গাছের নিম্নস্থ জায়গা। 'বিশ্বকরকে বটতলার দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বটশাড়া [স] **বি** বট গাছের পাতা। 'বটশাড়ের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বটবিটপিস [স] **বি** বটগাছ। 'ব্যাঘ্র বটবিটপিস ঐ বোয়ার মধ্যপদ দিয়া অতিবেসে ...।' মুহুদ, ১৮১০।

বটবৃক্ষ [স] **বি** বৃক্ষবিশেষ। 'গুরের পূর্ব ভাগে, কৃষ্ণের নিকট, এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে।' কল্যাণ, ১৮৪৭।

বটবৃক্ষমূল [স] **বি** বট গাছের গোড়া; বট গাছের মূলদেশ। 'বটবৃক্ষমূলে ঐ উল্লিদের মূল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বটটাকুর **বি** ভাতর। 'আপনি আইবড় বটটাকুর হইয়া বনিয়া থাকেন।' কোলাসবাসিনী, ১৮৬৩; 'বটটাকুরের গলা পাছি।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'বটটাকুরকে ডাকো দিকি।' বিজয়, ১৯২৯।

বটব্যাল বি বাক্যটি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ভগবানচন্দ্র বটব্যাল।' *সেবধি*, ১৮৪০।

বটা [স বৃ] ক্রি হওয়া। 'বাটে হাটে ঘাটে কাছাড়ির দান বটে।' *বড়*, ১৪৫০। **বাটি**, **বাটা** ক্রি হই। 'তোমার আমি চেড়ি বাটা পায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'রানী বাটি, তবু নইকো বোকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। **বটে** ক্রি হয়। 'বাটে হাটে ঘাটে কাছাড়ির দান বটে।' *বড়*, ১৪৫০। **বটেন** ক্রি হন। 'ইনি ... ইন্ডের পুর বটেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'যোগী নিতান্ত নিশ্চয় বটেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। **ব্র বটা**

বটানি, **বটনি** [হি] বি উদ্ভিদবিজ্ঞান। 'সাইকলাজি এবং সোশিয়ালজি যে বটানির অন্তর্ভুক্ত ...।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'সে তো এম.এ.-তে বটানিতে ফার্সট।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮; 'হানস বটনির ছাত্র।' *মুক্তবা*, ১৮৬৬।

বটানিকেল **পার্ডেন** [হি] বি উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বাগান; গাছপালা লগাভাগের প্রদর্শনী উদ্যান। 'ডান দিকে শিবপুর বটানিকেল পার্ডেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাটি **ব্র বটা**

বাটি অব্য প্রকৃতই; বটে। 'চিরকাল চাকর তোমার আমি বাটি।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বাটি [স বাটিকা] বি বড়ি; ওষুধ। 'ঔষধের পাত্র বাটির ডিবা ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বাট [মু বহবাণী] বি মাছ, তরকারি ইত্যাদি কোটার ধারালো অস্ত্রবিশেষ। 'মেচুনীরে আপনার আপনার পাটা, বাট, ও চুড়ি মুখে প্রদীপ সাজাচ্ছে।' *হুতায়*, ১৮৬১।

বাটিকা [স] ১ বি ওষুধ। 'বাটিকা লইয়া ভাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৭। ২ বি কবিরাজি বড়ি। 'যথাসময়ে বাটিকা খাওয়াইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বাটীয়া [স বহিরা] বি বইঠা। 'বাটীয়ার তাড়নে জল চাটের-আলোয় জ্বলিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

বটু [স বটা] বি বালক ব্রহ্মচারী। 'বসন কাঞ্চন জুত দান করে ঢুকা শত করে কুশে বটু নিমন্ত্রণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বটু বি বটাগাছ। 'অন্যশারে বাঁশবন, আমবন, গুরোনে বটু, গোড়ো ডিটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বটুয়া বি কাপড়ের তৈরি ধোঁবেবিশেষ। 'হস্তেত দামশ বর্ণ বটুয়া আধারি।' *আলাপল*, ১৬৮০; 'ব্রাহ্মজের পরিবর্তে চোলা, ব্যাগের পরিবর্তে বটুয়া।' *বেশম*, ১৯৪৯।

বটে **ব্র বটা**

বটে অব্য অবশ্য। 'তুমি থাক যার ঘটে সেজন পণ্ডিত বটে।' *ক্লমরাম*, ১৭৫০।

বটে অব্য বটে। 'আমার বধ্য বটে বঁধির এখনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বটেক **বিশ** সামান্য। 'বটেক না লাগে তোমার মূল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বটের [স বর্ভকা] বি তিতিরজাতীয় পাখি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বটোরলু [ব্র] ক্রি সঙ্কর করলাম। 'জ্ঞাতেন জ্ঞতেক ধন পাপে বটোরলু মেলি পরিজনে যায়।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৫০।

বটাই [স বসতি] ক্রি বাস করে। 'হেরি সে কাহ্নি শিওড়ী জিনউর বটাই।' *চর্চা* ৭, ১৫০০।

বঠাকুর বি ভাতরকে সম্মানসূচক সম্বোধন। 'এ-সব কথা বঠাকুরকে

বলব কি করে?' *শরৎ*, ১৯১৩। **ব্র বঠাকুর**

বঠনি, **বঠনী** বি বাটের নীচের কাঠ। 'আলন বানায়, পাটি বানায়, বঠনি বানায়।' *কায়সার*, ১৯৬২; 'বঠনীতে পা তুলে বসে সেকান্দর।' *কায়সার*, ১৯৬৫।

বঠা [স বৃ] ক্রি হওয়া। **বঠ** ক্রি হও। 'কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি বঠ করতার।' *মালাধর*, ১৫০০। **বঠে** ক্রি হও। 'আড়ো চৌদকোশ বঠে গোবর্জন গিরি।' *মালাধর*, ১৫০০। **বঠেন** ক্রি বটে। 'তোমার সবা বঠেন তুঙ্গসিংহর।' *মালাধর*, ১৫০০। **ব্র বাটা**

বঠা বি ছোটো বাজ। *মানোএল*, ১৭৪০।

বঠে [স বহিরা] বি কাঠের তৈরি মহনদণ্ড; বইঠা। 'কুলীরা বঠে হস্তে চক্ষাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীল পটা জল মাই করিতেছে।' *মশাররক্ষ*, ১৮৯০।

বডিন, **বডিজ** [হি] বি ত্রীলোকের উর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ। 'বিলাতী বডিজ, সেমিজ, ও মোজা।' *নবনূর*, ১৯০৫; 'মেই পারে না সেমিজ বডিন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বডড [স বডা] ক্রিবিধ বুব। 'বিবির কথা হাকিম নাকি বডড শোনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বডড [স বডা] **বিশ** বুব। 'বডডা বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বড়হিল [স বহু] ক্রি বয়ে। 'বেগ সৎসার বড়হিল জ্ঞাপ।' *চর্চা* ৩৩, ১৯০০।

বড়, **বড়** [স বডা] ১ **বিশ** ভীষণ। 'তাক সুখরী দেবকী কাঁপে বড় ডরে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ **বিশ** অভ্যস্ত। 'বসন বরএ তার আমুতের ধার/ তাক বড় শোভ আশ্চর্য।' *বড়*, ১৪৫০; 'উদরে ধরিল মেই বড় জাগ্যবান সেই।' *কুম্ভার*, ১৭২০। ৩ **বিশ** সম্ভ্রান্ত। 'এতেকো বৃথিল তার বড় কুল জাটী।' *বড়*, ১৪৫০। ৪ **বিশ** সম্ভ্রান্ত বাকি বা পরিবার। 'অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ।' *বড়*, ১৫৭০। ৫ **বিশ** বৃহৎ। 'বড় বড় নৌকা সেইকসে জালি পড়ে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৬ **ক্রিবিধ** নেহাভ; বুব। 'কেহ বলে তুড়ি বড় আছিল জামিয়া।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৭ **বিশ** শ্রেষ্ঠ। 'ডিলকে অধিক ছোট কিসে আমি বড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৮ **বিশ** জোড়ন্ত; সম্পর্কে বড়ো। 'অন বড় রানি অন বড় রানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৯ **বিশ** অধিক। 'ইহায়েই বুঝে দেখ শক্তি কাছ বড়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ১০ **বিশ** মহৎ। 'বড় শ্রেম শুধু কাহেই টানে না - ইহা দুয়েও তৌলিয়া ফেলে।' *শরৎ*, ১৯১৭। **ব্র বড়ো**

বড়ই ১ **বিশ** বুব। 'যেহু জাএ রাধা কাপি বড়ই বিহায়ে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ **বিশ** অভিস্রয়। 'সামীর বড়ই দুলালী।' *বড়*, ১৪৫০।

বড়ই **বিশ** বুবই। 'আপনা ছাওআল বুঝি বড়ই কাছাড়ি।' *বড়*, ১৪৫০।

বড় কথা বি অহংকারপূর্ণ কথা। 'তুমি ভাতুড়ে বই তো নয় - ছোট মুখে বড় কথা কেন?' *প্যাগী*, ১৮৫৯।

বড়-কর্তা বি কর্মাধ্যক্ষ; প্রধান কর্মকর্তা। 'কুটির কর্তা একবার বড় কর্তার কর্তব্যী বার করেছিলেন।' *মশাররক্ষ*, ১৮৬৯; 'কেউ বা বড়-কর্তা, কেউ বা মেজ-কর্তা, কেউ বা ছোট-কর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১; 'অফিসের বড়-কর্তা।' *নবনূর*, ১৯৩৫।

বড় কাল বি অতিশয় ডায়েরকর। 'শিসুকালে না মাইলে হৈব বড় কাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বড়কুটুম বি ত্রীর ভাই। 'সাক্ষাৎ বড়কুটুম ঘো' *বিজুতি*, ১৯৩১।

বড় গলা বি নন্দ। 'তোমার যে বড় গলায় ডাইবাণী।' জেরি, ১৮০২।
বড় ঘর [বড়+ঘর] ১ বি অভিজাত পরিবার। 'ক্রমেই ছাপার পুস্তক প্রাচ্য ছোট বড় ঘর সন্ধান ব্যাহ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি ধনী পরিবার। 'বড় বড় ঘর উৎসর্গ যেতে লাগলো।' হেতুম, ১৮৬১। ৩ বি অপরিমিত। 'এমন সময় বড়ঘর থেকে তীব্র ডাক শোনা গেল।' আলোড়িন, ১৮৫৮।

বড় চাল বি বড়োলাক। 'ইহারা গম্বীর মূর্তি ধরে ও বড় চালে কথা কহে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বড় ছোট লোক বি সর্বসাধারণ। কালাগে, ১৭৮৫।

বড় জন বি বড়ো ব্যক্তি। 'যে বা হই বড় জন।' বড়ু, ১৪৫০।

বড় জোরে ক্রিয়ণ খুব বেশি হলে। 'ক্রমাগত গরম মসলা গড়িতেছে - চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ, বড় জোরে সাড়ে দশের অপেক্ষে ...।' বরীন্দ্র, ১৮৮৫; 'বড়জোরে এরা আমার জন্য বেদনাযোষ করে।' জীবন, ১৯৩৩।

বড়ভর [বড়+স ভর] বিগ্ণ ভুলার বড়ো। 'দুই দীপ্তি বড়ভর দীপ্তি।' কেশী, ১৮০১।

বড়ভু ১ বি বড়োর ভাব। 'যে-বড়ভু তার অন্তরের বেদনাকে নিবিড়তম ও গভীরতম করে তুলেছে।' গুণালী, ১৯৪৩। ২ বি মহত্ত্ব। 'বড়ভু গ্রন্থের আয়তনে নয়, হৃদয়ের প্রসারতায়।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

বড়দরের বিগ্ণ উচ্চতরের। 'হিম্মৎ সিং ... ভারতীয় শৌর্যের বড়দরের অকিসার ছিলেন।' মুক্তভর, ১৯৫২।

বড়দা বি বড়ো ভাই। 'সুপরি মৌরী যায় না বড়দা।' অন্নদা, ১৯৫৫।

বড়দাদা বি বড়ো ভাই। ওগু, ১৭৮২; 'কেবল মনে আছে বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বড়দিদি বি বড়ো বোন। 'বিজয়া। বড়দিদি: তুই মাঝি নে?' রামনাগর, ১৮৫৪।

বড় দিন বি খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব; ক্রিসমাস। দর্পণ, ১৮২১; 'সকলেই বড় দিন, শুভ ফ্রাইডে ইত্যাদি কয়েকটি ইংরেজী পর্বদিনের নাম গন্যিহেঁন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বড় বড় ১ বিগ্ণ বড়ো আকারের। 'উহাদের সর্বাস্থে বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ সোম আছে।' অক্ষর, ১৮৫২। ২ বিগ্ণ কর্তৃত্বাঙ্কর। 'বড় বড় বিনোদী কথার মুখোশ পরিচা আমরা তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বড়বাশ [বড়+স বশ] বি শিতামহ। 'তোমার বড় বাশ ছিল অকালে মোচায়া মইশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বড় বাড় ভাল নয় - খুব বেড়ে ওঠা ভালো নয়, কারণ বেশি বাজলেই পড়নের সম্ভাবনা বেশি থাকে। সুবল, ১৯০৬।

বড়বানু [বড়+বানু] বি জ্যোতি বানু। 'প্রথম বড়বানু আপনি নাম লিখিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

বড়মন্ডল [বড়+স মন্ডল] বি বড়ো মানুষ; প্রভাবশালী লোক। 'দুই এক বড়মন্ডলের আশ্রয় আছে।' ওগু, ১৭৮২।

বড়মানবী বি বড়োলোকি ভাব। 'সে এক বড়মানবী।' কায়সার, ১৯৬৫।

বড় মানুষ ১ বি অভিজাত লোক। 'অভিজাত্য আছে বড় মানুষের

পুত্র।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন।' হেতুম, ১৮৬১। ২ বি ধনী। 'জরীর কাপড় ও পরিচ্ছন্ন কোটার ধারা, আপনি বড় মানুষ সাজে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি মহৎ মানুষ। 'টাকা থাকলেই বড়লোক হওয়া যায় বটে, কিন্তু বড় মানুষ হওয়া যায় না।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

বড়মানবী [বড়+স মানুষ] ১ বি বিলাসী জীবনযাপন। 'সেই টাকা এবং লোকদিগকে লইয়া বড়মানবী করিতেছেন।' সুপ্ত সমাচার, ১৮৭০। ২ বিগ্ণ সম্পদশালী। 'ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বড়মানবী রকমে থাকেন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বড় মানুষের খুশ বি ধনীসের খুশ। 'হ্যাঁহো ও ইটন এই দুইটা বড় মানুষের খুশে একটি অভিশর মন্দ রীতি চলিত আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বড়মি [স বড়] বিগ্ণ বুধ; অভিশয়। 'তোমার মোর হৈবে কাহাজি বড়মি বাখান।' বড়ু, ১৪৫০।

বড়রূপে ক্রিয়ণ যত্নের সঙ্গে; সাবধানে। 'বড়রূপে রাখিয় ইহা করিয়া সজতি।' মালান্দর, ১৫০০।

বড়লাট [বড়+ই লর্ড] বি ব্রিটিশ শাসনাবলী ভারতের গবর্নর জেনারেল। 'লাট বড়লাট ও গবর্নমেন্ট কর্মচারীগণের ...।' ছেলতান, ১৯১৯।

বড়লোক ১ বি বিশেষ ব্যক্তি। 'তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি ক্ষুদ্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ধনী ব্যক্তি। 'বিষয়সুখেতে বড় লোকের সম্ভাষ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিগ্ণ মহাশয়। 'খুন্দা বলেন তবু তুমি বড়লোক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি উচ্চবর্ণের মানুষ। 'গোপাল তাঁকুর ... বড় লোক। কেঁদ না গোপাল গ্রাম্প জাতি।' বরীন্দ্র, ১৮৯৯। ৫ বি শ্রেষ্ঠ লোক। 'এই জগিতে-শায়ী বিমুখ যুবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বড়লোক?' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বি ব্যয়োচ্চত মানুষ। 'বড়লোকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ক্রমে আপনের বিষয় ফুরিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বড়লোকি বি ধর্মীয় মতো আচরণ। 'জনসাধারণের বিশ্বাসের হেতু ... তার বড়লোকি।' যনসুর, ১৯৫৫।

বড়লোকিয়ানা বি বাহুগিরি। 'ঠিকে ঝিকে নিয়ে বড়লোকিয়ানা করে সিনেমা দেখতে চললো।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বড়শিল [বড়+স শিলা] বিগ্ণ বড়ো শিল্পবিশিষ্ট। 'এক বড়শিল হিগন এক পরিচ্ছন্ন জলাতে জল পান করাতে ...।' তারিণী, ১৮০৩।

বড়শিলা বিগ্ণ বড়ো শিল্পবিশিষ্ট। 'এক জন্ত এক বড়শিলা হরিণের ঘারা ...।' তারিণী, ১৮০৩।

বড়সড় বিগ্ণ বেশ বড়ো। 'মারা গেল সে - এমন বড়সড় ছেলে।' ওগুালী, ১৯৪৫।

বড় সাহেব ১ বি প্রধান কর্মকর্তা। ওগু, ১৭৮২; 'বড়সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি বড়ো কর্তা। জানকান, ১৭৮৪। ৩ বি গবর্নর জেনারেল। কালাগে, ১৭৮৫। ৪ বি গবর্নর। ওগু, ১৭৮৫।

বড় সাহেবি [বড়+আ সাহিব] বি বড়ো সাহেবের কাজ বা পদ। কালাগে, ১৭৮৫।

বড় হাঁড়ির আমনি ভাল - মহৎ মানুষের কুই কথাও উপকারী। 'ওলো তুই বুখি না। বড় হাঁড়ির আমনি ভাল।' গৌর, ১৮২২।

বড়হি বিগ্ণ অতি। 'মুনি হইয়া রাজ্ঞ চিত্তা বড়হি গরিষ্ঠ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বড়া [স বড়া] বি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবার। 'বড়ার বহুআরী আশ্বে
বড়ার সভাএ'। বড়ু, ১৪৫০।

বড়ামুদে বিপ বড়োই ক্ষুধিবাছ। 'নানাবিধ খোসামুদে তোয়ামুদে
বড়ামুদে বড়লে রমণীমেলক'। তবানী, ১৮২৫।

বড়ু [স বর] বি বর। 'আজী তোকে বড় দিয়া করিব উপকার'। ককীশ্র, ১৬৮৯।

বড়ু [স ওড়] বি জবা ফুল। 'গলায় বড় চুলকালি কপালে'। মানিকরায়, ১৭৮১।

বড়ুকি বি বয়স্ক ব্যক্তি। 'বড়ুকি নাচে ছুটকি নাচে/ মুটকি নাচে ধাতিক
তিং'। নজরুল, ১৯৩৩।

বড়ুবা [স] বি ঘোড়া। 'শোভে বীরবতী সতী বড়বার পিঠে'। মাইকেল, ১৮৬১।

বড়ুশা বি বর্ণা; বস্ত্রম। 'কেহবা বড়ুশা লোকে চোহেরে মারিতে'।
কৃষ্ণরায়, ১৭২০। দ্র বর্ণা

বড়শি, বড়শি [স বড়শী] বি বাকানো লোহার অশূলকৃত কাঁটাবিশেষ
যাতে চোপ গৈষে মাছ ধরা হয়। 'বড়শি বাহিয়া বড় বড় মাছ পায়'।
আলাওল, ১৬৮০; 'বড়শি'। ওর্সা, ১৭৮২।

বড়শি-বৈধা বিপ বড়শিতে আটকা পড়েছে এমন। 'আমি বড়শি-
বৈধা মাহেরে মতো'। নজরুল, ১৯৩২।

বড়া' কিং অভ্যস্ত। 'আবেদী কেছার তরে করে বড়া গম'। গরীব, ১৭৫৫।

বড়া' [স বটকা] ১ বি তেলে ভাজা বাদ্যদ্রব্যবিশেষ। 'হাঁসডিয়ে কিছু তোল
বড়া'। মুকুল, ১৬০০। ২ বি পিঠাবিশেষ। 'এইবার কিন্তু বড়া করে
দিতে হবে'। বিজুতি, ১৯২৯।

বড়া পিঠা বি এক ধরনের পিঠা। 'পাতিসাপটা পিঠা, বড়া পিঠা'
জসীম, ১৯৬০।

বড়াই [স বৃষ্টি] ১ বি পর্ব। 'কাটিয়া সকল অস্ত্র করিল বড়াই'। মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি উচ্চ প্রশংসা। 'না বৃজিয়া মুড় সতে তোকে বড়াই
দিল'। ককীশ্র, ১৬৮৯। ৩ বি আত্মঘর। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

বড়াই কহনিয়া বি আকালনকারী। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

বড়াং বি আকালন। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

বড়াঞি বি বাহবা। 'না বুঝিয়া লোকসকল বড়াঞি তায়ে দিল'
মাল্যধর, ১৫০০।

বড়াহ্র [স] বি বড়া দিয়ে বান্না করা অন্নরসের বস্ত্রন। 'মধুগাহ্র বড়াহ্রাদি
অন্ন পাচ হয়'। কৃষ্ণরায়, ১৬৮০।

বড়ারী, বড়ারী বি (সংগীত) একটি রাগিনী। 'বড়ারী'। চক্ৰ, ১৫৫০।
'পূর্ববী বড়ারী পাছে সারাস বড়ারী'। আলাওল, ১৬৮০।

বড়াল বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামদাস বড়াল'। সেকধি, ১৮৪০।

বড়ি', বড়ী' ১ বিপ বড়ো। 'আম্ভার বচন তপ তোকে বড়ি মা'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ অভিশপ। 'আজলী রাখা ওঁ আবালা বড়ী'। বড়ু, ১৪৫০; 'বামীর সোহাগে তার গর্ব হইয়াছে বড়ি'। মুকুল, ১৬০০।
৩ ক্রিবিপ বড়ো করে। 'নরন মুখায় বড়ি'। কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

বড়ি', বড়ী' [স বটা] ১ বি ডালের তৈরি গোলাকৃতির খাবার বিশেষ;
বড়া'। কেহ দিল চান্দ বড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি'। মুকুল, ১৬০০।
২ বি গোলাকৃতির বা গুটিকাকৃতির বিটা। 'ছাগলের বড়ি'।

ম্যানেএল, ১৭৪৩। ৩ বি বটিকা; গুটিকাকৃতির গুদ্রুখ। 'গণ্যা গণ্যা
বারি করে গুদ্রুখের বড়ি'। রূপরায়, ১৭৫০; 'পরমা জমাছে,
কবিরাজের বড়ী বাছে'। পিণিশ, ১৮৮৬।

বড়িআ [স বটিকা] বি বড়ো; দাবার যুটি। 'পহিলে তোড়িয়া বড়িআ
মহাভিউ'। চর্যা ১২, ১২০০।

বড়িশী [স] বি বড়শি। 'মস্য্য সকল মাংসেতে আছোদিত বড়িশী
অজ্ঞানতা প্রমুক্ত বাইয়া বিপনে পড়ে'। গৌর, ১৮২২। দ্র বড়শি

বড়ী কাবাব বি মাংসের তৈরি কাবাববিশেষ। 'শিক কাবাব, শামী কাবাব,
বড়ী কাবাব, মিশরী (মিশরীয়) কাবাব অল্প অল্প খেতে পায়েন'।
মুজতাবা, ১৯৫৮।

বড়ু [স বট] ১ বি হোটো ছেলে। 'বড়ুরূপে রহিয়া কুম্ভ তাহাকে চলিতে'।
মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সন্তান। 'আমি ত ব্রাহ্মণ বড়ু'। মূলতান, ১৭৫০।

বড়ুরা [স বট] বি ব্রাহ্মণসূত্র। 'কালিকার বড়ুরা জগা ঐছে গরী
হেল'। কৃষ্ণরায়, ১৫৮০।

বড়ো বি দাবার যুটি। 'কেহ বা বড়ো টেপেন - কেহ বা তাস পেটেন'।
গ্যারী, ১৮৫৮; 'বড়োপোকে বুদ্ধির্ভূক চালাইলেই বাজি মাং করা
যায়'। রবীশ্র, ১৯৩২।

বড়ো ১ বিপ খুব। 'আমদারী বরচ জমা এ সকল বড়ো লেঠা ...।
মুড়াগুহু, ১৮১৩; 'ববিবারে কুটিওয়ালারা বড়ো দিলে দেন'। গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বিপ পরিণত। 'যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে
ভাকৈই আমরা ভাবুক বলি'। রবীশ্র, ১৮৯৪। ৩ বিপ ফুল। 'ছোটো
পাত্রে ভাকৈ ধরে না এবং বড়ো পাত্রে তার দিলে বোধ হয়'। রবীশ্র, ১৮৯৪। ৪ বিপ তাৎপর্যবর্ণ। 'তুমি একটা খুব বড়ো কথা কহিয়াছ'।
রবীশ্র, ১৮৯৪। ৫ বিপ ভারী। 'তোমাদের কথাটা অত্যন্তিকতে
বড়ো'। রবীশ্র, ১৮৯৭। ৬ বিপ বেশি। 'মেয়ের বয়স বড়ো বলিয়াই
পণের অর্ঘ্যতাও বড়ো'। রবীশ্র, ১৯১৪। ৭ বিপ উদার। 'মন যখন
খুব বড়ো হয়ে ওঠে'। রবীশ্র, ১৯২৮। দ্র বড়ু

বড়ো-আপন বিপ একান্ত নিম্নের। 'বড়ো-আপন কাছের জিনিস'।
রবীশ্র, ১৯৩১।

বড়ো একটা ক্রিবিপ বিশেষভাবে; খুব বেশি। 'শেষ কথাগুলিতে
বড়ো একটা কান না দিয়া কহিল ...'। রবীশ্র, ১৮৯২।

বড়ো করা ক্রি মর্যাদার শ্রেষ্ঠ করা। 'নামে মানুষকে বড়ো করে না'।
রবীশ্র, ১৮৮৭।

বড়ো-কর্তা [বড়ো+স কর্তা] বি সর্বোচ্চ কর্তা। 'একটা বাখিত
হৃদয়ের আওয়াজ তলিয়া ছোটো হইতে বড়ো কর্তা পর্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায়
...।' রবীশ্র, ১৮৯৩।

বড়ো কাজ বি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 'ইলভ বড়ো হয়ে উঠে
মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে'। রবীশ্র, ১৯৩১।

বড়ো পোলাই বি প্রধান পুরোহিত। ওর্সা, ১৭৮৫।

বড়োঘর [বড়ো+ঘর] বি অবস্থাপন্ন পরিবার। 'মেয়টোকে একটি
বিশিষ্ট বড়োঘরে বিবাহ দিতে পারিব'। রবীশ্র, ১৮৯১।

বড়োজোর [বড়ো+জা জোর] বিপ খুব বেশি হাল। 'বড়োজোর
ভাড়াবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই'। রবীশ্র, ১৯৮৮; 'চেষ্টে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাই'।
রবীশ্র, ১৮৯৯।

বড়োহু বি জেঠুহু। 'পৃথিবীর ছোটো এবং বড়ো, ঝাঁট এবং যুটা,

সমস্ত বড়োড়ের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বড়ো-দি বি বড়ো দিদি। 'যদি জ্যোতি নন্দিন জ্যোতি-দি বা বড়ো-দি অথবা মধ্যো কেউ নাতনিন বড়ো' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বড়োবউ বি জ্যোতি ছেলের স্ত্রী। 'বড়োবউয়ের স্বংকার সখকে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটায় গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বড়ো বড়ো ১ বিণ জগর। 'বড়ো বড়ো আকুল নয়নে/ শুধু মুখপানে চেয়ে রয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ গাল-ভরা। 'বড়ো বড়ো বিনেশী কথার মুখোশ পরিয়া আবার তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ পাকা পাকা। 'এত বড়ো বড়ো কথা তার মুখখানি একরঙি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বিণ বিরাট। 'তাহা বড়ো বড়ো বন্দরে প্রেরণ করা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বিণ বেশি চাঞ্চাল্যপূর্ণ। 'কেবল বড়ো বড়ো সগুদাগরেরাই সপ্তশ্রী তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বিণ বিখ্যাত। 'যুরোপেও অনেক বড়ো বড়ো চিত্রশিল্পক ও ভাস্করকে বহুকাল অনাদর ও অনাহারের মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৭ বিণ বড়ো আকারের। 'ঘরে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৮ বিণ বিরাট আয়তনের। 'বড়ো বড়ো রাজাসম্রাজ্য খুশি সাং হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ১০ বিণ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। 'খোশ দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বেয়ে গিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ১১ বিণ লম্বা। 'বড়ো বড়ো বাঁশ গুঁতে জাল পেতেছে জেলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ১২ বিণ অতিশয়। 'বড়ো বড়ো নামজাদার সভা' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বড়োবাবু ১ বি জমিদার। 'বড়োবাবু ডিহির কাছারিতে আসিয়াছেন।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি প্রধান কেরানি। 'আমি যদিহে এখানে বড়োবাবু আছি।' মানিক, ১৯৩৭।

বড়ো-মানবি বিণ বড়োলোকি। 'হ্যা বড়ো-মানবি চাল, যেন কোমল নবাবের মেয়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

বড়োমানুবি [বড়ো+স মানুবা] ১ বি ধনী লোক। 'বড়োমানুবি বড়োমানুকেই খাতির করে, আমরা গেসে হন্দ বসকি।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান; অভিজাত ব্যক্তি। 'বেচারামবাবু কোনারামবাবুর পুত্র - বুনিয়াদী বড়ো মানুবি।' প্যারী, ১৮৫৮।

বড়োমানুবি [বড়ো+স মানুবা] বিণ বড়ো মানুষের মতো। 'মনোহরলালের ছিল সাবেককেলে বড়োমানুবি চাল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বড়োলোক [বড়ো+স লোক] ১ বি অধিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি। 'দেশের কতকগুলি বড়োলোক বড়ো বড়ো পাশাপি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি ধনী ব্যক্তি। 'গব্বমেস্টের মোহাই পেড়ে এরা বড়োলোক হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি নাম-করা ব্যক্তি। 'লোচো বড়োলোকের কাছ হইতে সাটিফিকেট আনিতে পার?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বড়োলোককু [বড়ো+স লোক+স কু] বি বড়োলোকের বৈশিষ্ট্য। 'কোথা ভবে তার বড়োলোককু?' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বড়োলোকি বি ধনাঢ্যতা। 'দেবতার কাছে বড়োলোকি চলবে না।' মানিক, ১৯৪০।

বড়োসাহেব ১ বি গব্বর জেনারেল। ওয়া, ১৭৮৫। ২ বি প্রধান কর্মকর্তা। 'আপিসে ... বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বড়োসড়ো বিণ অতিশয় বড়ো। 'দু দিনে দুটি বেশ বড়োসড়ো

রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বড়ো হওয়া ১ ক্রি বৃদ্ধি পাওয়া। 'বড়ো হইতে।' মনোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি গৌরবান্বিত হওয়া। 'ইংলন্ড বড়ো হয়ে উঠে মানবসমাজে বড়ো কাজ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ ক্রি বয়স বাড়ান। 'স্বখন একটু বড়ো হইয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বর্ণ [স বর্ণ] বি জব্বল। 'এ বর্ণ ছাড়ি হোহে জাভো।' চর্চা ৬, ১২০০। ব্র বন

বণিক [স] ১ বি ব্যবসায়ী। 'একে একে বণিকের কত নিব নাম।' মুকুল, ১৯০০। ২ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'হরক ঠাকুর, নিতাই দাস এবং ভবানী বণিক এই তিন জনের দল।' রাজ, ১৮৭৪।

বণিকগৃহিণী [স] বি ব্যবসায়ীর স্ত্রী। 'ধনমদ্যার্থিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ ব্যায়ামে দাঁড়াইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বণিকচারি [স] বি ব্যবসায়ী-সভাব। 'তাদের বণিকচারি এতটুকু লুপ্ত হলো না।' সনৎ, ১৯৭০।

বণিকজাতি [স] বি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। 'বণিকজাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বণিকপথ [স] বি বাণিজ্য। 'বিশ্বদেশের বৈশ্য যদি এই বণিকপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে ...' সবুজ, ১৯২০।

বণিকপথকু [স] বি কারখানার মালিক। 'বণিকপথকু চোখ রাজায়, কারখানায় বন্ধ কাজ।' সুভাষ, ১৯৪০।

বণিকবৃত্তি [স] বি ব্যবসাদারি; সগুদাগরি। 'বণিকবৃত্তি সর্বমই পরিব্যাপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বণিকসম্রাট [স] বি ব্যবসায়ীদের প্রধান; শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। 'এমন সময় যত-সব রাজদুত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসম্রাট।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বণিক-সম্রাট [স] বি ব্যবসায়ী শ্রেণী। 'স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি অর্থাৎ বণিক-সম্রাট প্রবর্তিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বণিকিনী [স] বি বণিকের স্ত্রী। 'নামের আপনি হলো বণিকিনী।' চঞ্জ, ১৫৫০।

বণিপুত্র [স] বি বণিকের পেশা। 'দেশের প্রজন্ম বণিপুত্র অবলম্বন করে।' অক্ষয়, ১৮৭৭।

বণিজ [স] বি বাণিজ্য। 'বণিজ্য-পু ধন লই বণিজ করএ।' সুলতান, ১৭০০।

বণিজ্য বি বণিক। 'চলহ বণিজ্যে তুমি বণিজ্যের সাথে।' সুলতান, ১৭০০।

বণিজ্য বিণ বাণিজ্যিক। 'বণিজ্য দোকান কত লতপত ঠাই।' রামশ্রদাস, ১৭৮০।

বণিতা [স বণিতা] বি স্ত্রী। 'প্রভুর বণিতা হেন বোলে পাণীগণ।' সুলতান, ১৭০০।

বণ্টন [স] বি বিতরণ। 'মুদ্রি সে করি দু পূর্বে অমৃত বণ্টন।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'ডালকুন্ডার মাখে করহ বণ্টন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি বিভাজন। 'নিজ নিজ অংশ বণ্টন করে নেয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বণ্টিত [স] বিণ বণ্টন করা হয়েছে এমন। 'বৌদ্ধিকতার নিক্তির উপর নির্ভর করে বণ্টিত বা বিভাজিত হয় না।' ওয়াজেব, ১৯৪০।

বণ্ড [স] বি চুক্তিপত্র। 'তারে বুঝিয়ে ঠিক করতে হবে যাতে একখানা (bond) বণ্ডে সই করে।' শিরিন, ১৮৮৯।

বতরিবন্ধ, ব-তরিবত [কা ব+আ তরবিয়ত] ক্রিবিধ আদব-কায়দার সঙ্গে। 'কি করে কোন্-ভিন্নার মায়ের এসপেরেশান রান্নার বর্ণনা বতরিবন্ধ বয়ান করি।' মুক্ততবা, ১৯৫২। 'এরা ... মাসে দুবার গ্রেস করিয়ে ব-তরিবত পরতে জানে না।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

বতরিষ [কা ব+আ তরিষ] ক্রিবিধ তারিখসহ; তারিখযুক্ত। ডানকান, ১৭৮৬।

বতিস [পা বতিসে] বিধ বতিশ। 'বতিস তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।' চর্চা ১৭, ১২০০। দ্র বতিশ।

বতোর বি ফসল তোলার উপযুক্ত সময়। 'বতোর দিনে মশরা-মশরা ধান আসে ঘরে।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

বত্তা বি খসে। 'কাপড়ের বজ্রহাতে কিতাব কোরান।' বিজয়, ১৬৫০। দ্র বট্টা

বতিয়ে যাওয়া ক্রি বৈত বাওয়া; ধন্য হওয়া। 'তার পায়ের এতটুকু ধুলো পেলে জোরা বতিয়ে যেতিস।' নজরুল, ১৯২৭।

বতিশ [পা বতিসে] বিধ বতিশ সংখ্যক। 'শিরে বন্দো রাউন্ডের বতিশ আমির্নী।' রূপরাম, ১৭৫০। দ্র বতিশ।

বতিস [পা বতিসে] বিধ বতিশ। 'বতিস কুলকুচায় ধর্ম পবিয় হইআ।' রামাই, ১৭১০।

বত্তীস [পা বতিসে] বিধ বতিশ সংখ্যক। 'বত্তীস রাজলক্ষ্য সহিত শরীর।' বড়ু, ১৪৫০।

বত্স [স ব+>] বি বৈতে থাক। 'ও তার ব্রহ্মসে রূপ আছে বত্স।' লালন, ১৮৯০।

বতিশ [পা বতিসে] বিধ বতিশ সংখ্যক। 'বতিশ লক্ষ টাকা রাজলক্ষ্য দিনে।' দর্পণ, ১৮১৯।

বতিশ নাড়ি বি মর্মস্থল। 'বতিশ নাড়ি শাক দিয়ে আমায় প্রাণি সজল হয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

বতিশপাটী বি বতিশ সারি বা বতিশটি। 'সাঁত বতিশপাটী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

বতিশা [পা বতিসে] বিধ বতিশ সংখ্যক। 'বতিশা জাঁতিয়া কলার আরাটিয়া পাতে।' কুমুদাস, ১৫৮০।

বকস [স] ১ বি বাহুর। 'গাই মাছি দুইতে বকস মেগিয়া পাঠায়।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি পিত। 'বকসগণ সঙ্গে আইসে বেণু বাজাইয়া ...।' মালাধর, ১৫৭০।

বকসতরি [স বকসতরী] বি বকনা বাহুর। 'বৃষ ও বকসতরি আমির্নাছ।' রেক্স, ১৮০২।

বকসতরী [স] বি বকনা বাহুর। 'ভাই বলি বকসতরী চটুটয় সহিত বুঝোসর্প।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বকসদা [স] বি লিতর। 'সানোরসাগর তরে বকসদা প্রায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বকসরূপ [স] বি বাহুরের আকৃতি। 'আর কোন জন তবে বকসরূপ ধরি।' মালাধর, ১৫০০।

বকসহারা [স বকস+হারা] বিধ সজান হারিয়েছে এমন। 'বকসহারা কোন সাহারা হা করে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

বকসে বি ক্রী বাহা। 'রাক্ষসহিনী দুহিতার নিকটবর্তিনী হইয়া বলিলেন, বকসে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

বকস্য [স বকস] বি বাহুর। 'আনন্দিত হইল সবে খেঁনু বকস্য পাইয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

বকসর [স] বি বহর। 'এগার বকসের বাগী।' বড়ু, ১৪৫০।

বকসর বকসর ক্রিবিধ প্রতি বহর। 'বকসর বকসর দেখিতেছি এ অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের সমাগম উত্তরোত্তর অজই হইয়া আসিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বকসরাস্ত্র [স] বি বহরের শেষ সময়। 'বকসরাস্ত্রে যে টাকার উপরে যত সুদ হয়।' দর্পণ, ১৮১৯।

বকসরাবধি [স] ক্রিবিধ এক বহর পর্যন্ত। 'বাদ্য সামগ্রি বকসরাবধি সপরিবারে বাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' রামরাম, ১৮০১।

বকসরীয় [স] বিধ বাসরিক। 'ভৃতীয় বকসরীয় মিসিল।' দর্পণ, ১৮২০।

বকসল [স] বিধ অনুসায়যুক্ত; অপত্য নির্ধিশেষে স্নেহপরাগণ। 'সেবক বকসল ভুমি করিলে প্রকাশ।' মালাধর, ১৫০০।

বকসলা [স] বিধ ক্রী বকসল। 'ভক্ততৎবেলা নাম কি বলি ব আর।' কুমুদাস, ১৭২০।

ববু [স বহা] বি বহু। 'কোন ববু লড়া জাহা মথুরা তাহার দেহ বিচার্য।' বড়ু, ১৪৫০।

বদ [স ব+>] বি হত্যা। 'ভ্রাশ্রিন্দের বদ কথা বড় রসময়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বদ [স] ১ বি মন্দ। ওঁসাঁ, ১৭৮৫। ২ বিধ ক্রী: কুপিত। 'মেমটাকে সত বদ সেবতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিদ্য দুষ্ট। 'এমন বদ ছেলোও তো দেখিনি।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বিধ রক্ষ। 'আমার মেজাজ কি এতই বদ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বদ-অভ্যাস [স] বদ+স অভ্যাস বি বাদ্যপ শব্দাব। 'তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'বেসব কুপ্রথা ও বদঅভ্যাস আমাদের সমাজসেইে বিরাট বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে।' আল্লাদ, ১৯৬৪।

বদকর্ত [স] বদ+স কর্তা বি বেসুরো কর্তা। 'বদকর্তালোকবাসী আমরা কল্পনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বদকর্মী [স] বদ+স কর্মী বি মন্দ কাজ করে যে। ওঁসাঁ, ১৭৮৫।

বদকাম [স] বদ+কাম বি অপকর্ম। 'সাপ নহে কেরেশতা যে করিল বদকাম।' গরীব, ১৭৬৫।

বদকার [স] বদ+> ১ বিধ কুকর্ম পারদর্শী। 'যতক বেশাফ আমি যতক বদকার।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বাদ্যপ কাজ। 'মনে পড়ে শুধু অসংখ্য বদকার।' ফররুখ, ১৯৪৩।

বদকিসমত [স] বদ+আ কিসমত বি দুর্ভাগ্য। 'বহবার বানের পানি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আমাদের এই বদনসি, বদকিসমত দেশটাকে।' কায়সার, ১৯৬২।

বদ-খবর [স] বদ+আ খবর বি দুঃসংবাদ। 'সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটা পাখিকে বেয়াক্স বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্য।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

বদখশামী বিধ বদখশান নামক জায়গায় প্রান্ত। 'আমাকে উপহার দিলেন এক বদখশামী কবি।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

বদখোয়াল [স] বদ+আ খোয়াল বি বাদ্যপ ইচ্ছা; মন্দ প্রবৃত্তি। 'সে বদখোয়ালে হঠাৎ শিং জোড়াতা কাটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বদখোয়ালি [স] বদ+আ খোয়াল বি মন্দ খোয়ালজাত বা

বদখেয়ালী

খেয়ালের। 'বদখাটো যার বদখেয়ালি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বদখেয়ালী [বা বদ+আ খেয়াল] বি কৃতবৃত্তিস্পন্দ লোক। 'টাকা থাকলেই বদখেয়ালী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।' প্রমথ, ১৯২৮।

বদগন্ধ [বা বদ+স গন্ধ] বি দুর্গন্ধ। 'ওঁস, ১৭৮৫: 'একটা বদগন্ধ উঠছে।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

বদগজনা [বা বদ+স গজনা] বি ব্যাপার কথা। 'আপনি পুলিশকে বড় বদগজনা বলছেন।' শ্রীমন্ত, ১৯৬৭।

বদজ্ঞাত [বা বদ+স জ্ঞাত] ১ বিশ দুষ্ট। 'এজিসের কেতাবত লেখে বদজ্ঞাত।' গদী, ১৭৬৫। ২ বি দুর্বৃত্ত। 'বদজ্ঞাত। আবদলক শোয়া হয়ে - উঠো।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বদজ্ঞাতি [বা বদ+স জ্ঞাতি] বি ব্যাপার আচরণ। 'সেখানে বদজ্ঞাতি' রব্বি, ১৮৭৮।

বদতরহ [বা বদ+আ তরহ] বিশ নিম্ন রকমের। ক্যালগে, ১৭৮৪।

বদসোয়া [বা বদ+আ সোয়া] বিশ উগ্র অহংকারী। 'ফ্রেড মিঞা বদসোয়ায়ী হবে কেনন করে?' কার্লসন, ১৯৬৫।

বদ-সোয়া [বা বদ+আ সুয়া] বি অমঙ্গল কামনা, অতিশাশ। 'আমার নুককে কোনো আরা-লিল বদ-সোয়া দিলেন।' নজরুল, ১৯২৭: 'যদি বাস্তব পাবে বদসোয়া লাগে।' শওকত, ১৯৫৮।

বদনজর [বা বদ+স নজর] বি কুদৃষ্টি। 'বদন শেখের বদনজর, গ্রামের বড় বড় সাগর কুই।' কার্লসন, ১৯৬৫।

বদ-নসিবে [বা বদ+আ নসিবে] ১ বি দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। 'বদ-নসিবে'র বগাত বারাব।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিশ হতভাগ্য। 'দলিত বদ-নসিবে।' নজরুল, ১৯৪১।

বদনাম [বা] বি দুর্নাম। 'মাল মাত্রা গেল কেবল রহিল বদনাম।' গদী, ১৭৬৫: 'হুমকাজ করলেই মানুষের বদনাম হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বদনামি, বদনামী [বা বদনাম] ১ বি মিথ্যা প্রচার করা; বদনাম করা। 'হরি স্ত্রুঘারি পরদারী ভাঁড়ায়ী ঠকায়ী বদনামী কোটামীতে অতিথায়।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি দিলিত লোক। 'আমি একটা বদনামী হয়ে এখান থেকে গিয়েছিলাম।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বিশ মিথ্যা প্রচার করে এমন। 'মিয়া, ১৮৮১। ৪ বি কুখ্যাত ব্যক্তি। 'একজন পোলিটিক্যাল বদনামীর সঙ্গে তাঁর কল্যাণ সেখানাকাং হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৫ বিশ দুর্নাম আছে এমন; কুখ্যাত। 'আমরা থাকি বদনামি সলের শিরোশি হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বদনিয়ম [বা বদ+স নিয়ম] বি বাজে অভ্যাস। 'প্রথম দিকে দিলী বদনিয়ম বলে মনে হতো।' হাসান, ১৯৬৯।

বদশাস [বা বদ+আ শাস] বি নশ। 'সে ধন এখন, হারালি রে মন এখনি তোর কপাল বদশাস।' মালদ, ১৮৮০।

বদশাল [বা বদ+আ শাল] বি দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। 'সারা গায় জাগে জ্বলিত বদশাল।' ফররুখ, ১৯৪৩।

বদবশ্বত, বদবশ্বত [বা বদ+আ বশ্বত] বিশ হতভাগ্য। 'শাহ সাহেব বলিলেন, "কাকের বদবশ্বত।" বেহমিজ।' রব্বি, ১৮৮৪। 'আফগানিস্তানের বদবশ্বত ও হেরাত বশ্বত লোকদের উপর রাজত্ব করিতেছেন না।' রোকেয়া, ১৯২৯।

বদবোহি [বা বদব] বি দুর্গন্ধ। 'মাদোএল, ১৭৪০।

বদভ্যাস [বা বদ+স অভ্যাস] বি ব্যাপার অভ্যাস। 'চুপ করে থাক,

তর্ক করার বদভ্যাসটি ভাল না।' সুফার, ১৯২০।

বদমাইশ, বদমাইশ [বা] বিশ দুর্বৃত্ত; দুষ্ট। 'হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে একতাক্ষেপ সেই লম্পর্ক।' হেতাম, ১৮৬২: 'তুই কি এই বদমাইশদের সঙ্গে মিশে গেছিস।' মদাররফ, ১৮৬৮।

বদমাইশি, বদমাইশী [বা বদমাইশ] বি দুর্বৃত্তপনা। 'বদমাইশী ও বজ্রতির অনেক লাগব হয়েছে।' হেতাম, ১৮৬২: 'দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোর বদমাইশি বার কতবো।' অগাস্টিন, ১৯৫৯।

বদমায়রী বি দুর্বৃত্তপনা; দুষ্কারিত্বের বৈশিষ্ট্য। 'এই সরল বদমায়রী ডিগদিন থাকে।' হেতাম, ১৮৬১।

বদমায়েশ, বদমায়েশ বিশ দুর্বৃত্ত। 'নানা প্রকার বদমায়েশ লোক ঐ স্থানে গিল গিল করিয়া আসিত।' গ্যারী, ১৮৫৮: 'সমস্ত নিরুধ্যা এবং বদমায়েশ লোক যোগ দিয়াছে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

বদমায়েশি, বদমায়েশী ১ বি ভান; ছলনা। 'ও বেটার কাঁপুনি-টাঁপুনি সমস্ত বদমায়েশি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি বজ্রতি। 'বদমায়েশির মাসি পিসি।' নজরুল, ১৯২৬: 'মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কি করে?' হুস্তব, ১৯৪৯।

বদমায়েশি, বদমায়েশী ১ বি অশ্রমক। 'স্ট্রীকে তড়াইয়া দিয়া সেখানে বদমায়েশী করিতেছে।' সুলত, ১৭৮৩: 'কর্মব্যস্ত সেলে আর বদমায়েশি থাকবে না।' অজিত, ১৯৫০। ২ বি শয়তানি; দুষ্ট কাহ্ন। 'কেউ কেউ বদমায়েশী করে একটা এটাচমেন্ট (attachment) বার করে পারে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বদমামি, বদমামী ১ বি স্বল্পতা। 'বাড়ের রীমারী বদমামীতে শয়্যামী হতে হলো।' মনোহর, ১৯৮১। ২ বি লম্পটের আচরণ। 'তার সঙ্গে এরকম বদমামি করবে তা ধারণার অতীত হিলো।' চাকরাণীটার।' মাল্লান, ১৯৬৮।

বদমাস ১ বি ব্যাপার লোক। 'জনকতক বদমাস তোমার সঙ্গ নিল।' রব্বি, ১৮৭৮। ২ বিশ দুষ্ট। 'বাবু, শালা বদমাস হ্যাঁয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বদমাসি বি অশ্রমক। 'কিয়া, ১৮৯১।

বদমিজাজ [বা বি বদমিজাজ]। 'কিয়া, ১৮৯১।

বদমিজাজি [বা বদমিজাজ] বিশ অশ্রমকৃতিবিশিষ্ট। 'কিয়া, ১৮৯১।

বদমিজাজ [বা বদমিজাজ] বি উগ্র মেজাজ। 'মামিহাশয়ের বিষয় বদমিজাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বদমেজাজি, বদমেজাজী [বা বদমিজাজ] বিশ উগ্র বা চড়া মেজাজের। 'বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে।' রব্বি, ১৮৭৪: 'বুঁব রাণী, বদমেজাজী।' বিকৃত, ১৯০১।

বদরসিক [বা বদ+স রসিক] ১ বিশ রসজানহীন; ভাঁড়। 'কী রকম বদরসিক লোকটা?' নজরুল, ১৯০১। ২ বি বেরসিক। 'তুমি কী করে এমন বদরসিক হলে হলো তো?' নজরুল, ১৯০৮: 'শ্রেষ্ঠ শবাব পান করে নের বদরসিকে।' নজরুল, ১৯৪২।

বদরাশ [বা বদ+স রাশ] বি উগ্র মেজাজ। 'মেয়েটি বরাবরই বদরাশ ... কর্মভার জন্য শ্রমিৎ ছিল।' জীবন, ১৯০২।

বদরাশি, বদরাশী ১ বিশ অজ্ঞত রোগে ব্যাধ এমন। 'সাহেবটাও বড় বদরাশী।' রব্বি, ১৮৮৪। ২ বি বদমেজাজি। 'বদরাশি তার এক-খেয়ালী।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ বিশ লম্পট। 'অজ্ঞত রোগে ব্যাধ এমন।' বদরাশি বালাজিটিকে একবার খুব দু কথা বলিয়ে দেব।' নজরুল, ১৯২৭।

বদরোশ [বা বদ+স রোশ] বি খারাপ রোগ; কু-অভ্যাস। 'এ বদরোশটা ভয়ানক মজ্জাপাত।' নজরুল, ১৯২৭।

বদলোক [বা বদ+স লোক] বি মন্দ লোক। 'দুচারটা বদলোকেদের সেবে ... সব চাষীর উপর গোশা হবার পার না।' মনসুর, ১৯৫৫।

বদ শ্ৰেষ্ঠা [বা বদ+স শ্ৰেষ্ঠা] বি গুরুতর রকমের শ্ৰেষ্ঠারোগ। ওর্গা, ১৮৫৫।

বদসরহ [বা] বিখ খারাপ। 'তুমি আমাকে বদসরহ গালি দিয়াছ।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

বদসুর [বা বদ+স সুর] বিখ প্রতিকটু। 'এমন-সব কথা ... জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বদসুরত [বা বদ+আ সুরাত] বিখ কুশ্লিত চেহারার। 'বড় বদসুরত আঁরিটা।' কায়সার, ১৯৬২।

বদহজম [বা বদ+আ হজম] বি হজমে সমস্যা। 'বদহজমের ভয়ও বড়।' বক্সিম, ১৮৭৮।

বদহজমি [বা বদ+আ হজম] বি পরিণাকে গোলমাল। 'অভিজ্ঞানের দরুন বদহজমিও হল দু-চারজনের।' মনসুর, ১৯৩৫।

বদড়া দিন [মু বদরু>] বি খারাপ দিন। মানোএল, ১৭৪৩।

বদতি [স] ক্রি বলে। 'সখন রোগিতি, বদতি পতি প্রতি রহত বিদমন্ত্রাজ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

বদন [স] ১ বি মুখমণ্ডল। 'বিকৃত বদন উমত মজী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মুখ; কণ্ঠ। 'এই ত বদলা হরি আপন বদনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বদন-ইন্দু [স] বি চাঁদমুখ। 'ভোকার বদন-ইন্দু অমিয়ার আশ বাহয়ার।' ১৬৫০।

বদনকমল [স] বি কমলের মতো বদন বা মুখ। 'বদনকমল তোর যবেই দেখিলা।' বড়ু, ১৪৫০।

বদনখাস [স বদন+আ খাস] বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনখাস, সরবতি, কান্দা, কুমীস, ছুরিয়া।' মাহেনপত্র, ১৯৪৯।

বদনচাঁদ [স বদন+চাঁদ] বি চাঁদের মতো মুখ। 'কেন অথোমুখে কঁাদ আবার বদনচাঁদ।' মাইকেল, ১৮৬১।

বদনচাঁদ [স বদনচন্দ্র] বিখ চাঁদমুখ। 'তোমার বদনচাঁদ মোর মন-ফুঁফাঁদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বদনপ্রতিমা [স] বি মুখাবয়ব। 'নিশাপতি তাঁহারই বদনপ্রতিমা দাখ করিয়াই যেন মনোমুখে দুষ্কারিত হইলেন।' মগাররক, ১৮৬৯।

বদনবিধু [স] বি চাঁদের মতো মুখ। 'কত প্রিয়ভাবে সাধু কপিয়া বদনবিধু চলে রামা ভিতর মলল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বদনবিবর [স] বি মুখগহ্বর। 'বদনবিবর তীক্ষ্ণখার দন্তশ্রেণীসম্বিশিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বদনমণ্ডল [স] বি মুখমণ্ডল। 'বিশাল শূন্যল বদনমণ্ডল রামিদিন চকুতে দেখিতে লাগিল।' বক্সিম, ১৮৮৪।

বদনশশী [স] বি চাঁদের মতো মুখ। 'পতিত বদনশশী দেখি আনশিত রস ভাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বদনশোভা [স] বি মুখের শোভা। 'জুগিয়ার মনোহরী বদনশোভা দর্শন করিলে কেই বা অপহৃত-মানস না হইত।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বদনাবরণ [স] বি ঘোমটা। 'তাহাদিশের বদনাবরণ উদ্‌ঘাটন করণের

ক্ষমতা ছিল না।' প্রভাকর, ১৮৯২।

বদনারবিধ [স] বি পদের মতো মুখ। 'কত লত চুখ খায় বদনারবিধে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বদনি, বদনী [স বদন>] বিখ মুখবিধি। 'রকতি বদনি শ্যাম।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'করাল বদনী শিবা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বদনা [স বদনী] বি জলপাত্রবিশেষ। 'সমুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।' বিজয়, ১৬২০।

বদনা-ভরা বিখ বদনাপূর্ণ। 'মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

বদনা-বিষে বি বৃষ্টির কামনায় লোকাচারবিশেষ। 'এমন সময় ওই গা হতে বদনা-বিষের গানে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

বদনা বিষের গান বি বৃষ্টির কামনায় পালিত লোকাচারবিশেষ। 'আমরা তখন কুমারী মেয়েরা বদনা বিষের গানে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

বদর [স] বি কুল ফল; বরই। 'ওপতে বদর বায়ু-পিণ্ডের নাশক।' ওর্গা, ১৮৫৮।

বদরি [স বদরী] বি কুল ফল। 'বদরি ফলের তুল্য নাসা আগে অমূল্য।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বদরিকা [স] বি কুল গাছ ও তার ফল। 'বটগাছ মাত্র বদরিকা মূল্য করে।' আলাওল, ১৬৮০।

বদরী [স] বি বরই। 'আঁগলা কমলা পানিআল লবণী বদরী।' বড়ু, ১৪৫০।

বদরী [আ] বি বদর নামে পীর, মুসলমান মাফিয়াস্ত্রায়া নিরাপদে যাত্রার জন্য যার নাম 'বদর' করে। 'বদর বদর শব্দে নাসোর ফেলিল।' ফরজুল্লাহ, ১৮৭৬।

বদরী [স] বি বদরিকাক্ষম বা ব্যাসতীর্থ, কুমায়ন গ্রন্থেশের অন্তর্গত অলকানন্দা নদীতে অবস্থিত। 'কে না ভপ তপিল বদরী বটেখরে।' বড়ু, ১৪৫০।

বদরী ব্র বদর

বদল [আ] ১ বি পরিবর্তন। 'চেড়িতে লহনা কয় জদি বা বদল হয়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যতিক্রম। 'এ হুমু খুব তহকিক জানিয়া কখনো বদল করিবা না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ বি বিনিময়। 'ভবানী, ১৮২৩; 'খুটি ... পুরানো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন।' হত্যায়, ১৮৬১।

বদল আশে ক্রিপ্রি বদলের আশায়। 'বদল আশে নানা দান নায়ে সেই ভরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বদল করন [আ বদল+স করণ] বি পরিবর্তন করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

বদলতা [আ বদল+স তা] বি রূপান্তর। 'ভাক্তার জেনারের মতে মনের বদলতা হ'লে চোহাও বদল হয়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বদলবন্ধ [আ বদল+স বন্ধ] বিখ পরিবর্তনহীন; একই রকম। 'মিনতিখারি বাউল বলে, ইচ্ছামতদ পারি বদলবন্ধ কাল কাটাতো ...।' শক্তি, ১৯৬১।

বদলবিবাহ [আ বদল+স বিবাহ] বি দুই পরিবারের মধ্যে পাষ্টা-পাটি শিক্তি। 'তাঁহারে এই বদলবিবাহে সখ্যত হইতে ইহায়াছিল।' ইয়মাদুল, ১৯২০।

বদল-সদল বি পরিবর্তন। 'একটু-আখটু বদল-সদল হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বদলাশে

বদলাশে *ক্রিবিপ* বদলের আশায়। 'বদলাশে নানাধন আনাছি সিংহল' মুকুন্দ, ১৬০০।

বদলা' [আ বদল>] *ক্রি* বদল করা। **বদলাগি** [আ বদল>] *ক্রি* বদল করে। 'বদলায় পুরাণিট হইল সাড়ে সাত' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বদলা' [আ বদল>] ১ *বি* পালাট। **বিদ্যা**, ১৮৯১। ২ *বি* প্রতিদান। 'খোদা একদিন তার এই ত্যাসের বদলা দিবেন' ফনসুর, ১৯৩৫।

বদলাই [আ বদল>] ১ *বি* বদল। 'বদলাই করে' এডমন্ড, ১৭৯৩। ২ *বি* প্রতিশোধ। 'বুনের বদলাই নিলেই তো পারেন' মুক্ততবা, ১৮৪৯।

বদলাতে *ক্রিবিপ* বিনিময়ে। 'কিছু চাই না, ইহার বদলাতে' নজরুল, ১৯৩৬।

বদলান [আ বদল] *বি* বদল করা। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

বদলাবদলি *বি* পালাটপালাট; অদলবদল। **বিদ্যা**, ১৮৯১: 'এক লহমায় বদলাবদলি হয়ে গেল' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

বদলি [আ বদল] ১ *বি* পরিবর্তন। 'কারবারের আনজান বদলির জন্যে তোমার কাজ্য কথক তলাত পড়িবেক' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩: 'তোমাদের মধ্যে কেহ বদলি হইলে' দর্পণ, ১৮২৩। ২ *বি* কর্মস্থল পরিবর্তন। 'তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বদলী [আ বদল>] ১ *বি* বিনিময়। 'অন্নিয় সুমুলা করি বদলী দিহ ধন' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* কর্মস্থল পরিবর্তন। 'অন্তলোক বদলী হয়ে চলে গেছেন রাজশাহী' ইমামুন্, ১৯৭২।

বদন্তর [ফা] *ক্রিবিপ* শ্রীতি অনুযায়ী। 'ওই জামিনির জন্যে দালালি বচন বদন্তর সাবেক ধান করা' হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩: 'আপনকার প্রতিটিষ্ট রাজ্যে সাবেক বদন্তর মহলের কার্যাব্যাক্ত করিয়াছে' রুমারি, ১৮০১।

বদা' [স বখ>] *ক্রি* বখ করা। **বদিবাবে** *ক্রি* বখ করতে। 'জরালিখ বদিবাবে শাড়া হইল' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বদান্য [স] *বিপ* উদার। 'শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বদান্যতা [স] ১ *বি* উদারতা। 'পার্লিমেণ্ট অতিবদান্যতা ও বুদ্ধিবিবচনা পূর্বক এমত হকুম করিলেন' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ *বি* দানশীলতা। 'টাকা প্রদান করিয়া ... বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন' দর্পণ, ১৮৩৫।

বদান্যতাশালী [স] *বিপ* দানশীল। 'অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহাযত্নব আমার প্রার্থনানুসারে ...' রামনারায়ণ, ১৮৪৪।

বদি [ফা বদী] ১ *বিপ* অমঙ্গলকারী। 'মনে কৃপা থাকে যদি না হৈও আমার বদি' অলাওল, ১৬৮০। ২ *বি* দৃষ্টতা। ওর্গ, ১৭৮৫।

বদী [ফা] ১ *বি* মনস্ক: সোহ। ওর্গ, ১৭৮৫। ২ *বিপ* পাণী। 'বদী বান্দা ফসকে পড়ে' জসীম, ১৯৩১। ৩ *বি* পাগলকর্ম। 'পাঁড়িপাট্যার ওজন করে দেখাবে নেকি আর বদীর কোন পাড়া ভায়া' শওকত, ১৯৮৮।

বদীয়ত, বদিঅত, বদীয়ত [ফা] ১ *বি* মন্য কাজ। 'এমন বদীয়ত নিভান্ন এই বুঝা যায়' কাগলগ, ১৭৯১। ২ *বি* অবিচার। 'তোমার উপর নানা প্রকার জুম্ম ও বদীয়ত হইয়াছে' গ্যারী, ১৮৫৮: 'বদিঅত' **বিদ্যা**, ১৮৯১।

বদৌলত [ফা ব+আ দৌলত] *ক্রিবিপ* কল্যাণে। 'যশসজির বদৌলত

বিশাল পৃথিবীর বিশালতা ও বৈচিত্র্য ঘুচে গিয়ে পৃথিবী হয়ে গিয়েছে ক্ষুদ্র' শরীফ, ১৮৬৮।

বন্ধর [স অদ্র] *বি* অদ্রলোক। 'বন্ধরে বন্ধরে আলাপ অইলৈ লাব' গিরিশ, ১৮৮৬। **দ্র অদ্র**

বন্ধি [স বৈদ্য] *বি* চিকিৎসক। ওর্গ, ১৭৮২। 'রেওন্ডের মধ্যে যামান চুখোড় ফলারে আছে, বন্ধিদের মধ্যেও ততোধিক' হেতায়ে, ১৮৬১। **দ্র বৈদ্য**

বন্ধু *বি* বন্ধুইন। 'মরু মুসাফির বন্ধুর সেবা কী কলারোলা' ফররুখ, ১৯৪৬।

বন্ধ [স] ১ *বিপ* বাঁধ। 'কটিতটে বন্ধ দৃঢ় স্থল পঠিতোরি' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'বন্ধহস্তপদ ইইয়া একবোরে অকুলসমুদ্রে নিষ্কণ্ড হইলাম' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ *বিপ* আবৃত। 'প্রথমেই বন্ধ হয় অহঙ্কারপাশে' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ *বিপ* অবরুদ্ধ; আটক। 'বন্ধ করি রাখিলেক মুর্শিদাবাদে' ভারত, ১৭৬০। ৪ *বিপ* অবস্থানবর্ত। 'প্রেমোত্তে পশের মাখে বন্ধ' ভবানী, ১৮২৫। ৫ *বিপ* সীমাবদ্ধ। 'এই উৎসাহ কেবল কপিকাজ নগরীমধ্যে বন্ধ নহে' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৬ *বিপ* আচ্ছন্ন। 'সকল বিষয়েই কুসংস্কার-পাশে বন্ধ ছিলেন' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৭ *বিপ* লিপিবদ্ধ। 'সে শাস্ত্রে বন্ধ' বক্রিম, ১৮৭৯। ৮ *বিপ* স্থির। 'বন্ধ সে তো হয় না আড়ায়' লালন, ১৮৯০।

বন্ধ উদ্যান [স] *বিপ* সম্পূর্ণ মানসিক বিকারমুক্ত। 'এমনভাবে তাকিয়ে যেন আমি বন্ধ উদ্যান' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

বন্ধতা [স] *বি* অবরুদ্ধতা; বন্ধ অবস্থা। 'সাতটা পর্যন্ত এই দারুণ বন্ধতা' বিকৃতি, ১৯৩১।

বন্ধপরিকর [স] *বিপ* দৃঢ়সংকল্প। 'রাজা প্রথমমায়, বন্ধপরিকর ইইয়া, মুখ্যবে প্রস্তত হইলেন' **বিদ্যা**, ১৮৪৭: 'বন্ধপরিকর ইউন' এসলাম, ১৯১৬।

বন্ধপাশাল [স] *বিপ* সম্পূর্ণ পাশাল। 'সংসারে বন্ধপাশাল ছাড়াও কম-বেশি অনেক পাশাল আছে' *য়ানিক*, ১৯৩৬।

বন্ধপিট [স] *বিপ* চারদেয়ালে বন্ধ ও নির্ণীত। 'তিনি বন্ধপিট ত্রন্দরী বিধবাদের অসংবৃত দুঃখ অনুভব করতে চেয়েছেন' রমেশ্বর, ১৯৭০।

বন্ধমূল [স বন্ধ+মূল] *বি* ফোটোনি এমন ফুল। 'বন্ধমূলের হঠাৎ পাগড়ি-খোলার মতন তার অন্ধাঙ্টিও যেন ফুল যেতে থাকে' নজরুল, ১৯২৭।

বন্ধবৈর [স] *বি* প্রবল শত্রুতা। 'সকল প্রাণীর সহিত বন্ধবৈর হয়' *বক্রিম*, ১৮৯২।

বন্ধমুষ্টি [স] ১ *বি* দৃঢ়মুষ্টি। 'ইংরেজের নাসায় আমাদের বন্ধমুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর স্থান নহে' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ *বি* মুষ্টিবদ্ধ হাত। 'স্ত্রীর বন্ধমুষ্টি, চন্দ্র ভালসের ঠাঠর করিল' শওকত, ১৯৫৮।

বন্ধমূল [স] ১ *বিপ* দৃঢ়মূল। 'সর্বসাধারণ লোকে যখনোনাতি বিবেচ্য প্রদর্শন করতে, বন্ধমূল করিতে পারেন নাই' **বিদ্যা**, ১৮৪৯: 'গভীরভাবে বন্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার পায়ের পায় না' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ *বিপ* অনন্ত। 'অনেক লোক বন্ধমূল কুসংস্কার-বিশেষের ... বশীভূত' অক্ষয়, ১৮৫৫: 'এই সংস্কার যে জাতির মনে বন্ধমূল আছে' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বন্ধমূলতা [স] *বি* স্থায়িত্ব। 'সাহিত্যের বন্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব' *হরহরসাদ*, ১৮৮৬।

বন্ধাজলি [স] *বিপ* দুই হাত যুক্ত করে রয়েছে এমন। 'জগৎসিংহ

বন্ধাঙ্গলি হইয়া কহিলেন।' **বক্তিম**, ১৮৬৫।

বধীশ [স] বি নদীর মোহনায় সূঁচ প্রায় ব-অক্ষরে আকারবিশিষ্ট ধীপ।
'দুগ্ধর সমুদ্র' থিরে বধির বধীশ।' **জীবন**, ১৯৩০; 'নদীর বুকে নাকি
ব-ধীপগলি ... পলি জমিয়া জমিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।' **তাড়া**, ১৯৪০।

বদ্যি [স বৈদ্য] বি চিকিৎসক। ওসী, ১৭৮৫; 'বদ্যি ডাক্তরে গেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭। **ব্রবৈদ্য**

বধ [স] ১ বি হত্যা। 'তোকার লীলাএ কসের বধ হ'এ।' **বড়ু**, ১৪৫০।
২ বি বশ। 'ধন দিয়া কৈলে বধ।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

বধদর্শাই [স] **বিধ** মুদ্রাদগ্ধাও। 'সংক্রেতিস অপযশহেতু বধদর্শাই
হইয়াছিলেন।' **রব্বিস**, ১৮৭৪।

বধদশা [স] বি হত্যার দশ। 'তিনি পত, শকী প্রভৃতির বধদশা দৃষ্টি
করিয়া অবশ্যই কাভর হন।' **অক্ষয়**, ১৮৫০।

বধবন্দন [স] বি বাগবিত্ত। 'আহারটি করেই ছুটি পাবেন,
কোনোরকম বধবন্দনের আশঙ্কা নেই।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

বধাবধি বি পরম্পরকে হত্যা। 'কেন এ যৌচাযুক্তি, পরান বধাবধি।' **মণীশ**, ১৯৬০।

বধার্থ [স] **ক্রিবিধ** হত্যার জন্য। 'কাপাদিক কহিলেন, "বধার্থ"।' **রব্বিস**, ১৮৬৬।

বধার্থ [স] **বিধ** বধের যোগ্য। 'ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও,
বধার্থ নহে।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭।

বধা [স বধ>] **ক্রি** হত্যা করা। **বধও** **ক্রি** হত্যা করে। 'যবে আন করে
ডাক বধও বান্ধব।' **বড়ু**, ১৪৫০। **বধি** **ক্রি** হত্যা করে। 'বৃকসুর
এবি মুক্তি রাখিল শব্দর।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। **বধিয়া** **ক্রি** বধ করে।
'বধি সব বধিয়া পাইল সব রাজ।' **বাহার**, ১৬০০। **বধিএ** **ক্রি** বধ
করে। 'বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নির্বৃত্তি।' **মানিকরাম**, ১৬৩১।
বধিতাও **ক্রি** বধ করতাম। 'কোর ঝাড়রে মাভা বধিতাও, পুঁজি, কপড়া
করাইলে মাভা দিয়া নিজ বসু।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **বধিউ** **ক্রি** বধ
করেছি। 'মুখি সে বধিউ মোর ভক্তপ্রায়ী কসে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০।
বধিবার **ক্রি** বধ করতে। 'নানোঘরে বালা বাড়ে তোলা বধিবারে।' **বড়ু**, ১৪৫০। **বধিবে** **ক্রি** বধ বা ধ্বংস করবে। 'আইহেনে তনিলে
তোর বধিবে জীবন।' **বড়ু**, ১৫৭০। **বধিবেএ** **ক্রি** বধ করেছি।
'শোণিতপুর গিয়া বধিবেএ বাণ।' **বড়ু**, ১৪৫০। **বধিয়া** **ক্রি** বধ
করে। 'শঙ্করাপা নারায়ণী সঙ্গ পুরানে তনি তাহারে বধিয়া কৈলে
চুর।' **কপরাঙ্গ**, ১৭৫০। **বধিয়াছি** **ক্রি** হত্যা করেছি। 'ধর্মরাজ:
বধিয়াছি আপন সন্তান বিনা পাশে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৯। **বধিল** **ক্রি**
হত্যা করলে। 'ধরিয়া অকতি তার বধিল জীবন।' **মালাধর**, ১৫০০।
বধিলা **ক্রি** বধ করলে। 'একে একে করি রূপ বধিলা রাক্ষসগণ।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **বধিলে** **ক্রি** হত্যা করলে। 'আম্বারে বধিলে কিবা
পাইবা অপমান।' **সুলতান**, ১৭০০। **বধিলৌ** **ক্রি** বধ করেছি। 'রাম
রূপে রাক্ষস বধিলৌ।' **বড়ু**, ১৪৫০। **বধিহ** **ক্রি** হত্যা করে। 'আজি
হইতে আর নাহি বধিহ পরানী।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। **বধ্যা** **ক্রি** বধ
করে। 'তারে বধ্যা বিমল কুলের হইনু কাল।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

বধি [স অবধি] **ক্রিবিধ** অবধি। 'চল্লিশ দিবস বধি তোমার উদ্যানে।' **আলাওল**, ১৬০০।

বধি [স বধ>] **বিধ** হত্যাকাণ্ডী। 'হইব আপন বধি/ পরল না পাই যদি/
রসান কাটারি দিব গলে।' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০।

বধি বি মন্ত্রপাড়া সুভাষিণী। 'মহরমের সময়ে বধি ধারণ করাইয়া
মানসিক করে।' **অক্ষয়**, ১৮৫০।

বধির [স] ১ **বিধ** কানে শ্রবণে পায় না এমন। 'বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ
বধির।' **কৃষ্ণরাম**, ১৫৮০। ২ **বিধ** সুহৃদীন; গানহীন। 'এমন
জ্যোৎস্নায়াত্রেও কি শিববধু বধির হইয়া আছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪। ৩
বিধ কোনো কিছু কানে নেয় না এমন। 'মৃত্যু তেঁরসের অধের মতো
ব্রহ্মশাপী, বধির।' **মাহমুদ**, ১৯৬৬।

বধিরকর [স] **বিধ** বধির করার মতো। 'কর্ণবধিরকর শব্দ করিতে
করিতে ধাবমান হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

বধিরতা [স] বি কানে শ্রবণে না পাওয়া। 'শেষ দশায় তিনি অন্ধতা,
বধিরতা, নিদ্রার অভাব ... বিকল হইয়াছিলেন।' **বিদ্যা**, ১৮৪৯।

বধিরত্ব [স] **বি** কানে না শোনা। 'মাঘের বধিরত্বের জন্য লক্ষ্য পেরে
...' **তাড়া**, ১৯৪৬।

বধু [স বধু] **বি** বউ। 'এ সব যোগবধুজন লজা।' **বড়ু**, ১৪৫০। **ব্র বধু**

বধু [স] **বি** স্ত্রী। 'সঙ্গে তোর বধু পান কর বধু।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

বধুজীবন [স] **বি** শত্রী হিসেবে জীবনযাপন। 'আরম্ভ হয় তার
অনভিজ্ঞ বধুজীবন।' **বেগম**, ১৯৪৮।

বধুত্ব [স] **বি** নতুন বউয়ের ভাব। 'বধুত্বের নতুনত্ব কমিয়া আসিলে।' **মানিক**, ১৯৪০।

বধুখাণা [স] **বিধ** স্ত্রী পুরুষের প্রতি অতিশয় স্নেহীলা। 'অবিরল
অমৃত-মুখী বধুখাণা কৌশাণা শান্তনী।' **দীনবন্ধু**, ১৮৬০।

বধুপুত্র [স] **বি** নতুন বউকে স্বতন্ত্রবর্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ।
'স্বপ্নবরের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল।' **মাহমুদ**, ১৯৬৬।

বধুবৈশিণী [স] **বিধ** স্ত্রী বউয়ের সঙ্গে সন্ধিত। 'রাজ্যচেলি-পরা
কপালে-চন্দন-আঁকা বধুবৈশিণী মিনি।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

বধুমাতা [স] **বি** ছেলের বউ। 'বাবা তাঁহার বধুমাতার কবিতার
রচনানৈশুর্ঘ্য ... অভিজ্ঞ হইয়া গেলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২।

বধুশূন্য [স] **বিধ** বধুবহীন। 'বধুশূন্য কত ঘাটের ...।' **রবীন্দ্র**,
১৯১৪।

বধোপায় [স] **বি** ধর্মসের ক্ষেত্র। 'আপন আপন বধোপায় সর্বনা
আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে।' **রব্বিস**, ১৮৭৪।

বধ্য [স] ১ **বিধ** বধের যোগ্য। 'আমার বধ্য বটে বধিব এখনে।' **মালাধর**,
১৫০০। ২ **বিধ** শিকার। 'একে একে জমিদারদিগের বধ্য হইতে
পরামর্শ দিবেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

বধ্যভূমি [স] ১ **বি** মানুষ বধ করার স্থান। 'বিককন্যা, চোরের
মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র ... বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল।' **বিদ্যা**,
১৮৪৭; 'রাজবাটীর বিকৃত প্রাঙ্গণে বধ্যভূমি নির্মিত হইল।' **প্রভাত**,
১৮৯৫। ২ **বি** পত বন্দিনাদের স্থান। 'একটি ছোট উঁচু টিলায়
বধ্যভূমি, সিঁদুরচর্চিত পূর্ণকাঠ।' **হুসান**, ১৯৬৭।

বধ্য মঞ্চ [স] **বি** বধ করার মঞ্চ। 'বধ্য মঞ্চে যাব না নিয়ে।' **সত্যেন্দ্র**,
১৯২৪; 'অসীম কল্পনা তাঁর, এ বধ্যমঞ্চ, যাকে বলি
মাতৃভূমি।' **বীকেশ্বর**, ১৯৭১।

বন [স] ১ **বি** অরণ্য। 'বন মার্বে পাইল তরাসে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **বি**
বাগান। 'কেহ কদলক বন ডালি হরি বোসে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ৩ **বি**
গাছ। 'বনরাজী ধরে ফুল যার পূজা হেতু।' **গিরিশ**, ১৮৮৭।

বন-অপরাজিতা [স] **বি** ফুলবিহীন। 'নীল বন-অপরাজিতা ফুল
স্বর্গের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে।' **বিভূতি**, ১৯২৯।

বন-উদাসী [স] **বি** উদাসী বনচারী। 'রইতে নারি হেরে সেই বন-

উদাসীকে।' নজরুল, ১৯৩৫।

বনকচু বি বুনে কচু। 'বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু।' বিজুতি, ১৯২৯।

বনকমলিনী। [স] বি ক্রী বনপন্ন। 'বনকমলিনী কুরগিনী সুলাচনা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বনকলম্বী বি বুনে লতাবিশেষ। 'যোগাযোগতলো উলুখড়, বনকলম্বী, সোদাল ও কুলপাছে ডরা।' বিজুতি, ১৯২৯।

বনকরবী। [স] বি ফুলবিশেষ। 'নেহালী বাজুলী দুর্বা বনকরবীর দুর্বা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বনকুসুম [স] বি বুনে ফল। 'চতুর্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'আমি বন-কুসুম ফরি বনে নিয়লা।' নজরুল, ১৯৩২।

বনকেন্দু [স] বনকন্দা বি বুনে গুল। 'খিরী খাজুর বনকেন্দু মহকুত আর।' বড়ু, ১৪৫০।

বনকীড়া। [স] বি বনে বিহার। 'বসন্তকাল বনকীড়ার সময়।' মৃতাঞ্জ, ১৮১২।

বনগন্ধ [স] বি বনের গন্ধ। 'সুদূর বনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বনগমন [স] ১ বি বনবাস যাপন। 'প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও ক্রীকে নিয়ে বনগমন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি হিন্দুধর্মে বান্ধব। 'বনগমনের ঘরশাট নয় নিকটে।' সুভাষ, ১৯৪০।

বনগন্ধ [স] বন+গন্ধ গোন্ধ। বি বুনা গোন্ধ। 'ভূমে শেখ লোটায়া ধায় বনগন্ধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বন গায়ে শিয়াল ভাঙ্গা - খেতানে যোগ্য শোক থাকে না, যেহেতু অযোগ্য লোকেরা সম্মানিত হয়। সুবল, ১৯৩৬।

বনগান [স] বি বনের গান। 'বনগান গান' বলে - 'হায়, আমি কেমানে বনগান গাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বন-গোঁসাই বি বনগণ গোঁসাই। 'ভন হে বন-গোঁসাই।' মাইকেল, ১৮৬৫।

বন-গোলাপ [স] বন+গা গোলাপ। বি বুনে গোলাপ ফুলবিশেষ। 'স্বরা বন-গোলাপের বিলাপ।' নজরুল, ১৯৩৫।

বনভঙ্গ [স] বি বনসমূহ। 'তার অর্ক বনভয়, নদ নদী গিরিগো।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বনভর [স] বি বনচারী। 'এহীসত কথা কহি বনভর মেলে।' রবীন্দ্র, ১৬৯৯।

বনচামেলি বি বুনে চামেলি ফুল। 'বন-চামেলির ফ্রোতে ভেসে যাই কোথায় সুদূরে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

বনচারি [স] বনচারী। বি বনে বিচরণকারী। 'বনচারি আমি সন্ত দেখি কৈলে ঘূণ।' মাদাধর, ১৫০০।

বনচারিণী [স] বি ক্রী বনে বসবাসকারী নারী। 'হিমালয়ের কোনো সেবাদারবনচারিণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বনচারী [স] ১ বি যে বনে থাকে। 'মোর ঘরে আন যদি সেই বনচারী।' আলগল, ১৬৮০। ২ বি বনে বিচরণ করে এমন। 'বনচারী বাতাসের ডালে দোলে বন্য পানলতা।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

বনচালতা বি বুনে চালতা। 'বনচালতার ফল চামিখারে।' বিজুতি, ১৯২৯।

বনচালিতা [স] বন+চাল চরিয়া। বি গাছ ও ফলবিশেষ। 'সিরিষ করকট বনচালিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বনজঙ্ঘর [স] বি বনের গাছপালার ছায়া। 'ওই ওরা বনে আছে অন্ধকার বনজঙ্ঘরে সকলেই ঝঞ্ঝরিচয়?' শব্দ, ১৯৬৯।

বনজঙ্ঘা [স] বি বনের গাছপালার ছায়া। 'নদীর যেমন তীরবর্তী বনজঙ্ঘা, ইহারও তেমন অন্ধকার কেশরাশি।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

বনহার [স] বি বনের ছায়া। 'ছাড়িয়া রোহ-নীড় সুদূর বনহার।' নজরুল, ১৯৩১।

বনহার্যা [স] বি বনের ছায়া। 'চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনহার্যার পানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বনজ [স] ১ বি বনে জন্মে এমন। 'বনজ সহজে প্রাপ্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ২ বি বনে উদ্ভূত। 'বপ্রে নাও বনজ দয়া, জীবনে সেই মুখিক।' শক্তি, ১৯৬১।

বনজঙ্গল [স] বন+জা জঙ্গল। বি যোগাযোগপূর্ণ স্থান। 'বাবলার বনজঙ্গল।' জীবন, ১৯৩১।

বনজঙ্গ [স] বি বন্য গাছ। 'এই জঙ্গল যাযাতে এখন কেবল ব্যাঘ্রপ্রভৃতি বনজঙ্গ থাকে।' দর্পণ, ১৮১৮।

বন-জোসিনী বি ক্রী বন জোছিয়া। 'অঁধার কানন আলো করি আয়, বন-জোসিনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

বনজিউ [স] বন+স বাবু। বি বুনে গাছবিশেষ। 'তার উপরে ছোটো ছোটো বনজিউ উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বনজিউ বি বনের জিউ। 'গভীর নিশীথে বনজিউর সুরে।' নজরুল, ১৯৩৫।

বনজোপ বি বুনে গাছের ঝাড়। 'এই রকম সবুজ বনজোপ।' বিজুতি, ১৯২৯।

বনটিয়া বি বুনে টিয়ে পাখি। 'পাহাড়ি বনটিয়া, হরাটি প্রভৃতি কত কি পক্ষীর বৃন্দন।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বনডালা বি বনগণ ডালা। 'মুৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার/ বনডালায় পূজা-কুসুমসম্ভার।' নজরুল, ১৯৩৩।

বনভঙ্গ [স] বি অরাজকতা; অসভ্যতা। 'গণভঙ্গের নাম করিয়া যে বনভঙ্গের খেলা শুরু হইয়াছিল।' আজাদ, ১৯৬০।

বনভুল [স] বি বনভুলি। 'ঘনবনভলে এসো ঘননীলবসনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বনভুলসী [স] বি আপাহা জাতীয় গুলবিশেষ। 'নিকটেই পাহাড়ে বনভুলসী পুর্ণিমা ও যৌরির জঙ্গল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'বহু দিন পর এসেছি আবার বনভুলসীর দেশে।' জীবন, ১৯০০।

বনভোবিধী [স] বি ক্রী ফুল গাছবিশেষ। 'নবপুশ্পিত বনভোবিধী, সৌরভপ্রসন্ন মৃৎ ভ্রমর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বনভেবতা [স] বি বনের অখটাতা কল্পিত দেবতা। 'প্রথমি তোমায় বনভেবতা।' নজরুল, ১৯৩১।

বনদেবী [স] বি বনের অখটাতা কল্পিত দেবী। 'দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয় রেখেছেন ...।' মাইকেল, ১৮৬২।

বনদেশ [স] বি বন্যজাতি। 'আশা পোখিকা বেশে অবতরি বনদেশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বনধুধূল বি বুনে ধূল। 'জিউলি আকন্দ বনধুধূলের জঙ্গল।' জীবন, ১৯৩২।

বন-নিবাসিনী [স] বিণ ক্রী বনে বসবাসকারী। 'বন-নিবাসিনী দাসী
নমে রাজপদে।' মাইকেল, ১৮৬২।

বনশীলিমা [স] বি দূর বনের শীলরেখা। 'যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত
ধরনীতে/ বনশীলিমার পেলব সীমানাটিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বনশশী [স] বি বনের শাখি। 'বনশশী অগমন বসিয়ে অশোকে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বনশট্‌কুমি [স] বি বনপ্রান্তর। 'শীল বনশট্‌কুমি ফলভরে নিয়ে যায়
সৌরবভারের দিকে।' শঙ্ক, ১৯৭১।

বনশপ [স] বি বনের পথ। 'নিতি জ্ঞাএ সর্কারসুন্দরী বনপথে মথুরা
নগরী।' বড়ু, ১৪৫০।

বনশর্পটন, বনশর্পটিন [স] বি বনে ভ্রমণ। 'একদিবস বনশর্পটিন
করিতে করিতে সাবিত্রী ...।' গ্যারী, ১৮৬০।

বনশঙ্কর [স] বি বনের পাতা। 'সামগদা উঠে বনশঙ্করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বনশত [স] বি বুনো জন্তু। 'দান্তাল সুকর ইত্যাদি বনশত।' রামরাম, ১৮০১।

বনশাখী বি বনের শাখি। 'উড়ে যায় বনশাখী ছায়া শুধু পড়ে থাকে
তার।' ফররুখ, ১৯৬৩।

বন-পুই [স] বন+স পুতিকা। বি বুনো পুঁশাকবিশেষ। 'সাজ্যাতা
পাজ্যাতা বন-পুই ফুলে বলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বনপুষ্প [স] বি বনফুল। 'কোথাও একটি সুন্দর বনপুষ্প দেখিলে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫; 'বনপুষ্প সকল নন্দনকাননেরে পুষ্প হইতেও
আদরেরে।' মশাররফ, ১৯০৮।

বনপ্রবেশ করা ক্রি বনবাশী হওয়া। 'রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন।'
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বনপ্রসূন [স] বি বনফুল। 'প্রস্তুতিবনপ্রসূনসৌরভাশ্রিত মন্দং
গন্ধবহে ...।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

বনপ্রান্ত [স] বি বনের শেষ সীমা। 'বনপ্রান্তে নিভৃত একাকী.'
ফররুখ, ১৯৪৩।

বনপ্রিয় [স] বি কোকিল। 'জ্ঞাতো আমার প্রিয় কেন ডাকে বনপ্রিয়.'
ভারত, ১৭৬০।

বনফল [স] বি বুনো ফল। 'পথে জাইতে মহাবীর খায় বনফল.'
মুকুন্দ, ১৬০০।

বনফুল [স] বন+ফুল। বি বনের [অযত্নে লাগিত] ফুল। 'জুড় এই
বনফুল পৃথিবীকাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'একা একটি বনফুল ফোটে-
ফোটে হয়েছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বনফুলহার [স] বি বনফুলের মালা। 'বনফুলহার দেবতার গলে
সাজিয়ে না ওগো ভালো।' নজরুল, ১৯২২।

বন-বনানী [স] বি অরণ্য। 'জানো লাগে বন-বনানীর লতার চোখে
মিটি।' মাহেনাও, ১৯৪৯; 'আকাশভাঙা বনবনানী শান্তি বাঁধে শান্তি
বাঁধে ফার।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

বনবান্দার [স] বি বন থেকে বন। 'প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বনবান্দার.'
রবীন্দ্র, ১৯০১।

বনবরা [স] বন+স বরাহ। বি বন্যশুকর। 'বনবরা গজা মহাবীর.'
মুকুন্দ, ১৬০০।

বনবরাণী বি ভূগবিশেষ। 'হেগল, বনবরাণী প্রভৃতি নামা আপাহার

অবাহ রাজহু।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

বনবাট [স] বি বনপথ। 'হেন মতে একমাস চলি বনবাট।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বনবাণী [স] বি বনের শব্দ। 'বনবাণী হল শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বন বাদ্যাদ [স] বন+আ বাদ্যিহা। বি বনজঙ্গল; ক্ষুদ্র বন ও বনসদৃশ
ঝোপ। 'বন বাদ্যাদ সব খেটে খুটে/ আমরা মরি খেটে খুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'নিজেই বনবাদ্যাদ খুঁজে খড় শুকানো ডালপাতা হাবিজাবি
জোপাদ করে ...।' কায়সার, ১৯৬২।

বনবাঘ [স] বি বনের বাতাস। 'রাহির পর রাহি এইখানে পড়িয়া
বিত্তহতম বনবাঘ সেবন করি।' *প্রভাত*, ১৮৯৬।

বনবারি [স] বন+হি ওয়াসী। বি বনমাণী। 'জন জন পুছ বনবারি.'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বনবালা [স] বি বনরক্ত কন্যা। 'বাতাস করিছে বনবালায়।' নজরুল, ১৯২৮।

বনবাস [স] ১ বি বনে নির্বাসন। 'বনবাস লৈল করী বরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বনে বসবাস। 'ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বন-বাসনের.'
রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বনবাসি [স] বনবাশী। বিণ বনে বাস করে এমন। 'এই ব্যাখ রূপবান
বনবাসি জেনে রাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বনবাসিনী [স] বিণ ক্রী বনে বাস করে এমন। 'বারাসতের বর্ষর
রানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বনবাশী [স] ১ বিণ বনে বাস করে এমন। 'পিতৃসত্য পালিতে
ঈশ্বর বনবাশী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ বনের উপর দিয়ে যো-
যাওয়া। 'মঠের কিনারে কেঁপেওঠা বনবাশী হাওয়া।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

বন-বিচ্ছুর্তি বি বুনো গাছ, বা গায়ে লাগলে খুব চুলকায। 'ফাটলে
বন-বিচ্ছুর্তি ও কালামেঘ গাছেরে বন গজাইয়াছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

বনবিভাল [স] বি বনে বাস করে এমন বড়ো আকৃতির বিভাল;
খাটশ। 'ভাম, শৃগাল, বনবিভাল প্রভৃতি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বনবিলাস [স] বি রতিক্রিয়া। 'দুইহো মনের উদ্ভাসে করিল
বনবিলাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

বনবিহঙ্গী [স] বি ক্রী বনের পাখি। 'সে বনবিহঙ্গী বেঁচে আছে কিবা
জীবনের অবসান।' জসীম, ১৯৩০।

বন-বিহঙ্গ [স] বি বনের পাখি। 'এ বন-বিহঙ্গ আমার ধরবার সাধ্য
নাই।' গিরিশ, ১৮৮৭; 'বনবিহঙ্গ! যাওরে উড়ে।' নজরুল, ১৯৩৫।

বনবিহার [স] বি বনে বিচরণ। 'রাজার বনবিহার।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বনবিহারিণী [স] বিণ ক্রী বনে বিচরণ করে এমন। 'বনশপতি; না
জানি সে কোন্ নদীতীরে কৃষীবনবিহারিণী বনাসনা ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'বন-বিহারিণী চাপল হরিণী।' নজরুল, ১৯৩১।

বনবিহারী [স] বিণ বনে বিচরণ করে এমন। 'বনবিহারী বিহঙ্গদের
অসামান্য সৌন্দর্য ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

বনবীথি [স] বি বনের বৃক্ষশ্রেণী। 'দিল তাদরে বনবীথি কোকিলের
কলগীতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বনবীথিকা [স] বি গাছের সারিতে সুশোভিত পথ। 'সে বনবীথিকা
রাখিছ নবীন করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বনবেড়াল [স] বন-বিভাল। বি খাটশ; বিভাল জাতীয় প্রাণীবিশেষ।

‘বন থেকে বনবেড়াইল ছুটে এল।’ অবন, ১৮৯৬।

বনবেষ্টিত [স] বিপ বন দিয়ে বেষ্টিত রয়েছে এমন। ‘অন্ধকার বনবেষ্টিত আরালী পর্বতের উর্ধ্বদেশের একটি অতুলকুল নক্ষত্র।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বনভবন [স] বি বনরূপ বাসস্থান। ‘প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বনভাগ [স] বি বনস্থল। ‘ভনুত বরাহরূপে থাকি বনভাগে।’ বটু, ১৪৫০।

বনভূমি [স] বি বনজঙ্গলপূর্ণ এলাকা। ‘কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় ভূমি।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

বনভোজন [স] ১ বি বনে বা কোনো রম্যস্থানে অনেকে মিলে এক সঙ্গে রান্না ও খাওয়া। ‘আজ আমাদের বনভোজন।’ রবীন্দ্র, ১৯১১।
২ বি আনন্দভোজন। ‘ধনী নাগরিক কুচিত সদলবলে আসে বনভোজনে সোনার পখাড়ীর হাত ধরে।’ সুশীল, ১৯৩৭।

বনমধু [স] বি বনে জাত মধু। ‘দিল বনমধু সুধারালি গো।’ সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

বনময় [স] ১ ক্রিবিপ বনজুড়ে। ‘সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।’ রবীন্দ্র, ১৯৪৫। ২ বিপ বনের মতো। ‘মাই মুখঢাকা জবা চতুর অঙ্গন বনময়।’ শঙ্কর, ১৯৬৯।

বনময়ূর [স] বি বুনে ময়ূর। ‘অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন।’ বিজুতি, ১৯৩৮।

বনমরাণী [স] বি বনে বিচরণকারী এক ধরনের হাঁস। ‘বনমরাণীর সাথে ঘুমিয়েছি।’ জীবন, ১৯২৭।

বনমর্মর [স] বি বনের পাতা ইত্যাদি ঝরার শব্দ। ‘এ নহে মর্মর বনমর্মরতঞ্জিত, এ যে অজাগরণরজে সাগর ফুলিছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বনমস্তিকা [স] বি এক প্রাচীন সুগন্ধি ফুল; কাঠমস্তিকা। ‘তব বনমস্তিকার বাস।’ রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বনমস্তী [স] বি বনমস্তিকা। ‘পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমস্তী।’ দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বনমাকোষা বি বনে বাস করে এমন মাঝড়সা। ‘বনমাকোষার সূত্যায় ফুলে গুঁয়া।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বনমাখ [স] বন+মখ ১ ক্রিবিপ বনের ভিতরে। ‘বসতি করিলা গিয়া যোর বনমাখ।’ বাহরাম, ১৬০০। ২ বি বনের অভ্যন্তরভাগ। ‘পুলার ফুল খরে বনমাখে।’ নজরুল, ১৯২৯।

বনমানুষ [স] ১ বি গরিলা; শিশুশি; মানবাকৃতি বন্যপ্রাণীবিশেষ। ‘বনমানুষাদি গড়ি মনে রাড়ো রঙ্গ।’ ভারত, ১৭৬০। ২ বি বন্যমহাভাষা বর্বর মানুষ। ‘বহরুণী বনমানুষলোর সবাইকে মন্দিরে, মসজিদে, বক্তৃতাক্ষে ... বহরার দেখেছি।’ নজরুল, ১৯৩০।

বনমাল [স] বনমালা বি বনমালা। ‘অলিঙ্গলুচ্যুত অবিবিলিখিত বনি বনমালা বিটঙ্ক।’ গোবিন্দ, ১৬০০।

বনমালা [স] বি বনফুল দিয়ে তৈরি মালা। ‘মকর কুণ্ডল কর্তে হলে বনমালা।’ মলাধর, ১৫০০।

বনমালি [স] বনমালা বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। ‘কালির বচন সুনি হাসেন বনমালি।’ মলাধর, ১৫০০।

বনমাণিলা [স] বনমাণী বি বনমালা ধারণকারী; (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। ‘আর কি নাড়ে গো ভদ্রপালের তলে বনমাণিলা।’ মাইকেল, ১৮৬১।

বনমাণী [স] বিপ বনমালা ধারণকারী; (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। ‘মণোদার কোলে দিখা লিখ বনমাণী।’ বটু, ১৪৫০।

বনমাত্রী [স] বনমাত্রী বি বনমস্তিকা। ‘গন্ধটগর বনমাত্রী।’ বটু, ১৪৫০।

বনমুরগি [স] বন+মুরগি বি বুনে মুরগি। ‘বনমুরগির ডাঙ্গা।’ মাইমুদ, ১৯৬৩।

বনমৃগ [স] বি বন্য হরিণ। ‘এমনই করে কি গো বনমৃগ মরতে ছুটে মরে।’ নজরুল, ১৯৩২।

বন-মোরগ [স] বন+মুরগি বি বনে বিচরণ করে এমন মোরগ। ‘বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত।’ বিজুতি, ১৯৩১।

বনরত্ন [স] বি বনে জাত ফল-ফলাদি। ‘বিবিধ কুমুমজাল, তবকে তবকে, বনরত্ন ... বিকশিয়া চারি দিকে হাসিতে লাগিল।’ মাইকেল, ১৮৬০।

বনরাজি [স] বি বনসমূহ। ‘এল বরষার সমন দিবস বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ।’ রবীন্দ্র, ১৯০০।

বনরাজিনীলা [স] বিপ সবুজে আচ্ছন্ন বনরঞ্জণী। ‘বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিরের কাছে নত হয়ে গড়ল।’ রবীন্দ্র, ১৯২২।

বনরাজী [স] বি বনরঞ্জণী; বনানী। ‘বনরাজী মাথো শোভে সর।’ মাইকেল, ১৮৬০; ‘এ বনরাজী এ রকম সবুজ পেল কোথা থেকে?’ মুক্তাবা, ১৯৪৯।

বনরোষা [স] ১ বি অস্পষ্ট গাছপালার সারি। ‘অভিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরোষা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি বনের চিহ্ন। ‘বনরোষার মাথায়।’ বিজুতি, ১৯৩১।

বনলক্ষী [স] বি জী বনের অধীশ্বর। ‘কুঞ্জবনের বনলক্ষীকে দর্শনী দিই আগে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বনলতা [স] বি বনের লতা। ‘তোমার তানে ফোটেবে ফুল আমার বনলতা?’ রবীন্দ্র, ১৯১০।

বনলীন [স] বিপ দিগন্ত রেখার সঙ্গে বন বিশেষেই এমন। ‘দূর বনলীন দিখলয় তেমনই সুন্দর।’ বিজুতি, ১৯৩৮।

বনশালিক বি এক প্রকার শালিক পাখি। ‘কাঠবেড়ালির চমক লাগে বনশালিকের ডাকে।’ প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

বনশীর্ষ [স] বি গাছপালার শীর্ষভাগ। ‘পাক্স পাত্যয় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাত দেয়ায়।’ বিজুতি, ১৯৩১।

বনতয়োর [স] বন+শুকর বি বনে বাস করে এমন তয়োর। ‘গায়ে বনতয়োরের মতো চর্চি হয়েছে।’ নজরুল, ১৯৩০।

বনশোভিনী [স] বি জী বনের শোভাবর্ধনকারী; পুষ্প। ‘তা হলে বনশোভিনী? জীবন যৌবন তাগে হারাও তাগিনী।’ মাইকেল, ১৮৬১।

বনশোর [স] বন+শুকর বি বুনে শুকর; গালিবিশেষ। ‘বনশোর, খাটশ, ছালশ কী না বলে?’ জীবন, ১৯৩২।

বনশ্রী [স] বি বনের রূপ। ‘যাহার আশ্রয়কালে স্নানচিহ্নক বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বনসভা [স] বি বনের গাছপালা। ‘বাডাসে বনসভা শিহরি কাঁপে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বনসিদ্ধি [স] বি ব্রুনে গাছা গাছ; ক্যামারিয়। 'বনসিদ্ধির জল
হইয়া আছে।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

বনশিম [স বন-শিম] বি বনে জন্মান্ত এমন শিম। 'বনশিমের মত
বসুজ।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

বনসুন্দরী [স] বি সুন্দর বনভূমি। 'যবে আসি বনভূমিলাসী অগিরয়ে
কামে মাতি বনে বনসুন্দরী।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বন সোনাকড়ী [স বন-] বি ব্রুনে অন্তরী। 'বন সোনাকড়ী।' *বড়*,
১৪৫০।

বনহুল [স] বি বনভূমি। 'বিকশিত বনহুল বিকচ হুলে।' *রবীন্দ্র*,
১৮৮৩।

বনহুলী [স] বি বনজল। 'যোড়ত শব্দ সমাজ হওয়াতে বৃথি
ভয়েতে বনহুলী কম্পাখিত হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

বনহংসে [স] বি ব্রুনেহাঁস। 'খালের ধারে বনহংসে চরিতেছিল।'
গ্রন্থত, ১৮৯৬: 'আমি যদি হতাম বনহংসে।' *জীবন*, ১৯৪২।

বনহংসী [স] বি ক্রী ব্রুনেহাঁস। 'আকাশপথে বনহংসী।' *জীবন*,
১৯৪০।

বনহরিশী [স] বি ক্রী বনের হরিশ। 'দখিবা সমীরে ডাকা কুমু-
ফোঁসো বন-হরিশী-ভূলাবন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বনহিরোলা [স] বি বনের গাছপাশায় আসোড়ন। 'পৃথিবী ছেগে
ওঠেছিল ... মুখরিত বনহিরোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বনানন [স] বি বনের প্রান্তর। 'নৃত্যপরা বনাননা বনাননে সজরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বনাননা [স] বি বনবাসী নারী। 'কোন নদীতীরে যুবীবনবিহারিণী
বনাননা ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বনান্তর [স] ক্রিবিপ বনের ভিতর। 'জল আনিবারে ... যোর
বনান্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বনেশ্বরী [স] বি ক্রী বনরূপ ইশ্বর। 'দিবসে নীতল 'দ্বাসী ছায়া,
বনেশ্বরী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বনকর্ণা [স] বি গাছবিশেষ। 'বনকর্ণা গাছটার নিচে হাত-পা ছড়িয়ে উলাস
হয়ে বসে থাকে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

বনতি [স বন-] বি বনের মিল। *কিয়া*, ১৮৯১।

বনবন [জনা] ১ ক্রিবিপ বনবন শব্দে। *কিয়া*, ১৮৯১। 'গদা ঘোরে বৌও
বনবন।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ বি মশা মাছি প্রভৃতির গুজন। 'বনবন
করে একটা বৌমাছি আহার এই নাকের উপর বসতে এসেছিল।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বনবিটা [স বন-] বি গাছবিশেষ। 'কুমুদ কাটিল নাটা বনবিটা।' *মুকুন্দ*,
১৮০০।

বনশিঙালী [স] বি বনীবান্দক। 'কাঁসে নিরালা বনশিঙালী/ তোরই উতলা
বিরহী মনে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বনস্পতি [স] বি অশ্বখ, বট ইত্যাদি বৃহৎ বৃক্ষ। 'বনস্পতি; না জানি সে
কোন নদীতীরে যুবীবনবিহারিণী বনাননা ফিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বনা [স] বি বনালী। ১ ক্রি বিল হওয়া। 'মাথা ঘেঁষে ধরা-করা, কাঁধের সঙ্গে
তার ভালোরকম বসে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ ক্রি মনের ও মতের
মিল হওয়া। 'আমার সঙ্গে বনবে না।' *সিঁপিল*, ১৮৯৬।

বনে বাগড়া ক্রি পরিণত হওয়া। 'আমজাদ কেঁচো বনিয়া গেল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

বনাট [ই bonnet] গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনাবিশেষ। 'ড্রাইভার পানি
খাওয়াছে ইঞ্জিনের বনাট তুলে।' *দ্যামস্‌ল*, ১৯৬৮।

বনাত, বনাব [স] বি বনাত বি পশুবি বনবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩:
'বনাত মখমল শটু ভুলানই খাসা।' *রামমঙ্গল*, ১৭৮০: 'দুই বজা
উৎকৃষ্ট বনাব ... উলসর্ণ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২০।

বনানী [স] বি বিশাল বন। 'শেরালের ছাও কান্দন ছাড়িল সারাটি বনানী
হুড়ে।' *জঙ্গীশ*, ১৯৩৩।

বনানী-কুন্ডলা [স] বি ছোটলত গাছপাশ। 'আজ সেই বনানী-কুন্ডলা
... বনের বৃক্ষ চিরে বেরিয়ে এসেছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বনানী-মুলাদো কিং বন কাঁশো। 'বিরহের কান্না-ভরাডুর বনানী-
মুলাদো।' *নজরুল*, ১৯২৩।

বনানো [স] বি বনালী। 'বনানোতে কি বনাতো। *ক্যালগে*,
১৭৮৭: 'বনাইবনে কি বনাইবনে; বনানোতে। *ওর্গ*, ১৭৮২।
বনাইল কি বনানো। 'কবু জিনিয়া কেবা কঠ বনাইল রে।' *চিষ্ট*,
১৮০০। বনাইলো কি বনিয়ে; তৈরি করে। 'কস্তুরি চন্দনে কেহো
বনাইলো বেস।' *মাল্যব*, ১৫০০। বনালি কি তৈরি করেন; নির্মাণ
করেন। 'বিশাই বনান কলা বিলকশ দুটে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।
বনালে কি বনিয়ে। 'বনালে নিতেন বেশ বিস্তর বতনে।' *মানিকরাম*,
১৭৮১। বনালেন কি তৈরি করলেন। 'বিস্তর বতনে জটা বনালেন
চলে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। বনি কি পরিণত হই। 'কাঠের মুরোদ
বনি হুটে গেলো।' *ওর্গ*, ১৮৫৮।

বনান্ত [স] বি বনের প্রান্তভাগ। 'কোথা রে সুদীল গিলে বনান্ত রয়েছে
মিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বনান্ততল [স] বি বনের প্রান্তভাগ। 'পাতার পাতার ফোঁটা
করে জল, ছলছল করে শ্যাম বনান্ততল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বনান্তরী [স] বি বনের প্রান্তভাগ। 'বনান্তরীতে পিলাখরের
উপর।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

বনান্তরাল [স] বি বনের আড়াল। 'পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর
বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

বনান্তরালবাসিনী [স] বিপ ক্রী বনের আড়ালে বাস করে এমন।
'বনান্তরালবাসিনী কুতিতা বনভূমির প্রতি নিমীক্স করিয়া ভাবিতে
লাগিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বনাম [স] ক্রিবিপ বিকুঞ্চে। 'ইতাবানামা বনাম সফল শোক।' *ক্যালগে*,
১৭৮৬।

বনারশ বি বারানসী। *এডমন*, ১৭৯৩।

বনি [স ভগিনী] বি বোন। 'বড় বনি ওরুজন রোচ্যা সতিন তখি।' *মুকুন্দ*,
১৮০০।

বনি [স] বি বংশ; সম্প্রদায়। 'হে বনি ইসরাইলের দেশের অধনায়ক
দীর।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বনিজ [স বনিজ-] বি বনিজ। 'পিতৃতি বনিজে ময়া মনোদুহ লাভ।' *বাহরাম*, ১৮০০।

বনিজার [স বনিজ] বি বনিজ। 'সাজনি রে হরি হস বনিজার/ গোপ
ভরয়ে জুন বোলহ গমার।' *কিয়াগিতি*, ১৮০০।

বনিতা [স] ১ বি ক্রী পত্নী। 'সেবকী তাহার বনিতা।' *মাল্যব*, ১৫০০। ২
বি নারী। 'গোলাহাটে বীর চলে দূরে হইতে দেখেছে বনিতা।' *মুকুন্দ*,
১৮০০।

বনিতাখরপট্টব [স বনিতা-অধর-পট্টব] বি শ্রেয়সীর গুণ। 'পদে

বনিতাবিলাস

পদে বনিতাধরপত্রর থেকে আগনার কর্ণকুহরে অমৃত প্রবেশ করবে।' মুক্ততর, ১৯৫২।

বনিতাবিলাস [স] বি নারীলিঙ্গ। 'ধনীর সম্ভাবনের বনিতাবিলাস তাঁর কাছে মনে হত তাদের কর্মহীনতার একটা প্রকাশমাত্র।' প্রমথ, ১৯৩৩।

বনিনী [ফা বুনিয়াদ>] বিণ সন্মত। 'এক বনিনী বড় মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিলো।' হুতম, ১৮৬১।

বনিনবা [হি বননা] বি সন্মত। 'তাহারই সহিত বনিনবাও করিয়া লগুয়াই ভাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭: 'খানের সঙ্গে বনিনবা করেই বেঁচে থাকে মানুষ।' শিবরাম, ১৯৪০।

বনিয়াদ [ফা বুনিয়াদ] বি ভিত্তি। ওর্গা, ১৭৮৫: 'হিন্দুস্তানের বনিয়াদ বাংলার বুক কায়েম হইবে।' আজাদ, ১৯৪৬।

বনিয়াদি [ফা বুনিয়াদ>] বিণ প্রাচীন ও সন্মত। বিদ্যা, ১৮৯১।

বনেদ [ফা বুনিয়াদ] বি ভিত্তি। 'তার বনেদ খুব পাকা হয়।' প্রমথ, ১৯১৮: 'বাসের বনেদীংখশীষ বসে আখা দিই তাদের বনেদ বেশি নীচে পর্যন্ত পৌছয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বনেদি [ফা বুনিয়াদ>] বিণ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন।' হুতম, ১৮৬১।

বনেদিভু [ফা বুনিয়াদ>+স ভু] বি অভিজাত্য। 'গৃহে বনেদিভের ছাপ।' মানিক, ১৯৩৬।

বনেদী [ফা বুনিয়াদ>] ১ বিণ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বনেদী পশুপুত্রবাসী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিণ প্রাচীন ও সন্মত। 'ওদিকে বিনেট হলো দুই বনেদী শিলা রাজবংশ।' অন্নদা, ১৯৩৭।

বনেট [হি] ১ বি চিবুকের নিচে কিতা দিয়ে আটকানো হয় এমন এক প্রকার টুপি, যা সাধারণত ইউরোপীয় মহিলারা পরতেন। 'বাঁ দশা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন।' হুতম, ১৮৬১। ২ ক্রি. মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনি। 'মোটরের বনেট খুলতে গেলে।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

বনেখরী গ্র বন

বনোয়ারী [স বন+হি ওয়ারী] বিণ বনে বিচরণকারী। 'মাধব বনোয়ারী বনোয়ারি গোটচাঠী।' নজরুল, ১৯৩২।

বদ [হি] বি অসীকারপত্র। 'বদ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রত্যাহার।' বেগম, ১৯৪৮।

বদ [ফা] ১ বি বন্দিদশা। 'শিবের কৃপায় যার দূর কর বদ।' মুক্তদ, ১৮০০। ২ বিণ আটক। 'বদ করিয়া রাখিয়াছিল।' কালদে, ১৭৮৯। ৩ বিণ বদ। 'সিদ্ধিতে কর দেবন এক কালিন বদ।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বিণ ভাঙ্গা। 'দৌর্বল্যাব্যবৃদ্ধি তাহার শারীরিক কল একেবারে বদ হইল।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৫ বি ছুটি। 'ঠাকুরগোরা কালেক বদ হলে বাড়ী আসবের কথা আছে।' নীলবন্ধু, ১৮৬০। ৬ বি খণ্ড। 'মুই দু বছরের ধরে নাঙ্গল দিয়ে এক বদ জমি তোলায়।' নীলবন্ধু, ১৮৬০।

বদখানা [ফা] বি বন্দিদশা। 'মাফ করো সব গোণা দুচাইব বদখানা।' গল্পী, ১৭৬৫।

বদ [হি] বি বন্দোপাধায়। 'শ্রীদর্শনারায়ন বদ ও শ্রী গোপীমোহন বদ।' মের্স, ১৭৬৯।

বদক [স বদক] বি খনের জন্যে কিছু গছিত রাখা। 'তাঁহা বদক রাখিয়া টাকা লইয়া ছিল।' মের্স, ১৭৭৭।

বদকপত্র [স বদকপত্র] বি বদক রাখার চুক্তিপত্র। 'এই করারে বদকপত্র দিলাম।' হ্যাগহেড, ১৭৭২।

বদঙ্গী [ফা বদঙ্গী] বি মাথা নত করে সম্মান জ্ঞাপনের রীতিবিশেষ; অভিবাদন। 'বদঙ্গী করিলে বদা জমীনে চুকিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

বদন [স] বি বন্দন। 'রুজি দেবকী চরম বদন।' মালধর, ১৫০০: 'জগতে তব কী মহোৎসব, বদন করে বিশ্ব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বদন-উপহার [স] বি বন্দনার উপহার। 'লহো হৃদয়ের ফুল চন্দন বদন-উপহার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বদনগান [স] বি বন্দনার গান। 'পূর্ণ কর রে গগন-অঙ্গন তাঁর বদনগানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বদন-নন্দিত [স] বিণ বদিত। 'বদন-নন্দিত উৎসবে জ্বালা দীপশিখা।' মুক্তদ, ১৯৪৮।

বদনবাণী [স] বি বন্দনার বাণী। 'বদনবাণী নীরব গভীর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বদন [স বদন] বি বন্ধন। 'রাখী দুই গ্রহেরে [স]ময় দেখি ছে গরুটী বদনেতে বন্ধিয়াছে।' চিঠিপত্র, ১৭৯৪।

বদনা [স] বি ভ্রুতি। 'নাহী কৈলে মাননা না করিলে বদনা।' মুক্তদ, ১৮০০।

বদনগান [স] ১ বি বন্দনার উদ্দেশ্যে গাওয়া গান। 'এই বদনগান চুপুচুপু তাহার অত্যন্ত উপসাহিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২: 'গভীর বদনগান বেজে ওঠে শুদ্ধিত আকাশে।' বৃহৎ, ১৯৪৩। ২ বি গণকীর্তন। 'গাহিল তাদের বদনা-গান, দাস সম নিস হাত পেতে দান।' নজরুল, ১৯২৪।

বদনা-বাণী [স] বি ভ্রুতিকথা। 'বদনা-বাণী ধনিয়ে নিখিল বিশ্ব-কোবিদ-কর্তব্য।' নজরুল, ১৯২২।

বদনসংগীত [স] বি বন্দনা করে গাওয়া গান। 'বদনসংগীত গাই তব।' বৃহৎ, ১৯৩০।

বদনিয়া [স বদনীয়া] বিণ বন্দনার যোগ্য; পূজনীয়। 'গরম বদনিয় শ্রীযুত বাচ্চচরন।' ওর্গা, ১৭৭৯।

বদনীয়া [স] বিণ বন্দনার যোগ্য; পূজনীয়। 'হেথা বিতরিল প্রাণ ময়্য বাণী বন্দা বদনীয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বদবস্ত্র [ফা বদবস্ত্র] বি বন্দোবস্ত; শর্তাদিসহ ব্যবস্থা। 'জ্যেত তামরা রাখী হও সেইমত বদবস্ত্র করিয়া দিয়া ছাবেক।' হ্যাগহেড, ১৭৭২।

গ্র বদোবস্ত

বদবস্তি [ফা বদবস্ত্র>] বিণ বন্দোবস্তের। 'বদবস্তি চিঠি দিগর ১০ ফিরিল ও ফরমাইস বিঃ জনাজাত তাত্তিক হালের দাদন করিবে।' তাঁতি, ১৭৯২।

বদর [ফা] ১ বি সমুদ্র বা নদীর তীরবর্তী স্থান যেখানে জাহাজ বা নৌকা নোঙ্গর করা হয়। 'আলেকজান্দ্রিয়ার বদরে তাদের জন্যে একটা স্তায়ার অপেক্ষা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বাজার। 'ধান ... ওঠেনিক আঞ্জিও বদরে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বদরগাহ [হি নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির নিরাপদ আশ্রয়স্থান। 'বাবসা-বাগিছের জন্য করাচীই একমাত্র বদরগাহ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বদা [স বদ] ১ ক্রি বদনা করা। 'বদি জা সব দেবগালে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রণাম করা। 'সব প্রোভা কেহবেরে বদিয়া চরম।' কৃষ্ণকাম, ১৮৮০: 'বদ নিরঞ্জন।' মানিক্রম, ১৭৮১। বদ্য ক্রি বদনা করি। 'বদ নিরঞ্জন।' মানিক্রম, ১৭৮১। বদনিয়া ক্রি

বন্দনা করে। 'বন্দনিয়া বার তিন মাখার উপর।' মানিকরায়, ১৮৮১। বন্দহু কি বন্দনা করে। 'বন্দহু নন্দকিসোর্য।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বন্দহু কি বন্দনা করি। 'বন্দহু সন্ন্যাসী-চুড়ামণি।' মুকুন্দ, ১৬০০। বন্দি ১ কি বন্দনা করে। 'প্রভাতে ব্রীহস্পতি বন্দি চণি আইল সেবা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি বন্দনা করি। 'মহ্মা আদি অবতার বন্দি ত্রয়ে ত্রয়ে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। বন্দিআ কি বন্দনা করে। 'আহারে বন্দিআ করে কথা অনুবন্ধ।' আলোড়ল, ১৬৮০। বন্দিআ কি বন্দনা করে। 'বন্দিআ সব দেবগণে।' বড়ু, ১৪৫০। বন্দিএ কি বন্দনা করে। 'অনাদি বন্দিএ কিজ শ্রীমানিক গায়।' মানিকরায়, ১৭৮১। বন্দিএই কি বন্দনা করে। 'গাইল বড়ু চণীদাস বন্দিএই বাসদীচরণে।' বড়ু, ১৪৫০। বন্দিমু কি বন্দনা করলাম। 'বন্দিমু পরম ভক্তি সকলের পদ।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। বন্দিব কি বন্দনা করবো। 'রাধার সহিত কৃষ্ণ বন্দিব প্রথমে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। বন্দিয়া কি বন্দনা করে। 'সব দেবগণের বসে বন্দিয়া চরণ।' মালাধর, ১৫০০। বন্দিয়ে কি বন্দনা করি। 'পশ্চিমপাড়ার যামালিকি বন্দিয়ে ভায়ায়।' মানিকরায়, ১৭৮১। বন্দিলা কি বন্দনা করলো; প্রণাম করলো। 'বহু সমে হুজি গীয়া রাজাকে বন্দিলা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বন্দিলা কি প্রণাম করলো। 'মায়ের চরন দুই বন্দিলা সত্বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বন্দিলাজ কি বন্দনা করলাম। 'পূর্বমুখে বন্দিলাজ প্রভাতের তানু।' রূপরায়, ১৭৫০। বন্দিলাম কি বন্দনা করলাম। 'বন্দিলাম যশোদা নন্দ পদম সাদরে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। বন্দিলেখক কি বন্দনা করলেন। 'দেলে আসী বন্দিলেখক বাগের চরন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বন্দী কি বন্দনা করে। 'বাসলী বন্দী গাইল চণীদাস।' বড়ু, ১৪৫০। বন্দে কি বন্দনা করে। 'পঙ্ক হইল পঙ্ক হৈল তাকে বন্দে সোকে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বন্দেশন কি বন্দনা করেন। 'হুত্ব জ্ঞাতি জ্ঞত বন্দেন নৃপ বাবরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। বন্দো কি বন্দনা করে। 'একভাবে বন্দো হরি করি স্নেহে হাথ।' মালাধর, ১৫০০। বন্দোই কি বন্দনা করি। 'এ হরি বন্দোই হুজ পদ নায়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বন্দ্যে। [ফা বান্দ্য] বি ভূত্য। 'হদিও বন্দ্য জাতিতে কায়স্থ, ক্রিষ্ট কার্যে ক্যাণ্ট।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

বন্দি, বন্দী। [ফা বন্দি, স বন্দী] ১ বিগ অবরুদ্ধ। 'ইড়া পিঙ্গা সুসমনা সন্নি পনব নবন তাত কৈল বন্দী।' বড়ু, ১৪৫০। 'প্রেম-জালে বন্দী হৈল ঠেকিল বিপাক।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি কারাগারে আটক ব্যক্তি। 'বন্দি ছোড়াইয়া তারে বশে পুয় বানি।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিগ অবরুদ্ধ। 'দৈবযোগে সেই মহ্মা ধীবরে বন্দি করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বিগ বন্ধ। 'দিল্লির কর ও শওগাড এক কালিন বন্দি করিয়া...'। রামরায়, ১৮০১।

বন্দিখানা [বন্দি+ফা বান্দ্য] বি কারাগার। ওর্গা, ১৭৮৫। 'তুখু মেয়েরা কৈল বন্দিখানায় বন্ধ পত্তর ন্যায় জীবন যাপন করিবে?' বেগম, ১৯৫৩।

বন্দিগৃহ [বন্দি+স গৃহ] বি কারাগার। 'করপ্রান্তির ঘোষা সাযন্ত হইলে প্রাজ্ঞ বন্দিগৃহে যার।' নন্দী, ১৮৩০।

বন্দিঘর [বন্দি+ঘর] বি কারাগার। 'বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বন্দিভূ [স] বি বন্দী দশা। 'নারীজাতির উপর বন্দিভূর অভিলাষ।' বেগম, ১৯৪৮।

বন্দিদশা [বন্দি+স দশা] বি আটক অবস্থা। 'সোমঘোষের বন্দিদশা সেবিবারে পান।' রূপরায়, ১৭৫০।

বন্দিনি [স বন্দিনী] বি স্ত্রী কারাগারে আটক ব্যক্তি। 'বন্দিনিদের

গোরস্থানে রচলে ওপিত্তান।' নজরুল, ১৯২৯।

বন্দিনিবাস [বন্দি+স নিবাস] বি বন্দীদের বাস করার জায়গা। '... বন্দিনিবাসে বর্তমানে অবস্থান করিতেছেন।' আজাদ, ১৯৪১।

বন্দিনী [স] ১ বিগ স্ত্রী আয়তাবধি। 'বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মপ্রবৃত্তির দাসী, কিন্তু তাহার বন্দিনী নহে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি স্ত্রী আটক ব্যক্তি। 'যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাধিকা বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিগ স্ত্রী পরাধীন। 'আনন্দে যে সাত সাগর পারের বন্দিনী দেশলস্বীকে।' নজরুল, ১৯২৬। ৪ বি স্ত্রী অবরুদ্ধ ব্যক্তি। 'বৈরেশ্বর বন্দিনীকে উদ্ধার করিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বন্দি পড়ে কি ধরা পড়ে। 'নানা বিহঙ্গম বন্দি পড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বন্দিবাস [বন্দী+স বাস] বি কারাগার। 'মুক্ত ধরণি হইয়াছে আজি বন্দিবাস।' নজরুল, ১৯৩০।

বন্দি-বীর [বন্দী+স বীর] বি কারারুদ্ধ বীর। 'বন্দী তোমায় ফদি-কারার গতিমুক্ত বন্দী-বীর।' নজরুল, ১৯২৪।

বন্দিয়ান [ফা] বি আটক ব্যক্তির। মেয়াজ, ১৭৮৭।

বন্দিয়াল বি কয়েদি। 'বন্দিয়াল আছে যতো কারাগার মাঝে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

বন্দিশাল [বন্দী+স শালা] বি কারাগার। 'না পাইআ বন্দিশালে পিতৃমরুগন চণ্ডি বিদ্যামানে সাধু করেন রোদন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বন্দিশালা [বন্দী+স শালা] বি বন্দীদের রাখা হয় যেখানে; জেলখানা। ওর্গা, ১৭৮৫। 'যত সব বন্দি-শালায় - আচল জ্বালা।' নজরুল, ১৯২৪।

বন্দিশিবি [বন্দী+স শিবির] বি বন্দীদের আটকে রাখার স্থান। '... গোটা বন্দিশিবিরে তার কম্পন দৌঁড়াতে লাগল।' শওকত, ১৯৭২।

বন্দিশাল [বন্দী+স শালা] বি কারাগার। 'বন্দিশালে রাজধানী পায়ের বড় ক্রেন।' মালাধর, ১৫০০।

বন্দীকরণ [স] বি আটক করা। 'পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃতুল্যা দারাজ্যকে ও সম্ভানতুল্যা মুদ্রাদবল্লকে হত্যার উদ্দেশ্যে ...' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

বন্দীকৃত [স] বিগ বন্দী করা হয়েছে এমন। 'বন্দীকৃত শিলিচিত্রা উনয়ভাকর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বন্দীখানা [বন্দী+ফা বান্দ্য] বি কারাগার। ওর্গা, ১৭৮৫। 'এখন বন্দীখানায় বাস করটি।' নজরুল, ১৯২৭।

বন্দীপনা বি বন্দীর আচরণ। 'পঞ্চাশি জাগি পুন করে বন্দীপনা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বন্দীশালা [বন্দী+স শালা] বি কারাগার। 'এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে।' কৃষ্ণরায়, ১৫৮০।

বন্দীশিবির [বন্দী+স শিবির] বি বন্দীদের আটকে রাখার স্থান; অবরুদ্ধ ভাঁড়। 'অতঃ এ দেশে আমি আজ দমবন্ধ এ বন্দীশিবিরে।' শ্যামসুর, ১৯৭১।

বন্দীসম [বন্দী+স সম] ক্রিগ বন্দীর মতো। 'বন্দীসম এত দিন ছিলাম উদ্যানে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বন্দি [ফা] বি চুক্তি। 'মোসরজা বন্দিতে রফা করিলাম।' মের্স, ১৭৫৭।

বন্দি [স বন্দন] বি বন্দনাকারী। 'বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার।' রাজ, ১৮৭৪।

বন্দুক [তু বন্দুক] বি গুলি ছোড়ার আয়োজ্য। 'বন্দুকের ছড়া মারে কেহ হোড়ে তীর'। কুমারস, ১৭২০।

বন্দুকটি বি ছোটো বন্দুকধারী ব্যক্তি। মালোএল, ১৭৪৩।

বন্দুক ঝাড়া কি গুলি ছোড়া। 'শিক্ষার্থী তিনবার বন্দুক ঝাড়িল'। দর্পণ, ১৮২১।

বন্দুক-টপুক বি অত্রাদি। 'কিছু কিছু বন্দুক-টপুক দেওয়া যায় না?' মুক্তবাব, ১৯৫৯।

বন্দুক সেওয়া কি গুলি কাম। 'তবু যদি কারো চেতন না হয়/ বন্দুক দিলে হবে নিশ্চর'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বন্দুকধারী [তু বন্দুক+স ধারী] বিল শস্ত্র। বন্দুক ধারণ করে আছে এমন। 'ক্রায় ডিগোতে বন্দুকধারী সেদ্রি পাখার দিচ্ছে'। ভায়া, ১৯৪৩: 'বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ...'। মানিক, ১৯৪৭।

বন্দুকী বি বন্দুকধারী সৈন্য। 'চালি পাকি বন্দুকী ধান্দুকী পায় পায়'। রূপরায়, ১৭৫০।

বন্দুয়ান [ফা বন্দি+] বিল করেদি। 'পুলের কর্ণ বন্দুয়ান লোকেরা করিতেছিল'। দর্পণ, ১৮২২।

বন্দে [স] কি বন্দনা করি। বন্দে মাতরম [স] - মায়ের (দেশমাতৃকার) বন্দনা করি। 'আমার মৃত্যুকালে একবার বন্দে মাতরম শুনাও সেবি'। বঙ্কিম, ১৮৮১: 'এক কার্বে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন - বন্দে মাতরম'। রবীন্দ্র, ১৯০৫: 'বিশ্বকর্তে বন্দনা-বাণী শূর্তে - বন্দে মাতরম'। নজরুল, ১৯২২।

বন্দেগি, বন্দেগী [ফা] ১ বি সেবা। 'বাদা বাহারা বন্দেগি ছাড়া কী দিবে আমরা'। নজরুল, ১৯২৮। ২ বি উপাসনা। 'তার বন্দেগী আয়ত্তা করি না'। হাই, ১৯৫৯।

বন্দোবস্ত [ফা বন্দ+বস্ত] ১ বি চুক্তি। ফরাসি, ১৭৯০: 'মিস্ত্রির বন্দোবস্তের চাকরি বহাল থাকিলে'। রামরায়, ১৮০১: ২ বি সাদন ব্যবস্থা। 'পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের বন্দোবস্তে চাঁদুর আসে কানুন হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি আয়োজন। 'কার্য-নির্বাহে বন্দোবস্ত নিতান্ত সামান্য নয়'। অক্ষর, ১৮৭৭। ৪ বি ব্যবস্থা। 'ছুল ও কলজের শিকার সহিত খেলার বন্দোবস্ত সেখানে ...'। কৃষ্ণাবলী, ১৮৮৫। ৫ বি জমির দখল সম্পর্কিত চুক্তি। 'এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বন্দোবস্তকারক [ফা বন্দ+বস্ত+স কারক] বিল আয়োজক: সংযোজক। 'দেউর সাহেব তাহারদের মধ্যে বন্দোবস্তকারক'। দর্পণ, ১৮২২।

বন্দোবস্তি বি নির্দিষ্ট শর্তে জমির পত্তনি ব্যবস্থা। 'প্রজা বন্দোবস্তির এই নিয়ম'। ভায়া, ১৯৪০।

বন্দ্য [স] ১ বি বন্দায়ী। 'শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি'। কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বি বশিত। 'হেথা বিতরিল প্রাণ ময় বাণী বন্দ্য বন্দায়ী'। সত্যপ্র, ১৯১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায় [স] বি ব্রাহ্মণদের বংশনাম-বিশেষ। 'আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়'। দর্পণ, ১৮২৪।

বন্ধ [স] ১ বি প্রকার। 'রতি বেলে নানা বন্ধে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অবশিষ্ট। 'ত্রিকাল বিলি বৃত্ত মনোরথবন্ধে'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি দক্ষ। 'আদরে অধিক কাজ নহি বন্ধ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ বি বন্ধন। 'দূর করি বাক্যবিধি বন্ধ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৫ বি আবদ্ধ। 'শিক্ষণ বন্ধ হইলুম না দেশম উপাএ'। কবীন্দ্র, ১৯৮৯। ৬ বি বৈশিষ্ট। 'অন্যমান হইলে সরে প্রলয়ের বন্ধ'। সুলতান, ১৭০০।

৭ বিল বন্ধ। 'পাড়ি বাওনের পথ বন্ধ'। জেরি, ১৮০২। ৮ বি সংহার। 'ব' ব' কর্মাদুসারে বর্ণ, নরক, বন্ধ, মোক্ষ, ব্যবস্থা'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৯ বি কৌশল। 'নববিবিধে বিবিধ বন্ধনে সকল বন্ধ দেখাইলেন'। ভবানী, ১৮২৮। ১০ বিল বাঁধাইকৃত। 'উত্তর মসীয়ারা চন্দ্রিকাখরায়ের যন্ত্রিত হইয়া চন্দ্রিকা সহ বন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক'। চন্দ্রিকা, ১৮৩৩। ১১ বি অটক। 'ওদানে বন্ধ রাখিয়া তাহারদিগকে দণ্ড দণ্ড বিধান করিতে আসেন করেন'। প্রভাকর, ১৮৫৩।

বন্ধকূল [স] বি আবদ্ধ কুয়া। 'যে সব প্রভার ও প্রতিজ্ঞা মানুষকে বন্ধকূলের জিলেলে মাহ করে রেখেছে'। শরীফ, ১৯৭০।

বন্ধ থাকা কি অটক অবস্থার থাকা। 'যেমন শঙ্কর মাঝে, বন্ধ থাকে অলিরাজে'। ভবানী, ১৮২৫।

বন্ধবেশী [স] বি চুলের বাঁধা বেঁধী। 'আজুলে দুলিত কতো বন্ধবেশী'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

বন্ধমোহ [স] বিল মোহহীন। 'বন্ধমোহ গভাষা আলুখালু বাঁচা'। শঙ্কর, ১৯৫৫।

বন্ধ রাখা কি অটক রাখা। 'ওদানে বন্ধ রাখিয়া তাহারদিগকে দণ্ড দণ্ড বিধান করিতে আসেন করেন'। প্রভাকর, ১৮৫৩।

বন্ধহারা [স বন্ধ+হারা] ১ বিল বাহানী। 'নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা'। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিল বাধা ও বন্ধনহীন। 'উদিলাম পুন মুক্তি উদার-গ্রাস চিরমুক্ত বাঁধাবন্ধ-হারা'। নজরুল, ১৯২৪।

বন্ধহীন [স] বিল মুক্ত। 'ভেঙে গেল সে পাখীর বন্ধহীন সুরে'। ফরাসি, ১৯৪৬।

বন্ধ কি বন্দনা করি। 'গীতালি করিয়া বন্ধ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

বন্ধকী [স] ১ বি ধ্বংসের জন্যে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখা। 'সেখানে বন্ধক রাখিয়া মিস্র টাকা পাঠাইবেন'। ওসী, ১৭৭৯: 'অজ্ঞতার বন্ধক সেওন কালে মহাজনের সঙ্গে আশা হয়'। দর্পণ, ১৮২২। ২ বিল জমা। 'আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বন্ধকদার [স বন্ধক+দা] বিল জমি ইত্যাদি বন্ধক রাখে যে। 'বাঁহাখালী বন্ধকদারদের সেনা ১৫ বৎসর পরে আপনা-আপনি শোধ হইয়া যাইবে'। মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

বন্ধকি [স বন্ধক] বিল বন্ধক রেখে ধ্বংস প্রার্থিত হয় এমন। 'বন্ধকি সম্পত্তি'। দর্পণ, ১৮৩৫।

বন্ধকী [স] বিল বন্ধকরূপে প্রদত্ত। 'বন্ধকী কাগজখানা'। শঙ্কর, ১৯১৪।

বন্ধক বি যা দিয়ে বাঁধা হয়; কামা বাঁধার কিতা। 'পাণ্ডিত্য উড়ে গিয়াছে - চাপকানে একটাও বন্ধক নাই'। ভায়া, ১৮৫৯।

বন্ধন [স] ১ বি বাঁধন। 'মিষ্টা সেবে বন্ধন আশার তার কলে'। বড়ু, ১৪৫০: ২ বি অবরোধ। 'সেই আবার হেন বৈলে বন্ধন'। মাল্যধর, ১৫০০: '... মিথাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া'। বিদ্যাপতি, ১৮৯৬। ৩ বি বাঁধ দেওয়া। 'মুদ্রি রাম রূপে কৈল সারথবন্ধন'। কৃষ্ণা, ১৫৮০। ৪ বি অটকানা। 'মনুসেবর যুধ ময় বন্ধন না যাএ'। বাহরায়, ১৬৫০: ৫ বি সম্পর্ক। 'আছে নামামত, যে বন্ধন যত/ সকলি হয় স্থলন'। মননমোহন, ১৮০৪: 'আমি উত্তর - মানসজগৎ এবং বহুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার মানস বন্ধন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৬ বি বিভাজন। 'এ পুস্তকে নিয়ম ও উত্তররূপে শ্রেণী বন্ধনের অঙ্গন আছে'। দর্পণ, ১৮৩৭। ৭ বি শৃঙ্খলা। 'কোনো বন্ধন নেই, সাদন নেই'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বন্ধনকর [সি] বিপ বান্ধনে আবদ্ধ করে এমন। 'তব পঙ্খভূত-বন্ধনকর ইন্দ্রজাল তত্ত্ব'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

বন্ধন-কাতর [সি] বিপ বন্ধনে ব্যথিত। 'হায়া তার পড়িত এ বন্ধন-কাতর দু-নয়নে।' নজরুল, ১৯২৪।

বন্ধন-কাতরবাতী [সি] বি বন্ধনের বেদনা। 'আত্ম-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিঙ্গা।' নজরুল, ১৯২২।

বন্ধন-কারা [সি] বি বন্ধনরূপ কারাগার। 'শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর/সহে না এ বন্ধন-কারা।' নজরুল, ১৯৩০।

বন্ধনছোঁড়া বিপ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এমন। 'সমাজ বন্ধনছোঁড়া নকল ধার্মিক।' অমিয়, ১৯৩৯।

বন্ধনচ্ছেদন [সি] বি বান্ধন অপরায়ণ। 'জয় বন্ধনচ্ছেদন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বন্ধন-জরী [সি] বি বন্ধনকে জয় করেছে যে। 'এসো বন্ধন-জরী।' নজরুল, ১৯২৬।

বন্ধনজর্জর [সি] বিপ বন্ধনে পীড়িত। 'আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে ... ঝাড়ঝোয়ার সজ্জার করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বন্ধনজাল [সি] বি বন্ধনরূপ জাল। 'নূতন বন্ধনজাল, অস্তিম মিনতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বন্ধনদশা [সি] ১ বি পরাধীনতা। 'সকল দেশেই কোনো-না-কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনায় বন্ধনদশা থেকে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি সীমাবদ্ধতা। 'বন্ধিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বন্ধনদশাঙ্কর [সি] বিপ বন্দী। 'বন্ধনদশাশ্রান্ত বোটারিসের কাছে একটা অনাসুতি।' নজরুল, ১৯২৭।

বন্ধনদুঃখ [সি] বি বন্ধনদুঃখ বা বিবাদের বেদনা। 'কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুঃখ নাশিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বন্ধনশাশ [সি] বি বান্ধনরজ্জু। 'দ্যালেগা চাহিয়া সে লোকসিদ্ধ/বন্ধনশাশ নাশিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বন্ধনশীড়ন [সি] বি পরাধীনতার বেদনা। 'বাহ্মলিকেই বন্ধনশীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বন্ধন-প্রয়াসী [সি] বিপ বন্ধে রাখতে চায় যে। 'বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল।' নজরুল, ১৯২২।

বন্ধনপ্রান্ত [সি] বিপ বন্দী। 'খর কি প্রকার বন্ধনপ্রান্ত হইয়াছিল তাহা কহ।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

বন্ধনবিহীন [সি] বিপ মুক্ত। 'বন্ধনবিহীন নবমেঘশব্দ'-পরে করিয়া আসীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বন্ধনবেদনাতুর [সি] বিপ বন্দীত্বের বেদনায় কাতর। 'পরম্পরের বন্ধনবেদনাতুর অন্তর সেবিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

বন্ধনব্যথা [সি] বি আড়ত থাকার বেদনা। 'নিষ্ঠুর বন্ধনব্যথা যদি যায় চুলো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বন্ধন-ভীড় বিপ বন্দী হওয়ার ভয়ে ভীত। 'এরা বন্ধনভীড় চুচা হরিণের মতন।' নজরুল, ১৯২৭।

বন্ধনভীড় [সি] বিপ বন্দী হওয়ার ভয় করে এমন। 'ভারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীড়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বন্ধনমুক্ত [সি] ১ বিপ বান্ধন থেকে মুক্ত। 'একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদের হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিপ

বিধাধীন। 'আশনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে ... অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি প্রকাশ। 'পরিপূর্ণবেগে তাহার মনের কণাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বিপ স্বাধীন। 'একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বন্ধনমুক্তি [সি] বি বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি। 'দুঃখের মধ্যে একটা আত্মরিক বন্ধনমুক্তি দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বন্ধমোচন [সি] বিপ বন্ধন মোচন করে এমন। 'বন্ধমোচন ছদ্ম তখন নেমে এল নিখরীয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বন্ধনমোহ [সি] বি মায়ার বান্ধন। 'শয্যা বন্ধনমোহ, এ হারিবেশায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বন্ধনরজ্জু [সি] বি বান্ধনের রশি। 'জুড় জলমান জলময় হইবে বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধনরজ্জু বিমুক্ত করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বন্ধনশক্তি [সি] বি বেঁধে রাখার শক্তি। 'মস্তের বন্ধনশক্তি।' বিকৃতি, ১৯৩১।

বন্ধনশৃঙ্খল [সি] বি বান্ধনের শিকল। 'দাসের বন্ধনশৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল।' বহিম, ১৮৭৯।

বন্ধনসূত্র [সি] বি বন্ধনরূপ সূত্র। 'নিষ্ঠুর নিবিড় বন্ধনসূত্রে/হৃদয় নাচে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বন্ধনহীন [সি] বিপ উদ্যম। 'একটা বন্ধনহীন উচ্ছ্বল আনন্দ।' নজরুল, ১৯২৭।

বন্ধনহীনতা [সি] বি স্বাধীনতা। 'তোমার তিরক্ত মূর্তি, খাপত বন্ধনহীনতা।' সায়দা, ১৯২১।

বন্ধনা [সি বন্ধন<] বি বান্ধন। 'বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত শীপপাথ মণ্ডকে করিল বন্ধনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বন্ধনী [সি] বি যে উপকরণ দ্বারা বাঁধা হয়। 'সকল বন্ধন ও বন্ধনী হতে মুক্ত।' নজরুল, ১৯৩০।

বন্ধা^১ কি আবদ্ধ করা। বন্ধিলেক কি আবদ্ধ করলো। 'বন্ধিলেক হাট ঘাট পাইক পরে থাকে।' মালাধর, ১৫০০।

বন্ধা^২ কি বাঁধা। বন্ধাইব কি বিন্যস্ত করবে। 'নাপিত কোথার আমি চুল বন্ধাইব।' কেরি, ১৮০২।

বন্ধান [সি বন্ধন<] ১ বি নিয়ম। 'অঙ্কি নৃত্য করিবাত্ত অন্ধের বন্ধানে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চেহারা। 'লখিতে নারিনু কেমন বন্ধান লখিয়া মাহিক লখি।' হিচক, ১৬০০। ৩ বি ব্যবস্থা। 'দগিড আমি ধারিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বন্ধান না করিয়া দেই।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বি প্রক্রিয়া। 'নববিবিকে বিবিধ বন্ধানে সকল বন্ধ দেখাইলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বন্ধাবধি [সি বন্ধাপগতি] কি বাঁধায়। 'মিছে লোভ বন্ধাবধি অপণা।' চর্চা ২২, ১২০০।

বন্ধি [সি বন্দী] বিপ রুদ্ধ। 'হেরইত মনসিজ মন রহ বন্ধি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বন্ধু [সি] ১ বি সুদ। 'পনুবুজে লইবা বন্ধু জনে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সখা। 'কেবল পতিত বন্ধু রক্তের রতন সিদ্ধু।' মুরারি, ১৫৭০; 'কুম্ভারস আখ্যাদয়ে দুই বন্ধু সনে।' কুম্ভারস, ১৫৮০। ৩ বি সজ্জন। 'দশ ঘরে দশ বন্ধু দিলে নিমন্ত্রণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি প্রিয়জন; আপনজন। ভগী, ১৮৫৫। ৫ বি প্রেমিক। 'তদি শাখার বশীভূতা থাকি তবে বন্ধু দুখিত হইবেন।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫। ৬ বি বাঙালি

হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'লক্ষণচন্দ্র বন্ধু'। সের্বি, ১৮৪০।

বন্ধুকৃত্য [স] বি বন্ধুর প্রতি কর্তব্য। 'কোথায় গেল কালেজ, এককামিন, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বন্ধুহাতী [স] বি বন্ধুর হত্যাকাহী। 'চকু খুপিল, বন্ধুহাতীর গোপন বরণ ভার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

বন্ধুচিত্র [স] বি বন্ধুর মতো। 'শ্যাম বন্ধুচিত্র-নিবারণ ভূমি।' মর্জনা, ১৬০০।

বন্ধুজন [স] বি মিত্রজন। 'মিত্র্যাবাদ হৈল মোর সুন বন্ধুজন।' মাল্যধর, ১৫০০।

বন্ধুজ্ঞানোচিত [স] বি বন্ধুর উপযুক্ত। 'সমানামিকার এবং বন্ধুজ্ঞানোচিত প্রীতি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বন্ধুতা [স] বি বন্ধুত্ব। 'তিনি যাহারদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে গিয়াছিলেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

বন্ধুতাসূচক [স] বি বন্ধুত্ব প্রকাশক। 'বন্ধুতাসূচক কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।' প্রজাত, ১৮৯৫।

বন্ধুত্ব [স] বি মিত্রতা। 'রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জনিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বন্ধুত্বপূর্ণ [স] বি মিত্রতাপূর্ণ। 'মুসলিম দেশগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।' বেগম, ১৯৪৪।

বন্ধুত্বপ্রায়সিনী [স] বি স্ত্রী বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা এমন। 'বন্ধুত্বপ্রায়সিনীরা নিমন্ত্রণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বন্ধুবর [স] বি বিশিষ্ট বন্ধু। 'বন্ধুবর নিকটই তরুণজের মধ্য ইহাতে অটহায়া করিয়া উঠিল।' প্রথম, ১৮৯৮।

বন্ধুবরেসু [স] - বন্ধুর প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন। 'হুমুসে হাজির বন্ধুবরেসু।' সূরীন্দ্র, ১৯২৭।

বন্ধুত্ববন্ধি [স] বি বন্ধুত্ববান। 'পত্রবাজন করে বন্ধুত্ববন্ধিকে তন্ময়্যাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বন্ধুভাগ্যা [স] বি বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্য। 'বন্ধুভাগ্য যেমন ওর বেশি।' অবন, ১৯৪১।

বন্ধুত্বভাব [স] বি মিত্রসুলভ মনোভাব। 'তার প্রতি একটা বন্ধুত্বভাব বোধ করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বন্ধুত্বসম্বন্ধ [স] বি বন্ধুত্বের সম্পর্ক। 'উভয়ের বন্ধুত্বসম্বন্ধ পুনরায় সুস্থ এবং শান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বন্ধুত্ববর্ম [স] বি বন্ধুত্বের মনোভাব। 'রাজত্বের আত্মবর্ম বন্ধুত্ববর্ম নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বন্ধুনিবীচন [স] বি বন্ধু মনোনীতকরণ। 'প্রাণপ্রদায়ী ব্যাপারে - যেমন বিয়ে, বৃত্তিনিরূপণ, বন্ধুনিবীচন প্রকৃতি বিষয়ে যদি তরুণরা বুকের উপদেশ মেনে চলে তো ভুল করবে।' মোতাহের, ১৯৫০।

বন্ধুনী [স] বি বান্ধবী। 'ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বন্ধুবৎ [স] বি বন্ধুর মতো। 'চৌধুরী সাহেব বন্ধুবৎ সমবেদনা জানাতে এলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

বন্ধুবৎসল [স] বি বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'প্রিয়তম বন্ধুবৎসল জেদ্যাদ।' মশাররফ, ১৮৮৫।

বন্ধুবর্ষ [স] বি বন্ধুমহল। 'ভুক্তি কর সুখে রাষ্ট্র লৈয়া বন্ধুবর্ষ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বন্ধুবান্ধব [স] বি বন্ধুমহল; বন্ধুশ্রেণী। 'বন্ধুবান্ধব স্থানে স্বপন করিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'আশন বন্ধুবান্ধবকে সহায়তার জন্য ডাকিলেক।' ভারতী, ১৮০৩।

বন্ধুবিচ্ছেদ [স] বি বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। 'কলে বন্ধুবিচ্ছেদ জাতিবিরোধ প্রকৃতি জনশ্রুতি করে।' প্রথম, ১৯২০।

বন্ধুমহল [স] বন্ধু+আ মহলা বি বন্ধুদের গোষ্ঠী। 'বন্ধুমহলে একটা খানা ইয়াই গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বন্ধুমানুষ [স] বি বন্ধুজন। 'বন্ধুমানুষকে কথা দিয়েছি এখন কি সে ভঙতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বন্ধু-মিলন [স] বি বন্ধুদের আভা। 'আমার কোন কোন গল্প তাঁরা বন্ধু-মিলনে ব্যবহার করে।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

বন্ধুরঞ্জি [স] বি বন্ধুদের বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়ায় এমন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ... পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বন্ধুরঞ্জি ভাওলের বোনেরা।' বেগম, ১৯৭২।

বন্ধুয়া [স] বন্ধু+বি বন্ধু। 'পুরাণ বন্ধুয়া প্রতি না হৈছে নিষ্ঠুর।' বাবরাম, ১৬৫০।

বন্ধুসঙ্গ [স] বি প্রিয়জনের সাহচর্য। '... তখন বন্ধুসঙ্গ সহ্য হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বন্ধুসত্তা [স] বি বন্ধুদের আভা। 'বন্ধুসত্তা বিবাদে প্রিয়মাণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বন্ধুহানীর [স] বি বন্ধুসুদৃশ্য। 'ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ বন্ধুহানীর ছিলেন।' মহাপ্রভা, ১৯৫৬।

বন্ধুহারা [স] বন্ধু+হারা বি বন্ধুহীন। 'হৃদহাড়া, বন্ধুহারা, ঘরে তাদের কেউ আসে না।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

বন্ধুহীন [স] বি বন্ধু বা কাছের মানুষ নেই এমন। 'এই মহানগরে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

বন্ধুহীনা [স] বি বন্ধু কী কোনো বন্ধু নেই এমন। 'স্বাধীন প্রাণবিরোগ মরা সেই ব্রী ... আপনাকে বন্ধুহীনা দর্শন করেন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

বন্ধো [স] বন্ধু+বি বন্ধু (সম্বোধন)। 'মস্তিষ্ক হ্যাস করিয়া বলিলেন, বন্ধো! ইহা আর জিজ্ঞাসা কি?' মশাররফ, ১৮৬৯।

বন্ধুক [স] বি বাঙালি মুসল। 'বন্ধুক কুসুমছটা কপালে সিঙ্গুর টেটা।' মুকন্দ, ১৬০০।

বন্ধুর [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নিধিরাম বন্ধুর।' সের্বি, ১৮৪০।

বন্ধুর [স] বি অসমতল; কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। 'বন্ধুর ভূমিতে একাকী গমন করিতে সেন না।' অক্ষর, ১৮৪৯। 'কোথাও বা অতিশয় বন্ধুর ও দুরারোহ ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বন্ধুরতা [স] বি অসমতা; উচ্চনিচু ভাব। 'ব্রহ্মদীর্ঘাদি প্রভেদজনিত বন্ধুরতা ডাঙিয়া ...।' প্রথম, ১৮৯০। 'জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছো কর্মবিচ্যুরের বন্ধুরতায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বন্ধুর পথ [স] বি অসমতল পথ। 'তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অশার।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪। 'আমাকে আলম থেকে বন্ধুর পথ দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। 'বন্ধুর পথ বেয়ে কোমল পায়ে পাহাড়ে উঠে আসে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

বজ্রধাবয়ব [স] বি উর্নুহি আকার। 'জুপ্ত বজ্রধাবয়ব ধারণ করিয়াছিল।' সাধারণী, ১৮৭৫।

বজ্রঙ্গী [স বজ্রঙ্গ] বি পুংপ বিশেষ। 'বজ্রঙ্গী জিগিষা আধরু তোরো।' বজ্র, ১৪৫০।

বজ্রা [স] বিণ কথ্য; নিম্ফল। 'সে-তজ্জ চৈতন্য, হায় ... বজ্রা স্পর্শে পরিণত ব্রহ্মপুং সো-পাট চূষন।' সুশীল, ১৯২৯।

বজ্রাকৃত [স] বি নিম্ফলতা; কার্যতা। 'আলোচনার বজ্রাকৃত এইবার বৃষ্টি হুটিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বজ্রা [স] ১ বি সন্তান হয় না এমন নারী। 'বজ্রাএ না জ্ঞানে কহু প্রসব বেদন।' অগাওল, ১৬৮০। ২ বিণ নিম্ফল। 'সজ্যাকে বজ্রা করেছি।' রামহ্রসদ, ১৭৮০। ৩ বিণ অনুর্বর; উৎপাদনরহিত। 'ফলের লাগসে বজ্রা ধরনী।' সত্যোক্ত, ১৯১২। ৪ বিণ নিম্ফলা; কার্য। 'চাতুরী হারা যে রট্টনীতি চালিত হয় সে নীতি বজ্রা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বজ্রাশমন [স] বি বজ্রা নারীর সঙ্গে মিলন। 'এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বজ্রাশমনের মত নিম্ফল নয় কি?' সুজ্ঞান, ১৯৫২।

বজ্রাশনা [স] বি সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম নারী। 'আমার দস্ত-কামড়িতে বজ্রাশনার গর্ভ সজ্ঞার হইয়া ...।' শীনবন্ধ, ১৮৭৩।

বজ্রাকৃত [স] বি সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। 'বজ্রাকৃত নিবন্ধন বিরাগ হেতু যে জীব স্বামী দাস্যতার পরিগ্রহ করিয়া ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বজ্রাশপা [স] বি অজ্ঞানাবস্থা। 'কেবল একটা উদাস কঠিন অসীম বেধেথার বজ্রাশপা।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

বজ্রান [স বজ্রা] বিণ বাঁকা; সন্তান হয় না এমন। 'প্রথম ঐক্য সুরাসনে রত, ব্যাধিযুক্ত, ধূর্ত, বজ্রান, অগ্নিরবান্দী অথবা কেবল কল্যাণ প্রসব করেন।' প্যারী, ১৮৬০।

বজ্রা নারীর পুং-শৌক - অশ্রব বয়্যার। সুবল, ১৯০৬।

বজ্রাবাদ [স] বি বজ্রা অপবাদ। 'ভাই হয়ে মাহুদা দিগেছে বজ্রাবাদ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বজ্রাভূমি [স] বি অনুর্বর জমি। '... যার বীজ নৈসেঙ্গের বজ্রাভূমিতেও ফল ফলাতে সক্ষম।' শিব, ১৯৭৩।

বজ্রাঞ্জী [স] বি সন্তান হয় না এমন পত্নী। 'বজ্রাঞ্জীকে য' য মনোরথ পরিত্যক্ত ... থাকিতে সেবা যার।' অক্ষ, ১৮৫০।

বন্ট [স বণ] বি রং। 'নানা বস্ত্রের পুংপ মালা রুদ্র উপর।' মাল্যধর, ১৫০০।

বন্ট [স বণ] বি চুম্বক। 'কেহ সাতনের পায়জামা গোটা বন্ট লাগান।' ভবানী, ১৮২৮।

বষণা [স বর্ণনা] বি বিবরণ। 'নির্যটন বষণা।' মাল্যধর, ১৫০০। ব্র বর্ণনা

বন্য [স] ১ বিণ বনে আয়োজন করা হয় এমন। 'উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য-ভোজনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অসভ্য। 'কতকগুলো বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্তভাগে থাকিত।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বি হিংস্র পশু। 'বান্দন-কাটা বন্যটকে মায়ার ঘাসে ফেলাও পুকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৪ বিণ বুনো। 'বন্য বাতাস রূপসো এসে বুকের কাছে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বন্যকুকুট [স] বি বন্যমোরগ। 'বন্যকুকুটের শিরচ্ছেদনের মতো শূর্ণনিবার নাসিকা কর্তন কর।' মুনীর, ১৯৬৬।

বন্যকুল [স] বি বুনো কুল। 'বন্যকুল সজ্জাহ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বন্যগাছ [স] বি বুনো গাছ। 'বন্যগাছের শ্যামপত্রসম্মার।' বিজুতি, ১৯৩১।

বন্যগীত [স] বি বন থেকে আসা গান। 'গাইতেছে বন্যগীত সুমধুর রবে।' শীনবন্ধ, ১৮৬৭।

বন্য গ্রাম [স] বি জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম। 'জলবিরল বন্য গ্রামতলিতে চীনা ঘাসের দানা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বন্যতা [স] বি বুনো স্বভাব। 'চরিত্রে একটা প্রবল বন্যতা ছিল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

বন্য পশু [স] ১ বি গৃহপালিত নয় এমন পশু। ওসাঁ, ১৭৮৫। ২ বি অসভ্য। 'ও কেন এমন বন্যপশু হয়ে থাকবে।' নজরুল, ১৯৩১।

বন্যপ্রকৃতি [স] বি বনের প্রকৃতি। 'বন্যপ্রকৃতি এখানে আশ্রয়হারা, দীলাময়ী।' বিজুতি, ১৯৩৩।

বন্যবরাহ [স] বি বুনো শূকর। 'সে দেশে সকল বরাহই বন্যবরাহ।' প্রথম, ১৯২৭। 'বন্যবরাহ পলাইয়া যায়।' বিজুতি, ১৯৩১।

বন্য বিড়াল [স] বি বনে বাস করে যে বিড়াল। 'উচ্চাশ্রুতি, বন্য বিড়াল, কপাট, চটক, চক্রবাক প্রকৃতি অনেক জন্তু যুবক হইয়া একত্রে বাস করে।' অক্ষ, ১৮৪৯।

বন্য ভীষণতা [স] বি অসংযত ভয়ংকরত্ব। 'বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে।' নজরুল, ১৯৩০।

বন্য-ভোজন [স] বনভোজন; বনের মধ্যে শাদ্য গ্রহণ। 'উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য-ভোজনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বন্যমুদ্রী [স] বি জীব বনের হরিন। 'আশা ... বন্যমুদ্রীর মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বন্যশক্তি [স] বি অসংযত শক্তি। 'আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বন্য শুভ্রা [স বন্যশূকর] বি বনে বিচরণ করে এমন শূকর। ওসাঁ, ১৭৮৫।

বন্যশূকর [স] বি বনে বিচরণ করে এমন শূকর। 'বন্যশূকর ... যাতায়াতের সুড়ি পথ তৈরি করিয়াছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

বন্য-খাপদ-সংকুল [স] বিণ বনের হিংস্র জন্তুদের বিচরণ রয়েছে এমন। 'বন্য-খাপদ-সংকুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা।' নজরুল, ১৯২৯।

বন্যস্থল [স] বি বনভূমি। 'ধন্য বন্যস্থল সেই কি কহিব কথা।' রামহ্রসদ, ১৭৮০।

বন্যহংস [স] বি বুনোহাঁস। 'অনেক বন্যহংস।' বিজুতি, ১৯৩১।

বন্যা [স] বি বান। 'চৈতন্য-অবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'বিপর্যয় বন্যা আইল বলবান নদী।' রূপরাম, ১৭৫০।

বন্যাকবলিত [স] বিণ বন্যায় প্রাণিত। 'বন্যাকবলিত হাটহাজারি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।' বেঙ্গল, ১৯৬৩।

বন্যাজল [স] বি বন্যার পানি। 'শোনা কোন্ডোল বন্যাজলে।' সত্যোক্ত, ১৯১৬।

বন্যাদার [স] বি বানের কারণে বিপদ। 'আজ অজ্ঞানার বন্যাদার।' সত্যোক্ত, ১৯২৪।

বন্যাদুর্গত [স] বিণ বন্যার কবলে পড়েছে এমন। 'বন্যাদুর্গত

জনগণের জনো' বেগম, ১৯৬৮।

বন্যাখারা [স] বি বন্যার প্রবাহ। 'ওরা বন্যাখারায় পথ যে হারায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বন্যাপীড়িত [স] বিণ বন্যাদুর্গত। 'পল্লী অঞ্চলের বন্যাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষভোগী দেশ' মনসুর, ১৯০৫।

বন্যাবিধ্বস্ত [স] বিণ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। 'বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাসমূহে দুর্গতদের মধ্যে ...' বেগম, ১৯৭০।

বন্যাবেগ [স] বি বন্যার জলের মতো প্রবল বেগ। 'রূপ বাহিনী বন্যাবেগে কবলিত করে।' সুব্রত, ১৯৪৫; 'প্রত্যেক ভুমন্ত মনে সহসা নামে সে বন্যাবেগে।' সরস্বতী, ১৯৬৩।

বন্যাভাসানো বিণ বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এমন। 'সরভাসা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বন্যারোষী [স] বিণ বন্যার জল প্রতিরোধ করতে পারে এমন। 'মদুরাকীর বন্যারোষী উঁচু বাঁধের উপর ...' তারা, ১৯৪২।

বন্যার্ড, বন্যার্ড [স] ১ বি বন্যাদুর্গত লোক। 'বিভিন্ন ছাত্রদলকে বন্যার্ডদের সেবায় রত হইতে দেখা গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৫৬। ২ বিণ বন্যাদুর্গত। 'পুরাতন কাপড়-চোপড় বন্যার্ড জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছেন।' বেগম, ১৯৬০।

বন্যাত্রোত [স] বি বানের জলের প্রবাহের মতো অগ্রগামী গতি। 'পিছন-পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যাত্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯৫৬।

বন্যা' [স] বিণ। বি বনে। 'হালহেত, ১৭৭৮।

বপন [স] বি রোপণ। 'সকলে দুটি বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস-ক্ষেত্রে ভূমির বীজ বপন করুন।' গুপ্ত, ১৮৫৫; 'বপন করেছে বীজ বপন দেখিয়ে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বপনহীন [স] বিণ বপন করা হয়নি এমন। 'শরীরসর্বস্ব হুগো এসেছি বপনহীন নিশা।' শঙ্ক, ১৯৭১।

বপা [স] বস। বি বাবা। 'সরহ ভণই বপা উজু নাট তাইলা।' চর্যা ৩২, ১২০০।

বপু [স] বি দেহ। 'বসিয়া করিল কিছু ঔষধ প্রকাশ মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্যাস'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দেখিতে দেখিতে তাঁর টুটা আইল বপু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বপুঃ [স] বি শরীর। 'যে সুন্দর বপুঃ আনন্দ মদন-সঙ্গা সাজান আশনি।' মাইকেল, ১৮৬৩।

বব [স] বি ছোটো করে ছাঁটা নারীসের চুল। 'বব চুল ভালো কিনা।' বৃদ্ধ, ১৯৩৭।

ববকাটা বিণ ঘাড় পর্যন্ত ছোটো করে কাটা। 'ববকাটা চুল।' হাই, ১৯৪৫। ২৪৪

ববাই [স] ববরী। বি বাবুই ঘাস। 'উকুনো বিকনা ববাই লজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ববিন [স] বি সূতা, তার ইত্যাদি জড়ানোর নাটাই। 'ববিনে জড়ানো মিশরের ময়ি কাশো বিভালকে বলে।' জীবন, ১৯৪৪।

ববল [স] ববরী। বি আদালতে মিথ্যা দলক করে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে। 'মিথ্যেবানী ও ববলের জাত।' হস্তাম, ১৮৬১। ১ ব্রহ্মবর

ববলিয়া [স] ববরী। বিণ অসামর্থ্য; ঠগ। 'দুই তিন ঘণ্টা যাবতীয় ববলিয়া ও জালালা লোক অথবা ঘাঘি ও কুঁজড়া বেণ্যায় সহিত

বকাকি করিডেন।' প্যাট্রী, ১৮৫৯।

বব্র [স] বিণ পিলল বর্ষ। 'কুটিল আমার মধ্যে তব বব্র কেশের মাতন, অব্যাহা, উৎকিণ্ড বহিঃসম।' সুব্রত, ১৯৩১।

বম [প] বধা; ই বধ। বি বোমা। 'মানুষ যেমন বিষের ঝুঁয়ো এটম বম বানিয়ে ...' মুক্তাবা, ১৯৫২; 'এটম বম বানাবার সূত্রটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলেন।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

বমজীল [স] বিণ মূলানুগ। 'নকল বমজীল আসল।' বোগল, ১৭৭০।

বমজীল [স] বিণ মূলানুগ। বোগল, ১৭৭৮।

বমজীল আসল বি মূল অনুযায়ী নকল। বোগল, ১৭৭৮।

বমন [স] বি বমি। 'তথক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

বমনোদ্রেক [স] বমন-উদ্রেক। বি বমির ভাব। 'অবশেষে বমন বমনোদ্রেক হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বমবম [ধ্রু] ১ বিণ বমবম ধ্বনিবিশিষ্ট। 'বমবম শব্দে বহু গালবাদ্য করে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি গালবাদ্যধ্বনি। বিদ্যা, ১৮৯১।

বমাল [ফা বা+আ মালা] ১ বি অপভ্রুত প্রবাহ। 'প্রভাবগার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ মালাসম্ভেদ। 'উৎল মাতম সামাল সামাল বমাল মেয়ে-মর্দার।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ ক্রিণিণ মালা সহকারে। 'তঁহার স্ত্রী ... মায়ফতে বাহিনী চাশান দিয়া বমাল ধরা গড়িয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪১।

বমালসুখ [ফা বা+আ মালা+স শুখ] ক্রিণিণ মালামালসহ। 'যেন সমালসুখ চোর ধরা গড়িলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বমি [স] বি বমন। 'এই মত শৌক ভনিয়া বমি উঠে।' দর্পণ, ১৮২১।

বমোহর [ফা] বিণ সিলমুখ। 'আহাদনামা বমোহর মহারাজা বনবাহাদুর সাহা।' কালগে, ১৭৯২।

বমোজির [ফা] ক্রিণিণ শতঃকৃতভাবে। 'দস্তর মাফিক করার বমোজির ভূমি দিবা।' হ্যালহেত, ১৭৭৩।

বমু [সি ব্যাধু] বি বাঁশ। 'আজ ভূত-ভাগানোর মজা দেখার বোম-ভোলা বমুতে।' নজরুল, ১৯২৪।

বমুটে [প বধা] বিণ দুঃ; বেপরোয়া। 'আমাদের মত বমুটে লোকেরাও এসব জানে ...' শব্দ, ১৯৭৭।

বব্র [স] ব্রহ্মা। বি ব্রহ্মা। 'চৌদ্র ভ্রুণ গেল পরভুর এক বব্র জানে।' রমাই, ১৭১০।

বব্রা [স] ব্রহ্মা। বি ব্রহ্মা। 'বব্রা বিই ন ছিল ন ছিল আঁবর।' রমাই, ১৭১০।

বব্রা [আ বাই] বি বিক্রয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

বব্রানামা [আ বাইনামা] বি বিক্রয়ের দলিল। বিদ্যা, ১৮৯১।

বব্র [সি] বি রেস্তোরাঁর খাদ্যপরিবেশক। 'বাটারল, খানসামা, বব্র, দারোয়ান।' নজরুল, ১৯৩১; 'বব্র, শোনে তো একবার এদিকে।' শিবরাম, ১৯৭০।

বব্রঃ [স] ১ বি বয়স। 'বয়ঃক্রম বব্রের বিশিষ্ট।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি জীবনকাল। 'দাসীকৃত কার্যেতেই ভাবৎ বয়ঃক্রমণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বব্রকবিত্তি [স] বিণ বয়সে সবার চেয়ে ছোটো। 'এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বব্রকবিত্তি।' বিদ্যা, ১৮৩৩।

বব্রক্রম, বয়ক্রম [স] বি বয়স। 'বব্রক্রম বব্রের বিশিষ্ট।'

কুক্ষয়, ১৭২০; 'কুমারের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিদ্যা অভ্যাস করণের আরম্ভ হইল।' *রামায়ণ*, ১৮০১।

বয়স্কীড়া [স] বি যৌনক্রিয়া। 'ইহাতে বয়স্কীড়া ক্রিপণে চলে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বয়স্কেশপ [স] বি জীবন যাপন। 'দাসীত্ব কার্যেতেই তাবৎ বয়স্কেশপ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বয়স্গত [স] বিয় বয়সজাত। 'তাহার বয়স্গত প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কল্প করিতে হইবে।' *বেশম*, ১৯৪৭।

বয়স্গ্ৰাণ্ড [স] বিয় কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পা দিয়েছে এমন; (আইনত) আঠারো বছরবয়স্ক। 'মৃতশিশুক শিশু যাবত বয়স্গ্ৰাণ্ড ও জ্ঞানবান না হয় তাবৎকাল নৃপতি উক্ত শিতকে পুত্রনির্বিশেষে বিদ্যাভ্যাস করাইবেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বয়স্গ্ৰাণ্ডি [স] বি যৌবনগ্রাণ্ডি। 'তোমার কন্যার বয়স্গ্ৰাণ্ডি হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বয়স্গন্ধি [স] বি কৈশোরের শেষ ও যৌবনের আরম্ভ। 'বয়স্গন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ।' *ভারত*, ১৭৬০।

বয়স্গময় [স] বি বয়সকাল; বয়স। 'তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিক বয়স্গময়ে আরম্ভ করিয়াও ...।' *দর্পণ*, ১৮০৪।

বয়স্গ্ৰ [স] বিয় বয়সগ্রাণ্ড; প্রাপ্তবয়স্ক। 'বয়স্গ্ৰ হইলে ... পরিবারের গীড়াদায়ক ইহবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বয়স্গ্ৰা [স] বিয় ক্রী প্রাপ্তবয়স্ক। 'যাহারা নির্জন তাহারদিগকে যাবৎ বয়স্গ্ৰা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

বয়স্কীত [স] বিয় বয়সের কারণে মোটা। 'দীর্ঘায়িত নিশা বয়স্কীত ব্যাঙ্গানাপায়া।' *সুশীল*, ১৯৩৩।

বয়স্কট [স] বি বর্জন। 'এ যেন কলেজ বয়স্কট করে পাস না করার দামটো।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; "বয়স্কট পলিসি" উন্নতিকামী জাতির পক্ষে মারাত্মক। *মুদ্রাসিক্তি*, ১৯৩২।

বয়স্কী বি কাঁথা সেলাইয়ের প্রকারবিশেষ। 'বয়স্কী সেলাই, বীণপাতা সেলাই, তেরসী সেলাই প্রভৃতি।' *জসীম*, ১৯৬১।

বয়স্কা [আ বয়জা] বি ডিম। *ওসী*, ১৭৮২।

বয়স্কা [স বিবীতভা] বি হেহেড়া; গাছবিশেষ। 'চক্কা বহু বাঁস কাটিল যাদ্যদি আমড়া বয়স্কা হরিড়া ধব।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বয়স্কা বি বধির; কালা। *ওসী*, ১৭৮৫; 'বয়স্কা কানে শোনাবে কে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বয়স্কা [স বয়স] বি যুব। 'জ্যেষ্ঠ ভুজযুগ মেরি বেড়ল ততহি বয়ন সুহদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৫৭০।

বয়স্কা [স বয়স] বি বোনা; রচনা। 'গাথিয়া গাথিয়া করহি বয়ন বাসরশয়ন তব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বয়স্কুশলতা [বয়ন+স কুশলতা] বি বর্ণনার কৌশল। 'শব্দ প্রয়োগের অনায়াস বয়স্কুশলতাই সে সাফ্য বহন করছে।' *হাই*, ১৯৪৪।

বয়ন বিদ্যা [বয়ন+স বিদ্যা] বি বুনন শিক্ষা। 'বয়ন বিদ্যার প্রতি কিছুকাল যাবৎ ভ্রমুঘরের শিক্ষিতা মেয়েদেরও অনুশাসন।' *বেশম*, ১৯৪৯।

বয়নশিক্ষা [বয়ন+স শিক্ষা] বি সূতিকর্মের শিক্ষা। 'শিক্ষকতা, চিকিৎসা, বয়নশিক্ষা প্রভৃতি পেশাতেও বহু মহিলা কর্মরত রয়েছে।' *বেশম*, ১৯৬৬।

বেশম, ১৯৬৬।

বয়নশিল্প [বয়ন+স শিল্প] বি তাঁতশিল্প। 'মহিলাদের সেলাই, বান্না, বাগান করা, বয়নশিল্প ... প্রকৃতি সামাজ্যগোচর কাজে ...।' *বেশম*, ১৯৬৬।

বয়নশিল্পী [বয়ন+স শিল্পী] বি তাঁতি। '২০,০০০ শ্রমশিল্পী সমেত এখানে ৪০,০০০ বয়নশিল্পী ও ৬০,০০০ ব্যবসায়ী ছিল।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বয়নাদি বি কাপড় বয়ন প্রকৃতি। 'বয়নাদি, চাকশিল্প, উচ্চশিক্ষা - সব শিখিয়েছি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বয়নাঙ্কা বি টালবাহানা। 'বাহতে হয়, সেবতে হয়, বহৎ বয়নাঙ্কা।' *মুক্তাবা*, ১৯৪৯।

বয়লা [শ ডায়েলা] বি বেহাশার মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। *ওসী*, ১৭৮৫।

বয়লা [হি বয়লা] বি ছোটো গর্ত। 'কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বয়লা [স বয়লা] বি বালা। 'কেন রাব নাই হুড়ি ও বয়লা আপন মনের মত।' *জসীম*, ১৯৩৩।

বয়লার [সি] বি বাশ্প তৈরি করার যন্ত্র। 'লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বয়স্চোর [সি] বি বয়স হরণকারী। 'পলে পলে বয়স্চোর আসিয়া ...।' *বর্জিত*, ১৮৭৫।

বয়স্কা [স বয়স] বি বয়স। 'পঞ্চাশ বয়সের হইল আমার বয়স।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বয়স [স] ১ বি বয়স্ক্রম। 'পহিল বয়স মোর ন পুরল সাথে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বি যৌবন। 'মনে আছে সেই প্রথম বয়স।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বয়স্ক সক্তি [স বয়স+স সক্তি] বি বয়সেক্তি। 'কি কহব মাধব বয়স্ক সক্তি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বয়স্কাল [সি] বি পরিণত বয়স। 'বয়স্কালে যদি সে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য প্রস্তুত থাকিবে অধিকারী হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বয়সানুচিত [সি] বিয় বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না এমন। 'বয়সানুচিত চাপল এবং উৎকট উদ্যম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বয়সিনী [সি] বিয় ক্রী সমবয়স্ক। 'পৃথিবীর বয়সিনী ভূমি এক মেয়ের মতন।' *জীবন*, ১৯৪২।

বয়সী [সি] বিয় সমবয়স্ক। 'পঞ্চমবর্ষীয় বাসকের সহিত কি মিসেসবর্ষীয় যুবা পুরুষের বয়সীভাব উৎপন্ন হইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বয়সের গাছ পাখর নেই - অতি বৃদ্ধ। *সুবল*, ১৯০৬।

বয়সোচিত [সি] বিয় বয়সের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। 'ওর মধ্যে বয়সোচিত উজ্জলতা নেই।' *রেস্তা*, ১৯৪৯।

বয়স্ক [স] ১ বিয় বয়সী। 'পঞ্চাশ বয়সের বয়স্ক হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ বিয় প্রাচীন। 'পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী বয়স্ক সাহিত্যসমাজে হান পাইবার অধিকারী হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ বিয় প্রাপ্তবয়স্ক। 'ইস তখন যদি বয়স্ক থাকতাম।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বয়স্কসভা [সি] বি বড়োদের সমাজ। 'গোরা বয়স্কসভায় কাকলি বিভ্রাট করিতে আরম্ভ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বর' [স বরম] অথ বরহ। 'সরহ ভগ্নিত বর সূপ গোহাণী' চণ্ডী ৬৯, ১২০০।

বর' [স] ১ বি আশীর্বাদ। 'হেন বর পাণ্ডা সব দেব পেলা বাসে।' বটু, ১৪৫০। ২ বি প্রদান। 'গাইল বটু চণ্ডীদাস বাসলীবর।' বটু, ১৪৫০। ৩ বি প্রার্থনীয় বহু। 'কতক আছে বর ভুবনে মনোহর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি বিবাহের পাত্র। 'সত্রে বলে গৌরী বর পাইয়াছে ভাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি দেবতার কাছ থেকে পাওয়া অনুগ্রহ। 'দেবী এইরূপ বর দিয়া অজ্ঞানই হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বরকসে [স বরকন্যা] বি বিবাহের পার-পাত্রী। 'এখন আর, বরকসে পাঠাবার উদ্ভূত করিণে' উম্মেদ, ১৮৫৭।

বরকন্যা [স] বি বর ও কনে। 'রাজা বড় ঘট করিয়া বরকন্যা লইয়া রাজধানীতে আইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বরকর্তা, বরকর্তী [স] বি বরের পিতা। 'বয়ং বরকর্তা হইয়া সত্যরত উপস্থিত হইলেন নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'বরকর্তা বয়ং গৌড়িয়া পেলেন।' বিকৃতি, ১৯০১। 'বরকর্তার আশিয়া বলিলেন প্রজাদি লেখা পড়া হইলে কন্যাকর্তা বাকদান করিলেন।' কেরি, ১৮০২।

বররহণ [স] বি বিচ্ছেদ কল্যার স্বামী নির্বাচন। 'ত্রীদিগের বেজানুগ্রহ বররহণ' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বরচলনি [স বর+চলনি] বি বরের আশ্রয় উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানবিশেষ। 'কং দিকি বরচলনি কিরণ করিয়াছিল।' কেরি, ১৮০২।

বরহবিজী [স বর+বিজী] বি বর মহাশয়। 'বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলি মুতি বাদ্যকর আশিয়া বাজ্য করে।' লর্ণি, ১৮২৬।

বরজৌবতি [স বরযুবতি] বি যুবতীশ্রেষ্ঠ। 'ভনই বিদ্যাগতি' সেন বরজৌবতি' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

বরতনু [স] বি সুন্দর দেহ। 'যুদু সুদু তাহে সখাধর বরতনু।' মুহারি, ১৫৭০।

বরদ [স] ১ বিশ বরদাতা। 'নারদ বরদ ব্যাস আদি।' কুরুগ্রাম, ১৭২০। ২ বিশ বর দেয় এমন; দানশীল। 'তোমার বরদ-হস্তে বিচারিছে ঐশ্বর্য-সম্মার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বরদরূপিনী [স বিশ ত্রী অস্তীদাতা। 'অভয়া বরদরূপিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বরদা [স] বি বরদানকারী দেবী। 'বরদা খাউল বন্যো মস্তক উপরে।' রূপগ্রাম, ১৭৫০।

বরদাডা [স] বি দানশীল যে। 'তুয়া গদকমল বিমল বরদাডা।' জ্ঞান, ১৬০০।

বরদাঙ্গী [স] বি ত্রী বরদাতা; বর দেয় যে। 'ধরছাড়া দিক্‌ছাড়া অশলী তোমার বরদাঙ্গী।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বরদান [স] বি আশীর্বাদ। 'তোমার বরদানে মুক্তি অজয় ভুত্ববনে।' মালাধর, ১৫০০।

বরদে [স] বি বরদানকারী দেবী। 'হে বরদে, তব বরে চোর দ্বন্দ্বাকর কাব্যরাকর করি।' মাইকেল, ১৮৬১।

বরদেহ [স] বি সুন্দর শরীর। 'পঞ্চাঙ্গে পরিহরি আমার অমূল্য বরদেহ।' সুকীর্ণ, ১৯২৯।

বরদারী [স] বি শ্রেষ্ঠ নারী। 'জকর ময়মে বৈসয় বরদারী' তা সই

শিঠিতি মিষস দুই চারি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

বরপক্ষ [স] বি বিবাহকালীন পাত্রপক্ষের যুক্তিপণ। 'বরপক্ষের বড় বিশল।' রক্তিম, ১৮৭৫।

বরপক্ষীয় [স] বি বরের পক্ষের লোক। 'বৈশী গৃহবার চার্জ করিয়া বরপক্ষীয়কে জোলাম না করলেন।' রতনদ, ১৯২৫।

বরপণ [স] বি বিয়েতে কন্যাপক্ষের কাছ থেকে বরপক্ষের পাওয়া অর্থ। 'ভবু শ্রেম, প্রেমিকেরে দ্বীর্ণ করে, নিরে এলা জ্বর বরপণ।' বুদ্ধ, ১৯৫৮।

বরপুত্র [স] বি দেবতার আশীর্বাদস্বার্থে যে। 'বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার।' ভারত, ১৭৬০।

বরপ্রদা [স] বি বরপ্রদানকারী। 'যে রূপে তুমি কলিঙ্গাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে।' রক্তিম, ১৮৬৫।

বরপ্রাণ্ড [স] বি আশীর্বাদস্বার্থে যে। 'এর আসে কোন দিন লাভল বর নি তারা তোমারই বরপ্রাণ্ড।' হাসান, ১৯৬৭।

বরবশু [স] বি সুন্দর দেহ। 'সাল্লাইয়া বরবশু, পুশ্পাশী যথা সাভায় রাজেন্দ্রবলা কুসুমকৃৎসে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বরবশিষ্য [স] বি ত্রী বহুগণবিশিষ্ট। 'বরবশিষ্য দক্ষের দুহিতা।' মাইকেল, ১৮৬০। 'হাটান কাহো এসের বলেছে ভীক বলেছে, বরবশিষ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বরবোহী [স] বি বর ও কনে। 'একে একে গলা ধরে কাপে বরবোহী।' মণিগুণ, ১৬৮০।

বরবেশাবারী [স] বিশ বরের মতো সেজেছে এমন। 'বাজনা লইয়া কাহারি-ঘরে তোমার পরা বরবেশাবারী নামেবের সমুখে আশিয়া উপস্থিত করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বরভামিনি [স বরভামিনী] বি সুন্দর নারী। 'সুন্দর বদনে বিহসি বরভামিনি রচহ মনোহর বাণী।' মুহারি, ১৫৭০।

বরমাল [স] বি বরমের মালা। 'সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বরমাল্য [স] বি বিজয়জ্ঞাপক মালা; বরন করার মালা। 'বিসুদীরা তোমার গলায় পরায় বরমাল্য।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বরমাল্য [স] ১ বি বিজয়জ্ঞাপক মালা; বিবাহে পাত্রী কর্তৃক পাত্রকে দেওয়া ফুলের মালা। 'কন্যা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমাকে পাত্রের বিচারে পরাভব করিবে তাহাকে আমি বরমাল্য দিব।' রবীন্দ্র, ১৮০৫। ২ বি বরমের মালা। 'সে যে সিবিনী মোর, আমাকে যে দিয়েছে বরমাল্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বরবাক্তোর [স বরবাক্তীরা] বি বিবাহকালে পাঠের সঙ্গী। 'কন্যাকর্তার আদর ও সন্মান করে বরবাক্তোরের অভ্যর্থনা কল্পেন।' হুতোম, ১৮৬১।

বরবাক্স [স বরবাক্সীরা] বি বিবাহকালে পাঠের সঙ্গী। 'বর ও বরবাক্স ব্যাক্স করিলে ...' লর্ণি, ১৮২২।

বরবাক্সী [স] বি ত্রী বিবাহের সময় বরের সঙ্গে কন্যাপুত্র যে ব্যাক্স করে ব্যাক্স। 'ভালবাসা বরবাক্সী শু শু ওয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বরবাক্সী [স বরবাক্সীরা] বি বিবাহকালে পাঠের সঙ্গী হয় ব্যাক্স। 'দুই দলে আলাআলি চুলাআলি বরবাক্সী সেউতী না ছাড়ো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বরবহিণি [স বরবহিণী] বি ত্রী শ্রেষ্ঠলিঙ্গায় যে। 'সহচরি যেদি চলি বরবহিণি।' গৌরবিন্দ, ১৬০০।

বরকচি [সি বি উচ্চল দীপ্তি। 'দেখ নিরখিয়া, এ বরাক বরকচি
চিত্তমান এবে মোহান্ত।' মাইকেল, ১৮৬২।

বরসজ্জা [সি বি বিয়েতে বরকে সেব বাসরশয্যার সামগ্রী। 'তুমি
বরসজ্জা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সম্প্রদানহানে অবস্থান কর।'
রামনায়ায়, ১৮৫৪।

বরসরোজিনী [সি বি সুন্দর গছ। 'বরসরোজিনী ধনী ভূমি হে তার
বজ্রী।' মাইকেল, ১৮৬১।

বরু' [সি বটা বি বটাগাছ। 'বদির পিজার বর দেবদার আগর।' বড়ু,
১৫০০।

বরু' [সি ১ বিশ শ্রেষ্ঠ। 'মহুদর গমনে যাসি ভাগিবার ডরে তা দেখিঅ
বনবাস লৈল করীবরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ অব্য খানি। 'অবিলম্বে
তাহার নিকট প্রহর প্রেরণ করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

বরই [সি বদরিকা বি কুল। মাসোএল, ১৭৪৩।

বরওড় [ফা বর+আ ওড়। ক্রিণিখ ঘাসলময়ে। 'নমক মহলের সাহেব
তাহার বরওড় ইজহার দিবেক।' ক্যালসে, ১৭৮৭; 'বরওড় হাজির
পাকেন।' এডমন, ১৭৯০।

বরং [সি ১ অব্য অপেক্ষাকৃত। 'বরং দুর্বল প্রমুক্ত।' তারিখী, ১৮০৩। ২
অব্য অপেক্ষাকৃত ডালো বা মুক্তিযুক্ত। 'হে মহারাজ তুটামি বরং
বু'। মৃত্যুভয়, ১৮১২। ৩ অব্য তার বদলে। 'যদ্যপি কোন্সানি
বাহাদুর ... পুনর্বার চাটর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া
বরং সপক্ষ হইব।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ ক্রিণিখ তার চেয়ে। 'বরং
নতুন পয়সার অর্কেক আমাকে দেউন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

বরকত [আ বি প্রার্থ্য; সৌভাগ্য। 'পহেলা আশিয়া যে বরকত উঠাইব।'
গরীব, ১৭৬৫।

বরকন্দাজ [আ বরক+আ কন্দাজ। বি সিপাহি। 'ডালাইতে বরকন্দাজ
সালিক বিতর।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি শাহারাদার। 'উয়েম,
১৭৯০। ৩ বি দেহরক্ষী। 'দারোগা ... বরকন্দাজ সৈফায়েন দিয়ে
বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।' হেতাম, ১৮৬১; 'আর্দালী, বরকন্দাজ,
আশাবরদার, সোটাবরদার ইত্যাদি সহ তাহার বেলা ১৫টার সময়
রওয়ানা হইলেন।' রোকেয়া, ১৯৩১।

বরকন্দাজ-বাহিনী [বরকন্দাজ+স বাহিনী] বি বন্দুকধারী
সৈন্যবাহিনী। 'প্রত্যেক জমিদারের ছিল বরকন্দাজ-বাহিনী।' অন্নদা,
১৯৩৭।

বরকন্দাজী [বরকন্দাজ] বি গুণি হোঁড়ার কাজ। 'তিরানাজী ও
বরকন্দাজী ও তলোয়ার বাজী ... সর্বত্রেই অতি পারক।' রামরায়,
১৮০১।

বরকরার [ফা বর+আ করার] বি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। 'মেয়ার, ১৭৮৭।

বরখ' [সি বর্ষণ] বি বর্ষা। 'মাস বরখ ভেল সতি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বরখন [সি বর্ষণ] বি বর্ষণ। 'রিমিখিমি বরখন লাগে।' রবীন্দ্র,
১৯৩২।

বরখা' [সি বর্ষণ] বি বর্ষণ করা। বরখাত ক্রি বর্ষণ করছে। 'ঘন ঘন
রিম রিম রিম রিম বরখত নীরদগুজ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।
বরখায় ক্রি বর্ষণ করে। 'হেতেও থাকিয়া যত অল্প বরখায়।'
আশাওল, ১৬৮০।

বরখায়া [ফা বরখাত] বি ছাউনি। 'ফের কোন কাজে ছাউ দেখি কর্ত্ত
ইহতে বরখায়া করিয়া দিব।' ওর্দা, ১৭৮২।

বরখাত [ফা] ১ বি সমান্ত। 'মজলিস অন্তরালে বরখাত হইল।' দর্পণ,

১৮২১। ২ বি কর্ম্যুত। 'ইতিমধ্যে বরখাত হবার মতো কোনো
অপরাধ করিনি তো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি বাস্তব। 'জিনিসটাকে
একবারে বরখাত করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বরখাত হওয়া ১ ক্রি সমান্ত হওয়া। মজলিস অন্তরালে বরখাত
হইল। দর্পণ, ১৮২১। ২ ক্রি বরখাত হওয়া। 'ইতিমধ্যে বরখাত
হবার মতো কোনো অপরাধ করিনি তো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বরখোলাপ [ফা বর+আ খোলাক] বি অমান্যকরণ। 'হম্বুরের হুকুমের
বরখোলাপ।' ক্যালসে, ১৭৮৯।

বরগা' [প ডেরগা বি যে কাঠের উপর ছাদ ভর করে থাকে। ওর্দা,
১৭৮৫।

বরগা' [ও বেরগা বি ভাগ্যে জমি চাষ। ক্যালসে, ১৭৮৯।

বরগি, বরগী [ফা বি বর্গি; মহারাজ্যীয় দৃষ্টনকারী দল। 'বরগী আশিয়া
সেখ লুট করে।' রাজীব, ১৮০৫; 'বরগি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

বরওড়খালা বি মসোহর কুঁচের মালা। 'কুঁজশোভা বরওড়খালা দোলে
গলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বরওড় [ফা বর+স ওড় বি বারাপ ওড়। 'বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের
অরওড় নাই বরওড় আছে।' হেতাম, ১৮৬১।

বরওড় [সি বরওড়] বি সদুওড়। 'বরওড় বংশে কুঠারে হিজঅ।' চর্যা
৪৫, ১২০০।

বরল [সি বি পিতলের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বরল ভেরি সোদরি মোহরি ঘন
ব্রাজে বিরকালি।' মুহুদ, ১৬০০।

বরহ [সি বরবার বি বছর। 'খ্রিশ বছরের যেন হইল মেহেরী।' গরীব,
১৭৬৫। ২ বছর

বরজ বি হাউনি সেওয়া ও খোয়াও করা পানের ক্ষেত। 'পানের বরজ
দেখে বাড়ি গড় খান।' রুপায়, ১৭৫০।

বরজায় [ফা বরজা] ক্রিণিখ বজায়; অক্ষত। 'বাপ মজুকুরের ব্রকে আদি
বরজায় রাখিয়া ...।' হ্যাগবেড, ১৭৭২।

বরজ [সি ১ অব্য অপেক্ষাকৃত ডালো। 'বরজ গরল ষায় আমা পানে
নাঞ্জি চায়।' মুহুদ, ১৬০০। ২ অব্য এর চেয়ে। 'বরজ আমরা
বলিতে পারি তাহার এতক টোটা নিবোরা।' দর্পণ, ১৮৩০।

বরট বি বর্ম। 'মাকিরা বরট চলি চটপট।' মালিকরায়, ১৭৮১।

বরথ' [সি বর্গ] ১ বি বর্ষ। 'কাঁচ কন্যা যেক দেহের বরথ।' বড়ু, ১৪৫০;
'কেন না হইব আমি, চতুর্করসেখা, রাখার বরথ।' বক্রিম, ১৮৬০। ২
বি রূপ। 'এতদিন নাহি দেখি এ নব বরথ কামরূপী যোগ ঘরে বাড়ে
কেন জন।' মুহুদ, ১৬০০।

বরথী ক্রি স্ত্রী বর্ষে। 'পীন পয়োদর চারু কনক বরথী।' কুজরাম,
১৭২০।

বরথ' [সি ১ বি গ্রহণ। 'দহিদি বরথ করে অনাখের গতি।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯; 'কুজকে মুখে বরথ করবার জন্য অর্জুন ষায়া যারকায়
গেলেন।' বক্রিম, ১৮৭৫। ২ বি সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা। 'নাইব
বরথ করে, পুশিগিহেলস-পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বরথকুলা বি বরথের উপকরণে সাজানো ডালা। 'বরথকুলায় প্রদীপ
সাজিয়ে ধান দুর্ব্বার সাথে।' জসীম, ১৯০০।

বরথডালা [সি বরথ+মু ডালা] বি বরথের উপকরণে সাজানো ডালা।
'অমনি বরথ ডালা আর খীটে আনিস।' উয়েম, ১৮৫৭; 'তোমারি
লগাটে নববরথার বরথডালা।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'তারে উজাড় করে
সাজিয়ে দিলেম তোমার বরথডালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

বরগণ্ডালি বি যে ডালায় ফুল দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়। 'কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরগণ্ডালি ছেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বরগামলা [স। বি বরগের জন্যে পাঁখা মালা। 'হাতে লয়ে বরগামলা তুমি এসে নেমে।' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'ভুবন বসে, 'তোমার করে আছে বরগামলা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বরগশক্তা [স। বি বরন করে নেওয়ার অনুষ্ঠান। 'আমাদের বরগশক্তায় বর আনিনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। 'সেই যুগের বরগশক্তায় ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বরগীয়া [স। বিগ বরগযোগ। 'সেক্সুপিয়ায় স্ত্রুতিযোগ্য এবং নিউটন অতি বরগীয়া বটে ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বরগীয়া [স। বিগ দ্বী বরগযোগ। 'ধরিয়ে করি বরগীয়া, কতু বিপুল ধ্বংস-ব্য্যা' নজরুল, ১৯২২।

বরগৌশবে [স বরগ-উৎসব। বি বরন করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব। 'নবদাসের বরগৌশবে।' বেগম, ১৯৭০।

বরগালা [স বরগ+] বি বরন থাকা; বরগের উপকরণে সাজানো ডালা। 'আসে কি অধিবাসের বরগালা সাধাব?' রামনায়ায়, ১৮৪৪।

বরগণ [স বরগ] বি পানি। 'আনল বরন বাবি মুক্তিকা জন্মিল।' সুলতান, ১৭০০।

বরতন [সি বি গ্রেট; বাসন। 'এক ঝাঁকা থালা বরতন গড়িয়া ডাঙিয়া গেল।' নজরুল, ১৯০১।

বরতরঙ্গ [স বর+আ তরঙ্গ] বিগ খরিজ; বাউল। 'খেমদন্ত হইতে বরতরঙ্গ কহা জাহে।' চরী, ১৭৮৮।

বরদার, বরদারী [স। বরদার। বি বাদক। 'কেবাব বরদার ছিল ইমামদের সাথে।' গরীব, ১৭৬৫; 'ফরমা বরদারী কেন্দু না জব্বি ছিল।' গরীব, ১৭৬৫।

বরদান্ত, বরদাশত [স। বরদাশত। বি সহ। 'ওস', ১৭৮২। 'তার জিন্দে বরদান্ত হয় না কিন্তু ছেলেরের হয়।' হেতুম, ১৮৬১। 'সে-সময় বাতেনী কথা বরদাশত করিতে পারিলে না।' মনসুর, ১৯০৫।

বরদোয়া [স। বি শাপ; অমূল্য কামনা। 'মানেএল, ১৭৪০।

বরন [স বর্ণ] বি রং। 'নানা বরন ধরন বরন বরিসার কালে।' মাল্যধর, ১৮০০।

বরন-ছটা বি রক্তের ছোপ। 'লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরন-ছটাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

বরলা বি বর্ণবিধি। 'যা। 'নেচে চলে চাঁপা-বরলা বেন করনা/ বাহ সোলাইয়া।' নজরুল, ১৯৩০।

বরনী বিগ য়-বিশিষ্ট। 'হয়েছে শ্যামল বরনী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

বরক [স। বি জ্যোতি-বাঁধা হিমশীতল পানির খণ্ড। 'মানেএল, ১৭৪০; 'শিশি ময়ামুদ্রে ভুরি ভুরি বরক একরু রাশীকৃত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বরকওয়ালা [স। বরক+হি ওয়ালা। বি বরক বিহীনতা। 'বরকওয়ালা তাহার শেষ ঝাঁক হাঁকিয়া চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বরককুণ্ড [স। বরক+স কুণ্ড। বি বরকের খণ্ড। 'বাতাস তলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাটি বরককুণ্ড হয়ে গেছে।' হাসান, ১৯৬৪।

বরকখণ্ড [স। বরক+স খণ্ড। বি বরকের টুকরা। 'তাসমান বরকখণ্ডের মধ্যে নিজেস মখেই নড়ে নড়ে উঠে জোরবান।' আলোউদ্দিন, ১৯৪০।

১৯৬০।

বরকশালা [সিগ বরক গলে তৈরি হয়েছে এমন। 'দশটার সময় বরকশালা ঠাণ্ডাজলে স্নান।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'দূর পর্বতের বরকশালা জলে আমার জন্য।' আলোউদ্দিন, ১৯৭১।

বরক-চাঁপা বিগ বরকে ঢাকা। 'দিশান্তে রক্তবর্ণ সূর্য - পীতের বরক-চাঁপা শাসন সবে-মার ভেঙে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'একরাশ বরক-চাঁপা মাছ নিছিল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বরকচুর [স। বরক+স চূর্ণ। বি তুষার। 'বরকচুরের বিধে শাদা বর্ণা করে হীরার হারে।' সত্যেন্দ্র, ১৯৬৬।

বরকজমা [স। বরক+আ জমা] বি বরকে পরিশুদ্ধ হওয়া। 'বরক-জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি হিমশীতল। 'বরফজমা তরসিনী ছোট অকস্মাৎ সূর্যের উদার বুকে লীন হ'তে।' গামসুর, ১৯৭০।

বরকজল [স। বরক+স জল। বি বরক মিশ্রিত জল; বরক-পালানো জল। 'ওরে বরফ-জল নিয়ে আর রে, ডামাক দে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বরক-সেউয়া [সিগ বরক সেউয়া হয়েছো এমন। 'এক গ্রাস বরক-সেউয়া জল খান।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বরকপাত [স। বরক+স পাত। বি তুষার পতন। 'অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরকপাত।' মুক্তভা, ১৯৪৯; 'তমহিলতা বর্ষের মত বরক-পাত-সুন্দর দর্শনীয় বস্তু।' মুক্তভা, ১৯৫২।

বরকপানি [স। বরক+হি পানি। বি হিমশীতল পানি। 'হ্রাস তরিয়া চি ও বরকপানি দিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

বরকপুঞ্জ [স। বরক+স পুঞ্জ। বি বরকপানি। 'এই বরকপুঞ্জের উপরে আছে ৬০০০ মাইল ব্যাসের।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বরক-কুলকি বি তুষার কলা। 'নয় রাতি নয় দিনমান ধরি বরক-কুলকি করে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

বরক-বর্ষণ [স। বরক+স বর্ষণ। বি তুষারপাত। 'বিসেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

বরকরাশি [স। বরক+স রাশি। বি বরকের ছুপ। 'হিমশ্রধান উত্তর প্রদেশীয় সমুদ্রে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হীপাকার বরকরাশি ভাসে ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

বরফাবৃত [স। বরফ+স আবৃত। বিগ বরকে ঢাকা। 'বরফাবৃত পৃথিবী শতযা বিনীত হইয়া যায়।' প্রমথ, ১৯২১।

বরফি, বরফী [স। বরফ+] বি ছানা, শীর্ষ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চারকোণা মিঠাই। 'মোঠাই বত বরফী বুসে খেঁড় ...' ভক্তাবী, ১৮২৮; 'ভাত ঝাঁবির অবকল নাই কিন্তু খাতার কুড়ি, বাসা গোড়া, বরফি, মিঠুটি, মনোহরা ও গোলাবি বিলি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।' গ্যাটী, ১৮৫৮; ২ বিগ বরফযুক্ত। 'সুঁহ্যাত হোবার ছুঁয়িবে বেড়ার বরফী সর্বত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বরবাট, বরবাটী [স বরটী। বি শিমজাতীয় সবজিবিশেষ। 'ওড় ভিল হুস বরবাটী।' মুক্তন, ১৬০০; 'রাজমাঘ নাম তাঁর বরবাটী বিনি।' ওড়, ১৮৫৮।

বরবাদি [স। বি ধ্বংস। 'হানিকা আসি করিল বরবাদ।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিগ নষ্ট। 'তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়দাল।' নজরুল, ১৯২২।

বরম [স। বিগ অসাবধান। 'মানেএল, ১৭৪০।

বরমাল্য ব্র বর

বরশা [সি বি ধ্বংস। 'বরশা আসি করিল বরবাদ।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিগ নষ্ট। 'তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়দাল।' নজরুল, ১৯২২।

বরম [স। বিগ অসাবধান। 'মানেএল, ১৭৪০।

বরমাল্য ব্র বর

বরশা [সি বি ধ্বংস। 'বরশা আসি করিল বরবাদ।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিগ নষ্ট। 'তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়দাল।' নজরুল, ১৯২২।

বরম [স। বিগ অসাবধান। 'মানেএল, ১৭৪০।

বরমাল্য ব্র বর

বরশা [সি বি ধ্বংস। 'বরশা আসি করিল বরবাদ।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিগ নষ্ট। 'তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়দাল।' নজরুল, ১৯২২।

মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'তবে আন বরশা, আন আন সেবি ঢাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। **ব্র বর্ষা**

বরশি [স বরষা] বি বর্ষা। 'নিশান ও বরশি ও ডালা ঢালিয়াত।' রামরাম, ১৮০১।

বরশী [স বর্ষাশী] বি বর্ষশি। 'মৎস্য বরশীতে বন্ধন হইতেছে।' রামরাম, ১৮০২। **ব্র বর্ষশি**

বরষ [স বর্ষা] বি বর্ষ। 'করিল শ্রবণ বেধ পঞ্চম বরষে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ব্র বর্ষ**

বরষণ [স বর্ষণ] বি বর্ষণ। 'কর্ণবর্ষণ গহননাদ।' কৃষ্ণকাম, ১৭২০। **ব্র বর্ষণ**

বরষন [স বর্ষণ] বি বৃষ্টিপাত। 'কে জানিত সেই কলিকা মুরতি/দুরে করি দিবে বরষন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বরষা [স বর্ষা] ১ বি বাংলা ঋতুবিশেষ। 'ঋতু মধ্যে সরসা বরষা মনে গনি।' ৩৩, ১৮৫৮। ২ বি বৃষ্টি। 'সেদিন বরষা করবাব করে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি ধারা। 'নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি সেয়ে আসে মনে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বি বর্ষণ। 'দুগ্ধেবর বরষায় ঢঙ্কের জলে যেই নামল দরজার বন্ধুর রথ সেই থামল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বরষা-দিন [স বৃষ্টিমুখর দিন।] মুদ্র মুদ্র গুরু গুরু গর্জন, ও বরষা-দিনে হাতে হাতে ধরি ধরি গাব মোরা লতিকাদোলায় দুনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

বরষা-পীড়িত [স বর্ষাপীড়িত] বিণ বৃষ্টির ষাটায় একেবারে জ্বববু। 'উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল।' শক্তি, ১৯৬৫।

বরষা [স বর্ষণ] ১ ক্রি বর্ষা হওয়া। 'রিম থিম ঘন ঘন রে বরষে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রি বর্ষিত হওয়া। 'বাসনানিধাস তব গুরু বরষে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বরষা [স বর্ষণ] বি বর্ষা। বোমল, ১৭৭০; 'বরষা কাল।' ওস, ১৭৮২। **ব্র বর্ষা**

বরষা কাল বি বর্ষাকাল। 'বরষা কাল ঝড় বৃষ্টি হয়্যা ...।' বোমল, ১৭৭০।

বরষাত বি বৃষ্টিধারা। 'চোখে নামে বরষাত।' নজরুল, ১৯২৮।

বরষাতী বি বৃষ্টির জল নিরোধক আলগায়া জাতীয় কোট; রেইনকোট। 'পাতীলাদেব গ্রেটকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দু'খানা বরষাতী দিয়ে।' মজুমদার, ১৯৫২।

বরশি [স বর্ষাশী] বি বর্ষশি। 'চিতরকল রহিছে গোদা বরশি ফুটিয়া।' বিজয়, ১৬৫০। **ব্র বর্ষশি**

বরা [স বরষা] ১ বি শূকর। 'সসার হরিণ বরা লতাপাশে বাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বরাহ অবতার। 'বঙ্গদেশে মেলাই এল বরা'-অবতার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বরাথুরে [স বরাহ] বি কৃষ্ণ-লক্ষ্মণাক্রম। 'পাড়ারবরাথুরে হোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৮।

বরা [স বরষা] ক্রি বর্ষণ করা। বর ক্রি বর্ষণ করে। 'হুকু রাজা বর তুফি গদ পুষ্প দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বরশি ক্রি বর্ষণ করে। 'বরশি শূবার ভাব নির্লক্ষ্য হইয়া।' মালাধর, ১৫০০। বরহ ক্রি বরদ করা। 'সমুদ্র হইয়া জদি না বরহ মোরে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বরি ক্রি বরক করি। 'জায়েগর নির্মল নাহি ডারে আত বরি।' মালাধর, ১৫০০। বরিতে ক্রি বর্ষণ করতে। 'আপ আইয় চল যাই লখাইতে বরিতে।' বিজয়, ১৬৫০। বরিব ক্রি বর্ষণ করবে। 'অনুক্রেমে

পঞ্চভাই বরিব কুমারি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বরিশারে ক্রি বর্ষণ করতে। 'কৈন্যাও বোলে তবে তোহা বরিশারে পারি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বরিশেক ১ ক্রি বর্ষণ করবে। 'কৈন্যাও বোলে তবে তোহা বরিশেক আশি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রি বর্ষণ করবে। 'কেমনে নুতন বরে বরিশেক মেয়ে।' উমেশ, ১৮৫৭। বরিশা ক্রি বর্ষণ করে। 'সর্ব পৌরজনে গীয়া বরিশা অনিল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বরিল ক্রি বর্ষণ করলে। 'পুষ্পমালা দিয়া কৈন্যা বরিল তাহারে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বরাওন্দ [স] বি বরাদ; নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ। 'সাতাইস তছা বরাওন্দ করিয়া দিয়াছি।' হ্যাংলহেড, ১৭৭৩; ওস, ১৭৭৯; 'গোমস্তার বরাওন্দ হইতে পরমাণা আড়কট ২৫ টাকা পাইবে।' তাজি, ১৭৯২। **ব্র বরাওন্দ**

বরাক বি নদীবিশেষ। 'এ গতিপথটুকু বরাক নাম দেওয়া হয়েছে।' হাই, ১৯৫৪।

বরাকা [স বরাক] বি জঘন্য মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। 'আমারে ধরিতে পারে কেমন বরাকা।' অলাওল, ১৬৮০।

বরাল [স] বি শ্রেষ্ঠ সেহ। 'সেহ নিরবিয়া, এ বরাল বরলটি রিচ্যমান এবে মোহাঙ্গে।' মাইকেল, ১৮৬২।

বরাশী [স] বিণ ঋী সুন্দর অববিশিষ্ট। 'সঙ্গেতে শত বরাশী অলসী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বরাসনা [স] বি সুন্দরী নারী। 'মকরবাহন রথ এক বরাসনা।' বৃন্দা, ১৬৮০।

বরাট বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'চন্দ্রমোহন বরাট।' সেবধি, ১৮৪০।

বরাটা [স বরাট] বি তৃণবিশেষ। 'বরাটা চুড়া মুখা আমার ভঙ্গণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বরাটিকা [স বরাটী] বি কড়ি; অর্থ। 'বরাটিকা হেতু আকাংক্ষা ক্ষেপে ক্ষেপে বাড়ে।' মালাধর, ১৫০০।

বরাটিকে [স বরাটক, বরাটিকা] বি কর্পরক; কড়ি। 'বার কাহন বরাটিকে বেতনার্ণ লহ।' মায়িকরাম, ১৭৮১।

বরাড়ি, বরাড়ী বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রাগ বরাড়ী।' চর্চা ২১, ১২০০; 'রাগ: বরাড়ি।' সুলতান, ১৭০০।

বরাত, বরাহ [স] বরাত ১ বিণ ক্রমতা প্রদানকারী। 'এই বরাত চিঠী বহীতে দাখিল হইল।' ক্ষমতার, ১৭৯০; 'কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বাড়ে আপন শাস্ত্র টাকার বরাহ দিতে পারিবেন না।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি অজুহাত। 'তুই কত বরাতই ফিরিস।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বি প্রয়োজন। 'ও কহা ব্যক্তি, একটা বরাহ আছে, আমাকে শীঘ্র বাসায় যাইতে হইল।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৮। ৪ বি ভাণ্ডা। 'বরাহ, বরাহ, কদমিতে ধখ নাই।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'জগা, এইবার বরাত ফিরলো আর কি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বরাতি [স বরযাতী] বি বিবাহকালে গায়ের সঙ্গী। বিদ্যা, ১৮৯১; 'দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি।' নজরুল, ১৯২৮।

বরাতের মজলিহ বি বিয়ের অনুষ্ঠান। 'বরাতের মজলিহে লহিত অশ্রিফ বলিয়া পার্থক্য।' এসলাম, ১৯১৯।

বরাণ্ড [স] বরাণ্ডী ১ বিণ নির্ধারিত। 'রক্ত কবলের শিকড়, চিত্রের ডাল ও করবীর ছালের ... বরাণ্ড আছে।' হত্যাম, ১৮৮১; 'মেঘদিশের বারবরদারি বরাণ্ড হম।' রবিশ, ১৮৭৪। ২ বি নির্ধারিত ভাগ।

‘কন্যার দায়, পিতার শ্রাধ’ যার যথামত পার বরাদ্দ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বরাদ্দকৃত [ফা বরাওর্দ+স কৃত] বিধ বরাদ্দ করা হয়েছে এমন। ‘বরাদ্দকৃত সমুদয় বর্ষে ৬০০টি শাঙী ... বিতরণের জন্যে দান করেছেন।’ বেগম, ১৯৬৯।

বরাদ্দি [ফা বরাওর্দ] বিধ নির্ধারিত। কিয়, ১৮৯১।

বরানন্দা [স] বিধ সুন্দর মুখশ্রীবিপ্লিট। ‘মনু-মোহিনী বরানন্দা, কুশলবনে বিহারেতিহাস।’ মাইকেল, ১৮৬১।

বরাবর [ফা] ১ ক্রিবিধ নিকটে। ‘কহিল সকল কথা রাম বরাবর।’ মালোব, ১৫০০। ২ বিধ পৃথক। ‘রাহুদুয়া তনে বাত আপ বরাবর।’ গরীব, ১৭৬২। ৩ ক্রিবিধ সরাসরি। ‘তিনি বরাবর রদপুর গিয়া ফাল্গুনের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।’ বঙ্কিম, ১৮৮২। ৪ ক্রিবিধ আপাশোড়া। ‘পেটে ফেডারিকর প্রেমকে বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিলেন।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ ক্রিবিধ সল সময়ে। ‘লালন বলে তাই আমারে করছে পৌর বরাবরই।’ লালন, ১৮৯০।

বরাবরে ক্রিবিধ নিকটে; সখীপে। ‘কুটুম্ব জাতি জত বদেন নৃপ বরাবরে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

বরাবরি [স বরাওর্দ] ১ অব্য দিকে। ‘লেজ কাটি গছার ফুলরা বরাবরি।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিধ মোকাবিলা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ‘আর কার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অজ্ঞানতা ডাড়াইয়া বরাবরি করিতে ... আমার এই শেষ দশা।’ রামরায়, ১৮০১। ৩ ক্রিবিধ সব সময়ে। ‘সে পোশাক তিরকাল ভাল ও সুসজ্জক বোধ হইবেক তবে সে বরাবরি পরিকরে।’ দর্পণ, ১৮২৫।

বরাবরি করা ক্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। ‘আর তার সাধ্য পৃথিবীতে তাহার অজ্ঞানতা ডাড়াইয়া বরাবরি করিতে ... আমার এই দশা।’ রামরায়, ১৮০১।

বরাবরেমু [ফা বরাওর্দ+স এমু] ক্রিবিধ নিকটে; সখীপে। ‘মেঘ জগলি সাহেব বরাবরেমু।’ মেরু, ১৭৫৬।

বরাভয় [স] ১ বি অভয়মুদ্রা। ‘পাশাখান বরাভয়ে শোভে চারি ভূজ।’ ভারত, ১৭৬০। ২ বিধ অভয়। ‘বরাভয়-বাণী গুই কে তার তনি।’ নজরুল, ১৯২২।

বরাভরণ [স] বি বিবাহে বরকে প্রদত্ত যৌতুক। কিয়, ১৮৯১।

বরামদ [ফা] ১ বি দায়। ‘চারি শও টাকা বরামদ মনিবের কাছে গিয়াছিলেন।’ ওগা, ১৮৫১। ২ বি খুব অনুর-বিনয়। ‘বক্রেবর গোশামোদ ও বরামদ করিয়া ত্যা ফ্যা করত বেড়াইতে লাগিলেন।’ গ্যারী, ১৮৫৮।

বরার, বরার্ক [ফা বরাওর্দ] বিধ বরাদ্দ। ‘তাহারদের বরার্ক আনুক্রমে চালু সল মোটা আতপ উসনা।’ রামরায়, ১৮০১। ৩ ব্র বরার্ক

বরাসন [স] ১ বি শ্রেষ্ঠ আসন; নিহাসন। ‘বরাসনে বারামে বস্যাতে গোড়পের।’ মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি বরোর আসন। ‘এককোণে চণ্ডা রাড়িপাড় সাল মমসমে মোড়া উঠ বরাসন।’ বিকৃতি, ১৯২৯।

বরাহ [স] ১ বি বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার (হিন্দুপুরাণ)। ‘বরাহ রূপে দাশের আশে তানী ধরিলো মরী।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ বি শুকর। ‘বরাহ জ্যুজ আর কুর শার্শুল।’ গাহারাম, ১৬৫০।

বরাহদশনী [স] বিধ বরাহের মতো দাঁতবিশিষ্ট। ‘রিকালটিষ্ঠ মূলাখর পাড়ে অগ্নি বরাহদশনী।’ সুশীল, ১৯০২।

বরাহবন্দনা [স] বিধ কী শ্রী শ্রুকের মতো মুখবিশিষ্ট। ‘শ্যেদদা,

চীনাধরা, বরাহবন্দনা বরাহী।’ বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বরাহর্ষ [ফা বরাওর্দ] বি বরাদ্দ। ‘পান্ডা বাজনা ও বানা খেলানা রং ছ সং ইহারি বরাহর্ষ ভারি।’ ভবানী, ১৮২৮। ৩ ব্র বরাদ্দ

বরিক্ক [স বর্ধ+>] ক্রি বৃষ্টি হওয়া। ‘বরিক্ক ক্রি বর্ধন হয়।’ ‘দশদিশ বরিক্কয় আশিনী।’ জালাওল, ১৬৮০।

বরিক্ক [স বর্ধ] বি বর্ধ; বহুর। ‘বার বরিক্কের দাম দিবে জে ওয়াশি।’ বড়ু, ১৫৭০।

বরিক্ক ৩ বরিকা

বরিকা [স বর্ধ] ক্রি বর্ধন হওয়া। ‘অকুশল অধরে সুখারস বরিক্ত বচন অমিয়া তত্ত্ব মাথ।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বরিক্ক ক্রি বর্ধিত হও। ‘ডাকএ চাতক পক্ষী বরিক্ক নির্ভরে।’ বাহরাম, ১৬৫০। বরিক্ত ক্রি বর্ধন করছে। ‘অকুশল অধরে সুখারস বরিক্ত বচন অমিয়া তত্ত্ব মাথ।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বরিক্ত ক্রি বর্ধন করে। ‘ঊন ঊন ঊনন বরিক্ত বরকন্দারে।’ ভারত, ১৭৬০। বরিক্তিয়া ক্রি বর্ধন করছে। ‘কুন ভরি বরিক্তিয়া।’ শেখর, ১৬০০। বরিক্তিতে ক্রি বর্ধিত হতে। ‘আজা দিলা বরিক্তিতে মেহ বরিক্ত।’ সুলতান, ১৭০০। বরিক্তি বি বর্ধন হয়। ‘শ্রাবণে বরিক্তি ঘন দিবস রজনী।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

বরিত [স] বিধ মনোনীত। ‘সুখদার, সত্যবাদী, মিষ্টজমী, সুদী না হইলে কেহ কামুদ পদে বরিত হইতে পারিত না।’ মশাররফ, ১৮৮৫।

বরিশাশিয়া বি বরিশাদের আফ্রিকি ভাষা। ‘বাড়িতে তাঁর কথোপকথনের জুবা ছিল নির্ভেজাল বরিশাশিয়া।’ শিব, ১৯৫৫।

বরিশেষ [স বর্ধ] বি বহুর। ‘বার বরিশেষ মোর সেহ মাহাসাদ।’ বড়ু, ১৪৫০।

বরিশ [স বর্ধ] বি বর্ধ। ‘বারহ বরিশের দাম সুনহ মুগাণী।’ বড়ু, ১৪৫০। ‘বারহ বরিশেকের মোর মাহাসাদ।’ বড়ু, ১৪৫০।

বরিশ [ক্রি বর্ধন করে। ‘বরিশ ধরা-মায়ে শক্তির বারি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বরিশ [স বর্ধ] বি বর্ধ। ‘চন্দ্রক মল্লিকা পুষ্প করে বরিশ।’ কৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বর্ধন

বরিশ [স বর্ধ] বি বর্ধ। ‘গুছর দুছর আইল সতুর/ করি ঝড় বরিশ।’ তেজত, ১৬৮০।

বরিশা [স বর্ধ] ১ বি বৃষ্টি। ‘উপসন্ন হৈল হের বরিশা সমএ।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বর্ধাকাল। ‘সব স্থান ভিত্তি হৈল বরিশার মত।’ কৃন্দা, ১৫৮০।

বরিশাখারা [স বর্ধাখারা] বি বৃষ্টি। ‘আকাশ নিজাতি ঝরিতে যখন আবুল বরিশাখারা।’ লক্ষন, ১৯০১।

বরিশা [স বর্ধ+>] ক্রি বর্ধিত হওয়া। বরিশএ ১ ক্রি বর্ধন করে। ‘জীমক বেড়িয়া সবে বরিশএ শর।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রি বর্ধিত হয়। ‘সেই ক্ষণে বরিশএ জল।’ সুপত্ন, ১৭০০। বরিশক ক্রি বর্ধন করছে; নিক্ষেপ করছে। ‘দুই বীরে অনুক্রমে বরিশক শর।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বরিশক ক্রি বর্ধন করে। ‘জলধর বরিশয় আট দিশে বার।’ মুকুন্দ, ১৬০০। বরিশকে ক্রি বর্ধিত হয়। ‘বচন বলিতে আঁরি বরিশকে মুঞে।’ মানিকরায়, ১৭৮১। বরিশে ক্রি বর্ধিত হয়। ‘নিশি আছকার ঘন বারি বরিশে।’ বড়ু, ১৪৫০।

বরিত [স] বিধ বরগীর। ‘বহুতর বিশিষ্ট বরিত ব্যক্তি এবং চিকিৎসালয়ের সহকারী এতদেশীয় ও ইউরোপীয় জনগণ উপভোগ্য ছিলেন।’ দর্পণ, ১৮৬৬।

বরিসতা

বরিসতা [ত্রি] বি বর্ষণ। 'জন্মমে পরজি ঘন বরিসতা রে ফেঁগেরন সে
বিশরএগো।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বরিসন [স বর্ষণ] বি বর্ষণ। 'বিনিবাহে বরিসনে গাছ ফেল পাড়ে।'।
মালাধর, ১৫০০। দ্র বর্ষণ

বরিসা [স বর্ষণ] ক্রি বর্ষিত হওয়া। বরিসঅ ক্রি বর্ষণ করে। 'চিম
ভিম তখতা মঅগল বরিসঅ।' চর্য্য ৯, ১২০০। বরিসএও ক্রি বর্ষণ
করে। 'জেনেহে চতু মল বরিসএ পরল।' মালাধর, ১৫০০।
বরিসঅ ক্রি বর্ষণ করছে; নিষ্কাশ করছে। 'দুই বিরে অনুকমে
বরিসঅ সর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বরিসে ১ ক্রি বর্ষণ করে। 'চারি
মেঘ বরিসে ফুলধারে ফুল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি বর্ষিত হয়।
'নয়নে বরিসে জলধারা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বরিসা [স বর্ষা] বি বর্ষা। 'বরিসা পরসেই গরল গেল দূরসেই কিণু ফেল
মত অনর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। দ্র বর্ষা

বরিস্যা [স বর্ষা] বি বর্ষা; বয়সের। 'ধ্রীমতি মৌনবতি সোড়খ
বরিস্যা।' হ্যাসহেত, ১৭৭০।

বর [স বর] অর্থ বরং। 'সে তল কে বল বসএ বিসেসে।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

বরজ্ঞ [অ বরজ্ঞ] বি অজ্ঞানহান; বিদ্যা। মনোএল, ১৭৪০।

বরঙ্গ [স] বি হিন্দুপুরাণ মতে জন্মের দেবতা। 'কল্পয় শোভে মেঘ
বরঙ্গের জাল।' যতু, ১৪৫০।

বরঙ্গসেব [স] বি হিন্দুপুরাণ মতে জন্মের দেবতা। 'ভারতবর্ষীয়ে
ইন্দ্র বা বরঙ্গসেবকে ... অমীকর করিয়া আসিরাছেন।' অক্ষয়,
১৮৫৪।

বরঙ্গতৃত [স] বি রাজধর্মবিশেষ; বরঙ্গ যেমন পাশ দ্বারা বান্দু
রাজ্যও তেমনই যারাপ শোকসের কাগাসের আচ্ছ করবেন - তৃতীয়
বরঙ্গতৃত। 'রাজার ইন্দ্রতৃত, ... বরঙ্গতৃত, ... পৃথিবীতৃত।' দুই পদ
ত্রুত। 'মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বরঙ্গা [স] বি হিন্দুদেবতা বরঙ্গের অস্ত্র। 'যে উজ্জল বরঙ্গার,
অগ্নিবণ্ড ও নাগপালবনন্তলি গাইরাইল তাহা সমস্ত নিফল ইয়া
যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বরঙ্গ [স বরঙ্গ] বি হিন্দুপুরাণ মতে জন্মের দেবতা। 'ধরিয়া বরঙ্গ
দত নন্দ গৈয়া জাই।' মালাধর, ১৫০০।

বরঙ্গা [স] ১ বি নদীবিশেষ। 'মাইল বরঙ্গা পরা যবুনা অময় সরস্বতী।'।
মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ক্ষমবিশেষ। 'বরঙ্গের ব্রহ্মে বরঙ্গা ফল বহি
আর ফল না হএ।' গাভোয়ো, ১৭৪০।

বরঙ্গা বি গাছবিশেষ। 'নোয়াড়ি সোখাড়ি বরঙ্গা সাঞি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বরোণ্য [স] বি বরঙ্গের মাধ্য। 'কোন গুণে উর্জু আম্রাসের বরোণ্য'
এসময়, ১৯১৭।

বরোণ্য [স] বিণ ব্রী বরগীয়া। 'তোমরা ধন্য হইবে, মাড়ভাঙ
বরোণ্য হইবে।' শঙ্করদাস, ১৯৩১।

বরোই বিণ বড়ো। 'সে বাকি নিজে বরোই চাকুরা।' কেরি, ১৮০২।

বরোজ বি ছাউনি দেওয়াও দেওয়া করা গানের ক্ষেত্রে। 'কতদূর
গিরিহিলে পার হয়ে গানের বরোজ।' মাহবুদ, ১৯৬৬। দ্র বরজ

বরকত [অ বরকত] বি বুদ্ধি। 'এই মায়ে বরকত না হএ ক্যামান।'।
আশাওল, ১৬৬০। দ্র বরকত

বরঙ্গা [স বর্ষণ] আদর্শ। বি অস্ত্রধারী দেহবহী। 'ওই হোঁড়াভালে

বরঙ্গা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। দ্র বরকতাদর্শ

বর্গ [স] ১ বি গণ। 'চতুর্বিংশ মহা জ্যোত্স্ন বর্গ সাথ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২
বি একটি রাশিতে এই রাশি দিয়ে গুণ করার ফল। 'ছাত্রেদিগের প্রতি
বর্গ ও বর্গমূল ও ঘন ও ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিল।' দর্পণ,
১৮২২। ৩ বি ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির পাঁচটি
ভাগ; বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির ক চ ট ত প ণ। 'সেবনাগরাদি
ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কর্ণ চর্চাপ্রতি বর্গ বিভাগের নিয়মানুসারে
বিকৃত সেবা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'প বর্ণের দুটো-একটা অক্ষর।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি বিষয়। 'দশকর্ষ, পঞ্চকর্ষ, ... ও মিবর্ণের
ফলাফল ত করিয়াছ?' বসন্তবর্ন, ১৮৭৪।

বর্গ-ইঞ্চি বিণ মের্ঘে ও গ্রহে উত্তর দিকে এক ইঞ্চি পরিমাপ
(এখানে ঘন-ইঞ্চি অর্থে)। 'ছয় লক্ষ হিমালি হাজার বর্গ ইঞ্চি
পরিমাপ বায়ু ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বর্গপাত [স] বিণ জাতিগত। 'ও-দুটি অবতারের প্রত্যেক শুধু বর্গপত
নয় বর্গপতও বটে।' গ্রন্থ, ১৯১১।

বর্গফুট [স বর্গ+ই ফুট] বিণ মের্ঘে ও গ্রহে উত্তর দিকে এক ফুট
পরিমাপ। 'একটিমাত্র ভিমি ইহাতে সিন ইহাতে চারি হাজার বর্গফুট
চামড়া পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বর্গ বিভাগ [স] বি স্পৃষ্ট ধ্বনির পাঁচটি শ্রেণী ক, চ, ট, ত ও প বর্গ।
'সেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের কর্ণ চর্চাপ্রতি বর্গ বিভাগের
নিয়মানুসারে বিকৃত সেবা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বর্গমাইল [স বর্গ+ই মাইল] বি আরতনের পরিমাপবিশেষ; মের্ঘে ও
গ্রহে উত্তর দিকে এক মাইল পরিমাপ। 'এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া
যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

বর্গমূল [স] বি কোনো রাশি দিয়ে সেই রাশিকৈ গুণ করলে, তাকে
বর্গ বলে আর মূল রাশিটি বর্গের মূল, যেমন: ৪ এর বর্গমূল ২; ৯
এর বর্গমূল ৩; ১৬ এর বর্গমূল ৪। দর্পণ, ১৮২২।

বর্গহাত [স বর্গ+হাত] বি এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া। 'কুড়ি
বর্গহাত।' বিদ্যুতি, ১৯০৮।

বর্গা [ও বর্গা] বি ভাগে ফসল উৎপাদনের জমি। বর্গাদার [বর্গা+দা
দার] বি যে ব্যক্তি পরের জমি ভাগে চাষ করে; ভাগদারী। 'বর্গাদার—
মহাজন—এজার মহলে ছলুখলু পড়ে যায়।' জীবন, ১৯০০।
বর্গাদারি [বর্গা+দা দারি] বি বর্গায় জমি চাষের ব্যবস্থা। 'বর্গাদারিতে
ভেজপা-নীতির প্রবর্তনও বিশেষ গুরুতর ব্যাপার।' সত্যগত,
১৯৪৬।

বর্গাশ্রম [বর্গা+শ্রম শ্রম] বি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল প্রদানের শর্তে
অন্যের জমি চাষের রীতি। 'একটি হইল কলিমাগীলোশ; দ্বিতীয়,
বর্গাশ্রমের ভেজপা-নীতির প্রবর্তন।' সত্যগত, ১৯৪৬।

বর্গা [প ভেরগা] বি হাঙ্গের নীচে কড়ির উপরিস্থিত কাঠ। 'দিন তাে গেল
কোনোমতে কড়ি বরগা গুনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'হাঙ্গের পুনো
কড়িকারি কটক মেঘ যে কোনো সময়ে খাম হয়ে ফরে পড়তে
পারে।' ইঙ্গিয়াস, ১৯২১।

বর্গি, বর্গী [স বর্গ+ি] বি দুর্গদেয় মহারাজার আহার্যী সৈন্যদল।
'আছরে বর্গির রাজহা গড় সেতারায়।' জরত, ১৭৬০; 'তখন এক
কর্গির দল এসে তাঁর দলে হানা দিল।' শিবরায়, ১৯৪০।

বর্গী বি ফসলের মালিক। 'শাফা-জুফোনা বুলগুনি নও ছুবি বর্গীর
ধান ধায় যে উজিগিলে।' সূর্যসুত্র, ১৯৪৪।

বর্গীয়া [স] বিণ (হিন্দুপুরাণ) মৌলিক কাম্য বিষয় (চতুর্কর্ণ) সজ্জেন।

'কম আর অর্থ' - এ বিবিধ বর্ণীর কল লাভেছাই গণজীবন নিয়ন্ত্রিত করাইল।' শরীফ, ১৯৬৮।

বর্জন, **বর্জন** [স] বি বর্জন; বিহারে। 'ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জন নিশ্চয়োজ্ঞান।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বর্জননীতি [স] বি ত্যাগের পন্থা। 'পরের অপরাধ জপের দ্বারা আমাদের বর্জননীতির শোষণশালন করতে চাইছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বর্জনশক্তি [স] বি ত্যাগের ক্ষমতা। 'নির্মম বর্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বর্জনীয়, **বর্জনীয়** [স] ১ *বিশ* বর্জিত। 'অন্যতঃ রূপে মাসুলদি গ্রহণের গ্রন্থা বর্জনীয় হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ *বিশ* বর্জনের উপযুক্ত। 'অমুরোধে বর্জনীয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বর্জা [স বর্জন] *ক্রি* ত্যাগ করা। *বর্জি* *ক্রি* ত্যাগ করে। 'আরু আস জয়নবক না বর্জি রাখিলা।' সুলতান, ১৭০০। **বর্জিল**, **বর্জিল** *ক্রি* বর্জন করলে। 'মায়া ছালা কালিল বর্জিল কোথ কাম।' বাহরাম, ১৬৫০। 'এতক বলিয়া হর দ্বারকে বর্জিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **বর্জিলু** *ক্রি* বর্জন করলে। 'শয়ন ভোজন সুখ সকল বর্জিলু।' বাহরাম, ১৬৫০। **বর্জিলে** *ক্রি* ত্যাগ করলে। 'হেন বধু বর্জিলে হর কুশিত আচার।' বিজয়, ১৬৫০। **বর্জিহ** *ক্রি* বর্জন কোরে। 'কীর্তন না বর্জিহ ঘরে রহ ত বলিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বর্জাইস [স] বি ছাপার ভুল অক্ষর। 'অভিধানে বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে।' লীবন, ১৯৪২।

বর্জি বি বেজি। 'বর্জি জেনে ঘরও মুখিকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বর্জিত [স] ১ *বিশ* নিষিদ্ধ। 'বিষ্ণু-বেদান্তের পক্ষে সে জন বর্জিত।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ *বিশ* পরিত্যক্ত। 'অকুমারি রাম্য আশি বাহুর বর্জিত কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ *বিশ* বর্জিত। 'একাকার রূপ গ্রন্থ আদর্শ বর্জিত।' সুলতান, ১৭০০। ৪ *বিশ* বাদ দেওয়া হয়েছে এমন। 'দুই সন্তের সকল প্রকার কর্মটি হইতে একেবারে বর্জিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বর্জ্য, **বর্জ্য** [স] ১ *বিশ* ত্যক্ত। 'তারে যে না তজ্জ বর্জ্য হয়ে সেইজন।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ *বিশ* বর্জ্যই প্রযাতি। 'ঘোনাইয়া না ছোয়ে কেহ ছাপসের বর্জ্য।' বিজয়, ১৬৫০।

বর্জার [স] ১ *বিশ* পাত; বয়ের প্রায়। 'নীহার নেটের কুম্ভাশা মগারি - ও কি বর্জার তারই।' নলকন্ঠ, ১৯২৮। ২ *বিশ* কোনো বস্তু বা স্থানের চারপাশের সীমানা; কিনারা। 'বর্জারে আবার সেই লতা তার পাখির মটিক।' মুক্তাবা, ১৯৩০। ৩ *বিশ* দেগের সীমানা। 'অদূরে সকাল থেকে মেঘ ডাকে ভূতান-বর্জারে।' শক্তি, ১৯৬৬।

বর্ণ [স] ১ *বিশ* (হিন্দু সামাজ্যের) জাত বা জাতি। 'নাম প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'কর্ণ জার ঠাই গেল বর্ণ চুরি করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ *বিশ* সম্প্রদায়। 'ভাষায় হিন্দু লোক আমরাও সেই একি বর্ণ।' রামরাম, ১৮০০।

বর্ণগত [স] বি বর্ণের অধীন। 'ক্রমশঃ কৰ্ম বর্ণগত হইয়া উঠিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বর্ণপার্শ্ব, **বর্ণপার্শ্ব** [স] বি জাতের বা বংশের অঞ্চল। 'কৈমর বখিয়া দাঁড়াইনু সবে, কৰ্ণপার্শ্ব রাখিব পণ।' শেখরত্ন, ১৯২৪।

বর্ণভূক্ত [স] বি জাতিভেদ। 'ভাষায় জাতভর বখিয়া ভায়াইগের বর্ণভূক্ত নাই।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

বর্ণ-বিচার [স] বি বর্ণভেদাভেদ। 'বর্ণ-বিচারের কিছুমাত্র সূচনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'আমাদের যাক্সনে জাতবিচার বর্ণবিচার

নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বর্ণবিষেব [স] বি এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের ঘৃণা। 'আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিষেব নাই... বর্ণ-বিষেব নাই।' নলকন্ঠ, ১৯২২।

বর্ণবিভাগ [স] বি জাতিবিভাগ। 'বর্ণবিভাগ-প্রণালীর পৈশবাবাহার কর্পণত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বর্ণবিরুদ্ধ [স] *বিশ* জাত নষ্ট হয় এমন। 'বর্ণবিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বর্ণ-বৈষম্য [স] বি বর্ণে বর্ণে বা জাতিতে জাতিতে পার্থক্য। 'ভারতবর্ষের শূরকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বর্ণ-ভুক্ত [স] *বিশ* বর্ণের অন্তর্গত। 'বে বৈষ্ণব কৰ্ম করিত, সে সেইরূপ বর্ণ-ভুক্ত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বর্ণভেদ [স] বি বর্ণ অনুযায়ী বিভাজন। 'তদ্বার অনৈসর্গিক বর্ণভেদ ও কৃত্রিম বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না।' অক্ষয়, ১৮৪৭। 'সমাজে বর্ণভেদ এবং বৃত্তিভেদ স্থাপন করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বর্ণশ্রেষ্ঠ [স] বি ব্রাহ্মণ। 'বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ তাহে আটমান। দুই হ'লে এক যোগ ধরা করে বর্ণ।' ওত, ১৮৫৮।

বর্ণনাময়োগ [স] বি সম্প্রদায়গত মেলোম। 'অনৈসর্গিক উপাদানের প্রারম্ভ ও বর্ণীয় বর্ণসংযোগের প্রভেদ।' আনিস, ১৯৬৪।

বর্ণসিদ্ধ [স] ১ *বিশ* ভিন্ন জাতের মাতা ও পিতার সন্তান। 'সামান্যমাত্র অন্য ব্যবসায় বর্ণসিদ্ধ ৩৭০০০।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ *বিশ* গো-আশ্রিত। 'বর্ণসিদ্ধর না হলে কোনো জাতির উন্নতি হয় না।' মুক্তাবা, ১৯২২।

বর্ণসম্বন্ধীয় [স] *বিশ* বর্ণসংক্রান্ত-সম্পর্কিত। 'এশারমাত্র বর্ণসম্বন্ধীয় ভিক্ষুক ৬৫০০।' দর্পণ, ১৮৩০।

বর্ণহিন্দু [স] বি তথাকথিত অস্পৃশ্য নয় এমন হিন্দু। 'বর্ণহিন্দুরাই আজ দেশব্যাপী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রধান নায়ক।' মোহাফদী, ১৯৩৮।

বর্ণান্তর [স] বি বর্ণভেদ। 'কর্মভেদে লোকে বর্ণান্তর গ্রাপ্ত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বর্ণান্তরীয় [স] *বিশ* অন্য বর্ণের। 'নিচয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপার।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

বর্ণশ্রম [স] ১ *বিশ* (হিন্দুসমাজে) ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানস্র, সন্ন্যাস - এ চার অপ্রমে গালনীয় নিয়ম। 'এ সব হুজি আর বর্ণশ্রমধর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিশ* (হিন্দুসমাজে) জনগোষ্ঠীকে বৃত্তি-বিচারে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, শূদ্র ইত্যাদি চারটি শ্রেণীতে ভুক্ত করার গ্রন্থ। 'নরখণ্ডের মধ্যে বর্ণশ্রমব্যবস্থা ব্যাঘাতে আছে সে কুমারিকাও এই।' নৃত্যজয়, ১৮১০।

বর্ণাচিত্ত [স বর্ণ-চিত্ত] *বিশ* বর্ণসুলভ। 'ইহা দারুণ দৃষ্টি ও মীচ বর্ণাচিত্ত।' রামাবোধিনী, ১৮৭০।

বর্ণোৎসব [স বর্ণ-উৎসব] *বিশ* বর্ণে বর্ণে উৎসব। 'এ যে কৃষ্ণ বর্ণোৎসব যেতব্যও এসের প্রতীক আর্ঘ্যেরত।' অবন, ১৯২৫।

বর্ণ *বিশ* অক্ষর। 'তরুণকো কিতা কণ্ঠ চিনিল অনেক বর্ণ অষ্টশক্তি সুবস্ত পানিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বর্ণ অভ্যাস [স] বি বর্ণমালা চর্চা। 'নৃত্যন বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক কালক্ষেপ হয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বর্ণচ্যুতি

বর্ণচ্যুতি [স] বি লেখা অথবা ছাপার বর্ণ বাদ পড়া। 'অনেকই ছানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ... নানা সোষ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

বর্ণজ্ঞান [স] বি অক্ষরপরিচয়। 'বর্ণজ্ঞান থাকিলে অধিক বয়সেও ... কার্যের অবকাশে আসে যাহা শিখিয়াছে তাহার আশোচনা করিয়া বেড়াইতে পারে।' গৌর, ১৮২২।

বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট [স] কিং অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন। 'বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট মুসলমানের অনুশািত ছিল সতকরা ৯৫ হিসাবে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন [স] বি অক্ষর পরিচয় আছে এমন। 'বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের সংখ্যা আস্তে বৃদ্ধি পাইতেছে না।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

বর্ণজ্ঞানহীন [স] কিং অক্ষর জ্ঞান এমন। 'বর্ণজ্ঞানবিহীন অপদার্থ পৈতৃকের সহিত মর্ঘের সম্বন্ধ কি?' মশাররফ, ১৯০৮।

বর্ণনির্ভর [স] কিং বর্ণবিহীন। 'ভাই আমরা বর্ণনির্ভর ভাষার অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই।' শব্দক, ১৯৬৮।

বর্ণপরিচয় [স] ১ বি অক্ষরজ্ঞান। 'বর্ণপরিচয়ও নাই।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৩। ২ বি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 'লেখাপড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই।' হেতুম, ১৮৬১।

বর্ণবিন্যাস [স] ১ বি বানান। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অর্থবিদ্যার ও শব্দার্থের ও বোলোবিদ্যার পণ্ডীতা ... অতি সুদূররূপে দিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি ভাষাশৈলী। 'শৈবলিনীর বর্ণবিন্যাসটা দেখিলেন ত।' মীনবত, ১৮৭৩। ৩ বি শব্দের বর্ণতালোকে সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন। '... সচি ও সঙ্গতি, হ্রস্বাবিধি, লিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি।' হাই, ১৯২৪।

বর্ণবোধ [স] বি শিক্ষা। 'পশেনি কর্ণে, ওদের বর্ণবোধে।' শমসুদীন, ১৯৫৯।

বর্ণভেদ [স] বি অক্ষরের পার্থক্য। 'তাহাতে বর্ণ ভেদে বর্ণ ভেদ করে।' দর্পণ, ১৮২৮।

বর্ণমালা [স] বি অক্ষরের সমষ্টি। 'ইরেজী বর্ণমালা অর্ধ উচ্চারণ সমেত।' দর্পণ, ১৮১৮।

বর্ণবোজান [স] বি বানান। 'এই কথাটির বর্ণবোজান অতি সুক্লর।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বর্ণশ্রেণী [স] বি বর্ণসমূহ। 'নীতিকথা সমগ্র করিয়া সংগ্রহিত যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীগুরুক ইন্দরজী ভাষার মুদ্রিতকরণসূর্যক প্রকাশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

বর্ণসংকল্পতা [স] বি মিশ্রতা। 'ইরেজী ভাষার বর্ণসংকল্পতা তার অন্যতম কারণ।' গ্রন্থ, ১৯১৬।

বর্ণাবলী [স] বি বর্ণমালা। 'অব্যাকার বর্ণাবলীও ভারতবর্ষীয় দেবনাগর অথবা বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন পাণি অক্ষর হইতে উৎপন্ন।' অক্ষর, ১৮৪৯।

বর্ণাভাব [স] বি ভাব প্রকাশের ভাষা নেই এমন অবস্থা। 'কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাহা বর্ণিন বর্ণাভাব।' দর্পণ, ১৮৩৬।

বর্ণার্থ [স] বি শব্দের অর্থ। 'বর্ণার্থগত সোমের দৃষ্ট হইলেও সঙ্কলনবিধানে গণন হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩১।

বর্ণাত্ম [স] বি বর্ণের অত্ম। 'বর্ণাত্মের প্রণালী দেখিয়াই ভিত্তি বিশ্বাস করিলেন।' রক্তিম, ১৮৭৮।

বর্ণাভ্যাস [স] বর্ণ-উচ্চারণ বি বর্ণের উচ্চারণ। 'তাহাতে প্রথম বর

যাঙ্কনপ্রকৃতি বর্ণমালা ... ও বর্ণাভ্যাসে বর্ণাভ্যাস।' দর্পণ, ১৮২১।

বর্ণ ১ বি রং। 'মুসলর বর্ণতে তরু দাহে।' হাফস, ১৮০০। ২ বি ধরন; প্রকার। 'নানা বর্ণে বাণ্য বাজে।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। ৩ বি গুরুত্বের দিকে প্রধান যা। 'টেকা সাহেব গোলার এই তিনটেই প্রধান বর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বর্ণকল্পনা [স] বি রঙের প্রাণিত বিন্যাস। 'চিত্রবস্তুর সংস্থান (composition), তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অঙ্কন ... অল্প লোকেরই জানা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বর্ণকানা [স] বি বিশেষ বর্ণের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। 'নাকি, বর্ণকানা হয়ে যাচ্ছে?' শমসুদীন, ১৯৭৩।

বর্ণকার [স] বি রঙের। 'ধন্য ধন্য ধার্মিক ... আসিয়া বর্ণকার।' তবানী, ১৮২৫।

বর্ণ-কার্পণ্য [স] বি রঙের স্বল্পতা বা ঘাটতি। 'প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণবিচিত্রা দিয়ে পৃথিবে দিয়েছে।' অন্নপূর্ণা, ১৯২৯।

বর্ণকেশি [স] বি রঙের খেলা। 'অবেলার মধ্যে বর্ণকেশির সমারোহ নৃতনতর মনে হয়।' শতভক্ত, ১৯৫৮।

বর্ণমালা [স] বি সত্ত্বর্ণ। 'আমরা বর্ণমায়ের সকল সুতেরই খেলা দেখতে পাই।' গ্রন্থ, ১৯১৪।

বর্ণভোজী [স] বর্ণ+ভোজা। বিপ সত্যিকার বর্ণ বা রূপ দৃষ্টিতে রাখে এমন। 'এরা বর্ণভোজী আঁষ, এদের চেনা ভার।' হেতুম, ১৮৬১। 'কল্পে বা বর্ণভোজী কল্পেদের মায়াজাল বিচারে সুখবল্লু আজও মাহারা বিচারে ...।' আজাদ, ১৯৪০।

বর্ণজটী [স] ১ বি নানা রঙের দৃষ্টি। 'আলোক ও বর্ণজটী, সঙ্গীত এবং উৎকৃষ্ট ন্যায়ের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভবিষ্যে চারি দিকে টিকেরে গড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি বিজ্ঞরিত বর্ণাবলী। 'শনিমহের বৈঠকীয় বর্ণজটী-পটীকার দেখা গেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বর্ণজ্ঞান [স] বি রং সম্পর্কে ধারণা। 'পূর্বসূর্য্যদের বর্ণজ্ঞান সত্যকীর ছিল।' জ্ঞানীন্দ্র, ১৮৯৫।

বর্ণদ [স] কিং বর্ণের। 'রসুন তৈল ও কৃষ্ণ বর্ণদ ধূম ও উষ্ণ মসলা ... আমায়গিলের শরীরের হিতকারক।' দর্পণ, ১৮৩৭।

বর্ণধনু [স] বি রংধনু। 'পুটী পালকে সিঁদুরিয়া লাড়ে প্রবাল বর্ণধনু।' ফরকশ, ১৯৪৩।

বর্ণপরিচয় [স] বি রঙের জ্ঞান। 'আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না।' গ্রন্থ, ১৯১৪।

বর্ণবহুল [স] কিং বর্ণতা। 'আরবী, ফারসী সাহিত্য বর্ণবহুল romantic পাণপঞ্জের খেঁচিয়ে সমৃদ্ধ।' হাই, ১৯৪৯।

বর্ণবিকার [স] বি বর্ণের রূপান্তর। 'রাতের অন্ধকার যে বর্ণবিকার ঘটালে তা আরও সুস্পষ্ট।' অবন, ১৯২৫।

বর্ণবিন্যাস [স] বি বিভিন্ন বর্ণের সন্ম। 'আলোকে সঙ্গীতে সৌন্দর্যে বর্ণবিন্যাসে দুগুণে নৃত্যে হাস্যে শৌর্য্যে ক্রমে হল একটা কেল্প কল্পনাব্যাক্যে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বর্ণবিবরণ [স] বি বর্ণ প্রায় নেই এমন। 'বেথানে কবি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার হৃদিকা বর্ণবিবরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বর্ণবিচিত্র্য [স] বি নানা বর্ণের সমাহার। 'এই সকল জ্যোতিস্তর-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবিচিত্রতার কারণ।' রক্তিম, ১৮৭৫।

বর্ষ-বৈষম্য [স] ১ বি রঙের ভিন্নতা। 'তরসেরই বা বর্ষ-বৈষম্য কেন।' বহির্ম, ১৮৭৭।

বর্ষভেন্স বি রঙের পার্থক্য। 'সেহের বর্ষের সঙ্গে চাদের ঘুচে গেছে বর্ষভেন্স।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বর্ষময় [স] বিগ বর্ষিণ। 'জীবনটাই তো বর্ষময়।' আলোকিন, ১৯৬০।

বর্ষরাশি [স] বি বর্ষাশি; রঙের আভা। 'সুখ-সম্পদের বিভিন্ন বর্ষরাশে জনয়ক অনুরঞ্জিত করে।' ফজলস, ১৯১৩।

বর্ষরাজ্য [স] বি রঙের রাজ্য। 'সে বর্ষরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অবিকার করে থাকে।' প্রমথ, ১৯১৪।

বর্ষ-রোখা পরীক্ষক [স] বি বর্ষাশিপরীক্ষক যন্ত্র। 'বর্ষ-রোখা পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিভিন্ন পরীক্ষায় স্থিতিশীল।' বহির্ম, ১৮৭৫।

বর্ষাশি [স] বি আলোকরশ্মির বর্ষমাসবেশ। 'ভিন্ন রঙের সিঁদপায়ে জানিয়ে দেয় বর্ষাশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বর্ষাশিষয় [স] বি নানাবর্ণের পরিমাপের যন্ত্র; স্পেকট্রোমিটার। 'দূরবীক্ষের সঙ্গে ফোটোম্যাফি, ফোটোম্যাফির সঙ্গে বর্ষাশিষয় ছুড়ে দিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বর্ষলেশন [স] বি রং লাগানো। 'সবাই তার বর্ষলেশনের পারদর্শিতা নিয়ে গল্প-গল্প করত।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বর্ষহীন [স] বিগ বর্ষ লোপ পেরেছে এমন। 'বর্ষহীন ও চিরহীন হয়ে উঠেছে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

বর্ষা [স] বিগ ঙ্রী হং বর্ষিণি। 'রক্তবর্ণী সুবর্ণা আসন অমূল্য।' ভারত, ১৭৬০।

বর্ষান্দর বি হং পরিবর্তন। 'কাজ পেরেছে মনের মতো।' বর্ষান্দর করা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বর্ষালী [স] বিগ রঙিন। 'জোয়ার গেলে বর্ষালী মাকড়।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

বর্ষোচ্ছল [স] বিগ-উচ্ছল। বিগ আলোকিত। 'তিন শত বর্ষোচ্ছল শ্রোক সরবরাহ ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

বর্ষোৎসব [স] বিগ-উৎসব। বি রঙের মেলা। 'অগ্নিআতার আকাশে বিভিন্ন বর্ষোৎসব।' মাহমুদ, ১৯৪৯।

বর্ষক [স] বি ব্রহ্ম। ওস, ১৭৭৫।

বর্ষন [স] ১ বি বর্ষন। 'তারি কি অল্প চৈতন্যচরিত-বর্ষন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বিবরণ। 'গল্পমাত্র যে বর্ষন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের মত ... মকলই ছাত।' দর্পণ, ১৮৩১।

বর্ষন-অতীত [স] বিগ বর্ষনের দ্বারা বোঝানো যায় না এমন। 'বর্ষন-অতীত যত অক্ষুণ্ণ বচন।' রবীন্দ্র, ১৯৬০।

বর্ষনভঙ্গী [স] বি বর্ষনার ধরন। 'কবীরে বর্ষনভঙ্গী অভ্যস্ত চমকায়।' এনাথুল, ১৯৫৫।

বর্ষনযোগ্য [স] বিগ বর্ষনার উপযুক্ত। 'উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ষনযোগ্য কবি বংশ আর অনুভব করিলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৯।

বর্ষনশীলী [স] বি বর্ষনার রীতি। 'রবীন্দ্রনাথের বর্ষনশীলী ভানুমতী মন্ত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুজনীশক্তি তার ...।' সুজতলা, ১৯৫৯।

বর্ষনা [স] ১ বি উদ্ভব। 'অক্ষ প্রভৃতি শরীরী এই ভূমিগর্ভের ধারণকর্তা, ইহা পৌরাণিকেরা বর্ষনা করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি বিবরণ;

ব্যাখ্যা। 'শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য ও মনোহাতিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বর্ষনাভীত [স] বিগ ব্যাখ্যা করা যায় না এমন। 'সেবেশের উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, নৃত্যগীতাদি বর্ষনাভীত উল্লেখ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বর্ষনাঙ্ক [স] বিগ বিবরণমূলক। 'বিশ শতাব্দীর দুর্যোগে বর্ষনাঙ্ক জন্ম বিজ্ঞানের সুপথটি হই।' হাই, ১৯৫৪।

বর্ষনা-সৈন্য [স] বি বর্ষনার কৌশল। 'চমককার যন্ত্রকরে ডায়া, আর বর্ষনা-সৈন্যে অতুলনীর বসে ...।' যোজাহার, ১৯৩৭।

বর্ষনাশাস্ত্র [স] বি বিধিত বক্তব্য। 'এমন একটি বর্ষনাশাস্ত্র তৈরি করে দিলাম।' প্রমথ, ১৯২০।

বর্ষনাভিত্তিক [স] বি বর্ষনাশাস্ত্র; বর্ষনাভিত্তি। 'এ সব রচনায় তাঁর সাহিত্য-রুচি, শালীনতাবোধ, বৈদম্ব্য, শিক্ষাসৈন্য, বর্ষনাভিত্তির বৈশিষ্ট্য ...।' শরীফ, ১৯৭০।

বর্ষনাভিত্তিক [স] বিগ বিবরণমূলক। 'ডায়া আলোচনার পদ্ধতি এবং পরিভাষা আন্তর্জাতিক বর্ষনাভিত্তিক।' হাই, ১৯৫৪।

বর্ষনামাফিক [স] বিগ বিবরণ অনুসারে। 'রহমানের বর্ষনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল।' মুক্ততলা, ১৯৪৯।

বর্ষনামূলক [স] বিগ বিবরণমূলক। 'ডায়া বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ কর্তৃক আধাবিমানের অন্তর্ভুক্ত। হাই, ১৯৫৪।

বর্ষনারত [স] বিগ বর্ষনা করা হচ্ছে এমন। 'বিদ্যাসাগর যেনো বর্ষনারতের জীবনকাহিনী বর্ষনারত ...।' মুক্ততলা, ১৯৭০।

বর্ষা [স] বিগ-১। বি বর্ষনা করা। 'এই লীলা বর্ষায়েছেন দাস বৃন্দাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'সমস্ত বন্দনে বর্ষে নাহি পায় অস্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বর্ষি বি বর্ষনা করি। 'বিহারি না বর্ষি সার্য্য কহি অঙ্কুরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বর্ষিতে ক্রিবিগ বর্ষনা করতে। 'ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ষিতে পারি তবে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বর্ষিবার ক্রি বর্ষনা করার। 'গৌরবের শেখলীলা বর্ষিবার তলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বর্ষিয়াছেন ক্রি বর্ষনা করেছেন। 'তার লীলা বর্ষিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বর্ষিলা ক্রি বর্ষনা করলেন। 'ডায়াবতে কৃষ্ণলীলা বর্ষিলা বৈদ্যদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বর্ষেন ক্রি বর্ষনা করেন। 'দুই জন শ্রোক পড়ি বর্ষেন দুইহারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বর্ষিকান্ত [স] বি ছবি আঁকার জন্যে ছবি বহাওয়ের রীতি। 'রূপ-ভেন্স প্রমাণ আবহাওয়া সাদৃশ্য বর্ষিকান্তে কারিগরি নৈপুণ্য সবই প্রমাণ হল ওখানে।' অবন, ১৯৫৫।

বর্ষিত [স] বিগ বিবৃত। 'চতুর্ধশতাব্দে বিস্তারিতরূপে বর্ষিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

বর্ষিতব্য [স] বিগ বর্ষনা করা হবে এমন। 'তা যথাস্থানে বর্ষিতব্য।' শওকত, ১৯৪৬।

বর্ত, বর্ত [স] বি বর্ত। ১ বি উপায়। 'জাহাজে সুন্দর বর্তে ঐ সনের অফিম দাখিল হয়।' কালসে, ১৭৭৭। ২ বি পথ। 'আহিন সত্য মানুষ বর্ত কর এই মেলা।' শালস, ১৮৯০।

বর্তক [স] বি স্থাপক। 'অগ্নি সঙ্গা নব যক্ষ জুতিব বর্তক।' আলোগল, ১৯৬০।

বর্তন, বর্তন [স] ১ বি বাটা। 'হুয়া যে চন্দন আমলকি বর্তন।' রবী, ১৫৫০।

বর্তন বি প্রবর্তন। 'ঐ গুরুোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ।' বঙ্গভা, ১৮২৯।

বর্তন, **বর্তন** [স] বি বেতন। 'সংস্কৃত কালেজের আধ্যাপক ও ছাত্রেরদের আপ্যায় জুন মাসের প্রথমাবধি বর্তন কর্তন হইবে।' জ্ঞানক্ষেপ, ১৮৩৪।

বর্তন [স] বি আবর্তন। **বর্তনপথ**, **বর্তনপথ** [স] বি যে পথে অবস্থান করে চাঁদ ঘুরছে। 'চন্দ্রের বর্তনপথ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বর্তমান, **বর্তমান** [স] ১ বি এখন চলছে যে কাল। 'ভূত ভবিষ্যত তুমি জ্ঞান বর্তমান।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ষষ্ঠী-মন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণ বশতঃ বর্তমান শ্বেতবরাহ-কল্প যাইতেছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ **বিশ** চলতি। 'বর্তমান মাসের প্রথমে।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ **বিশ** বিদ্যমান। 'অদ্যকার সভার অসমতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাধা বর্তমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বর্তমানকাল [স] বি সাম্প্রতিক কাল। 'বর্তমানকাল অতি ন্যূনকল্পেও ... আধুনিক হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বর্তমানকালীন, **বর্তমানকালীন** [স] **বিশ** সাম্প্রতিক। 'বর্তমানকালীন সমরব্যাপারে অগ্নেয়ার প্রভৃতি প্রত্যয়ে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বর্তমানতা [স] বি উপস্থিতি। 'ক্ষবিকের বর্তমানতাকেও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে।' জীবন, ১৯৩২।

বর্তমানা, **বর্তমানা** [স] ১ **বিশ** ক্রী বিদ্যমান। 'অমরা বর্তমানা থাকিতে অধিকার কোন কারণে আমারিণের খণ্ড ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ **বিশ** ক্রী জীবিত। 'দশ শ্রী লোকান্তরণতা হইয়াছিল বাইশ শ্রী বর্তমানা ছিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

বর্তমান্য [স] **বর্তমান** বি বর্তমান। 'বর্তমান্য মহাশয়ের মতামুসারে সকলেরই গ্রহ লেখ্য কর্তব্য।' হেতুম, ১৮৬৮। ৩ **বর্তমান**

বর্তা, **বর্তা** [স] **বৃং** ১ **ক্রি** অর্পিত হওয়া। 'তাহা রদ করণের ক্ষমতা উহাতে বর্তে।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ **ক্রি** উত্তরাধিকার প্রাপ্তি অর্পিত হওয়া। 'পিতা মাতার স্বতাবিসিদ্ধ ণপ দোষ যে সন্তানে বর্তে তাহার শরণ্য নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ **ক্রি** বহাল হওয়া। 'জ্ঞানদাতার সেই সন্তানে কোন অধিকার বর্তে না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ **ক্রি** আরোপিত হওয়া। 'পাপের কিম্বদন্তি তাহাদের প্রতি বর্তিতেছে বলিতে হইবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ৫ **ক্রি** কৃত্য হওয়া। 'বর্তমান চায় বর্তিতে থাকতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বর্তে যাওয়া, **বর্তিয়া** যাওয়া **ক্রি** কৃত্য হওয়া। 'ওকে টাকা খার দিতে পারিলে যে মেনে বর্তিয়া বাইত।' মানিক, ১৯৩৬।

বর্তিকা [স] বি হাঁস জাতীয় পাখিবিশেষ। 'বলকা বর্তিকা হংস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বর্তিকা [স] বি বাতি। 'ক্লাবিত বর্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'সমস্ত সসারের মোর লক্ষ বর্তিকায় ক্লাবিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বর্তিকাবাহী [স] **বিশ** আলোকবাহী। 'বর্তিকাবাহী হিসাবে প্রাচ্যের রক্তচৌলার পঞ্চদশক হইবে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বর্তুল [স] **বিশ** গোলাকার। 'যাঁর উরুর বর্তুল প্রতিকৃতি ধরি, বনবধু বিবুধী কদলীর নাম সজ্ঞা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বর্তুলাকার, **বর্তুলাকার** [স] **বিশ** গোলাকার। **সেবধি**, ১৮৩৯।

বর্তুলবৎ [স] **বিশ** বর্তুলের মতো। 'বি গোলাকার অবস্থা।' চকুস গোতালি কার বর্তুলবৎ হই।' সুলতান, ১৭০০।

বর্ত্ত [স] ১ বি আচার; রীতি। 'সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরা কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্ত্তা ছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩। ২ বি পথ; রাস্তা। 'আমি ... দুর্গম বর্ত্ত অবলম্বন করিয়া ... মাসোয়ায় গইছিলাম।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বর্ত্তোয়া [ফা] বদশ-আ দুয়া বি বদশোয়া; অভিশাপ। 'ওরই বর্ত্তোয়ায় নাকি এমন সোনার শহর গুড়ে কাটাও হয়ে যায়।' নজরুল, ১৯২৪।

বর্ত্তিকি [স] **বর্ত্তক**। **বিশ** বলবান। 'বলেত বর্ত্তিকি শরীর দুর্জয় বীর।' কবীন্দ্র, ১৮৬৮।

বর্ত্তন, **বর্ত্তন** [স] বি বৃত্তি। 'আমি ... সজ্ঞাত অছি যে ফলোপাদায়ক বিদ্যা বর্ত্তন ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

বর্ত্তনশীল, **বর্ত্তনশীল** [স] ১ **বিশ** বর্ধিষ্ণু; বাড়ছে এমন। 'যে কুলে তাহার আহ্লাদিতা থাকে সে কুল সর্বদা বর্ত্তনশীল হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'অব্রাহামি পাছে ছুরি বসাইলে ...।' জগদীশ, ১৯১৯। ২ **বিশ** প্রসারিত হচ্ছে এমন; সম্প্রসারণশীল। 'বিশেষ কারণে অচিরেই একটি বর্ত্তনশীল শহরে ...।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বর্ত্তনশীলতা [স] বি উন্নতি। 'সমাজ বর্ত্তনশীলতাকে ছেড়ে রক্ষণশীলতাকে ঠাওরেছে ধর্ম।' অনুদা, ১৯২৮।

বর্ত্তনার্থ, **বর্ত্তনার্থ** [স] **ক্রি** বৃত্তি করতে। 'সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির সুখ সচ্ছন্দতা বর্ত্তনার্থ পৃথিবী মধ্যে যে যে বস্তু সৃজন করিয়ছেন ...।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

বর্ত্তনার্থক, **বর্ত্তনার্থক** [স] **ক্রি** **বিশ** বৃত্তি করার জন্য। 'কৃষিবিদ্যা ও সার্যামবিদ্যা বর্ত্তনার্থক ... অতিবাহুসী।' দর্পণ, ১৮২০।

বর্ত্তনার্থে, **বর্ত্তনার্থে** **ক্রি** **বিশ** বৃত্তি করার জন্য। 'পশাদির জাতি বর্ত্তনার্থে এবং সুরকার্থে মনোযোগ করিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

বর্ত্তমান, **বর্ত্তমান** [স] **বিশ** **বর্ধিষ্ণু**; বৃত্তিপ্রাপ্ত। 'দিনে ২ বর্ত্তমান হইল যুধিষ্ঠির।' কবীন্দ্র, ১৮৬৮।

বর্ত্তমানা, **বর্ত্তমানা** [স] **বিশ** **ক্রি** বৃত্তিপ্রাপ্ত। 'দিনে দিনে বর্ত্তমানা হইল লম্বাই।' বিজয়, ১৮৫০।

বর্ধিত, **বর্ধিত** [স] ১ **বিশ** উন্নত। 'বৃদ্ধিবৃতি ও ধর্মপ্রবৃতি ... মাজ্জিত ও বর্ধিত করা যে আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ **বিশ** বৃত্তিপ্রাপ্ত। 'তাহার ধর্মপ্রবৃতি বর্ধিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ **বিশ** বড়ো করা হয়েছে এমন। 'কদম্বক সীতা ... স্বয়ং বর্ধিত করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বর্ধিতা, **বর্ধিতা** [স] **বিশ** **ক্রি** বর্ধিত; উন্নতিলাভ করেছে এমন। 'এমত কোনো বিদ্যা নাই যে উত্তরোত্তর বর্ধিতা হইতে না পারে।' দর্পণ, ১৮২০।

বর্ধিতায়ন, **বর্ধিতায়ন** [স] **ক্রি** **বিশ** বাড়ন্ত; বেড়ে যাচ্ছে এমন। 'কণ মায়ারী স্বাক্ষরের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিতায়ন।' সংসঙ্গ, ১৮৯৮।

বর্ধিষ্ণু, **বর্ধিষ্ণু** [স] ১ **বিশ** অবস্থাপন্ন; সচ্ছন্দ। 'পূর্বকালে বর্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও ভাল পড়ে অক্ষর মিলা ভার ছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ **বিশ** সন্মান। 'বর্ধিষ্ণু বিশিষ্ট মহাশয়েরা ভূদেব ব্রাহ্মণকে ... পুরস্কার করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ **বিশ** বর্ধমান; বৃত্তিপ্রাপ্ত। 'বঙ্গভাষায় নানা অনুশাস ও দ্রোযেজি ও ব্যঙ্গোক্ত ও পদপদার্থের উত্তমতা উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৪ **বিশ** প্রভাবশালী। 'দুই এক বৎসরের দক্ষতার বারইয়ারী খাতে জমলে মহাজনেরদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌদীন লোকের কাছেই ওই টাকা জমা হয়।' হেতুম, ১৮৬১। ৫ **বিশ** বাড়ন্ত; জারি। 'মোটোটোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ **বিশ**

উন্নতিশীল। 'গ্রামে আমার সকলের চেয়ে বর্ষিষ্ক হিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বর্ষিষ্কজাতি, বর্ষিষ্কজাতি [সি] বি উন্নতিশীল জাতি। 'রোম নারবাসীরাই এই বর্ষিষ্কজাতি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বর্ষন, বর্জন [সি] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'স্বধরচন্দ্র বর্জন।' সেবধি, ১৮৪০।

বর্ন [সি বর্ণ] বি বর্ণ। 'কর্ণ তার ঠাই গেল বর্ন চুরি করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
ব্র বর্ণ

বর্ণা [সি বর্ণন] > ক্রি বর্ণনা করা। **বর্ণিতে** ক্রি বর্ণনা করতে। 'মানুষ সকতি রূপ বর্ণিতে না পারি।' মাল্যধর, ১৫০০।

বর্বর, বর্বর [সি] ১ বিণ নিষ্ঠুর। 'কেমতে বুঝাইবেক আশি সতেক বর্বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'বিল্লি কন হোর পারা না দেখি বর্বর।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ অসভ্য। 'সেকালের লোকে বর্বর ছিলো রাজার পরামেশরে কহে।' আভোতানিয়ার, ১৭৪৩। 'মানুষের দেবতারে ব্যস করে যে অশ্বদেবতা বর্বর মুখবিকারে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ বিণ উচ্ছ্রিত ও প্রতিকট। 'বাশির বর্বর কায়, মূদসের আদম উচ্ছাস' নৃধীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বিণ অসংযত। 'সভ্যের বর্বর লোভ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বর্বরজাতি, বর্বরজাতি [সি] বি অসভ্যজাতি। 'আদিমবাসী দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা পিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্বরজাতিদিগকে ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বর্বরতা [সি] ১ বি অসভ্যতা। 'অরুণণ বলিষ্ঠ হিষ্ট্র নয় বর্বরতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি নিষ্ঠুরতা। 'বদ্ধ করে দিয়েছ তোমাদের বর্বরতা দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি নৃশংসতা। 'বর্বরতাকে দিয়াই সভ্যতাকে ... মজবুত করা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বর্বরদশা [সি] বি অসভ্য অবস্থা। 'বর্বরদশা থেকে সভ্য অবস্থা বহিষ্ঠ তার চিন্তা ও প্রয়াসের অঙ্গ সেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বর্বরাবস্থা, বর্বরাবস্থা [সি] বি অসভ্য অবস্থা। 'যবন মনুষ্যের অত্যন্ত বর্বরাবস্থায় কালাগণকে বলে ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বর্বরোচিত [সি] বিণ বর্বরের মতো। 'হত্যাকাণ্ড অনেক বেশী নৃশংস এবং বর্বরোচিত।' উমর, ১৯৬৬।

বর্ম [সি] বি জ্ঞানদ্রির আঘাত প্রতিরোধক পোশাকবিশেষ। 'অভ্যেদ্য কিনিব বর্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বর্মসম [সি] বিণ বর্মের মতো। 'জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল।' নজরুল, ১৯২৪।

বর্মহীন [সি] ১ বিণ বর্ম পরিহিত নয় এমন। 'যে ঘুমোচ্ছে, যে বর্মহীন ... তাকেও মারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বিণ অরক্ষিত। 'হয়তোবা একজন ধর্মহীন বর্মহীন/ নির্বাসনে যায়, মানে রেখে।' শঙ্ক, ১৯৭৩।

বর্মা [সি বর্ম] বি বর্ম। 'বর্মা হীন মোর অস্ত্র হমাড়ের মান।' আলগোল, ১৬৮০।

বর্মণ, বর্মণ্য [সি] বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'জগদ্রাধ দাস বর্মণ্য।' দর্পণ, ১৮৩০।

বর্মণী, বর্মণী [সি বর্ম] > বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীপ্রাণকুভার বর্মণী।' দর্পণ, ১৮৩২।

বর্মী ব্র বর্ম

বর্মী, বর্মী বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নবগোপাল বর্মী।'

সেবধি, ১৮৪০।

বর্মী [সি] বিণ বর্মার তৈরি। 'বর্মী চুক্রটের জগৎ অনেক দিন হয় পেরিয়ে গেছে।' জীবন, ১৯৩২।

বর্মাই বিণ বর্মায় তৈরি। 'মালাই কারি আর বর্মাই ভাজি যতই খান না কেন।' জীবন, ১৯৩৩।

বর্মামুচুক বি বর্মাসংশ। 'বর্মামুচুকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল।' শরৎ, ১৯২৬।

বর্মিজ [সি] ১ বিণ বর্মী। 'আমাকে ... বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বি বর্মার অধিবাসী। 'কেন যে সেই বর্মিজটা আমারে একথা বলেছিল বোকা যাচ্ছে এখন।' শিবরাম, ১৯৫০।

বর্মী বিণ বর্মার। 'সম্প্রতি বর্মী রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ...' বেগম, ১৯৬৬।

বর্মী [সি বন্যা] বি বন্যা; গ্রাণন। ওর্গ, ১৭৮২। ব্র বন্যা

বর্মণ্য বি বন্যা। 'বর্মণ্যার জলে হাজা ইয়াহু।' ওর্গ, ১৭৭৯।

বন্যাতি [সি বরাহাতিয়া] বি বরাহাতি। 'বরাহাতির তুরা কৈল উজনি গমনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বর্শি [সি] বি বর্শিণ; আর্ম্যানির রাজধানী। 'সন্ধ্যাবেলায় বর্শিণ অভিযুখে যাত্রা করবে।' বরীন্দ্র, ১৯৩১। 'বিজ্ঞানীদল এল বর্শিণ যাটিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বর্শি [সি] লাটির মাথায় বসানো ছোয়ার মতো ধারালো অস্ত্র। ওর্গ, ১৭৮৫। 'এ সময় যদি হইতো বর্শা থাকিত।' বর্মি, ১৮৬৫।

বর্শাওয়ালা [বর্শা+হি ওয়ালা] বি বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করে যে। ওর্গ, ১৭৮৫।

বর্শা নিক্ষেপ [বর্শা+স নিক্ষেপ] বি বর্শা নিক্ষেপ করার খেলা। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, দৈর্ঘ্যলক্ষ, উর্ধ্ব লক্ষ, দৌড়।' বেগম, ১৯৪৯।

বর্শাফলক [বর্শা+স ফলক] বি বর্শার মাথায় লাগানো ধারালো ফলা। 'অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে নীপ্যমান।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। 'পাখরের বর্শাফলকের' পরেই সে ডর করে হইল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বর্শাফলা বি বর্শার মাথায় লাগানো ধারালো ফলা। 'শরীর বিভেদ করে বর্শাফলার মতো।' জীবন, ১৯৪০।

বর্শি বি বর্শা; বর্শা নিক্ষেপ। 'তসোয়ার বাকী চলপি নেজা ও বর্শি এ সর্বতেই অতি পারক।' রামরাম, ১৮০১।

বর্শ [সি] ১ বি বছর। 'সবে কহে হরিদাস বর্ষণ পিলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সুমাধরের পঞ্চম বর্ষ বয়সকেই অধ্যাস করসের আরম্ভ হইল।' রামরাম, ১৮০১; 'হিজিরি সনের ... সময়ের বর্ষের উপর ভ্রাম্যাসের কদাচিৎ বর্ষণের গণনা, কদাচিৎ এ ভ্রাম্যাসের ত্যাপ ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি ভূভাগ; পুরাণোক্ত ভারত, কুরু, রমাক, হিরণ্যক, কেতুমান, হরি, ইলাবৃত, কিশ্পুরুষ, অদ্রাধ নামক নয়টি ভূভাগ। 'নব বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ নামে পৃথিবীর নবভাগের একভাগ এই।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বর্ষণম্য [সি] বিণ গমনে বছর সময় লাগে এমন। 'তাহাতে আরোহণ করিলে, এক দশে, বর্ষণম্য দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বর্ষচক্র [সি] বি জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত নকশাবিশেষ। 'হস্তরেখার প্রকাণ্ড ম্যাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র।' মানিক, ১৯৩৮।

বর্ষজীবী [স] *বিশ* মাত্র এক বছর বৈতে থাকে এমন। 'এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই।' *বর্ষিম*, ১৮৯২।

বর্ষপূর্ণ [স] *বিশ* বছর পূর্ণ হয়েছে এমন। 'সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বর্ষফল [স] *বি* বার্ষিক ফলাফল। '১৮৩১ সালের বর্ষফল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বর্ষবরণ [স] *বি* নতুন বছরকে অভ্যর্থনা। 'মহিলা সংসদের বর্ষবরণ উৎসব।' *বেশম*, ১৯৬৭।

বর্ষ বর্ষ *ক্রি*বিশ বছরের পর বছর। 'এমিত সে বর্ষ বর্ষ ধরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩: 'শত বর্ষ বর্ষ ধরি ভিজিয়েছে ভাগ্যাতীত তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বর্ষমান [স] *বিশ* এখনই ঘটছে এমন। 'এখন তো বর্ষমান বিপদ।' *সুভদ্রা*, ১৯৪২।

বর্ষান্তর [স] *বি* বছরের শেষ। 'বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে সেবিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বর্ষে বর্ষে *ক্রি*বিশ প্রতি বছর। 'বর্ষে বর্ষে প্রচুর পরিমাণ ধান্য এবং শশা, ফুলী, তরমুজ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ফলমূল উৎপাদন করিয়া থাকে।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

বর্ষণ [স] ১ *বি* বৃষ্টিপাত: বৃষ্টি। 'বর্ষণের জল।' *অক্ষর*, ১৮৪৩। ২ *বি* অকতারে দান। 'হিন্দু ও মোসলমান প্রদত্ত বাতাসা, পাটালি, সন্দেশ ও কদমা প্রভৃতি বর্ষণ হইতে থাকে।' *অক্ষর*, ১৮৫০। ৩ *বি* নিক্ষেপ। 'আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্গভা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

বর্ষণ-ক্রান্ত [স] *বিশ* অতিবর্ণনে পরিব্রাজ। 'যেন বর্ষণ-ক্রান্ত ভাবস্রোত আকাশ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বর্ষণক্ষয় [স] *বিশ* বর্ষণ থেমে গেছে এমন। 'বর্ষণক্ষয় নিম্নে রয়েছে কালিগড়া লটনের মূদু রঙিন আলোর ...।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখরিত [স] *বিশ* বৃষ্টির নৃপুর-ধনিত। 'বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখরিত মাসটি সরল কাজের বাহির।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বর্ষণমস্তিত [স] *বিশ* বৃষ্টির শব্দে ধনিত। 'বর্ষণমস্তিত অক্ষকারে এনেছি তোমারি ঘারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্ষণমুখরিত [স] *বিশ* বর্ষণের শব্দে মুখর। 'সেখানে বর্ষণমুখরিত রঙের উৎসব হলো না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বর্ষণমুখী [স] *বিশ* বৃষ্টিপাত হবে এমন। 'পিছনে একঘণ্ড শ্রাবণ আকাশের বর্ষণমুখী মেঘ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বর্ষণতত্ত্ব [স] *বিশ* প্রবল বর্ষণের পর তত্ত্ব। 'বর্ষণতত্ত্ব সন্ধ্যায় জোনাকী কুণিতেছে।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

বর্ষণ-শ্লিষ্ট [স] *বিশ* বৃষ্টিতে ভিজে শ্লিষ্ট হয়েছে এমন। 'ওই যে ক্ষান্ত বর্ষণ-শ্লিষ্ট সন্ধ্যায় মুক্ত দু-চারটি গায়ক পাখির ...।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বর্ষশোণ্যত [স] বর্ষণ-উন্মাত [স] *বিশ* বর্ষশোণ্যত। 'ভাষা যেন জলভান্ডার মেঘের মত শব্দীর, বর্ষশোণ্যত।' *সুশীলমুখো*, ১৯৭০।

বর্ষী [স] *বর্ষণ*। ১ *ক্রি* বর্ষিত হওয়া; বরা। 'বর্ষার মেঘ প্রায় অক্ষ বর্ষে ধিয়রন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০: 'বর্ষে লোমজল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০: 'বর্ষে ক্রি বর্ষিত হয়।' 'বিনা মেঘে বর্ষে বারি।' *লালন*, ১৮৯০।

বর্ষী [স] ১ *বি* বর্ষা ঋতু। 'বর্ষার মেঘ প্রায় অক্ষ বর্ষে ধিয়রন।' *কৃষ্ণদাস*,

১৫৮০। ২ *বি* মেঘ। 'দিগবিদিক বর্ষার ছায়ায় সুশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৯২। ৩ *বি* বৃষ্টি। 'হাত থেকে ভুবনপ্রাবন বর্ষা।' *অভিত্য*, ১৯৫০।

বর্ষাঋতু [স] *বি* বর্ষাকাল। 'বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বর্ষা-উপশমে *ক্রি*বিশ বৃষ্টি শেষে। 'বর্ষা উপশমে যেদিন আসিতেন সেদিন ছোটো তাকাকে সঙ্গে করিয়া আনিভেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বর্ষাকাল [স] *বি* বর্ষাঋতু; আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস। 'বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বর্ষাকোমল [স] *বিশ* বর্ষার মতো কোমল। 'দ্বীপকটিন বর্ষাকোমল শহরের মুখ।' *গামসুর*, ১৯৫৯।

বর্ষা-ক্ষত [স] *বিশ* বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত। 'বর্ষা-ক্ষত পাথর মধ্যস্থিত ছোট ফাটল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বর্ষাগীত [স] *বিশ* বর্ষগুণ্য। 'বর্ষাগীত রাতে শ্রীধারা-রুদয়ের যে আভি ...।' *হাই*, ১৯৪৪।

বর্ষাগম [স] *বি* বর্ষার আগমন। 'আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বর্ষাঘন [স] *বি* বর্ষার মেঘ। 'কৃষ্ণশ্রেয়ামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষাঘন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বর্ষাজল [স] *বি* বর্ষার জল। 'বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণপ্রান্তর।' *বর্ষিম*, ১৮৭৪।

বর্ষা-স্রা *বিশ* বৃষ্টি পড়ছে এমন। 'বর্ষা-স্রা এমনি প্রাতে আমার মতো কি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বর্ষাতি *বি* বৃষ্টি থেকে দেহ রক্তার জন্য আলখাট্টা জাতীয় লম্বা বা কোট। 'কাঠের একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাকে বলে গেলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯: 'অমিত কিনেছিল এক অনেক নামের বর্ষাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বর্ষাদৃশ্য [স] *বি* বর্ষাঋতুতে ভারী বর্ষণের দৃশ্য। 'মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সন্ধ্যায় করতে লাগল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বর্ষাধারা [স] *বি* বারিধারা। 'বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বর্ষাঘৌত [স] *বিশ* বৃষ্টিতে ধোয়া। 'বর্ষাঘৌত সতেজ তরুণদ্বার নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বর্ষানদী [স] *বি* বর্ষাকালীন ভরা নদী। 'বর্ষানদীর দুই তীর থেকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বর্ষাবিধি [স] *ক্রি*বিশ বর্ষাকাল পর্যন্ত। 'এইরূপ বর্ষাবিধি কতই করিল।' *ভাবানী*, ১৮২৫।

বর্ষাবরণ [স] *বি* বর্ষাঋতুতে বরণ করার বিশেষ অনুষ্ঠান। 'কলেজ ভবনে বর্ষাবরণ উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।' *বেশম*, ১৯৬৯।

বর্ষা-বসন্ত *বি* বর্ষা ও বসন্ত ঋতু। 'বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উদ্ভাস উৎসবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বর্ষা-বাসর [স] *বি* বর্ষাকালীন সন্ধ্যা। 'জমল আসার বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পরিমাণে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বর্ষাবিক্ষোভিত [স] *বিশ* বর্ষার পানি উপড়ে পড়ছে এমন। 'বর্ষাবিক্ষোভিত নদী ধরণীর উজ্জলিত অক্ষরাশির মতো।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯১।

বর্ধাভিসার [স] বি বৃষ্টির মধ্যে অভিসার। 'বর্ধাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্ধামঙ্গল [স] বি বর্ধার আগমনী উৎসববিশেষ। 'বর্ধামঙ্গল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'নারীগণ বর্ধামঙ্গল করুক গান।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২; 'নুঁদিদির গান শুনিলাম বর্ধামঙ্গলের মহড়া।' জসীম, ১৯৬১।

বর্ধামঙ্গল গান বি বর্ধাবরণের উদ্দেশ্যে গাওয়া গান। 'নারীগণ বর্ধামঙ্গল করুক গান।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বর্ধামুখর [স] বিণ বর্ষণের শব্দে মুখরিত। 'সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে/ বর্ধামুখর রাতে কানন-সন্নিবেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'এক বর্ধামুখর ধ্রাবণ-দিনে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বর্ধাঘ্নান [স] বিণ বর্ষণের কারণে মগ্ন। 'আজিকার এই বর্ধাঘ্নান প্রভাতের আলোকে সহিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বর্ধাসমাগম [স] বি বৃষ্টির আগমন। 'বিহ্বান উপশুভ হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে অশশাঙ্কানী বর্ধাসমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।' বনফুল, ১৯৩৬।

বর্ধাঘ্নাত [স] বিণ বৃষ্টিতে গ্নান করেছে এমন। 'গাছের পাতায়, পুচ্ছিগিরি জলে এবং বর্ধাঘ্নাত প্রকৃতির অঙ্গপাতালে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্ধাঘ্নাতা [স] বিণ বৃষ্টিতে গ্নান করেছে এমন। 'আমি হলে তোর ওই বর্ধাঘ্নাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা ...।' নজরুল, ১৯২৭।

বর্ধিত [স] বিণ বর্ষে পড়ে এমন। 'ঐ বালুকা ঘূর্ণি-বায়ু আকাশ মণ্ডলে উল্লসিত হইয়া অনেক অনেক দূরতী প্রদেশে বর্ধিত হইয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৫।

বর্ধীয় [স] বিণ বছরের। 'নন্দবংশের চতুর্দশপুরুষে পঞ্চশতবর্ধীয় সোমরাজ্য সমাপন হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বর্ধীয়সী [স] ১ বি বয়োবৃদ্ধ। 'উভয় সেই বর্ধীয়সীর সদনে আবাসমুহূষণ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ ব্রী অধিক বয়স্ক। 'বর্ধীয়সী মেয়েদের সাহচর্যে তরুণী শ্রেণীকে শিক্ষাদান করা দরকার।' বেগম, ১৯৪৮।

বর্ধীয়ান [স] ১ বিণ বৃদ্ধ। 'গান্ধারপতি এখন বর্ধীয়ান।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ বয়স্ক। 'হে বর্ধীয়ান পাঠক।' রব্বিম, ১৮৭৫।

বর্ধৈক [স] বিণ এক বর্ষ সম্ব্যাক। 'সবদাহের পর বর্ধৈক কাল পর্যন্ত ...।' বঙ্গদত্ত, ১৮৭২।

বর্ধিবীণা [স] বি বাইরের দিকের ঘর। 'বর্ধিবীণা গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাদারবে গ্রহণ করিলেন।' রব্বিম, ১৮৭৭।

বর্হ [স] বি মধুরগন্ধ। 'মধুরের বর্হ সম মধুস্বের মালা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বল [স] বি শক্তি। 'সেই বলদন্ত নাম অভিশার বল।' বঙ্কু, ১৪৫০। ২ বি শক্তি প্রয়োগ। 'বলে রাধাক ধরিয়া লজা যাইবো মার বন্দাবনে।' বঙ্কু, ১৪৫০। ৩ বি ক্ষমতা। 'বলহ নিষ্ঠুর ভাষা গৈতার বলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি বলপ্রয়োগ। 'বিলম্ব দেখিয়া রাজা জড়িত করে বল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি পক্ষ। 'রসুলের বলে আইল করিতে সমাধায়।' সুলতান, ১৭০০। ৬ বি সেনাদল। 'তোমা বিনা, মিহ্র, কে আর রাখিবে এ দুর্বল বলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বলঅ [স] বলবান। 'বলঅ বলবান।' বাটঅ ভঅ ঝাটো বি বলঅ।' চর্য্য ৩৮, ১২০০।

বলকর [স] বিণ শক্তি বাড়ায় এমন। 'বলকর বৃত্তিকর সর্বগুণধর।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

বলকরণাথ [স] ক্রিবিণ বলপূর্বক। 'ভানকান, ১৭৮৪।

বল করা ক্রি শক্তি প্রয়োগ করা। 'তখাচ কমলদল, ডমরে না করে বল।' ভবানী, ১৮২৫।

বলকারক [স] ১ বিণ পুষ্টিকর। 'প্রায় সকলেই ... বলকারক আহারীয় প্রাণ হয় না।' অক্ষর, ১৮৪৬। ২ বিণ শক্তিবর্ধক। 'ঔষধ বলকারক।' রব্বিম, ১৮৭৮।

বলকৌশল [স] বি কলাকৌশল। 'শিল্প বিদ্যার বলকৌশল বিস্তার করতঃ কীব সমাজে অগণগুরুগণ প্রতিপন্ন হইতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

বলক্রমে [স] ক্রিবিণ বলপূর্বক; জোর করে। 'কাহাকেও অসম্মতিতে বলক্রমে পৌত্তের চান না করাইবার ...।' ফরস্টার, ১৭৯৭।

বলক্ষয় [স] বি শক্তির অপব্যয়। 'বলবিদ্যান হেতু স্বজাতীয়দিগের বলক্ষয় ... পাঠকদিগের অবদিত নাই।' অক্ষর, ১৮৪৬; 'কেবল সৈন্যক্ষয় বলক্ষয় হইতেছে মাত্র।' মশারফ, ১৮৮৭।

বলধীনী [স] বলবীণী। 'বল্য দুর্বল। 'কি শুনিলাম দুশ্ববণী হইলুম অতি বলধীনী।' বাহার্য, ১৬৫০।

বলদর্প [স] বি শক্তির দম্ব। 'নিজের বলদর্পে তা যাত্রা বীকার করে না।' দ্বীপ, ১৯০৯।

বলদর্পিত [স] বিণ শক্তির কারণে গর্ভিত। 'বলদর্পিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জ্ঞানের মুখেই শোভা পায় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বলচর্চা [স] বি শক্তির অনুশীলন। 'কী অমিতোদ্যম, বাহুচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা।' অন্নদা, ১৯২৯।

বলদর্প [স] বি ক্ষমতার দম্ব। 'বলদর্প মিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বলদর্পিত [স] বিণ শক্তিমত্ত। 'শবিক ঘরে ভূম্যাভূম্যোঃ বলদর্পিত করাত্তে করিতে লাগিলেন।' রব্বিম, ১৮৪৫।

বল-দর্পী [স] বি শক্তির অহংকার করে এমন ব্যক্তি। 'তোর ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুক জোর।' নজরুল, ১৯২৪; 'ধূলায় লুটো অর্ধ-পিণাত বল-দর্পীর শির।' নজরুল, ১৯২৭।

বলদাতা [স] বি বলদানকারী। 'সবলের বলদাতা অবসলের যম।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

বলদায়ক [স] বিণ বল বা শক্তি দেয় এমন। 'সকল প্রকার বলদায়ক ক্রীড়া ও শারীরিক ব্যায়ামকে ...।' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫।

বলদন্ত [স] ১ বিণ শক্তিমত্ত; উদ্ধত। 'সেই নিষ্ঠুর বলদন্ত গুরুতার মধ্য হইতেই দিকার ও ভরসনা উজ্জ্বলিত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'অনিয়াত, দুর্কিনীত, বলদন্ত, মদমত্ত ...।' মোতাহার, ১৯৩৭। ২ বিণ সাহসী। 'সেকান্দার শাহার বলদন্ত বিজয় অভিযানে হেলেনীয় সভ্যতা পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে গেছিল।' মাহেনেও, ১৯৪৯। ৩ বিণ দৃঢ়। 'বলদন্তকর্তে বলছে।' মাহেনেও, ১৯৪৯।

বল পক্ষা বিণ বলবান পক্ষের। 'কানড়ার আপুনি কেবল বল পক্ষা।' মামিকরাম, ১৭৮১।

বলপূর্বক, বলপূর্বক [স] ক্রিবিণ জবরদস্তি করে; জোর করে। 'জবরদস্তি যে বলপূর্বক দস্যুর ন্যায় এদেশ অধিকার করেন ...।' দর্পণ, ১৮৩৬; 'পার্শ্ববর্তী সোকেরা বলপূর্বক ধরিয়া না রাখিলে ... প্রাণত্যাগ করিত।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বলপ্রকাশ [স] বি শক্তি প্রয়োগ; পীড়াপিড়ি। 'বৈদ্য ছাত্রদিগকে ইস্ত্রেরী পড়াইতে নিত্যত বলপ্রকাশ করাতে ...' চন্দ্রিকা, ১৮০০।

বলপ্রয়োগ [স] বি জোর খাটানো। 'আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

বলপ্রয়োগপন্থা [স] বিণ জোর-জবরপন্থিকারী। 'মহিলারা বলপ্রয়োগপন্থা কামুককে দৃঢ় করে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বলব্রাহ্মী [স] বিণ ক্ষমতাবান। 'শিকার যারা বলব্রাহ্মী হইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বলবৎ [স] ১ বিণ কার্যকর। 'আপন মত বলবৎ করি।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ জোরালো; দৃঢ়। 'এক বলবৎ কারণ যদিস্যং তাঁহারদিশের ধননাশের প্রতি অন্যান্যত একক কারণ আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ৩ বিণ সবল। 'ধর্মের পথে গেলে শরীর ও মন বলবৎ হয়।' গ্যারী, ১৮৬০।

বলবৎকরণ [স] বি প্রয়োগ। 'মৌলিক অবিকার ও বলবৎকরণ।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

বলবত্তী [স] বিণ শক্তিশালী। 'তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে বলবত্তী প্রবৃত্তি দান করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বলবস্তুর [স] বিণ অধিক প্রভাবশালী। 'বীর্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবস্তুর।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বলবস্তা [স] বি শক্তিমত্তা; প্রতাপ। 'বাক্সালীর রম্যের ভাবের অর্থাৎ অনুভবকর্তার গভীরতা, বলবস্তা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'বীর্য বিস্তার ও বলবস্তার উপাধি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

বলবস্তা [স] বিণ বলবান। 'জয়-ভঙ্গ নাহি তার দৌহে বলবস্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বলবান [স] ১ বিণ শক্তিশালী। 'হনুমান বলবান পরাংপর বীর।' কেতক, ১৬৫০। 'সে সহস্র মন্তবন্তীর তুল্য বলবান।' সুভাষ, ১৮১০। ২ বিণ প্রবল প্রোতমুখ। 'বিশপর্য বলায় আছিল বলবান নদী।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি শক্তিমান যে। 'একটি নারীর দাবী বলবানকে করে প্রেমবান।' অন্নদা, ১৯২৯।

বলবিক্রম [স] ১ বি বীরত্ব। 'অধুনা এতাদৃশ বলবিক্রমে প্রতাপবিস্তার।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি শক্তিমত্তা। 'বাপু সাহস ও বলবিক্রমে ... কোন অংশে ন্যূন নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বলবিজ্ঞ [স] বলবীর্য বিণ বলবান। 'অতুলিত বলবিজ্ঞ কহিতে না পারি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বল বীর [স] বিণ বল-বীর্যবান। 'আনুগাম বল বীর মতীএ গহন।' বড়ু, ১৪৫০।

বলবীর্য, বলবীর্য [স] ১ বি শক্তি ও বীরত্ব। 'এ কালের লোকের বলবীর্য ক্রয়ের ও অন্নার্থ প্রথম কারণ ...' রাজ, ১৮৭৮। ২ বি শক্তি-সামর্থ্য। 'বাক্সালী লাঠি শক্তিকুণ্ডলায় যে সকল বলবীর্যের কথা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত ...' বঙ্কিম, ১৮৯২। 'প্রতিশোধ-বাসনায় তাহার বলবীর্য চতুর্ভঙ্গ হইয়া দেখা দিল।' এনাথুল, ১৯৫৫।

বলবীর্যশালী, বলবীর্যশালী [স] বিণ বলবান; বিক্রমশালী। 'বলবীর্যশালী রামমত বীরশুরুঘেরও সেইরূপ ...' মহারসরফ, ১৮৮৯।

বলবীর্যসম্পন্ন [স] বিণ শক্তিমান। 'শিবুর প্রভাবে অসামান্য বলবীর্যসম্পন্ন সুসানুমানমুক্ত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।' বনেন্দ্র, ১৯৩৬।

বলবুদ্ধি [স] বি শক্তিমত্তা। 'হরিল বীরের বলবুদ্ধি সেইকক্ষে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বলবুদ্ধি [স] বি শক্তিবুদ্ধি। 'কিছুতে সে গদের বলবুদ্ধি করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'ইংলন্ড সম্বন্ধিত হইয়া যদি পারস্য উপসাগরে আশানাদের বলবুদ্ধি করেন।' প্রচারক, ১৯০৩।

বলময় [স] বিণ শক্তিশালী। 'সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বলরক্ষা [স] বি শক্তি বা ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা। 'গুরুমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রানরক্ষার উপায় নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বলশালিতা [স] বি শক্তিশালিতা। 'তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেশে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংহত রাখিয়াছেন - বস্ত্রত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'বলশালিতার দীপ্তি আছে তার চেহায়ায়।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

বলশালী [স] ১ বিণ শক্তিশালী। 'অতি নির্ভীক বলশালী প্রাণীরাও ... কিংকর্তব্যবিমূহ হইয়া পড়ে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ প্রতাপশালী। 'নিজেকে বলশালী করিবার চেষ্টা কয়টি সংগত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বলশূন্য [স] বিণ দুর্বল। 'চিত্ত নিত্যত বিকল, নিত্যত বলশূন্য।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বলসঞ্চার [স] ১ বি শক্তির আবির্ভাব। 'মোহনভোগ উপযোগ করিয়া শরীরে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে ...' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি শক্তিবিস্তার। 'বলসঞ্চার হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

বলসাধ্য [স] বিণ বল দিয়ে করা যায় এমন। 'কীলোকেরাও জিমনাটিক প্রকৃতি বলসাধ্য জীবীভূত নিশুণ হয়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বলসায়া বিণ শক্তিশীন। 'চিরদিন ধাপ ঠেলিয়া হলাম ... বলসায়া।' দালন, ১৮৯০।

বলহারা [স] বল+হারা বিণ দুর্বল। 'ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোখ দুটো।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বলহীন [স] বিণ দুর্বল। 'বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪। 'ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বলহীনা [স] বিণ স্ত্রী দুর্বল। 'অবলা বলহীনা সে নহে বলহীনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বলশাধন [স] বি শক্তিসঞ্চার। 'বলশাধন প্রধান মাতঙ্গ।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

বলাবল [স] বল+অবলা বি বল ও বলের অভাব। 'বিশেষতঃ আত্মা বিনু হয় বলাবল।' আলোক, ১৬৮০। 'আর সেই বলাবল সমাই বৃক্ষত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বলাবলি [স] বল+> বি ধন্যবন্ধি; লড়াই। 'বাঘে আর মানুষে হইল বলাবলি।' রূপরাম, ১৭৫০।

বলাঙ্ক [স] বল+> বি বলরূপী দেবী। 'বলাঙ্ক পুঙ্খা বলদেবের গুণিনী বসুদেব-সহচরী নন্দের নন্দিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বলে ক্রিয়ণ জোরপূর্বক। 'বলে ধরি যাকে তবে দিবে আশিসন।' বড়ু, ১৪৫০।

বলোত্তী [স] বল+উত্তী বি শক্তির উন্নতি। 'শারীরিক বলোত্তীর্ণ উপর বর্ধিগায়ে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বল+বলা

বল^১ বি বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'শিবচন্দ্র বল।' সেবধি, ১৮৪০।

বল^২ বি খেলার উপকরণ-বিশেষ; গোলক-বিশেষ। বল খ্রোইং [হি] বি বল নিক্ষেপ। 'হাই-জাম্প, লং-জাম্প ও বল খ্রোইং-এ ভার জুড়ি নেই।' শিবরাম, ১৯৪০।

বল^৩ [হি] বি পাচাতা নাকের জলসা বিশেষ। 'বলে গিয়ে নাচা বা ফ্রাট করে সময় কাটানো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বলভাঙ্গ [হি] বি নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাচে এমন পাচাতা নাচবিশেষ। 'বিদকুটে গোড়া দেশে বলভাঙ্গের ব্যবস্থা করতে যাবেন কেন।' যুক্তবাবা, ১৯৬০।

বল নাচ [হি বল+নাচ] বি মেয়ে-পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় এক ধরনের পাচাতা নাচ। 'বল নাচে নৃত্যপরী দেখিয়া ...' মোয়াজ্জিন, ১৯২৮।

বলরুম [হি] বি বলনাচের জন্য প্রশস্ত রুম। 'বলরুমের নাচ উত্থমদের কেন কোনদরেরই আর নয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

বলরুম-নাচ [হি বলরুম+নাচ] বি নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে পা ও অঙ্গ সমাধানেব সাহায্যে করা এক ধরনের যৌথ নৃত্য। 'প্রতি সত্তাহে বলরুম-নাচের আয়োজন আছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

বলআ [স বলয়] বি অলঙ্কারবিশেষ। 'চুনি চুনি অএ কাঁচুঅ ফটিপি বাহক বলআ তাঁত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বলই [স বলয়] বি বামা। 'যাই কর করষে টুটত বলই।' গোবিন্দ, ১৬০০।

বলহুদে [স বলীবর্গ] বি বলদ। 'কি মো দুঠা বলহুদে।' চর্য্য ৩৯, ১২০০।

বলক [হি বলকর্গ] বি তত্ত্ব করার তত্ত্ব ভরনের যুদ্ধ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বলক ওঠা কি দুই ইত্যাদি জ্ঞান দেওয়ার সময়ে উথলে ওঠা। 'কত তেজটিতে বলক ওঠা ঢেয়ে-ঢেয়ে দেখে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বলকানো কিণ্ণ উথলে উঠছে এমন। 'পুলিশের কণ্ণ বলকানো দুইয়ের মতো শব্দ করে উঠলো।' ইন্দিয়াস, ১৯৭২।

বলকে বলকে ক্রিবিধ্ণ উথলে উথলে। 'বলকে বলকে ধোয়া বেরোচ্ছে।' কায়সার, ১৯৬২।

বলকা [স বলাকা] বি বলাকা। 'রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরএ বলকা।' মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র বলাকা

বলকুট [স] বি খেলার গুটিরিশেষ। 'বলকুট দুটিয়া রহিল শিলাপরে।' আলফল, ১৬৮০।

বলকহার [স বলকহার] বি জোরপূর্বক যৌন সন্ধ্য। 'হেন বৃন্দাবনে যোর বলকহার করি।' মাল্যধর, ১৫০০।

বলতি খবর বি যে খবর সবাই বলাবলি করে। 'চলতি খবর – বলতি খবর – উড়ো খবর।' জমীন্দ্র, ১৯০৩।

বলদ [স বলীবর্গ] ১ বি ছিন্নমুখ ঝাড়। 'বলদ বিজ্ঞান গবিজা বাক্যে।' চর্য্য ৩০, ১২০০। ২ বি চাষ করার গোরু। ওয়া, ১৭৮৫। ৩ বি গড়ি-টানা গরু। 'স্থব্দা সময় বলদে কল্যা আনে।' মিলাব, ১৭৯৭। ৪ কিণ্ণ নির্বোধ। 'কে আছে সংসারে সখি অবলা বলদ।' ভবানী, ১৮২৮।

বলদ গরু বি হালচাষের গোরু। 'অবশেষে বলদ গরু বেটিয়া লন।' সোমস্বকপ, ১৮৬৬।

বলদ-চাপা কিণ্ণ নির্বোধ। 'ন্যাটো খাশা বলদ-চাপা পতি যে আমার।' গিরিশ, ১৮৯৬।

বলদ-টানা কিণ্ণ বলদচালিত। 'ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদ-টানা হলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বলদিয়া বি বলদ গোরুর রাখাল। মালোএল, ১৭৪৩।

বলদা কিণ্ণ বোকা। 'আরে বলদা ভূমি।' মালিক, ১৯৩৬।

বলন [স] বি বৃদ্ধি। 'মূলকে জিনিয়া যোটা দস্তের বলন।' মালিকরাম, ১৭৮১।

বলনি, বলনী [স বলনিক] ১ বি পারিপাট্য। 'নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।' চর্য্য, ১৫৫০। ২ বি গঠন। 'শোভিতের তটিনি কাচ সম বলনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আকৃতি। 'ভুকুর বলনী কামখন্দু জিনি।' ষিষ্টা, ১৬০০; 'করীবর কুহু জিনি সুন্দর বলনি।' আলফল, ১৬৮০। ৪ বি সুশোল আকৃতি। 'বৌরী দোলনি, বাহুর বলনি, জীবর হেলনি, কথার চলনি।' বর্জ্জিম, ১৮৭৪।

বলয়^১ দ্র বলা^১

বলয়^২ [স] ১ বি বালা; কঙ্কণ। 'কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি বৃত্ত। 'দিক-বলাকার বলয় খিরিয়া নির্ময় পথনাশ।' জমীন্দ্র, ১৯৩০।

বলয়-কাঁক [স বলয়-কঙ্কণ] বি হাতের অলঙ্কার। 'চাক নুপুরের রুদু-বুদু কিংবা বলয়-কাঁকদের শিজ্ঞানী।' নজরুল, ১৯২৭।

বলয়-নিমুক্ত [স] বি কাঁকদের অংকোর। 'তোমার সূরে তুলিবে না বলয়-নিমুক্ত।' আহসান, ১৯৪৪।

বলয়শিঙিত [স] কিণ্ণ চুড়ির শব্দে ধনিত। 'অনেকগুলি বলয়শিঙিত বাহুবিক্ষেপে বিদ্রুজ হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বলয়া [স বলয়] বি বাহুবলয়; বাহুতে পরার অলঙ্কার। 'বাহুত বলয়া শোভে পাণ্ডব নুপুর।' বড়ু, ১৪৫০।

বলয়িত [স] কিণ্ণ বেষ্টিত; পরিবৃত্ত। 'মহান, তোমার গানে; এই সব বলয়িত করে চিরদিন।' জীবন, ১৯৩০; 'বলয়িত হয়ে উঠে ... সূর্যের মতো।' জীবন, ১৯৪০।

বলশি, বলশী [রূপ বলশেভিক] ১ কিণ্ণ বলশেভিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ। 'বাংলার চাষাকে বলশী করে তুলবার জোপাড় করেছ।' মুসলমান, ১৯২১। ২ কিণ্ণ ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শিক। 'ইংরেজ আর ফরাসী বেরার পশ্চিম জার্মানিতে কি বলশি প্যাটার্ন বুনছে ...?' যুক্তবাবা, ১৯৫৮।

বলশেভিক, বলশেভিক [রুশ] ১ বি ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী রুশ কমিউনিস্ট পার্টি। 'কমিয়ার বলশেভিক, কি জার্মানীর সোশ্যালিস্ট, কি ইংলন্ডের ন্যাশনালিজেশন পথী ...' সবুজ, ১৯২০; 'বলশেভিকদের সংক্ষেপে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ কিণ্ণ বলশেভিক দল সম্পর্কিত। 'বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামি সব।' নজরুল, ১৯২৬।

বলশেভিকর [বলশেভিক+স ত্রা] বি বলশেভিক পার্টির গুণ্ডর। 'রুশিয়ার বলশেভিকর ও বিপ্লবী-নেতা।' নজরুল, ১৯৩০।

বলশেভিক-তন্ত্র [বলশেভিক+স ত্রা] বি বলশেভিক মতবাদ। 'রাশিয়ার জোর-তন্ত্র ও বলশেভিক তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বলশেভিজম [বলশেভিক+স] বি বলশেভিকদের নীতি ও দর্শন। 'রুশিয়ার বলশেভিজম ও কম্যুনিষ্ট আওতায় বর্জ্জিত ব্রহ্মিক আন্দোলনকে হাত করিতে যত্নবান হইয়াছে।' এসলাহ, ১৯৩৭।

বলা^১ ক্রি কথা বলা। 'কানাকি বলেন বলাই ডাই হেলা হেলা কেন কর।' ১৯৫৭

মালাধর, ১৫০০। বল কি (তুচ্ছভাবে) বলে। 'এক আসানী ছোটো প্যাঁদা বল মা কিসে সামাই করি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। বলএ কি প্রকাশ করে; বলে। 'বড় বুধা হইল সব বলএ ছাড়াই।' মালাধর, ১৫০০। বলস্তি কি বলহে। 'পরদারে পাণ নাহি বলস্তি কান্নাছি।' বড়ু, ১৫৭০। বলয় কি বলে। 'কাথিতে কাথিতে সভায় কংস বলয়।' মালাধর, ১৫০০। বলহ কি বলে। 'বলহ বাড়াই কানু মনে পরিভাঁও।' বড়ু, ১৫৭০। বলহৌ কি বলি। 'সুনহ প্রলম্ব ভাই বলহৌ তোমারো।' মালাধর, ১৫০০। বলি কি বলে। 'মদ মল বলি রাজা সম্মাইল ঘরে।' মালাধর, ১৫০০। বলিয়া কি বলে। 'বলিআত ভগবতি গেলা নিজ ছানে।' মালাধর, ১৫০০। বলিতে কি বলতে। 'ই বোল বলিতে কান না বাসি লাজ।' বড়ু, ১৫৭০। বলিবি কি বলবো। 'আঁখিয়ার অনুসারে ধনী কহে বাড়াইরে ঘরে কি বলিবি।' বড়ু, ১৫৭০। বলি বাঙ কি বলবো। 'কালি বলি বাঙ হরি আজি যাহ ঘর।' বড়ু, ১৫৮০। বলিবে কি বলবেন। 'লনিএক কি বলিবে বামী গুণনিয়া।' বড়ু, ১৫৭০। বলিয়া কি বলে। 'অকুরে বলিয়া নাম কোন গুনে থুইল।' মালাধর, ১৫০০। বলিল কি বললো। 'ভাল ভাল বলি মুনি বলিল বচন।' মালাধর, ১৫০০। বলিলাই কি বললাম। 'পুন পুন মিনতি বলিলাধ দুয়ার রচনে।' মালাধর, ১৫০০। বলিলাম কি বললাম। 'বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে।' মনিকরাম, ১৭৮১। বলিলি কি বললি। 'আই মা কেমনে বলিলি ভেবে।' মদনমোহন, ১৮৩৪। 'কি বলিলি রসবতি রসে টলে মন।' উমেশ, ১৮৫৭। বলিলে কি বললে। 'ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।' বড়ু, ১৫৭০। বলিলেক কি বললেন। 'ভানজোয় সখোমিআ বলিলেক পুনি।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯। বলিলেই কি বললো। 'তলবরে বলিলেক মনেত ডাবিয়া।' বাহরাম, ১৮৫০। বলু কি বলেছিলাম। 'এ ছে নাই নাহি বড়ু বাড়াই ডরে।' বড়ু, ১৫৭০। বলুক কি ব্যস্ত করুক। 'দানের আন্তরে কাছাখি বলুক ফন।' বড়ু, ১৫৮০। বলুক ১ কি উদারায় করে; ব্যস্ত করে। 'কুর্ক হোয়ে বলে মুনি সাঁপ বড়ুক।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি আদেশ করে। 'কালি বলে ধর খুঁড় আজি করো কার্য।' বড়ু, ১৫৮০। ৩ কি কথা বলে। 'শৌকিনিস্তান বলে আদমিত কবি গুণরাণি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। বলেই কি বলেই দিয়েছে। 'দুটি তো বলেইছ এ বাড়িতে গায়েবো না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। বলেহিশুম কি বলেছিলাম। 'এই মনো তো আগে বলেহিশুম।' উমেশ, ১৮৫৭। বলেন কি উক্তি করেন। 'কানাকি বলেন বলাই ডাই হোলা কেনে কু।' মালাধর, ১৫০০। বলৌ কি বলুক। 'যে বোলে বলৌক রূপ পছে না করিয়া।' আলগল, ১৮৮০। বল্লম কি বললাম। 'আমি যত জানতেন বল্লম।' উমেশ, ১৮৫৭। বল্লম কি বললে। 'সকল সত্য বল্লম চলে না।' উমেশ, ১৮৫৭। বল্লম কি বললাম। 'যেমন জনেছি তেমনি বল্লম।' উমেশ, ১৮৫৭। বল্যা কি বলে। 'একজন লোককে বল্যা আমাকে জাহায়াই।' মিনার, ১৭৯৭। বল্যা ক্রিবিব বলে। 'সৌরী বাহন বল্যা নাহি মারে বীর।' মুকুন্দ, ১৬০০। বল্যাছি কি বলেছি। 'বল্যাছি এ সব বাণী পুতবের নেও।' রূপরাম, ১৭৫০। বৈল কি বললো। 'বৈকুণ্ঠ জাইতে খাটি বৈল দশাখরে।' মালাধর, ১৫০০। বৈলে কি বললে। 'কেন হেন বৈলে বাপা অজোগ্য বচন।' মালাধর, ১৫০০। বোশো কি 'বল' ক্রিয়ার ক্রিয়ণ অনুসার রূপবিধে। 'বোলা ধীর মধুর হাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বলতে বলতে ১ ক্রিবিব বারবার বলে। 'আমার দেশ বলতে বলতে দশপ্রান্ত হতে পারি।' প্রমথ, ১৯০০। ২ ক্রিবিব একটানা বারার একগুণ্যে। 'বলতে বলতে তোমার গেষ এল ছলছলিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বলালো কি (অন্যকে দিয়ে) কণ্ডোনো; বীকার করানো। 'জে বলাল

জেই বা লিখান।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মধুরের অতি সুন্দর মধুর বলাইবার জন্যে আকিমন করিলেক।' তাজিবি, ১৮০৩।

বলা^১ বি একপ্রকার শাক। 'সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বলা^২ বি কথা। 'বলার মতো বলা পাইনি যুঁজে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বলা-কণ্ডয়া ১ বি অনুবোধ করা। 'উক্ত বলা-কণ্ডয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকুতের মাথা বাণী' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বিয় উদ্দেশ্য-করা। 'খিউসিডাইডিসের পুঁথি হল স্পষ্ট বলাকণ্ডয়া সাতাশ বছর ব্যাপী - এক যুদ্ধের ইতিহাস।' সবুজ, ১৯২১। ৩ বি কথাবার্তা। 'দেবাপোনা বলাকণ্ডয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৪ বি বলাবলি। 'কী কথা বলা-কণ্ডয়া করি।' নরকর, ১৯৩১। ৫ কি জানানো। 'বলা-কণ্ডয়া সেই সমুদ্র পেরিয়ে চলে গেল ইংব্রিজি সাহিত্যের রোম্যান্টিক যুগে।' অরুণ, ১৯৫০।

বলা কন্ডা কি অবগত করা। 'তোমাদের না বলে কয়ে আন্তে আন্তে সরেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বলাকহা ১ বি অনুদয়-বিনয়। 'কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি বলা-কণ্ডয়া; অগ্রিম আভাস। 'এক-একটি মুখ বলাকহা নাই একবারে মনের মধ্যে গিয়া উঠিগৈ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বলাকহা করা কি অনুদয়-বিনয় করা। 'কানাই পালের সহিত অনেক রসিকতা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বলাবলি [স ব্‌] ১ বি কথোপকথন। 'তোরা কি বলাবলি করতছিলি।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি পদ্যভঙ্গ। 'আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বলা বাহুলা বিণ বলা অনাবশ্যক। 'অর্থরাণি যে তাহার সহিত আশিল, তাহা বলা বাহুলা।' বঙ্কিম, ১৮৬৪। 'বলা বাহুলা যে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাবের অর্থাৎ অনুভাবকরতার গভীরতা, বলবতা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বলা সহজ, করা কঠিন - পরিকল্পনা করা সহজ কিন্তু বাস্তবে হ্রস্ব দেওয়া কঠিন। সুবল, ১৯০৬।

বলি বলি বি বলার ইচ্ছা আছে কিন্তু বলা হচ্ছে না এমন অবস্থা। 'বলি বলি করিয়া বলার যদি বলা না হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বলে-কয়ে ক্রিবিব রাজি করিয়ে। 'ভিনিই সাহেবদের বলে-কয়ে আমাকে এ চাকরিতে বাহাল করেন।' প্রমথ, ১৯৪০।

বলে ছলে ক্রিবিব শক্তিতে ও কৌশলে। 'বলে ছলে তবু দেশে দিলে সে সজোব।' কুজুদাম, ১৫৮০।

বলে যাওয়া কি বর্ণনা করা। 'তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বলাকা [স] বি স্ত্রী বক। 'রাক্ষা সুখা করি যেন উড়িছে বলাকা।' রূপরাম, ১৭৫০।

বলাকাপেড়ে বিণ বকের সারির ছাপমুক পাড়বিণি। 'আঁচলে হাস-মিথুন আঁকা বলাকাপেড়ে শাড়ি দুলায়ে।' নরকর, ১৯৩০।

বলাপা [স বলাপা] বি কেশ। 'ভাবাভাব বলাপা ন ছুই।' চর্চা ৯, ১২০০।

বলাখবস [স] ১ বি শারীরিক শক্তি। 'বলাখবসে আসে ধরি বিশেষতঃ যুবতীর গণে।' কুজুদাম, ১৫৮০। ২ বি জ্যোতর্ষক বৌদসম; ধর্ম। 'মাধব ঐ কন্যাকে দেখিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া তাহার সহিত

গার্হস্থ্য বিবাহ অর্থাৎ বলাহকার করিতে উদ্যত হইলে ...' পৌর, ১৮২২।

বলাহকৃত [স] বিশ ক্রী ধর্মিতা। 'গুনতিতে বেশি পত্ন দাপটে বলাহকৃত।' মণীশ, ১৯৩১।

বলাবলি' প্র বলা'

বলাবলি' প্র বলা'

বলাহক [স] ব্যতিরেক [বি] মেধ। 'বলাহক মধ্যে কিবা স্থির সৌদামিনী।' আলোড়ন, ১৬৮০।

বলি' [স] ১ বি দেবতার উদ্দেশে প্রার্থী হওয়া। 'মহিষ মেধ ছাপ প্রভৃতি বলিভাণ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি পূজার উপকরণ। 'আমরা ফো দেবের বলি প্রদানার্থ বস্ত্র বিশেষের অধেষণে আসিয়াছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'অত্যাঙ্কল ভূষণিত বরুণদেবের বলি হইয়াছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ৩ বি বলি দেওয়ার পণ। 'দেখো যে ঠাকুর, বলি এনেছি মোরো।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৪ বি হত্যা। 'বজ্র সাধ, মহিষ-মর্দিনীর পায়ে মহিষ-বলি দেখব।' নজরুল, ১৯৩১।

বলিদান [স] ১ বি দেবতার উদ্দেশে উপসর্গ-করা জীব হত্যা। 'যতনে পুঞ্জিল বহু বলিদান দিয়া।' কৃষ্ণকমল, ১৭২০। ২ ক্রি উপসর্গ করা। 'মানবদেবের অনল নিভাতো/আপনারে বলিদান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বলিদান কারক [স] বি বলিদানের কারক করে যে ব্যক্তি। 'বলিদান কারক ... এক কোণ মণিল।' রায়ময়, ১৮০১।

বলিপূর [স] বি পাতাল। 'আগ্নিশ করিলা শত্রু ঘাও বলিপূর।' মনিকমল, ১৭৮১।

বলির কুমড়ো - কিছু জানে না বোঝে না এমন অবস্থা। জীবন, ১৯৪৮।

বল্যর্থ [স] বলি-অর্থ ক্রিযুক্ত বলির জন্য। 'বল্যর্থ আমাদিগের তদেশীয় রাজ্যলোকেরা বলাহকারে ধরিয়াছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৩৩।

বলি' [স] বি শরীরের চামড়ার কুঁচকানো রেখা। বলি-অর্জিত [স] বিশ কুঁচকানো রেখা সংবলিত। 'বলি-অর্জিত শিখিল চর্ম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বলি-চিহ্নিত [স] বিশ বলিরেখাযুক্ত। 'শরশে তাহার শিরীয়-সুঘমা, বলি চিহ্নিত মাঝ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

বলিত [স] বিশ বলিরেখাযুক্ত। 'কোমল হয়ে আসে কামিজ বুড়োর বলিত মুখখানি।' কায়সার, ১৯৬২।

বলি-পড়া ১ বিশ কুড়িত হয়ে আছে এমন। 'বলি-পড়া বাকুলওয়াল। বিদেশী ওই গাছে গন্ধবিহীন মুকুল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিশ বলি রেখাযুক্ত। 'দিদিমারের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বলিরেখা [স] বি চামড়ার কুঁচকানো রেখা। 'জীর্ণ-জরায় ললাটের শিখিল বলিরেখা কোথায় কোন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'তার কপালের বলিরেখা আরো তুচ্ছকে গেল।' আলোড়ন, ১৯৪৪; 'ভ্রুঙ্গর নিচে তিন চারটে করে বলিরেখা।' হাসান, ১৯৬৬।

বলি বলি' ক্রিযুক্ত বার বার। 'পেখ মোঅ মোহে বলি বলি বাকই।' চর্য্য ৪৬, ১২০০।

বলি বলি' প্র বলা'

বলিবৈশ্ব [স] বলিবৈশ্ব। বি হিন্দু আচারবিশেষ। 'স্নানক্রিয়া সমাপনান্তর পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্তব্য করিয়া ভোজন করেন।' ভাবনী, ১৮২৩।

বলিষ্ঠ [স] ১ বিশ শক্তিশালী। 'মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া ...।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গঠিত গো মূগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিশ বাহুবলান। 'বলিষ্ঠ দয়িতাশয় বেন মন্ত হাতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ঐ রমণী সাতিশয় বলিষ্ঠ।' প্রভাকর, ১৮৫৬। ৩ বিশ বড়োসড়। 'অঙ্গ হুগুপ্ত সকল বলিষ্ঠ।' কেতকা, ১৬৫০।

বলিষ্ঠকায় [স] বিশ সূঠাম দেহবলিষ্ঠ। 'দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। 'একজন হুগুপ্ত বলিষ্ঠকায় উজ্জ্বল-চক্ৰ যুবক।' সিয়াজী, ১৯১৮।

বলিষ্ঠশঠন [স] বিশ দূরসহী। 'বলিষ্ঠশঠন ব্যক্তিটি নিরশম-নিপুণতা সহকারে বাতায়নপথে শ্রবেণ করিল।' বনকল, ১৯৩৬।

বলিষ্ঠতা [স] বি শক্তিমত্ততা। 'চিন্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'যাহো' 'অন্য পুরুষের সঙ্গে চলাচলি মাঝামাঝি করার মধ্যে বলিষ্ঠতা আছে বৈকি।' আলোড়ন, ১৯৬০।

বলিষ্ঠপুরুষ [স] বি বীরপুরুষ। 'সেই মুহুর্তে তাহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ ...।' বহিষ, ১৮৭৪; 'বলিষ্ঠপুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বলিষ্ঠপ্রকৃতি [স] বিশ উন্নত স্বভাবের। 'বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেরি মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্রে দেখিতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বলিষ্ঠভাবে [স] ১ ক্রিযুক্ত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। 'বলসাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসুস্থচিত্তে মাথা ডুলিতে পারিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বলিহারি [স] বি বলিহারী। ১ বিশ চক্ষুকার। 'বলিহারি সুরঙ্গবলঘটা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিশ বিশম্বর। 'কলিয়া বলিতেছে, 'তোমরা যাহা বলিতে করিয়াছ, তাহাতে আমরা নই হইব, অবশেষে নিরন্ত হও। বলিহারি এই অতএব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

বলিহার যাহা [স] বি বলিহারী জানা। ক্রি প্রশংসা করা। 'ও চান্দ মুখের মুক্তি যাম বলিহার।' বাহরাম, ১৬৫০।

বলিহারি যাহা [স] বি বলিহারী জানা। ক্রি প্রশংসা করা। 'বঁধু তোমায় বলিহারি হাই।' চক্ৰ, ১৫৫০।

বলিহারী [স] ১ বিশ অতি প্রশংসনীয়। 'মহাযোগীর ভবিষ্য দর্শন পূর্ণমাত্রায় সফল হইল, বলিহারী গণনা শক্তি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি (ব্যক্তি) বাহার। 'তোমার আকস্মিক বলিহারী।' পান্স, ১৯৭১।

বলী' [পা বলি (পূজা)] বি শ্রাদ্ধপাল। 'মণিল ভবমহা রে দহদিহে দিখলি বলী।' চর্য্য ৫০, ১২০০।

বলী' [স] ১ বিশ বলদান। 'এবে মোর দৈব বড় বলী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বীরপুরুষ। 'বলীর কটলয় মাঝা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন।' মৃদু, ১৯৩৮।

বলী-বুল [স] বি বলশালী সৈন্যগণ। 'ইন্দ্র-ভুল্য বলী-বুল চেয়ে দেখে সাজে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বলী' [স] বি বলি। বি বার্কেকার কারণে চামড়ার শিথিলতা। 'বলীগলিত কলেবর।' দর্পণ, ১৮২৫।

বলীবর্দ, বলীবর্ক [স] বি বলদ; ষাঁড়। সর্বেশ্ব, ১৮৩৯; 'বলীবর্দ যুগল উর্ধ্বপুঙ্খ হয়ে ছুট দিল।' নজরুল, ১৯০০; 'হাল-লালবাহী বলীবর্ক-মুখের সাথে পাকিস্তানী ...।' আভাস, ১৯৫৫।

বলীয়ান [স] ১ বিশ অত্যন্ত শক্তিশালী। 'আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া ছুটিয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিশ তেজোবান। 'দিশন্ত-প্রাণিত বলীয়ান রৌদ্রের আভ্রানে।' জীবন, ১৯৪২।

বকল [সি] বি গাছের ছাল। 'বৃক্ষের বকল পরিধান ...' মুক্তাঞ্জলি, ১৮১২।

বকলধারী [সি] বিণ গাছের বাকল পরিহিত। 'হে তত বকলধারী বৈরাগী, হলনা জানি সর্ব' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বাল্লা [সি] বলা-৩ ক্রি আকলন করা। 'বল্লিতে লাগিলা যার বেই লয় মনে' বৃন্দা, ১৫৮০।

বল্লা [সি] ১ বি লাগাম। 'অব-বল্লা শ্লথ করাত অথ যথোক্ত গমন করিতে লাগিল' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'সেনাপতি তাহার বল্লা আকর্ষণ করিলেন' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি শিশি। 'কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বদ্বা কবে কবে আটের ...' নজরুল, ১৯২৭।

বল্লাবদ্ধ [সি] বিণ লাগামযুক্ত। 'বল্লাবদ্ধ-শব-অথে চড়ি মানুষ করেছে দ্রুত কালের মহুর যত ঘড়ি' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বল্লাবিহীন [সি] বিণ লাগামবিহীন। 'বল্লাবিহীন শৃঙ্খল-হেঁড়া শ্রিয় তরুণ' নজরুল, ১৯২৮।

বল্লামুক্ত [সি] বিণ লাগামমুক্ত। 'ইচ্ছা সঙ্কল্প করে বদ্বা মুক্ত রয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বল্লাবরিণ [সি] বি তুষারাবৃত দেশে পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হরিণবিশেষ। 'যখন পক্ষী ভালুক ও বদ্বা হরিণ পাওয়া যায় ...' ১৯১৭।

বল্লাহারী [সি] বলা+হারী বিণ লাগামহীন। 'মন ছুটেছে গো আজ বল্লাহারী অথ যেন পাশলা সে' নজরুল, ১৯২০।

বল্লাহীন [সি] বিণ লাগাম ছাড়া; বেকাঁস। 'এই সারিগুহীন ও বল্লাহীন উক্তি অমাবক্ষ্যনীয়' আজাদ, ১৯৫৭।

বল্টু [সি] বি বোকা। 'বি লোহার পেরেকের মতো প্যাঁচ কাটা শলাকাবিশেষ। 'ক' বল্টু দিয়ে শক্ত করে কুরোগেটের টিন লাগায়।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭। 'যখন যোজিত মাটির পেরেক-বল্টু রক্তের ভিতরে গলে জড়ো' নীরেন, ১৯৬২।

বল্কি [সি] বল্কী বি একপ্রকার বীণা। 'ভিলমুল জিনি সীসা বল্কি জিনিএরা ভাষা' মুকুন্দ, ১৯০০। ২ বল্কী

বল্কীক [সি] ১ বি উইপোকা। 'বল্কীকো পাখ হয় মরিবার কালে।' আলাপল, ১৯৮০। ২ বি উইটিবি। 'তাহাদের বাস-গৃহ বল্কীক বলিয়া গ্রন্থি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বল্কীকথমা [সি] বিণ উইটিবির মতো। 'মানুষের মন পর্বত-প্রমাণই হোক, আর বল্কীকথমাই হোক।' প্রমথ, ১৯২০।

বল্কীকল্প [সি] বি উইশোকর টিবি। 'পাহাড় নয়, বল্কীকল্প।' নজরুল, ১৯৩১।

বল্কীকি, বল্কিকি [সি] বি বীণাবিশেষ। 'শব্দ কাজে দোষটি বল্কীকি' মুকুন্দ, ১৯০০; 'কাঁসের দুন্দুভি পড়া জগৎপন্থ বাজে জোড়া মৃদম বল্কিকি বাজে সানি।' মুকুন্দ, ১৯০০।

বল্লাব [সি] বি শোয়ালা। 'বল্লাব, গোপ, সূচকার ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বল্লাভ [সি] ১ বি শ্রিয়। 'ভক্তপন্থ-কোকিলের সর্বদা বল্লাভ' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ইষর; পতি। 'যেক্ষেপ করিলা কৃপা জগত বল্লাভ' মানিকরাম, ১৭৮১।

বল্লাভছায়া [সি] বি প্রণয়ীকল্প ছায়া। 'দিয়েছে বল্লাভছায়া পল্লবমর্মর' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বল্লাভা [সি] ১ বি স্ত্রী। 'বেদমাতা বিষ্ণুর বল্লাভা' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি প্রিয়তমা। 'তোমাকে চাই তোমাকে চাই ওগো দুর্লভা বল্লাভা

আমার।' হোসেন, ১৯৬৯।

বল্লাভাচারী [সি] বি বল্লাভাচার্য্য প্রবর্তিত ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'বল্লাভাচার্য্য ইহার প্রবর্তক প্রমুখ লোকো ভদ্দান্তাবলদী বৈষ্ণববিশিষ্টো বল্লাভাচারী বলিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বল্লম [সি] বি বর্ণা। 'পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লম, আশার্দোটা, তলোয়ার হস্তে করিয়া বাহির হইল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বল্লমদার [সি] বল্লম+দার বি বর্ণাধারী যোদ্ধা। '২৫ জন চোবদার সোটাবদার বল্লমদার তৈনাকি ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বল্লমধারী [সি] বল্লম+স ধারী বিণ হাতে বল্লম রয়েছে এমন। 'বল্লমধারী সারি সারি লাগিয়ালাগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান।' মশাররক, ১৮৯০।

বল্লরী [সি] ১ বি লতা। 'যেমন নিদ্যাতক বল্লরী আষাঢ়ের নববারি শিখনে ধীরে ধীরে পুনর্বার বিকশিত হয় ...' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বি মুকুল। 'উল্লব বল্লরী আষাঢ় কলিণ বহু রিক বকে টানিছে শিহরি।' সুবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ বি মুকুলিত লতা। 'হাসে নবনন্দী বৈণীতে জড়ারে মালতীর বল্লরী।' নজরুল, ১৯৩৫।

বল্লরীবিভান [সি] বি লতামণ্ডপ। 'দক্ষিণের বাতায়নতলে মঞ্জরিত-ইন্দুমতী-বল্লরীবিভানে' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

বল্লাড়ি বি রাগবিশেষ; বয়াড়ি। 'রাগ বল্লাড়ি।' চর্চা ২৮, ১২০০।

বল্লালি, বল্লালী বিণ রাজা বল্লাল সেন প্রচলিত। 'তাহা হেলন করিয়া দিয়া বল্লালি মুক্তি বলবৎ করাতো ... সুদুর্লভ ইহায়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৯; 'বল্লালী রেজেন্টেরে তাঁর বংশাবলী রেজেন্টেরী হয়ে আছে।' মৃত্যু, ১৮৬১।

বল্লি, বল্লী [সি] বি লতা। বল্লিবিভান, বল্লীবিভান [সি] বি লতাকুঞ্জ। 'নির্বর বর বহু কুলমিত বল্লিবিভান' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'ফুল-আহুল মালতী বল্লী-বিভানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'এই বল্লী-বিভানেরে অর্পে-স্নিগ্ধ ছায়ে বসে।' নজরুল, ১৯২২।

বল্লী [সি] বি মঞ্জরি। 'জনি কামদেবক বিজয় বল্লী' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বল্লী-তনু [সি] বিণ লতার মতো অলবিশিষ্ট; কীদারী। 'এই লাল-রুখ বল্লী-তনু ফুল-কপাল তবীদেব।' নজরুল, ১৮৫৯।

বল্লুকা [সি] বি নদীবিশেষ। 'বল্লুকা নদীর তটে পূজা করি পানিপুটে।' রূপরাম, ১৭৫০।

বল্ল [সি] ১ বিণ মুখ। 'যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ বসীভূত। 'তপস্যার বশ আমি হইলাঙ ডোমারে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ অনুগত। 'কেবল প্রেমের বশ রয়।' ভবানী, ৮২৫। ৪ বিণ আয়ত। 'দারোয়া ও আমলাবিশিষ্ট বশ করিতে ...' গ্যারী, ১৮৫৮। ৫ বিণ বশবর্তী। 'নেশার বশ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৬ বি অধীনতা। 'পাখের মাথে গোল বাথিলে কারো বশে কেউ যাবে না।' লালন, ১৮৯০।

বল্লাপাল্ল [সি] বিণ বশবর্তী। 'রাজা, ইহার নিত্যক বল্লাপাল্ল হইয়া, এক বারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যক্ত করিবেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বলবর্তী [সি] বিণ স্ত্রী অধীন। 'ঐ সমস্ত দেব দেবী ... জগদায়নের বলবর্তী নহেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বলবর্তী, বলবর্তী [সি] বিণ অনুগত; অধীন। 'বৈরাধনবাসনার বলবর্তী হইয়া ... প্রভক্তভা করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'কয়েক দিনের জন্য দুরাশার বলবর্তী হইয়া ...' মশাররক, ১৮৮৫; 'নানাবিধ

কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া উঠিতেছে।' প্রভাত, ১৮৯৭।

বশ মানা কি বশীভূত হওয়া। 'নারী কহু বশ নাই মানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বশ রক্তরাঙ্গা কি অনুরক্ত থাকা। 'কেবল প্রেমের বশ রক্ত' ভবানী, ১৮২৫।

বশী [স বশ>] বিপ বশবর্তী। 'ধনদানে সকল ধনীকে বশী করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বশীকরণ [স] বি সম্বোধিত করার মন্ত্র। 'তিনি ... বশীকরণ ... জাদু, ভেলিক ও নানা প্রকার দৈব বিদ্যা ভালো জানেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

বশীকরণ লতা [স] বি এমন লতা যা দিয়ে বশ করা যায়। 'এনে দে বশীকরণ লতা - বাঁধবে ছাঁদে ছাঁদে।' তারা, ১৯৪২।

বশীভূত [স] ১ বিপ নিয়ন্ত্রণে আছে এমন। 'সমস্তই ভাগ্যের বশীভূত।' কেরি, ১৮০২। ২ বিপ অনুগত। 'রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১২; 'সমস্তশালী সুবিখ্যাত রাজকৃত উহারে বশীভূত হইল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৩ বিপ বশ মেনেছে এমন। 'আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বশীভূতা [স] বিপ স্ত্রী বশবর্তী। 'যদি 'খামীর বশীভূতা থাকি তবে বহু বশীভূত হইবেন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫; 'নিতান্ত জানিও আমি তব বশীভূতা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বশবৎ [স] বিপ অনুগত। 'একান্ত বশবৎদ গ্রীষ্মদিবসে দস্ত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বশবৎতা [স] বিপ স্ত্রী অনুগত। 'সুবিদীতা, বশবৎতা, রোজা-পালিনী।' বেগম, ১৯৪৮।

বশবৎ [স বশবৎ] বিপ বশবর্তী। 'পাখির শোক, তাপ ও ঝড়ের বশবৎ।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বশত, বশতঃ [স] ক্রিবিপ কারনে; হেতু। 'অজানবশতই ব্রীক্ষপ অনুকণ দুর্ভিক্ষ রতা।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'বায়ুবো বশতঃ, সহসা জাহাজ আদৌগিত হইলেন ... সমুদ্রে পতিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বশতো [স বশতঃ] ক্রিবিপ কারণে। 'জীবের জন্ম মৃত্যু কর্তৃ বশতো ...।' দর্পণ, ১৮২১।

বশা [স বিপ>] ক্রি উপবেশন করা। বশীয়া ক্রি বসে আছে। 'তথা বশীয়া সবে দেবরাজ।' বড়ু, ১৪৫০। বশীতে ক্রি বসিতে; বসতে। হ্যালব্রু, ১৭৭৩। বশীয়া ক্রি বসিয়া; বসে। ওর্গা, ১৭৮২। বৈশ ক্রি বসে। 'হাউলি সকল দান বৈশ মোর পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। বৈশে ক্রি বসে। 'মোহন শিশুর কাপল পর্যা বৈশে তার পাশে।' হুসুদ, ১৬০০। বৈশী ক্রি বসি। 'বোল মোরে বৈশী ডোর পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। প্র বশা

বশ্য [স] ১ বিপ সম্বত। 'জ্ঞানক জ্ঞানী মোর যদি হও বশ্য।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিপ অনুগত। 'বালককে উপদেশ করিলে অবশ্য বশ্য হইবে।' দর্পণ, ১৮৩১।

বশ্যতা [স] ১ বি বশবর্তিতা। 'সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, বা হিন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চকু ফিরিল না।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি আনুগত্য। 'অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বশ্যা [স] বিপ স্ত্রী অধীন। 'কোন নগরহা বয়হা বোয়্যার বশ্যা হইয়া তাহারি দাস্যাদি কর্ণে কুমারী ...।' ভবানী, ১৮২৮।

বসু [স বসু] বি হিন্দুদের বংশনাম-বিশেষ। 'মেয়র্স, ১৭৫৭। প্র বসু

বস্টম [স বৈষ্ণব] বি বৈষ্ণব। 'আর বস্টমদের মদ খেতে বিধি আছে।' হেতুম, ১৮৬১।

বস্টম তন্ত্র বি বৈষ্ণবের উপাসনা সংক্রান্ত শাস্ত্র। 'বস্টম তন্ত্রের কতী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে।' হেতুম, ১৮৬১।

বস্টমী বি স্ত্রী বৈষ্ণবী। 'ভরসিনী তোমার বস্টমীর নাম বুঝি।' মাইকেল, ১৮৬০।

বস্তুমতি [স বস্তুমতি] বি স্ত্রী পৃথিবী। 'কল্লমান দেবি বস্তুমতি।' মালাধর, ১৫০০।

বস' [স বশ] ১ বি প্রভাব। 'মনমথ বসে রাখা তেজিল লাজে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ বশীভূত। 'তোরা বস ভৈল ক্ষিত্রবনের রাজ' বড়ু, ১৪৫০; 'সত্যভামার বস কৃষ্ণ সর্বলোকে জানি।' মালাধর, ১৫০০। প্র বশ

বস' [স বরস] ১ বি কুমড়া। 'মোহোৎসব, ১৭৪৩। ২ বি একতারা; লাউয়ের খোল। 'সিরাজ সাই কম বাজে না তাতা বস।' লালন, ১৮৯০।

বস' [স] ১ বিপ ঠিক; যথেষ্ট। 'আমার ছেলে মোটামুটি শিশিবেই বস আছে।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ অব্য আর কিছু প্রয়োজন নেই এমন ভাবসূচক। 'কান্নের মুখ দেখতে চাইনি, দুক দুক মদ খেতে চাই।' মাইকেল, ১৮৮৬।

বস' [স] বি মনিব। 'বস মশার সগায় পড়ে দাদন ব্যাড়ে ক্যান্ডাম।' সীনবহু, ১৮৬০।

বস' [স] বি বাস। 'বি ঘোড়ার টানা ঘাটীরাই বড়ো গাড়িবিষে (১৮৯৫ সালের আগে মোটরচালিত বাস আবিষ্কৃত হয়নি)। 'উহার নাম গ্লিবস কিন্তু সচরাচর ইহাকে বস বলে।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

বসত [স বসতি] ১ বি বসবাস। 'যেহত সকলো মুনীষো বিবাহো করে, গৃহতো করে ... সেই রূপ দেবকী আর বসুদেবের বসত।' অতীন্দ্রিয়ো, ১৭৪৩; 'পুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব তবু ও গায়ে আর বসত করবো না।' সীনবহু, ১৮৬০; 'কও দেখি কার অধিকারে বসত কর সবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি বাস। 'পঁয়ত্রিশ ঘর উত্তরি বসত, বাবসা জাঞ্জিম বুনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বসহ [স বসতি] বি বসবাস। 'এমন অধিকারে বসহ করা যায় না।' কেরি, ১৮০২।

বসতখানা [বসত+খা খানাত] বি বসতি। 'মাতাপিতার নাই ঠিকানা অর্চিন দেশে বসতখানা।' লালন, ১৮৯০।

বসতনির্মাণ [বসত+স নির্মাণ] বি বাসস্থান তৈরি। 'সফল কীর্তি তো আঙ্গুলে গোনা যায়; বসতনির্মাণ, বাশরক্ষা।' গঙ্গা, ১৯৬৬।

বসতবাড়ি বি বাসগৃহ; যে বাড়িতে স্বামীভাবে বাস করা হয়। 'আমার এক নিজ বসতবাড়ী যৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহন্ত।' মেয়র্স, ১৭৫৮।

বসতবাড়ি, বসতবাড়ী বি যে বাড়িতে বাস করা হয়। 'বসতবাড়ির ঝগড়া কেহে কিছুই আমার মতিতোলা না।' লালন, ১৮৯০; 'অবশেষে বসতবাড়ী বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'ভাৱা বসতবাড়ি বেচিতে হইয়াছে।' জগীশ, ১৯০০।

বসতবাস, বসতবাহ ১ বি বসবাস। 'সন্দন বিমজ্জিম বসতবাস করিয়া ...।' ওর্গা, ১৭৮২। ২ বি স্থায়ী বসতি। 'সেই দেশে ঘর ঘোর করিয়া বসতবাস করিলেন।' রায়রাম, ১৮০১।

বসন্তঃ [স] ত্রিবিধ বসন্তঃ কারণে। 'দৈব বসন্তঃ ধনসম্পদ নষ্ট হইলে ...'। গায়ত্রী, ১৮৬০। দ্র বসন্ত

বসতি [স] ১ বি আবাস। 'সমুদ্রতীরেতে আসি করিলা বসতি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বসবাস। 'পরমানন্দপুত্র কৃষ্ণভক্ত মহামতি পূর্বে যার ঘরে নিতানন্দের বসতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'এক স্থানে কথোকালা করি গ বসতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বাসস্থান। 'বসতি সবার হৃত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি অবস্থান। 'কোন মতে করিলেক অজ্ঞাত বসতি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বসতিবিস্তার [স] বি বাসস্থানের প্রসার। 'বিদর্ভ পর্যন্ত মনু সন্তানোয়া ... বসতিবিস্তার ও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।

বসতিযোগ্য [স] বিণ্য বাস করা যায় এমন। 'মনুষ্যের বসতিযোগ্য সমুদয় বিষয় আছে।' অক্ষর, ১৮৪৩।

বসতিয়া [স] বসতি। বি বাসগৃহ। 'সানোএল, ১৭৪৩।

বসতিশূন্য [স] বিণ্য বসবাস নেই এমন। 'সমুদ্রে বসতিশূন্য প্রান্তর।' ওয়াসী, ১৯৪২।

বসতিস্থান [স] বি বাসস্থান। 'তাহারদিগের বসতিস্থান খালাসিটোলা।' ভবানী, ১৮২৫।

বসতী [স] বসতি। বি বসতি; জীবন। 'আইল চৈত মাস কি মোর বসতী আশ।' বড়ু, ১৪৫০।

বসত্যা [স] বসতি। বি বসিন্দা। 'রপ্তিগিউস সাহেব ছকুম মাপেন কলিকাতা সহরের ... দরবস্ত বসত্যা দিগকে প্রচার করিতে।' কাশ্যে, ১৭৮৭।

বসন [স] ১ বি বস্ত্র। 'পীত বসন শোভে বাণী ধরে করে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আবরণ। 'হৃৎকোর ছাড়িল যখন বুসে গেল নুরের বসন-লাগন, ১৮৯০।

বসনালঙ্কার [স] বি বস্ত্রের সুবাস। 'তোমার বসনালঙ্কার বরণ করেছি আজ এই বসন্ত সমীরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বসনগ্রন্থা [স] বি পোশাকাদি ব্যবহারের রীতি। 'ধন্যাড়ের অশনগ্রন্থা, বসনগ্রন্থা, শয়নগ্রন্থা ক্রিয়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

বসনবন্ধ [স] বি বসনের বন্ধন। 'আখেক বসনবন্ধ খুলিয়া বসি গিয়া বাটারনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বসনভূষণ [স] বি পোশাক ও অলঙ্কার। 'সকলেই হিন্দুস্থানীয় ব্রীলোকদিগের বসনভূষণ পরিয়া যাইয়া থাকেন।' অক্ষর, ১৮৪২; 'তরুণীর দল ... বসনভূষণ সবুত করিতে লাগিল।' নজরুল, ১৯৩১।

বসনভূষা [স] বি পোশাক ও অলঙ্কার। 'বসনভূষা মলিন হল খুলায় অপমানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বসনহীনা [স] বিণ্য নয়; বিবসনা। 'একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর-রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখণুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বসনাঙ্কল [স] বি কাপড়ের আঁচল। 'আবক্ষজলে বসনাঙ্কল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বসনাঙ্কুরাল [স] বি পোশাকের অন্তরাল। 'মলিন বসনাঙ্কুরাল হইতে মহাবীরজীর 'পরসাদ' বাহির করিয়া খাইতে লাগিল।' বনকুল, ১৯৩৬।

বসনাবৃত্ত [স] বি বসন আচ্ছাদিত। 'প্রভাকর ... বসনাবৃত্ত হইয়া পশ্চিমাচলে গমনোদ্যোগ করিতেছেন।' যশোররত্ন, ১৮৬৯।

বসনিয়া [স] বসতি। বি বাসগৃহ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

বসনু [স] বসনা। বি বসন। 'বাঘ ছাল নহি মোরা নেতক বসনু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বসন্ত [স] ১ বি ফাল্গুন ও চৈত্র মাস নিয়ে যে ঋতু। 'কুসুমিত তরুণণ বসন্ত সমএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সুসময়; প্রেমের সময়। 'হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বসন্ত-অশিল [স] বি বসন্তের বাতাস। 'কানন মাতিয়াছিল বসন্ত-অশিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বসন্তঋতু [স] বি বসন্তঋতু। 'আর ... বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বসন্তকাল [স] বি শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী ঋতু। 'বসন্ত কালে কোকিল রাএ।' বড়ু, ১৪৫০; 'আঃ আপোড়া বসন্তকাল আর কত কাল থাকিবে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বসন্তকোকিল [স] বি বসন্তকালের কোকিল। 'আহা! ঘোর বরিষায় যে বসন্তকোকিল নীরব।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বসন্ত-গত [স] বিণ্য আনন্দ-সৌন্দর্য ইত্যাদি বিগত। 'এবারের মতো বসন্ত-গত জীবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বসন্তদূত [স] বি বসন্তের বার্তা নিয়ে আসে যে ফুল। 'নিহত দিনের দীর্ঘযাত্রায় ফোটে বসন্তদূত।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বসন্তনিশি [স] বসন্তনিশি। বি বসন্তকালের রাত। 'একুন্ত বসন্তনিশি, তাহাতে পূর্ণিবাণিশি।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বসন্তপবন [স] বি বসন্তের বাতাস। 'আগেকার মতো করে স্নেহে তার নাম ধরে উজ্জসিবে বসন্তপবন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বসন্তবয়স [স] বি বৌবনকাল। 'বেমন চোখের আড়ি সরে যায় বসন্তবয়স।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

বসন্ত-বাতাস [স] বি বসন্তকালের বাতাস। 'তুলেছে মর্মর তান বসন্ত-বাতাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বসন্তব্যায় [স] বি বসন্তের বাতাস। 'বসন্তব্যায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটিছে ফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বসন্তবায়ু [স] বি বসন্তের বাতাস। 'হায় বসন্তবায়ু মিছে চলে গেল খসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বসন্তবিহার [স] বি বসন্তকালের প্রমোদভ্রমণ। 'কৃষ্ণ গোপিনীগণ সমভিবাহারে যমুনাতীরে বসন্তবিহার করিতেছিলেন।' প্রমথ, ১৮৯০।

বসন্তবেশ [স] বি বসন্তের আবেশ। 'স্ফীত বসন্তবেশ নিরুদ্ধশ যাত্রা করে ছোয়ারের জলে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বসন্তযাপন [স] বি বসন্ত উপভোগ। 'বসন্তযাপন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বসন্তরাজ [স] বি ঋতুরাজ বসন্ত। 'বসন্তরাজ এসেছে আজ।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বসন্তরান্ধী [স] বি বসন্তরূপ লক্ষী। 'চরিত্রিক, কিশলয় ও কুসুম সুশোভিত নানারিধ পাদপসমূহ বসন্তরান্ধীর সৌভাগ্যবিকার করিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বসন্ত সময় [স] বি বসন্তকাল। 'বসন্ত সময় তেজস্তের সরহদে পছিয়া।' কাশ্যে, ১৭৮৪।

বসন্তসমীর [স] বি বসন্তের বাতাস। 'যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর।'।

রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বসন্ত-স্মৃতি [স। বি বসন্তকালের স্মৃতি। 'গত বর্ষের বসন্ত-স্মৃতি
জলের লিখন হল।' হোসেন, ১৯৪০।

বসন্তোৎসব [স বসন্ত-উৎসব] বি বসন্ত ঋতুকে ষাগত জ্ঞানানোর
উৎসব। 'এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯১১;
'সেখানে যা বসন্তোৎসব ছিল, তার অপভ্রংশ হচ্ছে একাংশের ছোঁয়।'
প্রমথ, ১৯৪১।

বসন্ত [স। বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বসন্তরাগঃ'। বড়ু, ১৪৫০।

বসন্ত বাহার [স বসন্ত+ফা বাহার] বি (সঙ্গীত) রাগবিশেষ।
বাহরাম, ১৬৫০: 'আখখানা সুর যেমনি লাগাই বসন্ত বাহারে।'
রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বসন্তরাগ [স। বি সঙ্গীতের রাগবিশেষ। 'গোড়া থেকেই গল্পটাকে
বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাইলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বসন্ত [স। বি রোগবিশেষ। 'বসন্তের চিকু আছে মুখে।' মুহম্মদ, ১৬০০।

বসন্তভীত বিণ বসন্তরোগাক্রান্ত হয়ে পায় এমন। 'বসন্তভীত আবাল-
বৃদ্ধ-বনিতা ... মিলে হরি-সংকীর্তন করে।' নজরুল, ১৯২৭।

বসন্তের কাটি বি বসন্তের দাগ। মানোএল, ১৭৪৩।

বসন্তের ঝাটি বি বসন্তের দাগ। মানোএল, ১৭৪৩।

বসন্তবউরী বি পাখিবিশেষ। 'বসন্তবউরী দুটো এই বলে হা হা করে
হাসে।' জীবন, ১৯৩০: 'একটা বসন্তবউরী পাখির মত।' জীবন,
১৯৪৮।

বসন্তবৌরী বি পাখিবিশেষ। 'মরা ফক্কুফুরের ডালে বসে দুই
বসন্তবৌরী।' শক্তি, ১৯৬৯।

বসন্তী [স বসন্তী] বি বসন্তবিশেষ; কমলা। 'ধানি আরি বসন্তী
ইত্যাদি নানা রঙীন সাদি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮: 'বসন্তী
রঙ বসনখানি/নেশার মতো ঢকে ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বসন্তীরাড়া বিণ ক্রী পেরুম্মা রঙের; কমলা রঙের। 'এক দিকে
বসন্তীরাড়া কাঁচুলির উজ্জিত রাড়া পাড়টি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বসবাস [স বসতি>] বি স্থায়ী বাস। 'শ্রীখণ্ডায়েতে বসবাস'। শেখর,
১৬০০।

বসবাসযোগ্য [বসবাস+স যোগ্য] বিণ বসবাসের উপযোগী। 'এ
প্রাসাদ বসবাসযোগ্য মনে না-হয় আমার।' শ্যামসুর, ১৯৬৬।

বসমাদার বি পোশাকবিশেষ। 'কেহবা রঙিন খান চেরা বসমাদার ...
পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বসরাই বিণ (ইরাকের) বসরায় জাত। 'ভাঁহার মনোহর গাল, বসরাই
গোলাপের মতো।' বিন্দা, ১৮৭৩: 'আদান করিতে জালিলে
কাঠোলাগাল বসরাই গোলাপে পরিণত হয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

বসাঁ, **বসানো** [স বস্>] ১ ক্রি বাস করা। 'সুখে মৃগকুল বসে।' বড়ু,
১৪৫০: 'সে ভল কে বর বসএ বিদেশে।' বিন্দ্যশক্তি, ১৪৬০:
'মাএর সহিতে সেই অরনা বসএ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি উপভিত্তি
করা। 'পাশে সবা বসাইলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ ক্রি স্থাপন
করা। 'বসাইল নব রাজ্য কাটিয়া কানন।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৪ ক্রি
অধিষ্ঠিত করা। 'ভাঁহকে অযোধ্যার রাজ্য খেতাব দিয়া সিংহাসনে
বসাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৫ ক্রি আশ্রয় করা। 'সভা বসিতে
ইতেছার দেওয়া গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৭। ৬ ক্রি প্রতিষ্ঠা করা।
'দুই বা তিন সৌচের সীকো বসায় ঘাইবে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৭ ক্রি
প্রোথিত হওয়া। 'আরতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় একরকম বসে

যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৮ ক্রি অনুষ্ঠিত হওয়া। 'আহাঙ্কে প্রতি
বহিবারে গির্জা বসে।' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫: 'নিত্যসভা বসে তোমার
প্রাঙ্গণে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৯ ক্রি নির্বিষ্ট করা। 'প্রত্যেক শব্দটির
উপর মন বসাইতে না পারিলে ...' প্রমথ, ১৮৯০। ১০ ক্রি খোলা।
'নতুন ডাকঘর বসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ১১ ক্রি ঢুকে যাওয়া।
'চিড়িতলি ঐয় কাটিয়া বসিয়া গেল অসলার হাতে।' মাদনিক, ১৯৪০।
বয় ক্রি বসে থাক। 'একবার সুরুরের দেশে বয় মেষ দম কসে।'
লালন, ১৮৯০। বস ক্রি বসে। 'আমার আসবে বস জয় জয় দিয়া।'
মাদনিকরাম, ১৭৮১। বসএ ক্রি বাস করে। 'মাএর সহিতে সেই
অরনা বসএ।' মালাধর, ১৫০০। বসতুম ক্রি বসতাম। 'বড়ো
আরামে জ্বালালাটির কাছে গিয়ে বসতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। বসন ক্রি
বসেন। 'লজ্জা পাই রহে পাণী বসন ঘুরিয়া।' সুলতান, ১৭০০।
বসন্ন ক্রি অবস্থান করে। 'তথাপি তোমার যদি নিকটে বসন্ন।' বৃন্দা,
১৫৮০। বসনি ক্রি অবস্থান করে। 'কথা না বসনি কাহাঙ্কি কথা
তোর ঘর।' বড়ু, ১৪৫০। বসহ ক্রি বাস করবে। 'সকল সময় মুখে
বসহ সাপরে।' বড়ু, ১৪৫০। বসাইতে ক্রি বসতি স্থাপন করাতো।
'দল পাশ ঘর প্রভা এই স্থানে বসাইতে পারহ।' রমেশ্বর, ১৮০২।
বসাইল ক্রি বসালো। 'বসাইল আসনে মূনি পান্ড্য অর্ঘ্য দিয়া।'
মালাধর, ১৫০০। বসাইল্য ক্রি বসালো। 'বসাইল্য নৃপতি পাটে পুন্সু
রাজা গুজরানে।' ব্রহ্মদ, ১৬০০। বসাবে ক্রি বহাল করবে। 'পুনঃ
মুখে সিংহাসনে বসাবে তোমায়।' গিরিশ, ১৮৮৭। বসায় ক্রি
স্থাপন করবে। 'কত হাট ব্যাঘ্র বসায় কত জন।' বৃন্দা, ১৫৮০।
বসি ক্রি বসে। 'বসি ক্রি অবস্থান করে। 'বসি তোকে তার পাশে করিহলি
উপস্থানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি অবস্থান করি। 'অনুমান করিয়া
একটাক্ষে বসি।' মালাধর, ১৫০০। বসিণী ক্রি বসে। 'বসিণী
রাধার পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। বসিএ ক্রি বসে। 'বৃক্ষমূলে বসিএ
বিরোধ ভাবি একা।' মাদনিকরাম, ১৭৮১। বসিণিয়া ক্রি উপবেশন
করে। 'পাশ তসে বসিণিয়া হবি আপনি বসিয়া।' মালাধর, ১৫০০।
বসিহস্ত ক্রি বসেছে। 'সভা করি বসিহস্ত হরিষ অন্তঃ।' সুলতান,
১৭০০। বসিহে ক্রি বসেছে। 'অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি বাটেত বসিহে।'
সুলতান, ১৭০০। বসিএঁ ক্রি বসে। 'ভায়াত বসিএঁ কাহ কুয়িদী
কাড়ে।' বড়ু, ১৪৫০। বসিতে ক্রি বসায়। 'পাণি বিসিতে
তরুশাতচলনে।' বড়ু, ১৪৫০। বসিবা ক্রি বসবে। 'কনাটীত কালি
বা বসিবা সিংহাসন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বসিমু ক্রি বসাবে। 'দুই মিরা
এক সিংহাসনেত বসিমু।' সুলতান, ১৭০০। বসিয়া ১ ক্রি অবস্থান
করে। 'ইন্ড্রিয়াদি দেবগণে বসিয়াত এক স্থানে।' মালাধর, ১৫০০।
২ ক্রি বসে। 'ধৃতরাষ্ট্র কেহ কথা নিষ্ঠনে বসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।
বসিয়াছে ক্রি বসেছে। 'বসিয়াছে ঠাকুর মহেশ।' রূপরাম, ১৭৫০।
বসিয়া বসিয়া ক্রিবিণ অপেক্ষায় রত থেকে। 'বহু কষ্টে বসিয়া২
কখনবা মেঘ পতর ন্যায় ...' দর্পণ, ১৮৩৩। বসিল ক্রি বসলো।
'বসিল জ্বলে কুড়ী ...' বড়ু, ১৪৫০। বসিল্য ক্রি বসলেন। 'শচী
দেবী বেড়ি সব বসিল্য মহান্তঃ।' বিন্দা, ১৫৮০। বসিলাস্ত ক্রি
বসল্য। 'বসিলাস্ত এই আমি চলিতে না পারি।' মালাধর, ১৫০০।
বসিলাস্ত ক্রি উপবেশন করলেন। 'বসিলাস্ত রাধার পাশে।' বড়ু,
১৪৫০। বসিলাম ক্রি বসলাম। 'বৃক্ষমূলে বসিলাম মেঘে বৃগি পুণি।'
মাদনিকরাম, ১৭৮১। বসিলী ক্রি বসলো। 'বসিলী মালাধ দিবা
দেবে।' বড়ু, ১৪৫০। বসিলেক ক্রি বসলেন। 'বসিলেক পঞ্চভাই
হয়ে অবতার।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বসিলেন ক্রি বসলেন। 'বহুক্ষণ
বিচ্ছুর সহ বসিলেন যোগে।' মাদনিকরাম, ১৭৮১। বসিলন্ত ক্রি
বসলো। 'বসিলন্ত সমাজেত অধিক উজ্জল।' বাহরাম, ১৬৫০।
বসিলো ক্রি বসেছে। বসলো। 'ওজর আসনে বিরা চাপিলা
বসিলো।' বড়ু, ১৪৫০। বসী ক্রি বসে; অবস্থান করে। 'কদমের

তলে বসী যমুনার তীরে।' বড়ু, ১৪৫০। বসুক কি উপবিষ্ট হোক।
'জ্ঞান জন্ম চিন্তে মোর বসুক সদায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। বসে ১ ক্রি বাস করে। 'তোরা দেখে বসে বড় রসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি অবস্থান করে; থাকে। 'তোমার দেহত কাছাকাছি না বসে কি গীত।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি উপবেশন করে। 'অমিহ এল্যায় তিনি রহিলেন বসে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ ক্রি বসে হয়ে। 'ঢ় ঢ় করে দুটো বাজলে কেশাল বসে গ্যালো।' হুতোম, ১৮৬১। বসৌ ক্রি বসতি করে। 'গোকুল নগরমার্কে বসৌ তিরকাল।' বড়ু, ১৪৫০। বসেছিঁয়ু ক্রি বসছিল্যাম। 'ভাত খেতে বসেছিঁয়ু ...।' গ্যারী, ১৮৫৮। বস্য ক্রি বসো। 'আস্যহ সুন্দরী বস্য লেখা করি দান।' বড়ু, ১৪৫০। বস্যা ক্রি বসে। 'আরএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কামি।' মুকুন্দ, ১৬০০। বস্যাহে ক্রি বসেছে। 'মুকুন্দা বস্যাহে সল্লিখানে।' মুকুন্দ, ১৬০০। বস্যাহেন ক্রি বসেছেন। 'বিম্বসতা ময়ে বস্যাহেন দেব স্ত্রীহারি।' মালধর, ১৫০০। বস্যে ক্রি বসে। 'জিনিএা ভলুক কুজ বস্যে বুকুর উপর।' মালধর, ১৫০০। বোমিয়ু ক্রি বসবো। 'বাহির হৈলো না বোমিয়ু সিংহাসন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বসতে পেলে ভুতে চায় - একবার সামান্য সুবিধা পাওয়ার পর ক্রমে অধিক সুবিধার প্রত্যাশা। সুবল, ১৯০৬।

বসিয়ে দেওয়া ক্রি যুক্ত করা। 'অমি ভার মুখে যদি একটা নিতান্ত অনশত রুখাও বসিয়ে দিখু ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বসে থাকা ১ ক্রি কোনো জায়গায় স্থির হয়ে থাকা। 'সারা দিন রাত ওমরি ওমরি কেবলি আছি বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি অপেক্ষা করা। 'সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বসে বসে ক্রিবিধ অনেকখ বসে থেকে। 'দুজনে বসে বসে দোলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বসে যাওয়া ১ ক্রি গেষে যাওয়া। 'ও-সকল ভাব আমাদেউর মনেও এখনো পুরো বসে যায়নি।' প্রমথ, ১৯২০। ২ ক্রি আসিয়া সে-সব কাপড় নীল-সোহিতের গায়ে ঠিক বসে গেল।' প্রমথ, ১৯২৩। ৩ বিধ ডেবে যাওয়া। 'অনেকখানি ফটল-খরা, কিছু কিছু বসে-যাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ ক্রি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। 'বাবসাই আজকাল বসে যেতে বাসেই।' জীবন, ১৯৩২।

বসাক ১ বি বাজালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'চুড়ামণি বসাক।' সেরবি, ১৮৪০। ২ বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'শেঠ আর বসাক তাঁড়ির শ্রেষ্ঠ যারা।' তপ, ১৮৫৮।

বসানো ১ বি বসা

বসানো ১ বিণ বচিৎ। 'সেই মুক্তো-বসানো আরেকটা আছে, সেইটে আনো।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, ভবুও কি সত্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ রচিৎ। 'অনেকগুলি জ্যোতিদানার রচিত গথের সুরে বসানো।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বসিঠি [স বসিঠা] বি রাজদূত। 'পুছিতে উচিত হয় পাঠাই বসিঠি।' আদ্যওল, ১৬৮০।

বসী [স বশা] বিণ বসীভূত। 'ব্রহ্মদ কুমার রভস বসী/ অবহি উগত কুগত সসী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ১ বিণ

বসীভূত [স বসীভূতা] বিণ বসীভূত। 'আমার বসীভূত হইবা।' রামরায়, ১৮০২।

বসু [স] ১ বি হিন্দুদের বংশনাম-বিশেষ। 'বসু মিত্র কুলের প্রধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হিন্দু পুরাণোক্ত অষ্ট গণদেবতাবিশেষ।

'শাশিগাহে অষ্টবসু বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি রণি। 'বসু হীন হেনো রবি করি বিতরণ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৪ বি ধন। 'রত্নগর্ভা বসুমতি সশা তায় বসু।' তপ, ১৮৫৮।

বসুধা [স] বি পৃথিবী। 'কালকেতু-লভে বসুধা কশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বসুধা-কাঁসর বি পৃথিবীরূপ কাঁসর। 'বাক্সিল আকাশ-ঘটা, বসুধা-কাঁসর।' নজরুল, ১৯২৪।

বসুধারা [স] বি (হিন্দুসমাজ) ব্রতবিশেষ। 'বসুধারা ব্রতের হুড়াটিতে স্পষ্ট বলা হয়।' অবন, ১৯১৯।

বসুন্ধরা [স] বি পৃথিবী। 'বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বসুন্ধরা ব্রত [স] বি (হিন্দুসমাজ) ব্রতবিশেষ। 'বসুন্ধরা ব্রত করছে গোয়ের মেয়েরা।' অবন, ১৯২৫।

বসুন্ধরে [স] বসুন্ধরা, সম্মো-এ-কার বি বসুন্ধরা; পৃথিবী। 'হে বসুন্ধরে! বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণ-পোষণ ও ধর্মরক্ষা করিতে হয় ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বসুমতি [স] বসুমতী বি পৃথিবী। 'তমালশ্যামল বসুমতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বসুমতী [স] বি পৃথিবী। 'আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'সন্তুষ্টীপা বসুমতী করে টাললে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বসুমতী [স] বি পৃথিবী। 'বসুমতী মাতা সবাকার।' তপ, ১৮৫৮।

বসু, বসুজ [স] ক্রিবিধ সহ; সুখ। 'চতুর্মিখা বসুজ মাএ আমলা সমেত তোমার স্থানে ...।' মের্স, ১৭৫৭।

বস্ক [স] বষণ বি বাকর। 'রাসা মুখো হইতলী বাজনা, সাজা সায়েব তুলক সওয়ার, বরের ইয়ার বস্ক।' রবীন্দ্র, ১৮৬৩।

বক্সি [স] বক্ষণীণ বি পুরস্কার। 'বক্সি বিত্তর পাবি বহুমুখ্য হার।' মানিকরাম, ১৭৮১। ১ বি বক্ষণীণ

বক্সা [স] ১ বি পুষ্টি। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বড়ো থলে; ছালা। 'কৃপাকট হইয়া ... সাত হাজার বক্সা ভুলু ... পাঠাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯। 'বক্সা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'স্নেহাশিস এক বক্সা পাঠাই।' নজরুল, ১৯২৬।

বক্সাপাচা ১ বিণ বহ পুরানো। 'এই বক্সাপাচা বিচার এখনলজি আনুগুণলজি প্রভৃতি নাম ধারণ করে।' প্রমথ, ১৯৩০। ২ বিণ পুরানো এবং বাক্সে। 'আসছে বরাজ বক্সাপাচা।' নজরুল, ১৯৩১।

বক্সাবন্দী, বক্সাবান্দি [স] বিণ গীত-বাঁধা। 'দেশের অধিমজ্জা ছাড়ুক বানিয়ে ঢুলেছে বক্সাবন্দী ভাণোমানন্দী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। 'পর্দা বলতে যেমন আপাদমস্তক বক্সাবান্দি অবস্থা বোঝায় না।' কেশব, ১৯৪৯।

বক্সা-বহা বিণ বক্সা বহিছে এমন। 'হাটবারে ভোরবেলা বক্সা-বহা গোড়টাকে ডাড়া দিয়ে ঢেঁসা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বক্সা-ভরা বিণ পরিপূর্ণ। 'বাক্সবের ভাষায় এর মধ্যে বক্সা-ভরা আদিসর করুণরস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বক্সাভর্তি বিণ বক্সাপূর্ণ। 'পিছনের দরজার বক্সাভর্তি টাকা ঘুঘ নিছিল যে লোকটা।' সুনীল, ১৯৬৬।

বক্সি [স] বি ভলপেট। বক্সিদেশ [স] বি ভলপেট সংলগ্ন স্থান। 'উহার বক্সিদেশ ক্রমশঃ ক্ষীত হইয়া, অবশিষ্ট সমুদায় অল অপেক্ষায় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বক্সি, **বক্সী** [স বসতি] ১ বি শহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে ঘনবিন্যস্ত কুটিরের সারি। 'সম্প্রতি একজন ইলাজ আমন্ত্রককে দেখিযা কোনো বস্তির অবিবাহীগণ ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বক্সি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'এদিকে খোঁটামোটাঁদের বক্সি-উক্সি সেই শব্দে, ১৯১৭। ২ বি বাসস্থান। 'পৌচিলে ঘেরা বস্তির শিখরেই অনুরূপ পাহাড়।' বিদ্যুত, ১৯৩৮।

বক্সিবাসী, **বক্সীবাসী** [বিধ শহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে ঘন বিন্যস্ত কুটির-শ্রেণীতে বসবাসকারী। 'কলিকাতার বক্সিবাসী ইতর-সাধারণের মধ্যেও একটা প্রকৃষ্ট ইংরেজবিশেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'বক্সীবাসী ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শিখাবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৪৯।

বক্সীবাসিনী [বিধ স্ত্রী বস্তিতে বাস করে এমন। 'বক্সীবাসিনী মা।' হাকিমুর, ১৯০৩।

বস্ত [স] ১ বি পদার্থ। 'বিস হেন বিসম বস্ত্র মহাসেবে খাও।' মালার, ১৫০০। ২ বি আনন্দ। 'প্রবর্ত সাধিতে বস্ত্র অনুরাগে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৫৫০। ৩ বি বিষয়। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সকল করে খেঁজি জনে এক বস্ত্র বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি সারাংশ। 'আবার দরবেশ কর বস্ত্র কোয়ার দেখ না রে।' দালন, ১৮৯০। ৫ বি সম্পদ। 'বস্ত্রই, অন্যায়ের লক্ষ্যকরিত কোটি কোটি মানুষ।' আজাদ, ১৯৪৮।

বস্ত্র-অবজিন্স [স] বিশ বস্ত্রনিরপেক্ষ। 'এই তিনি বস্ত্র-অবজিন্স একটা তত্ত্বাবহ নর।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বস্ত্রক [স] বিশ বস্ত্রবাক্য। 'ভাষায় সাধারণতঃ বস্ত্রক এবং নির্বস্ত্রক এ দু'রকম পদ পাওয়া যায়।' হুই, ১৯০৪।

বস্ত্রগত [স] ১ বিশ বাস্তব। 'যেখানে বস্ত্রগত কোনো পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক।' রবিন্দ্র, ১৮৭৫; 'তাহা আত্মসম্মতি কালে বস্ত্রগত সভ্যরূপে উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ বিশ বৈশিষ্ট্যক। 'তার মধ্যে প্রাণগত বুদ্ধি সেই বস্ত্রগত বস্ত্রক-আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বস্ত্রগত্যা [স] বিশ বাস্তব; প্রকৃত। 'এ কথাটা East-এর Ideal হতে পারে, কিন্তু বস্ত্রগত্যা সত্য নয়।' প্রমথ, ১৯২৫।

বস্ত্রচর্চা [স] বি বস্ত্রবিষয়ক অনুশীলন। 'ওর চলে বাওয়ার হাওয়ারতেই আমার বস্ত্রচর্চার জাল ছিড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বস্ত্রজগৎ [স] ১ বি বাস্তব পৃথিবী। 'আদি উভচর - মানসজগৎ এবং বস্ত্রজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমরা সশাশ বসব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি জগৎজগৎ। 'বস্ত্রজগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বস্ত্রজ্ঞান [স] বি বাস্তব ধারণা। 'অদ্ভুত বস্ত্রজ্ঞান নানিক প্রাকৃতিক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বস্ত্রজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত।' প্রমথ, ১৯১৪।

বস্ত্রত [স] ক্রিবিপ প্রকৃতপক্ষে। 'বস্ত্রত পিতৃসেবার আমার আত্মবির আনন্দ জন্মিত।' রবিন্দ্র, ১৮৬৬; 'কোন কথা বস্ত্রত অনুমোদিত।' বসন্তধর্ম, ১৮৭২।

বস্ত্রভাষ্য [স] ১ ক্রিবিপ বাস্তবে। 'বস্ত্রভাষ্য প্রভু যবে কৈল অগ্নিসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিপ আসলে। 'অতএব সে বস্ত্রভাষ্য কিছুই নয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বস্ত্রতত্ত্ব বি বস্ত্রসম্পর্কিত জ্ঞান। 'যাহা যাহা বস্ত্রতত্ত্ব সম্যক প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা।' রবিন্দ্র, ১৮৭৫।

বস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান [স] বি ইশ্বরই সারবস্ত্র এই জ্ঞান। 'তমো নাপ করি তবে বস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বস্ত্রতত্ত্ববিদ [স] বি বস্ত্রতত্ত্ববেদীশীল; পদার্থবিদ। 'ভটিং থেকে রেশমের সুতো বেরতে থাকে বস্ত্রতত্ত্ববিদের টানাটানিতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বস্ত্রতত্ত্ববিদ্যা [স] বি পদার্থবিজ্ঞান। 'আমার তো আছে বস্ত্রতত্ত্ববিদ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বস্ত্রতত্ত্ব [স] ১ বিশ বাস্তববাদী। 'আমি বস্ত্রতত্ত্ব।' উল্লস বাস্তব আর আবুততার বেশখানা তেওঁ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি বাস্তবতা; বাস্তব সত্য। 'তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভুলো, বস্ত্রতত্ত্ব যদি কিছু থাকে তবে সে এ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বস্ত্রতত্ত্বতা [স] বি বাস্তব বা ইন্ডিয়ান্নাথ বিষয়কে গ্রাহ্যনা দান; বাস্তবতা। 'রবীন্দ্রবাবুর কাণো বস্ত্রতত্ত্বতা সেই বলগে ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

বস্ত্রতত্ত্ববিব্রক [স] বিশ বাস্তবতাবিরুদ্ধ। 'উপরের বস্ত্র আকাশ হইতে দেখাই বস্ত্রতত্ত্ববিব্রক।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বস্ত্রতপস্কে [স] ক্রিবিপ প্রকৃতপক্ষে। 'বস্ত্রতপস্কে, শত-শত শতাব্দীর দুইচ'। ওয়ালী, ১৯৮৬।

বস্ত্রতাত্ত্বিক [স] ১ বিশ বাস্তববাদী। 'আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্ত্রতাত্ত্বিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'এই বিশ্বাসে মোশা প্রকৃতি বস্ত্রতাত্ত্বিকেরা মানবমনের ...।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বিশ বস্ত্রগত। 'এই যে বস্ত্রতাত্ত্বিক বিশ্ব ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বিশ বস্ত্রবাদী। 'আনন্দ নিরাক বস্ত্রতাত্ত্বিক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছে।' শরীফ, ১৯৬৮।

বস্ত্রনিচয় [স] বি বস্ত্রের সমষ্টি। 'পার্শ্বি তত্ত্বজ্ঞ বস্ত্রনিচয় ও ব্যাপারসমূহের বিষয় ... সুপরিজ্ঞাত ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বস্ত্রনিষ্ঠ [স] বিশ বাস্তবসম্মত। 'রূঢ় জীবনের বস্ত্রনিষ্ঠ ছবিটি যেভাবে ফুটে উঠেছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বস্ত্রশিখ [স] বি বস্ত্রকণা। 'সূর্যের ভিতরের দিকে বস্ত্রশিখ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বস্ত্রপুঞ্জ [স] বি বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি। 'সেই জগৎক আর কেবল খটনাপুঞ্জ ও বস্ত্রপুঞ্জ করিয়া দেখা যেন না।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'নন্দন্যলোকের অনুবর্তী আকাশে যে বস্ত্রপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নির্ভিত্তা হিসাব করলে জানা যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বস্ত্রপুঞ্জসংঘটিত [স] বিশ নানা বস্ত্রের সম্মিলনে গঠিত। 'এই বস্ত্রপুঞ্জসংঘটিত বিশ্বের সঙ্গে সে গোলকপুর্ণী আকাশটাও বিক্ষরিত হয়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বস্ত্রবান্ধন বি বস্ত্র জগতের বন্ধন। 'ছিন্ন করি বস্ত্রবান্ধন-ডোর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বস্ত্রবাসীশ [স] বি জড়বাল বিশারদ; বাস্তববাদী। 'বস্ত্রবাসীশ, এ কোন জারগার আমাকে আলসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বস্ত্রবাদ [স] বি যে মতে প্রত্যেক বস্ত্রকে গ্রাহ্যনা দেওয়া হয়; রিয়েলিজম। 'বৈজ্ঞানিক বস্ত্রবাদ অথবা খাড়াশী মানসের বিবর্তন উঠতো ঝলমলিয়ে দিযা তার্কিকের জাগর মনবিভার।' গামসুর, ১৯৭২।

বস্ত্রবাদিনী [স] বিশ স্ত্রী বাস্তববাদী। 'ইন্দ্রিরা বস্ত্রবাদিনী।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

বস্ত্রবাদী [স] বিশ বাস্তববাদী। 'তার চেয়েও বেশী তারা বস্ত্রবাদী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

পড়িয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ বি প্রশ্ন; কাপড়ের তুল। কালপে, ১৭৮৫। ৩ বিপ নিমুড। ভবানী, ১৮২৩। ৪ বি শাস্ত্রিক গড়ন। 'মাথার ছোট বহরে বড়ো বাঙালি সম্ভান।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৫ বি মাপ। 'চিঠির কাগজ নানা বহরের।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৬ বিণ কৌকল্যমগ্নপূর্ণ। 'খুব দরাক্ষ বহর তার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৭ বি বাড়াবাড়ি। 'যুবতী বাস্তব্যাগী মেয়েদের উপর সেবা প্রতিষ্ঠানের নেতা কুম্বাদের দরদের বহর।' মাহেনও, ১৯৪৯। ৮ বি পরিমাণ। 'তাদের দাবীর বহর হওয়া উচিত যথা সম্ভব ক্ষুদ্র।' মাহেনও, ১৯৪৯। ৯ বি বাহুল্য। 'বরগের বহরটা বোঝা যায় খালাসীখানায় গেলে।' বিমল, ১৯৫৩।

বহর ছোটোটা কি আতিশয্য দেখানো। 'সেলামের বহর ছোটান।' মণীশ, ১৯৬৩।

বহরদার [আ বাহার+ফা দার] বি নৌকার মারি। 'বহরদারদিসের হাখে মহম্মদের টাকা না থাকলে ...।' কালপে, ১৭৯১।

বহরমপুরা বিপ বহরমপুরের। 'যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুরা গুয়ারহ ...।' দর্পণ, ১৮৮১।

বহরী [স] বি বাজ জাতীয় পাখি। 'উড়িলে বহরী গুলি না আসির হাত।' বাহরাম, ১৬৫০।

বহল [স বহল] বিপ ঘন বিস্তীর্ণ। 'আসা বহল পাতহ বহা।' চর্যা ৪৫, ১২০০।

বহস [স বয়স] বি বয়স; যৌবনপ্রাপ্ত। 'প্রথম বহস তুমার হাস পরিহাসে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বহস [আ বাহাস] ১ বি বিরোধ। মালোএল, ১৭৪৩। ২ বি তর্কযুদ্ধ। 'দরকার হলে বহস করার উদ্দেশ্যে।' নজরুল, ১৯৩০।

বহসিয়া বি বিরোধের ভাব। মালোএল, ১৭৪৩।

বহা [স বহু] কি প্রবাহিত হওয়া। বহই কি বয়ে যায়। 'পশ্চাত্তপা মারক রে বহই নাই।' চর্যা ১৪, ১২০০। বহই ১ কি পড়িলে পড়ে। 'বহই নয়ান বারি।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ কি প্রবাহিত হয়। 'এক নদী জলের বহই সর্বক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০। বহই কি বয়ে যায়। 'সতত বয়ে পোর।' আশাভণ্ড, ১৬৮০। বহল কি প্রবাহিত হলে। 'দবিন মলয়ানিল বহল অনুকূল কুসুমিত কানন সাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বহাই কি অসায়। 'আহা গুরু বলিয়া নয়ানে বহাই নীর।' বাহরাম, ১৬৫০। বহি ১ ক্রিবিপ ভেলে। 'দাঁড়কা সহিত ডুবি কাহো বহি গেল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি বয়ে। 'কহিতে কহিতে বহি গেল বার মাস।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ ক্রি বয়ে গেলে। 'পশ্চদল কবর বহি আশীর সর্গোতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বহিআ কি বয়ে। 'মলিকুলে বহিআ ওড়িয়াছে সগাঅ।' চর্যা ৪৫, ১২০০। বহিআ কি বয়ে। 'অথ বহিআ গেলো ফুটবেক কাশী।' বড়ু, ১৪৫০। বহিআ গোঁলো কি বিগত হলে। 'মেঘ বহিআ গোঁলো ফুটবেক কাশী।' বড়ু, ১৪৫০। বহিহা কি বয়ে। 'ভটনী হইয়া খাইব বহিহা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। বহে কি প্রবাহিত হয়। 'যদি গাঙ্গ উজান বহে।' বড়ু, ১৪৫০।

বহানো ১ কি প্রবাহিত করানো। 'প্রপালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিপ বহন করে। 'শিখা পড়িছা ঘারে প্রভু নিল বহাইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বহা [স বহু] কি বহন করা। বহ কি বহন করে। 'বহ তার না কর তো লাঙ্গ।' বড়ু, ১৪৫০। বহসি কি বহন করিস। 'না বহসি তার বোলসি আন কাজ।' বড়ু, ১৪৫০। বহান কি বহন করান। 'আপনার জিনিসপ্রভৃতি বহান তবে তাঁহার শক্তি হইবে।' দর্পণ,

১৮২৯। বহাঅ কি বহন করাও। 'না বহাঅ তার রাখা পুর মোর আশ।' বড়ু, ১৪৫০। বহাইলে কি বহন করালে। 'ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাখারে।' বড়ু, ১৪৫০। বহাএ কি বহন করায়। 'তখা বাটিয়া বহাএ।' বড়ু, ১৪৫০। বহাইলি কি বহন করালে। 'ভার বহাইলে নানো শোশানর পো।' বড়ু, ১৪৫০। বহি কি বহন করে। 'সত অপরাধ বহি মারিম তখন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। বহিব কি বহন করবে। 'পা বলিলেক নাড়িউড়ির ভার, ... আর বহিব না।' তারিণী, ১৮০৩। বহিহা কি বহন করে। 'বহিহা ভাঙ্গির ভারে এড়িলেক নিদ্রা।' মাল্যধর, ১৫০০। বহিলে কি বহন করেছে। 'ভার বহিলে নেহ মজুরী।' বড়ু, ১৪৫০। বহী কি বহন করি। 'সুখে রাজ করে কংস আছে বহী ভার।' বড়ু, ১৪৫০। বহ কি বহন করুক। 'এক মজুরিয়া আন বহ দখিভার।' বড়ু, ১৪৫০।

বহা [ক্রি] বি যথা অভিজ্ঞত হওয়া। 'সময় বহে যার যে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বহাদ্দর [ফা] বি বাহাদুর। দর্পণ, ১৮২৩: 'মহাভারত রামায়ণামণিকা বহাদ্দরের পুত্র।' দর্পণ, ১৮২২। ব্র বাহাদুর

বহার [বি বাহা] ক্রিবিপ বাইরে। 'অসামিক মসির ভেলি বহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বহাল [ফা] ১ বিপ স্থায়ী। 'সেই সে বাদশাই মেয়া আছিল বহাল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বজায়। 'সাবেক বন্দোবস্তের চাকরি বহাল থাকিবে।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিপ অপরিবর্তিত। 'হাইকোর্টের আপিলও তাহাই বহাল রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বহাল ভবিষ্যৎ [ফা বহাল+আ ভবিষ্যৎ] ১ ক্রিবিপ বিনা বাধায়। 'চোর বহাল ভবিষ্যতে একে একে প্রত্যেকের অলঙ্কার খুলিয়া দিবে।' রোকেয়া, ১৯৩১। ২ বিপ যথারীতি সুস্থ। 'হ্যা, সকলেই বহাল ভবিষ্যতে।' শিবরাম, ১৯৭০।

বহাস [আ বাহাছ] বি যুক্তিকর। 'নাহক বহাস কৈরা কি লাভ্য' মনসুর, ১৯৫৫।

বহি [স ব্যতীত] অণ্য ছাড়া। 'হ্রীতি বহি অহ্রীত নাইক কোন কণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বহি [আ] ১ বি খাড়া। 'নিচে লেখামত রিজিষ্টার বহি টেকসালে খোলা থাকিবেক।' কালপে, ১৭৮৯। ২ বি পুষ্টক। 'এমন কোন বিষয় নাই ... যে, সেই সময়ে ইংরেজীতে বহি নাই।' কৃষ্ণজাবলী, ১৮৮৫।

বহিঃ- [স] বিপ বাহির।

বহিঃপৃথিবী [স] বি পরিচিত গভীর বাইরের জগৎ। 'অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর প্রেহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বহিঃগুপ্ত [স] বি উপরিভাগ। 'এ গোলকের বহিঃগুপ্তের চার ভাগের তিন ভাগ ...।' প্রথম, ১৯২৫।

বহিঃপ্রকৃতি [স] ১ বি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। 'বহিঃপ্রকৃতি কোথাও কিছু পৃথক লক্ষিত হইলো ...।' বন্দনপদ, ১৮৭৪। ২ বি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য। 'অন্তঃপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই বো ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বহিঃপ্রদেশ [স] বি বাইরের দিক। 'বহিঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বহিঃপ্রান্ত [স] ক্রিবিপ বাইরের দিক। 'প্রান্ত যেন তাঁদে নিষেধের বহিঃপ্রান্ত কোথা।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৮।

বহিঃশব্দ [স] বি ভিন্ন দেশের শব্দ। 'একশা বঙ্গের মধ্যে অঙ্গশব্দ ও বহিঃশব্দ আরম্ভে প্রাঙ্গ ...।' প্রথম, ১৯১৬।

বহিঃশক্তি [স] বি বাহ্যিক তত্ত্ব। 'অন্তঃশক্তি ও বহিঃশক্তি সম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ, বিনীত, কার্যকুশল, নানাভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বহিঃসংসার [স] বি বাইরের জগৎ। 'যদি তাহাকে ভ্রমশূন্য করিয়া বহিঃসংসারের কার্যপ্রণালি মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বহিঃসৃষ্টি [স] বি বাইরের জগৎ। 'বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বহিঃস্থিত [স] বিণ বাইরে আছে এমন। 'বহিঃস্থিত পতির চরিত্রের প্রতি কত প্রকার সংশয় উপস্থিত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বহিঃ [স] বি বোকা। 'লক্ষ দিয়া বহিঃে চাপিল হনুমান।' কেতক, ১৬৫০।

বহিন [স] ভগিনী। বি বোন। 'মাতৃ বহিন সঙ্গে করি সম্ভাষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সেই 'বহিন' শব্দটি ক্রমেন ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল।' যোকেয়া, ১৯০৬। হ বোন

বহিনশো বি বানের ছেলে। ওয়া, ১৭৮২; 'পিত্রাসের বহিনশো বড় সরকার।' ডাবলী, ১৮২৫।

বহিনি, বহিনী [স] ভগিনী। বি স্ত্রী বোন। 'দেবের সন্তান বহিনি পাই পুত্র ভাণ্ড্যে।' মালাধর, ১৫০০; 'ভিন্নগর নহ তুমি খুড়তা বহিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বহিনীনন্দন [স] ভগিনীনন্দন। বি বানের পুত্র। 'ভোমার নামেতে বহিনীনন্দন।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

বহিরঙ্গ [স] ১ বি পর; অন্যাত্মীয়। 'বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি ভ্রবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ বাহ্য। 'তুমি বহিরঙ্গ সৈন্য মম সঙ্গে অস্বীকার করিবে না।' সুশীল, ১৯৩৩।

বহিরঙ্গশাধার [স] বি বাইরের ঘরের দরজা। 'খনে বনে স্ত্রীর বহিরঙ্গশাধারে পুকে দাড়াই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বহিরঙ্গা [স] বিণ স্ত্রী বাইরের। 'বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বহিরঙ্গীণ [স] বিণ বাইরের অঙ্গত। 'ওহু এই বহিরঙ্গীণ চর্চা ও প্রয়োগবিদ্যার দখল নয়।' অবন, ১৯২৫।

বহিরাঃক্রমণ [স] বি বাইরের শব্দ কর্তৃক আক্রমণ। 'বহিরাঃক্রমণ হইতে দেশের সীমান্ত রক্ষাই হইল সামরিক বাহিনীর কাজ।' আজাদ, ১৯৭১।

বহিরাগত [স] ১ বিণ অন্য জায়গা থেকে আগত। '৭২৪টি বহিরাগত ভূমিহীন বাসালী পরিবার।' আজাদ, ১৯৪৫। ২ বি বিদেশ থেকে আগত। 'বহিরাগত এই উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য।' হাই, ১৯৫৪। ৩ বি বহিরাগত ব্যক্তি। 'বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ আইন তার একটি বড় প্রমাণ।' আজাদ, ১৯৬২।

বহিরাগমন [স] বি বাইরে আসা। 'প্রকাশ্য রাজপথে পুর্বজন সমক্ষে উক্ত অরোহণবাসিনীগণের বহিরাগমনের যে পার্থক্য।' প্রমথ, ১৯২০।

বহিরাগম [স] বি বাইরের অবলম্বন। 'শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাগম আবার ইদানীন্তন ঘটনাদটন।' সুশীল, ১৯৫৩।

বহিরাগতি [স] বি স্ত্রী বাইরের নির্ভরতা। 'তাদের অন্তরে বহিরাগতি নাই।' সুশীল, ১৯৩০।

বহিরিষ্ট্রিয় [স] বি বাহ্য ইষ্ট্রিয়। 'মম বহিরিষ্ট্রিয় নহে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বহিরোচ্ছাস [স] বি বিমুখী গতি। 'তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছাস।'

জগদীশ, ১৯১৬।

বহির্গত [স] ১ বিণ পাস করে বেরিয়ে গেছে এমন। 'সংস্কৃত কালেজ হইতে বহির্গত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৪। ২ বিণ নির্গত। 'অনিষ্টকর নষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বিণ বাইরে বের হইয়াছে এমন। '... শূণ্য কুটির হইতে বহির্গত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৪ বিণ অন্তর্ভুক্ত নয় এমন; বহির্ভূত। 'তীরা আমার এই বর্ণনার বহির্গত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বহির্গত করা ক্রি কাশ করা। 'আমি পরিশ্রম করিয়া ইহা বহির্গত করিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বহির্গতা [স] বিণ স্ত্রী বাইরে চলে গেছে এমন। 'দেশ হইতে অনেক মুদ্রা নানা প্রকার ঘটনাতে বহির্গতা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

বহির্গত [স] বি বের হওয়া। 'ধাক্কাখান্ধিকপুত্র ক্লাস থেকে বহির্গত।' অল্পদা, ১৯২৯।

বহির্গমন [স] বি বাইরে যাওয়া। 'বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন।' সূর্যকর, ১৮৩১।

বহির্গামী [স] বিণ বাইরে গমন করছে এমন। 'অট্টালিকা হইতে বহির্গামী বড়ো রাকাকে দেখিয়া ...।' হরহরসাদ রায়, ১৮১৫।

বহির্গঙ্গা [স] ১ বি বাইরের ক্রিয়াকর্মের জগৎ। 'পর কেবল বহির্গঙ্গাতের কৃষ্ণ অস্তর্গঙ্গাতের আমি কর্তা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি দৃশ্যমান জগৎ। 'অন্তর্গঙ্গা ছাড়িয়া বহির্গঙ্গাতও এইরূপ দেখিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি ঘরের বাইরের জগৎ। 'বহির্গঙ্গাতে মেয়েরা সহযোগিতা না করলে সমাজেরই ক্ষতি।' বেশম, ১৯২১।

বহির্গুটি [স] বি বাইরের বিষয় দেখার ক্ষমতা। 'ক্ষত্রাসি জাতির দিব্যদৃষ্টি অশেষা বহির্গুটি এবং অন্তর্গুটি এর বেশি তীক্ষ্ণ।' প্রমথ, ১৯১৬।

বহির্দেশ [স] ১ বি বাইরের দিক। 'তবে বহির্দেশে গিয়া যে সম্ভাষণ পায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বাড়ির বাইরের স্থান। 'বহির্দেশে গমন করিয়া সেখান হইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসর হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৭। ৩ ভিত্তি দৃশ্যমান জগৎ। 'আমরা যখন বহির্দেশে হইতে, এই প্রতীকমান জগৎপাশের হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরের গভীরতম ওয়ার মধ্যে প্রবেশ করি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বহির্ধারণ [স] ১ বি ঘরের দরজার বাইরের স্থান। 'পাছে মোরে প্রসাদ বাণিবা দিবে বহির্ধারণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সরদ দরজা। 'আমার সন্তানদিগকে পাঠসী পড়াইবা এবং বহির্ধারণে থাকিবা।' ডাবলী, ১৮২৫।

বহির্নিষ্কাশ [স] বি বাইরে বের করা। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্ননিধিতে যে সকল জ্ঞানরত্ন ও সুখরত্ন নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা বহন করিয়া বহির্নিষ্কাশ করা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বহির্বন্দর [স] বি আমদানি-রক্ষকনির বন্দর। 'বাণিজ্যকেন্দ্র ও বহির্বন্দর হিসেবে কলকাতার সুযোগ-সুবিধা সেখানে কৃষ্টি নির্মাণে প্রেরণা জোগায়।' সনৎ, ১৯৭০।

বহির্বন্ধন [স] বি সঙ্কোচের বাঁধন। 'জনপদ দেশ জাতি সমাজের বহির্বন্ধন ভূগিয়া পরম্পর পরম্পরকে বৃত্তে ঘুরিয়া আলিঙ্গন করিল।' নজরুল, ১৯২২।

বহির্বর্তী [স] বিণ স্ত্রী আড়ালহীন। 'ব্রাহ্মণবন্ধকে নয়নের বহির্বর্তী করিতেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বহির্বর্তী [স] ১ বি বাইরের বিষয়। 'আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বিণ বাইরে অবস্থিত। 'তপোবন সমাজের

একবারে বহির্বর্তী নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বহির্বিটি, বহির্বিটি [স] ১ ক্রিণিণি বাহিরে বাইরের দিকের ঘর। 'বহির্বিটি গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাপরায়ে প্রহার করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭২; 'একাকী বহির্বিটিতে বসিয়া আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; ২ বি বৈতকথানা। 'এখানে প্রেতের বহির্বিটি।' ফররুখ, ১৯৪৩।

বহির্বিগিঞ্জা [স] বি বিদেশের সাথে বাগিঞ্জা। 'এদের কারো নৌবল ছিল না, বহির্বিগিঞ্জা ছিল না।' অনুশা, ১৯৩৭; 'অনাদিকে বহির্বিগিঞ্জার সন্ধানও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়।' সন্দে, ১৯৭০।

বহির্বাস, বহির্বাস [স] বি উত্তরায়ী। 'প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'নামাবলী বহির্বাস, নিয়া করতলে।' গুণ, ১৮৫৮; 'বহির্বাস।' বিদ্যা, ১৮৯১।

বহির্বিকাল [স] বি বহিঃপ্রকাশ। 'সে তন্তুটার বহির্বিকাল বড় দীপ্তমান।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বহির্বিশ্রব [স] বি বাইরের বিস্কৃত কর্মপ্রবাহ। 'রমণী যদি একবার বহির্বিশ্রবে যোগ দেয়, নিষেধের মধ্যে সমস্ত ধু ধু করিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

বহির্বিশয়, বহির্বিশয় [স] বি দৃশ্যমান বিষয়। 'চাক্ষুঃ প্রত্যক্ষের বিষয় - রূপ, বহির্বিশয়।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'অস্ত্রনির্ভয়ের সঙ্গে বহির্বিশয়ের সাক্ষাৎযোগ অসম্ভব।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বহির্বিশ্ব [স] বি বাইরের জগৎ। 'তখনো এই বহির্বিশ্বের উপলক্ষি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিষে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বহির্ভাগ [স] বি বাইরের অংশ। 'উহার একধারে বঙ্গীকের বহির্ভাগ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বহির্ভূত [স] ১ ক্রিণিণি বাইরে। 'যখন সে দুটের ও শব্দ শ্রবণের বহির্ভূত বিশ্রাম হইল।' তালিকী, ১৮০৩; 'লৌকিক ভাষা এই সাধুভূত অস্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়।' প্রমথ, ১৯৪৪। ২ বিশ বিরুদ্ধ। 'বিদ্রোহে যুক্তি বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনাদিগেরও স্বার্থে ক্রম উৎপন্ন হইত।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'আমি শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কার্য করিতে বলি না।' মণ্ডাররত্ন, ১৮৮৯। ৩ বিশ অন্তর্গত নয় এমন। 'বীরধর্মবহির্ভূত অনীতিমাগ্ন অলপন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৪ বিশ বাইরের। 'এখানেও বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বহির্মুখ, বহির্মুখ [স] ১ বিশ বিমুখ। 'বহির্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিশ অন্তর্ক। 'বহির্মুখ সমুদ্রেতে থাকি হাঙ্গে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিশ অন্য বিষয়ের প্রতি উৎসুক। 'কাঁহা বহির্মুখ তর্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিশ বাইরের বিষয়ে আগ্রহী। 'প্রভাতসংগীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বহির্মুখিতা [স] বি বাইরে যাওয়ার প্রবণতা। 'রমীর বহির্মুখিতা স্ত্রীর মনকে বিস্কৃত করে।' বেগম, ১৯৪৮।

বহির্মুখী [স] ১ বিশ বাইরের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'শ্রোমের আকর্ষণ আপন কার্য করিতে হ্রসবের সমস্ত শক্তিকে বহির্মুখী করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'একটা আবর্তের দুটো গতি আছে, সে দুটি হচ্ছে বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী।' অবন, ১৯২৫। ২ বিশ বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে এমন। 'তারা প্রত্যেকেই বেদগমী, জ্যোতিকাগড় ভিঞ্জে সপসপ, শরীর কর্মদাক্ষ, হৃৎপিণ্ড বহির্মুখী।' হুসান, ১৯৬৭।

বহিচ্চক্ষু [স] বি বাহ্যদৃষ্টি। 'বহিচ্চক্ষু মেলে অন্য দেশের কর্মরূপকে

আমরা দেখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বহিচ্ছত [স] ১ বিশ বের করে দেওয়া হয়েছে এমন। 'কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ বেদাচার বহিচ্ছত।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিশ দূরীভূত। 'সোম বহিচ্ছত করিয়া ... হৃদাশিতে অনুমতি নেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বিশ হটাধিকৃত। 'পুনঃ অনাগমন করেন তবে নিয়মগতহইতে তাঁহার নাম বহিচ্ছত করা যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বিশ পাস করে বের হয়েছে এমন। 'সুখাতিপন্ন প্রাপ্তিপূর্বক কালেজ হইতে বহিচ্ছত হইয়াছেন ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৫ বিশ কর্মে নিয়োগ দেওয়া হয় না এমন। 'এতদেশীয় লোককে কর্মের বহিচ্ছত রাখণের পূর্ব নিয়ম।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৬ বিশ অপসারিত। 'নিয়মানুসারে তন্তুবাহিনী সভা হইতে বহিচ্ছত করা গেল।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৭ বিশ বিভাঙিত। 'কালাহারের সন্নিহিত দেশ হইতে বহিচ্ছত হইয়া হিন্দুকুলে বাস করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'আত্মীয়জন কর্তৃক নগর হইতে বহিচ্ছত।' মণ্ডাররত্ন, ১৯০৮। ৮ বিশ বের হয়ে আছে এমন। 'দন্ত সর্বদাই বহিচ্ছত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বহিচ্ছতা [স] বিশ গ্রী বিভাঙিত। 'নিরাশ্রয়া অবলা বহিচ্ছতা হয়।' নীলবন্ধু, ১৮৬৭।

বহিচ্ছাত [স] বিশ বের হয়ে গেছে এমন। 'হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিচ্ছাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বহী [আ] ১ বি খাড়া। 'স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে বহী সর্বত্র পাঠান যাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি রশিদ দান। 'চাঁদার বহী সকলকে দৃষ্টিগোচর।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩ বি বই। 'বহীতে যে সকল দ্রব্যবিষয়ক ইতিহাস ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৪ বি বই

বহু [স] বহু। ১ বি পূজ্যবধু। 'বড়ার বহু মে বড়ার ঐ।' বহু, ১৪৫০। ২ বি বধু। 'মেয়র, ১৭৬২; 'বহু - বহু - নিয়ে এসো।' বিজুতি, ১৯৩১।

বহুআরী [স] বহুটাকা। 'বড়ার বহুআরী আগে বড়ার ঐ।' বহু, ১৪৫০।

বহুম্য [স] পূজ্যবধু; বউমা। 'বহুম্যকে আর সোফিয়াকে আমার সুক-ভ্রাতা স্নেহ-আশীষ দেবে।' নজরুল, ১৯২৭।

বহু [স] বিশ অনেক। 'সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'করি বহু পরামর্শ আইলাও তোমার দেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বহুকাল [স] ক্রিণিণি দীর্ঘদিন যাবৎ। 'গুজরাটে রাজত্ব করিল বহুকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বহুকালক্রমাগত [স] বিশ অনেক কাল ধরে চলে আসছে এমন। 'এই যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বহুকালাবধি [স] ক্রিণিণি বহুকাল থেকে। 'বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআখী আলী আখআলী প্রভৃতি ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

বহুকালে [স] বিশ বহুকালের। 'কতকগুলো বহুকালে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরায়ু না করে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বহুক্রেম [স] বি অনেক কষ্ট। 'আর্যভট্ট প্রভৃতিকে আখিনিকরগে নির্দিষ্ট করিবার জন্য ... বহুক্রেম করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

বহুকক্ষণ [স] ক্রিণিণি অনেক সময় পর্যন্ত। 'বহুকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না।' জ্ঞানানুশঙ্গ, ১৮৬৬।

বহুখ্যাত [স] বিশ সুপ্রসিদ্ধ। 'বহুখ্যাত আত্মা শহরে বসবাস করিয়াছিলেন।' শরৎ, ১৯৩১।

বহুগণিত [স] *বিপ* অনেক গুণ করা হয়েছে এমন। 'যে জীব সন্তানের দ্বারা আন্যকে যত বহুগণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বহুগণীকৃত [স] *বিপ* অনেক গুণ বাড়ানো হয়েছে এমন। 'যান্ত্রিক উপায়ে অর্থাভাঙকে যখন থেকে বহুগণীকৃত করা সম্ভবপর হল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বহুচর্চিত [স] *বিপ* অনেক আলোচিত। 'বহুচর্চিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

বহুচেষ্টাশত [স] *বিপ* নানাবিধ চেষ্টার মাধ্যমে লভ্য। 'এই প্রথম ইহার বিকাশ বিশ্বব্যাপারের বিকাশের ন্যায় বহুবিস্তৃত বিপুল এবং বহুচেষ্টাশত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বহুজন [স] *বি* অনেক লোক। 'নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রাশস্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন।' *ভবানী*, ১৯২৩।

বহুজনতা [স] *বি* বহুমানবদ্বীপ। 'বহুজনতা অপেক্ষা একজনতা তাহারো পছন্দ করে।' *প্রমথ*, ১৮৯৮।

বহুজনসম্মত [স] *বিপ* বহুজন সম্মতি দিয়েছেন এমন। 'শাতক বহুজনসম্মত একটি মধ্যাহ্ন ব্যতির করিয়া লুই ...' *মুক্তভাব*, ১৯৫৯।

বহুজ্ঞানার্ধী [স] *বিপ* অনেক মারফের ভিড় হয়েছে এমন। 'শ্যামপুর সহসা বহুজ্ঞানার্ধী হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

বহুজ্ঞতা [স] *বি* বহু বিষয়ে জ্ঞান থাকা। 'আনুশঙ্গিক প্রসঙ্গ পড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা বাহাতে জানে এমন চেষ্টা করিতাম।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বহুতর [স] ১ *বি* অনেক কিছু। 'জ্ঞানের বিশেষ ইহা যে বহুতর ... বহুতর, ১৮৫০। ২ *বিপ* আরও বেশি। 'কৃষ্ণি বোলে অক্ষর বহুতর ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *ক্রিয়* অনেকরূপ। 'ব্রীহস্পতি বহুতর আক্ষেপসূর্যক ফলী দ্রুতম দিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৪ *বিপ* বিভিন্ন। 'বহুতর বিষয়ে অবিদ্যাস' *জ্ঞানানুবেষণ*, ১৮৩৩। ৫ *বিপ* নানা রকমের। 'যে স্থানে বহুতর বসেন্দ্রীয় বিদেশীয় মনুষ্যদিগের বাসিজ্য ও বসতি থাকে তাহার নাম নগর।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

বহুতারসমম্বিত [স] *বিপ* বহু তার দিয়ে তৈরি। 'তারের জীবনবীণাটি একতারা নয়, বহুতারসমম্বিত।' *যোতাহের*, ১৯৫০।

বহুত্ব [স] *বি* আধিক্য। 'বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।' *জগদীশ*, ১৯১৬।

বহুত্ববাদ [স] *বি* বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে এমন ধর্মীয় মতবাদ। 'গৌরলিকতাবাদ, বহুত্ববাদ, নিরীশ্বরবাদ, জ্ঞানত্ববাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বহুদর্শিতা [স] *বি* ব্যাপক অভিজ্ঞতা; বিচক্ষণতা। 'রামমোহন রায়ের সহিতোচ্চ ও বহুদর্শিতার প্রকৃত ফলের সম্মাননা।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

বহুদর্শী [স] ১ *বিপ* বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'সুইডেন দেশীয়েরা বহুদর্শী এবং সীতিল্ল' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'বহু দিনের প্রাচীন বেশা, প্রবীণতায় বহুদর্শী হইয়াছেন।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ *বিপ* বিচক্ষণ। 'ব্যক্তিটি অতি গুণবান আর বহুদর্শী।' *হাইকেল*, ১৮৬১।

বহুদিকশাসী [স] *বিপ* বহুদিক দিগন্তকারী। 'সেই বহুদিকশাসী শক্তি' *কবি*। *রবীন্দ্র*, ১৯৮৮।

বহুদিন [স] *ক্রিয়* অনেকদিন ধরে। 'বহুদিন ব্যক্তি বার্তা না জানি বিশেষ।' *বিজ্ঞান*, ১৮৫০।

বহুদিনকার *বিপ* বহু দিনের। 'বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া সে না গো আঁধার গ্রাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বহুদিনবিকৃত [স] *বিপ* বহুদিন ধরে বিকৃত। 'বহুদিনবিকৃত অন্তরে সঞ্চিত কী আশা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বহুদিনবিশৃঙ্খল [স] *বিপ* অনেক দিনের ভুলে থাকা। 'বহুদিনবিশৃঙ্খল সেই দুর্ভাগ্য আবার বিকিয়া আসিয়া ...।' *হাই*, ১৯৫৪।

বহু দিবস [স] *ক্রিয়* অনেক দিন। 'বহু দিবস হইল ঐ পুস্তক উঠিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

বহুদীর্ঘ [স] ১ *ক্রিয়* বহুদীর্ঘব্যাপী। 'বৃষ্টিপাত বহুদীর্ঘ লুপ্তভাষণী আঘাত সহ্যায়, ক্রীণ দীপালোকে বসি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'একটা অবিদ্যাস বহুদীর্ঘ বিসর্গিত জীবন ভরে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ *বিপ* সুদীর্ঘ। 'নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটঘরের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বহুদূর [স] ১ *ক্রিয়* অনেক দূরে। 'প্রভু অনুজি কৃষ্ণ বহুদূর গোলা' *কৃষ্ণদাস*, ১৮৫০। ২ *ক্রিয়* অনেকটা। 'সত্যতা যখন বহুদূর অক্ষর হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৩ *বিপ* দূরবর্তী। 'ভালো নাহি লাগে আর আসা যাওয়া বারবার বহুদূর দূরাশার প্রবাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিপ* অজ্ঞাত সুদূর। 'কোন বহুদূর দেশে কোথা জোর রাত হবে যে প্রভাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *বি* দূরত্ব। 'ও যে একটা মহাপ্রসঙ্গ, সাত সমুদ্রে বিস্তারি। ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বহুদূরবর্তী [স] *বিপ* অনেক দূরে অবস্থিত এমন। 'এই বহুদূরবর্তী জনসমূহ অকস্মিক শূন্যতার মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বহুদূরস্থিত [স] *বিপ* অনেক দূরের। 'অমি সেই বহুদূরস্থিত ইলঙে উপস্থিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৮৮৫।

বহুদেবতাবাদী [স] *বিপ* বহু দেবতায় বিশ্বাসী। 'সে দেশের পূর্বপক্ষ বহুদেবতাবাদী।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বহুদ্রষ্টা [স] *বিপ* ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। 'চতুর্বেদ জ্ঞাতা বহুদ্রষ্টা যিজ্ঞাতাম।' *আগাওল*, ১৮৬০।

বহুধা [স] ১ *ক্রিয়* বহু ভাঙ্গে। 'আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ *বিপ* বহু ভাঙ্গে বিভক্ত। 'দ্বন্দ্বের শক্তি বহুধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বহুধাখণ্ডিত [স] *বিপ* বহু ভাঙ্গে খণ্ডিত। 'এই সংস্কারের চুরিতে ভাঙাকে বহুধাখণ্ডিত করিতে চাইতেছেন।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

বহুধাবিভক্ত [স] *বিপ* বহু ভাঙ্গে বিভক্ত। 'মুসলিম নারী সমাজ ... বহুধাবিভক্ত শাখিত জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

বহুধাশক্তি [স] *বি* বিভিন্ন প্রকার শক্তি। 'বহুধাশক্তিতে যোগে তার প্রকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বহুনাথ [স] *বিপ* স্বামী ও স্বামীসদৃশ বান্ধব আছে এমন। 'বহুনাথ থেকে একেবারে অনাথ বিধবা সাজল প্রমদা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫৩।

বহুনিশ্চিত [স] *বিপ* অত্যন্ত নিশ্চিন্দাকর। 'বহুনিশ্চিত অকস্মে প্রবেশগতি হইতে দাসার কোন খবর পাওয়া যায় নাই।' *মোহনদাস*, ১৯৩৭।

বহুশক্তি [স] *বিপ* অনেক পত্নী বা স্ত্রী আছে এমন। 'আশামর সাধারণ সকলেই বহুশক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বহুশ্রুতি [স] *বিপ* দীর্ঘদিনের জ্ঞানভাণ্ডার আছে এমন। 'তাকে আমার একটি বহুশ্রুতি সহস্রাবহুদী না মনে করে থাকতে পারি

নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বহুহস্ত [স] বিপ্ অনেক বাত্মা জ্ঞান দেয় এমন। 'সে যেন পৃথিবীর বহুহস্ত কীটেরই নকলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বহুহস্তপ্রদ [স] বিপ্ বহু হস্ত দেয় এমন। 'যাহা অভ্যাসসাম্য এবং বহুহস্তপ্রদ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বহুবচন [স] বি একাধিক সংখ্যাজ্ঞাপক শব্দ; বহুবচক শব্দ। 'এ স্থলে তো পৌরবে বহুবচন খাটবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'আমার চরণ সময়ে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তি প্রকাশ করা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বহুবচনাত্ত [স] বিপ্ সম্মত। 'আমরা বহুবচনাত্ত বঙ্গ-মহিলাকে অসচরিত্রা বলিয়া কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা পাইতেছি।' নীপিকা, ১৮৮৭।

বহুবল্লভ [স] বিপ্ বহু নারীর প্রেমিক। 'বহুবল্লভ রাজার এমন কত সুখানন্দ প্রেমসী কৃষ্ণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু মাত্র অনাদরের অন্ধকারে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'বর্ণকার, ভাস্কর, বহুবল্লভ ও বহুবল্লভ আভ্যভঙ্জারার বেনডেনুতো চেলিন লিখছেন তাঁর অমর আত্মজীবনী।' শিব, ১৯৫৬।

বহুবল্লভা [স] বিপ্ বহুল্লভের প্রণয়িনী। 'হে বহুবল্লভা তুমি আত্ম কড়ায় কষিতে ও ...।' লামসুং, ১৯৫৯।

বহুবচনিক [স] বিপ্ বহুবল্লভ। 'আবেশের বিভিন্ন বহুবচনিক উপাদানসম্মার অর্থ এবং সঙ্গীতময় একটি সময় রূপে কেলসিত।' শিব, ১৯৭৩।

বহুবচনিকতা [স] বি বহুবল্লভা ইঙ্গিত; বহুবল্লভা। '... ব্যক্তি-অভিভূত বহুবচনিকতার ভিতরে সার্বক সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা করে।' শিব, ১৯৫০।

বহু-বিশোধিত [স] বিপ্ বহুবল্লভ ঘোষণা করা হয়েছে এমন। 'বহু-বিশোধিত বাহিনতার দাবী পরিত্যাগ করিয়া ...।' আজাদ, ১৯৫০।

বহুবিচিত্র [স] বিপ্ নানাবিধে বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন বৃত্তপাক লইয়া আর্পশিল্পী কোনো একটি কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে গানের ফলসংকেই আমি ... কালজয়ী জ্ঞান করি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

বহুবিস্ত [স] বি অনেক সম্পদ। 'বহুবিস্ত ব্যয়ভার অনেক দীন দুঃখী লোকেরদের ক্রেশ দূর করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

বহুবিস্তিত [স] বিপ্ অনেকের জ্ঞান; ব্যাপকভাবে প্রচারিত। 'তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিস্তিত।' প্রদত্ত, ১৯২৯।

বহুবিস্ত [স] বিপ্ নানা রকম। 'বহুবিস্ত আসরে পছন্দ কাভর লবি ...।' চিত্রিত, ১৫৭০; 'নানা প্রকার বস্তুর গুণ, বহুবিস্ত পথ পঞ্চাদির স্তম্ভ ...।' অক্ষয়, ১৮৫৭।

বহুবিস্ত [স] ১ বি একাধিক বিবাহ। 'শ্রীলোকের বহুবিস্তা হিন্দু-সমাজের একটি প্রাচীন প্রথা ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি একাধিক পত্নী গ্রহণ। 'বহুবিস্তা আমাদিগের প্রায়সলোকের এক প্রকার ব্যবসার হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪২; 'বহুবিস্তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বহুবিস্ত [স] বিপ্ বিভিন্ন ভাষা বিস্তৃত। 'বহুবিস্ত বিপুল এবং বহুবিস্তোপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বহুবিশেষ [স] বিপ্ অনেকের দেরিতে। 'যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিশেষে মাথায় প্রবেশ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বহুবিশেষী [স] বিপ্ স্ত্রী বহুবিশেষক। 'তাহাদিগের বুদ্ধি বহুবিশেষী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৮৭।

বহুবিস্ত [স] বিপ্ বহুদূর প্রসারিত। 'শীর সাহেবের বহুবিস্তৃত আত্মনা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহুবিস্তৃত ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বহুবিস্তীর্ণ [স] বিপ্ অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বহুবিস্ত [স] বহুবিস্ত বিপ্ বহুবিস্ত। 'বহুবিস্তা জিম কেলি করই খেলই বহুবিস্ত খেড়া।' চর্যা ৪১, ১২০০।

বহুবিস্ত [স] বিপ্ বহু বিষয়ে পারদর্শী। 'বর্ণকার, ভাস্কর, বহুবিস্তা ও বহুবল্লভ আভ্যভঙ্জারার বেনডেনুতো চেলিন লিখছেন তাঁর অমর আত্মজীবনী।' শিব, ১৯৫৬।

বহুবিস্ত [স] বিপ্ বহুমাত্রিক। 'প্রত্যেক ব্যক্তির অনন্য, বহুবিস্ত, পরিবর্তনশীল।' শিব, ১৯৫৬।

বহুবিস্তীর্ণ [স] বিপ্ বহু অর্থ প্রকাশক। 'একব্যক্তীদের পক্ষে বহুবিস্তীর্ণ বস্তুসম্বন্ধে চেনা কঠিন।' মোতাহের, ১৯৫০।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার কাজে নিয়োজিত। 'সে ... বহুবিস্ত, বহুবিস্ত, বহুবিস্তারী।' সূক্ষ্ম, ১৯৩৩।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ বেশি খরচ করতে হয় এমন। 'আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুবিস্তারী মোকদ্দমা না করিয়া ...।' দর্পণ, ১৯৫০।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ অমিতব্যয়ী। 'বহুবিস্তারী হইও না।' দর্পণ, ১৮২০।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ সুদুর্প্রসারী। 'আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুবিস্তারী ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ বিস্তৃত। 'এক-আধজন এই বহুবিস্তারী বিশ্বব্যাপী প্রাণহীনতা দূর করতে চেষ্টা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৪; 'যেখানে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাটি বহুবিস্তারী লেখানো ...।' শিব, ১৯৫৬।

বহুবিস্তারী [স] বি বহুদূর প্রসারিত। 'তাহাদের সামাজিকতাও বহুবিস্তারী।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বহুবিস্তারী [স] বি বাৎসা ব্যাকরণের সমাসবিশেষ। 'বহুবিস্তারী সমাস অবদমনপূর্বক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ বহু-ভগ্নিময়; বৈচিত্র্যময়। 'সংস্কৃতিসাধনা বহুবিস্তারী জীবনের সাধনা।' মোতাহের, ১৯৫০।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ বহুভাষাবান। 'পয়সি পর্যাণে জাগ সত জাগই সোই পারএ বহুবিস্তারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ বহু জ্ঞানে দীক্ষিত। 'বহুবিস্তারী মারোআনে বুঝএ উত্তর।' বাহরাম, ১৬৫০।

বহুবিস্তারী [স] বি ভাষী বোধসম্পন্ন। 'ভাড়া রাত্তার বহুবিস্তারী গোকার গাড়ির মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বহুবিস্তারী [স] বিপ্ অনেকগুলো ভাষা জানে এমন। 'বহুবিস্তারী পণ্ডিত হরিনাথ ...।' মুক্তভাষা, ১৯৫৬।

বহুবিস্তারী [স] ১ বিপ্ অনেক ভাষা জানে এমন। 'শত শত আত্মজীবনী বহুবিস্তারী ছাত্র এই শ্রেণীতে স্তব্ধ।' অক্ষয়, ১৮৯৮। ২ বিপ্ স্ত্রী বেশি কথা বলে এমন। 'তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুবিস্তারী হতেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

বহুবিস্তারী [স] বি স্ত্রী বহুবল্লভ প্রকাশ করা হয়েছে যাকে। 'আকাশিক

বহুভোজ্য

কামনার উদ্দেশ্যে আবেগে/ পদক্ষেপে মাত্রারিহ্ত, বহুভুক্তিতার/ মুদ্রা
লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

বহুভোগ্যা [স] বিধ ক্রী বহু মানুষ ভোগ করে এমন। 'সে বহুভোগ্যা, সেই কারণেই তাহার আকর্ষণ ...।' তারা, ১৯৪২।

বহুমান [স] বি বিশেষ সমাদর; অনেক সম্মান। 'তাহাকে করএ কাহ
আতি বহুমানে।' বড়ু, ১৪৫০।

বহমানিতা [স।] বিহ বহু জনে মান্য করে এমন। 'রত্নপঞ্জিতা
বহমানিতা মধুরভাষিনী নিবিড় নিতম্বিনী ...।' ডাবানী, ১৮২৫।

বহুমুখতা [স] বি বৈচিত্র্যময়তা। 'প্রতিভার এমন নৈসর্গিক বহুমুখতা এবং প্রাচুর্য আর কল্পন সাহিত্যিক এতাবৎ দেখাতে গিয়েছেন?' শিব, ১৯৫০।

বহুমুখী [সি] ১ বিপ বিভিন্ন দিকে গমন করে এমন। 'স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়।' জগদীশ, ১৮৭৫। 'বহুমুখী জনপাথর প্রোতে দলে দলে যাত্রী আসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ২ বিপ বিভিন্ন ধরনের। 'হোসেনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় ...।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ বিপ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দেওয়া হয় এমন। 'মাদ্যক্ষিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ অতি জটিল ব্যাপার; কেননা, এ সোপানে শিক্ষা হবে বহুমুখী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বহুমুখ [স] বি বারবার মুখ হয় এমন রোপবিশেষ; ডায়াবেটিস।
'বহুমুখ রোগে পীড়িত থাকিয়া ... পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' দর্পণ.

১৮২২।
বহুমতিময়ি [স বহুমতিময়ী] বিপ ত্রী একমিক রূপবিশিষ্ট।

বহুমূল [স] বিধ অনেক মল্যবান । 'বহুমূল পসার করিঅ' হারখার ।

বড়, ১৪৫০।
বহুমলা। স। ১ বিগ অনেক মলাবান। 'মকতা প্রবাল উগরে মকল

আর বহুমূল্য হীরা। চক্কী, ১৫৫০। ২ বি বেশি দামি সময়দয়
শীতবস্ত্র ... সবিশেষ সমাদৃত ও বহুমূল্যে ক্রীত হয়। অক্ষয়,

১৮৫৪।
বহুমূল্যভর [স] বিধ অনেক বেশি মূল্যবান। 'তগুলোর কথা

বহুমূল্যের ডাবি।' মাইকেল, ১৮৭৩।
বহুমূল্যবান। [স] বিণ অত্যন্ত দামি। 'চন্দ্রীদাসের যে নূতন পদাবলী
প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'বাঁধাই
জ্বালন বই বেশম ও জ্বরির বহুমূল্যবান আচ্ছাদনে।' মহাশেখা

১৪৫৬।

কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

পাকা মতগুলি কোনোটা বিদীর্ণ কোনোটা ভুমিসাং হইয়া যায়।
বরীন্দ্র ১৮৯৭।

বহুত্বসম্বন্ধিত [স] বিধ অনেক চেটায় সংগৃহীত। 'তাহার
বহুত্বসম্বন্ধিত যতসামান্য জোখাখস্করবার পুঁজি ক্রাডিয়া লইল।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বহরঙ্গা আঁচল চণ্ডা করে বিছানো।' অনুদা, ১৯২৯।

বহুরঙ্গিনী [স] বিধ স্ত্রী অনেক রঙ্গ করে এমন। 'আধার বহুরঙ্গিনী
কলঙ্ক-আকর।' গিরিশ, ১৮৮৩।

বহুরূপা [স] বিগ মানা রূপ ধারণ করে এমন। 'কত রূপ ধর
বহুরূপা।' ভবানী, ১৮২৫।

বহুরূপিণী [স] বিধ বহু ধরনের বেশধারী। 'বহুরূপিণি বিদ্যাধরি:
সাবাস।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বহুরূপী [স] ১ বি বহুরূপ ধারণ করে যে। 'ভাতি ভাতি বহুরূপী আইসে সাক্ষি সাক্ষি।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'তুমি বহুরূপীর বেহুদ।'

হেতায়, ১৮৬১। ২। কিম নানা বসনের। চাপ চাপ বহুরূপী লুকাচার খ্যালা। ৩। ১৮৫৮। ৩। কিম বৈচিত্র্যপূর্ণ। এমন বহুরূপী ধর্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোনখানে? রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪। কিম পরিবর্তনশীল রূপের। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব নামক ব্যাপারটা বহুরূপী, আঙ্গ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরের দিন ...। রবীন্দ্র, ১৯২১।

বহুরূপী সং বি নানা সাজে সজ্জিত সং । 'কৃত বহুরূপী সং - আপনি
বোধ হয় দেখেননি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বহুরোগী।স। বিপ বহু রোগে আক্রান্ত। 'আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগী
এবং অস্বাস্থ্য হইয়া থাকে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বহুলাঙ্কিত।স। বিংশ প্রভৃত পরিমাণে লঙ্কিত। 'বহুলাঙ্কিত অপরাধীর মতো আন্তে আন্তে কবলটি গুটিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বহু। [স বহু]। বিশ বহু। 'একবার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র
বিকলে ক্রমে বহু হয়ে পড়ে।' চরিতাম ১৮৬৫।

বহুশিল্পদক্ষ [স] বিগ্ন শিল্পের অনেক শাখায় পারদর্শী।
‘শিল্পাধ্যাপক’দের সাত্ত বৰীন্দনাথের মাতা বহুশিল্পদক্ষ ব্যক্তি

ব্যক্তিরূপভেদের যথাযোগ্য আলোচনা ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।
বহুশ্রী। [স] বিপ্লব পন্থা পন্থা করে এমন। 'বহুশ্রী' এবং 'অবশ্রী'।

वर्द्धि, १८१९।

করিতে ইহেত ।' অক্ষয়, ১৮৫০ ।

করতে গেলে অনেক সময় কাজ পণ্ড হয়ে থাকে। সুবল, ১৯০৬।

वह्मसूक्तविशिष्टे ।' ग्रन्थेभ्यः, १९०८ ।

আইল।' মালাধর, ১৫০০।

মানিকগ্রাম, ১৭৮১।

‘তাহাও বহুপকারিণী পাঠক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্থক হইতে পারে।’
জন্ম ১৮৫০।

কথা কহে। [স বধু] বি বউ-কথা-কও; পাণ্ডিবিশেষ। 'পাণ্ডি বহুকথা কহে
বলে বহু কথা কহে।' বামনাবাসন ১৮০৪।

বুড়ি [স বাঘুউতি] ক্রি ফিরে আসে। 'গেলী ছায় বহুড়ই কইসে।' চর্যা
৮ ১২০০।

৬. বহু। [স বহুটি। বি বহু। 'সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।' চর্য্য
১ ১২০০: 'হালি হালি পেল্যা মাঝে কোণের বহুড়ি।' যক্ষ্ম

2500 I

বহুত, বহুৎ [বি] বিপ অনেক। 'তাহাত দান রাখে বহুত আশার।' বড়, ১৪৫০; 'বহুত ভাষা'। গিরিশ, ১৮৮৮।

বহুত বহুত ত্রিবিধ অনেক প্রকারে। 'তাহারদের বহুত ভ ভাল করিব।' রামায়ণ, ১৮০১।

বহুনি বি অগ্রিম প্রাপ্তি। 'বাবা, বহুনি হইল মন্দ নয়।' প্রভাত, ১৮৯৬।

বহুল [স] বহুল। 'বহুল মহল সেজালী।' বড়, ১৪৫০।

বহুল [স] ১ বি প্রচুর। 'বিকট কুমুদ পদ্ম সুগন্ধি বহুল।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ অনেক। 'রাষ্ট্রিধান তনয় বহুল গুণনিধি।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। ৩ বি কৃষ্ণপক্ষ। 'বহলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।' মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বিণ বহল। 'আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমের বহুল উল্লেখ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৫ বিণ ব্যাপক। 'আমরা এত বহুল সুকল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিরর্থক উপকারিতা সম্বন্ধে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বহুলতা [স] ১ বি বিক্রিয়তা। 'চিন্তার অপরিমীম বহুলতায় রচনার এই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি অর্থহীনতা। 'সহসা লজ্জার পরাজয়, প্রতিজ্ঞার বহুলতা।' সুখীন্দ্র, ১৯২৯।

বহুল্যাংশ [স] বি অনেক পরিমাণ; অনেকাংশ। 'তাহাদের ধর্মশাস্ত্রের বহুল্যাংশ, তাহার আধ্যাত্মিক এবং উপদেশভাগ, তাহাদিগকে মুখস্থ করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বহুল্যাংশে ত্রিবিধ অনেকাংশে। 'এতদ্ভার স্বপ্নেদের সাময়িক আচার বাহ্যবোধের ... সহিত রামায়ণের সম্বন্ধ বহুল্যাংশে নিরূপিত হইতে পারে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; 'তাহারা আপন গতিবোধের দ্বারা আপন ভাষা পদার্থকে বহুল্যাংশে দূরে লইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বহুল [স] বহুল। 'আর বার আন বলি বাইয়া বহুল বৃন্দা, ১৫৮০।

বহেড়া [স] বিভীতক। বি কথায় 'বাদবিশিষ্ট কলবিশেষ।' হরীতকী বহেড়া আমার গুয়ামান।' রূপরায়, ১৭৫০।

বহেরা বি বহেড়া। 'কটকী শ্রীফল জে বহেরা হরিতকী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বহেনে বি বোন। 'বহেনের জন্যেও ত কেউ এমন করে না।' শতকৃত, ১৯২১। ব্র বোন

বহোদার বি বাহাদুর। 'শ্রী নিমাই বহোদার চালান করিলাম।' ওগী, ১৭৮২। ব্র বাহাদুর

বহি [স] ১ বি আওন। 'গন্ধগুপ্ত দিয়া বহি পুজিল দম্পতি।' যুক্রম, ১৬০০; 'পুরাতন প্রেমের বহি আবার কুলিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি ক্লালা। 'নিজের প্রাণের বহি করিয়া গোপন, পরের চোখের জল দিত সে মুছায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বহি-আঘাত [স] বি বিরুদ্ধ আঘাত। 'হানিবে শূন্য হতে বহি-আঘাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বহি-উৎস [স] বি সৃষ্টির আওন। 'প্রথম প্রাণের বহি-উৎস থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বহির্গত [স] বিণ গর্ভে অগ্নি এমন; অগ্নিপূর্ণ। 'দম্ভক দমন দবীতি-অগ্নি, বহির্গত দম্ভাপি।' নজরুল, ১৯২৪।

বহির্ঘাত [স] বি আওনের তাপ। 'বিষম তোমার বহির্ঘাতে/বারে বারে আমার রাসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বহিষ্কালা [স] বি আওনের দাহ। 'দ্বাদশ রবির বহিষ্কালা।' নজরুল, ১৯২২।

বহিষ্ঠত [স] বিণ যন্ত্রণাদান। 'বহু যুগ বহিষ্ঠত তপস্যার পরে এই বহ, এ পুষ্পের দান।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বহিষ্ঠতর [স] বি আওনের ক্ষুদ্র। 'বে বহিষ্ঠতর উঠিল মোর মাঝে।' নজরুল, ১৯৪২।

বহি-তরল [স] বিণ আওনের মতো তরল। 'বহি-তরল, দৌহ-কতিন তবু।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

বহিঃভেজ [স] বি আওনের তাপ। 'তার অন্তরে আছে বহিঃভেজের দুর্দাম বোধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বহিঃদাহ [স] বি অগ্নিকাণ্ড। 'শান্ত মুখে কহে সাধু, যে বন্দর বহিঃদাহে দীন/বিশ্রুতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বহিঃপিত্ত [স] বি আওনের গোলা। 'ওই সূর্যের বহিঃপিত্তের হুকু।' নজরুল, ১৯৩১।

বহিঃবন্যা [স] ১ বি আওনের প্রবাহ। 'বহিঃবন্যা-তরলের বেশ, বিদ্বাস-প্রসিকার মেঘ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি অগ্নিরূপ বান। 'দিশন্তে বহিঃবন্যার ছোপ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বহিঃবাহী [স] বি অগ্নিময় বাহী; তেজোদীপ্ত বস্তু। 'সেই বহিঃবাহী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বহিঃবাপ [স] বি আওনের হলাক। 'সৌররূপের সমস্ত ভাবীকাল একদিক, তো পরিবর্তী হয়েছিল ওইই বহিঃবাপের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বহিঃবীর্ষ [স] বি তেজোদীপ্ত শক্তি। 'নিবীর্ষ এ তেজঃসূর্যে দীপ্ত করে হে বহিঃবীর্ষ।' নজরুল, ১৯২৪।

বহিঃবৃষ্টি [স] বি ক্রোধ। 'তব দৃষ্টির বহিঃবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বহিময় [স] বিণ যন্ত্রণাদান। 'বাসনার বহিময় কল্যাণে হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বহিমান [স] ১ বিণ কুলজে এমন। 'পর্বতো বহিমান ধূমা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'বহিমান সর্বাণ্ণ চালাওলিতে দাঁড়াইবার ...।' তারা, ১৯৪২। ২ বিণ আওনের মতো তেজোদীপ্ত। 'বহিমান হে বিদ্রোহী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বহিমানা [স] বিণ তেজোদীপ্ত। 'প্রাপ্তলি যেমন সেদিন করেছিলো বহিমানা স্বাধিকার দাবী।' মাহে নও, ১৯৪৪।

বহিঃবন্ধ [স] বি আওনের বন্ধ। 'আন তোর বহিঃবন্ধ, বাজা তোর সর্বনাশা ত্বরী।' নজরুল, ১৯২৩।

বহিঃমালি [স] বি অগ্নিকণ্ড। 'ক্লান্ত বহিঃমালি দেখিয়াও ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

বহিঃকপী [স] বিণ আওনের মতো। 'জাগো বহিঃকপী তরু-তরু-ক্লালা।' নজরুল, ১৯৩০।

বহিঃশিখা [স] বি অগ্নিময় অক্ষর। 'রক্ত কুলে বহিঃশিখা - মা।' নজরুল, ১৯২৪; 'যত বাধী, যত সুর, যত রূপ, তপস্যার যত বহিঃশিখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বহিঃলোখা [স] বি আওনের চিহ্ন। 'ললাটে তিলকরেখা যেন সে বহিঃলোখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বহিঃশিখা [স] ১ বি আওনের শিখা। 'এই সুন্দরী বহিঃশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি আওনের শিখার

মতো তেজোদীও বে। 'জাগো নারী জাগো বক্শিশখা' নজরুল, ১৯৩১।

বক্শিশেল [সি] বি অগ্নিময় শেল। 'রেখ না ঘৃণাভরে, জাগায়ে দয়া করে বক্শিশেল যানি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বক্শিসিন্দু [সি] বি বহিঃস্থ সিন্দু। 'উন্মুক্ত বক্শিসিন্দু-প্রাবলিনীকরে/কোটিযোজন দূরত্বের নিত্য সোহন করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বক্শিস্তান [সি] বি ধ্বংসযজ্ঞ। 'যুগান্তের বক্শিস্তানে যুগান্তের দিন নির্মল করেন যিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বক্শিস্তাপ [সি] বক্শি-উত্তাপ [বি] আতনের তাপ। 'চৈতনের রৌদ্র তরল বক্শিস্তাপের মত অসহ্য না হইলেও প্রবর হইয়া উঠিয়াছে।' তারা, ১৯৪০।

বহাডুঘর [সি] বি অত্যধিক লোকজমক। বহাডুঘর বিশিষ্ট [সি] বিণ অত্যন্ত লোকজমকপূর্ণ। 'তৎশাময়িক রাজধর্ম কতদূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও বহাডুঘর বিশিষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন হইবে।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

বহাঙ্গ [সি] বি অতিরিক্ত খাবার। 'পেশাদারী ব্রাহ্মণের পাইকারি বহাঙ্গ ভক্ষণের মত।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

বহাঙ্গরাজ লঘুক্ৰিয়া -- [সি] আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন কিন্তু অনুষ্ঠান সামান্য। 'তাঁহার অনেক কার্যের ন্যায় ইহাও বহাঙ্গরাজ লঘুক্ৰিয়া দেখিয়া দৃষ্টিত হইয়াছি।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

বহাঙ্গিক [সি] বহ+আ আঙ্গিক [বিণ] বহুজনের প্রেমিক। 'নানা ডাব থাকে যার সে নেহে ডাবিক/ নিজ আশা হয় নাশ হলে বহাঙ্গিক।' সয়জল্লাস, ১৮৭৬।

বহাঙ্গী [সি] বিণ বহুভোজী। 'গবর্মেণ্টের প্রয়োগলাগিত বহাঙ্গী বাহন ব্যাড়া তারা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বহাংকোটন [সি] বি বিশেষ প্রকাশ। 'দেখিয়া বহাংকোটন করিলে কি হইবে?' দীপিকা, ১৮৮৭।

বা [সি] বায়ু [বি] বাতাস। 'উনক্সাস বা এরা কৈল ঘন গড়।' হুট, ১৪৫০; 'আপে পাশে পড়ে বেত চামরের বা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাখ [বায়ু] বি বাতাস। 'দক্ষিণ মলয়া বাখ বাহে।' বড়ু, ১৪৫০।

বায়ে-গড়া বিণ বাতাসে উড়ছে এমন। 'বায়ে-গড়া কেতকীর পীত পরিমল।' নজরুল, ১৯২৪।

বায়ের ছিট বি পাগলামি। 'বড়বৌর যেন একটু বায়ের ছিট আছে।' শরৎ, ১৯১৩।

বা [কন্যা] অর্থ সম্ভবহ্যাক শব্দবিশেষ। 'সুগীয়া বা কি বুলিয়ে ঘরের গোশাল।' বড়ু, ১৫০০; 'কড় বা হদর যেতেছে ফেটে, সরমে তবু কথা না ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বা [অর্থ] অর্থ; কিংবা। 'সিদ্ধুর বা আশাবরি।' আলগল, ১৬৮০; 'কোন সকালে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ... হাত না দিবে।' ডানকন, ১৭৮৪।

বাজতি [সি] বাদক [বি] বাদক। 'চিরিআ বাজতি পার্থ পাসান চিরিআ।' রামাই, ১৭১০। 'সকালে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ... হা

বাজানি বিণ বায়ান্ন। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

বাও [সি] বাদক [ক্রি] বাজিয়ে। 'সুন্দর সে গীত গান্ধা বাও করতালী।' বড়ু, ১৪৫০।

বাই [সি] বায়ু ১ বিণ উন্মাদ; বায়ুরোগগ্রস্ত। 'রাখা কি নির্ঘা করাবিলি বাই।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বাতিক। 'ঘটে প্রেমশাপলের এমন

বাই।' লালন, ১৮৯০।

বাই [সি] বায়ু [বি] উত্তর-পশ্চিম কোণ। 'তপস্কোনা পশ্চিমকোণ এবং মরুত কোণ ও বাই কোণ।' ওর্গ, ১৭৮৪।

বাই [বি] বাঈ ১ বি পেশাদার গায়িকা ও নর্তকী। 'তাএকা বাই ও ডিন ডাএকা ভাঁড়।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নামের শেষে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক উপাধি। 'অহল্যা বাই নামে মহারাষ্ট্র দেশের কোন স্ত্রী ...' গৌর, ১৮২২। ৩ বি নৃত্যগীত জানা রূপকীর্তী। 'যবনী ব্যাঙ্গদানাদেশের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভ্রান্ত করিবা।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি বাইজি নাচ। 'আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেতন।' হতোম, ১৮৬১।

বাইখানা বিণ বাইজিসলভ। '... ফারফরমাইস বাটে, এবং বাইখানা গাহনাও জানে।' ভবানী, ১৮২৮।

বাইখানা [বি] বাই+আ খানা [বিণ] বাইজিখানার গীত বা প্রদর্শনী হয় এমন। 'বিবিকে বাইখানা গান আর নাচ শিক্ষাইবা।' ভবানী, ১৮২৮।

বাইজি, বাইজী [বি] বি পেশাদার নর্তকী। 'বাইজীরা গণী গণী বেড়াইতেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩২; 'বাইজি! এক ঘন্টা হইয়াছে - এখন বন্ধ কর।' বল্লম, ১৮৭৫।

বাইজিমহল [বি] বাইজী+আ মহল [বি] জলসাঘর। 'একজাতের বাইজিমহলে চলতি খেলা সখীত ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বাইনাট [বি] বাই+নাট্য [বি] বাইজির নাচ। 'ব্যাঙ্গার হইয়াছে বাইনাট ও তাঁদের নাচ দেখিবার।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩২; 'বাইনাচ প্রকৃতি ব্যাপ্তিরিতেই খরচ করেন।' সুলভ, ১৮৭০।

বাইর নাচ বি পেশাদার নর্তকীর নৃত্য। 'বাইর নাচ দিখা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার মদন শীত্ৰ লোপ হয়।' দর্পণ, ১৮২৬।

বাইলোক [বি] বাই+স লোক [বি] বাইজি। 'তিনি তজুরগাঁর বাইলোকে পিকদান বরদারী কর্তৃক করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বাইউ [সি] বায়ু [বি] বায়ু। 'সুন্দর সিতল বাইউ শূশ বরিসন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাইউ পথ [সি] বায়ুপথ [বি] আকাশপথ। 'রথে তুলি অর্জুন পলাএ বাইউ পথে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাইওলজী [বি] জীববিদ্যা। 'হারা ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজে যাবে তারা বাইওলজী শিখবে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বাইক [সি] বি সাইকেল। 'গাড়ী ঘোড়া গেল তল/ বাইক বলে, কত জল।' অন্নদা, ১৯৬৭।

বাইক-রথ [বি] বাইক+স রথ [বি] বাইসাইকেল। 'পথে দেখা দেয় খবরওয়ালা বাইক-রথের পেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বাইকাটা [বি] বাই+কাটা [বি] দুই ধারে কাটে এমন অস্ত্র। 'বাইকাটা অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে ভয় কিসের?' রোকেয়া, ১৯২২।

বাইশন [সি] বাউশন [বি] বেতন। 'ডেট লইয়া কাঁচকলা সাঝ বাইশন মুলা উড়ানুত করিল পয়ান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাইচ [ফা বাজী] বি দ্রুত নৌকা চালানের প্রতিযোগিতা। 'বাইচ ফিগান যায় কোলা।' কুঙ্করম, ১৭২০।

বাইছ [ফা বাজী] বি প্রতিযোগিতামূলক নৌকাচালনা। 'বাইছ খেলা এ অঙ্গলে আর হয় নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

বাইছা বি নৌচাচালক। 'হত্যেক নৌকার ... চল্লিশ হইতে ষাটজন করিয়া বাইছা।' মনসুর, ১৯৫৫।

বাইছা [বি ভাইস] বিগ সহকারী। 'শ্রীযুক্ত বাইছ প্রেসিডেন্ট সাহেব।' করুণার, ১৭৯৭।

বাইছা দ্র বাইচ

বাইজেনটাইন [বি] বি প্রাচীন তুরস্কের সাম্রাজ্যবিশেষ। 'একদিকে পারস্য সাম্রাজ্য, অন্যদিকে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড চাপের মাঝে ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

বাইজন্ত দ্র বাজোন্ত

বাইটা [স বটা] বিগ বঁটে; খাটো। 'একটি বাইটা লোক আমলাদের সাথে তর্ক করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

বাইথু [বি] বি বাঁধাই। 'ইহার মূল্য চামড়া বাইসমেত ১১০ এক শত দশ টাকা।' দর্পণ, ১৮২৫।

বাইতি [স বাতিয়া] ১ বি ব্যাকর জাতিবিশেষ। 'বাইতি নিবসে পুরে নামাবিধি বাদ্য করে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যাকর। 'কলিঙ্গা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি বাঙ্গালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকৃষ্ণ বাইতি।' সেবাই, ১৮৪০।

বাইতে বি চড়া। মানোএল, ১৭৪৩।

বাইন [আ বয়ানহ] বি বায়না; আবদার। 'মতিলাল বায়্যাবহা অবধি আদর পাইয়া সর্বদাই বাইন করিত।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাইনানি [স বণিক] বি বেনে বণি। 'রিভুবন্তী হইআছে রক্সা বাইনানি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাইপ্রডাট [বি] বি মূল উপপদিত বস্তুর সঙ্গে জাত বাড়াই উপাদান। 'একটা বাইপ্রডাট - আর মোম আর মোমবাতি হয়।' শিবরাম, ১৯৭০।

বাইবেল [বি] বি খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'তিনি ইউরোপীয়গণের সম্বাসবশতঃ তাহাদিগের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল শিক্ষা করিতে আকৃষ্ট হইলেন।' অক্ষর, ১৮৪২।

বাইবল [বি] বি খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। 'কয়েক অধ্যায় বাইবল অধ্যয়ন করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

বাইমেনা বি জাতিবিশেষ। 'অহি ও মজিহ, বাইমেনা জাতির সদৃশ বটে।' বজ্রিম, ১৮৮৭।

বাইরে [পা বাহির] ১ বিগ ভিতরে নয় এমন। 'বাইরে কোঁচার পশুন ভিতরে ছুঁচার কেজন।' হুতাশ, ১৮৬১। ২ বি বাইরে বাওয়ার পথ। 'সেখা থাকিত 'বাইরে' কোনটাতে 'গুথুফেনা'।' শরৎ, ১৯১৭।

বাইরেকার বিগ বাইরে অবস্থিত। 'দূরবর্তী বাইরেকার জগতও এই ঘূর্ণিশাক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাইরে কোঁচার পশুন ভিতরে ছুঁচার কেজন - প্রকৃত অবস্থা গোপন করে বাইরে আড়ম্বর প্রদর্শন। 'বাইরে কোঁচার পশুন ভিতরে ছুঁচার কেজন সং বড় চমৎকার।' হুতাশ, ১৮৬১।

বাইরে কেলে রাখা - উপেক্ষা করা। 'যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাকে বাইরে ফেলিয়া রাখেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাইসেন [বি] বি অশ্রুপূর্ণ গলি। 'লভনের কোন বাইসেনের কোন যুগটি আঁখি আছকার কঁছিরে ...।' অশ্রুভিন্দন, ১৯৬০।

বাইশ [পা বাবিসডি] বিগ সংখ্যা বিশেষ: ২২। 'গোদে বাখাইয়া আনি বাইশ মোন মাটি।' বিজয়, ১৬৫০।

বাইশী [পা বাবিসডি] বিগ বাইশ হাজার। 'বাইশী লক্কর সঙ্গে।' জরত, ১৭৬০।

বাইশ [পা বাবিসডি] বিগ বাইশ। 'ভিড়নে চলিল জবি বাইশ হাজার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাইশ [স বাসি] বি কার্টিমিত্রির এক প্রকার যন্ত্র। 'গল্প ফেলিয়া বাইশ লইল ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

বাইস [স বাজী] বি নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা। 'কমেনে বাইস বাইতে পার বাও দেখি চাই।' বিজয়, ১৭৫০।

বাইস [স বাসিড] বিগ বিগড়; বাসি। বাইস বিয়া বি বাসি বিয়া। 'বিভাগুর পাছে বাইস বিয়াও না করিবে; পাক পরণও করিবে না।' মানোএল, ১৭৪৩।

বাইসন [বি] বি ইউরোপ ও আমেরিকায় দেবতে পাওয়া যায় এমন এক ধরনের বন্য মহিষ। 'একটা আকাশবাণী প্রকাণ্ড অসৌন্দর্যিক 'বাইসন' মোষ যেন ক্ষেপে উঠে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাইস প্রসিডেন্ট [বি] বি ভাইস প্রেসিডেন্ট। 'শ্রীযুক্ত হারিসন সাহেব বাইস প্রসিডেন্ট।' দর্পণ, ১৮২৪।

বাইসিকল [বি] বি পা দিয়ে চালাতে হয় এমন একপ্রকার যিচ্চযান। 'বাইসিকল কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

বাইসিকেল, বাইসিকল [বি] বি পা দিয়ে চালাতে হয় এমন একপ্রকার যিচ্চযান। 'বাইসিকলে অবিশ্রাম যুরপাক থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০; 'বাইসিকেল টেনে টেনে এসে হাজির।' মূলতব, ১৯৪৯।

বাইসিক্র [বি] বি বাই-সাইকেল; পা দিয়ে চালাতে হয় এমন একপ্রকার যিচ্চযান। 'হাসপাতালের ডাক্তার নামলেন বাইসিক্র থেকে।' তারা, ১৯৫৩।

বাইসেকেল [বি] বি বাই-সাইকেল; পায়ে চালাতে হয় এমন দুই চাকার বাহন। 'ইহা বেন বাইসেকলে ধাবমান হওয়ার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাইসী বি একপ্রকার গাছ। 'জৈতুন ও বাইসী বৃক্ষের।' তারিণী, ১৮০৩।

বাইসেপ [বি] বি বাহুর উর্ধ্বভাগের দুই শির্যাবিশিষ্ট মাংসপেশি। 'কথাগুলো বলতে বলতে বাইসেপটা ফুলিয়ে তোলে সূর্য্যব।' কারুসার, ১৯৬৫।

বাই [বি] বি বাইজি; পেশাদার গায়িকা-নর্তকী। 'বাই বই দুনিয়াতে তাদের যেন আর কেউ নাই।' মণিরাম, ১৮৬৯।

বাইজি, বাইজী [বি] বি পেশাদার গায়িকা-নর্তকী। 'জমিদারের হুসেটা ... বাইজি নিয়ে টাকা উড়িয়ে দিল।' জীবন, ১৯৩২; 'এই সেই কাশীর বাইজীর মেয়ে।' বিভূতি, ১৯৩৮

বাইশাচ [বি বাই+শাচ] বি বাইজি নাচ। 'হলের মত ঘরে বাইশাচ হল।' জীবন, ১৯৪৮।

বাউ [স বায়] ১ বি বায়; বায়ুদেবতা। 'তুমি বাউ তুমি জম পবন হুতান।' মালশর, ১৫০০। ২ বি পালশামি; বায়ুরোগ। 'কেহ বোলে তাহার বাউ জন্মিছে নিচ্চা।' সাহসায়, ১৬৫০।

বাউ অজ [স বায়-অজ] বি ঝড়। 'বাউ অজ সাক্ষিকেক সভার বাউয়।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাউকুড়ানী বি ঘূর্ণি বাতাস। 'ঘূঁয়া তারি উড়ছে ঘূঁলায় বাউকুড়ানীর ঘার।' কলীম, ১৯২৯।

বাউগন বি (হিন্দু পুরাণ) শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু: প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান, ব্যান। 'অবসাদ পাইল সকল বাউগন।' মাল্যধর, ১৫০০।

বাউ বেণ [স বায়ুবেণ] বি বায়ুবেণ। 'বাউ-বেণে ডিলা সব হইআ গেল জড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাউরূপ [স বায়ুরূপ] বি বাতাসের আকৃতি। 'বাউরূপ ধরি জায় গাশুল নগরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বাউ^১ বি একপ্রকার গয়না। 'মোরে বাউ দিতে চেয়েলো।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

বাউট [স বাগট] বি হরিণবিশেষ। 'ঠাই ঠাই কুম্ভসার নীলগাও বাউট বিস্তর।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

বাউটি [স বাহুবা] বি হাতে পরার অলঙ্কার। 'সোনার বাউটি হাতে পেখিতে সুন্দর।' বিজয়, ১৬৫০।

বাউড়ি^১ বি অগ্নি শাঙ্কনা। 'নাঈ দিহ বাউড়ি রম্যা বস্যা দিহ কড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাউড়ী^১ [স বাহুল্য] বিপ্ণ উদ্ভাদ। 'হইলা বাউড়ী পাতা।' চন্দ্র, ১৫৫০।

বাউড়ুল [স বাহুল্য] বিপ্ণ ছদ্মছাড়া। বাউড়ুলগিরি [বাউড়ুল+ফা গিরি] বি ছদ্মছাড়া জীবনবাশন। 'সন্ধ্যাসের বাউড়ুলগিরির প্রতি কর্তার্য এত সময় কেন?' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

বাউড়ুলেশনা বি ছদ্মছাড়া জীবন-বাশন। 'নিভান্তই যদি বাউড়ুলেশনা করতে হয় তবে কর।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

বাউড়ুলগিরি [বাউড়ুল+ফা গিরি] বি ভবঘুরেশনা। 'কৈ, তোমার ভাসুরপোর বাউড়ুলগিরি গেল।' লওকত, ১৯৮৮।

বাউডেলে বি ভবঘুরে। 'বাউডেলের আশ্রুকাহিনী।' নজরুল, ১৯২৪।

বাউগুলি বিপ্ণ ছদ্মছাড়া। 'আর বাউগুলি রকমে চলিও না।' সারী, ১৮৫১।

বাউনি [স বহনী] বি পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতের একটি হিন্দু আচার। 'বাউনি আউনি খড়া পোড়া আখ্য আর।' গুণ, ১৮৫৮।

বাউভারি গুয়ালা [হি] বি চারপাশের দেয়াল। 'কোনোর বাউভারি ওয়াল অনেক জায়গাতেই নিচিহ্ন হয়ে গেছে।' সুনীল, ১৯৭৭।

বাউর [স বাহুরা] বি অলঙ্কারবিশেষ। 'হাতের বাউর কৈলা আনি সেই পাট।' সুলতান, ১৭০০।

বাউরা [স বাহুরা] বিপ্ণ উদাসীন। 'কি বাতেরে ফেরে তুমি বাউরা ছুরত।' গরীব, ১৭৬৫।

বাউরি^১ বি বেহায়া; হিন্দু জাতিবিশেষ। 'গমনের শুভ বেলা বাউরি জোগায় গোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

২বাউরি বিপ্ণ দুরন্ত। 'ক্লাবনের বাউরি বাতাস।' জসীম, ১৯২৭।

৩বাউরি বিপ্ণ মাতাল। 'বৈচিত্র বনের বিরহে বাউরি বাতাস বহে।' নজরুল, ১৯৩৫।

বাউরি^১ বিপ্ণ কৌকড়া। বাউরি ফুল বি মাথার পিছনে ও দুপাশে থাক থাক কাটা ফুল; কৌকড়া ফুল। 'আজা হজুর, উঁচুপি, কার্তিকের মত বাউরি ফুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব।' হুতোম, ১৮৬১।

বাউল [স বাহুল্য] ১ বি পাগল। 'সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ্ণ এলোমেলো। 'বাউল চিতুর আঁকুল জুসএ।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি লোকধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ।

'স্মৃষ্টদায়ক, বাউল, ন্যাড়া, সহজী প্রভৃতি আর কতকগুলি শাখা আছে।' অক্ষর, ১৮৫০। ৪ বি বাউল গান। 'বাউলের সুর।' গুণ, ১৮৫৮।

বাউল গান [বাউল+স গান] বি লোকসংগীতবিশেষ। 'বাউলের গান।' রত্নী, ১৮৮৩; 'গ্রাম্যসংগীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই।' রত্নী, ১৯১৭।

বাউলচরিত বি বাউলের মতো শব্দ। 'আউল চিতুর অতি বাউল চরিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

বাউলতত্ত্ববাসী বিপ্ণ বাউল ভাবদর্শে বিশ্বাসী। 'তিনি মূলত বাউলতত্ত্ববাদী তথা মরহী কবি ছিলেন।' হাই, ১৯৫৪।

বাউলধর্ম বি বাউলতত্ত্ব। 'বাউলধর্ম সাধনা একটি গুহ্য যোগত্রিমার উপর প্রতিষ্ঠিত।' হাই, ১৯৫৪।

বাউল-মত বি বাউল সাধনার মতবাদ। 'কেন্দ্ৰ ব্যক্তি বাউল-মত প্রচার করে তাহার নিত্যম নাই।' অক্ষর, ১৮৫০।

বাউলিয়া বিপ্ণ পাগলাটে। 'বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাউলী [বাউল+] বি ক্রী পাগলি। 'বাউলী হইয়া গেলু।' বিক্রী, ১৬০০।

বাউল্যা [বাউল+] বিপ্ণ পাগলপারা। 'চলিল শিরোপা পায়ীয়া বাউল্যা রক্তিম।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

বাউল্য বি খেদারি ডাল। 'দু'মুঠ বাউল্যা ছেড়ে দিল খোলায় ওপর।' কায়সার, ১৯৬৫।

বাউলি [হি বাউলি] বি জল তোলার যন্ত্র-লাগানো বড়ো কুপ। 'অতিবৃহৎ চৌবাচ্চা অর্থাৎ বাউলি জালামুখি ছানে নির্মাণ করেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

বাইন [স বাদন] বি বাদ্যকর। 'জাইতি গাএন বাএন দুআরি দুআরগাল।' রামাই, ১৭১০।

বাইস [স বায়স] বি কাক। 'পরভুক্তকে ভর্তুে পাখস লএ করে বাএস নিকট পুকারে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বাও^১ [স বাহু] ১ বি বাতাস। 'দগ্ধকে দগ্ধকে পরে খেত চামরের বাও।' বিজয়, ১৬৫০।

বাও ছাড়া কি বাতকর্ম সার। মানোএল, ১৭৪৩।

বাও^২ বি আবরোগ বিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

বাও^৩ [হি] বি মাথা নুরে সম্মান জানানো। 'প্রথমে ফরাসী কায়দার বাও করে, আমার অনুমতি নিয়ে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

বাওটা [স বাগটা] বি বায়ুর বেগে ছোটে যে হরিণ। 'বারশিলা বাওটাদি কস্তুরী ফুলাক।' ভরত, ১৭৬০।

বাওটি [স বাহুবা] বি বাদ্যবিশেষ। 'তাম্র কনাত বাওটি ডেরা সাথে লিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

বাওন [স বামন] ১ বি শাখা। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি খর্বাকৃতি লোক। 'চন্দ্রের সম্পত্তা নেয় হইয়া বাওন।' ম্যানিকরাম, ১৭৮১।

বাওন বীর বি বামন। মানোএল, ১৭৪৩।

বাওগুলি ৩ বাউড়ুলে

বাওবাব বি বাহুবা বি আঁকরা অঙ্কলের গাছবিশেষ। 'একটা বড় বাওবাব গাছ।' বিক্রী, ১৯৩৭।

বাওবার বি মহাছতাকারী। মালোএল, ১৭৪৩।

বাওরা [সে বাননা] কি বাজাবে। বাইরা কি বাজিয়ে। 'বাঁদী বাইরা
হাজতে গেলগি পদাধর'। বড়, ১৪৫০। বাই কি বাজায়।
'বদািবসে বাঁদী বাও নপ্পের নপন'। বড়, ১৪৫০। বায় কি বাজায়।
'নাঁচ মুহুরি তেরি নানা বহা বায়'। মুকুন্দ, ১৬০০।

বাওরা [কি নৌকা চালনা করা]। 'নবিন কাতরি আমি নৌকা নাহি বাই'।
মালোএল, ১৫০০। 'বিনে বাওরায় চলছে অমনি'। লালন, ১৮৯০।
বাই কি (নৌকা) চালাই। 'নবিন কাতরি আমি নৌকা নাহি বাই'।
মালোএল, ১৫০০। বাইরা কি খেয়ে চাশিয়ে। 'দুই মাস বাইরা জাই
নৌকা-পথে'। মুকুন্দ, ১৬০০। বাছে কি চালাচ্ছে। 'দান করছে,
নৌকা বাছে, পোতা চরাচ্ছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। বায় কি চালায়।
'কেল লালন কুলে কুলে বায়'। লালন, ১৮৯০। বায়া কি বেয়ে।
'জাবে হে সাগর বায়া সে পথে না জিব নায়া'। মুকুন্দ, ১৬০০।
বেয়ে কি নৌকা চাশিয়ে। 'আর বেয়ে কাজ নাই তরঙ্গী'। রবীন্দ্র,
১৮৯৫।

বাওরা [সে বহু]। ১ কি এণিয়ে বাওরা। 'তেমনি করে খেয়ে এসেম
জীবনবারা খেয়ে'। রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ কি অনুসরণ করা। 'সে সুর
বাহি চলিতে চাহি'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বাওরা [সে ব্যর্থ কি কাসুফ]। 'পরাধীন বলেই তো বাওরা'। মুকুন্দ,
১৯৫২।

বাওরা [সে ব্যর্থ বিপ ভ্রমণ্য। বিন্দা, ১৮৯১।

বাওরা [সে ব্যর্থ] কিন নষ্ট। 'বাওরা বহু'। মালোএল, ১৭৪৩।

বাওরাত্তর কিন বাওরত। 'আড়কাট ৭২ বাওরাত্তর টাকা'। মেহর,
১৭৫৮।

বাওরাগুরে হওয়া কি কাজানা সোপ পাওয়া। 'বুড়া হলে কি
বাওরাগুরে হয়'। উমেশ, ১৮৭৭।

বাওরান্না কিন বাওরান্না। 'তোমার বাওরান্নাশীত মুর্ভিতে একবার বাওরান্না
হও'। বরদর্শন, ১৮৭৭।

বাওরাস [সে আবাস] বি বাসা। 'বাওরাস ভাঙিয়া তার পদাননে বড়ে'।
বৃন্দা, ১৫৮০।

বাওর বি হাওর। 'নদী কিংবা বিল বাওড় খাল সর্বস্থলে একই সে জল'।
লালন, ১৮৯০।

বাওলা [সে ব্যা] কি বাতাস করা। 'হঠি পরে আর বাওলিতে না পালিল'।
আলাওল, ১৬৮০।

বাওস বি কুমড়া। মালোএল, ১৭৪৩।

বাওসি বি অর্ধ রোপ। মালোএল, ১৭৪৩।

বাং বি ভোর রাতে মোরগের ডাক। 'পাঁচের মসলিগে আজান পড়ার আগে
মোরগের প্রথম বাজেরে আবেই বাপ-ছেলে সবাই উঠে পড়েছে'।
মাহেনও, ১৯৪৯।

বাংগুরে [সে বামন]। কিন বেটে। 'বামন বাংগুরে হইরা উঠে কীপে
পাঠাইয়া চাঁদেরে বাজাতে যাহ হাত'। কেতক, ১৫৫০।

বাঙি বি বাহর এক প্রকার অলঙ্কার - বাউতি। 'সেই যুবতীর বাঙি হাতে
উঠলো বেজে'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

বাংলা, বাঙলা [সে বলা] ১ বি বলদেশ। 'তোমার সাধের বাঙলা, হ'ল
কাঙলা, সরল না অভ্যচার'। ওড়, ১৮৫৮। 'কোম্পানির বাংলা দখলের
কিছু পরে'। হেতাম, ১৮৬১। ২ বি বাংলা ভাষা। 'দাঁ মাহাশয় বাঙলা
ও ইংরেজি নাম সই করে পারেন'। হেতাম, ১৮৬১। ৩ বাংলা

বাংলাত্ব বি বাংলার বৈশিষ্ট্য। 'বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না'।
প্রমথ, ১৯০২।

বাংলাদেশ [সে বলদেশ] বি বলদেশ। 'ইহারা আমাদের বাংলাদেশের
পূজা দেবতা'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'বাংলা দেশের দু'খু লক্ষ্যই মাঠ'।
রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাংলাদেশী কিন বাঙালি। 'হারো-আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন
নিজা বিশ্বাস করবার আশয়ে শালিত হয়ে ওঠে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৪।
বাংলাভাষী বিগ বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন। 'তবে কি বাংলাভাষী
লোকসংখ্যা পৃথিবীতে এতই কম'। মুক্তভা, ১৯৫৮।

বাংলা-সাহিত্য [সে] বি বাংলা ভাষার রচিত সাহিত্য।
'বাংলাসাহিত্যবোশো ইয়োজিতাব যখন ঘরে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।
'বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া স্যাকালে মরুভূমিতেই তার চলন'।
রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বাঙলা কথা [বাংলা+সে কথা] বি সোজা কথা। 'সুতির জাহাজে যখন
বসেছেন, ভবন নিচরই তুতি করতে চান - বাঙলা কথা'। মুক্তভা
১৯৫২।

বাঙলাদেশ [বাংলা+সে দেশ] বি বাংলাভাষী মানুষের অঞ্চল।
'বাঙলাদেশের অবস্থা অতি সঙ্কটের জাবার্য এসে গেছে'। সবুজ,
১৯২০।

বাঙলাদেশী [বাংলা+সে রূপ] বি বাংলা ভাষায় বিবর্তিত রূপ। 'সাইফুল
মুকুন্দ বর্নিতজ্ঞানাল বাঙলারূপ ধারণ করলো'। হাই, ১৯৪৯।

বাঙা, বাঙলা [হি বাংলা] ১ বি বৈরুতানা। 'আম নিরে নিরে
বাংমার বসেছিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ডাকবালো। 'আমার
বিকলে সর্দাইদুরের বাংলার গিণে শৌলুম'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি
বাংলা সোচনা খয়ের মতো একতলা বাড়ি। 'সমুদ্রের ঘরে একটি
বাঙলা তৈরি করবার উদ্যোগ করছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বাংলা
বাংলাধর বি একতলা ঘর। 'মহফলে ডাহারই বাংলাধরে বসিয়া
সোখা'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাংলা বি ভাত পটরে তৈরি সেশি মদ। 'এক নম্বর বাংলার সচ্ছোটা
বেশ গুজ্জার হয়'। সুনীল, ১৯৭০।

বাংলো [হি বাংলা] বি খোলামনো জারগা সম্বন্ধিত একতলা বাড়িবিদেশ।
'বাংলো হইতে একটু দূরে'। বিকুতি, ১৯৩০। ৩ বাংলা
বাংলোম্বর বি একতলা বাড়ি। 'ঝুলিতে মাটি-পাথরের নমুনা নিয়ে
ফিরে চলছিলুম আমার বাংলাঘরে'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বাঁ [সে বাম] কিন বামনিকে ছিট। 'সোনালিমা নক্যা ভাষারে করিল বাঁ'।
মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঁ-হাতি কিন বাম দিকে অবস্থিত এমন। 'মির্জাপুর স্ট্রীট ঘরে গিরে
বাঁ-হাতি'। জতিতা, ১৯৫০।

বাঁইহ [সে বাম] বি বামি। মালোএল, ১৭৪৩।

বাঁউনি [সে বফনী] বি (হিন্দুযতে) লক্ষ্মীকে ঘরে অচলা করবার পৌষ-পার্বণ
বিশেষ। 'পৌষপার্বণ গেলো শাদা, হলো নাক বাঁউনি বাঁধা'। ওড়,
১৮৫৮।

বাঁও [সে ব্যা] বি সাড়ে তিন হাত গজীততা। 'সে এখন বিশ বাঁও জলে'।
গিরিল, ১৮৮৯।

বাঁও কথা কি ব্যায়াম করা। 'আমাদের পাশোয়ান জমাদার
সোভারাম থেকে বাঁও কবত'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বাঁওন [স বামন] বি খর্বাকায় লোক। 'কথা না দেখিল বাঁওন হায়ে
তালতরুশল পাএ।' বড়ু, ১৪০।

বাঁক [স বন্ধ] ১ বিণ বাঁকা। 'নিবইতে নীম বাঁক মুহ হোর।' বিদ্যাপতি,
১৪৩০। ২ বি নদী বা পথের বাঁকা স্থান। 'এ বাঁক ইহতে বেউলা
আর বাঁকে যায়।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি বাঁকানো বায়ামন্ত্রবিশেষ।
'হান হান বাঁকা, শত শত বাঁকা, বাঁক কটার বিরাজে।' ভারত,
১৭৬০। ৪ বি ভারবহনের বাঁকানো দর্পবিশেষ। 'বাঁকে করে দই
নিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাঁকচুরা বিণ আঁকাবাঁকা। 'প্রাকও প্রাকও বাঁকচুরা আকারের পর্বত,
তমসাত্ত্ব গভীর গহ্বর সকল চোখের সমুখে ব্যক্ত হয়।' প্রমথ,
১৯২০।

বাঁককৌশল [স বাঁককৌশল] বি কচ্ছা বালার চতুরতা। 'বাঁককৌশল
দেখিয়া বিবির মাতা কহিলেন, আচ্ছা।' ভবানী, ১৮২৮।

বাঁক তুলসী বি ধানের প্রকারবিশেষ। 'বাঁক তুলসি চাউল।' ছোলতান,
১৯২৩।

বাঁকমল [স বন্ধ] বি পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'বাঁকমলের মুটাম হাত
উপরে মনসপেড়ে শাড়ীর রাসা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' বঙ্কিম,
১৮৮৭।

বাঁকা [স বন্ধ] ১ বিণ বন্ধ। 'কন্দ বাঁকা উট বাঁকা বাঁকা কাঁকিল বানি।'
মায়াধর, ১৫০০। ২ বিণ কপট। 'এতদ্দেশীয় বাঁকা বাবুরা
জ্ঞানিসিগের স্বং পিতৃবিষয়েগের পর ... অবেধ কর্ম না করিয়াছেন।' দর্পণ,
১৮৩১। ৩ বিণ বিদ্রুপাত্মক। 'বাঁকা বাঁকা বুলি।' বঙ্কিম,
১৮৭৪; 'ডাধা অত্যন্ত বাঁকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'সে বাঁকা হাসি হেসে
বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো করিন নর।' মুক্ততর, ১৯৫৮।

বাঁকা কথা [বাঁকা+স কথা] বি ইস্তিপূর্ণ কথা। 'না কোন বাঁকা কথা
না বাঁকা হাসি তার মুখে নিসৃত হইতেছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

বাঁকাটান [বাঁকা+টান] বি অশুণ টান। 'তার রাজা মুখে টানি সুরে
রূপা বাঁকাটান এসে ধরে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

বাঁকা চুরা [বাঁকা+স চুরা] বি উচুনিচু হওয়া। 'অষ্টাবক্রের মতো
বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাঁকাচোরা [বাঁকা+স চুরা] ১ বিণ আঁকাবাঁকা। 'বুদ্ধি অন্ধকারময়
জুড় গলির মতো বাঁকাচোরা উচুনিচু নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ
হিহিবিকি। 'বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিত্তাধীন বালকের প্রায়।' রবীন্দ্র,
১৯২৫।

বাঁকা-টান বি বাঁকাগতিতে আবর্তন। 'এক বাঁকা-টানের মহাজালে
বহুকেটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগতটা লাটিমের মতো পাক
বাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বাঁকা-টোরা ক্রিবিণ ভির্কভাবে; পেঁচিয়ে; অসরলভাবে। 'অতি
সোকা কথাটাও আইন বাঁচাইয়া বাঁকা-টোরা করিয়া বলিতে হয়।' নজরুল, ১৯২২।

বাঁকানো ক্রি বি বাঁকা করা। 'টোকা সর্বদা ভারি টকটক করিয়া ঘাড়
বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাঁকা বুলি বি কুটিল বা গোঁসো কথা। 'এতচ্ছ বাঁকা বাঁকা বুলি
ধরেছিলে কেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বাঁকা হাসি ১ বি বিদ্রুপাত্মক হাসি। 'সে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল,
আত্মজীবনী লেখা তো করিন নর।' মুক্ততর, ১৯৫৮। ২ বি
ইস্টিপূর্ণ হাসি। 'না কোন বাঁকা কথা, না বাঁকা হাসি তার মুখে
নিসৃত হইতেছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

বাঁকি বি যে স্থানে মোড় নিচ্ছে। 'হাঁসুলী বাঁকের পশ্চিম দিকের
প্রথম বাঁকিতে – বেলপাছ ও শেওড়া ঘোষে ভর্তি।' তারা, ১৪৪৬।

বেঁকে দাঁড়ানো ১ ক্রি কিছুতেই রাজি না হওয়া। 'বিবাহের
অন্তিমপূর্বে কুসুম এমন বিকীসা দাঁড়াইল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২
ক্রি পূর্বের মত বদল করা; প্রতিকূল হওয়া। 'আশার মনটা একটু
বেন বিকীসা দাঁড়াইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ ক্রি অপরপতা প্রকাশ।
'যতই পাড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন, মধিন ততই বিকীসা দাঁড়াইল।' রবীন্দ্র,
১৯০২। ৪ ক্রি বিরুদ্ধ হওয়া। 'কংগ্রেস-প্রতীকান বেঁকে
দাঁড়ানো স্যার সেয়সের প্রতি।' মাধে নগ, ১৯৪৯।

বেঁকে বসা ক্রি পূর্বের মত বদল করা। 'ললিতা বিকীয়া বসিয়াছে।' রবীন্দ্র,
১৯০৯।

বাঁকা বি সাপের নাম। 'শঙ্খিনী কানাল বাঁকা যমের সমান।' ক্ষয়ব্রহ্মসং,
১৮৭৬।

বাঁকারি [স বন্ধল] বি বাঁশের ছোটো ফালি। 'একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া
লইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বাঁকি, বাঁকী [আ বাকী] বিণ অবশিষ্ট। 'এ শনের মালগুজারি কত বাঁকি।'
কৈরী, ১৮৩২।

বাঁকীদার [আ বাকী+কা দার] বি পাওনা টাকা ফেরত দেয়নি এমন
ব্যক্তি। 'দানদ সময় বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে।' দর্পণ,
১৮২২।

বাঁকু [স বিমুখ] বিণ বিমুখ। 'বাঁকু বিধাতা কী ন করাবে।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

বাঁকারি [স বন্ধল] ১ বি কাঁধের দুদিকে দুদ্রুড়ে ঝুলিয়ে বোঝা বহনের
হুক বা কাঠের ফালি। 'হলসে রং করা বাঁকারির চড়ক গাছ।' বড়োম,
১৮৬১। ২ বি বাঁশের চটা। 'বাঁকারির বেড়া।' রবীন্দ্র,
১৮৯২।

বাঁচন [স বন্ধ] বি বেঁচে থাকা। 'বাদ্য সামগ্রি বস্ত্রাবধি সপরিবারে
থাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' রামরায়, ১৮০১।

বাঁচন ভার বি গালাগো কর্তন। 'মানেএল, ১৭৪৩।

বাঁচা [স বন্ধ] ১ ক্রি বেঁচে থাকা; জীবিত থাকা। 'বাঁচিতে।' মানেএল,
১৭৪৩; '৮০ বৎসর পর্বান্ত বাঁচিয়া থাকে।' মদনমোহন, ১৮৫০। ২
ক্রি ঝামেলা-মুক্ত হওয়া। 'আমার একটা কর্তব্যসার হইতে অব্যাহতি
পাইয়া বাঁচলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ ক্রি নিষ্কৃতি পাওয়া।
'একটুখানি রোদদুর লেখা দিয়েছে – বাঁচা গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।
৪ ক্রি সম্মত হওয়া; উক্ত থাকা। 'আমাদেরও প্রায় ডেইরীকা বেঁচে
গেল।' ইন্দ্রদাস, ১৯২০; 'টাকা দুই হাতখবরের জন্য বাঁচে।' বিজুতি,
১৯৩১।

বাঁচাইতে পারা ক্রি সুস্থ করে তোলা। 'বুঝিতে পারিলাম এই তুচ্ছ
লোকটিকে যদি বাঁচাইতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বাঁচানোওয়াল বিণ রক্ষাকর্তা। 'বাঁচানোওয়াল খোদা।' ইমদাদুল,
১৯২০।

বাঁচি ক্রি বেঁচে। 'আশানাগের মত লোক পালি তো সে বাঁচি যায়।' গিরিশ,
১৮৮৬।

বাঁচিবার ক্রি বেঁচে থাকার। 'যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সমুখ
হইতে যা।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

বেঁচে থাকা ক্রি 'স্বরণীয় হয়ে থাকা। 'আমি সাধারণ লোকের মধ্যে
বাঁচিয়া থাকিতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বেঁচেবর্তে থাক।, বেঁচেবর্তে থাক। কি কোনো রকমে জীবন যাপন করা। 'প্রজা যে বেঁচেবর্তে থাকে সে ... সেটোমেন্টে আপিসের তপে।' প্রমথ, ১৯১৯; 'এ পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকবার জন্য ... যে সব বিষয়ের দরকার।' প্রমথ, ১৯২০।

বেঁচে মরা কি জীবিত থেকেও নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করা। 'বেঁচে মরে কী বা ফল ভাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বেঁচে যাওয়া কি অবশিষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। 'সমরদার পাইয়া সে বেনে বাঁচিয়া গেল।' শরৎ, ১৯১৭।

বাঁচানো ১ কি জীবিত করা। 'বাঁচাইয়া দেহ বাদশা বাপকে আমার।' গরীব, ১৭৬৫। ২ কি কমানো; সশ্রয় করা। 'নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ কি রক্ষা করা। 'বাঁচাও তাহারে মারিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ কি পুনরুজ্জীবিত করা। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুধ, আশমর্যাদে যা মোরে তুই বাঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ কি টিকিয়ে রাখা। 'জ্ঞাতিকে বাঁচানোর জন্যে তিনি সবচেয়ে ঝড় বন্ধু।' মাহেনভ, ১৯৪৯। **বাঁচাইয়া** কি জীবিত করে। 'বাঁচাইয়া দেহ বাদশা বাপকে আমার।' গরীব, ১৭৬৫। **বাঁচাও** কি রক্ষা করে। 'রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। **বাঁচালেক** কি বাঁচানো। হ্যাঙ্গহেড, ১৭৭৩।

বাঁচিরে দেওয়া কি বিপদ থেকে উদ্ধার করা। 'মকদ্দমায় ... তিনি আমাদের বাঁচিরে দিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাঁচানো ১ বি এড়ানো; দূরে রাখা। 'অসোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি রক্ষা করার কাজ। 'আমার বাপকে বাঁচানো আমার প্রথম কাজ।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বাঁচাবাঁচি বি বাচন-মরণ। 'বাঁচাবাঁচির কথা পরে হবে।' মানিক, ১৯৩৯।

বাঁচোয়া [স বঙ্কিম] বি নিস্তার। 'যদি প্রাচীন খুড়া জেটা থাকে তবেই বাঁচোয়া।' গ্যাস্ট্রি, ১৮৫৮।

বাঁজখাই [বাজ খা] বি অত্যন্ত কর্কশ ও অবাভাবিক চড়া। 'বাঁজখাই সুরে বলে, আসো আন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাঁজা [স বঙ্কিম] বিশ বঙ্কিম; সন্তান জন্মে না এমন। 'আমাদের আশীর্বাদে হবে নাক বাঁজা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বাঁজি [স বঙ্কিম] বি বঙ্কিম; সন্তান জন্মে না যার। 'বাঁজি চল ঘর ছাড়ি/দশন ভাঙ্গিমু মার্যা পাড়িঘির বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঁজা [স বঙ্কিম] বিশ বঙ্কিম; সন্তান জন্মে না এমন। 'তবু বাঁজা বলে পোক যাই কার কাছে।' ভবানী, ১৮২৫।

বাঁজি [স বঙ্কিম] বিশ বঙ্কিম; সন্তান জন্মে না এমন। মানোএল, ১৭৪৩।

বাঁট [স বঙ্কিম] ১ বি হাড়ল। 'সুবদ্রের কোদাল রূপার বাঁট।' রামাই, ১৭০০। 'এক টাংগ তালপাতা তার যেন বাঁট হালকা ছাত্তার।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি পোক, মহিষ প্রভৃতি পতঙ্গ জ্বনের বেঁটা। 'তোর মরশালার বাঁটের দিবা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'বাঁটে হাত নিলে দুখ খরবে।' মানিক, ১৯৩৫।

বাঁট [স বঙ্কিম] বি পথ। 'সেই মাটেতে ঢুবে দিয়েছে শীঘ্র গৈয়ো বাঁট।' জগীশ, ১৯৩১।

বাঁটা [স বঙ্কিম] ১ কি ডাগ করা। 'সকল কুঁহে মেলি বাঁটিয়া খাইব।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি বিন্যাস করা। 'চারি সপ্তাহের কৈল গায়ন বাঁটিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ কি বিলি করা। 'নিকটবর্তি হানে

চিঠী বাঁটিয়া দিবেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। **বাঁটি** কি বটন করে। 'যদি খাও সকলেরে দিবা কিছু বাঁটি।' অন্নাদল, ১৬৮০। **বাঁটিয়া** কি ডাগ করে। 'সকল কুঁহে মেলি বাঁটিয়া খাইব।' মালাধর, ১৫০০।

বাঁটা [স বঙ্কিম] কি শিলপাটায় রেখে নোড়া দিয়ে পেশন করা। 'লতা মারিচ বেঁটে সেহো সর্ষ গায়।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

বাঁটা [বি বাঁটা] বি মাড়। 'কলিকাতার বেনেডি দোকানে ব্যাধ নোট ডাসাইতে হইলেও দুই চারি পরয়া বাঁটা লাগিয়া থাকে।' প্রজ্ঞাকর, ১৮৫৪।

বাঁটি [স বঙ্কিম] বিশ খর্বকায়। মানোএল, ১৭৪৩।

বাঁটিয়া বিশ বেঁটে। মানোএল, ১৭৪৩।

বাঁটুল [স বঙ্কিম] বি লোহা বা সিসার তৈরি ওলি। 'ওলতাই বাঁটুল বাস করে বীরপনা।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। 'বস্ত্র বাঁটুল তোমার আছে/ঘাটম! ঘাটম!' অগ্রদূত, ১৯৪৬।

বাঁটোয়ারা [স বঙ্কিম] বি বটন। 'পরম্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বন্দিয়া লওয়া ভাল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বাঁড়িয়া [স বঙ্কিম] বি কালো রঙের এক ধরনের পোকা। 'বাঁড়িয়া পোকা।' মানোএল, ১৭৪৩।

বাঁড়ুজ্জ, **বাঁড়ুজ্জো**, **বাঁড়ুজ্জো** [স বঙ্কিম] বি বদ্যোপাধ্যায়; বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'বাসুদেব বাঁড়ুজ্জ সপরিবারে গ্রামভ্রমণের আয়োজন করিলেন।' মানিক, ১৯৩৬। 'রামদোচন বাঁড়ুজ্জের কন্যা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। 'আমার বজ্রনাম কুলপালক বাঁড়ুজ্জো, তিনি বহালকৃত কুলকল্লালে পতিত।' রামনাথরায়, ১৮৫৪।

বাঁড়ুরি [স বঙ্কিম] বি বদ্যোপাধ্যায়; বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। 'প্রবোধ করএ লীলা বাঁড়ুরি ব্রহ্মণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঁদখাট বি বাঁধানো খাট। 'জল বেড়ে বাঁদখাটের পাখরের পেটই ভিজ়ে যাকে।' শীলবন্ধু, ১৮৬৭।

বাঁদশার [স বঙ্কিম+শা দারা] বি গীত রচয়িতা। 'স্বধর গুণ্ডো এক জন হাফ আকড়াইয়ের ভাল বাঁদশার ছিলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

বাঁদর [স বানর] ১ বি বানর (এখানে শীলকর-রূপ বানর)। 'ভাত মাঝে শীল বাঁদরে।' শীলবন্ধু, ১৮৬০। ২ বিশ বানরের মতো। 'বিধু বোঁড়া সেটা সেহাও বাঁদর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি গালিবিষেধ। 'ওরে মুখ-পোড়া ওরোরে বাঁদর।' জগীশ, ১৯৩১।

বাঁদরওয়ালা [স বানর+ই ওয়ালা] বি বানরের মালিক। 'বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিখান্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাঁদরকে কলা দেখানো - কাউকে লোভ দেখিয়ে নিজের কাজ শেষ করে নিয়ে তাকে ফাঁকি দেওয়া। সুবল, ১৯০৬।

বাঁদরছানা বি বানরের বাচ্চা। 'বেসের মেয়ে বাঁদরছানার/লাগল উকুন ছাড়তে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাঁদরনাচ বি বানরের নাচের মতো ক্রিয়ী নাচ। 'পোপাও-কালিয়ার আশায় বেশরস বাঁদরনাচ নাচল না।' মুক্তভাণ্ডা, ১৯৪৯।

বাঁদর-বাঁদরি বি বানর ও বানরী। 'এইবার কিন্তু দুই বাঁদর-বাঁদরি মিলবে ভালো।' নজরুল, ১৯২৭।

বাঁদরামি [স বানর+] ১ বি বানরের আচরণ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি দুষ্কর্ম। 'বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি।' নজরুল, ১৯২৭।

বাঁদরামুখো বি বানরের মতো ক্রিয়ী মুখ যার। 'বাঁদরামুখের

ভায়াটিয়ে মুখ।' নজরুল, ১৯২৬।

বাঁদরি বি ক্রী বাঁদর; বাঁদর। 'তাই বলে কি বাঁদরি এমন করে লুকিয়ে থাকবে?' নজরুল, ১৯২২।

বাঁদরি ছুঁড়ি বি ক্রী দুই মেয়ে। 'তোরা কাছে ঐ বাঁদরি ছুঁড়ি।' নজরুল, ১৯২৭।

বাঁদরিশী বিন ক্রী বাঁদরের মতো। 'আদরিশী ছিল রূপে বাঁদরিশী।' প্রমথ, ১৯৪১।

বাঁদরিমুখি বিন ক্রী বাঁদরের মতো মুখবিশিষ্ট। 'কাঠবেড়ালি বাঁদরিমুখি।' নজরুল, ১৯২৬।

বাঁদরী বি ক্রী গালিবিশেষ; বাঁদরী। 'বাঁদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ।' শরৎ, ১৯১৬।

বাঁদুরে ১ বিগ বাঁদরের তৈরি। 'বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিন বাঁদরের মতো। 'দশকোঁরা পুরোপুরি বাঁদুরে কায়দার তোমাকে টিটকির দিয়ে ...' নীরদে, ১৯৬৪।

বাঁদা [স বন্ধন] ক্রি বন্ধন করা। 'হইয়া বিচেতা হাইল প্রচেতা বীর তারে ধরিয়া বাঁদে।' মুকুন্দ, ১৯০০; 'সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া বাঁদীয়া আপনার ঘরে পইয়া গেল।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

বাঁদা [স বন্ধ] বিগ বাঁধা। 'বিশ্বপত্র বাঁদা সুতা।' হুতোম, ১৮৬১।

বাঁদা ঘর বি ইট, বালু, সিমেন্টের তৈরি পাকা ঘর। 'আমাদের বাঁদা ঘর।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বাঁদি, বাঁদী [কা বান্দী] ১ বি ক্রী রক্ষিতা। 'পরদারে গাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ক্রী দাসী। 'তোষাণ বাঁদীর মেয়ে ছিলি এতক্ষণ।' বায়বোধিনী, ১৮৮২; 'বাঁদি' কল্যা, ১৮৯১।

বাঁদিখানা [কা বান্দী-খানাত] বি দাসীদের থাকার ঘর। 'নাহী পলক ছাড়া ভুলে বাঁদিখানা ওই হেরেমের মোহে।' নজরুল, ১৯২৮।

বাঁদি-বাচ্চা বি দাসীর সন্তান; গালিবিশেষ। 'মাদি তোরা বাঁদি-বাচ্চা দাস-মহলের বাস গোলায়।' নজরুল, ১৯২৪।

বাঁদীপুত্র [কা বান্দী+স পুত্র] বি দাসীর গর্ভজাত ছেলে। 'তাহার পিতামহের বাঁদীপুত্রের বিধবা স্ত্রী।' ইমদাদুল, ১৯২০।

বাঁদীপ্রথা [কা বান্দী+স প্রথা] বি দাসপ্রথা। 'সমাজে বাঁদীপ্রথার কুশিখ ছবি।' ইসলাম, ১৯৪৫।

বাঁদীয়া [স বন্ধ] ক্রি বেঁধে। হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

বাঁধ [স বন্ধ] ১ বি বন্ধন। 'ও মন ভাব শক্তি, গারে মুক্তি বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি জলস্রোত ঠেকাবার প্রাচীর। 'বাঁধের জলরেখা বলসে বায় দেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি দেয়াগ। 'আমার সমস্ত ছুটফটানির চার দিকে ঘেন একটি বাঁধ ভুলে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাঁধ-দেওয়া বিগ বন্ধ। 'বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

বাঁধ-ধরা বিগ বাঁধানো। 'শিচঢালা বাঁধ-ধরা রাজ্যের গতি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বাঁধবন্ধন [বাঁধ+স বন্ধন] বি বাঁধ দেওয়া। 'জমিদারির মধ্যে বাঁধবন্ধন বা অন্য কোন কার্য করিলে ...' সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮।

বাঁধ বাঁধা ক্রি বাঁধ প্রদান করা। 'সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব।' নজরুল, ১৯২৬।

বাঁধ-বাঁধা বিগ আবদ্ধ। 'বাঁধ-বাঁধা ডোবায়, পুকুরে জোয়ার-ভাটা

শেলে না।' নজরুল, ১৯২৬।

বাঁধ ভাঙা ১ ক্রি বাঁধা না-মানা। 'কান্না ঘেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ ক্রি বাঁধা ক্ষয়ে করা। 'বাঁধ ভেঙে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বাঁধমুক্ত [বাঁধ+স মুক্ত] বিগ বন্ধনহীন। '... বালুকণা দেখে বাঁধমুক্ত সাহারা বিশাল।' কলকর, ১৯৪৬।

বাঁধহারা বিন অবিরাম। 'নয়ন হইতে ঝরিছে বাঁধহারা এক ব্যথার শোক।' জগীশ, ১৯৩৩।

বাঁধন [স বন্ধন] ১ বি বন্ধন। 'চারি দিকে তার বাঁধন কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি সীমা। 'পরান আমার বাঁধন হারায় নিশীথ রাতের তারায় তারায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বি বাঁধা। 'পথের বাঁধন ঘুটিয়ে ফেলা এই কথা সে বলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৪ বি যোগসূত্র। 'সূর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৫ বি গড়ন। 'দরিয়াবিরির অবয়বের বাঁধন ভাল।' শওকত, ১৯৫৮।

বাঁধন-কষণ বি কটোরতা। 'নানা বাঁধন-কষণের মাঝে নিরাপদ পদ্ধতিতে নির্বাহিত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৪।

বাঁধন-কাটা বিগ বন্ধন-হীন। 'বাঁধন-কাটা বন্দ্যটাকে মায়ায় ফাঁদে ফেলতে পারবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বাঁধন-কাঠী বিগ বন্ধন-প্রায়ী। 'ওহে, আমি বাঁধন-কাঠী।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বাঁধনখোলা বিগ স্বাধীন। 'ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা রচিত্য দিবে তোমার দেলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বাঁধন-ছাড়া বিগ বাঁধ-ভাঙা। 'যেদিন এল বিচ্ছেদ সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বয়েগেল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাঁধন-হেঁড়া বিগ বন্ধন ছিন্ন হয়েচে এমন। 'আমার বাঁধন-হেঁড়া দুঃখের নৌকাটির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বাঁধন টুটা ক্রি সৃষ্টি ভাঙা। 'বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিতলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বাঁধন ডোর বি বেঁধে রাখার সুতা। 'ছিড়বে বাহুর বাঁধন ডোর।' নজরুল, ১৯৩১।

বাঁধন-বেদন বি পরাধীনতার যন্ত্রণা। 'অধীন দেশের বাঁধন-বেদন/কে এল রে করতে ছেনন?' নজরুল, ১৯২৪।

বাঁধন-ভাঙা বি বন্ধন ভঙ্গ করা। 'আয় রে আমার বাঁধন-ভাঙার ত্রি সুখ।' নজরুল, ১৯২৪।

বাঁধন-মানা বিগ বন্ধন মেনে নেয় এমন। 'মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধন-মানা প্রবণতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাঁধনমুক্ত বিগ বন্ধনহীন; স্বাধীন। 'বৌটা-ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত-প্রাণ।' অবন, ১৯২৫।

বাঁধন-সৃজল [বাঁধন+স সৃজল] বি বন্ধন। 'বিত্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-সৃজল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।' নজরুল, ১৯২২।

বাঁধনহারা [বাঁধন+হারা] ১ বিগ অবিরাম। 'বাঁধনহারা বৃত্তিধারা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি বন্ধনহীন। 'অমিও চলে যাব সে কোন বাঁধন-হারার সেন পরিণে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি চূড়ান্ত। 'যে মোর প্রেমের গর্হবিন, বাঁধন-হারার প্রহু।' নজরুল, ১৯২২।

বোধনি [স বন্ধনী] বি সুসঙ্গত বিন্যাস। 'লেখার বোধনি থাকে না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

বোধল [স বাধা বি বাধা। 'কী হয় তার বোধল দিলে চকনা মোহনা।' মালব, ১৮৯০।

বোধ্য [স বন্ধ] ১ ক্রি বন্ধনে আবদ্ধ করা। 'নাগপাশে রাম লক্ষ্মন দুহাঁকে বোধিয়া।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি রচনা করা। 'স্বাভবত অর্থ জ্ঞাত পয়্যরে বোধিয়া।' মালাধর, ১৫০০। 'বাড়ি গিয়ে চৌতালনে নন্দারাম রাগে একটি গান বোধলেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ ক্রি আটকে রাখা। 'জগতের নাথ বোধে উদ্ভূত দিয়া।' মালাধর, ১৫০০। ৪ ক্রি নিবারণ করা। 'তবুত ছাওয়ল কুচ্ছে বোধিতে নাহিল।' মালাধর, ১৫০০। ৫ ক্রি গিট দেওয়া। 'সেই সূতা বাঁধা রাখে বুদ্ধনার বসনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ ক্রি বিন্যাস করা। 'কি লগি মলিন মুখ নাহি বাধ বেশ।' কুজরাম, ১৭২০। ৭ ক্রি বন্ধী করা। 'কী সোধে বোধিলে আদায়, আনিলে কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৮ ক্রি মজবুত করে বাঁধা করা। 'বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই সব যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৯ ক্রি গড়া। 'সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বোধিয়া তুলিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ১০ ক্রি নির্মাণ করা। 'থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হচ্ছে।' শরৎ, ১৯১৭। ১১ ক্রি আটকানো। 'ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমার বোধে রাখে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ১২ ক্রি বধবর্তী করা। 'ভদ্রদশনের পরিকল্পিত মুক্তজাল বোধিবারে পারে না আদায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ১৩ ক্রি মুক্ত করা। 'তোমার সঙ্গে বোধেছি আমার গ্রাণ সূরের বাঁধন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বোধ্য [স বন্ধ] ১ বি বন্ধক। 'মালাধর, ১৭৪০।' শেষে পরিধান বস্ত্র বাধা দিয়া মদ খাইয়া ডেলিন্ডিস পরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন।' মুকুন্দ, ১৮৭০। ২ বি বৈধে রাখা। 'ধামে বাঁধা রত বাজী ইরানি তুরকি তাজি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৩ বিণ সামান্য। 'এগুলি বাঁধা দহরের অতৃপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বিণ বন্দী। 'নির্বাসনে বাঁধা অধিকারের ভায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৫ বিণ নির্দিষ্ট আধারে আবদ্ধ। 'গোমা বাঁধা জল! করি কোলাহল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ৬ বিণ সূরে বাঁধা হয়েছে এমন। 'বাঁধা বাঁধা রইবে পড়ে এমনি ভাবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৭ বিণ নিয়মিত। 'আলোচনার জন্মে ও পেয়েছিল বাঁধা নিয়ন্ত্রণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৮ বিণ মেলাতো; সঙ্গতিপূর্ণ। 'ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৯ বিণ কাঠের বা ধাতব ক্ষেত্রে বাঁধািকৃত; বৈধে আটকানো। 'বাঁধা-অবাঁধা ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং প্রভৃতি।' মানিক, ১৯৩৬। ১০ বিণ পূর্ণ। 'অধার বাঁধা আমার ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ১১ বিণ নিয়মিত। 'ঠিক সময়ে কাগজ না পেলে বাঁধা গ্রাহকরা খিটখিটানি করবেন।' অলাউকিন, ১৯৫৮।

বোধ্যকপি বি সবজিবিধে। 'বাঁধা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার...'। অন্নদা, ১৯২৯।

বোধ্য শোকার বি বান্দাকৃত খাদ্য। 'বাঁধা খোরাকের সঙ্গে সঙ্গেই ধেনুদের চরে খেতে দেওয়ারও দরকার হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বোধ্যঘাট বি ইট, পাথর, সিমেট দিয়ে পাকা করা ঘাট। 'ফটকের বাঁধাঘাট দেখিতে রুচির...'। কুজরাম, ১৭২০।

বোধ্য-বোঁদা [বাঁধা+স বন্ধ] ক্রি ভালো করে বৈধে রাখা। 'চিরদিন বাঁধিয়া-বোঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বোধ্যহাঁদা করা ক্রি একত্র করে বাঁধা। 'মাঘের-খিয়ে জ্বিনিসগড়া বোধ্যহাঁদা বোধ্যহাঁদা করছে।' শরৎ, ১৯১৬।

বোধ্যদস্তর [বাঁধা+ফা দস্তর] বি ধরাবাঁধা রীতি। 'এ তো বোধ্যদস্তরের

দানদক্ষিণে নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বোধ্য দেওয়া ক্রি বন্ধক রাখা। 'অনেকে না বাইয়া বা বাঁধা দিয়া জুত সাজিয়া বেড়ায়।' কুজুতাবিনী, ১৮৮৫।

বোধ্যধরা বিণ পূর্ণনির্ধারিত; আশে থেকে নির্ধারিত আছে এমন। 'এ বিষয়ে কোনো বোধ্যধরা নিয়ম নেই।' প্রমথ, ১৯১৯। 'এ বোধ্যধরা নিয়মের ভেতরেও।' ধূর্তি, ১৯৩১।

বোধ্য নিয়ম বি নির্দিষ্ট নিয়ম। 'বাঁধা নিয়ম ওদের জ্ঞানিয়ে দেওয়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বোধ্য পড়া ক্রি জড়িয়ে পড়া। 'যদি বাঁধি তোমার হাতে পড়ব বাঁধা সবার সাথে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বোধ্য পথ বি ধরাবাধা পথ। 'সে কাটা খাল নয়, তাকে বাঁধা পথে রাখা চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বোধ্যপাওনা বি নির্দিষ্ট পাওনা। 'উপরি-পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধাপাওনা নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বোধ্যবদ্ধ-হারা বিণ বন্ধনহীন। 'উদিলাম পুন আমি কারা-ব্রাস চিরমুক্ত বাঁধাবদ্ধ-হারা।' নজরুল, ১৯২৪।

বোধ্য-ববাদ [বাঁধা+ফা বরাওয়াদ] ১ বি নির্ধারিত অবস্থা। 'আমি যথাকে প্রতি মুহূর্তে বাঁধা-ববাদ বলিয়া নিত্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছিলাম...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি নির্দিষ্ট প্রাপ্য। 'সৈন্যদের বাঁধা ববাদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বোধ্য-বাঁধন বি বাধাবিহ্ন। 'বাঁধা-বাঁধন নেই গো নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

বোধ্যবাঁধি ১ বি পাশন্যা আচার-অনুষ্ঠান। 'হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি কড়াকড়ি। 'সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, তেমনি মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছুটিও থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি প্রকৃতি। 'বাঁধাবাঁধিই সার হলো।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বোধ্যগুলি বি একত্রেয়ে কথা। 'ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাগুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বোধ্য মত [বাঁধা+স মত] বি নির্দিষ্ট মতবাদ। 'এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বোধ্য মস্ত [বাঁধা+স মস্ত] বি অপরিবর্তনীয় নিয়ম। 'বাঁধা মস্ত্রে কাজ সারিতে চান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বোধ্য শিক্ষা [বাঁধা+স শিক্ষা] বি নির্ধারিত শিক্ষা। 'বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরে শিক্ষা মনের পক্ষে অপ্ৰাণশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বোধ্য সংস্কার [বাঁধা+স সংস্কার] বি সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি। 'তাহা এখনকার বাঁধা সংস্কারকে পাঁড়িত করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বোধ্য হওয়া ক্রি আকার নেওয়া। 'নির্জনতার একটা প্রোম্যাক্স কমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বৈধে মাত্রা ক্রি অসহায় অবস্থায় অত্যচার করা। 'এখন এ তো কেবল বাঁধিয়া মাত্রা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বৈধে মারে সয় ভাল - উপায়ান্তর না থাকায় অসহনীয় বিষয় সহ্য করা। 'কথায় বলে বৈধে মারে সয় ভাল।' উমেশ, ১৮৭৭।

বৈধে রাখা ১ ক্রি ধরে রাখা। 'হায়টি যদি আমার পাশেই বাঁধিয়া রাখিতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রি হিউশীল রাখা। 'এই প্রলয়কারিণী কার্শনিক্তে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র,

বাঁধাই

১৮৯৭।

বাঁধাই [স বন্ধ>] **বি**প বাঁধাই করা হয়েছে এমন। 'চামড়ার বাঁধাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাঁধানো [স বন্ধ>] **১** বিপ চারদিক পাকা করা হয়েছে এমন। 'বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেগুন মতো ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। **২** বিপ মেঝে আবদ্ধ করা। 'বাঁধানো ফোটেয়াফখানি ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। **৩** বিপ মোড়ানো হয়েছে এমন। 'ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাঁধানাল [স বন্ধ>] **বি** বাঁধ। 'নাশার বাঁধানাল ভাসিয়া দিয়াছেন।' রায়রাম, ১৮০২।

বাঁধি [স বন্ধ>] **বি**প বন্ধ্য; সম্ভবন জন্মে না এমন। 'বাঁধিসুতা জিম কেলি করই ফেলই বহুবহি খেচা।' চর্যা ৪১, ১২০০।

বাঁধি [স বন্ধ>] **১** বিপ নির্দিষ্ট। 'পরিচিত বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। **২** বিপ ধরাবাঁধ। 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে ভাঙার মুখে আশিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাঁধিখাব **বি** পুরানো এবং একতরফে নিয়ম। 'আমরাও সেই-সকল বাঁধিখাব এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাঁধি বোল **বি** গম-বাঁধা কথা। 'তা অনেক হুলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বাঁধুনি, **বাঁধুদী** [স বন্ধনী] **১** বি মারপ্যাচ। 'এখনও এজিদে ঘৃণা! এ সময়েও কথার বাঁধুদী!' মহারায়, ১৮৮৫। **২** বি সঙ্গতি। 'এক কথার ইতি না হইতেই অন্যকথা তুলিলে কথার বাঁধুদী থাকে না।' মহারায়, ১৮৮৭। **৩** বি শৃঙ্খলা। 'সময়ে-সময়ে নানা বাঁধুনি ও কান্দার হিসেব জড়ো করে আইন প্রস্তুত হল।' অরব, ১৯২৫। **৪** বি সৌষ্টব; আঁটসীট ভাব। 'দেহের বাঁধুনি বেশ আছে।' মজুমদার, ১৯০৭।

বাঁধুনিহারী **বি**প অসংলগ্ন। 'তাহার বাঁধুনিহারী ... কথাবার্তা।' বিকৃতি, ১৯০১।

বাঁধুরি [স বন্ধ>] **বি** পাখি তড়ানোর হুড়ি। 'মানোএল, ১৭৪৩।

বাঁধুলি [স বন্ধুলি] **বি** বাঁধুলি; ফুলবিশেষ। 'বাঁধুলি হেম বহুল ধবলী চম্পক ফুল।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

বাঁধা [স বাম] **বি** ভবনার সঙ্গে বাঁ হাতে বাজাবার যন্ত্র। 'কেহ বায়ার গাব আছে কি না তাহা ধপ ধপ করিয়া পিটে দেখে।' প্যারী, ১৮৫৮।

বাঁশ [স বংশ] **বি** তৃণজাতীয় একধরকার শাখা গাছ। 'বাঁধিআ বাঁশের আশে পাটের পাছড়া/ ফিরাইল শত পল সবুজ চাঙ্গড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঁশপাড়ী **বি** জমি দখলের উদ্দেশ্যে বৃষ্টি গাড়া। 'তাহার বসন্তবাড়ীতে বাঁশপাড়ী করিতে আসিয়াছেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

বাঁশ-চেরা **বি**প বাঁশ চেরার শব্দের মতো। 'ঠাঠা বাঁশ-চেরা আওয়াজ তুলে যায় নিকতনের গলাটা।' কারসার, ১৯৬২।

বাঁশঝাড় [স বংশ+স খাট] **বি** বাঁশ বাগান। 'বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গলাদি কাটিতে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়।' দর্পণ, ১৮৩৯; 'বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো।' হত্যের, ১৮৬১।

বাঁশঝোপ **বি** বাঁশের ঝাড়। 'বাঁশঝোপের মধ্যে সেবলাস ছোট একটা হাঁকা হাতে বসিয়া আছে।' শব্দ, ১৯১৭।

বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত - প্রধান লোকের চেয়ে তার অনুচরদের দাঁট থাকি। 'সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য না বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত।' জেরি, ১৮০২।

বাঁশপাতা **১** বি বাঁশের পাতা। 'বাঁশার বাড়ির কাছ দিয়ে পথ, বাঁশপাতা দিয়ে ঢাকা।' জঙ্গীম, ১৯২৯। **২** বি কাঁথা সেলাইয়ের প্রকারবিশেষ। 'বাঁশপাতা সেলাই, তেরনী সেলাই প্রভৃতি।' জঙ্গীম, ১৯৬১।

বাঁশবন **বি** বাঁশের বন; বাঁশঝাড়। 'বাঁশালার বাঁশবন ...' বাসনা, ১৯০৯।

বাঁশবনে ডোম কানা - কাকের বেলায় সিদ্ধান্তহীন। 'বাঁশবনে ডোম কানা।' প্রমথ, ১৯৪০।

বাঁশবাখারি **বি** বাঁশের ফালি। 'বাঁশবাখারি টিনকাঠে বা নলখাগড়ার বেড়ার সাহায্যে আবৃত।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

বাঁশবাঝি **বি** রমণা দিয়ে হাঁটা। 'হাঁটা এক কথা, আর বাঁশবাঝি করা আলাদা।' প্রমথ, ১৯২৭।

বাঁশবেড় **বি** বাঁশের বেটনী। 'তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে যে বাঁশবেড় বা বাঁশের বাঁশ সেগ পোলাকার।' তারার, ১৯৪৬।

বাঁশাবাঁশি **বি** মারামারি; লাঠালাঠি। 'বাঁশে বাঁশিতে বাঁশাবাঁশি লাগলে বাঁশিরই ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।' নজরুল, ১৯২৪।

বাঁশচাপা **বি** গালিবিশেষ। 'কামড়াইলে মরবি যে বাঁশচাপা।' হাসান, ১৯৬২।

বাঁশের কাজ **বি** বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হুড়ি, আসবাব ইত্যাদি গৃহসম্বন্ধী তৈরির কাজ। 'বেত ও বাঁশের কাজ, চিত্রাঙ্কন।' বেগম, ১৯৪৯।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় - বাঁশের চেয়ে তার কঞ্চি শক্ত; অর্থাৎ কর্তার চেয়ে তার ভুড়োর আকুলন বেশি। সুবল, ১৯০৬।

বাঁশের বন **বি** বাঁশবানান। 'বাঁশের বনে কঞ্চি কাটে - মুচিগাড়ার লোকেরা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাঁশরি, **বাঁশরী** [স বংশী] **বি** বাঁশি। 'মনোহর, যথা বাঁশরীবরলহরী।' মাইকেল, ১৮৬১; 'মজাইলা গোশ-বু-বুজ বাজারে বাঁশরী।' মাইকেল, ১৮৬২; 'এমন জোছনা সুমধুর বাঁশরী বাজিছে দূর দূর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাঁশরিবাঁশি [বাঁশরি+স ধারী] **বি** বাঁশিওয়ালা। 'বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরিবাঁশি।' নজরুল, ১৯৩২।

বাঁশরি-বিলাপ [বাঁশরি+স বিলাপ] **বি** বাঁশির করুণ সুর। 'দূর বাঁশরি-বিলাপ শুনি।' নজরুল, ১৯৩০।

বাঁশরিয়া **বি**প বাঁশির শব্দে মুগ্ধ। 'জনহীন তাই চেতনার পরিহাস - শেষ করে দেয় বাঁশরিয়া উসেব।' মাহেনব, ১৯৪৯।

বাঁশপাতা [স বংশপত্র] **বি** মাছবিশেষ। 'কালবসু বাঁশপাতা শব্দর ফলই।' ভারত, ১৭৬০।

বাঁশমতী **বি** একধরকার চাল। 'রাষ্ট্রিয়া পায়রাগর বাক্কে বাঁশমতী।' ভারত, ১৭৬০।

বাঁশি, **বাঁশী** [স বংশী] **বি** হুঁ দিয়ে বাজায় এমন বায়ুযন্ত্রবিশেষ। 'শীত বসন গোতে বাঁশী ধরে করে।' বড়ু, ১৪৫০। 'বাঁশি।' মানোএল, ১৭৪৩।

বাঁশিওয়ালা [বাঁশি+হি ওয়ালা] **বি** বাঁশি বাজায় যে। 'হেমলিনের বাঁশিওয়ালা, এ-সম্পদ কলকাতা আমার।' শক্তি, ১৯৬১।

বাঁশিওয়ালা [বাঁশি+হি ওয়ালা] **বি** বাঁশি বাজায় যে। ওয়া, ১৭৮৫; 'নবহতখানার শালাইওয়ালা বাঁশিওয়ালা ফুটুওয়ালা।' কারসার,

১৯৬৫।

বাঁশি বাজা ক্রি আভাস দেখা দেওয়া। 'ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ নীলপপনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বাঁশিয়া [স বংশী] বিণ বাঁশিওয়ালা। 'মরি মরি যাই শ্যাম বাঁশিয়া নাগরে।' দ্বিজেন্দ্র, ১৬০০।

বাঁশিশ্বর [স বংশীশ্বর] বি বাঁশির সুর। 'ওই বাঁশিশ্বর তার আসে বার বার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বাঁশীতটি বি বাঁশিটি। 'বাঁশীতটি খুঁইহ তোকে কলসি তীতর।' বড়ু, ১৪৫০।

বাঁশী দেওয়া ক্রি হইসেলা বাজানো। 'মাঝরাতে বাঁশী দেবে গাড়ি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৯।

বাঁশীধুনী [স বংশীধ্বনি] বি বাঁশির ধ্বনি। 'অচ্যুত বাঁশীধুনী করিল গোবিন্দ।' বড়ু, ১৪৫০।

বাঁশীধ্বনি [স] বি বাঁশির সুর। 'বাঁশীধ্বনি আজি নিরুজ্জলবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বাঁশীনাদ [স] বি বাঁশির শব্দ। 'ষমুন্যর ঘাটে রাখা বাঁশীনাদ সুখী।' বড়ু, ১৪৫০।

বাঁশীর দণ্ড বি বাঁশি বাজানোর সাজ। 'বাঁশীর দণ্ড হইল, কিন্তু যে বাজালো সেই পাণী?' জসীম, ১৯২৯।

বাঁতির [স বংশী] বি বাঁশি। 'মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁতির।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বাঁতিরিয়া বি বাঁশি বাজায় যে। 'ওই বাঁতিরিয়া ডাকিছে বন্ধুরে তব।' নজরুল, ১৯২৯।

বাস্ [স বসন] বি বস্ত্র। 'চুপড়ি করিয়া বাস বনেতে শেলাএ।' মাল্যভূষণ, ১৫০০।

বাস্ [স বংশ] বি বাঁশ। 'আর বাস গরান দরমা এবং জড়িতে হটাত অগ্নি লাগে।' ক্যালসে, ১৮০০।

বাসপাড়ি [স বংশ] বি নৌকাবাঁধা বা মাছ ধরার জন্য নদীর তীরে বাঁশ গাড়লে জমিদারকে যে কর দিতে হয়?। 'সেলামী বাসপাড়ি নানা বাবে জ্ঞাত কড়ি।' মুহুন্দর, ১৬০০।

বাসমতি বি বিশেষ জাতের ধান। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

বাসরি [স বংশী] বি বাঁশি। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

বাসাড়ে [স বাস] বি বাসা ভাড়া করে থাকে যারা। 'পল্লোলান কলকোয়ার এসে এক বাসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাইকরমাস কাপড় কোচানো ও দুটা ভাড়া প্রভৃতি কর্ণে ভর্তি হলেন।' হত্যেয়, ১৮৬১।

বাসি [স বংশী] বি বাঁশি। 'বৃন্দাবনে বাসি বাএ নদের তনয়।' মল্লানর, ১৫০০।

বাহুক [স বহু] বি বাঁক; ভারঘটি। 'চামড় কাঠের বাহুক খোড়িখাঁ।' বড়ু, ১৪৫০।

বাক্ [স] বি কথা। 'এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাক্‌হল।' জারত, ১৭৬০।

বাক্‌কৌশল, বাক্‌কৌশল [স] বি কথা বলার কৌশল; কথা বলার দক্ষতা। 'পঞ্জীয়মান নিবাসী ... এখানকার আচার বিচার সীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আত অসমর্থ হইলেন।' তবানী, ১৮২০; 'ইন্দ্রপ্রস্তার নাটক শাস্ত্রের অনুসারে বাক্‌কৌশল করিতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২৬। প্র বাক

বাক্‌চতুর [স] বিণ কথা বলতে পারদর্শী। 'বাসালী জাতি আবার

বাক্‌চতুর।' মোতাহার, ১৯০৭।

বাক্‌চাতুরী বি কথা বলার চাতুর্য; কথা বলার কৌশল। 'ইন্দ্রজিতের নিয়ামতি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

বাক্‌হল [স] ১ বি বাণবিত্ততা। 'এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাক্‌হল।' জারত, ১৭৬০। ২ বি কথা বলার কৌশল; হলনাপূর্ণ কথা। 'অতএব ইহাকে বাক্‌হলে প্রচারিত করিয়া স্বকর্তব্য সাধনে চেষ্টা করি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বাক্‌দস্ত [স] বিণ ক্রী বিবাহে অধীকারবদ্ধ। 'কবিতা ... তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দস্তা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাক্‌পটু [স] বিণ কথা বলার পারদর্শী। 'বাজলিয়া বাক্‌পটু, অলস এবং কলহপ্রিয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বাক্‌পটুতা [স] বি কথা বলার দক্ষতা। 'সংগ্রাম আমাদের ... বিদ্যা ও বাক্‌পটুতাও নষ্ট করিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'এতাদৃশী বাক্‌পটুতা বোধ হয় যখন বাসুদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা।' মাইকেল, ১৮৫৯।

বাক্‌সখাতীত [স] বিণ ভাষার প্রকাশের অতীত। 'তোমার অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্যে যে কি পর্যন্ত আত্মাদিত হইয়াছেন তাহা বাক্‌সখাতীত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বাক্‌স্বাসুর বি বেতার সম্প্রচার। 'বাক্‌স্বাসুর শব্দটি যদি পছন্দ হয় টুকরাখবেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাক্‌স্বার্থ্য বি বাণ্যভাস; কথা বলার প্রার্থ্য। 'নূতন আবিষ্কারকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাক্‌স্বার্থ্য্য এবং কল্পনাক্রমে সমাজে পরিচালিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বাক্‌বিত্ততা [স] বি বাণ্যবৃত্ত; ঋণাভাব। 'ফিরিঙ্গী শিকারী বাক্‌বিত্ততার বাক্‌করা করে তলি করে।' হত্যেয়, ১৮৬১।

বাক্‌বুদ্ধ [স] বি তর্কবিতর্ক; ঋণাভাব। 'সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌বুদ্ধ আরম্ভ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাক্‌বীতি [স] বি ভাষা প্রকাশের কৌশল; ভাষাশৈলী। 'কিছু শব্দ ও বাক্‌বীতি এখনও আমরা বাংলা-ভাষার ব্যবহার করি।' এনাথুল, ১৯৫৫।

বাক্‌বীতিগত [স] বিণ ভাষার শৈলী সত্ত্বকেন্দ্র। 'সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকলে কখনই চমৎকার প্রকাশকর্ম বাক্‌বীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনাশৈলী আয়ত্তে আসতে পারে না।' সুবীলমুখো, ১৯৭০।

বাক্‌ব্রোহ [স] ১ বি কথা বন্ধ হওয়া। 'কল্যা বাক্‌ব্রোহ হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ কথা বলতে অক্ষম। 'শেষপর্যন্তই একবারে বাক্‌ব্রোহ হইয়াছিলেন।' জ্ঞানার্থবৎস, ১৮৩৫।

বাক্‌শক্তি [স] বি শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা। 'যে শক্তির দ্বারা শব্দের উচ্চারণ নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বাক্‌শক্তি বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'বাক্‌শক্তিতে আমরা দুর্বল নহি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাক্‌শক্তিরহিত [স] বিণ কথা বলার ক্ষমতা নেই এমন। 'অমাদিপের মনোগত ভাবসকল বাক্‌শক্তিরহিত ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় মনেতেই লয় পাইত।' কোলাসবাসিনী, ১৮৬০।

বাক্‌শক্তি-শূন্য [স] বিণ বাক্‌শক্তি। 'সমস্ত লোক এই অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

বাক্‌সংখ্যম [স] ১ বি কথা নিয়ন্ত্রণ। 'যদিপূর্বে আত্মবশে আনয়ন

করিতে পারিলে দুই হইবে, বাক্‌সংযম, আবসংযম ইত্যাদি যে কিছু সংযম আছে, সে সমুদায়ই আমরা ইহায়াই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২। বি কম কথা বলা। 'তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

বাক্‌সম্পদ বি কথার ঐশ্বর্য। 'আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রত্নরাজসের বংশকীর্তন করব।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বাক্‌শাসন বি কথার শাসন। 'এ বাক্‌শাসনে আমি মণি সবভনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বাক্‌ [স বাক্‌] বি বাক্য; কথা। 'ভয়েতে না সরে ভাটের বাক্‌।' মনিকরাম, ১৭৮১। প্র বাক্‌

বাক্‌চতুর [স বাক্‌-চতুর] বি কথ্য বলতে পারদর্শী। 'বন্ধুমহলে বাক্‌চতুর বলে খ্যাতি আছে সুবিমলে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

বাক্‌চাতুরী [স বাক্‌-চাতুরী] বি কৌশলপূর্ণ কথা। 'বাক্‌চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাধে ইতিহাস পুরাণাদি লবণোত্তর সেনাপ ধনচাতুর্যাদি অবলোকন।' মুদ্রাঙ্কর, ১৮১২; 'এতদ্ব্যম্ব পাঠে ... এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।' ভবানী, ১৮২৩।

বাক্‌চাতুর্য, বাক্‌চাতুর্য [স বাক্‌চাতুর্য] বি রসিকতাপূর্ণ কথা। 'ঈশাই ভায়র ও প্রকার বাক্‌চাতুর্যে আমাদের মনকুণ্ড।' সুখাকর, ১৮৯৩; 'বিদ্যাসাগর বাক্‌চাতুর্য (উইট), ৩৯ বাস্তবিশ্লেশে যে মান নির্ধারিত করে দেন ...।' মুরগিশ, ১৯০০।

বাক্‌দান [স বাক্‌+স দান] বি বাণুদান; কন্যাদানের প্রতিক্রিয়া। 'কন্যাকর্ত্তী বাক্‌দান করিলেন।' কেরি, ১৮০২।

বাক্‌নিপুণ [স বাক্‌-নিপুণ] বি কথ্যবর্ত্তার পটু; বাক্‌চতুর। 'বাক্‌নিপুণ, সংযত, আত্মপ্রত্যয়ে ছিন্ন নবীন যুবক।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

বাক্‌পটু [স বাক্‌-পটু] বি কথ্য কথা বলার পারদর্শী। 'ছেলেবেলা থেকেই খুব বাক্‌পটু বীরেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বাক্‌পতি [স বাক্‌-পতি] বি কবি। 'বাক্‌পতি জন্ম নিরোহিল যেই কালে।' জীবন, ১৯৪৮।

বাক্‌পথাবীত [স বাক্‌+স পথাবীত] বি কথ্য প্রকাশের অজীত। 'বাক্‌পথাবীত কাহিব কীস।' চর্যা ৪০, ১২০০।

বাক্‌বিতত্ত্ব [স বাক্‌+স বিতত্ত্ব] বি ঙ্গড়াঘাটি। 'শ্রীর সহিত বাক্‌বিতত্ত্ব করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাক্‌বিভূতি [স বাক্‌-বিভূতি] বি বাক্‌পটুতা। 'সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিতে গাল।' জীবন, ১৯৪৮।

বাক্‌ভঙ্গি [স বাক্‌-ভঙ্গি] বি ভাষাভঙ্গি; ভাষারিতি; ভাষাশৈলী। 'আবার ভাববিবর্তনে অর্থাৎ মনুষ্য ভাবভিঙ্গার অনুশ্রবণের সাথে সাথে বাক্‌ভঙ্গিও বদলায়।' শরীফ, ১৯৬৮।

বাক্‌মুখর [স বাক্‌-মুখর] বি কথ্য। 'সহস্রভূতি আপন করিতে প্রকৃতিও বাক্‌মুখর।' হারি, ১৯৫৪।

বাক্‌-রথ [স বাক্‌-রথ] বি কথার যুদ্ধ। 'চায়ের প্রসাদে চর্যাক কবি বাক্‌-রথে হল পাশ।' নরেন্দ্র, ১৯৩৩।

বাক্‌রোধ [স বাক্‌-রোধ] ১ বি 'সরস্বত'। 'তার বাক্‌রোধ নিম্নারোহ হয়ে গেছে।' প্রমথ, ১৯১৫। ২ বি শব্দ উচ্চারণের বা কথা বলার শক্তিশূন্যতা। 'আনন্দে বাক্‌রোধ হয়ে গেল।' প্রমথ, ১৯১৮।

বাক্‌শক্তি [স বাক্‌-শক্তি] বি কথ্য বলার সামর্থ্য। 'এই অতুল বাক্‌শক্তির চর্য্য কোথায় এবং কি স্মরণে করলেন।' প্রমথ, ১৯১৮।

বাক্‌শক্তিরাহিত [স বাক্‌-শক্তিরাহিত] বি কথ্য বলার শক্তি নেই এমন। 'কবির একবারে বাক্‌শক্তিরাহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাক্‌শূন্য [স বাক্‌-শূন্য] বি শূন্য। 'একপ্রকার বাক্‌শূন্য ও গম্ভীরাকৃতি।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বাক্‌সংযম [স বাক্‌-সংযম] বি কথার নিয়ন্ত্রণ। 'ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

বাক্‌-সর্বশ [স বাক্‌-সর্বশ] বি কথ্য বলতে ওগুদা কিছু কাজ করতে অক্ষম। 'সে তখন বাক্‌-সর্বশ হয়ে ওঠে ফৌজার টেকির মতো।' নরেন্দ্র, ১৯২৭।

বাক্‌সিদ্ধ, বাক্‌সিদ্ধ [স বাক্‌-সিদ্ধ] বি যেকোনো কথা উচ্চারণ করলেই তা সত্য হয় এমন। 'সে যোগী সর্বস্বত এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকালক ...।' মুদ্রাঙ্কর, ১৮১২; 'ওতে তো ছুঁমি বাক্‌সিদ্ধ।' তারা, ১৯৫৩।

বাক্‌কুর্তি [স বাক্‌কুর্তি] বি কথ্য ফোটা। 'শ্রীপতির বাক্‌কুর্তি হইল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাক্‌চা বি পাণ্ডবিশেষ। 'বাক্‌চা হারিত পারাবত পাক্‌দান।' ভায়র, ১৭৬০।

বাক্‌মূল্য বি এক জাতের গানের নাম। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বাক্‌রখানি, বাক্‌রখানি, বাখরখানী [বাখর খান<> বি বাখর খান নামক শাসনকর্তার নামে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি তরুনো মুচুমুচে রুটিজাতীয় খাবারবিশেষ। 'কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী ... পাওয়া যেত না।' মুকুতবা, ১৯৫৮; 'চা আর বাক্‌রখানির দেখে অভ্যস্ত গার্হস্থ্য দিন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২; 'বাক্‌রখানির মতোকর গা খেঁবে ...।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

বাক্‌রাম [সি] বি মোটা শব্দ কাপড়বিশেষ। ওর্ডার, ১৭৮৫।

বাক্‌ল [স বাক্‌ল] ১ বি ছাল। 'চীশণ বাক্‌লয় বাক্‌লি বাক্‌লয়।' চর্যা ৩, ১২০০। ২ বি ফলের খোসা। 'অনেক যতনে পাইলাম কলার বাক্‌ল।' বিক্রম, ১৬৫০। ৩ বি আবরণ। 'রুটির বাক্‌ল।' মাদোএল, ১৭৪৩।

বাক্‌লশ [স বাক্‌লশ] ক্রিবিধ ছালে; ছাল দিয়ে। 'চীশণ বাক্‌লশ বাক্‌লি বাক্‌লয়।' চর্যা ৩, ১২০০।

বাক্‌ল বি প্রধান সুপকার। মাদোএল, ১৭৪৩।

বাক্‌লা [স বাক্‌লা] বি ফল বা সবজির খোসা। 'বাগ্যানের ঝাড়া লাট কুমড়া বাক্‌লা।' মুকুদ, ১৬০০।

বাক্‌লা বি রাজস্ব একাধি বিশেষ। 'প্রধানত লোকেরদিগকে বাক্‌লাদিগের হায়েন বৌদ্ধযোগে অর্থ দিয়া বিশেষ বিশেষজ্ঞ জাতি পাঠাইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

বাক্‌স বি বস্ত্র। বি সামান্যত চারকোণা ও চাকনাওয়ালা ধাতব বা চামড়ার আধারবিশেষ; পেটিজা। বিদ্যা, ১৮৯১।

বাক্‌সনি বি ফুলবিশেষ। 'বাক্‌সনা ফুল জেন দুদিকে দশন।' মুকুদ, ১৬০০।

বাক্‌রি বি বাঁধার; বাঁধের ফলি। 'তার হাত পা ওগো যেন বাক্‌রি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

বাক্‌ি, বাক্‌ী [আ] ১ বিগ পাওনা। 'বাক্‌ী ভেল রাধা ভোতে নব লক্ষ কড়ী।' বড়ু, ১৪৫০; ২ বিগ অংশিষ্ট। 'আমার মনে পড়ে হিসাব বাক্‌ী কিছু টাকা দেয়া হবেক।' মেরঙ্গ, ১৭৫৭; হালহেড, ১৭৭২। ৩ বিগ

বকেয়া। 'মবলগ বাকি পড়িয়াছে তাহার কিছুই আদায় করিতে পারে না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

বাকি জায় [আ বাকী+কা জায়] বি অনাদায়ী ভাঞ্জন্যর তালিকা। 'কচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

বাকি ছুকি বি বাকি কাজ। 'আমি এখন যাই, বাকি ছুকি এই সময় চুকাই গে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বাকি ধাকা ক্রি অবশিষ্ট থাক। 'অখনো দেখা জাইতেছে বাকি কবর্ক কড়া হবচন্ড থাকিবেক না।' তাঁতি, ১৭৯২; 'নিজের জন্যে অতি অল্পই বাকি থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বাকিদার [আ বাকী+কা দার] বিন্দু দেনাদার; স্বামী। 'অনেক তাতি বাকিদার হইয়া ফেরার হইয়াছিল।' তাঁতি, ১৭৯২; 'কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুণ্ঠ করে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

বাকি পড়া ১ ক্রি অনাদায়ী থাকা। 'কবর্ক কড়া বাকী না পড়ে।' তাঁতি, ১৭৯২। ২ ক্রি যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়া। 'সকল কাগজ এক বৎসর দুই বৎসর বাকি পড়িয়াছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ৩ বিন্দু অনাদায়ী থাকা। 'তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিতে চাও তো করো তার নামে বাকি-পড়া ও খাসদখলের নালিশ।' প্রমথ, ১৯১৯। ৪ বিন্দু বকেয়া। 'বাকিপড়া পাওনার এক মুহুর্তে পরিশোধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বিন্দু অবশিষ্ট থাকা। 'আসন্ন হবে বাকি-পড়া কাজের তাগিদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বাকি-বকেয়া [আ বাকী+আ বকিয়া] বি অবশিষ্ট পাওনা। 'একটি পরস বাকি-বকেয়া থাকিবা কো নাই।' শরৎ, ১৯৩৩।

বাকীওয়ালা [আ বাকী+ই ওয়ালা] বিন্দু দেনাদার; বাকি মিটিয়ে দেয়নি এমন। 'বকো-বাকীওয়ালা তাতীর স্থানে বাকী আদায় করিবা।' তাঁতি, ১৭৯২।

বাকুচি বি ঔষধি গাছবিশেষ। 'মানগড়া বাকুচি কুচাইল্য।' মুকুন্দ, ১৮০০।

বাকুল [স বাসকুল] বি ঘেটে বাড়ি। 'মহাশয় বাকুল ছাড়া কবে।' দর্পণ, ১৮২৫।

বাকেরখানি দ্র বাকরখানি

বাকোবাক্য [স বাক] বি প্রশ্নোত্তর। 'বাকোবাক্য কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাক্য [স] ১ বি কথা। 'সুনিগ্রা গোশের বাক্য নন্দ গোত্রাল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি বিধান। 'লঙ্কিতে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সংবাদ। 'বালক এক কুটুমীর দ্বারা গোপনে যোজ্ঞোত্তর নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন।' চন্দ্রকর, ১৮০৫। ৪ বি ভাষা। 'তাহারদিশের ব্যবহার ও বাক্য স্বতন্ত্রই আছে।' দর্পণ, ১৮২২। ৫ বি অর্থবোধক শব্দসমষ্টি। 'ইন্দ্রজেকী বাকর লেখা এবং বাক্য সকল যোগ করা।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৬ বি বাণী। 'যাহা বসেন তাহাই প্রকার বাক্যসমূহ হইয়া ওঠে।' দিকৃষ্ণকণ, ১৮৮৬।

বাক্যঘাত [স] বি মর্মভিত্তিক কথার আঘাত। 'বিনোদিনীর শেখ বাক্যঘাতের প্রতিঘাত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাক্যচর্চা [স] বি কথাবার্তা। 'বৃথা বাক্যচর্চাতেই তাবৎ দিবস ক্ষেপণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বাক্যচিহ্ন [স] বি বাক্য দিয়ে রচিত রূপকল্প। 'প্রকৃতিস্তম উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিহ্ন রচনা করে।' প্রমথ, ১৯১৩।

বাক্যহল [স] বি কথার দক্ষ ব্যবহার। 'বাক্যহলে কৃষ্ণ নিদ্রা কোন

উচীত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাক্যজ্ঞ [স] বিন্দু বক্তব্যজ্ঞাত। 'মনুষ্য মাত্রেই মনোজ্ঞ, বাক্যজ্ঞ ও কর্মজ্ঞ পাণ করিয়া থাকে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাক্যজ্ঞান [স] ১ বি কথাবার্তার চাতুর্য। 'তেকারণে ছাড়িয়া সে সব বাক্যজ্ঞান/আপনা স্বর গণ গাহিলে সে ভাল।' জ্ঞানগোল, ১৬৮০। ২ বি কথার মারপাট। 'বাক্যজ্ঞানের হাত এড়ানো।' বিজুতি, ১৯৩১।

বাক্যজ্ঞানী [স] বিন্দু কথার যত্নশীল। 'পাণ্ডবীর বাক্যজ্ঞানী সব গেল দূর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাক্যঝাল বি কথার ঝাঁজ। 'পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডাডালত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্যঝাল ঝাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাক্যতন্ত্রী [স] বি বাক্যরূপ তন্ত্রী। 'বাক্যতন্ত্রী দিয়ে আমরা নেও এবে কুল।' কমলক্লেশ, ১৮৭৬।

বাক্যদণ্ড [স] বি তিরস্কার। 'বাক্যদণ্ড দেবাদল পথিতরে করি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাক্যদোষ [স] বি বাক্য ব্যবহারের দোষ। 'চরকসংহিতায় ও-রোগের নাম বাক্যদোষ।' প্রমথ, ১৯১২।

বাক্যধর্মী [স] বিন্দু কাজের চেয়ে কথা বেশি বলার অভ্যাস আছে এমন। 'যারা বাক্যধর্মী তাদের দ্বারা বিপ্লব চালানো সুবিধের নয়।' মুকুন্দ, ১৯৩১।

বাক্যধারা [স] বি বাক্যের প্রবাহ। 'বাক্যধারা তার স্বত-উৎসারিত।' ভায়া, ১৯৪৩।

বাক্য নিয়ন্ত্রণ করা ক্রি কথা বলতে পারা। 'রাণী, এককালে, হস্তবুদ্ধি ও অশ্রাব্যবদন হইয়া রহিলেন, বাক্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেন না।' বিনো, ১৮৪৭।

বাক্যনিষ্ঠা [স] বি কথা দিয়ে কথা রাখা। 'উভয় দলের মধ্যেই বাক্য-নিষ্ঠার অনস্বভে পরস্পরের মন পেঘণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বাক্যপরিম্পরা [স] বি বক্তৃতা। 'ভবানী, ওজস্বী বাক্যপরিম্পরার সংযোগে দেশের দুঃখবহা বর্ণনা করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

বাক্যপাণি [স] বি মুখ ও হাত। 'বাক্যপাণি আদি তার সহকারী পক্ষ।' ক্ষয়জ্ঞান, ১৮৭৬।

বাক্যপ্রিয় [স] বিন্দু কথা বলতে ভালোবাসে এমন। 'ইয়েরজরা বাক্যপ্রিয় নহে, ... রাত্তা দিয়া চলিবার সময় কোন কথাবার্তা বা হাস্যকৌতুক করেন না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বাক্যব্যব [স] বিন্দু বাক্যহিত। 'ওজন ও মুখরতাতেই বাক্যব্যব শব্দের পরিচয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

বাক্যব্যপ্তা [স] বি কথার ছোড়া। 'বাক্যব্যপ্তা ফেলিয়ে আসে, ডালিয়ে নে যায় তোড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বাক্যবর্ষণ [স] বি গলাবাজি। 'কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিত্তিয় লইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাক্যবল [স] বি কথার শক্তি। 'অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বাক্যবাণীশ [স] বি বাক্যপুং: বাচাল। 'আমরা বাক্যবাণীশ নামে অভিহিত হইতে রাজি আছি, তথাপি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'আর বাক্যবাণীশ এত হয়ে পড়েছেন ...।' নজরুল, ১৯২৭।

বাক্যবাণ

বাক্যবাণ [স] বি মর্মভেদী কথা; কথারূপ বাণ। 'অসহ্য বাক্যবাণ
নিষ্ক্ষেপ করিতে থাকেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

বাক্যবাণবর্ষণ [স] বি মর্মভেদী কথা বলা। 'শীতিল বাক্যবাণবর্ষণের
পর সত্য কথা বলা দুঃখোপ হইয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বাক্যবাহু [স] বি বাক্যরূপ বাহু। 'কেবল প্রবল বাক্যবাহুতে পাল
উড়াইয়া উঠাকে ডিঙাইয়া যাওয়া চণিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাক্যবিদ্যাস [স] বি পরস্পরা বজায় রেখে বাক্য রচনা ও যোজন।
'অনিদনীয় রীতিতে সে বাক্যবিদ্যাস করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাক্যবিশর্ঘ্য [স] বি বাক্যের এলোমেলো ব্যবহার। 'নেশা ধরা পড়ে
দুই জিনিসে— অঙ্গবিক্ষেপ এবং বাক্যবিশর্ঘ্যে।' প্রমথ, ১৯০৫।

বাক্যবিবাদ [স] বি বিতর্ক। 'নেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি বক্ত বাক্য
বিবাদ আছে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বাক্যবিশ্বাস [স] বি কথার মূলভূমি; বাক্য ব্যবহারের বিশ্লেষণ। 'এ
কেবল বাক্যবিশ্বাস।' রামমোহন, ১৮২৩।

বাক্যবিশারদ [স] বিশ বাক্যশুণি। 'জগৎবিখ্যাত, বাক্যবিশারদ,
পুরাতত্ত্বজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী ...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বাক্যবিশ্ব [স] বি বিশ্বের মতো বাক্য। 'শ্যামাশঙ্করী ... সর্বনাশ
বাক্যবিশ্ব প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাক্যবিশুদ্ধ [স] বিশ বাক্যহারা; কথা ভুলে গেছে এমন। 'গভীর
উদ্দানার বাক্যবিশুদ্ধ বিহ্বলতা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাক্যবিহীন [স] বিশ নীরব। 'বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরঙ্গ বালকের
পরমাজীর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাক্যবীর [স] ১ বি কথার বীরত্ব দেখায় যে। 'বাক্যবীর ও কর্মবীর
সকলের উপরে উঠিতে পারিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি বাহুল্য
শোষ। 'ব্যারামবীর, বাক্যবীর, সংসারে ধন্য ভাসোমানুষ।' বঙ্কিম,
১৯৫৫।

বাক্যবোধক চিহ্ন [স] বি বিরাম চিহ্ন। 'বাক্যবোধক চিহ্ন ... অবগত
হইবার উপকার বিদ্যুৎদ্বারী আঘাতে নাই।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বাক্যব্যবস্থা [স] বি বাক্যের গুঢ় অর্থ। 'তত্ত্ব তারই মাধ্যমে এ
কবিতার বাক্যব্যবস্থা পাঠকের সামনে সমঞ্জস হতে পারে।' শিব,
১৯৫০।

বাক্যব্যয় [স] বি কথা বলা। 'ব্যর্থ বাক্যব্যয় করে অপ্রাণ্য পায়।'।
বৃন্দা, ১৫৮০।

বাক্যভঙ্গী [স] বি বলার ভঙ্গি। 'ক্ষতরক্ত সূক্ষ্মর পমক ও শীতের হলে
ভাবানুগত বাক্যভঙ্গী ও সুভক্তী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেন।'।
মোহনহর, ১৯০৭।

বাক্যভার [স] বি কথার চাপ। 'বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে ত্রুটিত প্রাণ।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বাক্যযন্ত্রণা [স] বি কথা দ্বারা প্রদত্ত যন্ত্রণা। 'তুই বাণ্ড অর
বাক্যযন্ত্রণা দিস নে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বাক্যযন্ত্রা [স] বি প্রতিক্রিয়া পান; কথা রাখা। 'আপন বাক্যরক্ষা
কর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বাক্যরচনা [স] বি বাক্যগঠন। 'রক্তকলি শব্দ বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট
হয়ে একটি বাক্যরচনা করলে তা থেকে একটি অর্থও বাক্য ...'।
শিব, ১৯৭০।

বাক্যরাশি [স] বি কথামালা। 'বহুদিনের বাক্যরাশি।' রবীন্দ্র,

১৯১০।

বাক্যরীতি [স] বি বাক্যের গঠন ও বিন্যাস সংক্রান্ত রীতি। 'এ শাস্ত্রে
(১) ধ্বনিতত্ত্ব (২) দ্রুপতত্ত্ব (৩) বাক্যরীতি এবং (৪) বাণ্যর্থ ...'।
হাই, ১৯৫৪।

বাক্যশক্তি [স] বি কথা বলার ক্ষমতা। 'উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ
হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই।' দর্পণ, ১৮২১। 'সুদে বড় হইতে
লাগিলেন বাক্য শক্তি হইল।' দর্পণ, ১৮২১।

বাক্যশেল [স] বি শেলের মতো মর্মভেদী কথা। 'শিক্তপুরুষদের প্রতি
লক্ষ করিয়া এক-একটা মর্মভিক্ত বাক্যশেল ছাড়িতাম।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩।

বাক্যসদৃশ [স] বিশ বাণীশব্দ; বাণীতুল্য। 'তাহারা পরস্পর গোছে
যাহা বলেন তাহাই ব্রহ্মার বাক্যসদৃশ হইয়া ওঠে।' দিক্শ্রবণ,
১৮৬৯।

বাক্যসার [স] বি সার কথা। 'আশি পুস্ত্রে তোম্বারে কহিএ
বাক্যসার।' সুলতান, ১৭০০।

বাক্যসুধা [স] বি বাক্যরূপ অমৃত। 'বধা রতিল অধর বিশ্বময়, বর্ষে,
মরি, বাক্যসুধা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বাক্যশ্বশন [স] বি বাক্যবিকৃতি। 'সুদে বামিধা যায়, বাক্যশ্বশন হয়।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বাক্যকৃত [স] বি কথা বলা। 'লোকান্তরায়ের ব্যতিক্রম ভয়ে,
সুখিতকৃত করিতে সমর্থ হন না।' অক্ষর, ১৮৫৫।

বাক্য-সুশ্রব [স] বি কথা বলা। 'আমার বাক্য-সুশ্রব না হইতে
হইতেই ... কহিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৯।

বাক্যসুশ্রীল [স] বি কথার চেহারা। 'কাত্যায়নের বাক্যসুশ্রীল যখন
ভৈরবের চিত্তবাক্যে নিশ্চিত হইয়া ...' বনকল, ১৯০৬।

বাক্যকৃতি [স] ১ বি কথা কেটা। 'রত্নাণী বাক্যকৃতি নিবেশ
করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। 'তনুয়া আমার আর বাক্যকৃতি হইল
না।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি শব্দের উচ্চারণ। 'বাক্যকৃতি অস্পষ্টতার
হইতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭০।

বাক্যপ্রোক্ত [স] ১ বি অনর্পণ কথার প্রবাহ। 'পর্বতাদর্শী
অগ্নিশিখার স্বাভাবিক বাক্যপ্রোক্ত বর্ষ, দেবী নিহের দুর্বিধ
অত্যাচার অন্তঃকালসমীপে পঠাইয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বি
কথার ধারাবাহিকতা। 'তাল-বেতাল দুর্বেখশ্রীর বাক্যপ্রোক্ত তরু
হয়।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

বাক্যহত [স] বিশ নীরব। 'হয়ে বাক্যহত চেয়ে অহা প্রকোচে জগতের
পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাক্যহলাহল [স] বি বাক্যবিষ। 'ক্ষতবেদনার উপরে অকরণে
তাহার বাক্যহলাহল্লা যোগ করিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাক্যহারা [স] বাক্য-হারা। বিশ নির্বাক। 'লক্ষ শত ভক্তচিত্ত
বাক্যহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বাক্যহীন [স] ১ বিশ প্রকট বেদনার মীরব-নিষ্পত্ত। 'রক্ষণশূলপতি
বাক্যহীন পুরুষোক্তে।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিশ বাক্যহীন।
'বাক্যহীন কোষে অর্থ, নির্বাকি এ শীলা।' মাইকেল, ১৮৭০।

বাক্যচূড়ম্বল [স] বি কথার মতি। 'কত সব পরস্পরপ্রোচী, আত্মকাতী
বাক্যচূড়ম্বল।' মুক্তভার, ১৯৪৯।

বাক্যমুদ্রোহ [স] বি বাক্যের মাধ্যমে অনুরোধ। 'সেই বাক্যমুদ্রোহে
শিখাইতেছেন লীলেশ্বর।' তবাহী, ১৮২৫।

বাক্যাবলী [স] বি ঘটনা। 'কবীর ... বীর কমনীয় বাক্যাবলী কেমন অভিজ্ঞিত করিয়া রাখিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বাক্যাক্ষর [স] বি বাক্যের সূচনা। 'বাংলা উচ্চারণে বাক্যাক্ষরমাত্রই যে-ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা হয়।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বাক্যার্থ [স] বি বাক্যের অর্থ। 'বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও তত্ত্ব লিখনাদি লিখিব্যব শক্তি যত্ন গড় জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না।' দর্শন, ১৮২১।

বাক্যার্থনির্ভর [স] বিণ বাক্যের অর্থের উপর নির্ভরশীল। 'গদ্যের আবেদন মুখ্যত বাক্যার্থনির্ভর।' শিব, ১৯৫০।

বাক্যালাপ [স] বি কথোপকথন; আলাপ-আলোচনা। 'তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বাক্তি বি কথা। 'তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্তি বেরবে না।' বিহুতি, ১৯২৯।

বাক্যের ঘট বি কথার অধিক্য। 'হাড়হ বাক্যের ঘট।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বাক্যের বড়াই বি কথার দর্প। 'কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাক্যোচ্ছাস [স] বি বাগ্‌দ্বন্দ্ব; অতিকথন। 'সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছাসে কেনিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাক্যোত্তর [স] বি বাক্যের উত্তর। 'কাকপদ, অম্ম্যুত্তর, মহোত্তর, অজোত্তর, বাক্যোত্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাক্স, বাক্স [হি] ১ বি চারকোণা আধারবিশেষ। 'হস্তিদন্তে বাক্স, কৌটা, চিক্কা, পাহা, পাশা প্রভৃতি নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়।' মননমোহন, ১৮৫০; 'বাক্সের ডেবত থেকে খড়ি, আট টাকার ডড়িয়ে দ্যান।' হত্যম, ১৮৬১। ২ বি কাঠগড়া; সাক্ষীর দাঁড়ানোর মঞ্চ। 'সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বৃদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাক্স-পুঁটলি বি গ্রামোজ্ঞীয় ত্রুয়াদি রাখার গোদানি। 'ঘরময় হুড়াহুড়ি বাক্স-পুঁটলির মধ্যে দাঁড়িয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বাক্সপেটরা বি জিনিষপত্র সংরক্ষণের চারকোনা শক্তগোত্র আধার ইত্যাদি। 'বাক্সপেটরা খালি খাটবাটি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বাক্স পেটরা বি বাক্স ও অন্যান্য মালামাল। কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫।

বাক্সবন্দি বিণ বাক্স-ভরা; চাপাচাপি। 'এ রকম বাক্সবন্দি হয়ে যাওয়ার তো অভ্যাস নেই।' নজরুল, ১৯৩১।

বাক্সবাতি বি বাক্সের দেখতে এমন শ্রীপা। 'ঘরের ছাদের ওপর একটা রেড্ডির তেলের বাক্সবাতি জ্বলছে।' বিমল, ১৯৫৩।

বাক্সো বি বস্ত্র; চামড়া বা ধাতু দিয়ে তৈরি শক্ত কাঠামোর চারকোণা আধারবিশেষ। 'কয়েকটি পুরানো বিবর্ণ বাক্সো।' মানিক, ১৯৩৭।

বাখড় [স বঙ্গ] বি তাল, নারকেল প্রভৃতি গাছের ডগা। বিদ্যা, ১৮৯১।

বাখড়া [হি] বামেদা। 'তাহারা বাখড়া লাগাইয়া জে দকা পূর্বে রফা হইয়া ফারখত হইয়াছে তাহাই উপস্থিত করিয়া নাহক পেরেসান করে।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

বাখরখানী প্র বাকরখানি

বাখান [স ব্যাখ্যান] ১ বি প্রশংসা। 'দান এড়ি কেহে করে রূপের বাখান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বঙ্গা। 'তোমার মোর হেবে কাফ্রি

বড়য়ি বাখান।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি বর্ণনা। 'কেমতে রাব্বি মৈল করন্তি বাখান।' মালধর, ১৫০০।

বাখানা, বাখানা [স ব্যাখ্যান] ১ ক্রি ব্যাখ্যা করা। 'আমি যে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি বলা। 'রক্ততীর্থ রূপিত অধোহারে কী মন্ত্র বাখানো।' মাহমুদ, ১৯৬৩। 'বাখানো কি সুখ্যাত করা। 'বাখানাইতে।' মাদোএল, ১৭৪৩। 'বাখানহ ক্রি ব্যাখ্যা করা। 'আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'বাখানি ১ ক্রি বর্ণনা করি। 'যাছার মহিয়া সর্কশায়েতে বাখানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রশংসা করি। 'কিবা রে রূপের বাখানি লক্ষ লক্ষ চন্দ্র জিনি।' লালন, ১৮৯০। 'বাখানিশি কি প্রশংসা করলো। 'সাহু সাহু বুলিয়া সকলে বাখানিশি।' সুলতান, ১৭০০। 'বাখানী ক্রি ব্যাখ্যা করে; প্রশংসা করে। 'দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানী।' বড়ু, ১৪৫০। 'বাখানো ক্রি ব্যাখ্যা করে। 'যরম না জানে ধরম বাখানো সে আর খিত্তণ ব্যাখা।' ফিটলি, ১৬০০। 'বাখানো ক্রি প্রশংসা করেন। 'কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্মবর কেহ।' মাইকেল, ১৮৬১।

বাখানিশি [স ব্যাখ্যান] ক্রিবিণ বিচারিতভাবে। 'হাত গায়ের কুতিত ও পরিগ্রহ অত্যন্ত বাখানিশি বলিদেক।' তারিখী, ১৮০৩।

বাখারি, বাখারী ১ বি ভার বহনের দণ্ড। 'রূপার বাখারি ছিটকে তখির উপরে।' রামাই, ১৭১০। ২ বি বাশের ফালি বা চটা। 'দুইখানি কঠিন-বাখারির এক দিকে বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মন্দন করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'কেউ বসে বসে বাখারী চাটছে।' জয়ম, ১৯৩১।

বাখোড়ি বি হাতি বাধার বাঁশ। 'এবংকার দৃঢ় বাখোড়ি মোড়িউ।' চর্চা ৯, ১২০০।

বাখোয়াজি বি বাক্সে কথা বলার অভ্যাস। 'সবরকম বাখোয়াজি এখন তার বন্ধ।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

বাশ [স ব্যাধি] বি বাঘ। 'বাগ বলসে সদাই দ্বন্দ্ব নিবাবির কত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাগছাল বি বাঘের চামড়া। 'সন্ন্যাসী বাগছাল বিছিয়ে বসেনেন।' হত্যম, ১৮৬১।

বাগাডাশ বি বাঘের মতো ডোরামুক্ত বনবিড়াল। 'ওখানে বাগাডাশ গো, বাগাডাশ।' কায়সার, ১৯৬২।

বাগের মাসী বি বিড়াল। 'বাগের বাড়ী এসে বাগের মাসী হয়েচেন।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বাগ [স] ১ বি লাগাম। 'তবে বাগ খেচি জ্বাঙ্গে চালিল কিছুর।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'জাফর খোড়ার বাগ ধরিল টানিয়া।' গরীম, ১৭৬৫। ২ ক্রিবিণ পানো। 'কোন দিক বাগ হাল চালাতে হবে ... বুদ্ধিসংগত তার একটা জবাব না দিই।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে ওকে বললো, সেখ-না ভিতর বাগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাগাডোর বি ঘোড়ার লাগাম। 'রাউত মাহুত লড়ে ধরি বাগাডোর।' রূপায়ম, ১৭৫০।

বাগ মানা ক্রি বশে আসা। 'অহিম্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাগ মাখানো ক্রি বশে আনা। 'হেলে জানে না রেখাকে বাগ মানাতে হয় কী উপায়ে।' অবল, ১৯২৫।

বাণে পাণ্ডয়া ক্রি নাগালের মধ্যে পাণ্ডয়া। 'মাঝেমাঝে বাণে পেয়ে

বাণ

এই কাকাতুষ্য যেন ... ' জীবন, ১৯৩৩।

বাণ [স বাক] বিশ কথায় চতুর। 'বাণিদম্বা' ভারত, ১৭৬০।

বাণজাল [স] বি কথার চাতুর্য। 'যত প্রকার বাণজাল প্রস্তুত করুন, কিছুতেই তাঁহাদের এ দুঃপনয়ে কলঙ্ক অর্পিত হইবার নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বাণদন্ত [স] বিশ বিয়ের অঙ্গীকার করা হয়েছে এমন। 'জীবজি বাসদন্ত পতি তোরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বাণদাস্ত [স] বিশ দ্বীপ নির্দিষ্ট পারের সাথে বিবাহের অঙ্গীকার করা হয়েছে এমন। 'উষা বিধবা বিবাহ বিষয়ক নহে, বাণদাস্ত কন্যার পুনর্বিবাহ বিষয়ক।' উমেশ, ১৮৫৭।

বাণদান, বাণদান [স] ১ বি কন্যাদানের অঙ্গীকার। 'বাণদানের প্রবাসাম্বী সমতিব্যাহারে দিয়া ... ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি বিয়ের পাকা কথা। 'বাণদান করিয়া, পরে নিরাস করিও না।' মননমোহন, ১৮৪৯।

বাণদানি [স] বি কন্যাদান ও প্রাসঙ্গিক কর্মের অঙ্গীকার। 'দুঃ কন্যাদানের বাণদানি দ্বিগুণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বাণদেবী [স] বি হিন্দুদেবী সরস্বতী। 'অমর করিয়া তোমা অমরকারিণী বাণদেবী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বাণদ্বন্দ্ব [স] বাণদ্বন্দ্ব বি ভর্তৃকর্ত্তি। 'বৃথা বাণদ্বন্দ্ব প্রয়োজন কি।' মাইকেল, ১৮৬১।

বাণধ্বনি [স] বি বাণধ্বনের সাহায্যে উদ্ভারিত ধ্বনি। 'বে কোনো জ্ঞান বাণধ্বনি বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি সমষ্টি।' হুই, ১৯৫৪।

বাণধ্বজ [স] বিশ ডাঙা পার এমন। 'এভাবে বাণধ্বজ সহ মানুষের আত্মরপা।' শঙ্কর, ১৯৬৮।

বাণবাত্ত্য [স] বি তুমুল কানবিনিময়। 'দেশে বন্দন এক মঙ্গল বাণবাত্ত্য বাহুধ্বজের উল্লসনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাণবাগিনী [স] বি সরস্বতী। 'দুটি গেল দূর অজীতের দিগন্তদীন বাণবাগিনীর বাণীসমায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বাণবিত্তা [স] বি ভর্তৃ-ভিত্তিক। 'দাবি লইয়া বহু বাণবিত্তা হইয়া গিয়াছে।' নরকমল, ১৯৩১।

বাণবিদম্বা, বাণিদম্বা [স] বিশ ক্রী বাণকূট। 'বাণিদম্বা' ভারত, ১৭৬০।

বাণবিধি [স] বি ভাষাভি। 'শব্দশর্টন, বাণবিধি, অর্থবিচার এবং প্রয়োগ।' রবীন্দ্রনাথ, ১৯০০।

বাণবিত্তার [স] বি কথা বাড়ানো। 'সেশাঙ্কবোধের বাণবিত্তার করছি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাণভাগি, বাণভাগী [স] বি লেখার রীতি। 'তখন একটা বাণভাগি চলছে আত্মনিকের লেখার।' অজিত্য, ১৯৫০: 'এই সংকৃত গদ্যের মূল কাঠামো এবং বাণভাগী বেশ কিছুটা বাংলা।' এনাথুর, ১৯৫৫।

বাণধ্বজ [স] বি ধ্বনি উদ্ভারণের প্রভাব। 'মানুষের বাণধ্বজ যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ধানের।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাণধ্বজ [স] বি বাণধ্বজ। 'ইংরেজদের সমকক্ষ রূপে বাণধ্বজ প্রবৃত্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৯: 'বাণধ্বজে ক্রীক আত্মমুগ্ধ পরাজয় বীকার করাইতে পারে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাণ [স] ১ বি উদ্যান। 'যে যে বাগ বাট/ধরিবে ঘাটার বাট।'

গদীব, ১৭৬৫: 'বোয়ালিয়া গ্রামে আমার এক বাণ।' হ্যালহেড, ১৭৭২। ২ বি বাগান। 'রাশিদীর বাগ হইতে পো তুমি দূরী হে আনো দিয়া।' জর্জীম, ১৯৩০।

বাণ^১ বি কতি পাতার মোড়ানো অংশ। 'কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেমন কলার বাণ।' জর্জীম, ১৯২৯।

বাণশী [স] বি যোড়ার গাড়ি। 'শাভা দু'শুটা এ আত্মবল, সে বাণশীখান অনুসন্ধান করুন।' মুক্তকথা, ১৯৪৯।

বাণড় [স] বাঘাড>। বি বাঘা; প্রতিবন্ধক। 'এড়হ বাণড় কাহুদি জাইটে সেহ ঘর।' বহু, ১৪৫০।

বাণড়া [স] বাঘাড>। বি অন্তরায়; বাঘেলা। ওস, ১৭৮২: 'একটা সং কর্মে বাণড়া দিবে ভাড়া মফলচটী হওয়া অন্তরায়ের তর্য্য নয়।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাণড়া বাণড়ি বি টনাটনি। 'মতিলাল হাত বাণড়া বাণড়ি করিতে আরম্ভ করিল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাণি, বাণী [স]>। বি কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাণিদ নিবসে পুরে নানা অস্ত্র লৈয়া করে দশ বিশ পাইক করি সেহে।' যুক্রম, ১৬০০: 'বাণী বাঘা বাঘে বোঝা বেরাণি বাসিকারদের বাঘালা দিয়া বিতরণ।' দর্পণ, ১৮৩১।

বাণিদী বি বাণী সম্প্রদায়ের নারী। 'আমার দুইটি ব্রাহ্মণী - আর একটি আশিদী।' রক্তিম, ১৮৮২।

বাণি, বাণী, বাণি, বাণী বি বাগালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীবাধারাম বাণীর গুরু মাঠে চরিতে গীরাছিল।' পঞ্চনন, ১৭৭৬: 'রামদুন্দর বাণি।' সের্ভি, ১৮৪০।

বাণবাণ [স] বিশ অতি উজ্জ্বলিত। 'আমার অন্তর বৃত্তিতে বাণবাণ হইয়া উঠিল।' মাহেনত, ১৯৪৯।

বাণে বাণ [স] বাণবাণ বিশ বৃত্তিতে অতিবাণ। 'দক্ষিণে দোলে আরবি দরিয়া বৃত্তিতে সে বাণে বাণ।' নরকমল, ১৯২৪।

বাণ-বাণি [স] বি ছোটোবড়ো বাগান। ওস, ১৭৮২: 'তাঁহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, বাণ-বাণি, তাদুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য সম্পত্তি ...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাণি বি সম্প্রদায়বিশেষ। 'মোড়োয়ার দেশে বাণির নামে এক জাতি আছে।' দর্পণ, ১৮২২।

বাণর্ষ [স] বাণ-অর্থ) বি শব্দ ও পদের অর্থবিষয়ক বিদ্যা। 'এ শাস্ত্রে ধনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব ব্যাকরণীতি এবং বাণর্ষ।' হুই, ১৯৫৪।

বাণর্ষবোধক [স] বিশ শব্দ ও পদের অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'কিছুটা ইতিহাসভিত্তিক আর কিছুটা বর্ণনামূলক ও বাণর্ষবোধক।' হুই, ১৯৫৪।

বাণলো বি সুগাঠি, নারকমল প্রভৃতি পাছের ডালসুখ পাতা। 'নারিকেলের বাগলো টনিয়া লইয়া বাড়ী চুকিল।' কিছুটি, ১৯২৮।

বাণশী বি (সংগীত) রাবিকালীন রাগিণীবিশেষ। 'রাগিণী বাণশী' বহু, ১৫৭০: 'রাগিণী বাণশী - ডাল আড়াঠোকা।' মশাররফ, ১৮৬৯।

বাণশ্র [স] বাণ-অস্ত্র) বি কথারশ্র অস্ত্র। 'সে নিরুপসাহে করিবার বাণশ্র নিক্ষেপ করিল শত শত।' শতকর্ত, ১৯৫৮।

বাণা বি বাগলবিশেষ। 'চিড়ীড়ী কাল বাণা অমৃতের তার।' ভারত, ১৭৬০।

বাণাড়ঘর [স] বি কথার ঘটা। 'এ বাড়ি নিরর্থক বাণাড়ঘর করিতেছে।'

মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বাগাতি [ফা] বি বাগানসমূহ। 'ঘর সকল ও বাগাত ও জমিন গুণরহ মতাবেক ...'। ক্যালগে, ১৭৮৪।

বাগান [ফা] ১ বি যেখানে ফুলফলাদি উৎপন্ন হয়। 'ক্সা বাগানে গেল মণির কুমার'। বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বাগান বাড়ি। 'রবিবারে বাগানে বাইরা মন্ডা ধরিবা সকের যাত্রা তনিবা'। তবানী, ১৮২৫। ৩ বি বাগান বাড়িতে উৎসব। 'তোমার একটি ব্যাটা ইইয়াছে, তাই এক দিন বাগান দাও'। সুলত, ১৮৭১।

বাগানগুলা বিণ বাগান আছে এমন। 'পুজোর ফুল ভুলতে অদূরের বাগানগুলা বাড়িতে'। তার, ১৯৪৩।

বাগানগুলা বিণ বাগান আছে এমন। 'আশে-পাশে বাগানগুলা বাড়িতে ...'। বুদ্ধ, ১৯৫৫।

বাগান বাটী বি বাগানবাড়ি। 'বাগান বাটীতে একত্রিত হইলে সুখর হইতে পারে'। বন্দর্শন, ১৮৭২।

বাগানবাড়ি, বাগানবাড়ী বি বিশেষত প্রেমোদের জন্য তৈরি বাগানঘেরা বাড়ি। 'হঠাৎ মনে হইলি বাগানবাড়ি'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'শহরের বাইরে বাগানবাড়ী'। অন্নদা, ১৯৪৯।

বাগানে ১ ক্রি বশে আনা। 'কুমুম এমনি বাক্সিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি বাড়ানো; এণিয়ে দেওয়া। 'বুঁধি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো'। নজরুল, ১৯২৪। ৩ ক্রি তাক করা; তলি ছোড়ার জন্য প্রস্তুত করা। 'ওঠো বন্দুক বাগাও'। বিজুতি, ১৯৩৭। ৪ ক্রি উদ্দেশ্য সফল করা। 'মনে নেই, কী করে ফার্স্ট ক্লাস বাগান এম.এ.-তে?'। শ্যামসুল, ১৯৭৩।

বাগার [স ব্যাঘাত>] বি সম্বরা। মনোএল, ১৭৪৩।

বাগার দেওয়া ক্রি সম্বরা দেওয়া। 'বানা বাগার দিতে মনোএল, ১৭৪৩।

বাগিচা [ফা] বি ছোটো বাগান। 'নন্দর চাতর ও বাগ বাগিচা'। রামকায়, ১৮০১।

বাগিছা, বাগীছা [ফা বাগিচা] বি ছোটো বাগান। মনোএল, ১৭৪৩।

বাগীজা [ফা বাগিচা] বি ছোটো বাগান। 'আমার বাটঘর বাগ বাগীজা'। ওর্দা, ১৭৮২।

বাগিন্দ্রাজ [স] বি কথার মোহ। 'আপনার অকৃত বাগিন্দ্রাজের ওশে লোকবিমোহিতকর শক্তি দিয়া ...'। বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বাগিন্দ্রিয় [স] বি বাগিন্দ্র। 'সুখাতি প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয় পরিচালনার উপর নির্ভর করে'। অক্ষয়, ১৮৪৯। 'জিহ্বা ও কণ্ঠনাদী এ উভয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে'। বিদ্যা, ১৮৫১।

বাগীশ [স] বি বাক্যবিশারদ। 'তোমার মমতা যারে বাগীশ জিনিতে পারে'। কৃষ্ণায়, ১৭২০।

বাগীশ্বরী [স] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী - কত জাঁকাল রাগিণী বাক্সিল'। বঙ্কিম, ১৮৮২।

বাঙন [স বাঙিন্দ] বি বেতন। 'পালস বাঙন হিঁস জিরা সান্তলন'। রূপায়, ১৭৫০।

বাঙনি বি ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। 'ভারি তেলি বাঙনি বেশারিজীবী মেবা'। মনিকরায়, ১৭৮১।

বাঙনান [ফা বাস+বান] বি বাগান। 'বরপুর অন্নদার ডবানদ মজুদার রাজা হৈলা বাঙনান মাখে রে'। ভারত, ১৭৬০।

বাঙরা [স] বি পশুপাখি ধরা জাল। 'পাতিয়া বাঙরা-দড়া আগলে বনের সূড়া'। মুহুদ, ১৬০০।

বাঙরা ফাঁস বি পাখি ধরা ফাঁস জাল। 'তোমার জেতক ডাঘ কেবল বাঙরা-ফাঁস'। মুহুদ, ১৬০০।

বাগেশ্রী [স] বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বাগেশ্রী একতাল'। নজরুল, ১৯০২।

বাগেশ্রী-সিন্ধু [স] বি সংগীতের মিশ্রাণ। 'বাগেশ্রী-সিন্ধু কাহারবা'। নজরুল, ১৯০২।

বাগী [স] বিণ বাকপট; বহরক্ষত ডাঘ দিতে পারে এমন। 'বাগী লোক সভামান্য'। মদনমোহন, ১৮৪৯।

বাগিয়া [স] বি বক্তৃতা দানে পটুতা। 'ইউরোপে ফুলে বাগিয়া বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়'। রায়, ১৮৭৪। 'উহার ফল, কিকিরোর বাগিয়া, তসিতসনে ইতিবুদ্ধয়'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বাগীশ্বর [স] বিণ বাকপটু শ্রেষ্ঠ। 'কোনো বাগীশ্বরের গণনায়ক'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বাগীসজা [স] বি বাকপট সমাজ। 'বাগীসজাসমূহ অকৃতপূর্ব বিজ্ঞতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তরু ছিলেন'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাগ্যান [স বাতিজন] বি বেতন। 'নিম্নে শিম্বে বাগ্যনে রাঙ্কিয়া দিবে তিত'। মুহুদ, ১৬০০।

বাগ্যমান [স] ভাগ্যবান। বিণ ভাগ্যবান। 'আপনি বড়ো বাগ্যমান পুরুষ গ্যায়ী, ১৮৫৮।

বাঘ [স ব্যাড়া] ১ বি বিভাল জাতীয় বড়ো আকারের বন্য মাংসাদী প্রাণীবিশেষ। 'দিগন্ত পড়িলে বাঘত হএ লাগে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বাঙালি হিন্দু পদবি-বিশেষ। 'রামশঙ্কর বাঘ'। সেকবি, ১৮৪০।

বাঘচালি [বাঘ>] বি বাঘবন্দী বেলা। 'তেপাত্যা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা খুলি'। মুহুদ, ১৬০০।

বাঘছাল [বাঘ+স শব্দ] ১ বি বাঘের চামড়া। 'নীল পটাঘর নহ বাঘছাল/কেলি কমল ইহ নহএ কপাল'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ বি বাঘের চামড়ার আসন। 'নাচিহে নটনাথ শকের মহাফাল সূটায়া গড়ে দিবারাত্রির বাঘছাল'। নজরুল, ১৯০১।

বাঘছালা [বি বাঘের চামড়া। 'বদনে বিজুতি মেখে পরে বাঘছালা'। মনিকরায়, ১৭৮১।

বাঘটাণ [বি বাঘ বা অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী। 'বাঘটাণ আসে'। জীবন, ১৯০১।

বাঘ-তৈল বি বাঘের তেল। 'বাঘ-তৈল সনে তাহা মাখিবে বদনে'। মুহুদ, ১৬০০।

বাঘনখ [বাঘ+স নখ] ১ বি গলার অলংকারণবিশেষ। 'বাঘনখ গলে সোলে'। হুরারি, ১৫৭০। ২ বি বাঘের নখের আকৃতির এক প্রকার অস্ত্র। 'বাঘনখ অস্ত্র বাহির করিয়া সে এক মনে সেবিতে লাগিল'। নজরুল, ১৯০১।

বাঘ-বন্দী [বাঘ+স বন্দী] বি একপ্রকার বেলা। 'মেজগিনী মেঘের ওপর বসে ... গিরির সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন'। বিমল, ১৯৫৩।

বাঘ-মারা বিণ বাঘ হত্যাকারী। 'বাঘ-মারা শিকারীর মূর্তি'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাঘমুখো বিণ বাঘের মুখের মতো খোদাই-করা। 'বাঘমুখো ছড়ি হাতে, গলায় চাদর'। অবন, ১৯২৭।

বাঘ-শিকার

বাঘ-শিকার বি বাঘকে শিকার করা। 'বিহঙ্গদাস বাঘ-শিকারে জেলায় মধ্যে সব-সেরা।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বাঘহাড়া বি বাঘের ধাবার মতো হাতকড়া। 'বাঘহাড়া হাতে দিল গলায় জিহ্বায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঘা বি বড়ো বাঘ। 'মাড়ো মরিয়া বাঘা আইলে ধীরে ধীরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঘাঘর [বাঘ+স অঘর] ১ বি বাঘের চামড়ার বসন। 'শাড়ী মেঘডাঘরে কলিঙ্গ বাঘাঘর।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বাঘের চামড়ার পোশাকখারী। 'ওহে যোগেশ্বর, ওহে বাঘাঘর, হ্রিপুয়ারি নরকলেবরে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বি বাঘের চামড়া। 'বাক্যের সুন্দরবনের বাঘাঘর।' নজরুল, ১৯২৬।

বাঘাঘর বি বাঘের চামড়া। 'বিচিত্র বসন আসে শোভে বাঘাঘর।' জলাশয়, ১৬৮০।

বাঘিনি [বাঘ+স ইনী] বি মাদি বাঘ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

বাঘিনী [বাঘ+স ইনী] ১ বি মাদি বাঘ। 'না গুলিলে হেন কথা জে ধরে বাঘনা মতা একাতার তুর্ভিল বাঘিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'চোয়র হায়াইয়া যেন ডোকে বোম্বিনী।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বিণ স্ত্রী বাঘের মতো নাগরত্নে অধিকারী। 'কেমন বাঘিনি, কেমন - কেমন রে বর্কর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বাঘী [স ব্যগ্রী] বি মাদি বাঘ। 'বাঘী বলে মৃগয়া করিতে তবে বাই।' রঙ্গরায়, ১৭৫০।

বাঘে গোলতে এক ঘাটে জল খাওয়া - সব বিদেশী দূরীভূত হয়ে শান্তি বিরাজ করা। 'এখানে সদা-কালোয় অধিকারভেদ নাই, এখানে বাঘে গোলতে এক ঘাটে জল খায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাঘে হুঁলে আঁটার খা - অনেক বিষয় আছে তাতে একবার ভাবিলে গোলে নানারকম বিশপের মুখোমুখি হতে হয়। সুবল, ১৯০৬।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায় - ঠেলায় শূন্য পরস্পর বিরোধীরাও একসঙ্গে কাজ করে। সুবল, ১৯০৬।

বাঘের ঘরে ঘোষণের বাসা - শিশুশিল্পের বর্ণনাশ কন্নার জন্য দুর্বলের গোপনভাবে অবস্থান। 'বাঘের ঘরে ঘোষণের বাসা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বাঘের দুখ বি দুস্থ্যাপ বস্ত্র। 'টাকা থাকলে বাঘের দুখ মেলে।' নরেন্দ্র, ১৯৪২।

বাঘের মাগি বিভ্রাল বি সমান আচরণ। 'ভাঁর ভাগ্যে সমানও ওই বাঘের মাগি বিভ্রালের মতো চট্ট আর হাতার বাড়ি।' নজরুল, ১৯২৭।

বাঘালা [বাঘ+স বি একপ্রকার ফুল। 'অশমার্গ বাঘলা সাঙ্রী তোলে উড়কলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঘা [বাঘ+স] ১ বিণ ব্যতিমান। 'বাঘা বাঘা, পাট গাটা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বিণ ভয়ঙ্কর। 'ঘুচে যাবে বিবাহের আশা দেবী বাঘা-চক্কির কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ ভীত। 'বাঘা পীত, কঁপি বধর।' নজরুল, ১৯০২। ৪ বিণ দক্ষ। 'বাঘা তবলটি যে রকম দুই পানের মাথায়ান ...।' মুক্তভাট, ১৯৪১।

বাঘাই [বাঘ+স] বিণ বাঘের মতো প্রবল। 'হাতির আমায়ি পিঠে বাঘাই কোটাল।' রামমঙ্গদাস, ১৭৮০।

বাঘা-বাঘা ১ বিণ আয়ত্ত করা কর্তন এমন। 'নীতগোবিন্দে পদাবলীতে বাঘা-বাঘা রায়রাণীণী ...।' ধূস্রী, ১৯৩৫। ২ বিণ

ডাকসাইটে। 'তার উপরে বাঘা-বাঘা উল্লিঙ্গ-হাকিমের জেরা।' মল্লিক, ১৯৬১।

বাঘাত [স ব্যাঘাত] বি প্রতিবন্ধক। 'কোন একারে তাহার বাঘাত হর এমন চোটা আছে।' দর্পণ, ১৮২০।

বাঘার দেওয়া ক্রি সম্ভবা দেওয়া: তেলে মসলা সাজানো। 'ডালে বাঘার দেওয়ার মতো অসহিষ্ণু ...।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

বাঙান [স বামন] ১ বি বর্ষাকৃতি মানুষ। 'সেবকের যোগ্য হোর নহে নৃশবর ধরিতে বাঙান হইবা চাহ সুখারক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ছোটো আকারের। 'কান্দি দশ নিলে বাঙান নারিকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঙালী ব্র বাঙো

বাঙালী ব্র বাঙো

বাঙাল [স বঙ্গ+স] ১ বি বঙ্গদেশের লোক। 'সোনার বাঙাল করে কাঙাল, ইংরাজ হত জ্ঞান।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ববঙ্গের লোক। 'মন রে তুই ভুড়ো বাঙাল জানহাড়া।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি (অবকা) পূর্ববঙ্গের লোক। 'শহরের ছেলের এই-সব লক্ষণ সেবিয়া অমায়গিক বাঙাল বলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাঙাল ভাষা [স বঙ্গভাষা] বি পূর্ববঙ্গের ভাষা। 'উইচ্ছয়ে বাঙাল ভাষায় হাম্যাপাল করহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাঙালদু [স বঙ্গ+স] বি বঙ্গদেশ। 'এই বাঙালার দিমস্ত্রশসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বাঙালি, বাঙালী [স বঙ্গ+স] ১ বি বঙ্গদেশের অধিবাসী। 'কাজলী বাঙালী হত, চিরদিন অনুপাত, জানিলে মদ্য অচরণ।' গুপ্ত, ১৮৫৮; 'বাঙালি।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি বাঙালার সংস্কৃতি ধারককারী। 'বাঙালির মেয়ে পূর্বজন্মে কত পুণ্যই অর্জন করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; ব্র বাঙালি

বাঙালিভাতি, বাঙালী ভাতি [বাঙালি+স ভাতি] বি বাঙালি সংস্কৃতি ধারণকারী জনগোষ্ঠী। 'আজ সমস্ত বাঙালিভাতি দুর্বল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'লন্ডন হেরেলি বাঙালী ভাতির।' জিয়াউর রহমান, ১৯৭৪।

বাঙালি/বাঙালী জাতীয়তাবাদ [বাঙালি+স জাতীয়তাবাদ] বি বাঙালি সংস্কৃতি ধারণকারী জনগোষ্ঠী। 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ।' সর্বেশ্বর, ১৯৭২; 'সেনিই বাঙালী কদমে অতুরিত হেরেলি বাঙালী জাতীয়তাবাদ।' জিয়াউর রহমান, ১৯৭৪।

বাঙালিহু, বাঙালীহু [স বাঙালি+স হু] ১ বি বাঙালিয়ানা। 'বাঙালির বাঙালিহু হুটিয়ে তুলব।' প্রমথ, ১৯১২। ২ বি বাঙালির পরিচয়। 'নিজেই সর্বপ্রথমে নিজের বাঙালিহু অবীকার করিয়াছেন।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি বাঙালির জীবনচারা। 'বাঙালীহুদের জীবনদারী আদর্শকে সমুখ রেখে ...।' প্রোজেক্ট, ১৯৪০।

বাঙালিনী বিণ স্ত্রী বাঙালি স্বভাবযুক্ত। 'বাড়ো বেনী বাঙালিনী।' গান, ১৯৭১।

বাঙালিশাড়ি বি যে পাড়ায় বাঙালিরা বসবাস করে। 'বাঙালি পাড়াতেও তাহার কাপণ্য ওড় হয়ে বাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাঙালিয়ানা বি বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। 'বাঙালিয়ানার সমস্ত জাহিহুি ধরে ফেলেছে সে।' জীবন, ১৯৩২।

বাঙি [স বিহসিকা] বি শাকলে মিটি হর এমন শশা জাতীয় ফল। বিদ্যা, ১৮৯১।

বাঙ [স বঙ্গ] বিণ বাক্য। 'বাল শিক্রএক বাক্য ব লুলহ রাজপণ গাঢ়ায়া।' চর্যা ১৫, ১২০০।

বাঙ্ক' [হি বি ব্যকে। 'যে টাকা এই ব্যকে ন্যস্ত হয় ...'। দর্পণ, ১৮১৯।

বাঙ্ক' [হি বি রেশগাধির কঙ্কর বা পাশা খয়ের সেয়ালে উচুতে সন্ধ্যায় তাঁকের মতো শব্দাবিশেষ। 'পাড়ীতে উঠিয়া উপরের ব্যকে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা'। প্রভাত, ১৮৯৮।

বাঙ্কর [হি বি মাটির তলার সুরকিত অঙ্গুর। 'কখনো জললে কখনো বা ধানাবশেষে ইজ্ঞত বাঙ্করে ...'। শমসুন্দর, ১৯৭২।

বাঙ্কাল', বাঙ্কাল' [স বঙ্গ] ১ বি বাংলা ভাষা। 'আমি সত্যত দিল বাংলা ভাষিয়া।' সুলভান, ১৮৫০। 'তাই সে সব বাংলা ভাষে দুচ্চর কহল।' জ্যোতস, ১৮৬০। ২ বি বঙ্গাধ। '১৯ অগ্রহায়ণ বাঙ্কাল ১১৬৪ সাল।' মেরুপ, ১৭৫৭। ৩ বি বঙ্গদেশ। ক্যালেন্দে, ১৭৮৫। 'বাঙ্কাল বেহার উড়িষ্যার কতক আসাম এইই দেশ।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বিপ বঙ্গীয়। 'সাল বাঙ্কাল।' মেঘসি, ১৭৬৮। 'বাঙ্কাল সন।' ওঙ্গী, ১৭৮২। 'দুই আধা সিদ্ধুর অফিম বাঙ্কাল কিন্তি হইবেক।' ক্যালেন্দে, ১৭৮৭।

বাঙ্কাল অঙ্কর [স বঙ্গ-অঙ্কর] বি বাংলা বর্ণ। 'পড়িতে জানহ কিছু বাংলা অঙ্কর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঙ্কালসেন [স বঙ্গসেনা] বি বঙ্গসেন। 'বাঙ্কালসেনের লোক ...'। অঙ্কর, ১৮৪৯।

বাঙ্কালসেনীয় [স বঙ্গসেনীয়] বি বঙ্গসেনের। 'বাঙ্কালসেনীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণচর নিরম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।' অঙ্কর, ১৮৪৯।

বাঙ্কাল ধাম [স] বিপ বাংলাদেশ নামক পুণ্যস্থান। 'এইরূপে আমাদিগের এই বাংলা ধাম পরম সুখদায়ক হইত।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বাঙ্কাল পাঠশালা বি যে বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় গড়শোনা হয়। 'ইংরাজী পাঠশালা সকল গণ্যমেটের আপন সন্তান, আর গিরজা পাঠশালা সকল সপণ্ডী সন্তান।' অঙ্কর, ১৮৪৮।

বাঙ্কাল ভাষা [স বঙ্গভাষা] বি বাংলা ভাষা। 'বাহাদুরের মনোযোগিতার এতদেশীয় বাংলা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

বাঙ্কালভাষী [বাংলা+স ভাষী] বিপ বাংলাভাষী। 'বাংলাভাষী বাঙ্গালী মুহম্মদের ...'। মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

বাঙ্কালমন্ত্র [বাংলা+স মন্ত্র] ত্রিবিধ বাংলামন্ত্র। 'সর্বকর্মেণ সংবাদ বাংলামন্ত্র প্রচার করিতেছেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

বাঙ্কাল শিক্ষা [স বঙ্গ-শিক্ষা] বি বাংলা ভাষায় শিক্ষা। 'এদেশীয় বালকদিগের বাংলা শিক্ষার আবশ্যক ...'। অঙ্কর, ১৮৫০।

বাঙ্কালী [হি বংগাল] বি বাংলা বাড়ি। 'সাহেব এক বৃহৎ বাঙ্কাল ও বাজার বসাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

বাঙ্কাল [স বঙ্গ] ১ বি পূর্ববঙ্গবাসী। 'বাসোদরে কর্মধেনু হামিয়া হামিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। 'তার মধ্যে বাঙ্কাল কবির নাটক উপেক্ষণ।' কুজরায়, ১৫৮০। 'কাজের বাঙ্কাল লজ্জ সন্তান করিয়া বড় করহ আমার প্রয়োজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঙ্কাল ক্রোব [বাংলা+ই ক্রাব] বি বাংলা ক্রাব। 'বাঙ্কাল ক্রাব নামে যে নৃত্য এক সঙ্গ ...'। ব্যাপ্তিত ইংরাজী। দর্পণ, ১৮২৫।

বাঙ্কালপাল [স বঙ্গ] বি গাভীর গ্রাম্যবিশেষ নদী নাম। 'গাভুলী বাঙ্কালপাল বেশভিহা গ্রামে বাস।' মনিকরায়, ১৭৮১।

বাঙ্কালী [স বঙ্গ] ১ বি বঙ্গদেশ। 'দুটি বাঙ্কালার লোকে করিল কাশাল।' ভারত, ১৭৮০। 'বাঙ্কালার বড় সাহেবের ও কুশানির

কাজের ইচ্ছায় লিখিয়া পাঠাইলেন।' ক্যালেন্দে, ১৭৮৫। 'যুবক বাঙ্কাল বেহার ও উড়িষ্যার জমিদারান ...'। ফকটর, ১৭৯৪। ২ বিপ বঙ্গীয়। '১২১১ বাঙ্কাল সন ও ১৮০৫ বিংশবীর্ষসন।' মুকুন্দ, ১৮১০। ৩ বি বঙ্গদেশীয়। 'অশূর পানদানে সীতি পান বাঙ্কাল পান এবং নানা প্রকার মসলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ন্তী জোয়ান ঘমে সুপারি।' তরানী, ১৮২৮।

বাঙ্কাল দেশ [বাংলা+স দেশ] বি অধিকৃত ভারতের বাংলা অঞ্চল; বাংলাদেশ। 'সাহেব এ বাঙ্কাল দেশ'। কেরি, ১৮০২।

বাঙ্কাল সন [বাংলা+আ সন] বি বঙ্গাধ। '১২১১ বাঙ্কাল সন ও ১৮০৫ বিংশবীর্ষসন।' মুকুন্দ, ১৮১০।

বাঙ্কালী [স বঙ্গ] ১ বি বাংলা ভাষা। 'হোমোহানি ও বাঙ্কাল এবং ইংরেজিও কতক এই সকল পৃথক ভাষা জানি।' কেরি, ১৮০২।

বাঙ্কালভাষা [বাংলা+স ভাষা] বি বাংলা ভাষা। 'বাঙ্কালভাষায় পয়্যারদিগ্ধে অনুবাদিত।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বাঙ্কাল-হিতৈষী [বাংলা+স হিতৈষী] বিপ বাংলা ভাষার মঙ্গল কর্তে ইচ্ছুক এমন। 'তাঁহা কোন নিরপেক্ষ সহিতাসের ও বাংলা-হিতৈষী ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন না।' হোলদান, ১৯২৩।

বাঙ্কালী [হি বংগাল] বি বাংলা: বরাবাদ্যুক্ত একতলা ঘর। 'আসনাদি বিশিষ্ট একই বাঙ্কাল ও পাঙ্কালার নির্মাণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

বাঙ্কালী [স বঙ্গ] বি লাঠি বা ভলোয়ার ঘুরির বেলা। 'হাস্য কথা কহিলে পদাতি বাঙ্গালি খেলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাঙ্কালী, বাঙ্কালী [স বঙ্গ] ১ বিপ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। 'বাঙ্কালী গোয়ার ভর নাহিক তিলেক মরিয়া আমার ঘর খোদায় দিলেন।' কুজরায়, ১৭২০। ২ বি বঙ্গদেশের অধিবাসী। 'কাজের বাঙ্গালি হিন্দু বদৌল বামন।' ভারত, ১৭৮০। 'বঙ্গভাষার উদ্ভূতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের বাধীনতাপ্রত্যয়।' অঙ্কর, ১৮৪৯। 'বাংলা দেশে আমাদের নিবাস, এই নিমিত্ত আমাদিগকে বাঙ্গালী বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বি বাঙ্গালি হিন্দু। 'বাঙ্গালিরে কত ভাল পতিয়ার ঘরে।' ভারত, ১৭৮০। 'একসে মেল্‌ফান ওস্তাদের প্রয়োজন নাই, আমি একজন বাঙ্গালী গাইয়া চাই।' তরানী, ১৮২৮। 'তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব মনে করি নাই, আমাদের যুদ্ধ বাঙ্গালীদের সঙ্গে।' সংসার, ১৮৯৮। ৪ বিপ বাংলাভাষী। 'কিছু বাঙ্গালি গতিত লোকের ইচ্ছা হয় তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮১৯। ৫ বাঙালি

বাঙ্গালি অঙ্কর [বাঙ্গালি+স অঙ্কর] বি বাংলা হরফ। 'বাঙ্গালি লোকের জাত কারণ বাঙ্গালি অঙ্করে ছাপা হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

বাঙ্গালিশীলী বি ক্রী বাংলা ভূখন্ডের অধিবাসী। 'খাঁতি বাঙ্গালিশী না হইলে এতদিন আমি মাড়ভাষার ...'। প্রভাত, ১৮৭৬।

বাঙ্গালি পট্টা [বাঙ্গালি+স পট্টা] বি বাঙ্গালী যে পট্টাতে বাস করে। 'বাঙ্গালি পট্টার সর্বকালে ভ্রমসংগে দেখিতে পাওয়া যায়।' অঙ্কর, ১৮৪৮।

বাঙ্গালির ঘেসে বি বঙ্গসন্তান; বাংলাভাষী মানুষ। 'বাঙ্গি খেলে যদি বাঙ্গালির ঘেসের পেট ভরিত, ...'। স্বর্গম, ১৭৮৪।

বাঙ্গালির সভা বি যে সভার সকলেই বাঙ্গালি। 'বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরেজি বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন।' অঙ্কর, ১৮৪৮।

বাঙ্গালীচিহ্ন [বাঙ্গালি+স চিহ্ন] বি বাঙ্গালির মন। 'বিদ্যাপাতি

সংগীতপ্রিয় বাঙ্গালীটিকে আকৃষ্ট করিলেন।' হাই, ১৯৫৪।

বাঙ্গালীভর [বাঙ্গালী+স ভাব] বি বাঙ্গালিভর। 'অলঙ্কার প্রতিকার বাহারা সেকলে তাহার বাঙ্গালীভর অর্থাৎ মুক্তি মাদুলি, ঘনি মাদুলি ... ইত্যাদি পরেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বাঙ্গালীভাব [বাঙ্গালি+স ভাব] বি বাঙ্গালিভাব। 'কুহিম বর্ণিব্যাস ঘারা আমার এই শব্দগুলির বাঙ্গালীভাব চণিয়া রাখি।' শইমুল্লাহ, ১৯৩১।
বাঙ্গালী ভাষা [বাঙ্গালি+স ভাষা] বি বাংলা ভাষা। 'বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান কবিরলের অনেকেই উপলব্ধি।' হেতুম, ১৮৬২।

বাঙ্গালোয়ী বি ব্যঙ্গালোরে তৈরি। 'দুখের উপর গোলাপী দিয়ে মধুরকণী বাঙ্গালোয়ী শাড়ি।' মুক্ততা, ১৯৫৯।

বাঙ্গী [স বিহারিকা] বি মুক্তি; শশা জাতীয় ফলবিশেষ। 'বাঙ্গী আমৃত কাঙ্ক্ষী।' বতু, ১৪৫০।

বাঙ্গিনিশ্পত্তি [স] বি বাক্য উচ্চারণ। 'তোমাকে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বাঙ্গিনিশ্পত্তি কর না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বাঙুনৈশুখ্য [স] বি ভাষার দক্ষতা। 'কবি-পণ্ডিতরা বাঙুনৈশুখ্যে পণ্ডিত শ্রোতাঙ্গিকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সবেগে করিতে পারিতেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাঙ্কয় [স] বি ধ্বনিময়। 'রহস্যে বাঙ্কয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৩; 'দশটি বাঙ্কয় পঙ্ক্তি।' শাস্ত্র, ১৯৭০।

বাচ [স] বি বাচ। 'সাদু বড় কহে বাচ।' বিজয়, ১৬৫০।

বাচ [কি বাজী] বি নৌকা চালানোর প্রতিযোগিতা; বাইচ। 'বাবুরা ... বেটে ও বহুরা ডাড়া করে মাহেশে যেতেন, পল্লার বাচ ব্যালা হতো।' হেতুম, ১৮৬১।

বাচ খেলা বি প্রতিযোগিতামূলক নৌকা চালনা। 'নৌকায় বাচ খেলোয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'কোনো ভাষাবাদ বাচ খেলার লগ্না, শাদা নৌকোটাকে নিয়ে ...' বৃক্ষ, ১৯৫৫।

বাচক [স] বি অর্থপ্রকাশক। 'সেইধর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণের বাচক হইয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

বাচকত্ব [স] বি বোধগম্যতা। 'দ্রাবাদি ও জীবের বাচকত্ব ...' দর্পণ, ১৮২১।

বাচন [স] ১ বি বচন। 'কন্যাবাচন।' অমৃত, ১৬৮০। ২ বি বাচ। 'মনোভাব বাচন হয় কথা দিয়ে।' অবন, ১৯৫৫। ৩ বি কথা। 'সাধারণ বিষয়ে এমন বাচন আর কোথাও গুনিনি।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

বাচনভঙ্গি, বাচনভঙ্গী [স] বি কথা বলার ধরন। 'কি সুন্দর বাচনভঙ্গি এসেছে।' ইলিয়াস, ১৯৭২; 'সেখানকুন্দের তারিফের লোভে তিনি তাঁর বক্তব্য বা বাচনভঙ্গি বদলাতে প্ররত নন।' শিব, ১৯৭০।

বাচনিক [স] ১ বি বাক্যবোধ। 'তবে অত্যন্ত বাচনিক মন্ত্রদ্বারা কন্যা সন্তোষিত করিয়া ছানাক্ষের ঘান।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি বোধিক। 'হাংহারা বাচনিক উপদেশ দিয়া অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বাচনিক বিবাদ [স] বি কথা কাটাকাটি; তর্কবিতর্ক। 'বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

বাচনি বি বাহাই। 'সারটাকিটিকি বাচনির তারিখ সমেত ...' কালমে, ১৯৯১।

বাচবিচার [বাচ+স বিচার] বি ভালো-মন্দের বিচার। 'ইহাদের বাচবিচার

কিছুই নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'বাচ-বিচার কি হবে না করতো?' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বাচস্পতি [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাহাদুর।' বিদ্যা, ১৮৭০।

বাচা [স] বি বাহাই করা। 'নরকে বাচিয়া লবে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

বাচা [স] বি বাহাই করা। 'বাচা কি বাচা।' 'এহার কারণে নাহি কাহার বাচা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'বাচিয়া কি বেঁচে।' বাচিয়া আশ্রয় লক্ এই বড় দোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বাচা [স] বি বাচ। বি বাহাইবিশেষ। 'মস্তর পাশর আড়ি বাটা বাচা কই।' ভারত, ১৭৬০।

বাচা [স] বি বাচা: ছানা। 'অলদী পাখির বাচা তোরের দরিয়া দিয়ে।' ভবানী, ১৮২৮।

বাচাল [স] ১ বি অকারণে যে অতিরিক্ত কথা বলে। 'পাখী প্রধান সেই দুর্ভাগ্য বাচাল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি উচ্চ শব্দশূন্য। 'আমি শুধু সে বাচাল ভিত্তে শব্দ শুনিয়ে থাকি।' সূর্য্য, ১৯২৮। ৩ বি চক্ষু। 'সে শুধু কামসর্ব্বণ বাচাল হসয়।' সূর্য্য, ১৯৩০।

বাচালতা [স] ১ বি বেশি কথা বলার অভ্যাস। 'প্রকাশি আপন বাচালতা।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি বাড়াবাড়ি। 'যুমে অভিজুত হয়ে করে যেন হঠাৎ প্রমাণ আকস্মিক বাচালতা।' সূর্য্য, ১৯৩৭।

বাচিক [স] বি বাচনিক। 'রাজা যখন অনলসভাবে কায়িক বাচিক ও মনসিক বৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক ... বহুতে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে থাকেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বাচী [স] বি বস। বি শিশু। 'বাচি বাচা লয়ে ফের কঁকেতে করিয়া।' গল্প, ১৭৬৫।

বাচাকাজা বি ছোটো ছোটো ছেলেরা। 'বাচাকাজা ত কম নয়?' শব্দ, ১৯১৬।

বাচা-হারা বি সন্তান হারিয়েছে এমন। 'তুখ বাচা-হারা বাচিনীর মতো অশান্ত মন।' নজরুল, ১৯২৭।

বাচ্ছ [স] বি বাচ্ছ। 'অপ্রতিদেব বাচ্ছা ক্রমে তুমি ত্রিলোকেশ্বরের প্রভুত্ব জ্ঞাইলে।' রামায়ণ, ১৮০২।

বাচ্ছা [স] বি বস। বি বাচা। 'লুটে এগা বাচ্ছা লয়।' গল্প, ১৮৫৮।

বাচ্ছা পত্র বি ছোটো সংবাদপত্র। 'এ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্মের হানি করিবে।' দর্পণ, ১৮৩১।

বাচ্ছা সেই বি ছোটোবেলার সখী। 'এ হচ্চে তোর বাচ্ছা সেই মাহনুবা।' নজরুল, ১৯২৭।

বাচ্ছা [স] বি বাচ্ছা। বি কামনা। 'তা দেখিয়া বাড়ি বাড়ি এগা মন।' মাহনুবা, ১৫০০।

বাচা [স] ১ বি প্রতিপাদ্য। 'যদি বাচ্য হয় ইসলামের রাজকর্ম্মচারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন ...' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি বলার যোগ্য। 'অপরিচিত বাচ্যপদার্থের যে পঠিত লাভ করিবে ...' প্রথম, ১৯১৮।

বাচ্যপদার্থ [স] বি বলার যোগ্য বিষয়। 'অপরিচিত বাচ্যপদার্থের যে পঠিত লাভ করিবে ...' প্রথম, ১৯১৮।

বাচ্যপ্রধান [স] বি বর্ণনাপ্রধান। 'বাচ্যপ্রধান রচনা সহজবোধ্য বলে তার সাধারণ পাঠক বেশি।' শিব, ১৯৭০।

বাচ্যবাচক [স] বি বর্ণনিক। 'বস্তুর সঙ্গে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট।' প্রথম, ১৯১৬।

বাচ্যতার [স] বি বাচ্য পরিবর্তন। 'বাচ্যতার শেখাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই।' অতিথ, ১৯৫০।

বাচ্যার্থপ্রধান [স] বি আভিধানিক অর্থের প্রাধান্যযুক্ত। 'বাচ্যার্থপ্রধান কাব্য কাব্য নয়, পদ্যমাত্র।' শিব, ১৯৭৩।

বাহুনি [স নির্বাচন] বি বাহুই। 'কসবের সার বর্ণ্য করেছি বাহুনি।' ডাবনী, ১৮২৮।

বাহু-বিচার [বাহু+স বিচার] বি ভালোমন্দ বিচার। 'বাহু-বিচার সমস্ত খনিয়া পড়িয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাহু [স বন্ধ] ১ বি পোকের বাহুর। 'নিতি নিতি বাহু গ্রাসে গির্জা বৃন্দাবনে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি সম্ভাব্য; হেলে। 'স্নেহ মাটি খাল বাহা কীবা নাড়ি ঘরে।' মালশ্বর, ১৫০০; 'কাশিয়া কহেন শরী বাহু রে নিমাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৩০।

বাহুধন বি যেরের পায়ের সন্ধ্যোবনিবিশেষ। 'তনি শিব কন গুরে বাহুধন ঘটক হও তাহার।' ভারত, ১৭৬০।

বাহু বিপ সেয়া। 'সব বাহু দেখে শিপোন।' মালশ্বর, ১৫০০।

বাহু শোছা বি বাহুবিচার। 'অনেক বাহু শোছা ও দ্যাখা শোনার পর।' হুতম, ১৮৬১।

বাহুছোয়া বি বাহুবিচার। 'এত বাহুছোয়া, এত জ্ঞাতবিচার।' মানেন্ত, ১৯৪৯।

বাহু বাহু ১ বিপ সেয়া সেয়া। 'সকীরাও বাহু বাহু।' মশারয়, ১৮৯০; 'বাহু-বাহু জাযাকার তার দিয়েছেন যে-বাখ্যা তাতেও কখনো ওঠেনি মন।' পদ্যসুত্র, ১৯৬৬। ২ বি বাহুইকৃত। 'নানা ছোটো-বড়ো বাহু-বাহু ব্যাক্য।' প্রমথ, ১৯০৫।

বাহুবাহি বি বেছে দেখার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯৯; 'ইহার মধ্যে বাহুবাহি কিছুই নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহুশো বাহুশো বি ভালো ভালো। 'ওটি কতক বাহুশো বাহুশো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্বেচ্ছমত করে নিয়েছেন।' হুতম, ১৮৬১।

বাহের বাহ বিপ অনন্য। 'জীরে একটি বাহের বাহ মেয়ে দেবতে পেলাম।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বাহু [স নির্বাচন] ১ কি অগ্রয়োজনীয় অংশ হেঁটে ফেলা। 'বাহ্য দুখ্য শাক দুখ্য করিব সাঁচা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি নির্বাচন করা। 'বাহুতে।' মালোপ, ১৭৪৩। ৩ কি পছন্দ করা। 'আমি দইলাম বাহি ডিরপ্রেশখানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ কি খুঁজে বের করা। 'বউ নিকি ... বাতায় মাথার উকুন বাহুছিল।' মুকুন্দ, ১৯৪৯। বাহি কি নির্বাচন করে। 'চামড় বাহের বাহি কাটিসেচ ডাল।' বহু, ১৪৫০।

বাহিহা কি বেছে। 'বাহিহা কঁটাল শাল গড় দহ-কেকদালা।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'বাহিহা কি বেছে; যুঁজে। 'ভাল ভাগী আশিলেইে সপোরে বাহিহা।' বহু, ১৪৫০। বাহিহা কি বেছে। 'টোন হতে নানা অস্ত্র দিলেক বাহিহা।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯। বাহুনি বি বাহুইকরণ। 'কাহার বাহুনি রে নিহনি লয়ে মরি।' ভারত, ১৭৬০। বাহু কি বেছে। 'সাত কানন নিল বাহুা ঘিয়া ঘেঁটি কড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। বেহুা কি বেছে। 'বেহুা হরে নমতঃ দ্বাদশ আশিমী।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

বাহু [স বন্ধ] কি বেঁচে থাকা। 'বাহুর উদ্দেশ্য নাই।' বহু, ১৪৫০।

বাহুই বিপ উৎকর্ষ। 'বউয়ের জন্য প্রতি হাতে বাহুই পান এবং তপালী অননতে হোতা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বাহুই-করা বিপ পছন্দ করা হয়েছে এমন। 'মানুষের জ্ঞাত বা উজ্জাতসারে নিছের বাহুই-করা জিনিস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বাহুনি বি গুরে গুরে সাজানো ব্রহ্ম। 'বেরাল পাটির বাহুনি।' রামাই, ১৭১০।

বাহুরি নৌকা বি বাইচ প্রতিবেশিতায় অংশ নেয় এমন নৌকা। 'বাইট পঁয়ত্রিশখনি বাহুরি নৌকা নামল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭।

বাহি বি থালা। 'মাটির বাহি।' মালোপ, ১৭৪৩।

বাহুর [স বন্ধরূপ] বি পোকের বাহু; গোশাবক। 'কৌতুক বাহুর রাহি হুলে নারায়নে।' মালশ্বর, ১৫০০।

বাহুর বালক বি রাখাল ছেলে। 'বাহুর বালক অথা করিয়া দরাস কুড়বেশে ছিরা তারে করিল বিনাশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাহুরের মাসে বি কমবয়সী পোকের মাসে। ওদ্য, ১৭৮৫।

বাহুরো [স বন্ধরূপ] বি বাহুর। মালোপ, ১৭৪৩।

বাহুরি বি ঝী খোড়া। মালোপ, ১৭৪৩।

বাহু [স বন্ধ] ১ বিপ বন্ধ নামজিত। 'বাহু গাব পাড়ী গুঁজা বাপে বাহিট।' চর্চা ৪৯, ১২০০। ২ বি বন্ধ। 'তাক আন করি পাড়িলে মুতে বাজ।' বহু, ১৪৫০।

বাহুপার্কান [স বন্ধপার্কান] বি উঁপ চিৎকার। 'সে সর্বদা সুকামল কোঁপেঘুরে আমার সহিত কথাবারী কহিত, কিন্তু কাল একেবারে বদলিয়ে করে উঠলো।' মাইকেল, ১৮৭৩।

বাহু-পড়া ১ বিপ বন্ধহত। 'পালের বাজ-পড়া অশ্ব পাঠায় একটা ঘুঘু ...।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি আকর্ষিত কোনো বিপদ উপস্থিত হওয়া। 'সর্বনাশ-জিনিসটা অনেক সময় বাজ পড়ার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাজভরা বিপ বন্ধপূর্ণ। 'শর বাজভরা সুদূরে আসমান।' জঙ্গী, ১৯৩৩।

বাজসম বি বন্ধের সমান। 'বাজ-সম বাজে মর্মে শাজ।' নজরুল, ১৯২৩।

বাজে-খাওয়া বিপ বন্ধপাতে ক্ষতিমত। 'একটা বাজে-খাওয়া তালপাছের মত।' জীবন, ১৯৩২।

বাজ [স] বাজা বি শিকার পাখিবিশেষ; বাজপাখি। 'শালিক লইল ওয়া পোখনিয়া পাখী মনন সোয়েল বাজ ভাল ভাল সেবি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

বাজপক্ষী বি ঈশাল পাখির মতো শিকার পাখিবিশেষ; শোন। 'উঠে তাকে বাজপক্ষী আজরাইলের ডাক।' জঙ্গী, ১৯২৯।

বাজপাখি, বাজপাখী বি শিকার পাখিবিশেষ। 'পাররা যেমন পালার বাজপাখির ছায়া দেখে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬; 'ছেড়ে সেওয়া বাজপাখী ঘেন।' অন্নদা, ১৯৪৩।

বাজবোয়ী বি শিকার পাখিবিশেষ। 'বাজবোয়ী, চিল, ফুড়া।' বিদ্যুতি, ১৯৩৮।

বাজবাই, বাজবাই [বাজ বা] ১ বিপ অতিশয় গম্ভীর ও কর্কশ। 'পঞ্চম শর আজ এমন একবারে বাজবাই বাসে বাবিল কেমন করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিপ প্রচণ্ড। 'নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাক্তার কিঞ্চাৎ যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজবাই অধিকার তার।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বাজন [স বাদন] বি বাস। 'বাজন ডুখর শূন তনিয়া বাজুরে রস।' মুকুন্দ,

বাজনদার

১৬০০।

বাজনদার [স বাদন+কা দার] বি বাদ্যযন্ত্র বাজানো যার পেশা। 'বাজনদারগণ মাথা নাড়িয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে তোল পিটাইতেছে' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাজনিয়া বি বাজনদার; বাদক। 'বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাজন্দরে [স বাদন<] বি বাদক। 'বাজন্দরে দুই এক টাকা পায়' সুলভ, ১৮৭১।

বাজন্দার [স বাদন<] বি বাদক। 'অত্যাগত ঢুলি ও বাজন্দারেরাও একটি শিকি আর এক হুঁড়ি নারকেল নাচু পেয়েছিল।' হুতম, ১৮৬১।

বাজন্দেরে বি বাদক। 'তোমাদের বদনে বাজন্দেরে।' মীনবন্ধ, ১৮৬০।

বাজনা [স বাদন] ১ বি বাদ্যধ্বনি। 'দাদা জন্ত বাজনা লইয়া গুনিজন গাও' মালধর, ১৫০০। ২ বি সুর 'প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা যে-একটি বাজনা বাজছে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৪।

বাজনাদার বি বাদ্যযন্ত্র বাজানো যার পেশা। 'পাঁচজন নারেক, দুইজন বাজনাদার, একশো সিপাহি ...' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

বাজনাবাদ্য বি বাদ্যধ্বনি। 'বিরে মানে তিনি বৃক্কেদে বাজনাবাদ্য, চোখদলসানে আসো।' প্রমথ, ১৯৪০।

বাজনাবাদ্যি বি বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন; বাদ্যধ্বনি। 'বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাজনার বোল বি বাজনার গথ। 'তাগি নিয়া বাজনার বোল বলিতে আশ্রয় করিল' তার, ১৯৪০।

বাজপেটী [স বাজপেট] ১ বি (হিন্দুদের) যজ্ঞবিশেষ। 'পশুতর্ক কহিলেন মহাবীর অগ্নিযেহী বাজপেটী যজ্ঞ করুন' গজবীর, ১৮০৫। ২ বি ব্রাহ্মদের পদবি-বিশেষ। 'ইহা বাজপেটী হওয়াও অসম্ভব নহে' অক্ষর, ১৮৪৭।

বাজপেটেরে বিণ বিশাল। 'একটা বড় বাজপেটের সভায় ...' জীবন, ১৯৪৮।

বাজবারাণ [স বজ্র<] বি বজ্রধ্বন বৃষ্ণ। 'আকোরল জিলসকল দ্রাক্ষ সুদর্শন মাহাসুখী বাজবারাণে' বক্তৃ, ১৪৫০।

বাজরা বি বড়ো বুড়ি। 'আপুর বাজরা খাযার করিয়া, বাজারে গিয়া, বিক্রয় করিয়া আসিতেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

বাজরা [স বাজ] বি শোকা। 'মাঘের ও তরকারির বাজরা হ হ করিয়া আসিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাজরা [স বজ্রী] বি এক রকমের বাদ্যযন্ত্র। 'চরে গোরা মলসেধ বাজরা বেতে' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বাজা ১ ক্রি বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত হওয়া। 'অকট করুণা ডমকলি বাজায়' চর্চা ৩১, ১২০০। ২ ক্রি তর হওয়া। 'নিত্যদন্দ অথেষ্ট বে গালাগালি বাজে' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ সংঘটিত হওয়া। 'পথিযেধ্যা ধম যে বাজিল দুইজনে' রূপরায়, ১৭৫০। ৪ গালন করা। 'তোমার হকুম যেরে চলে বাজায়' গরীব, ১৭৬৫। ৫ ক্রি বিহ্ব হওয়া। 'চাঁদের কর শর হেন বাজে' হালহেত, ১৭৭৮; 'ব্যাঘের ভীত ভাযার বুক বাজিয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ ক্রি অসুস্থপিত হওয়া। 'বলে আসি তোমার বশি আমার গ্রামে বেজেছে' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'আমার বাদনা আজি কিছুবনে উঠে বাজি' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

৭ ক্রি রুক অনুভূত হওয়া। 'মনে হর উদাসের গায়ে বাজিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৮ ক্রি সময় হওয়া। 'ছাটা বাজিয়া গেল' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'দুর্গে খিহর বাজে' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৯ ক্রি কষ্ট লাগা। 'তোমার তো আর বাজেনি' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'পরতে গেলে দায়ে, ছিড়তে গেলে বাজে' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ১০ ক্রি অনুভূত হওয়া। 'তোমার অভয় বাজে ফর মাথে, ফর-ফরনী' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ১১ ক্রি সাড়া দেওয়া। 'অথ কেবল সুরে বাজে আকাজের এই গ্রাম' রবীন্দ্র, ১৯০৯। বাজজ ক্রি বাজে। 'অকট করুণা ডমকলি বাজায়' চর্চা ৩১, ১২০০। বাজই ক্রি বাজে। 'বাজই অশো সহি হেরুশ শীনা' চর্চা ১৭, ১২০০। বাজজ ক্রি বাজে। 'অন্য ডমক বাজও বীরদাসে' চর্চা ১১, ১২০০। বাজতে লাগা ক্রি ধ্বনিত হওয়া। 'মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কঁসর কঁটা বাজতে লাগল' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। বাজজ ক্রি ধ্বনিত হয়। 'মধুর বদন ডরমই জন্ম বাজহ' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বাজাজ ক্রি বাজায়। 'বুলিল মল্লবাল্য বাজাজ বিশেষ' রাহগর, ১৬৫০। বাজাইতে ক্রি বাজাতে। ওর্গ, ১৭৮২। বাজাইয়া ক্রি পালন করে। 'তোমার হকুম যেরে চলে বাজাইয়া' গরীব, ১৭৬৫। বাজাইল ক্রি বাজানো। 'পাশনে ধুশুভিন্যায় ইস্ত্রে বাজাইল' রবীন্দ্র, ১৮৮১। বাজাও ক্রি বাজায়। 'বংশ বাজাও গানে' বক্তৃ, ১৪৫০। বাজাচ্ছে ক্রি বাজাচ্ছে। 'কখন শেহনাই দুম করে বাজাচ্ছে' হুতম, ১৮৬১। বাজায়ছে ক্রি বাজায়। 'বাজায়ছে বেউল কল্লাল' সুলভ, ১৭০০। বাজামিল ক্রি বাজানো। 'বানী বাজামিলে' যেরে কাহে' বক্তৃ, ১৪৫০। বাজায়িলে ক্রি বাজানো। 'কিউ বাজায়িলে তোমো থানে থানে' বক্তৃ, ১৪৫০। বাজালো ক্রি বাজিয়েছে। 'কিতর হইয়া রাসে বাজালো সুরদী' মনিকরম, ১৭৮১। বাজালো ক্রি বাজানো। 'কিতর হইয়া ভায় বাজালো সুরদী' রূপরায়, ১৭৫০। বাজিয়ে ক্রি বাজাবে। ওর্গ, ১৭৮২। বাজিয়া গেল ক্রি প্রচারিত হলো। 'মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মথুরকবিশেষ' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। বাজিয়াছে ক্রি অজ্ঞাত সেগোছে। 'গাশে যত বাজিয়াছে অশ্লি-অদুরী' বৃন্দা, ১৫৮০। বাজিল ১ ক্রি বাজানো। 'বাজা আসি বাজিল ওড়ন ঘটী নাম' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি সংঘটিত হলো। 'পথিযেধ্যা ধম যে বাজিল দুইজনে' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ ক্রি বেজে উঠলো। 'বাজিল কলির আঘতি পাঁচ ন'লো ভাই মনীর প্রতি' শালন, ১৮৯০। বাজে ১ ক্রি ধ্বনিত হয়। 'চলিতে চলিতে তোর রুকুশুখ বাজে' বক্তৃ, ১৪৫০। ২ ক্রি বিহ্ব হয়। 'চাঁদের কর শর হেন বাজে' হালহেত, ১৭৭৮। বেজে উঠা ২ ক্রি ধ্বনিত হওয়া। 'বাজিয়া উঠিলে বানি' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি প্রতিধ্বনিত হওয়া। 'জীবনের মর্যকথা আপনি বাজিয়া উঠে' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাজা [স বাধ<] ক্রি বাধাগ্রস্ত হওয়া। 'বাজিআ দানার গায় পাছুয়াই পুন জায়' মুহম্মদ, ১৬০০।

বাজান [বা+বা+জান] বি বাধামপাই। 'সাতে সন্তরে বাজান আসিলে পলাতি ধরিয়া তাঁর ...' জমীন্দ, ১৯০১।

বাজানি [স বাদন<] বি বাজনা। 'শাদীয়ানা বাজানো মন বাজে প্রতি ধরে' গরীব, ১৭৬৫।

বাজানিয়া বি বাজায় যে। 'ভাষুয়া বাজানিয়া' যাহনোলে, ১৭৪৩।

বাজানোওয়ালা বি বাদ্যযন্ত্র যে বাজায়; বাদ্যদ্রক। 'বাজানোওয়ালায় পক্ষে সেতার বাজানো সহজতর' হুজুতাব, ১৯৬৬।

বাজানো [স বাদন<] ১ ক্রি প্রদর্শন করা। 'রাজা প্রতাপসিঁতা আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন' রাহগর, ১৮০১। ২ বি বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত করা। 'বাবর ফর বাজাইছে থেপ/ মদমের অলিলা' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রি আবেদনিত করা। 'বাজায় অরাণীয়া

ভীমবল শত বাহ নাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ ক্রি বন্দনা করা।
'বাজাইবি সৌন্দর্যের বাণি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ ক্রি যাচাই করা।
'বৈকালিকেরা সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৬ ক্রি চালানো। 'খেলিবার মঠ লাভল বাজারে চষীতেই যদি হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ৭ ক্রি সজিয় করা। 'দেহ নয়, মন নয় যদি - বশো তবে কী বাজাতে চাও?' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

বাজাউ [ফা বাজ-ইয়াফাউ] *বিণ* বাজায়নি। 'অদ্য অশ্বশতাতে বা, বাজাউ হবে জান না।' রায়হুসাদ, ১৭৮০।

বাজার [ফা ১ বি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। 'কত হাট বাজার বসায় কত জন।' বুদ্ধা, ১৫৮০। ২ বি সমাবেশ। 'আমি সেখিলাম অপরূপ রূপের বাজার।' হ্যাংলহেড, ১৭৭৮। ৩ বি কর্মসম্বন্ধানের ক্ষেত্র। 'আজকের বাজারে এদের কে কাজ দেবে আবার।' জীবন, ১৯৩২।

বাজার-অনুসারে *ক্রিবিণ* কেনাবেচার গতি। 'বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

বাজার আসা *ক্রি* কেনা জিনিসপত্র আনা। 'বাজার আসার পাঁচ মিনিট পরে আসে ছোটো নন্দা।' মানিক, ১৯৪০।

বাজার করা ১ *ক্রি* জিনিসপত্র কেনা। 'পুরুষত বাজার করিয়া আনি নিল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কেনাবেচার কাজ। 'বাজার-করা হইতে নৌকালানো পর্বত সকল কাজেই বেছেছে তৎপরতার সহিত যোগ নিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাজারখরচ [ফা বাজার+আ খরচ] *বি* পরিবারের দৈনন্দিন পয়সামাখী কেনার জন্য ব্যয়ক অর্থ। 'কিষ্টির যোগান দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান।' সূর্য্যশ্রী, ১৯৪০।

বাজার চড়া *ক্রি* বাজার দর। 'বঙ্গলই হবে, পাটের বাজার চড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বাজার দর [ফা ১ বি বাজারে প্রচলিত মূল্য। 'বাজারদরে খুঁসোর মূল্য স্থির করিয়া যত টাকা ধার্য্য হয়।' সোমথকাশ, ১৮৬৬। ২ বি পণ্যের মূল্যমান। 'আমাদের আজকালকার সমালোচনা, বাজার-দর যাচাই করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি চাহিদা। 'মিরাবের হাটে হেলের বাজারদর বাড়িয়া তুলিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি কদর। 'পলিটিক্যাল বিষয়ে কবিতার বেশ বাজার-দর ছিল।' পাপা, ১৯৭২।

বাজার নরম [ফা] *বিণ* চাহিদা কম। 'রূপ বর্ণনার বাজার নরম।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

বাজার নামা *ক্রি* বাজার দর কমে যাওয়া। 'তহবিল পূরণ করে রাখব - কিন্তু বাজার নামে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বাজার বসা *ক্রি* বাজার স্থাপিত হওয়া। 'সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসেনি, ছোটো ছোটোই পণ্য দেওয়া দেওয়া চলত।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বাজারবিজ্ঞানী [ফা বাজার+স বিজ্ঞানী] *বিণ* সবার কাছে সমাদৃত। 'সমুদ্রের কেজার গৌরবে বাজারবিজ্ঞানী বাজি।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

বাজারবেসাদি [ফা বাজার+আ বসাদি] *বি* পণ্য কেনাকাটা। 'আবশ্যক মত বাজারবেসাদিও করিয়া আসে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

বাজারভাও [ফা] *বি* বাজারদর। 'সকল জিনিষের বাজারভাও জ্ঞাত হয় ...।' দর্পণ, ১৮২২।

বাজারময় [ফা বাজার+স ময়] *ক্রিবিণ* বাজারজুড়ে। 'তার গল্প আছে আন্তে বাজারময় ছড়াতে আরম্ভ করল।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

বাজারসরকার [ফা] *বি* বাজারের হিসাবপত্র রাখে থে; কেরানি।

'কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম করিয়া থাকেন।' ভদ্রানী, ১৮২৩।

বাজারি, বাজারী ১ *বিণ* বাজারের; বাজারে প্রচলিত। 'ওজন বাজারি ৫/৬ সের ৭।' মেসর, ১৭৫৭; 'কলিকাতায় বাজারী ৮০ আসী সিঁকা ওজন সের ফিলাট ১ এক বেগ পঁয়তাল্লিশ সের করিয়া হইবেক।' ক্যালসে, ১৭৯৭। ২ *বিণ* খেলো; অর্থহীন। 'হাটারি বাজারি কথা নয়।' রামমোহন, ১৮৭৭। ৩ *বি* বাজারে আসা-যাওয়া করে এমন ব্যক্তি। 'পরিদর্শন সোকারি লুপারি হাটারি বাজারি হারী মৌলী যে যেখানে আছে ক্রমেই সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেই ...।' ভবানী, ১৮২৮।

বাজারে *বিণ* সকলের উপভোগ্য; শস্তা। 'আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বাজারে ছাড়া *ক্রি* বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা। 'স্বপ্ননার নিউজপত্রি বর্তমানে বাজারে ছাড়া হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬০।

বাজার বি একপ্রকার ধান। 'বাজার ময়ীচশাবী তুরা বেনামুল।' ভারত, ১৭৬০।

বাজি, বাজী [ফা বাজী] ১ *বি* ভেলকি; ইস্ত্রজাল। 'চৌদুশি চুনারি মানি কোরসা দেয়ায় বাজি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ *বি* আতশবাজি। 'জলে হলে লক লক পাড়ে নানা বাজি।' অশাওল, ১৬৮০; 'হাজার হাজার বাজী।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ৩ *বি* মায়া। 'দারুণ দৈবের বাজি দুর্নিম হইল আজি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ *বি* জুয়া খেলার পণ। 'জুয়া, ১৭৮২; 'বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকাচুরি খেলিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ *বিণ* খেলার দান বা দফা। 'পরিশেষে, দুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৪; 'ঐবানহো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্জ খেলায় অধিক আনন্দ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৬ *বি* জীবন। 'যাতে পাই তাতে খাই করি বাজী ভোর।' ওগ, ১৮৫৮।

বাজিকর, বাজীকর [ফা বাজীগরি] *বি* পুতুলনাচ দেখায় যে। 'কেল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর।' ভারত, ১৭৬০; 'বাজিকর পুতুল নাচায় আপন তারে কথা কওয়ার।' লালন, ১৮৮০।

বাজীকরী [ফা বাজীগরী] *বিণ* জাদুকর। 'বেদেনীর বাজীকরী শক্তির মতো।' অঙ্গাউদ্দিন, ১৯৬৩।

বাজি খেলন *ক্রি* জুয়া খেলা; বাজি ধরে খেলা। ওগ, ১৭৮৫।

বাজিখেলা *বি* জুয়াখেলা। 'কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বাজিলর [ফা] *বি* জাদুকর। বিদ্যা, ১৮৯১।

বাজিলপরি [ফা] *বি* জাদুকরের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বাজি বেলা ১ *ক্রি* আতশবাজি ফেলা। মনোএল, ১৭৪৩। ২ *ক্রি* পণ ধরা। 'আজনা জাপ্যাসে বিশাঙ্গী লম্বীয়াই সেইদিন থেকে ভাণ্যের সঙ্গে বাজি ফেলদেন।' মহাবৈদ্য, ১৯৫৬।

বাজীওলা [ফা বাজী+হি ওলা] *বি* রক্তমাংসা দেখায় যে। 'রক্তিন মুঠো বঁধে বাজীওলা মুগির আর ভেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিল পথের ধারে।' মহাবৈদ্য, ১৯৫৬।

বাজিঁ [স বাজী] *বি* খোড়া। 'পবিত্রতা টানন তাজি বাজিঁ কিনিব বাজি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাজী [স] *বি* খোড়া। 'সাত বাজী অথবোতে রখ লয়ায় ফিরে।' রুঞ্জরাম, ১৭৫০।

বাকীপাল [সি বি বোড়াপালক; সহসি। 'সাজাইছে বাকী বাকীপাল।'
মাইকেল, ১৮৬১।

বাকী [তু বাচি>হি বাকী] বি বড়ো বোন। 'বাকি, তুমি শিখিয়া দাও।'
রোজেষ, ১৯২৪।

বাকীজিরা [কিা ক্রিবিপ শিকলসহ। 'ঠকচাচা ও বাহ্য্য পুলিশলমে গিয়া
জাল করাত্তে সেখানে তাহাদিগের বাকীজির মাটি কাটিতে হয়।'
প্যারী, ১৮৫৮।

বাকীয়ে [সি বাদক] বিপ বাদ্যকর। 'দু চার গাইয়ে বাকীয়ে ওস্তাদয়া
আসবেন।' হুতাম, ১৮৬১; 'ইচ্ছে হল পাকা বাকীয়ে হব।' অবন,
১৯৪১।

বাকী দ্র বাকী

বাকু [ফা] ১ বাহুর উপরের অংশে পরার অলঙ্কার। 'বাকু ঠটা।' মেয়র্স,
১৭৬২; 'জড়াও বাকু দুই খান।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি বাহ। 'কটি
বাকু জোড়া একি পরমাদ।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি খাটের
পাশের খাড়া কাঠখণ্ড। 'খাটের একটা বাকুর উপর বসিয়া।' শরৎ,
১৯১৭।

বাকুবন্দ [ফি বি বাহুতে পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'সুবর্ণের বাহুপাশ
চুড়ি অতি পরকাশ তাত বাকুবন্দ সুশোভন।' সুপতান, ১৭০০।

বাকুবন্দা [ফা বাকুবন্দা] বি এক জাতের ধান। 'বাকুবন্দ শীলাবতী আর
খয়েরচুর অনুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বাকুবুড়ী [ফা বাকুবন্দ] বি বাহুবন্দ বিশেষ। 'হাথের উপরে বাকুবন্দ ছড়া
ছড়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

বাজে [সি ব্যাজ] বি শুক। 'দশি দুখের দিখা যা বাজে।' বড়ু, ১৪৫০।

বাজে [আ বাজ] ১ বিপ অসার; অনর্থক। তর্গা, ১৭৮২; 'আর বাক
কথার কাজ নাই।' উৎসব, ১৮৫৭। ২ বিপ অপ্রয়োজনীয় কথা। 'এক
খাওয়াতোটাই বাজে খরচ হল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিপ কাকের নয়
এমন; অথবা। 'অন্যান্য যেসব বাজে বকেছেন।' নজরুল, ১৯১৯।

বাজে আদায় [বাজে+আ আদায়] বি ফাঁকতালে সুবিধাভোগ।
'অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েছেন, মনে করেন বাজে
আদায়ে দেখে নিশুখ, জাভে পায়ে না কিন্তু আমরা সব দেখতে
পাই।' হুতাম, ১৮৬১।

বাজে কথা [বাজে+স কথা] বি অপ্রয়োজনীয় কথা। 'আমার বেবাক
বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়ও করিয়া যে একটি নিরেট মূর্তি দাঁড়
করাইয়াছ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বাজেখত [বাজে+আ খত] বি এক ধরনের অতিরিক্ত ঋণপত্র বা
বড। 'বাজেখত ওগরহর খরিদ বিক্রয় করিবেন।' কাশ্যপে, ১৭৮৬।

বাজেখরত [বাজে+আ খরজ] বি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়। 'জে লোকসান
ও বাজেখরত হইবেক হয় সমেত পহিলা খরিদারকে দিতে হইবেক।' কাশ্যপে,
১৭৯৭।

বাজেজমা [বাজে+আ জমা] বি অনির্দিষ্ট বা অতিরিক্ত সম্ভ্রম।
'অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক।' জারত, ১৭৬০।

বাজে দল [বাজে+স দল] বি ব্যাপার লোকের সংঘ। 'হুতামে বর্ণিত
বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।' হুতাম,
১৮৬৩।

বাজে মহাজন [বাজে+স মহাজন] বি ব্যাপার ব্যবসায়ী। '১৮১৩
সালে বাজে মহাজনদিগের কাগজের ২০৫৪৫০।' দর্পণ, ১৮৩১।

বাজেলোক [বাজে+স লোক] বিপ মন্দপ্রকৃতির মানুষ। 'কথকণ্ডো

বাজেলোক বাটা হইতে বাহির না হইলে সুখ নাই।' দর্পণ, ১৮৪০।

বাজেআখি দ্র বাজেআখ

বাজে-খাওয়া দ্র বাজ

বাজে [সি] বি কোনো সেশের সম্ভাব্য বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব।
'বিলিতে পলিটিক্সে বানানো বাজেট তৈরি করা ...।' রবীন্দ্র,
১৯০২। ১ বাজেট

বাজেট ঘাটতি বি যে বাজেটে আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। 'অনেক
কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি সহ্য করিতে ইচ্ছুক।' সওয়াত, ১৯৪৬।

বাজেআখ, বাজেআখ [ফা বাজ-ইয়াফত] ১ বিপ মালিকানা কেড়ে
নেওয়া হয়েছে এমন। 'সেই গ্রামের ইজারার বাজেআখ করিয়াছে।' ওর্গা,
১৭৮২; 'তৌফির বন্দোবস্ত, লাঞ্ছনার বাজেআখ।' বক্রিম,
১৮৯২। ২ বিপ সরকার-জমিদার প্রভৃতি দ্বারা অধিকৃত। 'আইন
হইল, যে ব্রহ্মসাত্তার বাজেআখ করিতে হইবে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ৩
বি বর্জন। 'আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজেআখ করিয়া যে
একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করাইয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বাজেআখকরণ [ফা বাজ-ইয়াফত+স করণ] বি সরকার কর্তৃক দখল
করে নেওয়া। 'তনুদ্য প্রথান অনিষ্টকর নিচুর ভূমি বাজেআখকরণ।' দর্পণ,
১৮৩৮।

বাজেআখি [ফা] বিপ বাজেআখকরণ সম্বন্ধে। 'গবর্ণমেন্ট এই
বাজেআখি কোর্টওয়ার ব্যয় বাবতে আট লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া
কেন্দ্রের মোহাম্মদি, ১৯৩২।

বাজেআফত [ফা] বিপ বাতিল; জন্ম। 'কংসেনপ্রার্থীর জামিনের টাকা
পর্বত বাজেআফত হইয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৭।

বাজেআফত বি বাতিল; সরকারি অনুমোদন প্রত্যাহার।
'সংবাদপত্রের বাজেআফত ও অন্যান্য দপ্তরে বিরুদ্ধে।' আজাদ,
১৯৩৬।

বাজ [সি বাদ্য] বি বাজনা। 'টৌদিকে জয় জয় সংবের বাজ হএ।' রামাই,
১৭১০।

বাঝা, বাঝানো [সি বাধ>] ১ ক্রি বাধা পড়া। 'পেখ মোখ মোহে বলি
বলি বাঝই।' চর্চা ৪৬, ১২০০। ২ আটক করা। 'বিনি ফানে
বাঝাইতে পারি পক্ষীরাহ।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ ক্রি সংঘর্ষ হওয়া।
'নতুবা বাঝিলে মার রথ হএ চুর।' আলগোল, ১৬৮০। বাঝই [সি
বাধ্যতা] ক্রি বাধা পড়ে। 'পেপ মোখ মোহে বলি বলি বাঝই।' চর্চা
৪৬, ১২০০। বাঝাইতে ক্রি আটক করতে। 'বিনি ফানে বাঝাইতে
পারি পক্ষীরাহ।' বাহরাম, ১৬৫০। বাঝিলে ক্রি সংঘর্ষ হলে।
'নতুবা বাঝিলে মার রথ হএ চুর।' আলগোল, ১৬৮০। বাঝিলে
ক্রি আটকে গেলে। 'শাখ-পাট মুখে জপে মনে গ্রেম রস ভাবে
বাঝিলেত দোহা গ্রেম ফাদন।' বাহরাম, ১৬৫০। বাঝে ক্রি আটকে
গায়। 'আহাভের লোভে ফানে বাঝে পক্ষীপাণ।' আলগোল, ১৬৮০।

বাঝে [সি বাধ্য] ক্রি বাধা। 'কলদ বিজাএল পঝিআ বাঝে।' চর্চা ৩৩,
১২০০।

বাঝের [সি বাধ] ক্রি বাধা দিকের। 'বাঝের শিখাল মোর ডাইর্নে জাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

বাঝা [সি বাধ>] ক্রি ইচ্ছা করা। 'বাঝ ক্রি ইচ্ছা করে। 'জেই বাঝ তাই
দিব খবির বুখাতুসা।' মালদাহ, ১৫০০। বাঝী ক্রি ইচ্ছা করি।
'নিয়তো বাঝী তাহাতেই এ ছাওয়ালের খরিদপত্রিক ...।' ওর্গা,
১৭৮২।

বাঝা [সি বাধ্য] ক্রি ইচ্ছা। 'তোমার অবিট জেন বাঝা পূর্ণ করি।'

কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বাহিত্তি বিংশ বাহিত্তি; কাম্য। 'দান দেও জাই যবে বাহিত্তি আকার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বানোত, বাহোৎ, বাহৎ, বানোত [হি] বি পানিবিশেষ। 'বাহৎ বড়া মামলাবাহ।' নীনবহু, ১৮৬০: 'আই বানোত বা বাহা - যুয়ে দাঁড়োলে একটা পুলিশের কর্তা।' হাফিজুর, ১৯৫৩: 'চাচা লম, ডোর বাপ। চাচা লাকাইয়ে বাহোত।' হাসেন, ১৯৮৬।

বাইজত [হি] বি পানিবিশেষ। 'ধমক মারহো হঠাৎ - চুপ র বাইজত।' মাহেবত, ১৯৪৯।

বাহুনি [সি বাহুনি] বি অভিশাপ। 'মনে মনে বাহুনি করএ বিক্ষপনে।' মালানথর, ১৫০০।

বাহুশীল [সি] বিশ কাম্য। 'তোমার কুশল বাহুশীল।' রায়মার, ১৮০২।

বাহু [সি বাহু] > কি কামনা করা। বাহু > কি কামনা করে। 'চতুর্দশ সেন্সিল পাও যাহারে বাহু।' সুলতান, ১৭০০। বাহু > কি বাহু করহো; কামনা করহো। 'এবে বহুকে আছা সমে বাহুই রতী।' বড়, ১৪৫০।

বাহু [সি বাহু] বি ইচ্ছা। 'মম মনে বাহু এই সকল তোমারে কই।' চট্ট, ১৫৫০: 'আপনকার কুশল মঙ্গল হাসেনা বাহুতেই অমানন্দ বিশেষ।' বোঙ্গল, ১৭৭০।

বাহুকল্পতরু [সি] বি ইচ্ছাপূরণ করে এমন কাঙ্ক্ষনিক গাছ। 'ভকপণ প্রতি অতি বাহুকল্পতরু।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাহুমামার [সি] বি একমাত্র কামনা। 'বাহুমামার তব দীচরণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বাহিত্তি [সি] ১ বি ইচ্ছা। 'অশাসনে হয় নিজ বাহিত্তি পূর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ আকাঙ্ক্ষিত। 'শিরীতি বাহিত্তি বানী অসুখ সরস।' বাহরাম, ১৬৫০: 'তাহার সচিত আমার একাধ-বাহিত্তি মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটামিল।' শরৎ, ১৯১৬: ৩ বি কাঙ্ক্ষিত বাহিত্তি। 'মর্মহাসে বাহু যুয়ে বাহিত্তিতে সিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বাহিত্তা [সি] বিশ ক্রীড়া অভিশাপিত; কাম্য। 'বাহিত্তা প্রেতসীর পাড় করুণ পরশের মতো।' নজরুল, ১৯২৪।

বাহো [হি] বি গীটারের মতো তারের বাস্যব্রবিশেষ। 'ভিন চারিজন পরী ধরাসনে বসিয়া বেহালা, সেতার, বাজো এবং ক্লারিগুণ্টো বাজাইতেছিল।' সেকেন্দা, ১৯২৬।

বাট [সি বর্ধী] বি পথ। 'বাটত মিলিল মহাবল সুসা।' চট্ট, ৮, ১২০০: 'হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পলকো-ঘোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাটদান [সি বর্ধ+স দান] বি পথকর বা পথের কর। 'বাটদান হাটদান লইলো রাজঘরে।' বড়, ১৪৫০।

বাটে-বাটে ক্রিবিপ পথে পথে। 'ভর নাহি করে সনে যার বাটে-বাটে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাটে বি বাণ। 'কল নিয়া বাট প্রত্যন্ত সময়।' জগদল, ১৬৮০।

বাট [হি] ১ বি হাতল। 'জসে যার কোটি কোটি কাজে আর হাতুড়ীর বাট কল, কলম আর তুলিকা।' মাহেবত, ১৯৪৯: ২ বি ছবি। 'রবারের বাটো যুয়ে গুরে চুক চুক লখ তুলে টান টানতে থাকে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বাটশায়া [হি] বি কাটায়া বি ওজন নির্ধারণের জন্যে বিভিন্ন একককে ভার। 'ওসী, ১৭৮৫: এডমন, ১৯৩০: 'ওজবের বাটশায়ার জীবিত বহুর

পরিমাপ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাটন [সি বর্জন] বি বাটা মশলা। 'হিস জিরা লজা দিল ধন্যার বাটনা।' রূপরায়, ১৭৫০।

বাটনা [সি বর্জন] > কি শেষ করা; শেষ। 'কাটনা কামাই হই বাটনার কাশে।' গুণ, ১৮৫৮।

বাটনা-বাটা বি মশলা বাটা। 'বাটনা-বাটা কোটন-কোটা সমস্তে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাটপাড় [হি] বি কাটা। বি দুটলোক। 'পৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাট পাড়া কি প্রত্যগা করা। 'দানহলে বাট পাড় সর্বক্ষণ।' বড়, ১৫০০।

বাটপাড়ি, বাটপাড়ি [হি] বি কাটাড়। বি বাটপাড়ের পেশা; প্রত্যগা। 'বুজুরি, বাটপাড়ি, দায়াবাকী যে গুরে বিলাজমান।' গিরিশ, ১৮৮৯: 'এখন থেকে হুঁরি উপর বাটপাড়ি করবার রাজা আটক হইল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বাটলার [হি] বি প্রধান পরিচারক। 'বাটলার, খানসামা, বর, দারোগ্যান।' নজরুল, ১৯৩২।

বাটা [সি বর্জন] ১ বি পানের থালা। 'বাটা ভরি পূর্ণ তামুলে।' বড়, ১৪৫০: ২ বি কাঠের থালা। 'বাটা ভরি নিয়া বৈল বাণ ত অস্মি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: ৩ বি কৌটা। 'কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট সাড়ি/চন্দন কুমুম কেহ বাটা ডরা কড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০: ৪ বি খাবারে পরিপূর্ণ থালা। 'কেবল পাল পার্কসে ... ঝট্টির বাটায় ভরু তাবাস চলতো।' হুজাম, ১৮৬১।

বাটা বি ছোটো মাহ বিশেষ। 'মাঘর গাণর আড়ি বাটা বাটা কই।' জগত, ১৭৬০।

বাটা [সি বর্ধ] > কি ভাগ করা। 'বদিল বাটয়া লেহ যার বেইখানি।' গরীব, ১৭৬৫। বাট্যা কি ভাগ করে। 'বাট্যা দিব রাজ্য রাজ্য বিভণ-পরিমাপ।' মুকুন্দ, ১৬০০। বাট্যা কি ভাগ করে। 'বুজি করা বিহু তাহে বেটো দিল সুখ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বাটা [সি বর্জন] > কি শেষ করা। 'জারাবিয়ার পছা বাটেন মহৌষধি।' মুকুন্দ, ১৬০০। বাট্যা কি শেষ করে। 'ইহা বাট্যা দিহ সাধু-যুগ্মার বলনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। বাটে কি পিষে। 'সন্ধ্যাকালে সিঁহিভিলি কে শিবের বেটে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বাটানো কি অন্যকে দিয়ে শেষ করা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

বাটা [সি বর্জন] > বি পিষ্ট বস্তু। 'ভুই ভাই হাই আমলা কাল সাড়া বাটা লে আর।' উমেশ, ১৮৫৭।

বাটা [হি] বাটা বি বাজনা জমা বাবদ কর। 'প্রজা বাজনা লইয়া উপস্থিত, সঙ্গে সঙ্গে বাটা দিতে হইবে।' সুলতান, ১৭৭০।

বাটাইল [সি বর্ধ] > বি জানালা। 'বাটাইলের ধারে হিন্দু খুঁলি একভারে।' বিজয়, ১৬৫০।

বাটার-কাপ [হি] বি হৃদয় ফুল বিশেষ। 'সাদা ভেজি ও হলদে বাটার-কাপ অজন্ত সৌন্দর্যে প্রকাশিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাটালি বি ছুতারের হাতিয়ার বিশেষ। 'ওসী, ১৭৮২: 'কহিল দুর্ভাগ্য কতো বাটালি কাটায়।' রামদাসরায়, ১৮৫৪: 'জেলেনিভি উদ্গে ফেলে বাটারি হাতে মেয়ামত করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাটা, বাটা [সি বাটা] বি বাড়ি। 'সার্কটোয়-জুড়োয়ারে বাটাতে গমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'অন্তর্ভুক্তি বাটা আনিবারে পাঠাও

বাটীঘর

নরপতী 'কলীপ্ত, ১৬৮৯।

বাটীঘর বি বাড়ি-ঘর। 'বাটীঘর দরজা ও টাকাকড়ি কে কোষায় ধাক্কাবক' তবানী, ১৮২৫।

বাটীবাগান বি বাগানবাড়ি। 'মহারাজার আশ্রয়ে মহেন্দ্রাবাটীবাগান এবং গুরুদাস ...' ওসী, ১৭৮২।

বাটী, বাটী [স বর্জন] বি ছোটো পাত্র বিশেষ। 'বাটী ঘটী বট-লাই লিপ' মুকুন্দ, ১৬০০; বাটী 'মানোএল, ১৭৪০। 'দূর হতে দেখে চোর দটি বাটী ধাশা' রূপায়াম, ১৭৫০।

বাটী [স বট] বি বট। 'হবে যে বাণ খাটি ধরিবে ছাতার বাটী' গল্পী, ১৭৬৫।

বাটিয়া [স বট] বিল জারজ। 'মানোএল, ১৭৪০।

বাটিয়া [স বট] কি বেটে; পেশব ক'রে। 'লঙ্কিতে বাটিয়া দিলে গর্ভ হয় পাত' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

বাটী দ্র বাটি

বাটী দ্র বাটি

বাটীকা [স বাটীকা] বি পাত্রবিশেষ। 'বাটীকা ১' মেরুপ, ১৭৬২।

বাটীনি বি স্ত্রী পেশব করে যে। 'বাটিয়া কোষায় বাটীনি পিয়াহে চলি' লক্ষীম, ১৯৩০।

বাটুল [স বর্জ] ১ বিল পোলাকার। 'কোটর বাটুল দুই অবি' বড়, ১৪৫০। ২ বি সিনা বা মাটির গুলি। 'বিহঙ্গ বাটুলে বধে' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি পাখি মারার অস্ত্রবিশেষ। 'বাটুলটা নিরে পাখি মারার জন্য বেয়েয়ে গড়তাম' শেলিনা, ১৯৬৯।

বাটুল [স বর্জ] বি কলাই জাতীয় শস্যবিশেষ। 'বাটুল সরুয়া সিন্ধু ফলাইল' বিজয়, ১৬৫০।

বাটোয়ার, বাটোআড়ি [বি বটাগড়] ১ বি পথদস্য। 'কবু' বাটে বাটোআড়ি হৈলা কাহাজি' বড়, ১৪৫০; 'হুট দুলি বাটোয়ার আলিন মাশে' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রতারক। 'চোর বাটোয়ার মাত্র করে নিজ কাজ' আলগোল, ১৬৮০।

বাটোয়ারী বি ভাগলন্দ। 'সম্রাটজটাকে বাটোয়ারী করিয়া শিল' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাটোয়ারি বি দস্যুবৃত্তি। 'রাজপথে থাক কানু রে করো বাটোয়ারি' মর্জুকা, ১৭৫০।

বাটা [বি বাটা] ১ বি দ্রব্য বিনিময়ের সময়ে প্রদত্ত মাতল। 'সিন্ধা সিন্ধা কাটিল মণ্ডত বাটা কমি' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০। ২ বি দুল দাম থেকে যে অংশ ছাড় দেওয়া হয়; কমিশন। 'সিন্ধা টাকার বাটার বিসয় সিন্ধাইয়া' উর্জি, ১৭৪২।

বাটি, বাটিয়া [স বট] বি বেটে যে। 'মানোএল, ১৭৪০।

বটুয়া বি ছোটো বাস। 'মানোএল, ১৭৪০।

বাড়হী [স বাটা] বি বাড়ি। 'পনবৎ গণপত তইলা বাড়হী হেজ্ঞে কুয়াটী' চণ্ডী ৫০, ১২০০।

বাড় ১ বি বেড়া। 'একজন কথী এক নিকটের ক্ষেতে বাড় সারিতোছিল।' তাল্লিহী, ১৮০০। ২ বি ঘরের চেয়ার। 'চালে খড় নাই, বাড় মাটি নাই' রঙ্গ, ১৮৪৬।

বাড় [পা বাহির] বি বহিঃভাগ। 'বসিলা নামের বাড় নামাইয়া পদ' ভারত, ১৭৬০।

বাড়াই দেওয়া কি এগিয়ে দেওয়া। 'আসিছিল রসুলের বাড়াই

দিবার' সুলতান, ১৭০০।

বাড় [স বৃদ্ধি] ১ বিল বাড়িক্রম। 'ছকা বড় বাড়' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি শর্মা। 'শোকার বড় বাড় বেড়েছে' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি যন্ত্রের সঙ্গে সেহের বৃদ্ধির পতি। 'ওর বাড় একটু কম' জীবন, ১৯৩২।

বাড়-দাবানো বিল বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয় না এমন। 'একদিকে বাড়-হারানো বড় জাত, অন্য একদিকে বাড়-দাবানো বড়ো জাত' অবন, ১৯২৫।

বাড় বাড়ন্ত বি সমৃদ্ধি। 'তোমার ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড় বাড়ন্ত' গিরিশ, ১৮৮৯।

বাড় বাড়্য ১ বিল একাকার। 'তা সেবে কর্পর কৈসে করে বাড় বাড়্য' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ কি শর্মা হওয়া। 'শোকার বড় বাড় বেড়েছে' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাড়-হারানো বিল বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে এমন। 'একদিকে বাড়-হারানো বড় জাত, অন্য একদিকে বাড়-দাবানো বড়ো জাত' অবন, ১৯২৫।

বাড়তি বিল অতিরিক্ত। 'বাড়তি আছে কমতি আছে' লক্ষীম, ১৯৩০।

বাড়তি-পড়তি বি ওঠানামা। 'ও-কাজের আরবায়ের বাড়তি-পড়তি নিবর' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বাড়ন-সার বিল বাড়ন্ত। 'নইয়া বড় বাড়ন-সার' শওকত, ১৯৫৮।

বাড়ি-বাড়+স অর্থাৎ ১ বিল কম; নিরুৎসাহিত। 'হুতটে ঢাকা বাড়ন্ত' ওসী, ১৭৮২। ২ বিল বেড়ে উঠছে এমন। 'বাড়ন্ত মেরে, দেখিতে কিছু ডাগর দেখায়' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'তাই অমন বাড়ন্ত ইইয়া উঠিয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বিল ছুটপুট। 'বাড়ন্ত বেশ। হ্যা বুব পরিপূর্ণভাবেই পুঙ্খ মানু' জীবন, ১৯৩০।

বাড়ব [স] বিল সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আতন। 'উচ্চ রহি হৈল বেন বাড়ব হুতাশ' আলগোল, ১৬৮০।

বাড়বঅনল [স বাড়ব-অনল] বি সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আতন। 'জাগো বাড়বঅনল ফুলে, বনে দাবানল' নক্ষত্রল, ১৯৩০।

বাড়ববহি [স] বি সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আতন। 'দুর্লভ বাড়ববহি বহে অবুপার' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

বাড়বাগি [স] বি সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আতন। 'সমুদ্রের মধ্যে বাড়বাগি নামে অগ্নি-বিশেষ আছে ...' অক্ষর, ১৮৫২।

বাড়বানল [স] বি সমুদ্রগর্ভের কল্পিত আতন। 'বাড়বানলে পরিভ্রম হলে সাগর যেমন উল্লসিত হয় ...' মাইকেল, ১৮৫৯।

বাড়া ১ কি বৃদ্ধি পাওয়া। 'অধিক বাড়িল কোণ হস্তের সরিরে' মালাধর, ১৫০০। ২ কি বিস্তারন হওয়া। 'নীলোৎক বাড়িলে আকাশে মারে শাখি' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০। ৩ কি প্রসারিত হওয়া। 'মহং আশার বাড়িল রস/জালিল হর্বাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ কি বড়ো হওয়া। 'বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। বাড়্যএ কি বাড়্যে। 'জেন কীর্তি উন্নতি বাড়্যএ' আলগোল, ১৬৮০। বাড়য়ে কি বৃদ্ধি পায়। 'তথাপি যে ক্ষম ক্ষম বাড়য়ে সদাই' কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০। বাড়্যইল কি বৃদ্ধি করলে। 'তিরদিন সঙ্গে থাকী বাড়্যইল রসে' মালাধর, ১৫০০। বাড়্যার কি বিস্তার করবে। 'বাড়্যার তোমার বংশ' মুকুন্দ, ১৬০০। বাড়্যার কি বৃদ্ধি করে। 'আকাশ প্রশান বির বাড়্যার সরিরে' মালাধর, ১৫০০। বাড়্যোয়ে কি বাড়্যোয়ে। 'বাড়্যোয়ে চৈদে হাফ হইয়া বামন' মানিকরাম, ১৭৮১।

বাড়াল্য কি বুদ্ধি করলে। 'ধন দিখা চণ্ডী মের বাড়াল্য সম্পদ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ময়না নগরে ত্রিপুর বাড়াল্য পোসাক্রি।' রূপরাম, ১৭৫০। বাড়ীতে কি বুদ্ধি পেতে। 'মনোএল, ১৭৪৩। বাড়িল কি বাড়লে। বুদ্ধি পেলো। 'অধিক বাড়িল কোপ ইন্দ্রের সরিরে।' মালধর, ১৫০০। বাড়ীছে কি উদার হচ্ছে; প্রসারিত হচ্ছে। 'প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। বাড়ী কি বাড়ে। 'গঙ্গার বচনে শ্রীর কোপ বাড়ী।' বিজয়, ১৭৫০। বাড়ু কি বাড়ে। 'ধন গুর যশ লম্বী পরমায়ু বাড়ু।' মুকুন্দ, ১৬০০। বাড়ুক কি বুদ্ধি পাক। 'ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। বাড়ুে ১ কি বুদ্ধি পায়। 'আর সব রোগ হৈলে ডেজ নাহি বাড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি বেড়ে চলে। 'মাএর কোলে গোরাচন্দ বাড়ুে দিনে দিনে।' রূপরাম, ১৭৫০। বাড়্যা কি বেড়ে। 'আটমাসে নিদ্রার বাড়্যা যায় পেট।' মুকুন্দ, ১৬০০। বেড়ে ওঠা ১ কি বেড়ে হয়ে ওঠা। 'বদ্র শাইলে ঘরের ছেলেতলির মতো বাড়িয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ কি ফুলে ওঠা। 'নদী বেড়ে উঠে প্রায় ডাক্তার সমান রোগ্য এসে দাঁড়িয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ কি প্রভাবশালী হওয়া। 'ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। বেড়ে যাওয়া কি বিস্তার লাভ করা। 'একদিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাড়া ১ কিণ বাড়ো। 'কাকের নাহি টুটা বাড়া সমান হৃদয়।' মালধর, ১৫০০। ২ কিণ অতিরিক্ত। 'মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ কিণ মহাশয়; অতীত। 'পশিতে নারিলাশ গুয়া পরশের সাড়া।' কুঞ্জরাম, ১৭২০।

বাড়া-টুটা কিণ কমবেশি। 'তাহা হোন্তে বাড়া-টুটা নাহি কদান্দ।' সুলতান, ১৭০০।

বাড়াবাড়ি ১ বি সীমা লঙ্ঘন। 'তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৭৬০; 'এ নিয়ে সাবেরের টার অভিমান করতে বসে অমায়িক সেকে নিত্যত বাড়াবাড়ি হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি আতপাহাড়। 'পড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্টাপালি ... একজন জয়ী হয়।' দর্পন, ১৮২৫। ৩ বি বাহুল্য। 'একসারসাইজ বুক ইত্যাদির বাড়াবাড়ি।' এন্সলাম, ১৯২০।

বাড়া [স বাটি] বি বাড়ি। 'পাইআ ধীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাড়া [স বৃষ্ণ] কি পরিবেশন করা। বাড়িয়া কি পরিবেশন করে। 'রাখিয়া বাড়িয়া মোর কাঁকালে হেল বাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাড়া ভাতে ছাই - গোহাচো কাছ নষ্ট করা। 'বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

বাড়া কি বাড়ি দেওয়া। বাড়িয়া কিবিশ বাড়ি দিয়ে। 'এখন ওনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে বাড়িয়া ভরিবে তোরে মাথা।' দ্বিষ্টা, ১৬০০। বাড়িয়ানো কি পেটানো। 'বাড়িয়াইতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

বাড়াই দেওয়া প্র বাড়

বাড়াড়ি বি কাফি ঠাণ্ডের শুকন-সম্পূর্ণ রাগবিবেশ। 'বাড়াড়ি।' মালধর, ১৫০০।

বাড়ানো ১ কি পরিবেশন করা। 'তিন ঠাই ভোগ বাড়াইল সম করি।' কুন্দরাম, ১৫৮০। ২ কি এশিবে দেওয়া; ঢোল। 'নেক বিল হইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া; কহিলেক।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ৩ কি অতিরিক্ত বলা। 'আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার গোয়া নহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ কি বাড়িয়ে তোলা। 'দূরে গিয়ে বাড়াই-য়ে ঘুর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বাড়িয়ে বলা বি অতিরিক্ত করে বলা। 'অনেকের বাড়িয়ে বলা স্বভাবসিদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯; 'বাড়িয়ে-বলা নয় গো এ নয় ভালবাসার-কুল-বহুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বাড়িয়ে বাড়িয়ে কিবিশ অতিরিক্ত করে। 'তবুও বলিস বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিটে কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বাড়ি, বাড়ী ১ বি লাঠি দণ্ড ইত্যাদির আঘাত। 'লাতে কিল বাড়ী খাই বাড়িল জাই।' বড়ু, ১৪৫০; 'মাথা ডান্ডিমু মায়া পাউড়ির বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লাঠি। 'আসাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বাড়ি, বাড়ী [স বুদ্ধি] ১ বি সুদ। 'কল বাড়ি নাহি দেও।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ধানের সুদ হিসেবে ধান। 'ধানও কল্ল পাওয়া যায়, ইহাকে বাড়ী বলে।' সোমহস্তান, ১৮৮৮।

বাড়ি, বাড়ী [স বাটি] বি আবাস। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী ধসয়ে সমতুলা।' চণ্ডী ৫০, ১২০০; 'তোর কি বাড়িতে আছে তোর কিবা জাত।' বড়ু, ১৪৫০।

বাড়িউলী বি বাড়ির মহিলা মালিক। 'নিচে বাড়িউলীর গলা শোনা গেল।' শরৎ, ১৯১৭।

বাড়িওয়ালা বি বাড়ির মালিক। 'বাড়িতে বাড়িওয়ালা বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাড়িওয়ালা বি বাড়ির মহিলা মালিক; মালিকের স্ত্রী। 'যারা বাড়িতে থাকেন বাড়িওয়ালাীর সঙ্গেই তাদের সমস্ত সম্পর্ক।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাড়িওয়ালা, বাড়ীওয়ালা বি বাড়ির মালিক। 'মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'বাড়ীওয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

বাড়িওয়ালা বি বাড়ির মহিলা মালিক। 'বাড়িওয়ালা মাসির মেয়ে।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

বাড়িঘর [বাড়ি+ঘর] বি বাসগৃহ ও তার শাখায়া অন্যান্য অংশ। ওর্ডা, ১৭৮২।

বাড়ি-ছাড়া কিণ বাড়ি থেকে বিতাক্তিত। 'বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ি-ছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাড়িবদল বি আবাসগৃহ পরিবর্তন। 'শীত বাড়ি বদল করব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'বাড়িবদল করতে আমার প্রীণম ভয়।' গির্গিল, ১৮৮৯।

বাড়ি-ভরা কিণ বাড়িভর্তি। 'বাড়ি-ভরা লোকজন।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

বাড়ি বাড়ি কিবিশ ঘরে ঘরে; প্রতি ঘরে। 'গোঙ্গর হাউলা প্রতি বাড়ি বাড়ি ফিরি।' মালধর, ১৫০০।

বাড়িভাড়া, বাড়ীভাড়া বি টাকার বিনিময়ে বাস করার জন্য বাড়ি। 'এ বমসে কোথায় বাড়ীভাড়া করে থাকবে বলা?' গির্গিল, ১৮৮৯।

বাড়িমুখ [বাড়ি+স মুখ] কিবিশ বাড়িমুখ। 'মাসখানেকের মধ্যে বাড়িমুখ এমন ঘোরন্তর পরিবর্তন।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

বাড়িমুখো কিণ বাড়ির দিকে গমনকারী। 'বাড়িমুখো পাড়িতলো আপিসমহলের নানা রাস্তা দিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাড়িসুখ কিণ সমস্ত বাড়ির। 'তাহার এই ভয় দেবিয়া বাড়িসুখ শোকের মনে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাড়ীতে বাড়ীতে কিবিশ প্রত্যেক বাড়িতে। 'বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়েও মেয়েদের ... দেবার শিক্ষিত নিয়েছেন।' বেগম, ১৯৬৫।

বাড়ীদার [বাড়ি+দা দার] বি বাড়ির মালিক। 'পত্নীম্যমের ক্ষুদ্র-
জমীদার ও ইজারাদার ও বাড়ীদারদিগের অভ্যাসচারের ব্যাপার আমরা
পুনঃ প্রত্যক্ষের প্রকাশ করিয়া থাকি।' *ব্রজসুন্দর*, ১৮৫৫।

বাড়ীআল [স বহু] বি কালো রঙের ছোটো পোকাবিশেষ; বড়িরা।
'মাগতী মধুকর বাড়ীআল সৈন্যবল'। *বহু*, ১৪৫০।

বাড়ীয়াল, বাড়ীয়াল বি লতাপাতা বা খড়ের তৈরি বেড়া, যা
ভিতরবাড়ির চারদিকে দেওয়া হয়। 'বাড়ীয়ালের আড়াল হইতে সে-
ও মেন একইভাবে উকি দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল।' *শামসুদ্দীন*, ১৯৪৮; 'গাছাছাছি বেধে বাড়ীয়ালগুলি ঘিরে অন্ধকার
নিবিড় হয়ে উঠছে।' *মাহেনগু*, ১৯৪৯।

বাড়ুই [স বর্ধক] বি সুব্রহ্মণ্য। 'বাড়ুই মিত্রীর কর্ম'। *দর্পণ*, ১৮৩০।

বাড়ুরি বি বন্যোপাখ্যায়। 'কলাবতী নামে এক বাড়ুরি ব্রাহ্মণী'। *কৃষ্ণদাস*,
১৭২০।

বাড়স [পা বারস] বিণ বারো। 'জেন মতে বনে ছিল বাড়স বৎসর'।
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাড়া [স বর্ধক] কি বৃদ্ধি পাওয়া; বড়ো হওয়া। 'বাড়ুই সো তরু সুভাসুভ
পাণী'। *চর্য ৪৫*, ১২০০। 'বাড়ু কি বাড়ু'। 'দিনে দিনে চন্দ্রকলা সম
বাড়'। *বিদ্যাপতি*, ১৬৪০। 'বাড়ুই কি বাড়ু'। 'বাড়ুই সো তরু
সুভাসুভ পাণী'। *চর্য ৪৫*, ১২০০। 'বাড়ুএ কি বেড়ে চলছে'।
'অজরে বাড়এ ঘোর দারুণ মদনে'। *বহু*, ১৪৫০। 'বাড়ুয়ে কি বৃদ্ধি
পায়'। 'হনুয়ে বাড়ুয়ে প্রেমলোভ-ধ্বংসকী'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। 'বাড়ল
কি বাড়লো'। 'আপনহি শেষ তরুণর বাড়ল'। *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।
'দেখিতে দেখিতে বাড়ল বাচসি'। *চিহ্নিত*, ১৮৫০। 'বাড়ু' কি
বাড়ালাম। 'আরতি বাড়ু'। 'কিহ্নিত', ১৬০০। 'বাড়ুরিআ কি
বাড়ুরি'। 'আজ বাড়ুরিআ খোএ যমুনার কুলে'। *বহু*, ১৪৫০।
'বাড়ুরিসৌ কি প্রসারিত করলে'। 'কোন আসুভ খনে পড়ি
বাড়ুরিসৌ'। *বহু*, ১৪৫০। 'বাড়ি কিবসি'। 'দিনে দিনে বাড়ি
গেল সৈবকীর রূপ'। *বহু*, ১৪৫০। 'বাড়ি গেল কি উজুত হলো'।
'দিনে দিনে বাড়ি গেল সৈবকীর রূপ'। *বহু*, ১৪৫০। 'বাড়িল কি
বেড়ে গেলো'। 'তেঁএ মোরে বাড়িল আশে'। *বহু*, ১৪৫০।
'বাড়িলাহৌ কি বড়ো হলাম; লালিত পালিত হলাম'। 'এক ঠাই
বাড়িলাহৌ নানদের ঘরে'। *বহু*, ১৪৫০। 'বাড়ি কি বড়ো হয়'।
'নানোঘরে বাল্য বাড়ো তোকা বখিবারে'। *বহু*, ১৪৫০।

বাড়াইবার বিণ সম্প্রসারণের। 'রাগাশব্দ বাড়াইবার কারণ'। *দর্পণ*,
১৮১৯।

বাড়া' বিণ বড়ো। 'বল দেখি জ্ঞান ভক্তি হইতে কে বাড়া'। *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাড়া' কি ভীত করা। 'বাড়িতে'। *মাসোএল*, ১৭৪৩।

বাড়ি বি আধিক্য। 'দুই মূর্তি সম ঘাটি বাড়ি নাহি ইষি'। *কৃষ্ণদাস*,
১৫৮০।

বাণ' [স বর্ধ] বি রঙ। 'কুলা মুখা উহ ণ বাণ'। *চর্য ২১*, ১২০০।

বাণ' [স ১] বি তির। 'ওরুকাব পুষ্করা বিক পিল মগে বাণে'। *চর্য ২৮*,
১২০০। ২ বি তাত্ত্বিক মারগত। 'হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ
দয়া'। *বহু*, ১৪৫০; 'লখিনুর মনসা মারিল যত বাণ'। *কৈতকা*,
১৬৫০। ৩ বি একরকমের আভাসবাণি। 'সলখে বাণের গড়'। *ভারত*,
১৭৬০। ৪ বি কটাক্ষ। 'বাবুরে করিবের কারু নয়নের বাণে'। *ভবানী*,
১৮২৮।

বাণদুটি [স] বি বাণের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'নির্মীলিত চোখে যদি জালে
বেদনীর বাণদুটি'। *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

বাণবরদার [স বাণ+ফা বরদার] বি তিরবাহক। 'সোতাবরদার
আসাবরদার ও বাণবরদার ও তরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি'।
দর্পণ, ১৮১৯।

বাণবিকি [স] বি তিরবিকি। 'বাণবিকির ন্যায় ক্লাশ্যযজ্ঞা -
মহাবৈদনা উদ্বেক করিয়া নিতেছে'। *মশাররফ*, ১৯০৮।

বাণবুটি [স] বি বৃষ্টির মতো বাণবর্ষণ। 'বাণবুটি করে জেন মেঘে
গেলে জল'। *মুহুদ*, ১৬০০।

বাণ-বোঁধা বিণ বাণবিকি। 'বাণ-বোঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ
না নিক'। *নজরুল*, ১৯২৫।

বাণরাজা [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'অর্দ্রা - অশ্লি - সরমা - রোহিণী -
বাণরাজা ...'। *জীবন*, ১৯৩০।

বাণলিঙ্গ [স] বি শিবলিঙ্গবিশেষ। 'তাহারা মুন্যায় বাণলিঙ্গ নির্মাণ
করিয়া তাহার আরাধনা করিয়া থাকে'। *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বাণ সেলামি [স বাণ+আ সেলাম] বি খেজুর রসের উপর নির্গঠিত
খালনা। 'বাণ সেলামি - রস গড় তৈয়ার জন্য'। *ভারত সংস্কারক*,
১৮৭৪।

বাণাঘাত [স] বি শরঘাত। 'কোন পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে'।
মাইকেল, ১৮৬৯।

বাণ' [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বৈদ্যনাম বাণ'। *সেবধি*,
১৮৬৯।

বাণ' [স] বি বাইন মাছ। 'সাপের মতো বাণমাছ ... জালে পড়ল'। *অবন*,
১৮৯৬।

বাণা বি পড়কা। 'কলিমর্দন বান্ধে বাণা'। *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বাণি [স] বি হিন্দু দেবী সরস্বতী। 'নমহ নমহ বাণি প্রণমহৌ নারায়ণি'।
মুহুদ, ১৬০০।

বাণিজ্য [স বণিজ্য] বি বণিক। 'মাউলানীক পাইল বাণিজ্যারে'। *বহু*,
১৪৫০।

বাণিজ্য [স ১] বি পণ্যবিনিময়-ক্রম-বিক্রয়। 'বাণিজ্যের আশে তুরা
লৌকায় দিশাও ভরা'। *রূপরায়*, ১৭৫০। ২ বি ব্যবসা। 'সান্ট
এক্সেট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎকালে সে
তাৎপর্য সিদ্ধ হয়'। *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ৩ বি ব্যবসায়ের পণ্য। 'নদী
... বাণিজ্য বহন করে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বাণিজ্যকর [স] ১ বি বাণিজ্য আরম্ভ করণ। 'মুগলিরা নয় দশ
বাণিজ্যকরণ'। *মুহুদ*, ১৬০০। ২ বি ব্যবসা-বাণিজ্য করা।
'এতদেশে বাণিজ্যকরণের অনুমতিপ্রাপ্তের পরঅবধি ঢাকা শহরের
সেকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে'। *দর্পণ*, ১৮৩১।

বাণিজ্যকর্ম, বাণিজ্যকর্ম [স] বি ব্যবসা-বাণিজ্য। 'অনিবারণ রূপে
ইগ্রাণ্ডিরদের তন্মধ্যে উত্তমরূপে বাণিজ্যকর্ম চলিতেছে'। *দর্পণ*,
১৮২৫।

বাণিজ্যকারি [স] বিণ ব্যবসায়ী। 'বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে
কহিলেন'। *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বাণিজ্যকারী [স] বি ব্যবসায়ী। 'বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী
... কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য নির্বাহ হয়'। *অক্ষর*, ১৮৪৪।

বাণিজ্যকর্ম, বাণিজ্যকর্ম [স] বি ব্যবসা। 'ধনি ব্যক্তি আছেন
অভিলাষজনক বাণিজ্যকর্ম্যও আছে'। *দর্পণ*, ১৮৩৭।

বাণিজ্যকুল [স] বিণ বাণিজ্যে পারদর্শিতা আছে এমন। 'উদ্যমশীল

বাণিজ্যকুশল বণিকেরাই ... অধিকার করিয়া লইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বাণিজ্য-কেন্দ্র [স] ১ বি বাণিজ্যের কেন্দ্র। 'ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি ব্যবসার প্রধান স্থান। 'বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে - যেমন শিরাগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।' ছোলাতান, ১৯২৩।

বাণিজ্যগত [স] বি ব্যবসাসংক্রান্ত। 'বাণিজ্যগত স্বার্থসিদ্ধির পথ মুক্ত।' ছোলাতান, ১৯২৩।

বাণিজ্যজীবী [স] বিণ বাণিজ্য উপার্জনের প্রধান উৎস এমন। 'বাণিজ্যজীবী দেশের সহিত কোনো ভূমিজীবী দেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাণিজ্যতরী [স] বি বাণিজ্যিক জাহাজ। 'বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাণিজ্যদ্রব্য [স] বি পণ্যসামগ্রী। 'জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুল বিষয়ে নতুন আইন হয়।' দর্পণ, ১৮২৬।

বাণিজ্যনীতি [স] বি বাণিজ্য বিষয়ক নিয়াম। 'যুরোপের দেশে দেশে ... বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বাণিজ্যনৌকা [স] বি বাণিজ্যতরী। 'বেরিঙ্গন হইতে বাণিজ্যনৌকা সকল উপস্থিত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বাণিজ্যপথ [স] বি বাণিজ্যের সূত্র। 'বাণিজ্যপথে দেশের শাসনব্যবস্থার তাদের হাতে এসে পড়ে।' সনৎ, ১৯৭০।

বাণিজ্যবন্দর [স] বাণিজ্য+ফা বন্দর। বি সমুদ্র বা নদীতীরবর্তী ব্যবসাকেন্দ্র যার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির কার্য চলে। 'শত শত শিক্ষাকেন্দ্র, বাণিজ্যবন্দর।' ওয়ারী, ১৯৬৪।

বাণিজ্যবিদ্যালয় [স] বি বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান। 'শিল্পবিদ্যালয় বাণিজ্যবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাণিজ্য-বিত্তার [স] বি বাণিজ্যের প্রসার। 'ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-বিত্তার, জ্ঞানপ্রচার ও সুখ-সমৃদ্ধি-সম্বন্ধের ... সম্ভাবনা রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বাণিজ্যবৃক্ষ [স] বি বাণিজ্যরূপ বৃক্ষ। 'সুদূরদর্শী মহাবীর আসেকজান্ডার যে বাণিজ্যবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বাণিজ্যব্যবসায়ী [স] বিণ বাণিজ্য পেশাধারী। 'বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী ...।' রব্বিয়, ১৮৯২।

বাণিজ্যমন্ত্র [স] বি বাণিজ্যবিদ্যা। 'নানা বসে বলীমান ও বাণিজ্যমন্ত্রে সূচীকিত।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বাণিজ্যলক্ষী [স] বি বাণিজ্যরূপ লক্ষী। 'বাণিজ্যলক্ষীর চরণখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাণিজ্যহুল [স] বি বাণিজ্যকেন্দ্র। 'কি বাণিজ্যহুলই বলি।' মুয়াজ্জিন, ১৯৩২।

বাণিজ্যস্থান [স] বি ব্যবসার জায়গা; বাণিজ্যকেন্দ্র। 'কণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বাণিজ্যাদি [স] বি নানাবিধ ব্যবসা। 'বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

বাণিজ্যিক [স] বিণ ব্যবসা সংক্রান্ত। 'রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা

ধর্ম-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাধা আবশ্যক হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যিকশক্তির গোলকধাড়া।' জীবন, ১৯৪৮।

বাণিজ্যিকশক্তি [স] বি ব্যবসায়িক দাপট বা ক্ষমতা। 'আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যিকশক্তির গোলকধাড়া।' জীবন, ১৯৪৮।

বাণিয়া [স] বাণিজ্য। বি বণিক; ব্যবসায়ী। 'বাণিয়ারা ইহার কি বলে।' দর্পণ, ১৮২১।

বাণী [স] ১ বি কথা; বাক্য। 'বিকট দন্ত কপট বাণী।' বড়, ১৪৫০; 'কহে মৃদু বাণী যে দেখিবে স্বপন।' রব্বিয়, ১৮৭৫। ২ বি শব্দ। 'কখন বামিয়া গেল সাপেরের বাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি সঙ্গীত। 'নীলব রেখা না তোমার বীণার বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি মনের কথা। 'তবু বাণী ভাঙ্গে বসন্ত বাতাসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বাণীকুল [স] বি সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র। 'এখন কবি কালিনীর কূলে বাণীকুল রচনা করিয়া কুসুমহারে মনোনিবেশ করিয়াছেন।' বঙ্গীয়, ১৯২১।

বাণীকৌশল [স] বি কথার মারগাচ। 'তথু বাণীকৌশল/ জিনিবে ধরনীতলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বাণীচোরা [স] বাণী-চোরা। বিণ কম কথা বলে এমন। 'আমি বাণীচোরা কবি/ বাচাল জনার যত কথাবার উতারিয়া লই শবি।' অন্নদা, ১৯২৭।

বাণীপুত্র [স] বি কাব্যপ্রতিভা। 'কত যে ঐশ্বর্য তব এ ভব-মণ্ডলে/ শুনি জানে, বাণীপুত্র ধরে যে মন্তকে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বাণীপুত্র [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বিদ্যাসেনীর সরস্বতীর অনুরূপপ্রান্ত; বিদ্যান। 'সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন এ-সহজ আয়োজন।' নজরুল, ১৯২৬।

বাণীবন [স] বি বাণীরূপ বন। 'বাণীবনের হৃৎসমিধুন মেলেছে আজ পাখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বাণীবন্দনা [স] বি হিন্দু দেবী সরস্বতীর স্তুতি। 'বাণীবন্দনা করে নতমুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাণীবন্যা [স] বি কথার প্রাবল্য। 'প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাণীবহল [স] বিণ কথার প্রাধান্যবিশিষ্ট। 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বরবহল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণীবহল।' মোতাফার, ১৯৩৭।

বাণীবহি [স] বি কথারূপ আলো। 'যেথা সন্ধ্যাতারা বাক্যহারা বাণীবহি জ্বালি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাণী-বালাখান্না [স] বাণী+ফা বালাখান্না। বি সাহিত্যের প্রাসাদ; সাহিত্যচর্যনা। 'বাণী-বালাখান্না পঠনের সেই প্রাথমিক যুগে ...।' এসলাম, ১৯২৫।

বাণীবাহক [স] বি বার্তাবাহক। 'মুসলিম নারীসমাজের বাণীবাহক হিসেবে প্রত্যেকেই বেগমের দাবিদার।' বেগম, ১৯৪৭।

বাণীবিহীন [স] বিণ শব্দহীন; নীরব। 'বিশাল ছায়া বাণীবিহীন তরু ও লতা।' নজরুল, ১৯৩১।

বাণীমঞ্জরী [স] বি কথারূপ পুষ্পগুচ্ছ। 'চৈত্র পর্বনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সজলিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বাণী-মন্দির [স] ১ বি বাণীরূপ মন্দির। 'আজি নিখিলের বাণীমন্দিরে বুলেছে বার।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি সাহিত্যজগৎ। 'বাংলার বাণীমন্দির থেকে এই পাঠ্যদের বিতাড়িত করেন।' নজরুল,

১৯২৬।

বাণীময় [স] বিণ বাণীপূর্ণ। 'জ্ঞপ্তের বাইরে সে এক অব্যক্ত বাণীময় রূপক কবী।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বাণী-মুখর [স] বিণ কথ্য বলায় পারদর্শী। 'বাণী-মুখর তারে করো মা ভারতী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাণীমুক [স] বিণ নির্বাক। 'জ্ঞাপো বাণীমুক কণ্ঠে অশনি-নির্ঘোষ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাণীমূর্তি [স] বি বাণীরূপ মূর্তি। 'দহনহীন বাণীমূর্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাণীমেয়ে বি ভাষারূপ কন্যা। 'বাণীমেয়ে মোর বোবা হয়ে বসে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বাণীসভা [স] বি বাণীরূপ সভা। 'সদ্যবর্তমানের প্রাকার ভিত্তিতে দুটি শেল ... দিগন্তদীন বাণবাদিনীর বাণীসভায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাণীসেবক [স] বি সাহিত্যিক। 'উভয় পক্ষের চিরকালীন মহোমালিন্য বাণীসেবকেরই সৃষ্টি।' *সুপ্রসন্ন*, ১৯৩৭।

বাণীহার্য [স] বিণ ভাষাহীন; নির্বাক। 'সেই বাণীহার্য চাঁদ ভূমি আজ আমার কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বাণীহিংস্রাল [স] বি ধ্বনিভরস। 'বাণীহিংস্রাল উঠে প্রভাতের স্বর্ণ কূলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বাণীহীন [স] বিণ নির্বাক। 'বাণীহীন বিদায়ের সেই বেদনায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বাণকুরু [স] অণ+কুরুণ বি পুরুষাশ। 'বাণকুরু সন্তারে জাগী।' *চর্চা* ৩৭, ১২০০।

বাণিষি বি বাণকুর। বি আঁটি; গাঁট। 'এক বাণিষি বাঁশের বাঁশি টাটিয়া বিড়ল করিবার জন্য আনিয়াছে।' *কিত্তি*, ১৯২৯।

বাণুরা বি রশি। 'কটিতে বাণুরা বাঁকি নামাইল এক।' *আলাওল*, ১৯৩০।

বাত [স] ১ বি বাতাস। 'বাত বরুণ সুরুজ সখি।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি ঝড়। 'মাঝঘমুদাত কড় বাত ভরা গেল।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাতকর্ম [স] বি অধোবায়ু। *মানোএল*, ১৭৪০।

বাতপত্র [স] বি বাতাস করার পাতা। 'বাতপত্র শোভে রাশা ভাটী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাতময় [স] বিণ ঋদ্ধাঙ্কুর। 'ক্রোধ বাতময়, উৎসে যে শোণিত-তরল ভুবাইয়া বিবেক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাতাকার [স] বি ঝড়ের আকার। 'বাতাকারে উড়িয়া সুরধী শূন্যপথে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বাতাবস্ত [স] বি বাতাবর্তী বি পূর্ণিবায়ু। 'বাতাবস্তে সো দিগ্ধ ভইআ অর্পে পাথর জইখ।' *চর্চা* ৪১, ১২০০।

বাতাহত [স] বিণ ঝড়ে আহত। 'রাম বাতাহত কন্দলীকং মাখায় হাত দিয়ে কান্দতে লাগলেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বাতাহতা [স] বিণ ক্রী ঝড়ে আঘাতগ্রস্ত। 'বাতাহতা রথ মখা পরশয়ে ধরা।' *ফরজেন্দো*, ১৮৭৬।

বাত [স] বি পশীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় বাত। 'রাঁখিয়া বাড়িয়া মোর কীকালে হৈল বাত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাতকোমর [স] বাত+কোমর বি বাতরোগে আক্রান্ত কোমর। 'আমার বাতকোমরে তেল মালিশ।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বাত খো বি শিথিল রোগবিশেষ। 'দর্পণে বদন দেখ চক্ষে বাত খো।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাতে ধরা ক্রি বাত রোগে আক্রান্ত হওয়া। 'ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুসছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাত-পলু [স] বিণ বাতের অসুখে পলু। 'অখর্ব বাত-পলু বৃন্দো বেলকনিতে।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বাতব্যাক্ষিত [স] বিণ বাতরোগে আক্রান্ত। 'নীলাবরের বাতব্যাক্ষিত বৃন্দ বাবা।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

বাতরোগাক্রান্ত [স] বিণ বাতরোগগ্রস্ত। 'বাতরোগাক্রান্ত পায়ে বোঁড়াতে বোঁড়াতে ...।' *ভার্য*, ১৯৪৩।

বাতশ্লেয়া [স] বি শাসযন্ত্র-ঘটিত রোগ বিশেষ। *ওঙ্গী*, ১৭৮৫।

বাত^১, বাৎ [হি] ১ বি কথ্য। 'না চিহ্নি আল রাখা না শিলি বাত।' *বড়ু*, ১৪৫০: 'এও জো তাকবকী বাৎ।' *মুকুন্দ*, ১৯৪৯। ২ বি সংবাদ। 'সাহজামান সুনো বাত কহে ধনুয়েতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাতচিট [হি] বাতচীতা বি কথাবার্তা। 'জিবরিল রাহুলে যত বাতচিট হয়।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বাতল [স] বাতুল বিণ পাপল। 'বাতল হইলো মো তোকার দোষে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বাতলানো [হি] বাতলানা ১ ক্রি বৃষ্টিয়ে দেওয়া। 'গাড়াযানকে ভালো কুঁহিয়া টিকানা বাতলাইয়া দিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ ক্রি শ্লিষ্ঠা। 'ভিত্তি হয়ে পথ বাতলাতে চেষ্টা করল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৩ ক্রি নির্দেশ করা। 'সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাতলিয়ে দিলেই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বাতলে দেওয়া ১ ক্রি নির্দেশনা দেওয়া। 'আমায় যদি একটা অমুখ বাতলে নাও।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ ক্রি উপায় বলে দেওয়া। 'বাতচার ইসম বাতলে দিতে হবে সাহিত্যের মাধ্যমে।' *শরীফ*, ১৯৮৮।

বাৎলানো ১ ক্রি নির্দেশ করা। 'নানা রকম দুঃস্বাধ্য উপায় বাৎলাছিল।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ ক্রি জানানো। 'সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।' *মুকুন্দ*, ১৯৪৯।

বাতা [স] পত্র ১ বি ঘরের আড়া; বাথারি। 'জেন ঘর বাথিবারে বাতায় বাক্কে দড়ি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি কাঠ অথবা অনুরূপ কোনো বস্তুর লম্বা পাতলা ফালি। *ময়ঙ্গ*, ১৭৬২: 'উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা।' *মানিক*, ১৯৩৬। ৩ বি ঘরের চালের কিলার। 'অন্ধকারে দেখা গেলে গোয়ালপাড়ার বাতায় লটন।' *শক্তি*, ১৯৬৬।

বাতা^১ [স] বাতা^১ বি কথ্য। 'কেতা^১বাবু সব বাতাতাই চৌকর মারেন।' *গারী*, ১৮৫৮।

বাতানো ১ ক্রি সন্ধান দেওয়া; জানানো। 'কে তোরে বাতাল গোয়ের কুহেলি পথ।' *জগীশ*, ১৯৩১। ২ ক্রি বলে দেওয়া; নির্দেশ করা। 'যে আলোপচারি আরু হেরে তার চৌহদি বাতানো সরল কর্ম নয়।' *মুকুন্দ*, ১৯৫২।

বাতোনুথিত [স] বিণ প্রকল বাতাসে আলোড়িত। 'বাতোনুথিত ডটিনীতরঙ্গক সতত ঢাকঢিক্য সম্পাদন করিতেছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বাতাশি বি বাতশি লেবু। 'অমনি ফিসফিস করে বলে - আমি কেবলি বাতাশি।' *শক্তি*, ১৯৬৬। *প্র বাতাশি*

বাতাবন্দী বিণ আটক। 'ভুরায় দারোগা হয়ে কর বাতাবন্দী।' *লালন*, ১৯৯০।

বাতাবি' [স্থাননাম বাটোয়া]। কিং বাটোয়ার আরক। 'মেদের সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিনির মোমবাতি লবন ...'। কালসে, ১৭৮৪।

বাতাবি' বি একধরকার বাটো লেবু; আখুর। 'সক তালু তুত নেহু বাতাবি ...'। কেরি, ১৮০২; 'একটা বাতাবিলেবু'। রবীন্দ্র, ১৯৩২। দ্র বাতাবি

বাতাবি লেবু বি লেবু প্রজাতির ফলবিশেষ। 'আতর বিশার বাহু বাতাবি লেবুর'। নজরুল, ১৯২৮।

বাতাবি লেবু বি এক প্রকার টুক-মিষ্ট শাদের লেবু জাতীয় ফল ও তার গাছ। 'একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলাহা'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাতায়ন [সি] বি জানালা। 'বাতায়ন দাঁড়াইয়া তুবনমোহিনী'। মাইকেল, ১৮৬১; 'বাতায়ন অবলম্বন করিয়া রূপসিংহের তন্ত্রা আসিল'। রবীন্দ্র, ১৮৬৫; 'একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী ভাহাকে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাতায়নতলা [সি] বি জানালার নীচের স্থান। 'কত বাতায়নতলে যে তিনি কান পাতিয়াছেন'। বনফুল, ১৯৩৬।

বাতায়নপথ [সি] বি জানালার ফাঁক। 'বাতায়নসন্নিধানে মন্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে দৃষ্টি করিতহিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

বাতায়নপানে যে ক্রিষিপ জানালায় দিকে। 'বারেক খামিয়া মোর বাতায়নপানে'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

বাতায়নবর্তী [সি] কিং জানালার কাছে আছে এমন। 'বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক বরকম অভিজ্ঞত করে ফেলেছিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাতায়নবহল [সি] কিং অধিক সংখ্যক জানালাবিশিষ্ট। 'বাঁহাণো পথ ঘাট, বাতায়নবহল উপকরণায়া পরিপাটি বাড়ি ঘর'। অন্নদা, ১৯২৯।

বাতায়নহ [সি] কিং জানালার নিকটস্থ। 'বিশ্ববিদ্যালয় কি বৃত্তি আপিস যে তুমি বাতায়নহ হইলেই তোমাকে সত্যায় বিদেগ ঘাইবার ...'। মুক্তবা, ১৯৫৯।

বাতায়নিক [সি] ১ বি জানালা থেকে আগত যে। 'বাতায়নিকের পরে আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা কল্লিই সে সময়ে একধিক লোক প্রতিবাদ লিখেছেন'। রবীন্দ্র, ১৯১৯। ২ বিং জানালা থেকে আগত। 'শক্তির বাতায়নিক হাওয়ার হোয়ার সে-জিহ্বাশা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠে ...'। শরীফ, ১৯৭০।

বাতাল [সি বাত]। বি অমূল্য আবেহওয়া। 'যদি বাতাল থাকে তবে তাহাতে ছয় বিহার সুন্দর চাপ হয়'। কেরি, ১৮০২।

বাতাস [সি বাত]। ১ বি বায়ু। 'সবার বাতাস আনিয়া লাসে এথা'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সস্ত্রয়; প্রভাব। 'বরফ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে'। চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

বাতাস করা কি পাখা ঘুরিয়ে গারে বাতাস খেলানো। 'লোক নিমুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে'। দর্পণ, ১৮২৩।

বাতাস দেওয়া কি উকে দেওয়া। 'তুমি আর বাতাস দিও না'। নীনবহু, ১৮৭৩।

বাতাস বন্ধ হওয়া কি বাতাসের প্রবাহ থেমে যাওয়া। 'বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮২।

বাতাসচেরা কিং বাতাস ভেদ করে আসা। 'বাতাসচেরা গুলির আওয়াজে শব্দটা ভুবে যায়'। হামিফ্রুজ, ১৯৫৩।

বাতাসভরা কিং বাতাসপূর্ণ। 'দুপুরে বাতাসভরা কঁপেওটা অশখের পাতা'। শব্দ, ১৯৬৯।

বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা - ঝগড়ার কোনো সূত্র না থাকলে ঝগড়াতে লোক বাতাসকে মানুষ হিসাবে কল্পনা করে এবং তার কাজের বৃত্ত ধরে তাকে গালাগালি করে ঝগড়া বাধায়। সুবর্ণ, ১৯০৬।

বাতাসা [ফা বাতাসা] বি চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি মিষ্ট খাবারবিশেষ। 'তাহাতে হিন্দু ও মোসলমান প্রদত্ত বাতাসা, পাটালি, সন্দেশ ও কদমা প্রভৃতি বর্ষণ হইতে থাকে'। অক্ষয়, ১৮৫০।

বাতী, বাতী [সি বাতী] বি আলোকবর্তিকা; প্রদীপ। 'আজ্ঞার ঘরের বাতি বধু মোর ছায়ায়'। মুদ্রা, ১৬০০; 'এতদ্বর্ষে বাতীর স্বপ্নয় করিয়াছেন'। জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩২; 'বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল'। বিন্দা, ১৮৬৩।

বাতিঅলা বি রাস্তার বাতি জ্বালানো ও নিতানো যার কাজ। 'একটি দৃষ্টি আলোকবর্তিকা/ তা, মই লাগিয়ে কোন বাতিঅলা অকস্ম ফুৎকারে সমরে নিভায়ে গেছে'। শক্তি, ১৯৭০।

বাতিওয়ালা [বাতি+হি ওয়ালা] বি সড়ক-বাতি জ্বালানোর কাজ করে যে। ওঁস, ১৭৮৫; 'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা/ সে সন্ধ্যার রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে'। সূর্য্য, ১৯৪৮।

বাতিবন্দ [বাতি+স করা] বি মোমবাতি তৈরি করে যে। ওঁস, ১৭৮৫।

বাতিঘর বি সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজের পথ নির্দেশ করার জন্য আন্যেইক বিজ্ঞানকারী ঘর। 'সুদূর বাতিঘরের আলোর মত'। বিকৃতি, ১৯৮৮।

বাতি-জ্বলা কিং আলোকোজ্জ্বল। 'আর চেয়ে চেয়ে দেখে বাতি-জ্বলা এই আনন্দ হাটের কত নেশা, কত রূপ, কত আকর্ষণ'। কালসার, ১৯৬২।

বাতি জ্বালানো কি দেউলিয়া হওয়া। 'বাবু সর্বনাশ হয়েছে! ব্যাক বাতি জ্বলেছে'। গিরিণ, ১৮৮৯।

বাতিদান [বাতি+দা দানা] বি দীপাধার। 'ঘর বাঁট দেয়, বাতিদান পরিষ্কার করে, রুটি টোট করে ...'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'টেবিলের উপর সারি সারি বাতিদান'। প্রমথ, ১৮৯৮।

বাতির ঘর বি জাহাজের পথ নির্দেশ করার জন্যে সমুদ্রতীরের বাতিঘর। ওঁস, ১৭৮৫।

বাতিক [সি] ১ বি পাগলামি। 'বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখি কত'। চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বি বৌক। 'সুদের লোভে কাগজ কৌনার বাতিক চাপাতে ...'। প্রভাকর, ১৮৫৩। ৩ বি নেশা। 'তার যদি খবর-কাগজ পড়ার বাতিক থাকে ...'। শিবরাম, ১৯৪০।

বাতিকর [সি] কিং বাতিকের ফলে অধিগঠিত। 'বাতিকর মানুষ কিনা, সকল বিষয়েই বাড়বাড়ি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বাতিক বৃদ্ধি [সি] বি পাগলামি বেড়ে যাওয়া। 'সমস্ত রাত জেগে বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে'। উমেশ, ১৮৫৭।

বাতিল [আ] ১ কিং না-মঞ্জুর। 'ওয়াসিলন কেহ কাল কালাও দাওয়া করে ও করি সে কুটা ও বাতিল ও নাম ...'। চিত্রপথে, ১৮০৯। ২ কিং নাকচ। 'প্রতিনিধির দক্ষতী চিঠি প্রাপ্তি হওয়ামাঝেই তাহা বাতিল বোধ হইবেক'। দর্পণ, ১৮২৩।

বাতী দ্র বাতি

বাতুল [সি] ১ কিং পাগল। 'বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তুমি কি বাতুল হইয়াছ? বক্রিম, ১৮৬৫। ২ বি বাউল।

‘বাউল শব্দ বাভুলের প্রাকৃতিক বই আর কিছুই নয়।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

বাভুলতা [স] বি পাগলামি। ‘বিশ্মিত হইলেন, বলিলেন, তোমার বাভুলতা কি ক্রিমি?’ বঙ্কিম, ১৮৭৪; ‘তাঁহার দলভুক্ত হইতে যাওয়া বাভুলতা।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৭; ‘সুখধর্ম অতিক্রম করার চেষ্টা ... একেবারেই বাভুলতা।’ গ্রন্থ, ১৯১৪।

বাতেন [আ বাতিনা] বিণ গুণ। ‘জাহের বাতেন নাম মহিয়া প্রকাশ।’ বাহরাম, ১৬৫০।

বাভা [স] বার্তা। বি বার্তা; আভাস। ‘বাতা পেয়ে বায়ুমুখে, উড়ে ছুটে গিয়ে সুখে।’ গুপ্ত, ১৮৫৮।

বাভা [স] ১ বি বায়ু। ‘বাত্যা সেবতাকে সূর্য্য কহিলেন।’ তারিণী, ১৮০৩। ২ বি ঝড়। ‘দৈবের প্রতিকূলতা প্রমুখ, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উভিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ণবপোতা জলময় হইল।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

বাত্যাতাড়িত [স] বিণ ঝড়তাড়িত। ‘জনতা বাত্যাতাড়িত সাগরবৎ।’ বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বাত্যাদূর্ণিত [স] বিণ ঝড় কবলিত। ‘উপকূলবর্তী অক্ষলের বাত্যাাদূর্ণিতের জন্য ... সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়।’ বেগম, ১৯৩৬।

বাত্যাবর্ত [স] বি প্রবল ঘূর্ণিবায়ু। ‘গর্জনমুখের বাত্যাবর্ত।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাত্যাবিকৃদ্ধ [স] বিণ ঝড়ে উত্তাল। ‘বাত্যাবিকৃদ্ধ তরঙ্গসঙ্কুল ...।’ বঙ্কিম, ১৮৭৭।

বাত্যাবিক্ষত [স] বিণ ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত। ‘প্রদেশের বাত্যাবিক্ষত এলাকায় বিভিন্ন সাহায্যদ্রব্য পাঠান হয়েছে।’ বেগম, ১৯৩৬।

বাত্যা-ব্যাহত [স] বিণ বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট। ‘হায়রে দুর্ভাগ্য! বাত্যা-ব্যাহত শত তরঙ্গ সনে/ চির জায় যার হৃদয়কে ছান লক্ষ সাগর-রয়ে।’ জসীম, ১৯৫১।

বাত্যারম্ভ [স] বাত্যা-আরম্ভ। বি ঝড়-প্রারম্ভের শুরু। ‘যে বাত্যারম্ভের পূর্বে সমুদায় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন।’ মাইকেল, ১৮৫৯।

বাত্যায়োগ [স] বি ঝড়ের যোগ। ‘সূর্যের প্রথর কিরণ এবং প্রবল বাত্যায়োগ।’ গ্রন্থাবলী, ১৮৭৩।

বাত্যাহত [স] বাত্যা-আহত। বিণ ঝড়ে বিক্ষত। ‘বাত্যাহত অরণ্যাদির ন্যায় বিস্কুল হইয়া উঠিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাত্মা [স] বার্তা। বি বহর। ‘অত্র কুসল হয় বিশেষ চিরদিনবসের পর সে বাটার মঙ্গলাদি বাত্মা পাইয়া গরম আল্লাদিত।’ গুপ্ত, ১৭৮২।

বাফলানো দ্র বাফলানো

বাফস [স] বি বাফুর। ‘গাভীসকল বাফাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোটে প্রবৃষ্টি হতো।’ মাইকেল, ১৮৫৯।

বাফসরিক [স] বিণ বার্ষিক। ‘গর্নবর্মেন্টের গ্রাহ্য করা কোন বিষয় বাফসরিক ৭ পরসেন্টের হি।’ প্রজাসকল, ১৮৪৭।

বাফসল্য [স] বি দ্বৈত। ‘চৈতন্য-ভক্তবাফসল্য কহিতে না পারি।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাফসল্যক্ষুধা [স] বি সন্তানের প্রতি পিতামাতার প্রবল দ্বৈত-মমতা। ‘মনের বাফসল্যক্ষুধা তাই ... উন্মোচিত হইয়া উঠিত।’ জসীম, ১৯৬১।

বাফসল্য-গদগদ [স] বাফসল্য+ক্ষুধা গদগদ। বিণ বাফসল্য-ভাবে

উজ্জ্বলিত। ‘নিয়ত বাফসল্য-গদগদ অত্যুচ্চি প্রয়োগ করিও না।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাফসল্য-নয়নে [স] বি বাফসল্যপূর্ণ দৃষ্টি। ‘দেখিছে চাহি বাফসল্য-নয়নে ক্রীড়াশীল কুটিরের শিতদের দিকে।’ রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

বাফসল্য-ভাজন [স] বি দ্বৈতভাজন। ‘রাভাবাসী আভাধীন প্রজামঞ্চলী তাঁহার অগভ্যসদৃশ বাফসল্য-ভাজন।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

বাফ [স] বি স্নান। ‘মাসে দুবার একটা স্নান-বাফ নিশেই ...।’ রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বাফটাব [স] বি শরীর ছুবিমে স্নান করা যায় এমন বড়ো পাত্র বা আধার। ‘মার্বেল-টপ টেবিল, বাফটাব, ঝাড়-ফনুস, আরও কত কী।’ মুকুন্দবা, ১৯৫৮।

বাফক্রম [স] বি পোশাকপাশ। ‘এইমাত্র বাফক্রম থেকে ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে আসছে।’ নজরুল, ১৯০০।

বাফা [স] বাফা। বি বাফা। ‘কানু যোয়ব জব রাফা/ তব জানব বিরহক বাফা।’ বিদ্যাসাগর, ১৮৬০।

বাফানি [স] বাফানি। ১ বি গরু রাখার উন্নত প্রশস্তি স্নান। ‘বন ভাঙ্গা বসায় বাফানি।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গরুর পাল। ‘বাফ দেখে ভাগে যেন বকরির বাফানি।’ গরীব, ১৭৬৫।

বাফানিগ্রা বিণ অবাধে ঘুরে বেড়ায় এমন। ‘সাঁড় চাম্যা বুলে জেনে বাফানিগ্রা গাই।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

বাফানিয়া বিণ অবাধে ঘুরে বেড়ায় এমন। ‘দ্রুপদমন্দিরী ছিল বাফানিয়া গাই।’ রূপন্যাস, ১৭৫০।

বাফুয়া, বাফুয়া [স] বাফুয়া। বি শাকবিশেষ। ‘কটু তৈলে বাফুয়া করিবে দূহ পাক।’ মুকুন্দ, ১৬০০; ‘জসলে বাফুয়া শাক হয়।’ বিভূতি, ১৯৩৮।

বাদ [স] ১ বি বিবাদ; ঝগড়া। ‘কারু মাহাদানী লাগিল বাদে।’ বাউ, ১৪৫০। ২ বি অপবাদ। ‘ফুল চুরী বাদ আক্ষেপে সহিতে না পারী।’ বাউ, ১৪৫০। ৩ বি কথা। ‘জেনে হেনে মিথ্যা বাদ হইল আশ্মিতে।’ মালধার, ১৫০০। ৪ বি বিরোধ। ‘ছাগলরক্ষণে যদি ভূমি কর বাদ/ তোমার জামাতা লগ্যা পড়িব প্রমাদ।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

বাদকরণ [স] বি কথা বলা; বাকবিত্তার। ‘যে কর্ণে আমরা নিত্যন্ত পারক নহি তাহার বাদকরণ নিশ্চিহ্নিতা মাত্র।’ তারিণী, ১৮০৩।

বাদস্তবিবাদ [স] বি তর্কাতর্কি। ‘মধ্যে মধ্যে যে বাদস্তবিবাদ ঘটয়া থাকে তাহা নিচর্যই কলহ।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাদবিত্তজ্ঞ [স] ১ বি বাদানুবাদ। ‘সভাগীরি বিন্দ্রোহিতা সূত্রের বিলাতীয় সংবাদপত্রে নানা বাদবিত্তজ্ঞ চলিতেছে।’ সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫। ২ বি তর্ক-বিতর্ক। ‘ভ্রমুল বাদ-বিত্তজ্ঞ আশ্রয় হইয়া গিয়াছে।’ সতগাত, ১৯৮০।

বাদ বিবাদ [স] ১ বি ঝগড়াঝাঁটি। ‘মোমাঙ্কী ও মাঝকুসার মধ্যে অতি বাদ বিবাদ হইল।’ তারিণী, ১৮০৩। ২ বি দুই পক্ষের যুক্তিতর্ক। ‘এভুক্তেশন-বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি কথা-কাটাকাটি। ‘বাদবিবাদ তর্কবিতর্ক।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাদবিরোধ [স] বি মতপার্থক্য। ‘সাহিত্যের বাদবিরোধ এমন প্রবল ছিল না।’ রবীন্দ্র, ১৯০১।

বাদ-বিসম্বাদ [স] বি মতানৈক্য। ‘কোনো ছানে বাদ-বিসম্বাদ বা যে কোনো কারণেই হউক দাঙ্গা হাস্যা হইয়া শান্তিভঙ্গ হইলে ...।’

রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাদা^১ [স বদ+>] ক্রি বদা। বাদিশা ক্রি বদাশো। 'এবা রত্নসেন রাজা বাদিশা সম্ভতি।' অশাওল, ১৬৬০।

বাদানুবাদ [স] ১ বি তর্ক-বিতর্ক। 'কালীদাসের সহিত কর্ণাট রাজার মহিষীর বাদানুবাদ অনেক ধার জ্ঞাত আছেন।' পৌর, ১৮২২। ২ বি কথাবার্তা বিনিময়। 'হৃদ্যাপের সহিত নানা বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬। বাদানুবাদে ক্রিবিপ তর্ক-বিতর্কে। 'কেবল দশ জনের বাদানুবাদেতে কোন বিষয়ের সভ্যতা নিশীত হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

বাদাবাদ [স বাদ+অ-বাদ] বি বাদপ্রতিবাদ। 'বাদাবাদে দুজনে বাকিল ঘোর রণ।' হানিকরাম, ১৭৮১।

বাদ^১ [আ] ১ বি অনন্তর। 'নামাজ বাদেতে তবে খতিব হইয়া।' গয়িব, ১৭৬৫।

বাদে ১ ক্রিবিপ পরে। 'হুয় মাহা বাদে ব্যাজ সমেত টাকা দিব।' মেরঙ্গ, ১৭৫৬। ২ ভরা বাড়তি। মেরঙ্গ, ১৭৬৭।

বাদ^২ [জা বদবাদ] বি বর্জন; ত্যাগ। 'জেন পৌক্ষিক পূর্নহে কর্ত্ত বাদ না হয়।' ওর্দা, ১৭৮২।

বাদবাকি বিপ বাকি আছে এমন। 'বাদবাকি টাকা কবে দিবি বল পেমি।' হাইকেল, ১৮৬৩।

বাদ-মাল ১ বি বর্জন-ত্যাগ। 'শোত সংবরণ করিয়া যে মানুষ বাদ-মাল দিয়া বাহিয়া খাইতে জানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি কিছু অংশ ত্যাগ। 'সে দাবীর কিছু বাদমাল দিয়ে বাহাজ করাটাই স্বাভাবিক।' গ্রন্থ, ১৯১৭।

বাদ^৩ বি বাধা। বাদ সাধা ক্রি বাধা দেওয়া। 'বাধ সেমেছে আমার সনে।' গিরিল, ১৮৮৩।

বাদ^৪ বি বাধি। মনেএল, ১৭৪৩।

বাদক [স] বি বাদ্যকর। 'নরক বাদক ভাট নবীশ যার নাট।' কুজদাস, ১৫৮০।

বাদকমল [স] বি একসঙ্গে বাজনা বাজায় যারা। 'আশুতি হোত বাদকমল হিন্দু বাদে।' উমর, ১৯৬৮।

বাদন [স] বি বাজনা। 'মদকল কোকিল কলবর সংকুল রঞ্জিত বাদন ভালে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বাদনদার [স বাদন+দা দার] বি ব্যাদনর বাজায় বে। 'হুঙ্গলী, কলিকাতা ও ভবান্নিকটবর্তী হুগোই অধিকাংশ গায়ক ও বাদনদারের আবাসস্থল ছিল।' মোতাফর, ১৯৩৭।

বাদর [স ভদ্রা] বি বৃষ্টি। 'এ ভদ্রা বাদর মাঘ ভদর ...।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'বরষে বাদর বিসুর তরল।' অশাওল, ১৬৬০; 'দীপ যমুনার জল আর দুটি ফুলহা নলিনময়ন এ ভদ্রা বাদর দিনে কে বঁড়িবে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাদরি বি বাদস; বৃষ্টি। 'এমন বাদরি গো ছুবিয়া মরিব কি?' নজরুল, ১৯২৫।

বাদরিয়া বি বাদস। 'নামিল মেঘলা মের বাদরিয়া।' নজরুল, ১৯০২।

বাদলা [স বার্দা] বি বৃষ্টি। 'ঈবৈক্য-বটামেঘে হইল বাদল।' কুজদাস, ১৫৮০; 'ভদ্রাপদ মাসে রাধা দুঃস্থ বাদল/ নন্দনদী একাকার আঁট দিলে জল।' হুকুদ, ১৬০০।

বাদল-উজ্জল বিপ বৃষ্টিতে উজ্জলিত। 'বাদল-উজ্জল নির্ধর-স্বর্গর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বাদল-পাদ বি বৃষ্টির সময়কার পাদ। 'এবাণকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-পাদে, তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাদলখন বিপ বেশ বৃষ্টি পড়ছে এমন; বর্ষশুমুঘর। 'বাদলখন উতল দুপুরে।' মানিক, ১৯৩৬।

বাদলজল বি বৃষ্টি। 'বাদলজল পড়িতে ঝরি ঝরি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বাদল-স্বরা বিপ বাদল বরষে এমন। 'এই শ্রাবণ-বেশা বাদল-স্বরা কৃষাবনের গঞ্জে ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

বাদল দিন বি বর্ষশুমুঘর দিন। 'বাদল দিনে ভূনিখিছড়ি ও কোয়ার সারবতা ...।' নজরুল, ১৯২৭।

বাদল-ধারা বি বৃষ্টির ধারা। 'নাহে বাদল-ধারা, লুপ্ত চন্দ্র-তারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাদল-খোয়া কিং বৃষ্টি ধোয়া। 'বাদল-খোয়া মেঘে কেণো মাখিমে সেহে তেল।' জসীম, ১৯২৯।

বাদল-নিশীথ বি বৃষ্টির রাত। 'বাদল-নিশীথেরই স্বরধর।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বাদল-বর্ষা বি বৃষ্টিবাদল। 'সে শিখা ঝড়ে নেবে না, বাদল-বর্ষায় ঠাণ্ডা হুয়া না।' নজরুল, ১৯২৭।

বাদল-বাউল বি বাদলরূপ বাউল। 'বাদল-বাউল বাজায় রে প্রকৃতারা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাদল-বার বি ঝড়ো হাওয়া। 'তোমার ওই বাদল-বারে দিক লাগারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বাদল-বেশা বি বৃষ্টির সময়। 'কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেশা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বাদল-ভরা বিপ বৃষ্টিতে ভরা। 'আষাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝরে, বাদল-ভরা আলস-ভরে ঘুমায়ে আছে রাত।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বাদল-মাদল বি মেঘের গর্জন। 'স্বর্গে যাচ্ছে বাদল-মাদলা।' নজরুল, ১৯২৪।

বাদল-মেঘ বি বৃষ্টি হয় যে মেঘ থেকে। 'বাদল-মেঘে মাদল বাজে তরুতর গগন-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'শরৎ-আসোয় বাদল-মেঘে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বাদল-রজনী বি বৃষ্টির রাত। 'বাদল-রজনীতে শ্রুতাত-আলোকে কহিলি, নহে নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাদল-রাজ বি বাদলরূপ রাজা; বর্ষাভক্ত। 'বাদল-রাজের কালা-উর্দ-পর্য মেঘতলো দিকে দিকে উঠল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বাদল-রাতি বি বৃষ্টির রাত। 'বাদল-রাতি এল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাদল-পেঘের বিপ বাদল শেষ হয়ে গেছে এমন। 'বাদল-পেঘের আবেশ আছে টুয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বাদল-সাঁখ বি বৃষ্টির সন্ধ্যা। 'আসবে আমার বাদল-সাঁখের আঁখার-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

বাদল-হাওয়া [বাদল+আ হাওয়া] বি বৃষ্টি-ডেজা বাতাস। 'আজ বাদল-হাওয়ার ঝুঁই আপনার গায়ে মেতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বাদলা ১ বি বৃষ্টি। 'একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল।' রবীন্দ্র,

বাদলি হাওয়া

১৮৯২। ২ বি বর্ষাকাল। 'বুটি বাদলা এক রকম বুড়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাদলি হাওয়া [বাদল+আ হাওয়া] বি বর্ষার বুটিভেজা বাদাস। 'হুটহে কেনে বাদলি হাওয়া হ হ' নজরুল, ১৯২৫।

বাদুলে বিশ বুটিপূর্ণ। 'হঠাৎ তখন বাদুলে মেঘ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাদলা [স বাদল+] বি জরির সুতার কাজ করা বস্ত্র। 'জরকরি বাদলা আর দামেকৈ খোড়নি।' আলোক, ১৬৮০।

বাদলা বি পোকাবিশেষ। 'আমি বাদলা পোকা দেখব।' নজরুল, ১৯৩০।

বাদশা [কা বাদশাহ] বি সম্রাট। 'আমি বাদশা কি কল করিল ধরিতে পিছরে কুলের নারী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫; 'বাদশা কহে, অচল হতে অচলপড়ে কয়ে বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বাদশাই বি রাজত্ব। 'দিন দুনিয়া পরে ব্যালু বাদশাই করে।' গবীষ, ১৭৬৫।

বাদশাশিরি বি বাদশাহর মতো চালচলন। 'কুড়ুমীর বাদশাশিরি ঘরা প্রতিকার হইতে পারে না।' আজাদ, ১৯৪২।

বাদশাজাদি, বাদশাজাদী [কা] বি বাদশার মেয়ে। 'পরিভ্রাতার নিউক-শাস্ত্র যোগ্যী বাদশাজাদিনের মেতো।' নজরুল, ১৯২২:

'কহ যে বাদশা বাদশাজাদীরা হেথার বাইত ঘুরে।' জসীম, ১৯৫১।

বাদশাহি [কা] বি সম্রাট। 'আবার নারের আকর বাদশাহের গোরস্থান।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বাদশাহজাদা [কা] বি রাজকুমার। 'এ বেন বাদশাহজাদার পিশ-মোহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকাহুরি খেলা।' নজরুল, ১৯২২।

বাদশাহি, বাদশাহী [কা] ১ বি রাজত্ব লাভ। 'তাহার পর হৈতুহের সন্ধানদের বাদশাহি হই তাহার বিরণ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি রাজকীয়। 'বেন স্কটিক পেয়ালায় বাদশাহী মসের শেখী ফালা।' অবন, ১৯২৫। ৩ বি আদেশ। 'যখন মন পেরে'রায় তখনই বাদশাহি বেকারের মেতো সে পান লিখতে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বি বাদশাহগিরি। 'কোটি মুসলিম পেয়েছে ফিরিয়া চিত্তের বাদশাহী।' মজরুল, ১৯৪৬।

বাদসা [কা বাদশাহ] বি বাদশাহ; মুলতান। 'ঢাকার বাদসা রাজা মানসিহকে আজা করিলেন।' রাজবি, ১৮৫৫।

বাদসাই ১ বিশ বাদশাহরা ব্যবহার করে এমন। 'আমরা বাদসার জাত বাদসাই দার, বাদসাই মতের গ্রেহেই মানবীর।' মশররফ, ১৮৮৯। ২ বি কর্তৃত্ব; শাসন। 'ভিত্তি যে কদিন বাদসাই করিয়াছিল, সে সময় আর কোন গ্রাম আত্মশয় করে নাই।' হিত্তিবি, ১৮৯৫।

বাদসাজাদী বি রাজকন্যা। 'আমি বাদসাজাদীর সাক্ষী হ'ব।' গিরিদ, ১৮৮৯।

বাদসাহি [কা বাদশাহ] বি রাজা; সম্রাট। 'বিলাতের বাদসাহের সন একইহ ও সন তেরো জোলসির শুকনামাতে লিখিয়াছেন।' কালদে, ১৭৫৫; 'যে কালে দিল্লির তরু হোয়াজ বাদসাহ।' রামরায়, ১৮০১।

বাদসাহি, বাদসাহী বিশ রাজকীয়। 'সে সময় গৌরে বাদসাহি কোট বালাও ও বেহাদের খালি।' রামরায়, ১৮০১; 'বাদসাহী গোলাও।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বাদহাট [আ বাদশা+] বি প্রকাশ্যে কলহ। 'বড় কৈলা বাদহাট আত্মদিয়া পথ।' ভারত, ১৭৬৫।

বাদী [আ বাদিয়াহ] বি দলিঙ্গবস্তের জলময় অঙ্গল। 'বাদাতে ধানকাটা

আজ্ঞ হইয়াছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাদারন বি জলময় জলাভূমি। 'বাদারনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা দুপিরে নাচে অতপিত শাপলায় ফুল।' জহির, ১৯৬৪।

বাদার বিল বি জলাভূমি। 'ভাদুর নামের বকর দু-পোড় বদনবাদি বাদার বিল।' গিরিবি, ১৮৮৯।

বাদা [স বদা] বিশ বাঁধা। 'রাত্রীতে গল্টি বাদা ছিল।' চিত্তিপত্র, ১৭৯৯।

বাদা'ত্র বাদ'

বাদাড় বি জলল। 'বাদাড় - যোগবড় পাঁচমোশী গাছালা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বাদানুবাদ'ত্র বাদ'

বাদানুবাদ'ত্র বাদ'

বাদাম' [স বাতওয়া] বি মাটির তলার জ্বল শক্ত আরগণবিশিষ্ট জুড় কলবীজ। 'বাদাম ছোবরা প্রাক্ষা পিশম্বর্কর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাদামভক্তি বি চিত্তাত্ত ও বাদাম দিয়ে তৈরি মিঠা খাবার। 'বাদা গন্ধা সরভায়া অতি সুমধুর কাঁচাওয়া বাদামভক্তি আতা অনুশাম।' কবানী, ১৮২৫।

বাদামি, বাদামী [স বাতওয়া] বি বাদামি রঙের; ধূসর। বিদ্যা, ১৮৪১। 'তোমার বাদামি চোখ - চককে, হালক, চুল্ল' বুদ্ধ, ১৮৩০; 'সুন্দর বাদামী হরিণ।' জীবন, ১৯৪২।

বাদামি [কা বাদ-বাদা] বি লৌকার পাল। 'ম্যোএল, ১৭৪৩; 'হঠিন পারের বাদাম তাহার বাদসে গিয়াছে ভরে।' জসীম, ১৯৩৩।

বাদি'ত্র বাদী'

বাদিআ'ত্র বাদিয়া

বাদিয়া [স] ১ বি বাদনা। 'বাদিল চৌদিকে ত্রিদিব-বাদিয়া।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি বাদক। 'কোথায় পতাকা, কোথায় বাদিহ দল।' মশররফ, ১৮৮৭।

বাদিনী [স] বি স্ত্রী বাদক। 'ভরকমধ্যম মাত্রা ভিথিম-বাদিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাদিয়া [আ বাদিয়াহ] ১ বি সাপুড়ে সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাদিয়া পুতলি হেন কর্ণসুয়ে চান।' মশররফ, ১৫০০। ২ বি বাঘার সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাদিয়া জাতি বাঘা খ্যাত সুপাল ধরা ...।' ফরুটার, ১৭৯৩।

বাদিয়া [আ বাদিয়াহ] বি বাঘার সম্প্রদায়বিশেষ। 'গৌরী কপালে ছিল বাদিয়ার শো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাদিয়ার সাপ বি দাঁতজনা নির্বিধ সাপ। 'তবী গেলেই হইবি বেল বাদিয়ার সাপ।' বড়, ১৫৫০।

বাদী [স] ১ বি বক্তা। 'এ তিন কুবনে নাহি বাদী।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি প্রতিপক্ষ। 'ম্যোএল, ১৭৪০। ৩ বি অভিযোগকারী। 'তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কর্তৃ করে।' তালিঙ্গী, ১৮০৩।

বাদি [স বাদী] বি অভিযোগকারী। 'চলিল হাসন কাজি মনসা হইতে বাদি।' বিজয়, ১৬৫০।

বাদি প্রতিবাদি [স বাদী-প্রতিবাদী] বি পক্ষবিপক্ষ। 'বিবাদ সক্ষেত্র বাদি প্রতিবাদিগণ।' মর্দদ, ১৮২২।

বাদী প্রতিবাদী [স] বি অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি। 'তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কর্তৃ করে।' তালিঙ্গী, ১৮০৩; 'বাদীপ্রতিবাদীরা আপন

ইচ্ছায় তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বাদিনী [স] বি ক্রী অভিব্যোগকারী। 'বাদিনীর উল্লী তখন বলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

বাদী [স] বিপ (সংগীত) কোনো রাগ বা রাগিণীর স্বরভঙ্গির মধ্যে প্রধান স্বর। 'রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরভঙ্গে যথারীতি সমাদর ও ... করা হইয়াছে কি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'বাদী স্বরকে শ্রদ্ধা না করে এবং বিবাদী স্বরকে প্রকট করে।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

বাদী সুর [স] বি কোনো বিশেষ রাগে ব্যবহৃত প্রধান স্বর। 'রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরভঙ্গে যথারীতি সমাদর ও ... করা হইয়াছে কি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাদুড় [স] বাতুলি ১ বি ডানাওয়ালা গুন্যপায়ী প্রাণীবিশেষ। 'হয়পুছে লোম ফাঁদে ... দলপিপি সরাল বাদুড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অমসলের প্রতীক। 'জ্ঞানের প্রকোচে দেখো, কোলে আজ বিশ্ব বাদুড়।' হাফিজ, ১৯৬৬।

বাদুড় খোলা বি চলন্ত বাস-ট্রেনে বাদুড়ের মতো কুলে ধাকা। 'বাদুড় খোলা।' অরুণ, ১৯৫৫।

বাদুড়-নাক বি বাদুড়ের নাকের মতো চ্যাপটা নাক। 'দাদুর নাকি ছিল না মা' অমন বাদুড়-নাক।' নজরুল, ১৯২৬।

বাদুয়া [স] বাদু>। বিশ মিথ্যাবাদী। মানোএল, ১৭৪৩।

বাদুর [স] বাতুলি। বি ডানাযুক্ত গুন্যপায়ী প্রাণীবিশেষ। বিন্দা, ১৮৯১।

বাদুরিয়া [স] বাতুলি>। বিশ বাদুরের মতো; বাদুরসুলভ। 'উখালি কহএ কেহো বাদুরিয়া কর্ম।' সুলভান, ১৭০০।

বাদুলে দ্র বাদল

বাদৌলত [আ] ক্রিপি কৃপায়। 'সাহেবের বাদৌলত হামেশা সীরা দরগায় মোনাজাত করিতেছি।' তেরলি, ১৭৮০।

বাদ [স] বাদ্য। বি বাদ্য। 'ঢাক ঢোল বাদ আনশিত নিবু।' রামাই, ১৭১০।

বাদ্য [স] ১ বি বাজনা। 'নৃত্য গিত বাদ্য সতে করিল আরাধন।' মলাধর, ১৫০০। ২ বি বাধ্যস্বর। 'কর্ণে কিছু নাহি জনি বাদ্য-কোলাহলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাদ্য করা ক্রি বাজানো। 'মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।' দর্পণ, ১৮২৫।

বাদ্যকদল বি বাদ্যক দল। 'পুলিশের বাদ্যকদল চমকপ্রদ রম্যবাস্যের স্বাক্ষর তুলে।' ওয়ালী, ১৯৮৮।

বাদ্যকর [স] বি বাজানোর; বাদ্যক। 'তবলার চাটী তনিয়া জ্বলন বাদ্যকর ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বাদ্যকারী [স] বি বাদ্য বাজায় যে। 'মুদ্র মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারী।' ভারত, ১৭৬০।

বাদ্যক্রিয়া [স] বি বাদ্য বাজানো। 'সংকবি তুফুর গায়ক বাদ্যক্রিতে ভালজ্ঞ।' রামরায়, ১৮৩১।

বাদ্যগণ [স] বি বাদ্যবহুত্রয়। 'আর যত বাদ্যগণ আছের কাহুখি।' বহু, ১৫০০।

বাদ্যধ্বনি [স] বি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। 'নানারূপ বাদ্যধ্বনি মঙ্গল সমোদিত।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাদ্যনিকূপ [স] বি বাজনার ধ্বনি। 'যখন গীতিব্যবসায়িনীর অটপিকা হইতে বাদ্যনিকূপ, সান্ত্য মণীরূপে কর্ণে আসিত।' রবীন্দ্র,

১৮৭৪।

বাদ্যবাদন [স] বি বাজনা বাজানো। 'পুর জ্ঞানাইলে যেহুগ বাদ্যবাদন, ব্রাহ্মণ পূজন, দরিদ্র ভোজন, স্বভায়ন ...।' কৈলাসবাসিনী, ১৬৮৬।

বাদ্যভাণ্ড [স] বি বাজানোরের দল। 'দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাদ্যযন্ত্র [স] বি বাজানো হয় যে যন্ত্র। 'আমাদের বাদ্যযন্ত্র সকল ...।' বরদর্শন, ১৮৭২।

বাদ্যশীলা [স] বি গান-বাজনা। 'না না যন্ত্র বাদ্যশীলা আলাপে দরবে শিলা।' কুজরায়, ১৭২০।

বাদ্যসংগীত [স] বি যন্ত্রসংগীত। 'এই বাদ্যসংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বাদ্যসমবায় [স] বি ঐক্যতান। 'অপনীত গ্রন্থদের তলে, বাদ্যসমবায় হতে, আরঙিল নিরঙ্গ বাশরী।' সুকীর্ণ, ১৯৩২।

বাদিস [স] বাদ্য। বি বাদ্য; বাজনা। ওর্গ, ১৭৮৫। 'বাদিস নেই, বাজনা নেই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বাদ্যোদ্যম [স] বাদ্যোদ্যম। বি বাদ্য বাজানোর আয়োজন। 'জাতীয় আন্দোলনের জন্মেতে দিবা রাত্রি বাদ্যোদ্যম করিতেছে।' রামরায়, ১৮৩১।

বাদ্যোদ্যম [স] ১ বি বাদ্য বাজানোর আয়োজন। 'না না জাতীয় বাদ্যোদ্যম রাজপুত্রের' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি বাদ্যধ্বনি। 'সেবোবসব উপলক্ষে বশিমান, বাদ্যোদ্যম, নৃত্যগীতাদি ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বাদ্যোদ্যম করা ক্রি বাজনা বাজানো। 'লোকসকলের চৈতন্যজন্য নাগরায়ণ বাদ্যোদ্যম করিলে ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বাদ্য্য বি বাদ্য আকারের কুপি-বাতি। মানোএল, ১৭৪৩।

বাদ্য্য [আ] বাদ্যিহায্য বি বেসে সম্প্রদায়। 'বাদ্য্য রোজা পড়রে খাপান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাদ্য্যধর [আ] বাদ্যিহায্য+ধর। বি বেদের বাড়ি। 'শাপের আটুখি আসে খুজা বাদ্য্যধরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাধ [স] ১ বি বাধা। 'একু ভবন বসি দরসন বাধ/ কিছু ন বুঝিঅ পহু সী অপরাধ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি বাধা। 'সুকৃতির ভাল সুকৃতির কার্য বাধ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাধ বাধ ১ বিশ মিথ্যাত্ত। 'পাছে-আধ-বাধ বাধ শঙ্কিত বিদুর।' নজরুল, ১৯২৩। ২ বিশ ইত্তত্ত। 'তাহার ভাৱী বাধ-বাধ ঠেকিল।' বিজুতি, ১৯৩১।

বাধ-বাধ ঠেকা ক্রি সংকোচ হওয়া। 'বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল।' বিজুতি, ১৯৩১।

বাধুবাধু [স] বাধু>। বিশ বাধোবাধো। 'মা-বাপের ও ভগিনীর রোহুগুণ্ড বাড়ী ছেড়ে ঘাইতে পা বাধুবাধু করে।' প্যারী, ১৮৫৮।

বাধো বাধো ১ বি সংকোচ। 'ছকুম দিতে তাঁদের বাধো-বাধো করত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'তাহাদের কথাবার্তায় বুঝিতে পারিলেন এখানে তাহাদের মধ্যে বাধো-বাধো রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিশ সংকোচহুত। 'বাধো-বাধো গলায় বললে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাধো-বাধো ঠেকা ক্রি সংকোচ বোধ হওয়া। 'কিছু না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতও তাহার বাধো-বাধো ঠেকে।' রবীন্দ্র, ১৯০২;

‘কীরকম সংকোচ বোধ হয়, বাধাবোধো ঢেকে।’ মানিক, ১৯৩৮।

বাধক [স] বিশ বাধা সৃষ্টিকারী। ‘কৃষ্ণভক্তির বাধক যত ভগ্নাতত কর্ণ।’
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাধক [স] বি ক্রীয়াবিশেষ। ‘বাধক, তড়কা, অর্জীর্ণ, আমাশা থেকে
ভ্রম করে পিত্তাচ্ছন্ন এবং বায়ুকোপ পর্বত যাবতীয় বর্ষায়
রোগবিশারদ।’ হাসান, ১৯৬৭।

বাধা [স] ১ বি প্রতিবন্ধকতা। ‘রাখা রাখা রাখা রে অবর রাখ যোহেরা
বাধা।’ চর্যা ৩৪, ১২০০। ২ বি বাধা। ‘নিজুত কেতনে হরল চেতনে
হ্রদয়ে রহল বাধা।’ বিন্যাসপতি, ১৪৬০। ৩ বি আড়ম্বিত। ‘প্রথম
পরিচয়ের বাধা ডাক্তিতে তাহার অনেক সময় লাগে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বাধাগ্রস্ত [স] বিশ বাধাগ্রস্ত। ‘ব্যক্তিবিশেষের মনে তা বাধাগ্রস্ত।’
রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বাধাঘেরা বিশ বেষ্টিত। ‘সমুখ ছাড়িয়া যে দিকেতে যান, বাধাঘেরা
পর্বত।’ জঙ্গলী, ১৯৩৩।

বাধাদান [স] বি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। ‘দলের নেতা ও কর্মীদের কাছে
বাধাদান।’ আজাদ, ১৯৪৪।

বাধানিবেধ [স] বি প্রতিরোধ। ‘অর্থোক্তিক সামাজিক বাধানিবেধ।’
বেঙ্গম, ১৯৪৮।

বাধা-প্রদাননীতি [স] বি কোনো বিধানগত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান
করার সাংবিধানিক অধিকার; ভেটো দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার।
‘ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের বাধা-
প্রদাননীতি।’ নজরুল, ১৯২৬।

বাধা-বন্ধ [স] বি প্রতিবন্ধকতা। ‘ধূমিময় বাধা-বন্ধ এড়ায়ে চলে যাই
বহুরূপ।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮। ‘সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার
...।’ মুজতাব, ১৯৫৯।

বাধাবন্ধন [স] বিশ মুক্ত। ‘অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধন/
উল্টাসহিষ্ণোলাকুল যৌবন-উৎসাহ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাধাবিল্ল [স] বি বিধি-নিষেধ। ‘তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিল্ল
দু’পায়ে দলিয়া।’ নজরুল, ১৯২২।

বাধাবিপত্তি [স] বি প্রতিবন্ধকতা। ‘কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ‘ঐতরুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট।’
রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ‘তার গতিপথে যেসব বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হয়।’
ওয়ালী, ১৯৬২।

বাধাবিহীন [স] ১ বিশ অব্যাহ। ‘এই শান্তি, এই বাধাবিহীন
দাম্পত্যমিলনের নিভৃত রাত্রি ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০২। ‘আমাদের
বাধাবিহীন যোগ থাকে চাই।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিশ অপ্রতিরোধ্য।
‘অন্ধ প্রভুত্বচর্যকে বাধাবিহীন করে তুলেছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

বাধা-বেদন [স] বি নিষেধ ও দুঃখ। ‘গানের পাখা যখন ফুলি, বাধা-
বেদন তখন ফুলি।’ রবীন্দ্র, ১৯২৩।

বাধাব্যবধান [স] বি বাধাব্যবধান। ‘প্রভাতসংগীতে আমার
অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহিমুখী উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর
কিছুবার বাচ-বিচার বাধাব্যবধান নেই।’ রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাধামুক্ত [স] বিশ বন্ধনহীন। ‘নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে
সেবিতো পায়।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাধামুক্ত [স] বিশ প্রতিবন্ধকতাহীন। ‘আমাদের নিজেদের বাধামুক্ত
আজ্ঞা প্রকৃতি।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাধালেশ [স] বি সামান্যতম বাধা। ‘পাবে না সে বাধালেশ।’

রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বাধাশূন্য [স] বিশ অব্যাহিত। ‘বিচারশূন্য, বাধাশূন্য, এবং ভুক্তিশূন্য
হিসেন।’ বক্ত্রিম, ১৮৭৮। ‘আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই
চিন্তাশূন্য বাধাশূন্য ধরণীর উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলতে পারি।’
রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বাধাসঙ্কেত ত্রিবিধ বাধা দেওয়ার পন্থা। ‘নিকটের বাধা সঙ্কেত
বাহির হতে হয়েছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯২৩। ‘বহু বাধাসঙ্কেত একটি সতী
স্বামীর সহিত এক ভিতর্য পুড়িয়া মরিয়াছে।’ বনপুত্র, ১৯৩৬।

বাধাবন্ধন [স] বিশ প্রতিবন্ধকতুল্য। ‘আপনার পায়ে আপনি
বাধাবন্ধন বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সপ্ত বাধা সে অতিক্রম
করিতে কি করিয়া?’ রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাধা [স বক] ১ বিশ বাধা হয়েছে এমন। ‘ধর্মের পাদুকা দুটি বাধা
আছে গলে।’ মানিক্রম, ১৭৮১। ২ ক্রি জমা হওয়া। ‘জলাশয়েই
বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাধিল ক্রি বাধলো। ‘জান করাইয়া রক্ষা বাধিল তাহারে।’ মালাধর,
১৫০০।

বেধে যাওয়া ১ ক্রি সৃষ্টি হওয়া; সংঘটিত হওয়া। ‘সে জ্বালাময় হঠাৎ
মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়।’ রবীন্দ্র,
১৮৯৪। ২ ক্রি আটকে যাওয়া। ‘অমিতর মুখেও জ্বাব বেধে গেল।’
রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বাধাই [সি-বধাই] বি উল্লেখ। বিন্দা, ১৮৯১।

বধাইলো [স বক] ক্রি ঘটলো। ‘সমাজের সঙ্গে কোনো বিরোধ না
বাধাইয়া ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বাধিত [স] ১ বিশ বধীভূত; বাধ্য। ‘অরতী বাধিত হইয়া পাপ করিবে।’
বহু, ১৪৫০। ‘ব্যোপেতে বাধিত ইয়া বল অনুভব।’ মুকুল,
১৬০০। ২ বিশ উপকৃত। ‘দীন দহিত লোক উপকার দ্বারা নিতান্ত
বাধিত আছে।’ দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বিশ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। ‘আমার
সঙ্গেই উজ্জনকরনে বাধিত করিবেন।’ দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বিশ
কৃতজ্ঞ। ‘আপনই সখাদ পড়ে প্রতিবিধিত করিয়া চিরবাধিত
করিবেন।’ দর্পণ, ১৮৩৬। ৫ বি অনুগ্রহাশ্রয়। ‘আমি তোমার নিকট
বড় বাধিত ইইলাম।’ বিন্দা, ১৮৪৯।

বাধুলি [স বধুলী] বি দাল রঙের ফুলবিশেষ। ‘দশন ঘাতন অধিক যাতন
অধর কমল বাধুলি।’ কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

বাধেলি ক্রি বাধলো। ‘মাআজাল পরসিউ রে বাধেলি মাআহরিণী।’ চর্যা
২৩, ১২০০।

বাধো-বাধো দ্র বাধ

বাধা [স] ১ বিশ অনুপাত। ‘তাহারা ... এ দৌলীয় হাকিমদিগের ব্যাপ্য ও
বাধা হইয়াছে।’ ফরাস্টার, ১৭৯৬। ২ বিশ অনুবাহনযোগ্য। ‘তাহা
যে দ্রবী বাধা হইবেক ইহা বোধ হয় না।’ দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিশ
অসীকারবৎ। ‘পরশুরের সহায়তা করিতে বাধা হইল।’ বক্ত্রিম,
১৮৬৬। ৪ বিশ উপাহারীন; নিরুপায়। ‘সহায়দীন দহিগু কৃষ্ণদগিকে
তাহাই বাধা ইয়া দিতে হইতেছে।’ দিক্শঙ্কর, ১৮৬৯। ৫ বিশ
করতেই হবে এমন। ‘এটাকে আমার পৌরবের বন্ধ মনে করাত
বাধা।’ বেঙ্গম, ১৯৪৭।

বাধ্যতম [স] বিশ একান্ত অনুপাত। ‘নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য
বলিয়া বর্ণনা করেন।’ রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

বাধ্যবাধকতা [স] ১ বি অনিবার্যতা। ‘অনন্তের অনির্বেশ্যের ভাব
কেবল উপরের দিকেই উঠিয়া গেলে যে পাই এমন বাধ্যবাধকতা না

খাকিলেও পারে।' সবুজ, ১৯২১। ২ বি করতেই হবে যা। 'এই বাধ্যবাধকতা কিন্তু খাতে বসে না।' ধূর্জিৎ, ১৯৩১; 'হোটো হলেই ইস্তিমুখর হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' ধূর্জিৎ, ১৯৩৫।

বাধ্য হওয়া কি আজাবহ হওয়া। 'দর্পনের বিষয়ে যে অনুগ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বাধ্য [স] বিণ ক্রী অনুগত। 'সাধ্য সাধনা করিলেও কাহার সাধ্য যে অবধ্যাকে বাধ্য করিয়া রাখে।' ভবানী, ১৮২৮।

বাধ্যতা [স] বি অনুগত। 'শেখর পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম।' দর্পণ, ১৮৩০।

বাধ্যতামূলক [স] বিণ আবশ্যিক। 'মালিকশায়ের বরদায় শ্রমজীবীশায়ের বাধ্যতামূলক শিক্ষা।' নজরুল, ১৯২৬।

বাধ্যতাপ্রাপ্তি [স] বি প্রবল বশ্যতা। 'অন্য দিকে একান্ত বাধ্যতাপ্রাপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বান [স] বর্ণি বি রঙ। বানচ্ছিন্ন বি বর্ণচিহ্ন। 'জাহের বানচ্ছিন্ন রূপ গ জ্ঞানী।' চর্যা ২৯, ১২০০।

বান [স] বর্ণা বি শর: চিত্র। 'লক্ষ লক্ষ বান কাটে কৃষ্ণের কোঠরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বান [স] বি বন্য। 'নন্দনী একাকার কৃত বান আইসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বান ডাকা ১ কি বন্য হওয়া। 'বান ডেকে এ জাগল জোয়ার দুয়ার-ডাকা কল্যাণে।' নজরুল, ১৯২৩। ২ কি উল্লেখ দেবা দেওয়া। 'মুসলমান যুবকদের মধ্যেও উল্লেখের বান ডাকিয়াছে।' মনোর, ১৯৩৫। ৩ বিণ বন্য়ার স্ত্রীত। 'মেকং নদীর বানডাকা জলস্রোত-ভেঙে-ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ।' সুভাষ, ১৯৪০।

বান-ভুফান [স] বান+আ ভুফান বি ঝড়বুড়ি। চক্ষুর নিম্নভাগের আড়াল থেকে বান-ভুফান প্রাবন এসে পানির মধ্যে ঝড়বুড়িগত চিত্রের মুখে দিতে পারে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

বানভাসি, বানভাসী ১ বি বন্যায় ভাসানো; প্রাবন। 'নদীর বানভাসির পর যেমন বান রেখে যায়।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ বন্যায় জলে ভেসে আছে এমন। 'সেহাং বানভাসী খড়কুটোর মতো।' শওকত, ১৯৭২।

বানের জল ১ বি (অজানা জায়গা থেকে আসা) বন্যার পানি। 'এ যেন বানের জল, এর জলনে কোনো খিড়িকির পুকুরের জবাবিদহি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি গভাণ্ডাভিকতা। 'তবু বানের জলে ভাসতে দিচ্ছেছিলো।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বানি বি বড়ো সাগরের আকারের মাছ বিশেষ; বাইন মাছ। 'জাঙলা পেতে ... বান-বোয়াল শেষ করতে পারেনি।' শ্যামল, ১৯৬৮।

বানাগুট [স] বিণ মিথ্যা। 'বানাগুট, ভক্তমী, প্রভাশর, রিয়া এবং ধর্মের নামে অধর্মের লীলাখেলা।' এসময়, ১৯৩৪।

বানক [সি] বি গোপালক। বিদ্যা, ১৮৯১।

বানকখানা বি গোপালখানা। 'কোম্পানির বানকখানার বাটোতে পুরিয়া ...' দর্পণ, ১৮১৯।

বানকে [স] বাহানাহা বিণ অতিরিক্ত আবাদ করি এমন। 'ঐ বানকে ছেলোটার ছায়ায় ঘুমানো ডার।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বানচাল ১ বিণ পণ্ড। 'সাম্প্রদায়িক কাহুপ, স্বজননীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' আজাদ, ১৯৪০। ২ বিণ

বিশপণ্ড। 'অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' আজাদ, ১৯৪০। ৩ বিণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'কোথার জাহাজ হবে কিরে বানচাল।' সুরকশ, ১৯৪৩। ৪ বি বিশপণ্ডতা। 'জীবনের বানচালের ব্যাপারটা এই রকম।' জীবন, ১৯৪৮।

বানচোত দ্র বাজোৎ

বানজাহ [স] বি হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী জীবনের চার আশ্রম তথা পর্যায়ের তৃতীয়টি। 'দশী ব্রহ্মচরির বানজাহ ইত্যাদি বিশ হাজার।' দর্পণ, ১৮২২।

বানজাহুর্ষ্য [স] বি হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী সংসার ত্যাগ এবং বনে বসবাস করে ঈশ্বরের চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহন। 'তা সম্ভব না হলে সিংহাসন ত্যাগ করে সীতাকে নিয়ে বানজাহুর্ষ্য অঙ্গন করবেন।' মুখলেন, ১৯৭০।

বানজাহাবলম্বী বিণ হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী জীবনের তৃতীয় পর্যায় তথা বানজাহ আশ্রম অবলম্বনকারী। 'বানজাহাবলম্বীর মন নিয়ে হেরেদ সেইখানে গেল।' মানিক, ১৯৩৫।

বানর [স] ১ বি চার পা ও লেজবিশিষ্ট, সাধারণত গাছে বিচরণ করে এমন এক প্রকার প্রাণী; বান্দর। 'বিবিধ বানর বধ বিক্রমে বিসাল।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিণ দুষ্ট। 'বড়ো ছেলোটা বানর - ছোটো গাঙ্গল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

বানররাজ [স] বি হিন্দু পুরাণোক্ত হনুমান। 'লক্ষা পাঠাইতে দুতে ছেলে সানররাজ।' মাল্যধর, ১৫০০।

বানরা বি ক্রী বানর। 'সার্বশাল বিবিধ বানরা।' মাল্যধর, ১৫০০। ১৫০০।

বানরা [স] বি ক্রী বান্দর, চার পা ও লেজবিশিষ্ট, সাধারণত গাছে বিচরণ করে এমন এক প্রকার প্রাণী। 'সেই জলে অবতরণ করিবার্য তিনি কপিকায় প্রাপ্ত হইয়া অমৃত একটি বানরাই হইলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

বানরের গলায় মুক্তার হার - অপূরে মূল্যবান বস্তু দান। 'বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

বানো [স] বা-নো বি পতাকা। 'বন মাছে সেই হানা বাহমূলে রাখে বানো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বানোচয় বি চাঁদোয়া। 'নানা বর্ণ বানোচয়।' আলোউদ্দিন, ১৬৬০।

বানাত বি পশমি কাপড়। 'লামাকে জে জরদ রাসব বানাত একধান পরা চিন্ন দিয়া দেখিয়াছেন।' বোমল, ১৭৭০।

বানানি [ন বর্ন] ১ বি শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ। 'তরে আভ আক পড়া জামিল বানান।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি শব্দ লেখার নিয়ম। 'বাসলা কব্দ খন্দা বানান ... শিখিলেই যে তারক জ্ঞান।' দর্পণ, ১৮৩১।

বানান-জ্ঞান [বানান+স জ্ঞান] বি বানান বিষয়ক নিয়ম-কানুন জ্ঞান। 'এ বানান-জ্ঞান তাঁর আছে।' প্রমথ, ১৯১৭।

বানানরীতি [বানান+স রীতি] বি বানানের পদ্ধতি। 'ইংরেজি বানানরীতিতে অসংখ্য নিত্যশব্দই হাস্যকর।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বানানো ১ কি তৈরি করা। 'কুছকারে জল পাত্র যদি বা বানো।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ কি পরিণত করা। 'শব্দ এক বস্তু বাহাতে সঁদ, যে পক্ষীদিগের এমন সাংখ্যিক বানান যায়।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ৩ কি কল্পনা করা। 'সে সভ্য বানাইয়া বলিধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বিণ প্রকৃত। 'তোমাদের বিলাতে বানানো একটা কলের গাড়িতে তুলিয়া দাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। বানাইতে কি তৈরি করতে ওয়া, ১৭৮২।

বানাএ ক্রি তৈরি করে। 'কৃষ্ণকারে জল পাত্র যদি বা বানাএ।' বাহ্যম, ১৬৫০। বানায় ক্রি তৈরি করে। 'তরকারি বানায় খাব।' রামস্বয়ম, ১৭৮০। বানিয়ে-তোলা ক্রি বানানো। 'এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। বানিয়ে-বানিয়ে ক্রি বিন্যাস কল্পনা করে; কোনোমতে। 'ইনিয়-বিনিয় বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। বানিয়ে বসিয়ে ক্রি গোঁজামিল করে। 'মুদ্রকস্বয়মকে জিজ্ঞেস করে বানিয়ে বসিয়ে দি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বানানেওলা বি তৈরি করেছে যে। 'তার সবটুকু ওর বানানেওলা রাক্ষসমিত্রির চেহেও আমি বেশী জানি।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

বানানো বি মনগড়া; মিথ্যা। 'হাসিয়া সবাই কহে - যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহানো নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'এসব আপনার বানানো কথা বাবা।' মানিক, ১৯৩৬।

বানানো ক্রি পিটিয়ে শিক্ষা দেওয়া। 'বানো শালাকে হিঁড়ে ফেলা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বানারসী বি কাশীতে প্রস্তুত শাড়ি। 'সম্মুখের দামনের সহিত কনের বানারসী পোশাটার এক কোণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।' বোকেয়া, ১৯৩০।

বানারসী শাড়ী বি কাশীতে প্রস্তুত শাড়ি। 'একবাণি বানারসী শাড়ী ও এক সূঁট পিটির গহনা চাহিয়া আনি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

বানি বি মন্ত্রি। 'জহিআ কাহ মেল তোহে আনি/ মনে পাওল ভেলে চৌখন বানি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বানি, বানী [স বানী] বি কথা। 'প্রজাপতি বলে বানি।' মালাধর, ১৫০০; 'পিরীতি বান্ধিত বানী অমৃত সরস।' বাহ্যম, ১৬৫০।

বানি [স বানী] বি বহন মাছ। 'বানি লাটা গড়ই উলকা শৌল শাল ভাজত, ১৭৬০।

বানিজ [স বাণিজ্য] বি ব্যবসা। 'কৃষি বানিজ্যের হেতু রাধিকামুখ্য।' মালাধর, ১৫০০।

বানিজ্য [স বাণিজ্য] বি ব্যবসা, কেনাবেচা। মেয়র, ১৭৮৭।

বানিয় [স বাণিজ্য] বি বাণিজ্য। 'সে বানিয়াতে গিয়াছিল ...।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

বানিয়া বি বণিক; বেলে। 'বানিয়ার মতো করে কড়ার-গণ্ডয় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত।' নজরুল, ১৯২৭।

বানিজ্ঞা [স বণিক] বি বেলে। 'কুলে জর্ঘ্য বানিজ্ঞার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বানিয়াস বি গোষ্ঠির মতো বাটো জামাবিশেষ। 'সে রাতে গরম বানিয়াস ... পড়ে শুখা।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

বানী [স বানী] বি কথা। 'ন বুগুণি হইলরী বানী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বানু [স] ১ বি মেয়ে। 'এইরূপে বানু, ব্যাকুলিত তনু।' কয়লুদ্রেরসা, ১৮৭৬। ২ বি গ্রিয় নারীর প্রতি প্রেমময় সম্বোধন। 'বাত্তিরূপে বানু এ-মন্তকে নামুক লানং।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বানোয়াট [সি] ক্রি মিথ্যা। 'লোবহাসের বাপের নাম করে বানোয়াট সব সংলাপ।' ইলিয়াস, ১৯৭৫।

বাভিল [সি] বি একসঙ্গে বাঁধা জিনিসপত্রের আঁট। 'খাতা এবং বাভিলবন্ধ কাগজের হস্তে প্রবেশ হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বান্ডর [স] বি প্রাসঙ্গিক। 'বান্ডরই হোক আর আবান্ডরই হোক ...।' ওয়ালী, ১৯৪২।

বান্ড্য [স বান্ধি] বি বন্ধি। মানোএল, ১৭৪৩।

বান্দর [স বানরা] বি বানর। ওর্গা, ১৭৮২। বান্দর লাটি বি ছিদ্রযুক্ত লাঠি। মানোএল, ১৭৪৩।

বান্দা [স বন্ধ] ক্রি বাঁধা। 'সিকীপুংস রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' মালাধর, ১৫০০। বান্দহ ক্রি বাঁধা। 'কুজপাশে বান্দহ দশৌক কপিহার।' অলাওল, ১৬৮০। বাশিরা ক্রি বেঁধে। 'সমিগের গলাএ বান্দিয়া আইল সাপ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বাশিল ক্রি বাঁধা; বন্ধন করলে। 'উদ্বন্দ দিয়া যসোদা বান্দিল তাহারে।' মালাধর, ১৫০০। বান্দীতে ক্রি বাঁধতে। ওর্গা, ১৭৮২। বান্দে ক্রি বাঁধে। 'সিকীপুংস রত্নমালা দিয়া বান্দে কেস।' মালাধর, ১৫০০।

বান্দা [স বন্ধ] ক্রি বাঁধা। 'মুকুতায় মণি বাঁধা টানাইল পাট চাঁদা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বান্দা [স] ১ বি গোলাম। 'তার হুকুমতে যত বান্দা যায় মারা।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি সৃষ্টি। 'তত্ত্ববিজ্ঞ করিবে আত্মা বান্দা সবাকার।' গরীব, ১৭৭৫।

বান্দাজী বি ক্রীতদাসত্ব। 'এই করারে বান্দাজীর পত্র দিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

বান্দাজী বি ক্রীতদাসত্ব। 'বান্দাজীরা প্রত্যাগত কার্য্যক আপে আমি দুর্ভাগ্যীতে প্রান বাচাইতে পারি না।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

বান্দাপনা বি প্রার্থনা। 'রাজার পক্ষ ইহায়া আর্জি ও বান্দাপনা অর্থাৎ প্রার্থনা এবং জোপ উৎসর্গ করেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

বান্দাবাজার [স] বি দাস বন্দোবস্তের হাট। 'বান্দীর মত আনব বেছে বনের বান্দাবাজার থেকে।' মেডেল, ১৯১২।

বান্দি, বান্দী [স] ১ বি ক্রী চাকরানি; দাসী। 'সুখম কৌসলকা/ চুলিল রত্ননশালা/ বিবি চাখে বান্দি যথা রাখে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'হুত্বী বান্দি বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।' ভাটত, ১৭৬০। ২ বি ক্রী ক্রীতদাসী। 'বুড়ি এক বান্দি পাইয়া কিনিয়া বাজারে।' গরীব, ১৭৬৫।

বান্দিজাদা [স] বি বান্দী বা ক্রীতদাসীর গর্ভে জাত মালিকের পুত্র। 'ঘন ঘন বান্দিজাদায় করহ চুখন।' গরীব, ১৭৬৫।

বান্দীপিরি [স] বি দাসীর কাজ। 'তোরা মা বান্দীপিরি করে চৌধুরীবাড়ি।' কায়াসর, ১৯৬২।

বান্দীর পুত্র বি গালিবিশেষ। 'বে-তমিজ বান্দীর পুতেরা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বান্দুলি [স বন্ধুলী] বি ফুলবিশেষ। 'শিয়রে আছে মোর ঔষধের মুলি/ দেওলি বান্দুলি আর ইষ্যরের মুলি।' বিজয়, ১৬৫০।

বাঙ্কই [স বাঙ্ক] বি প্রিয়জন। 'হাবা পূয়া প্রান সমা বাঙ্কই আমার।' মালাধর, ১৫০০।

বাঙ্কশ [স বন্ধন] বি বন্ধন। 'বিবিহ বিআশক বাঙ্কশ তেডিউ।' চর্চা ৯, ১২০০।

বাঙ্কন [স বন্ধন] বি বাঁধন। 'সদয় হৃদয় কৃষ্ণ বাঙ্কন মানিল।' মালাধর, ১৫০০।

বাঙ্কব [স] ১ বি বন্ধ। 'সপুত্র বাঙ্কবে বাড়ে/ লঙ্কার রাববে ল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রিয়জন। 'বাঙ্কব কৃষ্ণ করে বাঙ্কবে আচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চৌসিগে বাঙ্কব মোগা গলায় চুলসীমালা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আত্মীয়স্বজন। 'যে শ্রীহাদি বাঙ্কবেরা বালকদিগসিগকে পাতশালায় প্রেরণ করিত ইচ্ছুক হন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

বান্ধবতা [সি বি বন্ধুত্ব]। 'আত্মীয়তা বান্ধবতার মধ্যে জাগিয়া উঠে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

বান্ধববর্জিত [সি] বি বন্ধুহীন। 'বান্ধববর্জিত আমি, গুণীয়া করেন অবহেলা সর্বক্ষণ।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭২।

বান্ধব সমাজ [সি] বি বন্ধুপরিজন। 'অনুভবে বন্দিলেক বান্ধব সমাজ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বান্ধববন্দনব্যবস্থা [সি] বি বন্ধুর মনের কষ্ট। 'একবার ভালো করে করো অনুভব/ বান্ধববন্দনব্যবস্থা বান্ধবদলেরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বান্ধবী [সি] বি স্ত্রী বান্ধব। 'নৃপতি বলএ জন প্রাণের বান্ধবী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বান্ধবী-মহলা [সি বান্ধবী+আ মহলা] বি বান্ধবীদের দল। 'প্রাচ্য সংকেত সৃষ্টি করলে বান্ধবী-মহলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৩।

বাছা [সি বচ্চ] ক্রি বাধা। বাছা ক্রি বাঁধে। 'চীতাব বাকলজ বাকলি বাক্স'। *চর্য্য* ৩, ১২০০। বাছিসি ক্রি বেঁধেছিল। 'বাসিত ফুলে রাখা বাক্সি কেশ'। *বড়ু*, ১৪৫০। বাছালা ক্রি বাঁধা। 'পান ফুল সিঁয়া হায়ে বনন বাছালা মায়ে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। বাছি ১ ক্রি বেঁধে। 'তোরে দুই কুচকুচ বাক্সি নিজ গলে'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ ক্রি বাঁধি। 'হাতে গলে বাক্সি মায়ে'। *কুরুদাস*, ১৫৮০। বাছিয়া ক্রি বেঁধে। 'হোসেনের সুতের বাক্সি দুইক'। *বাহরম*, ১৬০০। বাক্সিয়া ক্রি বেঁধে। 'বাক্সিয়া তোমার হইবো পরাণ'। *বড়ু*, ১৪৫০। বাক্সিয়া ক্রি বেঁধে। 'পোটলী বাক্সিয়া রাখ নহলী যৌবন'। *বড়ু*, ১৪৫০।

বাক্সি ক্রি বাঁধা। 'হামেশা বাক্সি জীন বায়ের পিঠেতে।' *গরীব*, ১৭৬৫। বাক্সিয়া ক্রি বেঁধে। 'বাহকে বাক্সিয়া ছিল পর্বত পানানে'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। বাক্সি ১ ক্রি বেঁধে। 'লাকে কিন বড়ী খাই বাক্সি জাই'। *বড়ু*, ১৫০০। ২ ক্রি পরিধান করলে। 'অধরে বাক্সি গুলশ নালিকা উকল'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ ক্রি বাঁধ দিলে। 'মেসকুশে বাক্সি চার'। *কুরুদাস*, ১৭২০। বাক্সি ক্রি বাঁধা। 'এ হুগিয়া মিসর বাক্সি উজ্জত'। *সুলতান*, ১৭০০। বাক্সিলা ক্রি বাঁধা। 'ই যকলে বাক্সিলায় মেসকু উপম'। *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বাক্সি ক্রি বাঁধা। 'সুখের সাগিয়া এ ঘর বাক্সি'। *জান*, ১৬০০। বাক্সিলা ক্রি বেঁধে নিশা। 'বাক্সিলা'। 'গোআলী বাক্সিলা পড়ল দড়া'। *বড়ু*, ১৪৫০। বাক্সি ক্রি বেঁধে। 'পাছ কেতুআল পড়ল পায়ে পিটত কাছী বাবী'। *চর্য্য* ১৪, ১২০০। বাক্সে ১ ক্রি আকার ধারণ করে। 'যাবত পবনে ডেউ নাহি বাহে পাণী'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ ক্রি বন্ধন করে। 'ভিড়িয়া বাক্সে লোটলে'। *বড়ু*, ১৪৫০।

বাক্সা ক্রি বিধি। 'কিতা কপুদার বাক্সা উপরে টানায় ঢান্দা'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। বেছে ক্রি খুঁজিত করে। 'চুড়া বেছে যাব চল বেছা কল-আবি'। *দীপ্তি*, ১৫৫০। বেছেছিল ক্রি বেঁধেছিলো। 'উদুপলে বেছেছিল কুছকে যশোদা'। *মানিকরাম*, ১৬৮১। বেছ্যা ক্রি বেঁধে। 'আনিব কর্পূলে বেছ্যা'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বান্ধানো [সি বচ্চ] বিধি বাঁধাই করা হয়েছে এমন। 'কাহারো দস্ত বান্ধানো'। *ডাবলী*, ১৮২৮।

বাছা [সি বচ্চ] ১ বি বন্ধক; অধরে জন্য গচ্ছিত বন্ধ। 'নহে রূপ যৌবন খুঁজী যাযা বাছা'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি বাধা। 'পাকি কোটালের আসে বাছা কর দুরে'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাক্সি [সি বাক্সী] বি ফুলবিশেষ। 'ফুল বাক্সি কমলক সজ'। *শেখর*, ১৬০০।

বাক্সী [সি] বি একপ্রকার ফুল। 'মুখরটি মনোহর অধর সুব্রত'। *ফুল বাক্সি কমলক সজ'। বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বান্যা [সি বনিকা] বি বেনে। 'লক্ষপতির বাসে নানা দেশের বান্যা আইসে'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বান্যাজাল বি বনিকণ। 'আল্যা বান্যাজাল মোরে হয্যা কাল দুহু কহাইতে তোমা'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাপ [সি বচ্চ] ১ বি বাবা। 'মূল গণলি বাপ সংহার্য্য'। *চর্য্য* ২০, ১২০০। ২ বি বাপন; পুত্র বা পুত্রস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি স্নেহসূচক ডাক। 'না জাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া'। *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ বি পিতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব'। *কেব্রি*, ১৮০২।

বাপকেলে বিধি পৈতৃক। 'দুচারজন বাপকেলে সম্পত্তি আগলাছে'। *শ্যামল*, ১৯৬৭।

বাপ-ঘর [বাপ+পা ঘর] বি বাপের বাড়ি। 'ফুলিয়া নগর মোর বাপ-ঘর'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাপবেঁধা বিধি বাবার কাছে থাকতে পছন্দ করে এমন; পিতার অনুরক্ত। 'ছোটোবেলাতেই মেয়ে খুব বাপবেঁধা ছিলো'। *ইন্দিয়াস*, ১৯৭২।

বাপাঞ্জী [বাপ+হি জী] বি বাবা। 'আমার বাপাঞ্জী কুকুর নিয়ে মানুষ খাইয়েছেন'। *মশারফ*, ১৮৬৯।

বাপখন [বাপ+সি খন] বি পুত্র; ছেলে (স্নেহসূচক সম্বোধন)। 'বাপখন বাছা মোর ছেড় নারে ভিটে'। *গরীব*, ১৮৫৮।

বাপ বাপ বলে ক্রি বিধি নতপিরে; অতিশয় ব্যাভাষীকার করে। 'সে বাপ বাপ বলে তোমার চিহ্ন তোমাদি কিরিয়ে দেবে'। *নজরুল*, ১৯২৫।

বাপ-বেটী বি পিতা-পুত্র। 'এই প্রাণখোলা আশাপুরে অভাবেই বাপ-বেটায় ... ফুল বুঝাবুঝি জমা হৈতে থাকে'। *মনসুর*, ১৯৫৫।

বাপমা [বাপ+মা] বি মা ও বাবা। 'মোহিয়া বাপমা এ চিন্দুপল ধরি'। *মাদাধর*, ১৫০০।

বাপভাই [বাপ+সি ভাই] বি বাবা ও ভাই। 'ইহমিহ্ন বাপভাই কি করিতে পারে'। *বাহরম*, ১৬৫০।

বাপ-মা-মহা বিধি বাবা-মা মারা গেছে এমন; প্রতিম। 'আমার বাপ-মা-মহা অনাথ ছোটো ভাইটির সাথে'। *নজরুল*, ১৯২৭।

বাপসোহাগী বিধি স্ত্রী বাবার আদর পেয়েছে এমন। 'তার সব কটা মেয়ে বড়ো বাপসোহাগী'। *ইন্দিয়াস*, ১৯৭৫।

বাপাঙ্ক [বাপ+সি অঙ্ক] বি বাপ তুলে গালি। 'যে বেটী বাপাঙ্ক কল্যে সে মুটোর তেতর এসো'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

বাপাঙ্ক করা ক্রি বাপ তুলে গালি দেওয়া। 'সে বেটী বাপাঙ্ক কল্যে সে মুটোর তেতর এসো'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩; 'বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু'বেলা বাপাঙ্ক করেছে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বাপে-তাড়ানো বিধি বাবা তাকিয়ে দিয়েছে এমন। 'বাপে-তাড়ানো মায়ে-খোদানো গরীব বালক'। *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বাপের বাড়ি বি স্ত্রীর বাবার বাড়ি। 'না হয় তুমি মাও বাপের বাড়ি'। *নজরুল*, ১৯৩৩।

বাপা [সি বচ্চ] ১ বি পিতা; বাবা। 'কেন হেনে বেলে বাপা অজ্ঞোপ বচন'। *মাদাধর*, ১৫০০। ২ বি বাছা। 'তন বাপা তোমারো করিএ অভিমান সজী থিএ তোমার টুটিস অবধান'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাপাঞ্জী [বাপ+হি জী] বি পুত্র বা পুত্রস্থানীয়দের প্রতি স্নেহসূচক

সমোদন। 'বাণাজী ভূমি এ বাটীর চিকিৎসক।' দর্পণ, ১৮২১।

বাণি বি পুত্র বা পুত্রস্থানীদের প্রতি স্নেহশূর্য সম্বোধন। 'তাহাকে বৃকে ভুলিয়া বলিলেন – বাণি! তারা, ১৯৪২।

বাণী [স] বি বড়ো পুকুর বা দিঘি। 'ভরুপক্ষ্মীতে, বাণীভটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বাণু [স বহুঃ] বি বাণ; স্নেহস্বাদাক্ত সম্বোধনবিশেষ। 'আইস বাণু বলরাম কানাক্রি লগয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

বাণুজী বি বেচার। 'ভবি চড়ি নাচয় ডোহী বাণুজী।' চর্চা ১০, ১২০০।

বাণুড়ে বি বেচার। 'সৈসবে বাণুড়ে সীমা ছাড়ল জউবল বাঁধল ফেদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বাণুড়া [স বাণুড়] বি লুপ্ত। 'নাড়ি বিচারন্তে সেব বাণুড়া।' চর্চা ২০, ১২০০।

বাফার ষ্টক [হি] বি আশুকাঙ্গের জন্মে সঞ্চয়। 'বাফার ষ্টকের ফলে ইহা হইতে পারে নাই।' আলোড়ন, ১৯৬৪।

বাব' [আ বাবত] ১ বি দক্ষ। 'সেলামী বাঁসগাড়ি/ নানা বাবে জুত কড়ি/ নাহি দিহ শুকরাট দেশে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কাবের অধ্যায়। 'প্রথম বাব: ভৌমিদের কথা।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ বি অবলম্বন। 'আম্বেরে সবার বাবে নাই নবী বই।' গরীব, ১৭৬৫।

বাব' [মন্যনা] বিণ কথ্য বলতে পারে না এমন; মুক। মনোএল, ১৭৪৩।

বাবই [স বব্বী] বি ছোটো পাখিবিশেষ। 'বলকা বর্জিকা হুস/ শেন ভাস করে ধ্বংস/ রাসচোরা বাবই জেকিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাবড়ি [ক্য বাবর] বি কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। 'বাবড়ি দুলিয়ে টেঁচিয়ে উঠলে রঙিন ব্রুকপরা শাখতী।' বুদ্ধদেব, ১৯৪৯।

বাবত [আ] ১ অব্য জন্মে। 'তোমার এছানো আমার কাপড়ের বান্ধুটাকা ছিল।' হালহেড, ১৭৭২। ২ অব্য দরুন। 'সন ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাবত জে কিছু কড়ি দাবিল হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

বাবদ [আ বাবত] ১ অব্য দরুন। 'রাজার কদম করা বাবদ তকসিম হইয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৮৭। ২ বি ক্ষেত্র; বিষয়। 'কোনও কোনও বাবদে আমাদের নকল করতে হবে ইয়োরোপকে।' মুজতবা, ১৯৫৮।

বাবদী অব্য দরুন; বাবত। 'এক দক্ষা কাত বরত বাবদী বিবি দেন ...।' মেঘর্ষ, ১৭৫৮।

বাবরি, বাবরী [ক্য বাবর] বিণ কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। 'চুল বাবরি-করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'কাল সাপের কৃষ্ণর মত বাবরী মাথার চুল যে ওড়ে।' জগীশ, ১৯২৯।

বাবরি-করা বিণ লম্বা কুঞ্চিত ক'রে ছোটা। 'চুল বাবরি-করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বাবরিকাটা বিণ লম্বা কুঞ্চিত ক'রে ছোটা। 'মাথার চুল বাবরিকাটা।' অবন, ১৯২৭।

বাবরী-চুলওয়ালা বি কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কৌকড়ায়ে চুল আছে যার। 'সেই যে বাবরী-চুলওয়ালা।' মুজতবা, ১৯৪৯।

বাবরীচুলো বিণ বাবরি চুলওয়ালা। 'একটা বাবরীচুলো ছোকরা।' প্রমথ, ১৯৩১।

বাবরুচিখানা [তু বাবর্চি] বি রন্ধনশালা। 'মামুর হইল মোর

বাবরুচিখানা।' ভারত, ১৭৬০।

বাবশা [স বব্বী] বি কটায়ুক্ত গাধাবিশেষ। 'বুড়ি মামুড়ি কাটিল বাবশা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাবশাবন বি বাবশা গাছের বন। 'বাবশাবনে ওই দেখা যায় ডাঙ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বাবা [স বহু, তুলনীয় তু বাবা] ১ বি পিতা। 'তোমার আশিবে জদি বাবা আইল জিয়ায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পুত্রস্থানীয়কে আপরে ও স্নেহসম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ। 'বলিবে কি যাই বাবা বাবা আনিবারে।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বি সন্ন্যাসীকে সম্বোধন। 'বাবা, কিছুই তো বুঝিলাম না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি অধিকৃতর শক্তিশালী যে। 'মন্দা-মেয়ে পুরুষের বাবা।' নজরুল, ১৯৩১।

বাবা গো মা গো – ভয়ে বাবা ও মাকে স্মরণ করে চিৎকার। 'বাবা গো মা গো বলে ...।' নজরুল, ১৯২৬।

বাবাজী, বাবাজী [বাবা+হি জী] ১ বি পিতাজি। 'কোন দোষে বাবাজি পয়ে দিলি ছুরি।' গরীব, ১৭৬০। ২ বি জামাতা অথবা পুত্রকে স্নেহ-সম্বোধন। 'আদ্রান বীশে বহুকাল হইল বাবাজীর পুত্রাদি কোন সমাচার পাইনাজী।' ওগাঁ, ১৭৭৯। ৩ বি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। 'উহার এমন মহিমা যে, বাবাজীদের সঙ্গে কথাবার্তা হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'বৃন্দাবন থেকে এক বাবাজি এসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বাবাজিউ [বাবা+হি জী] বি বেশধারী সাধু। 'বাবাজিউরা দাড়ি মুগুইয়া গাশি দিতেছেন।' রক্তিম, ১৮৮৪।

বাবাজীবন [বাবা+স জীবন] বি জামাতাকে স্নেহের সম্বোধন; বাবাজি। 'বলিল বাবাজীবন সেখানে পালকি নিয়ে গিয়ে হাজির হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

বাবামশার [বাবা+স মহাশয়] বি অতিশয় শ্রদ্ধাসূচক বাবা সম্বোধন। 'বাবামশারের সঙ্গে প্রথমবার বোলপুতের ব্যাপানে গিয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাবারও বাবা আছে – বড়র উপরেও বড় আছে। সুবল, ১৯০৬।

বাবার বাবা বি কর্তার কর্তা। 'খবর বেটা তো এমন শালা নয়, সে আবার বাবার বাবা।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বাবি [স বাবু] বি বাবু। 'আনল বরণ বাবি মুক্তিকা জঞ্জিল।' সুপদান, ১৭০০।

বাবিলন [হি] বি ইরাকের প্রাচীন সভ্যতা বিশেষ। 'বাবিলন দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিবরণ ... করা যাইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বাবু [ক্য] ১ বি পিতার মতো মান্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করার শব্দ। 'খির অপমান বাবু না দেখে একবার।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি হিন্দু ধর্মী জ্ঞানকে। 'শ্রীমুখ বাবু রাবাকান্ত দেব এক নতুন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮১৯; উমানন্দ ঠাকুরও এ সোলাসিতীর অন্তঃপ্রাণী হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ বি হিন্দু ধর্মী পরিসরে আদুরে সম্ভান। 'আপনকার এত ঐশ্বর্যে এ সম্ভান হইয়াছেন, ইনি বাবু হইবেন।' দর্পণ, ১৮২১; 'মেঘরাণী গর্তজাত একজন সাহেব অনিয়া বাবুদিগের পাঠকরণ নিযুক্ত করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি মহাশয়। 'ভট্টাচার্য্য মুন্সী বাবুর বাটিতে অধ্যক্ষ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৫ বি জমিদার। 'উত্তরঙ্গ বারোতে বাবুর তাগর শূনা।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'বাবু বলিলেন, বুঝেই উপন ও জমি লইব কিনে।' রবীন্দ্র, ১৮৪৫। ৬ বিণ সম্ভান। 'অনেক মান্য ইউরোপীয়ান এবং এতদেশীয় বাবু লোকেরা দর্পনবর্ষে গমন করিয়াছিলেন।' দর্পণ,

১৮৩৭। ৭ **বিশ** বিলাসী; আয়েশি। 'বাবুরামবাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন।' **গ্যারী**, ১৮৫৮। ৮ **বি** সম্রাজ ও শৌখিন ব্যক্তি। 'কলকাতার কতিপয় বাবু।' **হুতোম**, ১৮৬৮। ৯ **বি** পরিশ্রমবিমুখ। 'ইহার বাবু নাহে, গরিব শ্রীলোকেরা শ্রমীর সঙ্গে সমান কাজ করে, লাভল বহে, জল টানে।' **কৃষ্ণজবিনী**, ১৮৮৫। ১০ **বি** ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু যুবক। ১১ **বি** কেরানি। 'আর্টারি আপিসের বাবুদের সঙ্গে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭। ১২ **বি** বাড়ির কর্তা। ১৩ **বি** কর্তার সন্তান। ১৪ **বি** হিন্দু অস্ত্রলোকের সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ।

বাবুআনা [বাবু+ফা আনা] **বি** বিলাসী হালচাল। 'মারে মগ আনা ছেনা, সদা থাকে বাবুআনা।' **ভবানী**, ১৮২৫।

বাবুগিরি [বাবু+ফা গিরি] **বি** বাবুসুল আচরণ। 'অনেক বাবুগিরি জারি জুরি করিয়াছি।' **ভবানী**, ১৮২৫।

বাবু-গোছ **বিশ** বাবুদের মতো। 'বাবু-ঘোষা হয়ে সেও একই বাবু-গোছ হয়ে গেছে।' **নজরুল**, ১৯৩৮।

বাবুজি, **বাবুজী** [বাবু+জি জী] **বি** অস্ত্রলোকের প্রতি সম্মানজনক সম্বোধন। 'বাবুজি কুর্পিশ ধেরা বক্কায়ন বিচ ডেরা।' **রামধনসাদ**, ১৭৮০। 'বিজয়শোভিন সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে ...' **দর্পণ**, ১৮২০।

বাবুজানা **বিশ** বাবুগিরি: বিলাসী হালচাল। 'যাক চাইনে বাবুজানা, গরিবানা খানা ...' **৩৩**, ১৮৫৮।

বাবুয়ানি, **বাবুয়ানী** ১ **বি** বাবুগিরি। 'বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে।' **বনফুল**, ১৯৩৬। ২ **বিশ** ভাষা নয়া এমন। 'এ শহরে বরক, বাবুয়ানী বরক। সত্যিকার ঝাঁট বরক পড়ে পানিশিরে।' **মুক্ততবা**, ১৯৪৯।

বাবু-সমাজ [বাবু+স সমাজ] **বি** শৌখিন জলদ্যাকরণ; কেতাদুরস্ত হয়ে চলে এমন সমাজ। 'মেজবাবুর বাবুয়ানি দেখে কলকাতার গরিব সমাজের ডাক লেগে গিয়েছে।' **বিমল**, ১৯৫৩।

বাবুসাব [বাবু+আ সাহিব] **বি** সমাজের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ব্যক্তি; অস্ত্রলোক। 'কুলি বলে বাবুসাব ভারে চলে দিল নীচে ফেলে।' **নজরুল**, ১৯২৫।

বাবুই [স বক্কী] **বি** হোটো পাখি বিশেষ। 'নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাবুড়।' **ভারত**, ১৭৬০।

বাবুই **বি** শক্ত ভূগবিশেষ। 'চুলওলো সব বাবুই দড়ি।' **নজরুল**, ১৯২৬।

বাবুই দড়ি **বি** দীর্ঘ ও শক্ত এক প্রকার ভূগ দিয়ে তৈরি বসি। 'চুলওলো সব বাবুই দড়ি।' **নজরুল**, ১৯২৬।

বাবুত [আ বাবত] **ক্রি** বিব বাবন; কারয়ে। 'আখন বাবুলী ছদি কল্পন হালীম কোশ বাবুত দাণ্ডা করে ...' **চিঠিপত্র**, ১৭৭৭।

বাবুল **বিশ** জন্মে; কারয়ে; দক্ষন। **মের্স**, ১৭৫৮; 'খাতির জমায় আবাদ তরদুদ করহ আর কোন বাবুদ সহিত দায় নাই।' **ভেরদিল**, ১৭৯১।

বাবুলী **বিশ** নির্ধারিত; তালিকাভুক্ত। 'এক খত বাবুলী আড়কাট ৪০০ চারি সুও তজ্জা।' **মের্স**, ১৭৫৮; 'মণ্ডগালী ৩৩০০০ তেরিহ হাজার মোন চাউল বাবুলী।' **ক্যালগে**, ১৭৬৮।

বাবুলু **পুং** [ফা বাবু] **বি** আরম্ভ পুং। **মানেএল**, ১৭৪৩।

বাবুরটি [তু বাবার্টি] **বি** পাচক। 'বাবুরে আবশ্যকি চাকর এই কর জন ... মসলাটি বাবুরটি আবদর ডেক্তি মেহতর ...' **কেরি**, ১৮০২।

বাবুরচিখানা **বি** রান্নাঘর। 'মুসলমানের বাবুরচিখানায় পকু দুচ্চ

হিন্দুর অশৃশ্য।' **ইমান**, ১৯০০।

বাবুর্চি, **বাবুর্চি** [তু বাবার্চি] **বি** পাচক। **মানেএল**, ১৭৪৩; 'মহাশয়ের মহা বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়।' **হুতোম**, ১৮৬১; 'মরমে বাবুর্চি-জীবনলীলা সাধ করে।' **রোকেয়া**, ১৯০৪।

বাবুর্চিখানা, **বাবুর্চিখানা** [তু বাবার্চি+ফা খানা] **বি** রান্নাঘর। 'ঐ বাবুর অস্ত্রগাতি ওদাম ও বাবুর্চিখানা ও আতাবল প্রভৃতি আছে।' **দর্পণ**, ১৮৩০; 'শহরের সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ করে।' **মাহেনত**, ১৯৪৯।

বাবুর্চিগিরি **বি** রান্নার কাজ। 'ভান্নার রান্নাবাড়ী ও বাবুর্চিগিরি করব না।' **মনসুর**, ১৯৪৫।

বাবুল **বি** যুবক বিশেষ। 'শ্রীহট্টের কনাজলে জন্মে গরান, বাবুল ও সোনালী প্রভৃতি গাছ।' **মাহেনত**, ১৯৪৯।

বাবেল [হি] **বি** বাইবেলের বর্ণনামতে শর্পে খাওয়ার লক্ষ্যে নির্মিত মিনার। 'যেমন বাবেল থেকে মানুষের ধারা ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে।' **মাহমুদ**, ১৯৬৬।

বাম [স] ১ **বিশ** বামদিকস্থ। 'সাক্ষ্যত চড়িলে দারিহ বাম মা হৌহী।' **চর্যী** ৫, ১২০০। ২ **বি** বামদিক। 'দক্ষিণে লজ্জি সোভে বামে সরষতি।' **মাগাধর**, ১৫০০। ৩ **বিশ** বিমুখ। 'ভুমি সর্বতপথায় সেবকে হইলে বাম।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ৪ **বিশ** প্রতিফল। 'দুই মন করে যদি তারে বাম হয় বিধি।' **রূপরাশ**, ১৭৫০।

বামকর [স] **বি** বাম হাত। 'বামকর হস্তে কেবা করে দান ধর্ম।' **সিঁড়ায়**, ১৬৫০।

বামফ [স] **ক্রি** **বিশ** বাম পাশে। 'বুত্তনা পেলিল পাটী পড়িল বামফ।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

বামতম [স] **বিশ** একান্ত বিমুখ। 'এত দিনে এবে বামতম মম প্রতি।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

বামদিগ [স] **বি** বামদিক। 'বামদিগে গদাধর তাম্বুল যোগায়।' **বৃন্দা**, ১৫৮০।

বামপাখি [স বামপখ] **বিশ** প্রতিফল আচরণ করে এমন। 'বামপাখি হইআ করিস কার পুজা।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

বামপাখী [স বাম+খি পখী; ইংরেজি সেফটিস্ট শব্দের অনুবাদ] **বিশ** সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে এমন; মার্ক্সবাদী। 'ভুমি বামপাখী।' **মনসুর**, ১৯৫৫।

বামপাশ [স] **বি** বামদিক। 'বামপাশে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

বামমার্গী [স] **বি** বামপাখী; সমাজতান্ত্রিক। 'ধীরে ধীরে সব বামমার্গীরাই বিভাড়িত হয়েছে।' **ধৃষ্টি**, ১৯৩১।

বামমার্গী [স] **বিশ** বামপাখী; সমাজতান্ত্রিক। 'ভোট চান তাই উজল আড়াই/ বামমার্গী সন্দস্য।' **অন্নদা**, ১৯৫১।

বামলোচনা [স] **বি** শ্রী সুন্দর চোখ যার; সুন্দর। 'সেই বামলোচনা, কি নিমিত্ত, তিরস্কার করিয়া, বৃদ্ধকে বিনাশ করিয়া।' **বিদ্যা**, ১৮৪৭।

বামা **বি** তবলার সঙ্গে বাম হাতে বাজাবার যন্ত্র; ব্যায়া। 'ভাইনের চেয়ে ডুলি ভালো অর্থাৎ কিনা বামা।' **নজরুল**, ১৯৩২।

বামাখি [স বাম+খি] **বি** শ্রী সুন্দর। 'বামাখি বিন্দু বিস্তৃতিত।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

বামাদিনী [স] **বি** স্ত্রীলোক। 'বলি আজ বামাদিনী, কল্শিত হুদয়ে।' **দীনবন্ধু**, ১৮৬৭।

বামাচারী

বামাচারী [স। বি বামশরী ব্যক্তি। 'তখাচ গ্রীসের টুটকীয় বামাচারী বিনেট চার্চলের ব্যাকরণে'। সূত্রী, ১৯৪৫।

বামাবর্ত [স। বি বামপন্থী রাজনৈতিক চক্র। 'পশ্চিম বাংলায় রাজনৈতিক সুনাথুনির বামাবর্ত ও সংগঠিত গুজামির সর্বদলীয় পৃষ্ঠপোষক ...'। শিব, ১৯৫৬।

বামাশ [স। ব্রাহ্মণ। বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; ব্রাহ্মণ। 'বিশেষে বামশ জাতি বড় দাগাদার।' ভারত, ১৭৬০।

বামদেব [স। বি হিন্দুদেবতা শিব। 'বামদেবে হৈলা বামমতি।' ভারত, ১৭৬০।

বামন [স। ১ বিপ বটে। 'বামন শরীর মাকড় বেশ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বিষ্ণুর অবতারবিশেষ (হিন্দুপুরাণ)। 'বামন রূপে তোকে বলিক ছলিলে।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি মানসিক দীনতায় ধর। 'রব না, রব না শূক, মুক বামনের এ সমষ্টিবাসে।' সূত্রী, ১৯০১।

বামন হয়ে চাঁদে হাত – অযোগ্য লোকের বড়ো কিছু পাওয়ার চেষ্টা। 'কি বলবে বৌ ঠাকুরক, বামন হয়ে চাঁদে হাত।' বন্ধিম, ১৮৭৮।

বামনবীর [স। বি বটে মানুষ। 'বামনবীর হবে না কি আবার।' জীবন, ১৯৩৩।

বামন [স। ব্রাহ্মণ। বি ব্রাহ্মণ। 'নামেক শহরে এক বামন আছিল।' গরীব, ১৭৬৫।

বামনা [স। ব্রাহ্মণ। বি ব্রাহ্মণ (তুচ্ছার্থে)। 'সভে আসিনেন এই বামনার হানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বামনা [স। ব্রাহ্মণ। বি নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিভাই খরপ্রোত বামনার খানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বামনাই [স। ব্রাহ্মণ>] ১ বিপ ব্রাহ্মণসুলভ। বিনা, ১৮৯২। ২ বি (বিদ্ভূত) ব্রাহ্মণত্বের গর্ব। 'বামনাই করা তো আমি ছেড়েই দিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বামনিয়া [স। ব্রাহ্মণ>] বিপ ব্রাহ্মণের ঘরের উপযোগী। 'বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহ নাগ্রি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বামনি [স। ব্রাহ্মণ। বি স্ত্রী ব্রাহ্মণী। বিনা, ১৮৯১।

বামনী বি স্ত্রী ব্রাহ্মণী। 'মার মার কর্যা কাপে খেদাড়ে বামনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বামনহাটী বি ভেজক গাছবিশেষ। 'কেতুকি খাতুকি কাটিল বামনহাটী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বামা [স। বি লন। 'ছার ডিঙ্গী বামা জাতী/ নানা দোহে উতপতী/ তাক কোণ রহে কত খনে।' বড়, ১৪৫০।

বামাচারী [স। বিপ নারীদেহ পূজারী। 'বোদেলের হইতেছেন তাত্রিক, বামাচারী, অখোর পত্নী কবি সাধক।' সবুজ, ১৯২১।

বামাশপ [স। বামা+হি পত্নী। বি ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের অনুসারী। 'বামাশপী বামশপী/ তাই তো দলে ডারী।' অন্নদা, ১৯৭২।

বামাসৈন্য [স। বি নারী সেনাবাহিনী। 'আমি একটি প্রবল বামাসৈন্য সন্ধান করতাম।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বামাশর [স। বি মেয়েলি কণ্ঠ। 'বামাশরে মন্দিরমধ্য হইতে এই শ্রম হইল।' বন্ধিম, ১৮৬৫।

বামাধন্য [স। বি নারী ধন্য। 'আমার ধন্য এখন যথার্থ বামাধন্য।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বামা

বামী [স। ১ বি স্ত্রী অধী। 'বড়বা নামেতে বামী – বাড়ব্রিগিণি।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি (বিদ্ভূত) নারী। 'যেথা যত আছে রামী ও বামী সকলেরই যেন গোলাম আমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বামুশ [স। ব্রাহ্মণ। বি ব্রাহ্মণ। 'শালার বামুশ কন্দুরে ঘর বেনিয়েচে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বামুশ-গিল্লী বি ব্রাহ্মণপত্নী। 'বামুশ-গিল্লীর বড় সাথ আমার সঙ্গে যায়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বামুন [স। ব্রাহ্মণ। ১ বি ব্রাহ্মণ। 'অরে বামন, তুই যদি ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি পুরোহিত। 'শিবের বামন কেবল গঙ্গাজল ছিঁচে।' হেতম, ১৮৬১।

বামুন শেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর – কর্তার অবর্তমানে তার অধীন লোকেরা কাজে ফাঁকি দেয়। সুবর্ণ, ১৯০৬।

বামুনমেয়ে বি স্ত্রী পাটিকা। 'বামুনমেয়ে, তোমারও কি একটু হুঁশ থাকতে নেই।' শরৎ, ১৯১৩।

বাম্পি [স। বি কুকুনি। 'প্রেম ঘন ঘন বাম্প দিতে শুরু করল।' আলোড়িন, ১৯৩০।

বাম্পন [স। ব্রাহ্মণ। বি ব্রাহ্মণ। 'রিসি যে তপসী নহি নহিক বাম্পন।' রামাই, ১৭৬৫।

বাম্প [স। বি বিরোধী মনোভাব। 'তথাপি সর্বদা বাম্প বক্রবাহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বায় [স। বায়ু। বি বাতাস। 'বায়নীর বায় তাপ দূরে যায়।' কেতক, ১৬৫০।

বায়জ্ঞান [স। বিমজ্জিম। অর্থ অনুযায়ী। ওর্গা, ১৭৮২।

বায়তি [স। বাততি। বি বাদক। 'বাত্যাতি বায়তি লয় তোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বায়ন [স। বামন। বি বামন। কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

বায়না [স। বায়+না। নামাং ১ বিপ অমিয় মৃত্যুদান। 'কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অমোই নিতাই দাসকে বায়না দিতেন।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বি কাজের অসীকার বা আমন্ত্রণ। 'সাপ ধরিবার বায়না থাকে।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি কাজের চাহিদা বা অর্ডার। 'নয়ানের কাছে একটা ঢোল মেরামতের বায়না এসেছে।' ফাহেনট, ১৯৪৯। ৪ বি আমহের সঙ্গে বার বার কিছু চাওয়া। 'নববর্ষে মুকির বায়নাং।' শামসুর, ১৯৬৩।

বায়না করা বিপ যেমনটা চাওয়া হয়েছিলো, ঠিক তেমনি; অতুলনীয়। 'লোকের বলে – বৌমা, তোমার শোকার হাসিটা বায়না করা।' বিজুতি, ১৯২৯।

বায়না ধরা ক্রি আবদার করা। 'একটি চালা তৈরির বায়না ধরিয়াছিল দরিয়াবিনি।' শওকত, ১৯৫৮।

বায়ন্ন [স। বিপঞগ্রাস্য। বিপ বাহ্যম্ সংখ্যক; ৫২। 'বায়ন্ন পুরুষে আর সোনের বেপার সেই বোটা আমারে বলএ অহঙ্কার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বায়ব [স। বিপ বাতাসের মতো; বায়বীয়। 'বায়বাকারে – অর্থাৎ মরুভূমিতে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বায়ব তাপ [স। বি বাতাসের উত্তাপ। 'বৃদ্ধাশ্রমের ঘর্ষণ-জনিত বায়ব তাপের কারণেই স্নায়ব তাপ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বায়বাকার [স। বায়ব-আকার। বি বায়বীয় রূপ। 'বায়বাকারে – অর্থাৎ

মরুভূমিতে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বায়বী [স] বিণ বায়বীয়; কাল্পনিক। 'বায়বী মোহ ধরেছে এঁটে, আশো ফুয়ার।' শক্তি, ১৯৬১।

বায়বীয় [স] বিণ বায়ু কৃত্য। 'বায়বীয় পদার্থসকল উৎপত্তি হয়ইয়া ...।' বক্তিম, ১৮৭৫।

বায়ব্য [স] বিণ বায়ু প্রবাহিত হয়ে এমন। 'বায়ব্য অক্ষল রক্তিত মঙ্গলদীপ।' সুপ্রীত, ১৯৪০।

বায়স [স] বি কাক। 'চটক ককট টিয়া বায়স শেচক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বায়সকর্ষ [স] বি কাকের মতো কর্ষণ কর্তৃ। 'বায়সকর্ষ বাসতকর্ষ ভেককর্ষ প্রকৃতি বলিয়া ... বিক্রম মনোভাব অনেক সময় প্রকাশ করি।' আজাদ, ১৯৫৫।

বায়সকুল [স] বি কাককুল। 'বায়সকুল আশিয়া নীবার ভোজন করিতেছে।' বনকুল, ১৯৩৬।

বায়সী [স] বি কাক। 'ভূমি ঘোড়শী, রুগশী, সরসী, বায়সী।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

বায়োকোপ বা বারোকোপ

বায়ানালিকা বি বুটনাট। 'কুমানহালিস কর্তৃক করতে হয় - তাতে বায়ানালিকা বিবর।' মুকুন্দবা, ১৯৫৯।

বায়াল [স] বিণ বায়ু। 'নিরল বায়াল সেব ধরিয়া বিক্রম।' গুণ, ১৯৫৮।

বায়ু [স] ১ বি বাতকর্ম। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩। ২ বি বাতাস। 'ভক্ণ কেশ ময়র বায়ু।' রায়মহাসন, ১৭৮০। ৩ বি কড়। 'বায়ু কর্তৃক গৃহ ভয় হয়।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

বায়ু-ইন্দ্র [স] বি বাতাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পুণ্ড্র আপনি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বায়ুকপিত [স] বিণ বাতাসে কাঁপছে এমন। 'বায়ুকপিত পল্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়ুকোষ [স] বি উত্তর ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী কোণ। 'বায়ুকোষে গুজরাট, নাট, জালন্ধর ইত্যাদি দেশ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বায়ুকোষ [স] বি বায়ুকোষ। 'বাতক, তড়কা, ভরঞ্জী, আমাশা থেকে তরু করে পিত্তাজল্য এবং বায়ুকোষ পর্বত যাবতীর বয়ীর রোপবিশারদ।' হাসান, ১৯৬৭।

বায়ুকোষ [স] ১ বি মাছের পটকা। 'মল্যাদিসের উদরে এক বায়ুকোষ আছে ...।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বি ফুলফুল। 'শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়।' বক্তিম, ১৮৭৫।

বায়ুগতি [স] ক্রিণি প্রত্যগতিতে। 'অন্তরীক্ষে যারে বৃষ বায়ুগতি ধারে।' বিজয়, ১৬৫০।

বায়ুহস্ত [স] ১ বিণ বায়ুগোচর। 'তোমাকে বায়ুহস্ত অনুমান করিয়া বাতবদারী কর্ষ করিতে করিয়া থাকিবেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ বায়ুহস্ত। 'বায়ু কালের বায়ুহস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বায়ুতঞ্চল [স] বিণ বায়ুতে অশান্ত। 'আজ সবস্যা দক্ষিণবায়ুতঞ্চল বিখ্যাপী দুরন্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়ুতরঙ্গ [স] বি বাতাসের মধ্যে ক্রমাগত প্রবহমান শক্তি। 'শব্দজান বায়ুতরঙ্গের আঘাতজনিত।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বায়ুভরী [স] বি বিমান। 'শতরীষবিশী একটা বায়ুভরী বিকল হয়ে

এামের মাঝখানে গেল শড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বায়ুতল [স] বিণ বাতাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকে এমন। 'বায়ুতল জন হইয়া গুরুসনে লড়ে।' কলীন্দ্র, ১৬৮৯।

বায়ুভাঙিত [স] বিণ বায়ুতে ভাঙিত। 'কাকরগুতো বায়ুভাঙিত হয়ে ছিটোটির মতো আমাদের বিন্দুতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বায়ুনাবিকসেন্য [স] বি বিমানবাহিনীর সৈনিক। 'বায়ুগোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিকসেন্য আফগানিস্থানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বায়ুশব্দ [স] বি আকাশশব্দ। 'বায়ুশব্দে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।' বক্তিম, ১৮৭৫।

বায়ুশ্রিবর্তন [স] বি বায়ু শান্তের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন। 'আমি কহিলাম, "বায়ুশ্রিবর্তন"।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বায়ুপুরাণ [স] বি হিন্দু মতে বায়ুদেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক পুরাণ। 'বায়ুপুরাণ, এবং মল্যাপুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।' বঙ্গমর্গন, ১৮৭২।

বায়ুশোত [স] বি বিমান। 'বায়ুশোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিকসেন্য আফগানিস্থানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বায়ুবৎ [স] বিণ বায়ুর মতো। 'কল ... লব্ধতর হইলে বায়ুবৎ হইয়া আমাদিসের প্রাণ হইত না।' অক্ষর, ১৮৪৩।

বায়ু-বুদ্ধ [স] বায়ু-বুদ্ধ বন্দুক। 'বি বায়ু সঙ্কেতিত করে যে বন্দুকে তুলি চালনা করা যায়: এয়ারবাল। 'একটি গোরা পুনঃ-রাজপথে বায়ু-বুদ্ধ হুড়িয়া আমোদ করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বায়ুবাণ [স] বি বায়ুরণ বাণ। 'সুখ্যাতি ও অখ্যাতির বায়ুবাণ হাতে মুক্ত তবে ভূমি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

বায়ুবেশ [স] বি বায়ুর প্রবাহ বা তোড়। 'বায়ুবেশে ডিঙ্গা সব হওয়া গেল দূর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বায়ু-বেয়ালা বি বায়ুরূপ বেয়ালা। 'মতানা শ্যামা দখিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালায় মিড়।' নজরুল, ১৯২৮।

বায়ুব্যাধি [স] বি পায়ালমি। 'বায়ুব্যাধিহীন করে প্রেম-পরকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বায়ুব্রত [স] বি রাজধর্মবিশেষ; বায়ু যেমন সর্বত্র ছুড়ে থাকে, রাজাও তেমনি প্রজাদের ভিতর-বাইরের সবকিছু জানবেন - এই হলো বায়ুব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, ... বায়ুব্রত, ... পৃথিবীব্রত: এই সব ব্রত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বায়ুভর [স] ১ বি বাতাসের প্রবাহ। 'দক্ষিণ বায়ুভরে পিগাধা করিয়া ফেলিবে।' সাধারনী, ১৮৭৫। ২ ক্রিণি বায়ুতে ভর করে। 'তরলিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি পালের জাহাজে বায়ুভরে চলেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

বায়ুভরা বিণ বায়ুতে পূর্ণ। 'বায়ুভরা পালের দোহাই।' মাহমুদ, ১৯৩৬।

বায়ুভুক [স] বিণ সূচ্যে অবহিত। 'বায়ুভুক আমাদের ভূমিশূন্য বাড়িতে কার্যক্ষেপে থাকতে হত।' প্রমথ, ১৯৩৮।

বায়ুমজল [স] বি পৃথিবীকে বেঁটন করে থাকা বায়ুর ভর। 'আমাদের ওপরে বায়ুমজল ৪৫ মাইল পর্বত ব্যাঙ।' জগদীশ, ১৮৭৫।

বায়ুম্যান্ডল [স] বি পায়ালমি। 'আদিখণ্ডে সেহে বায়ুম্যান্ডল করি চল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বায়ুরথ [স] বি বিমান। 'নিরন্তর শব্দসের প্রতি বায়ুরথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ

প্রভৃতি কাণ্ড। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বায়ুরাজ্য [সি] বি বাতাসের জগৎ। 'বিনা কারণে কেন্দ্রিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য শতভও করিতে উদ্যত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বায়ুরোগ [সি] বি পাগলামি রোগ। 'বায়ুরোগগ্রস্ত পাগলিতে ...।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

বায়ুসর্গা [সি] বি আতন। 'বায়ুসর্গা সহ বায়ু অক্রমিলে কানন, তাহার কে পারে রেখিতে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

বায়ুসম্ভার [সি] বি বায়ুসংগ্রহ। 'ইহার শূন্যমার্গে বায়ুসম্ভারশূন্য অতি উচ্চপ্রদেশে উঠিতেও কষ্টবোধ করে না।' জক্ষয়, ১৮৫৪।

বায়ুসম্ভরণ [সি] বি বাতাসে ভেসে চলা। 'চামটিকা বার হয় নিরালোকে ওপরের বায়ুসম্ভরণে।' জীবন, ১৯৪৮।

বায়ুসমুদ্র [সি] বি বায়ুরূপ সমুদ্র। 'বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রহরী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বায়ুসহযোগে [সি] ক্রিবিণ বাতাসের সঙ্গে। 'বসন্তসম্ভার সুগন্ধ বায়ুসহযোগে সেই বৃষ্ণাঙি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বায়ু-সাগর [সি] বি বায়ুরূপ সাগর। 'বায়ুতীর ভূতর ও খেচর জন্ত ঐ বায়ু-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।' জক্ষয়, ১৮৫৪।

বায়ু সেবন [সি] বি খোলা জায়গায় অমণ করে বিতৃদ্ধ বায়ু গ্রহণ। 'সাহেব লোকেরদের বায়ু সেবনার উত্তম হইবে।' দর্পণ, ১৮২১; 'বায়ুসেবনার্য পক্ষিপাণ্ডিতে অমণ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বায়ুস্তর [সি] বি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়। 'মেঘের উপর যে বায়ুস্তর।' রব্বিম, ১৮৭৫।

বায়ুস্পন্দন [সি] বি বায়ুর কম্পন। 'বায়ুস্পন্দনে প্রতি সেকেন্ডে ৩০,০০০ বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুব শোনা যায়।' জ্ঞানপীঠ, ১৮৯৫।

বায়ু-হেলিত [সি] বিণ বাতাসের চাপে হেলে পড়েছে এমন। 'মাটির লীলা যে শস্যের বায়ু-হেলিত দোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বায়ুপরি [সি] বায়ু+উপরি ক্রিবিণ বাতাসের উপরে। 'তাঁহা বায়ুপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না।' রব্বিম, ১৮৭৫।

বায়ো-ওড়া দ্র বা

বায়োড্র [আ] বিণ দীক্ষিত। 'তৎক্ষণাৎ তাহার ব্যত স্পর্শ করিয়া তাহাকে বায়োড্র (মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত) করিলেন।' মশারফর, ১৮৮৫।

বায়োন [সি] বান্দন- ক্রি বান্দ্য বাজায় যে। 'পায়োন বায়েন সতে আনন্দ ফুটে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বায়ের হিট দ্র বা

বায়োকোপ [সি] বি ছায়াছবি। 'বায়োকোপ ... ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বায়োকোপ [সি] বি চলচ্চিত্র; সিনেমা। 'অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যাবহ-পত্রের হুড়াহুড়ি, থিয়েটার, বায়োকোপ, ঘোড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি ...।' রোকোয়া, ১৯২১।

বার [সি] বি ব্রত। 'ইচ্ছা খার্বা কারু বার পাড়িবে।' বড়ু, ১৪৫০।

বার পাড়া ক্রি ব্রত ভঙ্গ করা। 'ইচ্ছা খার্বা কারু বার পাড়িবে।' বড়ু, ১৪৫০।

বারব্রত বি ব্রতনিষেধ। 'বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সাহিয়া ...।' বিদ্যুতি, ১৯০১।

বার [পা বারস] বিণ বারো; ১২ সংখ্যক। 'বার লক্ষ হএ এহার দানে।' বড়ু, ১৪৫০।

বারইআরি [বার+ফা ইয়ার] বিণ বহু জনের সম্মিলিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

বারওয়ারি [বার+ফা ইয়ার] বিণ বহু জনের সম্মিলিত। 'জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারওয়ারি মহিমখিনী পূজা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

বারওয়ারি, বারওয়ারি ১ বিণ বহুজনের সম্মিলিত। 'অতিসমারোহ-পূর্বক যে বারওয়ারি মহাপূজা হইয়াছে ...।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ অনেক লোক ব্যবহার করে এমন। 'বাজারের মধ্যে একটা বারওয়ারি ঘর ছিল।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

বারদুয়ারি [বার+স দ্বারী] বি বহু দরজা বিশিষ্ট মিলনায়তন। বিদ্যা, ১৮৯১।

বারদোয়ারি বিণ বারোট দরজাযুক্ত। 'সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাসাদসমুখস্থ লাল বারদোয়ারি ...।' ইয়হসাদ, ১৮৮৬।

বার-নারী [বার+স নারী] বি যৌনকর্মী। 'পরম সমাদরপূর্বক, বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভাগ্যপার্য করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বারপাড়া বি বেশ্যাপাড়া। 'হেঁটে যেতে হুঁট নড়বড়ায়/ তবু যেতে সাধু মনে বারপাড়ায়।' লালন, ১৮৯০।

বারকটকা বিণ যৌনকর্মীর প্রতি আসক্ত। 'ভবানীবারু বারকটকা হইতে লাগিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৯।

বারকটাই বি বড়াই। 'এ নিয়ে বারফটাই করতো হাড়ে না।' নজরুল, ১৯৩০।

বার-কট্টা বি বারফটাই; অনর্থক অহঙ্কার। 'বার-কট্টা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।' শতকৃত, ১৯৫৮।

বারবধু [বার+স বধু] বি যৌনকর্মী। 'লম্পট পুরুষ আশে বারবধুণ বৈসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারবনিতা [বার+স বনিতা] বি যৌনকর্মী। 'নগর চাতরে ফিরে বারবনিতার বেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারবিলাসিনি [বার+স বিলাসিনী] বি যৌনকর্মী। 'বারবিলাসিনির মতো ব্যবসাদারী সাজসজ্জা।' নজরুল, ১৯৩১।

বারবিলাসিনী বি যৌনকর্মী। 'ইহার মধ্যে প্রিয়তমা বারবিলাসিনীর নিকট গমন করিতে পারেন নাই।' ভবানী, ১৮২৫।

বারভরণ [বার+স ভরণ] বি উপহার হিসেবে সম্ভিত বারো ধরনের খাদ্যপকরণ। 'যেমন সস্জিত, তেমন বারভরণ, দানসাম্মী, ও সামাজিক দিয়াছিলেন।' গ্যারী, ১৮৬০।

বারভুঞা [বার+স ভৌমিকা] বি বালো শতকের শেষ দিকে আফগান শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উভিত আফগানেশনের বারো জন সামন্ত রাজা। 'বারভুঞা দরবারে বসিয়া সারি সারি।' রূপরাম, ১৭৫০।

বারমাস [বার+স মাস] ক্রিবিণ সরাবছর। 'বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বারমাসি, বারমাসী [বার+স মাস] ১ ক্রিবিণ সারা বছর জুড়ে। 'প্রভুর ভোগের সাম্মী করে বারমাসী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি নারীর বারোমাসের দুরন্তের কাহিনী নিয়ে রচিত কাহিনী। 'বারমাসী-গীত গান শ্রীকবিকল্পন।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'অথ বারমাসি।' রামাই,

১৭১০।

বারমাস্যা [বার+স মাস] বি নারিকার বারোমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা। 'বারমাস্যা শেষ হওয়ার পর বক্তা দম নেন।' মুক্ততা, ১৯৮৮।

বারযোষিৎ [বার+স যোষিৎ বি বারবনিতা; বেশ্যা। 'ভদ্রস্বনে বারযোষিৎ সহসা সন্ধ্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'বারযোষিতের চীৎকার' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বারত্নী [বার+স ত্নী বি বারবনিতা; বেশ্যা। 'তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শূড়ি, একদিকে বারত্নী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বারত্নীগমন [বার+স ত্নীগমন বি বারবনিতা বা বেশ্যার কাছে গমন। 'পুরুষ বারত্নীগমন করুক ...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি - অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'মন্ত্রী বুদ্ধি বিচার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বারি [ফা] ১ বি নির্দিষ্ট দিন। 'শুভ তিথি বার শুভকর্ম।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দম্ভ। 'অষ্টাদশ বার জুড়ে উভয়গণ সে করে।' মাগাধ, ১৫০০।

বারকয়েক [ক্রিণি কয়েকবার। 'সেবা শেষ হইলে চিঠিটি আদ্যোপান্ত বারকয়েক পড়িয়া তবে সেটি খামে পুরিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

বারকার বিপ বারের; দফার। 'প্রথম বারকার জিনিষের মহসুল হাফ করিবেন।' ক্যালশে, ১৭৮৪।

বার বার ১ ক্রিণি পুনঃপুন। 'বার বার না সুগিহ হেনক উত্তর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিণি ঘনঘন। 'জালিয়া কহে প্রভুকে মুক্তি দেখিয়াছি বারবার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বারেবার ক্রিণি বারবার। 'জিজ্ঞাসয় বারেবার উত্তর না পাই।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

বারে বারে ক্রিণি বারবার। 'বারে বারে মোএ বৃন্দে ভজিয়া।' বড়ু, ১৪৫০।

বারে বারে ক্রিণি বারবার। 'বারে বারে গোআগিলি দধি বিকে মায়া।' বড়ু, ১৪৫০।

বারেক [বার+স এক] ক্রিণি একবার। 'বারেক কাহের কর সরস চিত।' বড়ু, ১৪৫০।

বারি [পা বাহিরে] ১ বি সভা। 'প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিল বার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সেবা করার অবসর। 'তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠিছি তা তোর আর বার হয় না।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৩ বি সাধক। 'প্রাইভেট রুমে শুও ককে যাইয়া বার দিলেন।' মহাররফ, ১৮৯০। ৪ ক্রিণি বাইরে। 'নানাজান কই। বলি খুঁজে ধেরে কহু বার কহু ঘর।' নজরুল, ১৯২৪। ৫ বি সীমা। 'থেরেরো আছে বার।' জসীম, ১৯৩১।

বারি-চটক বি বাইরের চাকচিক্য। 'আমাদের পরিবারের বারি-চটক দেখে ...' প্রমথ, ১৯২৭।

বারদরিয়া [বার+ফা দরিয়া বি বহিঃসমুদ্র। 'বারদরিয়ার ঢুবিয়ে দিয়ে এলেই নিশ্চিন্ত।' আলাউদ্দিন, ১৯৬৩।

বার-দুয়ার বি সদর দরজা। 'বার-দুয়ারে খিল ও শিকল দিয়ে রাখতে হয়।' প্রমথ, ১৯৩৮।

বার দেওয়া ক্রি জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়া। 'এ লসেটা পাগড়ির উপর বেঁধে মজলিসে বার দিলেন।' হুমায়ূন, ১৮৬৮।

বারবরদারি [বার+ফা বরদার বি তত্ত্বাবহক। 'বারবরদার খরচা - মহল ইজারা লইবার ব্যয়।' ভারত সংকলক, ১৮৭৪।

বারবরদারি, বারবরদারী বি ভ্রম করার আনুশঙ্গিক ব্যয়। 'মেঘদিশের বারবরদারি বরাদ্দ হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'তাহাদের বারবরদারী বাবলে খরচ হয় ১০,৫৩০ টাকা।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

বারবাড়ি ১ বি বাইরে অবস্থিত বস। 'এই দক্কানের বাগান ছিল বারবাড়ির সামিল।' অবন, ১৯২৭। ২ বি বাড়ির বাইরের দিক। 'বার-বাড়ি এবং অন্দরমহলের মধ্যস্থ মহলটি হচ্ছে পুন্ডার মহল।' প্রমথ, ১৯৩৫; 'বার বাড়িতে বাবার কবর জিয়ারত করতে আসবেন।' শামসুল, ১৯৬২।

বারমহল [বার+ফা মহল বি মূল ঘরের বাইরে অবস্থিত ঘর। 'ভূতনাথ উঠলো বারমহলে পেরিয়ে অন্দরমহলে।' বিমল, ১৯৫০।

বারমুখো বি বাইরের বিষয়ে মনোযোগ বেশি এমন। 'সব বারমুখো, বাগছাড়া প্রকৃতির।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

বারি [হি বি উকিল সম্প্রদায়। 'তারা তো বার-লাইব্রেরির মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্কবোঝার মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বার-লাইব্রেরি [হি বি উকিলদের বসার ঘর বা জায়গা। 'তারা তো বার-লাইব্রেরির মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্কবোঝার মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বারি [সু] বি অতীত। বারবেলা [স] ১ বি জ্যোতিষ অনুযায়ী দিনের যে ক্ষণেই শুভকাজ করা নিষিদ্ধ। 'বারবেলা বাছাইবার জন্য সময়ের অনেক আগে অসিয়াহিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ ক্রিণি অতীত সময়ে। 'বারবেলা একা হয়েছিল সেবা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বারি [হি বি পানশালা। 'কাজী সাহেব বললেন, বার খোলার সময় হয়নি।' শামসুল, ১৯৭৩।

বারংবার [স] ক্রিণি পুনঃপুন। 'আপনাকে বারংবার থিকার দিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বারকোশ, বারকোষ, বারকোস [পা বারকস] বি কাঠের বড়ো থালা। 'বারকোস বললে গীতলের থাল।' বিজয়, ১৬৫০; 'বটী-হুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'একখানা বড় বারকোশে করিয়া নারদদত্তের কালীবাড়ীর থি ...' বিকৃতি, ১৯২৯।

বারণ [স] বি হাতি। 'কেশরী শার্দূল গজ তুরঙ্গ বারণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারণ-ঈশ্বর [স] বি শ্রেষ্ঠ হাতি; গজেন্দ্র। 'বধে যেমন বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বারণারি [স] বি হাতির স্রুগ; সিংহ। 'বধে যেমন বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বারণ [স] ১ বি নিষেধ। 'পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি প্রশমন। 'ব্যাপি যদি না হয় বারণ, জীবন-সংহার হবে তার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বারণ করা ক্রি নিষেধ করা। 'পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

বারণশক্তি [স] বি নিবারন করার শক্তি। 'আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উদ্ভেজনা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বারণহীন [স] ক্রিণি নিষেধ অমান্য করে। 'বারণহীন নাচিত হিয়া কারণহীন সুখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বারণার্থ [স] ক্রিণি বারসের জন্যে। 'নমক চৌকীয়াতের যে

আমলাবা নিবেদিত নমকের কারবারের বারমার্বে ...।' ফরস্টার, ১৭৭৭।

বারন [স বারণ] বি নিষেধ। 'বারন হয়।' এডমন্স, ১৭৯৩।

বারত [স বার্তা] বি বার্তা। 'বারান বারত বলে লাউসেনে ভূপে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বারতা [স বার্তা] বি বার্তা। 'বারতা জ্ঞানায়িল নন্দ যশোদার ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০।

বারতান বি প্রাণীবিষে। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিংহা ঢোলকান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারবেল [হি বি (শরীরচর্চার জন্য) দুইদিকে ভারমুক্ত দণ্ডবিশেষ। 'জিম্নাশিয়ামে বার বার বারবেলের খেলা দেখায়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বারমতি [বার+স মতি] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মপূজার অন্তর্ভুক্তবিশেষ। 'ধর্ম পদরঞ্জে মনুস্ক বারমতি।' রামাই, ১৭১০; 'অনার্যমন্ডল বারমতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বারমাসি বি নারীর বারো মাসব্যাপী বিরহের দুঃস্বকাহিনী। 'অখ বারমাসি।' রামাই, ১৭১০।

বারমাসী বি নারীর বারো মাসব্যাপী বিরহের বর্ণনা। 'বারমাসী গাইল মুকুন্দ কবির।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বারমাসী গিত গান শ্রীকবিকঙ্কন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারমাস্য বি বারো মাস ফলে এমন। 'বারমাস্য পাকু তাল করুণা কমলা তাল শিখো খান্ডুর বড়ই হাসল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারঘার [স] ক্রিবিপ বারবার। 'বারঘার জিজ্ঞাসা করাতো ... অস্বীকার করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

বারশিলা [বয়র+স শূল] বি যে হরিষের দুই শিং-এ বারোট শাখা থাকে। 'বারশিলা বাওটাদি কস্তুরী ফুলার।' ভারত, ১৭৬০।

বারসিহো [বয়র+স শূল] বি যে হরিষের দুই শিং-এ বারোট শাখা থাকে। 'নীলকণ্ঠ বারতান বারসিহো ঢোলকান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারহ [পা বারস] বি বারো; ধানশ। 'বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।' বড়ু, ১৪৫০।

বারহ ক্রিবিপ বারবার। 'প্রথমেই আমায় বারহ মানা করেছিলেন।' নজরুল, ১৯২৭।

বারী [স বারি:] ১ ক্রি নিবৃত্ত হওয়া। 'নারি বারে লোক সমাজে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি নিবারণ করা। 'অবনত আনন কএ হম হরলিহ বারল লোচন চোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বারব ক্রি নিবারণ করা। 'করে কর ঠেলব আলিঙ্গন বারব সম্ভ ভেজি বইসব ঠামে।' দ্বিচন্দ্র, ১৬০০। বারল ক্রি নিবারণ করণ। 'অবনত আনন কএ হম হরলিহ বারল লোচন চোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বারে ক্রি নিবৃত্ত হয়। 'নারি বারে লোক সমাজে।' বড়ু, ১৪৫০।

বারী [পা বারি:] ক্রি বের হওয়া। 'কি বলিতে কি বারাল্য পাল্য তার ফল।' মল্লধর, ১৫০০। বার্যাতে ক্রি বের হতে। 'নগরে বার্যাতে নারি সত্যে মরি লাঞ্জে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারী [স বারি:] ১ বিপ জলে পরিপূর্ণ। 'নদী মেঘে বিষ্টি জলে পথ হইল বারা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি জলপূর্ণ বড়ো ঘট বা কলসী। 'কনকের বারা দিল পুতনার হাথে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আরাপি সোনার বারা দিয়া কুমুদের বারা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বারাঙ্কানখানা [খা বারামখানা] বি সজাণহ। মনোএল, ১৭৪৩।

বারাঙ্কানা [বার+স অঙ্গনা] বি স্ত্রী বৈনকমী। 'দেবীপূজা করিছে পুরুষ

বারাঙ্কানা।' রূপরাম, ১৭৫০।

বারাঙ্কনাগণখন্যা [বারাঙ্কনা+স গণ-খন্যা] বি বারাঙ্কনাদের মধ্যে স্রেষ্ঠ। 'সকলের আগমনান্তরে বাবু জননমাজ পূজ্যা বারাঙ্কনাগণখন্যা।' ভবানী, ১৮২৫।

বারাঙ্কনাদি সেবন [বারাঙ্কনা+স আদি-সেবন] বি বারাঙ্কনা-গমন; বৈনকমীর কাছে যাওয়া। 'বারাঙ্কনাদি সেবন করে, সেই ব্যক্তিই তৃপ্তি হয়।' ভবানী, ১৮২৫।

বারাঙ্কনাধ্বন্যা [বারাঙ্কনা+স ধ্বন্যা] বি স্ত্রী বারাঙ্কনাদের মধ্যে প্রধান। 'বারাঙ্কনাধ্বন্যা বকনশেয়ারী কৌকড়াশেয়ারী দামড়াশোণী।' ভবানী, ১৮২৭।

বারান বি ঘোড়ার পরিচালক। 'বারান বারত বলে লাউসেনে ভূপে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বারান্তর [ফা বার+স অন্তর] ক্রিবিপ অন্য বার; আরেক সময়। 'আলাদাভাবে চিহ্ন অনুস্কু রাখিতে পারিলে বারান্তরে তাহার বিবরণ করা যাইবে।' অক্ষর, ১৮৫০।

বারাটি [স বৃহতী] বি গুল্যবিশেষ ও তার ফল। 'কুপিটা চলিতা কাটিল বারাটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বারাণসী, বারানসী বি বারানসী; কানী। 'বাইবো বারানসী কিবা শোদাবরী।' বড়ু, ১৪৫০; 'তাকে গাঙ্গ বারানসী সুরুশেই জ্ঞান।' বড়ু, ১৪৫০।

বারান্দা veranda বি মূল ঘর-সলগ্ন ছোটো ঘর। 'যে তেতলা ঘর আছে তাহার দুই পার্শ্বে ও মধ্য স্থানে নতুন তিন বারান্দা।' দর্পণ, ১৮২১।

বারাণ, বারেণ [প] বি ঘর-সলগ্ন ছোটো ও খোলা চত্বর। কাগলগ, ১৭৮৯; 'বারাণ্যে বসে আসি মলিন হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫; 'বাবু মজলিস থেকে ভড়াক করে লাগিয়ে উঠে বারেবার গিয়ে ... চেঁচিয়ে উঠলেন।' হুতাশ, ১৮৬১।

বারাম [ফা] বি বৈঠক। 'যেখানে পীরের নাম বারাম মোকাম ধান যত ফড়তলা নাম হতে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বারামখানা [ফা] বি বৈঠকখানা। 'অনা'সে দেখতে গাবি কোনখানে সাঁইর বারামখানা।' লালদ, ১৮৯০।

বারাহী [স] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী দুর্গার সঙ্গিনীবিশেষ (বেশিনী)। 'লখোদরা, চান্দারা, বরাহবন্দনা বারাহী।' বহিষ্ক, ১৮৮৪।

বারি [স] ১ বি বৃষ্টি। 'নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে।' বড়ু, ১৪৫০; 'বারি কি বারি নীল নিচোল।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বি আনীর্বাদজল। 'মাথায় চট্টার বারি নাচএ গুটনা নারী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি জল। 'বারি আনিবারে চলে কুড় কুড় করি।' কেতক, ১৬৫০।

বারিকপস [স] বি জলপূর্ণ কলসি। 'পাঠালে ধরার দেশে দেশে স্বধি পূর্ণতীর্থ বারিকপস।' নজরুল, ১৯৩৫।

বারিখার [স] বি বৃষ্টিপাত। 'শুন চারিখার, মধ্যে কান্দে বারিখার।' নজরুল, ১৯২৮।

বারিখায়া [স] ১ বি বৃষ্টি। 'হরিষে বরিষে বারিখায়া।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি স্রোত। 'প্রাণে জাহ্নবী যথা যার প্রবাহিয়া টানি গলে দিশ-দিশান্তে বারিখায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বারিষি [স] বি সমুদ্র। 'আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মহান-বিষ পিয়া বাধা-বারিষির।' নজরুল, ১৯২২।

বারিপাত [স] বি বর্ষণ; বৃষ্টিপাত। 'কলকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বারিবর্ষণ [স বারিবর্ষণ] বি বৃষ্টিপাত। 'ঝঞ্ঝাবাত ঘোরতোর বারিবর্ষণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বারিবর্ষণ [স] বি বৃষ্টিপাত। 'বল্লবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বারিবাহ [স] বি মেঘ। 'কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।' নজরুল, ১৯২৫।

বারিবাহিনী [স] বিশ ঙ্গী জল বহনকারী। 'বারিবাহিনী দিক্বালাল/মাথায় মেঘের গাগর।' হুম্মীশ, ১৯৩৯।

বারিবিন্দু [স] ১ বি পানির ফোঁটা; বৃষ্টির ফোঁটা। 'বিচ্ছকমলে চানে বারিবিন্দু ঝরে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি সামান্য পরিমাণ জল। 'সত্তাহ কাটিবে কত বারিবিন্দুপানে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বারিবিন্দুসম [স] বিশ বিন্দু পরিমাণ জলের ন্যায়। 'ভাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুত মি রমণি সমাজে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বারিশীকর [স] বি জলের বিন্দু। 'হেনকালে পূর্বশক্তি-বিন্দু-বিন্দু-বারিশীকর...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বারিশূন্য [স] বিশ জলহীন। 'বারিশূন্য সাগর।' মাইকেল, ১৮৬০।

বারীশ্রমহিষী [স] বি সমুদ্রাখিপতি। 'বৃথা গজ প্রভঞ্জন, বারীশ্রমহিষী তুমি।' মাইকেল, ১৮৬১।

বারীশ [স] বি সমুদ্র। 'পর্জিলা বারীশ রোহে: যথা জলতলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বারি [স বারী] বি বালিকা। 'বারি বিলাসিনি বেসনী কাহু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বারি [স বারি] বি বারন। 'ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি/পুরু-হুম্মীশণ রাখল বারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **বারিআঁ** কি বর্জন ক'রে। 'ভাষাক বারিআঁ বোল বৃষ্টিতে জুগাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

বারি [পা বাহির] বি বাহির। 'ঘাড়ধাকা মারিয়া বাড়ীর বারি করে।' রূপায়ম, ১৭৫০।

বারি করে কি বের করে। 'শফরী পটে চিরি বারি করে পৌটা।' মনিকরায়, ১৭৮১।

বারি [স বৃদ্ধি] বি পিটুনি। 'অতি ক্রোধে রসুলে মারিল তায়ে বারি।' সুলতান, ১৭০০।

বারিক [কা] বিশ মিহি; নরম। 'ভরনির হৃত ভালো হাটবার সময় বারিক ও একসীহুত তজ্জবি করিয়া দিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭০।

বারিক [বি বারাক] ১ বি সেনাঘটনি। 'কাল্যানে, ১৭৮৬; 'সেনার স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি বহুজনের থাকার জায়গা। 'কেন্দ্রিকে জামাই বারিকে এনে ফেলতে পাড়ে পাট দিনে সংশোধন হবে।' মীনবহু, ১৮৭২।

বারিক বি বাঙালি হিন্দু বর্ণনা-বিশেষ। 'শঙ্খচন্দ্র বারিক।' সেবধি, ১৮৪০।

বারিতালা [আ বারী-তা'লা] বি সুতিকর্তা। 'সবে বলে কি করিলে আপে বারিতালা।' গরীব, ১৭৬৫।

বারিদ [স] ১ বিশ জলভরা। 'অকুর তপন ভাগ জদি জারব কি করব বারিদ মেহে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মেঘ। 'যে দেশে জেদি বারিদ-মজলে...' মাইকেল, ১৮৬৬।

বারিশ বি সুষ্টি। 'বারিশের দিন ছিল।' ওয়ামী, ১৯৬২।

বারিশা [স বর্ষা] বি বর্ষাকাল; বর্ষাঋতু। 'কেমনে বন্ধিবে রে বারিবা চারি মাঘ।' বড়ু, ১৪৫০।

বারিবা কাল বি বর্ষাকাল। 'ফুরায়া বারিবা কাল।' মুহুদ্র, ১৬০০।

বারিহী বি বর্ষাকাল। 'আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিহী।' বড়ু, ১৪৫০।

বারিষ্টার [বি ব্যারিস্টার] বি লন্ডনের চারটি বিশেষ আইনি-প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবী। 'অনেকে বারিষ্টার অথবা সিভিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন।' রাজ, ১৮৭৪।

বারিস [স বর্ষা] বি বর্ষা। 'রচনা যে রোমন সাজনা রে বারিস ন তেজিঅ দেশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বারিস্টার [বি] বি ইংল্যান্ড থেকে আইন পাস করা উকিল। 'সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিিয়া আসিল...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বারিহি [পা বাহির] বি বাইরের এলাকা। 'নগর বারিহিরে ডোহি ডোহোরি হুড়িয়া।' চর্চা ১০, ১২০০।

বারী [পা বাহির] কি বের হও। 'আগে সূনা ঘটে নারী হাঠী জিঠিহো না বারী।' বড়ু, ১৪৫০।

বারী [স বারি] বি অক্ষ। 'হয় আশি বারী।' বড়ু, ১৪৫০।

বারী [স] বি হাতি বাঘার স্থান; বেদা। 'বারিহিল বেশে বারী হতে বারিক্রোভা-সম পরাক্রমে দুর্বার।' মাইকেল, ১৮৬১।

বারীশ্রমহিষী দ্র বারি

বারীশ দ্র বারি

বারুই [স বারুজীবী] বি পান চাষ ও বিপণন পেশার সঙ্গে যুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বারুই নিবসে পুরে বোরজ নির্মাণ করে।' মুহুদ্র, ১৬০০; 'সুখের হাঙ্গামি একরা উত্তরিল।' রূপায়ম, ১৭৫০।

বারুচ [বি] বি এক রকমের ঘোড়ার পাড়ি। 'কত রকমের পাড়ী যাইতেছে - ব্রহ্মা, বারুচ, ফিটেন...' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বারুণি [স বারুণী] বি মদ। 'চীতাব বারুণঅ বারুণি বাহুঅ।' চর্চা ৩, ১২০০।

বারুণী [স] ১ বি মাসকবিশেষ। 'মদ্যপক্ষে বারুণীর হইল স্মরণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি হিন্দু সম্প্রদায়ের স্নানোৎসব বিশেষ। 'বারুণীতে এ বৎসর অগ্রহীণে অধিক লোক হয় নাই।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি জলদেবতা বরুণের জীবী। মাইকেল, ১৮৬১। ৪ বি নক্ষত্রবিশেষ। 'বারুণী যোবার তার মণিগণি জ্বালে।' জীবন, ১৯২৭।

বারুণী স্নান [স] বি মধুকুশা ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের স্নানোৎসব বিশেষ। 'কাটোয়াতে বারুণী স্নানে বিশ হাজার লোক হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২।

বারুদ [কা বারুত] বি গোলা-গুলি-বোমা তৈরির উপাদান; বিস্ফোরক। ওসী, ১৭৮২; 'ভাঁহার সঙ্গে অনেক বন্দুক ও বারুদ ছিল।' বিদ্যা, ১৮৬০।

বারুদচি [কা] বি বারুদের দারিড়ে নিয়োজিত কর্মচারী। ওসী, ১৭৮৫।

বারুদা বি শিংওয়ালা পত। মানোএল, ১৭৪০।

বারেন্দ্র [স] বি উত্তরবর্ষীয় ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। 'আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি - স্রাণি, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি।' বক্রিম, ১৮৯২।

বারো [পা বারস] বিশ ১২ সংখ্যক। 'দশবারো সেরে ধরে গুলি।' কৃষ্ণায়ম,

১৭২০।

বারো আনা *বি* চার ভাগের তিন ভাগ। 'পৃথিবীতে বারো আনা হল চার আনা হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বারো-আনি *কি* তিন-চতুর্থাংশের। 'সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অশ্লীলতার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বারোই *কি* ১২ সংখ্যক; মাসের দ্বাদশ দিন। *ওসাঁ*, ১৭৮৫।

বারোইয়ারি [বারো+ফা ইয়ারি] ১ *কি* সমনান বারো বা বছরের উল্লেখ্য অনুষ্ঠিত; সর্বজনীন। 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ *কি* বারোইয়ারি পূজার আয়োজক। 'এক বার এক দল বারোইয়ারি ... চান্দা আদায় কত্তে যান।' *হুতোম*, ১৮৬১।

বারোএয়ারি [বারো+ফা ইয়ারি] *কি* সর্বজনীন। 'কার্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি পূজা হইয়া থাকে।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বারো জ্ঞানাল *কি* নানারকম কামেলা। 'বারো জ্ঞানাল পড়ে আমার এরকম খেলো হয়ে পড়তে হলো তোমার কাছে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বারোটী বাজা *কি* সর্বনাশ হওয়া। 'বারোটী বেঙ্গে যাওয়া'। *স্বীয়রচন সঙ্গরক*, ১৯৬২; 'সেজনেই বোম্বের লোকে বারোটী বাজার কথা বলে কারো সর্বনাশ হলে।' *হাল্লান*, ১৯৬৮।

বারোদুমারি [বারো+স হার+] *কি* বহু ঘরে ঘরে বেড়ার যে। 'বারো যা বারোদুমারি ভাড়াই ...।' *কল্লি*, ১৮০২।

বারো নারিকেল তেরো বামুনের ঘাড় ভাঙে - ভাগ্যভাগি করে কাজ না করলে সকলেরই ক্ষতি। *সুবল*, ১৯০৬।

বারো-পেজি *কি* বারো পৃষ্ঠাবিশিষ্ট যা (ফর্ম)। '৩৯ ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোলো-পেজি আছে।' *দর্পণ*, ১৮১৮।

বারোভাতারি *কি* পাণিবিশেষ (বারবনিতা অর্থে)। 'না, যেতে দিচ্ছে পায়বন শালী বারোভাতারি?' *হাল্লান*, ১৯৩০।

বারো মাস *কি*বিশিষ্ট চিরকাল। 'এমন জায়গায় পাঠিয়ে দিব সূখে থাকবি বারো মাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

বারোমাসি *কি* বারো মাস ফল দেয় এমন। 'বারমাসি বেতন।' *বিজয়*, ১৮০০।

বারোমাসী *কি* সবসময় গাওয়া হয় এমন। 'পেঁয়সা কৃষকের কটে কটে বারোমাসী গানে বাজি।' *কল্লি*, ১৯৫১।

বারো মাসে তেরিশ পার্বণ - সারা বছর পার্বণ বা উৎসব লেগেই আছে এমন অবস্থা। 'বারো মাসে তেরিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবি চালে দিন কাটাইয়া দেন।' *নজরুল*, ১৯২২।

বারো মাসে তেরো পর্ব - হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বারো মাসে তেরো বা বহু উৎসব। *সুবল*, ১৯০৬।

বারোমাস্যা *কি* নারীর বছরব্যাপী বিরহের কাহিনী। 'ফুল্লরার বারোমাস্যায়।' *বিকৃতি*, ১৯৩০।

বারোমাস্যা গান *কি* বিরহিনী নারীর বছরব্যাপী দুঃখের কাহিনী নিয়ে রচিত গান। 'নুতন করে কি বাঁচা সম্ভব হবে বারোমাস্যার গানে।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

বারোমেসে *কি* বারমাস জুড়ে থাকে এমন। 'তধু দেশেজোড়া রঙ নয়, বারোমেসে রঙ।' *দ্বন্দ্ব*, ১৯১৪।

বারোয়ারি [বারো+ফা ইয়ারি] *কি* সর্বজনীন। 'তাঁহারা যে বারোয়ারি পূজা প্রভৃতি ... কুতুখা সমস্ত রহিত করিয়া ... পাটশালার নিমিত্তে যত্বদান হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বারোয়ারী [বারো+ফা ইয়ারি] *কি* সর্বজনীন। 'কখন বারোয়ারী পূজার জন্য নৌদাঁদেই করিতেছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

বারোয়ারীতলা *কি* সর্বজনীন পূজার স্থান। 'সারা দুপুর তাহার বারোয়ারীতলায় কাটে।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

বারো হাত কঁকুড়ের তেরো হাত বাঁচি - মূল বিষয়ের চেয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় বাড়ো। *সুবল*, ১৯০৬।

বারোবায়া [ফা বার] *কি*বিশিষ্ট বারবার। *মোনোএল*, ১৭৪৩।

বারোরা [বারো+ফা ওয়ারী+] *কি* (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বারোরা - মূলতানী এবং ভৈরবীযোগে উৎপন্ন।' *বন্দনর্শন*, ১৮৭২; 'তোকল-ধারে বারোবে করল বারোরা মূলতান।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'হঠাৎ সন্ধ্যার সিক্ক-বারোয়ারা লাগে তান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বারোক [স বৃষ্টি+] *কি* বৃষ্টি হোক। 'অরোণ শরীর হোক বারোক সম্পদ।' *জালাওল*, ১৬৮০।

বার্ক [স বার্তাকু] *কি* বেতন। *মোনোএল*, ১৭৪৩।

বার্তন [স বার্তা] *কি* দূত। 'দেশে দেশে পাঠায়া বার্তন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তন-ভূমি *কি* চাকরান জমি। 'বৃত্য নকুল ভূমি খাইবে বার্তন-ভূমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তা, বার্তী [স] *কি* সংবাদ। 'দুতমুখে যাবনরাজ্য বার্তা পাইল।' *মাল্যধর*, ১৫০০; 'মথুরা হইতে প্রুত আইলা বার্তা পাইলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বর্তীসেহ হইয়া যায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তাজীষী [স] *কি* সাংবাদিক। 'শেয়ারের মতো বার্তাজীষী অর্থ ও প্রতিষ্ঠা নয়।' *শক্তি*, ১৯৭০।

বার্তাজীততা [স] *কি* অবশীর্ণতা। 'রাতের আবহকে কেমন একটা বার্তাজীততা দান করে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বার্তাবহ, বার্তাবহ [স] ১ *কি* বার্তা বহন করে এমন। 'অমৃত ভাঙিত বার্তাবহ পূর্বকালীন লোকে ... দেবকীর্তি বঙ্গিয়া মনে করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬। ২ *কি* বার্তা বহনকারী। 'আমি বার্তাবহ মার।' *বন্ধি*, ১৮৬৫।

বার্তাবিন্দ্য, বার্তাবিন্দ্যা [স] ১ *কি* কৃষ্ণ ও গবাদি পশুশালন সংক্রান্ত শাস্ত্র। 'উভ্যর্থের দুই কন্যা বার্তাবিন্দ্যা শিক্ষা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *কি* অর্থশাস্ত্র। 'বার্তাবিন্দ্যা অর্থ্য সোম্যাক বিদ্যা শিখিয়া ... পতিতা হইয়াছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

বার্তাশাস্ত্রভক্ত [স] *কি* বর্ণনাতীতিবিদ। 'তৎপরে ... বার্তাশাস্ত্রভক্ত মহাজনদিগের সমীপে উপস্থিত হইতেন।' *বন্দনর্শন*, ১৮৭৪।

বার্তাকি, বার্তাকী [স বার্তাকু] *কি* বেতন। 'কোমল নিম্ণপ্র সম ভাজা বার্তাকী।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'হেনা-নাড়ু কাঁজি-বাড়া আদ্রকে বার্তাকি পোড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বার্তাকু, বার্তাকু [স] *কি* বেতন। 'পটল বার্তাকু কাল শাকের ডোজনে।' *কৃষ্ণা*, ১৫৮০; 'ভিল পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমড়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

বার্তাকুদধ, বার্তাকুদধ [স] *কি* পোড়াবেতন। 'এক বার্তাকুদধ গুড় মহাশয়ের অনুরাগের উপর পোতা করিতেন।' *বন্ধি*, ১৮৮৪।

বার্তাকি [স বার্তাকু] *কি* বেতন। *মোনোএল*, ১৭৪৩।

বার্তিক, বার্তিক [স] *কি* অল্পের টাকাবিশেষ। 'অধিকাংশ বার্তিকই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কৃত।' *বন্দনর্শন*, ১৮৭২।

বার্ণ-রাইট [ই] *কি* জনগণ অধিকার। 'এটা বার্ণ-রাইট না হতে পারে,

কিন্তু ডেথ-রাইট যে তাতে সন্দেহ কী? শিবরাম, ১৯৫০।

বার্ঘ্যতা, বার্ঘ্যতা [স] বি বৃদ্ধাবস্থা। 'বার্ঘ্যক্যে পূত্র রক্ষক।' ডবলী, ১৮২৮।

বার্ঘ্যকাদশী, বার্ঘ্যকাদশা [স] বি বৃদ্ধ অবস্থা। 'বার্ঘ্যকাদশা উপস্থিত হইলে আশ্রয় পত্তজীবনের ভাব্য কার্য পর্যালোচনা করিয়া দেখেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বার্ঘ্যক্যাদিত্তি [স] বিণ স্নেহমত; বার্ঘ্যক দশম আক্রান্ত। 'ভাষ্য বার্ঘ্যক্যাদিত্তি জীবন।' মানিক, ১৯৩৩।

বার্ঘ্যক্যবাসর [স] বি বৃদ্ধকাল। 'বার্ঘ্যক্যবাসরে সঞ্জিত অতীতে জ্ঞান গচ্ছিত জীবন।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

বার্ঘ্যক্যবিবাহ [স] বি বৃদ্ধবয়সে বিবাহ। 'বাল্যবিবাহের ন্যায় বার্ঘ্যক্যবিবাহও গুরুতর পাতক।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বার্ঘ্যক্যভিত্তি, বার্ঘ্যক্যভিত্তি [স] বি বৃদ্ধ হওয়ার ভয়। 'তুমি কেন কি স্নেহকৃত, বার্ঘ্যক্যভিত্তি, সেই দারুণ মন্দমুদ্র খাওয়া সকল?' সবুজ, ১৯২১।

বার্ণার [স] বি চুলা। 'যা ময়লা জমেছে বার্নারে।' শিবরাম, ১৯৪০।

বার্নিশ [স] varnish [স] বি স্ফুতা, কাঠ, লোহা প্রভৃতি উজ্জ্বল করার জন্য দেওয়া রঙের প্রলেপ। 'বার্নিশ-করা একজোড়া স্ফুতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বার্ণিশ, বার্নিশ [স] বি চকচকে করার জন্য দেওয়া রঙের প্রলেপ। 'হেঁটে হেঁটে ছেলেরা বার্নিশ করা স্ফুতা ও সোপাইগোড়ে ঢাকাই দ্রুতি পোরে স্ব স্ব দেখতে দাঁড়িয়েছে।' হৃত্যয়, ১৯৬১; 'সকল কাজেই রাসায়নিক বার্নিশ চাই।' রাজ, ১৮৭৪।

বার্বারুস [স] বিণ অসভ্য। 'দ্বার সবে বলে উঠলেন, দেখুন দেখি, কী বার্বারুস।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বার্গি [স] বি যবের গুড়া। 'দুধ বার্গি পড়ে আছে, খেয়ে নাও।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বার্বিক [স] বিণ প্রতি বছর করা হয় এমন; বাৎসরিক। 'একস্থানে বার্বিক চরীপূজা হইবে।' দর্পণ, ১৮১৯।

বার্বিক অধিবেশন [স] বি বাৎসরিক সভা। 'বার্বিক অধিবেশন সম্পন্ন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বার্বিককর [স] বি বাৎসরিক খাজনা। 'মহাশয়েরা স্ব স্ব শিষ্য সম্মুখে বার্বিককর গ্রহণ করিয়া ... থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বার্বিক পক্ষীকা [স] বি ফুল-কলোজের বছর শেষে নেওয়া পক্ষীকা। 'বালিকাদের কিনারা বার্বিক পক্ষীকা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

বার্বিক বিবরণ [স] বি বসনের হিসাব। 'চিকিৎসালয়ের বার্বিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

বার্বিকবৃত্তি [স] বি বাৎসরিক খাজনা। 'কর্ত্তভাষ্য বার্বিকবৃত্তি প্রদান করে, তাহাকে খাজনা অর্থীক কর কহে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বার্বিক সাদা [স] বি বাৎসরিক বৃষ্টি বা অর্ধবাহ্য্য আদার। 'কানাইধন বাই বারোইয়ারির বার্বিক সাদা ও আর আর কাষের ডার পেয়েছিলেন।' হৃত্যয়, ১৮৬১।

বার্বিকী [স] ১ বিণ কী বাৎসরিক। 'মুদ্রায়ত্তে বর্তমান বার্বিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি প্রতিবসর উদ্‌যাপন করা হয় এমন অনুষ্ঠান। 'ভাঁদের জন্য বার্বিকী করি, ভাঁদের ছবি টাঙ্গাই, ভাঁদের জীবনী লিখি ...' ওয়ালেস, ১৯৪০।

বাল [স] ১ বি বালক। 'বাল তিলক এক বাল প ফুলহ রাজপথ কুটার।' চর্য ১৫, ১২০০। ২ বিণ নতুন। 'বাল পয়োথর বদন সহোদর অনুমাণি অনুরাগে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বালক্রীড়া [স] বি শিশুকালের খেলা। 'কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরমতুষ্ট হন।' দর্পণ, ১৮২৫।

বালশিলা [স] ১ বি হিন্দুপুরাণে ষাট হাজার অনুল্লভ্যময় ঋষি। 'যাদের বালশিলা তপস্বী বলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ শিশুজনেচিত। 'অন্তত ষষ্টিসহস্র বালশিলা লেখক এই ভূভারে ...' প্রমথ, ১৯১৩।

বালশিলাত্যা [স] বি শিশুসুলভ আচরণ। 'বালশিলাত্যা কাহে চুল থাকাই বাঙ্করী।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

বালগোপাল [স] বি বালক কৃষ্ণ। 'হরিলোক হার মোর বালগোপালে।' বহু, ১৪৫০।

বালতরু [স] বি অপরিণত গাছ। 'বালতরু ফলবান হওয়া ভাল নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

বালবাচ্চা [স] বি সন্তান-সন্ততি। 'আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বালবিধবা [স] বি বালিকা বয়সে বিধবা হয়েছে যে। 'বালবিধবা উত্তরকালে ... কলঙ্ক রোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বালবিবাহ [স] বি অশ্রুত বয়সের বিয়ে। 'আইন বানিয়ে আপন বালবিবাহ বন্ধ করেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

বালবৃদ্ধা [স] বি বয়সে বালিকা মনে বৃদ্ধা। 'আমি এই রকম কতই না বালবৃদ্ধাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি।' সবুজ, ১৯২১।

বালবৈধবা [স] বি বাল্যকালে বিধবার জীবন। 'কি অপরাধে এ বালবৈধবায় আমার অন্তরে ঘটিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

বালভাষিত [স] বিণ বালকের কথ্য। 'এই বইটাকে বালভাষিত গদ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বাললীলা [স] বি ছেলেখেলা। 'কেন দেব ক' তা মোরে এ কি বাললীলা।' মাইকেল, ১৮৭৩।

বালসুলভ [স] বিণ বালকেচিত। 'কোন গ্রাম্য বালকেরা ঐ বালসুলভ ক্রীড়া করিত, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বালপাত্তা [স] বি বাল-অপত্তা। বিণ শিশু সন্তান আছে এমন। 'গর্ভবতী ও বালপাত্তা ও বালিকাদিগের সহমরণ অকর্তব্য।' দর্পণ, ১৮২১।

বালারুণ [স] বি বাল-অরুণ। বি নবোদিত সূর্য। 'অসে বালারুণবর্ণের বসন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বালার্ক [স] বি বাল-অর্ক। বি নবোদিত সূর্য। 'উষা ও বালার্ক এখনও বহুদূরে।' রোকেয়া, ১৯০৬।

বালেশু [স] বি ভক্তপঙ্কেত প্রথম তিথির চাঁদ; দুর্গত বস্ত্র। 'গোপীর বালেশু হরী আঁকে বিরহিনী নারী।' বহু, ১৪৫০।

বালোচিত [স] বিণ বালকসুলভ। 'বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বালক [স] ১ বি অল্প বয়সী পুরুষ। 'বলির ত বালক কুড়া কৈল নারায়ণে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সন্তান। 'তোমা শবাকে করো মুক্তি বালক অভিমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি শিশুপুরা। 'শিবানন্দের বালকেরে শ্রোত করাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বালককর্ত [স] বি বালকের কর্ত; কতি কতি। 'বালককর্তে নানা বিভিন্ন

গান জনিয়া তাঁহার মন অর্পিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বালককাল [স] বি বাল্যকাল। 'তাঁহারা বালককালে আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া ... বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বালককালাবধি [স] ক্রিবিধ শৈশব থেকে। 'বালক কালাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০।

বালককৃত্ত [স] বি ছেলেরমানুষি। 'ধর্মের প্রভাবে বালকের বালককৃত্ত প্রকাশ হইতে পারিল না।' দর্পণ, ১৮৩০।

বালককল [স] বি বালকদের দল। 'উই রে বালকল মুখিয়া আঁখির জল।' নবরঙ্গ, ১৯২২।

বালকন [স বালক<] বিপ বালকোচিত। 'এটি বালকন কথা।' মালোএল, ১৭৪৩।

বালকপুত্র [স] বি ছোটো ছেলে। 'অব্যবহিত বালকপুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বালকবৎ [স] বিপ বালকের মতো। 'এই সাধারণ ব্যাকটী স্বরূপ হওয়াতে বালকবৎ নিত্যই অজ্ঞান আমি।' কল্যাণবাসিনী, ১৮৬৩।

বালকবয়স [স] বি তরুণ বয়স। 'বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে নিম্ন দুই গহরে ঘরের পরে হেলিয়ে মাথা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'বালকবয়সে পরপর তিন বছর।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বালকবর [স] বি পুত্র। 'তোমার বালকবর হইয়াছে পাপল।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

বালক বাবু [স বালক+বা বাবু] বি হিন্দু মধ্যবিত্ত ধনী অন্তর্যাক্তের অল্পবয়স্ক ছেলে। 'প্রথমত পঞ্চবর্ষীয় বালক বাবুদিগের শিক্ষাকার্য্য গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫।

বালক-বালিকা [স] বি ছেলে-মেয়ে। 'অনাথ বালক-বালিকাদিগের লালন ও নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বালক বীর [স] বি বালক বীরী বীর। 'বালক বীরের' বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বালকভাষা [স] বি ছেলেরভাষা। 'আমার বালকভাষা হো হো শব্দ করে করেছিল তারি অনুবাদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বালকমুর্তি [স] বি বালকের দেহের আকৃতি। 'দূরে একটি বালকমুর্তি দেখা গেল।' শওকত, ১৯৫৮।

বালকোচিত [স] ১ বিপ বালকসুলভ। 'আমার বালকোচিত অবিকেনার উদ্ভব করলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিপ অপরিণত। 'বালকোচিত মত বাহ্যের আজও গম্ভীরভাবে প্রচার করেন।' শব্দমালা, ১৯৩১।

বালতি [প বালদি] বি পাত্রবিশেষ। 'হাশুতির পুর মোর বালতির ভাঁড়া।' মুহুপ, ১৬০০।

বালদি [প] বি পাত্রবিশেষ; বালতি। ওসী, ১৭৮৫।

বালমো বি নারকেল, ভাল, সুগারি প্রভৃতি গাছের কৃষ্ণকৃত্ত পাতা; বাইল। 'একটা নারকেল গাছের বালমো ছড়মুড় করে ভেঙে পড়লো।' সুবীল, ১৯৭০।

বালব [বি] বি কাঁচের তৈরি বৈদ্যুতিক ব্যতিবিশেষ। 'বাল্যবয়ের বালবটি গিগড়ে গিয়ে থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বালভ [স বালভ] বি প্রেমিক। 'একই সয়ন সবি সুতল রে অছল বালভ নিসি মোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বালভু [স বালভ] বি প্রেমিক। 'আরতি স্নে কিছু বোলএ বালভু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বালমু [স বালভ] বি প্রেমিক। 'বালমু সৌ ময়ু দীতি মিলাবহি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বালা [স] ১ বি শিশু। 'বান্দোঘরে বালা বাফে তোমা বহিবারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বালক। 'শ্যামল সুন্দর বালা প্রথম বএসে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি বালিকা। 'সেই পাঠশালাত পড়এ কত বালা।' বাকরাম, ১৬০০। ৪ বি কল্যাণ। 'এইমতে নানা খেলা করিল কুমার বালা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি রমণী; প্রেময়নী। 'দেখো কী এনেছি বালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বালাতোলা [স বালা<] বিপ শিশুর মতো কম বুদ্ধিসম্পন্ন; কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

বালা [স বলায়] ১ বি হাতের অলঙ্কার বিশেষ। 'নেহ মোর হার করের অলঙ্কার অঙ্গুরি অর্জন বালা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হাতকড়া। 'এইবার এই বালা পকন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বালা খেলা বি রিং খেলা। 'সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় বালা খেলার কাছে।' মালিক, ১৯৩৬।

বালাপাছ [স বলায়<] বি হাতের একজোড়া অলঙ্কার। 'আমার হাতের বালাপাছটা জোর করে খুলে নিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

বালা-পরা বিপ বালা পরহিত। 'একটা বালা-পরা হাত খড়গের মুকো-খেলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বালা [আ] বি অমঙ্গল। 'অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বালা-মুসিবত [আ] বি বিপদ-আপদ। 'একটার পর আর একটা বালা-মুসিবত পোহাতেই হবে।' মনসুর, ১৯৩৫।

বালাই [আ বালা] ১ বি বিপদ। 'চণ্ডীদাস কহে মরি লইয়া বালাই।' দ্বিজী, ১৬০০। ২ বি সংকট। 'এ বালাই দূর হোক ...।' মুহুরাঙ্গ, ১৮১৩। ৩ বি উপপাত। 'বটে রে বিটোলো - বেহয়ার বালাই দূর ...।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি অমঙ্গল। 'মরি, - বালাই লইয়া ভব, মরি, রঘুমনি, দয়ার সাগর তুমি।' মাইকেল, ১৮৬২। ৫ অপ্রাপ্ত উক্তির বক্তব্যচক শব্দ। 'না, বালাই! আর অনুভব হবে কেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বালাখানা [ফা বালাখানা] বি দোতলা অথবা ততোচ্চ তলাবিশিষ্ট দালান। 'সৌবত বাক্সিছে বালাখানার উপর।' ভারত, ১৭৬০।

বালাপ [স বালায়] বি কেশজ। 'সান্তি ভগ্নই বালাপ ন পইসঅ।' চর্য্য ২৬, ১২০০।

বালাপঙ্ক্তি [ফা] বি প্রধান পাহারাদার। বিদ্যা, ১৮৯১।

বালাপ্তি বি গর বা ঘোড়ার লেজের লম্বা চুল। ওসী, ১৭৮৫।

বালাপাতা প্র বাল

বালাপোশ [ফা] বি পাতলা লেপের মতো গায়ে দেওয়ার বস্ত্রবিশেষ। 'পায়ের উপর একটা ছিটের বালাপোশ টানা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বালাপোষা, **বালাপোশ** বি পাতলা লেপের মতো বস্ত্রবিশেষ। 'বালাপোশ।' বিদ্যা, ১৮৯১। 'শাল, কল, বালাপোষ, মোটা মোজা, পা কনক, হাত ঠাণ্ডা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বালাম [ফা বলায়] বি এক ধরনের ঢাল। 'বালাম তুলল এক টাকা তের আনা মোন।' দর্পণ, ১৮১৯।

বালাম [ই volume] বি খণ্ড। 'পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কয়েশ

হাজার পৃষ্ঠা হইবেক' নর্পণ, ১৮২১।

বালারুণ দ্র বাল

বালার্শ দ্র বাল

বালি' [স বাল্য] বি বালিকা। 'কন্তে নৈরাশ্রি বালি জাগতে উপাড়ি।' চর্য্য ৫০, ১২০০।

বালি' [স বালুকা] বি বালুকা। 'হিত-উপদেশ বলি কুহার নদীর বালি আর বিনে যদি ক্রি পণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বালিকড়া [বালি+কড়া] বি ছোটো বেলে মাছ। 'সীতু তাজ বালিকড়া চিন্তিত ভোল বড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বালিঘট [বালি+ঘট] বি বালুকাপূর্ণ কলসি। 'আসিয়া তোমার নীরে বালিঘট করি মরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বালিঘড়ি বি সময় নির্ণায়ক বালুকাপূর্ণ পাত্রবিশেষ। 'বালিঘড়ির বাজনা।' জীবন, ১৯৪৮।

বালিচর [বালি+চি] বি বালি জমে গড়ে ওঠা চর। 'নদে বসে লাউসেন পাইল বালিচর।' রায়হাম, ১৭৫০।

বালিবন্ধ [বালি+স বন্ধ] বি বালির বাঁধ। 'সহজে প্রায়েন যথা ভাঙে উমাঘাটে বালিবন্ধ।' মাইকেল, ১৮৬১।

বালির ঝড়ি বি সময় নির্ণায়ক বালুকাপূর্ণ পাত্রবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫।

বালির বাঁধ ১ বি অত্যন্ত ক্ষমাহীন ব্যাপার। 'যৌবন মোহন ফাঁদ ওষধ বালির বাঁধ।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'যৌবন বালির বাঁধ বেশ কোন দেশে।' রায়হাম, ১৭৫০। ২ বি দুর্বল প্রতিরোধ। 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রেখিয়ে কে ... তেতে বালির বাঁধ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

বালি' [ক বাল্য] বি অলম্ব্যাবিশেষ। 'হাসান হোসেন কানের বালি নাকি আলী পাচজন হ'ল।' লালন, ১৮৯০।

বালিকা' [স] ১ বি মেয়ে শিশু। 'বালিকাদের বাসনা বিদ্যুৎ-বিশ্রাম।' নর্পণ, ১৮৩১। ২ বি কন্যাসন্তান। 'আপনার বিধবা বালিকা বা ভগিনীর বিবাহ দিতে কেহ সাহস করেন না।' তমোমুক, ১৮৭৪।

বালিকাশালা [স] বি বালিকাদের লেখাপড়া করার বিদ্যালয়। বালিকা বিদ্যালয়। নর্পণ, ১৮২৩।

বালিকাবধু [স] বি বালিকা স্ত্রী। 'এই যে নবীনা বুড়িবিহীনা এ তব বালিকাবধু।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'বালিকাবধুর অঙ্গলি কোষবদ্ধ হাতে গ্রহণ করে ...।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

বালিকাবরস [স] বি এখানে বালিকা এমন বয়স। 'এই অনভিজ্ঞ বালিকাবরসে তাহার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বালিকা বিদ্যালয় [স] বি বালিকাদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়। 'সংগঠিত ... বেতুন সাহেব যে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বালিকালতা [স] বি শতাব্দে দেহের মেয়ে। 'অমন ফুরুর তল হে বালিকালতা।' দ্বিজ, ১৯৬১।

বালিকাসুলত [স] বি বালিকার পক্ষে মামানসই এমন। 'বালিকাসুলত বিলাশ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বালিকাযত্নাবা [স] বি বালিকার যত্নাববিপিত। 'সে যেন ... ভেজমিনী অথচ মুক্তা, অনভিজ্ঞা, বালিকাযত্নাবা।' বিদ্যুতি, ১৯৩৮।

বালিকে [স বালিক (সম্বোধনে)] বি বালিকা। 'এতএব হে বালিকে কল ...।' গৌর, ১৮২২।

বাণিয়াড়ি বি নদী বা সমুদ্রের বালুকাময় তীর। 'বাণিয়াড়ি ছুড়ে খেসে বালকেরা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বালিশ' [ক] বি উপাধান; শোয়ার সময় মাথার নীচে রাখার উপকরণবিশেষ। 'শুট নেত বালিশ শেভরে চারি পাশে।' কৃন্দা, ১৫৮০।

বালিশ, বালিস [চা বালিশ] বি শোয়ার সময় মাথার দেওয়ার উপকরণবিশেষ। 'ফুরের বালিস আলিস কারণ এড়ি ফুরে ফুলপত্র।' চর্য্য, ১৫৫০। 'জরির বিদ্যানা ও বালিশ শোভা পাইতেছে।' রামহাম, ১৮৩১।

বালিসের ওহাড় বি বালিশের আরবণ। ওর্গা, ১৭৮২।

বালিশ' বি ছয় রাণ ও ছমিশ রাণিণীর সমবায়ে ৪২ সূরের উপস্থিত ৪২ প্রকার সুর ও বাদ্য। 'বাজএ বালিশ বাজনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বালিহাঁস বি হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'হুত, লতাশিরে, রূপৈ, হুনোমুর্গা, বালিহাঁস।' জীবন, ১৯৩২।

বালী' [স বাল্য] ১ বি বালিকা। 'উজ্ঞ উজ্ঞ পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।' চর্য্য ২৮, ১২০০। ২ বি শিশুকন্যা। 'হাঁই আহিলাহৌ আখে অতিশয় বালী।' রত্ন, ১৪৫০। ৩ বি নারী। 'জ্ঞাতিএ পশ্বিনী বালী অতিশয় উজ্জিয়ায়।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

বালী' [স বালুকা] বি বালুকা। 'বালী ঝড়ি বি সময় নির্ণয়ের জন্য বালুকাপূর্ণ পাত্রবিশেষ। 'বড়িয়ার দুই পাশে হাতে বালি ঝড়ি।' দ্বিজ, ১৭৮০।

বালি' [স বালুকা] বি বালি। 'জলে পেত তনু বাসু লাগিয়াছে গার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'শব্দর দিকেত সেই বাসু মেলি মারি।' সুলতান, ১৭০০।

বালুখা [স বালুকা] বি বালি। 'বালুখাতেলে সসরসিগে আকাশে ফুটিল।' চর্য্য ৪১, ১২০০।

বালুঘড়ি বি সময় নির্ণয়ের জন্য বালিকাপূর্ণ পাত্রবিশেষ। 'বালুঘড়ি হয়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মতো।' জীবন, ১৯৩০।

বালুচর বি বালি জমে গড়ে ওঠা চর। 'নৌকা ঠেকিল বালুচরে।' সুলতান, ১৭৫০।

বালুচরচারী বি বালুচরে বিচরণ করে এমন। 'বালুচরচারী দৃষ্টিতে করে সজ্জিয়ার ধারা।' বিদ্যু, ১৯৩৭।

বালুতট বি বালুকাময় তীর। 'অনেকখানি বালুতট অপরারের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

বালুতীর বি নদী বা সাগরের বালুময় কূল। 'ওপারের জনশূন্য ভূখণ্ড বালুতীরতলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বালু-বেলা বি সেকত। 'বাহাদরে কিডে মূখর আলিকে জীবনের বালু-বেলা।' নজরুল, ১৯২৯। 'ছুটিয়াছ পানারের বালুবেলা-পানে।' জীবন, ১৯৩০।

বালুভূমি বি বালুচর। 'নীচে সে সবুজ তৃণ খেরা বালুভূমি।' জঙ্গম, ১৯৩০।

বালুময় বি বালিকাপূর্ণ। 'বালুময় মাঠের মধ্যে সিসার নদীর ...।' দ্বিজ, ১৯৩১।

বালুর বাঁধ বি অত্যন্ত ক্ষমাহীন ব্যাপার। 'বালুর বাঁধ কিছুতেই টিকিবে না।' ইসলাম, ১৯০৭।

বালুশূন্য বি বালিশ শূন্য। 'বালুশূন্যপারিনী বৈশাখের নদীর

মতো। 'রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বালুশাখ্যাপরিনী কিং বালির শয্যা তরে আছে এমন।
'বালুশাখ্যাপরিনী বৈশাখের নদীর মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বালুক [স বালুকা] বি বালি। বালুক বেলা বি বালিময় তীর। 'কোমল চরণ
চলত অতি মধুর উতপত্ত বালুক বেলা।' গৌরীন্দ্র, ১৬০০।

বালুকা [স] বি বালি। 'তত্ত্ব বালুকাতে গোড়ে পা তাহা নাহি জানে।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বালুকা বহিত রূপ ভরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বালুকা-কলা [স] বি বালুর কলা। 'বালুকা-কলা যে এত ক্ষুদ্র,
ইহাতেও অনেক পরমাণু আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বালুকাম্যত [স] কিং বালিতে পরিণত। 'বালুকাম্যত ফলপ্রবাহের মতো
জরামত অতিদ্রুতকৃষ্ণে অতি সত্ত্বগুণে টিকিয়ে রাখা নয়।' অন্নদা,
১৯২৮।

বালুকাচর [স বালুকা+চি চর] বি বালি জমে গড়ে ওঠা চর।
'বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝড় জলে ছুঁবিয়া গেল।' রবীন্দ্র,
১৮৯১।

বালুকাতীর [স] বি নদী বা সমুদ্রের বালুকাময় বেলাভূমি। 'পরগারে
জলহীন বালুকাতীরে ... সূর্যাস্তের আয়োজন ইহতেছে।' রবীন্দ্র,
১৮৯১।

বালুকা-ধূসর [স] কিং বালির মতো পাণ্ডু বর্ণের। 'বালুকা-ধূসর
কেশ এলাইয়া তত্ত্ব ভালা/ তত্ত্ব আকাশ-তটে ঠেকাইয়া এত সে কা।'
নজরুল, ১৯৪১।

বালুকা-প্রস্তর [স] বি বেলে পাথর। 'ইবৎ পীতাবশিষ্ট অটালিকাটি
কাষিয়াগড় থেকে আনিত বালুকা-প্রস্তরে নির্মিত।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বালুকাবহল [স] কিং বালিময়। 'নদীর বালুকাবহল তীরে তাঁর ঘেসে
...।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

বালুকাবৃত্ত [স] কিং বালিতে ঢাকা। 'বালুকাবৃত্ত মৃতদেহের সৌন্দর্য
পকে নিশ্চয় তারা জড়ো হবে।' অলিউদ্দিন, ১৯৬৩।

বালুকা-বুটি [স] বি বালুর ঘারা সৃষ্ট বুটি। 'এরূপ বালুকা-বুটি হয়
যে, ঐ করকে দিবস চন্দ্র সূর্য অদৃশ্যবৎ হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

বালুকা বেলা [স] বি বালিময় তীর। 'সোনার আখরে মোড়া ছিল
যাহা বালুকা বেলায়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বালুকাময় [স] কিং যেদিকে চোখ যায় কেবল বালি আর বালি, এ-
রকম। 'তাহাদিকে সত্যত বালুকাময় মরুভূমি পর্যটন করিতে হয়।'।
অক্ষয়, ১৮৪৫; 'বালুকাময়প্রণীতে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী বলা
যাইতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

বালুকালীন [স] কিং বালুকায় বহীন। 'শূন্য এ বালুকালীন বেলাতে/
এই ফেন-তরঙ্গের বেলাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বালুকালুপ্ত [স] কিং বালিতে ঢাকা পড়েছে এমন। 'মরুর বালুকালুপ্ত
গা ধুম।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

বালুকালয়ন [স] বি বালুর বিছানা। 'নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-
অভিসারে বালুকা শয়ন-পাতা নির্জন এ পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বালুকাসমুদ্র [স] বি সমুদ্রের বালুকাময় ভূতটুকি। 'বালুকাসমুদ্রের
মধ্যে ... একটি বিস্তৃত উর্বরা দ্বীপ।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'ভারতবর্ষের
সেনানিবাসগুলিকে জলহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি
দ্বীপের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বালুকাসৈক্য [স] বি সমুদ্র নদী প্রভৃতির বালুময় তীর।

'বালুকাসৈক্যে বাজে তটিনীর গান।' জীবন, ১৯৩০।

বালুকাময়প্রণী বি সার-বাধা বালির স্থাপ। 'বালুকাময়প্রণীকে
বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

বালুকি, বালুকী বি বোড়া বা গোকুর লেজের চুল। 'জবাফুলটি বালুকি
মিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল।' হুতোম, ১৮৬১; 'বালুকী বাধা
জবাফুল।' হুতোম, ১৮৬১।

বালুয়া বি বাহীহস। 'মহা কলতানে বালুয়ার গানে বেড়ায় মাতি।'।
জয়ীম, ১৯৩০।

বালুশাখী বি ময়দার তৈরি খিয়ে ভালো মিষ্টিবিশেষ। 'জ্বারা নামাজের
পর এই মসজিদে জিলাপি কখনো-বা আমরিতি বা বালুশাখী শিল্পির
মতো বিলি করা হতো।' রশীদ, ১৯৬৩।

বালেশ্বর বি একপ্রকার জামানি বাড়ি। 'বালেশ্বর, ছুরিয়া, পেনা,
সারুয়া প্রভৃতি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বালেশা কিং প্রাচুর্যকর। 'সেই নাবালোগা কন্যা ইচ্ছা করলে যে মুহূর্তে
বালেশা হন সেই মুহূর্তে সেই বিবাহ নাকচ করে দিতে পারেন।'।
মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বালেশুদ্র বা বাল

বালোচিত্র বা বাল

বাল্য [স] ১ বি শৈশব। 'বাল্য পৌণ্ড্র ঐশ্বর্যের যৌবন চারি ভেদ।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বালক। 'বাল্য বৃদ্ধ সকলে কয়।' লালন,
১৮৯০।

বাল্যকাল [স] বি শৈশব। 'বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে সোহ
হইবার সম্ভাব্য নাই।' প্রভাকর, ১৮৩১।

বাল্যক্রীড়া [স] বি শৈশবসুলভ খেলাধুলা। 'এই মতে বাল্য ক্রীড়া ও
লেখা পড়া ইত্যাদি।' রামরাম, ১৮০১।

বাল্যক্রীড়াভূমি [স] বি শৈশবের খেলার মাঠ। 'বাল্য-ক্রীড়াভূমি
দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন।' মশাররফ, ১৯০৮।

বাল্যজীবন [স] বি শৈশবজীবন। 'মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ
নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২; 'অসহায়
বাল্যজীবন।' বিজুতি, ১৯০১।

বাল্যদশা [স] বি বাল্যকাল। 'প্রচুত উত্তাপ নিয়ে যে-সব নক্ষত্র
তাদের বাল্যদশা শুরু করেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাল্যবন্ধু [স] বি বাল্যকালের বন্ধু। 'সেই বাল্যবন্ধুকে এই দুঃসময়ে
এতদিন অর্পণনের পরে ফিরিয়া দিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬;
'ভারত বাল্যবন্ধু শৈলবালা শোনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বাল্যবান্ধব [স] বি বালক বয়সের বন্ধু। 'স্তোর সব বাল্যবান্ধবেরা।'।
মহমুদ, ১৯৬৬।

বাল্যবিবাহ [স] বি কয়বয়সে বিবাহ। 'বাল্যবিবাহের সোহের ভাগই
অধিক।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বাল্যবিবাহ-রোধ [স] বি অগ্রাণ্ড বয়স্কদের বিবাহ প্রতিরোধ।
'সরকার উক্ত বাল্যবিবাহ-রোধ-আন্দোলনকে যে মূল্য দিচ্ছেলেন
তার কথাও স্মরণ রাখতে হবে।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

বাল্যভাব [স] বি শিশুসুলভ ভাব। 'এইমত নানা হলে ঐযুগে সেখায়
বাল্যভাব প্রকটীয়া পড়ায় দুকায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাল্যমনা কিং বালকের মতো মনবিশিষ্ট। 'ভূমি ভীক, ভূমি
বাল্যমনা।' শক্তি, ১৯৬৬।

বাল্যম্যধুর্ষ [স] বি ছেলেবেলার মধুর স্বভাব। 'বেসুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যম্যধুর্ষের একটা লক্ষণ বলিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাল্যলীলা [স] ১ বি শৈশবের খেলা। 'নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অল্পবয়সের কাজ। 'অন্তর বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ... অঙ্কিত হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাল্যশিক্ষা [স] বি প্রাথমিক শিক্ষা। 'বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'বাল্যশিক্ষা ব্যাকরণ এবং আদর্শ ধারাপাতে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

বাল্যক্রান্ত [স] বিণ শৈশবে শোনা হয়েছে এমন। 'তাঁহার বাল্যক্রান্ত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গল্প বলিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাল্যসখা [স] বি ছেলেবেলার বন্ধু। 'বাল্যসখা, রাজা বলে ডুলে যাও মোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বাল্যসখী [স] বি স্ত্রী শৈশবের সখী। 'সেই জন্মকুশি, বাল্যসখী, পিতৃ মাতৃ সহোদরগণকে পরিচায়ক করিতে হইবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

বাল্যসঙ্গিনী [স] বি স্ত্রী শৈশবের সখী। 'মহামায়া রাজ্ঞীকের বাল্যসঙ্গিনী ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাল্যসখী [স] বি বাল্যবন্ধু। 'আমরা তিন বাল্যসখী যে ঘরে শয়ন করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাল্যসখী [স] বি বাল্য+স সহিত। বি বাল্যকালের বন্ধু। 'তাঁহার বাল্যসখীর কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাল্যসাদৃশ্য [স] বিণ শৈশবের মতো। 'তার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্রে ক্রমশঃ ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বাল্যধর [স] বি বাল্যকালের কঠর। 'অপরাধ বাল্যধর সে চাঞ্চল্য।' বিভূতি, ১৯০১।

বাল্যস্মৃতি [স] বি বাল্যকালের স্মৃতি। 'ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতির এবং কতটা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'বাল্যস্মৃতির ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাল্যাবধি [স] ক্রিবিণ বাল্যকাল পর্যন্ত। 'দুর্ভাগ্য নিরবধি, যদি হয় বাল্যাবধি।' ভবানী, ১৮২৫।

বাল্যাবস্থা [স] বি শৈশবকাল। 'বালকেরা বাল্যাবস্থায় আপন বৈজ্ঞান্য্য কিছু করিতে সক্ষম নহেন।' পুণ্ড্রিত, ১৮৩৮।

বাল্যবেশ [স] বিণ শিশুসুলভ। 'নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যবেশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাল্যে ক্রিবিণ বালক বয়সে। 'বাল্যে আরবী অক্ষর-পরিচয়ের জন্মে ব্যস্ত হওয়ার কোন অর্থ নাই।' কুলকুল, ১৯০৪।

বাল্যোপার্জিত [স] বিণ ছেলেবেলার অর্জিত। 'চিকিৎসাকালে বাল্যোপার্জিত বিন্দ্য বিস্ময়কর হয়েন।' তমোলুক, ১৮৭৪।

বাশ [স] বাসা। বি বসবাস। 'দেশান্তরে আইল ছিরা বাশের উদ্দেশে।' মুহুন্দর, ১৬০০।

বাশী [স] বাসা। বি বাস; বাসস্থান। ওর্স, ১৭৮২; 'কথায় আশয় বুঝে বাসায় আইল।' ভবানী, ১৮২৫। দ্র বাসা

বাশা খরচ [বাসা+আ খরজ] বি সাংসারিক ব্যয়। 'বাশা খরচ দিতেছেন।' ওর্স, ১৭৭৯।

বাশি [স] বাশী। বি কুটারবিশেষ। 'শিলায় সানান্য্য বাশি পাটি চাঁছে রাশি রাশি।' মুহুন্দর, ১৬০০।

বাশিন্দা [ফা] বি নিবাসী। 'দক্ষ্যামের মূল বাশিন্দাগণ পালাইয়া আসিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৫।

বাশেন্দা [ফা] বি বাসিন্দা; অধিবাসী। 'পূর্ব পাকিস্তানের বাশেন্দাগণ এই প্রভাবকে কার্যে পরিণত করার জন্য দৃঢ়-সংকল্প।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বাশিত [স] বি বাশিত প্রণীত যোগ্যশাস্ত্র। 'মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিত ব্যাখ্যান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাতি, বাতলী [স] বি বাশালী। বি চট্টদাস-পূজিত দেবী; বাসলী। 'গাইল বড় চট্টদাস বাতলীসনে।' বড়, ১৫৭০; 'বরদা বাতলি বন্দো মন্তক উপরে।' রঙ্গরায়, ১৭৫০।

বাশা [স] বি বাসনা; কলাপাছের চকুনা পাতা বা বাকল। 'এল গাদা গাদা কলার বাশা দক্ষিণের বাগান থেকে।' রিমল, ১৯৫৩।

বাঘটি [পা ঘেসটি] বিণ বাঘটি-সংযোজক। 'লম্ব গুরু সকলে ৬২ বাঘটি কলা।' বড়, ১৫৭০।

বাঘণা [স] বি বাসনা। 'আইস সহাবে জই জগ বুঝি তুট বাঘণা তোরা।' চর্চা ৪১, ১২০০।

বাঘা বাটী বি বসত বাড়ি। 'গোমাতা হরিনারায়ন সরকার বাঘা বাটীতে ছিলেন।' ওর্স, ১৭৭৯। দ্র বাসা

বাশ (স) ১ বি বায়বীয় পদার্থ। 'বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামে দুই বাশ আছে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি সামান্যতম আভাস। 'কোনকালে কলঙ্কস্পর্শের বাশও প্রস্তুত হয় নাই।' অক্ষর, ১৮৫৫। ৩ বি ধোঁয়া। 'যেন আশ্রয়-ধানীর বাশ বিতলেল খসিছে সকল বাসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৪ বি অক্ষর। 'বাশ আভাসে দিশন্ত হলোহলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বাশকণা [স] বি অক্ষর। 'বাত্তহারা কুমারীর চোখের বাশকণার মতো কুমারী-ঢাকা দিন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বাশকুলী [স] বি কুলোকারে থাকানো ধোঁয়া। 'সময় তাহার গুড়গুড়ির বাশকুলীর মতো ধীরে ধীরে অভয় লম্বভাবে উড়িয়া যাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাশপাদমদম্বর [স] বাশ+ধ্বন্য পদমদ+স বস। বি অক্ষরকৃত। 'আলখাত্তার প্রান্তভাগ ধরিয়া, বাশপদমদম্বরে বলিতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

বাশগিরি [স] বি বাশরূপ গিরি। 'মেঘ সে বাশগিরি গিরি সে বাশমেঘ।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বাশধনিমা [স] বি ঘনীভূত বাশ; মেঘ। 'স্মৃতিবিশ্মৃতির নানা বর্গে রঞ্জিত দুহস্বরে বাশধনিমা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাশচালিত [স] বিণ বাশের সাহায্যে চলে এমন। 'কেন যে বাশচালিত যন্ত্রপাতি ভারতে উদ্ভাবিত হলো না।' ব্রহ্মদেব, ১৯৩৭।

বাশজাল [স] বি বাশরাশি। 'বিদ্যানে প্রকৃতিমাতা ওষ বাশজালে-গীষা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাশদিক [স] বিণ অক্ষরপূর্ণ। 'বাশদিক চোখের বিনোদন করি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বাশনির্বাণ [স] বি বাশরূপ নির্বাণ। 'আলোড়িত তন্ত বাশনির্বাণের মধ্য দিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বাঙ্গালাভ [সি] বি অশ্রুপতন। 'আরো নয়নে দরবিগলিত বাঙ্গালাভ হইতে লাগিল।' হরহাসদ, ১৮৮১।

বাঙ্গালাভ [সি] বি অশ্রুপূর্ণ। 'এডর্গো বাঙ্গালাভ নয়নে কহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বাঙ্গালাভি [সি] বি অশ্রুজল। 'নয়নের হইতে বাঙ্গালাভি নির্গত হইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বাঙ্গালাভল [সি] বি বাঙ্গাভর। 'সূর্য যে গাড় বাঙ্গালাভল-পরিবৃত্ত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বাঙ্গালাভ [সি] ১ বি বাঙ্গালাভরিত। 'তাহা বাঙ্গালাভ মেঘবরুণ হইয়া উজ্জ্বলিত ...।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি অশ্রুপূর্ণ। 'উজ্জ্বলিত বাঙ্গালাভ ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি অশ্রুজল। 'জগন্নাথ সেই রকম বাঙ্গালাভ এবং অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভ মেঘ। 'মেঘ সে বাঙ্গালাভি গিরি সে বাঙ্গালাভ।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত গাড়ি; রেলগাড়ি। 'হরি স্থান-পরিমাণ, ছোটো তব বাঙ্গালাভ।' গিরিশ, ১৮৮৩। 'বাঙ্গালাভে সেটা লোপ করে সেবার চেষ্টা করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত যান; রেলগাড়ি। 'কী একরোখা ছুট ছুটছে এই উন্মাদ বাঙ্গালাভ-রথটা।' নজরুল, ১৯২৪।

বাঙ্গালাভ [সি] বি জলীয় বাষ্প। 'এইরূপ সমুদ্র বাঙ্গালাভি আকাশমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'ভূরি ভূরি বাঙ্গালাভি ঘূর্ণিত হইতে হইতে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বাঙ্গালাভ [সি] বি কান্নার রক্ত হয়ে এসেছে এমন। 'বাঙ্গালাভ কলিত বরো কহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভের অশ্রুজলে রেখার মতো দুই প্রান্তে যায়। 'চন্দ্র-শেত মিলে গেছে দুই বনান্তে বেগনি বাঙ্গালাভে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত লাঙল। 'বাঙ্গালাভল ব্যবহার ঘরা ইউরোপ প্রদেশে যে প্রকার ফলোৎপন্ন হয়, ...।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বাঙ্গালাভ [সি] বি ধোঁয়াটে জ্বাং। 'মিশে যাক সে অনাদির বাঙ্গালাভে।' জীবন, ১৯৪০।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত যানবাহন; রেলগাড়ি। 'যে দশিচীনে হাড় দিয়ে ওই বাঙ্গালাভ চলে।' নজরুল, ১৯২৫।

বাঙ্গালাভ [সি] বি ধোঁয়ার শিখ। 'প্রথম মধ্যাক্রান্তে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে বাঙ্গালাভি অনলবসনা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাঙ্গালাভ [সি] বি জলের আবির্ভাব; অশ্রুর আবির্ভাব। 'উর্মির চোখে বাঙ্গালাভের।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাঙ্গালাভ [সি] বি অশ্রুহীন। 'জন্মদাতা পিতার বাঙ্গালাভ চোখ।' হফিজুল, ১৯৫৩।

বাঙ্গালাভ [সি] বি ধোঁয়াটে আবরণ। 'জলের উপর একটি বাঙ্গালাভের মতো বাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত লাঙল। 'বাঙ্গালাভ প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষীয় মুক্তিকায় অবশ্যই প্রচুর শোষণোৎপন্ন হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বাঙ্গালাভ [সি] ১ বি অশ্রুপূর্ণ। 'তাহার জননী, বাঙ্গালাভ লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি অশ্রুপূর্ণ।

'উত্তাপে সর্বগতির বাঙ্গালাভ হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি অশ্রুপূর্ণ। 'চারি দিককে বাঙ্গালাভ করে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বাঙ্গালাভ [সি] ১ বি ধোঁয়ার আচ্ছন্ন। 'উত্তরে নিখাদবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাঙ্গালাভ হইয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি অশ্রুপূর্ণ; আবহা। 'অশ্রু আকাশে ভাঙাচি বাঙ্গালাভ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভ। 'মুখটা বাঙ্গালাভ বলে তাতে বিভিন্ন আকর্ষণ।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বাঙ্গালাভ [সি] ১ বি বাঙ্গালাভের মতো হালকা অবস্থা। 'সমীত একদিকে যেমন সুরের বেলায় বাঙ্গালাভিত অনাদিকে তেমনি পদের আবৃত্তিতে ভারাক্রান্ত।' মোতাহার, ১৯৩৭। ২ বি অশ্রুপূর্ণ। 'সজল ভাগ্য দুই চক্ষু দরিদ্রাবিবির বাঙ্গালাভিত।' শওকত, ১৯৫৮।

বাঙ্গালাভ [সি] ১ বি উত্তাপের ফলে বায়বীয় অবস্থা রূপান্তরিত। 'যাতে চোয়ানিতে এবং বাঙ্গালাভিত হয়ে নষ্ট না হয়।' মাহেনত, ১৯৪৯। ২ বি প্রকাশিত। 'বক্তাব্যবস্থার মূল্যবোধ বায়বীয় বাঙ্গালাভিত হতে দেরি লাগে নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত চালানো হয় এমন গাড়ি। 'বাঙ্গালাভ গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনের ক্রোশ গমন।' দর্পণ, ১৮৩১।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত জাহাজ। 'দায়ানানামক বাঙ্গালাভ জাহাজ।' দর্পণ, ১৮৩১।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভিত জাহাজ। 'বাঙ্গালাভ নৌকা হইয়া নদী মাঝি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর।' দর্পণ, ১৮২৮।

বাঙ্গালাভ [সি] বি বাঙ্গালাভ উজ্জ্বল। 'ভারতসমুদ্র তার বাঙ্গালাভে নিখাদে গগনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বাঙ্গালাভ [সি] ১ বি বায়বীয় পদার্থ সংক্রান্ত। 'পূর্বে বাঙ্গালাভ চাঁদাতে তাঁহারা যে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি বাঙ্গালাভিত। 'এক বাঙ্গালাভ কল বসান যায় ও প্রাণী পাঁচা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বাঙ্গালাভ [সি] বি রেলগাড়ি। 'বাঙ্গালাভ রথ পরমমুখত বহু।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বাস [সি] বি বাস। 'চারি বাসে গড়িল রে দিবা চঞ্চলী।' চর্য্য ৫০, ১২০০।

বাস [সি] বি বস; পরিচ্ছদ। 'নেত বাস ওয়াড়ন দিবা।' বহু, ১৪৫০।

বাসমুখ [সি] বি বসন বা বস্ত্র নেই এমন। 'লাজমুখ বাসমুখ দুটি নয় প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বাস [সি] ১ বি বসবাস। 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী/ কতএ লক্ষ্যপুর বাস।' বিদ্যাগড়ি, ১৪৬০। 'নন্দনকালনে বাস সুখে থাক বারমাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বাসস্থান। 'যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মনে।' বহু, ১৪৫০। ৩ বি গৃহ। 'বলিয়াত সেল দেবি আপনার বাস।' মাল্যাব, ১৫০০। ৪ বি দিনব্যাপন; সময় কাটানো। 'এইমতে কতদিন বলিলেক বাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাসকট [সি] বি বসবাসের কট। 'জলকট পথকট বাসকট দুই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাসমুখ [সি] বি বসতবাড়ি। 'অনন্তমঞ্জরীর বাসমুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বাসঘর বি বাসর ঘর। 'বিতা করি বলরাম গোলা বাসঘর।' মাসাঘর, ১৫০০।

বাসঘর-বই বিপ্তি বাসগৃহীন। 'ইবে হইলো বাসঘর-বই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাসখাম [স] বি বসবাসের ঘর। 'আরাস অলস ঘুমে প্রেমালোপে বাসখামে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাসনিবন্ধন [স] বি বসবাস। 'একর ভ্রমণ, একর বাসনিবন্ধন উভয়েরই মনে সবিশেষ সরল প্রশ্ন জন্মিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

বাসবাটী বি বসডবাড়ি। 'বলপূর্কক বাসবাটী হইতে উঠাইয়া দেওয়া।' সাধাক্ষী, ১৮৭৮।

বাসভবন [স] বি বাসগৃহ। 'এক সুশোভন উপনব ও তনুযো পরম রমণীয় বাসভবন নির্মিত করাইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বাসভূমি [স] বি আবাসস্থল। 'প্রত্যেক ভাষাবাহী জনগণের নিজ নিজ বাসভূমির ... রাষ্ট্রকার্য, আইন আদালতের কার্য সে প্রদেশের ভাষায় চলবে।' হাফিজুর, ১৯২৩।

বাসমণিষ [স] বি মণিরত্নযুক্ত আবাসস্থল। 'আমার সেই আজন্ম পরিচিত, বাসলোয়ার বাসমণিষ সহসা মৃত্যুে পরিণত হইল।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বাসযোগ্য [স] বিপ্তি বসবাসের উপযোগী। 'কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য।' বক্তা, ১৮৮৪।

বাসস্থল [স] বি বসবাসের আশ্রয়। 'বাসস্থল জানাইরে, কিশোরী চলিল নিজবাসে।' জ্বালী, ১৮২৫।

বাসস্থানী [স] বি বাসস্থান। 'শারদপুত্র, বাসস্থানী, মরাসের নৃত্য কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই ইহঁত।' হাই, ১৯৫৪।

বাসস্থান [স] ১ বি বসবাসের জায়গা। 'সবাক পালন করে দিয়া বাসস্থান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বাড়ি। 'এ অট্টালিকা সাধারণ কোন বাহ্যেব্যক্তের বাসস্থান না ইহঁদের।' দর্পণ, ১৮৯৩। ৩ বি থাকার জায়গা। 'সোবার ফুলে কি বিঘ্ন শোকরই বাসস্থান দিয়াছে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

বাসিনী [স] বাসিনী বিপ্তি স্ত্রী বসবাসকারী। 'সপথার কীট কুণ্ড বাসিনী।' সীনবন্ধু, ১৮৬৬।

বাসিনী [স] বি স্ত্রী বসবাসকারী। 'পুরবাসিনীরা সকলে অসিয়া জর ধনি করিতে প্রবর্ত।' রাষ্ট্রবি, ১৮০৫।

বাসী [স] বাস। বি অধিবাসী। 'প্রত্যন্ত উঠিয়া গোফুল বাসী/ দখি দখি যুগ পুরিয়া রাশি।' বিদ্যাভি, ১৪৬০।

বাসোপযোগী [স] ১ বিপ্তি বসবাসের উপযুক্ত। 'ব্রাহ্মণ ক্রিয়াদির বাসোপযোগী বসিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৪৫। ২ বি আবাসিক। 'কলেজটি বাসোপযোগী (Residential) হওয়া বাঞ্ছনীয়।' প্রচারক, ১৯০০।

বাস [স] বাসি। ১ বি সুস্থ। 'ফুল তুলিয়া নির্লে যাহার যোজন বাসে।' বটু, ১৪৫০। ২ বিপ্তি সুখ। 'কোনে বাস তেলের গন্ধ নয়, ওর চুলের নিজস্ব গন্ধ।' সুনীল, ১৯৭০।

বাসভায় [স] বি সুবাস। 'শাবির গীতধার ফুলের বাসভায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বাসিত [স] বিপ্তি সুবাসিত; সুগন্ধযুক্ত। 'বাসিত ফুলে রাখা বাহনি কেন।' বটু, ১৪৫০।

বাসে-ভরা বি সুবাসিত; সুবাসপূর্ণ। 'বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা

ফল।' নজরুল, ১৯২৬।

বাস [ধ্বন্য] অর্থ আবেগ প্রকাশক শব্দ। 'কথাটা হচ্ছে, পয়সা আবারের দিন বিকেলে খুব মুলখানের ব্যক্তি হয়ে গেছে।' বাস। রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'এসেছে মহেশ বাস রে বাস।' নজরুল, ১৯২২।

বাস [স] বি বায়ীবাধী বস্তু আকারের মোটামুটি। 'মোটর বাস ভর্তি করে চলছে সব ছাত্রাশ্রমণীর দল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বাস কণ্ঠাটর [স] বি বাসের ঘরীসের কাছ থেকে যে ভাড়া আদায় করে। 'বাস কণ্ঠাটর ও বাস ড্রাইভারের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম রয়েছে।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

বাসট্যাগ [স] বি ঘরীসের সুবিধার জন্য যেসব ছানে বাস থাকে বা থাকে। 'বাসট্যাগে ঘরীসের পুঙ্খলা ও আদব দেখলে ... হাজার উদর হয়।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

বাসস্টপ [স] বি বাসে যাত্রী ওঠানায় করে যেখান থেকে। 'কখনো চমকে উঠি দেখে কাউকে নির্জন বাসস্টপে।' শামসুর, ১৯৭২।

বাসক [স] বি ভেজক গাছবিশেষ। 'বাসক কেন্দ্র হুদ।' বটু, ১৪৫০।

বাসকগাছ বি ভেজক গাছবিশেষ। 'মকতুলের বাসকগাছ প্রায় নিশ্চয়।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

বাসকলাতা [স] বি ভেজক গাছবিশেষ। 'আরুণ বাসকলাতা ঘেরা এক নীল দুর্গ।' জীবন, ১৯৩২।

বাসকশব্দ [স] বি নায়কের জন্য সুসজ্জিত শব্দ। 'বাসকশব্দ পরে প্রেমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও অচেতন ঘুমতবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বাসকসজ্জা [স] বি প্রেমিকের আগমন-ব্যত্যাশর সজ্জা প্রেমিকার ব্যাকুল অবস্থা। 'ভূতীরে বাসকসজ্জা বিহঙ্গতা চারি।' অলাওল, ১৯৮০। 'প্রোথিতভবুকা হয়ে/ মুখে দিলা দুখ সয়ে/ আমা দেখি বাসকসজ্জা হৈলো।' ভারত, ১৭৬০।

বা-সস্তর [পা বিসর্জিত] বিপ্তি বাহস্তর। 'বা-সস্তর ভাল জান সঙ্গে রাগপা প্রতিনিতি নাট করে ইস্তের ভূখন।' অলাওল, ১৬৮০।

বাসন [পা] বি বাসনের পাত্র। 'মদোদ্র, ১৭৪৩। 'পাসনের এক থামা পেতলের বাসন গেছে ও বেনেদের সর্বনাশ হয়েছে।' হুতোম, ১৮৬১।

বাসন-ওয়ালা [পা বাসন+হি ওয়ালা] বি বাসন ইত্যাদি বিক্রি করে যে। 'পুরানো-বাসন-ওয়ালা গিলবের পায়ে খন খন শব্দ করিয়া ... চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বাসনকুসন বি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত থালা, বাটি প্রভৃতি ভৈরবশব্দ। 'রূপার বাসনকুসন বাহির করিও।' কেরি, ১৮০২।

বাসনকোশন বি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত থালা, বাটি প্রভৃতি পিস্তক, বেতের কাঁপি, বাসনকোশন কত কিছু।' মাদিক, ১৯৩৬।

বাসনকোশন বি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত থালা, বাটি প্রভৃতি। 'বাসনকোশন সামনের রাস্তার কলতলার ধুতে নিয়ে আসে।' মুক্ততর ১৯২২।

বাসনপত্র [বাসন+স পত্র] বি বাসন-কোশন। 'বধু আর একবার এল চায়ের বাসনপত্র কুড়িয়ে নিয়ে যেতে।' জীবন, ১৯৩২।

বাসন-বর্তন [বাসন+স বর্তন] বি থালা-বাসন। 'বাসন-বর্তন নাড়াচাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

বাসনবাটি বি থালা-বাসন। 'তার ভিতরে কয়েকটি বাসনবাটি কাপড়ের পোটাল পুটিল।' অলাওল/কিন, ১৯৩৩।

বাসন

বাসন^১ [সি] বি বস। 'এলবাস পোশাক ও সোনারঙ্গার গহনা ও বাসন ও জুতায়ের প্রকৃতি'। দর্পণ, ১৮৩০।

বাসনপূড় [সি] বান্দনাপুট। 'পরিচি বিজ্ঞান মোর বাসনপূড়'। চর্য্য ২০, ১২০০।

বাসনা [সি] ১ বি আশা। 'আইবার বাসনা তোকে ছাড়হ গোআলী'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রত্যাশা। 'আমার বাসনা এই ... প্রসন্ন হইয়া খাও'। তাহসীল, ১৮৩৩।

বাসনা-উদ্গীষ [সি] বিগ কামনার উৎকর্ষ। 'বাসনা-উদ্গীষ চিন্তা/উন্মূহ ধ্বংসের আর্তনাদে'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

বাসনা-ছুদী [সি] বাসনা+স ছুদিকা। 'বি বাসনারূপ ছুদি'। 'সুতীক্ষ বাসনা-ছুদী দিয়ে/তুমি তাহা চাও হিড়িতে নিতে?' রতীশ্রু, ১৮৯০।

বাসনানিধাস [সি] বি কামনার নিধাস। 'বাসনানিধাস তব গরল বরষে'। রতীশ্রু, ১৮৮৬।

বাসনাপূর্ব্ব [সি] বি ইচ্ছাপূর্ব্ব। 'এই রচনার উৎস কিঞ্চ শিতসন্ময় মানুসের বাসনাপূর্ব্ব নয়'। আইবর, ১৯৭০।

বাসনানুপুত্তি [সি] বি কামনা-বাসনা। 'প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নানা রকমের বাসনানুপুত্তি কিয়া করছে'। শিব, ১৯৫৬।

বাসনারব্ধ [সি] বি কামনার বন্ধ। 'জ্ঞানত সচেতনভাবে বাসনারব্ধ-মুক্তির আদর্শকে ...'। রতীশ্রু, ১৯০৫।

বাসনাবাসিনী [সি] বি কাক্ষিত নায়ী। 'মানসীরাগিনী ওগো বাসনাবাসিনী'। রতীশ্রু, ১৮৯৩।

বাসনাবিশুদ্ব [সি] বি বিদ্যাতের মতো প্রবল কামনা। 'বাসনাবিশুদ্বতে তুমি হিন্ন করে চরিত্রের মেঘ'। শঙ্ক, ১৯৫৫।

বাসনাবিহীন [সি] বিগ কামনার অত্যন্ত কাতর। 'বাসনাবিহীন থাকি খসে পড়ে'। বৃহ, ১৯৪৩।

বাসনাবৃক্ষ [সি] বি বাসনার বৃক্ষ। 'ভাঁহার বাসনাবৃক্ষ ফুলে রূপে ফলবান হইল'। অক্ষর, ১৮৪৫।

বাসনামত ত্রিবিধ ইচ্ছা অনুসারে। 'বাসনামত কথ্য ত্যাগ করিলে করিতে পারিবে'। দর্পণ, ১৮২২।

বাসনাময় [সি] বিগ কামনাতাড়িত। 'সমস্ত জীবন মন নরন বচন ধাইছে তোমার পানে/কেবল বাসনাময় হয়ে'। রতীশ্রু, ১৮৮৯।

বাসনা-সঙ্গিনী [সি] বি স্ত্রী বাসনার সঙ্গী। 'অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী'। নরকল, ১৯২৮।

বাসনা-সাগর [সি] বি বাসনারূপ সাগর। 'স্বী হতো বিকল-আশ, বাসনা-সাগরে তাসি'। গিরিশ, ১৮৮৩।

বাসন্ত [সি] বিগ বসন্ত সম্পর্কিত। 'বাসন্ত আঘোদ মন পুরি নিরন্তরে'। মাইকেল, ১৮৬৬।

বাসন্তানিল [সি] বি বসন্তের বাতাস। 'বহিছে বাসন্তানিল'। মাইকেল, ১৮৬১।

বাসন্তিক [সি] বিগ বসন্তকালীন। 'এই সময়ে এখানে অধিষ্টিত করিলে অখন্দনীয় বাসন্তিক খাদ্য অনুভব করিতে পারা যায়'। অক্ষর, ১৮৫৪।

বাসন্তিকা [সি] ১ বি একটি ফুলের নাম। 'বাসন্তিকা আখও শ্রীফল'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বসন্তকালীন সৌন্দর্য। 'বসন্তের বাসন্তিকা এমন আত্মকরণে লেখা দেয় না'। রতীশ্রু, ১৯০৭।

বাসন্তী [সি] ১ বিগ কমলা রঙের। 'বাসন্তী আচম্পদীয় তরিয়ে বেষ

মুহুরুর হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে'। রতীশ্রু, ১৮৯৩। ২ বি পান্থবিশেষ, যাতে সোয়ালি রঙের ফুল হয়। 'এপারে বাসন্তী পাছে করিপাতা শিতর দুমডাড়া চোখের মতো'। রতীশ্রু, ১৯০৮। ৩ বি বসন্ত ঋতু। 'বাসন্তী, যে ভুবনমোহিনী ... অসন্ত তব মায়াহী'। রতীশ্রু, ১৯৩১। ৪ বিগ বসন্তকালে প্রবাহিত। 'বাসন্তী বায়ুর বিশদীভ বিশপের ঘটাইবার কামনা'। মানিক, ১৯৪০। ৫ বিগ আনন্দময়। 'আমার জীবনে তাই বর্ষ বর্ষ বাসন্তীমকশ'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

বাসন্তীপূজা [সি] বি বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হিন্দুরে দুর্গাপূজা। 'বাসন্তীপূজা ... সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে'। তারা, ১৯৪২।

বাসন্তী পূর্ণিমা [সি] বি বসন্ত ঋতুর পূর্ণিমা। 'বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবাসা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া ...'। রতীশ্রু, ১৮৯৫।

বাসন্তী রক্ত বি কমলা রং। 'শেখদিার কৃত দিয়া রতাইব, রানী, বসন বাসন্তী রঙে'। রতীশ্রু, ১৮৯৫।

বাসব [সি] বি (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্র। 'নারদের কথা তনি বাসব মনেতে তপন শিবের পূজায় দিল মন'। মুকুন্দ, ১৬০০।

বাসবশিঞ্জিনী [সি] বি সংঘন। 'পৃথিবী উপরে, বাসবশিঞ্জিনী'। বহুদর্শন, ১৮৭২।

বাসবের চাপ বি সংঘন। 'বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে পতিত'। মাইকেল, ১৮৬১।

বাসবমতী বি সুগন্ধি চালবিশেষ। 'বাসবমতী চালেভেজা শাদা হাতখান'। জীবন, ১৯০২।

বাসব [সি] ১ বি মিসর; দিন। 'উপবাস প্রথম বাসবে'। মুকুন্দ, ১৬০০। 'মঙ্গল বাসবীর তিমিরনাশক পদে তৎকালীনাশক লেখেন ...'। প্রভাকর, ১৮৩১। ২ বি কাল; সময়। 'বীরের নগরে রজনী বাসবে তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নবম্পত্তির প্রথম রাত কাটোবার সুসজ্জিত ঘর। 'সোহার বাসব ঘর করিয়া গঠন'। বিজয়, ১৬৫০।

বাসবরক্ষ [সি] বি নবম্পত্তির প্রথম রাত কাটোবার সুসজ্জিত ঘর। 'পৃথিবীর বেটনী পড়ে থাকত নিতৃত বাসবরক্ষের বাইরে'। রতীশ্রু, ১৯৩২।

বাসবগৃহ [সি] বি নবম্পত্তির প্রথম রাত কাটোবার সুসজ্জিত ঘর। 'বাসবগৃহের ফুলপত্রের জন্য সে নেহে'। রতীশ্রু, ১৯০০।

বাসবগৃহে [সি] বাসব+স গৃহ<। বি বাসবঘর। 'সেবধি, ১৮৩৯।

বাসব ঘর [সি] বাসব+ঘর। বি নবম্পত্তির প্রথম রাত কাটোবার সুসজ্জিত ঘর। 'সোহার বাসব ঘর করিয়া গঠন'। বিজয়, ১৬৫০।

এক বার বের বাসবঘরে যাই'। উদ্দেশ্য, ১৮৫৭।

বাসবঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকা কি ব্যক্তিগত ব্যাপারে অপরের হৃদক্ষেপ কামনা করা। 'বাসবঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারশ কোরে'। রতীশ্রু, ১৯২৯।

বাসবরজনী [সি] বি বাসবরাত। 'সেদিন বাসবরজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করিতে পারনি'। রতীশ্রু, ১৯৩২।

বাসবরায়ি [সি] বি বাসবরাত। 'তার বামী বাইলা তুমি না হইল বাসবরায়ি'। বিজয়, ১৬৫০।

বাসবরশ্মা [সি] ১ বি বাসব রাতের বিশেষ বিজ্ঞান। 'নাহি চল সজ্জিত বাসবরশ্মাতে'। রতীশ্রু, ১৮৯৫। ২ বি মিলনস্থান। 'পরিহার অন্ধকার অনেক সময় সিগাইয়ের বাসবরশ্মায় পরিণত

হয়।' শতকৃত, ১৯৭২।

বাসরশয়ন [সি] বি বাসরশয্যা। 'দুটি অথরের এই ময়ূর মিলন দুইটি হাসির রাত্রা বাসরশয়ন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বাসরসেবা [সি] বি বাসর শয্যা। 'বাসরসেবা করিবে কে বা রতনা?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাসরাবসর [সি] বি দিনের শেষ। 'বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কল্যাকর্ষণে যাবে গমন করিতেছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

বাসরীয় [সি] বি/বিশিষ্ট বার্থে অর্থ দিনে প্রকাশিত। 'মঞ্চল বাসরীয় তিমিরনাশক পরে তৎসম্পাদক লেখেন ...।' প্রভাকর, ১৮৩১।

বাসনী [সি] বিশালাক্ষী। বি চট্টোপাধ্যায়ের আরাধ্যা দেবী। 'বাসনী বন্দী গাইল চট্টোপাধ্যায়।' বড়ু, ১৪৫০।

বাসী [সি] বাস> ১ ক্রি অন্তর্ভুক্ত করা। 'সহজ পিঞ্চক জোই তাজি মাহো বাস।' চর্য্য ৩৭, ১২০০। ২ ক্রি মনে করা। 'আমারে বাসিস কৈল পর' রবীন্দ্র, ১৮৮০। বাসি ক্রি অন্তর্ভুক্ত করে। 'সহজ পিঞ্চক জোই তাজি মাহো বাস।' চর্য্য ৩৭, ১২০০। বাসিসি ক্রি বোধ করো। 'এ বোঝে বুলিতে কহে না বাসিসি লাজ।' বড়ু, ১৪৫০। বাসনী ক্রি পাও। 'এ সব করমে কেহে তর না বাসনী।' বড়ু, ১৪৫০। বাসহ ক্রি উপলব্ধি করে। 'সকল লোকের মাথে না বাসহ লাজ।' বড়ু, ১৪৫০। বাসি ১ ক্রি পাই। 'মন ঘন ডাক পাড়ে আঁখি ভঙা বাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ ক্রি মনে করি। 'কি কহিব সবিশেষ/সাক্ষাতে শব্দী হেন বাসি।' রামধন্য, ১৭৮০। বাসে ক্রি লাগে। 'দাদ চাহিতে লাগে না বাসে মুঝারী।' বড়ু, ১৪৫০। বাসৌ ক্রি বোধ করে। 'জাল নাহি বাসৌ মনে মনো বিনা জলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাসী [সি] বাস> ১ বি আবাসস্থল। 'বাসা করি রহিলা নন্দ সেই রম্য স্থান।' মাল্যধর, ১৫০০। 'মন নয়, যান নয়, এতটুকু বাসা করেছিল আশা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি পাখির নীড়। 'বাসা আছে সোঁপাই পাই।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ভাড়া করে থাকার বাড়ি। 'উল্টেই নগরে আঁখি বাসা নাহি পাই।' ভাওত, ১৭৬০। ৪ বি স্থলবাস। 'করক দিবস বাসা করিয়া তিষ্ঠিয়া ... দেখা করিলে।' রামধন্য, ১৮০১। ৫ বি অশ্রয়। 'আশাকে ছাড়য়ে যে বাসা গিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বাসা করা ক্রি নীড় তৈরি করা। 'একটা ফিড়ে বাসা করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাসা বরচ [বাসা+আ বরজ] বি সাংসারিক ব্যয়। 'করু করিয়া বাসা বরচ চালাইলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

বাসাখানা [বাসা+আ খানা] বি বাড়ি। 'মালোএল, ১৭৪৩।

বাসাখার [বাসা+স আগার] বি বাসস্থান। 'কমলাগীর বাসাখার অতি রমণীয়।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বাসাঘর [সি] বাস>+ঘর] বি থাকার জায়গা। 'মহাপ্রভু দিলা তারে নিভুতে বাসাঘর।' কৃষ্ণকমল, ১৫৮০।

বাসাঘাড়া [বাসা+ঘাড়া] বি/পা নীড় ছেড়েছে এমন। 'এই বাসাঘাড়া পাখি যাবে আলো-অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বাসাভি [সি] বাস>+বি/বিশিষ্ট নিবাসকারী। 'বাসাভি জনের তরে দিখল মন্দির করে প্রবাসীপনের লখা মেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাসাভিআ [সি] বাস>+বি অস্থায়ী বাসিন্দা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

বাসাড়ে [সি] বাস>+বি/বিশিষ্ট অস্থায়ী। 'নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক ...।' রঞ্জ, ১৮৭৪।

বাসাড়ে [সি] বাস>+বি অস্থায়ী বাসিন্দা। 'গৃহস্থের বাড়ী আর বাসাড়ের বাসে।' ভবানী, ১৮২৫।

বাসা পেওয়া ক্রি বসতে দেওয়া। 'সবাকারে বাসা দিল ভক্ত অন্ন পান।' কৃষ্ণকমল, ১৫৮০।

বাসা বীধা ১ ক্রি ঘর বীধা। 'বাসা বীধে আছে কাছে কাছে সরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি সংসারে আবদ্ধ হওয়া। 'দুইটি জন্ম পরশ্মরকে ভাসো করে ডিনে নিয়ে বাসা বীধেই ... সুখ-শান্তি নেমে আসে।' নজরুল, ১৯২৭।

বাসা বাটী [সি] বাস>+স বাটী] বি বসত বাড়ি। 'গৌরে বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায় থাকিলেন।' রামধন্য, ১৮০১।

বাসাবাড়ি [সি] বাস>+স বাটী] ১ বি ভাড়া করা অস্থায়ী বাসস্থান। 'নৃতন বাসাবাড়িকে এমন করিয়া সাজাইয়া তৃপ্তিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি বসতবাড়ি। 'আশাপানে বাসাবাড়ি নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বাসাভাড়া বি ভাড়াটেনের বাস করতে দেওয়ার বিনিময়ে বাড়ির মালিকের গ্রাস্য অর্থ। 'পৃথিবীর বাসভাড়া দিতে হয় নদ্য মিটিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৩২।

বাসাভিলাষী [বাসা+স অভিলাষী] বি/পা বাসা পেতে ইচ্ছুক। 'বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য ... কানী বাসাভিলাষী হইয়া প্রহান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৮।

বাসাভি [সি] ক্রি/পা বাস করার জন্য। 'উদাসীন লোকেরদের বাসাভি কোন স্থান নিরাপত্তা হয় নাই।' দর্পণ, ১৮২৬।

বাসাভি [পা ফেস্টিভ] বি/পা বাসা: ৬২ সংখ্যক। '১৭৬২ সত্যের সপ্ত বাসাভি সাল।' মেয়র্স, ১৭৬২।

বাসানী বি সেবতা। 'মালোএল, ১৭৪৩।

বাসি, বাসী [সি] বাসিত] ১ বি/পা টাটকা নয় এমন। 'কুন্ডলা বলেন বাসি মাংস না বিকার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি/পা আগের দিনের। 'আমার ঘরের বাসী পাট পড়িয়া আছে।' গৌর, ১৮২২। ৩ বি অতুচ্ছ। 'উহাদের পরিবারো এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই।' মীনবন্ধু, ১৮৬০। ৪ বি/পা কমপক্ষে একরাতের পুরানো। 'সকালের বাসী বাজান ব্যক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ বি/পা পুরানো ও সৌন্দর্যহীন। 'আজকার সুন্দর, কাল হয়ে গঠে বাসি।' নজরুল, ১৯০১। ৬ বি মলিন। 'বা ভকায় না, বাসী হয় না।' অজিত, ১৯৫০।

বাসি খাবার বি পূর্বদিনের প্রস্তুত খাবার। 'ঢাকাতোকা বা বাসি খাবার পায় তাই বায় গণবর করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বাসি-বিয়ে বি হিন্দু বিয়ের পরদিন আত্মীয়ের অনুষ্ঠানবিশেষ। 'বাসি-বিয়ের কালরাখিটা এখানেই কাটিয়ে দিতে পরদিন কমকাতার ফিরবে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাসি মুখ বি সকালে মুখ থেকে জগার পরে যে মুখ খোজা হয়নি। 'উহাদের পরিবারো এখন বাসি মুখে জল দেয় নাই।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

বাসি রুটি বি নষ্ট পাটরুটি। 'ওসী, ১৭৮৫।

বাসি বি নল। 'মালোএল, ১৭৪৩।

বাসিত ব্র বাস

বাসিনি, বাসিনী ব্র বাস

বাসিন্দা [সি] বাসিন্দা/বি বসবাসকারী; নিবাসী। 'ওসী, ১৭৮৫; 'কলিকাতা শহরের ... বাসিন্দা।' দর্পণ, ১৮২১।

বাসেন্দা [বা বাসিন্দা] *বিশ্ব* বসবাসকারী। 'এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্দার সাহেব লোক।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

বাসী *দ্র* বাস

বাসী [সে বাসি] *বি* কুড়ালের মতো একপ্রকার ছেদনযন্ত্র। 'কাঠো কুঠারি বাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বাসুকি, বাসুকী [সি] *বি* সর্পরাজ। 'গোআলী বাড়িগো বাসুকী দড়া।' *বহু*, ১৪০০; 'ফনাছর ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ।' *মালাধর*, ১৫০০।

বাসুয়া *বি* যাড়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাসুয়া ছর *বি* ঝড়ের বাড়ি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বাসুলা [সে বাসী] *বি* রাজমিস্ত্রির হাতিয়ার। 'হস্তের বাসুলা হেরি শীলা হয় মোম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বাসে-ডরা *দ্র* বাস

বাসৌ [সে বাসনা] *বি* কলাগাছের শুকনা পাতা। 'তাছে সে পবনে পুন নিভাইল বাসৌ হেন।' *মুরাবি*, ১৫৭০।

বাসোপযোগী *দ্র* বাস

বাক *বি* ব্রহ্ম। *বি* জিনিসপত্র রেখে তালো বন্ধ করা যায় এমন চারকোণা আধার। 'যখন তাঁরে দাহ রুপে আনা হয়, তখন তিনি বাকের মধ্যে ছিলেন না।' *হুতোয়*, ১৮৬১।

বাক্টে [হি] *বি* মুক্তি। 'কিছুও তার পাই যদি খেঁটে কবিতা-সমাধিপূত পোয়ার-বাক্টেট।' *নজরুল*, ১৯২২।

বাক্তব [সি] ১ *বিশ্ব* যথার্থ। 'মুকুন্দা, মিটান্ন, বাক্তব, উত্তম উত্তম প্রকারের নানা সামগ্রী সেখানে ছিল।' *ভাঙ্গিণী*, ১৮০৩। ২ *বিশ্ব* প্রকৃত। 'এই পর্যন্ত কলিতে বাক্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৩ *বিশ্ব* সত্য। 'আমাকে যে কার্যার্থী করিয়া জানিয়াছ, তা বাক্তব বটে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বাক্তবওয়ালার [সি] *বিশ্ব* বাক্তব+হি ওয়ালার। *বি* বাক্তববাদী। 'তা হলে বাক্তবওয়ালার মতে সেটা বিবাস হত না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বাক্তবজ্ঞান [সি] *বি* ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ। 'বাক্তবজ্ঞান থেকে ছাড়া শেষে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথ্য।' *অবন*, ১৯২৫।

বাক্তবজীবন [সি] *বি* ইন্দ্রিয়গোচর জীবন। 'মানুষের বাক্তবজীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বাক্তবভা [সি] *ক্রি* বিশিষ্ট বাক্তবে। 'বাক্তবভা তাদের ইতিহাস, সঙ্গীত, সাহিত্য ... তখনো ছিল।' *উমর*, ১৯৬৭।

বাক্তবভাবর্জিত [সি] *বিশ্ব* কাল্পনিক; অব্যবহৃত। 'বাক্তবভাবর্জিত ভাবকলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বাক্তবভাবোহ [সি] *বি* বাক্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান। 'জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাক্তবভাবোহের সন্ধান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বাক্তবদর্শী [সি] *বিশ্ব* বাক্তববাদী। 'বাক্তবদর্শী নবীন শ্রুতারা নতুন নতুন ঐশ্বর্যে ভাঙার পূর্ণ করবেন।' *মহেশ্বত*, ১৯৪৯।

বাক্তবধর্মী [সি] *বিশ্ব* বাক্তববাদী। 'যেখানে বাক্তবধর্মী মানুষের আবেগ ও স্বপ্ন বিছানো থাকে।' *মাসিক*, ১৯৩৫।

বাক্তব-পক্ষে *ক্রি* বিশিষ্ট সত্যিকারভাবে। 'বাক্তব-পক্ষে স্বভাবই অকৃত্রিম বাহ্য ছিল, তাহা দূরে রাখিয়া বাক্তব-কৃত্রিম আপনার চরিত্রোৎসর্গ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাক্তবপন্থা [সি] *বি* প্রকৃত উপায়। 'বাখা-বেদনা উপলক্ষের বাক্তবপন্থা অশেষায়ই কেটে গিয়েছে যার গোটা জীবন ...।' *সন*, ১৯৭০।

বাক্তবপণী [সি] *বাক্তব*+হি পণী। *বিশ্ব* বাক্তববাদী। 'একজন সত্যসাধক বাক্তবপণী কর্মী মানুষের অভ্যুদয় ঘটে।' *বৃন্দাবন*, ১৯৩৭।

বাক্তববাদিতা [সি] *বি* বাক্তবতা-জ্ঞান। 'তাঁর মধ্যে আদর্শবাদিতা ও বাক্তববাদিতার এরূপ অপর সমন্বয় ঘটেছিল।' *মহেশ্বত*, ১৯৪৯।

বাক্তববাদী [সি] ১ *বিশ্ব* বক্তবে বিশ্বাসী। 'বাক্তববাদী বলবে, গোলাপ ফুলের মতো অকৃত্রিম, মেয়ের মতো কৃত্রিম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ২ *বিশ্ব* বাক্তবজ্ঞান সম্পর্কে। 'তাঁদের চোঁটার মধ্যে বাক্তববাদীর বুদ্ধি যতখানি ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল আদর্শবাদীর 'স্মৃতিশক্তি'।' *আজ্ঞা*, ১৯৩৬।

বাক্তববুদ্ধি [সি] *বি* বাক্তব বিবেচনাপ্রসূত চিন্তা। 'সমাজ-সংস্কারের তাগিদেই বাক্তববুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে ...।' *সন*, ১৯৭০।

বাক্তববোধবর্জিত [সি] *বিশ্ব* অব্যবহৃত। 'নেতৃত্বের উদ্যায়, অসাম্প্রতিকপ্রবৃত্তি বাক্তববোধবর্জিত ক্রিয়াকলাপ - এসবই তো যেনেদাঁসী সাধনার প্রতিসারী।' *শিব*, ১৯৫৬।

বাক্তবব্রতী [সি] *বিশ্ব* ব্রী বাক্তবের সাধনা করে এমন। 'আজ সে কঠোর বাক্তবব্রতী।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বাক্তবভিত্তিক [সি] *বিশ্ব* বাক্তবিক; প্রাথমিক। 'সঠিক ও বাক্তবভিত্তিক তথ্যের অভাব।' *আজ্ঞা*, ১৯৬৩।

বাক্তবমুখী [সি] *বিশ্ব* বাক্তবধর্মী; কার্যকর। 'সরকার যে বাক্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।' *আজ্ঞা*, ১৯৭১।

বাক্তবমূলক [সি] *বিশ্ব* জীবন-ঘনিষ্ঠ। 'কৃষ্ণাকেই বাক্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রূপকে নিরুপ করিবার জন্য দয়াময়ন হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮; 'বাক্তবমূলক সাহিত্য বর্তমানের দোষ গুণ অপরীক্ষণের মত বড় করে চোখে ধরে দেয়।' *শব্দীন্দ্র*, ১৯০১।

বাক্তবলোক [সি] *বি* বাক্তব লোক। 'এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাক্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বাক্তবানুগ *বিশ্ব* বাক্তবধর্মী। 'জানাব আহমদের দৃষ্টিভঙ্গী যে বাক্তবানুগ তার পরিচয় এখানে পাওয়া যাইতেছে।' *আজ্ঞা*, ১৯৬৮।

বাক্তবানুরক্তি [সি] *বাক্তব*-অনুরক্তি। *বি* বাক্তবের প্রতি আনুগত্য। 'কেজো সাহিত্যের বড় দোষ তার লুপ্ততা ও বাক্তবানুরক্তি।' *সঙ্গীত*, ১৯৬৮।

বাক্তবায়ন [সি] *বি* বাক্তবে পরিণত করা। 'উহা বাক্তবায়নের দাবী জানান।' *বেগম*, ১৯৪৮।

বাক্তবায়িত [সি] *বিশ্ব* সফল। 'প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচী বাক্তবায়িত করার ব্যাপারে মেয়েদের সুবিধাও একান্ত উৎসাহবাজক।' *বেগম*, ১৯৬২।

বাক্তবিক [সি] ১ *বিশ্ব* বাক্তবতা জ্ঞানসম্পন্ন। 'বিশুদ্ধ বাক্তবিক বাবু মায়েরা মনোযোগপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ *ক্রি* বিশিষ্ট প্রকৃতপক্ষে। 'কিন্তু বাক্তবিক তাহারও শাসনের সন্ন্যাসী নহে।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ *ক্রি* বিশিষ্ট প্রকৃত। 'এই কথা বাক্তবিক অসত্য।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৪ *বিশ্ব* সত্যিকার। 'পাঠকদের বাক্তবিক উপকার হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৫ *ক্রি* বিশিষ্ট প্রকৃত বিচারে। 'আমাকে যতখানি দেখ আমি তো বাক্তবিক ততখানি নহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বাক্তবিকতা [সি] *বি* বাক্তবসম্বন্ধ। 'আমি সমস্ত জিনিসের বাক্তবিকতাত্ত্বিক স্মৃতি দেখতে পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বাক্তবিক পক্ষে [সি] *ক্রি* বিশিষ্ট স্বকৃত। 'বসন্তকালে গাছপাশার যে নবকিশলয়ের উদ্গম হয়, তা যেমন তার অসামান্যক বিশালিতা নয়, বাক্তবিক পক্ষে সে যেমন তার বড়ো সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া ...।' *সন*, ১৯৭০।

রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাস্তবীকরণ [স] বি আকৃতিদান। 'ব্রহ্ম এমন করনা যার কোনও দেহাশ্রিত বাস্তবীকরণ অসম্ভব।' শিব, ১৯৫৬।

বাতব্য [স] বিপ বাসোপযোগী। 'সে বাতব্য কিন্তু তোমার অন্তরেকরণ ভাল।' কেরি, ১৮০২।

বাত্তা [স] কব্জা। 'দুই বাত্তা উৎকৃষ্ট বনাং ... উৎসর্গ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

বাত্ত [স] বি গৃহ। 'বাত্ত বৃক্ষ কিছুই রাখেন না।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

বাত্তকলা [স] বি স্থাপত্যবিদ্যা। 'স্থাপত্য আমাদের সেই বললেই চলে। বাত্তকলা তখনো।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

বাত্তগৃহ [স] বি বাসগৃহ। 'এই ফলশস্যসুন্দর্য বহুদূর হইতে পিতৃপিতামহসেবিত আজন্মপরিচিত বাত্তগৃহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বাত্ত গাড়া [স] ক্রি ছাড়ি হয়ে বসা। 'মানুষ তাকেই চায় বা বস্ত হয়ে বাস্ত পেড়ে বসে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বাত্তঘর [স] বাস্ত+পা ঘর। বি বসতবাড়ি। 'বাত্তঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বাত্তদুগু বি দীর্ঘকাল থেকে আশ্রিত দুই ব্যক্তি। 'সুন্দর, ১৯০৬; 'কেন্দ্রেরে ছিল ধর্মঘটের শব্দ/ বৌবনে নয় মাস্টার, কোরানীও/ বাস্তদুগুই অল্পমানে সার।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

বাত্তত্যাগ [স] বি বসতভিটা ছেড়ে চলে যাওয়া। 'সংখ্যালয় সম্প্রদায়ের কতকালে উত্তীর্ণ হয়ে ইতিমধ্যেই বাস্তত্যাগ করেছেন।' বেগম, ১৯৪৮।

বাত্তত্যাগী [স] বিপ বাস্তভিটা ত্যাগ করেছে এমন। 'যুবতী বাস্তত্যাগী কয়েকের উপর সেবা প্রতিষ্ঠানের নেতা কন্যাসের দরদে বহুদূর মাহেনও, ১৯৪৯।

বাত্ত পূজা [স] বি পূজবস্তার পূজা। 'বস্ত পূজা বস্ত... গৌষ সক্রোধিত বাস্তপূজকের পূজার চাঁদ।' ভারত সংস্কৃতক, ১৮৭৪।

বাত্ত প্রস্তর [স] বি ভিত্তি প্রস্তর। দর্পণ, ১৮২৪।

বাত্তহীতি [স] বি বসতভূমির প্রতি ভালোবাসা। 'এই বাস্তহীতিই ক্রমে প্রসারিত করিয়া বংশহীতিতে পরিণত হয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

বাত্তবাগান [স] বি বাড়ি সলয় বাগান। 'তাহাকে নিজের বাস্তবাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বাত্তবাগী [স] বি যে ভূমির উপর পুরুষানুক্রমিক বাসগৃহ নির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত। 'বাত্তবাগীর উপর বার্ষিক কর গ্রহণ করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বাত্তবাড়ি বি বাস্তভিটা। 'তার বাস্তবাড়িতে আশ্রয় লেগেছে।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

বাত্তভিটা বি পুরুষানুক্রমিকভাবে নির্মিত বসতবাড়ি। 'এখন প্রত্যক্ষ বাস্তভিটাই ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ বসতঘরের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বাত্তভিটে বি পুরুষানুক্রমিকভাবে নির্মিত বসতবাড়ি। 'কুকুরটা বোম্বাই বাস্তভিটের মায়া হাড়তে পারছে না।' বিমল, ১৯০৫।

বাত্তভিত্তি [স] বি যে ভূমিতে বংশানুক্রমিকভাবে বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত। 'আদিপুরুষের বাস্তভিত্তি এদের কখনো হাড়তে হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাত্তভূমি [স] বি বাসভূমি। 'তাবৎ সমুদ্র তটের পরাঙ্গ সীমা পর্যন্ত

আমারদিশের বাস্তভূমিতে পরিণত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বাত্তনির্মাণ [স] বি পূর্বাধিকার শিল্প। 'বহুের বাস্তনির্মকের গায়ে যেন ইংরেজী গন্ধ পেশুম।' অন্নদা, ১৯২৯।

বাত্ত সাপ বি দীর্ঘকাল বাস্তভিটার বাসকারী সাপ। 'মারিসনে মারিসনে, ও বাস্ত সাপ।' মঙ্গলক, ১৯০১।

বাত্তহারা [স] বাস্ত+হারা। বিপ পূহনীন; উদ্ধার। 'বাত্তহারা ত্রীলোক ও শিতদের পুনর্বসতি একটি উজ্জ্বল সমস্যা।' বেগম, ১৯৪৭।

বাত্তক-শাক [স] বি বড়ো শাক। 'সার্লক বাস্তক-শাক বিবিধ প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাহ [স] বাহ্য বি বাহ্য। 'সুখ বাহ তথ্যতা পহারী।' চর্চা ৩৬, ১২০০; 'হার মোর ছিটি মিলে বাহের কখন।' বটু, ১৪৫০।

বাহক [স] বিপ বহনকারী। 'মৃত ব্যক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পূর্ণ।' দর্পণ, ১৮২৯।

বাহজী [স] বি বাহজি। 'বাহজীজন নাচ গীত গায় রাগে রাগে।' গীতব, ১৭৬৫।

বাহড়া [স] বাহির> ক্রি বের হওয়া। বাহড়িয়া ক্রি বের হয়ে। 'দেবমোশে এক ধেনু বাহড়িয়া গেল।' রূপসায়, ১৭৫০। বাহড়ে ক্রি বের হয়। 'রাহিল নিকটে ভব না বাহড়ে পুন।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

বাহন্তরি [স] বিপ ৭২ সাংখ্যক। 'চতুশ্চাশ্টিতে ১৭২ এক শত বাহন্তরি জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে।' দর্পণ, ১৮২২।

বাহন্তরে [স] বাহন্তরি> বি বাহন্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তিবৃদ্ধি শোপ-পাওয়া একেজো বৃদ্ধ। 'বাহন্তরে কাম্য বসিয়া গালি আছে।' ভারত, ১৭৬০।

বাহদুর [স] বি ইংরেজ আমলের সরকারি শেতাবের অংশ। 'কোন দোখে অল্পনারজন বাহদুর আর পাঁচটা রাজা রাজড়া ধাক্কাতে আসোরে এসেন?' হুজুমত, ১৮৬৮।

বাহন [স] ১ বি আশ্রয়। 'প্রভু বোলে বেটা তুচ্ছ মোহের বাহন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি যা দিয়ে বহন করা হয়; যানবাহন। 'দেবীর বাহন বলি নাড়ি মারে বীর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নৌকা বাওয়া। 'মনোএল, ১৭৪০। ৪ বি যার মাধ্যমে বয়ে যায়। 'বাহন আছে তাহা অসীকার করিবার জো নাই, কাহন, কিরণমাঝেই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বি যানের মতো বাহন পেয়ে ভারী মনের বশিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৬ বি মাধ্যম। 'শিক্ষার বাহন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৭ বি অবলম্বন। 'তোলা দিনের বাহন ভূমি 'ধপন ভাসাও দূর আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহনগিরি [স] বাহন+গিরা। বি বাহনের কাজ। 'ছেলেদের ছেলেমি প্রশাসের বাহনগিরি করে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বাহন-হীন [স] বিপ বহন করার কিছু নেই এমন। 'বাহন-হীন একটি শ্যু গোকার গাড়ি পড়ে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বাহনিক [স] বি বহন করে যে। 'সকল বহনহীন ক্রম বাহনিক।' অন্নদা, ১৯৪২।

বাহবা [ধন্য] বি প্রশংসাযুক্ত উক্তি। 'এমন অধ্যক্ষতা করা কেবল চিত্তের কটে বাহবা লওয়া।' প্রায়ী, ১৮৫৮।

বাহবাহা [স] বাহবা+স গ্রাস্ত। বিপ প্রশংসাধন্য। 'হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষের বাহবাহাও জনৈক উজ্জ্বল মুকুর ...।' দর্পণ, ১৯২৬।

বাহবা বাহবা অবা প্রশংসা বা সমর্থন জ্ঞাপক উক্তি। 'বাদবাহ মনে

বাহবাব প্রোড

মনে বলিলেন, "বাহবা! বাহবা!" স্বস্তি, ১৮৭৮; 'বাহবা বাহবা - ভোলা ভুতো হাবা বেশিছে তো বেশ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বাহবাব প্রোড বি গ্রন্থের বাহবাগার। 'বাহবাব প্রোড সেই মুখেই কিরিরাহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাহব [পা বাহরি] ক্রিষাব বায়ে। 'জব গোয়ালি সময় বেশি/মনি মনির বাহর ভেলি।' বিন্দ্যাপতি, ১৮৬০।

বাহল [পা বাহরি] বি রক্ত। 'মুদ্রোত্তে বাহল না হৈত কদটিত।' সুলতান, ১৭০০।

বাহা [স বাহু] বি বনকরী। 'আসা বনল পাতত বাহা।' চর্চা ৪৫, ১২০০।

বাহা [স বাহু] ১ ক্রি বাওয়া। 'বাহ তু কামলি সন্দুত পুজী।' চর্চা ৮, ১২০০। ২ ক্রি বয়ে যাওয়া। 'জনই গহল গম্বীর বেসে বাহী।' চর্চা ৫, ১২০০। ৩ ক্রি মইয়ের সোপান ধরে নামা বা ওঠা। 'একটি মই বাহিয়া ফলননা নামিয়া গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। বাহ ১ ক্রি (হুই) বেয়ে যা। 'বাহ তু কামলি সন্দুত পুজী।' চর্চা ৮, ১২০০। ২ ক্রি বেয়ে যাও। 'গোলাটি গোঁবরি কাহাতি কাট বাহ নাএ।' বড়, ১৪০০। বাহস্ত্র ক্রি বেয়ে যাও। 'বাহস্ত্র কাছ কলিঙ্গ মাখাজল।' চর্চা ১৩, ১২০০। বাহবকে ক্রি বাইতে। 'কেতুখাল নাহি কেঁ কি বাহবকে পায়ল।' চর্চা ৮, ১২০০। বাহবা ক্রি বাইতে। 'হো রথে চড়িয়া বাহবা গ জাই ফুলে ফুল ফুটাই।' চর্চা ১৪, ১২০০। বাহা বাহা ফরা ক্রি দ্রুত বাইতে বলা। 'বাহা বাহা করি তবে রাখিকা ফুরে।' বড়, ১৪৫০। বাহি ক্রি বেয়ে। 'রাখাএ দুলিল কাহু আট বাহি যা।' বড়, ১৪৫০। বাহিষ্ ক্রি বাইয়া। 'ভিপি জুখণ মই বাহিষ্ বেসে।' চর্চা ১৮, ১২০০। বাহিষ্ ক্রি বেয়ে। 'ভাবত তোকাক পার করো না বাহিষ্।' বড়, ১৪৫০। বাহিউ ক্রি বাইয়া। 'বাহু গার পাড়ী পঁউজা পারো বাহিউ।' চর্চা ৪৯, ১২৫০। বাহি ক্রি বেয়ে। 'বাহি নার নানা হল।' মুকুন্দ, ১৬০০। বাহিউ ক্রি বাইতে। 'বাহিউ।' মনোএল, ১৭৪০। বাহিষ্ ক্রি বেয়ে। 'সিই এ দেশ তরুণী বাহিয়া যায় শ্যাম।' শেখর, ১৬০০। বাহিষ্ ক্রি বাইয়া। 'আহবীলাগার-সর গর্বসমান ভুঙ্গ বাহিষ্ গ্রাণ করি হাখে।' মুকুন্দ, ১৬০০। বাহী ক্রি বয়ে চলে। 'জনই গহল গম্বীর বেসে বাহী।' চর্চা ৫, ১২০০। বাহে ১ ক্রি বেয়ে। 'বাহে বাহে হাদা জাহবীর কান ভরিল যতক নারী।' মুগারি, ১৫৭০। ২ ক্রি বেয়ে যা। 'বাহে ভিলা নিতরুণ।' হুতুপ, ১৬০০।

বাহা [ধন্য] অবা গ্রন্থের নির্দেশক শব্দ। 'হলে সবে বাহ বাহ, সকলে পড়ায় বাহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বাহাঙ্গী [বি পালকি বাহক]। 'বে কালীন ডাকবেহারা মায়ে বাহাঙ্গী ও মশালটিঙ্গীর বশান হাইবেক।' দর্পণ, ১৮২০।

বাহাঙ প্র বাহাস

বাহাঙর [পা কিস্তরি]। বিদ ৭২-সংখ্যক। 'বাহাঙরটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।' কোমর, ১৯৮৮।

বাহাঙরে বিদ কামেলা সৃষ্টিকারী। 'বাহাঙরে বেটোরিগের অন্য কোন কর্ম নাই।' দর্পণ, ১৮২০।

বাহাঙরে বিদ বাহাঙর বহর বরঙ্গী। 'কি ইয়ারগোচের ফুল বয়, কি বাহাঙরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আফাই ইনভে পাপল।' হস্তোম, ১৮৬৩।

বাহাঙ কিং বাহাঙর সংখ্যক। 'বাহাঙরা বসিরহে বাহাঙ মজল।' রূপারাম, ১৭৫০।

বাহাদুর [বা বাহাদর] ১ ক্রি সাহসী। ওর্দা, ১৭৮৫। ২ বি দক্ষ লোক। ওর্দা, ১৭৮৫। ৩ বি দুসলাব কর্ম সম্পন্নকারী। 'বনি পাচে তাবে তাবে বলি বাহাদুর।' ওর্দা, ১৮৫৮। ৪ বি সমোখনে ব্যবহৃত স্থানসূচক উপাধি। 'কলিকাতার বিশপ বাহাদুর কুতাব হইতেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

বাহাদুর [কা বহাদর] বি কুতী: কঠিন কাজ হাসিলকারী। ভদ্রানী, ১৮২৩; 'মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদুরের পুর।' দর্পণ, ১৮২৫।

বাহাদুরি, বাহাদুরী [কা বহাদর] ১ বি সামর্থ্য; মুরদ। 'পাছে যাবে বুখাপড়া বাহাদুরি যত।' রামশশ, ১৭৮০। ২ বি কুতিত। 'আমি যে কলকাতা হেডে পলাই নাই এই আমার বাহাদুরি।' গ্যাস্ট্রি, ১৮৫৮। ৩ বি গ্রন্থসং। 'বেশ্যাবাহীটি আল কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ।' হস্তোম, ১৮৬১; 'চুরি করিয়া ধরা না পড়িলেই বাহাদুরী।' বিদ্যা, ১৮৭০; 'কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আর অবরোধবাসিনীর বাহাদুরী কি?' রোকেয়া, ১৯০১।

বাহানা [কা বি হল; অজুহাত]। 'কোন বাহানায়ে যে খোশাল হও মোরে।' গম্বীষ, ১৭৭৫।

বাহানো [স বাদন]। ক্রি বাজানো। 'বাহ ক্রি বাজা।' 'না আনি কেমন হয়ে ফেল যত্ন বাহে।' আলোচন, ১৬৮০। বাহস্ত্র ক্রি বাজান। 'আপনে বাহস্ত্র সন্ধ্যা দেখুয়ামনি।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। বাহে ক্রি বাজার। 'সমীপ এক মিলি মালা বহা বাহে।' আলোচন, ১৬৮০।

বাহান বিজ্ঞান্য। 'বাহাতক বাহান, ভাহাতক ভিয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। 'বাহান বার বলা ক্রি বাহাবার বলা। 'এক কথা বাহান বার বলিল ফেল রে মুখ'। মুক্ততাবা, ১৯৫২।

বাহার [কা বি (সম্মত) রাগিনীপেশে]। 'বাহার গাইতে হর বসন্ত সময়।' ভদ্রানী, ১৮২৫।

বাহার [কা] ১ বি সজা। 'আমার জিনিসের এবং গহনাগাটি পরিয়া বাহুর নিকট বাহার দেখা এ তোমার কি নেকরা।' ভদ্রানী, ১৮২৮। ২ ক্রি জৌলু; চটক। 'অবধে নতুন তরু বাহিয়ে বাহার।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৩ বি অহংকার। 'বাহার তো গলে চরে গথে হাও ঠোঁট পড়ে।' লালন, ১৮৯০।

বাহার খোলা ক্রি সৌন্দর্য প্রকাশ হওয়া। 'ফুলি করে আলতা দিলে বাহার খুলে যা-য়।' জমুত, ১৯০০।

বাহার-ভল [কা বি সজ্জের ফুল]। 'সীতের জ্বা মূর হয়েছে ফুটেছে বাহার-ভল।' নজরুল, ১৯২৯।

বাহার সেওয়া ক্রি যাতে সুন্দর দেখার এমন করা। 'আমার জিনিসের এবং গহনাগাটি পরিয়া বাহুর নিকট বাহার দেখা এ তোমার কি নেকরা।' ভদ্রানী, ১৮২৮।

বাহারি [কা] বিদ্য সুন্দর। 'বেশ বাহারি ছুতো তো।' শিরাম, ১৯৫০।

বাহারের পান বি মনের মতো পান। 'বাহারের পান হয়েছে।' তারা, ১৯৪২।

বাহালা [কা] ১ বি বজায়। 'প্রজার সিরে বাহাল রাখীয়া মালওজারি লইবে।' ভদ্রানী, ১৭৮৩। ২ ক্রি অশুভ। 'জরুরমজী বাঁচন বা মরন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাহালা ক্রি সুস্থ করা। 'দুদিন বাহা-মায়ের বাড়িতে বেড়িয়ে মন বাহালায়ে নিলে।' নজরুল, ১৯২৭।

বাহাশ [আ বাহাশ] বি বিতর্ক; দরদার। ওর্দা, ১৭৮২; 'বাহাশে বার মত

টিকবে, সরদারি তারই হবে ত? মনসুর, ১৯৩৫।

বাহাছ [আ] বি বিতর্ক। 'হানাকি ও মোহাখানী সম্প্রদায়ের বাহাছ সভা' শরিয়ত, ১৯২৫।

বাহাছ [আ বাহাছ] বি বিতর্ক। 'সে দাবীর কিছু বাদসান দিয়ে বাহাছ করাটাই বাস্তবিক' গ্রন্থ, ১৯১৭।

বাহিকা [স] বি ক্রী বহনকারী। 'ভিনতি কীবাণী বাহিকার সমবেত শক্তি' মানিক, ১৯৩৭।

বাহিতা [স] কিণ ক্রী বহন করে আনা হয়েছে এমন। 'ভাবিত বাহিতা ব্যাতি' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

বাহিনী [স] ১ বি সৈন্যদল। 'মর্ত্তমহিষ বাহিনী' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ বহনকারিণী। 'অভয়বরদ বাহিনী' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি বয়ে যাচ্ছে যা। 'পুনরকার বিন্দাসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ হইল দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইল' রায়রাম, ১৮০১।

বাহিনি [স বাহিনী] বি বাহিনী; সৈন্যদল। 'গজবাহি ধ্বজ দিল বিচিত্র বাহিনি' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাহির [পা] ১ বি বাইরের দিক। 'বেহেন বাহির তেহেন ভিতর' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ বাইরের। ওর্গা, ১৭৮২। ৩ বিণ প্রকাশিত। 'যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ হইতে বাহির হইবেক' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ৪ ক্রিণ বাইরের স্থানে। 'কলিকাতা হইতে মার্চ মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্যন্ত এই ২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে' দর্পণ, ১৮২১। ৫ ক্রিণ বাহিরে। 'আমাদের কার্যক্ষেত্রে বাহিরে বিস্তৃত নহে' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহির-করণ [বাহির+স করণ] বি মেলে ধরা। 'শালের মধ্য হইতে হরণকরের খাতা বাহির-করণ' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাহির করা [ক্রি প্রকাশ করা]। 'কেহ বা বোকা হালের দাড়ি বাহির করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাহিরতম বিণ সবচেয়ে বাইরের। 'একেবারে বাহিরতম বসিবার ঘরটি পার হইবার অনুমতি সে পায় নাই' মানিক, ১৯৩৭।

বাহিরদুয়ার বি বাইরের দুয়ার; বহির্দ্বার। 'নীরবে আছ কেন বাহিরদুয়ারে' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বাহির-দেশ [বাহির+স দেশ] বি সীমানার বাইরের স্থান। 'এসেছি সকল চাওয়ার বাহির-দেশে' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

বাহিরপথ [বাহির+স পথ] বি বাইরের পথ। 'সেই আনন্দে যোগ দিলে কে, আয় রে বাহিরপথে' নন্দকল, ১৯০৫।

বাহিরনাড়ি, বাহির বাড়ী বি বাইরের ঘর; বসার ঘর। 'আমাদের দেবার মত এখানে বাহির বাড়ী ও ভিতর বাড়ী নাই' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'আমি কেবল বরষাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাহিরভুবন [বাহির+স ভুবন] বি বাইরের জগৎ। 'মনে-মনে, বাড়ি চাই বাহির ভুবনে' শঙ্ক, ১৯৩৬।

বাহির-মুখো কিণ বহির্মুখী। 'সেই দ্রুতগতির ঠেলায় প্রবল হতে থাকে বাহির-মুখো বেগ' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বাহির হওয়া ১ ক্রি ভিতর থেকে বের হওয়া। 'গড়ের আড়খর শুনিএা বীরবর বাহির হইল সড়র' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি প্রকাশ পাওয়া। 'যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ হইতে বাহির হইবেক' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ৩ ক্রি সঙ্গের ত্যাগ করে যাওয়া। 'সে ক্রীলোক বাহির হইয়া গিয়াছেন' সুবর্ণবর্ধ, ১৮৫৫।

বাহির হয়ে আসা ক্রি বাইরে বের হওয়া। 'ওই শোন ওই ডাকিছে সবাই, বাহির হইয়া আরা' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বাহিরা ক্রি বের হওয়া। বাহিরাএ ১ ক্রি বের হয়। 'বাহিরাএ শোণিতের অশার' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি বিচ্ছুরিত হয়। 'পাএর পঞ্চ বাহিরাএ অশার কল্পরি' মালধর, ১৫০০। বাহিরায়া ক্রি বের হয়। 'হেনই সময়ে তার গ্রান বাহিরাএ' মালধর, ১৫০০। বাহিরিয়া ক্রি বের হয়ে। 'অগ্রহস্ত মনে সসম্মেতে বাহিরিয়া বলিলেন' রায়রাম, ১৮০২। বাহিরিল ক্রি বাইরে বের হওয়া। 'বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণনও করে' মাইকেল, ১৮৩১।

বাহিরে আসা ক্রি বাইরে বের হওয়া। 'বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া কেবলি গাহিবি গান' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বাহিরে কৌটার পড়ন ঘরে টুটার কীর্তন - প্রকৃত অবস্থা গোপন করে আড়ম্বর দেখানো। 'বাহিরে কৌটার পড়ন ঘরে টুটার কীর্তন, আয় দেখে যার করিতে হইলসেই যমে ধরে' গ্যারী, ১৮৫৮।

বাহিরের ঘর বি বসার ঘর; বৈঠকখানা। 'বাহিরের ঘরের দিকে চলিল' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাহিরের দিক বি কর্মজগৎ। 'জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিতেছে' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বাহীর [পা বাহিরা] বি বাহির্দেশ। 'বাহীর হবার কি শোধ করিলে সে জানি' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাহ [স] ১ বি কাঁধ থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত অঙ্গ। 'বাহুত বলয়া শোভে সমস্ত নৃনার' বড়ু, ১৪৫০; 'বাহু বলয়া ভাঁও' বিদ্যাসুতি, ১৪৬০। ২ বি হাত। 'আবার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাহুট মায়া ক্রি হাত দিয়ে তীব্র আঘাত করা। 'বাহুট মায়া ভিন্দে ফানাইল দূরে' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাহুডোর বি বাহুবন্ধন। 'ফোরার পছা বক ক'রে আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বাহুনাড়া বি হাত নাড়িয়ে নিন্দা প্রকাশ। 'নন্দন দুইজনে বাহুনাড়া চলিএা খাইল বণিক-পাড়া' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাহুদর্শ [স] বি শক্তির দাপট। 'বাহুদর্শে বিপুল দল করিলা বিনাশ' বাহরাম, ১৬৫০।

বাহুদর্শী [স] বিণ দৈহিক শক্তির বড়াই করে এমন। 'বাহুদর্শী রিগুলা কর খণ্ডে' বাহরাম, ১৬৫০।

বাহু-পরাক্রম [স] বি গায়ের জোর। 'বাহু-পরাক্রমে কর্মনিবাহ যেখানে, দেখাবো, দেখা আনি' মাইকেল, ১৮৬০।

বাহুশাশ [স] ১ বি হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'স্ববর্ণের বাহু পাশ চুড়ি অতি পরকাশ' সুলতান, ১৭০০। ২ বি আলিঙ্গন। 'কুসুমকাননে বাঁধি বাহুশাশ' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বাহুবন্ধ [স] বি আলিঙ্গন। 'লহনা নিদয় পাইএা সময় সাধু করে বাহুবন্ধ' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাহুবন্ধন [স] ১ বি মমতার বন্ধন। 'সমস্ত কঠিন পুণিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি বাস্তবিক বন্ধন। 'এলিয়া এবং অফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিহরে লণঘণ্যুপাশি প্রবাহিত করা হয়েছে' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাহুবল [স] বি গায়ের জোর। 'দনবলে বাহুবলে মদগর্জ অতি' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বাহুবান্ধন

বাহুবান্ধন [স বাহুবন্ধন] বি বাহুর বন্ধন। 'কঠিন বাহুবান্ধনে হে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাহুবল্লী [স] বি বাহুলতা। 'বাহুবল্লী দিব্য গুণাভরণে মজ্জিত।' বিজ্ঞান, ১৯৩১।

বাহুবল্টন [স] বি বাহুবন্ধন; আলিঙ্গন। 'কিঞ্চিৎ চকিত হইয়া তাহার বাহুবল্টনে ইচ্ছা পিণিল করিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'শামীর বাহুবল্টনের মধ্যেও যামিনীর একদিন যেমন থাকে স্মিত।' যমিনী, ১৯৪০।

বাহুমূল [স] বি বগল। 'বাহুমূলে বাঁধে বানান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাহুমূল [স] বি বাহুমূল। 'বাহুমূল সুবল নির্মল স্যোতির্ময়।' বাহার, ১৬৫০।

বাহুমূল [স] বি দুই হাত। 'কাঠী সম বাহুমূলে।' বড়, ১৪৫০।

বাহুবুজ [স] ১ বি কুস্তি। 'বাহুবুজে মুখে ঢেলা ভূমে পড়ে করে বেশী।' রামমঙ্গল, ১৭৮০। ২ বি হাতাহাতি। 'বাহু বুজে তার মারেরি গমন হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৩১।

বাহুল্য [স] বি ক্রী আলিঙ্গনবন্ধ। 'বাহুল্য শাহজাদী আমার সন্ন্যাস, দীও কামে।' শাস্ত্র, ১৯৫৯।

বাহুলতা [স] বি বাহুর লতা। 'দুই বাহুলতা দীর্ঘল শোভিতা।' সুলভা, ১৭০০; 'কাহারে লড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বাহুলতাপাশ [স] বি বাহুবন্ধন। 'বাহুলতাপাশে বাঁধিয়া এ' বড়, ১৪৫০।

বাহুকোট [স] বি নিজের বাহুতে চণ্টাখাত করে আকুলন। 'মারোণা বাহুকোট অর্থাৎ ভাল ঠুকিয়া বা কাল বাজাইয়া তপস্বী উপভুক্ত হয়ে।' চন্দ্রিকা, ১৬৩০।

বাহুতী [স] বাহুগাণ্ডি বি বাহুর গয়না; বাহুবন্ধন। 'হাথের কলম নিয়ে বাহুর বাহুতী।' বড়, ১৫০০।

বাহুড়া [স] বাহুটী কি প্রত্যাবর্তন করা। বাহুড়া কি ফিরে এসে। 'বাহুড়া এ কান্দন মুসারী।' বড়, ১৪৫০। বাহুড়া এ কি ফিরে আসে। 'সর্বদা সুপরি রাখা কে না বাহুড়া।' বড়, ১৪৫০। বাহুড়ি কি ফিরে। 'ইহা বুঝি দিব্যার পাশত মন বাহুড়ি আন ঘর করহ গমন।' বড়, ১৫৭০। বাহুড়িয়া কি ফিরে। 'বাহুড়িয়া আইল সতে আপনার পুর।' মুকুন্দ, ১৬০০। বাহুড়িয়া কি প্রত্যাবর্তন করে। 'বাহুড়িয়া চল সে নিবধ বনমালা।' বড়, ১৪৫০। বাহুড়িয়া ১ কি ফিরিয়ে। 'সাত স্তীর পুলাদীকে বাহুড়িয়া দিল।' কুজাগল, ১৫৮০। ২ কি ফিরে। 'বাহুড়িয়া আইল ঘরে ফিরণে মাদাস।' কেতক, ১৬৫০। বাহুড়িয়া আপা কি ফিরে আসা। 'বাহুড়িয়া আইল ঘরে ফিরণে মাদাস।' কেতক, ১৬৫০; 'ময়মন বিদেশ হইতে বাহুড়িয়া আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া ...' চন্দ্রিক, ১৮০৫। বাহুড়িলেন কি ফিরে এলেন। 'বিশেষে বনধরায় পুনর্বার বাহুড়িলেন।' রামরায়, ১৮০১। বাহুড়ী কি ফিরে। 'বাহুড়ী আপন ঘর করহ গমন।' বড়, ১৪৫০। বাহুড়ে কি বের হয়। 'মুনি সাঁপ স্বতরিয়া গরুড় বাহুড়ে।' মাসাধর, ১৫০০।

বাহুদা [স] বি নদীর নামবিশেষ। 'ধাইল ক্রান্তপদ সেল সর মহানদ ধাইল বাহুদা বিপাশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বাহুদা [শা বাহিরা] কি বের হওয়া। বাহুদক কি বের হোক। 'বাহুদক কন্যার জীবন।' জাগরণ, ১৬৮০। বাহুদিকা কি বের হয়ে। 'তবে সব কুফর গেছে বাহুদিকা।' গরীম, ১৭৬৫।

বাহুদ্য [স] ১ বি আধিক্য। 'শীলার বাহুদ্যে গ্রহ তথাপি বাঁধিল।' কুজাগল, ১৫৮০। ২ বি অতিরিক্ত। 'বাহুদ্য করিও মেরে কহিলেন নাম।' যমিনীকাম, ১৭৮১। ৩ বি অনাবশ্যক ব্যাপার। 'ডানকান, ১৭৮৪। ৪ বি প্রাচুর্য। 'দিবানদের বৃদ্ধি পর২ উন্নতির বাহুদ্য হইল।' রামরায়, ১৮০১। ৫ বিশ প্রশংসা; বৃদ্ধি। 'অমি কেন সামন্তের বাহুদ্য না করিয়া এ একাদশ কুঁয়োরদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' রামরায়, ১৮০১। ৬ বি অতিরিক্ততা। 'অতিবাহুদ্যরূপে সতরকী টাকা বার হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বাহুদ্যবর্জিত [স] ১ বিশ অধিকারীন; মেদবিহীন। 'অনাবৃত মেহবানি সর্বজকার বাহুদ্যবর্জিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বিশ অনাড়ম্বর। 'তাহা যতই বাহুদ্যবর্জিত হয় ততই কন্ঠের উপযোগী হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাহুদ্যা [স] বাহুদ্যা বাহু বি ছুতা। 'মহোৎসব, ১৭৪৩।

বাহুদ্যা করা কি বাহুদা করা। 'মহোৎসব, ১৭৪৩।

বাহুর [শা বাহিরা] বি বাহুর। 'বাহুর হাতে বসে সদাগর।' বিজয়, ১৬৫০।

বাহুবা [ক] অবা প্রশংসাসূচক উক্তি। 'বাহুবা দর্পণশাল। বাহুবা।' যোকেয়া, ১৯২২।

বাহুবা দেওয়া [স] বাহু-এ কি প্রশংসা করা। 'সকলে তাকে চেয়ে দেখিবে ও সাধাস বাহুবা দিবে।' গায়ী, ১৮৫৮।

বাহুদ্যবর্জিত [স] বি গ্রন্থ আভরণ।

বাহুদ্যবর্জিত [স] বিশ গ্রন্থ আভরণকারী। 'বাহুদ্যবর্জিত চরম সাম্প্রদায়িক বিশ্ব সংবাদ-পত্রগুলিও ...' আজাদ, ১৯৩৯।

বাহু [স] ব্রাহ্মণ বি ব্রাহ্মণ। 'হুই ছাই ছাই সে বাহু নাড়িয়া।' চর্য ১০, ১২০০।

বাহুশ [স] ব্রাহ্মণ ১ বি হিন্দু চতুর্ভুজের মধ্যে প্রথম বর্ণের ব্যক্তি; ব্রাহ্মণ। 'বঁবে আন করে তাক বধণ বাহুশ।' বড়, ১৪৫০; 'সমস্ত বিদ্যান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপভুক্ত হইতেন।' বর্জিত, ১৮৭২। ৩ বি হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রবিশেষ। 'কতকগুলি মন্ত্র, কতকগুলি ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ, এবং কতকগুলি উপনিষদ।' বর্জিত, ১৮৭৫।

বাহু [স] ১ বিশ বাইরের; বাহ্যিক। 'এহে বাহু আসে কহ আর।' কুজাগল, ১৫৮০। ২ বি ভেদনা। 'লোককয় দেখি গ্রন্থ বাহুজান হইল।' কুজাগল, ১৫৮০। ৩ বি বহির্জগৎ। 'হল মোর এথা আছে মন মোর বাহ্যে।' অলপঙ্ক, ১৬৮০; 'বাহু ... ভূতের বাহু ও অস্ত্রের ব্যাধিরা থাকে।' মুহুরত, ১৮২০। ৪ বি মলত্যাগ। 'বাহুতালে কিছু খাইতে নাই।' মশাররক, ১৮৮৯।

বাহুকাল [স] বি মলত্যাগের সময়। 'বাহুতালে কিছু খাইতে নাই।' মশাররক, ১৮৮৯।

বাহুতপ [স] বিশ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। 'এই সমুদ্র আভরণ শক্তি এবং নানাবিধ বাহুতপ।' জম্বক, ১৮৫২।

বাহুতপা [স] বি দৃশ্যমান ঘটনা। 'এ ঘটনাতা বাহুতপা এবং অভ্যন্তর সাধারণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'ভেদনি বাহুতপা, পরিবেশ ও আচরণই সে উপলব্ধি ও বরসের ভিত্তি।' শীলক, ১৮৬৮।

বাহু জগৎ বি দৃশ্যমান জগৎ। 'আমার অন্তরে বাহু আছে, তাহা তোমার বাহুজগৎ দেখাইবে, সাধ্য কি।' বর্জিত, ১৮৭৫।

বাহুজান [স] ১ বিশ চেতনমাত্র। 'লোককয় দেখি গ্রন্থ বাহুজান হইল।' কুজাগল, ১৫৮০। ২ বি বাইরের জ্ঞান। 'বাহুজানদৃশ্য

হইয়া উভয়ের শীলাতে কেবল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শীলাময় অনুভব করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিব্রল হইয়া পড়েন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বাহ্যজ্ঞান-ব্রহ্মিত [স] বিগ্ণ বৈবাহিক জ্ঞানশূন্য। 'নিশ্চিত্য ব্যক্তির মতো সে হটতে পারে, একদম বাহ্যজ্ঞান-ব্রহ্মিত।' শওকত, ১৯৭২।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য [স] ১ বিগ্ণ চেতনানীন। 'স্রী-পুরুষ উভয়ে নিত্য আত্মবিশ্বত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উভয়ের শীলাতে কেবল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শীলাময় অনুভব করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিগ্ণ কাকজ্ঞানহীন। 'মূবক হুবতী পরম্পর শ্রয়ানুশ্রাব্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য।' মাইকেল, ১৮৭৪।

বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা [স] বি অজ্ঞানতা; চেতনানীনতা। 'বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অজ্ঞানত্বের পরিচায়ক নয়।' প্রমথ, ১৯১৩।

বাহ্যজ্ঞানহীন [স] বিগ্ণ বাইরের বিষয়ে জ্ঞান নেই এমন। 'বাহ্যজ্ঞানহীন, উন্মাদ, স্বাভাবিক চেতনশূন্য প্রকৃতি।' হাই, ১৯৫৪।

বাহ্যত [স] ক্রিবিপ আপাত দৃষ্টিতে। 'ইংরেজসমাজ যদিও বাহ্যত সাধারণসমাজে উদ্ঘাটিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'তাহার সাথে বাহ্যত পাটির আন্দোলনের আসমানজমী ফারাক রহিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৭।

বাহ্যতঃ [স] ক্রিবিপ বাহ্যিকভাবে। 'এই জন্ত বাহ্যতঃ মনুয্য-লক্ষ্যক্রম, হস্তে পড়ে পাচ পাচ অঙ্গুলি, লালুল নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'বাহ্যতঃ অবাস্তব হইলেও।' আজাদ, ১৯৩৯।

বাহ্যদৃশ্য [স] বি বাইরের চেহারা। 'সামন্ত মহাপ্রাণের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোরম নহে।' বনকুল, ১৯৩৬।

বাহ্যদৃষ্টি [স] বি সাধারণ দৃষ্টি। 'কিঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি।' প্রমথ, ১৯১৪।

বাহ্যদর্শা [স] বি বাহ্যবস্ত্র। 'বাহ্যদর্শনের সর্বস্থানে অবস্থিত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বাহ্য পাওয়া ক্রি চেতন হওয়া। 'বাহ্য পাই দূরখেতে জীবাস পেলা ঘর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বাহ্যপ্রকাশ [স] বি বাইরের প্রকাশ। 'সম্ভিত্ত, যার বাহ্যপ্রকাশ আরতনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বাহ্যপ্রকৃতি [স] বি বাইরের আচরণ। 'বাহ্যপ্রকৃতির একটা মন্ত গুণ এই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

বাহ্যবস্ত্র [স] বি পৃষ্টিবৃত্তি ও পক্ষ ইন্দ্রিয়ের যারা অনুভূত জগৎ। 'আমাদিগের কিরণ প্রকৃতি, ও অন্যান্য বাহ্যবস্ত্রের সহিতই বা তাহার কিরণ সম্বন্ধ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বাহ্যবিধান [স] বি বাইরের আইন। 'নিভাসভোর চেয়ে বাহ্যবিধান কৃষিক্ষেত্রা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বাহ্যবৃত্তি [স] বি বাহ্যজ্ঞান। 'শেষ রয়েছে তস্তা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাহ্যব্যবহার [স] বি বাহ্যিক আচরণ। 'আমাদের অন্তঃকরণ যত পরিতৃপ্ত হয়, বাহ্যব্যবহারও তদনুরূপ পবিত্র হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বাহ্যভেদ [স] বি বাহ্যিক পার্থক্য। 'মুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বাহ্যরূপ [স] বি বাইরের কাঠামো। 'বর্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই

নির্ণাক্ষতায় ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বাহ্যশক্তি [স] বি সাধারণ ক্ষমতা। 'বাহ্যশক্তির প্রাচুর্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহ্যশরীর [স] বি বাইরের কাঠামো। 'আমাদের জাতির বাহ্যশরীর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাহ্যশিক্ষা [স] বি বাইরের শিক্ষা; অপ্রধান শিক্ষা। 'তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বাহ্যসম্পদ [স] বি বাহ্যিক ধনসম্পদ। 'বাহ্যসম্পদ অপেক্ষা সুখ অনেক বেশি দুর্গত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহ্য সৌন্দর্য, বাহ্য সৌন্দর্য্য [স] বি বাইরের সৌন্দর্য। 'বাহ্য সৌন্দর্য্যের অপেক্ষায় কোটি গুণ উজ্জ্বল ও অনন্ত গুণ শোভাকর।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বাহ্যভ্রম [স] বি বাইরের জীকজমক। 'বিশেষীয়দের প্রতি সন্মানয়তা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু উহা বাহ্যভ্রমের মাত্র।' কৃষ্ণতাবিনী, ১৮৮৫; 'উন্নতি কেবল বাহ্যভ্রমের পরিণতি হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বাহ্যানুষ্ঠান [স] বি আনুষ্ঠানিক আচার। 'যেমন নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠানের মনে করা পুণ্যানুষ্ঠান।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বাহ্যাত্তর [স] বিগ্ণ বাইরের ও ভিতরকার। 'রাজা ... সকল লোকের বাহ্যাত্তর ব্যবহার জানিয়া থাকিবেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বাহ্যিক্রিয়া [স] বি আনুষ্ঠানিকতা; বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম। 'বৃন্দারগণ্য এই ব্রাহ্মিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বাহ্যে ক্রিবিপ প্রকাশ্যে। 'বাহ্যে কিছু রোযাভাস কৈল ডগান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাহ্যেন্দ্রিয় [স] বি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক - এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। 'মন বাহ্যেন্দ্রিয়পেক্ষা দুর্দর্শী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বাহ্যিক, বাহ্যিক ১ বি আক্ষপানিতানের আনুষ্ঠানিক বাহ্য (দেশের প্রাচীন নাম। 'শারসীক, যোনা, বাহ্যিক, শক, ছন, আরব, তুরস্কী সকলেই আসিয়াছে।' বরদর্শন, ১৮৭২। ২ বি তাহারের অন্তর্গত প্রদেশ। 'তাহা রূশীয় গবর্নমেন্টের অধীনস্থ বাহ্যিক প্রদেশীয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহ্যিক দেশ বি তাহার দেশের অন্তর্গত দেশবিশেষ। 'ভারতবর্ষের পশ্চিম বাহ্যিক (বালুখ) দেশে ও তাহার অভ্যন্তরেও কিংবা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বি [স] অপি, হি ডি। অর্থ -ই। 'কাজা ডরবর পক্ষ বি ভাল।' চর্চা ১, ১২০০।

বিঅনি [স] ব্যজন। বি ব্যাস কবরার পক্ষ। 'বিঅনি চালুনি ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাড়া নাটা।' মুকুল, ১৬০০।

বিআই [স] বৈবাহিক। বি পুত্র বা কন্যার স্বতন্ত্র। বিদ্যা, ১৮৯১। বিআইন বি পুত্র বা কন্যার শাওড়ি। বিদ্যা, ১৮৯১।

বিআণ [পা বিহুয়ন] বি প্রসব। 'পহিল বিআণ মোর বাসনপুড়।' চর্চা ২০, ১২০০।

বিআনো [পা বিহুয়ন] ক্রি প্রসব করা। 'বলদ বিআনো গবিআ বাওঁ।' চর্চা ৩০, ১২০০। বিআএল ক্রি বিআলো। 'বলদ বিআএল গবিআ বাওঁ।' চর্চা ৩০, ১২০০।

বিআতী [স] বিবাহিতা। বিগ্ণ বিবাহিত। 'আঙ্গন ঘরপণ সুন তো বিআতী।' চর্চা ২, ১২০০।

বিআপক [স] ব্যাপক। বিগ্ণ ব্যাপক। 'বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িত।'

বিভার

চর্চা ৯, ১২০০।

বিভার বি বিভার। 'চাহেছে চাহেছে সুখ বিভার।' চর্চা ৩১, ১২০০।

বিভারা [স বিভার] কি বিভার করা। বিভারভে ক্রিয্য বিভার করতে।
'নাড়ি বিভারভে সেব বাণ্ডা।' চর্চা ২০, ১২০০।

বিভাশী বি বৈকালিক কাজ (এখানে রক্তিক্রিয়া)। 'কমল কুলিশ ঘাটে করুই বিভাশী।' চর্চা ৪, ১২০০।

বিবাহ [স বিবাহ] বি বিবাহ। 'ভল তেল রাখে তেল নিরবাহ পানি গহন বিবি বোধ বিবাহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিউপ [স বিয়োগ] বি বিচ্ছেদ। 'আত্মকর মহাপাশ বিরহ বিউপ।' বাহ্যম, ১৬৫০।

বিউপাল [বি বিপির মতো শাবক বালায়বিশেষ। 'তাঁহারা বিউপাল বাজাইলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

বিউটি স্পট [বি দর্শনীয় স্থান। 'এই বন একটা বিউটি স্পট।' কুড়ি, ১৯৮০।

বিউনা কি বাতাস করা। 'কেহ বা আনিল সুখীতল বরি গায়ে, বিউনিল কেহ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বিউনো [গা বিছানা] কি এসব করা। 'এমন হততাপিনী তুই একটাও ঘরে বিউতে পাগিলে।' রামনায়াণ, ১৮৫৪।

বিউর বি ভেউর, এক ধরনের আদ্যবস্ত্র। 'শানাই বিউল বাজে বিউর ফাল্লা।' বাহ্যম, ১৬৫০।

বিউশি [স বিদগ্ধ] বি বোমাস্থ্য মাসকলাই ভাল। বিদ্যা, ১৮৯১।

বিএ, বিএ, বিএ, [বি] বি ব্যাচেলর অব আর্টস; স্নাতক। 'বিএ না হলে গিয়ে হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫: 'বিপিনবিহারী আকালমস্কর একজন সুশিক্ষিত বি. এ.' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিএশ [বি] বি ব্যাচেলর অব ল; আইন বিষয়ে স্নাতক। 'দুদি ইউনিভার্সিটিতে বিএ, ও বিএলের মত ফলাগের ডিগ্রী ছিই হয়।' হেতাম, ১৮৬১।

বিবোরঅ [স বিদারক] বি বিদারক। 'ভব বিবোরঅ মুসা খণ্ড পাঠী।' চর্চা ২১, ১২০০।

বিংশ [স] বিংশ কুড়ি; বিশ। 'একশত বিংশ শতাব্দী চলিতেছে।' কিনা, ১৮৫১।

বিশেডি [স] বিংশ কুড়ি; বিশ। 'বিশতি বৎসর হইল জয়গতি দর মইল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিশ শতাব্দী [স] বি বিশ শতক। 'বিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোহাম্মদ বসের জাউয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন।' জাঙ্গাম, ১৯৬৬।

বিশেডি, বিশেটী [স বিশেডি] ১ বিংশ ২০ সংখ্যক। 'বিশেডি রূপে গ্রীষ্মকাল বিদিত সংখ্যক।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ২০ সংখ্যা। 'বিশেটী।' হালহেত, ১৭৭২।

বিড়ে কি বিভা: বেটনী। 'কুলচলি বিড়ে করে বাঁধা।' মণীস, ১৯৭৭।

বিনা [স বিছা] কি বিছ করা। 'এক দল গোরা ... দরওয়ানকে বৈরশার বিনে পাগিয়ে।' হেতাম, ১৮৬১।

বিশা [স বিছা] কি বিছ করা বা হওয়া। 'আহার কাঁচাব্যাব বিধে একটুকু।' কুজগাম, ১৭২০। 'বিখ্যাত কি বিছ করেছি।' চোদ্দ গাছ তালকে বিখ্যাত এক শরে।' আলিকায়ম, ১৮৮১।

বিকচ [স] ১ বি বিকশিত। 'আইস বন যাকৈ বিকচ নদীন।' বড়,

১৪৫০। ২ বিগ প্রকৃতিত। 'পরিপূর্ণ তদুখনি বিকচ কমল, জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিগ প্রকাশিত। 'বিকচ সরস তদুর পরশ/ কোমল মেঘের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিকচকমল [স] বি প্রকৃতিত পত্র। 'বিকচকমলে চাপে বারিবিদ্যুৎ খরে।' রামধন্যস, ১৭৮০।

বিকচ-লিঙ্গী [স] বি বিকশিত পত্র। 'দিন দিন বিমলিনী বিকচ-লিঙ্গী' গিরিশ, ১৮৮৭।

বিকচিত [স] বিগ প্রকৃতিত। 'যেন কুমুদের দাম চির বিকচিত।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিকচোন্ম [স] বিগ বিকশিত হতে উৎসুক। 'বিকচোন্ম হৃদয়মুকুলটি লইয়া বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আঙ্গনময়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিকছ [স] বিগ কাছাট। 'আটহাট আটগোঁরে খুঁটির মতো তাদের আটগোঁরে ভাঙাও বিকছ।' রমণ, ১৯১২।

বিকট [স] ১ বিগ যত্নে ও বিনী। 'বিকট মন্ত বপাট প্রাণী।' বড়, ১৪৫০। ২ বিগ প্রাণ। 'নিমেষভরে ইচ্ছা করে বিকট ট্র্যায়ে সুরু টুটে মাইতে ছুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিগ ভয়ঙ্কর। 'ভুলি তব বস্তুমুটি ভুলি যদি ধর আজি বিকট জঙ্ঘতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বিগ উৎকট: কুৎসিত। 'হামুধ চাকরকেও ত এমন বিকট ভাবি করিয়া আশেপাশ করে না।' বড়, ১৯১৭।

বিকটদন্দনা [স] বিগ দ্বী ভয়ঙ্কর দাঁতকুণ্ড। 'গলে মুখালা পোতে বিকটদন্দনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিকটাকার [স] বিগ ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্ট। 'অন্যান্য বিকটাকার অস্ত্র জঙ্ঘ নিরীক্ষণ করিয়া ডুবাই ...।' কিনা, ১৮৪৯।

বিকটাকৃতি [স] বিগ ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্ট। 'বহন্যেবাক বিকটাকৃতি ভুত, দেহ, শিশাচ, শিম্বিনী, ভাঙ্গিনী প্রকৃতি আনন্দে উন্মত্তহার ইহা ...।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

বিকটাল [স বিকট] ১ বিগ অতি ভয়ঙ্কর। 'হেনকাসে গ্রীণাল আইল এক বিকটাল।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিগ বিরক্তিকর। 'প্রাণ উত্তেজিত সাধু বিকটাল গছে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিকলা [স বিক্লিগাতি] কি বিকৃত করা। বিকলজ কি বিক্লি করে। 'তাঁহি বিকলজ ভোখী অবর না চলেতা।' চর্চা ১০, ১২০০। বিকলসি কি বিকল করিস। 'রাখা নিতী বিকলসি দখী।' বড়, ১৪৫০। বিকলিখা কি বিকল করে। 'রাখা লখা দখি দূধ বিকলিখা হাটে।' বড়, ১৪৫০। বিকলিখে কি বিকল করতে। 'গাই যাইতো দখি দূধ বিকলিখে ল।' বড়, ১৪৫০। বিকলিখো কি বিকল করহো। 'ও আরিতে পার হখা বিকলিখো দখী।' বড়, ১৪৫০। বিকলী কি বিকল করি। 'দখি বিকলী লখা হাটে মথুরা।' বড়, ১৪৫০।

বিকল্পিত [স] বিগ অচিন্তন রূপিত। 'গভীর অশ্লিষ্টনিদানে সমস্ত অবনীমলল বিকল্পিত হইয়া উঠে।' রামধন্যস, ১৮৫৪।

বিকলা [স বিকল] কি বিকৃত হওয়া। বিকলয়ে ক্রিয্য বিকৃত হয়ে। 'চিঅ বিকলয়ে তাই টলি পাইসই।' চর্চা ৩১, ১২০০।

বিকর্তন, বিকর্তন [স] বিগ বিলাসক; বিলাসকারী। 'হতিপতি নর্তন বিয়ল বিকর্তন তত কতরাজ সমাজে।' রামধন্যস, ১৮৫৪।

বিকর্ম, বিকর্ম [স] বিগ বিকল কাজ; বিকলিত কাজ। 'কোন বলে কল তুমি এমন বিকর্ম।' কুজগাম, ১৮৮০।

বিকর্ষণ [স] বি বিকর্ষণ টান। 'আকর্ষণ বিকর্ষণ পুঙ্খ প্রকৃতি।' রবীন্দ্র,

১৮৯৩।

বিকল [স] ১ **বিশ ব্যাকুল**; কাতর। 'মোর রূপ দেখি নহ বিকল দুয়ারী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বিশ বিকলিত**। 'কেশ না দেখিয়া শশী হইয়া বিকল।' কুঙ্করাস, ১৫৮০। ৩ **বিশ বিষয়**। 'প্রভু না দেখিয়া সবে হইয়া বিকল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ **বিশ অবেতন**। 'মুহুর্ত হইয়া মাখি পড়িয়া বিকল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ **বিশ প্রিয়মাণ**। 'লজ্জাএ বিকল অতি মৃত সমতুল।' বাহরায়, ১৬৫০। ৬ **বিশ যমু**। 'দেবীর মায়ায় হৈল নিদ্রায় বিকল।' কেতকা, ১৬৫০। ৭ **বিশ হতাশ**। 'মনে দুঃখ নাভিয়া বিকল।' সুলতান, ১৬৫০। ৮ **বিশ অচল**। 'দারুল বিধের জালে শরীর বিকল।' আলগল, ১৬৮০। ৯ **বিশ আত্মহারা**। 'হাসিয়া বিকল যতো নারী।' কুঙ্করাস, ১৭২০। ১০ **বিশ শোকাহত**। 'পুলশোকে আন্নি বিকল বাহুসপতি সাজিছে সতুরে।' মাইকেল, ১৮৬১। ১১ **বিশ বিহ্বল**। 'আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১২ **বিশ অচল**। 'জনযন্ত্র বিকল হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

বিকলকারী [স] **বিশ** অসুস্থ করে এমন। 'দৈহিক-যন্ত্র বিকলকারী মালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করুন।' অক্ষর, ১৮৪৬।

বিকলচিত্তা [স] **বিশ** ক্রী বিহ্বল। 'তাহার পত্নীও গোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎকল্যাণ তনয়-তনয়ার অণুগামিনী হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিকলতা [স] **বি** অচলতা; অক্ষমতা। 'ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের অক্রমণ হইতে বাচানোই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিকলহৃদয় [স] **বিশ** বিহ্বল। 'একান্ত বিকলহৃদয় হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিকলা [স] **বিশ** অক্ষম। 'কি বিকল বা ব্যাকুল হওয়া।' আশন গাওঁ, 'মোরে হরিনী বিকলা।' বড়ু, ১৪৫০।

বিকলা [স] **বিশ** ক্রী বিকল। 'অজ্ঞ। অথচ কুচিত্র ভ্রম; বিকলা অথচ ছিয়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বিকলাহ [স] ১ **বিশ** অসে বা শরীরে ত্রুটি আছে এমন; পশু। 'অসুস্থকার, বিকলাহ, নির্দোষ ও দুর্ভাগ্য ব্যক্তির পাশ্চাত্য কল্যাণ কর্তব্য নহে।' অক্ষর, ১৮৫২। ২ **বিশ** মুতাহার। 'এই দিকে বিকলাহ নদীটির থেকে পাঁচ-সাত ধনু দূরে।' জীবন, ১৯৪৪।

বিকলান [স] **বি** বিশ্লেষণ। 'বিকলান - analysis।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বিকলি, **বিকলী** [স] **বিশ** ব্যাকুলতা; ব্যাকুল ভাব। 'পর কাজে তো বিকলী তেঁসি না বুখণি আবে বালী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বিশ** ব্যাকুল। 'মদন বাণে বিকলি ডেল পরামে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ **বিশ** অচল। 'ব্যাাকুল পরশে সকল জীবন বিকলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিকলিত [স] **বিশ** ব্যাকুল। 'প্রজা হইল বিকলিত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ভাবতে মোহিত হৈয়া বিকলিত হই।' বাহরায়, ১৬৫০।

বিকলিতচিত্তা [স] **বিশ** ক্রী আবেগপ্রবণ। 'রাজকুমারীও ... কম্পানকলেবরা ও বিকলিতচিত্তা হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিকল্প [স] **বি** ভিন্ন কল্পনা। 'অতএব ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাথ করিতে হইবেক।' রামমোহন, ১৮১৯।

বিকল্পবিহারী [স] **বিশ** বিকল্প সন্ধান করে এমন; বিকল্পসন্ধানী। 'বহুবল, বহুবাচনিক ও বিকল্পবিহারী মারব-ইতিহাসে যে সব কুট, সম্পাদকীয়, সম্পন্ন সন্ধানবাক্য বিদ্যমান ...।' শিব, ১৯৫৬।

বিকশ [স] ১ **বিশ** প্রকাশ। 'হাসছলো কৈল মনবিরষ বিকশে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বিশ** প্রস্তুত। 'বদন বিকশ রূপে যেন চন্দ্রমাণী।' গরীব,

১৭৬৫।

বিকশা, **বিকসা** [স] **বিশ**। ১ **কি** বিকশিত হওয়া। 'অধরাজি ভর কমল বিকসউ।' চর্য ২৭, ১২০০। ২ **কি** গর্জিয়ে ওঠা। 'শির বেদি বিকশিল সোকে বলে কেশ।' বাহরায়, ১৬৫০। ৩ **কি** প্রকাশ পাওয়া। 'সুগভীর শব্দ শ্রবণে রহেছে বিকশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। **বিকশিল** **কি** গরিয়ে উঠলো। 'শির বেদি বিকশিল সোকে বলে কেশ।' বাহরায়, ১৬৫০। **বিকশিলে** **কি** বিকশিত হচ্ছে। 'বিকশিলে জগমন মোহে।' বড়ু, ১৫৭০। **বিকসউ** **কি** বিকশিত হলো। 'অধরাজি ভর কমল বিকসউ।' চর্য ২৭, ১২০০। **বিকসাএ** **কি** বিকশিত হয়েছে। 'সুগভি কুসুমগণ বিকসাএ।' বড়ু, ১৪৫০। **বিকসল** **কি** বিকশিত হলো। 'বিকসল অর না স্নাত্তে ধরনে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। **বিকসু** **কি** বিকশিত হোক। 'বিকসু কমল তোর মুখ।' বড়ু, ১৪৫০। **বিকসে** **কি** বিকশিত হয়। 'সোখালী মল্লী বিকসে।' বড়ু, ১৪৫০।

বিকশিত [স] ১ **বিশ** প্রস্তুত। 'বিকশিত কোকনন নিদ্রিয়া উত্তমগদ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বিকশিত হয় পুষ্প।' রামহরদাস, ১৭৮০। ২ **বিশ** বিকশিত। 'শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বিকশিত করা **কি** প্রস্তুত করা। 'অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বিকশিতা [স] **বিশ** ক্রী প্রস্তুতি। 'হাওয়ার করণ পরশে হে সৌন্দর্য বিকশিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'প্রেমের পরশে তোমাকে সুরাই রূপে রূপে বিকশিতা।' সিকান্দার, ১৯৪৫।

বিকষিত, **বিকসিত** [স] **বিশ** ক্রী প্রস্তুতি। 'বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ।' বড়ু, ১৪৫০; 'ওহে হরিণ এ বড় সুসময় কেননা পুষ্প সকল বিকষিত হইয়াছে।' চর্য ২৭, ১২০০।

বিকা [স] **বিশ**। ১ **কি** বিক্রয় করা; বিতরণ করা। **বিকা** **কি** বিক্রি করতে। 'মাঝে রাখিলা জাএ বিকা।' বড়ু, ১৪৫০। **বিকাই** **কি** বিক্রীত হই। 'পুত্রী বেচিলেও আমি বিকাই সর্বথা।' বৃন্দা, ১৫৮০। **বিকাইনু** **কি** নিজেকে বিক্রিয়ে দেওয়া বা সমর্পণ করা। 'বিকাইনু রাশা পায় আন্নি মোর সকল জীবন।' মুকুন্দ, ১৬০০। **বিকাইতে** **কি** বিক্রীত হতে। 'দাস হৈয়া বিকাইতে প্রথা হই মনে।' বাহরায়, ১৬৫০। **বিকাইলে** **কি** বিক্রি হলে। 'বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল।' কুঙ্করাস, ১৭২০। **বিকাবে** **কি** বিক্রি করবে। 'লেনা হলে আবার সূতা বিকাবে না।' কল্লী, ১৮০১। **বিকায়** **কি** বিক্রি হয়। 'কুন্দরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। **বিকাল** **কি** বিক্রয় করলো। 'গোরাচান্দে নামে হায়ে বাক্সারে বিকাল।' রূপরায়, ১৭৫০। **বিকালে** **কি** বিক্রয় করলে। 'রাধার দাসবতে সাই বিকালে।' লালন, ১৮৯০। **বিকি** **কি** বিক্রয় করতে। 'বিকি জাইএ যখনার পায়।' বড়ু, ১৪৫০। **বিকিশ** **কি** বিক্রি করবে। 'তাতে চিকন কাপড় বিকিশি ওঠান।' বিজয়, ১৬৫০। **বিকিএ** **কি** বিক্রয় করে। 'বিকিএ বিক্রি হই হও গোআলের ধনে।' বড়ু, ১৪৫০। **বিকি** **কি** বিক্রয় করতে। 'দধি বিকে জাইতে সঙ্গে মধুরা নদী।' বড়ু, ১৪৫০। **বিকেসে** **কি** বিক্রি করতে। 'গরু বিকেলে আমার টাকা শোধ হবে কেমানে।' শ্রেয়, ১৮০২।

বিকানো [স] **বিশ**। ১ **কি** নিঃশেষ হওয়া। 'তদে মূলে সে প্রভা বিকাইয়া যায়।' লর্ণণ, ১৮২১। ২ **কি** নিজেকে নিঃশেষ করে দান করা। 'জনম-তর বিকাতে হই আপনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ **কি** বিক্রি হওয়া। 'সব যেন মোর বিক্রিয়েছে পাইনি তাহার দাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ **কি** বিতরণ করা। 'বিনামূল্যে বিক্রিয়ে দিয়ে মুক্তি

গেলেন।' নজরুল, ১৯২৭। *ওঁ* ক্রি কোনো অনৈতিক সুবিধার বিমূর্খে পলাবলখন করা। 'মাজ্জ বিক্রিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ'। হায়েমুল, ১৯৬৬।

বিকার [স] ১ *বি* চিত্তবিকৃতি। 'বেকত ভেল বিকারে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০: 'আনল ইহল অদে পুলক বিকারে।' *মালাধর*, ১৫০০: ২ *বি* পরিবর্তন। 'উদ্বৎ নৃতো প্রভুর অতুত বিকার'। *কুজঙ্গ*, ১৫৮০। ৩ *বি* অবস্থান্তর। 'মাটির বিকার অল্প খাইলে সেহ পুট হয়।' *কুজঙ্গ*, ১৫৮০। ৪ *বি* রোগবিশেষ। 'পণ্ডিত রামকুমার বিকারে রোগোপলক্ষে ... লোকান্তরগত হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯: 'বিকার সীকার তবু তোমায় না ছাড়ি।' *চর*, ১৮৫৮। ৫ *বি* প্রলাপ; বিকৃতি। 'এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৬ *বি* অসুস্থতা। 'ডাক্তার বলেছে রুদ্রব্রতের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিকারগ্রস্ত [স] *বি*ণ বিকৃত হয়েছে এমন। 'বিকারগ্রস্ত ভারতের প্রলাপ উক্তি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিকারগ্রাস্ত [স] *বি*ণ বিকারগ্রস্ত। 'বিকারগ্রাস্ত জ্বরকৃত হইয়া ১২৩০ শালের ২১ ভাদ্র তরবার পরলোকগামী হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিকারবিহীন [স] *বি*ণ নির্বিকার। 'পিতৃহৃদয় নির্বিচার বিকারবিহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিকারী [স] *বি*ণ বিকারগ্রস্ত। 'সে নিচয় প্রকৃতিভিখারী, নচেৎ বিকারী।' *সুপ্রীত*, ১৯৪০।

বিকারের রোগী *বি* বিকারগ্রস্ত রোগী। 'বিকারের রোগীর মত অদমা পিশাশার।' *বিভূতি*, ১৯০১।

বিকাল [স] *ক্রি*ণ অপরহ্ন। 'আশি গাভীর দুধ খায় বিহান বিকালে'। *রঙ্গরাম*, ১৭৫০।

বিকালবেলা [স] *বি* অপরহ্ন। 'এই তো খানিকক্ষণ আগে বিকালবেলায় দেখিয়া গিয়াছেন।' *বনকুল*, ১৯৩৬।

বিকাল [স] *বি* প্রকাশ। 'যেহ তোকে গোপ কথা করহ বিকাল'। *বড়ু*, ১৪৫০।

বিকালকাহিনী [স] *বিকাল+কাহিনী*। *বি* বিবর্তনের ধারা। 'শব্দাবলীর বিকালকাহিনী বর্ণনাই এ বিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল।' *হাই*, ১৯৫৪।

বিকালব্যঞ্জনা [স] *বি* বিকাশের ইঙ্গিত। 'সার্থকতা বা বিকালব্যঞ্জনার ভিজিয়াহ আভাসও ছিল না।' *শিব*, ১৯৫০।

বিকালমুখী [স] *বি*ণ বিকশিত হচ্ছে এমন। 'বিকালমুখী নারী এগতির সার্থে একই ধারায় বইয়ে দেওয়ার সরকল দুইটি হয়।' *বেগম*, ১৯৫১।

বিকালসম্ভাবনা [স] *বি* বিকাশের সম্ভাবনা। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনের বিকাশসম্ভাবনা যে অতি অল্প একথা সাধারণস্বীকৃত।' *শিব*, ১৯৬৬।

বিকালসাধনা [স] *বি* বিকশিতকরণ। 'সেই বিকাশসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থতর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে।' *শিব*, ১৯৫০।

বিকালশীল [স] *বি*ণ অবিকশিত। 'তার মনন-সামর্থ্য দরিদ্র ও বিকাশশীল।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিকাল [স] *বিকাল*। ১ *ক্রি* প্রস্তুতি হওয়া। 'নানা বর্ষে পুষ্প বিকালে বিশাল।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* উদ্বেগ করা। 'পরানে

পুলক বিকাশিয়া বাহে কেন দক্ষিণা বাতাস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *ক্রি* বিকাশ লাভ করা। 'বিকালে মাধুরী হৃদয় বাহিরে তব মললহসনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। **বিকালিহে** *ক্রি* বিকাশ লাভ করেছে। 'পূর্ণতার পূর্ণাবেশ—সুশীল বসন বিকাশিহে তলে তলে কনক লহরী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **বিকালিধি** *ক্রি* বিকাশ লাভ করেছে। 'এসো শরতের অমল মহিমা, এসো হে ধীরে। চিত্ত বিকাশিধে চরণ ধীরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩। **বিকালিল** *ক্রি* বিকশিত হলো। 'ধরনী-পরে কিবা মহিমা তব বিকাশিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বিকালিশী [স] *বি*ণ ক্রী প্রকাশকরী। 'পূর্ণ-সিদ্ধান্তে-বিভাস বিকাশিশী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিকালোদ্যম [স] *বি* উৎকর্ষের উদ্ভীর্ণনা। 'বিকালোদ্যমের অভাব পূর্ববর্তী শতকের মানসিক জড়তার করুণ প্রমাণ।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিকালোন্মুখ [স] *বি*ণ বিকশিত হতে চায় এমন। 'ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলই পাখর-চাপা দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিকাস [স] *বিকাল* *বি*ণ বিকশিত। 'সব তরুণণ বিকাশ কুসুম।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিকি [স] *বিক্রয়*। ১ *বি* বোটা-কেন্দ্র। 'গোরসের বিকি মোর সাদ নাই আর।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* বিক্রয়। 'যদি বিকি ভালো হয় ...।' *গ্যারী*, ১৮৫৮।

বিকিকিনি [স] *বিক্রয়-ক্রয়*। *ক্রি* বোচকেন্দ্র। 'লক্ষ কোটি মূল্য পুনি বিকিকিনি হ'এ।' *আলাওল*, ১৮৮০: 'ধাক্কা তব বিকি-কিনি—ওগো দ্রাস্ত পলাশিনী, এইখানে বিবাহও অক্ষম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিকিরণ [স] ১ *বি* বিকিরণ। 'লভাসমুদ্রে বুকেপরি হইতে ভাঁড়াদিগের সর্বাব্দে পুষ্প বিকিরণ করিতেছে।' *হরশঙ্গার*, ১৮৮১। ২ *বি* বিকিরণ। 'সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিকিরণশক্তি [স] *বি* বিভিন্ন দিকে বিস্তার করার শক্তি। 'এই তিনশ্রকার দেহজ বিকিরণশক্তি—'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিকীরিত [স] *বি*ণ বিকীর্ণ। 'চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিকীর্ণ [স] ১ *বি*ণ বিকৃত; প্রসারিত। 'তাহা কার্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮: 'চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।' *বহির্ম*, ১৮৭৩। ২ *বি*ণ বিকীরিত। 'আপনাকে চারি দিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ *বি*ণ আচ্ছন্ন। 'দীর্ঘশ্রম ভালোমদময় বিকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিকুলি [স] *ব্যাকুল*। *বি* ব্যাকুলতা। 'নৃপতি দলে গলি বাইআ বুলে তালি হাসেন চটিকা দেখাও টাটেরে বিকুলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিকৃত [স] ১ *বি*ণ বীভৎস। 'বিকৃত বদন উমত মতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি*ণ অস্বাভাবিক। 'পূর্ণ রূপ নাই কিছু বিকৃত আকার।' *বিজয়*, ১৫০০। ৩ *বি*ণ অস্বাভাবিক। 'কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হইলে ... কে নিবারণ করিতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ৪ *বি*ণ এলোমেলো। 'সেই আয়ত্নম নয়নে পরিতক মুখে বিকৃত শব্দা হইতে চমকিয়া উঠিলেন।' *মহারক*, ১৮৬৭। ৫ *বি*ণ ব্যঙ্গাত্মক। 'এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৬ *বি*ণ জটিল। 'বিকৃত পাত্রাশুভক সকল পাঠ করিয়া ...।' *প্রচারক*, ১৮৯১। ৭ *বি*ণ অস্বাভাবিক; অস্বাভাবিক। 'ভূমি আমাদেব সম্বন্ধে বিকৃত করে দেখেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৮ *বি*ণ বিকৃত হয়েছে যা। 'কৃষ্টিশেল, বিকৃতের, বিকৃটের মহাশাপেরে তিনি সীতার দিতেছেন।' *সরল*, ১৯২১।

বিকৃতচেতন [স] বি অস্বাভাবিক চেতনাসম্পন্ন যে। 'হুলস্থূলি বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত।' তারা, ১৯৪৩।

বিকৃতবদন [স] বি বিকৃত মুখ। 'স্কটল্যান্ডের বিকৃতবদনে দম্ব বাহির করায় - জল জল শব্দ করিতেছে।' মশারফ, ১৯০৮।

বিকৃতবুদ্ধি [স] বিণ অসুস্থ চেতনাপ্রসূত। 'সেখানে এ ধরণের বিকৃতবুদ্ধি তত্ত্বকথায় কারও তেমন অবাক ঠেকে না।' শিব, ১৯৬৬।

বিকৃতভাষা [স] বি বিকারয়ত যে; অস্বাভাবিক অর্থহীনতা যে। 'তুমি সর্বসম্মত মনিনভাবে বিবাদিত চিত্তে বিকৃতভাষায় ন্যায় ... দিন দিন ক্রীণ ও মলিন হইতেছে।' মশারফ, ১৮৮৫।

বিকৃতমস্তিষ্ক [স] বি মানসিক বিকারয়ত যে। 'যে-মানুষ নিনাকরণ ভয়ে বিকৃতমস্তিষ্কের মতো।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

বিকৃতমস্তিষ্ক [স] বিণ ক্রী মানসিক বিকারয়ত; গালা। 'বিকৃত মস্তিষ্ক ক্রীণ হাসিকান্নার মধ্যে তিনি নিজেকে সুস্থ ও স্থির রেখেছেন।' যাহেনও, ১৯৪৯।

বিকৃতদ্রব্য [স] বি অস্বাভাবিক মুখভঙ্গি। 'কানে কলমের উল্টা দিকটা ঢুকায় বিকৃতমুখে কান ঢুকায়ইতেছিলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

বিকৃতরূপে [স] ক্রিণ অস্বাভাবিক। 'প্রাণিবাণি বহু শব্দ অবিকল বা স্বল্প বিকৃতরূপে গৌড় ভাষাতে সঞ্চিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বিকৃতাক্ষ [স] বিণ বিকৃত আঁখি। 'বিকৃতাক্ষ তৈরব প্রত্যাকরণ ঘাড়ে।' ভারত, ১৭৬০।

বিকৃতি [স] বি অস্বাভাবিক অবস্থা। 'শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।' বনমূল, ১৮৭৪। ২ বি নেতিবাচক অবস্থা বা রূপ। 'স্নেহ সখ্য প্রীতি মুহূর্তে ধারণ করে নিম্নলিখিত বিকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৩ বি বিচ্যুতি। 'বাসন মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বিকৃতিজনিত [স] বিণ বিকারয়তাত থেকে সৃষ্ট। 'কৌশল্য প্রথার চূড়ান্ত বিকৃতিজনিত অভিশাপ নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্ভব ও অমানবিক।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

বিকৃতিশ্রান্ত [স] বিণ বিকৃত। 'শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।' বনমূল, ১৮৭৪।

বিকৃতিসহকারে [স] ক্রিণ অস্বাভাবিক ভঙ্গি করে। 'ঘরে ঢুকিয়া মুখ বিকৃতিসহকারে তিনি উপবেশন করিলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

বিক্রীকরণ [স] বি কোনো বিষয় বা দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের শালন থেকে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে দেওয়া। 'কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার বিক্রীকরণের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৫৯।

বিকেল [স] বিকাশ। বি অপর্যায়। 'কাল বিকেলে এসে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

বিকেল-সেখোত ক্রিণ বিকলের মধ্যে। 'আজই বিকেল-বিকেল ... একবার সেখোত হবে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

বিকোষিত বিণ অব্যবহৃত। 'যত দূর চোখ যায় বিকোষিত প্রান্তরের কুয়াশার ব্যাস।' জীবন, ১৯৩০।

বিকোণ্য [স] বিক্রয়। ক্রি বিক্রি হওয়া। 'কসাইতলো তাদের হাতে অন্তত্ব মাণ্ডি মায়ে বিকোণ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'তেজ বেরোয় না যা হাতে বিকোণ্য পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বিক্রি [স] বিক্রয়। বি বিক্রয়। 'গীতা বিক্রি কর।' শ্যামল, ১৯৬৭।

বিক্রয় [স] বিক্রয়। বি বিক্রয়। 'লোহা লাশা লোন গব্য বিক্রয় সক্ষিব বহু

ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিক্রয় [স] ১ বি প্রতাপ। 'বিবিধ বানর বধ বিক্রমে বিশাল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি শক্তি। 'সিংহ জিনি বিক্রম ইমাম বলবৎ।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

বিক্রমশালী [স] ১ বিণ প্রভাবশালী। 'প্রভূত বিক্রমশালী ও সমর্থিক পৌরবাধিত।' বনমূল, ১৮৭২। ২ বিণ শক্তিশালী। 'অমিত বিক্রমশালী মোহামেদান শোণাটি দল।' সওগাত, ১৯৩৬।

বিক্রমোচ্ছ্বাস [স] বিণ শক্তি থেকে সৃষ্ট। 'বায়েনশাড়ার কলরবটা তাহারই সেই বিক্রমোচ্ছ্বাস।' তারা, ১৯৪২।

বিক্রম [স] বি বেতা; দাম নিয়ে শুদ্ধ ত্যাগ করা। ওয়া, ১৭৮২। 'তাহা বোরডের হুকুম মতে সরকারের কিফাইত কারণ বিক্রয় হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

বিক্রমকর [স] বি বিক্রির উপর আরোপিত কর। 'প্রস্তাবিত বিক্রমকর ও মোটর স্পিটট বিল কার্যকরী হইলে ...।' আজাদ, ১৯৪১।

বিক্রম করবার্ণা [স] ক্রিণ বিক্রয় করার জন্য। 'তাহা বিক্রয় করবার্ণা দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বিক্রমকারিণী [স] বি নারী বিক্রোতা। 'বিক্রমকারিণী, টোয়রীশী, পলী-কর্মী ও তাদের শিক্ষাদাত্রী।' বেগম, ১৯৪৯।

বিক্রমকেন্দ্র [স] বি যেখানে বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি করা হয়। 'প্রদর্শনীতে একটি বাড়ী বিক্রমকেন্দ্র খোলা হয়।' বেগম, ১৯৬৮।

বিক্রমগত [স] বিণ বিক্রয়লব্ধ। 'গ্রন্থটির বিক্রমগত সাফল্য হায়াই হইয়া থাকুক না কেন।' আজাদ, ১৯৬৯।

বিক্রমগৃহ [স] বি দোকান। 'তিনি এক বস্ত্রবিক্রেতার বিক্রমগৃহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিক্রমভাণ্ডার [স] বি দোকান। 'বিক্রমভাণ্ডার, উষাধার, সন্ধ্যা-ব্যাঙ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিক্রমমূল্য [স] বি দাম। 'ইহার বিক্রমমূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।' আজাদ, ১৯৬৯।

বিক্রমলব্ধ [স] বিণ দ্রব্য বিক্রি করে প্রাপ্ত। 'বিক্রমলব্ধ সমস্ত ধন এই বিশ্বা ও ইহার পুত্রের পাইবে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিক্রমসামগ্রী [স] বি বিক্রয় উপযোগী গণ্য। 'তারা যেন বিক্রমসামগ্রী নিয়ে হাট-বাজারে অতিমুখে।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

বিক্রমস্থান [স] বি বাজার। '... বিক্রমার্থ বিক্রমস্থানে আনয়ন করিতাম।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিক্রমশিক্ষা [স] বি অধিক পরিমাণে বিক্রি। 'মাদক দ্রব্যের বিক্রমশিক্ষার জন্য সুসজ্জিত আপ্যায়নী বিন্যাসন রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৬৬।

বিক্রমার্থ [স] ক্রিণ বিক্রয়ের জন্য। 'কসমীপূর্ণ দৃত বিক্রমার্থ উপস্থিত করিল।' সংসার, ১৮৮৮।

বিক্রি, বিক্রী [স] বিক্রয়। বি বেতা; অর্থ নিয়ে শুদ্ধ ত্যাগ করা; বিক্রয়। 'দুই মাস বাদে তাছা বৃদ্ধ সমস্ত বিক্রি করিয়া দিল।' মের্স, ১৭৫৬। 'গোলাপি ফিলির সোনা বিক্রী হইছে।' হুতোম, ১৮৬১।

বিক্রীত বিণ বিক্রি হয়ে যাওয়া। 'অবশিষ্ট শাবক দ্রব্য বিক্রীত না হয়।' হুতোম, ১৮১২। 'বাড়ীখর সমস্ত দিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

বিক্রীতা [স] ক্রিণ ক্রী বিক্রি হয়েছে এমন। 'অন্য ব্যক্তির ক্রী

বিক্রেতা

বিক্রীতা হইতে সখতা হইল না।' দর্পণ, ১৮১৯।

বিক্রেতা [স] বি বিক্রয়কারী। 'জিনিসের আবশ্যক হইলে তাঁহার তথ্যে বিক্রেতারদিগকে আকর্ষণ ইশতেহার দেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বিক্রেত্ব [স] বি বিক্রয়কারী। 'বিক্রেত্বপাচ টাকার জিনিষে দেড় শত টাকা ইকিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

বিক্রেন্দ্র [স] বি বিক্রয়যোগ্য। 'অনেক বিক্রয় পদার্থের সমাবেশে তাকুলি ঠাসা।' মানিক, ১৯৪০।

বিক্রোভ [স] বি বীর। 'তাঁহার বৈরাগ্যের বিখ্যাত বিক্রোভ।' দর্পণ, ১৮২৯।

বিক্রি, বিক্রী **ত্র** বিক্রয়

বিক্রীত **ত্র** বিক্রয়

বিক্রেতা, বিক্রেত্ব **ত্র** বিক্রয়

বিক্রেন্দ্র **ত্র** বিক্রয়

বিক্রোভ [স] বি অতি ক্রোভ। 'বিক্রোভ না মানে রাজা বিক্রোভ বিসার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিক্রত [স] বিণ আহত। 'অভিক্রত নথরে বিক্রত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বিক্রাতা [স] বিখ্যাত। বিণ বিখ্যাত। 'দ্রিসোক্তা বিক্রাত বির নির্ভর সরির।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিক্রিষ্ট [স] ১ বিণ ইতস্তত ছড়ানো। 'পৃথিবী হির ও অন্তরীক্ষবিক্রিষ্ট স্যোতিঃসমূহাদের মধ্যস্থিত...' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ আলাপ। 'পাকিতরা স্বরণীত পুস্তক মধ্যো যে সমস্ত জ্ঞানবহু ইতস্ততঃ বিক্রিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৩ বিণ বিদ্যুত; বিদ্যুৎ। 'সূর্য্যাস হইতে পৃথিবী বিক্রিষ্ট হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ বিণ অধিক। 'অনেক সময়ে মন নানা কাজে নানা চিন্তায় বিক্রিষ্ট উদ্ভাস হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিক্রিষ্টতা [স] বি এলোমেলো ভাব। 'সমস্ত বিক্রিষ্টতা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিক্রিষ্টভাবে [স] ক্রিবিণ অবিনাশ আকারে। 'তাহা মাথে মাথে দূরে দূরে বিক্রিষ্টভাবে অবস্থি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিক্রুদ্ধ [স] ১ বিণ আলোড়িত। 'তাহা কী বিচিৎ্র জটিল এবং বিক্রুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ দ্রুত। 'সক্রেমে ও বিক্রুদ্ধ কঠে' চুপ ক্যো।' নজরুল, ১৯৩৩। 'বামীর বহিঃস্থিতা জীর মনকে বিক্রুদ্ধ করে।' বেঙ্গল, ১৯৪৮। ৩ বিণ উত্তেজিত। 'তাঁহাকে বিক্রুদ্ধ করিবার জন্য প্রলোভন প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই আত্মসংযমী অবচলিত রহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ বিণ আলোড়িত। 'নেপথ্যে সেন্যতে নির্বিচারে বিবাদ বিক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিক্রুদ্ধতা [স] বি অস্থিরতা। 'সে-প্রাচ্য বিক্রুদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিক্রোপ [স] ১ বি মন্তব্য। 'মন্দের বিক্রোপ দশ্য পাড়ে রুড়ারিছ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি শিকোপ করা। 'হিন্দু সমাজ তত্ত্বজীর বিক্রোপও করে নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি ছোড়াছড়ি। 'বাহু দুটি বিক্রোপ করে আমার পোঁফ দাড়ি...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিক্রোভ [স] ১ বি অস্থিরতা। 'ইহার আগাগোড়াই বিক্রোভ। মানুষের দুর্বোধ্য প্রবৃত্তি এইরূপ খড় তুলিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি আলোড়ন। 'মনে নিচয়ই গভীর বিক্রোভের সৃষ্টি হয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিক্রোভতরঙ্গ [স] বি আন্দোলনের ঢেউ। 'কনভেনশনের সভার বিক্রোভতরঙ্গ উৎকল হইয়া উঠিয়াছিল।' আজাদ, ১৯৬২।

বিক্রোভসত্তা [স] বিণ প্রতিবাদ করছে এমন। 'বিক্রোভসত্তা ছাত্রীদের উপর ... পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর আক্রমণে কমপক্ষে ১৪ জন ছাত্রী আহত হয়।' বেঙ্গল, ১৯৬৯।

বিক্রোভানল [স] বি বিক্রোভরূপ আত্মন। 'তাহাদের চিত্তে বিক্রোভানল ঘুমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে।' বেঙ্গল, ১৯৫৩।

বিক্রোভিত [স] বিণ বিদ্রুদ্ধ। 'বৃদ্ধা-মখিত বীচি-বিক্রোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তরীণ উবেল উজ্জাস।' যুক্ততা, ১৯৫৯।

বিষ [স] বিষ। 'কনয়াকলস বিধে পুরাইয়া উপরে দুখক পূর।' বিদ্যাগতি, ১৫৭০।

বিখলা [স] বিণ। 'বাম দাহিল জো খাল বিখলা।' চর্যা ৩২, ১২০০।

বিখলিত [স] বিগলিত। 'বিখলিত হৈছে বেশ বেশ।' আলোড়ল, ১৬৮০।

বিখেড় বি অপছাড়; বেঘোর। 'বুঝি তোর আজ হল বিখেড়ে মরণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিখ্যাত [স] ১ বিণ খ্যাতিসম্পন্ন। 'পরম বিখ্যাত তিহ কেবা মাছি জানে।' কুপুস, ১৫৮০। ২ বিণ সুপ্রসিদ্ধ। 'পৌড়ে বিখ্যাত জার স্থান উল্লসনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি পরিচিতি। 'অতএব বিখ্যাত আছে যে চারকর্মের আখ্যাকা মহাশয়ী দ্ব্যাদি অনেক জ্ঞানে।' কলসার, ১৭৯৩। ৪ বিণ সমাদৃত। 'অম্বাদির অনুমেয় যে বর্তমান গ্রন্থের উত্তমাদিশ্বরপে বিখ্যাত হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিখ্যতি [স] বি বিশেষ খ্যাতি। 'গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যতি লাভ করিতে অভিলাষ ছিল না।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বিগড়ানো [স] বিচত। ১ ক্রি বিপথগামী হওয়া। 'সরসোব হইলে কোনো কোনো ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ ক্রি বিকৃত হওয়া। 'কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইন্দীর খাছু বিগড়াইল না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'রক্তনীর কপালসোবে সে মধেসু বিগড়াইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ ক্রি খারাপ হওয়া। 'আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ ক্রি অধঃপাতে যাওয়া। 'বায়টিকে যদি অসাবধানে বিগড়াইতে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিগড়ে যাওয়া ১ ক্রি নষ্ট হওয়া। 'সরসোব হইলে কোনো কোনো ছেলে বিগড়িয়া যাইতে পারে।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ ক্রি বিকল হওয়া। 'সব কল একেবারে বিগড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিগত [স] ১ বিণ অতীত। 'নরন নিমিহীন বিগত বিবাদ।' রামহৃদয়, ১৭৮০। ২ বিণ অব্যাহ। 'তখন নিত্যক আদার করে, অনুপাত বিগত হয়।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বিণ চলে গেছে এমন; গত। 'নিখিলের পরিত্যক্ত যুগত্বপ বিগত বনসক কবি ভৃগুদাস।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ বিণ পূর্ব। 'গক তারই বসুদস শাণিহে মনে, যেন সে মম বিগত জন্মময়ই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বিগতকৌতুহল [স] বিণ কৌতুহল ফুরিয়েছে এমন। 'সেটির সম্মুখে বিগতকৌতুহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে।' বিদ্যুতি, ১৯২৯।

বিগতচেতন [স] বিণ অচেতন। 'ক্লোরোফর্মের বিগতচেতন রূপীর যখন পা কাটা যায় ...' যুক্ততা, ১৯৬০।

বিগতদিন [স] বিণ অতীত দিন। 'সে সত্য মানুষের বিগতদিনের বা বর্তমানকালের কার্যকলাপে ধ্বংস হয় না।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিপতনাসা [স বি-পত] বিপ নাক হারিয়েছে এমন। 'বিপতনাসা লোকটি নিকটে আসিতেই ভিজ্জাসা করলাম - 'সুরমা' লিখে গলায় ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?' বনফুল, ১৯৩৬।

বিপতযৌবনা [স বিপ ক্রী যৌবনকাল অতিক্রান্ত হয়েছে এমন। 'বর্মণী বিপতযৌবনা হলে ...' সীনবন্ধু, ১৮৬৭; '৪০ বছরের বিপতা যৌবনা এই মহিলায় পাশ্চাত্য করেন।' গেমস, ১৯৫০।

বিপতসংস্কার [স বি পূর্বের সংস্কার। 'বিপতসংস্কার নির্বাহের মধ্যেই মুক্তি বসে, আর ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিপতস্পৃহ [স বিপ অতীত-অভিলাষী। 'দুঃস্থে অনুষ্ণি মন, সূত্রে বিপতস্পৃহ হয়ে গিরেছিল।' মুক্তভাষ্য, ১৯৬০।

বিপতবল্ল [স বিপ বল্লহারা। 'আমার বিপতবল্ল জীবন পুনরায় বঙ্গপ্রাতি হইরা উঠিয়াছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

বিপতা [স বিপ ক্রী শেষ। 'যামিনী বিপতা হলে।' সীনবন্ধু, ১৮৭২।

বিপাতি [স বি দুগতি। 'ফুল্লুরায় কথা শুনি বলেন পার্বতী আঁজি হৈতে দুই হইল দুঃস্থের বিপাতি।' মুক্তল, ১৯০০।

বিশর [আ] অব্য ছাড়া। 'কত লোক অল্প বিপর ক্ষয় হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

বিপারিত [স বিপ অতিশয় নিমিত্ত। 'নানা অক্লুত ও বিপারিত কর্মের অনুভবেরে প্রবৃত্ত হইতেন।' বিদ্যা, ১৮৩৩।

বিপাল বি বিতাল। 'মাকে বাজা বিপাল।' অন্ননা, ১৯৪৬।

বিপালিত [স] ১ বিপ শিথিল। 'বলিল পাটের জাদ বিপালিত কেস।' মাসাধর, ১৫০০। ২ বিপ প্রহমান। 'বিপালিত অক্ষুধারা, হায় রে, নয়নে।' মাইকেল, ১৮৬১। 'অবিরল বিপালিত অক্ষাধারকুল মোচনে গলাগলি হইয়া রোমন করিতেছেন।' সীনবন্ধু, ১৮৭২। ৩ বিপ অশ্রুত। 'বাসেল্যে আমার হৃদয় বিপালিত হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিপালিতচিত্ত [স বিপ মন আবোধ্যভূত হয়েছে এমন। 'আশাভীত আনন্দে বিপালিতচিত্ত মোরোপথ সখ্যত হসেন।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

বিপাঢ়-যৌবনা [স বিপ ক্রী পূর্ণ যৌবনকাল। 'তিনি বয়ঃ সরবতী; তবী, পৌরী, বিপাঢ়-যৌবনা শ্বেতবসনা।' প্রমথ, ১৯৩৭।

বিপাণত [স ব্যাঘাত] বি বিবাস। 'ক্ষেত্রানির সহিত বিপাণত না হয়ে এ কাবণ জীবন পাঠাইয়া দিসেন।' ফের্গু, ১৭৭৭।

বিপাণা [কা বেদানাত্ত] বি অজ্ঞাত। 'হোলান যিনি বিপাণ পীরের হেলে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

বিপাণা [কা বেদানাত্ত] বিপ অসোয়া; অপরিচিত। 'বিপাণা গীরের বিরহিয়া মেয়ে বেঁচে আসে যেন তরী।' জঙ্গীম, ১৯২৯; 'বিপাণা দেশের বাসিয়ার লাগি এতটুকু দয়া কর তুমি জিন্দারী।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

বিপাণ [স বিকাভ] বি যুক্তিময়। 'পত্নাঙ্গ সাই কয় লালন তোমার বিপাণ মায় না রে।' শালন, ১৮৯০।

বিপাণী [স বিকার] বি বিকার। 'যে নির্মল পথ তোমাদিগের, তাহাতে কোনো বিপাণী বিপাণ নাই।' আন্তোনেটো, ১৭৪৩।

বিপাণী বি প্রতিনিধি। 'আরজী দাশীল আর বিপাণী মারকত ...।' ওয়া, ১৭৭২।

বিপণ [স] ১ বিপ প্রতিফল। 'হায় রে বিপাণ কোন দোষে হইলি বিপণ।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি গুণের অভাব। 'তোমার গুণেতে এই বিপণ দেখিয়া আমার বিপণ দুঃস্থ হইতেছে।' ভবানী, ১৮২৮।

বিশ্বতা [স বি-বিশ্ব] ক্রি মর্দন কাম। বিশ্বতিলি ক্রি মর্দন করলে। 'তন বিশ্বতিল।' বড়ু, ১৪৫০। বিশ্বতে ক্রিবিপ পীড়ন করতে। 'দায়র কাছাঞি মোকে বিশ্বতে আদেব সোআব ছুটী।' বড়ু, ১৪৫০।

বিশ্বল বি এক ধরনের বায়বীয়। 'শানাই বিশ্বল বাজে বিটর কন্না।' বাহরাম, ১৬২০।

বিশোজ্ঞা [স বিবু] ক্রি অনুভব। 'মোহোর বিপোজ্ঞা কহল ন জাই।' চর্কা ২০, ১২০০।

বিশোনিয়া [ই bignonia] বি ফুলবিশেষ। 'ভালিয়া বিশোনিয়া, সাইগ্রেস, অরুকেরিয়া।' রব্বিম, ১৮৭৫।

বিশ্ব [স] ১ বি অস্তিত্ব। 'বিশ্বানে বেদ মোর বিশ্ব না মানে।' কৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দেবমূর্তি। 'ধর্মসেতু খেন তিন বিশ্ব প্রকাশে।' কৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি শরীর। 'সভেই প্রভু নিজ বিশ্ব সমান।' কৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি যুদ্ধ। 'বিশ্বাস বিশ্ব কথ্য সার্কজৌম রাজা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিশ্বহান [স বিপ মূর্তমান। 'হেসেলের মতের তার সমসাময়িক ত্রুণ শ্রুতিয়া-রাজ্যে বিশ্বহান হইলেহেন।' প্রমথ, ১৯১৪।

বিশ্বহমিয়া [স বি দেবমূর্তি] মাহাত্ম্য। 'বরুণগোলাঞি কৈল বিশ্বহমিয়া স্থাপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিশ্বহমুতি [স বি দেবমূর্তি। 'কয়েকটা হিন্দু বিশ্বহমুতি তত্ত্ব করিয়াছে।' কৃন্দা, ১৯৩৭।

বিশ্বখল [স বিপ যুদ্ধ করে পাওয়া। 'হুদাখিকারাত্তে, বিশ্বখল রক্তের বিশেষ বিশেষ কৃতও লাভ করিয়া ...।' বন্দর্দন ১৮৭৪।

বিশ্বহেসবা [স বি পূজা। 'আপনকার বাটীতে বিশ্বহেসবা আছে ...।' দর্পণ, ১৮২০।

বিশ্বটন [স] ১ বিপ অনিষ্ট। 'বিশ্বটন কর্তৃ পুনি মা হও সুদার।' বাহরাম, ১৬২০। ২ বি অর্ঘন। 'বটন বিশ্বটন নাই।' রব্বিম, ১৮৭৫।

বিশটা [স বিবটন] ক্রি বিদ্রুত হওয়া। বিবটনগুণে ক্রি হারালাম। 'মিলন রতন কিসে পুন বিশ্বটাওয়ে।' বিদ্যাগুণ, ১৪৬০।

বিশটি বি বিপত্তি। 'এধা দৈব বিপাটির ফলিলেক কাজ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিশটিত [স] ১ বিপ এলোমেলো। 'বিশটিত হইয়া পাণী পড়ে দুখা চারি।' মুক্তল, ১৯০০। ২ বি অনিষ্ট। 'ইহার কেল বিশটিতে হইলে আমার জীবন সপের।' বাহরাম, ১৮০১।

বিশ্বিত বি চিত্রকলার একটি অবস্থা। 'যৌত বিশ্বিত লিখিত ও রচিত এই চার অবস্থা হল চিত্রের।' অবন, ১৯২৫।

বিশত [স বিবত্তি] ১ বি আত্মহত বা বাহ আত্মল পরিমাণ। 'বিশত-প্রমাণ নথ হতাভার কেশে।' মুক্তল, ১৬০০। ২ বি করতল। মনোএল, ১৭৪৩।

বিশ্ব বি হাতের বুড়ামুটি থেকে কনিষ্ঠামুটি পর্যন্ত বিস্তার। 'হাটের নিচে থেকে উঁকি মারছিল বিশ্ব প্রমাণ একটি টিকি।' প্রমথ, ১৯২০।

বিশতখানেক বি আত্মহত পরিমাণ। 'পেছন্দ নিকটায় তার বিশ্বতখানেক লেজ।' ওয়াশী, ১৯৮৮।

বিষা [সি] বি জমি মাপার একক; এক একরের তিন ভাগের এক ভাগ। 'জমী ১ বিঘা মাও আমলা চতুর্বিঘা ... বন্দক জামিয়া।' ফের্গু, ১৭৫৮।

বিষে [সি বিঘা] বি ভূমি পরিমাপের এককবিশেষ: বিঘা। 'তথু বিঘে

দুই ছিল মোর তুই আর সবই গেছে খসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিঘাট [স] বি বিনাশ। 'দরশনে কলুষ বিঘাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিঘাতন [স] বি বিনাশ। 'তনিনে কলুষ বিঘাতন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিঘুরি বি বিঘুরি। 'বিঘুরি জিনিএরা অল সুন্দর অধর।' মালাধর, ১৫০০।

বিঘূর্ণিত [স] বিন খোয়ানো হয়েছে এমন। 'আলী চকু বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, ... এদিকে কেন?' মশাররফ, ১৮৮৭।

বিঘোর [স] ১ বি অসহায় অবস্থা। 'বুধি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারাল।' হতেম, ১৮৬৬। ২ বি বিঘ্ন। 'কাড়া নাকাড়া দামাযার বিঘোর রোল।' মশাররফ, ১৮৯০।

বিঘোষিত [স] বিন ব্যাপকভাবে প্রচারিত। 'আরবের বহু স্থানেই এসলামের জয় বিঘোষিত সুখশান্তিময় বায়ু স্রবাহিত।' মশাররফ, ১৯০৮।

বিঘ্ন [স] ১ বি প্রতিবন্ধকতা। 'বড় বিঘ্ন হব তোমার পুত্র আছে জবা।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি রোধ। 'তোমাকে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কা' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি বাধা। 'আর কোন বিঘ্ন ছিল না।' কবিতা, ১৮৭৮।

বিঘ্নজনক [স] বিন বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন। 'কন্যাদিগের দূরদৃষ্ট সোহই বিঘ্নজনক হইয়াছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিঘ্নতরঙ্গ [স] বি বাধা অভিক্রম। 'বিঘ্নতরঙ্গ চরণভঙ্গে/ পথকটক দলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিঘ্নতা [স] বি বাধা; অন্তরায়। 'অনেকানেক পাঠকগণের মনোনিবেশের বিঘ্নতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৬৬।

বিঘ্ননাশ বি বিপদের বিনাশ। 'সেই দুই প্রহুর করি চরণ বন্দন যাহার হইতে বিঘ্ননাশ অটীপূর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিঘ্ন পাড়া ক্রি বাধা সাধ। 'মোর আহারে বিঘ্ন পাড় পদযুক্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিঘ্নবিঘাট [স] বি বাধা-বিঘ্ন। 'গানারতকালে বিঘ্নবিঘাট কারণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিঘ্নবিজয় [স] বিন বাধাকে জয় করে এমন। 'বিঘ্নবিজয় পছ।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বিঘ্নবিনাশন [স] বি বাধা দূরীকরণ। 'তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিঘ্নবিপদ [স] বি বাধা-বিপত্তি। 'তাহার অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সন্ধ্য করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিঘ্নরাজ [স] বি গণেশ। 'হর বিঘ্ন বিঘ্নরাজ পূর মনোরথ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিঘ্নসঙ্কুল [স] বিন ব্যাঘাতপূর্ণ; বিপদাপন্ন। 'অকারণে এমন বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া ভুলিবার কী প্রয়োজন ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিঘ্নসমুদ্র [স] বিন প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'সিন্ধুর যাতায়াত-ব্যবস্থা এখন আর বিঘ্নসমুদ্র নয়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বিঘ্নসম্ভাবী [স] বিন অন্যের বিঘ্ন বশে ভুগি লাভ করে এমন। 'তাই শুনে বিঘ্নসম্ভাবী মন বিমলানন্দ লাভ করে।' মুক্ততবা, ১৯৮৮।

বিঘ্নহরণ [স] বি বিঘ্ন দূরকারী। 'একলা বসে বিশদ-ভঙ্কন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।' অবনী, ১৮৯৬।

বিঘ্নী [স] বিঘ্ন> বি অন্তরায়; প্রতিবন্ধক। 'গনপতী প্রণমোই বিঘ্নী

করতার।' মালাধর, ১৫০০।

বিট [বি] ক্রি বিন মধ্য। 'এই নগরকা বিট কৈছে লোক জিয়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিট [স] বীজ বি ফলের আঁটি। যানোএল, ১৭৪৩; 'বাখলাতে নাম তিসী তাহার বিটে তৈল জমে।' তর্জিত, ১৭৯২।

বিটক্শ [স] ১ বিন মসৃণ। 'অতি সুগঠন তৈল বিটক্শ।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বিন অভিজ্ঞ। 'নানা অত্র জানিআ হইল বিটক্শ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিন জানী। 'দেবতার ঘটা বড় দেখে বিটক্শ।' রূপরাম, ১৭৫০। ৪ বিন শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'টানহোপ নামে এক শিল্পনিপুণ বিটক্শ ব্যক্তি শৌহেয় নির্মাণ ... করিয়া দিলেন।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৫ বিন বিবেচক। 'নচেৎ মনু ত ন্যায় বিটক্শ ব্যবস্থাকারক।' তমোলুক, ১৮৭৪।

বিটক্শতা [স] ১ বি প্রজ্ঞা। 'ইহাতে বাবুর বিটক্শতা ও ধনাঢ্যতা সুশীলতা ... বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি দক্ষতা। 'সাময়িক পুস্তিকাসের নিপুণতা ও বিটক্শতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বিটক্শা [স] বিন স্ত্রী দূরদর্শী। 'সুলক্শা বিবির মাতা অতি বিটক্শা। ভবানী, ১৮২৮।

বিটক্শাশ্রাণ্য [স] বিন বিলক্ষণের মধ্যে সেরা। 'অমদেন্দ্রীয় বিটক্শাশ্রাণ্য মান্য মহাপ্রেরা অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৬৬।

বিটক্শাপক্ষপাত্তি [স] বিটক্শ+অপক্ষপাত্তি। বিন সুবিবেচক ও নিরপেক্ষ। 'এ বিটক্শাপক্ষপাত্তি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া ভাঁহারদিশের বিদ্যা পরীক্ষার প্রত্যেকে একএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৪।

বিটখন [স] বিটক্শ। বিন বিটক্শ। 'পুরুষ বিটখন কে নহি জান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিটক্স [স] বিন অতিশয় অস্থির। 'বিটক্স শশধর কলবর।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বিটনী [স] ব্যজনী। বি হাটপাখা। 'ষও বিটনীর কিবা বাজ তুলী লৈলো গাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

বিটরণ [স] বি ইত্তত্ত ভ্রমণ। 'পুস্পোদ্যানে গিয়া বিটরণ করিতে লাগিলেন।' কবিতা, ১৮৭৮।

বিটরণভূমি [স] বি যুরে বেড়ানোর ক্ষেত্র। 'অন্ধকার মানসের বিটরণভূমি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বিটরণশীল [স] বিন চলাফেরা করছে এমন। 'চারিধারে যদুচ্চ-বিটরণশীল মেঘনলা।' বিভূতি, ১৯২৯।

বিটরা [স] বিটরণ> ক্রি ভ্রমণ করা। 'বিটরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্চলিত অরণ্যের বিবাদমর্মরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিটল [স] বিন চ্যুত। 'ভাঁহারদিশের সে প্রতিজ্ঞা বিটল হয় না।' অক্ষর, ১৮৪৭।

বিটলন [স] ১ বি স্পন্দ; আঘাত। 'কর্মক বিট করিলে, বিট হুলাহিত ব্রায় তাহাতে বিটলিত হইল, সেই বিটলন মস্তিষ্ক পর্যন্ত গেল।' কবিতা, ১৮৮০। ২ বি নড়াচড়া; আশোড়ন। 'ভট্টমোক্ষসূচির বিটলন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ বি অবস্থানের পরিবর্তন। 'বরাবেরী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের এ বিটলন ও আশোড়ন।' শরীফ, ১৯৭০।

বিটলা [স] বিটল> ক্রি বিটলিত হওয়া। বিটলিল ক্রি বিটলিত হলো।

'তোষা সেধি মোর বিচলিল মনে।' বড়ু, ১৪৫০। বিচলে কি বিচলিত হয়। 'তোতে মন না বিচলে ন।' বড়ু, ১৪৫০।

বিচলিত [স] ১ বি স্পৃষ্ট; আহত। 'কষ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানাহিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল, সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল।' বঙ্কিম, ১৮৮০। ২ বিপ বিচ্যুত। 'অমেও ধর্মপঙ্খ হইতে এক পদ বিচলিত হইতেন না।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ বিপ বিদুরিত। 'তাঁহার উপর আবার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৯১। ৪ বিপ তড়িত; আলোড়িত। 'ভাবের ঘার বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বিপ অধির। 'বিচলিতচিহ্ন যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিধায়ে তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিচলিতচিহ্ন [স] বিপ মন অধির হয়ে আছে এমন। 'বিচলিতচিহ্ন যোগী একবার উমার মুখে, উমার বিধায়ে তাঁহার তিন নেত্রকেই ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিচলিতমন [স] বিপ চঞ্চলমতি; মন অধির হয়ে আছে এমন। 'দাদা যদি আরও এরূপ বিচলিতমন হন, তবে কে রক্ষা করবে?' মাইকেল, ১৮৭৩।

বিচলিতা [স] বিপ স্ত্রী উন্মিষ। 'ব্যয় করিলেই বিচলিতা করেন।' ভবানী, ১৮২৩।

বিচলী বি বাঁশের তৈরি গৃহসামগ্রী বিশেষ। 'বাঁশ কাটিয়া বেহুলা বিচলী বুলিল।' বিজয়, ১৮৫০।

বিচা কি বিক্রয় করা। বিচ কি বিক্রয় করে। 'দধি বিচ নির্বা মথুরার হাটে।' বড়ু, ১৪৫০। বিচি কি বেচি; বিক্রয় করি। 'দধি দুধ বিচি নির্বা মথুরার হাটে।' বড়ু, ১৪৫০। বিচিআ কি বিক্রয় করে। 'বৃত্ত দধি দুধ/খোল বিচিআ।' বড়ু, ১৪৫০। বিচিএ কি বেচা যায়; বিক্রয় করা যায়। 'ভবে লাটে পসার বিচিএ।' বড়ু, ১৪৫০। বিচিউ কি বিক্রয় করতে। 'ঘরের বাহির হৈতে তেলিনি তেল বিচিউ।' বড়ু, ১৪৫০। বিচিবে কি বিক্রয় করবে। 'ঠেঁটা দাশে কেহুই বিচিবে দধী।' বড়ু, ১৪৫০। বিচী কি বিক্রয় করে। 'দধি দুধ বিচী কোড়ি দিবে।' বড়ু, ১৪৫০। বিচে কি বিক্রয় করে। 'বার মণ শোহার বাড়ি বাম হাতে বিচে।' ম্যানিকরাম, ১৭৮১।

বিচা বি কোমরের অলঙ্কার। 'বিচা ২ দুইটা।' ফেরস, ১৭৬২।

বিচা-বোকা বি বয়স্ক পাঠা। 'কুড়িটা সাভটা লিখিল বিচা বোকা।' মুকুন্দ, ১ ১৬০০।

বিচানো [স বিচ্ছাদন] কি বিছানো। 'বিচিতে বা বিচাইতে।' মানেওল, ১৭৪৩।

বিচার [স] ১ বি বিদ্রোহণ। 'পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রতিশোধ। 'কাঞ্চালী দুহাটী লৈবোঁ তাহার বিচার।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি গণনা। 'ইষ্টপোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ৪ বি চিন্তাভাবনা। 'স্নপ সেধি উঠি গুজারী করিল বিচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি দোষণ নির্ণয়। 'বিচারে পণ্ডিত ভ্রমি তোমায় বুঝাব আমি সাধু জনের নাহি দোষ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি বোঝ। 'যথ পূরী একে একে করিল বিচার।' সুলতান, ১৬৫০। ৭ বি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত; সুবিচার। 'করাণারে পৈলুঁ আমি না পাই বিচার।' আলগল, ১৬৮০। ৮ বি বিবেচনা। 'বিচার করিল এখন আর আমার দিল্লিতে কর নেওনের আবশ্যক কি।' রামরায়, ১৮০১। ৯ বি ধারণা। 'মনে বিচার করিলেন আমি অতি দরিলি ভিক্কু।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ১০ বি যাচাই করে দেখা। 'সেই গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্তের বিচার ও মীমাংসা এই জুড় প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিচার-অধীন [স] বিপ বিচার-বিবেচনা বা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে এমন। 'সম্প্রতি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা এখনও বিচার-অধীন।' আলদা, ১৯৩৬।

বিচার-আশার [স] বি বিচারায়স; আদালত। 'কোথা তব বিচার-আশার।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বিচারক [স] বি যিনি বিচার করেন। 'সকল বিচারকেরা হাজীর হইলেন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

বিচারকর্তা, বিচারকর্তী [স] ১ বি মীমাংসাকারী। 'যাহার নায্য তাহা বিচারকর্তাকে বিলক্ষণ বোধ জানাইলেক।' ভাস্করী, ১৮০৩। ২ বি বিচারক। 'কলহ করিয়া সেই দেশের বিচারকর্তা কাক্সির নিকটে গেল।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫। 'বিচারকর্তীদণের সমুখে নীত হইলে, তাঁহার এই লবণবিধান করিলেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

বিচার করা কি যাচাই করা। 'তবে একনিবস বিচার করিতে বলিলাম।' ভবানী, ১৮২৫।

বিচারকর্তা [স] বি স্ত্রী বিচারক। 'প্রথম উপস্থিত করে বিচারকর্তীর সামনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

বিচারকর্তী [স] বি বিচারক; বিচারকর্তা। 'কুঠিয়াল বিচারকর্তী, ঝাটিয়াল সহকারী ...।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বিচারক্ষম [স] বিপ বিচার করতে সক্ষম। 'কারণ বিচারক্ষম নয় অঙ্ক, অনাথ নিয়তি।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিচারপুহ [স] ১ বি আদালত। 'গ্রামে দুর্গটনা হইলে বিচার পুহহইতে উদ্ভাষিকারিহ বিবেশে বিভূষণা গ্রাহির অন্বেই সন্ধাননা।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি বিচার করা হয়ে ঘরে। 'দর্পকেরা, বিচারপুহ লোকারণ্য করিবেন।' সঙ্কহ, ১৮৬৫।

বিচারঘর [স বিচার+ঘর] বি আদালত। 'খোলা তব বিচারঘরের ঘর।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বিচারণ [স] ১ বি বিবেচনা। 'আপনে ব্রহ্মের মহিমা সৃষ্টি হেও বিচারণ।' অতেনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি বিচার। 'ধর্মার্থার্থে নাই বিচারণ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিচারণা [স বিচারণা বি বিচার-বিবেচনা। 'নাহি শৌর্য নাহি বিচারণা, কঠিন ভঙ্গস্যা, সত্য সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিচারণীয় [স] বিপ বিচার্য। 'তার উত্তরাধিকারের সমকালীন অবস্থানের সঙ্গে ... বকীয় সমাজসংস্কৃতির সম্পর্ক বিচারণীয়।' শিব, ১৯৫৬।

বিচারপত্ৰ [স] ক্রিবিপ বিচার অনুসারে। 'এই মনসংসে যাহা বিচারতঃ পঞ্চান্নিগ্ধিত পঞ্চালের সান্নিধ্য হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বিচারদণ্ড [স] বি বিধি-বিধান। 'তাদের সমাজের বিচারদণ্ডের সামনে এসে হাজির করতে হবে।' বৈষ্ণব, ১৯৪৮।

বিচারপত্র [স] বি বিচারক। 'প্রথমে ইষ্টাম্পের মূল্য ও উকীলের বেতনবিদ্যা বিচারপত্রকে জ্ঞানন হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিচার-পদ্ধতি [স] ১ বি বিচারপ্রণালী। 'উইলসনের অবলম্বিত বিচারপদ্ধতি অনুসারে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি বিবেচনাবোধ। 'তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও প্রীতিনতর একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে।' মানিক, ১৯৩৬।

বিচারপ্রণালী [স] বি বিচার পদ্ধতি। 'সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিচারপ্রার্থী [স] বি বিচার প্রত্যাশী। 'তুরঙ্গ সন্ধানটকে আপন করিয়া বিচারপ্রার্থী হওয়া কর্তব্য।' মশাররফ, ১৯০৮।

বিচারবিতর্ক [স] বি আলাশ-আলোচনা। '... সমাজ-সমস্যা নিয়ে বিচারবিতর্ক করেন।' *সন্ধ্যা*, ১৯৭০।

বিচার বিভাগ [স] বি বিচারাদি সংক্রান্ত সরকারি দপ্তর। 'রাষ্ট্র যদি বিচার বিভাগে নারী-বিচারকের বন্দোবস্ত করেন।' *বেশম*, ১৯৪৮; 'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গনমূহ ইহাতে বিচারবিভাগের শৃঙ্খলীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।' *সর্ববিধান*, ১৯৭২।

বিচারবুদ্ধি [স] বি বিবেচনাবোধ। 'সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বাড়ো নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিচারবোধ [স] বি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। 'তার সাহিত্যচর্চার মধ্যে পরিণত বিচারবোধের বিশেষ অভাব ছিল।' *শিব*, ১৯৫০।

বিচারব্যবসায়ী [স] বি উকিল। 'ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাব্যবিক, বিচারালয়ে বিচারব্যবসায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৫৫।

বিচারভাস্তা [স] বি বিচারের দায়িত্ব। 'এ-সব কথার বিচারভাস্তা কি তারই উপরে?' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিচারমুহু [স] বিশ বিচার-বিবেচনামুহূর্ত। 'এই নাস্তিক বিচারমুহু পৃথিবীতেই ডুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বিচারযোগ্য [স] বিশ বিবেচনার যোগ্য। 'সে সকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

বিচারশক্তি [স] ১ বি পূর্বেকথ ও বিশ্লেষণের শক্তি। 'অবিচ্ছেদ্য বুদ্ধি চালনা করিলে কিঞ্চিৎকাল বিচারশক্তি মাস্য হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ বি বিবেচনা করার ক্ষমতা। 'তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

বিচারশালা [স] বি বিচারালয়। 'বঙ্গদেশীয় বিচারকদের ঘারা গোশন বিচারশালা স্থাপন করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৫৫।

বিচারশীলতা [স] বি বিচারের প্রতি নিষ্ঠা। 'মুদ্যারোপ ও বিচারশীলতার অভাব মানে - সুসভ্যতার অভাব।' *মৈত্রাহের*, ১৯৫০।

বিচারশূন্য [স] বিশ অবিবেচক। 'বিচারশূন্য রাজা কোন নরশিশাওতে হইতে পারে না।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিচারসঙ্গত [স] বি বিচার-বিবেচনার যোগ্য। 'ভাষা ... বিচার সঙ্গত হইল না।' *উদ্দেশ*, ১৮৫৭।

বিচারসমর [স] বি বিচারকালীন তর্কবিতর্ক। 'এই প্রসঙ্গের বিচারসমরে মহারথী শীমালোক জেইমিনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিচারশাস্ত্র [স] বিশ বিচারের অঙ্গশাস্ত্র। 'যা চলো আসছে তা চলবে কিনা, সে হচ্ছে বিচারশাস্ত্র।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

বিচারসিদ্ধ [স] বিশ সুকৃত্তিক; যৌক্তিক। 'তাঁহারদিগকে গ্রন্থের বেতন দেওয়াই বিচারসিদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

বিচারশূল [স] বি যেখানে বিচারকার্য হয়। 'বিচারকর্তার তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

বিচারস্থান [স] বি বিচারালয়। 'ইংল্যান্ডেরদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিচারহীন [স] বিশ সুবিচার নেই এমন। 'বিচারহীন নির্বিকার ক্রমা।' *মানিক*, ১৯৪০।

বিচারপাণ্ডা [স] বি আদালত; যেখানে বিচারকাজ করা হয়। 'বিচারপাণ্ডা অর্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেঘামারী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিচারায়ীন [স] ১ বিশ বিবেচনাযীন। 'সেইটুকু আমার বিচারায়ীন।' *প্রমথ*, ১৯১২। ২ বিশ বিচার করা হচ্ছে এমন। 'বিচারায়ীন মামলার সাক্ষীকে যখন হত্যা করা হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

বিচারার্থ [স] বি বিচার প্রক্রিয়া শুরু। 'সমুদার বিশ্ববেরই বিচারার্থ করিল।' *চাক্রবর্ত্ত্য*, ১৮৭৩।

বিচারার্থ [স] ক্রিবি বিচারের জন্য। 'অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংরাজীয় অঙ্গ।' *দর্পণ*, ১৮২৭।

বিচারার্থী [স] বিশ বিচার প্রত্যাশী। 'হাকিম অবতারাে বখা বিচারার্থী।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বিচারালয় [স] বি আদালত। 'জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিচারাসন [স] বি বিচারের আসন। 'তিনি বিচারাসন হইতে গর্বিত বাক্যে ... কহিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

বিচারোক্ষ [স] বিশ বিচারের অধীন নয় এমন। 'খ্রিস্টধর্ম ... বাইবেলের নির্দেশকে বিচারোক্ষ সত্য রূপে গাড়া করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিচারী [স] বিচার> বি হিসাব। 'কোন বণু লজা জাহা মথুরা তাহার দেহ বিচারী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিচারী [স] বিচার> ১ ক্রি অনুসন্ধান করা। 'মনি হেতু তাহার সরির বিচারী।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ ক্রি বিবেচনা করা। 'তোমাতে মজিল ঘর ... ইথে কি বিচার্য হসেহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। ৩ ক্রি বাছাই করা। 'রাক-ডুলনী তুলিল বিচারী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ ক্রি বিচারিত করে বলা। 'আপনা নৃপতি তণ কহম বিচারিয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৫ ক্রি বিচার করা। 'ডুব দিয়া বিচারিয়া চাহে বহ দুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। বিচার্য ক্রি বিবেচনা করা। 'তোমাতে মজিল মন/ ইথে কি বিচার্য হসেহে।' *বড়ু*, ১৫৭০। বিচারী ১ ক্রি অনুসন্ধান করে। 'মনি হেতু তাহার সরির বিচারী।' *মাল্যধর*, ১৫০০। ২ ক্রি বিচার করে। 'বিচারি দেখেস্ত পুরি অভি মনেহর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। বিচারিষ্ঠা ক্রি বুজ্জ; অন্বেষণ করে। 'বিচারিষ্ঠা চাহ কাহাঞ্চি আপম পুরাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০। বিচারিয়া ১ ক্রি অনুসন্ধান করে; বুজ্জ দেখে। 'ওলাহ পসরা তোর বিচারিয়া বলি।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ ক্রি বিচার করে। 'ডুব দিয়া বিচারিয়া চাহে বহ দুর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। বিচারিষ্ঠা ক্রি ভালোশ করসো। 'আহু জেহেহেস্তে তবো বহ বিচারিষ্ঠা।' *সুলতান*, ১৭০০। বিচারে ক্রি বিচার করে। 'সময় বুঝিয়া কাম করিতে বিচারে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বিচারিত [স] বিশ বিবেচিত। 'আপনারদের পরমমায় ধর্মশাস্ত্রের ঘারা বিচারিত হন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিচারী [স] বি বিচারক; যে বিচার কাজ করে। 'বিচারী যদ্যপি অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিচার্য, বিচার্য [স] ১ বি বিবেচ্য। 'সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বাসার কাছে বিচার্য্য হে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ বি বিবেচনার যোগ্য। 'সত্য কি না তাই হচ্ছে বিচার্য।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিচারিণি বি বড়। *কালসেল*, ১৭৮৫; 'মাধায় বিচারিণি বঁধি আনে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

বিচারিচূর্ণ বি কুচোনা ঝড়। 'বশি-মিশান লগিত বিচারিচূর্ণ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

বিচি [স] বীচি ক্রি পাখা দিয়ে বাতাস করসো। 'ভালের বিচিও রাখাক বিচি কাহু।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিচি [সে বীজ] বি কলের ভিতরের বীজ। 'নটিআ কঁঠাল বিচি সারি গোটা দশ'। মুকুন্দ, ১৬০০; 'বিচা'। ওর্গা, ১৭৬২।

বিচিকিনসা [স] বি ভিন্ন বীতি বা আচার। 'মহম্মদে বিচিকিনসা অর্থাৎ হিন্দুর সেবতা বিষয়ী পূজা কবিত'। দর্পণ, ১৮২৯।

বিচিকিছি [স বিচিকিনসা] বি অশোভন। 'বিদ্যা'। ১৮৯১।

বিচিত্র [সে ১] বিশ মনোহর। 'বিচিত্র খোশাগ' উপরে বাধা/ পুষ্প ভোর শোভে মাখে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিশ বিশদ্যকর। 'কি বিচিত্র ভায়ে এই ঝড় বরিষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিশ নানা রূপ। 'বিচিত্র বন্ধানে তাহে সুবস প্রবাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিশ অস্বাভ। 'হেন কালে সুন এক বিচিত্র শরীর'। বাহরাম, ১৬৫০; 'কি বিচিত্র এই দেশ।' বিজ্ঞপ্ত, ১৯১২।

বিচিত্রাশক্তি [স] বিশ মানা দিকে গতিশীল। 'হরীশ্চন্দ্রনাথের কাব্য বিচিত্রগতি হ'লেও, একটি ভাবের অভাব তাতে রয়েছে।' মেতাহের, ১৯৫০।

বিচিত্রোচ্ছিন্নতা [স] বিশ ক্রী অস্বাভ চরিত্রের অধিকারী। 'আমি অবাধ হইয়া নিশ্পদনশীলো, নিশ্চয়িহিত, এই বিচিত্রোচ্ছিন্নতা রমণীর মানসিক শক্তির আশোচনা করিতেছিলাম।' বর্ধক, ১৮৭৪।

বিচিত্রতম [স] বিশ অতিশয় বিশদ্যকর। 'সে চার বিচিত্রতম উপলক্ষি।' ব্রহ্মা, ১৯৮৮।

বিচিত্রতর [স] ১ বিশ আকর্ষক। 'তুর্কীর অভ্রময় নব্য জ্ঞানের অভ্রময়দের চেয়েও বিচিত্রতর ব্যাপার।' সপ্তাগত, ১৯৩০। ২ বিশ হরেক রকম। 'অভ্যুদয় বিচিত্রতর হতে থাকে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বিচিত্রতা [স] ১ বি নানা বর্ণন। 'মৃত্যু আমায় নিয়ে রচ নিত্যবিচিত্রতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ বি বৈচিত্র্য। 'আকারের বিচিত্রতা দিয়েই রসের বিচিত্রতা।' অবন, ১৯২৫। ৩ বি নানা রকম বিশেষ। 'তাহাতেই বা বিচিত্রতা কি আছে।' আজাদ, ১৯০৬।

বিচিত্রপ্রতিভা [স] বিশ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। 'হরীশ্চন্দ্রনাথের মতো বিচিত্রপ্রতিভা সাহিত্যিক এদেশে কেন গোটা পৃথিবীতে আর দেখে পড়ে না।' শিব, ১৯৫০।

বিচিত্রভাবে [স] ক্রিবিপ নানাব্যয়ে। 'মানুষের বিচিত্রশক্তি বিচিত্রভাবে সফল হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিচিত্রমুখী [স] বিশ নামবিধি বিষয়বস্তু। 'লেক্চর ও গায়িক বহনের বিচিত্রমুখী তোরণ ঘর।' আজাদ, ১৯৬২।

বিচিত্রমূর্তি [স] বিশ নামধারণম আকৃতি। 'প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিচিত্রলক্ষণী [স] বি ক্রী নানালবণিশি থে। 'জন্মের মাঝে কত বিচিত্র ছুটি যে ছুটি বিচিত্রলক্ষণী।' রবীন্দ্র, ১৯৮৫।

বিচিত্র লগনী [স] (সংগীত) তালবিশেষ। 'মালবরাগঃ ১ রূপকঃ ১ বিচিত্র লগনী ১ দক্ষকঃ ১ বড়ু, ১৪০০।

বিচিত্রলোক [স] বি বৈচিত্র্যময় জগৎ। 'এই অতিথ্য, বিবর্তন ও শব্দ সৃষ্টির জগৎ এক বিচিত্রলোক।' শরীফ, ১৯৬৮।

বিচিত্রশক্তি [স] বি নানা ধরনের শক্তি। 'মানুষের বিচিত্রশক্তি বিভিন্নভাবে সফল হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিচিত্রা [স] ১ বিশ ক্রী নানা বিষয় ও রূপসমমিত। 'তৎপণ্ডিত বিচিত্রা শিক্ষা ধরে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি বৈচিত্র্য। 'অবৈ বালক মনের পর্দায় বিচিত্রায় ইশারা মাখিয়া যায়।' শতকৃত, ১৯৫৮।

বিচিত্রানুষ্ঠান [স] বি নাচ গান ইত্যাদি নিয়ে সাজানো সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান। 'সূতা, কৌতুক ইত্যাদি বিচিত্রানুষ্ঠান হয়।' শেখ, ১৯৮৮।

বিচিত্রিত [স] বিশ নানা চিত্রে অধিত। 'নানা চিত্রে বিচিত্রিত অনেক পক্ষী ফল ভোজনে কৃত্তার।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'বিচিত্রিত যখনকা শ্রমপুশ্জালে বিবিধ বর্ণের লেখা, ভরি অস্তরালে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিচিত্রোন্মোষণ [স] বিশ নানা বিষয়ে উদাহী। 'হারকনাথ ঠাকুরের মতো বাতিহ্রমী বিচিত্রোন্মোষণ প্রতিভাও শেষ পর্যন্ত জমিদারি মনোভাও ও আচার-আচরণ হাড়তে পারেননি।' শিব, ১৯৫৬।

বিচিরশ [স বিরশ] বি নির্জন পরিবেশ। 'তেলুগু লাএর গীত বিচিরসে বৃকশ।' চর্চা ৩৩, ১২০০।

বিচিশি [স বিতুলস] বি বড়। 'কেবল বাঘে খোল, বিচিশি ঘাস।' ৩৩, ১৮৫৮।

বিচুটি বি হোটো লভাবিশেষ, যা গায়ে লালচে হলকায় ও ফুলে যায়। ওর্গা, ১৭৮৫।

বিচুলা [স বিচূর্ণন] ক্রি বিচূর্ণ করা। 'বিচুরিল কি বিচূর্ণ হলো।' 'সর্ব বিচুরিল তথ্যতা নাই।' চর্চা ৪৪, ১২০০।

বিচুলি [স বিতুলস] বি ধানের ঝড়। 'দু-আটি বিচুলি ফেলে সে না ততক্ষণ চিবোক।' সরৎ, ১৯২৬।

বিচূর্ণ [স] বিশ বিধ্বস্ত। 'শেখুর ছায়ায় ইতস্তত বিচূর্ণ থাকের মতো : এশিষ্টীয়' জীবন, ১৯৪২।

বিচূর্ণিত [স] বিশ অতিশয় তঁড়া হয়েছে এমন। 'মন্দির রঙলা যোমারক আত্ম ... ওহাবীসের গোলাবর্ষণে বিচূর্ণিত।' লক্ষ্য, ১৯২৫।

বিচূর্ণীকৃত [স] বিশ অতিশয় চূর্ণ করা হয়েছে এমন। 'বিচূর্ণীকৃত শব্দ মন্দিরের লামনে ...' গঙ্গা, ১৯৭১।

বিচে [বি] ক্রিবিপ মধ্যে। 'দুনিয়ার বিচে যার ব্রজপরি তারিফ।' গবীষ, ১৭৬৫।

বিচেকলা বি গিচি আছে এমন এক জাতের কলা। 'এক ছালা বিচেকলার বীজ।' জঙ্গীষ, ১৯৬০।

বিচেতন [স] বিশ অচেতন। 'আমি, তোমার অলৌকিক রূপাল্যশূ দর্শনে, নিতান্ত বিচেতন ইয়াইয়া।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিচেতনদশা [স] বি অচেতন অবস্থা। 'সে, আপন বিচেতনদশা, অবধি, ভূসেবের ভিরকরনী বিদ্যাভ্রমশূ পর্যন্ত ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিচেততা [স বিচেতন] বিশ অচেতন। 'হইয়া বিচেততা ধাইল হচেতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিচেকশন, বিচেকশন [স বিচক্ষণ] ক্রি বিচক্ষণ; দক্ষ। 'নানা অস্ত্র জানিয়া হইল বিচেকশন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'তলোয়ারবাহি ইত্যাদি সময়েই বিচেকশন।' রায়রাম, ১৮০১।

বিছ [স বৃচ্চি] বি থিলা; কীটবিশেষ। 'গোমায় মতিয়া গুলে পূঙ্গ কাক বিছ।' মনিকরাম, ১৭৮১।

বিচ্ছিত্তি [স] বি বিচ্ছিন্নতা। 'বিচ্ছিত্তিসাধন [স] বি পৃথক্করণ। 'উভয়ের মিলিত চাপে ধানির বিচ্ছিত্তিসাধন অনেকটাই বেন অবহেলিত।' শিব, ১৯৭০।

বিচ্ছিন্ন [স] ১ বিশ বিযুক্ত। 'সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী নির্জন বনবাসী।' অক্ষয়, ১৮৪০। ২ বিশ বিযুক্ত। 'প্রজাণগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে ...' ভারত সরকার, ১৮৭০।

বিচ্ছিন্নতা [স] বি সম্পর্কহীনতা। 'শেষ হইতে যৌবনের পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিজ্ঞানতাবাদী

বিজ্ঞানতাবাদী [স] *কি* গোটা প্রতিষ্ঠান সমাজ ইত্যাদি থেকে নির্দেহকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে তার এমন। 'সমাজে বিজ্ঞানতাবাদী প্রকৃতা ও আর্থিক চাপ'। *আলাল*, ১৯৬২।

বিজ্ঞানতাবে [স] *ক্রি*কিণ আলাদাতাবে। 'বিজ্ঞানতাবে জেগে থেকেছে এক একটা খণ্ড খণ্ড মানুষের মতো'। *উমর*, ১৯৬৬।

বিজ্জিরি [স] *ক্রি*কি। *কি* অসুন্দর; বিশাদজনক। '১ *বিজ্জা*, ১৮৯১; 'সেংয়ে ছোটা ব্যাংকো বাটা বিজ্জিরি আর মফলা'। *সুসুহর*, ১৯১৮। '২ *কি* অসুন্দর। 'মনে হয় তারি বিজ্জিরি হাসি'। *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বিজ্জিরি লাগা *ক্রি* ব্যাধি বোধ হওয়া। 'বিজ্জিরি লেগেছে আওয়াজটা'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিজ্জিরিতাবে *ক্রি*কি অসুন্দরভাবে। 'দেন মুতার মুহুর্তে মূর্খ বেকে যায় না বিজ্জিরিতাবে'। *শ্যামসুত*, ১৯৪৮।

বিজ্জু [স] *বু*কি। '১ *বি* বিচারক-কীটবিশেষ। 'বিজ্জুর ছানা কুলশের গায়'। *গরীব*, ১৭৭৫। '২ *বি* অভ্যস্ত দুর্বল। 'মামানীগো, কি কই, হেইডা একটা বিজ্জু'। *ইলিগাস*, ১৯৭২।

বিজ্জুরূপ [স] *বি* বিক্রম; আলোকরশ্মির ছড়িয়ে পড়া। **বিজ্জুরিত** [স] '১ *কি* নানা বর্ণে বিভীর্ণ। 'ছিন্ন মেঘের ডিঙির গিয়ে সকাল বেলায় আলো বিজ্জুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। '২ *কি* বিভীর্ণ। 'আলা-সোয়শের ধ্বং বিজ্জুরিত বহ্নে ও তুকানে'। *ভরলুহ*, ১৯৬০। '৩ *কি* দ্রুত ছড়িয়ে পড়া। 'সেই বিজ্জুরিত রস তার গালের মাথো ঢুক লেগে'। *শিবরাম*, ১৯৭০।

বিজ্জুরা [স] *বিজ্জুর*। 'ক্রি বিজ্জুরিত হওয়া। 'বিজ্জুরি জ্যোতিঃপাত মন্দর মেগালের প্রমোদসভাতে'। *জীবন*, ১৯০০।

বিজ্জেন [স] '১ *কি* ছাড়াছাড়ি। 'ইহ যত্বদান তাপ অধিক ভেল দানক'। *পিতাক বিজ্জেন*। *বিজ্জাগতি*, ১৪৬০। '২ *কি* মুত্থ। 'বাপের বিজ্জেনে মোর প্রাণ পাতে শোকে'। *বিজয়*, ১৬৫০। '৩ *কি* বিজ্জি। 'সুই হতে বিজ্জেন হৈল সন্ধ্যার অন্ধরে'। *বাহরাম*, ১৬৫০। '৪ *ক্রি* বিরহ। 'বহু বিজ্জেন শোকে শোকাবৃত হইয়া ক্রন্দন করিতে'। *ভূমিতলে* পড়ন হইলেন। *রায়রাম*, ১৮০১। '৫ *কি* অবসান। 'এখন রাসের বিজ্জেন হইয়া প্রেমের উদয় হইয়াছে'। *রায়রাম*, ১৮০১। '৬ *কি* বাধ্যদান। 'মনে এতই কি ঘটেছে বিজ্জেন'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। '৭ *কি* হেথ। 'বেখানে অরথের একই বিজ্জেন পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই লস্ক্যের তরুণী'। 'ও পর্যন্ত-সময়ে এক-একটা নব নব আদর্শ দৃশ্য খুলে যাচ্ছে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। '৮ *কি* দুর্বল। 'সামাজিক বিজ্জেন থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ স্বাক্ষর স্পর্শ করে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। '৯ *কি* ব্যতিক্রম। 'এই সমস্ত দৈবত মধ্যো ভ্রাতারূপের এক নিরমের জোড়াম বিজ্জেন সেই না'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। '১০ *কি* পার্থক্য। 'কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিজ্জেনসাধন করার অকর্তব্য নাই'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিজ্জেনচিহ্ন [স] '১ *কি* বিরামচিহ্ন। 'তাবৎ প্রকার বিজ্জেন চিহ্ন ... অবশ্য হইবার উপকার বিজ্জেনীয় ভাষাতে নাই'। *দর্পণ*, ১৮৩৪। '২ *কি* দুর্বলত্বের চেষ্টা। 'প্রকৃতি এবং ইহার মাধ্যমে বড়ো একটা বিজ্জেন চিহ্ন নাই'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজ্জেনতাপ [স] *বি* বিরহের যন্ত্রণা। 'বিজ্জেনতাপ পালায় শ্রীধার'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বিজ্জেনদশা [স] *কি* বিরহপূর্ণ অবস্থা। 'দুইজনার বিজ্জেনদশা না যায় বর্ণন'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বিজ্জেননীতি [স] *কি* বিজ্ঞেননীতি। 'চীনদেশের খ্রীষ্টানরা বিজ্ঞেননীতি পরিহার করেছে'। *অল্পনা*, ১৯০৭।

বিজ্জেনবাপ [স] *কি* বিরহযাতনা। 'শতির বিজ্জেনবাপ কত আর সেই প্রাণ'। *রায়নারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিজ্জেনবেদনা [স] '১ *কি* তাপ হওয়ার কষ্ট। 'সেই বিজ্জেনবেদনার উত্তেজনার আদানিকে সামাজিক সম্বোধ ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। '২ *কি* বিরহের দুঃখ। 'মিলনের পরাতি পূর্ণ যে বিজ্জেন-বেদনায়'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিজ্জেনব্যবহিত [স] *কি* বিজ্জেনজনিত যন্ত্রণায় কাতর। 'সেই বিজ্জেনব্যবহিত স্নেহশীল মুখ'। *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিজ্জেনযন্ত্রণা [স] *কি* বিরহবেদনা। 'বিজ্জেনযন্ত্রণা যেন, নাই হয় সহিতে'। *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

বিজ্জেনশক্তি [স] *কি* বিজ্ঞানের শক্তি। 'আজ আসন্নবিজ্জেনশক্তি বস্তুমিতে দাঁড়াইয়া ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিজ্জেনশোক [স] *কি* মুতার শোক; বিজ্জেনের দুঃখ। 'বিজ্জেনশোকে নধে মিলিয়া অন্ধর মালা দীর্ঘ করিয়া গাথিয়া চলিরাছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিজ্জেনহীন [স] *কি* বিপ অবিচ্ছেদ্য। 'তাহা বাহ্যহীন বিজ্জেনহীন'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিজ্জেনমান [স] *কি* বিজ্জেনরূপ আতন। 'ভরতর বিজ্জেনমানে সকলে নিরন্তর সত্যাশিষ হইয়াও তাহা নিবারণ করিতে কেহই যত্নবান হইলেন না'। *সিঙ্গাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিজ্জু [স] *কি* বিজ্জি। 'আনন্দ হতে আমরা বিভূত হয়ে পড়ি'। *রামধ*, ১৯০৫।

বিজ্জু [স] *বিজ্জু*। 'বিজ্জুদান। **বিজ্জু-পুড়া** *কি* বিজ্জুদানের গোলা। 'হাল বলদ নিয়ে বুড়া দিয়েছে বিজ্জু-পুড়া'। *মুহূন*, ১৯০০।

বিজ্জিয়া [স] *কি* সর্বপরিভ্রমের নামে ক্রম। 'আউলে বিজ্জিয়া বর্ত মূল বটে তার তিনটি অর্থ'। *লালন*, ১৮৯০।

বিজ্জিরি *কি* বিজ্জেন। 'বিজ্জিরি মিলনে যেন ক্ষুধার ভোজনে'। *আলাওল*, ১৬৮০।

বিজ্জা [স] *বু*কি। *কি* কীটবিশেষ; *বু*কি। 'তখার মরয়ে বিজ্জা গোকের কামড়ে'। *কৃষ্ণা*, ১৫৮০।

বিজ্জাহার, **বিজ্জাহার** *কি* কোমরে পরার উপযোগী মেটা অলঙ্কারবিশেষ। 'বিজ্জাহারি না পরিয়া আসায় মনটা বড়ো বুঁদবুঁদ করিতেছিল'। *মানিক*, ১৯৩৭। 'বিজ্জাহার, বাজুবহু, নোদক আর গদার মারফেল ফুলতগোর ...'। *কারাগার*, ১৯৬৫।

বিজ্জাওল *কি* বিজ্জাহার; ছড়িয়ে দেওয়া। *ওর্দা*, ১৭৮৫।

বিজ্জান [স] *বিজ্জান*। 'কোন কোন কিতাবের বিজ্জান বিজ্জাহ'। *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিজ্জানা [স] *বিজ্জান*। '১ *কি* শয্যা। 'বিদ্যোদ বিজ্জানা বিদ্যোদ বন'। *শেখর*, ১৬০০। '২ *কি* চাদর। 'নূরের বিজ্জানা এসে লাগিল বিজ্জাহিতে'। *গরীব*, ১৭৬৫।

বিজ্জানাপত্তর *কি* শয্যা ও আনুষ্ঠানিক স্থিতিসম্পন্ন। 'বিজ্জানাপত্তর থেকে পাট করে দিয়ে'। *জীবন*, ১৯৩১।

বিজ্জানাপত্র *কি* শয্যা ও এর আনুষ্ঠানিক স্থিতিসম্পন্ন। 'সে বাড়নটা কাঁধে করে আমার বিজ্জানাপত্র কাড়পোঁচ করত লেগে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিজ্জানা পাতা *ক্রি* বিজ্জানা বিধিরে দেওয়া। 'বেখানে বুধি বিজ্জানা পাতিয়া পথ বোধ করিয়া দিয়া দিতাম'। *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

বিজ্ঞানা-পাতুনি বি বিজ্ঞনা পাতে বে। 'ওই আসরে বিজ্ঞানা-পাতুনি তোশক হাতে ক'রে'। *অবন*, ১৯১৯।

বিজ্ঞানার পড়া কি রোগের করনে শয্যাশায়ী হওয়া। 'অনুহু ক্রীটসেবে রাক্ষসব্রাহ্মী বিজ্ঞানার পড়িয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিজ্ঞানার চান্দর বি খাটে বিজ্ঞানোর আবরণীবেশে। 'বিজ্ঞানার চান্দরটি সাদা ধবধব করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিজ্ঞানো ১ কি পাতানো। 'এবে নানা ফুলে মোখে সেকা বিজ্ঞাইখাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। 'কিশলয় শমন বিজ্ঞাইখাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ কি ছড়িয়ে দেওয়া। 'মুখ সুবাস লিল বিজ্ঞারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। **বিজ্ঞাই** কি পাতি। 'ফজর সময়ে উঠি বিজ্ঞাই লোহিত পাটী।' *ব্রহ্মক*, ১৬০০। **বিজ্ঞাইখাঁ** কি পেতে। 'এবে নানা ফুলে মোখে সেকা বিজ্ঞাইখাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিজ্ঞাইতে** কি বিজ্ঞাতে। 'ওগাঁ, ১৭৮২। **বিজ্ঞাইবো** কি বিজ্ঞাবো। 'কিশলয় শমন বিজ্ঞাইবো।' *বড়ু*, ১৪৫০। **বিজ্ঞাইবুঁ** কি বিজ্ঞামায়। 'শেজ বিজ্ঞাইবুঁ।' *চিঠী*, ১৬০০। **বিজ্ঞাইলোক** কি বিজ্ঞালো। 'এক ঘরে দুই খাট বিজ্ঞাইলোক।' *হালহেড*, ১৭৭০। **বিজ্ঞায়ে** কি বিজ্ঞিয়ে দেয়। 'কোন কোন কিসিবিজ্ঞায়ে বিজ্ঞান বিজ্ঞায়ে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **বিজ্ঞারে** কি বিজ্ঞারে। 'আঁসল বিজ্ঞারে রাধি পথখুলা দিব ঢাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। **বিজ্ঞায়্যা** কি বিজ্ঞিয়ে। 'মালতি মল্লিকা রাণ্যা বিজ্ঞায়্যা সরসে।' *ব্রহ্মক*, ১৬০০। **বিজ্ঞিয়ে** দেওয়া কি ছড়িয়ে দেয়া। 'অনেকগুলি বস্তু সুতকার জিনিষ নির্ভয়ে চারি দিকে বিজ্ঞিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিজ্ঞাশি [স বিজ্ঞশ্য] বি খড়। 'গায়েল তলার বিশ আটি বিজ্ঞাশি বিজ্ঞানো ছিল।' *হুতময়*, ১৮৮০।

বিজ্ঞাশি [স কৃচিক] বি বিজ্ঞ। 'শোভিত নেবুর রত্ন আনট বিজ্ঞাশি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিজ্ঞ [স কৃচিক] বি বিজ্ঞাত কীটবিশেষ। 'বিজ্ঞা বিজ্ঞ নরকের কৃচিক কিসিবিলা।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিজ্ঞটি বি ছোটো বুনা পাছবিশেষ, যা শরীরে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে। 'পায়ে বিজ্ঞটি সেব।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিজ্ঞতি বি বুনা পাছবিশেষ, যা শরীরে লাগলে চুলকায়। 'অম্ব বাজলা প্রোমসে খেন বিজ্ঞতি জ্বালা।' *পাশা*, ১৯৭১।

বিজ্ঞোটি বি ছোটো বুনা পাছবিশেষ, যা শরীরে লাগলে চুলকায় ও জ্বালা করে। 'জীনাথ বাহেরে গায়ে বিজ্ঞোটি লাগাইতেছে।' *দর্পণ*, ১৪৮০।

বিজ্ঞুড়া, বিজ্ঞুরা, বিজ্ঞোড়া, বিজ্ঞোরাল [স বিপৃতি] কি তুলে বাওয়া। **বিজ্ঞুড়লি** কি আলাদা হলো। 'জখমে দুহক দীর্ঘি বিজ্ঞুড়লি দুহ মনে দুখ লাগে।' *কিন্দ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিজ্ঞুরল** কি বিজ্ঞোরাল তটলো। 'ন জ্ঞানল কতি খন তেরি সেগে রে বিজ্ঞুরল ঢকো জোলা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিজ্ঞোড়ল** কি বিজ্ঞেনে ঘটলো। 'গাণ জনম হল নথ বিজ্ঞোড়ল।' *বাহরাম*, ১৬০০। **বিজ্ঞোরি** বি জোলা। 'মুখ মনে মনমধ রাখলি গোরি; বিজ্ঞোরিতে চাহি নহি হোয়ে বিজ্ঞোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিজ্ঞেন [স বিজ্ঞেনা] বি বিরহ। 'এবল হুত হুত নাথ বিজ্ঞেন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিজ্ঞোহ [স বিজ্ঞেন] বি বিজ্ঞেন। 'বিরহে বেকাখান কাছাখি বেড়াএ বিজ্ঞোহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিজ্ঞাম [স বিজ্ঞাম] বি বিজ্ঞাম। 'তিত্বক বিজ্ঞাম আখি করি তুকার গিটে।' *রামাই*, ১৭১০।

বিজ্ঞ [স বীজ] বি বীজ। 'মাদ্রিগের বিজ্ঞ জেন দস্ত চোখ চোখ।' *বিজ্ঞ*, ১৬৫০।

বিজ্ঞা [স বিজ্ঞ] কি জ্ঞর লাভ করা। 'দুর্ধর বিজ্ঞে সসোর।' *বিজ্ঞা*, ১৬৫০।

বিজ্ঞাই [স বিজ্ঞাই] কি বিজ্ঞাই। 'হ্রিগোকা বিজ্ঞাই বির বিজ্ঞ এক ধনু।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিজ্ঞে [স বিজ্ঞে] ১ বি জয়লাভ। 'কহিলেক কি উপাএ হৈব বিজ্ঞে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ বি প্রতিনিধি। 'তানে আখি আন্দার বিজ্ঞে করিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিজ্ঞটা বি হাতের অলংকারবিশেষ। 'বিজ্ঞটা সুহদন করে বাজুবদ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। 'জ্ঞাও বিজ্ঞটা দুই খান।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিজ্ঞডুন [স বি আবেটন] 'এই বিজ্ঞডুন অল্য রজনীর তৃতীয় ধামে ...।' *মুক্ততা*, ১৯৬০।

বিজ্ঞড়িত [স] ১ কি বিশেষভাবে মুক্ত। 'স্মৃতি ও আশার বিজ্ঞড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *কিন* গ্রহণমুক্ত। 'বেদবিজ্ঞড়িত চূর্ণকৃষ্ণসেরে পোড়া।' *কবির*, ১৮৮৪। ৩ *কিন* জড়িতের আঁহে এমন; আড়ত। 'শরমময়ীর পাশে বিজ্ঞড়িত আঁহ-ভায়ে আমরা তো জনাব না গ্রাসের বেনদ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৪ *কিন* সম্পর্কিত। 'রাজনৈতিক আবর্তন বিবর্তনের সহিত ভাষার আবর্তন বিবর্তন বিশেষভাবে বিজ্ঞড়িত।' *মহোদয়*, ১৯৪৯।

বিজ্ঞন [স] ১ *কিন* নির্জন। 'বিজ্ঞন বনত জোঝা সেখিখাঁ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *কিন* গোপন। 'ভনি যেন কাহাসের চুপিচুপি কথা, বিজ্ঞন মন্ত্রণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ *কিন* শূন্য। 'আজি বিজ্ঞন ঘরে নিশীথ হাতে আসবে যদি সুন্যহাতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭। ৪ *কিন* বিপ এক-একা। 'পাখেই যাহার কটিবে জীবন বিজ্ঞন? নজরন', ১৯২৫।

বিজ্ঞনজীবন [স] বি নিয়ম জীবন। 'মম বিজ্ঞনজীবন-বিজ্ঞায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজ্ঞনজীবন-বিজ্ঞায়ী [স] *কিন* নিয়ম জীবনে অবস্থানকারী। 'মম বিজ্ঞনজীবন-বিজ্ঞায়ী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজ্ঞনতা [স] বি জ্ঞনহীনতা। 'এই পরিত্যক্ত পাশাঘড়াসাদের বিজ্ঞনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভরকের ভারের মতো চাপিয়া থাকিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিজ্ঞনবন [স] বি নিরুত অরণ্য। 'পুরী যেন জ্ঞনশূন্য বিজ্ঞনবন সদৃশ বোধ হইতে লাগিল।' *মহারত*, ১৮৬৭।

বিজ্ঞনবান্ধ [স] *কিন* নিয়ম। 'এমন বিজ্ঞনবান্ধব অধ্যয়ন বিব অপেক্ষাও বিকট বোধ হইতে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

বিজ্ঞনবাস [স] ১ বি একাকী বসবাস। 'এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজ্ঞনবাসে জাবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ বি একাকীতা। 'তুমুল কার্যক্ষেত্রে মাতৃভাষনেও বিজ্ঞনবাস ঘাপন করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিজ্ঞনবাসিনী [স] বি ক্রী নিরুত বাস করে যে। 'সে কি গো সবই তুল বিজ্ঞনবাসিনী।' *নজরন*, ১৯৩০।

বিজ্ঞনবেদন [স] বি গোপন বেদনা। 'ওই ছল মল মল করি উভবণ নিমগ্ন করেছে নিজ বিজ্ঞনবেদন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিজ্ঞনমকির [স] বি জ্ঞনহীন বাড়ি। 'ঘীরে ধীরে চল তোমার বিজ্ঞনমকিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিজ্ঞন *ক্রি*কি নিয়মতায়। 'যদি বিজ্ঞনে দিন বহে যায়।' *রবীন্দ্র*,

বিজনেস

১৯২৫।

বিজনেস [বি] বি ব্যবসা। 'মনটা সভাবটা বিজনেস চালাবার উপযোগী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিজনা [সি বি-জনা] বি পিতৃপরিচয় সেই এমন। 'অন্য বিজনা বোটা তার এত সন্দেহ।' মৃদুভূষণ, ১৮১৩।

বিজবিজ [কন্যা] ১ বি কীটাদি পতঙ্গের সমূহ অর্থ। বিদ্যা, ১৮৯১।
২ বি চলন্ত গাড়ির চাকার টায়ার ও পাক সড়কের পিঠের ঘর্ষণে সৃষ্ট শব্দ। 'রাষ্ট্রায় টায়ার থেকে একটানা বিজবিজ, বিজবিজ শব্দ হতে থাকে।' শ্যামল, ১৯৩৭।

বিজ বিজ করা [কি অতিয়ে কথা বলা। 'ঘুমের ঘোরে বিজ বিজ করে।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

বিজয় [সি] ১ বি প্রস্থান। 'ওনারাজ বান বলে কৃষ্ণের বিজয়ে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি জয়। 'বিজয় দেখেন অতি অশ্রু সমস্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিজয়-অভিযান [সি] বি বিজয়সমগ্র। 'বিজয়-অভিযানের আমি হবে তুর্ভবাক।' নজরুল, ১৯৩৮।

বিজয়কাহিনী [সি] বি বিজয়গাথা। 'বিজয়কাহিনী লিখে ইতিহাস লুপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিজয়কীর্তি, বিজয়কীর্তি [সি] বি বিজয়লাভের ব্যক্তি। 'তোমার বিজয়কীর্তি কেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বিজয়-কৃপাণ [সি] বি বিজয়ের তরবার। 'স্বর্গে তার বিজয়-কৃপাণ।' নজরুল, ১৯২৬।

বিজয়কেন্দ্র [সি] বি জয়লাভের পর উদ্দেশিত পতাকা। 'ভাঙ্গ শতমুখী আমাদের বিজয়কেন্দ্র।' নজরুল, ১৯২৬।

বিজয়ধ্বজ [সি] বি বিজয়ের তরবার। 'দশিন হাতে বিজয়ধ্বজ ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিজয়পর্বা [সি] বি জয়ের গৌরব। 'বিজয়পর্বে উৎসব।' নজরুল, ১৯৩১।

বিজয়পবীড় [সি] বি জয়ের গর্বে উদ্ভীত। 'বিজয়পবীড় মুখে তিনি ...' মনসুর, ১৯৩৫।

বিজয়-গান [সি] বি বিজয়ের গান। 'বিজয়-গান গণনয়।' নজরুল, ১৯২৫।

বিজয়গীতি [সি] বি জয়ের সঙ্গীত। 'বিজয়গীতির হারা-সুর বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে কীর্ণ ...' নজরুল, ১৯২২।

বিজয়টিকা [সি] বিজয়তিলক। 'বিজয়টিকা দাও গো একে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিজয় তিলক [সি] বি বিজয়সূচক তিলক। 'এসো ছায় বাশ ময়ূরের আশীর্বাদ বিজয় তিলক ধারণ করে।' নজরুল, ১৯২৫।

বিজয়ভোরণ [সি] বি বিজয়সূচক ভোরণ। 'বিজয়ভোরণ গাখে তারা যত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিজয়ধ্বনি [সি] বি জয়ধ্বনি। 'ও কী বিজয়ধ্বনি পিতৃ পরকে।' নজরুল, ১৯২২।

বিজয় নাম বোঝা [সি] বি ওতকণ (স্তম্ভ মাসের বোধিগী নক্ষত্রযুগ অষ্টমী তিথি)। 'বিজয় নাম কোলো ভাদ্র মাসে।' কবু, ১৫০০।

বিজয়-নিশান [সি] বিজয়+থা নিশান। 'বিজয়ের পতাকা। 'তোমার বিজয়-নিশান তুলে ধরে।' নজরুল, ১৯২৫।

বিজয়পতাকা [সি] বি জয়সূচক পতাকা। 'তুলিরে অমরশপে বিজয়পতাকা।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বিজয়পিশাসা [সি] বি যন জয় করার তৃষ্ণা। 'অত নারীসমাপন সেধে তাঁর বিজয়পিশাসা।' এতটা প্রবল হয়েছিল ...' প্রমথ, ১৯২৪।

বিজয়-বান্ধ [সি] বিজয়-বান্ধ। 'বিজয়ের বান্ধ। 'সোমাস ঘোর ঘোষে বিজয়-বান্ধ গরজি আজ।' নজরুল, ১৯২৫।

বিজয়-বাছা [সি] বিজয়-বাছা। 'জয়সূচক ব্যান্ডবান্ধ। 'ওই ঘোরে মা-র মুক্তি সেনা, বিজয়-বাছা উঠেছে তারই।' নজরুল, ১৯২৪।

বিজয়বাদ্য [সি] বি জয়ডাঙ্গা; জয়তাক। 'হাতে তুলে লব বিজয়বাদ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিজয়বার্তা [সি] বি বিজয়বৃত্তান্ত। 'মহম্মদ ঘোঁরির বিজয়বার্তার সন তারিখ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিজয়বেণু [সি] বি বিজয়সূচক বাঁশ। 'উপরিবে অগ্নি বিজয়বেণু/ অগ্নিকবেত আবারি তনু।' জর্জিনী, ১৯২৫।

বিজয়-ছেদী, বিজয়-ছেদী [সি] বি জয়সূচক বায়া। 'ওই বাছে তোর বিজয়-ছেদী।' নজরুল, ১৯২৪; 'উঠিলি বাজি একনা সেখাও আমার বিজয়-ছেদী।' যাহেনগু, ১৯৪৯।

বিজয়-মল্ল [সি] বি বিজয় উৎসব। 'বিজয়-মল্লের সময় যদি কেউ বাধা দিতে আসে।' নজরুল, ১৯২৪।

বিজয়মন্ডিত [সি] বি বিজয়। 'এত বড় আশ্পাশ, বিজয়মন্ডিত সিঁড়িবাঁহনকে আরজ বলে।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বিজয়মন্ত্র [সি] বি মহান আদর্শ। 'ইতের বিজয়মন্ত্রে লীলা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বাহুবলী হইতে হইবে।' ভরতকী, ১৯২৬।

বিজয়মালা [সি] বি জয়ের মালা। 'অঙ্গসমুচ্ছল বিজয়মালা।' নজরুল, ১৯২৪।

বিজয়রথ [সি] বি বিজয়ীদের বহনকরী রথ; প্রবল জলোচ্ছ্বাস। 'কলশবদগীতে সিঁড়ির বিজয়রথ পশিল নদীতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিজয়লঙ্কা [সি] বি জয়ের মাধ্যমে অর্জিত। 'প্রকৃতিবিজয়লঙ্কা সমুদ্রির সার্বক বিজয়ই তাদের কাছে প্রাপ্তি।' মোহাৎসের, ১৯৫০।

বিজয়শব্দ [সি] বি বিজয়ের শব্দ। 'বিজয়শব্দ বাজায় বর্ষে জয়ন্তিক।' নজরুল, ১৯৩০।

বিজয়-সঙ্গীত [সি] বি জয়গান। 'বিজয়-সঙ্গীত বসি গেয়ে চলে।' নজরুল, ১৯২৪।

বিজয়ডিমাল [সি] বি জয়সূচক অভিযান। 'নব জয়ত জনতার বিজয়ডিমালকে সালাম।' হাবিশ্বের, ১৯৫৩।

বিজয়িনী [সি] বি কী জয়ী। 'বিজয়িনী নহ তুমি - নহ তিহারিনী।' নজরুল, ১৯২৩।

বিজয়ী [সি] বি জয়ী। 'অপরূপ রূপ মনোভবমল্ল ক্রিষ্টবদ বিজয়ী রাশা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিজয়োন্মত্ত [সি] বি জয়ের কারণে উত্তপ্ত। 'বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল মহাক্রোধে ...' নজরুল, ১৯২২।

বিজয়োন্মাদনা [সি] বি জয়ের উদ্গার। 'উদায় বিজয়োন্মাদনার নেপথ্য ...' নজরুল, ১৯২২।

বিজয়া [সি] ১ বি হিন্দুধর্মী দুর্গা। 'বিজয়ার বিজয় জপি পজান।' ভারত, ১৭৬০: 'আয় বিজয়া আয়ের জয়া।' নজরুল, ১৯৩৫। ২ বি জা। 'শৈবক' লক্ষ্মীপ্রিয় বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধিপানের মায়ার বিজয়া

ধূমপান করিয়া থাকেন।' অক্ষর, ১৮৫০। ৩ বি হিন্দুদের দুর্গাপূজা শেষে প্রতিমা কিস্কিনের আচারবিশেষ। 'আজ বিজয়া।' প্রমথ, ১৯২০।

বিজয়া গমন [স] বি নিরাশলে হ্রদান। 'ভূরিতে গমন হইল বিজয়া গমন।' রামাই, ১৭১০।

বিজয়া দশমী [স] বি যে তিথিতে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়। 'প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে ...' দর্পণ, ১৮২০।

বিজয়ার গান বি হিন্দুদের দুর্গাপূজার শেষ দিন বা বিজয়া-দশমী উপলক্ষে রচিত ও পরিবেশিত গান। 'আগমনী, বিজয়ার গান, প্রিয়স্মিলন, নববতের সুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিজয়া-সন্মিলনী [স] বি হিন্দুদের দুর্গাপূজার শেষ দিন বা দশমীর উদ্দেশ্যে। 'শত বৎসর বিজয়া-সন্মিলনীতে যাই।' ধূর্তি, ১৯৩১।

বিজর বিজর [ধন্য] বি আপন মনে মৃদুস্বরে অস্পষ্ট বকার শব্দ। 'বাহুরানবাহু হঁকা ভড়র ভড়র টানছেন ও বিজর বিজর বকছেন।' শ্যারী, ১৮৫৮।

বিজর্য, বিজর্য [স] বিপ আরজ; অনুরে ঠিক নেই এমন। ওর্গ, ১৭৮২।

বিজলি, বিজলী [পা বিজুলতা] ১ বি বিদ্যুৎ। 'সখন ঘটাতে বিজলী ছুটাত দশমিন বরিকর আগনি।' অলাপল, ১৬৮০; 'এ মেঘ আকার রাতি বহু বিজলির ছটা।' মজ্জা, ১৭৫০। ২ বি বজ্র। ওর্গ, ১৭৮৫।

বিজলি-আলো বি বিদ্যুৎ চমকে ওঠার আলো। 'চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগালো ধান।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বিজলিচমক বি বিদ্যুচ্চমক। 'তোরা কালো ক্রমের বিজলিচমক জোড়ি লোকের জোড়ি।' নজরুল, ১৯৩৫।

বিজলিছটা বি বিদ্যুচ্চমক। 'হারায় বিজলিছটা চকলি চকলে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বিজলিপাখা বি বৈদ্যুতিক পাখা; ক্যান। 'বিজলি-পাখার হাওয়া ঝাপট লেগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'তখন বিজলিপাখা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিজলিবাতি বি বৈদ্যুতিক বাতি। 'ভাল মেলে দিল বিজলিবাতির সোহার তারে তারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বিজলি-বালা বি বিজলিরশ বালা। 'মেখলা ছিড়ি পাগলি মেয়ে বিজলি-বালা নাচায় হিরের চড়ি।' নজরুল, ১৯২৫।

বিজলি-বেল বি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। 'নব্য বিজলি-বেল বাজিয়েই যোক।' মুক্ততা, ১৯৬৬।

বিজলি লতা বি লতার মতো বিজলির বলকানি। 'আকাশ হতে ছড়িয়ে দেবে বিজলি লতার হাসি।' জরীম, ১৯৪৯।

বিজলি-সম বি বিদ্যুৎ চমকানোর মতো। 'বশন বিজলি-সম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বিজলী গোলাঘোণ বি বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হওয়া; গোড়াগেণ্ডিং। 'ঢাক-ঢাক নাগরিকদিগকে বিজলী গোলাঘোণের উৎপাত হইতে রেহাই দেওয়ার জন্য।' আজাদ, ১৯৬৮।

বিজলী-পেড়ে বি বিজলির মতো উজ্জ্বল পাত-যুক্ত। 'দাঁড়ায় ঘাহার কোমট বেসে বিজলী-পেড়ে বাঁসা নাড়ি।' জর্জ'হ, ১৯৩১।

বিজলী বাতি বি বৈদ্যুতিক বাতি। 'একটু একশ পাওয়ারের বিজলী

বাতি।' মাহেনত, ১৯৪৯।

বিজলী বিজাট বি বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা বা গোলাঘোণ। 'এলাকাগোপিত বিজলী বিজাটের বিরক্তিকর ও ক্ষতিকর উৎপাত শুরু হইয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৮।

বিজা [স ব্যজন] ক্রি ব্যাজন করা। 'মৃদু মৃদু বিজাইত মৃদল হাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিজাত [স বি-জাত] বি জাত নেই যার। 'লালন কয় বিজাতের রাজা/হয়ে রইশাম একই কালে।' লালন, ১৮৯০।

বিজাতক [স বি-জাতক] বি বেজনা। বিদ্যা, ১৮৯১।

বিজাতি [স] ১ বি ভিন্ন ধর্মের লোক। 'দলে দলে সবে বিজাতি হবার চোটা?' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি ভিন্ন জাতির। 'প্রবেশাধিকার দেয় না বিজাতি কাহারকে।' সুশীল, ১৯৫৩।

বিজাতিবিষেয [স] বি অন্য জাতির প্রতি বিষেয। 'বিজাতিবিষেযের উত্তর সেকীর্ষ বুদ্ধি থেকে।' শিব, ১৯৫০।

বিজাত্য [স বিজাতি] বি গালিবিষেয। 'ওই বিজাত্যার বেটেরে আদায় না এমনজা হইল।' নজরুল, ১৯০১।

বিজাতীয় [স] ১ বি ভিন্ন জাতির। 'বিজাতীয় লোক দেখি কৈল সম্বরণ।' কুন্দলাস, ১৫৮০। ২ বিপ অমানুষিক। 'তাহাদিগকে বিজাতীয় পরিশ্রম করিতে হয়।' অক্ষর, ১৮৪৬। ৩ বিপ জাতিবিষেযমূলক। 'কৈ অস্ববিদ্যানেদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গ্যালা।' হস্তাম, ১৮৬১। ৪ বিপ স্বজাতি-বিরোধী। 'প্রথম ইংরেজি শিবিয়া বাঙালি স্ববৈক্য বিকট বিজাতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৫ বিপ জাতিহত্য। 'লালন বলে স্বভাব মোহে হলি যে তুই বিজাতীয়ে।' লালন, ১৮৯০। ৬ বিপ ভিন্ন সংস্কৃতির। 'ধৃতিটা কর্মক্ষেত্রের উপোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৭ বিপ অন্য জাতির কাছ থেকে পাওয়া। 'আমাদের এই জাতি শব্দটির ভাব ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ বিজাতীয়, ইহা ইংরেজী nation-এর রাজনৈতিক প্রতিশব্দ মাত্র।' আজাদ, ১৯৩৬। ৮ বি ভিন্ন জাতিত্ব। 'বিজাতীয়দের সঙ্গে সে সহানুভূতি দেখায় বাটে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বিজাতীয়বেশধারী [স] বি ভিন্ন জাতির পোশাক পরিহিত। 'বিজাতীয়বেশধারী অভিমান বশস্তক উন্নত ও ব্রীহাদেশন বত করিয়া অত্যন্ত উন্নতভাবে সকলের উপর স্বরতের দৃষ্টিগাত করিতেছে।' অক্ষর, ১৯৪৯।

বিজাতীয় বার্থ [স] বি জাতীয় বার্থের সঙ্গে মিল নেই এমন বার্থ। '... জাতীয় বার্থের সাথে বিজাতীয় বার্থের সংঘাত।' আজাদ, ১৯৫৭।

বিজগীষা [স] বি জয়লাভের ইচ্ছা। 'নপুরের মুক্ত আগমনী আমার উৎসে মর্মে ভরে দেয় স্বপ্নবিজগীষা?' সুশীল, ১৯২৯।

বিজগীষু [স] বিপ জয় লাভে ইচ্ছুক। 'তা হলে বিজগীষু মানুষ স্থল দ্বন্দ্বগণ্ডিতে পরিবর্তে অন্য কোন সূক্ষ্মজগৎ জয় করার প্রেরণা সহ করত।' মোতাহের, ১৯৫০।

বিজিটর [ই ভিজিটর] বি পরিদর্শক। 'বিজিটর অর্থাৎ যাবার অংশক নহন অথচ সভ্যদের সমষ্টিবাহারে সভায় যাইতে ইচ্ছুক হইব।' কৌমুদী, ১৮৩০।

বিজিত [স] বিপ গাজিত। 'আমি সহজে বিজিত ... হই নাই।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিজি বিজি [ধন্য], ক্রিবিপ আন্তে আন্তে। 'কিবা কহে বিজি বিজি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

বিজিলি [পা বিজ্জুলতা] বি বিদ্যুৎ। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

বিজুত্‌ [স বিদ্যুৎ বি দীপ্তি; সৌন্দর্য]। 'পবাকে অজোপী নেত্র লোচনের পানপত্র বরকন্যা অঙ্গের বিজুত্‌'। মুকুন্দ, ১৬০০।

বিজুত্‌ [স যুক্ত] বি অসুবিধা। বিদ্যা, ১৮৯১।

বিজুবন [স বিজ্ঞান বি গভীর অরব্য]। উপনীত নীলাশ্বর হইল বিজুবনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিজুবি, বিজুরী [পা বিজ্জুলতা] বি বিজলি। 'দশন ক্রিপণে কত বিজুরি সন্নিবেশে'। বড়, ১৫৭০; 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী'। ঘিটী, ১৬০০।

বিজুলি, বিজুলী [পা বিজ্জুলতা] বি বিজলি। 'বেকত বিজুলি শোভে চন্দ্রমন্ডলা'। বড়, ১৪৫০; 'মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহে বিজুলী'। বড়, ১৪৫০।

বিজুলিশিখা বি বজ্রাঘাত। 'বিরামহীন বিজুলিশিখাতে নিদ্রাহারা প্রাণ'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

বিজুলিশিখা বি বিদ্যুতের শিখা। 'বেদনা তোর বিজুলিশিখা ক্লমক অন্তরে'। রবীন্দ্র, ১৯২৩।

বিজুল্প [স বি বিজ্ঞান]। 'মুক্তির নির্দিষ্ট স্বপ্ন অবসিত হয় আয়েসী অভ্যাসের বিজুল্পে'। শিশু, ১৯৫০।

বিজুল্প করা ক্রি হাই তোলা। '... মহাশয় সশব্দে বিজুল্প করিলেন'। বনমল, ১৯৩৬।

বিজুল্পিত [স বি বিজ্ঞান] হাই তুলে আছে এমন। 'কোনো এক নিম্নতর আধারের বিজুল্পিত কাক'। জীবন, ১৯০৪।

বিজ্ঞেতব্য [স বি বিজ্ঞ জ্ঞয় করা হবে এমন]। 'বিজ্ঞেতব্য রাজাদির প্রতি পরাজয়ের উদ্যম'। বন্দনমল, ১৮৭৪।

বিজ্ঞেতা [স বি জ্ঞানী ব্যক্তি]। 'বিজ্ঞেতার বে-সকল সর্বসম্মত অজ্ঞতার আছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিজ্ঞোপ [স বি বিজ্ঞোপ বি বিজ্ঞ]। 'তোমার বিজ্ঞোপে কিএ জীবন আমার'। মাল্যধর, ১৫০০।

বিজ্ঞোড় [পা বিদ্যুৎ বি অমুগ্ধা] ম্যানোএল, ১৭৪৩।

বিজ্ঞ [স] ১ বি জ্ঞানী। 'পুরাণ সহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন'। ভারত, ১৬০০। ২ বিণ অবহিত। 'তাহার সদুপস্থ করিয়া আমাকে বিজ্ঞ করুন'। ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি জ্ঞানী ব্যক্তি। 'দরিদ্র্যাবৌ বিজ্ঞের মত সায় দিতে লাগিল'। শব্দকোষ, ১৯০৭।

বিজ্ঞজন [স বি জ্ঞানী ব্যক্তি]। 'একথা বিজ্ঞজন মাঝেই বলিবেন'। জগদীশ, ১৯১৭।

বিজ্ঞতম [স বিণ অতিশয় জ্ঞানী]। 'বিজ্ঞতম শ্রীমুত উইলসন সাহেব'। দর্পণ, ১৮২৩।

বিজ্ঞতর [স বিণ অধিকতর জ্ঞানী]। 'রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন'। বহির্ম, ১৮৮৭।

বিজ্ঞতা [স] ১ বি বিশেষ জ্ঞান। 'নানা সাধ্যাবগত হইয়া বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইতে পারেন'। দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি অভিজ্ঞতা। 'রাজকর্ম শাস্ত্রীহরগোতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাহার বিজ্ঞতা আছে'। দর্পণ, ১৮১৩। ৩ বি পান্ডিত্য। 'তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা'। দর্পণ, ১৮৩২। ৪ বি বুদ্ধিমত্তা। 'হরল বৈষ্ণব বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, কী কৌশল'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিজ্ঞতাপন্ন [স বিণ বিচক্ষণ]। 'দার্শনিক ও মহাপণ্ডিত এবং

বিজ্ঞতাপন্ন'। জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩২।

বিজ্ঞতাভিমাত্রী [স বিণ জ্ঞানের অহংকারযুক্ত]। 'তাঁহার বয়োধর্মের বিদ্যানে প্রবীণ - বিজ্ঞতাভিমাত্রী, নতুনের বিদ্যে'। শরীফ, ১৯৬৮।

বিজ্ঞনীতি [স বি বিজ্ঞজনসুলভ পন্থা]। 'তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিজ্ঞবর [স] ১ বিণ পণ্ডিত। 'ভারতবর্ষীয় বিদ্যাবিষয়ে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠা বিজ্ঞবর'। দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিণ অভিজ্ঞ। 'দশবিশোক্তির বিষয়ে বড় বিজ্ঞবর'। দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। 'অসিয়ারিক সভার বিজ্ঞবর সম্পাদক শ্রীমুত লাডলি সাহেব'। অক্ষর, ১৮৪৯।

বিজ্ঞমন্ডা [স বি বিজ্ঞকে বিজ্ঞ মনে করে এমন; বিজ্ঞ হিসেবে অহংকারী ব্যক্তি]। 'বিজ্ঞমন্ডার আনন্দ কথাটা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু ...'। মোতাহের, ১৯৫০।

বিজ্ঞরীত [স বিণ বিজ্ঞের মতো]। 'বিজ্ঞরীত বিরক্ত শৈশবে বিজ্ঞরীত'। বৃন্দা, ১৫৮০।

বিজ্ঞলোক [স বি পণ্ডিত ব্যক্তি; জ্ঞানী লোক]। 'বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ধনীরা বিজ্ঞলোকের ন্যায় নিত্য চিন্তনুপ সজাগ করিতে পারেন না'। মশারফ, ১৮৬৯।

বিজ্ঞ-সমাজ [স বি পণ্ডিত সমাজ]। 'কারণ বুদ্ধি বাম বশতঃ পাছে বিজ্ঞ সমাজে উপহাসের পাত্রী হই'। কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩; 'এরূপ চূড়ান্ত আমায়ের বিজ্ঞ-সমাজের অনুমোদিত নহে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'এ সব হৌন্দা কথায় বিজ্ঞ সমাজ কোয়ার তো করবেনই না'। নজরুল, ১৯২৪।

বিজ্ঞা [স বিণ নী জ্ঞানী]। 'জ্ঞানী অতি বিদূষী ও বিজ্ঞা আছেন'। দর্পণ, ১৮৮৩।

বিজ্ঞাবিজ্ঞ [স বিণ জ্ঞানী]। 'নানাদিপেশীয়া বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন'। দর্পণ, ১৮২২।

বিজ্ঞোচিত [স বিণ বিজ্ঞের মতো]। 'সরকার অবশ্যই বিজ্ঞোচিত কার্য করিয়াছেন'। আজাদ, ১৯৪০।

বিজ্ঞোত্তম [স বিজ্ঞতম] বিণ অতিশয় জ্ঞানী। 'বিজ্ঞোত্তম আতিথ্যবোধি ইত্যদী ...'। দর্পণ, ১৮৩১।

বিজ্ঞতি [স বি বিজ্ঞাপন]। 'শিক্ষকের বিজ্ঞতি হইলে অবশ্যই তৎ কার্যে নিবারণ ও ভাঙিত হয়'। দর্পণ, ১৮৩০।

বিজ্ঞতি পূর [স বি প্রচারপত্র; ইশতেহার]। 'সভায় তদ্বিষয়ে বিবরণী এক বিজ্ঞতি পত্র উপস্থিত করাকে ...'। দর্পণ, ১৮২৬।

বিজ্ঞাত [স বিণ অবগত]। 'অজ্ঞাত ব্যক্তিরদিগের বিজ্ঞাত করণ কারণ ক্লমবিবরণ বিজ্ঞতি লিখি'। দর্পণ, ১৮২৫।

বিজ্ঞাতযৌবনা [স বি যে নারী নিজের যৌবন চলানয় ব্যস্ত করে]। 'অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা'। ভারত, ১৭৬০।

বিজ্ঞান [স] ১ বি অসং জ্ঞান। 'দূর কর দুর্মতি বিজ্ঞান'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বিশেষ জ্ঞান। 'সংবাদ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ শ্রেণীর বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নানাবিশেষপত্র করিতেছেন'। দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি পরীক্ষা, প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা নিরূপিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান। 'নীতি, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বুদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থে অনুবাদ করা যাইবেক'। অক্ষর, ১৮৪২।

বিজ্ঞান-অধ্যাপক [স বিণ বিজ্ঞানের অধ্যাপক]। 'বিজ্ঞান-অধ্যাপক'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিজ্ঞানপন্থা [স] *বিপ* বৈজ্ঞানিক। 'অকৃতি চলে বিজ্ঞানপন্থা নিয়মমতো।' আইবুধ, ১৯৭০।

বিজ্ঞানচক্র [স] *বি* বিজ্ঞানের গুণসম্পন্ন। 'জার্মানি আইনস্টাইন জীবনের শেষভাগে স্বীকৃতি পান মার্কিনের বিজ্ঞানচক্র হিসেবে।' শিব, ১৯৫৬।

বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা [স] ১ *বি* বিজ্ঞানের অনুশীলন। 'বিজ্ঞান-চর্চা ইত্যাদি ততকর্ম যোগ্য শিশু থাকিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'ভ্রমশূন্য মাত্রা ও চিত্তবৃত্তিক মোহ বলিয়া হির করিলে বিজ্ঞানচর্চা, বিদ্যাচর্চা, বৌদ্বৈতচর্চা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ *বি* বিজ্ঞানশিক্ষা। 'আমরা বিজ্ঞানচর্চার এত বদোষে করিয়া দিলাম ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিজ্ঞানতত্ত্ব [স] *বি* বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব। 'টিভ্যাসের বিজ্ঞানতত্ত্ব ... বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বিজ্ঞানদর্শনী [স] *বিপ* ক্রী জ্ঞান লাভ করে এমন। 'বিনয়নামিনী তুমি বিজ্ঞানদর্শনী।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বিজ্ঞানদর্শন [স] *বি* বিজ্ঞানের দর্শন। 'বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেতে বুঝ নিবিড় করিয়া অনুভব করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিজ্ঞানধর্মী [স] *বিপ* বৈজ্ঞানিক। 'রক্তকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্মী পরিচালক হিসেবে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

বিজ্ঞাননিষ্ঠ [স] *বিপ* বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাবান; বিজ্ঞানানুরাগী। 'মন তার বিজ্ঞাননিষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিজ্ঞানশাস্ত্রদর্শিতা [স] *বি* বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা। 'আর্যদের জী বিজ্ঞানশাস্ত্রদর্শিতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিজ্ঞানসমুদ্র [স] *বিপ* বিজ্ঞানসমুদ্র। 'বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানসমুদ্র কল্যাণকেই তারা প্রগতি মনে করে।' মোতাহের, ১৯৫০।

বিজ্ঞানবল [স] *বি* বিজ্ঞানের শক্তি। 'ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানবলকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।' কৃষ্ণজ্যোতিষী, ১৮৮৫।

বিজ্ঞানবিৎ [স] ১ *বি* বৈজ্ঞানিক। 'দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দুই থাকুক।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ২ *বিপ* বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোন্‌ভেদে শিখা বসিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বিজ্ঞানবিদ [স] *বি* বিজ্ঞানবিদগণ। 'প্রত্যেক শিশুই কি বিজ্ঞানবিদ?' ফজল, ১৯১৩।

বিজ্ঞানবিদ্যেয়ী [স] *বিপ* বিজ্ঞান-বিদ্যেয়ী। 'যে বিজ্ঞানবিদ্যেয়ী ও ধর্মবিরুদ্ধ উৎপীড়ন আচরিত তার তিরিৎ এইখানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বিজ্ঞানবিদ্যা [স] *বি* বিজ্ঞানশাস্ত্র। 'কেবল এই যাত্রাই বলিতে হয় যে বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ।' নবুজ, ১৯১৭।

বিজ্ঞান বিপ্লব [স] *বি* বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিপ্লব। 'রাজবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব বা বিজ্ঞান বিপ্লবে এই অঙ্গ হয়তো থাকে।' কলমস, ১৮৭২।

বিজ্ঞানবিরুদ্ধ [স] *বিপ* বিজ্ঞানলব্ধ নয় এমন। 'বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া অসৌক্য বিষয়গুলিকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকেন।' কলমস, ১৯৩৩।

বিজ্ঞানবিশারদ [স] *বিপ* বিজ্ঞানে পারদর্শী। 'পূর্নবিজ্ঞানবিশারদ বিশৃঙ্খলিত ক্রমশে সাধবে মহোদয় ইহার সংগঠনকার সন্মানে গ্রহণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিজ্ঞানবিহীন [স] *বিপ* জ্ঞানহীন। 'বিজ্ঞানবিহীন পচচক্ষুও যাহা কৃপাবহ বিবেচিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৬১।

বিজ্ঞানবুদ্ধি [স] *বি* বিজ্ঞানমনস্ক জ্ঞান। 'মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সন্ধান

করতে জানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিজ্ঞানবেত্তা [স] *বি* বিজ্ঞান শিক্ষা করেছে যে। 'বিজ্ঞানবেত্তাদেরও পদনা করা সহজ হয়।' কৃষ্ণজ্যোতিষী, ১৮৮৫।

বিজ্ঞানব্রহ্ম [স] *বি* বিজ্ঞান-আরাধ্য। 'যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের, আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিজ্ঞানভিত্তিক [স] *বিপ* বিজ্ঞাননির্ভর। 'ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।' হাই, ১৯৫৪।

বিজ্ঞানমণ্ডলী [স] *বি* বৈজ্ঞানিকগণ। 'উন্নতির এইরূপ সম্ভাব্যক রাস্তামণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এত দিন বিশ্বাস ছিল।' কলমস, ১৯২৬।

বিজ্ঞানময় কোষ [স] *বি* গুণজ্ঞানেন্দ্রিয় সহ বুদ্ধি। 'বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিজ্ঞানমুখী [স] ১ *বিপ* বিজ্ঞানমনস্ক। 'বিজ্ঞানমুখী মনের দ্বার নয় নব জ্ঞানের আশার ...।' আজাদ, ১৯৫৫। ২ *বিপ* বৈজ্ঞানিক। 'দেশের শিক্ষা ও অর্থনীতি বিজ্ঞানমুখী দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন।' আজাদ, ১৯৬৩।

বিজ্ঞানমুখ [স] *বিপ* বিজ্ঞান সন্ধকে জ্ঞানহীন। 'মানুষের মধ্যে অনেকে আছে স্বভাবতই বিজ্ঞানমুখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিজ্ঞানময়ী [স] *বিপ* বিজ্ঞানী। 'বিজ্ঞানময়ী মনীষীগণ মস্তিষ্কপরিচালনে গ্রন্থপ সূক্ষ্মকার্যক্রম যন্ত্রের আবিষ্কারে সর্মথ হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিজ্ঞান-রাজ্য [স] *বি* বিজ্ঞানের ভুবন। 'তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে সন্ধান সন্ধান পাওয়ায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিজ্ঞানলব্ধ [স] *বিপ* বিজ্ঞান থেকে পাওয়া। 'বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের জীবনযাত্রার কাজে লাগাইবার চেষ্টার অপূর্ব সাফল্য।' নবুজ, ১৯১৭।

বিজ্ঞানশাস্ত্রা [স] *বি* অস্ত্রাদি নির্মাণের কারখানা; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তু-অস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণের কারখানা বিশেষ। 'নৃতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিজ্ঞান শাস্ত্র [স] *বি* বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা। 'বসন্তাচার বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্বাবোধিনী সভার সৃষ্টি হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

বিজ্ঞানশিক্ষা [স] *বি* বিজ্ঞান-বিষয়ক অধ্যয়ন। 'বিজ্ঞানশিক্ষাকে পাকে-একারে খর্ব করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিজ্ঞানসম্পদ [স] *বি* বৈজ্ঞানিক তথ্য। 'এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ সেই যা বিনা সন্কেতে তোমার হাতে নেবার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিজ্ঞানসম্ভব [স] ১ *বিপ* বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'এ কথা যদি সভ্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ *বিপ* মুক্তিপূর্ণ। 'দেশের অসম্ভাব্য অবসানের ইহা জিন্স আর কোনো বিজ্ঞানসম্মত উপায় নাই।' আজাদ, ১৯৪২।

বিজ্ঞানসাধনা [স] *বি* বিজ্ঞানের চর্চা। 'তার বিজ্ঞানসাধনা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অধিকতর তত্ত্বিষ্ঠ।' শিব, ১৯৫০।

বিজ্ঞানশাস্ত্র [স] *বি* বিজ্ঞান গবেষণাগার। 'বিজ্ঞানশাস্ত্রে, সাহিত্য-নেবার, বালিজো ...।' মুগাজিল, ১৯৩২।

বিজ্ঞানাতীত [স] *বিপ* মুক্তির। 'উৎপল বিজ্ঞানাতীত।' জীবন, ১৯৪৮।

বিজ্ঞানানুমোদিত [স] *বিপ* বিজ্ঞানসম্মত। 'তারই আন হচ্ছে

বিজ্ঞানানুমানিত সমাধিগান 'প্রমথ', ১৯১৪।

বিজ্ঞানানুশীলন [স] বি বিজ্ঞানের চর্চা। 'বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে একশে সে গৃহহন্য তাহার জ্ঞানাবিগত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিজ্ঞানানুশীলী [স] বি বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। 'বিজ্ঞানানুশীলী যুক্তিবাদ এবং সে যুক্তিবাদী একদেশপন্থিতার বিরুদ্ধে সমানভাবে একদেশদর্শী রোমণ্টিক বিরোধী।' শিব, ১৯৫০।

বিজ্ঞানানুসোহী [স] বি বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আছে এমন। 'ফরাসীশেখা শিষ্ট, পরিশ্রমী, শিল্প নিপুণ, বুদ্ধশীল, যশ আকাজকী, বিজ্ঞানানুসোহী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বিজ্ঞানী [স] বি বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ। বি বিজ্ঞানের চর্চা করে যে। 'সভা হইলিঙ্গে তাহার পর দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিলে, এরূপ মনে করা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বিজ্ঞানীমহল [স] বিজ্ঞানী+আ মহল। বি বিজ্ঞানীক সমাজ। 'এই গ্যাস বিজ্ঞানীমহলে নৃতন-জ্ঞান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ [স] বি বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ম্যুটন একদিন দেখতে পেলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিজ্ঞাপন [স] ১ বি নিবেদন। 'ব্রহ্মদি গুহুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে।' বৃন্দা, ১৮৩০। ২ বি ঘোষণা। 'রাজসাক্ষ্যকার করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ৩ বি বিজ্ঞপ্তি। 'বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্নের এক পাশে প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বি প্রচারণ। 'মহারাজ ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বলি করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

বিজ্ঞাপনডালা [স] বিজ্ঞাপন+হি ডালা। বি বিজ্ঞাপনদাতা। 'বিজ্ঞাপনডালায় যেন পল ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঁচল তঁকে বোঝাবে।' অন্নদা, ১৯২৯।

বিজ্ঞাপনদাতা [স] বি প্রচারের জন্যে বিজ্ঞাপন দেয় যে। 'প্রত্যয়ে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন সেতলুম, টিক্কুরট্টা এই অভিনারই সীমানার মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিজ্ঞাপন দেওয়া [স] বিজ্ঞাপন দেওয়া। 'নিজেকে খ্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

বিজ্ঞাপন প্রচার [স] বি বিজ্ঞপ্তি ছড়িয়ে দেওয়া। 'ধর্মিকর্তার বিজ্ঞাপন প্রচার করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিজ্ঞাপনপত্র [স] বি প্রচারপত্র। 'বিজ্ঞাপনপত্র।' দর্পণ, ১৮২২।

বিজ্ঞাপন হওয়া [স] বি জ্ঞাত করা। 'প্রত্যহারা বিজ্ঞাপন হইল, ক্রটি মার্জনা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বিজ্ঞাপনাঙ্ক [স] বি বিদ্যেদান। 'পরম তত্ত্বানীর্বাদ বিজ্ঞাপনকঃ আলো।' মের্স, ১৭৭৩।

বিজ্ঞাপনী [স] বি বিজ্ঞাপন; নোটিশ। 'অধ্যক্ষবর্ণের নিরুত বিজ্ঞাপনী নিতে হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপিত [স] বি ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়েছে এমন। 'মহারাজ জ্যোত্স্নের দরবারে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপিত পুরুষের লইলে।' মশাররক, ১৮৮৫।

বিজ্ঞাপিত করা [স] বি জানানো। 'তঁাহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

বিজ্ঞর [স] বি জ্ঞর থেকে মুক্ত। 'একবারে বিজ্ঞর হইলাম না।' বিদ্যা, ১৮৯১।

বিজ্ঞা [স] বি লোণে থাকে এমন। 'লোকটা একেবারে চামার। চিনে

জোঁক। চামটিরে মজা বিজ্ঞাড়া।' আলউদ্দিন, ১৯৫৮।

বিট [স] বিটপ। বি বিজ্ঞার। 'লতামালিকত লতার বিট গন্ধে মনোহর যার।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

বিট [স] বি মুদ্রিত খাতব মুদ্রাবিশেষ। 'বিটীয় নৃতন সিদ্ধা পাই পয়সা বাহা বিট বলিয়া খ্যাত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বিট [স] বি এক প্রকার কদম। 'বিট নামে পালঙ্ক কি মহাদ্রব্য তিনি।' গুণ, ১৮৫৮।

বিট [স] বি স্পন্দন। 'পালসের বিট তনসেন, ব্রাহ্মশ্রাসার নিনেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

বিটকাল [স] > বি বিট্রী। 'শয়ন কুজিতে বীরের ভোজন বিটকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিটকেল বিণ কুসিত। 'কলিকাতা বড় বিটকেল জায়গা।' প্যারী, ১৮৫৯।

বিটকেলে বিণ পাঞ্জি। 'বোটা বড়ো বিটকেলে লোক।' প্যারী, ১৮৫৮; 'হুদ লিলে জোর চটিতে, বিটকেলে চাই।' নজরুল, ১৯২৬।

বিটঙ্ক [স] বিণ সুন্দর। 'অলিহুলাহুবিত অবিনিবিলবিত বনি বনমাল বিটঙ্ক।' গোবিন্দ, ১৬০০।

বিটঙ্কবদনী [স] বি ট্রী সুন্দর মুখ যার। 'বিটঙ্কবদনী কান্দে করিয়া কল্পনা' কল্পরাম, ১৭৫০।

বিটপ [স] > বি সতী। 'তার সব বিটপ আঘিরা।' বকু, ১৪৫০। ২ বি মুক্কের শাখা। 'প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক ধক করিয়া কুলিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিটপাচরণ [স] বি লাম্পটা। 'দেবতাদের ... সভার মধ্যে বিটপাচরণ অভ্যস্ত অনুচিত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বিটপী [স] বি গাছ। 'সিন অবসানে যথা বিটপীর ছায়ে।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বিটপিলতা [স] বি গাছ ও লতাপাতা। 'আছ বিটপীলতায়, জলসের গায়, শশিতারকায় ...।' রজনীকান্ত, ১৯০২।

বিটলামি [স] বিটপ। বি কপটতা; চাতুরী। 'বিটলামি করিয়া জলধর করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন।' হরহাস্যদাস, ১৮৮১।

বিটলিট [স] বি বিটপিলতা বিণ অচিকিত। 'উই লো ডোবী সঅল বিটলিট।' চর্চা ১৮, ১২০০।

বিটলে [স] বিটপ। বি ধূত। 'মর বিটলে কি করিতেছ।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

বিটা [স] বি নক্ষত্রমণ্ডলের বিটীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। 'সীপা নামক নক্ষত্রমণ্ডলের বিটা ও গ্যামা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

বিট [স] বি বিটাম। ১ বি বড়। 'কচকচি শালালে মাঝে বিট তাহা কি বলিব।' কেরি, ১৮০২। ২ বি মাছুহানী। 'ভাতিয়া বিট মাও২ চৌকিশ পোশারনার জননী হইয়া।' তবানী, ১৮২৮।

বিটোল [স] বি বোয়ড়া; দুষ্ট। 'বাবার টোলেতে পিয়া বিটোল শুইল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিটানি [স] বি পাঠান পোতা বিশেষ। 'সুয়ানি লোহানী স্পানী কিতানী বিটানি হনি পাঠান বলিল নানা জাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিড্ড [স] বি তেজস্ব উদ্ভিদ বিশেষ। 'বিড্ড বদলে লবণ পাব তঠের বদলে টঙ্ক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিড্ড [স] বি কদমবিশেষ। 'পানবল বিড্ড কেতর গুণাজল।' রবীন্দ্র

রূপরাম, ১৭৫০।

বিড়বিড় [কন্যা] ১ বি স্বপ্নতোড়ি। 'বানী ইষ্টাইল ইকরের রাজত্বে সর্বনা
বিড় বিড় করিত।' ভাটিয়া, ১৮০৩। ২ বি অশ্পষ্ট ও অনুভবের।
'বিড়বিড় বহুনি চলিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিড়বিড়ান [কন্যা] ক্রি অশ্পষ্ট ও অনুভব করে কথা বলা। বিদ্যা,
১৮৯১।

বিড়বিড়ানি বি অশ্পষ্ট ও অনুভব করে কথা বলা। 'মস্ত সারংঘের
গলা গেয়ে বন্ধ হর কদয়ের বিড়বিড়ানি।' কায়সার, ১৯৬২।

বিড়বিড়িআ [কন্যা] ক্রি বিড়বিড় করে। বিদ্যা, ১৮৯১।

বিড়বিড়ি [সি বাটি+স বন্ধন] বি জড়িয়ে বাঁধা; বিড় করে বাঁধা। 'দোখও
সরস ওয়া বিড়বিড়ি পান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিড়বেড়া [সি বাটি+স বিড়] বি বিড় করা। 'দোখটি সরস ওয়া বিড়বেড়া
পান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিড়খন [সি ১ বি বন্ধনা]। 'দুই একায়েতে মোরে করে বিড়খন।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। ২ বি শীঘ্র। 'তার অপমানে চকী কৈল বিড়খন।' মুকুন্দ,
১৬০০। ৩ বি ভোগ্য। 'তোষার সাক্ষাতে মোর এত
বিড়খন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিড়খনা [সি ১ বি হলনা]। 'তুমি মোরে বিড়খনা করহ সর্বথা।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বি পরিহাস। 'হা বিধাতার কি বিড়খনা তোমারদিশের
কিছু দিলেন না।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি দুর্যোগ। 'পূর্ণ পূবতি
হইলে তাহার দ্বিগুণমন হয় তাহাতেও বিড়খনা।' দর্পণ, ১৮২৭। ৪
বি কামেলা। 'আমি সেরকম স্নানের বিড়খনা করি নে।' রবীন্দ্র,
১৮৮১। ৫ বি মিথ্যা। 'সমস্তই শূন্য বিড়খনা বলিয়া ঠেকিতে
লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিড়খা [সি বিড়খন+সি ক্রি পরিহাস করা]। **বিড়খিল** ১ ক্রি বিড়খিত
করা। 'বায়ে বিড়খিল বিধি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি পরিহাস
করা। 'পুত্র হেন মহানিধি বিধি বিড়খিল।' বহরাম, ১৬৫০।
বিড়খে ক্রি কান্না দেয়। 'ভগবতী আমার বিড়খে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিড়খিত [সি ১ বি বিড়খন+সি ক্রি পরিহাস করা]। 'দেবীপাশ, এই হত্যাত্যাকে
অকল্প পরিহাসে বিড়খিত করিবেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি
প্রবৃত্ত। 'বারংবার বিড়খিত হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিড়খন [সি বিড়খন+সি ক্রি বিড়খনা]। 'করুণা থাকি বিড়খনে সেই দতের
কুমার।' মাল্যধর, ১৫০০।

বিড়া [সি বাটিকা] ১ বি পানের মতো। 'বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ
বন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি চটটি বা কুড়ি গুণা পানের গোছ।
'বকশিস করিব তাহে দশ বিড়া পান।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি
আটি। 'বেশ কৃষক আছড়ে ধান্য বিড়া।' গজিব, ১৭৬৫। ৪ বি
মাথায় ঘোষা বা ডার বহনের জন্য কাপড়ে নির্মিত বৃত্তাকার গদি।
'মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তরুতে মাঝা একটি বড়
ঘটা।' ভায়া, ১৯৪২। ৫ বি বসার গোল আসনবিশেষ। 'দহলিজে
একটি বিড়ার উপর চক্রে টোলা বসিয়াছিল।' শরৎক, ১৯৫৮।

বিড়াই বি নদীর নাম বিশেষ। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই খরপ্রোত
বামনার খানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিড়াল [সি বি গৃহশালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ]। 'হয় হিন্দুস্তানে হকী
ঘোরাসানে/বিড়াল চীন দেশে।' অলাওল, ১৬০০।

বিড়ালচক্ষু [সি বি বিড়ালের মতো কটা চোখবিশিষ্ট]। 'বিড়ালচক্ষু
স্বর্বাঙ্গি রমাই ঠাকুর বস্তুকিত হইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বিড়াল চোক বি বিড়ালের চোখের মতো কটা চোখ। 'রাজা চুল ও
বিড়াল চোকের আসর।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বিড়ালছানা বি বিড়ালের বাচ্চা। 'বিড়ালছানার খেলা মিথ্যা ইদুর
মিছামিছি ধরা, কুকুর-ছানার খেলা দিলেক লেজের সঙ্গে লড়াই করার
...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'বিড়ালছানা মৃদু ধাবা দিয়ে কাড়ে রোদের
আদরে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

বিড়ালজাতীয় [সি বি বিড়ালপ্রণীয়]। 'সিংহ বিড়ালজাতীয় হিংস্র
খাদ্য।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বিড়ালতপস্বী [সি বি ভগু সানু; ভগু সোক]। 'এই দুইয়ের মধ্যে কে
বিড়ালতপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রাধান্য করিলেই ...।' রামমোহন,
১৮২৩।

বিড়াল-নয়ন [সি বি বিড়ালের চোখের মতো চোখ; কটা চোখ]।
'নাহেবের বিড়াল-নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল।' নজরুল, ১৯১৯।

বিড়াল-শাবক [সি বি বিড়ালের বাচ্চা]। 'আজ প্রাসাদের বিড়াল-
শাবকের বিবাহ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বিড়ালশাকী [সি বি বিড়ালের চোখের মতো চোখ]। 'বিড়ালশাকী
বিহুস্বী যথ গন্ধ ছুটে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বিড়ালী [সি বি ক্রী বিড়াল]। গুপ্ত, ১৭৮৫।

বিড়ালের ছাত্ত বি বিড়াল ছানা। গুপ্ত, ১৭৮৫।

বিড়ালের ভাগ্যে শিকা **হেঁড়া** - যা পাবার কোনো আশা নেই,
স্বপ্নমাংস তা পেয়ে যাওয়া। সুবল, ১৯০৬।

বিড়েল বি বিড়াল। 'মরা বিড়েল বা কুকুরের ওপর শকুন এসে
বসে।' হাসান, ১৯৬৭।

বিড়ি [সি বি তামাকের গুঁড়া গাছের পাতায় মুড়িয়ে তৈরি দেশীয়
সিগারেট]। 'বিড়িটা টেনে টেনে খুন হয়ে গিয়ে।' জীবন, ১৯৩১।

বিড়িওয়ালা [বিড়ি+হি ওয়ালা] বি বিড়ি বিক্রেতা। 'এদের মধ্যে পান
বিড়িওয়ালা থেকে আমদানি-রপ্তানিকারক।' অনঙ্গা, ১৯৪০।

বিড়িওয়ালা [বিড়ি+হি ওয়ালা] বি বিড়ি বিক্রেতা। 'বিড়িওয়ালা আর
অফিসের বারু হয়ে গেছে একাকার।' নজরুল, ১৯৩৭।

বিড়িখোর [বিড়ি+ফা খোর] বি বিড়িতে আসক্ত। 'পাকা বিড়িখোর
সে।' হুম্মির, ১৯৫৩।

বিড়িমান [বিড়ি+ফা দান] বি পানদান। 'সুন্দর বিড়িমান হইতে পান
লইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারী করিতে লাগিল।' সিরাঞ্জী,
১৯১৮।

বিড়িপাতা বি তামাকপাতা। 'বিড়িপাতা নয়, সুতা নয়, নিত্য
কাপড়।' অলাউদ্দিন, ১৯৩৩।

বিড়িয়া [সি বাটি] বি বিড়া। 'পানের বিড়িয়া লইয়া পাতকে দেয়।' দর্পণ,
১৮২৫।

বিড়ে [সি বাটি] ১ বি মাথায় ডার বহনের জন্য কাপড় দিয়ে নির্মিত
বৃত্তাকার গদিবিশেষ। 'কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায়।' বঙ্কিম,
১৮৭৫। ২ বি পিঠ। 'গন্ধের মাংসের বিড়ে মাড় ফুল
রক্তপাত।' শক্তি, ১৯৬১। ৩ বি পান, শাক ইত্যাদি জড়িয়ে বাঁধা
গোছা। 'বিড়ে পাকানো পুঁইশাকে ছাদ ভর্তি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

বিশ্ঠা [সি বিন] বি বিন। 'অগ চাহছে আম বিন্ঠা।' চর্য ৪৪,
১২০০।

বিলাপা [পা বিলাপ+সি বি জ্ঞান] বি জ্ঞান। 'দুই ডাই বট দুলন্ধ বিলাপা।' চর্য

২৯, ১২০০।

বিদ্যি, **বিশী** [স বিনা] অব্য বিনা। 'খণে খণে হাঙ্গে বিদ্যি কারণে।' বড়ু, ১৪৫০; 'বিশী বিকীএ হএ গোআলের ধনে।' বড়ু, ১৪৫০।

বিশিঞ [স ব্যজনী] বি ব্যজনী; তালপাতার পাখ। 'ভালের বিশিঞ রাখক বিচি কাহ।' বড়ু, ১৪৫০।

বিশু [স বিনা] অব্য বিনা। 'হস বিশু মাঙ্গে কুসুসু শব্দবণ পইসহিণি।' চর্য ২৩, ১২০০।

বিতং [স বিততা] বি বিতরিত বিবরণ। 'মাগের চিঠী সকলে তিনসত পক্রিসন চিঠী ইহার বিতং এক চিঠী।' কালগে, ১৭৮৪।

বিতংস [স] বি পণ্ডাধি ধরার ফাঁদ। 'বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে।' মাইকেল, ১৮৬২।

বিতত্তা [স] বি বিতর্ক। 'আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিতত্তা করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বিতত্তাকারী [স] বি বিতর্ককারী; সুভিদ্ধাপনকারী। 'আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর ... সাহেবেরা বিতত্তাকারী।' দর্পণ, ১৮৩২।

বিতত্তাবাদ [স] বি মিথ্যা বিবাদ। 'বিজ্ঞাতীয় শোক সমুৎকর্ষক যে সকল বিজ্ঞাবাদ সংঘটনের সম্ভাবনা।' দর্পণ, ১৮৪০।

বিতত্তিত [স] বি বি আশোচিত। 'এই ভক্তভর ও বহুলোকের অনুশীলিত প্রস্তু বিচারার্থ বিতত্তিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩২।

বিতত্ব [স] বি বি আদ্যাত্ম। 'বিবনা ধরা বিতত্ব বেশ, খসিগে মুহু বন্ধ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বিতত্বা [স] ১ বি মিথ্যা। 'ইবে এই সার মুক্তি করাব বিতত্বা মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি বিপদ। 'কি জানি ময়মন কোন যাহাধি বিতত্বা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বিতত্বন [স বি-তপন] বি বি সুন্দর; মনোহর। 'রতন কল্পন বিতত্বন পট্টল জলতাম্বা।' বড়ু, ১৪৫০।

বিতত্বনী [স] বি স্ত্রী রমণীয়। 'আতি বিতত্বনী রাধা পরিধান পাট।' বড়ু, ১৪৫০।

বিতত্বপ [স বি-তপন] বি বি সম্প্রতিগাণী। 'সে কুমার মহাজন দুই কুলে বিতত্বপ।' মাল্যধর, ১৫০০।

বিতত্ত [স] বি বি আভ্য উত্তেজিত। 'বিব্রণ এ-জাতিকে আরও বিতত্ত-বিব্রণ করে তুলতো।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বিতত্তর [স] ১ বি বটন। 'দান বিতত্তর জত ইতিহাস কখন।' কলীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি কিলানো। '... প্রকৃতি দ্রব্য গরিব লোকের দিগকে বিতত্তর করিতেছেন।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বি বর্ষণ। 'যথা প্রয়োজন সমভাবে বারি বিতত্তর হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

বিতত্তরার্থ [স] ক্রি বি বিতত্তর করার জন্যে। 'কলিকাতার রিফর্মার মুদ্রা যন্ত্রালয়ে বিনামূল্যে বিতত্তরার্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিতত্তরী [স] বি বি বিতত্তর করা হয় এমন। 'বার্ষিক পুরস্কার বিতত্তরী সভা।' আজাদ, ১৯৪৮।

বিতত্তা [স বিতত্তর] ক্রি বিতত্তর করা। 'সুধানিধি তুমি, সেব সুখাভ্য; বিতত্তর জীবদায়িনী সুখা বাঁচাও লক্ষ্যে।' মাইকেল, ১৮৬১। **বিতত্ত** [স বিতত্তর] ক্রি। 'বিতত্ত, বিতত্তর প্রথমে শ্রমশাখ্যদ্রব্যে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। **বিতত্তি** ক্রি বিতত্তর করে। 'রবি যথা নিজ রাষ্ট্র বিতত্তি

শরীরে।' মশাররফ, ১৮৬৯। **বিতত্তিরিহে** ক্রি বিতত্তর করছে। 'অনুপূর্ণ বিতত্তিরিহে বাজ্যের কলাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বিতত্তিত [স] ১ বি বি বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন। 'মগরে সৌরভজন বিতত্তিত অনুক্ষণ।' মাইকেল, ১৮৩১। ২ বি বি বিতত্তর করা হবে এমন। 'দুই হাজার কাশী বিনা মুশো বিতত্তিত হইবে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

বিতর্ক, **বিতর্ক** [স] বি তর্ক। 'কামুক কামিনী হেরে করিছে বিতর্ক।' ভবানী, ১৮২৫; 'কতিপয় ইউরোপীয় ব্যক্তি অনেক বিতর্ক করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বিতর্কমান [স] বি বি বিতর্কের অবসান রয়েছে এমন। 'বাংলাদেশের বিতর্কমান ইতিহাস তার সাক্ষ্য।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

বিতর্কমূলক, **বিতর্কমূলক** [স] বি বি বিতর্কিত। 'অত্যন্ত বিতর্কমূলক আইন গ্রহণ করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৫৭; 'বহুল প্রচারিত উন্নয়ন-দশক ও আ্যাপোডাই বিতর্কমূলক।' আজাদ, ১৯৬৯।

বিতর্কসভা [স] বি তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার সমিতি। 'নির্দিষ্ট কার্য ভাষিকা ছাড়া নাট্যাভিনয়, বিতর্কসভা, খেলাধুলার স্রাব ...।' বেগম, ১৯৪৯।

বিতর্কসভা [স] বি বি সমিতি। 'সদ্য ঝগড়টু বিতর্কসভা মনকে বলাহিল।' জীবন, ১৯৪৮।

বিতর্কিত [স] বি বি বিতর্ক অনুষ্ঠান। 'সাহিত্য-সভা, বিতর্কিতা ও আত্মস-অনুষ্ঠান হয়ে গেছে।' মোহাম্মদী, ১৯৪৫।

বিত্ত [স] বি বি দ্বিতীয় শাতক (হিন্দুপুরাণ)। 'অতল বিতল সস রসাতল।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বিতত্তা বি পাশাবের নদীবিশেষ। 'পশ্চিমে সিদ্ধ ও পূর্বে চন্দ্রভাগা ও বিতত্তার সমন্বয় হান।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বিতত্তি [স] বি বি আধা হাত পরিমাণ। 'এক বিতত্তি দুই বার শিড়া একখানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিতত্ত [স বিতত্তি] বি করতল। 'মানোএল, ১৭৪৩।

বিতাড়ন [স] বি উচ্ছেদ করা। 'এই মোহলমে বিতাড়নের কাজ এখনো বন্ধ হয় নাই।' আজাদ, ১৯৬৪।

বিতাড়িত [স] বি বি দূরীভূত। 'দৈহিক-যন্ত্র বিকলকারী ম্যালেরিয়ায় লেপ হইতে বিতাড়িত করন।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'যুদ্ধক্ষেত্রে লজ্জিত, ক্ষোভিত, বিতাড়িত হইয়া ইীনবল হইতে হইবে।' মশাররফ, ১৯০৮।

বিতাড়িতা [স] বি বি দূরীভূত দেওয়া হয়েছে এমন। 'বিতাড়িতা চাকরাণীকে হাত করিতে চেষ্টা করেন।' বোকেয়া, ১৯২১।

বিতান [স] ১ বি সমিতি। 'নির্ভর কর যত কুসুমিত বাল্লিবিভান।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ২ বি মতগ; চাঁদোয়া। 'সন্তানকের শ্যামল বিতান হাঙ্গে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বিভাল [স বিভালা] বি বিভাল; ভূত বিশেষ। 'হ্যালাহেড, ১৭৭০।

বিত [স বিভা] বি বিভা। 'যে দেহো বিতি করে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪০।

বিতিকিহি বি বি মোহো; বিশ্রী। 'একটা বিতিকিহি ব্যাশার হইয়া গেল।' নজরুল, ১৯০১।

বিতিকিহিরি বি বি মোহো; অশোভন। 'জীবনের বিতিকিহিরি নিম্নলতা।' জীবন, ১৯৪৮।

বিতিরেক [স ব্যতিরেক] ক্রি বি বি। 'তোমা বিতিরেক মোর আর

কোহো নাথি।' মালাধর, ১৫০০।

বিভূত [স] **বিণ** বিরক্ত। 'দিল্লীর নৃপতি এতদেন্দীয় ইংরাজ শাসনকর্তৃদিগের ব্যবহারে অতিশয় বিভূত হিঙ্গেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বিভূক্ষ [স] **বিণ** বীতশূহ। 'রাজার উপর বিভূক্ষ।' জর্জীয়, ১৮৬১।

বিভূক্ষা [স] ১ **বি** অবসাদ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ **বি** অকৃতি। 'সেমনেডের প্রতি বিভূক্ষা অন্বায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ **বি** বিরাগ; বিরতি। 'ভাষার অত্যন্ত বিভূক্ষা বোধ হইল।' শরৎ, ১৯২৬; 'কুয়র প্রকৃতিগত বিভূক্ষা যে একান্ত অকৃমিহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ **বি** অনিচ্ছা। 'ধৃশিয়ান অবস্থায় নিতান্ত বিভূক্ষার সঙ্গে যেতে বসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিভে **ক্রিবিণ** ছলে; ব্যয়ে। 'কোণ বিভে তোর মহানান।' বড়ু, ১৪৫০।

বিস্ত [স] ১ **বি** অর্থ; ধন। 'লার্ভে মূর্ণে বিস্ত দানকে নাটে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** সম্বয়। 'আমার যে সব দিতে হবে, আমার যত বিস্ত প্রভু, আমার তত বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৩ **বি** প্রবৃতি। 'জ্যোতিঃসম্পদ জরি দিক চিত্ত ধনহ্রোভনাশনান বিস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ **বি** সম্পদ। 'রুশি গভজন্মের পুণ্যো পায় মোর উদাসীন চিত্ত রূপে রূপে অরূপের বিস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৫ **বি** আনীর্বাণ। 'দুঃখই হোক তব বিস্ত মহান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিস্তাশ [স] ১ **বি** আশ্রয়নাশ। 'মৃত্যুর উপাধি সেও অমৃতরূপে রুশি জীবনের বিস্তাশ করে।' রবীন্দ্র, ১৪৪০। ২ **বি** অর্শনাশ। 'বিস্তাশ সর্বনাশ নয়।' মুক্ততারা, ১৯৬০।

বিস্ত-বসতি [স] **বি** ধনসম্পদ। 'নুটি গেল বিস্ত-বসতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিস্তবান [স] **বি** সম্পদশালী। 'দুঃখদের সাহায্যদান বিস্তবানদের গুরু অবশ্য ...।' আল্লাদ, ১৫৫৫।

বিস্তবাহীন [স] **বিণ** প্রাচুর্যহীন; (এখানে) জর্জীয়দের উপর আধিক্যবাহীন। 'শরৎবেলার বিস্তবাহীন মেঘ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বিস্তভোগী [স] **বিণ** ধনসম্পদ ভোগ করে এমন। 'জমিদারের বিস্তভোগী ... উকিল-মোক্তারেরা নন।' ব্রহ্মণ, ১৯১৯।

বিস্তরাশি [স] **বি** সম্পদ; ঐশ্বর্য। 'অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে নিত্যকালের বিস্তরাশি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বিস্ত্রোভাজী [স] **বিণ** সম্পদের জন্য লালামিত। 'বিস্ত্রোভাজী ও পৃষ্ঠাশোষকপ্রতি ব্রহ্মবাদী যাক্ষবক্ষের প্রতি আমি ... বীতশূহ।' শিব, ১৫৫৬।

বিস্ত্রাষ্টা [স] **বি** ব্যয়কুষ্ঠতা। 'শুজার পরিপাট্য বিস্ত্রাষ্টা ও চিত্তকাপট্য রহিত ...।' দর্পণ, ১৮২১।

বিস্ত্রাশিলী [স] **বিণ** স্রী সম্পদশালী। 'রূপবতী, বিস্ত্রাশিলী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিস্ত্রাশী [স] ১ **বিণ** ধনবান। 'তেজশালী, বিস্ত্রাশী ও প্রজ্ঞাশালী।' রতন, ১৯২৫; 'বিস্ত্রাশী মহাজনরাও ইকোর নল মুখে দিয়ে বাইজির গান চলতেন।' ধৃষ্টি, ১৯৩৫। ২ **বি** বিস্তবান ব্যক্তি। 'সমাজে বিস্ত্রাশীর জন্য মান মর্যাদা।' বেগম, ১৯৬০।

বিস্ত্রহীন [স] **বিণ** দরিদ্র। 'ক্ষতির প্রান্তে একদিন শেষে শয্যাপাতে মোর পাশে এসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'নিদ্রামধ্যস্থি সম্প্রদায়ের যারা বিস্ত্রহীন।' তারা, ১৯৪৩।

বিস্ত্রহীনতা [স] **বি** দারিদ্র্য। 'অন্য বাড়িগুলি বিস্ত্রহীনতার সৈন্যে নিষ্ঠুরভাবে পীড়িত।' তারা, ১৯৪৩।

বিস্ত্রহীনবশে [স] **বি** দরিদ্র বশে। 'বিস্ত্রহীনবশের সচ্ছতি এবং পৃষ্ঠাভিত্ত্যর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে থাকেন।' তারা, ১৯৪৩।

বিস্ত্রাশে [স] **বি** বিস্তের অংশ। 'এক ব্রাহ্মণ জাত্যাংশে ও বিস্ত্রাশে নুনতপ্রভু ...।' দর্পণ, ১৮২১।

বিস্ত্রাশত্যা [স] **বি** বিস্তের স্বল্পতা। 'বর্তমানকালে বিস্ত্রাশততার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিস্ত্রোৎপাদন [স] **বি** ধনসম্পদ বৃদ্ধি। 'রক্তচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিস্ত্রোৎপাদন এবং ধন-বন্দন পদ্ধতির উপর।' মুক্ততারা, ১৯৫৯।

বিস্ত্রা [স] **বৃত্তান্ত** **বি** বৃত্তান্ত। 'ভূত ভবিষ্যৎ জানহ বিস্ত্রা।' বাহরাম, ১৬৫০।

বিস্ত্রি [স] **বৃত্তি** ১ **বি** বিদ্যা। ওঁর্মা, ১৭৮৫। ২ **বি** কাজকর্ম। 'বারোইয়ারির বিস্ত্রি সাধারণ বিষয় নানা উদ্ভট কথা আছে।' হেত্যায়, ১৮৬১। ৩ **বি** বেতন। 'মাঝি মাল্লাগাশ মিছা বৈসে বিস্ত্রি খায়।' ফরজুল্লোহ, ১৮৭৬।

বিস্ত্রিবিধান [স] **বৃত্তি-বিধান** **বি** পেশা ও অন্যান্য বিষয়। 'সেই অপূরক ব্যক্তির দৌলাত ও আওলাদের ও বিস্ত্রিবিধান লইয়া থাকেন।' ওঁর্মা, ১৭৮৪।

বিস্ত্রি [স] **ভিত্তি** **বি** ভিত্তি; ভিত। 'শর বাড়ি ও বিস্ত্রি ভূম ব্রবুদ বেসাত মাল ...।' চিত্রিগদ্যে, ১৭৯৩।

বিস্ত্রি [স] **ভিত্তি** **বি** সম্পদ। **বিস্ত্রি** বেসাত [স] **বিস্ত্রি**+**আ** বেসাত **বি** ধনসম্পদ। 'হেলের বাপের বিস্ত্রি বেসাত আছে কি ভাই তেমন তেমন।' জর্জীয়, ১৯২৭।

বিস্ত্রি বেসাত [স] **বিস্ত্রি**+**আ** বেসাত **বি** ধনসম্পদ। 'বিস্ত্রি বেসাত ততই থাকুক।' জর্জীয়, ১৯৩৬।

বিস্ত্র [স] **বিণ** বিস্কৃত। 'এই বিস্কৃত জলরাশির ন্যায় সন্ধ্যা সংস্কৃত হুদয়ে ...।' জগদীশ, ১৮৯৪।

বিস্ত্রসেদ [স] **বিস্ত্র** **বি** বিরহ। 'তোমার বিস্ত্রসেদে দুঃখ না সবে অন্তরে।' মালাধর, ১৫০০।

বিস্ত্র [স] **বিস্ত্রা** **ক্রিবিণ** বিস্তর। 'বিস্ত্র দেখিগে।' বড়ু, ১৪৫০; 'বাপ মাএ গালি তোরে দিগের বিস্ত্র।' বড়ু, ১৪৫০।

বিস্ত্রা [স] **বিস্ত্রা** **ক্রি** ছড়ানো। **বিস্ত্রা** **ক্রি** ছড়ানো। 'দাবা বিস্ত্রাল বেলিক ফুল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **বিস্ত্রা** **ক্রি** ছড়ায়। 'তহি তহি অমিয় বিস্ত্রা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **বিস্ত্রা** **ক্রি** এলিয়ে দেয়। 'কবহ বাহুয়ে কচ কবহ বিস্ত্রা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **বিস্ত্র** **ক্রি** এলিয়ে দেয়। 'বিস্ত্র কৈল কেবা কুরিল কেশ।' আলোগল, ১৬৮০।

বিস্ত্রানো [স] **বিস্ত্রা** **ক্রি** বিস্তার করা। 'লতাতলি লতাইয়া বাহুতলি বিস্ত্রাইয়া ঢেকে কেলে বিস্ত্রীর্ণ কতাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিস্ত্রা **বিণ** ধর্মবাহিনী। 'মানোএল, ১৭৪৩।

বিস্ত্র **বি** গুটি। 'বিস্ত্র মোড়াইয়া গো মাগিরে বামহাথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিস্ত্র **বি** বাঙালি হিন্দু বর্ণনাম-বিশেষ। 'সীতানাথ বিদ' **সেবধি**, ১৮৪০।

বিস্ত্রুটে ১ **বিণ** বিন্দী। 'অতি বিস্ত্রুটে পেটের পীড়ায় ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ **বিণ** উদ্ভট; অজ্ঞেবাজে। 'প্রায় আনতেন রাজ্যের বিস্ত্রুটে খবর।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ **বিস্ত্রুটে**

বিসদাদ, **বিসদাশ** [স] **বিসদ** ১ **বিণ** দক্ষ। 'বিরহ আনলে মোর বিসদাশ

গাএ। বড়, ১৪৫০। ২ বি বোকা। 'তিন বিদগদ সসে তিন কন্য়ার সজাপ।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বি রসিক। 'বিদগদ সদাগর করে কিছু হলো।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি রসজ্ঞ। 'বিদগদ পবিত্র ভাজন বড় তুমি।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ৫ বি বিদগ্ধ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

বিদগ্ধ [স] ১ বি জ্ঞানবান। 'তুমি বিদগ্ধ কৃষ্ণায় জানে আমার কদর।' কুঙ্করাম, ১৫৮০। ২ বি রসিক। 'বিদগ্ধ সুদ সদগুণ সুশীল স্নিগ্ধ ককণ।' কুঙ্করাম, ১৫৮০। ৩ বি কুশলী। 'বুর্জু কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আশন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

বিদগ্ধগোষ্ঠী [স] বি সংকুচিতান সমাজ। 'উত্তরবঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি।' প্রমথ, ১৯১৪।

বিদগ্ধচিত্ত [স] বি শিল্প ও সাহিত্যের রসগ্রাহী। 'তুমি বিদগ্ধচিত্ত নিশা পুরুষ।' মুন্সীর, ১৯৬৬।

বিদগ্ধজনন [স] বি সংকুচিতান ব্যক্তি। 'সেকালে অন্তত বিদগ্ধজননের মধ্যে এ দুটিভক্তি সাধারণ স্বীকৃতি পায়নি।' শিব, ১৯৫০।

বিদগ্ধরাজ [স] বি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান। 'এ অপরূপশী কো নিরমালয় কো বিধি বিদগ্ধরাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিদগ্ধরূপে [স] ক্রিবি নিশাভাবে। 'মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই সেবা দিত।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

বিদগ্ধা [স] ১ বি বৈষ্ণবশাস্ত্রে নায়িকার প্রকারবিবেষণ। 'বিদগ্ধা হিমত হয় বাক্য আর কালে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ক্রী রসিক। 'এক বিদগ্ধা মহিলা ... বসেছিলেন, চুখনের আনন্দ ফরাশী দেশ থেকে সোপা পেল।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

বিদ্যুটে ১ বি জটিল। 'বিদ্যুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন দেশী।' সুকুমার, ১৯১৮। ২ বি অমৃত। 'বিদ্যুটে জানোয়ার কিম্বদন্তি স্ফীত।' সুকুমার, ১৯১৮। ৩ বি বিদ্যুটে

বিদগ্ধ [স] বিবাদ। 'নিবেদন করে গতা নাকি ক্রিয়বিদগ্ধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিদগ [স] বি+গদ। 'বিদগ বেদম; খাস ঘন হয়েছে এমন।' 'বিদগ হইল বড় টুটা আলা বল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিদরা [স] বিদার>। ক্রি বিদ্যার হওয়া। 'অভিমান পাঠ্য পাকা দাড়িম বিদরা।' বড়, ১৪৫০; 'ব্রজজন-জনয় বিদরে।' কুঙ্করাম, ১৫৮০। বিদরয়ে ক্রি বিদ্যার হয়। 'কহিতে তাহান দুখ বিদরএ বুক।' বাহরাম, ১৬৫০। বিদরিয়া ক্রি বিদ্যার করে। 'প্রাণ বিদরিয়া জাএ।' বাহরাম, ১৬৫০। বিদরিয়া ক্রি বিদ্যার হয়ে। 'বুক বিদরিয়া মরি।' চিত্রা, ১৬০০। বিদরিতে ক্রি বিদ্যার হতে। 'সেখিও তোমার রূপ বিদরিতে চাহে বুক।' বড়, ১৪৫০। বিদরে ক্রি বিদ্যার হয়। 'ব্রজজন-জনয় বিদরে।' কুঙ্করাম, ১৫৮০; 'হাসান হোসেন সেখি বিদরে পরাণ।' গরী, ১৭৬৫; 'দাড়িম বিদরে যেন খোশা না ধরিয়া।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

বিদরি, বিদরী [সি] ক্রি বনশা খোদাই-করা; কারুকর্মের। 'পিতলবাচ্চা বিদরী পাথরী ইত্যাদি মুহুর্তে যোগাইতে থাকিলেক।' ভবানী, ১৮২৮; 'একটি বিদরি ফরসিতে ভাষ্যক বাড়িছেন।' প্রমথ, ১৯০৮।

বিদলন [স] বি দলন। বিদলনকারী [স] বি দলন করে যে। 'গিরিশূ-বিদলনকারী চরণতলে ভুলত-ভালত ও বিনতমস্তক।' সিরাজী, ১৯১৮।

বিদলিত [স] বি নিলম্বিত। 'অল্পরে বিদলিত মহন্তের কব্জরক।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'সংগীতরসভায় পশবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ বাড়িতে গিয়া উঠিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'বিদলিত ডেকের ডাকের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বিদশা [স] বি বিপর্যয়। 'ভেকারনে লাগিল বিদশা।' আলোওল, ১৭৫০।

বিদসা [স] বিদশা বি দুর্দশা; দুঃখ। 'পুনর্বীর বিদসার সময় তাহারি বৈলক্ষণ্য হইল।' রায়রায়, ১৮০১।

বিদান [স] বি+দান। বি দানহীনতা। 'বিদানে পার করিয়াছে কুদ দানি।' মাল্যধর, ১৫০০।

বিদায় [আ বিদাআ] ১ বি প্রস্থান। 'বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস সঙ্গে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বি বিতাড়ন। 'সবা বিদায় করি প্রভু চলিতে কৈল মন।' কুঙ্করাম, ১৫৮০; 'সেজ কাটিয়া বিদায় দেওত সকল।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি স্থানান্তরে যাওয়ার অনুমতি। 'আমারে বিদায় দিও।' 'মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বি প্রেরণ। 'এইরূপ ধাররাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য ... পাঠমালাতে বিদায় করিলেন।' মুকুন্দরাম, ১৮১০। ৫ বি ছুটি। 'সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কান্দী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৮। ৬ বি বিদায়কালে প্রদত্ত অর্থাদি। 'তাহার প্রধান বিদায় এক শত টাকা ও এক রূপার ঘড়া।' দর্পণ, ১৮১৮। ৭ বি সম্মানী। 'বিদায়ও এত পাইতেন না।' দর্পণ, ১৮২১।

বিদা [আ বিদাআ] ক্রি বিদায় করা। 'কেমসে, বাছনি, বিদাইব তোরে আমি।' মাইকেল, ১৮৬১।

বিদাই [আ বিদাআ] ১ বি বিদায়; প্রস্থান। 'বিদাই হই গিয়ে চল বাশার নিকটে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি আরোয়া পাতে সঙ্কট হইতে স্ফুটিত অর্থ দান। 'কহিবা তুমি বাটার সকলকে ভাল করহ বিদাই পদত দিব।' ওসী, ১৭৮২।

বিদাএ [আ বিদাআ] বি বিদায়। 'পাঠ মিড বিদাএ করিল সর্বজন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বিদায় আহ্বান [বিদায়+স আহ্বান] বি বিদায়ের আমন্ত্রণ। 'ফুলে ফুলে মেঘন্তের বিদায়-আহ্বান।' নজরুল, ১৯২৬।

বিদায় করা ক্রি তাড়িয়ে দেওয়া। 'যে হস্তে গদা কেবল সেই হস্তে ট্রাঙ্ককে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিদায়কান্দন বি বিচ্ছেদের বেদনায় সূঁ কাঁদা। 'আমি আমন খানের বিদায়কান্দন শুনি মাঠে রেতে।' নজরুল, ১৯২৫।

বিদায়কাল বি বিদায়ের সময়। 'বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার শিতা যে অধিক মনঃকণ্ট পাইয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিদায়কালীন ক্রিবি চলে যাওয়ার সময়। 'বিদায় কালীন বৈকশিয়াতীকে মানিকজোড় আপন বাটী যাইবার জন্য এমন ধরিলেক।' ভারতী, ১৮০৩।

বিদায়-চুখন বি বিদায়ের মুহুর্তে দেওয়া চুখন। 'গৃহঘরে সড়র সড়ন আমাদের সর্বশেষ বিদায় চুখন।' রবীন্দ্র, ১৯৪৬।

বিদায়দুর্ভি বি বিদায় মুহুর্তের তাকানো। 'শিতার চোবের দিকে বিদায়দুর্ভি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ...' শওকত, ১৯৫৮।

বিদায়-পদধ্বনি বি চলে যাওয়ার সময় হওয়া পায়ের আওয়াজ। 'বংশীবাদকের বিদায়-পদধ্বনি আজও অন্যত পাইনি।' নজরুল, ১৯২৬।

বিদায়-পাতা বি বরা পাত। 'তরু ভড়ুতো ধূসি শীত-শীর্ণ বিদায়-পাতায়।' নজরুল, ১৯২৪।

বিদায়বরণ বি বিদায়কে বরণ করা। 'বিদায়বরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বিদায়বানী বি বিদায়কালীন সম্ভাষণ। 'অঙ্গমোহন এই বিদায়বানী উচ্চারণ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিদায়বারতা বি বিদায়ের বার্তা। 'লইয়া গেলে না কারো বিদায়বারতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিদায়বার্তা বি বিদায়ের বর্ষ। 'আগমন ও বিদায়-বার্তা জানানো কিন্তু অন্য কোনো কারণে ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বিদায়বিধুর বি বিদায়ের কষ্টে আছন্ন; বিচ্ছেদ-কাতর। 'এমন শেষ বিদায়বিধুর রাত।' জীবন, ১৯৩২।

বিদায়-বিনয় বি বিদায়ের যুগুত্ব সেখানে বিনয়। 'রাজসভামায়ে বিদায়-বিনয়ে নমি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিদায়-বেদনা [বিদায়+স বেদনা] বি বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। 'সব-কটি বিদিয়ে দেব, স্বরে রেখে বিদায়-বেদনার ব্যবস্থা করব না।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

বিদায়বেলা [বিদায়+স বেলা] বি বিদায়ের সময়। 'অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাদী।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বিদায়-ভোজ্য বি বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত ভোজ্য। 'বিদায়-ভোজ্য খেতে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বিদায়ভোজন [বিদায়+স ভোজন] বি বিদায়কালে দেওয়া ভোজ্য। 'মত একটি বিদায়ভোজনের আয়োজন হল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিদায়রবি [আ বিদ্যা+স রবি] বি অস্তগামী সূর্য। 'বিদায়রবি-রক্তাশাকে, শিশির-সিক্ত তোর।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

বিদায়রাতি [বিদায়+স রাতি] বি বিদায়ের রাত। 'বিদায়রাতির একটি কঁটা চোখের জলের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বিদায়-শেকাশি [বিদায়+স শেকাশি] বি শেষবেলার শেকাশি ফুল। 'না ফুরাতে শরতের বিদায় শেকাশি।' নবরঙ্গ, ১৯২৬।

বিদায়শোক [বিদায়+স শোক] বি বিদায়জনিত শোক। 'অমরের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিদায়সন্ধ্যাষণ [বিদায়+স সন্ধ্যাষণ] বি বিদায়ের সময়ে জ্ঞানো অভিনন্দন। 'কোনোপ্রকার বিদায়সন্ধ্যাষণ না করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিদায়সাজ [বিদায়+সাজ] বি বিদায়ের সজ্জা। 'কে সাজাল মাকে আমার/বিসর্জনের বিদায়সাজে।' নবরঙ্গ, ১৯৩৫।

বিদায়সূচক [বিদায়+স সূচক] বি বিদায়ী। 'সাহেব বিদায়সূচক সন্ধ্যাণ করিলেন।' ইন্দ্রাদাস, ১৯২০।

বিদারি, বিদারী [আ বিদ্যা+স] ১ বিণ দক্ষিণা হিসেবে প্রদত্ত; বিদায়প্রদান প্রদত্ত। 'নিমন্ত্রণের বিদারি টাকা।' দর্পণ, ১৮৯৯। ২ বিণ বিদায়সূচক গানের সুর বাজ্ঞ এমন। 'বিদারীবাদির করুণ গুঞ্জরণ।' নবরঙ্গ, ১৯২৭। ৩ বিণ বিদায় নিজে এমন। 'তখন কালকে আকাশের পক্ষীমালাকে ধূসর বিদারী কমাল বলে মনে হয়।' শামসুর, ১৯৭০।

বিদারীবাদি বি সমাধিনির্দেশক বাদি। 'বিদারীবাদির করুণ গুঞ্জরণ।' নবরঙ্গ, ১৯২৭।

বিদায়ের ঘাট বি যুগ্মের ঘাট। 'বিদায়ের ঘাটে অছি বসে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিদায়োন্মুখ বিণ বিমুগ্ধপ্রায়। 'কথকতা যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিদয়ে বি বিদায়। 'কেউ পালাকি, কেউ গাড়ি করে বাড়ি বিদয়ে হলেন।' হুজুম, ১৮৯১।

বিদার [স বি বিদীর্ণ]। 'মোদনী বিদার দেউ পলিতা শূকর'। বড়, ১৪৫০।

বিদারণ [স] ১ বি বিদীর্ণকরণ। 'যে সময়ে রাজকন্যা আপন উদর বিদারণ করেন, সে সময়ে তাহার গর্ভ নমসস ...'। যুগ্মগুণ, ১৮১০। ২ বি বিকোষণ। 'অগুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত।' সুখীন্দ্র, ১৯৫৩।

বিদারণেরা [স বি বিভাগ-রেখা]। 'একটা দৈত্য সহস্র সহস্র হস্তে নখের বিদারণেরা রেখে খেন ওর শ্যামল ত্বক অনেকখানি করে আঁচড়ে ছিড়ে নিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিদারম [স বিদায়] বিণ বিস্তারিত। 'সুইনহাথ বিদারম রে।' চর্চা ৩৯, ১২০০।

বিদারী [স বিদায়] ১ ক্রি বিদীর্ণ করা। 'নরহরি রূপে তোমার হিরণ্য বিদারিলে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি অস্বাভ্য করা। 'কালো মেঘের নিষেধ বিদারি যেমন আসে সহসা বিদায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। বিদারহ ক্রি লীড়ন করছে। 'কাছুরী দ্বিভিঙ্গা মোর বিদারহ তনে।' বড়, ১৪৫০। বিদারি ক্রি বিদীর্ণ করে। 'লব বারী ভ্রমর বিদারি।' গিরিন্দ্র, ১৮৮৭। বিদারিদ্র বিণ বিদীর্ণ করা হয়েছে এমন। 'তক বিদারিদ্র যুক্ত কামিনী সোহি হরিল আতুলি।' কুসুম, ১৭২০। বিদারিয়া ক্রি বিদীর্ণ করে। 'নখে বিদারিয়া পর্বত মাগে ধরি।' মাল্যগণ, ১৫০০। বিদারিলে ক্রি বিদীর্ণ করলে। 'নরহরি রূপে তোকে হিরণ্য বিদারিলে।' বড়, ১৪৫০। বিদারিলে ক্রি বিদীর্ণ করেছে। 'নরসিংহ রূপে' হিরণ্য বিদারিলে। 'বড়, ১৪৫০। বিদারিয়া ক্রি বিদীর্ণ করে। 'বিদায়হর বৃক্ষ আছি বিদারিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯১৬। বিদারিল ক্রি বিদীর্ণ করিলে। 'খোর কটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে বিদারিল যে গিরীশখর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিদারিত [স] বিণ ক্ষতবিক্ষত। 'বিদারিত কৈল নখে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিদার্যমাণ [স] বিণ বিদীর্ণ হচ্ছে এমন। 'বিদার্যমাণ ক্ষুদ্র কোমল ভ্রমরের অসহ শোক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিদিত [স] ১ বিণ অবগত। 'কালজবন মারিল কুম্ভ সভায় বিদিত।' মাল্যগণ, ১৫০০। ২ বিণ পরিচিত। 'দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত।' কুসুম, ১৫৮০। 'ভুবলে বিদিত বর্ধমান উৎকৃষ্ট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ বিজ্ঞত। 'দন্তসুপ্তি বিদিত বিদ্যুশি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ বিরাজিত। 'অনুরূপে যেই ক্ষত যে রূপে বিদিত।' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ ক্রিবিণ সাক্ষ্যতে। 'অভিষেক রূপে গেল নৃপতি বিদিত।' অলাতল, ১৬৮০। ৬ বিণ সমুদ্রস্থ। 'ভায়েহর ক্ষেপণি মুড় বিদিত মোহর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৭ বিণ সংঘটিত। 'কালক্রমে এ সমস্ত বিদিত হবক ইহাই ভাবিয়া আমি কাদি।' রামরাম, ১৮০১।

বিদিতা [স] বিণ ক্রী বর্ণিত। 'লক্ষী সরস্বতী ভূমি সুরধনী সীতা পতিভাগ্যবানী ভূমি পুরাণে বিদিতা।' ময়িকরাম, ১৮৮১।

বিদিশ [স] বি বিদিক। 'না জাগো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।' বড়, ১৪৫০।

বিদিশা [স] বি ভারতবর্ষের প্রাচীন মালব দেশের একটি নদী। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' জীবন, ১৯৪২।

বিদিশি [স বিদেশ]। ১ বি বিদেশের অধিবাসী। ওর্গ, ১৭৮২। ২ বিণ বিদেশিক। ওর্গ, ১৭৮২।

বিদীর্ণ [স] ১ বিণ দ্বিভিঙ্গ। 'পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছড়ে আছড়ে।' বৃন্দা, ১৪৮০। ২ বিণ বিপ্লবিত। 'বিদীর্ণ না হয় কাতিপাশের মন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ বিভক্ত। 'দুই ধারে বিদীর্ণ পৃথিবী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিদীর্ণকারী [স] বিণ বিদীর্ণ করে এমন। 'ইহার অপেক্ষা দয়

বিশীর্ণ-হিয়া

বিশীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে? অক্ষয়, ১৮৪৮।

বিশীর্ণ-হিয়া [সি বিশীর্ণ+স হিয়া] বি ভুল্ হনয়। 'বিশীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি -' রবীন্দ্র, ১৮৪৫।

বিদু বি পাশার দান। 'বিদু' শেল্যা সলাগর পেলিল চৌয়ার' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিদুজন [পা বিদুজন] বি বিদুজন। 'বিদুজন শোভ তোরো কঠ প মেলয়।' চর্য্য ১৮, ১২০০।

বিদু গাধ [সি বিদু+গাধা] বি বিদু ও গাধ। 'বিদু গাধ প হি এ পইঠা।' চর্য্য ৪৪, ১২০০।

বিদুত [সি বিদুত] বি বিদুত। 'সভাদিত কৈল জেন বিদুতের মালা।' মালাধর, ১৫০০।

বিদুরের খুদ - ভক্তিসহকারে দান করা বস্ত্র সামান্য হলেও তার গুরুত্ব অসামান্য। সুবল, ১৯০৬।

বিদুধী [সি] বিদু শিক্ষিতা। 'স্ত্রীরা অতি বিদুধী ও বিজ্ঞা আছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বিদুধী [সি] বিদুধীকা বি ভাঁড়। 'প্রদ্যুল্লা নাকচ হেল গদে বিদুধী কৈল।' মালাধর, ১৫০০।

বিদুর [সি] বি দূর দেশ; অত্যন্ত দূরবর্তী স্থান। 'মাথে শব্দ সম বোণা শিসতে সিন্দুর এহা দেখি কেহে কাহ গেলান বিদুর।' বড়ু, ১৪৫০।

বিদুরিত [সি] বিদু দূরীভূত। 'প্রজাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইশ্বরচন্দ্রের নৈনাদশা বিদুরিত হইয়া, সম্ভ্রম ধনবানের ন্যায় আয় ...' বঙ্কিম, ১৮৭২।

বিদুষক [সি] বি ভাঁড়। 'সর্বভাবে নাচে মহা বিদুষক প্রায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।
বিদুষণ বি নিন্দা। 'আমাদের সার্থকতা জ্ঞাতকরে ব্যর্থ বিদুষণে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিনেকাটি বি আবাদি ক্ষেতে অভিরিক্ত ঘাস হলে যে হাতিয়ার দ্বারা উপড়ানো হয়; লোহার কাঁটাযুক্ত কাঠের কুণ্ডি উপকরণ। 'মোর মার বুকি ঘ্যান বিনেকাটি গুড়য়ে দিতি নাগালো। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

বিশেষ [সি] বি ভিন্ন দেশ। 'হাম দুঃখমতি বিশেষ গেল পতি নিকটে নাই বন্ধুজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিশেষ করা ক্রি প্রবাসে কাজ করা। 'কতবার বিশেষ করতে গেল মানুষটি।' কায়ালাস, ১৯৬২।

বিশেষগত [সি] বি বিশেষে গেছে এমন; প্রবাসী। 'বিশেষগত কত পুরুষের গুণ মেয়েরা থাকে একা।' মালিনী, ১৯৩৭।

বিশেষগামী [সি] বি বিশেষে পাচার হওয়া। 'বিশেষগামী টাকার ত্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে?' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিশেষবাসী [সি] ১ বি বিশেষে বাস করে এমন। 'বিশেষবাসী লোকদেরই পর্যাটোচনা।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি বিশেষ। 'বিশেষবাসী হাঁসের সারি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিশেষ-বিভূত বি ভিন্ন দেশ। 'এই বিশেষ-বিভূতের পরের বাড়িতে সে কিছুতেই স্বামীর বিজ্ঞানার যাইতে পারে নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

বিশেষভ্রমণ [সি] বি বিশেষ ছাড়া অন্য দেশে বেড়ানো। 'বিশেষভ্রমণে অনেক নূতন দৃশ্য দেখিতে পাই।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বিশেষযাত্রা [সি] বি বিশেষ গমন। 'পূর্কালীন হিন্দুদিগের বিশেষযাত্রা বিষয়ে যে সকল উদাহরণ প্রদান করা গেল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

১৮৪৯।

বিশেষযাত্রাবিশুখ [সি] বি বিশেষে গমন করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক মনোভাবগত। 'হিন্দুরা চিরকালই বিশেষযাত্রাবিশুখ।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বিশেষযাত্রী [সি] বি বিশেষে যায় এমন লোক। 'বিশেষযাত্রী ও পর্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বিশেষস্থ [সি] বি বিশেষে অবস্থান করছে এমন। 'রাজা বিশেষস্থ হইলে শত্রুপক্ষের রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে চেষ্টা পায়।' মুচ্যুজয়, ১৮১২।

বিশেষস্থিত [সি] বি বিশেষে অবস্থান করছে এমন। 'রাজা বিশেষস্থিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বিশেষাগত [সি] বিশেষ-আগত বি অন্য দেশ থেকে এসেছে এমন। 'তাহাদের মধ্যে বা বাহিরে যাহারা বিশেষাগত ছিলেন।' এনামুল, ১৯৫৫।

বিশেষ, বিশেষী [সি] বিশেষীয় ১ বি দেশান্তরিত। 'দেশ হোভে আকি সব বিশেষী হইল।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি ভিন্ন দেশবাসী। 'বিশেষী পুরুষ যদি অকস্মাৎ পায়।' কুঙ্করায়, ১৭২০। ৩ বি ভিন্ন দেশের ব্যক্তি। 'আপন দেশে বিশেষীরদিককে পাইলে খুন করিত।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি বহিরাগত ব্যক্তি। 'সে যে স্বী কাজ তাহা বিশেষীর পক্ষে বোঝা শক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিশেষিনী [সি] ১ বি স্বী অন্য দেশের অধিবাসী। 'তোমরা বিশেষিনী তরুণী।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বি ভিন্ন দেশের নারী; অন্য দেশে বাস করে যে। 'চিনি গো চিনি তোমারে ওণো বিশেষিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিশেষী [সি] বিশেষীয় বি বিশেষ। 'কমিশনের বিশেষীয় সভাপণ ইহার কার্য লক্ষ্য করিয়া ...' জগদীশ, ১৯১৮।

বিশেষীস্বামী [সি] বিশেষীয়-স্বামী বি বিশেষী শাসক। 'দিন এসে গেছে হাত রে -/ বিশেষীস্বামীর প্রাণভোমরাকে নখে নখে টিপে মারবার।' সুভাষ, ১৯৪০।

বিশেষীপ্রথা [সি] বিশেষীয়-প্রথা বি ইউরোপীয় বা ভিন্ন দেশ থেকে আসা রীতি। 'আমাদের পরিবারে বিশেষীপ্রথার চলন ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বিশেষী [সি] বি বিশেষ। 'তাম্রাশির মর্দআবী ওমরা এবং দেশ বিশেষীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। 'বিশেষ বিশেষীয় অন্য প্রধান মহাপুরোহিত উপস্থিত ছিলেন।' জ্ঞানোৎসব, ১৮৩৬।

বিশেষীয়কৃত [সি] বি বিশেষে বৈশিষ্ট্য। 'যতক্ষণ তাহার উৎকট বিশেষীয়কৃত আবিষ্কৃত থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিশেষীয়ানা [বিশেষী+না] আনা বি বিশেষী চালচলন। 'পারে সাধারণ চটি, কিছুমাত্র বিশেষীয়ানা নেই।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

বিশেষীশাসিত [বিশেষী+স শাসিত] বি বিশেষী ব্যক্তি শাসন করছে এমন। 'বিশেষীশাসিত মনে না করে মনে করতো এ দেশের শাসনকর্তা।' উমর, ১৯৬৮।

বিশেষ [সি] বিশেষ। বি বিশেষ; ভিন্ন দেশ। 'মাধব তঁাহার জনি জাহ বিশেষে।' ক্রিয়াপতি, ১৪৬০।

বিশেষ [সি] বি প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ; গ্রীকদের প্রাচীন নাম। 'বিশেষের এক নাম মিক্সা, ইহার বর্তমান নাম গ্রীক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বিসেহ' [স] ১ বিণ অবয়বহীন। 'উৎসে বিক্ষোভ তার পরিণত বিসেহ
কথায়ে' সূর্যস্র, ১৯৩৩। ২ বিণ অশরীরী। 'বিসেহ রবি ও ইন্দ্র
মোদের নিতা দেবেন জয়' নবরঙ্গ, ১৯৩৫।

বিসেহী [স] বিণ দেহহীন। 'বিসেহী আত্মকে শাশ্বতীন করে
রাখবে' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিদ্যুত [স] বিদ্যুৎ/বিদ্যুৎ/বিজলি। 'বিদ্যুতের য্যোতি জিনি গোপিনি
সুন্দর' মালাধর, ১৫০০।

বিদ্ধ [স] বি ছেদন। 'মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মৃত্যু
অর্থাৎ কুলঙ্গ দিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

বিদ্ধত [স] বিদ্যতা/বি বিদ্যত। 'শহর হুট করিয়া বিদ্ধত করিয়াছিল।'
দর্পণ, ১৮২২।

বিদ্ধিত [স] বিণ বিদ্ধ হয়েহে এমন। 'একটা চিত্র পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত।'
রামায়ণ, ১৮০১।

বিদ্বৎ [স] বিদ্যুৎ/বি বিজলি। হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

বিদ্বৎহট্টা [স] বিদ্যাহট্টা/বি বিদ্যাতের হট্টা। হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

বিদ্বৎ [স] বি বিদ্যান। 'কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যাপি বিদ্বৎসমাজে
...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিদ্বৎজন [স] বি বিদ্যান ব্যক্তি। 'মাঝে মাঝে বিদ্বৎজন সমাগম নামে
সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বিদ্বৎশ [স] বিণ শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ। 'ইউরোপদেশীয় বিদ্বৎশগণের
সান্দুল্য সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঙ্গর।' দর্পণ, ১৮২২।

বিদ্বৎসভা [স] বি বিদ্যান ব্যক্তির সভা। 'বিদ্বৎসভাতেও সে সমাদৃত
অতিথির ন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিদ্বৎসমাজ [স] বি বিদ্যান-সমাজ, শিক্ষিত সমাজ। 'কথাসরিৎসাগর
ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যাপি বিদ্বৎসমাজে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিদ্বৎশপা [স] বি বিদ্যান-সমাজ। 'বিদ্বৎশপা কেবল রাজকীয়ের প্রতি
অধিক প্রত্যাশা করিয়া থাকেন ...' প্রত্যকর, ১৮৫২।

বিদ্বৎমণ্ডলী [স] বিদ্বৎ-মণ্ডলী/বি বিদ্যান-সমাজ। 'প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর
নিজস্ব বিদ্বৎমণ্ডলী ও প্রচারমাধ্যম ছিল।' আনোয়ার, ১৯৭০।

বিদ্বৎমণ্ডলী [স] বি শিক্ষিত সমাজ। 'বিদ্বৎমণ্ডলী আমার কথা তনে
ডাইনে-বোয়ে মাথা নেড়েছেন।' প্রমথ, ১৯১৭।

বিদ্যান [স] ১ বি বিজ্ঞান। 'বোলেন বিদ্যান সব করিয়া বিচার।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বি বিদ্যা আছে যার। 'বিদ্যান উত্তম দাতা জিনিয়া
কল্পনাত। কুঞ্জরাম, ১৭২০। ৩ বিণ সুশিক্ষিত। 'তাহারা দুই ভ্রাতা
অত্যন্ত মনোযোগে ... বিবিধ বিদ্যাতে অল্পকালে বিদ্যান হইলেন।'
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বিণ বিশেষজ্ঞ। 'তাহার তুল্য সঙ্কত বিদ্যান
কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন না।' দর্পণ, ১৮৩৭।

বিদ্যানী [স] বিণ বিদ্যানসুলভ। 'তাদের মন বোঝার চেষ্টায় ...
কতকটা বিদ্যানী ছেলেরামুদ্রী রয়েছে।' আইনুভব, ১৯৩৬।

বিদ্বিষ্ট [স] বিণ বিবেকের পাত্র। 'ধর্ম সভায় নিশ্চিত এবং জ্ঞানি বিদ্বিষ্ট।'
জ্ঞানচেষ্টা, ১৮৩৯।

বিদ্বেষ [স] বি বৈরিতা। 'ইহাতে কেহ বিদ্বেষ প্রদর্শন না করাত ...'
বিদ্যা, ১৮৪৯।

বিদ্বেষকষায়িত [স] বিণ ইর্ষানুভূত। 'নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত
করনাত্যেক প্রকাশ পাইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

বিদ্বেষচারী [স] বিণ বিদ্বেষপরায়ণ। 'ইংরেজী শিক্ষার বিদ্বেষচারী

লোক' প্রচারক, ১৯০১।

বিদ্বেষভা [স] বি বিবেচনিতা; বৈরিতা। 'ঐ পাত্রের সৃষ্টি ইহা ...
হিন্দুধর্ম বিদ্বেষভা অপেষভঃ প্রকাশ হইতেছে।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

বিদ্বেষদৃষ্টি [স] বি হিংসাপূর্ণ মনোভাব। 'বনোয়ারির বিদ্বেষদৃষ্টি
ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিদ্বেষবচন [স] বি বিরোধপূর্ণ উক্তি। 'বিদ্বেষবচন কদ্যত সেরূপ
অনিষ্টকর নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বিদ্বেষ-বিষ [স] বি বিদ্বেষ বা হিংসারূপ বিষ। 'এতাদৃশ পরম
প্রাণনীয় সুখ-পীড়ুষ সঞ্চারিত হইবার অনবধিকাল পরেই বিদ্বেষ-বিষ
নিহসৃত হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'অস্তর হতে বিদ্বেষবিষ
নাশো' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিদ্বেষবুদ্ধি [স] বি শত্রুতার ভাব। 'উভয়েই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ
অধীন হইয়াছিল যে ...' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিদ্বেষভাব [স] বি বৈরী ভাব। 'রাধামুকুন্দের প্রতি তাহার তিলমাত্র
বিদ্বেষভাব ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিদ্বেষযুক্তি [স] বি বিদ্বেষ থেকে নিষ্কৃতি। 'তাই বিদ্বেষযুক্তি আমাদের
কাম্য হয়ে উঠেছে।' মোতাহের, ১৯৫০।

বিদ্বেষশর [স] বি বিদ্বেষরূপ শর। 'তারাপদকে চারু মনে মনে
বিদ্বেষশরে জ্বল্লর করিতে চেষ্টা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিদ্বেষানল [স] বি বিদ্বেষ-অনল/বি বিদ্বেষের আগুন। 'বিদ্বেষানল ...
ভ্রাস্তবৎক একেবারে দ্বিগুণ দ্বিগুণ ও ভস্মীভূত করিল।' অক্ষয়,
১৮৪৮।

বিদ্বেষাঙ্ক [স] বিদ্বেষ-অঙ্ক/বিণ ঘৃণাঙ্ক। 'হিন্দুদিগকে ক্রিষ্ট
ভয়াবহরূপে মোহলেম-বিদ্বেষাঙ্ক করিয়া তুলিতেছে।' আলদা,
১৯৩৯।

বিদ্বেষাপল্লা [স] বিদ্বেষ-আপল্লা/বিণ ক্রী ইর্ষাপল্লা। 'অমরের উপরে
একটু বিদ্বেষাপল্লাও হইয়াছিলেন।' স্বর্গম, ১৮৭৮।

বিদ্বেষাবদ্ধতা [স] বিদ্বেষ-আবদ্ধতা/বি বৈরী ভাব। 'নিষ্কর নেতিমূলক
বিদ্বেষাবদ্ধতা হইয়া কোন বস্তু সংকত ...' আলদা, ১৯৫৭।

বিদ্বেষী [স] ১ বিণ বিদ্বেষকারী। 'হেষী বিদ্বেষী না হইয়া অন্যন্য বর্ণ
... প্রতিপালন করেন।' রামায়ণ, ১৮০২। ২ বিণ ইর্ষাকারী।
'বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষবচন কদ্যত সেরূপ অনিষ্টকর নহে।'
অক্ষয়, ১৮৫৫। ৩ বিণ বৈরী। 'তাহারা অত্যন্ত নির্দয় ও
ভীষণজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিদ্বেষ [স] বিণ বিদ্বেষ মনোভাবসম্পন্ন। 'মঙ্গলবরে লোকে তাহার
এরূপ বিদ্বেষা ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বিদ্যামান [স] ১ বি বর্তমান। 'চড়ে মাইলে রাধা মোরে দেখ বিদ্যামানে।'
বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সমুদ্র। 'ঘূচ ঘূচ মহাপানী বিদ্যামান হৈতে।'
বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ উপস্থিত। 'জদি দেখি মাতা বিদ্যামান।'
মুকুন্দ, ১৮০০। ৪ ক্রিণ শিকটে। 'সামুদ্র বিদ্যামানে আইল
পাটানির চেটি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি উপস্থিতি। 'ভুক্তি বিদ্যামানে
এথ কেন হেলে' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ৬ বিণ বিরাজমান। 'তাহার
প্রমাণ, দেখ বিদ্যামান/ভূক্ত করে দারুভেদ ...' মন্দমোহন, ১৮০৪।

বিদ্যামানতা [স] বি উপস্থিতি। 'মর্ত্যলোকে ইহার বিদ্যামানতা
প্রত্যক' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিদ্যা [স] ১ বি জ্ঞান। 'বিদ্যা কর দমক অকিলেরে।' চর্য্য, ৯, ১২০০। ২
বি শাস্ত্র। 'পড়িল টোপারি বিদ্যা গুরু সন্তানানে।' মালাধর, ১৫০০;

‘নানা বিদ্যা জ্ঞানে তবে সাহেরে কুমারী।’ বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি তত্ত্বজ্ঞান। ‘ভাঁর বিদ্যা ভাঁরে দিয়া দিহ পতিচয়।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি কার্য। মাদোএল, ১৭৪৩। ৫ বি লেখাপড়া। ‘এ বিবি লোকের সহায়তাবে বিদ্যা শিখিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করেন।’ গৌর, ১৮২২।

বিদ্যা-অভ্যাস [স] বি বিদ্যাচর্চা। ‘বিক্রমাদিত্যেরা দুই ভাই নানাপ্রকার বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বিদ্যাকরি [স] বি জ্ঞানরূপ হাতি। ‘বিদ্যাকরি দমতুঁ অকিলেদে।’ চর্য্য ৯, ১২০০।

বিদ্যাকাক্কী [স] বি বিদ্যা লাভে উৎসুক। ‘বিদ্যাকাক্কী ব্যক্তিদিকে অধ্যাপনা দ্বারা ...।’ অক্ষয়, ১৮৪৪।

বিদ্যাগার [স] বি বিদ্যালয়। ‘বিদ্যাগার নির্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।’ দর্পণ, ১৮৩৭।

বিদ্যাগারহু [স] বি বিদ্যালয়ের। ‘এ পত্র উত্তমোত্তম বিদ্যাগারহু পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তির সম্পন্ন করিতেছেন।’ দর্পণ, ১৮৩৭।

বিদ্যাশ্রু [স] বি পাঠ্যপুস্তক। ‘ইউরোপীয় বিদ্যাশ্রুহের অনুবাদকারি সোসাইটি ...।’ দর্পণ, ১৮৩২।

বিদ্যাচর্চা, বিদ্যাচর্চা [স] বি বিদ্যা অনুশীলন। ‘তনিসাম হিন্দুসোলেজনারমক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চা।’ চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

বিদ্যাশ্রু [স] বি বিদ্যান। ‘যদি কোন শিল্প বিদ্যাশ্রু পণ্ডিত লোক নির্দয়তার প্রতিমূর্তি করিতে চাহেন।’ সত্যার্থব, ১৮৫৫।

বিদ্যাদান [স] ১ বি শিক্ষাদান। ‘ইউরোপে এহত ব্যক্তিরদিকে বিদ্যাদানের যে উদ্যম সৃষ্টি হইয়াছে।’ দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি শিক্ষকতা। ‘বলশে তুমি, এমন করলে বাটে এ সামান্য বিদ্যাদানের টাকা।’ শক্তি, ১৮৬৫।

বিদ্যা দান করা ক্রি লেখাপড়া দেখানো। ‘বালকদিগকে বিনা মূল্যে বিদ্যা দান করে।’ দর্পণ, ১৮২৩।

বিদ্যাদায়িনী [স] বি হিন্দুমতে বিদ্যাদেবী সরস্বতী। ‘জয় বাধী বিদ্যাদায়িনী।’ নজরুল, ১৯৩১।

বিদ্যাশিগুজ [স] বি অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। ‘ওদের বিদ্যাশিগুজ করিয়া দিব।’ জঙ্গীম, ১৯৬৪।

বিদ্যাদেবী [স] বি হিন্দুমতে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ‘বিদ্যাদেবী সরস্বতীর ষাভাবিক অধিষ্ঠান।’ বুলবুল, ১৯৩৬।

বিদ্যাসৈন্য [স] বি শিক্ষার দুরবস্থা। ‘বন্ধুত্বি ... তাহার বিদ্যাসৈন্য, তাহার রোগতাপ লইয়া ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিদ্যাধন [স] বি বিদ্যারূপ সম্পদ। ‘বিদ্যাধন পরম ধন।’ মদনমোহন, ১৮৪৯।

বিদ্যাধ্যয়ন [স] বি বিদ্যাশিক্ষা; লেখাপড়া। ‘ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন করে তাহার অভিজ্ঞতামতে পরীক্ষা দিল।’ দর্পণ, ১৮২৩।

বিদ্যাধ্যাপন [স] বি শিক্ষাদান। ‘সাহেবকে পুনর্বার বিদ্যাধ্যাপনের অনুসন্ধানকৃত কর্তে প্রেরণ করা উচিত নয়।’ দর্পণ, ১৮৩৮।

বিদ্যাধ্যাপনীয় [স] বি বিদ্যাশিক্ষার যোগ্য। ‘এ সাহেবের এতদেশে বহুকালব্যধি দৃষ্টকর্তব্য এবং বিশেষতঃ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহাভরতের ব্যাপারে ষাটান যায়।’ দর্পণ, ১৮৩৮।

বিদ্যানিধি [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ‘শুভ্রীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জার্মি।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিদ্যানিশু [স] বি পণ্ডিত। ‘ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে

বিদ্যানিশু হইয়াছেন।’ দর্পণ, ১৮৩৪।

বিদ্যানিশাস [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ‘সেবধি, ১৮৪০।

বিদ্যানুগ্রাহ [স] বি বিদ্যার প্রতি অনুগ্রহ। ‘তৎকলিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুগ্রাহ, নীতিপত্র ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিদ্যানুগ্রাহী [স] বি বিদ্যার প্রতি অগ্রহী। ‘বালকেরা কালেজে পড়েন কিবা বিদ্যানুগ্রাহী হইলেন।’ দর্পণ, ১৮৩০।

বিদ্যানুশীলন [স] বি বিদ্যাচর্চা। ‘তোমরা ২২ কার্যের অবকাশে বিদ্যানুশীলন করিয়া নীতিজ্ঞ হইলে ...।’ গৌর, ১৮২২।

বিদ্যাশ্রু [স] বি পণ্ডিত। ‘সমস্ত মূর্খ লোক বিদ্যাশ্রু হইলে।’ রামরায়, ১৮০১।

বিদ্যাগোষ্ঠান [স] বি সংস্কৃত বিষয়ে পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ‘সেবধি, ১৮৪০।

বিদ্যাশ্রু [স] বি জ্ঞানী। ‘কোন শিল্পবিদ্যাগুর ব্যক্তি পুনর্বার বিবাহ বাসনা নিত্যন্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিহীন।’ দর্পণ, ১৮২৫।

বিদ্যাশাঠ [স] বি বিদ্যাশিক্ষা। ‘তা সবার বিদ্যাশাঠ ডেক-কোলাহল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিদ্যাগারপাঠা [স] বি জ্ঞানের দক্ষতা। ‘এ শ্রোক শ্রীহৃত ভাঙন মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাগারপাঠার প্রথম ভূষণোপাধি।’ দর্পণ, ১৮৩৭।

বিদ্যাপীঠ [স] বি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ‘কলিকাতার “কানী” বিদ্যাপীঠকে যবন-বর্জিত করিয়া ...।’ মেহামণি, ১৯৩৬।

বিদ্যাশ্রচার [স] বি জ্ঞান প্রচার। ‘তাঁহার সেই বিদ্যাশ্রচারের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিদ্যাশ্রচারক [স] বি শিক্ষাপ্রসারকারী। ‘বিদ্যাশ্রচারক কমিটিকে দান করিয়াছিলেন।’ দর্পণ, ১৮২৫।

বিদ্যাশ্রু [স] বি পণ্ডিত। ‘লখন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় ... বিদ্যাশ্রু হইতেছে।’ দর্পণ, ১৮৩০।

বিদ্যাবশিক [স] বি বিদ্যা-ব্যবসায়ী। ‘ব্রাহ্মণ বিদ্যাশ্রেণে বিদ্যাবশিক।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিদ্যাব্যতী [স] বি পণ্ডিত। ‘তিনি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাব্যতী হইয়া অন্যকে নানা শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন।’ গৌর, ১৮২২।

বিদ্যাবত্তা [স] বি পাণ্ডিত্য; মনীষা। ‘শ্রীপুরুষের বিদ্যাবত্তা থাকিলে পরম্পর কথাবার্তা দ্বারা কি লগ্নাৎ সুখোদয় হয়, তাহা লিপি বাহ্য।’ গৌর, ১৮২২।

বিদ্যাবাগীশ [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ‘শ্রীহৃত বাহু কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ।’ দর্পণ, ১৮৩০; ‘বিদ্যাভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ হইবে।’ বঙ্কিম, ১৮৬৩।

বিদ্যাবাচস্পতি [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ‘সেবধি, ১৮৪০।

বিদ্যাবান [স] বি বিদ্যান। ‘বিদ্যাবিদ্যালয়ের উজ্জীর্ণ কত বিদ্যাবান ও জ্ঞানবান লোক কর্তব্যে জন্ম লাগায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন।’ কৃষ্ণদাস, ১৮৮৫।

বিদ্যাশ্রু [স] বি বিদ্যা আছে এমন; বিদ্যান। ‘বিদ্যাশ্রু এক

সাধেবেক ... অধ্যাক্ষততে নিমুক্ত করিয়া ... ' দর্পণ, ১৮২২।

বিদ্যাবিত্তরূপ [স] বি শিক্ষাদান। 'যাহারা বিদ্যাবিত্তরূপ নিমিত্তে কাজ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

বিদ্যাবিধারক [স] বি বিদ্যার সহায়ক। 'এতদেশীয় ক্রীণদের বিদ্যাবিধারক এক গ্রন্থ ... ছাপা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

বিদ্যাবিশোধ [স] বি সংকৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। *সেবহি*, ১৮৪০।

বিদ্যাবিজ্ঞাট [স] বি শিক্ষায় গোলাঘোণ। 'বিদ্যাবিজ্ঞাটের এডিকারবরন আইবিশদ্বাতি কী প্রার্থনা করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিদ্যাবিরোধিনী [স] বিপ্ত্রী বিদ্যালোতে অগ্রহী নয় এমন। 'আমি এক প্রকার বিদ্যাবিরোধিনী ছিলাম।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিদ্যাবিশারদ [স] ১ বিপ্ত্রী ভক্ত্যনুসং পণ্ডিত। 'বিদ্যাবিশারদ নবীণ সম্পদ অধের শিক্ষার নল।' *বুকুদ*, ১৮০০। ২ বিপ্ত্রী বিদ্যায় পারদর্শী। 'বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ভক্তার জ্ঞান ...।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

বিদ্যাবিশিষ্ট [স] বিপ্ত্রী জ্ঞান ও শিক্ষা আছে এমন; শিক্ষিত। 'বিদ্যাবিশিষ্ট শিষ্ট লোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবুদ্ধির বেরূপ উন্নতি হইয়াছে।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

বিদ্যাবিষয়ক [স] বিপ্ত্রী জ্ঞান সম্পর্কিত। 'নানা দেশীয় বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাদি।' দর্পণ, ১৮১৮।

বিদ্যাবুদ্ধি [স] ১ বিপ্ত্রী শাস্ত্রজ্ঞান। 'ক্রমেই বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক।' *প্রতাক*, ১৮৩১। ২ বিপ্ত্রী শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা। 'বাসলি দিগের জ্ঞানভণ্ড বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বিদ্যাবুদ্ধি [স] বিপ্ত্রী শিক্ষার প্রশার। 'পূর্বকালীন ভাষ্যবান লোকেরাও বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে উন্মুক্ত ছিলেন না।' দর্পণ, ১৮২৪।

বিদ্যাব্যবসায় [স] ১ বিপ্ত্রী বিদ্যাচর্চা; বিদ্যালয়। 'বাসলা গ্রন্থেই বিদ্যাব্যবসায় হইতেছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিপ্ত্রী অর্থের বিধিমায়ে বিদ্যালয়। 'যাহারা বিদ্যাব্যবসায়কে মুখ্য করিয়া বিদ্যালয়কে কৌশলব্রত বসিয়া গ্রহণ করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিদ্যাব্যবসায়ী [স] ১ বিপ্ত্রী বিদ্যান; পণ্ডিত। 'তৎদেশীয় বিদ্যাব্যবসায়ী লোকও এ গ্রন্থেই প্রদর্শিত।' *অক্ষর*, ১৮৪৭। ২ বিপ্ত্রী গ্রন্থকার। 'বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে যৎপরোনাস্তি নিম্নহ করিয়া উত্তরকালীন বিদ্যালোককে নিকট নিম্নশরীয় হইয়াছেন।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

বিদ্যাবলন [স] বি বিদ্যালয়। 'তোমরা যদি এই বিদ্যাবলনের জন্য গৌরব অনুভব কর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিদ্যাভিমান [স] বি জ্ঞানের অহংকার। 'অনেকে আশনার বিদ্যাভিমাণে প্রমত্ত।' *অক্ষর*, ১৮৪৮। 'বিদ্যাভিমান ইহার মুখ কাম।' *হালিসঙ্গর*, ১৮৭১।

বিদ্যাভিমাত্রী [স] বিপ্ত্রী বিদ্যা নিয়ে অহংকার করে এমন। 'একশকার বিদ্যাভিমাত্রী যুবক সম্প্রদায় ...।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

বিদ্যাভিলাষী [স] বিপ্ত্রী বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহী। 'বঙ্গীয় রমণীগণ বিদ্যাভিলাষী নন।' *ভ্রমোৎসব*, ১৮৭৪।

বিদ্যাভুৎপন [স] বি সংকৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। *সেবহি*, ১৮৪০। 'বিদ্যাভুৎপন বা বিদ্যাপণীশ হইবে।' *বক্তিত*, ১৮৬৫।

বিদ্যাভ্যাস [স] বি বিদ্যাচর্চা। 'অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত।' দর্পণ, ১৮১৯।

বিদ্যাভ্যাসকরণ [স] বি বিদ্যাচর্চা করা। 'এতদেশীয় বালিকারদিগের

বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ের বার্ষিক ... এক সভা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৮।

বিদ্যাভ্যাসনিষেধক [স] বিপ্ত্রী বিদ্যাচর্চা করতে বাধা দেয় এমন। 'বিদ্যাভ্যাসনিষেধক এমন কোন প্রমাণই তাহার দিতে পারিবেন না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বিদ্যাভ্যাসানন্তর [স] বি বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যায়। 'বিদ্যাভ্যাসানন্তরে শিক্ষাকার ব্যাবৃদিগের নিজ নিজ ...।' *ভগাবী*, ১৮২৫।

বিদ্যাভ্যাসার্ণে [স] বিপ্ত্রী বিদ্যাচর্চার জন্য। 'বিদ্যাভ্যাসার্ণে বিশেষিত সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

বিদ্যামন্দির [স] বি বিদ্যালয়। 'সংকৃত বিদ্যামন্দিরে ঐ কালেজের ছাত্রেরদিগকে বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

বিদ্যাহৃত [স] বিপ্ত্রী বিদ্যান। 'ক্রমাগত বিবিধবিত্তি বিশিষ্ট বিদ্যাহৃত শ্রীমত বার ...।' *ভগাবী*, ১৮২৫।

বিদ্যাহৃতন [স] বি বিদ্যালয়। 'সেবাসী কী কী বিদ্যাহৃতন-স্থাপনের সংকল্প করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

বিদ্যার জাহাজ [স] বিপ্ত্রী অতিশয় পণ্ডিত। 'বিদ্যার জাহাজ ভাই জ্ঞানে কত গাট।' *ভগাবী*, ১৮২৫।

বিদ্যারম্য [স] বি বিদ্যালয় অরণ্য। 'অতঃপরী ধনলোভ ও শূন্যপর্গ অভিমানে বিদ্যারম্য অধিকার করিয়াছে।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

বিদ্যারম্য [স] ১ বি সংকৃত পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। 'বিদ্যারম্য উপাধিধার হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি বিদ্যালয় রম্য। '... জ্ঞানাদিগের মত বিদ্যারম্য বিদ্যা হইয়া এই মহীমন্তে কেবল বৃথা কার্যে রত থাকিতেন না।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিদ্যারস [স] বি বিদ্যালয় রস। '... কোমলরূপ-বালিকাগণকে বিদ্যারসে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিদ্যার সাগর বিপ্ত্রী অতিশয় বিদ্যান। 'বিদ্যার সাগর তুমি বিদ্যাত ভাওতে।' *মহীকল*, ১৮৬৬।

বিদ্যার্সন [স] বি বিদ্যালয়। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্সন করিয়া পদবী লইয়াছে।' *মুক্তভাষা*, ১৯৫৯।

বিদ্যার্স [স] বি সংকৃত পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। *সেবহি*, ১৮৪০।

বিদ্যার্স [স] বি বিদ্যালয়। 'বিদ্যার্সিকায় অভিলষী।' 'ইংরেজী বিদ্যার্স সকলের প্রয়োজনই প্রসিদ্ধ জ্ঞানসদ ডিক্সনারি।' দর্পণ, ১৮২২।

বিদ্যার্স [স] বি শিক্ষার্থী। 'যখন কোন শিশুর বিদ্যার্স ... বড় মানুষ হাজে।' *ভারিগী*, ১৮০৩।

বিদ্যালঙ্কার [স] বি সংকৃত পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। 'হিতোপদেশ, মৃত্যুজ্ঞান বিদ্যালঙ্কার।' *মৃত্যুজ্ঞান*, ১৮৯২।

বিদ্যালয় [স] বি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; স্কুল। 'বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গড় শনিবার পত্নীক।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৮।

বিদ্যালয় [স] বি বিদ্যালয়ের। 'কলকাতার প্রধান বিদ্যালয় ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

বিদ্যালোভ [স] বি জ্ঞানার্থ। 'বিদ্যার ভক্তিতে আছে বিদ্যালোভ হবে পাছে।' *রামমঙ্গল*, ১৮০৩।

বিদ্যালি [স] বিদ্যালয়ী। বিপ্ত্রী বিদ্যালয়ের। 'কলিকাতার বিদ্যালি বালকেরা শ্রীমত ভেদিত হের সাহেবের উপকার জ্ঞানীকার সূচনাতে তাহার প্রতিমূর্তি প্রস্তুত ...।' *কৌমুদী*, ১৮৩১।

বিদ্যুৎ-চালিত [স] বিদ্যুতের সাহায্যে চলে এমন। 'ভবিষ্যতে
নরসুন্দরের কুটীরশিল্পী বিদ্যুৎ-চালিত কারখানা শিল্পে পরিণত হবে
না তো?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

বিদ্যুৎ-ছটা [স] বি বিদ্যুতের মতো আকমিক স্কুরণ। 'তমিলু সেই ক্ষণে সন্ধ্যার গগনে শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা [স] বি বিজলিসহ প্রবল ঝড়ুপা। 'বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা সংযুক্ত মেঘিলে তিনি ভীত চিত্ত হইলেন।' অক্ষর, ১৮৪৬।

বিদ্যুৎঝলা [স] বিদ্যুৎ+স ঝলক। বি বিদ্যুতের ঝলক বা আলো। 'বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি উড়িল কলমকুল অমর প্রদেশে শনশনে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বিদ্যুত্ভাঙিত [স] বিদ্যুৎভাঙিত। 'গোলক দুইটি বারংবার বিদ্যুত্ভাঙিত হইবে।' জগদীশ, ১৮৪৫।

বিদ্যুৎ-দীপ [স] বি বৈদ্যুতিক বাতি। 'বিদ্যুৎ-দীপ সে সন্ধ্যায় অবশ্য জ্বলল না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বিদ্যুৎদয়নী [স] বিদ্যুৎ দীপের দৃষ্টিসম্পন্ন। 'লোনের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎদয়নী হিম্মানি রমণী।' মুক্তভা ১৯৫২।

বিদ্যুৎপর্ণা [স] বিদ্যুৎপর্ণা ডানাবিশিষ্ট। 'আমি পরী অকরী/বিদ্যুৎপর্ণা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

বিদ্যুৎপাত [স] বি বজ্রপাত। 'বিদ্যুৎপাত ঝঞ্ঝাবাত সহীবার মত শক্তি আর সাহস আমার নেই।' মুক্তভা, ১৯৬০।

বিদ্যুৎপ্রবাহ [স] বি বিদ্যুতের মতো প্রাণপ্রবাহ। '... জাতির হৃদয়ে জ্ঞানস্রোত যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহাইয়া দিতে পারিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৫৯।

বিদ্যুৎ-কণা [স] বি বিদ্যুৎকণা কণা। 'দুঃখের বিদ্যুৎ-কণা ভীষণ ভুল্লম্ব এক।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বিদ্যুৎ-বরণ [স] বিদ্যুৎপর্ণার বর্ণবিশিষ্ট। 'প্রথম উদার করে বিদ্যুৎ-বরণ মন্দিরমিশ্রলুচা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিদ্যুৎ-বানী [স] বি বিদ্যুৎকণা বানী। 'বিদ্যুৎ-বানী বজ্রবাহিনী বৈশাখী।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বিদ্যুৎ-বিদ্যার [স] বি অত্যন্ত দ্রুত বেগে বিদ্যায়। 'রক্তে-মোর আজিকার বিদ্যুৎ-বিদ্যার।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিদ্যুৎ-বিশীর্ণ [স] বিদ্যুৎ বিজলি চমকানোর ফলে বিভ্রান্ত। 'সে-মৃত্যু যখনই নামে বিদ্যুৎ-বিশীর্ণ ঘন মেঘে বৃষ্টির ধারায়।' নীরেন্দ্র, ১৯৫১।

বিদ্যুৎ-বিজ্ঞাতি [স] বি বিদ্যুৎ সরবরাহে অব্যবস্থা। 'বিদ্যুৎ-বিজ্ঞাতিজনিত দুর্ভোগের ফলে জনসংগের জীবন অতিষ্ঠ।' আজাদ, ১৯৭১।

বিদ্যুৎময় [স] বিদ্যুৎ চমকলাপূর্ণ। 'ভরিরে তুলল আমাকে ... তার বিদ্যুৎময় কবিতা দেহ-বাজনার।' সুকান্ত, ১৯৪১।

বিদ্যুৎঘটা বি লতার মতো চিকন বিদ্যুৎঘেরা। 'বাসল-ঝড়ে জ্বলব দীপ বিদ্যুৎঘটার।' নজরুল, ১৯৩১: 'দেখা না দেখায় মেধা হে বিদ্যুৎঘটা, কাঁপাও ঝড়ের বুকে এই ব্যাকুলতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিদ্যুৎশিখা [স] বি বিদ্যুতের বিজলি। 'নারিককে কণে কণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে সেধিতে পাইতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিদ্যুৎসম্পাত [স] বি বিদ্যুতের ঝলকানি। 'ঘটিলো সহসা বিদ্যুৎসম্পাত।' আহসান, ১৯৫০।

বিদ্যুৎস্পন্দন [স] বি বিদ্যুতের ক্পন্দন। 'বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপর চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট [স] ১ বি তড়িতাহত। 'বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সটান দাঁড়িয়ে গিয়ে তীব্র তির্যক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন।' আগাউজিন,

১৯৬০। ২ বিদ্যুৎ চমকিত। 'মাথা হাঁটুর মধ্যে ভেজে যে দুঃখন বসেছিল তাদের দুজনেই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, এবার মুখ তোলো। শওকত, ১৯৭২।

বিদ্যুৎস্কুরণ [স] বি বিদ্যুৎ চমকানো। 'নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎস্কুরণ হইতে থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৫।

বিদ্যুৎপ্রবাহ [স] বি বিদ্যুৎপ্রবাহ। 'পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে।' জগদীশ, ১৮৪৫।

বিদ্যুৎ-হাসি [স] বি বিদ্যুৎকণা হাসি। 'আনো তোমার রক্ত-কৃপাশের বিদ্যুৎ-হাসি।' নজরুল, ১৯২৭।

বিদ্যুৎদগ্নি [স] বিদ্যুৎ-অগ্নি। বি বিদ্যুতের আগুন। 'তাহাদের উপগ্রবাসি বিদ্যুৎদগ্নির ন্যায়।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

বিদ্যুৎদুঙ্কল [স] বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল। বিদ্যুৎপর্ণার আলোয় উজ্জ্বল। 'পরিপাতি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুৎদুঙ্কল, ক্ষতিকর্মমিত, কার্ণেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাজল্লব শয়নশালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিদ্যুৎদগ্ধি [স] বি বুঝ দ্রুতবেগে। 'বিদ্যুৎদগ্ধিতে ব্যুহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।' শরৎ, ১৯১৭।

বিদ্যুৎবেগে [স] ক্রিবি অতি দ্রুত গতিতে। 'শহরের বুকের উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাওয়া।' শিবরাম, ১৯৪০।

বিদ্যুৎদস্ত [স] বি বিদ্যুৎকণা দস্ত। 'বাহুমণ্ডলের এক অংশে তনুত ঘটেলে-অতি যেমন বিদ্যুৎদস্ত পেখন করে মারমূর্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিদ্যুৎদাম [স] বি বিদ্যুতের বিলিক। 'যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎদাম।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

বিদ্যুৎদীপ [স] বি বৈদ্যুতিক আলোর বাতি। 'ককে ককে বিদ্যুৎদীপ জ্বলে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিদ্যুৎদীপ্ত [স] বিদ্যুৎপর্ণার মতো উজ্জ্বল। 'বিদ্যুৎদীপ মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বিদ্যুৎদাবাহিনী [স] বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক পথে আসে এমন। 'বরর আসে/দিগদিগন্ত থেকে বিদ্যুৎদাবাহিনী বরর।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিদ্যুৎদোষ [স] বি অত্যন্ত দ্রুত গতি। 'নৌকা ডুবিল না – কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুৎদোষে ছুটিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

বিদ্যুৎহতা [স] বি লতার মতো চিকন বিদ্যুৎঘেরা। 'গগনবিদারিণী বিদ্যুৎহতা মানব জাতির দাস্যকর্মে নিমুক্ত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বিদ্যুত [স] বিদ্যুৎ বিজলি। 'সোললন বিসুদ নাম বিদ্যুত দাপতি।' মালধর, ১৫০০।

বিদ্যো [স] বিদ্যা বি বিদ্যা। 'বিদ্যোটা নিয়ে লায়ম ঘোরাতে, বকুতা আর কাগজ গোরাতে শিখেছি হাজার ছুতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিদ্যা

বিদ্যোদিশাগ্র [স] বিদ্যোদিশাগ্র বিদ্যার মহাপণ্ডিত। 'হবি এবার বিদ্যোদিশাগ্র।' নজরুল, ১৯৩১।

বিদ্যো-সাধ্য [স] বিদ্যা-সাধ্য। বি জ্ঞান ও সার্থক। 'আছে তোমার বিদ্যো-সাধ্য জানা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বিদ্রুত [স] বিদ্যুৎ অতি দ্রুত। 'বিদ্রুত বিষম এবং বিচিত্র অবিরতি সুপন্থের।' অবন, ১৯২৫।

বিদ্রুম [স] বিদ্যুৎ জ্বলে জ্বলে এমন। 'মানিক বিদ্রুম মৃতিপলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিদ্রূপ [স বিদ্রূপ] ১ বি ঠাট্টা। 'অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি অর্জন। 'বিদ্রূপ গ্রাসিবিধিত কৃষ্ণাশ্টিভাবে আকার ইন্দিতে কহিয়া শেষে কহিলেন।' মঙ্গলরত্ন, ১৯০৮।

বিদ্রূপকারী [স বিদ্রূপকারী] বি বিদ্রূপ করে যে। 'গ্নেহের নিদর্শন এই বিদ্রূপকারীদের হাতে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিদ্রূপপরায়ণ [স বিদ্রূপপরায়ণ] বিণ পরিহাস করতে অভ্যস্ত। 'মনটার ভিতরে ... একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিদ্রূপপ্রিয় [স বিদ্রূপপ্রিয়] বিণ ঠাট্টা করতে পছন্দ করে এমন। 'নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় শরতান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিদ্রূপবান [স বিদ্রূপবান] ১ বি বিদ্রূপরূপ বান। 'বিদ্রূপকমত বজনের জ্ঞান ... বিদ্রূপবান বর্ষণ করিয়াছি।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি কটাক্ষের ভিত্তি। 'বিদ্রূপবান উদাত্ত করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিদ্রূপবানী [স বিদ্রূপবানী] বি বিদ্রূপাকার কথা। 'অজীভের বিদ্রূপবানী দিক মুহায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বিদ্রূপহাসি [স বিদ্রূপ-হাস্য] বি ডাঙ্কিলাপূর্ণ হাসি। 'জাণো বিদ্রূপহাসি ধাণো হে ময়ীচিকা।' নজরুল, ১৯৩০।

বিদ্রূপহাস্যকুটিল [স বিদ্রূপ-হাস্য-কুটিল] বিণ বিদ্রূপাত্মক হাসিতে কুটিল। 'সেই শোকের বিদ্রূপহাস্যকুটিল মুখ আমার মনে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিদ্রূপাত্মক [স বিদ্রূপাত্মক] বিণ উপহাসময়। 'বিদ্রূপাত্মক "হিয়ার" হিয়ার শব্দে বজার বর ভুবে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বিদ্রূপোক্তি [স বিদ্রূপ-উক্তি] বি পরিহাসপূর্ণ কথা। 'সাহস্রক্লেশের বিদ্রূপোক্তিতে কদমের মনটা কিছুতেই সায় দেয় না।' অরুণার, ১৯৬২।

বিদ্রেক অথ ব্যতীত। 'ইত্তহায়ের খরচা বিদ্রেক লইবেন না।' কালমে, ১৭৮৭।

বিদ্রোহ [স ১ বি আইন-শৃঙ্খলা না-মানা। বিশাল বিদ্রোহ সেনে করি হায় হায়/ কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায়।' গুপ্ত, ১৮৫৭; 'আপানদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিবে।' বঙ্কিম, ১৮৬৯; 'সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে ...' বঙ্কিম, ১৮৭২। ২ বি প্রতিবাদ। 'মনের ভিতরে একটা আশ্রিত এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি বিদ্রোহিত। 'হুম প্রমোদের মাদকতা, নয় নেরাশের বিশাণ, নয় বিদ্রোহের অটহায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্ষোভেরই রূপান্তর।' নজরুল, ১৯২৭। ৪ বি প্রচলিত ব্যবহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন। 'তাহার জেলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।' সঙ্গম, ১৮৯৮। ৫ বি তীব্র আলোড়ন। 'হুহ করে বইছে হাওয়া ... উত্তরের মাঠে নিম্নাঙ্গে বেয়েছে বিদ্রোহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিদ্রোহপরায়ণ [স] বিণ বিদ্রোহ করার মানসিকতাসম্পন্ন। 'বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিদ্রোহমন্ত্ৰ [স] বি বিদ্রোহের মন্ত্রণ। 'বিদ্রোহমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিদ্রোহমূলক [স] বিণ বিরোধিতাপূর্ণ। 'হাতুভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক এ অভিযোগের কোনোরূপ বৈধ কারণ নেই।' প্রমথ,

১৯১৪।

বিদ্রোহ-রাষ্ট্র-বাস বি বিদ্রোহের শাল রক্তে রঙিন বসন। 'সর্বনাশের ভাঙা দুলগো বিদ্রোহ-রাষ্ট্র-বাস।' নজরুল, ১৯২৪।

বিদ্রোহশক্তি [স] বি বিদ্রোহ করার ক্ষমতা। 'যার বিদ্রোহশক্তি যত প্রবল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিদ্রোহায়ী [স] বি বিদ্রোহের আতন। 'জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহায়ী প্রকৃতি হইয়াছে।' মধুসূদন, ১৮৭০।

বিদ্রোহচরণ [স] বি তীব্র বিরোধিতা করা। 'উনি আপনকার বিদ্রোহচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩।

বিদ্রোহচ্যার [স] বি বিদ্রোহী কার্যকলাপ। 'বিদ্রোহচ্যার ক্রমে কৃষীয় সময়ের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল।' সুধাবর্ণ, ১৮৫৫।

বিদ্রোহাত্মক [স] বিণ বিদ্রোহের ভাব আছে এমন। 'এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্ভীপনাসম্বারী বিদ্রোহাত্মক কবিতার ছড়াছড়ি।' মোতাহের, ১৯৫০।

বিদ্রোহানল [স] বি বিদ্রোহরূপ আতন। 'সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল নির্বাপন হইয়াছে।' পূর্ণিমা, ১৮৫৬।

বিদ্রোহাশঙ্কা [স] বি বিদ্রোহের আশঙ্কা। 'কোনরূপ বিদ্রোহাশঙ্কায় এই সবাব্দ অস্তঃপুরে প্রচারিত হইল না।' প্রভাত, ১৮৯৮।

বিদ্রোহী [স] বি ক্রী বিদ্রোহ করে যে। 'চুপ করে সে রইল ব্যাকহীন বিদ্রোহী বিষম কোষে।' রবীন্দ্র, ১৮৫৬।

বিদ্রোহিতা [স] ১ বি বিদ্রোহমূলক আচরণ। 'সম্বাদীণ বিদ্রোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সবোদ পত্রে নানা বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে।' সুধাবর্ণ, ১৮৫৫। ২ বি প্রচলিত নিয়ম অস্বীকার। 'এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বিদ্রোহিরাঙ্ক [স] বি বিদ্রোহীদের নেতা। 'বিদ্রোহিরাঙ্ক ইশানচন্দ্র রায়।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

বিদ্রোহী [স] ১ বিণ স্থিত ব্যবহারকে অস্বীকারকারী। 'বিদ্রোহী হইয়া সম্রায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩; 'বিদ্রোহী রপক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ অবাধ্য। 'শাওড়ি মুনদারী বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ বিরুদ্ধাচারী। 'সেও কিনা দুঃখিনী মায়ের বিদ্রোহী হয়?' নজরুল, ১৯২৭।

বিধবা [স] বি যে নারীর স্বামী মৃত। 'এমন সময় আইল বিধবা জন সাত।' মুনসুফ, ১৬০০।

বিধবাবাহক [স] বিণ বিধবাদের ত্রাণকর্তা। 'যাঁরা সবে হতে চান বিধবাতারক।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বিধবাবধ [স] বিণ বিধবার মতো। 'তাহার প্রায় জীবনের অনেকাংশে বিধবাবধ অভিধান করিতে হইত।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

বিধবাবন্ধু [স] বিণ বিধবাদের প্রতি দরদর। 'বিধবাবন্ধু দয়ার্ত্ত কনয় বিন্যাসপার।' সুলভ, ১৮৭৩।

বিধবাবিধবা [স] বি বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ। 'সেই সময় রায়মোহন রায় বিধবাবিধবাহে রুখাও ভাবিয়াছিলেন।' অক্ষম, ১৮৪২।

বিধবা বিণ [স] বি বিধবাবিধবা বি বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ। 'তলসুম বাবা না কিসে বিধবা বিয়ের দলে।' উল্লেখ, ১৮৫৭।

বিধবা ভোজন [স] বি বিধবা নারীদের অন্নাদি খাওয়ানো। 'এক হাজার ত্রাণার্থের বিধবা ভোজন করাইয়া ...' দর্পণ, ১৮২২।

বিধবার একাদশী – যে কাজ করলে খ্যাতি নেই, কিন্তু না করলে দুর্নাম আছে। সুবঙ্গ, ১৯৩৬।

বিধবা-লক্ষণ [স] বি বৈধব্যযোগ। ‘গপক কহিল মোরে সিরে দ্বিতীয় বরে বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

বিধবালক্ষ্য [স] বি বিধবাদের অলঙ্কার। ‘বিধবালক্ষ্যের ফুলের কথা ভাবি।’ জীবন, ১৯৩১।

বিধর্ম, বিধর্ম [স] বি ধর্মহীন আচরণ। ‘মোহাবশেষে জন্ম হইয়া করিল বিধর্ম।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিধর্মী, বিধর্মী [স] ১ বি ধর্ম অমান্যকারী। ‘তাহার ফল আজ হাতে হাতেই পাইলাম গুরে বিধর্মী এজিন।’ মশাররক, ১৮৮৫; ‘জগমোহন বিধর্মী।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি অন্য ধর্মাবলম্বী। ‘কতক বালালার বিধর্মী অসার পরশীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র।’ রব্বিম, ১৮৯২।

বিধর্মীদলন [স] বি ভিন্নধর্ম অবলম্বনকারীদের গাঁড়ন। ‘বিধর্মীদলনে তার পৌরুষ বিকশিত হল।’ অনিল, ১৯৬৪।

বিধর্মীয়তা [স] বি অন্য ধর্ম অবলম্বন। ‘মনিবের বিধর্মীয়তা।’ ওয়াশী, ১৯৬৪।

বিধর্মীশূন্য, বিধর্মীশূন্য [স] বি অন্য ধর্মাবলম্বী নেই এমন। ‘পৃথিবীর বিধর্মীশূন্য কোনও মুসলমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই।’ প্রচারক, ১৯০৪।

বিধর্ষিত [স] বি অপরিমিত মাত্রায় দিলিত। ‘বিধর্ষিত সন্ত্রাসের অশ্রুচ্ছদ ব্যাহত নিঃশ্বাস।’ সুকীন্দ্র, ১৯২৭।

বিধাতা [স] বি বিধাতা (সমোদন)। ‘হা বিধাতা! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিয়ামে কি পর্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল।’ রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিধাতা [স] ১ বি সৃষ্টিকর্তা। ‘কোণ বিধাতাও মোক গটিলেক।’ সুকীন্দ্র, ১৪০০। ২ বি নৃপতি। ‘সুতা দেশ খায় বেটা দেশের বিধাতা।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি প্রবর্তক। ‘বিধানগুলি রহিয়াছে বিধাতা সে বিধাতা নাই।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিধাতাকৃত [স] বি স্রষ্টা করেছে এমন। ‘বিধাতাকৃত আচর্যজন।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বিধাতাপুরুষ [স] ১ বি বিধাতারূপ পুরুষ। ‘আমি সমস্ত সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের বিধাতাপুরুষ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি সৃষ্টিকর্তা। ‘জগৎটা বিধাতাপুরুষের প্রকাশ নয়।’ রবীন্দ্র, ১৯১১।

বিধাত্ত [স] ১ বি বিধানকর্তা। ‘সমাজের কোনে শাসনকর্তা এবং বিধাত্তন অত্যাচারী।’ রব্বিম, ১৮৯২। ২ বি ঈশ্বর। ‘উত্তরায়ি চিরবিষম আমি বিশ্ববিধাত্তর।’ নজরুল, ১৯২২।

বিধাত্তবিহিত [স] ক্রিবিধ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে। ‘বিধাত্তবিহিত ব ব কর্তব্যসাধনে ক্রিয়াশীল।’ অক্ষর, ১৮৫৪।

বিধাত্তমাতা [স] বি সৃষ্টিকর্তা রূপী মা। ‘কর্মের পথে যাত্রা করিবার আত্মকাল বিধাত্তমাতা ... আত্মবী করিয়া প্রেরণ করেন।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিধাত্তা [স] বি বিধাত্ত। ‘কার্জগতিকালে করে বিধাত্তা আপনি।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিধাত্তী [স] বি ক্রী বিধাত্ত। ‘তাহারাই সমাজের হরী কর্তী ও বিধাত্তী।’ সোকেয়া, ১৯২১।

বিধান [স] ১ বি পদ্ধতি। ‘কর্তা কাটিল সিঁড়ি বিধিব বিধানে।’ বহু, ১৪৫০। ২ বি সংলগ্ন। ‘তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান স্বপ্ন।’

কুজদাস, ১৫৮০। ৩ বি প্রদান। ‘তুণ সকল হইতে মধু নির্যাস করিবার নৈপুণ্য আমাকে শ্রেষ্ঠ বিধান করিবেক।’ তারিণী, ১৮০৩। ৪ বি ব্যবস্থা। ‘সুন্নত দিলে হয় মুসলমান নারী শোকের কী হয় বিধান।’ গানন, ১৮৯০।

বিধানকর্তা, বিধানকর্তা [স] ১ বি সৃষ্টিকর্তা। ‘মুন্সের নিকট বিধানকর্তার হস্ত সম্বোধিত।’ মশাররক, ১৮৮৯। ২ বি বিধান দেয় যে। ‘কেন বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিধান-যাতক [স] বি নিয়ম লঙ্ঘন করে যে। ‘এসো ... বিধান-যাতক।’ রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বিধানতত্ত্ব [স] বি নীতিনিয়ম। ‘পূজার বিধানতত্ত্ব।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

বিধানদাতা [স] বি ব্যবস্থাদাতা। ‘ন্যায়রত্নের পূর্বপুরুষেরাই ছিলেন ... ধাম-সমাজের বিধানদাতা।’ তার্য, ১৯৪২।

বিধানরচিত [স] বি নিয়ম দ্বারা গঠিত। ‘নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিধানসভা [স] বি ভারতের রাজ্যতপির আইন প্রণয়নের ক্ষমতাবিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিসভা। ‘বিধানসভার নির্বাচন।’ অন্নদা, ১৯৭২।

বিধানিক [স] বি নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত। ‘বিবাহ একটা বিধিবদ্ধ হুতি (civil contract)।’ রমেন্দ্র, ১৯৭০।

বিধায়ক [স] অবা কারণে। ‘ব্যবস্থাপকের পরামর্শ বিধায় যে ধারা স্থির হয়।’ ভানকান, ১৭৮৪। বিধায়ের ক্রিবিধ কারণে। ‘ভূমি বস, কোন বিধায়ে এত অর্থের হোয়ো না।’ মাইকেল, ১৮৭০।

বিধায়ক [স] ১ বি ব্যবস্থাকারী। ‘মঙ্গলোত্তর-বিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত্ত হইতে ...।’ দর্পণ, ১৮২২। ২ বি সহায়ক। ‘ক্রীষকের বিদ্যা-বিধায়ক এক গ্রন্থ।’ দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি সংরক্ষক। ‘পৃথিবীর ভীতি-বিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবর্তিত পাঠ করিবেন।’ রব্বিম, ১৮৭৪।

বিধায়িনী [স] বি ক্রী বিধান করে যে। ‘অজি বিদ্যা সুবর্তনর্তন বিধায়িনী।’ কুজদাস, ১৭২০।

বিধার্মিক [স] বি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। ‘সদ্বীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বিধি [স] ১ বি বিধাত্ত। ‘ভেকরনে বিধি [যত] দুখণ্য মেসিল সাঠাহারে।’ বহু, ১৪৫০। ২ বি ভাগ্য। ‘নি বিধি আগ বাড়ায় লেখিল কপালে।’ বহু, ১৪৫০। ৩ বি প্রকারে। ‘দাস দামিন দিল নানা বিধি ধন।’ মলাধর, ১৫০০। ৪ বি বিধান। ‘প্রভু বেলে মোরোও কি বিধি প্রতিষেধ।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ‘জল বিধি দ্বারা কাঠ সংগ্রহ নিষেধ।’ অক্ষর, ১৮৪৬। ৫ বি উপায়। ‘আপনারে সুকৃতি করিয়া বিধি মানে।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ৬ বি ব্যবস্থা। ‘একসে কর্তার গীড়ার জন্য কি বিধি তাহা বদুন।’ গায়ী, ১৮৫৮। ৭ বি উচিত। ‘সংগরিবলে পলায়ন করা কি বিধি।’ নীনবহু, ১৮৩০।

বিধি-অনুষ্ঠান [স] বি আবশ্যক আনুষ্ঠানিকতা। ‘আনুষ্ঠানিক বিধি-অনুষ্ঠান সাস করিয়া ...।’ বিহুতি, ১৯২৯।

বিধিকারক [স] বি নীতিনির্ধারক। ‘বিধিকারক মহাশয়।’ জানায়েবদ, ১৮৩৩।

বিধিপত্র [স] বি ভাগ্য প্রদত্ত। ‘বিধিপত্র লভিসম্পদের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিধিনির্ভক [স] বি বিধির বিধান; ভাগ্য। ‘বিধিনির্ভক বাহার সহিত

বিধিনিষেধ

তাহার তত্ত্ববিবাহ হয় ... 'রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিধিনিষেধ [স] ১ বি নিয়মকানুন। 'সেই জন হয় বিধিনিষেধের শায়' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি শাস্ত্রীয় বিধান। 'হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অকুর রাখিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি আইন-কানুন। 'জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।' সুভাষ, ১৯০১।

বিধিপূর্বক, বিধিপূর্বক [স] ক্রিণি রীতি অনুসারে। 'তাঁহার স্বী ... বিধিপূর্বক সহায়ন করিয়াছেন।' দর্শন, ১৮২২।

বিধিবৎ [স] ক্রিণি নিয়মানুযায়ী। 'বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বিধিবর্তে [স] বিধিমত ক্রিণি যথাবিধি। 'কে না কৃষ্ণক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান।' বহু, ১৪৫০।

বিধিবদ্ধ [স] ১ ক্রিণ আইন হিসেবে প্রচলিত। 'বিধিবদ্ধ রাজন্যময় তাহাদের নিকট সুদূরপরাতে।' সজ্জা, ১৮৬১। ২ ক্রিণ সংকলিত। 'প্রথমতঃ দশ আইন বিধিবদ্ধ করা।' ভারত সঙ্কলন, ১৮৭৩।

বিধি-বন্ধন [স] বিধিনিষেধ; নিয়মকানুন। 'এই যাক্তাহার আমলের দ্বিতীয় বিধি-বন্ধন।' নজরুল, ১৯২২। 'কোনো সংকীর্ণতা, ধর্মবিষে, বেহুদা বিধিবন্ধন সেই।' নজরুল, ১৯২৭।

বিধিবশে [স] ক্রিণি ত্যাগক্রমে। 'বিধিবশে অবশেষে পড়িল জ্ঞান।' আসাওল, ১৬৮০।

বিধিবহির্ভূত [স] ক্রিণ অনিয়মতাত্ত্বিক। 'কর্মচারী কর্তৃক বিধিবহির্ভূত উপায়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হইরাছে।' আজাদ, ১৯৬৭।

বিধি-বিভূষণ [স] বি ভাণ্যের প্রতিকূলতা। 'তোমা দৌহা প্রতি বিধি বিভূষণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বিধি বিভূষণা [স] বি ভাণ্যের প্রতিকূলতা। 'সেবহেতু কেন্দ্রস্থিত বিধি বিভূষণা।' রূপায়, ১৭৫০।

বিধিবিধান [স] বি নিয়ম-কানুন। 'সমরনীতির পদ্ধতি, বিধিবিধানের মর্যাদা রক্ষা করিয়া ...' মশাররফ, ১৯০৮।

বিধিবিধাক [স] বি অদুর্ভেদ প্রতিকূলতা। 'বিধিবিধাক, সে পণ্ডত, তাহার প্রাশ্রয়গ্রহণ হয় নাই।' সিয়া, ১৮৪৭।

বিধিবিবুদ্ধ [স] ক্রিণ শাস্ত্রবিবুদ্ধ। 'ভগিনীর গাম্ভীর্য কড়া বিধিবিবুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বিধিবিবুদ্ধতা [স] বি প্রচলিত নিয়মের বিরোধিতা। 'অব্রাহাম প্রমাণে বিধিবিবুদ্ধতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিধিবিহিত [স] ১ ক্রিণ স্বপ্র-প্রদর্শন। 'অশেষ পোষাকের সেপাচারকে বিধিবিহিত জ্ঞান করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ ক্রিণি যথারীতি। 'শিনাক ব্যক্তিরা উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিধি বোধিত [স] ক্রিণ নিয়মমতো। 'প্রীতুস্ত লামাজীউর নামে বিধি বোধিত হুগে ...' বোম্বা, ১৭৭০।

বিধিব্যবস্থা [স] ১ বি উপযুক্ত ব্যবসায়। 'কোনো কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা সেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি রীতিসিদ্ধি। 'তাঁহার বিধিব্যবস্থা মর্যাদা তাঁহার স্বভাব সর্বত্র সার্বকল্যাণে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বিধিতত্ত্ব [স] বি শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তত্ত্ব। 'সকল জ্ঞাপ্তে মোরে কর বিধিতত্ত্ব।' বিধিতত্ত্বো প্রজ্ঞাত পাইতে নাই শক্তি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিধিমতে [স] বিধিমত ক্রিণি শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। 'বিধিমতে পূজা করি মূল নিল ঘরে।' মশাররফ, ১৫০০।

বিধিবোধ্য [স] ক্রিণ বিধানসম্বন্ধ। 'বিধিবোধ্য যত কর সব কর তুমি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিধির নির্বন্ধ – বিধাতার বিধান। 'সে তার নাথ হয় বিধির নির্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বিধির বান্ধন বি অদুর্ভেদ বন্ধন। 'বিধির বান্ধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিধির বিপাক – সৈবক্রমে। 'বিধির বিপাকে বাসালী হেসের ভাণ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোল বিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিধিলিপি [স] বি ভাণ্যের লিখন। 'বিধি লিপি কেই খনন করিতে পারে না।' উমেশ, ১৮৫৭।

বিধিসংগত, বিধিসঙ্গত [স] ক্রিণ শাস্ত্রসম্বন্ধ। 'আশনার ... জয়নাথ-কুমারের বিধিসঙ্গত অংশদ্বারা।' মশাররফ, ১৮৮৫। 'সমুদ্রযাত্রা বিধিসংগত নাহে বলিয়া সোক্তসমাজ চিকার করিয়া মরিচেহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিধী [স] বিধি। বি বিধাতা। 'মোহোর করমই তোমার আশি মিলি বিধী।' বহু, ১৪৫০।

বিধী [স] বিধি। ক্রিণি বিধি অনুসারে। 'কৃষ্ণ বোলে রাজা তুমি করিহ বিধী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বিধু [স] বি চাঁদ। 'বিধু কোর মলিন কুমুদিনি তেলি।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

বিধুকার [স] বি চাঁদের মতো সুন্দর শরীর। 'বিধুকার অবনত বন্দ শৈলসুতা-সুত।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

বিধুহাস [স] বি রাহু। 'নয়ন কাজের লগ লিখএ বিধুহাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিধুশ্রিয়া [স] বি চাঁদের শ্রিয়া; কুমুদিনী। 'কুমুদিনী, বিধুশ্রিয়া, তপন উদিলে মুদরে নয়ন যথা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিধুঘলন [স] বি চাঁদর মুখ। 'অনুগ্রাহে-রাজা গোষ্ঠীর বিধু-বদনে।' নজরুল, ১৯৩৩।

বিধুঘলনা [স] বি স্বী চাঁদের মতো মুখ যার। 'স্বাগত, বিধুঘলনা, বাসব-বাসনা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিধুঘর [স] বি চাঁদ। 'কি মেলশিখব, কিয়া বিধুঘর।' রামহরশাস, ১৭৮০।

বিধুমুখ [স] বি চাঁদের মতো মুখ। 'বিধুমুখে বোলে কাহাণী মধুর বচন।' বহু, ১৪৫০।

বিধুমুখী [স] বিধুমুখী। বি চাঁদের মতো মুখবিশিষ্ট নারী। 'ওহে বিধুমুখি ভব রূপের।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বিধুমুখী [স] বি স্বী চাঁদের মতো মুখ যার। 'ঐ বিধুমুখীর রূপের সৌন্দর্য ও মনের অপরূপ সৌন্দর্য ...' ভবানী, ১৮২৮।

বিধুর [স] ১ ক্রিণ কাতর। 'বিধব-বিধুর নরমলিলে, মিলনমধুর লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রিণ দুঃখে মলিন। 'কণোলা শিশিরসিক্ত, গাঢ়, বিধুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিধুরতা [স] বি কাতরতা। 'এ কি বিধুরতা হয়ে রে বিরহী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বিধুরা [স] ১ ক্রিণ স্বী কাতর। 'চাহে কাত্তে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা।'

মাইকেল, ১৮৬০; 'বিদুরা পথিকত্রিয়া' নজরুল, ১৯২৫। ২. বিপ ত্রী বিকল। 'ভাড়া তদুরা রয়েছে মর্চে ধরা বেসুর বিদুরা' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বিধুনন [স] বি সম্মানন। 'সমুখ প্রত্যাহ কপোতের পকবিধুনন' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

বিধুনিত [স] বিপ কপিত; ধনিত। 'ভাই সূরে সূরে বিধুনিত করি অসীম অন্ধকার' নজরুল, ১৯৪২।

বিধৃত [স] ১. বিপ আধৃত। 'সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২. বিপ যুক্ত। 'যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিধে [স] 'বিধি' শব্দের সম্বোধনে বি বিধি। 'কুলপা। (বশত) হা বিধে! আমরা কি পূর্বজন্মার্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মহাপাতক ছিল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিধেন [স] বিধান। বি বিধান; আইন। 'নূতন বিধেন হয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

বিধেয় [স] ১. বি (অলঙ্কারশাস্ত্র) অজ্ঞাত বিষয়। 'বিধের কহিয়ে তারে যে বর অজ্ঞাত, অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২. বিপ উচিত। 'তথায় পূর্বোক্ত নিয়মানুযায়ী প্রথা প্রচলিত করাই বিধেয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'তখন আর সে জমিতে ঐ শস্যের চাষ না করিয়া, অপর কোনও শস্যের চাষ করা বিধেয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩. বিপ বাক্যে উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে বা বলা হয়। 'প্রথমোক্তটীকে উদ্দেশ্যপদ এবং শেষোক্তটীকে বিধেয়পদ বলে।' জ্ঞানেন্দ্র, ১৯১৭।

বিধৌত [স] বিপ ধোয়া। 'বাড়্যাবধৌতবিধৌত চন্দ্রকের মত' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

বিধ্বংসন [স] বি ধ্বংস সাধন। 'দেশজোড়া হত্যা লুট বিধ্বংসন জ্ঞান নির্বাসন, এই ছিল রীতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'আজুত থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপট্টী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিধ্বংসী [স] বিপ ধ্বংস করে এমন। 'বিমান বিধ্বংসী কামান ও রাতার দিয়ে সাজানো হয়েছিল।' পাশা, ১৯৭১।

বিধ্বস্ত [স] ১. বিপ বিকৃত। 'বিধ্বস্ত কারণ কখন কার্যের জনক হয় না ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২. বিপ ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'সেই সময় তাহাদের ... উদয়কই বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বিধ্যনুসারে [স] ক্রিবিপ বিধি অনুসারে। 'তাহা হিন্দুর বিধ্যনুসারে কি না।' দর্পণ, ১৮৩১।

বিধ্যনুজ্ঞান [স] বি বিধিভঙ্গ। 'বাবুয়া হিন্দুশাস্ত্রের বিধ্যনুজ্ঞান করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

বিন **ব** **বিনা**

বিনএ [স] বিনয়া ক্রিবিপ বিনয়বাক্যে। 'রাখা লওঁ খাঁট বিনএ বাহা ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০।

বিনয় [স] বিপ স্পষ্ট; শোভামেলা। 'এতেতদিন বার প্রকাশ ছিলো বিনয়, এমন কেমন প্রাক্ষর টেকে।' ময়ান, ১৯৬৮।

বিনত [স] বিপ অবনত। 'যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন।' বহিস, ১৮৬৫।

বিনতমস্তক [স] বি অবনত মাথা। 'গিরিশূ-বিদমলনকারী চরণতলে ভূনত-জ্ঞান ও বিনতমস্তক।' সিংহী, ১৯১৮।

বিনতা [স] বিপ ত্রী অবনত। 'নববর্ষ অতিভূষণে অলঙ্কৃতি, আত্ম

বিনতা' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

বিনতি [স] বি অনুদয়; বিনয়। 'হৃসিরে বিনতি তিহে' করিলা বিহুর' মাল্যধর, ১৫০০।

বিনতিপ্রকাশ [স] বি বিনয় প্রকাশ। 'অ্যাদ্রেস-শ্রবণ তনুত্তরে বিনতিপ্রকাশ' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিনদিনি [স] বিনোদিনী। বি বিনোদিনী; রাধা। 'সকল সখীগণ হেরত বিনদিনি দশমি দশা পরকাসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিনদিনী [স] বৈগীৰ্হননা বিপ বিনুনি করেছে এমন। 'বিনদিনী বিনোদিনী বৈগীর শোভায়।' ভারত, ১৭৬০।

বিনবিনে [ধন্য] বিপ ভনভন শব্দ করে এমন। 'তার ঘায়ের উপরে বিনবিনে ডাশঙসো শিশিরের মতো শব্দ করে।' জীবন, ১৯৪৪।

বিনম্র [স] বিপ বিনয়বানত। 'নীরবে বিনম্র শিরে করিব বহন' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিনম্রমনোহর [স] বিপ বিনয়ে সুন্দর। 'সখীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিনয় [স] ১. বি মিলতি। 'বিনয় করিঅ পুছতি দেবরাঙ্গে।' বড়ু, ১৪৫০। ২. বি মনের উদারতা। 'তাহা' অনুদান করিবার শক্তি ও বিনয় তাঁহার ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বিনয়দাতা [স] বিপ বিনয় দান করে এমন। 'বিদ্যা বিনয় দাতা।' প্যামোক, ১৮০১।

বিনয়-নত [স] বিপ বিনয়ে অবনত। 'কেউবা বটে বিনয়-নত, কেউবা অহংকারী' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বিনয়নয় [স] বিপ বিনয়ে অবনত। 'প্রকৃত ঋষি বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বিনয়নয় হাতনে বলিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিনয়নাশিনী [স] বিপ ত্রী বিনয় নাশ করে এমন। 'বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী' গীণবদ, ১৮৬৭।

বিনয়পাতী [স] বিপ অনুপাত। 'যৌবন-ধন-লৌভিক প্রেমদাসের বিনয়পাতী' কল্পজন্মেস, ১৮৭৬।

বিনয়পূর্বক, **বিনয়পূর্বক** [স] ক্রিবিপ বিনয়ের সঙ্গে; বিনীতভাবে। 'বিনয়পূর্বক নমস্কারা নিবেদনসম্ম' ওসী, ১৭৭৯।

বিনয়-বচন [স] বি বিনয়পূর্ণ বাক্য। 'বিনয়-বচনে তুই হয়েছি কল্যাণি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বিনয়বাক্য [স] বি বিনীত বাক্য। 'তাহাকে অনেক বিনয়বাক্যেতে সজ্ঞ করিয়া দুই চারিখানি স্বর্ণ গহনা তাহার হানে লাইলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

বিনয়বান [স] বিপ বিনয়ী। 'তুমি শুধু জ্ঞানবানই নও, বিনয়বানও।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বিনয়-মাত্তন [স] বিনয়+স মত্ত<। বিপ বিনয়ে মুগ্ধি। 'বিনয়-মাত্তন ঐরী' মুক্তল, ১৬০০।

বিনয়শিখিত [স] বিপ বিনয়ে অবনত। 'মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর স্থিরভাবে বিনয়শিখিত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৫।

বিনয়বানত [স] বিপ বিনয়ে অবনত। 'বিনয়বানত লিখক' মশাররফ, ১৮৮৮।

বিনয়ী [স] বিপ বিনীত। 'যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয় সর্বদা ঘট হয় ...।' রামমোহন, ১৮১৬।

বিনশ্বর [স] বিপ অতিস্বার্থী। 'বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবদীপা প্রবল

বিনট

প্রবাহ সমাকুল্য গভীর প্রোতবতীর অত্যাচকুলশূন্য ক্ষণভঙ্গুর।
দীনবন্ধু, ১৮৬০।

বিনট [স] ১ বিপ ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'কেন্দ্রজাতি যে তাহাদের ধ্বংসপ্রবৃত্তির
সমুদয়ে পড়িয়া বিনট হইবে তাহাতে আতর্ষ্য নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।
২ বিপ বিনাশ করা হয়েছে এমন। 'আমরা এখনই উদ্যোগকে বিনট
করিতে পারি।' এডুকেশন, ১৮৮৬। ৩ বিপ ভেঙে-বাঁটা। 'বিনট
স্বয়ের মতো...' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিনটপ্রায় [স] বিপ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'জাতীয় বিদ্যালয় অল্পদূরেই
বিনটপ্রায় হইয়াছিল।' নজরুল, ১৯২২।

বিনটি [স] ১ বি দুর্দশা। 'এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি,
যদি না জানিতাম তবে আমাদের যতনী বিনটি হইত।' রবীন্দ্র,
১৯০১। ২ বি ধ্বংস। 'বৌবধের দিয়ে গেছে বিনটির দান।' সুকীন্দ্র,
১৯২৭।

বিনটি [স] বিনা অথবা বিনা। 'সাপন বিনহি ভাঁগল মধু মান।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

বিনা [স] অথ্য ছাড়া। 'মেরু উপর দুই কমল তুল্যদল নালা বিনা কুটি
পাশ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'পরকল্পে অর্থশ বিনা কেমন করে যাবে
গো।' চট্ট, ১৫৫০। 'কৌশলীন বিনা আর নাহি কোন কার্য।' বৃন্দা,
১৫৮০।

বিন অথ্য বিনা। 'পরম ধন কি মিলে বিন যতনে।' গিরিশ, ১৮৮০।

বিন ঝরচা [স] বিনা+আ ঝরজ। বি ঝরচাইনতা। 'বিন ঝরচা হাতেন
তিনি সন্ত সাগর পার।' অন্নমা, ১৯৪৪।

বিন-মুখ বিন মুখ মিলিত নেই এমন। 'বিন-মুখ চা।' মুক্তত্যা,
১৯৪৯।

বিন-নোষ বি অপরাধহীনতা। 'কোলে যে ভেঙে খোলা-বুণির সীতায়
এদের বিন-নোষ?' নজরুল, ১৯৪১।

বিনা অত্র ক্রিবিপ অত্র ছাড়াই। 'বিনা অত্র, বিনা সুস্থায়, লড়তে
হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বিনা আশা ক্রিবিপ কোনো আশা না-করে। 'বলব বিনা ভাষায়, বলব
বিনা আশায়, বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে।' রবীন্দ্র,
১৯১৩।

বিনা-কড়ি বিপ বিনামূল্য। 'নিবরচারে অমণবৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের
উপযুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিনা-কাজ বি অপ্রয়োজনীয় কাজ। 'বিনা-কাজের ডাক গড়েছে কেন
যে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বিনা কাজে ক্রিবিপ অকার্যে। 'বঁশি বৃকে লয়ে বিনা কাজে আসি।' রবীন্দ্র,
১৯০০।

বিনাখরচ [স] বিনা+আ খরজ। বি খরচ করতে হয় না এমন অবস্থা।
'বিনাখরচে বড় বাড়িতে থাকে - খারদায়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিনা চোঁটা বি চোঁটা ছাড়া। 'খদি কেহ বলেন ... বাহা বিনা চোঁটায় না
যোঝা যায় তাহা দর্শন নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিনাদল [স] বিনা-আদল। বি আদলঃ উপেক্ষা। 'বে অশিট বিনাদলে
মেয়ে আইসে।' তারিঙ্গী, ১৮০০।

বিনা-সরকার বি প্রয়োজন ছাড়া। 'বিনা-সরকারে গেলেও জ্বাঝঝিদি
নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিনা দানে মধুরা পার - বিনা ব্যয়ে কার্যসাধন। সুবল, ১৯০৬।

বিনানুমতি [স] বি অনুমতিহীনতা। 'নাভায়েজ অর্থাৎ গবর্ণমেন্টের
বিনানুমতিতে নিমক শোভন...' প্রভাকর, ১৮৫৩।

বিনাপরিগ্রহ [স] বি পরিগ্রহহীনতা। 'যাহারা বিনাপরিগ্রহে অন্নদান
হইয়া অথবা বর্ষকিঞ্চিত উপভোগ পাইয়া...' প্রভাকর, ১৮৪৭।

বিনা প্রয়োজন [স] বি প্রয়োজন। 'বিনা প্রয়োজনের ডাকে তাকব
তোমার নাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

বিনাবাক্যে [স] ক্রিবিপ প্রসিদ্ধিহীনভাবে। 'সে বিনাবাক্যে তার অনুপলব্ধ
করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিনা বাতাসে পাঠা নড়ে না - কারণ ছাড়া কোনো কাজ হয় না।
সুবল, ১৯০৬।

বিনা বাধা বি কোনো বাধা ছাড়া। 'যত সব নিকট ছবি বিনা বাধায়
ধনীদের ধনগৌরবের সাক্ষী হয়ে তাঁদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা পেত।' রবীন্দ্র,
১৯৩৮।

বিনা বিচার বি বিচার ছাড়া। 'সমুদ্রপারের হাওয়ায় যে গুণবান, বিনা
বিচারে বিনা তুলনার তা আমার মনে মিলেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিনাবেতন [স] বিনা-বেতন। ১ বি নির্দিষ্ট হিস দিতে হয় না এমন
অবস্থা। 'হিন্দু ব্রি ব্রহ্ম নামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন
করিয়াছেন।' কৌমুদী, ১৮৩১। ২ বি বিনা ভাড়া। 'পরের স্থানে
বিনাবেতনে কেবল ভিক্ষা দ্বারা কত কাল যাপন হইতে পারে।' অক্ষয়,
১৯৪৫। ৩ বি পারিশ্রমিকহীন অবস্থা। 'প্রজাপাণকে
কিনাবেতনে খাটাইয়া লয়ন।' সাধারণী, ১৮৭৪।

বিনাভাষা [স] বি কোনো ভাষা ছাড়া। 'বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা
আশায়, বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে।' রবীন্দ্র,
১৯১৩।

বিনামূল্য [স] বি মূল্যহীনতা। 'সেই গ্রহসমূহে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া
সকলকে বিনামূল্যে পরিবেশন করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বিনা মূল্যে [স] ১ ক্রিবিপ কোনো মূল্য না দিয়ে। 'বিনা মূল্যে দেয়
গন্ধ/পঙ্ক দিয়া করে অত্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'সে পুস্তক
পঙ্কিতরঙ্গিকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ২ ক্রিবিপ
বিনা বেতনে। 'বিনামূল্যে বিদ্যাবিদেরের পাঠার্থে এক পাঠশালা
স্থাপিত হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

বিনা মেয়ে বন্ধুভাষ্য - অজ্ঞাতাশিত দুর্ঘটনা। সুবল, ১৯০৬।
'বিনামেয়ে বন্ধুভাষ্যের মত বলা-কথনা নেই দিয়ে বসল পেনাল্টি।' অচিহ্ন,
১৯৫০।

বিনা সহায় ক্রিবিপ সহায়হীন অবস্থায়। 'বিনা অত্র, বিনা সহায়,
লড়তে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিনা সাথে ক্রিবিপ সাক্ষাৎসাক্ষী অবস্থায়। 'বিনা সাথে সাক্ষি সেবা
সেবে ছুঁমি করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বিনাসূত্রি বিপ সূত্রবিহীন। 'বিনাসূত্রি মালা গাঁধিছে মিছুই।' কঙ্গীধ,
১৯৩১।

বিনি [স] বিনা অথ্য ব্যতীত; ছাড়া। 'তার দরশন বিনি গ্রাণ না
হবে।' বৃক, ১৪৫০।

বিনিশোচর বিপ অজানা। 'বিনি সূতারে কথা আমার বিনিশোচর।' নজরুল,
১৯২৫।

বিনিপাড়া বিপ পাড়হীন। 'শীল রঙের বিনিপাড়া শাড়ি।' শ্যামসুন্দ,
১৯৫৬।

বিশী [স] বিনা অথ্য বিনা। 'আহ বিশী আভাশিনী গোপমুখতী।' বৃক,

১৪৫০।

বিনু [স বিনা] অব্য বিনা। 'তোমা বিনু না রহে পরায়ে।' বড়, ১৫৭০।

বিনে [স বিনা] অব্য ব্যতীত। 'হেন জন আমি তাঁর অনুগ্রহ বিনে।' মালাধর, ১৫০০।

বিনেসুতী মালা বি সুতা দিয়ে পাঁচা নয় এমন মালা। 'এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনেসুতী মালা দিয়া।' জয়ীম, ১৯২৯।

বিনানো [স বেণীবন্ধন] ১ ক্রি জড়িয়ে বেণীর মতো করা। 'চুলের দড়ি বিগাইবার জন্য ইহার সৰুগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ ক্রি দড়ির মতো বিন্যাস করা। 'বিশাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁস অলক রাশে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

বিনানো [ক্রি বিলাপ করা। 'করএ করুণা বিনায়িতা চরুশাণী।' বড়, ১৪৫০; 'বিনাইয়া বাঁশি বাহে রে।' মর্ত্ত্যজ্ঞ, ১৭৫০; 'পঙ্কিতের বউ বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে।' জয়ীম, ১৯৬০।

বিনানো [স বেণীবন্ধন] বিণ বিলাপযুক্ত। 'শশী এর বিনানো কান্না শুনিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৬।

বিনাম [স] বিণ বেনামি। মেয়ার, ১৭৮৯।

বিনামা [স বি-নাম] বি জুতা। 'আজি তাহাদেরই বিনামার তলে আগিয়াছ তুমি নামি।' নজরুল, ১৯২৭।

বিনায়ক [স] বি হিন্দুদেবতা গণেশ। 'সঙ্গে শিব মন্ডান আর বিনায়ক।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিনালে ষাওয়া ক্রি নষ্ট হওয়া। 'চারি কড়ার তেল সব বিনালে গেল।' সুলতান, ১৭৫০।

বিনাশ [স] বি ধ্বংস। 'কংসের কারণে হও সৃষ্টির বিনাশে।' বড়, ১৪৫০।

বিনাশক [স] ১ বি ঘাতক। 'পুরুষ আত্মজ হইয়া বিনাশকে হস্তে ধর ...।' সেবধি, ১৮৩৯। ২ বি বিনাশকারী। 'নিজ হস্তে আমার বিনাশক।' মণাররক, ১৮৮৫।

বিনাশকারী [স] বিণ ধ্বংসকারী। 'সেই সৰুল কদম্ববংশ-বিনাশকারী নদের বংশের বিনাশ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বিনাশভল [স] বি ধ্বংসস্তম্ভ। 'ডগাইক মকদম-বরচার বিনাশভল হইতে জাগিয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিনাশদশা [স] বি ধ্বংসপ্রাঙ্গ অবস্থা। 'তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিনাশন [স] বি ধ্বংস। 'প্রলম্ব ধেনুক বিনাশনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিনাশপ্রাঙ্গ [স] বিণ বিনষ্ট। 'আমরা সর্বপ্রকারে বিনষ্টপ্রাঙ্গ হইব - অল্পে মরিব, বাস্তবে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিনাশা [স বিনাশ] ক্রি বিনাশ করা। বিনাশিমু ক্রি বিনাশ করণে। 'সাদু উদ্ধারিমু দুঃস্থ বিনাশিমু সব।' কৃন্দা, ১৫৮০। বিনাশিয়া ক্রি বিনাশ করে। 'পঞ্চাবরি বিনাশিয়া এক মন কাএ।' বাহরাম, ১৬৫০; 'এত অভিশাপ মনে হৈল রূপ সেইখানে বিনাশিয়া বিধম আছার।' রূপরাম, ১৭৫০। বিনাশিল ক্রি বিনাশ করলো। 'খড়িল যকল পাপ বিনাশিল আশি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিনাশার্ধ [স] ক্রি বিনাশের জন্যে। 'অমৃত্তমর্থ বিনাশার্ধ আমারদের দেখাইয়াছি।' দর্পণ, ১৮৩১।

বিনাশিত [স] বিণ নিহত। 'বিনাশিত সৈনিকের দেহবাশি।' গীমবন্ধু, ১৮৭৩।

বিনাশিনী [স] বি স্ত্রী দুরকারী। 'ভাঁড়ারগড়ে ভাঁড়ারচটী ভরবিনাশিনী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিনাস [স বিনাশ] বি নষ্ট। 'রোয়ে বিনাসে দেহে এ সৰুল কান্না।' বড়, ১৪৫০।

বিনাসী [স বিনাশী] বিণ বিনাশকারী। 'আপলে শুনিআঁ যান/ বড়ায় পরক বিনাসী।' বড়, ১৪৫০।

বিনাসা [স বিনাশ] ক্রি বিনাশ করা। বিনাশিল ক্রি বিনাশ করলো। 'হাস্যহেতু, ১৭৭৮।

বিনাসিকা [স] বি পঞ্চ পাওয়া যায় না এমন অবস্থা। 'বিনাসিকায় অনে কিছু নহে জ্ঞাত।' ফয়জুন্নেসা, ১৮৭৬।

বিনিগ্র বিনা

বিনিগ্রশেষ [স] বিণ সম্পূর্ণরূপে শেষ। 'হোক বিনিগ্রশেষ যুথীর ক্রেশ।' সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

বিনিগ্রশেষে [স] ক্রিবিণ সম্পূর্ণরূপে শেষ করে। 'অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে বিনিগ্রশেষে করি যে গ্রহণ।' বৃক, ১৯৩০।

বিনিগ্রসৃত [স] বিণ নির্গত। 'অবিস্রান্ত অশ্রুধারা বিনিগ্রসৃত হইতে লাগিল।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩।

বিনিগ্রস্ত [স] বিণ নিষ্কণ্ঠ করা হয়েছে এমন। 'মস্তকগুলি দেহ হইতে বিছিন্ন হইয়া দূরে দূরে বিনিগ্রস্ত হইল।' মণাররক, ১৮৮৫।

বিনিগ্রস্ত হি বি শিরক; ভিনেপার। 'হেদেরা সরাপ বাতায় বেক সরাপ বিনিগ্রস্ত মোমবাতি লবন ...।' ক্যালেঙ্গ, ১৭৮৪।

বিনিগ্রিত [স বিনীত] বিণ বিনিগ্রী। ওর্গা, ১৭৮২।

বিনিগ্র [স বিনিগ্র] বিণ নির্মূল। 'একলা বসে গোপন বিনিগ্র রাতে।' সুখীন্দ্র, ১৯২৫।

বিনিগ্র [স] বিণ নির্মূল। 'বিনিগ্র সত্য নেড়ে দীর্ঘ রাতি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিনিগ্রিত [স] ১ বিণ প্রতিভূদিত। 'বিনিগ্রিত বার কোমলতা সুপঠনে।' গীমবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বিণ হার মানায় এমন। 'তোমার বাঁপা বিনিগ্রিত কঠোর সুর।' নজরুল, ১৯৩১।

বিনিগ্রিত [স] ১ বি মৃত্যু। 'জীবনের সারকে বিনিগ্রাত কুহরে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বি ধ্বংস হোক। 'অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিগ্রাত'।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিনিগ্রেশিত [স] বিণ বিনাশত। 'নিম্নাদিত কয়েক পঙ্কতি বিনিগ্রেশিত করিতে হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বিনিগ্রয় [স] বি আদান-প্রদান। 'বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিগ্রয় করা যায়।' দর্পণ, ১৮২৫।

বিনিগ্রয়-হার [স] বি দুটি ভিন্ন মুদ্রা বিনিগ্রয় যে হারে হয়ে থাকে। 'জার্মানীর মার্ক-মুদ্রার বিনিগ্রয়-হার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

বিনিগ্রয়ে ক্রিবিণ পরিবর্তে। 'পারস্য ভাষার বিনিগ্রয়ে সংস্কৃতানুবাদিনী বস সাধু ভাষা রাজ্যকার্যে প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বিনিগ্রা বিনিগ্রা [স বেণী] ক্রি নানা বাক্যে সুর করে। 'কাঁদে বিন্দ্যা বিনিগ্রা বিনিগ্রা' জয়ীম, ১৭৮০।

বিনিয়ে ক্রিবিণ বেণী রচনা করে। 'বধু তখন বিনিয়ে খোঁপা, চোখে কাজল থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বিনিয়ে বিনিয়ে

বিনিয়ে বিনিয়ে ত্রিবিধ ইনিয়ে বিনিয়ে; করুণভাবে। 'বিনাইয়া বিনাইয়া শোক করার জন্য'। 'যোহাঙ্গী', ১৮৩৬।

বিনিয়োগ [স] ১ বি গ্রাম। 'আপন ইউনিটের নিমিত্ত, যথেষ্ট বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্বনাশ করিয়াছে'। 'বিদ্যা', ১৮৪৭। ২ বি নিয়ন্ত্রকরণ। 'প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক পৃথক অধ্যক্ষ বিনিয়োগ পুষ্করের রাজ্যে ধর্ম্য কার্যে মনোনিবেশ করিতেন'। 'বঙ্গদর্শন', ১৮৭৪।

বিনিয়োগপত্র [স] বি উল। 'তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোনও উল্লেক করিয়া যান নাই'। 'বিদ্যা', ১৮৬৩।

বিনিয়োগবিমুখ [স] বিণ বিনিয়োগে আগ্রহী নয় এমন। 'সর্বত্র ... বিনিয়োগবিমুখ অগচয়, মানসিক জাড়া ও নিরতিবাধী ভোগবৃষ্টি'। 'শিব', ১৯৫৬।

বিনিয়োজিত [স] বিণ বিনিয়োগ করা হয়েছে এমন। 'কেবল অন্যান্য ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্যবসিত হইয়াছিলেন'। 'বিদ্যা', ১৮৯১।

বিনির্গত [স] বিণ নিঃসৃত। 'উহার নয়ন হইতে অনবরত গোলাকর্ণ বিনির্গত হইতেছে'। 'অমর', ১৮৪৬।

বিনির্জিত [স] বি বিজয়। 'কৃষ্ণ বিনির্জিতে চানুর সহিতে হইল যেন মহাযুদ্ধ'। 'মানিকরাম', ১৮৭১।

বিনির্জিত, **বিনির্জিত** [স] বিণ প্রয়তকৃত। 'বেণুনির্জিত পায়, চর্য বিনির্জিত পায়'। 'বঙ্গদর্শন', ১৮৭৪।

বিনির্মোক [স] বিণ অনাকৃত। 'রাগপ্রিত সর্দিয়ায় এ যে ... উন্মত্ত বিনির্মোক আত্মার মর্ম্মরে'। 'সূর্যস্র', ১৯০১।

বিনী গ্র বিনা

বিনীত [স] বিণ বিনয়মুগ্ধ। 'তবে ত আচার্য্য কহে বিনীত হইয়া'। 'কৃষ্ণদাস', ১৫৮০: 'ভুবাল স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ও দৌরভিষ্ট ছিলেন'। 'বিদ্যা', ১৮৪৯।

বিনীতভাবে [স] ক্রিবিণ বিনয়ের সঙ্গে। 'প্রাচ্যবিজ্ঞ'। 'ধর্ম্মানলে বিনীতভাবে সভ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে একান্ত উপবেশন পূর্বক ...'। 'বঙ্গদর্শন', ১৮৭৪।

বিনীতশালীনতা [স] বি বিন্দু শিষ্টতা। 'বিনীতশালীনতার ঢাকা থাকে বসে সহজে তা পরিলক্ষিত হয় না'। 'ওরাণী', ১৯৪৪।

বিনীতি [স] বিনীত। বি বিবেচন। 'মিত্রবর্ণের প্রতি এই বিনীতি করি যে ...'। 'দর্পণ', ১৮৩৮।

বিনু গ্র বিনা

বিনুন বি বেলী। 'অলস হৃদ বিনুন-বিন কেশের উল'। 'নক্ষত্রল', ১৯২৩।

বিনুনি বি বেলী। বিন্যাস। 'মানুষ কথার সঙ্গে কথার বিনুনি করে কবিতাও সেখে'। 'রবীন্দ্র', ১৯৩৩।

বিনে গ্র বিনা

বিনোদ [স] ১ বিণ অপনোদনকর। 'বিরহবিনোদ বানী নিল হে'। 'বড়', ১৪৫০। ২ বিণ সুন্দর। 'সিবেশন তন তন বিনোদ মাগর'। 'চিত্র', ১৬০০। ৩ বি বিনোদন। 'এই তার জীবিকা, বিনোদ, প্রেম, ঠানক জোয়ালা'। 'বৃহৎ', ১৯৭১।

বিনোদন [স] বি আনন্দ। 'কার্য না করিলে যেন বিনোদনমূল্য হইতে হয়'। 'কৃষ্ণকমল', ১৮৫৮।

বিনোদনবর [স] বি প্রেমিক। 'দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদনবর'। 'চঞ্জী', ১৫৫০।

বিনোদবিহীন [স] বিণ নিরানন্দ। 'কেমন কেমন মন বিনোদবিহীন'। 'দীনবন্ধু', ১৮৬৭।

বিনোদমন্দির [স] ১ বি শোভার ঘর। 'বিনোদমন্দিরে থাক না চড়িহ না'। 'মুকুন্দ', ১৬০০। ২ বিণ প্রমোদগৃহ। 'বিনোদ মন্দিরে পিতা দিল দরশন'। 'মুকুন্দ', ১৬০০।

বিনোদমালা [স] বি মনোহর মালা। 'ওই-বে ভরুড়লে, বিনোদমালা পলে'। 'রবীন্দ্র', ১৮৮৮।

বিনোদশালা [স] বি প্রমোদের স্থান। 'ভূষণ হাড়ের মালা শূণ্যসে বিনোদশালা'। 'মুকুন্দ', ১৬০০।

বিনোদিনী [স] বিনোদিনী, সমাধানে পদাঙ্কে ই-কাঃ বি সুন্দরী নারী। 'হের আসা বিনোদিনী পরিহর লাঞ্'। 'বড়ু', ১৫৭০।

বিনোদিনী [স] ১ বি সুন্দরী নারী। 'ভয়ে জীতা বিনোদিনী চলে সখী সঙ্গে'। 'চিত্র', ১৬০০। ২ বিণ স্ত্রী বিনোদিত করতে পারে এমন। 'এই বিনোদিনী ধীয়া করে লয়ে তব'। 'রবীন্দ্র', ১৮৭৮।

বিনোদিনীয়া [স] বিনোদ্য। বিন মনোহর। 'বিনিনা বিনোদিনীা বেলীর সোভার'। 'ভারত', ১৭৬০।

বিন্তি [গ] বি এক প্রকার ভাস খেলা। 'হায় - (ভাস দেখিতে দেখিতে) বিন্তি নাই'। 'মঙ্গলরক', ১৮৬৮।

বিন্দু [স] বি বিন্দু। বি ছিঃ। 'বানীর বিন্দুত মুখ সযোজিত'। 'বড়ু', ১৪৫০।

বিন্দু [স] বি বিন্দু। বি ছিঃ। 'বিন্দু বিন্দু বিন্দু বিন্দু বিন্দু বিন্দু'। 'সেবধি', ১৮৪০।

বিন্দুক [স] বি বিন্দু। বিণ বিন্দিত। 'ই রস বিন্দক রূপ নরায়ন কবি বিন্দুপতি গার'। 'বিন্দুপতি', ১৪৬০।

বিন্দু [স] ১ বি কড়। 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিরতলা'। 'চর্যা ৩২, ১২০০। ২ বিণ কৌটো। 'বিন্দু বিন্দু ঘাম ভাও'। 'বড়ু', ১৫৭০।

বিন্দুচাঁদ [স] বি বিন্দুচন্দ্র। বি পূর্ণ চাঁদ। 'সিন্ধুকুপ বিন্দুচাঁদ বিপদ দেখের হাল'। 'কৃষ্ণকমল', ১৭২০।

বিন্দুজল [স] বি পানির কৌটো। 'বিন্দুজল গড়ে যদি সিদ্ধুর মাঝার'। 'আশাওল', ১৬৮০।

বিন্দুভূষা [স] বিণ বুঝ অর্থ: যৎসামান্য। 'কালীশঙ্কর সন্তর্ভুক্ত সম্পাদিত হইয়া গ্রাহকেরদিগকে বিন্দুভূষা মানিক অর্থেষু মূল্যে অর্পণ হইতেছে'। 'দর্পণ', ১৮৩৭।

বিন্দুবুধ [স] বিণ বিন্দুর মতো মুগ্ধ। 'আমার বীরভদ্রয় সমুচিত হইয়া বিন্দুবুধ হইয়া গিয়াছিল'। 'সরৎ', ১৯১৭।

বিন্দু বিন্দু [স] ১ বিণ কৌটো কৌটো। 'ভারমাত্রে সোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম'। 'মল্লধর', ১৫০০। ২ বিণ অল্প অল্প। 'প্রাণে বিন্দু-বিন্দু বেদনা'। 'অমর', ১৮৩৯।

বিন্দুবিশর্প [স] বি অতি সামান্য অংশ। 'উহার বিন্দুবিশর্প গর্ভাভিষিতে আলস্য ছিল না'। 'দর্পণ', ১৮৩২।

বিন্দু-বিশর্পের অনাথা হস্তা ক্রি সূক্ষ্মভাবে না হস্তা। 'বেকি ভায়া শিখিয়া দিলেন, বিন্দু-বিশর্পের অনাথা হইল না'। 'অক্ষয়', ১৮৫৪।

বিন্দুমুদ্রি [স] বি ধীর্ঘ। 'সেই ঘড়ি বিন্দুমুদ্রি টলিয়া গড়িল'। 'গরীব', ১৭৬৫।

বিন্দুমায়াজ [স] ১ বিণ বুঝ সামান্য। 'জড়সর্পারের সামান্য গুণ এই যে কাহারও দিয়োগ ভিন্ন বিন্দুমায়াজ স্থানচলিতে পারে না'। 'অক্ষয়', ১৮৪৩। ২ বি বুঝ সামান্য অংশ। 'একটা মস্ত দুর্বলী কথিয়া সিন্ধুর

ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিন্দুরূপ [স] বি বিন্দুর আকার। 'আহি আমি বিন্দুরূপে যে অস্ত্রযাযী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিন্দুময় [স] বি বিন্দুর মতো। 'মাগেরে অসীম রূপনিচুতে রে/ বিন্দুময় বেড়ায় ঘুরে।' নজরুল, ১৯৩৫।

বিন্দু স্থান [স] বি বিন্দু পরিমাণ স্থান। 'তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান।' নজরুল, ১৯২৪।

বিদ্যা [স বিদ্ব] ক্রি বিদ্ব হওয়া। 'অর্ঘ্যচন্দ্রে কাটে করে করে বিদ্যে বুকো।' মাসাধর, ১৫০০।

বিদ্বা [স বিদ্ব] ক্রি বিদ্ব হওয়া। বিদ্ব ক্রি বিদ্ব করো। 'গুরুবাক পুণ্ড্রা বিদ্ব নিজ মনে বারো।' চর্চা ২৮, ১২০০। বিদ্বএ ক্রি প্রবেশ করে। 'কাহার হৃদএ শূলে যে বিদ্বএ।' বাহরাম, ১৬৫০। বিদ্বে ক্রি বিদ্ব করে। 'কোটা কোটা তিরন্দাজ যে যা বিদ্বে একাদশ্যজ।' রামধন্যদ, ১৭৮০। বিদ্বহ ক্রি বিদ্ব করো। 'একে সরস্বতীশে বিদ্বহ বিদ্বহ বিদ্বহ পরম নিবানো।' চর্চা ২৮, ১২০০। বিদ্বিল ক্রি লাগিয়েছি। 'নাগ বিদ্বিল তার বাহিরে।' বড়ু, ১৪৫০। বিদ্বে ১ ক্রি বিদ্ব করে। 'মাগিকে হিরাক বিদ্বে কে বা পাতিজাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি ঢোকে। 'ব্রোদ্র নাহি পায় কেশে শিরে বিদ্বে পানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। বিদ্বেছে ক্রি বিদ্বেছে। 'গলায় বিদ্বেছে বেটা গরলের গলি।' মদিকরাম, ১৭৮১।

বিদ্বাবিদ্ধি বি রত্নরক্তি। 'মাসে মাসে রত্ন করে দুই বিদ্বাবিদ্ধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিদ্বাক [স বন্ধক] বি লাল রঙের ফুলবিশেষ; বন্ধক। 'বিদ্বাক কুসুম ছটা লগাটে সিন্দুর ফোটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিদ্বা [স] বি ভারতের একটি পর্বতমালা। 'বিদ্বা পর্বতের পুরুদিকে অদেকেই মৎস্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।' গৌর, ১৮২২।

বিদ্বাবাসিনী [স] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সেখা সে বিদ্বাবাসিনী।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

বিদ্বাচাল [স বিদ্বা-অসা] বি ভারতের একটি পর্বতবিশেষ। 'বিদ্বাচালবাসী এক রাক্ষস আসিয়া ... প্রহ্মান করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিদ্বী বি এক প্রকার ধান। 'উঠানে বিদ্বীর খই।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বিন্যস্ত [স বিপ] স্থাপিত। 'আমার জানুতে মন্তক বিন্যস্ত করিয়া, শয়ন করিতেছি।' বিদ্যা, ১৮৯২।

বিন্যাস [স] বি সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। 'দুই এক কথা বিন্যাস করিলে আরো উদ্ভব হয়।' দর্পণ, ১৮২২; 'মনের ভাবকে সুসমাজ ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিশপ [স] ১ বি প্রতিপক্ষ। 'কৃষ্ণ ঠাঙ্কি কলসিদিয়া বিশপ সাহের।' মাসাধর, ১৫০০। ২ বি বিরোধী। 'তাহা কলসিজেনিয়ানের বিশপ আরজীতে বিশেষরূপে বর্ণনা।' দর্পণ, ১৮৩১।

বিশপকতা [স] ১ বি বিরোধিতা। 'শ্রুৎপক্ষ লোকেরা বিশপকতা করিতে উদ্ভত।' রামধন্য, ১৮০১। ২ বি প্রতিকূলতা। 'মুখেতে চেহারা বিশপকতা করায় মুখের অভূতিক সহায় করেছে মনোহরপের অধ্যবসায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বিশপকতাচরণ [স] বি বিরোধী আচরণ; বিরোধিতা। 'যদ্যপি গোশানি বাহাদুর ... পুনর্বার চাটের পান ইহাতে আমি বিশপকতাচরণ না করিয়া বরং সপক্ষ হইব।' দর্পণ, ১৮৩১।

বিশপ দল [স] বি রাষ্ট্রের আইনসভার বিরোধী দল। 'আর-এক পাশের পাঁচখানিতে বিশপ দল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বিশপকনুত [স] বি প্রতিপক্ষের প্রেরিত সংবাদবাহক। 'আগে শোনা থাক কী বলে বিশপকনুত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বিশপা [স বিশপ] বি বিশপকে অবহান করে যে। 'ঘাত করো ঈশ্বরের যথেক বিশপা।' বাহরাম, ১৬৫০।

বিশপীকীর [স] বি বিশপ পক্ষের। 'সেনাসংক্রান্ত লোক ... বিশপীকীর সৈন্যদলের গতিবিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিশপ [স বিশপ] বি বিশপ। 'পঞ্চ বিষয়ের নায়ক যে বিশপ কোবী ন দেখী।' চর্চা ১৬, ১২০০।

বিশপজ্ঞানক দ্র বিশপ

বিশপজ্ঞান দ্র বিশপ

বিশপি, বিশপী [স] ১ বি লোকান। 'রাজ্যের সকল ভাগেই দিন দিন মন্দ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের বিপনী বৃদ্ধি হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি বাজার। 'কোনও কোনও লোক, কৃষক ও শিল্পীদের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্যাদি জয় করিয়া, এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে।' এ স্থানকে বিশপি বা বাজার কহে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বি পণ্যমালা। 'নানা রাসে রঞ্জিত বিশপি, বিবিধ রতন-পূর্ণ।' মাইকেল, ১৮৬১।

বিশতি, বিশিতী [স বিশপ্তি] বি বিশপ্তি। 'অনু বিন্যাসিত ভালে সে উপতি বিশতি পড়ল রাধা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ছাড় রে চন্দা ভরইতে কলহ কি সহ্য তাহে বিশপ্তি।' দ্বাদশপতি, ১৪৬০।

বিশপ [স] বি বিশপ। 'অতএব মহতী বিশপ উপস্থিত।' রাজীব, ১৮০৫। দ্র বিশপ

বিশপকাল [স] বি বিশপদপূর্ণ সময়। 'রাজার বিশপকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক হইয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বিশপসংকুল [স] ১ বিশ বিশপজ্ঞানক। 'মাহি আদ্রিক জ্বরের বাহন এবং সেই জন্য বিশপসংকুল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বিশ সংকটজনক। 'বিশপসংকুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি।' রোকেয়া, ১৯২১।

বিশপংরম্পরা [স] বি ধারাবাহিক বিশপ্ততা। 'এক কন্যাই কুলীনদিগের বিশপংরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিশপাত [স] বি বিশপ সংঘটন। 'সহসা আকাশে ধুমকতুর উদয় দেখিয়া ভাবী বিশপ-পাতের আগল্গায় তাঁহার হৃদয় কলিত হইল।' হরপ্রদাস, ১৮৮১।

বিশপসাগর [স] বি বিশপরূপ সাগর। 'অনন্তর সেই ব্যক্তি এই বিশপসাগরে যন্ন হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২৫।

বিশপ্ত [স বিশপ] বি বিশপ। 'সময় বিশপ কত আগে পিছে আছে।' গল্পী, ১৭৬৫।

বিশপ্তারণ [স] বি বিশপ থেকে উদ্ভার। 'বিদ্যা হইতে বিশপ্তারণ ও মর্দাদা ...' কেরি, ১৮১২।

বিশপ্তি [স] ১ বি সঙ্কট। 'এক নূতন বিশপ্তি উপস্থিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ বি বিশপ। 'বিশপ্তিতে জ্ঞানবুদ্ধি কল্প নাহি রয়।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯।

বিশিষ্টকাল [স] ক্রিবিপ বিশপের সময়। 'যে দুরাত্মা আপন বন্ধকে বিশিষ্টকালে ত্যাগ করে।' তারিণী, ১৮৩০।

বিপত্তিগ্রস্ত [স] বি বিপদগ্রস্ত। 'আমরা সকল বিপত্তিগ্রস্ত হইব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বিপত্তীক [স] বিপ পত্তী মারা গেছে এমন। 'বিপত্তীক জীবনে নয়, সপত্তীক জীবনে।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

বিপদ [স] বিপ পাতাহীন। 'বিপদ বৃক্ষের শাখে শিশ দিল পায়ী।' *আহসান*, ১৯৫০।

বিপদ [স] বি ভুল পথ। 'পথ বিপদ, দিক বিদিক সমস্ত একাকার ধারণ করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বিপদখামি [স] বিপদখামি। *বিপদ* অসৎ পথ অবলম্বন করে এমন। 'নিজ বিপদখামি ইচ্ছাক্রমে ইহা ভাণ্য করি।' *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৭।

বিপদখামিনী [স] বিপদ খাঁ অসচ্ছরিত্র। 'এখানে যে বিপদখামিনী নারী নাই তাহা নয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

বিপদখামী [স] ১ বিপদ বিপদগ্রস্ত। 'দৈবাৎ পদমূলন হইয়া বিপদখামী হইবার স্ফাবনা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫। ২ বিপদ অধঃপতনশীল। 'সমাজ-সংস্কারের গতি বিপদখামী হইতেছে।' *রাজ*, ১৮৭৪।

বিপথি [স] বিপথ-বিপদ বিপদগ্রস্ত। 'বিপথি হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিপদ [স] বি আপদ। 'বিপদ বিমোচন।' *মালাধর*, ১৫০০

বিপদজনক [স] বিপদ ঝুঁকিপূর্ণ। 'কতনূর বিপদজনক তাহা কি তুমি অবগত নও?' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

বিপদজ্ঞান [স] বি বিপদরূপ জ্ঞান। 'এই বিপদজ্ঞান থেকে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

বিপদ আপদ [স] বি নানা প্রকার সংকট ও দুর্বিপাক। 'আপনার কোন বিপদ আপদ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বিপদ একা আসে না - একটা বিপদ দেখা দিলে চারিদিক হতে নানা বিপদ দেখা দেয়। *সুবল*, ১৯০৬।

বিপদ-বরচা [স] বিপদ+আ বরজ। বি মায়াপন্নজনিত বরজ। 'কি প্রকারে চারিআনা ইজারাদারী ও বিপদ-বরচা দিয়া ওঠে।' *গ্রামবার্তা*, ১৮৭৩।

বিপদপাণ্ডি [স] বি বিপদসীমা। 'পৃথিবীর বিপদপাণ্ডির অনেকটা বাইরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বিপদপার্শ্ব [স] বিপদ বিপদপূর্ণ। 'এমত অসম্ভব কার্য্যকরক লোকের যে আরম্ভ সে অবশ্য বিপদপার্শ্ব হয়।' *হরপ্রসাদ রায়*, ১৮১৫।

বিপদগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত [স] বিপদ সংকটাপন্ন। 'সেই সকল বিপদগ্রস্ত লোকের বালাসীর কারণ জগৎজিহা চোঁটা হয়।' *ক্যান্সেল*, ১৭৯৪; 'অন্য আমি যে বিপদগ্রস্ত।' *রায়মহা*, ১৮০১; '... একেবারে চিরকালের নিমিত্ত বিষম বিপদগ্রস্ত করিয়া দেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

বিপদগ্রস্ত [স] বিপদ খাঁ বিপদে পড়েছে এমন। 'এই নারী অধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে।' *ফরজুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিপদজনক [স] বিপদ প্রকট। 'পার্শ্বকাটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিপদভারণ [স] বিপদ বিপদ থেকে ভাঙকারী। 'হৃদয়ে-বাসে, প্রধানে সেই বিপদভারণ ভগবানের নাম।' *মহারায়স*, ১৮৮৫।

বিপদভাগিণী [স] বিপদ বিপদ থেকে রক্ষাকারী; হৃদয়েদ্বী দুর্গা।

'আমার এই বিপদভাগিণী আমার দিকে ঈশ্বর বাড় বাকিয়ে বললেন।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

বিপদনাশিনী [স] বি বিপদ বিনাশকারী। 'মনোমোহিনী বামা, বিপদনাশিনী মম ...।' *ফরজুন্নেসা*, ১৮৭৬।

বিপদপাত [স] বি বিপদ ঘট। 'কী সাহস বলে এনেছিল পূজা! কে কোথা সেবিলে, বাটবে তা হলে বিষম বিপদপাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিপদবারণ [স] বি বিপদ থেকে রক্ষাকারী। 'বিপদবারণকেই প্রত্যক্ষ করেন।' *ফজলুল*, ১৯১৩।

বিপদবিভীষিকা [স] বি ভয়ঙ্কর বিপদ। 'মহাকায় বিপদবিভীষিকার শিঠের উপর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বিপদময়তা [স] বি সংকটময় অবস্থা। 'এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা বাবে না।' *সুভাষ*, ১৯৪২।

বিপদসংকুল [স] বিপদ সংকটাপন্ন। 'সামাজিক জীবন আবার বিপদসংকুল করে তোলা দরকার।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিপদসমুদ্র [স] বিপদ বিপদবহুল; বিপদের আশঙ্কাপূর্ণ। 'যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসমুদ্র।' *কুতুবি*, ১৯২৯।

বিপদসংকট [স] বি বিপদের ইঙ্গিত। 'কান তার ঝাড়া হয়ে ওঠে বিপদসংকটে গলে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বিপদসংশ্লিষ্ট [স] বি দুঃসময় ও সুসময়। 'কুন্দনিন্দীর বিপদসংশ্লিষ্ট-হৃদয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিপদসাগর [স] ১ বি বিপদরূপ সাগর। 'বিপদসাগরে দুখা হও কুশলার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি সীমাহীন বিপদ। 'তাহাদিগকে বিপদসাগরে হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান।' *সাধারণ*, ১৮৮৩।

বিপদাশ্রয় [স] বিপদ-আশ্রয়। বিপদ সংকটাপন্ন। 'সেই বিপদাশ্রয় দীন পরিবারের নিমিত্ত প্রভুত আহার সামগ্রী ... পাঠাইলেন।' *কিন্দা*, ১৮৬৩।

বিপদাশ্রয় [স] বিপদ-আশ্রয়। বি বিপদের ভয়। 'মনের আকাশে কোনো বিপদাশ্রয় আভাস নাই।' *ওয়ালী*, ১৯৪৪।

বিপদদুর্ভাগ্য [স] বিপদ-দুর্ভাগ্য। বিপদ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে এমন। 'বিপদদুর্ভাগ্য ফলিত্বাৎ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিপদে বন্ধুর গল্পীক্ষা - বিপদের মধ্যে বন্ধুকে যে পরিত্রাণ করে না, সেই প্রকৃত বন্ধু। *সুবল*, ১৯০৬।

বিপন্ন [স] ১ বি বিপন্ন। 'আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ বি বিপদগ্রস্ত যে। 'তুমি নাকি পৃথিবীর রাজা? বিপদের কোথ নহ?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৩ বি বিপদগ্রস্ত। 'অভিজ্ঞানশত্রে রোগী বিপন্ন হইয়া পড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ বি বিপন্ন। 'যেহেতু উল্লসিত, কটিনেপ, বন্ধাঞ্চল বিপন্ন।' *হাসান*, ১৯৬৭।

বিপন্নতা [স] বি সংকটাপন্ন অবস্থা। 'সর্বস্বীপ বিপন্নতার আরেকটুকুতে অভিনেতার মুখের মতো ...।' *ম্যানিক*, ১৯৩৭।

বিপন্নমুখ [স] বি দুর্গমগ্রস্ত মুখমণ্ডল। 'রাজা দেখে তারে সভাপৃথক্যে বিপন্নমুখবহি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিপন্ন [স] বিপদ খাঁ বিপদগ্রস্ত। 'বিপন্ন রোহিণীকে পরিত্রাণ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বিপন্নাবস্থা [স] বি সংকটপূর্ণ অবস্থা। 'স্নান বিপন্নাবস্থা সহজেই

অনুমেষ।' মহাশেখতা, ১৯৫৬।

বিপশ্মমুখ [সি বিপশ্ম-মুখ] বিপদমুখ। 'রোগী বিপশ্মমুখ।' মনসুর, ১৯৫৫।

বিপরাধো [ত্রি] বিপ বিপদভঞ্জন। 'ভঞ্জন গরজি ঘন বরিসতা রে কএোন সে বিপরাধো।' কিত্যাপতি, ১৪৬০।

বিপরিত [সি বিপরীত] ১ বিপ বিপর। 'বিধি বিপরিত ভৈল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ বিপর্যয়। 'মহারাজা ককির করিল বিপরিত।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিপ অসভাবিক। 'প্রিথিবি কপিত ভার বিপরিত পকি রব।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিপরীত [সি] ১ বিপ বিরুদ্ধ। 'তবেহো আখিক রাধা বইলেন বিপরীত।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ অসঙ্গত। 'বিধের শুণী হেন বিপরীত বাণী।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিপ উলটা। 'চরণ কমল কদলী বিপরীত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ বিপ অনিষ্টকর; অসঙ্গত। 'বিপরীত কথা বলি বীরসিংহ রায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৫ বিপ পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। 'বিপরীত তুমি লগিতে কঠোরে, মিলিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৬ বিপ ভিন্নমুখী। 'বিপরীতধর্মী বৈদ্যকেশার যুগ্মমিলনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিপরীতগামী [সি] বিপ বিপরীত দিকে যাচ্ছে এমন। 'দুইখানি বিপরীতগামী ট্রেন দুই দিকে চলিয়া গেলে।' বনফুল, ১৯৬৬।

বিপরীতচারী [সি] বিপ বিরোধী। 'লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতচারী।' বনফুল, ১৯২৯।

বিপরীতধর্মী, বিপরীতধর্মী [সি] বিপ একটি পজিটিভ ও অন্যটি নেগেটিভ স্বভাববিশিষ্ট। 'বিপরীতধর্মী বৈদ্যকেশার যুগ্মমিলনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। 'সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মনোভাবেরে অভাব নাই সত্য।' আলাদ, ১৯৬৬।

বিপরীতমুখী [সি] বিপ পরস্পর উল্টা দিক থেকে আসা। 'দুই বিপরীতমুখী পঞ্চভাষার সঙ্গে ধাক্কা লাগে না।' নরেন্দ্র, ১৯৬২।

বিপরীত রুচি [সি] বি নারী উপরে এবং পুরুষ নীচে, সমমতাকালীন এমন আসন। 'বিপরীত রুচি, করিতে যুবতী/অলসে বসিয়া পড়েছে বাস।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বিপরীতচরণ [সি] বি বিরুদ্ধ আচরণ। 'বৃদ্ধগণের প্রতি তাহার বিপরীতচরণ করিয়া কি প্রকারে সেই য়েহেরে প্রত্যাশা করেন?' কৈবাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বিপরীতচারী [সি] বিপ বিরুদ্ধচারী। 'হুকুমের বিপরীতচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির কুতোরদের নিজে উপকারের নিমিত্তে ...।' নর্দগ, ১৮২৯।

বিপরীতার্থ [সি] বি ভিন্নার্থ। 'বিপরীতার্থ করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বিপরীতার্থক [সি] ১ বিপ পরস্পরের বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। 'বিপরীতার্থক শব্দ ছড়িয়া সমুদ্রতা ও বৈপরীতা বুঝাইবার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ২ বিপ বিপরীতধর্মী। 'যুদ্ধ ও প্রেম বিপরীতার্থক।' গান্ধী, ১৯৭১।

বিপর্যয়, বিপর্যয় [সি] ১ বি এলোমেলো। 'রক্তন ভোজন ছাড়ি চলহ সারার বাড়ি বিপর্যয় পার অভ্যাগে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুর্বিধ। 'বিপর্যয় বন্যা আইল বলবান নদী।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি বিনাশ। 'চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্যয়।' রামজ্ঞান, ১৮৮০। ৪ বি বিপজ্জ্বল অবস্থা। 'তাহাতে রক্তাকীর্ণশে বিপর্যয় হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৫ বিপ উলট পালট করে দেয় এমন। 'সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিপর্যয়, বিপর্যয় [সি] ১ বিপ লজ্জিত; তরুণ। 'গাড়ী অত্যন্ত আঘাতেই ভস্ম ও বিপর্যয় হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বিপ উলট-পালট। 'ভরসের বেগে বোট বিপর্যয় হইবার উপক্রম হইল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ৩ বিপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। 'তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যয় হইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিপর্যয়তা [সি] বি বিশৃঙ্খল অবস্থা। 'সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্যয়তা ঘটয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিপর্যাস [সি] বি বিপর্যয়। 'প্রত্যাগত গ্রন্থ বিপর্যাসে পরিপূর্ণ বিবৃত্তির অগ্রিম মলা।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিপর্যিত [সি] বিপ উলট পালট। 'অনুহিত খিন্ন ভাষা বিপর্যিত হয়।' রূপরাম, ১৭৫০।

বিপল [সি] বি এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ সময়। 'সুখের যত বিপল জড়ো কুড়িয়ে নিতে বৃদ্ধি এনেছে।' শক্তি, ১৯৬১।

বিপচিত [সি] বি পচিত। 'তদবসরে ... লোকবিত্ত পর্যাশোচনায় ব্যাস্কত হইয়া লোকচারদর্শনী বিপচিতের সহিত সাক্ষাত করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বিপাক [সি] ১ বি বিপদ। 'ছলে পাছে পাড়মে বিপাক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুর্ভাগ্য। 'ভুয়্যধিকারিা নানা বিপাকে ব্যাধিকা হেছ পুর্লোকা কিপর্যন্ত রাজকরের বৃদ্ধি করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিপাশা [সি] বিপ বন্ধনীয়। 'বিপাশ হিয়ার বিনাইত ফাঁদ অলক রাপে।' সূর্য্যভাস, ১৯১২।

বিপাশা [সি] ১ বি একটি নদীর নাম। 'খাইল দ্রুতপদ সেল সয় মহানল খাইল বাহাদা বিপাশা।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'দুজনে মিলিয়া বদি মিলি গো বিপাশা-পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিপ পাশ মুক্ত এমন। 'বিপাশা।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

বিপিন [সি] বি অরণ্য। 'একসর চলি গেলা বিপিন গহন।' সুলতান, ১৭০০।

বিপিপ [সি বিপিন] বি অরণ্য। 'আকারে অমিল এই বিপিনের মাঝ।' অলাভ, ১৬৮০।

বিপিনজানিত [সি] বিপ বুঝে। 'বিপিনজানিত ফুলে বাঁধি হে কবরী।' সূরীন্দ্র, ১৬৬৬।

বিপুল [সি] ১ বিপ গভীর। 'বিপুল পুলক পরিপূর্ণএ দেহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিপ বিশাল। 'মার্বা বিনী গুরুতর বিপুল নিভয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিপ অনেক। 'ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিপ সুউচ্চ। 'বিপুল তরুঙ্গ রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিপ ব্যাপক। 'সইব তোমার আঘাত দাও সে বিপুল ধৈর্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

বিপুলকায় [সি] বিপ বিশাল দেহের অধিকারী। 'বিপুলকায় বহুভুত পুরুষের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বিপুলভঙ্গ [সি] ১ বিপ জোড়ালো। 'ইহার দেশপরিধি হত বাড়িয়ে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলভর হইয়া উঠিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ২ বিপ ব্যাপকতর। 'বিপুলভর হয় সে ধারা, গভীরভর সুরে যতই আসে দূরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিপ অত্যন্ত বেশি। 'যারা বাঁধিয়াছে তাঁদের কুজা অমান বিপুলভর।' জয়ীম, ১৯০০।

বিপুলতা [সি] ১ বি বিশালতা। 'বিপুলতার একটা গায়ের জোরে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি প্রাচুর্য। 'মনুষ্যভূতের আনন্দপরিধির বিপুলতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিপুলতাম্রা [স] বিপ বিশালতা-ধর্মী। 'বিপুলতাম্রা এই সভ্যতার সিকেই একমাত্র আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিপুলধী [স] বিপ প্রতিভাবান। 'বিপুলধী বিজ্ঞানরথীরা ... তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিপুলনিরুধ্যা [স] বিপ ক্রী কটক পচাভাঙ্গা ছল এমন। 'বিখাখায়া, গীলগয়োরাখা, বিপুলনিরুধ্যা ...' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বিপুলবশু [স] বিপ দীর্ঘ। 'একটা বিপুলবশু চিঠিতে অল্প বাজে কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন।' সুকান্ত, ১৯৪৩।

বিপুলবীর্য [স] বিপ অত্যন্ত শক্তিশালী। 'একদিন শেষে বিপুলবীর্য শক্তি উঠবে জেসে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিপুলবেশ [স] বি তুরিৎ গতি। 'বিপুল বেশে কবিতা লিখিবার যৌক আসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'বিপুলবেশে একটা অচ্ছ কড় গুটে।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

বিপুলমতি [স] বিপ মহৎ মনের অধিকারী। 'পুণ্ড্রবিজ্ঞানবিহারদ বিপুলমতি ক্রলেন সাহেব মোহোদয় ইহার সংগঠনতার সম্বন্ধে গ্রহণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিপুলশক্তিসাধ্যা [স] বিপ অসাধারণ প্রয়াস দিয়ে করা সম্ভব এমন। 'চতুঃপাঙ্করে চৈতন্যবিরারে বিপুলশক্তিসাধ্যা শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিপুলা [স] ১ বিপ ক্রী বিশাল। 'এই বিপুলা পৃথিবী কামবন্ধন কিতোরে মুখ্যস্থান।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। বিপ ব্যাপক। 'অবশ্য তাহার বিপুলা প্রী, বহল অর্থ্য ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিপ ক্রী বিকৃত। 'বিপুলা পক্ষা কুপণ হইয়া যায়।' মনিক, ১৯৩৬।

বিপুলাকার [স] বিপ বিশাল দেহের অধিকারী। 'পৃথিবীর স্বাধীন অবস্থাতেই ম্যামথ ম্যাস্টেডন প্রভৃতি বিপুলাকার প্রাণীর প্রভুত্ব ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিপুলাকার [স] বিপ বৃহৎ আকৃতিসম্পন্ন। 'একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্চিত্রের মতো দেখতে হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'বহু উজ্জল নক্ষত্র গ্রন্থ বিপুলাকার সহচরের বিষয় জানা গিয়াছে।' মোতাযর, ১৯৩৭।

বিপুলায়ন [স] ১ বিপ সুবিশাল আকারের। 'অপাতদৃষ্টিতে ইহাশের বিপুলায়ন দেখে অভি প্রকাশ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি সুবিশাল আকার। 'এক্ষণে বিপুলায়ন ধারণ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিপুলার্থ [স] বি প্রচুর অর্থ। 'বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগের বিবাহ দেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বিপুলীকরণ [স] বি অতিদয়তা। 'গুজা-ব্যাণাকর তে বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিপ্র [স] বি ব্রাহ্মণ। 'বিপ্র পাণ্ড প্রকাশন কৈল সেই ঘরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বিপ্রকন্যা [স] বি অভিজ্ঞাত পরিবারের মেয়ে। 'রানী ভবানী হঠা বিপ্রাঙ্গন্যার প্যামাদুন্দরী প্রভৃতি উক্ত কএক জন বিপ্রকন্যার বিদ্যা।' প্রভাকর, ১৮৩৩।

বিপ্রধর [স] বিপ্র+যা ঘরা বি ব্রাহ্মণের গৃহ। 'হেন প্রভু অবতরী আছে বিপ্রধরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিপ্রচরণ [স] বি ব্রাহ্মণের পা। 'এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাবালে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বৃন্দা, ১৫৮০।

বিপ্রজাতি [স] বি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। 'বিপ্রজাতিতে প্রধানমন্ত্রির পদে সংস্থাপিত করা উচিত।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

বিপ্রতনয় [স] বি ব্রাহ্মণের পুত্র। 'বিপ্রতনয়, মধুহালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিপ্রতিপত্তি [স] ১ বি সম্ভব। 'রায়জী ... উত্তম পরামর্শ দিতে কুমতাপন্ন হইতবে কাহারো বিপ্রতিপত্তি নাই।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি বৈসাদৃশ্য। 'যুড়র এই উপপত্তিতে দৃষ্টি বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বিপ্রনারি [স] বিপ্রনারী বি ব্রাহ্মণ নারী। 'এত বলি বিপ্রনারি অতিক্ষেপ করে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বিপ্র-ন্যাসি [স] বিপ্র-ন্যাসী বি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। 'জয় বৈদ্যবর্ম বিপ্র-ন্যাসির মাহেশ্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিপ্রশাণ্ড [স] বিপ্রশাণ্ড বি ব্রাহ্মণের পা। 'বিপ্রশাণ্ড প্রকাশন কৈল সেই ঘরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

বিপ্র-পাদোদক [স] বি ব্রাহ্মণের পা-খোয়া জল। 'ঈশ্বরে সে করে বিপ্র-পাদোদক পান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিপ্রসুত্র, বিপ্রসুত্র [স] বি ব্রাহ্মণের পুত্র। 'এ বিপ্রসুত্রের সেই মত ব্যবসার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিপ্রবন্দ [স] ব্রাহ্মণগণ। 'প্রগতিপূর্বক পরে বন্দি বিপ্রবন্দ।' মাসিকরাম, ১৭৮১।

বিপ্র ভক্তি [স] বি ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা। 'বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

বিপ্র-ভবন [স] বি ব্রাহ্মণের বাড়ি। 'আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিপ্রভাগিনা [স] বিপ্রভাগিনেরা বি বিধান ব্রাহ্মণের ভাগ্যে। 'চল সে তো বিপ্রভাগিনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বিপ্রমুনি [স] বি ব্রাহ্মণ ঋষি। 'জ্যেষ্ঠ বিপ্রমুনি করিল বেদধ্বনি কল্যার গন্ধাবিবাসনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিপ্রসন্ধান [স] বি ব্রাহ্মণের সম্ভান। 'জতো পরগানিবাশি বিপ্রসন্ধান লিখিয়াছেন।' সুফারক, ১৮৩১।

বিপ্রসাং [স] বিপ্র ব্রাহ্মণের অধীন করা হয়েছে এমন। 'সেই সুবর্ণকে ভাণ্ডয়ে বিভক্ত করিয়া, একজাণ বিপ্রসাং করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিপ্রসূতা [স] বি ব্রাহ্মণের ছেলে। 'বিপ্র বলে তুমি তো অযোব বিপ্রসূতা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিপ্রকর্ষ [স] ১ বি দূরবর্তী। 'অম্মাদানি হর্ষ বিপ্রকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ।' বরদর্শন, ১৮২৯। ২ বি বিপন্নতা টান। বিকর্ষণ। 'বিক্ষেপক রববিশ্ব যার দি বিপ্রকর্ষে ফেটে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

বিপ্রকর্ষণ [স] বি বিকর্ষণ। 'আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ ব্যঙ্গ হইয়া অনন্তে মিলাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রের পরিণত হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিপ্রকৃষ্ণ [স] বিপ দূরবর্তী। 'এই স্থান সানকরনাগে হইতে চট্টাল দেশে বিপ্রকৃষ্ণ।' বিদ্যা, ১৮৩৩।

বিপ্রতীপ [স] বিপ সম্পূর্ণ প্রতিকূল। 'বিপ্রতীপ প্রতিবেশের অসমতদৃষ্টে সোচ্চার এবং বিরোধিতার উচ্চিহিত ...' মুগুশি, ১৯৭০।

বিপ্রলঙ্কা [স] বিপ বিকৃত। 'থাকুক সে বিপ্রলঙ্কা অনন্ত বিয়োনে।' সুবীন্দ্র,

১৯৩০।

বিফলকাজী [স] বি ক্রী যে নান্দিকা সংকেতস্থানে নারকের সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হয়। 'ভূতীরে বাসকসন্ধ্যা বিফলকাজী চারি'। আমাভল, ১৬০০।

বিফলজ্ঞ [স] বি বিয়হ। 'বিফলজ্ঞ চারিদিক তনহ প্রকাশ'। পূর্ণরূপ মান শ্রেয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসংগ্রহ। ভারত, ১৭৬০।

বিফলজ্ঞান [স] বি বিফলজ্ঞান। 'বিফলজ্ঞানে ভূবে মরে বগদ সন্তান'। সুখীন্দ্র, ১৯৪১।

বিফলি [স] বিণ অসিদ্ধ; অপরিসূচ্য। 'বিফলি রত্নমুখি ... লোকের অনহা ও বিফলি বটে'। ভারত সংস্কৃত, ১৮৭৩।

বিফলীয় [স] বিফলি। বিণ অসিদ্ধ। 'এতক বিফলীয় জবে পোবিন বলিল'। মাল্যধর, ১৫০০।

বিফল [স] ১ বি রাজার বিফল বিস্তার। 'সতর শত উনমকই ক্রীড়াদে ফরাশি পাহাড়ে রাজবিফল উপস্থিত'। অক্ষয়, ১৮৫৪; 'বিফলের রত্নমুখি নির্দাশ কালী মথ্যাক সূর্যের ন্যায়'। ভারত সংস্কৃত, ১৮৭৩। ২ বি সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। 'সভ্যসেবা স্থির করিয়াছে এইজন্যে বিফল রত্নমুখি করিতে পারিবে'। সুখবর্ণি, ১৮৫৫। ৩ বি আন্দোলন। 'সুনের ধরহর - ব্রজাও বিফল করে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বিফলকামী [স] বিণ বিফলী। 'বিফলকামী হিন্দুদিগের বর্ধমান অবস্থা উত্তেজনা কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে'। প্রচারক, ১৯০৭।

বিফলভক্ত [স] বি দেশের শাসন ও সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনবাদের বিরুদ্ধ ভক্ত। 'এই এতকম বিফলভক্ত আলোচনা হজিল বেশ'। ধর্মপত্র, ১৯০১।

বিফল মেবতা [স] বি বিফলরূপ মেবতা। 'বিফল মেবতা ওই শিখর তোমার দাঁড়িয়েছে আসিয়া আবার'। নজরুল, ১৯২৮।

বিফলবান্দক [স] বি বিফলের বান্দক। 'অল্লাহ করিবান্দক হইব বড়ো বিফল-বান্দকেরও হামি'। নজরুল, ১৯৩১।

বিফলবংশী [স] বিফল-বংশী পঙ্খী। বিণ যে-কোনো পন্থায় আমূল পরিবর্তন চায় এমন। 'কয়েকটি বিফলবংশী ছায়'। নজরুল, ১৯৩১।

বিফল-বহি [স] বিস্তারের আশ্রয়। 'বসন্তে ছড়িয়া বিফল-বহি প্রচ্ছলিত'। প্রচারক, ১৯০৭।

বিফলবাদ [স] ১ বি বিফল সংগ্রাম মত। 'আমাদের সমাজে বিফলবাদ ও হিন্দুভাবাপন্ন মুসলমান সৃষ্টির জন্য ...'। সত্যবাদ, ১৯১৯। ২ বি বিফলী চিন্তাধারা। 'বিফলবাদ কদাপি গৃহস্থ করি না'। ছোলাভাট, ১৯২৩।

বিফলবাদী [স] বি আমূল পরিবর্তন চায় যে। 'প্রমত্ত যে বিফলবাদী'। নজরুল, ১৯৩১।

বিফলবহুধী [স] বিণ বিফলী। 'ইহাতে তাঁহাদের মানস জ্ঞান নব জীবনের সংস্পর্শে বিফলবহুধী হইয়া উঠিল'। এনায়েত, ১৯৫৫।

বিফলবিশি [স] বি চৈতন্যবিধ। 'বিফলবিশি বসন্ত ...'। নজরুল, ১৯৩১।

বিফলবান্ধন [স] বিণ বিস্তারপূর্ণ। 'সেই বিফলবান্ধন আকাশতলে ... মুহুর্তে মধ্যে আদৃশ হইতেছিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বিফলভক্ত [স] বি বিফলের ভক্ত। '... বিদ্যালয়টির রক্ষণশীল বিফলভক্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন'। আনোয়ার, ১৯৭০।

বিফলবান্ধক [স] বিণ-বান্ধক। ১ বিণ বৈপর্য্যিক। 'ইহাকে সম্বন্ধমত বিফলবান্ধক পরিবর্তন বলিয়াই মনে করেন'। আজাদ, ১৯৩৯। ২ বিণ আমূল। 'বদা ঘাইতে পারে বিফলবান্ধক পরিবর্তন'। আজাদ, ১৯৫৯।

বিফলবোজ [স] বিণ-উত্তর। বিণ বিফল পরকীর্ষ। 'বিফলবোজ রূপ সেনে আর্থিক প্রাদুর্ভিক রূপান্তর সাধিত'। শিব, ১৯৫৬।

বিফলী [স] বিণ বিস্তারী। 'ভারোলেসের ভ্যোয়ালিন' নাকি আমি বিফলী-মনভূবি'। নজরুল, ১৯২৬।

বিফলী-নেতা [স] বি বিস্তারীদের নেতা। 'রুশিয়ার বলশেভিকের ও বিফলী-নেতা'। নজরুল, ১৯৩০।

বিফলী-মন [স] বি বিস্তারী মানস। 'অস্বাভ ক্ষুধিত পথ বিফলী মনের'। ফররুখ, ১৯৪৬।

বিফলিবন [স] ১ বি ধ্বংস। 'পামরেয়া ... ধর্মমূল সনাতন বৈদ্যাস্ত্রের বিফলিবনে উদ্যত হইয়াছে'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি বিপর্য্যক। 'আমার দাবি নির্বাহন' নইলে হবে বিফলিবন'। অন্নদা, ১৯৭২।

বিফলিভিত [স] বিণ বিপর্য্যক; প্রাবৃত। 'রক্তবর্ণ প্রকাশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে করে বিফলিভিত'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিফলিবিনী [স] বি ক্রী প্রাবন সৃষ্টিকারী। 'অরি পজা। অমি বিফলিবিনী'। সত্যোদয়, ১৯১২।

বিফল [স] বিণ বিপর্য্যক। 'আলোড়িত সমাজ বিফল হইয়া উঠে'। বঙ্কিম, ১৮৮২।

বিফল [স] বিণ বিপর্য্যক। 'ভেসে যাব যাব হজি কাউল ও বিফের কন্যায়'। রোকেয়া, ১৯৩১।

বিফল [স] ১ বিণ বিপর্য্যক। 'আমি দরসনে লোক নহেত বিফল'। মাল্যধর, ১৫০০; 'বিফল সকলি বিফল'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ব্যর্থ। 'তাঁহা সকলই বিফল হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮৩১।

বিফলকাম [স] ১ বিণ ব্যর্থ। 'বিফলকাম হইয়া তিনি পুনরায় কহিলেন'। শরৎ, ১৯১৬। ২ বিণ অসফল। 'বহু সাধ্যসাধনার বিফলকাম হয়ে ...'। নজরুল, ১৯৩১।

বিফলতা [স] বি ব্যর্থতা। 'ছেঁধা যারে মনে হয় শুধু বিফলতায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিফলবিভ্রম [স] বিণ ক্রী ব্যর্থ ও বিভ্রান্ত। 'সৈবলে বিফলবিভ্রম্য বামা লঙ্কার ফিরিল'। মাইকেল, ১৮৬০।

বিফলমনোরথ [স] বিণ মনের বাসনা ব্যর্থ হয় এমন। 'কোন অতিথি রুদ্ধ ঘরে আশ্রিত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'বিফল মনোরথ হয়ে তাঁ থেকে বাড়ি প্রত্যাবর্তন'। ওয়ালী, ১৯৬৮।

বিফলা [স] বিণ ক্রী নিশ্চল। 'সে আপাত বিফলা হইল'। চাক্যহরক, ১৮৭৩।

বিফলানুরাগ [স] বি ব্যর্থ প্রেম। 'বিফলানুরাগে বৃত্তিকামেনবরূপ জ্বালা জ্বলিতে পারিবে'। কল্পিত, ১৮৭৩।

বিফলিত [স] বিণ ব্যর্থতার পরিণত। 'কেনে ওঠে কবে বিফলিত বিকাশবেশনে'। সুখীন্দ্র, ১৯২৫।

বিফলীকৃত [স] বিণ নিরর্থক। 'সে উদ্বেগে যেমন সম্পূর্ণরূপে দিকলীকৃত হইয়াছে'। বঙ্কিম, ১৮৮২।

বিফলে কাটা ক্রি নিশ্চল অতিবাহিত হওয়া। 'বিফলে কাটল গ্রাণ'।

রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিবন্ধা [স] বি বন্ধার ইচ্ছা। 'আরো অনেকের বিরুদ্ধে বিবন্ধা তাই পরাহত হল।' সূক্তান্ত, ১৯৪৮।

বিবৎসা [স] বি বাস করার ইচ্ছা। 'নির্মিথিংসা, জুগোপিতা, বিবৎসা ও আত্মদার এ চারি বৃত্তি ...।' অক্ষর, ১৮৪৯।

বিবদমান [স] বিবদমানত। 'অভিযয়ে ঐ রাখানখ মুখোপাধ্যায় ষোড়শত বিবদমান হইবাতো ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বিবমিষা [স] বি বমির ভাব। 'দুঃস্থঃ বিবমিষায় সমস্ত গ্রাসটা সে ঢেলে ফেলল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

বিবর [স] ১ বি গহ্বর। 'প্রবেশিল পাড়াল বিবরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সাগরের বাসা। 'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্ণ বিবরে, প্রাণাধিক?' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি অস্ত্রপুত্র। 'আমাদের শাশুরের বিবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিবরবাসী [স] বিব তহাবাসী। 'বিবরবাসী জীব যেন সত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করে।' ওয়ালী, ১৯৬৬।

বিবর-বিশাসী [স] বিব বিবরে বা নিভুতে থাকতে পছন্দ করে এমন। 'বিবর-বিশাসী হিংসা/তুষ্টির তলির পরিচয়।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

বিবর-মাঝে ক্রিবি অস্ত্রপুত্র। 'অবলার ক্ষীণ বাহ কী প্রচণ্ড দুখ হতে রেখেছিল মাঝে বাঁধিয়া বিবর-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিবরসন্ধানী [স] বিব গর্তের সন্ধানকারী। 'তাকে বিবরসন্ধানী বলে ধারণা হয়।' হাসান, ১৯৬৭।

বিবরণ [স] ১ বি বৃত্তান্ত। 'শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'অন্য কত দেবগণ কহ তার বিবরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বর্ণনা। 'সেই সব লীলার চনিত্তে বিবরণ বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকলিত মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'কহে বাস। হৃদয়ের বিবরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি অনুবাদ। 'আবুল ফজল পারস্যের ভাষাতে ইহার বিবরণ করেন।' অক্ষর, ১৮৪৭। ৪ বি কল্প। 'তাহার চালান ও বিবরণ ও এই সঙ্গে যাইতেছে।' অক্ষর, ১৮৫০।

বিবরণকাহিনী [স] বিবরণ+কাহিনী। বি বর্ণনামূলক বৃত্তান্ত। 'আধুনিক যুগের সর্গকল্প বিবরণকাহিনী দেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।' শিব, ১৯৫০।

বিবরণশ্রী [স] বি বিবরণী। 'লোকসংখ্যার বিবরণপর্য সমাধি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

বিবরণপুস্তক [স] বি ভ্রমণকাহিনীর বই। 'বিশেন্সম্মাটী ও পর্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বিবরণলিপি [স] বি কার্যবিবরণী। 'বিশেষ বিবরণ লিপি হুগুপিং হইত।' কৌমুদী, ১৮৩০।

বিবরণী [স] বি বিবরণগণ। 'এই কর্তব্য নিত্য-সত্য, নৈমিত্তিক-সত্য, যুদ্ধ-সত্য, শ্রাদ্ধ-সত্য প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত; তা ছাড়া আছে সাময়িকপত্র, অসাময়িক পত্র, হাদ্যার খাতা, বার্ষিক বিবরণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিবরণ [স] বিবরণী বিণ ক্যাকাসে। 'কবি ভাবে মুখ কবি বিবরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিবরা [স] বিবরণ+ক্রি বিবৃত করা। **বিবরিয়া** ক্রি বর্ণনা করে। 'বিবরিয়া ক্রি কল তার পূর্বকথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। **বিবরিষ** ক্রি বিবন্ধন করে। 'আগে ইহা বিবরিষ করিয়া বিতারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **বিবরিয়া** ১ ক্রি বিবৃত করে। 'বিবরিয়া কহ সেই কথা

সবিশেষ।' অলাপল, ১৬৮০। ২ ক্রি বিবরণ দিয়ে। ওর্স, ১৭৮২।

বিবরিত [স] বিণ বিবৃত। 'নবকুমারের নিবৃত্ত বিবরিত করিয়া কহিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

বিবর্জিত, বিবর্জিত [স] ১ বিণ পরিহার করা হয়েছে এমন। 'বিবর্জিত তৈল ওদা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'বহু বিবর্জিত সাধু কাড়ের কদম্ব।' কেতকা, ১৬৫০। ৩ বিণ বর্জিত। 'ইহাতে ইহায়েছে তামূল বিবর্জিত।' ভবানী, ১৮২৫।

বিবর্জিতা, বিবর্জিতা [স] ১ [স] বিণ ক্রী হারিয়েছে এমন। 'যৌবনের প্রারম্ভে সকল সৌন্দর্য্য বিবর্জিতা হইবেন।' ভ্রমোৎক, ১৮৭৪। ২ বিণ ক্রী পরিত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'পথে-বিবর্জিতা বোটাটী মনের দুখে কান্দতে কান্দতে ...।' প্রমথ, ১৯২২।

বিবর্ণ [স] ১ বিণ মলিন। 'বিবর্ণ কর্ণের মুক দেখএ সমাজ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ ক্যাকাসে। 'স্মৃত শরীর বিবর্ণী ও বিবর্ণ ইহায়া যায়।' বিন্দ্যা, ১৮৫১।

বিবর্ণতা [স] বি মলিনতা। 'কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা আছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

বিবর্ণপাড় ক্রি পাড়ের রং মলিন হয়েছে এমন। 'বিবর্ণপাড় শাড়ি।' মালিক, ১৯৩৩।

বিবর্ণপ্রায় [স] বিণ প্রায় বর্ণহীন। 'বিবর্ণপ্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি।' বিদ্যুৎ, ১৯৩১।

বিবর্ত [স] বি আবর্তন। 'সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ্য বিবর্তের দুনে।' সূরীন্দ্র, ১৯৪৫।

বিবর্তমান [স] বিণ বিবর্তিত হচ্ছে এমন। 'এই খণ্ডতো কি বিবর্তমান ও নির্ময়মান শ্রেণী সংকোচের অনিচ্ছাতার ...।' আলোয়ার, ১৯৭০।

বিবর্তন, বিবর্তন [স] ১ বি প্রকাশ। 'তোমার সে আজ্ঞা করিবার বিবর্তন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি বিতরণ করে। 'মাহাকে দেখন্ত তাকে দেখ বিবর্তিয়া।' অলাপল, ১৬৮০। ৩ বি মায়া। 'সাদুসবর কর রে মন অনর্থ হবে বিবর্তন।' লালন, ১৮৯০। ৪ বি ক্রমবিকাশ। 'স্মৃতির মাথো unity আছে, কেবলই বিবর্তন নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫: 'অভির্ভব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

বিবর্তনবাদ [স] বি ক্রমবিকাশবাদ। 'কাহাকে বিবর্তনবাদ, কাহাকে পরিশ্রমবাদ বুঝাইয়া দিতেছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

বিবর্তনশীল, বিবর্তনশীল [স] ১ বিণ পরিবর্তনশীল। 'মন্ডন্তরে মন্ডন্তরে কাল বিবর্তনশীল।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বিণ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন ঘটে এমন। 'ইতিহাসকে মনে করতেন ঘাঘিক গতিসম্পন্ন ও বিবর্তনশীল।' উমর, ১৯৬৮।

বিবর্তনীয় [স] বিণ ক্রমপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ এগোচ্ছে বিবর্তনীয় অর্পণতা থেকে পূর্ণতার দিকে। 'মাহেনও, ১৯৪৯।

বিবর্তনোন্মুখতা [স] বিবর্তন-উন্মুখতা। বি বিবর্তনমুখিতা; ক্রমপরিবর্তনশীলতা। 'তা বিশ্বজগতের ইতিহাসলতার নয়, গতিশীলতা ও বিবর্তনোন্মুখতায়।' আইহুবা, ১৯৭৩।

বিবর্তিত [স] বিণ পরিবর্তিত। 'environment-কে বশ করতে করতেই সে বিবর্তিত হলো।' অন্ননা, ১৯২৮।

বিবর্তবাদ, বিবর্তবাদ [স] বি মায়বাদ। 'বিবর্তবাদ হুগুপিংয়ে কল্পনা করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিবর্তা [স] বিবর্তন+ক্রি বিবর্তন করা। বিবর্তি ক্রি বিতরণ করে। 'আর যথ আদিকের বিবর্তি সন্ধানে।' সুলতান, ১৭০০। **বিবর্তিয়া** ক্রি

বিতরণ করে। 'মদিনাত যাই আশি সিমু বিবর্তিয়া' সুলতান, ১৭০০।

বিবর্ধন [স] বি বৃদ্ধি। **বিবর্ধনশালিনী** [স] বিপ ক্রী সন্ম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 'তাঁদের সমবর্ধনশালিনী প্রতিভার ও বিবর্ধনশালিনী নিচুর ভূমির সামঞ্জস্য ঘটানেন।' অন্ননা, ১৯৩৭।

বিবর্ধমান [স] বিপ বিকাশমান। 'সহযোগিতার ফলে প্রতিটি ক্রী-পুরুষের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিবর্ধমান।' শিব, ১৯৫০।

বিবশ [স] ১ বিপ অচেতন। 'প্রেমোত্তে বিবশ হওয়া ভূমিতে পড়িয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ আত্মহার্য। 'নিরবধি মগ্ন রহে বিবশ বিহ্বল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিপ বন্দী। 'ইদুর যেমন কলে পড়িয়া, বিবশ হইয়া, ছোটফট করিতে থাকে।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৪ বিপ বিভোর। 'এসো জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। 'সুখে ঢললে বিবশ বিড়ল পাগল নয়নে তুমি চাও, কারে চাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৫ বিপ নিচেট। 'বিবশ দিন, বিরত কাহ্ন, কে কোথা হিন্দু সোহে, সহসা প্রেম আসিলে আজ কী মহা সমারোহে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৬ বিপ অচেতন। 'তব বৃত্তের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বিবশতা [স] বি বিভোর অবস্থা। 'নানা ভাবে বিবশতা গর্ভ হর্ষ দৈন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিবশা [স] ১ বিপ ক্রী নিচেট। 'তখন সে বিবশা হইয়া ... বিবৃত মুখে শয়ন করিয়া রহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিপ ক্রী বিহ্বল। 'বীরবাহ শোকে বিবশা রাজমহিষী।' মাইকেল, ১৮৬১। 'আজি এত শোভা কেন, আশ্বেষ বিবশা যেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ ক্রিবিপ অচেতন হয়ে। 'কেন ভূমিতলে পড়িল বিবশা?' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বিবশা [স] বিবশা। 'ক্রি মুগ্ধ করা। 'ওই কুহকরাগিনী এখন কেন শ্যে পথিকের প্রাণ বিবশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিবসন [স] বিপ উদ্বল। 'বিবসন সব গোপি বস্ত্র নাহি অঙ্গে বসায়, ১৫০০।

বিবসনা [স] বিপ ক্রী নগ্ন। 'বিশাল ভবের মাঝে বিবসনারেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিবসিনী [স] বিবসনা। 'বি নগ্ন নারী। 'বিবসিনী গাখএ নীরে।' বসু, ১৪৫০।

বিবস্তর [স] বিবস্ত্র বিপ বিবস্ত্র। 'এমত সমএ বোলে হৈতে বিবস্তর।' সুলতান, ১৭০০।

বিবস্ত্র [স] ১ বি উলঙ্গ অবস্থা। 'বিবস্ত্রে কুড়া করে বস্ত্র এড়ি কুলে।' মালধার, ১৫০০। 'জ্ঞাপনে ক্রী-পুরুষেরা একত্রে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করার প্রথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বিপ উদ্বাহ। 'পাহাড়ের ধার-ভাঙা নির্ভরের বিবস্ত্র সঙ্গীত।' সিকান্দার, ১৯৫১। ৩ বিপ পাগলপূর্ণ। 'কারের পাখার পর্ণা টানানো/ থাকসে এখানে/ এই বিবস্ত্র ডালচুলা খিরে।' সিকান্দার, ১৯৬২।

বিবস্ত্রা [স] বিপ ক্রী বস্ত্রহীন। 'দৈত্যেরা শুধু বিবস্ত্রা করে চায় তাহারে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিবা [স] বিবাহ বি বিবাহ। 'কোন বরে বিবা দিব মোর কন্যা গোত্রী।' মুহুন্দ, ১৬০০।

বিবাগি, বিবাদী ১ বিপ সংসারত্যাগী। 'বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন।' হেজাম, ১৮৬১। 'যাত্রার গানেই তাহারে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিপ উদাসীন। 'আমার মন-বিবাগী ঘোড়া বাগ ফিরাতে পারি নে দিবারাতে।' লালন,

১৮৯০। 'আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিবাদ [স] ১ বি ভিন্নমত। 'তুমি যে ঋতিলে অর্থ এ নহে বিবাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বিরোধ। 'দুই সনে বিবাদের নাহি কোন মল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি ঝগড়া। 'সিন্ধু সনে আকার বিবাদের কার্জ নাহি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি সংশয়। 'তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি হুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেউন।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৫ বি তর্ক। 'শত্রুর ক্রোধ ধৈর্যের দ্বারা শাস্ত কর, এবং বাক্যের বিবাদ কার্যের দ্বারা খঞ্জন কর।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

বিবাদ-কিন্ত [স] বিপ কলহে উদ্ভূত। 'বিবাদ-কিন্ত বিরাত জনশক্তি।' নজরুল, ১৯২৪।

বিবাদজ্বলে [স] ক্রিবিপ ঝগড়ার অজুহাতে; বিবাদের জ্বলনায়। 'জ্বলিবারের কদম্বী প্রজাদিগকেও নিরীকের বিবাদজ্বলে তাহাদিগের ... উজ্জ্বল করিতে পারেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

বিবাদজ্বলক [স] বিপ বিরোধপূর্ণ। 'উজ্জয়ে পরস্পর বিবাদজ্বলক অনাদ্য ভাষাতে পরস্পর নিন্দা বহু কাগজে ছাপাইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

বিবাদ জোড়া ক্রি ঝগড়া বাধানে। 'দরিয়াবিরি বাতিরে সে তার মার' সনে বিবাদ জুড়িতেও প্রস্তুত।' শওকত, ১৯৫৮।

বিবাদ-বচসা [স] বি তর্কাতর্কি। 'অস্ত্রাস্ত্র বিবাদ-বচসা ত্যাগ করিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

বিবাদ-বর্জি [স] বি বিরোধের আন্তন। 'বিবাদ-বর্জি প্রজুলিত করেন।' ইসলাম, ১৯০৪।

বিবাদবিষয় [স] বি অমীমাসিত ব্যাপার; বিরোধপূর্ণ বিষয়। 'অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত।' দর্পণ, ১৮২২।

বিবাদবিসংবাদ [স] বি ঝগড়াঝাঁটি। 'তিনি ... বিবাদবিসংবাদে কোনক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

বিবাদ-বিসংবাদ [স] ১ বি ঝগড়াঝাঁটি। 'আর যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিসংবাদ না হয়, দেখিবেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি মতানৈক্য। 'বীড়ায় ঈশ্বরবাদ এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ... বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করেছিলেন।' প্রমথ, ১৯১২।

বিবাদবিহীন [স] বিপ কলহহীন। 'শান্ত-শ্লিষ্ট, বিবাদবিহীন জীবন সেখানে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিবাদভঞ্জন [স] বি কলহ-নিরসন। 'অল্প ব্যয়ে বিবাদভঞ্জন করেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

বিবাদ মিটানো ক্রি ঝগড়া মীমাংসা করা। 'বিবাদ মিটিয়ে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কোমলির পতন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিবাদশূন্য [স] বিপ কলহশূন্য। 'শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

বিবাদস্থল [স] বি ঝগড়া-বিবাদের স্থান। 'এইটিই ছিল সে যুগের বিবাদস্থল।' প্রমথ, ১৯২০।

বিবাদাস্পদ [স] বিবাদ-আস্পদ বিপ বিতর্কিত। 'ঐ বিবাদাস্পদ ভক্তা লইতে ভরসা করিলেন।' তারিণী, ১৮০৬।

বিবাদী [স] ১ বি প্রতিপক্ষ। 'বিধি দ্বার বিবাদী কি সাদ তার সাদে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি অভিযুক্ত ব্যক্তি। 'মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে

বিবাদী

বাণী বিবাদী অন্য কোন কৰ্ম কবিতো পারে না।' দৰ্পণ, ১৮৩০। ও
কি অস্তিত্ব। 'বিদ্যাবতী ইহতেই নানা একান্তে বিবাদী হন।'
জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৩। ৪ বিণ কলহ করে এমন। 'আবিশ ... সৎ
চতুর কিছ অজ বিবাদী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বিবাদী [স] বিবাদী। বি সঙ্গীতে রাগ বা রাগিণীর বজায়ন। 'বিবাদী
সংবাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে একরকম শাশান এইটিই ছিল ছায়ী
সুর।' প্রমথ, ১৯৪৪। 'বাণী করতে ছাড়া না করে এবং বিবাদী করতে
একটি করে।' শ্রুতি, ১৯৩১।

বিবাদিনী [স] বিণ ক্রী সুরছাড়া। 'শাশানবিশালী বিবাদিনী বিহরে।'
রতীন্দ্র, ১৮৯০।

বিবাহ [স] ১ বি বিয়ে। 'কাল ডোহি বিবাহে চলিআ।' চণ্ডী ১৯, ১২০০।
২ বি প্রেম। 'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমার নবীন জীবনভায়ে।'
রতীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিবাহকর্ম, বিবাহকর্ম [স] বি বিবাহ অনুষ্ঠান। 'বিবাহকর্ম মঙ্গলার্ধ
লক্ষ্যকর্ম করিতে হয়।' মৃত্যুহরণ, ১৮১০।

বিবাহকারী [স] বি বিবাহ করে যে। 'বিবাহকারী একাধিক স্ত্রীর
ভঙ্গ-পোষণ এবং সর্বাধিক চাহিদা মেটাতে সমর্থ।' কোম,
১৯৪৮।

বিবাহ খর্চা [স] বিবাহ+আ খরচ। বি জমিদারের ছেলে মেয়ের বিয়ে
বান্দ প্রদত্ত কর। 'জমিদারের ছেলে মেয়ের বিবাহ উপস্থিত ...
বিবাহের খর্চা দিতে হইবে।' নূতন, ১৮৭৩।

বিবাহজ্যোপা [স] বিবাহজ্যোপা। বিণ বিয়ের উপযুক্ত; পরিণয়জ্যোপা।
'বিবাহজ্যোপা কন্যা মোর আছও নিলএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

বিবাহজ্যোপা [স] বি বিয়ের প্রস্তাব। 'একদা বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে
বলিয়াই বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতি অকারণ বিতৃষ্ণা অভ্যস্ত ব্যক্তি
উঠিল।' রতীন্দ্র, ১৯০২।

বিবাহবন্ধিক [স] বি বিয়েকে বাধ্যত্ব হিসেবে বিবেচনা করে যে।
'নিজপিতা বিবাহবন্ধিকের সহিত অধর্মকর্তির পুনঃপ্রবেশ।'
রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিবাহবৈশি [স] বিবাহ+স বংশী। বি বিবাহ উপলক্ষে বাজানো বৈশি।
'সর্বত্র বিবাহবৈশি উঠিতেছে বাজি।' রতীন্দ্র, ১৮৯৬।

বিবাহ-বান্ধিজ্য [স] বি বিবাহ নিয়ে ব্যবসা। 'বিবাহ-বান্ধিজ্য দ্বারা যে
কুলীন হওয়া, ইহাতে কি শাস্ত, কি মুক্তি, কি মানসিক স্বভাব, কেহই
সমর্থ প্রদান করেন না।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বিবাহবার্ষিকী [স] বিবাহবার্ষিকী। বি বিবাহের বর্ষাবৃত্তি অনুষ্ঠান। 'কাল
ওদের বিবাহবার্ষিকী।' নবপ্রভ, ১৯৫৬।

বিবাহবাসন [স] বি বিবাহের অনুষ্ঠান। 'বিবাহবাসনে গড়াগড়ি যার
মাতালমিছিল।' রতীন্দ্র, ১৮৫৬।

বিবাহ বিচ্ছেদ [স] বি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সমাপ্তি; ত্যাগ।
'আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ অবিরোধ।' গুণালী, ১৯৪২।

বিবাহবিবেচী [স] বিণ বিয়ের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী। 'তোরা মতো
বিবাহবিবেচী পোষণে আবার গরের বিয়ের এত ডাবকা কেন?'
নজরুল, ১৯২৭।

বিবাহবেশ [স] বি বিয়ের সাজ। 'তার বর যদি সেই ভবে তাকে
এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে।' রতীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিবাহ-ব্যবচ্ছেদ [স] বি বিবাহবিচ্ছেদ। 'নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে
বিবাহ-ব্যবচ্ছেদ ঘটাইতে হইলে ...।' কোম, ১৯৪৮।

বিবাহ ব্যবসা [স] বি বিয়েকে বাধ্যত্ব হিসেবে বিবেচনা। 'আমার
বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিবাহভঙ্গ [স] বি বিবাহ বিচ্ছেদ। 'বিবাহভঙ্গ ও পুনর্বিবাহের কলন
পৰ্বত করতে পারে না।' অনুদ্য, ১৯২৪।

বিবাহ ভাড়া ক্রি হতে যাচ্ছে এমন বিয়ে পাও করা। 'কন্যাকর্তাদের
উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাড়া দিগেন।' রতীন্দ্র, ১৮৯২।

বিবাহমণ্ডির [স] বি বিবাহ-বাসন। 'আরবার এলে তুমি কিরে/ নূতন
বর সাজে এসবের বিবাহমণ্ডির।' রতীন্দ্র, ১৯১৪।

বিবাহযোপা [স] বিণ বিবাহের উপযুক্ত। 'আমার বিবাহযোপা বয়ল
উপস্থিত হইলে আমার অনেক সখ্য আসিল।' রতীন্দ্র, ১৮৭৪।

বিবাহযোপাতা [স] বি বিবাহের উপযুক্ততা। 'সেই পরীক্ষা
বিবাহযোপাতা প্রসঙ্গে নির্বাক।' রতীন্দ্র, ১৯২৯।

বিবাহযোপা [স] বিণ ক্রী বিয়ের উপযুক্ত। 'কলক্রমে, মমুদালতী
বিবাহযোপা হইলে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিবাহরূপ [স] বিণ বিবাহ স্বরূপ। 'যেদিন বলিলেন "আমি এই
কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি" সেই দিনই সে এই
বিবাহরূপ তাহার মনঃ কর্তব্য স্বীকার করিয়া লইবে।' রতীন্দ্র,
১৯০৯।

বিবাহস্থল্য [স] বি বিবাহদিনের সন্ধ্যা। 'বিবাহস্থল্য আসে
ছায়াছায়া বাজনা বাজিয়া স্তব্ধিত চন্দ্ৰিয়া ...।' রতীন্দ্র, ১৯০০।

বিবাহসভা [স] বি বিয়ের আসর। 'বিবাহসভা সম্পূর্ণরূপেই
আনন্দময়ী।' মশাররক, ১৮৮৫।

বিবাহসম্বন্ধ [স] বি বিয়ের কথাবার্তা। 'যদি ... বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া
দিয়া পিতামহের সঙ্গে রাশাশাশি না করিত ...।' বিবাহসম্বন্ধ
পাল্পাণ্ডি হির হয়ে গিয়েছিল।' রতীন্দ্র, ১৯১৪।

বিবাহস্থ্যা [স] বিবাহিতা। বিণ বিবাহিত। 'মানোএম, ১৭৪৩।

বিবাহ [স] বিবাহ+ ক্রি বিয়ে করা। বিবাহিতা ক্রি বিয়ে করে।
'ডোহি বিবাহিতা অহরিউ জাম।' চণ্ডী ১৯, ১২০০।

বিবাহাদি [স] বিণ বিবাহ ইত্যাদি। 'যাহারা বিবাহাদিসময়ে রাজ্যের
সর্বোচ্চ তত্ত্বারাম্য আরোহণ করিয়া নৃত্য করে।' ভবানী, ১৮২৫।

বিবাহান্ত [স] ক্রিণ বিবাহের পরে। 'মহিলাগণ বিবাহান্তে
পিড়ালে কিংকরল অবস্থিত করিয়া অতপরে স্বস্তির সনে গমন
করে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বিবাহার্থ [স] বিণ বিবাহ করতে ইচ্ছুক। 'তঁাহারই গৃহস্থ বিবাহ
বিবাহার্থ হইলেও ...।' রতীন্দ্র, ১৮৭৯।

বিবাহার্থী [স] বিণ বিবাহ করতে ইচ্ছুক। 'বিবাহার্থী
ব্রাহ্মকুমারেরাও ... তথায় উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিবাহার্থে [স] ক্রিণ বিয়ের জন্যে। 'বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া
রামরাম চক্রবর্তী স্বর্গারূপে বিবাহ করিলেন।' দৰ্পণ, ১৮২২।

বিবাহিতা [স] বিণ ক্রী বিবাহ হয়েছে এমন। 'প্রতিবাসীর এক
বিবাহিতা কন্যা দেবাইলেন।' দৰ্পণ, ১৮২২।

বিবাহোচ্ছ [স] বিণ বিবাহ করতে চায় এমন। 'প্রথম পত্নী গত
হওয়াতে দ্বিতীয়বার বিবাহোচ্ছ।' মহাপ্রভা, ১৯৫৬।

বিবাহোৎসব [স] বি বিবাহ-উৎসব। বি বিয়ের অনুষ্ঠান। 'তাহাদের
সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহোৎসবে, পূজা-পার্বণে চিত্রদিনই
যোগ দিয়াছে।' প্রমথ, ১৯৫৫।

বিবাহোত্তর [স বিবাহ-উত্তর] *বিশ* বিয়ে পরবর্তী। 'বিবাহোত্তর উচ্চুলভ্যায় বাধা দেবার জোর তার নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিবাহোৎসব [স বিবাহ-উৎসব] *বিশ* বিবাহ-দিনের জন্য উৎসাহভরে প্রতীক্ষারত। 'বিবাহের পূর্বে বিবাহোৎসব বন্ধুর মতো।' সুকান্ত, ১৯৪১।

বিবাহোপযোগ্য [স বিবাহ-উপযোগ্য] *বিশ* স্ত্রী বিবাহের উপযুক্ত। 'তারে বিবাহোপযোগ্য মনে করি।' ধর্মজি, ১৯৩১।

বিবি [ফা বীবি] ১ *বি* পত্নী। 'হোট বিবি লর পারে।' বিজয়, ১৬৫০। ২ *বি* মুসলমান মহিলায় সাধারণ পদবি। 'আশক আছিল এক উপরে বিবির।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ *বি* ইউরোপীয় নারী। 'ইহার ক্রমে কর্ণবিল্যাসের ও অজবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ ভাষ্যবস্ত বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩। ৪ *বি* বি নারীমূর্তি চিত্রিত তালবিশেষ; কুইন। 'মর, ও যে আমার পিট, তুই বিবি দিলি কেন।' মাইকেল, ১৮৬০। ৫ *বি* শৌখিন নারী। 'ভূমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিবিক্রান্ত [ফা বীবি+স ক্রান্ত] *বিশ* পত্নীর সাহচর্যে ক্রান্ত। 'বিবিক্রান্ত রুত আমার রক্তন বুসায়নার পরজারে হাঁফ ছাড়তে আসে।' শওকত, ১৯৬২।

বিবিজাদা [ফা] *বি* বেগমের পুত্র। 'বিবিজাদার মুখ নাহি কর নিরীক্ষণ।' গরীব, ১৭৬৫।

বিবিজান [ফা] *বি* পত্নীর প্রতি প্রিয় সম্বোধন। 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বিবিজানা [ফা বীবি+না] *বিশ* বিলাসী। 'একটি বালিকা কিছু বিবিজানা গোয়ে চলিত।' প্যারী, ১৮৬০।

বিবিজানা চাল *বি* ইংরেজ নারী বা মেয়ের মতো বিলাসী চালের আড়ম্বর। 'স্বামীর শ্রীচরণমাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিজানা সিল খাট করিয়া আসিবেন।' রক্তিম, ১৮৯২।

বিবিজানাবেশ *বি* বিবিসুলভ বেশ। 'স্বামী অভিহাস্য বুদ্ধিয়া বিবিজানাবেশেও প্রস্তুত করিয়া দিলেন।' হালিসহর, ১৮৭১।

বিবিলোক [ফা বীবি+স লোক] *বি* ইংরেজ নারী; মেম। 'সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক।' দর্পণ, ১৮১৮।

বিবিসাহেব [ফা বীবি+আ সাহিব] *বি* ইংরেজ নারী; মেম। 'ইসলগ্রীষ্ম এক বিবিসাহেবকে বিবাহকরণার্থ উদ্যত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

বিবী [ফা বীবি] ১ *বি* ইউরোপীয় নারী। 'এক সাহেব আর এক বিবী ...।' দর্পণ, ১৮২২। ২ *বি* স্ত্রী। 'হোট লোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী তার এক পুথিতেই একশ।' মশাররফ, ১৮৬৯। ৩ *বি* নারীমূর্তি চিত্রিত তালবিশেষ। 'প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়?' মশাররফ, ১৮৬৯।

বিবিক্ত [স] *বিশ* নিঃতঃ জনহীন। 'এববিধ মনোহারী বিবিক্ত ছানে কমলাদী ... বাস করিত।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বিবিক্তি [স] ১ *বি* নিঃসঙ্গতা। 'বিবিক্তিতে তাই মুমূর্ষার প্রতিকার নাই।' সুধীন্দ্র, ১৯৩১। ২ *বি* পৃথককরণ। 'বিবেচ্যাজ্ঞ ক্রিষ্টবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে; জন্মের সহবাসে কৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিগত।' সুধীন্দ্র, ১৯৪১। ৩ *বিশ* পৃথক। 'জ্ঞাতভেদে বিবিক্ত মানব।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

বিবিক্তু [স] *বিশ* প্রবেশে ইচ্ছুক। 'দলনী পতঙ্গ, বহিমুখ বিবিক্তু।' ২০৭৯

বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বিবিধ [স] ১ *বিশ* নানা প্রকার। 'কাঠ কাটিল খাঁজ বিবিধ বিধানে।' বটু, ১৪৫০। ২ *বিশ* নানা প্রজাতির। 'সার্বশাল বিবিধ বানরা।' মশাধর, ১৫০০।

বিবিধধ্বকার [স] *বিশ* নানা ধরনের। 'কাগজ কলম ও বিবিধধ্বকার পুস্তক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

বিবিধবিধ [স] *বিশ* নানা প্রকার। 'করিব বিবিধবিধ অমৃত বিহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিবিধসূত্র [স] *বি* বিভিন্ন উৎসে। 'বিবিধসূত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বিবিধাকার [স] *বি* বিভিন্ন প্রকার। 'সমুদ্রে বিবিধাকারে/একটি একটি করি গনি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিবিধাবিস্ত [স] *বি* নানাবিধ সম্পদ। 'ক্রমাগত বিবিধাবিস্ত বিপিত্তি বিন্যায়ত শ্রীমত বারু ...।' ডবলী, ১৮২৫।

বিবিহ [স] *বিবিধ* *বিশ* বিবিধ। 'বিবিহ বিআপক বান্দ্র তোড়িউ।' চর্যা ৯, ১২০০।

বিবী দ্র বিবি

বিবুধ [স] *বি* দেবতা। 'বলবান অসুর বিবুধে করে বাধা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিবুধের রাজা *বি* দেবতাদের রাজা। 'বিধোপচারে পূজে বিবুধের রাজা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিবুধি [বিবুদ্ধি] *বি* দুর্বুদ্ধি; কুহুন্নি। 'ছাড়হ বিবুধি কাহাঞি সুখ মোর বোল।' বটু, ১৪৫০।

বিবৃত [স] *বিশ* বর্ণিত। 'বর্ণিক ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপিত ও বিবৃত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বিবৃতজ্ঞানা [স] *বিশ* স্ত্রী প্রায় উল্লভ। 'বিবৃতজ্ঞানা এই কন্যাদের কাছে সে-শ্রেম যাবে না পাওয়া।' নীলেন, ১৯৫৫।

বিবৃতি [স] *বি* বক্তব্য। 'ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে, বুদ্ধির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সব বিষয়ের এবং সর্বসাধারণের ভাষা তাহার আশ্রয়ক ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিবৃতিপত্র [স] *বি* বক্তব্য প্রকাশ করে এমন পত্র। 'বিবৃতিপত্রে এরা যা বলেছেন ...।' নজরুল, ১৯২৯।

বিবৃতিমূলক [স] *বিশ* বর্ণনামূলক। 'এ ধরনের সৃষ্টি সাধারণত হয় গীতাভ্যুৎসাহ বা বিবৃতিমূলক।' পরীক্ষ, ১৯৮৮।

বিবৃতি [স] *বি* চক্রাকারে ঘূর্ণন। 'প্রত্যগত প্রব্রু বিপর্যাসে পরিপূর্ণ বিবৃতির অভিন্ন মঞ্চল।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিবেক [স] *বি* বিচার। 'বোলি পঠগলি জ্ঞাত অতিরেক। উচিতত্ব ন রহল তহিক বিবেক।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ *বি* বাসনা। 'দ্বন্দ্বের জন্মিল তার মদন বিবেক।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ *বি* ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবেচনার শক্তি বা বোধ। 'হিতাহিত বিষয়িকা যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক।' হরশ্যাদ রায়, ১৮১৫। ৪ *বি* বিবেচনা। 'থাক আত্মদাহ, থাক বিচার-বিবেক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বিবেকগুণা [স] *বিবেক+হি* গুণা। *বি* বিবেকবান। 'আরে আমার বিবেকগুণা।' মনসুর, ১৯৫৩।

বিবেকপীড়া [স] *বি* বিবেকের দশন। 'হঠাৎ কোনো বিবেকপীড়ায় রুদ্ধ হয়ে যেতো না।' হুজ, ১৯৭১।

বিবেকযাতনা [স বিবেকযাত্রা] বি বিবেকের যাত্রণা। 'এই এক নতুন বিবেকযাতনা দিনরাত তাকে কষে।' মালান, ১৯৬৮।

বিবেকশক্তি [স] বি বিবেকের প্রেরণায় পাওয়া শক্তি। 'নিজ বিবেকশক্তির দ্বারা পৃথিবীর উপকার করিতে পারেন।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

বিবেকশূন্য [স] বিণ জ্ঞানশূন্য। 'রামচন্দ্রও বিতাহিত-বিবেকশূন্য হইয়া সেই গানে ও নৃত্যে মগ্ন দিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

বিবেকশূন্যতা [স] বি ন্যায়-অন্যায়ের বোধ না-থাকা; বিবেকহীনতা। 'তিনি ... ধর্মজ্ঞানহীনতা ও বিবেকশূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন।' মোসলেম, ১৯২৫।

বিবেকসম্পন্ন [স] বিণ বিবেকবান। 'কেমন করে বন্য হিন্দু জন্তর কোলে বৃদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ জন্ম নিল ...' আইয়ুব, ১৯৭৩।

বিবেকসম্মত [স] বিণ যৌক্তিক। 'এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া কি বিবেকসম্মত?' নজরুল, ১৯২৭।

বিবেকিতা [স] বি সচেতনতা। 'ফ্রান্স-জার্মান-ডাচ বিবেকিতা থেকেই রেনেসাঁসের উদ্ভব।' শিব, ১৯৬৬।

বিবেকিনী [স] বিণ ক্রী বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। 'বনবাসী হলো যেয়ে হারে বিবেকিনী।' ফয়জুরেসা, ১৮৭৬।

বিবেকী [স] ১ বিণ বিবেকবোধসম্পন্ন। 'কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া ...' রামমোহন, ১৮১৭। ২ বিণ সুবিবেচনা-প্রসূত। 'ক্ষমা, অহিংসা, মনীষা, বিবেকী দ্বিধা।' সূরীন্দ্র, ১৯৪৫।

বিবেকীজন [স] বি বিবেকবান ব্যক্তি। 'তিনি ... মুক্তি-ও-মুক্তি বিরোধী প্রতিপাল্য ও ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব ঐতিহ্যের প্রতি বিবেকীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' শিব, ১৯৬৬।

বিবেক [স] বিণ বিবেকবান। 'সদতাসম্মত বিবেক মহাশয়ের বিবেচনা করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

বিবেচন [স] বি বিবেচনা। 'সহজবস্ত করি বিবেচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিবেচনা [স] ১ বি চিন্তা। 'বিবেচনা কর কি তরুতলে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০: 'ভৎক্ষণ্যৎ বৈকশিয়ারী বিবেচনা করিতে লাগিল।' তারিণী, ১৮৩৩। ২ বি গণ্য করা। 'মিলার, ১৭৯৭। ৩ বি সিদ্ধান্ত। 'বিবেচনা এই হইল।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বি বিচার-বিদ্রোহণ। 'ত্রীত্মাদিগণের দোষ বিবেচনা করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৫ বি ব্যবহা। 'তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ।' দর্পণ, ১৮২২। ৬ বি বৃদ্ধি দ্বারা বিচার। 'প্রয়োজন রক্ষা করিয়া বিবেচনা না করিলে ভ্রম-সহিত হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বিবেচনা করা [স] ক্রি চিন্তা করা; ভেবে দেখা। 'রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ ত্রী অঁটা হবে।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫: 'পূর্বে একবার বিবেচনা করা উচিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বিবেচনাধীন [স] বিবেচনা-অধীন। ১ বিণ বিবেচনার অধীন। 'আত্মসংযমের দরবারে বিবেচনাধীন।' আজাদ, ১৯৫৭। ২ বিণ পরীক্ষাধীন। 'এবং কয়েকটি পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রহিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬০।

বিবেচনাপূর্বক [স] ক্রিণ বিচারসহকারে। 'অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক অপ্রাপ্ত্য ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিবেচনাশক্তি [স] বি বিচার-বিদ্রোহের ক্ষমতা। 'মতের চেষ্টে

বিবেচনাশক্তি বাড়ো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিবেচনাশীলতা [স] বি বিবেচনাবোধ। 'অপরের প্রতি বিবেচনাশীলতা ইংরেজের এমনি মজ্জাগত ...' হাই, ১৯৫৮।

বিবেচনাশূন্য [স] বিণ ন্যায়-অন্যায় বোধহীন। 'ধ্বল লোকেরা যার্মণর ও বিবেচনাশূন্য।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

বিবেচনাসংগত [স] বিণ বিবেচনাপ্রসূত। 'আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বিবেচনাসিদ্ধ [স] বিণ বিবেচনার যোগ্য; গ্রহণযোগ্য। 'ঐ অক্ষরে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের ... আবশ্যক আছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

বিবেচনীয় [স] বিণ বিবেচনা করা হয়েছে এমন। 'তৎসভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই।' দর্পণ, ১৮২৭।

বিবেচিত [স] বিণ বিবেচনা করা হয়েছে এমন। 'পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুসূত্র হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পারে।' দর্পণ, ১৮২০।

বিবেচ্য [স] বিণ বিবেচনার যোগ্য। 'আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিবেশবিশিষ্ট [স] বিণ বিবসন; নগ্ন। 'বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাধানো এনালজি টাঙানো রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিত্রত [স] ১ বিণ ব্যতিব্যস্ত। 'কবি লোকেরা সকলে বিত্রত হইলেন।' রমরায়, ১৮০১। ২ বিণ দিশাহারা। 'দগ্ধ ভয়ে প্রজ্ঞালোক বিত্রত।' রমরায়, ১৮০২। ৩ বিণ সঙ্কুচিত। 'কাঁপিতে গোলাগ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিত্রত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বিণ অপ্রভুত। 'আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া বিত্রত করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিত্রতচ্যারী [স] বিণ ত্রুত আচরণ অমান্যকারী। 'ত্রুতচ্যারী-বিত্রতচ্যারী ইত্যাদি সকলেরই যখন সমিতি আছে।' মনপুর, ১৯৪৩।

বিত্রতা [স] বিণ ক্রী দিশাহারা। 'অভাবনীয় ভাবনায় বিত্রতা কাদমিনী।' মানিক, ১৯৩৮।

বিভক্ত [স] ১ বিণ ভাগ করা হয়েছে এমন। 'বিভক্ত কদাচ হইবা না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিণ বঞ্চিত। 'তিনশত অশেষে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৮।

বিভক্তা [স] বিভক্ত] ক্রি ভাগ করা। 'মাএ বোলে বিভক্তিয়া বাও পঞ্চজনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিভক্তি [স] বি বিশেষ্যের কারক এবং ক্রিয়ার কালাবধক অর্থহীন ধ্বনিসমিতি। 'বাসনায় সকল বিভক্তি ও সকল ঘটনেই সেইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

বিভক্তিহীন [স] বিণ বিভক্তহীন। 'সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দোমুদ্র এবং বিভক্তিহীন করিয়া ...' প্রমথ, ১৯১৪।

বিভক্তিবিশারদ [স] বি বিভক্তির বিশৃঙ্খল ব্যবহার। 'নামধাতুর বাহ্য, বিভক্তিবিশারদ ইত্যাদি।' সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

বিভক্তিলোপ [স] বি বিভক্তি লুপ্ত হওয়া। 'আধুনিক বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তিলোপের দুষ্ট্র আছে।' হাই, ১৯৫৪।

বিভক্তি-শূন্য [স] বিণ বিভক্তহীন। 'যব্বীশের ভাষায় বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৯৫০।

বিভল [স] বি ভলি। 'পহিদি আসর নয়ন বিভল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিভল [স] ১ বি মহত্ব। 'কর্ণের বিভব বলে।' *মহাধর*, ১৫০০। ২ বি ক্ষমতা। 'তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ বি ধন-সম্পত্তি। 'যে ব্যক্তির পাঁচ সহস্র টাকার বিভব থাকে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৪ বি প্রতিপত্তি। 'বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য রায় এবং রাজা উপাধি গ্রহণ হইয়াছিল।' *তত্ত্ব*, ১৮৫২।

বিভবশালিনী [স] *বিণ* ক্রী ঐশ্বর্যশালী। 'বিভবশালিনী ধনী চন্দ্রকবরী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৭।

বিভবলুকা [স] *বিণ* ক্রী ধনলোভী। 'সে নয় বিভবলুকা সামান্য কামিনী।' *অনুদা*, ১৯২৭।

বিভবযিকারী [স] *বিণ* সম্পত্তির অধিকারী। 'বাবুকে বিভবযিকারী করিয়া এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

বিভরসা [হি ভরসা] বি আস্থাহীনতা; নৈরাশ্য। *ওর্দা*, ১৭৮৫।

বিভল [স] *বিহল*। ১ *বিণ* মুক্ত। 'মুদিত নয়ান, পরান বিভল, তরু হইয়া অনিবি কেবল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *বিণ* আত্মহারা। 'সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল ন্যাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিভা [স] *বিবাহ* বি বিয়ে। 'জন্মেতে কইল বিভা গ্রীষ্মসুসোদনে।' *মহাধর*, ১৫০০।

বিভাও [স] *বিবাহ* বি বিবাহ। 'যাহারা বিভাও করে তাহারা বিভাওর আশে কী করিবে।' *মদোদল*, ১৭৪০।

বিভারাত্তি [স] *বিবাহরাত্তি* বি বিয়ের রাত। 'বিভারাত্তি অমঙ্গল ছাড় লোচনের জল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভাষ [স] *বিবাহ* বি বিবাহ সংক্রান্ত আচার। 'রোমানাপস্থি বিভাষর মধ্যে।' *মদোদল*, ১৭৪০।

বিভাহ [স] *বিবাহ* বি বিবাহ। 'এই তরু-গণন অবধান হইয়া পান এই যাহা বিভাহ-কারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভ্যা [স] *বিবাহ* বি বিয়ে। 'বিভ্যা কর্যা নয় দিন নাহী পর খরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভা [স] *বিণ* শ্রদ্ধা। 'মাতিলের বেটীর বিভা মোর মনহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিভাত [স] *বিণ* আলোকিত; উজ্জ্বলিত। 'মধু সমীরণ, বিভাত রবি।' *সত্যপ্র*, ১৯১১।

বিভাবরী [স] *বি* রাত। 'ক্রমে সেবে সিবা বিভাবরী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বিভাবসু [স] *বি* সূর্য। 'যাঁর সেবা করি তিমিরবি বিভাবসু।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিভারামি [স] *বি* ক্রিয়গরামি। 'আর না হেরিবে কহু সেব বিভাবসু তব বিভারামি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিভারিক [স] *বিণ* আলোহীন। 'তমু বিভারিক ধু-খু গথগাথে আছি পড়ে, পরিত্যক্ত একা।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭২।

বিভাশ [স] ১ *বি* খণ্ড। 'কল্প, মন্থরত্ব হুয়াদিগুণ কালবিভাশের কর্তা পরমেশ্বর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ *বি* শ্রেণী। 'তাহার বিভাশ মত মধ্যম কনিষ্ঠ পান।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ *বি* বর্ণন। 'কিয়ৎশল কন্যাতে বিভাশ করিয়া দিয়ালে।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ৪ *বি* সরকারের অধীনস্থ সংস্থা। 'ভূমি বিভাশ করিলে সে অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে বটে ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৫ *বি* ভাগ। 'তাহার এইরূপ

কর্তব্য বিভাশ ছিল - ১ম প্রজাসাধারণের কৃষিকার্য ও জলের সুবিধা; ২য় ভাষাশাস্ত্রের বদোক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৬ *বি* অঞ্চল। 'বালোর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাশ-অনুসারে চার রকমের গ্রাম্য উপভাষা চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিভাশজ্ঞান [স] *বি* পার্থক্য করার জ্ঞান। 'বরমামের শ্রুতির স্মারানুসঙ্গ বিভাশজ্ঞান নিরে রসভোগ তো বর্ধিত হয় না।' *অবন*, ১৯২৫।

বিভাশবট্টন [স] *বি* ভাণবট্টোয়া। 'চাকুরীর বিভাশবট্টন নিয়ে কাড়াকাড়ি হেঁদাখিড়ি হয়।' *ওয়াক্কেদ*, ১৯৪০।

বিভাশব্যবহার [স] *বি* শ্রেণীভেদ। 'কোনো বিভাশব্যবহার এয়োজনই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিভাগীয় [স] ১ *বিণ* বিভাগ সংশ্লিষ্ট। 'মুহবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ সন্থামণিরচনাগলকর্তব্যে ...।' *অক্ষর*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* প্রশাসনিক বিভাগ-সংক্রান্ত। 'বিভাগীয় কমিশনারের উদ্ভাটে থাকিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। 'পরে বিভাগীয় শাসনের কথা বলা হইয়াছে।' *আজান*, ১৯৪৬। ৩ *বিণ* বিভাগসের। 'যখন আমার বয়স ডেরো তখন এজুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিভাগোত্তর [স] *বিভাগ-উত্তর* *বিণ* বিভাগ-পরবর্তী। 'বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তানে হিন্দুগণে বিজ্ঞাভিত্ত অর্থহীন।' *আজান*, ১৯৫৪।

বিভাগ্য [স] *বিণ* ভাগযোগ্য। 'এক পয়সাও তাহাসের মধ্যে বিভাগ্য নহে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

বিভাব [স] *বি* উদ্ভীর্ণ। 'ভাবের বিভাব হয় একত্রিত ওমনি সে রূপ যায় সরে।' *লালন*, ১৮৯০।

বিভাবিত [স] *বিণ* অনুভূত। 'একই দৃশ্য নানা ভাবনায় বিভাবিত হয়ে উঠে।' *অবন*, ১৯২৫।

বিভাষ [স] *বি* (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বিভাষরাগ।' *বহু*, ১৪৫০।

বিভাষকহু [স] *বি* রাগবিশেষ। 'বিভাষকহুরাগ।' *বহু*, ১৪৫০।

বিভাষা [স] *বি* আঞ্চলিক ভাষা। 'একদল কলিকাতার বিভাষাকে সামান্য একটু মাজিয়া খমিয়া চালাইতে চান।' *শহীদুল্লাহ*, ১৯৩১।

বিভাস [স] *বি* বিভাষ। *বি* ভৈরব বা পূর্বী ঠাটের পাঁচ স্বরবিশিষ্ট রাগবিশেষ। 'বিভাস রাগ।' *মহাধর*, ১৫০০।

বিভাসরাগিণী [স] *বি* রাগিণীর নাম। 'ডোয়ের আকাশ ধনিয়া ধনিয়া উঠিবে বিভাসরাগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিভাসে [স] *বি* আলোক। 'এবে গ্রহের বিভাসে চমকি ঢাকিয়া আঁখি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিভাসিত [স] ১ *বিণ* আলোকিত। 'জ্বালা-উজ্জ্বল, ভাল বিভাসিত।' *গিরিশ*, ১৮৮০। ২ *বিণ* একাংশিত। 'একটা পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালাকে তাঁহার অনন্ত শিরকার্য বিভাসিত হইতেছে।' *মহারক*, ১৮৮৫।

বিভিন্ন [স] *বিণ* আলাদা। 'চারি অংশের রসনা পরস্পর বিভিন্ন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিভিন্নতা [স] ১ *বি* পার্থক্য নির্দেশ করে যা। 'দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনসের বিভিন্নতা আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ২ *বি* বেত্তি। 'বর্ণবিভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাবলম্বীদের পরিচয় দিহবরূপ।' *অক্ষর*, ১৮৮৮।

বিভিন্নপন্থী [স] *বিভিন্ন+পন্থী* *বিণ* বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনকারী। 'এই

বিভিন্নমতাবলম্বী

সকল বিভিন্নস্বাধীন দেশের আভির্ভাব এক ইংলও ব্যতীত ...' গ্রন্থ, ১৯৬৬।

বিভিন্নমতাবলম্বী [স] বিন নামা মত অবলম্বনকারী। 'সমুদ্রা শোক বিভিন্নমতাবলম্বীদের সমগ্র উপদেশের ক্ষীর্ণাধী হইয়াছেন।' বঙ্গবর্ষণ, ১৮৭২।

বিভিন্নমুখিন [স] বিন আলাদা রকমের। 'হিন্দু ও মুসলমানী জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখিন।' এসলাম, ১৯১৬।

বিভিন্নমুখী [স] বিন ভিন্নধারার। 'দুই বিভিন্নমুখী ধর্ম ও সমাজ।' হাই, ১৯২৪।

বিভীষণ [স] ১ বি (হিন্দুশুরাণ) রাবণের ছোটো ভাই। 'তনি আনন্দিত বিভীষণ কৃতহলে।' বঙ্গ, ১৯৮০। ২ বিণ অভ্যস্ত কঠিন। 'ভয়ানক বিভীষণ সব ধনুসেভ্য।' বিজুতি, ১৯৩১। ৩ বি অতি ভয়ঙ্কর শত্রু। 'রক্ত বাহিনী বন্যবেশে কবলিত করে ... বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে যাবীন প্যারিস।' সুশীল, ১৯৪৫।

বিভীষিকা [স] ১ বি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। 'এ কি বিভীষিকা। উঃ! দাঁড়তে পাচ্ছি না।' মাইকেল, ১৮৭০। ২ বি ভীতি। 'সীতিজ পতিতরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি ভয় প্রদর্শন। 'আমরা এই বিভীষিকায়ে কেউ ডরাবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি ভীতির অবস্থা। 'পূর্বে এরূপ ছিল হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিভীষিকাপূর্ণ [স] বিন ভীতকর। 'অসঙ্গ অবস্থায় দুর্গাৎ ভয় দমনে রাবিবার জন্যে ভীষণাক প্রতীতি বিভীষিকাপূর্ণ নরক স্বভাবতই রঞ্জিত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বিভীষিকাময় [স] বিন ভয়ঙ্কর। 'চতুর্ধিক ভারী বিভীষিকাময় সুবিদেতে লাগিলেন।' মণ্ডারবর্ষণ, ১৮৮৫।

বিভীষিকাময়ী [স] বিন ভী আতঙ্কজনক। 'নিবাবসান, ইয়া বিভীষিকাময়ী রজনী আগতা হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বিভীষিকা-রজনী [স] বি বিশেষ আতঙ্কের রাত। 'বিভীষিকা-রজনীর পরে কলকাত্তরভাড়া তত্ত্ব উদ্য-সম কে ভূমি উগিলে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিভু [স] ১ বিণ ব্যাপক। 'রাণা-গ্রন্থে বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাট্টিক।' কৃষ্ণদাস, ১৯৮০। ২ বি প্রভু। 'হে বিভু করুণাময় বিনর আহার।' তত্ত্ব, ১৮৫৮। 'বিভুর চরণে তব মতি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বিভুশান [স] বি প্রভুর তপস্বীত্ব। 'অহরহ কর বিভুশান।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

বিভূত [স] বি প্রভুত। 'স্বীপুত্র ও বিশ্বদেবী ইন্দ্রিয়ামবালী হির পূর্বক বিভূত মণিতেছেন।' দর্শন, ১৮২১।

বিভো [স] বিভু, সমাধানে বিভো। বি প্রভু। 'হে বিভো জগদ্ব্যয়নি, অযোনি আপনি, জগদন্ত বিরক্ত।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিভুঁ বি পরসেস। ভিন্নসে। 'বিশেষ বিভূঁয়ে একা একা থাকি।' জগীষ, ১৯২৭।

বিভুল [স] বিব্রল। বিণ বিভোল। 'আকাশেই দৃষ্টি মেলে হয়ে থাকে নিমেষ বিভুল।' মাইকুল, ১৯৬০।

বিভূষণ [স] বিভূষণ। বিন অলঙ্কারীন। 'কর্তামালা বিভূষণ হৈল রত্নশলে।' রূপায়ম, ১৭৫০।

বিভূতি [স] ১ বি বিশ্বের মহিমা। 'সাক্ষাৎ শক্তে অবতার আবেশ বিভূতি লেখি।' কৃষ্ণদাস, ১৯৮০। ২ বি ছাই। 'অবের বিভূতি হইল সুগতি

চন্দন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিভূতি-বরন [স] বিভূতি-বর্ণি। বিন ছাইকরা। 'তোমাদের বিভূতি-বরন অস ...' সঙ্গলস, ১৯২৭।

বিভূতিভূষণ [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'বিভূতিভূষণ বিনে অন্য নাহি জানে।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

বিভূতিসংযুক্ত [স] বিন ভঙ্গমুক্ত। 'পাতকত নামক বিভূতিসংযুক্ত শৈবসম্প্রদায়ী শোক দৈবিত পান।' অক্ষয়, ১৮৬০।

বিভূষণ [স] বি আভরণ। অলঙ্কার। 'দিল বহু বিভূষণে।' কৃষ্ণদাস, ১৯৮০।

বিভূষণা [স] বিন ক্রী পরিহিতা। 'সীপিচর্ম পরিধান তত্ত্ব মাসে বিভূষণা বিহারবন্দনা ভয়ঙ্করা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিভূষিত [স] ১ বিণ সজ্জিত। 'নানা চিত্রে পটবশে বহু বিভূষিত।' কৃষ্ণদাস, ১৯৮০। ২ বিণ বিশেষরূপে শোভিত। 'রত্ন অলঙ্কার বিভূষিত।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

বিভূষিতা [স] বিন ক্রী বিশেষরূপে শোভিত। 'কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতিত কত কষ্ট।' মীনবহু, ১৮৬০।

বিভূষণ [স] বিভূষণ। বিণ অলঙ্কৃত করা। 'বিভূষণা ভূষণ চন্দন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিভেদ [স] ১ বি বিভাগ। 'ব্রহ্মাণ সেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের মধ্য ঐ কীর্তনানুসারে ভেদবশে গত নানা বিভেদ করেন।' দর্শন, ১৮০০। ২ বিণ বিচ্ছিন্ন। 'শরীর বিভেদ করে বর্ষাফলার মতো।' জীবন, ১৯৪০।

বিভেদতত্ত্ব [স] বি ভেদজ্ঞান। 'এ পর্বত আমরা ভ্রাসিত এবং রোমাটিকের বিভেদতত্ত্বই শুধু আলোচনা করেছি।' শিব, ১৯৫০।

বিভেদবুদ্ধি [স] বি বৈষম্যের কৃতিত্ব। 'ইংরেজ শাসকরা নানাভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদবুদ্ধিকে উৎকে দিতে থাকে।' শিব, ১৯৫৬।

বিভেদা [স] বিভেদ। বি ভেদ করা। 'ফসল যত উঠেছে ফলি বন্ধ বিভেদিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিভেদিত [স] বিভাগিত। বিন বিভাজিত। 'অগ্নিরা সমাজে চন্দন চৌক পুরে কুসুম চন্দন বিভেদিত কলবোরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিভেদ্য বিভু

বিভোদ্য [স] বিন আশ্রয়। 'জনম জনম হরণৌরি অরাধনৌ সিব তেল সক্তি বিভোদ্য।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিভোর হওয়ার ক্রি অভিকৃত হওয়া। 'মাঝে বসে ভুই বিভোর হইয়া আতুল পরানে নয়ান মুদ্রিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিভোরা [স] বিভোরা। ১ বিণ ক্রী আশ্রয়। 'সেখ কোন গ্রামে সেই ব্রহ্মহরি/ বিভোরা কিশোর-কিশোরী।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ ক্রী আশ্রয়। 'যামিনী বিভোরা নিদ্রা-বন-ঘোরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিভোল [স] বিভল। ১ বিণ বিব্রল। 'মুখে হেসে ব্যাক কহে অজ্ঞারে বিভোল।' দীপ্তি, ১৯৫০। ২ বিণ বিভোর। 'ব্রাহ্মণা সঙ্গে গারে বিভোর বিভোলে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিণ মোহান্ত করে এমন। 'এল বিভোল হাওয়া মোর প্রাণের পরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বিভোলা [স] বিভোরা। 'অভিসারে বিভোলা আপনি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিভ্যা প্র বিভা

বিদ্রম [স] ১ বি যৌনভাষাশীল আচরণ। 'বিশাষ বিদ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুর্বা'। *যুগ্মধর্ম*, ১৮১২। ২ বি বিদ্রাতি। 'পাতুবর্ণ জ্যোত্স্নায় চোষে আরও কেনন বিদ্রম জনিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিদ্রমণ [স] বি উড়ন। 'আমর প্রচণ্ড আকুলতা - জীবিত্বিগ্রহ প্রজাপতির বিদ্রমণ।' *বিশ্ব*, ১৯৩৭।

বিদ্রাতি [স] ১ বি কামেলা। 'আপনকার ওপানে কোন বিদ্রাতি হইয়াছে।' *রামায়ণ*, ১৮০২। ২ বি ক্ষয়ক্ষতি। 'কছ দেশে ভূমিকম্প দ্বারা সকল দেশ হইতে অধিক বিদ্রাতি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ বি সংকট। 'বিদ্রাতি ঘটবেক ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

বিদ্রান্ত [স] বিশ ভুল পথে পরিচালিত। 'মতিচ্ছন্নবাসন কোন শিল্পবিদ্যাগ্নর ব্যক্তি পুনর্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিদ্রান্ত।' *দর্পণ*, ১৮২১।

বিদ্রান্তমন্ডিত [স] বি অপ্রকৃতিস্থ সুখি। 'অভিযোগটি বিদ্রান্তমন্ডিতের প্রলাপ বলে মনে হবে না কি?' *ওয়ালী*, ১৯৬৪

বিদ্রান্তি [স] ১ বি ভ্রম; ভুল। 'তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিদ্রান্তি হইতে দূরে গোপন যাপন করিবে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ২ বি ভ্রমকৃতিতা। 'ইতিমধ্যে বিদ্রান্তির ছাপ দেখা দিয়েছে।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

বিদ্রান্তিকর [স] বিশ বিদ্রান্তি ঘটায় এমন। 'মুসলমান সংস্কৃতির আশোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং বিদ্রান্তিকর।' *উমর*, ১৯৬৮।

বিদ্রান্তিমূলক [স] বিশ বিদ্রমমূলক। 'এ ধারণা যে বিদ্রান্তিমূলক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।' *উমর*, ১৯৬৮।

বিম [স] বি সোহা বা কাঠ নির্মিত কড়ি; কড়িকাঠ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'কাঠের বিমে একটা ডে-হালিট মূল্যে ...।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বিমজ্জিম, বিমরজীম [স] বি+অ মজ্জম। *ক্রিবিধ* অনুসারে; অনুযায়ী। 'নন্দন বিমজ্জিম বসন্তবাষ করিয়া ...।' *ওসী*, ১৭৮২; 'ফরমাইয়ের ক্রিবিবদী বিমরজীম নাগাদে মুন মায়া ২৯৪৪ থান কপিত্তলব।' *তাতি*, ১৭৯২।

বিমজ্জিত [স] বিশ বিজ্জিমিত। 'নিজ দলে বিমজ্জিত অস্ত্র আভরণে।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

বিমতি [স] ১ বি কুমতি। 'বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি দুর্গতি। 'কপালে বিমতি হলে দুর্গা বনে বাস মারে।' *লালন*, ১৮৯০।

বিমতী [স] বিমতি। ১ বি অসম্মতি। 'ছাড়হ বিমতী রাখা দেহ আলিন।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'বড়ুক রাখা বিমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি অসং অভিপ্রায়। 'বিমতী তেজিঝাঁ কাফাজি গেল নিজ ঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিমথ্য [স] ক্রি মছন করা। 'বৌদয়ের স্মৃতি বিমথিয়া।' *জীবন*, ১৯২৭।

বিমন [পা] ১ বিশ অন্যমনস্ক। 'তা দেখি কান্না বিমন ভইলা।' *চর্যা* ৭, ১২০০। ২ বিশ বিমগ্ন। 'তর্ভো কেহেহে রাখিকা বিমন।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিমনস্ক [স] বিশ অন্যমনস্ক। 'আপনাতো নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।' *যুগ্মধর্ম*, ১৮১২।

বিমনা [স] ১ বিশ বিমগ্ন। 'বিমনা হইয়া ভই গেলো নিজ-ঘর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বিশ অন্যমনা; অন্যমনস্ক। 'মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭; 'একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।' *সরস*, ১৯৩১।

বিমরষ [স] বিমর্ষী বিশ বিমর্ষ। 'অমরষে বিমরষ ম করি অ দূর।' *বিদ্যাগতি*, ১৪৬০।

বিমরষি বি বিবেচনা। 'হাসিয়া ব্রাহ্মণ সবে করে বিমরষি' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিমরষি ক্রি বিচার করা। **বিমরষি** ক্রি বিচার করে। 'নাতিদীর মায়ে বড়ায় মনে বিমরষি।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিমর্দন, বিমর্দন [স] ১ বি বিনাশ। 'তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তেজস তেরি বিমর্দন করনেতে সর্বত্রো তাহার সুখ্যাতি।' *রামায়ণ*, ১৮০১। ২ বি টোপা; মর্দন। 'বেশ্যাকুচ বিমর্দন, যতনেতে আলিনন।' *তরানী*, ১৮২৫।

বিমর্দিত [স] বিশ মর্ষিত। 'করতলে বিমর্দিত করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

বিমর্ষ [স] ১ বি বিমগ্নতা। *ওসী*, ১৭৮৫; 'অস্বাদানির হর্ষ বিমর্ষক হইয়া বিমর্ষ সন্নির্ভব।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯। ২ বি সংস্কৃত নাটকের অবিশেষ। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংক্ষেতি প্রকৃতি।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

বিমর্ষ [স] বিমর্ষী বিশ বিমগ্ন। 'বিমর্ষ হইয়া হক্কর এতলা কারন ...।' *রামায়ণ*, ১৮০১।

বিমর্শন [স] বিমর্ষণ বি পরামর্শ। 'বিমর্শন করে তিন পুত্রের সহিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিমর্ষণা [স] বিমর্ষণা বি বিবেচনা। 'আপনার মনে মনে বিমর্ষণা করে।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিমর্ষণা [স] বি বিমগ্নতা। 'তাহার বিমর্ষণা জ্ঞান করিল।' *জগদীশ*, ১৮৯৮।

বিমর্ষা, বিমর্ষা [স] বিমর্ষণা ক্রি বিমগ্ন হওয়া; চিন্তা করা। **বিমর্ষি** ক্রি বিমগ্ন হয়ে। 'বিমর্ষি চাহিলুঁ পাহাে মুক্তি অছবুদ্ধি।' *আলাওল*, ১৬৮০। **বিমর্ষি** বি বিবেচনা করবে। 'ছুটি সব সৈন্য মিলি বিমর্ষি' *সুলতান*, ১৭০০। **বিমর্ষি** ক্রি বিমর্ষ হয়ে। 'আপনার মনে মনে চাহি বিমর্ষি।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিমর্ষি** বি বিমর্ষ হলো। 'নিশিতে দোহানের মনে মনে বিমর্ষি।' *সুলতান*, ১৭০০। **বিমর্ষি** ক্রি বিমগ্ন হয়ে। 'বিমর্ষি মনে মনে কহিলেন্ত পুনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

বিমল [স] ১ বিশ নিম্পাপ। 'কনককমলকটি বিমল বদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিশ বহু। 'বিমল মুকুতা সোভে নাসাএ নাকচোনা।' *মালাধার*, ১৫০০। ৩ বি পরিভ্র জ্যোতি। 'যুটাইল বিমল হইতে আপনার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ বিশ অকলঙ্কিত। 'বৌটা সুরু মোটা মুখ বিমল বরণ।' *গুণ*, ১৮৮৮। ৫ বিশ নিমল। 'বিমল আনন্দে জাগো রে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিমলভর [স] বিশ অতিশয় নিম্পাপ। 'বিমলভর পুষ্যকরণশ-হরষিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

বিমলতা [স] বি পরিমলতা। 'ক্রিষ্টনের স্তন্য উদ্যানে রয়েছে নৈসর্গিক বিমলতার ছাপ।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বিমলবিভা [স] বি বহু আলোক। 'পড়ুক বিমলবিভা পূর্ণ রূপরাশি বর্ণমুখী কমলনয়নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিমলা [স] বিশ স্ত্রী নির্মলা। 'শ্যামলা বিমলা ময়লা অবলা আইলা রাইয়ের পাশে।' *চর্যা*, ১৫৫০; 'আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিমলানন্দ [স] বি নির্মল সুখ। 'বড়ুকপক্ষে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যাণ।' *সীমবন্ধু*, ১৮৬৬।

বিমলালোক [স] বি পরিভ্র আলো। 'মহাকোরানের বিমলালোকে

আজ ভূমন্তল আলোকময়।' সুখর, ১৮৯৩।

বিমলিন [স] বিপ দ্বান। 'রাজার মুখবন্দ্র বিমলিন হইল।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

বিমলোল্লাস [স] বি নির্মল আনন্দ। 'মেনু সখকে তাঁদের সুখভীর জ্ঞান দেখাবার মোকা পেয়ে তাঁরা বিমলোল্লাস অনুভব করেন।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

বিমহিত [স] বিমোহিত। 'কামে বিমহিত হৈয়া ভিম অনুসারী।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিমা [স] বিমা। 'বি চাঁদার বিনময়ে ক্ষতিসূরসের নিত্যরতা।' বিমার যে ধারা বিলায়েতে জারি আছে।' কালগে, ১৭৮৯।

বিমাগুলালা [স] বিমা+গুলালা। 'বি বিমা বা ইনশিউরেন দেয় যে। কালগে, ১৭৮৯।

বিমাতা [স] বি সখা। 'জিজ্ঞাসা করহ পুরা বিমাতার ঠাট্টা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিমাতা-শাসিত বিপ বিমাতার শাসনে চলে এমন। 'বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেস কাশীতে তাহার মাতামহীর কাছে পালাইয়া যাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বিমাতাসুলভ [স] বিপ সৎ মায়ের ন্যায়; হিসাবভুক্ত। 'ছাত্রদের প্রতি কর্তৃপক্ষ বরাবরই বিমাতাসুলভ আচরণ করিয়া আসিতেছেন।' আজাদ, ১৯৬৫।

বিমাত্ত [স] বি বিমাতা। বিমাত্তভাষা [স] বি মাত্তভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা। 'এ বিমাত্তভাষায় উৎকর্ষ শিলাগিণি তাহার পরিচয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

বিমান [স] ১ বি আকাশপথে চলিত রথ। 'চড়িয়া বিমানে আইলা ভ্রমর সদনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি আকাশ। 'বর্ষমেঘে ঘুমায়া ভারতবিমান।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বি উড়োজাহাজ। 'একালের বিমান যারা বানিয়েছে তারা আর-এক জাত।' রবীন্দ্র, ১৯৬২।

বিমান-আক্রমণ [স] বি বিমান থেকে ভূমিতে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা। 'যদি কলিকাতার উপর কোনদিন বিমান-আক্রমণ শুরু হয় ...।' আজাদ, ১৯৪১।

বিমানঘাঁটি বি বিমানবন্দর। 'রুশ পাইলটরা নির্ভয়ে ... বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

বিমানপথ [স] বি বিমান চলাচলের পথ। 'বিমানপথে ঢাকা-করাচী সফর।' আজাদ, ১৯৪৯।

বিমানশোভা [স] বি উড়োজাহাজ। 'নূতন নূতন সেবাদল ও বিমানশোভা প্রেরণ করিয়া ... বিদ্রোহ দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।' সত্যপাণ্ড, ১৯৩৬।

বিমানবন্দর [স] বিমান+ফা বন্দর। 'বি বিমানঘাঁটি।' এখনকার বিমানবন্দরে রাজাদের ব্যবস্থা আছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বিমানবহর বি কতোগুলো বিমানের সমষ্টি। 'বাধীন বাংলাদেশের আকাশে ভারতীয় বিমানবহর আজ বাধীনভাবে উড়েছে।' আনন্দবাজার, ১৯৭১।

বিমানবাণী [স] বি বিমানের যাত্রীদের সকল সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য রাখে যে; এয়ার হস্টেস। 'পিসাই এর বিমানবাণীদের জন্যে একটি হোটেল উদ্বোধন করা হয়।' বেগম, ১৯৬৮।

বিমানবাহিনী বি বিমানে যুদ্ধ করে যে বাহিনী। 'পাক বিমানবাহিনীর আক্রমণে ...।' আনন্দবাজার, ১৯৭১।

বিমানবিধ্বংসী [স] বিপ মাটি থেকে বিমান ধ্বংস করতে পারে এমন। 'ভেঙের উপর আকাশের দিকে তাক করে বিমানবিধ্বংসী কামান।' কায়সার, ১৯৬২।

বিমানবিহারী [স] বিপ আকাশে বিচরণশীল। 'কোটি কোটি বিমানবিহারী নক্ষত্রাদি থাকিতে পারে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

বিমানহানা [স] বি উড়োজাহাজের মাধ্যমে আক্রমণ। 'কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা।' সূরীন্দ্র, ১৯৪৫।

বিমান-হামলা [স] বিমান+ফা হামলা। বি বিমান থেকে ভূমিতে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ।

বিমারি [স] বিমারি বি রোগ। 'অয়নাসম মোরা সবাই/ তইয়া বিমারি খিমার মার।' নজরুল, ১৯২৯।

বিমিশাল [স] বি+স মিশ্রণ। বিপ বিমিশ্রিত। 'বলাহক বলকে বিজুরি বিমিশাল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিমিশ্র [স] বিপ মিশ্রিত। 'গুনবার বিতন্ড ও বিমিশ্র গণিতবিদ্যার অনুশীলন আত্ম করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

বিমিশ্রণ [স] বিপ সম্পৃক্তকরণ। 'সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

বিমিশ্রিত [স] বিপ বিশেষভাবে যুক্ত। 'সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে, ও নৈরাশ্য পরিশ্রমে বিমিশ্রিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বিমুক্ত [স] বিমুক্ত। বিপ বিমুক্ত; অপ্রসন্ন। 'রাজ বৎস হইলো বিমুক্ত রাজা সমে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিমুক্তা [স] বিমুক্ত। বিপ বিমুক্ত। 'জৌকোড়ি বিমুক্তা জইসো তইসো হোই।' চর্য্য ৩৭, ১২০০।

বিমুক্ত [স] ১ বিপ মুক্ত। 'শ্রীকবিরঞ্জন বাণী বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।' রামকৃষ্ণদাস, ১৭৮০। ২ বিপ মুক্ত দেওয়া হয়েছে এমন। 'সুদ্র জলযান জলময় হইবে বলিয়া নাবিকেরা তাহার বন্ধনরুদ্ধ বিমুক্ত করিল।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বিপ বিমুক্ত; বিচ্ছিন্ন। 'এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখাতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

বিমুক্তি [স] বি মুক্তি। 'সুদামার সখা হইলো বিমুক্তি দিলে পাণ্ডবের হইলো সারথি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বিমুক্ত [স] ১ বিপ বিপরীতমুখী। 'বিমুক্ত বদনে হাসে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিপ নিবৃত্ত। 'এড়িলেন হাথের চক্র বিমুক্ত হইয়া।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বিপ অপ্রসন্ন। 'ইবে ফুল্লভার হেল বিমুক্ত বিখাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি পতন্য। 'হেট পর সমুখ-বিমুক্ত ভান-বাম/ স্বর রূপ একরূপ হালি শূন্য ঠাম।' সুলতান, ১৭০০। ৫ ক্রিয়াক্রম অন্য দিকে। 'পাইলো নাহিক খায় বাঘেরা বিমুক্ত যায় ...।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৬ বিপ অন্যমুখী। 'তিনি অধ্যয়ন বিষয়ে কিছুমাত্র বিমুক্ত হন নাই।' অক্ষর, ১৮৪২। ৭ ক্রিয়াক্রম মুক্তির। 'তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুক্ত আপনার পানে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৮ বিপ অপ্রসন্ন। 'একটি বিমুক্ত স্ত্রীলোকের পদপ্রান্তে অকর্মণ্য স্ত্রীলোকের প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে মুঢ়তা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিমুক্ততা [স] ১ বি অপ্রসন্নতা। 'জগতে যত প্রকার দুর্বিপাক আছে যুগটিচিত্তের বিমুক্ততা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৪৯। ২ বি অগ্রহণহীন। 'আজকের দিনেও কুম্ভর মনে এই বিমুক্ততা, এটা ওর কাছে দিল্লীর আবার বলে চৈতন্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি প্রতিফলতা। 'বিহারের প্রতি বিমুক্ততা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য।' রবীন্দ্র,

১৯৩৪।

বিমুখভাব [স] বি নারাজ ভাব; অপ্রসন্নতার ভাব। 'হিমাংসুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিমুখা [স] বিমুখ ক্রি পরাজিত করা। 'যে যারে সমরক্ষেে প্রতাপ আঘাতে বিমুখি'। মাইকেল, ১৮৬০।

বিমুখা [স] বিপ ক্রী প্রতিকূল। 'প্রকৃতিদেবী ত একেবারে বিমুখা'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বিমুখি [স] বিমুখী। বিপ ক্রী অগ্রসর। 'বিমুখি কেশরী আজি, হে রাজা, সমরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বিমুখী [স] বিপ অগ্রসর। 'এতক করিয়া বেউলা হইয়া বিমুখী'। বিক্রম, ১৬৫০।

বিমুক্তা [স] বিমুক্ত। বিপ বিমুক্ত। 'মোহ বিমুক্তা জই মাথা।' চর্যা ৪৬, ১২০০।

বিমুক্ত [স] ১ বিপ বিশেষভাবে মুক্ত। 'স্থানিক জলবায়ুর স্বাস্থ্যপ্রদত্তে ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্ত বিমুক্ত'। অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিপ মোহজ্ঞ। 'ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতছিল ধীরে বিমুক্তনয়ন মুগ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিমুক্ততা [স] বি অতিশয় মুক্ততা। 'কৃমিমতার ভিতর এমন বিমুক্ততা থাকে কি?' জীবন, ১৯৩১।

বিমুক্তা [স] বিপ ক্রী নিবিশি। 'সবকসে খেনু আহারে বিমুক্তা'। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

বিমুক্ত [স] বিপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। 'ভদ্রীয় বাদানুবাদ প্রবণে কর্তব্যধারণেরে বিমুক্ত ও স্বপ্নপরোক্ষিত ব্যাকুল হইল'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিমুক্তা [স] বি বিকল অবস্থা। 'কুড়ুমিতে বিমুক্তাঙ্গি অবসাদে কাটিয়ে দিলাম'। জীবন, ১৯৩৩।

বিমুক্তমতি [স] বিপ মোহজ্ঞ। 'সম্পদে বিমুক্তমতি না জীতেমহত'। মুকুন্দ, ১৬০০।

বিমুক্ততা [স] বি অপগত। 'আমি সমস্ত বিমুক্ততাকে ভেদ করে দেখলাম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বিমোচন [স] ১ বি উন্মোচন। 'মাংস বাওয়াইয়া বৃত্ত করে বিমোচন'। মালমধর, ১৫০০। ২ বি মুক্তি প্রদান। 'মুক্তি সে করিনু প্রদানের বিমোচন'। বন্দা, ১৫৮০। ৩ বি দুরীভূতকরণ; মোচন। 'ভক্তজ্ঞানে কৈলা শরীর পুণ্য বিমোচন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দুঃখ বিমোচনের উপায় গ্রহণে বিরত আছেন'। নিকুঞ্জরস, ১৮৬৯।

বিমোচিত [স] বিপ উন্মুক্ত; খোলা। 'যাঁহার ভক্তের জন্য সর্বদা স্বর্গের দ্বার বিমোচিত রহিয়াছে'। শশ্যরসক, ১৮৮৫।

বিমোচনা [স] বিমোচন। 'ক্রি দূর হওয়া। বিমোচনে ক্রি দূর হয়'। 'যে সেব স্মরণে পাশ বিমোচনে'। বড়, ১৪৫০। 'বিমোচিনী ক্রি দূর হলো'। 'মন নিবারিলো পাশ বিমোচিনী'। বড়, ১৪৫০।

বিমোচী [স] বিপ বিষয় অনুগার। 'বিমোচীম হকুম সাহেবান বোর্ড হোড'। ক্যালগে, ১৮০১।

বিমোহ [স] বি মোহাজ্ঞতা। 'যেখানে ছিল বিমোহ, সেখানে নিয়ে এল একা'। অচিন্তা, ১৯০০।

বিমোহন [স] ১ বি মুক্তকরণ। 'যে দম্ব করে, আপো তারে করি বিমোহন'। গিরিশ, ১৮৮৩। ২ বিপ অভ্যস্ত মনোহর। 'লীলাকাশেরে নীরদমালাকে বিবিধ বিভিন্ন মনপ্রাপ্ত-বিমোহনরূপে সাজাইয়া দেয়'।

সিরাজী, ১৯১৮।

বিমোহিত [স] ১ বিপ মোহজ্ঞ। 'কামে বিমোহিত হৈল পাণ্ড মোহাসএ'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'বিমোহিত বৈষ্ণব হইল বাঘরায়'। মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিপ মুক্ত। 'বিমোহিত হত যাতে প্রাণবিবর'। দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'তোমার কাঁধের স্বরে বিমোহিত মন'। রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

বিমোহিতা [স] বিপ ক্রী মুক্ত। 'আমি উপরিহা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপাবল্য দর্শনে এবারে বিমোহিতা হলাম'। মাইকেল, ১৮৫৯।

বিম [স] বিপ তেলাকুচা ফল। 'বিধ গুণ পদ্ম নসে'। বড়, ১৪৫০।

বিম [স] বিপ তেলাকুচা ফল। 'বিধ গুণ পদ্ম নসে'। বড়, ১৪৫০।

বিমজি [স] বিপ বিমফলকে জয় করে এমন। 'শুক চক্কু নাসিকা অধর বিমজি'। আলগল, ১৬৮০।

বিমফল [স] বি তেলাকুচা ফল। 'বিমফলতুল তোর আখরে'। বড়, ১৪৫০।

বিমময় [স] বিপ পাকা তেলাকুচা ফলের মতো রঙ। 'যথা রত্নির অধর বিমময়, বর্ষে, মরি, বাক্যসুখা'। মাইকেল, ১৮৬০।

বিমধুর [স] বিপ-অধর। বি পাকা তেলাকুচা ফলের মতো রক্তবর্ণ ঠোঁট। 'বিমধুর দশনে মুকুতা নহে তুল'। রামহৃদয়, ১৭৮০।

বিমধরা [স] বিপ-অধর। বিপ ক্রী পাকা তেলাকুচা ফলের মতো গুঁথারা। 'বিমধরা, দীনপয়োধ্যা, বিপুলনিধা'। দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বিমোঠ [স] বিপ-গুঁথ। বি পাকা তেলাকুচার মতো লাল ঠোঁট। 'বিমোঠ হইল তার শ্বেত জবা প্রায়'। ফকজ্জেন্দে, ১৮৭৬।

বিম [স] ১ বি জলবুদ্ধি। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'জগৎসাগরে বিম যত আছে, কেহই কাহারো নয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি প্রতিবিম। 'নববিমে চন্দ্রের প্রকাশ'। মানিকরাম, ১৭৮১।

বিমক [স] ১ বি বিপ; বুদ্ধি। 'জলের বিমক হেন কিং স্থির নহে'। মালমধর, ১৫০০। ২ বি তেলাকুচা ফল। 'অধর বিমক ফল কোকিলের ভাষা'। গরীব, ১৭৬৫।

বিমিত [স] বিপ প্রতিফলিত। 'নিজেকে বিমিত দেখি যেন সেই মুহূর্তমুকুরে'। মাহমুদ, ১৯৬০।

বিমু [স] বিপ বি বুদ্ধি। 'জলের বিমু উঠিয়া পুনর্বীর এ জলে লীন হয়'। দর্পণ, ১৮২১; 'না ছিল নূরের বিমু না ছিল নৈরাকার সিদ্ধ'। লালন, ১৮৯০।

বিমুপাত [স] বিপপাত। বি বিমুপাতকে প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টি। 'জীব জন্তু নহি ছিল ন ছিল বিমুপাত'। রামাই, ১৭১০।

বিমুবর [স] বিমুবর। বিপ তেলাকুচা ফলের মতো। 'পকু বিমুবর জিনিএ প্রাণ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

বিমোঠ [স] বি পাকা তেলাকুচা ফলের মতো লাল ঠোঁট। 'এখানকার বিমোঠ-নিমুত অস্ত্র মধুধারা, যা আঘাতভাবে মগিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বিমোঠ [স] বি পাকা তেলাকুচা ফলের মতো টুকটকে লাল ঠোঁট। 'কামিনীর মুখমল্ল, কবরী, বাহুল্য, বিমোঠ, সরসীরহলোচন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বিষনি [স] ব্যজন। বি বা দিয়ে বাতাস করা হয়; পাখা। 'সুবর্ণ বিষনি হাতে

বিযুক্ত

বাউ করে সবিশনে।' মালাধর, ১৫০০।

বিযুক্ত [স। বিপ বিছিন্ন। 'অন্য ভূমিষ্ঠ শিশু যদি মাতৃকোষ হইতে বিযুক্ত হইয়া অরণ্য মধ্যে নিষ্কৃত হয়।' অক্ষর, ১৮৪৪।

বিবোধ [স। বি (জ্যোতিষ) বিপর্যয়; প্রতিকূল যোগ। 'সবে বোলে বিবোধে জ্ঞানিল।' সুকান্ত, ১৭০০।

বিয়ঙ্গ [স। বি+স অঙ্গ।] বি বিকল অঙ্গ। 'বপু কৈল বিয়ঙ্গ বাক্ষিয়া বিজীর্ণাধা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বিয়ড়ী [স। ব্রীহি।] বি খোসা-তোলা ডাল। 'বিয়ড়ী কদমা তিলা খাজার প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিয়নি [স। ব্যজ্ঞনী।] বি ব্যতাস করার পাখা। 'সেবক জ্যোগায় পান বিয়নি বিচয়ে আন বৈসে বীর দুশিচা উপর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিয়ন্ত [স। বিপ সদ্য প্রসবকারিণী। 'শাতড়ী মাদী বেন বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজ্ঞাতে লাগলো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বিয়র [সি। বি একপ্রকার হালকা মদ। 'বিয়র, সেরি তোমাদের স্বস্তী মনসার মধ্যে ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বিয়লি [স। ব্রীহি।] বি বিউলি; খোসা ছাড়ানো ডাল। 'ঘর দুই চারি দেখে যুদ্ধের বিয়লি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিয়া, বিয়ে [স। বিবাহ।] বি বিবাহ। 'ধনপতি কৈল তোমা বিয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'ধনে মানে কুলে শীলে/বর দেখি বিয়ে দিলে।' ভবানী, ১৮২৫।

বিয়া-থাওয়া বি বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'ভূমি খাইয়া-দাইয়া বিয়া-থাওয়া করিয়া ...।' রণীন্দ্র, ১৮৩৭।

বিয়ান্ত বিপ বিবাহিত। 'ব্রী। বিয়ান্ত।' ম্যানেএল, ১৭৪৩।

বিয়ে-অলা বিপ বিবাহিত। 'কলকাতার আজকাল বিয়ে-অলা মেয়েরা নিদুর পরে না।' বিমল, ১৯৫০।

বিয়ে-টিয়ে বিপ বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'বুকে মত্ত এক দাগা টিয়ে বিয়ে-টিয়ে করেন।' নজরুল, ১৯২৭।

বিয়ে-থা বি বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'একটা বিয়ে-থা করুন।' বিভূতি, ১৯৩১।

বিয়ে-থাওয়া বি বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'তোরা আর বিয়ে-থাওয়া করিস নে।' রণীন্দ্র, ১৮৯২।

বিয়েবাড়ি বি যে বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হয়। 'বিয়েবাড়ির কতকগুলো ছুদ তামাসা।' জীবন, ১৯৩১।

বিয়ে-সাদী (বিয়ে+ফা শাদী) বি বিবাহাদি অনুষ্ঠান। 'কিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিয়ে-সাদী, লেনসেন বহুকালের।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

বিয়াই [স। বৈবাহিক।] বি পুরা বা কন্যার স্বত্ব। 'দুই বিয়াইতে লাঠি পেটাগোটি আরু হইল।' জসীম, ১৯৬৪।

বিয়াকুবি [ফা বে+জা অকুবি] বি বিচক্ষণতার অভাব। ওর্ডার, ১৭৮৫।

বিয়াকুল [স। ব্যাকুল।] বিপ ব্যাকুল; অধীর। 'ঈশ্বর হাসন করি প্রাণ মোর লিল হরি বিয়াকুল হইল মদনে।' বসু, ১৪৫০।

বিয়াল [স। বি।] বি প্রসব। 'ঐ বিবির শাদী একুশ বিয়ানের পরে আবার তাঁহাকে বিয়া করে নাই।' গ্যাঙ্গী, ১৮৬০।

বিয়ালিস [স। বি।] বি সদ্যপ্রসূতা স্ত্রী। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

বিয়ানো ক্রি প্রসব করা। 'বিয়োরার সেরি নাই।' জীবন, ১৯৩৬।

বিয়ান [স। বিভাত।] বি বিহান; সকল। 'রাত ভইরা ঘুমাইয়া বিয়ানে কম,

যা ভুই ঘুমা গা কপিল।' মানিক, ১৯৩৬।

বিয়ানান [কা।] ১ বি মল্লকুড়ি। 'ভনহীন এ বিয়ানানে মিছে পত্তানো আর।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি শূন্য ময়দান। 'এমন সময় মল্ল বিয়ানান কাপায়ে প্রবল ঝড়োবর।' কল্লরশ, ১৯৪৬।

বিয়ার [সি। বি এক প্রকার হালকা মদ। 'যাঁহার বিয়ার কি শেরি কি গোঁট কি ক্রায়েটে অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মোদার নামও সহ্য করেন না।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৯।

বিয়ারওয়ালা [সি। বিয়ার+ওয়ালা।] বি মদ বিক্রেতা। 'বিয়ারওয়ালা বরজ ইনকামটের অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

বিয়ারখানা [সি। বিয়ার+ফা খানা।] বি মদের দোকান; পানশালা। 'আমি বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়ে বসেছি।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

বিয়ারিং পোটে — অন্যের ঘরকে। 'গোলাসদের বেরপ বিয়ারিং পোটে আয়েস ও আহাব বিহার চলে।' হুভাম, ১৮৬১।

বিয়াল্লা [প ভায়েলা।] বি বেহালা; তারের সঙ্গে ছড় ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্র। ওর্ডার, ১৭৮৫।

বিয়ে ঙ বিয়া

বিয়োন [স। বৈবাহিক।] বি ভগ্নিপতি বা ভাতৃবধুর বোন। 'বিয়োনের কথা না বল্যো আর খানিক থাকতো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বিয়ো [সি। বিয়োগে।] ক্রি বিয়োগে। 'কাকবিয়ো এ ঘো হোহি বিয়না।' চন্দ্র, ৪২, ১২০০।

বিয়োগ [স। ১ বি বিচ্ছেদ। 'সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বিয়ুত। 'কন মত মনের বিয়োগ না খলিল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি মৃত্যু। 'ঔষধ প্রয়োগে সন্য ব্যাধিযুক্ত কালেতে বিয়োগ।' রায়চন্দ্রসার, ১৭৮০।

বিয়োগ-মুত্থ বি বিরহলোক। 'হখন আমার অক্ষুজ্ঞ তাঁহার বিয়োগ-মুত্থ সূচনা করিল ...।' রণীন্দ্র, ১৮৬১।

বিয়োগ-বিধুর [স। বিপ বিরহকাতর।] বিয়োগ-বিধুর সন্ধ্যায় কী একটা অবস্থায়-আবেশ। নজরুল, ১৯২৪।

বিয়োগবেদনা [স। বি মৃত্যুর বেদনা। 'রাজেন্দ্রশালের বিয়োগবেদনা দেশের চিত্ত হইতে বিগুত হইয়াছিল।' রণীন্দ্র, ১৯১২।

বিয়োগ-বাখা [স। বি বিচ্ছেদের বেদনা। 'বিয়োগ-বাখায় ... মন হয় জারী।' নজরুল, ১৯২২।

বিয়োগভাব [স। বি অগ্রসর ভাব। 'বর দিয়া এসেছি বিয়োগভাবে পূর্ণ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বিয়োগযন্ত্রণা [স। বি মৃত্যুশোক। 'বিয়োগযন্ত্রণা এত অসহ্য এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী কেন?' বরদর্শন, ১৮৭২।

বিয়োগশোকাকাতর [স। বিপ মৃত্যুশোকে কাতর। 'কর্মজিহ্ম সন্দেহবীণিতে বিয়োগশোকাকাতর সহস্রার ভিতরকার যে চিরহায়ে সৃগভীর দুখটি ...।' রণীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিয়োগান্ত [স। বিপ অঙ্গে বিয়োগের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এমন। 'আমাদের আলংকরিকেরা বিয়োগান্ত নাটকের বিরোধী।' রণীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপ শোকবহ। 'বিয়োগান্ত করুল রসোদীপক ...।' রণীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিপ বিহীন। 'বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ আর আমাদের উপমান নয়।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৪।

বিয়োগান্তক [স। বিপ করুণ পরিণতিতে সমান্ত হয় এমন। 'নাটকটি

হবে বিরোগাত্মক।' সুকান্ত, ১৯৪১।

বিরোগাশ্রয় নাটক [স] বি বে নাটকের শেষে বিরোগ দৃশ্য আছে; ট্রায়েন্ডি। 'একটি বিরোগাশ্রয় নাটকের ন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিরোগাশ্রয়ী [স] বি বিরোধী। 'বিরোগাশ্রয়ী চরিত্র পল্লবী বিরোগাশ্রয়ী।' আলোচন, ১৬৮০।

বিরোগাশ্রী [স] বি বিরোধী। 'বিরোগাশ্রীর যমসম সংযোগের প্রাণ।' মাসাধর, ১৭৭৮।

বিরোগো [স] বি >। 'ক্রি প্রসব করা।' 'সুউটা বিরোগর বছর বছর।' হোসেন, ১৯৬৯।

বির [স] বীর। বি বলবান; শক্তিমান। 'ডাক দিয়া বলে বির জাসি কোথাকারে।' মাসাধর, ১৫০০।

বিরইয়ানি [বা বিজ্ঞানী] বি মাসে সহযোগে তৈরি একককার গোলাও। 'মোরগ গোলাও, বিরইয়ানি, কোরমা-করাব, কোফত-কালিয়া ...।' হাই, ১৯৫৮।

বিরঙ [স] বিরহে। 'ক্রিবি বিরহে।' 'হুএ নেহে সেখ এই বিরঙ জব্বর।' মাসাধর, ১৫০০।

বিরঙ [স] ১ বিণ উদাসীন। 'শোক বড় অপেক্ষিত বিরঙ সুশাধ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ অসন্তুষ্ট; ন্যাশাণ। 'না মা, এ বিষয়ে বিরঙ হইও না।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ৩ বিণ ক্রুদ্ধ। 'নীলকরদিশের মধ্যে ভাবতেই সাতিশর বিরঙ হইয়াছেন।' ধর্যাকর, ১৮৬০। ৪ বিণ উজ্জ্বল। 'আমাকে কেউ বিরঙ করতর নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিরক্তি [স] ১ বি বিরাগ। 'সর্বদা এক বর্ণের বস্ত্র সেখানে সেরূপ হয় না, বহর বিরক্তি জন্মে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি অসন্তোষ। 'কিদিনেই, রাশালি কর্যে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

বিরক্তিকর [স] বিণ বিরক্তিপূর্ণ; বিরক্তির উদ্ভেক করে এমন। 'চাঁদর কাছে যতটা বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটুকু বোধ হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিরক্তিকল্পনক [স] বিণ বিরক্তিকর। 'বে-সকল কথা আর-কাহাও নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তিকল্পনক লাগিতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিরক্তিপূর্ণ [স] বিণ অসন্তোষপূর্ণ; বিরক্তিকর। 'মিঃ গাভীর নিকটে বিরক্তিপূর্ণ ক্রুদ্ধ করিয়া তিনি বলিলেন।' যনসুত্র, ১৯৪০। 'হাস্যুদৌ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি বিশেষ করিয়া বলিল ...।' শতকর্ত, ১৯৫৮।

বিরক্তিজ্ঞান [স] বিণ বিরোগের পান; বিরক্তি উৎপাদন করে এমন। 'আমি যদি ওদের বিরক্তিজ্ঞান হই।' জীবন, ১৯৩১।

বিরক্তিব্যব [স] বিণ অসন্তোষ। 'প্রজানিশের এই বিরক্তিব্যব অল্পদিন হইল গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

বিরক্তি-জুটুটি [স] বি বিরক্তি প্রকাশক অ্র সংকোচন। 'বিরক্তি-জুটুটি-বান্ধি, হেরিলে সবার হাসি।' জ্যোতিষিত্র, ১৮৮১।

বিরক্তিবর [স] বি কর্তৃক কথা। 'ললিতার বিরক্তিবর বিনয়ের পক্ষে সুপরিচিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বিরক্তদ্বন্দ্ব [স] বিলক্ষণ। বি বিশেষভাবে রক্ষা করা। 'শিষ্য সবেরে এই মতে কর বিরক্ত।' বিজ্ঞান, ১৬০০।

বিরল [স] বি নানা রঙ। 'ভয়ের লীলা কত না রঙ্গে বিরলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বিরচা [স] ক্রি রচনা করা। বিরচি ক্রি রচনা করে। 'বিরচি কবিল সব

যোগের লক্ষণ।' আলোচন, ১৬৮০। বিরচিতে ক্রি রচনা করতে। 'আমি এই ইচ্ছা ভিত্তে আধা-হন্দ বিরচিতে।' মাসিকগ্রন্থ, ১৭৮১। বিরচিব ক্রি রচনা করবে। 'ভোমার মোগা পান বিরচিব বলে বসেছি বিজনে।' সুবীন্দ্র, ১৯০৮। বিরচিল ক্রি রচনা করলো। 'বিরচিল রূপরাম বিশ্বের বন্দনা।' রূপরাম, ১৭৫০। বিরচিলা ক্রি রচনা করেছে। 'বিরচিলা অনেক পুরাণ।' মাসিকগ্রন্থ, ১৭৮১।

বিরচিত [স] ১ বিণ স্থাপিত। 'ছানে ছানে শূন্যবন দেখে বিরচিত।' কবীন্দ্র, ১৯৮৯। ২ বিণ নির্মিত। 'চারি পাড়ের উপরে কটিক বিরচিত চারি বেদি।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ শিখিত। 'কয়েকখানি এছ তাঁহারই বিরচিত বলিয়া শিখিত আছে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

বিরজা [স] ১ বি কর্তৃত্ব নদীবিশেষ। 'বিরজা উপরে ঘাইবে সেই।' কবী, ১৫৫০। ২ বি বৃক্ষ। 'বিরজা দুখা দিতে।' মাসোএল, ১৭৪০।

বিরজ্জন [স] বিণ মলিন। 'হানিছে জীবনকালে বিরজ্জন আধার সমতা।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

বিরটন [স] বি প্রচার। 'কাক করে কা কা বিরটন।' আলোচন, ১৬৮০।

বিরটাক [স] বীর+স চক্র। বি যুদ্ধে ব্যবহৃত বড় ঢাক। 'পাইক সেই উড়া পাক ঘন বাজে বিরটাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিরত [স] বীরত্ব। বি বীরত্ব। 'বৃথিল কাহাণি তোছার বিরত মিছা না করহ মাশে।' বৃদ্ধ, ১৪৫০।

বিরত [স] বি-বি-রাত্রি। বি বিরাত। 'অতরের রাত্রি বিরতে স্নে যুরতে লগুড় আসিয়া পড়েছে ...।' চিত্রিগণ, ১৭৯১।

বিরক্ত [স] ১ বিণ ক্ষম। 'তিনি আগার অভিপ্রায় সংকৃত্ত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বিণ নিবৃত্ত। 'তিনি ... দুঃখ বিমোচনের উপায় গ্রহণে বিরত আসেন।' ক্ষিপ্রকণ, ১৮৬৬।

বিরক্তা [স] বিণ ক্রী ক্ষম। 'তিনি ... এই অভিলষিতসম্মানানের উপারিভিনে বিরক্তা হবেন নাই ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

বিরতি [স] বি বৃহতী। বি বৃহতী গাছ ও ফুল। 'বিশ্বালাপিয়া তোলে জটা বিরতি ঘুটাইআ কটী ছুমিচাপা ডুলিল লজ্জনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিরতি [স] ১ বি বিক্রাম। 'বিরতি আহরে রাসা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা।' চিত্রী, ১৬০০। ২ বি ঘটিত; কমতি। 'এই পর প্রকাশে কোন জনের অঙ্গদেয় বিরতি হইবেক না।' দর্পণ, ১৮০১। ৩ বি অবসর। 'অঙ্গল শান্তি সেবার বিপুল বিরতি।' রবীন্দ্র, ১৯৯৩। ৪ বি ছেদ; ক্ষম নেওন। 'পাশে অনাসক্তি এবং বিরতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বিরতিসূচক [স] বিণ বিরতি প্রকাশ করে এমন। 'সভার কার্যের বিরতিসূচক নির্দেশ ঘোষিত হতেই ...।' বেগম, ১৯৫০।

বিরতিহীন [স] ক্রিণি অবিরামভাবে। 'এ কাজ হবে বিরতিহীন।' বেগম, ১৯৭০।

বিরথি [স] বিবধী। বিণ বরহায়া। 'পালাএ সন্মল রাজা হইয়া বিরথি।' মাসাধর, ১৫০০।

বিরথী [স] বিণ বথহীন। 'সৈন্য যথ রসুলের বিরথী আছিল।' সুলতান, ১৭০০।

বিরদ [স] বিরোধ। বি বিবাদ। 'মিছা বিরল কীছ কার্যা নাঞি।' মেয়র্স, ১৭৭৫।

বিরদাশ [স] বীরদশ। বি বীরের অহংকার। 'বিরদাশ করি রুচি লুড়িলেক সর।' মাসাধর, ১৫০০।

বিরথড়া [স] বীরথড়া। বি বীরের পোশাক। 'এত বলি নামোদর পরি

বিরম্ভা।' মালাধর, ১৫০০।

বিরমানন্দ [পা বিরমণ+আনন্দ] বি অলৌকিক আনন্দ। 'বিরমানন্দ
বিলক্ষণ সুখ।' চর্যা ২৭, ১২০০।

বিরয়ানি [বা বিরআনী] বি যাসে সহযোগে তৈরি এক্ষতকার পোলাও।
'নিজে গজরাসে খাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম।' মুজতবা
১৯৬৬।

বিরল [স] ১ বিণ অদৃশ্য। 'বিরল নবত মভমল ভাস। লবণ কোকিল
গাএ সহস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিবিণ নির্জন স্থান। 'বসিয়া
বিরলে থাকয়ে একলে।' ষষ্টিত্রি, ১৬০০। ৩ বিণ কদাচিৎ দেখা যায়
এমন। 'সকল ভগবোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪
বিণ সংকীর্ণ। 'তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন সন্ধান বহে না
আর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিরলকেশ [স] বিণ মাথায় চুল কম এমন। 'গেকর্যাবসন ও
ভিলকখারী দীর্ঘশূন্য বিরলকেশ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিরলতা [স] ১ বি দূর্লভতা; ক্ষমতা। 'আমেরিকার প্রকৃত সাহিত্যের
বিরলতায় এইরূপ অনুমান করাও যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২
বি নির্জনতা। 'দুঃস্থের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক।' রবীন্দ্র,
১৯০৭।

বিরলশব্দ [স] বিণ প্রায় পাতাহীন। 'বিরল শব্দ বাছটির ছায়া।'
রবীন্দ্র, ১৯০০।

বিরলশ্রজ [স] বিণ প্রজাবিরল। 'এই বিরলশ্রজ দেশে ১৩০টা
হাস্যপাতাল খোলা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বিরলসর [স] বি বসের ঘাটতি। 'ঢেয়ে সে বিরলসরে নিবিড়তা
পায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বিরলীভূত [স] বিণ প্রায় অদৃশ্য; দূরবর্তী। 'উত্তম হইলে পুরুষ
বিরলীভূত হইয়া ... পড়ে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বিরলে ক্রিবিণ একান্তে; একলা। 'জগৎসবের সহিত বিপুলে বসিয়া
পরামর্শ করিতে লাগিলেন।' রাজীব, ১৮০৫।

বিরস [স] ১ বিণ মলিন; দ্রাব। 'সখি সব চারুদিগে বিরস বদন।'
মালাধর, ১৫০০: 'অই অশ্রুপূর্ণ বিরস বদন।' কুরুভাবিনী, ১৮৮৫।
২ বি খাদহীনতা। 'হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।' মুকুন্দ,
১৬০০। ৩ বিণ স্কুপ। 'ইহাতে বাবু কিঞ্চিৎ বিরস হইলেন।' ভবানী,
১৮২৫। ৪ বিণ শুষ্ক। 'বিরস বিকল প্রাণ, করো প্রেমসলিল দান।'
রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ বিণ আন্তরিকতাহীন। 'হাসল একটু বিরস
হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বিরসতা [স] বি কর্ণশ ডাব। 'বেশি বিরসতায় বললে ...।' জীবন,
১৯৪৮।

বিরসনয়না [স] বিণ স্ত্রী অগ্রসন্নদৃষ্টি। 'মেয়েটি প্রবীণ ... বিরূপা,
বিরসনয়না।' জীবন, ১৯৩২।

বিরসবদন [স] বিণ মলিনমুখ। 'ভন্যা পটরানি হইল বিরসবদন।'
মুকুন্দ, ১৬০০: 'বিরসবদন শিব হাতে ফুলের সাজি।' বিজয়,
১৬২০।

বিরসমুখ [স] বি শুষ্ক মুখ। 'তেমনি বিরসমুখে সে শালিত বাইতে
লাগলো।' হাসান, ১৯৭৪।

বিরহ [স] ১ বি বিচ্ছেদ। 'বিরহে পোড়োক্ত সব গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ২
বি কবিগানের অংশ হিসেবে পরিবেশিত এক রচনের নাম। 'আমি
বাইয়ানা গাহনা জানি, পীরির গীত জানি, সবীসাদা বিরহ খেড়

জানি, একটা শোনবা?' ভবানী, ১৮২৮: 'রাম বসুর বিরহ গাইতে
লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ ক্রিবিণ ব্যতীত। 'বিশেষ তথ্যানুসন্ধান
বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে আবদ্ধ হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বি
শূন্যতা। 'বর্বার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে।' রবীন্দ্র,
১৯৪৪।

বিরহ-অখির [স] বিরহ-অখিরা। বিণ বিরহে অখির। 'অশ্রু-দন মায়া
আঁখি, বিরহ-অখির।' নজরুল, ১৯২৬।

বিরহ-আত্মন [স] বিরহ-আত্মি। বি বিচ্ছেদরূপ আত্মন। 'উভয়ের প্রেম
বিরহ-আত্মনে পরিতক্ত।' মুখলেন্স, ১৯৭০।

বিরহ-আনল [স] বিরহ+স অনল। বি বিচ্ছেদরূপ আত্মন। 'বিরহ-
আনল তাপে দহিল শরীর।' বাহরায়, ১৬৫০।

বিরহকৃ বিণ বিরহের। 'পুনহি দরসন জীব জুড়াএব টুটব বিরহক
ওর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিরহ-করাত [স] বিরহ+স করপ্রা। বি বিরহরূপ করাতে। 'বিরহ-
করাতে যেন কৈল দুই খান।' বাহরায়, ১৬৫০।

বিরহকাতর [স] বিণ বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর। 'বিরহকাতর
শব্দী।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বিরহকাল [স] বি বিচ্ছেদের সময়। 'দুর্জহ বিরহকাল যেন দেখি
সমুখে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিরহক্লিষ্ট [স] বিণ শ্রিয়জনের বিচ্ছেদে কাতর। 'রামের সেই
বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকাশ দেখিয়া ...।' বল্লভ, ১৮৮৭।

বিরহক্লিষ্টা [স] বিণ স্ত্রী বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর। 'বিরহক্লিষ্টা
পতিপ্রাণা সীতার দুঃস্থের স্ত্রিমতঃ লাঘব হয়নি।' মুখলেন্স, ১৯৭০।

বিরহ-গীত বি বিচ্ছেদের গান। 'সে কি বিরহ-গীত গাহে, যার
বান্দী-ধ্বনি শুনিয়ে আমি তাকিলাম শেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

বিরহগীতি [স] বি বিরহের গান। 'এখন দু-এক পাতার মধ্যেই
বিরহগীতির সমাপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিরহ জর [স] বিরহজ্বর। বি বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। 'বিরহ জরে' তেহেঁ
জরিল।' বড়ু, ১৪৫০।

বিরহ-জ্বালা [স] বি বিচ্ছেদজনিত কষ্ট। 'হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা, এ
নিশি শোষায় রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬: 'বিরহ-জ্বালায় মরিগায়।'
নজরুল, ১৯২২।

বিরহ-ভক্ত [স] বিণ বিরহভক্ত। 'বিরহ-ভক্ত অপাধ্য ক্লান্ত ভালো তাঁর
ঈশ্বর্তর্পা মল্লিকাধর স্পর্শ করে ...।' মুজতবা, ১৯৩০।

বিরহতাপ [স] বি বিরহের বেদনা। 'বিরহতাপ হড়িয়ে গিয়েছিল।'
রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিরহ-তাপিত [স] বিণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কাতর। 'কোথা তুমি
শিবেছিলে এই প্রেমপান বিরহ-তাপিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিরহতাপিতা [স] বিণ স্ত্রী বিরহ যন্ত্রণায় কাতর। 'কাদখরী মান- ও
বিরহতাপিতা হয়ে হিমুখে অবস্থান করছেন।' তারা, ১৯৪০।

বিরহদহন [স] বি বিচ্ছেদযন্ত্রণা। 'বিরহদহনে দাহ, হইল আমার
দেহ।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বিরহদাহ [স] বি বিচ্ছেদের জ্বালা। 'তোমার বিরহদাহে, সদা দেহনয়ন
দহে ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বিরহদুঃখ [স] বিরহদুঃখ। বি বিচ্ছেদের কষ্ট। 'তবে কি বিরহদুঃখ তোক
দিএ আদ্যে।' বড়ু, ১৪৫০।

বিরহশোড়নী [স বিরহ+শোড়নী] বি বিরহের জ্বালা। 'এবে তোর বিরহশোড়নী।' বড়, ১৪৫০।

বিরহ-বাণ [স বি বিরহরূপ বাণ। 'সতত বিরহ-বাণ/সন্ধানে বিদরে প্রাণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

বিরহবাহিনী [স বি বিরহরূপ নদী। 'বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীয়ে, মাথোতে বহে বিরহবাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বিরহবিকলহৃদয়া [স] বি বি বিচ্ছেদকাতর হৃদয়বিধিষ্ট। 'বিরহবিকলহৃদয়া পড়িপ্রাণা প্রণয়িনী।' লীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বিরহবিকার [স] বি বি বিচ্ছেদকাতরতা। 'সুগ পান্নাবত, শুধু বিরহবিকারে রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিরহ-বিচ্ছেদ বি বিচ্ছেদবশত বিরহের বেদনা। 'সমস্ত মানুষেই ভালোবাসে এবং বিরহ-বিচ্ছেদ-মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিরহবিধুর [স] বি বি বিচ্ছেদকাতর। 'বিরহ-বিধুর হিয়া ময়িল খুঁরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'বিরহবিধুর নয়নসলিলে, মিলনমধুর লাজে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিরহবিধুরা [স] বি বি বিচ্ছেদকাতর। 'চাহে কাজে সীমন্তিনী, বিরহবিধুরা, আন্তি-দুখী সহ সখী হমনে জগতে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিরহবিনোদ [স] বি বি বিরহব্যথা অপনোদনকর। 'বিরহবিনোদ বাঁশী নিশ হে।' বড়, ১৪৫০।

বিরহ-বীণ [স] বি বিরহরূপ বীণা। 'তব নাম গেয়ে বাজাব বিরহ-বীণ।' নজরুল, ১৯৩৫।

বিরহবেদন [স] বি বি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। 'আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে জামারি কারণে কেঁদে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিরহবেদনা [স] বি বি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। 'রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভু বিরহবেদনা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিরহব্যথা [স] বি বি বিচ্ছেদের কষ্ট। 'কান্দিয়া পরান বুলে বিরহব্যথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিরহব্রতচারিণী [স] বি ক্রী বিরহের ব্রত পালন করছে যে নারী। 'একবেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, তুচ্ছীলা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিরহভাব [স] বি বি বিচ্ছেদের অনুভূতি। 'বিষম বিরহভাব হরিছে তেমন।' বাহরাম, ১৬৫০।

বিরহভার [স] বি বিরহের বোকা; বিরহের যন্ত্রণা। 'কাকের বিরহভার জন্মন্ত ময়িলোঁ।' বড়, ১৪৫০।

বিরহমিলন [স] বি বি বিচ্ছেদ ও মিলন। 'পূর্বরাস, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিযার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'বৃন্দাবন নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্য দেখতে পাছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিরহদ্রোত [স] বিরহরাগি বি বিরহের রাত। 'চবার পাশে আসে/বিরহদ্রোতের চর্চি।' নজরুল, ১৯২৯।

বিরহ-রাহ [স] বি বিরহরূপ রাহ। 'বাড়ায় বাহ বিরহ-রাহ চাইছে গেতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিরহরোদান [স] বি বি বিচ্ছেদের কান্না। 'কুহকুহরিত বিরহরোদান/থেকে থেকে পশে প্রবণে।' রবীন্দ্র, ১৮৩০।

বিরহশরঙ্গ [স] ১ বি বিরহরূপ শব্দ। 'আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া/রব বিরহশরঙ্গে জাগিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি একাকী

শয্যা। 'বিছাইছ দুখন্তত বিরহ-শয়ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিরহশিখি [স] বিরহশিখা। বি বি বিরহজ্বালা; বিরহরূপ শিখা। 'আখিক বিরহশিখি জ্বলএ জ্বলএ।' বড়, ১৪৫০।

বিরহ-সংশয় বি প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ ও বিচ্ছেদ। 'এইরূপ বিষাদ-বিরহ-সংশয়ের পর কবি হিমালয়শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দমিলনের চিত্র ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিরহসজ্জা [স] বি বি বিরহ থেকে সৃষ্ট। 'শুকুন্তলা পীড়া বিরহসজ্জাত, একথা বললে শাশীলতা কুল্ল হত না।' মুখপেস, ১৯৭০।

বিরহসজ্জা [স] বি বি বিচ্ছেদের বেদনা। 'পালাউ আশ্বার বিরহসজ্জা।' বড়, ১৪৫০।

বিরহসন্ধ্যা [স] বি বিরহভারাক্রান্ত সন্ধ্যা। 'আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিরহ-সর্প [স] বি বিরহরূপ সাপ। 'প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিরহসাগর [স] বি দুঃখরূপ সাগর। 'বিরহসাগরে দুঃখ ভুঞ্জি অবিন্যাস।' মালাধর, ১৫০০।

বিরহ-স্মৃতি [স] বি বি বিচ্ছেদের স্মৃতি। 'বিরহ-স্মৃতির অভিমানে ক্রান্ত হয়ে রামিগেছে কিরিয়ে সে পন্ডারের পানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিরহস্বপ্ন [স] বি বি বিরহজনিত স্বপ্ন। 'কে জানে কোথা সে বিরহস্বপ্ন কিরে অভিসারসাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বিরহাতুর [স] বিরহ-আতুর। বি বিরহকাতর। 'সান্ত্বন কর ধরিত্রীর বিরহাতুর কান্দন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বিরহাতুরা [স] বিরহ-আতুর। বি বিরহকাতর নারী। 'তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

বিরহানল [স] বিরহ-অনল। বি বিরহরূপ অনল। 'প্রবল বিরহানলে ধ্বংস হৈল উপমায়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিরহান্তক [স] বিরহ-অন্তক। বি বিরহের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এমন; বিয়োগান্তক। 'বিরহান্তক নাটক কেন মিলনান্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বিরহি [স] বিরহী। বি বি বিচ্ছেদ-কাতর। 'বিরহিজনার মজার কুল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বিরহি [স] বিরহী। বি বি বিরহী; বিরহকাতর। 'বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিসেবন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিরহিজন [স] বিরহী-জন। বি বিরহী ব্যক্তি; বিরহকাতর ব্যক্তি। 'বিরহিজন সজ্ঞানে কাহারও সংকেত নাই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিরহিজনা [স] বি ক্রী বিরহকাতর নারী। 'বিরহিজনার মজার কুল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

বিরহিণী [স] বি বি বিরহী; বিরহকাতর। 'গোপীর বালেশ্বর হরী আছে বিরহিণী নারী।' বড়, ১৪৫০।

বিরহিত [স] ১ বি বিরহকাতর। 'কহিবারে লাগিলেন্ত বিরহিত চিত।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি বিহীন। 'কী পূজা স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ... পরিশ্রম করা অভ্যস্ত কষ্টকর।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিরহিণী [স] বিরহিণী। বি বি বিরহীপীড়িত। 'বিধবা যে বিরহিণী বাঁচে কি সে প্রাণে।' উমেশ, ১৮৫৭।

বিরহী [স] বি বিরহকাতর ব্যক্তি। 'ওষ্ঠাগত বিরহীর প্রাণ।' মদনমোহন, ১৮৩৪; 'বহে নীর বিরহীর নয়ন ফুগলে।' ওম, ১৮৫৮।

বিরা বি পান গণনার একক-বিশেষ; দুই গতা পানের গোছা। 'দুই বিরা পান দিল চারিখান গুয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

বিরাগ [স] ১ বি বিক্রি। 'দুতার বচনে আতি বিরাগে' ঠোকাকে মো
মাঠে বাণে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি ওদারীনিয়া। 'পাশেতে বিরাগ
ধর্যেতে অনুরাগ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি নিন্দা। 'লোক তোমার
বিরাগ ভাবিক।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বি বিবেগ। 'তাহাদের বিরাগ
ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বিরাগভাজন [স] বিগ্ন অসন্তোষের কারণ; বিরাগের পাত্র। 'আশা করি বিজ্ঞ জমিদারগণের আমরা বিরাগভাজন হইব না।' সুলভ, ১৮৭৩।

বিরাগিণী [স] বিগ্ন স্ত্রী সংসারভ্যাগী। 'অভিমান প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণী হইলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বিরাগিনি [স বিরাগিণী] বিণ স্ত্রী উদাসী। 'কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি
হোয়। আস নিরাস দগ্ধ তনু মোয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিরাগী। [স] ১ বিধ আসক্তিহীন। 'বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্শু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-রত্নপু গ্ৰন্থের অনুবাদক।' হস্তোদ্যম, ১৮৬৮। ২ বিধ উদাসীন। 'আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিরাগী করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিরাজ [স] বি অবস্থান। 'তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

বিরাজমান। [স] ১ বিগ প্রচলিত। 'ঐ দুই বিদ্যা এতদ্দেশের মধ্যে যত কাণ্ডপর্যন্ত বিরাজমান থাকিবে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিগ বিদ্যমান। 'ইহার নিকটস্থ এক মনোরম স্নানাগার সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বিরাজা [স বিরাজ] কি অবস্থান করা। 'বিরাজয়ে সুখা, বখা
 মেঘবর-কোলে চপলা' মাইকেল, ১৮৩৮; 'পশ্চিম দ্বারের বিরাজিল
 থাকা-খরি বরাহ-খন্দিলে' মাইকেল, ১৮৬১। বিরাজি ক্রি.সং.মান
 থাকা। 'ময়ূর রাশে বিরাজ যৈ বিশ্বরাজ ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।
 বিরাজিছে কি বিরাজ করে। 'এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি,
 আধারিতে গারিবে না তাহা মেঘরাশি' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। বিরাজে
 কি অবস্থান করে। 'অমৃতময় দেবতা সতত বিরাজে এই মন্দিরে।'
 রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বিব্রাজিত [স] ১ বিণ নিহিত। 'প্রেমে রস বিব্রাজিত শত পরন্তাব।'
বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ শোভিত। 'রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিব্রাজিত
ডালে।' রামধন্যাদ, ১৭৮০। ৩ বিণ অবস্থিত। 'এস্থলে বিব্রাজিত
বিচক্ষণ পণ্ডিত মহাশয়গণ।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বিরাট [স] ১ বিগ বুঝেই। 'এই বিরাট ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে আরম্ভ হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'আশাট এই মতো বিরাট' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিগ পাতা। 'নিভাবিলাস্ত তব অপর বিরাট, আনি অজস্র স্নেহমাণি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিগ প্রবল। 'সৌভাগ্যক্রমে একপ্রকার সুস্পর্শিত শান্তিক্ত মহামারীর মতো সমস্তবৃত্ত জাতিকে একেবারেই একসাথে একত্রিত করে ফেলেতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮। ৪ বিগ বিরাটত্ব। 'বিরাটত্ব জানে। কল্পেই বিরাটত্ব জ্ঞান অস্বীকৃত হয়।' প্রমথ, ১৯১৩। ৫ বিগ বিশাল। 'হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিগূঢ় পদ।' জল অবলম্বিত অবিসল চলে নিরবধি। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বিরাটকায় [স] বিগ বিশাল আকারের। 'সেই বিরাটকায়
মহাস্রাজেরা তখন ...।' শরৎ, ১৯১৭।

বিরাটতম [স] বিপ অতিশয় মহৎ। 'তারা যেন মহন্তর রবীন্দ্রনাথ
বিরাটতম বক্ষিম পান।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

বিরাটভা [স] বি বিশালতা। 'কোনো বিরাটতার নিকট যথা
নোয়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।' জীবন, ১৯৩২।

বিরাটকু (স) বি বিশালকু । 'রুশের আতিশয্য দিয়ে ভাবের বিরাটকু দেখানো ।' জবন, ১৯২৫ ।

বিরাটপুরুষ [স] বি পরম পুরুষ। 'তাকেই এখন বলেছি
বিরাটপুরুষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিরাটরূপে [স] ত্রিবিধ বিপুলভাবে। 'অনেক সময় আত্মগোপন
নিজেকে বিরাটরূপে বিকাশেরই প্রাথমিক উপায় মাত্র।' শওকত,
১৯৫৮।

বিরাটায়তন [স] বিপ বড়ো আকারবিশিষ্ট। 'আমীর হামজার
বিরাটায়তন কাব্যকাহিনী পেয়েছি।' আনিস, ১৯৬৪।

বিবাদদর [ফা] বি জ্ঞাতভাই। 'দশ বিশ বিবাদরে বসিআ বিচার করে।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

বিরান [ফা বীরান] ১ বিধ অনাবাদি; জনবিরল। 'বিরান মুলুক ইরানও
সহসা জাগিয়াছে দেখি'। নবরত্ন, ১৯২৮; 'যোজন যোজন পথ ধূলি-
রুদ্ধ, প্রান্তর বিরান'। ফররুখ, ১৯৬৩। ২ বিধ বিলুপ্ত। 'বহু হিন্দু
পরিবার একেবারে বিরান হয়ে গেছে'। বেগম, ১৯৪৮।

বিরাণ [ফা বীরান] বিপ জনশূন্য। 'বিরাণ হইয়া গেল গো ইরান নিভে
গিয়ে বিলকুল।' নজরুল, ১৯৪১।

বিরানা। ফা দীরান। বিগ স্ত্রী জনশূন্য। 'বিরানা হয়েছিল এই
যুগকটা।' কায়সার, ১৯৬২।

বিরানই বিগ ৯২ সংখ্যক। 'বিরানই কোটি সাজে পৰ্ব্বতীয়া ঘোড়া।'
মালাধর, ১৫০০।

বিরাম [স] ১ বি নিবৃত্তি। 'দূর কৈল লহনার ফ্রেয়ের বিরাম' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বিশ্রাম। 'তিলেক বিরাম আশ্রি করি তব শিঠে' রায়হাঁ, ১৭১০; 'ভাঙ্গাদের এক মুহূর্ত বিরাম নেই' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি বিরতি। 'বহিছে তুফান নাহিক বিরাম/ ধর ধর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম' রায়হাসদাস, ১৭৮০। ৪ বি শেষ। 'উদ্যানাশ্রাতিরের বিরাম নাহি' বাক্যম, ১৮৭৮।

বিরাম-আলয় [স] বি বিশ্বামগার। 'রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-
উপবনে, বিরাম-আলয়।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বিরাম-কুণ্ড [স] বি বিশ্বামপার। 'অনন্ত নরক আমাদের বিরাম-কুণ্ড।' নজরুল, ১৯২৬।

বিরামদায়িনী। স। বিপ জী বিশ্বামদানকারী। 'দয়া করি কতু যদি
বিরামদায়িনী নিন্দা, সুকোমল কোলে।' মাইকেল, ১৮৬২।

বিরামবিহীন।স। বিণ বিশ্রামহীন। 'আমি অশান্ত বিরামবিহীন চঞ্চল
অনিবার - ' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিরামভাষা বিধ বিরতিপূর্ণ। 'অবশ বিরামভাষা এ পদচারণা তার পুষ্প হবে ভাষার আলোকে।' শব্দ, ১৯৫৫।

বিরামভূমি [স] বি শেষ ঠিকানা। 'তাঁর জন্ম, কর্ম ও বিরামভূমি
বাংলাদেশ।' *সনৎ*, ১৯৭০।

বিরামহারা [স বিরাম+হারা] বিণ বিরামহীন। 'তোমার বিরামহারা
নদীরা ধায় সিন্ধুতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

বিরামহীন [স] বিণ অবিরাম। 'বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা
প্রাণ।' *বরীন্দ্র*, ১৯১০।

বিরামালয় [স] বি প্রশাসন। 'আসে বিরামালয়ে সেবিত্তে চরণে।'
মাইকেল, ১৮৬৬।

বিরশি, বিরশী *কি* ৮২ সংখ্যক। 'চতুস্পাটীছ তিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরশী জন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

বিরশি দশআনা ~ অত্যন্ত ভারী ও প্রচণ্ড শক্তিবিপ্লব। 'তোমার বিরশি দশআনা ওজনের কিশতোশো ...' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিরশি সিদ্ধা কথা *কি* বুঝ জোরে খাড়া মায়া। 'একদিন এক অভদ্র রথের এই বা গালে এক বিরশি সিদ্ধা কষিয়ে ছিল।' *মান্নান*, ১৯৮৮।

বিরিষ [স *বৃক্ষ*] *বি বৃক্ষ*। 'বিরিষের পাতা বারেক ঝরিয়ে জোড়া কি কখনো দাশে সে আর?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

বিরিকি [স] *বি হিন্দুদেবতা ব্রহ্মা*। 'বিরিকি শব্দর বাড়াইতে কৃষ্ণ-জয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বিরিয়ানি, বিরিয়ানী [কা বিরআনী] *বি* মাসে সহযোগে তৈরি একপ্রকার পেলাও। 'ছ-সাত রকমের পেলাও, বিরিয়ানি, কুর্শা, কাগিয়া, পসিদা, কদিজা।' *মূলতাবা*, ১৯৫৮। 'সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরিয়ানী থেকে কাশুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি।' *মূলতাবা*, ১৯৬৬।

বিরিষবাহন [স *বৃষবাহন*] *বি হিন্দুদেবতা শিব*। 'বিরিষবাহন সঙ্গে শইয়া পার্ভী।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিরুজ [স *বদরিকা*] *বি বরই*; *কুল*। 'চেক বিরুজ ফেরস।' *বড়ু*, ১৫০০।

বিরুঝা [স *বিরূপাচ*] *কি* বিরূপাচ। 'কেহো কেহো তোহায়ে বিরুঝা বোলই।' *চর্চা* ১৮, ১২০০।

বিরু করা *কি* বহু শিক্ষা করা। 'বিরু করিতে।' *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

বিরুদ্ধ [স] ১ *বি* বিপদ। 'উপস্থিত মনের দূর করণ অধিক বিরুদ্ধ আশ্রয়ে কিনা।' *তারিঙ্গী*, ১৮০৮। ২ *কি* পরিপন্থী; বিরোধী। 'প্রকালিত আইন পার্লামেন্টের ব্যবহার বিরুদ্ধ।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৩ *কি* বিপরীত। 'বিরুদ্ধ রূপ দিয়ে যে উপমা ও সদৃশ্য ছাড়া কেউ উপপত্তি হল বৈরূপ্যকতার নানা আদর্শ।' *অবশ*, ১৯২৫। ৪ *কি* প্রতিকূল। 'বিরুদ্ধ ভাষ্যের দ্বারা কুটে মরতে ইচ্ছে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিরুদ্ধকর্ম [স] *বি* পক্ষতা। 'তিনি কেবল দায়িত্ব হয়ে আপনার বিরুদ্ধকর্মে এগুণ হয়েছেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিরুদ্ধচারিতা [স] *বি* বিরোধী আচরণ। 'আতি-ধর্মের বিরুদ্ধচারিতা আজ উহাদিশকে ...' *ম্যোরাঙ্কিন*, ১৯৩৪।

বিরুদ্ধচাঠী [স] *কি* বিরুদ্ধাচরণকারী। 'দেশীয়দের বিরুদ্ধচাঠী ইংরেজ-ক্রিমিয়ানের প্রতি ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিরুদ্ধতা [স] *বি* বিধা। 'মন হইতে তাহার বিরুদ্ধতা খুলি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি* বিরোধিতা। 'শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার প্রচণ্ড শক্তি জন্মট হয়ে রয়েছে।' *ওলাঙ্গী*, ১৯৪৪।

বিরুদ্ধদল [স] *বি* প্রতিপক্ষ। 'অ্যাঙ্কিটেশনওয়ালকে আপনাদের বিরুদ্ধদল বলিয়া গণ্য করিয়া হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিরুদ্ধপক্ষ [স] *বি* বিরোধীদল। 'বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

বিরুদ্ধপন্থী [স *বিরুদ্ধ+হি পন্থী*] *কি* বিরোধী। 'শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধপন্থী হয়ে দাঁড়ান।' *মণীর্ণ*, ১৯৬৩।

বিরুদ্ধবাদ [স] *বি* বিরোধিতা। 'দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিরুদ্ধবাদিনী [স] *বি* ঐ বিরোধিতাকারী। 'বিরুদ্ধবাদিনীরা বলত,

পুরুষেরা যে বিশেষ করে আমাদের সমাদর করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিরুদ্ধবাদী [স] *কি* বিরোধিতাকারী। 'বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধবাদী বিরুদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনকারী।' *প্রচার*, ১৯০৬।

বিরুদ্ধ-ব্যখ্যা [স] *বি* বিপরীত ব্যাখ্যা। 'ঐ নিয়মের ... বিরুদ্ধ-ব্যখ্যা করিয়াছেন।' *অবশ*, ১৫৫১।

বিরুদ্ধবাপ [স] *বি* বিরূপ মনোভাব। 'অবজ্ঞাসূর্য বিরুদ্ধ-ভাব তাহার মনে জন্মিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিরুদ্ধভাবাপন্ন [স] *কি* অনুকূল নয় এমন। 'সাধারণ মানুষ অসহযোগী এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল।' *মহাশেতা*, ১৯৫৬।

বিরুদ্ধমত [স] *বি* বিরোধী মত। 'বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য ... বিরুদ্ধপন্থা বর্জন করিয়াছি।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

বিরুদ্ধ-মনোভাব [স] *বি* শত্রু মনোবৃত্তি। 'তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রবলচিত্তে পাচাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বিরুদ্ধযুক্তি [স] *বি* বিপরীত যুক্তি। 'বিনর বিরুদ্ধ যুক্তি গ্রহণোপ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। 'যেদ বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায়।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

বিরুদ্ধ সংসার [স] *বি* প্রতিকূল জগৎ। 'তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিরুদ্ধ হৃদয় [স] *বি* প্রতিবাদী মন। 'তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিরুদ্ধাচরণ [স] *বি* বিরোধিতা। 'প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ... কোন রূপেই কর্তব্য নহে।' *অবশ*, ১৮৬৬।

বিরুদ্ধাচার [স] *বি* বিরোধিতা; বিরোধী কাজ। 'হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধাচারকরণদ্বারা যাহারা ধর্মলোপ ...' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিরুদ্ধাচারি [স *বিরুদ্ধাচারী*] *বি* বিরোধী; বিরোধিতাকারী। 'রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারিরা এতদেন্দ্রে ...' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিরুদ্ধাচারিণী [স] *কি* ঐ বিরোধিতাকারী। 'মস্ত্রীর মতের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়া ...' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

বিরুদ্ধাচারী [স] ১ *কি* প্রতিকূল আচরণকারী। 'শাস্ত্রসিদ্ধ জ্ঞানেরদের বিরুদ্ধাচারী হইয়া ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। 'হিন্দু জাতি রাজ বিরুদ্ধাচারী নহেন।' *মুগ্ধবর্ষণ*, ১৯৫৫। ২ *কি* বিরোধী। 'তুমি কি জন্য আমার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩৫।

বিরুদ্ধে *কি*বিশি বিপক্ষে। 'কোম্পানির বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

বিরূনা *বি* পাছবিশেষ। 'উকন্যা বিরূনা ববাই লজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিরূপ [স] ১ *বি* খারাপ কথা। 'কাহাজি বৃহল মেয়ে অনেক বিরূপ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* বিপরীত অবস্থা। 'বিরূপ সেখিয়া হাসি পাইল আমারে।' *মালাধর*, ১৫৫০। ৩ *কি* দেহতে খারাপ হয়ে গেছে এমন। 'অটীশিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে পতিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩। ৪ *কি* কুরুপ। 'যাহার নিকটে অতিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জ্বরাজীর্ণ ... হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারদ্বকে বিসর্জন করে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৫ *কি* কর্কশ। 'কি কারণে এরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ৬ *কি* মন্দ। 'যা কিছু বিরূপ হোক তা ভালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বিরূপতা [স] *বি* বিমুখতা। 'সকৌণ্ডতা ও বিরূপতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিক্রপা [স] বিপ ক্রী পত্র হারিয়েছে এমন। 'মেয়েটি প্রবীণ ...
বিক্রপা, বিরসনয়না।' জীবন, ১৯৩২।

বিক্রপাঙ্ক [স] বি কৃৎসিত চোখ বার। 'বিক্রপাঙ্ক যে মোরা ধাতার।'
নজরুল, ১৯২৪।

বিরোচক [স] বিরোচকি বি জ্ঞোপাং; যা খেলে মল নির্যুত হয়। মানোএল,
১৭৪৩।

বিরোচক [স] বিপ কোষ্ঠ পরিষ্কারক। 'গো রসই খারক, বিরোচক এবং শেখ
তুম্মা নিবারক।' মশাররফ, ১৮৭৯।

বিরোধ [স] ১ বি বিবাদ। 'বিরোধ না কর কাহাঈ জাইতে সেই ঘর।'
বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সংঘর্ষ। 'মনের বিরোধ করা বিবিধ যতনে।'।
মালাধর, ১৫০০। ৩ বি অবরোধ। 'কে পারে তোমার পথবিরোধ
করিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি যুদ্ধ। 'সীতাকে অনিতে রাম করিল
বিরোধ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি দ্বন্দ্ব। ওর্ডা, ১৭৮২। 'সুস্থ শিল্পের
সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৬ বি প্রতিদ্বন্দ্বকতা।
'নানা দিকেই সে সুখের বিরোধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিরোধাঙ্কুলা [স] বিরোধ+অঙ্কুলা অঙ্কুলা বি বিরূপ বা বিরক্তিকর
অন বন শব্দ। 'কে আমার কানে কঠিন বচনে বাজায় বিরোধাঙ্কুলা।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বিরোধদুষ্টি [স] বি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি। 'পরের প্রতি বিরোধদুষ্টি।'
রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিরোধপরায়ণ [স] বিপ যুদ্ধপ্রিয়। 'এখন বিরোধপরায়ণ জাতির
সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে।' রবীন্দ্র,
১৯০৫।

বিরোধ-বিপক্ষতা [স] বি বিরোধিতা। 'মনে কোনো দলাদলি বা
বিরোধ-বিপক্ষতা ছিল না।' আচর্য, ১৭৫০।

বিরোধভঞ্জন [স] বি বিরোধ মিটিয়ে দেওয়া। ওর্ডা, ১৮৮২:
'আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিরোধভাব [স] বি শঙ্কতা। 'বিরোধভাবের একান্ত চর্চাই
'পট্টগ্রহ'র সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিরোধমূলক [স] বিপ বিরোধিতাপূর্ণ। 'মুরোয়ীস সভতা যে ঐক্যকে
অগ্রায় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিরোধহীন [স] বিপ নির্বিরোধ। 'চারি দিকের জগতের মধ্যে তাহার
একটি বিরোধহীন সূচনা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিরোধ্য [স] বিরোধ্য বি বিরোধিতা। 'মথুরাক ভাইতে কেহো না
কেন বিরোধ্য।' বড়ু, ১৪৫০।

বিরোধ্যি [স] বিরোধ্য বি বিরোধিতা করা। বিরোধ্যি ক্রি
অবরোধ করছিল। 'গোষ্ঠে রাখোআল পথ বিরোধ্যি বিক।' বড়ু,
১৪৫০। বিরোধ্যি ক্রি রোধ করে। 'গতিপথ বিরোধ্যি বহে
ঋগ্বেদ্যবাত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বিরোধি ১ ক্রি বিরোধিতা করলো;
বা দিলো। 'অসিঁজি বিরোধিল মথুরা গমনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি
রুদ্ধ করলো। 'সর্ব পথ বিরোধিল রামচন্দ্র বিরো।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
বিরোধে ক্রি অবরোধ করে। 'বহুনার খাটে নিকটে রইআ পথে
বিরোধে কাহাঈ।' বড়ু, ১৪৫০।

বিরোধানল [স] বি বিরোধের আগুন। 'বিরোধানলে তৃতীয় আত্ম
দান করা হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিরোধালংকার [স] বি অলংকারশাস্ত্রের প্রকারবিশেষ।
'বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজ পত্রের গায়ে ...' প্রমথ, ১৯১৪।

বিরোধী [স] ১ বিপ প্রতিকূল। 'ইহা শত্রুবিরুদ্ধ ও শোকেব সুখ-
বিরোধী।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিপ বিপক্ষ। 'রেনীতে ব্রাহ্মণ উঠিয়াছে
তনিয়াই বিরোধী দল সজ্জিত হইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইল।'।
হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

বিরোধীদল [স] বি বিপক্ষদল। 'দুইজন করিয়া বিরোধীদলের
প্রতিনিধিকে দক্ষতরীয়া মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।' আজাদ,
১৪৪০।

বিরোধীদলীয় [স] বিপ বিপক্ষ দলীয়। 'জাতীয় পরিষদের
বিরোধীদলীয় সদস্য।' আজাদ, ১৯৬৪।

বিরুদ্ধাল [স] বি কৃচ্ছালা বি গাছের ছাল। 'বিরুদ্ধাল পরিধান সিরে জটা
ধরি।' মালাধর, ১৫০০।

বিরুদ্ধে বিবেদ [স] বিবেদ বি বিরহ। 'নিমেষে বিরুদ্ধে কত যুগ হেন
মানে।' মালাধর, ১৫০০; রামের বিরুদ্ধে হৈল রাজার মরন।'।
মালাধর, ১৫০০।

বিরুদ্ধ [স] বিধি ১ বি তত্ত্ব। 'বিরুদ্ধকসিপু বিরুদ্ধ জনম লভিয়া।'।
মালাধর, ১৫০০। ২ বি তেজস্বিতা। 'অতি উন্নত তেজ বিরুদ্ধ বিষম সাহস।'।
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিরুদ্ধি [স] বি কৃষ্টি বি কৃষ্টি। 'ইহাআ পাসার বশ গেলে বিরুদ্ধি বিদু দশ।'।
মুকুন্দ, ১৬০০।

বিরুদ্ধি [স] বি কৃষ্টি বি সম্পত্তি। 'সেই বিরুদ্ধে ধন তার বাড়িল বিসাল।'।
মালাধর, ১৫০০।

বিরুদ্ধি [স] বি কৃষ্টি বি কৃষ্টি। 'সকল বিরুদ্ধি কথা কহে তপোদানে।'।
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিল [স] বি জ্ঞাত্যুদ্রি। মানোএল, ১৭৪৩; 'জুয়ারিয়া বিল ও চর সমস্ত
জল ভরা।' কেরি, ১৮০২।

বিলখাল [স] বিল+খাল বি বিল এবং খাল। 'বিলখাল নদীনালা
কতরকম জলপথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিলম্বিটীয়া [স] বিল+স গোবিতা বি বিলে বা মাঠে পাওয়া গরুর
তকনা পোবর। 'তকনা পাতা কক্ষী তুঁহ ও বিলম্বিটীয়া কুড়াইয়া
জ্বালানি করি।' মুক্তাঞ্জন, ১৮১৩।

বিল [স] ১ বি বিরুদ্ধতার দেওয়া বিরুদ্ধি প্রবোয় পরিমাণ ও দামের
হিসাবসংকেত লিপি। ভবানী, ১৮২৩। ২ বি কোনো বিশেষ বিষয়
জ্ঞাপন করার জন্য ব্যবহৃত লিখিত বা মুদ্রিত কাগজপত্র। 'গুনক এই
সকল পোষ বিল পূর্ণদেবীয়া সমুদ্রেব নিকটই সকল স্থানে ... এয়া
হইয়া থাকে।' প্রজাকর, ১৮৪৭; 'কদ্দাক্ট বিলে রোগ সারতে
পারেন?' হত্যাক, ১৮৬১। ৪ বি পাওনা টাকার হিসাবপত্র। 'সেখানে
হয়তো এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হাদিস
মিলতে পারে।' শিবরাম, ১৯৪০।

বিলবহি [স] বিল+আ বহী বি ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতির হিসাবযুক্ত পাতা।
'বিলবহি পাতায় ছবি অঁকিয়া রাখিত।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

বিলসরকার [স] বিল+কা সরকারি বি আদায় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষক
কর্মচারী। 'পাণ্ডনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন বাতা,
বিল ও হাতচিঠি নিয়ে তিন মাস হাঁটতে, সেওয়ানজী কেবল আঙ্গ না
কাল কচ্ছেন।' হত্যাক, ১৮৬১।

বিলসীল [স] বিল+সীল বি রসিদ ও সীল। 'সরিশের বিলসীল
আছে।' ক্যালগে, ১৭৯১।

বিলং [স] বিলং বি সেরি। মানোএল, ১৭৪৩।

বিলকি-হিলকি বিল এসোমেসো। 'খাঁট মেরে বদহজম হলে ও-সব বিলকি-হিলকি স্বপ্ন দেখা যায়।' জীবন, ১৯৪৮।

বিলকুল [আ] ১ বিল সমস্ত। 'কাঁচ দিয়ে তার চুল/কেটে দেব বিলকুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ত্রিবিধ একদম; সম্পূর্ণ। 'ইংরেজি পোশাক পরিয়ে তার চেহারা বিলকুল বলে দিই।' প্রমথ, ১৯১২।

বিলক্ষণ [স] ১ ত্রিবিধ ভালোমতো; বেশ। 'বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুখ।' চর্য্য ২৭, ১২০০। ২ বিল অসাধারণ। 'অতি বিলক্ষণ পুরী বিভিন্ন নির্মাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বিল যথেষ্ট। 'বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ৪ ত্রিবিধ অবশ্যই। 'প্রদীপ ছািলসে বিলক্ষণ আলোক হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৫ ত্রিবিধ অস্বাভাবিক। 'ইহার নির্মাণরীতি বিলক্ষণ কৌশল ও চাতুর্যের পরিচয় দিচ্ছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বিলক্ষণরূপে [স] ত্রিবিধ ভালোরকম করে। 'বিলক্ষণরূপে উপদেশ করেন গুন বাবু টাঙ্গা থাকিলেই হয় না।' ডাবনী, ১৮২৫।

বিলক্ষণা [স] বিল স্ত্রী খুব ভালো রকম। 'বিলক্ষণা দান কারণ বিজ্ঞানপতি পশ্চিম দেশহইতে ...।' দর্পণ, ১৮২০।

বিলম্বন [স বিলক্ষণ] ত্রিবিধ যথাযথ। 'এ বরো বিলম্বন কহিলা।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

বিলম্বা [স] বিল বিশেষভাবে লম্ব; সংলম্ব। 'এসো চিঠী ... রেখাবলি বিলম্বা।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বিলম্বা [স] বি কুশল। 'গোচর বিলম্বা আদি যে যায় গণায়।' মানিকরাম, ১৮৮১।

বিলডিং [হি] বি অট্টালিকা; ইমারত। 'চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিলডিং দেখবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিলপনীয় [স] বিল বিলাপ করার মতো। 'অতি বিলপনীয় ব্যক্তি ঘটি।' দর্পণ, ১৮৩৯।

বিলপন [স] বি বিলাপ। 'করি এত বিলপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮৮।

বিলম [স বিলঘ] বি দেরি। 'একটুখানি তবুও বিলম করিবারে হবে ভাই।' জগীষ, ১৯৫১।

বিলম্ব [স] ১ বিল দেহির। 'বড়ইল বিলম্ব কারণে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ধীরগতি। 'মন্ত রাজহংসে জিনী চল এ বিলম্বে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি দেহি। 'আক্রমণের কথা শুনিয়া আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।' মশাররক, ১৯০৮।

বিলম্বন [স] বি দেহি। 'বিলম্বন দত্ত কত।' রূপরাম, ১৭৫০।

বিলম্ববিকাশ [স] বি দেহিতে বিকাশ। 'আমাদের বিলম্ববিকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিলম্ববহীন [স] ত্রিবিধ তাড়াতাড়ি। 'তনয়া বিবাহ দিব বিলম্ববহীন।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বিলম্বসাধ্য [স] বিল সময়সাধ্য। 'নৌকাযোগে গমনাগমন ক্রম ও বিলম্বসাধ্য।' দর্পণ, ১৮২৪।

বিলম্বহেতু [স] ত্রিবিধ দেরি হওয়ার কারণে। 'সামীর বিলম্বহেতু মনে মনে চটিতেছিলেন।' বনমূল, ১৯০৬।

বিলম্বিত [স] ১ বিল লম্বমান। 'প্রমর করণিত/জানু বিলম্বিত/কেলি কদম্বক মাল।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিল লম্বানো হয়েছে এমন। 'ছত্রমাল্য, গলে বিলম্বিত।' গিরিশ, ১৮৮৭। 'মার্জিত পইতার গোজা বকে বিলম্বিত করিয়া ... উপস্থিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি যার লম্ব ধীর্গতিসম্পন্ন। 'ব্রহ্মদ গান চলছে, ডোড়ালের বিলম্বিত

লয়ে তার ধীর মন্দ গতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বিল ধীর গতিবৃত্ত। 'তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিলম্বে ত্রিবিধ দেহিতে। 'বিলম্বে যেমতি তুই হারালি বিশ্বাস।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বিলম্বে কার্য সিদ্ধি, বিলম্বে কার্য সিদ্ধ - ধৈর্যে সুফল লাভ হয়। 'কথায় বলে বিলম্বে কার্য সিদ্ধ।' উমেশ, ১৮৫৭।

বিলম্ব [স] বি বিলাপ। 'জগৎ বিলম্ব পর্যন্ত তোমার এই অক্ষয় কীর্তি সকলের অন্তরে দেদীপ্যমান থাকিবে।' মশাররক, ১৮৮৫।

বিলম্বদীন [স] বি শেষ সময়। 'বিলম্বদীনে নিজে নাই জানি আর কেহ যদি জানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বিলম্ব [স] বিলম্ব বি বিলাস কথা; রুদ্ধ কথা। 'বিলম্ব হইল রাখা আশার ভাণ্ডে।' বড়ু, ১৫০০।

বিলম্ব-ব্র বিলাস

বিলসা [স বিলাস] ক্রি বিলাস করা। বিলাসয় ক্রি বিলাস করে। 'কহু বিলাসয় আসব যাতা।' চর্য্য ৯, ১২০০। বিলাসই ক্রি বিলাসে। 'সুন তাজি ধনি বিলাসই রুপা।' চর্য্য ১৭, ১২০০। বিলাসএ ক্রি বিলাস করে। 'সুখরূপ বিলাসএ বরনারি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। বিলাসক্রি ক্রি বিলাস করে। 'মহাসুখে বিলাসিত শবরে লইআ সুখ মেসৌী।' চর্য্য ৫৫, ১২০০। বিলাসিবা ক্রি বিলাস করবে। 'বিলসিবা গোপীলাজে।' বড়ু, ১৪৫০। বিলাসিল ক্রি বিলাস করলে। 'বিলসিল গোপীলাসে।' বড়ু, ১৪৫০। বিলাসে ক্রি বিলাস করে। 'অন্যন্যে বিলাসে রস আশাদন করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিলা [হি বিলানা] ক্রি বিলম্বন করা। 'আগে বিলাইলা না জুলিও পুনর্ব্বার।' আলাওল, ১৬৮০।

বিলাই [স বিড়াল] বি বিড়াল। মানোএল, ১৭৪৩।

বিলাওল বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'বাগদী - ইমনকানড়া এবং বিলাওলের যোগে উৎপন্ন।' বরদর্শন, ১৮৭২।

বিলাট বি বুনন। 'নিরম্ব কাপড় জে তাজি বিলাট করিবেক।' তাঁতি, ১৭৯২।

বিলাড়ি [স বিড়াল] বি বিড়াল। মানোএল, ১৭৪৩।

বিলাত, বিলেত [আ বিলায়ত] ১ বি রাজস্ব। 'রাজ-বিলাত সাধি খায় নাই রাজস্ব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বিনিয়োগ। 'মেরঙ্গ, ১৭৬৭। ৩ বি ইউরোপ। 'ওর্সা, ১৭৮২। ৪ বি ইল্যাত। 'বিলতে যাহার নাম ফেলাজ বাসনার তিসী।' তাঁতি, ১৭৯২। ৫ বি বেলোড

বিলাত পাওনা বি বিনিয়োগ করা মূল্যন পাওনা। 'বিলাত পাওনা আছে এবং দেনা আছে।' মেরঙ্গ, ১৭৭৩।

বিলাতপ্রত্যগত [বিলাত+স প্রত্যগত] বিল ইল্যাত থেকে ফিরেছে এমন। 'বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে বিলাতপ্রত্যগত লোকদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখা উচিত কি না ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বিলাতফেরত [আ বিলায়ত]+বি ফিরত। বিল ইল্যাত থেকে ফেরত এসেছে এমন। 'যে বিলাতফেরত বাঙালি দস্তর জানেন, তাঁহার বদশেীরের বেশবিভ্রমে তিনিই সবচেয়ে লক্ষ্যবোধ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিলাত ফেরতা [আ বিলায়ত]+বি ফিরতা। বিল ইল্যাত থেকে ফিরেছে এমন। 'তুমিই কি একমাত্র বিলাত ফেরতা?' নোকোয়া, ১৯২২।

বিলাতকৈর্তী

বিলাতকৈর্তী [আ বিলায়ত+হি ফিরতা] বিপ ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে এমন। 'কোট-হাট-পরা বাঙালি বিলাতকৈর্তী দু'বা'। রবীন্দ্র, ১৮০৭।

বিলাতি, বিলাতী [আ বিলায়ত>] ১ বিপ ইংল্যান্ড বা ইউরোপে উৎপন্ন। 'ভোমর সেতুজী দেশী বিলাতী'। ভারত, ১৭৬০; 'বিলাতি বহুত ভিন্ন দেশে কিম্বদন্তে'। রামধন্যদাস, ১৭৮০। ২ বি বিলাতে তৈরি হয়েছে যা। 'ভাঁহারা বিলাতী ছাড়া কিছুই ব্যবহার করেন না'। রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বিপ বিলাতে প্রচলিত। 'বিলাতী সভ্যতা'। রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বিপ বিলাতে উদ্ভাবিত। 'এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাঙ্গালীকৃতভাবের জন্ম হইল'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

বিলাতি বোশ বি ইংরেজি কথা। 'এরা পাউন গড়ে, টাউন হলে, বিলাতি বোশ করেই করে'। তপ, ১৮৫৮।

বিলাতি মাটি বি সিমেন্ট। 'বিলাতি মাটির ঘারা সে জায়গা মেঝামত করা আবশ্যক'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিলাতি মুনিয় বি বিলেভের শোক; ইংরেজ। ডানকান, ১৭৮৫।

বিলাতী অক্ষর বি ইংরেজি বর্ণ। 'সোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে দেখেন'। দর্পণ, ১৮২১।

বিলাতী কুল বি উন্নত জাতের কুল বা বর্গ। তপ, ১৭৮৫।

বিলাতী বিদ্রোহাদোক বি (বাস্যে) বিলাতি মদ। 'বিলাতী বিদ্রোহাদোক নানা প্রকার আর অফিম সবজী ...'। ভবানী, ১৮২৮।

বিলাতীয় [আ বিলাত>+স ইয়া] ১ বিপ ইংল্যান্ডের। 'উচ্চারণেতেও বিলাতীয় ছাত্রেরদের প্রায় তুল্য'। জ্ঞানদেবদণ, ১৮৩৬। ২ বিপ বিলাতে প্রচলিত আছে এমন। 'তোমার বিলাতীয় বেশ-কৃপাদি জৌতিক বিষয় মাত্রের অদুর্কণ করিতে বড়ই সমর্থ হও ...'। অক্ষর, ১৮৪৭।

বিলাতীয় শক বি খ্রিস্টীয় বছর। 'বিলাতীয় শকে অশ্বিন জরিল জন্ম'। তপ, ১৮৫৮।

বিলেতফেরত [আ বিলায়ত>+হি ফিরতা] ১ বিপ ইংল্যান্ড ঘুরে এসেছে এমন। 'বিলেতফেরত পাড়ার প্রতি গৃহ একটি সৌরভাণ্য'। প্রমথ, ১৯০৫। ২ বিপ ইংল্যান্ড থেকে পাস করে আসা; ব্রিটেনে শিক্ষার্থ্যকরা। 'বিলেতফেরত বড় ভাতার'। জীবন, ১৯০৩।

বিলেতফেরতা [আ বিলায়ত>+হি ফিরতা] বি ইংল্যান্ড থেকে ঘুরে এসেছে যে। 'এমন-কি, বিলেতফেরতারা ক্রমে ক্রমে খুঁটি পড়তে শুরু করলে'। অবন, ১৯৪১।

বিলেতবাসী [আ বিলায়ত>+স বাসী] বি বিলেভের অধিবাসী। 'বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অতঃপর পায়ালারী ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বিলেতী দুধ বি তঁড়া দুধ। 'বিলেতী দুধের শূন্য টিন'। শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

বিলাশো [হি বিলাশা] ১ ক্রি দান করা। 'বিলাহ যৌবন রাখা শ মোর বোল তপ'। বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বিতরণ করা। 'একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিলাইতে'। মনোএশ, ১৭৪৩। ৩ ক্রি উদ্ভাট করে দেখা। 'বিলাশো ভারে আপন মন'। লালন, ১৮৯০। বিলাইছে ক্রি বিতরণ করছে। 'নানা ধন বিলাইছে রাজা কর্ণসেন'। রূপরায়, ১৭৫০। বিলাইবে ক্রি বিতরণ করবে। 'সহীদান রাহেতে যে দানা বিলাইবে'। গরীব, ১৭৬৫। বিলাএ ক্রি বিলিয়ে দেবে। 'বৃহস্প মের ধনি যদি সে বিলাএ'। সুলতান, ১৭০০। বিলাছে ক্রি বিতরণ করছে। 'ঐ শিরিতে সবাই যেতে বিলাছে প্রেম হাতে হাতে'। লালন, ১৮৯০। বিলাব ক্রি বিতরণ করবে।

'একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বিলাশো ক্রি উদ্ভাট করে দেখা। 'বিলাশো ভারে আপন মন'। লালন, ১৮৯০। বিলাই ক্রি দান করো। 'বিলাহ যৌবন রাখা শ মোর বোল তপ'। বড়, ১৪৫০।

বিলাশ [স] ১ বি আক্ষেপ। 'কাহ্নের বিলাশ বড় চটীদাস পাও ল'। বড়, ১৪৫০। ২ বি কাণ্ড। 'বিলাশ করেন দোহার কণ্ঠতে ধরিয়া'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আদোমন। 'তাহারদিশের সহিত মিলাশাপ ও প্রলাপ আদি নানা আলাপ বিলাশ করিবা'। ভবানী, ১৮২৮।

বিলাপাতান [স] বি ক্রন্দনধ্বনি। 'যতগুলি পাখি ছিল গায়ে বৃষ্টি চলে গেল, সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপাতান'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিলাপধ্বনি [স] বি খেদোক্তি; উচ্চকণ্ঠে ইমিয়ে-বিনিয়ে করা। 'অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করা যায়'। অক্ষর, ১৮৫৬।

বিলাপ-বাসী [স] বি কান্নার ধ্বনি। 'ভগ্না'। সত্যভার তোয়ার বিলাপ-বাসী'। সিকান্দার, ১৯৬১।

বিলাপশীল [স] বিপ বিলাপরত। 'আমরা যে সব শব্দবাহক; বিলাপশীল ইতিহাসের মনে'। জীবন, ১৯৪০।

বিলাপসংগীত [স] বি শোক-সংগীত। 'জ্ঞানের প্রাণ হতে উঠিল রে বিলাপসংগীত'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বিলাপিনী [স] বিপ ক্রী বিলাপয়ত। 'বেড়িল নীরবে সবে রাখা বিলাপিনী'। মাইকেল, ১৮৬০।

বিলাপী [স] বি ক্রন্দনরাজী। 'লোহিত বরণ আজু প্রসূন বাহার যথা বিলাপীর ভবি'। মাইকেল, ১৮৬০।

বিলাপীয় [স] বিপ কাতোরোক্তি-পূর্ণ। 'হানাত্ব কবিত্বা বহুবিধ বিলাপীয় ক্রন্দন করিতেছেন'। রামরায়, ১৮০১।

বিলাপোক্তি [স] বি বিলাপধ্বনি। 'কোকিলের ডাকে জর্জরিত হৃদয়, তারই বিলাপোক্তি কণ্ঠে বাজিতে থাকে গুহ'। শতভক্ত, ১৯৫৮।

বিলাপা [স বিলাপ>] ক্রি বিলাপ করা। 'হেনমতে বিলাপা সুরু হুতী'। বড়, ১৪৫০। বিলাপয়ে ক্রি বিলাপ করলে। 'বহুবিধ বানি বিলাপয়ে কান'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বিলাপিয়া ক্রি বিলাপ করে। 'সবে মুখে হাত দিয়া উজ্জ্বলবে বিলাপিয়া ...'। সুলতান, ১৭০০। বিলাপিয়া ক্রি বিলাপ করলো। 'বিলাপিয়া বকী দলবধ: লালনবি ফাঁদালা নীরবে'। মাইকেল, ১৮৬১।

বিলায়ত [আ বি বিলাত; ইংল্যান্ড]। 'আহায়ে আরোহাপূর্ণক বিলায়তে গমন করিয়াছেন'। দর্পণ, ১৮৩০। ব্র বিলাত, বেলাত

বিলায়তি [আ বিলায়ত>] বিপ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। 'শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম দেনবানার অক্ষরেতে ...'। দর্পণ, ১৮৩১।

বিলায়েত [আ বিলায়ত>] বি ইংল্যান্ড এবং ইউরোপ। 'বিমার যে খারা বিলায়েতে জারি আছে'। কাল্যাপ, ১৭৮৯।

বিলায়েতী বিপ ব্রিটিশ। 'তাহাড়া বসুন্ধর্যাবী বিলায়েতী, আফগান এবং পাঠান সৈন্যের সৃষ্টিজাত ছিল'। মহাশেখা, ১৯৬৫।

বিলাস [স] ১ বি উদ্রাস। 'বনে কান্দে রাখা ধনে করো বিলাস'। বড়, ১৪৫০। ২ বি শীলা। 'এক্টে এক্টে গুণ্যগাণ/বিলাস লৈ আপনে'। বড়, ১৪৫০। ৩ বি শীলা। 'এককালে সাত ঠাকুর কয়েম বিলাস'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি সুবৎস। 'গুণ্ডীকোত করিয়া যে না কেল বিলাস'। কৃষ্ণা, ১৮০০। ৫ বি আহার। 'বাও পর ক্যারা বিলাস'। মুকুন্দ, ১৮০০। ৬ বিপ শৌখিন। 'তাহাকে সাধারণঃ বিলাস বাগিছা

বলিলেও অযৌক্তিক বর্ণনা হয় না।' অক্স, ১৮৪৭। ৭ বি শোভা।
'কমল-দলের তলে, রবি ছবি জলে জলে, বিদূরিত হতেছে বিলাস।'
গুণ, ১৮৫৮। ৮ বি শৌখিনতা। 'সেই অতুষ্ণি অপরাধের নহে,
তাহা আমাদের একটা বিলাসমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৯ বি সুখ।
'চলেছে যে এমন হেসে কিসের বিলাস সেইখানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিলাসভূষণ [স] বি আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কার। 'বিলাসভূষণে তাজ নহে টলমল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বিলাস-আলয় [স] বি প্রমোদালয়। 'এই বিলাস-আলয়ের কেলিকুণ্ডে
যমরাজ তাঁর ...।' নজরুল, ১৯২৭।

বিলাসকলা।স) বি বাবুগিরি। '... যাহারা অক্ষমকে অনুমোদন করিয়া চিন্তাবিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায় এ তাহাদের সেই

বিলাসকলা নহে।' স্বকীন্দ্র, ১৯৩৭।
বিলাসখানী টোড়ি বি বিলাস খাঁ উদ্ভাবিত রাগিনী বিশেষ। 'বিলাস

বাঁ চালানেন বিলাসখানী টোড়ি ।' ধূর্জটি, ১৯৩১।

কিনিয়া গয়সা ধারস কর ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

বিলাসবর্ষ [স] বি শৌখিন দ্বারা । 'একমাত্র আশ্রমের বিলাসবর্ষতে

বিশ্বাসবাসনা [স] বি বিশ্বাস+বাসনা। 'বিশ্বাসবাসনা' চরিতার্থ

করিবার সঙ্গে সঙ্গে ...।' নবন্যূর, ১৯০৬।

ধরেছে বিলাসবেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কতটা বিলাসবৈভবপূর্ণ ছিল।' প্রথম, ১৯২৮।

মুহুরির অন্ন-সংস্থান এবং বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা হইতেছে।
মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

বিলাসভবন [স] বি প্রমোদভবন। 'রাজ্যের বিলাসভবনে দেখা দিল
সে।' জবন ১৯২৫।

বিলাস-মোহমুক্ত বিধ বিলাসিতার মোহ থেকে মুক্ত। 'একটি কল্যাণময় কর্মমণ্ডি বিলাস-মোহমুক্ত পাণ্ডুরান আনন্দের মণ্ডি'।

ବିଜ୍ଞାନ-ସମ୍ବାଦନ (ସଂ) ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାସମ୍ବାଦନ : 'ବିଜ୍ଞାନ-ସମ୍ବାଦନ' ଖୋର୍ଦ୍ଧା

মুখে চেয়ে সমস্ত জীবনের জন্য বন্ধ করে ছিল।' জীবন, ১৯৩১।

দীপালোকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিলাসি। 'স, সো'। বি আধাঠত জন। 'কম দোষ, ত্যজ যোষ, হৃদয়-
বিলাসি।' গ্লিগিশ, ১৮৮৭।

বিলাসিতা [স] বি শৌখিনতা। 'এক দিকে বিলাসিতার শ্রোতঃ বহিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বিলাসিনি [স বিলাসিনী] বি ক্রী বিহারিনী। 'হাস বিলাসিনি দমন
সেখিঅ ছনি তলিত জোতি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

विनाशिनी। [स] १ विष त्री विशदिनी। 'वृन्दावनविनाशिनी श्रीमती राधिका।' मानिकराय, १९८१। २ विष त्री आनन्ददानकारी।

‘নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ ক্লাসিনী বারানসী আনয়নপূর্বক আপন
 বৃষি করিতেছেন।’ ভবানী, ১৮২৫।

বিলাসিণীনা বি বিলাসপূর্ণ চালাচলন। 'ঐ বিলাসিণীনার অবসন্ন হয়ে ...।' জীবন, ১৯৩২।

বিশাশী। ১। ১ বিপ রসিক। 'অনুখে একজন ভোজন-বিশাশী'।
 বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিপ উপভোগকারী। 'উর্ষাবিশাশী নাশি, ইন্দ্রে
 নিগদিতা।' হাইকেন্স, ১৮৬১। ৩ বিপ আরামপ্রিয়। 'অনেক বিশাশী
 শ্রীলোক আছেন, তাঁহারা দাসদাসীদের হাতে সংসার ও সম্বানের ভার
 দিয়া ...।' কঙ্কড়াবিনী, ১৮৮৫।

বিলাসীসম্প্রদায় [স] বি যারা ভোগবিলাস পছন্দ করে। 'সেকালের এই বিলাসীসম্প্রদায় আমরা ঘাকে বলি ...' গ্রন্থ, ১৯১৮।

বিলাসা।ম বিলাস। ক্রি বিলাস করা। 'হেনমতে বিলাসই সব ব্রজনারী'।
মালাধর ১৫০০: 'নিষ্কলি নিধাস আঞ্জি এ বন্ধে বাঁশরির সরে

বিলাসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। বিলাসই ক্রি আয়েদ প্রমোদ করে।
'হেনমতে বিলাসই সব ব্রজনারী।' মালাধর, ১৫০০। বিলাসএ ক্রি
বিলাসিতা করে। 'বিলাসএ যত নারী।' বাহরাম, ১৬৫০। বিলাসিয়া
ক্রি শীলা করে। 'বিলাসিয়া শত সংখ্যা রমণীর সনে।' আলাওল,
১৬৮০।

বিলি | হি বিলানা | ১ বি বটন। 'বসিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা বিলি বহান্না না করিয়া দেই।' রায়রায়, ১৮০১। ২ বি বন্দোবস্ত। 'রায়সাহেব ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি।' গিরিশ,

বিলি-বট্টন [বিলি+স বট্টন] বি বিভরণ। 'চর এলাকাতে দু দিন ধরে
বিলি বট্টন করুন।' বেঙ্গলী ১১৯০।

বিলিভদ্ধ [বি+স বদ্ধ] বি ব্যবহা; বন্দোবস্ত। 'আরং দ্রব্যের
বিলিভদ্ধ বন্দোবস্ত'। 'কবি' ১১৭১।

বিলি বন্ধান কি বিহিত। 'যদিও আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটা
বিলি বন্ধান না করিয়া দিই'—ব্যাখ্যান ১৮:১।

বিনি ব্যবহা [বিনি+ম ব্যবহা] ১ বি বিহিত। 'কুর্ন্তা মশায়, এর
একটা বিহি ব্যবহা করুন।' মীনবহ ১১০০। ১ বি ব্যবহা

‘কালের কোন বিলম্বাবস্থাও করিতে পারি না।’ বিজুতি, ১৯৩৮।

বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী।' হতেম, ১৮৬১। ২ বিগ ব্রিটিশ।
'বিসিতি সম্মানে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কী রকম লাগে।'

২০১১, ১৮৮১। ৩ বিপ বিলোভের পণদ্রব্য পাওয়া যায় এমন।
আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি

বিলিতি জল বি মদ । 'উহারা বিলিতি জল থাক ।' নজরুল, ১৯৩১ ।

বিলিতি বেগুন বি টমেটো। 'ভার গাল ... বিলিতি বেগুনের মতো
টকটক করে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বিলিতি-মেজাজী বিন ইয়েরজদের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'দেশের ব্যারিস্টারেরা যতই ইয়েরজ-সোহাশ-খিন্ন বিলিতি-মেজাজী হোক-না

বিলিতিয়ানা বি বিলাতিসুলভ বৈশিষ্ট্য। 'খ্রী'র বিলিতিয়ানায় তাঁকেও

বিলাতী বিশ্ব বিনেশি। 'বিলাতী নীরের খাসা ইলেকট্রি রয়েছে।'

বিগি দেওয়া ক্রি চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়া। 'আমার মাথাটা একটু বিগি

বিশঙ্কট [স বিশংকট] বি বিষয় সঙ্কট। 'লজ্জিতা তোমার ঘটে স্বামী গেল বিশঙ্কটে।' মুহুদ, ১৬০০।

বিশঙ্কিত [স] বিণ বিশেষভাবে শঙ্কিত। 'বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বিশদ [স] বিণ ভক্ত। 'নিমিত্তকুদ বিনুচাঁদ বিশদ সেহের হাঁদ।' কুঞ্জরায়, ১৭২০।

বিশদ পক্ষ [স] বিণ তরুণপক্ষ। 'অষ্টমী সুপ্রভাত বিশদ পক্ষ ভদ্র ক্ষণে।' জ্যোত, ১৭৬০।

বিশদবসনা [স] বিণ অভবসন পরিহিতা। 'হুলে শোভে বিশদবসনা ধুতুরা চির বোণিনী।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিশদ্য [স] বিণ বিস্তারিত। 'বিশদ উল্লেখ নিম্নয়োজন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিশদভাবে [স] ক্রিণ বিস্তারিতভাবে। 'এরূপ বিশদভাবে প্রৌণিক করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৭।

বিশপ [বি] বি খ্রিস্টীয় চার্চের উর্ধ্বতন যাজক। 'রিফর্ম প্রটেস্টান্ট বিশপের দল। বড়দিন গেয়ে মুখে হাস্য খেল বল।' ওড, ১৮৫৮।

বিশয় [স] বিষয়। বি বিষয়। বোম্ব, ১৭৭০।

বিশয়্যায় [স বিষয়] বি ধনসম্পত্তি। 'আপন ভর্তাক বিশয়্যায়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন।' প্যারী, ১৮৬০।

বিশল্যাকরনী [স] বি (হিন্দুপুত্র) রাগে নিরায়মের অসৌকিক ক্ষমতা রাখিয়ে এমন ভেবজ উদ্ভিদবিশেষ। 'ভূমি আনে বিরহের বিশল্যাকরনী।' মণীশ, ১৯৩৯।

বিশাট্র বিশ

বিশাখা [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'কৃতিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র বহিঃ, ১৮৭৫।

বিশাল [স] বিধাপ বি বিধাপ; শিল্প। 'বাঞ্চে দামা কল্যায়' উৎকরি বিশাল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

বিশারদ [স] ১ বিণ অভিজ্ঞ। 'শিব তক নারদ ব্যাস বিশারদ।' জ্ঞান, ১৬০০। ২ বিণ পারদর্শী। 'অত্রশত্রু বিশারদ মহিমা অশার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বিশাল [স] ১ বিণ প্রশস্ত। 'দুই পাশে লম্ব মধ্য উন্নত বিশালে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ বিখ্যাত। 'পরাশর নামে কবি আছিল বিশাল।' বড়, ১৪৫০। ৩ বিণ গভীর। 'হুমুনাছল বিশাল এ।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রিণ বিশালরূপে। 'প্রেমভক্তিবৃষ্টি অজি করিব বিশাল।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। 'এতক তনিয়া সোনাই হরিষ বিশাল।' বিজয়, ১৬৫০। ৫ বিণ বৃন্দাকার। 'বিশাল মহাভারত ও হনয়ারজন রামায়ণ এ সকল আমাদেব।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

বিশালকায় [স] বিণ অতিকায়। 'বিশালকায় ছায়াপখটা তেরহা হইয়া ঘুরিয়া যায়।' বিজুতি, ১৯৩১।

বিশালতর [স] বিণ ব্যাপকতর। 'গ্রেট ওশন-এর থেকেও বিশালতর যে দ্ব্য জগৎ জুড়ে চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বিশালাতা [স] ১ বি প্রকাণ্ডতা। 'তাহার বিশালতার বিষয়ে ইহার পূর্বে ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি মহত্ত্ব। 'বোঝা যায় চরিত্রের বিশালতা।' অজিতা, ১৯৫০।

বিশালত্ব [স] বি বিশালাতা। 'এত বিশালত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিশালনয়না [স] বিণ স্ত্রী আয়ত চোখের অধিকারী। 'শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী, বিশালনয়না দেবী।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিশালাক্ষি [স] বিশালাক্ষী, সখে। বি স্ত্রী দীর্ঘনয়না। 'কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে রক্ষণমুখে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বিশালাক্ষী [স] ১ বিণ পরমাসুন্দরী। 'আইলা চারু চিত্রলেখা সখী, বিশালাক্ষী যথা লক্ষী - যাবহ-বখশী।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বহদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব।' জীবন, ১৯৩২।

বিশালোরক্ষ [স] বিণ বিশাল বক্ষবিশিষ্ট। 'জগৎসিংহের সদৃশ দীর্ঘায়ত বিশালোরক্ষ নহেন।' বহিঃ, ১৮৫২।

বিশাভি [স] বি স্বামীর সং মা। 'বিশাভি বলিয়া কোনও অব্যভ বোমা কখনও পায় নাই।' মনসুর, ১৯৫৩।

বিশিষ্ট [স] বিণ যুক্ত; সংবলিত। 'আসনাদিবিশিষ্ট একই ব্যালালা ও পারুলশা নির্ধাণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

বিশিষ্ট [স] ১ বিণ বিশেষ। 'এই বিশিষ্ট আয়ের অটলাত ও বৃদ্ধি ইহার নিমিত্তে ...।' ফরস্টার, ১৭৯৩। ২ বিণ অতিশয় জীকজমকপূর্ণ। 'গুজা বিশিষ্ট রূপে করিয়া ...।' কেরি, ১৮০২। ৩ বিণ বিশেষ সম্বন্ধীয়। 'আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ বিণ বিখ্যাত। 'বিশিষ্ট ও গ্রেট জাতীয় লোক ...' এণ্ড রক্ষা করিতে পারিয়েন।' দর্পণ, ১৮২৯। ৫ বিণ মর্যাদাসম্পন্ন; অভিজাত। 'ইহার তিনশ্রেণীতে নিবিত্ত; প্রমিত পুস্তিকা, সৈনিক পুস্তিকা, বিশিষ্ট পুস্তিকা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিশিষ্টতা [স] ১ বি স্বতন্ত্রতা। 'মুখের সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়া বরঞ্চ একটী বিশিষ্টতা দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি অসাধারণতা। 'তাহার এক বিশিষ্টতা দেখা যায়।' জগদীশ, ১৯১৮।

বিশিষ্টরূপ [স] বি বিশেষ অবস্থা। 'পুণ্যজন সত্যও এমন একটা বিশিষ্টরূপ নিতে পারে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

বিশিষ্টরূপ [স] ১ ক্রিণ বিদ্যুত আকারে। 'হৃৎকালে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্টরূপে আলাপিত হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ ক্রিণ বিশেষভাবে। 'শিকাগ্রাণী সম্ভাষণেরা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন করেন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ ক্রিণ ঘনিষ্ঠভাবে। 'ইংরাজেরা যদি হিন্দু, মুসলমানদিগের সহিত বিশিষ্টরূপে মিলিত হন।' তমোদ্রক, ১৮৭৪।

বিশিষ্টলোক [স] বি উত্তমযোগ্য ব্যক্তি। 'অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিয়েন।' দর্পণ, ১৮৩২।

বিশিষ্টশিষ্ট [স] বিণ বুঝি শুভ। 'বিশিষ্টশিষ্ট সমুদয়না গুণিপাশ্রয়ণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পরিক্রাধার বিজ্ঞান করিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিশিষ্টসাধারণ [স] বি অভিজাত শ্রেণী। 'মুদ্রোপে যাহারা একদিন বিশিষ্ট সাধারণ বলিয়া গণ্য হইত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিশিষ্টোপকার [স] বিশিষ্ট উপকার। বি খুব সুবিধা; বিশেষ উপকার। 'ক্রমশঃ বাহালা স্বাধীনপদের বাহালা হওয়াতে এতদেশীয় লোকেরদের বিশিষ্টোপকার।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিশীর্ণ [স] ১ বিণ অভ্যস্ত কৃশ। 'বিশীর্ণকঙ্কাল চিত্রিতকাসম।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ অনেকাংশে তকিয়ে গেছে এমন। 'কোথা বহিয়াছে বিমল বিশীর্ণ বেবা বিদ্যাপদমূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিণ অতিশয় জীর্ণ। 'বিশীর্ণ বটের নীচে তয়ে যব।' জীবন, ১৯০২।

বিশীর্ণা [স] বিণ স্ত্রী অতি শীর্ণ। 'সেবা যদি বিশীর্ণা সে মরিত তকায় অগ্নিতে দিতাম তারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিত্ত [স] ১ বিণ পবিত্র। 'ব্রজের বিত্ত প্রেম যেন জামুদ হেম।' ২০৯৭

বিত্তচ্যাবিশী

কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ২ বিপ বাট। 'অমি ক্রিরা ধারা আপনাকে বিত্ত
তপসী দেবিত্তে'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বিপ অমি। 'পুনরী বিত্ত
ও বিমি পণ্ডিতবিদ্যার অনুশীলন আশ্রয় করিতেন'। বিদ্যা, ১৮৪৯।
৪ বিপ নির্মল। 'তদায়ে বিত্ত বায়ুর সম্মার থাকে, তাহার উপায়
করা কর্তব্য'। অক্ষর, ১৮৪৯। 'বিত্ত বায়ুসেবন করিতে বর্ধিত
হইলেন।' মঙ্গলরত্ন, ১৮৬৯। ৫ বিপ দোষহীন; নির্ভেজাল। 'ধাতু
যখন স্বভাবতঃ নির্দোষ হয়, তখন উহাকে বিত্ত বলা যায়।' বিদ্যা,
১৮৫১। ৬ বিপ উদার। 'বিত্ত চিত্ত, মহানুভব পুরুষেরা ... তাহার
অপময়ন করিয়া কৃতকার্য হইবেন।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৭ বিপ
নিরপেক্ষ। 'তারা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের যোহন্তর সক্রোমক রোগের
মধ্যে থেকেও বিত্ত থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৮ বিপ সুশৃঙ্খল।
'একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিত্ত সমাজ।' জীবন, ১৯৪২।

বিত্তচ্যাবিশী [স] বিপ ব্রী নিষ্কল। 'বিত্তচ্যাবিশী পাটরাণীর আদার
করিয়া।' গীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বিত্তচ্যব [স] বিপ অভিপন্ন। 'এইখানে পড়িয়া বিত্তচ্যব
বনবায়ু সেবন করিব।' হস্তত, ১৮৬৯।

বিত্তচ্যবুজি [স] বিপ তত্ত্ববিশিষ্ট। 'ভবিষ্যৎকালীন বিত্তচ্যবুজি
বিধানসমূহের শিক্ষাদানের উপযোগী হইবে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বিত্তচ্যবে [স] ক্রিকি অবিকৃতরূপে। 'এখানে আমার বিত্তচ্যবে
পার বলে আশা করি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিত্তি [স] বিজি। বি বিশেষভাবে চিহ্ন। 'বিসত বিত্তি মই বুদ্ধিত
আনন্দে।' চর্য ৩০, ১২০০।

বিত্ত [স] বিপ সাদা। 'জীবনের পরিত্রাণ, নিষ্কাম বিত্ত বালুচরে'।
করুণ, ১৯৪৩।

বিত্ত [স] বিপ বুঝ তকনা, দ্বন্দ্ব। 'স্বীকৃতিবিহীন যুগ বিত্ত হইবে'।
করুণ, ১৮৬৫।

বিত্ততা [স] ১ বি দ্বানিয়া। 'জাকরান আলোকের বিত্ততা সম্মার
আকাশে আছে দেশে'। জীবন, ১৯৪৮। ২ বি কস্মীনত। 'গ্রাণধারা
সজীবনের জন্য বিত্ততাই মাঝে মাঝে বেছে নিতে হয়।' শতকত,
১৯৫২।

বিত্ততায় [স] বিপ প্রায় তকিরে গেছে এমন। 'ছোট-ছোট বিত্ততায়
নদী।' সুকান্ত, ১৯৪১।

বিশৃঙ্খল [স] ১ বিপ সিন্ধি নিয়মবদ্ধ নয় এমন। 'বর্তমান অস্থায়ী
বিশৃঙ্খল বংশাবত ... প্রজাসমূহের সর্বসম্মত আকর হইয়াছে।'।
দিক্‌কাল, ১৮৬৯। ২ বি সুশৃঙ্খল। 'বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খল
অসংযত উদ্দেশ্যহীন।' অবন, ১৯২৫।

বিশৃঙ্খলতা [স] বি সুশৃঙ্খল অভাব। 'এই ক্রম তাহার মধ্যে বড়ো
বিশৃঙ্খলতা, বড়ো বাড়াবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিশৃঙ্খলা [স] ১ বি সুশৃঙ্খল অভাব। 'কর্তার সেবেই যে সংসারে
বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে ...'। গীতিকা, ১৮৮৭। ২ বি অনিয়ম। 'যে
গৃহে লক্ষী আছে, সে গৃহে বিশৃঙ্খলা কুলাই নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিশৃঙ্খলাপূর্ণ [স] বিপ সুশৃঙ্খল। 'মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাপদ্ধতি
অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।' মোহনদী, ১৯৪০।

বিশে দ্র বিশ

বিশেষ [স] বিশেষ বিপ বিশেষ। 'কি করব উম্মদ বিশেষে'। মুকুরি,
১৫৭০।

বিশেষ [স] ১ বি পার্থক্য। 'জীবন্তে মইলো নাহি বিশেষ'। চর্য ৪৯,

১২০০। ২ বিপ নির্বিশেষ। 'সেবমুর্তি ভাষিকের সেউ বিশেষে'।
বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিপ অভি। 'বেদ রূপ অক্ষ পুঙ্ক বিশেষে'।
কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ৪ বি প্রকার। 'সিহ্নেলে জোপ জ্ঞত বিশেষ করিব
কত উপভোগ করাছ মশালে'। মুকুরি, ১৬০০। ৫ বি বৈশিষ্ট্য।
বিশেষত্ব। 'সাধবে লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ
বুঝাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৭। ৬ অব্য তা হাড়া। 'বিশেষ সেই
আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী।' গীনবন্ধু, ১৮৬৭। ৭ বি ভেদ।
'পরম্পা ও মৌজা বিশেষে বিভিন্ন প্রকৃতির'। এডুকেশন, ১৮৭৩। ৮
বিপ বিশিষ্ট। 'বিশেষ ন্যাশনালিয়ারা দানরাবি রায়'। রত্নসান্দ,
১৮৮৬। ৯ বি গুরুত্বপূর্ণ; সাধারণ নয় এমন। 'বিশেষ কথা
আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বিশেষজ্ঞ [স] বিপ সুশিষ্ট। 'তাঁহার তত্ত্ববিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন
না।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

বিশেষজ্ঞতা [স] বি কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। 'তাঁর ব্রী-
চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকদের কাছে কিছুমান খুশ হন
না।' প্রমথ, ১৯২৪।

বিশেষত [স] ক্রিকি বিশেষ করে। 'অত্রে পূর্ণ হৈল বিশ্ব বিশেষত
কালী'। জরত, ১৭৬০।

বিশেষতঃ [স] ১ ক্রিকি প্রধানত। 'বশ্যকরে আনে ধরি বিশেষতঃ
যুক্তীয়, গণে'। কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ২ অর্থ বিশেষ করে।
'লোকেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নানা সামান্যতঃ নানাসৌখ্য
বিশেষ'। বিশ্বখ্যাতি সমাদ আন্যাসে জ্ঞানিতে পারিবেন।' দর্পণ,
১৯৩০।

বিশেষতঃ [স] বিশেষতঃ ক্রিকি বিশেষ করে। 'সৌখ্য হার
বিশেষতঃ বালালী ব্রাহ্মণ হার অধিক'। দর্পণ, ১৮২১।

বিশেষত্ব [স] বি বৈশিষ্ট্য। 'নিজ নিজ মতের বিশেষত্ব রক্ষা করিবার
... বাবস্থা দিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৪৬। 'আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব
ঘুটিয়ে ফেলে তদের প্রদত্ত কুহিম সম্মান পরিধান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিশেষত্বহীন [স] বিপ বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নই এমন; সাধারণ।
'তা অপর্যন্ত ও সত্য, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন।' প্রমথ, ১৯৫২।
'কলকাতার বিশেষত্বহীন কোনো জায়গা যদি থাকে ...'। জীবন,
১৯৩০।

বিশেষ বিশেষ [স] বিপ অনুসূচ। 'তাকব বৃত্তান্ত বিশেষে২ করিয়া
লিখিতে প্রয়োজন্যভাবে এ প্রস্তুত হুল বিবরণ সিদ্ধিবে।' দর্পণ,
১৯৩০।

বিশেষভাবে [স] ক্রিকি বিশেষরূপে। 'বিশেষভাবে শক্তিশীল'।
রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বিশেষমুর্তি [স] বি বিশেষ আকার। 'নিজস্বের মনের চিত্তার একটা
বিশেষ মুর্তি দেখিতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিশেষরূপে [স] ১ ক্রিকি ব্যাপকভাবে। 'এই প্রত্যঙ্গা যে ইন্দ্রজিৎ
বিদ্যা ভদ্রাধ্যক্ষণ মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয়।' কৌমুদী, ১৮৩০। ২
ক্রিকি বিশেষভাবে। 'এই-বিবরণ বিশেষরূপে দীক্ষিত করিলে ইহা
দেখিতে পাইবেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

বিশেষানভিজ্ঞ [স] বিপ মূর্খ। 'ইহাতে বিশেষানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোক
কহিতেছে ...'। দর্পণ, ১৮২৮।

বিশেষার্থ্যস্থান [স] বি (হিন্দু আচার) ব্রতানুষ্ঠানের অংশবিশেষ।
'প্রশ্নে সামান্যতঃ - যমেন আচমন, বস্ত্রবাসন ...
বিশেষার্থ্যস্থান'। অবন, ১৯১৯।

বিশেষবার্ষ [সি] বি সুনির্দিষ্ট অর্থ। 'শকটিতে যে বিশেষবার্ষ ছাড়াও একটি সামান্য আয়েরিগত হয়েছে এটি আন্তঃজনবীকার্য'। *সিবি*, ১৯৫৬।

বিশেষিয়া ১ *ক্রি* বিশেষভাবে। 'বিশেষিয়া বসি মাতাপিতার চরণ'। *মহিমকাম্য*, ১৭৮১। ২ *ক্রি* বিস্তারিত করে। 'কি জান বিশেষিয়া কর'। *কৌতু*, ১৮০১।

বিশেষে ১ *ক্রি* বিশেষভাবে। 'বিশেষে রাজার আন্তঃ হৈয়ারে আমারে'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* বিশেষ করে। 'রাজার জামাতা তুমি বিশেষে আমার শাশী কে বলিতে পারে কৃষ্ণদাস'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ *ক্রি* বিশেষ ভাবে। 'স্বানিত ঘোর বাস ইহই বিশেষে'। *সুলতান*, ১৭০০।

বিশেষণ বি (যা) যে পদ বিশেষের বা সর্বনামের গুণ, ভাব, অবস্থাদি নির্দেশ করে। 'বিশেষণে বিশেষণ কহিবারে পারি'। *ভারত*, ১৭৬০।

বিশেষিত *কি* বিশেষ গুণ উল্লেখের দ্বারা ভূষিত। 'আশীর্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়'। *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

বিশেষ্য [সি] বি ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু, দ্রব্য, জাতি, ক্রিয়া, গুণ বা ভাবের সংজ্ঞাবাহক শব্দ। 'বিশেষ্য শব্দ চন্দ্র হইতে চাঁদ, বহু হইতে বীথ, ক্রিয় বিশেষণ শব্দ মদন হইল যাদা'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

বিশেষ [সি] বিশেষ্য *কি* সুনির্দিষ্ট। 'কোন বসে জন্ম সখি কহনা বিশেষে'। *মহাশয়*, ১৫০০।

বিশেষো ১ বিশেষ্য *কি* প্রকৃত। 'জীবনে অমলোঁ পাই বিশেষো'। *চণ্ডী* ২২, ১২০০।

বিশোচন [সি] বি অনুশোচনা। 'নাহি বিশাশ বিকার বিশোচন, নাহি দুঃখ সুখ তাপ'। *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

বিশোধিত [সি] *কি* বিশুদ্ধ করা হয়েছে এমন। 'হা নির্যাত্তিতে বিশোধিত হয়ে ফেনার কলার মত তাকে টানে'। *জীবন*, ১৯৪৮।

বিশোধিত [সি] *কি* বিশোধিত ভূষিত। 'দিগদিশ আলোকিত, পলকিত ও বিশোধিত করিতেছিল'। *সিরাঙ্গী*, ১৯১৮।

বিশোধ্য *কি* বিশ্ব। 'শিবন পঠনের বিশোধ্য শিখিয়া'। *ওগু*, ১৭৭৯।

বিশোয়াসা [সি] বিশ্বাস *কি* ভরসা। 'তুই জগতায়ন দীন দয়াময় অতএ তোহরি বিশোয়াসা'। *বিদ্যাগতি*, ১৮৬০।

বিশোধ্যমানা [সি] *কি* বিশুদ্ধ করা। 'সেই বিশোধ্যমানা কুমারী লাভার দুখোঁদন, জরানর ... লক্ষ্য বিধিতে বদ্ধ করিতেছেন'। *বক্রিম*, ১৮৮৭।

বিশ্ব [সি] *কি* বিশ্ব। 'চলান সব জগৎ তুমি সে বিশ্ব'। *আলাওল*, ১৬৮০।

বিশ্ব [সি] ১ *কি* জগৎ। 'নাম সার্বক হয় যদি গ্রামে বিশ্ব তরি'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *কি* সর্বত্র মানব। 'ধনী হুইয়ায় রায় বিশ্ব জার বস গায়'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। 'এতটুকু যত হয়ে এত শব্দ হই'। *সেখিয়া বিশ্বের লাগে বিশ্ব বিশ্বয়*। *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ৩ *কি* সংসার। 'বিশ্বের কাজের মাথে'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

বিশ্বভ্রাস্ত্রী [সি] *কি* বিশ্ব পৃথিবী আশোকিত করার মতো। 'বিশ্বভ্রাস্ত্রী প্রতিভা, কুণামসুখ বুদ্ধি'। *সিরাঙ্গী*, ১৯১৮।

বিশ্বকর্তা [সি] *কি* তত্ত্ব মানবের কর্তা। 'বিশ্বকর্তা বন্দনা-বাসী লুটে - বসে যাত্রম'। *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্বকবি [সি] ১ *কি* বিশ্বের সৌন্দর্য্যপ্রভা; ইন্দ্র। 'পরিপূর্ণ সঙ্গীত অবিদ্যায় জ্ঞানিত হচ্ছে, সেই কবিতা আন্তঃ সম্ভাষণে বিশ্বকবি নিজে

পরিচয় করে বলে দিচ্ছেন'। *রবীন্দ্র*, ১৯১১। ২ *কি* বিশ্ববিখ্যাত কবি। (শেখরপীয়ার) 'বেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিদ্ধপায়ে, ইহাথে দিকপ্রান্ত পেরেছিল সেদিন তোমারে'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৫: (রবীন্দ্রনাথ) 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। *আনন্দবাজার*, ১৯০৫।

বিশ্বকমল [সি] বি বিশ্বরূপ পদ্ম। 'তারি গরে বিশ্বকমল'। *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বকল্পা *কি* যাবতীর অনুকল্প। 'বিশ্বকল্পা, মুক্তি পথ-বেদনা লাগ'। *ফরহাৎ*, ১৯৪০।

বিশ্বকর্তা [সি] *কি* জগতের প্রভু। 'বিশ্বকর্তা ইন্দের সন্নিধান, সকল জগৎই সমান'। *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বিশ্বকর্তৃত্ব [সি] *কি* বিশ্বময় প্রভুত্ব। 'বাম্বজিত সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বিশ্বকর্ম, **বিশ্বকর্ম্য** [সি] *কি* (হিন্দুপুরাণ) দেবশিষ্টী বিশ্বকর্ম্য। 'কোন বিশ্বকর্ম্যে নির্দিষ্ট দূত নয়'। *বতু*, ১৪৫০।

বিশ্বকর্ম্য, **বিশ্বকর্ম্য** [সি] *কি* (হিন্দুপুরাণ) দেবশিষ্টী। 'কালিকার পূর্ণ লুটি, পূর্ণী বিশ্বকর্ম্যের সৃষ্টি'। *রামহরণ*, ১৭৮০; 'প্রতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্য আইল ততক্ষণ'। *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিশ্বকাজ [সি] *কি* বিশ্বকর্ম্য *কি* জগতের কাজ। 'শক্তিরূপ হোয়া তার ... বিশ্বকাজে, চিত্তমাঝে দিনে রাতে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

বিশ্বকর্তা, **বিশ্বকর্ম্য** [সি] *কি* জাগতিক কাজ। 'বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পক্ষে বিশ্বকর্ম্য পর্যালোচনা করিয়া বিশ্বকর্ম্যের স্বরূপ ...'। *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিশ্বকেন্দ্রস্থল [সি] *কি* পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। 'আহি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থল'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিশ্বকোষ [সি] *কি* সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থবিশেষ; এনসাইক্লোপিডিয়া। 'এই বিশ্বকোষে যাবতীর শিক্ষা সন্নিবেশিত আছে'। *অক্ষয়*, ১৮৪৬। 'দু লক্ষ হাজার বিশ্বকোষ সমষ্টিত বললে ...'। *প্রথম*, ১৯২৭।

বিশ্বকোষকার [সি] *কি* বিশ্বকোষ গ্রন্থকার। 'ভলভেয়ার ও বিশ্বকোষকারগণের নিমন্ত্রণমালা'। *শব্দমালা*, ১৯০১।

বিশ্বকৌশলী [সি] *কি* সূতিকর্তা। 'অনন্ত বিশ্বকৌশলীর বিচিৎ কৌশলে অণুমাৎ সুখিয়ার ক্ষমতাও নাই, সাধ্যও নাই'। *মহারসক*, ১৮৮৫।

বিশ্বকোষ *কি* বিশ্বের কর্মজগৎ। 'ভাকে আশ্রয় বিশ্বকোষে খেলা ধরের জগোদ্য নিতে'। *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

বিশ্বকোষোদ্ভূত *কি* বিশ্বকোষ। 'বিশ্বকোষোদ্ভূতের বেদ্য নামক খেলাতে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বিশ্বকৃত [সি] *কি* বিশ্বজনীন। 'সে শুধু ব্যক্তিগত মানব নয়, সে বিশ্বকৃত মানবের একান্ত'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বিশ্বদান [সি] *কি* বিশ্বময় হৃদয়ে পড়ে এমন গান। 'বিশ্বদানের দ্বারা বেয়ে'। *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বভর [সি] *কি* জগতের পিতা। 'বিশ্বভর-মহারাজে কটন হয়ে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বিশ্বযোচন [সি] *কি* পৃথিবীভাগ্য প্রকাশমান। 'পাখা, কেবল পাখা, তুমি বিশ্বযোচন থেকে'। *লজ*, ১৯৬৬।

বিশ্ব-গোলা *কি* বৃহদাকার গোলক। 'বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেলো

শুফাশুফি খেলা । 'নজরুল, ১৯২৪ ।

বিশ্বম্হা [স] বি বিশ্বরূপ পুস্তক । 'বিশ্বম্হের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্তে একাকার হইয়া গেল ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২ ।

বিশ্বম্হাসী [স] বি বিশ্বকে গ্রাস করে এমন । 'ভাঁর ওই বিশ্বম্হাসী ভালোবাসা ।' নজরুল, ১৯২৪ ।

বিশ্বচরাচর [স] বি সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ । 'ময়্য হয়ে ঘুমাইছে বিশ্বচরাচর ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭ ।

বিশ্বচিত্র [স] বি জগৎরূপ চিত্র । 'তা'হা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪ ।

বিশ্বছন্দ [স] বি বিশ্বের স্বাভাবিক গতি । 'ভকত-হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

বিশ্বছবি [স] বি বিশ্বরূপ ছবি । 'আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি ।' রবীন্দ্র, ১৯১০ ।

বিশ্বজগৎ [স] বি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড । 'এই বিশ্বজগতের মাঝখানে চাঁড়াইয়া ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'আঁখার নিখিল বিশ্বজগৎ ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭ ।

বিশ্বজন [স] ১ বি মানবজাতি । 'এহেন জীষণ কায়্য কার বিশ্বজনে ।' মাইকেল, ১৮৭২ । ২ বি বিশ্ববাসী । 'বিশ্ববাসীগণে বিশ্বজন মোহিছে হুলজলে নভতলে বনে উপবনে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

বিশ্বজনগণ [স] বি বিশ্বের মানুষ । 'সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ ।' নজরুল, ১৯২৬ ।

বিশ্বজনজননী [স] বি স্ত্রী বিশ্বজননী; মানব জাতির প্রমুখা । 'করো কৃপা অনায়ে হে বিশ্বজনজননী ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬ ।

বিশ্বজননী [স] বি জগতের মাতা । 'তুমি বিশ্বজননী তবুও ভক্তিময়ী ।' বুদ্ধা, ১৫৮০ ।

বিশ্বজনমনোমোহন [স] বি বিশ্ববাসীর কাছে বিচলিতকরক । 'আমাদের সাহিত্য হাবে বিশ্বজনমনোমোহন ।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১ ।

বিশ্বজনীন [স] বি বিশ্বের সব মানুষের উপযোগী; বৈশ্বিক । 'গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা ... ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫ ।

বিশ্বজনীনতা [স] বি সার্বজনিকতা । 'যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, সেখানে বহুর বেড়া পেরিয়ে সে গৌচছে বিশ্বমানসলোকে ।' রবীন্দ্র, ১৯৩০ ।

বিশ্বজয় [স] বি বিশ্বকে জয় । 'বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয় ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫ ।

বিশ্বজয়ী [স] বি বিশ্বজয়কারী । 'তথাপি সে বিশ্বজয়ী এ বড় বিচিত্র ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪ ।

বিশ্বজাতিসংঘ [স] বি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ । 'বিশ্বজাতিসংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

বিশ্বজাতীয়তা [স] আন্তর্জাতিক চরিত্র । 'যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে ।' রবীন্দ্র, ১৯২১ ।

বিশ্বজিগ্মু [স] বি বিশ্বজয় করতে ইচ্ছুক । 'বিশ্বজিগ্মু কুন্তীগীরদের আজ যেমন বশিত করেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬ ।

বিশ্বজিৎ [স] বি বিশ্বকে জয় করেছে এমন । 'তবু চক্ষু নাসিকা অধর বিশ্বজিৎ ।' অগাধ, ১৬৮০ ।

বিশ্বজীবন [স] বি মহাজীবন । 'বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন ।' রবীন্দ্র, ১৯১২ ।

বিশ্বজোড়া বিগ বিশ্ববিস্তৃত । 'এই বিশ্বজোড়া রূপের মূর্ত নিকটার খবরই নিয়ে চলেছে ।' অবন, ১৯২৫ ।

বিশ্ব-ভুবান বিগ বিশ্বকে ভুবিরে ফেলে এমন । 'বিশ্ব-ভুবান আসলো ভুবান ।' নজরুল, ১৯২৩ ।

বিশ্বভট্ট [স] বি জগৎ-সংসার । 'চলে যায় সবে পূর্ণ করি বিশ্বভট্ট আর্ত কলরবে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

বিশ্বভক্ত [স] বি বৈশ্বিক জ্ঞান । 'বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা বিশ্বভক্ত লাভ করেন ।' প্রমথ, ১৯১৪ ।

বিশ্বভস্ম [স] বি বিশ্বের দেহ । 'বিশ্বভস্মতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া ।' রবীন্দ্র, ১৯২৭ ।

বিশ্বভঙ্গ [স] বি আন্তর্জাতিকতা । 'মুরোশীষ সভ্যতাই এইরূপ বিশ্বভঙ্গেরই প্রতীক ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫ ।

বিশ্বভঙ্গী [স] বি জগৎরূপ ধীপার তার । 'অনাদি অসীমে পড়িছে কাঁপিয়া বিশ্বভঙ্গী হতে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

বিশ্বভান [স] বি বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সুর । 'লাগল বিশ্বভানের মাঝে একটি করুণ সুর ।' রবীন্দ্র, ১৯১০ ।

বিশ্ব-ভোরণ [স] বি বিশ্বের প্রবেশদ্বার । 'আমি বিশ্ব-ভোরণে বেজয়ী ।' নজরুল, ১৯২২ ।

বিশ্বভাস [স] বি বিশ্ববাসীর ভয়ংকর । 'বিশ্বভাস মহাবাহু কামাল পালি ।' নজরুল, ১৯২২ ।

বিশ্বদাহকর [স] বি বিশ্বকে তাপে দাহ করে এমন । 'সূর্য্য ত দেখিতে গাই বিশ্বদাহকর ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫ ।

বিশ্বদৃশ্য [স] বি জগতের দৃশ্যমান বস্তু । 'বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য ... ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২ ।

বিশ্ব-সেউল [স] বি বিশ্ব-সেবকুল । 'বিশ্বমন্দির ।' তোমার হৃদয় বিশ্ব-সেউল সকলের সেবতার ।' নজরুল, ১৯২৫ ।

বিশ্বসেব [স] বি বিশ্বের সেবতা । 'হে বিশ্বসেব, তোমার আরতি যোক ।' রবীন্দ্র, ১৯০২ ।

বিশ্বসেবতা [স] বি জগতের গ্রন্থ । 'আজি বিশ্বসেবতার চরণ-আশ্রয়ে ... ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

বিশ্বসেহ [স] বি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহের সম্মিলনে সৃষ্ট বৃহৎ দেহ; সামগ্রিক দেহ । 'এমন-কিছুকে আশ্রয় করে যাকে বলব তাদের বিশ্বসেহ ।' রবীন্দ্র, ১৯৩০ ।

বিশ্বসৈনিক [স] বি সামগ্রিক দেহের । 'অর্থাৎ যেটা তাদের বৈশ্বিক নয়, বিশ্বসৈনিক ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩ ।

বিশ্ব-সোলন [স] বি বিশ্বকে সোলায় এমন । 'তোমার হাসির আভাস দেখে বিশ্ব-সোলন সোলায় বেশে ।' রবীন্দ্র, ১৯২৩ ।

বিশ্বদ্বার [স] বি বিশ্বের প্রবেশদ্বার । 'যে শিশু উর্ধ্ববরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে ... ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯ ।

বিশ্বধাতা [স] বি ঈশ্বর । 'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬ ।

বিশ্বযোয়া [স] বি জগতের আরাধ্যা । 'কার সাধ্য, বিশ্বযোয়া, অবহেলে তব আজ্ঞা ।' মাইকেল, ১৮৬১ ।

বিশ্বনন্দিত [স] বি বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত । 'এ সাহিত্য আজ বিশ্বনন্দিত ও গণবন্দিত ।' শরীফ, ১৯৬৬ ।

বিশ্বনাগরিক [স] বি বিশ্বদূতি আছে এমন ব্যক্তি । 'তারা বিশ্বনাগরিক ।' মোতাহের, ১৯০০ ।

বিশ্ব-নাচ বি বিশ্বময় নাচ। 'তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বিশ্বনাথ [স] বি হিন্দুসেবতা শিব। 'বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিশ্বনাথ [স] বি পৃথিবী ধ্বংস। 'বিশ্বনাথে প্রেমিকের কিবা ভয়?' গিরিশ, ১৮৮৭।

বিশ্বনাথী [স] বিশ জগৎ ধ্বংস করতে পারে এমন। 'টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধ্বংসি/ বিশ্বনাথী পাণ্ডব ছাড়েন হাজারে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিশ্বনিখিল [স] বি সমস্ত জগৎ। 'তাই শিবি দিল বিশ্বনিখিল দু বিহার পরিবারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিশ্বনিম্নক [স] বিশ সবাইকে নিম্না করে এমন। 'তাহারা বিশ্বনিম্নক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'তারা বিশ্বনিম্নক।' নজরুল, ১৯২৭।

বিশ্বনিয়ন্তা [স] বি বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী; বিধাতা। 'বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাক্রমে যাহা সুন্দর ও আশ্চর্যবিধাতক ইয়াইছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিশ্বনিয়ম [স] বি জাগতিক বিধান। 'তাহার চতুর্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বহন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমোহিত অকুটি নিষ্কপে করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিশ্বনিয়ামক [স] বিশ বিশ্বের পরিচালক। 'সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ামক খোদা।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

বিশ্বনীতি [স] বি জগতের নিয়ম। 'সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিফল করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিশ্বনৃত্যশীলা [স] বি বিশ্বের স্পন্দিত আবর্তন। 'তবুও চিত্ত অহেতু আদেশেতে/ বিশ্বনৃত্যশীলায় উঠেছে মেতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিশ্বনেশনকৃ [স] বিশ্বনাশকর্তা; সারা বিশ্বের নাগরিক এমন উষ্ম। 'নেশনের মূলপ্রবাহকে অভিনেশনকৃের দিকে, বিশ্বনেশনকৃের দিকে যাইতে না দিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিশ্বপতি [স] বি জগদীশ্বর। 'হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে বদ্ধ সেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিশ্বপাত্র [স] বি বিশ্বরূপ পাত্র। 'অকিঞ্চ শিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাশ/ বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিশ্বপারান [স] বিশ্বপ্রাণ। বি বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা প্রাণ। 'এই নৃত্য-পাদল ব্যাকুলতা বিশ্বপারানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

বিশ্বপাড়া [স] বি বিশ্বপাত্র; জগতের পালক। 'বিশ্বাপাড়ার বক্ষ-কোলে রক্ত তাহার কৃপাণ খোলে।' নজরুল, ১৯২২।

বিশ্বপাত্রা [স] বি বিশ্বরূপ পাত্র। 'এই প্রাকটিক আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সূচাবিন্দু।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বিশ্বপাখার বি মহাপাখার। 'ভগ্নিগাছি নিত্রে তব, হে বিশ্বপাখার, নাহি অস্ত মহামুখা মণিদুত্তার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বিশ্বপালক [স] বিশ বিশ্বের সবকিছুর পালনকর্তা। 'বিশ্বপালক হল বালক রাখাল।' নজরুল, ১৯৩০।

বিশ্বপালিকা [স] বিশ স্ত্রী বিশ্বকে পালনকারী। 'আপনা ভূগিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী ...।' নজরুল, ১৯২৮।

বিশ্বপিতা [স] বি বিশ্বের জনক; জগৎপালক। 'বিশ্বপিতা যেমন পঞ্চাদিকে কেবল ঐ সকল অগ্রদান প্রবৃষ্টি দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বিশ্বপিতামহ [স] বি পরমপ্রভু। 'রচিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দনমন্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিশ্বপুর [স] বি বিশ্বজগৎ; পৃথিবী। 'মহারবে সিংহরায় খুলে বিশ্বপুরে - অশ্রুজল মুখে ফেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বিশ্বপূজা [স] বিশ বিশেষ সম্মানিত। 'মহাধর্মমার্ত্তের প্রবর সভায় বিশ্বপূজা মূলশ্রমালের অতুল প্রতাপ।' সিরাজী, ১৯১৮।

বিশ্বপ্রকৃতি [স] বি জগৎ সংসার। 'বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিশ্বপ্রদর্শনী [স] বি বিশ্বরূপ মেলা। 'বিশ্বপ্রদর্শনী মাঝে উজ্জ্বল তোমার সৃষ্টিজি।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিশ্বপ্রসিদ্ধ [স] বিশ বিশ্ববিখ্যাত। 'তিনি আবহমান কালের কুরি-বিজড়িত বিশ্বপ্রসিদ্ধ ... শব্দকে তুরুল হইতে দূর করিয়া।' এসলাম, ১৯০২।

বিশ্বপ্রাণ [স] বি বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা প্রাণ। 'বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা আমার বাঁশি এনে দেয় আমার কানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বিশ্বপ্রেম [স] বি জগতের সবকিছুর প্রতি ভালোবাসা। 'ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা বুঝ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'ঘোর বিষয়ী লোকেরও ... বিশ্বপ্রেম জন্মায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিশ্বপ্রেমিক [স] বি বিশ্বের সবার প্রতি ভালোবাসা আছে যার। 'ইচ্ছাপূর্ণ বিশ্বপ্রেমিকেরা যা-ই বলুন না।' নবুজ, ১৯২০।

বিশ্বপ্রাণবীণী [স] বিশ জগৎ প্রণবিত করে এমন। 'ধরহ রাণিণী বিশ্বপ্রাণবীণী অমৃত-উৎস-ধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিশ্ববজ্র [স] বিশ সর্ববলী। 'বিশ্ববজ্রপ্রতিমিসভা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিশ্ববজ্র [স] বি বিশ্বের বজ্র। 'হে রাজা বিশ্ববজ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিশ্ববরোপ্য [স] বিশ পৃথিবীব্যাণী সমাদৃত। 'আমাদের বিশ্ববরোপ্য কবিসম্রাটও ...।' শহীদুল্লাহ, ১৯০১।

বিশ্ববাউল [স] বিশ বিশ্ববিধাতার বাউল। 'বিশ্ববাউলের একতারার খংকার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিশ্ববাণী [স] বিশ বিবিকৃত বাংলা। 'বিশ্ববাণী উঠছে গড়ে জাগছে প্রাণের তর্জি গো।' নতোস্ত্র, ১৯১৬।

বিশ্ববাধ্য [স] বিশবাধ্যা বি জগৎময় বাদ্যধ্বনি। 'বাজুক বিশ্ববাধ্যন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিশ্ববাণী [স] ১ বি সর্বজনীনতা। 'বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাডালে।' নতোস্ত্র, ১৯০৮। ২ বি সর্বজনীন বক্তব্য। 'বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিশ্ববাসী [স] বিশ জগতে বসবাসকারী। 'জাগে বিশে নিদ্রা তাজি বিশ্ববাসী জন।' মাইকেল, ১৮৭০।

বিশ্ববিখ্যাত [স] ১ বিশ সারা বিশে খ্যাত। 'এই বিশ্ববিখ্যাত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহাশয় ...।' শুভ, ১৮৫৫; 'ভারতীয় জীরা সত্যিই জ্ঞান বিশ্ববিখ্যাত।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

বিশ্ববিচারক [স] বিশ জগতের বিধানকর্তা। 'সে জগাই বোধহয় বিশ্ববিচারক এই বাবুল নিয়েছেন।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

বিশ্ববিজয়িনী [স] বিশ স্ত্রী বিশ্বজয়ী। 'বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিশ্ববিজয়ী [স] বিশ বিশ্বকে জয়কারী। 'জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিজয়ী

বিশ্ব-বিজ্ঞেতা

আরব, ইরানী, তুর্কী।' *গ্যারক*, ১৯০৬।

বিশ্ব-বিজ্ঞেতা [স] *বি* বিশ্বজ্ঞা। 'এর সঙ্গে কি তুলনা করবে/প্রাসাদ বিশ্ব-বিজ্ঞেতা' *নৃত্যক*, ১৯৪৮।

বিশ্ববিদ্যালয় [স] *বি* সর্বপ্রকার বিদ্যালয়িকার জন্য সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে করে সব কানকান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিশ্ববিদ্যালয় [স] *বি* বহুবিশ্ব বিদ্যা শেখার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান। 'ব্রিটেনের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপন কর্তা প্রধান প্রধান উপাধি গ্রাহ্য হইয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিতে... মাঝতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যোটিবিল্যার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আদর হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিশ্ববিদ্যোহী [স] *বি* মহা বিদ্যোহী। 'বিশ্ব-বিদ্যোহীকে তুমি করিবে শাসন।' *নজরুল*, ১৯২০।

বিশ্ববিদ্যাতা [স] *বি* বিশ্বের বিদ্যানকর্তা। 'বিশ্ববিদ্যাতার অনির্বচনীয় শরঙ্গ, আচর্য্য কৌশল, এবং ততকর অভিপ্রায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিশ্ব-বিদ্যাতু [স] *বি* বিশ্ববিদ্যাতা। 'উট্টরাহি চির-বিশ্বয় আমি বিশ্ব-বিদ্যাতুর।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিশ্ববিদ্যাধী [স] *বি* ক্রী বিশ্বনিরত। 'বিশ্ববিদ্যাধী আশোকদারী।' *নজরুল*, ১৯০৫।

বিশ্ববিধান [স] *বি* জগতের নিয়ম। 'বিশ্ববিধান কর্তার অপার করুণার অপেক্ষ নির্দলন কর্তৃক সৌদীপ্যমান দেখিতে পায়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিশ্ববিধানকর্তা, **বিশ্ববিধানকর্তা** [স] *বি* জগৎ সৃষ্টি করুণে যে। 'কল্যাণনিধান বিশ্ববিধানকর্তা আদ্যাদিগে যে-সমস্ত মানসিকশক্তি প্রদান করিয়াছেন ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

বিশ্ববিধি [স] *বি* জগতের বিধান। 'বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিশ্রাম করে নিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্ব-বিদ্যোহী [স] *বি* বিশ্ব ধ্বংসকারী। 'একি বিশ্ব-বিদ্যোহী শৃংখল খেলা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিশ্ববিনোদিনি [স] *বি* ক্রী ক্রী বিশ্বকে আনন্দ দেয় এমন। 'হে সারদে, দেবি বিশ্ববিনোদিনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশ্ববিনোদিনি [স] *বি* ক্রী ক্রী সর্বকল মুগ্ধ করে এমন। 'বিশ্ববিনোদিনি সৌন্দর্যের গুণকীর্তন।' *নজরুল*, ১৯১৯।

বিশ্ববিক্রান্ত [স] *বি* ক্রী জগৎ-বিখ্যাত। 'বীরা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ববিক্রান্ত।' *নজরুল*, ১৯১৯।

বিশ্ববীক্ষা [স] *বি* বৈশ্বিক দৃষ্টি। 'সাম্প্রতিক বিশ্ববীক্ষা ব্যতিরেকে প্রকৃতভেদেও মর্ম-গ্রন্থে অসাধ্য।' *সুশীল*, ১৯০৭।

বিশ্ববীণা [স] *বি* বিশ্বভূলা বীণা। 'বিশ্ববীণা হতে উঠি গানের মতন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৫৫।

বিশ্ব-বৈদ্য [স] *বি* বিশ্ববৈদ্য। 'বিশ্ব-বৈদ্যের মোকামে হরতো সেটা বিকোর মোটা দামে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বিশ্বব্যাপকতা [স] *বি* বিশ্বজনীনতা। 'পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিশ্বব্যাপিনী [স] *বি* ক্রী ক্রী সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এমন। 'লুপ্ত করিছে সৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৫৫।

বিশ্বব্যাপী [স] *ক্রি* ক্রী জগৎজুড়ে বিস্তৃত। 'বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল চন্দন বেয়ে গিয়ে/মুক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'আজ সংসা দক্ষিণবায়ুচক্ষল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গারী।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯২।

বিশ্বব্রাহ্ম [স] *বি* সমস্ত বিশ্ব। 'বিশ্বব্রাহ্মের মর্মহুল হতে একটা গভীর কাতর করুণ দ্বাদশী উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিশ্বভাব [স] *বি* বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার ভাব। 'একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

বিশ্বভাষা [স] *বি* সব দেশে চলে এমন ভাষা। 'বিশ্বভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রসার এবং ইংরেজি ভাষাভিত্তি প্রভাব হওয়ায় ফলে ...।' *মুক্ততা*, ১৯৫৮।

বিশ্বভূবন [স] *বি* সমস্ত বিশ্ব। 'অতিশয় সূক্ষ্ম আমি এ বিশ্বভূবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিশ্বভূবনতল [স] *বি* পৃথিবী। 'হুগো হুগো বিশ্বভূবনতলে/পরায় আমার বধূর বেশে চলে/চিরস্বপনায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বভূবনময় [স] *ক্রি* ক্রী জগৎজুড়ে। 'একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভূবনময়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

বিশ্বভূষণ [স] *বি* বিশ্বের প্রধান। 'নিত্যকাল মহাশ্রেণে বসি বিশ্বভূষণ তোমামুখে হেরিছেন আত্মপ্রতিরশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিশ্বভূবুভাভ [স] *বি* পৃথিবীর ভূগোল বুভাভ। 'তখনকার দিনে তারতবর্ষ বিশ্বভূবুভাভ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বিশ্বভূবুভাভ [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'বিশ্বভূবুভাভ রহস্যময় ভাষায় কথালাল কলকৌটুলালী ...।' *১৮৯৬*।

বিশ্বভূমি [স] *বি* পৃথিবী। 'আমাদের দিয়ে তুমি এ বিশুব বিশ্বভূমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিশ্বভূমিকা [স] *বি* বৈশ্বিক পটভূমি। 'মন এইসব ঘটনা জানে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্বভূমী [স] *বি* বিশ্বজগৎ। 'নিহের মধ্যে সর্বজনীন বিশ্বভূমী মনুয্যবর্ষের উপলব্ধিই সাহুতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

বিশ্ব-ভূলোক [স] *বি* সমস্ত পৃথিবী। 'অসীম পুলাকে বিশ্ব-ভূলোকে/অভে ভুলিয়া হাসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিশ্বভোলা [স] *বি* জগৎ ভুলিয়ে দেয় এমন। 'ভক্ত কালের রক্তগতির অবকাশে, বিশ্বভোলা মহাভ্রান্তে ...।' *সুশীল*, ১৮৫২।

বিশ্বভৌতিক [স] *বি* সাময়িক। 'বিশ্বভৌতিক শক্তিকে আরও করে পরিমিত দেখের কর্মশক্তিকে পরিপূর্ণ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

বিশ্বভৌমিকতা [স] *বি* বিশ্বের গুণের অবিকার আছে এমন প্রসারতা। 'জ্ঞানের প্রাধান্য বীকার করে বিশ্বভৌমিকতাকে বরদ করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব [স] *বি* জগৎময় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের কারনখান ভৈরী হতে লাগলো।' *মাহেনত*, ১৯৪৯।

বিশ্বময় [স] *বি* সমষ্টিগত মন। 'ব্যক্তিম বিশ্বময়ে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিময়ের যোগফল বিশ্বময় নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

বিশ্বময় [স] *বি* ক্রী জগৎময়। 'অন্তঃ তোমার পৃথ, বিশ্বময় ধাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বিশ্বময়ী [স] *বি* ক্রী সৃষ্টি। 'তোমাকে বিশ্বময়ীর ... আঁদল পাটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বমর্ম [স] *বি* সর্বজনীন মন। 'বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

বিশ্বমা [স] *বি* বিশ্বরূপ মা। 'তোমাকে বিশ্বমায়ের আঁদল

পাতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিশ্ব-মাণী বিশ্ব বিশ্বকে প্রার্থনা-করা। 'অনন্ত অগন্ত্য-তৃষ্ণাকুল বিশ্ব-মাণা যৌবন আমার।' নজরুল, ১৯২৫।

বিশ্বমাঝে ত্রিবিধ পৃথিবীর মধ্যে। 'বিতরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বিশ্বমাঠ [সি বিশ্ব+মাঠ] বি বিশ্বের প্রান্তর। 'বিশ্বমাঠে ছেড়ে দেওয়া চিরযুগের দাগ।' নজরুল, ১৯২৭।

বিশ্বমাঠা [সি] বি জগৎজননী। 'আপনি নিয়েছে যারে বিশ্বমাঠা, তার তরে ক্রন্দন কি শোভা পায়?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিশ্বমানব [সি] ১ বি মানবমাল্য। 'প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি চিরকালের মানব। 'বিশ্লক বিশ্বমানব বিশ্বাসে অতুলি তুলি, দেখায় অলখ নিখালে।' সুশীল, ১৯৩৮।

বিশ্বমানবচিন্তা [সি] বি সেন-কাল অতিক্রমী মানবহৃদয়। 'মানবের স্রুত মনে বিশ্বমানবচিন্তার উল্লেখ্য হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিশ্বমানবতা [সি] বি পৃথিবীর সকল মানুষ এক, এই মনোভাব। 'বিশ্বমানবতার সত্তা অদ্বন্দ্ব করিভেঁই।' এসলাম, ১৯১৮। 'বিশ্বমানবতার/ দিক-দিগপথে একি ক্ষমাহীন অকৃত ব্যক্তির?' সিকান্দার, ১৯৪০।

বিশ্বমানবতাবোধ [সি] বি বিশ্বের সব মানুষ অভিন্ন এই বোধ। 'গোয়ার পর থেকে ক্রমেই হবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বিশ্বমানবতাবোধ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।' শিব, ১৯০৫।

বিশ্বমানবত্ববোধ [সি] বি বিশ্বের সব মানুষ অভিন্ন এই বোধ। 'এই বিশ্বমানবত্ববোধ জন্মত না হলে ব্যক্তির স্বকীয়তা বিরূপ পায় না।' শিব, ১৯০৫।

বিশ্বমানবমন [সি] বি বিশ্ববাসীর মনোলোক। 'নিজের মনের জ্ঞানকে বিশ্বমানবমন ব্যাচাই করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিশ্বমানবীয় [সি] বিশ্ব বিশ্বমানবিক। 'নানা মানুষের অভিন্ন এইসব সার্বক সমন্বয় ব্যক্তিমাত্রেই বিশ্বমানবীয় উত্তরাধিকার।' শিব, ১৯০৫।

বিশ্বমানসলোক [সি] বি বৈশ্বিক মনোলোক। 'বস্তুর বেড়া'পেরিয়ে সে গৌড়েছে বিশ্বমানসলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিশ্বমুখী [সি] বিশ্ব বিশ্বজনীন। 'চিহ্নের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিশ্বমূর্তি [সি] বি বিশ্বরূপ। 'সেই বিশ্বমূর্তি তব আমার অন্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিশ্বময়ী [সি] বি বিশ্ব-ঐক্য। 'জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বময়ী নিয়ে তবন রবীন্দ্র-সরস্বতের তর্ক আলোচনা ছিল।' মুক্তভাষ্য, ১৯৫৯।

বিশ্বশত্রু [সি] বি বিশ্বশত্রু। 'এই বিশ্বশত্রুর কৌশল দেখিয়া কৌশলকর্তাকে নিয়তই ধন্যবাদ করিতে থাকেন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

বিশ্বযুদ্ধ [সি] বি পৃথিবীর প্রায় সব জাতি জড়িয়ে গড়ে এমন যুদ্ধ। 'বিশ্ব-যুদ্ধে গণতন্ত্রের জয়।' মনসুর, ১৯৪৫।

বিশ্বচন্দা [সি] বি সৃষ্টিজগৎ। 'মানবজীবন এবং বিশ্বচন্দনাটা আগাগোড়া অভিস্রুতেন বলিয়া বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিশ্বচরিত্রা [সি] বি বিখ্যাত। 'তুমি বিশ্বচরিত্রার অনন্ত রচনা দেখিতে চাহিয়াছ- আইস।' জগদীশ, ১৯৮৫।

বিশ্বরাসা [সি] বি জী বিশ্বসুন্দরী। 'হে বারীন্দ্র-সুতে, বিশ্বরাসে, এ বিশ্ব

ও রাজা পা দুখানি বিশ্বের আকাশনা মা গো।' মাইকেল, ১৮৬১।

বিশ্বরহস্য [সি] বি বিশ্বের যাবতীয় গুহ্য মর্ম। 'বিশ্বরহস্য তাহাদিগকে দশ দিকে ডুলাইয়া লইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিশ্বরাজ [সি] বি বিশ্বের অধিকর্তা; ঈশ্বর। 'মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বিশ্বরাজা [সি] বি ঈশ্বর। 'বিশ্বরাজারে যারা ভালোবাসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

বিশ্বরাজ্য [সি] বি বিশ্বজগৎ। 'জগদীশ্বর এই বিশ্বরাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বিশ্বরাত্রিসম্মত [সি] বি জাতিসম্মত। 'এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী, ভারত সচিব, এমনকি বিশ্বরাত্রিসম্মতের দ্বারস্থ হইয়াও ...' আজাদ, ১৯৩৬।

বিশ্বরূটি [সি] বি সমষ্টিগত পছন্দ। 'ভাদের ব্যক্তিগত অভিস্রুতির সঙ্গে বিশ্বরূটির মিল নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিশ্বরূপ [সি] ১ বি বিশ্বব্যাপী মূর্তি। 'মূর্তিকা তখনে বিশ্বরূপ দেখাইল হরি।' মাল্লভা, ১৫০০। ২ বি বিশ্বের বহুরূপতা। 'তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের আত্মপরিচয় লাভ করে এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৩ বি সামগ্রিক রূপ। 'আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিশ্বরূপা [সি] বিশ্ব জী (হিন্দুপুরাণ) বিশ্বময় যার রূপ এমন। 'মহাভারত, ভগবদ্গীতা বিশ্বরূপা বসুদেবকীর দুর্গতানামিনী হরজয়া।' রসমি, ১৭৫০।

বিশ্বরূপী [সি] বি ঈশ্বরী। 'আমার প্রেরণী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিশ্বলক্ষী [সি] বি সর্বজনীন দেবী। 'আমার গৃহলক্ষী হতে নিমিল শিল্পীর বিশ্বলক্ষী।' নজরুল, ১৯৩০।

বিশ্বলিপিকার [সি] বি বিশ্বের স্রষ্টা। 'ওর ইতিহাসসূত্রে অতি ছোটো পাতার কোণে বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটো কলমে লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বিশ্বলোক [সি] বি নিমিল জগৎ। 'অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতির্ধর শব্দহীন বার্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিশ্বশরণ [সি] বি পৃথিবীর আশ্রয়দাতা। 'আসীন সেই বিশ্বশরণ তার জগৎ মণিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বিশ্বশান্তি [সি] ১ বি পৃথিবীব্যাপী শান্তি। 'যদি নিয়ম শাস্ত এবং যথার্থ না হত, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটা অর্থহীন পরিব্রাজ্যী জনগণের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি আন্তর্জাতিক শান্তি। 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আশিতি দেশের মহিলা প্রতিনিধি ...' কোম, ১৯৬৩।

বিশ্বশান্তিকামী [সি] বিশ্ব বিশ্বের শান্তি কামনাকারী। 'সঙ্গীতমোদী, বিশ্বশান্তিকামী বাজারী হিসেবে কর্তা করা সম্ভব।' উমর, ১৯৬৭।

বিশ্বশাসী [সি] বি জগৎ-সংসার। 'বিশ্বশাসার সন্তোষাভ্যাস।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বিশ্বশিল্প [সি] বি তাবৎ শিল্পকর্ম। 'মানুষের অহংকার-পটেই বিশ্বকর্মীর বিশ্বশিল্প।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বিশ্বশিল্পী [সি] বি সৃষ্টিকর্তা। 'সকল-কোটা সূর্যমুখী ফুল তাকেও এই হিসেব দিয়ে রচেনে বিশ্বশিল্পী।' অবন, ১৯২৫।

বিশ্বসংগীত [সি] বি বিশ্বজোড়া সংগীত তথা লীলা। 'সমস্তই উঠিয়া ও গড়িয়া বিশ্বসংগীতের হৃদ রচনা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিশ্বসংসার [স] বি পৃথিবী। 'যখন কোন ধর্ম প্রবৃত্তির সহযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয় বিশ্বসংসার আদর্শে পরিপূর্ণ হউক।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বিশ্বসংস্থিতি [স] বি বিশ্বব্যবস্থা। 'বিরাত বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র হানে তার অবস্থান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিশ্বসন্তা [স] বি বিশ্বজগৎ। 'বিশ্বসন্তার সর্বত্রই খোদা খোদা হাজির রহিয়াছেন।' কলকল, ১৯১৩।

বিশ্ব-সজা [স] বি বিশ্বের দরবার। 'ওই বিশ্ব-সজায় উঠল সবাই রে।' নজরুল, ১৯২৬।

বিশ্বসভ্যতা [স] বি বিশেষ গড়ে ওঠা সভ্যতা। 'ধর্মশাস্ত্রের গৌরবের যুগও বিশ্বসভ্যতার এক 'স্বর্ণযুগ' যুগ।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বিশ্ব-সমর [স] বি বিশ্বযুদ্ধ। 'বিশ্বত বিয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমরা দেখেছি দুটি বিশ্ব-সমর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বিশ্বসমাজ [স] বি সমগ্র জগৎ। 'এ বিশ্বসমাজে তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বিশ্বসম্পদ [স] বি বিশ্বের সম্পদ। 'যে কালের যা সবচেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিশ্বসম্রাট [স] বি বিশ্ববিধাতা। 'মহা সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব-সম্রাট।' নজরুল, ১৯২২।

বিশ্বনাগর [স] বি বিশ্বরূপ সাগর। 'বিশ্বনাগর ডেউ বেলায়ে উঠে তখন দুলে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বিশ্ব-সাথে ত্রিবিধ বিশ্বের সঙ্গে একত্রে। 'পরিচয় করিয়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে, সেই আমি আশ্রয়িতা ছাড়ি সর্ব সাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'বিশ্বসাথে যোগে যোগে বিহার, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বিশ্বসাধারণ [স] বি বিশ্বের সাধারণ মানুষ। 'বিশ্বসাধারণের মহাসভায় উত্তীর্ণ হতে বাধ্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিশ্বসার [স] বি বিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী। 'দীনবন্ধু কৃপাবন্ধু বিহু বিশ্বসার।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বিশ্ব-সুদৃষ্ট ত্রিবিধ বিশ্ব-জোড়া। 'তোমার মতে ত বিশ্ব-সুদৃষ্ট লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিশ্বসাহিত্য [স] ১ বি তুলনামূলক সাহিত্য। 'ইরাজিতে আশানার্য তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়েছেন বাধ্যয় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সকল দেশ ও কালের উপযোগী যে সাহিত্য; বিশ্বজনীন সাহিত্য। 'এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়।' নজরুল, ১৯২২।

বিশ্ব-সুখমা [স] বি বিশ্বের সৌন্দর্য। 'ফুলে ফুলে ধরা যেন ডরা ফুলদানি - বিশ্ব-সুখমা-সভাতে।' নজরুল, ১৯০১।

বিশ্বসৃষ্টি [স] বি জীবজগৎ। 'বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে একটা বিরাত ঠাসিকার্ট।' সবুজ, ১৯২০।

বিশ্বপ্রভা [স] বি পৃথিবী সজ্জনকারী। 'বিশ্বপ্রভা, ছুঁমি মোরে গড়েছো অক্ষয় করি।' বুদ্ধ, ১৯০০।

বিশ্বহিতকাম [স] বি বিশ্বের কল্যাণ কামনা করে এমন। 'উঁহাদের ন্যায় উদারপ্রকৃতি ও বিশ্বহিতকাম ব্যক্তির আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বিশ্বহিতমূল [স] বি বিশ্ব সমস্ত কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দুরূপ। 'ঐরূপ সংযোগ ও অসীমশক্তি বিশ্বহিতমূল যে মহাপুরুষের আকাশ সংঘটিত

হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বিশ্বহিতৈষিনী [স] বি বিশ্ব বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য কাজ করেন এমন। 'ইন্দোতে তো তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিনী মেয়ে আছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিশ্বহিতৈষী [স] বি বিশ্বের কল্যাণকামী। 'তোমাতে লাগিয়ে দিতেন বিশ্বহিতৈষীরা পদে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বিশ্ব-হৃদয় [স] বি সব মানুষের মন। 'বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিশ্বহৃদয়পারাবার [স] বি বিশ্বহৃদয়ের সাগর। 'বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

বিশ্বাভীত [স] বি বিশ্ব-অভীত। বিশ্ব বিশ্বের অভীত। 'কে আমাকে অভিনিষিৎ হিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাভীত সংগীত তনতে প্রবৃত্ত করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিশ্বাত্মা [স] বি বিশ্ব-আত্মা। বি সমগ্র-আত্মা। 'তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিশ্বাত্মীয়তাবোধ [স] বি বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ। 'বিশ্বাত্মীয়তাবোধের যে একান্ত আরতি দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে।' হাই, ১৯৫৪।

বিশ্বাধার [স] বি বিশ্ব। 'হে দয়াময়, বিশ্বাধার।' কয়কুরঙ্গ, ১৮৭৬।

বিশ্বাধিপ [স] বি জগতের মালিক। 'বিশ্বাধিপের বিশ্বাজ্ঞের অনন্ত মায়াত্মা চিন্তনে নিবৃত্ত হন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বিশ্বাধিপতি [স] বি জগতের মালিক। 'নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলী যেন বিশ্বাধিপতির ... হাদ স্বরূপ।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বিশ্বাভিমুখী [স] বি বিশ্ব উদার। 'সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিশ্বাধার্যা [স] বি বিশ্ব সমগ্র বিশ্বের আরাধ্যযোগ্য। 'না জানি কি করে আর্যি হে বিশ্বাধার্যা তোমায়।' মাইকেল, ১৮৬৩।

বিশ্বেশ্বর [স] বি হিন্দুসম্প্রদায় শিব। 'কাশীপুরে বসিবে ঠাকুর বিশ্বেশ্বরে।' রূপরাম, ১৭৫০।

বিশ্বোপাভ [স] বি জগৎপ্রাপ্ত। 'যথার বলেন বিশ্বোপাভে মহামতি বিশ্বকর্মী।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিশ্বস্তর [স] ১ বি বিশ্বকে যিনি ধারণ করেন। 'ব্রহ্ম বিশ্বস্তরকায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ্ব অংশ; অবিশ্বস্তর। 'ক্ষীণপ্রাপ্ত পার্থিব্যর বিশ্বস্তর প্রণয়ের সাথে।' সুব্রত, ১৯০০।

বিশ্বস্তর [স] বিশ্বস্তর। বি বিশ্ব ধারণকর্তা। 'বিশ্বস্তর মুর্তি হৈলো সেব গদাধার।' মাদাধর, ১৫০০।

বিশ্বসনীয় [স] বি বিশ্বাসযোগ্য। 'সজ্জন সমাজে অপীক্ষিত বিদ্যা, অনগ্র-পরিগোহিত সূর্যের ন্যায়, বিশ্বসনীয় হয় না।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

বিশ্বসিত [স] বি বিশ্বাস হয়েছে এমন। 'মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বিশ্বসিত মনে, গৃহে গমন করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিশ্বস্ত [স] বি বিশ্বাসযোগ্য; যুক্তিপূর্ণ। 'বিশ্বস্ত হেতু (বিশ্বস্ত কারণ)।' ডানকল, ১৭৮৫।

বিশ্বস্তচিত্ত [স] বি বিশ্বাসভাজন। 'বিশ্বস্তচিত্ত সীল এবং শেখুরিন পক্ষী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিশ্বতপাত্র [স] বিপ বিবাস্যভাজন। 'ইহাতে সকলের স্রিও বিশ্বতপাত্র হইল' ভবানী, ১৮২০।

বিশ্বতসূত্রে [স] ত্রিবিপ বিবাস্যযোগ্য ব্যক্তি বা উৎস থেকে। 'সোমানকার বিশ্বতসূত্রে গলেছি' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিশ্বতদ্বন্দ্ব [স] বিপ বিবাস্যী মনের অধিকারী। 'বিশ্বতদ্বন্দ্ব প্রসূতিকারী সন্তানের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিবাস্য [স] বি বংশনাম-বিশেষ। মের্স, ১৭৬৬।

বিবাস্য [স] ১ বি আহা। 'কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিবাস্য' কৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বাজনার হিসাব রাখে যে। 'কোন দিক হৈতে কোন বিবাস্য নকর' কৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি বাজালি বংশনাম-বিশেষ। 'গ্রামকুল বিবাস্য' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি ধারণা। 'বহু স্মৃতি জনপ্রবাদ বিবাস্য ও সংস্কারের দ্বারা এখানে তাহাতে মানবজীবনের রক্ত ধরিয়া যায় নাই' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বিবাস্য-ক্ষেত্র [স] বি আহার ক্ষাত্রাণ। 'বহুদিনের বিবাস্য-ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিবাস্যযাতক [স] ১ বি প্রত্যয়ক। 'তুমি বিবাস্যযাতকের কণ্ঠ করিয়াছিলো তেওয়ারি ঘোমার বড় পাগ হইয়াছে' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ২ বিপ বিবাস্য ভঙ্গকারী। 'পুনর্বার বলিলেন মিথিহাঙ্ক কৃত্তর বিবাস্যযাতক' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বিবাস্যযাতকতা [স] বি বিশ্বত হয়েও অবিশ্বাসের কাজ করা; নিমকহারামি। 'বিবাস্যযাতকতা ও শঠতার উপর নির্ভর ...' অক্ষর, ১৮৪৮।

বিবাস্যযাতকী [স] বিপ বিবাস্য ভঙ্গকারী। 'বিবাস্যযাতকী কার নরকেত হাব' রামসুন্দর, ১৭৮০।

বিবাস্যযাতিনী [স] বিপ ক্রী বিবাস্য ভঙ্গকারী। 'ডাকিনী ওরূপে পরামর্শ চলছে। বিবাস্যযাতিনী' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বিবাস্যযাতী [স] ১ বিপ প্রত্যয়ক। 'কৃত্তর বিবাস্যযাতী দুর্খান বোটা ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিপ বিবাস্য ভঙ্গকারী। 'বিবাস্যযাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বিবাস্যচক্র [স] বি পারস্পরিক বিবাস্য। 'বিবাস্যচক্র, বৃত্তি, প্রমিভাণ ... ব্যক্তিকে সামুহিক বিবাস্যের অধীভূত করে' শিব, ১৯৫৬।

বিবাস্যনিষ্ঠ [স] বিপ আত্মশীল। 'সেই বিবাস্যনিষ্ঠ সরলতা তাহাকে ক্ষণকালের জন্য পতিত করিয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিবাস্যপারায়ণ [স] বিপ বিবাস্যী; অপসিহান। 'আমাদের বিবাস্যপারায়ণ চিত্রে ইহৎ সলনের সমুদ্র হল' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'এমন বিরোপারায়ণ জাতির সহিত বিবাস্যপারায়ণ জাতির যোগাঙ্গা মুশকিল হইয়াছে' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিবাস্যপার [স] বিপ আত্মভাল। 'এই দুই ভ্রাতা পাউনের নিত্যক বিবাস্য পার' রামরহা, ১৮০৩।

বিবাস্যপ্রবল [স] বিপ প্রহুই বিবাস্য করে এমন। 'তাঁহার বিবাস্যপ্রবল ভোলাদল খামিগে ... বার বার সতর্ক করে দিলেন' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিবাস্যবতী [স] বিপ ক্রী বিবাস্য স্থাপনকারী। 'মিখ্যা আশাসে বিবাস্যবতী একটি গ্লান দুঃখের কবরী' মায়মুখ, ১৯৬৩।

বিবাস্যভর [স] বি নির্ভরযোগ্যতা হানো। 'প্রকাশ্যে গ্রামের

বিবাস্যভর করিলে' রবীন্দ্র, ১৮০৫।

বিবাস্যভাজন [স] ১ বিপ বিবাস্যী। 'আগনকার ন্যায় প্রকৃত বিবাস্যভাজন কোথায় পাইব' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিপ নির্ভরযোগ্য। 'সন্ততিরা ও ধর্মপরাশ্রাণ বলিয়া ... বিবাস্যভাজন ছিল' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিবাস্যভূমি [স] বি আহার জায়গা। 'তাঁহার ধর্ম ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য লোকের বিবাস্যভূমি হইতে অভূর্তি হইত' অক্ষর, ১৮৫৪।

বিবাস্যভ্রংশন [স] বি বিবাস্যের স্থলন। 'তাঁহার বিবাস্য ভ্রংশন হইতে লাগিল' দর্পণ, ১৮৩২।

বিবাস্যভ্রষ্ট [স] বিপ বিবাস্য চলে গেছে এমন। 'তবুও বিবাস্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একমাত্রা হারাইনি' জীবন, ১৯৪৮।

বিবাস্যযোগ্য [স] বিপ নির্ভর করা যায় এমন। 'বিবাস্যযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা অবগত হইলাম' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৪। 'তাঁহার কদাপি ইহা বিবাস্যযোগ্য হয় না' অক্ষর, ১৮৪৬।

বিবাস্যরন্ধা [স] বি আছা রন্ধ; বিবাস্য অটুত রাখা। 'বিবাস্যরন্ধার কথা ভূমি আর মুখে এলো না' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিবাস্যরাজ্য [স] বি বিবাস্যরূপ রাজ্য। 'বিবাস্যের ফল দ্বারা বিবাস্য রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়' জলদীপ, ১৯১৭।

বিবাস্যস্থাপন [স] বি আছা রাখা। 'জ্যোতিষে বিবাস্যস্থাপন, কুরিয়ারীসীতে আহাঙ্গাপন, শীতলা প্রভৃতির পূজা' আনন্দ, ১৯৬৪।

বিবাস্যহতা [স] বিপ বিবাস্যভঙ্গকারী। 'আমি যথার্থ ভোমার নিকট বিবাস্যহতা' বক্রিম, ১৮৭৩।

বিবাস্যহতী [স] বিপ ক্রী বিবাস্যভঙ্গকারী। 'আমি গোবিন্দলালের কাছে বিবাস্যহতী হইব না' বক্রিম, ১৮৭৮।

বিবাস্যহানি [স] বি অবিশ্বাস। 'বিবাস্যহানি এক কথা - আর এ আর এক কথা' বক্রিম, ১৮৭৮।

বিবাস্যানুযায়ী [স] ত্রিবিপ বিবাস্য অনুপারে। 'প্রচলিত বিবাস্যানুযায়ী মনি সবদিক দিয়ে পরিশূদ্র' আইয়ুব, ১৯৩৩।

বিবাস্যানুসায়ে [স] ত্রিবিপ বিবাস্য অনুযায়ী। 'উপাসকদিগের বিবাস্যানুসায়ে ঐ সমস্ত দেব দেবী মনুষ্যের যত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' অক্ষর, ১৮৫৪।

বিবাস্যস্তর [স] বি বিবাস্যের পরিবর্তন। 'তাঁহার বিবাস্যস্তর হইল' দর্পণ, ১৮৩২।

বিবাসি [স] বিবাস্যী বিপ বিবাস্য রাখা যায় এমন। 'ত্রীয়ায়ন যল্লী কএক জন বিবাসি ব্যক্তি হইয়া আসে' দর্পণ, ১৮৩৪।

বিবাসিত [স] বিপ বিবাস্য স্থাপিত হয়েছে এমন। 'ঐশী পত্নির আভির্ভাব স্নেহের বিবাসিত হইয়াছিল' বক্রিম, ১৮৮৭।

বিবাসী [স] বিপ বিবাস্যভাজন। 'সুইজলক্সির লোক সাহসী, বিবাসী এবং দেশভিত্তী' অক্ষর, ১৮৪১।

বিবাস্য [স] ১ বিপ নির্ভরযোগ্য। 'আমরা উচ্চতর বিবাস্য পদ পাইতে পারি' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বিপ বিবাস্য করার উপযুক্ত; বিবাস্যযোগ্য। 'এ কথা অবশুই বিবাস্য বটে' মাইকেল, ১৮৫৯। 'ইহাও বিবাস্য যে, বকের নিদ্রা প্রজ্ঞাদিশের উত্তরোত্তর ভাব সহজে সংঘটিত হয় না' এডুকেশন, ১৮৯০।

বিবাস্য্য ক্রি বিবাস্য করা। 'বিবাস্য যিহু কথা সার্কটোয় রাজা' ক্রীশ্র, ১৬৮৯।

বিশেষ

বিশ্বাস [স বিশ্বাস] বিশ্বাস। 'না, মা, আমার কথা আর বিশ্বাস নেই।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বিশ্বাস [স] ১ বি ভারতীয় অলম্বার শায়ে নায়িকার প্রকারবিশেষ। 'বিশ্বাস নয়োত্তা' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিশ্ব নিয়ন্ত*। 'আমরা এইরূপে বিশ্বাসভাবে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮০৮। ৩ *বিশ্ব প্রকাশ*। 'এ বিশ্বক রজনীতে নিম্নত বিরসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৪ *বিশ্ব ঘনিষ্ঠ*। 'আত্মীয়ের ন্যায় বিশ্বকভাবে...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ *বিশ্ব শাস্ত*। 'পিতা ও কন্যার এই বিশ্বক আলোচনার দৃঢ়তা দেখিয়া...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিশ্বালাপ [স] ১ বি প্রেমদামল। 'এই পবিত্র ব্রহ্ম বিশ্বালাপে ব্যাভাব্য করিবার কিছুই ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ বি গোপন আলাপ। 'বিশ্বালাপের অবকাশ নিবার জন্যে...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিশ্রান্ত [স] *বিশ্ব* বৃত্তান্ত। 'অত্যন্ত-চূড়াবলম্বী মলমলপটলশয়নে বিশ্রান্ত মস্তক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিশ্রান্তি [স] *বিশ্ব* অশ্রম। 'পরের দুপাশে কত অতিবিশালার বিশ্রান্তি...' *মুক্তাবল*, ১৯০০।

বিশ্রাম [স] ১ বি বিরাম। 'কীর্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৮০। ২ বি বিরতি। 'শঙ্করদেহ একদিন কৈল বিশ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৯০০। ৩ *বিশ্ব শাস্ত*। 'ওন দিয়ে না পারিল হইল বিশ্রাম।' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৪ বি আরাম। 'তিনি অসুরে বটুকুম্বলে বিশ্রাম করছেন।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৫ বি পরিশ্রুতি। 'ভবেই তাহার সজ্ঞাতেষ্টা। বিশ্রাম লাভ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৬ বি শান্তি দুর্দীকরণ। 'বিশ্রামের উপকরণ উপাধান ব্যতী কিছুই নাই।' *মহারসক*, ১৯০৮।

বিশ্রামক্ষেত্র [স] বি বিশ্রামের স্থান। 'পঞ্চমস্কন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্র অতি সুন্দর বিশ্রামক্ষেত্র।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিশ্রামস্থল [স] বি বিশ্রামস্থান। '... পণ্ডিত বিশ্রামস্থানে বিশ্রাম করিয়া...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিশ্রামঘর [স] *বিশ্রাম*-ঘর। ১ বি যাত্রী ঘড়নি। 'বিশ্রামঘরে গান্যাদিনি হতে আছে সোকে।' *ইসকল*, ১৯৫৫। ২ বি আরামকক্ষ। 'প্রধান শিক্ষকের কামরার পাশে শিক্ষকদের বিশ্রামঘর।' *ওয়ার্লী*, ১৯৬৪।

বিশ্রাম ঝাঙ্কা *কি* জিরালায়ে। 'আজ সকালে জোজন করিয়া ঝাঙ্কি বিশ্রাম।' *মুকুন্দ*, ১৯০০।

বিশ্রামদায়িনী [স] *বিশ্ব* স্ত্রী বিশ্রামের সুযোগ দেয় এমন। 'বিশ্রামদায়িনী নিম্নার বিধায় অতীত।' *মহারসক*, ১৮৮৫।

বিশ্রামবিধীন [স] *বিশ্ব* বিধায় নেই এমন। 'পলাও, পলাও নদী, চির দিনরাত্তর/করা পলায়ন গৃহহীন, প্রেমহীন, বিশ্রামবিধীন, অনাবৃত পৃষ্ঠীমাঝে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিশ্রামশয্যা [স] *কি* বিধায় নেওয়ার বিধান। 'যাত্রীসমেত পঙ্গাবর্তের পশ্চিম বিশ্রামশয্যার চতুর্দর্শ লাভ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্রামশালা [স] বি বিশ্রামের জন্য তৈরি ঘর। 'গোক্ষ দুটি আপন মনে আছে আছে বিশ্রামশালায় গিয়া চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। 'ইচ্ছা করে এই-সব বিশ্রামশালায় দিনকরত করে থেকে সত্যি-সত্যি বিশ্রাম করে যাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

বিশ্রামস্থল [স] বি শাশ্বতস্থান। 'এতদো মায়িকদের পূর্বপুরুষের বিশ্রামস্থল নির্দেশ করছে।' *মহোৎসব*, ১৯৪৯।

বিশ্রামস্থান [স] বি বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। 'সর্বস্বক বিশ্রামস্থান বহিঃশালা হইয়াছে।' *দর্শন*, ১৮২৪।

বিশ্রামহীন [স] *বিশ্ব* অবিরাম। 'বিশ্রামহীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিশ্রামহুট [স] *বিশ্ব* বিশ্রাম নিয়ে তৃপ্ত। 'সমস্ত নিয়মান বিশ্রামহুট অসংখ্য বাসুর।' *মল্লী*, ১৯৬০।

বিশ্রামাশ্রয় [স] বি বিশ্রামের ঘর। 'প্রসূতি ভাতা, ছুটি, প্রসূতি সন্দন, শিশুদের বিশ্রামাশ্রয় প্রভৃতি শ্রমিক মহিলাদের বিশেষ দাবীর উপর...' *বেঙ্গল*, ১৯৪৮।

বিশ্রামাশ্রয় [স] *ক্রি*বিশ্রামের শেষে। 'বিশ্রামাশ্রয়ে উত্তমপক্ষে যুদ্ধের আরোহণ চলিতে লাগিল।' *এনামুল*, ১৯৫৫।

বিশ্রামী [স] *বিশ্ব* বিশ্রাম করছে এমন। 'বিশ্রামী বলদের শিঠি করে...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্রী [স] ১ *বিশ্ব* কদাকার। 'মৃত শরীর বিশ্রী ও বিবর্ত হইয়া যায়।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিশ্ব* জঘন্য। 'সকলি বিশ্রী কাণ্ড।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ বি অশান্তি। 'আমার বড়ই বিশ্রী লাগছে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

বিশ্রুত [স] ১ *বিশ্ব* বিশেষভাবে সোনা যায় এমন। 'কীটপতঙ্গের চিকিমিকি শব্দ বিশ্রুত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪০। ২ *বিশ্ব* বিখ্যাত। 'সরস্বতী নদী ব্রহ্মকন্যা নামে বিশ্রুত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

বিশ্রুতি [স] *বিশ্ব* বিজ্ঞান। 'তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি সকল আরো বিশ্রুতি হইতে লাগিল।' *হরহরাম*, ১৮৮১।

বিশ্রুতি করা *কি* পৃথক করা। 'তার জীর একতরফে চুল খোঁসা হইতে শ্রুতি করিয়া লইয়া...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিশ্রুতিতা [স] বি বিশ্রুতিতা। 'এই বিশ্রুতিতা মানবধর্মের বিরোধী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বিশ্রেষ [স] ১ *বিশ্ব* বিচারিত। 'অকপটে পরিচয় দেহত বিশ্রেষ।' *কৃষ্ণকমল*, ১৭২০। ২ বি বিশ্রেষণ। 'অর্থ বিশ্রেষণ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংসীতের দ্বারা তাহা আনাম্য হইয়া উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বিশ্রেষণ [স] বি বিশ্রেষণ; প্রয়োজনীয় উপাধান গ্রহণ-প্রক্রিয়া। 'সবুজ পাভা সূর্যকলকে বিশ্রেষণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

বিশ্রেষণকার্য [স] বি বিশ্রণ আলোচনা। 'লৌকিকদের শ্রুতির বিশ্রেষণকার্য নিয়ে অঙ্গসর হয়।' *ওয়ার্লী*, ১৯৬৪।

বিশ্রেষণবিমুখতা [স] বি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বনিরূপণের প্রতি আগ্রহহীনতা। 'সংস্কারগুলি আমাদের মনে রাজ্যবিস্তার করে আমাদের বিশ্রেষণবিমুখতার জন্য।' *উন্নয়ন*, ১৯৬৬।

বিশ্ব [স] ১ বি যে পদার্থ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করলে শরীর অসুস্থ হয় বা প্রাণীর মৃত্যু ঘটে: পরল। 'জলে মাছ ফুলে গাছ মৈল তার বিবে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি সোধ; পাশ। 'নামবলে বিশ্ব যাবে না করিল ফল।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৮০। ৩ বি দর্শন, তত্ত্ব। 'মুখোঁ বাসো দিয়ে আমার বিশ্ব খেতে দিয়ে বাস।' *নজরুল*, ১৯৪১। *ব্র* বিদ্যা।

বিশ্ব-অঙ্গনি [স] বি বিশ্বরূপ বস্তু। 'দৃশ্যলব্ধ ভূত্বক, বিশ্ব-অঙ্গনি অমনি বায়ুগতি পাশে আসে - দুর্বীর অনল।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিশ্বকন্যা [স] বি যে নারীর সাহচর্য বিনাশের কারণ। 'শায়ে বাহ্যকে বলে বিশ্বকন্যা এ যেতেই তাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

বিশ্বকরজ [স] *বিশ্ব*+*কর* ক্রম+কা চহ। বি ক্রাতি-করমতা। 'জয়ন্তী বিশ্বকরজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বিশ্বকটালি বি ভূপ জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ। 'কোলাবাড় আর বিশ্বকটালির গাছ দেখে ... মেঘচোখা বেলল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৪।

বিষকুহ [স] *বিষ* হিঙ্গোপূর্ণ দদয়বিশিষ্ট। 'বিষকুহ পদ্যোম্ব সঙ্গদয়ের দ্বায়াও আর চক্রে পড়ে না।' *মহাররক*, ১৯০৮।

বিষকেন্তন [স] *বি* বিষরূপ পাতকা। 'মহাকাল-করে ভ্রাম্যামর বিষকেন্তন উঠুন সুপ।' *নজরুল*, ১৯০৭।

বিষক্রিয়া [স] *বি* বিষের প্রভাব বা কার্যকরিতা। 'সাত্ত্বজ্ঞাবাদীসের অন্তরে যে বিযক্রিয়া আচ্ছন্ন হইবে।' *জ্ঞানযোগ*, ১৯০৭।

বিষদুঃ [স] *কিণ* বিষনাশক। 'ইহার পূর্ব বিষদুঃ বলিয়া আদর করে।' *মদনমোহন*, ১৮৫০।

বিষাক্র [স] *বি* বিষরূপ অস্ত্র; বিষাক্র অস্ত্র। 'হিংসার বিষাক্রকে রূপবত্তী যৌবনের সর্বনাশ।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বিষচিকিৎসা [স] *বি* বিষ দিয়ে চিকিৎসা। 'আমরা এর যে সব বিযচিকিৎসার ব্যবস্থা সিদ্ধি তা দেখেছিই বোকা যায়।' *সবুল*, ১৯২০।

বিষ-দোষল *বি* বিষাক্র দংশন। 'সেখানেও তারা হেনেছে ও-কুক বিষাক্র ছিন্ন, বিষ-দোষল।' *কলকল*, ১৯৪৬।

বিষ-জরুর [স] *বি* বিষে জরুরিত ব্যক্তি। 'আলোকের শিত এল গো জড়য়ে আধার-উত্তরী/ জানাতে যেন বিষ-জরুর, এবার অমৃত পিয়ো।' *নজরুল*, ১৯৪১।

বিষ-জরুরিত [স] *কিণ* বেদনাহত। 'আমি হয়ে গেছি বিষ-জরুরিত জীবী।' *নজরুল*, ১৯০৬।

বিষজল [স] *বি* বিষমিশ্রিত জল। 'জান অচ্চ বিষজল বাণ্ডাল আমারে।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০।

বিষজ্বালা [স] *বি* তীব্র হৃৎযন্ত্র। 'বাস্তে বিষজ্বালা ভিতরে অমৃতময় কুমারেরা অমৃত চরিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫০৮।

বিষঝাড়ানো *কিণ* শরীর থেকে বিষ বের করতে পারে এমন। 'বিষ ঝাড়ানো রোজা ডেকে রক্ত পাওয়া কঠিন হলো।' *গামসুর*, ১৮৪৬।

বিষ-টিস *বি* বিষ ও অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য। 'একদিন বিষ-টিস খাইয়ে দিয়ে।' *যানিক*, ১৯০৮।

বিষতিত [স] ১ *কিণ* বিষে জরুরিত। 'নিত্য বিষতিত করি রাখে চিত্তল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ২ *কিণ* বিষের মতো ভিত্তা। 'রেখে গেছে প্রেমহীন মুহূর্তের বিযতিত বাদ।' *সিকান্দার*, ১৯৪৪।

বিষতুল্য [স] *কিণ* বিষের মতো। 'কপে বিষতুল্য কত সুতাপিত মই।' *রামধন্যদাস*, ১৭৮০।

বিষখলি *বি* বিষের আধার। 'আমার বিষখলি কখনো শুনা হয় না।' *ওয়াশী*, ১৯৬২।

বিষদ [স] *কিণ* বিষদারক; বিষ আছে এমন। 'এই সমস্ত মহাজন নামক বিশ্বদেবতার হস্তে পতিত হইলো নিষ্কৃত্তির পথ এককালে রুদ্ধ হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিষদন্ড [স] *কিণ* বিষাক্ত। 'কোমল তরল প্রেম-পুত্রিত-বাক্যে শাপিত বিষদন্ড ছুরিকা।' *সিরাঙ্গী*, ১৯১৮।

বিষদন্ড [স] *বি* বিষদাঁত। 'কি হেতু সে বিষদন্ড কপিত্র ধরি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

বিষদন্ডহীন [স] *কিণ* বিষদাঁত নেই এমন। 'বিষদন্ডহীন অহি হেঁচিলে নকুলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিষদাঁত [স] *বিষদন্ড* *বি* শাশের যে দন্ডমূলে বিষের বলি থাকে। 'একবারে বিষদাঁতে সেয়ে ফেলে তারে।' *ওষ*, ১৮৫৮।

বিষদাঁত ভাঙা *কিণ* মূল নষ্ট করা। 'ফলের আকাক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিষদাঁত ভাঙা - অনিষ্ট করার পদ্ধতি নষ্ট করা। *সুবল*, ১৯০৬।

বিষমিশ্র [স] *কিণ* বিষমিশ্রিত। 'তারা আমার হৃদয়ে বিষমিশ্র সন্ধ্যার নায়।' *কিয়া*, ১৮৯২।

বিষদুষ্টি [স] *বি* হিংসা দুষ্ট; দুষ্টি। 'স্বভাবহীন, আপন মনের প্রিয় পাত্রের উপর অতিশয় বিষদুষ্টি হয়।' *কিয়া*, ১৮৯২।

বিষদুষ্টিপাত [স] *বি* কুনজর প্রদান। 'মিশনারির মতো সেখানে বিষদুষ্টিপাত করতে পারি নে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিষধর [স] *বি* সাধ। 'মনুষ্যের বেলে আসে গন্ধর্ব-কিন্নর/ সন্ত পাতালের স্বত দৈত্য বিষধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫০৮। 'লক্ষ্মীনা আয়ার আচ্ছা হইছে বিষধর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

বিষধরবধ [স] *কিণ* বিষ শাসের মতো। 'বিষধরবধ প্রত্যাখ্যান করিও।' *বর্জিম*, ১৮৭০।

বিষ-ধূম-বাপ [স] *বি* বিষাক্ত খোঁয়োর তির। 'আমি বিষ-ধূম-বাপ যদি একা ঘিরে ভগবান।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিষ-নজর [স] *বিষ*-আ নজর। *বি* কুনজর। 'কি বিষ-নজরেই দেখেচে।' *শরৎ*, ১৯১০।

বিষ-নুর্গ [স] *বি* অতিশয় বিষের বা ক্ষমতাপূর্ণ চোখ। 'সাম্যরূপে নুর্গসি-শুদ্ধ্যাদিক যুবকশিপকে ঘোর পাশিষ্ট বোধ করিয়া বিষ নুর্গসিষ্ট করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

বিষনি [স] *বিষ* *বি* বিষপাত্র। 'সবির হাতের বিষনি নিলেন নিলেন।' *কিউ*, ১৮৫০।

বিষ-নিশ্বাস [স] ১ *বি* তীব্র ক্ষেপের নিশ্বাস। 'মম বিষ-নিশ্বাসে মারিভয় হানে।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ *বি* কার্বন ডায়ক্সাইড-মিশ্রিত নিশ্বাস। 'জ্বররা যে বিষনিশ্বাসে পরিভ্রাণ করে গাছাশালা সে নিশ্বাসে গ্রহণ করে শ্রমে প্রাণহীনে করে দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *বি* বিষাক্ত বাতাস। 'একটা চাকলা আমাকে পেয়ে বসল ... এই বনের বিষনিশ্বাস থেকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

বিষ-নৌ কুলোশানা চক্র - অক্ষয় ব্যক্তির আকালদেই সার। *সুবল*, ১৯০৬।

বিষনৈবেদ্য [স] *বি* দেবতাকে নিবেদন-করা বিষরূপ ত্রোগ। 'দেশের পুজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

বিষ-পাথর [স] *বিষ*-পাথর। *বি* সোকাবিধাস অনুভাবী সাপের বিষ-পাথর পাথরবিষে। 'বিষ-পাথরটা কতকষে বিষ টেনে নিতে পারে?' *শরৎ*, ১৯১৭।

বিষপান [স] *বি* বিষ গলাধঃকরণ। 'রক্ত বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।' *কৃষ্ণা*, ১৫০৮।

বিষপাত্রী [স] *কিণ* বিষ পানকারী। 'যে ভীত নয় সে মরেও বাঁচে - যেমন বেঁচে আছে বিষপাত্রী সফ্রেটস।' *ওনুদ*, ১৯৪৮।

বিষপিপড়ে *বি* বিষাক্ত শিপিত্তবিষে। 'বিষপিপড়ের কামড়ের মতো হরেনের কথাই কুলতে থাকেন।' *মণীশ*, ১৯০৩।

বিষপূর্ণ [স] *কিণ* ব্যাপ্ত প্রকৃত্তি। 'বিষপূর্ণ মনুষ্য যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই বিষাক্ত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৫।

বিষ-শ্রোগোপ [স] *বি* বিষের ব্যবহার। 'বিষ-শ্রোগোপ ব্যবস্থা করিতে কৃত্তিত হন নাই।' *মোহনদাস*, ১৯০৬।

বিষয় [স] ১ বি বিষয় ফল। 'অধর্মের মধুমাষা বিষয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি বিষয় ফল। 'ব্রহ্মোৎসব বিষয় খেয়ে ওর ভিঁসি লাগে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিষয়কোড়া [স] বিষয়কোড়া বি যন্ত্রণাদায়ক কোড়াবিশেষ। 'যেন গোসের উপর বিষয়কোড়া।' গুণ, ১৮৫৮।

বিষয়-বাটিকা [স] বি বিষয়ের বাড়ি। 'বিষয়-বাটিকার প্রতিবেশ করিতে হইবে।' মোহনচন্দ্রী, ১৯০৬।

বিষয়বিড়ি [স] বিষয়বিড়ি বি বিষয়ক বাটিকা। 'বদন উপরে দিল গরল বিষয়বিড়ি।' রূপরাম, ১৭৫০।

বিষয় [স] বি বিষয়। 'স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বিষয় সম্পর্ক।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

বিষয়বি [স] বি বিষয়ক আগুন। 'ধর্মধর্মী মায়াদীপিকে প্রাস করবার জন্য বিষয়বি উদ্ভার করে।' নজরুল, ১৯২৭।

বিষয়বাণ [স] বি বিষয়ক তির। 'কুরিণী কুহলে/ লাগে বিষয়বাণ।' বটু, ১৪৫০।

বিষয়বাণী [স] বি বিষয়ক বাণী; কটু কথা। 'সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে মধুমাষা বিষয়বাণী দুর্বল পরানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিষয়বাণী [স] বি বিষয়ক নিত্য বাতাস। 'তখন আকাশের আকাশ নির্মল ছিল ... বিষয়বাণী ব্যাঙ হুনি মানবসমাজের দীর্ঘদিগন্তে।' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'সে বিষয়বাণী সমস্ত সমাজটার স্বাস্রোধ করেছে।' অন্নদা, ১৯২৮।

বিষয়-বিহার [স] বি বিষয়ক্রিয়ার মতো ক্ষতিকর বিকৃতি। 'বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষয়-বিহারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিষয়বীজ [স] বি বিষয়ক বীজ। 'হৃদয়ে নকলের বিষয়বীজ প্রবেশ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বিষয়বৃক্ষ [স] ১ বি যে বৃক্ষের ফল বিষয়। 'ফলিছেক বিষয়বৃক্ষ হয়ে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি যে কালের ফল বিষয়। 'বিষয়বৃক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৮৭২।

বিষয়বৈদ্য [স] বি ওষা। 'তখন কেশবশর্মা ... চারি পাঁচ জন বিষয়বৈদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিষয়বাণী [স] বি অধিক যন্ত্রণা। 'ভূমি কি জেনেছ সে বিষয়বাণী কি করিয়া কানে হরিণীর অন্তর।' জসীম, ১৯০৩।

বিষয়এ [স] বিষয়। 'বিষয়' বি বিষয়ক। 'সকল নদীতে আমি করিব বিষয়এ।' বিজয়, ১৬৫০।

বিষয়মু [স] বি বিষয় নিয়ে নিমজ্জিত। 'বিষয়মু রাতিবেলা কালের হিতপ্রভা/ কটরোধ করে অবিশ্রামে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিষয়মু [স] ১ বি বিষয়পূর্ণ। 'হৃদি কুপাণি দুই একটি বৃক্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতেও বিষয়মু ও বিষয়মু ফলেরই উৎপত্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি বিষয়সমৃদ্ধ। 'পরিণাম অবশ্যই বিষয়মু প্রতিভাবিত্তা।' ভারত সংস্কৃত, ১৮৭৩। ৩ বি যন্ত্রণাদায়ক। 'কত বিষয়মু ফল ফলে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৪ বি কষ্টদায়ক। 'সংসার নিত্যন্ত বিরল ও বিষয়মু হইয়া উঠিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৯২। ৫ বি অনভিষেত। 'বদমান শিকার বিষয়মু ফল নিজের সন্ধানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়াবাহাদুর হতোমাদ হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বিষয়ময়তা [স] বি বিষয়ক প্রতিভা। 'আহার বিষয়ময়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের শৈলিয়া থাকতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিষয়-ময়লা বি বিষয়ক ময়লা। 'ওদের বিষয়-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না?' নজরুল, ১৯০০।

বিষয়ময়ী [স] বি বিধি ক্ষতিকর। 'এ বিষয়ময়ী স্বীতির প্রতিফল ... পাশাপাশিতে পর্যাণ্ড হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বিষয়মাথা [স] ১ বি যন্ত্রণাদায়ক। 'বিষয়মাথা ব্যাকবাসে কান হ'ল কালা।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি বিষয় মাথানো দিয়েছে এমন। 'দুনিয়ার বিষয়-মাথা শত তীক্ষ্ণ তির।' নজরুল, ১৯২২।

বিষয়-মাথানো বি বিষয়ক। 'বকে বিধে বিষয়-মাথানো শর।' নজরুল, ১৯২৫।

বিষয়মু [স] বি বিষয়। 'কি উপায়ে সভ্যসমাজের দেহ এই বিষয়মু করা যেতে পারে।' প্রমথ, ১৯১৪।

বিষয়মু [স] বি মুখে বিষয় রয়েছে এমন। 'ওগো আমার বিষয়মু অগ্নি-নাগ-নাগিনীপুঞ্জ।' নজরুল, ১৯২৭।

বিষয়-রসানো বি বিষয়ক। 'অগ্নি-ফণি! বিষয়-রসানো জিহ্বা দিয়ে চুষ চুষ।' নজরুল, ১৯২৪।

বিষয়লতা [স] বি বিষয়ক লতা জাতীয় উদ্ভিদ। 'মারাজুক বিষয়লতার বন।' বিকৃতি, ১৯৩৭।

বিষয়লি [স] বি বিষয়ক। 'বিষাদের বিষয়লি কবিতাকন্যারে ধার দিই ছনে জনে।' সুভাষ, ১৯৪০।

বিষয়ল [স] বি বিষয়মাথা বাণ। 'ইমামের উপর হানিল বিষয়ল।' মোহনচন্দ্রী, ১৮৫০।

বিষয়বাস [স] বি বিষয়ক নিয়ম। 'দেহে বন বিষয়বাসে।' মাইকেল, ১৮৬৫।

বিষয়ন [স] বি বিষয়ক মাতৃদুগ্ধ। 'গুণতনার বেশে কেহ সেই বিষয়ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিষয়বি [স] বিষয়। ১ বি বিষয়পূর্ণ। 'কালকূট বিষয়বি জ্ঞানল কটাক।' বটু, ১৪৫০। ২ বি স্বী হিন্দুদেবী মনসা। 'জয় জয় দিয়া বদো জয় বিষয়বি।' রূপরাম, ১৭৫০।

বিষয়বি [স] বি স্বী হিন্দুদেবী মনসা। 'ময়লাচণ্ডি বিষয়বি করি জ্ঞানরণ তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষয়-হারানো বি নির্বিধি। 'বিষয়-হারানো টোড়া।' মনোজ, ১৯৬১।

বিষয়হীন [স] বি নির্বিধি। 'জ্যোতিষী বিষয়হীন ধূমকেতু আজ হয় বেঁচে আছি।' নজরুল, ১৯৩৭।

বিষাইল [স] বি বিষয়। 'বিষাইল কাণ্ডের ঘাঘ যেহেন হরিণী।' বটু, ১৪৫০।

বিষাকর [স] ১ বি বিষয়ের জ্ঞান। 'লোকে কহে সুখাকর আমি সুখিলাস বিষাকর।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি বিষয়ক; বিষাক্ত। 'ফণিণী মণিকুন্ডলা, বিষাকর ফণী।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিষাক্ত [স] ১ বি বিষয়ক। 'বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়া লোক সংহার করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৮১। ২ বি বিষয়ক মধুর কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক। 'বিষাক্ত নিশাসে তব বিষাক্ত চুখনে কি রোগ পশিল তার সুকোমল মনে?' রবীন্দ্র, ১৮০৮। ৩ বি বিষয়-মেশানো। 'এক সুতীত্র বিদ্রুপ-বিষাক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বি কুকল্যায়ক। 'করি পরিহার বিষাক্ত তার সপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৫ বি বিষয়ক প্রতিভাপূর্ণ। 'তনি মম বিষাক্ত রিরিরিরি-নাদ।' নজরুল, ১৯২২।

বিষাক্ত নিশ্বাস বি অশান্তির আকলন। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, শান্তির লগিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বিষাক্রোশ [স] **বিষ** দ্বারা আক্রান্ত। 'ক্লান্তক্লি বিষাক্রোশ বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিলে বেশ থাকত।' ভগ্না, ১৯৪৩।

বিষাণার [স] **বি** সাপ। 'বিষাণার শিরঃ হেরি মণিত কমলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বিষাণি [স] **বি** বিধরূপ আভন। 'সদা দম্ভাইতে, উগারি বিষাণি জীবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বিধানল [স] **বি** বিধরূপ আভন। 'বিফল সে বিধানল, হলাহল যথা নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিধানো ১ **ক্রি** অত্যন্ত যত্নসাপূর্ণ হওয়া। 'অমনি সে হায় বিধিয়ে উঠে।' নজরুল, ১৯২৫। ২ **ক্রি** অন্ধকার হওয়া। 'কিবা আসে-যায় আধিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে।' স্বীক্রেত, ১৯৫৪।

বিষামুগ্ধ [স] **বি** একই সঙ্গে বিষ ও অমৃত। 'সেই প্রেমা যার মনে/ তার বিরহ সেই জানে/ বিষামুগ্ধে একত্র মিলন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষার্জি [স] **বিষ**-অর্জি। **কিণ** বিষাক্ত। 'জ্ঞাপ্যে বিষার্জি বায়ু দর্শিয়া সযনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

বিধিয়ে উঠা ১ **ক্রি** বীভত্ব হওয়া। 'যুগার মনটা বিধিয়ে উঠল।' জীবন, ১৯৩২। ২ **ক্রি** যত্নশায় হওয়া। 'ছুরি মেরেছে, সেই ক্ষতস্থান উঠল বিধিয়ে।' ব্রজব্রত, ১৯৩৭।

বিধে **কিণ** বিষাক্ত। 'এক মোসোলমান বিধে তরোয়াল দিয়া তাহারি এক চোটা মারিলো।' মালোনা, ১৮৪৩।

বিধের বাঁশি **বি** জ্বালাময়ী সুর নিয়ন্ত্রার বাঁশি। 'বিধের বাঁশি বাজিয়ে ডাকে নাগ-মাতা।' নজরুল, ১৯২৪।

বিধের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর - তর্জনপঙ্কজ পার। 'বিধের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর।' নীনবন্ধু, ১৮৪২।

বিষোদগার [স] **বি** নিন্দা। 'তাহার ভূতপূর্ব প্রজ্ঞাপনের প্রতি বিষোদগার করিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বিষ [স] **বিষ**, পা রীসণ **কিণ** **বিষ** (২০) সংযুক্ত। 'সাত মোন বিষ সের দর।' মের্স, ১৭৫৭।

বিষঅ [স] **বিষয়** **বি** বিষয়। 'পঞ্চ বিষঅরে নায়ক রে বিপথ কোবী ন দেখী।' চর্য ১৬, ১২০০।

বিষএ [স] **বিষয়**। **ক্রিণ** **বি** অধিকারে। 'কংসের বিষএ আছে হইএ মারাদণী।' বড়ু, ১৪৫০।

বিষজ [স] **বি** অনুসন্ধান। 'সেখানে যা দুর্লভ তা এক বিশেষ প্রকৃতির অনুভব - অনতিক্রম্য শূন্যতার, আদ্যোপাধী আপজাত্যের, ট্রাজিক বিষয়ের।' শিব, ১৯৫০।

বিষঙ্গ [স] ১ **কিণ** দুঃখিত। 'বিষঙ্গ হইয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **কিণ** মলিন। 'বিষঙ্গ বদন কেন মুখে নাই রা।' রূপায়াম, ১৭৫০।

বিষঙ্গ-অস্তর [স] **বি** বিধাদ্রষ্টাও হ্রদয়। 'অতঃপর মহাপ্রভু বিষঙ্গ-অস্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষগ্রসিত [স] **কিণ** ভারাক্রান্ত মন এমন। 'মেয়েরা নিরুৎসাহী, বিষগ্রসিত ও অসুস্থ থাকে।' বেগম, ১৯৪৮।

বিষম্ভতা [স] **বি** বিষমতা। 'মানুষগুলি মনের বিষম্ভতা, দেখের

অবসন্নতা সম্বন্ধপূর্ণ গাষ্ট্রীরে ছন্দবশের ...।' ভগ্না, ১৯৪৩।

বিষম্বদনা [স] **কিণ** ঋনি মলিন মুখবিশিষ্ট। 'একাকিনী - বিরহিনী - বিষম্বদনা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিষম্বমনা [স] **কিণ** বিষম্বদতাপূর্ণ মন এমন। 'তাহার সহচর ... নিরতিশয় বিষম্বমনা হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিষম্বমুগ্ধ, **বিষম্বমুগ্ধি** [স] **বি** মলিন মূর্তি। 'কালিমাভ চক্ষুবিশিষ্ট ... বিষম্বমুগ্ধি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বিষম্ব **বন্ধ** [স] **বি** দুঃখবন্ধ। 'আমার বিষম্ব বন্ধে থেকে থেকে।' জীবন, ১৯৩২।

বিষম [স] ১ **কিণ** ভীষণ; ভয়াবহ। 'তা সব মাইল কারু বিষম সমরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** সংসীতের তালবিশেষ। 'রাগ ধাননী। বিষম।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ **কিণ** দুঃসহ। 'না সেবিয়া নীলাম্বর/ শোকে হিঁসা জরজর/ বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ **কিণ** সাংঘাতিক। 'বিষম জে সত কল্প নানামতে জানে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ **কিণ** সমাধান করা দুঃসহ এমন। 'টেকিলাম বিষম বড় দায়।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৬ **কিণ** অত্যন্ত। 'বৃক্ক বিষম উচ্চ, পাহাড় তাহার তুচ্ছ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৭ **কিণ** জটিল। 'কিবা কহে বিজি বিজি/ কত বুদ্ধি নাও বুদ্ধি/ বিষম মগজ সদা টেরা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৮ **বি** বেজোড়। '১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৯ **কিণ** বুঝ। 'সকলেরই বিষম হৃদয় পাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ১০ **কিণ** ঘন। 'কুশপাছের তলায় বিষম প্রসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ১১ **কিণ** সামঞ্জস্যহীন। 'কথার মধ্যে সেই উদ্ভাত ভসিটি দেওয়া বিষম ব্যাপার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ১২ **কিণ** ব্যাকুল। 'মুখগুলো সব হাঁড়ি, ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের বিষম আড়াআড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ১৩ **কিণ** প্রবল। 'তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম ভাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ১৪ **কিণ** প্রচণ্ড। 'চারিদিকে মানবের বিষম অহংকার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিষমকাল [স] **বি** দুঃসহ সময়। 'বৌবনকে আমাদের দেশে অতি বিষমকাল বলে।' ব্রহ্মা, ১৯৮৮।

বিষম খাওয়া **কিণ** খাওয়ার সময়ে আকস্মিক খাসরোধ হওয়া। 'আর যাযা খাও বাপু বিষমটি খেও না।' সুকুমার, ১৯২০।

বিষমঢাকি **বি** বিশাল ঢাক বাজায় যে। 'আজকের ধা মেরে বাজিয়ে দেয় ওই কালো মেঘের 'বিষমঢাকি'র বাজনা।' ভগ্না, ১৯৪৬।

বিষমভা [স] ১ **বি** অধিক মাত্রা। 'বিদ্যোৎসাহি মনুষ্য মাত্রের বিষমভার ব্যা হইয়া থাকেন ...।' গুপ্ত, ১৮৫৫। ২ **বি** সমতাহীনতা। 'বটনের বিষমভা বিশেষভাবে মধ্যবিস্ত পরিবারদিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।' বেগম, ১৯৪৮।

বিষমবিশ [স] **বি** মারাত্মক বিষ। '... এই বিষমবিশ কৃত্রিম অমজাল হইতে আমাদের মনকে সত্য ধর্মের অস্ত্র প্রদান করিতে হইবে।' কেশবাবাসিনী, ১৮৬৩।

বিষমসক্তি [স] **বি** (সংসীত) তালবিশেষ। 'রাগিনী সুই। বিষমসক্তি।' বড়ু, ১৪৫০।

বিষমো [স] **বিষয়**। **কিণ** গুরুতর। 'হাড় হাড় মাথা মোহা বিষমো দুন্দোদী।' চর্য ৫০, ১২০০।

বিষমোদাম [স] **বিষয়**-উদ্যম। **কিণ** প্রাণপন চেষ্টা। 'রাজপুত্রের প্রাণপনে পুনঃ পুনঃ বিষমোদাম করিতে লাগিলেন।' বর্ধিম, ১৮৬৫।

বিষয় [স] ১ **বি** বিষয়-কর্ম। 'চিত্র কাড়ি তোমা হইতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **বি** প্রাপ্তি। 'বিষয় লাগি তোমায়

বিষয় আশর

ভরে সেই মূৰ্খজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি সংসার। 'তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়ি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি প্রভাব। 'হেয়ার তাহার পিতা বিষয় পরাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি শৈকট সম্পদ। 'ছদ্মে মণি ধায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৬ বি কথা। 'এ বিষয় আমার সমস্তই জাত।' রামরায়, ১৬০১। ৭ বি স্বাত। 'কিং বিষয়ে কত টাকা ব্যয় ...' নর্দপ, ১৮১৮। ৮ বি সম্পদ। 'পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন।' নর্দপ, ১৮২১। ৯ বি সামর্থ্য। 'আগুন বিষয়ানুসারে পুস্তকে উত্তম শোচক দিলাম।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ১০ বি এসম। 'বদশৈল্য তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ১১ বি শাজ। 'কুশাল বৃক্ষজ ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৬। ১২ বি কাজ। 'আমারদিগের ক্ষেতের বিষয় এই যে ...' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৮। ১৩ বি সম্পত্তি। 'অমরকে বিষয় দিয়া গেলে - বিষয় তোমারই রহিল।' বরিশ, ১৮৭৮। ১৪ বি উদ্ভিত বা আশোচিত স্বভ। 'সাহিত্যে বিষয়টা স্লেট, না, ভগিটা স্লেট।' রতীশ্র, ১৮৯৭।

বিষয় আশর [স] বি ধনসম্পত্তি। 'বিষয় আশর সেবিব - আমার অবকাশ কই ভাই?' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

বিষয়ক [স] বিপ সম্বন্ধী। 'অন্নমাসল ভাষা গ্রন্থের অষ্টাংশটি বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক ...' নর্দপ, ১৮২১।

বিষয়কর্ম, বিষয়কর্ম [স] ১ বি জীবিকা। 'বিষয় কর্মের কথা বাবু কিছুই করেন না।' নর্দপ, ১৮২১। ২ বি ধনসম্পত্তি উপার্জন ইত্যাদি বৈধিক কাজ। 'লোখাণ্ডা পরিত্যাগ হইল বিষয়কর্ম করিবার বয়েস হইয়াছেন।' ভবানী, ১৮২৫। 'বিষয় কর্ম করিলে অংশবৃত্তা জন্মে।' প্যাট্রী, ১৮৫৮। ৩ বি কর্মকাণ্ড। 'শিল্প ও বাণিজ্য সক্রান্ত বিষয়কর্মের ... বিস্তার হইয়াছিল।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বিষয়কল্পনা [স] বি কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা। 'পুন্ডার বিষয়কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন ভিত্ত প্রকাশ পায়।' রতীশ্র, ১৯৩৩।

বিষয়কাজ [স] বি বিষয়কর্ম। 'বিষয়কর্ম বা ধন-সম্পদ সক্রান্ত কাজ। 'বিষয়কাজ এবং ঘরের কাজ দুইই তাঁহার শোখাশো ছিল।' রতীশ্র, ১৯১৪।

বিষয়কর্ম, বিষয়কর্ম [স] ১ বি জীবিকা। 'অনেকে বিষয় কর্মের জন্য কলিকাতায় আগমন ... করে।' অক্ষর, ১৮৪৫। ২ বি বাণিজ্য সক্রান্ত কাজ। 'বিষয়কর্মের অনুরোধে, দুইটে সর্বনা যে সকল হায়ে বাজায়ত করিছেন।' বিদ্যা, ১৮৬০। ৩ বি সাংসারিক কাজ। 'যখন একবার বিষয়কর্মের মধ্যে ভাসে করে মনোনিবেশ করা যায়।' রতীশ্র, ১৮৯৪।

বিষয়গত [স] বিপ বিষয়ভিত্তিক। 'সম্প্রদানের বিষয়গত আলোচনার দরকার নেই।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বিষয়জ্ঞ [স] বিপ বিষয়গত সম্পর্কে অবহিত। 'রাজা বসন্তরায়কে ডাকাইয়া বিষয়জ্ঞ করিয়া দশনি হয় আনি ভাগের নিরাকরণ কাগজ ...' রায়হাম, ১৮০১।

বিষয়ভরত [স] বি সংসাররূপ ভরত (সাংসারিক ধামেলা)। 'সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়ভরত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষয়-নিমগ্ন [স] বিপ ধনসম্পত্তির মোহে আবিষ্ট। 'বিষয়-নিমগ্ন সেবি সব পায় দুঃখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষয়-পিপাসা [স] বি ধনসম্পদের লোভ। 'বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বি-বিকারে।' রতীশ্র, ১৮৮৬।

বিষয়প্রাপ্ত [স] বিপ ধনসম্পত্তির প্রতি আসক্ত। 'মানুষ বিষয়প্রাপ্ত হলে তার হনের শক্তি ও আত্মার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।' প্রমথ, ১৯১৪।

বিষয়বস্তুর [স] ১ বি মূলভাব। 'উভয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিষয়বস্তুর স্বাভাব্য সমাবেশ।' মোহাম্মদী, ১৯৫৫। ২ বি বর্ণনার বিষয়। 'বিষয়বস্তুর কাঠামোতে আপাতদৃষ্টিতে ...' ওয়ালী, ১৯৪৪।

বিষয়বাসনা [স] ১ বি জোগ-বাসনা। 'বারবিতার সহিত বিষয়বাসনায় কাশণ্যশীল করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি ধনসম্পদ, সুখশক্তি ইত্যাদির আলাভক। 'তুমি যদি বলো এজন্য কঠিন বিষয়-বাসনা কিসের।' রতীশ্র, ১৮৮৪।

বিষয়বিভাগ [স] বি সম্পত্তিভাগ। 'উত্তর কালে বিষয়বিভাগ উপলক্ষে ভ্রাতৃবৈরাগ্য উপস্থিত হয়।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিষয় বিভাগ [স] বি ধনসম্পত্তি ও জোগবাসনা। 'তোমার বিষয় বিভাগ সমস্তই আমার জ্ঞাতসার আছে।' জেরি, ১৮০২।

বিষয়বিমুখ [স] বিপ সংসারের প্রতি উদাসীন। 'বিষয়বিমুখ আচার্য বৈরাগ্যপ্রদান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষয়বিরক্ত [স] বিপ ধনসম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত। 'রজ্ঞাপুত্র চিরজীব, বিষয়বিরক্ত হইয়া, ঐ কুঠীতে তপস্যা করিতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিষয়বিষ [স] বি বিষয়রূপ বিষয় গ্রহণোভ। 'বিষয়বিষয় বিকারজীর্ণ বিন্ন অপরিতুষ্ট।' রতীশ্র, ১৯২৬।

বিষয়বুদ্ধি [স] বি সাংসারিক জ্ঞান। 'ব্রহ্মত্বের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাথমিক সাহিত্যেচনার তপে, সংসারের বিষয়কর্ম ও তাহার আসিল।' রতীশ্র, ১৮৮২।

বিষয়বুদ্ধিগোলা [স] বি বিষয়বুদ্ধি-গোলা। 'বি সাংসারিক জ্ঞান রয়েছে এমন বাড়ি। 'আমরা বিজ্ঞানীরা ... প্রত্যেক প্রমাণ বুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধিগোলায়ও বোঝে।' রতীশ্র, ১৯৪০।

বিষয়বুদ্ধিহীন [স] বিপ বৈধিক জ্ঞান নেই এমন। 'নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে প্রমাণ করতে রাজি নই।' প্রমথ, ১৯০৫।

বিষয়বৈচিত্র্য [স] বি বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা। 'বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পদশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয়।' রতীশ্র, ১৯০৫।

বিষয়বোঝা [স] বি বিষয়-বোঝা। 'বি বিষয়-সম্পত্তির ভার। 'বিষয়বোঝা টানে আমার নীচে।' রতীশ্র, ১৯১০।

বিষয়ব্যাপার [স] বি অর্ধসম্পদ। 'বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক দ্বন্দ্ব।' রতীশ্র, ১৯১৫।

বিষয়ভেদ [স] বি বিষয়ের পার্থক্য। 'আমারও সেই কেবল একই পাগলামি, কেবল বিষয়ভেদে এক প্রকাশলেন।' রতীশ্র, ১৮৯৪।

বিষয়ভোগ [স] বি ধন-সম্পত্তি ভোগ। 'কেহ পক্ষে কেহ পুষ্যে করে বিষয়ভোগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষয়ভোগী [স] বিপ সম্পত্তি ভোগ করে এমন। 'শ্রীপুত্র ও বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়প্রামাণ্যবাসী হিহ পূর্বক বিজুত মানিতছেন।' নর্দপ, ১৮২১।

বিষয়রস [স] বি সাংসারিক সুখ। 'রাজা বিষয়রসে আসক্ত হইয়া, রাজ্যচিন্তায় জ্ঞানান্তর্যাসি নিদ্রায়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিষয়-লালস [স] বিপ সাংসারিক সুখভোগের আলাভকী। 'মুখ্য নীচ ক্ষুদ্র মুক্তি বিষয়-লালস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষয়শিষ্ট [স] বিপ বৈধিক কাজে নিয়োজিত। 'তাহাদিগের বিষয়শিষ্ট আমদার।' ফরুট, ১৭৯৯।

বিষয়শোভ [স] বি ধনসম্পত্তির লিঙ্গ। 'বিষয়শোভ, মনুষ্যের অতি বিষয় শত্রু।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বিষয়শিক্ষা [স] বি উপার্জনমুখী শিক্ষা। 'আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বিষয়-শ্রম [স] বি ধনসম্পদ অর্জনে ব্যয়িত পরিশ্রম। 'ধিক জনম মম, বিকল বিষয়-শ্রম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিষয়সম্পত্তি [স] বি বিষয়-আশ্রয়; ধনসম্পত্তি। 'বিষয়সম্পত্তি স্বপ্নের চোরাবাগির উপর দাঁড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিষয়সুখ [স] বি ইন্দ্রিয় সুখ। 'বিষয়সুখেতে বড় লোকের সম্ভোগ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিষয়সুখানুভব [স] বি পার্থিব সুখ উপভোগ। 'এতাব্যকল বিষয়সুখানুভব করিয়া সম্প্রতি ... প্রস্থান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিষয়াধিকারিণী [স] বিণ ক্রী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। 'হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিত্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বিষয়ান্ধর [স] বি অন্য বিষয়। 'এ সময়ে বিষয়ান্ধর স্মরণ করিয়া ইহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

বিষয়াবিশিষ্ট [স] বিণ বিষয়াসক্ত। 'তেমনি বিষয়াবিশিষ্ট।' ভবানী, ১৮২৫।

বিষয়াভিজ্ঞতা [স] বি বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা। 'বিচিত্র বিষয়াভিজ্ঞতার সাক্ষ্য সেম।' হাই, ১৯৫৪।

বিষয়াভিলাষ [স] বি ধনসম্পত্তি ভোগের বাসনা। 'এক যুবকসেবরে প্রবেশপূর্বক বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন।' বিন্দা, ১৮৪৭।

বিষয়াভিলাষী [স] বিণ ধনসম্পত্তি লাভে অভিলাষী। 'বিষয়াভিলাষী হইয়া এক মহামহেশ্বর রাজার নগরে অবতীর্ণ হইলেন।' কেরি, ১৮১২।

বিষয়াসক্ত [স] বিণ ধনসম্পত্তির প্রতি অনুরক্ত। 'বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি ব্রহ্ম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বিষয়াসক্তি [স] বি ধনসম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ। 'তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি তোলাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'শ্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিষয়ি [স] বিষয়ী ১ বিণ সংসারী। 'ছি ছি বিষয়িম্পর্ষ হইল আমার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ধনবান। 'অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানোয় ইন্দ্রকীৰ্ত্তী বিন্যাস পাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিষয়িক [স] বিণ ব্যবহারিক। 'বিষয়িক শিক্ষার প্রত্যাপা করিও।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বিষয়িকা [স] বিণ ক্রী বিষয় সজ্জিত। 'হিতাহিত বিষয়িকা যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক।' হরপ্রদাস রায়, ১৮১৫।

বিষয়িণী [স] বিণ ক্রী বিষয়গোপনসম্মত। 'এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্য-বিষয়িণী অলোকসামান্য বুদ্ধি।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বিষয়িলোক [স] বিষয়ী+স লোক। বি সম্পত্তিলাভী ব্যক্তি। 'যেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকই বেদ পুরাণ স্মৃতিদিগ শাস্ত্রের তাবৎ অর্থ ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

বিষয়ী [স] ১ বি সংসারী লোক। 'মরুট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ীর প্রায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ধনী ব্যক্তি। 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুই হয় মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ সাধারণ। 'যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ ভ্রাতৃবান্ধিজ ব্যক্তিদিগের উপকার আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ৪ বিণ বৈয়াক্য। 'যারা কঠিন শীতল বিষয়ী লোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

৫ বি মহাজন। 'বিষয়ী আপনার খাতার হিসাব মিলাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিষয়ী লোক [স] বি ধনী ব্যক্তি। 'যাঁহারা বিষয়ী লোক ... বহি পড়িবার তাহাদের অবকাশ নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বিষয়ীকৃত [স] বিণ ভাবা হয়েছে এমন। 'মানুষ ভাবতে ভালোবাসে, কোনো-এক কালে তার শ্রেষ্ঠতার আদর্শ পূর্বেই বিষয়ীকৃত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বিষয়ীভূত [স] বিণ বিষয়ের অন্তর্গত। 'দুইটি নায়ক এবং দুই নায়িকা, দুইটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানের বিষয়ীভূত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বিষয়েষা [স] বি পরের কল্যাণ করার ইচ্ছা। 'প্রাচীন বয়সই বিষয়েষার সময়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বিষাণ [স] ১ বি শিং। 'ভল্লুক সাঁতার গাড়ে ভয়ে কক্ষমায়/ তাড়িয়া মহিষ ধরি উপায়ে বিষাণ।' যুগ্মদ, ১৬০০। ২ বি শিশা। 'দাম্যাস বিষাণ বাজে ফুরে কাহের।' রূপরায়, ১৭৫০।

বিষাণধনি [স] বি ভেঁপু। 'স্টীমারের বিষাণধনিও মান্য করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিষাদ [স] ১ বি দুঃখ। 'কি হইল সে বৈকল্যগণের বিষাদ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বিষমুখতা। 'বিষাদে হইয়া মগ্ন নিত্যানন্দরায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিষাদকরণ [স] বিণ দুঃখ-ভারত। 'বিষাদকরণ শিল্পহন্দে/ অপোচর কুণ্ডি জ্বরেছে রচনা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিষাদ-কাহিনী বি বিষাদের বৃত্তান্ত। 'বিষাদ-কাহিনী তার সাথ যায় জনিবারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিষাদ-কুয়াসা বি বিষাদরূপ কুয়াসা। 'এক বিষাদ-কুয়াসা বিষময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিষাদকোমল [স] বিণ বিষাদে কোমল। 'বিষাদকোমল হাসি ভাসিত অধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'সুখমুখিময় বিষাদকোমল প্রশান্ত শরৎকালের মধ্যে কুলায়িত হয়ে পড়ে রয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিষাদ-ক্ষীণ [স] বিণ দুঃখে কাতর। 'বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর থাকে যেন তোমার নজর।' নজরুল, ১৯৩০।

বিষাদক্ষেম [স] বি দুঃখের ক্ষেম। 'তোমার শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেমে পরিণত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বিষাদশিল্প [স] বিণ বিষাদকৃত। 'তবে কেমন যেন বিষাদশিল্প।' নজরুল, ১৯৩১।

বিষাদগম্ভীর [স] বিণ বিষাদে গম্ভীর। 'তার বিষাদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমার গনি ক্ষয় দক্ষ-হয়ে-যাওয়া সেই সুপরিণকতার সুর ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

বিষাদমগ্ন [স] বিণ বিষাদপূর্ণ; দুঃখ-কাতর। 'আরও একটু বিষাদমগ্ন হয়ে বাড়ি ফিরত।' মানিক, ১৯০৫।

বিষাদঘন [স] বিণ দুঃখের ছায়া আছে এমন; বিষাদপূর্ণ। 'কবিতাগুলি সাঁতারে মায়ায় মতোই ... বিষাদঘন।' নজরুল, ১৯৩৮।

বিষাদ-ছায়া বি বিষাদের ছায়া; ম্লানতা। 'বৃহৎ বিষাদ-ছায়া বিহব গভীর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিষাদপূর্ণ [স] বিণ মলিন। 'পাতাবাহারের ভিত্তে গন্ধভরা সারি, বিষাদপূর্ণ সেওয়াল।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

বিষাদশ্রুতিমা [স] বি দুঃখের ছায়া। 'সহসা অনপেক্ষিত ভাবে

উৎসবের মধ্যে বিবাদপ্রতিমা ... ' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

বিবাদ প্রাণ [স] বি বেনাপূর্ণ মন। 'তনহে কথা বিবাদ প্রাণে।' জগীশ, ১৯৩৩।

বিবাদবস্ত্র [স] বিপ দুষ্টী। 'কৃপাবস্ত্র জলদ বিবাদবস্ত্র হয়ে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

বিবাদ-বরষা [স] বিবাদ-বর্ষা বি বিবাদরূপ বরষা। 'বিবাদ-বরষা নামে যবে মোর শ্রাবণ-গণন ভরি।' নজরুল, ১৯৩১।

বিবাদবান্ধ [স] বি বিবাদরূপ বান্ধ। 'মন হইতে সমস্ত বিবাদবান্ধ উপস্থিতমত ভাড়াইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বিবাদ-বিলীন বিপ বিবাদে বিলীন হয়ে গেছে এমন। 'ম্লান ছায়া-সম বিবাদ-বিলীন নববধূ সীতা আভরণহীন উটীলা বিদায়-রথে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিবাদ-বিষ বি বিবাদের জ্বালা। 'বিবাদ-বিষে জ্বলে শেষে রসের প্রসাদ মাছবে কি।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

বিবাদ-মণনা [স] বিবাদমণা বি ক্রী বিরহে আচ্ছন্ন যে। 'মরি, উন্মাদিনী, বিবাদ-মণনা ...' গিরির, ১৮৮৭।

বিবাদমন্ত্র [স] বি দুরথের মন্ত্র। 'কে আমার উপরে একটি উদার বিবাদমন্ত্র পাঠ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বিবাদময় [স] বিপ বিষয়। 'আমি বিবাদময় দুটি কটি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বিবাদমলিন [স] বিপ বিবাদে ম্লান। 'তার বিবাদমলিন কথাগুলি যদি ফের তুলে যাই।' নীরেন্দ্র, ১৯২১।

বিবাদমাথা বিপ স্মৃতিশূন্য। 'মুখে বিবাদমাথা হাসি।' নজরুল, ১৯৩১।

বিবাদলোক [স] বি দুঃখময় স্থান। 'স্বর্গের পথের পাশে এ বিবাদলোক, এ নরকপুরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বিবাদশাঙ [স] বিপ দুঃখভারাক্রান্ত; দুঃখে নীরব হয়ে গেছে এমন। 'কে তুমি বসিয়া উদাসমুরতি/ বিবাদশাঙ শোভাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিবাদশ্বাস [স] বি দুঃখপ্রকাশক দীর্ঘশ্বাস। 'রোদন, রোদন, কেবলি রোদন, কেবলি বিবাদশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বিবাদসাধার [স] বি বিবাদরূপ সাধার। 'প্রভুর একান্ত অসম্মত ভাবি অমলক প্রবণে বিবাদসাধারে ময়ু হইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিবাদ-সিদ্ধ [স] বি বিবাদরূপ সমুদ্র। 'একবারে বিবাদ-সিদ্ধিতে নিমগ্ন হইয়া ... আত্মবিনাশে প্রকৃত হইতেছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

বিবাদ-বপন বি বিবাদের বপন। 'বিবাদ-বপন দেখি হাসির কোলেতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বিবাদ-স্মৃতি [স] বি দুরথের স্মৃতি। 'ভোলো ভোলো বিবাদ-স্মৃতি।' নজরুল, ১৯৫৯।

বিবাদাচ্ছন্ন [স] বিপ বিয়ুত্প্রাপ্ত। 'যুবক শিক্ষক উঠে বসে, যুগ বিবাদাচ্ছন্ন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিবাদাত্মক [স] বিপ বিবাদময়। 'বিবাদাত্মক ঘটনাকে উপলব্ধ করিয়া কাব্য রচনা করার রীতি।' এনামুল, ১৯৫৫।

বিবাদিত [স] বিপ দুঃখভারাক্রান্ত। 'শিবের বচন শুনি ... হৈল বালা বিবাদিত মতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিবাদিতা [স] বিপ দুরথিত। 'বাপের চরিত্র দেখি হৈল বিবাদিতা।'

সুলতান, ১৭০০।

বিবাদিনী [স] বিপ ক্রী বিবাদময়। 'কুমুদিনী বিবাদিনী লুকাইল দুখে।' ওজ, ১৮৫৮।

বিবারদ [স] বিবারদা বি পারদর্শী। 'সর্ব বিদ্যোতেই বিবারদ।' রামরাম, ১৮০১।

বিদুব রেখা [স] বি দুই মেরু থেকে সমান দূরবর্তী ও ভূগোলিক বিরে আছে এমন কল্পিত রেখা। 'বিদুব রেখা উভয় কেন্দ্র হইতে ৯০ অংশ।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বিদ্বন্ধক [স] বি সংকুত নাটকে কোনো অঙ্কের শুরুতে যে অংশে অতীত ও আগামী ঘটনা বর্ণিত হয়। 'বিদ্যীভাষের বিদ্বন্ধক যেমন মধুর।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বিষ্টর [স] বি (যোগশাস্ত্র) আসনবিশেষ। 'বিষ্টররূপ হইয়া উপবেশনের নিমিত্ত আহ্বান করিত।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বিঠি [স] বি ঠি ১ বি বর্ষ। 'সাবে বিঠি করি ডুবাবে কলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বর্ষাকাল। 'বিঠি চুটাইয়া আইল কার্তিক মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বিঠা [স] বি মল। 'জীবের অস্থি বিঠা দুই শব্দ গোময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিঠাবণ [স] বিপ বিঠার মতো। 'পরদারোতে মাতৃবৎ ও পরের দ্রব্যে বিঠাবণ দেখে।' রামরাম, ১৮০২।

বিঠাইল [স] বি বিঠার হ্রদ। 'যে ব্যক্তি নিত্যকাল ধনপুত্র প্রযুক্ত অযুক্ত কল্যাণিকরূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিঠাইল নরকে গমন করিতে হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিষ্ণু [স] ১ বি হিন্দুপুরাণ মতে জগতের শালনকর্তা নারায়ণ নামক দেবতা। 'কবিতা পুটহাত আরাধি গণনাশ দিলেন বিষ্ণু মহাধরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নরহরি বিষ্ণু।' সেরবি, ১৮৪০।

বিষ্ণুক্রিয়া [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণু-উপাসনা। 'বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন বাইলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিষ্ণুপুর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বৈকুণ্ঠ; স্বর্গ। 'সে দেব সনে/ নেছা বাড়াইলো/ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতি।' বসু, ১৪৫০।

বিষ্ণুখীত [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণুর প্রতি প্রেম। 'পুরের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত বিষ্ণুখীতে ধ্বজে দেন দান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিষ্ণুলোক [স] বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'বোধ করি বা হিন্দুর বিষ্ণুলোকে গেলেন।' শরৎ, ১৯১৬।

বিষ্ণুগুরী [স] বিষ্ণুগুরী বিপ বিষ্ণুগুরে। 'বিষ্ণুগুরী ঢাল ঠিক মূলমামনি ঢাল নয়।' হুগুটি, ১৯৩১।

বিষ্ণুভোগ [স] বি একাত্তার ধান। 'বিষ্ণুভোগ গন্ধেবরী গন্ধতার কাছে।' ভারত, ১৭৬০।

বিদ্যুদবার [স] বিদ্যুত্+বার বি বিদ্যুত্+বার। 'সোমবারে বিদ্যুদবারে বাবা আর দাদা ...' মানিক, ১৯৩৭।

বিদ্যুত্+বার, বিদ্যুত্+বার [স] বিদ্যুত্+বার বি বিদ্যুত্+বার। 'বিদ্যুত্+বার কলকাতা ফিরে আসবে।' নজরুল, ১৯২৮। 'প্রত্যেক বিদ্যুত্+বার।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৭।

বিস [স] বি বিধ। 'অমিতা আচ্ছত্তে বিস গিলেসি রে।' চর্চা ২৯, ১২০০। ব্র বিধ

বিসজ্জল [স বিসজ্জল] বি বিস্রমিত জল। 'বিসজ্জল খাইয়া সিসু ছাড়িল পরানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসসম [স বিসসম] বি বিস্মের মতো। 'অব সব বিসসম লাগএ মোই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসন্তন [স বিসন্তন] বি বিস্রমিত স্তন। 'বিসন্তনে মারুক গিয়া সিসু করি কোলে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসঅ [স বিসঅ] বি বিস্ম। 'বিসঅ বিতর্কি মই বুঝিঅ আনন্দে।' চর্যা ৩০, ১২০০। **ব্র বিসম**

বিসএ [স বিসএ] > ক্রিবি ব্যাপার; বিস্ময়ে। 'আমা বিসএ তোমার হেন দ্রুত মতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসবোধ [স] বি বিরোধ। 'শিখাধিকার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিশের পরস্পর যোরভর বিসবোধ উপস্থিত হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

বিসবোধিতা [স] বি বিরোধিতা। 'অবকালপ্রাপ্তিত ধর্মশাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ বিসবোধিতা প্রযুক্ত ... বহুফল করিতে পারেন নাই।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিসবোধী [স] ১ বি বিরোধী। 'যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতে তাহা, চিরসেবিত মতের বিসবোধী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অঙ্কুরে নিষ্কৃত হইত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ২ বি বিস্বামীত। 'বিসবোধী উপাদান শিল্পের গুণিতে যেমন নিষ্কল।' *স্বীকৃত*, ১৯৩৩।

বিসকুট [প বিকুট, ই বিকিট] বি ময়লা দিয়ে তৈরি চকুনা খাদ্যবিশেষ। 'জাঁতা আফিম চালুনি বিসকুট ...।' *ক্যালশে*, ১৭৮৫।

বিসকিট [ই বিকিট] বি ময়লা দিয়ে তৈরি চকুনা খাদ্যবিশেষ। 'কচাটোতে বিকুট নয়, বিসকিট।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বিসকট [স] বি বিসম সকেট। 'বিসকটে কেলে বসুসেবের উদ্ধার।' *সুন্দর*, ১৬০০।

বিসতুল [স] বি বিস্তারিত। 'এ কালে জনসমাজ ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক বিষম বিসবোধ দ্বারা সাতিলয় বিস্তৃত ছিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

বিসজ্জন [স বিসজ্জন] বি বিসর্জন। 'প্রতিমে বিসজ্জন - স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন।' *হুতায়*, ১৮৬১।

বিসদৃশ [স] ১ বি অপভাষিক। 'এমত বিসদৃশ কার্য।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ২ বি অমিল। 'এমন বিসদৃশের মধ্যে নান্দ্য কোথায়।' *রত্নম*, ১৮৭৫। ৩ বি প্রতিকূল। 'সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনায় করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ বি বিসমানোদ। 'বিসদৃশ কেন?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বিসদৃশতা [স] বি অসামঞ্জস্য। 'এইখানেই বিসদৃশতার শেষ হয় নাই।' *বনকুল*, ১৯৩৬।

বিসনি বি প্রেমিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বিসন্ন [স বিসন্ন] বি বিসর্জন। 'বেগম বিসন্ন বদনা খিয়ামালা অতি কাতরা হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।' *রামরায়*, ১৮০১। **ব্র বিসন্ন**

বিসন্ন্য [স বিসন্ন্য] বি বিসন্ন। 'কান্ডবিরোধে মো হোহি বিসন্ন্য।' চর্যা ৪২, ১২০০।

বিসবাস [স বিবাস] বি বিবাস। 'নিষ্ঠুর সখী বিসবাস ন দেই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসম [স বিসম] বি ভীষণ; সামোচিত। 'দেবিয়া বিসম তবে সব নৃপন।' *মালাধর*, ১৫০০। **ব্র বিসম**

বিসময় [স বিসময়] বি বিস্ময়। 'পেঙ্গি সমাদ সুনীএ হরি বিসময়।' *২১১৩*

বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিসমা [স বিসমা] বি বিস্মিত। 'বুড়নটিক বিসমা হোই।' চর্যা ১৭, ১২০০।

বিসমিত্তা [আ বিসমিত্তা] বি (ইসলামি রীতি) আত্মহার নামে তত্ত্ব। 'অপবিত্র ধন দিতে বিসমিত্তা যে পড়ে।' *আজ্ঞাওল*, ১৬৮০।

বিসমিত্তাভে গলদ - গোড়ায় গলদ। 'জাতি গঠনের সকল আয়োজনে বিসমিত্তাভেই গলদ বহিয়াছে।' *আজ্ঞাওল*, ১৬৮৯।

বিসমোদ্যাই গলৎ - চকুতেই ভুল। 'আমাদের বিসমোদ্যাই গলৎ।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

বিসমিত্তায় গলদ - চকুতেই ভুল। *সুন্দর*, ১৯০৬।

বিসমিত্তাহা [আ বিসমিত্তাহা] বি (ইসলামি রীতি) আত্মহার নাম 'শরণ করে কাজ শুরু। 'হাসানও বিসমিত্তাহ বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।' *মহারহুম*, ১৮৮৫।

বিসমোদ্যায় গলদ - প্রবচনবিশেষ। "'বিসমোদ্যায় গলদ' কথাটা এমন জ্ঞানদায় বসিতে পারে যেখানে অলংকারের দোষ না হইয়া গুণ হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিসবাস [স বিসবাস] ১ বি শরুতা। 'শিখি সর্পে বিসবাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি বিরোধ। 'বায়ুর সহিত ক্রোধের বিবাদ বা বিসবাসাদি হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'যোরভর বিসবাস উপস্থিত হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

বিসবাসিনী [স] বি স্ত্রী বিরোধে অনুরাগ এমন। 'হে যীনকেতন! - তোমার এমন বিসবাসিনী প্রবৃত্তি কেন?' *রামনায়ায়*, ১৮৫৪।

বিসবাসী [স] বি শরুতা। 'বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসবাসী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বিসবাসী সুর [স] বি বিশেষ কোনো রাগিণীতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় না, সেই শব্দ সেই রাগিণীর বিসবাসী শব্দ। 'বিসবাসী সুরগণকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

বিসন্ন [স বিসন্ন] ১ বি প্রসন্ন। 'তেজি সে জ্ঞানি আমি সংসার বিসন্ন।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি তৃপ্তি। 'জান হালবেল সাহেবের সহিত আহার কোনো বিসন্ন নাই।' *মের্স*, ১৭৫৭। ৩ বি দায়। 'টাকা দিবার বিসন্ন নাই।' *মের্স*, ১৭৫৭।

বিসন্ন ব্র বিসন্ন

বিসন্ন বি ভোলানো। 'অসুর বিসন্ন মোহিনী।' *কৃষ্ণরায়*, ১৭২০।

বিসন্ন বি বিসন্ন; বিস্মৃতি। 'শোনে পৃথিবী, এই রাত্রির শীত, সফল বিসন্ন।' *জীবন*, ১৯৪০।

বিসন্ন্য [স বিসন্ন্য] ক্রি ভেলা। 'বিসন্ন্য হরি তেহি ম বিসন্ন্য।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিসন্ন্য** ক্রি বিস্মৃত হলো। 'বোলি বিসন্ন্য দখ বিসবাস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **বিসন্ন্য** ক্রি বিস্মরণ করি। 'বিসন্ন্য জ্ঞান লোকলোকে সন্ধান, আও আও লো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭। **বিসন্ন্য** ক্রি ভুলে গেলো; বিস্মৃত হলো। 'কান বিসন্ন্য ভালে।' *বড়*, ১৪৫০। **বিসন্ন্য** ক্রি ভুলে গিয়ে। 'বিসন্ন্য রাখার বোল চালিল দশনে।' *বড়*, ১৪৫০।

বিসন্ন্য [বিসন্ন্য] বি বিস্ময়। 'নাহি হেন ভাল ব্যাক কবো বিসন্ন্যে।' *বড়*, ১৪৫০।

বিসর্গ [স] ১ বি বায়োটাসার বর্ণবিশেষ; 'ঃ' বর্ণ। ২ বি সামান্যতম। 'ভাষার বিসর্গবিশিষ্ট পদার্থ লিখিতে অলপ্য ছিল না।' *দর্পণ*, ১৮৩২। ৩ বি সংস্কৃত শব্দের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। 'এক শ্রেণীর কাছে বাকলা

বিসর্জন

তাঁরা বলতে বোঝায় অনুসরণ বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯২৯।

বিসর্জন, বিসর্জন [স] ১ বি ত্যাগ। 'গুজা নির্বাহন হৈলো পাছে করে বিসর্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'লাঘব করিয়া তাকে দিল বিসর্জন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি (প্রতিমাধার ক্ষেত্রে) জলে নিক্ষেপ। 'প্রতিমা বিসর্জনের দিন পৌরুর ছোট্ট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোল।' *হুজুত*, ১৮৬১।

বিসর্জন-বাজনা [স বিসর্জনবাদ্য] বি (বিসর্জমাছ) বিসর্জনের বাদ্য। 'বাজিল বিসর্জন-বাজনা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বিসর্জিত [স] বিণ ত্যাগ করা হয়েছে এমন। 'তুমি আজ সত্যি পরাজিত, বিস্মৃত, বিসর্জিত।' *সুন্দর*, ১৯৬১।

বিসর্জক, বিসর্জক [স] বিণ পরিত্যাগকারী। 'নিজ আত্মাই আমার বিসর্জক।' *মহাররক*, ১৮৮৫।

বিসর্জা, বিসর্জা [স বিসর্জন>] ক্রি ত্যাগ করা। **বিসর্জি** ক্রি বিসর্জন করি। 'বিসর্জি ধর্মেরে হায় অধর্মেরে জ্বলে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। **বিসর্জিনু** ক্রি পরিত্যাগ করছি। 'আজ হতে বিসর্জিনু এ হার ধনুক বাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। **বিসর্জিয়** ক্রি বিসর্জন করো। 'জে তুমিতে বসে তাহা বিসর্জিয়া জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিসর্জিয়া** ক্রি বিসর্জন করে। 'পূত্র জ্বলে বিসর্জিয়া আইল যুবরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **বিসর্জিল** ক্রি বিসর্জন করলো। 'রজনীত নিয়া পুত্র বিসর্জিল জলে।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিসর্পিণী [স] বি স্ত্রী গতিশীলা। 'একটু এগোও, বিসর্পিণী, একটু এগোও।' *শব্দ*, ১৯৬৬।

বিসর্পিত [স] বিণ বিকৃত। 'তাহার সমুখে অতিদূর বিসর্পিত দুর্গম শৈলপথের মতো এতদূর হইয়া উঠিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'অনন্ত হ্রদে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিসর্পিত।' *বিকৃত*, ১৯২৯।

বিসর্পিল [স] বিণ আঁকাবাঁকা। 'আঁজিকার মানুষের জয়; অশ্লম জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিজীবিধিকায়।' *সুভাষ*, ১৯৪৮।

বিসর্পাণা বি ফুলবিশেষ। 'বিসর্পাণা ভারতীয় তুলিয়া পুর্নিল সাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিসা [গা বীসতি] ১ বিণ (মাসের তারিখ) বিশতম। 'বিসা মাহ মার্চ সন ১৭৮৪।' *কালপে*, ১৭৮৪; 'বিসা তারিখ অবধি মোকুপ হইবেক।' *কালপে*, ১৭৮৯। ২ বি ১৬০ ডোলা। 'সর্বলোককে জ্ঞান পাচ সেরে বিসা।' *ওর্ডা*, ১৭৮৪।

বিসাসয় বিণ ১২০ সংখ্যক। 'বিসাসয় গালি দিলেক সুনে সর্বজনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসাদ [স বিঘাদ] বি দুঃখ। 'সান্তনুর মনে হৈল যথ হরিষ বিসাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

বিসাদিত [স বিঘাদিত] বিণ বিঘাদযুক্ত। 'অতীশে শূনিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসায় বি বিষয়। 'গেরোন করু জে বিসায়।' *হ্যালহেড*, ১৭৭০।

বিসার [স বিশালা] বিণ বিশাল। 'পৃথিবী সমুহ পত্র সারদা করিয়া জোড় সুরতক দেখখী বিসার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বিসারী বিণ বিকৃত। 'দূসর ভবিষ্যৎ যোজন-বিসারী প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।' *শতকর্তা*, ১৯৫৫।

বিসাল [স বিশাল] বিণ অতিশয় উচ্চ। 'আসে উঠি রোল সতে করিল

বিসাল।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিশালা [স বিশালা] বিণ দ্বী প্রকাণ্ড; বড়ো। 'কন্দুকর্তি মাথা বিন নিতুম বিশালা।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিশাল্যকরুণি [স বিশাল্যকরুণী] বি ঔষধি লতাবিশেষ। 'বিশাল্যকরুণি হইলে সেনা পায় প্রাণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিসিষ্ট [স বিশিষ্ট] বিণ বিশেষ প্রকারের। 'দেহত বিসিষ্ট অর্ধ সুন নারিণ্য।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসুখ [স] বি অসুস্থতা; সুখের অভাব। 'অসুখ নেই, বিসুখ নেই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

বিসুদ্ধ [স বিতদ্ধ] বিণ ঝটি। 'সোলদল বিসুদ্ধ নাম বিদ্যুত দাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসুচিকা [স] বি কলেরা। 'ইপায় ইপানি - মহাপাড়া; বিসুচিকা গতজ্যোতিঃ আঁধি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বিশেষি [স বিশেষ] ক্রিণ বিশেষ করে। 'আন কি কহবি বিশেষি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিশেষঃ [স বিশেষ] বিণ বিশেষ। 'বিশেষঃ তহসিল ভাগলপুরের পত্র লিখিছেন।' *মেয়র*, ১৭৭৪; 'ছাওয়ালের প্রাদেশিক মন্ডল হয়ে বিশেষঃ।' *ওর্ডা*, ১৭৭৯।

বিসেস [স বিশেষ] বিণ বিশেষ। 'হাম সিখারের চরিত বিসেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বিসেসত [স বিশেষতঃ] ক্রিণ অধিক্ত; বিশেষ করে। 'বিসেসত সিন্ধুপাল তোমার কারনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিসোআশ [স বিঘাসা] বি বিঘাস। 'তুয়া আশাস বচন বিসোআশে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বিকিট [স] বি ময়দার তৈরি তরুণা বাঘাবিশেষ। 'বীশ-টী ও এরাকট বিকিট বাইতে চাও না তবে বাইরে কি?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বিকুট [স বিকোট, ই বিকিট] বি ময়দার তৈরি তরুণা বাঘাবিশেষ। 'বিকুট ক্রম করিয়া তরুণ করেন।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

বিস্টি [স বৃষ্টি] বি বর্ষা; বারিধারা। *ওর্ডা*, ১৭৮২।

বিত্তর [স] ১ বিণ অনেক; গ্রন্থ। 'খাণ্ডব বনেতে আছে বিত্তর পশুণ।' *মালাধর*, ১৫০০; '... কেতি পরে ইমারত করিল বিত্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ ক্রিণ বিকৃতভাবে। 'সে সব আনন্দ বেনে বর্ষি বিত্তর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ বিণ বিশৃঙ্খল। 'বিত্তর লভর সঙ্গে অভিশয় জুম।' *ভারত*, ১৭৩০। ৪ বিণ অধিক। 'বিত্তর দূর যাইতে হয় না।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৫ বি তারতম্য। 'কলিকাতাতে তঞ্চলুর মূল্য কলনের মধ্যে বিত্তর বিত্তর হয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বিত্তরক্ষ [স] ক্রিণ বিপক্ষ। 'রৌশনাইর গন্ধ মেঘন আকাশে বিত্তরক্ষ থাকে না।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

বিত্তর বিত্তর ১ ক্রিণ বহু প্রকারে। 'রাজারা আশনকার অন্যেবণ বিত্তরং করিয়া ...' *রামরাম*, ১৮০১। ২ ক্রিণ বিশৃঙ্খল পরিমাণে। 'বিত্তরং অর্থ বিত্তর দিয়া হরিষ মনে বিদায় করিলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

বিত্তার [স] ১ বিণ বিকৃত। 'সমুদ্র দুর্গম দেখি অনেক বিত্তার।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি প্রচার। 'ইচ্ছা ভরি করিব বিত্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ বি প্রকাশ। 'এই অজ্ঞানী সার সুমনে বিত্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ বিণ বিশদ। 'সে বর্ণিতে গ্রহ হয় অতি বিত্তার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৫ বি প্রসারণ। 'বাত্ত হত বিত্তার করিয়া

বশিতছেন।' *রামায়ণ*, ১৮০২। ৬ বি গ্রন্থ। 'বস্তুর লখা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য, দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে রেখ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৭ বি বৃষ্টি। 'আপন প্রকৃত্ত্ব বিস্তার করিতেছে।' *বহ্নিম*, ১৮৭৮।

বিস্তার করা কি বিছিয়ে দেওয়া। 'বুদ্ধের তলে জাল বিস্তার করিয়া তবু কণা ছড়াইয়া দূরে বলিল।' *রামায়ণ*, ১৮০২।

বিস্তারপূর্বক [স] ক্রিয বিসারিত করে। 'তচ্চ চক্ষু বিস্তারপূর্বক নিদামধ্যাহ্নেকের আকাশে তাকাইয়া ...।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিস্তারবন্দনা [স] বিণ ক্রী মুখ হা করে আছে এমন। 'ঈপিচর্ম পরিধান তচ্চ মাসে বিতুষণা বিস্তারবন্দনা ভয়ঙ্করা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বিস্তারশীল [স] বিণ বিকাশমান। 'তা ... বাহ্যে সাহিত্যকে ... বিস্তারশীল, উর্ধ্বণ বৈষিকতায় প্রাধিকারিত করে।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিস্তার্য [স] বিস্তার্য। ক্রি বিস্তৃত করা। বিস্তারি ক্রি বিস্তৃত করে। 'বিস্তারি না বর্ষি স্যার্য্য কহি অল্পাকরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। বিস্তারিতে ক্রি ব্যাখ্যা করতে। 'শেখশীলার সুস্পষ্ট তৈল কিছু বিবরণ ইহা বিস্তারিতে চিত্র হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। বিস্তারিতেছে ক্রি বিস্তার লাভ করছে। 'ঐ সকল ফুলের গৌরব বিস্তারিতেছে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। বিস্তারিয়া ক্রি বিস্তৃত করে। 'কবে দুঃপতি তাহা পরে বিস্তারিয়া লিখি।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫। বিস্তারিল ক্রি বর্ণনা করলো। 'দশ দুই বিস্তারিল সারের পাতক।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। বিস্তারিলা ক্রি বর্ণনা করলো। 'আকাশসম্বা প্রতিফলি সপুলকে বিস্তারিলা ভারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বিস্তারিত [স] ১ বিণ প্রসারিত। 'অতি সুশোভিত বস্তু বিস্তারিত।' *চন্দ্র*, ১৬০০। ২ বিণ বিশদ। *হ্যাপহেড*, ১৭৭৮। ৩ ক্রিয বিশদভাবে বর্ণনা। 'তাহাতে তত্ত্বাবধায় বিস্তারিত করিয়াছেন।' *কবির*, ১৮০২। ৪ ক্রিয বিশদভাবে। 'অহাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেন।' *ভারতী*, ১৮০৩। ৫ বিণ প্রচারিত। 'হৃদয়দ্বিগের প্রোত্বে আদি তাবৎ শাস্ত্র ইউরোপে বিস্তারিত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৬ বিণ দীর্ঘতর। 'শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বিস্তারিয়া ১ ক্রিয বিস্তারিতভাবে। 'বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ ক্রিয প্রসারিত করে। 'দ্বিবিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া বনভরের আনন্দের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ ক্রি ছড়িয়ে পড়া। 'অর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

বিস্তারী [স] বিণ বিস্তৃত হয়ে আছে এমন। 'দিশপবিস্তারী শস্যক্ষেত্রে দিকে দোখ রাখিয়া ...।' *বিক্রান্ত*, ১৯০৮।

বিস্তারে ক্রিয বিস্তারিতভাবে। 'বিসিত পুরাণ কত কহিব বিস্তারে।' *মহাভারত*, ১৭৮১।

বিস্তার্য্য বি বিহান। 'বিস্তার্য্য বাঁধবার হোস্তল।' *নন্দকল*, ১৯২৭।

বিস্তার্য্য দ্র বিস্তার

বিকীর্ণ [স] ১ বিণ বিশাল। 'সে হোয়া অতি বিকীর্ণ এক দেশের প্রায়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ বিণ ছড়িয়ে পড়েছে এমন। 'ধন আর সারমুক্তিকা ইহা রাসীকৃত হইলে কোন ফলোদায় হয় না কিন্তু বিকীর্ণ হইলেই ফলোৎপাদি।' *বসন্ত*, ১৮২৯। ৩ বিণ প্রশস্ত। 'যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আকিতে পারিতাম, নিটোল অখচ বিকীর্ণ।' *বহ্নিম*, ১৮৬৫। ৪ বিণ পরিব্যাপ্ত; প্রসারিত। 'যাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র দুঃসুখ ও দুঃকালে বিকীর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বিকীর্ণতা [স] বি বিস্তার; ব্যাপ্তি। 'প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত

বিকীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারাই নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিকৃত [স] বিণ প্রশস্ত। 'অতিশয় মানোভোজ প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ি তদুপর বিকৃত সমন্বী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮০৩।

বিকৃততর [স] বিণ আরও ব্যাপক। 'তাহার অর্থ বিকৃততর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

বিকৃত্য [স] ১ বিণ বিস্তারিত। 'একল রাজাদের কথা মতভারতে অতি বিকৃত্য আছে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ২ বিণ ক্রী প্রশস্ত। 'পৃথিবী বা পৃথিবীর প্রকৃত অর্থ বিকৃত্য।' *স্বদেশী*, ১৯০১।

বিস্কারতা [স] বি ক্ষুতি। 'অতিসমিক্রিত অতিভূত তাহারক এমন আনন্দ দিতে লাগিল - এমন একটা বিস্কারতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

বিস্কারমাণ [স] বিণ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে এমন। 'প্রশাসনের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত অপচার বিস্কারমাণ।' *শিব*, ১৯৫৬।

বিস্কারিত [স] ১ বিণ প্রসারিত। 'তাহার শক্তি দেখিয়া বিশ্ববিবিস্কারিতনেলে নির্বাক ... হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। 'প্রাণপনে চক্ষু বিস্কারিত করে।' *নন্দকল*, ১৯১৯। ২ বিণ উদার। 'গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্কারিত হবে মন, হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সর ছিড়িয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪। ৩ বিণ ক্ষুতি-ভরা। 'যমুনা কদিতে চাহে বৃষ্টি, কেন রে কাদে না কণ্ঠ তুলে - বিস্কারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আশানার মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

বিস্কারিতনেত্রা [স] বি প্রসারিত। 'তাহার শক্তি দেখিয়া বিশ্ববিবিস্কারিতনেলে নির্বাক ... হইয়া থাকি।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিস্কারা [স] বিস্কার। ক্রি ছড়িয়ে দেওয়া। 'পুণ্ড পুণ্ড বিস্কারিয়া স্কীত গর্বভরে নাচিলে ভবনলিখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বিস্কুরিত [স] বিণ দীপ্ত। 'অভাবনীর শাবণা বিস্কুরিত হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

বিস্কুলিঙ্গ [স] বি ক্ষুদ্রিঙ্গ; আতনের মুশকি। 'রাজা খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্কুলিঙ্গ ছুটিছে।' *ভারত*, ১৭৬০।

বিস্ফোটক [স] ১ বিণ ক্রমপ্রসারমান। 'বিস্ফোটক বস্ত্রবিশ্ব যায় যদি কিস্রকণ্ডে ফেটে।' *স্বদেশী*, ১৯২৮। ২ বি বিস্ফোজ। 'আমি যেন গোদা চরণ ভূমি তাহে বিস্ফোটক।' *নন্দকল*, ১৯০২।

বিস্ফোরক [স] ১ বিণ বিস্ফোরণ ঘটায় এমন। 'সেন কোনো, বিস্ফোরক ভরসের ধনি।' *জীবন*, ১৯৩০। ২ বিণ বিস্ফোরিত হয় এমন। '৫০০ গাউণ্ড গুলনের বিস্ফোরক বোমা আনাত বোধধর ...।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৩ বিণ উত্তেজক। 'কিছু কিছু শব্দকে করেছে বেআইনী ওয়া ভয়ানক বিস্ফোরক ডেবে।' *পানসুর*, ১৯৭২।

বিস্ফোরণ [স] ১ বি ফেটে যাওয়া। 'নন্দকের বিস্ফোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া প্যানপুঞ্জ হতেই গ্রহের উৎপত্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ বি প্রসৃত বৃষ্টি। 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এখানে যতটা ভয়াবহ।' *বেগম*, ১৯৬৮।

বিস্ফোরণশীল [স] ক্রিয বিস্ফোরিত না হয়ে। 'কালের গহবরে খেলা করে চিরকাল বিস্ফোরণশীল।' *সুভাষ*, ১৯৪৮।

বিস্ফোরশা [স] বিস্ফোরণ। ক্রি বিস্কুরিত হওয়া; টিকতে পড়া। 'অন্ত নেড়ে বিস্কুরিল জ্যোতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

বিস্কুর দ্র বিস্কুর

বিশ্ব দ্র বিশ্বময়

বিষাদ [স] ১ বিণ জড়। *ম্যামোজ*, ১৭৪৩। ২ বিণ খেতে ভালো লাগে না এমন। 'যাহা ঝাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুখ বল; যাহা মন্দ

বিবাদ

লাগে, তাহাকে বিবাদ বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ৩ বি বিতৃষ্ণা।
'বিবাদ না জন্মে যেন বিচারাচারে ক্ষুদ্রত্ব হরাইয়া।' *রবীন্দ্র*,
১৯০১। ৩ *কি* বিবাদ। 'পৃথিবী সংসার সমস্ত বিবাদ হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০। ৪ *কি* বিবাদহীন। 'বাহা হাতের কাছে আছে, তাহা
আমাদের কাছে বিবাদ হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

বিবাদু [স] *কি* কুবিদ্যমুক্ত। 'হৃদি ক্রোশ দুই একটি বৃক প্রত্যক্ষ
করা যায়, তাহাতেও বিবাদু ও বিষময় ফলেরই উৎপত্তি হয়।' *অক্ষয়*,
১৮৪৯।

বিবাস [স] বিবাস। *বি* আঘা; উরস। 'হেন জেনে না হইল তোমার
বিবাস।' *মালাধর*, ১৫০০। *প্র* বিবাস

বিবিশি [স] বিবিশি। *কি* বিবিশি। 'রাজকীয় কর্ণে বিবিশি হইয়া কোন
সমচার শিখই নাঞি।' *ওসী*, ১৭৮২। *প্র* বিবিশি

বিবোত [স] বিবিশি। *কি* বিবিশি। 'রাজকীয় কর্ণে বিবোত হইয়া কোন
সমচার শিখই নাঞি।' *ওসী*, ১৭৮২।

বিবন্ধ [স] *কি* বিব। *কি* বিবন্ধ। 'জন্মের বিবন্ধ হেন কিছ হ্রি নহে।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিবদ্য [স] ১ *কি* অবাক হওয়ার ভাব। 'হাতাশরত্রে বৈল পরমবিদ্যার।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *কি* আচর্য। 'মার্যাদানী সের মাগে ইথে *কি*
বিবদ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *কি* বিবিশি। 'কালী-ক্লিষ্ট দুই
মহাদম, রাজার প্রসাদ সেবি হৈল বিবদ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৪ *কি*
বিবদ্য। 'আপদকাল যে বিবদ্য করে সে কাপুরুষের লক্ষণ।' *রামরায়*,
১৮০২।

বিবদ্য [স] বিবদ্য। *কি* বিবদ্য। 'বিবদ্য না করি গোপি ছির কর মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বিবদ্য-উল্লাস *কি* বিবদ্যে উদাস। 'একদিন সেই বিবদ্য-উল্লাস
নিমেষটিকে, অকারণে অসমের, মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্ন।' *রবীন্দ্র*,
১৯০৭।

বিবদ্যেরকর [স] *কি* আচর্যজনক। 'এই বিবদ্যের কার্যটি
ইন্দ্রজয়দ্বারী লক্ষ্যমণ্ডলের পাদদেশ-প্রাচীরটি টেমস নদীর তলভূমি-
মধ্যস্থিত সুভঙ্গবর্ণ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৪।

বিবদ্য-পান *কি* বিবদ্যের পান। 'হৃদয় বিবদ্য-পান উঠিলেক গহিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৪।

বিবদ্যমত [স] *কি* বিবিশি। 'রাজ্যও ভনিরা, ঐক্য ও বিবদ্যমত হইয়া
...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিবদ্যচকিত [স] *কি* আচর্যগণিত। 'তার বিবদ্যচকিত চাটনি।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিবদ্যজনক [স] *কি* আচর্যজনক। 'তদীয় ইন্দ্র বিবদ্যজনক
ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত্য নরপতির কর্ণপোচ হইলে ...।' *বিদ্যা*,
১৮৭৭।

বিবদ্যদৃষ্টি [স] *কি* বিবিশি দৃষ্টি। 'প্রথম বিবদ্যদৃষ্টি মেলে ধরে বিবাদ
বিবাসে।' *সুভাষ*, ১৯৪৮।

বিবদ্যদীর [স] *কি* আচর্যজনক। 'তাঁহারা সেরূপ কৃতকার্য
হইয়াছেন তাহা অতিবিবদ্যদীর।' *দর্শন*, ১৮০০।

বিবদ্যদর্শী [স] *কি* আচর্য। 'সবই সেই তত্ত্বটির সময়টির মতোই
উজ্জল বিবদ্যদর্শী হয়ে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

বিবদ্যবিমুখ [স] *কি* বিবদ্যে অতিকৃত। 'তাঁহারা বিবদ্যবিমুখ হইয়া
শোনে।' *ভাষা*, ১৯৪০।

বিবদ্যবিষ্করিত [স] *কি* বিবদ্যে প্রসারিত। 'বিবদ্যবিষ্করিত বদলে
শ্রীধর কিছুক্ষণ জলধরবাহুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।' *বনমল*,
১৯০৬।

বিবদ্যময় [স] *কি* বিবদ্যে বিস্তার। 'এই বিবদ্যময় বালিকাটি
কীদৃষ্টি শশিকৃষ্ণের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বিবদ্য মানা *কি* বিবিশি হওয়া। 'বিবদ্য মানিল সবই ভনি।' *রবীন্দ্র*,
১৮৯৯।

বিবদ্যমিশ্রিত [স] *কি* বিবদ্যের ভাব মেশানো। 'মনে বিবদ্য-মিশ্রিত
একটা জীবন জীবের উদ্দেশ্য হয় মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বিবদ্যমুখ [স] *কি* বিবদ্যে মোহিত। 'আমার এ বিবদ্যমুখ ভাব।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বিবদ্য-রস [স] *কি* বিবদ্যের ভাব। 'বতই তোমার ভাব, তাবি
অন্তরে, ততই বিবদ্য-রসে হই নিমগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বিবদ্যলাগা *কি* বিবদ্যে সৃষ্টি করে এমন। 'তবু জ্ঞানি এত বিবদ্য-
লাগা সভ্যতা আছে।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৫৯।

বিবদ্যলাগার [স] *কি* বিবদ্যের সঙ্গ। 'এই অজ্ঞত ব্যাধার দর্শনে
বিবদ্যলাগারে মগ্ন হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিবদ্যবিমিতা [স] *কি* ক্রী বিবদ্যে হতবাক। 'সীতা কখন
বিবদ্যবিমিতা; কখন আনন্দোমিতা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

বিবদ্যবিশিষ্ট [স] বিবদ্য-আকৃষ্ট। *কি* বিবদ্যে বিহ্বল। 'গাথা দোহার
মুখে বিবদ্যবিশিষ্ট হিয়া।' *সত্যজিৎ*, ১৯১২।

বিবদ্যবিশিত [স] বিবদ্য-অবিশিত। *কি* আচর্যগণিত। 'তাঁহারা ...
বিবদ্যবিশিত চিত্তে, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*,
১৮৪৭।

বিবদ্যাপন্ন [স] বিবদ্য-আগ্ন। *কি* অবাক; বিবিশি। 'জামাতা এ
সকল ভনিরা বিবদ্যাপন্ন হইলেন।' *রামরায়*, ১৮০১; 'অত্যন্ত
বিবদ্যাপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*,
১৮১২।

বিবদ্যাবহ [স] বিবদ্য-আনহ। *কি* আচর্য রকম। 'বিবদ্যাবহ উকর্ণ
ও কার্য-সৌকর্য্যকী উন্নতি মানবদ্বিধনে সংশোধিত হইয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বিবদ্যাবিষ্ট [স] বিবদ্য-আবিষ্ট। *কি* বিবদ্যে বিহ্বল। 'রাজা, তদীয়
কর্তব্যের প্রবণে, সান্তিয়ার বিবদ্যাবিষ্ট হইলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

বিবদ্যাবিকৃত [স] বিবদ্য-অতিকৃত। *কি* বিবদ্যে বিহ্বল। 'মাতা
বিবদ্যাবিকৃত হইয়া অসেক্ষণ বসিয়া রহিলেন।' *নজরুল*, ১৯০১।

বিবদ্যাহতা [স] বিবদ্য-আহতা। *কি* ক্রী বিবদ্যে অতিকৃত। 'বত
ডাকিনী-যোগিনী বিবদ্যাহতা।' *নজরুল*, ১৯২২।

বিবদ্যে অম। *কি* হতবিহ্বল হ'য়ে যোয়া। 'মহাকালমাসে আমি
মানব একাকী ত্রিম বিবদ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

বিবদ্যোজ্জ্বল [স] বিবদ্য-উজ্জ্বল। *কি* বিবদ্যাপন্ন। 'তাঁহার সন্নিকর
এটি বিবদ্যোজ্জ্বল আদর্শ নির্বাক হইয়া আসে।' *প্রবন্ধ*, ১৮৯৮।

বিবদ্যর্শ [স] ১ *কি* বিবিশি। 'ছাড় কৃষ্ণকথা অথবা/কহ অন্য কথা অন্য/
বাত কৃষ্ণের হয় বিবদ্যর্শ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। 'কাকে নাহি বিবদ্য
দিয়াছে আহার।' *আলাওল*, ১৬০০। ২ *কি* ভুল-বাওরা। 'হয় বিবদ্য
কবচে অক্ষয় কখন মর দর্শন দিল - সমরটা হৃদয়ান ভিলিন।' *রবীন্দ্র*,
১৯০১।

বিবদ্যর্শপতি [স] *কি* *কি* ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা। 'আমার অনাম্য

বিশ্বরূপশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বিশ্বরূপী [স। বিশ্ণু] বিশ্ণুরূপ করে এমন। 'অজুত দীর্ঘবাস/ বিশ্বরূপী সুর্য্যাস দিত্য নিমজ্জিত।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বিশ্বরূপীয় [স। বিশ্ণু] বিশ্বরূপযোগ্য। সেবধি, ১৮৩৯।

বিশ্বরী [স। বিশ্বরূপ]। ক্রি ভুলে যাওয়া। বিশ্বরীতি ক্রি বিশ্বত হবে। 'বিশ্বরীতি সব দুঃখ জন্মের আনন্দ।' বাহ্যম, ১৬৫০। বিশ্বরীতি ক্রি ভুলে গেলো। 'বিশ্বরীতি পছতে পাইল বড় দুঃখ।' আলোক, ১৬৮০।

বিশ্বিত [স। ১ বিশ্ণু অবা। 'অম্বহিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিশ্বিত।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিশ্ণু আতর্বাধিত। 'এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিশ্বিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বিশ্ণু যুগ। 'এক করিয়া তুলিবার মধ্যে যে যুগ শক্তি আছে, আমি তাহাই অনুভব করিয়া বিশ্বিত হইয়া সেলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বিশ্বিতা [স। বিশ্ণু] আতর্বাধিত। 'অন্তরে বিশ্বিতা শরী বসিল তাঁহারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বিশ্বীত [স। বিশ্বিতা] বিশ্ণু বিশ্বিত; অবা। ওর্গা, ১৭৮২।

বিশ্বিত্তি বি বিশ্বয়। 'বাহা হেরি যুবকদামেরে বিশ্বিত্তি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বিশ্বিত্ত [স। বিশ্ণু] ভুলে গেছে এমন। 'উপকার বিশ্বিত্ত কখন হয় না ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বিশ্বিত্তপাঠ [স। বিশ্ণু] পড়া ভুলে গেছে এমন। 'বিশ্বিত্তপাঠ ছাড়ার মতো ধর্মমত খাইয়া চুষ করিয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিশ্বিত্তপ্রায় [স। বিশ্ণু] প্রায় ভুলে গেছে এমন। 'রামমোহন কৃষ্ণ শাধারণের অনবিদ্যা বিশ্বিত্তপ্রায় বেল-পুরাণ-তন্ত্র ইহতে সারোচ্ছিন্ন করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের শেখরব পুঙ্খল রাখিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। 'হৃদিও এখন তাহা বিশ্বিত্তপ্রায়।' মোহনমল্লী, ১৯৫৯।

বিশ্বিত্তশিকা [স। বিশ্ণু] শিক্ষা ভুলে গেছে এমন। 'বিশ্বিত্তশিকা সেই হস্তশাসিনী ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বিশ্বিত্তা [স। বিশ্ণু] বিশ্বিত্ত। 'আপন গর্ভধারিণীকে বিশ্বিত্তা হইয়া ঐ বয়সকেই মাতৃসমাধানে করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বিশ্বিত্তি [স। বি ভোলা; ভুলে যাওয়া। ওর্গা, ১৮৮৫। 'বিসর্জিতের ভূভারত, বিশ্বিত্তির জলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বিশ্বিত্তি-আধার বি বিশ্বিত্তির অধকার। 'দীপরঞ্জে আলো করি বিশ্বিত্তি-আধারে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বিশ্বিত্তি-আলার বি বিশ্বিত্তির বাস যে আলয়ে। 'সুত ছিলে এতকাল ধরণীর বন্ধে, চিররাত্রিসুশীতল বিশ্বিত্তি-আলারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বিশ্বিত্তিকীট [স। বি বিশ্বিত্তির কীট। 'সময়ের গলি শত্রুজিহ্ব, বিশ্বিত্তিকীট কাটে।' বিষ্ণু, ১৯০৭।

বিশ্বিত্তিকুমাণা [স। বিশ্বিত্তি+কুমাণা] বি বিশ্বিত্তির কুমাণ। 'হিল যেনো সমাচ্ছন্ন করি বহু ধরি বিশ্বিত্তিকুমাণা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিশ্বিত্তিক্রমে ১ ক্রিয়ণ বিশ্বিত্তিবশত; ভুলে যাওয়ার কারণে। 'লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিশ্বিত্তিক্রমে বর্ণ পরিচয়িত হয় নাই।' হুজুর, ১৮৬১। ২ বি বিশ্বিত্তিগোপবশত। 'বিশ্বিত্তিক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই।' দর্পণ, ১৮২৭।

বিশ্বিত্তি-জল বি বিশ্বিত্তির জল। 'ভূবারে বিশ্বিত্তি-জলে মুছে সবে

ফেলিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

বিশ্বিত্তিগারিণী [স। বি ভুলিয়ে দেয় যে। 'প্রিয়জনসমূহ কাকে দিতে চাইছে, বিশ্বিত্তিগারিণী।' নজরুল, ১৯২৬।

বিশ্বিত্তিগারায়ণ [স। বিশ্ণু] বিশ্বত থাকে এমন। 'অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিশ্বিত্তিগারায়ণ, সুমুখিময় অর্থ।' হাসান, ১৯৬৭।

বিশ্বিত্তিপ্রদোষ [স। বি বিশ্বিত্তির অধকার। 'তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিশ্বিত্তিপ্রদোষ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বিশ্বিত্তিশয্যা [স। বি বিশ্বিত্তির শয্যা। 'এক বিশ্বিত্তিশয্যায়ে নৈচ্ছর্য লাভ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বিশ্বিত্তিশীলতা [স। বি বিশ্বিত্তিশীলতা। 'অসম্ভব বিশ্বিত্তিশীলতার দোষ স্বীকার করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বিশ্রেন [স। বি শ্বলন। 'রাষ্ট্রিক-আর্থিক বিশ্রেনের পরিবেশেও মনোবিত্য চর্চা ও প্রকাশ অন্তত কিছুকালের জন্য সম্ভবপর।' শিব, ১৯৫৬।

বিশ্রু [স। ১ বি হ্রাত। 'বিশ্রুত বা পুণ্যভূত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ বিশ্ণু অবিনাশ। 'তাহার বিশ্রুত কেশ ও রাত-জাগা রাত্তা রাত্তা চোখ।' বিষ্ণু, ১৯২৯। ৩ বিশ্ণু শ্মশিত। 'তিনপাড়া সেওয়া নীল বসন দুঃখ বাতাস বিশ্রুত করিয়া দিতে চায়।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৪৮।

বিশ্রাম [স। বিশ্রাম] বি বিবৃতি। 'তোমার বিশ্রামে কার না রয়েছে জিবন।' মালাধর, ১৫০০।

বিহঙ্গ [স। বি পাখি। 'গরুড় বিহঙ্গপতি তার পুরে সম্পাতি।' মুহুদ, ১৯৩০।

বিহঙ্গকর্ত্ত [স। বি পাখির কর্ত্ত। 'বিহঙ্গকর্ত্তে জাগে অকারণ গুলক আশায় যার।' নজরুল, ১৯৩০।

বিহঙ্গকলকুজ [স। বি পাখির কলতান। 'কুজ কুসুমে, মধুর পর্বে, বিহঙ্গকলকুজের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিহঙ্গকাকলি [স। বি পাখির কলতান। 'কুটিং চকিত বিহঙ্গকাকলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বিহঙ্গনীড় [স। বি পাখির বাসা। 'সুপ্রিমগন বিহঙ্গনীড় কুসুম কাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বিহঙ্গপক্ষ [স। বিশ্ণু] পাখির পালকের মতো। 'বিহঙ্গপক্ষ স্কোমল গুড শয্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বিহঙ্গপাখা বি পাখির ডানা। 'আনন্দের ওই বিহঙ্গপাখার শব্দ তনি।' নজরুল, ১৯৩০।

বিহাংবিহগী [স। বি পক্ষীকুল; পাখিপাখি। 'ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহাংবিহগী কি যে পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বিহাং-শাবক [স। বি পাখির ছানা। 'মাড়হুয়া বিহাং-শাবক।' নজরুল, ১৯৩০।

বিহাংশি [স। বি পাখির ছানা। 'বিহাংশিও কেন সহসা উড়ে যায়।' নজরুল, ১৯৩১।

বিহঙ্গ [স। বি পাখি। 'বিহঙ্গ ব্যটলে বধে।' মুহুদ, ১৬০০।

বিহঙ্গ-কলগীতিকার বি পাখির গীতিকার। 'বিহঙ্গী বিহঙ্গ-কলগীতিকার, সে নাম মন্দির হবে যে বকুলপ্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বিহঙ্গ-কুমাণ বি পাখির নীড়। 'কত নীরব বিহঙ্গ-কুমাণে মোহন অশ্লি বুলানে জাগে, কে জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বিহঙ্গম [স। বি পাখি। 'বিহঙ্গম পত কিবা দেখিতে ধায় লঘুপতি।' মুহুদ, ১৬০০।

বিহঙ্গমা

বিহঙ্গমা [সি] বি ক্রী পাখি। 'বিহঙ্গমা বন্দী নহে মরুটের জালে।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

বিহঙ্গমী বি ক্রী পাখি। 'এই নীড়লুকা বিহঙ্গমী।' মানিক, ১৯৩৫।

বিহঙ্গমারাজ [সি] বি গুহুগুপাখি। 'অহে বিহঙ্গমারাজ।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বিহঙ্গ-হৃদয় [সি] বি বিহঙ্গ-হৃদয়। 'প্রাণ-যমুনার তীরে মৃত্যুর উৎসব সাধ, বিহঙ্গ-হৃদয় মিল্লিপাখা।' মীর্দেশ, ১৯৪৮।

বিহঙ্গিনী [সি] বিহঙ্গিনী বি ক্রী পাখি। 'হিন্দু রমণী পিঙ্করের বিহঙ্গিনী।' মৌপিকা, ১৮৮৭।

বিহঙ্গিনী [সি] বি ক্রী পাখি। 'সুদামিনী বিহঙ্গিনীল।' মাইকেল, ১৮৬০।

বিহঙ্গী [সি] বি পাখি। 'বিহঙ্গী নীড়োৎসবে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে ...।' রক্তিম, ১৮৭০।

বিহড় [সি] বিহটা বি বহুর হুল। 'উচ্চ নীচ নদী বন বিহড় দুর্গম।' আশাওল, ১৬৮০।

বিহড়া [সি] বিহড়া [সি] বি বিহড় করা। বিহড়াইল বি বিহড় করা। 'দেশবের নেহা বড়ারি কে না বিহড়াইল।' বড়, ১৪৫০। বিহড়ারি বি বিহড় করে: হাতখাড়া করে। 'পাইল মিধি কে না বিহড়ারি।' বড়, ১৪৫০। বিহড়িল বি বিহড় করা। 'বিহড়িল আট খাড়া আরিল তাহার।' বড়, ১৪৫০।

বিহরণ [সি] বিধান বি বিধান। 'মার্ন খাণী সফল বিহরণ।' চর্চা ৪৪, ১২০০।

বিহরি [সি] বিহীন। 'ক্রিয় বিহনে।' জীবতে তেলা বিহরি মএল গণনি। চর্চা ২০, ১২০০।

বিহরাবিহরত [সি] বিগ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামগ্রস্ত। 'তাঁহার কটকটে পিঙ্গারসেনা বিহরাবিহরত হইয়া পেল।' হরমসাম, ১৮৮১।

বিহরনে [সি] বিহীন। ১ ক্রিয় বাতীত; ভিন্ন। 'চুন বিহরনে যেক ভাষিল ভিতা।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিয় অনুপস্থিতিতে। 'এক স্মৃতিবিহনে তারা ডির কাগালিনী।' সুলত, ১৮৭৭।

বিহরা [সি] বিহরা [সি] বি বিহার করা। বিহরএ ক্রি বিহার করে। 'সেহ-নজরী বিহরএ একারি।' চর্চা ১১, ১২০০। বিহারি ক্রি বিহার করে। 'ত্রীকুণ্ডচতন নবকীপে অবতরি অটচালিল বসর একট বিহারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বিহরেশ ক্রি বিহার করে। 'বিদ্যারসে বিহরেন লয়ে শিষ্যগণ।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

বিহল [সি] বিহলা বিগ বিহল। 'মৌলি অখরি বিহল নাথরি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

বিহসা [সি] বিহসা [সি] হসা। বিহসিলি ক্রি হাসলো। 'অলখিতে হমে হেরি বিহসিলি খোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বিহসি ক্রি হেসে। 'গেলি কামিনি গজ্ঞ গামিনি বিহসি গলটি নেহারি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিহসিত বিগ হাস্যোজ্জ্বল। 'তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকসিত অঞ্জে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

বিহা [সি] বিহা [সি] বিহা। 'বিহা না কর আপনে।' বড়, ১৪৫০।

বিহান [সি] বিহান বি অনুপস্থিতি। 'নিজ পতি বিহানে আবধা মোর সেখ।' বড়, ১৪৫০।

বিহান [সি] বিহা [সি] প্রভাত। 'দুই গ্রহর বেলা হৈল আইসে বিহানে।' মালশাধ, ১৫০০।

বিহাণ [সি] বিহা [সি] প্রভাত। 'বিহাণ আইলাহো হৈল সৈন্ধ উপসন।' বড়, ১৪৫০।

বিহারী বি ভোরবেলা। 'কালি হাইব আসে বড়রি বিহারী।' বড়, ১৪৫০।

বিহান বিকাল ক্রিয় সকাল সন্ধ্যা। 'বিহান বিকাল বীর ভনেন পুরান।' হুতুপ, ১৬০০।

বিহান বেলা বি সকাল বেলা। 'ওগো সে কোন বিহান বেশায় এই পথে কার পাশের তলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বিহানিয়া বিগ সকাল। 'বিহানিয়া তারা।' মালশাধ, ১৭৪০।

বিহার [সি] ১ বি আচরণ। 'গুরুব্রজ বিহারে রে।' চর্চা ৩৯, ১২০০। ২ বি জীলা। 'নব বৃন্দাবন রাজ বিহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি শো। 'কবির বিবধিবিধ অজুত বিহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি চিত্রণ। 'নানা রূপে চিত্রাণনে করএ বিহার।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি অবস্থান। 'ঠকচাচকে রাহিতে বেশিগারনে বিহার করিতে হইল।' গ্যাট্রী, ১৮৫৮।

বিহারকেন্দ্র [সি] বি বিহরকেন্দ্র। 'শ্রমলহিষ্ণু পরিত্রাজকের বিহারকেন্দ্র।' ফজল, ১৯১৩।

বিহারকেন্দ্র [সি] বি বিহরসের জায়গা। 'আমাদের চিরন্তন বিহারকেন্দ্র বিশুলতা লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বিহারবিদ্যা [সি] বি রহস্য। 'নববিধ চতুর্বিধ প্রকার বিহারবিদ্যা বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইলেন।' ডগারী, ১৮৪৮।

বিহারী [সি] বিহার [সি] ক্রি ঘিরে থাকা। 'গুজ দিগা ব্যস্তসে বিহারএ বহু বাহ্যাম, ১৬৫০। বিহারে ক্রি বিহার করে। 'তোমার মালার গুজ তারি আভান আহার প্রাণে বিহারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। বিহারো ক্রি বিহার করে। 'বিহরায়ে যোগে যোগার বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বিহারিনী [সি] বিগ ক্রী বিহারকারী। 'শূন্যপদে বিহারিনী।' মাইকেল, ১৮৬১। 'মায়ারন-বিহারিনী হরিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

বিহারী [সি] ১ বিগ প্রবৃত্ত। 'লোকে সুমদার নিরুত্থন হইয়া যথোচাটী।' মোহনচাটী। বিহারী হইয়াছে।' দর্প, ১৮২৯। ২ বিগ বিচরণকারী। 'নিরুজ-বিহারী পাখী পিঙ্কর-ভিতরি।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৩ বিগ অবস্থান। 'মদিনার শাহাশাহ কোহ-ই-কুর-বিহারী।' মোহাম্মদ মোহাম্মদ নবুয়ডগারী।' নজরুল, ১৯৩২।

বিহার [সি] বি বৌদ্ধ মঠ। 'ধর্মপালা, বিহার, চেতা সংস্থাপিত ... হইয়াছিল।' বরদর্শন, ১৮৭২।

বিহারী ব্র বিহার

বিহারী বিগ ভারতের বিহার প্রদেশের। 'বিহারী ছাত্রদের এহেন হীন মনোবৃত্তিকে ...।' জামায়াত, ১৯০৭।

বিহি [সি] বিধি বি বিধি। 'তন বিদ্যাপতি বিহিক ঘটন কে ন অদম্বন জানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিহিত [সি] ১ বিগ বিধিগত। 'আমল স্থাপন কৈলা পাশের বিহিত।' আশাওল, ১৬৮০। ২ বি প্রতিকার। 'ইহার বিহিত মহাসর সেখিতে আজা হইবেক।' ডগারী, ১৭৮২। ৩ বি উচিত কাহ। 'তাহারদিশের বিহিত হয়ে যে ...।' ভানকান, ১৭৮৫। ৪ বিগ যথোচিত। 'দরখাস্ত দিলী করিয়া বিহিত হুজুম করিবেন।' ত্যাট, ১৭৯২। ৫ বিগ টিক। 'তাহারসে প্রতি পক্ষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৬ বিগ প্রয়োজনীয়। 'পুস্তকে মলমার্গ তাহার বিহিত লোপাড়া করিয়া লওয়া কর্তব্য।' রক্তিম, ১৮৭৮। বিহিতশালী [সি] বি বিচারক পতিত। ডগারী, ১৭৮৫।

বিহিতা [স বিহিতা বি বিধান। 'দান কর এ সম্বন্ধ উচিত বিহিতা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বিহিদানা [কা বিহিদানা] বি এক ধরনের ফলের বীজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বিহিন [স বিহীন। বিণ বিহীন; রহিত। 'জনি সুমেরু উপর মিলি উগল চাঁদ বিহিন সব তারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'শূন্যকার চতুর্ধার বিহিন বসতি।' আলাওল, ১৬৮০।

বিহিষ [কা বিহিষ] বি বেহেত; বর্ণ। 'শিখিয়া বিহিষ হুয়াএন মনোহর।' আলাওল, ১৬৮০; 'বিহিষ উদ্যান রাশি শিখিল যতেক।' আলাওল, ১৬৮০।

বিহী [বি এক ধরনের ফল। 'আম্র, বোনা, বিহী - বিশেষতঃ যে সকল ফল তখন ভাগলপুরে পাওয়া যাইত না।' রোকেয়া, ১৯৩০।

বিহীন [স] বিণ বর্জিত। 'বসনবিহীন ঘোষ ছিঁড়া কাঁথা গায়।' রূপরায়, ১৭৫০।

বিহীন্য [স] বিণ স্ত্রী ব্যতীত। 'জননী বিহীন্য আমি নানিক সহায়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বিহ্ন [স বিহীন। বিণ বিহীন। 'সোত্রিঅ অবগা গমণ বিহ্ন।' চর্য্য ৩৬, ১২০০।

বিহ্নে [স বিহীন] ক্রিবিণ বিনা। 'চিঅ বিহ্নে পাণ ন গুন্ন।' চর্য্য ৩৫, ১২০০।

বিহ্ন্য [স হস]। ক্রি হাস্য। বিহ্নি ক্রিবিণ হেসে। 'বিহ্নি আইলি তুঅ পাসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বিহ্নিয়া ক্রিবিণ হেসে। 'অবসন্ন দিন এক দেত বিহ্নিয়া।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বিহ্নল [স] ১ বি আত্মহারা। 'সুখের পটুসে শ্রোক বিহ্নল অন্তর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আত্মমুগ্ধ অবস্থা। 'বিহ্নলে পড়িয়া কিছু বাহ্য নাহি জানে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ অচেতন। 'শোক নিভাক বিহ্নল হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৪ বিণ বিচোর। 'যে মধুর বসে বিহ্নলে বিহ্নল, সে কি মধুমাখা আঁজি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৫ বিণ ক্রিয়। 'সে কেমন বিহ্নল বিহ্নল হয়ে উঠে।' তারা, ১৯৪৩।

বিহ্নলতা [স] ১ বি আত্মহারা ভাব। 'ভাববলে প্রভুরা সেখিয়া বিহ্নলতা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি হতবুদ্ধিতা। 'গভীর উদ্দানার বাক্যবিন্যস্ত বিহ্নলতা।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি আত্মলতা। 'পরজ নেন অবসন্ন রাত্রিবিপণের শ্রিত্তবিহ্নলতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ বি অজ্ঞিত। 'সংস্কারে বিহ্নলতা শিঞ্জের অপমান, সংস্কারে কল্পনাত্তে হোয়ো না প্রিয়মাণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বিহ্নল্য [স] ১ বি স্ত্রী বিশল। 'পতিবিহীনাদের আত্ম অন্তরসেরা ওই বিহ্নল্যদের দাহকালীন ...।' দর্পণ, ১৮০০। ২ বি স্ত্রী ব্যাকুল। 'দবিন পবনে বিহ্নল্য ধরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ বি স্ত্রী অজ্ঞিত; আত্মহারা। 'হঠাৎ বিহ্নল্যার মত কলিঙ্গা ফেলিল।' বিদ্যুত, ১৯৩৮।

বীক্ষণ [স] বি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ। 'ব্যান্ত্রকে বীক্ষণ করত ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

বীক্ষণপ্রাস [স] বি পর্যবেক্ষণের চেষ্টা। 'এই অবচেতন সমগ্রতার বীক্ষণপ্রাস থেকেই তাঁর বিভিন্ন প্রতীকের জন্ম।' শিব, ১৯৭৩।

বীক্ষণযন্ত্র [স] বি সূক্ষ্মভাবে দেখার যন্ত্রবিশেষ। 'চেয়ারে বসে বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একজন যুবক রোগীর চোখ পরীক্ষা করছিল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

বীক্ষণশক্তি [স] বি বিশেষভাবে দেখার ক্ষমতা। 'ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বীক্ষণাধার [স] বি পরীক্ষাধার। 'বীক্ষণাধার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আনয়ক হয়।' জগদীশ, ১৯১৭।

বীধ [স বিধা বি বিধ। 'অনিল অনল বয় মলয়জ বীধ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বীচকে [স বীজ]। বিণ বীজের জন্য সংরক্ষিত। 'বীচকে বেতন কিছু ক্ষেতে না রাখিব কিছু।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বীচি [স বীজ। বি বীজ। 'হুয়ার বীচি ঢের পাইব কিছু লাউ সসা হীম ...।' কেরি, ১৮০২।

বীচেকলা বি বিচিপু কলা। 'দুটো পাকা বড় বীচেকলার একটা হইতে ...।' বিদ্যুত, ১৯২৯।

বীচি [স] বি টে। 'বীচিবে বরদীয়া শ্রবণ-কুহরে।' মাইকেল, ১৮৬২।

বীচিচক্র [স] বি চক্রাকার টে। '... সমকেন্দ্রি বীচিচক্র বেশিতে থাকে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বীচি-বিক্ষোভিত [স] বিণ টেউ আসোড়িত। 'ঋত্মা-মখিত বীচি-বিক্ষোভিত সমুদ্রতরঙ্গের অন্তহীন উৎসল উজ্জ্বল।' মুক্তাবা, ১৯৫৯।

বীচিভঙ্গ [স] বি তরঙ্গ সৃষ্টি। 'কোথাও চরে চৈকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

বীচিমাল্য [স] বি তরঙ্গমালা। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমাল্য প্রতিকলিত।' বিদ্যুত, ১৯৩৮।

বীচিময় [স] বি তরঙ্গমালা। 'কারণ জলপি পরি বীচিহার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বীজ [স] ১ বি দেবতা-নির্দেশক বর্ণাঙ্কক মন্ত্র। 'তুহু বীজ ইহ কর দান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মন্ত্র। 'বাচস্পী কহিহে তনহ বিজ কহিব তোমারে সাধন বীজ।' চর্য্য, ১৫৫০; জগৎ ভূবিল জীবের শৈল বীজনাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ মূল। 'নিজ বীজ মন্ত্র সেধে দিলেন নরল।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বীজমন্ত্র [স] ১ বি মূলমন্ত্র। 'বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ইষ্টদেবতার নামরূপ মূল মন্ত্র। ইষ্টমন্ত্র। 'শিবরাত্রে অন্যান্য উপাসকের ন্যায় বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্রে উপদিষ্ট হন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বীজ [স] ১ বি নতুন ফসল উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত শস্য। 'সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া বাগানেতে ফলিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বহু কালের পরিত্যাগ ভূমি চরিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি মর্শাধ। 'বিদ্যার বীজ রোপণ করিতে আত্মশ্রমশর্য্যক তিনি ক্রটি করেন নাই।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বি অল্প। 'সকলে দৃষ্টি বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া মানস-ক্ষেত্রে ভূতীর বীজ বপন করুন।' তপ, ১৮৫৫। ৪ বি জীবাত্ম। 'রোগের বীজ আহার কর্তে তারা অকণ্ঠ্য চোখে গিলে বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বি উপাদান। 'আছে কী কী বীজ কবিত্বকলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বি বীর্ষ। 'তাঁর বীর্ষবান সম্রাটের বীজ সযত্নে ধারণ করে ...।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

বীজকুল [স] বি নতুন ফসল উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত শস্যাদি। 'পাণ্যময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

বীজকোষ [স] বি ফুলের যেখানে বীজ থাকে। 'বীজকোষে যে বীজ থাকে, প্রথমে তাহার ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বীজমহাশয় [স] বি বীজমাধ্যম। 'রসে আশ্রুত সেই ভিজে মাটি তখন বীজমহাশয় এবং গর্ভধারণে প্রস্তুত হয়।' হাসান, ১৯৬৬।

বীজবাণী

বীজবাণী [সি] **বিশ** জীবাব্যুৎপাদক। 'কারাগারিক অগ্নিভ নামক দ্রাবক বীজবাণী'। **বহিঃ**, ১৮৭৫।

বীজজাত [সি] **বিশ** বীজ থেকে উৎপন্ন। 'অযমানী করা বীজজাত গজদবর্ষীর কার্ণাল'। **দর্পণ**, ১৮৩৬।

বীজভাষা **বি** বীজ থেকে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্র। 'ভাগচাণীয়া বীজভাষা করেছিল'। **শ্যামল**, ১৯৬৭।

বীজ ভাস [সি] **বি** কঠি তালের নীল। 'নানাবিধ কদলক আর বীজ ভাস'। **কৃষ্ণদাস**, ১৮৩০।

বীজদায়িক [সি] **বিশ** বীজ হয় এমন। 'বীজদায়িক তৃণ'। **কৌলী**, ১৮০১।

বীজধান [সি] **বীজধান্য**। **বি** সরেক্ষিত যে ধান থেকে চারা গজায়; ধানের বীজ। 'বীজধান সমগ্রই তাহাদের প্রাণাত্মক সমস্তা'। **আশাস**, ১৯৫৭। 'বাজার হইতে বীজধান কিনিয়া আন'। **জননী**, ১৯৬০।

বীজধান্য [সি] **বি** ধানের বীজ। '... কিন্তু গোপাল বীজধান্যের মহাজন ও ক্রিষ্ণ প্রদানকারিণি দুর্মিহিমাগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়া থাকে ...'। **প্রভাকর**, ১৮৫১।

বীজপুরুষ [সি] **বি** আদি বা মূল পুরুষ। 'নন্দবংশীয় চতুর্দশ পুরুষের বীজপুরুষ নন্দনামে মন্দপদমে রাজা ছিলেন'। **মুহূর্ত্ত**, ১৮১০।

বীজবপন [সি] **বি** বীজ বোনা। **সেবধি**, ১৮৩৯। 'পাছের বীজবপন ... চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি'। **রবীন্দ্র**, ১৮৯১।

বীজাঙ্কুর [সি] **বি** বংশবিকারে সূত্রপাত যা থেকে। 'কর্ণটিকুলের প্রতিষ্ঠার বীজাঙ্কুর স্বল্প ভূমি কি বীজিয়া'। **হরপ্রসাদ রায়**, ১৮১৫।

বীজের ঢাকনা **বি** বীজের উপরের আবরণ। 'আন্তে আন্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া গড়ে'। **জননী**, ১৮৯৫।

বীজ [সি] **বি** গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা। 'তাঁহার নামে পাঠ্য বীজ শীলাবতী এই দুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে'। **গৌর**, ১৮২২।

বীজগণিত [সি] **বি** গণিতশাস্ত্রের একটি শাখা; অ্যালজেব্রা। 'বীজগণিত নামের অক্ষরে বাগান্ব হইয়াছে'। **দর্পণ**, ১৮৩২।

বীজগণিতবিদ্যা [সি] **বি** বীজগণিতবিষয়ক জ্ঞান। 'ভারতবর্ষে বীজগণিতবিদ্যার প্রচার ছিল'। **অক্ষর**, ১৮৪৭।

বীজগণিতশাস্ত্র [সি] **বি** বীজগণিতবিদ্যা। 'বীজগণিতশাস্ত্রের উন্নতি করিতে ভারতবর্ষেই হইয়াছিল'। **অক্ষর**, ১৮৪৭।

বীজন [সি] **বি** বাতাস। 'সুগন্ধ মলয়মাল্লত বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে'। **মাইকেল**, ১৮৫৯।

বীজন করা [সি] **বি** পাখার বাতাস দেওয়া। 'বায়ু মুহু মুহু বীজন করে পঞ্চক্রেস দূর করে লাগলেন'। **হুতের**, ১৮৬১। 'মলয় বীজন করি'। **রবীন্দ্র**, ১৮৯৯।

বীজনক্রিয়া [সি] **বি** বাতাস দেওয়ার কাজ। 'সুগন্ধ মলয়মাল্লত বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে'। **মাইকেল**, ১৮৫৯।

বীজপূর **বি** সেতুবাণীর কলবিষে। 'ঢাবা কল্লা বীজপূর'। **কৃষ্ণদাস**, ১৮৩০। 'কল্লা কল্লা টাৰা নারেন বীজপূর'। **মুকুন্দ**, ১৮০০।

বীজক শোর **বি** বীজপূর নামক শব্দ; টাৰা সেতু। 'সে পুন তএ সেল বীজক শোর'। **বিন্যাপতি**, ১৮৬০।

বীজাপু [সি] **বি** জীবাব। 'অসত্য রোগের বীজাপু প্রভৃতিতে ভরা'। **নজরুল**, ১৯২২।

বীজাপুমাভাল [সি] **বীজাপু+মাভাল**। **বিশ** জীবাব্যুৎপাদক পূর্ণ। 'বীজাপুমাভাল বিশাল বাতাস বসে'। **বুদ্ধ**, ১৯৬৮।

বীজাপুস্পর্শ [সি] **বিশ** জীবাব্যুৎপাদক সম্মেলন। 'রোগের বীজাপুস্পর্শ গ্রাম ধ্বংস করে যেতে পারে'। **নজরুল**, ১৯৪১।

বীজিত [সি] **বিশ** বাতাস দেওয়া হয়েছে এমন। 'আমার মন ... তিন্ন মনোরথ দ্বারা বীজিত হইতেছিল'। **কৃষ্ণকল**, ১৮৫৮।

বীজ্যমান [সি] **বিশ** বাতাস করছে এমন। 'সম্পন্ন ব্যক্তির মনোরথ হর্ষা মধ্যে পরঃফেলনিত পর্ষাভোগ্যের পরিচয়িকা করকতিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হতত ...'। **রামনারায়ণ**, ১৮৫৪।

বীট [সি] **বি** মুলাজাতীয় সবজিবিষে। 'মাখবানে বীট আর শালগমের পাছ'। **মাহেনত**, ১৯৪৯।

বীট [সি] **বি** পাছার কাজে করে যে। 'বীটের পুলিশ তার ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরছে'। **রবীন্দ্র**, ১৯৬৩।

বীটা [গ্রীক] **বি** গ্রীকবর্ণ বীটার নামাঙ্কিত তেজস্ক্রিয় রস্তুবিষে। 'রোজমের আরো একটি হিট্টো-কেনো তেজের কলা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা'। **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

বীটারশি [গ্রীক] **বি** গ্রীকবর্ণ বীটার নামাঙ্কিত তেজস্ক্রিয় রস্তুবিষে। 'বীটারশি কেবল ইন্দ্রেনের দ্বারা'। **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

বীড়া **বি** পানের বিনি। 'আচমনে কিংরে মিল বীড়ার সমগ্র'। **কৃষ্ণদাস**, ১৮৫২। **ব্র** **বি**ড়া

বীপ [সি] **বি** বাণা। **বি** বাণা; তারমুক্ত বাণ্যব্রবিষে। 'রবাব মোতাভা বীপ কলিনাস রত্নবীণা'। **আশাস**, ১৮৩০। 'দেব করে বুকুর কাছে বাজল যে বীণ'। **রবীন্দ্র**, ১৯২২। **ব্র** **বীণ**

বীণা [সি] **বি** বাণা। 'বাজই অলো সহি হেরেখ বীণা'। **চর্চা** ১৭, ১৯০০।

বীণা-ভার [সি] **বি** বাণার ভার। 'তোমার বীণা-ভারে ব্যক্তিহে তারা'। **রবীন্দ্র**, ১৯১০।

বীণাদত্ত [সি] **বি** বাণার যে দত্তে তারওলা স্তব থাকে। 'বীণাদত্তের উপরে ঝকঝক গতিকতক তারের টান'। **অবন**, ১৯২৫।

বীণাধ্বনি [সি] **বি** বাণার স্বর। 'যশা শুনি চিত্তবিনোদিনী বীণাধ্বনি'। **মাইকেল**, ১৮৬০। 'বিশ্বকৃষ্ণের সেই বীণাধ্বনি'। **রবীন্দ্র**, ১৮৯৪।

বীণাধ্বনি [সি] **বি** যিশুদেবী সরস্বতী; বিলাসেবী। 'উর ভাবে, উর পদালা বীণাধ্বনি'। **মাইকেল**, ১৮৬০।

বীণাবাদিনী [সি] **বি** বীণা বাজার যে। 'বাজা শীলক আশুন সূত্রে বীণাবাদিনী'। **নজরুল**, ১৯৩০।

বীণাবাদ্য [সি] **বি** বাণার ধ্বনি। 'হলো বাদিনাব, বীণাবাদ্য জিনি'। **ভবানী**, ১৮২৫।

বীণা-বিনিমিত [সি] **বিশ** বাণার ধ্বনি থেকেও মধুর। 'আহ, বীণা-বিনিমিত ধ্বনি'। **শিখিণ্ড**, ১৮৮৭।

বীণাষজ [সি] **বি** তারমুক্ত বাণ্যব্রবিষে। 'বোহে কহায় তেহে কহি মেয়ে বীণাষজ'। **কৃষ্ণদাস**, ১৮৩০। 'আমি কি গো বীণাষজ তোমার'। **রবীন্দ্র**, ১৮৮৫।

বীত [সি] **বিশ** বিগত। **বীতকাম** [সি] **বিশ** নিঃস্পৃহ। 'একটা বীতকাম নিশাস ছেড়ে ...'। **জীবন**, ১৯৪৮।

বীতমিত্র [সি] **বিশ** বিনিদ্র। 'বীতমিত্র হতভাগ্যপন তামাক টানছে'। **রবীন্দ্র**, ১৮৯১।

বীতবর্ধক [সি] **বিশ** বর্ধনহীন। 'ভন্ন করে আছে বীতবর্ধক মেঘে'।

সুগীন্দ্র, ১৯৩০: 'বীতবর্ধন হরে পাড়াপার নাশার, পুত্রে ...' *জীবন*, ১৯৪৮।

বীতরাশ [স] বিপ অনানন্দ। 'সাম্যেরিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাশ হইরা, বিবেচনা করিত লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭৭।

বীতশোক [স] বিপ শোকমুক্ত। 'আমি, কিরক অশে, বীতশোক ও আবাসিত হইয়াছি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বীতশ্রদ্ধ [স] ১ বিপ শ্রদ্ধা চলে গেছে এমন। 'অনেক সময়ে আমাদের এই অশিক্ষিত ও বর্বর ভাব দেখিয়াই ইত্যাক্সের আয়াদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়।' *রসীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অশ্রদ্ধার বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'সংসায়ে এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে।' *নজরুল*, ১৯৩১। ২ বিপ আত্মহীন। 'মনটা তেমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বীতশ্রদ্ধা [স] বিপ শ্রদ্ধা হারিয়েছে এমন। 'অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধা হল দেখে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বীতকদ্ধ [স] বিপ কদ্ধহীন। 'স্বীকর্ত, বীতকদ্ধ - সংগীতের শরীরা নৃত্যম্।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৩।

বীতশস্য [স] বি অনগ্রহ। 'একটা বীতশস্যের ভাব এনে বুঝিয়ে দিতে চাইল সে পানে ভাগ কবাবে না।' *জীবন*, ১৯৩২।

বীতহার [স] বিপ অপরাধিত। 'ভূমি, আমি একাকার: বীতহার সাদাস সৎসং; বিশ্রান্ত ব্যাকরণ নিরবধি।' *সুগীন্দ্র*, ১৯৩৯।

বীতাপ্তি [স] বিপ আশোহীন। 'নেত্রাশোর নির্বীণী প্রভাবে ... বীতাপ্তি ডেউটা।' *সুগীন্দ্র*, ১৯৩৮।

বীতসে [স] বি পতপাতি ধরার ফাঁদ। 'কেশরীর রাজপন কার সাধা বাঁধে বীতসে।' *মাইকেল*, ১৮৬১। *প্রবিতসে*

বীতহোদ্র [স] বীতহোদ্রো বি আতন। 'বাড়িমর দিলেক মেটুয়া বীতহোদ্র।' *মানিকরাম*, ১৮৮১।

বীতহোদ্র [স] বি আতন। 'বীতহোদ্র-মুর্তি বীর বেড়ে পঠ শত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বীথিকা [স] বি গাছের সারি। 'একটা প্রান্তর বীথিকা বসি সামনে পাওয়া যেত তা হলে ভারি নিতুতছায়ায় ...' *রসীন্দ্র*, ১৯২৯।

বীথিক্ত [স] বি লতাপাতার আচ্ছাদিত বৃক্ষভোজিত বন। 'অবশেষে ধরে ধরে কথার কাকলি হুলে বীথিক্ত জঙ্গলে প্রণয়ী।' *সঙ্গ*, ১৯৫৫।

বীদার [আ বিদাত্য] বি বিদায়। *গঙ্গা*, ১৭৮২; 'সে গড়রা বিদার আমাদের বাটতে ছিল সে বীদার হইয়া বাটী গিয়াছে।' *গঙ্গা*, ১৭৭৯।

বীন [স] বৈবাহিক। বি বেদান; পুত্র বা কন্যার শাওড়ি। 'এখন স্বী মোর মেতা নেই তা বীনকে ডাকি।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

বীন [স] বীণা। বি বীণা: তারযন্ত্রবিশেষ। 'কুন্ডলে কুমুদরাঙ্গি, অঙ্গে লয়ে বীন।' *রসীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বীনকার [স] বীণাকার। বি বীণা বাজার যে। 'তোমার বীণার সব তার বাজে গুহে বীনকার।' *রসীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বীপ-টী [স] বি এক ধরনের চাট। 'বীপ-টী ও একাকট বিকিট খাইতে চাও না ভবে খাইবে কি?' *রোকেয়া*, ১৯২২।

বীপদ [স] বিপদ। বি বিপদ। 'কাহ্নক বীপদ কাহ্নক সম্পদ ... সলারে শো।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বীবর [স] বি এক ধরনের প্রাণী। 'বীবর নামে এক প্রকার পত আছে।' *অক্ষর*, ১৮৫২।

বীতসে [স] ১ বিপ অতি কর্ণার। 'বীতসে অত্র স্পর্শিতে না কর বুধা শেখ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৮৮০; 'এরকম একটা বীতসে পদার্থ বহন করতে বুধা হয়।' *রসীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ বি সৌন্দর্যভেদে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শুভার বীতসে হাস্য মৌলি বীর ভর।' *ভারত*, ১৭৬০; 'শুভার বীর করুণা অতুত হাস্য ভয়ানক বীতসে মৌলি শান্তি রূপ নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৩ বি অত্যন্ত বুধা। 'বাঘাদিগের অতি কুৎসিত বীতসে আকার দর্শন করিয়াছিল।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ৪ বিপ মারাত্মক। 'শক্তি নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরপ বীতসে অন্যায় ...' *রসীন্দ্র*, ১৯০৫।

বীতসকর্ত [স] বি বিকৃত কর্ত। 'অব্যক্ত বীতসকর্তে ঠিক মনে মৃত্যুকালীন চিত্তের করে উঠল।' *হাসান*, ১৯৬২।

বীতসকল্পনাঅনিত [স] বিপ বিকৃত কল্পনাজাত। বীতসকল্পনাঅনিত বুধা কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাঅনিত শীড়া আমাদের বিমুগ্ধ করে।' *রসীন্দ্র*, ১৮৯৪।

বীতসেতা [স] ১ বি কর্ণারতা। 'সে নৃপশে বীতসেতা দেখা যায়।' *রসীন্দ্র*, ১৯০২। ২ বি নিষ্ঠুরতা। 'তরুণশায়সের যেখানে বীতসেতা।' *রসীন্দ্র*, ১৯০৭।

বীম [আ বিমা] বি অতিপূরণের জন্যে করা চুক্তিবিশেষ: ইনসিওরেন্স। বীমাদ্বারা [আ বিমা+দ্বারা] বি বিমা হয় যে-কল্পনান্নিতে। 'বীমায়ের নামে এক বীমায়ের মোকদর করিয়াছেন।' *কালসে*, ১৭৮৯। *প্রবিমা*

বীমারী [স] বি শীড়া: রোগ। 'দিনে দিনে বাড়িবেক বীমারী সে আলবৎ।' *বীতেন্ত*, ১৯৪৯। *প্রবিমারি*

বীর [স] ১ বি বলবান ও সাহসী যে। 'ভগী এই ঘরে সে আইন বীর।' *বুদ্ধ*, ১৪৫০। ২ বি সৌন্দর্যভেদে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শুভার বীর করুণা হাস্য ... নব রস।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

বীরকন্যা [স] বি বীর নারী। 'বীরকন্যা বীরজায়া বীরসমবিনী।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

বীরকীর্তি, বীরকীর্তি [স] বি বীরত্বের প্রমাণ দেয় এমন কাজ। 'মহীশালসেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্তির উল্লেখ নাই।' *সজ্জ*, ১৯১৭।

বীরকুঞ্জর [স] বিপ বীরশ্রেষ্ঠ। 'পশিমা বীরকুঞ্জর অবিলম্ব মায়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

বীরকেশরী [স] বি নিহের মতো বীর। 'সে বীরকেশরী, সে বীরকু-গৌরব।' *মঙ্গলরত্ন*, ১৮৮৫।

বীরপাখা [স] বি বীরপুরুষদের জীর্জীবনবলিত গান বা কাব্য। 'শিত্তপুরুষের বীরপাখা ও সাহিত্য দর্শনের অতীত যুগদর্শন করিয়া বুদ্ধ কুশীলায় বহুটুকু সময় অশ্রয় করিতেছি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

বীরসৌর্য [স] বি বীরের মর্যাদা। 'রাজপুতগণকে বীরসৌর্যের এক করিত।' *রসীন্দ্র*, ১৯০৭।

বীরচূড়ামণি [স] বি বীরশ্রেষ্ঠ। 'পাতব বীরচূড়ামণি অর্জুন।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

বীরজননী [স] বি সাহসী মা। 'মেন বীরজননী হইলে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বীরজাতি [স] বি সাহসী জনগোষ্ঠী। 'বাহারা এক কালে মৃত্যুভয়ন বীরজাতি ছিল ...' *রসীন্দ্র*, ১৯০৫।

বীরজায়া [স] বি বীরপত্নী। 'বীরকন্যা বীরজায়া বীরসমবিনী।' *অক্ষর*, ১৮৫২।

দীনবন্ধু, ১৮৭৩: 'উঠ বীর-জায়া, বাঁধো কুন্তল।' নজরুল, ১৯২২।

বীরত্ব [স] বি শক্তিশালী হেহ। 'বোধিতে পারে না বীরত্ব হেন সুকলম নাশপাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বীরতা [স] বি বীরত্ব। 'কেমনে বর্ণিণ বীরবাহুর বীরতা।' মাইকেল, ১৮৬১।

বীরত্ব [স] বি সাহস। 'বিশেষ বীরত্ব অসি বিজুলি তরণ।' অলাপন, ১৬৮০।

বীরত্বকাহিনী [স] বীরত্ব+কাহিনী/বি বীরপাখা। 'যাঁহার বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়া ... জাতীয় পৌরব প্রকাশ করিতেন।' প্রচারক, ১৮৯৯।

বীরত্ব চিন [স] বীরত্বচিহ্ন। বি বীরত্বের প্রতীক। 'স্পেনের বৃকে মাঝিয়াছি আঁকি নিজ বীরত্ব চিন।' মাহেনত, ১৯৪৯।

বীরত্বপূর্ণ [স] বিয়া সাহসিকতাপূর্ণ। 'অভিমন্যুর ন্যায় বীরত্বপূর্ণ সন্ধ্যায় করে অনেক কষ্টকই তিনি উৎপাটন করেছিলেন।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

বীরত্ব-বিস্মরিত [স] বিণ বীরত্ব প্রকাশ পায় এমন। 'তোমার বীরত্ব-বিস্মরিত নয়ন উজ্জ্বলাতীন।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বীরত্বময় [স] বিণ বীরত্বপূর্ণ। 'ধুব যে উঁচুনের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বীরদর্প [স] বি বীরের অহঙ্কার। 'অসীম জলপি, বীরদর্প তরে, সাজিল যখন উর্ধ্বি আকলিহা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বীরদর্শিনী [স] বিণ স্ত্রী তেজবীরবর্তি। 'আত্মহতু দিয়েছিল সেই বীরদর্শিনী বঙ্গদলনা।' পাশ, ১৯৭১।

বীরদর্পী [স] বিণ বীরের মতো দাম্ভিক। 'বীরদর্পী সেনা নিমেষেই হয়ে যায় বুটেরা, ভক্তের।' শামসুর, ১৯৭২।

বীরদাশ [স] বীরদর্প। বি বীরদর্প; আফালন-বাক্য। 'আপন বৃহল তোক যত বীরদাশ।' বড়ু, ১৪৫০।

বীরদুহিতা [স] বি বীরকন্যা। 'বীরদুহিতা কি কখনও স্বামীবিরহে কি বিরোগে আত্মবিসর্জন করে?' মশাররফ, ১৮৮৫।

বীরঘটী [স] বি ঘোড়ার পোশাক। 'গায়ে মাখে রাগা ধূলা পরে বীরঘটী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বীর-ধড়ি [স] বি বীর+স ধড়ি। বি ঘোড়ার পরিষেয় বস্ত্র। 'পরিধান বীর-ধড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বীরধর্ম, বীরধর্ম [স] বি বীরের আদর্শ। 'বীরধর্মবহির্ভূত অনীতিমাগ্ন অবলম্বন করে ধনঞ্জয় যুদ্ধে নিহত করেন।' মাইকেল, ১৮৭৪; 'বীরধর্ম, বীরনীতি, বীরপাশে কি বলে?' মশাররফ, ১৮৮৫।

বীরদারী [স] বি সাহসী স্ত্রীলোক। 'হেন বীরদারী আছে কি পৌড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বীরগণ [স] বিণ বীরত্ব। 'কাহাক সেবাহ তেছে এত বীরগণে।' বড়ু, ১৪৫০।

বীরগণা [স] বীরগণ+। বি বীরত্ব। 'তোমার বীরগণা দেখিতে আজ ক্লাস্ত পথশ্রান্ত-ভাবেই অস্ত্র ধরিয়াছি।' মশাররফ, ১৮৮৫।

বীরপরাক্রম [স] বি শক্তির দাপট। 'কোথা ছিল লোকলাজ, কোথা ছিল বীরপরাক্রম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বীর পাক বি বীর্য। 'উল্লেখের বীর পাক বসিআ পড়িল।' রামাই, ১৭১০।

বীরপুল [স] বীরপুংসব। বি বীরপুংসব; বীরপুংসব। 'চও আদি তালকল

হইল জত বীরপুল একা রাজা জয়ী কৈল রণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বীরপুংসব [স] ১ বি বলবীর্ঘসম্পন্ন পুরুষ। 'রোমদেশে সিন্ধিনেটোস নামে এক অসাধারণ বীরপুংসব বাস করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'এক কচ্ছতীন বীরপুংসব।' বক্রিম, ১৮৭৫। ২ বি যোদ্ধা পুরুষ। 'দৌবারিক, নাগরিক, পার্শ্বিক, বীর পুংসব।' মাইকেল, ১৮৭৪।

বীরপুংসব [স] বীরপুংসবী। বিণ বীরপুংসবের মতো। 'সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুংসবী খেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বীরপূজারী [স] বীরপূজাকারী। বি বীরের পূজা করে যে। 'কনখল বীরপূজারী।' মদীপ, ১৯৬৩।

বীরপূসবিনী [স] বি স্ত্রী বীর-সন্তান প্রসবকারী। 'বীরকন্যা বীরজায়া বীরপূসবিনী।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বীরপুংস [স] বিণ বীর জন দেয় এমন। 'বীর-পুংস দেশ হরো বরেন্দ্র মরিয়া মল্ল মরিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

বীরপুংস [স] বিণ বীরকুলের গুণস্বরূপ। 'ধন্য বলে মানি হেন বীরপুংসের প্রসূ জায়াবতী।' মাইকেল, ১৮৬১।

বীরপূষণ [স] বি যোদ্ধার প্রাণ। 'কোটি বীরপূষণ কখনে নির্বাণ।' নজরুল, ১৯২২।

বীরবর [স] বি বীরপ্রেষ্ঠ। 'ঢেকুরেতে জলিল ইছাই বীরবর।' রূপায়, ১৭৫০।

বীরবাহী [স] বি সাহসী উক্তি। 'ঐ শোনে তরুল কণ্ঠের বীরবাহী।' নজরুল, ১৯২২।

বীর-বালা [স] বি যোদ্ধার হাতের তুফাণ। 'বীর-বালা দুই তুফে বীর কাশকেতু জুয়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বীরবাহ [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) রাবনের অন্যতম পুত্র। 'সমুদ্র সমরে গড়ি বীরত্বামণি বীরবাহ ...' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি বীরের বাহ। 'সে বাহ বীরবাহ বলিয়া পশুনীয়ে নহে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

বীরবিক্রম [স] বি বীরের শক্তি। 'বীরবিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত হতে হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

বীরবৌলি, বীরবৌলী [স] বীর+। বি বীরপুংসবের কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'ঘোড়া জোড়া বীরবৌলী বিক্রি পটুকা।' মানিকরাম, ১৭৮১; 'বীরবৌলি সোলে, চলে কুতুহলে।' ভবানী, ১৮২৫।

বীরব্রত [স] বি বীরত্ব। 'নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বের পৌরবের জ্ঞানরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে নাচতে লেগেছে।' হুতোম, ১৮৬১।

বীরভাবাপন্ন [স] বিণ বীরের গুণসম্পন্ন। 'স্বীকে পতঙ্গর হইতে মোচন করা সে কেবল বীরভাবাপন্ন বাহুদিগের কর্ম।' প্রজ্ঞা, ১৮৩১; 'তাঁহলে সন্তানাদিও বলিষ্ঠ ও বীরভাবাপন্ন হবে।' সিরাজী, ১৯১৮।

বীরভোগ্য [স] বিণ বীরের ভোগের উপযুক্ত। 'বীরভোগ্য দীপকুলে কুবক পাঞ্জিভা বনে ...' বিষ্ণু, ১৯৪১।

বীরভোগ্য [স] বিণ স্ত্রী বীরের ভোগের উপযুক্ত। 'কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্য বসুন্ধার কী হবে পড়ি?' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'মহাবীরবতী, তুমি বীরভোগ্য, বিপরীত তুমি লগিতো কঠোরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বীরভোগ্য বসুন্ধরা - যার কন্ডা বেশি, সে-ই বেশি ভোগ করে। সুবল, ১৯০৬।

বীরযোনি [স] বি বীর সন্তানের জন্মদায়ী। 'বীর আর কে আছে এ

পুরে বীরমোনি।' মাইকেল, ১৮৬১।

বীরস [স] বি ভারতীয় নন্দনতন্ত্র অনুযায়ী বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যবৈশিষ্ট্য। 'গাইব, যা, বীরসে ভাসি।' মাইকেল, ১৮৬১।

বীরসাত্ত্বক [স] বিণ্ড ভারতীয় নন্দনতন্ত্র অনুযায়ী বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যবৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলে একটা বীরসাত্ত্বক কবিতা গিবেছিলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বীরবর্জ [স] বি বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে। 'বাকীরাজি সহ ক্রোধে বেড়িল শরতে বীরবর্জ।' মাইকেল, ১৮৬১।

বীরশত্ৰু [স] বিণ্ড বীরের শত্রুর উপমুখ। 'পুরুষকে বীরশত্ৰু প্রেমের সুখশত্ৰু পরিসর না দিয়ে আরো বিরতি হতে দেয়নি।' অন্ননা, ১৯২৮।

বীরশূন্য [স] বিণ্ড শক্তিশূন্য। 'আজ মুসলমান জগৎ বীরশূন্য হইল।' প্রচারক, ১৮৯৯।

বীরশ্রেষ্ঠ [স] বি বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে। 'অভিমায়া বুঝিয়া কহিলেন যে বীরশ্রেষ্ঠ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১১।

বীর-সেবক [স] বি বীরের মতো সেবক। 'যে-কয়েকজন ভাগ্যী বীর-সেবক ...।' ম্যোজিন, ১৯৩৮।

বীর-দ্বন্দ্ব [স] বি বীরের মতো সাহসী অন্তর। 'সে-যে ঐ বিদীর্ণ বীর-দ্বন্দ্ব হতে বহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। 'আমার বীরদ্বন্দ্ব সজুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল।' শব্দ, ১৯১৭।

বীরা [স] বীর। বি ক্রী বীর। 'জো এধু বৃক্ষ এ সো এধু বীরা।' চর্য্য ২০, ২০০।

বীরমুখী [স] বিণ্ড বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'নিখিজ্ঞ বীরমুখী আলোকজাটার ... পুরুষাচ্যের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'আপনি সূচকুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সমরকৌশল বীরমুখী সেনানী।' হরহরগান, ১৮৮১।

বীরানন্দা [স] ১ বি বীর নারী। 'রূপ-রসে বীরানন্দা সাজিল কৌতুকে।' মাইকেল, ১৮৬১। 'বীর - বীরানন্দের বিবরণ।' বাসনা, ১৯০৯। ২ বি নারী যুদ্ধিয়োদ্ধা। 'মুজিব বাহিনীর বীরানন্দা বোন রেহানা আখতার চৌধুরী অসম সাহসিকতার সাথে ...।' বেঙ্গল, ১৯৭২।

বীরাসন [স] বীর-আসন। বি বীরের আসন; উপবেশনের ভঙ্গিবিশেষ। 'কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।' কৃন্দা, ১৮৮০।

বীরেন্দ্র [স] বীর-ইন্দ্র। বিণ্ড মহাবীর। 'ব্রা মোর সঙ্গে এধ বীরেন্দ্র সমাজ।' আলাওল, ১৮৮০।

বীরেশ [স] বি বীর। 'সেবিলা বীরেশ যাবে পাশপত আশে।' মাইকেল, ১৮৭২।

বীরোচিত [স] বিণ্ড বীরসুলভ। 'শকতি তাঁহার তরবারে আর বীরোচিত অন্তরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

বীর্য [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রাধাকিশোর বীর।' সেকবি, ১৮৪০।

বীরকালি [স] বিণ্ড কালে ব্যবহৃত বাদ্যবিশেষ। 'ঘন বাজে বীরকালি শিলা কাড়া ঢোল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বীরঢাক [স] বীর+স ঢাক। বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'জয়ঢাক বীরঢাক ব্যালি+স বাজনা/প্রলয়সময় জেন পড়িছে ঝঞ্ঝানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বীরদান [স] বি প্রদত্ত শব্দ। 'অনহা ভদ্রক বাজএ বীরদানে।' চর্য্য ১১,

১২০০।

বীরবলী [স] বিণ্ড বীরবল বা প্রমথ চৌধুরীর বাক্যরীতি বা রচনারীতি। 'এ সভাহলে বীরবলী চক্ৰ চলবে না।' প্রমথ, ১৯১৪। 'সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও হৃত্যতী ভাষার সঙ্গে এক পৃথক্‌ভাবে বলিয়ে দেন।' প্রমথ, ১৯১৭।

বীরভূমী [স] বিণ্ড বীরদের আঞ্চলিক। 'চণ্ডীদাস তাঁর সামুনাসিক বীরভূমী সুরে মুগ্ধে বলতেন।' প্রমথ, ১৯১২।

বীরহোড় [স] বিণ্ড নৃগোত্রবিশেষ। 'বীর বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে।' বর্জ্জ, ১৮৯২।

বীরচাটী [স] বি ধর্মীয় সম্প্রদায়বিশেষ। 'পশাচাটী ও বীরচাটী নামে দুই সম্প্রদায় আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বীর্য, বীর্য [স] ১ বি শক্তি। 'সর্বলোক অনিলে মস্তকের বীর্য হয় হানি।' কুন্দদাস, ১৫৮০। ২ বি অস্ত্রাণু। 'জন্মের ভাজন মাতা জার বীর্য সেই পিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'বীর্য ঢালি দিল রাঙ্গা শক্তি বিদ্যমান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিণ্ড তেজস্বিতা। 'অতি উগ্র তেজ বীর্য বিষম সাহস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি বীরত্ব; পরাক্রম। 'শৌর্য্য বীর্য্য মৈর্য্য গাধার্য্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। 'এখন বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বীর্যপাত [স] বি বীর্যধ্বনন। 'বীর সকলের যদি হইল বীর্যপাত।' সুলভানু, ১৭০০।

বীর্যবতী, বীর্যবতী [স] ১ বিণ্ড ক্রী বীরত্বসম্পন্ন। 'এ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীর্যবতী ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ্ড ক্রী তেজস্বী। 'সোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বীর্যবত্তা, বীর্যবত্তা [স] বি বীরত্ব। 'ভারতবর্ষবাসিনীদের বীর্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।' বর্জ্জ, ১৮৮৭। 'সেই পৌরুষ সেই বীর্যবত্তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।' নরেন্দ্র, ১৯৭৫।

বীর্যবন্ত, বীর্যবন্ত [স] ১ বিণ্ড বলবান। 'চাহে তারা নর অটল-পৌরুষ বীর্যবন্ত শক্তির।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বিণ্ড সমৃদ্ধ। 'চাই আমাদের বীর্যবন্ত সাহিত্য।' শশীমুদ্রা, ১৯৩১।

বীর্যবান [স] বীর্যবান। বিণ্ড শক্তিময়। 'মহা বলবন্ত বীর অতি বীর্যবান।' বাহরাম, ১৬৫০।

বীর্যবান [স] বিণ্ড শক্তিময়। আছে এমন। 'পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বীর্যশালী [স] বিণ্ড পৌরুষশীল। 'মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ।' সিরাজী, ১৯১৮।

বীর্যহারা [স] বীর্য+হারা। বি শক্তিশূন্য। 'তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে।' শব্দ, ১৯৫৫।

বীর্যভুর [স] বি বীর্যের অস্ত্র; বিশৃঙ্খল সন্ধ্যানাপূর্ণ শিশুবীর। 'বীর্যভুর অভিমন্যু হতজীব রণে।' মাইকেল, ১৮৬২।

বীর্যভিমান [স] বি শক্তির অহঙ্কার। 'আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যভিমান নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বীর্যেবন্ত, বীর্যেবন্ত [স] বিণ্ড বীরত্বব্যঞ্জক। 'অসাধারণ মানসিক বীর্যেবন্ত রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমকিত করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বিশেষ [স] বিশেষ। বি বিশেষ। 'অত্যানন্দ বিশেষ বহুলক হইল বাবাজীর পদাদি কোন সমাচার পাইনাঞী।' ভগ্ন, ১৭৭৯। প্র বিশেষ

বীথ [স বিথ] বি বিথ। 'হাথে ঢুলী দৌ খাইলো বীথে।' বড়, ১৪৫০। ৫
বিথ

বু [হি বুথ] বি বড়ো বোন; আশা। 'তুই খাবি, আমি খাব, বু খাবে।' নজরুল, ১৯৩০।

বুজী [হি বুজী] বি (সম্মানিত) বড়ো বোন। 'এইখানে তোর বু-জীর কবর, পরায় মতন মেয়ে।' জঙ্গীম, ১৯২৭; 'বুজীর আর এই গাথে যদি আসি কতু মেনে দেখা হয় একবার।' জঙ্গীম, ১৯৩০।

বুইলা [স বস্+] ক্রি বলা। 'বুইল ক্রি বললো।' 'রাখাচ বুইল।' বড়, ১৪৫০। 'বুইলে ক্রি বললো।' 'সে বচন বুইলে চক্রপাশী।' বড়, ১৪৫০। 'বুইলেক ক্রি বললো।' 'আর দুরাধর বুইলেক বাণী।' বড়, ১৪৫০। 'বুইলো ক্রি বললাম।' 'বুইলো পরিহাস বচনে।' বড়, ১৪৫০।

বুটকি-বোঁচকা বি কাপড়গোড় ও অন্যান্য দ্রব্যটির ছোটো-বড়ো গাটবি। 'স্ত্রিপারের ওপর বুটকি-বোঁচকা সুড় আমাদের ছুঁড়ে ফেলে।' জীবন, ১৯৩১।

বুঁদ [স বুদ] বিশ বিভোর। 'যে আশমানে মনটাকে বুঁদ করে দিরেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'ছোঁর বুঁদ হয়ে আমি চলেছি দাঁড়ী ভাইয়া।' নজরুল, ১৯২২।

বুঁদি বি গাছবিশেষ। 'বুঁদি গাছের জালে একটা পিরগিটি।' মানিক, ১৯৩০।

বুঁদেপা বি ক্রিয়ের বশে। 'বহে রক্তমাখা বুঁদেপা শরীরে।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

বুক্ [স বুকা] ১ বি বন্ধ। 'পাঞ্জর বেথিখা বুকত লাগিল যুনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ভন। 'ভন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি হদয়। 'আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক।' বুলী, ১৫৮০। ৪ বি অভ্যন্তর। 'দিলীখের বুকের মাঝে এই অবুদ উঠল ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩; 'উত্তর বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে মেয়ে।' জীবন, ১৯৪২।

বুক-কাটা বিশ সামনে বুকের দিকের অংশ খোলা। 'লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বুকচাপড়ানি বি শোক প্রকাশ করে বারবার বুক চাপড় মারা। 'অজাণী মাতার মর্ম-বিদারী কাহ্নানি আর বুকচাপড়ানি।' নজরুল, ১৯২২।

বুক-চাপড়ানো ১ বি শোক প্রকাশ করে বারবার বুক চাপড় মারা। 'আমার শশা শোন, বানিক তোর সজীনের বুক চাপড়ান দেখ।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ ক্রি বুক চাপড়-মারা। 'আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে।' নজরুল, ১৯২২।

বুক চিতানো ক্রি সাহসের সঙ্গে বুক ফুটিয়ে আশ্বাস হওয়া। 'দাঁড় উঁচু করিয়া গাথিয়া বুক চিতাইয়া বলিল।' মানিক, ১৯৩৬।

বুক-চেরা ১ বিশ প্রাণপ্রিয়। 'দুখযামিনীর বুক-চেরা ধন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'বুক-চেরা ধন।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিশ মাখখান দিগে প্রাণবিত। 'ভিতাসের বুকচেরা পানি।' মাহমুদ, ১৯৩০।

বুক-চেরা-ধন বি পরম আদরের প্রাণ। 'আম রে আম রে মোর বুক-চেরা-ধন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বুকজল [বুক+স জল] বি বুক পর্যন্ত ঢুবে যায় এতটাই জল। 'হাঁটুজল বুকজল গলাজল পাখিজল হয়ে ওঠে।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

বুকজামা [বুক+কা জামা] বি বাটো কোট; ওয়েস্ট-কোট। ওয়াঁ,

১৭৮৫।

বুক-জোড়া বিশ বুক জুড়ে আছে এমন। 'বুক-জোড়া হাথাকর তোমার।' নজরুল, ১৯২২।

বুক-টানা বিশ চিতাকর্ষক। 'কবকের ফলার ঘোরা বুক-টানা সোনা-সোনা ধান।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বুক ঠুকা ক্রি সাহস করা। 'রাসুই কিনা বুক ঠুকিয়া কথা বলিতেছিল।' মানিক, ১৯৩৬।

বুক ঠুকে বুক ক্রি নিষিদ্ধ করে বলা। 'তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এ-কথাই বা বুক ঠুকে বলতে পারে কে?' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

বুক-ডলা বিশ বন্ধমতি। 'কাকর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আঙন।' নজরুল, ১৯২৩।

বুকডোবা বিশ বুক পর্যন্ত ঢুবে গেছে এমন। 'বুকডোবা শাভ জলে ঢুবেও হৃদয়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

বুক দমা ক্রি নিরুৎসাহ হওয়া। 'নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বুক দুয়দুয় করা ক্রি ভয় বা উত্তেজনায় বুকের ভিতর অশব্দের ভাব হওয়া। 'বুক দুয়দুয় করে উঠেছিল।' জীবন, ১৯৩২।

বুক খড়খড় করা ক্রি ভয়ে হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হওয়া। 'আমার রাগে বুক খড়খড় করে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বুকপকেট [বুক+ই পকেট] বি বুক সংলগ্ন জামার পকেট। 'দেখাওয়া আমাকে বুকপকেটে ফেলিয়া দিল।' প্রভাত, ১৮৯৬; 'চিঠিখানা রেখে দিল সেদেন বুকপকেটে।' জীবন, ১৯৩২।

বুকপাটা বি বুকের কিছু। 'ভীমের বুকপাটার মতো প্রকাণ্ড।' অবন, ১৯০৯।

বুকফাটা ১ ক্রি দুঃখে হৃদয় কেটে যাওয়া। 'রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।' বর্জিম, ১৮৭৮। ২ বিশ বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ার মতো। 'বুকফাটা দুঃখে ওমরিছে বুকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিশ প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছে এমন। 'সুঠিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস।' নজরুল, ১৯২৩।

বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না বিশ কষ্টে বুক ফাটলেও মুখে বলতে পারে না এমন। 'তাদের প্রাণের বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না বাণীর বীণা মোর পাশে।' নজরুল, ১৯২৩।

বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না - মনের গোপন কথা প্রকাশ করার ইচ্ছা সত্ত্বেও মুখে না বলা। 'সুখ, ১৯০৬; 'যেদেরা মুখ থাকতে বোবা, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।' নজরুল, ১৯২৭।

বুক ফুলানো, বুক-ফোলানো ১ বিশ অহঙ্কারপূর্ণ। 'ইশা বা রাজহরের বুক-ফুলানো ভাষি ... দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রি অহংকার করা। 'শিশুপুরুষের বীরপাখা ও সাহিত্য পর্ণপরে অতীত বর্ণনাপন করিয়া বুক ফুলাইয়া যতটুকু সময় অপব্যয় করিতেছি।' প্রচারক, ১৯০৩; 'প্রদীপ কটে বুক ফুটিয়ে বলা।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি অহংকার। 'অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস শেখুদ না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বুক ফেটে যাওয়া ১ ক্রি কাতর হওয়া। 'ওমা শিশিয়ার বুক ফেটে গেলে।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রি প্রচণ্ড কষ্ট পাওয়া। 'ভাকে ভাগ্য করতের বুক ফেটে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বুক বাঁধা ক্রি সাহসী হওয়া। 'বুক বেঁধে উড় দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস নে ভাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বুক-ভরা ১ *কি* সমস্ত মন জুড়ে আছে এমন। 'বুকভরা অভিমান আলোড়িয়া মর্মহান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'কি সুন্দর বুক-ভরা বাণী!' নজরুল, ১৯২২। ২ *কি* আনন্দে মন পূর্ণ হওয়া। 'এমনটি নাই কারও! তখন বুক ভরে।' নজরুল, ১৯২৬।

বুক ভরে ওঠা *কি* বসি পাওয়া; তৃপ্তি পাওয়া। 'বুকটা আমার ভরে উঠল।' ওয়ালী, ১৯৩৯।

বুকভাড়া, বুকভাড়া ১ *বিশ* বুক ভেঙে দেয় এমন। 'বুকভাড়া বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া, তুলিবার যাহা একেবারে যাব তুলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ *বিশ* বুকের কাছে ভাঁজ করা। 'পরশে পেটলুন, গারে বুকভাড়া কোট।' এমখ, ১৯২০।

বুক ভেঙে বাওয়া *কি* দারুণ কষ্ট হওয়া। 'আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বুক মিলানো *কি* প্রথম দেখার পরস্পরের বুক মিলিয়ে আলিসনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা করা। 'হাত মিলানো, বুক মিলানো শেষ হলে ...।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

বুক করে রাখা *কি* সযত্নে আগলে রাখা। 'তিনি আমাকে যেন বুক করে রেখেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বুক ঠুক দেওয়া *কি* বন্ধু কল্যাণত করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুক থেকে পড়া *কি* বুক টিপ টিপ করা। 'জ্ঞাতিবর্গের বুক থেকে পড়তে লাগলো।' হেতাম, ১৮৬১।

বুক বাজা *কি* কন্যে অনুভূত হওয়া। 'বুকে বাজে আশাহীনা কী-মর্মর বীণা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

বুকে বুক ১ *ক্রি*বিশ সামনা সামনি। 'বুকে বুকে জ্বু করি হইলা কোঁকুবি।' মালশ্যব, ১৫০০। ২ *ক্রি*বিশ আলিসন করে। 'কোঁকু আছে বুক বুকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বুকের ওজন *বি* মনের জোর। 'ভাবনা চিন্তার তোমার বুকের ওজনই কমে গেছে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

বুকের কপাট *বি* মনের দরজা। 'তাই মা আমার বুকের কপাট খুলতে নারল তার কল্যাণত।' নজরুল, ১৯২৩।

বুকের পাটা *বি* সাহাব। 'এদের কেমন বুকের পাটা।' উমেশ, ১৮৭৭; 'আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা।' মশাররফ, ১৮৬৯।

বুকের খুলা *বি* উদরস্কৃতি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুকের বাদল *বি* আবেগ। 'বুকের বাদল উখলি উঠিছে কোন কাজীর পানে।' জীবন, ১৯২৭।

বুকে লাগা *কি* কষ্ট পাওয়া। 'আপনি চলে যাবেন বলে আমার বুকে বড় লাগে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

বুকে সূচ ফুটা *কি* মনে তীব্র কষ্ট পাওয়া। 'হঠাৎ যেন বুকের ভেতর সূচ ফুটলো।' হাকিমজুর, ১৯৫৩।

বুক *হি* *বি* বই। 'তিন বুক জিওমেট্রি ...।' বটম, ১৮৭৩।

বুক কিশোর *হি* *বি* হিসাবরক্ষক। 'আজ গবর্নমেন্টের অফিস বন্দ সুতরাং আমার ক্লার্ক, ক্যারানি, বুককিশোর ও হেড রাইটরদিগকে দেখাতে সোলাম না।' হেতাম, ১৮৬১।

বুককিশি *হি* *বি* হিসাব-রক্ষক। 'লেণ্ডোনের মধ্যে বুককিশি, টাইপ রাইটার, শর্টহ্যান্ড, যন্ত্রশিক্ষা।' বেশম, ১৯৫৯।

বুককেস *হি* *বি* বই রাখার তাকওয়ালা আলমারি। 'একটা ছোট বুককেসও আছে এককোশে।' শিবরাম, ১৯৪০।

বুক-পোটে *হি* *বি* ডাকযোগে বই পাঠানোর ব্যবস্থা। 'একদিন সেই বুক-পোটের ছদ্মবেশে লেখাটা আমার কাছেই আবার ফিরে এসেছে।' শিবরাম, ১৯৫০।

বুক-শেলফ *হি* *বি* বইয়ের তাক। 'বুক শেলফের বুক গিয়ে আছাড় খায়।' শিবরাম, ১৯৭০।

বুকস্টল *হি* *বি* বইয়ের দোকান। 'বুকস্টলের সমস্ত রকম বই।' জীবন, ১৯৩২; 'বুকস্টলে দমায়মান।' বিজুতি, ১৯৩৮।

বুকশি *হি* *কি* বই পড়তে মাত্রাধিক ভালোবাসে এমন। 'লোকটা বুকশি, গ্রন্থস্টীট।' মুষ্টি, ১৯৩১।

বুকড়ি *হি* বগড়া *বি* আঁঠো, মোটা চাল। 'বুকড়ি চালের ভাত।' বটম, ১৮৭৫।

বুকনি, বুকনী *হি* বুকনী ১ *বি* টুকরা বস্তু। *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ *বি* এক ভাবার মধ্যে অন্য ভাবার প্রয়োগ। 'তোমার ইংরেজি বুকনীতে প্রাণ ছড়িয়ে গেল।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'ইংরেজী ও সংস্কৃতের বুকনি শিখিতে হইয়াছে।' প্রচারক, ১৯০৪।

বুকিং আপিস *হি* *বি* কোনো পরিবহনে যাওয়ার টিকিট অগ্রিম সংরক্ষণ করে যে আপিস। 'বিশ্ববিদ্যালয় কি বুকিং আপিস যে ভূমি বাতায়নস্থ হইলেকি ততোমাকে সত্তায় বিদেশ যাইবার ...।' মুক্তভাব, ১৯৫৯।

বুকিং ক্লার্ক *হি* *বি* রেলস্টেশন, থিয়েটার বা অনুরূপ স্থানে যে ব্যক্তি টিকেট বিক্রয় করে বা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। 'সেকন্ড শোবা কোরাগিরি মত কলুর ঘাগির বদলি বদলি হলে, পাগড়ি বাঁধা দলের প্রথম উমুল - সিঁপসরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন।' হেতাম, ১৮৬১।

বুগাড়া *বি* অলংকারবিশেষ। 'কানে বুগাড়া বা খুলানাদা, গলার কটচিকি পরতেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

বুগবুগি [খনা] *ক্রি*বিশ বুগবুগ শব্দ করে। 'কাফা মারে লেজের খাপট, জল ওঠে বুগবুগি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বুগলি *বি* পকেট। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বুচকি [ডু বোকাহু] *হি* ছোটো খেল। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বুচার *হি* *বি* কসাই। 'ডিস্পেনসারীর কমিশন, মদের দোকানের কমিশন, বুচারের দোকানের কমিশন।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বুজদিল [খা] ১ *বিশ* ভীল। 'বুজদিল ওই দুশমন সব।' নজরুল, ১৯২২। ২ *বি* কাপুরুষ। 'ভীল বুজদিল পারে না সইতে তোমার যুদ্ধ আমন্ত্রণ।' ফররুখ, ১৯৪৬।

বুজন [না বুদ্ধ] *হি* বোঝা; উপলব্ধি করা। 'তোমার মনের কথা বুজন না জায়।' কবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বুজবুজ [খনা] *বি* ছুড়ছুড়ি; বহুল। 'শ্যাম্পেন খুললেই সোডার মতো বুজবুজ করে।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

বুজম ফ্রেড, বুজুম ফ্রেড *হি* *বি* অন্তর বহু। 'মতিলাল বিবেশ ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম ফ্রেড ছিলেন।' হেতাম, ১৮৬১; 'সে আমার বুজম ফ্রেড।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

বুজরক, বুজুর, বুজুর [খা বুদ্ধ] *হি* অশৌচিক ক্রমতার অধিকারী। 'পারসীক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজুর অর্থাৎ যাহার দৈবশক্তি আছে।' অক্ষর, ১৮৫০; 'বুজুর ও নবীর নাম নিরা এক একবার দাড়ি

বুজরাগি

নেড়ে তসবি পড়িতেছেন।' গায়ী, ১৮৫৮: 'কেউ ধার্মিকের সম্পর্ক রাখেন সুতরাং আপন আত্মাটার টকার দশকা কবে খালু ফরতা নিচ্ছেন, শোকে জানুক মোহাচী বড় বুজরুক।' হুজাম, ১৮৬১।

বুজরাগি, বুজরাগী [বা বুজরাং] বি মাহাত্ম্য। 'দুনিয়ার বিচে যার বুজরাগি তারিক।' গদ্য, ১৭৬৫: 'শীর ছায়েবের বুজরাগী ও কোয়ামত বয়ান করিয়া হইল ফেলো।' এসময়, ১৯২০।

বুজরুকি, বুজরুগি [বা বুজরাং] ১ বি প্রাজ্ঞতা। 'অনেক লক্ষ্যেএ পাতি ও ইরানী টাঙ্গানি বাবুর বুজরুকি ও কোয়ামতের অনিয়ত এনোশ করে থাকেন।' হুজাম, ১৮৬১। ২ বি অসৌকরিক শক্তির ভান। 'বিবিধরকার বুজরুকি হতে আরম্ভ হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি হলনা; ভান। 'কৃতকগুলি শিকিত গুলুনাচওয়ালার বুজরুকিমার।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি ভুজং। 'আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না।' প্রথম, ১৯১৮। ৫ বি প্রতারণা। 'এটা বুজরুকি নয়।' জীবন, ১৯০২।

বুজরুকি [বা বুজরাং] বিন বাহাদুরি। 'এখানেই পড়িতের বুজরুকি।' মালেন্ড, ১৯৪৯।

বুজরাগান [বা বুজরাং] বি প্রজ্ঞা। ওগী, ১৭৮৫।

বুজরুক [বা বুজরাং] বি অসৌকরিক শক্তির ভানকারী। 'এ বুজরুক কহিল যে ... বৈকালে আসিও।' দর্পণ, ১৮২২।

বুজরুকী [বা বুজরাং] বি অসৌকরিক শক্তির ভান। 'আপনার বুজরুকী প্রকাশ করিতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২২।

বুজরাং [বা বুজরাং] ১ বি মহত্ত্ব। মালেন্ড, ১৯৪০। ২ বি মাহাত্ম্য। 'এতে আমার কোন বুজরাং নাই।' মনসুর, ১৯৫০।

বুজা ক্রি বন্ধ হওয়া; বন্ধ করা; বুজি ক্রি বন্ধ করে। 'সন্ধ্যা হইয়া পড়িয়া বুজি আঁধি।' বৃন্দা, ১৫৮০। বুজু ক্রি বন্ধ করে। 'সুখ কল নাহি বুজু এই সে কারণ।' মাল্যাবর, ১৫০০।

বুজান (স মদ্রত) ক্রি ভরাত করা। 'ইহা প্রত্যহ বুজান টাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

বুজু আসা ক্রি যুমে বন্ধ হয়ে আসা। 'চোখ যদি বুজু আসতে চার জোরে করে টেনে রাখলে চোটা করব না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বুজু বাওয়া ক্রি রুদ্ধ হওয়া; বন্ধ হওয়া। 'পলা বুজু যার নারায়নের।' মানিক, ১৯৪৭।

বুজা [বা বুজু] ক্রি বোকা; বুজি ক্রি বুঝি। 'আজু কেনে তোমার মন না বুজি পোশাই।' বিজয়, ১৬৫০। বুজিহ ক্রি বুঝে। 'বাট ন ওমা ষড়ভুজি মো হোই আঁধি বুজিহ বাট জাউই।' চর্চা ১৫, ১২০০। বুজিয়া ক্রি বুঝে। 'একাকি বুজিয়া রাজা করিল এহী সম।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বুজীয়া ক্রি বুঝিয়া; বুঝে। ব্যালসে, ১৭৭২। বুজু ক্রি বোঝে। 'কতটা বয়স মোর যদি ফেহ বুজু।' জগদ্ব, ১৭৬০।

বুজীয়া পাওয়া ক্রি সন্ধানে গ্রহণ করা; বুজে পাওয়া। 'আমার দাওয়া আমি বুজীয়া পাইয়া রাজী।' হাস্যরসে, ১৭৭২।

বুজরাং বুজরুক

বুজা [বা বুজু] ক্রি বোকা। বুজিহ ক্রি বুঝলে। 'বারে পাঠে কা বুজিহে মনে।' চর্চা ৩৯, ১২০০।

বুজ [বা বুজু] ১ বি সাদুনা; গ্রহণা। 'আমাকে বুজ সেয়া বুজ সবহ।' জীবন, ১৯০৩। ২ বি বোধ; নিচারা। 'ভালো, সত্যের নেই সেই বুজ, সেই দাঁড়ীসার।' শক্তি, ১৯৭০।

বুজসমর, বুজ সমজ, বুজ সমুজ [হি বি বিচার-বিবেচনা।] 'কেহেতার মজিক বুজ সমজ।' গায়ী, ১৮৫৮: 'উভয় পক্ষের মশালের আলো দেখিয়া ... বুজ সমুজ হইয়া গেল।' মশারফর, ১৮৮০: 'মশাবিকারী এ নৌকাঘাটেই বুজসমর শুরু করে দিলেন।' সোজ, ১৯৬১।

বুজল [বা বুজু] বি বোকা। 'কুৎসর অতিষ্ঠ শক্তি বুজনে না যার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বুজনিয়া [বা বুজু] বি সমঝদার যুক্তি। মালেন্ড, ১৭৪০।

বুজা [বা বুজা] ১ ক্রি উপলব্ধি করা। 'অপলে আপা বুজ কু নিমজম।' চর্চা ৩২, ১২০০। ২ ক্রি উপলব্ধি করা। 'পাছে যাবে বুজাপড়া বাহাদুরি যত।' রামধন্য, ১৭৮০। ৩ ক্রি মানা; দামিত্য মানা। 'দনী আপনার কাজ বুজে প্রবাহিত হয়।' জীবন, ১৯৪২। বুজ ক্রি বোকা। 'অপলে আপা বুজ কু নিমজম।' চর্চা ৩২, ১২০০। বুজাই ক্রি বোঝে। 'মো বুজই তা গলে দলপাস।' চর্চা ৩৭, ১২০০। বুজাই ক্রি বোঝে। 'গো এধ বুজা সে এধ বীরা।' চর্চা ২০, ১২০০। বুজু ক্রি বুঝে। 'আর সেই বলারল সমাই বুজু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বুজল ক্রি বুঝলাম। 'হরিন ইন্দু অবরিন করিন যেম শিক বুজল অমায়ী।' বিদ্যাপতি, ১৪৮০। বুজলাও ক্রি বুঝলাম। 'গুর-আশা বুজলাও পুতলি নিমালো।' হুজুদ, ১৬০০। বুজাই ক্রি বুঝবে। 'আইস সহাবে লই জপ বুজাই তুট বাধা তোরা।' চর্চা ৪১, ১২০০। বুজনি ক্রি বোকা। 'হাওলা কাহাতি/বোল না বুজনি।' বড়, ১৪৫০। বুজাই ক্রি বোকা। 'খিরমজী বুজহ আপানে।' বড়, ১৪৫০। বুজাই ক্রি বুঝিয়ে। 'আপনে বুজাই যেন না করিয়া সাজু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বুজাইয়া ক্রি বুঝিয়ে। 'বুজাইয়া করিল সব দর্জনের প্রতি।' বাহরাম, ১৬৫০। বুজাইতে ক্রি ব্যাখ্যা করতে। 'ধর বুজাইতে বাপ তোরে অবতার।' বৃন্দা, ১৫৮০। বুজাই ক্রি বোকাবো। 'তোরে বুজাইব তেজিআলাহা এইখানে।' মাল্যাবর, ১৫০০। বুজাইবা ক্রি বোকাবো। 'কেমতে জগতে তুমি ধর বুজাইবা।' বৃন্দা, ১৫৮০। বুজাইলেক ক্রি বুঝাবে। 'কেমতে বুজাইলেক আঁধি সতেক বরফ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বুজাইয়া ক্রি বুঝিয়ে। 'ধর বুজাইয়া লোকে নিভার না করি।' মাল্যাবর, ১৫০০। বুজাইল ক্রি বোকাবো। 'বিসা গ্রোনে বিদুরে বুজাইল সাবখানে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বুজাইলে ক্রি বোকাবো। 'হেনক বরন মোরে বুজাইলে ইবে।' মাল্যাবর, ১৫০০। বুজাউবি ক্রি বোকাবির। 'অনুর মোরি বুজাউবি রোএ। বনক কৌসলে কী নহি হোএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৮০। বুজাই ক্রি বোকাব। 'বিনয় মধুর ভাবে বুজাইব বহন।' বাহরাম, ১৬৫০। বুজাই ক্রি বুঝিয়ে বলি। 'সুপ মার মশোপাখ তোকোরে বুজাই।' বড়, ১৪৫০। বুজাইয়া ক্রি বুঝিয়ে। 'প্রবোধবলন কত বুজাইয়া তাহারে।' বড়, ১৪৫০। বুজাই ক্রি বোকাবো; ব্যাখ্যা করাবে। 'আমি কি বুজার আমি আপনি পড়িত।' মানিকরাম, ১৭২১। বুজার ক্রি উপলব্ধি করা। 'যেন বদুনায়ে কৌশল্য বুজার।' বৃন্দা, ১৫৮০। বুজায়া ক্রি বুঝিয়ে। বোপল, ১৭৮০। বুজাই ক্রি বোকাব। 'আপনে বুজাই বড়ারি নামের নমনে।' বড়, ১৪৫০। বুজি ক্রি বোধ করি। 'সমস্তক বোহে বুঝিরে কাসু কদিসি।' চর্চা ২৩, ১২০০। বুজিহ ক্রি বুঝি। 'হুসুহু ভাই মই বুজিহ মেলো।' চর্চা ২৭, ১২০০। বুজীয়া ক্রি বুঝে। 'গোকুল রাবিল আসে বুজীয়া ধরম।' বড়, ১৪৫০। বুজাই ১ ক্রি বুঝি। 'ভাল না বুজিএ তোহে এলোহি চরীত।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বুঝে। 'এতকে বুজিএ তোমার বড় আছিলি।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি বুঝে। 'না বুজিএ কেহ বলে ভিন্ন সেহ।' মানিকরাম, ১৭৮১। বুজিতে ক্রি উপলব্ধি করতে। 'বুজিতে মরম তান অধিক দুহর।' বাহরাম, ১৬৫০। বুজিতে ক্রি বুঝতে। 'বুজিতে নারো তার মশে।' বড়, ১৪৫০। বুজিহ ক্রি বুঝে। 'বুজিহ কেলে সার আর

বুড়া কাল

১৯৪০।

বুড়া কাল [বুড়া+স কাল] বি বৃদ্ধ বয়স। 'বুড়া কালে অপযশ হাसे সর্বজন।' বিজয়, ১৬৫০।

বুড়াবয়স [বুড়া+স বয়স] বি বৃদ্ধকাল। 'আমি কি এই বুড়াবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বাসিরাছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বুড়াল [স বৃদ্ধ] বিশ বুড়ো আত্মল যতোটা চণ্ডা ততোটা পরিমাণ; প্রায় বুড়ো এক সমপরিমাণ। ওর্দা, ১৭৮৫।

বুড়ি, বুড়ী [স বৃদ্ধা] ১ বি স্ত্রী বৃদ্ধা রমণী। 'গণগোল সেবি বুড়ি আখি মেলা চাএ।' মাল্যধর, ১৫০০। 'আজি সে পুতনা বুড়ী বখি নিচর।' মেশা, ১৫৮০। ২ বি শোকস্রীড়াবিশেষের চরিত্র। 'চোরচোর বেলায় ছুটতে না পারলে বুড়ি ছুয়ে ফেলাই ভাল।' শরৎ, ১৯১৭। 'প্রতিদিন অভ্যাসবশত ছুয়েছি লাভের বুড়ি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩। ৩ বিশ পুরানো। 'নতুনতর কৌশলে বুড়ি ধরণীর রস আরও কিছুটা নিজ্ঞানো যায় কী না।' শরীফ, ১৯৬৮।

বুড়িখেড়ি বি অতি বৃদ্ধ লোক। 'ওসব বুড়িখেড়িসের আমার ভালো লাগে না।' জীবন, ১৯৩২।

বুড়িয়ে যাওয়া ক্রি অতিশয় বয়স্ক হওয়া। 'দুদিনে দশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছেন।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

বুড়ি [স বোড়ী] বি পাঁচ গণা। 'অই পন পাঁচ গণা অসুরির কড়ি/ মাংসের পিছিয়া কড়ি ধারি সেড় বুড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বুড়িকসা বি বুড়ির নামভা। কল্যা, ১৮৯১।

বুড়িপাশা, বুড়ীপাশা বি ঢাকা নদীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীবিশেষ। 'বুড়ীপাশা নদীর অপর তটে।' প্রচারক, ১৮৯৯।

বুড়া [স বৃদ্ধ] ১ বি বৃদ্ধ ব্যক্তি। 'ও রে বুড়ো ঔটিকুড়া নারদা অশ্রুধেয় ভারত, ১৭৬৩। ২ বিশ বেশ পুরানো। 'ভাড়া বুড়ো কল-কল হাত তাদের বহস কে জানে কত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বুড়া

বুড়ো আত্মল বি বৃদ্ধাশূল। 'তখন কিসে বুড়ো আত্মল বলে লবভা।' অবন, ১৯২৭।

বুড়োটে ১ বিশ বুড়ার মতো। 'বিদুর মুখের গোপন-করা বুড়োটে ভাব।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বিশ ভাঙ্গপাখীর। 'ভগবানের বুড়োটে খেয়ালের টিক উপরেই খোকার ছেলখেলা।' মানিক, ১৯৩৭।

বুড়ো গুথুড়া বিশ অত্যন্ত বৃদ্ধ। 'মেজবাবুর শ্বশুর এখন বুড়ো গুথুড়া।' বিমল, ১৯৫৩।

বুড়োপাশা বিশ বৃদ্ধ। 'ওই যে পানের ডিবে হাতে বুড়োপাশা মেয়েমানুষকে দেখলেন।' বিমল, ১৯৫৩।

বুড়োবয়স [স বৃদ্ধ-বয়স] বি বৃদ্ধকাল। 'তুমি বুড়োবয়সে আক্কেল হুইয়ে বসেছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বুড়ো মতন বিশ বৃদ্ধগ্রন্থ। 'নীচে একটি বুড়ো মতন ... ভদ্রলোক।' জীবন, ১৯৩০।

বুড়ো মানুষ বি বৃদ্ধলোক। 'আমরা হলুম বুড়ো মানুষ।' উন্মেষ, ১৮৫৭।

বুড়োমানুষি [স বৃদ্ধ+স মানুষ] বি বয়স্ক লোকের মতো আচরণ। 'আমি ছেলেমানুষি করি; না তুমি বুড়োমানুষি কর।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বুড়োটি ১ বি জেঠামি। 'ছেলেবেলাও আমরা বুড়োটিতে পরিপূর্ণ।' প্রমথ, ১৯০২। ২ বি বৃদ্ধের আচরণ। 'বসে-ধাকাটাই বুড়োটি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোয়া, বুড় শালিকের ঘাড়ে রো - বৃদ্ধ বয়সে যুবকের মতো আচরণ। মাইকেল, ১৯৬০।

বুড়োসুড়ো বিশ অতিশয় বৃদ্ধ। 'আর ভাই, বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বুড়োঠাকুরানু বি ব্রতবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যসেবতার ব্রত ... শীতলা, বুড়োঠাকুরানু, বেটু, কুশাই, হুশাই।' অবন, ১৯১৯।

বুড়তা [স বৃদ্ধ] বিশ বৃদ্ধ; প্রবীণ। 'যুবা-বুড়তার সে দেশে ভিড়, সেখা যেতে নারে বুড়তা শীর।' নজরুল, ১৯২৮।

বুটটি বি বুড়ি। 'আজ নাচ বুটটি নাচার বাবা উঠতে বসতে গতে।' নজরুল, ১৯২৪।

বুঢ়া [স বৃদ্ধা] বিশ বুড়া; বৃদ্ধ। 'বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোকে।' বড়ু, ১৪৫০।

বুঢ়ি, বুঢ়ী বি বৃদ্ধা রমণী। 'বুঢ়ি দিল রাখিকার আনুভূতি লখা।' বড়ু, ১৪৫০। 'গরজালী বুঢ়ী আছে তোমার পাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

বুঢ়ীঅ মাই বি বুড়ি মা। 'চাহি শেল বুঢ়ীঅ মাই।' বড়ু, ১৪৫০।

বুড়ি বি গাছবিশেষ। 'বুড়ি মাঝুড়ি কাটিল বাবলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বুত, বু, বুত [স] বি বুড়ি। 'আবু জেহেদের ঘরে ছিল এক বুত।' সুলতান, ১৭০০; 'বৃত্তপরন্তি।' রোকেয়া, ১৯০৪; 'মক্কা বিজয়ের জাগ' পর্যন্ত মক্কার কাবা ছিল বুখানা।' মাহেনত্ত, ১৯৪৯।

বুত-পুজারী [ফা বুত+পুজারী] বি বুড়ির উপাসক। 'মনে মাটির প্রতি পুজার ভাব জানে তারা বুত-পুজারী।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

বুখানা [ফা] বি বুড়ি রাখার ঘর। 'মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কার কাবা ছিল বুখানা।' মাহেনত্ত, ১৯৪৯।

বুৎপরন্ত [ফা] বিশ বুড়ি উপাসক; পৌত্তলিক। 'সব জিনিস তুমি বুড়ি দিয়ে গ্রহণ করবে, নচেৎ তুমিও বুৎপরন্ত।' শওকত, ১৯৬২।

বুৎপরন্তি, বুৎ-পরন্তি, বুতপরন্তি [ফা] বি পৌত্তলিকতা। 'মুসলমান সমাজে 'বুতপরন্তি'-ও যে প্রবেশ করিয়াছে।' রোকেয়া, ১৯০৪; 'অর্থাৎ গোরেই আল্লার অংশে বিভাজ্য করাহে তখনই হয় বুৎ-পরন্তি।' মুক্ততর, ১৯৬০; 'এর নাম বুৎপরন্তি - প্রতিমাপূজা।' শওকত, ১৯৬২।

বুদবুদ [ধন্য] ১ বি পানির ফুড়ফুড়ি। 'এখনও গ্রাসের নিম্নভাগ হইতে বুদবুদ উঠিতেছে।' মশাররফ, ১৮৯০। ২ বি অস্থায়ী বস্তু। 'ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদবুদ বানিয়ে চলত তা হলে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বুদবুদ

বুদবুদ কাটা ক্রি আলোড়ন তোলা। 'অনেক কথা আমার মনের দিঘিতে বুদবুদ কাটছে।' নজরুল, ১৯২৭।

বুদবুদভাষা [বুদবুদ+স ভাষা] বি অস্পষ্ট ভাষা। 'মুদুল মধুর বুদবুদভাষা।' নজরুল, ১৯২৭।

বুদ্ধ [স] বি বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। 'বুদ্ধ রূপ ধরিয়া চিহ্নিলে নিরঞ্জন।' বড়ু, ১৪৫০।

বুদ্ধত্ব [স] বি বুদ্ধের অবয়ব। 'নানা লক্ষণাক্রান্ত নাক মুখ চোখের টানটান দিয়ে পাথরের মূর্তিতে বুদ্ধত্ববুদ্ধত্ব পরিষ্কার ধরে ফেলা চল।' অবন, ১৯২৫।

বুদ্ধনাটক [স] বি বুদ্ধকে নিয়ে লেখা নাটক। 'বুদ্ধনাটক বিষম

হয়ে।' চর্চা ১৭, ১৯০০।

বুদ্ধবৃত্ত [স] বি বোধ সমাধিকর। 'একটি প্রকৃত বুদ্ধবৃত্ত প্রদত্ত করিয়াছিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বুদ্ধ [স] বি বুদ্ধ। 'বুদ্ধ হইতে তরঙ্গ বহল অম্ব জীও।' আলোচন, ১৬৮০।

বুদ্ধি [স] ১ বি পরামর্শ। 'আপনাদের কিছু বোধ বুদ্ধি পরবর্তী' বড়, ১৪০০। ২ বি বিবেচনাপ্রকৃতি। 'জির সমান বুদ্ধি নাহিল আমারে।' মলাধর, ১৫০০। ৩ বি সমাধান। 'যোএ শিতমতি বড়াই কর কোন বুদ্ধি' বড়, ১৫৭০। ৪ বি বোধ। 'তোমার তাতে ধাক্কাত বুদ্ধি হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি জ্ঞান। 'যাবব বুদ্ধির গতি তাকব বলি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৬ বি মতি। 'সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৭ বি লেখাপড়া। 'বুদ্ধির কিতাব যত পাইয়া আছিল।' আলোচন, ১৬৮০; বুদ্ধি আমার যেমনি হোক, কান দুটো নয় শূন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বুদ্ধি-অভিমাত্রী [স] বিণ পাত্তিতার অংকারী। 'হেসো না, হেসো না তুমি বুদ্ধি-অভিমাত্রী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বুদ্ধি আঁটা [স] ক্রিণ বের করা। 'তাকে বেনে জম্ব করবে সেই বুদ্ধি আঁটছে ওরা।' শামসুল, ১৯৫৭।

বুদ্ধিকর [স] বিণ বুদ্ধি বাড়ায় এমন। 'বলকর বুদ্ধিকর সর্বত্রওপথ ...' তরু, ১৮৫৮।

বুদ্ধিকৌশল [স] বি চতুরতা। 'আমি উয়ার অসম্বব বুদ্ধিকৌশলে চমকুত হইয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বুদ্ধিপম্য [স] বিণ বোধপম্য। 'ইহাই বা তাহার কি প্রকার বুদ্ধিপম্য হইতে পারে?' অক্ষর, ১৮৪৪।

বুদ্ধিশোচর [স] বিণ বোধপম্য। 'শাখাটি বিষয় বাসলা তাম্র তরঙ্গমা করা পোষে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিশোচর হইবে।' দর্পণ, ১৮৩০।

বুদ্ধিশৌর্য [স] বি জ্ঞানের পরিমা। 'অসাধারণ, বুদ্ধিশৌর্য, বাকশীতিজ্ঞতা, অধ্যবসার ও উপচির্কীর্ষ প্রকাশপূর্বক ... যতদূর সম্ভব কৃতকার্য হন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

বুদ্ধিচর্চা [স] বি বিচারশক্তির অনুশীলন। 'উসরচর্চা অপেক্ষা বুদ্ধিচর্চা অধিকতর পরিমাণে আমাদের শরীরি ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বুদ্ধিচেষ্টা [স] বি বুদ্ধিকৌশল। 'লোকসকলের বুদ্ধিচেষ্টার মধ্যেও আপন শাসন বিস্তার করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বুদ্ধিজ্ঞন [স] বি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। 'বুদ্ধিজ্ঞন না তোলাক মদ্রর আশোনে।' আলোচন, ১৬৮০।

বুদ্ধিজীবী [স] বি বুদ্ধিজীবী। বিণ জ্ঞান বা বুদ্ধিকৌশল কাজ সম্পাদন করে এমন। 'মহাশয়ের তুম্য বুদ্ধিজীবী ও কৃতি মনুষ্য পাওয়া দুর্লভ।' দর্পণ, ১৮৩২।

বুদ্ধিজীবী [স] ১ বিণ বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে এমন। 'বুদ্ধিজীবী যত জীব, বাহারদিশের আপন সত্তা মাত্রেরও বোধ আছে, তসমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বি জ্ঞানী। 'সকলোবুদ্ধি যদিত বুদ্ধিজীবীর ইষ্টমত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বুদ্ধিঘোষিত [স] বি বুদ্ধিকর ঘোষিত। 'প্রাচীন হিন্দুদিগের বুদ্ধিঘোষিত ... বিকশিত হইয়াছিল।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বুদ্ধিদাতা [স] বিণ পরামর্শ প্রদানকারী। '... হিসেব অসাধারণ গুণী,

বুদ্ধিদাতা ও প্রিয়মিত।' মহাপ্রভু, ১৯৫৬।

বুদ্ধিদামিনী [স] বি স্ত্রী বুদ্ধি প্রদানকারী। 'এসের বুদ্ধিদামিনীটি কে সেটা বুঝতেও বিলম্ব হল না।' মুক্তবর্ষ, ১৯৬০।

বুদ্ধিনাশ [স] বি বুদ্ধিশোষণ। 'মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বুদ্ধিশূর্য [স] ক্রিণ বুদ্ধি সহকারী। 'যোগমায়া তাকে এমন বুদ্ধিশূর্য প্রদত্ত করতেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বুদ্ধিশ্রবণ [স] বি বুদ্ধিসম্মত। 'বুদ্ধিশ্রবণে নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বুদ্ধিশ্রোঙ্কল [স] বিণ বুদ্ধিদীর্ঘ। 'বুদ্ধিশ্রোঙ্কল দৃষ্টি' বিকৃতি, ১৯৩১।

বুদ্ধিবল [স] বি বিচারশক্তি। 'তুমি জল তুমি স্থল অপরন্ত বুদ্ধিবল।' রণায়ম, ১৭৫০।

বুদ্ধিবলে [স] ক্রিণ বুদ্ধির জোরে। 'শিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসম্ভার করিয়া তাহাদিগের ভোগ্য তুসল্পতিসকল ভ্রম করিয়াছিলেন।' বহির্ম, ১৮৭৪।

বুদ্ধিবিহীন [স] বিণ সুবিবেচনা বলে গল্য করা যায় না এমন। 'সম্পন্ন অগণতান্ত্রিক ও সাধারণ বুদ্ধিবিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।' দেশম, ১৯৫১।

বুদ্ধিবাদী [স] বি বিত্ববাদী। 'বুদ্ধিবাদীরা ... বিশ্ববাসী হতে পারে।' বৃষ্টি, ১৯৩১।

বুদ্ধিবিচার [স] বি বুদ্ধির বিকৃতি। 'এ স্ত্রী রকম বুদ্ধিবিচার গুণ ঘটল।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

বুদ্ধিবিচার [স] বি বিবেক ও বিবেচনা। 'জ্ঞানও তাকে বীণার ডাকে বুদ্ধিবিচার-হারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বুদ্ধিবিদ্যা [স] বি জ্ঞান ও শিক্ষা। 'বুদ্ধিবিদ্যা সজে হয় অধিক শোভমান।' আলোচন, ১৬৮০।

বুদ্ধিবিপর্যয় [স] বি বুদ্ধির বিশাল। 'অনেকেরই চিত্তবিকল্য ও বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বুদ্ধিবিবেক [স] বি সাধারণ বিচারবোধ। 'আমার নিশ্চয় অনুপাত্য আমার বুদ্ধিবিবেকের কাছে, মনুষ্য প্রজাতির কাছে।' শিব, ১৯৫৬।

বুদ্ধিবিবেচনা [স] ১ বি বিচার-বিশ্লেষণ। 'পার্লিমেণ্ট ... বুদ্ধিবিবেচনা পূর্বক এমন ছদ্ম্ব করিলেন।' দর্পণ, ১৮৪৮। ২ বি বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। 'আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন নাই।' রোকেয়া, ১৯২১।

বুদ্ধিবিমূখ [স] বিণ বুদ্ধি ঘায়া চালিত নয় এমন। 'আমাদের কয়েকটি আশোনে ছিল বুদ্ধিবিমূখ।' বৃষ্টি, ১৯৩১।

বুদ্ধিবৃত্তি [স] ১ বি বুদ্ধি বিষয়ক বৃত্তি। 'যে সমস্ত বৃত্তি ঘায়া পদার্থবোধ হয়, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বি মানসিক শক্তি। 'বুদ্ধিবৃত্তি ধর্মবৃত্তির দাসী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি বুদ্ধিশক্তি। বিচার-বিবেচনা। 'তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপ করে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বুদ্ধিবৈপরীত্য [স] বি বিচারশক্তির বিপর্যয়। 'বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতুইল্যাম।' বহির্ম, ১৮৭৫।

বুদ্ধিভ্রংশ [স] বি বুদ্ধির শোষণ। 'আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্যভ্রংশ

বুজিহত

হয়।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বুজিহত [স] বি বুজিহাশ। 'বুজিহত হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বুজিহম [স] ১ বি বোকার ভুল। 'এ বড় বুজিহম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি বুজিহাশ। 'ডাক্তারীর মন্ত্রণে কোমো-এক মুচুমতি জ্যেষ্ঠতাতের বুজিহম হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বুজিমতি [স] বুজিমতী। বিণ ক্রী বুজিসম্পন্ন। 'হে বুজিমতি লীলাবতী ...।' গৌর, ১৮২২।

বুজিমতী [স] বুজিমতি। বিণ ক্রী বিচার-বুজিসম্পন্ন। 'দিনে দিনে বুজিমতী সর্বমঙ্গলা ...।' যুগ্ম, ১৬০০।

বুজিমতে ক্রিবিপ পরাম অনুসারে। 'মেয়েদের বুজিমতেই ওদের চলা উচিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বুজিমতা [স] বি বিজ্ঞতা। 'তাঁহার এরূপ শিক্ষা ও বুজিমতা প্রকাশ হয়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বুজিমন্ত [স] বিণ বুজিমান। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

বুজিমান [স] ১ বি বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। 'বুজিমানের অর্থ বলি বিচারক হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ চালাক। 'তাঁহার দরদী সোনারি বড় বুজিমান।' বিজয়, ১৬০০। ৩ বি জ্ঞানী ব্যক্তি। 'আমরা যে পুত্রা রাখি তাহা বুজিমানেরা এক ভাবে করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বুজিমার্জিত [স] বিণ বুজিসম্পন্ন; বুজিনীত। 'বুজিমার্জিত একটি পরিপূর্ণ মেয়ের মুখ ... আমি প্রথম দেখতে শোলাম।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বুজিমূলক [স] বিণ বুদ্ধি দ্বারা করা যার এমন। 'বুজিমূলক বিবরণ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বুজিবোণী [স] বিণ জ্ঞানচর্চামূলক। 'জানি বহু, বুজিবোণী উপাসনা তব।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

বুজির টেকি বিণ নির্বোধ। 'হঁকাটি বাফরে রয়েছে দাঁড়িয়ে বেটা বুজির টেকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বুজির পেটুকতা বি স বয়সের বুদ্ধি। 'ওকে বলা যায় বুজির পেটুকতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বুজিশালি [স] বুজিশালী। বিণ বুজিমান। 'বুজিশালি পুরুষেরা আপনং সুশব চিন্তা অবশ্য করিবেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

বুজিশালিতা [স] বি বুজিমত্তা। 'ইহাদের বুজিশালিতা, দয়ালুতা, কৃতজ্ঞতা, কৌতুকপ্রিয়তা প্রভৃতি বিশ্ণুরাবহ।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বুজিশালী [স] বিণ বুজিমান। 'বুড়, এত বড় পক্ত ও এত বড় বুজিশালী হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বুজি তজি [স] বুজি, অনুকার তজি। বি বিচার-বিবেচনা। 'বুজি তজি তুলে মজিয়া যায়।' ভগ্নালী, ১৮২৫।

বুজিসংগত, বুজিসম্বত [স] বিণ বুজির পরিচয় বহন করে এমন; বুজিনীত। 'কোন দিক বাসে হাস চালাতে হবে ... বুজিসংগত তার একটা জবাব না দিই।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। 'চোলাসমেত তার নাম ও উহা রাখা তারা বুজিসম্বত মনে করে থাকবে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

বুজিসম্বত [স] বিণ বুজির পরিচয় বহন করে এমন। 'চোলাসমেত তার নামও উহা রাখা তারা বুজিসম্বত মনে করে থাকবে।' ওয়ালী,

১৯৬৮।

বুজিসম্পন্ন [স] বিণ বুজিমান। 'আমি সকলের ন্যায় বুজিসম্পন্ন।' বিদ্যা, ১৮৫১।

বুজিসম্বত [স] বিণ বৌদ্ধিক। 'চলা বুজিসম্বত নয়।' আজাদ, ১৯৩৭।

বুজিসর্বশ [স] বিণ বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বন নেই এমন। 'এই ধরনের বুজিসর্বশ অস্ত্রসারশূন্য মানুষের দিকে তাকিয়ে গ্যাটে যে সৈন্যশাব্যবস্ক উক্তি করেছেন ...।' মোতাহের, ১৯৫০।

বুজিসাধ্য [স] ১ বিণ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সাধিত হয় এমন। 'আদাম সাহের ... হোট আদামেরের বুজিসাধ্য কমিসানরী কার্ণে নিযুক্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিণ বুজির আয়েত আছে এমন। 'বুজিসাধ্য স্কিনিস মিলাইয়া দিতে পার তো দাও।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বুজিসাধ্যানুসারে [স] ক্রিবিপ বুজির সাধ্য অনুসারে। 'বুজিসাধ্যানুসারে তথিষরে ব্যবহৃত করিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

বুজি সুজি [স] বুজি-। বি বিচার-বিবেচনা। 'তুমি যদি এমন উতলা হও, তবে আমারও বুজি সুজি লোপ পাবে।' উৎসব, ১৮৫৭।

বুজিহু [স] বিণ বুজির দ্বারা আরত। 'যাহা বুজিহু হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব।' হরহাস্য, ১৮৮১।

বুজিহুয় [স] বি কৃষ্টির বুদ্ধি-নির্দোষ জায়গা। 'কৃষ্টিতে আমার বুদ্ধিহুয়ে আর কোনো এহ নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বুজিহত [স] ১ বিণ পুস্তবুদ্ধি। 'বৃদ্ধ বুজিহত, দুর্বল বিধায় পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ হতবুদ্ধি; জড়িত। 'হারিয়ে গুলি গরীব চাষা বুজিহত।' সত্যভদ্র, ১৯২৪।

বুজিহতা [স] বিণ ক্রী নির্বোধ। 'ওসিলে বুজিহে মোহোরে বুজিহতা।' সুলতান, ১৭০০।

বুজিহায়া [স] বুজি+হায়া। বিণ হতবুদ্ধি। 'বুজিহায়া হইয়াছে তজি নাই পাই।' ভারত, ১৭৩০।

বুজিহীন [স] বিণ বুজি দিয়ে বিচার করে না এমন। 'হায় বুজিহীন মানবদমর।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বুজিহীনতা [স] বি নির্বুদ্ধিতা। 'ওসুর কাছে বুজিহীনতার লন্না ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বুজিহীনা [স] বিণ ক্রী নির্বোধ। 'বুজিহীনা আমি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বুজিবল [স] বুজিবল। বি বুজিবল; বোধশক্তি। 'কবির কী বুজিবল সকলি ভাষ্য হইয়াছে।' ওঙ্গী, ১৭৭৯।

বুজানুযায়ি [স] বুজানুযায়ী। ক্রিবিপ বুজি অনুযায়ী। 'আমার বুজানুযায়ি শিখি।' দর্পণ, ১৮২১।

বুদ্ধ বিণ বোকা। 'বাতালীকেও বুদ্ধ বালাসো পেল।' গঙ্গা, ১৯৭১।

বুদ্ধাপজীবী [স] বি বুজিবীজী। 'বুদ্ধাপজীবীর জ্ঞান ও বুজির দ্বারা সন্মোপজীবীরা উপকৃত হয়।' বহির্ম, ১৮৭৯।

বুদ্ধ, বুদ্ধবুদ [স] বি জ্ঞানের তুড়তুড়ি; জলবিপ। 'সর্বদা জলীয় বাষ্প ও অল্প অল্প বৃদ্ধবুদ উঠিয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫২। 'জলে বৈরাগ্য বুদ্ধন উঠিয়া তখনই বিনীল হয়।' বহির্ম, ১৮৭৫। ২ বুদ্ধবুদ

বুধ' [স] ১ বিণ জ্ঞানী। 'জো এধ বুধই সো এধ বুধ।' চণ্ডী ২৭, ১২০০। ২ বি বোধ। 'এহা যে কহে এহাতো বুধে তলায়না।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

বুথ [স] বিশ বিজ্ঞান। 'তবে মন্ত্রী সারণ সচিবশ্রেষ্ঠ বুথ।' মাইকেল, ১৮৬১।

বুথগণ [স] বি পণ্ডিতগণ। 'সভা করি বসিল লইয়া বুথগণ।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

বুথজন [স] বি জ্ঞানীলোক। 'সেকালেতে বুথজন মৃত্যু অতি ভাল।' আলোচন, ১৬৮০।

বুথি [স বুথী] বি বুদ্ধি; বুদ্ধি। 'যে বুথি করিলে হবে আকার জীবন।' বড়ু, ১৪৫০; 'তাহাতে টেটী রাখা কি করিবি বুথী।' বড়ু, ১৪৫০।

বুথী [স বু] ১ বি বুদ্ধিমান। 'জো কো বুথী সৌ ধনি বুথী।' চর্য ৩৩, ১২০০। ২ বি বুদ্ধি। 'শাপের বজ্রবুথী আমকে ভালো জানী।' বড়ু, ১৪৫০।

বুথ্যে [স] ১ বি হিন্দু পুরাণে চন্দ্রের পুর। 'বেন বুথি এক বুথ চন্দ্রের উদয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সত্যের অন্যতম দিন। ওর্গা, ১৭৮২। ৩ বি সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ। 'বুথ, তরু ... মঙ্গল, বুথপতি, শনি ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বুথবাসরীয় [স] বিশ বুথবাসের। 'আমাদের বুথবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বুথধ [স বুধি] বি বুদ্ধি। 'সেই সকল তরঙ্গমা বুথধনে করিবেন আপন বুথনের সার্বভূমি।' ক্যালসে, ১৭৮৭।

বুদ [স বুদী] বি বোন। 'হাঁ বুদ সেই যে আর কে রাখে।' কেরি, ১৮৩২।

বুদট [স বদন] ১ বি বোন। ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'মতন নকসা বুদট করয়ে।' জসীম, ১৯৬১। ২ বি নকশা। 'শাড়ির উপর বুদট করা থাকিবে।' জসীম, ১৯৬১।

বুদটকার্য [বুদট+স কার্য] বি নকশা বদনের কাজ। 'কার্টোমিটার উপর এই ধরনের বুদটকার্য হয়েছে।' জসীম, ১৯৬১।

বুদেটি বি বদন। 'সুখান ফুলের বুদেটি করা বনের লিপিখানি।' জসীম, ১৯৫১।

বুদমি [স বদমী] বি আটক; বন্দী। 'দুই দিবস একজন বুদমি রাখিছি।' ভেরগি, ১৭৮০।

বুদা [স বদান] বি বয়ন। 'ততক্ষণ অন্য কাপড় বুদা ছুগিত থাকিবে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

বুদন বি বয়নবদন। 'বুদনবন্ধ [বুদন+স বন্ধ] বি যে যন্ত্র দিয়ে বোনা হয়।' কর্ণবন্ধ, বুদনবন্ধ, কুলাশচক্র, এইসব গ্রন্থত হলা। অবন, ১৯২৫।

বুদান ১ বি পাকানো। 'রসি বুদানও হইতহে তার সাথে।' জসীম, ১৯৬১। ২ বি বদন। 'তারা সেই ইখিন শক্তি বুদান ভুলিয়া গেল।' জসীম, ১৯৬০।

বুদানি, বুদানী [স বদন] বিশ বুদান্যক্তব্যের সাজানো। 'ছন্দের বুদানি দেখে অনেকবার সার্থে কথা কহি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বুদানো ক্রি বদন করা। 'কাপড়ের রকম বুদানার সময় তজ্জিহ করিয়া দেখিবেন।' দ্যামহেত, ১৭৭৪।

বুদনি বি বদনকাজ। 'ফুলের বুদনি থেকে আশনাকে মানবদমন/উজ্জল সময়-যদি - নারিক - অজস্র নীর অঙ্গুর রহ।' জীবন, ১৯৪৮। 'ওর দিকের বুদনিটা শেষ।' কায়সার, ১৯৬২।

বুদা [স বদন] বি বদন করা। বুদানি, বুদানী বিশ বোনা হয়েছে এমন। 'আমাদের বুদানী ধান ভান্সিয়া সাহেব নীল বুদানী করিয়ে।' মশাররফ, ১৮৯০; 'বুদানি।' বিদ্যা, ১৮১১।

বুনি [স ভগিনী] বি বোন। বুনিশো [স ভগিনীশুরা] বি বোনের হেলে। 'পাছে বলে বুনিপারে মাসী সেই বোটা।' ভারত, ১৭৬০।

বুনি বি স্তন। 'জামার বোজাম বুনে বুনির একটি বোটা বার করে।' আলফিদ্দিন, ১৯৫৮।

বুনিয়াদ [ফা] বি ভিত্তি। ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'তাহার ধামের বুনিয়াদ গ্রন্থত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

বুনিয়াদি, বুনিয়াদী [ফা বুনিয়াদ] ১ বি গ্রামীন ও সম্ভ্রান্ত। 'বেচারামবারু কেনারামবারু পুত্র - বুনিয়াদী বড়ো মানুষ।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বিশ সবাই চেনে এমন। 'কলিকাতার কেন বুনিয়াদি মাতালের বাড়িতে ভাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল।' গ্যারী, ১৮৫৯। ৩ বিশ বেশপাত। 'উট সোণা পাখা ছাপল চরাইয়াই যাহাদের বুনিয়াদী ব্যবসা ও কার্য।' মশাররফ, ১৯০৮। ৪ বিশ প্রাথমিক। 'ইনি একটা বুনিয়াদী ফুল ... পরিলাল করছেন।' বেগম, ১৯৪৯। ৫ বিশ মৌল। 'বুনিয়াদী গলতর।' আদাম, ১৯৬৪।

বুনেদী [ফা বুনিয়াদ] বিশ ধানধানি। 'তিনি যন্ত্রার পর গলায়ান করে বুনেদী হেঁসেলে পুঁই-চট্টি চড়াবেন।' মুক্তভরা, ১৯৫৮।

বুনে [স বন্ধ] ১ বিশ বন্দ। 'একটা ফুলে ছাপল তেড়ে এসে মেয়েহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিশ বনে উৎপন্ন। 'ঘানের মধ্যে ভেঁজি প্রভৃতি বুনেফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বুনে-আদা বি চাষ ছাড়্য বনে জন্মে যে আদা। 'পাতার আড়ালে বুনে-আদার রঙিন ফুল।' বিজুতি, ১৯৩১।

বুনেপাখি বি বন-জঙ্গলে বাস করে এমন পাখি। 'বুনেপাখির মতো ছপ করে উড়ে গলায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বুনেফুল বি বনে ফোটে এমন ফুল। 'বাসের মধ্যে ভেঁজি প্রভৃতি বুনেফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বুনে উইস বি বনামহি। 'ও হল আড়ন, বুনে উইস হুদুর।' বিজুতি, ১৯০৮।

বুনেমুখী [বুনে+ফা মুখ] বি বনমুখি। 'মুহু, লালাশিরে, রাইগ, বুনেমুখী, বালিশী।' জীবন, ১৯৩২।

বুনেরকম [বুনে+আ রকম] বিশ বন্য ধরনের; অব্যাহা। 'বু বোশি গোধ-মানা নয়, স্কিহু বুনেরকম।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বুনেসিম বি বনে জন্মানো শিম বিশেষ। 'মাসকু, বুনেসিম ডালায়।' গ্যামল, ১৯৬৭।

বুনেহাতি [বুনে+স হাতি] বি বন্যহাতি; বনের পতবিশেষ। 'আমরা হলাম গিরে সেকালের চুনাপাখর, বুনেহাতিও বলতে পারো।' আলফিদ্দিন, ১৯৫৯।

বুনেহাঁস বি বনে বাস করে এমন হাঁসবিশেষ। 'শালিক-গাজটল-বুনেহাঁস।' জীবন, ১৯২৭।

বুদালালা বি কানের অলংকারবিশেষ। 'বুদালালা প্রথমেতে, চন্দ্রাবলা তনুযোতে।' ফকরুদ্দিন, ১৮৭৬।

বুন্দে [ছি বুদা] বি চিনিরের জাভা দানাদার মিষ্টান্নবিশেষ। 'মেঠাই যত বরষী বুন্দে খেঁচুর সেঁচি কিলানী মফিজুর লুটি কুচুর ছানকড়া নিমকী খেণ্ডর শিসারা গজা বাজা বাজা বাজাম কিসিমি পেজা মোহনভোণ

बुन्देलखण्ड

ଅନୁତ ।' ଭବାନୀ, ୧୪୨୪ ।

বুদ্ধদেবদেবী বিশ্ব বুদ্ধদেবদেবী। 'তার কাব্যে বুদ্ধদেবদেবী ও ব্রজবলি ভাষার
সংমিশ্রণ ঘটেছে।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

বুন্নেলা বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ব্রাহ্মণ, রাজপুত, আহীর, বুন্নেলা, বানিয়া ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

বুবানো ক্রি অক্ষুটস্বরে কথা বলা। 'এমন করে তরাসে বুঝিয়ে উঠলে কেনে গো?' তারা, ১৯৪৬।

বুঝে [হি] বি (বাঙালি মুসলমান সমাজে কথ্যভাষায়) বড়ো বোন। 'বুঝান
যেরকম করে বলছিলেন।' নজরুল, ১৯২৭।

বুড়ুকা। সা বি কুখা। 'কিছু, ভয়ঙ্কর অপেক্ষা, বুড়ুকা ও পিপাসার যন্ত্রণা ... প্রবল হইয়া উঠিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'পরমেশ্বর যখন বুড়ুকা দিয়াছেন, তখন অন্ন পান দ্বারা লেহ রক্ষা করা উচিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বুড়ুকা-জ্বালা [স] বি কুখার যন্ত্রণা। 'অনাহারী মা'র বুড়ুকা-জ্বালা
দেবে এর ইচ্ছন।' অসীম, ১৯৫১।

বুদ্ধিক্তি [স] ১ বিণ কুধার্ত। 'বুদ্ধিক্তি সন্ধান দেখিল ঘুঘু পাখি।'
রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিণ আকাক্তিক্ত। 'আমার বহুদিনের বুদ্ধিক্তি
ভক্তিবস্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বুড়ুসু [স] ১ বিগ ডোজনেচ্ছ। 'কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগস্থ
বুড়ুসু ভূত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় করিতে ...'। দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিগ
সুদার্ত। 'হে বুড়ুসু কুতুর।' বক্সিম, ১৮৭৪।

বুঝকে (বুঝ) ক্রিয়ার বুঝ হয়। 'বুঝকে উথলে জল ঝাঁট মার পানী।'
বড়, ১৪৫০।

বুদ্দ (বুদ্ধ) বি জলবিষ । 'একমাস বুদ্দ সেই কবোঁল হইয়া ।' মালাধর
১৫০০।

বুয়া। হি বুআ (ফুফু)। বি বড়ো বোনকে সমোখন করছে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ। 'তুমি যে আমার বুয়া।' কায়সার, ১৯৬২।

বুয়িলা [স বদ]। ক্রি বলা। বুয়িল ক্রি বললো। 'সন্কেই চিন্তিআ বুয়িল
ব্রন্ধার ঠাএ।' বড়, ১৪৫০। বুয়িলে ক্রি বললো। 'রাধা বুয়িলে বারে
বার।' বড়, ১৪৫০। বুয়িলো ক্রি বললাম। 'বোল না ধরিল রাধা
বুয়িলো সেই রোষে।' বড়, ১৪৫০।

বুন্ন^১ |হি বুন্ন। বি আঁস্তাকুড়। মানোএল, ১৭৪৩।

বুন্ন^২ বি ডুব। 'মেঘার বাপ বুন্ন দেয় আরো কয়েকবার।' আলাউদ্দিন,
১৯৭১।

বুরানো ত্রি ডুবানো; জলপূর্ণ করা। 'সেই কলসী বুরিয়ে নিয়ে ডুব
 দিলেই পৃথিবীতে ... ফিরে আসতে হয় না।' আলাউদ্দিন, ১৯৭১।

বুরকা [আ বুরকা] বি বোরকা । ‘আমি বুরকা পরে যাব ।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮ ।

বুঝা [আ বুঝা] বি আবরণ। ‘মনকে নীরব আড়ালের বুঝা দিয়ে
ঢেকে চলে না।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ବୁର୍ଧା ବି ବୋରକା । 'শাওড়ি মুখঢাকা বুৰ্খায় ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১ ।

বুররাখ [আ বুররাখ] বি ইসলাম ধর্মমতে স্বর্গীয় ঘোড়া। 'ছাদ থেকে
মনোরমা বুররাখ যাচ্ছে উড়ে।' শামসুর, ১৯৭০।

বুরহানপন্থী কিং মাদারিয়া বুরহান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 'মজলু ছিলেন বুরহানপন্থী ফকীর।' আনিস, ১৯৬৪।

বুরহানী বি টক দইয়ের সঙ্গে বিট লবণ, গোলমরিচ, জিরা, পুদিনা পাতা

ইত্যাদি মিলিয়ে তৈরি হজ্জমসহায়ক পানীয়বিশেষ। 'সবিতা বেদারের
মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে
আজওয়ান রুটি।' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

বুৱা [হি] বিণ মন্দ। 'যদি সে ঋইতা সুৱা অধিক হইত বুৱা।' সুলতান,
১৭০০।

बुरा करनिघा विष दूष्ट । मानोएल, १९४७ ।

বুড়াই [হি বুড়া] ১ বিধ মন্দ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি নিন্দা। 'তারা
ওদের কোনো বুড়াই করিবে না।' মনসুর, ১৯৫৫।

বুরাঈ [হি বুরা] বিণ মন্দ; খারাপ। 'বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালাই
অফুরান জিন্দগী।' ফররুখ, ১৯৪৩।

বুদ্ধজ [আ বুদ্ধজ] ১ বি কেন্দ্র। 'খণ্ডে খণ্ডে চৌখণ্ড বুদ্ধজ বহুতর।'
আলাওল, ১৬৮০। ২ বি ছোটো দুর্গ। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

বুদ্ধশিখি ব্রাহ্মণ ১ বি চুল ইত্যাদি আঁচড়ানোর উপকরণবিশেষ। ওয়া,
১৭৮৫। ২ বি ব্রাহ্মণ; মার্জিনী। 'পুরুষগুলোর খুঁটি ধরে বুদ্ধশিখি করায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

বুৰুশ কৰা জি পালিশ কৰা। 'জুতায় কালি চাহিয়া নিজে বুৰুশ
কৰিয়া লইল।' বিজুতি, ১৯৩১।

বুল্লস হি) বি পরিকার বা মসৃণ করা। 'চাপকান রিগু কসে ও জুতো
বুল্লসেই সব ফুরিয়ে যায়!' হতোম, ১৮৬১।

বুঝল। 'সি বুদ্ধাঙ্গুলি' বি পরিমাপের একক; প্রায় এক ইঞ্চি। 'প্রত্যেক ধাপ
(২) সাড়ে সাত বুঝল।' দর্পণ, ১৮২৮।

বুরোক্রাসি [২] বি আমলাতন্ত্র; আমলাদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা।
'এই বুরোক্রাসি বা আমলাতন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা ... বিদ্রোহ-
ধ্বজা ডুগিল।' নজরুল, ১৯২২।

বুরোফ্রেসি [ই] বি আমলাতন্ত্র। 'অটোফ্রেসি, বুরোফ্রেসি, কমুনিজম।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

वृषी ह वृत्रका

বুর্জোয়া [ফ] বিশ পুঞ্জিত্বের সমর্থনকারী মধ্যবিস্ত। 'দ্বিতীয় নীতির মূলে
শুধু বুর্জোয়া হ্রদ-সম্প্রদায়ের হাত।' নজরুল, ১৯২৬।

বুর্জুয়া [ফ] বি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট ধনিক শ্রেণী। ‘পাঠানের ভিতর বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক।’ মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

বুলক [ফ] বি নাকের অলঙ্কার । 'নাকেতে বুলক ।' জর্জীয়, ১৯৩৩ ।

বুলগেরিয়ান [ই] বি বুলগেরিয়ার অধিবাসী। 'বুলগেরিয়ান, রুম্যানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জার্মানদের সঙ্গে নিয়ে।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

বুল-টেরিয়র [ই] বি বুলডগ ও টেরিয়ারের সংকরজাত কুকুরবিশেষ।
'দুটি থ্রে-হাউও, দুটি ফল্ল আর একটি বুল-টেরিয়র।' প্রমথ, ১৯৩১।

বুলডগ [হি] বি কুকুরের প্রজাতিবিশেষ। 'ইংরেজ-বাড়ির বুলডগের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বুলডোজার [হি] বি রাস্তার মাটি, ইট, পাথর ইত্যাদি সমান করার যন্ত্র।
'অষ্ট প্রহর চলছে চোয়াল যেমন বুলডোজার।' অনুদা, ১৯৫৫।

বুলন্দ [যা] ১ বিপ উচ্চ। 'ওই সামনের বুলন্দ-সরওয়ালা শার হতে হয়।
নজরুল, ১৯২৪। ২ বিপ লম্বা; দীর্ঘ। 'স্নীহ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি,
চোগা।' নজরুল, ১৯২৮। ৩ বি শ্রেষ্ঠ। 'কুশাদা শেকম তার বুলন্দ
কালাম।' মনসুর, ১৯৪৩।

বুলদ-নসিব [ফা বুলদ+ফা নসিব] বি সৌভাগ্য। 'দুজনার হবে বুলদ-নসিব।' নজরুল, ১৯২৮।

বুলবুল [ফা বুলবুল] বি সুকঠ পান্থিবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আত্মবিরে গুহ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বুলবুল লড়াই বি একটা বুলবুল পান্থির সঙ্গে অন্য একটির লড়াই। 'রবিবার বুলবুল লড়াই হয়েছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

বুলবুলা [ফা বুলবুল] বি বুলবুলি পান্থি। 'প্রেম জানে না প্রেমের হাটের বুলবুলা।' গান্ধী, ১৮৮০।

বুলবুলাখা [ফা বুলবুল+স আখা] বি বুলবুল নামে আখ্যায়িত। 'বুলবুলাখা পক্ষির যুদ্ধ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪।

বুলবুলি [ফা বুলবুল] বি মিষ্টি শিশু দেহ এমন পান্থিবিশেষ। ওরা, ১৭৮৫; 'মুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি কেলোতে সদা মগ্ন থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১।

বুলবুলিয়া বি বুলবুল; মিষ্টি সুরের পান্থিবিশেষ। 'চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার বর।' নজরুল, ১৯২৫।

বুলবুলিতান [ফা] বি কলরবযয় স্থান। 'পড়িয়া বিরান অজি/ সে বুলবুলিতান।' নজরুল, ১৯৩২।

বুলবুলের লড়াই বি বুলবুল পান্থির প্রতিযোগিতামূলক লড়াই। 'ছয়ো খেলো, বুলবুলের লড়াই দিয়ে বুঝ হুঁকেই টাঙ্কা ওড়বার পথ খোলসা করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বুলা' কি বলা। বুল কি বলা। 'সরে কেহে লতা বুল নাভিনবাণী।' বড়, ১৪৫০। বুলখোঁ কি বলা। 'বাম দাহিন দো বাটা ছাড়া সান্ধি বুলখোঁ সকেলিও।' চণ্ডী ১৫, ১২০০। বুলান কি বলা। 'হাখে ধরি বুলখোঁ তারে কাটার বুলান।' মুকুন্দ, ১৬০০। বুলি কি বলা। 'প্রেম বুলি তোকে রাখা না দিলেক আশ।' বড়, ১৪৫০। বুলিখা কি বলা। 'এ বোল বুলিখা কাহাঙি মশের উন্মাদে।' বড়, ১৪৫০। বুলিঅ কি বলা। 'এতেক বুলিঅ তার না পাইলো ডাল।' বড়, ১৪৫০। বুলিএ কি বলা হয়; বলা। 'আপশাক রাবি/ বে কাজ করে/ তাক বুলিএ সিঅনী।' বড়, ১৪৫০। বুলিছুম কি বলতাম। 'ইসা নহে বুলিছুম খোদার গুর কর।' সুলতান, ১৭০০। বুলিওঁ কি বলতে। 'আন বুলিওঁ আন পাতনি কথা।' বড়, ১৪৫০। বুলিবি কি বলবে। 'উৎসব বুলিবি যবে রাক্ষার আসে।' বড়, ১৪৫০। বুলিবা কি বলবে। 'না বুলিবা এসব বচন পুনর্বীর' বাহরাম, ১৬৫০। বুলিবেস্ত কি বলবে। 'লোক সবে বুলিবেস্ত বৃহ হৈল অতি।' সুলতান, ১৭০০। বুলিবৌ কি বলবে। 'এবে তাক কি বুলিবৌ বোল চকুপানী।' বড়, ১৪৫০। বুলিয়া কি বলা। 'এ বুলিয়া মজলুকে আনিতে চলিলা।' বাহরাম, ১৬৫০। বুলিল কি বলতো। 'লক্ষীক বুলিল দেহাশো।' বড়, ১৪৫০। বুলিলা কি বলতো। 'বুলিলা কিসকে নারী বলিতে বোলো মোরে।' সুলতান, ১৭০০। বুলিলি কি বলতো। 'ভাল বোল বুলিলি তৌ চন্দ্রাবলী রাণী।' বড়, ১৪৫০। বুলিলু কি বলতো। 'তাহার মত বুলিলু মুক্তি লীকুন্ত চিত।' মালধর, ১৫০০। বুলিলু' কি বললিলাম। 'যে আশায় বরিতে বুলিলু'। সুলতান, ১৭০০। বুলিলো কি বলতো। 'কবলে বুলিলো ক্যা আকসে থাকিঅ।' বড়, ১৪৫০। বুলিলেজ কি বলবোনে। 'নিশাস এড়িঅ তবে বুলিলেজ বাণী।' বাহরাম, ১৬৫০। বুলিলৌ কি বললাম। 'আনেক প্রকারে তাক বুলিলৌ কচেন।' বড়, ১৪৫০। বুলিহ কি বলিও; বোলো। 'যেড়হাত কুন্সী তাক বুলিহ বচেন।' বড়, ১৪৫০। বুলী কি বলা; সন্ধান কর। 'মজুরিঅ বুলী তাক দিল ঘনে ঘনে।' বড়, ১৪৫০। বুলু কি বলা।

'মোরে বচনে বুলু রাখিঅ আপশে।' বড়, ১৪৫০। বুলে ১ কি বলা। 'হাপ নান্দ ঘোষ চাহিঅ বুলে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি জিজ্ঞাসা করে। 'রাখিঅ হারায়্য বড়ি বুলে থানে থানে।' বড়, ১৫০০; 'কথা হায়ে কথা পাও বুলে ঘরে ঘরে।' মালধর, ১৫০০। বুলৌ কি বলা। 'ভিকা করি বুলৌ দেখি কে কাহারে মারে।' বুলু, ১৫০০।

বুলা' কি ভ্রমণ করে। 'গরু রাখি বুল তোকে মাঝ বুলাবনে।' বড়, ১৪৫০। বুলসি কি ভ্রমণ করহি। 'একলী বুলসি কেহে বুলাবনে মাখে।' বড়, ১৪৫০। বুলহ কি ভ্রমণ করহো। 'তোকে ত বুলহ গুতা রাখার কারণে।' বড়, ১৪৫০। বুলি কি ঘুরে বেড়াই। 'হরিদ্রা কুসুম লয়া ঘরে ঘরে বুলি চায়া করিতে অশের মলা দূর।' মুকুন্দ, ১৬০০। বুলুন কি ঘুরে বেড়ায়। 'আপন ইছায় বুলুন বাহা উত্তার মন।' কুন্দলাস, ১৫৮০। বুলে ১ কি আসে। 'কন্দল দেখিঅ ব্যাম বুলে ধাইঅ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি বিচরণ করে। 'নানা মূলে বুলে ভ্রমরে।' বড়, ১৪৫০। বুলেন কি বিচরণ করেন। 'দেবলায় চাহি চাহি বুলেন সকল।' বুলু, ১৫৮০।

বুলা', বুলানো [প্রা বুল্ল] কি আলতোভাবে স্পর্শ করা বা করানো। 'বুলাই কি বুলিয়ে। 'বদন পুখিঅ মাখে হাথ বুলাই।' বড়, ১৪৫০। বুলাইয়া কি বুলিয়ে। 'গাএ হাত বুলাইয়া হুসির প্রসর্গসি।' মালধর, ১৫০০। বুলাখ্য কি লড়াইয়ে উঠে গিলে। 'পশ্চহাত বুলাখ্য পক্ষের সব গায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

বুলা' কি ভাষা। বুলি কি ভাবে। 'হল বুলি জলে পড়ে জল বুলি হল পড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বুলানি বি যে হাত বোলায়। বিদ্যা, ১৮৯১।

বুলি' দ্র বুলা', বুলা', বুলা'

বুলি' [হি] ১ বি কথা। মাদোএল, ১৭৪৩; 'যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে।' বক্রিম, ১৮৭৯। ২ বি ভাষা। 'আবার শিখি যদি নাপারি বুলি/ বাহো নেওগা পাশ করে।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি দাবি। 'পূর্ণ যাবীনভার বুলি এই এজিটেরদের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়।' আলদা, ১৯৪০।

বুলি আওড়ানো কি মুহুর কথা বলা। 'মনুয্যের উজ অধিকার লইয়া মুহুর বুলি আওড়ান ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বুলিদার [হি বুলি+কা দার] বিপ বাকচর; কথার পটু। 'জগৎ চোপ শূয়া/ শিব, বাহ, বাহ, বুলিদার।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বুলি ধরা কি মুহুর কথা বলা। 'আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সেই বুলি ধরিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বুলি ফোটা কি কথা বলতে শুরু করা। 'বাবা বলে তাদের মুখের বুলি ফোটায়ে তাতে বা বাবাদেরও যেমন আত্ম হবার কিছু নেই।' হাই, ১৯৪৪।

বুলিবাণী কি ফাঁকা কথায় বিখ্যাসী। 'ক্রিয়েটিভ বুলিবাণীদের পক্ষে তা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।' মোতাহের, ১৯৫০।

বুলি' [হি] বি যে ব্যক্তি দুর্বলকে ভয় দেখায়। 'যে-জ্ঞাত নিরাপদ দেখে দুশ্লের কাছে তেঁরিয়া' তোমরা যাকে বলো 'বুলি'।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বুলু [হি] বিপ শীল। 'বুলু রঙ্গের একটি হাপ চায়না ফোট।' হুতোয়, ১৮৬১।

বুলে দ্র বুলা', বুলা'

বুলেট [বি] বি রাইফেলের গুলি। 'মউজার বন্দুক ও মদম বুলেটের সাহায্যে বড়ো হইতে হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বুলেটিন [বি] কোনো সংবাদ বা ঘটনা সম্পর্কে সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি। 'যে বুলেটিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি তারই দৃষ্টি অংশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বুসা [ক] বুসাও বি চুপন। 'সত্যই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয়।' নজরুল, ১৯২৮।

বুতান [খ] বি ফুলের বাগান। 'হে ধানী, তোমার মন বুতান।' ফররুখ, ১৯৪৬।

বুহিত [স বহিঃ] বি নৌকা। 'নর রক্ত পূজা দিলে চলিত বুহিত।' আলোড়ন, ১৬৮০।

বুহিডাল [স বহিঃ+ই ওয়ালা] বি নৌকার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এমন পেশা। 'এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিডালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বুহিঃ [স বহিঃ] বি নৌযান। 'বুহিঃ বাকিআ কিছু বলে সদাগর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বুহেশ [স] বি হাতির ডাক। 'বুহেশের গণনবিদ্যারী প্রচণ্ড নাদ।' নজরুল, ১৯২৭।

বুকাঁদু ব্রত 'বুকাঁদু ব্রত'

বুহিত [স] ১ বি হাতির গর্জন। 'রোগান্ড কুঞ্জর নিকরের বুহিত শব্দ।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩। ২ বি হাতির মতো। 'বুহিত গণেশ হেথা মিটারে না জনতার তুফা।' সুপ্রভ, ১৯৩১।

বুহিত-ধনি [স] বি হাতির গর্জন। 'গনি, অমুন-কমু-নি-নায়ে মুন বুহিত-ধনি।' নজরুল, ১৯২৫।

বুহিতধনিত [স] বি হাতির মতো গর্জনকারী। 'কল-কামুখানার ধুমাদগারী বুহিতধনিত উর্ধ্বমুখ ইটকতও নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বুহিতনাদ [স] বি হাতির চিৎকার। 'আকাশে আকাশে বুহিতনাদ।' নজরুল, ১৯৩০।

বুহিতনিদান [স] বি হাতির ডাক। 'মদমন্ত কবিরাজের বুহিতনিদান প্রতিগোচর হচ্ছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

বুক [স] ১ বি শূণাল। 'এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভল্লুক, সিংহ, বাঘ, হাণ্ডি, গরুর, মহিষ, বুক, তরফু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ... নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে।' বরদাসান, ১৮৮১। ২ বি দেমড় বাঘ। 'দিবসিক বুক-তাড়িত শূণালের ন্যায় ছুটিয়া পলাইল।' সিরাজী, ১৯১৮।

বুকোদর [স] বি মহাভারতের চরিত্র ভীম। 'আনন্দিত বুকোদর মুক্ত করে যোরতর।' হালহেত, ১৭৭৮।

বুক [স] বি গাছ। 'সুধান জতেক বুক ছিল বৃন্দাবনে।' মালাধর, ১৫০০।

বুকছাল [স বুক+ছাল] বি গাছের ছাল। 'অদ্যাপি বুকছাল পরিধান করে।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

বুকডাল [স বুক+ডাল] বি গাছের ডাল। 'বুকডালে হাটে বাটে রাখএ টাঙ্গি।' আলোড়ন, ১৬৮০।

বুকডাল [স] বি গাছের নীচের স্থান। 'বুকডালে সবে করিলা বিক্রাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বুক পূজা [স] বি বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞান করে আরাধনা। 'পেরেক,

বেদাত, শীর পূজা, গোর পূজা ও বৃক্ষ পূজা।' দর্শন, ১৯২০।

বৃক্ষবল্লী [স] বি গাছের লতা। 'প্রযুক্তিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বৃক্ষমূল [স] বি গাছের শিকড়। 'বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পুজো।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বৃক্ষরাজি [স] বি গাছশালা। 'নানাবিধ উত্তমোত্তম বৃক্ষরাজি রোপিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বৃক্ষরোপণ [স] বি বৃক্ষাদির চারা মাটিতে পোতা। 'বৃক্ষরোপণ উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বৃক্ষলতা [স] বি গাছশালা। 'নানা পুষ্প বৃক্ষলতা আচ্ছাদিত হইল।' মালাধর, ১৫০০।

বৃক্ষশোভা [স] বি বৃক্ষকুলের শোভাশ্রবণ। 'তোমার পরশে সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বৃক্ষশ্রবণ [স] বি অশ্রবণ। 'কৌলীন মর্যাদা ও বালা বিবাহ বৃক্ষ শ্রবণ হইয়াছে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বৃক্ষত বি বৃক্ষসমূহ: গাছশালা। 'জলকর বনকর ও বাগাত ও সজনস্থান ও বৃক্ষত।' ওয়া, ১৭৮২।

বৃক্ষ্যুবেদী [স] বি উদ্ভিদবিজ্ঞানী। 'সে কথা বলতে পারে শুধু বৃক্ষ্যুবেদীরা।' প্রবন্ধ, ১৯১৮।

বৃক্ষ্যুরোহণ [স] বি গাছে ওঠা। 'বৃক্ষ্যুরোহণ ... শিক্ষা করিতে লাগিলাম।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বৃক্ষে বৃক্ষে ক্রিবিপ গাছে গাছে। 'এইরূপ একাদিক্রমে বৃক্ষে বৃক্ষে গমন করিতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বৃজ [স ব্রজ] বি বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লিখিত কুঞ্জের শীলাভূমি: ব্রজ। 'বৃজকন্যা সব ব্রজ করিতে চলএ।' মালাধর, ১৫০০; 'দেবের অধিক কৃষ্ণ সুন বৃজপতি।' মালাধর, ১৫০০; 'রসোন্মোহদমি মাঝে বৃজাঙ্গনা জাসে।' মালাধর, ১৫০০।

বৃত্ত [স ব্রত] বি সযম: ধর্ম্মানুষ্ঠান। 'বৃত্ত উপবাসে কালি কৈল আরাধন।' মালাধর, ১৫০০।

বৃটিশ [বি] বি ব্রিটেনে গঠিত। 'বিশাচীয়া বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি।' বরদর্শন, ১৮৭২। ২ ব্রিটন

বৃত্ত [স] বি ব্রজ সন্মানে নিযুক্ত। 'রাজপুতসেনা-মধ্যে যোদ্ধে বৃত্ত হইলেন।' বর্ধম, ১৮৬৫।

বৃত্তান্ত [স বৃত্তান্ত] বি বৃত্তান্ত। 'সত্যক বৃত্তান্ত সভা মায়েত কহিল।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বৃত্তি [স] বি বেটনী। 'দশ বার হস্ত উচ্চ এক বৃত্তি আছে।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

বৃত্ত [স] ১ বি গোলাকার ক্ষেত্র (জ্যামিতি)। 'যে গোলাকার ক্ষেত্র এক মাত্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, এবং বাহ্যের মধ্যস্থিত এক বিশেষ বিন্দু হইতে উক্ত সীমা পর্যন্ত যত সরলা রেখা পাত করা যায়, সমুদয়ই পরস্পর সমান হয়, তাহাকে বৃত্ত কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১। ২ বি ছন্দের নাম। 'বৃত্ত, তারকী, সৌর, চক্র, পদ ... শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

বৃত্ততত্ত্ব [স] বি বৃত্ত আচার সম্পর্কে জ্ঞান আছে যার। 'তৎকালে ... বৃত্ততত্ত্ব এবং বার্তা শাস্ত্রাংশী বনিক সভায় উপস্থিত থাকিতেন।'

বন্দন-১৮৭৪।

বৃত্তবদ্ধ [স] বিপ বৃত্তের মধ্যে বন্দী। 'বৃত্তবদ্ধ এ জীবনে। বস্ত্রগাথা সেউলে, কঠিন।' শামসুর, ১৯৫৯।

বৃত্তাকার [স] বিপ গোলাকার। 'অলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিগোলে।' শরৎ, ১৯১৭।

বৃত্তান্ত [স] ১ বি ঘটনা। 'ভক্ত সব না জানেন এসব বৃত্তান্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বিষয়। 'সে সব বৃত্তান্ত আগে করিব বিহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি বার্তা; সংবাদ। 'সবাকে কহিল পুরী গোপাল-বৃত্তান্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কোষ সমরিয়া শিব জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।' বিজয়, ১৬৫০। ৪ বি তাৎপর্য। 'সে ক্ষমের বৃত্তান্ত কহিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৫ বি বিবরণ। 'বৈঠকের আনুপূর্বী ভাবঃ বৃত্তান্ত বিশেষঃ করিয়া লিখিতে ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ৬ বি বিষয়। 'বাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

বৃত্তি [স] ১ বি কাজ। 'আখরি নিবাসে পুরে/আপনার বৃত্তি করে/অনুচিত না করে কখন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কাহিনী। 'নিজ বৃত্তি অনুসারে আইলাত তোমার পুরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নিয়মিত অর্ধ-সাহায্য। '৬/৮/১০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৬; 'মাসিক বৃত্তি দিলেই তাঁর জীবনের এ সাংকল্য সুখে অভিযুক্ত হইবে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৪ বি স্বাভাবিকতা। 'মুখের প্রতিজ্ঞাশাসে নির্জন, নীলাত বৃত্তি ছাড়া কিছু নেই।' জীবন, ১৯৪৮।

বৃত্তিচ্ছেদন [স] বি জীবিকা হরণ। 'বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশে হইতে দূর করিয়া দেও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বৃত্তিজীবনী [স] বিপ ক্রী শোষণ নিয়োজিত। 'কদর্য বৃত্তিজীবনী কুটনী।' ভবানী, ১৮২৮।

বৃত্তিজীবী [স] বিপ চাকরিজীবী। 'বৃত্তিজীবী মহিলাদের সমস্যা।' মেগম, ১৯৬৬।

বৃত্তিধারী [স] বিপ বৃত্তি পায় এমন। 'একজন বৃত্তিধারী ছাত্র প্রেস অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদ পাঠ করিয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বৃত্তিনিরূপণ [স] বি পেশা বাছাই। 'প্রাথমিকাদী ব্যাপারে - যেমন বিয়ে; বৃত্তিনিরূপণ, বহুনির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে যদি তরুণরা বৃদ্ধের উপদেশ মেনে চলে তো ভাল করবে।' মোহাম্মদ, ১৯৫০।

বৃত্তিবিধিত [স] বিপ নির্ধারিত অর্ধসাহায্য পায় না এমন। 'বৃত্তিবিধিত দত্তকপুত্র মুদ্রপুত্র নানা বিশেষে আশ্রিত করার জন্য ...।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

বৃত্তিবদ্ধ [স] বিপ সীমাবদ্ধ। 'কোন জ্ঞানকের কাছে শিখিছিস, ওরে অন্ধ কবি, ব্রহ্মাণ্ডসমীপ কেন্দ্র বৃত্তিবদ্ধ, বিকল মানুষ।' স্মৃতিস্তম্ভ, ১৯২৮।

বৃত্তিব্যুহ [স] বি প্রবৃত্তিসমূহ। 'মানসিক বৃত্তিব্যুহকে সামঞ্জস্য রূপে পরিচালিত করিতেছে।' হালিসসর, ১৮৭১।

বৃত্তি-ভূমি [স] বি সরকারি সম্পদ। 'বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি-ভূমি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৃত্তিভেদ [স] বি পেশা অনুযায়ী বিভাজন। 'সমাজে বর্ণভেদ এবং বৃত্তিভেদ স্থাপন করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বৃত্তিভোগী [স] বৃত্তিভোগী। বিপ নিয়মিত অর্ধসাহায্য পায় এমন। 'বৃত্তিভোগী কএকজন উত্তম পণ্ডিত পাওয়া যায়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

বৃত্তিভোগী [স] বিপ বেতনভুক্ত। 'বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা

দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার হুলে বাবুকে মহাত্মা মানেন।' দর্পণ, ১৮২১।

বৃত্তিমূলক [স] বিপ পেশাভিত্তিক। 'ওষু সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা হবে না, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে।' মাদেনপট, ১৯৪৯।

বৃত্ত্যবলম্বী [স] বি পেশা অবলম্বনকারী। 'কপরিভিন্নতা কেবল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্ত্যবলম্বীদিগের পরিচয় চিত্রকল্প।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বৃত্ত্যন্ত [স] বৃত্ত্যন্ত। বি বৃত্ত্যন্ত। 'করজোড়ে বকল বৃত্ত্যন্ত কথা কহে।' রবীন্দ্র, ১৬৯৯।

বৃত্ত্য [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শক্তিশালী অনুর। 'বৃত্ত্যের জিঘাংসা আত্ম পর্ত্যয়ের সর্বশক্তি কাড়ে।' মুকুতবা, ১৯৪৯।

বৃত্তাসুর [স] বি হিন্দু পুরাণোক্ত শক্তিশালী অনুর। 'তুশি মোবে দজ্জালি যে করে বৃত্তাসুরে অন্যায়সে নাশেন সহ্যামে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বৃত্তা [স] ১ বিপ বার্থ। 'তাহাতে টালিতে মোর বল হইল বৃত্তা।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিপ নিষ্ফল। 'বৃত্তা জ্ঞান হইল মহিউলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিপ অনর্থক। 'এমন বাগের ভরসা বৃত্তা।' রামহ্রদয়, ১৭৮০।

বৃত্তাধর [স] ক্রিবিপ অকারণ। 'বৃত্তাধর পূর্বেই মরেছি।' ফরজুল্লাহ, ১৮৭৬।

বৃত্তাবর্ম [স] বি নিষ্ফল কাজ। 'অন্তহীন বৃত্তাবর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বৃত্তাধর [স] বিপ বৃত্তা+আ বৃত্তা। বি অপব্যয়। 'কর্তার বৃত্তাধর কবাইরে।' কাল্যেয়, ১৭৮৪।

বৃত্ত [স] ১ বি বৃত্তো মানুষ; বয়স্ক মানুষ। 'আহু দুবজনের বৃত্তের জাএ মন।' বহু, ১৪৫০। ২ বিপ বয়স্ক। 'আমি বৃত্ত জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বৃত্ত বোয়ালে খায়ে ভক্ষ্য জ্ঞান হেতু।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। ৩ বিপ প্রাচীন; বহু বছরের। 'প্রবৃত্ত বৃত্ত নিমশাঃ গায়ে গায়ে সলয় হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'কোন জীর্ণ ঘরে কোন বৃত্ত নগরীর নগণ্য পল্লীতে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

বৃত্তজনেটিত [স] বিপ বৃত্তের পক্ষে শোভনীয়। 'উপদেশটি মামুলী বৃত্তজনেটিত।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

বৃত্ততা [স] বি বার্থক্য; বৃত্তাবস্থা। 'সমস্ত বৃত্ততা নিয়ে ভোগবী পুট অভিজ্ঞানে।' শক্তি, ১৯৬১।

বৃত্তত [স] ১ বি অভিজ্ঞতা; প্রবীণতা। 'বৃত্ততের বৃত্তি ও বালকত্বের সামান্যাদি নিন্দিত ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বার্থক্য। 'প্রবৃত্ত আর সংস্কারকে ভাঙানো তত সহজ নয় দেখছি।' নজরুল, ১৯৩১।

বৃত্তনারী [স] বি বৃত্তা। 'বৃত্তনারী যুবকের মনে নাহি ভাও।' বাহরাম, ১৬৫০।

বৃত্ত পতি [স] বি বৃত্তো স্বামী; বর। 'নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃত্ত পতিকে বিবাহ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বৃত্তা [স] বিপ ক্রী বয়স্ক; বয়োজ্যেষ্ঠ। 'একজন বৃত্তা ক্রী এ বাটীতে ছিল।' চন্দ্রকান, ১৮০৫।

বৃত্তাসুর [স] বি বৃত্তা আত্ম; অতুট। 'আদমের বৃত্তাসুর যুগলেত আদি/উদএ হইল নূর যেন পূর্ণ শশী।' সুলতান, ১৭০০।

বৃত্তানুষ্ঠ [স] বি বৃত্তা আত্ম। 'মথমা এবং বৃত্তানুষ্ঠের স্বর্ণপল্লভি বায়ব তাগের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বৃত্তানুষ্ঠ দেখানো ক্রি অবজ্ঞা করা। 'আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ই

ব্ধাতিব্ধ

ভারতমাতাকে পরিচায় ব্ধাভূত দেখিয়ে যাচ্ছি। প্রমথ, ১৯১২।

ব্ধাতিব্ধ [স] বিণ অতিশয় ব্ধ। 'নিজেদের ব্ধাতিব্ধ পিতামহ বলে ভাবে।' জীবন, ১৯৩২।

ব্ধাক্ষী [স] বি বয়স্ক নারী। 'তৎকালে তৎপ্রদেশে ব্ধাক্ষী দেখিলেই ডাকিনী কহিত।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

বুদ্ধি [স] ১ বি অধিক। 'চন্দ্রে সবে বোল কলা হ্রাস বুদ্ধি তায়।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বিস্তার। 'শরদের বুদ্ধি হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি মাসলিক আচারবিশেষ; বুদ্ধিশ্রাও। 'শব্দ বস্ত্র ও বুদ্ধির সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুণরূপে আয়োজন করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি প্রসার। 'ব্রিটিশ রাজ্যকালীন সর্বসম্প্রদায় উপকারার্থে বিদ্যা বুদ্ধি নিমিত্ত বৈরূপ আয়োজন।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৫ বি বিকাশ। 'বাহাদুর জন্ম, বুদ্ধি ও মৃত্যু আছে, উহার সজীব পদার্থ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

বুদ্ধিকারক [স] বিণ বুদ্ধি করে এমন। 'জীবনী শক্তি বুদ্ধিকারক ...।' মৌল্যঙ্কন, ১৯৩২।

বুদ্ধিকারিণী [স] বিণ স্ত্রী বুদ্ধি করে এমন। 'আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি-বুদ্ধিকারিণী হইয়াও আপনার সুখ নীকার করেন না।' উম্মেলুক, ১৮৭৪।

বুদ্ধিশ্রাও [স] বিণ বর্ধিত। 'অধর্মের দ্বারা আপাতত বুদ্ধিশ্রাও হওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২। 'অঙ্গসমাজে যদি ভ্রাতৃমের প্রচলন বুদ্ধিশ্রাও হয়ে থাকে।' প্রমথ, ১৯০৫।

বুদ্ধিলাভ [স] বি বিকাশলাভ। 'কিতাবে সমাজ প্রতিদিন বুদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বুদ্ধিশক্তি [স] বি বেড়ে ওঠার ক্ষমতা। 'তাহাতেই তাহার বুদ্ধিশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বুদ্ধিশীল [স] বিণ ক্রমাযুগে বুদ্ধি পাচ্ছে এমন। 'এই কয়েকটি কর্মের দ্বারা বুদ্ধি পরিচায় এবং সম্ভাব বুদ্ধিশীল হয়।' গ্যারী, ১৮৩৮।

বুদ্ধিশ্রাও [স] বি মৃত পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্নাদি উৎসর্গের হিন্দু সমাজে প্রচলিত অনুষ্ঠান। 'বুদ্ধিশ্রাও করে সদাগর।' বিজয়, ১৮৫০।

বুদ্ধোন্মাদ [স] বি স্ত্রী অতি ব্ধ। 'নৃপতি গৃহেত ছিল এক বুদ্ধোন্মাদ।' আলোগল, ১৮৮০।

বৃত্ত [স] বি বৌটা। 'বৃত্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বৃত্তচ্যুত [স] বিণ বৌটা থেকে পড়ে পড়েছে এমন। 'শরতের শিগিরাপ্রপত্ত শেফালির মতো বৃত্তচ্যুত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বৃত্তভোর বি বৌটার বহন। 'পাছে ভাতে বৃত্তভোর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বৃত্তশয়ন [স] বিণ বৃত্তরূপ শয্যা। 'দুটাইলা পড় বৃত্তশয়নে স্বপন-নদীর পার।' জগীশ, ১৮৫১।

বৃত্তহীন [স] বিণ বৌটাহীন। 'বৃত্তহীন পুষ্প-সম আপনাতে আপনি বিকশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বৃন্দ [স] ১ বি গণ; সমূহ। 'সতে সুখসিদ্ধ মাঝে ভাসে ভক্তবৃন্দ।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'মাসেবর্ণ-সহ রোমবৃন্দ পুলাকিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি শত কোটি সংখ্যা। 'ইহা ভিন্ন অর্জুন, বৃন্দ, ধর্ম প্রভৃতি আরও কতকগুলি সংখ্যা আছে ...।' বিদ্যা, ১৮৫১।

বৃন্দাবন [স] বি যমুনা তীরবর্তী স্থানবিশেষ, যা রাখা ও কৃষ্ণের প্রেমের লীলাক্ষেত্র। 'রাখা করিয়া যুগান্ত বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলো একমতী।' বড়ু, ১৪৫০।

বড়ু, ১৪৫০।

বৃন্দাবনবাসী [স] বিণ বৃন্দাবনে বসবাসকারী। 'বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বৃন্দাবনী [স] বিণ বৃন্দাবনবৈয়াক্য। 'দিয়া বৃন্দাবনী থাথা, সর্বাসে ছাখিল ছাথা।' ভবানী, ১৮২৫।

বৃন্দাবনী সারং বি সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'বৃন্দাবনী সারং - কাকি ঠাটের বাড়ব রাগিণী।' মঙ্গলল, ১৯৩৫।

বৃন্দাবিগিন [স] বি বৃন্দাবন। 'এই ইষ্টকস্ত্রীতের মধ্যে বৃন্দাবিগিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বৃঙ্ক [স] বিধি বি শুক্ল। 'আমার উদরে বৃঙ্ক এড়িল স্ত্রীপতি।' মালাধর, ১৫০০।

বৃথ [স] ব্যর্থ বিণ বিফল। 'বান বৃথ করি সুল আইসে কৃষ্ণের ঠাট্টি।' মালাধর, ১৫০০।

বৃথ [স] বি বৃদ্ধ। 'বৃথকালে উপজিল নদের তনএ।' মালাধর, ১৫০০।

বৃত্তিক [স] ১ বি বিহা। 'বৃত্তিকের নদ্রাঘাত হয়ে জরজর।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি রাশিচক্রের একটি রাশি। 'ওদিকে বৃত্তিক রাশিতে আ্যন্তরেস নামক নক্ষত্র আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বৃত্তিক যন্ত্রণা [স] বি অসহ্য বেদনা। 'বৃত্তিক যন্ত্রণা ... আপেকার আত্মত্যাগে খোঁচা মারতে লাগল।' নজরুল, ১৯২৪।

বৃষ [স] ১ বি ষাঁড়। 'অন্তরীক্ষে যায়ে বৃষ বাদ্যগতি ধায়ে।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি রাশিচক্রের একটি রাশি। 'মেঘ বৃষ দুই জান বৈসে মৃগাধারে।' মূলতান, ১৭০০।

বৃষ-উৎসর্গ [স] বি বৃষ উৎসর্গ করা হয় হিন্দু সমাজে প্রচলিত এমন প্রাণবিশেষ। 'দর্শনভিত্তে বৃষ-উৎসর্গ করবো।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বৃষকাঠ [স] বি হিন্দুদের বৃষোৎসর্গ প্রাণে ব্যবহৃত বৃষাচিকিত কাঠখণ্ড। 'বন্যলেতে বৃষকাঠ শক্তিহীন যেই।' গুণ, ১৮৫৮।

বৃষধ্বজ [স] বি শিব বা মহাদেব। 'যদি আসি বৃষধ্বজ না করে উদ্ধার।' আলোগল, ১৮৮০।

বৃষধ্বজ [স] বি ষাঁড়ের মহতা। 'বৃষ প্রায় হইয়া চলয়ে কুতূহলী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বৃষভানুসূতা [স] বি গোশার্দের ঘেয়ে; রাখা। 'কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃষভানুসূতা।' চিত্রিত, ১৬০০।

বৃষরাশি [স] বি রাশিচক্রের একটি রাশি। 'বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৯১।

বৃষশূল [স] বি ষাঁড়ের শিং। 'বৃষশূলে বসলে মশা হয় কি অনুভব?' নজরুল, ১৯২২।

বৃষোৎসর্গ [স] বি হিন্দুদের একপ্রকার প্রাণ, যাতে ষাঁড় উৎসর্গ করা হয়। 'ও পড়ায় একটা বৃষোৎসর্গ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বৃস [স] বি ষাঁড়; বলদ। 'এই সাত বৃস জেই বাকো একবারে।' মালাধর, ১৫০০।

বৃষভ [স] বি ষাঁড়; বলদ। 'এই গোষ্ঠ দেখে যায়ে বধিলে বৃষভ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বৃষভবাহন [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'বৃষভবাহনে বন্দো ভোলা মহেশ্বর।' রূপরায়, ১৭৫০।

বৃষলজ্ঞ [স] বি শূদ্রজ্ঞ। 'আচারব্রহ্মণ যেহু বৃষলজ্ঞ প্রাজ বলিয়া কথিত হইয়াছে।' বক্তিম, ১৮৯২।

বৃষ্টী ক্রি বর্ষণ করা। 'শ্রোমাদূত-বৃষ্টী প্রুত্ব সিন্ধে সর্বজ্ঞম।' কৃকলাস, ১৫৮০।

বৃষ্টি [স] ১ বি বর্ষণ। 'উভিতে আমৃতং বৃষ্টি ভেল।' বজু, ১৪৫০; 'ধর্ম বৃষ্টি সহ্যে আনের করয়ে রক্ষণ।' কৃকলাস, ১৫৮০। ২ বি বৃষ্টিপাত। 'মরে দশাশুপ মহা বজু বৃষ্টি শীতে।' বৃশা, ১৫৮০। ৩ বি বিতরণ। 'জলের ন্যায় অর্ধ বৃষ্টি করিয়া থাকে।' প্রচারক, ১৮৯১।

বৃষ্টি করা ক্রি বর্ষণ করা। 'ভীর প্রতি বৃষ্টি করা হয় প্রশংসার শরজাল।' হাই, ১৯৪৭।

বৃষ্টি-ঘেরা ক্রি বৃষ্টিমুখর। 'বৃষ্টি-ঘেরা চারি ধার, ঘনশ্যাম অক্ষর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বৃষ্টিছিন্ন [স] ক্রি বর্ষার জীর্ণ। 'বেশনে পড়োপড়ো বৃষ্টিছিন্ন মায়ের ঘরটা কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে।' হাসান, ১৯৩২।

বৃষ্টিঝরা ক্রি বৃষ্টি ঝরছে এমন। 'মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝর দিনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বৃষ্টি-ধরা ক্রি বৃষ্টি থেমে এসেছে এমন। 'কিংবা প্রাবসের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে ...।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

বৃষ্টিধার [স] বৃষ্টিধারা। বি বর্ষণধারা। 'অতি সুদৃ হাসি তার, বরষার বৃষ্টিধার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বৃষ্টিধারা [স] বি প্রবল বর্ষণ। 'অবিরল বৃষ্টিধারা দিকবৃন্দে অবতর্জন রচনা করে দিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বৃষ্টি-ধোতরা ক্রি বৃষ্টি হওয়ায় ফলে পরিষ্কার; বৃষ্টিরাত। 'বসনখানি বৃষ্টি-ধোতরা আকাশ যেন নবীন আসমানী।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বৃষ্টিধোওয়া ক্রি বৃষ্টি হওয়ায় ফলে পরিষ্কার; বৃষ্টিরাত। 'বৃষ্টিধোয়া আকাশের মত বাহু লীলাত রক্তের মলমল কাপড়ের সাদা গুড়ী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯; 'বৃষ্টিধোয়া আসমানে।' সুরকশ, ১৯৬৩।

বৃষ্টিধৌত [স] ক্রি বৃষ্টিভেজা। 'সৈনিকার বৃষ্টিধৌত মল্ল্য চক্রণ তরুণ্যবের ডেড়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বৃষ্টিনিরপেক্ষ [স] ক্রি বৃষ্টির সুখাশীল নয় এমন। 'কৃষিকার্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতছে।' বক্তিম, ১৮৮৭।

বৃষ্টি-নেশা-ভরা ক্রি বৃষ্টিপাতের নেশায় বিভোর। 'বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা কোন বলরামের আমি চেলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বৃষ্টিপাত [স] বি মেঘ থেকে জলবর্ষণ। 'চোপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজানা তার বৃষ্টিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বৃষ্টিপানিসিদ্ধিত ক্রি বৃষ্টির পানিতে সিদ্ধ। 'বৃষ্টিপানিসিদ্ধিত জলসের মতো একদল মাড়ি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বৃষ্টিবান্ধ [স] বি বৃষ্টিনামক বাণ। 'অগ্নিবান্ধ বৃষ্টিবান্ধ শিখাইলা বহুত।' বাহাঘর, ১৬৫০।

বৃষ্টিবান্ধা ক্রি বজুবৃষ্টি। 'রাতে খুব বৃষ্টিবান্ধা হয়ে গেছে।' মনোজ, ১৯৩১।

বৃষ্টিবারি [স] বি বৃষ্টির পানি। 'বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বৃষ্টিবারিধারা [স] বি বর্ষার জলপতন। 'বান্ধ হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বৃষ্টিবিহীন [স] ক্রি বৃষ্টি না হওয়ার ফলে রুদ্ধ। 'আমি বৃষ্টিবিহীন

বৈশাখী দিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

বৃষ্টি-বুনোটি ক্রি বর্ষণমুখর। 'বৃষ্টি-বুনোটি এইসব রাতে আমার খুব আসে না।' ইশিয়ান, ১৯৭২।

বৃষ্টিভেজা ক্রি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে এমন; বর্ষান্নাত। 'চার প্রহর রাতের বৃষ্টিভেজা ভাষী হাওয়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬; 'বৃষ্টিভেজা হিমেল সকল।' আলটিনি, ১৯৩৩।

বৃষ্টিময় [স] ক্রি বর্ষার জলে ডুবে আছে এমন। 'একটি দিশে মাঠে নব বৃষ্টিময় নদী - তার দুর্ভাগস জীর।' সুকীল, ১৯৬১।

বৃষ্টিমুখর [স] ক্রি বৃষ্টির শব্দে মুগ্ধিত। 'এখানে বৃষ্টিমুখর লাজুক গায়ে/এলে থেমে গেছে ব্যস্ত খড়ির তাঁটা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বৃষ্টিমোছা ক্রি বর্ষার জলে ধোয়া। 'গাছের সতেজ পাতায়, রৌদ্রালাগা, বৃষ্টিমোছা দেয়ালে।' শমসুত্র, ১৯৪৯।

বৃষ্টিঝিক [স] ক্রি বৃষ্টি নেই এমন; বৃষ্টিশূন্য। 'বৃষ্টিঝিক তত্তিত লম্বু শব্দ মেঘে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বৃষ্টিরেণু [স] বি বৃষ্টিবিন্দু। 'আমি ছুবে যাই নিবিড় নিমগ্ন বৃষ্টিরেণুর মতো।' দল্ল, ১৯৬৬।

বৃষ্টিশিলা [স] বি বৃষ্টির সঙ্গে শিলাপাত; শিলাবৃষ্টি। 'বৃষ্টিশিলা সঙ্গে গরুর পবনরাজের ঘূর্ণি সোশায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বৃষ্টিহারা [স] ক্রি বৃষ্টি+হারা। ক্রি বৃষ্টিহীন। 'নিমগ্নে ওই বৃষ্টিহারা মেঘের লস্কর ঝুটি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

বৃহৎ [স] ১ ক্রি বড়ো। 'বৃহৎ বৌকায় সামিছি বোকাইয়া বশহরে ঢালান করিলেক।' রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রি বিস্তৃত। 'বেশনে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নির্বিড় মেঘ, গভীর তার ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

বৃহৎকর্মী, বৃহৎকর্মী [স] ক্রি বিশেষ কর্মঠ। 'ভট্টপেয়ার লোক পরিমিত বারী, বৃহৎকর্মী, নীতিজ্ঞ।' প্রফুল্ল, ১৮৪১।

বৃহৎকার [স] ক্রি বড়ো আকারের। 'গভীর হস্তীর ন্যায় একটি বৃহৎকার্য নিরামিষাশী প্রাণী।' প্রফুল্ল, ১৮৪৫; 'পুস্তক অপেক্ষা অনেক বৃহৎকার্য হয়।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বৃহত্তর [স] ক্রি বৃহৎ/তর। ক্রি অপেক্ষাকৃত বড়ো। 'জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর।' বক্তিম, ১৮৭৫।

বৃহত্ত [স] ক্রি বৃহৎ-তর। বি বড়োর ভাব। 'ভাষার অভ্যন্ত বৃহত্ত বৃষ্টিবাহার জন্য তাহাকে অলমসত্ত্বভায়েই দেখাইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বৃহৎভাবে [স] ক্রি বৃহৎ বড়ো আকারে; বিস্তীর্ণ পরিসরে। 'মহ্যাক যেমন বৃহৎভাবে শিবকাজের বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বৃহৎমল্ল [স] বি বৃহত্তর কল্যাণ। 'মুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎমল্লের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বৃহৎমানুষ [স] বি বিশ্বমানব। 'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বৃহৎ হস্ততা ক্রি প্রসারিত হওয়া। 'আমাদের ভেতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের ঘনটা অভ্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বৃহদরাজোদ্ভূতি [স] ক্রি বৃহৎ-রাজ-উদ্ভূতি। বি রাজার মতো অনেক উদ্ভূতি। 'বাবাজীউর বৃহদরাজোদ্ভূতি শ্রীশ্রী' করিতেছেন।' ওর্গ, ১৭৭৯।

বৃহদাংশ [স বৃহৎ-অংশ] বি সিংহভাগ। 'জাতীয় বাজেটের বৃহদাংশই দেশরক্ষার খাতে বরাদ্দ হইয়া থাকে।' আজাদ, ১৯৭৭।

বৃহদাংকার [স বৃহৎ-আকার] বিশ বড়ো আকারে। 'দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাংকার সিবনের রোম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বৃহদায়তন [স বৃহৎ-আয়তন] বি বিশাল আকার। 'পূর্ববর্ণিত মোগল ও পাঠান স্থাপত্য কার্যের মত বৃহদায়তন, আড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্যের পরিচয় দেয় না বটে ...' মজেন্দপ, ১৯৪৯।

বৃহৎয়ার [স বৃহৎ-ভার] বি বড়ো সামগ্র্য। 'তাহারদিগের এই বৃহৎয়ার গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বৃহৎযাপার [স বৃহৎ-ব্যাপার] বি বড়ো ব্যাপার। 'একি বৃহৎযাপার উপস্থিত করিয়াছ।' ভবানী, ১৮২৩।

বৃহৎটাপালা [স বৃহৎ-নাট্যশালা] বি বড়ো রম্যস্থ। 'এক বৃহৎটাপালা গুরুত্ব হইবে।' দর্পণ, ১৮৩২।

বৃহৎমঙ্গল [স বৃহৎ-মঙ্গল] বি বিশ্বব্রহ্মণ। 'বৃহৎমঙ্গল পৃথিবীকে দুই সমভাগে বিভাজ্য করে।' অক্ষয়, ১৮৪১।

বৃহৎমুখ [স বৃহৎ-মুখ] বি স্থল বুদ্ধি যার; মাথামোটা লোক। 'হে বৃহৎমুখ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বৃহৎপতি [স] ১ বি এহের নাম; অনুকূল গ্রহ। 'বৃহৎপতি চলি আইল রসুলের পাশ।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি সত্ত্বাহের একটি দিন। 'রবি শনি পূজ পূজ বৃহবার বৃহৎপতি।' কৃষ্ণগ্রন্থ, ১৭২০। ৩ বিশ প্রজ্ঞাবান। 'ভাষ্যকে রূপে রত্নপতি ও বিদ্যায় বৃহৎপতি দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

বৃহৎপতি [স বৃহৎপতি] বি সত্ত্বাহের অন্যতম দিন। ওর্সী, ১৭৮২।

বৃহৎপতি অনুকূল [স] বিশ ভাগ্য সুপ্রসন্ন। 'এইবার বৃহৎপতি অনুকূল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বৃহৎপতিকক্ষ [স] বি বৃহৎপতি এহের পরিস্রমণ পথ। 'কক্ষ বৃহৎপতিকক্ষ, ক্রমে সমস্তমহাক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

বৃহৎপতি বার [স বৃহৎপতি+ফা বার] বি সত্ত্বাহের একটি দিন। 'বৃহৎপতিবার রথযাত্রা হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

বে [স বিবাহ] বি বিয়ে। 'তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বলতে, বলুক।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বে ফুরুলে ছাদদায় নাথী - নিম্নের স্বার্থ উদ্ধার হলে স্বার্থোদ্ধার সত্যাকরক অবহেলা। 'যেন বে ফুরুলে ছাদদায় নাথী হয় না।' উমেশ, ১৮৫৭।

বেঅকুফ [ফা] বিশ বোকা; নির্বোধ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেঅকুবি [স বেঅকুব] বি নির্বোধের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেঅন [স বেদন] বি বেদন। 'চেঅন ৭ বেঅন ভর দিদি মেলা।' চর্চা ৩৬, ১২০০।

বেঅনোট [ই] বি বন্দুকের সঙ্গিন। 'বেঅনোট উঠিয়ে চককে ঢোবদুটোর তাকিয়ে আছে।' হাফিজুর, ১৯৫০।

বেআইন [ফা] ১ বি আইন নয় বা। 'ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি?' বঙ্কিম, ১৮৭৯; 'আমরা ঢালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; ২ বিশ আইন বহির্ভূত। 'সব তখন বে-আইন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

বেআইনি, বেআইনী [ফা] ১ বিশ অবৈধ; আইনবিরুদ্ধ। 'রাজা

কেবল বেআইনী কর্য করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৪০; 'এই ভগ্নাচোরার বে-আইনি শাস্তিভঙ্গ থেকে উদ্ধা বেড়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি অন্যর কাজ। 'দেব জ্ঞানদার, বে-আইনী করো না।' শিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বিশ সাধারণ নিয়ম মেনে চলে না এমন। 'কে না জানে যে সাহিত্যের মতো বে-আইনি জিনিস আর নেই?' গ্রন্থম, ১৯৩১। ৪ বিশ নিষিদ্ধ। 'কিছু কিছু শব্দকে করেছে বেআইনী ওরা ভয়ানক বিক্ষোভক তেবে।' শাসসুর, ১৯৭২।

বেআকুফ [ফা বে+আ অকুফ] বি বেআকুশ ব্যক্তি। 'বেআকুফদের তারিফের শোভে তিনি তাঁর বক্তব্য বা বাচনভঙ্গি বলমতো গুরুত্ব নন।' শিব, ১৯৭৩।

বেআকুল [স ব্যাকুল] বিশ ব্যাকুল। 'তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল।' বড়ু, ১৪৫০।

বেআকুলমতী [স ব্যাকুলমতী] বিশ অধিরচিত। 'কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী।' বড়ু, ১৪৫০।

বে-আকুলে [ফা বে+আ আকুল] বিশ কাতজ্ঞানহীন। 'এ রকম বে-আকুলে কথা কেউ শুনেছে কখনো?' শিবরাম, ১৯৪০।

বেআকুলে [ফা বে+আ আকুল] বিশ কাতজ্ঞানহীন। 'বেআকুলে কথায় চটে গিয়েছিল।' কায়সার, ১৯৬২।

বেআজ [স ব্যাজ] বি ছল। 'এঠো সুন্দর কাফাজি না কর বেআজ।' বড়ু, ১৪৫০।

বেআজা [ফা বে+স দম] বিশ অভ্যাস ও ব্যবহার খাপস এমনি। 'বেআজা কুশলিত লোক দেখিতে না পারে।' ভবানী, ১৮২৫।

বেআদাব [ফা] ১ বিশ শিষ্টাচারহীন। 'বড়ো মানুষের খানসামার মধ্যে মধ্য বেআদাব হয়।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি অশ্রদ্ধ ব্যক্তি। 'চড় মারিয়া সেই বে-আদাবকে চিরকালের জন্য দূরুত করিয়া দিব।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বেআদাবি, বে-আদাবী [ফা] বি অশ্রদ্ধতা; অশিষ্টাচার। 'আপনার কাছে কি বেআদাবি করিতে পারি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'আমাদিগকে ধাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্রাতি এবং বে-আদাবি অসহ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'বে-আদাবী মাফ হউক।' রোকেয়া, ১৯০৪।

বেআদাবিষুর্প [ফা বেআদাবি+স পূর্ণ] বিশ অশ্রদ্ধতাপূর্ণ। 'ওয়াজেদ বেআদাবিষুর্প কথা বলিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৩।

বেআধি [স ব্যাধি] বি ব্যাধি। 'তাঁহি বেআধি ভেদজ্ঞ পটনান।' - বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বেআন [ফা বে+আইন] বিশিষ্ট বেআইনিতাবে; বিধিবহির্ভূতভাবে। 'তোমাকে বেআন আস করিতেছে।' ওর্সী, ১৭৮২।

বেআন্দাজ [ফা] বিশ অনুমানহীন; আন্দাজহীন। 'এমত ধারায় বেআন্দাজ বাকী কদাচ হইতে পাইত না।' হাফিজুর, ১৭৭৩।

বেআন্দাজি, বেআন্দাজী [ফা] ১ বিশ অনুমানের বাইরে; আন্দাজহীন। বিদ্যা, ১৮৯১; ২ বিশ বিবেচনাপ্রসূত নয় এমন। 'তাঁহার আছা ... কতকটা বেআন্দাজী ধরনের হইয়াছিল।' বিদ্যুতি, ১৯২৪।

বেআপী [স ব্যাপান] কি ব্যাপ্ত করা। 'বেআপীবে কি ব্যাপ্ত করবে।' 'আমোদ পার্পে তোঁর গায় বেআপীবে।' বড়ু, ১৪৫০। 'বেআপিল কি ব্যাপ্ত করলো।' 'তা বিধি সকল আন্তর দহে যেন বেআপিল ধীয়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

বেআপি [স ব্যাপী] বিশ ব্যাপ্ত। 'প্রকটে গুপতে আছে সবাক বেআপি।' আলগোল, ১৬৮০।

বেআশিত [স ব্যাভ] বিপ শিত। 'পাশ বেআশিত সে ধরম করে
থএ'। বড়, ১৪৫০।

বেআশ্রি, বেআবরু [সা] ১ বিপ বেশাণ। 'আমানের মতো বিদেশী
লোকের পক্ষে তার বেআশ্রি বেআবরু বোঝা একটু শক্ত।' রবীন্দ্র,
১৮৩০। ২ বিপ আবরণহীন। 'তবে তাহা তত্ত্বতার পক্ষে অত্যন্ত
বেআবরু ইয়াড়া পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮০৮। ৩ বিপ অশালীন।
'একদিনের জন্যও একটু বেআশ্রি ব্যবহার করেন সে।' জীবন,
১৯৩২।

বেআম [স ব্যায়াস] বি ব্যায়াম। 'মনন মন্ত বেআম কারণে গলম হাটক
থএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বেআরাম [সা] ১ বি অসুস্থতা। 'শ্রীরামসুন্দর চৌধুরী তারাজির
বেআরাম ইআখিলেন।' চিষ্টপত্র, ১৭৯৮। ২ বিপ অসুস্থ।
'সমুদ্রের তীরে বেআরাম লোকেরদের নিমিত্ত ঘর।' দর্পণ, ১৮১৮।

বেআশ্লিষ বিপ বেআশ্লিষ। 'বেআশ্লিষ বাজনা বাজে অজ্ঞাতক বাজে।'
রামাই, ১৭১০।

বেআস্তিক [সা বে+স অস্তিক] বিপ নাস্তিক। ওর্গা, ১৭৮৫।

বে-ইয়োরাকি [সা বে+প ইয়োরাকি] বিপ ইয়েরকসুলত নয় এমন। 'একদা
পূর্বসরে ফেরণ বে-ইয়োরাকি দাগাদাগি শুরু করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র,
১৯০৮।

বেইতনা [সা বে+কা ওনাহ] বিপ নিতপাশ। ওর্গা, ১৭৮৫।

বেইজ্জত, বেইজ্জতী [সা] ১ বিপ অপমানিত। 'মালোশ, ১৭৪৩: 'ভাই,
বড়মানুষ লোকটা বেইজ্জত হয়।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি অসম্মান।
'দাউতে পাক ধরলে মরগিয়া-জারী গানে বাঁধক্যক বেইজ্জত করে।'
মুজতবা, ১৯৪৯।

বেইজ্জতি, বেইজ্জতী [সা] ১ বি অপমান। 'মালোশ, ১৭৪৩:
'ইহাপেক্ষা চরম বেইজ্জতী আর ইহাতে পারে না।' মুখতার,
১৯৪০। ২ বি মানহানি। 'আশায়েনের ত্রুটি সেবিধে বেইজ্জতির
অজ্ঞাহতে চকু দুটো উজ্জ্বল হয়ে মতো গরম করে।' নজরুল,
১৯২৭।

বেইজ্জতি-বিশ্মৃত [সা বেইজ্জতি+স বিশ্মৃত] বিপ অসমানের গ্রানি
ভুলে গেছে এমন। 'নেন নিজের সমস্ত বেইজ্জতি-বিশ্মৃত আসেক
আত রমণী তিনি।' পদভক্ত, ১৯৭২।

বে-ইজ্জত [সা] বিপ অপমানিত। 'আমার বে-ইজ্জত কোরবেন না,
আমি কোরব বেআই টকা মিছি।' মল্লারক, ১৮৬৯।

বেইনসাক [সা বে+আ ইনসাক] ১ বি অবিচার। ওর্গা, ১৭৮৫: 'বে-
ইনসাক আমি করতে পারি না।' মনসুর, ১৯৪৩। ২ বি অর্থ। ওর্গা,
১৭৮৫।

বেইমাল [সা বে+আ ইমান] বিপ বিশ্বাসঘাতক। বিদ্যা, ১৮৯১:
'প্যাকাসেরে বাড়ি মউলুসের ও তলসে বেইমান দানারাদের ...'
নজরুল, ১৯৩০।

বেইমান, বেইমানী [সা বে+আ ইমান] বিপ বিশ্বাসঘাতকতা।
'নিজা লয়ে বিপ বেইমানী হিন্দুয়ানী।' ভারত, ১৭৬০। 'বেইমানি।'
বিদ্যা, ১৮৯১।

বে-ইমান, বেইমান [সা বে+আ ইমান] ১ বি বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি।
'পড়ছ কেতর, নিজ খেতাব, নিমক-হায়াম বে-ইমান।' নজরুল,
১৯২৪। ২ বিপ বিশ্বাসঘাতক। 'বেইমান দানারাজদের বিরুদ্ধে
ফৌজদারী মোকদ্দমা করা যায় কিনা।' সোকেয়া, ১৯৩০। ৩ বিপ

ধর্ম-বিশ্বাসহীন। 'তাহারা নিচর বে-ইমান ও ধর্মহীন।' হেদায়েত,
১৯৩৬।

বেইমানী [সা বে+আ ইমান] বিপ বিশ্বাসঘাতকতা। 'দাম নিতে হবে
কাসেমের বেইমানীর।' মাহেদন, ১৯৪৯।

বেইসলামী [সা বে+আ ইসলাম] বিপ ইসলামবিরুদ্ধ। 'মুসলমান
নিখিয়েদের বেইসলামী ঋণগ্রহীতা ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে দেখা
একটি প্রবন্ধ।' শরীফ, ১৯৮৬।

বে-ইমান, বেইমান প্র বেইমান

বেউচ বি বৈচি গাছ। 'বেউচ সাজডা কাটিল আততি।' মুহুদ, ১৬০০।

বেউড় বিপ কটামুড়। 'চৌপাশে বেউড় বাঁশ।' মুহুদ, ১৬০০।

বেউল [বি বিউপাল] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজারে বেউল কন্ঠাল।'
মুলতান, ১৭০০।

বেউশা, বেউশা [স বেগ্যা] বি ঠী যৌনকর্মী। 'ঝা আদি বেউশাক
রমতি ক্রিশে।' বড়, ১৪৫০: 'আইলে নৃপতির কাছে/রহিলে পঙ্কর
ব্যাধে/বেউশা জনের পাইআ সহ।' মুহুদ, ১৬০০।

বেউশা [স বেগ্যা] বি ঠী যৌনকর্মী। 'একমন করি বেউশা সূতিস
মহাসুখে।' মালখর, ১৫০০।

বেঈ [স বেনেনা - বেনে]। 'সো কইসে আমর বেঈ বখাণী।' চর্চা ২৯,
১২০৭।

বেআকিয়ার [সা বে+আ এখতিয়ার] ১ বিপ উদারহীন। 'দাউদ
এখতিয়ার।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিপ বেসামাল। 'সাহেবিয়ারার
প্রাচ্য নেশায় বসন্তানকে যে কতদূর বেআকিয়ার করে ফেলতে
পারে।' রম্ব, ১৯০৫।

বেএখতেরার [সা বে+আ এখতিয়ার] বিপ নিয়ন্ত্রণহারা।
'বেএখতেরার ইয়া অলঙ্কশে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।' সিরাজী,
১৯১৮।

বেএত্তবারি [সা বে+আ ইত্তবার] বি অবিদ্যা। ওর্গা, ১৭৮৫।

বে-এনসাক [সা বে+আ ইত্তবার] বি অবিদ্যা। 'আমার তামাম লোক বে-এনসাক নাই।'
পদী, ১৭৬৫।

বে-এন্তেহা [সা বে+আ ইত্তবার] বিপ অগরিমত: সীমাহীন। 'আমরা
ইচ্ছা করলেই বে-এন্তেহা ফসল আবাদ করতে পারতাম।' মনসুর,
১৯৩৫।

বেএলম [সা বে+আ ইলম] বিপ অশিক্ষিত। 'আপনারা জাহেল,
বেএলম, আনপাডুহ।' ওর্গা, ১৯৪৮।

বেত্তআরিস [সা বে+আ ওয়ারিস] বিপ উত্তরাধিকার নেই এমন। বিদ্যা,
১৮৯১।

বেত্তআরিসী [সা বে+আ ওয়ারিস] বি অভিভাবকহীনতা। বিদ্যা,
১৮৯১।

বেত্তজান [সা বে+আ ওজন] বি ওজনহীনতা। 'হিসাবে বেত্তজা ও
বেত্তজন তফাত জরর।' কালিদে, ১৭৮৭।

বেত্তজর [সা বে+আ ওজর] ১ ক্রিবিপ দিনা গুজ্জতে। ফেরস, ১৭৬২:
'সেই মাকীক বেত্তজর কাপড় কুটিতে খাতা করিয়া দিব।' ওর্গা,
১৭৭৯। ২ বি অজুহাত নেই এমন অবস্থা। 'বেত্তজর মালভজারি
করিতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

বেত্তজা [স ব্যাভা] বি বাসেলা। 'হতী না পার দিলে, তথা ডেউটি এসে
বেত্তজা করে।' লালন, ১৮৯০।

বেওকা [কা বে+আ ওকা] **বিশ** অব্যয়। 'এতেক ভাবিয়া যত বেওকা সরদারে।' গল্পব, ১৭৬৫।

বেওকুফ [কা বে+আ ওয়াকুফ] **বিশ** বোকা। 'বেওরা বেওকুফ হইয়া বাতাপন্ন রাখিয়া চলিয়া গেল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

বেওয়া [কা বি বিথবা নায়ী]। 'গুলিয়া তামাম বেওয়া কহে তার তরে।' গল্পব, ১৭৬৫।

বেওয়ারিশ [কা বে+আ ওয়ারিস] **বিশ** মালিকহীন। 'মন পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ দ্রুত নয়।' প্রমথ, ১৯১২।

বেওয়ারিস [কা বে+আ ওয়ারিশ] ১ **বিশ** উত্তরাধিকারী সেই এমন। 'যশহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারি।' রামরাম, ১৮০১। ২ **বিশ** দুর্ঘম। 'বেওয়ারিস স্থান কঠিন তটে গভীরতর পথ নাই।' রামরাম, ১৮০১।

বেওরা [কা] ১ **বি** বিবরণ। 'এ কাপড়ের বেওরা মেং এম সাহেবের হিসাবের কাপড়ের পিঠে লেখা আছে।' ময়ঙ্গ, ১৭৫৭। ২ **বিশ** বিস্তারিত। 'বেওরা সমাচার জ্ঞাতো ইলাহাম।' ওর্স, ১৭৮২। 'বেওরা করে ইহার কহিবে সব বার্তা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বেওরাওয়ারি **বি** জোরাওয়ারি। 'রাইতদিশের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দানন লিখিয়া লয়ন।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

-বৈ - সাধারণ ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াবিক্তিবিবশেষ। 'জই তুমহে ডুনকু অহেই জাইবৈ মারিহ সি পঞ্চম্যা।' চর্য ২৩, ১২০০।

বৈউতি, **বৈউতিজাল** **বি** মোটা সুতার বোনা চূড়াকৃতি একপ্রকার জাল। 'পেলাদার চৌটারে বেণেও ব্যাভারবেণে বড় ব্যানরের চলনরূপে নদীতে বৈউতিজাল পাড়া থাকে।' হত্যাম, ১৮৬১। 'দেখলো বৈউতি বেয়ে, চিড়ি কিংড়ি/পড়ে যদি জালের ফাঁকে গলিয়ে।' অমৃত, ১৯০০।

বৈকা [স বক্র] **বিশ** বাঁকা। 'পিবের ঘারে ডালিম পাচ তিন ঠাই বৈকা।' বিজয়, ১৬৫০।

বৈকা-তেড়া **বি** আঁকাবাঁকা অবস্থা। 'সোজা করবে বৈকা-তেড়া জোহ-জবর খাটবে না তাতে।' লালন, ১৮৯০।

বৈকিয়ে-চুরিয়ে **ক্রি** ক্রি ক্রিয়-কিয়-কিয়। 'বৈকিয়ে-চুরিয়ে বলসেই তা শুধু অগ্রায়া নয়, রসাবহ হয়।' প্রমথ, ১৯২৯।

বৈকে **ক্রি** ক্রি ক্রি ক্রিয়-কিয়-কিয়। 'বৈকে বৈকে চলে ছায়ায় আলোয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বৈকেচুরে **ক্রি** ক্রি ক্রিয়-কিয়-কিয়। 'চক্ষুর নিকটগামী বৈকেচুরে ফেনিয়ে ফুসে নেচে কলরব করে পাখরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেগণাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বৈকি **বি** গজ। 'গোজা তাতে পিয়ালফুলের বৈকি।' মনীষ, ১৯৩৯।

বৈটে **বি** একপ্রকার গাছ। 'এই স্থানে বৈটে নামে একপ্রকার সুদীর্ঘ চিরশীতলহায়া বৃক্ষ জন্মে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বৈজা **বি** লক্ষ্য। 'ফোটা দিয়া বিজ্ঞে বৈজা ছুড়িতে শিখএ নেজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈজী [স বৈদ্য] **বি** বৈজি; নেউল। 'নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বৈজী যেমন কাচ কাচ করে...' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

বৈট [স বৃষ্টি] **বি** ফলের বৈটা। 'প্যালেপল ১৭৪৩।

বৈটে [স বর্ষা] **বিশ** বাটো। 'প্যালানাথ একহারা বৈটে-বৈটে মানুষ।' হত্যাম, ১৮৬১। 'বৈটে মোটা মানুষটি আধবুড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

বৈটেবাটো [বৈটে+বাটো] **বিশ** কম উচ্চতাবিশিষ্ট। 'জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকোদোরা, গ্রহি ও ফটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বৈটেবাটো রকমের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বৈটে-বৈটে **বিশ** বাটো। 'প্যালানাথ একহারা বৈটে-বৈটে মানুষ।' হত্যাম, ১৮৬১।

বৈড়ে **বিশ** লেজকাটা। 'আমার চাচার একটা বৈড়ে কুকুর ছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

বৈড়ে-গুস্তা **বি** যেমনান বাহাদুরি। 'বাবা, এ শরীর কাছে বৈড়ে-গুস্তা, এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি।' নজরুল, ১৯২৪।

বৈধা [স বাধু] ১ **ক্রি** বিদ্ধ হওয়া। 'বিন্দা, ১৮৯১। ২ **বিশ** বিদ্ধ। 'গুটে তাদের বর্ষা বৈধা।' নজরুল, ১৯২২।

বৈধানো [স বাধু] **বিশ** বিদ্ধ হয়েছে এমন। 'বিন্দা, ১৮৯১। 'বুঝলে বৈধানো কাঁটার হাত পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বৈড়াল [স বিড়াল] **বিশ** বিড়াল। ওর্স, ১৭৮২।

বেকচুর **ক্রি** ক্রিয়-কিয়-কিয়

বেকত [স ব্যক্ত] ১ **বিশ** ব্যক্ত। 'এবৈ তোর মন তাক বেকত করিবে।' বটু, ১৪৫০। ২ **বিশ** প্রকাশিত। 'বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।' বটু, ১৪৫০। 'বিরহের দশ অবস্থা বুঝ বেকত।' আলগোল, ১৬৮০। ৩ **বিশ** দৃশ্যমান। 'সমুচ্ছে আর টাটাইল বেকত।' সুলাতন, ১৭০০।

বেকতি [স ব্যক্ত] **বিশ** ব্যক্ত। 'বেকতি করিয়া।' ঘিটী, ১৬০০।

বেকবুল [কা বে+আ কবুল] ১ **বি** অস্বীকার। 'মহিনদা যখন এত করিয়া বেকবুল গুণেছেন তখন বাড়ো সন্দেহের কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ **বিশ** অসম্মত। 'দাদা বেকবুল গেলে তো চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বেকসুর, **বেকচুর** [কা বে+আ কসুর] ১ **বি** অপরাধহীনতা। 'বেকচুর।' বিন্দা, ১৮৯১। ২ **বিশ** নির্দোষ। 'বেকসুর খালস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব ... হইস্ট খেলিতে গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বেকসুর খালস, **বেকচুর খালস** [কা বে+আ কসুর+আ খালস] **বি** বিচারে নির্দোষ বলে মুক্তিলাভ। 'বেকসুর খালস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব ... হইস্ট খেলিতে গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। 'উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে আসামিদিগকে বেকচুর খালস দিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৪।

বেকসুরি [কা বে+আ কসুর] **বি** অপরাধহীনতা। 'তার বেকসুরি সখ্যে ছেসেয়েয়ের কড়কুটু একিন হইল।' মনসুর, ১৯৫৫।

বেকা [স বক্র] **বিশ** বাঁকা। 'বেকাঠোলা হাসানের ছড়ি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

বেকায়াদা [কা বে+আ কায়দা] **বি** অনুবিধানক ডরি। 'বেকায়াদা ছোট হাতখানি রাখিয়া কখন যুঝাইয়া পড়িয়াছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

বেকার [কা] ১ **বিশ** কর্মহীন। 'অজিঞ্জাসা বেকার লোকতে উপহাস।' আলগোল, ১৬৮০। 'সাহেব আমি বেকার আছি।' কৌরী, ১৮০১। ২ **ক্রি** ক্রিয়-কিয়-কিয়। 'আকটা নকদা মুটে ঝাঁকা তাঁদে করে বেকার চলে যাছিল।' হত্যাম, ১৮৬১। ৩ **বিশ** কোনো কাজে লাগে না এমন। 'বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলো বর্ণ আছে যারা বেকার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বেকারত [কা বেকার+স ত] **বি** কর্মহীন অবস্থা। 'শীলাখরের বেকারতের কথা ফের মনে পড়ে গেল।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

বেকার-বান্ধব [কা বেকার+স বান্ধব] **বিশ** বেকারদের জন্য

উপকারী। 'নিম্ন-পরিঘটন কর্তৃক সংশোধিত আকারে বর্ষীয় গ্রাম্য বেকার-বাক্য বিল কাউন্সিলে গৃহীত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৯।

বেকার-ভাতা [ফা বেকার+ভাতা] বি বেকারভূতের সময়ে সরকারের দেওয়া ভাতাবিশেষ। 'বেকার-ভাতা, শ্রমিক-নিয়োগ এবং বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য ...' আজাদ, ১৯৩৬।

বেকার সমস্যা [ফা বেকার+স সমস্যা] বি কর্মহীন লোক বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা। 'সমাজে বেকার সমস্যার যে বিঘ্ন ঘল' মাসদেয়, ১৯২৭।

বেকারি, বেকারী [ফা বেকার+] বি কর্মহীনতা। 'বেকারি।' বিদ্যা, ১৯১৯; 'শ্রমিকদের অসহ্য হয়ে উঠেছে বেকারীর ক্লালা।' জয়বাংলা, ১৯৭১।

বে-কারার, বেকারার [ফা বে+আ কারার] ১ বিপ অধীর। 'দিল সবার বে-কারার।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি অস্থির। 'দেশের জোদান-বুড়া হৈল বেকারার।' মনসুর, ১৯৪৩।

বেকারি [হি বি পাউলটি, বিকিট ইত্যাদি তৈরির কারখানা। 'আমি তাদের মতন বেকার না, বেকারিতে কাজ করি।' সুশীল, ১৯৭০।

বেকীবেড়া বি বাঁকানো বেটী। 'শেখ বাড়িতে যেয়ে ঘটক বেকীবেড়ার কাছে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

বেকুফ [ফা বে+আ অকুফ] বিপ বেকা। 'মর বেকুফ ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বেকুবি [ফা বে+আ অকুফ] বিপ নির্বেশ। 'তবে বে বেকুবি, তার পাঠা সে যদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি রে।' গিরিশ, ১৮৯৬।

বেকুবি, বেকুবি [ফা বে+আ অকুফ] বি বোকামি। 'মানুষের এরকম হওয়া উচিত নয়, বেকুবি।' জীবন, ১৯৩১; 'তবে নতুন প্যাট্র কিনবার মত বেকুবি করা কেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বেকুবিপনা [ফা বে+আ অকুফ+] বি বোকামি। 'কি রকম বেকুবিপনা বলো তো।' জীবন, ১৯৩৩।

বেকার্ণ [স ব্যভার্চ] বি অর্থ প্রকাশ। 'বেকার্ণ করিয়া রামা কহ সত্যতা'। মুহুদ, ১৬০০।

বেকি [স ব্যক্তি] বি ব্যক্তি। এডমন, ১৭৯৩।

বেখবর [ফা বে+আ খবর] বি বের্থ য়ে। 'ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ গেলে।' নজরুল, ১৯৩২।

বেখরচা [ফা বে+আ খরজ] ১ বি খরচহীনতা। 'হিসাবে বেখরচা ও বেওজন ডফাত জরর।' কালশে, ১৭৮৭। ২ বিপ বিনা খরচ। 'নীতি-কবিতা-মালায় বেখরচায় ছাড়া হয়ে গেল।' অবন, ১৯২৫।

বেখাশ [ফা বে+আ খাম] বিপ বেমানান। 'এখনকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাশ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বেখাশী [ফা বে+খাশা] ১ বিপ বেমানান। 'এ খুতু শুধু বেখাশা নয়, অতি বেয়াড়া।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বিপ বিকলাঙ্গ। 'বেখাশা শিশুদের সমস্যা এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা।' আজাদ, ১৯৫৯।

বেখাশাশোছের বিপ বাপ বাব না এমন ধরনের। 'সুমনে লোকটি পরিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেখাশাশোছের শিক্ষিত এবং মার্জিতকৃতি।' বনমূল, ১৯৩৬।

বেখুদি, বেখুদী [ফা বে+কা খুদ+] ১ বি আত্মবিমুখি। 'চালাও শিরাজি, নেন নাই জাগি আর এ বেখুদী হতে।' নজরুল, ১৯৪২। ২ বি স্বকীয়তাহীন অবস্থা। 'খুদির পরেই ব্যক্তির বেখুদি।' মাহেনও,

১৯৪৯।

বেখেয়ালা, বে-খেয়ালা [ফা বে+আ খেয়ালা] ১ বিপ বের্থ। 'জানো নাকো শুধু হিন্দের/ দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়ালা।' নজরুল, ১৯৩২। ২ বিপ অনমনস্কতা। 'বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন।' মুক্তবা, ১৯৫২।

বেখেয়ালে [ফা বে+আ খেয়ালা+] ক্রিবিপ আনমনে। 'বেখেয়ালে একটু বেশী চাপ দিতেই কর্কটুটা পর্যন্ত ছেড়ে যায়।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

বেগ [স ব্যাক] বি ব্যাঙ। 'বেগ সংসার বড়হিল জাখ।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

বেগ [স] ১ বি শ্রোত। 'ভবনই গগন পঙ্খীর বেগে বাহী।' চর্যা ৫, ১২০০। ২ বি গতি। 'খরতর বেগ সূর্যর সফর চক্ষুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ভাহার বেগকে প্রতিরোধ করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি তেজ; শক্তি। 'যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি চাপ। 'ভারের বেগেতে চলছি কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বেগ-প্রাবল্য [স] বি গতির তীব্রতা। 'বেগ-প্রাবল্যে কোথায় সে ভেসে চলেছে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

বেগবতী [স] ১ বিপ স্ত্রী বেগপুত্র। 'মায়ার সৃষ্টিলা নদী বেগবতী অতি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'যে যে নদী মমিক বেগবতী ...' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বিপ প্রাঞ্জল। 'বিবাহ-সিন্ধুর ভাষা অতাত বেগবতী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বেগবন্ত [স] বিপ বেগবান। 'দশ সহস্র হয়ে দিল অতি বেগবন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

বেগবহুল [স] বিপ গতিশীল। 'মানুষের জীবনালেখ্য সাহিত্য জীবনের এই বেগবহল দিককে রহস্যবৃত করে।' হাই, ১৯৪৭।

বেগবাত [স] বি দ্রুত বওয়া বায়ুপ্রবাহ। 'বেগবাতে কাঁপে তরুণশ।' মুহুদ, ১৬০০।

বেগবান [স] ১ বিপ বেগবিশিষ্ট; দ্রুতগতি। 'বেগবান বাপীর পোত কেন না গন্তত হইবে।' অক্ষর, ১৮৪৯; 'বর্তমান যুগের বেগবান চিত্তের সহস্রব ঘটন বাংলাদেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বিপ চঞ্চল। 'চঞ্চল সময়, মহাবেগবান মানব-হৃদয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বিপ জোরাশো। 'এই বাণী ... বেগবান হয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বেগময় [স] বিপ দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'ভারপূর একটা বেগময় আওয়াজ।' গোপী, ১৯৬৪।

বেগময়ী [স] বিপ স্ত্রী গতিসম্পন্ন। 'এখনও তাঁর ... তীব্র বেগময়ী বক্তৃতারাজির ক্লালা ও বেগের স্মৃতি স্পষ্ট।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বেগমান [স] বেগবান। বিপ দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'জাতি বা ব্যক্তিকে বেগমান ও কর্মপ্রবণ করিয়া তুলিতে ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বেগলুত [স] বিপ গতিহীন। 'সতত-সম্ভরমান বল খেলা-হার, বেগলুত সে আমায়-ও।' শক্তি, ১৯৬১।

বেগশালিনী [স] বিপ স্ত্রী শ্রোতমুখ। 'সেই দুর্জয় ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জয় বেগশালিনী।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বেগশালী [স] বিপ গতিময়। 'প্রেমের আকর্ষণ কি ভয়ঙ্কর বেগশালী।' সিংহাজী, ১৯১৮।

বেগণ [স] বিপ বেগবান। 'তুয়া এক বেগণ তুয়াগ আরোহণে।' ফজলুর্রহমান, ১৮৭৬।

বেগড়ানো কিং বিগড়ানো। 'কোনোক্রমেই চানুক বেগড়ায় না।' প্যারী,

১৮৫৮।

বেগতি [ফা বে+স গতি] *বিশ* দুর্গতি। 'না গেলে ছকুম রদ বেগতি বিস্তর।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেগতিক [ফা বে+স গতিক] ১ *বিশ* বেপরোয়া। 'সর্ব সৈন্য লইয়া দাঁউনের ধান্য বধানার রঞ্জিত হইয়া বেগতিক লুটফাশ করিতে ...।' *রামরাম*, ১৮০১। ২ *বিশ* উপাযহীন; বারশ। 'কিছু বেই দেখিলে অবস্থা বড় বে-গতিক।' *নজরুল*, ১৯২২। ৩ *বিশ* গুরুতর। 'অবস্থা বেগতিক দেখে গুটি গুটি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল।' *হাফিজুল*, ১৯৫৩।

বেগত্যা [ফা বে+স গতি] *বিশ* বেগতি। 'প্রভুর বেগত্যা দেখি পবনকুমার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেগনি [স বাতিসন] *বিশ* বেগনি রংবিশিষ্ট। 'বানিক বেগনি কাপড় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিলেন।' *মধু*, ১৮৫৭; 'ফুটে উঠল ভারে ভারে ফিকে-বেগনি মুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বেগনি-পারের রশ্মি - অভিব্যক্তি রশ্মি: আত্মা-ভায়েলোট বে। 'সুর্কিরনের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙছরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উদ্যোগী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

বেগম [তু] ১ *বি* রানী। *ওর্গা*, ১৭৮৫; 'মোকাম সরধানার শ্রীশ্রীমতী বেগম সমরক জন্মতিথি ১০ মে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ *বি* মুসলিম নারীর পদবি-বিশেষ। 'বাংলা বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট - ফাতেমা বেগম সাহেবা।' *রোকেয়া*, ১৯২৯।

বেগমরুত [ফা বে+আ গায়রত] *বিশ* লজ্জাহীন। 'বেহায়া বেগমরুতের (লজ্জাহীনার) মত মামাতো ভাইয়ের নিকট সহসা পর লিখিলে।' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

বেগমরী [ফা বে+আ গরজ] *বিশ* নিঃস্বার্থ। 'এই হামদরী, বেগমরী ও মহকত ছাড়া মোহাজেরীনদের আরোহে ...।' *মাহেনত*, ১৯৪৯।

বেগানী [ফা] ১ *বি* অন্যাত্মীয়। 'তা সে এগানাই হোক, অক্সি-বেগানাই হোক।' *ইমদাদুল*, ১৯২০। ২ *বিশ* অচেনা। 'বেগানী-গাঁয়ের কৃষাণ ছেলের সনে।' *জসীম*, ১৯৩১।

বেগান মানুষ [ফা বেগান+স মানুষ] *বি* পরপুরুষ। 'ওমা! ও কে বেগান মানুষ বসে বাসের কাছে।' *জসীম*, ১৯২৯।

বেগাফিল [ফা] *বিশ* সাবধান; সতর্ক। 'বেগাফিল না হয় তবে তাহারদিগকে আনওয়ান মত কাইক সাজাই করিবা।' *হালহেড*, ১৭৭৩।

বেগার [আ বিগার] ১ *বি* বিনা পারিশ্রমিকে কাজ। 'বেগার খাতিতে জান।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *বিশ* অকারণ। 'বুদ্ধির বেগার বাটুনি শুরু হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

বেগর [আ বিগার] *অবা* বিনা; ব্যতীত। 'বেগর কদমে তোমার নাকি হয় খেলা।' *মুহম্মদ*, ১৬০০।

বেগার-বাটা *বিশ* পারিশ্রমিকহীন। 'বেগার-বাটা কাজ তারই যাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

বেগার বাটুনি *বি* মজুরিহীন শ্রম। 'বেগার বাটুনি।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪; 'বুদ্ধির বেগার বাটুনি শুরু হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বেগার সেওয়া *বিশ* মজুরি ছাড়া শ্রম। 'বেগার সেওয়া ব্যক্তি নিচমই গভজন্যে কাজকে বেগার খাতিয়েহে।' *উমর*, ১৯৬৮।

বেগন [স বাতিসন] *বি* এক ধরনের সবজি। 'মূলক বেগন শাক যাতে তাতে লহ।' *ওর*, ১৮৫৮।

বেগন কেত - আয়ের উপায় (নিদার্বণ)। 'ইহারা বড়ো হইয়া উঠিলে আমার বেগন কেত হইবে।' *প্যাট্রী*, ১৮৫৮।

বেগন গাছে আঁকশি - কোনো ব্যক্তির চরম সংকীর্ণতা বা ক্ষুদ্রতা প্রচার করা। *সুবর্ণ*, ১৯০৬।

বেগনশোড়া *বি* পাড়োনা বেগনের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'শুধীরা খায় বেগনশোড়া।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেগনভাড়া *বি* বেগনের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ডাল আর বেগনভাড়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেগনি *বি* বেসন তেলে মেখে ভাজা বেগনের ফাপি। 'সে ... বেগনি ফুদুরি ভাজে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেগনে *বিশ* বেগনি রঙের। 'গোলাপী, বেগনে, জরদা, সবুজ ...।' *বরনন্দন*, ১৮৭২।

বেগুনা [ফা বে-গুনাহ] *বিশ* নিষ্পাপ। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩; 'পানি খেতে গিয়ে তীর খেয়ে মরে বেগুনা হোসেন শিশু।' *মাহেনত*, ১৯৪৯।

বেগোনা [ফা বে-গুনাহ] *বিশ* নিষ্পাপ। 'আমার বেগোনা ফেরেশতা বাপের লাগি তোমরা দোওয়া কৈরা।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

বেগোছ [ফা বে+স গছ] ১ *বি* অপ্রত্যাশিত। 'আবার বেগোছ দেখিয়া ... বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২। ২ *বি* বেকায়দা; মুশকিল। 'সুখীর লাঠীয়ালাগণ বেগোছ দেখিয়া পীঠটুকু দিয়েছে।' *মহাররক*, ১৮৯০।

বেগোশি [আ বেগা অবা ব্যতীত]। 'শ্যামচাঁদ বেগোর ডোম পোরন্ত হোয়া নই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

বে-ঘুম [ফা বে+ঘুমা] *বিশ* নিদ্রু। 'আমার বে-ঘুম শয়নে।' *জসীম*, ১৯২৭।

বেঘোর [ফা বে+স ঘোর] ১ *বি* অসহায় অবস্থা। 'বাতাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* চেতনানশূল অবস্থা। 'বেঘোরে গেলে আরও ফেলে।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বেঘোরা *বিশ* চেতনানশূল। 'হেন সে বেঘোরা স্থান আছও শরীরে।' *সুলতান*, ১৭০০।

বেঘোরে ত্রিবিধ অসহায়ভাবে। 'লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

বেঙ [স ব্যাং] *বি* ব্যাংক; উচ্চর গ্রাণীবিশেষ। 'সকল বেঙেরা, যাহাদিগের জাতি অস্থির, ... রাজার প্রার্থনা করিলেক।' *তারিণী*, ১৮০৩।

বেঙের ছাতা *বি* ছ্যাক। 'বর্ষাকালে পুত্রে কে ছাতা পড়ে ... উহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

বেঙাচি *বি* বাহ্যের বাচ্চা। 'তাহাদের এক একটি লেজ ও গোল গোলা মাথা, উহাকে বেঙাচি বলে।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

বেঙেচ *বি* বৈঠি নাহ। 'বেঙেচের কল খাইয়া করি উপবাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেঙা [স ব্যাং] *বিশ* নিম্নমানের; সম্পূর্ণ বাট নয় এমন। 'লোপাটির বাহার দেখে বিজলী হ'ল বেঙা-পিডা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

বেঙু [স বেঙ] *বি* মাশের এককবিশেষ। 'আড়ে দশ বেঙু দিয়ে প্রমাণ বিশাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেঙ্ক [ই ব্যাংক] *বি* ব্যাংক; যেখানে টাকাপয়সা জমা রাখা যায় এবং উত্তোলন করা যায়। 'বাহার বাবান হয় বাসাল বেঙ্ক বেঙ্কের মেটাকাফ সাহেবের বাটাতে ...।' *কালসে*, ১৭৮৪; 'বাসাল বেঙ্কেতে বসরা

ধাক্কালা 'ক্যালসে', ১৭৮৭।

বেকা [স বকা] বি বাকা। 'এক মুগু দিল প্রভু কর পদ বেকা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেহ [স বস] বি ব্যাভ। *বেহতড়কা বিহ* ব্যাকের মতো লাফ দেয় এমন। 'সখনে চিতুর পাড়ে বেহতড়কা বাহু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেহা বি ব্যাভ। 'শাশের সুখে নাচার বেহা এ বড় আজব হহা।' *লালন*, ১৮৯০।

বেহমা, ব্যালমা [স বিহমা] বি রূপকথার কল্পিত পাখি, যে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। *বেহমী বি স্ত্রী বেহমা*। 'একটি গাছে থাকে শুধু ব্যাধমা-বেহমী?' *রসীক*, ১৯০৩: 'এই দুটি পাখি বেহমা-বেহমী।' *অবন*, ১৯২৫।

বেহমো [স ব্যস] বি কৈন্তো। 'বেহাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেহুদ্রা [স বহু] বি বাকা পা-ওয়ালা মানুষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেচইন, বেচাইন [কা বে+হি চইন] *বিশ অস্থির*। 'কি করব ভেবে চোয়ানে হয়ে পড়ছি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'আর ওকে চোয়ানে করিস না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বেচোয়েন, বেচোন [কা বে+হি চইন] *বিশ অস্থির*। 'কি করব ভেবে চোয়ানে হয়ে পড়ছি।' *ইমদাদুল*, ১৯২০; 'আর ওকে চোয়ানে করিস না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

বেচা ১ কি বিকি করা। 'বিচা নিময়ার কাছে মাশের পশার বেচে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ কি সমর্পণ করা। 'বেচোয়ি আপন তসু অভয়ার গার' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *বেচএ* কি বিকি করে। 'যথা তথা বেচএ উচিত মুখ্য শোয়া।' *আলাওল*, ১৬৮০। *বেচোজ* কি বিকি করি। 'হটে যদি বেচাজ কীরের যোকা হাশি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *বেচোজ* *কিনিক* বেচার ফলে। *ওলী*, ১৭৮২। *বেচি* কি বিকি করি। 'সতিনে বুতা বেচি হাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *বেচিরা* কি বিকি করে। 'বসন বেচিরা পালা অমূল্য রতন।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০। *বেচিল* কি সমর্পণ করলো। 'বেচিল তোমার গার নীলধর নিজ কঁটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *বেচে* কি বিকি করে। 'মুকু কুজ গুরে চেতে বেচে প্রকারে।' *মালাধর*, ১৫০০। *বেচে* কেনে কি কেনাবোকা করে। 'মুর্তিমন্ত ব্যাধি বত/ বেচে কেনে শত শত/ মসুর মটর ছালা ছালা।' *কুজরাম*, ১৭২০। *বেচোয়ি* কি সমর্পণ করছে। 'বেচোয়ি আপন তসু অভয়ার গার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেচা বি বিকি। 'বেচিরা তভা ছায়ায়ল লইবেক।' *মেরণ*, ১৭৬২।

বেচা-কিনা বি বোঝো। 'অবকাশে শোলাম হিসাবে মানুষ বেচা-কিনার রেওয়াজ ছিল।' *মনসুর*, ১৯৫০।

বেচোকো বি ক্রমবিক্রম। 'বেই দেশে বেই দ্রব্য বেচোকো যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

বেচোর বি নারীসেহের গোশাকবিশেষ; পাছড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেচোরী [কা বে-চোরায়] ১ *বিশ নিরীহ*। *তবালী*, ১৮২০: 'বেহরা বেচোরী ভাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ২ বি নিরুপায় লোক। 'বেচোরী রাতায় চিরমি গেল।' *গিরিশ*, ১৮৮৯।

বেচারি, বেচোরী [কা বে-চোরায়] ১ *বি উপায়হীন ব্যক্তি*। 'বুঝ নীত ... আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না।' *রসীক*, ১৮৮১। ২ *বিশ নিরীহ*। *কিনা*, ১৮৯১: 'বেচারী নীলা' *বিভূতি*, ১৯০১। ৩ *বিশ অসহায়*। 'বেচারি মল্লবার ভূপতে গারেনে না।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বেচাল [কা বে+শা চাল] ১ *বিশ চরিত্রহীন*; মনঃশব্দভাববিশিষ্ট। *কিনা*,

১৮৯১। ২ *বি অন্যচার*। 'বেটা ছিল এক-কালের চাল সেটা হয় অন্যাকালের বেচাল।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বিশ বেয়োড়া*; বেমানান। 'সে-সব বিভিন্ন বেচাল কথা বাক গেছে।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেচাল [কা বে+শা চাল] বি চালের তুল। 'ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি কিনা আর কে ধরে তখন যাওয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

বেচাল্লর [কা বে+হি ছল্লর] *বিশ বাড়ি-ছাড়া*। 'এমন বশুগরও বেচাল্লর কতি চাস।' *মীনবতু*, ১৮৬০।

বেছা বি নারীসেহের গোশাকবিশেষ; পাছড়া। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেছা দ্র বাছা

বেজ [স বেয়া] ১ *বি চিকিৎসক*। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি বাঙ্গালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ*। 'অন্ধুরচন্দ্র বেজ' *সেবধি*, ১৮৪০।

বেজঘর বি বৈদ্যবাড়ি। 'পাশল হরিলা ঘরে বাহ বেজঘর।' *কবু*, ১৪৫০।

বেজনা [কা বে+স জনা] *বিশ জাজব*; বন্ধাত। 'এ কোন বেজনার দেশে এলাম রে।' *আশাউকিন*, ১৯৫৮।

বেজবান [কা বে-জবান] *বিশ নির্বাক*। 'বেজবান অশিক্ষিত মিসেয়ার দুর্বল কৃষক।' *হেলতান*, ১৯২৩।

বে-জলুস [কা বে+জা জলুস] *বিশ অনুচ্ছল*। 'পিসিমের আলো তেমম যেন মুটি জ্বার বে-জলুস মনে হয়।' *মুক্তবা*, ১৯৫৮।

বেজা শিখারি লক্ষ্য। 'কেহ কেহ বিজিয়া বেজা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেজাত [কা বে+স জাত] ১ *বি বারাগ লোক*। 'বেজাতের কাজ বেজাতের।' *লালন*, ১৮৯০। ২ *বি অন্য জাত*। 'তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করহ।' *রসীক*, ১৯০০।

বেজায় [কা] ১ *বিশ বেশি*। 'বারোয়ারিতে বেজার বরত করে রান্নি হসেন না।' *হুতায়*, ১৮৬৩। ২ *বিশ বুঝ*। 'হেস্তোরা বেজার উম্মুদ হয়ে উঠল।' *রসীক*, ১৮৯১। ৩ *বিশ অনেকটা*। 'হালকা হয়ে শোলাম বেজার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

বেজায়রা [কা বে-জায়রা] *বি অগার*; অযোগ্য ব্যক্তি। 'শিব বেজায়রার একবার বর দিয়ে যে কি বিশদে পড়েছিলো।' *মুক্তবা*, ১৯৫২।

বেজার [কা] ১ *বিশ অসহজ*। 'বেজার ইহুদা গেল চলিয়া শোলাম।' *গুহর*, ১৭৬৫। ২ *বিশ বিরক্ত*। 'যা পাশা, এখন বেজার করিস নি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

বেজারতে [কা বেজারত] *কিনিক* অসিদ্ধায়। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেজারি [কা বেজারত] *বি বিরক্ত*। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বেজি, বেজী [স বেয়া] *বি তীক্ষ্ণ নথবিশিষ্ট* বড়ো কাঠবিড়ালির মতো চতুষ্পদ মাসোশী জন্তু; নকুল। *ওলী*, ১৭৮৫: 'লকানন্দে লাফ দিয়ে মা চপতে বেজির ছা।' *নজরুল*, ১৯২৬: 'বেজীর পায়ের শব্দ পাতার উপরে।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেজুত [কা বে+জুতা] *বি অনভিজ্ঞত অবস্থা*; অসুবিধা। 'বড় বেজুত করেছে লেজুড় ডলিয়া।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেজে ওঠা দ্র বাধা

বেজেন্তান বি বস্ত্রবাজার। 'সক্কা হইলে বেজেন্তান অর্থাৎ সহরের যে বাজারে বরাদি বিক্রয় হয়।' *প্রভাত*, ১৮৯৭।

বেজোড়া [স বিজোড়া] *বিশ বিজোড়া*। 'বেজোড়া রান্নিতে লও রুদর উৎসব।' *আলাওল*, ১৬৮০।

বেঞ্চাট্ট [ফা বে+স ঝাট্টা] বিণ ঝাট্টাট্টীন। 'বেঞ্চাট্টে আরেণী জীবন'। ওয়াসী, ১৯৬২।

বেঞ্চা [হি] বি একাধিক লোকের বসার জন্য কাঠ ইত্যাদি নির্মিত লম্বা উঁচু আসনবিশেষ। 'পড়া বলতে না পারায় জল খাবার ছুটের সময় বেঞ্চের উপর দাড়িয়ে কনফাইন হয়ে রয়েছে।' হুতায়, ১৮৬১।

বেঞ্চী, বেঞ্চী [হি] বি বসার আসনবিশেষ। 'আমাদের জেনো দুপাশে হৃদ দশখানি বেঞ্চী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'ভিতরের বেঞ্চী উপরে গদি পাতা।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

বেঞ্জন [স বঞ্জন] বি রান্না করা তরকারি। 'বিবিধ প্রকারে অন্ন বেঞ্জন লইয়া।' মালাধর, ১৫০০।

বেঞ্জা বি চাঁদমারি; নিশান্যার লক্ষ্যস্থল। 'কেহ বিদ্যে পুতিআ বেঞ্জা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেট [হি] বি বাজি। 'সে-বেটের সমাধান হল।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

বেটন [হি] বি ঢাকনা; পুরু কাঠফলক। ওর্সা, ১৭৮২।

বেটুন বি পুণিশের ব্যবহৃত লাঠিবিশেষ। 'কেটুনের আগা দিয়ে একজন কনষ্টেবলকে খোঁচা দেয়।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বেটনা [স বেটন] বি পাপড়ি। 'আটনা বেটনা নিঞা বসিল সকল মিঞা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেটপকা বিণ অপ্রত্যাশিত। 'শাকা ঘরে জন্মে বেটপকা ঘরে পড়েছি।' জীবন, ১৯৪৮।

বেটো [হি] ১ বি (অবজ্ঞাসূচক) পুত্র। 'কারে পুত্র বলিস বেটো করসিয়া রণ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি লোক। 'সে বেটো জেতে নেড়ে।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি দস্যু। 'বেটোরা বিশ পঁচিশ বিহার ধান কাটিয়ে লইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

বেটোখাপি বি গালিবিশেষ (পুরুকে খেয়ে ফেলেছে এমন)। 'কী লা ভাতারপুতখাপি। তিন বেটোখাপি।' নজরুল, ১৯৩০।

বেটোছেলে বি অবজ্ঞাসূচক গালি। 'বেটোছেলে মরলে তোর হাড় জুড়োবে।' মানিক, ১৯৩৯।

বেটোলো ১ বি পুরুষ মানুষ। 'প্রজ্ঞায়া কেমন বেটোলো এখন বুঝিতে পারিবেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ২ বি পুরুষলজ্জা। 'খোকা রে তুই বেটোছেলে, বেটোছেলের দল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

বেটোবেটি বি স্ত্রী-পুরুষ। 'কি সুন্দর মাংসপিণ্ড বেটোবেটি খায় আমি বাইতে পাই না।' মুদ্রাঙ্কর, ১৮১৩।

বেটোরদের বি লোকদের। 'ঐ বেটোরদের নির্মিত গবর্ণমেন্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘর ভাড়া দিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

বেটি, বেটী [হি] ১ বি কন্যা। 'মান্তিরের বেটীর বিদ্যা মোর মনহরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (তুচ্ছার্থে) মেয়ে; নারী। 'বেদি তো বেটিকে বুন কাঠনে বাকি রেখেছিল।' মণীষ, ১৯৫৭।

বেটোর হাফ [হি] বি স্ত্রী। 'বেতলবালিনীর সেবকেরা বরফ জীবনের বেটোর হাফকে বিনসর্জন দিতে রাজি আছে।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

বেটিং [হি] বি বাজি ধরা। 'ওদিকে তখন বেটিং লেগে পিঠেছে।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

বেটুয়া [ও কুয়া] বি কাপড়ের তৈরি এক প্রকার গলে। 'ছোট ছোট বেটুয়া, চুল বাঁধবার দড়ি ইত্যাদি।' প্যারী, ১৮৬০।

বেটুয়া [ও কুয়া] বি কাপড়ের তৈরি এক প্রকার গলে। বিন্দা,

১৮৯১।

বেটো [স বৃত্ত] বি মোটা দড়ি বা কাঠি। 'যেখানে চুঁচ চলে না সেখানে বেটো চালান।' প্যারী, ১৮৫৮।

বেটো বিণ বাটো। 'বেটো নাউসের লম্বা দাড়ি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বেটো [স বীতা] বিণ কুঁড়ে। 'ঝোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা।' প্যারী, ১৮৫৮।

বেঠন [স বেঠন] বি পাপড়ি। 'ডরে পেলাইল তবে বেঠন মাথার।' কৃন্দা, ১৫৮০।

বেঠিক [ফা বে+থু ঠিকা] ১ বিণ অস্থির। 'পোয়ালার মাথা বেঠিক হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ কাঁপাচ্ছে এমন; ঠিক জায়গায় পড়ে না এমন। 'মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী, পদদ্বয় বেঠিক।' মশাররফ, ১৮৮৭। ৩ বি অস্বাভাবিক অবস্থা। 'ঠিক আছি, বেঠিক পাবে না ... মাতাল হইনি।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৪ বিণ অলসতা; ঠিক নয় এমন। 'আমার মনের কথার কোন অংশ ... ঠিক বেঠিক, মিল গরমিল বোধ হয়।' মশাররফ, ১৮৯০।

বেঠিকপনা বিণ ভ্রমপূর্ণ। 'বয়স হলেও আনন্দি বেঠিকপনা ভাব।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

বেঠিকানা [ফা বে+ঠিকানা] দ্রিবিণ বেঠিসাধিভাবে। 'বেঠিকানা তনে বাত বড় প্রেরণান।' গদীব, ১৭৬৫।

বেড় [হি] ১ বি থাকার জায়গা। 'বেড় পাওয়া তো খুব কষ্ট।' জীবন, ১৯৩৩। ২ বি হাসপাতালের শয্যা। 'ওঘারের বেড়ে আসিল বালক মটারের খাকায়।' জগীষ, ১৯৫১।

বেড়কুম [হি] বি শোবার ঘর। 'বেড়কুমে কেউ নেই।' জীবন, ১৯৩২।

বেড় সুইচ [হি] বি বিদ্যুদা সলয় বৈদ্যুতিক সুইচ। 'অল্পার ঘরে বাড়তি একটা শীল রঙের বেড় সুইচ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

বেড়িং [হি] বি বিহানাপত্র। 'আমার ব্যাপ বেড়িং স্টুকেস ইত্যাদি সব রেবে একটা টুপস্টেট কেনবার জন্য বেরিয়েছি।' শিবরাম, ১৯৫৩।

বেড় ১ বি বেঠনী। ম্যানেএল, ১৭৪৩। ২ বি পরিধি। 'ব্রহ্মকের বেড়।' ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'উহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত এবং বেড় ৮ হাত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৩ বি চক্র। 'শনিবার দেখিতে অতি আকর্ষ্য; তাহার চতুর্দিকে তিনটি বেড় আছে, তাহাদিগকে অসুসীকৃত করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বেড়া [স জীরা] বি মেঘ। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

বেড়া ১ বি বেঠনী। 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' বড়, ১৫৭০; 'হৃদয়ের ত্র্যাকবেরী ও যন লতা-তল্লের বেড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ লেপন করা। 'ভিলকেতে নাকবেড়া গামচা কাঁখে চুকত কানে।' কবনী, ১৮২৮। ৩ বিণ চারদিকে ব্যাঙ। 'বাবুরামের পরিবার বেড়া আঠনে পড়িয়াছে।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি সীমানা। 'যেখানে তোর বেড়া সেখায় আনলে তুই থামিস এসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৫ বি বাধা। 'ভাড়া কথার বেড়া গাঁখে কেবল দলের পরে দলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

বেড়াঝাল [বেড়া+স জাল] ১ বি মাছ ধরার জালবিশেষ। 'নদীতে বেড়াঝাল ফেলিবার আয়োজন-উলফলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি প্রতিবন্ধকতা। 'কাহে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বি বেঠনী। 'নারী সমাজের প্রবর্তিত আইনের বেড়াঝালে অটিকে থাকবে।' বৈশ্য, ১৯৫৩।

বেড়া-ভিড়োনো বিধ সীমানা অতিক্রমী। 'পূর্ব-ইতিহাসের বেড়া-ভিড়োনো লক্ষ'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বেড়া দেওয়া বি ধেরা। 'তাই আসিয়াছি তব বেড়া দেওয়া ফুলবনে'। নজরুল, ১৯৩২।

বেড়াবাড়ি বি চারদিক ঘিরে বেড়া। 'নশরিআ মেয়্যা তোরা মার বেড়াবাড়ি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

বেড়াবিহীন [বেড়া+স বিহীন] বিধ বাধাহীন। 'দাও না হেড়ে গুকে ... বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি-পরা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বেড়া-ভাড়া বি বাধা অতিক্রম। 'বেড়া-ভাড়ার মাতন নামে উদাম ভাড়া'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

বেড়ে আশুন বি চারদিকে ব্যাধ আশুন। 'সে বেড়ে আশনে তার স্ত্রী ও পাঁচ ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে মারা যায়।' হাই, ১৯৫৮।

বেড়া' কি বেঠন করা। বেড়াই কি আবৃত করে। 'মালিঙ্গাএ কোলে লই বসনে বেড়াই।' সুলতান, ১৭০০। বেড়াইআ কি বেড়িয়ে; ঘুরে। 'বনে বনে বেড়াইআ পাইআছি বড় দুখ।' মুহম্মদ, ১৬০০। বেড়াচিস কি ভ্রমণ করছিস। 'রামভীর সঙ্গে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচিস।' উমেশ, ১৮৫৭। বেড়ি ১ কি বেঠন করে। 'ইসলা শিরলা আছে দুই তাহা বেড়ি।' মালশ্বর, ১৫৫০। ২ কি ঘিরে। 'আনন্দ ঘরনে সবে বেড়ি চারিধিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। বেড়িয়া ১ কি ঘিরে। 'বেড়িয়া কামড় খাও কৃষ্ণের মর্ষ্যস্থানে।' মালশ্বর, ১৫০০। ২ ক্রিবিপ জুড়ে। 'সর্ব অঙ্গ বেড়িয়া হঠক কুঠ বোণ শিড়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ও কি বেঠন করে। 'অতি কোণে বেড়িয়া দখিল নাগ গন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বেড়িল কি বেঠন করলো। 'বেড়িল হাক পড়অ চৌদীস।' চর্য্য ৬, ১২০০; 'সর্বাস্থে বেড়িল ক্রীটে কাটে নিরন্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। বেড়িলেক কি বেঠিলে করলো। 'নন্দ যাগে বেড়িলেক খাইবার মনে।' মালশ্বর, ১৫০০।

বেড়া' কি বেড়ানো। বেড়াই কি ঘুরে-কিরে; বিচরণ করে। 'সিঁড়াই সকল ঠাই সকল দেখিলা।' সুলতান, ১৭০০। বেড়া' কি বেড়ায়। 'বিরহে বেজাকুল কাহাণি বেড়াএ বিহায়ে।' বড়ু, ১৪৫০। বেড়াওন কি বেড়ানো। ওর্গা, ১৭৮৫। বেড়াও কি বেড়াই। 'তবে মুক্তি সুখ হই ইটিয়া বেড়াও।' বৃন্দা, ১৫৮০। বেড়ান কি ভ্রমণ করেন। 'দুই কুমার নবাব জাদার সহিত লেখা পড়া করেন একজুড়ে খেলাও বেড়ান।' রামরাম, ১৮০১। বেড়ানো কি ভ্রমণ করা। 'বেড়াইতে।' মালোশ, ১৭৪৩। বেড়ার ১ কি চলে। 'তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায়।' মালশ্বর, ১৫০০। ২ কি বিচরণ করে। 'বাদিম্যর বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী।' চর্য্য, ১৫৫০। বেড়াইতে কি বেড়াতে; ভ্রমণ করতে। 'বেড়াইতে যেতে বল নাই।' বড়ু, ১৪৫০। বেড়িয়ে বেড়ানো কি ঘুরে বেড়ানো। 'আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বেড়াওন বি বেড়ানো। ওর্গা, ১৭৮৫।

বেড়ান বি বেড়ানো। ওর্গা, ১৭৮২।

বেড়ানো কি ভ্রমণ করা। 'অনেক দিন মোরে বেড়াইলে ডাঙিয়া/ ঘরে পাইয়াছি এবে রাখিব বাকিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেড়া'ল [স বিড়াল] বি বিড়াল। 'খাঁচার পাখির দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বেড়ালছানা [স বিড়াল+স শাবক] বি বিড়ালের বাচ্চা। 'থেলো হুঁকা আর এই বেড়ালছানাটি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বেড়াল-পায়ে ক্রিবিপ বিড়ালের মতো সতর্কগতিতে। 'নিঃশব্দে

বেড়াল-পায়ে ঘরের ধার দিয়ে চলে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বেড়া'ল, বেড়া'লী [স বিড়ালী] বি স্ত্রী বিড়াল। 'কৈসে মিয়াও মিয়াও বলে বিবি বেড়া'লি।' নজরুল, ১৯৩৩; 'কালী নড়লো না একটুও, বহং বুনে বেড়া'লীর মতো ফুঁসে উঠল।' অশাউদ্দিন, ১৯৫৯।

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা - বিপজ্জনক কাজের সূচক নেওয়া। 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?' নজরুল, ১৯২৪।

বেড়ি, বেড়ী ১ বি বেঠন। 'বন বেড়ি কর এক সরের পঙ্করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি সৌহবেঠনী। 'নতুবা খোঁড়ের খুব পায়ে দিয়া বেড়ি।' রূপরাম, ১৭৫০; 'হাতে হাত কড়ি আর পায়ে বেড়ি দিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। ও বি শৃঙ্খল। 'কবি পরায়ের বেড়ি ডাঙিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বি বাঁধন। 'আমার শাখীন বিচরণ রাখে কাগ আইনের বেড়ি?' নজরুল, ১৯২৬। ৫ বি ধান রাখার পোশাবিশেষ। 'এই বলিয়া বড়াই বুড়ী বসল বেড়ি দোর।' জসীম, ১৯২৯। ৬ বি পটের গ্যাচ। 'হে বেড়ী না খোলন পঙ্ক পোশাখাইনের আশা নাই।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বেড়ীপোটা বি বেড়ি দিয়ে আঘাত। 'আমার নাম করবি বেড়ীপোটা হবি।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

বেড়ুনি বিধ বেড়াতে পছন্দ করে এমন। 'তোর দিদিটা বেড়ুনি হয়েছে খুব।' বড়ু, ১৯৪৯।

বেড়ুবাঁশ বি বেড়া-দেওয়া বাঁশ। 'টৌদিকে বেঠিত বেড়ুবাঁশ।' রামশাসন, ১৫৮৩।

বেড়ু'লি বড়ু> বিপ সুন্দর। 'পোরে ড্রেল হন ফ্রেস দেখা যায় বেড়ে'। ওর্গা, ১৮৫৮।

বেতশ [ফ বে+ই চশা] বিপ যেমানাল। 'বেতশা দেবার দরকার হলে বেতশ উপমা কাজে লাগে।' অবন, ১৯২৫।

বেত' কি বেঠন করা। বেতল কি বেঠন করলো। 'জোরি ভুজুময় মোরি বেতল ততই বরন সুন্দর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বেটি কি বেঠন করে; ঘিরে রেখে। 'শটী দেবী বেটি সব বসিলা মহাভা।' বৃন্দা, ১৫৮০। বেটিয়া কি ঘিরে; বেঠিয়ে হয়ে। 'বসিয়াছে অঁঠে বেটিয়া ভক্তগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। বেটিশ বিপ বেঠন করলো। 'গাথ বেটিশ তোর দীঘল বসনে।' বড়ু, ১৪৫০। বেটিলের কি বেঠিত করলো। 'ওক গাশে বেটিলের আলপ কালো।' বড়ু, ১৪৫০।

বেত' বি বন্ধন। 'কেশপাশে দিখা বেতা কলয়া কুসুমে বাকী জটা।' বড়ু, ১৪৫০।

বেড়ে ক্রিবিপ চক্রে। 'রাখা পড়িলী কাকের বেড়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

বেধি [স ঘীন] বিপ দুই। 'ধমপ চমপ বেধি পাণ্ডি ইহণ।' চর্য্য ১, ১২০০।

বেণী [স] ১ জলের ঘূর্ণি। 'মহ বেণী ভরস ম মূলিনা।' চর্য্য ১০, ১২০০। ২ বি পাক দিয়ে বিন্যস্ত চুল; বিনুনি। 'আলাএয়া দিয়াছে বেণী।' চর্য্য, ১৫৫০; 'এলাইয়া বেণী ফুলের গাখীন।' ফিটী, ১৬০০।

বেণীবদ্ধ [স] বি বিন্যস্ত কেশপাশ। 'এনেছি মল্লিকা মঞ্জরী তুমি লবে নিজে বেণীবন্ধে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বেণীবন্ধন [স] বি বেণীর মতো বন্ধন। 'জলের ধারায় ধারায় বেণীবন্ধন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বেণীপারদ [স] বি হাফত, যে গারদ থেকে আসামি জামিনে খালস পায়। 'সকল আসামিকে বেণীপারদে থাকিতে হইবে।' প্যারী, ১৮৫৮।

বেণু [স] ১ বি বাঁশ। 'আচবিত্তে তনে প্রভু কুণ্ঠ-কুণ্ঠ-গান।' কৃষ্ণদাস,

১৫৮০: 'করাঙ্গুলে ধরি বেণু'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বাঁশ।
'বেণুনির্মিত পাত, চর্চ বিনির্মিত পাত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বেণুকা [স] বি বাঁশির সুর। 'হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন বেণুকা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বেণুকুল [স] বি বাঁশবানান। 'আমাদের মর্যায়মাণ বেণুকুলে ... সেবারতন উঠিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বেণুশাল [স] বাঁশির সুর। 'কঁধা সেই বেণুশাল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেণুছায়া [স] বি বাঁশ বনের ছায়া। 'বেণুছায়া তোমার চেলাঙ্কলে উঠিছে স্পন্দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বেণুনাদ [স] বি বাঁশির শব্দ। 'সম্বন্ধ-বেণুনাদে রাধা গেল কুঞ্জধরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেণুনির্মিত, বেণুনির্মিত [স] বি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এমন। 'বেণুনির্মিত পাত, চর্চ বিনির্মিত পাত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বেণুবন [স] বি বাঁশঝাড়; বাঁশবন। 'বাতাস বহে বিকালবেলা বেণুবনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বেণুবাঁশা [স] বি বাঁশ ও বাঁশা। 'চোখে তার বাজে বেণুবাঁশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বেণুমুখ [স] বি বাঁশির সুরে মোহিত। 'লুটাত আমার পায়ে বেণুমুখ কালীরের মতো।' সূরীন্দ্র, ১৯০৩।

বেণুর [স] বি বাঁশির শব্দ। 'নাচে ধেনু বেণুরের মধুর-মধুরী সবে।' নজরুল, ১৯০৩।

বেণুলতা [স] বি কঞ্চি জাতীয় লাঠি। 'বেণুলতা গ্রহণ করিয়া একবার সবকুট্টমে আঘাত করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বেণুশাখা [স] বি বাঁশ গাছের শাখা। 'বেণুশাখার আড়াল দিয়ে ফুটে আকাশ-পানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বেণু [স] বেণু বি বেণু; বাঁশ। 'রাজ্যায় মোহন বেণু দ্বিজ-মোহন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বেনু [স] বেণু বি বাঁশ। 'সুনিগ্রহা কৃষ্ণের বেনু অমৃত চরিত।' মালাধর, ১৫০০।

বেশে [স] বশিক। ১ বি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বেশে মাগীর অহঙ্কারে আর চক্রে মুখে পথ দেখে না।' কেরি, ১৮০২। ২ বি বংশনাম-বিশেষ। 'রাসু নসিং, রাম বসু, ভবানী বেশে ...' রাজ, ১৮৭৪।

বেশো [স] বাপ। বি চড়ক উপসর্গে শাখা জিরে ও হাতে বাণ ধোঁড়ে। 'বেশোরা জিরে হাতে বাণ ফুড়ে ঢলেচে।' হুজুমত, ১৮৬১।

বেট [পা কট, স বৃদ্ধা বি বাঁট। 'দুহিল মুখু ধিক বেটে যামাখ।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

বেতুয়া [স] বি বেড়ি; হাড়ি-কলসি ইত্যাদি হাণ্ডের জন্য খড় দিয়ে তৈরি গোলাকার আসনবিশেষ। 'তলত গাঁথিল তার দুটটি বেতুয়া।' বড়ু, ১৪৫০।

বেণ্যানী [স] বশিক। বি ক্রী বাণিয়া। 'বেণ্যানী মনেতে খুসি।' চণ্ডী, ১৫৫০।

বেত [স] বেতস। ১ বি বেত গাছ। 'ধরিয়া বেতের নড়ি গায় নাচে গুণাড়ি জায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বেতগাছ। 'পোনরো বেতের অধিক মারিবে না।' মেয়র, ১৭৭৭।

বেতকাঁটা বি কাঁটামূলক বেত গাছ। 'চাঁদাকাঁটা বেতকাঁটার ঠাসুগোন।' কীবন, ১৯৪৮।

বেত-ছোঁড়া বি হাড়িনির বেত ছিঁড়ে গেছে এমন। 'একখানা বেত-ছোঁড়া চৌকি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বেতঝাড় বি বেতের শাখান বা ঝোপ। 'বেতঝাড় যে কাঁটায় ভরা।' মণীশ, ১৯৬৩।

বেতভাঁটা বি বেতের লতা। 'বেতভাঁটার ছায়া।' বিকৃতি, ১৯৩১।

বেত দেওয়া ক্রি বেতগাছ করা। 'ওর মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

বেতনড়ি [বেত+মু নাড়ি+] বি বেতের লাঠি। 'দক্ষিণ করে নিল মাতা শিলা বেতনড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেতকল বি বেত লতার কল। 'বেতের ফলের মতো তার দ্বান চোখ।' কীবন, ১৯৪২।

বেতবন বি বেত গাছের ঝোপ। 'গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেতবন।' বিকৃতি, ১৯৩১।

বেতের কাজ বি বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খুড়ি, আসবাব ইত্যাদি সামগ্রী তৈরির কাজ। 'তুলা, বেত ও বাঁশের কাজ, ছিদ্দান্দন।' বেগম, ১৯৪৯।

বেতকলিক [যা বেত+আ তাকলীক] ক্রিণিণ বিনা প্রয়াসে। 'বল্ল কলিক মণি সন্নিহিত হওয়ার পর আমি সূতো সুরুষ করে বেতকলিক উত্তরে যাব।' মুকুন্দ, ১৬০৬।

বেতজ [কি বিতজ] বি বিবাদ। 'বেতজ তেজিত্রা পজা কিলিণ অমৃত মিত্র।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেতশী [স] বি বিতজা বি বিবাদ। 'পচাৎ কাল বেতশী হওনের আটক হবক না উত-এব এখন নিশ্চলি করিলে ভাল।' রামায়ণ, ১৮০১।

বেতন [স] ১ বি বশশি। 'নামিল আসিয়া বসিল হাসিয়া কহয়ে বেতন দাও।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি মজুর। 'আজ জনা দুই দেহ দিব যে বেতন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি উপার্জন। 'দরজি কাগড় শিঞে বেতন করিয়া জিঞে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি শিক্ষা অর্জনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেয় অর্থ; বি। 'অভিভ্রংশে মাসিক বেতন দিতে শীকার করিয়া ...' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৫ বি কাজের বিনিময়ে দেওয়া অর্থ। 'তাহার প্রায় অর্ধেক পাদরি সাহেবের বেতন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

বেতনম্রাহক [স] বি বেতন গ্রহণকারী। 'বেতনম্রাহক শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্র বালকেরদিগের অর্পণ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

বেতনম্রাহী [স] বি বৃত্তিভোগী। 'ব্রাহ্মণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনম্রাহী নিযুক্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

বেতনভুক [স] ১ বি বৃত্তিভোগ। 'বেতনভুক ছাত্র।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি বেতনভোগী; বেতন দিয়ে নিযুক্ত। 'তত্ত্বদেশীয় এক২ জন বেতনভুক পণ্ডিত শীঘ্র ভাষায় ভর্তুকা করিতেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বেতনভুক্ত [স] বি বেতন নিয়ে কাজ করে এমন। 'বেতনভুক্ত কবির দল হইতে অধিক পরিগ্রহ করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

বেতনভোগী [স] বি বেতন নিয়ে কাজ করেন এমন। 'তন্মধ্যে ৮৬ জন বেতনভোগী।' জ্ঞানসঞ্চয়, ১৮৩৪।

বেতনাধিক্য [স] বি বেতন বৃদ্ধি। 'আটশত তত্ত্বা বেতনাধিক্য হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৮২৯।

বেতনোপভুক্ত [স] বি বেতনভোগী কর্মচারী। 'চটকার পটকার

মঠকার বেতনোপভুক্ত হইয়া।' ভবানী, ১৮২৫।

বেতমিঞ্জ, বেতমিজী [আ] **বিশ** অস্ত্র। 'বেতমিজ আওর বদজাং দেড়কা কড়ি দেখা নেই।' *পারী*, ১৮৫৮: 'বশে, বে-তমিজ। কে পাঠাল তোরে।' *নজরুল*, ১৯৩৯: 'বেতমিজ ভাইশো বশে কি।' *পাশা*, ১৯৭৭।

বেতমিজি, বেতমিজী [আ] ১ **বিশ** অশিষ্ট। 'বেহায়া বেতমিজি ভাবে মেয়েদের খার ...।' *মোয়াজ্জিন*, ১৯৩৪। ২ **বিশ** অস্ত্র। 'এইরূপ বেতমিজী আচরণ।' *জামায়াত*, ১৯৪১।

বেতমিজী [আ] **বি** বেয়াদবি; অশিষ্টতা। 'আর বেতমিজীটা দেখুন।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

বেতর [ফা বে+হি তরহ] **বিশ** অপ্রকৃতিহ। 'আজকাল সহরের বাহুরা কেউ কেউ জনাতিগিতে বেতর গোছের আমোদ করে থাকেন।' *হুতাম*, ১৮৬১।

বেতরকদারি [ফা বে+আ তরফ+কা দারি] **বি** সম্পত্তির কোনো অংশের মালিকানা না থাকা। *এডমন*, ১৭৯০।

বেতরিবহ [ফা বে+আ তরীভাব] **বিশ** বেয়াদব; শিষ্টাচারের অভাব আছে এমন। 'ছেলটি বেতরিবহ নয়।' *দীনকঙ্ক*, ১৮৬৬।

বেতরেক [স ব্যতিরেক] অবা ছাড়া। 'সাহেব লোকের অনুমতি বেতরেকের কেহ সরাব তৈয়ার করিতে ও বিক্রী করিতে পারিবেক না।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বেতরো [ফা বে+হি তরহ] **বিশ** অবাধ্যবিক। 'গাওনার বেতরো আওয়াজে চমকে উঠে ষোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো।' *হুতাম*, ১৮৬১।

বেতস [সি বি বেত গাছ। 'বাক্স বেতস পানিসিউলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেতসপলত [সি বি বেত গাছের পাতা। 'বেতসপলতের ন্যায় কুপিত লগিল।' *নজরুল*, ১৯৩১।

বেতসবন [সি বি বেতবন। 'বেতসবনে ছায়া।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

বেতসলতা [সি বি বেত গাছ। 'মার বেতসলতার মতো বিছানো আকস্মিকতায় প্রতি মুহূর্তে ওকে কেন্দ্র করেই ব্যস্ত হতে চায়।' *সেলিনা*, ১৯৭০।

বেতসী [সি বি বেত গাছ। 'নদীত্রাত্তোবিকশিতা বেতসীর ন্যায় দোড়াইয়া কুপিতে লগিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

বেতাক **বি** বেত গাছ। 'পাটি পাতা আর বেতাক বনে ঘেরা বাড়ির চারপাশ।' *জহির*, ১৯৪৪।

বে-তাঞ্জ [ফা বে+আ তাজ] **বিশ** মুকুটহীন। 'শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ।' *নজরুল*, ১৯২৮।

বেতাব [ফা] **বিশ** ব্যাকুল। 'বেতাব হইল কাসেম পানির ঝাতিবে।' *গলীব*, ১৭৬৫।

বেতার [ফা বে+স তার] **বিশ** নীরস। 'বেতার বদবি জয়জয়সর্বমঙ্গলা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বেতার [ফা বে+স তার] ১ **বিশ** তার নেই এমন। 'বেতার সেতার দুটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। ২ **বি** রেডিও; বিনা তারে বার্তা পাঠানোর কৌশল। 'বেতারযোগে যে বক্তৃতা দিয়াছেন।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৩ **বিশ** বেতারে সম্প্রচারিত। 'তার বেতার বক্তৃতায় মাননীয় হুজুরহে ...।' *আজাদ*, ১৯৪১। ৪ **বি** বেতারকেন্দ্র। 'বেতারে চাকরি পেয়েছেন।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

বেতারওয়ালি **বি** বেতারকেন্দ্রের কর্মী। 'বেতারওয়াল ... একটা খোপ ভাড়া নিলেন।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

বেতারকেন্দ্র [বেতার+স কেন্দ্র] **বি** যেখান থেকে বেতার-অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়; রেডিও স্টেশন। 'কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম হাড়িয়ে আনবার জন্য ...।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

বেতারবাই **বি** রেডিও শোনার যৌক বা নেশা। 'আমার বেতারবাই আছে।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

বেতারবাণী [বেতার+স বাণী] **বি** বেতারবার্তা। 'বেতারবাণী হ'ল, না খেয়ে মরতে পারাটা ...।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

বেতার-বার্তা [বেতার+স বার্তা] **বি** বিনা তারে পাঠানো বার্তা; বেতারযন্ত্রে পাঠানো বার্তা। 'সেই বেতার-বার্তার কান বেশেলি তখনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬: 'সেটা ... বেতার-বার্তার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বেতারিত [স] **বিশ** সম্প্রচারিত। 'তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে জর্মন রেডিও থেকে বেতারিত করেন।' *মুক্ততবা*, ১৯৬৬।

বেতাল [ফা বে+স তাল] ১ **বি** ভূত। 'অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন।' *মুহুরাঙ্গম*, ১৮১২। ২ **বিশ** অনুপদ্রুত। 'বেতাল হইয়া তাল নীশে যায় মারা।' *গুণ*, ১৮৫৮। ৩ **বি** সামঞ্জস্যহীন অবস্থা। 'বেতালে উলসে মাটি হয়।' *অবল*, ১৯২৫। ৪ **বিশ** মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীন। 'আসে সে বেতাল, ভূমি যার বাগদস্তা, মিস্ত্রি হাসি হাসতে।' *সুধীপ্ত*, ১৯০৯।

বেতাল [ফা বে+স তাল] ১ **বিশ** বীরূপ। 'রগমদ মাতলা কাল বেতাল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ **বিশ** সখীতে তালের সমতাহীন। 'নাচত কুচ বান্নাগত ভৈরব পাগত তাল বেতাল।' *ভারত*, ১৭৬০। ৩ **বিশ** অসঙ্গতি। 'এর চরিত্রে ও মনে বেতাল বলে কোনো জিনিষ নেই।' *হুমক*, ১৯২৭। ৪ **বিশ** অসুস্থ। 'একদিনের ছুটোছুটিতেই তিন দিন বেতাল হয়ে পড়ে থাকি।' *জীবন*, ১৯৩১।

বেতিক্রম [স ব্যতিক্রম] **বি** ব্যত্যয়। 'তাহার বেতিক্রম করেন।' *ক্যালগে*, ১৭৮৯।

বেতুন **বি** বেত গাছের ফল। 'বেতুন পাকাচ্ছে আকিক।' *কায়সার*, ১৯৬২।

বেতো [স ব্যক্ত] **বিশ** ব্যক্ত। 'ভেদে যেতো কহিয়াছে, তাহার নকোল কথা তোমাকে বেতো হইতছে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বেতো [স ব্যক্ত] **বিশ** ব্যক্ত-ব্যাক্ষিপ্ত। 'আদবুড়ে বেতোরা মর্নি ওমাকে বেতেকেন।' *হুতাম*, ১৮৬১।

বেত্তমিজ [ফা বে+আ তরীজ] **বিশ** শিষ্টাচারবর্জিত। 'চুপ কর ছামডা, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

বেত্র [সি বি বেত। 'শিলা বেত্র বংশী হীদপড়ি ওজালায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

বেত্র-আফালন [সি বি বেত দিয়ে প্রহার। 'কালাচাঁদের বেত্র-আফালন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেত্রদণ্ড [সি বি বেত্রাঘাতের শাস্তি। 'জেল ও বেত্রদণ্ড, দশন, দমন ও আইনের আভিযুক্তি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেত্রধারী [সি] **বিশ** বেত গাছের দণ্ড ধারণকারী। 'বিচারাদ্যারে অর্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী ...।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

বেত্রবন [সি বি বেত বন। 'ভরা নদীর জল হললল করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বেত্র বেণু [সি বি বেত্রের ছড়ি। 'অশ্ব গোখলি-রেণু ঠাট ভটে বেত্র রেণু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেত্রাঘ [সি বি বেত্রের অগ্রভাগ। 'বেত্রাঘ ঘারা তাহাকে টোঁকি ছাড়িয়া সমুখে দাঁড়াইতে নির্দেশ করিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বেত্রাঘাত [সি বি বেত্র ধারা প্রহার। 'বাবুদিগের শরীরে 'মল্ল বেত্রাঘাতাদি করেন।' ভবানী, ১৮২৫।

বেত্রাসন [সি বি বেত্রের তৈরি আসন। 'একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বেত্রাহত [সি বিত্র বেত্র ধারা আঘাতগ্রস্ত। 'বেত্রাহত কৃষক-মজুরের মুখামুখি দাঁড়ায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

বেত্রাবতী [সি বি প্রাচীন মালব দেশের নদীবিশেষ। 'উপলব্যাখিতগতি; বেত্রাবতীকূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বেত্রা [সি ব্যাখা বি ব্যাখা। 'সুগিঅ বকিল সব বেত্রা।' বড়ু, ১৪৫০।

বেত্রী [সি ব্যাখা বি ব্যাখা। 'বিরহ জ্বরে/ তেহে জরিল/ পাঠাইল তোঝা বেত্রী।' বড়ু, ১৪৫০।

বেত্রিত [সি ব্যখিত বি ব্যখিত। 'তুমি মোর প্রাণ ঢক প্রাণের বেত্রিত।' আলোড়ন, ১৬৮০।

বে-থী [সি বিবাহ-] বি বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠান। 'যা হয় করে একটা বে-থা দাও না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বেথানি [সি বিদ্বান বিদ্বিত। 'কোথাও মুক্ত কোথাও শুও হইল বেথান।' গরীব, ১৭৬৫।

বেথুল বি ফলবিশেষ। 'এক কৌচ ভরা বেথুল তাহার আশ্রয় ঝুমুর বাজে।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

বেদ [সি বি হিন্দুদের প্রাচীনতম শাস্ত্র। 'পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।' বড়ু, ১৪৫০।

বেদকর্তা, বেদকর্তী [সি বি বেদ-প্রণেতা। 'সম্প্রদায়বিচ্ছেদে বেদকর্তা অন্বয়মান।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বেদপর্জ [সি বি ব্রাহ্মণ। 'সাবর্ণ গোহে বেদপর্জ বংশোদ্ভব বীরব্রত গার্লী ও সুগ্রীর কুন্দ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বেদন্ত্য [সি বিত্র বেদের নিগূঢ়। 'বেদন্ত্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।' কুঞ্জদাস, ১৫৮০।

বেদন্ত [সি বিত্র বেদ বিষয়ে পণ্ডিত। 'রাজসভাতে প্রত্যহ শত২ বেদন্ত বেদান্তী মীমাসকে তর্কিক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২১।

বেদজ্ঞান [সি বি বেদবিষয়ক জ্ঞান। 'কোন কালে বেদজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইরাছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বেদধ্বনি [সি বি বেদমন্ত্র উচ্চারণ। 'সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিলেন।' রাজীব, ১৮০৫।

বেদপথি [সি বেদপথ-] বিত্র শাস্ত্রানুযায়। 'বেদপথি হয় ষণ্ড সত্তার পণ্ডিত ভণ্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেদপন্থী [সি বেদ+হি পন্থী] বিত্র বেদের অনুসারী। 'তিনি ছিলেন বেদপন্থী।' প্রমথ, ১৯২০।

বেদপাঠক [সি বি বেদ পাঠ করে যে। 'চোখের জলে ভুবলে গর্ভ শাড়লি হয়ে পেল-পাঠক।' নজরুল, ১৯২৪।

বেদপুরাণ [সি বি বেদ ও পুরাণ। 'বেদপুরাণে যে নাম জনি।' নজরুল, ১৯৩৫।

বেদবাক্য [সি ১ বি সম্পূর্ণ সত্য কথা। 'তিনি বুঝতেন না যে অজ্ঞাত বেদবাক্য অন্যতে চাচ্ছি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বেদশাস্ত্র বা গ্রন্থের বাক্য। 'অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বেদবাক্য [সি বেদবাক্য] বি বেদের বাক্য; অবিসংবাদিত সত্য। 'ধৃমকেতু কোদোনিদ্রি কারুর বাণীকে বেদবাক্যি বলে মেলে দেবে না।' নজরুল, ১৯২৭।

বেদবাণী [সি বি বেদে বর্ণিত ধর্মকথা। 'বেদবাণী সমান জানিঁ উভসার।' বাহরাম, ১৬৫০।

বেদবিজ্ঞ [সি বিত্র বেদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে এমন। 'রাজা কান্যকুব্জ হইতে সাম্বিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিশ্রেকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বেদবিৎ [সি বিত্র বেদ বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমতলী এই গ্রন্থের উত্তর দিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বেদবিশি [সি বিত্র বেদ বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'তর্জর দেশের বেদবিশি ব্রাহ্মণ ...।' অবন, ১৯০৯।

বেদবিদ্যা [সি বি বেদমন্ত্র। 'তত্ৰাত বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারস্ত্রের অনুরূপ পায়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

বেদবিব্রক্স [সি বিত্র বেদের মতের বিরোধী। 'বিব্রাবিবাহ যদ্যপি বেদ-বিকৃত হয়, তবে কি রূপে শাস্ত্রসম্মত কহিবে?' উমেশ, ১৮৫৭।

বেদবিহিত [সি বিত্র বেদ-অনুমোদিত। 'সুপ্রাণ বেদবিহিত এবং প্রায়বেদনিবিক্ত।' প্রমথ, ১৯০৫।

বেদবেদান্ত [সি বি হিন্দুশাস্ত্র বেদ ও বেদান্ত। 'তিনি নিজ অনুগম মহিমাযাবে নিশীল - সন্ধান তার কে করে, নিষ্ফল বেদ-বেদান্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বেদভক্ত [সি বিত্র বেদশাস্ত্র ভক্তি করে এমন। 'বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমতলী এই গ্রন্থের উত্তর দিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বেদ-ভাষ্যকার [সি বিত্র বেদের ব্যাখ্যাকারী। 'বেদ-ভাষ্যকার বিদ্বান্বী এই মতের সারতত্ত্ব প্রচার করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বেদমন্ত্র [সি বি বেদের শ্লোক। 'তাহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৩।

বেদশাস্ত্র [সি বি হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। 'বেদশাস্ত্র পুরাণ সত্তার কাব্য জ্ঞানি।' রূপরাম, ১৭৫০।

বেদমন্ত্রি [সি বি বেদের প্রশংসা। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভূষণ/ বেদমন্ত্রি হৈতে হরে সেই মোর মন।' কুঞ্জদাস, ১৫৮০।

বেদাগম [সি বি বেদ ও তত্ত্বশাস্ত্র। 'বেদাগমে আছে গোঁথা।' রামহরাদ, ১৭৮০।

বেদোক্ত [সি বি বেদের ছোট অংশ - শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। 'বেদ, ব্যাকরণবাদি, বেদোক্ত ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বেদোচারণ [সি বি বেদের আচার। 'কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ বেদোচারণ বহিষ্কৃত।' ভারত, ১৭৬০।

বেদাধিকারী [সি বিত্র বেদ পড়ার অধিকারী। 'ত্রীলোক বেদাধিকারী নয় বলে পুণ্যাব্যাদানি কর্ব উপাধ্যায়-প্রতিনিধি দ্বারা হয়ে থাকে।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

বেদান্ত [সি বি উপনিষদ। 'না করে বেদান্তপাঠ করে সর্জনীয়।' বেদান্ত [সি বি উপনিষদ। 'না করে বেদান্তপাঠ করে সর্জনীয়।

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেদান্তবাণীশ [স] বি বেদান্তবিশেষজ্ঞ। 'আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাণীশ'।
কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বেদান্তশাস্ত্র [স] বি বেদব্যাঙ্গের রচিত দর্শনশাস্ত্র। 'স্বদেশের
বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্গে 'ব্রহ্মমণ্ডল' পরিচয় আছে।' প্রমথ, ১৯১২।

বেদান্তী [স] বি উপনিষদ বিষয়ে পণ্ডিত। 'রাজসভাতে প্রত্যহ শত২
বেদজ্ঞ বেদান্তী মীমাংসক তর্কিক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বেদাবধি [স] ক্রিষ্ণি বেস থেকে। 'অতি প্রাচীন বেদাবধি নবানব্যা
কব্য পর্য্যন্ত সকল গ্রন্থই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।'।
অক্ষয়, ১৮৪৭।

বেদান্তাস [স] বি বেসের প্রতিনিয়ত আবৃত্তি। 'বাঙালি ব্রাহ্মণ
বুদ্ধিমান বসে বেদান্তাস করেন না।' প্রমথ, ১৯১৫।

বেদান্তপ্রা [স] বি বিবেদকে আশ্রয় করে রয়েছে এমন। 'বেদ না
মানিয়া বৌদ্ধ হয়ে ত নাস্তিক/ বেদান্তপ্রা নাস্তিকবাদ বৌদ্ধত্বে অধিক।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেদোক্ত [স] বি বেসে উল্লিখিত। 'বেদোক্ত মাধ্যমিকী ক্রিয়া
সমাপন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বেদান্ত দ্র বেদান্ত

বেদখল [স] বে+আ দখল। বি অধিকারচ্যুত। 'তাহাতে আমারদিগের
বেদখল করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। 'ইয়েরজরা প্রায় সমুদায় অংশই
বেদখল হলেন।' হুতায়, ১৮৬৩।

বেদড় [স] বে+স দত্ত। বি দুষ্ট। 'ছাড়াছাড়া ছেলে বেদড় ডারি।' নজরুল,
১৯২৬।

বেদড়া বি দুষ্টভাব। 'বেদড়া মাগী উনি কিছুই জানেন না।'
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

বেদন [স] ১ বি বেদনা। 'পরক বেদন পর বিট ন লেই।' স্ত্রীপতি,
১৪৬০। ২ বি আকুলতা। 'একভাষাটির একটি তারে গানের বেদন
বইতে নারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

বেদনগুণ [স] বি করুণাধর্ম। 'শুদ্ধ হোক বেদনগুণ।' রবীন্দ্র,
১৯৩৯।

বেদন-বান্ধি [স] বেদন+স বংশী। বি বেদনার বান্ধি। 'বেদন-বান্ধি
উল্ল বোজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বেদনভরা [স] বেদন+ভরা। বি কষ্টপূর্ণ। 'রইল শুধু বেদনভরা
আশা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বেদনশীলতা [স] বি শ্ভাবগত বেদনাবোধ। 'আত্ম উপভোগ করেন
মানুষের ভেতরের বেদনশীলতা।' মোতাহের, ১৯৫০।

বেদনা [স] বি যন্ত্রণা। 'বিরহ বেদনা লজ্জ হৃদয়ে আছিল।' মাল্যধর,
১৫০০।

বেদনা-আহত [স] বি বেদনার্ত। 'বেদনা-আহত কবির চিত্তে বাণী
দাও।' নজরুল, ১৯৩১।

বেদনাকষ্ট [স] বি কষ্ট দেয় এমন। 'একটি বিরাট সত্তার পক্ষে
বেদনাকষ্ট আঘাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বেদনাকরুণ [স] বি যন্ত্রণা কাতর। 'পরাজিত ভাগ্যহীন রাজপুত্রের
বেদনাকরুণ মধ্যাহ্ন।' বিজুতি, ১৯২৯।

বেদনাকাতর [স] বি বেদনায় পীড়িত। 'দুঃখভীক বেদনাকাতর
আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবেগ রচনা

করি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

বেদনা ক্ষুণ্ণ [স] বি বেদনার্ত। 'তোমরা বেদনা ক্ষুণ্ণ বিধামিনী।'।
নজরুল, ১৯৩০।

বেদনাগান [স] বি বেদনার গান। 'মাঝে সমুদ্র অতল বেদনাগান।'।
রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বেদনাঘন [স] বি দুষ্টভাবাক্রান্ত। 'এক বেদনাঘন স্মরণীয় দিন।'।
বেশম, ১৯৬৬।

বেদনা-ঘা বি ব্যথাপূর্ণ ক্ষত। 'পৃষ্ঠে তার নিরুৎসাহ ব্রোহ্মাঘাত ও
দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিষহ বেদনা-ঘা।' নজরুল, ১৯২২।

বেদনাচ্ছন্ন [স] বি ব্যথাপূর্ণ। 'লীলার মুখ বেদনাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।'।
তার, ১৯৪৩।

বেদনাজনক [স] বি যন্ত্রণাদায়ক। 'হাত পা কাটা প্রকৃতি
বেদনাজনক ব্যাপার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বেদনা-অঞ্জা [স] বি বেদনার ঝড়। 'তার বুকতরা বেদনা-অঞ্জা।'।
নজরুল, ১৯২৭।

বেদনাতুর [স] বি দুষ্টভাবকাতর। 'তাহার শুয়াশায়ী বেদনাতুর হৃদয়।'।
রবীন্দ্র, ১৯০২।

বেদনাতুরা [স] বি দুষ্ট বেদনায় কাতর। 'কুসুম ঢেকেছ তোমার
বক্ষ বেদনাতুরা।' নজরুল, ১৯৩১।

বেদনামধ [স] বি যন্ত্রণায় গোড়া। 'কত সে ক্লান্ত বেদনামধ।'।
নজরুল, ১৯২৮।

বেদনাদায়ক [স] বি যন্ত্রণাদায়ক। 'এই নিশ্চেষ্ট উদাসীন ভাব কি
ভ্রমাক বেদনাদায়ক।' কোহিনুর, ১৯১১।

বেদনাদূত [স] বি দুঃখের বার্তাবাহক। 'বিধাতার প্রেরিত
বেদনাদূতকে গ্রহণ করিয়া আদেশ জানিতে ইহবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বেদনাদূতী [স] বি দুষ্ট বেদনার বার্তাবাহক। 'বেদনাদূতী গাহিছে,
"ওরে প্রাণ তোমার লাগি জাগেন ভগবান"।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বেদনানন্দ [স] বি বেদনার মধ্যে আনন্দের অনুভূতি। 'কিট কষ্টে
বেদনানন্দ বাক্সিছে আকাশ বাতাসময়।' নজরুল, ১৯২২।

বেদনাপুঞ্জিত [স] বি বেদনাপূর্ণ। 'এমনই বেদনাপুঞ্জিত অক্ষকরের
বিষাদের প্রয়োজন আছে।' নজরুল, ১৯৩৮।

বেদনাপূর্ণ [স] বি বেদনার্ত। 'বেদনাপূর্ণ বিদ্যারবেখা টানিয়া দিয়া
গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বেদনানুত [স] বি বেদনাসিক্ত। 'বেদনানুত তাঁর মুখে একটা
নির্ভিকার তুষ্টির আবছায়া।' নজরুল, ১৯২২।

বেদনাবক্ষী [স] বি বেদনা বরণকারী। 'তুধু চাই দুষ্টপ্রাণ -
বেদনাবক্ষী।' আহসান, ১৯৪৪।

বেদনা বাজা ক্রি কষ্ট অনুভূত হওয়া। 'কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার
কোথা বাজিছে বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বেদনাবিদ্ধ [স] বি বেদনায় আহত। 'পরম সত্য বেদনাবিদ্ধ তার
বুকে ওঠে দূর যাত্রীর স্বপ্ন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

বেদনা-বিদ্যুৎ [স] ১ বি বেদনারূপ বিদ্যুৎ। 'ঘরের আকাশ
প্রতিফলিত হান্ধে যেন বেদনা-বিদ্যুৎ।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ২ বি তীব্র
বেদনা। 'তারি সূরে বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে বলিয়া উঠিবে
নিত্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বেদনা-বিমোচন

বেদনা-বিমোচন [সি] **বিদ** দুঃখ মোচনকারী। 'বেদনা-বিমোচন যুগ-সেনানায়ক। জাগো জ্যোতির্ধর।' নজরুল, ১৯২৬।

বেদনা-বিহারী [সি] **বিদ** বেদনা বিহারকারী। 'বেদনা-বিহারী এসো নারায়ণ।' নজরুল, ১৯৩১।

বেদনাবিহীন [সি] **বিদ** বেদনা নেই এমন। 'বেদনাবিহীন ওই হানি মুখ, সমান দেখিতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'বেদনাবিহীন অশ্রু বিরাগ মরণে মরণে আবেশবশে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৩।

বেদনাবোধ [সি] **বি** যন্ত্রণাবোধ। কোনো কিছুতে কায়ারও বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই। 'রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'স্বাধার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বেদনা-ভরা [সি] **বিদ** দুঃখভারাক্রান্ত। 'সবারে চাছে বেদনা দিতে বেদনা-ভরা গ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বেদনান্তার [সি] **বি** বেদনার ভার। 'শান্ত পর্বতে নীরবে রাখিল আমি/আপন বেদনাতার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বেদনাভাগী [সি] **বিদ** দুঃখে ভার হয়ে আছে এমন। 'বেদনাভাগী যাত্রা আর সহ্যো না।' হাফেজ নও, ১৯৪৯।

বেদনা যমির [সি] **বি** দুঃখে অতুড়ব। 'গোশন বেদনা যমিরের সন্ধান বলিলে না।' নজরুল, ১৯৩১।

বেদনামাহুরী **বিদ** বেদনার মাধুর্য। 'পঞ্চসরের বেদনামাহুরী দিয়ে বাসরাত্রি রচিব না যোগা দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বেদনামার্ঘ্য [সি] **বি** বেদনায় সৌন্দর্য। 'বেদনামার্ঘ্যে গড়া তোমার শরীর।' সুবীন্দ্র, ১৯৬১।

বেদনামিশ্রিত [সি] **বিদ** বেদনামুগ্ধ; ব্যাধভরা। 'প্রাণহীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উৎপলিফলগা আকাক্ষার ব্যাক্তীন বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বেদনামুগ্ধ [সি] **বিদ** কটে আচ্ছন্ন। 'পৃথিবীর বেদনামুগ্ধ কলম পদে পদে অশ্রুত হয়ে আসে।' জীবন, ১৯০২।

বেদনান্ধার [সি] **বিদ** দুঃখাকাতর। 'তার বেদনান্ধার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত।' নজরুল, ১৯৩০।

বেদনার্ত [সি] **বিদ** সঙ্কর। 'পিতা এইবার গলিয়া গিয়া বেদনার্ত কটে বলিলেন।' নজরুল, ১৯০১।

বেদনা-শেল [সি] **বি** বেদনারূপ শেল। 'সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিতত্ত্ব বেদনা-শেলের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

বেদনাভক্তিত [সি] **বিদ** বেদনার অলস; বেদনার বিখিত। 'একটি বেদনাভক্তিত হুয়ামান হৃদয় অত্যন্ত বিসদৃশ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বেদনাকুরিত [সি] **বিদ** যন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছে এমন। 'তার বেদনাকুরিত গুণ্ডপুটে আমার পিঙ্গাণী গুঠ...' নজরুল, ১৯২৪।

বেদনী [সি] **বেদনা** বি ব্যক্তি। 'পরম বেদনী রূপে করিল রোদন।' ব্যঙ্গম, ১৬০০।

বেদনীয় [সি] **বিদ** ক্ষেয়; অন্তত্ব করার। 'মিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বেদম [সি] ১ **বিদ** ক্ষুধাশাস। 'ঘোড়া ছুটে ছুটে বেদম হল।' অবন, ১৮৯৬। ২ **বিদ** প্রাণহায় বের করে এমন মারাত্মক। 'মার হাউল সবাই বেদম।' জরীম, ১৯৩০; 'ভাল সম্ভার নিবার সময় হঠাৎ হঠাৎ বেদম হইয়া আসে।' হানিক, ১৯৪০।
বেদম করণ **কি** খাস রক্ত করা। ওসী, ১৭৮৫।

বেদমতি [আ] **বিদ** অত্যন্ত; **বিদ** বেদাতকারী; ধর্মের বিপরীত রীতি প্রচলনকারী। 'হানিক মঙ্গলাবলম্বিশপকে মোশরেক, বেদমতি ও দোহখী বলিয়া...' শরিয়ত, ১৯২৫।

বে-দরকারি [সি] **বি** বে-দরকারি **বিদ** অগ্রয়োজনীয়। 'দরকারি বে-দরকারি নানা জিনিসের মতো।' অবন, ১৯২৫; 'বে-দরকারী সেজ কোথায় নেই।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বেদরদ [সি] ১ **বিদ** দয়াহীন। 'বড় বেদরদ শাখা কি বলি তোমারে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ **বিদ** নিষ্ঠুর। 'বেদরদ দিল কাঁপে ধর-ধর বেন ছুর-ছুর-শোক।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ **বিদ** মমতাহীন। 'এমন বে-দরদ হোটে নাগি।' নজরুল, ১৯২৭।

বেদরদী [সি] ১ **বি** সহানুভূতিহীন ব্যক্তি। 'বেদরদীর কাছে চোপের জল ফেলা...' নজরুল, ১৯২২। ২ **বিদ** দরদহীন। 'কোনো বেদরদীর রক্তা চমকে।' নজরুল, ১৯৮২।

বেদরা **বি** বদমায়েশ। ওসী, ১৭৮৫।

বে-দঙ্গী **বিদ** দলহত্য। 'তার মনে আজ হাবশুও বে-দঙ্গী হয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

বেদন্তর [সি] ১ **বি** অনিয়ম। 'বে-কাজ করতে যান, মনে হয় পাছে বেদন্তর হয়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **বিদ** রীতিবিরুদ্ধ। 'ঘোষালের এই কেমন্তর ব্যবহারে আমি একটু আতর্ক হয়ে পেশুম।' প্রমুখ, ১৯৩৭।

বে-দায়ী [সি] **বিদ** দায়গীন; কলঙ্কহীন। 'তোমার বে-দায় বুকে না-জানি জুড় দাগি কেটে দেবে।' নজরুল, ১৯২২।

বেদাত [আ] **বিদ** আত। **বি** ধর্মবহির্ভূত কাজ। 'উহা একটি বেদাত।' মোহনশর্মা, ১৯২০।

বেদআং [আ] **বিদ** আত। **বি** ধর্মবহির্ভূত রীতির প্রচলন। 'হিসো বেদআং গোমরাহী হত অলসত অনাচার।' মনোহর, ১৯৪৯।

বেদআত [আ] **বিদ** আত। **বি** ধর্মবহির্ভূত রীতি। 'উলুয়ে শেরেক ও বেদআত সর্কাপেশা জীবন।' হেলায়াত, ১৯৩৬।

বেদাং [আ] **বিদ** আত। **বি** ধর্মবহির্ভূত রীতি। 'বেদাং বা মানুষের সৃষ্ট রীতিমূর্তির সংস্কার।' মজরুল, ১৯২২।

বেদাতি [আ] **বিদ** আত। **বি** অপার সমর্থিত নয় এমন। 'বেনাতি কোনো কিছু বোনাভারার অধিহ।' ওসী, ১৯৪৮।

বেদাদ [আ] **বিদ** আত। **বি** ধর্মবহির্ভূত রীতি। 'তোমার কাহিনী তার করিল বেদাদ।' গরীব, ১৭৬৫।

বেদানী [সি] **বি** ডালিমজাতীয় ফলবিহীন। 'পানিফল ফেসুর, আম জাম আদুর; মনি দুগ্ধ কীর মাখন বেদানী ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮৮৮।

বেদি, বেদী [সি] ১ **বি** হিন্দুদের পূজার মঞ্চ। 'শাক পারসাদি পিষ্টক অবধি বেদীর উপরে ধরি।' লেখক, ১৯০০। ২ **বি** বিবাহমঞ্চ। 'ধারারাজ ... অলম্বার যন্ত্রাঙ্গিতে পোড়িত কন্যাকে সজামণ্ডে বেদিতে আনাইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বেদিকা [সি] ১ **বি** বেদী। 'সুন্দর বেদিকার মেথলা আরোপণ।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯। ২ **বি** মঞ্চ। 'স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বেদীতলা [সি] **বি** মঞ্চের সমুদ্বাহী স্থান। বেদীমূল। 'হানিরের বেদীতলে গিয়ে গুটিয়ে পড়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

বেদীমূল [সি] **বি** বেদীর কেন্দ্র। 'বাসনার বেদীমূলে অপব্যয়ী কুসুমের মান।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

বেনিয়া [আ বামিয়া] বি বেসে; সাপুড়ে জাতিবিশেষ। 'প্রাণিঐতিহাসগ্রন্থক বেনিয়া প্রভৃতি জাতিরা ইহাদিগকে গোষে ও ইহাদের নানারূপ ক্রীড়াপ্রদর্শন করিয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৫ বেসে

বেনিজা [আ বামিজা] বি বেসে সশস্ত্রাদার। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেনিনী [আ বামিনী] বি বেসে সশস্ত্রাদারের ক্রীলোক। 'বেনিনী, যুগিনী, চাফালগী, কসুগী, চারকাবের চাক্ষুসকে নিয়ে কেউ কেউ হুড়া বয়সে হর কোরোনে' মহারসক, ১৮৬৯।

বেনিনী বি ক্রী বেসেনী; বেসে সশস্ত্রাদারের ক্রীলোক। 'বেনিয়া বেনিনী ছুটে আর আর আয় আর' নজরুল, ১৯০৫।

বে-দিল [ফা] বিগ হৃদয়হীন; নির্মম। 'তুমি জ্ঞানসের চেয়েও নিষ্ঠুর, বে-দিল!' নজরুল, ১৯২২; 'তোরা কী সুখ পাস বে-দিলের মতন বেসনা-যারে তৌতা ছুরি রাডে?' নজরুল, ১৯২৭।

বেদীন [ফা বে+আ দীন] ১ বিগ ধর্মহীন। 'কাকুর বাসালি হিন্দু বেদীন বামন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ধর্ম্য অবিধানী ব্যক্তি। 'গোমরাহ বেদীনদের নসিহত।' নজরুল, ১৯০০।

বেদীনী [আ দীন] বিগ অধারিক। ওস, ১৭৮৫; 'ওই বেদীনী সোতে পড়ে দীনদারী ভুলে যাও।' ইন্দ্রানন্দ, ১৯২০।

বেদুইন, বেদুইন [আ] বি আরবের যাবাব জাতিবিশেষ। 'বেদুইন আরব গণের ন্যায় ...' বরসমি, ১৮৭২; 'আমি বেদুইন, আমি তেমিস' নজরুল, ১৯২২।

বেদুইন-বালা [আ বেদুইন+স বালা] বি আরবের মরুচরী যাবাব-কন্যা। 'তোমার আশার বেদুইন-বালা অজিও রেবেবে রোজা।' নজরুল, ১৯২৮।

বেদুইনী বিগ যাবাবরের বাবানো। 'বেদুইনী সুরে ঝাঁপ বাজে...' নজরুল, ১৯০৫।

বেদুয়িনি বিগ যাবাবরের মতো। 'এইবার আমার নির্জনে বেদুয়িনি ছায়ে তরু হল আর-এক পালা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বেদুরত [ফা] বিগ অধ্যার্থ। 'এমনি বেকারদার বেদুরতভাবে যে ভাঁহার শরীয়ে ...' মুক্তভা, ১৯২৮।

বেদে [আ বামিয়া] ১ বি সাপুড়ে জাতিবিশেষ। 'কোল কুপ ব্যাধ বেসে মাল বাজীরক।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বাঙালি হিন্দু বংশানাম-বিশেষ। 'চিভামণি বেসে' সের্গি, ১৮৪০। ৫ বেদিয়া বেসেনি, বেসেনী ১ বি মরুচরী যাবাবের নারী। 'বল্লভুমির বেসে ও বেসেনির দল।' নজরুল, ১৯০১। ২ বি সাড়ে নারী। 'বেসেনীর বাজিকরী শক্তি মতো।' আলফ্রিডিন, ১৯৬০।

বেসেনা [স বেসনা] বি বেসনা। 'মাহার কপালে রোরা হার তাহার জোরাতে জল ভর করিয়া মুণ্ডে, বেসেনা করে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪০।

বে-সেরেণ [ফা] ১ বিগ নির্মম। 'তোমার হাতের যে-সেরেণ তেগ অবহেলে দিত আনি।' নজরুল, ১৯২৮। ২ ক্রিবিগ নির্দরভাবে। 'জন্মী এখন বেদসেরেণ হাত চালাইতে পারে, তার জানা ছিল না।' শওকত, ১৯২৮।

বেসেল [ফা] বি নিষ্ঠুর। 'বেসেল পড়িয়া কেন নজরে ভাঙাও।' গরীব, ১৭৬৫।

বেশ্য [স] বিগ জেয়। 'আচার্যের মনের কথা নহে প্রকুর বেশ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেষ [স] বি গুরুত্ব। 'বস্তুর লখা দিকের পরিমাণকে বেষ্য, দুই পার্শ্বের

পরিমাণকে ক্কার, দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেষ বসে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

বেষক [স] বি উপর ও নীচের মাড়ির সামনের চারটি করে আটটি দাঁতের দু পাশের একটি করে উপরে ও নীচের পাটির মোট চারটি দাঁত। 'নিম্নস্থ দশদশদ্বীকিতে পূর্ববৎ দুইটি বেষক।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বেষভুক্ত [ফা বে+ধক্ত] ১ বিগ আড়ম্বরপূর্ণ। ওস, ১৭৮৫। ২ বিগ বিলাসী। ওস, ১৭৮৫। ৩ বিগ অপরিমিত। 'ছেলে দুটিকে বেষভুক্ত মার দিয়েছিল।' পাশা, ১৯৭১।

বেধা [স বিধ] ক্রি বিদ্ধ করা। বেধিষ্ঠা ক্রি ভেসে করে। 'পাঞ্জর বেধিষ্ঠা বুকত লাগিল মনে।' বড়ু, ১৪৫০। বেধিল ক্রি বিদ্ধ করলে। 'রাবার কারণে কাহাজি আল বেধিল মদন।' বড়ু, ১৪৫০। বেধে ক্রি বেধে। 'মাহার জটায় বেসে ফটকের মালা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বেন [বেহাইন] বি যেলে বা মেরের শাড়ি। 'বেন ঠাকুরক কি বলেন?' গিরিশ, ১৮৮৬।

বেনকুয়েট [ই banquette] বি (কোরে সম্মানে) ভোজনের আসনজন। 'আবদুর রহমান বেনকুয়েট সাজিয়েছে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

বেনান [স বণন] বিগ বোনা। 'বেনান পাটের খোপ মুক্তার মাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেনান জাদি বি বণীর শেখরাভে লাগানো ফিতা। 'বেনিয়ে বাবুল বেনান জাদি' জ্যাস, ১৬০০।

বেন্য [সি/বিনা] অর্থ বিনা; ছাড়া। 'সালন কর আলেক বেন্য/ কর তার সিনে।' লালন, ১৮৯০।

বেনা [স বীরাণ] বি এক প্রকার মুগ্ধ ভূপ বা ঘাস। 'একোছা বেনা কুচ্চ বাহতেত ছিলি।' মালান্দর, ১৫০০।

বেনাধাস বি এক প্রকার ভূপ। 'সম্মু চরটা বেনাধাস আর কাসের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন।' ভাঙ্গা, ১৯৪০।

বেনাবন [স বীরাণ+স বন] বি এক ধরনের ভূমির খোপ। বেনাবনে মুখা ছড়ানো - অপারো বা অনুশ্রুত ব্যক্তিকে মৃদুবান বস্ত্র দেওয়া। 'কেন বেনাবনে মুখা ছড়ানো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বেনামুল বি বেনা নামক মুখা ভূমির শিকড়। 'জিনি কর্পূর বেনামুল চন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেনাকারি [বি বেনিয়ান] বি মালগি। 'নানা প্রকার পলতি কর্ণের বেনাকারি ও তছিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায় আসিতেন।' গ্যারী, ১৮৫৯।

বেনানী [স বেনী] বি বেনী। 'সে শির বেনানী জালে নবওজামনি মাগে উপরে চক্কল ঠাস জোড়া।' হিতজী, ১৬০০।

বেনানো ক্রি তৈরি করা। 'শালায় বামুণ কুম্ভে ঘর বেনিয়েছে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বেনামুল বি একপ্রকার ধান। 'বাল্লায় ময়ীদাশী ভুগা বেনামুল।' ভারত, ১৭৬০।

বেনাম [ফা] ১ বি অন্যের নাম; নিজের নাম গোপন করে অন্য নাম ব্যবহার করা। মোহর, ১৭৮৭; 'কখনো কখনো কখনো বেনামে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিগ নামহীন। 'ধাকে বটে বনাম বেনাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বেনামদার [ফা] বি বিকল্প। 'ইয়েকর কর্মচারীদের বেনামদার বে আর কেউ নয়।' প্রমথ, ১৯১৯; 'এ যুগে কাব্য হচ্ছে পায়ের বেনামদার।' প্রমথ, ১৯৩৫।

বেনামাজী [ফা] *বিশ* নামাজ পড়ে না এমন। 'ইনস্পেক্টর সাহেবকে বেনামাজী বলিয়া ডাখিহ করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

বেনামাজী [ফা] *বিশ* নামাজ পড়ে না এমন। 'বেনামাজী ও বে-রোজা লোক।' *এসলাম*, ১৯১৯।

বেনামি, বেনামী [ফা] *বিশ* শায় গোপন করা হয়েছে এমন। 'তালুক ও বাগান ভাওয়ারদিশের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫। 'বেনামি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেনামি চিঠি *বিশ* পরিচয় গোপন করা চিঠি। 'বাজার কাছে লগিয়ে বেনামি চিঠি দিয়ে দিয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

বেনামী পথ *বিশ* অজানা পথ। 'বেনামী পথের নিশানা নেহে সে চিনে।' *জীবন*, ১৯২৭।

বেনারসী ১ *বিশ* ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারানসী বা কাশীতে তৈরি। 'একখনি দাল বেনারসী শাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *বিশ* বারানসীতে বা কাশীতে জন্মেছে এমন। 'বেনারসী পান খেলেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বেনি [স হীন] *বিশ* ছোড়া বাঁশ। 'বাজার সানি বগলয়ে বেনি সংহলে উঠিল কুশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেনি ফেরাদ [আ ফরাদ] *বিশ* পাটা নাশিল। 'বেনি ফেরাদ বিবি আনা বাতীয়ার ফেরাদের দরুন জবাব দিতেছি।' *মেরস*, ১৭৫৮।

বেনিবিভঙ্গ [স বেণী] *বিশ* বিন্যাস বেণী। 'নহি জটা ইহ বেনিবিভঙ্গ। মালতি মাল সিয়ে নহ গঙ্গ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

বেনিমক [ফা] *বিশ* বৈচিত্র্যহীন। 'সে জীবন যে বেনিমক।' *নজরুল*, ১৯২৭।

বেনিয়ম [ফা বে+স নিয়ম] *বিশ* নিয়মের ব্যতিক্রম। 'একদিনও বেনিয়ম হয় না যেন।' *জীবন*, ১৯৩২।

বেনিয়া [স বণিক] *বিশ* ব্যবসায়িক। 'কমেসী বেনিয়া খাখ ও-বস্ত্রজীবাদ আজ যেখানে মিতালি পাতাইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

বেনিয়ান' [ই] *বিশ* বানিয়া। 'নিমকমহলের বেনিয়ান হয়ে খোদ কর্তা ... এখানে বাড়ি করেন।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বেনিয়ান' [ই] *বিশ* গেল্লির মতো খাটো জামাবিশেষ। 'গায়ে চকচকে বেনিয়ান।' *বিমল*, ১৯৫৩।

বেনিশান [ফা] *বিশ* সজ্জাহীন। 'বেনিশানায় যদি ডাক/চিনিবি কীরূপ কে আছ।' *লালন*, ১৮৯০।

বেনুন [স ব্যঞ্জন] *বিশ* তরকারি। *মানেএল*, ১৭৪৩।

বেনে' [স বণিক] *বিশ* বণিক; বানিয়া। 'বেনে আসিয়া কহিল সমাচার।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

বেনেগিরি [স বণিক+গি গিরি] *বিশ* দোকানদারি। 'খাছি-দাছি সংসারের বেনেগিরি করছি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেনেঘুপ [স বণিক+ঘা] *বিশ* বানিজ্য নির্ভর যুগ। 'এ বেনেঘুপে মানসবাণিজ্যে শিহিয়ে গড়লে কিংবা ভাল ঠেকে চলতে না জানলে ...' *শরীফ*, ১৯৬৫।

বেনে' [স যেন] *অব্য* যেন। 'সদাগর লাঞ্জেতে গড়ুক বেনে বাজ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

বেনেতি [স বণিক] *বিশ* বেনের। 'কলিকাতায় বেনেতি দোকানে ব্যাঙ্ক বেগে ডাকাইতে হইলেও দুই চারি পয়সা বাঁটা লাগিয়া থাকে।' *প্রভাকর*, ১৮৫৪।

বেনেতি দোকান *বিশ* বানিয়া বা বেনের দোকান। 'বেনেতি দোকানে, ওঘরের দোকানে ...' *জমীম*, ১৯৩০।

বেনেবউ *বিশ* পাখিবিশেষ। 'কোবিল, পাগিয়া, বেনেবউ।' *ভার্য*, ১৯২৯।

বেনেবউ *বিশ* পাখি বিশেষ। 'পানিতর বেনেবউ গড়ে মৎসারজ।' *ভার্য*, ১৭৬০।

বেনে-বৌ *বিশ* হৃদয় ও কালো রক্তের সুকঠ পানিবিশেষ। 'মাঝে মাঝে তুচ্ছ বেনে-বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি।' *জীবন*, ১৯৪৮।

বেনো [স বন্য] *বিশ* বান বা বন্যার। 'থেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব।' *গুণ*, ১৮৫৮।

বেনোজল *বিশ* বন্যার জল। 'তুচ্ছ হন থেনো গাঙ্গে বেনোজলে নেয়ে।' *গুণ*, ১৮৫৮।

বেন্দাবানী [স বৃন্দাবন] *বিশ* বৃন্দাবনে তৈরি। 'পিনো, সেই বেন্দাবানী জুতো তুলো?' *গিরিশ*, ১৮৮৬।

বেন্নন [স ব্যঞ্জন] *বিশ* ব্যঞ্জন; তরকারি। 'বেন্নন খাইবেন রুপার বাটিতে।' *অনন*, ১৯১৯।

বেপথু [স] *বিশ* শিহরন। 'ভাবের জড়িয়া ও বেনদার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

বেপথুব্যাফুসা [স] *বিশ* ক্রী কপ্তিত ও অস্থির। 'বেপথুব্যাফুসা সেই বখসে ...' *শায়সুন্দীন*, ১৯৪৮।

বেপথুমতী [স] *বিশ* ক্রী কপ্তমান। 'ব্যখিতদেহা, বিপন্ন, বেপথুমতী।' *কিছুতি*, ১৯৩১।

বেপথুমান [স] *বিশ* কপ্তমান; আদোলিত। 'তার নাকের ডগাও তেমনি বিকারিত ও বেপথুমান হত।' *প্রমথ*, ১৯২২।

বেপমান [স] *বিশ* কপ্তকে এমন। 'শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

বেপমানা [স] *বিশ* ক্রী কপ্তমান। 'শ্রী আলিয়া ঘরদেশে ডাড়াইল। অবগুণ্ঠনবতী, বেপমানা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

বেপরোয়া [ফা] *বিশ* নির্ভীক; কোনো কিছু গ্রাহ্য করে না এমন। 'বেপরোয়া তুই সত্য বল।' *নজরুল*, ১৯২৪।

বেপরজা [ফা] *বিশ* নির্ভীক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বেপরগড়া [ফা] *বিশ* কোনো কিছু গ্রাহ্য করে না এমন; নির্ভীক। 'ভাহারের বেপরগড়া মনোভাব পররাষ্ট্রনীতিক নিচ্ছ স্বপ্নেরের নীতি করিয়া তোলে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

বেপর্দা', বে-পর্দা [ফা] ১ *বিশ* বিবৃত পরদা। 'বে-পর্দা বা কড়িমাখামের কাজ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫। ২ *বিশ* ভুল পর্দা। 'একটি বেপর্দায় হাত পড়লে সুর যেমন আগাঘোড়া কেন্দ্র হয়ে যায়।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ৩ *বিশ* রাগ-রাগিণীতে অনুমোদিত পর্দা ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ভুল স্বর। 'রবিবাবু এ সব বেপর্দা ব্যবহার করেছেন বলবার কী অধিকার আছে আপনাদের।' *ধৃষ্টি*, ১৯৩১।

বেপর্দা' [ফা] *বিশ* পর্দাহীন। 'চাকরদের সমুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাদেরকে বেপর্দা বলি।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

বেপর্দামি [ফা বেপর্দা] *বিশ* পর্দাহীন চলাফেরা। 'সহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের বেপর্দামির নিন্দা করে।' *মুক্তভাষা*, ১৯৪৯।

বেপহারা [স বেপ+হারা] *বিশ* হতভব। 'অজুত দেখিয়া স্ত্রীষ্ট সতে বেপহারা।' *হানিকরাম*, ১৭৭১।

বেপাড়া [ফা বে+পাড়া] *বিশ* অন্য মহল্লার। 'তবু লোকজন, ঘরবাড়ি,

পাড়া কি বেগাড়া, অগিলি, ঘাঘপালা স্পষ্ট আর দেখি না কিছুই।
শ্যামসুত্র, ১৯৭০।

বেশাড়া [বা বে+শাড়া] বিপ পাড়া নেই এমন। 'বেশাড়া হয়ে যায়
একাত্মিক পুজোবাড়ির আভিনায়।' মণীশ, ১৯৬৩।

বেশার [স ব্যাপার] বি ব্যবসা। 'কেহ করে মাসের বেশার।' মুকুন্দ,
১৬০০।

বেশারি, বেশারী [স ব্যাপার] ১ বি বসিক। 'উজির হইল রায়জায়া
বেশারি যৈশের বদা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যবসারী।
'বেশারীদের মাল এ-বাজারে ও-বাজারে।' রুশীম, ১৯৬৪।

বেশারিয়ান [স ব্যাপার+ফা আন] বি ব্যবসারী। ক্যালগে, ১৭৮৯।

বেশারিলোক বি ব্যবসারীপাল। চৌধুরী, ১৭৮৮।

বে-পাল [বা বে+পাল] বিপ পালন। 'তখনও এ পাল ছিল সাহারার
মরু/বে-পাল মাত্রল কিংবা বিপ্লব তরু।' নজরুল, ১৯২৯।

বেশাশট [বা বে+শা পট] বি বিপদ। 'তোদের জন্মিই ওরা বেপাশটে
পড়েছে।' শীনবল্লু, ১৬৬০।

বেশাশা [বা বে+শা পাল] বিপ আয়ত্তের বাইরে এমন। 'সাহসও হইল
না। কারণ বেশাশা।' মশাররফ, ১৮৯০।

বেশির [বা বিপ] বিপদ। 'লেব শাহা এলিদি যে কমজাত বেশির।' শরীফ,
১৭৬৫।

বে-পীহাত বিপ অত্যাচার। 'আমি খোড়া বে পীহাত জায়ে তনদামি
করিলাম।' বোয়াল, ১৭৭০।

বেশুহারা [স বেপ+হারা] বিপ হতভাগ। 'হাক্য নাই বদনে যেমন
বেশুহারা।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

বেশ্যাচ [বা বি বিপাক] 'ভারও সেই বেশ্যাচে পড়ে প্রাণটা হারানো'
মুক্তভা, ১৯৫২।

বেকঁস, বেকাস [বা বে+কা কাশ] ১ বিপ অসংযত। স্টিফান্স ১৮৯১:
'যে ব্যক্তি সর্বদা নিশ্চিন্ত, অতুলনবনে বেকঁস কথা বলিয়া বসে।' শরীফ,
১৮৯৯; 'এই বেকঁস কথাটা বলিয়া বেশিয়া ...' মনসুর, ১৯০৫। ২ বি প্রকাশ। 'কায়দা করে সরোদটা বেকঁস করলাম।' শিবরাম, ১৯৭০।

বেকায়াদা [বা বে+আ ফায়দা] বিপ বুঝা। 'বেফায়দা কালে-অকালে
কড়াকড়ি করে মানুষকে দুখ সবার জন্যে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

বে-বখত [বা বে+আ বখত] বিপ হতভাগ্য। 'তাকে তারা রাজি হয়নি,
বে-বখত বসে।' গ্রন্থ, ১৯০০।

বেবখা [বা বখা] বি ব্যবসা; বিধান। 'না শুচিলি পুরান কথা/না জাগলি
ধরম বেবখা।' রত্ন, ১৪৫০।

বেবদোবস্ত [বা বে+আ বদোবস্ত] বিপ বিদ্রোহ। 'সমস্তই
বেবদোবস্ত।' শরীফ, ১৮৯২।

বেবসা [স ব্যবসা] বি বাণিজ্য। 'বেবসা পাঠন মান তিন কর্ত্ত বৈসা।' মালদহর, ১৫০০।

বেবসাদার [স ব্যবসা+ফা দার] বি ব্যবসারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেবস্তর [বা বে+স বস্ত] বিপ বিস্তার। 'করেদী পিতার দাশ থেকে ক্ষিপ্র
হিনিয়ে কাপড়/লক্ষ্য ঢাকে বেকস্তর উদ্ভাস্ত সন্তান কাতর।' শ্যামসুত্র,
১৯৭৩।

বেবহা [স ব্যবহা] বি বিধান। 'প্রথমে বলিএ রূপ নিয়ম বেবহা।' মালদহর, ১৫০০।

বেবহা বিপ অতি প্রশস্ত। 'এবার দু পাশে বেবহা মাঠ।' শতকৃত, ১৪৫০।
বেবহার [স ব্যবহার] বি আচরণ। 'ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বেবাক [বা বে+আ বাক] ১ বিপ সমস্ত। 'ঢেকুরের বেবাক কাড়িয়া লব
কড়ি।' রত্নরাম, ১৭৫০; 'কিন্থতের টাকা বেবাক আদায়ের পরে।' কালমে, ১৭৯৬। ২ বিপ প্রচুর। 'বেবাক টাকাও খরচা দিয়া বাবুকে
বলাস করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

বেবাণ [বা বে+বাণ] বিপ বশ বা মান। 'বেবাণ ঘোড়া হঠাৎ মুখের উপর
চানুরু খেয়ে ...' নজরুল, ১৯০০।

বেবাঙ্ক [বা বে+স ব্যাঙ্ক] বিপ অসমুদ। 'বেরুনিএরা জন আমি বাপে নদী
পানি/জত জন আসিব বেবাঙ্ক হাট ঘনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেবিশন [বি] বি ইরাকের প্রাচীন সভ্যতারিণেশ। 'বেবিশন ছাই হয়ে
আছে।' জীবন, ১৯০২।

বেবুখ [বা বে+বুখ] বিপ অবুখ। 'যে লেখে বেদনা বেবুখ বাঁগীতে কেমন
দেখাব তাহা?' জরীম, ১৯২৯।

বেবুন [বি] বি লখা দুখওদালা বানরবিশেষ। 'সে বারদের বলে বেবুন।' শরীফ, ১৯০৯।

বেবুশ্যা [স বেশ্যা] বি ব্যববিতা। 'বেবুশ্যার মতো ন্যাটো আর অমন
ছিনাশী-হুং।' কায়সার, ১৯৬২।

বেবুশ্যে [স বেশ্যা] বি ব্যববিতা। 'জাইনী না বেবুশ্যে গো?'
কায়সার, ১৯৬২।

বে-বোরকা [বা বি বেশারী; বোরকা পরেনি এমন। 'চোখে সুরমা
লাগিয়ে বে-বোরকার কাবুল মছরে এটা রৌদ মেরে এস।' মুক্তভা,
১৯৪৯।

বেভরন বি অপব্যবহার করা। ওগু, ১৭৮৫।

বেভর্মী [স বিব্রম] ক্রি বিব্রান্ত হওয়া। 'বেভর্মীয়া।' মালোএল, ১৭৪০।

বেভার [ব্যবহার] ১ বি আচরণ। 'সকল বেভার ভেরে দেখি বিপীভে।' রত্ন, ১৪৫০। ২ বি ব্যবহার। 'পিতা যের পুণ্যবান/বিরেন অনেক
দান/কন্যাপণ করিয়ে বেভার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি স্তুতিগীতার
ব্যবহৃত উপহার। 'বিতার কারণ কিবা আন্যাহ বেভার।' মুকুন্দ,
১৬০০। ৪ বি উপহার। 'সমস্ত নৃপতি তাহে দিয়াছে বেভার।' আলোএল, ১৬৮০।

বেভুলা [বা বে+ভুলা] বিপ বিহ্বল। 'সে জেগেছে একা - তুমি ঘুমায়ছ
বেভুল আপন পুণ।' নজরুল, ১৯২৯।

বেভোণ [স বেভা] বি ভেদ। 'সকল বেভোণ তেরে তোমার চকণ
পুজু।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

বেমজা [বা বে+আ মজকা] ১ বিপ অশোভন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রিবিপ
উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'শেষটার বেমজা খোরাখুরি জন্য মুকুরির মত
ঈকং ভয়ীও করল।' মুক্তভা, ১৯৪৯। ৩ বিপ অসংযত। 'হঠাৎ
বেমজা এ জিনিসের মুখোমুখি হয়ে পড়লে বে কী দারুণ নাতিশাস
ওঠে।' মুক্তভা, ১৯৫২। ৪ বিপ অসংযত। 'তার বর্ণনা এদের
সামনে এই বেমজার গৌণ করলে এরা আমাকে মুন করে।' মুক্তভা,
১৯৫২।

বেমজাশিসি [বা বে+আ মজলিস] বিপ আনুষ্ঠানিক। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেমজা [বা বে-মজহা] বিপ ব্যাদহীন। 'চাটও বেন কেমন বেমজা
লাগিল।' মনসুর, ১৯৫৩।

বেমত [কা বে+স মত] বি অমত। 'চাচি নির্বিকার মুখে জবাব দেয়, মোর আর বেমত কি?' হাসান, ১৬৪৪।

বেমনা [কা বে+স মন] বিণ অনিচ্ছা। 'নিবারিতে নায়ে লোকে বড়ই বেমনা।' গরীব, ১৭৬৫।

বেমান [কা বে+আ ইমান>] বিণ বিশ্বাসঘাতক; নিমকহারাম। 'বেমান কামের ভোর বেলোর কমান্ডার।' কৃষ্ণরাম, ১৭৩০।

বেমানাল [কা বে+স মান>] বিণ মানানসই নয় এমন। 'বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বেমারি, বেমারী [কা বীমার>] ১ বি রোগ। 'আচানক বি বেমারী আসর বরহিল তানিরে?' ইমদাদুল, ১৯২০; 'নাতির বেমারি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি রোগী। 'কথা কইছেন রুগ্ন বেমারির মতো।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বেমাদুম [কা ১ ক্রিবিণ অজ্ঞাতে। 'দোষতলি বেমাদুম বিস্মৃত হয়ে যান।' হুজুম, ১৮৬৮। ২ ক্রিবিণ অন্যায়সে। 'আমাদের এই প্রকৃতি ঠাকুরন সেই সজ্জতট জানেন বলে এর কোটি মন্বন্তরের ব্যসটাকে এমন বেমাদুম কাঁচাতে পারেন।' জরুয়া, ১৯২৮। ৩ ক্রিবিণ সম্পূর্ণভাবে। 'বেমাদুম তার কথা ভুলে বসে আছেন।' মল্লীশ, ১৯৫৭।

বেমাদুমি [কা বে+আ মাদুম] বি অন্যের অজ্ঞাতে কিছু করা। 'কোন দফা বেমাদুমি করি এমন সাবুদ হয়।' ওর্সা, ১৭৮২।

বে-মেরামত [কা বে+আ মেরামত] ১ বি মেরামত করা হয়নি এমন অবস্থা। 'বে-মেরামতে গিয়াছে।' রফিম, ১৮৭৮। ২ বিণ জরাজীর্ণ। 'বাঁধ বসে মেরামত।' রফিম, ১৮৯২।

বেমেরামতি [কা বে+আ মেরামত>] বিণ সংস্কারবিহীন। 'ধরশাল অসংকলিত বেমেরামতি অবস্থার গড়িয়া আছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

বেমো-টেমো [স ব্যামোহ>] বি অসুখ-বিসুখ। 'অধিক রান্ধি জুপিলে পাছে বেমো-টেমো হয়।' মাইকেল, ১৮৬০।

বেমোলায়েম [কা বে+আ য়ুলায়েম] বিণ কর্কশ। 'আমাদের আওয়াজটা একটু বেমোলায়েম হয়ে অস্তরপুত্রের প্রাণির ভিড়িয়ে পড়ে।' নজরুল, ১৯২৭।

বেয়েন্টে [হি বি বন্দুকের সলিন। 'বেয়েন্টে-গোরা হতভাগাদের বুকের রক্ত।' নজরুল, ১৯২২।

বেয়েন্টেখারী [হি বেয়েন্টে+স খারী] বিণ বেয়েন্টে বহনকারী। 'চারপা বেয়েন্টেখারী গদাডিক।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

বেয়েন্টে যুদ্ধ [হি বেয়েন্টে+স যুদ্ধ] বি বন্দুকের ধারালো অস্ত্রভাগ দিয়ে যুদ্ধ। 'পুনা থেকে বেয়েন্টে যুদ্ধ পাশ করে এসেছি।' নজরুল, ১৯২৭।

বেয়েরা [হি বি বেহারা; বাহক। 'যত জাত-কুটুম বেয়েরা হয়ে, খাটে করে খাটে লবে।' ওর্সা, ১৮৫৮।

বেয়াই [স বৈবাহিক] বি কন্যা অথবা পুত্রের স্বস্তর। ওর্সা, ১৭৮২; 'এখন বেয়াইকে একজিকুটার করে গেছেন।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বেয়াইন বি স্ত্রী পুত্রের বা কন্যার শাড়ি। 'মতলব এই যে বেয়াইন বুধক।' মনসুর, ১৯৫৫।

বেয়াইনি [কা বে+ফা আইন>] ক্রিবিণ আইন না মেনে। 'এক জন ইনিপেশ্তার বেয়াইনি এক জন স্বচ্ছাচারীকে প্রোত্তর করে পীড়ন করছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বেয়াকুবি [কা বে+আ ওয়াকুবি] বি নির্বুদ্ধিতা। ওর্সা, ১৭৮৫।

বেয়াকুবি [আ ওয়াকুফ>] ১ বিণ অবিচক্ষণ। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ বি বোকা; নির্বুদ্ধিতা। ওর্সা, ১৭৮৫।

বেয়াকুল [স ব্যাকুল] বিণ ব্যাকুল। 'কোপে বেয়াকুল হইয়া পাছে নাই চাও।' বিজয়, ১৬৫০।

বেয়াজ [স ব্যাজ] ১ বি ছল। 'বেয়াজ দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।' মুকন্দ, ১৬০০। ২ বিণ বিলম্ব। 'কতক্ষণ বেয়াজে বৌটা জল পিয়ে সুখে।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি বুদ্ধি। ভবানী, ১৮২৩।

বেয়াদা [কা বে+স দা>] ১ বিণ অভ্যাস ও ব্যবহার খারাপ এমন। 'বেয়াদা রকমের দরোয়ায় ঠাঠা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন।' হুজুম, ১৮৬১। ২ বিণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'খুড় মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় অতি বেয়াদা।' বিলা, ১৮৭৩। ৩ বিণ মন্দ। 'বেয়াদা বুদ্ধির চোটে দিয়েছে শেকল কেটে।' অমৃত, ১৯০০। ৪ বিণ প্রকট। 'সেখিবার বস্ত্র ও তুষাটা স্বভাবতই এতই বেয়াদা।' শরৎ, ১৯১৭।

বেয়াদাপনা বি আদিখ্যেতা। 'ওসব বেয়াদাপনা আমাদের ফ্যামিলিতে বোই মশাই।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

বেয়াদামি বি মন্দকাজ। 'বেয়াদামি করলে পায়ের কাঁটা দিয়ে অল্প গুতো দেবে।' মুজতবা, ১৯৩০।

বেয়াতি [স ব্যতি] বি ব্যক্তি। 'কুজন বেয়াতি মলাধারী তাহার মলাতে সে কুজন জন্মে।' আয়েনিয়ো, ১৭৪৩।

বেয়াদি [কা বে+আ আদব] বিণ অশিষ্ট। 'দুটি বস্তুতেই এত বেশি বেয়াদি আর চেবোতা হয়ে গড়েছিল ...' নজরুল, ১৯২৭।

বেয়াদপি বি অদ্ভুত। 'এ যেন খুঁটা, বেয়াদপি।' আলীউদ্দিন, ১৯৬৩।

বেয়াদবি, বেয়াদবী [কা বে+আ আদব>] ১ বি অদ্ভুত; অশিষ্টতা। ওর্সা, ১৭৮৫; 'স্বর্ঘ্যবতার বেয়াদবি মাফ হয় ...' মীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি ভুলকটি। 'পুঞ্জীনার পাঠকপণ বেয়াদবী মাফ করবেন।' হুজুম, ১৮৬২।

বেয়াধি [স ব্যাধি] বি ব্যাধ; শিকারি। 'মুখি দিতেই বেয়াধের মত বঁধি।' নরেন্দ্র, ১৯১৬।

বেয়াধি [স ব্যাধি] বি ব্যাধি। 'অকখন বেয়াধি এ কখন না যায়।' ঘিচক্টী, ১৬০০।

বেয়ান [স বৈবাহিক>] বি কন্যা অথবা পুত্রের শাড়ি। ওর্সা, ১৭৮২; 'তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মন খাই কেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বেয়াপা [স ব্যাধ] ক্রি ব্যাধ হওয়া। 'দূপ বলে আজি মন বেয়াপিল দুঃখে।' আলীউদ্দিন, ১৬৬০।

বেয়ারা [হি বেয়ারা] ১ বি অবজ্ঞা। 'পেয়ারা পেয়ারা হ'ল বেয়ারার দেশে।' ওর্সা, ১৮৫৮। ২ বি পালকিবাহক। 'তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বি ভুতা, চাকর। 'বেয়ারা - ঐ শ্বেতাগুণ্যালীনের ডেকে সে ডো।' মাইকেল, ১৮৬০।

বেয়ারাম [কা বে+ফা আরাম] বি ব্যায়াম; রোগ। 'শেষ কালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বসবে?' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

বেয়ারিং [হি] ১ বিণ অকারণ। 'কেবল বেয়ারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।' মীনবন্ধু, ১৮৬২। ২ বিণ ডাকমাংশ ছাড়াই পাঠানো হচ্ছে এমন। 'বেয়ারিং ফতোা ডাকবাস্ত্রে ফেলিয়া দিয়া ...' শরৎ, ১৯১৭; 'মেনে হল আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বেয়ারিং পোস্ট [হি] বি প্রাপক কর্তৃক ডাকমাংশ পরিশোধিত হবে

এমন ব্যবস্থা। 'বেয়ারিং' গোটে দরখাস্ত ডাকে দেওয়া হলো।' মনসুর, ১৯৪০।

বেয়ারিঙ [হি] কি বহন করা। 'এ তো বেয়ারার বেয়ারিঙ নয়।' মুক্ততা, ১৯৩০।

বেয়ালা [শে violal] বি বেহালা; বায়ামবিশেষ। 'মিশী দাঁতে ঘষা মাথা, গোট কোরে হাতে বেয়ালা।' ভ্রমণী, ১৮২৮।

বেয়াট্টাশ বিপ ৪২ সংখ্যক। 'বর্মমধ্যে বেয়াট্টাশ দিন পাঠ দিবেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

বেয়াট্টাশকর্ম্মা, বেয়াট্টাশকর্ম্মা বি অনেক কাজে পারদর্শী (ব্যাপ্যক)। 'তরুণীর দু একটা ছায় প্রকৃত বেয়াট্টাশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েছেন।' হেতুম, ১৮৬১।

বেয়াট্টাশপান [স] বেয়াট্টাশপান বি বেয়াট্টাশপান। 'বেয়াট্টাশপান কিনা পণ্ডব পাণ।' মুক্ততা, ১৮০০।

বেয়ক [স] বিবর্তা বিপ বিবর্ত। 'ইহাতে আমার পর বেয়ক ইয়াছে।' যোগল, ১৭৭০।

বেয়ক [ফা বে+কা রং] বি বিবর্তি রং। বিদ্যা, ১৮৯১।

বেয়ক ১ বিপ বর্ণনা। 'বেয়কাক বকও নয়।' জনন, ১৯২৫। ২ বিপ ফ্যাকাশে বর্ণবিবর্ত। 'রোপা, বেয়ক, তখনো।' শিবরাম, ১৭৭০।

বেয়খা [স] বৃথা বি বৃথা। 'সাহ সাহ উপলি বেয়খা।' বিদ্যাপতি, ১৮৬০।

বেয়লি [পা] বি সবুজ রং। 'মদিরা মুগাতি বেরলি শুক্কল।' দর্পণ, ১৮২৬।

বেয়লা [পা বাহির] ১ কি বের হওয়া। 'বেয়লা দারুল শেল বাস আছিল মুখে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ কি প্রকাশ পাওয়া। 'সোহা তাকি হ'লে আবার ভাব না বেরিয়ে পড়ে।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ কি ছাপা হওয়া। 'আমার এমন অনেক লেখা বেয়লা বা তুল্য।' মনসুর, ১৮৪৪। বেয়লা কি বের হ; বেরিয়ে যাও। 'বলাই সিঁহার ডাকে বেয়লা রে কানাই।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বের হওয়া ১ কি সম্ভ্রমভাবে শিক্ষা সম্পন্ন করা। 'বহুসংখ্যক আরবী ভাষাবিদ পরীক্ষণার্থী হইয়া বাহির হন।' প্রচারক, ১৮৯১। ২ কি ছাপা বা প্রকাশিত হওয়া। 'কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি মাসিক-পত্রে বেরিয়েছিল।' স্বপ্নী, ১৯০০।

বেরিয়ে পড়া কি যাত্রা করা। 'শ্রী প্রীতম দিগে বেরিয়ে পড়া যাক - হিঁপ হিঁপ হয়ে।' রমীন্দ্র, ১৮২২।

বেরমোদৈত্য [স] ব্রহ্মদৈত্য। 'বি দৈত্য। ওর্গা, ১৭৮৫।

বেরসিক [ফা বে+স রসিক। বিপ অরসিক; রসবোধহীন। 'বেরসিক হয়ে উঠেছে।' রমীন্দ্র, ১৯০৭।

বেরহম [ফা বে+হা রহম। বিপ নির্মহ। 'মিথ্যাক, মিথ্যাক বেরহম।' নজরুল, ১৯২৪।

বেরা ভাসান [পা বাহির] বি পরবিশেষ। 'নবাব সাহেব বেয়া ভাসানের সমারোহে যামুল মল করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

বেরাঙী [হি] বি প্রাণি। 'কেহ বলে আজ্ঞা বেরাঙী।' ভ্রমণী, ১৮২৮।

বেরাদার [ফা বিদ্যার] ১ বি একই বর্ষে বিধানী ভাই। 'ভবন্ত হইবে কৃত তন বেরাদার।' গরীম, ১৭৭৫। ২ বি ভাইবহু। 'ইংরেজ আর ফরাসী বেরাদার পক্ষিমা জার্মানিতে কি বলদি প্যাটার্ন নুনাহে ...?' মুক্ততা, ১৯৫৮।

বেবাদারি বি বহুত্ব। 'আপনার সঙ্গে আমার বেবাদারি, ইয়ারগিরি বহু কলরের।' মুক্ততা, ১৯৫২।

বেলাল [স] বিভাল। বি বিভাল। 'বেলালের রোয়ার তুলি হত না তোমার ছবিও হত না।' জনন, ১৯২৫।

বেলালখানী বিপ শ্রী গাণিবিদ্যে। 'পেল্লী - উন্নমুখী - বেলালখানী।' মীনবহু, ১৮৬৭।

বেলাল [ফা] বি বিপহ। 'হাসের তেতর রাত্তার-বেলাল্য।' জীবন, ১৯৪৮।

বেরি [স] বেলা। ক্রিবিপ বেশায়। 'মরনক বেরি হেরি কোই স গৃহত করম সস চলি জায়।' বিদ্যাপতি, ১৮৬০।

বেরি এক [ফা বার+স এক। ক্রিবিপ বারেক; একবার। 'বেরি এক কাহাঞি মোক খর জাইতে দে।' বহু, ১৪৫০।

বেরিবেরি [ফা বার+। ক্রিবিপ বারবার। 'বেরি বেরি বোলি পঠাব।' বিদ্যাপতি, ১৮৬০।

বেরিবেরি [হি] বি শোখাজাতীয় রোগবিশেষ। 'লোক বললে বেরিবেরি রোগ।' পরব, ১৯৮৬।

বেরিটার [হি] বি ব্যক্তিটার। 'আর বেরিটারেরা।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বেরুনিঞা [ফা বেরুনা। বি দিনমুহুর। 'বেরুনিঞা বেশে তথা করিল প্রবেশ।' মুক্ততা, ১৮০০।

বেরুগো [পা বাহির] কি বাইরে যাওয়া; বের হওয়া। 'আদালত বরই হোক, আর যাই হোক, বেরুগো ভাল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বেরেগুয়া [ফা বে-রেগুয়া। বিপ উজ্জ্বল প্রকৃতি। 'ইনি তারি বেরেগুয়া হাকিম।' মীনবহু, ১৮৬৬।

বে-রোজা [ফা বে-রোজা। বিপ রোজা রাখে না এমন। 'বে-রোজা ও বে-রোজা লোক।' এসসাম, ১৯১৯।

বের্জো [স] ব্রতা বি ব্রত। 'ওগি থাক মা? তোমার বের্জো নাকি।' বিকুতি, ১৯২৯।

বের্গ [স] বার্থ। বিপ বার্থ। 'বের্গ নহে তার বাপ একবারে লয় প্রাণ।' মুক্ততা, ১৮০০।

বেল [স] বেলা। বি বেলা। 'রাখে দুপহর বেলে কদমের তালে।' বহু, ১৪৫০। বেলে ক্রিবিপ বেলাম। 'আবার বেলে বেলেহ হেন কেহে।' বহু, ১৪৫০। বেলে ক্রিবিপ সময়ে। 'আসিবার বেলে দিবে রত্নী।' বহু, ১৪৫০।

বেল [হি] বেইল। বি পাট ইত্যাদির গরমিতে আয়তন; গাঁট। 'পঁচিল বেল মোকাম শিলনের ডাঙা দালতিনি নিলামে বিক্রী হইবেক।' কালদে, ১৭৯৫।

বেল [স] বিয়া। বি ফলগাছবিশেষ। 'অনলফ বেল পলাস মোউলর পাত।' রামাই, ১৭১০।

বেল পাকলে কাকের কি - বা উপভোগ করা অসম্ভব তার প্রতি লোভ করা নিরর্থক। 'তিনি ডাঙা জালেন বেল পাকলে কাকের কি?' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

বেলবন [বেল+স বন। বি বেল গাছের বানান। 'বেলবন ও শেতড়াকুল থেকে বিদায় নিয়ে ...।' ভ্রমণী, ১৯৪৬।

বেল [স] বাটা। বি বেলিফুল। 'আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বেলকুঁড়ি বি বেলিফুলের কুঁড়ি। 'বেলকুঁড়িছাওয়া পথ ধোয়াডা

বেলফুল

ভাত ' রীখন, ১৯৩২।

বেলফুল বি বেলফুল। 'পথপাশে দুই ধারে বেলফুল তারে তারে
ফুটে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বেল' [হি] বি বন্ধা। 'বিচ্ছেটারের পরলা বেল' শরৎ, ১৯১৭।

বেল' [হি] বি জামিন। 'বেলে খালাস আসমীই হটে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বেলখারি [কা বিদ্রোহী] বিন স্বজ্ঞ কাতের তেরি। বিন্দা, ১৮৯১।

বেলগুয়ার বি সতেরো শতকের রাণিগীর্বাশে। 'সুহি বেলগুয়ার পক্ষম
রামকলি।' আলোড়ন, ১৬৬০।

বেলক [কা] ১ বি স্বজ্ঞ জাতীর অস্ত্র। 'তবক বেলক টাঙ্গি তিনিপাশ দেশ
সাগি ভুগি ডাঙর স্বরসান।' মুক্তন, ১৬০০। ২ বি অস্ত্রধারী পাইক।
'কেহ বেলক কাছে কামান কুপান।' মুক্তন, ১৬০০।

বেলকি বি বেলক বাগধারী বোকা। 'সুবিআ বেলকি খাইল ধানকী
বাছিয়া মারিতে কঁড়া।' মুক্তন, ১৬০০।

বেলকনি [হি] বালকনি বি বারান্দা। 'অথর্ক বাত-পস্থ বৃহেরা
বেলকনিত।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বেলফুল [আ বিলফুল] কিল সব। 'টাকা তোমার হাতে থাকিলে বেলফুল
খরচ হইয়া বাইবে।' প্যারী, ১৮৫৮।

বেলাটা [কা] বি লখা হাতলমুক এক প্রকার কোদাল; স্পেড। 'আমরা
তাদের মাথার বেলতার আঘাত হানি।' মনসু, ১৯৪০।

বেলজিয়ার [হি] বি বেলজিয়ারের নাগরিক। 'পুর্নগিজ ও বেলজিয়ারের
আজ্ঞা।' বিদ্যুতি, ১৯৩০।

বেলাদার [কা] বিদ খন্দমজারী। মালোএল, ১৭৪৩।

বেলশ বি কুটি দৃষ্টি ইত্যাদি বেলার জন্য ব্যবহৃত কার্তের তেরি পোল দৃষ্টি
'কুটি বেলার বেলান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বেলশতক্কা বি কুটি দৃষ্টি ইত্যাদি বেলার গির্বাশের
হাঁড়ি মুখি তেঁতুলের আচার আর সেই বেলশতক্কা। রবীন্দ্র,
১৯৩৩।

বেল বটম [হি] বি হাঁটর মীতের অংশ চতুর্থা ও টিলা এমন নিম্নাঙ্গের
গোশাকবিশেষ। 'বেল বটম পানামা।' শাসনুল, ১৯৭৩।

বেলা' [স] ১ বি সময়। 'ভর দুই প্রহর বেলার মুক্তি হৈলু রাতি।'
মালদ্বা, ১৫০০। ২ বি লিখাভাণ। 'সাঁজ হলে বেলা গেল প্রতি ঘরে
বাতি।' সুলতান, ১৭৫০। ৩ বি চন্দ্রসুর্বেশ আকর্ষণে সমুদ্র ও নদীর
কল ফুলে ওঠা। 'চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল সীত হইয়া উঠে।'
ইহাঙ্কই সংকৃত ভাষার বেলা ও এতদেশীয় চলিত ভাষায় জোয়ার
বেলা। 'অক্ষর, ১৮৪৫। ৪ অথ সংকট। 'অবলা স্ত্রীর বেলা সে
নিম্ন কন্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৫ বি সেবি। 'তুমি রোজই বেলা
করবে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৬ কিল দিন। 'বেলা যে গড়ে এল জ্বালা
চল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বেলা-অবেলা ক্রিবিণ অনুকূল ও প্রতিকূল সময়। 'পানের ডেলায়
বেলা-অবেলায় প্রানের আশা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বেলা ককা ক্রি সেবি করা। 'আমি যদি বেলা করে আসি, খায় না সে
তৃপন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বেলা কাটা ক্রি সময় অতিবাহিত হওয়া। 'ভারপর ক্রমের করে বেলা
কেটে গেলো।' বুদ্ধ, ১৯৪৯।

বেলাকার কিল বেলার। 'তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে
খুবই সজ্জা সচলম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বেলা পড়ানো ক্রি শাস্তা হওয়া। 'তখন বেলা পড়াইয়া পড়িয়াছে।'
নজরুল, ১৯৩১।

বেলায় ক্রিবিণ বেলা শেষে। 'বেলায় বে শেষিভাম ধোয়া আর
ছাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

বেলাবেলি ১ ক্রিবিণ দিনের আলো থাকতে থাকতে। 'বেলাবেলি
আয়োজন করহ ইহার।' ভারত, ১৭৬০। ২ ক্রিবিণ সারা দিন।
হ্যাগহেড, ১৭৭৮।

বেলা বাড়ী ক্রি মধ্যাহ্নের দিকে লিখাভাণ অগ্রসর হওয়া। 'বেলা
বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়া পুরবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বেলায় ক্রিবিণ সেবি করে। 'তাহার সহিত আমার কৃটিং দেখা হয়,
কারণ আমি বেলার উটীয়া থাকি।' বনমুল, ১৯৩৬।

বেলায় গণনা বি সময়ের গণনা। 'চতুর্বিংশতি ভাগ বেলার গণনা
এদেশে প্রচলিত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

বেলাশেষ বি সূর্যাস্তের আগে। 'শুভের বেলাশেষ পরি জাফরানি
বেশ।' নজরুল, ১৯২৬।

বেলা' [স] বি সমুদ্রের তীর। 'মধ্যে মধ্যে সাগর যেমন বায়ু প্রতিঘাতে
বেলাকে আঘাতে করে ...।' মগরাক, ১৮৬৯।

বেলাভট [স] বি সমুদ্র তীর। 'বেলাভটের শীতল কৃষ্ণায়ুর মত তার
চোবের তারায় গভীর নৈরব্ধ্য।' মুক্তন, ১৯৬৩।

বেলাগ্রাহী [স] বিদ তীর প্রান্তিত করে এমন। 'বেলাগ্রাহী আজ
বুজুসলিলা।' ফণী, ১৯৬৩।

বেলাভূমি [স] বি সমুদ্রের তীর। 'আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি
হইতে উপলব্ধ সম্মান করিতেছি, জানমহর্ষণ পুরোভাগে অশ্রু
রহিয়াছে।' বিন্দা, ১৮৪৯।

বেলা' [স] বেকেন-এ ক্রি বেলন দিয়ে কুটি চাপাট করার কাজ। 'নবেন্দ্র ...
চাপিয়া চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বেলা' বি বেলি ফুল। 'উপর কৃষী বেলা মালতী।' নজরুল, ১৯৩২।

বেলাওল বি পূর্ণাহ্নের রাণিগীর্বাশে। 'কমিটট এখন বেলাওল ঠাটে
এসে দাঁড়িয়েছে।' বৃষ্টি, ১৯৩১।

বেলাবলি, বেলাবলী বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বেলাবলীরাগঃ।'
বড়, ১৪৫০। 'দীপকা পাখারী বেলাবলির গমন।' আলোড়ন, ১৬০০।

বেলাজ [কা বেলাজা] বিদ লজ্জাধীন। 'বেলাজ দিনে/ বিন কাপড়ে/
করেন করে যার সজ্জা।' ওয়ার্ডমাস্টার, ১৯৭৪।

বেলাত [আ বিলায়ত] ১ বিদ ইয়াক। 'বেলাত ঘেষের শায় পাইয়া
আমারে।' গল্প, ১৭৬৬। ২ বি ইউরোপ। 'পদ্মা বসেয়ে যে
লেসলী সাহেব মূল বৈদে বেলাত মুখে হন।' মগরাক, ১৮৬৯। ৩
বিলাত

বেলাগ্লাপনা [স বে+আ গ্লাপ+পনা] বি উজ্জ্বলতা। 'আনতে কানো
দাঁড়িয়ে বেলাগ্লাপনা দেখছে।' মুক্তন, ১৯৬০। ৩ বেলেগ্লা

বেলি' [স বেলা] বি সময়। 'উ বেলি না ছাইহ ময়ুরার হাটে।' বড়,
১৪৫০।

বেলি', বেলী [স বন্ধী] বি ফুলবিশেষ। 'শাবা বিবরল বেলিক ফুল।'
বিন্দা, ১৪৬০। 'পাহিও উর্কে, ফুটিয়ে নিজে আবেল চন্দ্রা
বেলি।' নজরুল, ১৯২৯। 'ছিন্নিগুটি ফদরের চামেলি ও বেলী।'
মহম্মদ, ১৯৬৩।

বেলিক [স যাদীক] বিদ পাঞ্জি; বদমাশ। 'মনিবকরায়, ১৭৮১।

বেলিক [হি বেলিক] বি ছকুম বহাল করার কর্মচারী। 'আদালতের বেলিক সীল করে দিয়েছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

বেলুচ, বেলুচি, বেলুচী ১ বি বেলুচিস্থানের অধিবাসী। 'শিক্তী-বেলুচী-বাহালী-পার্টান/ ছয় পাঞ্জাবী জায়ে মর্দান।' মাহেবত, ১৯৪৯। ২ বি পাঞ্জাবিস্থানের বেলুচিস্থান প্রদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা। 'এদের নিজ নিজ মাতৃভাষা রয়েছে - যেমন : শিখি, পাঞ্জাবী, পস্ত ও বেলুচ।' বেশব, ১৯৫২। 'বেলুচিস্থানী, পাঞ্জাবীভাষী' প্রভৃতি ... জনতাকে সমাবেশ করা যাচ্ছে না।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বেলুন [হি] বি বাহুশূর্ণ পাভলা খলি, যা আকাশে ওড়ানো যায়। 'বেলুন কতদূর উড়িয়া কতকথ বিশেষ পতিত হইয়াছিল।' নর্পন, ১৮৩৩।

বেলুনমুহু [হি বেলুন+স যত্ন] বি আকাশপথে গমনাগমন করা যায় এমন বাহন। 'হোমযান অর্থাৎ বেলুনমুহুে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে উভয়মান হইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বেলুনমুহায়া [হি বেলুন+স যাত্রী] বি আকাশযানে আরোহী। 'বিশপ্তীর বেলুনমুহায়াগিগকে অক্রমণ-করণ উদ্দেশ্যে ব্যর্থব্যর্থ হোমযান ব্যবহৃত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বেলুনমুহু [হি বেলুন+স যাত্রা] বি আকাশপথে যুক্ত। 'এমন কি, বেলুনমুহুও হইয়া গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বেলুন [স বেলুন] বি বেলন; বেলনা। 'আপনাদের বেলুনা কোথায় ঠাকুরগো?' বিজুতি, ১৯৩১।

বেলে [স বেলা:] বি বেলে মাছ। 'দুনো দূরে বেচে, চুনো বেলে।' গুণ, ১৮৫৮। 'বেলে মাছের মতো কালো ধরণী বুকে কিসকিল করছে।' ওয়াশী, ১৯৪৫।

বেলে গুড়গুড়ি বি বেলে মাছের মতো দেখতে এক ধরনের ছোট্ট মাছ। 'উড়িয়াছে নেটোবেলে বেলে গুড়গুড়ি।' গুণ, ১৮৫৮।

বেলে [স বালুকা:] বি বালুকাপূর্ণ। 'বেলে-কাপাছ বি কাঠ মূগুন করার কাজে ব্যবহৃত বালি-সালানো খসবলে কাপাছ।' বেন বেলেপাণ্ডেজের ঘরবা, রইসু, ১৯২৯।

বেলে জ্যোন্না [বেলে+স জ্যোন্না] বি হালকা জ্যোন্না। 'বেলে জ্যোন্না ছড়িয়েছে আকাশে।' মামসু, ১৯৫৬।

বেলে পাভর বি বেলে পাখরে তৈরি ধানাবিশেষ। 'শৈল বেলে পাভরে জাত যায়।' মীনবকু, ১৮৩৩।

বেলেস্তা [স বে+স্তা শিল্পাঙ্ক] ১ বিগ উল্লেখ। 'বেলেস্তা হৌতাদের আমেরে আশ মেটে না।' গায়ী, ১৮৫৮। ২ বিগ ধর্ম ও নীতিহীন। 'যোর বেলেস্তা দু-একটা নাস্তিকের কথা অবিশ্যি আদান।' মুজতবা, ১৯৪৯। ৩ বেলেস্তা

বেলেস্তাপিবি [বেলেস্তা-পিবি] বি উল্লেখ। 'বেলেস্তাপিবি বন্দুয়াইনী ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েছে।' হুস্তোব, ১৮৬৮।

বেলেস্তাপানা [বেলেস্তা+পানা] ১ বি উল্লেখ। 'আচরণ; লাম্পট্য। 'কোন পুরুষের সঙ্গে বেলেস্তাপানা করতে গেবেছিল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩। ২ বি নির্লজ্জতা। 'আমি বুঝি জামি না - আটের নামে কি সব বেলেস্তাপানাই হয়।' রইসু, ১৯৩৬।

বেলেস্তারা [হি ত্রি-স্তার] বি কোন্না ভরার জন্য ব্যবহৃত একধরার প্রলেপ। 'বেলনার উপরে যেমন বেলেস্তারা।' রইসু, ১৮৯২।

বেলেস্তা বি কোন্না উঠার জন্য ব্যবহৃত একধরার প্রলেপ। 'পরের শরীরে নিরুতই বেলেস্তা লগায়তে থাকিসে ...' রইসু, ১৯০৫।

বেলে [হি bellows] বি বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করার যন্ত্রবিশেষ। 'বেলে-কাটা

বন্দি একটা হারমোনিয়াম কুড়িয়ে পেয়েছে।' ওয়াশী, ১৯৪৩।

বেলোয়ার [হি বিলাবল] বি পূর্বত্বের রাসিনীবেশ। 'বেলোয়ার রাণ।' মলাধর, ১৫০০।

বেলোয়ার [হি বিলাবল] বি পূর্বত্বের রাসিনীবেশ। 'বেলোয়ার রাণ।' মলাধর, ১৫০০।

বেলোয়ার [কা] বি উক্কু স্বচ্ছ কাচ। 'তবু 'বেলোয়ারের চুড়ি' থাকে ত।' রোকেয়া, ১৯২১।

বেলোয়ারি, বেলোয়ারী [আ বিশোয়ার:] ১ বি স্মৃতিক। 'ওসী, ১৭৮৫; 'মাগনি বেলোয়ারির চুড়ি।' মীনবকু, ১৮৭২। ২ বিগ উক্কু স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত। 'একরকম বেলোয়ারী কাচ।' বিজুতি, ১৯২৯। ৩ বিগ ক্রিমি। 'চেনা যেত তার বেলোয়ারি ব্যবহৃত।' লামসু, ১৯৬৯।

বেলোয়ারি ঝাড় বি কানের তৈরি উক্কুল আলোকাধার। 'এক-সার বেলোয়ারি ঝাড়গুলা মুসলমানদের সোকানের উপর।' রইসু, ১৯০৭।

বেলোয়ার [আ বিশোয়ার] বি কাচ। 'সে কুড়ল গুণার পুসের ও প্রস্তুতের ও বেলোয়ারে ও মুদিকার ও স্বর্ণের হইয়া থাকে।' নর্পন, ১৮২২।

বেলোয়ার [আ বিশোয়ার:] বি বেলোয়ারিতে ব্যবহৃত স্মৃতিক কাচ; ক্রিস্টাল। 'বেলোয়ারি পাথর।' ওসী, ১৭৭৫।

বেষ্ট [হি বেষ্ট] কোমরবন্ধ। 'বেষ্ট, ব্যাঙাগির, ব্রুট, পাটী সস্তরমতো গুটিমুঠো করে রাখতে হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

বেষ্টিক [স ব্যালীক] ১ বিগ নির্লজ্জ; বেহায়া। 'বেষ্টিক পুরাণে মাফানি যতে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি লম্পট। 'সাদে সস্তের গজ বেষ্টিক।' মীনবকু, ১৮৬৬।

বেষ্টিকপনা বি লম্পটতা। 'তুই বাইরে যত বড়োই বেহায়া বেষ্টিকপনা কর।' নজরুল, ১৯২৭।

বেশ [স] ১ বি সম্মতা। 'বামন শরীর মজুত বেশ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ছমবেশ। 'সোয়াশিনী বেশে সাজি বিনোদনর।' গুণ, ১৫৫০; 'চম্পির চম্প সেবি ব্রাহ্মণীর বেশে সেবী।' নজরুল, ১৯০০। ৩ বি পোশাক। 'ভাঁহাদের পরায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং সোমান ছিল।' রামমোহন, ১৮১৫। ৪ বি সাম্রাজ্য। 'গুজর সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাওয়া যায়।' নর্পন, ১৮২৫।

বেশকারী [স] বিগ সাম্রাজ্য করার ব্যার। 'বেশকারী বৈরাগ্য চিরকাল এক রকম বেশ করিয়া পরে।' বেশক, ১৮৩১।

বেশধারণ [স] বি সাজ গ্রহণ। 'পর্যাব্রুন্নি এই সার বেশধারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেশধারী [স] ১ বিগ পোশাক পরিহিত। 'ভাঁহারা রীতিপূর্বক স্বং বেশধারী হইয়া ... আসিয়াছিলেন।' নর্পন, ১৮২৪। ২ বিগ বেশ ধারণ করেছে এমন। 'সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্দ্র দত্ত।' নর্পন, ১৮৩১।

বেশপরিবর্তন [স] ১ বি পোশাক বদলানো। 'তার জ্ঞান পান বেশপরিবর্তনের আত্ম স্ববদান্তত্ব আছে।' রইসু, ১৮৪৪। ২ বি পোশাক-আশাঙ্কর রীতি পরিবর্তন। 'মামপরিবর্তন বা বেশপরিবর্তন ... বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাপ্তি নবীন আছে।' রইসু, ১৯০৭।

বেশবাস [স] বি পোশাক। 'সলিলতলে সোপান-পরে উদাস বেশবাস।' রইসু, ১৮৩০।

বেশবিন্যাস [স] বি সাজসজ্জা। 'দেবোৎসব উপলক্ষে বেশবিন্যাস, নিমন্ত্রণ, নৃত্যগীতাদি বর্ণনাজীত উৎসাহ ...'। অক্ষর, ১৮৪৭।

বেশবিন্যাসঘটিত [স] বিগ সাজগোশালানির্ভর। 'ইহাদের সৌন্দর্য্য কেবল বেশবিন্যাসঘটিত।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বেশভূষণ [স] বি পোশাক-পরিচ্ছদ। 'এ বেশভূষণ লহো সখী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বেশভূষা [স] ১ বি সাজসজ্জা। 'এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভূষাদি করিয়া ...'। দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি পোশাক-পরিচ্ছদ। 'উষাকে ইচ্ছামত বেশ-ভূষাও পরাইতে পারে, কিন্তু চেতনা দিতে পারে না।' বিদ্যা, ১৮৫১।

বেশভূষাহীন [স] বিগ সাজসজ্জা নেই এমন। 'পাছপালা ফুল পাতা হারাইয়া যেন বেশভূষাহীন হইয়া কাদিতে থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বেশ হওয়া ক্রি রূপধারণ করা। 'দুই আতা বৈরাগি বেশ হইয়া কিছুকাল বহির্ভূমিতে যাত্রা করিলেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

বেশাঙ্কর [স] বি ভিন্ন পোশাক। 'এই বেশাঙ্করের আঙা ছিল তার সেই কুটির।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বেশী [স] বিগ ভালো। 'তোমরা বেশ করে পড়ে।' গীনবন্ধু, ১৮৬৩।

বেশ লাগা ক্রি ভালো লাগা। 'সেটা দেখতে বেশ লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বেশকর্ম [স] ১ বি পার্যক। 'বেশকর্ম অতি অল্পই।' মনসুর, ১৯৫০। ২ বি জালিয়াতি। 'কুলসকের সন্ধ্যায় আমি নিজ হাতে এ সব কাগজপত্র বেশ-কর্ম করছি।' মনসুর, ১৯৫৫।

বেশক [স] ক্রিগ বিদ্য। 'মরে বেহেগেত যাইব বেশক।' নজরুল, ১৯৩৯।

বেশর [স] বেশধর। বি নাকের অলংকারবিশেষ। 'নাসার বেশর পরশ করিয়া।' ঘিটী, ১৮০০।

বেশরম [স] বিগ লজ্জাহীন। মানোএল, ১৭৪৩: 'স্বল কলমে পড়িয়ে তাদের অকর্মণ্য এবং বেশরম করে তুলে লাভ কি।' বেশম, ১৯৪৭।

বেশরা [স] বিগ বে+আ শরা। বিগ শরিয়ত বহির্ভূত। 'বেশরা কাজ।' যোগজিন, ১৯৩২।

বেশরায় [স] বিগ বে+আ শরা। বিগ শরিয়তের বিধান মানে না এমন। 'মুসলমান বাড়িলো বেশরায় ফকীর।' হাই, ১৯৫৪।

বেশরিয়তি [স] বিগ বে+আ শরিয়ত। বিগ ইসলামি বিধান-বহির্ভূত। 'এ কেমেন বেশরিয়তি কারবার।' ভগ্নালী, ১৯৪৮।

বেশি, বেশী [স] বিগ বেশী ১ ক্রিগ অত্যন্ত। 'যে বার বৃষ্টি কম হয় সে বার শীত বেশী হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিগ অতিরিক্ত। 'অপর্যায়ের মধ্যে তিনি মায়ের সঙ্গে একটু বেশি অনু নিয়োগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বেশিক্ষণ [স] বিগ বেশী+স ক্ষণ। ক্রিগ দীর্ঘ সময় ধরে। 'সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বেশিদিন [স] বিগ বেশী+স দিন। ক্রিগ দীর্ঘদিন। 'বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি এই প্রাণ্ড মধুর ভাবাবেশ।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

বেশিদিলের বিগ বেশি বয়সী। 'আপনি তো বেশিদিলের মানুষ না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বেশি বলন বি বেশি দাম চাওয়া। ওসী, ১৭৮৫।

বেশিমাত্রা [স] বিগ বেশী+স মাত্রা। ক্রিগ অধিক পরিমাণ। 'সে বড়োই বেশিমাত্রায় নুসন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বেশিরকম [স] বিগ বেশী+স রকম। বিগ স্বাভাবিকের থেকে বেশি। 'তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বেশিসংখ্যক [স] বিগ বেশী+স সংখ্যক। বিগ অধিক সংখ্যক। 'অনেক বেশিসংখ্যক গানে অবশ্য আনন্দধারা বয়ে চলেছে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

বেতমার [স] বিগ বে+তমার। ১ বিগ অপরিমেয়। 'হোরেরা বলিল মোরে মাস্তা বেতমার।' গবীব, ১৭৬৫। ২ বিগ অসীম। 'আম্বার কি বেতমার কুদরত।' মনসুর, ১৯৫০।

বেতমারতু [স] বিগ বে+তমার+স তু। বি অজ্ঞতা। 'উহা শ্রবণ করিবায় সওয়াবীর বেতমারতু।' মনসুর, ১৯৫৩।

বেশোআর [স] বিগ বেশ+আর। বি আল বাটনা। 'আদল ব্যঞ্জন মো বেশোআর দিলো।' বড়ু, ১৪৫০।

বেশ্যা [স] বি স্ত্রী ব্যববিন্যাস; যৌনকর্ম। 'বেশ্যা কহে ঘোর সঙ্গ হউক একবার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বেশ্যাকুচ [স] বিগ বেশ্যার তনু। 'বেশ্যাকুচ বিঘর্দন, যতনেতে আলিঙ্গন।' ভবানী, ১৮২৫।

বেশ্যাগমন [স] বি পতিতালয়ে গমন অর্থাৎ বেশ্যাসংসর্গ। 'যবনী শ্রোয়া গমন করিব ইহাতে পাণ ইবেক ...'। ভবানী, ১৮২৫।

বেশ্যাগামী [স] বিগ বেশ্যার সঙ্গে মিলিত হয় এমন। 'সে প্রেমিক হোক, কি বেশ্যাগামী হোক, কি সাংসারিক হোক - আমি আকটিমার চরিত্র চেয়েছিলাম।' ময়লা, ১৯৬৮।

বেশ্যাপুং [স] বি পতিতালয়। 'বেশ্যাপুংয়ের অশ্লীল উল্লাসধ্বনি।' অক্ষর, ১৮৫৫।

বেশ্যাচরণ [স] বিগ বেশ্যাবৃত্তি। 'পরে সে বেশ্যাচরণ করিলেও নিন্দনীয় হয় না।' দর্পণ, ১৮২৭।

বেশ্যাশিগমন [স] বি পতিতালয়ে ইত্যাদি স্থানে গমন। 'চিন্তাহারিণী কেশবলাসিনী কীপকটি কঠোরচূড়া বেশ্যাশিগমনে পাণবোধ।' ভবানী, ১৮২৫।

বেশ্যাবাজি, বেশ্যাবাজী [স] বিগ বেশ্যা+ফা বাজী। বিগ বেশ্যা নিয়ে মগ্ন থাকা। 'করে গিয়া বেশ্যাবাজি, যদি বল কর্ম পাঞ্জি।' ভবানী, ১৮২৫; 'বেশ্যাবাজীটা আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ।' হুভান, ১৮৬১।

বেশ্যাবাড়ি, বেশ্যাবাড়ী [স] বিগ বেশ্যা+স বাড়ী। বি পতিতালয়। 'সন্দেশে ভাই, বেশ্যাবাড়ী হাই।' গীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বেশ্যাবাস [স] বি পতিতালয়; বেশ্যার আবাস। 'যে সকল বাবু সর্বদা বেশ্যাবাসে বাস করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বেশ্যাবৃত্তি [স] বিগ যৌনকর্মীদের পেশা। 'না হয় বাজারে গিয়া সম্পূর্ণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।' সুলত, ১৮৭৩।

বেশ্যাভবন [স] বিগ যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'সর্বদা গীত গানে বেশ্যাভবনে অগম্য গমনে অপের পানে মুষ্টিমস্ত্র এক অর্থ্য।' ভবানী, ১৮২৮।

বেশ্যামশির [স] বিগ যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'এই স্ত্রীতানুসারে কখন নিজাচারে কখন বেশ্যামশিরে বাবু মজা করিয়া বেড়ান।' ভবানী, ১৮২৫।

বেশ্যামহল [স বেশ্যা+আ মহা] বি বেশ্যাদের সমাজ। 'যত আর বেশ্যামহলে ব্যাভাষণা মান্য ধন্যা অগ্রগণ্য হিছেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বেশ্যামুখ [স বি বেশ্যার অধর। 'কেহ বেশ্যামুখ চূপনে কেহ জালিন্দে কেহ ভনমর্দনে।' ভবানী, ১৮২৫।

বেশ্যার আলর বি যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'বেশ্যার আলরে বসি এইরূপ দিব্যাদিশি।' ভবানী, ১৮২৫।

বেশ্যালার [স বি যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'বেশ্যালরে ভাহার গমনাগমন আছে।' সর্গপ, ১৮১৯।

বেশ্যাসক্ত [স] বি বেশ্যার আসক্ত। 'একশব্দর লোক পামাসক্ত ও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।' রায়, ১৮৭৪।

বেশ্যাসক্তি [স] বি পতিতাদের প্রতি আসক্তি। 'বাহুদের মধ্যাসক্তি এবং বেশ্যাসক্তি অনেক অশ্লীল হইতে পারে।' বরমর্দন, ১৮৭২।

বেশ্যাসমন [স] বি যৌনকর্মীদের আবাসস্থল। 'তবন পরিত্যাপ পূর্বক বেশ্যাসমন গমন করিয়া বাস করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বেশ্যা সন্নিধান [স] বি যৌনকর্মীর সাহচর্য। 'প্রহরুদ্বন্দে বেশ্যা সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

বেশ্যাসেবন [স] বি বেশ্যাপ্রদান। 'মাহারা স্বয়ংগমনে ও বেশ্যাসেবনে সর্বদা রত ...।' রায়মোহন, ১৮২৩।

বেশ্যাসক্তি [স] বি বেশ্যার আসক্তি। 'বাহুদের মধ্যাসক্তি এবং বেশ্যাসক্তি ...।' বরমর্দন, ১৮৭২।

বেটন [স] ১ বি আবর্তন। 'সম্ভবরা অর্জনে করিল বেটন।' কলীপ্র, ১৬৮৯। ২ বি ঘিরে ধরা। 'যত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেটন করিয়া ...।' সর্গপ, ১৮২৭। ৩ বি জড়নো। 'আমাকে তবু বাহুর দ্বারা বেটন করে ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বেটন করা ক্রি আবৃত করা। 'সমস্ত ক্রমরথানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙে ভাঙে পুলিশ এ ক্ষুদ্র মানবদ্বয়টিকে সম্পূর্ণ বেটন করিয়া শের করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বেটনকারী [স] বি যিনি ঘিরে রেখেছে এমন। 'গ্রহবেটনকারী আকাশের শূন্যতা পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বেটনবন্ধ [স] বি মোড়ক। 'এ গ্রন্থের বেটনবন্ধ ভোর পাটার ব্যয় ...।' সর্গপ, ১৮৩০।

বেটনী [স] ১ বি বন্ধন। 'কলানুশরণের বেটনীর মধ্যে দাঁড়িয়ায় বিভাকরের অনিমেষে দুটিপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বেড়া। 'অতর্কিত এতাদেশে বেটনীর তেঁতিল পাসরি ছুটুন পদাত্ত তত।' সূর্যপ্র, ১৯২৮। ৩ বি বলয়। 'শনিহের বেটনীর বর্ণচ্ছটা-পঙ্খাচার দেখা গেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বেটা [স বেটন] ক্রি বেঁধে করা। 'হে স্বানে চাক আছে তাহার চারিদিকে বেটীয়া উড়িত।' তাম্রিণী, ১৮৩০।

বেটি বিণ বেটিত। 'চতুর্দিকে শিলা বেটি মধ্যে চারি পুরী।' সুলতান, ১৭০০।

বেটিত [স] বিণ ঘিরে রাখা হয়েছে এমন। 'ভারান বেটিত জেন সসেধার।' মালধর, ১৫০০।

বেটী গ্র বেটন
বেশ [স বেশ] বি সম্ভা। 'কস্তুর চন্দনে কেহো বনাক্রিগা বেশ।' মালধর, ১৫০০।

মালধর, ১৫০০।

বেস [স বেশ] বি বেশ; ভাষা। 'রুটিওয়ান বেস কটি দেয় ...।' কেরি, ১৮০২।

বেসহোদী [স বেশ+সহোদী] বিণ সহসারবিরাগী। 'জীবনটা কস্তুরীমুগ নয়, বেসহোদীও নয়।' জীবন, ১৯৪৮।

বেসড় [স বেশধর] বি বেশর; কানের অলঙ্কার। কুঙ্কর, ১৭২০।

বেসন [স বেশনা] বি হৃদয় ও কৃষ্ণকূলের মিশ্রবিশেষ। 'হরিদ্রা কুমকুম আনি তাহে মিসাইআ পানি কুলবৃক্ষদের বেসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেসনী [স] বিণ গ্রান্থবয়ক। 'বারি বিলাসিনি বেসনী কান্দ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বেসবুর [স বেশ+আ সবর] ১ বি অধৈর্য। 'মানেএল, ১৭৪৩। ২ বিণ ধৈর্যহারা। 'এক দিনের ডরেও বেসবুর হমনি।' নজরুল, ১৯৩১। 'তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

বেসবুরি, বেসবুরী বি অসহিষ্ণুতা; অধৈর্যতা। ওয়া, ১৭৮৫।

বেসর [স বেশধর] বি মথ। 'সুচার বেসর রাজে।' আলফ, ১৬৮০।

বেসরকারি, বেসরকারী [স বেশ+আ সরকার] ১ বি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন। 'বেসরকারী সদস্যেরা বে-সরকারি উৎসবে করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'পাণ্ডিতবিরহী বেসরকারি ইয়োজ-সমাজে উদ্বলিত অসহিষ্ণুতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ অসামরিক; গোপালি নয় এমন। 'আমারও ঐ রকমের একটা সেরকারি নাম চাই তো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বিণ আইনত নয় কিন্তু কার্যত। 'বাঁপিনের মেয়ে মহলে তিনি ছিলেন বেসরকারী পাত্রী।' মুক্ততা, ১৯৫২।

বে-সরা [স বেশ+আ সরা] বিণ নিয়ম মানে না এমন। 'বে-সরা নেয়ে যায়/ তুমানে যাবে মারা/ একই খাওয়ার শালন, ১৮৯০।

বেসরিম [স] বিণ গুণ। 'মানেএল, ১৭৪৩।

বেসাত [স বসাত] ১ বি পুঁজি। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি ব্যবসা। 'হাসি-বুসার বেসাত ওয়া করছে সাধারণ।' জীবন, ১৯৩১।

বেসাদ [স বেসাত] বি মালগার। 'মানেএল, ১৭৪৩।

বেসতি, বেসাতী [স বেসতি] ১ বি বেতা-কেনার মিলিন। 'অতিবিভি লইলাম বেসতি ফুগায়।' কুঙ্কর, ১৭২০। ২ বি ব্যবসা। 'বিক্রোরা বেসতিয় কুল কিনারা করিতে পরিল না।' রোকেয়া, ১৯২২। ৩ বি পুঁজি। 'আমাদের আসল বেসাতী লেখা ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।' যোগেশ্বরী, ১৯২৮।

বেসানো [স বস-] ক্রি কেনাচো করা। 'দুইকুলে কোইয়া হাটে ...।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেসামরিক [স বেশ+আ সামরিক] বিণ যুদ্ধ-সংক্রান্ত নয় এমন। 'বাংলার বেসামরিক সরবরাহ সচিব মিসে হোয়াগওয়ার্ডী ও বর্তমান মন্ত্রিসভাকে ...।' আলফ, ১৯৪০।

বে-সামাল [স বেশ+সামাল] ১ বিণ অধৈর্য। 'বিষ্ণুটির দ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাইয়া আরম্ভ করিয়া দিমাছেন।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ অগ্রহস্ত। 'ব্যাধালকে দেখে সে এমনই বেসামাল হয়ে পড়েছিল।' জীবন, ১৯৩২। ৩ বিণ একটু প্রতিদ্বন্দ্ব। 'সাহিত্যের মামলার কেউটা যখন বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৪ বিণ অগ্রকৃতিত্ব। 'একটু বেসামাল হয়ে গেছিস।' জীবন, ১৯৪৮।

বেসার [স বেশধর] বি বাটা মসলা। 'মানের বেশারি দিবা তার কুহুদার বড়ি/ জাজিয়া কাঠাল বিটি দিবে দুই কুড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বেসারি বি বাটা মসলা । 'খন্ডের বেসারি দিআ জাল দিআ দড় ।'
মুকুন্দ, ১৬০০ ।

বেসালি বি আসবাব । ম্যানেএল, ১৭৪৩ ।

বেসালি [প] বি দুধ রাখার ভাঁড় । 'যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া ।' চঞ্জী,
১৫৫০ ।

বেসাহা [বা বেসাহা] ক্রি বিক্রি করা । 'জতনে কত ন কেন বেসাহা
ওঁজা সে দহ কীন ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'জীবন নগরি বেসাহর
রূপ ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০ ।

বেসি, বেসী [ফা বেসী] বিশ অধিক । 'এখন দারইজার্কির শ্রীজানবরাম
রায় আমার জমায় খিষ্ট টাকা বেসী করিয়াছে ।' ওঙ্গী, ১৭৮২ ।
'বেসী ।' এডমন, ১৭৯৩; 'মেহনত করিলে কিছু বেসি ।' কেরি,
১৮০২ ।

বেসিজিল [ফা বে+আ সিজিল] বিশ এলোমেলো । 'কামরার সকল জিনিস
হয়ত বেসিজিল হয়ে গেলো ।' ম্যানেও, ১৯৪৯ ।

বেসিন [হি] বি ধাতু বা চিন্মাটির তৈরি গোলাকার খোলা পাত্রবিশেষ ।
'বেসিনের ওপর নতুন টটা তাক দেওয়া হয়েছে ।' ইলিয়াস, ১৯৭২ ।

বেসুর [ফা বে+স সুর] বিশ শ্রুতিক্রি । 'আচারের শিষ্টতার কেবলই বেসুর
লাগিল ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

বেসুর-বেঁধা বিশ ভুল সুর মিশ্রিত । 'তার বেসুর-বেঁধা মোটা ভাঙা
গলায় ডেরবীতে গান ধরলেন ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫ ।

বেসুরা ক্রিবিপ সুরহীনভাবে; ভুল সুরে । 'মন যদি তোর বেসুরা
বাজে ।' নজরুল, ১৯২৪ ।

বেসুরে বিশ সুরহীন । 'অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো-হাসিগীর আরম্ভ
অংশ ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭ ।

বেসুরো ১ বিশ কর্কশ । 'বেসুরো বকাবেকিতে কোন ফল দূর ।'
বঙ্কিম, ১৮৭৫ । ২ বিশ বিকৃত সুরের । 'নিয়মিত বেসুরো গান
শোনা ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

বেসোর [স বেসধরা] বি নাকের অলংকার । 'লোচন চঞ্চল বেসোরে
ভূষিত নাসা ।' রামধনসাদ, ১৭৮০ ।

বেস্ট সেলার [হি] বি সর্ববিধ বিক্রিত বই । 'খুব বেস্ট সেলার আশা
করি' জীবন, ১৯৩০ ।

বেস্তর [স বিস্তর] বিশ বিস্তর । 'সে ভাই বেস্তর কথা ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪ ।

বেস্তা [প] বি শরীরের উর্জারের পোশাকবিশেষ; জ্যাকেট । মের্স,
১৭৬২ ।

বেস্তি [প] বি কোমর পর্যন্ত মুলের কোট; ওয়েস্ট কোট । ওঙ্গী,
১৭৭৫ ।

বেস্তা বোতাম [প] বি জ্যাকেটের বোতাম । 'বেস্তা বোতাম ১০ দশ
খান ।' মের্স, ১৭৬২ ।

বেস্তি [ফা বিহিষ্ট] ১ বি ভিত্তি । ম্যানেএল, ১৭৪৩ । ২ বি কোমর
পর্যন্ত মুলের কোট; ওয়েস্টকোট । ওঙ্গী, ১৭৭৫ ।

বেস্তি দ্র বোতা

বেশ্পতিবার [স বৃহস্পতিবার] বি বৃহস্পতিবার । 'বেশ্পতিবারের
বারবেলা এ কাব্য হয়েছে লেখা ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮ ।

বেহতর [ফা বিহতর] ১ বি ভালো; মসল । 'মানিবে দোহাকে তবে
বেহতর হইবে ।' গরীব, ১৭৬৫ । ২ বি কুশল । 'বেহতর জালিলাম ।'
হালদে, ১৭৭৩ । ৩ বিশ কঠোর । 'এয়া বদজাত আদমিকে

সাজা মিলনা বহত বেহতর ।' গ্যারী, ১৮৫৮ ।

বেহদ [ফা বে+আ হদ] ১ বি দুড়ান রূপ । 'হা বহদে! ... তুমি
বহরপীর বেহদ ।' হুতায়, ১৮৬১ । ২ বিশ অটেল । 'মুদিত কুঁদে
বাঁধা বাজু বেহদ বাহার ।' অমৃত, ১৯০০ ।

বেহদ [ফা বহদ] বি মহল । 'সদর মফসলক্রমে তিন চারি বেহদে
এয়ারত সমস্ত ।' রামরায়, ১৮০১ ।

বেহা [স বিবাহ] বি বিবাহ । 'আখেরে বিবির তরেক করিলেক বেহা ।'
গরীব, ১৭৬৫ ।

বেহাই [স বৈবাহিক] বি বেয়াই; পুত্র বা কন্যার স্বতর । 'দুই বেহাই
কোলাকুলি সতে গোলা ঘরে ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

বেহাইন [স বৈবাহিক] বি স্ত্রী পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি । 'কুইনের
বেহাইন বিখবা হইল কল্যা ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

বেহাইবাড়ী [স বৈবাহিক+স বাটী] বি ছেলে বা মেয়ের স্বতরবাড়ি ।
'কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবারে ঘটি-বাটি ... সমেত
দাখিল হইল ।' বঙ্কিম, ১৮৮৪ ।

বেহান [স বৈবাহিক] বি স্ত্রী ছেলে বা মেয়ের শাশুড়ি । 'সে যে রাপ
করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

বেহাণ [হি বিহাণ] বি রাতের তৃতীয় প্রহরে গাওয়া হয় এমন রাগবিশেষ ।
'সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাণ, বা কানোড়া বজায় আছে
কি-না ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১ ।

বেহাউ [ফা বে+স হউ] ১ বিশ বেদখল; নিয়ন্ত্রণহীন । 'থাকতে রতন
আপন ঘরে/ একে বেহাউ আজ আমারে ।' লালন, ১৮৯০ । ২ বিশ
হাতছাড়া । 'দামি জিনিসগুলো বেহাউ হয়ে বেড়া' নজরুল, ১৯৩১ ।
৩ বিশ আয়ত্তের বাইরে এমন । 'ছিল যে একদম বেহাউ' নজরুল,
১৯৩১ ।

বেহান [স বিভা] বি সকাল । 'প্রথমে বেহানে ভবে ললিত গাইব ।'
আলাওল, ১৬৮০ ।

বেহান রাইত বি ডোর রাত । 'বেহান রাইতে কিন্তু রওয়ানা দিতে
হবে ।' জহির, ১৯৬৪ ।

বেহান দ্র বেহাই

বেহায়া [ফা] বিশ লক্ষ্যহীন । ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'বটে রে বিটলেরা -
বেহারার বালাই দূর ... ।' গ্যারী, ১৮৫৮ ।

বেহায়াগিরি [ফা] বি বেহারার আচরণ । 'এতবড়ো বেহায়াগিরি
তাসরমণি হয়ে ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩ ।

বেহায়াপনা [ফা বেহায়া+পনা] বি নির্লক্ষ্য আচরণ । 'আমাদের ঘরে
অমন বেহায়াপনা করিলে চলবে না ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩ ।

বেহায়ামি, বেহায়ামী [ফা বেহায়া] বি নির্লক্ষ্যতা । 'স্ট্রিমার ঘাটে
ইহাদের বেহায়ামী দর্শন করিলে ব্যস্তবিকই ... ।' সওগাড, ১৯৩০;
'তার নাম মুখে লৈয়া আর বেহায়ামি কৈর না ।' মনসুর, ১৯৫৫ ।

বেহার [স বিহার] বি লীলা । 'গোপি লইয়া বৃন্দাবনে করিল বেহার ।'
মালদ্বার, ১৫০০ ।

বেহার [স ব্যবহার] বি ব্যবহার । 'এইমত করিয়া প্রস্তব বেহার করে ।'
হালদে, ১৭৭৩ ।

বেহারী ১ বি পালকি বাহক । 'সমুখে বেহারী আসা যোগায় পালকি ।'
রূপরায়, ১৭৫০ । ২ বি চাপরাগি; ফরমাস খাটে এমন সযাযার
ভূতা । 'যোড়, পাড়ি, সহিস, বেহারী, শানসামা, ইত্যাদির ঘুম পড়িয়া

যায় ... ১' প্রজ্ঞকর, ১৮৪৭। ৪ বি পাখা-টানার চাকর। 'যখন দেখি
আমার ঐ বেহারা ধৈর্যসহকারে মুকুতায়ে পাখা টানিয়া যাইতেছে।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বেহারী বি বিহারি; বিহার প্রদেশের অধিবাসী। 'বাসালী বেহারী
একবেলীয়া হইলে ... ১' রমদর্শন, ১৮৭২।

বেহাল [ফা] বিণ দুরবস্থাসম্পন্ন। 'বড়ই বেহাল তারে সেবিলেন নবী।'
গরীব, ১৭৬৫।

বেহালা [প viola] বি তারমুক্ত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'কুমুরের গীত গায়,
বেহালা বাজায়।' ভবানী, ১৮২৮।

বেহালাগুয়ালা [বেহালা+হি গুয়ালা] বি বেহালাবাদক। 'বেহালা-
গুয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে ... ১' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বেহালাদার [বেহালা+দা দার] বি বেহালাবাদক। 'তাল
বেহালাদার।' বিকৃতি, ১৯২৯।

বেহি বি বেল। মনোএল, ১৭৪৩।

বেহিসাব [ফা বে+আ হিসাব] বি হিসাব করা হয় না এমন অবস্থা।
'বেহিসাবে এক বিধু না পারি লইতে।' ভারত, ১৭৬০।

বেহিসারী [ফা বে+আ হিসাব] ১ বিণ অমিতব্যয়ী। 'জগতের মধ্যে
এই বেহিসারী বাজে খরচের দিকটা সৌন্দর্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।
'বেহিসারী খরচা করে দেনার ডুবের মরবেন শেষ পর্যন্ত।' মাহেন্দ্র,
১৯৪৯। ২ বিণ উদাসীন। 'সেই মন্ত বেহিসারী পাগলের বিপুল
উদার অত্যাশা জলে স্থলে আকাশে ... ১' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ
সংযমহীন। 'বেহিসারী নিষ্ঠুর যাবার কুমুদ।' মানিক, ১৯০৬।

বেহিসেবি, বেহিসেবী [ফা বে+আ হিসাব] ১ বিণ অসতর্ক।
'একবারে বেহিসেবি, উড়নচী, বান ডেকে ছুটে চলেছে।' রবীন্দ্র,
১৯২৮। ২ বিণ গুরু। 'মাইনে যদিচ নামমাত্র উপরি-পাণ্ডুর
'বেহিসেবি' গ্রন্থ, ১৯৪০। ৩ বিণ হিসাব করে চলে না এমন।
'গৃহিণী বেহিসেবী হইলে গৃহে সুখ শান্তির অভাব ঘটে' উপমণ্ড,
১৯৫৭। ৪ বিণ হিসাব নেই এমন। 'একটুও বে-হিসেবি অঙ্গুলি
চালনা সেই।' মল্লীশ, ১৯৬৩।

বেহীসারী [ফা বে+আ হিসাব] বিণ হিসাব নেই এমন;
অমিতব্যয়ী। মেয়ার, ১৭৮৭।

বেহঁশ [ফা বে+ফা হোশ] বিণ বেপরোয়া; মরিয়া। 'তারাত সোনার
তালার মদে বেহঁশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বেহঁস [ফা বেহঁশ] বিণ অচেতন। 'তাড়ি টানিয়া বেহঁস হইয়া
পড়িল।' মানিক, ১৯০৭।

বেহঁশ [ফা বিণ অচেতন। 'বেহঁশ পড়িয়া আছে বিছানা উপর।'
গরীব, ১৭৬৫।

বেহঁশী [ফা বেহঁশ] বি অচেতন। 'আমি যেন শরীরের বেহঁশীতে
মশগুল।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

বেহঁস [ফা বেহঁশ] বি অচেতন। 'এজিদা বেহঁস আছে ঘরের ভিতর।'
গরীব, ১৭৬৫।

বেহঁশ [ফা বেহঁশ] বিণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। 'বেহঁশ হইয়া তারা হাত
পা আছাড়।' ভারত, ১৭৬০।

বেহোশ [ফা বেহঁশ] বিণ মোহান্ত। 'বেহোশ হয়ে চলেছি যেন কঁদে
কঁদে কবাবার পথে।' নজরুল, ১৯৩২।

বেহুদা [ফা] বিণ অব্যর্থক। 'আপনাকে বেহুদ পণ্ডিত বলিয়া, প্রতিপন্ন
করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

বেহুদা [ফা] ১ বিণ অপ্রয়োজনীয়; অকারণ। 'তুমি বেহুদা সাজাই
জদি করব তব তাজি তোমার নামে মোক্তারের নিকট নালিস করিতে
পারিলেক।' হ্যালহেভ, ১৭৭৩। ২ বিণ ভণ্ড। 'বেহুদা পণ্ডিত।'
বিদ্যা, ১৮৭৩।

বেহুদা খরচ [ফা বেহুদা+আ খরচ] বি অপ্রয়োজনীয় ব্যয়;
অমিতব্যয়িতা। ওর্স, ১৭৮৫।

বেহুদা [ফা] বিণ অনুচিত। 'একেকবারে তাঁর হৃদ্যর বাইরে বেহুদাই ঠিক।'
শিবরাম, ১৯৭০।

বেহুনারি [ফা বে+হুনারি] বিণ অদক। ওর্স, ১৭৮৫।

বেহুন্দি জাল বি মাছ ধরার জালবিশেষ। 'বেহুন্দি জাল, মই জাল, কাকি
জাল নিয়ে হিটেহাটে ঘোরে।' সেলিনা, ১৯৭৫।

বেহেজ বি বেগার। 'আমায় পুরো দুটি ঘণ্টা গাধার চেয়েও বেহেজ
খাটিয়েছে।' নজরুল, ১৯২৭।

বেহেজ [ফা বে+ই হেজ] বিণ কাজানহীন। 'দাদাকে অমন বেহেজ কখন
সেবেছ কি?' গিরিশ, ১৮৮৯।

বেহেবুদ বি সাধ্য। 'আমার এমত বেহেবুদ কি?' কেরি, ১৮০২।

বেহেশত [ফা বেহিশত] বি স্বর্ণ। 'বেহেশত হইতে কুফি দিবে বেদারিয়া।'
গরীব, ১৭৬৫।

বেহেশত-লোক [বেহেশত+স লোক] বি স্বর্ণ। 'পেয়েছে তাহার
বেহেশত-লোক।' নজরুল, ১৯২৪।

বেহেশতি, বেহেশতী [ফা] ১ বিণ স্বর্ণীয়। 'কোথা বেহেশতি বীণ
বাজিতেছে নেন।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বিণ বেহেস্তের অনুকূল।
'সেই মজবাহ বেহেশতী কি সোজবী, ... ১' মনসুর, ১৯৩৫। ৩ বি
স্বর্ণে বসবাসকারী। 'বহ বেহেশতী সোজবে ... চুকে পড়েছে।'
মনসুর, ১৯৩৩।

বেহেস্ত [ফা] বি স্বর্ণ। 'পঞ্চশত অঙ্ক আসে যাইব বেহেস্তে।'
আলাওল, ১৬৮০।

বেহেস্তখানা [ফা] বি স্বর্ণ। 'মলে পাব বেহেস্তখানা তা শুনে তো মন
মানে না।' লালন, ১৮৯০।

বেহেস্তি [ফা] বিণ স্বর্ণীয়। 'বেহেস্তি লেবাহ পরে গায়।' জঙ্গীম,
১৯৩১।

বৈ [স ব্যতীত] ১ অব্য ছাড়া। 'একদম বৈ তোমাকে আমি পাঠাইব
বুদাবনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'হাঁ তুন সেই বৈ আর কে নাকে।'
কেরি, ১৮০০: ২ বিণ বিগত। 'বৈ যদি হইল তার অটম যামিনী।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈকি ক্রিবিণ অব্যয়। 'যাব বৈকি, কাল সব শুনতে পাবে।' উমেশ,
১৮৫৭।

বৈআ দ্র বস্তু

বৈন [স ভগিনী] বি বোন। 'জলকন্যা নহে বাণু মোর বৈন কি।' বিজয়,
১৬৫০।

বৈঁচি বি টক-মিষ্টি স্বাদের গোলাকৃতির ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। 'বৈঁচি মালায় ছি
ছি খোয়ালি কুল শো।' নজরুল, ১৯৩০।

বৈঁচিকাঠ বি বৈঁচি নামক ফলপাছের কাঠ। 'বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিত
পালিতের হাতে দিয়া ... ১' বিকৃতি, ১৯২৯।

বৈঁচিগাছ বি টক-মিষ্টি স্বাদের ক্ষুদ্র গোলাকার এক প্রকার বুনোফলের
গাছ। 'দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বৈতি [স বহিঃ] বি মাছ ধরার বড়ো জাল। 'আহার শ্রাবণ মাসে মাফিরা বৈতির জাল ফেলিয়া ইলিশ মাছ ধরে'। প্যারী, ১৮৫৮।

বৈকল্পিক [স] বিশ বিকল্প হিসেবে বিবেচিত। 'স্থূল, কলেজ, মাদ্রাসা সর্বত্রই উর্দু বা পারসী বৈকল্পিক বিষয়'। শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

বৈকল্য [স] ১ বি বিকার। 'একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অনুশোচনাতো মনের এমন বৈকল্য হইল।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বি বিকলতা। 'বৈকল্য এমনই দ্রব, এতই কি দুষ্প্রাণ মরণ?' সুশীল, ১৯৩৩।

বৈকাল [স বৈকালিকা বি বিকাল]। 'রাজাকে ভেটবে আমি আজিকা বৈকালে।' বিজয়, ১৮৫০।

বৈকালিক [স] বিশ বিকালবেলায়। 'তাঁহাকে ... বৈকালিক পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৮।

বৈকালিকী [স] বিশ বিকালের। 'তোমার বৈকালিকী সাজের খায়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বৈকালী [স বৈকালীয়া] বিশ বিকালের। 'তোলেনি আজ বৈকালী ফুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বৈকুণ্ঠ [স] বি স্বর্ণ। 'পরশি গগার জলে বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে।' মুকুন্দ, ১৮০০।

বৈকুণ্ঠপুরি [স বৈকুণ্ঠপুরী] বি স্বর্ণলোক। 'আমার প্রসাদে যাবে বৈকুণ্ঠপুরি।' মালাধর, ১৫০০।

বৈকুণ্ঠপুরী [স] বি স্বর্ণলোক। 'ভার অবতারে হরি ভেজিয়া বৈকুণ্ঠপুরী।' রূপরাম, ১৭৫০।

বৈকুণ্ঠভুবন [স] বি স্বর্ণপুরী। 'অন্তকালে জাবে নর বৈকুণ্ঠভুবন।' মালাধর, ১৫০০।

বৈকুণ্ঠলোক [স] বি স্বর্ণ। 'যার দশে মরিলে বৈকুণ্ঠলোকে যায়।' বৃন্দা, ১৮৮০।

বৈকুণ্ঠাদ্যা [স] বি স্বর্ণ এবং অনুরূপ স্থান। 'বৈকুণ্ঠাদ্যে পাই যে যে লীলার প্রচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বৈকুণ্ঠ [স বৈকুণ্ঠা] বি ব্যাকুল ভাব। 'তাঁহার বৈকুণ্ঠ তার পুড়ে গোচরিল।' মালাধর, ১৫০০।

বৈক [স বন্ধ] বি বুক। 'কেহ কৈকে কেহ বৈকে কেহ ধরে গলে।' মালাধর, ১৫০০।

বৈশ্যগী [স] বি প্রতিজ্ঞতা। 'অতএব, আস্তরিক যদ্ব থাকিলে ... সকলই লজ্জা হইতে পারে; অবস্থার বৈশ্যগী কদাচ প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

বৈচক্ষণ্য [স] বি বিচক্ষণতা। 'তাঁহারদের বৈচক্ষণ্য ও দূরদৃষ্টির এক উদাহরণ মরণ হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বৈচিত্র্য [স] বি বিচিত্রতা। 'এই সকল জ্যোতিস্তরল-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবিচিত্রতার কারণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

বৈচিত্র্যবোধ [স] বি বহুমুখী অনুভব। 'আদর্শের গোঁড়ামীর জন্য সে বৈচিত্র্যবোধ তথা জীবনবোধ হারিয়ে বসে।' মোহনহে, ১৯৫০।

বৈচিত্র্যগর্ভা [স] বিশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'শূন্য আকাশ তোমাদের কাছে এত প্রিয় যে, বৈচিত্র্যগর্ভা পৃথিবীর দিকে তাকালে না।' শতকৃত, ১৯৬২।

বৈচিত্র্যময় [স] বিশ বৈচিত্র্যময়। 'এত বৈচিত্র্যপূর্ণ চিঠি ইতিপূর্বে আর কখনও পাইনি।' সুকান্ত, ১৯৪৩।

বৈচিত্র্যবহুল [স] বিশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'দাম্পত্যজীবনের বৈচিত্র্যবহুল

মাফুরী।' জীবন, ১৯৩২।

বৈচিত্র্যবিশিষ্ট [স] বিশ বিচিত্রতা আছে এমন। 'মানবজাতি কত দেশে কত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট।' প্রমথ, ১৯২০।

বৈচিত্র্যবিশীন [স] বিশ বৈচিত্র্যহীন; বৈচিত্র্য নেই এমন। 'বৈচিত্র্যবিশীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন প্রান্ত মধ্যাহ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বৈচিত্র্যময় [স] বিশ চমৎকারিত্বপূর্ণ। 'পাখীর গানের মত এ গান লঘু, তরলময়, বৈচিত্র্যময় নহে, ইহাতে ত্রুটি করিয়া দেয়, উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'চাঁদের সাক্ষীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপশিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' হাই, ১৯৫৪।

বৈচিত্র্যশালী [স] বিশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'মুণ্ডশিক্তে নানাজকার বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন।' কন্দলীপ, ১৮৯৫।

বৈচিত্র্যহীন [স] বিশ একই ধরনের; ভিন্নতাহীন। 'সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বৈচিত্র্যহীনতা [স] বি এককথ্যে। 'এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেক সময়ে মনকে পীড়া দেয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

বৈচিত্র্যবিশিষ্ট [স] বিশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'সে চার প্রাচুর্যবিশিষ্ট বৈচিত্র্যবিশিষ্ট সাহস্যাশিত জীবন।' অন্নদা, ১৯২৮।

বৈজয়ন্ত [স] বি ইন্ডের রাজধানী। 'বরাদনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে কলিমা।' মাইকেল, ১৮৬৩।

বৈজয়ন্ত-ধাম [স] বি ইন্দ্রপুরী। 'কোথা সে বৈজয়ন্ত-ধাম।' মাইকেল, ১৮৬০।

বৈজয়ন্তী [স] বি জয়-পতাকা। 'আমি বিশ্ব-তোষণে বৈজয়ন্তী।' নজরুল, ১৯২২।

বৈজাত্য [স] বিশ বিজাতীয়। 'বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমারদের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিবার নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বৈজাতিয় [স] বিশ বাইজাতীনের। 'বৈজাতিয় এবং রোমক গীতিকবিতায় ...।' শিব, ১৯৫০।

বৈজ্ঞানিক [স] ১ বিশ বিজ্ঞান সম্পর্কীয়। 'মানবিক সুবিধা ক্রমাবিকৃত বৈজ্ঞানিক নিয়ুত ভক্তসমূহই ইহার প্রধানতম নিদান।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিশ বিজ্ঞানবিদ। 'ভূতপ্রাণুসন্ধিসমূহ বৈজ্ঞানিক পতিতগণ বহুদূর হইতে ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিশ বিজ্ঞানসম্মত। 'যথার্থ বাংলায় বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি [স] বি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান। 'বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বৈটকখানা [স] বি বৈটক+খা খানায় বি বাড়ির বাইরের বসার ঘর। 'নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা।' নীনবন্ধু, ১৮৬৬।

বৈটক [স] ১ বি সভা। 'আমির ও রাজা ও কবিগণ ও পণ্ডিত ইত্যাদি সমস্ত ওমরা লোকের বৈটক হইয়াছে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি দূকা রাখার পাত্র। 'ঘর বাটী কাটি দেওয়া এবং ইটকা বৈটক মাজা।' ডাবনী, ১৮২৮। ৩ বি আসর। 'মাদের বৈটকে মাডাল জগৎ-সংসারকে তুলিয়া গিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি বিতরনের জায়গা। 'মাদের ন্যায়্যত বৈটক হল বন্ধ হয়েম।' হোসেন, ১৯৪০।

বৈটক করা [স] বি আসর-আলোচনা করা। 'ইহায়া মধ্যে মধ্যে বৈটক

করিয়া ... আপন ধর্মোন্নতির পরিচয় প্রদান করে ।' অক্ষয়, ১৮৫০ ।

বৈঠকখানা [বি বৈঠক+ফা খানা] বি বসার অথবা মিলিত হওয়ার ঘর । ওসি, ১৭৮৫; 'সম্মান্য অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন ।' দর্পণ, ১৮২১ ।

বৈঠকখানায় বি বসার ঘর । 'বাইরের বৈঠকখানায় কাড়পোছ করবার উপলক্ষে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৫ ।

বৈঠকখানাবাড়ি বি বাইরের ঘর । 'সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বলিতেছে ।' রবীন্দ্র, ১৯১২ ।

বৈঠকঘর বি বাইরের ঘর । 'তার বৈঠকঘরে কাঁটালকাঠের বেঞ্চিতে এসে বসে বসত ।' গুণাধী, ১৯৪৭ ।

বৈঠকি, বৈঠকী [বি বৈঠক+] ১ বিণ বৈঠকের উপযুক্ত । 'বৈঠকি অলপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহ্য্য ।' ভবানী, ১৮২৩; 'এ গল্প বৈঠকী গল্প নয় ।' প্রথম, ১৯০৭; ২ বিণ আনুষ্ঠানিক । 'একটিমাত্র নিরবিধীর বৈঠকি কান্না না ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'বৈঠকী গাইয়েকে নাগর সংকীর্ণনে যোগ দেওয়ানোর সাধিনা ।' প্রথম, ১৯২০; ৩ বি আলোচনা । 'দু'শব্দ বৈঠকি হয় ।' জীবন, ১৯৩২ ।

বৈঠকি গান, বৈঠকী গান বি লঘু রাগভিত্তিক মজলিসি গান । 'বাড়ীতে বৈঠকি গানের ডালেই মান রহিয়াছে ।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩২; 'অনেক কীর্ণন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা বেঁধিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না ।' রবীন্দ্র, ১৯১৭ ।

বৈঠকী সংগীত বি মজলিসের উপযোগী লঘু রাগসঙ্গীত । 'ভারতের বৈঠকী সংগীত কলকরমে সুরসজা ছাড়িয়া অসুরের কুষ্টির আচ্ছাদ্য নাগিয়াছে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৭ ।

বৈঠা [বি বইঠ] কি বসা । বৈঠি কি বসবে । 'গহেলি বৈঠি নয়নক সীম ।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০; 'বৈঠয় কি বসে ।' হৃৎকর রমণী, ১৮৩২; 'বৈঠয়ে জগত মাঝে ।' চন্দ্র, ১৫৫০ ।

বৈঠা [স বহিঃ] বি নৌকা চালাবার দাঁড় । 'বাপের আদেশে বৈঠা হাতে বৈঠা সোয়া ।' কলীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

বৈঠা মোড়ানো [বি নৌকা বাওয়া বন্ধ করা । 'আজ্ঞা পেয়ে মাজীপণ বৈঠা মোড়াইল ।' ক্ষয়জুন্নেগা, ১৮৭৬ ।

বৈঠরঙ্গী [স] ১ বি নরকের নদী । 'রাজকর নাই দেই বৈঠরঙ্গী খেনু নেই ।' মুকুন্দ, ১৬০০; ২ বি উড়িয়ার একটি নদী । 'গঙ্গাভীর হইতে উড়িয়ায় বৈঠরঙ্গী ভীর পর্যাণ্ড ।' রবিন্দ্র, ১৮৯২ ।

বৈঠরঙ্গী [স বৈঠরঙ্গী] বি নরকের নদী । 'মা বসম বৈঠরঙ্গী বাপ জন্মানাটা ।' বিজয়, ১৬৫০ ।

বৈঠালি বি বৈঠালিকের সংগীত । 'নীল আকাশের তলায় গুনের সবুজ বৈঠালিতে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

বৈঠালিক [স] ১ বি স্তম্ভপাঠক । 'এক দিবস এক বৈঠালিক রান্না বিক্রমাদিত্যের ঘরে উপস্থিত ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; ২ বিণ বন্দনকারী । 'বন্ধ ঘরে বসন্তের বৈঠালিক যবে উজারিবে আবাহনী ।' সুবীন্দ্র, ১৯২৭ ।

বৈঠ [স বৈঠ্য] বি চিকিৎসক; শ্রীমাসেক । মাদোএল, ১৭৪৩ ।

বৈঠদু [স] বি পাতিয়া । 'আমাদের ক্রিয়া কৌশল পরিপাতি বৈঠদু সকল যে এক কালে ফাক হবে তাহার কি ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩ ।

বৈঠদু [স] বিণ স্ত্রী রসবতী । 'এ পৃথিবী কেমন বৈঠদু-বতী ।' জীবন, ১৯০২ ।

বৈঠদু [স] বি বিন্দুতা । 'বৈঠদুয়ের পরিচয় ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১ ।

বৈঠদুর্ঘাট [স] বি বিলাচাট । 'মাড়ুভাষাতেই আমাদের বৈঠদুর্ঘাট করতে হবে ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৯৫৮ ।

বৈঠদুর্জী [স] বি বিন্দুর্জয়ের রাজকন্যা । 'নামে সে বৈঠদুর্জী আজি তোমার চরণে ।' মাইকেল, ১৮৬২ ।

বৈঠদুস্তিক [স] ১ বি বৈঠদু দর্শনে পণ্ডিত ব্যক্তি । 'বৈঠদুস্তিকের একর হইলেন ।' দর্পণ, ১৮১৯; ২ বি এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই এই মত । 'বৈঠদুস্তিক ভাবসাধনার ও বৈঠদুস্তি অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের ।' হাই, ১৯৫৪ ।

বৈঠদু [স] ১ বিণ বৈঠদুসমত । 'এই সময়ে নাস্তিকমতের অভ্যন্তর প্রচার হওয়াতে বৈঠদু ধর্ম উল্লিখপ্রায় হইয়াছিল ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; ২ বিণ ব্রাহ্মণের প্রেমবিশেষ । 'বৈঠদু ব্রাহ্মণের স্ত্রী ।' পৌর, ১৮২২ ।

বৈঠদুস্তা [স] বি বৈঠদুর বিধান । 'বৈঠদুস্তার আড়ম্বর অনেক ।' রবিন্দ্র, ১৮৮৭ ।

বৈঠদু ধর্ম, বৈঠদু ধর্ম [স] বি বৈঠদুসমত ধর্ম । 'বৈঠদু ধর্ম হইতে পরিভাষ্য করা হইবার নিমিত্তে ...' অক্ষয়, ১৮৪৪ ।

বৈঠদু [স] বিণ বৈঠদুসমত । 'বৈঠদু ক্রিয়া ।' দর্পণ, ১৮৩১ ।

বৈঠদু [স] বিণ দিকহারা । 'কী বৈঠদুকে ঘিরেলা দয় হ'ল না সুবাসের উদয় ।' শালন, ১৮৯০ ।

বৈঠদু, বৈঠদু [স বৈঠদু] বিণ বিঠদু । 'অমিত বৈঠদু দিগ্ মুখ্যবৈঠদু মনে ।' মালাধর, ১৫০০; 'দিসী সাধু হইল ব'ল না আইল বৈঠদু সাধু ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

বৈঠদু [স] বি নীল রঙের মণিবিশেষ । 'অবিচ্ছাদে উজ্জ্বল বৈঠদু ।' সুবীন্দ্র, ১৯৫৩ ।

বৈঠদুর্মণি [স] বি নীলকান্ত মণি । 'বৈঠদুর্মণির মতো ক্লান্ত থাকে ।' হাসান, ১৯৬৭ ।

বৈঠদু, বৈঠদু [স] বি নীলকান্ত মণি । 'কোথায় বৈঠদু-ভাতি, কোথা হীরকের পাতি ।' রস, ১৮৫৮ ।

বৈঠদৈশিক [স] ১ বিণ বিঠদৈশ । 'এ ব্যক্তিকে বৈঠদৈশিক দেখিতেছি ।' বিদ্যা, ১৮৪৭; ২ বিণ ভিন্ন দেশ থেকে আসা হয়েছে এমন । 'প্রথম দিকে তার অধিকাংশ বৈঠদৈশিক মুদ্রা অর্জন করেছে ।' মুরশিদ, ১৯৭১ ।

বৈঠদৈশিকভব [স] বিণ বিঠদৈশ শব্দের পরিবর্তন ঘারা উপন্যাস । 'এই প্রেমীর শব্দগুলিকে আমরা বৈঠদৈশিকভব শব্দ বলিব ।' শব্দীন্দ্র, ১৯৩১ ।

বৈঠদৈশিকরূপ [স] বিণ বিঠদৈশি ভাষা থেকে জাত । 'এই প্রেমীর শব্দগুলিকে আমরা বৈঠদৈশিকরূপ শব্দ বলিব ।' শব্দীন্দ্র, ১৯৩১ ।

বৈঠদৈশী [স বৈঠদৈশিকা] বিণ বিঠদৈশি । 'বৈঠদৈশী সাধু আমি আস্যাদি সিংহ ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

বৈঠদৈ [স] বি প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ; মিথিলার প্রাচীন নাম । 'তদনুসারে মিথিলার অন্য নাম বৈঠদৈ ।' অক্ষয়, ১৮৪৭ ।

বৈঠদৈ, বৈঠদৈ [স, সম্বোধনে পদান্তে ই-কার] বি বিঠদৈ-রাজ জনকের কন্যা সীতা । 'আইলা মুকুন্দ সহ ভমসা বিমলা - বৈঠদৈর সখী দৌড়ে ।' মাইকেল, ১৮৬০; 'বৈঠদৈ, হাম, তব শোকে, সেবি, লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার যথা বিশালীর আঁখি ।' মাইকেল, ১৮৬০ ।

বৈঠদ [স বৈঠদ] বি বুদ্ধদের মতাবলম্বী । 'একবিংশে বৈঠদ রূপে জগত মোহন ।' মালাধর, ১৫০০ ।

বৈদ্য [স] ১ বি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'রত্ননাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তিরসময়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি কবিরাজ। 'নিঃসঙ্গিল গর্ভ তব বৈদ্যে চিকিৎসিল।' রত্নশ্রু, ১৬৮৯।

বৈদ্য ছাত্র [স] বি চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী। 'বৈদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ভাঙ্করেদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

বৈদ্যক [স] বি চিকিৎসাবিষয়ক। 'ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিলেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

বৈদ্যকগ্রন্থ [স] বি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। 'ডাঁহার্য যেসকল বৈদ্যকগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

বৈদ্যক বিজ্ঞ [স] বি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'এক বৈদ্যকিক ও এক বৈদ্যক বিজ্ঞ।' দর্পণ, ১৮২২।

বৈদ্য-গ্রন্থ [স] বি আয়ুর্বেদ। 'আমাদিগের বৈদ্য-গ্রন্থে লিখিত আছে ...।' রাজ, ১৮৭৪।

বৈদ্যচিকিৎসক [স] বি কবিরাজ। 'বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোনও উপকার হইবে না।' বক্তৃতা, ১৮৭৪।

বৈদ্য-শাস্ত্র [স] বি আয়ুর্বেদ। 'বৈদ্য-শাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে?' গুণ, ১৮৫৮।

বৈদ্যুত [স] বি বিদ্যুত। 'তাহা সচেত, জঘাত, বৈদ্যুত শক্তিতে পরিপূর্ণ।' রত্নশ্রু, ১৯০৫।

বৈদ্যুতকণা [স] বি পারমাণবিক কণা। 'এই আলোর সঙ্গে আছে বিদ্যুতকণা।' রত্নশ্রু, ১৯০৭।

বৈদ্যুতচক্ষণ [স] বি বিদ্যুতের চমকের মতো চক্ষণ। 'বিনয়ের মন বৈদ্যুতচক্ষণ।' রত্নশ্রু, ১৯০৯।

বৈদ্যুতজলন স্টেশন [স] বৈদ্যুতজলন+ই স্টেশন। 'বি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।' 'আশকাবাদ শহরে একটা বৈদ্যুতজলন স্টেশন বসিছে।' রত্নশ্রু, ১৯৩১।

বৈদ্যুতবর্ষণী [স] বি যেখান থেকে বিদ্যুৎ বিতরিত হয়। 'বিশ্বের সূক্ষ্মতম পদার্থের অলঙ্কার মর্ম বিদীর্ণ করার জন্য বিরাট বৈদ্যুতবর্ষণীর কারখানা বসল।' রত্নশ্রু, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতলোক [স] বি পারমাণবিক জগৎ। 'এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈদ্যুতলোক।' রত্নশ্রু, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতত্তর [স] বি পারমাণবিক তর। 'উপরকার বায়ুমন্ডল ভাঙা পরমাণুর বৈদ্যুতত্তরের কথা পূর্বে বলেছি।' রত্নশ্রু, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতসজ্জানী [স] বি বায়ুমণ্ডল-বিজ্ঞানী। 'বৈদ্যুতসজ্জানীরা যখন আপন কাজে নিযুক্ত আছেন ...।' রত্নশ্রু, ১৯৩৭।

বৈদ্যুতাদিকী [স] বি বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়। 'বৈদ্যুতাদিকী শক্তি পৃথিবীই গতিমাত্রেরই কারণ।' বক্তৃতা, ১৮৭৫।

বৈদ্যুতী [স] বি কটাক। 'অপাশে একটু বৈদ্যুত প্রেরণ করিয়া ...।' বক্তৃতা, ১৮৭৮।

বৈদ্যুতীকরণ [স] বি বিদ্যুৎ-বিতরণ। 'গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ...।' সর্বেশ্বর, ১৯৭২।

বৈদ্যুতিক [স] ১ বি বিদ্যুৎবিষয়ক। 'কি সৌর, কি নাক্ষত্র, কি বৈদ্যুতিক, কি আনলিক যে কোন আলোকের সাহায্যে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি বিদ্যুৎ-চালিত। 'চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলো সূর্যের ন্যায় সঞ্চিতহে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৩ বি বজ্রমুখর। 'আশঙ্ক

প্রাণের বৈদ্যুতিক উল্লাসের মতো, তীব্র প্রবর্তনা তব।' সূর্যশ্রু, ১৯২৯। ৪ বি আকস্মিক ও তীব্র। 'বৈদ্যুতিক ব্যাধা দেখাল নিঃসঙ্গ শয্যা।' সূর্যশ্রু, ১৯৩২। ৫ বি বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল। 'নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কার্য চতুর্দিকে চক্ৰব্যূহ রাখে।' সূর্যশ্রু, ১৯৩৮।

বৈদ্যুতিক আলো [স] বি বিদ্যুৎ-চালিত আলো। 'বৈদ্যুতিক আলো দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা গ্যাসের আলো অপেক্ষা অধিক তেজস্বী।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বৈদ্যুতিক স্পন্দন [স] বি বিদ্যুতের। 'উত্পাদ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মায়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

বৈদ্যুতিকী [স] বি বিদ্যুৎ আছে এমন। 'অহো! তিকি কিনা বৈদ্যুতিকী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বৈধ [স] বি বিদ্যুৎ; যথার্থ। 'তুই বেটা ভারী বৈধ।' মশারফ, ১৮৮৫।

বৈধতা [স] বি ন্যায্যতা। 'মনঃকল্পিত ব্যবস্থা কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বৈধব্য [স] বি বিধবা অবস্থা। 'ঈশ্বর ব্রহ্ম আমার বৈধব্য দসা করিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

বৈধব্যক্রিষ্ট [স] বি বিধবার যন্ত্রণায় জর্জরিত। 'ওর বৈধব্যক্রিষ্ট নীর্ণ চেহায়ায় যেন এক নতুন রঙের ছোপ লেগেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

বৈধব্যতা [স] বি বিধবার অবস্থা। 'গতির বিরোধানন্তর বৈধব্যতা হয় না যদি ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

বৈধব্যদাশা [স] বি বিধবা সদৃশ। 'লোখাপড়ায় চিত্তনিবর্তি করিলে বৈধব্যদাশা হয়।' প্রভাকর, ১৮৯২।

বৈধব্যদুঃখ [স] বি বিধবা অবস্থার দুঃখ। 'বৈধব্যদুঃখে মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই।' রত্নশ্রু, ১৯০৭।

বৈধব্যব্রত [স] বি বিধবা বা তালাক্ষাভা নারীর পুনরায় বিয়ের আগের শরিয়ত নির্দিষ্ট সময়। 'জয়নাবের বৈধব্যব্রত সাজ হইল।' মশারফ, ১৮৮৫।

বৈধব্যব্রতশ্রী [স] বি বিধবা জীবনের কষ্ট। 'বৈধব্যব্রতশ্রী নিশ্চিন্ত করিয়া অতঃপর হৃদয়ে লোকান্তরে যাত্রা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

বৈধব্যব্রীতি [স] বি বিধবার পালনীয় নিয়ম। 'বৈধব্যব্রীতিতে চুল ছাটা।' রত্নশ্রু, ১৯০৮।

বৈধব্যচরণ [স] বি বিধবাসুলভ আচরণ। 'সধবা থাকিয়া ও বৈধব্যচরণ ও বেশ্যা হইতেছে।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৯।

বৈধি [স] বৈধ। 'বৈধিযোগ্য এই তত্ত্বে হয় ত নিতম্ব।' চঞ্জী, ১৫৫০।

বৈধমন্ত্য [স] বি বিধমন্ত্য। 'সিঁহে-ফেলে-আসা দিনতলোর ওপর বৈধমন্ত্য আনা।' মণীশ, ১৯৩৩।

বৈদাশিক [স] বি বিদ্যাশাস্ত্র। 'বৈদাশিক বুদ্ধি হানে কদাচিৎ তবুই কবোটে।' সূর্যশ্রু, ১৯৩১।

বৈদাশিকতা [স] বি ধ্বংসবাদ। 'এই বৈদাশিকতাকে জড়ত্ব নাশের মহৎ প্রয়াস বলে যেন নিতে কোন আগুনি থাকে না।' সন্থ, ১৯৭০।

বৈপরীত্য [স] ১ বি বিপরীত ভাব। 'তথ্যচিকিৎসালয়ের নিয়মের বৈপরীত্যপ্রসূত প্রায় উপকার হয় না।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি বিরোধিতা। 'তৎসংঘাত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অনুচিত।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি বিপর্যয়। 'বালকদিগের শিক্ষা সময়ে পাঠের বৈপরীত্য

হইবেক'। দর্পণ, ১৮৩৯।

বৈপ্লবিক, বৈপ্লবীক [স বৈপ্লবীক] বি বিপ্লবীত ভাব। 'তাহার বৈপ্লবিকত্ব জুড়ি লোকের রাজ্যান্তিলাষ অতিশয় হয়।' তারিখী, ১৮০০; 'আগুন অদৃষ্টের হঠাৎ বৈপ্লবীক হইতে অসাবধান হয়।' তারিখী, ১৮০৩।

বৈপ্লবিক [স] বি দ্রুত ও আমূল। 'কৃষি ব্যবহার বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার।' আজাদ, ১৯৪৯; 'পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।' বেগম, ১৯৬২।

বৈফল্য [স] বি বিফলতা। 'সকল ছলেই একরকমের বৈফল্য দেখা যাইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বৈবর্ণ্য [স] ১ বি বিবর্ণতা। 'বেদ রূপ রোমাঙ্ক অঙ্ক গদ্যদ বৈবর্ণ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বিবাদময়। 'বৈবর্ণ্য আনন্দ মূর্ত্তা আদি যে বিকার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বৈবর্ণ্যাক্ষ [স] বি বিবাদরূপ অঙ্ক। 'বৈবর্ণ্যাক্ষ বরভেদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বৈবর্তন, বৈবর্তন [স] বি বিবর্তন। 'ভাষার সৃষ্টিস্থিতি আছে, লয় নাই। কিন্তু বৈবর্তন আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বৈবহার [স ব্যবহার] বি ব্যবহার শাস্ত্র। 'বৈবহার ধর্ম তুলন কহে আন কথা।' আলোড়ল, ১৬৮০।

বৈবাহিক [স] ১ বি পুত্র বা কন্যার স্বত্ব; বেবাহি। 'বৈবাহিক চরণে পড়ি বৈবহার কৈল বাড়ি সাতনলা জাল আঠা ফাদে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বিবাহ সম্পর্কীয়। 'অনেক বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা দ্রষ্ট হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

বৈবাহিকা [স] বি স্ত্রী বেহান; বেবাহি। 'মাননীয়া বৈবাহিকার মাধুর্য লাটি।' মানিক, ১৯০৭।

বৈভব [স] ১ বি সম্পদ। 'এতেক বৈভব মোরে দিলা নারায়ণে।' কালিদাস, ১৫০০। ২ বি মহিমা। 'তুচ্ছ্যের প্রতি দেখি কুপার কেঁদুর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বৈভবশালী [স] বি সমৃদ্ধ। 'রেনেসাঁসের সূত্রে সমাজ প্রাপবন্ত ও বৈভবশালী হয়।' শিব, ১৯৫৬।

বৈভাষিক [স] বি বিকল্পরূপে বিবেচ্য। 'নরকের প্রতি কীট বৈভাষিক স্বর্ণের মধুণ।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

বৈভিন্ন [স] বি ভিন্নতা। 'নর-নারীর মানসিক ক্ষমতার কেবল এইমাত্র বৈভিন্ন।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

বৈমনস্য [স] বি মনান্তর। 'হিল বাণবিক বিহঙ্গের বৈমনস্য।' মণীশ, ১৯৩৯।

বৈমাত্ৰ [স] ১ বি বিমাতা সম্পর্কিত। 'বৈমাত্ৰ ভাই।' ওর্গা, ১৭৭৯। ২ বি বিমাতার গর্ভজাত। 'এখনস নন্দুর বৈমাত্ৰ ভ্রাতা ও ভগিনীর পাশ্চাত্য করা বিধি-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বৈমাত্রেয় [স] ১ বি বিমাতার সন্তান। 'রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার বৈমাত্রেয়।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি বিমাতার সম্পর্কীয়। 'আবদুল মালেকদিগের বৈমাত্রেয় মাতুল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

বৈমানিক [স] বি বিমানচালক। 'বৈমানিকেরা থাকে বলে ফ্লাইং ব্রাইড।' বিজুতি, ১৯৩৭।

বৈমুখ [স] বি প্ৰতিকূল। 'একে কলঙ্কিত হই তাহে ভূমি বৈমুখ।' মালাধর, ১৫০০।

বৈমুখভাব [স] বি বিমুখ আচরণ; বিমুখতা। 'আমাদের বৈমুখভাব

অসম্ভব নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বৈমুখী [স] ক্রিবিদ্র মুখ দিগিরে। 'বহুবিধ আদরে পঙ্ক কাতর পাখি বৈমুখী বইসব বামে।' ষিষ্টী, ১৬০০।

বৈয়ম [স] বি কাচ, চীনামাটি ইত্যাদির তৈরি পাত্রবিশেষ। 'কাচের ময়দার বৈয়ম ... নামিয়ে আনল মল্লিকা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

বৈয়র্থা [স] বি বার্থতা, বৈফল্য। 'তাঁহাদের সাবধানতা গুণ থাকিবার সম্যক বৈয়র্থা হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বৈয়া দ্র বওয়া

বৈয়াকরণ [স] বি ব্যাকরণে পণ্ডিত; ব্যাকরণবিদ। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'গল্পগীতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর স্মার্ত নহেন ...।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

বৈয়াকরণি [স] বি বৈয়াকরণিক। বিদ্য ব্যাকরণবিদ। 'তথাপি তাহারদিগের স্বতন্ত্র মূল অদ্বিষ্ট বৈয়াকরণি পণ্ডিতদিগেরও ...।' অক্ষয়, ১৮৭৭।

বৈয়াকরণিক [স] বি ব্যাকরণবিদ। 'এতদ্বেশীয় পণ্ডিতেরা কথা প্রশ্নে বাড়ি-বিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫২।

বৈয়্যি [স] স বয়ুগুণ বি বউ। 'অনুমানে মুখি কন্যা মড়ার বৈয়্যি।' বিজয়, ১৬৫০।

বৈয় [স] বি শত্রুতা। 'তাহাদের বৈয়াকর দূর হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বৈয়তা [স] বি শত্রুতা। 'এথেক বৈয়তা জবি পাণিষ্ট দুয়তি।' সুলতান, ১৭০০।

বৈয় নির্যাতন, বৈয়নির্যাতন [স] ১ বি শত্রু দমন। 'তাহারা পশুদি শিকার বা কোনরূপ বৈয়নির্যাতনে দাবিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা। 'কামানের গোলা না লাগাইলে বৈয় নির্যাতন হয় না।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮; 'স্বাধিকারিক বৈয়নির্যাতন হেতু।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বৈয়ভাব [স] বি শত্রুতা। 'স্বায়িক ও মানসিক ব্যাপারের মধ্যে কোন বৈয়ভাব দেখি না।' ধর্মীতি, ১৯৩১।

বৈয়সাধন [স] বি শত্রুতা। 'তাঁহাদের উপর বিলক্ষণরূপ বৈয়সাধন করিবেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বৈয়ক [স] বি বিরক্ত; সংকট। 'মোকদ্দমাকরণের অশেষ বৈয়ক।' দর্পণ, ১৮২৯।

বৈয়কি [স] বি বিরক্ত। 'বি বিরক্ত হওয়ার ভাব। 'ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যথেষ্ট বৈয়কি ও ক্রোধ উপস্থিত হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বৈয়ক্য [স] বি বিরক্ত। 'পুনঃপুনর করণে কেবল পৌনরুক্ত ও লোকের বৈয়ক্য হয়।' রামমোহন, ১৮২৩।

বৈয়স্য [স] বি বিশ্বাস ভাব। 'মুখের বৈয়স্য হরে বহুগুণধর।' গুণ, ১৮৫৮।

বৈয়গী [স] ১ বিয় সংসারে অনাসক্ত; বৈয়গী। 'পাণ্ডু বোসেন মুই হইলুম বৈয়গী।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি ক্ষমতা। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি বৈয়গ্য; বিয়গ। 'শীতের বৈয়গী নিয়ে ডেবেছি একদা।' আহসান, ১৯৫৯।

বৈয়গী দ্র বৈয়গী

বৈয়গী বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'বাগদী ব্যাধ বেদে বেশ্য বৈয়গী

বৈরাণী

‘কারদের বাসলা বিয়া বিতরণ’। দর্পণ, ১৮৩১।

[স] ১ বি সন্ন্যাসী। ‘বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাণী হরিনাস’। লাস, ১৫৮০; ‘শৌচ হৈতে আইল দুই বৈরাণী ব্রাহ্মণ’। ঞ্চন, ১৫৮০; ২ বি বৈষ্ণব। ‘বৈরাণী হইঞা করে জিহ্বার গাস’। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ অদুয়াণী। ‘প্রণয়ের বৈরাণী, প্রণয় নিমিত্ত ভিনি অজাহারী, প্রণয় নিমিত্ত কৌশিনখারী’। তমাসুক, ১৮৭৪। ৪ বি বৈরাণ্য সামনা করে যে। ‘কেউ মোহে কেউ বৈরাণী’। লালন, ১৮৯০।

বৈরাণি [স বৈরাণী] বিণ সংসার-বিরাণী। ‘হাসেহা বৈরাণি কুল মূল ত্যাগী’। আশাওল, ১৬৮০।

বৈরাণি বেশ [স বৈরাণী-বেশ] বি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর মতো শঙ্কসম্মতা। ‘দুই আতা বৈরাণি বেশ হইয়া কিছুকাল ব্রহ্মপুত্র ভূমিতে যাত্রা করিলেন’। রামরায়, ১৮০১।

বৈরাণিণী [স] ১ বি সন্ন্যাসী। ‘হে ডেবরী, ওগো বৈরাণিণী’। রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি ক্রী উদাসীনতা। ‘সাহাবর রাণিণীতে বৈরাণিণী গুণে মেনে জেগে’। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বৈরাণীপুত্র [স] বি উদাসীনতার অর্থ। ‘আমাদের বৈঠক বৈরাণীপুত্রের রাণ্যরাণিণীর বহুদূরে’। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বৈরাণি [স বৈরাণী] বি বৈরাণী। ‘এক বৈরাণি পরসার জন্মে হরদম গাইছে’। শ্যামল, ১৯৬৭।

বৈরাণ্য [স] বি সংসারের প্রতি অনাসক্ত অবস্থা। ‘মাতর বৈরাণ্য সেবি প্রভুর হৃদয় মন’। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বৈরাণ্য ধর্ম, বৈরাণ্য ধর্ম [স] বি সন্ন্যাসধর্ম। ‘বৈরাণ্য ধর্ম অজ্ঞর করিয়াছেন’। দর্পণ, ১৮২০।

বৈরাণ্যবিনাসী [স] বি সংসারের অনাসক্তি আছে এমন জীবনযাত্রার অভ্যন্তরীণ। ‘বৈরাণ্যবিনাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো’। অন্নদা, ১৯২৯।

বৈরাণ্যবুদ্ধ [স] বিণ সংসারে অনাসক্ত প্রাণী। ‘এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে, আর-এক দিকে বৈরাণ্যবুদ্ধ মানব উদাসীনভাবে গুণে’। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বৈরাণ্যব্রতী [স] বিণ বৈরাণ্যব্রত পালনকারী। ‘সেও কি বৈরাণ্যব্রতী সন্ন্যাসীর মতো’। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বৈরাণ্যযুক্ত [স] বি সন্ন্যাসী। ‘পরম বৈরাণ্যযুক্ত যাহাকে যাহা বলেন তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়’। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বৈরাণ্যরাণ্য [স] বি মন উদাস করা সুর। ‘সারঙের বৈরাণ্যরাণ্যের শঙ্কসম্মত’। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বৈরাণ্যসাধন [স] বি সংসারবিশুদ্ধতা। ‘বৈরাণ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়’। রবীন্দ্র, ১৯০১।

বৈরাণ্যপ্রসন্ন [স] বি বৈরাণ্যে মনোনিবেশ। ‘পরিবারে স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাণ্যপ্রসন্ন করিয়াছেন’। দর্পণ, ১৮২০।

বৈরাণ্যপ্রসন্ন করা [স] বি বৈরাণী হওয়া। ‘পরিবারে স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাণ্যপ্রসন্ন করিয়াছেন’। দর্পণ, ১৮২০।

বৈরাণী [স বরদাণী] বি বরদাণী। ‘এই যে বৈরাণীপণ তার মাঝে কোন জন কহ সখী দিবারী আমার’। আশাওল, ১৬৮০।

বৈরী [স] ১ বি শত্রু। ‘অপনা মার্সে হরিণা বৈরী’। চর্য্য ৬, ১২০০। ২ বি হত্যাকারী। ‘বেই আলি দিতে পারে মোর পুত্র বৈরী’। আশাওল, ১৬৮০।

বৈরি [স বৈরী] বিণ বৈরী; শত্রু। ‘শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ কূট সেহ মোর বৈরি’। বটু, ১৫৭০।

বৈরিণি [স বৈরিণী] বিণ স্ত্রী বিরোধী। ‘ধর্ম অর্থ কায মোক্ষ বৈরিণি’। দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

বৈরিণী [স] ১ বি বিরোধ। ‘পরিবারের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না হইয়া বরং অসাদারণ বৈরিণী এবং ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব জ্ঞাতিবিরোধে জন্মে’। বঙ্গবর্নন, ১৮৭২। ২ বি শত্রুতা। ‘আমি তোমার বৈরিণী করিয়াছি’। রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

বৈরিদল [স] বি শত্রুর দল। ‘বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুত্রী’। মাইকেল, ১৮৬১।

বৈরিপক্ষ [স] বি শত্রুপক্ষ। ‘বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ত কল্পবর্গ ডাকিয়া’। ভারত, ১৭৬০।

বৈরিভাব [স] বিণ শত্রুভাবাপন্ন। ‘কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে’। মাইকেল, ১৮৬১।

বৈরিশাসন [স] বি বিরুদ্ধ শাসন। ‘বৈরিশাসনের আত কোন উপায় করাও আবশ্যক হইতহে’। রবীন্দ্র, ১৮৩৫।

বৈরিশূন্য [স] বিণ শত্রুহীন। ‘বৈরিশূন্য দেব কদুনাথ’। মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরীকুল [স] বি বিরুদ্ধ পক্ষ। ‘কাতর নয়ান হই জত বৈরীকুল’। বাহুবলী, ১৬৫০।

বৈরীভাব [স] বি বিরোধের ভাব। ‘পাদ্যবাদকে বৈরীভাব নাই’। মণ্ডাররক্ত, ১৮৮৫।

বৈরীভাবাপন্ন [স] বিণ শত্রুভাবাপন্ন। ‘সুখার্ভ চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ’। ভগ্নাঙ্গী, ১৯৪৮।

বৈরুপ [স] বি বিরূপতা। ‘বৈরুপ সেবার দরকার হলে বেচণ উপমা কাজে লাগে’। অবন, ১৯২৫।

বৈলক্ষণ্য [স] বি বিপরীত অবস্থা। ‘পূর্বসূরীর বিন্দসার সময় তাহার বৈলক্ষণ্য হইল দক্ষিণ বাহিনী পশ্চিম বাহিনী হইল’। রামরায়, ১৮০১।

বৈলক্ষ্য [স] ১ বি বিভিন্নতা। ‘বিহঙ্গর সনের চ্যন্তমান গণনার লক্ষ্যের সৌরমানে গণনার বৈলক্ষ্যে ...’। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি পার্থক্য। ‘ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষ্য নাই’। দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বি ভাবান্তর। ‘ভগ্নব্রুক অনুবাদের অনেক বৈলক্ষ্য হইয়াছে’। দর্পণ, ১৮৩২। ৪ বি পরিবর্তন। ‘নগরে তাহারিণের আচারের বৈলক্ষ্য হইয়া থাকিবেক’। অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি বিশেষত্ব। ‘বিদ্যা, বুদ্ধি, বিদ্য, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষ্য প্রযুক্ত কেহ গ্রহণ, কেহ নিকট, কেহ দূর, কেহ জ্যেষ্ঠ বসিয়া গণ্য হইয়া থাকে’। বিদ্যা, ১৮২১।

বৈলক্ষ্য [স] বিণ লক্ষ্যযুক্ত। ‘বিসমাহিত বৈলক্ষ্য হইল বাহরার’। মাদিকরায়, ১৭৮১।

বৈশাখ [স] বি স্পষ্টত। ‘সেটি কেউ যুক্ত ও অভিজ্ঞতায় বৈশাখ ব্যাখ্যা করেছেন বলে জানা নেই’। শিখ, ১৯৬৬।

বৈশাখী [স] বি বাংলা বছরের প্রথম মাস। ‘এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিবা/রামিকালে মহাপ্রভু চলিয়া উদ্যানে’। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বৈশাখী [স বৈশাখী] ১ বিণ বৈশাখ মাস-সম্বন্ধে। ‘বৈশাখী পূর্ণিমাতে সোণ উজ্জ্বল ...’। দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি বৈশাখী ঋতু। ‘হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী’। রবীন্দ্র, ১৯০২।

বৈশাখী জ্বালা বি বৈশাখের উত্তাপ। 'বৈশাখী জ্বালা আছে শুধু, নাই বৈশাখী কড় বৈশাখ'। নক্ষত্র, ১৯২৯।

বৈশাখী পূর্ণিমা বি বিপদ। নক্ষত্রতত্ত্ব পূর্ণিমা। 'বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোঃ উল্যামে ...'। পূর্ণিমা, ১৮১৯।

বৈশাখী [আ বিদ্যায়তঃ] বিপ বিদ্যায়তঃ বিদ্যেতে উৎপন্ন। 'পাণ্ডবগণ বৈশাখী শর্করা'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বৈশাখী [সি] বি গ্রাটান ভারতের মহানগরীবিষয়ে। 'গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া সুরম্য বৈশাখী নগরে আশ্রয় করিলেন'। অক্ষর, ১৮৪৭।

বৈশিক [সি] বি বৈশ্যসকল। 'পতি উপপতি আর বৈশিক নামার'। ভারত, ১৭৬০।

বৈশিষ্ট্য [সি] ১ বি বিশেষত্ব। 'ব্রাহ্মণ রাজার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট'। দৃষ্টান্ত, ১৮১২। ২ বি বিশিষ্টতা। 'বহু বর্ষ পরে হিন্দু ধর্মে অনেক অনার্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বৈশিষ্ট্য-পৃথক [সি] বিপ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আলাদা। 'মুখু এই অবস্থানে অন্যান্য প্রতিবেশীদের কাছে সে বৈশিষ্ট্য-পৃথক'। শতকর্ত, ১৯৮৮।

বৈশিষ্ট্যসমুচ্চ [সি] বিপ বিশিষ্টতাপূর্ণ। 'সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকলে কখনই চমৎকার প্রকাশন্য বাস্তবীভূত বৈশিষ্ট্যসমুচ্চ বাংলা রচনাশৈলী আরও আনতে পারে না'। সুদীপনমুখা, ১৯৭০।

বৈশিষ্ট্যহারা [সি] বৈশিষ্ট্য+হারা বিপ বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত। 'আশীয়া মদ্রাসা আজ বৈশিষ্ট্যহারা হইয়া আধুনিকতার জয়গান করিতেছে'। জামায়াত, ১৯৩৪।

বৈশেষিক [সি] বি কদম রচিত দর্শনশাস্ত্র। 'বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিকট জ্যোতিষ যুগ্মি সাহিত্য নাটক'। দৃষ্টান্ত, ১৮১২।

বৈশেষিকতা [সি] বি বিশেষ অধিকারপূর্বক পাতরা। 'সম্প্রতি বৈশেষিকতা, এবং উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অমুমত'। অক্ষর, ১৮৭৯।

বৈশ্বানর [সি] ১ বি অগ্নিদেবতা। 'শঙ্ক দিল জলেশ্বর শক্তি দিল বৈশ্বানর'। মুকুন্দ, ১৯০০। ২ বি অক্ষর। 'যথা হবে প্রবেশের গহন বিশিষ্ট বৈশ্বানর, তৃষ্ণাতর মলীকহুয়াহ ... যোর দাবানলে'। মাইকেল, ১৮৬১।

বৈশ্য [সি] বি বণিক বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'যদি বৈশ্য হয়/ চাষী কেন নয়/ নাই কোন ব্যকার'। ভারত, ১৭৬০।

বৈশ্যত্ব [সি] বি বণিকত্ব। 'ওর হাত থেকে রক্ষার উপায় ঐ বৈশ্যত্বকে ধরে করে তার উপর শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্র পড়া'। সবুজ, ১৯২০।

বৈশ্বাদল [সি] বি অভিজাত সম্প্রদায়ঃ ধনিকশ্রেণি। 'যে বৈশ্বাদল নিজদের বিজড় প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বৈশ্বাত্ত্ব [সি] বি ব্যবসায়ী গ্রন্থ। 'এই যে বৈশ্বাত্ত্বের ব্যবস্থা, যার বর্ণ ধর্ম কথনের প্রথম কথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, কষ্মির, শূদ্র, এই ভিন্ন বর্ণের এক ধর্ম'। সবুজ, ১৯২০।

বৈশ্ব-গ্রন্থত্ব [সি] বি বণিকের কর্তৃত্ব। 'ইউরোপের সমাজব্যবস্থার যে করে বৈশ্ব-গ্রন্থত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে'। সবুজ, ১৯২০।

বৈশ্ববর্ষ [সি] বি হিন্দুদের চার বর্ণের মধ্যে একটি। 'ভাস্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্ববর্ষ'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বৈশ্ব্যবুধি [সি] বি ব্যবসা-বাণিজ্যের পেশা। 'লোকখন্ডা যে বৈশ্ব্যবুধি

অবলম্বন করবেন না'। প্রমথ, ১৯১৩।

বৈশ্বাত্ত্ব [সি] বি বৈশ্বাদের ব্রত গ্রহণের আচার। 'বীহার্য কামব্রত বৈশ্বাত্ত্ব গ্রহণ করিবার অধিকারী ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বৈশ্বমহিমা [সি] বি ব্যবসার মায়াজ্ঞ। 'যে-জাতি বৈশ্বমহিমা যতটা আয়ত্ত্ব করেছে তাকে ততটা উন্নত বলে শীকার ও প্রচার করেন'। সবুজ, ১৯২০।

বৈশ্ব্যরাজ [সি] বি বণিকরাজ। 'ব্রিটনের রাজা বৈশ্ব্যরাজই আমাদের রাজা'। সবুজ, ১৯২০।

বৈশ্ব্যরাজক [সি] বিপ ব্যবসায়ীর শাসন। 'সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্ব্যরাজক যুগের শতন হইয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বৈশ্ব্য [সি] ১ বি অসমতা। 'প্রাণীজগতের এইরূপ সৃষ্টিবৈশ্ব্য ও চিত্তযায়িত্ব ব্যাপার যেমন সোজসর'। অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি পার্থক্য। 'জী পুরুষে বাস্তবিক কিছু বৈশ্ব্য আছে'। তমাসুন্দর, ১৮৭৪। ৩ বি অসমতা। 'সম্প্রতি যুরোপ সেই গ্রন্থের যুগ পড়িয়াছে তাই বিচ্ছেদ, বৈশ্ব্য'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বৈশ্ব্যমাজল [সি] বি বৈশ্ব্যতত্ত্ব জাল। 'সকল দেশই বৈশ্ব্যমাজলে আচ্ছন্ন'। বটম, ১৮৭৯।

বৈশ্ব্যমীতি [সি] বি বৈশ্ব্যমূলক আদর্শ। 'ইরোজের যোর বৈশ্ব্যমীতি তীব্র ক্ষোভ জন্মাত করেছে'। মহাশেখর, ১৯৫৬।

বৈশ্ব্যমুদ্র [সি] বিপ গ্রন্থময়র। 'এই সংসার বৈশ্ব্যময়র'। বটম, ১৮৯৯।

বৈশ্ব্যমূলক [সি] বিপ অসমতাপূর্ণ। 'যে সমস্ত বৈশ্ব্যমূলক ব্যবস্থা কর্তামনে রহিয়াছে'। কোশ, ১৯৪৯।

বৈশ্ব্যিক [সি] ১ বি আর্থিক। 'বৈশ্ব্যিক শ্রীকৃষ্ণ যে না হইয়াছিল, এরূপ নাহে'। অক্ষর, ১৮৮৮। ২ বিপ বিদ্যে সংক্রান্ত। 'কোন বৈশ্ব্যিক বা উৎসব-ঘটিত ব্যাপারে সত্যিগত নিষিদ্ধ থাকেন'। অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বিপ পার্থক্য। 'বৈশ্ব্যিক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

বৈশ্ব্যিকতা [সি] বি ধনসম্পত্তি সংক্রান্ত জ্ঞান। 'বৈশ্ব্যিকতা বিলাসিতা মনকে টানাটানি করিতে পারে না'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বৈবৈবত্ব [সি] বৈষ্ণব তত্ত্ব। বি হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসনা বিধিসংক্রান্ত শাস্ত্র। 'বেদীনীপুর অঞ্চলে বৈবৈবত্বের গুরুশ্রমীরা প্রাণ প্রচলিত ছিল'। হুতোম, ১৮৬১।

বৈষ্ণব [সি] বিপ বিজ্ঞতত্ত্ব। 'বৈষ্ণব জন জেন সেবিয়া হরিরে'। মালাধর, ১৫০০।

বৈষ্ণবধর্ম [সি] বি বিজ্ঞতত্ত্ব হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বৈষ্ণব ভাব [সি] বি নেশার আবেশ। 'বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শান্ত ভাব উদিত হইল'। গ্যারী, ১৮৫৯।

বৈষ্ণবসাহিত্য [সি] বি বৈষ্ণবতত্ত্বনির্ভর সাহিত্য। 'বৈষ্ণব বৈষ্ণবসাহিত্যেও যে এমনি মিশন সাধনের প্রয়াসক্রান্ত ভাব রাস্তার সৃষ্টি'। হাই, ১৯৫৪।

বৈষ্ণবজ্ঞা [সি] বি বৈষ্ণবী আদর্শ। 'বৈষ্ণবজ্ঞাভাব করি এতক সাহস'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বৈষ্ণবপরাধ [সি] বি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচরণীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন। 'বৈষ্ণবপরাধ পূর্বে অধিষ্ঠিতা হইয়া'। কৃষ্ণা, ১৫৮০।

বৈষ্ণবী

বৈষ্ণবী [স] ১ বি স্ত্রী বিকৃতকৃত। 'রূপে পাণ্ডবজ্ঞান শব্দে বাজান বৈষ্ণবী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি স্ত্রী নারায়ণী। 'শক্তি হল্যা তিন ... ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা।' মনিকরম, ১৭৭১।

বৈষ্ণবী [স] কিং বি বিকৃতকৃত সম্পর্কিত। 'মাদল খুব উজাসের বৈষ্ণবীর বাদ্যময় হইলেও নাসাদে তাহা সুখকর নহে।' কনকুল, ১৯৩৬।

বৈষ্ণবোচ্চিষ্ট [স] বি বৈষ্ণবের উচ্চিষ্ট খাবার। 'বৈষ্ণবোচ্চিষ্ট খাইবার ফল দেখাইয়া।' কুঞ্জরাম, ১৫৮০।

বৈশা [স বিসৃ]-> কি বস। বৈস কি বসে। 'আইসহ গ্রামের সেই বৈস গো বাহিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। বৈশএ কি বসে। 'মজা দেশে সাধারণ যথেক বৈসএ।' সুলতান, ১৭০০। বৈসত কি বসেন। 'বহু বহু মঙ্গলময়ান রোসালে বৈসত।' আলফল, ১৬৮০। বৈসর ১ কি বসে। 'মজুর মরমে বৈসর বরনাটী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি বসবার করে। 'চতাল ধীরের প্রায় সমুদ্রে বৈসয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বৈশহ কি বসে। 'বৈশহ রাজার রাজ্যে যায় খেয় নান।' মুকুন্দ, ১৬০০। বৈশাইয়া কি বসিয়ে। 'বিভিন্ন আসনে বৈশাইয়া বেলকারে।' বিজয়, ১৬০০। বৈসাইল কি বসালে। 'মান্য করি আনন্দ্যাক বৈসাইল নিষ্ঠা।' সুলতান, ১৭০০। বৈসএ কি বসাইয়া বসিয়ে। 'কোলেত বৈসএ নিয়া হাতে ধরি টানি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বৈশাঙল কি বসালে। 'বৈশাঙল কন্যা কটোরা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বৈসে ১ কি বসে; অবস্থান করে। 'হেনমতে নারায়ণ যাকির বৈসে।' মালময়, ১৫০০। ২ কি বাস করে। 'হেন সব কন্যা বেসে সুবপুরে বৈসে।' বড়, ১৫৭০। ৩ কি আরোহণ করে। 'ভবে জন্মেজয় রাজা বৈসে সিংহাসন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বৈসেন কি বসেন। 'আজুতরে যেনমতে বৈসেন পাণ্ডাল।' বৃন্দা, ১৫৮০। বৈষ্যো কি উপবেশন করা। 'রাসনে বৈষ্যো যার মহামদা আশু পায়।' মনিকরম, ১৭৮১।

বৈশার্শ [স বৈশাধ] বি বৈশাধ; বাংলা গন্ধকার গ্রন্থ মাস। 'বৈশার্শ মাস মেসে রাশি।' রামাই, ১৭১০।

বৈসাদৃশ্য [স] ১ বি পার্থক্য। 'বর্ণগত কোন বৈসাদৃশ্য নাই।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বি অমিল। 'উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বৈহাসিক [স] ১ বি পরিহাসপ্রিয় সহচর। 'বৈহাসিক অবিহাসী ঢালে যদি বিহাস বিভ্রংশ।' সুপ্রীত, ১৯২৮। ২ বি ভাড়া; স্থল বিহিততা করে এমন লোক। 'সেই সব ভাষার আনন কাজ করে যদি মানুষ ও মদীধী ও বৈহাসিক নিয়ে।' জীবন, ১৯৪৪।

বৌ [স বধু]-> বি স্ত্রী; বউ। 'জলে বোর' মন মিহিসুতী গানে উজানীর বাজে ধার।' জয়ীম, ১৯৫১।

বৌখাল [স বোদাল] বি বৃহদাকার মাছবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

-বৌ - ভবিষ্যৎ কালচক্র ক্রিয়াবলিত্তিবিশেষ। 'যো যবে জাগিবো রাধা তেজির পরালে।' বড়, ১৪৫০।

বৌ বৌ [কন্যা] বি প্রবল গতির শব্দ। 'মাঝার মধ্যে বৌ বৌ করিয়া বে রক্ত ছুটিতেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বৌও বি দ্রুত ঘূর্ণনে সৃষ্ট ধ্বনি। 'গলা ঘোরে বৌও বনবন।' নজরুল, ১৯২২।

বৌচাকা [কু বুকা] বি কাপড় দিয়ে বাধা পোটলা। 'বৌচাকা খুলিয়া একটি তত্ত্ব বহু পরিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বৌচাক-পুটলি বি কাপড় দিয়ে বাধা ছোটো বড়ো পোটলা। 'ভাঁদের

পাতভাঙি গুটিয়ে, বৌচাক-পুটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে।' নজরুল, ১৯২২।

বৌচাকা-বুটকি বি ছোটো বড়ো বৌচাকা। 'শাসের হাতে কাঁখে বৌচাকা-বুটকি ছিল।' মৃত্তকতা, ১৯৪৯।

বৌচাকা বি বৌচাকা; কাপড় দিয়ে বাধা পোটলা। 'বৌচাকা বেঁধেছো ঢের।' জীবন, ১৯৪৪।

বৌচাক-বুটকি বি কাপড় দিয়ে বাধা ছোটো বড়ো পোটলা। 'নাশিত তার বৌচাক-বুটকি রাধিরা ...।' জয়ীম, ১৯৬০।

বৌচা ১ বিপ প্রভারক। 'কেহ বৌচা কেহ বৌচা কেহ বা সরল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ ভোতা; ওর্গা, ১৭৮৫; 'কালচাওঁর পান্দুকা ফিতেবাঝা মোড়তলা মাথানোড়া বৌচা সকল পায়ে দেন।' ভবানী, ১৮২৩। ৩ বিপ চ্যাপটা। 'ভাইয়ে তো তোর নাকটি বৌচা।' নজরুল, ১৯২৬।

বৌচা-চ্যাবকা বিপ বেচণ। 'বৌচা-চ্যাবকা কালো মানুষক নয়।' ওর্গানী, ১৯৪৮।

বৌচাকাক বিপ নাক বৌচা এমন। ওর্গা, ১৭৮৫।

বৌচা-নাকা বিপ চ্যাপটা নাকবিশিষ্ট। 'বৌচা-নাকা বোদা যে হয়।' নজরুল, ১৯২৬।

বৌটা [স বৃদ্ধ] বি কলের বৃদ্ধ। মালোশ, ১৭৪০।

বৌটকা ১ বিপ পাঁটার গানের গানের মতো গন্ধমুগ্ধ। 'নইলে দেশময় বৌটকা গন্ধ কিসের?' নজরুল, ১৯২৩। ২ বি বিদ্রী গন্ধ। 'কৌতকা বাবে, রইবে শুধু বৌটকা।' নজরুল, ১৯৩১।

বৌটকা গন্ধ বি উষ্মক গন্ধ। 'আবু বলে, নানা যন্ত্রিনি তো জাত, মেহেদি বৌটকা গন্ধ।' নজরুল, ১৯৩৩।

বৌটকাগন্ধী বিপ উষ্মক গন্ধবিশিষ্ট। 'বৌটকাগন্ধী তোজসুরি কয়।' নজরুল, ১৯৩১।

বৌটা [স বৃদ্ধ] ১ বি ফুল বা কলের বৃদ্ধ। মালোশ, ১৭৪০। ২ বি অস-প্রত্যয়ের প্রান্ত। 'কাপ কুলুপ করি কলিগার বৌটা ধরি।' সুলতান, ১৭৫০।

বৌসে [স বিসৃ]-> বি মিষ্টান্নবিশেষ। 'এই সন্দেশ, দরবেশ, রসসোভা, জিলিপি, পান্ডারা, বোসে, খাভা, গজা মিহিদানা, মতিচূর, দই, বাবড়ি।' শিরদায়, ১৯৭০।

বৌকসো [স বকু]-> বি বিশেষ আকারের ধাতুপাত্র। 'এই আমার ভগ্না বৌকসো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বৌকা [স বৃদ্ধ] ১ বিপ নির্দোষ। 'রাজ কাড়ে যেন বৌকা ছাপ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মদ্য ছাপল; পাঁটা। 'দিশিল তেজিল ছা বৌকা তার কুড়িটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৌকা ছাপ বিপ বড়ো ও বয়স্ক বৌকা। 'রাজ কাড়ে যেন বৌকা ছাপ।' বড়, ১৪৫০।

বৌকাচন্দ্র বিপ অত্যন্ত বৌকা। 'মনিব আমার বৌকাচন্দ্র অল্লাসে যান গলে।' সুকুমার, ১৯২০।

বৌকাচন্দ্র বিপ বৌকার সোহা। 'আমার মতো বৌকাচন্দ্র মোহ হয় আর দুনিয়ার দুটি নইই।' নজরুল, ১৯২৭।

বৌকাটিয়া বিপ বৌকার মতো। 'হেন না অমন বৌকাটিয়া হাসি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

বৌকাদম্ব বি বৌকারি খেসারত। 'লাভ করা দূরে থাকুক, কিছু

বোকাবস্ত্রও দিতে হয়' *জামায়াত*, ১৯৩৯।

বোকাবংশ *বিশ* বোকার মতো। 'বোকাবংশ নষ্টপাটি করিয়া বাহির' *সুকুমার*, ১৯২০।

বোকা-বোকা *বিশ* নির্বোধের মতো। 'সরল বোকা-বোকা চাউনি' *আলোউদ্দিন*, ১৯৬০।

বোকাশি, বোকাশী *বি* নির্মূর্ত্তিতা। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'অবহুটকে মৃত্যু দিয়ে অপরিবর্তনীয় করে দেওয়া বোকাশি?' *মানিক*, ১৯৩৫; 'মঠ ছাড়িয়া দেওয়া বোকাশী' *আজাদ*, ১৯৪৪।

বোকাশায় *বিশ* বোকার শ্রেষ্ঠ। 'এ গোড়া দেশের বোকারায় আমরা' *নজরুল*, ১৯২৯।

বোকাহাযা *বিশ* অতিশয় নির্বোধ। 'পুলিশী কর্তারা অপ্রস্তুত আর বোকাহাযা' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

বোকেস্ত *বিশ* বোকার সেরা। 'বোকেস্ত-গুপ্তিত ছাপ সেও দাড়ি রাখে' *নজরুল*, ১৯২৯।

বোকার *বি* ভরবারির কোষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বোকে [ক bouquet] *বি* ফুলের তোড়া। 'কি একটা বোকের গন্ধ পাখিলাম আমার বিছানায় আমার মশারিতে' *জীবন*, ১৯৩২।

বোকো [ক] *বি* সুসজ্জিবিশেষ। 'বাবুর ফিটন প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো থেকে বেরুচ্ছিলেন।' *হেতম*, ১৮৬১।

বোক্তস খোক্তস *বি* রূপকাধার রাক্ষসের মতো কর্তৃত্ব প্রাপ্তী। 'তৈবর রাক্ষস বোক্তস খোক্তস ...' *ভারত*, ১৭৬০।

বোখার [আ বুখার] *বি* ছুর। 'রায়ে আমার বোখার হল বলছি ছুরের ঠিক বাণ' *সুকুমার*, ১৯১৮।

বোখি *বি* মাটি ফুঁড়ে বের হওয়া চারাশাখ। 'চারিদিকে কলার ছোট বোখি পুঁতিয়া ...' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

বোখদাদ [আ] *বি* বাগদাদ নগরী। 'বোখদাদে তাই যাবে আলদিন' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

বোখদাদবাসিনী [আ বোখদাদ+স বাসিনী] *বিশ* স্ত্রী বাগদাদে বসবাসকারী। 'বোখদাদবাসিনী এক ইন্দুী রমণী।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

বোখদাদি, বোখদাদী *বিশ* বাগদাদের। 'তদিত্যা আওরাজ বত বোখদাদী সকল' *গরীব*, ১৭৬৫; 'নব বোখদাদি আলিফ মায়লা' *নজরুল*, ১৯২৮।

বোখল [আ বখল] *বি* বায়মূল। *ওসী*, ১৭৮৫।

বোখোনডেলিয়া [হি] *বি* সৌন্দর্যবর্ধক লতা যাতে ফুলও ফোটে। 'বোখোনডেলিয়া লতা' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

বোজা *বি* নৃপাতীশবিশেষ। 'যে বোজা জাত, হরত তোমার কথা বুঝবেই না' *জরা*, ১৯৪০।

বোচকা *প্র* বোচকা

বোচা *বিশ* গাছাড়া। 'বোচা নাক' *ওসী*, ১৭৮৫।

বোছা [আ বোসা] *বি* চুম্বন। 'দিল বোছা কামিতে কামিতে।' *গরীব*, ১৭৬৫।

বোজরদা [আ বুজরু] *বি* সাধু ব্যক্তি। 'ইহা সবে বোজরদা জানিবে জমানায়' *গরীব*, ১৭৬৫।

বোজা' *স* বুধ> *ক্রি* বোজা। 'সকল লোকে পীত গাছে না বোজে

মাহাত্মা' *বিজয়*, ১৬৫০।

বোজা' *স* মূরহা> *ক্রি* নিশিদিষ্ট করা বা হওয়া। 'অনেকের চক্ষু বুজে এসেছে' *হেতম*, ১৮৬১।

বোজা' *বিশ* বন্ধ। 'চোখ-কান ... বোজা ছিল' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

বোজানো *ক্রি* ভরাট হয়ে গেছে এমন। 'জল ও আবর্জনার বোজানো' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

বোজের বাজি *স* ভুজ> *বি* ভোজবাজি। 'বাহা সেবিলো, বেহমত বোজের বাজি' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

বোঝা' *১* *বি* ভার; মোট। 'বোঝা বান্ধি সর্ব নিম্নে মস্তকে করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০। *২* *বি* বেদনার ভার; মানসিক চাপ। 'বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

বোঝাই *১* *বিশ* পরিপূর্ণ। 'শাটনার মাল বোঝাই করিলাম।' *বোমল*, ১৭৮০। *২* *বি* মালপত্র। 'জাহাজ সেখানে থাকিবে ও জাহাজের বোঝাই একটা নুতন দাল সিদ্ধা কলিকাতার আসিবে' *দর্পণ*, ১৮১৮; 'বুকে যাওয়ার বোঝাই ভরি গেল চলে কতই তরী' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

৩ *বি* আরোপ। 'অপরূপের সমস্ত দায়িত্ব ... বোঝাই করলে বিহঙ্গদের উপর' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

বোঝাই-করা *বিশ* পরিপূর্ণ। 'এইরকম সব উত্তর মানুষের পুরাণ বোঝাই-করা' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

বোঝাই-বালাস [বোঝাই+আ বালাস] *বিশ* বোঝা নামিয়ে এসেছে মধ্যম ভারমূলক। 'বোঝাই-বালাস পোকার গাড়ি' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

বোঝাই-ভরী [বোঝাই+স ভরী] *বি* মালবর্তি সৌকা। 'দেশতে দেশতে সাধের ভরী হয়ে ওঠে বোঝাই-ভরী' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

বোঝাই-ভরা *বিশ* মালামাল ভর্তি। 'বোঝাই-ভরা পাখাবোটটাকে ত্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

বোঝাখারি *বিশ* বোঝা ধারণ করতে সক্ষম এমন। 'দশ হাজার নয়শত নয় মোন বোঝাখারি এক জাহাজ প্রস্তুত' *দর্পণ*, ১৮২৬।

বোঝানো [স বাহা>] *ক্রি* মালামাল পরিপূর্ণ করা। 'বুঝেই বোঝার সামগ্রি বোঝাইয়া বহুরে চালান করিলেক' *রায়রাম*, ১৮০১।

বোঝাতরা [স বাহা>] *বিশ* বোঝাপূর্ণ। 'আনে বোঝাতরা কাট কেটে' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

বোঝার উপর শাকের আঁচি – বাড়তি চাপ। 'বোঝার উপর শাক আঁটার মত ভুড়িকে আনিয়া কিছুই শেলাই শিখিতে সাদ করে' *সৌর*, ১৮২২।

বোঝা' *স* বাহা> *বিশ* ভারবাহী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

বোঝা' *স* বুধ> *১* *ক্রি* বুঝতে পারা। 'রাজা তদিত্যা বুঝিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। *২* *ক্রি* জানা। 'হায়েটে, বোমদার সবই নয়ান বানিক বানিক বোঝে' *ম্যামল*, ১৯৬৭। *বোঝা* *জিহ্মুল* *ক্রি* বোঝাছিল।

'আমি যে কী ভাবে জ্ঞানসমারকে দেখে থাকি ... এই কথাটা আমি ভীকে বোঝাছিলুম' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

বোঝানো' *প্র* বোঝা

বোঝানো' *১* *ক্রি* উপলব্ধি করানো। 'কাপখানার পাঠিয়ে বোঝানো যাবে যে, ইউনিং পাঠি' *সিরিশ*, ১৮৮৬। *২* *ক্রি* অর্থ প্রকাশ করা। 'এখানে ভরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বোঝাপড়া' *স* বুধ> *১* *ক্রি* বীমানো। 'স্কেনেপ্রকার বোঝাপড়া,

বোঝাবুঝি

আহারানির বন্দোবস্ত করা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২। বি সমগ্র।
'এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে
আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩। বি প্রতিযোগিতা। 'শক্তির সঙ্গে শক্তির
বোঝাপড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বোঝাবুঝি [স বুঝ] ১। বি বোঝাপড়া। 'একটু হাসি একটু শরম -
দুজনই এই বোঝাবুঝি।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২। বি উপলব্ধি। 'অসংকল্প
সংবোধেই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় বেশী।' বেগম, ১৯৪৮।

বোট [১। বি নৌকা। 'এক উপযুক্ত দুমসী ভিগি বোট আশিসের মাঝি
ছিলেন।' ভদ্রানী, ১৮২৫। ২। বি শাইকবোটে; জাহাজ ভূবে গেলে
যাত্রীদের জীবনরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত ছোটো নৌকাবিশেষ।
'জাহাজের ছাদে বে বোট থাকে, তাহা সমুদ্রে সড়ক ভাঙ্গাইল।'
কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮; 'রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট গোরা, গন, বোট ও
এসপেসিয়েল কমিসনের চট্রা।' হেতম, ১৮৬১।

বোট বাঁধা বি তীরে নৌকা রাখা। 'পারনা নগরের একটি সেরা
মাটির কাছে বোট বাঁধা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বোট-মাত্রা [বি বোট+স মাত্রা] বি নৌকার সুরে ভ্রমণ; নৌভ্রমণ।
'আমি একবার এখানকার একটি বোট-মাত্রা ও শিকরিক পাটিতে
ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বোটরেন [বি বি নৌকাবাঁচ। 'সাহেবের হুজুড়ি জাহাজের জলে।
করিতেছে 'বোটরেন' সেগর সকলে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বোটকা বিগ উৎকট গাভীরূপিণী। বিদ্যা, ১৮৯১: 'তোমার বোটকা প্রাণস
নৈই বলে।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

বোটা [স বুঝ] বি বোটা; বুঝ। 'বোটা কাটি রসন সহিত বৃত্তি তার।'
কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

বোটনিকাল [বি বিগ উদ্ভাটনবিদ্যা বিষয়ক। 'বোটনিকাল গাভীরূপিণী
রবীন্দ্র, ১৯০২।

বোটনিকাল পার্ভেন [বি বি উদ্ভিদ উদ্ভাটন। 'উদ্ভিদকাননে
(বোটনিকাল পার্ভেন) বেড়াইতে বেড়াইতে ...।' গোষ্ঠীদ্বা, ১৯২২।

বোটনিক [বি বি উদ্ভিদতত্ত্ববিদ। 'কত বোটনিকও ভো রয়েছেন।'
ধৃষ্টি, ১৯০১।

বোট্টে [স বহির্] বি বোট্টে। 'সকলেই এক এক বানা বোট্টে হাতে করিয়া
বসিল।' কল্লিম, ১৮৮২।

বোট্টে বি বোট্টে। 'সব ভিগিওয়ান বোট্টে চওড়া মাথা মাটিতে
পুটেছে।' মনোজ, ১৯৬১।

বোটা [বি বুটি; কপাড়ে সূচ দিয়ে তোলা ফুল। 'জরির বোটা স্পষ্ট দেখা
মাছে।' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

বোমাদার বিগ বৃত্তিমুক্ত। 'টকটকে লাল রঙ - ছোটো ছোটো
বোমাদার।' মুক্তভবা, ১৯৫৮।

বোঠান [স বধু+ঠাকুরানী] বি বউঠান; বউদি; ভাণী। 'অমল সেগুলি
ভাণার বোঠানকে সেবাইত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বোড়িঙ [বি বি অর্থে বিলিম্বিত থাকে ও লাগ্যার ব্যবস্থা আছে এমন
আবাস। 'বোড়িঙ ইন্ডিয়ানটির বোড়র।' স্বপ্নদর্শন, ১৮৭২।

বোড়ো, বোড়ো [স বোড়া] বি বিহীন সাপবিশেষ। 'রাজসাপ দেখি জো
চামড়ি হারে কিং কং বোড়ো খাই।' চর্চা ৪১, ১২০০: 'বাইত হইতে
পথ নাই নামে করিছে জড়া লিখিতে গথিতে নারি সন্ত আছে বোড়ো।'
বিজয়, ১৯৫০।

বোড়া-ধার [বোড়া+স ধার] বিগ ভোঁতা। 'মনের সম্ভাণে খুর আনে

বোড়া-ধার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বোড়োপাশ [বোড়া+পাশ] বি ফাখারি বিষয়ক সাপবিশেষ। 'সেটা
কানে গিরে পৌছয়ে বোড়োপাশের।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বোড়ী [স বোড়ী] বি বুড়ি; পাঁচ গজ। 'কবজী ন লেই বোড়ী ন লেই
সুজড়ে পার করেই।' চর্চা ১৪, ১২০০।

বোড়ো [স বটিকা] বি দাবার বুটি। 'রাজ্যতলাকে একবার বোড়ের মতো
চোখে দিলে আসি পৌ।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বোত [কা] বি মূর্তি। 'পারসের এক বোতের নাম ছিল বোদা।'
মোহনদী, ১৯০২।

বোতশানা [কা] বি প্রতিমাগার; যেখানে বহু মূর্তি আছে। 'হিন্দী
বোতশানা হুঁড়ে নিখিল বিশ্বের কুলে কুলে।' ফরকশ, ১৯৪৬।

বোতল [প বোতল] ১। বি বড়ো শিশি; কাচ অথবা প্লাস্টিকের তৈরি সর
যন্ত্রপাতি। গার। ওর্গা, ১৭৮২: 'এক বোতল সুগা পাইয়া বড়
আনিকিত।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০০। ২। বি এক সের পরিমাণ। ওর্গা,
১৭৮৫।

বোতলচুর [বোতল+স চুর] বি কাচের বোতলের চুর। 'সব মাছায়
বোতলচুর কতটা যেখানে সুতো অকটা হয়।' হামফ্রি, ১৯০১।

বোতলবাসি [বোতল+স বাসী] বি মদ। 'ধন্যের বোতলবাসি ধনা
লাল ফুল।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বোতলবাসিনী [বোতল+স বাসিনী] বি স্ত্রী মদ। 'বোতলবাসিনীর
সুন্দরীকো বরফ জীবনের বোটার হাফকে বিসর্জন দিতে রাজি আছে।'
মুক্তভবা, ১৯৫৮।

বোতলিক [বোতল+স ইক] বিগ মাতাল। 'ভাঁহারা শৌর্যলিক ছিলেন
কিন্তু তোমরা বোতলিক।' কল্লিম, ১৮৮৭।

বোতাম [প বোতান] বি পোশাক ব্যাপ্ত ইত্যাদির বোলা অংশ অটিকানের
গুটিকাবিশেষ; বোতাম। মের্সে, ১৭৬২।

বোতাম-আঁটা বিগ বোতাম লাগানো আছে এমন। 'বোতাম-আঁটা
জামার নীচে শাখিতে শয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বোদা [আ বয়দা] বি ডিম। ওর্গা, ১৭৮৫।

বোদা [স বিধান] বিগ বান্দহীন। 'তার তার বোদা লাগে মুখ হর
জোনা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

বোদাম [প বোতান] বি বোতাম। 'পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া
সবুজ রসের একটা ফতুই।' হেতম, ১৮৬১: 'চককক পিতলের
বোদাম বসান কোট।' কৃষ্ণকমল, ১৮৮৫।

বোদালি [স বোদাল] বি বোয়াল মাছ। 'বিশাল বোদালি তারে করিবেক
গ্রাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বোছা [স] বিগ বুঝতে সক্ষম এমন। 'আপনার তুল্য বিবেক ও বোছা
এখানে দেখতে পাই না।' উমেশ, ১৮৫৭।

বোচ্চি [স বুচ্চি] বি কৌশল; বুচ্চি। 'কি করিব এবং বড়াই বোচ্চি বোল
মাকে।' মালাগু, ১৫০০।

বোহ [স] ১। বি উপলব্ধি। 'পানি গহন বিধি বোধ বিআহ।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০: 'এই যে তোমার মাসী বাপে নহে টুটা।' রামধন্যনাম,
১৭৮০। ২। বি ধারণা। 'পর্লভের সফকৃত ভাষাতে রাসার আচর্য
বোধ হইল।' মুক্তভবা, ১৯১০। ৩। বি অনুভব। 'যে প্রকার ত্রেপ
তারা সকলেই বোধ করিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮২৫। ৪। বি জ্ঞান।
'সকল সময়েই নৃতন বোধ হয়।' গুপ্ত, ১৮৫৫।

বোধ করা বি অনুমান করা। 'বিসার দেবিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

বোধকরি ক্রিবিণ সম্ভবত। 'খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের সহপথিক বলা হয়নি বোধকরি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

বোধগম্য [স] কিণ বোধ্য যায় এমন। 'তরজমা ... বোধগম্য হইত না।' দর্পণ, ১৮৩০।

বোধগম্যতা [স] বি উপলব্ধি করার ক্ষমতা। 'গণতন্ত্র ও জনগণের বোধগম্যতা বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৬৩।

বোধগম্য হওয়া [স] কিণ মনে হওয়া। 'সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে ...' দর্পণ, ১৮১৯।

বোধজনক [স] বিণ সহজে বুঝতে পারে এমন। 'তাহারদিগের বোধজনক ভাষা কহিতেই হয়।' দর্পণ, ১৮২৩।

বোধবুদ্ধি [স] বি সাধারণ জ্ঞান। 'সহজ বোধবুদ্ধির সাহায্যে যদি ব্যাণাট্টা নিয়ে কেউ একটু ভাবেন ...' শিব, ১৯৬০।

বোধশক্তি [স] বি অনুভব করার ক্ষমতা। 'অন্তরের একটি বাতাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বোধশক্তিহীন [স] বিণ উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই এমন। 'অনেক বোধশক্তিহীন পাঠক আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বোধশূন্য [স] বিণ বোধ নেই এমন; চেতনালশ্য। 'বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরন্তর দৃশ্য চলে গ্রাসি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বোধসুলভ [স] বিণ বোধগম্য। 'সত্য ধর্ম উদ্ধৃত করিয়া তাহারদিগের বোধসুলভ করিয়া দিওন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বোধসৌকর্য, বোধসৌকর্য [স] ১ বি বুদ্ধিমত্তা। 'পাঠকবর্ণের বোধসৌকর্য ও চিত্তরঞ্জনার্থে ...' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি চিন্তার উচ্কে। 'বোধ-সৌকর্যের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।' মোহনহর, ১৯৩৭।

বোধ হওয়া ১ কি মনে হওয়া। 'যাহা ভালো বোধ হয় সেই গ্রাহ্য।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ কি উপলব্ধি হওয়া। 'তখন বোধ হইয়াছিল যে অনেক বাঙ্গালি সদরসুদর হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বোধহীন [স] বিণ অনুভূতিহীন। 'হলুদ শরীর খেমে যায় বোধহীন, তাপী।' শব্দ, ১৯৬৯।

বোধহীনা [স] বিণ স্ত্রী নির্বোধ। 'প্রাচীন দিগকে বোধহীনা বলিয়া জ্ঞান করেন।' হালিসহর, ১৮৭১।

বোধগম্য [স] বিণ বোধাতীত। 'বিধির বিধান বোধগম্য।' মাইকেল, ১৮৬০।

বোধাতীত [স] ১ বিণ ইন্দ্রিয় বহির্ভূত। 'বোধাতীত মহিমাময়ের প্রত্যেক কার্যকেই মনোবাহ বলায় সিদ্ধান্ত করিয়া লই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ বোধ্য যার না এমন। 'ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বোধাধিকার [স] বি উপলব্ধি করার অধিকার। 'বাহাদুরদিগকে সম্যক প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকারহইতে পরাজুখ করিতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

বোধার্থ [স] ক্রিবিণ বোধোনার উদ্দেশ্যে। 'অগ্রিশব্দ বোধার্থে অগ্রিবোধক শব্দ সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্ম ...' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

বোধিত [স] বিণ বোধপ্রাপ্ত। 'বিধি বোধিত মহালোভা এবং সমাজোপলব্ধক পূজা করত।' দর্পণ, ১৮২৬।

বোধোদয় [স] বি জ্ঞানের উদ্রেক। 'আমারদিগের বোধোদয় হইলে তাহার করুণাত্ম্য এই দুঃখরূপ কষ্টকি বৃদ্ধ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বোধ্য [স] বিণ বোধগম্য। 'তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না।' দর্পণ, ১৮৩১।

বোধন [স] ১ বি জ্ঞাপণ। 'তোমার বোধন তইল অকালে বিধাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পূজার আগে দেবীর জ্ঞাপণের অনুষ্ঠান। 'আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বোধনা বি চৈতন্য। 'মানুষের নিরন্তর জুড় প্রাণ-বোধ্য বোধনায়।' অমির, ১৯৩৯।

বোধাই [স বুধ] বি বোধ্যও; প্রবেশিত করে। 'ভলমতে বোধাই অবুধ বনামাশী।' বড়ু, ১৪৫০।

বোধিদ্রুম [স] বি যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় পৌত্তম বৃদ্ধ তপস্যা করতছিলেন। 'বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বোধিসত্ত্ব [স] বিণ পরম জ্ঞানী। 'বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁধি মেঘিয়া চাহিলেন।' নজরুল, ১৯২২।

বোন [স ভগিনী] বি ভগিনী। 'বোনঝি বি বোনের কন্যা।' উরসা সাপিনী আইল পহার বোনঝি। বিজয়, ১৬৫০।

বোনখোঁরি বোনের ছেলে। 'বোনখোঁরি কলকাতায় বসে জানলে কি কুসুহা? সঁজ, ১৯১৬।

বোনাই বি ছোটো বোনের নামী। 'বোনাই যদি মনিব হয় তবে কর্তৃ করিতে বড় সুখ।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

বোনাইবাড়ী বি বোনের নামীর বাড়ি। 'কেহ বেহাইবাড়ী, বোনাইবাড়ী, সপরিবারে ঘটি-বাটি ... সমেত দাখিল হইল।' স্বর্গদেব, ১৮৮৪।

বোন বি বোন। 'কেন বোন এত কাহিল হয়েচিন কেন?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বোনো [স বয়ন] ১ কি বয়ন করা। 'ভূনি বুনি খুটি বোনে গড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি জামাকাপড় প্রস্তুত করা। 'একটু বোনো ও সেলাই করা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বোনো [স বপন] কি বীজ বপন করা। 'কাননে কলাই বোনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বোনো [স বয়ন] ১ বিণ বুনায়ে। 'সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেটে করিয়া বোনো।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি রচনা। 'বনের পথে কী মায়াভাজ হয় যে বোনো।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বোনাস [স] বি নিয়মিত বেতনের অতিরিক্ত এককালীন অর্থ। 'মাসে আটটার বেতন পাল্লা হলে পাল্লাপিছু পাঁচ টাকা করে বোনাস।' মাসিক, ১৯৩৬।

বোন্দা [সি বুন্দা] ১ বি অলঙ্কারবিশেষ; টকিল। 'যথা, দমদম, চৌদানি, বোন্দা, বোজড়া, ফলনা, মুক্তার লজ্জা দেওয়া কর্ণফুল ... ইত্যাদি।' জবানী, ১৮২৮। ২ বি বাঙালি। 'যদি তাই না হবে তবে বোন্দা বোন্দা কড়কড়ে নেট গেল কি করে।' আলাউদ্দিন, ১৯৭৩।

বোব [ধন্য] বিণ বাকশক্তিহীন। 'তরু বোব সে সীস কাল।' চর্চা ৪০, ১২০০।

বোবা [ধন্য] ১ বিণ নির্বাক। 'হাহারা জন্মভাষাধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাত্যাসকরণার্থে ইষ্টপ্রদেশে ও ফ্রান্সদেশে

মহোদ্যোগ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিধ নিঃশব্দ; নীরব। 'বোবা মেয়ের বজ্রাঙ্গে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ বিধ স্থির। 'শিখিশিখরের পাপলা-বোরা পোষ মেনেছে গিরিতলের বোবা জলরাগিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বোবা জল [বোবা+স জল] বি প্রোহিতান জল। 'বিলের জলকে পট্টমাসের লোকেরা বলে বোবা জল।' রবীন্দ্র, ১৯৮৩।

বোবাত্ত [বোবা+স ত্ত] বি কথা বলার অক্ষমতা। 'ভারপর সরলার কানাত্ত কানাত্ত ও বোবাত্ত ঘোচে।' মনিক, ১৯৪০।

বোবামি বি বোবার আচরণ। 'বোবামির বান্ধব মত্ত মাটির ধরনী।' অমিয়, ১৯৩৯।

বোবায় পাওয়া ক্রি চেষ্টা করণেও কথা বলতে না পারা। 'হঠাৎ যেন তাকে বোবায় পেয়েছে।' অঙ্গাউমিন, ১৯৫৮।

বোবার শব্দ নেই – পরের বিষয়ে কথা না বলে চুপ করে থাকলে কারো ক্রোধের কারণ হতে হয় না। সুবল, ১৯০৬।

বোবার ঝপ্প – প্রায়োগ সম্ভব নয় এমন পরিকল্পনা। 'এ শিক্ষাটা ঠিক যেন বোবার ঝপ্প।' পত্রিকা, ১৯১৯।

বোবাশব্দ [বোবা+স শব্দ] বি অকুট শব্দ। 'তার মুহূর্তগুলি সীসের মতো বোবাশব্দে ফুটপাতে খসে পড়ে।' বুদ্ধ, ১৯৭১।

বোমা [প bomb] বি বিস্ফোরক দিয়ে তৈরি পোশকবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তখনো উপর থেকে বোমা পড়ছে, ভিড়ের লোক টোপাটোপ করছে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩০; 'বোমা ফাটার আওয়াজ।' বিজুতি, ১৯৩৭।

বোমাওয়ালা [বোমা+হি ওয়ালা] বি বোমাবাজ। 'সরকারের দুর্বল নীতিই বোমাওয়ালাদের উৎসাহ বর্ধনের একটা নিষেধ কারণ।' এসলাম, ১৯৩০।

বোমা-ধ্বস্ত [বোমা+স ধ্বস্ত] বি বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এমন। 'যখন আমার বুক বোমা-ধ্বস্ত শহরের মতো হব্ব হুঁয়ার কথা।' শামসুর, ১৯৭৩।

বোমাবর্ষণ [বোমা+স বর্ষণ] বি বোমা নিক্ষেপ; বোমার বৃষ্টি। 'তাহার প্রতিজ্ঞানুসারে উপর হেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

বোমার ১ বি বোমা নিক্ষেপক। 'বোমার বারানদা এসে একদিন আমাদের আঙা দেখে বলেছিলেন ...' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি বোমা নিক্ষেপ করে যে বিমান। 'জার্মান বোমারু-গুণী এক টন গুজনের ...' আজাদ, ১৯৪১।

বোমার্ক বিমান বি বোমা ফেলা হয় যে বিমান থেকে। 'পাক বোমার্ক বিমানগুলো বেসামরিক জলভার উপর নামাপ বোমা বর্ষণ করছে।' বিশ্ববী বাংলাদেশ, ১৯৭১।

বোমীয় [বোমা+স ইয়] বি বোমা সম্পর্কিত। 'প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা বেড়েই গেল।' জীবন, ১৯৪০।

বোমা বি আগা সূচালো ও নালার মতো টানা গর্তওয়ালা যন্ত্রবিশেষ, যা দিয়ে বড়া ছিদ্র করে মালের নমুনা বের করা হয়। 'ঘচঘচ করে বড়ার বোমা মেরে চাল-কলাহিরের নমুনা বের করে দেখে।' মনোজ, ১৯৬১।

বোমি [স বমি] বি উদ্গিরণ। 'উচ্চ শ্রেণীর ধনী লোকদের দুর্নীতির কথা বলিতে গেলে বোমি আইসে।' সুলতান, ১৮৭৩।

বোম্বা [প bomba] বি বোমা। ওর্গ, ১৭৮৫।

বোমাই বি বোমো তথা মুম্বাইয়ে তৈরি। 'একখানি বোমাই শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৬।

বোমাইবাসী বি বোমো তথা মুম্বাইয়ে বাস করে এমন। 'এই কাহাজে প্রায় বাটজন বোমাইবাসী ... আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

বোমাইয়া বি বোমো তথা মুম্বাইয়ের। 'সে মেছুয়া বাজারে রাস্তাবাড়ের বাড়িতে ছিল সে বোমাইয়া লোক।' ক্যালেন্ড, ১৭৮৫।

বোমোয়ে বি বোমো তথা মুম্বাই সম্পর্কিত। 'তার বোমোয়ে দেশাদের এই অহিংস কাজ সম্পর্কে ...' আজাদ, ১৯৩৯।

বোমোচাক [মারাঠি মুম্বাই>] বি অকুট রকমের। 'আচ্চাতো বোমোচাক প্রভৃতি সং প্রবৃত্ত হতো।' ছতোম, ১৮৬১।

বোমোটে [প bombardeiro>] ১ বি জলদস্যু। 'তখনমুদ্রে অনেকে বোমোটে ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বি বেপারোয়া ব্যক্তি। 'বোমোটেদের টুটি যেন পায় জিখাশু হাত।' সুভাষ, ১৯৪০।

বোমোবেটো বি জলদস্যু। বিদ্যা, ১৮৯১।

বোমোটা বি জলদস্যুদের একটি দল। 'পূর্বে ছিল বোমোটা নামক ডাকাইত।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

বোমোটেগিরি বি জলদস্যুতা। 'চীনের নৌকো ভাসায় বোমোটেগিরি করবার জন্য।' প্রমথ, ১৯৩৩।

বোয়ম [পা বি কাচ, চীনা মাটি ইত্যাদির তৈরি পাত্রবিশেষ। 'মোরকার দুই বোয়ম পাশাপাশি রাখা।' মঙ্গীল, ১৯৬৩।

বোয়ম [পা বি কাচ, চীনা মাটি ইত্যাদির তৈরি পাত্রবিশেষ। 'চারদিকে হুঁকে গড়পড়া করসি আর তামাকের বোয়ম।' বিমল, ১৯৫৩।

বোয়া বি কুলজ শিকড়। 'বায়্র বটবিটিপরি ঐ বোয়ার মধ্যপন দিয়া অভিবেসে ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

বোয়াল বি কাঁটাগাছবিশেষ। 'চারিধারে তার তেঁশিরে কাঁটা, মাঝে চিড়িচিড়ে, আকন্দ, বোয়াল এবং আরো কত কী কাঁটাগাছ ...' নজরুল, ১৯২৭।

বোয়াল [স বোদাল] বি আঁশনয়ন এক প্রকার বড়ো মাছ। 'বৃদ্ধ বোয়ালে খামে ভক্ষা জ্ঞান হেতু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বোয়ালচোখ বি বড়ো আকারের চোখ। 'পতিতমহাযের গালাগাল, বোয়ালচোখ সব কিছুই জানাই আমরা তখন তৈরি।' মুক্তবা, ১৯৫২।

বোয়ে বাওয়া দ্র বওয়া

বোরকা [আ বুরকা] বি মুসলিম নারীদের আপাদমস্তক আবৃত করার পোশাকবিশেষ। 'বিচিত্র বোরকা মুখে ঢাকিয়া কামিনী।' অঙ্গাণল, ১৬৮০।

বোরখা [আ বুরকা] বি পর্দা। 'আজ বৃন্দুসের মুখের বোরখা খলিয়া পড়িয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

বোর্কা বি [আ বুরকা] বি বোরকা। 'জর্দাপরী জমাত করির বোর্কা গায়।' গভোস্ত, ১৯১৬।

বোরজ [আ বুরজ] বি বরজ; ছাউনি দেওয়া পান চাষের ক্ষেত। 'বাকুই নিবসে পুরে বোরজ নির্মাণ করে মহাবীরে নিতা সেই পান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বোরজ বি বাতিল। 'ইজারা বোরজ করিব আর খুব সাজাই দিব।' ওর্গ, ১৭৮২।

বোরড [হি বোর্ড] বি পরিষদ। 'তাহা বোরডের ক্ষুদ্র মতে সরকারের কিংবদন্তি কারণ বিক্রম হইবেক'। ক্যালগে, ১৭৮৭।

বোররাক [আ বুৱাক] বি ইসলামি মতে পাখাবিশিষ্ট স্বর্ণীয় ঘোড়া। 'অসিবে এবার আমার পরম বস্তুর বোররাক'। নজরুল, ১৯৪৫; 'এমনি সে কোন নীরব নিশীথে এল বোররাক বহিয়া জ্যোতি'। ফররুখ, ১৯৪৬।

বোরাক [আ বুৱাক] বি ইসলামি মতে পাখাওয়ালা স্বর্ণীয় ঘোড়া। 'বিজুলির গতি শীঘ্র বোরাকে চড়িয়া'। আলগোল, ১৬৮০।

বোররাক [আ বুৱাক] বি ইসলামি মতে পাখাওয়ালা স্বর্ণীয় ঘোড়া। 'বোররাক আর উচ্চৈশ্বা বাহন আমার'। নজরুল, ১৯২২।

বোররা বি বোলতা। 'উন্নতরূপ তাঁপ মথা বোররা প্রকৃতি'। ভারত, ১৭৬০।

বোরহান [আ বুৱহান] বি প্রমাণ। 'ও যে বিশ্বের চির সাচ্যারই বোরহান'। নজরুল, ১৯২৪।

বোরো [হি] বি চট্টের থলে। 'বোরর কটক লইয়া সাজিলা সত্বর'। বিজয়, ১৬৫০।

বোরো [স বোরব] বি প্রধানত বৈশাখে উৎসব ধানবিশেষ। 'আসু বোরো আমন রাক্ষিা ক্রমে ক্রমে'। ভারত, ১৭৬০।

বোর্ড [হি বোর্ড] ১ বি ব্যক্তিগতকর্ত্তে নিয়ে গঠিত পরিষদ। 'বোর্ড ক্রেনের সেকুটরী সাহেব'। ক্যালগে, ১৭৮৮। ২ বি নীতিনির্ধারক পরিষদ। 'বিদ্যাদ্যাপনের বোর্ড'। মর্দু, ১৮৩৩। ৩ বি কাঠকলক; পাতি। 'এ কথাটি বোর্ডে লিখিলাম'। বিদ্যা, ১৬৬০। ৪ বি খেলার ছক আঁকা কাটি। 'লুডোর বোর্ড ও গতিতলো তহিয়ে কুপির ভেতর রেখে দিল'। জীবন, ১৯০২। ৫ বি কারাম বা ঐ ধরনের খেলার জন্য নকশা করা কার্টের কাঠামো। 'বোর্ডে নতুন করে পাউডার ছিটকে গুটি সাজাচ্ছে'। ইলিয়াস, ১৯৭২।

বোর্ডারিবিদ্যু [হি] বি রাজ্য বোর্ড। 'বোর্ডারিবিদ্যুতে কিংবা কুশিকাভার কালেক্টরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নতুন পদ্মা পাইতে পারিবেন'। মর্দু, ১৮২৫।

বোর্ডারি [হি] ১ বিণ আবাসিক। 'কলকাতায় বোর্ডারি মেয়েদের নিয়ে আছে'। রোকেয়া, ১৯৩১। ২ বি বোর্ডিংয়ে বাস করে যে। 'হয়ত বোর্ডারি ঘুমুচ্ছে এখনো'। জীবন, ১৯৩২।

বোর্ডিং [হি] বি ছাত্রাবাস। 'বঙ্গদেশে আজকাল বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস ছাপন'। প্রচারক, ১৯০১।

বোর্ডিং ইকুল [হি] বি আবাসিক বিদ্যালয়। 'বোর্ডিং ইকুল আকার ধারণ করে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বোর্ডিং হাউস [হি] বি অর্থের বিনিময়ে থাকা এবং খাওয়া যায় এমন আবাস। 'সাধারণ হাউস (ডে-স্টাডার) ব্যতীত কেবল বোর্ডিং হাউসেই লভ্যবিত্ত বালিকা বাস করে'। রোকেয়া, ১৯২৪।

বোর্ডিং [হি] ১ বি ছাত্রাবাস। 'বোর্ডিং দেব বেনারসের স্কুলে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি আবাসিক হোটেল। 'বোর্ডিং গিয়ে উঠি'। জীবন, ১৯৩৩।

বোল [হি] ১ বি কথা। 'সকল দেবের বোল হরি বনমালী'। বড়, ১৪৫০। ২ বি ধ্বনি। 'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই'। কৃষ্ণা, ১৫৮০। ৩ বি অসেল বাক্য। 'কে বোল বলাই তুমি সে বোল বলিবে আমি'। মুহম্মদ, ১৬০০। ৪ কি গান গাওয়া। 'উপদেশ নানাভাবে বোলে নানা পক্ষী'। আলগোল, ১৬৮০। ৫ বি নিবৃত্ত। 'ভাসিল নুপুংধনি, কিত্তিগীর বোল যোর রোলে'। মাইকেন্স, ১৬৮১। ৬ বি

বুলি। 'লৌকিকতার বাধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বোল-কাটাকাটি বি সংগীতের সওয়াল-জওয়াব। 'দুই বাদকে মুখে মুখে বোল-কাটাকাটি ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বোলচাল বি কথাবার্তা। 'দুই কটকে যদি হইল বোলচাল'। বিজয়, ১৬৫০।

বোলে চালে ক্রিণিণি বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা। 'বোলে চালে এড়ামিতে না পারিবি রাখা ল'। বড়, ১৪৫০।

বোলন বি কথা। 'বোলন বোলন নাহি নীরস নয়ন'। বাহরাম, ১৬৫০।

বোল-বলা বিণ পানের বাণী ফুটিয়ে তোলে এমন। 'হারিয়ে গেছে বোল-বলা সেই বাণী'। সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বোলবলাও বি নামডাক। 'যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেয়েন'। হুতোম, ১৮৬১।

বোলবোলা ১ বি নামডাক; প্রভাব। 'বোলবোলা বুঝ বাড়ল নবাবজাদার'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি বাকশক্তি। 'অবোলা কে কহা? তোমাদের ভাবি বোলবোলা'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বোলমাত্র বিণ কেবল কথার সীমাবদ্ধ। 'সে টোল বোলমাত্র'। মর্দু, ১৮২১।

বোল [হি বোল] বি মুকুল। 'আঁবের বোল'। বক্রিম, ১৮৭৪।

বোলগুটি বি (সংগীতে) এক আবেতে বোলের বিস্তার। 'লম্বার তবলা বায়া কৈ নিয়ে বোলগুটি ও ফলা গুয়াটের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কলেন'। হুতোম, ১৮৬১।

বোলটু [হি বোল্ট] বি পাঁচ-কাটা সোহার শলাকবিশেষ। 'বোলটু আছে'। বিজুতি, ১৯০১।

বোলতা [স বরটা] বি বিধাত পতঙ্গবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫; 'এক ঝাঁক বোলতা ঘোঁড়াকার দাওয়া করিলেন'। তারিঙ্গী, ১৮০৩।

বোলা ১ কি বলা। 'সর্বসংবেদ্য বোলথি সান্ধি'। চর্চা ২৬, ১২০০। ২ কি বাক্যনো। 'কে না বাণী বোলাএ'। বড়, ১৪০০। ৩ কি জানানো। 'নিদ্রাক্রমরূপক না পেলা বোলাইআ'। বড়, ১৪৫০। ৪ কি চরানো। 'আপন ইচ্ছায় ছাপল লয়া বোলে বনে'। মুহম্মদ, ১৬০০। ৫ কি ডাক দেওয়া। 'আজরাইল বলে সেই বোলাও উহার'। গরীব, ১৭৬৫। বোল কি বলে। 'না জাবিয়া বোল যদি হইব সরল'। বিজয়, ১৬৫০। বোলই কি বলে। 'কেহা হোয়ে তোহোরে বিক্রা বোলই'। চর্চা ১৮, ১২০০। বোলএ কি বলে। 'মোরে কেহে বোলএ ধামালী'। বড়, ১৪৫০। বোলজি কি বলে। 'বিনু অসবের কী সবী বোলজি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বোলথি কি বলে। 'সর্বসংবেদ্য বোলথি সান্ধি'। চর্চা ২৬, ১২০০। বোলনী কি বলা। 'মুহিমুল মন ফুলে সুবর বোলনী'। আলগোল, ১৬৮০। বোলজি কি বলেন। 'নরুলে বোলজ আশা আছে তান মনে'। সুলতান, ১৭০০। বোলজি কি বলেন; বলছেন। 'পরদারে পাশ নাহি বোলজি কাহাজি'। বড়, ১৪৫০। বোলথি কি বলে। 'কএ অপরাধ বোলথ কত বোল'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বোলবা কি বলা। 'ডন কইসে সহজ বোলবা জাঅ'। চর্চা ৪০, ১২০০। বোলম কি বললাম। 'সেই কোশে বোলম বেউলারে কর দু'। বিজয়, ১৬৫০। বোলশি কি বলে। 'অধিরত হিত বাক্য হোয়ার গজিত'। আলগোল, ১৬৮০। বোলয়ে কি বলে। 'হাসিয়া বোলয়ে বির আশি ধনয়'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বোলশি ১ কি বলগে; বলছি। 'আদি আত এখো বোল

না বোলসি ডাল' বড়, ১৪৫০। ২ কি বলছি। 'পুনি মত বলছি ধর্ম মোহাই।' বাহরাম, ১৬৫০। বোলসী কি বলবে। 'তোমার নিজস্ব মোহে কি বোলসী' বড়, ১৪৫০। বোলহ কি বলে। 'বোলহ সুন্দর কাক রাখার উদ্দেশ্যে।' বড়, ১৪৫০। বোলাই ক্রিপস ডাক দিয়ে। 'বোলাই আলিলা তার কন্যাক তুরিত।' বাহরাম, ১৬৫০। বোলাইয়া কি বলে-কয়ে। 'নিদয়কদয়কাক না লগা বোলাইয়া।' বড়, ১৪৫০। বোলাইব কি বলবে। 'কাহারে বোলাইব গা তোল তোল ...' বিজয়, ১৬৫০। বোলাইল ১ কি ডাকিলে। 'কন্দনের হলে বোলাইল হরিনাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ কি ডেকে পাঠালো। 'সোহানকে বোলাইল আনিসেক পাচার।' বাহরাম, ১৬৫০। বোলাইলে কি ডাক দিলে। 'বোলাইলে না বোলে বোল।' সুলতান, ১৭০০। বোলাইলো কি ডাকলাম। 'একে একে সবিলন/সম্বাক বোলাইলো।' বড়, ১৪৫০। বোলাএ ১ কি বলায়। 'সেই এহা পথে মোহাদলী বোলাএ।' বড়, ১৪৫০। ২ কি বাজাচ্ছে; বাজায়। 'কে না বাঁশী বোলাএ।' বড়, ১৪৫০। বোলাইয়া কি ডেকে। 'যার যেই বয়সেরে বোলাইয়া গিল।' গরীব, ১৭৬৫। বোলাইব কি বাজাচ্ছে। 'খিরে খিরে মুহলি বোলাইব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বোলায়িল কি ডাকিলে। 'আপনা বোলায়িল সতী আশাক মারিতা।' বড়, ১৪৫০। বোলি কি বলি। 'ভয়ে তোরো না বলি অনুচিত।' বিজয়, ১৬৫০। বোলিইল কি বলে। 'তাবে বোলিগে জে উচিত না জান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। বোলিতা ১ কি শেষ করে। 'ভব উলোটে বিখ বি বোলিতা।' চর্য্য ৩৮, ১২০০। ২ কি বলে। 'ই বোলিতা শর টনি ফেলাএ সতুর।' বাহরাম, ১৬৫০। বোলি কি উভারন করলে। 'নিশেধে রহিলা কিছু না বোলিলা বাণী।' বাহরাম, ১৬৫০। বোলী বলে হায়। 'জ্যেতই বোলী তেতবি টাল।' চর্য্য ৪০, ১২০০। বোল ১ কি বলে। 'উভিতী সব বোলে আনচান।' বড়, ১৪৫০। ২ কি বারায়। 'আপন ইচ্ছায় ছাপল মধ্যা বোলে বলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। বোলেন কি বলেন। 'রাজাএ বোলেন পুন ধর্ম মনে গনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বোলোজ কি বললেন। 'জমোজয় বোলোজ সুন চন্দ্রবাসী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। বোলো ১ কি বলে। 'কেমনে কেহিমি বোলো দারুণ রোদনা।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ কি বলবে। 'কারুকে উচু কথা বোলো না।' গিরিশ, ১৮৮১। বোলোঁ কি বলি; বলছি। 'চরমে পড়িতা কাহাজি বোলোঁ তোমারো।' বড়, ১৪৫০।

বোলা' বি কথা। 'বোলা এক বোলোঁ তাকে বেরে ধর মনে।' বড়, ১৪৫০।

বোলাবুলি ১ বি উত্তর-প্রত্যুত্তর; কথা-কাটাকাটি। 'বোলাবুলি রাখিকা পাইল নিজ ঘর।' বড়, ১৪৫০। ২ বি আশাপ। 'দুইজনে করে বোলাবুলি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বোলি বি ধনি। 'আহো আহো মিঠেমিঠে বোলিতে গুন-গুন গান বোলে ...' মহাশেখর, ১৪৫৮।

বোলোঁ চালাওঁ ক্রিপণ কথার মাধ্যমে ভুলিয়ে। 'বোলোঁ চালাওঁ তোর খান আশিতে না পারি।' বড়, ১৪৫০।

বোলে চালে ক্রিপণ কথাবার্তায়। 'জোড়া পাখা নাহি কিছু ভাঙে বোলে চালে।' বিজয় ১৫০০।

বোলান [হি বোলন] বি কথার উত্তর। 'ঘর গেলে না দিলে বোলান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বোলানো' কি ডাকা। 'আরতির কালে দুই গ্রন্থ বোলাইল/গ্রন্থ সবে সবে আসি আরতি দেখি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বোলানো' [প্রা বোলা] ১ কি আলতোভাবে ঝুঁয়ে যাওয়া। 'হাতটি বুলিয়ে দেয় গায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ কি চাননা করা। 'ভারতবর্ষ

সীমারোশার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বোলার [হি বি ক্রিকেট খেলায় বল করে যে। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্পো গুগলি বোলার।' মুকুন্দবা, ১৯৫৮।

বোল্ট [হি ১ বি বকু; প্যাচ-কাটা সোহার পেছকের মতো শলাকা। 'কাগপে, ১৭৮৯। ২ বি বপুকের গুটি রাখার জায়গা। 'বট করে বোল্ট বকু করার শব্দ হল।' নজরুল, ১৯২৪।

বোলা' বি বোলা। 'এক হাত বোলা বার হাত শিখ/উড়ে যায় বোলা থা জিং জিং।' দশীদুর্ভাষ, ১৯৩১।

বোশেখ [স বৈশাখ] বি বাংলা মাসের নাম; বৈশাখ। 'বোশেখ-জটি মাসকে গুয়া/পুপুর বোলা কয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বোশেখী বিণ বৈশাখ মাসের। 'বিবাস নেই বোশেখী দিনের গুপার।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

বোটিম [স বৈষ্ণব] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ; বৈষ্ণব। 'আমি বোটিম বলে শাক ভো রক্তপাত করতে ছাড়ো না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বোটিমী বি বৈষ্ণবী। 'সকল দিকর্ম্ম আমার বোটিমী।' লালন, ১৮৯০।

বো-সান [হি বি জাহাজ চালনার কাজে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারী। 'একটা মালবাহী স্টিমারের বো-সান পদেই সে ইয়াছিল।' মামিক, ১৯৩৬।

বোশিষ্টা বি বসা

বোস্তা [কা বুস্তান] বি বৃক্ষ। 'যদিই পাই তায় তোমার বোস্তার শোশবুলা খাধা খুল বেড়ান।' নজরুল, ১৯৩৯।

বোস্তান [ফা বুস্তান] বি ফুলবাগান। 'দেখ মশলত আঞ্জি শিজ্তান বোস্তান।' নজরুল, ১৯২৪।

বোহ [স বোখা] বি বোখ। 'এবে মই বুখিল সপ্তপুরুষোহে।' চর্য্য ৩৫, ১২০০।

বোহা বি অংখালনার চাল বিশেষ। 'বোহা আর সঙ চালি চালাইল সকল।' আলগোল, ১৬৮০।

বোহারি, বোহারী বি বৃক্ষবিশেষ। 'বোহারী করঞ্জক বংশ।' বড়, ১৪৫০; 'অজুঁন বস্তুর খিরি গায়া আখত বোহারি।' মাদাধর, ১৫০০।

বোহি, বোহী [স বোধি] বি বোধি; পথম জ্ঞান। 'নিয়জী বোহি দূর য জাহী।' চর্য্য ৫, ১২০০; 'মাখ নিরোহে অণুজর বোহী।' চর্য্য ৪৪, ১২০০।

বোহিমীয় [হি বোহিমিয়ান] বি প্রচলিত ব্রীতিনীতি না-মানা ব্যক্তির বাস করে এমন। 'যুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বোহেমিয়ান, বোহেমীয়ান [হি বি প্রচলিত ব্রীতিনীতি মানে না এমন। 'বোহেমিয়ান ড্রাবে ৮/১০ জন জুতলোক ...' রোকেয়া, ১৯২২; 'যেন বোহেমীয়ান সে একজন, কিন্তু, ধারে না কাকর ধার।' শাসসুর, ১৯৭০।

বোহেমিয়ানি [হি বোহেমিয়ান] বি উদ্দেশ্যনির্ভর যাত্রার যুরে বেড়ানো। 'বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বৌ [স বধু] ১ বি বউ; পত্নী। 'বৌ দেই জলের উপরে বেনে বেনে।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি রক্ষণশীল বাড়ালি ঘরের বধু। 'আমি সেই ঘোমটা দিয়া বৌ হইয়া নাই।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৩ বি পুত্রবধু।

ওরা, ১৭৮৫; 'তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিল্লী হলে' গিরিশ, ১৮৮৯।

বৌ কথা কও বি গানের পাখিবিশেষ। 'বৌ কথা কয়, করো বিনয়, ভাঙেচ বয়ের মান।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বৌকাটিকি, বৌকাটিকি বি পূজবধুকে নির্ধাতন করে ও বৌটা দেয় এমন। 'কেহ বলে, আমার শান্তড়ী মাগী বড়ো বৌকাটিকি।' প্যারী, ১৮৫৮; 'বৌ-কাটিকী শান্তড়ী ও নির্ধাতিতা বধু।' অন্নদা, ১৯২৮।

বৌছর বি কানের বাড়িতে আঁকা আলপনাবিশেষ। 'কন্যার বাড়িতেও এই-রকম একটি বৌছর দেবার নিয়ম।' অবন, ১৯১৯।

বৌছুড়ী বি বড়-বোট (গালি)। 'বৌছুড়ি আমাকে দু-পা দিয়া খেতলায় ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

বৌঠাকুরাণি বি বড় ভাইয়ের বউ। 'দোহাই বৌঠাকুরাণি।' রক্তিম, ১৮৭৪।

বৌপাখি বি গানের পাখিবিশেষ; বৌ-কথা-কও পাখি। 'পাছের উপরে ডাকছিল বৌপাখি।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

বৌ-ভাত বি বরপক্ষ-আয়োজিত বিবাহ-পরবর্তী অনুষ্ঠানবিশেষ। 'বৌ-ভাতের কাজে লাগে।' শিবরাম, ১৯৭০।

বৌমা বি ছেলের বউকে আদরসূচক সম্বোধন। 'ও বৌমার হবিখির সম্মুখি; কাল থেকে শুহান ছিল।' গিরিশ, ১৮৮৬।

বৌয়ারি, বৌহারী বি পূজবধু। 'বড়ার বৌহারী আকে বড়ার বী।' বড়ু, ১৮৫০; 'কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার বৌয়ারি।' বিজয়, ১৮৫০।

বৌ বৌ বৌ [ধন্য] বি সড়কি যোরানোর শব্দ। 'আগে আগে ছুটল রূপা বৌ বৌ বৌ বড়কি ঘোরে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

বৌচর [হি] বি ডাউচার; অর্থপ্রদান, হিসাবের যথাযথ ইত্যাদি বিষয়ে লেখপ্রণাম বা রসিদ। 'সেই সকল হিসাব ছিলে বৌচরের জমা করে।' রাজ, ১৮৭৪।

বৌঠা [হি বৈঠনা] বি বসার আসবাব; বেঞ্চি। 'বৌঠা ২' মেরস, ১৭৬২।

বৌক [স বুদ্ধ] ১ বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধ অবতার। 'নরসিংহ বৌক ককি শ্রীনন্দনন্দন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্ম। 'কি বৌক, কি পৌরাণিক ধর্ম ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্ম [স] বি বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ধর্ম। 'তাঁহার ... বৌদ্ধধর্ম গ্রহণাদি সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী [স] বিণ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। 'তাঁহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'যত লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।' রক্তিম, ১৮৮৭।

বৌদ্ধনীতি [স] বি বৌদ্ধ দর্শন। 'কিন্তু বেদ যে শূদ্রাতি কিংবা বৌদ্ধনীতির মূল।' প্রমথ, ১৯১৫।

বৌদ্ধপ্রতিমা [স] বি বৌদ্ধমূর্তি। 'তাঁহার সর্বধ্বন বৌদ্ধপ্রতিমা ... সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বৌদ্ধ ভিক্ষু [স] বি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বৌদ্ধভিক্ষুণী [স] বি ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'রাজারী বৌদ্ধভিক্ষুণীর ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য ...।' প্রমথ, ১৯৩০।

বৌদ্ধমতাবলম্বী [স] বিণ বুদ্ধদেবের মতের অনুসারী। 'শ্রাবস্তি নারবাসী কতকগুলি বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সমভিষাঘ্যে সমুদ্রে যাইতেছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বৌদ্ধশাস্ত্র [স] বি বুদ্ধদেব প্রবর্তিত ও প্রচারিত মতবাদ বিষয়ক শাস্ত্র। 'প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূর্য নামক বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বলিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

বৌদ্ধাচার্য [স] বি বৌদ্ধধর্মীয় পণ্ডিত। 'বরং বৌদ্ধাচার্যেরা যখন বেদের কোনো উপদ্রব শাখা থেকে ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

বৌনি [স বর্ধনী] বি দিনের প্রথম বিক্রয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

বৌল [স মুকুল] বি ষড়মে ব্যবহৃত মুকুলাকৃতি কাণ্ডপত্র, যা গায়ের দুই আঙুলে চেপে ধরে চলতে হয়। 'বড়ম চন্দনকাণ্ডের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল।' রক্তিম, ১৮৭৪।

বৌলি [স মুকুল] বি মুকুল আকৃতির কানের অলংকার। 'সুবর্ণের কড়ি-বৌলি রজতমুদ্রা পাটলি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্যক্ত [স] ১ বিণ প্রকাশিত। 'সম্বোধনকন প্রভাবতির ব্যক্ত হৈল।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ 'শ্রীকৃত'; উল্লিখিত। 'রাজবাটীর এক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহা খোদিত ... ব্যক্ত নাই।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বি প্রকাশ। 'তাহা নিরঞ্জনদেয়ে ব্যক্ত করা যায় না।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ব্যক্তকার [স] বি প্রকাশক; ব্যক্তকারক। 'ফুল সূন্য ব্যক্তকার বিচার না করে।' মালধর, ১৫০০।

ব্যক্তব্য [স] বিণ প্রকাশ করা যাবে এমন। 'ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি বক্তৃতাটিকমধ্যগত করিয়াছেন।' রক্তিম, ১৮৮৭।

ব্যক্তমূর্তি [স] বি প্রকাশিত অবয়ব। 'অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্তমূর্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যক্তি [স] ১ বি লোক। 'ঐ ব্যক্তি বীকৃত হইলে পর সে চলিল।' কেরি, ১৮১২। ২ বি প্রকাশ। 'অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ব্যক্তিকতা [স] বি ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য। 'সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ব্যক্তিকতাহীন [স] বিণ নৈব্যক্তিক। 'সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক [স] বিণ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রণীত। 'মানবতত্ত্ব একই সঙ্গে বিশ্বমানবিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক।' শিব, ১৯৫৬।

ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা [স] বি ব্যক্তিসংবৃত্ত। 'ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে ঐক্যের পথে বাহ্য হইয়া দাঁড়াইতে না দেওয়ার জন্যই ...।' অজ্ঞান, ১৯৬৪।

ব্যক্তিগত [স] ১ বিণ একান্ত নিজস্ব। 'ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রকাশ বতরুণ না সর্বজনীন ও সর্বকালের সৌন্দর্য লাভ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'আমাদের যেখানে নিত্যকাল নিত্যকাল সুখ দুঃখ বাসনা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে ছেয় হতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বিণ একক। '২৫ পর্যন্ত পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন।' বেণয়, ১৯৩৩।

ব্যক্তিগতভাবে [স] ১ ক্রিবিণ ব্যক্তি হিসেবে। 'ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ ক্রিবিণ একান্তভাবে। 'সে ব্যক্তিগতভাবে কোনোপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ব্যক্তিচরিত্র [স] বি ব্যক্তিমানুষ্যের বৈশিষ্ট্য। 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের

ব্যক্তিরিষ

বেশি আর এগোননি – মূল ভাষাটিকে গ্রাধান্য দিয়ে ব্যক্তিরিষের জটিলতাকে সরল করে এনেছেন।' শিব, ১৯৫০।

ব্যক্তিরিষ [সি] বি ব্যক্তিব্যক্ত্য। 'স্রষ্টার ব্যক্তিরিষের সন্মুখ ধর্মের বিধের বর্ননামাধই যদি শিল্প হয় ...' সুবীণমুখো, ১৯৭০।

ব্যক্তিতত্ত্ব [সি] বি সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির ওলুত বৈশি – এই মতবাদ। 'বাঁট ব্যক্তিতত্ত্ব কিংবা বাঁট সমাজতত্ত্বের দোষ একই।' খুর্জী, ১৯৩১।

ব্যক্তিতত্ত্ববাদী [সি] বি সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির ওলুত বৈশি – এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'আপনার মতন ব্যক্তিতত্ত্ববাদী কি পরের কথা ভাবতে পারে।' খুর্জী, ১৯৩১।

ব্যক্তিতা [সি] বি নিজত্ব। 'ব্যক্তিতার অবরোধে মূর্খতাকে চূর্ণ হয়ে গেছে।' সুবীণ, ১৯৩৩।

ব্যক্তিতাত্ত্বিক [সি] বি ব্যক্তিগত। 'কালচার সমাজতাত্ত্বিক নয়, ব্যক্তিতাত্ত্বিক।' মোহাম্মদ, ১৯৫০।

ব্যক্তিতাত্ত্বিকতা [সি] বি যে নীতিভিত্ত সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিকে বেশি গ্রাধান্য দেওয়া হয়। 'অর্থাৎ এই ব্যক্তিতাত্ত্বিকতার মোড় ফেরে সামাজিকতার দিকে।' ওদুম, ১৯৪১।

ব্যক্তিত্ব [সি] বি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। 'যতই সে বড় হইতে লাগিল, অজিহ্বা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জ্বলিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'ব' 'ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার বেশ ফলস্বত পাঠিয়েছেন।' মোহাম্মদ, ১৯২৭।

ব্যক্তিত্ববর্জিত [সি] বি ব্যক্তির ঘোণ নেই এমন। 'ব্যক্তিত্ববর্জিত সমাচারমাত্র বিজ্ঞানে স্থান পাঠিতে পারে, সাহিত্যে নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ব্যক্তিত্ববিকাশ [সি] বি ব্যক্তির উন্নয়ন। 'দু-তিন জনের মধ্যে উল্লেখ করি উনিশ শতাব্দী ব্যক্তিত্ববিকাশের ... প্রতিনিধি হিসেবে যাদের গণ্য করা চলে।' শিব, ১৯৫৬।

ব্যক্তিত্ববোধ [সি] বি ব্যক্তিরিষের ব্যক্ত্যবোধ। 'ব্যক্তিত্ববোধে বিরোধজব বিরোধ; পুরুষবোধে সন্যোগ।' খুর্জী, ১৯৩১।

ব্যক্তিত্বহারা [সি] বি ব্যক্তিত্ব+হারা বিণ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'ব্যক্তিত্বহারা অবিভেদ গণিতভত্ত শিরে তখন বিরাট বিশ্বভূতনে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ব্যক্তিনির্দেশক [সি] বিণ ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'সত্য সর্বাংশেই ব্যক্তিনির্দেশক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যক্তিনির্ভর [সি] বিণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিনির্ভর প্রেক্ষিত্রণ বস্তুকৌতুকহাস্যের প্রার্থ্য।' মুরশিদ, ১৯০০।

ব্যক্তিবিকাশ [সি] বি ব্যক্তিগত বিকাশ। 'সমিতিদের প্রান্তবিশ্ব বহুমানিকতার বিরুদ্ধে প্রোতের রূপনির্দেশতত্ত্ব, কোলাসিতক ব্রহ্মাভ্যাসের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা ...' শিব, ১৯৫০।

ব্যক্তিবিশোধী [সি] বিণ ব্যক্তিসত্তার বিশোধ ঘটায় এমন। 'এই সব ব্যক্তিবিশোধী মতবাদের মধ্যে যেটি সব চাইতে মারাত্মক ...' শিব, ১৯৩০।

ব্যক্তিবিশেষ [সি] বি বিশেষ কোনো ব্যক্তি। 'তিনি ব্যক্তিবিশেষে প্রার্থনা মত দান করিতেছেন।' লর্ণণ, ১৮৩৩।

ব্যক্তিভেদ [সি] বি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তারতম্য। 'স্বাধকর মিনয়ন মিকাল মিত্রণ শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদে বিভণ বিভণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

'ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যক্তিমূল [সি] বি ব্যক্তি মানুষের মূল। 'ব্যক্তিমূল বিশ্বমানে অপ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমূলের যোগশক্তি বিশ্বমূল নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ব্যক্তিমূল্য [সি] বি ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা। 'ভাঁদের ব্যক্তিমূল্য গঠনে পরিবার ও পরিবেশ নিত্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।' মুরশিদ, ১৯৭০।

ব্যক্তি শাসন [সি] বি একনায়কত্ব। 'জনসাধারণের শাসন ও ব্যক্তি শাসনের মাঝে সংঘাত।' আজাদ, ১৯৬৪।

ব্যক্তিসত্তা [সি] ১ বি ব্যক্তির অস্তিত্ব। 'যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সংক্ষেপে প্রকাশরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করি নে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। 'এই অর্পণস্বত্ব রূপ কি মানুষের সৃজনক্ষম ব্যক্তিসত্তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?' শিব, ১৯৫০। ২ বি ব্যক্তিত্ব। 'তার ব্যক্তিসত্তা জ্ঞাত হই।' বোম্ব, ১৯৬৮।

ব্যক্তিসীমা [সি] বি ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা। 'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পরিষে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ব্যক্তিসূখ [সি] বি ব্যক্তি আনন্দ। 'সুখার্ভ চোখ বৈরাগ্যবাপ্তর ব্যক্তিসূখ।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

ব্যক্তিস্বত্ব [সি] বি ব্যক্তি মানুষের অধিকার। 'যে ব্যক্তিস্বত্ব সত্যতার সন্মত প্রত্যয়।' সুবীণ, ১৯৪০।

ব্যক্তিস্বত্ব [সি] বি ব্যক্তি-রূপ। 'সমস্ত কর্মবিষয়কে এক স্রাব্ধজ্ঞানে মুদ্রিত করে এক বিরাট নেহ এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বত্ব ধারণ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ব্যক্তিস্বল্পভেদ [সি] বি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা। 'রবীন্দ্রনাথের মতো বহুশিল্পদক ব্যক্তির ব্যক্তিস্বল্পভেদের যথাযোগ্য আলোচনা হয়নি। আইদুব, ১৯৭৩।

ব্যক্তিব্যক্ত্য [সি] ১ বি ব্যক্তির নিজস্ব মত ও গ্রাধান্য। 'ভিন্নত ব্যক্তি ব্যক্ত্য' কাহারো উপকার করিতে পারিলেন না।' লর্ণণ, ১৮৩৩। ২ বি ব্যক্তির ব্যক্তিগত। 'ব্যক্তিব্যক্ত্য মুরোশের সাধারণ বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতত্ত্বা এত বেশি বি অনর্থক সেবা গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'ব্যক্তিব্যক্ত্য মনন উৎকট স্বাধীনতায় পোঁছিয়ে ...।' আজাদ, ১৯৩১। ৩ বি ব্যক্তির নিজস্বতা। 'ব্যক্তিব্যক্ত্যের জন্য লড়াইছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ব্যক্তিব্যক্ত্যভেদ [সি] বি ব্যক্তিব্যক্ত্যবোধ। 'নর্তিক আত্মা ও বৃত্তিযের মিলন থেকেই আধুনিক ব্যক্তিব্যক্ত্যভেদনার উদ্ভব।' শিব, ১৯৫৬।

ব্যক্তিব্যক্ত্যনির্ভর [সি] বিণ ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভরশীল। 'বুরোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিব্যক্ত্যনির্ভর, বাস্তববাদী, ব্যক্তিগত ও উদ্যোগী জিনাকালশ ...' শিব, ১৯৫৬।

ব্যক্তিব্যক্ত্যবোধ [সি] বি সাধারণ ব্যক্তিতে স্বত্ব দিক আছে এমন বিশ্বাস। 'আধুনিকতার কয়েকটি মূল লক্ষণ সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি এক – যেমন ইহুদীরা দুটিপে ... ব্যক্তিব্যক্ত্যবোধের উত্তর ও বিকাশ ...' শিব, ১৯৫০।

ব্যক্তিব্যবধান [সি] বি ব্যক্তি হিসেবে জীবন ধারণ ও চিন্তার অধিকার। 'মুসলমান সমাজ ... নারীর ব্যক্তিব্যবধানকে স্বীকার করেনি।' বোম্ব, ১৯৪৮।

ব্যক্তি [সি] ব্যক্তি বি মানুষ; লোক। ওঁস, ১৭৮৪।

বায় [সি] ১ বিণ বায়ুল। 'মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রকৃত বায় মন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ উৎকর্ষিত। 'পত্র-মিহ্র সৈয়া বাজা বায় হোয়া আইসা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ প্রবল অম্ময়ী। 'বিদ্যাশিক্ষার্থ্য এমত যন্ত্র ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

ব্যয়কর্ত্ত [স] বি ব্যাকুল স্বর। 'ব্যয়কর্ত্ত অত্র শাবকো যা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ব্যয়চিহ্ন [স] বিণ ব্যাকুল হৃদয়। 'একদৃষ্ট চাহে বীর ব্যয়চিহ্ন হয়ে তার পানে।' হাইকেন্স, ১৮৩০।

ব্যয়ভা [স] ১ বি আকুলভা। 'নেতা বলে বেউসা ছুঁই না কর ব্যয়ভা।' বিক্রম, ১৬৫০। ২ বিণ ক্ষিপ্তগতি। 'ব্যয়ভাএ লড় দিয়া জ্ঞাও অজ্ঞান ধরিবারে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি অগ্রাহ। 'নিরঙ্কর বালকের সহিত বেশ করিবার জন্য ব্যয়ভা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাহার ক্ষতি কী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'সামান্য ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেশ্বর ব্যয়ভা আনো বেশ বাড়িয়া উঠিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব্যয়দৃষ্টি [স] বি উপেক্ষ দৃষ্টি। 'ব্যয়দৃষ্টিতে ঘরের এমিক-ওমিক চাহিয়া সেবিত লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব্যয়শ্বর [স] বি ব্যাকুল কণ্ঠ। 'ডাক তোর সুখকণ্ঠ, ডাক ব্যয়শ্বরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ব্যয়্য [স] বিণ স্ত্রী ব্যতিব্যস্ত। 'পরব্যবসিনী রমণী যেমন গৃহকর্মে ব্যয়্য থাকিয়াও ...।' হাই, ১৯৪৪।

ব্যয় [স] বি উপহাস। 'বুড়া বলে ব্যয় কর বুকে ডাই তির।' হানিক্রায়ম, ১৭৮১।

ব্যয়কাব্য [স] বি ব্যয়াক্ত কাব্য। 'তাহার কতক বা ব্যয়কাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ব্যয়কৌতুক [স] বি ব্যয় ও কৌতুক। 'ব্যয়কৌতুক শিরোনামে রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'সমালোচকের মতে যে ব্যয়কৌতুক গ্রন্থক আপনাকে লক্ষ করেও বর্ণন করেন ...।' মুরগিন, ১৯৭০।

ব্যয়চিয়া [স] বি উপহাস করার উদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। 'একবার এক ব্যয়চিয়ে দেবিয়াছিলো।' মজলুম, ১৯২২।

ব্যয়জনক [স] বিণ বিদ্রূপপূর্ণ। 'হালাল কব্বার প্রতি ব্যয়জনক উদ্ভিবেত ফুণ্ড ও উপহাস ব্যাক্ত প্রদোষ ...।' মশাররফ, ১৮৮৯।

ব্যয়ভীক্ষু [স] বিণ ভীক্ষু ব্যয় করে এমন। 'চৌধুরী মায়ে মায়ে ব্যয়ভীক্ষু হাস্য করিয়া কলিতেন ...।' বরকুল, ১৯৩৬।

ব্যয় দৃষ্টি [স] বি উপহাসপূর্ণ চাহনি। 'ব্যয় দৃষ্টি আড়ালেই স্বলসার।' শামসুর, ১৯২৯।

ব্যয়প্রিয় [স] বিণ কৌতুকপ্রিয়। 'ব্যয়প্রিয় কোনো ভূতীয় পক্ষ সেখানে ব্যয়িত হইতে দুয়ো সয়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ব্যয়বাক্য [স] বি উপহাসবাক্য। 'এই ব্যয়বাক্য বুঝিয়া উত্তর করিলেন ...।' দর্পণ, ১৮২৫।

ব্যয়বাপ [স] বি ব্যয় রূপ বাপ। 'তাকে ব্যয়বাপে বিভ্রত করবেন।' মুরগিন, ১৯৭০।

ব্যয়বিদ্রূপ [স] ব্যয়-বিদ্রূপ ১ বি উপহাস। 'অনেকে অনেক প্রকার ব্যয় বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি হাসি-ঠাট্টা। 'বিদ্যাসাগর ব্যাক্ত্যর্থ (উইট), রসব্যয়বিদ্রূপে যে মান নির্ধারিত করে সেন ...।' মুরগিন, ১৯৭০।

ব্যয়ভরত্রে দ্রিষ্টব্য বিদ্রূপের সঙ্গে। 'কানাই ব্যয়ভরত্রে হাসে।' তারা, ১৯৪৩।

ব্যয়মূলক [স] বিণ উপহাসমূলক। 'বাদ-প্রতিবাদ ও ব্যয়মূলক রচনার পিছনেও কাজ করেছে এই সংস্কারক মন।' সুমিহ্রমুখো, ১৯৭০।

ব্যয়রঞ্জিত [স] বিণ ঠাট্টা মিশ্রিত। 'সেই যে ভাষা - পরিকৃত, পরিকৃত, হাস্যপ্রসীদ, ব্যয়রঞ্জিত।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

ব্যয়রচনা [স] বি বিদ্রূপাত্মক লেখা। 'কয়েকটি ব্যয়রচনার সে ভাষা যে আরও খজ্ঞাত লাভ করেছে ...।' সুমিহ্রমুখো, ১৯৭০।

ব্যয়রসিক [স] বি হাস্য-রসিকতাজ্ঞারী ব্যক্তি। 'ব্যয়রসিকের বহু অংশ-অবতার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ব্যয়সূচত্ব [স] বিণ উপহাস করতে পটু। 'ব্যয়সূচত্বের বটেক্ট।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ব্যয়শ্বর [স] বি বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ। 'ব্যয়শ্বরে জ্বাব দিল দরিয়াবিবি।' শওকত, ১৯৫৮।

ব্যয়াক্ত [স] বিণ বিদ্রূপপূর্ণ। 'দু-পাঁচটি ব্যয়াক্ত উপদেশ নিত্য পাইবে।' হরহাস্য, ১৮৭৮।

ব্যয়ার্ধ [স] বি ব্যয়াক্ত অর্থ। 'ব্যয়ার্ধের অনুদীপন যদি কবিকর্মাঙ্কে ওয়াসামনার পর্যবেশিত করে ...।' শিব, ১৯৭৩।

ব্যয়ীকরণ [স] বি বিদ্রূপ করা। 'অন্যও অঙ্গকে ব্যয়ীকরণের দুইঘটা তান্ডেব-কাছে ব্যয়ব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ব্যয়োক্তি [স] বি ব্যয়াক্ত উক্তি। 'নূরোরে সইদিসের ব্যয়োক্তি।' প্রমথসঙ্গ, ১৭৮০।

ব্যয়ের সর্পি [স] অঙ্গবৎ ব্যাপার। 'ব্যয়ের সর্পি - পেওয়ানজী মশাই বাগা হবেন না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ব্যয়ন [স] বি পাথা দিয়ে বাতাস। 'সখা ভাই ব্যয়ন শয়ন আবাহন।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'চামের ব্যয়ন বহু সহচরী করে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

ব্যয়নরত [স] বিণ পাথা দিয়ে বাতাস করছে এমন। 'সে-ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যয়নরত হইল।' শওকত, ১৯৫৮।

ব্যয়নী [স] বি পাথা। 'ব্যয়নী ব্যয়িয়া পুটে বুলাইল হাত।' আশাওল, ১৬৮০।

ব্যয়নী [স] ব্যয়নী-১ বি বাতাস করা। ব্যয়িয়া ক্রি বাতাস করে। 'ব্যয়নী ব্যয়িয়া পুটে বুলাইল হাত।' আশাওল, ১৬৮০।

ব্যয়ক [স] বিণ প্রকাশক; দ্যোতক। 'কোনও নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা, সেই অবস্থায় ব্যয়ক এক আশেখ গ্রন্থত ক্রাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ব্যয়ন [স] বি বাজা করা তরকারি। 'আমল ব্যয়নে মো বেশোআর দিলো।' বড়ু, ১৪৫০।

ব্যয়ন-ডোহা বি কলা গাছের বোলা দিয়ে তৈরি তরকারি রাখবার ডোহা। 'চারিদিকে ব্যয়ন-ডোহা আর মৃকানুপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্যয়ন [স] বি কঠনালি থেকে ওঠে পর্বত কোথাও না কোথাও বায়প্রায় হয়ে বা চাপ খেয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়; ক থেকে হ পর্যন্ত বর্ণসমূহ। 'তাহাতে গ্রন্থন স্বর ব্যয়ন প্রকৃতি বর্ণমালা।' দর্পণ, ১৮২১।

ব্যয়নধ্বনি [স] বি বর্ণধ্বনির সাহায্য নিয়ে যে ধ্বনিতো উচ্চারিত হয়। 'ছত্রিণিতি ব্যয়ন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান।' হাই, ১৯৫৩।

ব্যয়নী [স] বি শব্দের পূর্বার্ধ; তাৎপর্য। 'পরম ব্যয়নী আমরা ধরতেও পারিনি তারা তাকেই মৃত্ত করবে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ব্যয়নপর্ভ [স] বিণ ব্যয়নাময়। 'এই প্রাঙ্গণের সূত্রেই তাঁর হৃদ এবং

ভাষা ব্যঞ্জনাপর্ভ।' শিব, ১৯৭৩।

ব্যঞ্জনাবহ [স] *বিশ* গুণার্থপূর্ণ। 'তাই অর্ধপর্ভ ও ব্যঞ্জনাবহ নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

ব্যঞ্জনাবেচিট্য [স] *বি* বিচিট্য ব্যঞ্জন; গুণার্থের বহুমুখিতা। 'উভয় পরিবর্তনের সূত্রই অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাবেচিট্যের মধ্যে অনুসৃত।' শিব, ১৯০০।

ব্যঞ্জনাময় [স] *বিশ* গুণার্থময়। 'মহাত্মিতাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়তো কল্পনার সামর্থ্যে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে পারেন।' শিব, ১৯৭৩।

ব্যঞ্জনশক্তি [স] *বি* শব্দের গুণার্থ প্রকাশের ক্ষমতা। 'যে শব্দের ব্যঞ্জনশক্তি আছে।' প্রমথ, ১৯১৬।

ব্যঞ্জনসামর্থ্য [স] *বি* ব্যঞ্জন তথা শব্দের গুণার্থ প্রকাশের ক্ষমতা। 'সাহিত্যের মধ্যে কবিতা হল ব্যঞ্জনসামর্থ্যে সবচাইতে সমৃদ্ধ।' শিব, ১৯৭৩।

ব্যঞ্জনান্বীত [স] *বিশ* ব্যঞ্জন সৃষ্টি করে না এমন। 'ক্যাস্টেল-এর অনেক অংশে ব্যঞ্জনান্বীত পাকিতা এবং অকারণ উল্লেখ-উদ্ধৃতি ...।' শিব, ১৯৭৩।

ব্যতিক্রম [স] ১ *বি* নিয়মের অন্যথা। 'ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ *বি* ব্যত্যয়। 'পূর্ব রীতির অপেক্ষা অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

ব্যতিক্রমদশা [স] *বি* নিয়ম বহির্ভূত অবস্থা। 'সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যতিক্রান্ত [স] *বিশ* বিচলিত। 'তাহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ব্যতিপাত [স] *বি* অতন্ত যোগ। 'অষ্টমী নহিল ভাল তিথি ব্যতিপাতের মুহূর্ত, ১৬০০।

ব্যতিব্যস্ত [স] ১ *বিশ* ব্যস্ত। 'তখন কেশবশর্মা, সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, চারি পাঁচ জন বিশ্ববেদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ *বিশ* উত্তাক্ত; অস্থির। 'সেই সময় তাহারে ... উভমকেই বিধস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'কৃষ্ণ ... দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, উহারে ব্যতিব্যস্ত করিতে আরম্ভ করিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৩ *বিশ* আকুল। 'রেহিণীর কঁটাচ্ছে ব্যাঘ্রায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ব্যতিব্যস্তা [স] *বিশ* ক্রী অত্যন্ত আকুল। 'ব্যতিব্যস্তা হয়ে বানু কহিতে লাগিল।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ব্যতিরিক্ত [স] *অবা* ব্যতীত; ছাড়া। 'কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাহি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ব্যতিরেক [স] *অবা* ব্যতীত। 'তাহার রেজামন্দি ব্যতিরেকে তাহার নাম কদাচ জাহের হইবেক না।' কালিদাস, ১৭৮৫।

ব্যতিরেকে [স] *ক্রি*করণ ব্যতীত। 'অদৃশ্য ব্রীলোক ব্যতিরেকে সমন পাঠাইতে পারিবেণ।' ডানকন, ১৭৮৪; 'পুরুষোত্তমকে ব্যতিরেকে এই যাত্রায় এমন সমরোহ ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

ব্যতিহার্য [স] *বিশ* বিনিময়যোগ্য। 'অজ্ঞাত পুরুষ সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।' সুশীল, ১৯০৩।

ব্যতীত [স] ১ *বিশ* বিসৃত; অতিক্রান্ত। 'প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হইলে পর যে উত্তর তুমি গ্রহণ করিয়াছ ...।' রামমোহন, ১৮১৯। ২ *অবা* ছাড়া। 'কন্যা আপনি কন্যাবাহ্য বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ ব্রীলোক

লইয়া।' দর্পণ, ১৮২৭।

ব্যত্যয় [স] ১ *বি* অন্য রকম; অন্যথা। 'ডানকন, ১৭৮৪; 'ইহাতে যে ব্যত্যয় থাকে তাহা সারিয়া গিনেন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ *বি* ব্যবধান। 'সমুদ্র ইহাতে মোহনায় আসিবার স্থানের দশ কোশের ব্যত্যয় ইহাতে পারে।' দর্পণ, ১৮২৬।

ব্যথা' [স] ১ *বি* যন্ত্রণা। 'কাটিতে না পার্তো মাথা পাঙ বড় ব্যথা।' কুঞ্জদাস, ১৫৮০। ২ *বি* কষ্ট। 'রাবার কি ইহল অন্তরে ব্যথা।' চিত্তজী, ১৬০০।

ব্যথাকাতর [স] *বিশ* বেদনায় কাতর। 'তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ব্যথা-কীট [স] *বি* ব্যথারূপ কীট। 'বৃকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন।' নজরুল, ১৯২৬।

ব্যথাক্রিষ্ট [স] *বিশ* বেদনায় কাতর; বেদনার্থ। '(ব্যথাক্রিষ্ট করে) আমি কোন সীমায় রক্ষা করব।' নজরুল, ১৯৩১।

ব্যথাক্লুস্ত [স] *বিশ* বেদনা-ব্যাকুল। 'ব্যথাক্লুস্ত গানে/ ক্লান্ত প্রাণে বরিষণ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ব্যথা-গীত [স] *বি* বিরহের গান। 'ব্যথা-গীত গেয়েছিল সেই আশ-রাতে।' নজরুল, ১৯২৩।

ব্যথা-জ্ঞাপনিয়া *বিশ* ব্যথা জ্ঞাপ্য এমন। 'এল তব মারা-বঁধু ব্যথা-জ্ঞাপনিয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

ব্যথাতিক্ত [স] *বিশ* দুঃখে অধঃস্থিত। 'নীড় বাঁধে ব্যথাতিক্ত কাহো রিত্ত প্রাণে।' সিকান্দার, ১৯৪৯।

ব্যথাতুর [স] *বি* বেদনায় কাতর ব্যক্তি। 'ব্যথাতুরের কান্না পাছে শক্তি ভাঙে এসে।' নজরুল, ১৯২৯।

ব্যথাতুরা [স] *বিশ* ক্রী ব্যথিত। 'ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীর বাসে নাই কেহ ভালো।' জসীম, ১৯২৭।

ব্যথানীর [স] *বিশ* বেদনায় বিষস্ত। 'সে দিনের কাহিনী প্রাচীন ধ্যান করে পুরু মনে আজো এই ব্যথানীর দিন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

ব্যথা-শেষিয়া *বিশ* কষ্ট শেষ এমন। 'ব্যথা-শেষিয়া রানি মোর, এলে নাকো কথা-কওয়া হয়ে।' নজরুল, ১৯২৮।

ব্যথা-পুলক [স] *বি* ব্যথার কম্পন। 'কত ব্যথা-পুলক শিউরে উঠত।' নজরুল, ১৯২২।

ব্যথা বাজা *ক্রি* বেদনা অনুভব হওয়া। 'একটি পাতা হিড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ব্যথা-বারিষি [স] *বি* ব্যথার সমুদ্র। 'কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিষির।' নজরুল, ১৯২৬।

ব্যথাবিনীর্ণ [স] *বিশ* বেদনামুক্ত। 'একটা অতৃপ্তপূর্ণ ব্যথাবিনীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে।' গুণালী, ১৯৪৮।

ব্যথাবিদ্ধ [স] *বিশ* বেদনাহত। 'জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাই বুঝি/ ব্যথাবিদ্ধ বিষম বিদ্যায়ো।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ব্যথা-ভরা *বিশ* ব্যথায় পরিপূর্ণ; ব্যথিত। 'এ যে ব্যথা-ভরা মন, মনে রাখিয়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ব্যথামলিন [স] *বিশ* বেদনায় দ্রাব। 'ঘুমহারা চোখে হে সামক! তব শব্দী কাটে ব্যথামলিন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

ব্যথা-দ্রাব [স] *বিশ* বেদনায় মলিন। 'হাসি তার ব্যথা-দ্রাব।' নজরুল, ১৯২৪।

ব্যথাভার [স] বি বেদনার ভার। 'উলটে আমি দেব না যে/ আপন ব্যথাভারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ব্যথা-লেখা [স] বি ব্যথার লেখা। 'বুকে ক্ষত হয়ে জ্ঞানে আজও সেই ব্যথা-লেখা কি?' নজরুল, ১৯২৫।

ব্যথার ব্যাধী বি সমব্যাধী। 'ব্যথার ব্যাধী' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'এ মন ব্যথার ব্যাধী তো মেলো না।' লালন, ১৮৯০।

ব্যথা-খাস [স] বিশ শোক বা দুঃখ প্রকাশ পায় এমন। 'নিবিল বাকির ব্যথা-খাস।' নজরুল, ১৯২৪।

ব্যথা-সাধক [স] বি ব্যথার যোগী। 'অথবা হয়তো আজ হে ব্যথা সাধক।' নজরুল, ১৯২৬।

ব্যথাহত [স] বিশ ব্যথিত। 'জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যাঘ্য।' নজরুল, ১৯২৩।

ব্যথাহতা [স] বিশ ক্রী বেদনাক্রান্ত। 'জানলে না সে ব্যথাহতা।' নজরুল, ১৯২৫।

ব্যথাহ্যারী [স] বিশ বেদনা হরণকারী। 'হায়, বুকে লয়ে ব্যথা আসিলে ব্যথাহ্যারী।' নজরুল, ১৯৩৩।

ব্যথাহীন [স] বিশ ব্যথা নেই এমন। 'কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ব্যথিত [স] ১ বি সমব্যাধী। 'নাহিক ব্যথিত জন।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিশ ব্যথা পেয়েছে এমন। 'নীচে পড়তে বড় ব্যথিত হইয়াছিল।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৩। ৩ বিশ শোকাহত। 'তাহার অকালমৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ব্যথিতচিহ্ন [স] বি কষ্ট পাওয়া হ্রদয়। 'সূচরিতা ব্যথিতচিহ্ন বেশি করিয়াই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ব্যথিতদেহা [স] বিশ ক্রী শরীরে ব্যথা আছে এমন। 'ব্যথিতদেহা, বিপ্লবী, বেগধুমতী।' বিজুতি, ১৯৩১।

ব্যথিতা [স] বিশ ক্রী ব্যথা পেয়েছে এমন; দুরিতি। 'কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ব্যথিত্ব [স] বি বেদনাময়তা। 'সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই।' রাজ, ১৮৭৪।

ব্যাধী [স] বি ব্যথা পেয়েছে যে। 'ব্যথার ব্যাধী' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ব্যাধা [স] বি ব্যথা। ১ ক্রি ব্যথা পাওয়া। 'ব্যধিল কোমল কণ্ঠ।' হাইকেল, ১৮৬১। ২ ক্রি কষ্ট দেওয়া। 'নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যধিতে/ কিছুই নাহিক যশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ব্যাধানো ক্রি ব্যথা দেওয়া। 'ব্যধিয়ো না করে, ব্যধিতের তরে পাশাপাশি প্রাণ কাঁদাও রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ব্যধিয়ে গুঠা ক্রি বেদনার আক্রান্ত হওয়া। 'ব্যধিয়ে উঠে নীপের বন।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ব্যপদেশ [স] ১ বি ইহিত। 'ব্যপদেশে মহাপ্রভু সজারে শিখার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিপ উপলক্ষে। 'কার্য ব্যপদেশে কলিকাতা শহরে বাস করেন।' এসগাম, ১৯১৭।

ব্যপা [স] বি ব্যাপন। ক্রি ব্যাপ হওয়া। 'ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যোপে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ব্যবচ্ছিন্ন [স] বিশ ব্যবচ্ছেদকৃত। 'যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেখে আজও বাটে।' সূর্যস্বর্ন, ১৯৩৮।

ব্যবচ্ছেদ [স] বি অস্ত্রের সাহায্যে দেহ কেটে পরীক্ষা। দর্পণ, ১৮২২।

ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা [স] বি শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে পরীক্ষা করা সংক্রান্ত শাস্ত্র। 'আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা।' দর্পণ, ১৮২২।

ব্যবচ্ছেদদ্রষ্ট [স] বিশ ব্যবচ্ছেদের কলে ব্যতিত। 'এ সর্বের দ্বন্দ্ব আধিপত্য বুদ্ধি আর/ জীবনের ওপর কালের ব্যবচ্ছেদদ্রষ্ট নয়।' সুকান্ত, ১৯৮৮।

ব্যবচ্ছেদাধার [স] বি মৃতদেহে বস্তু বস্তু করে পরীক্ষা করা হয় যে ঘরে। 'আমাদের সাহিত্যকেও ব্যতিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাধার করে তুলেছে।' অনুরা, ১৯২৯।

ব্যবধান [স] ১ বি দুরত্ব। 'থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি ভেদাভেদ। 'যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।' নজরুল, ১৯২৫।

ব্যবধানরোধা [স] বি বিভাজনরোধা। 'দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাধ্যমকার ব্যবধানরোধা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যবধি [স] বি ব্যবধান। 'যার নিমন্ত্রণলিপি কঠোরভাবে এনেছে ব্যবধি।' সূর্যস্বর্ন, ১৯২৯।

ব্যবসা [স] বি ব্যবসায়। ১ বি বাণিজ্য। 'অন্য ব্যবসা করি সমুদ্র কুলে ঘর।' মল্লধর, ১৫০০। ২ বি কাজ। 'সদাএ করিতে পাণ ব্যবসাএ আশ্রয়' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি আলোচ্য বিষয়। 'পাগলী ব্যবসা যার ক্রুর চিত্তে ত্রীড়া।' রামশ্রবণ, ১৭৮০। ৪ বি পেশা। 'ব্যবসা যে চিত্তি মানুষদিকার নাহি জানে কোনো নর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব্যবসাজীবী [স] বি ব্যবসায়জীবী। বিশ জমিজমার বাজনা আদায়কে যারা ব্যবসা মনে করেন। 'ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব্যবসা-ট্যাবসা বি ব্যবসা বা এ ধরনের কাজ। 'কোনো ব্যবসা-ট্যাবসার সুবিধে জন্য?' জীবন, ১৯৩২।

ব্যবসাদার [ব্যবসা+দা] বি ব্যবসা করে যে। 'পাঁচ জন ব্যবসাদার মিলিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

ব্যবসাদারি, ব্যবসাদারী [ব্যবসা+দারি] বি ব্যবসার কাজ। 'বাজির ব্যবসাদারি।' নজরুল, ১৯২২।

ব্যবসাদ্রাধান [স] বি ব্যবসায়প্রধান। বিশ বাণিজ্যিক। 'আসামের বড় বড় ব্যবসাদ্রাধান চা ...।' জীবন, ১৯৩১।

ব্যবসা কীদা ক্রি ব্যবসা জমিয়ে তোলা। 'একজন ম্যাডোয়ারী খুব বড় ব্যবসা কীদিয়াছে।' শতকর্ত, ১৯৫৮।

ব্যবসা-ফ্যাবসা বি ব্যবসা বা এ ধরনের কাজ। 'ব্যবসা-ফ্যাবসা কিছুকাল হল স্থগিত রয়েছে।' জীবন, ১৯৩১।

ব্যবসাবুদ্ধি [ব্যবসা+স বুদ্ধি] বি বার্যবুদ্ধি। 'বাবা, তুমি এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পন্থর আমদানি করবে?' রবীন্দ্র, ১৯২০; 'সে জনা যে উত্তর লোভ ও একপ্রাণ বার্যপন্থর দরকার তার নাম ব্যবসাবুদ্ধি।' সবুজ, ১৯২০।

ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন [ব্যবসা+স বুদ্ধিসম্পন্ন] বিশ বার্য-সচেতন। 'ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন, চালাক, চতুর হইয়া উঠে।' মোহাঞ্জন, ১৯২৮।

ব্যবসামন্ত্র বি ব্যবসায়ের কৌশল। 'যে ব্যবসামন্ত্র এতদিন তাঁকে অল্প-বল্প ভোগ-বিলাস দিচ্ছিল ...।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

ব্যবসায় [স] ১ বি ব্যবহার। 'এ বিপ্লবপ্রসূরে সেই মত ব্যবসায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বাণিজ্য। 'যদি বৈশ্য হয় চাষী কোন নর নাহি কোন

ব্যবসায়।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি পঠান; পড়ানো। 'তাহা পঠিত্তো ব্যবসায় করিয়া থাকেন।' গৌর, ১৮২২। ৪ বি পেশাঘাত কাজ। 'ভট্টাচার্য্য বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ৫ বি পেশা। 'ইহার পুরুষানুক্রমে অধ্যাপন ব্যবসায়।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৬ বি কাজ। 'ভিত্ত্বীরের অনুর দিগকে অজাচার করিতে নিষেধ করিলেন এবং নিজ নিজ ব্যবসায়ে মন দিতে বলিলেন।' স্থিতি, ১৮৯৫।

ব্যবসায়বুদ্ধি। [স] বি স্বার্থস্বেচনতা। 'তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিনিত।' অন্নদা, ১৯২৯।

ব্যবসায়ভেদ। [স] বি ব্যবসার বিভিন্নতা। 'ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিত্ব গ্রাণ্ড হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ব্যবসায়ভেদে। [স] ব্যবসায়ভেদে। 'ক্রিবিণ পেশাঘাত ভিন্নতা অনুসারে।' 'ব্যবসায়ভেদে লোকে ভিন্ন জাতিত্ব গ্রাণ্ড হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ব্যবসায়মূলক। [স] বি বাণিজ্যিক। 'কার্য্যাকরী ব্যবসায়মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা।' হেদায়ত, ১৯৩৬।

ব্যবসায়ভিত্তিক। [স] বি ব্যবসায় অধিক্ত। 'একজন বাণ্ডলি ব্যবসায়ভিত্তিক লোক।' নজরুল, ১৯২২।

ব্যবসায়ি। [স] ব্যবসায়ী। ১ বি বলিক; ব্যবসায়ী। 'ইহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি চরকারী। 'প্রাচীন গণিত ব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন ...।' বক্রিম, ১৮৭৫।

ব্যবসায়িক। [স] ১ বি লাজজনক। 'ধর্ম বাহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্তি ধর্মিয়া উন্নয়নে দেখা দেয় নাই ...।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বিণ ব্যবসা-সংক্রান্ত। 'স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ব্যবসায়ী। [স] ১ বি পেশাদার। 'ইহাতে যাহারা সমাজবিদ্যায় ব্যবসায়ী এবং গুণাদরূপে বিখ্যাত।' ভবানী, ১৮৮২। ২ বি চিকিৎসক। 'ভক্তাবেষণ দ্বারা হৃৎকবিরেক (phrenology) ব্যবসায়ীদের মতে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা এ বিষয় আশ্চর্যের চেষ্টা করা যাইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি বলিক। 'বহু ব্যবসায়ী স্থলপণ ও সমুদ্রপথগামী বলিকদের বৃত্তান্ত ও সামগ্রিক বৃত্তের উল্লেখ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি প্রচারক। 'ধর্মব্যবসায়ীদেরও স্বীয় ধর্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ব্যবসিক। [স] ব্যবসায়িক। বিণ ব্যবসায়ী। 'সেইত রসিক হয় ব্যবসিক বিজ চন্ডীসে ভূষণ।' স্থিতি, ১৮০০।

ব্যবস্থা। [স] ১ বি বিধান। 'সুন সুন প্রভাবিত কী তোর ব্যবস্থা।' মালধর, ১৫০০। 'মাগ্রে যে কোন বিষয়ের যে ব্যবস্থা আছে।' জনকান, ১৭৮৪। ২ বি শ্লোভা। 'ব্যবস্থা করিয়া রাধা পক্ষাণ বাক্সন।' মুকুন্দ, ১৮০০। ৩ বি নির্দেশন। 'তোমার ব্যবস্থাএ কার্য করি আশু।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি প্রণী। 'নবধরের মধ্যে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা যাহাতে আছে সে কুমারিকাণ্ড এই।' মুদ্রাঙ্কন, ১৮১০। ৫ বি আইন। 'এই সকল নিয়ম রাজকর্তৃক আদিত হইয়া আদেশের দেশমধ্যে ব্যবহার ন্যায় দৃঢ় হইল।' দর্পণ, ১৮৩০। ৬ বি রীতি। 'ধর্মোপাসনা করা এবং বাড়ীতে বাইবেল পাড়া ও ধর্মমন্ডকে কথাবার্তা করা এ দেশের একটি প্রধান ব্যবস্থা।' কুলজাবিনী, ১৮৮৫। ৭ বি ওষুধ-পথ্য। 'বসন্ত কর সে শিখে দিচ্ছেন ব্যবস্থা।' শামসুল, ১৯৬২। ৮ বি পদক্ষেপ। 'সে অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা

এখন দূরের কথা ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ব্যবস্থাকারক। [স] বি বিধান প্রণেতা। 'নচেৎ মনু ত ন্যার বিচক্ষণ ব্যবস্থাকারক।' তমোলুক, ১৮৭৪।

ব্যবস্থাকৌশল। [স] বি পরিচালনা কৌশল। 'দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থাকৌশল আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ব্যবস্থাতত্ত্ব। [স] বি পদ্ধতিগত। 'নানাবিধ শাসনতাত্ত্বিক, আইনগত এবং ব্যবস্থাগত পরিবর্তনের ফলে ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ব্যবস্থামুহু। [স] বি ধর্ম্মমুহু। 'মুসলমানদের ব্যবস্থামুহুতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অধিতীয় ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

ব্যবস্থাতত্ত্ব। [স] বি সামাজিক নিয়ম-নীতি। 'আগে সমস্ত ব্যবস্থাতত্ত্ব স্থাপন করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যবস্থানুগত। [স] বিণ ব্যবস্থানী। 'উহা বিঘ্নে এদেশীয় শ্রুতিশাস্ত্রের ব্যবস্থানুগত অনুশোম ও বিলাসের বিষয় বিবেচনা করা প্রচলিত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ব্যবস্থানুসারে। [স] ক্রিবিণ ব্যবস্থা অনুযায়ী। 'ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানশর সিদ্ধ হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

ব্যবস্থাপক। [স] ১ বি ব্যবস্থা করে যে; নির্বাহী কর্মকর্তা। 'ব্যবস্থাপক সাহেব ইহার ইস্তহারনামা বাসনা ও পারসির অক্ষর লিখিয়া ...।' ডানকিস, ১৭৮৪। ২ বি কর্মকর্তাপণ। 'জনকান, ১৭৮৫। ৩ বি স্ত্রীমুদ্রণপ্রণেতা, আইনমন্ত্রণকারী। 'সেবদি, ১৮৩৯; 'যে ব্যবস্থাপকের ...' রাজনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রজ্ঞাপনের দুগ্ধে দুগ্ধরাশি দেখিয়া কিরূপে নিন্দিত থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি বিচারক। 'ব্যবস্থাপকেরা বিচারস্থানে ... নিযুক্ত অভিভ্রায় গোপন করিয়া রাখেন।' অক্ষয়, ১৮৫১।

ব্যবস্থাপক সভা। [স] বি আইন সভা। 'ব্যবস্থাপক সভার স্ট্রেটবিল আন্দোলনকালে জমিদার পক্ষ।' সাধকী, ১৮৮৩; 'অতি দরকারী খসড়া ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

ব্যবস্থাপক সমাজ। [স] বি আইন প্রণয়নকারী সভা। 'ব্যবস্থাপক সমাজে নাকি বিবধা বিবাহের আইন হইতছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

ব্যবস্থাপত্র। [স] ১ বি বিধানপত্র। 'এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।' দর্পণ, ১৮০০। ২ বি প্রতিবিধান। 'উক্ত ব্যবস্থাপত্রের স্বাক্ষর জমী হইয়াছেন।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

ব্যবস্থাপনা। [স] বি ব্যবস্থা করা। 'ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার সহসভানেত্রী।' বেঙ্গল, ১৯৭৫।

ব্যবস্থাপিণি। [স] ১ বিণ ব্যবস্থা করা হয়েছে এমন। 'বেলাবোধমার্থ একটি প্রকৃত শঙ্কুপিত ব্যবস্থাপিত ছিল।' বিন্দ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ প্রচলিত। 'রাজশক্তি ধারা ... নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত হইতে পারে।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

ব্যবস্থা-পুস্তক। [স] বি আইনমুহু। 'ব্যবস্থা-পুস্তক প্রণয়ন ... ইত্যাদি শুদ্ধকর্ম যাহারা শিখে থাকিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ব্যবস্থা-প্রণালী। [স] বি শাসনপদ্ধতি। 'উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ব্যবস্থাবদ্ধ। [স] বি যথোপ ব্যবস্থা গ্রহণ। 'আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যবস্থাবিশিষ্ট। [স] বি আয়োজন বিশীলতা। 'এই সকল অভাবনীর ব্যবস্থাবিশিষ্ট মনোহর কৌতুকের সীমা রহিল না।' রবীন্দ্র,

১৯০২।

ব্যবহাসুদিক [স] বি হিতাহিত জ্ঞান। 'প্রবল ক্রেনের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবহাসুদিক থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্যবহা-ভার [স] ১ বি দারিত্যভার। 'নিজের বিদ্যাদানের ব্যবহা-ভার নিয়েরা গ্রহণ করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি নিমন্ত্রণের দায়িত্ব। 'অভিনীতকাল মানবভক্ত্যভার ব্যবহাভার ছিল পুরুষের হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব্যবহাভিজ্ঞ [স] বিণ আইনজ্ঞ। 'কমিশনারী কর্তে যদি ব্যবহাভিজ্ঞ অতিশূণ কোন উল্লীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরো উত্তম হইত।' দর্পণ, ১৮০৮।

ব্যবহাসম্বত [স] বিণ বিধানমতো। 'মহারাজ রাজক্যত সপুণ্ডিত ব্যবহাসম্বত ও মনু যাজ্ঞবল্ক্যভূক্তি প্রমাণবিত পতিতগণ্যবাক্যরিত ব্যবহাসাদিসূত্রে স্বার্থ।' দর্পণ, ১৮০৮।

ব্যবহিত [স] ১ বিণ পৃথককৃত। 'মিনি পৃথিবীকে ব্যবহিত করিয়াছেন ...।' রামরায়, ১৮০২। ২ বিণ প্রচলিত। 'কতকগুলীই ইংরেজ সোসাইতে কুপারমর্শে এতদনুসং ব্যবহা ব্যবহিত হইতেছে।' প্রভাকর, ১৮০১।

ব্যবহর্তা, ব্যবহর্তী [স] বি ব্যাপ্তি ব্যঞ্জন-বিশেষ। সেবধি, ১৮০০।

ব্যবহার [স] ১ বি আচরণ। 'নন্দে রাজা যেন ব্যবহার।' মালধর, ১৫০০। ২ বি জগতের বিষয়। 'যে করিয়া মুখরি না হর ব্যবহার।' কৃষ্ণা, ১৫০০। ৩ বি পুরতায়। মালোম, ১৭৪৩। ৪ বি বিধান। 'একে এক এক অক্ষর অব্যয় এই বেল ব্যবহার।' ময়িনকরায়, ১৭৮১। ৫ বি গীতি; রেওয়াজ। 'বাদসাহ সোক্তের ব্যবহার ছিল ততঃ বৈসনের পূর্বে বেগমের সহিত একতর অভিশেক।' রামরায়, ১৮০১। ৬ বি পরিমিত। 'প্রজাবর্ণেরা কি রূপ ব্যবহারে আছে।' মুহুতজ, ১৮১২। ৭ বি শাওয়া। 'বিদ্যা পরুতের পরমিতিক অসেকই মন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।' গৌর, ১৮২২। ৮ বি শেনদেশ। 'যাহারা এক কথার টকা না সেয়ে এমত কোঁকর সহিত ব্যবহার ও আলাপ করি না।' ডবলি, ১৮২৫। ৯ বি জীবনব্যাপন। 'বাবু আপন পরিচয়ক দ্বারা ... যীষ জাতীয় রীতাসুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবে।' দর্পণ, ১৮০০। ১০ বি প্রচলন। 'তাহার পূর্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় শিশন পঠমাণি ব্যবহার প্রায় ছিল না।' দর্পণ, ১৮০৪। ১১ বি প্রকাশ। 'ভবনসামারক কি নিমিত্ত এ অত্যা কবিতা ব্যবহার করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮০৬। ১২ বি কাজে লাগানো। 'গদ্যজল ও নিরুতকর্তী অপকৃষ্ট পুস্তকীয়র কলই ব্যবহার করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ১৩ বি সেবন। 'হনি কি (Alcohol) এলকোহল ব্যবহার করে বালকেন?' গিরিশ, ১৮৮৯। ১৪ বি অনুসরণ। 'ধর্মযজ্ঞকে যাহারা ধর্মযজ্ঞরূপে ব্যবহার করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যবহার কর্ম, ব্যবহার কর্ম [স] বি সাংসারিক কাজ। 'শ্রীলোকের পূর্ণাঙ্গের সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্তব্য।' দর্পণ, ১৮২২।

ব্যবহারগত [স] বিণ প্রথা-সংক্রান্ত। 'পিতৃমৃত্যুর সঙ্গে পতিভূক্তের ব্যবহারগত পণ্ডিত ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্যবহারজীবী [স] বি আইনজীবী। 'ব্যবহারজীবীকে কলকারবানার ডিরেক্টর করা হয়।' লক্ষ্মণ, ১৯১৮।

ব্যবহারভয় [স] ক্রিণ ব্যবহারে। 'অর্জুনের সহিত ধর্মভয় ব্যবহারভয় ... শক্তিনা প্রভাকর হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ব্যবহারশীতি [স] বি ব্যবহারিক শীতি। 'ব্যবহারশীতি-যারা এই

একর জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্যবহার-বিরল [স] বিণ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না এমন। 'কেবল ব্যবহার-বিরল আধুনিক শব্দসমষ্টি জুড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত।' নন্দর, ১৯০৪।

ব্যবহারমুখী [স] বিণ ব্যবহার করা যায় এমন। 'ভাষার ব্যবহারমুখী শব্দিকে প্রচণ্ড পতি দান করেছে।' হাই, ১৯৫৮।

ব্যবহারযোগ্য [স] বিণ ব্যবহারের উপযোগী। 'উহা এক যন্ত্রোপরি সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ব্যবহারশাল [স] বি আইনজ্ঞ। 'জোপ অবসরকালে ব্যবহারশাল অধ্যয়ন করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ব্যবহারহীন [স] বিণ ব্যবহারের অনুপায়িত। 'শাভারী সুনীলমা গাছের নিবিড়ে ওই/ব্যবহারহীন জল থেকে।' শব্দ, ১৯৭০।

ব্যবহারজীবী [স] বি উকিল। 'জোপ বিভাগলয়ে ব্যবহারজীবীর কার্য নিযুক্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ব্যবহারার্থী [স] বিণ বিচারার্থী। 'ব্যবহারার্থীরাও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পর্ক হতান হন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ব্যবহারিক [স] ১ বিণ ব্যবহার সম্বন্ধীয়। 'ব্যবহারিক বাসনা কথা ... অব্যাহত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮০০। ২ বিণ প্রাত্যহিক। 'আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে মধ্যাণিত অভাবশ্যক।' গ্রন্থ, ১৯২৭। ৩ বিণ পুস্তিকারিক। 'ব্যবহারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ... ইচ্ছামে কি ব্যবহা প্রচলিত আছে।' মাহেবত, ১৯৪৯।

ব্যবহারিক বিদ্যা [স] ১ বি আইনশাস্ত্র। 'ব্যবহারিক বিদ্যা সুন্দর জালিতেন।' গৌর, ১৮২২। ২ বি সমস্যাের কাজে লাগে এমন জ্ঞান; বিষয়কর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। 'সকল শ্রী কোরেই ব্যবহারিক বিদ্যা হয়।' গৌর, ১৮২২।

ব্যবহারী [স] ১ বিণ সমস্যাী। 'ব্যবহারী জনে সে সকল হাস্য করে।' কৃষ্ণা, ১৫০০। ২ বিণ ব্যবহারকারী। 'বিবিধ তপশ্য কর্ণাকারী মনোহর ব্যবহারী।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বিণ গৃহের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত। 'একটা ব্যবহারী শক্তি ছলে নিয়ে ছবি বলল ...।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

ব্যবহারোপযোগী [স] ১ বিণ ব্যবহারের উপযুক্ত। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগী প্রচলিত ব্যাবনিক শব্দের রুচি যৌগিক বিশেষে ...।' রত্নিক, ১৮৩১। ২ বিণ ব্যবহারের উপযোগী। '... এই কিত্ত জগতে সকল প্রথা আমারদিগের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

ব্যবহার্য, ব্যবহার্য [স] বিণ ব্যবহারের উপযুক্ত। 'কেবল আপনাদের ব্যবহার্য দুই এক কলপার অবশিষ্ট রাখে।' দর্পণ, ১৮২২। 'বাউর সর্বদাব্যবহার্য নূতন পঞ্জিকা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ব্যবহার্যতা [স] ১ বি সামাজিক সম্পর্ক; মেলাশো। 'হিন্দুদিগের সহিত তাহারদিগের ব্যবহার্যতা নাই।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি ব্যবহার। 'ইংল্যান্ডদিগের মুশখরন উত্তমরূপে ব্যবহার্যতা হেতু বে ধনাঢ্যতা ...।' জ্ঞানোৎসব, ১৮০০।

ব্যবহার্য, ব্যবহার্য [স] বিণ ১ ব্যবহারের যোগ্য। 'রাজকার্যে ব্যবহার্য ছিলেন না।' দর্পণ, ১৮০৮।

ব্যবহিত [স] বিণ দূরত্বে অবস্থানকৃত। 'পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ব্যবহৃত [স] ১ বিণ আচরিত; পালিত। 'গির্জাপ্রত্যাঘদার আচরিত ও

ব্যভার

ব্যবহৃত ধর্মকর্মাদিন। দর্শন, ১৮৩২। ২. বিপ ব্যবহার করা হয়েছে এমন। 'ব্যবহৃত হয়ে গেছে তারা।' জীবন, ১৯৩২।

ব্যভার [স ব্যবহার] বি ব্যবহার। 'অন্ন না উদরে পুত্র খুজার বনন পরি এ তোমার ব্যভার কেনন।' দুহুদ, ১৬০০।

ব্যভিচার [সি ১ বি ঠী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত সঙ্গ। 'ব্যভিচার, কুসংসার, হৃদ্যধন ইত্যাদি পাশ কর্ণ ...। সেধি, ১৮৩৯। ২. বি অন্যধারণ। 'বেধমাই জ্ঞাতের নিয়ম; সত্য তামার ব্যভিচার মার।' বনদর্শন, ১৮৭২। ৩. বি অন্যায় আচরণ। 'মাভা বসুমতী ব্যভিচারে আজ ময়।' সৃষ্টি, ১৯৩৮।

ব্যভিচারসোষ [সি বি অবৈধ বৈদ্য সম্পর্ক। 'ব্যভিচারসোষে অবশ্যই লিঙ্গ হইয়া থাকে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ব্যভিচারিণী [সি বি ঠী ব্যভিচারী। 'একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণী সঙ্গের।' দর্শন, ১৮২২।

ব্যভিচারী [সি ১ বি ঠী ব্যভিচার করে এমন। 'ব্যভিচারী নারি না হবে কাজরী।' চন্দ্র, ১৫৫০। ২. বি ন্যাশায়ে শূনার হসের অন্তর্ভুক্ত নারি ধরনের চারিত্রিক অভিধা। 'কিছু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব।' বর্জম, ১৮৮৭।

ব্যভ্রম [সি বি অপমান। 'রা বলেছে তাই কঠি তবু তো ব্যভ্রম কঠি যাড়ে না।' নীলবন্ধু, ১৮৬০।

ব্যমহাদারক [সি ব্যমোহাদারক] বিপ কটকট; অসুবিধাজনক। কালসে, ১৭৯১।

ব্যস [সি ১ বি দান। 'স্বত ব্যস করে ব্যস পুনঃ তৈয়ে হয়।' কল্লমাস, ১৫৮০। ২. বি ব্যস। 'বহু ব্যস করি কড়ি কলিঙ্গ খাট পাড়ি।' দুহুদ, ১৬০০। ৩. বি ভাগ্য। 'বদি আমার প্রাপ ব্যস করিয়ে তাহাদের রক্ষা হয়।' রামায়ণ, ১৮০২। ৪. বি ধ্বংস। 'লীয়েছে কর্ণপদ্মতি ও কর্ণতালিকা ব্যস করিবার জন্য ... অপঘাটর।' জলদি, ১৯৪৭।

ব্যস করা [সি ব্যস করা। 'ব্যস করিতে।' মনোএল, ১৪৪৩।

ব্যসকাতর [সি বি ব্যসকৃত। 'ব্যসকাতর কৃপণের ধনের মতো।' রঞ্জিত, ১৯০৫।

ব্যসকৃত [সি বি ব্যস করতে অনগ্রহী; কল্পণ। 'ইহারা মহাব্যসকৃত মানুষ।' দর্শন, ১৮২১।

ব্যসজনক [সি বিপ অধিক ব্যস করার এমন। 'এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া কোন ব্যসজনক কার্য উপায় হীন প্রচারদিগকে দর্শাইলে ভাল হয়।' পুষ্টি, ১৮৩৬।

ব্যসগ্রন্থক [সি বিপ ব্যসজনিত কারণ। 'অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যসগ্রন্থক দশ জমীদারী অবশ্য নিশাম হইয়াছে।' দর্শন, ১৮৩০।

ব্যসগ্রাহ্য [সি বি বেশি ব্যস। 'গুল ব্যসগ্রাহ্যবিনা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিবেক।' দর্শন, ১৮২৪।

ব্যসজর [সি বি ব্যস। 'কারখানার ব্যসজর এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে।' রঞ্জিত, ১৮৯১।

ব্যসলাঘব [সি বি ব্যস কমা। 'ভাষ্যে ব্যসলাঘবের সুবিধা ছিল বটে।' রঞ্জিত, ১৯০২।

ব্যসশীল [সি বিপ ব্যস করতে উদার। 'কুমার বাহাদুর অতি সুলভ এবং উদার চরিত্র ব্যসশীল পরোপকারক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

ব্যসশীলতা [সি বি ব্যসহীনতা। 'কান্দনিক ধর্মে শ্রদ্ধা ও

অভিব্যঙ্গীলতাদি নানা প্রকার অকর্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ব্যসসংকোচ, ব্যসসংকোচ [সি বি ব্যস কমানো। 'ব্রিক রাজকোষের সোবাই দিয়ে ব্যসসংকোচ করতে হয়।' রঞ্জিত, ১৯০০: 'ব্যসসংকোচের দ্বারাও অধিক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে না।' আল্লাহ, ১৯৩৭।

ব্যসসংক্ষেপ [সি বি ব্যসহীন। 'বৃন্দাবন যাত্রান্তে এক তো ব্যসসংক্ষেপ হইল।' রঞ্জিত, ১৮৯১।

ব্যসনাথ [সি ১ বি ব্যসহীন। 'এই কর্ণ সম্পূর্ণ করা ব্যসনাথ।' দর্শন, ১৮২৫: 'সংপ্রতি বিবেচনা করিলে সকল বিষয়ই অধিক ব্যসনাথ জ্ঞানিবেন।' দর্শন, ১৮৩০। ২. বিপ আল্লাসনাথ। 'একন প্রকাশন কিন্তু ব্যসনাথ হইয়াছে।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩।

ব্যরা [সি ব্যস] কি ব্যস ব্যস নিয়ে করা। 'ব্যসালাভ সোভে আয়, কত যে বাড়িলি হয়।' মাইকেল, ১৮৭৩।

ব্যরাতিথ্যব্যবহা [সি বিপ অতিরিক্ত ব্যয়ে অভ্যস্ত। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাণোপনিবেশিক কাশের ... ব্যরাতিথ্যব্যবহা ... প্রতিদ্যাস ও আচরণ প্রবল থেকে গেছে।' শিখ, ১৯৬৬।

ব্যরাথিক [সি বি অধিক ব্যস। 'ব্যরাথিক ভয়ে শতপ্রবৃত্তি হইতে না পারিয়া ...।' দর্শন, ১৮২৫।

ব্যরাথিক্য [সি বিপ ব্যস মৌলোনের জন্য দিতে হয় এমন। 'উভ যন্ত্রে ব্যরাথিক্য শূনা নিরূপণে অসমর্থ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

ব্যরাভাব [সি বি কম ব্যস। 'জনপদের অধিক উপকার সম্ভবিত এ বিষয়ে প্রমোদন ও ব্যরাভাব ইতি।' দর্শন, ১৮২১।

ব্যরাথ্যে [সি ক্রিয়ণ ব্যস করার জন্য। 'ছবি প্রস্তুত করণের ব্যরাথ্যে ... ক্রিয়ণ চাঁদা দেন।' দর্শন, ১৮৩০।

ব্যরাপাক্ত [সি বিপ অর্ধ জোপাতে ব্যস। 'যে বালকগণ গাণিবিষের ব্যরাপাক্ত হইবেন ... বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।' দর্শন, ১৮৩৮।

ব্যসিত [সি ১ বিপ ব্যস করা হয়েছে এমন। 'ব্যসিত তাপ সূর্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।' বর্জম, ১৮৭৫: 'পূর্বে যে অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যসিত হইত ...।' রঞ্জিত, ১৯০৬। ২. বিপ পত। 'বাহাদুরের সমস্ত জীবন তাহাদিগকে অনুধাবন করিতে ব্যসিত হয় ...।' রঞ্জিত, ১৯১৯।

ব্যসী [সি বিপ ব্যস করে এমন। 'ভটলস্ত্রয় লোক পরিমিত ব্যসী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

ব্যরাথ্যে [সি ক্রিয়ণ ব্যয়ের জন্য। 'ইহার ব্যরাথ্যে পনের সন্তান একসঙ্গে এক তছা ...।' ওর্দ, ১৭৭২।

ব্যরিটার [সি বি ব্যারিটার; আইনজীবী। 'নট, সূত্রধর, মোদাহেব, চারিজন, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যরিটার, ডাকার সাহেব ...।' মঙ্গলরত্ন, ১৮৬৯। ২. ব্যরিটার

ব্যর্থ [সি বিপ ব্যর্থ। 'ব্যর্থ তার সন্ন্যাস বেনোদ্যপাঠে রতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ব্যর্থকরণ [সি ক্রি ব্যর্থ করা। 'ছলের দ্বারা ব্যর্থকরণ কেবল নিরপরাধ নখে।' ভারিগী, ১৮০০।

ব্যর্থকাম [সি ১ বিপ অসমর্থ। 'তব পদ সেবি ব্যর্থকাম কতু নাহি হবে ডকজন।' রঞ্জিত, ১৯০৬। ২. বিপ নিষ্ফল। 'ব্যর্থকাম ভ্রম্যবদন।' তজলল, ১৯১৩।

ব্যর্থতা [সি বি বিফলতা। 'অর্থিগা চলেই আজ কিসের ব্যর্থতায়।'

রবীন্দ্র, ১৯০৬।

বার্ধবীর্ষ [স] বিপ বীতভৃ নিম্পল হয়ে গেছে এমন। 'বার্ধবীর্ষ শয়তানের আবির্ভাব হোক।' নীরেন, ১৯৪৯।

বার্ধমনোব্রত [স] বিপ নিম্পল। 'বার্ধমনোব্রত হইয়া এতম্মাদনসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বার্ধযৌবনা [স] বিপ স্ত্রী যৌবন বার্ষ হয়ে গেছে এমন। 'বার্ধযৌবনা, দমিত্রা ধ্রুবা হয়তো আজও ...।' বিকৃতি, ১৯০৮।

বার্ধশোক [স] বি বৃদ্ধ শোক। 'পাণ্ডিয়া সীমন্তে পরি বার্ধশোক-পরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ব্যলীক [স] ১ বিপ দলপতি; অশিষ্ট। 'ব্যলীক বৌরদের তামাসা দেখুন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বি পাণ্ডন। 'শীঘ্র শৌল্যে উভয়ের এই ভয়ানক ব্যলীকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।' হৃত্যম, ১৮৬১।

ব্যটী [স] ১ বি পৃথক পৃথক বা নিজ নিজ ভাব। 'ব্যটী সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেদের লাইয়া কেবলই ভাঙাশুল্লা চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি একক ব্যক্তি। 'সমষ্টির অভিসন্ধি নিম্নলিখ্য ব্যাটের সংহারে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্যটিগত [স] বিপ ব্যক্তিগত। 'মানুষের ব্যটিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে বিকমত ধরতে পেরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ব্যটিচরিত্র [স] বি ব্যক্তি চরিত্র। 'জাতির মঙ্গলক্ষ্য নির্ভর করে ব্যটিচরিত্রের উৎকর্ষের উপর।' ওয়াশ্বেস, ১৯৪৩।

ব্যটিবর্জিত [স] বিপ ব্যাটিক নয় এমন। 'সেই ব্যটিবর্জিত সমষ্টির অবশ্যবস্থা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না।' শিব, ১৯৫০।

বাস [ধন্য]। প্রবা যথেষ্ট হয়েছে আর দরকার নেই এইভাবে। 'বাস আর চাই কী?' জীবন, ১৯০২।

বাসন [স] ১ বি রক্ষাবক্ষণ। 'মেনওয়ারী জাহাজ ... তইয়ার, বাসনার বাসন ব্যসনের সুপারের ...।' ফরস্টার, ১৭৯৭। ২ বি দেহে ... তাহার বাসন অসীম প্রকার।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১১। ৩ বি কর্ম ও ক্রোধ থেকে উৎপন্ন দোষ। 'তাহার মধ্যে কামপ্রমত্ত দশ প্রকার বাসন হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ বি কষ্ট। 'বহুবিশ বিস্ত ব্যয় ও বাসনপূর্বক ... বালিকারদের বাংলা বিদ্যা বিতরণ।' দর্পণ, ১৮৩১। ৫ বি নেপা। 'সত্যকথা বলা মেয়ের একটি বাসন বললেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

বাসনালঙ্ক [স] বিপ নেশাঘর। 'দক্ষকে বাসনালঙ্ক সেবিয়া য়ীয় মন্ত্র, কোষ ... আক্রমণ করেন।' বর্জিম, ১৮৭৭।

বাস্য [স] বেষ্য। বি যৌনকর্মী। 'বাস্য সত্ত পাঠাইব প্রধান সোন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ব্যস্ত [স] ১ বিপ অস্থির। 'বড় ব্যস্ত হয়ে শাহা করেন জিজ্ঞাস।' গরীব, ১৭৫০। ২ বি ব্যাকুল। 'সে শোভা পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দিব্যারাত্রি ব্যস্ত হয়েছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৬। ৩ বিপ নিয়োজিত। 'তিনি কেবল শয়নের সেবা ও ইষ্টিরের পরিচর্যাতেই ব্যস্ত থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫৮। ৪ বিপ উৎকর্ষিত। 'আমার চিঠির কোনো রকম গোলমাল হলে ভাঙ্গী ব্যস্ত হয়ে পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বিপ অগ্রসারী। 'ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশের কাদে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ব্যস্ততা [স] ১ বি উদ্বেষ; দৃষ্টিভা। 'সমস্ত পরিবারকে ব্যস্ততাতে ও ভয়েতে ফেলিলেক।' তারিণী, ১৮৩০। ২ বি অস্থিরতা। 'তাঁহার ব্যস্ততা সেখিয়া নিষ্ঠুর লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কখন ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বি তড়াহুতা। 'সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ব্যস্তবাণীশ [স] বিপ অত্যন্ত ব্যস্ত। 'ব্যস্তবাণীশ লোক পরস্পরকে জ্ঞাত এবং প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ব্যস্ত ভাব [স] বি ব্যস্ততা; উত্তেজনা। 'পতিহাঁসের ওরই মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ব্যস্তসমস্ত [স] বিপ অত্যন্ত ব্যস্ত। 'অব্যস্ত গাইয়া ব্যস্তসমস্ত।' ভবানী, ১৮২৮।

ব্যস্তসমস্তভাবে ক্রিয়ণ ব্যতিব্যস্ততার সঙ্গে। 'শোভা তড়াহুতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ব্যস্তসমস্তভাবে মাথার হাওয়া করিতে লাগিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

ব্যস্তসমস্ত হওয়া ক্রি অত্যন্ত ব্যস্ত হওয়া। 'ব্যস্তসমস্ত হইয়া একেবারে সমস্ত হৃদয়টা তাহার পায়ের ডলায় ফেলিয়া দিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ব্যস্তা [স] বিপ স্ত্রী ব্যস্ত। 'ধাত্রীকে দেখিয়ে ব্যস্তা ক্রান্ত রূপবানু।' ফয়জুন্নেস, ১৮৭৬।

ব্যস্তিত [স] বিপ ব্যস্ত। 'ইহাতেই সকলে ব্যস্তিত।' রামরায়, ১৮০১।

ব্যা [স] বিবাহ বি বিয়ে। 'তার মেয়েদ্বার ব্যা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ব্যাি [স] বিবাহিক বি বেহাই; কন্যা বা পুত্রের স্বতর। 'ব্যাি তোমায়া বলকা বি ...।' নীনবহু, ১৮৬৬।

ব্যাণ্ডারী [স] উদাসীন। 'জোয়ার গোলার শাদি না দিলে সে তাই ব্যাণ্ডারী খুঁজিয়া যাইবে।' নক্ষত্র, ১৯৩১।

ব্যাণ্ডারি বি ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ড। 'হাতির পিছে নেচে চলে/ ব্যাণ্ডা এবং থলসে রে।' নক্ষত্র, ১৯৩৩।

ব্যাণ্ডা বি ব্যাণ্ডের ব্যাণ্ড। 'গোদা ঠায়ে ন্যাচে চলে ব্যাণ্ডা যেন।' নক্ষত্র, ১৯২৬।

ব্যাঁকা বিপ বাকা। 'পাঁচের মতন গুতোয়া ব্যাঁকা।' নক্ষত্র, ১৯২৬।

ব্যাঁক [স] বি মূল্যবৎ খেলার রক্ষণভাষে নিমুক্ত খেলোয়াড়। 'জগা ব্যাঁকে খেলো অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের সুবিধাক।' শিবরায়, ১৯৪০।

ব্যাঁকওয়ার্ড [স] বিপ অনুরত। 'বড় ব্যাঁকওয়ার্ড জায়গা।' শ্যামসুল, ১৯৬২।

ব্যাঁক্সাউড [স] ১ বি আবহবসনীত। 'সেকলে হবির ব্যাঁক্সাউডের মত।' জীবন, ১৯০২। ২ বি পটভূমি। 'তারই সোনাশি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাঁক্সাউড।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বি পিছনের দৃশ্য; পটভূমি। 'অনেকটা ব্যাঁক্সাউডের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।' অবন, ১৯৪১।

ব্যাঁক-ডেইট [স] বি পেছনের-তারিখ-দেওয়া। 'ব্যাঁক-ডেইটেইই মিথ্যা একখানা স্যাটফিকেট চাই।' বনমূল, ১৯৩৬।

ব্যাঁকব্রাশ [স] বি মাথার চুল পেছন দিক করে আঁচড়ানো। 'কেশ প্রসাধনে যেনে না ব্যাঁকব্রাশ তুল করেছে।' শিবরায়, ১৯৪০।

ব্যাঁকখানা [স] বি ব্যাখানা বি অতিরিক্ত বর্ণনা। 'আর ব্যাঁকখানা কর না।' নীনবহু, ১৮৬৭।

ব্যাঁকগ্যামন [স] বি খেলাবিশেষ। 'দাবা, ব্যাঁকগ্যামন কিংবা ড্রাফট খেলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব্যাঁকটিরিয়া [স] বি এককোষী অণুবীকবিশেষ। 'আপনি এল ব্যাঁকটিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ব্যাকরণ [স] ১ বি ভাষার গঠন-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করে যে শাস্ত্র।

‘ব্যাকরণে মুখ্য শিখ্য দুই মহাশয়।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ‘বেদ, ব্যাকরণাদি, বেন্দ্য ... উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও গঠনপদ্ধতি। ‘জীবনের ব্যাকরণ জিনে সেবে যেন তারা।’ জীবন, ১৯০০।

ব্যাকরণকর্তা, ব্যাকরণকর্তা [স] বিণ ব্যাকরণবিদ। ‘তিনি দ্রাবিড় ভাষার ব্যাকরণ কর্তা।’ অক্ষয়, ১৮৪৭।

ব্যাকরণকার [স] বিণ ব্যাকরণবিদ। ‘ভারতীয় আর্থভাষ্যমূহের ঔপমিত্য ব্যাকরণকার।’ হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

ব্যাকরণজ্ঞান [স] বিণ ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞান। ‘কাহারো বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান হান্না ছিল না।’ দর্পণ, ১৮৩৪।

ব্যাকরণনবীশ [স] ব্যাকরণ+ফা নবীশ বি ব্যাকরণবিদ। ‘অনেক অনেক ব্যাকরণনবীশ ও স্মৃতিগোলা ভট্টাচার্য আদিশিলা।’ ডাবানী, ১৮২৫।

ব্যাকরণতীক [স] বিণ ব্যাকরণ পাঠে ভয় পায় এমন। ‘শিতকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণতীক।’ রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৯।

ব্যাকরণসম্মত [স] বিণ ব্যাকরণের নিয়ম মানে এমন। ‘ব্যাকরণসম্মত অর্থাৎ কার্যদাসুত্তর কি না?’ মজুমদার, ১৯৫৯।

ব্যাকর্ণ [স] বিণ বিকৃষ্ট। ‘পড়িল ব্যাকর্ণ-টাকা।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

ব্যাঙ্কল [স] ১ বিণ ব্যাঙ্কল। ‘বিরহে ব্যাঙ্কল গ্রন্থ উৎসে উঠিল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ উচ্ছিন্ন। ‘পক্ষরোগ-লীড়ায় ব্যাঙ্কল রাসিদনে মরি।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ কাতর। ‘কুটব্যাধিতে মুজি হইয়াছি ব্যাঙ্কল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ অস্থির। ‘হইয়া ব্যাঙ্কল মন।’ রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বিণ উৎকণ্ঠিত। ‘অত্যন্ত ব্যাঙ্কল দেখিয়া ...।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ব্যাঙ্কলকাতর [স] বিণ মর্যাত্তর। ‘ব্যাঙ্কলকাতর দৃষ্টিতে পুণ্যে সুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।’ ইমদাসুল, ১৯২০।

ব্যাঙ্কল-গতি [স] বিণ চঞ্চল। ‘ব্যাঙ্কল-গতি বরনাটার ধারে।’ মজুমদার, ১৯২২।

ব্যাঙ্কলচিহ্ন [স] বি অস্থির মন। ‘একশ্রেণ আশনকার ব্যাঙ্কলচিহ্নকে সুস্থ করিয়া আমাকে অনুকূল হও।’ ডাবানী, ১৮২৩।

ব্যাঙ্কলতা [স] ১ বি অস্থিরতা; উৎকণ্ঠা। ‘অতি ব্যাঙ্কলতা প্রকাশ করিলেক।’ ভারিণী, ১৮০০। ২ বি উৎসাহ। ‘শিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাঙ্কলতা।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব্যাঙ্কল নয়ন [স] বি নয়ন অস্থির। ‘ব্যাঙ্কল নয়ন মোর, অন্তরমান রবি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ব্যাঙ্কল-হিয়া [স] ব্যাঙ্কলহস্য বিণ ব্যাঙ্কলহস্য। ‘তোর কাছে বালা এই শেষবার ফেলিল সলিল ব্যাঙ্কল হিয়া।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ব্যাঙ্কলহস্য [স] ক্রিণিণ ব্যাঙ্কল হস্যে। ‘তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি ব্যাঙ্কলহস্য।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ব্যাঙ্কলা [স] বি স্ত্রী উচ্ছব্দ। ‘বিবধা যে তলা, বিষম ব্যাঙ্কলা।’ রামপ্রসাদ, ১৭৮০; ‘উদনস্তর মস্তী বালককে লইয়া অন্তঃসুরে ব্যাঙ্কলা রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ব্যাঙ্কলি [স] ব্যাঙ্কল। ক্রিণিণ কাতর হয়ে। ‘ভূম্য লাটাইয়া উসা কাদিয়া ব্যাঙ্কলি।’ মাদামর, ১৫০০।

ব্যাঙ্কলিষ্ঠ [স] বিণ ব্যাঙ্কল। ‘যাহারা অপ্রচিন্তায় সত্যত ব্যাঙ্কলিষ্ঠ।’ অক্ষয়, ১৮৫৬।

ব্যাঙ্কোস [স] বিণ বিয়ুক্তকোষ; বিকশিত। ‘ব্যাঙ্কোস বকুল কলি বসন্তের বায়।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

ব্যাখ্যা [স] ১ বি বর্ণনা। ‘মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ‘তাহারায় সুন্দর মত ব্যাখ্যা করিল।’ দর্পণ, ১৮২২; ‘বেতনের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে।’ গুণ, ১৮৫৮। ২ বি প্রশংসা। মনোএল, ১৭৪৩।

ব্যাখ্যা করা ক্রি বিস্তারিতভাবে বলা। ‘অতিশ্লষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন।’ দর্পণ, ১৮৩০।

ব্যাখ্যাকর্তা [স] বিণ ব্যাখ্যাকারী। ‘ফিলিস্তের ব্যাখ্যাকর্তা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ব্যাখ্যাকারী [স] বিণ নির্দিষ্ট বিষয়ের বিশদ বর্ণনাকারী। ‘তিনি মনগড়া হাদিস ব্যাখ্যাকারী।’ মনসুর, ১৯৩৫।

ব্যাখ্যাগত [স] বিণ বিশেষণগত। ‘কী কী তার ব্যাখ্যাগত সমস্যা – এসব নিয়ে পুঞ্জানুপুঞ্জ তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিচার অবশ্যই প্রকরি।’ শিব, ১৯৫৬।

ব্যাখ্যাগত [স] ১ বিণ বিস্তারিতভাবে কথিত। ‘তাহাতে এই নূতন প্রণালী বিশিষ্ট রূপে ব্যাখ্যাগত হইল।’ বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি বিশদ বর্ণনা। ‘প্রাণদীকে তেজস্বিনী বা গর্ভিতা বলিয়া ব্যাখ্যাগত করিবার আবশ্যকতা হইল না।’ বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ব্যাখ্যাতা [স] বি বর্ণনাকারী ব্যক্তি। ‘তাৎপর্যের ব্যাখ্যাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।’ অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

ব্যাখ্যাভীত [স] বিণ বর্ণনার অতীত। ‘ব্যাখ্যাভীত অজ্ঞান বিশাল আকাশের মাঝে।’ ঘোষালী, ১৯৪৮।

ব্যাখ্যান [স] বি ব্যাখ্যা। ‘ব্যাখ্যান গুলিয়া মগ্ন অট্ট হাস।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

ব্যাখ্যান করা ক্রি প্রশংসা করা। মনোএল, ১৭৪৩; ‘সুখামুখীর কাছে হাত ঘুরিয়ে নফরকেট ভাইয়ের ব্যাখ্যান করে।’ মনোজ, ১৯৬১।

ব্যাখ্যানা [স] বি ব্যাখ্যা। বি বিশদ বিবরণ। ‘বোকা মেয়েটার শোনে ব্যাখ্যানা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ব্যাখ্যিত [স] বিণ বর্ণনা করা হয়েছে এমন। ‘বলে সন্ত পান্ডির মত, সত্তরূপ ব্যাখ্যিত।’ দালন, ১৮৯০।

ব্যাপ [স] বি গধে। ‘দাঁড়িপাড়া, চাট্টা, কুলা ও চান্দুদীয়ে গপি ব্যাপ ও ছোটো চট্টো আস পাশ থেকে উল্লী সুকী মাছে।’ হুতোম, ১৮৬১।

ব্যাপাড়া বি ঝামেলা। ‘শেষ সময় অজ্ঞা এক ব্যাপাড়া বামিয়ে দিল।’ কায়সার, ১৯৬২।

ব্যাগাটেলি [স] baggattelle বি কার্টের বোর্ডে ছোটো ছোটো খাতব বলের একটি খেলা, বোর্ডের বিভিন্ন কোণায় যেসব ছোটো গর্ত থাকে, বলগুলোকে সেসব গর্তে ফেলার টোটা করতে হয়। ‘দুজনে একটু ব্যাগাটেলি খেলি।’ মানিক, ১৯৪০।

ব্যাগার [স] বি মজুরিবিহীন কাজ। ‘ব্যাগার টেলা টেকি শেলা/টাকশালে বসই না তো।’ দালন, ১৯১০।

ব্যাঘাত [স] ১ বি অসুবিধা। ‘এই প্রকার জ্বরে ও উৎপাতের সহিত ব্যাঘাত জন্মে।’ ভারিণী, ১৮০৩। ২ বি ব্যাঘ। ‘ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অভিযাঘাত।’ দর্পণ, ১৮২১। ৩ বি ক্ষতি। ‘পনের ব্যাঘাত পরেই ধর্মহানির সূত্রপাত।’ দর্পণ, ১৮৩১।

ব্যাঘাতক [স] বিণ ব্যাঘাত ঘটায় এমন। ‘এইরূপ তত্ত্ব লগনের বরং

ব্যাব্যাকও হইতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ব্যাব্যাক করা কি বাধা সৃষ্টি করা। 'রত্নলাভের ব্যাব্যাক করিবাবর নিমিত্ত শীঘ্র শবাব ঘারা অনেক যত্ন পাইবেক।' ভবানী, ১৮২৩।

ব্যাব্যাক জ্ঞানানো কি অসুবিধা হওয়া। 'যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাব্যাক জ্ঞানানো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ব্যাব্যাকশীড়া [স] বি প্রতিবন্ধকতা। 'পাঠ্যভাষ্যের ব্যাব্যাকশীড়া ... লেশমাত্র ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ব্যাব্যাকশ্রান্ত [স] বিশ ব্যাব্যাকশ্রান্ত। 'সমাজের ... ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাব্যাকশ্রান্ত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যাব্যাক [স] বি বাধ। 'পালে পালে সিংহ ব্যাব্যাক ভুল্লুরের গণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ব্যাব্যাকর্ম [স] বি বাঘের চামড়া। 'দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যাব্যাকর্ম পরিধান ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ব্যাব্যাক্তি [স] বি বাঘের ভয়। 'চিত্তপুরে যে ব্যাব্যাক্তি ভীতি তাহা অদ্যপি লোকেরা কহে।' দর্পণ, ১৮২৫।

ব্যাব্যাক্ষণ [স] বি বর্বরতার মূগ। 'ব্যাব্যাক্ষণে শুধু মৃত হরিণীর মাংস ...।' জীবন, ১৯৪০।

ব্যাব্যাক্জিন [স] বি বাঘের চামড়া। 'ব্যাব্যাক্জিন আসন পাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব্যাব্যাক্শী [স] বি বাঘিনী। 'ব্যাব্যাক্শীনের মতো অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিঙ্গো লাভে বত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ব্যাব্যাক্শাইপ [স] বি ব্যাব্যাক্শাইপ। 'একপ্রকার বাঘ্যবস্ত্র। 'তা ছাড়া ওই ব্যাব্যাক্শাইপ নামক বাদ্যভাঙটা ...।' রবীন্দ্র, ১৮২৫।

ব্যাব্যাক [স] ব্যাব্যাক। 'ব্যাব্যাক-ডাকানি বিশ ব্যাব্যাক ডাকার উপযোগী। 'কি ব্যাব্যাক-ডাকানি জল।' বিজুতি, ১৯২৯।

ব্যাব্যাক্টি, ব্যাব্যাক্টি [স] ব্যাব্যাক্টি। 'বি ব্যাব্যাক্টির ব্যাব্যাক্টি। 'অনেক সংকল্প ব্যাব্যাক্টির লেজের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'এন্থাৎ কীসটি।' শিবরাম, ১৯৭০।

ব্যাব্যাক্টি লেজ [স] বি বাঘের লেজ। 'অনেক সংকল্প ব্যাব্যাক্টির লেজের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যাব্যাক্টি বি ব্যাব্যাক্টির ব্যাব্যাক্টি। 'ব্যাব্যাক্টি বললেন, ব্যাব্যাক্টি।' অন্নদা, ১৯৫১।

ব্যাব্যাক্টির আবার সর্পি - যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তার সে বিষয়ে কোনো কষ্ট হয় না। স্বপ্ন, ১৯০৬।

ব্যাব্যাক্টির ছাড়া বি ছাড়া; ছাড়ার মতো দেখতে ছোটো আকারের অপূর্ণক উদ্ভিদবিশেষ। 'আমি ভাবি ব্যাব্যাক্টির ছাড়া।' বিজুতি, ১৯২৯।

ব্যাব্যাক্টি [স] বি অর্থ ও অলংকারাদি পঞ্জিত রাখার প্রতিষ্ঠানবিশেষ। 'কেহ কহে পতি মোর ব্যাব্যাক্টির পোষার।' ভবানী, ১৮২৫। 'ব্যাব্যাক্টি নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

ব্যাব্যাক্টিয়া [স] বি ব্যাব্যাক্টি ওয়ালা। 'বি ব্যাব্যাক্টি ব্যবসায়ী।' 'ব্যাব্যাক্টিয়া ব্যাব্যাক্টি ছেড়ে ... সেবা ও সবকারে লেশে গেলেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

ব্যাব্যাক্টিয়াট [স] বি কাগজের টাকা। 'ব্যাব্যাক্টির ব্যাব্যাক্টিয়াট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার সঙ্কলতা হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৯।

ব্যাব্যাক্টিয়া [স] বি কোনো ব্যাব্যাক্টির মালিক। 'কলকাতার প্রখ্যাত ব্যাব্যাক্টির দুহিতা মমতা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ব্যাব্যাক্টি [স] ১ বি ব্যাব্যাক্টি ব্যবসা। 'ভারতীয় ব্যাব্যাক্টি তদন্ত কমিটির

রিপোর্ট।' সওয়াগত, ১৯৪৫। ২ বিশ ব্যাব্যাক্টি সংক্রান্ত। 'ঢাকার মুসলিম শার্লস হাই স্কুলে ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাব্যাক্টি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৬৩।

ব্যাব্যাক্টি ব্যবসা [স] বি ব্যাব্যাক্টি+স ব্যবসা। 'বি ব্যাব্যাক্টিব্যবসার ব্যবসা।

'ব্যাব্যাক্টি ব্যবসা ব্যারাম।' জামায়াত, ১৯৩৮।

ব্যাব্যাক্টি [স] বিশেষ। 'বি রূপকথার পাণ্ডিত্যবিশেষ, যে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। 'একটি গাছে থাকে শুধু ব্যাব্যাক্টি-বেসমী?' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ব্যাব্যাক্টি বি কী রূপকথার একপ্রকার পাণ্ডিত্য, যে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। 'ব্যাব্যাক্টি আর ব্যাব্যাক্টিও পথ জানে না তার।' নরকল, ১৯৩৯।

ব্যাব্যাক্টি দ্র ব্যাব্যাক্টি

ব্যাব্যাক্টি [স] বি দল। 'ফাস্ট ব্যাব্যাক্টি শাওয়া সেরে ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

ব্যাব্যাক্টি [স] বিক্রয়। 'কি বিক্রি করা। 'এই বই ছতোমের উত্তর বলে কতকগুলি অন্তরালের চক্রে খুলি দিয়ে ব্যাব্যাক্টি।' হুজুর, ১৮৮৬।

ব্যাব্যাক্টি [স] ১ বি দেরি। 'সুনিগ্রহা চিত্তিত কৃষ্ণ ব্যাব্যাক্টি না কইল।' মালধার, ১৫০০। 'ব্যাব্যাক্টি জ্ঞানি লম্বাগতি আইলে নীলাধর সুতের বিশেষ দেখি ভাবে পুরন্দর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ছলনা। 'আইলে নৃপতির কাজে রহিলে পঙ্কজ-ব্যাব্যাক্টি বেউশা জনের পাইয়া সন্ম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সুদ। 'ছয় মাহা বাদে ব্যাব্যাক্টি সময়ে টাকা দিব।' জেমস, ১৭৫৬।

ব্যাব্যাক্টি ক্রিয়ণ পরে। 'তাহার খানিক ব্যাব্যাক্টি তাহারদিশের জ্ঞা সর্বস্ব ...।' ওয়া, ১৭৭৯।

ব্যাব্যাক্টিয়া [স] বি একজনের নিন্দা দ্বারা অপরের নিন্দা জ্ঞাপন। 'এই ব্যাব্যাক্টিয়া হচ্ছে ভারতজন্মের আত্মকথা।' প্রমথ, ১৯৮৮।

ব্যাব্যাক্টিয়া [স] বিশ ভগ্ন-প্রকাশ। 'মান গর্ব ব্যাব্যাক্টিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্যাব্যাক্টি [স] বি প্রতীকী চিহ্ন। 'কালো ব্যাব্যাক্টি ধারণ করে নগ্নপদে মিছিল নিয়ে ...।' বেগম, ১৯৫৫। 'কারো-বা বাহুতে চণ্ডা সবুজ ব্যাব্যাক্টি।' শমসুর, ১৯৭২।

ব্যাব্যাক্টি ব্যাব্যাক্টি [ধন্য] বি অনর্গল বৃথা কথা। 'তুমি রাত দিন ব্যাব্যাক্টি ব্যাব্যাক্টি করবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ব্যাব্যাক্টি [স] বি বেজার। 'কি অর্থহীন। 'তুমি ব্যাব্যাক্টি হরে দেওড় মারবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ব্যাব্যাক্টি বি পেঁচাল; ব্যাব্যাক্টি। 'ব্যাব্যাক্টি পায়স না।' মানিক, ১৯৩৬।

ব্যাব্যাক্টি [স] বি প্রতীকের মতো বাধ্যবদ্ধবিশেষ। 'দু'চারটে আনাড়ি ব্যাব্যাক্টি ব্যাব্যাক্টির উপর উৎপাত করে যকোনো কামিয়ে গিয়েছে।' মুক্তভাষা, ১৯৬৬।

ব্যাব্যাক্টি [স] ১ বি বল পেটানোর উপযোগী কাঠের উপকরণবিশেষ। 'সেখানে লোকেরা ব্যাব্যাক্টি ও গোলা এবং লনটেনিস খেলিরা থাকে।' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৮। ২ বি টেনিস খেলায় বল চালনার বিশেষ ব্যাব্যাক্টি। 'তান হাতে টেনিস ব্যাব্যাক্টি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্যাব্যাক্টি ও গোলা বি ক্রিকেট খেলা। 'সেখানে লোকেরা ব্যাব্যাক্টি ও গোলা এবং লনটেনিস খেলিরা থাকে।' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫।

ব্যাব্যাক্টি পিটানো কি ক্রিকেট খেলায় ব্যাব্যাক্টি দিয়ে মারা। 'ব্যাব্যাক্টি পিটিয়েই বা কি আমোদ?' জীবন, ১৯৩২।

ব্যটিন

ব্যটিন [হি] বি ক্রিকেট বা বেইসবলে অনুকরণে পরিকল্পিত দেশীয় খেলাবিশেষ। 'তোমরা একবার গড়লে ব্যটিন তলিভাগ সবসুখ ঘাড়মোড় হেতে ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ব্যটিনম্যান [হি] বি ক্রিকেট খেলায় যে ব্যট করে। 'তিনি যত ভাল ব্যটসম্যানই হোন না হোন।' মুক্তভা, ১৯২৮।

ব্যটী [স হি] ১ বি অবজাসূচক গালি; লোক। 'কেবল ঐ ব্যাটারি লাইট।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি পুত্র। 'বিশ্বম দুঃস্থ গুটা মোজাবোর ব্যাটা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ব্যটীছেলে বি অবজাসূচক গালিবিশেষ। 'ব্যাটীছেলের আবার দুর্বলতা সেখা দেখি।' নজরুল, ১৯২৭।

ব্যটীছেলে বি পুরুষমানুষ। 'তুই ব্যাটীছেলে ... তোরা আবার লম্বা কি।' শরৎ, ১৯১৬।

ব্যাটরি, ব্যাটারী [হি] বি বিদ্যুৎ ধারণকারী উপকরণ। 'ভড়িদুঃপাদক যর ইংরেজী ভাষায় ইলেকট্রিক ব্যাটারী।' অক্ষর, ১৮৫০; 'গ্রাটিন ভারতে গ্যাসভানিক ব্যাটারি ছিল নি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যাটলিশন, ব্যাটলিশন [হি] বি সৈন্যবাহিনীর বড়ো ইউনিট। 'বেলুচি রেজিমেন্টের প্রথম 'ব্যাটলিশন' ঘাড়া করলে।' নজরুল, ১৯২২।

ব্যাডমিন্টন [হি] বি ব্যাডেট ও শাটল কর্ক দিয়ে চারজনের খেলা। 'ব্যাডমিন্টনের ব্যাডেট।' বিদ্যুত, ১৯৩১; 'ব্যাডমিন্টন খেলায় ওস্তাদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ব্যাডমিন্টন [হি] বি খেলাবিশেষ। 'ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে হৈ হৈ।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

ব্যাডমিন্টন কোর্ট [হি] বি ব্যাডমিন্টন খেলার দাস কাটা ঘর। 'ব্যাডমিন্টন কোর্ট কেটে হৈ হৈ।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

ব্যাড ব্যাড [কন্যা] বি অনুত শব্দ। 'একজনের সঙ্গে ব্যাড ব্যাড করে বকলেম।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ব্যাডেজ [হি] বি ক্ষতস্থান বাঁধার জন্য কাপড়ের পটীবিশেষ। 'ক্ষতস্থানে ব্যাডেজ বঁধিতে প্রস্তুত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব্যাথো [হি ব্যাড] বি নানা রকমের বায়ুযন্ত্রের ঐকতান। 'ডাউল ইয়ারতে নতের ব্যাথে বাজছে।' মুক্তভা, ১৯৬০।

ব্যাথোপ্লিশার [হি] বি বনুকের তলি রাখার জন্য কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে যা পড়া হয়। 'বেস্ট, ব্যাথোপ্লিশার, হুট, পটি মস্তর মতো গাফসুতোকে করে রাখেত হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

ব্যাথা [স ব্যাথ] বি ব্যথা; আঘাত। 'ব্যাথা না লাগয়ে গায়।' হুমায়ূন, ১৫৭০। ব্র ব্যাথা

ব্যাডাডা বি বেয়াদা। 'তা হলে সে যে ব্যাডাডা হেলে।' প্রমথ, ১৯১৮।

ব্যাধান [স] বিগ প্রসারিত। 'নিরাশ অশুভা মুখ করিয়া ব্যাধান।' মীনবন্ধু, ১৮৭৭।

ব্যাদিত [স] বিগ বিকৃত। 'কুটিং সেবে ছুলে তারার সংকেত ব্যাদিত আধারের রক্তে।' ব্রহ্ম, ১৯৬৬।

ব্যাদিতবদন [স] বি বিকৃত স্বর। 'সেটি এডই ব্যাদিতবদন যে তার আলজিলা পক্ষ দেখা যায়।' হাসান, ১৯৭৭।

ব্যাঙ্গর ব্যাঙ্গর [কন্যা] বি অভিরিক্ত কথা বলার ভাব। 'বলটি ব্যাডি বা তেতু ব্যাঙ্গর ব্যাঙ্গর করবে।' হাসান, ১৯৬৮।

ব্যাধ [স] ১ বি শিকারী। 'ভবই ব্যাধক গীত সুনইত সাধ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি শিকারী পেশাদারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ব্যাধ আমি অতি

নিচ জাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ব্যাধবৃষ্টি [স] বি শিকারের পেশা। '... উক্ত মহাজন শ্রেণীর মধ্যে অধিক মহাশয়, ব্যাধবৃষ্টি শিকার করত কৃষক রূপ ধৃশা বধার্থে ...।' হত্যাকর, ১৮৫১।

ব্যাধব্যবসারী [স] বি শিকারকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে যে। 'কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসারী হইয়া তাহাকে শবদিত করিবে?' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

ব্যাধশরশুট [স] বি ব্যাধের তীব্রবিধ করেছ এমন। 'ব্যাধশরশুট ব্যাধের ন্যায় ষিগুণ প্রচুত হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

ব্যাধি [স] বি রোগ। 'কি ব্যাধি অবিল হিয়ার মাঝে।' হুমুস, ১৬০০।

ব্যাধিত [স] বিগ রোগাক্রান্ত। 'নিরম ললন না করিয়াও ব্যাধিত হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ব্যাধিত [স] বি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। 'ব্যাধিতের সাধী রবিল তা ভনি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

ব্যাধিবিরোধী [স] বিগ রোগ নির্মূল সৎকার। 'দুই কোটি টাকার ব্যাডেট নিয়ে স্বাধঃসংগ্রহের হয়েছ ব্যাধিবিরোধী অভিযানে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ব্যাধিমুক্ত [স] বিগ রোগমুক্ত। 'ঐশ্বর্য প্রয়োগে সত্য ব্যাধিমুক্ত কালেমে বিয়োগে।' রামধামা, ১৭৮০।

ব্যাধিমুক্ত [স] বি অসুস্থতা। 'সম্ভারত ব্যাধিমুক্ত কিছু কিছু চোখে মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যাধিশীর্ণ [স] বিগ অসুখে শরীর একদম তকিয়ে গেছে এমন। 'ব্যাধির নিকটে অভিমত পণ প্রাণ হর সে ব্যাধি জয়াজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিকণ, নির্গুণ হইলেও ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ব্যান [স] বি মানবদেহের কল্পিত পঞ্চবায়ুর একটি বায়ু। 'প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।' চট্ট, ১৫০০।

ব্যান [স বৈবাহিক] বি বৈয়ান; কন্যা বা পুত্রের শাশুড়ি। 'তোমার ব্যানের সৌরাভে আমি আরো ভেঙো হইতি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ব্যানটি [হি] বি বেরনেট। 'বুকের মড়মড়, কড়কড়, হৈ হাক, ব্যানটির অকারণ আফালন।' কারসার, ১৯৬২।

ব্যানন্দ [হি] বি বিশেষ আনন্দ। 'ব্যানন্দে ধরিল বুড়া মল্লবেশ।' মালিকরাম, ১৭৮১।

ব্যানুদ [স ব্যান] বি ব্যান; তরকারি। 'আমারে দেখাও ক্যান? রাখ্যা ব্যানুদ।' মালিক, ১৯৩৬।

ব্যাড [হি] ১ বি বাদকপল ও তাদের বাদনার অনুষ্ঠান। 'থিয়েটারে একজন নুতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জাভান ব্যাড হবে ইত্যাদি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বন্ধনী। 'রোমশ কবলিতে বাঁধা সোনালী ব্যাডের বাড়ি।' আলটমিন, ১৯৫৯।

ব্যাডওয়াল্লা [হি ব্যাড+হি ওয়াল্লা] বি বাদকপলের লোক। 'অন্তঃপর সে ব্যাডওয়াল্লাদের সঙ্গে আলো জ্বালায় চোঁটা করল।' শিবরাম, ১৯৫০।

ব্যাডেজ [হি] বি ক্ষতস্থানের বান্দন। 'পুগাতন বস্ত্রের ব্যাডেজ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন।' রোকেয়া, ১৯২৪।

ব্যাডেজ করা [হি ব্যাডেজ+করা] ক্রি শরীরে আঘাতহলে পটি বাঁধা। 'ক্ষতস্থান ব্যাডেজ করে ছেড়ে সেবার পর দুজনে ঘেরিয়ে আসে।' শিবরাম, ১৯৫০।

বান্ধা [সি বিবিক। বি ব্যবসায়ী; দোকানদার। 'লবণিএর দিল শোন/ বৃত্ত দধি গোশল/ বান্ধা সেই ভাস্কর পুটিলি' মৃদুস, ১৬০০।

ব্যাপক [সি] বিব নির্ণ। 'ইহাতে ব্যাপক গাত হল' রায়মায়, ১৮০১।

ব্যাপকভর [সি] বিব সুবিশাল; বিশালভর। 'তার এই দক্ষতা ... ব্যাপকভর সেবার ব্যয়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।' নরেন্দ্র, ১৪৪৪।

ব্যাপকতা [সি] বি বিস্তার; ব্যাপ্তি। 'লোক মধ্যে জেছ্যান্তর দলান্তিপ্রকরণে অতি ব্যাপকতার সহিত ...' অক্ষর, ১৮৪৭।

ব্যাপকভাবে [সি] ১ ক্রিয়বিধি বিকৃতভাবে। 'সকলের চেয়ে নিরুৎসাহ অথচ ব্যাপকভাবে কবির অপোষন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ ক্রিয়বিধি অধিক সংখ্যার। 'মূলমানব ব্যাপকভাবে কয়েকশী ওজর হাতে মার খাইয়াছে।' আজাদ, ১৪৪৬।

ব্যাপটাইজ [সি] বি খ্রিস্টান ধর্মে নীক্ষা নেওয়া। 'ব্যাপটাইজ আজই তো হবেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যাপটাইজড [সি] বিব জীবন-গ্রন্থাগারের অগ্রিমপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিত্যক্ত। 'মানুষ কি হয়ে ওঠে? ব্যাপটাইজড?' নজরুল, ১৯২২।

ব্যাপটিজম [সি] বি খ্রিস্টান ধর্মে নীক্ষা নেওয়ার অনুষ্ঠান; অঙ্গুণীক্ষা। 'ব্যাপটিজম না হলে তো চিত্রনা মতে বিবাহ হতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্যাপার [সি] ১ বি বিষয়। 'মোহর, ১৮৭৭: 'যে ব্যক্তিকে দেখাকা বুঝি, উচিত যে তাহার সহিত সমস্ত ব্যাপার তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করি'। তত্ত্ববী, ১৮০৩। ২ বি আচরণ। 'ইহা নিত্য করিয়া রাজ্যধারে গিয়া ব্যাবিকা ব্যাপার করিতে লাগিলেন।' হস্তমঙ্গল রায়, ১৮১৫। ৩ বি আয়োজন। 'বিদ্যা বিতরণ্য বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন।' দৃষ্টি, ১৮৩১। ৪ বি কাজ। 'এ সাহেবের এতদেশে বহুলাংশে দুইটি কৃতি এবং বিশেষতঃ দেশীয় ডায়া বিদ্যায়োপনিষদ মহাত্ম্যের ব্যাপারে খাটান যার।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৫ বি ঘটনা। 'সেখশালক, হাদি অবধি অস্ত পর্বত, এই ব্যাপার দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে, তথায় উপস্থিত হইল ...' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৬ বি বাস্তব। 'ব্যাপার করা যেমন তেমন আসলে বাস মিলিয়া।' লালন, ১৮৯০।

ব্যাপারখানা বি বিষয়টি। 'নিগদি বারু অবাক ব্যাপারখানা কি?' হেতুম, ১৮৬৬।

ব্যাপারি, ব্যাপারী [সি ব্যাপার] ১ বি বিবিক; সওদাগর। 'পরবাসী ব্যাপারী এ পথে যাতে মানা।' হস্তমঙ্গল, ১৭০০। ২ বি ব্যবসায়ী। 'হেটো ব্যাপারিরে বাসারে ব্যাঙ্গ কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।' হেতুম, ১৮৬১।

ব্যাপা [সি ব্যাপন] ১ ক্রি ব্যাধ হওয়া। ব্যাপিও বিব ব্যাধ। 'বতিস তান্ত্রি ধনি সল্ল ব্যাপিও।' চর্চা ১৭, ১২০০। ব্যাপিও ক্রি ধরে। 'অনেক দিন ব্যাপিয়া মহাসএদিয়ার স্নেহ সমাধার পাই নাঞি।' ওর্গা, ১৭৮২। ব্যাপিল ক্রি বিস্তার লাভ করলো। 'শিখা শ্লিষ্য আর উপনিষদগণ জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক ধনন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮৮। ব্যাপিলেক ক্রি ছড়ালো; ব্যাধ হলো। 'সদেক তৎপলোক ব্যাপিলেক কুটা।' বালাধর, ১৫০০। ব্যাপিয়া ১ ক্রিয়বিধি ছুঁতে। 'বাহু ... কুন্তর বাহু ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ ক্রিয়বিধি ধরে। 'ভিন ঘটাব্যাপিয়া এজুন পদীকা পড়নের পর ...' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ ক্রি ছড়িয়ে। 'অগ্নি কুন্তর পর্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িয়ে।' মথুরা, ১৮৭০। ব্যাপে ক্রি ব্যাপ্ত করে। 'উলকা জালের এক প্রদেশ স্পর্শ করা মাত্রে অনেক জগৎ ব্যাপে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ব্যাপিকা [সি] বিব চক্ষু। 'দ্রীশোকুলো কি ব্যাপিকা দেখেচো।' হেতুম, ১৮৬১।

ব্যাপিত [সি ব্যাপন] বিব বিকৃত। 'সে গুণেশ্বর জ্যোত সত্ত্ব সর্গ ব্যাপিত।' সুপতন, ১৭০০।

ব্যাপ্ত [সি] বিব নিয়োজিত; রত। 'সত্যত বিষয় ব্যাপ্ত লোকেরদের কলেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ।' দর্পণ, ১৮২৮। 'অন্ত গমনাতে ব্যাপ্ত দেখিয়া ক্ষোভ ও বিরক্ত প্রকাশ করিতেছেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

ব্যাপ্তা [সি] বিব ক্রি নিয়োজিত; রত। 'মারমুনাও গৃহকার্যে ব্যাপ্তা হইল।' মশারহর, ১৮৫৫।

ব্যাপ্ত [সি] ১ বিব পরিপূর্ণ। 'কয়েদ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বিব ছেয়ে ছেয়ে এমন। 'তাহা অবিলম্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।' অক্ষর, ১৮৪৫।

ব্যাপ্ত-যৌবনা [সি] বিব পূর্ণ্যৌবনা। 'প্রসন্ন ব্যাপ্ত-যৌবনা মেয়েলোকেটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ব্যাপ্তি [সি] ১ বিব ব্যাপক; বিকৃত। 'সর জাতির ন্যায় ব্যাপ্তি জ্ঞানবিশিষ্টা।' জ্ঞানবিশেষণ, ১৮৫২। ২ বি প্রসারিত। 'দ্রীশেও জ্ঞানবুদ্ধির বিপুল ব্যাপ্তি-সত্ত্বেও তাহার সহিত্যে ও শিল্পে এক আত্মর প্রবর্তা দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১: 'আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি ...' জীবন, ১৯৪২।

ব্যাপ্তিহারা [সি ব্যাপ্তি+হারা] বিব অসীম। 'ব্যাপ্তিহারা সুনাশিত শুধু সেন এক বিদ্যুৎ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ব্যাপ্তিহীন [সি] বিব সর্বেশ্বর। 'এই মূদ্র সীমার বন্ধ ব্যাপ্তিহীন পাণ্ডিত্য কিছু অজুহাদ হইয়া উঠে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ব্যাপ্তা [সি] বিব ক্রি প্রসারিত। 'কয়েদ বুদ্ধি পাইয়া সর্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্বরা করে।' দর্পণ, ১৮১১।

ব্যাপ্তা [সি] বিব অধীন। 'এ দেশী হাটীম বিশেষ ব্যাপ্তা ও বাধ্য হইয়াছে।' ফরস্টার, ১৭৯৬।

ব্যাপ্তমান [সি] বিব বিকৃত হচ্ছে এমন। 'উত্তরোত্তর ব্যাপ্তমান সাহিত্যের ঐক্যপ্রাপ্তকে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্যাবসা [সি ব্যবসায়] ১ বি বাসিজ। 'দুগ্ধের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যবসা চলো না।' হেতুম, ১৮৬৬। ২ বি পেশা; হস্তার। 'ব্যাবসা যাদের চলনা করা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ব্যাবসাদারী [সি ব্যবসায়দারী] বিব ক্র-বিক্রয় পেশার সঙ্গে হুক্ত। 'ব্যাবসাদারী জমিদারকে তাহারা মনে মনে বৃণা করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব্যাবসাদার [সি ব্যবসায়+দার] বিব পেশাদার। 'তাঁর কানভের নিচে ব্যবসাদার নাচড়াশির দর্শন মেলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্যাবসাদারি [সি ব্যবসায়+দারি] ১ বি ব্যবসার কাজ। 'হদয় যে ব্যবসাদারির কুশলভ্য ভোগে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি ব্যবসা-বানিজ্য। 'হাদিস কোরান থেকে লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারি।' নজরুল, ১৯২৮। ৩ বি ক্রয়-বিক্রয়। 'ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম মানুষ ঢাণিয়ে দর-বাড়ানো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ব্যাবহার [সি ব্যবহার] ১ বি কাজের নিয়ম। 'ব্যাবহার জায়া শিখিয়া নীতেই আয় থাকিক দীয়া রে বাবী থাকিবেক ...' মের্স, ১৭৭০। ২ বি আচার; কাজে লাগানো। 'মের্স, ১৭৭০।

ব্যাবহারিক [সি] বিব প্রায়োজিত। 'হাদ্যি শাস্ত্রী ও ব্যাবহারিক দোষ

ব্যবিলীনীয়

ধাক্কিত ...।' দর্পণ, ১৮২২।

ব্যবিলীনীয় [হি ব্যবিলীন+স ইয়া] *বিশ* প্রাচীন ব্যবিলীন (বর্তমান ইরাকের অংশ) সংক্রান্ত। 'প্রাচীন মিশর, ব্যবিলীনীয় সর্বত্রকারের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির অনুসন্ধান।' *মূলতত্ত্ব*, ১৯৫২।

ব্যবৃষ্টি [সি বি নিবৃষ্টি; অবসান।] 'বহুকালাবধি চলিত কোন আচার ব্যবহারের ব্যবৃষ্টি করিলে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

ব্যভ্যর [সি ব্যবহার] বি ব্যবহার। 'এমত ব্যভ্যর না বুঝি তাহার।' *চক্ৰ*, ১৫৫০।

ব্যভ্যরবেশে [সি ব্যবহার+স বশিক] বি ব্যবসাদার বেনে। 'অনেক চৌতোরের বেশে ও ব্যভ্যরবেশে সহরে বারুদা, দালাল চাকর রেখে থাকেন।' *হুজুত*, ১৮৬১।

ব্যব্রম [সি বি ক্রিম; ভুল।] 'ওকে নিয়ে যদি টানটানি করা যাবে তবেই বড়োই ব্যব্রম হবার কথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্যম [সি বি হাত।] **ব্যমাস্তর** [সি ক্রিকি হাত পরিমিত দূরত্বে।] 'সেই স্থানে মুরচাবন্দি দশ২ ব্যমাস্তরে এক২ ভোব রাখিবার স্থান।' *রামরাম*, ১৮০১।

ব্যম [সি ব্যমোহ] বি রোগ; ব্যাধি। 'হেলে শিলের ব্যম, আর কেউ ঘরে নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ব্যমল [সি বি শান্তি।] *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যমশালা [সি ব্যয়ামশালা] বি ব্যয়ামাগার। *ওঙ্গ*, ১৭৮৫।

ব্যমহ [সি ব্যমোহ] বি অসুবিধা। 'আমার এখানে বড়ই ব্যমহ হইতেছে।' *ওঙ্গ*, ১৭৮২।

ব্যমহদায়ক [সি ব্যমোহদায়ক] *বিশ* অসুবিধাজনক। *কালেশ*, ১৭৯২।

ব্যমো [সি ব্যমোহ] বি রোগ। 'তোমার কি ব্যমো হয়েছে মা?' *উমেশ*, ১৮৫৭।

ব্যমোশ্যামো, **ব্যমোস্যামো** বি রোগ-বলাই; অসুখ-বিসুখ। 'ব্যমো-শ্যামো তো কিছুই নাই।' *গিরিশ*, ১৮৬৬; 'আমার কোনো ব্যমোস্যামো নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্যমোহ [সি ১ বি কষ্ট।] 'যেই পারা করে ... সে জন ব্যমোহ পায়।' *ভগত*, ১৭৬০; 'ব্যমোহ বিস্তর পেও ফিরে এলাম ঘর।' *মণিকরম*, ১৭৮১। ২ বি অসুবিধা। 'জিলাসকল বিভিন্ন জন্মে লোকের ব্যমোহ হইত।' *ভানকান*, ১৭৮৪। ৩ বি আমোশ। 'রক্তা ও উল্লু অসংখ্য ব্যমোহ হয়।' *কালেশ*, ১৭৮৯। ৪ বি রোগ; ব্যাধি। 'কোন ব্যমোহ তাহাদিগে না হয় এজন্য ...।' *তারিঙ্গী*, ১৮০৩; 'তাহার কোন ব্যমোহ হইয়া থাকিবে।' *বক্তিম*, ১৮৭২।

ব্যমোহিয়া *বিশ* উদ্বেগযুক্ত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যমোহের দিন বি পরিভ্রমের দিন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ব্যয়াজ [সি ব্যাজ] বি যুগ্মফা। 'হাটে নিজেও বেড়ে গেলন কিনে ডোম হাড়ি/ ব্যয়াজের তরে ছুএয়া করে কাড়াকাড়ি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যয়াম [সি বি শরীরচর্চা।] 'হুতী, অশ্ব, রথারোহণসহে সুসুখ হও, নিত্য ব্যয়াম কর।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

ব্যয়ামকৌশলী [সি *বিশ* ব্যয়ামে পারদর্শী।] 'তারাই ছিলেন একই সঙ্গে কবি ... ব্যয়ামকৌশলী, যোদ্ধা এবং ব্যাদ্য, সুরা ও সজ্জাপাশ্রে সুরসিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

ব্যয়ামচর্চা [সি বি শরীরচর্চা।] 'আপনি ব্যয়ামচর্চা সম্বন্ধে যাহা

বলিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও বিরুদ্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ব্যয়ামনৈপুণ্য [সি বি বিশেষরূপে অশ্ব সম্ভালন কৌশল।] 'এই জিম্নাস্টিকের ছেলেনদের আশ্চর্য ব্যয়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

ব্যয়ামশ্রিয় [সি *বিশ* ব্যয়াম করতে ভালোবাসে এমন।] 'ইহারা সুস্থ, সবল ও ব্যয়ামপ্রিয়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

ব্যয়ামমবীর [সি বি কুতিগিরি; পাশোয়ান।] 'ব্যয়ামমবীর, ব্যাকবীর, সংসারের ধন্য ভালোমানুষ।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ব্যয়ামাগার [সি বি ব্যয়ামচর্চার কক্ষ।] 'নিজের পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যয়ামাগার, ব্যবহার্য ব্রব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্যয়ামাগাস [সি বি শরীরচর্চা।] 'ব্যয়ামাগাসে যদি মূলত্ব না কমে।' *বেশম*, ১৯৯৯।

ব্যয়ামী [সি বি শরীর চর্চাকারী।] 'ন্যূনতম আবরণের ব্যয়ামী।' *বুদ্ধ*, ১৯৫৫।

ব্যয়াক [সি ১ বি বহুজনের একত্রে থাকার আবাস।] 'গ্রামের সকল ছেলেরা মিলিয়া, একটি বৃহৎ ব্যয়াকে বাস করে।' *প্রথম*, ১৯২০। ২ বি সেনানিবাস। 'আমাদের বাগা হল দেউড়ির ডান পাশের ভোজপুরি ব্যয়াকে।' *প্রথম*, ১৯০১।

ব্যয়ানো [সি ব্যয়ানো] *ক্রি* বের হওয়া। 'কেশমুলে পড়ে টান ব্যয়ান আমার প্রায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ব্যয়াম [ফা বে+ফা আরাম] বি অসুখ। 'কোন ব্যয়াম হয় নাই তো?' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'এসব ব্যয়াম ডাক্তারে যেন মস্তুরে চোটে আরাম করে।' *পানী*, ১৮৫৮।

ব্যয়াম [ফা বে+ফা আরাম] বি অসুখ। 'বাগ মা শববস্ত্র, একটা না ব্যয়াম কহে হুত।' *হুজুত*, ১৮৬১।

ব্যয়িক্কেড [সি বি অধোবন্ধ।] 'হাজারো লাঠির ব্যয়িক্কেড সৃষ্টি করিয়া জননভার অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে।' *আজাদ*, ১৯৭০।

ব্যয়িস্টার, **ব্যয়িস্টার** [সি বি উচ্চ আদালতে ওকালতি করার সনদপ্রাপ্ত আইনজীবী; ইংল্যান্ড থেকে আইন পাস করা উকিল।] 'আপনি সুট ফাইল করুন, বড় বড় ব্যয়িস্টারের সঙ্গে আলোচন হুবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬; 'উকিল-ব্যয়িস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

ব্যয়িস্টারি [সি ব্যয়িস্টার] বি ব্যয়িস্টারের কাজ। 'অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যয়িস্টারি কীর্তিতে তাহাদের মনে গর্বের সীমা রহিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ব্যয়োল [সি বি বন্দুকের নল।] 'ডবল ব্যয়োল পুরনো বিদেশী বন্দুকটির প্রতি ওর আকর্ষণ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

ব্যয়োমিটার [সি বি বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র।] 'লক্ষাধিক টাকার ব্যয়োমিটার, পার্থোমিটার আনানো হয়েছে।' *কলঙ্গী*, ১৮৯৫।

ব্যালকনি [সি বি মূলত্ব ব্যালাপ; উপর তলার মূলত্ব ব্যালাপ।] 'ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হোটো ব্যালকনিতে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

ব্যালট [সি বি ভোট দেওয়ার জন্যে ব্যবহৃত ছাপানো কাগজ; ভোটপত্র।] 'একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে।' *জীবন*, ১৯৪২।

ব্যালট পেপার [সি বি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট কাগজ; ভোটপত্র।] 'জীবনের নির্বাচন কেন্দ্রে আমি ব্যালট পেপার।'

শামসুর, ১৯৬৬।

ব্যালা^১ [স বোলা] বি বিলম্ব। 'ডাকাতকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো সেখনি যে ব্যালা হয়ে গিয়েছে।' হুজুর, ১৮৬১।

ব্যালা^২ বি বেহালা। 'আপনি পিয়ানো ব্যালা, চেম্বো, কন্ডল বাজান।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

ব্যালাল, ব্যালেস [হি বি ভারসাম্য। 'ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যালাল ভঙ্গ হয়।' প্রমথ, ১৯৩০।

ব্যালাল রাধা ক্রি ভারসাম্য রাখা। 'সাইকেলে ব্যালাল রাখতে হয়।' শিবরাম, ১৯৫০।

ব্যালাল-জ্ঞান [হি ব্যালাল+স জ্ঞান] বি ভারসাম্য বোধ। 'সামঞ্জস্য নাই, ব্যালাল-জ্ঞান নাই।' নজরুল, ১৯২৭।

ব্যালাশ, ব্যালাশ বিশ বিয়াল্লিশ-সংখ্যক। 'লম্বতরুল সকলে ৪২ ব্যালাশ কলা।' বহু, ১৫৭০।

ব্যালাশ বাজনা বি বিয়াল্লিশ ধরনের বাদ্যযন্ত্র সমন্বয়ে ঐকতান বাদন। 'প্রতিদিন নাট্যগীত সন্ধ্যাকালে ব্যালাশ বাজনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ব্যালা [হি] বি নৃত্যভিনয়। 'নটনটী কর্তৃক "ব্যালা" নাচ, সঙ্গ, নিম্নার গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রকৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ব্যালা-নর্তকী [ব্যালা+স নর্তকী] বি ব্যালা নাচে যে শিল্পী। 'ব্যালা-নর্তকীর মত দু হাতে দু পিঠি প্রায় হুইয়ে ফেলে বললে।' মুক্তবা, ১৯৬০।

ব্যালারিণা, ব্যালেরিণা [হি বি ব্যালা-নর্তকী। 'কী সেবে জবাব তবে অসংখ্য তারার ব্যালেরিণা।' শামসুর, ১৯৬০; 'আকাশের ব্যালেরিণারা' বাংলার ঘাসের স্টেজে নরম নদীর কাপটে নাকে হোসেন, ১৯৬৯।

ব্যালাল [স] বিশ ব্যালুল। 'মধু ক্ষরে গুণহুসে/ ব্যালাল মধুকুলে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ব্যালাশ বিশ বিয়াল্লিশ; ৪২। হালহেড, ১৭৭৮।

বাস [স] ১ বি বৃন্তের কেন্দ্র ভেদ করে দুই দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা। 'যে কেন্দ্রগতা সরলা রেখার উভয় প্রান্ত পরিধিতে লম্ব হয় তাহার নাম বাস।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি বিহার। 'ইহার বাস নুনাধিক ৯৫০ নয়শত পঞ্চাশ ক্রোশ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বাস্যাস ক্রি বিহার করা। 'বাস্যাস করিতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

বাস্যকূট [স] ১ বি দুর্বোধ্য লেখা। 'ওরে লেখ ব্যাসকূট দাঁতে বিকুট।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি দুর্বোধ্যতা। 'বায় হবে কৃষা বাক্য, লজ্জাকর আত্মনিবেদনে কাটিবে না ব্যাসকূট।' সুপ্রভ, ১৯৩০।

বাস্যক [স] বিশ অতিশয় আসক্ত। 'অনুচিত্তায় একান্ত ব্যাস্ত হইয়াও ...।' বিদ্যা, ১৮৪৮।

বাস্যের আচার - সহজ সাধনা। 'বাস্যের আচার করিবে যেই।' চঞ্জী, ১৫৫০।

বাস্যাত [আ বসাত] বি ব্যবসা। 'জল ব্যাসাত কল্পি ভবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

বাস্যাতি বি বেসাতি। 'নির্লজ্জ মিথ্যার ব্যাসাতির পর ...।' আজাদ, ১৯৫৬।

বাহ্যত [স] বিশ বাধ্যপ্রাপ্ত। 'যখন পদে পদে নানা বাধ্য তাঁর পড়িতে

বাহ্যত করছিল, সেই সময় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ব্যাহতি [স] বি বাধ্যপ্রাপ্ত। 'বেশের চেয়ে বিরতি বা ব্যাহতি বেশি সক্রিয়।' অচিন্ত, ১৯৫০।

ব্যাহার [স] বিহার্য বি বিহার। 'কুবজির সহিত কৃষ্ণ করিল ব্যাহার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ব্যুৎপত্তি [স] ১ বি জ্ঞান। 'ইঙ্গরেজী বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি ইয়ায়াছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি উৎস নির্ণয়। 'যদিও তন্মধ্যে এ নামের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ব্যুৎপন্ন [স] ১ বিশ জ্ঞানসম্পন্ন। 'সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ইয়া যদ্যে আইসেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন ...।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বিশ অভিজ্ঞ। 'অসংগত চুরি-করা প্রেমে ব্যুৎপন্ন প্রেমিকের মতো চোরের জীবন গল্পময়।' মানিক, ১৯৩৭।

ব্যুৎপন্ন বিশ ক্রী জ্ঞানসম্পন্ন। 'মুম্বায়ে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্ন ইয়াছিলেন। দর্পণ, ১৮২২।

ব্যুরোক্রাটিক [হি] বিশ আমলাতান্ত্রিক। 'এই মনোভাবকেই না ব্যুরোক্রাটিক মনোভাব বলে?' প্রমথ, ১৯৯৯।

ব্যুরোক্রেসি বি আমলাতন্ত্র। 'তোমানের সৃষ্ট কৃট-ব্যুরোক্রেসি যদি ভারতবর্ষে আবার আক্রমণের যুগ ফিরে আসে।' প্রমথ, ১৯২০।

বুহ [স] ১ বিশ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবিন্যাস। 'সৈন্য সব বুহ কর করিবারে ...।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি প্রতিরক্ষা বেটনী। 'ধাবনেছে, গড়জ-ভেদেতে, বুহচনাতে ... নিশা হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি শরীর। 'ব্রীহি বুহ গণিগু হরিং আকার।' গুণ, ১৮৫৮।

বুহ [স] বিশ বি প্রতিরক্ষা বেটনী। 'চতুর্দিকে পাষাণের বুহ সুবলিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

বুহবন্ধ [স] বিশ বেটনী দিয়ে ঘেরা। 'একটা প্রকাণ্ড বুহবন্ধ অংকোণ ও বার্ষপনভার চর্চা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বুহভঙ্গ [স] বি প্রতিরক্ষা বেটনী ধ্বংসকরণ। 'গড়জ-ভেদেতে, বুহচনাতে, বুহভঙ্গেতে নিশা হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বুহমুখ [স] বি প্রতিরক্ষা বেটনীর ব্রেশপথ। 'কোথায় রেখিলে কোন্ বুহমুখ কুহি, কহ তা আমাকে।' মাইকেল, ১৮৬২।

বোটা বি পুত্র। 'তুই যেমন বড় মানুষের বোটা।' ভবানী, ১৮২৫।

বোদো [আ বায়িরা] বিশ সাপুড়ে জড়িত। 'বাগদী ব্যাধ বোদো বেশা বৈরাগি বালিকাদের বাসীলা বিদ্যায় বিতরণ।' দর্পণ, ১৮৩১।

বোশে ১ ক্রিবিধ ছুড়ে। 'কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদর বোশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ ক্রিবিধ হাড়িয়ে। 'আজিও যায় বোশে কেঁপে কেঁপে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বোম [স] বি আকাশ। 'বোম ছাড়ে মেঘঘটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বোমকেশ [স] বি হিন্দুদের শিব। 'নিমগ্ন তপঃসাগরে বোমকেশ।' মাইকেল, ১৮৬০।

বোমচর [স] বি আকাশচরী। 'বোমচর নমিলা সৌদিকে সভয়ে।' মাইকেল, ১৮৬১।

বোমচরী [স] বি আকাশচরী। 'লুফে লুফে বোমচরী মুখে মুখে ভায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বোমতরী [স] বি উড়োজাহাজ। 'বোমতরী বাংলাদেশের উপর দিয়ে বতকণ চলল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বোমপথ [স] বি আকাশপথ। 'জায় বীর বোমপথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বোমপারাবার [স] বি মহাকাশ। 'সীমামুখ বোমপারাবারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বোমবিহারী [স] বি গগনবিহারী; আকাশে বিচরণ করে যে। 'তত্ত্বার্থিক বঙ্গের ধরে বোমবিহারী, গৃহত্যাগী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বোমযান [স] বি আকাশযান। 'বোমযান অর্থাৎ বেদনয়ন্ত্র আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে উভীয়মান হইতেছেন।' অক্ষর, ১৮৫২।

ব্রংকাইটিস [হি] বি বায়ুনাগিরি প্রদাহজনিত রোগ। 'মেনিনজাইটিস-হেরিনজাইটিস, হুপিংকোফ, ব্রংকাইটিস এসব হলেও কিছু-কিছুটা বোঝা যেত।' শিবরাম, ১৯৪০।

ব্রংকোদ [স] ব্রংকোদার। বিণ ছটপুট শরীরবিশিষ্ট। 'এক ব্রংকোদ গোসাই বড় জন্ম হয়েছিলেন।' হতোম, ১৮৬১।

ব্রঞ্চ [স] বৃক্ষ। বি বৃক্ষ। 'বাগ মজুরের ব্রঞ্চে আদি বরজায় রাখিয়া ...।' হ্যাগলেভ, ১৭৭২।

ব্রঙ্কাইটিস [হি] বি বায়ুনাগিরি প্রদাহজনিত রোগ। 'ব্রঙ্কাইটিস রোগে তিনি ৬৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।' সত্যগত, ১৯৩৮।

ব্রজ [স] বি বৃন্দাবন; শ্রীকৃষ্ণের বাসালীলাভূমি। 'কৃষ্ণ বিনে ব্রজ হ্যাছিল অক্ষর।' রূপরাম, ১৭৫০।

ব্রজজন [স] বি ব্রজধামের অধিবাসী। 'উঠি ধায় ব্রজজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্রজধাম [স] বি বৃন্দাবন। 'যবে ব্রজধামে, দাঁড়য়ে কনকমূলে যমুনার কূলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ব্রজনারী [স] বি রাখা। 'সেই ব্রজনারীকে সকলে মিলিয়া সুসজ্জিত করিয়া ...।' হাই, ১৯৫৪।

ব্রজপুত্র [স] বি বৃন্দাবন। 'ব্রজপুত্রে চল সতে সুম নটগণে।' অঙ্গার, ১৫০০।

ব্রজবধূ [স] বি ব্রজের রমণী। 'পৃতিসিনে বৃন্দাবনে ব্রজবধূ সঙ্গে।' মালাধর, ১৫০০।

ব্রজবলিতা [স] বি গোপনারী। 'ব্রজবলিতা সব দেখি মোহ জাএ।' মালাধর, ১৫০০।

ব্রজবালক [স] বি শ্রীকৃষ্ণ। 'সেখা বিহরে চির-ব্রজবালক।' নন্দরঙ্গ, ১৯০১।

ব্রজবাসী [স] ১ বিণ ব্রজধামের অধিবাসী। 'ব্রজবাসী বৈষ্ণবের করে আলিঙ্গন-মান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মদুরা বৃন্দাবনের পাড়া। 'সদয় রক্ষার বাসতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ব্রজবুলি [স] বি বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে ব্যবহৃত মেথিণী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন ভাষাবিশেষ। 'তার কারো বুন্দেলখণ্ডী ও ব্রজবুলি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

ব্রজমন্ডল [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ব্রজ ও তার পাশের এলাকাসমূহ। 'কোথা হইতে আইলা তুমি এ ব্রজমন্ডল।' ফিট্টিং, ১৬০০।

ব্রজলীলা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মথুরার নিকটবর্তী ব্রজ নামক গ্রামে কৃষ্ণের লীলা। 'ব্রজলীলা পূর্ণ করি মথুরা গমন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ব্রজশিষ্ট [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'বলরাম রূপ হয়ে/ ব্রজশিষ্ট সঙ্গে লয়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ব্রজসুন্দরী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মথুরার নিকটস্থ ব্রজ নামক গ্রামের সুন্দরী রাখা। 'রাখে গো, ব্রজসুন্দরী, পার করো।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

ব্রজাসনা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রাখা। 'ব্রজাসনা সঙ্গে লয়ে বিহার বিভাজে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ব্রজেন্দ্রনন্দন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শ্রীকৃষ্ণ। 'স্বয়ং ভগবান যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্রজেশ্বরী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রাখা। 'দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্রজেশ্বর [স] ব্রজেশ্বর। বি (হিন্দুপুরাণ) ব্রজের ঈশ্বর; শ্রীকৃষ্ণ। 'ভিজা না করিহ কীড় সুম ব্রজেশ্বর।' মালাধর, ১৫০০।

ব্রজজ্ঞাপ্ত [হি] বি দীর্ঘলক্ষ। 'লৌড়, শটপুট, ৮০ মিটার লো হার্ডলস এবং ব্রজজ্ঞাপ্ত।' বেগম, ১৯৬২।

ব্রণ [স] ১ বি ক্ষত। 'পুড়িয়া সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কৈশোরে বা যৌবনের শুরুতে মুখমনে ওঠা ক্ষোভ বা কুহুড়ি। 'কফ বাত কিমি কুট ব্রণ করে নাশ।' তত্ত্ব, ১৮৮৮।

ব্রত [স] ১ বি লোকচার। 'ব্রজকন্যা সব ব্রত করিতে চলএ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সংঘ। 'আপনা মজারিণ ব্রত লখিঅা সতী।' বড়, ১৫০০। ৩ বি কর্তব্য। 'রাঙ্গার ইন্দ্রব্রত, সূর্যব্রত ... পৃথিবীব্রত; এই সত্ত ব্রত।' মদুরায়, ১৮১০। ৪ বি প্রতিজ্ঞা। 'পূরী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ব্রত-উদ্‌যাপন [স] বি আচার্য্যাদি পালন। 'এদের কোনো স্বতন্ত্র, সিন্ধব মুখা আমাদের জীবনের ব্রত-উদ্‌যাপনে হয়তো মনে নেওয়া হতো না।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ব্রতকথা [স] বি দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী। 'গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পট্টার কুম্ভটীরে পরিষৎ যেখানে বশেষকে সন্ধান করিবায় জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্রতগ্রহণ [স] বি সংকল্প গ্রহণ। 'আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব্রতচারিণী [স] বি স্ত্রী ব্রত পালনকারী। 'গৈরিক বসনে হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা।' রবীন্দ্র, ১৮১৫।

ব্রতচারী [স] বি ব্রত পালনকারী। 'ব্রতচারী-ব্রতচারী ইত্যাদি সকলেরই যখন সমিতি আছে।' মনসুর, ১৯৪৩।

ব্রততিথি [স] বি ধর্মচার পালন করার শুভসময়। 'এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।' ভারত, ১৭৬০।

ব্রতদাস [স] বি ভক্ত। 'চক্ৰ পক্ষ মোর তুমি ব্রতদাস।' ভারত, ১৭৬০।

ব্রতদাসী [স] বি স্ত্রী (হিন্দুসমাজ) দেবতাবিশেষের পূজাদি প্রকাশার্থে সেবানুগৃহীত নারী। 'সুভদ্রা দুখিনী মোর হইল ব্রতদাসী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ব্রতধর [স] বিণ তপস্বী। 'অকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ব্রতধারী [স] বিণ তপস্বী। 'বাইরে-বাইরে নানা ব্রতধারী ...।' অবন, ১৯২৫।

ব্রতধীর [স] বিণ ব্রতবশত ধীরহৃদয়। 'এ শরীর ব্রতধীর হয়ে নিয়োজে যোবা।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

ব্রতনিবন্ধ [স] বিণ তপস্যায় নিবিশ্ট। 'ব্রতনিবন্ধ অভিনিবিশ্টা মোহিত

পরম যথিকার মূর্তি। জীবন, ১৯৩২।

ব্রতনিয়ম [স] বি পালক্য এবং গৃহ্যলিপির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম।
'আমি ব্রত নিয়ম করিব।' বঙ্গিম, ১৮৭৮।

ব্রতপরায়ণা [স] বিদ্বী ত্রৈতের প্রতি নিষ্ঠ। 'সমুদায় সুখ বিসর্জন
দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণ হওয়া।' রম্যাবোধিনী, ১৮৭০।

ব্রত-পার্বণ [স] বি ধর্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান। 'তার নিজের পূজা-
আরা ব্রত-পার্বণ আছে।' বিমল, ১৯৫৩।

ব্রতপালন [স] বিদ্য দায়িত্ব পালন। 'পরোপকাররূপ ব্রতপালনে কদাচ
পরাজয় হইও না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ব্রতবিধি [স] বি নিয়ম-রীতি। 'সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রতবিধি।'
মালাধর, ১৫০০।

ব্রতমতী [স] ব্রতমতি। বিদ্বী ত্রৈতচারী। 'সদা কষ্ট ব্রতমতী।'
আলাওল, ১৮৬০।

ব্রতমাস [স] বি ধর্মাত্মক পালন করার মাস। 'এই তৈয় মাস হৈল
মোর ব্রতমাস।' ভারত, ১৭৬০।

ব্রতযাপন [স] বি ধর্মকর্ম পালন। 'ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন
করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ।' রঙ্গীন্দ্র, ১৮৯৫।

ব্রতানুষ্ঠান [স] বি ব্রতের আচার। 'ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া ...'
বিভূতি, ১৯২৯।

ব্রতালয় [স] বি ধর্মানুষ্ঠান বা তপস্যা করা হয় যেখানে। 'যখা কোলে
খচিত মুকুটে ফুলে প্রবের মালা ব্রতালয়ে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ব্রতি [স] ব্রতী। বিদ্বী যুক্ত। 'শবন ব্যাপারে ব্রতি কহিলেই তৎপ্রতি
সেইরূপ সন্দেশ উপস্থিত হয়।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

ব্রতী [স] বিদ্বী যুক্ত। 'এ ব্যবসারে ব্রতী হইবার নিমিত্ত, তাহার শিক্ষা
করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিদ্বী রত। 'অপূর্ব প্রণয়-ব্রতের যে
হইল ব্রতী।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিদ্বী তপস্বী। 'কহ কৌশলীজীবীর
তপোব্রতে ব্রতী।' মাইকেল, ১৮৭২। ৪ বি ব্রতকারী। 'পূজা শেষ
হওয়া পর্যন্ত ব্রতীর উপবাস।' অবন, ১৯১৯।

ব্রতীবালক [স] বি তরুণসদৃশ দম্ভ-প্রবর্তিত ব্রতচারী বালক।
ব্রতীবালিকা [স] বি তরুণসদৃশ দম্ভ-প্রবর্তিত ব্রতচারী বালিকা।
'শান্তিনিকেতনে যেমন ব্রতীবালক ব্রতীবালিকা আছে।' রঙ্গীন্দ্র,
১৯৩১।

ব্রতোদ্যাপন [স] ব্রত-উদযাপন। বি ব্রত পালন। 'এ ব্রতোদ্যাপন
করিয়া সাংসারিক ব্রত করণ চেষ্টা।' দর্পণ, ১৮২৫।

ব্রতোপবাস [স] বি ব্রতের নিয়মানুযায়ী উপবাস। 'এই গ্রন্থদুট
ব্রতোপবাস পূজা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা অনায়াসে জানিতে পারিবেন।'
দর্পণ, ১৮২৬।

ব্রততী [স] বি লতা। 'তরুণলপতি ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।'
মাইকেল, ১৮৬০।

ব্রমবধ [স] ব্রমবধ। বি ব্রাক্ষণকে হত্যা। 'গোবধ ব্রমবধের মাড় গমনের
পোষেদেও শুভানের সুরাশান আর ইত্যাদি যতো?' আভোনিয়া,
১৭৪৩।

ব্রমাণ্ডে, ব্রমাণ্ডে [স] ব্রাক্ষা। বি ব্রাক্ষা; বিশ্বজগৎ। 'তাহার উদরে
ব্রমাণ্ডে দেখিলো যশোদা।' আভোনিয়া, ১৭৪৩। 'যশোদা যে
কৃষ্ণের পেটে ব্রমাণ্ডে দেখিলো সে ক্রি?' আভোনিয়া, ১৭৪৩।

ব্রাক্ষ [স] ১ বি হিন্দুতে বিদ্যা; ব্রাক্ষা। 'পাইবে পরম ব্রাক্ষ অতুল
আনন্দ।' মালধর, ১৫০০। ২ বি প্রকৃ (হিষ্টান)। 'বিশ্রান্তের ব্রাক্ষ

যদি মেরিমার যাদু। এ দেশের ব্রাক্ষ তবে যশোদার যাদু।' গুণ,
১৮৫৮। ৩ বি আরাধনার বস্তু। 'এমন একটা বিরাট ব্রাক্ষের পরিচয়
পেলো যা অল্পব্রাক্ষের নয়।' রঙ্গীন্দ্র, ১৯৩৩।

ব্রাক্ষ অস্ত্র [স] বি ব্রাক্ষা; অস্ত্র। 'ব্রাক্ষ অস্ত্র রূপঅস্ত্র
বান পশুশাস্ত্র।' কঙ্গীন্দ্র, ১৮৬৯।

ব্রাক্ষ-খনি [স] বি ব্রাক্ষাখনি। 'খনি' শব্দ ব্রাক্ষ-খনি বসেন
টৌদিকে।' মাইকেল, ১৮৬০।

ব্রাক্ষকমল [স] বি অলৌকিক পদ্ম। 'সে এক আশ্চর্য কবি, পাথরের
পায়ে সে-ই ব্রাক্ষকমল ফোঁটায়।' মীরেন, ১৯৫৪।

ব্রাক্ষকৃশা [স] বি হিন্দুতে পরমেশ্বরের কৃপা। 'ব্রাক্ষকৃপার অমর
হইয়াছেন।' ফজলুল, ১৯১৩।

ব্রাক্ষকৃশাশ্রু [স] বিদ্বী পরমেশ্বরের করুণাশ্রু। 'ব্রাক্ষকৃশাশ্রু
মহিমাযিত কোন মহাবীর ...।' ফজলুল, ১৯১৩।

ব্রাক্ষগোপান [স] ব্রাক্ষজ্ঞান। বি পরমাধ্যাবিষয়ক জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। 'এবে
পাইএর আক্ষে ব্রাক্ষগোপান।' বড়ু, ১৪৫০।

ব্রাক্ষগ্ন [স] বিদ্বী ব্রাক্ষণ ঘাতক। 'তথাপি যদ্যপি আমি ব্রাক্ষগ্ন গোবধী।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

ব্রাক্ষচর্য, ব্রাক্ষচর্য [স] বি যৌনতা ও অন্যান্য ভোগবাসনা বর্জিত
সংযত জীবনযাপন। 'ব্রাক্ষচর্য করিতে চলে পাতালের দেশ।' কঙ্গীন্দ্র,
১৮৯৯। 'ব্রাক্ষচর্যপালন করিয়া নিয়মে সংযমে জীবনকে গড়িয়া
হুগিতে হইবে।' রঙ্গীন্দ্র, ১৯০৭।

ব্রাক্ষচত্র, ব্রাক্ষচত্র [স] বি যৌনতা ও অন্যান্য ভোগবাসনা
বর্জিত সংযত জীবনযাপনের সাধনা। 'কঠোর ব্রাক্ষচত্র পালন
করেছি।' মুনীর, ১৯৬১।

ব্রাক্ষচারি [স] ব্রাক্ষচারী। বি (হিন্দুসমাজ) ব্রাক্ষচর্য পালনকারী। 'দত্তী
ব্রাক্ষচারি বান্ধব ইত্যাদি।' দর্পণ, ১৮২২।

ব্রাক্ষচারিণী [স] বি ব্রাক্ষ (হিন্দুসমাজ) ব্রাক্ষচর্য পালনকারী। 'সেই
কর্মযোগনিরতা ব্রাক্ষচারিণীর সৌম্যমুখী।' রঙ্গীন্দ্র, ১৯০০।

ব্রাক্ষচারী [স] বি (হিন্দুসমাজ) (হিন্দুসমাজ) ব্রাক্ষচর্য পালনকারী।
'এক ব্রাক্ষচারী সেই নবদীপে বসে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ব্রাক্ষজ্ঞ [স] বিদ্বী ব্রাক্ষজ্ঞানের অধিকারী। 'প্রাচীন ভারতের এক
তথাকথিত ব্রাক্ষজ্ঞ খনি একদিন এ জাতীয় ভয় দেখাতে কৃত্রিম
হননি।' শিব, ১৯৫০।

ব্রাক্ষজ্ঞান [স] বি পরমাধ্যাবিষয়ক জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। 'ইহা শুনি যাতা-
প্রতি কহে ব্রাক্ষজ্ঞান।' ফজলুল, ১৫৮০।

ব্রাক্ষজ্ঞানি [স] ব্রাক্ষজ্ঞানী। বি ব্রাক্ষজ্ঞানসম্পন্ন। 'আপনাকে আপনিই
ব্রাক্ষজ্ঞানি করিয়া মানেন।' দর্পণ, ১৮২২।

ব্রাক্ষজ্ঞানী [স] বিদ্বী ব্রাক্ষজ্ঞানসম্পন্ন। 'আত্মস্বাধী না হয়ে ব্রাক্ষজ্ঞানী
হই।' শরৎ, ১৯১৪।

ব্রাক্ষণ [স] ১ বি ব্রাক্ষ। 'ব্রাক্ষণে চিন্তনে কৈলো নির্মল কাএ।' বড়ু,
১৪৫০। ২ বি ব্রাক্ষণ। 'ব্রাক্ষণের ঘরে কৃত্তি গেল লড় দিয়া।' কঙ্গীন্দ্র,
১৮৬৯।

ব্রাক্ষণ্য [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) নারায়ণ। 'যদ্যপি ব্রাক্ষণ্য করে
ব্রাক্ষণের সহায়।' ফজলুল, ১৫৮০। ২ বি ব্রাক্ষণসুলভ গুণ। 'খুঁজর
বিদ্যা, ব্রাক্ষণ্য, সন্ধন বেরিয়ে পড়িয়েক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

ব্রাক্ষতাল [স] বি (সংহীত) চতুর্মুখ তাল। 'রবিবাসুর ব্রাক্ষতাল ও
রুদ্রতাল জানেন না।' হুজুট, ১৯৩১।

ব্রহ্মতালু

ব্রহ্মতালু [স] বি মাধার টালি। 'পূর্ণিমাতে ব্রহ্মতালুতে বৈসে কাম।' সুলতান, ১৭০০।

ব্রহ্মতত্ত্ব [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মজ্ঞানজনিত পতি; ব্রহ্মায়। 'যেহেরে ইচ্ছা হইল সেই যুহুতেই প্যারিজনরকে ব্রহ্মতত্ত্বে ভক্ত্য করিয়া দিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ব্রহ্মভক্ত [স ব্রহ্ম] বি ব্রাহ্মণকে ধনত নিষ্কর ভক্তি। 'যে ভক্তি ব্রহ্মভক্ত দিয়াছেন সে কাহার মহল হইতে।' কেরি, ১৮০২।

ব্রহ্মভূ [স] বি ব্রহ্মভণ। 'তার শাপিত জীবনবাণের স্পর্শে এসের মেকি ব্রহ্মভূ সহজেই খসে পড়ে।' শিব, ১৯৫০।

ব্রহ্মভূতিমানী [স] বিণ ব্রহ্মভাবযুক্ত। 'বঙ্গদেশী ব্রহ্মভূতিমানী ব্রাহ্মণের বাটাতে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ব্রহ্মদ্বা [স] বি ব্রহ্মভক্ত; ব্রহ্মভক্তে দান-করা করমতু ভক্তি। 'বহুতালের যে ব্রহ্মদ্বাইক পাওয়া গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ব্রহ্মদত্ত [স] বি ব্রহ্মভণের অতিশাণ। 'জ্ঞান নাহি ব্রহ্মদত্ত কি কারনে ধরি।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ব্রহ্মদৈত্য [স] বি হিন্দুভক্ত ব্রাহ্মণ-ভূত। 'পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ব্রহ্মদান্য [স] বি ঈশ্বরের নাম। 'তবু পণন পূর্ণ করো ব্রহ্মদান্যে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ব্রহ্মপরাশর [স] বিণ ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত। 'অনেক ব্রহ্মপরাশর ব্যক্তির সরাসর হয়।' অক্ষর, ১৮৪০।

ব্রহ্মপুরবাসী [স] বি হিন্দুভক্ত বর্ণের বাসিন্দা। 'সে সন্দেশ করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী।' মাইকেল, ১৮৮০।

ব্রহ্মপুত্রী [স] বি হিন্দুভক্ত বর্ণ। 'সুরসেনাবী শূরেন্দ্র, প্রাণেণ করি ব্রহ্মপুত্রী।' মাইকেল, ১৮৮০।

ব্রহ্মখাতি [স] বি পরমেশ্বর লাভ। 'শ্রেয় ব্রহ্মখাতির ক্ষেত্র গোপান।' ফজল, ১৯১০।

ব্রহ্মবধ [স] বি ব্রাহ্মণ হত্যা। 'শতক ব্রহ্মবধ নহে আর তুলে।' বড়, ১৪৫০।

ব্রহ্মবাক্য [স] বি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম। 'কন্যাপণও তাহাই ব্রহ্মবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৩০।

ব্রহ্মবাদিনী [স] বিণ ঈ বৈদ্যত দর্শনে পণ্ডিত। 'ব্রহ্মবাদিনী যেনেয়ী জামিয়ারিয়েন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ব্রহ্মবিৎ [স] বিণ ব্রহ্মজ্ঞানী। 'ব্রহ্মবিৎ হওয়া কেনে করহ যোদন।' ফজল, ১৫৮০।

ব্রহ্মবিদ্যা [স] বি ব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা। 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়।' অক্ষর, ১৮৪০।

ব্রহ্মবিষয়ক [স] বিণ ব্রহ্ম সম্পর্কিত। 'প্রতিপাদ্য মোক্ষ হচ্ছে ব্রহ্মবিষয়ক শৌকিক ধর্মের ...।' হুম্ব, ১৯২০।

ব্রহ্মব্যবধান [স] বি ব্রহ্মজ্ঞানের বিশুদ্ধতা। 'কোলাসিক ব্রহ্মব্যবধানের বিরুদ্ধে যেনেদাঁসের ব্যক্তিবিকার সাধনা ...।' শিব, ১৯৫০।

ব্রহ্মময় [স] বিণ ব্রহ্মব্রহ্মণ। 'বসে বসে ব্রহ্মময় বিশ্বের কারণ।' মানিকগ্রাম, ১৭৮১।

ব্রহ্মময়ী [স] বিণ ঈ ব্রহ্মব্রহ্মণ। 'ওরে তুই করিস কি কালের ভয়/হরে ব্রহ্মময়ীর সূত।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ব্রহ্মমূল [স] বি ব্রহ্মতাত্ত্ব। 'ও বিবে উঠিল খেতে ব্রহ্মমূলে/কেমনে সে বিষ নামাই।' লালন, ১৮৯০।

ব্রহ্মমূর্তি [স] বি ব্রাহ্মণ মূর্তি। 'ক্রমে সমবেত জনপদ-যথো ব্রহ্মমূর্তি অবিকৃত হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ব্রহ্মমুহুর্ত [স] বি হিন্দুভক্ত মতে ব্রহ্মতাত্ত্ব কেন্দ্র বা কেন্দ্রবর্তী ছন্দ। 'যেন ব্রহ্মমুহুর্ত যায় গো ফেটে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ব্রহ্মমুহুর্ত [স ব্রহ্মমুহুর্ত] বি সূর্যোদয়ের পূর্বকর্তী দুই দণ্ড সময়। 'ব্রহ্মমুহুর্ত করি প্রভু করিল বেহার।' মালাধর, ১৫০০।

ব্রহ্মরিসি [স ব্রহ্মরসি] বি ঋষি ব্রাহ্মণ। 'পুত্র অভিনাসে রাজা হইছে ব্রহ্মরিসি।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ব্রহ্মর্ষি [স] বি ঋষি ব্রাহ্মণ। 'মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেব দেবর্ষি দানব।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ব্রহ্মলাভ [স] বি হিন্দুভক্ত পরমেশ্বর লাভ। 'কৃষ্ণসামনের ফলে ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন।' তরলঙ্গ, ১৯১০।

ব্রহ্মলোক [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ব্রহ্মার বাসস্থান। 'ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণোদকে।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

ব্রহ্মশাপ [স] বি ব্রাহ্মণের অভিশাপ। 'ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিভ্রাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ব্রহ্মসংগীত, ব্রহ্মসঙ্গীত [স] বি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামূলক সঙ্গীত। 'বালা কথা বলিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত ও বালাসংগীত পাওয়া যাবে।' মুর্খতি, ১৯০১। 'বাউল, ভাটিয়াসি, সেহস্তত, ব্রহ্মসঙ্গীত বহুতী নানা প্রকার গান আছে।' মোতাভের, ১৯০৭।

ব্রহ্মসত্য [স] ১ বি মহাসত্য। 'সত্য সত্য ব্রহ্মসত্য ইশে নাই আন।' রঙ্গরায়, ১৭৫০। ২ বি ব্রহ্মতত্ত্ব। 'ব্রহ্মসত্যের অপব্যোজনহুতি তখনও তাঁর কাছে মূল্যবান ছিল।' শিব, ১৯৫০।

ব্রহ্মসত্তা [স] বি রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এবং সেবেদ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মসম্প্রদায় ও তার অনুসারীদের সম্মে। 'তাঁহার হৃদিত ব্রহ্মসত্তার ইহার সর্বদা গমনাগমন আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

ব্রহ্মসমাজ [স] বি ব্রাহ্মসঙ্গীত। 'কেবল ব্রহ্মসমাজের মোক্ষ সর্বদা দেবিরে থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

ব্রহ্মশাপ [স ব্রহ্মশাপ] বি ব্রাহ্মণের অভিশাপ। 'সর্পে গেল মহারাজা পাইয়া ব্রহ্মশাপ।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ব্রহ্মবাদ [স] বি ব্রহ্মের উপলব্ধিজনিত আদর্শ। 'সে-জন্য শৌখিন্যবাসকে তথা রসকে ব্রহ্মবাদের সঙ্গে তুলনা করা হারছে।' মোতাভের, ১৯৫০।

ব্রহ্মহত্যা [স] বি ব্রাহ্মণ-বধ। 'ব্রহ্মহত্যা দিবে কেনে তার কথা বল।' রঙ্গরায়, ১৭৫০।

ব্রহ্মায়ী [স] বি বিদ্যবলী আশ্রয়। 'সে ব্রহ্মায়িতে যে আমার সন্যাস দক্ষ হই।' মাইকেল, ১৮৫৯।

ব্রহ্মাত্ম [স] বি বিদ্যভ্রাণ। 'অনন্ত ব্রহ্মাত্ম মোর যে অঙ্গেতে বসে।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

ব্রহ্মাত্মাশ্রয় [স] বিণ বিদ্যভ্রাণ ধ্বংস করতে পারে এমন। 'এই যে প্রাণ দণ্ড, ব্রহ্মাত্মাশ্রয়, শিখি ধরিতে এসে।' মাইকেল, ১৮৮০।

ব্রহ্মাত্মেন্দ্রী [স] বি সূচীচক্র; জ্ঞানচক্র। 'ব্রহ্মাত্মেন্দ্রীর কেন্দ্র বৃত্তিবদ্ধ, বিকল মানুষ।' সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্রাহ্মত্ব [সি] **ব্রি** বিশ্বজনগতে অবস্থিত। 'মুদ্র হইয়া পৃথিবী, আকাশ, ব্রাহ্মত্ব, অনন্তর জনগণ এই গান প্রবণ করিলেন।' *হরহরসঙ্গ*, ১৮৮১।

ব্রাহ্মজ্ঞ [সি] **বি** পুত্র শক্তিশালী অস্ত্র। 'হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রাহ্মজ্ঞের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্রাহ্মোত্তর [সি] **বি** ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দিব্য ভূমি। 'দেবোত্তর ও ব্রাহ্মোত্তর ও মহোত্তর ও অয়্যো ও দ্যাবোত্তর।' *ওগু*, ১৭৮২; 'ব্রাহ্মোত্তরাদি দিব্য ভূমির কল্পিত রহস্যে ... না পারিবেন।' *ভানকান*, ১৭৮৫।

ব্রাহ্মোপাসক [সি] **বি** পরমাত্মার উপাসনা করে যে। 'ব্রাহ্মোপাসকের চিত্ত ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।' *অক্ষর*, ১৮৪৩।

ব্রাহ্ম [সি] **বি** যাত্রালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বলরাম ব্রাহ্ম'। *সেবধি*, ১৮৪০।

ব্রাহ্ম [সি] **বি** বার্মা। 'ব্রাহ্ম, চীন ও শ্যামদেশ, বরুণাল পর্বতস্থ বনভূমি ... ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' *অক্ষর*, ১৮৫৪।

ব্রাহ্মদেশ [সি] **বি** বাংলাদেশের সপ্তদশ দক্ষিণ-পূর্ব দশদেশবিশেষ; বার্মা, মিয়ানমার। 'চীন-জাপান ব্রাহ্মদেশ-শ্যামদেশ ... অধিকাংশই জয় করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮০৫।

ব্রাহ্মদেশী [সি] **ব্রি** মায়ানমারের। 'শ্যামদেশী, আনাম দেশীয় বা ব্রাহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ব্রাহ্মপুত্র [সি] **বি** ভারতবর্ষের নদীবিশেষ। 'চতুর্দিকে আসেন/ পাইলেন প্রবেশে/ লুডা ধায় ব্রাহ্মপুত্র।' *মুহুর্ত*, ১৮০০।

ব্রাহ্মা [সি] **বি** হিন্দুদের সৃষ্টিকর্তা। 'সঙ্গেই চিহ্নিত্য বৃষ্টি ব্রাহ্মার ঠাট।' *বহু*, ১৪৫০।

ব্রাহ্মাণী [সি] **বি** ব্রী ব্রাহ্মার পত্নী। 'অষ্ট শরিতা সাজে ব্রাহ্মাণী রত্নাঙ্গী কপালিনী।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০।

ব্রাহ্মার দণ্ড [সি] **বি** ব্রাহ্মার হাতে ধরা দণ্ডবিশেষ। 'কৈলো ব্রাহ্মার দণ্ড যোআলে।' *বহু*, ১৪৫০।

ব্রাহ্মাবর্ত, ব্রাহ্মাবর্ষ [সি] **বি** কুরুক্ষেত্রের কাছে এবং সরস্বতী নদীর গাশে অবস্থিত প্রাচীন দেশ। 'হিমাচল সন্নিহিত সরস্বতী তীরে ব্রাহ্মাবর্ত যথোপস্থিত হইয়াছিল।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

ব্রাহ্মান [সি] **ব্রাহ্মণ** **বি** ব্রাহ্মণ। 'এখানে ব্রাহ্মান জ্ঞানব্রহ্মের সাক্ষি সমাধান ...।' *ওগু*, ১৭৭৯।

ব্রাউন [সি] **ব্রি** বাদামি। 'ব্রাউনরঙের পাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ব্র্যাক্টে [সি] **১** **বি** ঘরের দেয়াল সলয়্য ভাক। 'ব্র্যাক্টের উপরে একটা ঘড়ি দিব্য ঘরে টিকটক শব্দে সোলাক সোলাইতেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। **২** **বি** বহুদীর্ঘ। 'অর্বসুপমভার অনুভবে অতিরিচত কথাতপি ব্র্যাক্টের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ব্র্যাক [সি] **বি** শাখা। 'ব্র্যাকটিক, তাঁদের কলকাতা ব্র্যাক্টের কর্মচারী দীর্ঘহৃদে চিঠি লিখে শহরের যা হালদহ জানিয়েছে ...।' *শিবরাম*, ১৮৪০।

ব্র্যাক্সিয়া [সি] **বি** নদীর তল-আবরক বর: কঁচুলি। 'ব্রাউন ব্র্যাক্সিয়া অনবৃত্ত।' *সিকান্দার*, ১৮৯১।

ব্র্যাড [সি] **বি** প্রবর্তকারী প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা পণ্য। 'সিপায়েত খান। অশপার তো এ ব্র্যাড চলে না বোধহয়।' *শামসুল*, ১৯৭০।

ব্রাভি, ব্রাভী, ব্রাভি [সি] **বি** ব্রাভি: অ্যালকোহল দিয়ে তৈরি মাদক পানীয়বিশেষ। 'অভ্যন্ত অপরূপ শিখ মধ্যমররা অশৌচ সময়ে অত্যাচারে কেবল ব্রাভি মাদ পান করেন।' *ভবানী*, ১৯৩০; 'পেয়লা

করা চা, চুইট, ছপে করা জল, ডিকান্টের প্রাণী।' *হুতাম*, ১৮৬১; 'সেই যে ব্রাভি এসেছিল, তার কি কিংবা বাকি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ব্রাভিল [ব্রাভি+সি] **ব্রি** মাদকবিশেষ। 'ইংরেজি আহার - ব্রাভিল।' *বরদর্শন*, ১৮৭৪।

ব্রাভিপানি [ব্রাভি+সি] **পানি** **বি** ব্রাভি নামক মদ। 'পানি না বলে ব্রাভিপানি বলে আর কোনো পোশাই হত না।' *ধর্মমত*, ১৯১৮।

ব্রাভ্য [সি] **ব্রি** শাস্ত্রসম্মত আচারের বদলে লৌকিক আচার পালনকারী। 'ওরা ব্রাভ্য, ওরা মন্থনই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ব্রাভ্য-দোষ [সি] **বি** সীমানা লঙ্ঘনের অপরাধ। 'ভাঁড় ব্রাভ্য-দোষ, তিনি ভিন্ন মাল লাহোরে কাটিয়েছিলেন।' *মুহুর্ত*, ১৯৪৩।

ব্রাভ্যশ্রেণী [সি] **বি** সামাজিক মর্যাদা নেই এমন জাত। 'এখানেও ভাঁড় ব্রাভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হয়েছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ব্রামণ [সি] **বামন** **বি** বামন: (হিন্দুপুরাণ) বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। 'আর কই ব্রামণ অবতার হইয়াছিলেন।' *আত্মোদ্যোগ*, ১৭৪৩।

ব্রাম্ভন [সি] **ব্রাহ্মণ** **বি** ব্রাহ্মণ। 'এখানে ব্রাম্ভন জ্ঞানব্রহ্মের ...।' *ওগু*, ১৭৭৯।

ব্রাম্ভন [সি] **ব্রাহ্মণ** **বি** ব্রাহ্মণ; হিন্দু বর্ণপ্রথম অনুযায়ী চার বর্ণের প্রথমটি। *ওগু*, ১৭৮২।

ব্রাশ, ব্রাশ্ [সি] **১** **বি** চুল পরিষ্কার করার উপকরণবিশেষ। 'সোনালি সূর্যের ক্রক্রে জোড়া লালতু তৈলিরা চিহ্নিত্য ব্রাশ, প্রাস ...।' *ওগু*, ১৮৯০। **২** **বি** মাড়িতে সাবান লাগানোর ব্রুশ। 'শেখতিসিক ও ব্রাস অনেকখানি রাস্তা হাঁটরা ভাগিয়া ফেলিয়া দিয়া জালিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

ব্রাশ করা [সি] **ব্রাশ+করা** **ব্রি** আঁটজানো। 'ব্রাশ-করা পরিষ্কার চুলে হস্ত নড় করলে স্বভাবহই বা হয়ে থাকে।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ব্রাইই **বি** পাকিস্তানের বেসিতিস্তান প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা। 'পাকিস্তানব্রহ্মের দেশী ভাষা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশতু, বঙ্গোষ্ঠী এবং ব্রাইই।' *মাহেন্দ্র*, ১৮৪৯।

ব্রাঙ্ক [সি] **১** **বি** রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কর্তৃক প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী। 'ইহাতে ব্রাঙ্কদিগের প্রাণে আঘাত লাগিল।' *অক্ষর*, ১৮৪৪। **২** **ব্রি** ব্রাঙ্ক সর্ঘসীম। 'পৃথিবীতে কোন জিনিসটা ব্রাঙ্ক এবং কোনটা অব্রাঙ্ক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাঙ্কধর [সি] **ব্রাঙ্ক+ধর** **বি** ব্রাঙ্কসমাজের অন্তর্ভুক্ত পরিবার। 'হিন্দুসমাজে থেকে ব্রাঙ্কধরের মেয়ে বিয়ে করবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাঙ্কধর্ম, ব্রাঙ্কধর্ম [সি] **বি** ব্রাঙ্কসম্প্রদায়ের ধর্ম। 'বিবিশ্বকর্ত্ত ব্রাঙ্কধর্মকে অবলম্বন করিতেছে।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

ব্রাঙ্কত্ব [সি] **বি** ব্রাঙ্কবোধ। 'ব্রাঙ্কত্ব বলিয়া একটা উচ্চ আত্মজ্ঞান।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাঙ্কপরিবার [সি] **বি** ব্রাঙ্কসমাজভুক্ত পরিবার। 'ব্রাঙ্কপরিবার হইতে নির্বাসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ব্রাঙ্কফল [সি] **বি** পৌরাণিক ফলবিশেষ। 'শাখাগুলি ভাঙ্গী ছেন ব্রাঙ্কফল।' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

ব্রাঙ্কবাগিকা [সি] **বি** ব্রাঙ্কসমাজভুক্ত বাগিকা। 'এক প্রখ্যাত ব্রাঙ্কবাগিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী।' *নক্ষত্র*, ১৯২৭।

ব্রাঙ্কমূহুত, ব্রাঙ্কমূহুত [সি] **১** **বি** সূর্যদেবের পূর্বমূহুত। *সেবধি*,

১৮৩৯। ২ বি শুভকণ। 'জীবনের ব্রাহ্মমুহুর্তে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ব্রাহ্মসমাজ [স] ১ বি ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সংগঠন। 'কলকাতা মহানগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বি ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রাধান্য-ধর। 'ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও আমি ...।' রাজ, ১৮৭৪।

ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ বি ব্রাহ্মসমাজের দপ্তর। 'ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও আমি ...।' রাজ, ১৮৭৪।

ব্রাহ্মসম্প্রদায় [স] বি ব্রাহ্মসমাজ। 'ব্রাহ্মসম্প্রদায় সখ্যকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ব্রাহ্মিকতা [স] বি ব্রাহ্মবাদ। 'হারানবাবুর একান্ত ব্রাহ্মিকতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ব্রাহ্মিকা [স] বি ব্রাহ্ম মহিলা। 'আমরা একটি পবিত্রা ব্রাহ্মিকা প্রাণ্ড হই।' নীনবট, ১৮৬৭।

ব্রাহ্মণ [স] ১ বি হিন্দু বর্ণশ্রম অনুযায়ী চার বর্ণের প্রথমটি। 'গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ আচার এই দোষহীন।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ব্রাহ্মণ ক্রিয় বৈশ্য পুত্র চারিজাতি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি হিন্দু শিক্ষাতত্ত্ব। অজ্ঞানিয়া, ১৭৪৩। ৩ বি বৈদের উপসংহার ভাগ। 'বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত - ছন্দ মন্ত্র ব্রাহ্মণ এবং সুত্র।' বসদর্শন, ১৮৭২।

ব্রাহ্মণত্ব [স] ১ বি ব্রাহ্মণের ধর্ম। 'ইন্দুরাজী ভাষায় ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে বৈদ্যমতাবলম্বী এক ব্যক্তি ...।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি ব্রাহ্মণের মর্যাদা। 'বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লব্ধ করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বি উচ্চ মর্যাদা। 'সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

ব্রাহ্মণত্বভ্রাণক [স] বি ব্রাহ্মণের গরিম প্রকাশক। 'এই মেঘাধী তরুণের মাথায় ছিল সুপুট শিখা, বৃকে ব্রাহ্মণত্বভ্রাণক দীপাধার তরু উপবীত।' শিব, ১৯৫৬।

ব্রাহ্মণপতি [স] বি যিনি ব্রাহ্মণ এবং পতিত। কয়েকজন ব্রাহ্মণপতিত ভাগ্যভাগ্যের পুণিধার নিয়ে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ব্রাহ্মণবটু [স] বি ব্রাহ্মণবালক। 'হইয়া ব্রাহ্মণবটু ছয় বৎসর পড়।' মুহুদ, ১৬০০।

ব্রাহ্মণবালক [স] বি কবিপুত্র। 'এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা ... জিজ্ঞাসা করিয়ে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ব্রাহ্মণ-বৃত্তি [স] বি ব্রাহ্মণের পেশা। 'অবশ্যই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ব্রাহ্মণ-বেশধারী [স] বি ব্রাহ্মণের ভান করে এমন। 'ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদের উপর অসাধারণ।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ব্রাহ্মণভোজন [স] বি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণপূর্বক খাওয়ানো। 'গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আচর্য্য রূপ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২। 'দেশটি যেমন ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্যে পরিহার্য্য করে রাখা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব্রাহ্মণহীন [স] বি ব্রাহ্মণ নেই এমন। 'দেশ ব্রাহ্মণহীন দেখিয়া কতিপয় কৈবর্তকে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ব্রাহ্মণাদার [স] বি ব্রতবিশেষ। 'তারা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন ব্রাহ্মণাদার।' অবন, ১৯১৯।

ব্রাহ্মণী [স] ১ বি ব্রাহ্মণের স্ত্রী। 'সেখও ব্রাহ্মণ কান্দে ব্রাহ্মণী

সহিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি স্ত্রী পাচক ব্রাহ্মণ। 'রাজা বসন্তরায় সচেষ্ট মতে ব্রাহ্মণীসদৃশকে পাঠাইয়া ... বাসা ও খাদ্য সামগ্রি গ্রহণ মতে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।' রামরায়, ১৮০১।

ব্রাহ্মণেশ্বর [স] বি বৈশ্য, কারুষ্ প্রভৃতি। 'গ্রামের ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেশ্বর ভ্রমামুখগুলি।' মানিক, ১৯৩৬।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম [স] বি ব্রাহ্মণ-নিরীকৃত ধর্ম। 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সময় মনুষ্যহিতা ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

ব্রাহ্মণ্যবাদ [স] বি ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ মনে করার মতবাদ। 'সদ্য আলোকপ্রাপ্ত বৃত্তিদের সহানুভূতিপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ব্রাহ্মণ্যবাদের সর্বপ্রকার দম্ব ও অহমিকার চির অবসান ঘটবে না।' আজাদ, ১৯৬৫।

ব্রাহ্মণ্যবী [স] বি ব্রাহ্মণের চেহারা। 'একটা সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যবী পরিচুট হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ব্রাহ্মণ [স] ব্রাহ্মণ। বি হিন্দু বর্ণশ্রম অনুযায়ী চার বর্ণের প্রথমটি। 'সমোচিত দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণ হুসিল।' মঙ্গাধর, ১৫০০।

ব্রাহ্মণি [স] ব্রাহ্মণী। বি ব্রাহ্মণের স্ত্রী। 'পবিত্রতা ব্রাহ্মণি সংহতি করিয়া।' মঙ্গাধর, ১৫০০।

ব্রাহ্মী [স] বি ভারতের প্রাচীন লিপিবিশেষ। 'ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজা-রানীর নাম।' মূলতবা, ১৯৪৯।

ব্রিজ [স] হিঁড়ি সোকা। 'বাগির ব্রিজ পার হয়ে শশনকুমার ঠাকুরের ঘাটে উল্লসিত।' হেতাম, ১৮৬১।

ব্রিজ [স] বি তাস খেলার প্রকার বিশেষ। 'মসৃণ টেবিলে বসে খেলো যার ব্রিজ।' জীবন, ১৯০৩। 'ব্রিজ-খেলাতেও উল্লাস অক্ষুণ্ণ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ব্রিটন [স] বি ব্রিটেন। 'প্রাচীন ব্রিটনবাসীদের যুদ্ধরথের চাকার যেমন কুঠার বাধা থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ব্রিটনীয়া [স] বি ব্রিটেনের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ক্লিভার ভাস্কি যেত ব্রিটনীয়া।' বসদর্শন, ১৮৭৪।

ব্রিটনীয়াবাসী [স] বি ব্রিটন+স বাসী। বি ব্রিটেনে বসবাসকারী লোক। 'ব্রিটনীয়াবাসী ভাবে কি কখন?' বসদর্শন, ১৮৭৪।

ব্রিটানিয়া [স] বি ব্রিটেনের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'যদি সেইবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ব্রিটিশ [স] বি ব্রিটেনের শাসকদের। 'ব্রিটিশ রাজ্যকালীন সর্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেকোন আয়োজন।' সৌম্যদী, ১৮৩০।

ব্রিটিশ চানেল [স] বি ইংরেজদের তৈরি কৃত্রিম জলপথ। 'ব্রিটিশ চানেল নামক অনতিবিকৃত সাগরের তটস্থিত সেন্টমেলো নগরে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ব্রিটিশ রাজ্য [স] বি ব্রিটিশদের শাসনাধীন রাজ্য। 'এ ব্রিটিশ রাজ্য, ব্রিটিশসিংহ ইহার শাসনকর্তা।' মঙ্গারয়ক, ১৮৮৯।

ব্রিটিশাধিকৃত [স] বি ব্রিটিশ কর্তৃক দখলকৃত। 'বুদেলখণ্ডের অন্যান্য ব্রিটিশাধিকৃত রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

ব্রিটিশাধীন [স] বি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যত্ব। 'যেতে ও জালীন পরশনা বরাবরই ব্রিটিশাধীন ছিল।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

ব্রিটিশানুগত [স] বি ব্রিটিশ+স অনুগত। বি ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এমন। 'রাজ্যগুলি একান্ত ব্রিটিশানুগত এবং কাঁদার

বিপক্ষে'। মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

ব্রিটিস [হি] ১ বিপ ব্রিটিশ শাসনাধীন। 'ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবলেক্টর ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিপ ইংরেজ শাসিত। 'ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি ব্রিটেনের। 'ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও অ্যামেরিকানদের মত হতে পারেননি।' হুতোম, ১৮৬১।

ব্রিটেন [হি] বি যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ড-এর সমাহার)। 'ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন।' হুতোম, ১৮৬১।

ব্রিটেনীয় [হি] বিপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যত্ব। 'ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের যে সকল শ্রেণীকে বিধিবিচ্যুত - (Non regulation) বলা যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ব্রিটিশ [হি] বিপ ব্রিটেনের। 'আমি ব্রিটিশ গবর্ণরের পক্ষের লোক।' মশারফ, ১৮৯০।

ব্রিককেন্স [হি] বি লম্বি বা কাগজপত্র বহনের খণ্ডে বা বাক্সে। 'ভিনি ব্রিককেন্স নেড়ে-চেড়ে বসলেন গ্যারিষ্ট মোটরে।' শ্যামসু, ১৯৭০।

ব্রিলিয়ান্ট [হি] বিপ মেখাধী। 'ইংরেজিতে থাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ব্রিলিয়েন্ট [হি] বিপ মেখাধী। 'শেরে বাংলার ভাপনে হলে ব্রিলিয়েন্ট বহতেই হবে।' মনসুর, ১৯৩৫।

ব্রীজ্কা [হি] britzschkal বি সাধারণত দুই ঘোড়ায় টানা চার চাকার ঢাকা গাড়ি। 'বাবুর ব্রীজ্কা প্রহৃত হতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১।

ব্রীড়া [স] বি লজ্জা। 'পাপিনি ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ব্রীড়াবনতা [স] বিপ ক্রী লজ্জায় অবনত। 'অনেক ব্রীড়াবনতা ঘেঁষে থাকে বটে।' জীবন, ১৯৩২।

ব্রীড়াময়ী [স] বিপ লজ্জাময়ী। 'আরেকাকে ব্রীড়াময়ী কহে দিয়েছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

ব্রীড়ায়ুত [স] বিপ লজ্জায়ুত। 'উচ্চ হাস্য মৃদু এবং ব্রীড়ায়ুত হইয়া উঠিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ব্রীড়াক্ষম [স] বিপ লজ্জায় আড়ষ্ট। 'যুবতীর ব্রীড়াক্ষম কষ্টবর।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ব্রীক [হি] বি মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। 'মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে সেম।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্রীফলেন্স [হি] বিপ মজ্জেলীন। 'একবারে ব্রীফলেন্স নই।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ব্রীহি [স] বি আউশ ধান। 'অমৃত, যব, ব্রীহি, তৃণাদিগুণ তাবজ্ঞাপ্য বস্ত্র।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ব্রশ [হি] বি চুল আঁড়াবোঁর উপকরণবিশেষ। 'ছোটো একটি আয়না এবং চিরনি ব্রশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ব্রহ্মা [হি] বি এক ধরনের খোকার গাড়ি। 'কত রকমের গাড়ী বাইতেছে - ব্রহ্মা, বাস্কট ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ব্রে [হি] বি ভাস শেল্যবিশেষ। 'দুপুরুষেরা ব্রে খেলতে চাও - সেই কাশো বিবিগছান কালাগুচ খেলা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ব্রেক [হি] brake বি গাড়ি থামানোর যন্ত্রাংশবিশেষ। 'ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্রেকডাউন [হি] বি রেলগাড়ির যে কামরার ব্রেক থাকে। 'গাড়ীতালি ট্রেনের ব্রেকডাউনে ভুলিয়া দেওয়া হয়।' রোকেয়া, ১৯৩১।

ব্রেক [হি] break বিরতি। 'সামান্য কিছুকালের জন্য চারের ব্রেক।' হাই, ১৯৫৮।

ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাট [হি] বি সকালের নাশতা। 'বিদ্যালয় তরে তরে ব্রেকফাস্ট খান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'ব্রেকফাট খেয়ে আমরা যখন বাইরে বেরোতে যাচ্ছি।' হাই, ১৯৫৮।

ব্রেশ [স বৃষ্] বি বৃষ্ণ। 'বরষের ব্রেশে বরুণা ফল বহি আর ফল না হুএ।' আভোনিয়া, ১৭৪৩।

ব্রেড [হি] বি পটরুটি। 'রুটি বেতে গিরে তারা ব্রেডব্রাকেট খেল শেষে।' জীবন, ১৯৪৮।

ব্রেডো [হি] অব্য শাখাশ। 'ব্রেডো, ব্রেডো।' মীনবল, ১৮৬৬।

ব্রেসলেট [হি] বি হাতের অলংকারবিশেষ। 'একটা নামী ব্রেসলেট পাঠিয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব্রোচ [হি] বি কাগড় আঁটার পিনযুক্ত অলংকারবিশেষ। 'ব্রোচের-বন্ধনহীন কাঁচের কাগড়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ব্রোঞ্জ [হি] বি তামা ও টিনের মিশ্র ধাতু। 'কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।' বিদ্যুতি, ১৯৩৩।

ব্র্যাটি [হি] বি মানক পানীয়বিশেষ। 'বলুন, চা খাবেন, না ব্র্যাটি খাবেন।' ময়িকি, ১৯৩৫। ব্র্যাটি

ব্র্যাডো [হি] অব্য বাহবা; শাখাশ। 'ব্র্যাডো, সত্যি কথা বলতে কী সাহস তোমার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ব্রক [হি] ১ বি ছাপার জন্য খোদাই করা কাঁচ বা খাতুর ফলক। 'পুস্তকের ব্রকটি পর্যন্ত পারসী ছাঁচে কাটিয়া অন্তরেণে তৃপ্তি অনুভব করেন।' এনলাম, ১৯১৬। ২ বি চারগিকে বেঁধে রাখা আড়াল। 'একটা আশানা ব্রক তৈরি করে নিয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

ব্রক-মেকার [হি] বি ফলক তৈরি করে যে। 'তারপরে ছাপাখানা, কাগজওয়াল, দস্তরী, ডিজাইনার, ব্রক-মেকার, এরাও সব এক একটা ঘাট বইকি।' শিবরাম, ১৯৭০।

ব্রটিং [হি] বি চোষকাগজ। 'ব্রটিং যেমন কাগজ থেকে কালি তথ্য নেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ব্রটিং কাগজ, ব্রটিংকাগজ [হি] ব্রটিং+আ কাগজ বি চোষকাগজ। 'এবার ব্রটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'ডেকের ব্রটিংকাগজটার উপর যাক্ষিকর ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ব্রটিং পোপার [হি] বি মধ্যস্থতাকারী। 'পদ্মসোচন ঠাকুরশ-বিষয় ও সখীসখাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্রটিং পোপার।' হুতোম, ১৮৬১।

ব্রটিং প্যাড [হি] বি চোষকাগজের প্যাড। 'সেন মোটা মোটা ব্রটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব্রাউজ [হি] বি মেয়েদের উর্দায়ে পরার ছোটো জামাবিশেষ। ব্রাউজ পিস বি ব্রাউজ বানানোর জন্যে শাড়ির সঙ্গে যুক্ত নির্দিষ্ট মাপের কাপড়। 'শাড়ি ও ব্রাউজ পিস।' জীবন, ১৯৩২।

ব্রাউজবিলাসিনী [হি] ব্রাউজ+স বিলাসিনী। বিপ ক্রী নানা রকমের ব্রাউজ প্যাড যার কাছে বিলাসিতার বিষয়। 'ব্রাউজবিলাসিনী তাহার পণ্ডিতও বিষয়ে ...।' বনঙ্গল, ১৯৩৬।

ব্রাউস [হি] বি উর্দায়ে পরিধানের জন্য মেয়েদের ছোটো জামাবিশেষ। 'স্বহস্তে ব্রাউস, পেটকোটে ইত্যাদি কাটিয়া সেলাই

কবিতা 'রোকেয়া, ১৯৩০।

ব্রাক, ব্র্যাক [হি] বি কালো।

ব্রাক-মার্কেটিং [হি] বি কালোবাজারি। 'কাপড়ের ব্রাক মার্কেটিং বন্ধ করিবার ...' ইচ্ছাস, ১৯৪৫।

ব্রাকমেইল [হি] বি গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সুবিধা আদায় করা। 'সেই চোতা কাগজ তুই রেখে দিয়েছিস ব্রাকমেইল করবি বলে।' মনোজ, ১৯৬১।

ব্র্যাক করা ক্রি কালোবাজারি করা। 'সিনেমার টিকেট ব্র্যাক করে ... ওয়া দিনাতিপাত করে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ব্র্যাকবার্ড [হি] বি ইউরোপীয় পানের পাখি। 'ভ্যাভাও ঐ কুকু-টাকে/ ব্র্যাকবার্ড স্প্যারো-টাকে।' অন্নদা, ১৯২৯।

ব্র্যাকবেরী [হি] বি এক রকমের কালো জাম ও তার গাছ। 'দুধারে ব্র্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের বেড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ব্র্যাক মার্কেট [হি] বি কালো বাজার। 'ভন্দরলোকের ভাষায় ব্র্যাক মার্কেট।' মনসুর, ১৯৩৫।

ব্র্যাকমার্কেটিয়ার [হি] বি কালোবাজারি করে এমন ব্যক্তি। 'যৌনব্যভিচারী যেমন সমাজের চকুশূল, উৎকোচগ্রহণকারী বা ব্র্যাকমার্কেটিয়ার তেমনটি নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

ব্র্যাকমেলিং [হি] বি গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা বা চাপ সৃষ্টি করা। 'এটা কি তবে ব্র্যাক-মেলিং হল না?' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

ব্রাড [হি] বি রক্ত। 'তাদের চটাতাব চটনমান যত্নে ব্রাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ব্রাড-শ্রেণার [হি] বি রক্তচাপ। 'ব্রাড-শ্রেণার বেড়েছিল নাকি

শিবরাম, ১৯৭০।

ব্রাডশ্রেণার [হি] বি রক্তচাপ। 'পালসের বিট গুনলেন, ব্রাডশ্রেণার নিলেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

ব্রাড ব্যাঙ্ক [হি] বি চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের জন্যে সংগৃহীত রক্তশালা। 'আপন রক্ত উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছে ব্রাড ব্যাঙ্কের জীড়াকোষ করিডোরে।' বৈশম, ১৯৭১।

ব্রাডার [হি] বি রাবার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আধার যাতে বাতাস ভরা থাকে। 'ফুটবলের ব্রাডারের মতো।' নজরুল, ১৯২৬।

ব্রিটিং পাউডার [হি] বি দুর্গন্ধনাশক ও জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। 'সব জায়গায় বেশি করে ব্রিটিং পাউডার ছড়িয়ে দাও।' মনসুর, ১৯৪৩।

ব্রিজার্ড [হি] বি প্রবল তুষারকড়। 'শীতের সলে হামেশাই ঝড় ব্রিজার্ড জুড়ে দেওয়া যায়।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

ব্রুশ্টিশ [হি] বি পরিকল্পনা। '.... এদের সামনে ভবিষ্যতের কোন ব্রুশ্টিশ ছিল না।' আনোয়ার, ১৯৭০।

ব্রুস্টকিং [হি] বি পাতিতায় অধিকারী বলে বিবেচিত বিদুষী স্ত্রীলোক। 'ইংল্যান্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত রমণীদের ব্রুস্টকিং বলিয়া বিদ্রূপ করেন।' রোকেয়া, ১৯০৬।

ব্রোড [হি] ১ বি দাড়ি কামাঝার ধারালো পাতবিশেষ। 'ভূতপূর্ব দাড়ি-কামানো-ব্রোডেই চিরদিন শেনসিল চেঁছেছি।' শিবরাম, ১৯৫০। ২ বি বৈদ্যুতিক পাখার কলা। 'পাখার ব্রোড, ছাদের সিলিং - সব লাল।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ব্রোড চেক [হি] বি টাকার পরিমাণ উল্লেখ নেই এমন চেক। 'এমন দিনও তো ছিল যখন তিনি ব্র্যাড চেক দিয়ে বলতেন ...।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

৩

বাংলা একাডেমি
বিবর্তনমূলক
বাংলা

অভিধান



- কলকাতা ভাষার সব শব্দ একই সময়ে জন নেয়নি অথবা একই সময়ে সেসব শব্দ জনার বাবুত হয়নি। কোন শব্দ প্রথম কখন ব্যবহৃত হলো, এটা ভাবশরীরে হীরে তার অর্থ নিভাত্তে বদলে গেলো, এ অতিথানে প্রবানিত তাই দেখা হবে। কোন প্রযোজ্য বিবর্তন নয়, শব্দের স্বাভাবিক বিবর্তনে বদলে গেলো, সে ইতিহাসও জানা করে এই অভিধান থেকে।
- এই অভিধানে ভুক্তি ওখী মূলশব্দ আছে চার এক শব্দ পাঁচশ বাজার। অর্থাৎ, এমন মূলশব্দের কলকাতার হিন্দী কলকাতা মূলশব্দের সংখ্যা হবে প্রায় সের লাখ। এ ছাড়া, অর্থের বোঝানোর জন্যে প্রয়োজনীয় আছে এক লাখ সাত হাজারের বেশি।
- আনুমানিক ১৯৩০ সাল থেকে চল করে নেই দুটি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত তথ্য নানা ধরনের পুঁথি, দলিল-চল্লিবেত, এই, পত্র-পত্রিকা, নথিপত্র ইত্যাদি থেকে এই অভিধানে শব্দ গৃহীত হয়েছে।
- শব্দ ব্যবহারের গুণিত হিসেবে এই অভিধানে কোন প্রয়োজনীয় সেওটা হয়েছে, তার অনেকগুলোর কালই আনুমানিক। তবে ১৭৪৩ সালের পর থেকে বেশিও ভাল প্রয়োজনীয়ের সময় গুণিত।
- প্রতিটি মূলশব্দের অর্থ এবং অর্থের নির্বচন করা হয়েছে প্রয়োজনীয় থেকে।
- প্রয়োজনীয়ের উপর নির্দেশ করা হয়েছে কখনো এক, কখনো বেশি, কখনো পত্রিকা, এমনকি কখনো চতুর্থের নাম দিয়ে। এমন নামের শব্দসমূহের স্থাপন হয়েছে বাক্য হয়েছে।
- সাধারণভাবে ত্রিয্যপদের ওপাঠ এই অভিধানে নেই। তবে অত্রীকো শতকের আশেপাশ ত্রিয্যপদের ওপাঠের কিছু নথুনা নেওটা হয়েছে।
- প্রতিটি মূলশব্দের পাশে সে শব্দের কোন ভাষা থেকে বাল্যো এনেছে, তা বর্ণনা। চিহ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো শব্দের বোঝা তা আনুমানিক। আর, জারী কলকাতা-বোলে, সেসব শব্দের ব্যুৎপত্তি নেওটা হয়নি। কেনব শব্দের শেষে [ম] লেখা আছে, সেসব শব্দ সে সবই সংস্কৃত ভাষার লাতিনিত হিসো, তা নয়। বরং নেওটা সংস্কৃত হাকতবে-সিক কলে [ম] লেখা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
তৃতীয় খণ্ড (ভ-হ)

বাংলা একাডেমি
বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
তৃতীয় খণ্ড (ভ-হ)

সম্পাদক
গোলাম মুন্নশিদ

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার



বাংলা একাডেমি ঢাকা

বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান কর্মসূচি
জুলাই ২০১০ – ডিসেম্বর ২০১৩
সংশোধিত: জুলাই ২০১০ – জুন ২০১৪

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২১ / মে ২০১৪

বাএ ৫১৫৫

মুদ্রণসংখ্যা
৬০০০ কপি

প্রকাশক
শাহিদা খাতুন
পরিচালক
প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
এক হাজার টাকা মাত্র

BIBARTANMULAK BANGLA ABHIDHAN, TRITIYA KHANDA [A Diachronic Dictionary of Bangla Language, Third Volume]. Editor: Ghulam Murshid. Associate Editor: Swarochish Sarker. Publisher: Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition: May 2014. Price: Taka 1000.00 only, US \$ 100.00

ISBN 984-07-5174-3

বাস্তবায়ক
শামসুজ্জামান খান

কর্মসূচি পরিচালক
শাহিদা খাতুন

সম্পাদক
মুহম্মদ সাইকুল ইসলাম

সহকলক
আসিক আজিজ কল্পনা জৈমিক
জামাল উদ্দিন জাহেদি ফারহান ইশরাক
মস্তিন রায়হান মাহফুজা হিলালী
মোঃ আমিরুল ইসলাম মোঃ মাইনুল ইসলাম
রাজীব কুমার সাহা শামসু নূর

প্রকাশনা সহযোগী
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম

শব্দসংক্ষেপ

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| অ | অসমিয়া | উমর | বদরুদ্দীন উমর |
| অক্ষয় | অক্ষয়কুমার দত্ত | উমেশ | উমেশচন্দ্র মিত্র |
| অচিন্ত্য | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | একব | একবচন |
| অতুল | অতুলপ্রসাদ সেন | একাডেমি | বাংলা একাডেমির নথি |
| অন্নদা | অন্নদাপ্রসন্ন রায় | এডমন | শীল এডমনস্টোন |
| অবন | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | এডুকেশন | এডুকেশন গেজেট |
| অবোধবন্ধু | অবোধবন্ধু পত্রিকা | এনামুল | মুহম্মদ এনামুল হক |
| অমিয় | অমিয় চক্রবর্তী | এসলাম | শরিয়তে-এসলাম পত্রিকা |
| অমৃত | অমৃতলাল বসু | ও | ওড়িয়া |
| অমৃতবাজার | অমৃতবাজার পত্রিকা | ওদুদ | কাজী আবদুল ওদুদ |
| অযোধ্যা | অযোধ্যানাথ পাকড়াশি | ওবায়দুল্লাহ | আবু জাকর ওবায়দুল্লাহ |
| অশ্বিনী | অশ্বিনীকুমার দত্ত | ওয়াজেদ | এস ওয়াজেদ আলি |
| আ | আরবি | ওয়ালী | সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ |
| আইয়ুব | আবু সয়ীদ আইয়ুব | ওরাও | ওরাও |
| আকরম | মোহাম্মদ আকরম খাঁ | ওল | ওলদাজ |
| আখবার | মহাম্মদি আখবার পত্রিকা | ওলা | অন্তরা ওলা |
| আজাদ | আজাদ পত্রিকা | কবীন্দ্র | কবীন্দ্র পরমেশ্বর |
| আনটুনি | হেন্সম্যান আনটুনি | কমলাকান্ত | গোবিন্দ অধিকারী |
| আনিস | আনিস্জামান | কায়সার | শহীদুল্লা কায়সার |
| আনোয়ার | আলী আনোয়ার | কালান্তর | কালান্তর পত্রিকা |
| আন্ডোনিয়ো | দোম আন্ডোনিয়ো দো রোজারিয়ো | কালীপ্র | কালীপ্রসন্ন সিংহ |
| আলাউদ্দিন | আলাউদ্দিন আল আজাদ | কালীরাম | কালীরাম দাস |
| আলাওল | সৈয়দ আলাওল | কুন্তিবাস | কুন্তিবাস ওখা |
| আহমদী | আহমদী পত্রিকা | কৃষ্ণকমল | কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য |
| ই | ইংরেজি | কৃষ্ণচন্দ্র | কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার |
| ইংলিশম্যান | ইংলিশম্যান পত্রিকা | কৃষ্ণদাস | কৃষ্ণদাস কবিরাজ |
| ইচ্ছাম | নেদায়ে-ইচ্ছাম পত্রিকা | কৃষ্ণভাবিনী | কৃষ্ণভাবিনী দাস |
| ইব্রাহীম | ইব্রাহীম খাঁ | কৃষ্ণগ্রাম | কৃষ্ণগ্রাম দাস |
| ইমদাদুল | কাজী ইমদাদুল হক | কেতকা | কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ |
| ইমান | নুরু-জল-ইমান পত্রিকা | কেরি | উইলিয়ম কেরি |
| ইমাম | ইমাম পত্রিকা | কৈলাস | কৈলাসবাসিনী দেবী |
| ইলিয়াস | আখতারুজ্জামান ইলিয়াস | কোহিনুর | কোহিনুর পত্রিকা |
| ইসলামিয়া | আখবারে ইসলামিয়া পত্রিকা | কৌমুদী | সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা |
| ইসলাহ | আল-ইসলাহ পত্রিকা | ক্যালপে | ক্যালকাটা গেজেট |
| ইসহাক | আবু ইসহাক | ক্রি | ক্রিয়া |
| ঈশান | ঈশানচন্দ্র ঘোষ | ক্রিবিপ | ক্রিমাশিষষণ |
| উপ | উপসর্গ | ক্ষীরোদপ্রসাদ | ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ |
| | | গণবাণী | গণবাণী পত্রিকা |

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

| | |
|---------------|-------------------------------|
| গরীব | ফকির গরীবুল্লাহ |
| গিরিশ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ |
| গুণ্ড | ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ড |
| গুলিতা | গুলিতা পত্রিকা |
| গোপাল | গোপাল হালদার |
| গোবিন্দ | গোবিন্দদাস |
| গোরেসিও | গাসপেল গোরেসিও |
| গোলক | গোলকচরণ শর্মা |
| গৌর | গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার |
| গ্রামবার্তা | গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকা |
| গ্রী | গ্রীক |
| ঘনরাম | ঘনরাম চক্রবর্তী |
| চণ্ডী | চণ্ডীদাস |
| চণ্ডীচরণ | চণ্ডীচরণ মুনশী |
| চন্দ্রিকা | সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকা |
| চর্যা | চর্যাপদ |
| চাষী | চাষী পত্রিকা |
| চিঠিপত্রে | চিঠিপত্রে সমাজচিত্র |
| চাঁ | চাঁনা |
| চেন্নী | জর্জ ফেডারিক চেন্নী |
| ছায়াবীথি | ছায়াবীথি পত্রিকা |
| হোলতান | হোলতান পত্রিকা |
| জ | জর্মন |
| জগদীশ | জগদীশচন্দ্র বসু |
| জয়ন্তী | জয়ন্তী পত্রিকা |
| জয়বাংলা | জয়বাংলা পত্রিকা |
| জয়ানন্দ | জয়ানন্দ |
| জসীম | জসীমউদ্দীন |
| জহির | জহির রায়হান |
| জা | জাপানি |
| জামায়াত | চুল্লত অল-জামায়াত পত্রিকা |
| জিহ্মুর | জিহ্মুর রহমান সিদ্দিকী |
| জীবন | জীবনানন্দ দাশ |
| জ্ঞান | জ্ঞানদাস |
| জ্ঞানাবেষণ | জ্ঞানাবেষণ পত্রিকা |
| জ্ঞানারূপোদয় | জ্ঞানারূপোদয় পত্রিকা |
| জ্যোতিরিন্দ্র | জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ডানকান | জোনাকান ডানকান |
| ঢাকাপ্রকাশ | ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকা |
| তবলীগ | তবলীগ পত্রিকা |
| তমোলুক | তমোলুক পত্রিকা |
| তা | তামিল |
| তাঁতি | তাঁতিদের চিঠিপত্র |
| তারকচন্দ্র | তারকচন্দ্র সরকার |
| তার | তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় |
| তারিখী | তারিখীচরণ মিত্র |
| তু | তুরকি |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| দক্ষিণা | দক্ষিণাংশন মিত্রমজুমদার |
| দর্পণ | সমাচার দর্পণ পত্রিকা |
| দর্শন | ইসলাম দর্শন পত্রিকা |
| দাশরথি | দাশরথি রায় |
| দিকপ্রকাশ | দিকপ্রকাশ পত্রিকা |
| দীচতী | দীন চণ্ডীদাস |
| দীনবন্ধু | দীনবন্ধু মিত্র |
| দীপিকা | দীপিকা পত্রিকা |
| খিচতী | খিজ চণ্ডীদাস |
| খিজেন্দ্র | খিজেন্দ্রলাল রায় |
| ধুমকেতু | ধুমকেতু পত্রিকা |
| ধুজিটি | ধুজিটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় |
| ধন্যা | ধন্যাভূক |
| নওরোজ | নওরোজ পত্রিকা |
| নজরুল | কাজী নজরুল ইসলাম |
| নজিবর | মোহাম্মদ নজিবর রহমান |
| নবনূর | নবনূর পত্রিকা |
| নবযুগ | নবযুগ পত্রিকা |
| নরেন্দ্র | নরেন্দ্রনাথ মিত্র |
| নীরেন | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী |
| প | পর্ভুগিজ |
| পরশু | রাজশেখর বসু |
| পা | পালি |
| পাশা | আনোয়ার পাশা |
| পূর্ণচন্দ্র | সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকা |
| পূর্ণিমা | পূর্ণিমা পত্রিকা |
| প্যারী | প্যারীর্টাদ মিত্র |
| প্রচারক | প্রচারক পত্রিকা |
| প্রভাকর | সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা |
| প্রভাত | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় |
| প্রমথ | প্রমথ চৌধুরী |
| প্রা | প্রাকৃত |
| প্রেমেন্দ্র | প্রেমেন্দ্র মিত্র |
| ফ | ফরাসি |
| ফজল | শেখ ফজল করিম |
| ফয়জুল্লাহ | ফয়জুল্লাহ চৌধুরানী |
| ফয়জুল্লাহ | মীর ফয়জুল্লাহ |
| ফররুখ | ফররুখ আহমদ |
| ফরস্টার | হেনরি পিটস ফরস্টার |
| ফা | ফারসি |
| ফোর্ট | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ |
| বঙ্কিম | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| বঙ্গদর্শন | বঙ্গদর্শন পত্রিকা |
| বঙ্গদূত | বঙ্গদূত পত্রিকা |
| বঙ্গনূর | বঙ্গনূর পত্রিকা |
| বঙ্গীয় | বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা |

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|
| বড়ু | বড়ু চট্টীদাস | মাহমুদ | আল মাহমুদ |
| বনফুল | বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় | মাহেনও | মাহেনও পত্রিকা |
| বন্দে | বন্দে আলী মিয়া | মিঃপ্রকাশ | মিঃপ্রকাশ পত্রিকা |
| বস্ত্রভ | কবি বস্ত্রভ | মিলার | জন মিলার |
| বাংলার মুখ | বাংলার মুখ পত্রিকা | মিহির | মিহির পত্রিকা |
| বান্ধব | বান্ধব পত্রিকা | মু | মুগ্রাহি, অস্ত্রিক |
| বামাবোধিনী | বামাবোধিনী পত্রিকা | মুকুন্দ | মুকুন্দরাম চক্রবর্তী |
| বাসনা | বাসনা পত্রিকা | মুক্তিমুক্ত | মুক্তিমুক্ত পত্রিকা |
| বাহরাম | দৌলত উজির বাহরাম খান | মুখলেস | মুখলেসুর রহমান |
| বি | বিশেষ্য | মুক্ততবা | সৈয়দ মুক্ততবা আলী |
| বিজয় | বিজয় ওণ্ড | মুজিব | শেখ মুজিবুর রহমান |
| বিশ | বিশেষণ | মুনীর | মুনীর চৌধুরী |
| বিদ্যা | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাধর | মুরশিদ | শোলাম মুরশিদ |
| বিদ্যাপতি | বিদ্যাপতি | মুরারী | মুরারী ওণ্ড |
| বিনোদিনী | বিনোদিনী পত্রিকা | মুসলমান | মুসলমান পত্রিকা |
| বিশ্ববী বাংলাদেশ | বিশ্ববী বাংলাদেশ পত্রিকা | মৃত্যুঞ্জয় | মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়কার |
| বিত্তি | বিত্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় | মের | জর্জ মের |
| বিমল | বিমল মিত্র | মের্স | মের্স কোর্ট |
| বিষ্ণু | বিষ্ণু দে | মোজাম্মেল | মোজাম্মেল হোসেন |
| বীরেন্দ্র | বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | মোতাহার | কাজী মোতাহার হোসেন |
| বুদ্ধ | বুদ্ধদেব বসু | মোতাহের | মোতাহের হোসেন চৌধুরী |
| বুলবুল | বুলবুল পত্রিকা | মোয়াজ্জিন | মোয়াজ্জিন পত্রিকা |
| বৃন্দা | বৃন্দাবন দাস | মোসলেম | মোসলেম ভারত পত্রিকা |
| বেশম | বেশম পত্রিকা | মোস্তফা | শোলাম মোস্তফা |
| বেনজীর | বেনজীর আহমদ | মোহাম্মদী | মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা |
| বোগল | জর্জ বোগল | মোহিত | মোহিতলাল মজুমদার |
| ব্র | ব্রজপুলি | যোগীশ্বর | যোগীশ্বর সরকার |
| ভবানন্দ | ভবানন্দ | রওশন | রওশন হেলায়েং পত্রিকা |
| ভবানী | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | রঙ্গ | রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ভারত | ভারতচন্দ্র রায়চাঁকর | রবীন্দ্র | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ভারত সংস্কারক | ভারত সংস্কারক পত্রিকা | রমেন্দ্র | রমেন্দ্রনাথ ঘোষ |
| ভেরলি | জঁ ভেরলি | রশীদ | রশীদ কসীম |
| মণীশ | মণীশ খটক | রসরাজ | সখাদ রসরাজ পত্রিকা |
| মদনমোহন | মদনমোহন তর্কালঙ্কার | রাজ | রাজনারায়ণ বসু |
| মধু | মধুসূদন মুখোপাধ্যায় | রাজীব | রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় |
| মধ্যস্থ | মধ্যস্থ পত্রিকা | রামনারায়ণ | রামনারায়ণ তর্করত্ন |
| মনসুর | আবুল মনসুর আহমদ | রামপ্রসাদ | রামপ্রসাদ সেন |
| মনোজ | মনোজ বসু | রামমোহন | রামমোহন রায় |
| মশাররফ | মীর মশাররফ হোসেন | রামরাম | রামরাম বসু |
| মহাশ্বেতা | মহাশ্বেতা দেবী | রামাই | রামাই পণ্ডিত |
| মা | মারাঠি | রূপরাম | রূপরাম চক্রবর্তী |
| মাইকেল | মাইকেল মধুসূদন দত্ত | রোকোয়া | রোকোয়া সাখাওয়াত হোসেন |
| মানিক | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | লালন শাহ | লালন শাহ |
| মানিকরাম | মানিকরাম গাঙ্গুলি | শওকত | শওকত ওসমান |
| মানোএল | মানোএল দা আসসুন্সাঁও | শক্তি | শক্তি চট্টোপাধ্যায় |
| মাল্লান | সৈয়দ আবদুল মাল্লান | শঙ্ক | শঙ্ক ঘোষ |
| মালাধর | মালাধর বসু | শরৎ | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| শরিয়ত | শরিয়ত পত্রিকা | সুকুমার | সুকুমার রায় |
| শরীফ | আহমদ শরীফ | সুখাকর | মিহির ও সুখাকর পত্রিকা |
| শহীদুল্লাহ | মুহম্মদ শহীদুল্লাহ | সুখাবর্ধণ | সমাচার সুখাবর্ধণ পত্রিকা |
| শামসুদ্দীন | শামসুদ্দীন আবুল কালাম | সুধীন্দ্র | সুধীন্দ্রনাথ দত্ত |
| শামসুর | শামসুর রাহমান | সুনীল | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় |
| শামসুল | সৈয়দ শামসুল হক | সুনীলমুখো | সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় |
| শাহাদাত | শাহাদাত হোসেন | সুবল | সুবলচন্দ্র মিত্র |
| শিখা | শিখা পত্রিকা | সুভাষ | সুভাষ মুখোপাধ্যায় |
| শিব | শিবনারায়ণ রায় | সুলতান | সৈয়দ সুলতান |
| শিবরাম | শিবরাম চক্রবর্তী | সুলভ | সুলভ সমাচার পত্রিকা |
| শেখর | রায় শেখর/কবি শেখর | সেবধি | শিশুসেবধি পত্রিকা |
| শৌভে | জন লুই শৌভে | সোমপ্রকাশ | সোমপ্রকাশ পত্রিকা |
| শ্যামল | শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় | স্ত্রী | স্ত্রীলিঙ্গ |
| স | সংস্কৃত | স্ত্রীশিক্ষা | স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পত্রিকা |
| সঙগাত | সঙগাত পত্রিকা | সরো | সরোদয় পত্রিকা |
| সংগ্রহ | বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকা | হরপ্রসাদ | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী |
| সংবিধান | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | হরপ্রসাদ রায় | হরপ্রসাদ রায় |
| সখা | সখা পত্রিকা | হাই | মুহম্মদ আবদুল হাই |
| সত্যার্ণব | সত্যার্ণব পত্রিকা | হাকিম | আবদুল হাকিম |
| সত্যোত্তর | সত্যোত্তরনাথ দত্ত | হানাকী | হানাকী পত্রিকা |
| সৎসঙ্গ | সৎসঙ্গ পত্রিকা | হাসান | হাসান হাকিমুর রহমান |
| সনৎ | সনৎকুমার সাহা | হাফেজ | হাফেজ পত্রিকা |
| সবুজ | সবুজপত্র পত্রিকা | হাবীব | আহসান হাবীব |
| সমো | সমোদন | হামজা | সৈয়দ হামজা |
| সাঁ | সাঁওতালি, অমৃতিক | হালিসহর | হালিসহর পত্রিকা |
| সাদত | সাদত আলী আখন্দ | হাসান | হাসান আজিজুল হক |
| সাধনা | সাধনা পত্রিকা | হি | হিন্দি |
| সাধারণী | সাধারণী পত্রিকা | হিতৈষী | হিতৈষী পত্রিকা |
| সাত্তাহিক বাংলা | সাত্তাহিক বাংলা পত্রিকা | হিম্পা | হিম্পানি |
| সাম্যবাদী | সাম্যবাদী পত্রিকা | হুমায় | কাপীহসন সিংহ |
| সাহিত্যিক | সাহিত্যিক পত্রিকা | হুমায়ুন | হুমায়ুন আহমেদ |
| সিকান্দার | সিকান্দার আবু জাফর | হেদায়াত | হেদায়াত পত্রিকা |
| সিরাজী | ইসমাইল হোসেন সিরাজী | হেম | হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |
| সুকাশ | সুকাশ ভট্টাচার্য | হোয়াত | হোয়াত মামুন |
| | | হোসেন | আবুল হোসেন |
| | | হ্যালহেড | ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড |

ভ অ ঙ ঞ

ভগ্ন [স ভু>] কি হওয়া। ভাঙ্গা কি হয়ে। 'কি না ভাঙ্গা গেল যের মথুরাক জাইতে।' বটু, ১৪৫০। **ভইখ** কি হলো। 'মাখ মরিখা কল্ল ভইখ কবালী।' চর্য্য ১১, ১২০০। **ভইখা** কি হলো। 'বাতাবডে সো দিগ্ ভইখা অর্পে পাখর জইখ।' চর্য্য ৪১, ১২০০। **ভইল** কি হলো। 'ভইল নছলী বৌবনে।' বটু, ১৪৫০। **ভইলা** কি হলো। 'তা সেখি কল্ল বিমন ভইলা।' চর্য্য ৭, ১২০০। **ভইলী** কি হলো। 'অল্লি কুস বনালী ভইলী।' চর্য্য ৪৯, ১২০০। **ভইলৌ** কি হলো। 'রাতি ভইলৌ কামক জাখ।' চর্য্য ২, ১২০০। **ভইসেসি** কি হলো। 'জাখ জৌবণ মোর ভইসেসি পুরা।' চর্য্য ২০, ১২০০। **ভইলৌ** কি হলাম। 'মতি হারাইলৌ/বুলিতে না জাশো ভইলৌ তোর সরণে।' বটু, ১৪৫০। **ভঙ্গিলা** কি হলো। 'হের সে শবরো গিরেবণ ভঙ্গিলা কিতিলি বনরালী।' চর্য্য ৫০, ১২০০। **ভগ্নিঞা** কি হয়ে। 'মোরে কি না ভগ্নিঞা গেল বড়ারি নাএ।' বটু, ১৪৫০। **ভগ্নিলা** কি হলো। 'আলি হেরে বড়ারি সেব বনরালী তোষার ভগ্নিলা পাসে।' বটু, ১৪৫০। **ভগ্নিলৌ** কি হলো। 'কথ্যে না পারিলৌ তাক ভগ্নিলৌ স বিকলী।' বটু, ১৪৫০। **ভহ** কি হয়ে। 'ছবতী ভহ জনমএ জনি কোই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **ভেলো** কি হলো। 'ভদুনন কুলে গেলো, দিন দিন কীল ভেলো ...' মদনমোহন, ১৮৩৪।

ভ এ ঙ ঞ

ভঁউহ [স ভ্র] বি ভ্র। 'ভঁউহ ধনুি গুণ কাজর রেখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **ভঁড়ার** [স ভাড়াগা] বি ভাড়া। 'বিদ্যাপতি কহ কী কহব আর। সুন করলি বিধি মদন ভঁড়ার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **ভঁয়সা** [স] বি মহিষের দুধ থেকে তৈরি ঘি। 'একসের আশাজ ভঁয়সা ঘি।' অন্নমা, ১৯৭৪।

ভক্ত [স ভক্ত] বি ভক্ত। কৃষ্ণায়, ১৭২০। ঙ ভক্ত

ভক্তবাক্স [স ভক্তবৎসল] বি ভক্তবৎসল। 'ভক্তবাক্স তুমি ভুবনের গুরু।' মানিকরায়, ১৭৮১। **ভক্তবৎসল** [স ভক্তবৎসল] বি ভক্তের প্রতি স্নেহশীল। 'মহা দয়াময় গ্রন্থ ভক্তবৎসল।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। **ভক্ত-সমাজ** [স ভক্তসমাজ] বি ভক্তগণ। 'ভক্ত-সমাজে নিজ নামরসে খেলো।' বৃন্দা, ১৫৮০। **ভক্তা** [স ভক্ত] বি ভক্ত। 'সম্মে লবে সজ্ঞান ভক্তা বার যাকি।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ভকতি, **ভকতী** [স ভক্তি] বি শ্রদ্ধা। 'আনেক ভকতি কৈলো পাসিলৌ কিঙ্কো।' বটু, ১৪৫০।

ভকতীদাসি [স ভক্তিদাসী] বি অনুব্রত আশ্রিতা। 'ভকতীদাসিক তেজহ কেহে।' বটু, ১৪৫০।

ভকতক [খনা] বি ক্রমাগত দুর্ঘট বের হওয়ার ভাব। 'শ্যাকের গছ ভকত করে বেরায়।' হাইকেন, ১৮৬০।

ভকিত্য [স ভক্তা] বি ব্রী সেবাদাসী বা ব্রতী। 'উচ্চৈশ্বরে হরি বোলে আমিনি ভকিত্য।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ভকীল [আ ওয়াফীল] বি উকিল। 'তীর ভকীলকে আমার প্রভুর কাছে পাঠিয়ে নারী ও শিশনের রাজ্যধাশানে চলে আসতে বললেন।'

মহাশূতা, ১৯৫৬।

ভক্ত [স] বি অনুদাসী। 'উৎক্রেসে তোমার গুন ভক্ত সব পাএ।' মালাধর, ১৫০০; 'জয় অখৈতচন্দ্র জয় পৌরভক্তবৃন্দ।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'যাহারা জন্ডের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভক্তগৃহ [স] বি ভক্তের ঘর। 'ভক্তচিহ্নে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

ভক্তশোচী [স] বি ভক্তের দল। 'ভক্তশোচী সহিত গৌরান জয় জয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভক্তচিত [স ভক্তচিত] বি ভক্তের হৃদয়। 'লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভক্তজন [স] বি অনুগত ব্যক্তি। 'ভক্তি যুক্তি দেহ ভক্তজনে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ভক্ততত্ত্ব [স] বি ভক্তের স্বরূপ। 'চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধ্য করি জানি।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

ভক্তদত্ত [স] বি ভক্তের অর্থ্য। 'দশমে করিল ভক্তদত্ত আদান।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

ভক্তদাসীসম [স] বি ভক্তদাসীর মতো। 'ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভক্তহেথী [স] বি ভক্তকে বিহসা করে এমন। 'আরে পাণী ভক্তহেথী ডোরে না উদ্ধারিমু।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

ভক্তপ্রার্থী [স] বি ভক্তের অনিষ্টকারী। 'মুদ্রি সে বধিনু মোর ভক্তপ্রার্থী কসে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভক্তবৎসল [স] বি ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'ভক্তবৎসল সুশীল সর্বভূতে সম।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

ভক্তবৎসলতা [স] বি ভক্তের প্রতি ভালোবাসা। 'সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভক্তবৎসল্য [স] বি ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'হে ভগবতি তুমি ভক্তবৎসল্য।' হরিশ্যামদায়, ১৮১৫।

ভক্তবন্ধু [স] বি ভক্তি করে এমন বন্ধু। 'ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভক্তবৎসল্য [স] বি ভক্তের প্রতি স্নেহবৎসলতা। 'ভক্তবৎসল্য যীহা সেখাই গৌরতপান।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সভাপালন, সৌভ্রাত, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবৎসল্য প্রভৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভক্তবিল [স ভক্ত+স বিত>] বি ভক্ত ভক্ত। 'সেবধি, ১৮৩৯। **ভক্তভাব** [স] বি ভক্তের সাথে প্রণয়। 'আপনা আবাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

ভক্তরশী [স] বি ভক্তের রূপশাধী। 'ভক্তরশী ভক্তবৎসল তপবান।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ভক্তরাম [স] বি বৌদ্ধ ভিক্ষু। 'চন্দন পরি ভক্তরাম করিল সফল।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

ভক্তব্রোহ্ম [স] বি উত্তম ভক্ত। 'শিখাওরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ/

অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভক্তা [স] বি ক্রী ভক্তি বা অনুগ্রহ আহে যার। 'যোগ শত ভক্তা হৈল আদ্যের গাজনে।' রূপরায়, ১৭৫০।

ভক্তাশ্রয়ণ [স] বিণ প্রধান ভক্ত। 'আমার চিন্তানুরক্ত ভক্তাশ্রয়ণ অমূল্যচরণের হৃদয়ের রেশমাত্র বিকার জবিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ভক্তাধীন [স] বিণ ভক্তের বশীভূত। 'ভক্ত-গর্ভে অন্ন ধারণ, ভক্তাধীন নারায়ণ।' গিরিশ, ১৮৮৩।

ভক্তি [স] বি শ্রদ্ধা; অনুগ্রহ। 'ভক্তি পাএ লোক জাহার ভাবনে।' মালধর, ১৫০০।

ভক্তিকল্পতরু [স] বি ভক্তিরূপ কল্পতরু। 'ভক্তিকল্পতরু হইল সিদ্ধি ইচ্ছা-পানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভক্তিকুসুমকলি [স] বি ভক্তির ফুলকলি। 'অনুরাগের খালায় দেব ভক্তিকুসুমকলি।' নজরুল, ১৯৩৫।

ভক্তিগন্ধ [স] ভক্তির ভাব। 'ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভক্তিজাল [স] বি শ্রদ্ধার বন্ধন। 'সরল ভক্তিজাল ছিন্ন করিয়া পরদিন বৈকালে আবদুদ্বাহ একবালপুরে পৌঁছিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

ভক্তিটিকি বি শ্রদ্ধাভক্তি। 'একটু ভক্তিটিকি দেখাই।' অবন, ১৯৪১।

ভক্তিভোর বি ভক্তির বোধন। 'ভাই শক্তিসাধক রাখে ভোরের ভক্তিভোরে বেঁধে।' নজরুল, ১৯৩৫।

ভক্তিতত্ত্ব [স] বি ভক্তিবৈয়াক্য শাস্ত্র। 'ভক্তিতত্ত্বে যে গভীরতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভক্তিবর্ষ [স] বি ভক্তিতত্ত্ব। 'ব্রহ্মসূত্রের ভাবাকারের হাতে ভক্তিবর্ষ নবতার বাখ্য লাভ করে।' হাই, ১৯৫৪।

ভক্তিবারা [স] বি ভক্তির প্রবাহ। 'শক্তিময়ী চকিয়ে গেল ভক্তিবারা।' নজরুল, ১৯৩৫।

ভক্তিন্দ্র [স] বিণ শ্রদ্ধায় অবনত। 'যোগ্যতার নিকট ভক্তিন্দ্র হইতে উপদেশ দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভক্তিনিষ্ঠা [স] বি দৃঢ় অনুগ্রহ। 'ধর্মের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা, সাধুতাদ-দয়াশীলতা।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ভক্তিপাত্র [স] বি ভক্তির যোগ্য যে। 'ভক্তিপাত্রকেও উক্ত হইতে হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভক্তিপাবন [স] বি ভক্তিমগ্ন আচরণ। 'করি নিবেদন আজি ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভক্তিপিপাসু [স] বিণ আরাধ্যকে ভক্তি করতে অগ্রহী। 'ভক্তিপিপাসু নারী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভক্তিশ্রবণ [স] বিণ ভক্তির প্রবৃত্তি আছে এমন। 'আমরা ভক্তিশ্রবণ জাতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভক্তিপুত [স] বিণ শ্রদ্ধায় নন্দ্র। 'চতুর গোবোচারা, অভিনিবিষ্ট, ভক্তিপুত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

ভক্তিবর্ণালি [স] বি ভক্তিরূপ। 'ভক্তিবর্ণালির সব-ক'টি বর্ণ ... পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-কাব্যে।' আইয়ুব, ১৯৭০।

ভক্তিবল [স] বি ভক্তির শক্তি। 'ভক্তিবল সবে মোর আহুয়ে উপায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভক্তিবাদ [স] বি দার্শনিক মতবাদবিশেষ। 'জৈতবাদ বা অজৈতবাদ,

জ্ঞানবাদ, কর্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ভক্তিবান [স] ১ বিণ প্রীতিযুক্ত। 'তহার বচনে ব্যাধ হইআ ভক্তিবান।' মুহম্মদ, ১৬০০। ২ বিণ ভক্তিযুক্ত। 'ভক্ত ছিল অজ্ঞানী ভক্তিবান বটে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ভক্তিবারি [স] বি ভক্তিরূপ জল। 'ভক্তিবারি তায় সেচ না।' রামহরদাস, ১৭৮০।

ভক্তিবৃক্ষ [স] বি ভক্তিরূপ বৃক্ষ। 'এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভক্তিবৃত্তি [স] বি ভক্তি প্রবণতা। 'তাহার ভক্তিবৃত্তি যদি চরিতার্থতা চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভক্তিভরে ক্রিবিণ শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে। 'সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ধ্যাসীর পায়ের কাছে দুটাইয়া পতিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভক্তিভাজন [স] বিণ ভক্তির পাত্র; ভক্তি করা যায় এমন। 'আমরা যে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক-জননী হইতে জীবন গ্রাস্ত হই ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভক্তিভালবাসা বি শ্রদ্ধা ও প্রীতি। 'এই কি আপনার ভক্তিভালবাসা?' মনসুর, ১৯৫৫।

ভক্তিমতি [স] বিণ শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'ভক্তিমতি তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভক্তিমতি, **ভক্তিমতী** [স] বিণ ক্রী ভক্তি আছে এমন। 'উভয়ের প্রতি একটা ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'ভক্তিমতি বৈদ্যগীরা বলাধ সহিত।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

ভক্তিমন্ত [স] বিণ ভক্তি আছে এমন। 'আর্য্যপণ উপরি কথিত নিয়ম ক্রমেই রাজার প্রতি ভক্তিমন্ত আছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ভক্তিময়ী [স] বিণ পূজনীয়। 'তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভক্তিমান [স] বিণ ভক্তির উদ্রেক হয়েছে এমন; ভক্তিভাজন। 'রাজা ... গো-ব্রাহ্মণে সান্তিগয় ভক্তিমান ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান ব্যক্তি সকল হুনেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়ন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভক্তিমার্গ [স] বি সাধনার পন্থাবিশেষ। 'যিনি ভক্তিমার্গের পথিক তিনি গীতাকে ...।' প্রমথ, ১৯২৭।

ভক্তিমিশ্রিত [স] বিণ ভক্তিপূর্ণ। 'মনের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত গর্ব অনুভব করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভক্তিমূলক [স] বিণ ভক্তিবাদী। 'তিনি কৃষিহিতমূলক সভাভা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ভক্তিযোগ [স] বি ভক্তির দ্বারা আরাধনা। 'ভক্তিযোগে থাকে তবে সকল কুশল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভক্তিযোগী [স] বি ভক্তির দ্বারা আরাধনা করে এমন। 'অপর দিকে এ দেশের ভক্তিয়োগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান।' প্রমথ, ১৯১৪।

ভক্তিন্না [স] ভক্তি-। বি জীবিকার্থ ভক্ত সাজে যারা। 'ভাবক ভক্তিন্না ভাঁড় নরক অনেক।' ভারত, ১৭৬০।

ভক্তিরব [স] বি শ্রদ্ধা-ভক্তি। 'সুলাতুল আজমের প্রতি সকলেরই ভক্তিরব উছলিয়া উঠিল।' প্রচারক, ১৯০৭।

ভক্তিরস [সি] বি ভক্তিরস রস। 'দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস'। *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

ভক্তিরসাত্মক [সি] বিণ ভক্তিরস-ভিত্তিক। 'সব ভক্তিরসাত্মক গান।' *ভক্তিরস, ১৯৩১।*

ভক্তিরসামুত [সি] বিণ ভক্তিরসে সিক্ত। 'ভক্তিরসামুত কীর্তনগানের সাথে সাথে ... নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।' *নজরুল, ১৯২৭।*

ভক্তিরূপা [সি] বিণ ভী ভক্তিবরূপা। 'ভক্তিরূপা মাতা।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।*

ভক্তিশতদল [সি] বি ভক্তিরূপ পদ। 'এক হাতে মোর পূজার থালা ভক্তিশতদল।' *নজরুল, ১৯৩৫।*

ভক্তিশেল [সি] বি ভক্তিরূপ শেল। 'শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে।' *রবীন্দ্র, ১৯৩১।*

ভক্তিশ্রদ্ধা [সি] বি ভক্তি ও শ্রদ্ধা। 'অনবত মথকে ভূমিট হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা সখলিত প্রসিপাত সহকারে পরস্মা কড়ি অর্পণ পূর্বক নিজ নিজ পূর্বে প্রতিগমন করেন।' *অক্ষয়, ১৮৫০।*

ভক্তিসঙ্গীত [সি] বি আর্যনামূলক গান। 'বাংলায় ভক্তিসঙ্গীতের মধ্যে মায়ের নামের সঙ্গীত অর্থাৎ শ্যামাসঙ্গীতই বোধ হয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।' *মোতাহার, ১৯৩৭।*

ভক্তিশীন [সি] বিণ ভক্তিশূন্য। 'ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিশীন।' *বৃন্দা, ১৫৮০।*

ভক্তিশীনতা [সি] বি অশ্রদ্ধা। 'মরিবার কালে জীবী ভক্তিশীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল।' *রবীন্দ্র, ১৯১৪।*

ভক্ত [সি] ১ বি খ্যাত। 'এক সন্ধ্যা ভক্ত যদি থাকে তার ঘরে।' *আলাদার, ১৬৮০।* ২ বি ভোজন। 'ভক্ত শেষে সুগন্ধি হিটএ বহুধর।' *আলাদার, ১৬৮০।*

ভক্তক [সি] বি বাদক। 'ভক্তক হইতে পুনি না হএ ভক্তক।' *বাহরাম, ১৭০০।*

ভক্তদ্রব্য [সি] বি ভোজনসামগ্রী। 'ভক্তদ্রব্য খাইয়া কৃষ্ণ রজনি বিঞ্চল।' *মালাধর, ১৫০০।*

ভক্তন [সি] ১ বি বাদ্যযন্ত্র। 'লোক যত করে ভক্তন।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০;* 'আকাশ পৃথিবী মধ্যে আছে যথ জন/ এক ফল তার যদি সকলে ভক্তন।' *সুলতান, ১৭০০।* ২ বি খ্যাত। 'বরাটা চুড়া মুখা আমার ভক্তন।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* ৩ বি দশন। 'অনেক গোরা বাড়ই মিথ্রী হইয়া ঐ ব্যবসায় ভক্তন করাতো ...' *দর্পণ, ১৮৩০।*

ভক্তনীয় [সি] ১ বিণ খাওয়া যায় এমন। 'ভালুক বৎসরা ক্ষুধিত হইয়া সেই দামন আর আত্মিন হইতে ভক্তনীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত।' *চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।* ২ বি খাদ্যবস্তু; খাবার। 'তাঁহার ভৃত্যেরা অপরভক্তনীয় [অহরহ+ভক্তনীয়] গ্রন্থত করে।' *দর্পণ, ১৮৩১।* ৩ বিণ খাওয়ার উপযোগী। 'তিনি যে সকল ভক্তনীয় দ্রব্য সমভিঘ্যাহারে লইয়া যান।' *দর্পণ, ১৮৩১।*

ভক্তপেঙ্কু [সি] বিণ যেতে আগ্রহী। 'ভগবান যাক্ষবন্ধ অংসল বৃ-
মাস-ভক্তপেঙ্কু হইয়াহিসেন।' *বনকুল, ১৯৩৬।*

ভক্তন [সি] ভক্তন। 'ভোজন। 'না করিব আমি এই বালক ভক্তন।' *মালাধর, ১৫০০।*

ভক্তন [সি] ভক্তন। 'কল্পুর তাতুল ধর্ম করিলা ভক্তন।' *রামাই, ১৭১০।*

ভক্তোণ [সি] ভক্তন। 'তবে কেন তোমার শাস্ত্রে পাপের শাস্তি

সিখে? গোবদ ... গোমেন্দো ভক্তোণের ... ইত্যাদি যতো?' *আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।*

ভক্তা [সি] ভক্তন। 'ভক্তি ভক্তন করা। ভক্তি ভক্তি ভক্তন করি।' 'এমত কৃৎসিত মুখি নহি আশি ভক্তি।' *রবীন্দ্র, ১৬৮৯।* 'ভক্তিআ ভক্তি ভক্তন করে।' 'হাছন লইয়া হৈব ভক্তিআ গরল।' *বাহরাম, ১৭০০।* 'ভক্তিতে ভক্তি ভোগ করতঃ।' 'দেখিতে নি পাইএ কাহাঞি ভক্তিতে না পাই।' *বটু, ১৪৫০।* 'ভক্তিবারে ভক্তি ভক্তন করতে।' 'অন্ন ভক্তিবারে তার হৈল সখএ।' *সুলতান, ১৭০০।* 'ভক্তিমু ভক্তি ভক্তন করবো।' 'গরল ভক্তিমু কিবা পশিমু পাভাল।' *বাহরাম, ১৭০০।* 'ভক্তিয়া ভক্তি ভক্তন করে।' 'গরল ভক্তিয়া মুখি তেজিমু শরীর।' *বাহরাম, ১৭০০।* 'ভক্তিলা ভক্তি ভক্তন করলে।' 'যাহারে রক্তক দিনু তাহাই ভক্তিলা।' *কৃষ্ণরাম, ১৭২০।*

ভক্তিত [সি] বিণ খেয়ে ফেলেছে এমন। 'ভক্তিত পতঙ্গাদি সঙ্গীব অবহাতেই উদরস্থ হয়।' *অক্ষয়, ১৮২২।*

ভক্ত্য [সি] ১ বিণ আহার্য। 'কুকুরের ভক্ত্য দেহ ইহারে লইয়া।' *বৃন্দা, ১৫৮০।* ২ বিণ ভোজনযোগ্য। 'উত্তম ভক্ত্য দ্রব্য আনিয়া, আহার করিতে দিল।' *বিদ্যা, ১৮৬৩।*

ভক্ত্যদ্রব্য [সি] বি খাবার জিনিস। 'ভক্ত্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

ভক্ত্যবস্তু [সি] বি খাবার জিনিস। 'অনেকে ... পৃথক পৃথক ভক্ত্যবস্তু গ্রহণ করে।' *অক্ষয়, ১৮৫০।*

ভক্ত্যভাব [সি] বি খাদ্যের অভাব। 'স্বর্ণকারেরদিগের প্রায় ভক্ত্যভাব হইয়াছে।' *দর্পণ, ১৮৩০।*

ভখা [সি] ভক্তন+; পা ভখ+>। 'ভক্তি ভক্তন করা। ভখা বিণ ভক্তন করে।' 'অমিয় ভক্তন মুসা করত আহার্য।' *চর্য ২১, ১২০০।* 'ভখএ ভক্তি খেয়ে ফেলেন; ভোজন করে।' 'যথা নাশ পায় তথা ভখএ আহারে।' *মালাধর, ১৫০০।* 'ভক্তিতে ভক্তি খেতে।' 'দেখিতে ভাল ভক্তিতে মরশে।' *বটু, ১৪৫০।* 'ভক্তিমু ভক্তি ভক্তন করবো।' 'নিচয় জানিও মুখি ভক্তিমু গরলে।' *চিহ্নী, ১৫৭০।* 'ভক্তিয়া ভক্তি ভক্তন করে।' 'গরল ভক্তিয়া পাপল কে হল।' *সত্যেন্দ্র, ১৯১১।* 'ভক্তিলা ভক্তি ভোজন করলো; খেয়ে ফেললো।' 'জন্মন প্রকারে কৃষ্ণ দাবান্নি ভক্তিলা।' *মালাধর, ১৫০০।* 'ভক্তি খি খায়।' 'নানা ভক্তরস/ যে ফল ফলে/ আপসে তাক না ভখে।' *বটু, ১৪৫০।*

ভগণ [সি] বি আকাশের দ্বারা রাশিকে বা সূর্যকে গ্রহের পরিভ্রমণ। **ভগণকাল** [সি] বি কোনো গ্রহের সূর্যকে একবার পরিক্রমণের সময়কাল। 'যত কালে কোন গ্রহ বা ধূমকেতু সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, তাহার নাম ভগণকাল।' *অক্ষয়, ১৮৪৭।*

ভগণি [সি] ভক্তি। 'রাম ভগণি অছ লাভ।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

ভগন [সি] ভগ। 'ভগ। 'আমার ভগিনীস ভগন কৈল কুন জন।' *রামাই, ১৭১০।*

ভগদ্বন্দ্ব [সি] বি মলমল বা গুহ্যবারের নালি ঘা। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

ভগবৎ-সেবা [সি] বি ঈশ্বরের পূজা। 'যেমন ভগবৎ-সেবা, স্নানকৃত, মহাপূজা ইত্যাদি।' *অক্ষয়, ১৮৫৩।*

ভগবৎপ্রেম [সি] বি অর্পণীয় প্রেম। 'আমাদের কৃদ্যাবেশ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করত অক্ষজ্ঞানে আপনার অঙ্গনে ধূল্য লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে।' *রবীন্দ্র, ১৯১১।*

ভগবতি, **ভগবতী** [সি] ভগবতী, সত্বা। ১ বি হ্রী মূর্তিস্বরূপী দুর্গা। 'আমি আইলাঙ ভগবতী তোমারে দিব বর।' *মুকুন্দ, ১৬০০।* ২ বি

পরমেশ্বরী। 'যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি।' ৪৩, ১৮৫৮; 'ভগবতী, প্রকৃতির স্রব এবং তোমানের ভবে বড়ো একটা প্রভেদ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভগবদশক্তি [স] পরমেশ্বরশক্তি। 'কৃষ্ণে ভগবতা জ্ঞান সংবিতের সার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভগবদীজা, ভগবদদীতা [সি] বি হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ গীতা। 'পৌরাণিক ধর্মের দর্শন ভগবদীতা।' বসুদর্শন, ১৮৭২।

ভগবদ্ভক্ত [সি] বিগ ঈশ্বর-প্রদত্ত। 'কথকতা করবার জন্য ভগবদ্ভক্ত গলা খাঁকা চাই।' প্রমথ, ১৯২০।

ভগবদ্বাক্য [সি] বি ঈশ্বরী বাণী। 'ভগবদ্বাক্য কোথায় যা, এখন?' বক্তিম, ১৮৮২।

ভগবান [সি] বি ভগবান; সৃষ্টিকর্তা। 'হে ভগবান। তোমার অসখা কিছুই নাই।' মশাররক, ১৮৬৯।

ভগবান [স] ১ বি পূজনীয়। 'জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাক্ত ভগবান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সৃষ্টিকর্তা। 'স্বয়ং-ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'হয়্যা অবনির রাজা করিল লোকের পূজা আপনি হইয়া ভগবান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি প্রভু। 'নৃত্য করিতে তারে আচ্ছা দিল ভগবান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভগবান-প্রাপ্তি [সি] বি ঈশ্বরপ্রাপ্তি। 'ভগবান-প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভগিনী [সি] ভগিনীয়া বি ভায়ে। 'খরশান কাতি দিল ভগিনীর গলে।' সুলতান, ১৭০০।

ভগিনী [সি] বি বোন। 'তার ভগিনী দয়মতী প্রভুর প্রিয়দাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'একে ২ ভগিনী চিনাইল সন্ততি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভগিনী, ভগিনী [সি] ভগিনী। বি বোন। 'ভগিনী আনিয়া ঘরে।' মাল্যধর, ১৫০০; 'জ্যোৎস্নায়ে ভগিনী দিয়া করিব কার পূজা।' মাল্যধর, ১৫০০।

ভগিনীকুল [সি] বিগ বোনরা। 'এসো নদিনী সুরবিন্দী ভগিনীকুল।' নজরুল, ১৯২৫।

ভগিনীপতি [সি] বি বোনের স্বামী। 'রাজার ভগিনীপতি দুই গুণধাম।' ভারত, ১৭৬০।

ভগ্ন [সি] ১ বিগ ভগ্ন। 'তাহাতে এতদেশের শান্তি কখন ভগ্ন হইবে না।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিগ খণ্ডিত। 'সমুদ্রমধ্যে বহুদূর যাইয়া নৌকা ভগ্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিগ ভঙ্গুর। 'লালন বলে আমার ভগ্নদশা ভারি।' লালন, ১৮৯০। ৪ বিগ বিপর্যস্ত। 'এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভগ্নকর্ত [সি] বিগ বিকৃতকর। 'রাইচর ... ভগ্নকর্তে চাঁৎকার করিয়া বেড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ভগ্ন করা [সি] ভাঙ্গা। 'এ সকল হাড়ি ভগ্ন করিল।' দর্পণ, ১৮২৫।

ভগ্নকরণ [সি] বিগ বিঘ্নপ্রদায়ক। 'এ কী ভগ্নকরণ অবনত দয়িত আমার।' লক্ষ, ১৯৬৬।

ভগ্নক্ষম [সি] বিগ ভাঙতে পারে এমন ক্ষমতাবিশিষ্ট। 'কৃষ্ণপৃষ্ঠা হি ভগ্নক্ষম এতদ অখণ্ডের জ্যোতি ২ আখ্যতে পৃথিবী কৃত্তিয়া করিয়া ...' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

ভগ্নঘটি [সি] বি ভাঙ্গা পাত্র। 'সুজলবদ্ধ ভগ্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভগ্নচিহ্ন [সি] বিগ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। 'নিতান্ত আশাভরসাবিহীন হইয়া ও ভগ্নচিহ্ন হইয়াছিলেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

ভগ্নচিহ্ন [সি] বি ভগ্নাবশেষ। 'প্রাচীন রাজপথ ও দুর্গাদির ভগ্নচিহ্ন অদ্যপি প্রাণ্ড হয়।' অক্ষয়, ১৮৭৭।

ভগ্নচূড়া [সি] বিগ শীর্ষদেশে ভেঙ্গে পড়েছে এমন। 'জীর্ণ বাড়ি ঘর - ভাঙা দালান, ভগ্নচূড়া দেউলের সারি।' তারা, ১৯৪০।

ভগ্নতরী [সি] বি ভাঙা নৌকা। 'তলায় গেল ভগ্নতরী কুলে এসে মতো ভেসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ভগ্নদশনা [সি] বিগ দাঁত ভেঙে গেছে এমন। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংস গলিত যৌবনা ভগ্নদশনা ...' ভবানী, ১৮২৫।

ভগ্নদশা [সি] ১ বি দুর্বহা। 'লালন বলে আমার ভগ্নদশা ভারি।' লালন, ১৯৯০। ২ বি সংকটজনক অবস্থা। 'সমাজের এই ভগ্নদশায় এ দেশের নারী সমাজের অবস্থাটা কিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বেগম, ১৯৩৩।

ভগ্নদীর্ঘ [সি] বিগ ভাঙাচোরা। 'শ্বলন খততা ক্ষতি ভগ্নদীর্ঘ জীর্ণতার 'পরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভগ্নদূত [সি] বি যে দূত মুখে ব্যর্থতা বা পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে আসে। 'কর জোড় করি, দাঁড়ায় সমুখে ভগ্নদূত।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভগ্নদেহ [সি] বি ভগ্নদেহ। 'বাহালি পতীর সর্বস্বত্বনে ভগ্নদেহ দেবিতা পুণ্ড্রা যায়।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

ভগ্নদ্রুতি [সি] বিগ নিদ্রা ভেঙে গেছে এমন। 'লাহুতি ভগ্নদ্রুতি দৈনন্দিন্যকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভগ্নদীড় [সি] বি ভাঙা ঘর। 'অতীতের ভগ্নদীড় এইবার সুপুট সন্ধ্যায়।' সুলতান, ১৯৪৮।

ভগ্নশপক [সি] বিগ ডানাভাঙা। 'উড়ে এসেছি ভগ্নশপক চক্রবাক।' নজরুল, ১৯২৯।

ভগ্ন পাইক [সি] ভগ্ন+পাইক। বি দুঃসংবাদ বহনকারী পাইক। 'সন্দের সময় সাহেবের ভগ্ন পাইক এসে খবর দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভগ্নশোত [সি] বি নৌযান বিধ্বস্ত এমন। 'এই প্রতিকূল বাতায় ভগ্নশোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভগ্নপ্রায় [সি] বিগ প্রায় ভেঙে গেছে এমন। 'কাঠের ভগ্নপ্রায় গেটটি কুলে অনাথ বাগানে প্রবেশ করল।' মনিক, ১৯৩৫।

ভগ্নবীণা [সি] বি ভাঙা বীণা। 'ভেসে আসে কার ভগ্নবীণার চূর্ণ বিলাপ-গান।' নজরুল, ১৯২২।

ভগ্ন ভাষা [সি] বি অসম্পূর্ণ ভাষা। 'পৃথিবীর মানুষের ভগ্ন ভাষা হে কবি, তোমার আলো দিয়ে ...' জীবন, ১৯৪০।

ভগ্নভিষি [সি] বি দেয়াল বা প্রাচীরের ভাঙা নিম্ন ভাগ। 'রাজীব ... মন্দিরের ভগ্নভিষি দিয়া লাঞ্চিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভগ্নমনোরথ [সি] বি হতাশাজনক অবস্থা। 'পঞ্চালাখিপতির দূতকে ভগ্নমনোরথে ফিরে যেতে হবে।' মাইকেল, ১৮৭০।

ভগ্নমূল [সি] বিগ ধ্বংসপ্রায়। 'রাজশাসনপ্রাপ্তী ভগ্নমূল হইল।' বক্তিম, ১৮৭৯।

ভগ্নরূপ [সি] বি পরাক্রান্ত যুদ্ধ। 'চুপল বেগে ঘন মেঘের শ্রেণী/ভগ্নরূপে ছিন্নকৈর প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভয়াশেষ [স] বি ভেঙে যাওয়ার পরে অবশিষ্ট আছে এমন। 'কীর্তিতত্ত্বের ভয়াশেষ ধূলিশূণ্যের মধ্যে মিশিয়ে আছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভয়স্রী [স] বিণ সৌন্দর্য হারিয়েছে এমন। 'ভয়স্রী ভূপতি যেন নবযৌবন ফিরিয়া পাইল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ভয়বৃক্ষ [স] বি লুপ্তকার ধ্বংসাবশেষ। 'বড় বড় অটলিকা গৃহাদির ভয়বৃক্ষ পড়িয়া বহিয়াছে।' প্রভাত, ১৮৯৫।

ভয়বায়ু [স] বিণ বায়ুহীন। 'ভয়বায়ু গতিবীর ক্রিন অস্তকালে।' সুরীন্দ্র, ১৯৩২।

ভয় হওয়া ক্রি ভেঙে যাওয়া। 'পড়িয়া তাঁহার পদ ভয় হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ভয়া [স] বিণ স্ত্রী বঞ্চিত। 'শ্রীক্ষণ ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভয়া হওয়াতে ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ভয়াংশ [স] ১ বি অতি ক্ষুদ্র অংশ। 'পবিত্র বালুকার এক এক কণা, অনন্তরপ্রকৃত ন্যাখিরাজের ভয়াংশ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি ভাঙ্গা জিনিসের টুকরা। 'সে পালকের ভয়াংশ লইয়া ... ছালা দিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি কোনো সংখ্যা অথবা পরিমাণের অংশবিশেষ; গণিতের পদ্ধতিবিশেষ। 'পরিগ্রহ করিচি মশাই ওকে ভয়াংশটা শেখাতে।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

ভয়াংশবিকীর্তি [স] বিণ ভাঙ্গা অংশ পড়ে আছে এমন। 'মৃগাভ্রের ভয়াংশবিকীর্তি দুর্গম পথে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভয়াবশেষ [স] বি কোনোকিছু ধ্বংসের পরে যা অবশিষ্ট থাকে। 'ভিনিস ও রোমের ভয়াবশেষ।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

ভয়াংশ [স] বিণ হতাশ। 'শ্রীভোজরাজ ভয়াংশ হইলেন।' বুদ্ধদেব, ১৮১২।

ভয়াক্ষাৎ [স] ১ বিণ হতাশ। 'কোন্ট পাইবিনে বটে, কিন্তু ভয়াক্ষাৎসহ হইলেন না ...' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ নিরুশ্বাস। 'ভয়াক্ষাৎসহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭০।

ভয়োদ্যম [স] ১ বিণ ভয়োৎসাহ। 'ভয়ে ভয়োদ্যম আমি ভবিয়া ভবেশে।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ হতাশ। 'সেই সকল যুবক ... ভয়োদ্যম।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ভয়ি, ভয়ী [স] ভয়িনী বি যোন। 'চল ঘর জাহ ভয়ি হরসিত মনে।' মালধার, ১৫০০। 'না পারিয়া রাখিতে আপনা ভয়ীয়ে।' সুলতান, ১৭০০। ব্রজভিনয়ী

ভয়িপতি, ভয়ীপতি [স] ভয়িনীপতি বি যোনের স্বামী। 'ভয়িপতি মহারম মহায়েবু।' ওর্গা, ১৭৭৯। 'ভয়ীপতির কান মলব না তো ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'পবিত্র ভয়িপতি লাটের ট্রাঙ্ক'। মুক্ততবা, ১৯৫২।

ভয়িশো [স] ভয়িনীপুত্রা বি যোনের ছেলে। ওর্গা, ১৭৮২।

ভয়ীসুত [স] ভয়িনীসুত বি যোনের ছেলে। 'ভয়ীসুত কিবা সুত করিলে কোরবান।' সুলতান, ১৭০০।

ভঙ্গ [স] ১ বি ভাঙ্গা। 'দখি খার ভাঙ ভঙ্গ কর দুখন্দনা।' মালধার, ১৫০০। ২ বি ব্যাঘাতকর করা। 'আরে নালা নিদ্রাত মোর তোর কাছে।' বঙ্গা, ১৫৮০। ৩ বি ভঙ্গিয়া। 'দিব্য রত্ন অঙ্গ ভঙ্গে নয়নে তরঙ্গ।' আলগল, ১৬৮০। ৪ বি অস্বীকার। 'তোার সনে কুমারী করিল সত্য ভঙ্গ।' বাহরাম, ১৭০০। ৫ বি ক্ষান্ত। 'ভঙ্গ দিয়া পালাইতে নারি।' গরীব, ১৭৫০। ৬ বি বিজিত। 'আমাদের এই বঙ্গ,

কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৭ বিণ শেষ। 'হেলাফোয়ার পালা তোমার এই বেলা হ'ক ভঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

ভঙ্গ করা ১ ক্রি ভেঙে ফেলা। 'দখি খার ভাঙ ভঙ্গ কর দুখন্দনা।' মালধার, ১৫০০। ২ ক্রি সমাপ্ত করা। 'সত্য ভঙ্গ করি সকলই গেল চলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভঙ্গল [স] বিণ কৌলীনা চলে গেছে এমন। 'এককালে ওরা ছিল ভঙ্গল ব্রাহ্মণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভঙ্গ দেওয়া ১ ক্রি ক্ষান্ত দেওয়া। 'ভঙ্গ দিল পশুপদ সিংহ প্রবেশিল রণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি আশ্রয় করা। 'ভঙ্গ দিতে।' মালোশ, ১৭৪০। ৩ ক্রি পালিয়ে যাওয়া। 'বন্ধু যে যত যন্ত্রণের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভঙ্গপ্রবণ [স] বিণ সহজে ভেঙে যায় এমন। 'কাচ ভঙ্গুর নহে, মুনকোও নহে, উষা ভঙ্গপ্রবণ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভঙ্গপ্রাণ [স] বি স্ত্রী শিপাগিরি ভেঙে যাবে এমন। 'গোপীনাথ ঠাকুরের বাটী ভাগীরথীর কুলভঙ্গতে ভঙ্গপ্রাণ হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২।

ভঙ্গবৎ [স] বিণ ভেসেছে এমন। 'এক কালে দুই বাহ হএ ভঙ্গবৎ।' সুলতান, ১৭০০।

ভঙ্গি, ভঙ্গী [স] ১ বি চাতুরী। 'প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সজেক্ত। 'ইঙ্গিত ভঙ্গিএ দুই সব কইই।' শেখর, ১৬০০। ৩ বি ধ্বন। 'বাংলা ইংরেজী লেটিন আরামি জখণি ফ্রান্সিস ফিরিকি সকলের লিখনের এক ভঙ্গী।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৪ বি চং। 'বায় ভঙ্গীতে।' মণাররক, ১৮৬৯। 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি, ভাষের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি ভাব। 'বিশ্বায়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সাধন ছির হয়ে দাঁড়িয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভঙ্গিওয়াল বিণ ভাবনির্দেশক। 'বাংলাভাষাটা ভঙ্গিওয়াল ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভঙ্গি করা ক্রি অঙ্গভঙ্গি করা। 'ডেকে বলে, হেকে বলে, ভঙ্গি করে হেকে বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ভঙ্গিসংগীত [স] বি সাহিত্যিক ভঙ্গিমায়ুক্ত সংগীত। 'কথা কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গিসংগীতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভঙ্গীসর্বস্ব [স] বিণ প্রকরণনির্ভর। 'কল্পনা ক্রমেই ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে উঠল।' শিব, ১৯৭০।

ভঙ্গিম [স] ভঙ্গিয়া বি ভঙ্গিয়া। 'ভাঙক ভঙ্গিম খোরি জন্ম/ কাজের সাজল মদন ধন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভঙ্গিয়া [স] ১ বি ভঙ্গি। 'ক্রিভঙ্গ ভঙ্গিয়া ভাতি রহয়ে মদন ভিত্তি।' দ্বিচ্ছিত, ১৫৭০। ২ বি মুদ্রা। 'জ্ঞানো ... নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভঙ্গিমে [স] ভঙ্গিয়া বি চুপ। 'নিমাই নামতি কেমন বেশ সাদাসিমে, কোনো সোমাক নেই, ভঙ্গিমে নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভঙ্গুর [স] ১ বিণ বাকা। 'যাহা যাহা ভঙ্গুর ভাঙ বিশোল।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সহজেই ভেঙে যায় এমন। 'বিশব্রত অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, ... গভীর প্রোক্তবর্তীর অজ্ঞাতকৃত্যুল্লা ক্ষণভঙ্গুর।' মীনবন্ধু, ১৮৮০। 'কাচ ভঙ্গুর নহে, মুনকোও নহে, উষা ভঙ্গপ্রবণ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ৩ বিণ নুনকো। 'এ ভঙ্গুর পাঞ্চখনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ ক্ষয়প্রাপ্ত। 'ভঙ্গুর অনেক চিন্তা পড়িয়াছে আমাদের মন।' আহসান, ১৯৪৪।

ভদ্রবৃত্ত

ভদ্রবৃত্ত [সি] বি ভগ্নপ্রবণতা। 'ভদ্রবৃত্তকে চাপ-এরোপে দৃঢ়তা দান করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভজকট বি খামোলা। 'সেবেস্তানের ভজকট দেখিয়া ভাবিতেছে পাছে টাকা উপরিয়া দিতে হয় ...' গ্যারী, ১৮৫৮।

ভজন [সি] ১ বি আরাধনা। 'জীবনের স্বভাব ধর্ম স্বরভজন।' বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বি সম্রাট। 'জরুর ভজনে বৈ চালা মাছি হইবে দরদ।' গরীব, ১৭৫০। ৩ বি তপস্যা। 'বাউলদের ন্যায় ন্যাড়া সশ্রাদ্ধেরও প্রকৃতি-সান্ধনই গ্রন্থান ভজন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি গুণকীর্তন; গুণগান। 'যেখানে সেখানে দেখি ভিগির ভজন।' ওষ, ১৮৫৮। ৫ বি প্রার্থনামূলক সংগীত। 'হাড়িরা ... ভোলা বোম ভোলা কড় রুলিলা ... ভজন গাইতে গাইতে চলতে।' হুতোম, ১৮৬১।

ভজনগান [সি] বি প্রার্থনামূলক গান। 'কেহ ভজনগান করিতেছে।' নজরুল, ১৯০১।

ভজন-সংগীত [সি] বি প্রার্থনামূলক বিন্দি সংগীত। 'ভজন-সংগীতের কথা যদি ছেড়ে দিই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ভজন-সান্ধন [সি] বি আরাধনা। 'আমার লাজের বাঁদন সাজের বাঁদন খসে পেল ভজন সান্ধন।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভজনা [সি] ভজন। ১ বি প্রার্থনা। 'এই ভজন্যের কারণ আশা রাধি বর্ষে যাইবার।' মাসোএল, ১৭৪৩। ২ বি উপাসনা। 'প্রভাশমন অক্ষর কোয়ানশইন সেবের ভজন করিবে লাগিলেন।' নিকম, ১৮৫০। 'রাব্ধস আমাদের কেবাই বঝে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ভজনগান [সি] বি ভক্তিগীতি। 'তাহার কাহ হইতে ভজনগান গনিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভজনালয় [সি] ১ বি গীর্জা। 'অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি প্রার্থনার স্থান। 'ভেজ ফেল এ ভজনালয়ের হত ভালো-দেওয়া ঘর।' নজরুল, ১৯২৬। 'কে জনিবে আর ভজনালয়ের ছোঁ।' নজরুল, ১৯৩০।

ভজমান [সি] বি উপাসনায়ত। 'নিভা বিধি-লক্ষ্যে ভজমান।' জালাতল, ১৬৮০।

ভজা [সি ভজ্] ১ ক্রি পূজা করা। 'কোন লাজে ভজ এবে দেব চক্রপাণী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি সেবা করা। 'কেহ-২ গোপনে উপাতি ভজিত।' দর্পণ, ১৮২৯। **ভজ** ক্রি পূজা করা। 'কোন লাজে ভজ এবে দেব চক্রপাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **ভজহ** ক্রি প্রার্থনা করা। 'মনে বুকি ছুড়িয়া ভজহ প্রীতির।' মালমধর, ১৫০০। **ভজি** ক্রি ভজন করা। 'হালদেব, ১৭৭৮। **ভজিআ** ক্রি ভজন করে; অনুন্নয়-বিষয় করে। 'বারে বারে মোএ বইলো ভজিআ।' বড়ু, ১৪৫০। **ভজিবে** ক্রি ভজন করবে। 'জনক না জানে তবু যাচিরা ভজিবে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। **ভজিয়া** ক্রি আরাধনা করে। 'তোমাকে ভজিয়া মনে ভজিব পরানি।' মালমধর, ১৫০০। **ভজিয়াছি** ক্রি আরাধনা করি। 'ভজিয়াছি যেই দিন সেই ওদমণি।' উৎপল, ১৮৫৭। **ভজিল** ক্রি ভজন করলো। 'পরিচর পাইয়া কেন্যা ভজিল আপনে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। **ভজিলু** ক্রি ভজনা করলাম। 'কামমনে ভজিলু তোমো-রাগা পাএ।' বারম, ১৭০০। **ভজিলে** ক্রি ভজনা করলে। 'আমাকে ভজিলে তোর কাশো নাহি ডর।' বড়ু, ১৪৫০। **ভজিলো** ক্রি ভজনা করলাম। 'দৈব দোষে কাহ তোমাক ভজিলো।' বড়ু, ১৪৫০। **ভজছে** ক্রি ভজন করছে। 'সতীর্জনমুখে তীরে ভজছে সেই ধন্য।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। **ভজো** ক্রি ভজন করা। 'যে প্রভু মারিল

ভজো তাহার চরণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভজানো [সি ভজ্] ক্রি পরামর্শ দিয়ে সম্মতে আনা। 'যুক্তির দ্বারা ... অপরকে ভজাতে চান না।' হেমচ, ১৯০৫। 'আনন্দময়ীকে বৃটানি ভজাইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভজোনি [সি ভজন] বি ভজন। 'তোমোরা বরো উত্তম ভজোনা ভজো।' আত্মনির্দেশ, ১৭৪৩।

ভজিত [সি ভজন] বিণ ভজা। 'কদলক চিপটক ভজিত তত্ব।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভজ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ধরণী ভজ।' সেবধি, ১৮৪০।

ভজন [সি] ১ বি দ্বন্দ্ব করা; সমাধান। 'ওগু, ১৭৮২। 'ভজ লোকের সঙ্গে ভজন অবশ্যই করিবেন।' তরলী, ১৮২৩। ২ বি নিয়মন। 'আমার সঙ্গে ভজনকরনে বাধিত করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি ভজা। 'তাঁহারা অবিলম্বে সন্দীভিত-সেতু ভজন করিয়া বিবাদ প্রোত প্রবল করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভজিত [সি] বিণ যুক্ত করা হয়েছে এমন। 'ভজিত করিলা টাকা সুবলঝাড়ারে।' ময়নিক্রম, ১৭৮১।

ভজিত করা [সি] ক্রি ভজনো; যুক্ত করা। 'ভজিত করিলা টাকা সুবলঝাড়ারে।' ময়নিক্রম, ১৭৮১।

ভটচাচি (ট) ভটচাচী বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'টোলা পুতুরি ভটচাচিরে কাশড বালে করে রান করে চলতে।' হুতোম, ১৮৬১।

ভটচি [সি] ক্রি বিণ ভটচি শব্দ করে। 'বান্ধবে শেটে ভাল ভটচিট।' নজরুল, ১৯২৬।

ভট [সি] ১ বি ব্রহ্মপাঠক; ভাট। 'যাহ ছুটি ভটন পড়ে কামবার।' মালমধর, ১৫০০। ২ বি বেদ জানা পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। 'রঘুনাথ ভট পাকে অতি সুনিপুণ।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। 'হে ভট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ভটপাণী বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'গোরাঠান ভটপাণী।' সেবধি, ১৮৪০।

ভটচাচী, ভটচাচী [সি] ১ বি পণ্ডিত। 'এক ভটচাচী বলে কি পুত্র হুওলাস।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'ভটচাচী ভিক দিবে ক্রি ভিকানি।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। ২ বি হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'পৌরকেশোর ভটচাচীরে প্রতি সন্দেশ হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি সঙ্কট পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। 'সেবধি, ১৮৪০।

ভড় বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভুবনমোহন ভড়।' সেবধি, ১৮৪০।

ভড় বি মালবাহী বড়ো নৌকাবিশেষ। 'বিদ্যা, ১৮৯১। 'হাঁড়ি-কলসী বোঝাই ভড় যশাইকাটির ঘাটে বাধা।' বিজিত, ১৯০১।

ভড়হ [সি ভবর] ১ বি বাইরের আড়ম্বর। 'তিনি একথা লইয়া অন্যের কাছে কখনই ভড়হ করেন না।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বি বুদ্ধক্লি। 'বান্ধবিক সে কেবল ভড়হ ও ভয়ামো।' হুতোম, ১৮৬১।

ভড়হ [সি ভবর] বি বাইরের আড়ম্বর। 'বিদ্যা, ১৮৯১। 'আত্মত্যাগের ভড়হে মৃদুলাক ফুলাইবার চোঁ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভড়কানো, ভড়কানো [সি ভড়] ১ ক্রি ভড় পড়ানো। 'সমুহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' তরলী, ১৮০০। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি খাবড়ে যাওয়া। 'সাবি তনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল।' ময়নিক্রম, ১৯০৬। **ভড়কে** যাওয়া ক্রি খাবড়ে যাওয়া। 'মোরা তখন ভড়কে সেলাম।' জগীষ, ১৯০৩।

ভড়ভড়, ভড়র ভড়র [ধন্য] ত্রিবিধ অবিয়ম ভড় বা ভড়র শব্দ।
বিদ্যা, ১৮৯১: 'বাবুরামবাবু হাঁকা সমুখে পাইয়া ... ভড়র ভড়র
টানছেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

ভড়া কি তৃণ হওয়া। **ভড়ড়** কি তৃণ হয়। 'রাজ্জরোগ হইলে জেন চকু
নহি ভড়ড়।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ভড়ুকে [স ভড়ু] বিণ যেনভেন। 'একশে সরকারী কুলে যেরূপ ভড়ুকে
রকম শিক্ষা হইয়া থাকে ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

ভড়ুয়া [স ভীক] বিণ ভীক। 'যত সব ভড়ুয়া বাসালে কচুকে মান পৌসাই
বলে।' লালন, ১৮৯০।

ভণা [স ভণ] কি বর্ণনা করা। **ভণা** কি বসে। 'ভণ কইসে সহস্র বেলবা
জাণ।' চর্যা ৪০, ১২০০। **ভণাই** কি বর্ণনা করে। 'লুই ভণাই গুরু
পুজিয জাণ।' চর্যা ১, ১২০০। **ভণখি** কি বসে। 'ভণখি কুতুরিপা এ
ভব থিরা।' চর্যা ২০, ১২০০। **ভণতি** কি বসে। 'ভণতি বিরুয়া থির
করি চালা।' চর্যা ৩, ১২০০। **ভণি** কি বসে। 'কাহেরে কিঞ্চলি মই
দিবি শিরিচ্ছা।' চর্যা ২৯, ১২০০। **ভণিআ** কি বসে। 'রাবুর্নে দিল
মোহে কহু ভণিআ।' চর্যা ৩৫, ১২০০। **ভণিতে** কি পাঠ করতে।
'ভণিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। **ভণে** কি বসে। 'বিজ চট্টপান ভণে।'।
চিটগী, ১৫৭০।

ভণিতা [স ১] বি কবিতা বা গানের যে অংশে রচয়িতা নিজের নাম ও
পরিচয় প্রদান করেন। 'দীনেন্দ্রবাবু যতগুলি ভণিতা উদ্ভূত
করিয়াছেন প্রায় তাহার সবগুলিতেই ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি
বৈশিষ্ট্য। 'পিকরবে যবে সাদা দেয় পিকবনিতা/ ভাষায় সে যে চায়
তারই ভণিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বি অতিরিক্ত কথা। 'ভাণিস্য
আজ আমি বাজারে গেছলাম তাই না হলে তো আলোর ভণিতা
হয়।' শিবরাম, ১৯৪০।

ভণিতাপর্ষ [স বি সূচনাপর্ষ]। 'এইরূপ ভণিতাপর্ষের পরেই দ্রুত
পুরোহিত মনোহরের উচ্চবুদ্ধি জটিল চুলভর্তি বৃহৎ স্রোতটিকে ...'
হাসান, ১৯৬৭।

ভণিতাসহকারে [স ত্রিবিধ আড়ম্বরপূর্ণভাবে]। 'দিলের খায়েলের
কথা দীর্ঘ ভণিতাসহকারে বর্ণনা করে।' গুয়াণী, ১৯৪৮।

ভণ [স ১] বি কপট। 'ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২
বিণ শেষ। 'যেই মতে পরহে মরিয়া কর ভণ।' বাহরাম, ১৭০০।

ভণজানী [স] বিণ জ্ঞানের ভান করে এমন। 'ভূরকোরা মূর্খ এবং
ভণজানী, কিন্তু নং।' অক্ষয়, ১৮৪১।

ভণ ডাকা কি ভান করে অনুকরণ করা। 'প্রথমে ভণ ডাকিলেক
এবং বিস্তর অনুরাগ, ধন্য ধন্য ধনি পাইলেক।' তারিণী, ১৮৩৩।

ভণতপসী [স বি ছদ্মধর্মিক। সেবধি, ১৮৩৯; 'অলস, পাণিষ্ঠ,
প্রতিহিংস্রক এবং ভণতপসী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

ভণাণাল [স] বি প্রতারক, প্রবঞ্চকের আখড়া। 'হাঁকিছে নকিব, হে
মহারঙ্গ, চূর্ণ করো এ ভণাণার।' নজরুল, ১৯২৪।

ভণামি, ভণামী [স ভণ] বি হল; কপটতা। 'বাচালতা,
মিথ্যাবাদিতা, ভণামী ... প্রভৃতি দোষগুলি আমাদের পক্ষে অবশ্যই
বঞ্জনীয়।' প্রচারক, ১৯০৬; 'ভণামির কোনো দরকার নেই।' রবীন্দ্র,
১৯১০।

ভণা [স ভণ] কি ভুল বোঝানো। **ভণসি** কি ভুল বোঝাও। 'আচ্ছারে
ভণসি তুচ্ছ কপট করিয়া।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ভণার [স ভণাণার] বি ভাণার। 'চট্টকোড়ি ভণার মোর লইআ সেস।' চর্যা
৪৯, ১২০০।

ভণুল [স] বিণ নষ্ট। 'তিনি থাকিলে সমস্ত ভণুল হইয়া যাইবে।' রবীন্দ্র,
১৮৯১।

ভণুলতা [স] বি ব্যর্থতা। 'যুক্তিবাদের ভণুলতাকে সবেষে
আবর্জনারূপের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভতারে [স ভর্তা] বি বামী। 'হাঁউ নিরাঙ্গী বশম ভতারে।' চর্যা ২০,
১২০০।

ভন্দর [স ভদ্র] বিণ শিকিত মধ্যবিত্ত। 'যাদের আমরা "ভন্দর লোক" বলে
থাকি তারা কোথায় সেইটাই জিজ্ঞাস্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'নাপরিক
"ভন্দর" শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। **দ্র
ভদ্র**

ভন্দরনুক [স ভদ্রলোক] বি ভদ্রলোক। 'একটি বাসা ভন্দরনুক'
নজরুল, ১৯২৪।

ভন্দরনোঁকি বি ভদ্রলোকের ভাব। 'ভন্দরনোঁকি করতে হলে তার ঠাই
আলানা।' মণীশ, ১৯৫৭।

ভন্দরপানা বিণ ভদ্রলোক বলে মান হয় এমন। 'ভন্দরপানা বার সঙ্গে
বিয়ে হয় মতির।' মানিক, ১৯৩৬।

ভন্দরলোক ১ বি শিকিত মধ্যবিত্ত। 'ভন্দরলোকের ভাষায় ব্র্যাক
মার্কেট।' মনসুর, ১৯৩৫। ২ বি ভদ্রলোক। 'এই ভন্দরলোকের
হেলের কাজ?' মানিক, ১৯৩৬; 'তোমরা ভন্দরলোক কিনা।' মানিক,
১৯৪০।

ভদ্র [স ১] বি বস্ত্রি। 'যে জনরব উদ্ভিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা জ্ঞাপন
করিতে শ্রীত রামমোহন রায় ভদ্রবোধ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।
২ বিণ উত্তম। 'আমরাও কি যে এই বিবেচনা ভদ্র যতে।' দর্পণ,
১৮৩৮। ৩ বিণ সত্য। '...যা হউক তাই! তুমি বড় ভদ্র।' বিদ্যা,
১৮৫৬। ৪ বিণ কঠিনস্বভাব; আনুষ্ঠানিক। 'ভালোবাসে ভদ্রসভায় ভদ্র
গোশাক পরতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভদ্রকালী [স] বি হিন্দুসেবী কালির রূপশিবেশ। 'ভদ্রকালী ভূতমতী
ভ্রমরী ভীষণী।' যুসুফ, ১৮০০।

ভদ্রকুল [স] বি সন্ত্রাস বংশ। 'ভদ্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে'
গজ, ১৮৫৮।

ভদ্রকুলবধু [স] বি উচ্চবংশের বধু। 'মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধু বলিয়া
বোধ হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভদ্রঘর [স ভদ্র+ঘর] বি সন্ত্রাস পরিবার। 'অম্বে ভদ্রঘর বোজা উচিত,
তারপর ভালো মেয়ে বোজা কর্তব্য।' প্যারী, ১৮৫৮।

ভদ্রস্তর [স ভদ্রস্তর] বি জনসাধারণ। 'ভদ্রস্তর লোকেরা যীহাকে
পক্ষপাতশূন্য অথচ সর্বত্র মান্য গণিগণ্যমান্য বিবেচনা করেন ...'
ভদ্রাণী, ১৮২৩।

ভদ্রতা [স ১] বি ন্যায়পরায়ণতা। 'গবর্ণমেন্টের ভদ্রতার দ্বারা
প্রজাপন বন্ধ থাকেন ঐ ভদ্রতা ব্যর্থবিতার ও দয়াপ্রকাশমূলক হয়।'।
দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি ইতিবাচক প্রভাব। 'ভাৱদ্রিগকে নিযুক্তকরণ
আবশ্যক এই এক যে মূল বিধান ইহা অবলম্বনপূর্বক গবর্ণমেন্টের
ক্রমেই কার্য করিলে ভদ্রতা আছে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি শিষ্টতা।
'অষ্ট্রীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্রলোকের ভদ্রতা-গুণের ব্যতিক্রম
হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভদ্রতাজ্ঞান [স] বি শিষ্টাচারবোধ। 'বিনয়ের ভদ্রতাজ্ঞান আছে'
রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভদ্রতাপালন [স] বি ভদ্রতা রক্ষা। 'সমাজপালনটা তা হলে কি
কেবলমাত্র ভদ্রতাপালন?' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

অদ্ভুতবোধ [স] বি অদ্ভুতমাজে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞান। '... অনেক বেশী সভা মানুষের অদ্ভুতবোধ।' সনৎ, ১৯৭০।

অদ্ভুতাহীন [স] বিশ শিষ্টাচারহীন। 'মহত্মহীন, অদ্ভুতাহীন জাতীয়তা এঠাতে অভিজ্ঞতা বশের কলর ছাড়া আর কিছু নয়।' ওয়ালেজ, ১৯৪৩।

অদ্ভুত [স] ১ বি অদ্ভুত। 'অদ্ভুলোকের অদ্ভুত কি প্রকারে থাকিতে পারে।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বিশ পর্যাণ। 'সাহেবের বাড়াবিক ওণ ও আচার ব্যবহার বিষয়ে আমার যেমন অদ্ভুত জ্ঞান আছে ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

অদ্ভুতর্শন [স] বিশ মার্জিত; সুদর্শন। 'আর বাইরে বেরোবার জন্যে অদ্ভুতর্শন সাদা পাঞ্জাবি।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

অদ্ভুতনাম [স] বি ভালো নাম। 'যা হোক অদ্ভুতনাম ধারণ করে অসহ্যাকে অপমান করতে যার সংকোচ বোধ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

অদ্ভুতামখারী [স] বিশ বাহ্যত অদ্ভুত বলে পরিচিত। 'অদ্ভুতামখারী ব্যক্তিবর্গের সর্বস্বার্থী মানসিকতার ফলে ...।' আজাদ, ১৯৩৯।

অদ্ভুতানীতি [স] বি শিষ্ট রীতিনীতি। 'অদ্ভুতানীতিকে উপেক্ষা করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'চিরদুর্ভিক্ষকে অদ্ভুত আকার দান করাই যে যথার্থ অদ্ভুতানীতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অদ্ভুতপট্টা [স] বি অভিজ্ঞতা পাড়া। 'ইশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, অদ্ভুতপট্টাতে।' মানিক, ১৯৩৬; 'সেটি একটি বিশিষ্ট অদ্ভুতপট্টা।' প্রমথ, ১৯৩৮।

অদ্ভুতপাড়া বি অভিজ্ঞতা এলাকা। 'কোথায় যাও প্রহু, ও দিকে তো নেই অদ্ভুতপাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অদ্ভুত-প্রকৃতি [স] বিশ মার্জিত বক্তাবিধি। 'যথার্থ অদ্ভুত-প্রকৃতি সূক্ষ্ম ব্যক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অদ্ভুতবংশীয় [স] বিশ অভিজ্ঞতাবংশীয়। 'যদি কোনোনাম সন্নিহিত সংসারে অদ্ভুতবংশীয় বলে প্রমাণ সেবার প্রয়োজন ঘটে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪; 'ইহাদের অদ্ভুতবংশীয় মুসলমানেরা আত্মরাক বলে।' শওকত, ১৯৫৮।

অদ্ভুতবেশ [স] বি পরিচ্ছন্ন অবস্থা। 'মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিয়ার অদ্ভুতবেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অদ্ভুতবেশী [স] বিশ অদ্ভুত বেশ ধারণকারী। 'অদ্ভুতবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

অদ্ভুতাবে ক্রিবিধ শিষ্টভাবে। 'তখন ভারতবর্ষীয়দের বেশ অদ্ভুতাবে কথা কয়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৫৫।

অদ্ভুতমত [স] ক্রিবিধ ভালোরকম। 'কলিকাতাহু ছাত্রেরদের অদ্ভুতমতেই তুলনা হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

অদ্ভুতমহিলা [স] বি সভা ও অভিজ্ঞতা নারী। 'আমার নির্জন এয়ে আনিয়া সেই অভিশয় অদ্ভুতমহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

অদ্ভুতমহোদয় [স] ১ বি অদ্ভুলোক। 'অদ্ভুত মহোদয়গণের ছেলেপেলে শিক্ষা লাভ করিয়া ...।' ইসলামিয়া, ১৮৯৫। ২ বি সুশীলসমাজের মানুষ। 'ইংরেজি কায়দা এ পাড়ার অদ্ভুতমহোদয়দের জন্যই তুলে রাখুন।' ধর্মপতি, ১৯৩১।

অদ্ভুতান্না [স] অদ্ভুত+আনা বি অদ্ভুত। 'অদ্ভুতান্না আড়ালে রেখেই হও এককাতী শোকের শরিক।' শামসুর, ১৯৭০।

অদ্ভুতরূপ [স] ক্রিবিধ ভালোরকম। 'এমত প্রস্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি অদ্ভুতরূপ জানি।' দর্পণ, ১৮৩১।

অদ্ভুলোক [স] ১ বি সন্ধান ব্যক্তি। 'কোন বিজ্ঞ অদ্ভুলোক স্বপ্নোজ্ঞানার্থে ...।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সন্ধান ব্যক্তি। 'অদ্ভুলোকের সহিত তাহারদিগের চলন নাই।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। 'এজন্য অদ্ভুলোক ঐ স্থানে বালক পাঠাইতে সন্নিহিত হইবেন না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৪ বি মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক। 'নীচ জাতীয় লোকেরা ... অদ্ভুলোকদের নিকট টাকা ধার করে।' সত্যার্থ, ১৮৫৫। ৫ বি শহরে শিক্ষিত লোক। 'তাহারা অদ্ভুলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ বি আচারব্যবহারে সভা লোক। 'অদ্ভুলোক একবার আমার দিকে ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

অদ্ভুলোকগোষ্ঠী [স] বি উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। 'উনিশ শতকে বাংলার শহরে মধ্যবিত্ত ... বাবু বা অদ্ভুলোকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠালাভ করে।' শিব, ১৯৫৮।

অদ্ভুলোকে পাড়া বি অদ্ভুলোকেরা বাস করে যে এলাকায়। 'বেশ ভাল ও অদ্ভুলোকের পাড়াতে দোতালার উপর দুটা সাজান ঘর পাইবে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

অদ্ভুতসংঘ [স] বিশ শিষ্ট এবং বিনীত। 'কী বিনয়নয় অদ্ভুতসংঘত ব্যবহার।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

অদ্ভুতসুখ [স] অদ্ভুতভাবসম্পন্ন। 'অদ্ভুত সুখে মেয়েদের মধ্যে ঢের অদ্ভুত ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অদ্ভুতসন্তান [স] ১ বি সন্ধান বশের লোক। 'অদ্ভুতসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতিতি হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি শহরের ছেলে। 'আধমরা অদ্ভুতসন্তানটি পুনত নবজীবন লাভ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

অদ্ভুতসভা [স] বি সুশীলসমাজ। 'ভালোবাসে অদ্ভুতসভায় অদ্ভুত পোশাক পরতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

অদ্ভুতসমাজ [স] ১ বি সভা সমাজ। 'একশ্রেণে তাহা অদ্ভুতসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।' তমোলুক, ১৮৭৪। ২ বি শিক্ষিত সমাজ। 'তখনকার অদ্ভুতসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অদ্ভুত-সম্প্রদায় [স] ১ বি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। 'অদ্ভুত-সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ থেকে সমআন লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'শাসন এবং শোষণের স্বতন্ত্ররূপে অদ্ভুত-সম্প্রদায় আত্মবিক্রম করে শহরে উঠে এসেছেন।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বি শিক্ষিত শ্রেণী। 'আমাদের অদ্ভুত-সম্প্রদায়ের ঠিক এ অবস্থা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

অদ্ভুতরী [স] বি অদ্ভুতমহিলা। 'একজন ইটালীয় অদ্ভুতরী সমস্ত বসনের যত স্থান চলিয়া বেড়ায় ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

অদ্ভুতহুতা [স] ১ বি মঙ্গল। 'মনসী, আর এখানে থাকায় অদ্ভুতহুতা নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি প্রচলিত মূল্যবোধ। 'গ্রীষ্মকালের এইরূপ প্রকাল ও উজ্জ্বলতা হইয়া উঠিলে সমাজের আর অদ্ভুতহুতা নাই।' প্রজ্ঞাত, ১৮৯৭। ৩ বি সৌজন্য; অদ্ভুত অবস্থা। 'বহুত্বের আর অদ্ভুতহুতা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বি আদব-কায়দা। 'আমি যেটুকু বিলিতি অদ্ভুতহুতা শিখেছি।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

অদ্ভুতস্থান [স] বি জনসমাবেশ-স্থল। 'তাহারদিগকে অদ্ভুত স্থানে গল্প করিলে তাহারা কোন অংশে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত না।' দর্পণ, ১৮৩৬।

অদ্ভুতসুখ [স] ১ বি সাধু ও অসাধু। 'অদ্ভুতসুখ বস্তুজ্ঞান নাহিক

প্রাকৃতঃ। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ভাসোমন্দ। 'ইহার বিষয়ে
অদ্ভুত বিবেচনা করা।' দর্পণ, ১৮২৫। ৩ বি ভদ্র ও ভদ্র।
'অদ্ভুত, অধন, সধন সর্কসাধারণ প্রজা' ধ্রুতকর, ১৮৫৮। ৪ বিণ
উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর। 'পোষাক দেখিয়া অদ্ভুত ঠিক করা ভার।'
কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

অদ্ভুতপ্রি [সি অদ্ভুতপ্রি] বি অমঙ্গল বা মৃত্যু। 'অমি সঙ্কটপন্ন অসুস্থ
কি জানি কোন অদ্ভুতপ্রি হয়।' মেয়র্গ, ১৭৭৩।

ভদ্রে [সি ভদ্রা, সম্বোধন] বি ভদ্রমহিলাকে সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ভদ্রে!
বোধ হয়, তুমি আমায় বন্ধনা কচ্ছে।' মাইকেল, ১৭৭৩।

ভদ্রেস্তর [সি বিণ অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবান।] 'এখানকার সমাজে
যারা ভদ্রেস্তর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের
...'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

ভদ্রোচিত [সি বিণ ভদ্রজনের উপযুক্ত।] 'ভদ্রলোকের হাতে একপ্রকার
ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভদ্রী [সি বি বঙ্গালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ।] 'রামগোপাল ভদ্র।' সেবধি,
১৮৪০।

ভদ্রকলা [সি বি একটি ফুলের নাম।] 'অপমার্গ বাঘনলা সাজী তোলে
ভদ্রকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভদ্রনট [সি বি নর্তকবিশেষ।] 'ভদ্রনট আনহ সতুরে।' মালাধর, ১৫০০।

ভদ্রবন [সি বি দেবদারু গাছ।] 'বিশ্ববন-ভদ্রবন-ভাঙ্গীর-কানন।' বৃন্দা,
১৫৮০।

ভদ্রা [সি বি নদীর নামবিশেষ।] 'ভদ্রা নদী এড়াইল দক্ষিণে টানে পানি,
বিজয়, ১৬২০।

ভদ্রাসন [সি ১ বি সিংহাসন।] 'বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য
করিবেন।' দৃষ্টান্ত, ১৮১২। ২ বি বসবাবাড়ি। 'দুই কায়ের নামে
কওয়ালা লিখিয়া লইয়া পরিবারের সহিত শৈলকুণ্ডে গেলেন।'।
প্যারী, ১৮৫৮।

ভদ্রাসন বাটি [সি বি বসবাবাড়ি।] 'ভদ্রাসন বাটি ও বাটির পক্ষী
বানান।' মেয়র্গ, ১৭৭০।

ভদ্রোচিত ভ্রু

ভনভন [ধন্য] বি মাছি গুড়ার শব্দ। বিন্দা, ১৮৯১: 'মাছি ভন ভন
করছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভনভনা [ধন্য] ক্রি ভনভন করা। 'মশা মাছি ভনভনান্ধি।' ওণ,
১৮৫৮।

ভনভনানি [ধন্য] বি মাছি গুড়ার শব্দ। 'মাছির ভনভনানিতে,
ভজেন্সের স্বনকনানিতে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ভনভনি [ধন্য] বি ভনভন শব্দ। 'কটু গন্ধ সদাই মাছির ভনভনি।'।
রূপরায়, ১৭৫০।

ভনা [সি ভন] ক্রি বলা। ভনিলেন ক্রি রচনা করলেন; প্রচার করলেন।
'ভনিলেন বান ভনরাজে।' মালাধর, ১৫০০। ভনে ১ ক্রি প্রচার
করেন। 'ভায় সমুদ্র জটিক জে সনে জে ভনে।' মালাধর, ১৫০০।
২ ক্রি বলে। 'ভিজ প্রীমানিক ভনে দূর কর দ্বন্দ্ব।' মানিকরায়,
১৭৮১।

ভন্তি [সি ভ্রান্তি] বি ভ্রান্তি। 'অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুছসি নাহা।'।
চর্চা ১৫, ১২০০।

ভব [সি বি পৃথিবী।] 'ভবধি কুকুরিণা এ ভব থিরা।' চর্চা ২০, ১২০০।

ভবকারাগার [সি ১ বি পৃথিবীরূপ বর্ণীশালা।] 'মোহ - কুমুদভোর,
কিন্তু সংসার শুল্ক, রে ভব-কারাগার, দুতর।' মাইকেল, ১৮৬০। ২
বি সংসাররূপ কারাগার। 'এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও ...
একটা স্মৃতি লেগে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভবকূপ [সি বি জগৎরূপ কুয়ো।] 'তারিলেন যতক পতিত ভবকূপে।'।
বৃন্দা, ১৫৮০।

ভবকূল [সি বি সংসাররূপ তীর।] 'ভবকূল হতে হিড়িয়া শিকল।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভবকোলাহলে [সি বি সংসারের কোলাহল।] 'ভবকোলাহলে রহিতে,
নীরবে করিতে ভক্ততি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভবক্রেম [সি ভবক্রেম] বি জীবন-যন্ত্রণা। 'কি মোর কর্তব্য যাতে যায়
ভবক্রেম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভবগতাত্মা [সি ভব+স গত-আগত] বি জ্ঞানজ্ঞানান্তর। 'হেল বড়
পরদায় জীবনে নাহিক সাদ/ দূর কর ভবগতাত্মা।' মুকুন্দ,
১৬০০।

ভবঘুরে ১ বি উদ্বেগহীন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় যারা; ঘরহীন
জামাঘণ্টা মানুষ। 'ভবঘুরে ঘুরে ভোম কবিওয়ালা।' দর্পণ, ১৮২৮।
২ বিণ যাবার; অমনশীল। 'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরূহ
বেলায়।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বিণ বাড়িভুলে। 'তৎসঙ্গে ভবঘুরে
দলেরও ...'। সাম্যবাদী, ১৯২৪। ৪ বি পতিত; বাড়িভুলে।
'আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভবঘোর [সি বি ভগতের মোহ।] 'ভবঘোর ভবে কর পার।'।
মানিকরায়, ১৭৮১।

ভবজলধি [সি বি সংসাররূপ সমুদ্র।] 'পতিত দেখিয়া যদি, না তার
ভবজলধি।' কলাকান্ত, ১৮২০।

ভবতরঙ্গ [সি বি সংসাররূপ তরঙ্গ।] 'জীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ...'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভবতরী [সি বি সংসাররূপ নৌকা।] '... বিন্দ্র বাসরে ধূমপান চলে:
তবে ভবতরী তাস।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ভবতারণ [সি ভবতারণ] বি পৃথিবী থেকে উদ্ধারকর্তা। 'আদি অনাদি
নাথ কহায়নি ভবতারণ তার তোহারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভবদারা [সি বি ভবানী।] 'রাঙা-পদ-পঙ্খযুগে প্রণমি গো ভবদারা।'।
রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভবনই [সি ভবনদী] বি পৃথিবী রূপ নদী। 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেণে
বাহী।' চর্চা ৫, ১২০০।

ভবনদী [সি বি ভবরূপ নদী।] 'দুর্কল আকুল ভবনদী।' কৃষ্ণরায়,
১৭২০।

ভবনির্বাণ, ভব নির্বাণ [সি বি নির্বাণ।] 'ভব নির্বাণে পড়হ
মাদলা।' চর্চা ১৯, ১২০০।

ভবপার [সি বি সংসার রূপ সমুদ্রের অপর তীর।] 'ভবপারে যাবার
লা।' মীনবন্ধু, ১৮৭৭।

ভবপারাবার [সি বি ভবসমুদ্র।] 'আনন্দে চলেছি ভবপারাবার-পারে।'।
রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভববন্ধ [সি বি সংসার রূপ বন্ধন।] 'বঁহার স্মরণে ভববন্ধ হয় নাশ।'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভববন্ধন [সি বি সংসারের বান্দন।] 'এ ভববন্ধন, কর বিমোচন মা

বিনে তারিখী কার দিব ভার । 'রামরসাদ, ১৭৮০।

ভবন [স] বি যন্ত্রজগতের আত্মবল । 'অবস করিয়া ভবন ভিতা ।'
চর্চা ১২, ১২০০।

ভব-বিজয়িনী [স] বি স্ত্রী বিশ্ববিজয়ী । 'দিব সেনা ভব-বিজয়িনী ।'
মুদ্রা, ১৯৬৬।

ভব-ভবন [স] বি জগৎ-সংসার । 'কাতর যে মনঃ পরের সুখেতে সদা
এ ভব-ভবন ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভবভরহরা [স] বিণ্ণ সংসারের ভর করে না এমন । 'কলি যোর
ভবভরহরা ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভবভূমি [স] বি পৃথিবী । 'এ ভবভূমি তব শীলাস্থলী ।' মাইকেল,
১৮৬১।

ভবমন্ডল [স] বি পৃথিবী । 'কেনে নররসনা বর্ণিবে তাহারে অতুল
ভবমন্ডল ।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভবমোহ [স] বিণ্ণ সংসারে মত্ত । 'মারিল ভবমোহ রে দহদিহে নিখিল
মণী ।' চর্চা ৫০, ১২০০।

ভবমরুদেশ [স] বি পৃথিবীর মরুভূমি । 'যে আশা, এ ভবমরুদেশে
মরীচিকা, ফলবতী নিরবিধি বিধির আলয়ে ।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভবমায়াজাল [স] বি ইহলোকের স্নেহের বন্ধন । 'ভবমায়াজালে
আবৃত্ত শিষ্টব্রাহ্মত বিহঙ্গ যেমতি ।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভব মোহা [স] ভবমোহ বি পৃথিবীর মায়া । 'অদঅতুভ ভব মোহা
রে ।' চর্চা ৩৯, ১২০০।

ভবযন্ত্রাণ [স] ১ বি জীবনধারণের দুঃখকষ্ট । 'মুহুর্ত মধ্যেই ভবযন্ত্রাণ
হইতে মুক্তি পাইবে ।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বি জাগতিক দুঃখ
'তাহাতে ... ভবযন্ত্রাণের উদ্ভব করিতে ছাড়ি নাই ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।
'অনেকেরই ভব-যন্ত্রাণ হতে মুক্তি দিয়েছে ভূমি ।' নরকল, ১৯৬৪।

ভবরঙ্গ [স] বি বাহিরের চাকচিক্য । 'ভবরঙ্গ থাকি মজে তব পাঁজার
না হৃদয় মাঝে ।' লালন, ১৮৯০।

ভবরোগ [স] বি পৃথিবীর দুঃখকষ্ট । 'ভক্তিগন্ধ নহি যাতে যার
ভবরোগ ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভব-ললাট [স] বি আকাশ । 'ত্রিবিবের শোভা, ভব-ললাটের শোভা
লসিকলা যথা আভাষী ।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভবলীলা সাধ করা কি মায়া যাওয়া । '৪৮ বৎসর বয়সে ভবলীলা
সাধ করেন ।' প্রমথ, ১৯২৮।

ভবলীলা সাধ হওয়া কি মায়া যাওয়া । 'সেই সঙ্গে ভবলীলাও বর
গিনেই সাধ হয় ।' প্রমথ, ১৯২০।

ভববর্ণন [স] বি জগতের আদর । 'ঐ ভববর্ণন, প্রভু, অতর পদ
তব ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ভববোঁস [স] বি সংসার । 'ভববোঁসের ভিতরে/ ভব ভবানী বিহরে/
ভূতময় মেঘ/ নবহার গোধ/ সরসরীকুলবর ।' ভারত, ১৭৬০।

ভবসমুদ্র [স] বি সংসাররূপ সমুদ্র । 'আমি তো ভাই ভবসমুদ্রের
কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি ।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভবসাগর [স] বি সংসাররূপ সাগর । 'তুন্তরি ভাসিল আমার ভব-
সাগরে ।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

ভবসিদ্ধ [স] বি সংসাররূপ সমুদ্র । 'ভবই বিদ্যাপতি অতিসর কাতর
তরুইতে হই ভবসিদ্ধ ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভবপার্বণ [স] বি সংসারসমুদ্র । 'ভবপার্বণ অন্ধকার সেবে নিখরিতে ।'

ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ভবের হাট বি বাস্তব জগৎ । 'ভবের হাটে গুঞ্জন অনুসারেই ভবর
মূল্য নির্ণয় হয় ।' প্রমথ, ১৯১৭।

ভবদীপ্য [স] বিণ্ণ আপনায় । 'আমি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া ভবদীপ্য প্রীতজন
দর্শন করিতে আসিয়াছি ।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ভবন [স] বি ঘর । 'উষা দম্বরুচি গিয়া আপন ভবনে ।' মালধর, ১৫০০।

ভবনতল [স] বি ঘরের মধ্যে । 'তোমার ভবনতলে হেরি প্রাণী
জলে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভবনশিখা [স] বি গোষা ময়ূর । 'পুণ্ড্র গৃহে বিষ্ণুরাধা স্ত্রীত পর্বতের
নাচিবে ভবনশিখা ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভবা [স] ভাবি-। 'ভবি ভাব্য । ভবিয়া ক্রি ভবে ।' সন্তর হাজার অথ প্রভু
ভবিয়া ।' সুলতান, ১৭০০।

ভবানী, ভবানী [স] ভবানী, সখো ভবানী বি হিন্দুদেবী দুর্গা । 'সুন দেবি
ভবানী স্ত্রীত স্থিতি কারনি ।' মালধর, ১৫০০; 'ভবানীর বড় ভক্ত তার
নাহি মায় ।' রামরসাদ, ১৭৮০।

ভবিক বিণ্ণ উপভুক্ত । 'ভবে এত ইন্দ্রে কন ভবিক ভারতী ।' মানিকরাম,
১৭৮১।

ভবিত বিণ্ণ চিহ্নিত । 'নাই ভূমিয়া ভবিত হইলেন ।' মেহর, ১৭৫৭।

ভবিতভূ [স] বি আত্মের লিখন । 'তবে প্রাণ রহে তার ভবিতভূ কাজে ।'
সুদ, ১৫৮০।

ভবিতব্যতা [স] ১ বি অদৃষ্ট । 'ভবিতব্যতা যখন থাকে না তখন চোখ
তো আমার কেই বাচাইতে পারিত না ।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮। ২ বি
সম্ভাব্যতা । 'নিপত্তরালে কোন ভবিতব্যতা ।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভবিষ্য [স] বিণ্ণ ভবিষ্যৎ । 'মহাকল ইতিহাসে কহিছে ভবিষ্য ।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯; 'নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতীতের দস্যুবৃত্তি করে স্তীতির
সন্ধরে ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভবিষ্যচিহ্ন [স] বি ভবিষ্যতের চিহ্ন । 'বহু প্রতিভা ও ভবিষ্যচিহ্ন
হয়েছে সেই ফোটারি কেবিনে ।' অচিহ্ন, ১৯৫০।

ভবিষ্যমুখী [স] বিণ্ণ ভবিষ্যতে উন্নত হবে এমন । 'শিক্ষাপত আদর্শ
হচ্ছে আধুনিক যুগের এবং ভবিষ্যমুখী ।' গুয়াহাট, ১৯৪৩।

ভবিষ্যন্তী [স] বিণ্ণ ভবিষ্যৎ-নির্মাণ । 'আদর্শের সাধনাতে
আত্মনিয়োগ করাই হ'ল ভবিষ্যন্তী বাস্তবীর জীবন-সাধনার
প্রকৃষ্টতম পথ ।' গুয়াহাট, ১৯৪৩। [জটজগৎ]

ভবিষ্যৎ [স] বি আগামী সময় । 'ভবিষ্যৎ বহু বিভূষণ ।' মুকুল, ১৬০০।

ভবিষ্যৎকালীন [স] বিণ্ণ ভবিষ্যৎকালের । 'ভবিষ্যৎকালীন বিভক্তবুদ্ধি
বিশালোকের শিক্ষাদানের উপযোগী হইবে ।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

ভবিষ্যৎজীবন [স] বি আগামীর জীবন । 'রতিন ভবিষ্যৎজীবন-যন্ত্রে
বিভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায় ।' বিভূতি, ১৯২৯।

ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী [স] বিণ্ণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে এমন । 'শীর-
পল্লবগন্ধকে ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী শলিমা বিধাস করা ।' হেমদ্রাঘ, ১৯৬৬।

ভবিষ্যৎপ্রতী [স] বিণ্ণ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় এমন । 'আমি অনেকটা
ভবিষ্যৎপ্রতী হয়ে পড়েছি ।' হাই, ১৯৪৫।

ভবিষ্যৎবংশীয়গণ [স] বি আগামী প্রজন্ম । 'ভবিষ্যৎবংশীয়গণ
এতদ্রবন্ধন ইহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ।' সোমবংশ, ১৮৭৩।

ভবিষ্যৎবাণী [স] বিণ্ণ বর্তমানেই ভবিষ্যতের স্বীকৃতি নিহিতে আছে এই

মতবাদ; বর্তমানে পরিবর্তন এনে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে এই মতবাদ। 'আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদীদের সত্যই এখন ভবিষ্যৎবাদী (Futurist) হ'তে হবে।' ওয়ালেস, ১৯৪৩।

ভবিষ্যৎ-ভাবনা [স] বি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। 'বহুবিধ পরামর্শ উপায়গ্হি এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনার বেশ একরকম ভের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভবিষ্যৎসুখিনতা [স] বি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি। 'নবোন্মুক্ত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিকৃতি হিসেবে এদের ভবিষ্যৎসুখিনতা ও আশাবাদ ...।' অ্যানোয়ার, ১৯৭০।

ভবিষ্যৎসুখী [স] বিণ ভবিষ্যতের অপেক্ষা করে এমন। 'তবে এ sentimentalism অতীতমুখী, ভবিষ্যৎসুখী নয়।' প্রমথ, ১৯২১।

ভবিষ্যৎহীন [স] বিণ পরিশ্রামহীন। 'পোলকর্থাধার্য ছুরি অবিরাম ভবিষ্যৎহীন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

ভবিষ্যৎ [স] বি ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যদৃষ্টি [স] বি দূরদৃষ্টি। 'আমার ভবিষ্যদৃষ্টি নেই।' প্রমথ, ১৯২১।

ভবিষ্যৎবক্তা, ভবিষ্যৎবক্তা [স] ১ বি ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারে যে ব্যক্তি। 'ভবিষ্যৎবক্তা।' সের্গেই, ১৮৩৯। ২ বিণ ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলে দিতে পারে এমন। 'ভবিষ্যৎবক্তা কবি সত্যত এভাবে, এ শক্তি ভারতী সত্য প্রকাশনে তারে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভবিষ্যৎবাক্য [স] বি ভবিষ্যতে কী হবে তা আগেই বলা, প্রকৃত ভবিষ্যৎবাক্য সর্বল ইহায়াহে।' বসন্ত, ১৮২৯।

ভবিষ্যৎবাদী, ভবিষ্যৎবাদী [স] বি ভবিষ্যতে কী ঘটবে আগেই তা বলা। 'হিন্দুশাস্ত্রে ভবিষ্যৎবাদী সম্পাদন ও অকৌতুক-প্রসঙ্গিক ক্রিয়া নির্বাহি বিষয়ে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাহা প্রাশংগিক নহে।' জঙ্কর, ১৮৫০: 'ভবিষ্যৎবাদী জীবনে আর-কোনোদিন কর্তৃপোষক হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভবী^১ বি ভবিষ্যৎ। 'ঠাই পাবে কবি ভবীর সাথে হে।' নজরুল, ১৯২৬।

ভবী^২ বি নায়েডুবান্দা। 'ভবী কখনো ভোলেও না।' অন্নদা, ১৯৭৩।

ভব্য [স] ১ বি শক্ত। 'ভব্য চারিজননে ধরি।' আশাভল, ১৯৮০। ২ বিণ শাস্ত। 'অবি ভব্য ভাবনাভংগের মহানুভব ব্যক্তি কৃত সাহায্যাবলম্বনে ...।' সর্গ, ১৮৩১।

ভব্যজন [স] বি মার্জিত কচিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'ভব্যজন নগরের গোষ্ঠা।' মুকুন্দ, ১৯০০।

ভব্যতা [স] ১ বি শ্রুত। 'যৎকালীন লোকের সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধি হয়।' সর্গ, ১৮২৯। ২ বি শিষ্টাচার। 'ভব্যতার গতিমাঝে শান্তি নাহি মানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভব্যরক্তি [স] বি শ্রুত। 'ভব্যরক্তি কৃপিত ভক্তির নাই লেখা।' মানিকরাম, ১৯৮১।

ভব্যলোক [স] বি শান্ত প্রকৃতির লোক। 'ভব্যলোক পাঠাইয়া কাছীয়ে বোলাইয়া।' কৃষ্ণসদর, ১৯৮০।

ভব্য্য [স] বি ঐী শ্রুত। 'ভূদেবভামিনী ভব্য্য ভূপবাসে এসে।' মানিকরাম, ১৯৮১।

ভক্তময় ভক্তময় [কন্যা] ক্রিবিণ অবিরাম ভক্তময় শব্দ করে। 'ভক্তময় ভক্তময় শিবা বোর বাজে।' ভারত, ১৯৩০।

ভম [স] ভ্রম। বি ভুল। 'এমত ভম কথা আর না কহিও।' আন্তোনিয়ো,

১৭৪৩: 'সম্ভ্রামের শব্দ শূন্য শেষ পালা ভম।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভ্রম [স] ভ্রম। বি ভুল। 'যে সাজনি জন্ম লেহে ভ্রমকরি নামে।' বিন্যাপতি, ১৪৬০।

ভ্রমর [স] ভ্রমর। বি ভ্রমর। 'জোঁহ ভ্রমর নাগাশুটি সুন্দর।' বিন্যাপতি, ১৪৬০।

ভ্রম্য [স] ভ্রম্য। বি ভ্রম্য করা। ভ্রম্যক্রি ভ্রম্য করে। 'জে সচরাচর ভ্রিঅন ভ্রম্যি।' চর্চা ২২, ১২০০। ভ্রমিঅ ভ্রি ভ্রম্য করে বা যুয়ে। 'একা উপনীশ সাত ভ্রমিঅ বুদ্ধি ভাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভ্রম্য [স] বি ভ্রি। 'ভ্রম্য যিহ দূর নিবারিউ।' চর্চা ৩১, ১২০০।

ভ্রম্য [স] ভ্রম্য। বি ভ্রম্য। 'বাটভ ভ্রম্য বাট বি বলজা।' চর্চা ৩৮, ১২০০।

ভ্রম্য [স] ভ্রম্য। বি ভ্রম্য। 'এবে পরিহর তোষে ভ্রম্য।' বসু, ১৪৫০।

ভ্রম্য [স] ভ্রম্য। বি ভ্রম্য। 'একশরী বনের ভিতরে ভ্রম্যে হালে বড়ামির আশ্রয়ে।' বসু, ১৪৫০।

ভ্রম্য-ভ্রি। বিণ ভ্রম্যত। 'ভ্রম্য-ভ্রি। চোখ অনেকের মুখে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

ভ্রম্যকরতা [স] বি ভ্রিভ্রম্যকরতা; ভ্রিভ্রম্যকর অবস্থা। 'সেই আদিম ভ্রম্যকরতার শক্তি লয়ে ওরা আহুড়ে পেড়ে ভ্রম্যের বুকো।' কায়সার, ১৯৬২।

ভ্রম্যকরতর [স] বিণ ভ্রিভ্রম্যকরতর। 'ভ্রম্য ভ্রম্যকরতর উপলব্ধিতির মধ্যে ...।' মানিক, ১৯০৭।

ভ্রম্যকরতর বিণ ভ্রি। 'এত ভ্রম্যকরতর যদি তুই ... একা থাকিস কি করে চলি?' মানিক, ১৯৩৯।

ভ্রম্যকর [স] বিণ ভ্রম্যকর। 'ভ্রম্যকর উৎকর্ষিত সুখে - বলে, 'বৃত্তবন্ধন্যায় বাব উদ্ভাসের পথে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ভ্রম্য খাওয়া ভ্রি ভ্রি ভ্রম্য। 'জাহাঙ্গীর একবারে ভ্রম্য খাইয়া গেল।' নজরুল, ১৯৩১।

ভ্রম্যহরণ [স] বিণ ভ্রম্যত। 'ভ্রম্যহরণে ভ্রম্যহরণে পরিবেশ।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

ভ্রম্যহরণ, ভ্রম্যহরণ [স] বিণ ভ্রিভ্রম্যকর। 'তা' সুনি মার ভ্রম্যহরণে রে সখ মলে সএল ভ্রম্যহরণ।' চর্চা ১৬, ১২০০: 'মেঘ আছারী ভ্রি ভ্রম্যহরণ নিশী।' বসু, ১৪৫০।

ভ্রম্যহরণ [স] বিণ ভ্রিভ্রম্যকর। 'ভ্রম্যহরণ ভ্রম্যহরণ ভ্রম্যহরণ ভ্রম্যহরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভ্রম্যহরণ [স] ভ্রম্যহরণ। বিণ ভ্রি ভ্রম্যহরণ। 'গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেবিত্তে ভ্রম্যহরণ।' মাল্যধর, ১৫০০।

ভ্রম্যহরণ, ভ্রম্যহরণ [স] ১ বি ভ্রি। 'মহাভীমা ভ্রম্যহরণ বিধরণা খড়্গেশ্বরী দুর্গাভিনাশিনী হরজায়া।' রত্নসার, ১৭৫০: 'মহাভীমা, সিদ্ধিমা, জয় ভ্রম্যহরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ ভ্রি ভ্রম্যহরণ। 'কত দূরে বমপুত্রী ভ্রম্যহরণে সেবিলেন ভীম সদাগতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভ্রম্যহরণ [স] বিণ ভ্রম্যত। 'বনীশগণ ভ্রম্যহরণ প্রতি পদক্ষেপে ভ্রম্যহরণিত।' প্রকৃষ্ণেন, ১৮৮৬।

ভ্রম্যহরণ [স] বিণ ভ্রম্যত। 'জাহাঙ্গীর অহেতুক ভ্রম্যহরণিত।' নজরুল, ১৯৩১।

ভয়জনক

ভয়জনক [স] বিণ্য তীতকর। 'কিছা ভয়জনক বাস্তব কহেন তবে কর্তী মহাশয় কষ্ট'। ভবানী, ১৮২৫।

ভয়জ্ঞাত [স] বিণ্য তীতজিনিত। 'ভয়জ্ঞাত আকস্মিক দুর্বলতার কথাও গ্রহণযোগ্য'। ওয়ালী, ১৯৬৪।

ভয়ভয় [স] বিণ্য ভয়কে ভয় করেহে এমন। 'আমরা যৌবনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে ভয়ভয় হবো'। বরন, ১৯২৮।

ভয়ভর [স] ভয়-ভাবনা। 'জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সময় ভয়ভর থাকে না'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভয়ভরাসে [স] ভয়+স আস+। বিণ্য সহজেই ভয় পায় এমন। 'তুই এমন ভয়ভরাসে কেন'। দীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'মলিনা! অ মুকুনি! মা গো! ধীরে মুকুনি হাড়-চতুনি ভয়-ভরাসে'। নজরুল, ১৯২৬।

ভয়ভাতা [স] বি শব্দ দূরকারী। 'সবটো শব্দর বিনা কেবা ভয়ভাতা'। রামশংকর, ১৭৮০।

ভয়ভ [স] বিণ্য তীতভদ্র। 'জলদগতি ভয়ভততি'। কৃষ্ণায়, ১৭২০।

ভয়-দানব [স] বি ভয়রূপ দানব। 'লঙ্কাসে আছি ভয়-দানবের হয় বছরের জয়-প্রাণীর'। নজরুল, ১৯২৪।

ভয়-দেখানো বিণ্য তীতকর। 'এরকম ভয়-দেখানো চিঠি'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভয়-পাওয়া বিণ্য তীত। 'কৈপে ওঠে পৃথিবী ভয়-পাওয়া পায়বার মতো'। শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

ভয়-বাধা [স] বি ভয়-বিষয় ইত্যাদি। 'ভয়-বাধা সব অভয় মুখি ধরি'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভয়বাসা [স] ভয়+বাসা। ক্রি ভয় পাওয়া। 'যোররশা সৌন্দর্যি দেখিয়াত ভয়বাসি'। মালাধর, ১৫০০; 'এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলহে বোঝাত ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভয়বিনাশিনী [স] বিণ্য তীত ভয় দূরকারী। 'ভাঁড়রগড়ে ভাঁড়রচটী ভয়বিনাশিনী'। মানিকরায়, ১৭৮১।

ভয়বিহ্বল [স] ভয়বিহ্বল। বিণ্য তীত ভয়ে বিহ্বল। 'ঘোরা রজনী, দিক-লগ্না ভয়বিহ্বল'। রবীন্দ্র, ১৮৮২।

ভয়বিহ্বল [স] বিণ্য ভয়ে বিবশ। 'ভয়বিহ্বল মনের সমস্ত কপাট বন্ধ'। নীরেন, ১৯৪৮।

ভয়-ভক্তি [স] ১ বি সযীহ। 'ভায়াও এখন তোকে রীতিমতো ভয়-ভক্তি করে'। নজরুল, ১৯২৭। ২ বি শ্রদ্ধা ও ভয়। 'গুরুমহাইকে ভক্তি করার মতো আমাকে ভয়-ভক্তি করে থাকে'। নজরুল, ১৯২৭।

ভয়ভঞ্জন [স] বি ভয় নিরসন। 'অস্বে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

ভয় ভয় করে ক্রিণ্য ব্রতভাবে। 'তা আমায় সল্ল কবা ভয় ভয় করে বোলো'। দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ভয় ভাড়া, ভয় ভাড়া ক্রি তীত দূর করা। 'ভয় ভেঙ্গে যাবে এখন'। উমেশ, ১৮৫৭; 'দাও হে আমার ভয় ভেঙ্গে দাও'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভয়ভাবনা [স] ১ বি ভয়-ভীতি। 'ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে'। রবীন্দ্র, ১৯১৩। ২ বি দৃষ্টিভা। 'প্রতিদিনের ভয়ভাবনা-ক্লেশপায় ...'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

ভয়ভার [স] ভয়ের বোঝা। 'তোমো রে ভয়ভার'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভয়ভীত [স] বিণ্য ভয়ভীত। 'আমি ক্ষয়কুলজাত; ভয়ভীত দুর্বল

ভয়ভীত'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভয়ভীতি [স] বি আতঙ্ক; ভীতি। 'সমস্ত বাজে বন্ধনের ভয়ভীতি'। নজরুল, ১৯২২।

ভয়-ভীলতা [স] বি ভীতি ও কাপুরুষতা। 'ভয়-ভীলতা থাকতে দেশের প্রেম ফলাবে খসি ফল'। নজরুল, ১৯২৪।

ভয়ভীষণ [স] বিণ্য অত্যন্ত ভয়ভর। 'ঐশ্বর্যময় নৌশর্যময় অখচ ভয়ভীষণ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভয়মণী [স] ভয়মণা। বিণ্য জয়মণা। 'শবদে চলিল গাছের পাত ভাত ভয়মণী হলে'। বসু, ১৪৫০।

ভয়মুক্ত [স] বিণ্য ভয়হীন; আশঙ্কামুক্ত। 'বিজ্ঞানের আলোচনার ভয়ের মনকে ভয়মুক্ত করেছে'। রবীন্দ্র, ১৯২১।

ভয়মৈত্র [স] বি ভীতি ও প্রীতি। 'ভাঁড়ার ভয়মৈত্র প্রদর্শন পূর্বক ...'। এড্‌কেপন, ১৮৭০।

ভয়মৈত্রতা [স] বি ভীতি ও প্রীতির ভাব। 'সারজন্য আপনি আড়ার নিকট যাইয়া ভয়মৈত্রতা প্রদর্শনপূর্বক পালকি আনিয়া ...'। গারী, ১৮৮৫।

ভয়মুক্তা [স] বিণ্য তীত। 'দারী গারী ইত্যাদি শব্দ তনিয়া ভয়মুক্তা হইয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

ভয়-প্রাণন বি ভয় করা। ওসী, ১৭৮৫।

ভয়লঙ্কা [স] বি ভীতি ও লঙ্কা। 'সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয়লঙ্কা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভয়লেশহীন [স] বিণ্য নির্ভীক। 'ভয়লেশহীন ক্রুরমুখে মানুষভাষা তড়পাতে থাকে'। হালিকুর, ১৯৫৩।

ভয়সঙ্কর [স] বি ভয়ের উদ্ভ্রক। 'এইরূপ সমস্তে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঙ্কর হয়'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

ভয়সনে ক্রিণ্য ভয়ে ভয়ে। 'কাটাগুনা কাল মিথ্যা ভয়সনে'। কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

ভয়সূচক [স] বিণ্য ভয়ভর; ভীষণ। 'তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত'। রায়, ১৮৭৪।

ভয়হর [স] বিণ্য ভয় দূরকারী। 'কহু বিরাজ ভয়হর শক্তি সুখার'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভয়হরা বিণ্য তীত ভয় দূরকারী। 'ভয়হরা ভয়হরা ভৈরবী ভাবিনী'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ভয়হর্তা [স] বিণ্য ভয় দূরকারী। 'ভুবন পালনকর্তা ভবসিদ্ধ ভয়হর্তা'। মানিকরায়, ১৭৮১।

ভয়হারা বিণ্য নির্ভীক। 'কহিল আমার সঙ্ক-সুহৃদ ভয়হারা হাসি হেসে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

ভয়হারা [স] বি ভীতি দূরকারী। 'আমি ক্ষয়কুলজাত; ভয়ভীত দুর্বলের ভয়হারা'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভয়াকুল [স] বিণ্য ভয়ে অস্থির। 'ভয়াকুল সেখিয়া শাশিল কহিবার'। শুলভান, ১৭০০।

ভয়াকুর [স] ১ বিণ্য ভয়ে কাতর। 'নিরম-লজ্জন-দোষে কোন প্রকার অমঙ্গল ভয়েও কোন শব্দকে ভয়াকুর হইতে হয় না'। মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বিণ্য ভয়াকুর। 'ভয়াকুর মণ্ডল অন্ধকার জমিয়া উঠিতেছে'। শওকত, ১৯৫৮।

ভয়াধিক্য [স] বি অত্যন্ত ভয়। 'ভয়াধিকো দ্বয় প্রবীকৃত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ভয়ানক [স] ১ বিণ ভয়াবহ; ভীতিপ্রদ। 'এই কলি সৰ ভয়ানক।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ ভীত। 'কেহ এমন ভয়ানক কপাল পরীক্ষার ঝুঁকি লইলেক না।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি সৌন্দর্যভয়ে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শূর্যর বীর রূপা অমৃত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র চাপি রূপ নব রস।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৪ বিণ বিশজ্ঞক। 'জিতীয় শক্তি নামক রাজার রাজত্বকালে লগ্নন নামের ভয়ানক যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ সহিংস। 'হরিদ্বারে তীর্থস্থান উপলক্ষে শিখ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এই তিন সম্প্রদায়ে একটি ভয়ানক সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিণ প্রচণ্ড। 'তাহাদের কর্ণ কুহরে গোমস্তা ও নারের শব্দ বজ্র-নির্দোষের ন্যায় ভয়ানক বোম্ব হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিণ কঠোর। 'মদ আচরণ করিলে সেই পুরুষের ভয়ানক শাস্তি হয়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৮ বিণ পীড়নমূলক। 'তাকে চুম্বা খেয়ে তার লুপ ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক লোহাণের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৯ বিণ নিরেট। 'মানুষ ভয়ানক পরাধীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১০ বি বক্র। 'ভয়ানককে মেনে নিতে অসম্ভব প্রতিরোধ রয়ে গেল নাটকের শেষ পাতা পর্যন্ত।' আইয়ুব, ১৯৭০।

ভয়াষিত [স] বিণ ভীত। 'ধাররাজ ... ভাবী দৌহিত্রের পৃথিবীর একচ্ছত্রাকরণ শ্রবণে ভয়াষিত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ভয়াবহ [স] বিণ ভীতিকর। 'হিষ্ট্র জন্তুপূর্ণ ভয়াবহ অরণ্য, নদ-নদী ও দুস্তর সাগর লগ্নন করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভয়াবহতা [স] বি ভয়ঙ্করতা। 'দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সখকে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা হল।' মনসুর, ১৯৪৫।

ভয়াভিভূত [স] বিণ সন্ত্রস্ত; ভয়ে প্রিয়মাণ। 'তারা কি সুখ-সম্ভোগপরিভাঙা হয়ে ভয়াভিভূত হয় না?' মাইকেল, ১৮৭৩।

ভয়াবর্ণ [স] বি ভয়রূপ সাগর। 'ধাররাজ ... ভয়রূপ শোকার্ণবে ও একবার ভয়াবর্ণে মুহূর্ত মচ্ছমান্যনো হইয়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ভয়ার্ত [স] বিণ ভয়ে কাতর। 'ভয়ার্ত ভূয় ভূম, বেচর অথরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভয়াল [স] বিণ ভয়ঙ্কর। 'এই প্রকাণ্ড বনমধ্যে ভয়াল ভয়ুক, সিংহ, ব্যাঘ্র।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভয়ে-কাঁপা বিণ ভয়ে কাঁপছে এমন। 'ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলন-টানা রথে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভয়ে ভয়ে ক্রিবিণ ভীত হয়ে। 'ভয়ে ভয়ে ডেউগুলি নিয়ে যায় পদগুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভয়রী বি ভৈরবী। 'ভোরাও ওক্কে ভয়রী রাগিনীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো।' হস্তাম, ১৮৬১।

ভয়সা বিণ ভয়ই বা মহিষের দুধ থেকে তৈরি। 'মহিষের দুধ হইতে যে দৃঢ় উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভয়সা বি বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'টাকা ভয়সা বি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ভর [স] ভূ। ক্রিবিণ ব্যাপী। 'অধরাতি ভর কমল বিকসট।' চণ্ডী ২৭, ১২০০।

ভর [স] ভাৱ ১ বি ভাৱ; চাপ। 'আমু জামু মুকুলি ভরে নোড়াইল ডাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ পূর্ণ। 'ভর দুই গ্রহর বোয়ায় মুক্তি হৈলু রাতি।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বি অবলম্বন; নির্ভর। 'বানরে ভর করি

তরিল সাগর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি আবির্ভাব। 'আপনি আসরে কর ভর।' রূপরাম, ১৭৫০।

ভর করা ১ ক্রি নির্ভর করা। 'সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের পৃথিবিমুখে যাত্রা করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ ক্রি অবস্থান। 'একটি কথার বিধাৎসবের চূড় ভর কমেছিল সাতটি কথার অমরাবতী।' সুশীল, ১৯৩১। ৩ ক্রি আছর করা। 'ডাইনি ভর করেছে বলে ছাত্ত পড়িয়ে ফেলা হত।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

ভরদুপুর ১ বি দিক দুপুর। 'ভর দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই।' জসীম, ১৯২৭; 'তখন ভরদুপুর।' নজরুল, ১৯৩০। ২ ক্রিবিণ জনসমুখে। 'সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার গীর ডাকা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ভর দেওয়া ১ ক্রি আশ্রা রাখা। 'দ্বন্দ্বের সত্য এই উপলব্ধির উপরে আমরা ভর দিতে পারিলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ ক্রি ওজন রাখা। 'হুকে ভর দিয়ে বসেছিল সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা। রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৩ ক্রি নির্ভর করা। 'তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভরস্ত বিণ ভরপুর। 'ঘটি বাটি থালা ভাসে ভরস্ত কলসি।' রূপরাম, ১৭৫০।

ভর পাস্তরে ক্রিবিণ মাংস পেষে। 'ভর পাস্তরে তিহী বধ করে কাঙ্ক্ষী চিরিল টানে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরপুর বিণ পরিপূর্ণ। 'মুরারি আনন্দে ভরপুর।' মুরারি, ১৫৭০; 'মাখানা দিয়ে একটি দ্বিাদ্বাহীন উন্মত্ত অধীনতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভরপেট বিণ সারা বছর পেট ভরে খাওয়া যায় এমন। 'ভরপেট রেশনের দাবীতে ২৯ জানুয়ারি ... এক মিছিল।' বৈশম, ১৯৪৭।

ভরভর বিণ ভরপুর। 'আউশের ক্ষেত জলে ভরভর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভরভরাট বিণ পরিপূর্ণ। 'আভা জমজমাট ভরভরাট।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

ভর যুবতী [ভর+স যুবতী] বিণ পূর্ণ যুবতী। 'গোআল জাতী তাঁঁ ভর যুবতী।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরশূন্য [ভর+স শূন্য] বিণ হালকা। 'ধর ধর করে কাঁপে ভরশূন্য দুর্লভ হাত।' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

ভরস্কে [স] বি পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'তুমি যে এই ভরস্কেই সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'ভরস্কেই বা ভোরে মাথার চুল খুলে রাখায় বেরুলে ...' বৈশম, ১৯৪৮।

ভরসাঁঝ বি পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'ভরসাঁঝে এরকম একা-একটা ছাদে বসে।' জীবন, ১৯৪৮।

ভরকাল [স] ভর। বিণ জমকালো। 'আজ কাল পাতা কচান লতার মত একটু একটু ভরকাল হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভরছন [স] ভরসনা। বি ভরসনা। 'পায়ের ভরছন শাজে।' ভারত, ১৭৬০।

ভরছা [স] ভরসনা। ক্রি ভরসনা করা। ভরছাও ক্রি ভরসনা করে। 'হয়ে বোল ভা সমাক কিছু ভরছাও।' বড়ু, ১৪৫০। ভরছিলে ক্রি ভরসনা করলে। 'ভা ভরছিলে বহু নিধি বিকসে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভরশ [স] ১ বি পূর্ণকরণ। 'হুড়ে গিয়া যথালভ উদর-ভরশ।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০। ২ বি প্রতিপালন। 'তুচ্ছি বিনে কে করিব দরিদ্র ভরশ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি আহরণ; কোনো পাত্র ভরা। 'মেয়েদের জল-

ভরপোষণ

ভরনে যে ডেউ জলে ভাঙে।' জমীম, ১৯৩১।

ভরপোষণ [স] বি বায়বায় ইত্যাদি দিয়ে প্রতিপালন। 'ভরপোষণ উপযুক্ত কৃষি মহাত্মা দিল্লী গৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' রামরাম, ১৮০১। 'সেই সকল কার্যদ্বারা নীলনিগের ভরপোষণ হউক।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩১।

ভরন পোষণ [স ভরপোষণ] বি ভরপ-পোষণ; বায়বায় ইত্যাদি দিয়ে প্রতিপালন। 'আর পিতা মাতার সেবা ও ভরন পোষণ ...।' চিঠিগণ্ডে, ১৭৯৩।

ভরনী [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'অখিনী ভরনী কৃতিকা রোহিণী।' কক্ষিম, ১৭৮৭।

ভরত [স] বি রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের ছোটো ভাই। 'বেই রত্ন লক্ষণ ভরত শঙ্কর।' বৃন্দা, ১৮৫০।

ভরত^১ বি পানিবিশেষ। 'তোমার উদয়ে ভরত পাখির মতো গেরেছিনু তব।' নজরুল, ১৯৩১।

ভরত নাট্যম [স] বি দক্ষিণ ভারতীয় ভ্রূপদী নৃত্যশৈলীবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

ভরতি ১ বি ভর্তি; সোণাভার জন্য প্রবেশ। 'হুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হন।' হরমুসাদ, ১৮৮৬। ২ বি পূর্ব। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভরন^১ [স বর্তক] বি তামা নভা এবং হাং মিশ্রিত নিকট কঁসা; রোজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভরন^২ বি উপাচারবিশেষ। 'মা কালীর বানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে।' তারা, ১৯৪২।

ভরপূর হ্র ভর^১

ভরপেট হ্র ভর^১

ভর ভর [ধন্য] বি কক আভার লম্ব। 'ভর ভর করে ঝানকটা কক বেড়ে নিলে।' জীবন, ১৯৩২।

ভরম^১ বি সন্ধ্যা। 'নাসা বংশপতিত্ব ভরম ভয়ে কুচণ্ডির সাধি নিবাসা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'বলসো সে শ্রান শ্রমে শূন্য উমর থেকে সরিয়ে ভরম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ভরম^২ [স ভ্রম] ১ বি ভুল। 'পূর্ব জনমে বিহি লিখল ভরমে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি অসাবধান। মনোদ্রল, ১৭৪৩।

ভরমল [স ভ্রমণ] বি ভ্রমণ। 'দুই জনে ভরমল করি কিসের কারন।' রামাই, ১৭১০। হ্র ভ্রমণ

ভরম্বর [স] বি পারম্পরিক নির্ভরতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভরস [বি ভরোসা] বি সাহস; ভরসা। 'কসয়ে ভরস কর থাক মোর খানে।' বকু, ১৪৫০।

ভরসন্ধ্যা হ্র ভর^১

ভরসা, ভরশা, ভরশী [বি ভরোসা] ১ বি নির্ভর। 'এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বিশ্বাস। 'এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ইহাতে ভরশী হয় না।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি আশা। 'নির্বিরে ভরসাএ না খাএ গরল।' বাহরাম, ১৭০০। ৪ বি আশ্রয়। 'ডানি বামে পাশি গায় ভরসা তোমার পায়।' রূপরাম, ১৭৫০। ৫ বি আশাবাদ। ভরশী, ১৭৮৫; 'আমাদিগের আশা কত দীর্ঘ হইতেছে - আমাদিগের ভরসা কত বৃদ্ধি হইতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৫। ৬ বি অবলম্বন। 'ঝুড়ার নিকট মাস মাস যে ঢাকা পাইডেন

আহাই কেবল ভরসা ছিল।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৭ বি সাহস। 'জুতো জোড়াটি খুলে খেতে বসতে ভরসা হয় না।' হুতোম, ১৮৬১; 'আমি ভরসা দিই।' শিবরাম, ১৯৭০। ৮ বি নির্ভরতা। 'ভলিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরসা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৯ বি বিশ্বাস। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হুবেই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভরসা করন ক্রি আশা রাখা। ভরশা, ১৭৮৫।

ভরসাজনক [ভরসা+স জনক] বিণ আশাবাজক। 'কথাতো মোটেও ভরসাজনক নয়।' জীবন, ১৯৩২।

ভরসাজনিকা বিণ আশাসদায়ক। 'কিহে ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্ত পূর্বক কহিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

ভরসান্বিত [ভরসা+স অধিত] বিণ আশাবাদী। 'ইহার উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভরসান্বিত হন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ভরসান্বিত [ভরসা+স ব্রদ] বিণ ভরসা সেয়ে এমন। 'দু-একটা ভরসান্বিত বস্তু আসে।' জীবন, ১৯৩২।

ভরসান্বিত [ভরসা+স শূন্য] বিণ হতাশ। 'অনেকেই অন্তাভাবে শীর্ণ-বীজাতাবে ভরসান্বিত।' কক্ষিম, ১৮৮৭।

ভরসান্বিত [ভরসা+স স্থা] বিণ আশ্রয়স্থল। 'এরূপ নিয়মের ভরসান্বিত ধান্যভূমি।' প্রকৃতি, ১৯৭৩; বি আশ্রয়। 'আমাদের ভরসান্বিত কী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভরসা-হারা বিণ আশাহীন। 'ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।' সিন্ধু, ১৯২৯; 'পথের কোণে ভরসাহারা পড়েছিলাম সারাটা দিন।' লক্ষ, ১৯৫৫।

ভরসাহীন [ভরসা+স হীন] বিণ ভ্রী আশাহীন। 'সেই সমতল ভরসাহীন অশ্রুহীন/ ভূমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?' লক্ষ, ১৯৭৩।

ভরোসা [বি] বি আশা। 'এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৯১।

ভরা [স ভূ-] ১ বিণ পূর্ণ। 'কাটাই হরিহর বাত ভরা।' চর্চা ৪৭, ১২০০; 'পার করে নিই ভরা ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ২ বি বোঝা; ভার। 'পাঞ্চ পাটের নাথ গাতর ভরা।' বকু, ১৪৫০। ৩ বিণ প্রবল। 'একরা বাসর মাহ ভাদর।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০। ৪ বি নৌবাগিচা থেকে প্রাপ্য পণ্য। 'সাহু নবহ ঢল বেটা মিছা তোর ভরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি পথের ভার। 'চলিল সিংহদে দেশে ভরা দিখা সাত তরিবরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি প্রাচুর্য। মনোদ্রল, ১৭৪৩। ৭ ক্রিবিণ জুড়ে। 'সকল জনম ভরে ও মোর দরগিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'করো ভরা কাজ আজে মাঠ ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৮ ক্রিবিণ জোর গলায়। 'পাগল যে তুই, কষ্টভরে জানিয়ে সে তুই সাহস করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৯ বি নৌকাবিশেষ। 'আশানর ভরা ভূমিহাছে সে যে অথং গভীর কুসহীল দরিয়াতে।' জমীম, ১৯৩৩।

ভরা কলশী বি পরিপূর্ণ কলসি। 'ভরা কলশী মতো সন্ধ্যেলোর ঘরে নিয়ে গিয়ে ছলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভরাগাং বি পূর্ণ যৌবন। 'তানু বিবির মতো জোয়ারগাং ভরাগাং না হলেও একেবারে টসকানো নয়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ভরা-ভূমি ১ বি সর্বনাশ। 'বিপাকে উদ্বাসে আশ্রি ভরা ভূমি করি।' কেতকা, ১৬৫০; 'একেকারে ঠন করে উঠল পাখাটা, ভরাভূমি হল এক মুহূর্তেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি ধ্বংস। 'আমি ভরা-ভরা করি ভরা-ভূমি।' নজরুল, ১৯২২।

ভরানদী [ভরা+স নদী] বি প্রাতিব নদী। 'ভরা-নদী ক্ষুবধারা

খরপরশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩: 'বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়া ঘাটেই ...।' তারা, ১৯৪২।

ভরা-পালে ক্রিষিপ পালে ব্যাভাস ধরে। 'ভরা-পালে চলে যায়/ কোনো দিকে নাহি চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভরাবন্ধ [ভরা+স বন্ধ] বি ভরা বন্ধ; পরিপূর্ণ সংসার। 'গাঁয়ের ভরাবন্ধ শুধু একটা বাঁ বাঁ মহাপ্রত্যুতা।' নজরুল, ১৯২৪।

ভরাভরতি বি পূর্ণতা। 'সত্যানেকে না হয়ে যেন ভরাভরতি হত না।' অজিত, ১৯৫০।

ভরা মন [ভরা+স মন] বি প্রশান্ত মন। 'যবে বসে আছি ভরা মনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভরাযৌবন [ভরা+স যৌবন] ১ বি সমৃদ্ধ কাল। 'এ দেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন-সব গুণ্য নিচুইই সর্বদা মিলিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি প্রজননকর্ম যৌবন। 'ভরা যৌবন কথাতির কেমন একটা অশ্রীলতার ছোয়া আছে।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

ভরা সাঁঝ বি পুরোপুরি সন্ধ্যা। 'যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেগুনের মাঝে, আলো যেখা রোজ ছায়ে জোনাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'মনে কী থিখা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ভরে ওঠা ১ কি পূর্ণ হওয়া। 'পরান ভরি উঠে শোভতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ কি পরিপূর্ণ হওয়া। 'তোমার সমস্ত জীবনের যারা তোমার কণাগুলি ভরিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভরে সেওয়া কি প্রবেশ করানো। 'সেহের মধ্যে রুহাট গুলিয়া দাও।' মনমূল, ১৯৫০।

ভরে যাওয়া কি পূর্ণ হওয়া। 'বেদনার ভরে গিয়েছে পেয়ালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভরে রাখা কি পূর্ণ করে রাখা। 'তারা আঁধার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভরা^১ [স ভূ>] ১ কি ভরে যাওয়া। 'সোমে ভরীলি করুণা নাথী।' চর্যা চ, ১২০০। ২ কি পূর্ণ করা। 'লগ মালতীও বোঁশা ভরাও ভিড়িও বাঁধে লোটেনে।' বড়, ১৪৫০। ৩ কি ব্যাঙ হওয়া। 'জারল বীষ ভরল সব অঙ্গে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ কি পূর্ণ হওয়া। 'কত কান্দে কুমুদ উঠে ভরি বরণজালি ছেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৫ কি ভূগ হওয়া। 'তোমার মহাভাগ্যেরে আহে অনেক ধন - কুড়িয়ে বেড়াই বুঠা ভরে, ভরে না তায় মন।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৬ কি ক্ষুদ্রে। 'অবধিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ভরই কি ভরে যায়। 'যাহা দরপনে তনু পুলকই ভরই।' গোবিন্দ, ১৬০০।

ভরই কি ভরে যায়। 'বনে বনে নান কোন অনুসরই। বনে বনে বনদুলি তনু ভরই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভরাও কি পূর্ণ হয়। 'ভিল পরিমাণ খাইলে উদর ভরই।' সুলতান, ১৭০০। ভরল ১ কি ব্যাঙ হলো। 'জারল বীষ ভরল সব অঙ্গে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি পূর্ণ হলো। 'রূপে ভরল দিতি সোতরি পরশ মিঠি।' গোবিন্দ, ১৬০০।

ভরাও^২ কি পূর্ণ করে। 'লগ মালতীও বোঁশা ভরাও ভিড়িও বাঁধে লোটেনে।' বড়, ১৪৫০। ভরাও^৩ কি ভরে নিয়ে। 'সব স্বখীগণে/পানী ভরাওয়ে।' বড়, ১৪৫০। ভরাও^৪ কি ভরে নিয়ে। 'সংসার ভরাওয়ে তৌ আহার বাহারে।' বড়, ১৪৫০। ভরি ১ ক্রিষিপ পূর্ণ করে। 'ফুলে তাফুলে ভরি লজা যাহা ডালী।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিষিপ ক্ষুদ্রে। 'উদ্যান ভরি বসে ভাঙ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ ক্রিষিপ ব্যাঙ হয়ে। 'কিছুবন ভরি তান কুতির বাধান।' বাহরাম, ১৭০০। ৪ কি পূর্ণ করি। 'পলপলা পেট যদি ভরি মাসে খাইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৫ ক্রিষিপ পূর্ণভাবে। 'যত গোপনে

ডালোবাসি পরান ভরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ভরিও কি ভরে; ক্ষুদ্রে। 'জগত ভরিও যশ হবক বিস্তার।' মানিকরাম, ১৭৮১। ভরিও ১ ক্রি ভরবে; পূর্ণ করবে। 'কি আখা বনাবসে ভরি উদর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি রটিবে; পূর্ণ করবে। 'কলঙ্ক ভরিব মোর আরব সমাজ।' বাহরাম, ১৭০০। ভরিবারে কি পূর্ণ করতে। 'জল ভরিবারে যায়।' মুরারী, ১৫৭০। ভরিয়া ১ কি পূর্ণ করে। 'দখি দুধ দ্রুত ঘোল সকটে সকটে ভরিয়া।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি ক্ষুদ্রে। 'রহিবে জোন্নার যশ ভুবন ভরিয়া।' বাহরাম, ১৭০০। ভরিয়ে কি পূর্ণ করে। 'প্রাণ ভরিবে তুধা হরিরে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ভরীলি কি ভরি। 'সোমে ভরীলি করুণা নাথী।' চর্যা চ, ১২০০। ভরিলুম কি ভরলাম; ভর্তি করলাম। 'ভরিলুম একাদশ কুণ্ড ক্ষমির রুখিরে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ভরু কি ভরে যায়। 'জ্বনন গমন করু নায়ন নীর ভরু দেখিও নি ভেল গাহ তোরা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভরে ১ ক্রিষিপ পূর্ণ হয়ে। 'বিত্তি ভরে একাকার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রিষিপ পূর্ণ করে। 'কত গুণ সাজি ভরে।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ কি ভূগ হয়। 'অবধিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ভর্যা কি ভরে। 'বাটি ভর্যা তৈল নিল খুরি ভর্যা চুয়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

ভরা^২ [স ভূ>] বি পানি রানার পদ্যবিশেষ। 'সেন্য সবে যাতি ভরা সকল ভরিল।' সুলতান, ১৭০০।

ভরাট [স ভরাবৃত্ত] ১ বিপ পূর্ণ। 'মৃতিভাতে ভরাট হয়।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বিপ সমৃদ্ধ। 'দানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯৭৭।

ভরাভর [স ভরভর] বি মত। 'বিজয় যদি এখানে ভরভর সেই।' গীনবহু, ১৮৬৩।

ভরার ১ বি ভাঁড়ার; ভাঙার। 'সাদুর ভরারে তুবাঁলুম মনের বেহার।' সুলতান, ১৫৫০। ২ বিপ লোকায় বসবাসকারী। 'ঐ সব পুরুষ মানুষের ভার সেয়ে বিয়ে করা উচিত।' জীবন, ১৯৪৮।

ভরি^১ দ্র ভরা^১

ভরি^২ [স ভূ>] বি সোনা-রূপা ইত্যাদি যাপার একক: এক তোলা; দশ গ্রামের কাছাকাছি ওজন। 'গহনা একখান পঞ্চাষ তরি।' ওর্দা, ১৭৭৯।

ভরিটাক বিপ কমবেশি এক ভরি পরিমাণ। 'কি ভরি। ভরিটাক আকিঙ্গ গলদেশের ... প্রেক্ষা করিলাম।' রক্তিম, ১৮৭৭।

ভরিপুর [স ভূ>] বিপ পরিপূর্ণ। 'মিতিকার খট পরিপুরে সুখারসে।' বাহরাম, ১৭০০।

ভরিল [স ভূ>] বিপ ভরা। 'ভরিল যমুনাতে কেমনে হইব পার।' বড়, ১৪৫০।

ভরু^১ [স ভ্র>] বি ভ্রু। 'ভরুয়া টান কামের কামান/ কটাচ্ছে মরমে হানে।' আলগল, ১৬৮০।

ভরুয়া^২ [স ভ্রুয়া] বি ভ্রুয়াড়া। 'ভরুয়া টান কামের কামান/ কটাচ্ছে মরমে হানে।' আলগল, ১৬৮০।

ভরু^৩ [স ভূ>] বি গর্ত। 'উরু ভেদি ভরু হৈল নাহিক চেতন।' বাহরাম, ১৭০০।

ভর্তন, ভর্তনে [স ভর্তসনা] বি ভিরভার। 'এতক কৃষ্ণের সিদ্ধা ভর্তন সুনিগ্রা।' মালাধর, ১৫০০। 'ভরতরপে করে কেহো মাধর ভর্তন।' মালাধর, ১৫০০।

ভর্ষা, ভর্ষা [স ভর্তসনা] কি ভর্তসনা করা। ভর্ষে কি ভর্তসনা করে।

‘কার্য বুঝা লখনারে ভর্ষে সদাশর।’ মুকুন্দ, ১৬০০। **ভর্ষিয়া** ক্রি ভর্ষনা করে। ‘লখনা ভর্ষিয়া কিছু বলেন পার্বী।’ মুকুন্দ, ১৬০০। **ভর্ষিল** ক্রি ভর্ষনা করলে। ‘হিন্জন ভর্ষিল কীবা।’ মালাধর, ১৫০০।

ভর্জন, **ভর্জান** [স] বি ভাজা। ‘তাহাদিগকে ভর্জন করিয়া ভক্ষণ করে।’ অক্ষয়, ১৫৫৪।

ভর্জিত, **ভর্জিত** [স] বিণ ভাজা হয়েছে এমন। ‘সূর্য্যাতপে ভর্জিত হইয়া অচেতন হইলেন।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; ‘ভর্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ।’ বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ভর্তা, **ভর্তা** [স] বি স্বামী। ‘তোমা সাবাকর ভর্তা হবে পরমসুন্দর।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভর্তাবধ, **ভর্তাবধ** [স] বি স্বামীহত্যা। ‘ভাবে বৃষি ভর্তাবধে ভয় নাই বাস।’ রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ভর্তার পরমাযুহতী বি ভাতরখাকি গালির সংস্কৃত রূপ। ‘কোথা হইতে এক চক্ষুবাদিকা, ভর্তার পরমাযুহতী, অষ্টকুটার পুরী।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ভর্তা^২ বি আত্ম, বেতন ইত্যাদি সবজি সিদ্ধ করে গলিয়ে তৈরি খাবার। ‘তুমি কিনা আমার শরীরটা ভর্তা বানাইয়া দিলে।’ ওয়ালী, ১৯৬০।

ভর্তি, **ভর্তি** ১ বিণ পরিপূর্ণ। ‘সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ভর্তি রাখিবার জন্যে অনেক সেনাপতি ... নিযুক্ত আছে।’ দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি শিক্ষার জন্য প্রবেশ। ‘আমরাও ফুলে ভর্তি হলেম।’ হুজুতবা, ১৮৬১।

ভর্ত, **ভর্ত** [স] বি স্বামী। ‘ভর্তকুলকামিনীগণ।’ কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩; ‘আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্ত্তবনে আসিলাম।’ বঙ্কিম, ১৮৬৫।

ভর্তকুল, **ভর্তকুল** [স] বি স্বামীর বংশ। **ভর্তকুলকামিনী** **ভর্তকুলকামিনী** [স] বি স্বামীর বহুরের নারীগণ। ‘ভর্তকুলকামিনীগণ এবং খন্ডর ডানুর দেবর ও স্বামী প্রভৃতির সহিত যে ক্রিয়ণ বনবহুর ক্রিতে হইবে।’ কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

ভর্ত্তসাদন [স] বি স্বামীপুজা। ‘ভর্ত্তসাদন ব্রতে যা দিয়ে গীথিতে মালা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ভর্ত্তবন [স] বি স্বামীর বাড়ি। ‘আমি দাসীবেশে রাজভবন হইতে নিজ ভর্ত্তবনে আসিলাম।’ বঙ্কিম, ১৮৬৫।

ভর্ত্তহীন [স] বিণ ক্রী স্বামীহীন। ‘জ্ঞানোহিস ভর্ত্তহীনা জবালার কোড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভর্ষন [স] বি ভর্ষনা। ‘প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ষন।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভর্ষনা [স] বি ভিরঙ্কার। ‘এই প্রকার ভর্ষনা করিয়া দিলেক।’ ভবানী, ১৮২৫।

ভর্ষনাবাক্য [স] ১ বি নিলাবাক্য। ‘কবীর নিজ গ্রন্থে নাগাদির প্রতি ০ ভর্ষনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।’ অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি ভিরঙ্কারসূচক কথা। ‘বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভর্ষনাবাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না।’ বনকল, ১৯৩৬।

ভর্ষা [স] ভর্ষন। ক্রি ভর্ষনা করা। **ভর্ষি** আ ক্রি ভর্ষনা করে। ‘লখনা ভর্ষিয়া কিছু বলে ধনপতি।’ মুকুন্দ, ১৬০০। **ভর্ষিনু** ক্রি ভিরঙ্কার করলে। ‘ভাইকে ভর্ষিনু মুক্তি লগ্না এই ওণ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **ভর্ষি** আ ক্রি ভর্ষনা করলে। ‘দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে-বাস্তে সেই ক্রীকে ভর্ষিলা।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভল বিণ ভালো। ‘পঁউজ নাল আইশন ভল ভেল।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভল মন্দ বিণ ভালো ও খারাপ। ‘ভল মন্দ জ্ঞানি করিঅ পরিণাম।’ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভলক্যানো [সি] বি অগ্নেয়গিরি। ‘শিলঙ পাহাড়টাকে ভলক্যানো বানিয়ে ভুলেছে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ভলান্টিয়ার, **ভলান্টিয়ার** [i] volunteer বি স্বেচ্ছাসেবক। ‘ক্রেপ ও নেটের চাদরেরা ভলান্টিয়ার হয়ে মাথায় উঠলেন।’ হুজুতবা, ১৮৬১; ‘আমরা কংগ্রেস কমিটির ভলান্টিয়ার।’ স্যোকেয়া, ১৯২৪; ‘এক দল ছেলে ভলান্টিয়ার হইয়া কাজ করিতেছে।’ মানিক, ১৯৩৬।

ভলান্টিয়ারি, **ভলান্টিয়ারি** [সি] বি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। ‘সম্মিলনীতে ভলান্টিয়ারি করিয়াছি।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪; ‘তোমরা জানই তো যত রকমের ভলান্টিয়ারি করা।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভলি [স] ভ্রা বিণ ভালো। ‘ভনই কানু আন্তে ভলি দাং সেই।’ চর্যা ১২, ১২০০।

ভলুম [সি] বি শক্তি; জোর। ‘এ গলার ভলুম পেলে ইতালির শ্রেষ্ঠতম অপেরা-পাইয়ে জীবন ধন্য মনে করেন।’ মুজতবা, ১৯৫৯।

ভল্ট, **ভল্ট** [সি] বি ব্যাংকের বিশেষ সুরক্ষিত স্থান। ‘পয়সা যদি পরতে ইচ্ছা হয়, বল ভল্ট থেকে সব নিয়ে আসি।’ নরেন্দ্র, ১৯৫৫; ‘ভালপুত্রে ব্যাংক ভল্টের ব্যবস্থা ছিল না।’ মুজতবা, ১৯৬৬।

ভল্টেজ [সি] বি বিদ্যুতের শক্তি। ‘ফিট ভল্টেজে আলো জ্বলিতেছে।’ মুকুন্দ, ১৯৭১।

ভল্যুম [সি] বি খণ্ড। ‘শেলি ... সহস্র প্রায়সে দুটি ভল্যুম জীবনচরিত প্রকাশেছেন মাত্র।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভল্ল [সি] বি যুদ্ধাবিশেষ। ‘রক্ত ঝড়, বীর মন্ত্র, হাতে ভল্ল, ভাজে।’ রব, ১৮৫৮।

ভল্ল [স] ভ্রা বি যুদ্ধাবিশেষ। ‘মজ্ঞাএ প্রবেশি ভল্ল ভেদি শির টোপ।’ আলোড়ল, ১৬৮০।

ভল্লুক [সি] বি প্রাণিবিশেষ; ভালুক। ‘পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ।’ কৃষ্ণা, ১৫৮০।

ভলুক [স] ভল্লুক বি ভল্লুক। ‘সুনিগ্ণা ভলুক বোল দয়া উপজিল।’ মালাধর, ১৫০০।

ভলুকরাজ [স] ভল্লুকরাজ বি ভালুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ‘উটিল ভলুকরাজ সম্মিত পাইয়া।’ মালাধর, ১৫০০।

ভল্কা [স] ভর্ষন। ক্রি ভর্ষনা করা। **ভল্কাতে** ক্রি ভর্ষনা করতে। ‘গালি দিয়া ভল্কাতে লাগিয়া পুনি পুনি।’ সুলতান, ১৭০০।

ভলল বি ভ্রম। ‘ভাত সুললিত রং নুর ভলল।’ বহু, ১৪৫০।

ভল [স] ভ্রা বিণ ভল্লীভূত। ‘মদিনার নাম যশ সকল হইল ভল।’ সুলতান, ১৭০০।

ভলকা [স] ভ্রা বিণ পানসে। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

ভলভস [স] ভ্রা বিণ পানসে। **বিদ্যা**, ১৮৯১; ‘বলো করলে পেছন দিয়ে ভলভস আওয়াজ হয়।’ ওয়ালী, ১৯৩০।

ভলভসে বিণ জমটাবদ্ধ নয় এমন। ‘মাথার ভলভসে ঘিটুতে তুরপুন সিঁধোলে।’ মুজতবা, ১৯৪৯।

ভলম [স] ভ্রা বি ছাই। ‘কোন মতে সেই অঙ্গে সহিবা ভলম।’ আলোড়ল, ১৬৮০; ‘দেখলে আমার নবির সুরভ/ যৌগিন হত ভলম মেখে।’ নজরুল, ১৯৩২।

ভাতা [সি] বি জাঁতা। 'সেই নাসা ভাতার সমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভন্ম [সি] বি ছাই। 'ভ্লেমতে না হও ভন্ম লহে মোর লাজ।' মাল্যধর, ১৫০০।

ভন্ম-আচ্ছাদিত [সি] বিণ ছাই-ঢাকা। 'ভন্ম-আচ্ছাদিত কর হেম কলেবর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভন্ম-কলিকা [সি] বি ছাইয়ের গুঁড়া। 'এ ভন্ম-কলিকা শিপও করিতে ধারণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভন্ম করা কি পুড়িয়ে ছাই করা। 'হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মৃদুতাই প্যারিশকরকে ব্রহ্মভেজে ভন্ম করিয়া দিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভন্মাস [সি] বি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। 'বন্ধুত্ববন্ধিকে ভন্মাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভন্মটিকা [সি] বি ছাইয়ের গাদা; ভন্মত্বপূর্ণ। 'এই গণিত আর্ড সৃষ্টির প্রশংসা-ভন্মটিকা পরে নবীন বেশে এসে দেখা দাও।' নজরুল, ১৯২৭।

ভন্মধারণ [সি] বি ভন্মলেপন। 'স্নানান্তে স্বচ্ছ চন্দ্রের পরে তিনি ভন্মধারণ করতেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

ভন্মধুম [সি] বি ছাই ও ধোয়া। 'বসুমতীর বুক ফেটে নির্ভত হচ্ছে অগ্নিপ্রাণ আর ভন্মধুম।' নজরুল, ১৯২৭।

ভন্মবিভূতি [সি] বি ছাই। 'সারা গায়ে ভন্মবিভূতি মাখা জটাঙ্গুটমারী এক ... সন্ন্যাসী।' নজরুল, ১৯৩১।

ভন্মভার [সি] বি ছাইয়ের আধিক্য। 'বাতাসে কত সহ্যে দহনছাড়া ভন্মভার ...' শক্তি, ১৯৬১।

ভন্মভূষিত [সি] বিণ ছাই-ঢাকা। 'উজ্জ্বল রক্তচাপির ন্যায় কলেবর ... সর্বত্র ভন্মভূষিত।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ভন্মময় [সি] বিণ ভন্মীভূত। 'যেখানে ভন্মময় কীটবর্গ (ফুলকুল যথা নির্দোষ) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে বহিল।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভন্মমলিন [সি] বিণ ছাইয়ের মতো মলিন। 'তুমি যে এসেছ ভন্মমলিন ভাপসমূর্তি ধরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভন্মমসি [সি] বি ছাইয়ের কালি। 'তবে ভন্মমসিপাতে বাক্করিত কু সর্বনাশ।' সুশীল, ১৯২৮।

ভন্মমিসি [সি] ভন্ম+মি মিসি বি ছাইগুঁড়া। 'দশন মদন ভন্মমিসি।' ভবানী, ১৮২৫।

ভন্মমুক্ত [সি] বিণ ভন্ম থেকে মুক্ত। 'যদি তাহাকে ভন্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভন্মরাশি [সি] বি ছাইয়ের গাদা। 'পোড়াছাই সকল করিল ভন্মরাশি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভন্মরোখা [সি] বি পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন। 'কোন চিত্ততারের চিতার ভন্মরোখা?' নজরুল, ১৯২২।

ভন্মলেপন [সি] বি ভন্ম গায়ে মাখা। 'মদারি-সম্প্রদায়ী লোকে জটধারণ, ভন্মলেপন, অগ্নিসেবন ও গ্রহর পরিমাণে সখিদা সেবন করিত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভন্মলোচন [সি] বি যা-কিছু দেখে সব ভন্ম হয়ে যায়, রামায়ণে উল্লিখিত এমন এক রাক্ষস-চরিত্র; সর্ববিশালী চরিত্র। 'রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে ভন্মলোচন।' সুভাষ, ১৯৪০।

ভন্মশেষ [সি] বিণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এমন। 'রুদয়ের যে প্রদেশে হয়েছিল ভন্মশেষ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভন্মসাং [সি] বিণ আতনে পুড়ে ছাই হয়েছে এমন; ভন্মীভূত। 'তৎক্ষণাৎ ভন্মসাং হইল।' দর্পণ, ১৮২১।

ভন্মসার [সি] বি ছাই। 'বিগত কংসর করি ভন্মসার।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভন্মস্কার [সি] বিণ ভন্মীভূত। 'সিদ্ধ হৈব আনলেত না হৈ ভন্মস্কার।' সুলতান, ১৭০০।

ভন্মাস্ত্র [সি] বিণ ছাই-ঢাপা। 'অবশেষে গ্রন্থল বোঁতা দিয়া আপন ভন্মাস্ত্র অহংকারকে উশীর্ণ করিয়া কলিহাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ভন্মাস্ছাদিত [সি] বিণ ছাইঢাপা। 'যেন ভন্মাস্ছাদিত বহি।' শরৎ, ১৯১৭।

ভন্মাস্ত্র [সি] বিণ ভন্মে পরিণত। 'দানবিক আদ্যের যে-অনির্বাক রাগের চিতা, ভন্মাস্ত্র না করে।' সুশীল, ১৯২৯।

ভন্মাবশেষ [সি] বি ছাই। 'নিপুণরাক্ষ কাসীকেরা তত্ত্ব বদ্ধ থাকিয়া ভন্মাবশেষ হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ভন্মাবৃত্ত [সি] বিণ ছাই মাখা হয়েছে এমন। 'তিনি তথায় ভন্মাবৃত্ত কলেবর পাণ্ডত ... অন্যান্য শৈবসম্প্রদায় দৃষ্টি করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভন্মাসন [সি] বি ছাইয়ের আসন। 'নীরবে আসীন হেথা পতি ভন্মাসনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভন্মীভূত [সি] ১ বিণ সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এমন। 'অগ্নিরাহেতে নশ ভন্মীভূত হইরাছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ ছাইয়ে পরিণত। 'বাসস্থান ভন্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন জননীদেবীর কলিকাতায় লইয়া যাইবার ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'অগ্নি জ্বালি চু করি জনপদ অটবী পর্বত/ নিক্ষেপিত প্রজাঙ্গীন নয়নেতে ভন্মীভূত ধূলি।' হোসেন, ১৯৪০।

ভাই [সি] ভ্রা ক্রি ভায় গায়। 'দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাই।' চর্যা ২ ১২০০।

ভাই [সি] ভ্রাতা ১ বি ভ্রাতা। 'সুদ উপসুদ আছিল দুই ভাই।' বড় ১৪৫০। ২ বি ভ্রাতৃত্ব ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'পঠিতে না পাই জাঁ বার্ষ যায় কাল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি জনসাধারণ। 'কি তোমাদেরই ভাই অপরাক্ষ কি।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বি বন্ধু ব বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। 'আর ভাই এখানে কেবল বেঁচে আছি।' উমেশ ১৮৫৭। ভায়ের সর্ব ভাইতে। 'ভায়ে ভায়ে এক হয়ে থাক।' হিঙ্গেন্দ্র ১৯১২। ভায়ের সর্ব ভাইয়ের। 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথা গেলে পাবে কেহ।' হিঙ্গেন্দ্র, ১৯১২।

ভাইখালী [ভাই+খা] বি গালিবিশেষ। 'তোর যে বড় গলা ভাইখালী।' কেরি, ১৮০২।

ভাইজি [বি ভায়জ] বি ভাইয়ের স্ত্রী। 'কী একারে ইতর লোকে কন্যাকে ভাইজ বলিবেন এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

ভাইজী, ভাইজি [ভাই+জি] বি ভাইয়ের মেয়ে। ওঁস, ১৭৫৫।

ভাইজী [ভাই+জী] ১ বি সম্বোধনবিশেষ। 'অতএব ভাইজী তাহারদিশের দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিক পঠাইবেন।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি ভাইয়ের প্রতি সম্বানসূচ সম্বোধন। 'কুক ভাইজির সাথে তোর বিয়ে হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

ভাইখি [ভাই+খি] বি ভাইয়ের মেয়ে। 'মোর ভাইখির বাড়ী যার আজি হবে।' ভবানী, ১৮২৫।

ভাইজি-জামাই বি ভাইয়ের মেয়ের স্বামী। ওঁসা, ১৭৮২; 'ভাইবি-জামাই, ভাগ্নীজামাই, নাভজামাই সেই ঘরে থাকে।' মীনবন্ধ, ১৮৭২।

ভাইশুভ [ভাই+শুভ] বি ভাইয়ের ছেলে। মানোএল, ১৭৪৩।

ভাইপো [ভাই+পো] বি ভাইয়ের ছেলে। 'মৈল হয় ভাইপো তারে বড় মায় মো'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাইফোঁটা [ভাই+ফোঁটা] বি (হিন্দু আচার) ভাতৃবিভীয়ায় বোন কর্তৃক ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দানের অনুষ্ঠান। 'কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিনে নৃতন জামা ...'। রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

ভাই-বেরাদর [ভাই+ফা বিরাদর] বি আত্মীয়-বন্ধন; আপনজন। 'ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি।'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ভাই-বেরাদার [ভাই+ফা বিরাদর] বি আত্মীয়-বন্ধন। 'আর সব ভাই-বেরাদাররা কোথায়?' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

ভাইবোন [ভাই+বোন] বি মায়ের গর্ভে জাত পুত্র ও কন্যা। 'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাতৃকোর যেন প্রীণুস্বরের সম্পর্ক।'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাই-ব্রাদারি [ভাই+ফা বিরাদর] ১ বি ভাই-বেরাদর। 'সে আর তার ভাই-ব্রাদারিতে মিলে রঞ্জিতে ঝাঁপান খেলা খেলবে।'। প্রমথ, ১৯০১। ২ বি ভাতৃত্ব। 'আপনি যা বন্ধনে বেশ একটা ভাতৃপ্রেম - ভগ্নীপ্রেম - ভাইব্রাদারি - কিন্তু ওদের ভো ভের খারাপ রোগ আছে।'। জীবন, ১৯৪৮।

ভাই ভাই কিণ ভাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ। 'এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।'। অধিনী, ১৯২০।

ভাইয়া [বি] বি ভাই। 'ভাইয়া ভাইয়া বলি থাকে।'। মুরারি, ১৫৭০।

ভাইলোক [ভাই+হি লোক] বি ভাইয়েরা। 'এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না।'। প্রভাকর, ১৮৩১।

ভাইশব্দ [ভাই+শব্দ] বি ভাতর। 'মোর ভাইশব্দের সূত মারে কি কারণ।'। সুলতান, ১৭০০।

ভাইসব বিণ ভাতৃসকল। 'সত্য কহি ভাইসব তোমা সব স্থানে।'। বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাইওলেট [হি] বি বেগুন রং। 'আলোকরেখাগুলি একটু ভাইওলেটের দিকে এবং ব্যবধান বাড়িতে থাকিলে ...'। মোতাহার, ১৯৩৭।

ভাইতে ক্রি ভাঙির করতে। 'ভাইতে।'। মানোএল, ১৭৪৩।

ভাইভা [হি] বিণ মৌখিক। 'অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষা দেওয়ার পর ...'। মুক্ততাবা, ১৯৬৮।

ভাইস [হি] বিণ (কোনো প্রতিষ্ঠানের পদ) সহকারী। 'ভাইস চানসেলার সাহেব।'। হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

ভাইস চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলার, ভাইস চ্যান্সেলার [হি] বি উপাধ্যায়। 'কন্ডাকশন-কালীন বক্তৃতায় ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব তাঁহার কৃতিত্ব সুখ্যাতি করেন।'। হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

ভাইস প্রিন্সিপাল [হি] বি উপাধ্যায়। 'ইনি বেতুন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল পদেও অধিষ্ঠিতা আছেন।'। বেগম, ১৯৪৯।

ভাইসরয় [হি] বি ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ শাসক [আসেকার গভর্নর] জেনারেল। 'গবর্নর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন।'। রবীন্দ্র,

১৯৩১।

ভাইসা ক্রি ভাসা। ভাইসিতে ভাইসিতে ক্রিণ ভাসতে ভাসতে। 'ভাইসিতে ভাইসিতে পরতু গেলো তার কাছে।'। রামাই, ১৭১০।

ভাউচার [হি] বি টাকার হিসাব। 'রসিদ ভাউচার তৈরি করবার বহুই টাইম পেয়ে গেছেন।'। মণীশ, ১৯৬৩।

ভাউজ [হি ভাওয়জ] বি বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। ওঁসা, ১৭৮২; 'অসহায় বোবা চাউনিতে কি কইলো ভাউজ।'। আলোউদিন, ১৯৭১।

ভাউলে [স বহল] বি কাঠের তৈরি ছোটো নৌকাবিশেষ। 'যত দ্রুবা চলে নায় বাইচ ভাউলে যায় রায় বিনা বঁর দেয় কেবা।'। কুঞ্জরাম, ১৭২০।

ভাউক বি একটা পাখির নাম। 'গুরুর ভারই ভাউক লিখি বক।'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাএ ক্রিণ ভাবে। 'নিছন পুরুসে যেন কামিনি না ভাএ।'। মালাধর, ১৫০০।

ভাও [ফা] ১ বি অবস্থা। 'বুঝিতে না পারি আজি শরীরের ভাও।'। বিজয়, ১৬৫০। ২ বি ভাব। 'বুঝিয়া কার্যের ভাও জাগিয়া না কর রাও।'। বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি রীতি। 'আমরা না জানি হেন মতে খেলা ভাও।'। আলোএল, ১৬৮০। ৪ বি পরিস্থিতি। 'ভাও বুঝি ধরে ময়দা দেশের কুকুরে।'। আলোএল, ১৬৮০। ৫ বি মূল্য। মানোএল, ১৭৪৩; 'পয়সার ভাও সর্বদা সর্বত্র সমান থাকে না।'। চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৬ বি বাজারবুজ। ওঁসা, ১৭৮২; 'যে ভাও ধান বিকায় তাহাইতে দুই কাঠা দিত্যাকায় ধরতা দিব।'। কেরি, ১৮০২।

ভাও করা ক্রি সাজা। 'আপনে ভাও করিতে।'। মানোএল, ১৭৪৩।

ভাওতা বি ফাঁকি। 'বুঝেই সব ভাওতা।'। আলোউদিন, ১৯৬৩। দ্র ভাওতা

ভাওতাবাজি [ভাওতা+ফা বাজি] বি ফাঁকিবাজি। 'সম্ভব কি তবে ভাওতাবাজি?'। আজাদ, ১৯৬৩।

ভাওয়া ১ ক্রি ভাবা। 'দুই ভণই ভাইব কীষ।'। চর্চা ২৯, ১২০০। ২ ক্রি মনে হওয়া। 'কাকু গিণি মোর এবে এক খন এক কুল যুগ ভাও।'। বাবু, ১৪৫০। ৩ ক্রি ভালো লাগা। 'তাহা বিনু রাসদীলা নাহি ভায় চিতে।'। কুঞ্জদাস, ১৫৮০। ৪ ক্রি শোভা পাওয়া। 'শচীর নামেতে ভায় বিবাহ করিয়া তায়।'। কুঞ্জরাম, ১৭২০; 'নব নব কিরণ-ভায়।'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৫ ক্রি প্রকাশ পাওয়া। 'করিয়ে খণ দিক দিগন্ত যোর দ্বন্দ ভায়।'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

ভাওরি [স ভ্রামরী] বি ভ্রামরী; ঘুরপাক। 'ধরিয়া ব্লাএ পাক চাক ভাওরি।'। মালাধর, ১৫০০।

ভাং [স ভঙ্গা] বি মাদকদ্রব্য বিশেষ। 'এ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মস্ত/কেবল ভুট বিধন্দলে।'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ভাং-খাওয়া বিণ সিদ্ধিযোব। 'চাই নাকো ওই ভাং-খাওয়া শিব।'। নঙ্গরুল, ১৯২২।

ভাংটি বি বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়ার জন্য দোষের কথা বানিয়ে বলা; ভাঙনি। 'বিয়ের আগে বড়ো বর বলে ভাংটি পড়েছিল।'। মনোজ, ১৯৬১।

ভাংতি ১ ভাঙি। 'আইএ অগুননা এ কল রে ভাংতিএ সো পতিহাই।'। চর্চা ৪২, ১২০০।

ভাওতা ১ বি ফাঁকি। 'ভাওতা দেবার কোনো সাধ অজিতের ছিল না।'। জীবন, ১৯৩১। ২ বি বোকা। 'নকল সাজসোজ দিয়ে এ ওর কাছে ভাওতা দিয়ে বেড়ায়।'। মনোজ, ১৯৬১। ৩ বি ফদি। 'কী করে বলা

যায় তারই ভীষণতা হয়তো আমার মনে ভাঁজহিলাম।' শিবরাম, ১৯৭০।

ভাঁওতামার বিপ নিছক ধাঙ্গা। 'সৈয়দের জীবিত থাকার কথাটা যে একটা ভাঁওতামার।' আনিস, ১৯৬৪।

ভাঁওর বি দূর্ণি। 'নাভি কুণ্ড উদবি ভাঁওর জলাকার।' আল্লাওল, ১৬৮০।

ভাঁওরা বি বুনা ফুলবিশেষ। 'বুনা-ভাঁওরা, নটকান, পুঁচো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।' বিজুতি, ১৯২৯।

ভাঁগ কি ভাগ করে। 'মাহাদানে কিংক ভাঁগ আছার।' বড়ু, ১৪৫০।

ভাঁগা [স ভগ্>] কি ভেঙে যাওয়া। ভাঁগিই কি ভেঙে যায়। 'লাগল দুইক ন ভাঁগিই জোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভাঁগল কি ভাঙলো। 'সামন বিনহি ভাঁগল মধু মান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভাঁগসি কি হিড়েহিস। 'কাঞ্চলী ভাঁগসি মোর ছিতসি হার।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগি ১ কি ভেঙে। 'তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাশে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি ভেঙে যায়। 'ভাঁগি জাইতি মনসিগে ধরি রাধসি ছিঁড়ি লতা অমরকাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভাঁগিখী কি ভেঙে; হিড়ে। 'কাঞ্চলী ভাঁগিখী তন বিততিল।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগিতে কি ভাঙতে; হিড়তে। 'কাঞ্চলী ভাঁগিতে চাহে বলে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগিবেক কি ভেঙে। 'দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভাও।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগিলে কি ভেঙে ফেলবে। 'ভাও ভাঁগিবো রাধা খাইবো দধী।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগিল কি ভাঙলো। 'ভাঁগিল বলয় তোর নারিক বসনে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগিলি কি ভেঙে ফেলিল। 'দধি দুধ বৃত খাইলি ভাঁগিলি ভাও।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগিলেক কি ভেঙে ফেললো। 'বাহ মোর মোড়িতা বলয় সব ভাঁগিলেক।' বড়ু, ১৪৫০। ভাঁগ কি ভাঙলো। 'বাহক বলজা ভাঁগ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভাঁগে কি ভাঙে। 'দেবসুর নর ঈশ্বর কাকের না ভাঁগে আশে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভাঁজ [স ভনজ্>] ১ বি চিক। 'বাড়ীতে হেলের ভাঁজ সূর্য্য-দীনবন্ধু, ১৮৭২। ২ বি পাট। 'যদি নিছকে তিন চার ভাঁজ করে মুড়ে রাধবার কোনো উপায় থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ভাঁবি বাহা। 'সমস্ত হৃদয়খনি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে বুলিয়া এ ক্ষুদ্র মানবাত্মারটিকে সম্পূর্ণ বৈঠন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি জাব। 'বড় লোকেরা বলতো গুটা শীতলের একটা আলগা ভাঁজ।' মাহেনগ, ১৯৪৯।

ভাঁজে ভাঁজে ক্রিষি পরতে পরতে। 'সমস্ত হৃদয়খনি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে বুলিয়া এ ক্ষুদ্র মানবাত্মারটিকে সম্পূর্ণ বৈঠন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাঁজা [স ভনজ্>] ১ কি অশ্লীলন করা। 'বেচারামবাবু তুকের সুর দেয়ার রকমে ভাঁজিতে লাগিলেন।' গ্যাস্ট্রি, ১৮৫৮। ২ কি তাদের বিশ্যাস নষ্ট করা। 'মলিন ভাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে কষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভাঁজা কি ভাঁজ করা। ভাঁজিয়া কি ভাঁজ করে। 'অনিতেছে দাসী কাণ্ড ভাঁজিয়া।' মাইকেল, ১৮৬২।

ভাঁটপাছ বি ঘেঁটুফুল গাছ। 'এইরকম ভাঁটপাছ বৈদ্যাছের কোশে ... এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল।' বিজুতি, ১৯২৯।

ভাঁটফুল বি ঘেঁটুফুল। 'ভাঁটফুলে তোর আঙন ঝাঁটার, জল-হুড়া দেয় বকল ভায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ভাঁটশেওড়া, ভাঁটশ্যাওড়া বি গাছবিশেষ। 'সবুজ সমুদ্রের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাওলো।' বিজুতি, ১৯২৯; 'নদীর ওপরের ভাঁটশ্যাওড়া।' জীবন, ১৯৩২।

ভাঁটা ১ বি চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে জোয়ারের সময়ে পানি বৃদ্ধির পর নদী বা সাগরের পানি পুনরায় কমে যাওয়া। 'যৌবন সাগরে সরিতেছে ভাঁটা।' চিত্রঙ্গি, ১৬০০। ২ বি ঘাটিতি; হ্রাস। 'আজ যখন সৌন্দর্যে ভাঁটা পড়ল।' জীবন, ১৯৩৩।

ভাঁটানো কি নিম্নগামী হওয়া। 'অনুকুল স্রোতে মিনতি দুই-তিন ধরাবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ ...।' শরৎ, ১৯১৭।

ভাঁটা পড়া কি কমে যাওয়া। 'ক্ষণেক পরে আবার ভাঁটা পড়ে কুয়াসায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ভাঁটার পানি বি ভাঁটি লেগেছে যে নদীতে। 'অকুলের পানে দিব তা ভাসায়ো ভাঁটার পাতের ভেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাঁটার সমুদ্র বি ভাঁটা দেগেছে এমন সময়কার সমুদ্র। 'মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাঁটিয়ে যাওয়া কি প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হওয়া। 'এ দিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভাঁটাচোষা বিণ ভাঁটা মাহের মতো চোষ বাইরে এমন। 'ভাঁটাচোষা বৈটেবাটো লাইবেরিয়ান বললেন।' আল্লাউদ্দিন, ১৯৫৮।

ভাঁটা [স বীটা] বি বাটুল; ভাণ্ডাগুলির গুলি। 'যে ছেলে ভাঁটা মারে তার নাটা হেন চক্ষু।' গৌর, ১৮২২; 'সোনার ভাঁটার মত ভাইটা।' বিজুতি, ১৯২৯।

ভাঁটি ১ বি কুণ্ড। 'তার চোখ কুলে যেন দুটো আতনের ভাঁটা।' বিজুতি, ১৯৩৭। ২ বি ইট চুন ইত্যাদি পোড়ানোর চুলা। 'চোখ আতনের ভাঁটার মত জ্বলবে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ভাঁটি [স ভাঙ্গির] বি ভাঁটফুল; ঘেঁটুফুল। 'ভাঁটি ঘাটাগারলী।' বড়ু, ১৪৫০।

ভাঁটিগাছ বি ভাঁটফুল বা ঘেঁটুফুল ও তার গাছ। 'ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভাঁটি [স ভাঙা] বি মদ ঢোলাই করার প্রক্রিয়াবিশেষ। 'বাবা ব্রাহ্মির ভাঁটিতে না টোয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

ভাঁটিখানা বি মদ ঢোলাই করা হয় যেখানে। 'ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে।' নলকল, ১৯৩১।

ভাঁটিশালা বি ঢোলাই মদের কারখানা। 'মাতালদের ওই ভাঁটিশালায় নাটীমি আজ বীণাপাণি।' নলকল, ১৯২৭।

ভাঁড় [স ভা] ১ বি বিদূরক। 'ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নরক অনেক।' ভারত, ১৭৩০। ২ বি নাটকে রঙ্গ-রাস্ত্রক অভিনয় করে যে। 'ভাঁড়েরা নানা শব্দ করিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বিণ রঙ্গময়। 'ভাঁড়-নাচের দল আছে তার।' শওকত, ১৯৫৮।

ভাঁড়ী [স ভা] ১ বি মাটির ছোট ভাও। ওর্গা, ১৭৮৫; 'তোরা বাস ভাঁড়ে জল আনি খাই ঘাটে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি পাত্র। 'এক ভাঁড় হস্তে লইয়া টাটিতে যান।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি ভাঙার। 'জানেন কিঞ্চি গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী।' গুণ, ১৮৫৮।

ভাঁড়ে মা ভবানী - শূন্য ভাঙার। 'জানেন কিঞ্চি গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী।' গুণ, ১৮৫৮।

ভাঁড়া [স ভা] বি সবল। 'নফরের হায়ে খাঁড়া বহুজিনের ভাঁড়া পরিণামে সেই মহাদুঃখ।' মুকুল, ১৬০০।

ভাঁড়ানো, ভাঁড়ানো [স ভা] ১ কি প্রভাষণ করা। 'ধর ধর কোথা কজি ভাঁড়িয়া পলায়।' বৃন্দা, ১৫৮০; মাহোৎসব, ১৭৪৩। ২ কি ভোলানো। 'আজ না হয় কাল, কদিন ভাঁড়াবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ভাড়াইরা

ভাড়াইরা কি ভাড়িয়ে; বদলে। *হ্যালহেভ*, ১৭৭০। ভাড়াইলে কি প্রত্যক্ষা করার ইচ্ছায় গোপন করলে। 'চিনেছ আমার তুমি ভাড়াইলে কি হবে।' *ভবানী*, ১৮২৫। ভাড়িমু কি কুলাবে। 'আজু কালু করি মন থেকে ভাড়িমু।' *মহুজা*, ১৭৫০। ভাড়িয়া ক্রিষিণ চোখভক্তি দিয়ে। 'ধর ধর কোথা কাজি ভাড়িয়া পাসায়।' *বৃন্দা*, ১৮৮০।

ভাড়াভাড়ি [স ভডা] বি প্রভারণা। 'ভাড়াভাড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ী ভাড়িয়া দেখিবে।' *বন্ধিম*, ১৮৮২।

ভাড়াডাম [স ভডা] বি ভাড়ের আবেশ। 'নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভাড়াডাম ইত্যাদি।' *দর্পণ*, ১৮২২।

ভাড়াডিম, ভাড়াডামী, ভাড়াডিমি [স ভডা] ১ বি ঠগবাজি। 'অগম্যামন মনোবদন পরকীয় রমণী সখেটনকমি ভাড়াডিম রাখাবন দাস্য।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ বি ভাড়াডিম; হুল রসিকতা। 'হরি ছুয়াহরি পরদারী ভাড়াডিমী ঠকামী বদনামী কেটনামীতে অধিভারী।' *ভবানী*, ১৮২৮। 'ভাড়াডিমি' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাড়াডিমপনা বি হুল রসিকতা। 'এ ভাড়াডিমপনা অর্থহীন।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

ভাড়াডোমো [স ভডা] বি হুল রসিকতা। 'ভাড়াডোমো করে বড় মানুষ মশারের মনোরঞ্জন করে।' *হুজাম*, ১৮৬২।

ভাড়ার [স ভাডার] ১ বি চুলিখানা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি ভাডার। 'তোমরা অন্ধকার ভাড়ারে ... নানা প্রবাস্যময়ী অনিন্দা ফেলিয়াছ।' *বিদ্যা*, ১৮৭০।

ভাড়ার ঘর ১ বি খাদ্য ও প্রবাদি সঙ্করের জায়গা; ভাডার। *ওসী*, ১৮৫৫; 'মহামন্ত্রুর ভাড়ার ঘরের হিসাব লেখে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ বি পোশাঘর। 'যখনই ভাড়ারঘরে পরাঙ্গণ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

ভাড়ারি, ভাড়ারী [স ভাডার] বি ভাডারের দায়িত্বে থাকে। 'কখন খেটল কখন ভাড়ারী।' *ভারত*, ১৭৬০; *ওসী*, ১৮৫৫; 'দারোয়ান সতানারায়ণ ছিল বেতের ভাড়ারি।' *বিমল*, ১৯৫৬।

ভাড়ারের দেশ বি (ব্যবসায়) সমৃদ্ধ দেশ। 'পৌতা আর ইদুরের ভ্রাণে ভরা আমাদের ভাড়ারের দেশ।' *ঈদন*, ১৯৩৬।

ভাড়ি [স ভাডি] বি নাপিতের চুরি-কাঁচি ইত্যাদি রাখার বাজ। 'হস্তেতে কুরের ভাড়ি খেঁরয়া কাপড় মোড়া আছে।' *ভবানী*, ১৮২০।

ভাড়ুই [স ভডা] বি পাখিরিষে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাড়ি [স ভাডি] ১ বি দীর্ঘ। 'ভাড়ি নব পল্লব অরুণক ভাড়ি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বি শোভা। 'আয়ত অরুণ দুই শোভনের ভাড়ি।' *বৃন্দা*, ১৮৮০।

ভাঁশা [স ভ্যা] ক্রি খান থেকে চাল আলাদা করা। ভাঁশিঞা ক্রি ভেনে। 'গরের ভাঁশিঞা খান দু সতিবে রাখি ধাণ।' *হুজাম*, ১৬০০।

ভাঁশগড়া কিং বাশপ উঠছে এমন। 'ভাঁশগড়া গরম ভাত।' *আলডমিন*, ১৯৫৮।

ভাঁ তো [স ভ্যা] বি ক্ষয়নিতার ভাব। 'ভাঁ তো কেউ কোথাও নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭২।

ভাঁর [স ভাড] বি ভাঁড়; মাটির ছোটো গাড়। 'অমুক আমার খেলুরগাছে ভাঁর বাধিয়া রস চুরি করিয়াছে।' *গারী*, ১৮৫৮। 'প্রভাড়'

ভাঙ [স বি] কপট; ভণ্ড। 'সকলেই ঘোর শাভ, কোন ক্রমে নেই ভাঙ।' *ওসী*, ১৮৫৮।

ভাঙজানী [স বি] জ্ঞানশাসী। 'তিনি ছিলেন একজন ভাঙজানী।' *হুম্ব*, ১৯২০।

ভাঙতা [স বি] কপটতা। 'ভাঙতার সহিত ভায়র কোন সম্পর্ক নাই।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ভাঙ্গ [স ভা] বি ভাঙ। 'ভাঙতর কি সোহই সারঅর।' *চর্চা* ৪২, ১২০০।

ভাঙ্গ [স ভ্যা] বি ভাঙ্গ; সৌভাগ্য। 'এ রসে বা না করিলো ভাঙ্গ।' *বহু*, ১৪৫০।

ভাণে ক্রিষিণ ভাণাবলে। 'মোর ভাণে নৈব কৈল তোফা একসরী।' *বহু*, ১৪৫০।

ভাঙ্গ [স] ১ বিণ খতি। 'ভাঙ্গ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বিণ অংশ। 'গাইল রাক্ষের ভাণ পাশব নন্দনে।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ বি দণ্ড। 'আমি চতুর্দশ বসের দস্তকাব্য অস্ত্রের করিয়া পিতা দত্ত ভাণ উপভোগ করিব।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৪ বি (গণিত) বিভাজন। 'রক্তের শত ভাণের ১৭ ভাণ নাইটোজন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ বি অঙ্ক; প্রদেশ। 'শক, ঝট, দুগ প্রভৃতি অসভ্য লাতীরেরা ... সিদ্ধনদের পক্ষি ভাণ অধিকার করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৬ বি সময়। 'বিহরী ব্যক্তির দিবসের অধিক ভাণ কেবল বিষয়কার্যেই ক্ষেপ করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৭ বি কটন। 'ভাণের বেশার আসনে আসে আরো দাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৮ বিণ শ্রেণীভুক্ত। 'মোটমুট ভাণকে দুই ভাণ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ভাণচাষা বি জমির মালিককে উপপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট ভাণ দেওয়ার শর্তে জমিচার। 'এখানে ভাণচাষ - শহরের হুতি - বিসাদার ...' *জীবন*, ১৯৩০।

ভাণচাষী [স ভাণ+চাষী] বি বর্ণাচারী। 'কাহিরসের মধ্যে তো নয়ই, ভাণচারী ও চাষীদের মধ্যেও নয়।' *অজ্ঞান*, ১৯৪০।

ভাণজোত [স ভাণ+জোত] বি বর্ণাচার। 'জমি খাশ করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিয়াছেন ভাণজোতে দিবার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ভাণজোতক [স ভাণ+জোত] বি বর্ণাচার। 'ভাণজোতকের বিষয় কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ভাণদ্বয় [স বি] দুটি অংশ। 'মর নারী উত্তরে এক দেহের ভাণদ্বয়।' *আনন্দমোহন*, ১৮৫২।

ভাণ-বন্দা [স ভাণ+বন্দা] বি ভাণের অংশ। 'অধিকারের ভাণ-বন্দা নিয়ে হট্টোলা জেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভাণবাটোয়ারা, ভাণবাটোয়ারা [স ভাণ+বটন] বি বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বণ্টন। 'তার মনুড়া ভাণবাটোয়ারা করি' *প্রমথ*, ১৯১৭; 'হিসাব বুঝে তার ভাণবাটোয়ারা করতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

ভাণে জ্য প্রভি। 'ধর্ম অবতার পরিবর্তে ভাণে হক ইনসাপ করিবেন।' *ওসী*, ১৮৫২।

ভাণের বিণ অংশীদারিত্বের। 'ভাণের বাগান, জতএব কেহ খোঁজবের লইত না।' *দরহ*, ১৯১৭।

ভাণের মা পাশা পায় না - ভাণভাগির কাজ ঠিকতো হয় না। 'প্রবাদ আছে যে, ভাণের মা গা পায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভাণগি [স ভ্যা] বি ভাণ। 'আবার গোড়া ভাণগি, সর্বল মাপগি, উপবাসে উপবাস।' *ওসী*, ১৮৫৮।

ভাণগিস [স ভ্যা] ক্রিষিণ ভাণ ভাণো ভাই। 'ভাণগিস যে টা হলো, ভাই তারে সঙ্গে দেখাটাই হলো।' *উৎসব*, ১৮৫৭।

ভাণড়া [স ভাণ্‌] বিপ পলায়িত। ভবানী, ১৮২০।

ভাণনি, **ভাণনী** [স ভাণিনেয়ী] বি বোনের মেয়ে। 'ভাইখি ভাণনে ভাণনির দল।' মানিক, ১৯৪০; 'বেশ ভাণনী!' জন্মীম, ১৯৬০

ভাণনে [স ভাণিনেয়] বি বোনের ছেলে। 'তোমার ভাণনেকে শিখিয়ে রেখে।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'একমাত্র ভাণনে সে পীতমের।' মানিক, ১৯৩৬।

ভাণবত [স] ১ বি হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্র-বিশেষ। 'ভাণবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বৈষ্ণব। 'শাস্ত্র হইলেন সব ভাণবতগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাণবতকার [স] বি ভাণবত রচয়িতা। 'ভাণবতকার বলেছেন তা অমৃত।' বিমল, ১৯৫৩।

ভাণবতসভা [স] বি হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ ভাণবত পাঠ করা হয় যেখানে। 'ভাণবতসভা কম করিয়া সাঙ্গাইল না।' জন্মীম, ১৯৬০।

ভাণবতী [স] বি কীর্তন। 'সভার জিজ্ঞাসা সেই ভাণবতী গায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাণলপুরে গাই — অভিযান নাদসুনদস (পালিবেশ্য)। 'ওলো আগ-মুমসি (রাগমুমসি)। ওলো ভাণলপুরে গাই।' নরজল, ১৯৩০।

ভাণা ১ ক্রি চলে যাওয়া। 'পরে ভাণেল তোহোর বিণাণা।' চর্যা ৩৯, ১২০০। ২ ক্রি পলায়ন করা। 'পথ ছাড়ি ভাণে লোক পাঞ মহাভয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'লাজভয় কি করব ভাণল দুই একসঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৩ ক্রি দূর হওয়া। 'জ্ঞাতেরে উর্গাজাল ছিড়ে টুটে কোথা যায় ভাণি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। **ভাণল** ক্রি পলায়ন করলে। 'লাজভয় কি করব ভাণল দুই একসঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। **ভাণিতে** ক্রি পলায়ন করতে। 'দিনার ভাণিতে ছিল পড়িবেক ধরা।' গরীব, ১৭৫০। **ভাণিল** ক্রি পালানো। 'কহিল ভাণিল সিঁধা রুম শাহাবার।' গরীব, ১৭৫০। **ভাণে** ক্রি চলে যায়। 'ভাণে নেওয়ারতীর থানা ধমকে অমনি তুত ভাণে।' রামধন্যদাস, ১৭৮০। **ভাণেল** ক্রি চলে গেলে। 'পরে ভাণেল তোহোর বিণাণা।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

ভাণা ১ [স ভাণ্‌] বি পৃথক পৃথক অংশে ভাণ করা। 'জেলের মেয়ে মাছের ভাণা দিয়া ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

ভাণাভাণি [স ভাণ্‌] বি একাধিকজনের মধ্যে কটন। 'ভাণাভাণিতে আমি নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ভাণারা [স ভাণ্‌] বিপ ভাণীদার। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাণাড় ১ বি পতিত জমি। 'উত্তর নদীর ধার পটীম সিঁগে ভাণাড়।' ডেবিল, ১৭৮৩। ২ বি মৃত গুরু-মহিষাদি ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। 'সোপাই পাহারা, আসা সেটা ও রাজা খেতাপ ... রাষ্ট্রায়, পাদাড়ে ও ভাণাড়ে গড়াড়ি বেতে লাগলো।' হুতোয়, ১৯৬১।

ভাণান [স ভাণ্‌] ক্রি ভাড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাণি [স ভাণ্য্‌] বি ভাণ্য। 'তনু সুখ বসন হিরদয় লাগি। জে পুরুষ দেখব তেজুর ভাণি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

ভাণি ১ [স ভাণ্‌] বি অংশীদার। 'দুর্কেই পাণ্ডব ভাণি অর্ক রাজ্যে তার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভাণিনী [স] বিপ স্ত্রী ভাণী; অংশীদার। 'অমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি নাই, এককালে এত দুঃখভাগিনী করিলে।' মৃদুভাষ্য, ১৮১০।

ভাণিন [স ভাণিনেয়ী] বি ভাণি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাণিনজামাই বি ভাণির স্বামী। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাণিনবৌ বি ভাণের স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাণিনা [স ভাণিনেয়] বি ভাণে। 'মিছাই সব্ব পাত ভাণিনা মাউলিনী।' বটু, ১৪৫০।

ভাণিনে [স ভাণিনেয়] বি বোনের ছেলে। 'ভাণিনে, জামাই ও শিস্ত ভয়েরো গোন্ধুলের শীড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্ছে।' হুতোয়, ১৮৬১।

ভাণিনেয় [স] বি বোনের ছেলে। ওর্দা, ১৭৮২; 'বাসাতে ভাইশা ভাণিনেয়েকে রাখেন।' দর্পণ, ১৮২১।

ভাণিনি [স ভাণিনেয়ী] বি বোনের মেয়ে। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাণিনী ব্রজাণি

ভাণিনেয়ী [স] বি বোনের মেয়ে। 'শ্বেশন রাজ্যের রাজবংশীয় বহুতর ব্যক্তি ভাণিনেয়ী ও ভাতুকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভাণী [স] বিপ অংশীদার। 'বিষ্ণুর প্রবরে ভাণী সকল বৈষ্ণব।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাণীদার [স ভাণী+ফা দার] বিপ অংশীদার। 'তাদের সুখ দুঃখের ভাণীদার হয় নাই।' বেগম, ১৯৫১।

ভাণীরম্বী [স] বি গঙ্গা নদী। 'তবেসি চাইহ গিঁজা ভাণীরম্বীকুলে।' বটু, ১৪৫০।

ভাণি [স ভাণিনেয়ী] বি বোনের মেয়ে। ওর্দা, ১৭৮২।

ভাণিজামাই [স ভাণিনেয়ী] বি বোনের মেয়ের স্বামী। 'ভাইখি-জামাই, ভাণিজামাই, নাতজামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই যবে থাকে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

ভাণিজামাতা বি ভাণির স্বামী। ওর্দা, ১৭৮২।

ভাণী [স ভাণিনেয়ী] বি বোনের মেয়ে। 'অসিতের বোনোরা, ভাণী, ভাইখিরা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ভাণে [স ভাণিনেয়] বি বোনের ছেলে। 'আমার একটা বয়রাটে ভাণে পাকিয়ে ছিল।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ভাণ্য [স] ১ বি অদ্ভুত। 'কোন ভাণ্যে তোমার চরন আইল মোর ঘরে। মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সৌভাগ্য। 'তার ভাণ্য দেখি শ্রাঘা করে ভক্তগণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি পরিণতি। 'তাহাতে আমার ভাণ জে হয়।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৪ বি সমৃদ্ধি। 'হ্যালহেড, ১৭৭৮। 'তাহাতেই ইহারদের ভাণ্য উদয়ের আরাধ।' রামরায়, ১৮০৩।

ভাণ্যঅংগ [স] বি ভাণ্যরূপ সূর্য। 'এই ভাণ্যঅংগ উদয় হল নবরাত মঞ্জলিসের প্রতিপোষে।' হাই, ১৯৫৪।

ভাণ্যক্রমে [স] ক্রিবিপ সৌভাগ্যবশত। 'কিন্তু ভাণ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না।' দর্পণ, ১৮২২।

ভাণ্যভণ [স] ১ বি সৌভাগ্যের ফল। 'ভাণ্যভণে স্বপনে কে না দেখে তাহায় লো।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি পূণ্যবশত সৌভাগ্য। 'আমার ভাণ্যভণে তুমি আছ নন্দবনের ইন্দ্রাণী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভাণ্যভণে [স] ক্রিবিপ সৌভাগ্যক্রমে। 'ভাণ্যভণে স্বপনে কে ন দেখে তাহায় লো।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

ভাণ্যভণী [স] বি সৌভাগ্যরূপ ভনী। 'ধন-প্রোতে তব ভাণ্যভণী ভাণিবে অনেকদিন জননীর বরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভাণ্যদেবতা [স] বি অদ্ভুতের নিয়ন্তা। 'ভাণ্যদেবতা তাহ জানিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ভাষ্যদেবী

ভাষ্যদেবী [স] বি ক্রী ভাষ্যের নিয়ন্তা। 'ওগো ভাষ্যদেবী পিতামহী, নিটল আমার আশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভাষ্যদোষ [স] বি দুর্ভাষ্যের ফল। 'যে প্রোমথুর ভাষ্যদোষে এদের হৃদয়কে অক্লিষ্ট হয়েছে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

ভাষ্যদোষে ক্রিষি দুর্ভাষ্যবশত। 'আমার ভাষ্যদোষে, রাজা, বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া ... বহির্গত হইলেন না।' দ্বিত্যা, ১৮৪৭।

ভাষ্যধর [স] বিশ ভাষ্যবান। 'তুচ্ছ ভাষ্যধর আঁকি নহি অভাজন।' আলোড়ল, ১৬৮০।

ভাষ্যানয়ক [স] বিশ ভাষ্যনিয়ন্তা। 'যে ইংরেজ আমাদের ভাষ্যানয়ক।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

ভাষ্যানিয়ন্তা [স] বিশ ভাষ্য-নিয়ন্ত্রণকারী। 'তারা ইউরোপের ভাষ্যানিয়ন্তা নয়।' গ্রন্থ, ১৯২৭।

ভাষ্যানির্দিষ্ট [স] বিশ ভাষ্য দ্বারা নির্ধারিত। 'শুন আকাশে একলা বসে ভাষ্যানির্দিষ্ট কাজ করে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'ভাষ্যানির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই যান্ত্রিক পরাধীনতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ভাষ্যানির্ভর [স] বিশ অদুর্ভাবী। 'এখনকার সমাজজীবনে গ্রামোপনিবেশিক কালের ... ভাষ্যানির্ভর প্রতিভা ... এখন থেকে গেছে।' শিব, ১৯৫৬।

ভাষ্যপরীক্ষা [স] বি ভাষ্য ভালো কি মন্দ তার পরীক্ষা। 'সনাতন দত্তের বসে কৃষ্টি মিলাইয়া ভাষ্যপরীক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'তাকে দিয়ে একবার ভাষ্যপরীক্ষা করাতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাষ্যপরীক্ষক [স] ভাষ্যপরীক্ষা বি ভাষ্য ভালো কি মন্দ তার পরীক্ষক। 'কটা টাকা হলে দু'জনেরই ভাষ্যপরীক্ষক হয়ে।' শব্দকত, ১৯৫৮।

ভাষ্যকল [স] বি ভাবব্যবহৃত সত্যতত্ত্ব। 'আমাদের ভাষ্যকল নিয়ে আসছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভাষ্যকলক [স] বি অদ্ভুতের লিখন। 'ভাষ্যকলকে কাহার কিরণ শিখিত আছে।' মহারসক, ১৯০৮।

ভাষ্যবতী [স] বিশ ক্রী সৌভাষ্যবান। 'বে দণ্ড পাইলেন গ্রীষ্মী ভাষ্যবতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কবে এক সতী সেই ভাষ্যবতী।' রামচন্দ্রদাস, ১৭৮০।

ভাষ্যবন্ত [স] বি ভাষ্যবান ব্যক্তি। 'চতুর্দশি মহা ভাষ্যবন্ত বর্ষ সাথ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাষ্যবল [স] ১ বি ভাষ্যের ক্ষেত্র। 'তার তপস্যার কল দেখে ইহার ভাষ্যবল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সৌভাষ্য। 'অনেক ভাষ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভাষ্যবশত [স] ক্রিষি ভাষ্যক্রমে। 'ভাষ্যবশত সেবার মুহাব্বল মৃতককে পড়ানো বন্ধ করতে হয়নি।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

ভাষ্যবশতঃ [স] ক্রিষি ভাষ্যের ক্ষেত্র। 'ভাষ্যবশতঃ ভাষ্যবশতঃ ... সেই বাবু ফুরিয়ার।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

ভাষ্যবশে [স] ক্রিষি ভাষ্যক্রমে। 'ভাষ্যবশে কতু পায় অভাষ্যে কতু না পায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাষ্যবাদ [স] বি ভাষ্যে আছে যা, তাই হবে - এই মতবাদ। 'আজ্ঞা ভাষ্যবাদে বিলাসী লক্ষ্মীবাঈ সেইদিন থেকে ভাষ্যের সঙ্গে বাকি ফেললেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

ভাষ্যবান [স] ১ বিশ সৌভাষ্যপালী। 'সেই হৈতে ভাষ্যবান রাজার

নন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বীর কত ভাষ্যবান তথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ সম্ভাষ। 'অনেক ভাষ্যবান ইংলিশ ও হিন্দু ও মুসলমানেরা।' দর্পণ, ১৮১৮। ৩ বিশ ধনী। 'ধন সম্বন্ধে সরিয়া এখন ভাষ্যবান।' দর্পণ, ১৮১৯।

ভাষ্যবিভূতি [স] বিশ ভাষ্যের ক্ষেত্রে দুঃখস্বাদ। 'পাশাপাশি বিভাঙিত ও ভাষ্যবিভূতি ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা দেখিয়া ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ভাষ্যবিধাতা [স] ১ বি ইশ্বর। 'ভাষ্যবিধাতাই নিষ্ঠিতরূপে জানিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি ভাষ্যের নিয়ন্ত্রক। 'জনশাসন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাষ্যবিধাতা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ভাষ্যবিশর্ষক, ভাষ্যবিশর্ষক [স] বি দুঃখের পরিপূর্ণ। 'যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলা মুসলমানের ভাষ্যবিশর্ষক না খচিত।' শব্দপুস্তক, ১৯৩১।

ভাষ্যবিমান [স] বি ভাষ্যাকাশ। 'আজ এজিদের ভাষ্যবিমান হইতে কালমেঘ সরিয়া সৌভাষ্য-শশীর উদয় হইয়াছে।' মহারসক, ১৮৮৭।

ভাষ্যবুদ্ধি [স] বি ভাষ্য এবং জ্ঞান। 'ভাষ্যবুদ্ধি সূক্ষ্মিত কার্য চকুতর।' আলোড়ল, ১৬৮০।

ভাষ্যবুদ্ধি বি ভাষ্যরূপ ভোগ। 'পুতুল-আসান চল বেগে ভাষ্যবুদ্ধিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ভাষ্যমণি [স] বি স্রেষ্ঠ ভাষ্যবান। 'যে পিতা জন্ম দিলা সেই ভাষ্যমণি।' বাহরাম, ১৭০০।

ভাষ্যমতী [স] বি ভাষ্যবতী। 'সূতীষে তপ কৈল ভাষ্যমতী।' বহু, ১৪৫০।

ভাষ্যমন্ত [স] বিশ ভাষ্যবান। 'ভাষ্যমন্ত জন পায় এমন নন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

ভাষ্যমান [স] ভাষ্যবান বি ভাষ্যবান ব্যক্তি। 'ভাষ্যমান বৈসে এই হুসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাষ্যরচনা [স] বি ভাষ্য নির্মাণ। 'নিজের ভাষ্যরচনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবার প্রত্যয় আজও তারা অর্জন করেনি।' শিব, ১৯৫৬।

ভাষ্য-রবি [স] বি ভাষ্যরূপ সূর্য। 'সূর্য আসল ভারত-ভাষ্য-রবি, কটিল সূর্যের রাস্তা খোর।' নজরুল, ১৯২৪।

ভাষ্যরাত [স] ভাষ্যরাত্রি বি সৌভাষ্যের রাত। 'হায় গো আমার ভাষ্যরাতের তারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ভাষ্যরোখা [স] বি অদ্ভুতের লিখন। 'ভূমিতে সেই চাষও না/ যা দিয়ে যায় ভাষ্যরোখা নাড়ানো।' মাহবুব, ১৯৬৬।

ভাষ্যলক্ষী [স] বি ভাষ্যরূপ লক্ষী। 'গোরক্ষ-সৈন্যের ভাষ্যলক্ষী এখন লুপ্তশর।' জগদীশ, ১৮৯৫; 'অলৌকিক রাজারশীর্ষ, ভাষ্যলক্ষী কর্তৃক নিভাত অনাদৃত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ভাষ্যলিখন [স] বি অদ্ভুতের লিখন। 'কি জানি কেমন ভাষ্যলিখন আছে যে তোর।' সূরীন্দ্র, ১৯২৬।

ভাষ্যলিপি [স] বি অদ্ভুতের লিখন। 'তুমি স্যড গ্রাম বেড় দিয়া ভাষ্যলিপি - অদ্ভুত মন্দ, এই সকল শ্রামবেয়ালী কথা তুমি বসিয়ে।' মহারসক, ১৮৮৫।

ভাষ্যলোখা [স] বি বিধির লিখন। 'করল আড়াল তোমার থেকে যেদিন আমার ভাষ্যলোখা।' নজরুল, ১৯০০।

ভাণ্ডার্য [স] বি সৌভাগ্যের বিষয়। 'ভাণ্ডার্য ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

ভাণ্ড্য-সরোবর [স] বি ভাণ্ড্যর সরোবর। 'কমলিনী-রূপে যার ভাণ্ড্য-সরোবরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভাণ্ড্যসীমারেখা [স] বি অনুষ্ঠের সীমানা; অনুষ্ঠের উন্নতির সীমানা। 'তিনটে ছেলের ভাণ্ড্যসীমারেখা গোমস্তগিরি পর্যন্তই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাণ্ড্যহত [স] বিণ হতভাণ্ড্য। 'এতবড়ো ভাণ্ড্যহত দীনদীন মোর মতো নাই কোনোখানে।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাণ্ড্যহত।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

ভাণ্ড্যহতা [স] বিণ ত্রী ভাণ্ড্যহীন। 'ভাণ্ড্যহতা বালিকার জন্য দাও মিলন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভাণ্ড্যহীন [স] ১ বি দুর্ভাগ্য। 'মুগ্ধ ভাণ্ড্যহীন লাগি আসিছ ইতিয়া।' বাহরাম, ১৭০০। ২ বিণ হতভাণ্ড্য। 'সে ভাণ্ড্যহীন ব্যক্তি যনাভাবে স্বাভাবিক কাতর।' অক্ষর, ১৮৪৬।

ভাণ্ড্যহীনতা [স] বি ভাণ্ড্য প্রসন্ন নয় এমন অবস্থা। 'সত্যের এই একটি অভ্যস্ত ব্যতিক্রম শোভা না দেখিতে গাওয়ার মতো ভাণ্ড্যহীনতা মানুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভাণ্ড্যহীনা [স] বিণ ত্রী ভাণ্ড্য ভালো নয় এমন। 'ত্রীসকল আপনাদিগকে বজ্রবতই ভাণ্ড্যহীনা রূপে দৃষ্টি করে।' অক্ষর, ১৮৪৬।

ভাণ্ড্যাকাশ [স] বি ভাণ্ড্যরূপ আকাশ। 'মোহনম বাহুর-ভাণ্ড্যাকাশ চিত্ররে অন্ধকার হইয়া যাইবে।' আজাদ, ১৮৪১; 'ভারতের মূলমামদদের ভাণ্ড্যাকাশে নতুন সূর্যের অস্তিত্বই হচ্ছে।' বেগম, ১৯৪৭।

ভাণ্ড্যাবিকার [স] বি ভাণ্ড্যের উপর অধিকার; ভাণ্ড্যনিয়ন্ত্রণ। 'চিরসন্ধ্যাও তাহাদের ভাণ্ড্যাবিকার করে।' দিকৃৎকাল, ১৮৬৯।

ভাণ্ড্যাবেধী [স] বিণ সৌভাগ্য বা ধন-সম্পদের অনুসন্ধানকারী। 'নিভান্ত মূর্খ, ভাণ্ড্যাবেধী, ভবমূরে নয়।' বিবৃতি, ১৯০৭।

ভাণ্ড্যমন্ত বিণ ভাণ্ড্যবান। 'বড়োশোক ভূমি ভাণ্ড্যমন্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৯৯।

ভাণ্ড্যের লিখন বি ভাণ্ড্যালিপি। 'অবশ্য ফলিবে যদি ভাণ্ড্যের লিখন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভাণ্ড্যোদয় [স] বি সৌভাগ্যের উদয়। 'বড়োহাি গ্রামের যতোক ভাণ্ড্যোদয়।' কুন্ডা, ১৫৮০।

ভাণ্ড্যোন্নয়ন [স] বি অবস্থার উন্নতি। 'সাবৈদিকদের ভাণ্ড্যোন্নয়নের জন্য চোঁতা করিবেন।' আজাদ, ১৯৬৫।

ভাণ্ড্যিণ, ভাণ্ড্যিস [স ভাণ্ড্য] ক্রিণ সৌভাগ্যক্রম। 'ভাণ্ড্যিণ হরিণ ডাকার ছিল তাই রাক্ষসে ধোলা।' মশাররফ, ১৮৬৯; 'আমার উপরে ওর সেকনজর আছে কী ভাণ্ড্যিস।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভাণ্ড্য ১ [স ভা] বি অ। 'ভাণ্ড্য ধনু ঠাম নয়নের বাস।' চিত্রিত, ১৬০০।

ভাণ্ড্য ২ [স ভগা] বি সিদ্ধি গানের পাড়া দিয়ে প্রবৃত্ত মাদকদ্রব্য বিশেষ। 'আজ যখন মদ্যতা ভাণ্ড্যি বাবে।' শিবিণ, ১৮৮৮।

ভাণ্ড্য ভোলা বিণ সিদ্ধিলাভে বিফল। 'প্রাণ বোলা সে ভাণ্ড্য ভোলা।' শিবিণ, ১৮৮০।

ভাণ্ড্যুর [স ভূ-ভূর্ণ] বি ভাণ্ড্য এবং চূর্ণ করা। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'সীমণ

ভাণ্ড্যুরের কাহ হত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ভাণ্ড্য [স ভগান] বি এক ধরনের মাছ। 'ভেটকী ভাণ্ড্য বাটা পারিসার ঝাক' ওজ, ১৮৫৮।

ভাণ্ড্য ১ বি ধন। 'ভাণ্ড্য ধরিলে পাতে রাখে সাধ্য তার।' ওজ, ১৮৫৮; 'তার সূন্য মনের বাঁধের প্রথম ভাণ্ড্য।' ওয়ালী, ১৯৪০; ২ বি পতন। 'ঝিক রে ভাণ্ড্যলাগা মন।' রবীন্দ্র, ১৯০২; ৩ বি ধ্বংস। 'ভূমি কোন ভাণ্ড্যের পথে এসে সুত্তরতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভাণ্ড্য-গড়ন বি উত্থান-পতন। 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাণ্ড্য-গড়নের ইতিহাস যারা পড়ছেন।' মুরগিদ, ১৯৭০।

ভাণ্ড্য-ধরা ১ বিণ ভাণ্ড্য ধরয়েছে এমন। 'ভাণ্ড্য-ধরা আঁধার-করা পিছন-পানে।' রবীন্দ্র, ১৯০১; ২ বিণ বিদ্রিষ্ট হচ্ছে এমন। 'এই ভাণ্ড্য-ধরা পরমাণু থেকে নিসৃত আলফারশ্বিতে সে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাণ্ড্য-ব্রতী বিণ পরিবর্তন আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'রাজা পথের ভাণ্ড্য-ব্রতী অগ্রপথিক দল।' নজরুল, ১৯২৯।

ভাণ্ড্য-ভরা বিণ ভাণ্ড্যপূর্ণ। 'ভাণ্ড্য-ভরা আঙন তোর।' নজরুল, ১৯২৬।

ভাণ্ড্যলাগা বিণ ভেঙে যাচ্ছে এমন। 'ঝিক রে ভাণ্ড্যলাগা মন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভাণ্ড্যনুশ [ভাণ্ড্য+স উনুশ] বিণ ভাণ্ড্যতে শুরু করেছে এমন। '... এই ভাণ্ড্যনুশ পরিবর্তন সমাজকে রক্ষা করার জন্যে সংস্কার প্রয়োজন ...।' আনোয়ার, ১৯৭০।

ভাণ্ড্য বিণ ভেঙে পড়ছে এমন। 'সর্বোপরি আদর্শিত ভাণ্ড্য মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষক।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভাণ্ড্য [স ভগ] ১ বিণ ক্ষিত। 'ভাণ্ড্যমেজাজি রাজ্যের, রাজ্যকলের অবতারের।' প্রভাকর, ১৮৫৮; ২ বিণ ভেঙে গেছে এমন। 'পেরেছি এক ভাণ্ড্য নৌকা জন্ম গেল হৈচৈতে পানি।' দালন, ১৮৯০; ৩ বিণ রূপ। 'ভাণ্ড্য শরীর লইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১; ৪ বি মেলা শেষ হওয়া। 'ভাণ্ড্য মেঘার সেকেন্দা কাল রাতে বলেছিল, পোটকতক কাঠকুটা লভাশাভা পেলে বেঁচে যাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; ৫ বিণ খতিজ। 'ভাণ্ড্য বাশার রাজা যুগের আলি প্রেরিত।' নজরুল, ১৯২২; ৬ বিণ অক্ষুট। 'কুড়োয় এনেছে মুখের দিনের স্বপ্ন-পড়া ভাণ্ড্য ভাণ্ড্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৭; ৭ বিণ অবশিষ্ট। 'প্রাণের পসরা ফেরি করে আর ফিরিব না ভাণ্ড্য হাটে।' সুবিশ্ব, ১৯৩০; ৮ বিণ অশূর্ণ। 'চেয়ে আছে ভাণ্ড্য টান মলিন আননে।' নজরুল, ১৯৩৫; ৯ ক্রি খুলে বলা। 'কোন দাগ কিনবে সেটুকু আর ভাণ্ড্যনি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ভাণ্ড্যগড়া বি ভাণ্ড্য ও গড়া। 'বে-সকল ভাণ্ড্যগড়া চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভাণ্ড্য পলা বি বিকৃত বর। 'তার বেদুর-খোঁষা মোটা ভাণ্ড্য গলার ভৈরবীতে গান ধরলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ভাণ্ড্য ঘর বি (বিনয় প্রকাশে) দরিদ্রের ঘর। 'আমাদের ভাণ্ড্য ঘরে সভাকারের চাঁদের আলো।' নজরুল, ১৯২৫।

ভাণ্ড্যচুরা ১ ক্রি ভেঙে চূর্ণ হওয়া। 'পাখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১; ২ বিণ ভাণ্ড্য ও চূর্ণ। 'সবি যেন ভাণ্ড্যচুরা পরম্পর রয়েছে অলি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ভাণ্ড্যচুরো বিণ অভ্যস্ত জীর্ণ। 'সব হুঁসিয়াং হয়েছে, না হয় তো ভাণ্ড্যচুরো অবস্থার দাঁড়িয়ে রয়েছে।' প্রমথ, ১৯৪১।

ভাঙাচোরা [স ভঙ্গ+স চূর্ণ] ১ বিপ জন্ম-জীর্ণ। 'তারা সব ভাঙ্গিয়া বেড়ায় যুগান্তের প্রশস্ত হৃদয়ে ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপ বিনষ্ট। 'ভাঙাচোরা পথের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিপ স্থানে স্থানে ক্ষয়ে গেছে এমন। 'ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিপ অশোভনো; এলামেলা। 'আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিপ দুঃস্থ; বিপন্ন। 'যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া ... ধীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে।' মানিক, ১৯৩৬। ৬ বিপ ক্ষয়িষ্ণু। 'ভাঙাচোরা চাঁদ এসেছে ফিরে।' বৃন্দ, ১৯৪৩।

ভাঙ্গনি ১ বি কুমন্ত্রণা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজ। বিন্দা, ১৮৯১। ২ বি ভাঙতি টাকা। 'টিফিন কেনার ভাঙ্গনির খামেলা।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ভাঙানিয়া বি ভাঙায় যে। 'আমায় কাণিয়ে রাখো, ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ভাঙা বুক বি ভয়হীন। 'হতাশ নিশাস, এই ভাঙা বুক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভাঙা-ভাঙটা বিপ ভেঙে পড়বে এমন। 'কুঠিরও তখন ভাঙা-ভাঙটা অবস্থা।' তারা, ১৯৪৬।

ভাঙা ভাঙা ১ বিপ মৃদু। 'চমকি উঠিব জাগি গনি ঘুমঘোর "যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা ভাঙা স্বরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপ আধো আধো; অসম্পূর্ণ। 'মানিক্রা ভাঙা ভাঙা ইরেজি কম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভাঙামেজাজি [স ভঙ্গ+আ মিজাজ] বিপ ক্ষিপ্ত মানসিকতাসম্পন্ন। 'ভাঙামেজাজি রাভান্নের, রাভাকলবের অবতারেরা।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

ভাঙার গান বি ভেঙে ফেলার আনন্দে গাওয়া গান। 'বেলা শেষ হলে সেখানোকে পা দিয়ে ভেঙে দিলাম, আর সমবরে ভাঙার গান গাইতুম।' নজরুল, ১৯২২।

ভাঙিয়া কণ্ডা বি খুলে বলা। 'আজকে তাহার কপালের কি আছে, কে তাহা ভাঙিয়া কয়।' জসীম, ১৯২৯।

ভাঙিয়া চূর্ণিয়া কি ভেঙেচুরে। 'বিশ্বুতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভাঙিয়ে খাওয়া কি খাব উদ্ধারে ব্যবহার করা। 'ওর নিরুদ্ধিতা যে ভাঙিয়ে খাওয়া উচিত নয়।' জীবন, ১৯৩২।

ভাঙিয়ে দেওয়া কি পরামর্শ দিয়ে বিতাড়িত করা। 'যে পাত্রই জোটে তাকে ভাঙিয়ে দেয় গ্রামের লোক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভাঙিয়ে নেওয়া কি লোভ দেখিয়ে সরিয়ে নেওয়া। 'ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ভেঙে খাওয়া কি বিক্রি করে চলা। 'সম্পত্তি ভেঙে খেতে হচ্ছে।' জীবন, ১৯৩২।

ভেঙে দেওয়া ১ কি ছিন্ন করা। 'সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ কি নষ্ট করা। 'আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ কি অপসারণ করা। 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভেঙে পড়া ১ কি ছড়িয়ে পড়া। 'একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ কি হতাশ হওয়া। 'উঠে দাঁড়া

উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিপ ভেঙে পড়ছে এমন। 'তার খানিকটা বাসযোগ্য, খানিকটা ভেঙে-পড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। 'ভেঙেপড়া সিঁড়ি ঘরের মধ্যে বেচারির চকচকে পালক।' হাসান, ১৯৬৬। ৪ কি দুর্বল হওয়া; রুগ্ন হওয়া। 'শরীর ভেঙে পড়বে।' মানিক, ১৯৪০। ৫ কি তীরে তেউয়ের আছড়ে পড়া। 'সেকতে যে নীলজন্ম কীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ছে।' ওয়ালী, ১৯৪৩। ৬ কি ভিড় জমানো; সমবেত হওয়া। 'এই বাঁহে খেলা সেবিবার জন্য চারিদিককার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৭।

ভেঙে ফেলা কি বিচূর্ণ করা। 'আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। 'কায়র ঐ লৌহ কব্জি, ভেঙে ফেল কর রে পোপাট।' নজরুল, ১৯২২।

ভেঙে ভেঙে কিবিধ বারবার ভেঙে। 'সাধ যেতেছে কাঠবিড়ালি তুলে নিয়ে বুক, ভেঙে ভেঙে টুকটুক খাবার দেবে মুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। 'বেলাঘর ভেঙে বাঁধ বেলাঘর, খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভেঙে যাওয়া ১ কি প্রবল আঘাত পাওয়া। 'বুক শুধু ভেঙে গেল, দলে গেল গো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ কি শেষ হয়ে যাওয়া। 'হবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন বেলারই মতন ভেঙে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ কি ছুটি হওয়া। 'অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ কি চূর্ণ হওয়া। 'পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৫ কি আশাহত হওয়া। 'বপুটা বেই ভেঙে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৬ কি চেতনা উদয় হওয়া। 'যেন পদে পদে বপু ভেঙে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ভাঙা, ভাঙানো [স ভঙ্গ] ১ কি দূর করা। 'ঘূমের ঘোর ভাঙয়ে দিব উবারে জাগিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ কি অতিক্রম করা। 'একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ কি শেষ হয়ে যাওয়া। 'যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন বেলারই মতন ভেঙে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ কি কুমন্ত্রণা দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটানো। বিন্দা, ১৮৯১। 'আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও?' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ কি ছুটি হওয়া। 'অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ কি শেষ হওয়া। 'অন্য ভাঙিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ কি ছিন্ন করা। 'কবি পরায়ের বেড়ি ভাঙিয়াছেন। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ কি সৃষ্টি হওয়া। 'মেয়েদের জল-ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে।' জসীম, ১৯৩১। ৯ কি বাকানো। 'চৌটে ভেঙে বাসছিল।' জীবন, ১৯৪৮। ১০ কি ছিঁকিয়ে পড়া। 'ভাঙলে শিঠি কাশো চুলের ডে।' মাহমুদ, ১৯৬৬। ১১ কি যুচানো। 'ভাঙো না কেন ভাঙতে পারো যদি।' মাহমুদ, ১৯৬৬। ১২ কি ভেঙে শুঁকানো। 'গম ভাঙানোর কল।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ভাঙ [স ভ্র] বি ক্র। 'যাহা যাহা ভঙ্গুর ভাঙ বিশাল।' গোবিন্দ, ১৬০০।

ভাঙুর [স ভঙ্গা] বিপ নেশা। 'মানস মোহিত হেরে রূপের ভাঙুর।' গগন, ১৮৫৮।

ভাঙ্গ [স ভঙ্গা] বি সিদ্ধি। 'অনুদিন কত না কিনিএবি দিব ভাঙ্গ।' মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র ভাঙ

ভাঙড়, ভাঙড়া [স ভঙ্গা] ১ বিপ সিঁকিখোর। 'ভাঙড়া শিরাইরে লইয়া যাইব কথায়।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি সিঁকিখোর। 'গরল খাইল তবু না মরিল ভাঙড়ের নাহি যম।' ভারত, ১৭৬০।

ভাঙ্গন বি শোনা পানির সুবাস। 'ওতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচোলা।' ভারত, ১৭৬০।

ভাঙ্গর বিপ ভাঙ্গা পা-ওয়াল। মানোএল, ১৭৪৩।

ভাষা' [ভা] ১ বিণ ভাষ্য; ভাষা। 'তবে সুবে পাথ হেঁবে এহি ভাষা নাএ।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ মন্দ। 'মোর বে ভাষা কপাল।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ভাষাইয়া লওয়া কি দলে টানা। 'মুহলমানভেট ভাষাইয়া লওয়া তাঁহারের পক্ষে একত্র আবশ্যক।' আজাদ, ১৯৩৬।

ভাষা কপাল বি মন্ড ভাষ্য; গোড়া কপাল। 'যদি এ সভ্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাষা কপাল যদি ভাষে।' গৌর, ১৮২২।

ভাষাভাষা বি উদ্যানপতন। 'নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় জীবনের ভাষাভাষার মুখে...'। বৈশম, ১৯৪৮।

ভাষা চুরা' কি ভাষা ও চুরমার হওয়া। 'শরীরের ঘর্ষণে গাছ পাল্লা ভাষিয়া চুরিয়া যায়।' মদনমোহন, ১৮৫০।

ভাষাচুরা' বিণ জীর্ণ ও পুরাতন। 'ভাষাচুরা বাড়ী ... অন্ততঃ করাটতে নেই।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভাষাচোরা' বিণ ভেঙে তদন্থ হয়ে গেছে এমন। 'ভাষাচোরা প্রাসের বাকী কুটায় ধক্কী পর।' ষিঙ্কেন্দ্র, ১৯০০।

ভাষা টাকা বি খুচরা পরমা। 'এক টাকার নুনা কিম্বা ভাষা টাকা রাখা যাইবে না।' দর্পণ, ১৮১৯।

ভাষা মাস বি এক মাসের কম সময়। 'ভাষা মাসের সুদ সেওয়া যাইবে না।' দর্পণ, ১৮১৯।

ভাষি দেওয়া কি প্রকাশ করা। 'মোহের মনের কথা ভাষি দেও তুমি।' সুলতান, ১৯০০।

ভাষ্যা বিণ ভাষ্য। 'ভাষ্যা কুড়া ঘরনান করে বজ্রমণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেঙ্গে চুরে [স ভঙ্গ-চূর্ণ]। ক্রিবিণ বোলায়; ভ্রুকপটে। 'ভারপর সব কথা ভেঙ্গে চুরে।' তবানী, ১৮২৫।

ভাঙ্গা' [স ভঙ্গ] ১ ক্রি ভাঙা। 'ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রসে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি মিটে যাওয়া। 'তবে সন্জানের মধ্যে কলহ জ্বলিবে।' সুলতান, ১৯০০। ৩ ক্রি খুচরো। 'উইলের বদল ভাঙ্গিবে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৪ ক্রি ছোটো করা। 'শাহানা নামটা কি সুন্দর করে ভেঙ্গে শানু ভাঙছেন বাবা।' হুমায়ূন, ১৯৭২। ভাঙএ ক্রি ভেঙে ফেলা। 'সেই সে সকল গঠে সকল ভাঙএ।' আলগোল, ১৬৮০। ভাঙ্গম ক্রি ভাঙবে। 'চোপাড়ে চাপড়ে ভাঙ্গম গাল।' বিজয়, ১৬৫০। ভাঙ্গলো ক্রি ভেঙে গেলো। 'রামধন্যদাস বলে ভাঙ্গলো কুর।' রামধন্যদাস, ১৭৮০। ভাঙ্গনি ক্রি ভাঙছে। 'দুতার বেশে ভাঙ্গনি বৃন্দাবন।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গাওঁ ক্রি ভঙ্গ করো। 'সমুচিত দান খাট তোর না ভাঙ্গাওঁ।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গায়্যা ক্রি ভাঙিয়ে। 'দূর কর লোকপদ্ম ভাঙারে ভাঙ্গায়্যা ভাঙ্গা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ভাঙ্গানি ক্রি ভাঙছে। 'মোর মাহাদান ভাঙ্গানি ক্রিক।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গি ক্রি ভেঙে। 'বড় বড় লোকা সেইকখন ভাঙ্গি পড়ে।' বৃন্দা, ১৬৮০। ভাঙ্গিনী ক্রি ভেঙে। 'দান ভাঙ্গিনী মোর নিতেই পালায়।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গিব ১ ক্রি ভাঙবো। 'আঘটিতে ব্রহ্মধন ভাঙ্গিব জখন।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রি মিটে যাবে। 'তবে সন্জানের মধ্যে কলহ জ্বলিবে।' সুলতান, ১৯০০। ভাঙ্গিবা ক্রি ভেঙে ফেলবে। 'ওরে না চিনিল ছোটো মুদ্রা খেচো মুদ্রা কে ভাঙ্গিবা।' রামধন্যদাস, ১৭৮০। ভাঙ্গিমু ক্রি ভাঙবে। 'মাথা ভাঙ্গিমু মায়া পাউড়ির বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ভাঙ্গিয়া ১ ক্রি ভেঙে। 'ভাঙ্গিয়া কলিঙ্গ ঘর ভাঙ্গির দুয়ার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি খাঙ্গিয়ে। 'কীর্তন করিহু মানা মুদ্র ভাঙ্গিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ভাঙ্গিল ১ ক্রি শোভিত হলো। 'শেত চামর নয়

কেশে কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি ভাঙলো। 'ভাঙ্গিল সকাউনান সব গেল দুয়।' মালধর, ১৫০০। ভাঙ্গিলা ক্রি ভেঙে গেলো। 'ভাঙ্গিলা সে ডাকে খাট ভুখ দিল জলে।' সুলতান, ১৭০০। ভাঙ্গিলি ক্রি ভঙ্গ করিলি। 'তপস্যা ভাঙ্গিলি বেটা কিসের লাগিয়া।' রূপরাম, ১৭৫০। ভাঙ্গিলেক ক্রি ভেঙে ফেললেন। 'ভাঙ্গিলেক মোর জর পর্বত পুজিয়া।' মালধর, ১৫০০। ভাঙ্গিহ ক্রি ভেঙো। 'গাছ না ভাঙ্গিহ।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গী ১ ক্রি ভেঙে। 'ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রসে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি কাঁচ দিয়ে। 'বারে বারে ভাঙ্গী রাখা সেলা মোর দাণে।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গীল ক্রি ভেঙে ফেললো। 'একই ধরারে কারু ভায়েক ভাঙ্গীল।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গীলেক ক্রি ভেঙে ফেললো। 'দুই মত হকী ছেন পর্বত ভাঙ্গীলেক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ভাঙ্গে ক্রি ভাঙে। 'দবি যায় ভাঙে ভাঙ্গে দেব নারায়ন।' মালধর, ১৫০০।

ভাঙানো [স ভঙ্গ] ১ ক্রি দলে আনা। 'এতেক করিয়া দুই ভগ্নি ভাঙাইল।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রি খুচরা করা; ভাঙতি করা। 'আপনি ভাঙ্গার ভাঙ্গা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাটা [স ভূতি]। বি ধান ভেদে চাল করার কাজ। 'ভানিত আমার ভাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাঙি' বি ভাঙয়জ। ১ বি জাইয়ের স্ত্রী; ভাণি। ওঁস, ১৭৮৫: 'হেমন আমার মেজ ভাঙি।' গান্ধী, ১৮৬০। ২ বি ভাতের বউ; জা। 'চাকর ভাঙ মন্দা সোতলা ইহতে ভাঙিয়া কলিহ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ভাঙ' [স ভঙ্গ]। বিণ মিশ্রিত। তবানী, ১৮২৩।

ভাঙই [স ভাঙাতে] ক্রি ভেঙ্গে গেল। 'তা' সুনি মার ভাঙকর রে সস মঙ্গল সএল ভাঙই।' ওঁস ১৬, ১২০০।

ভাঙ্গন [স] ১ বি খুঁপার। 'দুই যথ ছোড়া দীপে তৈলের ভাঙ্গনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রাপক। 'সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাঙ্গন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি যোগ্যভাষ্য। 'আমি সত্য না হৈল রাজ্যের ভাঙ্গন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি গার। 'তুমি নহে শত্রির ভাঙ্গন।' বিজয়, ১৬৫০: 'শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাঙ্গন ইহাছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বি কলভাষ্য। 'অধিক দ্বারি নিবৃত্ত না থাকিলে বিশেষ যতনার ভাঙ্গন ইহতে হয়।' দর্পণ, ১৮০০। ৬ বি লক্ষ্য। 'আমি তাঁর ক্রোধের ভাঙ্গন হইয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৭ বি ভাই। 'গর্জি উঠে পদাই কুণ্ডা, মোহন কুণ্ডার ভাঙ্গন বেটা।' কবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাঙ্গনি, ভাঙ্গনী [স ভাঙ্গনী] বি শ্রদ্ধের জন। 'সবার ভাঙ্গনি করি বাধিমু তোমারে।' আলগোল, ১৬৮০: 'জন্ম যারে করে কৃপা সত্যর ভাঙ্গনী।' আলগোল, ১৬৮০।

ভাঙ্গনেহু [স] বি প্রীতিসূচক সোধন। 'সখি এবং সালা মহাশয় ভাঙ্গনেহু।' ওঁস, ১৭৭৯।

ভাঙ্গা' [স ভঙ্গ] ১ বিণ ভাঙ্গা হয়েছে এমন। 'ভাঙ্গা ডিম।' ওঁস, ১৭৮২। ২ বি ভাঙ্গা চকনা খাবার। 'সৌন্দর্য মদ অর্থহ যেনো মদ এবং ভাঙ্গাও কিছু ক্রম করিয়া...'। তবানী, ১৮২৮।

ভাঙ্গা ডিম বি অমসেট। ওঁস, ১৭৮৫।

ভাঙ্গাতুলি বি ভাঙ্গা ও কুনা খাদ্য। 'ছোকা কিম্বা ভাঙ্গাতুলির উপলক্ষ মাত্র ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৯১।

ভাঙ্গা মাছ উলটে খেতে জানে না - অতি সরল ব্যক্তি। 'ইস! যেন ভাঙ্গা মাছটা উলটে খেতে জানেন না।' উমেশ, ১৮৫৭।

ভাঙ্গা' [স ভঙ্গ]। ক্রি গরম তেল বা দি দিয়ে রান্না করা। ভাঙাইতে

ক্রি ভাঙতে। ওঁসী, ১৭৮২। ভাঙ্গিল ক্রি ভাঙলো। 'যুত দিঅ ভাঙ্গিল উত্তম পলাকড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ভাঙ্গিলো ক্রি ভাঙলাম। 'ভাঙ্গিলো এ কাঁচা ওয়া।' বড়, ১৪৫০। ভাঙ্গা ক্রি ভেঙ্গে। 'যুতে ভাঙ্গা ফেলিবে খণ্ডেত ফুলবড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাঙ্গা ক্রি অকালপক। 'হাসবৌ কহিল, চাটার মেয়ে একখানা, বড় ভাঙ্গা।' শওকত, ১৯৫৮।

ভাঙ্গি [স ভর্জন] বি ভাঙ্গা তরকারি। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুতিন রকমের ভাঙ্গি।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

ভাঙ্গীঅ [স ভা] ক্রি ভেঙে। 'সবরর ভাঙ্গীঅ ডোবী খাঅ মোলাশ।' চর্যা ১০, ১২০০।

ভাট [স ভট] ১ বি স্তম্ভি বা বন্দনাকারী। 'নরক বাদক ভাট নববীণ যার নাট।' কুহুদাস, ১৫৮০; 'ব্রাহ্মণে দিলেন দান ভাটেরে দিলেন গজ ঘোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দস্তুর। 'মায়া লয় তার কিছু ভাট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ঘটক। 'হীরামণি আশে হৈল ভাটের বচন।' আলাওল, ১৬৮০।

ভাট^১ বি হিন্দু সন্তুদায়বিশেষ। 'ভাট ৭৬৩২।' দর্পণ, ১৮১৯।

ভাটক [স] বি ভাড়া। 'যে গৃহে তাহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটকদানে অসমর্থ হওয়াতে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ভাটশালিক বি এক জাতীয় শালিক। 'ভাটশালিকে বন্দনা গায়, নকীব হেঁকে চাতক খায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ভাটা [অ ভাটি] ১ বিণ পতনের দিকে গতি এমন। 'তাওকি এখন পারি বসেতে ভাটা।' কুহুদাস, ১৭২০। ২ বি জোয়ারের পর পুনরায় জলের উচ্চতা হ্রাস পাওয়া; নদী ইত্যাদির ক্ষীত জলরাশি হ্রাস পাওয়া। ওঁসী, ১৭৮২।

ভাটা^১ বি ভাঁট; বাটুল। 'সে লাডু আকারে ভাটার মতো।' প্রমথ, ১৯২৩।

ভাটা^২ বি এক প্রজাতির মাছের নাম। 'কুহিত লামার, চিতল ফালায়, ভাটা মাছ সারি সারি।' জসীম, ১৯৫১।

ভাটা^৩ বি ইট, চুন ইত্যাদি পোড়ানোর হুলা। 'ভাটার মত চোখ দুইটা হইতে আগনের গোলা ঠিকরাইয়া পড়িয়া ...।' মনসুর, ১৯৫৫।

ভাটি, ভাটা^১ ১ বিণ বস্তু ভাঁটতে। 'বিকী-রাক্ষ জাল করি ভাটি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নদী প্রভৃতির স্রিয়ক্ষ জলের স্রোতের নিম্নগতি। 'ভাটার নদীশূণ ধাইল একমন নাকে জেন দিগায়ে স্রোত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল। 'এখানে দক্ষিণরায় সব ভাটা অধিকার।' কুহুদাস, ১৭২০; 'তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ভাটিয়া বিণ ভাটি অঞ্চলে বাস করে এমন। 'আশনাকে ওরা বলবে ভাটির মানুষ - ভাটিয়া।' শামসুল, ১৯৬২।

ভাটা গাঁ বি নিম্নাঞ্চলের গ্রাম। 'তাহার পরাণ টানে সুন্দর ভাটা গায়।' জসীম, ১৯২৭।

ভাটীর সুর বি ভাটিয়ালি সুর। 'এগাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান।' জসীম, ১৯২৯।

ভাটি, ভাটা^২ [স ভাট] বি মদ চোমানোর আয়গা। 'তাহার সন্নিবন্ধে মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর এক ২ ভাটা।' ফরাস্টার, ১৭৯৩।

ভাটিখানা [ভাটি+ফা খানা] বি মদ প্রস্তুত করার ঘর বা স্থান। 'বা হাতে ভাটিখানার পথ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ভাটিআরাখানা বি সরাইখানা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাটিয়া^১ বি ভারতের রাজস্থান ও পাকিস্তানের কিছু প্রদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাদোয়ারি ভাটিয়া পার্সী ইংরাজ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা প্রবল না হলে বাঙালির মতো অবলা জাতি বাংলার বাণিজ্যে সর্বস্বার্থী হবে।' অনূদা, ১৯৪০।

ভাটিয়া^২ দ্র ভাটি

ভাটিয়া^৩ [স ভাট] বি সরাইখানাওয়ালা। মানোএল, ১৭৪৩।

ভাটিয়ারি বি সুরবিশেষ। 'দক্ষিণ হাওয়ার নবযৌবনের ভাটিয়ারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ভাটিয়াল, ভাটিয়াল^১, ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী ১ বি মারোয়া ঠাট অথবা খাম্বাজ ঠাটের একটি রাগ। 'ভাটিয়ালি রাগ।' মালখর, ১৫০০; 'রাগ ভাটিয়াল।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি দক্ষিণবঙ্গের শোকসঙ্গীতের সুরবিশেষ। 'কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর।' নজরুল, ১৯২৮; 'তাহার পরিচয় ... ভাটিয়ালী রচনার ভিতর পাই।' আজাদ, ১৯৪১। ৩ বিণ দক্ষিণদেশীয়। 'আর কতসূরে ভাসাইয়া নিবে ভাটিয়াল নদী ধরি।' জসীম, ১৯৩৩।

ভাটিআলী, ভাটিয়ালী বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'ভাটিয়ালীরাগঃ।' বড়, ১৪৫০; 'ভাটিআলীরাগঃ।' বড়, ১৪৫০।

ভাটিয়াল, ভাটিয়াল^২ বিণ জোয়ারের বিপরীতমুখী। 'ভাটিয়াল সোঁতে পাল ফুলে নিম্ব।' জসীম, ১৯৩৩।

ভাটিয়ারি [ভাটিয়ারি] বি ভাটিয়ালি গান। 'গাবর ভাটিয়ারি গায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাড়া [ভাণ] বি মাটির পাত্রবিশেষ। 'দরগাতলা দুক্ষে আসে, সিল্পী আসে ভাড়া।' জসীম, ১৯২৯।

ভাড়সি ক্রি ছলনা করা। 'বরু চুরি করি তুনি ভাড়সি বরুণ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভাড়া [স ভাটক] ১ বি নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো জিনিস ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ। 'আমার বাটার ভাড়া নাই।' মের্স, ১৭৫৭; 'পাঙ্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্থকে।' চন্ডিকা, ১৮৩২। ২ বি অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে কোনো জিনিস ব্যবহার করার চুক্তি। 'পানসী ভিঙ্গী এবং জেলে ভিঙ্গী ... ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

ভাড়াওয়ালা বিণ ভাড়া দিয়ে থাকতে হয় এমন। 'ভিরিল টাকা ভাড়াওয়ালা দুটো স্যাঁতসাঁতে কামরার বাড়ীতে সে থাকে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভাড়া খাটা বি মজুর নিয়ে অন্যের কাজ করা। 'ওটা ঠিকা ভাড়া খাটার গোহ হবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

ভাড়াটিয়া [স ভাটক] ১ বিণ ভাড়া দেওয়া হয় এমন। '... সাহেবেরা বাসালিদিগের ভাড়াটিয়া ভবনে বাস করে নবাবি করেন।' প্রভাকর, ১৮৫১। ২ বিণ ভাড়ায় থাকে এমন; ভাড়াটে। 'সৈনিক, বেশা, ক্লাবিক, ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, কারিগর।' নীরেন, ১৯৬১।

ভাড়াটে [স ভাটক] ১ বিণ ভাড়া করা বা দেওয়া যায় এমন। 'ভাড়াটে ঘোড়া।' ওঁসী, ১৭৮৫। ২ বি ভাড়া ঘরে বাসকারী লোক। 'অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভাড়াটে ঠাউ বি ভাড়া করা বিদুষক। 'সাথে সে ভাড়াটে ঠাউ ... নিয়ে যেতেও জেলে না।' নজরুল, ১৯২৭।

ভাড়াটিয়া [ভাড়াটিয়া] বি ভাড়াটে। ভাসানী, ১৮২৩।

ভাড়াদায়ক [স ভাটক+স দায়ক] বিদ ভাড়া প্রদান সক্রান্ত।
'নৌকারি ভাড়াদায়ক ও ঘাটমিষি প্রভৃতির কর্মও কাড়িয়া লইলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

ভাড়া দেওন বি মাতল পরিশোধ করা। ওর্দা, ১৭৮৫।

ভাড়া দেওয়া কি অর্থের বিনিময়ে কোনো কিছু ব্যবহার করতে দেওয়া। ওর্দা, ১৭৮৫।

ভাড়াবাড়ি বি নির্ধারিত হারে টাকা প্রদান করে থাকার বাড়ি। 'ভাঁরাও বাস করেন একালের ভাড়াবাড়িতে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

ভাড়ার গাড়ি বি নির্ধারিত হারে টাকা পরিশোধ করতে হয় এমন গাড়ি। ওর্দা, ১৭৮৫।

ভাড়ার টাকা বি গাড়িভাড়া। 'ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা ... হুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভাণ [স] ১ বি বাণী। 'বেদবিধি রসভার অপকল্প ভাণ।' ওর্দা, ১৮৫৮। ২ বি ভণাণ। 'সম্পূর্ণ ধর্মিকের ভাণ করিয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৩ বিণ ভূষা। 'ধর্ম-বান্ধকতার ভাণ হয়।' বর্ধম, ১৮৭৫। ৪ বি ছলনা। 'মুদ্রের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভাণ করা বৃথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। 'ভাঁরা বৈজ্ঞানিক ভণি নিয়ে নির্বিকার অচিন্তলতার ভাণ করে থাকেন, কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাণ্ডি [স ভাণ্ডার] বি ভাণ্ডি ফুল; ঘণ্টাকর্ণ। 'রবি শোধ ছাত্রীঅন ভাণ্ডি দুধিআকন।' বড়ু, ১৪৫০।

ভাণ্ড [স] ১ বি পাত্র। 'ভাণ্ড মাথে যোল পন কড়াহো নাহি টুটে।' বড়ু, ১৪৫০: 'খাল্য মগা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি বাদ্যযন্ত্রাদি। 'নৃত্যগীত বাদ্য ভাণ্ড আনন্দ বিসেস।' কল্লি, ১৬৮৯।

ভাণ্ডা [স ভণ্ড] কি বর্ণনা করা। ভাণ্ড কি বর্ণনা করছেন। 'বচন আশ্বারে দিবা ভাণ্ড কেহে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাণ্ডা কি ভাঁড়িয়ে। 'মিহে ছাচে কাহাঙ্কি ভাণ্ডায়া যাই ঘরে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাণ্ডাইয়া কি ভাঁড়িয়ে; ফাঁকি দিয়ে। 'বহু ধন পায়্যাছ রাখে দানী ভাণ্ডাইয়া।' বড়ু, ১৭৫০। ভাণ্ডার কি ঠকাবা। 'সামু জিজ্ঞাসিলে তোর কি বলে ভাণ্ডার তারে।' মুহুদ, ১৬০০। ভাণ্ডারিলি কি প্রতারিত করিল। 'তোর বোলে ভাণ্ডারিলি নহে চড়াবলী।' বড়ু, ১৪৫০। ভাণ্ডি কি প্রবন্ধনা করে। 'হ্লান করিতে গেলা প্রভু গৈবে মোরে ভাণ্ডি।' মালাধর, ১৫০০। ভাণ্ডিতে কি বোকা বানাতে। 'আন্ধারারে ভাণ্ডিতে কারণ।' সুলতান, ১৭০০। ভাণ্ডিতে কি ঠকাতে। 'মিছা কাজে মোকে ভাণ্ডিতে চাহ।' বড়ু, ১৪৫০। ভাণ্ডিয়ারে কি ভাঁড়াতে। 'ধিকীকলা পাঠী ভাণ্ডিয়ারে চাহ কাহে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাণ্ডিবি কি ভাঁড়াবে; ঠকাবি। 'যবে বা দিবি বাণী ভাণ্ডিবি আন্ধারে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাণ্ডিয়া কি প্রভাষণা করে। 'সেইখানে ভ্রমে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ভাণ্ডিলি কি হলনা করলে। 'যদোদার কণ্যা আনি ভাণ্ডিল রাগারে।' মালাধর, ১৫০০। ভাণ্ডিলে কি হলনা কন্ডলে। 'প্রীণা হইয়া আসি ভাণ্ডিলে কেসরি।' মালাধর, ১৫০০। ভাণ্ডি কি প্রভাণ্ডিত করে। 'আন্ধা ভাণ্ডি লণ্ডা যাহ আমুল ভাণ্ডার।' বড়ু, ১৪৫০। ভাণ্ডেন কি প্রভাষণা করেন; ঠকান। 'আমা সবা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যাবানী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাণ্ডাকি বি চেড়ণ। 'ভাণ্ডাকি সহিত ভেঙ্গে কটু কটিবন্ধ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভাণ্ডার [স ভাণ্ডাপার] ১ বি ধনাগার। 'প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আধার। 'ভাঁরা আশে যদপিসি লীলার ভাণ্ডার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'শ্রীমুরারী গুণ শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।' কৃষ্ণদাস,

১৫৮০। ৩ বি ভূপ। 'মনোএধ, ১৭৪৩। ৪ বি গুদাম; যেখানে মালামাল জমা করে রাখা হয়। 'ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ ...।' রাজীব, ১৮০৫। ৫ বি খাবার রাখার স্থান। 'ভাণ্ডারের চাবী আপনি রাখিতেন।' প্যাগী, ১৮৬০। ৬ বি অধিকারী। 'ইংরেজি বিদ্যার ভাণ্ডার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৭ বি সংগ্রহশালা। 'হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার।' বিজুতি, ১৯৩১।

ভাণ্ডারখানা [ভাণ্ডার+খা খানাহা] বি ঘরের জিনিসপত্র রাখা হয় যেখানে। ওর্দা, ১৭৮৫।

ভাণ্ডার-গৃহ [ভাণ্ডার+স গৃহা] বি ভাণ্ডার ঘর। 'রাজ্ঞাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ শিতশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভাণ্ডারঘর [ভাণ্ডার+ঘরা] বি ধনাগার। ওর্দা, ১৭৮৫: 'ভাণ্ডারঘরের প্রাচীর বুলবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ভাণ্ডাররক্ষক [ভাণ্ডার+স রক্ষক] বি ভাণ্ডারের রক্ষাকর্তা। 'মদের ভাণ্ডাররক্ষক বা বাটলালের বেতন ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ভাণ্ডারা [ভাণ্ডার+] বি ভাঁড়ার। 'সিদা দেওনের ভাণ্ডারা ও কাণ্ডগালি লোককে মাস-২ খয়রাত ...।' রামরায়, ১৮০১।

ভাণ্ডারি, ভাণ্ডারী [ভাণ্ডার+] ১ বি ধনরক্ষক। 'ভাণ্ডারি হইলা অজ্ঞে রাজা দুর্যোধন।' মালাধর, ১৫০০: 'নিভুতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ভূত। 'ভদ্রনুসারে ভাণ্ডারী, পুরিষে অঙ্গসজ্জান করিয়া, নরপতিশাচ্যে আসিয়া নিবেদন করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বি জানী লোক। 'এসে ... কাব্য-পুরন্দর কু-বিবরণ ভাণ্ডারী।' রবীন্দ্র, ১৯২৪: 'গানের ভাণ্ডারী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভাণ্ডারকর [ভাণ্ডার+] বি বংশনাম-বিশেষ। 'তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভাণ্ডারী' দ্র ভাণ্ডার

ভাণ্ডারী বি ফুলবিশেষ। 'ভাণ্ডারী ফুলের একেবারে জলপ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ভাণ্ডির বি বটগাছ। 'ভাণ্ডির নিকটে গিয়া রয়ে নারায়ণ।' মালাধর, ১৫০০।

ভাত [স ভক্ত] বি অন্ন; খাদ্য। 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।' চরী ৩৩, ২২০০।

ভাত-কাণ্ডালের দেশ বি যে দেশের মানুষ ভাতের জন্যে কাণ্ডাল; অন্নভাবে ভাতের দেশ। 'হায় রে বাংলা, ভাত-কাণ্ডালের দেশ।' নজরুল, ১৯৪১।

ভাতকাপড় বি অন্নবস্ত্র। 'সে তো তাকে ভাতকাপড় দিয়া পুটিতেছে না।' মানিক, ১৯৪০।

ভাত খাওয়ানি বি মুখেভাতের অনুষ্ঠান। 'ছেলের ভাত খাওয়ানি, মেয়ের বিবাহ।' কল্লি, ১৯৪৪।

ভাত-ঝেঁকো বি ভাত খেতে ভালোবাসে এমন। 'আমি ভাত-ঝেঁকো নেটনি।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ভাতমুম বি আহারের পর যে ঘুমের ভাব। 'কাইরো শহর রাত বারোটার ভাতমুমে অতন্তন।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ভাত-চাপা বি ভাতের নীচে থাকে এমন। 'সমস্ত যেন ভাত-চাপা পড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভাতানি [স ভক্ত+] বি ভাত রান্নার পানি। 'নারিকেল জল দিয়া দিলেক ভাতানি।' কেতক, ১৬৫০।

ভাড়াডিআ [স ভক্ত+] বি শুধু ভাতের বিনিময়ে কাজ করে যে;

ভাতুড়ে

অন্নদাস। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাতুড়ে [স ভক্ত]। বি শুধু ভাতের বিনিময়ে কাজ করে যে: অন্নদাস।
'তুমি ভাতুড়ে বই তো নয় - ছোট মুখে বড় কথা কেন?' *প্যারী*,
১৮৫৯।

ভাতে ভাত বি ভাত ও তার সাথে সিদ্ধ করা সবজি। 'ফ্রেস-কিস
ডরা ডিস মধ্যে ভাতে ভাত।' *৩৪*, ১৮৫৮; 'ভাতে ভাত খাইয়া দিন
চলে।' *নজরুল*, ১৯০১।

ভাতে মরা ক্রি ভীতিকর উপায় বন্ধ হওয়ায় বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়া।
'মুহলমান আজ ভাতে মরার পথে বসিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

ভাত^১ [স] ক্রি আবির্ভূত। 'পহেলায় বাত করি হইল যেহু ভাত।' *গল্পী*,
১৭৫০।

ভাতশালিক [স ভক্ত]। বি এক রকমের শালিক; ভাটশালিক। ওয়া,
১৭৮৫।

ভাতসোলা বি উদ্ভিদবিশেষ। 'মাথা উঁচু করে রয়েছে দীর্ঘধারালো হন ও
ভাতসোলা।' *ওয়ালী*, ১৯৪৫।

ভাত^২ [স ভক্তি]। ১ ক্রি আলোকিত হওয়া। 'নবীন আলোকে ভাতিছে।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রি আলো ছড়ানো। 'যাঁর তরে ভাতিছে তপন।'
গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ ক্রি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়া। 'ভাতিল দৈনিক
সৈন্য।' *সুগীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভাত^৩ [স কৃতি] বি মাসোহারা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাতানি ক্র ভাত

ভাতার [স ভক্ত]। বি স্বামী। 'বাট ভাতার ঢেমা মাও দেখা লোক গল্পে।'
মুহুদ, ১৬০০।

ভাতারকামড়া বিণ স্বামীকে আঁকড়ে ধরে রাখে এমন। 'ভুই
ভাতারকামড়া ভুই আবার অন্য সোকেবে নিবি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

ভাতারখাইকা বি গালিবিশেষ (ভাতারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী)। 'ওরে
ভাতারখাইকা আরুণি।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

ভাতারখাকী বি গালিবিশেষ। *কেরি*, ১৮০২।

ভাতারখাণি বি গালিবিশেষ; যে ক্রী স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।
'তোরে বারণ কচ্চি - ভাতারখাণি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাতার-নড় বিণ যে ক্রী এক স্বামী রেখে অন্য স্বামী গ্রহণ করে।
'তবু আমি তাদের মত ভাতার-নড় নই।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

ভাতারপুতখাণি বি গালিবিশেষ। 'হ্যাঁ লা ভাতারপুতখাণি! তিন
বোটাখাণি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

ভাতার ভুলানি বি স্বামীকে ভুলিয়ে রাখে যে ক্রী। 'ভাতার ভুলানি,
এত মান ভাল নয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

ভাতি [স] ১ বি দীপ্তি; উজ্জ্বলতা। 'দেখ গোরারচন্দর কত ভাতি।' *বৃন্দা*,
১৫৮০। ২ বি আলো। 'তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।' *রঙ্গ*,
১৮৫৮।

ভাতি ভাতি বিণ উজ্জ্বলতর। 'ভাতি ভাতি বহরদ্বী আইসে সাজি
সাজি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাতি^১ ক্রিবিপ প্রকারে। 'নানা ভাতি স্মরে লোকে সেকান্দরী নাম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

ভাতিজা [স ভাতুড়] বি ভাইয়ের ছেলে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'যতগুলি
বোটা ভাই ভাতিজা তাহার।' *গল্পী*, ১৭৫০।

ভাতিজী, ভাতিজী বি ভাইয়ের মেয়ে। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আমার
ভাতিজীর দুখে লোভে নাকি মাস্টারি ছাইড়া দেওয়া হৈছে?' *মনসুর*,
১৯৫৫।

ভাতি ভাতি ক্র ভাতি

ভাতুড়িকি [স ভাতুড়িকি] বি ভাইয়ের প্রতি ভক্তি। 'ভারিগীচরণ ভাতুড়িকির
যেধপ নমুনা দেখাইতে লাগিলেন তাহাই বাখার পক্ষে যথেষ্ট।' *বনকুল*, ১৯৩৬।

ভাতে মরা ক্র ভাত

ভাদড় বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'নবকৃষ্ণ ভাদড়।' *সেবধি*,
১৮৪০।

ভাদর [স ভদ্র] বি বাংলা বছরের পঞ্চম মাস। 'বিজয় নাম বেলাতে ভাদর
মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।' *বড়ু*,
১৪৫০।

ভাদালী [স ভদ্রপা] বি গন্ধভাদাল গাছ। 'আটিসর কাটসর কাটিল নাটা/
ভাদালী ভাষনা চোরপালীটা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভাদুই [স ভদ্র]। বিণ ভদ্রমাসী। '... তবে ভাদুই ধান্য ও মীল পাট
বুনি।' *কেরি*, ১৮০২।

ভাদুড়ি বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ব্রজমোহন ভাদুড়ি।'
সেবধি, ১৮৪০।

ভাদুপুজা বি হিন্দুদের পূজাবিশেষ। 'তবুও চড়কপুজা, ভাদুপুজা ...।'
কীর্তন, ১৯০০।

ভাদুরীখা [স ভদ্র]। বিণ ভদ্র মাসে উৎসব। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভাদুরে [স ভদ্র]। বিণ ভদ্র মাসের। 'তুলছে মুলো ভাদুরে।' *রবীন্দ্র*,
১৯৪১।

ভাদুলি বি হিন্দুদের ব্রতবিশেষ। 'আমাদের দেশের একটি ব্রত ভাদুলি।'
অবন, ১৯১৯।

ভাদোয়া [স ভদ্র]। বি বর্ষাকে আবহাওয়া জানিয়ে যে গান গাওয়া হয়। 'জল
চেয়ে কিখানি বৌ-মেয়েরা ভাল মাখার ভাদোয়া গেয়ে কুখাই
ফিরত।' *মহাশেখা*, ১৯৫৬।

ভান্দর, ভান্দোর [স ভদ্র] বি বন্ধদের মাসবিশেষ; ভদ্র। 'সাবন গেলে
ভান্দর মাস সিংহ রাসি।' *রামাই*, ১৭১০; 'এটা হলো ভান্দোর মাস।'
মুক্তাবা, ১৯৬০।

ভান্দ [স] বি বাংলা বছরের মাসবিশেষ। 'হরিতারী চন্দ্র দেখিলো ভান্দ
মাসে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভান্দ্রদ্র [স] বি ভান্দ্রমাস। 'ভান্দ্রদ্র মাসে বড় দুরন্ত বাদল।' *মুকুন্দ*,
১৬০০।

ভান্দ্রবধু [স ভাতুড়] বি ছোটো ভাইয়ের ক্রী। ওয়া, ১৭৮২।

ভান্দর বউ [স ভাতুড়] বি ছোটো ভাইয়ের ক্রী। 'ভান্দর বউকে
ভাসুর সেবা করত এসে ...।' *নজরুল*, ১৯৩১।

ভান্দ্রবৌ [স ভাতুড়] বি ছোটো ভাইয়ের ক্রী। 'ভাসুর পীড়িত হয়ে
অতএব ভান্দ্রবৌকে দেখে বকে।' *কীর্তন*, ১৯০০।

ভান^১ [স] বি স্ত্রান। 'না কর মনে আন ভানে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভান^২ বি হল। 'এইরূপ ভান করিয়া, কুটারখানি জলে ফেলিয়া দিল এবং
হায় কি হইল বলিয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

ভানভণিতা [ভান+স ভণিতা] বি কথার ছলাকলা। 'এরকম অবস্থায়

মানুষ ভানভণিতাও করতে পারে।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

ভান। [স ভগ্ন]। 'বি ধান থেকে চাল তৈরির কাজ।' ধান ভানা যাইবে।' দর্পণ, ১৮২৯।

ভানাকুটা [স ভগ্ন]। 'বি ধান থেকে চাল তৈরির কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভানানি [স ভগ্ন]। 'বি ধান থেকে চাল তৈরির কাজ করে যে।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'যেমন আসে ধান-ভানানি হাসুনির মা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ভান। 'কি ধান হাটাই করা।' পরের ভানা ভানতে ভানতে নিজের ঘরে নাই খুজি।' লালন, ১৮৯০।

ভানু [স] বি সূর্য। 'উদিত হইল ভানু জেন প্রাতকালে।' মালাধর, ১৫০০; 'দশমুখ ঘিরে জ্যোতির্মণীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ভানুমতল [স] বি সূর্য। 'উড়িয়া গণনতলে গড়ে ভানুমতলে তার পাখা পোড়ে রবিকরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভানুদয় [স] বি সূর্যোদয়। 'দুর্দিন ঘুটবে, সুদিন হইবে; ভানুদয় হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

ভান্তি, ভাঙ্তী [স ভাঙ্তি] বি ভাঙ্তি। 'সহজ শিশুক জোই ভাঙ্তি মায়ে বাস।' চর্য্য ৩৭, ১২০০; 'জই জো মৃদা অঙ্গসি ভাঙ্তী গুহুত্ব সদগুরু পাব।' চর্য্য ৪১, ১২০০।

ভাঙ্তো [স ভাঙ্তি] বি ভাঙ্তি। 'এ বন হাড়ী হোহে ভাঙ্তো।' চর্য্য ৬, ১২০০।

ভাপ [স বাস্প]। বি উত্তাপ। 'একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ভাপাখলা বিণ ভাপমুক্ত। 'গরম ভাপখলা রোদের দিকে চেয়ে হাটুটা কিমঝিম করে।' হাসান, ১৯৭৪।

ভাপসা [স বাস্প]। ১ বিণ গুট; বাতাস চলাচল নেই-মুক্ত। 'অন্ধকার একতরফ ভাপসা ঘর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ বাতাস চলাচল বন্ধ হলে যেমন ভাব হয় তেমন। 'ভাপসা গন্ধ, আবহা কুমাণা।' মানিক, ১৯৩৬; 'যেহো ভাপসা চাদরটা।' জীবন, ১৯৪০।

ভাপসা গন্ধ বি বাতাস চলাচল করতে না পারায় সৃষ্ট দুর্গন্ধ। 'মনে রয়ে সেই ভাপসা গন্ধ অন্ধ গলির মাঝে।' জসীম, ১৯৫১।

ভাপা [স বাস্প]। ১ বিণ উত্তাপ সিদ্ধ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ জমাতোকে; ভাপিয়ে জমাতবদ্ধ-করা। 'ভাপা দই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাপানো [স বাস্প]। 'কি উত্তাপে সিদ্ধ করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাপ্লি বি বার্মা তৈরি খাবারবিশেষ। 'মালাই কারি আর বর্মাই ভাপ্লি যতই খান না কেন।' জীবন, ১৯৩৩।

ভাব [স] ১ বি অস্তিত্ব। 'ভাব ন হোই অভাব ন জাই।' চর্য্য ২৯, ১২০০। ২ বি মাধুর্য। 'ভাবের উপরে ভাবের বসতি ভাবের উপর লাভ।' চিহ্নিত, ১৫৭০। ৩ বি প্রকাশ। 'তবুদেহে হেল মহা বৈদ্যে-ভাব।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি ভক্তি। 'এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি প্রেম। 'লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৬ বি প্রেমাবো। 'ভাবের সসূ পদ লালিলা গাইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৭ বি ধ্যান। 'ভুবন ভূমিল রূপে ভাবে ব্রহ্মভনু।' মানিকরাম, ১৮৮১। ৮ বি অর্থ। 'ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থের বেরূপ নিযুত ভাব ও তাহার রচনা বেরূপ অস্পষ্ট ও অসিদ্ধ, তাহা ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৯ বি ধারণা। 'কুলাব লব ঘরা তাহাদের অন্তঃকরণেরও ভ্রম ভাব প্রকাশ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ১০ বি সম্পর্ক। 'স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বরসা-ভাব থাকা

উচিত।' অক্ষয়, ১৮৫২। ১১ বি পরিচয়। 'তিনি এই সুখময় স্বদেশের সুখ্য ভাব অবগত ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ১২ বি ভক্তি। 'ভাব দিয়ে খোল ভাবের তাল। দেখবি সেই অটলের খেলা।' লালন, ১৮৯০। ১৩ বি নিকট। 'মানুষের সহিত পতর একটি ভাবের সম্পর্ক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ১৪ বি রূপ। 'প্রকৃতির হাস্যহাসিনয় ভাব দেখিয়া ...।' মশাররক, ১৯০৮। ১৫ বি বহুত্ব। 'কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি?' শরৎ, ১৯১৭।

ভাব-আবিষ্টি [স] বিণ ভাবে বিবহল। 'এসব জিনিস ভাব-আবিষ্টি হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না।' নজরুল, ১৯২২।

ভাব-উজ্জ্বাস [স] বি ভাবের জোয়ার। 'শত বরনের ভাব-উজ্জ্বাস/কলাপের মতো করেছে বিকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভাবকর্ম [স] বি চিন্তা ও কাজ। 'ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না।' অন্ননা, ১৯২৯।

ভাবকূপ [স] বি অন্তর। 'উৎপল ভাবুকু জনের ভাবকূপ।' রস, ১৮৫৮।

ভাবখান। বি আচরণ। 'ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভাবগোস্ত্রী [স] স ভাবগোস্ত্রী। বি ভাবরূপ গঙ্গা। 'ভারতের ভাবগোস্ত্রী।' জীবন, ১৯২৭।

ভাবগণ [স] বিণ ধারণাগত। 'তাহা স্বামী-নামক ভাবগণ অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ভাবগতি [স] বি মতিগতি। 'কালে সাহেবের ভাবগতি ...।' সোমেশ্বর, ১৮৭০।

ভাবগতিক [স] ১ বি চাল-চলন। 'রাজার ভাবগতিক দেখে সকলেই হাযকার কচো।' গীন্দব, ১৮৬০। ২ বি প্রবণতা। 'মনের ভাবগতিক বড় ভয়ানক।' মশাররক, ১৮৮৫। ৩ বি প্রতিফ্রিয়া। 'যখনই জ্ঞাপা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কী-যেন কী দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বি পরিস্থিতি। 'ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারিদিকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

ভাবগর্ভ [স] বিণ গভীর অর্থপূর্ণ। 'বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে কৃষ্ণের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সুগভীর ভাবগর্ভ উপদেশ পূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ভাবগুহা [স] বি ভাবরূপ গুহা। 'ভাবগুহায় প্রবেশ করিয়া এই জ্ঞানলাভ করিল।' মনসুজ, ১৯৪৩।

ভাবগোচর [স] বিণ ভাব দিয়ে নাগাল পাওয়া যায় এমন। 'কেবল দৃষ্টিগোচর বা স্পর্শগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভাবগ্রহ [স] বি ভাবপূর্ণ গ্রহণ। 'তাহারা গুণিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন।' হরশ্রদাস, ১৮৮১।

ভাবগ্রাহিতা [স] বি ভাবালতা। 'মনের ছেলোমানুধি ও ভাবগ্রাহিতা।' বিকৃতি, ১৯০১।

ভাব-গ্রাহী [স] ১ বিণ মর্মজ্ঞ; অস্তরের গুঢ় ভাব গ্রহণ করে এমন। 'ভাব-গ্রাহী অনুভবজনেরা ভারতবর্ষের প্রণীত রসভঙ্গের কবিতা পাঠে ...।' গুণ, ১৮৫৫। ২ বিণ ভাবের অনুরাগী। 'তোমরা মনোবী ভাবগ্রাহী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ভাবচিন্তা [স] বি ভাবকল্পনা। 'তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা

আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে ... ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫: 'আবার ভাববর্জনে অর্থাৎ নতুন ভাবচিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাকভঙ্গিও বদলায়।' শরীফ, ১৯৬৮।

ভাবচ্ছবি [স] বি ভাবের ছবি। 'অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সতি রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫: 'রেখাঙ্কিত ভাবচ্ছবি।' সুখীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাবচ্ছায়া [স] বি মানসিকতার ছাপ। 'আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিস্ফুট ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাবজ [স] বিশ ভাব থেকে জাত। 'কবি নিজের রচনার রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ ... ।' প্রমথ, ১৮৯০।

ভাবজগৎ [স] বি ভাবনার বা চিন্তার জগৎ; কল্পলোক। 'তাই যদি না দেখাত তা হলে নিত্যসৌন্দর্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫: 'পাইয়াছিলেন ঐ ভাবজগতের একটা বিশেষ উপলব্ধি।' সবুজ, ১৯২০।

ভাব দেখানো ক্রি বড়াই করা। 'ভাব দেখায়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভাব-দৈন্য [স] বি ভাবের অভাব। 'নব্য সাহিত্যে ভাব-দৈন্য যে বিলক্ষণ রয়েছে।' সবুজ, ১৯১৭।

ভাবার্থ [স] বি ভাবের সংশয়; একাধিক ভাব। 'ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক ভাবার্থ-ভাবার্থের হাত এড়ানো যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভাবদ্যোতক [স] বিশ ভাবপ্রকাশক। 'অথৈত ভাবদ্যোতক অনুশ্রম সৃষ্টি এই পদটি।' হাই, ১৯৫৪।

ভাব-ধন [স] বি ভাবরূপ ধন। 'ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লোলনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভাবধারা [স] ১ বি ভাবরূপ স্রোত। 'এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গদ্যায়মনার মতো আর-কোনোমিলে বিচ্ছিন্ন না হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি ঐতিহ্যের পরম্পরা। 'হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি ভাবধর্ন। 'দেশের আন্তর্জাতীয় প্রাণধারা ভাবধারা অকস্মাৎ একটা কোনো ফটল দিয়ে একটি কোনো উৎসের মুখেই বেরিয়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বি মতামত ও রীতি। 'ইসলামবিরোধী ভাবধারা প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী অভিযান।' বেগম, ১৯৪৮। ৫ বি প্রথা, আচরণ ইত্যাদি। 'পল্টুর যে কোন ভাবধারাকেই কুসংস্কার বলে মনে নেওয়া ...।' বেগম, ১৯৪৯। ৬ বি মূল্যভাব। 'কাব্যলোকোকে বিষয়বস্তু বা ভাবধারার দিক দিয়ে নির্বিচারে ইসলামী বলা চলে না।' আদিস, ১৯৬৪।

ভাবধারাসম্পন্ন [স] বিশ ঐতিহ্য অনুসারী। 'জাতীয় ভাবধারাসম্পন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের স্বভাবতই মনে ষিখা ও ধ্বংস সৃষ্টি করবে।' আজাদ, ১৯৬৪।

ভাবধৃত [স] বিশ ভাববাহিত। '... ইন্দ্রিয়জাত আবেগকে ভাবধৃত আবেগে রূপান্তরিত করে।' শিব, ১৯৭৩।

ভাবনৈতিক [স] বিশ আদর্শবাদী। 'ভাবনৈতিক স্বত্বাসবাদীদের দিকে তখনো চোখ পড়েনি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ভাব-পট [স] বি ভাবরূপ পট। 'ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভাব-পাশালা [স] ভাব-পাশালা বিশ ভাবে মতোয়ায়া। 'আমাদের এই ভাব-পাশালা দেশে।' নজরুল, ১৯২২।

ভাবপুষ্প [স] বি ভাবের ফুল। 'ভাবপুষ্প-স্রম তাতে পুষ্পিত সকল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'নিজের ভাবপুষ্পতলিকে প্রস্তুত করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবপূর্ণ [স] বিশ ভাবগর্ভ। 'তাঁহার কথা অস্পষ্ট কিন্তু মহান ভাবপূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা-সম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভাবপ্রকাশ [স] বি ভাবনার প্রকাশ। 'আমাদের ভাবপ্রকাশের দুটি উপকরণ আছে - কথা ও সুর।' রবীন্দ্র, ১৮৮২: 'ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভাবপ্রতিমা [স] বি কল্পমূর্তি। 'তাঁর চোখের সামনে চিরদুর্গন্ধী, অবমানিতা বন্দনারীই যেন ভাব-প্রতিমা।' সুখীন্দ্র, ১৯৭০।

ভাবপ্রধান [স] ১ বিশ ভাবনাই প্রধান এমন। 'এমন ভাবপ্রধান বীরাগিত বাকা অল্পই বৃষ্টিয়া পাইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বিশ কল্পনাধীন। 'ভূমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ভাবপ্রবণ [স] বিশ ভাবযুক্ত; আবেগযুক্ত। 'অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণ ও কল্পনিত হইয়া পড়ে।' এসলাম, ১৯২০: 'ভুক্তিরা ... ইরানির মতো ভাবপ্রবণ নয়।' নজরুল, ১৯৩০।

ভাবপ্রবণতা [স] বি ভাবাবেগ। 'এই ধরনের সাধারণ ভাবপ্রবণতা চন্দ্রকান্তমুণির মতো চাঁদ উঠতেই ভিলে গঠে।' অবন, ১৯২৫।

ভাবপ্রবণা [স] বি আবেগপ্রবণ নারী। 'ভাব-প্রবণা: স্বামী তাকে শোটেই ভাষাবোশে না - এই ধরনের অভিযোগ ...।' বেগম, ১৯৭৭।

ভাববর্জিত [স] বিশ ভাবশূন্য। 'বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব।' প্রমথ, ১৯১৪।

ভাববর্ণালি [স] বি ভাবের বিচ্ছুরণ। 'এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টকোণে ভাববর্ণালির সেই প্রান্তরেখায় নিয়ে যায়।' আইনুভ, ১৯৭৩।

ভাববন্ধ [স] বি ভাবরূপ বন্ধ। 'নিজের ভাববন্ধকে এমন দিব্যরত্ন মনে করতেন না।' প্রমথ, ১৯১৩।

ভাববাচক [স] বিশ অর্থসূচক। 'কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সম্মিলিত করি।' প্রমথ, ১৯১৪।

ভাববাদ [স] বি আদর্শবাদ। 'তখনও পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনা ভাববাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।' শিব, ১৯৫০।

ভাববাদপুষ্টি [স] বিশ আদর্শবাদ-প্রধান। 'না প্যারার একটি প্রধান কারণ হল তাঁর ভাববাদপুষ্টি রুচি।' শিব, ১৯৫০।

ভাববাদিতা [স] বি ভাববাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। 'ভাববাদিতার ফলে হৃদয়বাহকে তিনি ... যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন।' উমর, ১৯৬৮।

ভাববাদী [স] বি ভাবই জগতের মূল চালিকা শক্তি - এই দার্শনিক মতের অনুসারী। 'আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদীদের সত্যই এখন ভবিষ্যৎবাদী (Futurist) হতে হবে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

ভাববাহী [স] বিশ ভাবপূর্ণ। 'প্রয়োজনে উদ্ভিষ্ট ভাববাহী শব্দ অপর ভাষা থেকে ধার নিতে হয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

ভাববিনিময় [স] বি ভাবের আদান-প্রদান। 'আমাদের ততদূর ভাববিনিময়।' জীবন, ১৯৪৪।

ভাববিপ্লব [স] বি ভাবগত সংস্কার। 'ভারতবর্ষে ইসলাম অথবা

ইংরেজ কোনও শক্তিই ... ভাববিপ্লবের সহায়ক হয়নি।' শিব, ১৯৫৬।

ভাববিবর্তন [স] বি কল্পনার রূপান্তর। 'আবার ভাববিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাবচিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাকভঙ্গিও বদলায়।' শরীফ, ১৯৬৮।

ভাববিলাস [স] বি আবেশসর্বভতা। 'যদি তিনি ... ভাববিলাসের (sentimentalism) দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া না পড়েন।' ওদুদ, ১৯২০; 'দেখিছ কঠোর বর্তমান/ নয় তোমার ভাব-বিলাস।' নজরুল, ১৯২৯।

ভাববিলাসী [স] বি কল্পনামগ্ন। 'আমরা ভাববিলাসী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভাববিশেষ [স] বি বিশেষ কোনো চিন্তা। 'ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাববৃত্ত [স] বি চিন্তাক্ষেত্র। 'তিনি কখনই প্রায় এক ভাববৃত্তে অবস্থান করেননি।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

ভাববৈচিত্র্য [স] বি ভাবের বিচিত্রতা। 'বিশেষ-শ্রেণীর ভাববৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ হাঁদে সে সংহত করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাবব্যক্তি [স] বি ভাবপ্রকাশ। 'তাহার অনায়াসবোধগম্যতা এবং ভাবব্যক্তি গুণ থাকিলে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভাবব্যঞ্জক [স] বি ভাবপ্রকাশক। 'আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্বত হিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভাবব্যঞ্জন [স] বি ভাবের ব্যঞ্জন। 'এক-একটি অপূর্ণবৃত্তি ও ভাবব্যঞ্জন প্রকাশ পাইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভাবভক্তি [স] বি অভিপ্রায়। 'তাহারা আমারদিগের ভাবভক্তি, সুখ-দুখ, ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিবেচনা করিয়া কার্য করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভাবভঙ্গি, **ভাবভঙ্গী** [স] ১ বি চালচলন ও মনোভাব। 'প্রভুতমাদুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী।' বিদ্যা, ১৮৯২। ২ বি চতুরতা। 'বেশ একটা ভাবভঙ্গি করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি অভিব্যক্তি। 'তার ভাবভঙ্গি চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাবভঙ্গিগত [স] বি অবিভক্তিগত। 'মানুষটি বসে আছে যেন সিংহ কী গরুড় পক্ষী - এ হল ভাবভঙ্গিগত সাদৃশ্যের কোঠায়।' অবন, ১৯২৫।

ভাবভঙ্গিমা [স] বি পদ্ধতি। 'দুইজনে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন দুই ভাবভঙ্গিমায়া।' সবুজ, ১৯২০।

ভাবমহু [স] বি আবেশাগ্রস্ত। 'সাধারণ মানুষও সেখানে ভাবমহু হয়ে ওঠে।' হাই, ১৯৫৪।

ভাবময় [স] বি ভাবপূর্ণ। 'অন্তিমের সমস্ত দুরূহ সময়সার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভাবময়ী [স] বি স্ত্রী ভাব ধারা আচ্ছন্ন। 'কবিতাতিলি বড়ই সুমিষ্ট, বড়ই ভাবময়ী।' প্রচারক, ১৮৯৯।

ভাবমূর্তি, **ভাবমূর্তি** [স] বি অন্তরের রূপ। 'রাখিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর/ সেই ভাবে সুখ-দুখ উঠে নিরন্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবমোহিত [স] বি ভাবে আবিষ্ট। 'সব পাখি, গাছে গীত ভাবমোহিত।' নজরুল, ১৯২২।

ভাবযজ্ঞ [স] বি ভাবরূপ যজ্ঞ। 'যেন কোন্ ভাবযজ্ঞ বহু আয়োজ্যে চলিতেছে অন্তরের সুদূর সদনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

ভাবয়িত্রী [স] বি ভাবপশুহা জাগায় এমন। 'সুগন্ধ আসে, জাগিবে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিওলিকে।' আইয়ু, ১৯৭৩।

ভাবরচনা [স] বি ভাবের সৃষ্টি। 'মানুষ আপনার কর্মরচনায় এ-ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবরস [স] ১ বি, আবেশ। 'গভীর ভাবরসে দেখিতে দেখিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ভাবরূপ রস। 'সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবরাজত্ব [স] বি ভাবের রাজ্য। 'ভাবরাজত্বে যখন পৌছে গে রূপ।' অবন, ১৯২৫।

ভাবরাজ্য [স] বি ভাবের রাজ্য। 'সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ্য আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভাবরাশি [স] বি ভাবসমূহ। 'হৃদয়ের ফাঁকে বাঁধিয়া কেলেছি ভাবরাশি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

ভাবলাবণ্য [স] বি কল্পনার সৌন্দর্য। 'ভাবলাবণ্য যোজনং' চেহারা সঙ্গ ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। 'রূপ-ভেদ প্রমাণ ভাবলাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাজে কারিগরি নৈপুণ্য সবই প্রয়োগ হল ওখানে।' অবন, ১৯২৫।

ভাবলীলা [স] বি ইহলৌকিক কর্মকাণ্ড। 'সম্মজাতির শুধু ভাবলীলা নয়, সেই সঙ্গে ভাবলীলাও স্বল্প দিনেই সাধ হয়ে।' প্রমথ, ১৯২০।

ভাবলেশহীনতা [স] বি অনামনত্বতা। 'শান্ত ঠাণ্ডা ভাবলেশহীনত উৎপলা বললে।' জীবন, ১৯৪৮।

ভাবলোক [স] বি মনোলোক। 'চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাস্য পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভাবশরীরী [স] বি ভাবমূর্তিসম্পন্ন। 'একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্সপীয়রকে পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবশাসিত [স] বি ভাবভাঙিত। 'ভাবুক ও সন্ন্যাসীরাবি বাহ্যলোকের নরম কোমল ভাবশাসিত জীবনের যথার্থ রূপ।' হা, ১৯৫৪।

ভাব-শিকারী [স] ভাব+শা শিকারি। বি ভাবরূপভেদে পক্ষিক। 'পশু পশুই যাবিত হওয়া শেষ পর্যন্ত ভাব-শিকারীর চিরাত্যন্ত কাজ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাবশিখী [স] বি ভাবাবেগের স্রোত। 'পানীর মতো ভাবশিখী। জাতির মনের গুনে পুষ্ট ...।' অন্নদা, ১৯২৯।

ভাবশিষ্যত্ব [স] বি ভাব দিয়ে প্রভাবিত হওয়া। 'গোবিন্দদাস প্রঃ কবি তাহার ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।' হাই, ১৯৫৪।

ভাব-সংযম [স] বি ভাবের নিয়ন্ত্রণ। 'ভাব-সংযম ইত্যাদি যে বি সংযম আছে, সে সমুদয়ই আয়ত্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভাবসঙ্কি [স] বি ভাবের মিলন। 'ভাবোদয় ভাবসঙ্কি ভাব-সাবল্য কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবসমুদ্র [স] বি ভাবরূপ সমুদ্র। 'লালন কয় মন পাবি ত ভাবসমুদ্রে থাই।' লালন, ১৮৯০।

ভাবসম্পদ [স] বি ভাবের উৎসর্গ। 'বাসালা ভাষার শব্দসম্পদ

ভাবসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য ... '। ছোপতান, ১৯২৩।

ভাবসম্মিলন [স] বি ভক্তি সংযোগ। 'প্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি।' হাই, ১৯৫৪।

ভাবশাপ [স] বি ভাবরূপ সাপ। 'খেলকা ছিল মায়ের উদরে নেহটা এলাসা ভাবশাপে।' লালন, ১৯৯০।

ভাবশাস্ত্র [স] বি মানসিক ঔষক। 'উভয় অংশে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ভাবশাস্ত্র্য ঘটবে।' আজাদ, ১৯৬০।

ভাবশাস্ত্র্য [স] বি ভাবের একরূপতা। 'তিনেই মধ্যে ব্যাঙ চমৎকার ভাবশাস্ত্র্য পেয়ে বসেছে।' অবন, ১৯২৫।

ভাবসাধনা [স] ১ বি ভাবের আরাধনা। 'কর্ম শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি পরম তত্ত্বের সাধনা। 'তিনি লালনের ভাবসাধনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।' হাই, ১৯৫৪।

ভাবসাব ১ বি ভাবভঙ্গি। 'ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে ...।' মুক্তবা, ১৯৫২। ২ বি ঘনিষ্ঠতা। 'মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফটিনাট করতে ...।' মুক্তবা, ১৯৫২।

ভাবসিদ্ধি [স] বি ভাবের সাপ। 'জন্মিছে প্রেমের মুক্তা ভাব সিদ্ধি যথা।' বাহরাম, ১৭০০।

ভাবসূত্র [স] বি ভাবরূপ সূত্র; কল্পনা। 'কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ভাবসূতি [স] বি মানসিক সূজনশীলতা। 'নিজের ভাবসূতিদ্বারা নিজের এই-যে বিস্তার রচনা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবসৈন্য [স] বি ভাবরূপ সৈন্য। 'প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবসৌন্দর্য [স] বি কল্পনার সৌন্দর্য। 'ভাবসৌন্দর্য ও গভীরত্বের বন্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকলিত করিবার অবসর পায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাবস্রোত [স] বি আবেগের ধারা। 'উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভাবহায়ানিয়া [স] ভাব+স হায়ী। বিগ ভাবুক। মানোএল, ১৭৪৩।

ভাবহিত্রোলা [স] বি ভাবতরঙ্গ; ভাবের উচ্ছ্বাস। 'মানবপ্রেমের ভাবহিত্রোলা আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবাকাশ [স] বি ভাবরূপ আকাশ। 'একটা মহানির্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাবাকুল [স] বিগ ভাবোৎসব। 'কৃষ্ণকুটির অগ্নি ভাবাকুললোচনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'কবি ভাবাকুল হয়ে রয়েছে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ভাবাকুললোচনা [স] বিগ জী ভাবাচ্ছন্ন চোখবিশিষ্ট। 'কৃষ্ণকুটিরে অগ্নি ভাবাকুললোচনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাবাগ্নি [স] ভাব-অগ্নি। বি ভাবরূপ অগ্নি। 'ভাবাগ্নি স্কুলিগ শিখা উঠিয়া প্রবল।' আজাদ, ১৬৮০।

ভাবাচিন্তা [ভাব+স চিন্তা] বি চিন্তা-ভাবনা। 'আমাদের খাওয়াপাড়া চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

ভাবাভূষণ [স] বি আবেশের ঘনঘটা। 'আধুনিক কোনো লেখকের ভাবাভূষণে পূর্ণ গদ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ভাবাত্মক [স] বিগ ভাবময়। 'অস্তরকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবাদর্শ [স] বি মতবাদ। 'ইসলামী ভাবাদর্শ সম্বন্ধিত মুসলিম ইতিহাসের ছোটোখাটো ঘটনাকে ...।' হাই, ১৯৫৪।

ভাবানুশৃত [স] বিগ ভাবানুসারী। 'যদ্যন্ত সূত্রের গমক ও মীড়ের হলে ভাবানুশৃত ব্যাক্তরী ও সুবক্তার দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবেন।' মোতাহার, ১৯৩৭।

ভাবানুবাদ [স] বি ভাবগত অনুবাদ। 'কয়েকটা আয়াতের ভাবানুবাদ দেওয়া হল।' বেগম, ১৯৫২।

ভাবানুরূপ [স] বিগ ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'ভাবানুরূপ গীত গায় রূপ মহাশয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবানুশীলন [স] বি ভাবের অনুশীলন। 'সেই সব রচনাকে নিছক ভাবানুশীলনের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায় না।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

ভাবান্তর [স] ভাব-অন্তর। বি মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। 'প্রভুর হৈল ভাবান্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ব্রহ্মাতে কহিল গীয়া এহী ভাবান্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভাবান্তর [স] ভাবান্তর। বি মনের অবস্থার পরিবর্তন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাবান্দোলন [স] ১ বি চিন্তার আলোড়ন। 'সহসা যে ভাবান্দোলনে উঘোষিত করিয়া তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি ভাববান্দী আন্দোলন। 'প্রায় অর্ধশতাব্দিকাল ধরে সে দেশে যে নবীন ভাবান্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে ...।' শিব, ১৯৫০।

ভাবাধিত [স] বিগ চিন্তিত। 'তারা ভাবাধিত হবেন।' দীনবন্ধু, ১৯০৬।

ভাবাপন্ন [স] বিগ ভাবযুক্ত। 'বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনা দ্বারা মনুষ্যকৃত ভাবাপন্ন হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

ভাবাপুত [স] বিগ ভাবোন্মত্ত। 'ভাবাপুত হয়ে সজনে প্রার্থনা করেও সে মনে কোনো শান্তি পাচ্ছে না।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ভাবাবলম্বন [স] বি মূল বিষয়বস্তু অনুসরণ। 'অনুবাদ বা ভাবাবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।' মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০।

ভাবাবিষ্ট [স] বিগ ভাবে আবিষ্ট। 'সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহমিশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'জীবনের নিমেষ্টে অবহায়ে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র।' জগদীশ, ১৮৯৫।

ভাবাবেশ [স] বি ভাবোচ্ছ্বাস। 'ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিল পয়ান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবাবেশ [স] ভাব-আবেশ। বি ভাবের বিহ্বলতা। 'নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভাবাভাব [স] ভাব-অভাব। বি ভাব ও অভাব। 'ভাবাভাব বলাগ ন ছু।' চর্য্য, ১২০০।

ভাবাভাবি বি চিন্তা-ভাবনা। 'এ সব ভাবাভাবির পূর্বেই আরেকখানা সরেস গোল হয়ে গিয়েছে।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

ভাবামৃত [স] বি ভাবের অমৃত। 'আপন ভাবামৃতের অব্যবহিত সদরতে আকর্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাবার্থ [স] ১ বি নিয়ত অর্থ। 'তাহার ভাবার্থই বুঝা যায় না।' ডবলী, ১৮২৫। ২ বি মূল অর্থ। 'নিজেই আসীন করাই উপাসনা শব্দের উৎপত্তিমূলক ভাবার্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি অভিপ্রায়। 'আমার ভাবার্থ শুনে পড়িতের চোখ ওর হাঁ-কে ছাড়িয়ে গেল।' শিবরাম, ১৯৭০।

ভাবাশ্রয়ী [স] বিশ কল্পনাস্বয়। 'এই আদর্শবাদী, ভাবাশ্রয়ী ... আলোচনার বিশদ এইখানেই।' ধ্রুটি, ১৯৩১।

ভাবে-ভরা বিশ আকুলতাপূর্ণ; আবেশময়। 'যাহা মুখে আসে অব্যবহা ভাবে-ভরা ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভাবে-ভোলা বিশ ধ্যানমগ্ন। 'এই ভাবে-ভোলা তপস' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভাবের ঘোর বি ভাববিহীনতা। 'প্রেমিকের দু-নয়নে লগিবে ভাবের ঘোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভাবের চিহ্ন বি ধারণার প্রতীক। 'কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas), আর ধরন অনুভবের চিহ্ন (signs of feeling)।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভাবের স্ফোতি বি ভাবনার আলোকশিখা। 'আমার কাছে সে একটি অগ্নয় ভাবের স্ফোতিতে শীর্ণমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভাবের দৃষ্টি বি উপলব্ধি। 'তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না।' লক্ষ্মীশ, ১৮৯৫।

ভাবের সম্পর্ক বি মানসিক সম্বন্ধ। 'মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাবোচ্ছাস [স] বি ভাবের প্রবল আবেশ। 'আমরা যদি এই মূর্তিটির সমালোচনার চেষ্টা করি তবে কিয়ৎপরিমাণে ভাবোচ্ছাস প্রকাশ হইবে মধ্য' রবীন্দ্র, ১৮৯৮: 'হৃদয় যখন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল আঁতুর্ ভাবোচ্ছাসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ভাবোত্তপ্ত [স] বিশ ভাবে উত্তপ্ত। 'অনেকগুলি মনোভ্রমণ ও ভাবোত্তপ্তদের মনুষ্যের মহাসম্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভাবোদগম, ভাবোদগম [স] বি ভাবের উদ্গম। 'নানা ভাবোদগম দেখে অজ্ঞত নর্তন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'বলিতে হৈল অতি ভাবোদগম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবোদর [স] বি ভাবের উদর। 'ঘনাপি কাহার মমতা বহু জনে হয়/ প্রীতি-বসাবে কাহাকে কোন ভাবোদর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবোদ্রেক [স] বি ভাবের উদ্রেক। 'আমার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদ্রেক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভাবোন্মত্ত [স] বিশ ভাববিহীন। 'কহিলেন পির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভাবোন্মত্ত [স] বি ভাববিহীনতা। 'ভাবোন্মত্তে যন্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মত্তের স্রাব্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভাবক [স] ১ বি ধ্যান। 'জন্ম রক্ষা হুসি রক্ষা কৃষ্ণের ভাবক।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ভক্ত। 'ভাবক সবে সঙ্গে লৈয়া কর সতীর্থন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'অতএব পদাভিক সকল ভাবক।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি উপাসক। 'প্রেমকবি আগাওল প্রভুর ভাবক।' আগাওল, ১৬৮০।

ভাবকল্পন [স] বি প্রেমিক জন। 'ভাবকল্পনের সব নিয়ম প্রদান।' বাহরাম, ১৭০০।

ভাবন [ভাবনা] বি চিন্তা। 'দল নীলী কর্তা ভাবন চূর।' বড়, ১৪৫০।

ভাবন [ভবন] বি বাড়ি। 'আর দিন লোলা প্রভু সে বিপ্র-ভাবনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাবনা [স] ১ বি চিন্তা। 'উদ্দেশ্যে ভাবনা করি মনে করে ক্ষেম।' মালাধর,

১৫০০। ২ বি ধ্যান। 'পুত্ৰনা চতীর পদ করিয়া ভাবনা সমুখ-দুরারে বকি দিলেন সুল্লাহ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি উদ্বেগ। 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী ভাবনা কাহারে বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি দৃষ্টিভঙ্গ। 'না, না গো না, কারো না ভাবনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৫ বি চেতনা। 'ভাবনার সুপক্ক তলে ভাবনার অজীত যে-ভাষা করিয়াছে বাসা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ভাবনা করা ক্রি চিন্তা করা। 'এতাদৃশ দাস্য-ভাব ভাবনা করিলে কোন সদায় ব্যক্তি হৃদয় ব্যাকুল না হয়?' অক্ষর, ১৮৫৫।

ভাবনা-চিন্তা [স] ১ বি বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ও বিবেচনা। 'আমাদের নতুন ভাব কার্যে পরিশ্রুত করতে হলে ভাবনা-চিন্তা চাই।' প্রথম, ১৯০৫। ২ বি বিচার-বিশ্লেষণ। 'প্রতিটি পাতাই অনেক ভাবনাচিন্তা করে পড়ে সে।' জীবন, ১৯৩২।

ভাবনাজ্ঞান [স] বিশ চিন্তাময়। 'তাঁর যুগ ভাবনাজ্ঞান।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ভাবনানাল [স] বি দূর্বাবনা। 'কল্পনাময় আমার এই ভাবনানাল উত্তর জলে নিষারণ করিতে হইবেক।' ভবানী, ১৮২৩।

ভাবনা-বান্দ [স] ভাবনা+ফা ফন্দা বি চিন্তার বৈদ। 'মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-বান্দের।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভাবনাভাবাত্তর [স] বিশ চিন্তাময়। 'অনি ফের বিব্রত, গভীর, ভাবনাভাবাত্তর হয়ে উঠি।' মালান, ১৯৮৮।

ভাবনাময়তা [স] বি চিন্তাময়তা। 'সে-সবের আনা-যাওয়ার মত একটা ঠাঙ্গ নিলেপ ভাবনাময়তা ...' জীবন, ১৯৪৮।

ভাবনামুক্ত [স] বিশ চিন্তাহীন। 'অন্তর-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত হুবাবা, তন।' নজরুল, ১৯২৮।

ভাবনামূলক [স] বিশ চিন্তামূলক। 'উচ্চ স্তরে উঠে গেলেম আর্টের মধ্যে ভাবনামূলক সাদৃশ্য।' অবন, ১৯২৫।

ভাবনার প্রাঙ্গণ বি কল্পনার জগৎ। 'ভাবনার প্রাঙ্গণে খনে খনে আলিঙ্গন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাবনারাজ্য [স] বি কল্পনার জগৎ। 'ভাবনারাজ্যে এই চোঁটার আর বিরায় নাই।' রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৭।

ভাবনাসোজিত [স] বিশ ভাবনার আলোর আলোকিত। 'ভাবনাসোজিত সব মানুষের ক্রম।' জীবন, ১৯৪০।

ভাবনাহীন [স] বিশ দৃষ্টিভ্রাম্য। 'চিত্ত ভাবনাহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভাবনি [স ভাবন] বি অতিরিক্ত সজ্ঞাসম্মান অনুগামী নারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভাবনিয়া [স ভাবন] বি কল্পনামূলক ব্যক্তি। মাদোণ, ১৭৪০।

ভাবনা [স বাশ্প] বি ভক্ত জ্ঞানী বাশ্প। 'বাবা নীলের গলায় ভাবনার ঘর।' মীনবন্ধু, ১৮৩০।

ভাবা, ভাবানো [স ভাব] ১ ক্রি চিন্তা করা। 'সব ধীর নহে মনে ভাব গোআলী।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি চিন্তা করা। 'ওগো তোমরা মিছে ভাব/ আমি যাইব যাইব যাব।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ভাব ক্রি চিন্তা করা। 'সব ধীর নহে মনে ভাব গোআলী।' বড়, ১৪৫০। জীবন ক্রি চিন্তা করে। 'সংসার অসার জ্ঞানি মনেতে ভাবও।' সুলতান, ১৭০০। ভাবচি ক্রি ভাবি। 'ভাবি ভাবচি সেখণ্ডে পোলেই তাকাবে।' শিশির, ১৮৮৭। ভাবচিহ্নম ক্রি ভাবচিহ্নম। 'চিহ্নটি পড়ে আমি ভাবচিহ্নম যে, এটা সত্যি বটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ভাবত ক্রি চিন্তা করে। 'উজ্জ্বল সৌন্দর্য সত্যত পুরিতে মনের চাহা।' বাহরাম, ১৭০০।

ভাবতুম কি ভাবতাম। 'তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ভাবয় কি চিন্তা করে। 'এক চিন্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয়।' আলাওল, ১৬৮০। ভাবলেম কি চিন্তা করলাম। 'তার পর ভাবলেম, তাই বা কখন করে হবে।' উমেস, ১৮৫৭। ভাবহু কি পাও। 'কেহে দুখ ভাবহ মনে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাবাইত কি চিন্তা করাত। 'আন ভাবাইত বিহি আন ফল দেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভাবি কি চিন্তা করি। 'বৃক্ষমূলে বসিএ বিজ্ঞান ভাবি একা।' মালিকরাম, ১৭৮১। ভাবিঅ কি মনে করবে। 'মোহেরে তোন্ধার মনে না ভাবিঅ ভিন।' সুলতান, ১৭০০। ভাবিঅ কি ভেবে। 'এমন বিচার বীর মনেত ভাবিঅ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ভাবিঅ কি ভেবে। 'আপনে ভাবিঅ দেখ বীর কবী মনে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাবিবে কি চিন্তা করবে। 'মনে না ভাবিবে বাবু।' ভবানী, ১৮২৫। ভাবিয়া কি ভেবে। 'ভাবিয়া কহেন মহাশয়।' রূপরাম, ১৭৫০। ভাবিলে কি ভাবলে। 'হেরখ ভাবিলে মনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ভাবিহ কি ভেবে। 'তোকে দুখ না ভাবিহ মনে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাবী কি ভেবে। 'বুঝ ভাবী আপন অন্তরে।' বড়ু, ১৪৫০। ভাবৌ কি ভাবো; স্মরণ করো। 'যথা থাকৌ সদাএ ভাবৌ সেই ঈশ্বর।' আলাওল, ১৬৮০। ভাব্য ১ কি ভাববে। 'প্রচার যেমন কাব্য জনরে তেমন ভাব্য।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি ভেবে। 'ভাব্য নাই ভয় তেজ ভবনে যায় ষট।' মালিকরাম, ১৭৮১।

ভাবি ভাবি ক্রিষ্য নিরন্তর চিন্তা করে। 'অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুতন্ত চূপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভেবেচিন্তে ক্রিষ্য বিচার-বিবেচনা করে। 'আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভেবে দেখা কি বিবেচনা করে দেখা। 'ভেবে দেখা ফলিয়ে বলা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কমিয়ে-বাড়িয়ে বলার অবসর নেই।' অবন, ১৯২৫।

ভাবানুবাদ দ্র ভাব

ভাবান্তর দ্র ভাব

ভাবার্ধ দ্র ভাব

ভাবালু [স] ১ বিণ ভাবপ্রবণ। 'ভাবালু সংগীতে পুন পরান্তের দুর্ভেদ্য বিজয়।' সূরীন্দ্র, ১৯২৭। ২ বিণ কল্পনাবিশালী। 'আমরা সবাই ... ভাবালু আত্মকল্পায় আছি ময়।' বৃক, ১৯৪২।

ভাবালুতা [স] বি ভাবপ্রবণতা। 'বাস্তবিশবাসের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'পশ্চিমবঙ্গের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় অর্জুতি নই।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাবি [স ভাবী] বিণ ভবিষ্যতে হবে এমন। 'কুমারীর এই বাক্য অনিয়া ভাবি বর ইদিতজ্ঞ পণ্ডিতের যথারূপে অভিনয় দ্বারা উত্তর করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। দ্র ভাবী

ভাবি [স ভাব] বি ভাবুক। 'ভাবের ভাবি থাকলে সদাই গুণ-জাত নীলা সব জানা যাবে।' লালন, ১৮৮০।

ভাবি দ্র ভাবী

ভাবিক [স] বি প্রেমিক। 'নানাভাব থাকে যার সে নহে ভাবিক।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ভাবিত [স] ১ বিণ চিন্তিত। 'কোনই সমাদ নাগাইয়া ভাবিত আছি।' ওপা, ১৭৮২। ২ বিণ উদ্ভিগ্ন। 'আমি একটু ভাবিত হইয়া বলিলাল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি চিন্তালব্ধ বিষয়। 'মুখ খুললে শুধু ভাবিতের প্রকাশ।' মোতাহের, ১৯৫০।

ভাবিতভাবে [স] ক্রিষ্য চিন্তামগ্নভাবে। 'কয়েক মুহূর্ত ভাবিতভাবে

নীরব থাকেন।' ওয়ালী, ১৬৪৪।

ভাবিত হওন বি চিন্তামগ্ন হওয়া। 'ওপা, ১৭৮৫।

ভাবিতা [স] বিণ স্ত্রী চিন্তিত। 'ও কন্যা তোমাকে কেন ভাবিতা দেখিতেছি।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

ভাবিনি, ভাবিনী [স ভামিনী] বি প্রেমিকা। 'রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রইই হুদিমাখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'তবে কথোকেল দেবকী ভাবিনি।' মালাধর, ১৫০০।

ভাবিনীবর বি প্রেমিকা। 'পরম ভাবিনীবর বিরহ-তাপিনী।' বাহরাম, ১৭০০।

ভাবিনী [স ভাবী] বিণ স্ত্রী ভাবী; ভবিষ্যতের। 'আমার ভাবিনী বহু পামিহগণে সতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

ভাবী [স] বিণ ভবিষ্যৎ। 'রাজাদের মধ্যে দুই গড, এক বর্তমান, তিন ভাবী।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ভাবীকাল [স] বি আগামী দিন। 'ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভাবীকালপান [স] বি আগামীকালের সংগীত; ভবিষ্যতের গান। 'নয়ন মুদ্রিয়া ভাবীকালপানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভাবীকালবাসী [স] বি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। 'ভাবীকালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ভাবীকল [স ভাবীকাল] বিণ ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন। 'লিঙ্গম ফেলে ভাবীকলে কীর্তিকলাপ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভাবীমল [স] বি ভবিষ্যৎ পরিণাম। 'ইহার ভাবীমল সর্বার্থে ততই হইবে।' প্রভাত, ১৮৮৮।

ভাবীলোক [স] বি ভবিষ্যৎ জীবন। 'মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাবী [সি] বি বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। ভাবী-সাব [সি ভাবী+আ সাহিব] বি (সম্মানার্থে) বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী; ভাবী সাহেব। 'এ কথা লইয়া ভাবী-সাব মোরে তামাশা করিত শত।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

ভাবিজি [সি ভাবী-জী] বি (সম্মানার্থে) ভাইয়ের বউ। 'ভাবিজির কাছ হতে দু-চারটে বই আর মালিকপত্র সঙ্গে এনেচি।' নজরুল, ১৯২৭।

ভাবুক [স] ১ বি সাক্ষ। 'ভাবুকের সিদ্ধান্ত তন পরিতের গণ।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০; 'নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ' রবীন্দ্র, ১৮৫৮। ২ বিণ চিন্তাশীল। 'ভাউকে কাউকে ভাবুক বলেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ ভাবপ্রবণ; চিন্তাশীল। 'আমার প্রকৃতি ... সৌন্দর্য চায়, ভাবুক মানুষের সল চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি দার্শনিক। 'প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইতোজ্ঞ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভাবুকতা [স] বি ভাবের আচ্ছন্নতা। 'সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভাবুকতাপূর্ণ [স] বিণ ভাববিস্কল। 'তাহার মুখমতল বেশ ভাবুকতাপূর্ণ।' সিরাজী, ১৯১৮।

ভাবুকতা-প্রকৃতিস্থ বিণ ভাবের দিক দিয়ে প্রকৃতস্থ; বাস্তববাদী। 'এ হল সেন্টিমেন্ট, ভাবুকতা-প্রকৃতস্থ কাজের লোকের মতো কথা ইহাকে বলা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ভাবুকসজা [স] বি ভাবুকদের মিশনকেন্দ্র। 'পূর্বে কেবল ভাবুকসজার

জন্য পদ্য ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।
ভাবুটি [স ভাবু] বি কপটতা। 'ভাবুটি করিয়া কিছু কয় কুমন্ত্রণা করে।' মানিকরাম, ১৭৮১।
ভাবুনি বি ভাবনা। 'হাজা ও তকার ভাবুনি ঘাসের।' অন্নদা, ১৯৫৫।
ভাবুনে [স ভাবু] বি চিন্তাশীল ব্যক্তি। 'তোরা মতো এমন ভাবুনে দেখিনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।
ভাবুরা [স ভাবু] ১ বিশ কাল্পনিক। 'ভাবুরা বন্ধ।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিশ বেশ্যাসক্ত। মানোএল, ১৭৪৩।
ভাবুরা পুরা বি আরম্ভ পুরা। মানোএল, ১৭৪৩।
ভাবুরা হওয়া কি প্রেমের পড়া। মানোএল, ১৭৪৩।

ভাবের ঘোর দ্র ভাব
ভাবের বিশ ভাবক। 'হিন্দু ভক্তিদর্পনের ভাবেরকালের সন্ধান দিয়েছেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।
ভাবোদয় দ্র ভাব
ভাবোদয় দ্র ভাব
ভাব্য [স] বিশ ভবিষ্যৎ। 'ভাব্য ভাবনাতে কতু খগান না যাবে।' ফরজুন্দো, ১৮৭৬।

ভাউরিআলী বি হোশালি। 'কইসখি হালো ভোখী তোহেরি ভাউরিআলী।' চর্চা ১৮, ১২০০।
ভাম' [স ভাড়া] বিশ ভাড়া। মানোএল, ১৭৪৩।
ভাম' [স] বি স্নেহ। 'ভামিনী ভামিনী কি হে, তামের ওমরে পাখা-রূপ ঘোমটার ঢেকেছে বদনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।
ভাম' বি খাটানজাতীয় জন্তু। 'ভাম, শূশাল, বনবিড়াল প্রভৃতি।' বিকৃতি, ১৯৮৮।

ভামবিড়াল বি এক ধরনের বনবিড়াল। 'এখন সেটা ... ভামবিড়ালের আত্মনা।' সুনীল, ১৯৭০।
ভামিনী [স] ১ বি নারী। 'সামান্য বশস্থ ভামিনীগণাপেক্ষা অনেক বিশ্বরে প্রেচ্ছ লাভ করিয়াছেন।' ক্লোয়াসবাসিনী, ১৮৬৩। ২ বি প্রেমিকা। 'আনমনা আমারি হস্তন/আমারি ভামিনী।' অন্নদা, ১৯২৭।

ভাম' [স ভাব] ১ বি কীতি; ভাব। 'না জানো শিতমতী সুখতির তার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ভাষাবাস। 'তথাপিহ ভায় নাই ভাতারের সনে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভায়-ভারিহি বিশ গম্বীর। 'ভারশর ভায়-ভারিহি মূখের ভোয়াজটা অগ্রসর হালির আকারে মেলে ধরে।' কায়সার, ১৯৬৫।

ভায়' দ্র ভাওয়া
ভায়রা-ভাই [স ভাড়া] ১ বি বীর বোনের স্বামী। ওর্গা, ১৭৮২। 'বীর ভায়রাভাইয়ের সহিত বিবাহ করিয়াছেন।' রোকেয়া, ১৯০৪। ২ বিশ সমরগণসম্পন্ন। 'এই ওর্গা আর তাদের ভায়রা-ভাই 'গাওয়ারা'।' নজরুল, ১৯২২।

ভায়্যা [স ভাড়া] বি ভাই; ভ্রাতৃস্বায়ী ব্যক্তি। 'পন্ডাত জানিব ভায়া চতুর কমন।' কুছরাম, ১৭২০।

ভায়্যাজী বি ভাইসদৃশ ব্যক্তি। 'মমুমদার ভায়্যাজী রাজলক্ষী ...।' ওর্গা, ১৭৮২।

ভায়্যাদ [স ভাড়া] বি জাতি-ভাই, যারা অভিন্ন সম্পদের উত্তরাধিকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভায়্যাদগিরি বি জাতিভূ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভায়্যাদি বি জাতিভূ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভায়ি [স ভাড়া] বি ভাই। 'মাইল ইতরুজিত ভায়ি শম্ভানে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভায়োলিন [স] বি বেহালা। 'ভায়োলিনের ভায়োলিন নাকি আমি বিশ্ববী-মনতুহি।' নজরুল, ১৯২৬।

ভায়োলেট, ভায়োলেট [স] ১ বি বেতুনি রং। 'ওত বব্বের উপর খরিলে, লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, ও ভায়োলেট এই সাতটি বর্ণ পরে পরে দেখিতে পাওয়া যায়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি বেতুনি রঙের ফুলবিশেষ। 'শাইলাক জ্যানমিন ভায়োলেট আমাসের নিকট নামমাত্র।' প্রমথ, ১৯১৪।

ভায়োলেশ [স] বি সহিষতা। 'ভায়োলেশের ভায়োলিন নাকি আমি বিশ্ববী-মনতুহি।' নজরুল, ১৯২৬।

ভায়্যা [স ভাড়া] বি ভাই। 'ধর্মকেতু ভায়্যা সনে কইনু সেনা সেনা তাহা হইতে ভাইশো হইআহ অধিক সেয়ানা।' মুহুদ, ১৬০০।

ভার [স] ১ বি বাঁক; ভারঘটি। 'ভার সম কর দধি ঘেহ নাহি টলে।' বড়ু, ১৪৫০। 'সুটাহে টালি ভার দুই দুটা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বোকা। 'ভার বহৌ সুবে যবে নেহ রতি আশে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি দায়িত্ব। 'নিজায় সকল অগ্নি তোমারে ভার দিল।' মাল্যধর, ১৫০০। 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৪ বিশ ভায়া; বেশি ওজনবিশিষ্ট। 'বালা অতি কুশোদরী তার দুই কুশগিরি।' মুহুদ, ১৬০০। ৫ বি অসম্মতি মহাশয় মনের মর্মে ভার করিয়াছেন।' ওর্গা, ১৭৮২। ৬ বিশ দুঃস্বাদ। 'ইহার পর গৌনে ছে কাপড় আসিবেক তাহা বিক্রী হওয়া ভার হবেক।' চিঠিপত্র, ১৭৯১। ৭ বি ওজন। 'ভাভার ভার বায়ামহাদারক হয়।' তারিখী, ১৮০০। ৮ বিশ কঠিন। 'শ্রেয়ক জনের জনতা কুতুহল হানে সমবেশ হওয়া ভার হইল।' তারিখী, ১৮০০। ৯ বি আবেগ। 'হৃদয়ের ভার বহিতে পার না, আহ মাথা নত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ১০ বিশ সংকটজনক। 'এখন আমার প্রাণে ব্যাঘ্র ভার করি কি উপার।' লালন, ১৮৯০। ১১ বি আবেগনা। 'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হেরেছে বোঝা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ১২ বি দায়। 'ভাভার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভারঅবনত [স] বিশ ভারে অবনত। 'সেই দিন ভারঅবনত।' ফরজু, ১৯৩৩।

ভারকেন্দ্র [স] বি বস্তুর ভাভের মধ্যবিন্দু। '... সেই অতি সূক্ষ বিদ্যুতীয় স্থানকে ভারকেন্দ্র কহে।' অক্ষয়, ১৮৫৬। 'ভারকেন্দ্র বলে কোনো জিনিস বেশির ভাগ ইটিং-কলসীতে নেই।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

ভারক্লান্ত [স] বিশ ভার বহনে পরিশ্রান্ত। 'ভারক্লান্ত পদতলে মতো নীচরে সহ্য করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভারমস্ত [স] ১ বিশ দারভব। 'কন্যা ভাগিনী ইভাদি বিবাহের ভারমস্ত ব্যক্তিদিয়ে কো বাতায়ারত করান।' ভবানী, ১৮২০। ২ বিশ ভারাক্রান্ত। 'বোঝাবারা ভারমস্ত ও ক্লান্ত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮০৬।

ভারচালন [স] বি বোকা চালানো। 'ভার একটা ভারবনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভারতু [স] বি ওজনের অবস্থা। 'ভারতু, কাল, পতি প্রভৃতির কল্পনা ...।' মোতাহর, ১৯০৭।

ভার পড়া কি দায়িত্ব আয়েপিত হওয়া। 'আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভারমাত্র [স] বিশ সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'সম্মেলনের ভারপ্রাপ্ত

সভানেত্রী বেগম আখতার।' *বেগম*, ১৯৬২।

ভার বওয়া, *কি* দায়িত্ব পালন করা। 'রাজ্যভার বইবার যোগ্য কি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

ভারবহ্ন [স] *বি*ণ ভারী। 'পোতহু ভারবহ্ন বস্ত্র সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারবহ্ন [স] *বি* ওজন। 'তঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ভারবহ্ন বস্ত্র, তিনি তৎপরমানে ঐ সকল বিষয় শ্রাও করেন নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

ভারবহ্ন [স] *বি*ণ মালামাল বহনকারী। 'একটি আবশ্যিক ভারবহ্ন আসবাবের বস্ত্র দেখিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভারবহ্ন [স] *বি*ণ বোঝা বয়ে নেওয়া। 'তার একটা ভারবহ্নের এবং ভারচালনের শক্তি আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৪৯।

ভারবান [স] *বি*ণ ভার আছে এমন। 'অতি সারবান ভারবান নিচল ধূলোমটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভারবাহিনী [স] *বি*ণ স্ত্রী ভার বহনকারী। 'সর্বজনের ভারবাহিনী করুণময়্যুর গোরুর গাড়ি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

ভারবাহী [স] *বি*ণ মালামাল বহন করে এমন; ভার বহনকারী। 'পভাকবাহী, ভারবাহী, গ্রহরী আর জনকয়েকমাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।' *মহাররক*, ১৮৮৭।

ভার-ভার ১ *বি*ণ গম্বী। 'হাত ঠাণ্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি*ণ রাশি রাশি। 'ভারভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে।' *অবন*, ১৮৯৬।

ভারমুক্ত [স] ১ *বি*ণ দায়মুক্ত। 'বিমাতার হস্তে পুরকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তি লাভ করিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ *বি*ণ নিরুশ্বাস। 'স্মৃতিভাবে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। 'নিজেকে হঠাৎ ভারমুক্ত মনে হইল।' *মানিক*, ১৯৩৫। ৩ *বি*ণ ভারহীন। 'সে এখন ভারমুক্ত, আত্মনের সান্নিধ্যের মতো।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

ভারমোচন [স] *বি*ণ দুঃখ থেকে মুক্তিদান। 'পরমেশ্বর নরলোকের ভারমোচন এবং ... মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভার লওয়া *কি* দায়িত্ব গ্রহণ করা। 'আমি তাহার ভার লইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভারলাবণ [স] *বি*ণ বোঝা-হাস। 'আমাদের ধর্মশাস্ত্র শীতশাস্ত্র সমাজ সেই রকম ভারলাবণের উপায় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

ভারসহিষ্ণুতা [স] *বি*ণ ভার সহ্য করার ক্ষমতা। 'ধরণী সদৃশ ভারসহিষ্ণুতা গ্রাস্ত হইবে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভারসামঞ্জস্য [স] *বি*ণ ভারসাম্যবিধান। 'নিজের ভারসামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভারসাম্য [স] *বি*ণ সামঞ্জস্য। 'শরীর পাংলা বলিয়া কথার ভারসাম্য রক্ষার জন্য তার পায়ে চামড়া।' *শব্দকোষ*, ১৯৫৮।

ভারসাম্যকামী [স] *বি*ণ ভারসাম্য প্রত্যাশা করে এমন। 'দ্রাবিড় নায়কের রূপান্তর ঘটেছে ... ভারসাম্যকামী অথচ গতিশীল ... এবং হিসেবি নায়ক।' *শিব*, ১৯৬০।

ভারসাম্য দৌড় *বি*ণ মুখে কিংবা মাথায় কোনোকিছু রেখে যে দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। 'ভারসাম্য দৌড়।' *বেগম*, ১৯৭০।

ভারসাম্যহীন [স] *বি*ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নিত্যন্ত জীবজন্তু, অবিন্যত

ও ভারসাম্যহীন বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম ...।' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

ভারবস্ত্র [স] ১ *বি*ণ ভারমুক্ত। 'শরীর কেবল দুর্বল ভারবস্ত্র হইয়া উঠে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২। ২ *বি*ণ বোঝার মতো। 'মাদ্রাসার ছাত্রেরা সমাজের পক্ষে ভারবস্ত্র।' *সংগীত*, ১৯২৯।

ভার হওয়া *কি* বিষয় হওয়া। 'অনিয়া আমার মন ভার হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬। 'মনটা কেমন ভার হয়ে আসে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

ভারহীন [স] ১ *বি*ণ ভারমুক্ত; দায়মুক্ত। 'একঘেয়ে ভারহীন অনুভূতিহীন (প্রেমহীন) জীবন, ১৯০২। ২ *বি*ণ হালকা; নির্ভার। 'বর্তমানটা এমন ভারহীন।' *জীবন*, ১৯৩২।

ভারাকর্ষণ [স] ১ *বি*ণ ভরকেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ। 'এই সমস্ত যৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোণাও বিচ্ছেদ দেখি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ *বি*ণ দায়িত্ব নেওয়ার চোঁক। 'বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

ভারাকীর্ণ [স] *বি*ণ ভারপূর্ণ। 'খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিত্রে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভারাক্রান্ত [স] ১ *বি*ণ ভারী। 'অধিক মৃত্তিকা পান্নের বোঝাতে ভারাক্রান্ত হইল।' *ভারতী*, ১৮০৩। ২ *বি*ণ পূর্ণ। 'সহস্র২ গ্রন্থেতে ঐ ভাণ্ডার ভারাক্রান্ত আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৪। ৩ *বি*ণ সংযুক্ত। 'অক্ষম পুরে আপনাকে জীভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

৪ *বি*ণ ভারবিশিষ্ট। 'স্নেহবার ক্রমে ক্রমে ভারাক্রান্ত ও নির্মালিত হইয়া পড়ে' অর্থে নিদ্রাকর্ষণ হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ৫ *বি*ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'যে ব্যক্তির পারশ্রতা আছে তাঁহাকে তথিষয়ের ভারাক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধান কার্যে নিযুক্ত করিতেন।' *বন্দর্দন*, ১৮৭৪। ৬ *বি*ণ পরিপূর্ণ। 'সুখাদে বাতাসে ভারাক্রান্ত করছে।' *বিক্রান্ত*, ১৯০৭। ৭ *বি*ণ দুঃখ কাতর। 'মনটা আমার হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।' *ওয়ালী*, ১৯৩৯।

ভারাত্তর [স] ১ *বি*ণ ভারাক্রান্ত জন। 'জ্ঞান-ভারাত্তরে নবীন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। ২ *বি*ণ ভারাক্রান্ত। 'তঁাহার হৃদয় গুণ্যভারাত্তর গুণের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

ভারাবর্জন [স] *বি*ণ মাধ্যাকর্ষণ। 'যাকে গ্রাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষণ না বলে ভারাবর্জন নাম দিলে গোল চুকে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

ভারার্ণ [স] *বি*ণ ভার বা দায়িত্ব দান। 'মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের উপর ভারার্ণ করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

ভারে ভার *কি*ণ *বি*ণ রাশি রাশি। 'চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভারে ভারে ১ *ক্রি*ণ *বি*ণ থোকর থোকর। 'পঞ্চপাশে দুই ধারে বেলফুল ভারে ভারে ফুটে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ *ক্রি*ণ রাশি রাশি। 'মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব, নেব ভারে ভারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

ভেয়ে ভী [স] *ভার*। *কি* ভাৱী হয়ে ওঠা। 'মেঘের শুবকে শুবকে আকাশের বুক ভেয়ে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

ভেয়ে যাওয়া *কি* কান্ড হওয়া। 'হাত ভেয়ে গেলে চিত হ'য়ে থাকলেই হ'ল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভারই [স] *ভর*ভাষা *কি* পাণ্ডিত্যবিশেষ। 'গড়গড় ভারই খটা টুনটুনি তালটটা।' *মুকুন্দ*, ১৯০০।

ভারকুন্দা *কি* ব্যস্তের ছাতা; মাশকর। *ওগা*, ১৭৫৫।

ভারত [স] ১ *বি*ণ মহাভারত। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *কন্দা*,

১৫৮০। ২ বি ভারতবর্ষ। 'জ্ঞান-ধন্যগার ভারত এক্ষণে ধনন্য ও অপর্যাপ্ত স্বর্ণময়'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

ভারত-ইতিহাস [স] বি ভারতবর্ষের ইতিহাস। 'ছটাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবলী'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভারত-ঈশ্বর [স] বি ভারতের অধিপতি; ভারত-সম্রাট। 'এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভারতচিরা [স] বি ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা। 'সে সময়ের ভারতচিরা মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারত-জ্ঞানানো [স] বি ভারতকে উদ্বোধিত করে এমন। 'এক সময়ে বনসাহিত্যে যে-সকল ভারত-জ্ঞানানো গানের প্রাদুর্ভাব হয়ছিল।'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

ভারতজ্ঞাত [স] বিণ ভারতে উৎপন্ন। 'সম্ম সমাজগণ ভারতজ্ঞাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারতজীবী [স] বিণ ভারত-কেন্দ্রিক। 'ভারতজীবী কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিত্যাক ও extremist বলিয়াছিল।'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভারতজনন [স] বি ভারতবাসী। 'ভারতজনন কৃষ্টিত সত্য দীন আমাসবে স্বাধীন জীবন'। কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

ভারতভেটা [স] বিণ ভারত-বিষেয়ী। 'এরা কি ভারতভেটা'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভারতদ্রোহী [স] বিণ ভারতবিরোধী। 'ইংরাজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হয় উঠিতে থাকে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভারত-পরিক্রমা [স] বি ভারতগ্রন্থ। 'কৃষ্ণানুশন করে ভারত-পরিক্রমা ঘরা হে অভিজ্ঞতা লাভ হক তা সুগভীর'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভারতবন্ধু [স] বি ভারতের বন্ধু। 'সবিশেষ অনুসন্ধানমূলক ঐ মহানুভব ভারতবন্ধুর সবিতার জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতে যত্নবান রহিয়াছেন'। অক্ষয়, ১৮৭০।

ভারতবর্ষ [স] বি অবিভক্ত ভারত - বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটান সম্বলিত অঞ্চল। 'হিমাদ্রি দক্ষিণ দিক ক্রীড়ার উত্তরে ভারতবর্ষের এই নিত্য প্রাণাণ্য'। মানিকরাম, ১৭৮১।

ভারতবর্ষস্থ [স] বিণ ভারতবর্ষে বসবাস করে এমন। 'তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকের চিত্ত ইহাতে অন্তর্ধান হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারতবর্ষী [স] ভারতবর্ষীয়। বিণ ভারতবর্ষের। 'ভারতবর্ষী জাত বলতে এ দুটোর কোনটা বলা শক্ত'। অরন, ১৯২৫।

ভারতবর্ষীয় [স] ১ বিণ ভারতবর্ষে বসবাস করে এমন। 'ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংরাজীয়েদেরিসের যেমত অনুরোধ রাখে'। দর্পণ, ১৮২০। ২ বিণ ভারতবর্ষের। 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হয়'। দর্পণ, ১৮৩০।

ভারতবর্ষীয় [স] বি স্ত্রী ভারতবর্ষের অধিবাসী। 'কোনো কোনো ভারতবর্ষীয় যখন 'স্মার্ট' দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল করে ...'। অরুণা, ১৯২৯।

ভারত-বাণিজ্য [স] বি ভারতে আমদানি ও রপ্তানি। 'প্রতিপক্ষশূন্য হয়'। ভারত-বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভারতবাসী [স] বি ভারতের অধিবাসী। 'ইহা ভারতবাসীর অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে'। অক্ষয়, ১৮৪৬।

ভারত-বিধাতা [স] বি ভারতের প্রভু; ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। 'সাথে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান'। নজরুল, ১৯২৪।

ভারতভাষ্য-বিধাতা [স] বি ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা। 'জনশণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাষ্যবিধাতা'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

ভারত-ভুবন [স] বি ভারতরূপ জগৎ। 'ওরে শশী ক্রী সেবিস আর এ ভারত-ভুবনে'। অশ্বিনী, ১৯২০।

ভারতভূম [স] বি সম্ম ভারতবর্ষ। 'সিংহলিঙ্গা দুয়াটার/ ভারতভূমের পার/ চারি মাস প্রচ কর'। মুকুন্দ, ১৯০০।

ভারতভূমি [স] বি সম্ম ভারতবর্ষ। 'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভারত-মন্ত্রিসভা [স] বি ভারতবর্ষের মন্ত্রীসভা। 'ভারত-মন্ত্রিসভায় ল্যাঙ্কশিরেরকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ভারতমহাসাগর [স] বি ভারতবর্ষের দক্ষিণে অবস্থিত মহাসাগর। 'ভারতমহাসাগর মধ্যবর্তী ... দীপই ইহাদের আবাসভূমি'। অক্ষয়, ১৮৫০; 'ভারতমহাসাগরের মত কেবল চারিদিকে নীল জল'। কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

ভারতমহিলা [স] বি ভারতবর্ষের স্ত্রীলোক। 'ভারতমহিলারা স্ত্রীস্বভাবশুলভ শঙ্কা, বিনয়, দয়ামায়া, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি কোমল গুণে অলঙ্কৃত'। কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

ভারতমাতাঃ [স] বি মাতারূপ ভারত। 'ভারতমাতাঃ! তোমার পূর্ববস্থা 'শ্রমণ হইলে অন্তরকণ ... পুনরিত হয়'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারতমাতা [স] বি মাতৃরূপী ভারতবর্ষ। 'ভারতমাতা কাদিলেন, কিন্তু সন্তানেরা বুঝি না'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারতলক্ষী [স] বি ভারতের কল্পিত সৌভাগ্যের দেবী। 'ভারতলক্ষী পূর্ণধাম ভোগ করিয়া এক্ষণে পশ্চিমপ্রান্তে অধিষ্ঠান করিতেছেন'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারত-সন্তান [স] বি ভারতের অধিবাসী; বদেশবাসী। 'এমন ভারত-সন্তান আমার জানা আছে যে নীলনেত্রের কাছেও ...'। রবীন্দ্র, ১৮২২।

ভারতসমুদ্র [স] বি ভারত মহাসাগর। ভারতসমুদ্রবর্তী, ভারতসমুদ্রবর্তী [স] বিণ ভারত মহাসাগর অঞ্চলের। 'অন্যাপি ভারতসমুদ্রবর্তী ধীপপুঞ্জ নিবাসী হিন্দু বণিকেরা ...'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারত-সাগর [স] বি ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র। 'সেই আমি, ভূবি পূর্বে ভারত-সাগরে'। মাইকেল, ১৮৬৬।

ভারতসাম্রাজ্য [স] বি ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ড। 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিবরুঢ়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভারতসিঙ্হ [স] বি ভারত মহাসাগর। 'ভারতসিঙ্হ গর্জি উঠিল'। নজরুল, ১৯০০।

ভারতভিষ্ম [স] বিণ ভারতের উদ্দেশ্যে গমনোদ্ভূত। 'একটি আরব্যভিষ্ম, অপরটি ভারতভিষ্ম'। অরুণা, ১৯০৭।

ভারতী [স] ভারতীয়। বিণ ভারতীয়। 'কোথাকার মহিলা সে ... ভারতী নর্তিক? জীবন, ১৯৪০।

ভারতীয় [স] বিণ ভারতবর্ষীয়। 'ভারতীয় রাজসংস্থান ফিউডাল নিয়মেই সংস্থাপিত ও পরিবর্তিত'। বঙ্গদর্শন ১৮৭৪।

ভারতীয়ত্ব [স] বি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য। 'যখন তরুজ্ঞানী এসে বলেন, সান্ত্বিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হল যুরোপীয়ত্ব ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।' অন্নদা, ১৯৩৭।

ভারতেশ্বরী [স] বি স্ত্রী ভারতের অধিপতি। 'এই উপদেশটি ভারতেশ্বরী ও তাঁহার ... প্রতিনিধিগণের হৃদয়ে জাগরুক করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

ভারতৈশ্বর্য, ভারতৈশ্বর্য [স] বি ভারতের সম্পদ। 'বালিজাই ভারতৈশ্বর্যের একটি প্রধান মূলীভূত কারণ।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভারথ [স] ভারত। 'বি মহাভারত।' বিশাই কাঁচলি লেখে ভারথপুরাণ দেখে লেখে নানা পুরাণের সার।' মুহুন্দ, ১৬০০।

ভারত [স] বি ভরষাজ। 'বি ভারতই পাখি। ভারতপাখী বি ভারতই পাখি।' 'ভারত বাহিরে যাইবার সময় ছানারদিশকে পূর্বমত কহিয়া গেল।' তারিণী, ১৮০৩; 'এক ভারতপাখী এক কতেক বাসা করিয়াছিল।' তারিণী, ১৮০৩।

ভারতপ্রোখী দ্র ভারত

ভারতমহাসাগর দ্র ভারত

ভারতলক্ষ্মী দ্র ভারত

ভারতি [স] ভারতী। 'বি কথা; কাহিনি। 'এমন সুনিগ্রা রাজা চট্টার ভারতি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

ভারতি [স] ভারতী, সম্বোধ্য ভারতি বি সরস্বতী। 'যে অভাগা রাজা পদ ভঙ্গে, যা ভারতি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভারতী [স] ১ বি বাণী। 'এমন সময় হইল আকাশে ভারতী।' মুহুন্দ, ১৬০০; 'সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে গনিতে তোমার ভারতী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি কাহিনি। 'পরম হরিষে কহে মধুর ভারতী।' আলোক, ১৬৮০। ৩ বি হিন্দুসেবী সরস্বতী। 'কমলা ভারতী বন্দো বিজয়া নারী।' রূপায়ম, ১৭৫০।

ভারতী-পদ [স] বি সরস্বতী দেবীর স্থান। 'ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভারথি [স] ভারতী। 'বি কথা। 'এমন গনিগ্রা মাতা পন্থার ভারথি কপটে হইলা দেবী খুলনা যুবতী।' মুহুন্দ, ১৬০০।

ভারতী বি পাণ্ডববিশেষ। 'মণিকটী, চন্দনা, ভারতী, দোয়েল।' সুধীন্দ্র, ১৯২৮।

ভারতী দ্র ভারত

ভারতেশ্বরী দ্র ভারত

ভারত্ব দ্র ভার

ভারথাজি [স] ভারথাজী। 'বি বুনে কার্পাস গাছ। 'পেটাবিআ পুরল্যা ভারথাজি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

ভারবাহী দ্র ভার

ভারমুখ [সি] বি কড়া মদবিশেষ। 'আমার জন্য পেগ নয় ভারমুখ।' প্রমথ, ১৯১৫।

ভারসা [সি] ভারসো। 'বি ভরসা। ওয়া, ১৭৮২।

ভারা [সি] ভার। ১ বি কাজ করার জন্যে বাঁশের তৈরি উঁচু মঞ্চ। ওয়া, ১৭৮২; 'ভারার বাঁশ পেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি কলা গাছের ডোলা। 'বয়ে যাও তুরায়, তোমার সুধারায় যেন ভার না ডোবে।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি তুণ। 'একে

যাই খেপো বিলি তাতে বই ঢেলা জালি ওঠে শামুকের ভারা।' লালন, ১৮৯০। ৪ বি বোঝা। 'রাশি রাশি ভার ভারা/ ধান কাটা হল সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভারা ভারা বিণ বোঝা বোঝা। 'রাশি রাশি ভার ভারা/ ধান কাটা হল সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভারাক্রান্ত দ্র ভার

ভারানি [সি] ভারা। 'বি ধান থেকে চাল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে যে।' বিদ্যা, ১৮১১।

ভারার্শন দ্র ভার

ভারি [সি] ভারী। ১ বি মোট বহনকারী। 'নিয়োজিল ধনপতি ভারি দশ জন।' মুহুন্দ, ১৬০০; 'মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বিণ বেশি। 'তবু শিবের মাইনে ভারি।' রামহসাদ, ১৭৮০। ৩ বিণ বিশাল। 'ঐ ভারি বিন্যাসের স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বিণ অত্যন্ত। 'আজ সহরের গাজোন জলায় ভারি ধূম।' হুতোম, ১৮৬১। ৫ বিণ ভারসম্পন্ন। 'দশ আউল ওজনে ভারি।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৬ বিণ বেশি মূল্যমাত্রার। 'ভারি নোট ভাঙতে হেঁসাম।' গিরিশ, ১৮৮৬। ৭ বিণ ব্যক্তিসম্পন্ন। 'ভারি মনে হচ্ছে নিজেকে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ভারিকট [সি] বি গম্বীর কঠ। 'কে যেন চাপা ভারিকটে কথা বলছে।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

ভারিকথা [সি] ভারী-কথা। 'বি গুরুত্বপূর্ণ কথা। 'ইটালিক বর্ণ লিখনের মুরা ... বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ভারিত্ব [সি] ১ বি ব্যক্তিত্ব। 'ভারী মনে হচ্ছে নিজেকে এবং ভারিত্ব নামের।' ওয়ালী, ১৯৪৫। ২ বি গুরুত্ব। 'সারেসঙ অনুভব করে কর্তৃত্বের ভারিত্ব।' ওয়ালী, ১৯৪৫। ৩ বি প্রভাব। 'ভারই ভারিত্ব হয়তো চিন্তাকৃত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ভারি ব্যাপার [সি] ভারী-ব্যাপার। 'বি বিশাল বস্তু। 'তনিলাম, মনুমেট বড় ভারি ব্যাপার।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ভারিকি, ভারিকী [সি] ভারিক। ১ বিণ বেশি বয়স্ক। 'একটু ভারিকি হলে তোরা ভারিকেরে তুই ভালবাসবি।' নীনবর, ১৮৭২। ২ বিণ গম্বীর। 'বুল ভারিকি লগায় ঝাঁপিয়ে উঠল।' ওয়ালী, ১৯৪২। ৩ বিণ হুলাকার। 'লেডিজ সীটগুলি ছেড়ে ভারিকী ভারিকী সব পুরুষেরা ওঠে দাঁড়ায়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮। ৪ বিণ গম্বীরপূর্ণ। 'যেমন ভারিকি তেমন আবার সেকেন্দো।' শিবরাম, ১৯৭০।

ভারিকিপনা [সি] গাম্বীরের ভাব। 'চাদর-জড়ানো বুড়োটে ভারিকিপনা থেকে ...' অচিভ্য, ১৯৫০।

ভারিকীচাল [সি] গুরুগম্বীর কায়দা। 'কথাগুলি ঠীকে বেশ ভারিকীচালে গুনাইয়া দিল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভারিকে বিণ মোটাসোটা। 'টুকরো হতে হতে সেই ভারিকে ইঁদুর।' জীবন, ১৯৪৪।

ভারিভুরি [সি] ভারী। ১ বি চালাকি। 'আমি সব জানি তোমার সন্ধ্যাসের ভারিভুরি।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ২ বি জুয়াচুরি। 'ভূভিত্তিকে বলিস করিয়া ভারি ভুরি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভারী [সি] ১ বিণ ভারবাহী। 'হেন ভারী দেখি লাগে ডর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ ওজনদার। 'বামু বাপাদি অপেক্ষা ভারী।' অক্ষয়, ১৮৫৬। ৩ বি মোট বহনকারী। 'ভারী, দোকানদার, উড়েবেহার, রেঙ ও

গুলিশোরেয়া।' হুতোম, ১৮৬১; 'ভারীরা ভার নামায়ায় ঘাম মুছিতে লাগিল।' সিরাজী, ১৯১৮। ৪ বিপ বড়ো অছেহে। 'পাচ জায়গা থেকে ভারী ভারী চান্দা আদায় হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি ভারী মনে হওয়া। 'দাঁড়িয়ে যদি থাকতে পারি, তলতে ফিরতে বেজায় ভারী।' হিজেন্স, ১৯১২। ৬ ক্রিবিপ বু বোশি পরিমাণে। 'আজহার ভারী তামাক খায়।' শওকত, ১৯৫৮।

ভারী ভারী [স] বিপ বোশ ভারবৃত্ত। 'কিরূপে মনুখ্যাদি ভারী ভারী সামগ্রী সংবেলিত উর্কপথে উথিত হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভারুই বি ভরত পাখি। 'ভারুই পাখির মতো ...।' জীবন, ১৯৩০।

ভারুয়া [স ভা] বি ভাঁড়। 'ভারুয়া নাইটুক লোক খেলুক আসিয়া।' গরীব, ১৭৫০।

ভারুয়া লোহা বি ভর হিসেবে ব্যবহারের জন্য লোহা। 'ভারুয়া লোহা ওলা ভার পাইলে হালো।' বিজয়, ১৬৫০।

ভার্গ [স ভা] বি ভ্যাং। 'গরিব ইজাদারের ভার্গে বিহিত।' ওর্সা, ১৭৮২।

ভাৰ্য্য, ভাৰ্য্য [স] বি ক্রী; পত্নী। 'অমৈত আচার্য্য ভাৰ্য্য ঋণংগুজিতা আৰ্য্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'নিজ ভাৰ্য্য তেজ্ঞে নৃপমণি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভাল^১ [স ভু] >; হি ভালো। ১ বিপ ভালো। 'মরে ভাল জীও ভাল কাণাইলো তোর।' বড়ু, ১৪৫০; 'আদি আন্ত এষো বেল না বোলসি ভাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিপ সম্পূর্ণভাবে। 'অহেতরির ভাল বুকে হরিদাস।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিপ বেশ। 'তনিয়া পাগল হইল ভাল তোয়ার দাস।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৪ বি সুস্থ। 'কহিবা তুমি বাটীর সন্মুখে ভাল করহ বিদাই পশ্চাত দিব।' ওর্সা, ১৭৮২। ৫ বিপ উন্নত মানের। 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তুমি রাম অপেক্ষা ভাল।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিপ সুপ্রসন্ন। 'স্বায়র মধ্যে কাহার ভাণ্য ভাল, তাহা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে জানো জানে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৭ বি উন্নত মানের জিনিস। 'ভাল অনুকরণ না করিলে লোকের বা দেশের উন্নতি হয় না।' কৃষ্ণভট্টাচাৰ্য্য, ১৮৮৫।

ভালই বি ভালো হওয়ার গুণ; গুণ। ওর্সা, ১৭৮৫।

ভাল কথা বি স্নেহপূর্ণ কথা। 'অমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন।' বট্টিম, ১৮৭৪।

ভালকৰ্ম, ভালকৰ্ম বি উত্তম কাজ। 'ভালকৰ্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভালতু বি ভালো বেশিভা। 'চিঠির ভালতু বিচার করা কঠিন হয়ে পড়বে।' সুকান্ত, ১৯৪১।

ভালবাক্য [ভালো+স বাক্য] বি ভালো কথা। 'ভালবাক্য কহিয়াছ রাখার ভনয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভালভাবে ক্রিবিপ প্রকৃষ্ট উপায়ে। 'সন্তান সবচেয়ে ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।' বেগম, ১৯৪৭।

ভাল ভাল বিপ অতি উত্তম। 'সেহো ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভালমখে ক্রিবিপ ভালোভাবে। 'বগয়িবো আজি ভালমখে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভালমতে, ভালমতে ১ ক্রিবিপ ভালো করে। 'তবে ভালমতে তার রূপ কহ তোমো।' বড়ু, ১৪৫০; 'বসুদেব যজ্ঞ কথা কহিব ভালমতে।' মালধার, ১৫০০। ২ ক্রিবিপ ইচ্ছামতে। 'মোরে খণ্ড খণ্ড

বেটা করে ভালমতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রিবিপ সম্পূর্ণভাবে। 'প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভালমনস্য [ভালো+স মনুষ্য] বি ভালো মানুষ; মান্যগণ্য মানুষ। ওর্সা, ১৭৮২।

ভালমনে ক্রিবিপ ভালোমতো। 'ভালমনে গৃথক না দেখে ময়নে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভালমন্দ [ভালো+স মন্দ] ১ বি সুখ-দুঃখ। 'ঘরে গেলে ভাল মন্দ কিছু না কহিব।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ শুভাশুভ। 'ভালমন্দ জ্ঞান নাই পাইলে সংহার।' মালধার, ১৫০০।

ভালমানুষ [ভালো+স মানুষ] ১ বি সৎ ও নিরীহ লোক। 'এমত লোকের কাছে ভালমানুষে যাইবেক না তাহা কথিত আছে।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বি অদ্রলোক। 'ভালমানুষের কুলের কুলবালা।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বিপ অপদার্থ। 'হরি নিতান্ত ভাল মানুষ। অর্থ - হরি নিতান্ত অপদার্থ।' বন্দর্দন, ১৮৭২। ৪ বি ভীক-বভাবের লোক। 'এ দেশীয় ভাষায়, ভাল মানুষ শব্দের অর্থ ভীক-বভাবের লোক - অকর্ম্ম।' বন্দর্দন, ১৮৭২।

ভালয় ভালয় ক্রিবিপ নিরাপদে। 'আশীর্বাদ করিবেন জেন ভালয় ভালয় দেশে আশীরা পৌছি।' ওর্সা, ১৭৮২।

ভালরূপ [ভালো+স রূপ] ক্রিবিপ উত্তমরূপে। 'পাঠশালা স্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে ... ভালরূপ ইলেক্ট্রী বিন্দায় তরবিয়তকরণের জন্য।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ভাললাগা ক্রি পছন্দ হওয়া। 'ভাললাগার কারণ, ভাল লাগা, প্রাণের টান, যাহার ফলয় যেখানে মজে।' সবুজ, ১৯২১।

ভালে ক্রিবিপ ভালোভাবে; উত্তমরূপে। 'তোমকে ভালে জ্ঞানো আক্ষে আইহনের রাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

ভাল^২ [স] ১ বি কপাল। 'অলকা তিলক কিবা ভালের উপারে।' বড়ু, ১৫৭০। ২ বি অদৃষ্ট; ভাগ্য। 'অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি অলঙ্কারবিশেষ। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো বর্ণ শিখিত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ভালখাণি বি ক্রী গালিবিশেষ। 'দূর আবাণি ভালখাণি।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

ভালগার, ভালগার [হি] ১ বিপ অমার্জিত। 'হাকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিপ কুচিৎপূর্ণ। 'পলিটিভালি ভালগার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বিপ ইতর। 'যতো সব ভালগার লোকজন।' ইন্দিয়াস, ১৯৭২।

ভালবাসা^১ [ভালো+স বাস] বি প্রেম। 'যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে ব্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ভাণ্য করে।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

ভালবাসাবাসি [ভালো+স বাস] বি ভালোবাসার আদান-প্রদান। 'সমাজ-উদ্দেশ্যকারী, শাসন-বিরহিত আড়ম্বরময় ভালোবাসাবাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত ভাব?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'এই পথে গৃহে কত আনোচনা, কত ভালোবাসাবাসি, সংসারমুখ কাছে কাছে তার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'তোরে শিখাই আদরে ভালবাসাবাসি খেলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

ভালবাসা^২ [ভালো+স বাস] ক্রি পছন্দ করা। ভালবাসি, ভালবাসী ক্রি পছন্দ করি। 'শিকড়াল ইহঁতে আমি কাপড় কাটিতে ভালবাসি।' কেতক, ১৬৫০; 'ভালবাসী।' ওর্সা, ১৭৮২।

ভাল^৩ [স ভদ্রাতক] বি ভালো পাছ। 'সরল ভাল ভিলো।' বড়ু, ১৪৫০।

ভালা^১ [স ভ্রূঃ; বি ভলা] *কিন* ভালা। 'সুখর ভালা চম্পক চৌহর মালা।' *দৌলত*, ১৬৩৮।

ভালাই *বি* কল্যাণ। 'সর্বাবশে তোমার ভালাই চিহ্নি আঙ্গি।' *সুলতান*, ১৭০০।

ভালাবুরা [বি ভলাবুরা] *বি* ভালামন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'এঘছাই রাসুল রহে ভালাবুরা নাহি কহে।' *গবীর*, ১৭৫০।

ভালায় *বি* ভালা। 'তাতে কি হবে ভালায় মন্তকরে জল শুদ্ধ হলে।' *লাসন*, ১৮৯০।

ভালা^২ [স ভলা] *বি* বর্শা। 'ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া।' *ভারত*, ১৭৬০।

ভালাদার [ভালা+দা দার] *বি* বন্ধুমহারী। 'দুইজন ভালাদার রূপার ভালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত।' *মহাবেতা*, ১৯৫৬।

ভালি, ভালাী ১ *কিন* ভালা। 'সেই সে নাগরী ভালাী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *কিন* শ্রেষ্ঠ। 'কলভের ভালাী রামাক এখানে মেশী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ *অব্য* বেশ। 'বৃদ্ধবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।' *দীপ্ত*, ১৬০০।

ভালু *বি* ভালুক। 'শের হতে পারে - নয় তো ভালু।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

ভালুই *কিন* ভালোই। 'সে ভালুই।' *ওর্সা*, ১৭৮২।

ভালুক [স ভলুক] *বি* লোমশ হস্ত্র পতবিষে। 'বাঘ ভালুক তাএ বসে বিঘর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

ভালুকনাচ নাচানো *কি* অঁচিছা সন্তেও কোনো কাজ করতে বাধ্য করানো। 'একদিন ওদের ভালুকনাচ নাচার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

ভালুকী [স ভলুক] *কিন* ভালুকের মতো। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

ভালুকা বাঁশ [স ভলুক] *বি* একজাতীয় বাঁশ। 'মুগর তরলা ভালুকা বাঁশ।' *মুহুন্দ*, ১৬০০।

ভালেটাইন [বি] *বি* বিশেষ দিনের প্রেমপত্র। 'সামান্য এই কটি লাইন আমার প্রীতির ভালেটাইন।' *অন্নদা*, ১৯৬৩।

ভালো ১ *অব্য* আছা। 'ভালো এহা তো উফের করিলা।' *আজেনিয়ে*, ১৭৪৩। ২ *কিন* উত্তম করে। 'একটি পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ *কিন* বেশ। 'ভালো বিপদই পড়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৪ *ভাল*।

ভালো ওজোর *বি* ভালো অল্পহাত। *ওর্সা*, ১৭৮২।

ভালো গন্ধ *বি* সুবাস। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভালোবুরা [ভালো+বি বুরা] *বি* ভালামন্দ। 'ইহার ভালোবুরা জানি নাই।' *মের্স*, ১৭৫৮।

ভালামন্দ ১ *কিন* ভালো এবং মন্দ। 'জমী ১ এক বিঘা উনিষ কাঠা মায় আমশা যুকা ভালা-মন্দ ...।' *মের্স*, ১৭৭২। ২ *কিন* শুভভাগ। 'ভালামন্দ, অভ্যাসগ্রহা দেশাচার লোকচার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ *কিন* সুখ-দুঃখ। 'ভালামন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

ভালামন্দময় *কিন* ভালো ও মন্দে পরিপূর্ণ। 'দীর্ঘপথ ভালামন্দময় বিকীর্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

ভালা মানুষ ১ *কিন* বিশ্বাসযোগ্য মানুষ; নির্ভরযোগ্য মানুষ। *মের্স*, ১৭৫৭। ২ *কিন* ভ্রূঃলোক। 'ধন সঞ্চয় করিয়া এখন জাণ্যাবান হইয়া ভালা মানুষ হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ৩ *কিন* সরলমতি লোক। 'নিভাশ চোচারা ভালামানু হিলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ *কিন* নির্বিবাদে সবকিছু সহ্য করে এমন মানুষ। 'ভালামানুষের মতো মাথা হেট

করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

ভালামানুষি, ভালামানুশী *কিন* নিরীহ মানুষের মতো; সরলতাপূর্ণ। 'তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালামানুষি নন্দ্রতাব মাখানো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'সেই মিঠি কথা, সেই ভালামানুষি হালচাল।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

ভালায় *বি* কল্যাণে। 'আমার ভালায় কাজ নেই। পৃথিবীতে ভালো দু-চারজন যদি থাকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

ভালায় ভালায় *কিন* নিরাপদে। 'তারা ভালায় ভালায় ফিরলে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১; 'ভালায় ভালায় একে নিয়ে ফিরে এসো।' *শামসুল*, ১৯৫৬।

ভালায় মন্দে *কিন* বিশিষ্ট ভালো ও মন্দে মিশিয়ে। 'ভালায় মন্দে আলায়ে আধার গিয়েছে মিশি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভালোরকম [ভালো+আ রকম] *কিন* উত্তমরূপে। 'মাথা যেন ধার-কাঁধের সঙ্গে তার ভালোরকম বনে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভালোরূপ [ভালো+স রূপ] *কিন* বিশিষ্ট ভালোভাবে। 'উভয়ের মধ্যে ভালোরূপ প্রণয় হইতেছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভালো সময় *বি* অনুকূল সময়। *ওর্সা*, ১৭৮৫।

ভালোবাসা ১ *কি* প্রেম করা। 'ভালোবাসতে।' *ওর্সা*, ১৭৮২। ২ *কি* ন্দ্রতা প্রকাশ করা। *ওর্সা*, ১৭৮৫। ৩ *কি* প্রসন্ন হওয়া। 'অন্নপূর্ণা বিশ্বের ভালোবাসি।' *ওর্সা*, ১৮৫৮। ৪ *কি* বাৎসল্যপ্রবণ হওয়া; স্নেহশীল হওয়া। 'সে যখনই ভালোবাসিতে আরম্ভ করে তখনই ভাবিত-কর্তব্য আরম্ভ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

ভালোবাসা ১ *কি* প্রণয়। 'ভালোবাসা করে কয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। ২ *কি* প্রেম। 'কেন চায়, কেন কাঁদে সবে, কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ *কি* ভালো-লাগা। 'তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

ভালোবাসা-সুখাতুর *কিন* ভালোবাসার জন্য সুখার্থ। 'ফিরে ফিরে চায় মোর ভালোবাসা-সুখাতুর মন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

ভালোবাসাবাসি *কি* প্রেম-বিনিময়। 'এই নবযৌবন ধরশীসুন্দরীর সঙ্গে কোন-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বিলি চলেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'কত জন্মের ভালোবাসাবাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভালোবাসা-ভাগ্য *কিন* ভালোবাসা জোটে যে ভাগ্যে। 'ভালোবাসা-ভাগ্য নিয়া যারা ফেরে এ দুনিয়া।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

ভাল্য *কিন* ভালো। 'ভাল্যার কারণ।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভালুক [স ভলুক] *বি* ভালুক। 'সিংহ ভালুক আর মহিষ সুন্দর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভালুক-জ্বর *কিন* কুশহাঙ্গী কম্পজ্বর। 'ভালবাসাও কি ভালুক-জ্বর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

ভালুকঝোড় *কিন* ঘন ঝোপ। 'বড় বড় ভালুকঝোড় ভর্তি।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

ভাতর, ভাসুর [স ভাতৃ+ভতর] *কিন* স্বামীর বড়ো ভাই। 'সতর সাতটি মেল দেওর ভাসুর।' *মুহুন্দ*, ১৬০০; 'মোর ঝাপটা সেখে মোর ভাতর বড় ঝাপা হয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

ভাতরপত্নী [ভাতর+স পত্নী] *কিন* স্বামীর বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী; জা। 'ভাতর পত্নী ও দেবর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার।' *ক্লাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

ভাতরপো, ভাসুরপো, ভাসুরপো *কিন* ভাতরের ছেলে। 'ভাসুরপো।'

ওসাঁ, ১৭৮২; 'আমার ভাসুরপো চাপকান পরে অফিসে গেছে।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'ভাসুরপো, শারদাশঙ্করের ছোটো ছেলোটো ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভাসুর [সি আড়ম্বর] বি' স্বামীর বড়ো ভাই; ভাতুর। 'ভক্তুলকামিনীবাণ এবং খতর ভাসুর দেবর ও স্বামী প্রভৃতির সহিত যে কল্পণ ব্যবহার করিতে হইবে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

ভাষা [সি ভাষা] ১ বি ধারা; শৃঙ্খলা। 'এতেকেরে বুঝিল তোর কাজের ভাষা।' বড়ু, ১৪৫০; 'বুঝিল তোমার কাজে নাহি কিছু ভাষা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আভাস। 'মুখে ভাষা মন্দ হাস সপনের মাসি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি চিহ্ন। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাষা [সি ভাষা] ১ বি আশা; প্রথা। 'সত্যো ভাষা নাহি তোরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বচন; উক্তি। 'জব পিয় ঘরিলে দেখে পান/ নাহি নাই বোলবি গদ গদ ভাষা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'দেবপাশে নিবেদিল গদগদ ভাষে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ভাষা। 'সে দেশে সে ভাষে কেঁপে রসুল প্রকাশ।' সুলতান, ১৭০০।

ভাষাশা বিপ ব্যবহারের উপযোগী। 'লিখন পঠনের ঘরা ঐ ভাষা অব্যক্ত ভাষাশা ও সংকারবৃত্তি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ভাষণ [সি ১ বি ভাষা। 'ভীষণ ভাষণে কিছু বলেন বচন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কথন। 'শৈশব কালের অর্ধকৃত মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যমদ করিয়াছিল।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৩ বি কথা। 'বসন্ত রায়ের কানে কানে সীতারামের ভাষণ।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৪ বি বক্তৃতা। 'ভাষণ: মেন্ডেলস্ট্রাইট, ১৯৩৩।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ভাষণকার [সি] বি ভাষ্যকার। 'প্রবন্ধলেখক ও ভাষণকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা ঠিক একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়।' অইয়ুব, ১৯৭৫।

ভাষা [সি ভাষা] ক্রি পানির উপরে ভর করে থাকা। ভাষিয়া ক্রি ভাসে। 'চলিয়া আচরণে গসারে ভাষিয়া।' বন্দা, ১৪৮০। ভাষে ক্রি ভাসে। 'নাথ ডুবায়িতা রাধা কোরে করি ভাষে।' বড়ু, ১৪৫০। দ্র ভাসা

ভাষা [সি ১ বি ভাষ্য; বিশেষণ। 'ইহা শ্লোক দুই তারি ভাষা ব্যাখ্যা-ভাষা করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বক্তব্য। 'জদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিহ আমার নাসা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বাংলা ভাষা। 'চাষা জুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৪ বি ভাষ্যকারের বাহন। 'কিল চাপড় মায়ে এই তার ভাষা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৫ বি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ভাষ্যকারক ধ্বনিসমষ্টি। 'তুমি কোন২ ভাষা জানহ।' কেরি, ১৮০২। ৬ বি দেশীয় ভাষা। 'পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহা সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরও জানিতে পারে।' দর্পণ, ১৮২০। ৭ বি অনুবাদ। 'স্বাম্যয়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারংশ আছে তাহা ভাষা করিয়া ভাষাতে প্রকাশ করিতে কদাচ পারেন নাই।' দর্পণ, ১৮৩১। ৮ বি প্রকাশের ধরন। 'সব কথারই ভাষা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৯ বি ক্রিয়। 'তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসার।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ১০ বি সংকেত। 'তনি চরণফলির ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

ভাষা অধ্যয়ন [সি] বি ভাষা শিক্ষা; ভাষা চর্চা। 'পরজাতীয় লোকেরা ... আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভাষা অভ্যাস [সি] বি ভাষা অনুশীলন। 'ভাব্য জ্ঞানবিশিষ্ট ইসরেজী ভাষা অভ্যাস কর।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ভাষা আন্দোলন [সি] বি বাংলাকে ব্রহ্মভাষা করার পক্ষে ১৯৫২ সালে ঢাকায় সংঘটিত সরকার-বিরোধী আন্দোলন। 'ভাষা আন্দোলন

... আপাতঃ গুরু হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ভাষাকর্তা, ভাষাকর্তী [সি] বি লেখক। 'গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্তী ছাপাইতে পারেন নাই।' দর্পণ, ১৮২৫।

ভাষাকর্ষ [সি] বি ভাষার লেখা। 'বাদি প্রতিবাদের স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষয়াদির জনবাহ্যের কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই।' দর্পণ, ১৮৫৫।

ভাষাপাত [সি] বিপ ভাষা সংক্রান্ত। 'ভাষাপাত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষীদিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভাষাম্রাছ [সি] বি দেশীয় ভাষায় রচিত বই। 'ইহারদের দুই ধর্ম্মই আছে এক গোরকবোধ নামে ভাষাম্রাছ অন্য গোরকশক্ত নামে সংকৃত গ্রন্থ।' দর্পণ, ১৮২২।

ভাষা ছুটোনা ক্রি বক্তৃতা করা। 'ওজস্বিতা' উদ্দীপনা' ছুটো ভাষা অগ্নিকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভাষাকল্প [সি] বি ভাষ্যরূপ জল। 'রাঘববোয়াল কাব্য এখন ভাষাকল্পে দিবে ঘাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

ভাষাজ্ঞ [সি] বি ভাষা বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি। 'সোমশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাষাজ্ঞায়েই ভূরি হইবার যোগ্য।' দর্পণ, ১৮২৭।

ভাষাজ্ঞতা [সি] বি ভাষা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা। 'ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য তাহারা ...' রাজ, ১৮৭৪।

ভাষাজ্ঞান [সি] ১ বি ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা। 'মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি ভাষা বিষয়ক দক্ষতা। 'ভাষাজ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার।' অবন, ১৯২৫।

ভাষাতত্ত্ব [সি] বি ভাষার উৎপত্তি, বিবর্তন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভাষাতত্ত্বজ্ঞ [সি] বি ভাষাতত্ত্বজ্ঞ। 'এই প্রশ্নে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ কোন আপত্তি করিতে পারেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ভাষাতত্ত্ববিৎ [সি] বিপ ভাষাবিজ্ঞানী। 'ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ মাক্সমুলার।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভাষাতাত্ত্বিক [সি] ১ বি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত। 'বাংলা ভাষাকে যে হরিয়জন পদ্ধতিতে বসানো চলে না তার প্রমাণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা যথেষ্ট হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বি ভাষাবিজ্ঞানী। 'আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুমোদন করেছিলেন আমার এই প্রকাশনোপ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভাষাতীত [সি] বিপ ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না এমন; অবর্ণনীয়। 'নদীর ভয়ের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণছটা দেখিতে দেখিতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ভাষাদরনী [সি] ভাষা+দরনী। বিপ ভাষার প্রতি অনুরাগপ্রায়ণ। 'বাঙলা ভাষাদরনী এ মহানুভব বাদশাহ।' হাই, ১৯৫৪।

ভাষাদৃষ্টি [সি] বি ভাষা বোঝার অভিজ্ঞতা। 'ধ্বনিসংকেতের আত্মীয়া ধরা পড়ে তাঁদের কাছে, ভাষাদৃষ্টির অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভাষাধীপ [সি] বি ভাষার জগৎ। 'আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাধীপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভাষাভূত [স] বিপ ভাষায় ধারণকৃত। 'বরীম রেনেসাঁসের কৃত্রিম সঙ্গে ... ইংরেজি ভাষাভূত উদ্ভীর্ণকসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনবধীকার্য।' শিব, ১৯৫৬।

ভাষাভিজ্ঞ [স] বিপ ভাষায় অনভিজ্ঞ। 'যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপকার আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

ভাষানুবাদ [স] বি ভাষায় অনুবাদ। 'বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অঙ্কসহিত খামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

ভাষানুযায়ী [স] ক্রিবিপ ভাষা অনুসারে। 'তাহাদিগের ভাষার অনেক অংশ যদিও উৎকল ভাষানুযায়ী ...' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভাষানুশীলন [স] বি ভাষার চর্চা। 'ভারতবর্ষীয় লোকের বজাভাষা ভাষানুশীলনের বিষয়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভাষান্তর [স] বি অনুবাদ। 'বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংস্কৃত থাকতে দুই হইতে পারে না।' দর্পণ, ১৮৩০।

ভাষান্তরকরণ [স] বি অনুবাদ করা। 'জ্যোতিষ, ভাষান্তরকরণ ও রচনা করণ ইত্যাদি বিষয়।' দর্পণ, ১৮৩৬।

ভাষান্তরিত [স] বিপ অনুদিত। 'বৈদ্যক্সাঃ বাঙ্গালাতে ভাষান্তরিত করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

ভাষান্তরীকৃত [স] বিপ অনুবাদ করা হয়েছে এমন। 'ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত।' দর্পণ, ১৮৩২।

ভাষান্তরে ক্রিবিপ অন্য কথায়। 'এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভাষা বলা যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮১১।

ভাষাপরিপূর্ণ [স] বিপ বাকপূর্ণ। 'ভাষাপরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়সপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকপলেই অত্যন্ত উপায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮২৪।

ভাষাপ্রাণী বি ভাষারীতি; ভাষার ধরন। 'তাহাদিগের ভাষাপ্রাণী ব্রৈলি ভাষার ন্যায়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভাষাপ্রবেশা [স] বিপ ভাষা প্রণয়নকারী। 'তাহাকে ভাষাপ্রবেশা পূর্বপুরুষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিতে হইবেক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভাষাপ্রয়োগ [স] বি ভাষা ব্যবহার। 'তিনি ... ভাষাপ্রয়োগে নিপুণতা অর্জনের মধ্যেই সাহিত্যিক চরিতার্থতা সন্ধান করবেন।' শিব, ১৯৭৩।

ভাষাশ্রীতি [স] বি ভাষার প্রতি ভালোবাসা। 'ইহা আমাদিগের ভাষাশ্রীতি নির্দর্শন নহে।' অক্ষর, ১৮৪৬।

ভাষাশ্রেমিক [স] বিপ ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে এমন। 'আজ্জভাষাশ্রেমিক পুরোঁক জাতিদিগের মধ্যে আমাদিগকেও গণ্য করিবেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভাষা কোটা ক্রি বাক্য ক্ষুণ্ণ হওয়া। 'তাহাও প্রকাশ করিবার ভাষা কোটা না।' পত্রিকা, ১৯১৯।

ভাষাবৎ [স] ক্রিবিপ ভাষার মতো। 'তত্ত্বাভাষায় বীর ভাষাবৎ তাহার উত্তম নৈপুণ্য হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ভাষাবাহাণী [স] বিপ ভাষার বাধা নেই এমন। 'বলো তব জীবনের অনসার কথা ভাষাবাহাণী বাক্যে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভাষাবিজ্ঞান [স] বি ভাষাতত্ত্ব। 'আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকোষানুশং বইখানিকে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। 'উপমহাদেশেই এ বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল।'

হাই, ১৯৫৪।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ [স] বি ভাষাতত্ত্ববিদ। 'ভবিষ্যৎ ভাষাবিজ্ঞানবিৎ সিবিবেন ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভাষাবিজ্ঞানী [স] বি ভাষাতত্ত্ববিদ। 'ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার করে ভাষার জাত নির্ণয় করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভাষাবিৎ [স] বি ভাষাজ্ঞানী। 'কোন কোন ভাষাবিৎ বলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

ভাষাবিদ [স] বি ভাষাজ্ঞানী। 'বহুসংখ্যক আরবী ভাষাবিদ।' প্রচারক, ১৮৯১।

ভাষা বিদ্রোহ [স] বি ভাষা আন্দোলন; ভাষার দাবিতে বিদ্রোহ। 'ভাষা বিদ্রোহে যোগ দিতে মেয়ে চলে গেল রেল স্টেশনে।' মণীশ, ১৯৬১।

ভাষাবিবরণ [স] বি ভাষার ব্যাখ্যা। 'যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া তাহার সংমুখে রাখে।' রামমোহন, ১৮১৭।

ভাষাবিশেষণ [স] বি ভাষার ব্যবচ্ছেদ। 'সংস্কৃত ভাষাবিশেষণের সূত্রাদিতে ভাষা।' হাই, ১৯৫৪।

ভাষাবিহীন [স] বিপ কথানী। 'ভাষাবিহীন অজনিতির গানে/সকাল-সন্ধ্যা পরান মম টানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভাষাবিহীন [স] বি ক্রী ভাষাহীন যে। 'নীপবন হতে সৌরভে আনে ভাষাবিহীন ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভাষাবর্ণ বিপ বক্তব্যপূর্ণ। 'মেয়ে তবু দুটি ভাষাভরা আঁখি ফিরালায় ঝুঁকুর পানে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

ভাষাভাষী [স] বিপ ভাষা ব্যবহারকারী। 'বঙ্গভাষাভাষী বাঙ্গালী মুসলমান।' বুলবুল, ১৯৩৩।

ভাষাভিজ্ঞ [স] বিপ ভাষার জ্ঞান আছে এমন। 'আমাদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভাষাভেদ [স] বি ভাষার ভিন্নতা। 'শত দেশভেদ এবং সহস্র ভাষাভেদ সংঘেও।' শব্দীন্দ্র, ১৯৩৩।

ভাষাভোলা বিপ ভাষাকে ভুলিয়ে দেয় এমন। 'যে সুরে ভরিলে ভাষাভোলা গীতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

ভাষাভ্যাস [স] বি ভাষা অনুশীলন। 'তৎকালে যাহারা ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিতেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

ভাষাভ্যাসার্থ [স] ক্রিবিপ ভাষা অনুশীলনের জন্যে। 'বঙ্গ ভাষাভ্যাসার্থ যে নূতন পাঠশালা স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৯।

ভাষামার্গ [স] বি ভাষার ব্যবহার। 'ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করছি।' প্রমথ, ১৯২৮।

ভাষামূলক [স] বিপ ভাষাভিত্তিক। 'আমাদের চলিত ভাষামূলক আধুনিক সাহিত্য ভাষার আদর্শ এখনো পাকা হয়নি বলে লেখকদের রচি ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'কৃষ্ণিত ঐক্য; ভাষামূলক ঐক্য; বার্ষসংখ্যার ঐক্য; এবং আদর্শমূলক ঐক্য।' গুয়াজেন, ১৯৪৩।

ভাষার ইট বি ভাষার প্রধান উপাদান। 'ধ্বনি নিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভাষা রচনা [স] বি বাক্য রচনা। 'যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই।' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভাষ্যরচিত [স] বিপ ভাষা দ্বারা নির্মিত। 'সাহিত্যকে মানুষের চারিদিকে ভাষ্যরচিত প্রকাশমঞ্জীরূপে একবার দেখো' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভাষ্যর জ্ঞাত বি ভাষ্যর স্বরূপ; ভাষ্যগোষ্ঠী। 'ভাষ্যবিজ্ঞানীরা এই কঠামোর বিচার করে ভাষ্যর জ্ঞাত নির্ণয় করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভাষ্যর পুষ্টি বি অভিধান। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাষ্যরহস্য [স] বি ভাষ্যর গুঢ় তাৎপর্য। 'ভাষ্যরহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভাষ্যর্ষ [স] বি ব্যাকারের অর্থ। 'ভাষ্যর্ষ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি।' দর্পণ, ১৮২১।

ভাষ্যশিক্ষা বি ভাষ্যর অনুশীলন। 'অনেকে ভাষ্যশিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা বোধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভাষ্যশিল্পী [স] বি সাহিত্যিক। 'রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো ভাষ্যশিল্পী সম্মত বাংলা ভাষাতে তো নয়ই ...।' হাই, ১৯৫৪।

ভাষ্যশূন্য [স] বিপ নির্বাক। 'এসোমেসো ধামতুলি সব/ ভাষ্যশূন্য চেরে ছিল উপাশীন অবাক, মীরব' হোসেন, ১৯৪০।

ভাষা-সাক্ষর্ষ [স] বি ভাষ্যর মিশ্রণ। 'বাহ্যলীল রক্ত-সাক্ষর্ষের ন্যায় ভাষা-সাক্ষর্ষও একটি বৈশিষ্ট্য।' এনামুল, ১৯৫৫।

ভাষ্যসূত্রে [স] ক্রিবি ভাষ্যর সম্পর্ক ধরে। 'তা ফরাসি মনীষীদের কাছে খরা গড়ে এবং তাও এক হিসেবে ভাষ্যসূত্রে।' প্রমথ, ১৯৫১।

ভাষ্যসৃষ্টি [স] বি ভাষা গড়ে তোলা। 'ভাষ্যর অস্তিত্বও একটি প্রকৃতিগত অভিক্রি আচ্ছে, সে সম্বন্ধে বান্দেব আচ্ছে সুইজ বোধ শক্তি, ভাষ্যসৃষ্টি-কার্যে তাঁরা স্বতই এই কঠিনের দুটিতে চলেব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

ভাষ্যসৌধ [স] বি ভাষ্যরপ সৌধ। 'অপূর্ণ ভাষ্যসৌধ নির্মিত হইবে।' বাসনা, ১৯০৯।

ভাষ্যসৌষ্ঠব [স] বি ভাষ্যর সৌন্দর্য। 'আর ভাষ্যসৌষ্ঠব ও রচনাসৌষ্ঠবের দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হ'চ্ছে।' মোক্তাহার, ১৯৩৭।

ভাষ্যদ্বারা [স] বিপ ভাষা অর্থাৎ কথা কেড়ে নিয়েছে এমন; বাক্য ধরকারী। 'প্রাণভরা ভাষ্যদ্বা দিগাহারা সেই আশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভাষ্যদ্বারা বিপ ভাষা হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'কেবল ভাষ্যদ্বারা অক্ষপাতের পরান ভেঙ্গে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। 'ভাষ্যদ্বারা মহাবাহ্য প্রকাশিত করেছে আকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভাষ্যহীন [স] ১ বিপ নির্বাক। 'আশাহীন কত সাধ, ভাষ্যহীন কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিপ ভাষা নেই এমন। 'ভাষ্যহীন মনোহীন প্রকট পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভাষ্যহীন কাকলি [স] বি নির্বাক অভিভক্তি। 'মন-উদাসীন ওই আশাহীন/ ওই ভাষ্যহীন কাকলি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভাষ্যেশ্বর [স] বিপ ভাষা থেকে উপশ্রু। 'কর্তৃণ ভাষ্যেশ্বর শব্দ বাহ্যার।' রক্ত, ১৮৭৪।

ভাষ্য ক্রি বলা। ভাষ্যে ক্রি বলে। 'বিজ প্রীমানিক ভাষ্যে অভয় চরণ-আসে।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

ভাষিত [স] ১ বিপ পিষি। 'উভয় ভাষ্যর ভাষিত কোন কায়দা বাসালিদিশেরে ছিল না।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বিপ রচিত। 'পদ্যাদি

নানা ছন্দোবদ্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশ করণোক্ত হইয়াছি ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ৩ বিপ অনুবাদিত; তরজমাকৃত। 'আবুল মাসের ভাষিত গ্রন্থ কলিঙ্গলমণঃ নামে খ্যাত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভাষ্য [স] ১ বি বক্তব্য; টীকা। 'সূত্রে যে অর্থ ভাষ্য করে প্রকাশিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'আমাদের জ্ঞান আত্মবাসীর ভাষ্যে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৯। ২ বি ব্যাখ্যা; শব্দের সহজ আলোচনা। 'ব্রাহ্মধর্মের বাক্য ভাষ্য প্রস্তুত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভাষ্যকার [স] বি ব্যাখ্যাকারী। 'এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজ।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

ভাষ্যমেধ [স] বি ভাষ্যরপ মেধ। 'সকলিত ভাষ্যমেধে করে আচ্ছাদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাষ্যাদি [স] বিপ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি। 'তাঁহার আত্মানুসারে মত প্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভাষ্যানুধারী [স] ক্রিবিপ ব্যাখ্যা অনুসারে। 'শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুধারী বেদান্তচর্চা ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান সাধনই তাঁদের মুখ্য ধর্ম।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভাষ্য [স] ১ বি দাঁতি। 'সিন্দুর তিলক তরনি সম ভাস' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি আভাস; চিহ্ন। 'বৈরাগ্য হইয়া এত যায় বৈরাগ্যে নাহি ভাস' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভাষ্য [স] বি ফুলদানি। 'আশনারা যে রকম দ্বিগুণ বশের ভাস নিয়ে মাতামতি করেন।' মুক্তভা, ১৪৯১।

ভাসন [স] বি ভাসা ও ভাস। ১৭৮৫।

ভাসন্ত [স] বিপ ভাসছে এমন। 'মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেভিসিগোলাব বিপুল-বিপুল লাগতে আসো।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

ভাসমান [স] ১ বিপ দীক্ষমান। 'তারা ইন্দরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাসমান হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিপ ভেসে থাকে এমন। 'প্রোত্যোবেগচালিত ভাসমান শুভদ্বারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভাসন্ন পত্র বি আইনের তদন্ত। মনোএল, ১৭৪৩।

ভাসা [স ভাস-] ১ ক্রি প্রকাশিত হওয়া। 'বিরল নবত নভমন্ত ভাস। শব্দও কোকিল গাএ সহাস' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি জলের উপর ভর করে থাকা। 'প্রোত বিহার জলে এ তনু ভাসায়েছি।' মুরারি, ১৫৭০: 'শইনর কাণড় তার জমাইয়া নিল সোতে।' বিষ্ণু, ১৬০০। ৩ ক্রি উৎফুল্ল হওয়া। 'তনিরা বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ৪ ক্রি ওড়। 'হৃদয় মোর মেঘের মতো/ আকাশ-মাত্রে ভাসিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ ক্রি দূর হওয়া। 'অসার ধর্ম আরবদেশ হইতে একেবারে ভাসিয়া যাইবে।' মশাররফ, ১৯০৮। ৬ ক্রি মিলিয়ে যাওয়া। 'বে সুর উভার বাকী রয়ে আকাশে যায় ভেসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪। ৭ ক্রি প্রাকৃত হওয়া। 'মাঠ ভেসে যায় জলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ভাসত ক্রি ভেসে থাকে। 'তরঙ্গ ভাসত গোপি হিন্দা লিলাএ।' মালাবর, ১৫০০। ভাসলি ক্রি ভেসে গেলে। 'তনুক পসেমে পদার্থনি ভাসলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ভাসাইনু ক্রি ভাসালাম। 'কুলশীল সব ভাসাইনু জলে।' মর্জনা, ১৭৫০। ভাসায়া ক্রি ভাসিলে। 'কে ভরে জলসে ভাসায়া কলসে।' রামধন্যদাস, ১৭৮০। ভাসিয়া ক্রি ভাসিয়ে দিলে। 'ভাসিল বোষণা-গোতে, এই কথা' মাইকেল, ১৮৭৫। ভাসি ক্রি ভাসে। 'রসের স্যারে জেনে সব গোপি ভাসি।' মালাবর, ১৫০০। ভাষিআ ক্রি ভেসে। 'বলিআ ভরুয়

ভাসিএ

তলে ভাসিআ শোচন জলে।' মুহূদ, ১৬০০। ভাসিএ কি ভাসিয়ে। 'ভক্তবৎসল যান ভুবনে ভাসিএ।' মানিকরায়, ১৭৮১। ভাসিও কি ভাসিয়ে দিও। 'পুমান পিতৃভিত্তিখানি না ভাসিও দুয়।' বাহরায়, ১৭০০। ভাসিয়া কি ভেসে। 'ভাসিয়া বেড়ায় লোক গোহুলে জত বৈসে।' আলখর, ১৫০০। ভাসে কি ভেসে থাকে। 'রসোবাহাবি মাঝে বুঝাননা ভাসে।' মাল্যধর, ১৫০০। ভাস্যা কি ভেসে। 'ভাস্যা গেল ভটি-পাতা কোথা।' মুহূদ, ১৬০০। ভেসে কি ভাসমান হয়ে। 'ভেসি না রে ভেসে গেয়ে যন্ত্রণা।' লালন, ১৮৯০। ভেস্যা কি ভেসে। 'ভদন্তিকে ভাগবান গেলা ভেস্যা ভেস্যা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ভাসা ১ বিণ কোটরাগত নয় এমন। 'বর্ণ বেশ শ্যাম, বেশ ভাসা চোখ।' পরঃ, ১৯১৭। ২ বিণ ভাসমান। 'ভোলা মনের প্রোতে ভাসা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ভাসা পত্র বি লিখিত দলিল। 'এই করারে ভাসা পত্র দিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

ভাসা ভাসা ১ বিণ অগভীর। 'মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারটি করে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ অপশি। 'সব ভাসাভাসা।' ফকলল, ১৯১০। 'ভাসাভাসা ভয়েকটি ছবি আমার মনে উদয় হয়।' জসীম, ১৯৬৪।

ভেসে আসা ১ কি ভাসমান হয়ে আসা। 'আকাশ হইতে ভাসিয়া আইল রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই এমন। 'পূর্ব বাংলার ভেসে-আসা লোক, এদের পাড়া-প্রতিবেদী কম।' অমলকিন, ১৯৫৮।

ভেসে ওঠা কি মনে পড়া। 'সে তো ভেসে ওঠা গ্রান আমার মায়ের ঘৃণ।' মায়ুদ, ১৯৬৬।

ভেসে যাওয়া ১ কি প্রাণিত হওয়া। 'বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যাবে।' মুহূদ, ১৮১২। ২ কি ভাসমান হওয়া। 'প্রানের বাসনা আকুল হইয়া কোথায় ঘাইবে ভাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ উচ্ছরে যায় এমন। 'প্রাত্যহিকতার প্রোতে ভেসেযাওয়া জীবনের পথ নয়।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

ভাসান ১ বি জলে বিসর্জন। 'প্রতিমা বিসর্জনের দিন পৌষের ছোট ছেলে ও কালের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোল।' হেতাম, ১৮৬১। ২ বি ভাসমান অবস্থা। 'এ একরকম আনন্দের ভাসান।' অবন, ১৯২৫। ৩ বি শোকগীতিকারিণী। 'মনসার ভাসান ভনিতে গেল।' বিজুতি, ১৯৩৩।

ভাসান-বেশা বি ভাসিয়ে দেওয়ার বেশা। 'মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-বেশার।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ভাসান-জাহাজ [ভাসান+আ জাহাজ] বি জলের উপর ভেসে চলে যে জাহাজ। 'হৃদের ধন্য ভাসান-জাহাজ, দুঃ-জাহাজ, উড়া-জাহাজ, এ-সমস্ত তৈরি করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ভাসান যাত্রা [ভাসান+স যাত্রা] বি শোকগীতিকা বিষয়ক যাত্রাপালা। 'বাজারে আজ ভাসান যাত্রা হইতেছে।' মানিক, ১৯৩৬।

ভাসানের গান বি ভাসান যাত্রার পালা। 'ভাসানের গান নদী সোনোবে নির্বনে।' জীবন, ১৯৩২।

ভাসানো কি ছড়িয়ে দেওয়া। 'তুমি শব্দ ভাসাও দূর আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভাসেরঙিটা বি বসতবাড়ি: বসতবাড়ির ভিডি। হ্যালহেড, ১৭৭২।

ভাকর [স] ১ বি সূঁ। 'ভাকর দায়ক কি হির আকলএ।' অমলক, ১৯৫৮।

১৬৮০। ২ বি কাঠ, খাত, পাথর প্রভৃতি দিয়ে মূর্তিনির্মাণ করে যে। ওর্দা, ১৭৮৫। 'শোভাখিত চক চিনার ভাকরেরা তাহার চুনকামকারক।' রায়ময়, ১৮০১।

ভাকরশিল্প [স] বি ভাকর শিল্প। 'ভাক্তমহল ভাকরশিল্পের মুকুটমণিবরণ।' অক্ষর, ১৮৫৪।

ভাকর-শিল্পী [স] বি ভাকর নির্মাণ করে যে। 'পাথর কাটবার বস্ত্র ক্রিয়া ধরে একদল হল ভাকর-শিল্পী।' অবন, ১৯২৫।

ভাকরশ্রেষ্ঠ [স] বি শ্রেষ্ঠ ভাকর-নির্মাতা। 'বিদ্যাসামগরের মূর্তি ভাকরশ্রেষ্ঠের বাটীর অপেক্ষায় আছে।' রমেশ্বর, ১৯৭০।

ভাকর্য, ভাকর্য [স] ১ বি মূর্তি। ভাকর্যশিল্প, ভাকর্যশিল্প [স] বি ভাকর্য বিষয়ক শিল্প। 'ভারতের আশ্রামরাজ, ভাকর্যশিল্পের মুকুটমণিবরণ ...।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি মূর্তিবিষয়ক বিদ্যা। 'চৈতন্য বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাকর্য্য।' রব্বিম, ১৮৮৭।

ভাকর্যকলা [স] বি ভাকর্য শিল্প। 'ত্রিকলা সংগীতকলা ভাকর্যকলা মাথা তুলতে পারলে না।' অন্ননা, ১৯২৯।

ভাকর্য-বৈশুধ্য [স] বি ভাকর্য নির্মাণকৌশল। 'উত্তরমিহার সূত্রে শ্রান্ত শোভিতর ভাকর্য-বৈশুধ্য ইহাকে রিহাযিতিক দান করেছে।' মায়ুদ, ১৯৪৩।

ভাকর্যপটু [স] বিণ ভাকর্য তৈরিতে দক্ষ। 'সেই কটাক্ষীন দৃষ্টি গোখরা কোন ভাকর্যপটু শিল্পকরের বয়স্মিন্তিত প্রব্রমরী ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' রব্বিম, ১৮৭৪।

ভাষতী [স] বিণ ত্রী উচ্চল। 'গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাষতী কিরণমালা বিকীর্য করিয়াছিল।' রব্বিম, ১৯২২।

ভাষর [স] ভাষরও/বি বামীর বড়ো ভাই। 'কিছু না বলিল দেবি ভাষর দেখিয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

ভাষর [স] বিণ উচ্চল। 'কলক শিরক শিরে, ভাষর শিখনে অসিরব।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভায়ে [স] ভায> কি ভায়ে। 'ক্ষমেক বক্রমে চায়ে মনে আন নাহি ভায়ে সমস্তু' ক্ষেমে দীক্ষণ।' বাহরায়, ১৭০০।

ভিক, ভীক [স] ভিক্সা বি ভিক্সা। 'আইন ভিক্সর আশে নাত্রি দিলি ভিক।' মুহূদ, ১৬০০। 'ভীক' ওর্দা, ১৭৮২। ভি ভিখ ভিকারী বি প্রার্থী। 'নাগর সকল হয়ে মন্দ ভিকারী।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

ভিকিরি [স] ভিক্সা> বি ভিক্সক। 'অগ্ন্যদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন।' হেতাম, ১৮৬১।

ভিক্টোরিয়া-ক্রস [বি] বি ইংরেজ সাম্রাজ্যে যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার সৈন্যদের প্রদত্ত সর্বোচ্চ পদক। 'কামুগুজতার জন্য কেবল প্রকাশ্যে ভিক্টোরিয়া-ক্রস দেওয়া হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ভিক্টোরিয়া রিক্সিয়া [বি] বি বড়ো ভারতের লোকজ মূলবিশেষ। 'বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিক্সিয়া মূর্তিরা আছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

ভিক্টোরীয় [বি] ১ বিণ রানী ভিক্টোরিয়ার যুগ সম্পর্কিত। 'তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ বিশ্ববস্ত্র বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন। 'ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুগকেও হাস্যহাসি করে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ভিক্সা [স] ১ বি দাতার অমুহুর বা দান। 'ভিক্সা মাংস ঘরে ঘরে।' বড়ু,

১৪৫০। ২ বি ভিক্সা গ্রাণ্যনার কাজ। 'তার ভরে কৈল প্রতু ভিক্সা-সন্ধান'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি বর। 'চতিকা বসেন ভিক্সা দেহ সিদ্ধান্তি'। মুহুদ, ১৬০০। ৪ বি গ্রাণ্যনা। ওয়া, ১৭৮২। ৫ বি জমিদার কর্তৃক প্রজার কাছ থেকে নিদিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত বা অপর্যাপ্ত হওয়ায় পণ্ডিত কর্তৃক। 'তিনি (জমিদার) মাসন অর্থাৎ ভিক্সা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্বক অপর্যাপ্ত করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বি জমিদারের পিতা-মাতার মৃত্যুতে প্রজাদের প্রদেয় কর। 'জমিদারের পিতা মাতা মরিয়াক্কে, ভিক্সা দিয়া তাঁহার মান বাচাইতে হইবে।' সুলত, ১৮৭৩। ৭ বি চাঁদা আদায়। 'চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্সা করিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভিক্সার্চ [স] বি ভিক্সকের পেশা। 'বিবসন নির্ব্বণ ভিক্সার্চের পৌরব ভারতবর্ষেরই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভিক্সাজীবিতা [স] বি ভিক্সাবৃত্তি দিয়ে জীবিকা। 'ভিক্সাজীবিতায় সমাধের কত অশিষ্ট তাহা বুঝাইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভিক্সাজীবিতা [স] বি ভিক্সা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে। 'ভিক্সাজীবিতা হইবে সর্বলোক।' মুহুদ, ১৬০০।

ভিক্সাজীবী [স] বিণ অন্যান্য মানে জীবিতানির্বাহকারী। 'আমি একজন ভিক্সাজীবী ব্রাহ্মণ।' হাইকেন্স, ১৮৬৯।

ভিক্সাবৃত্তি [স] ভিক্সা+বৃত্তি (যে)। বি ভিক্সক্রয় বাবার ধর্ম। 'করি করকোড় ভরি ভিক্সাবৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভিক্সাটন [স] ভিক্সা+টন। বি ভিক্সাবৃত্তি। 'ভিক্সাটন ভিক্সা নিয়ন্ত্রণ করি ভিক্সাটন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভিক্সাধর্ম [স] বি ভিক্সা কন্ডার কাজ। 'ভিক্সাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভিক্সানির্বাহন, ভিক্সা-নির্বাহন [স] বি ভিক্সা গ্রহণ। 'তখন বিশেষ ঘরে ভিক্সা-নির্বাহন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভিক্সাপূর্ণ [স] বি ভিক্সাপূর্ণ অন্ন। 'আদিয়াই এক-মুঠা ভিক্সাপূর্ণ তরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভিক্সাপাত্র [স] বি ভিক্সার পাত্র। 'দাঁড়িয়ে হাতে ভিক্সাপাত্র নিয়া।' নলকল, ১৯২২।

ভিক্সাপূর্ণ [স] বি উপনয়নকালে কোনো নারীকে যা ভেঙে ভিক্সামহাশয়ী ব্রাহ্মণকুমার। 'ভিক্সাপূর্ণ পুরুষদ্বারাও ক্রিয়িত অর্ধসম্মতি করিয়া ...।' ভগবান, ১৮২৫। 'সরস্বতীর বহুস্রব বা ভিক্সাপূর্ণ বসিয়া পরিচিত হইবার বাসনা বড়োই প্রবল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভিক্সাপূর্ণ [স] বিণ প্রার্থনাপূর্ণ। 'ভিক্সাপূর্ণ আমার এ প্রাণ।' নলকল, ১৯২২।

ভিক্সাবৃত্তি [স] বি ভিক্সকের পেশা। 'মদকৃত্তি ভিক্সাবৃত্তি জীবন কর্ত্তন।' আলোক, ১৬৮০। 'ভিক্সাবৃত্তি মৃত্যুবরণ অপেক্ষাও সাময়িক ক্রোধান্বিত।' বিদ্যা, ১৮৮৪।

ভিক্সাবৈয়াপ্য [স] বি ভিক্সার প্রতি উপাসনাতা। 'এই ভিক্সাবৈয়াপ্যের প্রতি আমি কোনো ভরসা রাখি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভিক্সাভরা বিণ অল্পবহুপূর্ণ। 'বাহিরের এই ভিক্সাভরা পালি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভিক্সাভাও [স] বি ভিক্সক্রয় বাবার পাত্র। 'ভিক্সার ভিক্সাভাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভিক্সা মাগা ক্রি ভিক্সা চাওয়া। 'ভিক্সা মাগে পঞ্চভাই নগরে নগরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভিক্সামুঠি [স] ভিক্সামুঠি। বি ভিক্সার মুঠি। 'মাগিছ ভিক্সামুঠিরে।' নলকল, ১৯৩০।

ভিক্সামুঠি [স] বি প্রতিপূর্ণ বা জনের কাছ থেকে এক মুঠা পরিমাণ প্রদা ভিক্সা; এক মুঠি ভিক্সা। 'আমাদের মনের অর্থ - ভিক্সার অঞ্জলি, জগতের অর্থ - ভিক্সামুঠি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ভিক্সার খুশি বি ভিক্সা বাবার ধর্ম। 'ভিক্সার খুশি ঝুকে করিয়া তোমার ঘরদেশে দণ্ডায়মান থাকিত।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

ভিক্সারূপে ক্রিবিণ ভিক্সা হিসেবে। 'হবার হিহুকে ভিক্সারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ভিক্সা [স] ক্রিবিণ ভিক্সার জন্য। 'বাম হাতে খুশী ও বর্গণ ও দক্ষিণ হাতে চিমটা লইয়া ... ভিক্সা পর্যটন করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভিক্সা [স] বি ভিক্সা প্রদান। 'যখন কোন ধনীজন ভিক্সা উপহিত হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ভিক্সালব্ধ [স] বিণ ভিক্সা করে পাওয়া গেছে এমন। 'উদ্ধৃত দরিদ্রের ভিক্সালব্ধ পুত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভিক্সা [স] ভিক্সা। বি ভিক্সা; দান। 'প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্সা?' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভিক্সের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া - ভিক্সা দ্বারা প্রাপ্ত প্রদানের মান বিচার অনর্থক। 'ভিক্সের চাল কাঁড়াই হোক আর আঁকাড়া - তাই খোলায় ভর।' নলকল, ১৯০১।

ভিক্সেশিক [স] ভিক্সাশিক। বি ভিক্সা বা অন্য কোনো প্রার্থনা। 'ও ভিক্সেশিকের কথা আমি হুজুরে কিছু বলিতে পারি না।' কবিতা, ১৮৮৪।

ভিক্সাপজীবী [স] ভিক্সাপজীবী, সমাসে -জীবী। বিণ ভিক্সার। 'ইহারা ভিক্সাপজীবীসম্প্রদায়।' অক্ষয়, ১৮৮৯।

ভিক্সাপজীবীকা [স] ভিক্সা-উপজীবীকা। বি ভিক্সা করে জীবন ধারণ করা। দর্পণ, ১৮৩০।

ভিক্সাপজীবী [স] বিণ ভিক্তুক। 'গৃহস্থের ঘরে ভিক্সাপজীবী হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

ভিক্স [স] ১ বি ভিক্তুক। 'আমার ভূমি করবে দাতা, আপনি ভিক্স হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ২ বি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। 'মহাভিক্স লও সবার অহংকার ভিক্স।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। 'কখন সামনে দাঁড়ায়ে বৌদ্ধ ভিক্স।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ভিক্সওয়ালা [স] ভিক্স+হি ওয়ালা। বিণ ভিক্সাজীবী। 'অশিক্ষিত ও ভিক্সওয়ালা জাতিতে পরিণত।' আলোক, ১৯৪৫।

ভিক্সকন্যা [স] বি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মেয়ে। 'ভিক্সকন্যা ভূমি যে ভিক্সকী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভিক্সকী [স] বিণ ক্রী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। 'ভিক্সকন্যা ভূমি যে ভিক্সকী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভিক্স ধর্ম [স] বি ধর্মের কাজ। 'আমারে সকল দিয়া ভূমি ভিক্স ধর্ম।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

ভিক্সাশা [স] বি আশ্রয়। 'ধর্মীর ভিক্সাশার প্রাপ্তে তাঁহার একত্ববাদি হান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভিক্স [স] ১ বি ভিক্সার। 'তবে যে নট তাঁট ভিক্স সবারে।' কৃষ্ণা,

ভিক্ষুকজাতি

১৫৮০। ২ বিপ প্রার্থনাকারী। 'ভিক্ষুক অধম দুঃখি পাশিত' গর্হিত। বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'অর্থবের ও ভিক্ষুকদিগকে বিবর সমাদর করেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।

ভিক্ষুকজাতি [স] বি পরনির্ভরশীল জাতি। 'বর্তমান ভিক্ষুকজাতির ভবিষ্যতে যে কি দশা ঘটবে...' অক্ষর, ১৮৭৭।

ভিক্ষুকতা [স] বি ভিক্ষাবৃত্তি। 'ভিক্ষুকতা যতদূর পর্যন্ত উচ্চত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভিক্ষুকবচন [স] বি ভিক্ষকের কথা। 'প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুকবচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভিক্ষুকবিদ্যার [স] বি ভিক্ষাদান। 'বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদ্যার করিবেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভিক্ষুকবেশী [স] বি ভিক্ষকের বেশধারী। 'অশিক্ষিত অসাহ্যকৃষ্টি ভিক্ষুকবেশী মুসলমান।' হায়দারাবাদী, ১৯৩৪।

ভিক্ষু দ্রষ্ট ভিক্ষু

ভিক্ষুশালা দ্র ভিক্ষু

ভিক্ষু, ভীষ [স] ভিক্ষা। 'হায়ে বাপার ভিষ মাগএ বেগিনী।' বড়ু, ১৪৫০। 'সান বান হম ভীষ লই গেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভিষ মাগা [স] ভিক্ষা চাওয়া। 'আমি কহিলাম, ওমু দুটি আম ভিষ মাগি মহাপণ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

ভিষ-মাগা [স] ভিক্ষা মাগে এমন। 'মুসলমান আছ ভিষ-মাগা।' শওকত, ১৯৫৮।

ভিখারি, ভিখারী [স] ভিক্ষাকারী। ১ বি ভিক্ষুক। 'পরধন-সেবিকের পি-পাএ ভিখারী।' বড়ু, ১৪৫০। 'পতি মোর জলন-ভিখারী।' বৃন্দা, ১৬০০। ২ বি ভিখারির মতো দুর্বল। 'সে ধর্মেরে রাখি ভিখারী বধিন সখ্য রহে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি শোষণ। 'সে রাজ্যধনে ভিখারী হয়ে।' মণাররত্ন, ১৮৮৫। ৪ বি সর্বস্বহীন। 'এরে ভিখারি সাজারে কী রত্ন ভূমি করিলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভিখারিণী, ভিখারিণী [স] ভিক্ষাকারিণী। বি ঋী ভিক্ষুক। 'রাজরাণী, ভিখারিণী, ধনী সহধর্মিণী ...।' মণাররত্ন, ১৮৯০। 'রাজ বৃদ্ধা ভিখারিণী ভীষণ বয়স পাত্তি দুয়ারে পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভিখারী-দশা [স] ভিক্ষাকারিণী-দশা। বি ভিক্ষকের মতো পরনির্ভরশীল অবস্থা। 'এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভিখারি, ভিখারী [স] ভিক্ষাকারী। বি ভিক্ষুক। 'কাহাল ভিখারি কলু মালী তাহি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'উদ্রাজ ভিখারী হয়ে যোরে মনীষার মঞ্চভরে।' শামসুর, ১৯৬৬।

ভিখারিণী, ভিখারিণী [স] ভিক্ষাকারিণী। বি ঋী ভিক্ষা করে যে। 'তবু এ ভিখারিণী ভিনজন খোঁড়া, বুড়ো, বোয়াইয়ের ঢালে -।' জীবন, ১৯৪৮। 'হাতের আঁধারে ফুটপাতে আসে/ ভিখারিণী তার নিঃস্বাদ ঘরে।' শামসুর, ১৯৬৬।

ভিখারি [স] ভিক্ষার উর্ধ্ব। 'হানি বরষা সহসা 'মিকাইল' করে উমর আরবে ভিখারি।' নজরুল, ১৯২৪।

ভিক্ষুর [স] ভিক্ষুরো। বি ভিক্ষুর। 'ভিক্ষুরে কামড়ে জন্মের সর্বজন।' বিজয়, ১৬০০।

ভিখা [স] ভিক্ষে যাওয়া। 'কাঞ্চলী ভিখিআ গেল ঘামে।' বড়ু, ১৪৫০। ভিখর কি ভিখের। 'না ভিখি জলেতে অগ্নিত না পোড়ায়।' আলোড়ন, ১৬০০। ভিখিআ কি ভিখের। 'কাঞ্চলী ভিখিআ গেল ঘামে।' বড়ু,

১৪৫০। ভিখিল কি সিদ্ধ হলো। 'ইন্দ্রের আখির জলে বয়ান ভিখিল।' মদ্যবধ, ১৫০০।

ভিখা, ভিখে [স] ভিক্ষা। 'ভিখা নর এমনি; সিদ্ধ। ওয়া, ১৭৮৫। 'সে সমুদয় ভিখা তুল বলদে পুটে চাপাইয়া, লইয়া চলিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

ভিখামাটি [স] বি সিদ্ধমাটি। 'ভিখামাটির গাছে মানুষ হইয়াছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

ভিঝারে রাখা [স] বি সিদ্ধ করে রাখা। 'ভিখির বছর ভিঝারে রেখেছি দুই নয়নের জলে।' জসীম, ১৯২১।

ভিঝে-বেড়াল [স] বি দেখতে নিরীহ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট। 'এই রকম ভিঝে-বেড়াল গোছ শোকলসোকে আদতে চিনিতে পারা যায় না।' শরৎ, ১৯১৭।

ভিজে হাওয়া [স] বি জলে ভেজা বাতাস। 'বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভিজনো কি সিদ্ধ করা। 'পাশাপাশি টুটি, ভিজারে কঠিন ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভিজিট [স] ১ বি পরিদর্শন। 'দিসি বিশিতি যমেরা অবস্থা ও রেত মত পাড়ি পুর্নকি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েন।' হুজুম, ১৮৬১। ২ বি কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়া। 'ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রদর্শন করতে যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি চিকিৎসককে প্রদেয় দর্শনী। 'ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'বাড়ি ফিরে মাঝকে বল, মোটা রকম ভিজিট পাঠিয়ে দিতে আমায়।' শিবরাম, ১৯৪০।

ভিজিট-ওয়ার্ডা [স] ভিজিট-হাওয়া। বি দর্শনী দিতে হয় এমন। 'খোল টাকা ভিজিটওয়ার্ডা ডাক্তারের দামী ঔষধ সমস্তটা ফেলিয়া দিল।' বনকল, ১৯৬৬।

ভিজিট প্রদর্শন করা [স] কেউ বেড়াতে এলে তার বাড়িতেও বেড়াতে যাওয়া। 'ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রদর্শন করতে যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভিজিটিং আওয়ার্স, ভিজিটিং আওয়ার্স [স] বি সাক্ষাতের সময়। 'কখন ভিজিটিং আওয়ার্স?' শিবরাম, ১৯৭০। 'এখন ভিজিটিং আওয়ার্স নয়।' সুবীল, ১৯৭০।

ভিজিটিং কার্ড [স] বি নিজের পরিচয়-সংলগ্নিত ছোটো কার্ড। 'গোফুলের পক্ষে থেকে ভিজিটিং কার্ড বেরল।' অট্টর, ১৯৫০।

ভিজিটিং শ্রিপ [স] বি কার্যালয়ের তথ্য সংলগ্নিত ছোটো কার্ড। 'একবার ভাঙ্কিয়ে দেখলাম, অফিসেরই ছোটো ভিজিটিং শ্রিপ।' নরেন্দ্র, ১৯৬৯।

ভিজিটর, ভিজিটার [স] বি অতিথি; দর্শনার্থী। 'এখনকার মতো ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রদর্শন করতে যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'মেয়েরা পিয়ানো বাজায় ... ভিজিটারদের সঙ্গে আলাপচারি করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভিটরে [স] বি দূর। 'সেবি এক ভিটরে শোলাশ।' নজরুল, ১৯২৬।

ভিটা, ভিটে [স] ভিতি। ১ বি ঘরের ভিত। 'কোণালে কাটিয়া ফালায় ঘর ভিটার মাটি।' বিজয়, ১৬৫০। 'কব্জী অধর ভিটা অতি দিবাছান।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি পৈতৃক বাড়িভূমি। 'হাশন ভিটার আসিয়া বসতি করহ।' হ্যালেফ, ১৭৭২। 'বাপদন বাছা মোর হেঁদে নারে ভিটে।' ওয়া, ১৫৮৮। ৩ বি কসত ঘর। 'যখন ভিটরে হও বসতি/ নিয়োছিলে যোগ-কবলিতি।' লালন, ১৮৯০। ৪ বি ফসল। 'মার চোখে শিশির-ভোজ/ ঘোহের রোসে ভিটে ভরেছে।' ওয়াদনুয়াহ,

১৯৭৪।

ভিটাছাড়া বিপ বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদকৃত। 'আপন নামে খরিজ করিয়া শইরা উহাকে ভিটাছাড়া করেন।' সোমকলস, ১৮৬৮।

ভিটাবাড়ি, ভিটেবাড়ি ১ বি ছারী বসতবাড়ি। 'বাপদাদার ভিটাবাড়ি।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি বসবাসের বাড়ি ও বাড়ি-সংলগ্ন জায়গা। 'এখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯: 'মহাশয়ন সোনার দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভিটামাটি, ভিটেমাটি বি বসতভিটা। 'আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উদ্ধিষ্ট করিয়া দিই ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২: 'সুদের সুদটি শুবে নিরে বেটে ভিটেমাটি।' শেখর, ১৯১০: 'দরিদ্র আরবদের জমিজমা ভিটামাটি উচ্চ মূল্যে নিলামে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে।' চরী, ১৯৩৬।

ভিটায় ঘুঘু চরাশো, ভিটেয় ঘুঘু চরাশো ১ ক্রি উচ্ছেদ বা সর্বনাশ করা। 'অনেক শোকের ভিটার ঘুঘু চরাইয়াছেন।' গ্যাঙ্গী, ১৮৫৮। ২ ক্রি সর্বশত্রু করা। 'তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পাবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভিটভুটি বি বসতভিটা ও এর চারপাশের ভূমি। 'গাছাছাড়া ভিটভুটি সমান করে ফেলি।' কারসার, ১৯৬৫।

ভিটামিন, ভিটেমিন [হি] বি বাসের জীবনীশর্তবিরুদ্ধ উপাদান; খাদ্যাগ্রাণ। 'বিড়ির গাভার ভিটামিন পাওয়া গেছে না কি?' ধর্মজি, ১৯৩১: 'ব্যাঙ্গারি বাসে ভিটেমিনের প্রভাব।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভিড়, ভীড় [হি ভীড়] ১ বি বহুলোকের একত্র সমাবেশ। 'আগের সময়ে সোনের মহাভিড় হোলা।' কৃষ্ণকল, ১৮৮০। ২ বি রক্তচাপাধারের এক সাথে সমাবেশ। ওর্গ, ১৯৮২: 'কম্বের সিক্তের সীমা নাই।' দর্শন, ১৮২১। ৩ বি অনেক মানুষের উপস্থিতি। 'পথিকের ভিড় দেখে বুঝতে পারলুম পুরী বুঝি কাছে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভিড়ুন বি দল; সঙ্ঘ। 'স্নাহার ভিড়নে রর সোয় লাগি তাজি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভিড়মুক্ত [ভিড়+স মুক্ত] বিপ ঘনবিমুক্ত। 'বড়ি এলাকা ও ভিড়মুক্ত আবাসস্থল ...' আজাদ, ১৯৬২।

ভিড়ের লোক বি আর দশজনের মতো সাধারণ মানুষ। 'আমাকে ছুঁনি মনে কোনো না ভিড়ের লোক।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

ভীড় করে দাঁড়ানো ক্রিবিপ এক সবে দাঁড়ানো। 'শীপ আর তার মা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

ভিড়া [স বেটন] ১ ক্রি ঘেঁষা। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহ রে পাস।' চরী ১, ১২০০। ২ ক্রি জলবানের তীরসংলগ্ন হওয়া। 'বোলা, কোন পার ভিড়বে ডোয়ার সোনার তরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ভিড়ি ১ ক্রি ঘেঁষা। 'সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহ রে পাস।' চরী ১, ১২০০। ২ ক্রি বেটন করে। 'বুখিল কাছের মন ভিড়ি চাহে আলিমন।' বড়, ১৪৫০। ভিড়িআ ক্রি বেটন করে। 'শব মালতীএ খোশা ডরাযা ভিড়িআ বান্দে সোটেসন।' বড়, ১৪৫০। ভিড়িএ ক্রি কাছো আসে; ঘেঁষে। 'প্রমত্ত কুঞ্জর জেন ভিড়ি মস্তে দস্তে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভিড়ানো ক্রি মেগানো। 'এক-আধজনদের সঙ্গে নিজেকে ভিড়িয়ে ফেলবার জন্য।' স্নীবন, ১৯৩৩।

ভিড়ি বি অবস্থিগণেশ। 'মারিল মুকুটি ভিড়ি আপনা শকতি।' সুলতান, ১৭০০।

ভিত্তি, ভিত্তি [স ভিত্তি] ১ বি দিক। 'তোমহে এক ভিত্তে হৈবৈ আশা লখা সোহ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ফাঁক। 'হাশী নিলে কোণ ভিত্তে।' বড়,

১৪৫০। ৩ বি ভিত্তি। 'সেই জলে উর্কে শোখি ভিত প্রকাশিল।' কৃষ্ণকল, ১৪৮০। ৪ ক্রিবিপ পরিবর্তে। 'এক সস্তদার গাইবেন তান ভিত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি তীর। 'উঠিতে নারিনু ভিত্তে।' সীতজি, ১৬০০। ৬ বি ধার। 'এক ভিত্তে বলিল মারাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বি স্থান। 'সিংহলের গণে গুলি নিল নিজ ভিত্তে।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৮ বি দেহ। 'সেখিতে ডোয়ার ভিত্তে দহে মোর প্রাণ।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৯ বি পাশ। 'সতক দূরে গাড়ে ঘরের চারি ভিত্তে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১০ বি উঁচু জায়গা। 'এক ভিত্তেতে পসারির দোকাহন।' রায়মার, ১৮০১। ১১ বি ভিত্তি; দেয়ালের যে অংশ মাটির নিচে থাকে। 'গোড়া বাড়ির ভিত্তে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ১২ বি সূচনা; শুরু। 'আমাদের স্বভাবিকের তার স্থিৎ থেকেই গড়ে তুলতে হবে। প্রথম, ১৯২০। ১৩ বি বসতবাড়ি। 'পাচকুট গ্রামে ছিল তার ভিত্তে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভিত্তপত্তন বি সূচনা। 'আমাদের দেশে বয়ালের ভিত্তপত্তন করতে হলে ...' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ভিত্ত-ভুইছাড়া বিপ ভিটেমাটিহীন। 'গল্পে আলীর লাবান ভিত্ত-ভুইছাড়া মানুষের পক্ষে রামি না ইয়া উপায় বা কী ছিলো?' শামসুদ্দীন, ১৯৮৮।

ভিত্ত [স ভিত্তি] বিপ ভিত্তি। 'ঐশ্বর করিল জত তত রূপে হৈনু ভিত্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভিতর, ভীতর ১ বি অভ্যন্তর। 'রত্নীএ তুখিল হরি বলের ভিতরে।' বড়, ১৪৫০: 'বেন হুগো পোলা কাহ বনের ভীতর।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিবিপ মধ্যে। 'আমি তো ছ-মাসের ভিতর একটি রুগীর মুখ দেখেই না।' শিরিন, ১৮৬৬।

ভিতরকার ১ বিপ অভ্যন্তরীণ; ভিতরের। 'সমাজের ভিতরকার কাজ ক্যাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিপ অন্তরগত। 'এ হচ্ছে ভিতরকার ভিনিস।' অবন, ১৯৪১।

ভিতর ঘর বি অন্তঃপুর। 'দুই প্রভু লগ্না আচার্য পোলা ভিতর ঘর।' কৃষ্ণকল, ১৪৮০।

ভিতর জাওন বি প্রবেশ করা। ওর্গ, ১৭৮৫।

ভিতরতলা বি অন্তর। 'মনের ভিতরতলায় যে মন আছে সেখানে দুয়াকান্নাকে ছান দিব না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভিতর-বাড়ি, ভিতর বাড়ী বি অন্তঃমহল। 'আমাদের দেশের মত এখানে বাহির বাড়ী ও ভিতর বাড়ী নাই।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫: 'ভিতর-বাড়ি থেকে যাচ্ছে শোনা ধমক-ধামক।' সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভিতরে ভিতরে ক্রিবিপ গোপনে গোপনে। 'অথচ ভিতরে ভিতরে অসর গিলিয়া ক্রমে ক্রমে আর-একরূপ হইতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভিতরের কথা বি গোপন বিষয়। 'দেশবরণে নেতার ভিতরের কথা ফাঁক করে দেবার ছদ্মকী দিয়েছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভিতরের দিক বি মনোভোক। 'জীবনের ... ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

ভিত্ত [স ভিত্তি] বিপ ভত হয়েয়ে এমন। 'মহাশয়র আত্মকর্ষাদিত্র পাইয়া এ খরিদানস্বর্য বড়ি ভিত্ত হইল।' ওর্গ, ১৭৮২।

ভিত্তি [স] ১ বি দেয়াল। 'উর্ধ্ব অংখ ভিত্তি পুং।' কৃষ্ণকল, ১৫৮০। ২ বি নিম্নতম কাঠামো। 'গম্বাভিত্তে রাস্তার ধারে জলের ভিত্তে ভিত্তি।' দর্শন, ১৮২৬। ৩ বি মূল। 'একতাই জাতীর শক্তি ভিত্তি।' অবন, ১৮৪৬। ৪ বি গ্রন্থবোধ্যোক্ত। 'আইন বিখিত্ত হইলে ইংল্যান্ডসিয়ার

বাধীনতা সুদূর ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৫ বি
উপ-উপকরণ। 'মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে ...।' **বঙ্কিম**, ১৮৮৭।

ভিত্তিপাত্র [স] বি দেয়ালের নিম্নাংশের গা। 'সেই ছবির নীচে
ভিত্তিপাত্রের একটি টপাইয়ের দুইধারে ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২।

ভিত্তিচিত্র [স] বি মূল নকশা বা পরিকল্পনা। 'এসব হচ্ছে ... ভিতরের
কথা, ভিত্তিচিত্রের কথা।' **জীবন**, ১৯৪৮।

ভিত্তিপত্তন [স] বি বুনিয়াদ। 'যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

ভিত্তিপ্রস্তর [স] বি ভিত্তি স্থাপনের স্মারক পাথরের ফলক। 'একটি
মোহাজের কলোনির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ...।' **বেগম**, ১৯৫৩।

ভিত্তিশূন্য [স] বিণ প্রমাণহীন। 'তাহাদের এ নিবাসটি ভিত্তিশূন্য'
অক্ষয়, ১৮৪৯; 'ভিত্তিশূন্য গল্পকে হাদিস বলিয়া ...।' **প্রচারক**,
১৯০৬।

ভিত্তিস্থাপন [স] ১ বি দৃঢ় অবস্থান তৈরি; ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। 'সংসারের
মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে ছির হয়ে আরেস করে বসা।' **রবীন্দ্র**,
১৮৯০। ২ বি ভবন ইত্যাদি নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সূচনা
উপলক্ষে প্রথম ইট স্থাপন। 'বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠান।' **রবীন্দ্র**,
১৯০২।

ভিত্তিহীন [স] ১ বিণ অমূলক। 'আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে
অভ্যাসশাক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০;
'এ আশা ভিত্তিহীন নয়।' **প্রমথ**, ১৯২০। ২ বিণ অবাস্তব। 'ভিত্তিহীন
ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৫; 'ভিত্তিহীন যে
বাসা আমার সেখানেই পলাতকরা আসা-যাওয়া করে বার-বার।' **রবীন্দ্র**,
১৯৩৯।

ভিন, ভীন [স ভিন্ন] বিণ পৃথক; ভিন্ন। 'ভিন কি দিবারে এ বাট বহীম'
যড়, ১৪৫০; 'ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬৩;
'কানা গল্পের ভিন বাধান।' **নজরুল**, ১৯২৪; 'তখন সে দূরে ভিন
গায়ের দিকে কল্লিক আর সূতা হাতে চলিয়া যায়।' **শতক**, ১৯৫৮।

ভিন-গাঁ বি অন্য গ্রাম। 'ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া
ফিরিতেছিলেন।' **বিভূতি**, ১৯২৯।

ভিনদেশ বি অন্য দেশ। 'অজ্ঞানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিখির
কানো জলের মতো ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

ভিনদেশী বি ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ; বিদেশি। 'ভিন-দেশী বড় আসা
যাওয়া করে।' **জসীম**, ১৯০১।

ভিননারী বি অন্য অঞ্চলের নারী। 'বিপানা দেশের বাদিয়ার লাজি
এটুকু দয়া কর ভূমি ভিননারী।' **জসীম**, ১৯৩৩।

ভিনঐ [স ভিন্ন] বিণ স্বতন্ত্র। 'সামুহর অক্ষর ভিনঐ ছন্দ।' **মুহম্মদ**,
১৬০০।

ভিন ভিন [ধন্য] বি মৌমাছির শব্দ। 'কী মৌমাছি রে বাবা। ভিন ভিন
করছে।' **মণি**, ১৯৬৩।

ভিনাস [সি] বি (পাচাত্য পুরাণ) সৌন্দর্যের দেবী। 'কারণ ভিনাস, ভূমি
একদিন ছিলে তার কাছে।' **জীবন**, ১৯৩০।

ভিনিপার [সি] বি সিরকা। 'হৈল ভিনিপার বোতলে শ্যাম্পেন ঈর্ষাবশে।' **সত্যেন্দ্র**,
১৯১৭।

ভিনু [স ভিন্ন] বিণ পৃথক; আলাদা। 'আপনা হইতে কাছ ভিনু না ভাবিহ.'

মালাধর, ১৫০০।

ভিন্দিপাল [স] বি প্রাচীন ভারতীয় ক্ষেপণাস্রবিশেষ। 'তবক বেলক টাঙ্গি
ভিন্দিপাল মেল সাঙ্গি।' **মুহম্মদ**, ১৬০০।

ভিন্ন [স] ১ অব্য হাড়। 'অস্থি-এস্থি ভিন্ন চর্খ আছে মাত্র তাত।' **কৃষ্ণদাস**,
১৫৮০। ২ বিণ আলাদা। 'কপটে জিজ্ঞাসে বাপে পুত্র ভিন্ন নয়।' **কবীন্দ্র**,
১৬৮৯। ৩ বিণ বিদীর্ণ। 'আমি খেয়ালি বিধির বন্ধ করিব
ভিন্ন।' **নজরুল**, ১৯২২।

ভিন্নতর [স] বিণ আলাদা। 'তোমার ভূমিকা সর্বদা ছিল ভিন্নতর।' **শামসুর**,
১৯৭০।

ভিন্নতল [স] বি আলাদা মর্যাদান্তর। 'প্রতিভাবান শিল্পী এবং সাধারণ
শিল্পিক ভিন্নতলের বাসিন্দা।' **আইয়ুব**, ১৯৭৩।

ভিন্নতা [স] বি পার্থক্য। 'তাহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত।' **রবীন্দ্র**,
১৮৯১; 'এই দুইগ্রন্থ ত্রুতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট।' **অবন**, ১৯১৯।

ভিন্নদর্শী [স] বিণ অন্যভাবে দেখে এমন। 'সে পরদেহে আমাকে
যেখ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী।' **বঙ্কিম**, ১৮৯২।

ভিন্নদেশ [স] বি অন্যদেশ; বিদেশ। 'অতঃপর ভিন্নদেশে গমন করাই
হির হেল।' **মহারাজ**, ১৮৬৯।

ভিন্নদেশী [স] ভিন্নদেশীয়। **বিণ** বিদেশি। 'আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়,
ভিন্নধর্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' **বঙ্কিম**, ১৮৯২।

ভিন্নদেশীয় [স] বি বিদেশি। 'চিরুভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে
চক্কার ব্যাঘাত।' **দর্পক**, ১৮২৯।

ভিন্নধর্মী, ভিন্নধর্মী [স] বিণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। 'আর্য্য হইতে
ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' **বঙ্কিম**, ১৮৯২।

ভিন্নপর [স] বিণ অন্যাত্মীয়। 'ভিন্নপর নহ ভূমি বুড়তা বহিনী।' **মুহম্মদ**,
১৬০০।

ভিন্নপ্রকৃতি [স] বিণ আলাদা। 'তোমরা আর আমি ভিন্নপ্রকৃতি।' **বঙ্কিম**,
১৮৭৪।

ভিন্ন প্রাঙ্গণবাসী [স] বি ভিন্ন দেশের অধিবাসী। 'পৃথিবীর ভিন্ন
প্রাঙ্গণবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ ...।' **অক্ষয়**, ১৮৪৮।

ভিন্নভাষী [স] বিণ আলাদা ভাষায় কথা বলে এমন। 'আর্য্য হইতে
ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী।' **বঙ্কিম**, ১৮৯২।

ভিন্নমুখী [স] বিণ অন্য অভিমুখী। 'সুপ্রিয়র চিন্তকে ভিন্নমুখী করার
চেষ্টায় ...।' **মানিক**, ১৯৩৫।

ভিন্নরাজ [স] **ক্রি**ণ অন্য রাজ্যে। 'যার স্বামী গৃহবন্দী আছে
ভিন্নরাজ।' **আগাওল**, ১৬৮০।

ভিন্নস্থানবাসী [স] বিণ অন্য স্থানে বসবাস করে এমন।
'বহুব্রতেনভোগী, ভিন্নস্থানবাসী রেকর্ডকারী কণ্ঠচারণিণ সামান্য
সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া।' **জামায়াত**, ১৯৩৯।

ভিন্নিত বিণ পৃথক-করা। 'ক্যাবিন সারি সারি নথরে চিহ্নিত, একই
রকম খোপ সেতলোর সেয়াসে ভিন্নিত।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৯।

ভিষ [স ভিন্ন] বিণ পৃথক। 'তোমাএ আমাএ ভিষ নাহি এক
কলেবর।' **মালাধর**, ১৫০০।

ভিন্য [স ভিন্ন] বিণ ভিন্ন। 'যাহার প্রজ্ঞারে আসি লংঘে ভিন্য জন।
আলাওল, ১৬৮০।

ভিন্নরুল, ভীমরুল [স ভূঙ্গরো] বি বোলতা অপেক্ষা বড়ে' পীতবর্ণের এক ধরনের বিষধর পতঙ্গ। 'ভীমরুল ভাঁপ মশা বোরলা প্রভৃতি'। ভারত, ১৭৬০; 'ভিন্নরুলে মৌমাছিতে হল রেবারেণি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভিয়ান, ভিয়েন ১ বি পাক; রন্ধন। 'তৈছে ভিয়েনে ভোপ গোপালে লাগাইব'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মিষ্টান্নাদি পাক। 'ময়রা যেমন করছে ভিয়ান'। নজরুল, ১৯২৬; 'ময়রাদের বলে পিঁছে রসশোষার ভিয়েন বলিয়ে দিতে'। শিবরাম, ১৯৪০।

ভিয়েনঘর বি মিষ্টান্নাদি বান্নার ঘর। 'বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে ঢালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভিয়োল [প] বি বেহালা। 'ভিয়োলার শব্দশ্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে'। বিষ্ণু, ১৯৪১।

ভিন্নকুটি, ভিন্নকুটি [স ক্রকুটি] ১ বি ক্রকুটি। 'আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো ভিন্নকুটি কল্পে কেন?' মদাররহ, ১৮৯৯। ২ বি ভড়ং। 'কবিরাঙ্গ দেখিয়েছিল, ভিন্নকুটি কত'। গিরিশ, ১৮৮৬।

ভিন্নি, ভিন্নি [স ভিন্নি] বি মুঁহা। 'বেচারার রক্তার ভিন্নি গেল'। গিরিশ, ১৮৮৯; 'বরষাঘের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভিন্নি লাগে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'দুই জনেরই ভিন্নি লাগবার মতো হল'। নজরুল, ১৯৩১।

ভিন্নি খাওয়া ক্রি জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। 'ছেলোরা ওদের জুজুভুড়ি বলে ভিন্নি খায়'। নজরুল, ১৯৩১।

ভিন্নি যাওয়া ক্রি মুঁহা যাওয়া। 'তুধু এই ভরসা রাবিস/ মরিসনি ভিন্নি গেছিস'। নজরুল, ১৯২৪।

ভিন্নি লাগা ক্রি মুঁহা যাওয়া। 'বরষাঘের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভিন্নি লাগে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভিলোল [স] বি শ্রেণীবৃক। 'সরল ভাল ভিলোল'। বড়ু, ১৪৫০।

ভিষক [স] বি বৈদ্য; চিকিৎসক। 'সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক নিপুণ'। তত্ত্ব, ১৮৫৮।

ভিষ্ম [স] বি চিকিৎসক। 'কেহ কেহ ভিষ্ম বেশে আগমন পূর্বক ঔষধ প্রদান করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ঔষধ'। অক্ষয়, ১৮৫০।

ভিত্তি, ভিত্তি [ফা বিহিঃশুতি] ১ বি চামড়ার থলেতে করে পানি সরবরাহকারী। 'সাহেব লোককে ভিত্তি মসালটা বেহারা ইত্যাদি'। দর্পণ, ১৮২৯; 'মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিত্তি'। রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি পানিবহনের জন্য চামড়ানির্মিত পলি। 'ভিত্তির বন্দোবস্ত করা হটক'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ভিত্তিওয়ালা [ফা বিহিঃশুতি+হি ওয়ালা] বি চামড়ার থলেতে করে পানি সরবরাহকারী। 'ভিত্তিওয়ালায় রাজকু ভাই'। নজরুল, ১৯৪১; 'এ যে একবারে ভিত্তিওয়ালায় বাদশাহি পাওয়ার ব্যাপার'। মনসুর, ১৯৪৫।

ভীত [ভিত্তি] বি দিক। 'চায়ী ভীত চায়ী রাখা হুইল বচনে'। বড়ু, ১৪৫০।

ভীত [স] ১ বিণ শঙ্কিত। 'গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না'। অক্ষয়, ১৮৫৫। ২ বিণ কাপুরুষ। 'মানেওল, ১৭৪০; 'বাসালিরা শিষ্ট, বুদ্ধিমান, অধীনতা বুদ্ধিবিশিষ্ট, অলস, ভীত, ঐক্যহীন'। অক্ষয়, ১৮৪১।

ভীতচকিত [স] বিণ ভীতবিহ্বল। 'আমাদের ইংরাজী শিকিত

সমাজকে ভীতচকিত ও দলিতমথিত করিয়া ...'। শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

ভীতচিহ্ন [স] বি সভ্যচিহ্ন; ভয়মুক্ত চিহ্ন। 'আমরা অতিশয় ভীতচিহ্নে অমসর হইলাম'। অক্ষয়, ১৮৪২।

ভীতহস্ত [স] বিণ ভয়ানক। 'মেয়েটি ভীতহস্ত হইয়া কানো কানো মুখে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভীতবিহ্বল [স] বিণ ভয়ে মুহ্যমান। 'ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সত্যনের পানে'। ওয়াশী, ১৯৪৫।

ভীতসন্ত্রস্ত [স] বিণ অত্যন্ত শঙ্কিত। 'সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত বিহ্বল ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়া ইন্দু চোখ মেলে তাকাইল'। মানিক, ১৯৩৭।

ভীতবর [স] বি শঙ্কিতকর্ত। 'ভীতবর পার্শ্ববর্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত ধরে চমকিয়া উঠিল'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভীতা [স] বিণ স্ত্রী ভয় পেয়েছে এমন; ভয়ানক। 'ভয়ে ভীতা বিনোদিনী চলে সখী সঙ্গে'। ষষ্ঠী, ১৬০০; 'স্ত্রী লোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্দোষ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা'। দর্পণ, ১৮২৭।

ভীতাত [স] বিণ ভয়ে কাতর; ভীত। 'আমার বধূকে ভীতাত করে না'। মুক্তাবা, ১৯৬০।

ভীতি [স] বি ভয়। 'বাহার মহা গ্যান পরমেশ্বর পরাচন্ড ভেল থাকে; সেই সে পারিবে ভীতি মুক্তির নিরোপণ'। আন্তনিয়ে, ১৭৪০।

ভীতিকম্পন [স] বি ভয়জনিত শিহবন। 'পামও আশ্রয় আরশের ভীতিকম্পন'। ধূমকেতু, ১৯২২; 'ভী কপের ফাঁদে ধরা পড়বার ভীতি-কম্পন'। নজরুল, ১৯২৭।

ভীতিকর [স] বিণ ভয়ঙ্কর। 'ভীতিবাহুয়র সে প্রিয়তম ছিল, মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে'। বনফুল, ১৯৩৬।

ভীতিহস্ত [স] বিণ ভীতবিহ্বল। 'যে সমস্ত নর-নারী ভীতিহস্ত হইয়া পশ্চিম বাংলায় চলিয়া আনিয়াছে'। বেগম, ১৯৪৭; 'সে ভীতিহস্ত হয়ে পড়ে'। ওয়াশী, ১৯৬৪।

ভীতিচিহ্ন [স] বি ভয়ের চিহ্ন। 'ভীতিচিহ্নগুলি মুখে যাচ্ছে একে একে সুমসৃণ'। শামসুর, ১৯৭৪।

ভীতিজনক [স] বিণ ভীতিকর। 'আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতোই ভীতিজনক'। নজরুল, ১৯৩৮।

ভীতিজরা [স] বি ভয়জনিত দুর্বলতা। 'কাফের তারেই বলি, যার ঢেকে আছে শত ভীতিজরা'। নজরুল, ১৯৪২।

ভীতিপূর্ণ [স] বিণ ভয়ানক। 'কটক-আগার ভীতিপূর্ণ চিরদিন'। গিরিশ, ১৮৮৭।

ভীতিপ্রদ [স] বিণ ভয়ঙ্কর। 'ভীতিপ্রদ অতল সিদ্ধ'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভীতিবিধায়ক [স] বিণ ভয় সংঘটনকারী। 'পথিকের ভীতিবিধায়ক ধরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন'। বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ভীতিবিহ্বল [স] বিণ ভয়ে কম্পমান। 'সমুদ্রের গর্জন শুনি ভীতিবিহ্বল হিলে'। নজরুল, ১৯৩৮।

ভীতিবিহ্বলা [স] বিণ স্ত্রী ভয়ে কাতর। 'আমরা ভীতিবিহ্বলা হই'। রোকেয়া, ১৯২১।

ভীতিব্যাঙ্ক [স] বিণ ভয়ানক। 'সুমাঞ্জিত হাসি এবং কখনো ভীতিব্যাঙ্ক চাহনি'। মাহেনও, ১৯৪৯।

ভীতিশব্দ [স] বি ভয় জাগায় এমন শব্দ। 'ভীতিশব্দ ... এসে আরও ঢের শট্‌টুমিকার দিকে।' জীবন, ১৯৪০।

ভীতু [স ভীতা] বিণ ভীক; ভয়ানক। 'ইহাতে কীণ ও ভীতু বেহেরদিগকে বড় দুঃখ।' তারিণী, ১৮০৩। ব্র ভীতু

ভীতো [স ভীতা] বিণ শঙ্কিত। 'সমস্ত বনের পত আমার নামে ভীতো।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ভীম [স] বিণ ভয়ঙ্কর। 'রজনী ভীম আকিয়ারি।' বাহরাম, ১৭০০।

ভীম আনন্দ [স] বি অতিশয় আনন্দ। 'এসেছে প্রভাত এসেছে ... যে জাগিল তার চিত্ত আকিছে ভীম আনন্দে ভেসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ভীম উৎসাহ [স] বি প্রবল উৎসাহ। 'গৌড়ামি যখন সত্যেরে চাহে যত্নে রাখিতে ধরি, মুঠির চাপনে ভীম উৎসাহে সত্য সে যায় মরি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভীমকান্ড [স] বিণ একই সঙ্গে ভয় ও আকর্ষণের আবহ সৃষ্টিকারী। 'তিনি ধীরে-ধীরে পর্যায়ক্রমে তাঁর সমস্ত ভীমকান্ড রূপটা সুদর্শনার চেয়ে উন্মুক্ত করবেন।' আইইউব, ১৯৭০।

ভীমকায় [স] বিণ বিশাল শরীরের অধিকারী। 'ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বত্র ভলতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভীম কারা [স] বি ভয়ঙ্কর কারাগার। 'দে রে দেখি ভীম কারার এই ভিত্তি নাড়ি।' নজরুল, ১৯২৪।

ভীমখণ্ডা [স] বিণ ভীষণ বাড়ী। 'ভীমখণ্ডা হাতে, ধাইবেন হুঙ্কারে নিচিতে সম্মুখে।' মাইকেল, ১৮৬২।

ভীম গরজন [স] ভীমগর্জন। বি প্রচণ্ড গর্জন। 'উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

ভীম চাবুক [স] ভীম+ফা চাবুক। বি ভয়ানক শাস্তি। 'তাহাদের অঙ্গে প্রিয়ার বুক আমাদের তরে ভীম চাবুক।' নজরুল, ১৯২৪।

ভীমতেজ [স] বি ভীষণ তেজ। 'সমস্ত রক্ত উচ্চ হয়ে ভীমতেজে নেচে উঠল।' নজরুল, ১৯২৪।

ভীমদর্শন [স] বিণ দেখতে ভয়ানক। 'পর্বত ও অরণ্য ... ভীমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল।' বিজুতি, ১৯৩৭; 'ভীমদর্শন পুরোহিত মহোদয় বিশাল বাড়ীটি হাতে তুলে নেন।' হাসান, ১৯৬৭।

ভীমানাদ [স] বি প্রচণ্ড গর্জন। 'প্রভঞ্জনসম ভীমগর্জক হন, গর্জি ভীমানদে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভীম-নিদানি [স] বিণ ভয়ঙ্কর শব্দকারী। 'ভীম-নিদানি কলুষ-হরা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

ভীম-প্রহরশ [স] বি ভীষণ অস্ত্র। 'ভীম-প্রহরশ-ধারী - মত্ত বীরমদে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভীমবল [স] বি ভয়ঙ্কর শক্তি। 'প্রভাঞ্জন ভীম-বল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪; 'বাজারে অরণ্যাবীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভীমবদ্য [স] বি শক্তিশালী যোদ্ধা। 'ভীমবদ্য ভীমবদ্য আর সেনাপতি শব্দ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভীমা [স] বিণ ভয়ঙ্কর। 'গিরিশিণে বরষায় প্রবলা যেমতি ভীমা স্রোতস্বতী।' মাইকেল, ১৮৬৫।

ভীমাকার [স] বিণ বিশাল। 'ভীমাকার পর্বততঃ মুখব্যদান করিয়া রহিয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ভীমাঘাত [স] বি প্রচণ্ড আঘাত। 'সহজে প্রাণন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে বাসিবন্ধ।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভীমকালি বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বর্ণনাম-বিশেষ। 'কাশীনাথ ভীমকালি।' সের্বি, ১৮৪০।

ভীমপল্লবী [স] বি (সরীত) অপরাধে গেল একটি রাগিনী। 'ভীমপল্লবী কাহারবা।' নজরুল, ১৯৩২।

ভীমপলাশি, ভীমপলাশী [স] ভীমপল্লবী। বি (সরীত) একটি রাগিনী। 'রাগিনী ভীমপলাশী।' বড়ু, ১৫৭০; 'হায়নটের পরে ভীমপলাশি।' জীবন, ১৯৪৮।

ভীমরতি, ভীমরতী [স] ভীমরতী। বি বার্ষিকাজনিত বৃদ্ধি-প্রংশতা। 'ডাকবর ভীমরতি হয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০; 'বুড়ো হ'লে ভীমরতী হয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ভীক [স] ১ বিণ সহজে ভয় পায় এমন। 'আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা একাধুনা ভীকবতাব ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ বিবাস্য রাখতে পারছে না এমন। 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, হায় ভীক প্রেম হায় রে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ বিণ ভরসা হয় না এমন। 'মম ভীক বাসনার অঞ্জলিতে, যতটুকু পাই রয় উজ্জলিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৪ বিণ কম্পমান। 'হাতে ভীক নীপ, পথে উন্মাদ হাওয়া।' নীরেন, ১৯৫৫।

ভীকজ্ঞান [স] বি কাপুরুষ। 'ভীকজ্ঞান মরে দুলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভীকরূপ [স] ১ বি ভয়। 'রাগ, ঘেব, মিথ্যা ... রূপটাতা, ভীকরূপ, নিষ্ঠুরতা, অপ্রীলতা ... দমন করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি কাপুরুষতা। 'যেঁচে থাকো ভীকরূপা খেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'ভীকরূপ জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিষ্কৃত হয়ে যায়।' মানিক, ১৯৩৫।

ভীকরূত [স] বি ভীকরূপ। 'জড়তা বা ভীকরূত-বশত যে কাজ করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভীকরূপ নীন বাস বি ভীকর বেশ। 'বল কোথা যাস ছি হি পরিয়া ভীকর নীন বাস?' নজরুল, ১৯২৪।

ভীকরূপভাব [স] ১ বি ভীকরূপ। 'বাসাদিগের অনেকা ও ভীকরূপভাব কাহার না বিদিত আছে?' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ ভীতু। 'কল্পনা-জীবিত হকিণীর মতো ভীকরূপভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ভীল বি ভাতেরে আদমি জাতিবিশেষ। 'কোশ, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বন ও পর্বতনিবাসী লোক প্রথম সম্প্রদায়-ভূক্ত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভীলকর [স] ভীলকার। বিণ ভয়ঙ্কর। 'ইহল ভীলকর নদ নদী একাকার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভীষণ [স] ১ বিণ বিশাল। 'শঙ্কের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ প্রবল। 'কেহ কেহ ভীষণ জটরানল শাস্ত করিবার নিমিত্ত যে কোনপ্রকার দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ ভয়ঙ্কর। 'ইহার ভীষণমূর্খি দর্শনমাত্রে ভয়ে বিহবল।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'বনস্পতি, ভূমি যে ভীষণ ক্ষণে ক্ষণে আজিও তা মানে যের মন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ প্রচণ্ড। 'ইহারা সেই প্রাণীকে ... সবোপ উপাধিত করিয়া ভীষণবলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বিণ ভয়ানক। 'তখন স্বাধীনতার সহিত যথেষ্টচারের ভীষণ সঙ্গম ঘটয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ বিণ রূঢ়। 'ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভীষণতর [স] বিণ আরও ভয়ঙ্কর। 'পারস্যের অবস্থা ত দিন দিন ...

ভীষণতর হইয়া চলিয়াছে।' প্রচরক, ১৯০৭।

ভীষণতা [স] ১ বি প্রচরক। 'ইহামমী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্বত্ররুদনে অনুভব।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ভয়ঙ্করতা। 'এরা প্রকৃতির দুর্ঘোষের ভীষণতাও উপভোগ করে।' হাই, ১৯৫৮।

ভীষণত্ব [স] ১ বি ভয়ঙ্করতা। 'শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চতুীর মধ্যে বিভক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি ভয়াবহতা। 'প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, সে তো বর্ণনীয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভীষণলব্ধ [স] বিম বিকট দাঁতবিশিষ্ট। 'ভীষণলব্ধ বরাহ তদবতী বসুন্ধারার কোমল হৃদয় বিদারণ করে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

ভীষণদর্শন [স] ১ বি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। 'যে ভীষণদর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।' মীনবন্ধু, ১৮৭২। ২ বিণ বৃন্দাঙ্গার। 'নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেখান চাকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভীষণবল [স] বি প্রচণ্ড শক্তি। 'সেই প্রাণিকে ... সবধো উপাশিত করিয়া ভীষণবলে পৃথিবীপৃষ্ঠে পাতিত করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভীষণমূর্তি, ভীষণমূর্তি [স] বি ভয়ানক আকৃতি। 'ইহার ভীষণমূর্তি দর্শনমাত্র ভয়ে বিহ্বল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভীষণরবা [স] বিণ ভয়ানক শব্দবিশিষ্ট। 'মসানে ভীষণরবা ঘোঁরো ঘোঁরো ভাকে শিবা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভীষণা [স] ১ বিণ ক্রী ভয়ানক। 'ভীষণা শাস্তি রক্তনয়নে ক্রুদ্ধাঙ্গোপাশিত-পদময়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ ক্রী অভিশপ্ত। 'সমো নমো বিধেয়ের ভীষণা নিবৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বিণ শিষ্টর। 'অনুগ্রহী ভূমি সুন্দরী, অনুগ্রহী ভূমি ভীষণা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভীষণাকার [স] বি ভয়ানক বা বড়ো আকৃতিবিশিষ্ট। 'সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর কাছে গেলে বোধ হয় একই মাড়ে আসিয়া পড়িবে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভীষণাকৃতি [স] বিণ ভয়ঙ্কর আকারসম্পন্ন। 'ভীষণাকৃতি কোন সন্ন্যাসের রক্ত চক্ষুর বর্ণ থাকগ করিয়াছিল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভীষণাক্রকার [স] বি ভীষণ অন্ধকার। 'স্রোতোবাহিত কন্ডালমালা, অহিম্বর কুণ্ডলিঙ্গার, সকলই ভীষণাক্রকারে দেখা যাইতেছে।' বরদমণ, ১৮৭৪।

ভীষণী [স] বিণ ক্রী ভয়ঙ্করী। 'অল্পকালী ভূতমতী ভয়ময়ী ভীষণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভীষণোচ্ছল [স] বিণ ভয়ঙ্কর দীপ্তিমান। 'সেই রক্তক্লম্বিত দীর্ঘাকেনিল যজ্ঞবসন্তকুল ভীষণোচ্ছল ঔষধপ্রবাহে ভাসমান হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভীমতা [স] বি ভীষণতা। 'তাহার ভীমতাই জাপাইরা তুলিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভুগুণ্ডা বিণ অঙ্গসারশূন্য। 'বাহিরে শেক্সপীয়ার, মিল্টন ... ভিতরে সব ভুগুণ্ডা।' রায়, ১৮৭৪।

ভূঁ বি ভূমি। 'সে-নামধনি সেমে এল ভূঁয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ভূঁই, ভূঁই [স] ভূমি। ১ বি ভূমি; মাটি। 'চন্দ্রমণি সূর্যমণি ঠাট ভূঁই বাট।' আলোণ, ১৬৮০। 'ভূঁই ভূঁড়ে দুইশাহ হইয়াছে বাজা।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি জমি। 'তুমি বিধে দুই ছিল মোর ভূঁই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভূঁই-বেলা বি বাস্তব জগতের বেলা। 'আমার ভিতর লুকিয়ে আছে দুই বকমের বেলা, একটি সে ঐ আকাশে-গুড়া, আরেকটি এই ভূঁই-

বেলা।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ভূঁইচাল [স] ভূমি+চাল। বি ভূমিকম্প। 'ম্যোএল, ১৭৪০।

ভূঁইকোঁড়া, ভূঁইকোঁড়া [স] ভূমি+স ফোঁটান। ১ বি কেঁচো। 'ম্যোএল, ১৭৪৩। ২ বি অজ্ঞাত-পরিচয় আবিস্কৃত ব্যক্তি। 'তা না তো কি আমি ভূঁইকোঁড়া।' গিরিশ, ১৮৯৬। ৩ বিণ অভিজাতাধীন। 'ভূঁইকোঁড়া শহরে ...' বদেদী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়।' প্রমথ, ১৯০৫। ৪ বিণ হঠাৎ হয়েছে এমন। 'ভূঁইকোঁড়া অভিজাতরা যে বিজিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।' আলান, ১৯৬২। 'এসব ভূঁইকোঁড়া ধনী অভিজাত-গোতে ...।' শরীক, ১৯৬৮।

ভূঁইকোঁড়া [স] ভূমি+স ফোঁটান। বিণ ভিত্তিহীন। 'ভূঁইকোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে বোঁজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভূঁইমাণি, ভূঁইমাণী ১ বি মাটি শননকারী। 'ম্যোএল, ১৭৪৩। ২ বি মাণী। 'ভূঁইচাঁপার মালা-পড়া ভূঁইমাণীর মেয়ের মতো।' নজরুল, ১৯২৮। ৩ বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'হিন্দু ভূঁইমাণিদের ভূমি বিয়ারি।' নজরুল, ১৯৩৫।

ভূঁই বি ভূঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'বকুলশাখা ব্যাকুল হতো, টলমলতো ভূঁই।' নজরুল, ১৯২৫।

ভূঁইকুমড়ো বি এক বকমের কুমড়া। 'ভূঁইকুমড়োর ভাল।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ভূঁইচম্পা বি ভূঁইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'ভূঁইমাণিদের ঘরে ভূঁইচম্পার কলি।' নজরুল, ১৯০৫।

ভূঁইচাঁপা [স] ভূমি-চম্পা। বি এক প্রকার সুগন্ধি ফুল। 'নিরল ভূঁইচাঁপা ফুল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। '(ভূমি) আসাহ পথে ভূঁইচাঁপাড়ে/ ভূবন সাজারে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ভূঁজ [স] ভূজা। ক্রি ভোগ করা। 'আপনে না ভূঁজ পরাক না কর দানে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভূঁটকো বিণ গোলাঘাল। 'পেট যেন ঠিক ভূঁটকো কাছিম।' নজরুল, ১৯২৬।

ভূঁড়ি [স] ভূরি। বি বড়োপেট। 'দাড়ি ভূঁড়ি সার কোন জ্ঞান দাড়ি মায়।' রামশ্যাম, ১৭৮০। 'তুমি দুপিরে ভূঁড়ি বাহিরে ভূঁড়ি করব সরগরম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভূঁড়িঅরলা বিণ ফুল পেটফুল। 'হাসনের ভাগ লিবি লিকি বে ভূঁড়িঅরলা মায়াছোণ।' হাসান, ১৯৬৭।

ভূঁড়িঅলা বিণ ফুল পেটফুল। 'মিঠির লোকানের ভূঁড়িঅলা ময়রা।' হাসান, ১৯৭৩।

ভূঁড়িওরালা বিণ ভূঁড়িফুল; পেটমোটা। 'অবিকারী কালো রং-এর ভূঁড়িওরালা লোক।' বিজুত, ১৯২৯।

ভূঁড়ি দাস বি যে বাঘ বেশি। 'ভূঁড়ি দাস আর নুড়ি দাস যত মুড়ি বায় আর চলে।' নজরুল, ১৯৪১।

ভূঁড়ে বি ভূঁড়িওরালা। 'বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভূঁড়ে।' গুণ, ১৮৫৮।

ভূঁড়েল বিণ ভূঁড়িওরালা। 'ভূঁড়েল ময়রাগুলি কি মোব বায় এই বলে হাসিটি মুখে সেট রেখে দেয়।' হাসান, ১৯৭৭।

ভূঁড়ো বিণ ভূঁড়িওরালা। 'ও তাই যাদের গুণ্যে মূণ্যে গুড়ে গুই ভূঁড়াদের উড়োকা।' নজরুল, ১৯৬৬।

ভূঁয়েস [স] ভূমিশাল। বি মাটির গুহার বাস করে এমন জীবজন্তু। 'ভূঁয়েসের

তু

গাড়া এটা এক কথা নিত্য।' ভারত, ১৭৬০।

তু' [স বুদ্ধা] ১ বি ভূখা। 'খাইব আমার বড় লাগিয়াছে তু'। গবীর, ১৭৫০। ২ বিণ অতু'। 'বর দুনিয়ার খোরাক জোগাও নিজেই থেকে তু'। কঙ্গীম, ১৯২৭। প্র ভূখ

তুকা' [স বুদ্ধা] ১ বিণ ভাওয়া। 'তু'কি ক্রি বাবো। 'কুটি কুটি করিয়া তু'কিন এক সাথে।' কুজরাম, ১৭২০।

তুকা' [স বুদ্ধা] ১ বিণ কুখার্ত। বিদ্যা, ১৮৯১। প্র ভূখা

তু' [স] ১ বিণ অতু'। 'সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে কৌশলভূক্ত হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বিণ অতু'। 'আপনাদিগের বান্ধবত্বমিতে পরিণত ও রাজ্যমধ্যে তু'ক করিয়াছিলেন।' অজয়, ১৮৪৭। ৩ বিণ ভোগী। 'অজবেতনভূক্ত এসেশীয় কর্মচারীদিগকে সততই অসুখ সেবা যায়।' অজয়, ১৮৫৬।

তু' [স] ১ বিণ বাওয়া হয়েছে এমন। 'পূর্বরাগেই তু'ক হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

তু' [স] ১ বিণ বাওয়া হয়েছে এমন খাবার। 'জীবদেহ কেমন করিয়া তু'কৃত্য পরিপাক করে।' সবুজ, ১৯১৭।

তু' [স] ১ বিণ আশের কোনো বিষয়ের জন্য কষ্ট পাওয়া। 'হিন্দুলোকেরা এখন তু'ক ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

তু' [স] ১ বিণ পূর্বে কোনো বিষয় ভোগ করেছে এমন। '... এ বাগীতে থাকিয়া এই হাফজার সেনা পাওনা দিয়া লইয়া এই হাফজারি এখন তু'কভোগী ছিলেন।' চিঠিপত্র, ১৮২৯। ২ বি পূর্বে কোনো বিষয় ভোগ করেছে এবং সেজন্য কষ্ট পেয়েছে যে। 'আমি কহিলুম - যে তু'কভোগী সেই জানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। 'সেটা তু'কভোগী ছাড়া অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা পজম।' মুক্তভা, ১৯৫৯। ৩ বিণ ভোগকারী। 'মার্কিন চাঙ্গে সমানে পোণিত, টাকা; থিনক যুর্পের প্রধান তু'কভোগী ইংলেণ্ডেই সমাজতাব পাকা।' সুশীল, ১৯৫৫।

তু' [স] ১ বিণ উচ্ছিন্ন। 'তু'কভাগিষ্ট আহার করিয়া তদ্রূপত হইল।' কেরি, ১৮১২।

তু' [স] ১ বিণ ভোগ। 'তু'ক ক্রি খায়। 'ফাঁকী দিয়া ঢাকি তু'কে গায় করে ফিরা।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

তু' [স] ১ বিণ ভোগ। 'তু'কি শব্দে কহে ভোগ অনন্ত প্রকারে।' কুজদাস, ১৫৮০।

তু' [স বুদ্ধা] ১ বি ভূখা। 'খাইতে সোয়াতি নাই নাহি টুটে তু'। দ্বিষ্ট, ১৬০০।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তহিক লাগি মূল্য অপ্রবিশ। তু'বল তমরা শিব মরদন।' বিদ্যাগতি, ১৪৮০।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। বিদ্যা, ১৮৯১। 'সভায় কোনো ভূখা ভিয়ারি যেতে পারল না।' মনসুর, ১৯৪৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৬।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৬।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

তু' [স] ১ বিণ কুখার্ত। 'তু'বা-ফাঁকা আছি আচ্ছ নিয়ে সাত দিন।' নজরুল, ১৯২৫।

ভুজঙ্গ [স] বিণ বাহুতে আছে এমন। 'ভুজঙ্গ মাংস পেশি সকল যদি সেই প্রকার স্বভাবযুক্ত না হইত।' অক্ষর, ১৮৪৮।

ভুজাঙ্গ [স] বি হাত কাটারি। 'ভুজাঙ্গে যেমন কাটে ভেটের ছাগল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভুজকুমার [স] ভূমি-কুমার। 'চেংড়ার সুমার বৃদ্ধি তোমার ভুজ কুমার জানালো।' গালন, ১৮৯০।

ভুজঙ্গা [স] বি সাপ। 'বলে আর জন ভুজঙ্গ ভূষণ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ভুজঙ্গগুরু [স] বি সাপুড়ে। 'কর কঙ্কণ পদ/ ফণি মুখ বদন/ শিখই ভুজঙ্গগুরু পাশে।' গোবিন্দ, ১৬০০।

ভুজঙ্গ [স] বি সাপ (এখানে প্রেমিক)। 'সবরো ভুজঙ্গ গইরামণি দারী পেক রতি পোহাইলী।' চর্য ২৮, ১২০০।

ভুজঙ্গনা [স] ভুজঙ্গম। বি সাপ। 'তনিলে প্রাণ চমকে ওঠে দেখতে যেমন ভুজঙ্গনা।' গালন, ১৮৯০।

ভুজঙ্গম [স] বি সাপ। 'আন্ধার যৌবন কাল ভুজঙ্গম।' বড়, ১৪৫০।

ভুজঙ্গমালা [স] বি সাপের মালা। 'ভুজঙ্গমালা, গলে বিলম্বিত।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভুজঙ্গিনী [স] বি স্ত্রী সাপ। 'এই সমস্যা শেষে ভুজঙ্গিনী জাত চলিছে।' রামরাম, ১৮০১।

ভুজঙ্গী [স] বি সাপ। 'ভুজঙ্গীও সেই মস্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

ভুজঙ্গকেশর [স] ভুজঙ্গকেশর। বি ফুলবিশেষ। 'ভুজঙ্গকেশর রাশি জবা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভুজঙ্গপ্রয়াত [স] বি হৃদবিশেষ। 'ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।' ভূবিত, ১৭৬০।

ভুজঙ্গয়া বি হৃদের নাম। আলাওল, ১৬৮০।

ভুজন [স] ভোজন। বি আহার। 'ভুজন সমএ রাজা গৌরস রা পাইব।' মালাধর, ১৫০০। দ্র ভোজন

ভুজা [স] ভুজ>। কি ভোগ করা। **ভুজু** কি ভোগ করক। 'সে সুখে ভুজু রাজে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **ভুজিবি** কি ভোগ করবে। 'ভুজিবি তৌ লিখিত ফল।' বড়, ১৪৫০।

ভুজালি বি ছোটো বাক্য ছুরিবিশেষ। 'ভুজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভুজ্য [স] বি হিন্দু আচার। পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশে নিবেদিত অন্নাদি। 'শ্রাকে খোলা, ভোজা বা ভুজ্যের প্রয়োজন নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভুঞ [স] ভূমি>। বি ভূমি; মাটি। 'গণ্যচারি লাখি চড় পড়া গেল ভুঞে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভুঞা [স] ভূমি>। বি আদি বাসিন্দা। 'তনি কথা অতুত যায় ভুঞা রাজার দূত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভুজন [স] বি উপভোগ। 'গুপ্ত নীরবে ভুজন এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভুজা [স] ভুজ>। কি ভোগ করা। **ভুজ** কি ভোগ করা। 'নহে তোর পতি যোগ/ আশা সমে ভুজ ভোগ।' বড়, ১৪৫০। **ভুজই** কি ভোগ করে। 'হৃদেই সুখে একু করিয়া ভুজই ইন্দ্রিজানী।' চর্য ৩৪, ১২০০। **ভুজএ** কি ভোগ করে। 'সৃজিলেক নৃপতি ভুজএ সুখে রাজ।'

আলাওল, ১৬৮০। **ভুজহ** কি ভোগ করে। 'আন জন সবে তুমি ভুজহ শূনার।' বাহরাম, ১৭০০। **ভুজায়ি** কি খাওয়াওয়া করিয়ে। 'ভুজায়ি মৎস্যের কোলে শয়ন করাই কোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ভুজি** ১ কি ভোগ করি। 'পতি সনে ভুজি রতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি ভোজন করি। 'হৃদয়ারাজিত কামি উদর পুরিয়া ভুজি।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ভুজিআ** কি ভোজন করে। 'ভুজিআ কাপড়ে মুখে হাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ভুজিতে** কি ভোগ করতে। 'নরক ভুজিতে চাহে জীব হোড়াইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **ভুজিবেক** কি ভোগ করবে। 'রাজ্ঞ পুনি ভুজিবেক পাণ্ডব নন্দন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **ভুজিমু** কি উপভোগ করবে। 'কিরূপে ভুজিমু মুই পরদার রতি।' সুলতান, ১৭০০। **ভুজিল** কি উপভোগ করলে। 'রতি ভুজিল মুরারী।' বড়, ১৪৫০। **ভুজিলেস্ত** কি উপভোগ করলো। 'আমিনার সনে রতি ভুজিলেস্ত মহামতি।' সুলতান, ১৭০০। **ভুজ** কি উপভোগ করক। 'কৃষ্ণ হুজু কথোকালা।' বড়, ১৪৫০। **ভুজে** কি উপভোগ করে। 'হরিএ ভুজে কমলা।' বড়, ১৪৫০। **ভুজো** কি ভোগ করি। 'ফল ভুজো মোএ।' বড়, ১৪৫০।

ভুজানো [স] ভুজ>। কি খাওয়ানো। 'শালি-অন্ন মধু খও ভুজাব গ্রচর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভুট বিণ লোপটি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভুটিয়া ১ বিণ ভুটানের। 'এ হিন্দুর দেশ নহে - ভুটিয়া লেপচাণগ মোহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি ভুটানের অধিবাসী। 'নেপালি, না ভুটিয়া, না সোহাওয়া?' শিবরাম, ১৯৭০।

ভুটিয়া বি ঘোড়ার জাতবিশেষ। 'গশেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি।' প্রমথ, ১৯১৫।

ভুটী [স] বৃক। বি মহাই; এক প্রকার খাদ্যশস্য। 'ছাতু বায় চানা বায় ভুটী বায় যারা।' গুণ, ১৮৫৮।

ভুটীয়ার [ভুটী+ফা] খোর। বিণ অধিক ভুটী বায় এমন। 'ভুটী বৃটে নিসনে ওরে ভুটীখোর।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

ভুড়ভুড় [ধন্য] বি ক্রমাগত বৃদ্ধি ওঠার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভুড়ভুড়ানি [ধন্য] বি ক্রমাগত বৃদ্ধি ওঠার ভাব। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি বৃদ্ধি; জলবিধ। 'বানের জলের মতো দুটো চারটে দিন ভুড়ভুড়ানি কেটে কোন দিকে ভেসে চলে গেল।' মনোহর, ১৯৬১।

ভুড়ভুড়ি [ধন্য] বি বৃদ্ধি। 'ছাড়ে গিয়া দূরে গিয়া ছাড়ে ভুড়ভুড়ি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ভুরভুরি [ধন্য] বি জলের বৃদ্ধি। 'শব্দহীন ভুরভুরির গতি হয়ে যায়' আশুতোষ ফুল।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ভুড়ক ভুড়ক [ধন্য] বি ক্রমাগত হাঁকা টানার আওয়াজ। 'খানিক ভুড়ক ভুড়ক করে হাঁকা টানলে লাগলো।' বিমল, ১৯৫৩।

ভুঙ বি পেট। 'মুগাইল ভাঁড়র মুখে অভক ভরিয়া ভুঙে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভুতভবিষ্যত [স] ভুতভবিষ্যৎ। বি পূর্বাপর। 'ভুতভবিষ্যত তুমি জান বর্তমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভুতী বিণ ভোতা। 'ওদের ভুতা মুখ একেবারে ভুতা করিয়া দিব।' মনসুর, ১৯৫৩।

ভুতুড়ি বি কাঁচালের ভিতরের বর্জ্য অংশ। 'কতগুলি কেবল ভুতুড়িসার।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ভুতুড়ে [স] ভুত>। ১ বিণ লোকবিবাস। ভুতের মতো। 'অরণ্যের যত প্রোতাশ্রিত্যে হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আক্রমণ করে

দিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিপ ভূতের মতো আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। 'ভূতহুয়ে কলেক্তানার দারোগা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

তুন বি এক প্রকার বস্ত্র। 'এত গুনি রাজা সবে তুনে চুপ দিয়া।' আলোড়ন, ১৬৮০।

তুনা [সি ভর্জন>] ১ বিণ ভাঙ্গা হয়েছে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি ভাঙ্গা। 'কলিজা কাবাব সম তুনে মর-রোদুর।' নজরুল, ১৯২২।

তুনানো ক্রি ভাঙি করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

তুনো [সি ভর্জন>] বি ভাঙি। 'এ কি তুনোর দোকান?' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

তুনি, তুনী ১ বি হিন্দু বিশ্ববাসের পরিধেয় পাড়হীন মোটা শাড়ি। 'চিরবর্ণ পটশাড়ী তুনী গোড়া পই পাড়ি।' কুহুদাস, ১৫৮০। ২ বি সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়বিশেষ। 'শত শত এক জায় গুজরাটে তন্ত্রবায় তুনি খুনি খুতি বোনে গাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুনিখিচুড়ি বি যে খিচুড়ি শুকনো, প্রায় ভাজার মতো। 'বাদল দিনে তুনিখিচুড়ি ও কর্মার সারবসা ...' নজরুল, ১৯২৭।

তুবন [সি ১ বি স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল। 'এ তীন তুবনে রাধা তোফা কৈলোঁ সার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আবাস। 'নিবস্ত্রিয়া গেল রাজা আপনা তুবন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি বিশ্ববাসী। 'ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাতাল তুবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি সর্বত্র। 'আমার নিখিল তুবন হারালেম আমি যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তুবুগ [সি তুবন] বি তুবন। 'তিগি তুবুগ মই বাহিষ হোলোঁ।' চর্যা ১৮, ১২০০।

তুবণ [সি তুবন] বি জগৎ। 'কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল তুবণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তুবন ঈশ্বরী [সি বি তুবনেশ্বরী। 'ভকতিবৎসলা তুমি তুবন ঈশ্বরী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তুবনকম্প [সি তুবনকম্প] বি ভূমিকম্প। 'যায় অশ্রু নাড়িতে তুবনকম্প হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

তুবনজোড়া বিণ তুবনজুড়ে বিকৃত। 'তোমার তুবনজোড়া আসনখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

তুবনতরঙ্গী [সি বি জগৎরূপ তরঙ্গী। 'বিপুল তুবনতরঙ্গী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তুবন তিন বি (বেষ্টিত) ব্রজ, গোলক ও দারকা অথবা ডাব, কান্ডি ও বিলাস। 'চৌম তুবনে তুবন তিন।' চর্যা, ১৫৭০।

তুবনকাটি [সি বি জগৎতর নট্যশালা। 'তোমার তুবনকাটে নেচে বেড়াই তুলে শরম ভরম লাজ।' নজরুল, ১৯৩১।

তুবনপ্রথিতযশা [সি বিণ পৃথিবী বিখ্যাত। 'তুবনপ্রথিতযশাঃ বিমলাদিভ্যে ... কবিকৃষ্ণশিরোমণি কালিদাস।' অক্ষর, ১৮৫৪।

তুবনপ্রাবন [সি বিণ তুবন প্রাবিত করে এমন। 'রাত থেকে তুবনপ্রাবন বর্ষা।' অচিভ্র, ১৯৫০।

তুবনবন্দন [সি বিণ জগৎপূজা। 'নাদের নন্দন তুবন বন্দন।' বড়ু, ১৪৫০।

তুবনবিখ্যাত [সি বি জগৎবিখ্যাত। 'তুবনবিখ্যাত নাম সুখন নদীয়া গ্রাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুবনবিজই [সি তুবনবিজয়ী] বিণ বিশ্বজয়ী। 'তুবনবিজই নাম লাউসেন বালা।' রূপরাম, ১৭৫০।

তুবনবিজয়ী [সি বিণ বিশ্বজয়ী। 'সুদ উপসুদ - এবে তুবন-বিজয়ী।' মাইকেল, ১৮৬০।

তুবনবিদিত [সি বিণ জগৎময় পরিচিত। 'তুবনবিদিত অতি গুণের নিধান।' বাহরাম, ১৭০০।

তুবনভরা ১ বিণ জগৎময়। 'আলো আমার আলো, ওগো আলো, তুবনভরা।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ জগৎ আলোকিত করে এমন। 'মা তোর তুবন-ভরা রূপ।' নজরুল, ১৯৩১।

তুবন-ভাসানো বিণ তুবন ভাসায় এমন। 'স্মৃতির ভিতরে তুবন-ভাসানো একটা নদী ছিল।' নীরেন্দ্র, ১৯৬৪।

তুবন-ভুলানা বিণ ক্রী জগৎ ভুলানো। 'তুবন-ভুলানা রূপ।' নজরুল, ১৯১৯।

তুবন-ভুলানী বি তুবনকে ভুলিয়ে রাখে যে। 'তুবন-মাঝে নিয়ত রাজে তুবন-ভুলানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

তুবন-ভুলানো বিণ সর্বজন মুগ্ধকর। 'তুবন-ভুলানো হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তুবন-ভোলা ১ বিণ সমস্ত মানুষকে মুগ্ধ করে এমন। 'তুবন-ভোলা নয়ন দুটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ বিণ সবকিছু ভুলিয়ে দেয় এমন। 'একি তুবনভোলা/ রসাবেশের দেলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

তুবনময় [সি ক্রিবিণ পৃথিবী জুড়ে। 'চুনের চমক লাগে আকুল তুবনময়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

তুবনমোহিনি [সি তুবনমোহিনী] বিণ ক্রী তুবনমোহিনী। 'তুবন মাহিনি রূপে যেহেন পানিনী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

তুবনমাঝার বি পৃথিবীর অন্তঃস্থ; জগতের ভিতর। 'তুবনমাঝারে হোক উদয়/ নৃতন জেরুজিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'ওগো জিয়, তবু থাক কিছুকাল তুবনমাঝারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তুবন-মাঝে ১ ক্রিবিণ জগৎখ্যাপী। 'তুবন-মাঝে নিয়ত রাজে তুবন-ভুলানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ ক্রিবিণ আয়ত্তের মধ্যে। 'তার আপন সুরের তুবন-মাঝে তারে থাকতে দে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

তুবনমোহন [সি ১ বিণ সর্বজনমুগ্ধকর। 'শতীর আশ্রিনা মাঝে তুবনমোহন সাজে।' মুরারি, ১৫৭০; 'তুবনমোহন লোভা যোগ চান্দ মুখশোভা।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বিণ তুবন-ভোলানো। 'পূব সাগরের পার হতে কোন পথিক তুমি উঠলে হেসে/ তিমির ভেদি তুবন-মোহন আলোর বেশে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

তুবন-মোহিনী [সি ১ বিণ ক্রী সর্বজনমুগ্ধকর। 'অনুপমারূপে বামা - তুবন-মোহিনী।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ ক্রী তুবন মোহিত করে এমন। 'অলকা তিলকা রম্ভা তুবন-মোহিনী।' মাইকেল, ১৮৬৩।

তুবনরঞ্জন [সি বিণ পৃথিবীখ্যাত। 'মদনরঞ্জন রূপ তুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তুবনলক্ষী [সি বি জগতের লক্ষী। 'শতনন্দনে তুবনলক্ষী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তুবনলোভন [সি বিণ তুবনকে প্রলুব্ধ করে এমন। 'পরবী গোলাপ আমি তুবনলোভন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

তুবনেশ্বর [সি বি তুবনের ঈশ্বর। 'বসিলে আজি হৃদয়সনে তুবনেশ্বর প্রভু।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

তুবনেশ্বরী [সি বি ক্রী পৃথিবীর প্রধান। 'মদল কামনা করি, মসলা তুবনেশ্বরী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

ভুবনোদ্ধল [স] বিণ জগৎ আলোকিত। 'মনোমোহন দেবতার ভুবনোদ্ধল অখ্যাত মূর্তি।' সিরাজী, ১৯১৮।

ভুবর্গোল [স] ১ বি হিন্দুপুরাণে বর্ণিত সত্ত্ববর্ণের অন্যতম। 'ভূলোক, ভুবর্গোল, স্বর্গোল ...' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ২ বি আকাশ। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত, অতন্ত্রিত, ভূর্গোকে ভুবর্গোকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

ভুবীশ্বর [স] বি পৃথিবীপতি। 'এতেক ভারতী তনে ভুবীশ্বর ভাষে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ভূম [স ভূমি] বি ভূমি। 'ভূম যেমত সকল পাণী মুনিযের।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

ভূমি [স ভূমি] বি মাটি। 'ভূমিত বসিয়া রাজা এড়ন্তি নিবাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'বিস্য প্রোনাচার্জ হৈল সোকে ভূমিগত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'প্রোন্ অর সাক্ষিল আবরিল ভূমিতল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ভূমি

ভূম্য [প্রা বৃহ] ১ বিণ অন্তঃসারশূন্য; মেকি। 'মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভূম্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'এই নিতান্ত ভূম্য দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া জীত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি মিথ্যা ভিত্তি। 'সমস্ত যুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভূম্যর উপর প্রতিষ্ঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভূম্য দেওয়া ক্রি ধোকা দেওয়া। 'অন্য লোকে ভূম্য দেয় ভাগ্য আমি তিনি।' শরৎ, ১৯১৭।

ভূম্যো [প্রা বৃহ] ১ বিণ অন্তঃসারশূন্য। 'তেমনি আমার সকল কর্ম ভূম্যো।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ অব্যবহা। 'এ সমস্তই ভূম্যো, বস্তুতঃ যদি কিছু থাকে তো সেই ওই কবিকল্প চণ্ডী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৩ বিণ অকরণ্য। 'ওই ভূম্যো ঈশ্বর দিয়ে যা হয়নি হবে তাও।' নজরুল, ১৯২২। ৪ বিণ মিথ্যা। 'অজ্ঞান জিনিসের ভাষ জ্ঞানসে দেখা যায় ভূম্যো।' প্রমথ, ১৯২৭। ৫ বিণ মেকি। 'ওর প্রতিভাও ভূম্যো।' মানিক, ১৯৩৬।

ভূম্যোবাজী [ভূম্যো+ফা বাজী] বি তাঁওতাবাজি; কাকিবাজি। 'এসব ভূম্যোবাজী।' বিজুতি, ১৯৩১।

ভূম্যো দ্র ভূম্য

ভূম্যো বিণ অধিক। 'কখনও নদীর ভূম্যো জলে নিরঙ্গ বহর নামে।' জীবন, ১৯৩০।

ভূর [স ভ্রম] ১ বি ভুল। 'আগে তনি বড় ভূর।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি হল। 'নকিব ফুকারে সদা হাস্যারির ভূর।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ভূরকুণ্ডা বি ভূরুণ্ডি ফুল; পিটুলি। 'শ্রীমন্তের আগে একে একে ভূর জেন আসাডিয়া ভূরকুণ্ডা।' মুকন্দ, ১৬০০।

ভূর [ধন্য] বি গন্ধে পূর্ণ বা আমোদিত হওয়ার ভাব। 'ভূর ভূর করে গল্পগল্প।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভূরভূর করিতেছে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ভূরভূরে [ধন্য] ১ বিণ ভূরপূর। 'ভূরভূরে ফুল যেখায় বারমাস।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বিণ সুগন্ধযুক্ত। 'একটা ভূরভূরে গন্ধ আসছে।' সেলিনা, ১৯৬৯।

ভূরা [কা বৃহত] বি ভেলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভুরি ভুরি [স ভূরি ভূরি] বিণ প্রচুর। 'শ্রোতৃর্ষ সস্ত্র চিত্তে ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' দিগদা, ১৮৪৯।

ভুরু, ভুরু [স ভ্রু] বি ভ্রু। 'ভুরু কামধন্য রূপ মদনমোহন।' মুকন্দ, ১৬০০; 'কি ভুরুভঙ্গিয়া দিলী সুরধিমা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ ভ্রু, জ্ঞ

ভুরুকুটি, ভুরকুটি [স ভ্রুকুটি] বি ভ্রুকুটি; বিরক্তি প্রকাশের জন্য ভ্রুকুণ্ডন। 'কেহ হাসে কেহ করে ভুরুকুটি, কেহ রহে নভাশিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'জল দাও ভগোমানন্দ অমন ভুরুকুটি করতে নেণো না।' হাসান, ১৯৬৭।

ভুরু-গাথা বিণ একদেশদর্শী। 'যা জানলে ভুরু-গাথা বিচারক সবচেয়ে ক্রিয় মানুষের প্রতিবিধি - তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবেন।' মান্নান, ১৯৬৮।

ভুরুধনু [স ভ্রুধনু] বি ভ্রুধনু ধনু। 'চপল নয়ন ছলে ভুরুধনু লয়ে। ছাড়িল কটাক বাণ দয়াশূন্য হয়ে।' ভবানী, ১৮২৫।

ভুরুশাখি বি ভ্রুশ্রপ শাখি। 'তাহারই লোতে যেন উড়িছে ভুরুশাখি।' নজরুল, ১৯৩২।

ভুরুভঙ্গ [স ভ্রুভঙ্গ] বি ভ্রুভঙ্গ, বিরক্তি প্রভৃতি প্রকাশক ভ্রু কৃষিকতকণ। 'দ্রিভূন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভুরুভঙ্গিয়া [স ভ্রুভঙ্গিয়া] বি ভ্রু সংকোচন বা প্রসারণ। 'কি ভুরুভঙ্গিয়া দিলী সুরধিমা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

ভুরুঘুণ [স ভ্রুঘুণ] বি ভ্রু ঘুণ। 'কামের কামান যিনি ভুরুঘুণ টান।' বাহরাম, ১৭০০।

ভুরুহী [স ভ্রু] বি ভ্রু। 'কাল ভুরুহী শোভে বদনকমলে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভুরো বি ফুলবিশেষ। 'পড়াসি পুন্যজি কাটিল ভুরোতি।' মুকন্দ, ১৬০০।

ভুল দ্র ভুল

ভুল, ভুল ১ বি বিন্মতি। 'ও লোকেন ভুল গিয়া সব।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি ভ্রান্তি; ভ্রম। 'শ্রীরাম প্রসাদে বলে, কেন মন এত ভুল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; ওর্সা, ১৭৮২। ৩ বিণ অশুদ্ধ; ঠিক নয়। ওর্সা, ১৭৮২।

ভুলগ্রস্ত [ভুল+স গ্রস্ত] বিণ ভুল করে ফেলেছে এমন। 'এসো হিসাবপত্ররস্ত তহবিলমিলভুলগ্রস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ভুলচুক বি ভুলভাঙি। 'সাধারণ মানুষের ভুলচুক-ক্রটি পরিমাণে বেশি হইয়াই থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভুল তান [ভুল+স তান] বি ভুল সুর। 'বরকন্দাজ বাঁশিতে লাগায় ভুল তান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ভুলত [ভুল+স ত] বি ভ্রুতিপূর্ণতা। 'তাহাতে ভুলের ভুলত যায় না।' দিগদা, ১৮৭৩।

ভুলক্রটি [ভুল+স ক্রটি] বি নানা প্রকার ভুল। 'অনেক ভুলক্রটি ও অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল।' নজরুল, ১৯২২।

ভুলান বি ভুলে যাওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

ভুলনি বি প্রবন্ধক। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভুল বোঝা ক্রি মিথ্যা ধারণা পোষণ করা। 'ভুল বুঝে কত দিন কেটে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ভুল-বোঝাবুঝি বি পারস্পরিক ভুল ধারণা। 'এই কারণে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করা ভালো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ভুলভরা বিণ ভ্রুতিপূর্ণ। 'স্বপনের ভুল মোরা/ ভুলভরা ভুলোকে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

ভুল ভাড়া ক্রি ভুল বুঝতে পারা। 'ভুল করেছিল, ভুল ভেঙেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ভুলভাষী [ভুল+স ভাষী] বিণ ভুল কথা বলে এমন। 'অবিখ্যাসীরাই শয়তানী চেলা আন্ত দ্রষ্টা ভুলভাষী।' নজরুল, ১৯৪১।

ভুল-ভ্রান্তি [ভুল+স ভ্রান্তি] ১ বি ভুল-ত্রুটি। 'ভুল-ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতা সমস্তর ভিতর দিয়ে নবযুগবিধাতার ডাক শুনে চলতে থাকবে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'মানুষ যাদেরই নানান ভুল-ভ্রান্তি আছে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি নানা প্রকার ভুল। 'জীবনের গুরুত্বই মানুষের ভুলভ্রান্তি অপচার - বাড়িচারের কথা।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

ভুলেও ক্রিবিণ ভুল করে হলেও। 'আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে মাড়িয়েছি তব ঘরে।' নজরুল, ১৯৩৫।

ভুলে-ভরা বিণ ত্রুটিতে পরিপূর্ণ; ত্রুটিপূর্ণ। 'এই ভুলে-ভরা শুলেটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভুলে-যাওয়া বিণ ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি লাভকর্তি কান্না হাসি - এক তীর গড়ি তোলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভুলে যাওয়া ক্রি মনে না থাকা। 'ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই ভুলে যাবি তোর গান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ভুলা ১ ক্রি ভোলা। 'কেন ধনি ভুল ভূমি তোমা লাগয়া লানী আমি।' বড়ু, ১৫৭০। ২ ক্রি মোহিত হওয়া। 'আনন্দোময় কাক এই অনুন্নয় কথাত ভুলিয়া ...।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। **ভুলা ক্রি** ভুলে যাও। 'কেন ধনি ভুল ভূমি তোমা লাগয়া লানী আমি।' বড়ু, ১৫৭০। **ভুলাইতুম** ক্রি ভুলিয়ে রাখতাম। 'দাউন নহে নারী দেখাই ভুলাইতুম।' সুলতান, ১৭০০। **ভুলাইতে** ক্রি ভুলিয়ে রাখতে। 'মানবীর মন ভুলাইতে কলংক।' বাহরাম, ১৭০০। **ভুলাব** ক্রি বিমুগ্ধ করায়ে। 'ইউহাফে ভুলাব মোরা ধলাখেলা দিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। **ভুলি** ক্রি বিমুগ্ধ হই। 'নিকানী কাশ বাথরে গলে জেনে শুনে কেন ভুলি।' লালন, ১৮৯০। **ভুলিল** ক্রি ভুলানো। 'ভুবন ভুলিল রূপ ভাবে ব্রহ্মতম।' মালিকরাম, ১৭৮১। **ভুলয়ে** ক্রি ভুলে গেলে। 'ভুলয়ে কতি নাই, রিক্সরহুয়েন নাগও বলায়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ভুলানো ক্রি ভুলিয়ে দেওয়া। 'আমি তা'কে ভুলিয়ে নিরে এনেছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ভুলা বিণ ভুলো। 'না বুঝে মন হলি ভুলা মানুষ বিবানী।' লালন, ১৮৯০।

ভুলানী বি ভোলায় যে। 'ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে ভুবন-ভুলানী।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ভুলিয়ে-ভাগিয়ে ক্রিবিণ মিথ্যা আশ্বাসদি দিয়ে। 'সন্ধ্যার আগে ভুলিয়ে-ভাগিয়ে বাড়ি ডেকে আনিস।' শরৎ, ১৯১৭।

ভুলিয়ে রাখা ক্রি অন্য দিকে মন আকৃষ্ট করে শাস্ত করা। 'নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার দিন আর আমাদের নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভুলুয়া বিণ সব কিছু ভুলে যায় এমন। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

ভুলুনি বি ভোলায় যে। 'চপ কর, ও পাগলি, ও ভুলনি, ছেলে ধরতে এসেছি।' নজরুল, ১৯২৬।

ভুলুয়া [স ভ্রম] বি ব্যাঘাত সত্ত্ব। 'ব্যাঘাত ভুলুয়া এবং মটর এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভুলুয়া-গিরি বি সন্ধ্যের কাজ। 'যে সকল লেখক এরূপ ভুলুয়া-গিরিতে প্রবৃত্ত ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

ভুলোক [স] বি পৃথিবী। 'ভুলোক আদি সঙলোক করিয়া সৃজন।' মালিকরাম, ১৭৮১। **ভ্রুলোক**

ভুশ [ধন্য] বি পানি, কাদা প্রভৃতি ভেদ করে ওঠা বা পড়ার শব্দ। 'নিম্নেরে বস্তার মত ভুশ করে পড়ে এক-একটা সঁতার ...।' জীবন, ১৯৪৮।

ভুশুরপো [ভাতুর] বি ভাতুরপো; স্বামীর বড়ো ভাইয়ের ছেলে। 'স্মৃতি কুলের দায়ে ভুশুরপোকে দায়ভার হইতে ইইবেক না।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ভুযা [স ভূষণ] বি আভরণ। 'প্রতি জনে ভুযা দিল বস্ত্র অলঙ্কার।' রূপরায়, ১৭৫০।

ভুয়ুতি, **ভুসতি** বি পাখর ছোড়ার জন্য চামড়ার তৈরি যন্ত্রবিশেষ। 'পরিধ ভুয়ুতি ধরিয়া চটী বাড়িয়া ভাসিল দন্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'গায়ে আরোপিল রাশি ভুসতি ডাবুস টাঙ্গি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভুট্টিনাশ [স গোষ্ঠীনাশ] বি ধ্বংস; সর্বনাশ। 'করিলেন ভুট্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে।' গঙ্গ, ১৮৫৮।

ভুস [ধন্য] বি পাখি উড়ে যাওয়ার শব্দ। 'ভুস করে সবুজ বনের সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়ল।' জীবন, ১৯৩২।

ভুসা [স ভ্রম] ১ ক্রি কাজল। **বিদ্যা**, ১৮৯১। ২ বি বাতির শিখায় তৈরি কালি। 'হাতে ধানিকটা ভুসা মাথাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভুসো বি প্রদীপের শিখায় তৈরি কালি বা কাজল। 'টোঁকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভুসো কালি বি ভুসা থেকে তৈরি কালি। 'মুখে ভুসোর কালি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ভুসোকালি বি ভুসা থেকে তৈরি কালি। 'অন্দর ভুলসীমক্স, ভুসোকালি লেগেছে সেখানে।' শক্তি, ১৯৬৮।

ভুসো জিনিষ বি পোড়ানো জিনিষ। **ওগা**, ১৭৮৫।

ভুসি বি ধান, ডাল ইত্যাদির খোসা; খুদ-খুড়া। **ওগা**, ১৭৮৫; 'আমরা ভুসি পেলেই বুসী হব, মুসি খেলে বাচব না।' গঙ্গ, ১৮৫৮।

ভুবি বি গোমাদা। 'গামলাতে হাত ভুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুবি পোলায়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

ভুবিমাল বি রুদ্রী প্রভৃতি শস্য। 'ভুবিমালের আড়ত, মশলাপাতির আড়ত।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

ভুসতি [স ভূষণ] বিণ নীর্থজীবী। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

ভু [স] ১ বি মাটি। 'ভুলিয়া আছড়ে ভুঞ্জে শোণিত নিকলে মুঞ্জে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পৃথিবী। 'ঘোড়ার ব্যবহার ভূমরূপ প্রচুরত্ব হইবার পূর্বে ...।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ৩ বি ভূমি। 'সেদের ভূসংস্থান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভুকন্দর [স] বি ভূমি পর্বত-গন্ধর। 'পাতা পাখর মৃত্যু কাকের ভুকন্দরের থেকে আমি সুনি।' জীবন, ১৯৪০।

ভুকন্দন [স] বি ভূমিকন্দ। 'অনেক ভূয়োদর্শনভিজ্ঞ জ্ঞানী মনীষী ভূমিকন্দনকে ... অকম্প্যগম্য ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভুখণ্ড [স] ১ বি দেশ; রাষ্ট্র। 'ধনরত্নপুঞ্জ ভুখণ্ড করায়ত্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি জগৎ। 'বাহিরের ভুখণ্ড হইতে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকণ পর্বত সর্বত্রই নিয়ত-জ্ঞাত চোঁটা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বি অঞ্চল। 'এতদেবের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভুখণ্ড ইংল্যান্ডের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভূগর্ভন [স] বি ভূগর্ভ সৃষ্টি। 'এই পৃথিবীর ভূগর্ভনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আশেপাশে চরে ঘির্ণণ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ভূগর্ভ [স] বি মাটির তলার অংশ। 'তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জন শ্রবণ করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনি ও তত্ত্বারা গৃহসামগ্রী নির্মাণ, বিনা, শ্রম সম্পন্ন হয় না।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ভূগর্ভস্থ [স] বিণ মাটির অভ্যন্তরে অবস্থিত। 'ভূগর্ভস্থ হ্রদ ও অন্ধ মধ্য'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূগর্ভস্থিত [স] বিণ মাটির তলায় আছে এমন। 'তাহারা ঐ জলপথে অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত নদী বিশেষে একখানি সামান্য নৌকায় আরোহণপূর্বক দীপ জ্বালাইয়া গেল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূগোল [স] বি পৃথিবী ও তার উপরিস্থ বিভিন্ন দেশের বিবরণ। 'ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' দর্পণ, ১৮২১।

ভূগোলিক [স] বি পৃথিবী। 'এই বাণ্যীয় আবরণে ভূগোলিক আবৃত।' বহ্নিম, ১৮৭৫।

ভূগোলখণ্ড [স] বি ভৌগোলিক সীমা। 'সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভূগোলচিত্র [স] বি মানচিত্র। 'একদা কোনও মুদ্রাযন্ত্রালয়ের গবাক্ষের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, তন্মধ্যে এক ভূগোলচিত্র দেখিতে পাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ভূগোল-ছাড়া বিণ সীমানা অতিক্রমী। 'সকল-উদ্দেশ-হারা/সকল-ভূগোল-ছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ভূগোলবিজ্ঞান [স] বি ভূগোলশাস্ত্র। 'রেনেসাঁসের যুগে বহুদূর করে ভূগোলবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।' শিব, ১৯৫৬।

ভূগোলবিদ্যা [স] বি পৃথিবী ও তার উপরিস্থ বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'স্বতন্ত্র যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ... ও পূর্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২২; 'অধুনাতন ইহুতৌপীয় পণ্ডিতগণের প্রস্তুত প্রত্যক্ষমূলক ভূগোলবিদ্যা।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ভূগোলবৃত্তান্ত [স] বি ভূ-বিজ্ঞান; দেশসমূহের অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান। 'ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতদিগের মনরঞ্জন ভূগোলবৃত্তান্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ভূগোলশ্রুতি [স] বি ভৌগোলিক ইতিহাস। 'ভারতের ভূগোলশ্রুতি শব্দে একটা কথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভূগোলায় [স] বিণ ভূগোল সঞ্চরীয়। 'বগোল ও ভূগোলায় এক প্রতিবিম্ব দান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ভূচর [স] ১ বি স্থলচর প্রাণী; মাটিতে চরে যে প্রাণী। 'বেচর ভূচর গণ।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বিণ মাটিতে চরে বেড়ায় এমন। 'যাবতীয় ভূচর ও বেচর জন্তু ঐ বায়ু-সাপের নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূচালা [স] ভূ-চলন। বি ভূমিকম্প। 'ভূচালার মত ঢালা কোটা সব লড়ে।' ভারত, ১৭৬০।

ভূচিহ্ন [স] বি মানচিত্র। 'তিনি ... তত্ত্বারা কেবল পুস্তক ও ভূচিহ্ন ক্রয় করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ভূ-চুখন [স] বি মাটিতে গড়াগড়। 'মস্তক যুবকের অগ্নি-প্রহারে ভূ-চুখন করিতেছিল।' সিরাজী, ১৯১৮।

ভূচ্ছায়া [স] বি গ্রহণের সময় চাঁদে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে। 'ভূচ্ছায়া গ্রহণে দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভূতত্ত্ব [স] বি পৃথিবীর উৎপত্তি, পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞানশাস্ত্র। 'প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বৈদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'ভূতত্ত্বানুশিষ্টং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিদ [স] ১ বিণ ভূবিদ্যাশিলাদ। 'ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কেহন ...' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি ভূবিদ্যাশিলাদ। 'ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।' বহ্নিম, ১৮৭৫।

ভূতত্ত্ববিদ্যা [স] বি ভূবিদ্যা। 'আমরা ইতিপূর্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি তিনিয়াও সত্যকিত হই নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

ভূতত্ত্ববোতা [স] বি ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'ভূতত্ত্ববোতাদিগের মতে আদৌ অবনীমন্তল অত্যুচ্চ দ্রবীভূত পদার্থময় ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভূতত্ত্বানুশিষ্টং [স] বিণ পৃথিবী বিষয়ক তত্ত্বের অনুসন্ধানের অগ্রহী। 'ভূতত্ত্বানুশিষ্টং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূতল [স] ১ বি ভূমিতল। 'না পাইলে কান্দিয়া ভূতলে গড়ি যায়।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'পয়দল কলবল ভূতল টলমল।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি পাতাল। 'সত্তির প্রথম যুগে যেনব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তগতগ উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল ...' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ভূতলজঠর [স] বি ভূগর্ভ। 'ভূতলজঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভূতলবর্জী, ভূতলবর্জী [স] বিণ ভূমিতে আছে এমন। 'ভূতলবর্জী নিকল বা সচল পদার্থ ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূতলশয়ন [স] বিণ মাটিতে শুয়ে আছে এমন। 'সীন নারী এক ভূতলশয়ন বা ছিল তাহার অশন ভূষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভূতলশায়ী [স] ১ বিণ ধরাশায়ী। 'সকলেই একত্রে সহায়ন করিয়া ভূতলশায়ী হইল।' বহ্নিম, ১৮৭৮। ২ বিণ পরাজিত। 'জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্কট ভূতলশায়ী।' বহ্নিম, ১৮৮৭।

ভূতলস্থ [স] বিণ পৃথিবীর উপরিভাগের। 'ভূতলস্থ কোন স্থানের সহসা ভূতলে নিমজ্জন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূতলস্থা [স] বিণ ব্রী ভূতলস্থ। 'সেই বৃক্ষতলে চন্দ্রচূড়, সীতারাম, গঙ্গারাম, আর মুহিতা, ভূতলস্থা ব্রী।' বহ্নিম, ১৮৮৪।

ভূধর [স] বি পর্বত। 'রক্ত ভূধর শোভা উজ্জ্বল মনোহোতা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'ধর ধর করি কণিগে ভূধর, শিলা রাশি রাশি পড়িবে বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভূধরেশ্বর [স] বি হিমালয়। 'যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি ধবল, ভূধরেশ্বর।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভূনত [স] বিণ অবনত। 'এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা।' মাইকেল, ১৮৬৩।

ভূ-পতন [স] বি ভূমিতে পতিত হওয়া। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর ভূ-পতন-বহন্য নির্ণীত হয়।' মোতাহার, ১৯০৭।

ভূপতি [স] ১ বিণ মাটির উপরে পড়েছে এমন। 'ভূপতিত তারা যেন উল্লি আকাশে।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ অশস্য। 'রাজান দিলি তিনি ভূপতিত জলে।' মাইকেল, ১৮৭২।

ভূপতিভা [স] বিপ ক্রী মাটিতে পতিত। 'ভূপতিভা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভূপথটক [স] বিপ পৃথিবী পরিত্রমণকারী। 'প্রসিক্ত জার্মান ভূপথটক।' বিজুতি, ১৯০৭।

ভূপাতিত [স] বিপ মাটির উপর পড়ে আছে এমন। 'আর-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভূপৃষ্ঠ [স] বি পৃথিবীর উপরিভাগ। 'সমুদ্রতরঙ্গ তরষায়িতভাবে ভূপৃষ্ঠের কিয়ৎ লক্ষিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূমদক্ষিণ [স] বি পৃথিবী পরিক্রম। 'আমার চোবজোড়া অঞ্চমেবের ঘোড়ার মতো ভূমদক্ষিণে বেরিয়েছে।' অনন্দা, ১৯২৯।

ভূ-বিবরণ [স] বি ভূগোল শাস্ত্র। 'এসো ... কাব্য-পুরস্কার ভূ-বিবরণ ডায়ারী।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

ভূমিভূত [স] বিপ ভূমি পর্বত প্রসারিত। 'সুখের মতো ভূমিভূত, উরুথয়ে শোকের মতো।' সুনীল, ১৯৬৬।

ভূবৃত্তান্ত [স] বি পৃথিবী সন্ধানত তথ্যাদি। 'দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ভূভাগ [স] ১ বি পৃথিবীর স্থলভাগের নির্দিষ্ট অংশবিশেষ। 'পর্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক করে রাখে।' প্রমথ, ১৯২৫। ২ বি পৃথিবী। 'ভূভাগের লোকের মনে অনেক দিন থেকে দিবা বসে গিয়েছে।' প্রমথ, ১৯২৭।

ভূভার [স] বি পৃথিবীর ভার। 'ভূভার খণ্ডে কৈলে আপুনি প্রকাশ।' মুনন্দ, ১৬০০।

ভূভারখণ্ড [স] বি পৃথিবীর ভারবহন পাপ নাশ করা। 'নানামত করিলেন ভূভারখণ্ড।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভূভারত [স] ১ বি সমগ্র ভারত। 'যবে ভূভারতে বিসৃজিবে ভূভারত।' মাইকেল, ১৮৬৬। ২ বি সমগ্র জগৎ। 'এমন মানুষ ভূভারতে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভূমতল [স] বি পৃথিবী। 'ঘোড়ার ব্যবহার ভূমতল প্রচুরপ্রপ হইবার পূর্বে ...' তারিণী, ১৮০০।

ভূমূর্তি [স] বি ভূমিরূপ দেশ। 'আশন ভূমূর্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভূমূর্তিত [স] ১ বি মাটিতে স্টাণে। 'নিজের ভূমূর্তিত পোশাকের গ্রাউ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিপ ধরাশায়ী। 'সমাজধর্মের দুঃখক্লেশে উচ্চশির ভূমূর্তিত হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

ভূমূর্তিভা [স] বিপ ক্রী মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'ভূমূর্তিভা বর্ণলতা, বে বসে আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভূলোক [স] বি পৃথিবী। 'জীবলোকদের ভূলোকাদি সত্যলোকপর্যন্ত - পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ভূলোকবর্ণ [স] বি পৃথিবীর বর্ণ। 'ভূলোকবর্ণ কাশীর।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

ভূসংস্থান [স] ১ বি ভূমি ব্যবস্থা। 'দেশের ভূসংস্থান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি স্থাননির্দেশ। 'ভূ-প্রকৃতি অনেক জঙ্ঘলের সীমারেখা নানা সূত্রে নির্ধারণ করে দেয় ... আবহমতল, ভূমিবৃত্তি, ভূসংস্থান ইত্যাদি সূত্রে।' শিব, ১৯৬৬।

ভূসম্পত্তিবান [স] বি জমির মালিক। 'ভূসম্পত্তিবান দূত ভ্রলোক ...

ইহাদের প্রবর্তক।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

ভূসম্পন্ন [স] বিপ ভূসম্পত্তির মালিক। 'ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জনপ্রিয় করেছি।' প্রমথ, ১৯২৮।

ভূত্তর [স] বি মাটির ত্তর। 'ভূত্তরপর্যায় ভূমিকম্প অগ্নি-উজ্জ্বাল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভূবৃত্ত [স] বি জমিজমা। 'নিজের ভূবৃত্ত কিছুই নাই।' বিজুতি, ১৯০৮।

ভূবর্ণ [স] বি পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থান। 'ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে ভূবর্ণ বলিয়া ব্যাতি বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভূবামী বি জমিদার; জমির মালিক। 'ভূমি ভূবামী, ভূমির অত নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভূ [স] ভূ। বি ভূই; চাষের জমি। 'ধানের ভূয়ে নীল করে নি বল্যে মেছো সোজা দুই চাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বঙ্গের কি মারটিই মেয়েছিল।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

ভূই [স] ভূমি। 'নিশ্চি ভূই রূপিয়াছি।' কেরি, ১৮০২। 'হয় হলেতে তোমার সকল ভূইর চাস উঠে।' কেরি, ১৮০২।

ভূই-বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীনিবাস ভূই।' সেবধি, ১৮৪০।

ভূয়া বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'সেবধি, ১৮৪০।

ভূইচাঁপা বি-এক প্রকার সুগন্ধি ফুল। 'কে পুঞ্জিল তোমা ভূই-চাঁপা ফুল দিয়া সত্যে, ১৯১২; 'প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভূইচাঁপা ফুল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'ভূইচাঁপার সই স্যাঙাতি জীকরানে নীল ফুল ফোটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

ভূইয়া [স] ভৌমিকা। 'জমিদারগণ; সামন্তরাজ। 'আমি কেন সামন্তের বাহ্যে না করিয়া এ একাদশ ভূইয়ারদিগকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' রামরায়, ১৮০৩।

ভূঁড়ে [স] ভূরি-বিপ বিশাল ভূঁড়িওয়ালা। 'ভূঁড়ে শেট ঝুঁকড়ে গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

ভূঁড়ুড়ি বি কাঁটালের ভিতরের অখাদ্য অংশ, যা কোষের সঙ্গে জড়িত থাকে। 'কোথাও একটা কাঁটালের ভূঁড়ুড়ির উপর মাটি ড্যান ড্যান কচো।' হুতোম, ১৮৬১।

ভূখন [স] ভূষণ। 'গগন মড়ল দুহক ভূখন একসর উগ চন্দা।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

ভূখারী বি ক্ষুধার ব্যক্তি। 'ভূখারীর দানা কেড়ে বড় যারা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

ভূগর্ভস্থ ভূ

ভূগোল ভূ

ভূচর ভূ

ভূজ [স] ভূজ। বি বাহ। 'কর্তে সূর্য্য বিষ্ণু ভূজ।' মালধার, ১৫০০। প্র ভূজ

ভূজল [স] ভূজল। বি ভূজল; সাপ। 'বসন ছিড়িয়া মারে ভূজল অসীম।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। প্র ভূজল

ভূজলম [স] ভূজলম। বি সাপ। 'যুবতীধরম ধৈর্যভূজলম দমন করিবার তরে।' চিত্রিত, ১৫৭০।

ভূজালি বি এক প্রকার হোটে ডরবারি। 'ভূজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি খোঁচাতে লাগলুম।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভূত্রিকম্প, ভূত্রিকম্প [স] ভূমিকম্প। বি ভূ-পৃষ্ঠের আন্দোলন।

‘ভূতক্রম্প হ’এ তবে ধারিকা নগর।’ *মালাধর*, ১৫০০; ‘ক্ষেমে ক্ষেমে ভূতক্রম্প হুঙ্কর ক্রন্দন।’ *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র তুমিকম্প*

ভূজানো [স ভূজ্] ক্রি খাওয়ানো। **ভূজাইয়া** ক্রি খাবার খাইয়ে।
‘ভূজাইয়া হ্রম তার মুচ্যাস সকল।’ *মালাধর*, ১৫০০। **ভূজাইল** ক্রি খাওয়ালো। ‘মিঠ অন্নপান দিয়া ভূজাইল তারে।’ *মালাধর*, ১৫০০।
ভূজ্ঞা এ ক্রি ভোগ করায়। ‘অন্য জন হৈলে তারে নরক ভূজ্ঞা।’ *মালাধর*, ১৫০০। **ভূজ্ঞি** ক্রি ভোগ করি। ‘বিরহসাগরে দুখে ভূজ্ঞি অবিশ্রাম।’ *মালাধর*, ১৫০০। **ভূজ্জিবে** ক্রি খাবে। ‘ভূজ্জিবেত কোন ভোগ কহ সত্য করি।’ *মালাধর*, ১৫০০। **ভূজ্জিয়া** ক্রি ভোগ করে।
‘সেই পাপ ভূজ্জিয়া এবে তোমারে দেখিল।’ *মালাধর*, ১৫০০।
ভূজ্জিল ক্রি ভোগ করলো। ‘পর্যন্ত রূপধরি কৃষ্ণ সকল ভূজ্জিল।’ *মালাধর*, ১৫০০। *দ্র ভূজ্জা*

ভূত [স] ১ বি শ্রেত। ‘কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্তন।’ *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি অতীতের বিষয়। ‘ভূত ভবিষ্যত যথ সকল জানিল।’ *সুলতান*, ১৭০০। ৩ বি যম। ওঙ্গ, ১৭৮৫। ৪ বি ইন্দ্রিয়মাহা বসন্তমূহের মূল উপাদান। ‘আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি, এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আটা আনা।’ *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৫ বি অবস্থা। ‘তার চেয়ে ভালো আজি তব রসায়নে আদি ভূতে ফিরে যাওয়া।’ *স্বপ্নাশ্র*, ১৯৩৩।
ভূত কাল [স] বি অতীতকাল। ‘কোন মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে।’ *মাইকেল*, ১৮৬৬।

ভূতগত [স] ১ বিগ নির্বন্ধ। ‘আগিসের এই ভূতগত ঝটুনি।’ *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ বিগ পুরনো। ‘বিচারবুদ্ধির ঘাড়ের তার ভূতগত সংসার চেপে বসে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূতগত [স] বিগ ভূত দ্বারা আক্রান্ত। ‘এই কন্যা ভূতগত।’ *প্রেমভূত*, ১৮৯৫; ‘আমি ভূতগত লিখে যাই আজো।’ *শামসুল*, ১৯৬৬।

ভূতচালা [স ভূতচালক] বি (লোকবিবাস) ভূতের হুকুম বা ওকা। ‘ভূতচালা চম্পকপুত্র বাসা পেলেন, ভূত আসবত্ত প্রোক্ষায় স্থির হলো।’ *হুতাম*, ১৮৬১।

ভূত ছাড়া করা ক্রি অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ‘মা দেখতে গেলে এতুনি গাল দিয়ে ভূত ছাড়া করবে।’ *উমেশ*, ১৮৫৭।

ভূত ছাড়ানো ক্রি অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ‘ছোটোদের মারিয়া গাল দিয়া ভূত ছাড়াইয়া দেওয়া।’ *ম্যাডক*, ১৯৪০।

ভূত ঝাড়ানো ক্রি বল প্রয়োগে কাউকে তার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া। ‘আজকে শালার ভূত ঝাড়ান।’ *গিরিশ*, ১৮৮৩।

ভূত টুট বি ভূত শ্রেত। ‘এই ভূত টুট যেমন তেমনি নাকি?’ *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

ভূত তাড়া করা ক্রি কোনো অতত শক্তির প্রভাব বিস্তার করা। ‘তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরানো তা তো জানতুম না।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

ভূতত্ব নিবন্ধন – ভূতের কারণে। ‘ভূতত্ব নিবন্ধন বাড় ভাসবার ভয় পর্যন্ত দ্যাখাতে ক্রটি করেন নাই।’ *হুতাম*, ১৮৬১।

ভূতনাথ [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। ‘ভূতনাথ সঙ্গে রবে নাচে ভূত যেন।’ *মাইকেল*, ১৮৬০।

ভূতনো বিগ ভূতের মতো। **ভূতনো নাকো** বিগ ভূতের মতো নাকিবিশি। ‘রগড়িলে, ই ভূতনো নাকো।’ *নজরুল*, ১৯২৬।

ভূতপূর্ব, ভূতপূর্বা [স] বিগ প্রাক্তন। ‘ভূতপূর্ব ডেপুটিবারুর সহিত

সাক্ষ্য হইলে।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; ‘ভূতপূর্ব নবনর সম্পাদক।’ *সংগীত*, ১৯১৯।

ভূতপেরেত [স ভূতশ্রেত] বি কল্পিত অশরীরী সত্তা। ‘দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে।’ *বিশ্ব*, ১৯৪৪।

ভূতশ্রেত [স] বি কল্পিত অশরীরী সত্তা। ‘যদি ভূতশ্রেত হৈত কপাতিত না যাইত।’ *সুলতান*, ১৭০০।

ভূতভবিষ্য [স] বি অতীত ও ভবিষ্যৎ। ‘সেখা হতে তার ভূতভবিষ্য সব দেখে যেন ছবি।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

ভূত ভবিষ্যৎ [স] বি অতীত ও ভবিষ্যৎ। ‘ভূত ভবিষ্যৎ জানহ বিভাগ।’ *বাহরাম*, ১৬৫০; ‘ভূত ভবিষ্যৎ সব মুনির বিদ্যমান।’ *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

ভূতভাবন [স] বি প্রাণীদের পালনকর্তা। ‘সেই খ্রিস্টোবান, বৈকুণ্ঠধামী, ভূতভাবন ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।’ *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

ভূতভূত বিগ ভূতভূত। ‘ভূতভূত গাভরের রক্তহিম কুকুরের ডাক।’ *সিকান্দার*, ১৯৬৩।

ভূতযোনি [স] বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত মানুষের আত্মা। ‘অশ্লিষ্ট সামান্য লোকদিগের এইরূপ কুসংস্কার আছে যে, আলোয়া একপ্রকার ভূতযোনি।’ *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

ভূততর্কি [স] বি পুঙ্কার আরম্ভে পুঙ্কারী কর্তৃক দ্রব্যাদির অপবিভ্রতা সূরীকরণ ক্রিয়া। ‘ভূততর্কি অনন্যাস শরীর শোধান।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূতসাদানী [স] বি ভূত ঝাড়ানো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূতা [স] বি প্রেতিনী। ‘ওকা রোকা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা।’ *ঘিচজী*, ১৫৭০।

ভূতান্ত [স] বি ভৌতিক উপদ্রব। *মানোএল*, ১৭৪৩।

ভূতান্তর মন্ত্র [স] বি (লোকবিবাস) ভূতের প্রভাবমুক্ত করার মন্ত্র। ‘ভূতান্তর মন্ত্র পড়ি।’ *জমীম*, ১৯৩৩।

ভূতাবিষ্ট [স] বিগ ভূত দ্বারা আবিষ্ট। ‘অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।’ *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

ভূতভূত [স ভূতভূত] বিগ ভৌতিক। ‘এই ভূতভূত বাড়িতে ভূততলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

ভূতে-খাওয়া বিগ অশ্লিষ্ট-কবলিত। ‘ওরে জীবন-হারা, ভূতে-খাওয়া/ভূতের হাতে মুক্তি পাবো।’ *নজরুল*, ১৯২৪।

ভূতে-পাওয়া ১ বিগ কল্পিত প্রেতাত্মা দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। ‘যেমনি সমুখে চাওয়া অমনি সে ভূতে-পাওয়া।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ বি উত্ত ভয়াল মাধ্যম এসেছে যার। ‘নেচে বেড়াচ্ছে ভূতে-পাওয়ার মতো।’ *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভূতের বেগার খাটো ক্রি অনর্থক পরিহ্রম করা। ‘আবার ভূতের বেগার মর খেটো।’ *রামহ্রদাদ*, ১৭৮০।

ভূতের বোকা ১ বি অর্থহীন বোকা। ‘কেন ভূতের বোকা বহিস পিছে।’ *ঘিচেল*, ১৯১১; ‘একেই বলে ভূতের বোকা বওয়া।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ২ বি পশ্চর। ‘কর্তব্য না ভূতের বোকা।’ *ওয়ালী*, ১৯৬২।

ভূতো বিগ ভূতের মতো। ‘ভোর মতো ভূতো মারহাটী ছেলেদেরই এসব কোভাহুতি সাছে।’ *নজরুল*, ১৯২৭।

ভূতামি বি ভূতের আচরণ। ‘সেদিন কোথায় থাকবে এর এই ভূতামি।’ *নজরুল*, ১৯২৭।

ভূত [সি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামরত্ন ভূত'। সেরখি, ১৮৪০।

ভূতচতুর্দশী, **ভূত চতুর্দশী** [সি বি (হিন্দুদের) ব্রতবিশেষ; কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি। 'অনেক ব্রাহ্মণ বাড়িতে ভূত চতুর্দশীর প্রাণ দিতে দেখা যায়।' *জ্যোত্স্না*, ১৮৬১; 'অক্ষয়তৃতীয়া, অঘোরচতুর্দশী, ভূতচতুর্দশী, নৃসিংহচতুর্দশী ... ব্রত তিথিমাধ্যম প্রচারের জন্য।' *অবন*, ১৯১৯।

ভূতভূত *দ্র* **ভূ**

ভূতভূতবিদ *দ্র* **ভূ**

ভূতল *দ্র* **ভূ**

ভূতি বি কাঁঠালের মাখনের দগ্ধকৃতির অখাদ্য অংশ, যাতে কোষ জড়ানো থাকে। 'কাঁঠালের ভূতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

ভূতিভোগী বিপ বেতনকৃত। 'ভূতিভোগী যত ছিল, ডেকে সরে আজ্ঞা দিল।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

ভূশ [সি বি নরপতি; রাজা। 'প্রথমে সুক্সা খোল ঘট্ট সাক সূণ/মীন মাসে ভোজনে আপনা বাসে ভূশ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

ভূপতি [সি বি রাজা। 'প্রভাতে ভূপতি দিল মন্দির চামর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

ভূপাল [সি বি রাজা। 'অবিচারে যদি বধ করয়ে ভূপাল।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

ভূপালী, **ভূপালী** বি (সঙ্গীত) একটি রাগিণীর নাম। 'কেহ কোড়া ভূপালী চাহিব রামি শেষে।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'গেয়েছে গোবিন্দের গোয়াল-গাথা ভূপালি মৃদতালি সুরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

ভূপালী গিষ্ঠ বি সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। *বাহরাম*, ১৭০০।

ভূম [সি ভূমি। ১ বি মাটি। 'মুন্সি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম খান্দে' *চিহ্নিত*, ১৫৭০। ২ বি জমি। 'তালুক ভূম বিক্রয় ধরখতি' *ওসী*, ১৭৮২।

ভূমবিক্রয় বি জমি বিক্রয়। 'শ্রীরামদুলাল দত্ত কথ্য তালুক ভূমবিক্রয়' *ওসী*, ১৭৮২।

ভূমভল [সি বি পৃথিবী। 'ঈদুল অঘটন-ঘটনা ভূমভলে অতীব বিরল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

ভূমধ্যসাগর [সি বি ইউরোপের দক্ষিণে এবং আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত সাগরবিশেষ। 'ভূমধ্যসাগর ক্লব্র সীরিয়া ও পালেসটাইনের কতিপয় স্থান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'সীমার চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

ভূমধ্যস্থ সমুদ্র [সি বি ভূমধ্যসাগর। 'ভূমধ্যস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইয়ার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

ভূমধ্যস্থ সাগর [সি বি ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী ভূমধ্য সাগর। 'উটীয়া সেবি আমার ভূমধ্যস্থ সাগরের উপর ভাসিছে।' *কৃষ্ণজাবনী*, ১৮৮৫।

ভূমা [সি ১ বি বিপুল। 'এই ভূমা-একত্রের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমস্ত মানবের সহিত মিলিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ বি বিপুলতা। 'প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমায় সহিত বাঁধিয়া দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭। ৩ বি সর্বব্যাপী অস্তিত্ব; পরমপুঙ্খ। 'মৃগির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ভূমানন্দ [সি বি পূর্ণ আনন্দ। 'এক-গ্রেট গোলাপফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

ভূমাপতি [সি বি জগতের পালনকর্তা। 'নরপতি ভূমাপতি হে দেব দেব বন্দা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

ভূমাপ্রীতি [সি বি মানবিক জগতের প্রতি অনুরাগ। 'ভূমাপ্রীতি তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য কেবল খণ্ডজ্ঞানে মন্থিত ভারাক্রান্ত করে তোলা।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

ভূমাস্পন্দ [সি বি পরম আশ্রয়। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূমাস্পন্দ নির্ভরশরণে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

ভূমি [সি ১ বি ভূ-পৃষ্ঠ; মাটি। 'বগৈকে ভূমিত রাহে চিতরে।' *বভু*, ১৪৫০; 'ভূমি-উপর বসি নিজ-নখে ভূমি লিখে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি জায়গা; অঞ্চল। 'তিলমাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ বি চাষ। 'সম্পদ বিপদ ভূমি দাক্ষ দুর্বা করহ ভূমি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বি স্থলভাগ। 'যে মহাসাগর বা সাগরের অংশ ভূমির মধ্যে অধিক দূরে প্রবেশ করে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪১। ৫ বি জমি। 'অনেক সাহেব ... শস্যশালী ধান্যের ভূমি লইয়া নিজ ঘোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে আশ্রয় করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

ভূমিক [সি বি ভূসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি। 'অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সমুদ্রক ভূমিকেরনিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস।' *বনসুন্দর*, ১৮২৯।

ভূমিকম্প [সি ১ বি ভূপৃষ্ঠের কম্পন। 'গ্রন্থের উদ্ভব নৃত্যে ভূমিকম্প হেলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'কেশরী বীরেতে রণ চমকিত দেবতণ ভূমিকম্প দুহার গর্জনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি আন্দোলন। 'উহার চমকপটিকীনে মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

ভূমিকর [সি বি জমি বাবদ দেওয়া হয় এমন কর। 'ভূমিকর, ঠাকুরের কর, আদালতের খরচা, লণের কর, অফিসের কর, বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা যে বিপুলার্থ উপার্জন হইয়া থাকে ...।' *প্রভাকর*, ১৮৫০।

ভূমিকর্ষক [সি বি চাষী। 'সেবক, বাহক, খাদ্য, ভূমিকর্ষক প্রভৃতি রূপেই সুই হচ্ছে।' *মোতাহের*, ১৯৩৭।

ভূমিকর্ষণ [সি ১ বি জমিচাষ। 'তাহাদিগকে ভূমিকর্ষণ, জলসেচন ও ভূপালি ... আশ্রয় পাইতে হয়।' *এডুকেশন*, ১৮৭২। ২ বি অনুশীলন। 'কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষিক্ষেত্রেও তেমন কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অভাবশ্যক।' *আইইউ*, ১৯৭৩।

ভূমিগত [সি বি ভূমিগত। 'ভূমিগত প্রাচীর হৈল শোকে ভূমিগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৯।

ভূমিগর্ভ [সি বি ভূ-অন্তর। 'ভূমিগর্ভের রাতে/সুখাতুর আর ভূমিগর্ভের নিদ্রারূপ সংঘাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভূমিজীবী [সি বি কৃষির উপর নির্ভরশীল; কৃষিজীবী। 'বাণিজ্যজীবী দেশের সহিত কোনো ভূমিজীবী দেশ সমকক্ষতা রাখিতে পারে নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

ভূমিতল [সি বি পৃথিবীর পৃষ্ঠ। 'চলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে পাড়ে।' *মোতাহের*, ১৫০০; 'প্রাণ অস্ত্র সাক্ষি আবিরল ভূমিতল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৯।

ভূমিতলে *পাড়া* *ক্রি* মাটিতে ফেলা। 'চলে ধরি মঞ্চে হৈতে ভূমিতলে

পাড়ে।' মালাধর, ১৫০০।

ভূমিদান [স] বি জমি দান। 'জামাতারে শিতা মোর দিল ভূমিদান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভূমিদাস [স] বি অন্যের জমিতে বাধ্য হয়ে যে শ্রমিক বেগার খাটে। 'অধমস্থানীয় ছিলেন ভূমিদাসের।' উমর, ১৯৬৮।

ভূমিধস [স] বি স্থলভাগের ভাঙন। 'ঢাকগলি নদীতে ভূমিধসের বিকট আওয়াজ করে।' হাসান, ১৯৬৭।

ভূমিনিবন্ধদৃষ্টি [স] বিণ মাটির দিকে চেয়ে আছে এমন। 'বৃষ্ণ অশ্রমধূণ চিত্রক ভূমিনিবন্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দুর্বাদল-ভোজনে ব্যাপ্ত ছিল।' বনকল, ১৯৩৬।

ভূমিনির্ভর [স] বিণ কৃষিনির্ভর। 'মধ্যযুগীয় জীবন ব্যবস্থা ছিলো ভূমিনির্ভর।' উমর, ১৯৬৮।

ভূমিপত্তন [স] বি ভিত্তিস্থাপন। 'গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভূমিপিণ্ড [স] বি ভূমণ্ডল। 'সত্ত্ব গ্রহের সত্ত্ব কক্ষাতে ও নক্ষত্র-মণ্ডল কক্ষাতে উপরিভাগে আবৃত পাঞ্চভৌতিক এই ভূমিপিণ্ড।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ভূমিবন্ধক [স] বি ভূমির মালিকানা সাময়িকভাবে অন্যকে দিয়ে টাকা খরচ করা। 'ভূমিবন্ধকের নিয়ম এই স্বর্ণপত্রের মাংসে টাকায় এক পয়সা।' সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮।

ভূমি-বন্ধকী [স] বিণ জমি বন্ধক রাখে এমন। 'ভূমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯০৯।

ভূমি বিদ্যা [স] বি ভূমি বিষয়ক বিদ্যা। 'ভারতবর্ষীয় উত্তিষ্ঠিমা' ও ভূমি বিদ্যার অনেক সুগম পঞ্চ প্রকাশ হইবে।' দর্পণ, ১৮৩২।

ভূমিবৃত্তি [স] বি ভূমিব্যবস্থা। 'ভূ-প্রকৃতি অনেক অধঃস্থলের সাধারণ নানা দূর্যে নির্ধারণ করে দেয় ... ভূমিবৃত্তি, ভূসংস্থান-ভূত্যাগি সূত্রে।' শিব, ১৯৫৬।

ভূমিব্যবস্থা [স] বি কৃষিজমির ব্যবহার, বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। 'ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং কৃষিতে ...।' আজাদ, ১৯৪৫; 'ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুদিন আলোচনা ও চিন্তার ফলে আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে।' সত্যগাত, ১৯৪৬।

ভূমিময় [স] ক্রিবিণ সম্য ভূমি জুড়ে। 'ভূমিময় ... শাখাপত্রব পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

ভূমিমাতা [স] বি ভূমিরূপ মাতা। 'ভূমিমাতার নিমন্ত্রণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ভূমিমালী [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গোপাল ভূমিমালী।' সেবধি, ১৮৪০।

ভূমিরাবণ বি জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে লড়াই। 'রাজপুত সর্দাররা ভূমিরাবণ জারির করতেন।' মহাপ্রভো, ১৯৫৬।

ভূমিরক্ষী [স] বি ভূমির পাহারাদার বাহিনী। 'ভূমিরক্ষীদের সহযোগিতায় সশস্ত্র পুলিশ ... ভাগিয়া ফেলিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৫।

ভূমিরাজ্য [স] বি জমি ভোগের জন্য প্রদেয় কর। 'কয়রা জেলার ভূমিরাজ্য যতক্ষণ করা সম্ভবে সরকার বিবেচনা করিতেছেন।' আজাদ, ১৯৩৬।

ভূমিরাষ্ট্র [স] বি ভূমিরূপ রাষ্ট্র। 'আজকালকার দিনে ভূমিরাষ্ট্র

যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ভূমিশায়ী [স] বিণ ভূমির সঙ্গে মিলেছে এমন। 'অলঙ্কিতে ভূমিশায় আকাশ কুসুম করে যায় অশ্পট হাসিতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

ভূমিলাভ [স] বি মাটির স্পর্শ। 'তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভূমিলুষ্ঠানাম [স] বিণ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন। 'ভূমিলুষ্ঠানাম চাদরে অন্তঃপুরে খাড়া করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

ভূমিশয্যা [স] ১ বি মাটিতে পতন। 'খটা ভাঙিলেই, ভূমিশয্যা।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি মাটিতে শয়ন। 'মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি মাটির বিছানা। 'নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যা ওইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ভূমিশায়িনী [স] বিণ স্ত্রী মাটিতে পড়ে আছে এমন। 'হে ভূমিশায়িনী নিউলি।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

ভূমিশায়ী [স] বিণ ভূপতিত। 'বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জম্বন্তরুর মত।' তারা, ১৯৪০; 'প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোপাতিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে।' তারা, ১৯৪২।

ভূমিশূন্য [স] ১ বিণ রাজ্যহারা। 'আর ভূমি সেই ভূমিশূন্য রাজার ভ্রমুদুত।' মণ্যরক্ষ, ১৯০৮। ২ বিণ ভূমিহীন। 'বাংলার কৃষক ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে।' প্রমথ, ১৯১৯। ৩ বিণ মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন। 'বায়ুতরু আমাদের ভূমিশূন্য বাড়িতে কাগজেরশেই থাকতে হত।' প্রমথ, ১৯০৮।

ভূমিসংস্কার [স] বি ভূমির বিন্যাস সাধন। 'কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূমিসংস্কার প্রভৃতির উদ্দেশ্য।' আজাদ, ১৯৫৯।

ভূমিসাং [স] বিণ মাটিতে পতিত। 'শত বরষের শাল যেমন সবলে এক দিনে কাঠুরীয়া করে ভূমিসাং।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ভূমিস্বত্ব [স] বি ভূমির অধিকার। 'কর্মসংকল্পের ভিতর ভূমিস্বত্বের বিষয়ে কথা নাই।' নজরুল, ১৯২৬।

ভূমিহীন [স] বিণ নিজস্ব জমি নেই এমন। 'গৃহহীন ভূমিহীন লক্ষ লোক সমাজের অভিশাপ।' নজরুল, ১৯২৫; 'ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায়।' বিজুতি, ১৯০৮।

ভূমিকা [স] ১ বি যুগবন্ধ। 'তাহাতে দশ পৃষ্ঠা পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন।' রামমোহন, ১৮২০। ২ বি গুরুত্ব। 'প্রত্যেকেই এই সুদীর্ঘ ছি-ছির ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি অবস্থান। 'তার রাসেরে স্বপ্নের পুরে আপন ভূমিকা রচনা করলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বি দূরত্ব। 'পাতায় পাতায় বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বি দায়িত্ব। 'নাট্যসমাজ ... কার্যবর্তী ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারেন।' বেগম, ১৯৪৭।

ভূমিচম্পক [স] বি ভূইচাঁপা; ফুলগাছবিশেষ। 'আল্লাই আসাচাঁপা ভূমিচম্পক চম্পক।' বড়ু, ১৪৫০।

ভূমিচাঁপা [স] ভূমিচম্পক বি ভূইচাঁপা; ফুলবিশেষ। 'ভূমিচাঁপা আশোক গাখিল করবীর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

ভূমিচাম্পা বি ভূইচাঁপা ফুল। 'ভূমিচাম্পা তুলিল সতন্দলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভূমিজ [স] বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভূমিজেরো কঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীঘরের মধ্যে মাননুফ জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ভূমিখণ্ড ভ্রু ভূমি

ভূমিশব্দ্যত্র ভূমি

ভূমিষ্ট [স ভূমিষ্ট।] বিপ্ প্রসব হয়েছে এমন। 'ভূমিষ্ট হইল পুত্র দেখিল
ব্রাহ্মণ।' মলাধর, ১৫০০।

ভূমিষ্ট [স] ১ বিপ্ প্রসূত। 'তথাপি ভূমিষ্ট নহে মিশ্রের হৈল আস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ভূমিষ্ট হইল গোরা উত্তম দিবসে।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিপ্ মাটিতে উপুড় হয়ে শায়িত। 'পলায় কাপড় দিএ ভূমিষ্ট হইএ প্রণাম করিল সনাতন।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

ভূমিষ্টকাল [স] বি জন্মের সময়। 'ভূমিষ্টকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ভূমিসাতি [স ভূমিষ্ট।] বিপ্ ভূমিষ্ট। 'ভূমিসাতি হইআ তিনি তপিস্যাস্র
গেল।' রামাই, ১৭১০।

ভূমিস্যত্র ভূমি

ভূম্য [স ভূমি।] বি মাটি। 'ভূম্যে লোটাইয়া জসোদা কালেন তথাই'
মলাধর, ১৫০০।

ভূম্যধিকারী, ভূম্যধিকারি [স ভূম্যধিকারী।] ১ বি জমির মালিক। 'জমিদার ও তালুকদার প্রকৃতি ভূম্যধিকারীর ভূমির উপর উপরের প্রতাবিত সকল আইনের মতে ...' ফরস্টার, ১৭৯৫। ২ বি জমিদার। 'অন্য ব্যক্তিরদিকে ভূম্যধিকারী করাতে ...' দর্পণ, ১৮২৫; 'তথাকার ভূম্যধিকারিরা যে প্রকার এতদেশীয় জমিদারসকল।' বনদুত, ১৮২৯।

ভূম্যর্থ [স] ক্রিবিপ্ মাটির জন্য। 'ভূম্যর্থ কি প্রকার সার ভাল।' দর্পণ, ১৮২০।

ভূম্যে পাড়া ক্রি আছাড় মারা। 'মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায়
মারি।' মলাধর, ১৫০০।

ভূম্য [স ভোজ্য।] বি ভোজনযোগ্য খাবার। 'ইহারদের ভক্ষ্য ভূম্য
আয়োজন।' রামরায়, ১৮০১।

ভূমসী [স] বিপ্ স্ত্রী অনেক; প্রচুর। 'তাহাতে তিনি, এই নৃতন মস্তের
ভূমসী প্রশংসা লিখিয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ভূমসী প্রশংসা [স] বি অনেক প্রশংসা। 'তাহার সমকালবর্ষী
পতিতেরা এই বিষয় অবগত হইয়া, বিশ্লেষণ-রসয়ে তাহার ভূমসী
প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভূমিষ্ট [স] বিপ্ প্রকৃত; বহুল। 'বিদ্যানুশীলনের সহিত বিষয়কার্যের ভূমিষ্ট
সম্বন্ধ প্রায় খাটিয়া উঠে না।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

ভূয়োদর্শন [স] বি প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও
অভিজ্ঞতা। 'অনেক ভূয়োদর্শনভিজে জ্ঞানী মনসী ভূমিকম্পনকে ...
অকল্যাণময় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভূয়োবাণি [স ভূয়ঃ] বি ফাঁকিবাণি। 'সম্পূর্ণ আভিমূলক - বালি
ভূয়োবাণি।' দীপিকা, ১৮৮৭।

ভূয়োভূয়, ভূয়োভূয়ঃ [স] ক্রিবিপ্ প্রায় বারবার। 'ইহা কি ভূয়োভূয় প্রবণ করা
যায় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে
অবয়বসে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভূর [স ভ্রম।] বি অহংকার। 'তাল। গেল যত ভূর চাতুরী হইল চুর ...'
ভারত, ১৭৬০।

ভূরি [স] বিপ্ অনেক; প্রচুর। 'এই ব্যাপার ভূরি হানে পুলিশের সংক্রান্ত
আমলা ...' দর্পণ, ১৮৩০; 'বলিক, ভূরি পরিমাণে বাকুদ হইয়া ...
ব্যবসার করিতে গেলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ভূরি কথা বি অনেক কথা। 'ভূলাইতে ভূরি কথা ভাষে ভাব করে।' মাদিকরায়, ১৭৮১।

ভূরিত্ত্বঃ বিপ্ অনেক বেশি। 'তাহার অপেক্ষা ভূরিত্ত্বঃ বিদ্যান্
শ্রীযুত কোলকাতা।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ভূরিতা [স] বি প্রচুর। 'যে সংসার তার অহং - এর ক্ষেত্র সে দিকে
তার অহংকার ভূরিতায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ভূরিপরিমাণ [স] বিপ্ প্রচুর পরিমাণ। 'সাধারণ মানুষের মধ্যে
ভূরিপরিমাণ মৃত্যু আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

ভূরিপরিমিত [স] বিপ্ বহুল; অত্যধিক। 'ভূরিপরিমিত প্রচলিত
ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ভূরিব্যয় [স] বি অনেক ব্যয়। 'জীবনসৃষ্টিযন্তে প্রকৃতির ভূরিব্যয়ের
পালা শেষ হয়ে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ভূরি ভূরি [স] বিপ্ অসংখ্য; প্রচুর। 'অন্যথ্যে ভূরি ভূরি বাক্য পরম্পর
সম্পূর্ণ বিবন্ধ দেখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৭; '... এজন্য সর্বদাই ভূরি
ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ভূরিভোজ [স] বি প্রচুর আহার। 'যা যথেষ্ট সেটাই ভূরিভোজের
সমান-দরের।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'শ্রাব্যভাতের ভূরিভোজের অবসানে
তানবের ভাবনাটা অতি মধুর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ভূরিভোজনাত্তে [স] ক্রিবিপ্ অত্যধিক আহারের শেষে। 'ভূরিভোজনাত্তে
একটি কেন্দ্রীয় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি
অগ্রয় করুণাইছি।' বনফুল, ১৯৩৬।

ভূরিভোজী [স] বি প্রচুর আহার করে যে। 'ভূমিগর্ভের রাতে - /
ভূগর্ভের আর ভূরিভোজীদের নিদ্রাশ্রম সংঘাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভূরিলোক [স] বি অনেক লোক। 'ভূরিলোক আইলে কি হইবে তাহা
কি এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় না।' দর্পণ, ১৮৩০।

ভূরুহ [স] বি বৃক্ষ। 'অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল।' বিদ্যা,
১৮৪৭।

ভূর্জ, ভূর্জঃ [স ভোজ্য।] বি খাওয়া যায় এমন বৃক্ষ। 'নানা প্রযা ভক্ষ ভূর্জ
দিল মোহাম্মদে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৭।

ভূর্জ [স] বি ভূর্জ গাছ। 'চিত্তা উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের
মতো পাতুবর্ণ হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভূর্জপত্র [স] বি ভূর্জ গাছের পাতা। 'উহার চিকন সবুজ পাতাগুলি
ভূর্জপত্রের মতো পাতুবর্ণ হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'ভূর্জপত্রের
পতঙ্গলি।' বিজুতি, ১৯৩১।

ভূর্জপাতা [স ভূর্জপত্র।] বি ভূর্জ গাছের পাতা। 'ভূর্জপাতায় নব গীত
করো রচনা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভূর্গোল [স] বি পৃথিবী। 'আনন্দিত, অতন্ত্রিত, ভূর্গোকে ভূবর্গোকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

ভূলা [স ভ্রম।] ক্রি ভুলে যাওয়া। 'ভুলহ ক্রি ভুলো। 'বাল ভিল এক বাছ গ
ভুলহ রাজগণ কণ্ডাচী।' চর্চা ১৫, ২০০০।

ভূশাণ্ডি বি (হিন্দুপুরাণ) ত্রিযুগদর্শী কাক। ভূশাণ্ডি মাঠ বি অন্তহীন প্রান্তর।
'নাতি সব সুগন্ধনার নাকি কথার ভূশাণ্ডি মাঠ।' নজরুল, ১৯৩১।

ভূশাণ্ডি কাক বি (হিন্দুপুরাণ) ত্রিযুগদর্শী কাক। 'যা-মেখে শিউরে গুঁড়ে
দূরে ভূশাণ্ডির কাক।' শামসুর, ১৯৬৬।

ভূষণ [স] ১ বি শোভা। 'তোকে সে মোহোর রতন ভূষণ।' বড়ু, ১৪৫০।
২ বি অলংকার। 'কনকের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩

বি সাজ-সজ্জা। 'ধবল আসন ধবল ভূষণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভূষণভার [স] বি অলঙ্কারের ভার। 'ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ভূষণশূন্য [স] বিণ অলঙ্কারহীন। 'সকল ভূষণশূন্য কৈলে দুই হাথ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভূষণোপাধি [স] বি পৌরবসয় উপাধি। 'এ শ্লোক শ্রীমত ডাক্তর মিল সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারমিতার প্রথম ভূষণোপাধি স্বরূপ।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ভূসন [স] ভূষণ। বি সাজ-সজ্জা। 'নানা অভরণ দিয়া করিল ভূসন।' মালাধর, ১৫০০।

ভূষণী [স] ভন্ম। বিণ পাণ্ডব বর্ণের। 'ভূষণা বহু।' মানোএল, ১৭৪৩।

ভূষা [স] ভূষণ। ১ বি সাজ-সজ্জা। 'অলঙ্কার বস্ত্র ভূষা পড়ে চারিভিতে।' কল্যায়, ১৭৫০। 'খেত ভূষা শোভে কলবর।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি অলঙ্কার। 'কর্ণভূষা একটু ইষৎ রসের সোলেমে সোলাইয়া ...' বহির্ম, ১৮৮৭।

ভূষি [স] ভন্ম। বি ভূষি; শস্যের খোসা, যা গবাদি পশুর খাদ্য। রামরাম, ১৮০১। ৩ ভূষি

ভূষিত [স] ১ বিণ অলঙ্কৃত। 'কিনে সোলা রঙে ভূষিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সজ্জিত। 'মণি রত্ন ভূষিত বিচিত্র কলবর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভূষিত [স] ভূষিত। বিণ সজ্জিত। 'মণি রত্ন ভূষিত বিচিত্র কলবর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভূষিতা [স] বিণ স্ত্রী সজ্জিত। 'খোজেনা বিস্তর খর্বালঙ্কারে ভূষিতা।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

ভূষিতে ক্রিবিণ স্ত্রী অলঙ্কৃত করতে। 'মনিমুকাযুতা, গন্ধ-হারলতা, উচ্চকৃত ভূষিতে হাসিছে।' ভবানী, ১৮২৫।

ভূষতি [স] বি নৈসর্গিক অঙ্গবিশেষ। 'তবক বেলাক টাঙ্গি স্তম্ভিমালা সেল সাঙ্গি ভূষতি ভাবু খরসান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভূষণ দ্র ভূ

ভূষা দ্র ভূ

ভূষ্টি [স] স্রুষ্টি। বি বিরজি বা রাগ প্রকাশের জন্য স্র সংকোচন। 'স্বরবর নিহর ভূষ্টি ভীম মুখে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ স্রুষ্টি, স্রুষ্টি

ভূঙ্গদাল [স] বি পর্বতের উপরিভাগ। 'পর্বতের পাদমূল হইতে উন্নত ভূঙ্গদেশ পর্বত উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

ভূঙ্গপদ [স] বি হিন্দুপুরাণ ভূতমুনির পদাঘাতের চিহ্ন। 'ছাই ভূঙ্গপদ, যাও দেহে কি কৌন্তভ এ হিয়ার রাজে।' নজরুল, ১৯২৩।

ভূঙ্গাধন [স] বি ভূতমুনির পদাঘাত। 'সার্বক হল আঞ্জিকে ভূঙ্গা-স্বাধন।' নজরুল, ১৯৩০।

ভূঙ্গপাত [স] বি পর্বত থেকে পতন। 'গোবর্ধনে তাজিব দেহ ভূঙ্গপাত করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভূঙ্গবর [স] বি গুজরাহ। 'চাপ লয়ে শটনের ভূঙ্গালয়ে ভূঙ্গবর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভূঙ্গ [স] বি ভ্রমর। 'শোচন জনু খরি ভূঙ্গ আকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভূঙ্গাধার [স] বিণ ভ্রমরের যাতা। 'এই যত পৌরহরি/ মন গছে কৈল হরি/ ভূঙ্গাধার ইতি উভি ধায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভূঙ্গ-রব [স] বি ভ্রমরের গর্জন। 'নাহি গন্ধ মকরন নাহি ভূঙ্গ-রব।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভূঙ্গ, ১৮৫৮।

ভূঙ্গার [স] বি জলের পাত্রবিশেষ। 'ভূঙ্গারের জল/ মুখে দিয়া বড়ায়ি মাথার কইল চেতনে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভূতি [স] বি নিটোলতা। 'উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিয়া তাহাতে যে গায়ের সোমাদি এবং নিত্যের প্রতি ভূতি দেখা যায়।' ভবানী, ১৮২৮।

ভূত্যা [স] ১ বি সেবক। 'ইহাতে সে প্রভু ভূত্যা চিত্তে বল পায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি কর্মচারী। 'প্রধান ২ ভূতয়ার সদা সাবধানে আছে রাণীকে, ১৮০৫। ৩ বি চাকর। 'বাবুর ভূত্যা ঐ বৈদ্যনাথ জই হইল।' দর্পণ, ১৮২৫।

ভূতাত্ত্ব [স] বি দাসত্ব। 'বাসাশিরা লক্ষ টাকা প্রদানপূর্বক সাহেব বিশেষের ভূতাত্ত্ব শীকার করিতে পারেন।' প্রভাকর, ১৮৫২।

ভূতাবর্ণ [স] বি কাজের দোকান। 'কোন ২ জমিদারের নিয়ত চতুর্দিশ বুরুজ ভূতাবর্ণ।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ভূত্যাশা [স] বি গারদখানা। 'জড়কেই ক্রীতদাস করিয় ভূত্যাশায় পুথিয়া রাখিলে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভূত্যাশ্রিত [স] বিণ দাস ও পোষ্য। 'প্রভুর সঙ্গে যত মহা ভূত্যাশ্রিত জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভূমা [স] ভূমি। বি ফেরা। 'ভূমিতে ভূমিতে ক্রিবিণ ঘুরতে ঘুরতে 'ভূমিতে ভূমিতে গোলা ঘরিকা নগরে।' মালাধর, ১৫০০।

ভূশবার [স] ভূশু। বি অতিবৃষ্টি। 'ভূশবার একাকার নদ নদী খাতং মানিকরাম, ১৭৮১।

ভেউ [স] ভেদ। বি ভেদ। 'জিম জলে পানিআ তেলিআ ভেউ ন জাঅ।' চর, ৪৩, ১২০০।

ভেউ ভেউ [কন্যা] ১ বি অর্থহীন শব্দ। 'ভার্কিক শূণাল সম ভেউ ভেউ করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আকুল ক্রন্দনধ্বনি। 'ভেউ ভেউ করে কান্দে।' দীনবন্ধু, ১৬৮৭।

ভেউর [কন্যা] বি ফেট। 'আমি তোরে দিল ভার ভেউর হবে রায়বার মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেউর [কন্যা] বি এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'ভেউর কর্ণাল সাজে আলোড়ল, ১৬৮০।

ভেওরি [কন্যা] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাজে দামা জগদ্বন্দ্ব ভেওরি বিশান।' রামরামদাস, ১৭৮০।

ভেউর [স] বি বার। 'ভেউর ফিরাইছে দেখি।' সুলতান, ১৭০০।

ভেওড়ো [স] বি বিকৃত মুখভঙ্গি। 'ল্যাংড়া হাসে ভেওড়ো দেখে।' নজরুল, ১৯৩১।

ভেঁগ্যা [স] ভঙ্গ। ক্রি ভেঙে। 'সভা ভেঁগ্যা শাভমনে তবে সমাদরে মানিকরাম, ১৭৮১।

ভেটা [স] বৃষ্টি। বি শিশুদের বেলায় ব্যবহৃত কাঠের গোলাকৃতি খণ্ড। 'খেতে টিকা কোট ভেটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেঁপু [কন্যা] বি বাঁশ। 'আজ সব ভেঁপু বাজায় গেড়ের মাঠ দিয়ে হুতু করে বাবে।' পিরিয়, ১৮৮৬।

ভেক [স] বি ব্যাঙ। 'নাচএ নারদ ভেকের গতি।' বড়ু, ১৪৫০।

ভেককর্ত্ত [স] বি ব্যাঙের গান। 'বায়সকর্ত্ত বাসকর্ত্ত ভেককর্ত্ত প্রভৃতি বলিয়া ... বিরূপ মনোভাব অনেক সময় প্রকাশ করি।' আজাদ

১৯৫৫।

ডেক-কোলাহল [স] বি অন্তরায়শূন্য তরুণিতরুণ। 'তা সবার বিদ্যাপাঠ ডেক-কোলাহল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ডেক [স বেষ] ১ বি পোশাক। 'ভাঙ্গিয়া আপন ডেক নারদ হইলা শেষ।' রায়হই, ১৭১০। ২ বি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেষ। 'পরে ইসানবাজার মোকামে থাকিআ ডেক লইআ বৈষ্ণব হইআহী।' চিঠিপত্র, ১৮৪২; 'আমরা দেশসুখ সকলেই বৈরাগ্যের "ডেক" ধারণ করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

ডেকধারী [ডেক+স ধারী] বি ছত্রবেশী। 'পায়ে গোদ, অতি চমৎকার ডেকধারী ডেকের ন্যায় শরবান।' ভবানী, ১৮২৮।

ডেকাশ্রয় [ডেক+স অশ্রয়] বি সন্ন্যাসভূত। 'যদ্যপি তুমি ডেকাশ্রয় করহ তবে ইহকালে বৈষ্ণব লইয়া বাহুদে কাণযাপন হইবে।' ভবানী, ১৮২৮।

ডেকডেকানি [ধন্য] বি বকবক করা। 'কেবল ডেকডেকানি সার হয়েছ।' গুপ্ত, ১৮৫৭।

ডেকসিনেশন [হি] বি রোপ-প্রতিরোধক টিকা বিশেষ। 'ইউরোপ খণ্ডে ডেকসিনেশন আরম্ভ হারা...' অক্ষয়, ১৮৫০।

ডেকাপানী [স ডেক+] বি হতভব ভাব। 'একটু ডেকাপানী দেখিয়া আমি বলিলাম...' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

ডেকার বি ভোগাণ্ডি। 'দৈবে ডেকার আছে বন্ধে এক টিমা।' গরীব, ১৭৫০।

ডেকুআ [স ডেক+] বি হতবুদ্ধি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডেকুট [স বেকট] বি ভেটিক; মাহবিশেষ। 'চীতল ডেকুট কই কাভলা মূগাল।' ভারত, ১৭৬০।

ডেকুয়া [স ডেক+] বি ব্যাঙ। মনোএল, ১৭৪৩।

ডেকো [স ডেক+] বি হতভব। 'ডেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হুইন ডেকো।' ভারত, ১৭৬০।

ডেগা [হি] বি একটি নক্ষত্রের নাম। 'বর্তমানে যেখানে ডেগা নক্ষত্র আছে।' মোতাহার, ১৯০৭।

ডেঙচানি বি উপহাস, বিরক্তি ইত্যাদি ভাবসূচক বিকৃত মুখভঙ্গি। 'এক কথায় sentimentality হচ্ছে emotion-এর ডেঙচানি।' প্রমথ, ১৯২১।

ডেঙচানো [স বাস+] বি মুখ বিকৃত করে বিদ্রুপ করা। 'পেট ভরিয়া খাও না আমাকে মুখ ডেঙচাও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

ডেঙানি [স বাস+] বি বিকৃত মুখভঙ্গি। বিদ্যা, ১৮৯১।

ডেঙানো, ডেঙানো [স বাস+] ১ ক্রি বাস বিদ্রুপ করা। 'কোকিলেরে ডেঙায় বায়সে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ ক্রি ডেঙি কাটা। 'মোনায়েমকে সে ডেঙাল।' ওয়ালী, ১৯৪২।

ডেঞ্জ [হি] ভাওরাজ্য বি ভাতৃবধু; ভাইয়ের স্ত্রী। 'ডেঞ্জেরা গল্পনা দেন।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

ডেজা ক্রি দেওয়া। ডেজাই ১ ক্রি দেই। 'আনল ডেজাই ঘরে।' ফিচী, ১৭৫০। ২ ক্রি বাধাই। 'দুইজন মধ্যে নিত্য কোন্দল ডেজাই।' সুলতান, ১৭০০। ডেজাইলাম ক্রি লাগানো। 'জান কহে লাজঘরে ডেজাইলাম আওনি।' জ্ঞান, ১৬০০। ডেজায় ক্রি লাগায়; শুরু করে। 'দুদবড় আশিয়া ডেজায় গজগাল।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ডেজায়্যা ক্রি বন্ধ করে। 'দুরারে ডেজায়্যা অগ্নি প্রবেশিল ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ডেজা [হি ডেজানা+] ক্রি পাঠানো। 'ডেজিতে।' মনোএল, ১৭৪৩। ডেজ ক্রি পাঠাও। 'আপন পিয়ারে নবি পার ডেজ মুদাম।' গরীব, ১৭৬৫। ডেজানো ক্রি পাঠানো। 'ডেজিতে।' মনোএল, ১৭৪৩। ডেজিল ১ ক্রি শর্যাপন্ন হওয়া। 'খোদায় ডেজিল দুন্ন করিতে খেদমত।' গরীব, ১৭৫০। ২ ক্রি পাঠিয়ে দিলো। 'এলাহী ডেজিল মােরে জন নবী হয়ে একদিল।' গরীব, ১৭৫০। ডেজিলেন ক্রি প্রবর্তন করলেন। 'আইন ডেজিলেন রাসুলউল্লা।' লাহন, ১৮৯০। ডেজে ক্রি পাঠায়। 'লঙ্কা পাঠাইতে দুতে ডেজে বানররাজ।' মালাধর, ১৫০০।

ডেজা ক্রি জল ইত্যাদিতে সিঁক হয়। 'ডালে বসে ডেজে একটি পানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'পূর্ববারে ডেজা ডেজা হাওয়া।' মুজতবা, ১৯৪৯।

ডেজাবিড়াল বি দেখতে ভালো মনে হলেও হিংস্র প্রকৃতির লোক। 'যেন কিছুটি জানে না, ডেজাবিড়াল নম্র ওয়ান।' ওয়ালী, ১৯৪২।

ডেজানো [হি ডেজানা+] ১ ক্রি নির্দিষ্ট করা। 'মতিলালের মতো হেলের মন কোশলের ঘরা পড়াভানায় ডেজাইতে পারেন।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ ক্রি খিল না দিয়ে বন্ধ করা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ও তো বন্ধ নেই, কেবল ডেজানো আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

ডেজাল ১ বিধ ঝাঁট নয় এমন। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি নিকুট প্রবোর মিশ্রণ। 'রসদের মধ্যে রাশি রাশি ডেজাল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি অবিকৃত। 'ডেজাল, ডেজাল, ডেজাল রে ভাই, ডেজাল সারা দেশটারে সুকৃত, ১৯৪৮। ৪ বি বিতৃষ্ণ ও ঝাঁট নয় এমন খাদ্যদ্রব্য। 'শহরের ডেজালে আমার বায়ু নষ্ট হচ্ছে।' মাহমুদ, ১৯৬১।

ডেজাল বি খামেলা। 'জাল নাটের ডেজাল নয়তো?' শিবরাম, ১৯৪০।

ডেজিটেরিয়ান, ডেজিটেরিয়ান [হি] ১ বিধ নিরামিষাণী। 'আমি খোল আনা ডেজিটেরিয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বি নিরামিষভোজী ব্যক্তি। 'ডেজিটেরিয়ানের জন্য মটর-পোলাও এবং চীজ-আলু, কিংবা চীজ-মটর কারি।' মুজতবা, ১৯৫৮।

ডেট [হি ডেটনা] বি উপটৌকন; উপহার। 'সেই মফস ধরিয়া রাজাকে ডেট দিল।' মালাধর, ১৫০০।

ডেট বি ডেট; উপটৌকন। 'জমিদারের পুত্র ও কন্যার বিবাহ জন্য ডেট দিতে হয়।' সাধরঙ্গী, ১৮৭৪।

ডেট দ্র ডেট

ডেটিক [স বেকট] বি এক প্রকার মাছ। 'ডেটিক কমলা আদি মিথিহি বাদাম। ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ডেটিক-লোচন বি ডেটিক মাছের মতো চোখ যার। 'তোমার তাজে কি ডেটিক-লোচন?' মুজতবা, ১৯৬০।

ডেটো ক্রি মিলিত হয়। ডেটো ক্রি মিলিত হলো। 'বালা সৈসব তারুল ডেটো।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ডেটল ক্রি সাক্ষ্য পেলাম। 'ঘাটহি ডেটল করত সিনান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ডেটোতে ক্রি সাক্ষ্য করতে। 'ডেটোতে চলিল কান্ত রূপউপায়ন।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ডেটবি ১ ক্রি দেখবো। 'কোন লাঞ্জে ডেটবি রানন মহারাজ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি মিলিত হবে। 'বিশিমে ডেটবি থেরা শ্যাম জলখার।' দীপক, ১৬০০। ডেটবিয়ারে ক্রি সাক্ষ্য করতে। 'বুধি পারা জাবে বাসঘরে ডেটবিয়ারে কান্ত সদাধারে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ডেটিল ক্রি দেখাও; মিললো। 'ঘাটত ডেটিল নানদের পো।' বড়, ১৬০০।

১৪৫০। ভেটিলাম ক্রি সাক্ষাৎ করলাম। 'ওক ভেটিলাম ওক না জানাইল মোরে।' সুলতান, ১৭০০।

ভেটোঁ [স বৃত্ত] বি শিবদের খেলায় ব্যবহৃত কাঠের গোলাকৃতি বস। 'কোন পিনাচের বেটা অতকায়ে খেলে ভেটোঁ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেটোয়ানি ১ বি ঙ্রী ভাড়াবাড়ির মালিকানি। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি সরাইয়ের ক্রী। ওর্স, ১৭৮৫।

ভেটোয়ানো [বি] ১ বি ভাড়াবাড়ির মালিক। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি সরাইয়ের মালিক; বাড়ির মালিক। ওর্স, ১৭৮৫।

ভেটোয়ার খানা [বি ভাটয়ারা+কা খানা] ১ বি ইটগোলের জায়গা। ওর্স, ১৭৮২। ২ বি সরাইখানা। ওর্স, ১৭৮৫।

ভেটোয়ারখানা [বি ভাটয়ারা+খা খানা] বি সরাইখানা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভেটেল [অ ভাটা] ১ বিন ভাটার মুখে বার এমন। 'ভেটেল পান্ধী হইলে অল্প ভাড়ায় হইত।' প্যাঙ্গী, ১৮৫৮। ২ বিন ভাটি অঙ্গদেশ। 'ভেটেল খানের চালির ভাট।' বিজুতি, ১৯২৯।

ভেটোঁ [বি ভেটো] বিন ভেট গিরে চার্কর জোপাড় করে এমন। 'ব্যাঙ্কের ভেটো কেরানীরে ছুটি পেয়েছেন।' হেতাম, ১৮৬১।

ভেটোঁ বিন ভুটানি। 'অ্যাক প্রিগশিয় অ্যাকটা ভেটোঁ খোড়ার নাথিতে অমময়ে গ্রামভ্যাপ করে।' হেতাম, ১৮৬১।

ভেটোঁ [বি ভিটো] বি অমতসূচক ভেটো। 'ভেটো, ভেটো, নিরুৎসাহ, ইলেকটোরেট ... নিত্য তনে থাকি।' হাই, ১৯৫৮।

ভেটোঁ বি পাথিবিশেষ। 'পায়রা কপাত লিবি শিবে গান্ধিনী কুলিন সালিকা ভেটো টোটারি কোকিল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেটোঁ [স ভীক] ১ বি মেঘ। 'বাকটে নিশ্চাস্থ সখরীয়া ভেটোঁ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি আঙ্গাবহ। 'হৌড়কে গুণ করে ভেটো বানিয়েছে।' প্যাঙ্গী, ১৮৫৮।

ভেটো বানানো ক্রি সম্পূর্ণ বশে রাখা। 'একবারে ভেটো বানিয়ে দিয়েছিল।' নজরুল, ১৯২৪।

ভেটোর ব্যাটা বি ভেটোর ঘানা। ওর্স, ১৭৮৫।

ভেটোঁ বি ঙ্রী মাদি ভেটোঁ। ওর্স, ১৭৮৫।

ভেটোঁওয়ালী [ভেটো+হি ওয়ালী] বি ভেটো যাখে যে। 'আমাকে কি হিন্দুয়ানী ভেটোঁওয়ালী শাইগে?' বরিশ, ১৮৮২।

ভ্যাডো বি মেঘ। 'মটনের কথা মনে পড়তেই তার পূর্বপুরুষ ভ্যাডার কথাটা মনে পড়ে গেল তুমুদি।' শিবরাম, ১৯৪০।

ভ্যাডোকাছ বিন নির্বো। 'ভ্যাডোকাছ, কাছকাছ বন্য বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষম্ব হসেন না।' দীনবন্ধু, ১৮৭০।

ভেটোঁ [বি ভিডনা] ক্রি অন্তর্ভুক্ত হওয়া; যেণা। 'শিব আর্ধনাম্মে ভিডিয়া যে ভীষনভা যে শক্তির চাক্ষুষ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ভেটোয়া ক্রি ভিডিয়ে; ঠকিয়ে। 'ভারিতুর করিয়া নগর ভেটোয়া শাসু।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভেটোঁ [স বেটন] ক্রি বেটন করে। 'সিঁবো কুচ ভেটোঁ কোশে।' বড়, ১৪০০।

ভেটোঁ বি জলবোধের জন্য মাটির তৈরি বাঁধ বিশেষ। 'হাজার বিঘের শোনা ভেটোঁ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ভেটুয়া [স ভীক] বি বাইজি দলের বানাকর। 'শল্কী ফাসানে (বাইয়ের

ভেটুয়ার মত) ছুঁদিয়ার পারজামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাকা টুপি তাঁর মনোমত পোশাক।' হেতাম, ১৮৬১।

ভেডেঁ বিন বোকা। ভেডেঁর ভেডেঁ বিন অতিশয় অপদার্থ। 'কোথা হতে কাল এলি তুই ভেডেঁর ভেডেঁ।' কেতক, ১৬৫০।

ভেডো ১ বিন ভক্ত; বশীভূত। 'সমভাবে সকলেই কলাইয়ের ভেডোঁ।' ওর্স, ১৮৫৮। ২ বিন বোকা। 'লালন ভেডোঁ তাই না বুকে হয় সেটানা।' লালন, ১৮৯০।

ভেডোঁ [বি ভেভার] বি বিবেকতার কাজ। 'আরবিতে অনার্ন নিয়ে যে রশিদ গাঁজার ভেডোঁর করেছে।' মনসুর, ১৯৪৩।

ভেডের [স অভ্যন্তর] ক্রিবিদ অভ্যন্তরে; মধ্যে। 'দুর্গতির ভেডের বাসা চাল আছে।' উমেশ, ১৮৫৭। ১ ভিতর

ভেডেরকার বিন অভ্যন্তরস্থ। 'আমাদের ভেডেরকার সমস্ত সামগ্র্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অভ্যন্তর বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ভেডের-পোঁজা বিন অস্বস্তি। 'মনের গোড়ানি কখনো কখনো মানুষকে ভেডের-পোঁজা ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে সহযোগিতা করে।' শতকর্ত, ১৯৭২।

ভেডেরবাড়ি বি অঙ্গমহল। 'এদিকে ভেডেরবাড়ি থেকে প্রসাদ আনানো হয়েছে।' বিমল, ১৯৫৩।

ভেডেরমহল [ভেডের+আ মহল] বি অঙ্গপূর। 'বাড়ির ভেডেরমহলে।' জীবন, ১৯৪৮।

ভ্যাতর বি অভ্যন্তর। 'আমাকে কবরের ভ্যাতর শিরে যাবে অরা।' হাসান, ১৯৬২।

ভেডো [স ভক্ত] বিন ভাত খেতে ভালোবাসে এমন। 'ভাত বিনে বাঁচিলে, আমরা ভেডো বাসালী।' ওর্স, ১৮৫৮।

ভেদেঁ [স] ১ বি পার্শ্বক। 'চাপ সুকুরের ভেদে না জাণো।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বিদায়ক। 'শিরসি পর্যন্ত সে ভেদ করি অব।' চন্দ্র, ১৫৫০। ৩ বিন পৃথক। 'মতি অনুরূপ ভেদ দরশন পার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি বিরোধ। 'সর্বথাও আপনে না কর বুক ভেদ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি গোপন রহস্য। 'মনোএল, ১৭৪৩; 'যে কিছু ভেদের বাত কহিতে লাগিল।' গঙ্গী, ১৭৬৫। ৬ বি দ্বন্দ্ব। 'কে জানে তোমার ভেদে ত্রুণ সনাতন বেদ।' রূপরাম, ১৭৫০। ৭ বি শত্রু বশীকরণ উপায় বিশেষ; রাজনীতির প্রাচীন তার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সান্ন, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুল হও।' মুত্যাভর, ১৮১০। ৮ বি বিনীর্ণ করা। 'সঙ্গতাল ভেদ করিলে হাওয়ায় যবে যাওয়া যায়।' লালন, ১৮৯০।

ভেদকথা [স] বি গোপন রহস্য। 'চক্ৰবুহ ভেদকথা কহত আচ্ছাতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

ভেদ করা ক্রি ছিন্ন করা। 'সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ভেদচিহ্ন [স] ১ বি লক্ষ ও জ্ঞার চিহ্নসূচক চিহ্ন। 'জড়জন্তু সবাশানে নাথিবারে চায়, মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত তার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বি পৃথক করা যার যে চিহ্ন দিয়ে। 'কর্তৃকারণে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ বি জাতিভেদের চিহ্ন। 'ভূরক সম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ভেদচিহ্নহীন

ভেদচিহ্নহীন [স] বিণ প্রভেদ নেই এমন। 'আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভেদজ্ঞান [স] ১ বি তারতম্য বিচার। 'নর-নারী ভেদজ্ঞান রহিবে না আর।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বি পার্থক্যবোধ। 'সে ভেদজ্ঞানও এদের নেই।' গ্রন্থ, ১৯১৮।

ভেদদৃষ্টি [স] বি পার্থক্যবোধ। 'বিস্ত্রিত করিয়া দেখিবার যে ভেদদৃষ্টি তাহাই সেদিন সে ভুলিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভেদনীতি [স] বি বৈষম্য সৃষ্টির নীতি। 'নন্দনীতি, ভেদনীতি, কুটনীতি কত শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভেদ-বিচ্ছেদ [স] বি বিভেদ। 'কোথাও ভেদ-বিচ্ছেদ রইল না।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

ভেদ-বিধান [স] বি বৈষম্যের দৃষ্ট। 'ভেদ-বিধানের মীমাংসা।' নজরুল, ১৯২৪।

ভেদবিশীল [স] বিণ বিভাজন নেই এমন। 'সমাজটাকে একটা ভেদবিশীল বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভেদবুদ্ধি [স] বি বিরোধমূলক মনোভাব। 'ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করে সকলকে ব্রহ্মরূপ দেখ...'। রামমোহন, ১৮১৭।

ভেদ-বৈষম্য [স] বি বিরোধ ও বৈষম্য। 'মোহাজের ও স্থানীয়দের মধ্যে ভেদ-বৈষম্যের সীমারেখা পুরাপুরি দূর হইতে কিছুটা সময় লাগিবে।' আজাদ, ১৯৪৪।

ভেদরক্ষা [স] ক্রি পার্থক্য বজায় রাখা। 'ভেদরক্ষায় হারানবার অস্কে কোনো অংশে কচ উৎসাহী নহেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভেদরোধা [স] বি বৈষম্য। 'সতী ও অসতীর মধ্যে বক্তিশপ্ত উদ্ভিশ বিশ আচ্ছ, প্রেক্ষাপট ভেদরোধা নেই।' অন্নদা, ১৯২৮।

ভেদসীমা [স] বি সীমানা। 'এই তার অন্তর সত্তার বোধ দৈহিক সত্তার ভেদসীমা ছাড়িয়ে...'। রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ভেদাত্তেদ [স] ১ বি বৈষম্য ও সাম্য। 'উহার পক্ষপাত, ভেদাত্তেদ, উত্তরবিশেষ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি পার্থক্য। 'কিঞ্চয় মল্লদূর যদি একজোটে হয় তবে হিন্দু-মুসলিম ভেদাত্তেদ থাকবে না।' অন্নদা, ১৯০৭।

ভেদাত্তেদবাদ [স] বি অসমর্থন তত্ত্ব। 'অচিন্ত্য ভেদাত্তেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।' হাই, ১৯৫৪।

ভেদ^১ [স] বি উদরায়ম। ভেদকর [স] বি উদরায়ম করে যাতে। 'ভেদকর কক্ষকর হিম কিছু বটে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

ভেদ বমি [স] বি উদরায়ম ও বমি; কলেরা। 'ভাহারদের ভেদ বমি উদরায়ম বন্দ হই।' দর্পণ, ১৮২৭। 'আমার ভেদবমি আচ্ছ হয়েছে।' নজরুল, ১৯২৪।

ভেদন [স] বি ভেদকরণ। 'তবে হে অক্ষয় তার কপাট ভেদন।' সুলতান, ১৭০০।

ভেদা^২ [স] ভদ্র। বি মাছবিশেষ; ররনা মাছ। 'পাঙ্গমাদা ভেদা কেষ কুড়িখা বলিখা।' ভারত, ১৭৬০।

ভেদা^৩ [স] ভেদ। ক্রি ভেদ করা। 'সত্ততাল পর্তত ভেদিল হুখিরে।' মাল্যধর, ১৫০০। 'ভেদি ক্রি ভেদ করে।' 'উহ ভেদি উঠিলে এক সাল তরু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'ভেদিতে ক্রি ভেদ করতে।' 'ভেদিতে

এহারে আকি কহিহু কাহল।' সুলতান, ১৭০০। 'ভেদবি ক্রি ভেদ করবে।' 'দেবিবা অচ্ছনে চক্র ভেদবি অখন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'ভেদিয়া ক্রি ভেদন করে।' 'ভাহে নীল সাদী ভেদিয়া উঠিল রূপ অনুশম ছায়া।' ফিজি, ১৬০০। 'ভেদিল ক্রি ভেদ করলে।' 'সত্ততাল পর্তত ভেদিল হুখিরে।' মাল্যধর, ১৫০০। 'ভেদিলে ক্রি ভেদ করলে।' 'এক গাছি ভেদিলে হে পুরী শীতল।' সুলতান, ১৭০০।

ভেদাত্তেদ ব্র ভেদ

ভেদভেনো [ধন্য] বি মশা-মাছির বিরক্তিকর গুণন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভেদভেনো [ধন্য] ক্রি মশা-মাছির বিরক্তিকর গুণন করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভেদভেনানি [ধন্য] বি মশা-মাছির বিরক্তিকর গুণন। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভেপু [হি ভোপ্পু] বি ভেরী। মানোএল, ১৭৪০। ব্র ভেপু

ভেখো [স বাশা] বিণ ভাণসা; গুমট। 'থু'লে ক্রি ও ভেখো গজ যাবে?' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভেবউ [স ভেদ] বি রহস্য। 'জো তরু ছেব ভেবউ ন জাইণ।' চর্চা ৪৫, ১২০০।

ভেবড়ে [কিবি] হতবাক হয়ে। 'যার নাকে সেগেছিল সে গিয়েছে কেবড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভেবড়ে যাত্তা ক্রি হতভব হওয়া। 'ব্যাগার সেখে এতটা ভেবড়ে গিয়েছিলুম যে তাঁর অভ্যর্থনা...'। গ্রন্থ, ১৯১৫।

ভেবচেকো [স বিভ্রাত্ত] বি হতভব। 'প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিয়া যাহাতে বাবু হাবুতুর বাইয়া ভেবচেকো হইয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ভেবচেকো খাঁওয়া ক্রি হতবাক হওয়া। 'আজাঙ্কিল ভেবচেকো বাইয়া গেল।' মনসুর, ১৯৫০।

ভেভাচাকা [স বিভ্রাত্ত] বি হতভব অবস্থা। 'ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হইনু ভেভো।' ভারত, ১৭৬০।

ভে ভে [ধন্য] বি ভেড়ার ডাক। 'ভেভা হইয়া ভে ভে করে।' মনসুর, ১৯৪০।

ভেমো [স ভাম] বিণ বোকা। 'তুই গুওতা বড় ভেমো।' মীনবহু, ১৮৬০।

ভেয়ে [স ভ্রাত্তা] বি ভাই। 'অনেক হোমরা চোমরা বাবু ভেয়ে দেখিতে আদিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

ভেরাণ্ডা [স এরণ্ড] বি এরণ্ড ফল; ভেরা। 'ভেরাণ্ডার গাছ কাটি পেলায়েন জলে।' কৃন্দা, ১৫৮০।

ভেরেজা [স এরণ্ড] বি ভেরা। 'নৃতনের মধ্যে কেবল ভেরেজা ধুতুরা প্রভৃতি গোচাকতক কর্ম্ম ফুল বাকি আছে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভেরি, ভেরী [স] বি চাক; পটহ। 'বরল ভেরি মোসরি মোহরি ঘন বাজে বিরকালি।' হুতুল, ১৬০০; 'কাড়া পোড়া ভুরী ভেরী বাজে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

ভেরীনির্বোধ [স] বি চাকের প্রচণ্ড আঘাত। 'রাজা কাশীধর ভেরীনির্বোধে ধারা নভোমতল পরিপূর্ণ করিয়া...'। হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

ভেরীখাঁ বি প্রানীবিশেষ। 'এক ভেরীখাঁ কোন শূন্য মধ্যে সেবাব ধরা পড়িল।' ভাঙ্গিলা, ১৮০০।

ভেঙ্ক [স ভেরি] বি ভেরী। মানোএল, ১৭৪৩।

ভেঙ্ক্যা [স ভেল>] বি ভেল্যা। 'শীত্ৰ গতি বাহিয়া ভেঙ্ক্যা বাকি কুলে।' আলগোল, ১৬৮০।

ভেল্ দ্র ভেলা'

ভেল্ বি ভান; ছল। 'নাপিত ব্রাহ্মণের ভেল ধরিয়া ...' জসীম, ১৯৬০।

ভেলকি, ভেলকী, ভেল্কি [স ভমকৃতি] ১ বি ধাখা। 'কোটােলে ভাঁড়ুর বোলে লাগিল ভেলকী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ভোজবাক্সি; জাদু। 'তার হাড়ে ভেল্কি হয়।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি ফাঁকি। 'কোন সময় কোন ভেলকি মেরে চুরি করে কোন ঘড়ি।' লালন, ১৮৯০; 'যায় আসে পাখি কোন পথে চোখে দিয়ে রে ভেল্কি।' লালন, ১৮৯০।

ভেলকি খেলা কি জাদু দেখানো। 'পুলিসেও যেন ভেলকি খেলছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ভেলকিবাক্সি, ভেলকিবাক্সী [ভেলকি+ফা বাক্সি] বি ম্যাজিক; জাদুটোনা। 'কতকগুলি ঐশ্বর্যজালিক কার্য ও ভেলকিবাক্সী।' প্রচারক, ১৯৯১; 'এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অশ্রু এক ভেলকিবাক্সি দেখাচ্ছেন।' মুক্ততবা, ১৯৮৮।

ভেল্কিবাক্স [ভেলকি+ফা বাক্স] বি জাদুকর। 'ও কারা কৌতুকে ঠোট চেপে সায়াফের সংবৃত্ত আবেশে দ্যাখে ভেল্কিবাক্সের চাচুরি।' নীরেন, ১৯৫৭।

ভেলভেট [হি] বি খুব কোমল সুতায় বোনা মোটা কাপড়বিশেষ। 'তেপনের ওপর ভেলভেটের গদিতে পাখিটাকে রেখে ...' জীবন, ১৯৩৩।

ভেল ভেল ক্রিবিণ বিশ্ব্য বা বিমূঢ় দৃষ্টিতে; ক্যাল হাকি ক'রে। 'হীমন্তের অঙ্গে একে একে ভলে বীরগণ চাহে ফেল ভেল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভেলসা [স মেল>] বি তামাকের শ্রেণীবিশেষ। 'আদি হুকা পানদান ওপ টীকা ভামাকু ভেলসা অধুরি।' ভবানী, ১৮২৫।

ভেলা [স ভূ>] ক্রি হওয়া। 'জীবন্তে ভেলা বিহণ মএল গঅণি।' চর্যা ২৩, ১২০০। ভেল ক্রি হসো। 'আসিও উদয় ভেল আখি মেলি চায়।' মালখর, ১৫০০। ভেলি ক্রি হসো। 'জব গোপালি সময় বেলি/ ধনি মন্দির বাহির ভেলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভেলা [স ভেলক] ১ বি কলাগাছ, কাঠ ইত্যাদি একত্রে বেঁধে গুস্তত জলযান বিশেষ। 'দুসহ বিরহ সাগরে বড়ারি তোফেনি আকার ভেলা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বাহন। 'তোমারি লোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভেলাভাসান বি পর্ববিশেষ। 'বাল্লার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় ...' দর্পণ, ১৮১৯।

ভেলা' বিণ ভালো। 'ও নহি ভেলাহে চিকী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ভেলকি বি ইন্ডজাল; ভেলকি। 'তিনি তম্বস্ত্র ... জাদু, ভেলকি ও নানা প্রকার দেব বিদ্যা ভালো জানেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

ভেলকি বি ভোজবাক্সি। 'ভেলকি ভোজের বিদ্যা লাগিল দরবারে।' রূপরায়, ১৭৫০।

ভেলি শুড়, ভেলীশুড় বি মিছুরির মতো শিগাকার শুড়। 'ভেলি শুড় দিয়ে তেরি এক হাতা যা চা পাই।' নজরুল, ১৯২৭; 'সেই সময় হাতু কাচালম্ব আর ভেলীশুড় পেটের ভেতর পোরে।' বিমল, ১৯৫৩।

ভেল্কিবাক্স দ্র ভেলকি

ভেশ, ভেথ, ভেস [স বেশ] বি গোশাক। 'জার জে মন্দিরে গেল নান ভেব ধরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'তপস্যির ভেস ধরি করিল গমন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'তোম্বা সনে আরবের ভেশ।' সুলতান, ১৭০০।

ভেশত [ফা বিহিশুত] বি (ইসলাম) বেহেশত; স্বর্গ। 'দোজখে ভেশেত ফুলে ও আতনে ঢলাঢলি।' নজরুল, ১৯২৮।

ভেথ্ দ্র ভেশ

ভেথ্ বি লিঙ্গ। মানোএল, ১৭৪৩।

ভেথজ [স] বি উত্তিচ্ছ শুধু। 'কিছু উপাচার মান নহি আন। তারি বেআধি ভেথজ পটবান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'রোয়াদিপাকে ঐ ভেথজদানবারা আরোণ্য করিয়া দিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

ভেথজনিদান [স] বি ভেথজ চিকিৎসা। 'বার্য করে বৈদ্যের বিধান ভেথজনিদান চলে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে।' বিষ্ণু ১৯৪১।

ভেস দ্র ভেশ

ভেসাল বি এক প্রকার জাল। 'ভেসাল মেলে জেলের ছেলে চুলাছে মোরে হায়।' জসীম, ১৯৩১।

ভেস্ট [হি] বি শেলি। 'ভেস্ট বোনা শেষ হয়ে এসেছে।' জীবন, ১৯৪৮।

ভেস্ট [ফা বিহিশুত] বি (ইসলাম) স্বর্গ। 'আমার দাদীর ভরেতে যেনসে ভেসে নাঞ্জেল হয়।' জসীম, ১৯২৭।

ভেথখানা [ফা বিহিশুত-খানা] বি (ইসলাম) স্বর্গ। 'কেউ বলে পড়ছে কালম পায় সে আরাম ভেথখানা।' লালন, ১৮৯০।

ভেতি [ফা বিহিশুত] বি জলবাহক। 'সাহেব আবশ্যিকি চাকর এই কয় জন ... মসলটি বারুচি আদর ভেতি মেহতর ...' কেরি, ১৮০২।

ভেতে যাত্তা ক্রি পথ হওয়া। 'আমরা এত দিন জটা রাখলেম - ভেতে গেলেম?' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভৈরো [স ভৈরব>] বি (সংগীত) প্রভাতী রাগবিশেষ; ভৈরব। 'ভৈরব আশাপ করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

ভৈস [স মহিষ] বি ভইষ; মহিষ। 'উল্লু কজুক মেড়া সেয়াগোস ভৈস গড়া।' রামতসাদ, ১৭৮০।

ভৈসেল ক্রি চলে গেল। 'মহাদানী ভৈসেল গোচ্লে।' বড়ু, ১৪৫০।

ভৈন [স ভগিনী] বি বোন। মানোএল, ১৭৪৩। দ্র বোন

ভৈরব [স] ১ বি হিন্দুদেবতা শিব। 'আরে ভৈরবপতনে গাখ গড়াহি গিণী।' বড়ু, ১৪৫০; 'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি রায়ের নাম; ভৈরা। 'ভৈরব রাগ।' আলগোল, ১৬৮০। ৩ বি উচ্চকণ্ঠের। 'তারি মাঝে কে আলিল দিশাহীন সমুদ্রের সংগীত ভৈরব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি প্রচণ্ড। 'এ আসে এ অতি ভৈরব হরষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি ভয়ঙ্কর। 'হে ভৈরব, হে রুহ বৈশাখ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৬ বি শিবের রূপসূত্র। 'তুই ভৈরব-ভা ধুমকেতু।' নজরুল, ১৯২২।

ভৈরব নদ [স] বি বাংলাদেশের নদীবিশেষ। 'তৃতীয়তঃ শহর ঘাটঃ প্রদেশে ... ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু।' দর্পণ ১৮২৫।

ভৈরবপঙ্খী [স ভৈরব+হি পঙ্খী] ১ বি শিবের অনুসারী। 'রক্ত-মশাফ করে ভৈরবপঙ্খীর কণ্ঠ শোনা গেল।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিণ শিবের

উপাসক। 'কে আছ ভৈরব-পথী নর-নারী।' নজরুল, ১৯২৭।

ভৈরবভেরী [সি বি ভয়ানক ঢাকের শব্দ। 'ভৈরবভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভৈরব সঙ্গীত [সি বি রুদ্রসংগীত। 'ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকস্পিত।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভৈরবাবর [সি বি ভৈরব গর্জন। 'ভনি সে ভৈরবাবর দিয়ারন যত।' মাইকেল, ১৮৬০।

ভৈরবী [সি ১ বি রাগিণীবিশেষ। 'রাগ ভৈরবী।' চর্যা ১২, ১২০০; 'ভৈরবীরাগঃ' একতালী 'রূপকথা' বড়, ১৪৫০। ২ বি প্রচণ্ড। 'ভয়ঙ্করা ভয়ঙ্করা ভৈরবী ভাবিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি শৈব সন্তোদায়ের সন্ন্যাসিনী। 'এ প্রকার অভিজ্ঞতা ভৈরবী, এবং রসোন্মত্তা বৈষ্ণবী অতি অল্প।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

ভৈরবি [সি ভৈরবী বি রাগিণীবিশেষ। 'ভৈরবি রাগ।' মালাধর, ১৫০০।

ভৈরবী-আলাপ [সি বি ভৈরবী রাগিণীর সুর। 'এই ছবি ভৈরবী-আলাপ দোলে মোর কস্পিত বস্কে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ভৈরবীগান [সি বি ভৈরবী রাগিণীর সুরে গান। 'মুক্ত মীলাধরে অচ্ছয় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে যে ভৈরবীগান।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ভৈরবীচক্র [সি বি (হিন্দুধর্ম) তান্ত্রিক সাধকদের একত্র হয়ে মদ, মাংস, মেথুন ইত্যাদি ভোগ করার আচার। 'ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার নাই।' ভবানী, ১৮২৫।

ভৈরো [সি ভৈরবী বি প্রভাতে গের রাগ; ভৈরব। 'পূরবীভেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোভেই বা কেন প্রভাত মনে আসে?' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'তালে তালে একটা ভৈরো কী টোড়ি রাগিণী ভাঁজি।' নজরুল, ১৯২৪।

ভৈলা কি হলো। 'এবে তোকে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।' বড়, ১৪৫০।
ভৈল কি হলো। 'কঠদেশে সেবিখা শবত ভৈল লাজে।' বড়, ১৪৫০।

ভৈষ [সি মহিষ বি বড়ো মহিষ। মানোএল, ১৭৪৩।

ভৈসা [সি মহিষা বিণ মহিষের দুই থেকে উৎপন্ন। 'ভৈসা দূত ১ মোন।' দর্পণ, ১৮২২।

ভো [সি অথ্য হে। 'আশ্রম ঘরণণ সুন ভো বিআতী।' চর্যা ২, ১২০০।

ভোঁ বিণ বিহ্বল। 'জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোঁ অথবা টুপভুজসরূপে থাকিলে কি ফল।' গ্যারী, ১৮৫৯।

ভোঁ কথা বি বিভ্রান্ত হওয়ার মতো কথা। 'ও কথা জনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা।' মশাররক, ১৮৬৯।

ভোঁ [ধন্য। বি যান্ত্রিক বাঁশির শব্দ। 'আহাজ ছাড়িবার ভোঁ বাজিল।' কুন্ডাবিনী, ১৮৮৫; 'কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ভোঁ দৌড় বি দ্রুতবেগে পালানো। 'বুটু তুই জোর দে ভোঁ দৌড়।' নজরুল, ১৯২৬; 'দোর খুলে লেজ তুলে ভোঁ-দৌড় না দেয় তো বলব সাবাস।' ওয়ালী, ১৯৪২।

ভোঁক [সি বুদ্ধা। বি ক্ষুধা। বিদ্যা, ১৮৯১। ব্র তুখ

ভোঁষ [সি বুদ্ধা। বি ক্ষুধা। 'ভোঁষে ভাত দিবে তোরে পিআসত পাণী।' বড়, ১৪৫০।

ভোঁগুয়া-বাত [সি ভ্রমর] বি শরীর কাঁপা বাতরোগ। 'ভোঁগুয়া-বাতে শির জাহার অস্থির।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভোঁতা [সি ব্যাহত] ১ বিণ ধার নেই এমন। 'ভোঁতা আল লইয়া কলম করিতাম।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বিণ স্থূল; সূক্ষ্ম নয় এমন। 'বুদ্ধি বেজায় তার ভোঁতা।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ বিণ নির্বেশ। 'বনবিহারীকে তার মনে হয় একটু ভোঁতা, একটু নিস্তেজ।' মানিক, ১৯৩৬। ৪ বিণ অসাড়। 'ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে।' মানিক, ১৯৩৬।

ভোঁথা বিণ ভোঁতা। 'আমার থোথা মুঁখ ভোঁথা করিয়া দিবেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

ভোঁদড় [সি উদ্ভ। বি জলচার প্রাণীবিশেষ; উষিড়াল। 'ভোঁদড় টিরেকে এক হাতে নিয়ে ...।' অবন, ১৮৯৬; 'ভোঁদড় চরাই ভেড়ার বদল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

ভোঁদর বি উদ্ভিড়াল। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভোঁদা ১ বি নির্বোধ নির্দেশক নাম। 'পাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিণ বোকা। 'ভোঁদা খোকর নামটি তুঁদো।' নজরুল, ১৯২৬।

ভোঁতো [ধন্য। ১ বি নির্জনতা প্রকাশক শব্দ। 'জিনিস না, পত্তর না - সব ভোঁতো করছে।' তারা, ১৯৪০। ২ বিণ শূন্য। 'দিন তখন ভোঁতো।' বুদ্ধভা, ১৯৫৮।

ভোঁয়া [সি ক্র। বি ক্র। মানোএল, ১৭৪৩।

ভোঁস [সি ধন্য। বি ঘূমের সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের উচ্চ শব্দ। 'সবাই ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে।' জীবন, ১৯৩২।

ভোঁকা বি চতুরতা। 'ফেয়ো ফেণী ফ্যাকসা যারা ভোঁকা ভোঁকা ভোলে তারা।' লালন, ১৮৯০।

ভোঁক্য [সি বি ভক্ষণীয় যা। 'ভোঁক্য অদ্ভুত থাকে যেদিনে লিখন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভোঁক্স [সি ১ বি ভোগকারী। 'দাতা ভোঁক্স দোহার মগিন হয় মন।' কুন্ডদাস, ১৫৮০; 'ইহার মধ্যে একজন ভোঁক্স।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি ভক্ত। 'সাংঘের ভোঁক্স আমনি।' রামাই, ১৭১০। ৩ বি ভক্ষক। 'ভোঁক্স শ্রেষ্ঠ না ভোঁক্স শ্রেষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভোঁষ [সি বুদ্ধা। ১ বি ক্ষুধা। 'ভাতের ভোঁষ কাহাঞি ফেঁদে না পালাও।' বড়, ১৪৫০। ২ বি গ্রাস। 'রাহুর ভোঁষের বেশা জেনে নব শশিকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ব্র তুখ

ভোঁক-শোষ [সি বুদ্ধা] বি ক্ষুধা-তৃষ্ণা। 'তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোঁক-শোষ।' কুন্ডদাস, ১৫৮০।

ভোঁগ [সি ১ বি ইন্দ্রিয়সেবা। 'ভোগ পরিহরি আপনে আপগা বঞ্চে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি রত্নচিহ্ন। 'নহে তোর পতি যোগ আশা সনে ভুজ ভোগ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি সাধনা। 'ভূমি ব্লোগ ভূমি ভোগ পরম গিয়ান।' মালাধর, ১৫০০। ৪ বি ক্ষুধা। 'সেই স্থানে ভোগে লাগে আছরে নিয়ম।' কুন্ডদাস, ১৫৮০। ৫ বি ভোগ্য বস্তু। 'রথযাত্রা হবেক জানিয়া, সেবেক লাগায় ভোগ হিণ্ডণ করিয়া।' কুন্ডদাস, ১৫৮০; 'সিংহলের ভোগ জত করাইব সুবিদিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি ভোজন। 'দুর্গে প্রবেশিয়া ঘরে মীনমাংস ভোগ করে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বি সুখ-দুঃখ। 'সিংহলের ভোগ জত বিশেষ করিব কত উপভোগ করাহে সনানে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৮ বি নৈবেদ্য। 'অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভোগত।' আলোএল, ১৬৮০।

৯ বি দুর্ভোগ। 'ভোগ না ভুগিলে পুন না জ্ঞাএ এড়ান।' কবীন্দ্র, ১৬৬৯। ১০ বি উপভোগ। 'পরম যুকে বসতি করিয়া ভোগ করহ।' মেরুপ, ১৭৬৪; 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম যুখে ভোগ করহ।' হ্যালহেড, ১৭৭২। ১১ বি শাসন। 'সহস্রলীক ৮৮/২ মাস রাজ্যভোগ করেন।' যুত্যাধর, ১৮১০। ১২ বি পরিণাম সহ্যকর। 'তোমাকেও তাহা অবশ্য ভোগ করিতে হইবে।' যুত্যাধর, ১৮১০। ১৩ বি শান্তি। 'দেখ এ পাণের ভোগ বটে কি না।' ভবানী, ১৮২৫। ১৪ বি গ্রন্থ। 'পেয়াসের হুম্ম দেন ... হুম্মানুসারে দশ বৎসর স্বহৃদগুরুক ভোগ করিয়া।' দর্পণ, ১৮৩০। ১৫ বি সহ্য। 'তিরঞ্জীবন যৎপরোনাস্তি ক্রেশরাশি ভোগ করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১৬ বি অতিক্রম। 'সূর্য্য ক্রমে ক্রমে আর একবার ঘাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ১৭ বি ব্যবহার। 'তাহার উৎপন্ন বস্ত্র তাহাদের ভোগে।' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

ভোগচিহ্ন [সি] বি যৌনসঙ্গ করা হয়েছে বোঝা যায়, এমন শারীরিক চিহ্নাদি। 'কৃষ্ণ নিজের ভোগচিহ্নকল শরীরে ধারণ করিয়া ...।' গ্রন্থ, ১৮৯০।

ভোগভূষণ [সি] বি সূচা ও পিণাস। 'লোকের ভোগভূষণ চরিতার্থ করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভোগদখল [সি] ভোগ+আ দখল। বি দখলস্থলে উপভোগ। 'নিজের তত্ত্বি ভোগ দখল করিয়েন।' দর্পণ, ১৮২৫; 'পিতৃবীর সহিত ভোগদখল করিয়া আপন ...।' দর্পণ, ১৮৩৭।

ভোগদখলী [সি] ভোগ+আ দখল। বি দখলিসূত্রে ভোগ করা হয় এমন। 'যদি কেহ কাহারো ভোগদখলী কোনো সবিরোধ ভূমি ...।' ফরাস্টার, ১৭৯৩।

ভোগবাঁধা [সি] বি ভোগের বাসনা। 'ভোগবাঁধাবশেই তারা বিরে করে।' শরীফ, ১৯৭০।

ভোগবান [সি] বি ভোগপরায়ণ। 'পশ্চিমাঞ্চলের ঐশ্বর্য্যশালী ও ভোগবান গৃহস্থেরা প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের উপাসক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ভোগবিতরণ [সি] বি বিলি-বন্টন। 'মার্কণ্ডলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ভোগবিলাস [সি] বি বস্ত্রগত সুখ ও ধন-সম্পদ ভোগ। 'ভোগবিলাস ও প্রয়োজনোপযোগী নানা প্রকার গণ্য দ্রব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

ভোগবিলাসিতা [সি] বি বৈয়রিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকা। 'ভোগবিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভোগবিলাসী [সি] ১ বি ভোগে আসক্ত। 'ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগবিলাসী ব্যক্তির তদনুরূপ সুখবাদনে সার্থ্য্য নহেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি সুখ ও ঐশ্বর্য্যভোগী। 'তাহা এই ভোগবিলাসী রাজার পুত্র ও পতঙ্গকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

ভোগবৃত্ত [সি] বি ভোগের পরিসরবৃত্ত। 'বানু বা ভ্রম্মলোকের মতো এরা ইতিহাসের ভোগবৃত্ত উপাদান নন।' শিব, ১৯৫৬।

ভোগমগ্ন [সি] বি দেবতার ভোগ রান্না করার ঘর। 'ভোগমগ্ন শোণি শোণিল প্রাপ্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভোগ মারা যাওয়া [সি] বি নেবেদ নষ্ট হওয়া। 'যদি ভোগ মারা যার তবে পূজারী পাগড়কে উঠাইয়া আনে।' দর্পণ, ১৮২৫।

ভোগপ্রাক্ষস [সি] বি শোধক। 'যারা এই দূরহিত ভোগপ্রাক্ষসের সূচা মেটার কাছে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃপাতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

ভোগ লাগা [সি] ভোগের ইচ্ছা লাগা। 'মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে সঞ্জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভোগলালাস [সি] বি সম্ভোগের ইচ্ছা। 'নিজের ভোগলালাস তৃপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভোগলিঙ্গ [সি] বি ভোগের জন্য সৌলুপ; কাম-সৌলুপ। 'কৃষ্ণার্ত ভোগলিঙ্গ পুরুষ, যৌবনের দেবতা।' নজরুল, ১৯৩১।

ভোগলোপন [সি] বি ভোগের লোভ। 'পরিবারের স্বাভাবিক ভোগলোপনতা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

ভোগশক্তি [সি] বি ভোগ করার ক্ষমতা। 'শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতনভাবে অনুভব করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ভোগসমর্থ [সি] বি ভোগ করার ক্ষমতা আছে এমন। 'ভোগসমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভোগসাধনা [সি] বি (হিন্দুধর্ম) ভোগের সাধনা। 'তত্ত্বের ভোগসাধনার কবিত্ব যথেষ্ট আছে।' সজ্জ, ১৯২১।

ভোগসামগ্রী [সি] বি (হিন্দুধর্ম) দেবতাকে ভোগ দেওয়ার বাদ্যদ্রব্য। 'ভোগ-সামগ্রী আইলা সদেশাদি কতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভোগসামর্থ্য [সি] বি ভোগ করার ক্ষমতা। 'তিনি যদি ... অনুশীলনহীন ভোগসামর্থ্যের গুরে নেমে এসে ...।' শিব, ১৯৭৩।

ভোগসুখ [সি] বি উপভোগজনিত সুখ। 'যেরি তোরে ভোগসুখ তালি নব নব।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

ভোগসুখা [সি] বি ভোগ করার ইচ্ছা। 'কেবল যে তাহাদের ভোগসুখ্য বাড়িয়াছে তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ভোগশব্দ [সি] বি ভোগের অধিকার। 'কেবল ভোগশব্দ এবং জীবনশব্দ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভোগাতিশয় [সি] বি ভোগের অতিশয়। 'ইতর বৃত্তির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভোগভাব [সি] বি ভোগের অভাব। 'কেচিমতে ভোগ্যভাব এ ভারতবর্ষীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্যবর্ষীয় মনুষ্যের কর্মাকর্ষ্য ভোগ।' দর্পণ, ১৮২১।

ভোগাভিলাষ [সি] বি ভোগের বাসনা। 'ভোগাভিলাষ পূর্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ভোগাভিলাষি [সি] বি ভোগ-বাসনার ব্যাকুল। 'ভোগাভিলাষি পত্নী পরম শোভাকর বেশভূষা ও বৈয়রিক আড়ম্বর প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুল থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভোগাভিলাষী [সি] বি ভোগ করতে ইচ্ছুক। 'তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

ভোগাভোগ [সি] বি চূড়ান্ত পরিণতি। 'আখের মরিয়্য বৈকুণ্ঠে ভোগাভোগ পাইল।' মানোএল, ১৭৪৩; 'পাপ পুণ্যে অনুসারে ভোগাভোগ দিবেন অন্যতো সংকো।' আয়েনিয়ো, ১৭৪৩।

ভোগা-ভোগা [সি] বি নাদুন-নুদুন। 'সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই - আবার রান্নাবাড়িও চাই।' জীবন, ১৯৩২।

ভোগাসক্ত [সি] বি ভোগের নেমাগ্নত। 'ভোগাসক্ত ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া শান্তিসমুদায় প্রাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভোগাসক্তি [সি] বি ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্তি। 'ভোগাসক্তির অধীন।' স্ক্রিম, ১৮৭৫।

ভোগে আসা কি উপভোগ হলো। 'সকল মানুষের যেটুকু ভালো সেটুকু ভর ভোগে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ভোগোচ্ছাস [স] বি ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। 'ভোগোচ্ছাস পরিপূর্তিই আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।' শরীফ, ১৯৬৮।

ভোগোচ্ছুক [স] বিণ ভোগ করতে ইচ্ছুক। 'আজকাল মানুষ দুটো স্রোণিতে বিভক্ত - ভোগী ও ভোগোচ্ছুক।' শরীফ, ১৯৬৮।

ভোগের দালান বি হিন্দুদের দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়ার ঘর। 'সুমুখ নাটমন্দির, আর তিন পাশে প্রশস্ত ভোগের দালান।' গ্রন্থ, ১৯৩৫।

ভোগবতী [স] বি স্ত্রী (হিন্দুপুরাণ) পাতালে প্রবাহিত গঙ্গা নদী। 'পাতাল ভোগবতী তোলে ভোগবতীর জল।' মুকন্দ, ১৬০০; 'ভোগবতী ধারার আলোকে।' জীবন, ১৯২৭।

ভোগী [স ভোগ>] বি ধোকা। 'কবিরাজের মতো ভোগা দিয়া কতকগুলি টাকা লইয়া যাইব।' দর্পণ, ১৮২১।

ভোগী [স ভোগ>] কি কষ্ট পাওয়া। 'তার জন্মের পরে বহুদিন ভুগেছিল সুতিকার স্থানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভোগানো [স ভোগ>] কি দুরবস্থার মধ্যে ফেলানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

ভোগান্তি বি কষ্টের অবস্থা। 'এমন ভোগান্তি জানলে কোন শালা -।' মণীষ, ১৯৫৭।

ভোগায়তন [স] বি সুখদুঃখাদি ভোগের আধার। 'ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না।' গ্রন্থ, ১৯১২।

ভোগী [স] ১ বি উপভোগকারী। 'পরম জ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী।' বাহরাম, ১৬০০। ২ বিণ ভোগ-বিলাসে মগ্ন। 'বোধমুগ্ধ রাজা বড় ভোগী ছিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিণ খাদক। 'সেটা যে একটা বস্তুর জন্ত প্রীতি ভোগী তাহা প্রত্যেক অনুভব করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ভোগোল বি বোকা। 'তুমোড়া নন্দর বংশ ভোগোলের শেষ।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

ভোগ্য [স] বিণ ভোগের উপযুক্ত; খাদ্য হিসেবে গ্রহণের উপযুক্ত। 'অমৃত, যব, ত্রিবি, ত্বাদিরূপ ভাবভোগ্য বস্তু।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ভোগ্যদ্রব্য [স] বি ভোগের উপযোগী দ্রব্য। 'ভোগ্যদ্রব্যসমূহের অসিক্ষিকেরতা ... আলোচিত প্রত্যালোচিত করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

ভোগ্যপণ্য [স] বি ভোগের উপযুক্ত দ্রব্য। '...উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের উপযোগী বিরাট বাজার।' সন্থ, ১৯৭০।

ভোগ্যপদার্থ [স] বি ভোগ করার পদার্থ। 'মানুষেরা ভোগ্য পদার্থকে গ্রানপলে স্পর্শ করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ভোগ্যবস্তু [স] বি ভোগ করার বস্তু। 'বসনদর্শন হইতে আমরা বিবৃক ... কমলাকান্তের দপ্তর এবং বিবিধ ভোগ্যবস্তু পাইয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

ভোগ্যসামগ্রী [স] বি ভোগের বস্তু। 'তথু নিজের ভোগ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ভোগ্য [স] বিণ স্ত্রী ভোগের উপযুক্ত। 'এই যে সুসঙ্গীত ভোগ্যর প্রলোভনের জন্য আসিয়াছিল, উহারা আমার ভোগ্য।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

ভোগ [স] ১ বি ভোজন। 'ভোজ করিল সাধু বিরখণে বোলে।' মুকন্দ, ১৬০০। ২ বি আহারের অনুষ্ঠান। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি উপভোগ। 'জীবনের বিভিন্ন ভোগে যাদের নিমগ্ন নেই, তাদের যে এ দশা হবে তাতে আর আশ্রয় কি।' মোতাহের, ১৯৫০।

ভোজদার [স ভোজ+দা] দার বি (ইসলাম) রোজা রাখেন এমন ব্যক্তি। 'সকালে উঠেই আমরা ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে প্রশ্ন করতাম: রোজদার না ভোজদার?' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

ভোজপত্র [স] বি খাবারের থালা। 'ফুলদানী ভোজপত্র টেবিলে প্রভৃতি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

ভোজভাণ্ড [স] বি খাবারের পাত্র। 'এই দিকে এস তবে লয়ে ভোজভাণ্ড।' সুকুমার, ১৯২০।

ভোজসভা [স] বি খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান। 'এক ভোজসভায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণর ...।' বোম, ১৯৪৮।

ভোজের বাজী বি জাদুর খেলা। 'সকলের ভোজের বাজী ইহা নাহি জানে।' গরীব, ১৭৫০।

ভোজবাঞ্জি, ভোজ বাজী [স ভোজ+ফা বাজী] ১ বি জাদুর খেলা। 'দেখলাম এ সংসার ভোজবাঞ্জি প্রকার।' লালন, ১৮৯০। ২ বি প্রতারণা। 'শহরের ভোজবাঞ্জিতে এক মিনিটের মধ্যেই সেই টাকটা কোথায় উড়িয়া গেলা' মনিক, ১৯৩৭।

ভোজন [স] ১ বি আহার। 'জাম্বুবিড় ঘরে ভোজন করিল শ্রীপতি।' মালাধর, ১৫০০; 'ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি রাস্তের খাবার। ওসী, ১৭৮৫। ৩ বিণ আত্মসাৎ; পিশি ফেলা হয়েছে এমন। 'বিরহসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভোজন করা কি খাওয়া-দাওয়া করা। 'মদ্য মাংস প্রভৃতি নানাদ্রব্য ভোজন করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

ভোজন করানো কি খাওয়ানো। 'স্বর্গের তপোবনে অতিথি হইলে তাহারো যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভোজন-কামরা [স ভোজন+প কামরা] বি খাওয়ার ঘর। 'পশ্চিমদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভোজনপটু [স] বিণ অধিক ভোজনে সমর্থ। 'ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ভোজনপটুতা [স] বি অতিভোজন। 'অকৃষির ভোজনপটুতা, ক্রীড়াবলগতা, ব্রাহ্মমুহুর্তে শয্যাভ্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদুপাধবলী ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

ভোজনপাত্র [স] বি খাবার পাত্র। 'অন্ধক্কাণ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ভোজনশ্রিয় [স] বিণ খেতে পছন্দ করে এমন। 'মানুষ যে ভোজনশ্রিয় তাহা সত্য বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভোজনবিলাস [স] বি রসনা বিলাস। 'ভোজনবিলাসের ফলে দেহের শৈশীকে যেদে পরিণত করে।' তারা, ১৯৪০।

ভোজন-বিকলা [স] বিণ খাওয়ার ব্যাধির শৌখিন; পেটুক। 'তনুযে একজন ভোজন-বিকলাসী।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'এইরকম সব ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসী নানা রকমের লোক ছিল।' অরন, ১৯৪১।

ভোজনমন্দির [স] বি খাবার ঘর। 'ভোজনমন্দিরে সাধু তুল্যা দিল পা।' মুহুদ, ১৬০০।

ভোজন-মার্গ [স] বি খাওয়া-দাওয়ার বিষয়। 'ভোজন-মার্গে যারা মন্থনিক তাঁরাই শুধু এ-ব্যাকের অর্থ বুঝতে পারবেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

ভোজনযজ্ঞ [স] বি খাওয়ার আয়োজন। 'মেরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজনযজ্ঞে লাগিয়ে দেয়।' তারা, ১৯৪৬।

ভোজনরত্ন [স] বিণ আছে এমন। 'ভোজনরত্ন শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না।' বিকৃতি, ১৯২৯।

ভোজনরস [স] বি খাদ্যরসের রস। 'ভোজনরস যদিচ পৃথিবীতে ছোটো ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভোজনরসিক [স] বি খাদ্যরসিক ব্যক্তি। 'ভোজনরসিক মায়েই জানেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

ভোজনরাজ [স] বিণ ভোজন বিষয়ে সেরা। 'ভোজনরাজ ফরাসীও এর নামে অভ্যাস।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

ভোজনলীলা [স] বি ভোজনবিশাস। 'যে পরিবেশ আর যে আসবাব সমন্বয়ে আর অনিবার্যভাবে ভোজনলীলার কথা মন্থন করিয়ে দেয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

ভোজনশালা [স] ১ বি খাওয়ার ঘর। 'ভোজনশালা প্রকৃত ঘর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি খাবারের দোকান; রেস্তোরাঁ। 'লভনে স্থানে স্থানে উদ্ভিক্ত ভোজনের ভোজনশালা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ভোজনাগার [স] বি খাওয়ার ঘর। 'শয়নাগার, ভোজনাগার, মন্দির, সন্ন্যাসী' মধু, ১৮৫৭।

ভোজনানন্দ [স] বিণ ভোজনে আনন্দ পায় এমন। 'কসাই ভোজ আর তোমার মত ভোজনানন্দ খায়ী নয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪১।

ভোজনান্ত্র [স] বি খাওয়ার শেষ। 'ভোজনান্ত্রে আচমন সকলে করিলা।' ভারত, ১৭৬০।

ভোজনাবশেষ [স] বিণ ঠোটা। 'নরপাণের ভোজনাবশেষ পাত্রাবশিষ্ট বসাম্যান্য।' জ্ঞানারুণোদয়, ১৮৫২।

ভোজনার্ণ [স] ক্রিণ খাওয়ার জন্যে। 'কর্তা মহাশয় এক গ্রহর রাতে গৃহমধ্যে ভোজনার্ণ আসিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ভোজনালয় [স] বি খাবার ঘর। 'ভোজনালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

ভোজনীয় [স] বিণ খাওয়ার উপযুক্ত। 'কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

ভোজপাট [স] ভূর্ণপত্র। বি ভোজপাতা। 'তেজপাতা ভোজপাত।' বড়, ১৪৫০।

ভোজপুরি ১ বিণ ভোজপুর থেকে আগত। 'ভোজপুরি দারোয়ান।' নরকল্প, ১৯২৭। ২ বি ভোজপুরের অধিবাসী। 'একদিকে বিরাটদেহ ভোজপুরি, অন্যদিকে বিপুলকায় বড়বাজারের ষাঁড়।' শিবরাম, ১৯৪০।

ভোজালি, ভোজালী বি এক প্রকার ছোটো তরবারি। 'আমি ভোজালি হাতে করিয়া যাইব।' প্রজ্ঞাত, ১৮৯৭। 'মনে হয় যেন ভোজালী হাতে কোনো মারাঠা ভাকাত সড়াই করে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।' মুনীর, ১৯৬১।

ভোজ্য [স] ১ বিণ খাওয়ার যোগ্য। 'কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত থাকে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি আহার্য বস্তু। 'ব্রাহ্মসেনা নিম্নোক্ত বসিয়াই দান ভোজ্যাদি খান।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি হিন্দুসমাজে মৃত পিতৃপুরুষের তৃষ্ণার জন্য প্রসেয়ে অন্নাদি, যা ভোজন করা হয়। 'ফুড়ি ভ'রে জমা হল ভোজ্য অশুষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ভোজ্যবস্ত্র [স] বি খাদ্যবস্ত্র। 'শ্রুত ভোজ্যবস্ত্রের ব্যবহার হইল।' গুণ্যজ্ঞেদ, ১৯৪৩।

ভোজ্যবস্ত্র [স] বি খাদ্যবস্ত্র। 'এরূপ সতুরে ভোজ্য বস্ত্র গ্রাস করে।' অক্ষয়, ১৮৫২। 'গুরুদেব ভোজ্যবস্ত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভোজ্যাসামগ্রী [স] বি খাদ্যদ্রব্য। 'কিঞ্চিৎ ভোজ্যাসামগ্রী আমাকে দান করুন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভোজ্যাদি [স] বি হিন্দুসমাজে পিতৃপুরুষের তৃষ্ণা কামনা করে দেয় অন্নাদি। 'নিম্নোক্ত বসিয়াই দান ভোজ্যাদি খান।' দর্পণ, ১৮৩৩।

ভোজ্যাল্লাভা [স] বি ভোজন ও অন্যান্য পানাহার। 'এইক্ষেপে পরস্পর ভোজ্যাল্লাভা এবং বিবাহাদি ক্রিয়ার চলন হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ভোট [স] ভূতস্থান। ১ বি পাহাড়ী দেশের কঞ্চল। 'চামর্যা পামরি ভোট সন্ধ্যায় গলঘোটে একুশনি নাহিক ভাটারে।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ভোট, লেপছা, লিথু, কিরাভী যা কিরাভী।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

ভোটকঞ্চল [ভোট+স কঞ্চল] বি ভূটানি কঞ্চল। 'যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকঞ্চল দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ভোটদেশ [ভোট+স দেশ] বি ভূতান দেশ। 'তাহাদিগেরই বংশ অন্য়ানি ভোটদেশের নিকট দৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

ভোট [স] বি কোনো বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত প্রকাশ। 'এক সময় লোকে মনে করিয়া ছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধিকাংশ অমঙ্গল ধ্বংস হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

ভোটপাতা [স] ভোট+স পাতা। বি ভোট দেয় যে। 'হিন্দু মুসলমান সভাপদ প্রার্থী হিন্দু মুসলমান ভোটপাতাদের নিকট যেতে বাধ্য হবেন।' শিখা, ১৯৩১।

ভোটদান [স] ভোট+স দান। বি ভোটদাতার প্রয়োগ। 'ভোটদানের অধিকারকে ইহার মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকি।' বেগম, ১৯৪৯।

ভোটদানকারী [স] ভোট+স দানকারী। বিণ ভোট দেয় এমন। 'উপনিষৎ ও ভোটদানকারী সদস্যদের ...।' সর্ববিশ্বন, ১৯৭২।

ভোটপ্রার্থী [স] ভোট+স প্রার্থী। বি ভোট দেওয়ার রীতি। 'ভোটপ্রার্থী, ধর্মবিদ্যা, নার্সিং প্রভৃতি কার্যক্রম ট্রেনিং।' বেগম, ১৯৪৮।

ভোট-ভিক্ষুক [স] ভোট+স ভিক্ষুক। বি ভোটপ্রার্থী। 'শক্তি ভিক্ষা করিতে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা।' নরকল্প, ১৯৪২।

ভোটদুন্দু [স] ভোট+স দুন্দু। বি নির্বাচন। 'ভোটদুন্দু স্তিতবার লৌপল হিসাবে পুরুষেরাও তা মেনে নিচ্ছে।' বেগম, ১৯৫৩।

ভোটধিকার [স] ভোট+স অধিকার। বি ভোটদানের অধিকার। 'তুর্কী রমণীদের ভোটধিকার।' এসলাম, ১৯৩৪।

ভোটধিকারী [স] ভোট+স অধিকারী। বি ভোটের অধিকারী। 'কোম্পানির স্টক বান্ধের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটধিকারী।' মহাশক্তি, ১৯৫৬।

ভোটধিকৃত [স] ভোট+স অধিকার। বি ভোটের অধিকার। 'তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটধিকৃতে পরাজিত ...।' আল্লাদ, ১৯৩৭।

ভোটাত্ত্বি

ভোটাত্ত্বি বি নির্বাচন। 'ভোটাত্ত্বিতে একথা আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার।' মোহাম্মদী, ১৯৪২।

ভোটার [হি] বি ভোঁদোতা। 'কংগ্রেসের মত ভাড়াটে ভোটারের সাহায্যে রিজলিউশন পাস করে ...' প্রবন্ধ, ১৯২০।

ভোটার তালিকা [হি ভোটার+স তালিকা] বি ভোট প্রদানে যোগ্যদের তালিকা। 'ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে।' বেঙ্গল, ১৯৪৯।

ভোড়াং [কন্যা] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; তুরী। 'চলিষ্ঠা স্ত্রীসম্পন্ন ও গুটি বাইটেক চাক মায় রোমনামটোকা ... শানাই ভোড়াং ও ভেঁপু।' হস্তম, ১৮৬১।

ভোম [স অম] বিণ যাতায়াত। 'রোসে ঘুরে ঘুরে গাজা বেয়ে ভোম হয়ে আছে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

ভোমর [স অমর] বি অমর; যৌমাছি। 'বিরহ ভোমরে ভেদি মরম ভাঘর।' বাহ্যর, ১৭০০।

ভোমর চোর বি ভোমররূপ চোর। 'তুমি যেন হও কুমড়ার ফুল আমি ত ভোমর চোর।' জসীম, ১৯৩০।

ভোমরা [স অমরা] বি যৌমাছি; অমর। 'বেলা উদয়নে মুখ দরশনে তোমরা দংশনে মৈত্রী।' আলাপ, ১৮৮০।

ভোমরাশেড়ে বিণ অমরের মতো কালো পাড়বিশিষ্ট। 'ভোমরাশেড়ে, কোলিশেড়ে, দাঁতে মেনী পেড়ে ... ইত্যাদি নানা রসীন সাড়ি পরিধান করেন।' জবাবী, ১৮২৮।

ভোমরা [স অমরক] বি চুতারের কাঠ হিদি করার যন্ত্রবিশেষ। 'শেল, শক্তি, জাতি, ভোমর, ভোমব, নারাচ, কৌত - শোভে দম্বরুপে।' মাইকেল, ১৮৬১।

ভোমরা লতা বি ভোমরা লতা ও তার ফুলবিশেষ। 'ভোমরা লতার সৈন্যপুংগব যুদু সুবাস।' বিজুতি, ১৯০৮।

ভোমা [স ভম] বিণ বোকা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ভোম্বা [স ভম] বিণ বোকা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

ভোর [স বিহর] বিণ বিহর। 'বনে আঁচর দএ বনে হোর ভোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০; 'সেবি সর্ব লোক আনন্দে হইল ভোর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভোরনি [স বিহর] বিণ বিহর। 'ফুল মল্লিকা মালতি যুধি মত মধুকর ভোরনি।' গোবিন্দ, ১৬০০।

ভোর [হি] ১ বি প্রত্যুষ। 'জবাবী, ১৮২৬; 'ভোরের বেলায় অতি ইব্ব মধুর নবীন শীতের বাতাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি অবসান। 'এক নিমিষেই রাত্রি হলো ভোর।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

ভোরবেলা বি সন্ধ্যাবেলা। 'উৎসবের হাসি-কোলাহল তনিতে পেয়েছে ভোরবেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ভোর-সমীর বি ভোরের বাতাস। 'ওই অধির ভোর-সমীর।' নজরুল, ১৯২২।

ভোরের ফুল বি প্রভাতের ফুল। 'সেই ভরি যেন এনেছে ভোরের ফুল।' জসীম, ১৯২৯।

ভোরজ বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভোঁভোঁ ভোরজ বাজে।' ভারত, ১৭৬০।

ভোরা [স কু] বিণ বিহর। 'ভয়েতে হইল ভোরা।' দীপ্তি, ১৬০০।

ভোরাই [হি ভোরা] বিণ প্রভাতী। 'মহকুশল্যায় ভোরাই সুর বাজছে।'

মহাভোতা, ১৯৫৬।

ভোরাও শুক [হি ভোর+আ শুকতা] বি ভোরবেলা। 'ভোরাও শুক ভয়েরা রাশিগীতে অনেক বাড়ীতে বিজয়া গাওনা হলো।' হস্তম, ১৮৬১।

ভোঁর্ক [স ভক] বিণ ভকশী। 'ভোঁর্ক ভোঁর্ক পান জার জত অভিশাস।' মালোহর, ১৫০০।

ভোল [স বিহর] ১ বি আবেশ। 'নিদ ভোলোঁ যশোনাঈ তাক না আনিল।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মোহ। 'নাশের নন্দন ভোলে পড়িলা বাহ ভিড়ি সেহ আলিসনে।' বড়, ১৪৫০। ৩ বিণ মোহিত। 'আছুক মানুষ সেবলোক গড়ে ভোল।' বড়, ১৪৫০। ৪ বি ভুল। 'রাহুতোপো পড়িয়াছ ভোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ বিভোর। 'কাহ্নেতে হইল ভোল।' বিজয়, ১৮৫০। ৬ বি নিক। 'গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে।' মুকুতবা, ১৯৪৯।

ভোলচোরা বি মাছবিশেষ। 'ওতিয়া ভানন রাশি ভোলা ভোলচোরা।' ভারত, ১৭৬০।

ভোলা ১ ক্রি ভুলে যাওয়া। 'অনুব্র সহকু মা ভোলে রে বোদি।' চর্য ৩৭, ১২০০। ২ ক্রি মুক হওয়া। 'গাচা ফনর আড়খেরেই ভোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৫৬। ভোলা ক্রি ভুলে। 'অনুব্র সহকু মা ভোলা রে বোদি।' চর্য ৩৭, ১২০০। ভোলাক ক্রি ভোলে। 'বুদ্ধিজন না ভোলাক শব্দে'। 'আবাসে।' আলাপ, ১৮৮০। ভোলাই ক্রি ভুলিয়ে। 'ভোলাই রাবিছে পাগী ইন্ট্রস দুমতি।' সুলতান, ১৭০০। ভোলাইহু ক্রি ভুলিয়ে রাখা। 'আহউক ভোলাইহু উম্মত জাহান।' সুলতান, ১৭০০। ভোলাশি ক্রি বশীভূত করণ। 'তুই রাহা ভোলাশি, হেলের কি করি?' গিরিশ, ১৮৮৭। ভোলাী ক্রি ভুলে। 'এত বড় নিদে ভোলাী।' বড়, ১৪৫০।

ভোলা [স বিহর] ১ বিণ বিচলিত। 'মুসিম হএ ভোলা।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ আত্মবিশ্রুত; বিভোর। 'হংসিরে ধরিতে চাহে ইহীয়া তিড় ভোলা।' মালোহর, ১৫০০। ৩ বি হিন্দুসেবতা শিব। 'সে রূপ হেরিরে সনা যে অজ্ঞান লালন বলে সে ভো প্রেমের ভোলা।' লালন, ১৮৯০; 'ভাঙো মা ভোলায় ভাঙ-সোশ।' নজরুল, ১৯২২।

ভোলানাথ [ভোলা+স নাথ] বি হিন্দুসেবতা শিব। 'ভোলানাথের থোলাখুলি ঝেড়ে তুলতলো সব আন্ রে বাহা-বাহা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ভোলামন [ভোলা+স মন] বিণ সহজে বিশ্বস্ত হয় এমন। 'এ ভবে কেহ জামী অভি, কেহ ভোলামন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

ভোলা [হি] বি সোনা গানির মাছবিশেষ। 'ওতিয়া ভানন রাশি ভোলা ভোলচোরা।' ভারত, ১৭৬০।

ভোঁ [স অ] বি অ। 'ভোঁজি কল সাপ ফুল তায়তে শোভেও নিচল ই।' বড়, ১৪৫০; 'ভোঁহ ভমর নাগাপট সুন্দর।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০।

ভৌগোলিক [স] ১ বিণ ভূগোল সম্বন্ধীয়। 'ভৌগোলিকরূপে তবু আপনি সুসিক।' বহিষ, ১৮৭৫। ২ বি ভূগোল বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি। 'আবর ভৌগোলিকেরা ক ব্যবহার করেছেন।' মুকুতবা, ১৯৪৯।

ভৌগোলিকতা [স] বি ভূগোলের সীমাত্মক। 'গোয়েটের মতো রবীন্দ্রনাথও আমাদের শিক্ষিত সমাজকে ভৌগোলিকতার সর্বোপ সন্ধ্যার থেকে মুক্ত করে বৈশ্বিকতার বোধে উত্ত্বজ করলেন।' শিব, ১৯৫০।

ভৌত [স] বিণ পদার্থে গঠিত। 'আমাদের ভৌত সেই বস্তুর পদার্থ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

ভৌতিক [স] ১ *বি* শারীরিক। 'যে জন কাম শীড়িত থাকে, তাহারে জনেকে ভৌতিকে বিচার করে।' *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩। ২ *বি* জড়পদার্থ-বিষয়ক। 'যে নিয়মে তৎসমুদায় কার্য্য নির্বাহ হয়, তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ *বি* ভূতৃত্তে; রহস্যময়। 'ভৌতিক ব্যাপ্যের এইরূপে পর্ব্বশাসন হওয়াতে ... হাস্য করিতে লাগিলেন।' *বিন্দ্যা*, ১৮৬৩। ৪ *বি* জাগতিক। 'ভৌতিক সম্বন্ধ যত কঠিন পরিহার।' *শিৱিশ*, ১৮৮৭।

ভৌতিক তাপ [স] *বি* শারীরিক উত্তাপ। 'জীবদেহের ভৌতিক তাপের আভ্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে মের না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

ভৌম [স] ১ *বি* পৃথিবী। *ওসী*, ১৭৮৫। ২ *বি* জমি। 'ভৌম মায়িক তপশীল জ্বলেন কিবা তাহার মধ্যে ...' *ক্যালসে*, ১৭৮৭। ৩ *বি* ভূমি সংক্রান্ত। *ক্যালসে*, ১৭৮৭।

ভৌমিক [স] ১ *বি* নাগরিক। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* জমির স্বত্বাধিকারী। 'কোন প্রকারের ভৌমিক ও ইজারাদার ও তালুকদার ও আবেদনার।' *ডানকান*, ১৭৮৪। ৩ *বি* ভূমি সম্পর্কিত। 'দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

ভা, **ভ্যা** [ধন্য] *বি* ভেড়ার ডাক। 'ভেড়ার ভ্যা ডাক শুনেছিলাম তোফা।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যানিনিতে অতিষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যা, **ভ্যা**, **ভ্যা** [ধন্য] ১ *বি* ছাগলের ডাক। 'রামছাগলের ভ্যা গলায় ভ্যাভা রবের ডাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ২ *বি* কান্নার শব্দ। 'সাহেবও কীসে তাও এমন ঢুকুরে ঢুকুরে ... ভ্যা ভ্যা করে।' *কায়সার*, ১৯৬২।

ভ্যাবানি *বি* চিন্তার। 'তবু ভ্যা ভ্যা ভ্যাবানিতে অতিষ্ঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাবানো *ক্রি* উচ্চতর কল্পা করা। 'আমাদের শালু ব্রহ্ম কেউ ছোবে না - বউও দূরে বসে ভ্যাবাবে।' *হাসান*, ১৯৬৭।

ভ্যাবিয়ে *ওঁঠা* *ক্রি* ভ্যা করে কঁাদা। 'ছিচাঁদনে ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

ভ্যাচানি ১ *বি* খেঁচি। 'খোনা কথার ভ্যাচানি।' *শরৎ*, ১৯১২। ২ *বি* উপহাসসূচক কষ্টধনি। 'বেড়ার ওপাশ থেকে একটি বাগিকাকণ্ঠের ভ্যাচানি শোনা গেল।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

ভ্যাচোনো *ক্রি* উপহাস প্রকাশে মুখ বিকৃত করা। 'বাঁদরা-মুখোর ভ্যাচিয়ে মুখ।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'ভ্যোরেক মুখ ভ্যাচোতে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

ভ্যাকা **ভ্যাকা** *বি* বোকা বোকা। 'ভ্যাকা ভ্যাকা মুখে তাকিয়ে থাকল।' *মণীশ*, ১৯৬৩।

ভ্যাকুয়ম পম্প [হি] *বি* বায়ুশোষণ যন্ত্র। 'এ সেখ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

ভ্যাকেশন [হি] *বি* অবকাশ। 'সামার-ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

ভ্যাগাবন্ত [হি] *বি* ভবন্যুরে। 'কোথায় থাকে - ভ্যাগাবন্ত এক নম্বর।' *নজরুল*, ১৯২৭।

ভ্যাঙানো *ক্রি* মুখ বাকিয়ে উপহাস করা। 'কে মুখ ভ্যাঙাইল।' *শরৎ*, ১৯১৭।

ভ্যাচর ভ্যাচর [ধন্য] *বি* বকবকানি। 'পাঠকরা আমার ভ্যাচর ভ্যাচর কিকিৎ বরদাশ্ত করে নেবেন বৈকি।' *মুক্তবা*, ১৯৪৮।

ভ্যাঞ্জর ভ্যাঞ্জর [ধন্য] ১ *বি* বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'আমার ভ্যাঞ্জর

ভ্যাঞ্জর কান পেতে তন্দ্রাশো।' *মুক্তবা*, ১৯৫২। ২ *বি* বিরক্তিকর শব্দ। 'ভ্যাঞ্জর ভ্যাঞ্জর করে পাতার পর পাতা ভর্তি না করে আমার সামান্যতম বক্তব্য নিবেদন করতে পারি।' *মুক্তবা*, ১৯৫৯।

ভ্যানর ভ্যানর [ধন্য] *বি* বিরক্তিকর কথাবার্তা। 'ভ্যানর ভ্যানর করে পরতে পাড়তে লাগল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

ভ্যানিটি ব্যাগ [হি] *বি* মেয়েদের প্রসাধনী ব্যাগ; মেয়েদের হাতব্যাগ। 'বালা, ব্রেসলেট, অঙ্গুরি, জুতো, ভ্যানিটি ব্যাগ।' *বেগম*, ১৯৪৭।

ভ্যাপসা [স বাশ্প] *বি* বায়ু চলাচলের অভাবে সৃষ্ট। 'রোদের সময় ভ্যাপসা গাঢ় শুমেটে ...' *মায়িক*, ১৯৩৭।

ভেবসে *ওঁঠা* *ক্রি* শুমেট হওয়া। 'বাংলার আবহওয়া বড় বেশি ভেবসে উঠেছে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

ভ্যা *বি* বোকা। **ভ্যা** *বি* বোকা; নির্বোধ। 'পুরুষদের মতন বোকা ভ্যা

অমরক্টি [স] বি ভুলক্টি। 'অমরক্টি বছার চোখে আত্ম দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।' দর্শন, ১৯২১।

অম-নিবারণ [স] বি ভুল সংশোধন। 'লোকের অম-নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

অমশূর্ণ [স] বিশ ভুলে ডরা। 'সে সকল আধুনিক ভক্তদলী পণ্ডিতগণের অমশূর্ণ বোধ হইতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অমস্রমাদহীন [স] বিশ ভুলক্টিমুক্ত। 'একাত্ত অমস্রমাদহীন সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-সেওয়া' অন্নদা, ১৯২৮।

অমবশতঃ [স] ক্রিযুক্ত ভুল করে। 'এই গ্রন্থে অমবশতঃ যদি কোন সোধ প্রকাশ হয়।' দর্পণ, ১৮৪০।

অমবিশ্বাস [স] বি ভুল ধারণা। 'অলস বলিয়া ভাবিতাম, কিন্তু এখানে আদ্যোপাত্ত সব দেখিয়া আমার সে অমবিশ্বাস একেবারে দূর হইয়াছে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

অম ভাড়া [স] ক্রিযুক্ত ভুল ভাড়া। 'তার চোখের দিকে তাকালেই নিমেষে অম ভাড়ে।' ওয়াশী, ১৯৬৮।

অম-ভ্রান্তি [স] বি ভুল-বিচ্যুতি; ভুলক্টি। 'কোনো অধীরতা, বিশ্বভ্রাতা, অম-ভ্রান্তি নাই।' বিজুতি, ১৯২৯।

অমময় [স] বিশ ভ্রান্তিপূর্ণ। 'শেষলীলার প্রভুর কৃষ্ণবিরহ উন্মাদ অমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অমমূলক [স] বিশ ভ্রান্তিপূর্ণ। 'কত দিনে আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই অমমূলক কার্য সমূহকে নষ্ট করিবে।' ক্রোশাবাসিনী, ১৮৬৩।

অমশিক্ষা [স] বি ভুল শিক্ষা। 'বদেশীয় লোকদিগকে ... অদ্যাবধিও অমশিক্ষা প্রদান।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

অমশূন্য [স] বিশ নির্জল। 'কেহই অমশূন্য প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

অমসংকুল, অমসংকুল [স] বিশ ভ্রান্তিপূর্ণ; বিভ্রান্তিকর। 'একদম ধারণা একান্ত অমসংকুল।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'এই অমসংকুল সাধের মানবজন্ম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

অমলশোধান [স] বি ভুল বা ভ্রান্তি দূরীকরণ। 'এই নব অপরাধিনীর অমলশোধনের সাক্ষর মনোযোগ ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

অমাত্মক [স] বিশ ভুলে ডরা। 'অমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া মানেন।' দর্পণ, ১৮২২।

অমাত্ম [স] বিশ ভুলে অন্ধ। 'অমাত্ম যে সে কেবল আতুর।' সুখীন্দ্র, ১৯৩২।

অমাত্মকার [স] বি ভুলের জন্য দুষ্টির আচ্ছন্নতা। 'কেহ আমাদিগের সেই অমাত্মকার দূর করিয়া দিলে একান্ত ব্যথিত হইব।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

অমেঅ ক্রিযুক্ত, ভুল করেও। 'অমেঅ না বোলে আর কৃষ্ণ বিতরেকে।' মালাধর, ১৫০০।

অমোপশম [স] বি ভুল সংশোধন। 'তৎপাটে তাবতের অমোপশম হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩১।

অমণ [স] ১ বি বেড়ানো। 'আর করি তীরেতে অমণ।' চণ্ডী, ১৫৭০। ২ বি পায়চারি। 'ইটিয়া করয়ে প্রভু অমণমণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি অবস্থান। 'রাড়সেলে তিনদিন করিয়া অমণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি অভিভ্রমণ। 'ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কালাচক্রের অমণ বশতঃ বর্তমান

যেতবার-কল্প যাইতেছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

অমণ করা [স] ক্রি যোরাযুরি করা। 'কতস্থানে অমণ করিলাম তাহা কি কহিব কেহ দিতে চাহে না।' ভবানী, ১৮২৫।

অমণকারী [স] বি পথক। 'কোনো ইংরাজ অমণকারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অমণকাহিনী [স] বি অমণবৃত্তান্ত। 'আগুনোর দিকে পিঠ করে বসে বিচিত্রার জন্যে অমণকাহিনী লিখতুম না।' অন্নদা, ১৯২৯।

অমণ-প্রশস্তি [স] বি অমণশ্রুতি। 'ভার অমণ-প্রশস্তি হিন্দু গৃহিণীর ভিন্ন হৈশেলে ঘুরি রান্না করার মতো।' মুক্ততর, ১৯৫৮।

অমণ-বাণী [স] বি পথনি-কাহিনী। 'সারা দিনের অমণ-বাণী লিখল সোনার লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

অমণবিলাসী [স] বি অমণ উপভোগকারী। 'অর্থাশূন্য কৌতুহলে দেখে যার দলে দলে আসি অমণবিলাসী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

অমণবৃত্তান্ত [স] বি অমণ-কাহিনী। 'এই মহোদয়া স্ত্রী নিজের অমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়া ...' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫; 'অমণবৃত্তান্তের একটা মন্ত সুবিধা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

অমণক্টি [স] বি অমণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি। 'হাজার হাজার অমণক্টি আশিমে নাম রেজিষ্ট্রি করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

অমর [স] ১ ক্রি ভ্রমকরণ। 'অমর সঙ্গ পাইলে শোভাও বেরে বিকসিত মর্মে।' বৃহৎ, ১৪৫০। ২ বি যৌমাছি। ওগু, ১৭৮৫।

অমর-কুন্তলা [স] বিশ অমরের মতো কালো ও মসৃণ চুলের অধিকারী। 'অমর-কুন্তলা কিশোরী।' নন্দকল, ১৯৩৫।

অমরগুণ [স] বি অমরের গুণ। 'কোথা সে গজীর অমরগুণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

অমর [স] অমরী বি স্ত্রী অমর। 'অমরা অমরী বজ্রের দিতেছে।' রামায়ণ, ১৮০১।

অমরী [স] বি স্ত্রী অমর। 'অমরা অমরী সমে করে কোলাহল।' বৃহৎ, ১৪৫০।

অমরবটপদী [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিনী সুই। অমরবটপদী।' বৃহৎ, ১৫৭০।

অমরা [স] বি নদীবিশেষ। 'আরোপী হেমঘটে অমরা নদ তটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

অমশূন্য দ্র অম

অমসংকুল দ্র অম

অম [স] অমণ+ ক্রি অমণ করা; যোরা। 'চক্রভ্রমি অমে যৈছে অগাথ আকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। অমএ ক্রি অমণ করে। 'সেই সঙ্গ লইয়া অমএ বসুমতী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। অমশ্রু ক্রি অমণ করলেন। 'মৎস্য দেব আদি করি যকল অমশ্রু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। অময়ে ক্রি যুরে বেড়ায়। 'অময়ে করবী বেড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। অমসী ক্রি অমণ করহিস। 'পুর ভোর ঘরে অমসী নগরে যৌবন করিয়া ডালি।' মুকুন্দ, ১৬০০। অমহ ক্রি অমণ করে। 'কি হেতু তুমি অমহ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। অমাই ক্রি যোরাই। 'অমাই আকাশ পথে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। অমাই ক্রি অমণ করলো। 'চক্রবাক হইয়া দুই অমাইল রথ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। অমায় ক্রি অমণ করে। 'সুখের সময় মাত্র সেই সে অমায়।' আলোড়ল, ১৬৮০। অমি ১ ক্রি অমণ করে।

'নামা খান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান।' বড়, ১৪৫০। ২. কি ভ্রমণ করি। 'অক্লান্ত সহিত রথের ভ্রমি বসে বন।' মালধর, ১৫০০। ভ্রমিছ কি ভ্রমণ করছো। 'হেন পাদপঙ্খ প্রভু ভ্রমিছ কাননে।' মালধর, ১৫০০। ভ্রমিঞা কি ভ্রমণ করে। 'সকল অরন্য ভ্রমিঞা না পাইল জল।' মালধর, ১৫০০। ভ্রমিতে কি ভ্রমণ করতে। 'ভ্রমিতে ভ্রমিতে সতে কাজী ঘারে গেলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'নগর ভ্রমিতে গেলা অতি নীত্বাতি।' সুলতান, ১৭০০। ভ্রমিতেছ কি ভ্রমণ করছো। 'যে তোমার সব নিতে পারে, তারে তুমি বুঝিতেছ যেন, ভ্রমিতেছ দীনমুখী সকলের ঘারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ভ্রমিতেছি কি ভ্রমণ করছি। 'দূরে দূরে আক ভ্রমিতেছি আমি, মন নাহি মোর কিছুতে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ভ্রমিতেছিনু কি ভ্রমণ করছিলাম। 'ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া।' মাইকেল, ১৮৬০; 'একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে তোমারি সন্ধানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ভ্রমিতেছে কি ঘুরছে। 'ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ভ্রমিবি কি ভ্রমণ করবো। 'এই রসে আনন্দে ভ্রমিবি নানা দেশ।' রূপরাম, ১৭৫০। ভ্রমিবারে কি ভ্রমণ করতে। 'ভ্রমিবারে লাগিলেন্ত সকল ভ্রবন।' সুলতান, ১৭০০। ভ্রমিবৌ কি ভ্রমণ করবো। 'ভ্রমিবৌ সকল দেশে।' বড়, ১৪৫০। ভ্রমিয়া কি ভ্রমণ করে। 'তিন দিশে ভ্রমিয়া দক্ষিণে না জাইবা।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯। ভ্রমিলি কি ভ্রমণ করলে। 'ঘরে ঘরে মধুপুত্রি ভ্রমিল যেমতে।' মালধর, ১৫০০। ভ্রমিলে কি ভ্রমণ করলে। 'শূন্যে করি ভর ভ্রমিলে ভ্রবন লক্ষে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ভ্রমিহ কি ভ্রমণ করো। 'কাহের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মধুরা পুরী।' বড়, ১৪৫০। ভ্রমে কি ঘুরে বেড়ায়। 'তির উঠি ক্ষেমে রহি ভ্রমে থিরে থিরে।' মালধর, ১৫০০। ভ্রমেন বি ভ্রমণ করেন। 'ভ্রমেন উজানি ভাটি টোপিকে কোঁচের বাটী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ভ্রম্য। [স ভ্রম্য:] কি ফাঁকি দেওয়া; ভুল করা। ভ্রম্যিঞা কি ফাঁকি দিয়ে। 'চোর ভ্রম্যিঞা পুনঃ আইলেন ঘরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভ্রমাত্মক দ্র ভ্রম

ভ্রমাকাকার দ্র ভ্রম

ভ্রমি। [সি ভ্রমি] 'রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ভ্রমিভ্রাঙ্ক [সি] বিণ ভ্রমাক; ভুলে আচ্ছন্ন। 'দেখিতেছি ভ্রমিভ্রাঙ্ক চোখে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩১।

ভ্রষ্ট [সি] ১ বিণ বিপথগামী। 'নিজ কুল এড়িয়া ভ্রষ্ট কেনে হেলা।' সুলতান, ১৭০০। ২. বিণ নষ্ট। 'শ্রীফল উত্তম ব্যবহারে দর্পক আর ফল ভ্রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিবাহ হয়।' দর্পক, ১৮২৭। ৩. বিণ বিচ্যুত। 'সে আপনার পরিপূর্ততার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪. বিণ ব্যক্তি। 'এই অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ভ্রষ্টচরিত্র [সি] বিণ দুষ্টচরিত্র। 'সে ভ্রষ্টচরিত্র। আর মেয়ে লোকটা নষ্ট।' হাসান, ১৯৬০।

ভ্রষ্টচারিত্রা [সি] বি বিরাডিকর আচরণ। 'ইহাদের ভ্রষ্টচারিত্রা ও ভগ্নাঙ্গী অতীব ভয়াবহ।' প্রচারক, ১৯০৩।

ভ্রষ্টতা [সি] বি পাগাচার। 'কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ভ্রষ্টনীড় [সি] বি বসবাসের অযোগ্য নীড়। 'জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে।' সুলতান, ১৯৪৮।

ভ্রষ্টপাল [সি] বিণ দলছুট। 'অতিক্রান্ত দক্ষিণায়, ভ্রষ্টপাল কামধেনু যেন।' সূরীন্দ্র, ১৯০০।

ভ্রষ্টলক্ষ্য [সি] বিণ লক্ষ্যহীন। 'তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমর জগৎ বিনীর্ণ করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

ভ্রষ্ট হওয়া কি নষ্ট হওয়া। 'এখানে কোনো জিনিস সহজে ভ্রষ্ট হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ভ্রষ্টা [সি] বিণ ভ্রী বাচ্যচারী। 'রাজা ক্রোধাধিত হইয়া মনে বিবেচন করিলেন বৃথি এ ভ্রী ভ্রষ্টা হবে।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

ভ্রষ্টাচার [সি] বি অধার্মিকতা। 'জানিন কাহারে বলে পতি! নষ্টমতি ভ্রষ্টাচার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ভ্রাত, ভ্রাতঃ [সি] বি ভাই। 'হে ভ্রাত এক্ষণে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২; 'ভ্রাতা জগতে কাহার বিচার কে কবে আদর করিয়াছে?' মণাররথ, ১৮৮৯।

ভ্রাতঃপুত্র [সি] ভ্রাতৃপুত্র। বি ভ্রাতৃপুত্র; ভাইয়ের ছেলে। 'রামহা যোগজা ভ্রাতঃপুত্র।' ওর্ড, ১৭৭৯।

ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতৃপুত্র [সি] ভ্রাতৃপুত্র। বি ভাইয়ের ছেলে। 'কহিলে তোমার ভ্রাতৃপুত্র ইহা মারিয়াছেন।' রামরাম, ১৮০১।

ভ্রাতৃপুত্র [সি] ভ্রাতৃপুত্র। বি ভাইয়ের পুত্র। ওর্ড, ১৭৮২।

ভ্রাতা [সি] বি ভাই। 'সে সবসঙ্গে তোমার আমায় দুই ভ্রাতা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ভ্রাতাণ [সি] বি (সেবাধনে) ভাইসব। 'হে ভারতবাসী ভ্রাতাণগ অক্ষয়, ১৮৪৬।

ভ্রাতী [সি] ভ্রাতা। বি ভাই। 'জোগ করি ভ্রাতী বড়ি জনাইব সমস্তি রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ভ্রাতৃকন্যা [সি] বি ভাইয়ের মেয়ে। 'স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় বহুত ব্যক্তি ভ্রাতৃকন্যেী ও ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন অক্ষয়, ১৮৪৯।

ভ্রাতৃপুত্র [সি] বি ভাইপো। ওর্ড, ১৭৮৫; 'রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতৃপুত্রের তত্ত্ব বিবাহ।' দর্পণ, ১৮২২।

ভ্রাতৃপুত্রী [সি] বি ভ্রী ভাইয়ের মেয়ে। 'পিতৃহীনা এক ভ্রাতৃপুত্রী মণাররথ, ১৮৯০।

ভ্রাতৃ [সি] বি ভাই। 'তুচ্ছ মোর ভ্রাতৃসুত প্রচার কুমতি।' সুলতান ১৭০০।

ভ্রাতৃকন্যা [সি] বি ভাইয়ের মেয়ে। 'অনেকানেক ব্যক্তি ভ্রাতৃকন্যেী। ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ভ্রাতৃজায়া [সি] বি ভাইয়ের ভ্রী। 'তার বিধবা ভ্রাতৃজায়ায় বোঝ বইবার ...' নজরুল, ১৯৩০।

ভ্রাতৃভুল্য [সি] বিণ ভাইয়ের মতো। 'তাহাদিগকে ভ্রাতৃভুল্য জ্ঞা করা উচিত।' বিদ্যা, ১৮৫১।

ভ্রাতৃভূ [সি] বি ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, তনি জাতিভূ, ভ্রাতৃভূ, ভ্রাতী - এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি।' মাইকেল ১৮৬১।

ভ্রাতৃভবন্ধন [সি] বি ভাইসুলভ সম্পর্ক। 'প্রাচীন আর্য ভ্রাতৃভূ-বন্ধনে একটি মহৎ মর্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

'সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃভূবন্ধনে আবদ্ধ করা।' প্রথম, ১৯১৩।

ভ্রাতৃভুবানী [সি] বিণ ভ্রাতৃভূে বিধানী। 'ভ্রাতৃভুবানী মুসলমান সাম্যবাদী, ১৯২০।

ভ্রাতৃভূবোধ [সি] বি পরস্পরকে ভাইয়ের মতো বিবেচনা করা

শ্রাভুখনাহরণ

‘তাত একাত্তভাবেই আমাদের ‘সমেশ্রীতি এবং শ্রাভুখনাহরণের সৈন্য ফুটে উঠছে।’ *বেগম, ১৯৩৩।*

শ্রাভুখনাহরণ [স] বি ভাইয়ের ধনসম্পত্তি অংশগ্রহণ। ‘শ্রাভুখনাহরণ পর্যন্তও ঘটনা হয়।’ *বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।*

শ্রাভুপুত্র [স] বি ভাইয়ের ছেলে। ‘পুত্র ও শ্রাভুপুত্র ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া ...।’ *ভবানী, ১৮২৫।*

শ্রাভুপ্রেম [স] বি ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রীতি। ‘গৃহ মাঝারে, জননীয়েহে শ্রাভুপ্রেমে।’ *রবীন্দ্র, ১৮৫৮।*

শ্রাভুবর্ণ [স] বি ভাই বলে গণ্য এমন ব্যক্তি। ‘অবশিষ্ট সময়ে অপর শ্রাভুবর্ণের গৃহ প্রভুত্বকরে প্রবৃত্ত হইলেন।’ *অক্ষয়, ১৮৫৫।*

শ্রাভুবিক্রম [স] বি ভাইয়ের প্রভাণ। ‘শ্রাভুবিক্রমে আমজাদ গৌরবান্বিত ...।’ *শওকত, ১৯৫৮।*

শ্রাভুবিশ্রোহ [স] বি ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের বিরোধ। ‘মিছেদের মধ্যেই সন্দেহ বিখ্যাসবাতকড়া শ্রাভুবিশ্রোহের স্বীকৃতি বর্ণন করিব।’ *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

শ্রাভুবিরোধ [স] বি ভাইদের মধ্যে ঝগড়া। ‘উত্তর কালে বিশ্ববিভাগ উপলক্ষে শ্রাভুবিরোধ উৎপত্তি হয়।’ *বিদ্যা, ১৮৬৩।*

শ্রাভুভক্তি [স] বি ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা। ‘তোমার শ্রাভুভক্তির ঠালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।’ *মুন্সীর, ১৯৬৬।*

শ্রাভুভাব [স] বি শ্রাভুভাব; ভাইয়ের মতো দৌহার্য। ‘আমরা পরস্পর সকলকে শ্রাভুভাবে প্রণয় করিয়া ...।’ *অক্ষয়, ১৮৪৪।*
‘শ্রাভুভাবের পক্ষে ...।’ *এসমাপ, ১৯১৮।*

শ্রাভুভাষা [স] বি ভাইয়ের ভাষা। ‘ভাবার ভাষা ও শ্রাভুভাষা উভয়ের উপর অভিশয় বিরূপ।’ *বিদ্যা, ১৮৯১।*

শ্রাভুভেদ [স] বি ভাইয়ে ভাইয়ের বিবাদ। ‘শ্রাভুভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি নিবারিতে এ মানবছর।’ *মাইকেল, ১৮৬০।*

শ্রাভুশোক [স] বি ভাইয়ের বিয়োগজনিত শোক। ‘গুরুদেও মাতৃশোক ও শ্রাভুশোকে আহাৰ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।’ *বিদ্যা, ১৮৬৩।*

শ্রাভুসত্য [স] বি ভাইয়ের প্রতিজ্ঞা। ‘তিনি শ্রাভুসত্য রক্ষা করিয়াছেন।’ *রবীন্দ্র, ১৯০৫।*

শ্রাভু-সমান [স] বি শ্রাভুতুল্য। ‘যাবতীয় মনুষ্য আমাদের শ্রাভু-সমান।’ *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

শ্রাভুসম্বন্ধ [স] বি ভাইসুলভ সম্পর্ক। ‘মনুষ্যে মনুষ্যে শ্রাভুসম্বন্ধ।’ *বঙ্কিম, ১৮৭৯।*

শ্রাভুসূত [স] বি ভাইয়ের ছেলে। ‘তুচ্ছ মোর শ্রাভুসূত প্রচার কুমতি।’ *সুদর্শন, ১৭০০।*

শ্রাভুস্বরূপ [স] বি ভাইয়ের সমতুল্য। ‘ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা শ্রাভুস্বরূপ স্বজাতীয় লোকের উচ্ছেদ সাধন কবে ...।’ *অক্ষয়, ১৮৫০।*

শ্রাভুস্নেহ [স] বি ভাইয়ের আদর। ‘জ্যোতীর শ্রাভুস্নেহের আভিশব্দ দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া ... প্রতিগমন করিলেন।’ *বিদ্যা, ১৮৬৩।*

শ্রাভুহত্যা [স] বি ভাইকে হত্যা। ‘ভাই দিয়ে শ্রাভুহত্যা।’ *রবীন্দ্র, ১৮৯০।*

শ্রাভুহনন [স] বি ভাইকে হত্যা। ‘যে-যুতি শ্রাভুহননে প্রেরণিত করে বারবার প্রোতামিত মন্তব্য।’ *শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।*

শ্রাভ্রাশয় [স] বি ভাইয়ের বাড়ি। ‘সে শ্রাভ্রাশয় পরিত্যাগ পূর্বক নদী পারে গিয়া বসতি করিল।’ *কেন্দ্রাস্যবাসিনী, ১৮৬৩।*

শ্রাভ্র [স] বি শ্রাভ্রাশয়। ‘নাম লৈতে লৈতে মোর শ্রাভ্র বৈল মন।’ *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

শ্রাভ্র [স] ১ বি শ্রাভ্রাশয়। ‘শ্রাভ্র কি শ্রাভ্র এই শ্রাভ্র ঘুচাইতে।’ *ভারত, ১৭৬০।* ২ বি শ্রাভ্রাশয়। ‘আপনি নিতান্ত শ্রাভ্র।’ *ভবানী, ১৮২৩।*

শ্রাভ্রতিষ্ঠ [স] বি শ্রাভ্রাশয়। ‘কতকটা শ্রাভ্রতিষ্ঠ হইয়াই এ অবস্থায় কার্য করিয়াছিলেন।’ *বঙ্কিম, ১৮৭৮।*

শ্রাভ্র প্রত্যা [স] বি শ্রাভ্রাশয় দেখে এমন। ‘অবিখ্যাসীরাই শ্রাভ্রপ্রত্যা প্রত্যা প্রত্যা প্রত্যাশী।’ *নজরুল, ১৯৪১।*

শ্রাভ্রবিখ্যাস [স] বি শ্রাভ্রাশয় দেখা। ‘কুসংস্কার এবং শ্রাভ্রবিখ্যাস এখনো লক্ষিত হয়।’ *বেগম, ১৯৪৮।*

শ্রাভ্রি [স] বি শ্রাভ্রাশয়। ‘শ্রাভ্র কি শ্রাভ্র এই শ্রাভ্র ঘুচাইতে।’ *ভারত, ১৭৬০।*

শ্রাভ্রিক্রম [স] বি শ্রাভ্রাশয় দেখা। ‘করিয়াছি যদি শ্রাভ্রিক্রমে আপন করিয়াছেন প্রবল ও বিশ্বস্ত কথা ...।’ *ভানুজন, ১৭৮৪।*

শ্রাভ্রিগোপ [স] বি শ্রাভ্রাশয় দেখা। ‘মানবর্ণ সহস্র সহস্র বর্ষের অবধি যে দুর্বিগাহ শ্রাভ্রিগোপ বন্ধ হইয়াছিলেন।’ *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

শ্রাভ্রিপ্রমাদ [স] বি শ্রাভ্রাশয় ও অনবধানতা। ‘অনেকে ব্যয়বশ শাস্ত্রের শ্রাভ্রিপ্রমাদ অস্বীকার করিয়া বিতর্ক ধর্মের তত্ত্বাধেয়ম নিবৃত্ত হইয়াছেন।’ *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

শ্রাভ্রিবিবর্তিত, শ্রাভ্রিবিবর্তিত [স] বি শ্রাভ্রাশয়; ক্রটিসূচক। ‘কোন শাস্ত্র ও কোন ধর্ম অদ্বৈতান প্রধান পতিতদিশের বিতর্ক ও শ্রাভ্রিবিবর্তিত বলিয়া প্রায় হইতেছে না।’ *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

শ্রাভ্রিবিলাস [স] ১ বি অসমতি নিয়ে কৌতুক। *বিদ্যা, ১৮৬৯।*
‘শ্রাভ্রিবিলাস সাজে না দুর্বিগাহে।’ *সুধীন্দ্র, ১৯৩৪।* ২ বি ক্রটিবিবর্তিত। ‘জ্যোতীর কি হেতুহীন সংসারবশে - / শ্রাভ্রিবিলাসে সীল আচ্ছন্ন শাশুরে?’ *জীবন, ১৯৪৮।*

শ্রাভ্রিবিদীন [স] বি শ্রাভ্রাশয়। ‘দুর্গম পথে স্বামী শওগার শ্রাভ্রিবিদীন/ ফুরিয়ে এসেছে তন্ময়ীমুখ মুগ্ধ নিন।’ *সুভদ্রা, ১৯৪৮।*

শ্রাভ্রিম্ব [স] বি শ্রাভ্রাশয়। ‘পুদ্রাবৃত্তি এবং শ্রাভ্রিম্ব মোহে দুট।’ *অবন, ১৯২৫।*

শ্রাভ্রিমদ [স] বি শ্রাভ্রাশয় বিলুপ্ত। ‘শ্রাভ্রিমদে মাতি, অশ্রা চণলা তারে ভবি।’ *মাইকেল, ১৮৬০।*

শ্রাভ্রিমূলক [স] বি শ্রাভ্রাশয়। ‘সকলই শ্রাভ্রিমূলক।’ *বিদ্যা, ১৮৪৭।*

শ্রাভ্রিমোচন [স] বি শ্রাভ্রাশয়। ‘শ্রাভ্রিমোচনের কাহিনী নিয়ে নাটকের প্রটোটাইপ হয়েছে।’ *আইয়ুব, ১৯৭৩।*

শ্রাভ্রিশূন্য [স] বি শ্রাভ্রাশয় কলে না এমন। ‘অসামান্য ধী-শক্তিসম্পন্ন তর্কশীল পণ্ডিতগণেরও শ্রাভ্রিশূন্য শ্রাভ্রাশয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না।’ *অক্ষয়, ১৮৫৪।*

শ্রাভ্রিসংকুল, শ্রাভ্রিসংকুল [স] বি শ্রাভ্রাশয় ভরা; বিশ্রান্তিকর। ‘জ্যোতির্বিদ্যা শ্রাভ্রিসংকুল বলিয়া ...।’ *বিদ্যা, ১৮৪১।* ‘মানবজীবন

এবং বিশ্বচর্যাতা আগাশোড়া ভাঙিসংকুলে বলিয়া বোধ হইল।'
রবীন্দ্র, ১৮৯০।

আয়মান [স] বিণ চলমান; ভ্রমণশীল। 'উজ্জলিত নীহারিকা যখন
আয়মান হইতে থাকিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অ, অ [স] বি চোখের উপরে এবং কপালের নীচের ঘন লোমসমূহ। 'অহি
চুনবেরে যেক দেখি।' বঙ্কিম, ১৪৫০; 'অকুটি করিয়া বোলে প্রভুর
চরণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অ/অ কুঁচকানো বি অকুঁচক। 'অ কুঁচকিরে কী দেখে খুঁটিয়ে
খুঁটিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

অকুঁচক, অকুঁচক [স] বি বিরক্তি প্রকাশে অ কুঁচকানো। 'চলিয়াছে
চারকাঁকি কেশের, অকুঁচকিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

অকুটি, অকুটি [স] ১ বি অ কুঁচকানো। 'অকুটি করিয়া বোলে প্রভুর
চরণে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'অকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ বি বিরক্তি প্রকাশ। 'দড় অকুটি করে।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি অবজ্ঞা। 'ইয়োজ কি সেই ডিরগজ্যাত
প্রজাপাক্ষের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোহত অকুটি নিষ্পেক
করবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৪ বি জেদযুক্ত অকুঁচক। 'নির্ভয়ে
উলেকা করি জটরের নিঃসংশ অকুটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯৪৮।

অকুটিফুল, অকুটিফুল [স] ১ বিণ তাক্ষিশ্যাপূর্ণ। 'তোমাদের
মুখ অকুটিফুল/ নয়ন আলোকহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ কুটি
অভিব্যক্তিযুক্ত। 'পিতামহ প্রজাপতি যে অকুটিফুল মুখে থাকে
বড়ম বুসিতে লাগিলেন ...।' বনমূল, ১৯০৬।

অকুটিজ্জ্বা, অকুটিজ্জ্বা [স] বি বিরক্তিসূচক দীপ্তিকেন্দ্র।
'লোকালয়ের উপর ক্রুর অকুটিজ্জ্বা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

অকুটিভঙ্গি, অকুটিভঙ্গী [স] বি অ কুঁচকে কপালের তার। 'ইন্দু
(জনাঙ্কিকে অকুটিভঙ্গি করিয়া) সুন্দর! তোর কি কিছুমাত্র জ্ঞান
নাই?' মাইকেল, ১৮৭৩; 'গৌরীর অকুটিভঙ্গি করি অবহেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অকুটিমিশ্রিত [স] বিণ রাসযুক্ত। 'দুর্গার অকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায়
বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হয়্যা লেল।' বিভূতি,
১৯২৯।

অকুটি/অকুটি-শাসন [স] বি অকুটিতে শাসন করা। 'মিথ্যাচারীর
অকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত-আঁধি।' নজরুল, ১৯২৮।

অক্কেপ, অক্কেপ [স] ১ বি খেয়াল। 'এঁদের প্রাসাদে রক্তার লোকের
চলা ভাৱ, লাটকেও অক্কেপ নাই।' হেডমাস্টার, ১৮৬১; 'প্রকৃতির
তাহাতে অক্কেপ নাই।' সাধুরঙ্গী, ১৮৭৫। ২ বি গ্রাহ্য। 'সে
অক্কেপমাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্য়ার সমুখে বসিয়া ...।' রবীন্দ্র,
১৯০০। ৩ বি দৃষ্টিপাত; দৃষ্টি নিষ্পেক। 'শত্রুর তীর বুকে এসে বেঁধে
অক্কেপ অশাবধানী।' কলকণ্ঠ, ১৯৪৬।

অচাপ, অচাপ [স] বি অক্কেপ ধনুক। 'কেনও নায়িকা অচাপ হারা
কটাক্ষবাহু নিশ্চিত করিয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

অশ্বনুর্ভন, অশ্বনু-সর্ভন [স] বি অ নাচানো। 'তাহে ললিত ম্রিতল
তাহার উপর অশ্বনু-সর্ভন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

অশ্বব্রি, অশ্বব্রী [স] বি অশ্বতা। 'হামিনীর মুখমল, অশ্বব্রী,
বাহুলতা, বিধৌষ, সারসীরহস্যোচন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

অ বাঁকানো ক্রি অ কুঁচকানো। 'আমাদের উপর অ বাঁকাইবেন।'
দীপিকা, ১৮৮৭।

অবিকার, অবিকার [স] বি অ কুঁচকানো। 'অনপদবৃন্দিশের
প্রীতিস্নিগ্ধোচন অবিকার শিখে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

অবিলাস, অবিলাস [স] বি নাগরিকাস্থত অভঙ্গি। 'অবিলাস শেষে
নাই করা সেই নারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

অভঙ্গ, অভঙ্গ [স] বি অ কুঁচকানো। 'যখন-তখনে যার নহিল
অভঙ্গ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চৌদিকে দল্যা বুনে না করে অভঙ্গ।' মনিকরাম, ১৭৮১।

অভঙ্গি, অভঙ্গী [স] বি অকুটি। 'দর্পিতা লবলতা অভঙ্গী করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'অঙ্গুলি-হেলন, অভঙ্গি, কটাক্ষপাত, প্রণতি, আরতি
...।' মোতাহার, ১৯০৭।

অভঙ্গিত, অভঙ্গিত [স] বিণ ক্রোড়ে কুঁচকি অবিশিষ্ট। 'অভঙ্গিত
পাখারের নিশ্চল নির্দেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

অভঙ্গিয়া, অভঙ্গিয়া [স] বি অক্কেপ। 'রক্ত রবি অভঙ্গিমায় হরে
যাহার ইন্দ্রজাল।' বৃন্দা, ১৯২৫।

অশ্মপতন [স] বি কান পর্যন্ত বিস্তৃত অ। 'শ্রুতিমূলে শোভা করে
অশ্মপতন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

অশ্লতা, অশ্লতা [স] বি লতার মতো বাঁকা ও সুন্দর অ। 'শিবসেয়ে
উমার অশ্লতা।' বিভূতি, ১৯৪৪।

অহি [স অ:] বি অ। অহিযুগল [স অযুগল] বি অশ্বয়। 'কাম্যদ
সদৃশ শোভে অহিযুগল।' বঙ্কিম, ১৪৫০।

অশ [স] বি মাতৃগর্ভে অজাত শিশু। 'যদি প্রানত্যাগ করি তাহলে এককালে
আত্মহত্যা ও অশহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

অশযাতী [স] বিণ অশ হত্যাকারী। 'অশযাতী না হইতে হয় এ
বিবেচনা করিয়া কব ব্যক্তি পান্ডিত্য করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

অশবিদ্যা [স] বি পণ্ডিত সন্ধানবিষয়ক বিদ্যা। 'অশবিদ্যা যা
এণ্ডিওলজি ইন্ডিনেশন খণ্ডীর একটা বড় পোষক প্রমাণ।' সবুজ,
১৯২১।

অশ্মযুক্ত [স] বিণ কনুপ্রাণ। 'অশ্মযুক্ত হয়ে তারা বাহিরে তাকায়
সেখে রঙ্গিন সন্ধ্যা।' আহবান, ১৯৪৪।

অশ্রুশ্রো [স] দ্রিকিণ অশ্রুশ্রো। '... জ্যোতির্কণা ও জড়কণার মধ্যে
নিহিত ছিল সন্ধ্যাবানরুশে, অশ্রুশ্রো।' আইয়ুব, ১৯৩০।

অশহত্যা [স] বি পণ্ডিত্য। 'যদি প্রানত্যাগ করি তাহলে এককালে
আত্মহত্যা ও অশহত্যা এই দুই মহাপাপ হইবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

-ম' - বর্তমানকালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিশিষ্টবিশেষ। 'জা লই অজম তাহের উৎ ৭ দিস।' চর্য্য ২৯, ১২০০।

-ম' - যতী বিভক্তি = -র/ -এর। 'মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

ম' [স মা] ক্রিবিণ না। 'নিরুজী বোহি দূর ম জাহী।' চর্য্য ৫, ১২০০।

ম' [পা ম (পা মং=আমাকে)] সর্ব আমি। 'আলো ডোহি তোএ সম করবে ম সাঙ্গ।' চর্য্য ১০, ১২০০।

ময়গল [স মদকল] বি মদগল; গলিত মদ। 'তিম তিম তথতা ময়গল বরিসঅ।' চর্য্য ৯, ১২০০।

ময়ত্র মদন

মই' [স ময়া] সর্ব আমি। 'ভুসুক ভগই মই বৃঝিঅ মেলেং।' চর্য্য ২৭, ১২০০।

মইআই সর্ব আমার। 'সাদিতে আপন মান আগে চলে মইআই কোঙর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মই' [স মদী] ১ বি বাশ বা কাঠের তৈরি সিঁড়ি। 'মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি চষা জমিতে মাটি সমান করার যন্ত্র। 'মই দিয়ে কবে ঘষাভেঁষিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মইয়ারণ হইয়ারণ - যখন তখন মৃত্যুর মতো কিছু ঘটতে পারে এমন অবস্থা। 'এরকম মইয়ারণ হইয়ারণ ব্যাপার।' জীবন, ১৯৪৮।

মইয়া [স মাজ্কা] বি মেয়ে। 'চল রে মইয়া পূজ উদ্দিন করিতে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মইষ দ্র মইষ

মইসুদ বি সাহসের কাজ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মউ [স মথ] বি মথু। 'কল্পনা বচন বলে মুখে মাথা মউ।' রূপরাম, ১৭৫০।

মউচাক [স মথুচক] বি মৌমাছি যেখানে মথু সঞ্চয় করে। 'বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মউ চুখকি বি মথু পান করে এমন পানিবিশেষ। 'মউল ফুলের বারতা এসেছে মউ চুখকি মুখে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

মউটুসি বি ফুলবিশেষ। 'মউটুসি মউ-মদের মিঠায়।' নজরুল, ১৯৩০; 'মউটুসির মউ ফেলে তোমরা রয় তাকিয়ে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মউ-বিলাসী [স মথুবিলাসী] বিণ মথুলোভী। 'আমাদেরই মতো মউ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।' নজরুল, ১৯২৮।

মউমকী বি মৌমাছি। 'কবি এবং মউমকী।' নজরুল, ১৯২৭।

মউ-মদ বি মথু। 'মউ টুসি মউ-মদের মিঠায়।' নজরুল, ১৯৩০।

মউমাছি বি মথু সঞ্চারকারী পতঙ্গবিশেষ। 'মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দলিনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মউ-লোভী বিণ মথুলোভী। 'মউ-লোভী যত মৌলবি আর মোল-লারা কন হাত নেড়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

মউল্যা বি মথু সঞ্চারকারী। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মউআ [স মথুকা] বি মহয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

মউজ [আ] ১ বি নেশাগ্রস্ত অবস্থা। 'মউজে বা নাই মানে ভালমতে সে যে জানে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ আনন্দপূর্ণ। 'তোমরা তখন কাটাও মউজ রাত।' বেনজী, ১৯৪৫।

মউড় [স মথুট] বি বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার মথুট। 'মালী বৈসে গুজরাটে ... মালা মউড় গড়ে ফুলধর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মউত, মওত [আ মওত] বি মৃত্যু। 'ইমামের মউত হবে আলবত জানিবে।' গরীব, ১৭৬৫; 'মওতের দারু পিইলে ডাঙে না হাজার বছরি যুগ?' নজরুল, ১৯২৮।

মওতা বি মৃত। 'মওতার কবর করিব জেআরত।' আলগল, ১৬০০।

মওতের দেশ বি মৃত্যুর দেশ; মৃত্যুপুরী। 'মওতের দেশে খুলবে আবার জিন্দগানীর সিংহ-দ্বার।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মউর [স মথুরা] বি মথুর। 'মেঘের সদ সুনী মউর নৃত্য করে।' মালাধর, ১৫০০। দ্র ময়ুর

মউরপুছ [স ময়ুরপুছ] বি ময়ুরপুছ। 'গীরিনা হেলান গা মউরপুছের বা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মউরবাহন [স ময়ুরবাহন] বি হিন্দুদেবতা কার্তিকের বাহন। 'মউরবাহন পুজিল ঘড়ানন পুজিল লক্ষী সরস্বতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মউরি [স মথুরী] বি মথুরী। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' মিলসার, ১৫০০।

মউর [স মথুরী] বি মথুরী। 'সংগীতের রাগিণীবিশেষ। বাহরাম, ১৬৫০।

মউরলা, মউরলা মাই বি এক জাতীয় ছোটো মাছ; মৌরলা মাছ। 'মউরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায়।' নজরুল, ১৯৩৫; 'কালো ঝট-এর চোখ যেন, দেখ/ মউরলা মাছ ভাসে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মউরি [স মথুরিকা] বি মসলারূপে ব্যবহৃত একপ্রকার শস্য। 'মউরির মথু গন্ধে ভরে রবে - কিশোরীর স্তন।' জীবন, ১৯৩২।

মউল [স মুকুল] বি মুকুল। 'আমাদের আমলকী মউল ও শালের ডাল হইতে খস খস করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মউল' বি মহয়া। 'মউল ফুলের বারতা এসেছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

মউলবি [আ মওলবী] বি ইসলাম ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত, এখানে যে নিজ স্বার্থে ধর্মকে কাজে লাগায়। 'কা'মোস্তার মউলবির যুদ্ধদানে ইসলাম কয়েদ।' নজরুল, ১৯২৯; 'মোস্তা-মউলবিরা তা কখনও হতে দেবে না।' নজরুল, ১৯৩১। দ্র মৌলবি

মওলবী [আ] বি সন্মানার্থক মুসলমান পদবীবিশেষ। 'মওলবী এ কে ফজলুল হক ছায়েবের নাম কাটিয়া দিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৩৬।

মউলুদ, মওলুদ [আ মওলুদা] বি (ইসলাম) মিলাদ। 'প্যাকালেনদের বাড়ি মউলুদের ও তবস্বে বেইমান নাসারাদের ...।' নজরুল, ১৯৩০; 'মীলাদ-মওলুদ, ওয়াজ নবীহত ... পুণ্যোৎসবের বজায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মউরা [স মথুরা] বি মথুর। 'পেখম ধরিয়া নাচে মউরা মউরী।' মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র ময়ুর

মউরী [স মথুরী] বি মথুর। 'পেখম ধরিয়া নাচে মউরা মউরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুকুন্দ, ১৬০০।

মএ, ময়, মায় [আ মঅ] অব্য সমে; একরে। 'কাপড় পাঠাইতে সবতি হইছিল না অন্য কাপড় মএ জাবার ফর্ম সম্বলিত পাঠাই।' তাঁতি, ১৭৯২।

মওকা [আ] বি সুযোগ। '... তর্ক-বিতর্ক করিবার আর মওকা রাখেন নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

মওকুস, মওকুপ [আ মোকুফা বিণ মকুব; বহু। 'বাসালার আবরফি হজরার টাকসালে মওকুপ হইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭; 'বকর-দৈনে হাজরা হজ্জতের হুমকীতেও গো-কোরবানী মওকুফ হয়ে যায়নি।' মাহেনও, ১৯৪৯। ৫ মকুব

মওকুব [আ মোকুফা বি মাফ। 'যতদিন না শান্তি মওকুব করে দেন ...।' কায়সার, ১৯৬২।

মওচুম [আ মৌসিম বি মৌসুম; সময়। 'আমন খানের মওচুম না আসা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক সংগৃহীত চাউল যথেষ্ট কিনা।' মোহাম্মদী, ১৯৪৫। ৫ মৌসুম

মওজুদ, মওজুত [আ ১ বিণ উপস্থিত। 'তনিয়া জাকর আসি মওজুদ হইল।' পরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ সঞ্চিত। 'তদামে মওজুদ থাকিতেও মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় কিনা।' আজাদ, ১৯৪২; 'ঘরের মওজুত পাট যাতে সরকার ... উচিত মূল্যে খরিদ করে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মওজুদকারী [আ মওজুদ+স কাগী] বি মজুদ করে রাখে যে। 'পুঁজিবাদী মজুদকারীদের দ্বারা সরকারী আদেশ কিভাবে রক্ষিত ও কার্যে পণ্ডিত হইয়াছে ...।' জামায়াত, ১৯৪৩।

মওজুদদার [আ মওজুদ+জা দার] বি আড়তদার। 'মওজুদদার বদমায়েশ লোগ।' মনসুর, ১৯৪৫।

মওয়া [স মরগ] কি মারা যাওয়া। 'মওালৈ কি মরলে।' জীবন্তে মওালৈ নাহি বিশেসো।' চর্চা ২২, ১২০০। মইল কি মরলো। 'রক্ত উঠি মইল হাসে সকল ছাড়াগে।' মালাধর, ১৫০০। মইলৈ কি মরলো। 'পার্বতীর কারণে দুই জন মইলা।' বড়, ১৫৭০। মইলুম কি মরলাম। 'ক্ষেপে ক্ষেপে বোলে মইলুম মইলুম প্রাণ হইল শেষ।' বিজয়, ১৬০০। মইলৈ কি মরলে। 'জীবন্তে মইলৈ নাহি বিশেষ।' চর্চা ৪৯, ১২০০। মএল কি মরে গেলে। 'জীবন্তে তেলা বিহনি মএল গজবি।' চর্চা ২৩, ১২০০। ময়িলা কি মরলো। 'তিলাস্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই।' বড়, ১৪৫০। ময়িলৌ কি মরলো। 'ভাঙ্গে পরশে না ময়িলৌ।' বড়, ১৪৫০।

মাইলা কি মারা। মাইল কি মারলো। 'এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোয়ে।' বড়, ১৪৫০। মাইলাত কি মারলাম। 'লন্ডা পাড়োয়া মাইলাত জত রাক্ষসান।' মালাধর, ১৫০০। মাইলৈ কি মারলো। 'আশা মাইলৈ তোর পার্শে নাইক মুকতী।' বড়, ১৪৫০। মাইলৌ কি মেরেছিলাম; মারলাম। 'শান ফুল না লইলৌ মাইলৌ তোর দুজী।' বড়, ১৪৫০। মাইলেন্তে কি মারলো। 'ডুবাই মাইলেন্তে কাহাণি জলের ভিতরে।' বড়, ১৪৫০। ময়িলি কি মারলো। 'কৌল কাহাণি কেহে বিষজালৈ ময়িল।' বড়, ১৪৫০।

মওয়াজী [মু'আজিল] বিণ মোট। 'মওয়াজী ৩০০০ তেরিখ হাজার মোন চাউল বাব্দী।' ক্যালগে, ১৭৯৬।

মওয়াফেক [আ মুআফিক] ক্রিবিণ মাফিক; অনুসারে। '২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ।' ফরস্টার, ১৭৯৩।

মওলবী ৫ মওলবি

মওলা [ফা] বি প্রভু। 'মওলা বলে ডাক রসন/গেল দিন ছাড় বিষয়

বাসনা।' লালন, ১৮৯০।

মওলানা [আ বি ইসলাম] স্মৃতিকর্তা; ধর্মগুরু। 'তিনি তাঁর আত্মাহুতে তাঁর মওলানাকে মর্যাদা করছেন।' রশীদ, ১৯৬৩।

মলনা [আ মওলানা বি ইসলাম] মৌলানা। 'যতেক মলনা কাজী সব তোর আন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মওসুফ [আ মাওসুফা বিণ পূর্বোক্ত। 'মওসুফ বিলাত যাওন কালে ...।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

মওসুমী [আ মৌসিম] বিণ বিশেষ ঋতুতে উৎপন্ন হয় এমন। 'মওসুমী ফুলের বাপান।' মনসুর, ১৯৫৫। ৫ মৌসুমি

মং [আ মাকাম শব্দের শব্দসংক্ষেপ] বি মোকাম। 'আমি তোমার নিকট হইতে মং কুন্সনগর আসিয়া পৌছিয়াছি।' তেরলি, ১৮০০।

মকতব [আ] বি মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'তাহার সহিহ এক মকতবে পড়েন।' রায়রাম, ১৮০১।

মকতবখানা [আ মকতব+ফা খানা] বি ইসলামে ছেলে-মেয়েদের জন্য স্থাপিত মুসলমানদের ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। 'আমে ২ টোবাড়ী ও পাঠশালা ও মকতবখানা।' রায়রাম, ১৮০১।

মকদুর [আ বি দুসোহস। 'বোটার এত বড় মকদুর।' মাইকেল, ১৮৬০।

মকদুর [আ] বি ক্ষমতা; শক্তি। 'আর আপন আপন মকদুর মত তাহাদের বরবর লহ।' আব্বার, ১৮৭৭।

মকদুম [আ মুকদমা] বি মামলা। 'নালিশ করিয়া তোমাকে আনিয়াছিল তাহার মকদমা রফা হইল।' হালাহেত, ১৭৭২।

মকদমা [আ মুকদমা] বি মামলা। 'সময় নেই, জরুরি মকদমা।' রশীদ, ১৯৩২।

মকদমা [আ মুকদমা] বি মামলা। 'ইহাদিশের মকদমা রফা করিয়া দেও।' মেয়র্, ১৭৫৭; 'আকিরের মকদমা দুই এক রোজের মধ্যে হইবেক।' চিঠি লেখো, ১৮২৯।

মকদমা [আ মুকদমা] বি মামলা। ওয়া, ১৭৮২।

মকবুল [আ] বিণ শ্রিয়। 'তান পদ সেবিলে সে হৈবা মকবুল।' সুলতান, ১৭০০।

মকমকি [ধন্য] বি ব্যাক্তের ডাকের শব্দ। হ্যাগলেড, ১৭৭৮; 'ডেকের মকমকি তাকে মনোমতো করে দিতে হলে যে সদৃশকরণের কৌশল।' অবন, ১৯২৫।

মকমল, মখমল [ফা মখমল] ১ বি কোমল ও মিহি কাপড়। 'যোগাইল চরণে উত্তম মখমল।' রূপরাম, ১৭৫০; 'বশিকেরা ঢাকার মকমলের নিমিত্ত যে দানবিন দিতেছেন সে পিঁচি লক্ষ্যেরো উর্দ্ধ।' দর্পণ, ১৮৩১; 'চমৎকার কাজ করা মকমলের টুটি।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'পাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।' সুকুমার, ১৯১৮। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'কেটেছে রঙিন মখমল দিন।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মকমল ডিকি [ফা মখমল+ই ডিকি] বি মখমল কাপড়ে লেখা আদালতের আদেশ। 'সাক্ষাৎ যমদুতের ফরমান, মকমল ডিকি, কিলি বরখলাপের কথাই শুনে না।' মুজতবা, ১৯৪৯।

মকমলে [ফা মখমল] বি কোমল ও মিহি কাপড়। '... তদ্বারা শাটিন ও মকমলে প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর ব্রূষ প্রস্তুত করেন ...।' প্রভাকর, ১৮৭৮।

মকর [স] ১ বি কুমিরের মতো জলজন্তু; ঘড়িমাশ। 'মকর মানুষ কটে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'অগাধ জলের মকর যেমন ...।' রশীদ, ১৯৫১। ২

মখতব [আ মখতব] বি মক্তব। 'মখতব হইতে এইমত' সে ছুটি পাইয়াছে।' শওকত, ১৯৫৮।

মক্তার [আ মুখতার] বি প্রতিনিধি; মোক্তার। 'এ কায়ে আর ২ চাকরেরা মক্তার।' কেরি, ১৮০২।

মক্তারকার [আ মুখতার+কা কার] বি কর্তৃপক্ষ; প্রতিনিধি। ক্যালগে, ১৭৯৮।

মক্ষিকা [স] ১ বি মাছি। 'মক্ষিকা রূপধর গ্রন্থে নিলাবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মৌমাছি। 'পুশ্পে জলাইলা মধু গোপত আকার। সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল্যা তাহার প্রচার।' আলাওল, ১৬৮০।

মক্ষিকাবুড়ি [স] বি চাটুকারিতা। 'গালাগালি, মক্ষিকাবুড়ি, প্রোপাগান্ডা প্রভৃতি প্রতিপক্ষের উপর ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

মক্ষী [স] বি মৌমাছি। 'মক্ষী নাহি পড়ে মোর মধুর উপর।' বাহরাম, ১৬৫০।

মক্ষীরানী [স মক্ষী+রানী] বি রানী মৌমাছি। 'মক্ষীরানী, তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার শুভনগণন করে নেওয়া যাক।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মখ [স] বি যক্ষ। 'মোর মখভঙ্গকালে আকুল করিলে জলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মখদম [আ মখাদিম] বি শিক্ষক। 'মখদম পড়ায় পড়ানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মখলুকাত [আ] বি সম্মা সৃষ্টিজন্য। 'তার বুক ভরা মখলুকাতের অনন্ত কল্যাণ।' কররুখ, ১৯৪৬।

মখ [ই মাগ] বি পানীয় রাখার পাত্র; বড়ো পেয়লা। মেহসেন, ১৯৬২; 'এটি টিনের মগ।' মানিক, ১৯৩৭; 'চায়ের মগটি হাতে জেরিয়া ...।' তারা, ১৯৪২।

মখ [বারি মখ] বি আরাকানের একটি জনগোষ্ঠী। 'দস্য মগ ফিরিলী, বিহম খিলী ভিতর বাহির যায় না জানা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

মগের মুলুক, মগের মুলুক বি যে স্থানে যথেষ্টচার হয়। 'মগের মুলুক আর কি! - ইংরেজদের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০; 'উঃ মগের মুলুক আর কি?' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মগজ [ফা] ১ বি মাথার বুলি। 'খান দাউদা বলে আসে মোর মুখে কিবা গাজে হাতির মগজ জলপান।' কুররাম, ১৭২০। ২ বি মস্তিষ্ক। 'কিবা কহে বিজি বিজি কত বুঝি নাও বুঝি বিহম মগজ সনা টেরা।' রামশ্রাদ্দ, ১৭৮০। ৩ বি বিচার-বুদ্ধি। 'মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিত্ত পতিত সমাজ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মগজওয়ালা [ফা মগজ+হি ওয়ালা] বি প্রতিভাবান। 'বলতেই হয় তারা বুদ্ধিমান, মগজওয়ালা দামী মানুষ।' শামসুর, ১৯৫৯।

মগজমহলে [ফা মগজ+আ মহল] বি মাথার ভিতর। 'মগজমহলে মাকোবা ঢুকিলে বেরুবেই টিকি-বুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

মগডাল বি সবচেয়ে উঁচু ডাল। 'মেঘপুঞ্জ গাছপাশার মগডালে।' বিজুতি, ১৯৩৭।

মগদ [স মুদ্রা] বিণ বোকা। 'গৃহীতবৈ মোর সম নাহিক মগদ।' আলাওল, ১৬৮০।

মগধ [স] ১ বিণ প্রাচীন ভারতের মগধ দেশ ও সেই দেশের তৈরি। 'সুন্দর মগধ পাপ মস্তকে বেঁধিত।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি প্রাচীন

ভারতের রাজ্যবিশেষ - আধুনিক ভারতের দক্ষিণ বিহার অঞ্চল নিয়ে এটি গঠিত ছিল। 'পূর্ব-দক্ষিণে মগধ ও কামরূপ পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিবার আখ্যান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মগধি [স মগধ+] বিণ মগধ দেশের। 'মগধি শোয়ার যারা, বিহম কাটোরা তারা।' রামশ্রাদ্দ, ১৭৮০।

মগধ লাড়ু বি মুগা ডালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি লাড়ুবিশেষ। 'মুগের মগধ লাড়ু মেঠাইয়ের রাজা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

মগন [স মগ্ন] বিণ বিভোর; মগ্ন। 'আনন্দ মগন মুখে হরি হরি বোলে।' মালাধর, ১৫০০। ২ মগ্ন

মগন-মনা বিণ উদাসী। 'আকাশপানে মগন-মনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মগনা [স মগ্ন+] বিণ ক্রী মগ্ন। 'কুসুমরনে আদেক মানা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মগর [স মকর] বি পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'পএর মগর বাড়ু মাথে বোড়া ঢুলে।' বড়ু, ১৪৫০।

মগর [স মকরা] বি ঘড়িসাল। 'আপনা মগর ভোজ দিআ।' বড়ু, ১৪৫০; 'নদি মক্তে গঙ্গা আমি মকসতে মগর।' মালাধর, ১৫০০।

মগরা [স মকর+] ১ বি বৃহৎ জলাশয়। 'নদী খালে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা কুল জুড়া বহে জল একাকার ধারা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গঙ্গার মোহনা। 'এক বৎসর বই পার হইবে মগরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি গোলা। 'টিন আর বেড়ার ঘর মগরার পর মগরা ধানে ভরে গুটে।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

মগরিব [আ] বি সূর্য্যস্তের অব্যবহিত পরে মুসলমানগণ যে প্রার্থনা করেন। 'নামাজ মগরিব এশা কৈলা একস্তর।' সুলতান, ১৭০০।

মগরেব [আ] বি সন্ধ্যা। 'মগরেবের আজ নামাজ পড়িব।' নজরুল, ১৯২৮; 'মগরেবের নামাজের পর।' নজরুল, ১৯৩০।

মগরেবী [আ] বিণ সন্ধ্যার নামাজের সময় উদিত হয় এমন। 'তোমারে দেখিয়া ইকি সালাত/ ওশো মগরেবী ইদের চাঁদ।' নজরুল, ১৯২৯।

মগল [ফা মুগ্লা] বি মোগল। 'ঘোল ধার বৈসে হিন্দু মগল পাঠান।' রূপরায়, ১৭৫০।

মগাই [বারি মগ] বিণ মগ সম্প্রদায় সম্পর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১।

মগ্ন [স] ১ বিণ বিভোর। 'কৃষ্ণ করে মহাগুহু মগ্ন সেই রঙ্গে।' কুররাম, ১৫৮০; 'প্রীতিরসে মগ্ন হৈয়া প্রভু নৈরাকার নূর মুহম্মদক লাগিলা দর্শনার।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ নিমজ্জিত। 'বৌবন-জলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত মধু গজ।' রামশ্রাদ্দ, ১৭৮০। ৩ বিণ আটক। 'সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল ...।' দর্পণ, ১৮২৯।

মগ্নচৈতন্য [স] বি অবচেতন। 'তাদের মগ্নচৈতনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেননি।' প্রমথ, ১৯১৬।

মগ্নভরী [স] বি নিমজ্জিত নৌবান। 'অকুল পাথারে তাই মগ্নভরী অমর যৌবন।' সূরীশ্র, ১৯২৯।

মগ্নতা [স] বি মগ্ন অবস্থা। 'সন্ধ্যার কল্যাণ ফিরে-আস/ মগ্নতার গুহে।' অমির, ১৯৩৮।

মগ্নবাণ [স] বি ভিতরে গোঁখে আছে এমন তীর। 'যবনরাজ মগ্নদেবের শরীরে অতিশয় মগ্নবাণ সকল উদ্ধার করিয়া ...।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

ময়ূভাবে

ময়ূভাবে [স] ত্রিবিধ নিমজ্জিত আছে এমন ভাবে। 'সুখে ময়ূভাবে জীবন কাটাও।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ময়ূ হওয়া ক্রি যোজিত হওয়া। 'বাবু আলান সাগরে ময়ূ হইয়া তাহাই বীকরা করিলেন।' ভাবনী, ১৮২৫।

ময়ূ [স] বিপ ক্রী নিমজ্জিত। 'রায়ের গৃহিণী ... বিগন সাগরে ময়ূা খিদ্যামান রোদনপরা শোককুলা।' রাজীব, ১৮০৫।

ময়ূাধীন [স] বিপ নিমজ্জিত। 'আপন কোন সজ্ঞাকে ... নদীতে ময়ূ করে কিবা কন্ডায় ও সেই ময়ূাধীন ... সজ্ঞানাদি প্রাপ্তে মরে।' ফরাসি, ১৮০১।

ময়ূাশ্লব [স] বি ময়ূ হওয়ার মতো উৎসব। 'জনপূরী যবে খল-কোলাহলে ময়ূাশ্লবে রাজসভাভালে।' নজরুল, ১৯০২।

মঘ [বর্ধি মঃ] বি সাবেক ব্রাহ্মণের বা আরাকানের বাসিন্দা। 'মঘ দেশীয়দেরদিগকে বর্ণিত করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিত পায়ে।' দর্পণ, ১৮২০। প্র মঘ

মঘবান [স] বি ইন্ত; দেবতাদের রাজা। 'মনে জানি মঘবান মহেশের লীলা/ ময়ীতলে মাঘ শেষে মেঘের সিংহা'। শিবায়ন, ১৭৫০: 'মঘবান' এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও।' বৃত্ত, ১৯৬৬।

মঘা [স] বি (জ্যোতিষ) অতঃ নক্ষত্রবিশেষ; অতঃ সময়। 'প্রহোষা মঘা পূর্বকাশ্মীরী'। রক্তিম, ১৮৭৮।

মঘল [স] বি নংগীতের রাগবিশেষ। 'রাগিণী মঘল। কুন্দশেখর'। বহু, ১৪৫০।

মঘল গুঞ্জরি বি কাফি ঠাটের রাগগীতবিশেষ। 'মঘল গুঞ্জরি রাগ'। মলাধর, ১৫০০।

মঘল [স] ১ বি কল্যাণ; ভক্ত। 'মঘল করিব সব সেবের-সমাজ'। মলাধর, ১৫০০। ২ বি মাহাত্ম্য বিহীনক পান। 'প্রভু বোধি গাও কিছু কৃষ্ণের মঘল'। বৃন্দা, ১৮৮০।

মঘল আচরণ [স] বি অভ্যাস। 'দূর্ব্য ধান্য গ্রামীণ মঘল আচরণ'। রূপায়ম, ১৭৫০।

মঘল-আলার [স] বি কল্যাণের স্থান। 'মঘল-আলার সেই বিহু সনাতন'। গিরিপ, ১৮৮৭।

মঘল-উপচার [স] বি মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত পূজার সামগ্রী। 'গেল নারীদল মাথায় কলস মঘল-উপচার'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মঘলকর [স] বিগ হিতকর। 'সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঘলকর হইয়া উঠে'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মঘলকর্ম [স] বি ততকাজ। 'লোকহিতকর মঘলকর্ম'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মঘলকলস [স] বি মঘলকামনায় স্থাপিত ভাব, আয়ের পাতা প্রভৃতিতে শোভিত জলপূর্ণ কলসি। 'ভবে মিছে সহকার-শাখা, তবে মিছে মঘল-কলস'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬: 'একটি মঘলকলসের আশ্রয়র কল বোধহয় ছাগলেই অর্বেচ্য কাইয়া ফেলিয়াছে।' মানিক, ১৯০৭।

মঘলকাব্য [স] বি হিন্দু-সেবদেবীর মহিমাভাজক গীতিকাব্য; মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারাবিশেষ। 'চঞ্জী-মঘল কাব্য'। মুকুন্দ, ১৬০০: 'বিষয়টা বাংলা মঘলকাব্য ও চন্দ্রাবতার কাব্যের তুলনা'। রবীন্দ্র, ১৯০৪।

মঘলকামী [স] বিগ ততার্থী; হিতাকাঙ্ক্ষী। 'বাঁহারা সমাজের মঘলকামী'। বঙ্গী, ১৯১৯।

মঘলকুলো বি বিরে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মঙ্গলের প্রতীকসূচক সাজানো কুলা। 'মঘলকুলোর ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মঘলগীত [স] বি হিন্দু-সেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনমূলক পালাগান। 'গারনে মঘলগীত হায়'। মুকুন্দ, ১৬০০।

মঘলঘট [স] বি হিন্দুদের কল্যাণসূচক পূর্বঘট। 'জ্বতি করি করপুটে উরহ মঘলঘটে'। কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

মঘলচঞ্জী [স] বি হিন্দু-দেবীবিশেষ; ভগবতী। 'মঘলচঞ্জী বিষহরী করি জাগরণ তাতে বাধ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ'। কৃষ্ণায়ম, ১৫৮০: 'একটা সং কর্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা মঘলচঞ্জী হওয়া জ্ঞানোন্মত্তের কর্তব্য নয়'। প্যারী, ১৮৫৮।

মঘলচিন্তা [স] বি ততচিন্তা। 'তাহাদিগের মঘলচিন্তা ... আমাদিগের প্রধান কর্ম'। বিদ্যা, ১৮৫১।

মঘলজনক [স] বিগ কল্যাণকর। 'দেশের মঘলজনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।' বঙ্গবৃত্ত, ১৮২৯।

মঘলবারি বি মাসলিক জলসেচনের পাত্র। 'আশিস-বারির মঘলবারি'। নজরুল, ১৯২৪।

মঘলভোজ্য বি কল্যাণের বস্তু। 'মঘলভোজে বাঁধি এক করো।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মঘলভর [স] বিগ অধিক মঘলময়। 'জীবনটাকে মঘলভর, মধুরভর মঘলভর করতে ...'। জীবন, ১৯৩২।

মঘলদায়ক [স] বিগ কল্যাণকর। 'জনগণ-মঘলদায়ক জয় হে'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

মঘলদায়িকী [স] বিগ ক্রী কল্যাণকরী। 'প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঘলদায়িকী মঘলা'। মাইকেল, ১৮৬০।

মঘলদানিক [স] বি মঙ্গলের বাড়া নিরে-আসা সূর্য। 'একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঘলদানিক'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মঘলদীপ [স] বি কল্যাণ-প্রদীপ। 'যে-আলোক লভি দেউলে দেউলে মঘল-দীপ জ্বলে'। নজরুল, ১৯২৯।

মঘলধ্বনি [স] বি আনন্দধ্বনি। 'আনন্দে সকল বৈশ্বক বলে গ্রহি হরি/ উটিল মঘলধ্বনি চতুর্দিক ভরি'। কৃষ্ণায়ম, ১৫৮০: 'শব্দে বাজে জোড়া সানি চৌনিমে মঘলধ্বনি জলধোলা করে রামায়ণ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

মঘলনিষ্ঠা [স] বি কল্যাণপরায়ণতা। 'ভ্যাপনপরতা সংঘম মঘলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুবাড়ের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মঘলপথ [স] বি কল্যাণের পথ। 'জাগো জাগো মঘলপথে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মঘলপূর্ণ [স] বিগ মঘলময়। 'জীবনকে মঘলপূর্ণ ঘেঁরে ঘাড়া গড়িতে গড়িতে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মঘলগ্রন্থ [স] বিগ হিতকর। 'সকল কার্যই মঘলগ্রন্থ, যশস্বর এবং পরিতোষ হই'। রক্তিম, ১৮৭৫।

মঘলগ্রন্থ [স] বিগ কল্যাণকর। 'এই মঘলগ্রন্থ মানসিকতার সৃষ্টি করে'। ওজায়েগ, ১৯৪০।

মঘলগ্রন্থ [স] বিগ মঘলদায়ক। 'জেনারেল রায়ের এই উপদেশ যথার্থ মঘলগ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই'। বেঙ্গল, ১৯৪৯।

মঘলবন্ধন [স] বি কল্যাণকর সম্পর্কের বন্ধন। 'সেবিধ তোমারে ...

শত সহস্র মঙ্গলবছনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মঙ্গল বাজনা [স] মঙ্গল+স বাজন+বি তত্ত্বসূচক বাজনা। 'মঙ্গল বাজনা বাজে গ্রীষ্মে ঘরে ঘরে।' মানিকরাম, ১৮৮১।

মঙ্গলবাণ্য [স] বি মঙ্গলের কামনাসূচক বাণ্য। 'বুদিল মঙ্গলবাণ্য বাজান বিশেষ।' বাক্যরত্ন, ১৮৫০।

মঙ্গলবার্তা [স] বি তত্ত্ব সংবাদ। 'দুঃস্থের মিতরে মঙ্গলবার্তা গ্রাহ্য হইয়া, আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মঙ্গলবিধান [স] বি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। 'এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মঙ্গলবিশেষ [স] মঙ্গলবিশেষ্য বিশেষ মঙ্গলজনক। 'এ ছাওয়ালের প্রাণপতিক মঙ্গলবিশেষ।' ওর্গা, ১৭৭৯।

মঙ্গলমন্ত্র [স] বি কল্যাণবাণী। 'সব বিবেচন দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মঙ্গলময় [স] বিশ কল্যাণময়। 'ঈশ্বর মঙ্গলময় রহে মা 'মরণে'। গিরিশ, ১৮৮৭।

মঙ্গলমুখ [স] বি কল্যাণকর মুখ। 'মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মঙ্গলমুখতি [স] কল্যাণমুখতি বি কল্যাণরূপ প্রতিমা। 'মঙ্গলমুখতি সেই চিরস্মৃতিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মঙ্গল শোক [স] বি মঙ্গলময় দুঃখ। 'জাপো মঙ্গল শোকে দুঃস্থ অমৃতময় নব আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মঙ্গলশঙ্ক [স] বি কল্যাণসূচক শঙ্ক। 'কৈলা আশীর্বাদ লইয়া মঙ্গলশঙ্ক করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মঙ্গলসংবাদ [স] বি তত্ত্ব সংবাদ। 'আমার কুশলসংবাদ দিয়া, তুমার তাঁহার সর্বস্বীয় মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মঙ্গলসাধন [স] বি উপকার করা। 'পেলবালা কী করে মঙ্গল-সাধন করেছে সে রহস্য আমাদের গোচর।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'পরম্পরের মঙ্গলসাধনের জন্য, পরম্পরকে সাহায্যদানের জন্য ...।' ওয়াক্স, ১৯৪৩।

মঙ্গলসাধনা [স] বি কল্যাণচেষ্টা। 'এ আদর্শ মানুষের সর্গবিধ মঙ্গলসাধনাকে ব্যাপক এবং বৃহত্তর মঙ্গলের সাধনায় নিয়োজিত ...।' ওয়াক্স, ১৯৪৩।

মঙ্গলসাধিকা [স] বিশ স্ত্রী মঙ্গল সাধন কারী। 'মঙ্গলসাধিকারূপে পরিচয় ইসলাম ও খেলাফতের সেবা।' সওয়াত, ১৮২৬।

মঙ্গল-সিন্দুর [স] বি সমিতিতে ধারণকৃত মঙ্গলসূচক সিন্দুর। 'তুমি ... সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দুর পরিচয় পতির চিত্তার আরোহণ করিয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মঙ্গলসুখা [স] বি অমৃত। 'মঙ্গলসুখার মতো অজপ্রাধার নামবে বৃষ্টি।' আলফাডিন, ১৯৪৪।

মঙ্গলসূচক [স] বিশ মঙ্গল-নির্দেশক। 'লক্ষীটোরা সে মঙ্গলসূচক।' দর্পণ, ১৮২৫।

মঙ্গলসূত্র [স] বি এক ধরনের স্মারক সূতা। 'মঙ্গলসূত্র বান্ধে করে।' মুকুন্দ, ১৮০০।

মঙ্গলা [স] ১ বি তত্ত্বময়ী। 'শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা আইলা রাইয়ের পাশে।' চন্দ্র, ১৫৫০। ২ বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'মঙ্গলার না পদে মঙ্গল সমাধার।' ওর্গা, ১৮৫৮।

মঙ্গলাকাক্কা [স] বি কল্যাণের আকল্কা। 'নিরদোষেই মানুষের মধ্যে একটা মঙ্গলাকাক্কা ... কাজ করে।' আইইউ, ১৯৭৩।

মঙ্গলাকাক্কা [স] মঙ্গলাকাক্কা বিশ তত্বাকাক্কা। 'পাঠশালায় নিয়ত মঙ্গলাকাক্কা ...।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মঙ্গলাকাক্কা [স] বি স্ত্রী মঙ্গল আকল্কা করে এমন। 'এই সর্বমঙ্গলাকাক্কা মঙ্গলের দিকে চাহিয়া ...।' শরৎ, ১৯১৩।

মঙ্গলাকাক্কা [স] বিশ তত্ত্ব কামনা করে এমন। 'বৈষ্ণব মঙ্গলাকাক্কা তাহা পড়াতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

মঙ্গলাচরণ [স] মঙ্গল-আচরণ ১ বি কোনো কাজের শুরুতে পালিত মঙ্গল অনুষ্ঠান। 'গ্রন্থের আরম্ভ করি মঙ্গলাচরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি তত্ত্ব অনুষ্ঠান। 'অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা মাড়োশোপন দিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

মঙ্গলাচার [স] বি তত্ত্বানুষ্ঠান। 'মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মঙ্গলাদী [স] মঙ্গলাদি বি তত্ত্বতত্ত্ব ববর। 'মঙ্গলাদী দিখিবে।' ওর্গা, ১৭৭৯।

মঙ্গলাবহ [স] বিশ মঙ্গল বয়ে আনে এমন। 'বোধাতীত মহিমাযয়ের প্রত্যেক কার্যকেই মঙ্গলাবহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লই।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মঙ্গলামঙ্গল [স] বি কল্যাণ ও অকল্যাণ। 'গ্রন্থসকল সন্বেশন করিয়া মুদ্রাভিত্তকরূপে সৌহার্দ্য মঙ্গলামঙ্গল লিখি আছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

মঙ্গলার্শ [স] ক্রিয়ার মঙ্গলের জন্য। 'বিবাহকর্তৃক মঙ্গলার্শ লক্ষ্যবানি করিতে হয়।' মুদ্রাক্ষর, ১৮১০।

মঙ্গলাশয় [স] বিশ মঙ্গলাশয়। 'স্বর্গে সকল মঙ্গলাশয় মেতে মাট সাহেব।' মেঘর্ষ, ১৭৬৭; 'ইহাদীর্ঘ্য সকল মঙ্গলাশয় সীলানবেহারী দাস।' ওর্গা, ১৭৮২।

মঙ্গলালোক [স] বি কল্যাণলোক। 'আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ্য সত্য সুন্দর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মঙ্গলোচ্ছা [স] বি মঙ্গল করার ইচ্ছা। 'একাত্ত মঙ্গলোচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।' শরৎ, ১৯১৭।

মঙ্গলোচ্ছুক [স] বিশ কল্যাণকামী। 'ভারতবর্ষের লোকের মঙ্গলোচ্ছুক ব্যক্তিত্ব এমত নিষ্ঠুর কন্যে কেহই স্বপ্ন করিইয়া বলেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

মঙ্গলের চিহ্ন [স] বি তত্ত্ব লক্ষণ। 'এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন।' দর্পণ, ১৮১৯।

মঙ্গলোত্তিবিধায়ক [স] বিশ মঙ্গল এবং উন্নতির বিধানকারী। 'মঙ্গলোত্তিবিধায়ক মহামন্ত্রকে এই কৃত হৃদয়িত ...।' দর্পণ, ১৮২২।

মঙ্গল [স] ১ বি সত্ত্বাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' মুকুন্দ, ১৮০০। ২ বি গ্রহের নাম। 'মঙ্গল আসিয়া তবে চরম বশিষ্ঠা।' সুলতান, ১৭০০।

মঙ্গলকক [স] বি মঙ্গল গ্রহের পরিভ্রমণ পথ। '... ক্রমে মঙ্গলকক, ক্রমে বৃহস্পতিকক, ক্রমে সমস্তগ্রহকক অতিক্রম করিয়া অন্য সৌর-জগতে উপনীত হইলেন।' হৃৎকান, ১৮৮১।

মঙ্গলবার [স] বি সত্ত্বাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জাগাবে নিশাবাতি।' মুকুন্দ, ১৮০০।

মঙ্গলবাসরীয়

মঙ্গলবাসরীয় [স] বিণ মঙ্গলবারের। 'আমরা গত ১৩ ফাল্গুন মঙ্গলবাসরীর পরে লিখিয়াছিলাম...'। প্রভাকর, ১৮৫২।

মঙ্গলনাথ [স] বি শোরক্ষনাথ যৌগীর মতবিশেষ। 'আইশ্বর্য ও লহরিণা ও কলিণা ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হুতনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে।' দর্পণ, ১৮২২।

মঙ্গল-পড়া বি মঙ্গলধর্ম। 'বাজে মঙ্গল-পড়া ফিজে বাকো গ্রন্থচূড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মঙ্গোল বি মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীদের ভাষা। 'পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন ... তারপর জগাইতুলী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

মঙ্গোলিয়ান বি চীনের উত্তরে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া নামক দেশের অধিবাসী। 'আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারা মঙ্গোলিয়ানের নছের বেশ-একটু আমেজ আছে।' প্রমথ, ১৯৮৮।

মঙ্গোলীয় [মঙ্গোল+স] ঈয় বিণ মঙ্গোলদের অনুরূপ। 'তার মঙ্গোলীয় হইদের মুখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মচকানো ক্রি অঘাত পেয়ে হুটানত হওয়া বা বৈকে যাওয়া। 'হাতটা সত্য সত্যই মচকাইয়া গিয়াছিল।' মানিক, ১৯৩৬।

মচাকানুল বি এক প্রকার লাল ফুল। 'নদীর জল মচাকানুলের মতো লাল।' জীবন, ১৯৪২।

মচমচ [ক্ষন্য] বি হাঁটার সময়ে জুতার ক্রমাগত শব্দ। 'অধরবার মচমচ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'মচ মচ-শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আর্তবীর নিমগ্ন করিয়া দেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মচমচানি বি মচমচ শব্দ। 'ভালপাতার মচমচানি।' বিকৃতি, ১৯০৮।

মচরমচর [ক্ষন্য] বি জুতা পায়ের হাঁটার শব্দ। 'গাড়ীদের মচরমচর শব্দ।' মোতাহার, ১৯৩৭।

মচ্ছ [স] মৎস্য। বি মাছ। 'মচ্ছ বস্যা মচ্ছ ধরে কে রে বেটা।' মালিকরাম, ১৭৮১।

মচ্ছড়ি [স] মচ্ছর। বি মশা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মচ্ছব [স] মাহোৎসব। বি বড়ো উৎসব। 'এত মচ্ছব কিসের?' শিবরাম, ১৯৭০।

মচ্ছরাশা [স] মৎস্যরশ। বি মাছরাঙা; মৎস্যভূক্ত এক জাতীয় সুদর্শন পাখি। 'মচ্ছরাশা সদা উড়ে মুখে যার মাছ।' রূপরাম, ১৭৫০। হ্র মাছরাঙা

মচ্ছলদ [আ] মঙ্গলদ। বি আসনের উন্নত মানের আস্তরণ। 'মকমলনির্মিত চমৎকৃত মচ্ছলদ।' দর্পণ, ১৮২৭।

মচ্ছলশী [আ] মঙ্গলশ। বিণ আড়ম্বরপূর্ণ। 'মচ্ছলশী মঙ্গলদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন।' দর্পণ, ১৮২১।

মচ্ছলম ক্রিণ পুরোণুরি। '২ দফা আফিম মচ্ছলম সিন্দুকে বিতী হইবেক।' কাল্পে, ১৮০১।

মচ্ছলমান হ্র মুসলমান

মচ্ছলা [আ] মঙ্গলিহ। বি (ইসলাম) জীবনযাপনের নিয়মকানুন। 'পৃথিবীহিহা একদিকে যেমন মচ্ছলাদ্বির বিস্তৃত বিবরণ ও ধর্ম সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।' এনসলাম, ১৯২০।

মচ্ছলি [সি] বি মাছ। 'এমন সরেস মচ্ছলি, রাঙা, জ্বালে না পড়ে ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

মচ্ছলা [আ] মুসল। বি মুসলমানদের উপাসনার কাজে ব্যবহৃত আন্তর্যনিবেশ; জায়নামাজ। 'আমি বড় চাষা গণনে আমার বাসা

শূন্য পরে মচ্ছলাত বসি।' সুলতান, ১৭৫০।

মচ্ছিবত, মচ্ছিবৎ [আ] মুসীবত। বি জিপদ। 'কস তাইলে মচ্ছিবৎ হইব।' ওয়ালী, ১৯৪৮; 'ব্যবসা আমার বেলায় নিয়ে এল কেবল মচ্ছিবত।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

মচ্ছ [স] মৎস্য। বি মাছ। 'এ বিচার পত পথি ও মচ্ছের।' আজোনিয়া, ১৭৪৩।

মজকুর [আ] মাজকুর। ১ বিণ পূর্বোক্ত। 'বতীয়ামারি যোঁজে মজকুর আমার ইজারা ...।' বোগল, ১৭৭০; 'আড়ল মজকুরে ইমসন ফরমাইব বমলগে ৪৭৯৫ ধান নাম।' তর্জিত, ১৭৯২; 'বাবু খিনিকট মিজা মজকুর শমাক প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন।' হুতোম, ১৮৬১।

মজকুর [আ] মাজকুর। বিণ পূর্বোক্ত। 'সেবমজকুরের জাবত বেদমত করিব।' হ্যাগহেড, ১৭৭২।

মজন্তল [আ] মশতলা। বিণ বিহঙ্গ। 'সুবার ঝাঁকের মতন করে দেয় মজন্তল।' জীবন, ১৯২৭।

মজনা বিণ নিমজ্জিত। 'নিরসুর-রসাতল-তলায় মজনা আমরা কখনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মজনু [আ] মজনুন। বিণ পাগল। 'মজনু বোলএ তারে আরব সকল।' বাহরাম, ১৬৫০।

মজবুত [আ] ১ বিণ শক্তিশালী। 'ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত যোগারাজ হাজারি প্রভৃতি আর কত।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ দৃঢ়। 'কিন্দু কাহার সেটা মজবুত করিয়া ...।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিণ শক্তি টেকসই। ওয়া, ১৭৮৫। ৪ বিণ সুসিদ্ধি। 'যেমন শরীরের সকল অঙ্গকে মজবুত করিলে শরীরটি নিরোঁটে হয় ...।' প্যারী, ১৮০৮। ৫ বিণ টেকসই। 'তাকে খুব মজবুত কাপড়ের বড়ো বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মজবুত [আ] মজবুত। বিণ শক্ত। বিন্দ্য, ১৮৯১।

মজবুতিতে [আ] মজবুত। ক্রিণ দৃঢ়তার সাথে। 'পানাজাতে সৈন্য মুরচাবদি করিয়া মজবুতিতে আপন মূলকে কর্তৃত্ব করিব।' রামরাম, ১৮০১।

মজবুদ [আ] মজবুত। বিণ পটু। 'কেবল বড়াই করে বাড়ীর ভেতরে যেয়েদের সামনে অগরের নিন্দা কর্তে মজবুদ।' মশাররক, ১৮৬৯।

মজবুল [আ] বি (ইসলাম) প্রেরিত শ্রিয় বান্দা। 'আন্তার মজবুল ছিল নবী মোহাম্মদ।' গরীব, ১৭৬৫।

মজমুন [আ] বি তাৎপর্য; মূল বিষয়। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজমুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' ডানকান, ১৭৮৪; ক্যালপে, ১৭৯২।

মজলিন [আ] মওসিল। বি মসলিন; রেশম। 'কেহ বিলাতী বক মজলিন ও মলমল এবং পেয়াজি, ধনি, আবি বসজি, ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৮।

মজলিস, মজলিশ, মজলিষ, [আ] মজলিস। ১ বি সভা। 'মজলিসে তুমি আর বসিছ কি কারণ।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি আড্ডা। 'মজলিশ করিয়া আছে ইয়ারের সাথে।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি আসর। 'বর বাইয়া মজলিসে বসিল।' প্যারী, ১৮৫৮; 'পল্লের মজলিস জোটে দৈবাৎ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ বি সমিতি। '... এই মজলিসের অন্যতম উদ্দেশ্য।' বেগম, ১৯৪৮।

মজলিশ-মুজরো বি সভায়া নাচান। 'তুমি মজলিশ-মুজরো করে ... সব ফুঁকে দিতে পারতে না?' জীবন, ১৯৩২।

মজলিশি, মজলিশী [আ মজলিস>] ১ বিণ মজলিসে কথাবার্তা বা গান বাজনার সাহায্যে আনন্দ দিতে পারে এমন। 'মেজাজ ছিল মজলিশি' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ আড্ডা দিতে পছন্দ করে এমন। 'মজলিশি বা জুয়াড়ি মানুষ নয়' জীবন, ১৯৩২। ৩ বিণ মজলিসের। 'কতক পাক্সা খামখেয়ালি তারাই হল মজলিশি সভ্য' অবন, ১৯৪১।

মজলিসখানা [আ মজলিস+ফা খানাহ] বি বৈঠকখানা। 'আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা ... আদাজ কবরুম' মজুমদার, ১৯৫২।

মজলিসি [আ মজলিস>] বিণ মজলিসের উপযুক্ত। 'সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠক নয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মজলুম [আ বি অত্যাচারিত যে; উৎপীড়িত জন। 'মজলুমের ফরিয়াদে আকাশের সারা গায়ে আল জ্বালা' নজরুল, ১৯২৭; 'জাগে পরাধীন জাগে মজলুম বদ-নসিব' নজরুল, ১৯২৮।

মজহুম [আ বি তদন্ত] মানোৎসব, ১৭৪৩।

মজহাব, মহাবহ [আ বি ইসলাম] শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিভক্ত চার সম্প্রদায়; জীবনচারণের পদ্ধতি। 'সুন্নত জমায়তের একটা বিশিষ্ট মজহাব চতুষ্টয়' প্রচারক, ১৮৯৯; 'এখানে মজহাবের সওয়াব তোলা ছাড়া উপায় নাই' মনসুর, ১৯৩৫।

মজহাবী [আ মজহাব>] বিণ মজহাব সন্ধানক; সম্প্রদায়ভিত্তিক। 'মজহাবী সভা-সমিতি করিয়া ইসলামের শক্তিকে শতাব্দী বিভক্ত ...' মনসুর, ১৯৩৫।

মজা [স মজ্জ>] ১ ক্রি মগ্ন হওয়া। 'ভাবে মজিয়া দেবরাজে' বড় ১৪৫০। ২ ক্রি নিমজ্জিত করা। 'তিল্লিবধপানে আপসা মজায়িলে' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি মুগ্ধ হওয়া। 'দিলী দিলী চিত্ত মজিয়া পেল' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি জুড়ানো। 'অন্যে অন্যে দেখানুদেখি মজিল দোহান আঁখি' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ ক্রি ধ্বংস করা। 'মজা তাইফা দেশ ফেলিত মজাই' সুলতান, ১৭০০। ৬ ক্রি মগ্ন হওয়া। 'মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রসে ভরসিণী' মাইকেল, ১৮৬০। ৭ ক্রি অনুরক্ত হওয়া। 'যাহারে হেরিবি তাহারে হেরিয়া মজিয়া রহিবে প্রাণ' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। **মজাই** ক্রি ধ্বংস করে। 'মজা তাইফা দেশ ফেলিত মজাই' সুলতান, ১৭০০। **মজাইআ** ক্রি ভুবিয়া। 'জলে মজাইআ সভ অর্ধ মড়া করে' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **মজাইআ** ক্রি মগ্ন করে। 'পূণ্য বুধেই এক ভিত্তে পাশে মজাইআ চিত্তে' বড়, ১৪৫০। **মজাইতে** ক্রি নষ্ট করতে। 'এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে' দর্পণ, ১৮২১। **মজালিল** ক্রি আসক্ত হওয়া। 'নানা পাকে তাকে তার মন মজাইল' মালধর, ১৫০০। **মজাইলা** ক্রি আসক্ত করলে। 'ধনে জুনে মজাইলা গায়েলর মাইআ' মালধর, ১৫০০। **মজাইলু** ক্রি ভুবানো। 'মজাইলু করে জাতি রসিয়া নাগরের হাতে' মর্জুজা, ১৭৫০। **মজায়িব** ক্রি পাশে মগ্ন করবে। 'আপসা মজায়িব ব্রত লখিঁয়া সভা' বড়, ১৪৫০। **মজায়িলে** ক্রি নিমজ্জিত করলে। 'তিল্লিবধপানে আপসা মজায়িলে' বড়, ১৪৫০। **মজালে** ক্রি নষ্ট করলে। 'আনন্দ আর মন মজালে কুম জালে এই দুজনে' গালন, ১৮৯০। **মজি** ক্রি আসক্ত হয়ে। 'দেখি মোর মজি গেল মনে' বড়, ১৪৫০। **মজিআ** ক্রি আসক্ত হয়ে। 'মজিআ ভুবিলে মাদ পাএ ভাষাবলে' আলগল, ১৬৮০। **মজিআ** ক্রি মুগ্ধ হয়ে। 'দিলী দিলী চিত্ত মজিআ পেল' বড়, ১৪৫০। **মজিব** ক্রি নিমজ্জিত হবে। 'কুঞ্জে ভার বহিলে মজিব ক্রিভূবন' বড়, ১৪৫০। **মজিবে** ক্রি আসক্ত হবে। 'রমণীমণির মন তোমায় মজিবে' কুঞ্জরাম, ১৭২০। **মজিয়া** ১ ক্রি ভবে। 'সকলে রহিছি আঁখি পাশেত মজিয়া' সুলতান, ১৭০০; 'পাণী যেমন পাশেতে মজিয়া

যায় মন' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ২ ক্রি মুগ্ধ হয়ে। 'মজিয়া বিন্দ্যার রসে লিখা পড়া নানা দেশে' রূপরাম, ১৭৫০। **মজিয়াছি** ক্রি মগ্নে গিয়াছে। 'মজিয়াছি সেই দিন ধরিয়াছি ফণী' উমেশ, ১৮৫৭। **মজিল** ১ ক্রি মগ্নে গেলো; মুগ্ধ হলো। 'তোমাকে মজিল চিৎ ধরিতে না পারি' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি নষ্ট হলো। 'আসে বায়ে লোকসব পোখল মজিল' মালধর, ১৫০০; 'অকালে প্রলয় সুখি মজিল সকল' রামধরদাস, ১৭৮০। ৩ ক্রি মশগুল হলো। 'তোমার বিই হইতে মোর মজিল গারায়' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি জুড়ানো। 'অন্যে অন্যে দেখানুদেখি মজিল দোহান আঁখি' বাহরাম, ১৬৫০। ৫ ক্রি অনুরক্ত বা আসক্ত হলো। 'তোমাকে মজিল মন আন নাই মন' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **মজিলা** ১ ক্রি মগ্ন হলো। 'ভাবে মজিল দেবরাজে' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি ধ্বংস হলো। 'তঁহে সে মজিল মায়সীতার কারণে' বড়, ১৫৭০। **মজিলাঙ** ক্রি ধ্বংস হলো। 'সংঘর্ষে মজিলাঙ মাতা তোমার আশানে' মুকুন্দ, ১৬০০। **মজিলাঙ** ক্রি মগ্ন হলো। 'হায়! কেন মজিলাঙ কপট বিনয়ে' গিরিশ, ১৮৮৭। **মজিলি** ক্রি আসক্ত হলি। 'মজিলি পাখান-প্রাণ যোগীর প্রাণে' গিরিশ, ১৮৮৭। **মজুক** ক্রি মগ্ন হোক। 'অন্তর্যাসে চরণে মজুক নিজ চিত্ত' মুকুন্দ, ১৬০০। **মজ্জে** ১ ক্রি আসক্ত হয়। 'তবে কেহে পরদার মজ্জে তোর মতী' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি মুগ্ধ হয়। 'তোর রূপে মোর মন মজ্জে' বড়, ১৫৭০। ৩ ক্রি অনুরক্ত বা আসক্ত হয়। 'পুরে অভিশাপে রাজা জাহ্নবীতে মজ্জে' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ ক্রি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'না জানে ইহার হাতে মজ্জে বজ্র জ্বালন' গবীর, ১৭৬৫। **মজ্জো** ক্রি মশগুল হও। 'আগে সন্ধি বোধ প্রেমে মজ্জো' গালন, ১৮৯০।

মজানো [স মজ্জ>] ১ ক্রি ভুবানো। 'জলে মজাইআ সভ অর্ধ মড়া করে' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ ক্রি কলঙ্কাজিত করা। 'হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে' দর্পণ, ১৮২১। ৩ ক্রি ভুবানো; ভয়াবহ বিপদে ফেলে বর্ননা করা। 'তুই অবাণী কোন দিন মজারি দেখতি' গীনবন্ধু, ১৮৬০; 'নিজেও মরতে, আর আমাকেও মজিয়ে যেতে' শিবরাম, ১৭৫০।

মজা [স মজ্জ>] বিণ বিনষ্ট। **মজা যাওয়া** ক্রি বিনষ্ট হওয়া। 'নতুব ইহার পাশে সপরিবারে সমস্ত মজা যাবে' রামরাম, ১৮০১।

মজা [ফা মজহ>] ১ বি আনন্দ। 'হৃদে মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহা স্থানে' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিণ মজাদার; সুখানু; ক্রিভূবনে তোকাহে কিছু নাই মজা' তপ, ১৮৫৮। ৩ বি তামাশা। এক জনে পিঠ মুখে ধোয়ান হচ্চে, হাফার লোক মজা দেখছেন' হুসেইন, ১৮৬১। ৪ বি রসিকতা। 'তামাসা ঠাট্টা ইয়ারকি রং মজা ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে অধিষ্ঠিত করিতেছে' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৫ বি কৌতুকর আনন্দ। 'রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি লাঞ্ছনা। 'ও বাসনে সগড়ি রেখে দেবে, কেমন মজা জান তো?' গিরিশ, ১৮৮৯।

মজাক [ফা] ১ বি প্রেয়। 'ভগবানী, ১৮২০। ২ বি রসিকতা। 'বানকি পুতেরা কি মজাক করতাহে রাইত একটার সময়?' ইলিয়ান, ১৯৭২। **মজাগি** [ফা মজাক] বি কৌতুক; তামাশা; রস। 'বসিয়া মজাগি কর কখন না বাটি' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মজাউতা [ফা মজহ>] বি তামাশাগ্রিয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

মজাদার [ফা] ১ বিণ আনন্দপ্রিয়। 'বলিবে অমুক মজাদার লোক ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ আনন্দদায়ক। 'আপনাদের গল্পের চেয়ে মজাদার' শিবরাম, ১৭৯০।

মজাদারী [ফা মজাদার>] বিণ বিনোদনমূলক। 'দুই মজাদারী গীত

শিকা করায়েছেন।' ভবানী, ১৮২৮।

মজা ভঙ্গ বিপ আনন্দ বিনষ্ট। 'ততদিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না।' ভবানী, ১৮২৫।

মজামারা কি আনন্দ-আমোদ ভোগ করা। 'দেখা-শোনা মজামারা হয়ে গেল।' জীবন, ১৯৪৮।

মজার কথা বি আনন্দায়ক কথা। 'মজার কথা যদি তনতে চাও তে আমার জীবনের কথা বলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মজার বাজার বি আনন্দের নগর। 'বাবুজী এই সংসার মজার বাজার।' ভবানী, ১৮২৫।

মজার মানুষ বি হাসি-আনন্দ দেয়, অল্পত আচরণ করে এমন মানুষ। 'এই আমাদের মজার মানুষ দাদাঠাকুর।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

মজা লাগা কি ভালো লাগা। 'ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে যে, ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মজা শোটা কি ফুটিবাজি করা। 'বাবু সন্তই হইয়া মজা লুটিয়া বেড়ান।' ভবানী, ১৮২৫।

মজাসে ক্রিবিপ মজা করে। 'নিজেরা 'মজাসে' আকর্ষ ভোগের মধ্যে থাকিয়া ...।' নরেন্দ্র, ১৯২২।

মজা হওয়া কি তামাশা হওয়া। 'আজ একটা মজা হয়েছে।' জীবন, ১৯৩২।

মজা বিপ বুজ গেছে এমন। 'মজা বালের একটি ধারে কতকগুলি চিলের পালক কুড়াইয়া ...।' শওকত, ১৯৫৮।

মজাদিবি বি বুজ যাওয়া পুতুর। 'তালপাহা বসানো সেই পাড়ির পরে মজাদিবি।' হাসান, ১৯৬৭।

মজাপুতুর বি জলহীন ও কাদাময় পুতুর। 'আমাদের জীবনটি প্রায়ই মজাপুতুরের শেওলা-জলায় ভরা।' ধূর্তি, ১৯৩১।

মজাক দ্র মজা

মজাকিয়া [ফা মজা] ক্রিবিপ সানন্দে। মানোএল, ১৭৪৩।

মজামি বি মোম। 'চতুর্দিকে মজামির ডেউটি জ্বালিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

মজাহিমত [আ মজাহিমত] বি প্রতিবন্ধক। 'লোকসান ও মজাহিমত উঠাইবার জন্যে সরকারের মরজিমত ...।' কালপে, ১৭৮৯।

মজিদ, মজীদ দ্র মসজিদ

মজুত, মজুদ [আ মওজুদ] ১ বিপ সজ্জিত। 'আসামিয়ার নামনবিসি ও মজুত তহলি।' হালাহেভ, ১৭৭০। ২ বিপ শীকৃত। 'জরিমানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি।' দর্পণ, ১৮২২। দ্র মওজুদ

মজুতদার, মজুদদার [আ মওজুদ+দা দার] বি বাধ্যদাস্য মজুতকারী। 'ভেড়ারাম ভাণ্ডারওয়ালার চালের বড় মজুদদার।' মনসুর, ১৯৪৫। 'শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মজুতদারি বি মজুতদারের কাজ। 'লোহোরামি মজুতদারি চোরাকারবার এ সমস্তের কী ...।' মানিক, ১৯৪৭।

মজুতদার [আ মজুতদার+দা দার] ১ বি ভূষাধী। 'হিরণ্য গোবর্ধন মথুরের মজুতদার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'তারাতাদ মজুতদার।' দর্পণ, ১৮০০।

মজুর [ফা মজুদ] বি শ্রমিক। 'মজুরের কথা বার্তা।' কেরি, ১৮০২।

মজুরদার [ফা মজুদ+দার] বিপ শ্রমজীবী। 'শিল্পবিদ্যার উন্নতি

করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে।' দর্পণ, ১৮২৮।

মজুরনী বি নারী শ্রমিকের কাজ। 'সেখানে বাবুদের ইয়ারতে মজুরনী খাটবে।' তারা, ১৯৪৬।

মজুরবতি বি শ্রমিকপটী। 'পাহাড়ের ধার ঘেঁষে কুকে থাকা মজুরবতি ...।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৯।

মজুরা বি পেশাপাত কাজ। 'মাছত মজুরা করে গল্পগুঠে চড়ি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

মজুরানী বি স্ত্রী মজুর। 'ছাপরা মুসরের কুলি আর মজুরানীরা খাটবে।' জীবন, ১৯৩১।

মজুরি, মজুরী [ফা মজুদুরী] ১ বি পারিশ্রমিক। 'মজুরি সহিয়া তোক আপিলো যে ভারী।' বড়, ১৪৫০। 'ভার বহিলে নেহ মজুরী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মজুরের কাজ। 'যাহারা মজুরী করিয়া দিনপাত করে।' প্যারী, ১৮৬০।

মজুরিয়া, মজুরিয়া [ফা মজুদুরী] বি মজুর; শ্রমিকজন। 'এক মজুরিআ আন বহে দখিয়ার।' বড়, ১৪৫০। 'মজুরিয়া হিয়া কেন এত বড় রস।' বড়, ১৭৭০।

মজুরিগিরি, মজুরীগিরি [ফা মজুদুরী-গিরি] ১ বি শ্রমিকের কাজ। 'অধিকাংশ লোকের জীবিকার উপায় হচ্ছে ... অফিসে হাতে বা কলমে মজুরীগিরি করা।' সবুজ, ১৯২০। ২ বি দিনমজুরের কাজ। 'কিন্তু দুরবস্থা পড়লে জমিতে মজুরিগিরি করে।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

মজুদাদারি বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। সেরবি, ১৮৪০।

মজুরি [স মজুরী] বি মজুরী। 'শ্রীফল কলিনী কনক মজুরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মজুন [স] বি স্নান। 'তবে একবার প্রভু করয়ে মজুন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মজুবি [আ মজুবা] বিপ প্রেমো দিশেহারা। 'সালেকের রাহাণা, মজুবি হয় আশেক সেওয়ালা।' লালন, ১৮৯০।

মজুমান [স] বিপ ভুবন্ত। 'কিন্তু মজুমান জন, গনিয়াছি, ধরে তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে।' মাইকেল, ১৮৬২।

মজুমানমনা [স] বিপ দুঃখভারাক্রান্ত। 'ধারণার ... একবার শোকপর্বে ও একবার ভয়পর্বে মুহূর্তে মজুমানমনা হইয়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মজুমানা [স] বিপ স্ত্রী ভূবে যাচ্ছে এমন; ভুবন্ত। 'ব্রহ্মপাহের মধ্য হইতে কোন মজুমানা কামনা সুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মজুনা [স মজুনা] ক্রি ভোবা। মজুতি ক্রি ভূবে। 'সরোবর মজি সযীমন বিঘরত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মজুতি ক্রি ভূবতো। 'তবেত তাহান ভিসা জেহত মজুতি।' সুলতান, ১৭০০। মজুতিবেক ক্রি নিমজ্জিত হবে। 'মজুতিবেক সেই মোঘে নরক কুণ্ডলে।' সুলতান, ১৭০০।

মজুনা [স] ১ বি হাড়ের ভিতর চর্বিহীন পদার্থ। 'মজুনা, অস্থি তিন মাসেত সঞ্চয়।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি অন্তর। 'চির-বিচ্ছেদ-জর্জর মজুনা।' রবীন্দ্র, ১৯৪৮। 'কে জানবে হাড়ার থেকে ওর মজুনা কেমন করে কী বেদনা আসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মজুনাগত [স] ১ বিপ সহজাত। 'সেই মজুনাগত প্রীতিবশতই উত্তরবর-সাহিত্যপরিষৎ ...।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বিপ অস্থি-মজুর সসে অবচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। 'সর্বদা মাতিয়ে রাখে কৃতি মজুনাগত।' শ্যামসুর, ১৯৬৬।

মজুদোষ [স] বি সংশোধন সম্ভব নয় এমন দোষ। 'রাজার

মজ্ঞদোষে, কি মন্ত্রণার অভাবে রাজ্যশাসনে অকৃতকার্য হইলেও
আশা থাকে।' *মশাররক*, ১৮৯০।

মজ্ঞামতিতা [স] *বিপ* স্ত্রী অপ্রতিভ; সংকোচমাত্র। 'মজ্ঞামতিতা
রত্নদাম নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

মজ্ঞাহীন [স] *বিপ* সারস্বত্য। 'শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর
মজ্ঞাহীন।' *শব্দ*, ১৯৬৯।

মজ্জিত 'প্র মজ্জা'

মজ্জিত [স] *বিপ* ভূবে আছে এমন। 'ভারত লজ্জিত হে/ হীনতা-পক্ষে
মজ্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মজ্জা বি শ্রম; যত্ন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মজ্জা করা কি কোনো কাজ যত্নসহকারে সম্পন্ন করা। *মানোএল*,
১৭৪৩।

মজা [স] মধ্য; পা মজ্জা *বিপ* মধ্য। 'মজা বেণী তরঙ্গম মূলিতা।' *চর্যা* ১৩,
১২০০।

মজু সর্ব আমার। 'মজু মন তাহে কাহে না জুলব মদন মূবহা পায়।' *চিত্ত*,
১৬০০।

মঞ সর্ব আমি। 'অরে কৈসে জীউব মঞেরে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মঞ্চ [স] ১ *বি* উঁচু স্থান। 'মঞ্চ হইতে ভূম্যে পাড়ি কংস রাজায় মারি।' *মালাধার*, ১৫০০। ২ *বি* বেদী। 'অতি উচ্চ করি মঞ্চ বান্ধিতে সজ্জার।'
সুলতান, ১৭০০। ৩ *বি* বই রাখার তাক। 'মেহানির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ
হাজার গ্রহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মঞ্চহ [স] *বিপ* মঞ্চে অভিনীত। 'একাত্তিক মঞ্চহ করা হয়ে।'
বেগম, ১৯৬৭।

মঞ্চায়ন [স] *বি* মঞ্চে অভিনয় বা উপস্থাপন। 'একটি নাটক
মঞ্চায়নের মাধ্যমে কৃত্রিম মহিলা সমিতি ... অর্থ সংগ্রহ
করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৮।

মঞ্চো [স] মর্ত্য। *বি* মর্ত্য। 'পরমেশ্বর সর্গো, মঞ্চো, পাতাল সৃষ্টি
করিয়াছেন।' *আতোনিয়ের*, ১৭৪৩।

মঞ্চন [স] *বি* মাজন; যা দিয়ে দাঁত মাজা হয়। 'মঞ্চে মজ্জিত দন্ত দামিনী
খসিছে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মঞ্জর [স] মঞ্জরী *বি* মুকুট। 'নাগরাজ দিয়া বাধে মাথার মঞ্জর।' *বিজয়*,
১৬৫০।

মঞ্জরা [স] মঞ্জর-*কি* মুকুট হওয়া। *মঞ্জরে কি* মুকুট হয়। 'মঞ্জরে
সুখান কাঠে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মঞ্জরিত [স] *বিপ* মুকুট। 'দক্ষিণের বাতায়নতলে মঞ্জরিত-ইন্দুমতী-
বরয়্যবিতানে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মঞ্জরী [স] *বি* শিখ। 'নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

মঞ্জি *বি* মঞ্জরী। 'নির্ভয়ে ঘাসের মঞ্জি এগিয়ে এসেছে।' *অচিভ্য*, ১৯৫০।

মঞ্জির, মঞ্জীর [স] মঞ্জীরা *বি* নুপুর। 'তেজহ সুন্দরি রাধা মধুর মঞ্জীর।'
বড়ু, ১৫০০; 'তরুণাঙ্গল গল কমলদলারঙ্গ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

মঞ্জিরবেষ্টিত [স] *বিপ* নুপুর পরিহিত। 'অনুভব করলাম কোন
কৌতুকময়ীর মঞ্জিরবেষ্টিত চরণে তা অধিকৃত।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

মঞ্জিল [স] *বি* লক্ষ্য। 'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ
চারি মঞ্জিলেত করএ এবাদত।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *বি* বিশ্রামের

স্থান বা ঘর। 'গঙ্গা হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল।' *দর্পণ*,
১৮২৪; 'প্রাণে-প্রাণে, মঞ্জিলে-মঞ্জিলে - দিলে ডাক।' *মাহেনও*,
১৯৪৮।

মঞ্জেল [স] *বি* মনজিলা *বি* প্রাসাদ। 'মঞ্জেল মঞ্জেল যায় দেলে
ভাবাগোণা।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মঞ্জিষ্ঠা [স] *বি* স্তব্ধ লতা বা ফুলবিশেষ। 'লাহা, নীল কিরীকী মঞ্জিষ্ঠা
কুসুম কুসুম হরিদ্রা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' *অক্ষর*, ১৮৪১।

মজ্জ [স] ১ *বিপ* সুন্দর। 'মরকত মজ্জকুর মুখমল মুখরিত মুরলিসুতা।' *গোবিন্দ*, ১৬০০। ২ *বিপ* মনোহর। 'বহে সে সসীতে যবে মজ্জ
কুঞ্জান্তরে সমদেশে।' *মাইকেল*, ১৮৬৩।

মজ্জকেশী [স] *বি* মজ্জকেশী, সমো মজ্জকেশী *বি* স্ত্রী সুন্দর চুল যার।
'মজ্জকেশী! স্বর্ণশয্যা তাকি জাগি আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

মজ্জধ্বনি [স] *বি* মধুর ধ্বনি। 'প্রবে মজ্জধ্বনি, নাসিকা দেখিয়া ...
তিলপুষ্প গেল।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মজ্জানিশিনী [স] *বিপ* সুন্দরীকুলের গর্ব হরণকারী। 'তুমি, হে
মজ্জানিশিনী শচি, তুমি ব্যঘ ইন্দ্রজিভের নিধনে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মজ্জবন্দী [স] *বি* মনোহর বনশ্রেণী। 'সহসা নদনের মজ্জবন্দী
দেখতে পেলাম।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মজ্জভাষিনী [স] *বিপ* স্ত্রী সুন্দর কথা বলে এমন। 'তরুবনসা
তুহায়াসিনী/ বীণাশাসিতমজ্জভাষিনী/ কমলকুঞ্জাননা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মজ্জলীলা [স] *বি* মধুর ভাবভঙ্গি। 'চাহিয়া মুখশনে মজ্জভাষা
মজ্জলীলাতরে চলে গেল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মজ্জর [স] মঞ্জরী *বি* মুকুল। 'বসন্ত সময় হৈল প্রচুর মজ্জর।' *বাহরাম*,
১৬৫০।

মজ্জর [স] *বি* মনজুর ১ *বি* (ইসলাম) গ্রহণ। 'রাহুল উপরে দাদ করিতে
মজ্জর।' *গরীব*, ১৭৬৫। ২ *বি* নীকার। *ভবানী*, ১৮২৩। ৩ *বিপ*
অনুমোদিত; গৃহীত। 'সত্য তাহা আনিলেন ও তাহা মজ্জর হইল।'
বসন্ত, ১৮২৯।

মজ্জরী, মজ্জরী [স] *বি* মনজুর-*বি* অনুমতি; অনুমোদন। *বিদ্যা*,
১৮৯৯; 'পরিকল্পনাটির মূর্তমান করার মজ্জরী না-মজ্জরী তাঁরই
চীহ্নে।' *মুক্ততাব*, ১৯৫২।

মজ্জরীকৃত [স] *বি* মনজুর-*কৃত* ১ *বিপ* অনুমোদন করা হয়েছে
এমন। 'বন্যাত জনগণের সাহায্যের জন্যে মজ্জরীকৃত তিন হাজার
টাকা।' *বেগম*, ১৯৭০। ২ *বিপ* বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এমন। 'রাজার
জন্য মজ্জরীকৃত অর্থ রাত্রা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয় নাই।'
আজাদ, ১৯৭১।

মজ্জরী [স] মঞ্জরী *বি* নতুন পাতা। 'মজ্জরী মজ্জর ভ্রমর গঞ্জর।' *বাহরাম*,
১৬৫০।

মজ্জরী 'প্র মজ্জর'

মজ্জল [স] ১ *বিপ* সুন্দর। 'মজ্জল বজ্জলবনে মন্ত অলিকুল।' *রামপ্রসাদ*,
১৭৮০। ২ *বি* কুজবন। 'কেন না নিবাস ভব বজ্জল মজ্জলো।'
মাইকেল, ১৮৬২। ৩ *বিপ* মনোহর। 'মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে
বিকাশে কত মজ্জল রাসগিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মজ্জলা [স] *বিপ* স্ত্রী মনোহর। 'শুদলমল্লা চলচমল্লা অয়ি মজ্জলা
মজ্জরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মজ্জা [স] ১ *বি* ঝাঁপ; পেঁটার। 'ভাগরে মণি রেখেছি মজ্জায়।'

সত্যোপ, ১৯১৫। ২ বি হান। 'তার মনের গোপন মজ্জ্বার কুঞ্জিকাটি' নজরুল, ১৯২২।

মডেল

মট [স মটো বি মঠ। 'নানা চিত্র ইট কাটে নেউল হুঁসা মটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মটকা [স মটকা] ১ বি ঘূমের ভান। 'আমাদেরও ঝোপ বুকে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি ঘরের চালের উচ্চতম স্থানের জোড়া। 'মটকা থেকে/ চাষার ছেলে/ দেখছে।' সত্যোপ, ১৯১২; 'গাছের আগা, ঘরের মটকা।' নজরুল, ১৯৩১।

মটকা মারা কি ঘূমের ভান করা। 'আমাদেরও ঝোপ বুকে কোপ, মটকা মেরে বসে থাকি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মটকা [স মটিকা] বি বড়ো কলসির মতো মাটির তৈরি পাত্র। 'কাহারো মটকার উদর লাগায়।' প্যারী, ১৮৫৮; 'পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মটকি বি বড়ো কলসির মতো মাটির তৈরি পাত্র। বিদ্যা, ১৮৯১; 'মটকিতে ঘি এনো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মটকা [বি মটকা] বি রেশমের মটো কাপড়বিশেষ। 'একখানি তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতাম খোলা চাপকান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মটকানো কি মট করে শব্দ হয় এমনভাবে মোচড়ানো। 'অঙ্কুল মটকাতে মটকাতে খবরের কাগজটা ধরল।' জীবন, ১৯৩২।

মটকু বিণ মোটাসোটা। 'একটা মটকু বানর দিবা মাচায় বসে।' নজরুল, ১৯২৬।

মটন [বি mutton] বি ভেড়ার মাংস। 'বিলেত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মটন কারি [বি] বি ঝাল দিয়ে রান্না-করা ভেড়ার মাংসের তরকারি। 'ডিশের পরে ডিশ, শুধু মটন কারি ফিশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'চিকেন কারি, মটন কারি ইত্যাদি ত রয়েছে।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

মটনকিয়া [বি মটন+কা কিয়া] বি ভেড়ার মাংস কুচিকুচি করে তৈরি খাদ্য উপকরণবিশেষ। 'আলুর চপের মটনকিয়া সরষে সংযোগে খেতে খেতে ...' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

মটন চপ, মটন চাপ [বি] বি ছাগল বা ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি রান্নাবিশেষ। 'ভাঁহারা দুর্গাচর্চন বাটতে বিহুস্টেক ও মটন চপ ... মরিচা আদম্বন করলে।' দর্পণ, ১৮৩১; 'চিপুয়ের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে।' হুতোম, ১৮৬১; 'মটন-চপের হাড়তলি একেবারে পাশিগ করে হাতিরা দৈতের চুঁচিকারি মতো কচুকে করে রেখে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯৮৩।

মট মট [ক্লনা] বি ক্রমাগত মট শব্দ। 'একখানা হাড় মট মট করে ভেঙ্গে গিয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মটমটী [ক্লনা] বি মটমট শব্দ। 'দধি খায় ফেনি তার করে মটমটী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মটর [বি] বি কলাইজাতীয় শস্য। 'মৃতিমস্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে শত শত মসুর মটর ছালা ছালা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মটর-কড়াই বি মটর ও কড়াইয়ের ডাল। 'কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না করে পড়ি গেল শ্রোক বিকট হাঁ করে, মটর-কড়াই মিশিয়ে কাকের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মটর-ভাজা বি মটর-ডাল ভাজা। 'মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মটরশাক [বি মটর+শাক] বি মটরশুটির শাক। 'মটরশাকের স্নিগ্ধ স্পাঞ্জে ...' বিজুতি, ১৯৩৮।

মটরশুটি, মটরশুটি বি কড়াই উটি; ডালবিশেষ। 'কত হোমানটি মটরশুটির কথা বলছিলে।' বক্সিম, ১৮৭৫; 'ঘাসের ফুলে মটরশুটি খেতে ...' নজরুল, ১৯২৫।

মটরযান [ই+স] বি মোটরচালিত যানবাহন। 'মটরযানের উপর ধার্য করে কর্পোরেশনের অংশ বৃদ্ধি।' আজাদ, ১৯৪০।

মটরমালা বি গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'সোনার মটরমালা পরে এসেছেন গলায়।' মনোজ, ১৯৬১।

মটরাদার বি একপ্রকার শাড়ি। 'চেলী ও মটরাদার শাড়ী।' দর্পণ, ১৮১৯।

মটর বি যাত্রার ভাঁড় শ্রেণীর চরিত্রবিশেষ। 'যাত্রার ভুলুয়া এবং মটর এই সকল শ্রেণীর রসিকদিগের আদর্শ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মটক [স মটকা বি মুকুট। 'ভাষার ফুলের মটক মাখায় করিয়া মালা জপিতেন।' মনোএল, ১৭৪৩।

মঠ [স] ১ বি (হিন্দুধর্ম) অশ্রম। 'একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি মন্দির। 'যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলি করি হঠ।' ভারত, ১৭৬০।

মঠকার [স] বি মঠ নির্মাণকারী শ্রমিক। 'চটকার পটকার মঠকার বেতনোপার্জক ইয়া।' ভবানী, ১৮২৫।

মঠপতি [স] বি মঠের প্রধান। 'তত্ত্বারা এক পাশে গ্রহবিপ্রাণ বৈসে বুড়িপ্রাণ মঠপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মঠাধ্যক্ষ [স] বি মঠের অধ্যক্ষ। 'মঠাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্তবোধ ... হইলে বরাবর রাখিয়া দেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

মড়াটে [বি] বি মধ্যস্থ পী দল বা ব্যক্তি। 'অতি বড় মড়াটেরাও আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন।' দর্পণ, ১৯২০।

মডার্ন [বি] বিণ আধুনিক। 'প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে ... শঙ্কা করাই হচ্ছে মডার্ন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'বিশ্ব শাস্ত্রীর কবিও ব্রুধি মডার্ন হতে পারেন না।' নজরুল, ১৯২৭; 'মিথ্যে বকাহি, মডার্ন কালটাই খেলো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মডার্নী [বি মডার্ন] বি সাম্প্রতিক কালের চালচলনে অভ্যস্ত মেয়ে; আধুনিক। 'তখনও এদেশে "পেট-কাটা" মনরাভানো' মডার্নীদের আবির্ভাব হয়নি।' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

মডেল, মডেল [বি model] ১ বিণ আদর্শ। 'উত্তরপাড়া মডেল জমিদারের নর্ম্যাল ইকুল' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি মডেল; প্রত্নরূপ। 'শ্রী গাভগিল মূর্তিটির মডেল দেখে উদ্বাহ হয়ে নৃত্য করেছেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২। ৩ বি পণ্য বিপণনের জন্য ক্রেতা আকর্ষণ বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি। '১৩ জন মডেল এই ফ্যাশন শো-তে অংশগ্রহণ করেন।' বৈশম, ১৯৬৮।

মডেল স্টুডিও [বি আদর্শ স্থান। 'মডেল স্টুডিওর হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিং?' নজরুল, ১৯৩৬।

মড়ক [স মরক] ১ বি মহামারী; ব্যাপক হারে মৃত্যু। ওয়া, ১৭৮৫; 'মড়কের দুর্ভাগ্য প্রকাশে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বি মৃত্যুর প্রতীক। 'মড়কের কথা, নিজ হাতে তুই রচিলি নিজের কল্যাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মড়কচণ্ডি [স মরক-চণ্ডী] বি মহামারী। 'এবার মড়কচণ্ডি হবে।' নজরুল, ১৯২৪।

মরক [স] বি মহামারী। 'দুসেহ প্রাণঘাতক বাশ্প নির্ঘাত হইয়া চতুর্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মড়মড় [ধন্য] ১ বি গাছপালা ইত্যাদি ভাঙার শব্দ। 'কেতুসের ডালপালা করে মড়মড়।' রূপরাম, ১৭৫০; 'বাগানে মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি শক্ত জিনিস ভাঙার শব্দবিশেষ। 'মড়মড় করিয়া খুড়ের ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিব।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

মড়মড়াই [ধন্য] বি মড়মড় করে ভাঙার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মড়মড়ি [ধন্য] ক্রিবিণ মড়মড় শব্দ করে। 'টানিল উদুখন সুনি মড়মড়ি।' মালাধর, ১৫০০।

মড়মড়ে [ধন্য] বিণ কড়কড়ে। 'হীরেদাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বড়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মড়ল [স মতল] বি মতল। 'গগন মড়ল দুহক তুখন একসর উগ চন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মড়া [স মৃত] ১ বি মৃতদেহ। 'উপবাসী আছি বাইআ আঠাসি কোটি মড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ মৃত। 'ধনু হৈয়া মোহন রছিল মড়া প্রায়।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি মৃতের মতো অক্ষম। 'কইনে কিছু মড়ার লাখি খেলে।' নজরুল, ১৯২৬।

মড়া আগলা বি মৃতদেহ পাহারা দেওয়া। 'তাকে মড়া আগলা করে আগলাব।' নজরুল, ১৯২৮।

মড়াকাটা বিণ লাশকাটা হয় এমন। 'মড়াকাটা ঘর পার হয়ে এসে ...।' সিকান্দার, ১৯৬৩।

মড়াকাট বি শব্দেহ পোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত কাঠের দেশী। 'এই অবেলায় মড়াকাট কাঁধের উপর।' শওকত, ১৯৮৮।

মড়াকান্না বি মৃত ব্যক্তির জন্য চিকার কান্না। 'কান্না ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না।' প্রমথ, ১৯০৫।

মড়া টড়া বি মৃতদেহ। 'অবশ্যই মড়া টড়া আসচে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

মড়াফেলা বিণ মৃতদেহ বহন করা হয় এমন। 'একটি মড়াফেলা খাটিয়ার উপর ... গুয়ে কিবা বসে ভাবা হাঁকায় কয়ে দম মারছেন।' প্রমথ, ১৯৩৮।

মড়ামুখ বি মৃত মানুষের মুখ। 'মড়ামুখ দেখে আমাদের গৃহত্যাগ।' নজরুল, ১৯২৭।

মড়ার উপর ঝাঁড়ার ঘা - দুর্বলের উপর প্রচণ্ড আঘাত। 'হসবতি, আর মড়ার উপর ঝাঁড়ার ঘা দিসনে।' উমেশ, ১৮৫৭।

মড়িপোড়ানী [স মৃত] বি ক্রী যে শব্দ পোড়ায়। 'মড়িপোড়ানীর জামাই।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

মড়াফে বিণ নিচুল। 'মড়াফে প্রেম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

মড়াড [ধন্য] বি গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। 'মড়াড করে পাড়িছে সড়াড করে।' নজরুল, ১৯২৬।

মড়ানো ক্রি মোড়ানো। 'মড়ায়িবে ক্রি মোড়াবো।' আল সুব্রহ্মে মড়ায়িবে।' বড়ু, ১৪৫০।

মর্ণ [স মর্না] বি মর্ন। 'মর্ণ পথ বণি করও কসলা।' চর্য ১৯, ১২০০; 'এ বোল বুলিআ কাফাওঁ মনের উল্লাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

মর্ণশোএর [মনশোচর] বি মনশোচর। 'জো মর্ণশোএর আলাজালা.'

চর্য ৪০, ১২০০।

মর্ণতরু [মন+তরু] বি মনরুপ বৃক্ষ। 'মর্ণতরু পাঙ্কজি তসু সাহা চর্য ৪৫, ১২০০।

মর্ণরঅণা [মনেরঅণ] বি মনরত্ন। 'তিম মর্ণরঅণ রে সমরসে গজ সমাঅ।' চর্য ৪৩, ১২০০।

মর্ণ [আ মর্না] বি ৪০ সের ওজন (প্রায় ৩৮ কিলোগ্রাম)। 'আশী য লোহার তর্জ হাতে করি।' সুলতান, ১৭০০।

মর্ণকরা ক্রিবিণ মর্ণপ্রতি। 'পাটের উপর মর্ণকরা এক আলা কমিশ পায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

মর্ণত ক্রিবিণ এক মন ওজনের মধ্যে। 'সিক্তা সিক্তা কাটিল মর্ণ বাটা কমি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মর্ণপ্রতি বিণ প্রতি মনে। 'পাটের মর্ণপ্রতি দাম হ্রাস পায়।' আজ্ঞা ১৯৪০।

মণি [স] বি মূল্যবান বস্তু। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' বড়ু ১৪৫০। ২ বি মধ্যভাগ। 'রুটির মণি।' মাদোএল, ১৭৪৩। ৩ বি মস্তিষ্ক; সার। 'মাদোএল, ১৭৪৩। ৪ বি মণির মতো তরুত্বপূর্ণ। 'রাজকুমারি নৈকামেয়।' মাইকেল, ১৮৬১।

মণিকর্ণপুর [স] বি মণিখচিত কানের অলঙ্কারবিশেষ। 'মার্জন করিত পরে মণিকর্ণপুর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মণিকা [স] বি মূল্যবান রত্ন। 'কোন মায়-মণিকার হেরিহ বশন। নজরুল, ১৯২৮।

মণিকাঞ্চন [স] বি সোনা ও মণিক্য। 'আপনার মণিকাঞ্চন এই করন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মণিকাঞ্চনযোগ [স] বি শুভ যোগাযোগ। 'তোমাতে যে মণিকাঞ্চনযোগ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মণিকাঞ্চনীযোগ [স] বি যোগো আনা মিল; অপূর্ণ মিল। 'মণিকাঞ্চনী যোগ উপহিত হইয়াছে।' সফর, ১৮৬১।

মণিকার [স] বি জহুরি; মণি সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। 'এ মণিকারকে ডাকাইয়া ঐ সময়ে রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিা কহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মণিকিরণ [স] বি মূল্যবান বস্তুর রশ্মি। 'মণিকিরণ উজ্জলে আর ভজ্ঞমুগে।' বড়ু, ১৪৫০।

মণিকুন্তল [স] বি মণিময় কানের অলঙ্কার। 'দোল কপোল ললি মণিকুন্তল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মণিকুন্তলা [স] বিণ ক্রী মণিময় কর্ণভঙ্গমুতা। 'তুই যে মহালক্ষ্মীরাপা, তুই যে মণিকুন্তলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মণিকুন্তলা [স] বিণ ক্রী মণি মাথায় এমন। 'কণিণী মণিকুন্তল বিবাহের ফণী।' মাইকেল, ১৮৬০।

মণিকোঠা বি মণি ধারা তৈরি ঘর। 'তচি হইয়া কর কোঁটা প্রদক্ষি মণিকোঠা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মণিদাম [স] বি মণিহার। 'শোভে অনুপাম কঠে মণিদাম তা মরকত তায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মণিদীপ [স] বি মণিময় প্রদীপ; মূল্যবান পাথরে তৈরি বাড়ি। 'অরমোর শাদামনে প্রতীকার মণিদীপ ফুলে।' কবরত, ১৯৬৩।

মণিদীপ্ত [স] বিণ বস্তুর আভা উজ্জ্বল। 'রবিনী মণিদীপ্ত প্রদোষে দেশে/ জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মণিনীপ [স] বি মণিময় কদমফুল। 'ফুটাও আঁধার-কদম-খুমশাখে
মোর স্বপন মণিনীপ।' নজরুল, ১৯২৫।

মণিনুপুর [স] বি মণি দিয়ে তৈরি পায়ের অলঙ্কার। 'হাঠী মণিনুপুর
তরলিত কলই।' গোবিন্দ, ১৬০০।

মণিভূষণ [স] বি মণি দিয়ে তৈরি অলঙ্কার। 'বিশ্বজগৎ মণিভূষণ
বেষ্টিত চরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মণি-মঞ্জীর [স] বি মণির তৈরি নুপুর। 'মণি-মঞ্জীর বাজে অরুণিত
চরণে সখী।' নজরুল, ১৯৩৩।

মণিমল্লিকা [স] বি মণির মালা। 'মণিমল্লিকা হীরে-মাণিকের দুল।'
জীবন, ১৯২৭।

মণিমস্ত [স] বিণ মণি আছে এমন। 'অজ্ঞান দেখিয়া তবে মণিমস্ত
নাশে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মণিময় [স] বিণ বস্ত্রবহিত। 'শ্রবণে কুল দোলে মণিময় হার গলে।'
রূপরাম, ১৭৫০; 'হে দানবপতি ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
বহন্তে গড়িলা।' মাইকেল, ১৮৬১।

মণিমাণিক্য [স] বি মূল্যবান রত্নরাজি। 'মণি মাণিক্য হিরা দেখী
বিন্দ্য অতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মণিমালা [স] বি মণি দিয়ে তৈরি হার। 'দেখাইলে মুখ মণিমালা
লাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

মণিমুকা [স] বি নানা প্রকার মূল্যবান পাথর ও রত্ন। 'মণি মুকা
লাগিয়াছে বিচিত্র নির্মাণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মণিমুক্তাযুতা [স] বিণ মূল্যবান রত্নবহিত। 'মণিমুক্তাযুতা, গলে
হারত্যা।' ভবানী, ১৮২৫।

মণিঘোনি [স] বি মণির উৎপত্তিস্থল। 'মণিঘোনি খনি বস, দিব হে
তোমারে।' মাইকেল, ১৮৬২।

মণিকর বি মণিহার। 'মুকুতা পড়িল যদি মণিকর ঠাই।' বাহরাম,
১৬৫০।

মণিসম্ভার [স] বি রত্নরাজি। 'অঞ্জলি দেহ রাজা। মণিসম্ভার।'
সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মণিহর্য, মণিহর্য [স] বি মণিমুক্তা বহিত অট্টালিকা। 'মণিহর্যে
অসীম সম্পদে নিমগ্ন।' জগদ্বল, ১৬৮০।

মণিহর্য [স] বি মণিময় প্রাসাদ। 'মণিহর্যে অসীম সম্পদে নিমগ্ন
কাদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মণিহার [স] ১ বি মণিমুক্ত গলার হার। 'শ্রীবৎস কৌস্তভ বন্ধে
শোভে মণিহার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সন্ধান। 'এ মণিহার আদ্য
নাহি সাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৩ বি আলো। 'প্রভাতের কণ্ঠ হতে
মণিহার করে ঝিলিঝিলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মণিহার্য বিণ মাথার মণি হারিয়েছে এমন। 'মণিহার্য ফণী তুমি
রয়েছ আঁধারে।' মাইকেল, ১৮৭২; 'মণিহার্য ফণিনীর ন্যায়।'।
দীনবন্ধু, ১৮৭০।

মণিহার্য ফণিনী বি ক্রী অতিপ্রিয় ব্যক্তিকে হারানোর ফলে অস্থিরচিহ্ন
বহি। 'মণিহার্য ফণিনী কি বোলে পাে স্বজন।' মাইকেল, ১৮৬১।

মণিহার্য ফণী বি মাথার মণি হারানোর ফলে অস্থিরচিহ্ন সাপ।
'দুলিছে হালুপি মণিহার্য ফণী।' নজরুল, ১৯২৫; 'মণিহার্য ফণী
যাকে বলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মণী [স] মণি বি মূল্যবান রত্ন। 'খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী।' বড়ু,

১৪৫০।

মণিকণ্ঠ [স] বি পাণিবিশেষ। 'বাসনার মণিকণ্ঠ পাণিভাঙ্গা চরে ...'
শ্যামসু, ১৯৬৩।

মণিকণ্ঠী [স] বি পাণিবিশেষ। 'মণিকণ্ঠী, চন্দনা, ভারতী, দোয়েল।'
সুদীপ্ত, ১৯২৮।

মণিকুল বি নান্দিময় (মণিপুত্র)। 'মণিকুলে বহিরা গড়িআলে সন্ধ্যা।'
চর্যা, ১২০০।

মণিপুত্র [স] বি (তত্ত্ব) ঘটচক্রের অন্যতম চক্র, যার স্থান বক্ষ্যে। 'তার
তলে মণিপুত্র পরম শিবের স্থল।' চন্দ্র, ১৫৫০।

মণিপুত্রী [স] বি মণিপুত্রের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি,
মণিপুত্রী, কৌপারী।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মণিবন্ধ [স] ১ বি মণিবন্ধ; হাতের কবজি। 'মণিবন্ধ হইতে পায়ের গুলনা
পর্য্যাপ্ত।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি বড়ির বেষ্ঠ। 'সোনার মণিবন্ধ।'
রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মণিয়া [স] মন> বি মুনীয়া পাখি। 'চড়ই মণিয়া পানদুয়া টুনটুনি।' ভারত,
১৭৬০।

মণিব [স] মণপা বি মণপ; ছাদযুক্ত বড়ো চত্বর। 'বসিবার বল মণিব
ঘরে।' কবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মণ [স] ১ বি কুণ্ড, কুণ্ড। 'অতিথিকে সজীব করিবার জন্যে এক পাত্র
ভণ্ড মণ সজ্জিত করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি নরম দলা।
'মণস্কর মণের মতো লোভ এসে ছিটকে পড়তো।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মণ্ড ভাণ্ড্য ক্রি জাঁতার ভাণ্ড। 'মণ্ড ভাইতে।' মাদোএল, ১৭৪০।

মণ্ড [স] ১ বি ভূষণ; অলঙ্কার। 'মাথার মণ্ড মোরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২
বি সাজসজ্জা। 'সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ড।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মণ্ডশিল্প [স] বি সাজসজ্জা। 'ব্রতে এই-সবই রয়েছে - কবিতা চিত্র
উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডশিল্প।' অবন, ১৯১৯।

মণ্ডপ [স] ১ বি ঘর। 'মাণিকের ঘটা ক্রিয়েরে ছাঁটা এমতি মণ্ডপ ঘর।'
চন্দ্র, ১৫৫০; 'ভোগমণ্ডপ শোখি শোখি প্রাণণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২
বি হিন্দুদের পূজার ঘর। 'মধুকর ডিঙ্গা আন মণ্ডপ ভিতর।' বিজয়,
১৬৫০। ৩ বি ছাদযুক্ত বড়ো প্রাঙ্গণ। 'একটা দোতলা মণ্ডপ
(pavilion) আছে ক্রাবের জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মণ্ড [স] ১ বি পুঞ্জ। 'নাদ ন বিন্দু ন রব ন সসিমণ্ড।' চর্যা ৩২,
১২০০। ২ বি গোলক। 'গ্রাধর নিক্ত মণ্ড আনয়।' বড়ু, ১৪৫০।
৩ বি দল। 'লোক নিবারণিতে হেল ভিন মণ্ডল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪
বি ভুবন। 'এ মণী মণ্ডল যথ্যে আরব দুল্লভ।' বাহরাম, ১৬৫০। ৫
বি মহল। 'বেলএ বলস্র জীড়া হুবতী মণ্ডল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৬
বিণ গোলাকার। 'মণ্ডল কাঁটাল ভায়া পেয়েছেন বড় পায়া হেঁড়ে পাগ
ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।' তপ, ১৫৮৮।

মণ্ডপাকার [স] বিণ গোলাকার। 'অবশ মণ্ডপাকারে খচিত হৈছিল।'
সুলতান, ১৭০০।

মণ্ডল [স] ১ বি মণ্ড প্রাঙ্গণ। 'আর জত পতণ্ড সতে হব প্রাঙ্গণ মণ্ডল
হইবে কালসার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গ্রাম-প্রধান; মোড়ল।
হ্যালহেড, ১৭৭৮; 'গ্রামের মণ্ডল বসিতে পায়ের।' কেরি, ১৮০২।
৩ বি বাঙালি বংশানাম-বিশেষ। সের্গি, ১৮৪০।

মণ্ডলভূ [স] বি মণ্ডলবহি। 'হরিশ মণ্ডলভূ গ্রামের মণ্ডলভূ দাবিকে সে
স্বীকার করিতে চায় না।' ভার্য, ১৯৪২।

মণ্ডলাধ্যক্ষ [স] বি মণ্ডলগণের প্রধান। 'মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং জনপদাধ্যক্ষ

এবং প্রামাণ্যক ইত্যাদি ইহারদের শীল প্রজ্ঞাপণকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে।' রামরায়, ১৮০২।

মতলেশ্বর [সি] বি সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মতলেশ্বর হইতেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মতলী [সি] ১ বি বৃত্ত। 'পরস্পর করে ধরি হইলা মতলী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ বৃত্তাকারে দলবদ্ধ। 'মতলী হইয়া করে লোক-নিবারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি সমুহ। 'ব্রহ্মণী প্রভৃতি জ্ঞান মাত্রিকা মতলী সভারে কুথিতে আজ্ঞা দিল ভদ্রকালী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ চক্ৰাকার। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৫ বিণ সাময়িক। 'বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এক মতলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা গত রবিবার পিনসে হয়।' প্রভাকর, ১৮৩১। ৬ বি জাগরণ; অবস্থান। 'সে তাহার নিজের মতলীতে শায়ীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মতলি [সি] মতলী। বিণ গোল। 'কৃষ্ণ বেড়ি দাড়াইল মতলি করিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

মতলী-রচন [সি] ক্রিণিণ গোলাকার হয়ে। 'বড় বড় লোক বসিলা মতলী-রচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মতা [সি] মতা-। বি ছানার তৈরি সদস্যজাতীয় মিথিবিশেষ। 'বেততা তেজিয়া পণা কিনিলা অমৃত মতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মতামিঠাই বি ছানার তৈরি গুটি আকৃতির মিঠাইবিশেষ। 'মদ্যমাংসে মতামিঠাই মতিচূর খাওয়া সরভাজা।' ভবানী, ১৮২৫।

মতা [সি] মতা-। ক্রি সজ্জিত করা। 'মতিয়া আপন সৈন্য ভঙ্গ দিয়া যায়।' জালাল, ১৬৮০।

মতিত [সি] ১ বিণ ভূমিত। 'কুপলমতিত চারু প্রণবযুগলা।' বদ্র, ১৫৮০। ২ বিণ আবৃত। 'রেণুএ মতিত উজ্জল কারণ।' বাহরাম, ১৬০০। ৩ বিণ উজ্জল। 'একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মতিত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মতুক, **মতুক** [সি] বি ব্যাঙ। 'জনমিআ মতুক জন্মপাফালাফি জাএ।' রামাই, ১৭১০। 'বিজুলী জলের ছাট ... মতুকের কৌতুক দূসই হে।' ভারত, ১৭৬০।

মহ [সি] বি মত। 'কি প্রকারে ঠাণা মতকবুক আলিসিত হইল।' গীণবহু, ১৮৬৭।

মহ [সি] সর্ব আমার। 'কি প্রকারে ঠাণা মতকবুক আলিসিত হইল।' গীণবহু, ১৮৬৭।

মত [সি] বি মত। 'কেও বোল মতৈ কান তর জোলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মত [সি] মত-। বিণ রকমের। 'প্রকির্তি অশ্রিয়া তেন মত মোর মায়া।' মালাধর, ১৫০০। 'এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ মতৈ

মতে [সি] মত-। ১ ক্রিণিণ ভাবে। 'এই মতে নিতি জাহ মথুরার হাটে।' বদ্র, ১৫৭০। ২ ক্রিণিণ সঙ্গে। 'গোমান মতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রিণিণ প্রকারে। 'মায়ের নামমতে নাম হয় কোন মতে।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ ক্রিণিণ রূপে। 'তাহারদের বিশেষ বিশেষণ কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন।' রামরায়, ১৮০১।

মত [সি] ১ বি উপায়। 'নানা মতে কৈল তার গর্ব বচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ধারণা; অভিমত। 'দুই মতে যুদ্ধে আছে পদ।' জালাল, ১৬৮০। ৩ বি রীতি। 'বিবি ফাতেমার বিয়া হইল যে মতে।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি সিদ্ধান্ত। 'বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে

থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি সম্মতি। 'বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মত ঐক্য [সি] মত-ঐক্য। বি মতের মিল। 'জুড় মানা হিন্দুদিগের মত ঐক্য কারণ প্রেরণ করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

মত কন্ডা ক্রি সম্মতি দেওয়া। 'বাবা কি এতে মত করবেন মা।' উমেশ, ১৮৫৭।

মতগুরু [সি] মত-গুরু। বি আদর্শ। 'তাদের যে মতগুরু মাত্র ১৮টি হাদিসের উপর তাঁর সমস্ত বিধি বিধান ...' সওয়াগত, ১৯২৮।

মতভৈত [সি] বি মতের অমিল; বিমত। 'এ বিষয়ে কোন মতভৈত থাকা উচিত নহে।' এসলায়, ১৯১৮।

মতবৈধ [সি] বি মতানৈক্য। 'ইহাও যে আমাদের নিকটে রাজবন্দ সমাদরবীয়, তাহাতে আর মতবৈধ নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'এই আইন বাতিল ও রক্ষার প্রেমে নানা জাতিগত ও মতবৈধের উত্তর হয়।' বেঙ্গল, ১৯৬৫।

মতবারিক [সি] বিণ মতাবলম্বী। 'মতবারিক ভাবে কাজ করে-করে চল পুরুষানুক্রমে।' অবন, ১৯২৫।

মতপাল [সি] বি অভিমতরূপ ফাঁদ। 'দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাল দিয়ে বন্ধ করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মত প্রদান করা ক্রি মতামত দেওয়া। 'মত প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

মতবাদ [সি] ১ বি দার্শনিক তত্ত্ব। 'আর্যসাহিত্যের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি মতামত। 'জনসাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা।' নজরুল, ১৯৩৮।

মতবাদগত [সি] বিণ মতাদর্শিক। 'খ্রিস্টানরা এমন এক অদম্য এবং অসহিষ্ণু মতবাদগত নিষ্ঠাকতা অর্জন করেছিল ...' শিব, ১৯৫৬।

মতবাদী [সি] ১ বিণ মতবাদের অনুসারী; সম্প্রদায়ভুক্ত। 'তাঁর সহধর্মিণী হলেন মেথডিস্ট (Methodist) মতবাদী।' ওয়াগ্লেদ, ১৯৪৩। ২ বি নির্দিষ্ট মতবাদে অঙ্গবিশ্বাসী। 'সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না।' মোতাহের, ১৯০০।

মতবিচ্যুতি [সি] বি মতের পরিবর্তন। 'এ প্রদর্শনার উত্তরে তাদের মতবিচ্যুতি দেখা গেল।' অনুদা, ১৯২৯।

মতবিরুদ্ধ [সি] বিণ প্রতিষ্ঠিত মতের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে এমন। 'তার মুখে কালির মতো লেগে আছে এই মতবিরুদ্ধ যাকিছু তা।' অবন, ১৯২৫।

মতবিরোধ [সি] বি মতপার্থক্য। 'কোন মতবিরোধ আছে এমন কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মতবৈচিত্র্য [সি] বি নানা মতের সমাহার। 'মতবৈচিত্র্য ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মতবৈষম্য [সি] বি মতভেদ। 'যদিচ ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের অগ্রতুলতা নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মতভেদ [সি] বি মতের অমিল। 'এই জন্য এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠকে তুরি তুরি পাঠভেদ ও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মতভ্রষ্ট [সি] বিণ মত থেকে বিচ্যুত। 'অনেকাংশে মতভ্রষ্ট হইয়াছে।'

অক্ষয়, ১৮৫০।

মত্হ [স] বিণ মতে হিত। 'তাঁহার মত্হ হইলেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩।

মত্হাত্ত্য [স] ১ বি মতপার্থক্য। 'গর্বমেষ্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মত্হাত্ত্য জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিশৃঙ্খল ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি মতপোষণে নিম্নত্ব। 'রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে যুরোপে যে মত্হাত্ত্যের জন্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মত্হাথিকা [স] বি বেশির ভাগের সমর্থন। 'সভাদিগের মত্হামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় পরে যেকোনো অর্থাৎ মত্হাথিকাবিনা নিযুক্ত হইতে পারেন না।' কৌমুদী, ১৮৩০।

মত্হানুবর্তী [স] বি মতের অনুসরণকারী। 'হাচেন তাহার মত্হানুবর্তী হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মত্হানুযায়ি [স] মতনুযায়ী। ক্রিবিণ মতামত অনুসারে। 'উপনিষদ হইতে আপনাদের মত্হানুযায়ি বাক্য পড়া শেল।' দর্পণ, ১৮১৯।

মত্হানুযায়ী [স] ক্রিবিণ মতামত অনুসারে। 'তাঁহার দুই পুত্র হাসেন হোসেনের মত্হানুযায়ী ...।' দর্পণ, ১৮২৯।

মত্হানুসারে [স] ১ ক্রিবিণ মতবাদ অনুযায়ী। 'সেটি বাউল মত্হানুসারে দৃঢ় ও নিদনীয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ ক্রিবিণ ধারণার ভিত্তিতে। 'মহাশয়ের মত্হানুসারে সকলেরই এছ্ লেখা কর্তব্য।' হস্তাম, ১৮৬৮।

মত্হানৈক্য [স] বি মতের অমিল। 'জীষণ মত্হানৈক্য দলাদলি।' মোসলেম, ১৯২৭। 'আমার মত্হানৈক্য আছে।' জঙ্গী, ১৯৬১।

মত্হানৈক্যহীনতা [স] বি মতান্তর না থাকার ভাব। 'সম্প্রদায়ের ঐক্যবত্তা ও দেশীয় ভারতের সাথে তার মত্হানৈক্যহীনতা।' আজাদ, ১৯৪০।

মত্হান্তর [স] ১ বি ভিন্ন মত পোষণ। 'যে২ রূপ মত্হান্তর করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাও তিনি জ্ঞান করিতে ক্ষম বটে।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি মতপার্থক্য। 'এ বিষয়ে মত্হান্তর নাই।' বহিম, ১৮৭৪।

মত্হান্তরে ক্রিবিণ ভিন্নমতে। 'মত্হান্তরে যে করয়ে তখনই নিশ্চয়।' চন্দ্র, ১৫৫০।

মত্হাবলম্বি [স] মতাবলম্বী। বি মতের অনুসরণকারী। 'মুসলমান মত্হাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত।' দর্পণ, ১৮২৯।

মত্হাবলম্বী [স] বিণ মতের অনুসরণকারী। 'তুমিও যদি আমার মত্হাবলম্বী হও।' তারিণী, ১৮০৩।

মত্হামত [স] ১ বি সম্মতি ও অসম্মতি; অতিমত। 'সভার তথিযয় উত্থাপন করিলে সভাদিগের মত্হামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।' কৌমুদী, ১৮৩০। ২ বি মতবাদ; তত্ত্ব। 'এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান মত্হামত বৃদ্ধাকার হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মত্হাওয়াল্লি, মত্হাওল্লি [আ] মুত্হাওয়াল্লী। বি মর্যাদা অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক। 'দুই অংশে দুই মত্হাওল্লিকে দেওয়া হয়।' দর্পণ, ১৮৩৬। 'ওয়ার্কে সম্পত্তির মত্হাওয়াল্লিরা টাকা ভেঙ্গে আত্মসাৎ করেন।' রোকেয়া, ১৯২৬।

মত্হাওয়াল্লী [আ] মুত্হাওয়াল্লী। বি নাবালগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; অভিভাবক। 'সন্ত ও পরবর্তী মত্হাওয়াল্লীরা পালন করেন না।' মুরাজিন, ১৯৩৩।

মত্হান [স] মত্হা> বিণ অনুরূপ; মতো। 'মন হ'ল না মনের মতন।' লালন,

১৮৪০।

মত্হালব [আ] ১ বি অভিসন্ধি। 'মালুম করিলে সব এঞ্জিনের মত্হালব।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি অভিজ্ঞা; উদ্দেশ্য। 'ভবানী, ১৮২০; 'ওদের মত্হালব বুঝি।' শিবরাম, ১৯৪০। ৩ বি যদি। 'আমি চিরকালটা জুয়াটরি ও ফেরেবি মত্হালবে কেন ফিরলাম।' গ্যারী, ১৮৫৮।

মত্হালববাজ [আ] মত্হালব+ফা বাজ। ১ বিণ ফনিবাজ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ উদ্দেশ্য হাসিকারী। 'একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জগৎ এবং একটি মত্হালববাজ ভগবান মানতে হয়।' বর্জ্জি, ১৯৩১। ৩ বিণ অভিসন্ধিব্যব। 'একদল মত্হালববাজ লোক দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া হিন্দু জনসাধারণকে বুঝাইয়া ...।' আজাদ, ১৯৪২।

মত্হালববাজি [আ] মত্হালব+ফা বাজি। বি ফনিবাজি। 'তাঁহাকেও ভূমোবাদের মত্হালববাজি ধরিয়া ফিরিয়াই জঙ্গর হইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৭১।

মত্হালবমত [আ] মত্হালব+স মত। বিণ পছন্দসই। 'আমার খবরের কাগজে আমার মত্হালবমত প্রবন্ধ প্রোগাণ।' সবুজ, ১৯২০।

মত্হালবি, মত্হালবী [আ] মত্হালব>। বিণ জীর্বাধার; ফনিবাজ। 'এতবড়ো মত্হালবী লোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মত্হালব [আ] মত্হালব। বি ইচ্ছা। 'আমার মত্হালব এই, খুড় ... ভাইপোর সঙ্গে রফা করেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

মত্হালববাজ [আ] মত্হালব+ফা বাজ। বিণ ফনিবাজ। 'মত্হালববাজ কয়েমীসীপুত্রের পুরতিসন্ধিরূপে অশনিপাতে তাহা সমূলে ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল।' এসলাম, ১৯৩০।

মত্হাইন [আ] মুত্হাইন। বিণ মোতাদেন; নিযুক্ত। 'লোক সম্মত জন্ম লোক মত্হাইন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

মত্হািবক [আ] মুত্হািবক। ক্রিবিণ মোতাবেক; অনুসারে। 'গণ্যরহ মত্হািবকে তপসিল জয়েল জদি ইমরয়েজি সন ...।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

মত্হারকার [আ] মদদ+ফা গার>। বি কর্তৃপক্ষ। 'জেমত এই কাজের মত্হারকারেরা দাড়া করিয়াছেন।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

মত্হালক [আ] মুত্হা'আলিক। বি সংলগ্নতা। 'খালিসা সরিফা মত্হালকে চাকসে হুগলি মৌজে।' ওর্স, ১৭৮২।

মত্হালকান [আ] মুত্হা'আলিক। ক্রিবিণ বিষয়ে; সম্পর্কে। ক্যালগে, ১৭৮৯।

মত্হালকে বিণ লাগো। 'তারিখ ১৮ আগস্ট মায় আমলা কিতা জমী মত্হালকে।' ক্যালগে, ১৭৯২।

মত্হালাক বিণ সংলগ্ন। 'হাডবার কুঠীর মত্হালাক মহিষনগরের মোকদ্দমা কলিকাতার কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিল।' ডেরলি, ১৭৯৭।

মতি [স] মতী। বি মতী। 'মতিএ ঠাকুরক পরিণিবিজ্ঞা।' চন্দ্র ১২, ১২০০।

মতি [স] ১ বি মন। 'মতি হারাইলো বুলিতে না জাণো।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বুদ্ধি। 'অব নিত মতি জিৎ হরলহি মোরি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ৩ বি অনুগত্য। 'আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখ তিরকাল মতি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ বি ইচ্ছা। 'মতি অনুরূপ ভেদ দরশন পায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি অগ্রহ। 'হেন গৌরচন্দ্র যশে যার নহে মতি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৬ বি মনোভাব। 'বুদ্ধিল তোমার মতি কেবল কপট ভক্তি ছুই শোভি মনের কিছর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ বিণ অনুগত। 'যে জন আমারে না হইবেক মতি।' গরীব, ১৭৬৫।

মতিখাওয়া [স মতি>] ক্রিবিধ ছন্দমতি হয়ে। 'মতি খাওয়া মোরে তোরাে করসি ধামালী।' বড়ু, ১৪৫০।

মতিগতি [স বি মনোভাব। 'মতিগতি মনসার ঘা মারিয়া পদের সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।' কেতকতা, ১৬৫০।

মতিজ্ঞান [স বিণ দূর্মতি। 'মতিজ্ঞানবসন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত।' দর্পণ, ১৮২১।

মতিজ্ঞানতা [স বি দূর্মতি; মতিবিভ্রম। 'মরার আগে মতিজ্ঞানতার দরুন ...।' মানিক, ১৯০৭।

মতিবল [স বি মনোবল। 'তুংকি প্রসন্ন হৈলে ভাসে মতিবল।' সুলতান, ১৭০০।

মতিবিকার [স বি মনের অব্যাবহিক পরিবর্তন। 'বাক্করকারী একাদশ সদস্যের এই মতিবিকার সম্বব হইতে পারে।' আজাদ, ১৯৪২।

মতিবিভ্রম [স বি ব্রুজিনাশ। 'মুনিদিশেরও মতিবিভ্রম ঘটয়া থাকে।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

মতিবুদ্ধি [স ১ বি বুদ্ধি-পর্যায়। 'এ মতিবুদ্ধি কে দিল তাকে?' শরৎ, ১৯১৪। ২ বিণ দূর্মতি। 'কখনো এসব মতি-বুদ্ধি করিস নে।' শরৎ, ১৯২৬।

মতিভোলো [স মতি>] ক্রিবিধ চিত্তের বিহীনতাবশত। 'মতিভোলো রাধিকার দশনবসনে।' বড়ু, ১৪৫০।

মতিভ্রংশতা [স বি ব্রুজিনাশ। 'ছেলের মতিভ্রংশতার জন্য শ্যামলাল যে কতকটা দায়ী।' প্রমথ, ১৯১৬।

মতিভ্রম [স ১ বি ব্রুজিনাশ। 'বিধান, সমাজ তনিয়া হাসিলেন, তনিয়া স্থির করিলেন, গ্যালিলিওর মতিভ্রম ইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি ক্রি লোপ পাওয়া। 'যদি কছু হয় মতিভ্রম।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বি কান্তজ্ঞান লোপ। 'এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও শিক্তি ধরতে হবে। একবার থেকে মতিভ্রমের পালা আসুক হলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

মতিভ্রান্ত [স বিণ ব্রুজিতে বিভ্রম দেখা দিয়েছে এমন। 'গ্যালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মতিমান [স বিণ বুদ্ধিমান। 'অবুখ ন বুখএ বুখএ মতিমান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় মতিমান ব্যক্তি ... শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মতিমোহে [স মতি>] ক্রিবিধ বুদ্ধির দোষে। 'উপেবিল মতিমোহে।' বড়ু, ১৪৫০।

মতিমোহে [স মতি+স মোহ>] ক্রিবিধ মনোভ্রান্তি হেতু। 'অবুখ গোআলি না বুখ মতিমোহে।' বড়ু, ১৪৫০।

মতিরঙ্গ - মতি হোক। 'কৃষ্ণে মতিরঙ্গ বলি গোসাঞি কহিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মতিস্থির [স বি সংকল্পের দৃঢ়তা। 'মতিস্থির নয় আমার এই সদাভয়।' ভবানী, ১৮২৫।

মতিস্থির্হা [স বি স্থিরতা। 'মতিস্থির্হের এই পরিচয় তনিয়া হাসিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭০।

মতিহীন [স ১ বিণ আত্মহীন। 'পরক বচনে কুণ্ড ধস দেজ তৈসন কে মতিহীন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'অবিবাসীরাও ধর্ম্মে মতিহীন।' শওকত, ১৯৪৬। ২ বিণ স্মৃতিহীন। 'মহাভাগ, ক্ষমা কর; আমি মতিহীন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মতিহীনী [স বিণ মতিহীন। 'দোসরে সহজ মতিহীনী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মতি [স মৌক্তিক। বি মুক্ত। ওয়া, ১৭৮৫; 'মতির মালা পরিয়া আসিতেন।' রাজ, ১৮৭৪।

মতিভা [স মৌক্তিক। বি মুক্ত। 'আছে কি জগতে বেশ মতিয়ার তুলনা।' বরদর্শন, ১৮৭২।

মতিহার [স মৌক্তিক+স হার। বি মতি-মুক্তাখচিত হার। 'বাহুযুগে বলয়াদি দিল অলঙ্কার/ কুচ রাজচক্রবর্তী তারে মতিহার।' ভবানী, ১৮২৫।

মতিচূর, মতিচূর [স মৌক্তিক-চূর্ণ। বি মতির মতো মিহি দানায়ুক্ত মিঠাইবিশেষ। 'অপূর্ণ যুগপকু মিঠাই মতিচূর জিলাপী পোলাও পান্যুয়া প্রভৃতি।' ভবানী, ১৮২৫; 'ক্ষীরের হাঁচ, মতিচূর মিঠাই গড়ালেন।' অবন, ১৮৯৬; 'মতিচূর।' রোকেয়া, ১৯০৪।

মতিক [স হি মোটিক। বি নকলা। 'বর্ডারে আবার সেই লতা আর পাখির মতিফ।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

মতিলাল বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'রামপ্রসাদ মতিলাল।' সের্ঘি, ১৮৪০।

মতী [স মতি] ১ বি জ্ঞান; বুদ্ধি। 'বিকৃত বদন উমত মতী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মতি; ইচ্ছা। 'তবে ভেল হাট জাইতে রাধিকার মতী।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ মতি

মতীর্দ গহন বি গভীর বুদ্ধি। 'আনুশাম বল বীর মতীর্দ গহন।' বড়ু, ১৪৫০।

মতীর্দ বীর বিণ স্থিরবুদ্ধি। 'আছির নহো রাধা এ মতীর্দ বীর।' বড়ু, ১৪৫০।

মতুয়া [স মত্ব। বি হরিটাদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) প্রবর্তিত ধর্ম্মমত। 'ভিন্ন সম্প্রদায় যোরা মতুয়া আখ্যান।' ভারতচন্দ্র সরকার, ১৯১৭।

মতো বিণ অনুরূপ। 'তাঁহার মনোহর গাল, বসরাই গোলাপের মতো টুকটুকে হটক আর ...।' বিদ্যাপতি, ১৮৭০; 'তাঁহারা তোমাদের মতোই উলমল করিয়া দুসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ মত

মন্তকুণ [স বি ছায়পোকা। 'শেখলাপ শিখিলকুণ্ডলী, মন্তকুণের উপজীব্য।' শূরীন্দ্র, ১৯৫০।

মন্ত [স ১ বিণ চলচ্ছন্দ। 'মাথা যিনী তরুতর বিপুল নিতম্বে মন্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ উন্নত। 'বরিসা পরবসে পিয়া গেল দুর্ব্বদসে রিপু ভেল মন্ত অনন্ত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বিণ ক্ষিপ্ত। 'শত শত মন্ত হাষি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি মশগুল। 'আমি সে অজ্ঞানে হস্ত না জানি তোমার তন্ত।' মানিকরায়, ১৭৮১। ৫ বিণ উত্তেজনাপূর্ণ। 'কী আছে ভাবার আর ... ত্রুত, তেতো, মন্ত স্মৃতি ছাড়া?' ব্রজ, ১৯৫৫।

মন্তকরী [স বি ক্ষিপ্ত হাতি। 'যেহেন পর্জিতে আছে মন্তকরী গণ।' সুলতান, ১৭০০।

মন্তকরীসম [স বিণ উন্নত হাতিতুল্য। 'পঞ্চবনে মন্তকরীসম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মন্তগজ [স বি পাশল হাতি। 'মন্তগজ জিনি মদমহুর পয়ান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মন্তজ্ঞান [স ১ বিণ মাতাল। 'সারস সারসী নাচে দৌহে মন্তজ্ঞান।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি মাতালতা। 'যাঁহারা এই জ্ঞান তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মন্তজ্ঞানই বা কত।' রাজ, ১৮৭৪।

মন্তভা [স] ১ বি আসক্তি। 'ধন মদে মন্তভা।' সত্যার্থব, ১৮৫৫। ২ বি দাপাদাপি। 'শালভরুগ্ৰন্থীতে বসন্তবাতাসের মন্তভা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মন্তভাকামী [স] বিণ উন্মত্ততার নেশা জাগায় এমন। 'ভেঁতুলে বাসীদের দলটির মন্তভাকামী রক্তে এমন একটি ক্লালা ধরিয়ে দেয়।' হাসান, ১৯৬৭।

মন্তভাগ্নি [স] বি নেশার আশ্রয়। 'উন্মত্তের মন্তভাগ্নিতে আর ইন্ধন দিয়ে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মন্তভাময় [স] বিণ উন্মাদনাপূর্ণ। 'নিঃশব্দ দিনের সেই তীক্ষ্ণ অভ্যঙ্গীল মন্তভাময় পদক্ষেপ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মন্ত-বোল [স] মন্ত+প্রা বোল্য বি মন্তভা সৃষ্টিকারী শব্দ। 'বাজে কক্ষণ বাজে কিক্রিণী মন্ত-বোল।' রবীন্দ্র, ১৯৮৩।

মন্তমদির [স] বিণ উন্মত্ত; দ্রুতগতিতে প্রবাহিত। 'ধ্বনিয়া তুলিছে মন্তমদির বাতাসে শব্দকে যুগের গীতিকা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মন্তসিংহ [স] বি ক্রোধে উন্মত্ত সিংহ। 'রাঙ্গা যাঁহি হস্তে দোলে যেন মন্তসিংহ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মন্তো [স] মন্ত বিণ মন্ত; মাতাল। 'মন্তো হইয়া তুলি আশ্বারে না চিনিস।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯।

মন্তোজ্ঞেনাচিত [স] বিণ উন্মত্তজননের মতো। 'এই মন্তোজ্ঞেনাচিত কার্যের পদ্যতে একটা ইতিহাস আছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মন্তু [স] মন্ত বিণ আত্মহারা। 'মন্তু হৈয়া বস্ত্র নাহি পরি দুই জন।' মালাধর, ১৫০০।

মন্তমান [বর্ধি মার্জাবান] বি এক জাতের কলা। 'ভার দশ দধি কলা চাপা মন্তমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৎসর [স] ১ বি পরস্রীকাতর ব্যক্তি। 'লোকে কেন ঝায় কেন সুখে কালযাপন করে ইহাও মৎসরের মনে সর্বদা উদয় ইয়া তাহাকে ক্রোধ দেয়।' রামমোহন, ১৮২০। ২ বি ঈর্ষা। 'বিগত সে-দিন, সে-মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম খিলারে।' সূর্য্য, ১৯২৯। ৩ বিণ ক্রুদ্ধ। 'অন্তরে থাকে না বৃষ্টিধারা : অর্ধ, ধূসর, বিবেহ নগর, মৎসর প্রেত-পারা।' সূর্য্য, ১৯৩৮।

মৎসরতা [স] বি পরস্রীকাতরতা। 'মৎসরতা কি দারুণ দুঃখের কারণ হয়।' রামমোহন, ১৮২৩।

মৎস্য [স] ১ বি মাছ। 'মৎস্য খাও মাংস খাও কেমন সন্মাসী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি হিন্দু অবতারবিশেষ। 'মৎস্য কূর্ম নরসিংহ বরাহ বামন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মৎস্য [স] মৎস্য্য বি মাছ। 'সেই মৎস্য মৎস্যজিবি বন্দি সে করিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

মৎস্যজিবি [স] মৎস্যজীবী বি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে যে; ক্রোড়ে। 'সেই মৎস্য মৎস্যজিবি বন্দি সে করিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

মৎস্যাদি [স] মৎস্যাদি বি মাছ ও অব্যান। 'তাহার উপর গমন করিয়া মৎস্যাদি জলজন্তুসকল ধরিয়া আনে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মৎসিনী [স] মৎস্যিনী বি ব্রী মাছ। 'কে মৎসিনী দীপ্ত হয়ে ওঠে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মৎস্যকাব্য [স] বি মাছ বিষয়ক কবিতা। 'এ যে রীতিমত এক মৎস্যকাব্য।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

মৎস্য কুমারী [স] বি (কাল্পনিক) যার দেহের উপরের অংশ মানুষের

মতো নীচের অংশ মাছের মতো। 'কত মৎস্য কুমারীরা নিত্য তোমা যাচে।' নজরুল, ১৯২৮।

মৎস্যখারক [স] বি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী। 'বর্ষা পত হইলে মৎস্যখারকের স্থানে বীশ পাড়ে।' দর্পণ, ১৮১৯।

মৎস্যনারী [স] বি রূপকথার নারী, যার শরীরের উপরের অংশ মানুষের মতো আর নীচের অংশ মাছের মতো। 'দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মৎস্যপুচ্ছ [স] বি মাছের লেজ। 'মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গুচ্ছ আন্দোলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মৎস্যপুরাণ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মৎস্য-অবতারের কাহিনি সংবলিত পুরাণ। 'কলিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য।' দর্পণ, ১৮২২; 'বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত, বায়ু পুরাণ, এবং মৎস্য পুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৭২।

মৎস্য বিক্রেতা [স] বি মাছ বিক্রয়কারী। 'মৎস্য বিক্রেতা, আয়কর কর্মচারী, গবর্ণমেন্ট ট্রেজারি।' প্রভাত, ১৮৯৬।

মৎস্যব্যবসারী [স] বিণ মাছের ব্যবসাদার। 'তাহারা মৎস্যব্যবসারী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মৎস্যশিঙ [স] বি মাছের পোনা। 'মৎস্যশিঙকে, চড়ুই পাখীকে।' আহসান, ১৯৫৯।

মৎস্যশীল [স] বিণ মাছের মতো আকারবিশিষ্ট। 'মৎস্যাকার বেলুন কল্পবিদ্যাকরিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মৎস্যশীল [স] বিণ মাছ ঝায় এমন। 'মৎস্যশীল বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মৎস্যদেশ [স] বি প্রাচীন ভারতের একটি রাজ্য। 'মৎস্য দেশ আদি করি ষকল ব্রহ্মণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'মৎস্যদেশ বর্তমান জয়পুর।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মৎস্যরাক্ষ [স] বি মাছরাক্ষা পখি। 'হেরি যেথা শফরীরে ষজ্জ সরোবরে পড়ে মৎস্যরাক্ষ।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মৎস্যরাক্ষা [স] মৎস্যরাক্ষ বি মাছরাক্ষ। 'উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাক্ষা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৎস্য [স] ১ বি ময়ূন। 'অমৃত মৎস্যে যেন বিধ উপজিল।' বাহরাম, ১৬৫০; 'আধার ময়ূন করি যবে লও তুলি গ্রহতারাজলি।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ বি পীড়ন। 'বালকদিগকে কেবল ময়ূন পড়াইতেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

মৎস্য [স] ময়ূন-১। কি ময়ূন করা। মৎস্য কি ময়ূন করে। 'আপনি মৎস্য দধি করি উচ্যবরে।' মালাধর, ১৫০০। মৎস্যবাসে কি ময়ূন করতে। 'বন্ধনে থাকহ জাই দধি মৎস্যবাসে।' মালাধর, ১৫০০। মৎস্যি কি ময়ূন করে। 'সমুদ্র মৎস্যি অমৃত তুই কৈল সুরে।' মালাধর, ১৫০০। মৎস্যি কি ময়ূন করলে। 'সেবাসুরে মহোদধি মৎস্যি তোমার।' বড়ু, ১৪৫০। মৎস্যিলেন কি ময়ূন করলেন। 'মৎস্যিলেন শুকে বাইলেন পরীক্ষিৎ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মৎস্য [স] ময়ূন বি ময়ূন। 'পুরুব জনমে কৈল জলধি মৎস্যে।' বড়ু, ১৪৫০।

মৎস্য [স] ময়ূন ১। কি ময়ূন। 'রসলা ময়ূন দধি সশেষ অপার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ আন্দোলিত। 'ময়ূন সাগর।' বঙ্কিম,

১৮৭৯।

মধুসূর বি ওষধি গাছ। 'ধুসুর মধুর শিক্কাবारे।' বড়, ১৪৫০।

মধুরা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) উত্তর ভারতের একটি নগরী। 'মধুরা নগর যাইতে দিলান্ত মেলানী।' বড়, ১৪৫০।

মধুরা মজল [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মধুরা অঞ্চল। 'যাও সহচরী মধুরা মজল।' বড়, ১৫৭০।

মধুরাজীব বি সঙ্গীতবিশেষ। 'মধুরাজীব, চৌগদী, রসকদমী; এই তিন রকম গান শিকিতি।' তবাকী, ১৮২৮।

মধ্যমান [স] বিণ মণ্ডিত হচ্ছে এমন। 'এই মধ্যমান সংসারসমুদ্রের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মদ [স] ১ বি গর্ব; অহংকার। 'বিসম মদে মজু হৈয়া তোমা পাসরি।' মালধর, ১৫০০; 'হিংসামদ সেহে তার না থাকয়ে আর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি মত্ততা। 'বড় রিপু কাম কোষ লোভ মদমাৎস্যে দম্ব।' চক্ৰী, ১৫৫০। ৩ বি মাদক দ্রব্যবিশেষ; ধ্বংসকার অথবা শরীর জাতীয় বস্তু পটিয়ে ঢেঁলাই করে তৈরি তরল পদার্থ। 'মদ আন মদ আন বলি গ্রন্থ ডাকে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি হালকা সুরা; ওয়াইন। ওঙ্গ, ১৭৮৫। ৫ বি তড়ি। 'ভায়াও সোনার তালের মদে বেঁধে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মদগুয়ালা [স] মদ+হি গুয়ালা। বি মদ বিক্রেতা। 'মদগুয়ালা যে বাইশ গ্রামের দাম নিল।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

মদকল [স] ১ বিণ মত্ততার জন্য মধুর শব্দ উচ্চারণকারী। 'মদকল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বানান তানে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ মত্ত। 'মদকল কবী যথা পশে নলবনে।' মাইকেল, ১৮৮৮।

মদকলউনাত্তা [স] বি মত্ততাজাত ধ্বনির নেশা। 'শিখরী প্রেম ঐশ্বর্যহীন জীবনের কাছে, এই মদকল, মদকলউনাত্তাও জীবন, ১৯৩২।

মদকলমস্ত [স] বিণ মত্ততাজাত ধ্বনিত উনাত্ত। 'এই হাতি কেমন খানিকটা মদকলমস্ত।' জীবন, ১৯৩২।

মদ খাওনিয়া বিণ মাতাল। মনোএগ, ১৭৪৩।

মদগর্ব, মদগর্ব [স] বি দাঙ্কিত। 'ধনবলে বাহুবলে মদগর্ব অভি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'দুর্যাসের মদগর্ব বর্ব করো পরশে নিক্রিয়।' সূর্য্য, ১৯২৮।

মদগর্বিতা [স] বিণ ক্রী অহংকারে উন্মাদ। 'মদগর্বিতা বুঝি যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মদঘর [স] মদ+ঘর। বি গুঁড়িলালা; যেখানে মদ বিক্রি ও পান করা হয়। ওঙ্গ, ১৭৮৫।

মদ টানা কি মদ পান করা। 'হাতেম বশেরে গুটিগুজ শহরে মদ টানে।' শওকত, ১৯৫৮।

মদপায়ী [স] বিণ মদ্যপ। 'মদপায়ী হয়, যৌচাকে এত মধু থাকিতেও।' নজরুল, ১৯৪১।

মদবিহীন [স] ১ বিণ আনন্দের মত্ততায় আবিষ্ট। 'সৈদন ফাটন মেতে উঠেছিল মদবিহীন শোভাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ উনুস্ত। 'তরুণাজি সদা পুষ্পফুল - মদবিহীন অঙ্গ।' জীবন, ১৯৩০।

মদমত্ত [স] ১ বিণ উল্লসিত। 'নবজলমদ-মত্ত ডাকএ দাদুর।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ মাতাল। 'একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নায়াইয়া

ঘুমায়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মদমত্ততা [স] বি দর্প। 'ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মমত্ততা ... নিরাপন্ন নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মদমহুর [স] বিণ যীর। 'মত্তগজ জিনি মদমহুর পয়ান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মদমাতা [স] মদমত্ত। বিণ আচ্ছন্ন। 'পিউ পিয়াসী ধোয়ানে মদমাতা। সুলতান, ১৭৫০।

মদমাথা [স] মদ+। বি মদ বাওয়া; মদ্যপান। 'এইবার বাগানে মদমাথা বার করছি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

মদস্রাবী [স] বিণ হ্রাসিত। গণেশ থেকে এক ধরনের রস নিঃসরণকারী। 'মদস্রাবী, ঈর্ষাপর, সর্বনাশা কুঞ্জেরে।' সূর্য্য, ১৯৩২।

মদাঙ্ক [স] বিণ অহংকারে অন্ধ। 'মদাঙ্ক বার্ষিক মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মদ্যপুতা [স] বি ক্রী অতিরিক্ত মদ খেয়েছে যে। 'মদ্যপুতা, হারাতো সখিত।' মণীশ, ১৯৩৯।

মদ্যল [স] ১ বি আবেশ-বিহীন ভাব। 'আমাদের মজীর মদ্যলগে গুলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিণ আবেশে বিহীন। 'মদ্যল মদ্যল নাচে আনন্দে।' নজরুল, ১৯৩১।

মদ্যলসা [স] বিণ ক্রী আবেশে বিহীনকারী। 'আজি এই মদ্যলস ফাটন-নিশীথে।' নজরুল, ১৯২৯।

মদোচ্ছত [স] বিণ অহংকারে মত্ত। 'মদোচ্ছত ধনীরা ভিক্ষুশালায় প্রান্তে তাহার একটুখানি স্থান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মদোন্মত্ত [স] বিণ মদের নেশার মাতাল। 'নাচে কাদে হাসে গায় যৈছে মদোন্মত্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মদোন্মত্ততা [স] বি মদ্যপানের ফলে অস্বাভাবিক আচরণ মাতাদ্রব্যে। 'চারিদিকে এই সমস্ত কর্ণ মদোন্মত্ততা।' শরৎ, ১৯১৭।

মদক [স] মদ্যক। বি হিন্দু সন্ত্র্যায়বিশেষ; মরার। 'মদক ১৭৬০৪ জন। দর্পণ, ১৮১৯।

মদকালয় [স] মদ্যকালয়। বি মিষ্টির দোকান। 'আমি মদকালয়ে বিন মুখে মদিত ভক্ষণ করি।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মদত, মদন, মদন [স] মদন। ১ বি সহায়তা। 'তোষার মদতে মোঃ দীন এবল হো।' সুলতান, ১৭০০; 'মদন ইহার পরে কেবল আপনে।' গরীব, ১৭৬৫; 'আপন আপন সরহম্দের বাহিরে হুকু জারি করিতে গেলে তখাকার আদালতের মদন আবশ্য হইত।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি সমর্থন। 'তোমার মদন আছে আপনি ইলাই।' গরীব, ১৭৬৫।

মদন [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'মদনে বেখিল আস্তর।' বড় ১৪৫০। ২ বি কামনা। 'পরশি বিকল তৈল সুসহ মদনে।' বড় ১৪৫০। ৩ বি সন্তোষ-লালসা। 'সে জন যখন মাতি মদনে। মদনমোহন, ১৮৩৪; 'ঘাড়ে আর নাহি লয় মদনের কুঁকি।' গুণ ১৮৫৮।

মখন [স] মদন। বি মদন। 'লুপ্ত মানস চালক মখন।' বিদ্যাপতি ১৪৬০।

মদনগঞ্জ [স] বিণ (হিন্দুপুরাণ) মদনের রূপকে গঞ্জনা দেয় এমন। 'মদনগঞ্জ রূপ ভুবনরঞ্জন দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন। মুহুন্দ, ১৬০০।

মদনজ্বালা [স] বি কামযাতনা। 'নিবারিয়ে মদনজ্বালা ওহিমুখে কর
গা খেলা' লালন, ১৮৯০।

মদনভরাসে [সে মদন+সে আসে] ক্রিবিধ কামের জ্বালায়। 'দিনে
দিনে তনু শেষ মদনভরাসে' বড়ু, ১৪৫০।

মদনমদন [স] বি প্রেম-মদন। 'যার লাগি মদনমদনে খুঁজি গেলু'
কুরুঙ্গ, ১৫৮০।

মদনপীড়া [স] বি কামযন্ত্রণা। 'তার সেই পীড়াকে মদনপীড়া বলে
সাব্যস্ত করছেন রাজা দুঃখ' মুখসেন, ১৯৭০।

মদনবাণ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কামবাণ; কামবাসনা। 'পাছেত
মদনবাণে হাণির্জা তাক পরায়ে রহিবো ধরি মুনবিশে' বড়ু,
১৪৫০।

মদনবিকার [স] বি কামপীড়ায় দেহ ও মনের পরিবর্তন। 'আতিশয়
বাড়ে মোর মদনবিকার' বড়ু, ১৪৫০।

মদন বোশ [স] বি কামাবেশ। 'গুণগ মদন বোশে করে নিম্ববনে'
বড়ু, ১৪৫০।

মদনমঙ্গল [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের মাহাত্ম্যকীর্তন।
'সেবিয়া জলের ক্রীড়া কুলবধুজন বুড়া মদনমঙ্গল গীত গায়' মুকুন্দ,
১৬০০।

মদন-মদ [স] বি কামজনিত মত্ততা। 'মাতিল মদন-মদে পুরুষ
কামিনী' শুভ, ১৮৫৮।

মদনমোহন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মদনকে মোহিতকারী অর্থাৎ কৃষ্ণ।
'হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান মদনমোহন-রূপে' নজরুল,
১৯২৫।

মদনরস [স] বি প্রেমানন্দ। 'সখীর সহিত ভদীয় আবেশে উপস্থিত
হইয়া, অননুভূতপূর্ব, চিত্তাকর্ষিত মদনরসের আশ্রয় ঘরা ...
বিদ্যা, ১৮৪৭।

মদন রাজা [স] বি কাম রিপু। 'মদন রাজার বধু, দেব সুখামিহি
সুখাণ্ডে' রাইকেস, ১৮৬০; 'আমার হল কামলোভী মন হল্যাম মদন
রাজার গাঁঠির টানা' লালন, ১৮৯০।

মদনশর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কামবাণ। 'দুর্বার মদনশর সহিতে না
পায়ী' বড়ু, ১৪৫০।

মদনশরজ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মদনের শরজাত। 'চিত্তাঞ্চল্যাতকৈ
আবিকরিয়া মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

মদন-শাসন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিব ঠাকুর। 'নম নম মদন-
শাসন' গিরিশ, ১৮৮৭।

মদন সদন [স] বি যৌনাস্র। 'বসন কসন হলে বসন খসন তাহাতেই
দৃশ্য হবে মদন সদন' ভবানী, ১৮২৮।

মদনা [স মদন] ১ বি মদন। 'কত ন বদন মোহি দেসি মদনা'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মোহন। 'লালন তেমন মদনা কানা
যুমেস ঘোরে দেয় বাহার' লালন, ১৮৯০।

মদন^১ বি মূলবিশেষ। 'আঙলা কুড়টি কিয়া মদন বাকস জয়া' মুকুন্দ,
১৬০০।

মদনা^২ দ্র মদন

মদনা^৩ বি শালিক পাখি। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'নানা রসে পক্ষী নানা ময়না
মদনা কাকাভূয়া' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

মদনী [আ মদিনা] বি (ইসলাম) মদিনা সফাত। 'সৈয়দে মকী মদনী/
১৯৯৯

আমার নবি মোহাম্মদ' নজরুল, ১৯৩২।

মদনী^১ বি স্বর্গাতের একটি ধ্রুতি। 'মদনী' নজরুল, ১৯৩৫।

মদা^১ বি পুরুষ। 'মেনী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ' হাসান, ১৯৬০।

মদার^১ বি ভাঃ; কর্ম; আদেশ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মদারী^১ বি মদার ফকিরের অনুসারী। 'মদারী সম্প্রদায়ী লোকে
জটধারদ, ভ্রমশ্লেপন, অগ্নিসেবন ও গুরু পরিমাণে সখিয়া সেবন
করিত' অক্ষর, ১৮৫০।

মদিনা [আ] বি মুসলমানদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র। 'মদিনাতে
যেইক্ষেপে আছিল ইমাম' বাহরাম, ১৬৫০।

মদিনাবাসী [আ মদিনা+স বাসী] বি মদিনার অধিবাসী। 'নিরপরাধে
গোপনে গুহরহা দ্বারা ডাকাডের মত মদিনাবাসীদিগকে হত্যা
করিল' মশাররফ, ১৯০৮।

মদির [স] বি মোহাবিষ্ট; মোহময়। 'আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন'
রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'মোর মদির তরল তুলি বসন্ত সমীরে' রবীন্দ্র,
১৮৮৮।

মদির আঁখি বি নেশমত্ত চোখ। 'মদির উথলে নাকো মদির
আঁখিতে' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মদিরতা [স] ১ বি আকর্ষণীয়তা। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীর
সৌরভ বেরিয়ে পড়ে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি মোহ। 'মদিরতায়
তোমার মদির নারী?' আহসান, ১৯৫০।

মদিরতাপূর্ণ [স] বি আকর্ষণীয়। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীর
সৌরভ বেরিয়ে পড়ে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মদিরেক্ষণ [স] বি মদ অবস্থায় চোখের চুল চুল ভাবযুক্ত। 'নয়নে
তোমার মদিরেক্ষণ ময়া' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

মদিরা [স] বি মদ। 'যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি' বৃন্দা,
১৫৮০।

মদিরাপাত্র [স] বি মদ বাতায়র পেয়লা। 'মদিরাপাত্র শুদ্ধ যখন
উৎসবহীন রাতে' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মদিরাপান [স] বি সুরাপান; মদ্যপান। 'মুসলমান-শাস্ত্রে শরাব বা
মদিরাপান হারাম' নজরুল, ১৯৩০।

মদিরাভরা বি মদ্যপূর্ণ। 'দুটি টানা চোখের মদিরাভরা শিখিল
চাউনির আবেশের কুখ্যায়' নজরুল, ১৯২৭।

মদিরামত্ত [স] বি মদ্যকাসক্ত। 'বিদ্যা শিথিলে মদিরামত্ত লম্পট ও
পাপাসক্ত হয়, ইহা বলিতেও লজ্জা করে' অক্ষর, ১৮৪৯।

মদিরালয় [স] বি মদের দোকান। 'তৎসংক্রান্ত কথ্যকারী মদিরালয়
সংস্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে' অক্ষর, ১৮৪৩।

মদিরিকা [স] বি মদ। 'অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত'
অক্ষর, ১৮৪৯।

মদীনা [আ] বি আরবের শহর। 'বয়লত-মকদশ আর পিখিল মদীনা'
আলাওল, ১৬৮০।

মদীয় [স] বি আমার। 'সংগ্রহিত মদীয় অবস্থা অবগত করাই তাহাতেই
অনেক সপ্রমাণ ইহবেক' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩।

মদুবানী বি বায়বায়। 'ঢোল দশর সনাই মদুবানী তার আসোয়ারি হয়
সাদিয়ানী' আলাওল, ১৬৮০।

মন্ড [কা মরদ] ১ বি মর্দ; ব্যাটাছেলে। 'স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মন্ড কত মেয়ে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বিণ পারদম; দক্ষ। 'ডানপিটেরা মূলধাপণুর গুলি-ডাভার মন্ড খুব।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ মর্দ

মন্ডা [কা মরদ] ১ বিণ পুরুষজাতীয়। 'এই মন্ডা টেটি হুড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে ...' পৌর, ১৮২২।

মন্ডা-মেয়ে বি পুরুষ স্বভাবের নারী। 'মন্ডা-মেয়ে পুরুষের বাবা।' নজরুল, ১৯৩১।

মন্দি [সি মধ্য] ক্রিবিণ মথো; ভিতরে। 'পাছ দূরর দিয়ে বাড়ীত মন্দিও আসে, বেটার ঢালচলন বড় খারাপ।' মশাররক, ১৮৬৯।

মন্ড [সি মধ্য] বি ভিতর; মাঝখান। 'মের্ষ, ১৭৭০। ২ মথ্য

মন্ডে [সি মধ্য] ক্রিবিণ ভিতরে। 'বিস্তৃপ্ততা মন্ডে বস্যাছেন দেব প্রীহরি।' মাল্যধর, ১৫০০।

মন্ডা [সি ১ বি মদ। 'মন্ডাগকে বারুণীর হইল স্মরণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি উচ্চাস। 'চোখে আর শব্দের নৌই নীল মন্ডা।' সুভাষ, ১৯৪০।

মন্ডাশঙ্ক [সি বি মদের গন্ধ। 'মন্ডাশঙ্কে বারুণীর হইল স্মরণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মন্ডাপ [সি বি মদখোর। 'ত্রৈপ মন্ডাপেরে প্রভু অনূহ্য করে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মন্ডাপান [সি বি মদ পান। 'মন্ডাপান সর্বথা নিষেধ।' দর্পণ, ১৮৩১।

মন্ডাপানান্তিভূত [সি বিণ মাতাল। 'কোন ব্যক্তি মন্ডাপানান্তিভূত ধ্বংসবৃত্তিত থাকে।' দর্পণ, ১৮২২।

মন্ডাপারী, মন্ডাপারি [সি মন্ডাপারী] ১ বি মদ খায় যে। 'একজন নারীয়ে ভাট মন্ডাপারিকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিণ মাতাল। 'মন্ডাপারী ব্যক্তির দেহের ভরনই পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মন্ডাভাণ্ড [সি বি মদের পাত্র। 'মন্ডাভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মন্ডামাংস [সি বি মদ ও মাংস। 'মন্ডামাংস মণ্ডামিঠাই মতিচূর খাজা সরভাজা।' ভবানী, ১৮২৫।

মন্ডান্যুরাণী [সি বিণ মন্ডাপানে আসক্ত। 'রাজপথের ভিত্তি যামের মন্ডান্যুরাণী সখা কক্ৰণ সন্নীতগুণিত গণিকাবল্লভ সকলেই ...'। মুক্তভবা, ১৯৬০।

মন্ডালার [সি বি পানশালা। 'ইয়োরোপে গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোরা সবাই মন্ডালারে বসে বিশ্রামলাপ করেছেন।' মুক্তভবা, ১৯৬৬।

মন্ডালসক্তি [সি বি মদের প্রতি অনুদান। 'বাবুদের মন্ডালসক্তি এবং বেশালসক্তি ...'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মন্ডাদেস [সি মধ্যদেশ] বিণ মাঝখানে। 'কর্তৃবাটে এড়ে অস্ত্র অতুলি মন্ডাদেস।' কলীন্দ্র, ১৬৮৯।

মধু [সি ১ বি ফুলের মিষ্ট রস। 'কুসুমিত তরুণ বসন্ত সমএ তাত মধুকর মধু পীএ।' বৃত্ত, ১৪৫০। ২ বি মাধুর্য। 'মধু ক্ষরে গণ্ডুলে ব্যালোল মধুগকুলে।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিণ মধুর। 'মুদু মুদু মধু উঠে গীতসুর।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৪ বি অমৃত। 'জীবনশব্দে সংগোপনে রবে নামের মধু।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৫ বিণ আনন্দময়। 'তোমার সবা-সবীর মধু-চিন্তায় বাধা পাবে?' নজরুল, ১৯২৭।

মধু-উৎসব [সি বি বসন্ত উৎসব। 'মধু-উৎসবে উঠিত মেতে।'

জীবন, ১৯২৭।

মধু ঋতু [সি বি বসন্তকাল। 'অবধ মধু ঋতু সকল তন্ত হেতু দখিনে উয়ল খিজরাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মধুকর্ষ [সি বিণ মিষ্টভাবী। 'আনি মধুকর্ষ উত্তরন ঋটি মর্দন করয়ে অসে।' শেখর, ১৬০০।

মধু-কথা [সি বি প্রীতিপূর্ণ কথা। 'এমনই সে কত মধু-কথা/ ভরিত আমার বন্ধ বিজন ধরনের নীরবতা।' নজরুল, ১৯২৪।

মধুকর [সি বি তোমরা, মৌমাছি প্রভৃতি মধুপায়ী পতঙ্গ। 'তাত মধুকর মধু পীএ।' বৃত্ত, ১৪৫০।

মধুকরভবর [সি বি মৌমাছির বাক। 'কুটিল কটখা লাট পড়ি গেল। মধুকরভবর অখরে ভেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মধুকরী [সি ১ বিণ স্ত্রী মধুর। 'তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী কলনা।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি মৌমাছি। 'এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী/ উড়ি পড়ে তব গলে যবে লো সে কাঁপে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মধুকরীধরী [সি বি মৌমাছির রানী। 'মধুপানে মাতি যেন মধুকরীধরী।' মাইকেল, ১৮৬০।

মধু-কল্পনা [সি বি মধুর ভাবনা। 'এই মধু-কল্পনার সিন্ধুকাল্প্য আমার বুকে কেনন...'। নজরুল, ১৯২৪।

মধুকাল [সি বি বসন্ত ঋতু। 'মদন-মদন যেমনি অপরাঞ্জিতা কাননে চলে মধুকালে মন্ডাপতি।' মাইকেল, ১৮৬০। 'মধুমর মধুকাল সর্বত্র গুণতে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মধুকুলকুলি, মধুকুলকুলি পাখি বি পাখিবিশেষ। 'পত্নবদলের মধ্যে অসংখ্য মধুকুলকুলির বাসা।' তারা, ১৯২৯। 'মধুকুলকুলি পাখিগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।' তারা, ১৯৪২।

মধুকোষ [সি বি মৌচাক। 'উড়ে ভ্রমরটা ... মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মধুক্রম [সি বি মৌচাক। 'মধুমক্ষিকার মধুক্রম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ...'। অক্ষয়, ১৮৫২।

মধুকট্টা [সি বিণ মিষ্ট বস্তুক। 'তরুণ কণ্ঠটি ছিল তাহার ... বান্ধির মত সতেজ, মধুকট্টা।' তারা, ১৯২৯।

মধুগন্ধ [সি বি সুগন্ধ; মিষ্টি গন্ধ। 'মধুগন্ধে লুজ হয়ে তার।' মানিকরাম, ১৭৮১। 'রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মধুগাণী [সি বিণ মিষ্টি গন্ধযুক্ত। 'ওই সব মধুগাণী গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে কত বিষয়র-।' তারা, ১৯৪০।

মধুগীতি [সি বি মধুর সংগীত। 'কী মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মধুঘন [সি বিণ মধুময়। 'মধুঘন রাত, স্বপ্ন চোয়ানে শান্ত মুখ রাত।' ফরকর, ১৯৪৩।

মধুচক্র [সি বি মৌচাক। 'মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি ... মধুচক্র নির্মাণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মধুচাক [সি মধুচক্র] বি মৌচাক। 'সঞ্চিত সে থাকে ভ্রমরের এক মধুচাকে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

মধুচিন্তা [সি বি প্রণয়চিন্তা। 'তোমার সখাসখীর মধুচিন্তায় বাধা পাবে?' নজরুল, ১৯২৭।

মধুচ্ছেদ [স] ১ বি সুললিত ছন্দ। 'নবীন উৎসাহ ডরা মধুচ্ছেদ।' বিতৃতি, ১৯৩১। ২ বি মধুরঞ্জন। 'অরুণের মর্ম হতে সমুচ্ছাসি উৎসবের মধুচ্ছেদ বিভ্রান্তিহে বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মধুচ্ছেদা [স] বিণ ক্রী সমুদ্রর ছন্দ তোলে এমন। 'মিলালে আনি অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছেদা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মধু জামিনি [স] মধুবাণিনী। বি মধুময় রাত; বসন্তকালের রাত। 'উত্তীত হোহিতি মধু জামিনি রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মধু জীব [স] বি মৌমাছি। 'পিবএ চাহ মধু জীব উশেবি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মধুজীবী [স] ১ বি ভ্রমর; মৌমাছি। 'ও মধুজীবী তৌহী' মধুরাসি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'ওঞ্জরি অগি, ধাইল তৌনিকে মধুজীবী।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি মধুসংগ্রহ করে জীবনধারণ করে যে। 'মধুজীবীর প্রবেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মধুদূত [স] বিণ বসন্তের বার্তা বহনকারী। 'কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল দিতে নিজ মধু-রব।' মাইকেল, ১৮৬০।

মধুদ্রুম [স] বি মধু দেয় এমন গাছ; মহুয়াগাছ। 'মৌল - মধুদ্রুম, শোভাজন জটাধর।' মাইকেল, ১৮৬০।

মধুধার [স] বি মধুধারা। 'হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।' জ্ঞান, ১৬০০।

মধু নির্বাস, মধু নির্বাস্য [স] বি মিষ্টি রস। 'তৃণ সকল হইতে মধু নির্বাস্য করিবার নৈপুণ্য।' ভারিণী, ১৮০৩।

মধুনিশি [স] বি বসন্তকালের রাত্রি। 'সৈনিনও তো মধুনিশি প্রাণে পিয়েছিল মিশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

মধুপ [স] বি ভ্রমর। 'মধু করে গওছলে ব্যালোল মধুপকুলে।' মালিকরাম, ১৭৮১।

মধুপঙ্ক [স] মধুপর্ক। বি (হিন্দু আচার) মধু, ঘি, দই ও নরকেল জলের মিশ্রণে তৈরি মধুপর্ক, যা পূজার উপচার। 'কাসারির সেকানো রানীকৃত মধুপঙ্কের বাটা চুমকী ঘটা।' হেতম, ১৮৬১।

মধুপুঞ্জ [স] বি মৌমাছির মসৃণত্ব। 'মধুপুঞ্জে সে লহরী তুলিবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

মধু-পবন [স] বি বসন্ত বাতাস। 'সহসা তাহা তনব মধু-পবনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মধুপর্ক [স] বি (হিন্দু আচার) মধু, ঘি, দই, চিনি ও নারকেল জলের মিশ্রণে তৈরি পূজার উপচার। 'মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন।' মুকুল, ১৬০০।

মধুপাথ [স] বি মধু রাখার পাত্র। 'মধুপাথে হতপ্রাণ পিপীলির মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মধুপান [স] ১ বি চুম্বন। 'সব কলা সৎপুণী তৌ সেহ মধুপান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি স্বার্থসিদ্ধি। 'মধুপান সদা করেন, কৌতুকে কাল হরেন।' ভবানী, ১৮২৫।

মধুপানমন্ত [স] বিণ মধুপানে মন্ত আছে এমন। 'খিরেফ শব্দটা মধুপানমন্ত ভ্রমরেরই মতো...'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

মধুপানরত [স] বিণ মধু পান করছে এমন। 'পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরপণ অত্রাদে মধুপানরত।' অক্ষয়, ১৮৪০।

মধু-পিয়াসী [স] মধু+পিয়াসী। বিণ মধুর জন্যে তৃষ্ণার্ত। 'কুসুমকান্তি নেবি নাই, মধু-পিয়াসী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মধুপ্রিয় [স] বি মধুরূপ প্রিয়। 'অঞ্জন রঞ্জন বঞ্জন গঞ্জন অগ্নি মধুপ্রিয় পানে।' অঙ্গাওল, ১৬৮০।

মধুফুল [স] বি বৌটার কাছে মধু থাকে এমন ফুলবিশেষ। 'পুকুর পাড় থেকে মধুফুল তুলে খেলো।' সৈলিনা, ১৯৬৯।

মধুবর্ষণ [স] বি মধুরূপ বর্ষণ; পলক সঞ্চার করা। 'ভোরের আলো তাহার চক্রে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মধুবায় [স] বি নির্মল বাতাস; মধুর বাতাস। 'সুখছায়ে মধুবায় এসে এসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'গন্ধ রেখে যায় মধুবায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মধুবিলাসিনী [স] বিণ ক্রী বসন্তকালের প্রিয়। 'এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি/ তবু তুমি মধুবিলাসিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

মধুভাণ্ড [স] বি মধুর পাত্র। 'মধুভাণ্ড লইয়া ... ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মধুভাণ্ডার [স] মধুভাণ্ডার। বি রসের ভাণ্ডার। 'সেখানেও সম্প্রতি কীণ মধুভাণ্ডার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মধুভাষিণী [স] বিণ ক্রী মধুর কথা বলে এমন। 'মধুভাষিণী, সূচাকহাসিনী, সে যথা-হরিণী।' নজরুল, ১৯৪১।

মধুভুক্ত [স] বি মৌমাছি। 'দিনরাত্রি মধুভুক্ত সেজে পদ্ম বানায়, ওহে, কী বাবিশ।' শামসুর, ১৯৫৯।

মধুমক্ষিকা [স] বি মৌমাছি। 'এক প্রবীণ প্রাচীন মধুমক্ষিকা।' তারিণী, ১৮০৩।

মধুমক্ষী [স] বি মৌমাছি। 'শূন্যে ছড়ায় উর্গাজাল, মধুমক্ষীরে উপহাসে ঘিরে জগ্নাত মহাকাশ।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মধুমখিকা [স] মধুমক্ষিকা। বি মৌমাছি। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মধুমতি [স] মধুমতী। বিণ মধু নিঃসরণকারী। '... এহো রস জ্ঞানএ মধুমতি সেবি সুকভা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মধুমতী-পুরী [স] বি মৌচাক। 'শিলীমুখব্দ, ছাড়ি মধুমতী-পুরী উড়ে কাকে কাকে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মধুমন্ত [স] বিণ মধু খেয়ে মন্ত। 'মধুমন্ত মধুরক।' বড়ু, ১৪৫০।

মধুমদমোদিত [স] বিণ মধুরূপ মদে বিমোহিত। 'মধুমদমোদিত কদয়ে কদয়ে রে সব প্রাণ উজ্জ্বলিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মধুনিদারী [স] বি সুবাদ মদ। 'যে ঘৌবনখানি/ একদিন পথে যেতে বহুভেরে দিয়েছিল আনি/ মধুনিদারি রসে বেদনার নেশা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মধুময় [স] ১ বিণ মাদুর্যপূর্ণ। 'মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে।' মাইকেল, ১৮৬৬। ২ বিণ আনন্দময়। 'এ দ্যুলোক মধুময়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বিণ মতিভাষাপূর্ণ। 'তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

মধুমরী [স] বিণ ক্রী সমুদ্র। 'যেন তারা মধুমরী দূরশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মধুমাথা [স] মধু+মাথা। ১ বিণ মিষ্টি। 'মধুমাথা কথা করে মোরে কিনে নিলে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ মধুময়। 'তনুতাকা মধুমাথা বিজন কদম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিণ আপাতদৃষ্টিতে মধুর। 'অধর্মের মধুমাথা বিষফল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মধুমাছি [স] মধু+মাছি। বি মৌমাছি। 'তাদের বনের অনেক

মধুমাছি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মধুমাসুরী। [স] বি মধুর্মময় সৌন্দর্য। 'বিধুর ব্যাকুল মধুমাসুরী, আঁহ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'অন্তরে তার যে মধুমাসুরী পুঞ্জিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মধুমান। [স] কিং মনোহর। 'মধুমান সূর্য সোম ঢালিয়াছে জ্যোতি।' জীবন, ১৯৩০।

মধুমিলন। [স] বি আনন্দপূর্ণ মিলন। 'কী মধুমিলন হইল।' নজরুল, ১৯৩১।

মধুমুখ। [স] বি শাব্যময় মুখ। 'ওই-সব মধুমুখ অমৃত-সদন না জানি রে আর কারা করিবে চুম্বন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মধুযামিনী। [স] ১ বি বসন্তের রাত। 'দুজনে দেখা হলো মধুযামিনী রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'ফিরে ফিরে গেল কোঁদে মধুযামিনী।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি আনন্দময় সময়। 'আমাদের ধনকুবেরেরা ... মধুযামিনী ষাণন করবেন চন্দ্রপুটেই।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

মধুরজনী। [স] বি আনন্দের রাত। 'মধুরজনীতে রেখে সরসিয়া ঘোহের মদির জলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মধু-রব। [স] বি মিষ্ট কণ্ঠস্বর। 'কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল দিতে নিজ মধু-রব।' মাইকেল, ১৮৬০; 'পাখি গাইছে মধুরবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মধুরঙ্গ। [স] বিগ সুমধুর। 'অনন্ত অগুণ কথা মধুরঙ্গ বাণী।' বাহরাম, ১৬৫০।

মধুরাজ। [স] বি বসন্তকাল। 'মধুরাজে ভেবে নিদাশ-জ্বালা/ কহে মধু-সহ, ব্রজের বালা।' মাইকেল, ১৮৬১।

মধুরাত। [স] মধুরাতি। বি বসন্তের রাত। 'বিরহ মধুর কল আঁজি মধুরাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'মধুরাত নাই হতে - ইস্তাফাধারী কুঞ্জে হাজির।' নজরুল, ১৯২৮।

মধুরাশ্র। [স] বিগ অন্নমধুর; টকমিষ্টি। 'মধুরাশ্র বড়ান্নাদি অন্ন পাঁচ হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মধুরিত্ত। [স] মধুঞ্চক। বিগ মধুঞ্চক। 'কুসুমিত তানন বসন্ত মধুরিত্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মধুশুক। [স] বিগ মধুলোভী। 'ধর্ম পদরজে মধুশুক বারমতি।' রামাই, ১৭১০।

মধুলোভ। [স] বিগ মধুর প্রতি আকর্ষণ। 'মধুলোভে মধুর করে নানা খেলা।' মালাধর, ১৫০০।

মধুলোভী। [স] বিগ মধুর প্রতি আকর্ষণ আছে এমন। 'মধুলোভী মধুরত, পাইয়াছে সদব্রত।' গুণ, ১৮৫৮।

মধুসখা। [স] বি বসন্তকালের সখা; কোকিল। 'গাইছে জাগিয়া তরুণাঙ্গ মধুসখা।' মাইকেল, ১৮৬১।

মধুসমীরণ। [স] বি বসন্তের বাতাস। 'ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে ফুটে ফুল কত শোভাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মধুশব্দ। [স] বি মধুর শব্দ; কাকিকৃত শব্দ। 'যে আমার মধুশব্দ একান্ত হৃদয়ে।' সিকান্দার, ১৯৫৬।

মধুশব্দ। [স] বি সুমধুর শব্দ। 'শিক যথা গায় মধুশব্দে।' মাইকেল, ১৮৬৬; 'পরম্পরে, মধুশব্দে, মনের কথা কয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মধুশব্দ। [স] বিগ ক্রী মিষ্ট কণ্ঠ এমন। 'মধুশব্দ কোকিলা আর কর্ণকণ্ঠ কাক।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মধু-স্মৃতি। [স] বি সুখ-স্মৃতি। 'আঁকড়ে ধরে থাকো মধু-স্মৃতিটুকু বিসর্জন দিতে পারিনি।' নজরুল, ১৯২৪।

মধুহাস। [স] মধুহাস্য। বি মধুর হাসি। 'তিমির উজ্জল হৈল মধু মধুহাসে।' বাহরাম, ১৬৫০।

মধুহীন। [স] বিগ মধুশূন্য। 'মধুহীন কর না গো তব মনঃকোকনদে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

মধুক। [স] বি অশোক ফুল। 'আধর বন্ধুদী গণ মধুক সমানে।' বড়ু, ১৪৫০।

মধুকর। [স] বি প্রাচীন বাংলার নৌকাবিশেষ। 'মধুকর ভিত্তা থেকে না জানি।' জীবন, ১৯৩২।

মধুকুণ্ডী। ১ বি পোকাবিশেষ। 'মধুকুণ্ডী আর পরখুণ্ডী আর কানসোনা, নীলামহি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ২ বি ঘাসবিশেষ। 'নীল হয়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকুণ্ডী ঘাস।' জীবন, ১৯৩০; 'বাদামী পাতার হ্রাণ - মধুকুণ্ডী ঘাস।' জীবন, ১৯৪৮।

মধুটগর। বি ফুলবিশেষ। 'অশোক কিংকণ্ঠ মধুটগর।' ভারত, ১৭৬০।

মধুবন। [স] বি বৃন্দাবনে অবস্থিত বনবিশেষ। 'শ্রীমধুবন-গোবর্ধন-সংঘেতবট।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মধুবীজ। [স] বি ডালিম ফল। 'মধুবীজ সুফল রোচন কুচকল।' গুণ, ১৮৫৮।

মধুমঞ্জরী। [স] বি ফুলবিশেষ। 'নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে/ মধুমঞ্জরীলতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মধুমতী। [স] বিগ ক্রী মধুসমৃদ্ধ। 'নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মধুমরিচ। [স] মধু+মরিচ। বি মশলাবিশেষ। 'হইল মধুমরিচ রোসনকোশা তাহে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মধুমট্টিকা। [স] বি ফুলবিশেষ। 'ওকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মধুমট্টিকা।' লামসুল, ১৯৫৬।

মধুমাত। বি (সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'মধুমাত - কাফি ঠাটের ওড়ব জাতীয় রাগিণী।' নজরুল, ১৯৩৫।

মধুমালতী। [স] বি ফুলবিশেষ। 'অলি কি মধুমালতীর আশ্রয়ে পলায়ন করে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মধুমাস। [স] বি চৈত্রমাস। 'মধুমাস অপায় মাধব পরবেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মধুয়া ঘাগড়া। বি এক ধরনের বড়ো ঘাস। 'মধুয়া ঘাগড়ার তলে এসে বসে থাকে বেলে মাছ।' সেলিনা, ১৯৭৫।

মধুর। [স] ১ বিগ প্রীতিকর। 'ঈশত হাসিআঁ বড়ায় মধুর বচনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিগ মিষ্ট। 'মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ধ্যাসীর গণ/ চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিগ আরামদায়ক। 'চারদিকে মধুর রোদ্দুর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিগ বিমুগ্ধ। 'আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পান্নে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৫ বিগ আনন্দময়। 'এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৬ বিগ মৃদুস্বাদ। 'সুন্দর সকাল বেলায় মধুর বাতাসে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ বিগ বিগ মনোহর শব্দে। 'হৃদয় মাঝে মধুর বাজে কী উদ্দেশ্যের শাখ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৮ বি সুন্দর। 'রত্ন বসি তাই শোনে, মধুরের

মধুরকর্ত

ধ্যানাবেশে ব্রহ্মময় আঁধি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

মধুরকর্ত [স] বিপ মিটি কর্তে অধিকারী। 'কখন কখন মধুরকর্ত অকল্যাণের তানশরযিতচ্ছ সঙ্গীতও কর্পকুর শীতল করে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মধুর গাত [স মধুর+গা] বি মিটি সুর। 'বেদু-বীণার মধুর গাত।' নজরুল, ১৯৫৯।

মধুরতম [স] বিপ অতিশয় মধুর। 'তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল।' অক্ষর, ১৮৪৮; 'মধুরের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম জীবন্ত সখম্বলকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মধুরতর [স] বিপ আরও মিষ্ট। 'ক্ষুণ্ডত সঙ্গীত মধুর, অক্ষুণ্ডত সঙ্গীত মধুরতর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মধুরতা [স] বি মাধুর্য। 'আমি আপন মধুরতা আপনি জানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মধুরনাদিনী [স] বিপ ক্রী সুমধুর শব্দ করে এমন। 'মধুরনাদিনী নির্ঝরিনীর সুরে সুর মিলাইয়া গ্রাম ভরিয়া গাহিতেছে।' সৎসঙ্গ, ১৮৯৮।

মধুরভাবিনী [স] বিপ ক্রী সুমধুর কথা বলে এমন। 'হুল নিতম্বিনী মধুরভাবিনী গজেন্দ্রগামিনী ...।' ভদ্রানী, ১৮২৫।

মধুরভাবী [স] বিপ ক্রী মিষ্টভাবী। 'মিষ্ট শান্ত, সদয়, ক্রমাবান, ধৈর্যবান, মধুরভাবী ...।' অক্ষর, ১৮৫২।

মধুরকীত [স] বিপ মধুর্য; মধুরত উপলক্ষে গড়ে এমন। 'সাদি মধুরকীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

মধুর-বতাবা [স] বিপ ক্রী শান্ত বতাববিশিষ্ট। 'মেরোয়া গ্রামে বতাবাই রূপবতী ... মধুর-বতাবা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

মধুরবরা [স] বিপ ক্রী মিটি কর্তের অধিকারী। 'আহা! মধুরবরা পদ্মাবতী কোকিলা কি নীরব হলো।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মধুরহাসিনী [স] বিপ ক্রী সুন্দর হাসে এমন। 'সুখমুখযোরে মধুরহাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মধুরা [স] বিপ ক্রী মনোহর। 'আনো মৃদল, মুরল, মুরলী মধুরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মধুরি^১, মধুরি ফুল বি মহয়া ফুল। 'অধর মধুরি ফুল শিয়া মধুরক ফুল নিরু মধু কত খন কীবে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

মধুরি^২ [স মধু+] বিপ মধুর। 'মধুরি মদন সর রস।' জ্যাণ্ডল, ১৭৫০।

মধুরিম [স মধুরিমা] বিপ মধুর। 'নাগর মধুরিম ভাস।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

মধুরিমা [স] ১ বি সৌন্দর্য। 'কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি?' বঙ্গসঙ্গ, ১৮৮১। ২ বি মাধুর্য। 'নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা।' রবীন্দ্র, ১৯৯৫।

মধুরিমামর [স] বিপ মাধুর্যপূর্ণ। 'সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমামর দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে।' কবিতা, ১৮৮৪।

মধুরেণ সমাপরোহ [স] - মিটি তথা উত্তম কিছু দিয়ে শেষ করা। 'সলিক মধুরেণ সমাপরোহ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মধুখ [স] বি যোম। 'মধুখকিলাদির মধ্যে কতকগুলি মধুখ আহরন করে ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

মধে ক্রিপণি মধে। 'আমাপুতি মহাশয় মনের মধে ভার করিয়াছেন।' ওসি, ১৭৮২।

মধ্য [স] বিপ মাঝখানে। 'দুই পাশে লবু মধ্য উন্নত বিশালে।' বহু, ১৪৫০।

মধ্য-এশিয়া [স মধ্য+ই এশিয়া] বি এশিয়ার মধ্যভাগ। 'মধ্য-এশিয়ার অর্থশক্ত জাতের মধ্যেও ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মধ্যগণন [স] বি মধ্যাকাশ। 'অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগণনে অবিরোধ করিবে, যখন অন্তরকরণ অমৃতস্রোতের ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মধ্যগত [স] ১ বিপ অন্তর্গত। 'ইহার মধ্যগত কোনও কথার তাৎপর্য গ্রহ হইল না।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বিপ মধ্যবর্তী। 'তাহারা ... পরিবারবর্গের মধ্যগত ও প্রতিবেশিমণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

মধ্যম্যহি [স] বি মূল বৈশিষ্ট্য। 'শ্রৌণী চরিত্রের মধ্যম্যহি যে তত্ত্ব ...।' কবিতা, ১৮৮৭।

মধ্যজল [স] বি নদীর মধ্যবর্তী স্থান। 'মধ্যজলে ভাসন্ত জেসেচিলিকসোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

মধ্যসিন্ধু [স] ১ বি মধ্যাহ্ন। 'প্রথর পিপাসা হানি পুশের শিশির টানি পেয়ে মধ্যসিন্ধু।' রবীন্দ্র, ১৯৯৯; 'মধ্যসিন্ধু মোমাঝিয়া বেড়াক মুদু রক্তায়া।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি যোক্ষম সময়। 'অধরের অধীর চুম্বনে সান্নিধ্যের মধ্যসিন্ধু।' লামসুর, ১৯৩৬।

মধ্যসিন্ধুর ভোজল বি দুপুরের খাবার। ওসি, ১৭৮৫।

মধ্যদেশ, মধ্যদেশ [স] ১ বি কোমর। 'সিঁহে জিনি মধ্যদেশ।' হুত্বল, ১৬০০। ২ বি মধ্যাহ্ন। 'কর্তব্যেতে এড়ে ত্রৈ অঙ্গুলি মধ্য দেশ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মধ্যপথ [স] ১ বি মাঝ পথ; পথের মাঝখান। 'সেনা লইয়া নিতল হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।' কবিতা, ১৮৬৮; 'মধ্যপথে নরনারী অক্ষর সে সুধারাসি করি কাড়াকাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি মাঝমাঝি পন্থা। 'তিনি নৃতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেন।' প্রথম, ১৯১৪।

মধ্যপন্থা [স] বি মাঝমাঝি উপায়। 'পাচক বহুজনসম্বত একটি মধ্যপন্থা ব্যতির করিয়া লছে।' হুত্বল, ১৬৮৯।

মধ্যপন্থী [স মধ্য+বি পন্থী] বিপ উদার মতাবলম্বী। 'ইহাদিপকে মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে।' শরীদুল্লাহ, ১৯৩১।

মধ্যপর্বে [স] বি মধ্যমূল। 'মধ্যপর্বে মোসলেম শাসন অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন আসে না।' সনৎ, ১৯৭০।

মধ্য গ্রদেশ [স] বি কেন্দ্রস্থল। 'মধ্য গ্রদেশ বেড়িয়া সুবিতে থাকিবে।' কবিতা, ১৮৭৫।

মধ্যপ্রাচ্য [স] বি এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহ। 'মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে ...।' উমর, ১৯৬৮।

মধ্যবয়সী [স] বিপ বয়সের মধ্যপর্বে পৌঁছে গেছে এমন। 'বাড়িওয়ালির মধ্যবয়সী মেয়েকে সে ভালোবেসেছিল।' আগাউজিন, ১৯৬০।

মধ্যবর্তি, মধ্যবর্তি [স মধ্যবর্তী] ১ বিপ অন্তর্ভুক্ত; আগভাবীন। 'ঐ জিলার মধ্যবর্তি শ্রমজিৎ গ্রামে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিপ মধ্যবর্তিত। 'দীন দান্ধি কি মধ্যবর্তি শোকেমারের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্বক ইয়েজারী সোনারক্ত করিবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

মধ্যবর্তিতা, মধ্যবর্তিতা [স] বি মধ্যস্থতা। 'গবর্ণমেন্ট কর্তৃকারীর মধ্যবর্তিতায় সকল শেষ হইবে।' *ডাক্ষয়কাল*, ১৮৭৩; 'এদের মধ্যবর্তিতায় দেশের লোকের তাঁকে কিছু কিছু বুঝতে পারবে।' *মোহনহর*, ১৯৩৭।

মধ্যবর্তিনী [স] বিণ স্ত্রী মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। 'পৃথিবী সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যবর্তিনী হয়।' *অক্ষর*, ১৮৪১।

মধ্যবর্তী, মধ্যবর্তী [স] ১ ক্রিবিণ মাঝামাঝি স্থানে। 'যদি মধ্যবর্তী ক্রোয়া করিবার উপায় থাকে।' *অক্ষর*, ১৮৫৫। ২ বিণ মধ্যবিস্ত। 'জমিদার ও মধ্যবর্তী লোকের ত কঠোর সীমা নাই।' *অমৃতবাজার*, ১৮৭৩। ৩ বিণ অভ্যন্তরস্থ। 'ভাষ্যবূপের মধ্যবর্তী একটি সামান্য মুক্তিকায়ম ফুটাবে।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মধ্যবিৎ [স] বিণ মাঝামাঝি স্থানে স্থিত। 'মধ্যবিৎ ভাবে কিছুকাল হুয়াই হন।' *ভগবানী*, ১৮২৮।

মধ্যবিস্ত [স] বিণ ধনীও নয়, গরিবও নয় এমন। 'মধ্যবিস্ত লোক অর্থাৎ মাঝারা ধন্যতা নেহে।' *ভগবানী*, ১৮২৩; 'উত্তর-পশ্চিম বিভাগে প্রায় মধ্যবিস্ত লোকেরাই বাস করে।' *কৃষ্ণজীবনী*, ১৮৮৫; 'আমার বোধ হয় বড়োমানুষের ঘরে বালাবিবাহ ঘটতা আছে মধ্যবিস্ত গৃহস্থের ঘরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মধ্যবিস্তকেন্দ্রিক [স] বিণ অর্থনৈতিকভাবে মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছে এমন জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন। 'অন্যান্য দেশের মতো তাই ভারতেও জাতীয় আন্দোলন মোটামুটি মধ্যবিস্তকেন্দ্রিক।' *উদয়*, ১৯৬৬।

মধ্যবিস্ততা [স] বিণ মধ্যবিস্ত অবস্থা। 'আমার রচনায় যারা মধ্যবিস্ততার সন্ধান করে পাননি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

মধ্যবিস্ত্রোণী [স] বি ধনী ও দরিদ্রের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা জনগোষ্ঠী। 'ইউরোপের মধ্যবিস্ত্রোণীর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই অস্বাভাবিক জীবনে।' *অল্পম*, ১৯২৯; 'মধ্যবিস্ত্রোণী ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভাবনের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান।' *উদয়*, ১৯৬৬।

মধ্য-বিদ্যালয় [স] বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। 'শিক্ষকের যথাসম্ভব নতুন প্রণালীর মধ্য-বিদ্যালয়ে স্থান করবেন।' *মহাবল*, ১৯৪৯।

মধ্যবিৎ [স] বিণ মধ্যবিস্ত। 'সামান্য ও মধ্যবিৎ গৃহস্থান এক বহু ঘারা প্রায় সকল কর্মই নিশ্চয় করেন।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

মধ্যভাগ [স] বি মাঝবানের অংশ। 'নয় ভাগের মধ্যভাগে যে যে দেশ লক্ষ ভাহানের নাম ...।' *মৃচ্ছকটিক*, ১৮১০।

মধ্যমণি [স] ১ বিণ মাঝবানকার। 'সবুজ হলে এই বর্ণমালায় মধ্যমণি।' *প্রমথ*, ১৯১৪। ২ বি হারের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ রত্ন। 'দুর্লভ মধ্যমণি সুবাসর কটহারে।' *গল্পকল*, ১৯৮৫।

মধ্যমণিশঙ্কল [স] বিণ প্রধান ব্যক্তির মতো। 'বস্ত্রত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিশঙ্কল হিসেবে।' *বনকল*, ১৯০৬।

মধ্যমধ্যশ্রেণী [স] বি মধ্যম মানের মধ্যবিস্ত। 'মাধ্যবান কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর - না, মধ্যমধ্যশ্রেণীর?' *জীবন*, ১৯৪৮।

মধ্যমায় [স] বি মধ্যরাত। 'মধ্যময়ে সাহিত্যের কত না কবিতা।' *অহসান*, ১৯৫৯।

মধ্যমামিনী [স] বি স্ত্রী মাঝরাত। 'মধ্যমামিনীর স্পন্দে লগ্নদ্বীপ হলো, তখনও সে।' *লগ্ন*, ১৯৭৩।

মধ্যমূল [স] ১ বি ইউরোপের রেনেসাঁসের (চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূচনা) আগের যুগ। 'মধ্যযুগের যুরোপীয় গভীতমণ্ডলীতে

এইরূপ ক্ষুদ্রতরঙ্গের চুবি ডিবানোর প্রাদুর্ভাব হয়ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'কামালপাণা বঙ্গদেশ, মধ্যযুগের অচলারতন থেকে তুরস্ককে মুক্তি নিয়ে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'মধ্যযুগের অবসান হির করে দিতে গিয়ে ইমারোফ গ্রীস হতেছে উচ্চল পৃষ্ঠান।' *জীবন*, ১৯৪২। ৩ বি ইংরেজ আমলের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী। 'ভারতীয় মধ্যযুগের কবিত্বজ্ঞাতার সুদূর ক্ষিতিক্ষেত্রে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মধ্যযুগী [স] মধ্যযুগীয়া ১ বিণ অত্যন্ত পুরাতন। 'মধ্যযুগী অশ্বখের নীচে হেঁটে যেতে।' *শামসুর*, ১৯৫৯। ২ বিণ মধ্যযুগের ধ্যান-ধারণা লালনকারী। 'মধ্যযুগী এক যুবক গোষ্ঠীকে দেখেই গেতে চায় শবের নির্দেশ।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬। ৩ বিণ মধ্যযুগের। 'হাফিজের রূপ এক ক্ষুদ্র কৃষক, মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো যু-খু।' *শামসুর*, ১৯৭০।

মধ্যযুগীয় [স] ১ বিণ মধ্যযুগের। 'তিনি তুরস্কের মধ্যযুগীয় আবাবুগরা মুক্ত করেছেন।' *সত্যগত*, ১৯৩৩। ২ বিণ মধ্যযুগের মতো অনঙ্গসর। 'সামাজ প্রায় মধ্যযুগীয় তরোই পড়িয়া আছে।' *বেগম*, ১৯৪৯।

মধ্যকশিরা [স] মধ্য+ই রূপিয়া বি রাশিয়ার মধ্যভাগ। 'তুর্কমেনি যুবকের মধ্যকশিরা বড়ো বড়ো কারখানার শিলার জন্যে পাঠানো হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মধ্য স্তর [স] বি মাধ্যমিক স্তর। 'মধ্য স্তরে সাধারণ ছাত্রসংখ্যা ...।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩৩।

মধ্যস্থ [স] ১ বিণ অভ্যন্তরস্থ। 'মধ্যস্থ মুন্সাই হরে দেয় ফুলাইয়া।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ বি শালিশ; দুপক্ষের মাঝখানে থাকে যে। *ভানকান*, ১৭৮৫; *ভগ্নী*, ১৮২২; 'নায়সর্গল প্রভৃতি শাস্ত্রেই কোটি করিয়া বাবুকে মধ্যস্থ মানেন।' *ভগবানী*, ১৮২৩। ৩ বিণ মধ্যস্থতাকারী। 'কিছু উভয় পক্ষের মধ্যস্থ সাহেবেরা অনস্বত হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ৪ বিণ মাঝবানকার। 'দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে মধ্যস্থ একটি কিবা দুটি চরণ ডিঙিয়ে মেলে।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

মধ্যস্থতা [স] ১ বি মীমাংসাকারী। 'বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থতা মানেন।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ বি সহযোগিতা। 'দারোগার মধ্যস্থতার আমার উত্তরোত্তর আর্থিক জীবিত যথোচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৩ বি মাধ্যম। 'মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত।' *ইসলাহ*, ১৯৩২। ৪ বি মীমাংসা। 'ভাকারকে মধ্যে মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হয়।' *ভাঙ্গা*, ১৯৩৩।

মধ্যস্থল [স] বি মধ্যভাগ। 'কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।' *রামসুন্দর*, ১৭৮০।

মধ্যস্থ্য [স] ১ বি স্ত্রী মীমাংসাকারী। 'শীলবারী উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ্য ছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ বিণ মধ্যবর্তী। 'ভাষার মধ্যস্থ্য ঐ উদয়নচাওরীর কন্যা শীলবারী ছিলেন।' *গৌর*, ১৮২২।

মধ্যস্থিত [স] বিণ মধ্যবর্তী। 'পৃথিবী হির ও অন্তরীকবিকচিত্র জ্যোতিষসমুদ্রের মধ্যস্থিত ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মধ্যস্থতুভোগী [স] বিণ দুটি পক্ষের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে সুবিধা ভোগকারী। 'কৃষককুল ও রাজপণ্ডিত মাঝখানে মধ্যস্থতুভোগী কোন জমিদার শ্রেণীর অতিষ্ঠ স্বীকৃত হয়নি।' *সনক*, ১৯৭০।

মধ্যা [স] বিণ মধ্যস্থ্য। *মদ্যোদল*, ১৭৪০।

মধ্যাকাশ [স] বি মাথার উপরের আকাশ। 'মধ্যাকাশে শোভিত তপন।' *হাইকেল*, ১৮৭৩।

মধ্যাবস্থা

মধ্যাবস্থা [সি] বি মধ্যবিস্তৃত। 'কলকোঠার কি বড় মানুষ কি মধ্যাবস্থা এক একজন এক একটা রত্ন।' হুতোম, ১৮৬৬।

মধ্যাবস্থাপন্ন [সি] বিশ্ণু মধ্যবিশিষ্ট। 'মধ্যাবস্থাপন্ন-গৃহের বসু অথবা কন্যা হন তাহা হইলে প্রাতে উঠিলেন।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

মধ্যে ১ ক্রিবিণ ভিতরে। 'মধ্যে কিল্লক জ্যোতি তন্ত হেমমএ।' মালধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ অনাদের বা অসেকের সঙ্গে। 'প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে হৈলো একজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মধ্যে মধ্যে ১ ক্রিবিণ কিছুকণ পর পর। 'মধ্যে মধ্যে হরিহরনি করে ভক্তগণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ কখনো কখনো। 'কর্তব্য কাজ এই মধ্যে২ তাঁত নজর করিবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩; 'পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বামহয়ে দুই একটা মসলা বদনে ...।' ভবানী, ১৮২৫।

মধ্যেস্থিত [সি] মধ্যস্থিত। 'মধ্যেস্থিত অবস্থিত।' 'মধ্যেস্থিত সুখময়া সনা গ্রন্থ বহে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

মধ্যম [সি] ১ বিশ্ণু মাঝারি ধরনের। 'মধ্যম ভাগবত বলি এই রূপ হয়।' মালধর, ১৫০০। ২ বি ভাগেও নয় মন্দও নয় এই রকমের যে। 'উত্তম মধ্যম নীচ সবে গণ হৈল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিশ্ণু যিষ্ঠার; মেজো। 'মধ্যমের নাম গুণানন্দ।' ব্রাহ্মণ, ১৮০১; 'মধ্যম রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ রামজীবন।' রাজীব, ১৮০৫। ৪ বিশ্ণু মধ্যবিস্তৃত। 'এই মধ্যমানে ... ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

মধ্যমপুত্র [সি] বি মেজো ছেলে। 'গিল্লির মধ্যমপুত্র শনির দশার।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মধ্যমবারু [সি] মধ্যম+ফা বারু। বি মেজো বারু। 'তরুণের মধ্যমবারু ঐ প্রকার দীপাবলল অর্থাৎ দীপাবলবস্ত্র নাম হইল।' ভবানী, ১৮২৫।

মধ্যম লোক [সি] বি মধ্যবিস্তৃত। 'ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রন্থ বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং সোকাণ্যার সোকার মধ্যে।' দর্পণ, ১৮৩০।

মধ্যম শ্রেণী [সি] বি মধ্যবিস্তৃত। 'মধ্যম শ্রেণীর লোকেরাও।' এসলাম, ১৮১৯।

মধ্যমা [সি] ১ বিশ্ণু ঐ মেজো। 'মধ্যমা কন্যার বুড়িভাড়া।' ওর্দা, ১৭৮২। ২ বি হাতের তর্জনী ও আনামিকার মাঝামাঝের আঙুল। 'ওর্দা, ১৭৮৫: 'মধ্যমা এবং বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠের বর্ধগণিত বারব তাপের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মধ্যম [সি] বি সংগীতে বরসঙ্কেতের চতুর্থ বর - মা। 'খদি স্থবিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাঙ্গো চমায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মধ্যমান [সি] বি গানের তালবিশেষ। 'মধ্যমান রূপ প্রভৃতি তাল বড়।' ফরজুল্লাহ, ১৮৭৬: 'এ প্রবাহিনীর সুর সলিত, তাল মধ্যমান।' প্রমথ, ১৯২৭: 'ভীমপল্লী মধ্যমান।' নন্দকর, ১৯৩২।

মধ্যসাধারণ [সি] বি ভূমধ্যসাগর। 'মধ্যসাধারণের কাশো তরঙ্গের থেকে।' জীবন, ১৯৪২।

মধ্যা' প্র মধ্য

মধ্যা' [সি] বি বৈকুণ্ঠশাস্ত্রে নারিকার প্রকারবিশেষ। 'মুন্ডা মধ্যা প্রাপলতা তাহার ভেদ তিন।' ভারত, ১৭৬০।

মধ্যাকর্ষণ [সি] বি যে বলের দ্বারা কোনো বস্তু অন্য বস্তুকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে। 'যেমন জ্যোতিষ সকল মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ...।' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭২।

মধ্যাক [সি] ১ বি দুপুরবেলা। 'মধ্যাক পর্বত কৈল ব্রীমুখরশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'মধ্যাক দিনকৃতি করিআ ধনপতি তনে সাধু আয়ে পুরান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুপুরের আহার। 'মধ্যাক করিতে গেলা প্রভুকে ইহায়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি তৃষ্ণ হান। 'জীবনের যথার্থ সমাধা যৌবনমধ্যাহ্নে আজি।' সৃষ্টি, ১৯৩১।

মধ্যাক-আকাশ [সি] বি দুপুরের আকাশ। 'পঞ্চাতে মধ্যাক-আকাশের নিপঙ্করেখা পর্বত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মধ্যাকাল [সি] বি দুপুরবেলা। 'বামন, ভ্রমণ করিতে করিতে, মধ্যাকালে, এক ত্রাচনের আলয়ে উপস্থিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মধ্যাক্ষপন [সি] বি তৃষ্ণ অবস্থা। 'ফরাসী দাড়ি তার পৌরষের মধ্যাক্ষপনের সর্গারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেন।' মূলতত্ত্ব, ১৯৪৯।

মধ্যাক্তস্ত্রা [সি] বি দুপুরের ঘুম। 'নিপেটতার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাক্তস্ত্রায় দুটিয়া দুটিয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মধ্যাক্তোজ [সি] বি দুপুরের আহার। 'মধ্যাক্তোজের নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্থায়ী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মধ্যাক্তোজেন [সি] বি দুপুরের আহার। 'যদ্ব করিয়া মধ্যাক্তোজেনের নিমন্ত্রণ করিলেক।' ভারতী, ১৮০০।

মধ্যাক্ষমার্গ [সি] বি দুপুরের সূর্য। 'এই এতেন রবি আজ মধ্যাক্ষমার্গের মতো অগ্নিচক হয়ে উঠেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মধ্যাকল্ল [সি] বি তৃষ্ণ দশা। 'উনিশ শতকের নবজাগরণের মধ্যাকল্লো পাঠ্যার ও দেশাচারের শাসকদ্বারী অস্ত্র প্রভাবে ...।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

মধ্যাক্ষপন [সি] বি দিব্যপন। 'মধ্যাক্ষপন বলিগাই হির জাণিও।' কোমিউর, ১৯২৪।

মধ্যাক্ষিক [সি] বিশ্ণু দুপুরের। 'বিক্রাম করিয়া কৈল মধ্যাক্ষিক নানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মধ্যাক্ষিক রেখা [সি] বি এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাথমিক। 'যে সকল প্রাথমিক পরিমাপক রেখা এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, তাহারদিগের নাম মধ্যাক্ষিক রেখা।' অক্ষয়, ১৮৪১।

মন [সি] মনঃ ১ বি মেজাজ। 'মনত হরিষ কর ইবত হাসিআ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি হৃদয়। 'নিরন্তর গুন কি হরুক তার মন।' মালধর, ১৫০০। ৩ বি চিন্তা। 'ছাড়িবার মন হৈলে শ্রাপ ফাটি যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি ইচ্ছা। 'সেকলীনা গনিতে সবার হৈল মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বি মনের কথা। 'মন জ্ঞানি শ্রুত পুনঃ না বলিলা তারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৬ বি মনের মীমাংসা। 'না জ্ঞানি তোমার সঙ্গে হৈছে হের মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৭ বি মনোযোগ। 'মন গিয়া তন ভাই নগরকীর্তন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৮ বি প্রসন্নতা। 'হোরির বকসি মনোযোগের পার্থক্য রাখি পুর্ণিমার প্রণামি দিয়েও মন পাওয়া ভার।' হুতোম, ১৮৬১। ৯ বি অভিমত। 'কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মনটা কি।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

মন-আন্তর বি মনের যন্ত্রণা। 'আমি পুড়ি মন-আন্তরে।' তারা, ১৯৪২।

মন উঠা [সি] বি ইচ্ছা হওয়া। 'স্বপ্নে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মন উড়া কি মন উগাস হলো। 'মন উড়েছে উড়ুক না রে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

মন-উশবন [স] বি মনরূপ বাণ্যন। 'মম মন-উশবনে করে বরিখারা।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

মন ওঠা কি মন তুট হলো। 'বাছ-বাছ ভাষাকার তার দিয়েছেন যে-ব্যাখ্যা ভাতের কখনো ওঠনি মন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

মনকথা বি মনের কথা। 'তোমার বিগ্রিৎ বোল সুনি মনকথা।' মাদাধর, ১৫০০।

মন করা কি হির করা। 'পতিহর যাব স্বর্ণপানে করিয়াছি মন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মনকলা খাঁড়ো কি কল্পনার বাঙ্কিত বস্ত উপভোগ করা। 'সবে এই মনকলা খায়েন গৃহর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মন-কথাকবি বি মনোমালিন্য। 'একটা মন-কথাকবি চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'কথাকটিকাটি এবং মনকথাকবি।' শরৎ, ১৯১৬।

মন কথাকবি করা কি মনোমালিন্য করা। 'আমার সঙ্গে মন কথাকবি করে গালিয়ে গালিয়ে বেড়ায়।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

মনকসা কি মন গরীক্ষা করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

মন কাড়া কি মন তুলানো; মুছ করা। 'আমাদের মন কাড়িয়া লইলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মনকুটো বি মনের কুটুরি। 'মন-আঙন কে দেখে মনকুটো কেঁদে লালন, ১৮৮০।

মন কেমন করা কি ব্যাকুল হলো। 'আমার মন কেমন করে - কে জানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মন কেমন কেমন করা কি ব্যাকুল হলো। 'স্বপ্নের বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

মন খাটানো কি চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে। 'আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে-জ্ঞান উপার্জন করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মন খোলাসা করা কি মনের কথা অকপটে বলে বলা। 'তা যাও, মনটা খোলাসা করে এসো পে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মন খোলা ১ কি মনের কথা অকপটে বলা। 'কি রূপে আছি, তা ভাই যদি মন খুলে ... দেখাভেতম।' উৎসব, ১৮৫৭। ২ বিগু উদার। 'মনখোলা ও অমায়িক ধরনের লোক।' বিকৃতি, ১৯০১।

মনশা বি মনরূপ গঙ্গা। 'দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনশার ততোলা জল।' প্রমথ, ১৯১৮।

মন-গড়া ১ বিগু বানানো। 'এটি আপনাই মনগড়া কথা।' মনরতন, ১৮৮৯। ২ বিগু মনের মতো; পছন্দের। 'মন-গড়া নাম চাই যে দিতে তারে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মন গলা কি হৃদয় বিপণিত হলো। 'আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মন-মমরানি বি মনে চাপা বেদনার কাতরানি। 'আমার এ মন-মমরানি শেষে যখন অসহ্য হয়ে দাঁড়াল।' নরেন্দ্র, ১৯২৭।

মনগোপনে ক্রিবিধ একান্ত গোপনে। 'ডাকছি তারে মনগোপনে মনের কামনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মন-গোলাপ বি মনরূপ গোলাপ। 'মন-গোলাপের পাণ্ডি কীপে কেন গো।' নরেন্দ্র, ১৯০৫।

মন-যুড়ি বি মনরূপ যুড়ি। 'সুতার ঠোতা শান্ত-শিখিল টানতে ও মন-যুড়ি।' নরেন্দ্র, ১৯২৬।

মন ঘুলিয়ে যাওয়া কি চিন্তায় ভালবোল পাকানো। 'ও সব ভাবনা ভাবতে গেলে মানুষের দার্শনিক মন ঘুলিয়ে যায়।' প্রমথ, ১৯২৭।

মনচক্ষু [স মনচক্ষু] বি অন্ধবৃত্তি। 'দেবি, মনচক্ষু দিয়ে লোকে কিনা দেখতে পার।' মাইকেল, ১৮৬১।

মন-চলাচল বি মনের ভাব আদান-প্রদান। 'মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মনচিহ্ন [স] বি মনরূপ চিহ্ন। 'মানচিত্রের সঙ্গে মনচিত্রের কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই।' প্রমথ, ১৯২৭।

মন চুরি বি হৃদয়হরণ। 'আমি হয়তো একদিন লুকাইয়া উছাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মনচোর [স] বি মন চুরি করে যে। 'কোথা হতে মনচোর পশিল আমার বক্ষে।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

মনচোরা ১ বি প্রণয়শয়। 'মনচোরার অনুসন্ধানে বৃন্দাবনে এশেম।' নীনবন্ধু, ১৮৭২; 'মন-চোরা সে কোন জনা?' নরেন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি অধিন মানুষ। 'পাহাড়ি আটোলা কর মনচোরা রে চিনে ধর।' লালন, ১৮৮০।

মন হটকট করা কি মন চঞ্চল হলো। 'কাল রাত হইতে তাহার মন হটকট করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মনহুলা [স মন+স হলনা] বিগু মন মজার এমন। 'আপনি এই কপট ভোলা ব্রিঙ্কভের মনহুলা।' লালন, ১৮৮০।

মন-জ্ঞানজ্ঞানি বি মানসিক ঘনিষ্ঠতা। 'ক্লাসিক এবং রোমান্টিকদের মধ্যে মন-জ্ঞানজ্ঞানির অবকাশ কুটিং।' শিব, ১৯৫০।

মনজিৎ [স] বিগু মনজরী। 'কপজিৎ অনেকই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ কল্পনায়।' নরেন্দ্র, ১৯২৪।

মন জোখানো কি জোখামোদ করা। 'পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মন টানা কি মনে আর্থবোধ বোধ করা। 'আমার নিত্য মন টানিয়াছে।' রামনারায়ণ, ১৮০১।

মন টানাটানি বি মন-কথাকবি। 'চন্দর কিন্তু বিগু-মুসলমান মনে টানাটানি লইয়া আর এদিক মাড়ায় না।' শওকত, ১৯৫৮।

মন টিকা কি মন হির ধাককা। 'আমার বৃদ্ধ ঘরে একলা থাকিতে মন ডিকিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'তোমার মুখি এদেশে মন টিকছে না?' নরেন্দ্র, ১৯০১।

মনটুপি বি অগ্নেই মন তুট হইয়া যায়। 'আদর করে যা তারে তাই নাম দিয়েছেন মনটুপি।' নরেন্দ্র, ১৯২৬।

মন ঠাণ্ডা করা কি হৃদয় শান্ত করা। 'ভেবে আমি মন ঠাণ্ডা করেছি।' মালিক, ১৯৪০।

মনতরী [স] বি মনরূপ নৌকা। 'মনতরী পাবে কুল।' মাইকেল, ১৮৬১।

মনতুবি বিগু মন তুটকারী। 'ভায়েলেনের ভায়েলিন নাকি আমি বিপ্রসী-মনতুবি।' নরেন্দ্র, ১৯২৬।

মনতুট [স] বিগু মনের সম্বন্ধি হয়েছে এমন। 'দুইমতি এজিদের মনতুট হৈল।' বাহরাম, ১৬৫০।

মনভূটি [স] বি মনের ভূটি। 'লেখকের মনভূটি হতে পারে না।' প্রমথ, ১৯১৫।

মনতোষ [স মন-তোষণ] বি চিত্তের সন্তুষ্টি। 'মনতোষ ভৈল কাহাঞি হাড়ে ঘন শাসে।' বহু, ১৪৫০।

মনতোষাধি [স মন-তোষিণী] বিণ স্ত্রী মন তুষ্ট করে এমন। 'এজিদি আজ মনের মত মনতোষিণী সুরা পান করিয়া বসিয়া আছেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মন-দরিয়া [স মন+ফা দরিয়া] বি মনরূপ সমুদ্র। 'মাঝি ... মন-দরিয়ায় কূল-কিনারা পেলে না।' নজরুল, ১৯২৭।

মন দিয়া ক্রিবিণ মনোযোগ সহকারে। 'মন দিয়া সুন সডে স্যাম্যাসের বানি।' মালাধর, ১৫০০।

মন দেওয়া ১ ক্রি প্রেম নিবেদন করা। 'মন দিতে এসেছি যারে ভালোবেসেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ ক্রি মনোযোগী হওয়া। 'অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মন দেওয়া-নেওয়া বি মন বা ভালোবাসার আদানপ্রদান। 'মন দে'য়া 'নে'য়া অনেক করেছে, মরেছি হাজার মরণে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মনদ্বন্দ্ব [স মন-দ্বন্দ্ব] বি মনের কষ্ট। 'তবে সে বুঝিতে তুমি মোর মন থক।' বাহরাম, ১৬৫০।

মনদ্বাঞ্চা [স মন-দ্বাঞ্চ] বি সংশয়। 'দূর হৈব মন ধাক্কা জন্মিব শুদ্ধ জ্ঞান।' সুলতান, ১৭০০।

মন-নদী [স] বি মনরূপ নদী। 'মন-নদী ছুটেছে ওই।' নজরুল, ১৯৩৩।

মন না উঠা ক্রি সন্তুষ্ট না হওয়া। 'এত ঘুস পেয়ে যদি বা তাহার মন না উঠিতে চায়।' জহীম, ১৯৩১।

মন না ধাকা ক্রি অগ্রহ হারানো। 'ইহাতে আর আমার মন নাষ্ট।' বক্তিম, ১৮৮২।

মন-না-মতি - মানব মনের নিচয়তা বিষয়ে সন্দেহ। 'বেরিয়ে গেল কথায় কথায় - কথায় বলে মন-না-মতি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মন না লাগা ক্রি ভালো না লাগা। 'আমার লাগল না মন লাগল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মন-নিকষ [স মন-নিকষ] বি মনের কষ্ট। 'যেমনি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাটন-মুতির দাগ।' নজরুল, ১৯২৬।

মন পড়া ক্রি লোভ থাক। 'সংসারের সুখচ্ছন্দতা ভোগ করিবার নিকে তাহার মন পড়িয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মন পড়ে থাকা ক্রি অন্তরের টান থাক। 'এ দিকে যে মন পড়ে রয় মন লাগে না কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

মনপাশন [স] বি মনরূপ বায়ু। 'মনপাশনে দুলাইছে দিবসরজনী।' রামখাসাদ, ১৭৮০।

মন পাওয়া ক্রি হৃদয় জয় করা। 'কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মন পাষি বি মনরূপ পাষি। 'উদাস মোর মন পাষি।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

মন পাড়া ক্রি আশা করে অপেক্ষা করা। 'আমি মন পেতে আছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মনপুরী [স] বি মনরূপ পুরী। 'সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, কায়নাটকের রত্নপাত্রী।' প্রমথ, ১৯২৭।

মনশাশ্বদনয় [স] বি অন্তর। 'মানুষ তার সমস্ত মনশাশ্বদনয় লইয়া মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মনশ্রি [স] বিণ মনের মতো। 'বাদ সাধন কেমনি মনশ্রি হউক।' তারিণী, ১৮০৩।

মনফাঁদ [স মন+ফা ফন্দ] বি মনের ফাঁদ। 'রূপ কামিনী জনের মনফাঁদ।' জ্ঞান, ১৬০০।

মন ফেরা ক্রি সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসা। 'মন ফিরি যায় তার না পারে মরিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মন ফেরানো ক্রি নিবৃত্ত হওয়া। 'তুমি এমত কার্য করিও না ইহা ইহাতে মন ফিরাও।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

মন-বধু [স] বি মনরূপ বধু। 'যত মন-বধু ধায় বনে।' নজরুল, ১৯৩২।

মনবন্দী [স] বিণ মনের ভিতরে জমা। 'কস্তুরীসুবাসে অলকের ফাঁসে মনবন্দী হয় কাম।' জ্ঞানোৎসব, ১৬৮০।

মন-বন্ধ [স] বিণ মন-বন্দী। 'যদি প্রেম ফানে তুচ্ছ হৈতা মন-বন্ধ।' বাহরাম, ১৬৫০।

মন বসন [স] বি মনরূপ বসন। 'মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্বকথাই সাবান।' সুকুমার, ১৯২০।

মন বসা ১ ক্রি মন টেকা; ভালো লাগা। 'এই ঘরে যে এমন করে মিনয়ের মন বসেছে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রি মনোযোগী হওয়া। 'মন বসতে সাহায্য হবে।' মানিক, ১৯৩৬।

মন বাঁধা ক্রি মনস্তির করা; একাগ্রচিহ্ন হওয়া। 'হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মনবিনিময় [স মন-বিনিময়] বি মন দেওয়া-নেওয়া। 'মনবিনিময় এবং নতুন জন্মীতিকের কথা।' জীবন, ১৯৪০।

মনবুদ্ধি [স] বি মনের ভাবনা। 'মনবুদ্ধি এককরি ভজ্ঞ নারায়ণ।' মালাধর, ১৫০০।

মনবেড়ী বি মনের বাঁধন। 'ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম তাহার পায়।' লালন, ১৮৯০।

মনবেথো [স মন-বাথো] বি মনোবেদনা। 'মনের যুহুক মনবেথো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মন-ভাড়া বিণ হৃদয় ভাড়া। 'মন-ভাড়া দুখ মোর কন্ঠেতে পুরে।' সুকুমার, ১৯২০।

মন ভাড়াভাঙি ক্রি মানসিক দ্বন্দ্ব। 'তখন আমাদের এ মন ভাড়াভাঙিও হয়নি।' নজরুল, ১৯২৭।

মন-ভার [স মন-ভার] বি বিরক্তি; অগ্রসন্নতা। 'কোনোখানে মন-ভার, মুখ-ভার দৃষ্টিভাঙ্গা সহিতে পারিত না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মন ভাড়া করা ক্রি মন খারাপ করা। 'তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মন-ভিখারী বি মনের কাঙাল। 'মন-ভিখারী মীন-শিকারী মুখের পানে চায়।' নজরুল, ১৯৩২।

মন ভিজ়ে খাওয়া ক্রি সদয় হওয়া। 'ভিজ়ে গেল মন, তবু বিধাতরে তারে শুধালে ক্রাঞ্চ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মনভীষ্ট [স মন-অভীষ্ট] বি মনোবাসনা। 'এই নিবেদন মোর মনভীষ্ট লিখ কর।' মানিকরায়, ১৭৮১।

মন-ভোমরা বি মনরূপ ভ্রমর। 'মন-ভোমরা বেড়ায় গাছি।' নজরুল, ১৯৩২।

মনভোলানো বিণ মন হরণ করে এমন। 'কত মন-ভোলানো ভঙ্গিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মনমজান বিণ মনোমুগ্ধকর। 'আর কোন ভাষায় কল্পনাসুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের হুবি আঁকে?' শশীন্দ্রনাথ, ১৯৩১।

মনমতো বিণ পছন্দমতো। 'চাইতু মনমতো না হলে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না।' বনফুল, ১৯৩৬।

মন-মধুপ [স] বি মনরূপ ভ্রমর। 'ভারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

মনময় [স মন-ময়] ক্রিবিণ মনের মতো। 'মনময় করিল বালক বসনগণ।' মুক্তন, ১৬০০।

মন-ময়ুর [স] বি মনরূপ ময়ূর। 'প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন-ময়ুর।' নজরুল, ১৯২৮।

মনমরা [স মন+মরা] বিণ বিমর্ষ। 'মনমরা তাহাকেই বুঝায়।' হরহাসাদ, ১৮৮১।

মনমাতানো বিণ মনকে মত্ত করে এমন। 'চীনলমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবেশাণী।' বিকৃতি, ১৯২৯।

মন-মৃগ [স মন-মৃগ] বি মনরূপ মৃগ। 'তোমার কর্ণিকা ফাদে মোর মন-মৃগ বাকে।' মুক্তন, ১৬০০।

মনমোহিনী [স মনোমোহিনী; স মন-মোহিনী] বি মন মুগ্ধ করে যে রমণী। 'মন-মোহিনীর মনহরা দেখিনি কোথা সে পোরা।' লালন, ১৮৯০।

মন-মৌমাছি বি মনরূপ মৌমাছি। 'আমার এ মন-মৌমাছি ডাই উঠেছে তাই মেতে।' নজরুল, ১৯২৫।

মনযোগান গোছ বিণ মনের সক্রিয় প্রকাশক; মনের মতো। 'মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মনরক্ষা [স মন-রক্ষা] ১ বি কোনোরূপে মনঃক্লেশ না হয় সে-চেষ্টা করা। 'চিরসহযোগী প্রাতার মনরক্ষা, ধর্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, তাহা বার বার বলিব না।' মশাররক্ষ, ১৮৮৯। ২ বি আকাক্ষা পূরণ করা; পুষ্টি করা। 'ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় ব্যয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মনরম্য [স মন-রম্য] বি মনোরঞ্জন। 'সহজুতায় সকলের মনরম্য করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

মনরসনা [স মন-রসনা] বি মনরূপ জিত। 'কোনো কিছুই খাদ পায় না মনরসনা।' অবন, ১৯২৫।

মন রহা ক্রি মন ছির থাক। 'রহে না আবাসে মন হায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মন রাখা ১ বিণ মন রক্ষা করে এমন। 'তোমার মনরাখা কাজ করিব।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ ক্রি পছন্দমতো কাজ করা। 'যারা নিজের মন রেখে চলে, ফ্যানশন তাদেরই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মনরায় [স মন+রায়া] বি মনের রাজা। 'একদিন ভাবিলে না অবোধ মনরায়।' লালন, ১৮৯০।

মন লাগা ক্রি মনোযোগ দিতে পারা। 'ভই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩; 'কিছুতে কেন যে মন লাগে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

মনশোভা [স মন+স শোভা] বিণ মনকে লুক্ক করে এমন। 'কি কহিব সোভা রতি মনশোভা মদন মুখিত লাঞ্জে।' হ্যালহেড, ১৭৭৮।

মন-সওয়ারি [স মন+ফা সওয়ারি] বি মনরূপ সওয়ারি। 'মন-সওয়ারি হয়ে এক লহমায় যেখানে খুশি চলে যায়।' মণীশ, ১৯৬৩।

মন সরা ক্রি ইচ্ছা হওয়া। 'সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মনসাপেক্ষ [স] বিণ মনের উপর নির্ভরশীল। 'ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞানসাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টিও মনসাপেক্ষ।' প্রমথ, ১৯১৮।

মনসারী [স] বি মনরূপ শালিক। 'মনসারীর মুখে বাক ফুটালে।' নজরুল, ১৯২৭।

মনসুখ [স মন-সুখ] বি মনের আনন্দ বা ইচ্ছা। 'মনসুখ ভৈলৈ বোল ধরিবে তোমার।' বড়ু, ১৪৫৭।

মনস্থ [স মন-স্থ] বিণ মনে স্থিত; সংকল্পিত। 'তম্রাপি একবার দৃঢ় মনস্থ করিলেক।' ভারিঙ্গী, ১৮০৩।

মনস্থির [স মন-স্থির] ১ বি সিদ্ধান্ত। 'মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ উল্টাতে পারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি প্রতিজ্ঞা। 'নিষ্ঠুর কীর্তির কথা প্রকাশ করবে বলে সে মনস্থির করেছে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

মনকুলিঙ্গ [স মন-কুলিঙ্গ] বি মনের আশ্রয়। 'এ একটুখানি মনকুলিঙ্গের দাখ-নিবৃত্তি করিবার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মন হওয়া ক্রি মনোযোগ হওয়া। 'আজকাল খুব মন হয়েছে লোখাপড়া।' শ্যামল, ১৯৫৭।

মন হরণ করা ক্রি মন ভোলানো; চিন্ত মুগ্ধ করা। 'চক্ৰপঙ্কজীতে, বাণীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মনহরা [স মন+স হরণ] বিণ মন হরণকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

মনহরিষ [স মন+স হর্ষ] বি মনের আনন্দ। 'হাসছলৈ কৈল মনহরিষ বিকাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

মনহারি [স মনোহারী] বিণ মন হরণ করে নেয় এমন। 'নাতিদের বেটার বিকা মোর মনহারি।' মুক্তন, ১৬০০।

মন হালকা হওয়া ক্রি দৃষ্টান্ত দূর হওয়া। 'মনটা তাঁর খেতে হালকা হইয়া গেল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মনহি ক্রিবিণ মনে। 'কণতি পরভৃত, মনহি কৃতহৃত উয়ল নিরমল ছন্দ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

মনহিত [স মন-হিতা] বিণ মনে সুখ আনে এমন। 'মদনা এতেক তনে মনহিত ভাষে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

মনহদি [স মন-হদয়] বি হৃদয়-মন। 'সুনি ধনি মনহদি সুখ। তবহি মনহি মনপূর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মনা [স মন] ১ বি মন। 'ভাল জল-হেঁচা কল পেয়েছ মনা।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ অনুসারী; মনোভাবাপন্ন। 'কর্মতৎপর লীগমণা জনসাধারণ।' আজাদ, ১৯৪৯।

মনাকাশ [স] বি মনের আকাশ। 'তুলাসম মেঘবস্ত্রে মতো মনাকাশ দেখা দিয়ে ...।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

মনোজ্ঞ [স মন+জ্ঞান] বি মানসিক যন্ত্রণা। 'মনোজ্ঞে ভাবে মনে হইয়া বিকার।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'মনোজ্ঞ রূপে পরিণত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

মনোগ্রি [সি বি মনকে দৃষ্ট করছে এমন আত্মন। 'এ মনোগ্রি নিবাহিব ঢালি লহ-প্রোতে।' মাইকেল, ১৮৬২।

মনোক্রি [সি মন+] বি মনোজ্ঞ। 'জন্মবাক্সন জেমন বাক্সে মনোক্রি কলিকাতা কল্লপ গাঙ্গে।' মুহুদ, ১৬০০।

মনানন্দ [সি বি মনের আনন্দ। 'মনানন্দে চলিলা দুজনে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

মনানন্দ [সি বি মনের আনন্দ। 'এ মনানন্দে ছাই করে পুড়াইব সব শাস্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মনানিধি বি অমূল্য সম্পদ। 'আঁচল ভরিয়া যদি মনানিধি পাও।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মনাভিষ্ট [সি বি মনের কামনা। 'মনাভিষ্ট সিদ্ধি বিনু সব অন্ধকার।' আলোক, ১৬৮০।

মনে আঁটা কি মন স্থির করা। 'তিনি অনেকদিন থেকে মনে আঁটে রেখেছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

মনে আনা কি মনে পড়ানো। 'মাধবীর মজরী মনে আনে বারে বারে বরণের মালা গাথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

মনে করন বি মনে করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

মনে করা ১ কি ধারণা করা। 'সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্গকার এইমত ...' চঞ্জীচরণ, ১৮০৫। ২ কি স্মরণ করা। 'যদি সন্ধ্যা না মনে পড়ে, তবে এই চিহ্ন দেখে মনে করো।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ কি সোধ্য ধরা। 'পরের বাড়ী, কে কি মনে করবে।' উমেশ, ১৮৫৭। ৪ কি ইচ্ছা করা। 'মনে করি ত মণিপুর হারখার করে চলে যেতে পারি।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মনে-টানা কি মনে লাগা। 'মনে-ধরা এবং মনে-টানার দিক থেকে সুন্দর অনুপরের ভেদ করি কেমন করে।' অবন, ১৯২৫।

মনে থাকা কি স্মরণে থাকা। 'তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মনে ধরা কি পছন্দসই হওয়া। 'বিয়ের দুদিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মনে পড়া কি স্মরণে আসা। 'আমার মনে পড়ে হিসার বাকী কিছু টাকা দেনা হবেক।' হেরগ, ১৭৭৭।

মনে-প্রাণে কি মনোবিশ্বাস। 'এ কী সুধারস আনে আজি মম মনে-প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মনে মনে কি মনো আপন মনে। 'রাখিা গুলিআ মনে মনে।' বড়, ১৪৫০।

মনের মতো বি পছন্দসই। 'আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই মনের মতো করে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মনের মানুষ ১ বি প্রেমাস্পদ; প্রিয়জন। 'মনের মানুষ যদি না পাইনা খোঁজ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি বাউল ও সহজিয়াদের আরাধ্যজন। 'আছে যার মনের মানুষ মনে সেকি জগে মালা।' লালন, ১৮৯০; 'তোার মনের মানুষ এল ঘারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মনে রাখা কি স্মরণে রাখা। 'তবু মনে রেখে যদি দূরে যাই চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'কেন মনে রাখ তাকে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মনে লাগি কি পছন্দ হওয়া। 'যা একবার আমার মনে লেগেছে তা চিরকালই আমার মনে লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মনে [আ বি ওজনের একক; ৪০ সের (এক সের এক কিলোগ্রামের চেয়ে একটু কম)। ওর্গা, ১৭৮২।

মনে বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শীলকর্ত মন' সেবিক, ১৮৪০।

মনস্ত [সি বি মন। মনঃকথা [সি বি অন্তরের কথা। 'সব মনঃকথা গোপাঞ্জি করি নির্বাহ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মরমে পরম ব্যোথা তবে ঘুচে মনঃকথা।' মুহুদ, ১৬০০।

মনঃকল্পিত [সি বি কল্পনিক; কল্পনাপ্রসূত। 'মনঃকল্পিত ব্যবস্থা কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মনঃকষ্ট [সি বি মনের দুঃখ। 'শত্রুর মনঃকষ্ট দিতে আজ আর কাহারও বাধা মানিব না।' মণাররক্ষ, ১৮৮৭।

মনঃকৌকলদাস [সি বি মনরূপ রতনপদ। 'মধুহীন কর না গো তব মনঃকৌকলদাসে।' মাইকেল, ১৮৬২।

মনঃক্লেশ [সি বি মনের কষ্ট। 'গরল পান করাইয়াও ইহারা বিপদমার মনঃক্লেশ পায় না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

মনঃক্লেশ [সি বি মনের দুঃখ। 'অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণ মনঃক্লেশ হইবেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মনঃকোষ [সি বি মনের জালা। 'অগ্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃকোষ, নৈরাগ্য বহন করিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মনঃপীড়া [সি বি মনের বেনা। 'মনঃপীড়ায় পাণ্ডিত হইয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫।

মনঃপুত [সি বি পছন্দমতো। 'পক্তিদিশের সর্বতোভাবে মনঃপুত হইবার সম্ভাবনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'আবনজীর মনঃপুত হইত না।' রাজ, ১৮৭৪।

মনঃপূতা [সি বি পণ্য স্ত্রী পছন্দসই। 'বউদির মনোশীতারা আমার মনঃপূতা হয়নি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

মনঃপ্রকাশ [সি বি মনোবাক্স পূরণ। 'গ্রাম ও পরগনায় ৭ গভারাত করিয়া দেখান যে স্থানে তাহাদের মনঃপ্রকাশ হয়।' রামরায়, ১৮০১।

মনঃপ্রকৃতি [সি বি মনের স্বভাব। 'এদের মনঃপ্রকৃতি দুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মনঃপ্রশস্ত [সি বি মনঃপুত। 'একশ্রেণী দশ মুদ্রার বস্ত্রেও মনঃপ্রশস্ত হয় না।' দর্পণ, ১৮৩০।

মনঃপ্রীতি [সি বি মনের সন্তোষ। 'উভয়ের মনঃপ্রীতি করিতে সে পারে।' ভবানী, ১৮২৫।

মনঃশরীর [সি বি মানসিক গঠন। 'সমস্ত জাতির মনঃশরীর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মনঃসংযোগ্যস্বাস্থ্য [সি বি কল্পিত। 'কিছু প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবীদের মনঃসংযোগ্যস্বাস্থ্য আকস্মিক ফলাফল নয়।' আনোয়ার, ১৯৭০।

মনঃসংযম [সি বি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ। 'মনঃসংযম কিরূপে হইতে পারে?' প্যাট্রী, ১৮৬০।

মনঃসংযোগ [সি বি মনোনিবেশ। 'আদ্যারস্ত্রে মনঃসংযোগ হওয়া দুর্ঘট।' কেরি, ১৮২২।

মনঃসংস্কার [সি বি মনোনিবেশ করা। 'পৃথিবীর সমস্ত তরলতা ভূগুপ্তদের মধ্যে মনঃসংস্কার করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনসস্ত্রষ্ট [সি] বিপ্ মুশি। 'এতদ্ব্যয়েও মনসস্ত্রষ্ট হয় নাই।' দর্শণ, ১৮২৫।

মনস্হ [সি] বিপ্ মনস্হিত। 'এক গ্রহ প্রকাশ করিতে মনস্হ করিয়াছেন।' দর্শণ, ১৮৩০।

মনস্হিহ [সি] বি সকেল্প। 'পূজাদি বিষয়ে মনস্হিহ কদাপি হয় না।' জ্ঞানদেবশ, ১৮৩২।

মনস্হকুশি [সি] বি মনের আতন। 'ঐ একটুখানি মনস্হকুশিরে দাহ-নিবৃত্তি করিবার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনস্হা [আ মনস্হী] ১ বি কিশিমি: কৃষ্ণকায় দাসী। 'মনোএল, ১৭৪৩।
২ বি চকনা আত্মরবিশেষ। 'একটা কাঁচা মনস্হার থোকা।' নজরুল, ১৯২২।

মনস্হির [সি মস্হীর] বি মূদুর। 'রহি রহি মনস্হির তান।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মনস্হিল [আ] বি বাড়ি। 'মনস্হিলে মনস্হিলে যায় রাহা ওজারিয়া।' মনসুর, ১৯৪৩।

মনস্হুর [আ] বি অনুমোদন। 'আমার নিকট মনস্হুর আমানতে ধোয়ানত কবহ নিনা কবীরা।' হালহেড, ১৭৭২; 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনস্হুর হবকে।' রামরাম, ১৮০১।

মনস্হুর করা ক্রি অনুমোদন করা। 'অবিসের বড়-কর্তা ... ছুট মনস্হুর করিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

মনস্হ [সি] বি ধ্যান। 'তাকে মূল্যথারে সহস্রারে সনা যোগী করে মনস্হ রামমঙ্গল, ১৭৮০। ২ বি মনস্হির। 'বহু ভায়া নিকট জাইয়েক্-এমত মনন করিয়াছেন।' চিত্রপদে, ১৮২৫; 'তিনি যে কোন্‌ বিষয়ের মনন করিলেন ...' অক্ষর, ১৮৫৪। ৩ বি ইচ্ছা। 'মুদ্রাশি-আমাদিরের খবরের কাগজ করিবার মনন থাকিত তবে অবশ্যই একটা সাপ্তাহিক কিংবা ...' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

মননজাত [সি] বিপ্ চিন্তাশীলতা থেকে সৃষ্ট। 'ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মনন-মন্দির [সি] বি বুদ্ধিশীল চিন্তার অনুশীলন হয় যেখানে। 'মনন-মন্দির/ যাকে বসে প্রাথমিক তুল, লতা-ওঠা।' অমিয়, ১৯৩৯।

মননশক্তি [সি] বি মানসিক শক্তি। 'ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মননশীল [সি] বিপ্ মনসী: ভাবুক। 'যাহারা মননশীল তাঁহাদের মন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মননশীলা [সি] বিপ্ ষ্ট্রী চিন্তাশক্তিসম্পন্ন। 'আধুনিক মননশীলা ও প্রগতিশীলা হুসলিম নারী।' বেগম, ১৯৪৭।

মনন-সাহিত্য [সি] বি মে-সাহিত্যে মননশীলতা-প্রধান। 'মনন-সাহিত্যের একটা হিসাব-নিকাশ এই ছবিলা ...' আজাদ, ১৯৪১।

মননিত [সি] মনোনীত/ বিপ্ মনোনীত। এওমন, ১৭৯০।

মননশি, মনাপশী [সি] বি একচেঁটা অধিকার। 'মনাপশী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সমাজ সকলেরই অগ্রিয়।' বন্দ্যোপ, ১৮২৯; 'স্বর্ণ ও বহেপ্তের মননশি প্রতিষ্ঠা করেছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

মননকুক্রি বিপ্ অনুযায়ী। 'ততদিন মননকুক্রি এই সকল ... জাগরণ২ মোকরর হইয়া ...' হালহেড, ১৭৭৩।

মন রত্নাণি বি বাড়িবিশেষ। 'মন রত্নাণি দৌশনী হয়।' দর্শণ, ১৮১৯।

মনস্হকু [সি] বি মানস-ক্রোধ; অসুখ। 'আমাদের মনস্হকুর সামনে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মনস্হাধ্যক্ষ্য [সি] বি মানসিক অধিরতা। 'ততটুকু মনস্হাধ্যক্ষ্য তাহার জীবনের যাহোঁর পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনস্হবদার, মনস্হবদার [আ মনস্হব+কা দার] বি জাগরণপ্রাপ্ত সোনাগতির উপাধিবিশেষ। 'ফরমানী মহারাজ মনস্হবদার।' ভারত, ১৭৬০; 'বাহাদার এক মনস্হবদার যাহায়া বশহর ...' রামরাম, ১৮০১; 'পাচাহাজারী মনস্হবদারের মধ্যে স্থান।' বিজুতি, ১৯২৯।

মনসা [সি] বি হিন্দুধর্মাস অনুযায়ী সাপের দেবীবিশেষ। 'চন্দ্রক নগরে স্বর চাঁদ সদাগর মনসা সহিত বাদ করে নিরস্তর।' কেতকা, ১৮৫০।

মনসাকে খুনার গন্ধ - বদমেজাজিকে উদনিক দেওয়া। 'একে মনসার তৌস ফুসনি খুনার গন্ধ তায়।' ওগ, ১৮৫৮।

মনসাশেড়ে বিপ্ সাপ-অঙ্কিত পাড় আছে এমন। 'বাকমলের টুটাম হাত উপরে মনসাশেড়ে পাড়ার রাশা পাড় আশিয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

মনসার কালা বি (হিন্দুপুরাণ) মনসা দেবীর অভিশাপ। 'অযোয় ঘূমের মধ্যে ছুরে গেছে মনসার কালা।' বাহমুদ, ১৯৬৬।

মনসাশিঞ্জি বি গাছবিশেষ। 'অঙ্গাসনবাটার মনসাশিঞ্জের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

মনসিঞ্জ [সি] বি হিন্দুযতে প্রেমের দেবতা; কামদেব। 'করে মনসিঞ্জশর কুসুম শরনে।' বৃষ্ণ, ১৪৫০।

মনসিঞ্জবাস [সি] বি (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের বাস। 'আকুল করিল চিত্র মনসিঞ্জবাসে।' বৃষ্ণ, ১৯০০।

মনসিঞ্জশর [সি] বি (হিন্দুপুরাণ) কামদেব মদনের বাস। 'করে মনসিঞ্জশর কুসুম শরনে।' বৃষ্ণ, ১৪৫০।

মনসুন [আ মনসুন] ১ বি মৌসুমি বায়ু। 'যে বায়ুকে আমরা মনসুন নামে আখ্যাত করি।' গ্রন্থ, ১৯২৫। ২ বি বৃষ্টি। 'বকুনির মনসুন নেমেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মনসুবা বি দৃষ্টি। 'মনোএল, ১৭৪৩।

মনসোব [আ মনসব] বি মুসল; নিরুত্তম ম্যাগ্নিট্রোট। 'আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য যৌকদমা সকল সম্পন্ন করান।' দর্শণ, ১৮২৫।

মনসু [সি] বি মন।

মনস্ক [সি] বিপ্ মনোযোগী। 'ক্রমে অধিক মনস্ক হইতে লাগিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

মনস্কাম [সি] বি মনের বাসনা। 'বৈকুণ্ঠের পায়ে ঘোর এই মনস্কাম।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

মনস্কামনা [সি] বি মনের ইচ্ছা। 'সুচনী পূজা করি মনস্কামনা সিদ্ধি করিলে।' জেরি, ১৮০২।

মনস্কায় [সি] বি মনোনিবেশ। 'হরিদাসের মহিমা কহে করি মনস্কায়।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০।

মনস্কত্ত [সি] ১ বি মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। 'আধুনিক মনস্কত্তবিদ্যেরা কহেন যে, আমাদেরই সূক্ষ্ম দৃষ্ট মনসিক বিকার যাত্রা ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'ইহার মধ্যে মনস্কত্তভাতি এত জটিলতার স্রোতস্বতী থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি মনোবিজ্ঞান। 'মনস্কত্তকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কৌটায় আনিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মনস্তত্ত্ববিদ

মনস্তত্ত্ববিদ [স] বি মানবমনের ক্রিয়া ও গতিপ্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি মানসিক বিকার মাত্র।' *বর্ডম, ১৮৮৭।*

মনস্তত্ত্ববিদ্যা [স] বি মনোবিজ্ঞান। 'উদ্বিগ্নাবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কী মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আনিয়া মিলিত হইয়াছে।' *রঙ্গমীশ, ১৯১৭।*

মনস্তাত্ত্বিক [স] বি মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। 'এ জন্য অপরাধতত্ত্ববিদ, মনস্তাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ, ডাক্তার ...।' *আজাদ, ১৯৫৫।*

মনস্তাপ [স] বি মানসিক কষ্ট। 'মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।' *ভেতকা, ১৬৫০।*

মনস্তাণি [স] বি মনের তৃষ্ণা। 'হুল বিশেষে তৃষ্ণার মনস্তাণির নিমিত্ত তৃষ্ণও করিতে হয়।' *অক্ষয়, ১৮৪৯।*

মনস্ত [স মনঃস্থ] ১ বি মনঃস্থ। 'আমর মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না।' *হালদেব, ১৭৭৩।* ২ বি মনঃস্থিত। ওমী, ১৭৮২। ৩ বি ইচ্ছা। 'তাহার এ কার্যের সরবরাহ দেওয়ার মনস্ত থাকে।' *ক্যালগে, ১৭৮৭।*

মনবী [স] ১ বি বিজ্ঞজন। 'যে মনবী হিতাহিত জ্ঞানের অনুশেষক্রমে মুক্তির মর্দন হাতে লইয়া ...।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৭।* ২ বি মনহাওয়া। 'মনবী সার উইলিয়াম হাক্টার সাহেব লিখিতেছেন।' *রবীন্দ্র, ১৯০৮।*

মনবিতা [স] ১ বি স্থিরচিত্ততা। 'তিনিই মনবিতাভাবের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।' *রম্ম, ১৯১৩।* ২ বি মনবখিঁচি। 'বদি তাঁর মনবিতা সম্বন্ধে কারো মনে সন্দেহ জাগে মোতাহার, ১৯৩৭।

মনবিতাসম্পন্ন [স] বি উদার মানসিকতা সম্পন্ন। 'সুখাধার মনবিতাসম্পন্ন এই মানুষটিকে বাটো করে দেখাবার যে ব্যাপক এচেনা ...।' *শিব, ১৯৫৬।*

মনবিশী [স] বি শ্রী মানসিক। 'আমার এ শাঙ্গা শাটনের পেমিজ পেতেছে সেই মনবিশী শুল্কাচক টের ...।' *জীবন, ১৯৩০।*

মনবীজন [স] বি চিন্তাশীল ব্যক্তি। 'এইসব বাধার অপসারণে আত্মনিয়োগ মনবীজনের অবশ্যকর্তব্য।' *শিব, ১৯৫৬।*

মনস্য [স মনুষ্য] ১ বি মানুষ। 'কোন মনস্য এক কিছা দুই থাকী না থাকে?' *য়েয়র্ক, ১৭৫৭।* 'এ সেসত মনস্য স্ত্রি ও পুরুষ ও ছোকরা এবং জোয়ান।' *ক্যালগে, ১৭৮৭।* ২ বি কর্মচারী। *বোয়াল, ১৭৭০:* 'সরে একজোয়ান মনস্য লইলেন না।' *হালদেব, ১৭৭৩।* ৩ মনুষ্য

মনহুশ [আ মনহুশ] বি হতভাগ্য। 'না নিগে আদর এলি বেহেশতে/ কোন বন হতে রে মনহুশ' *নজরুল, ১৯৩৯।*

মনহুশী [আ মনহুশ] বি অমনঃসজ্জন। 'বয়রাভী বা ধারের জামাজোড়ায় বিয়ে করাটা মনহুশী - অপরা।' *মুজতব্বা, ১৯৬০।*

মনাজাত [আ মুনাজাত] বি প্রার্থনা। 'দরগাহ মনাজাত করিতেছি।' *ডেজিল, ১৭৯৭।*

মনান্তর [স] ১ বি মনোমালিন্য। 'তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া ... মনান্তর ঘটয়া উঠিল।' *বিদ্যা, ১৮৯১।* ২ বি মতপার্থক্য। 'লোকের সরে মনাজাত ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিরে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯২৮।*

মনান্তরি [স মনান্তর] বি মনোমালিন্য। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

মনাকা [আ মুনাফা] বি মুনাফা; লাভ। 'তখন মুফসলান "মনাকা" লাভ

এমন কি "ফাও" সহ আসল আদায় করিয়া লয়।' *মশাররফ, ১৯০৮।*

মনাসিব [আ মুনাসিব] বি ইচ্ছা। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

মনাসেব [আ মুনাসিব] বি ইচ্ছা। 'মনাসেব নহে এয়াছা করিতে বোদাই।' *গরীব, ১৭৬৫।*

মনাস্টারি [সি] বি ধর্মপ্রম। 'বিত্তির মনাস্টারিতে কিছু কিছু জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়।' *শিব, ১৯৫৬।*

মনি [স মণি] বি মূল্যবান বস্তু; মণি। 'মনি পায়া আসে সম্রাজিত নৃপবর।' *মালাধর, ১৫০০।* ৩ মণি

মনিহার [স মণিহার] বি মণিহার; মণিময় মালা। 'নহ ফনিহার উরে মনিহার।' *বিদ্যাপতি, ১৪৬০।*

মনি' [সি] বি টাকা। মনিব্যাপ [সি] বি টাকা রাখার খালে। 'আমিই আবার কুড়ির পোদায় মনিব্যাপটা' *সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।*

মনি অর্ডার [সি] বি ডাকঘোষে টাকা পাঠানো। 'দু'পাঁচ টাকা বড়ীর নামে মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইত।' *বিক্রী, ১৯২৯।*

মনিটর, মনিটর [সি] ১ বি ক্যান্টেন। 'কান্সের মনিটর দাঁড়িয়ে বলল।' *শাসনু, ১৯৫৭।* ২ বি পর্যবেক্ষক; তত্ত্বাবধায়ক। 'হোস্টেলের মনিটরকে মুখে ববরাটা এল।' *শিবরাম, ১৯৭০।*

মনিব [সি] মনিব ১ বি মালিক। 'মনিবে মারিতে ঢলে বিবির লাগিয়া।' *শিব, ১৭৬৫:* 'অনেকের মনিবের কাছে কাজের পাখিলী অপরাধে মারিয়ে কাটা' *হেতম, ১৮৬৩।* ২ বি কর্মী। 'তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে।' *মাতারুণী ঘরে আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।* ৩ বি চাকরি-কেন্দ্রে উপরওয়াল। 'গ্রহরীক কাজ আমার নয়, আমাকে আমার মনিব গ্রহের গ্রহের ...।' *রবীন্দ্র, ১৯২৫।*

মনিবহারা [আ মনিব+হারা] বি মালিক হারিয়েছে এমন; অধরহীন। 'কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়।' *রবীন্দ্র, ১৯৪১।*

মনিবানা [আ মনিব] বি মালিকের মতো আচরণ। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

মনিবি [আ মনিব] বি মালিকের মতো আচরণ। *বিদ্যা, ১৮৯১।*

মনিমেন্ট [সি] বি স্মৃতিস্তম্ভ। 'আড়ডাটী উঠিরে দেছেন কেবল তার মনিমেন্টের মত কুইনমার পড়ে আছে।' *হেতম, ১৮৬১।*

মনিয়া বি মুনিয়া পাষি। 'মনিয়া হলহল আঙাউই গান।' *তবানী, ১৮২৫।*

মনিলা বি ম্যানিলা। 'মনিলা ও মেলাই এ সকল জাতিয় কথক লোক।' *ক্যালগে, ১৭৮৭।*

মনিষ্য [স মনুষ্য] বি মানুষ। 'মনিষ্যের প্রশ্ন নাহি ধরে।' *আশাভল, ১৬৬০।*

মনিষি [স মনুষ্য] বি মানব। 'মনিষি জন্মের সাথ যার কিছুই হলো না তার।' *উমেশ, ১৮৫৭।*

মনিষ্যা [স মনুষ্য] বি মানুষ। 'সেই মনিষ্যা জর্মিরে অধোম, অগ্যানে।' *আজোদিয়া, ১৭৪৩।*

মনিস্য [স মনুষ্য] বি মানুষ। 'মর্ত্য লোকে চল তুমি মনিস্য রূপ ধরি।' *কবীন্দ্র, ১৬৮৯।*

মনিহারি, মনিহারী [স মনিহার] ১ বি কাজ-কলম, বেলনা, প্রসাধনী প্রভৃতি সামগ্রী। 'আমার এ মনিহারীর দোকান সাজাইল কে।' *বর্ডম, ১৮৭৪।* ২ বি বেলনা, প্রসাধনী প্রভৃতি সামগ্রীতে সাজানো হয়েছে এমন। 'মনিহারি দোকানটি বন্ধ করা হয়।' *মালিক, ১৯০৬:*

‘মনিহারি দোকানের আরও অনেক বিক্রয়ে পদার্থের সমাবেশে তাকতপি ঠাসা।’ *মানিক*, ১৯৪০।

মনিহারী [সি] বি খেলনা, শৈথিল্যবাহু প্রভৃতির ব্যবসায়ী। ‘কখন তামুলী ভর্তী মনিহারী।’ *ভারত*, ১৭৬০।

মনীষা [সি] বি বুদ্ধিমত্তা। ‘আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন কীপ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি।’ *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

মনীষাসম্পন্ন [সি] বিপ মননশীলতা আছে এমন। ‘ইহার সম্পাদক মনীষাসম্পন্ন কালীপ্রসন্ন ...’ *হরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মনীষী [সি] বি অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। ‘মনীষীগণ রিপুবৎ অনিষ্টকারী ঘটনাবৃত্তিকে ঘড়িগুণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন।’ *অক্ষয়*, ১৮৫৪; ‘ফরাসি মনীষী গিজো যুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

মনীষীসমাজ [সি] বি মননশীল ব্যক্তিদের সমাজ। ‘সাহিত্যিক বা মনীষীসমাজ যে উপরোক্ত প্রবণতা অথবা মতবাদকে বাগত করবেন না, এটাই প্রত্যাশিত।’ *শিব*, ১৯৫০।

মনীসন্ত [সি মনুষ্য] বি যেসব গুণ থাকলে সত্যিকার মানুষ হয়। ‘লিখনপড়ন সিখীবা জেমন তোমার মনীসন্ত হয়।’ *ওর্গা*, ১৭৮২। *প্র মনুষ্য*

মনু [সি] বি হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী আদি পুরুষ। ‘পুরুষ হইল স্বয়ম্ভব নামে মনু।’ *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মনুজ [সি] বি মানুষ; মন থেকে জাত যে। ‘সুখর খড়গ মনুজ মুখ কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

মনুরাএ [সি মনু+রা রায়] বি মানুষ। ‘পাপ পুণ্য সক্রমভোগএ মনুরাএ।’ *বাহ্যায়ম*, ১৬৫০।

মনুমেট, **মনুমেট** [সি] ১ বি কীর্তিগুণ। ‘ঠিক কল্পিততার মনুমেটের সিঁড়ি মত।’ *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। ২ বি ‘স্মারক’ মিনার; স্মৃতিসৌধ। ‘মনে মনে মনুমেটকে বিবাহ করিলাম।’ *বঙ্কিম*, ১৮৭৪; ‘আকাশের গায়ে রূঢ় মনুমেট।’ *জীবন*, ১৯৩২।

মনুয়া বি পাণ্ডববিশেষ। ‘মনুয়া পাণ্ডব বসে বসে দোলা বায়।’ *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মনুরথ [সি মনোরথ] বি বাসনা। ‘মনুরথ পুরাইব করি সর্বাংগ।’ *সুলতান*, ১৭০০।

মনুষ্য [সি] বি মানুষ। ‘কেহ বলে যে সে হউ মনুষ্য নহেন।’ *বৃন্দা*, ১৮৮০।

মনুষ্যকন্যা [সি] বি মানবকন্যা। ‘এই মনুষ্যকন্যার সন্ধান করিয়া, যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার।’ *প্রভাত*, ১৮৯৫।

মনুষ্যকল্পিত [সি] বিপ মানুষ কল্পনা করেছে এমন। ‘নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্যকল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত।’ *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনুষ্যকৃত [সি] বিপ মানুষের তৈরি। ‘মনুষ্যকৃত কোন বস্তুর সহিত উপমাযোগ্য হয় না।’ *অক্ষয়*, ১৮৪৩।

মনুষ্যকর্মতা [সি] বি মানুষের কর্মতা। ‘আন্তরিক বিষয়ে লইয়া কর্মব্যাপান করা মনুষ্যকর্মতার অঙ্গীত।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মনুষ্যচরিত্র [সি] বি মানব প্রকৃতি। ‘মনুষ্যচরিত্র বড়ো সিঁধা জিনিস নহে।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মনুষ্যচিহ্ন [সি] বি মানুষের মন। ‘যে এ প্রভের পরামর্শ দিয়াছিল – সে মনুষ্যচিহ্নের সর্বোৎকর্ষশীল সন্দেহ নাই।’ *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মনুষ্যজন্ম [সি] বি মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ। ‘তখনই তাঁহার মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়।’ *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

মনুষ্যজাতি [সি] বি মানবজাতি। ‘মনুষ্যজাতির মহত্ব কিসে হয়?’ *অক্ষয়*, ১৯৫৪।

মনুষ্যভূজ্ঞান [সি] বি মানবতা; মানুষের মধ্যে আছে এমন সম্ভাব্য গুণের সমষ্টি। ‘যে ব্যক্তি মনুষ্যভূতের ভাবনা রাখে না, সে জ্ঞানোপদেশ কৃতি মনে।’ *ভারতী*, ১৮০৩।

মনুষ্যভূজ্ঞান [সি] বি মানবতাবোধ। ‘মনুষ্যভূজ্ঞানকে প্রশ্রাম না করিয়া থাকিতে পারি না।’ *নজরুল*, ১৯২২।

মনুষ্যভূতীতি [সি] বি মানবধর্মের প্রতি অনুগাণ। ‘তাদের কাছে সাধারণতঃ বড় হয়ে ওঠে আত্মার হুকুম আর অহমিকাকীতি, সভ্যতার মনুষ্যভূতীতি নয়।’ *মোতাহের*, ১৯৫০।

মনুষ্যভূতিরোধী [সি] বিপ মানবতাবিরোধী। ‘জ্ঞান ও মনুষ্যভূতিরোধী এবং দেশের অভিকর্ত ...’ *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মনুষ্যভূতিবিশিষ্ট [সি] বিপ মানুষের থাকা উচিত এমন সদগুণসম্পন্ন। ‘যদি কাহাকেও তাঁহাদের মহৎ বলিয়া, কিংবা উচ্চ মনুষ্যভূতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়।’ *প্রমথ*, ১৯২০।

মনুষ্যভূতবোধ [সি] বি মানবতাবোধ। ‘যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ... পরিত্যাগিত হয়েছে ঐ সুউচ্চ মনুষ্যভূতবোধ-প্রসূত সার্বিক কল্যাণকামনা ঘারা।’ *সুদীপনমুখো*, ১৯৭০।

মনুষ্যভূতীন [সি] বিপ মানুষের গুণবর্জিত। ‘মনুষ্যভূতীন এই সব মানুষেরই মাঝে ...’ *নজরুল*, ১৯২৮।

মনুষ্যভূতীনতা [সি] বিপ মানবীয় বৈশিষ্ট্যহীনতা। ‘তিনি কখন কখনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনুষ্যভূতীনতায় ব্যথিত হয়ে বার্ষিকীভুক্ত ফেটে পড়েন।’ *সুদীপনমুখো*, ১৯৭০।

মনুষ্যধর্ম [সি] বি মানবপ্রকৃতি। ‘যতদিন না মানবজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এ জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে ...’ *শিব*, ১৯৫০; ‘বিপ্লবে বিপ্লবে বিনাষ্টির চক্রবৃত্তি দেখে, মনুষ্যধর্মের গুণে নিরুত্তর।’ *সুদীপন*, ১৯৫৩।

মনুষ্যধারণ [সি] বি জনসংস্থান। ‘ভিলধারণের স্থান হয়েছে আছে, মনুষ্যধারণের সভাই স্থানভাব।’ *বনফুল*, ১৯৩৬।

মনুষ্যপ্রকৃতি [সি] বি স্বভাব। ‘অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতি আপনাকে পরিস্কৃতরূপে প্রকাশ করিতে পারে না।’ *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মনুষ্যবসতি [সি] বি মানুষের বাস। ‘মনুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়া হুতাশ্রয় মুখি হইল।’ *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মনুষ্যব্যবহাচন [সি] বি পালকি; মানুষবাহী যান। ‘সখীগণ ... মনুষ্যব্যবহাচনে আরোহণ করাইয়া, তৎকল্যাণ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল।’ *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মনুষ্যভাষা [সি] বি মানুষের ব্যবহৃত ভাষা। ‘মনুষ্যভাষাতে তেমন কথা নাই।’ *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মনুষ্যমণ [সি] বি মানুষের মন। ‘সাহিত্য মনুষ্যমণেরই সন্ধান।’ *শরীফ*, ১৯৩৮।

মনুষ্যমর্যাদা [সি] বি মানুষ হিসেবে সন্মান। ‘মনুষ্যমর্যাদাধারণে প্রত্যেকটি মানুষ পবিত্র।’ *অন্নদা*, ১৯২৯।

মনুস্যরক্ত [স] বি মানুষের শরীরের রক্ত। 'পৃথিবী আর মনুস্যরক্তে দূষিত হয় না।' মদনমোহন, ১৮৫০।

মনুস্যরূপী [স] বিণ মানুষের রূপধারী। 'বাহির হইতে দেখিতে তাহাকে মনুস্যরূপী বুলনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়।' বনফুল, ১৯৩৬।

মনুস্যলোক [স] বি পৃথিবী। 'এইরূপে ভূমি কিয়দূর মনুস্যলোকে থাকিবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুস্যলোক লইয়া কারাবার করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মনুস্যশক্তি [স] বি মানুষের শক্তি। 'এই অবস্থার মনুস্যশক্তি নহে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মনুস্যসম্মত [স] বি মানব সম্প্রদায়। 'একটা বিশেষ ছাঁদের মনুস্যসম্মত তৈরি হয়ে উঠছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মনুস্যসন্দর্শনরহিত [স] বিণ মানুষের দেখা পাওয়া যায় না এমন। 'নিশ্চল, নীরব, অন্ধকার, মনুস্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্রিষ্ট, ক্ষুধাশীড়িত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মনুস্যসমাজ [স] বি মানব সমাজ। 'মনুস্যসমাজের বহন এইরূপ।' সুলভ, ১৮৭৩।

মনুস্যহত্যা [স] বি মানুষকে হত্যা। 'কোন বিধ মনুস্যহত্যা করিলেও শাস্তাদেশের প্রাপদভের যোগ্য হইতে পারেন না।' অক্ষয়, ১৮৪২।

মনুস্যালয় [স] বি মানুষ বাস করে যে এলাকায়। 'বহুকাল মনুস্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি।' বর্জিম, ১৮৭৪।

মনুস্যোচিত [স] বিণ মনোযোচিত। 'মনুস্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মনুস্যোদ্ভূত [স] বি মানবজাতির উদ্ভূত। 'এইরূপে সকলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আত্মোদ্ভূত সমাজোদ্ভূত মনুস্যোদ্ভূত সাধনার ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মনুস্যশি [স] মনুস্য। 'মনুস্য। ওঁস, ১৭৮২।

মনুস্য [স] মনুস্য। 'কৃসি বানিজ্যের হেতু রাশি মনুস্য।' মালখণ্ড, ১৫০০।

মনুহর [স] মনোহর। 'বিপ অত্যন্ত সুন্দর। 'কেহ বোলে চুড়া টালনি মনুহর।' মালখণ্ড, ১৫০০।

মনুহারি [স] মনোহারী। 'বিপ চিত্তাকর্ষক। 'নাসায় মানিকা মনুহারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মনো [স] মনঃ+মনো। 'বি মন। 'পাপিব তোমার মুক্তি পাঞা মনোদুঃখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যোগিজন-মনো হরে।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

মনোআশা [স] মনো+স আশা। 'বি মনোবাসনা। 'বৃথা মনোআশা এত ভালোবাসা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মনোকষ্ট [স] মনঃকষ্ট। 'বি মানসিক যন্ত্রণা। 'উভ ঘটনা তাঁদের অতি মনোকষ্টের কারণ হয়েছে।' প্রবন্ধ, ১৯২০।

মনোহুস্ত [স] মনঃহুস্ত। 'বি মনে কষ্ট পাওয়া। 'এ প্রকার নানাবিধ চিন্তায় মনোহুস্ত হইবেন।' ফরহুস্ত, ১৮৭৬।

মনোপাত [স] ১ বিণ অল্পবয়স্ক। 'আপনকার মনোপাত সকল বৃদ্ধ জ্ঞানিলাম।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ মনের অধিকারগত। 'আমাদের মনোপাত বিদ্য।' দর্পণ, ১৮২৯। ৩ বিণ গ্রহণযোগ্য। 'ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোপাত হয়?' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি মনোভাব। সোলের নিকট সুখ্যাতিবাদ শ্রবণপূর্বক আত্মসন্তোষ লাভই

আমাদিগের মনোপাত থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'তথায় আপন মনোপাত ব্যক্ত করিলেন।' বর্জিম, ১৮৬৬।

মনোপূহ [স] বি মনরূপ পূহ। 'তোমার মনোপূহের কোনো দাও গো চাবি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মনোচোর [স] বি মন চুরি করে যে। 'ভালো বা বাসিতে চাস/ হয় মনোচোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'জানি, জানো, হে মনোচোর।' নজরুল, ১৯২৩; 'পথহারা সেই পথিক বেশে এল মনোচোর।' নজরুল, ১৯৩৪।

মনোচোরী [স] বি মন চুরি করে যে। 'ঘুরে ঘুরে মনোচোরী গুটিয়ে পড়ে পায়।' অমৃত, ১৯০০।

মনোজ্ঞ [স] ১ বি কাম। 'ঘর দেখা মনে মনে মাতিল মনোজ্ঞ।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি হিন্দুধর্মে কামদেবতা। 'কনয় সরোজ পূজিতে মনোজ্ঞ।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিণ মনে জন্মায় এমন। 'মনুস্য মাঝেই মনোজ্ঞ, বাক্যজ্ঞ ও কর্মজ্ঞ পাণ করিয়া থাকে।' প্যারী, ১৮৮৮।

মনোজ্ঞাণ [স] বি ভাবজ্ঞাণ। 'আমাদের মনোজ্ঞপতে যে নবসূর্য উদয়নোব তার সমস্ত ...।' প্রবন্ধ, ১৯১৩।

মনোজ্ঞব [স] বি মনের মতো নীচ্রগতি। 'কেহ মনোজ্ঞবে, কেহ বায়ু-অশ্বে, কেহ যোগবলে বিশ্বামিত্র সমীপে উপস্থিত হইলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মনোজীবী [স] বি মানসিক অবস্থা। 'মানবের মনোজীবীর এই শাখায় মনুস্যজাতির একটা বড় সম্ভট।' পল্লী, ১৯৬৮।

মনোজ্ঞোপ [স] মনোযোগ। 'বি মনোনিবেশ। 'মনোজ্ঞোপ।' ক্যালগে, ১৭৯২।

মনোজ্ঞ [স] ১ বি মনের কথা বুঝতে পারে যে। 'বুঝ মর্ষ হে মনোজ্ঞ, বিজুতুষ্ণব।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বিণ চিত্তাকর্ষক। 'প্রকাশ তার সিদ্ধান্ত ও মনোজ্ঞ।' হাই, ১৯৪৬; 'এক মনোজ্ঞ বিজ্ঞানানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।' বেগম, ১৯৬৭।

মনোজ্ঞা [স] বিণ স্ত্রী সুন্দর। 'ভাবিলি মনোজ্ঞা বলে যে অচেনা অবগতিতারা।' সূর্যস্র, ১৯২৮।

মনোজ্ঞালা [স] বি মনোবেদনা; মনের যন্ত্রণা। 'প্রাপণ গোপন, করয়ে মনোজ্ঞালা।' মদনমোহন, ১৮৩৬।

মনোজ্ঞ [স] বি মনরূপ নৌকা। 'ছিল ঠেকে মনোজ্ঞীখান, - চলিল সে কায়ার ইসিভে?' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মনোভোষী [স] বিণ স্ত্রী মনকে তৃপ্ত করে এমন। 'তার কবিতা হয়তো জনভোষী নয়, কিন্তু মনোভোষী।' অষ্টা, ১৯৫০।

মনোদর্পণ [স] বি মনরূপ দর্পণ। 'সে সময়ের ভারত-চিত্র মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মনোদুঃখ [স] ১ বি মনের ব্যথা। 'শাপিব তোমার মুক্তি পাঞা মনোদুঃখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মনোদুঃখে নিবেদন বচন করুণ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি শোক। 'সেবধি, ১৮৩৯।

মনোদুঃখী [স] বিণ মনে কষ্ট আছে এমন। 'যে বনে রহিছে মজ্জু মনোদুঃখী।' বাহরাম, ১৬৫০।

মনোদ্যান [স] বি মনরূপ উদ্যান। 'মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী।' আইকেল, ১৮৬৬।

মনোমর্ষ [স] বি মানসিকতা। 'সম্মত অভিজ্ঞ মনোমর্ষের বিরাত

সময়ে যেতনার ...।' মানিক, ১৯৩৫।

মনোনয়ন [স] ১ বি স্বাভাবিক নির্বাচন। 'লেখক মহাশয় natural selection-কে বাংলা নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি বাছাই। 'মনোনয়ন কথার মধ্যে ইচ্ছা-অতিক্রান্তির ধরা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বি অনুমোদন। 'কমিটিতে মনোনয়ন করবার ভার আমার উপরই থাকবে তো?' মনসুর, ১৯৩৫। ৪ বি নির্বাচিত। 'পাঠ্যপুস্তকের মনোনয়ন কমিটির উপরও হইয়াছে।' মোহাম্মদী, ১৯৪৩। ৫ বি নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুমোদন। 'যে অটঙ্কন সদস্যের মনোনয়ন ... অবশিষ্ট আছে।' বেগম, ১৯৫৫।

মনোনয়নপত্র [স] বি নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমোদনপত্র। 'অন্য কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেননি।' বেগম, ১৯৬৩।

মনোনিবেশ [স] বি মনঃসংযোগ। 'ক্ষমাত্রাও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মনোনীত [স] ১ বি নির্বাচিত। 'মনোনীত পূজা করে ভক্তিযুক্ত হইয়া।' বিজয়, ১৬০০। ২ ক্রিবিপ চাহিদামতো। 'রঘু রামায়ণ অনাহুত যে সকল লোক আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় করিলেন।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বি নির্বাচিত। 'নৃতন দ্রষ্টা মনোনীত করণার্থে ...।' দর্পণ, ১৮২৯। ৪ বি মনোনয়নগ্রহণ। 'পাঠশালার শিক্ষকতা পদে মনোনীত।' দর্পণ, ১৮৩২।

মনোনীতা [স] বিপ ক্রী মনোনীত করা হয়েছে এমন। 'মনোনীতা নারীদের নামের তালিকা দেওয়া গেল।' বেগম, ১৯৪৯।

মনোনিবেশ [স] বি মনের চোখ। 'হেরি মনোনেবে প্রতিমূর্তি তাঁর গিরি, ১৮৯৬।

মনোপূর্ণ [স মনঃপূর্ণ] বি মনের আশা পূরণ। 'কুজির মনোপূর্ণ কৈল গদাধরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

মনোপ্রয়োগ [স মনঃপ্রয়োগ] বি মনোযোগ। 'অপর কোনো বিষয়ে কিঙ্কিরা মনোপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে খরচ।' প্রমথ, ১৯০৫।

মনোবন বি মনরূপ বন। 'মনোবনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো উহারি পরশ-রস মাগে।' নজরুল, ১৯৩৬।

মনোবল [স] বি সাহস। 'শুভযাত্রা করি রাখা কর মনোবল।' বটু, ১৪৫০।

মনোবলি [স] বি মন জয়। 'সুশিক্ষা দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবল করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৪০।

মনোবাহী [স] বি মনের বাসনা। 'মনোবাহী তোমার পুরিবে অচরিত।' রূপরাম, ১৭৫০।

মনোবাদ [স] বি মনোমালিন্য। 'কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হয়েছে।' মশারিফ, ১৬৮৯।

মনোবাসনা [স] বি আকাঙ্ক্ষা। 'প্রাণের প্রথম প্রেরিত তার মনোবাসনার ছবি।' সুশীল, ১৯২৮।

মনোবিরুদ্ধন [স] বি মনস্তত্ত্ব। 'মনোবিরুদ্ধন শাস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ করে ক্রয়েড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।' সুশীল, ১৯৩৭; 'মনোবিরুদ্ধনের আকাংক্ষা পথেই ...।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

মনোবিকার [স] বি মানসিক বৈকল্য। 'এ এক উৎকট মনোবিকার জন্য উন্মাদ বিশেষ।' গীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মনোবিচ্ছেদ [স] বি বণ্ডা; মনোমালিন্য। 'দুই সখীর মধ্যে একটু

মনোবিচ্ছেদ ঘটবার উপক্রম হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মনোবিজ্ঞান [স] বি মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা। 'মনোবিজ্ঞান বিশাদে লোক সাহেব যে প্রকার প্রণাঢ় মানসিক পরিশ্রমে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মনোবিজ্ঞানী [স] বি মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'এ কথা মনোবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন।' বেগম, ১৯৪৮।

মনোবিদ্যা [স] বি মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিদ্যা। 'মনোবিদ্যা ও ধর্মনীতি, এই দুই বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে ... কর্তব্যকর্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

মনোবিরতন [স] বি মানসিক বিকাশের ধারা। 'মানুষের এ মনোবিরতনের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।' শরীফ, ১৯৬৮।

মনোবিমোহন [স] বিপ মনোমুগ্ধকর। 'মরি কি মূরতি মনোবিমোহন।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

মনোবিষয়ক [স] বিপ মনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত। 'মনোবিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মনোবিশীল [স] বিপ মন নেই এমন। 'এই মনোবিশীল অগাধ প্রণাত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোবিশীলতা [স] বি বিবেচনাতীত। 'মনোবিশীলতাকেই আমরা উদারতা বলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোবীজ [স] বি মনের বীজ; স্বপ্ন। 'পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়েছি মনোবীজ।' জীবন, ১৯৩০; 'লাঠো লাঠো ঘুণ রতবিহারের ঘরে মনোবীজ দাও।' জীবন, ১৯৪৪।

মনোবীণ [স] বি মনরূপ বীণা। 'সুর দিলে রঙ-করা মনো-বীণে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মনোবীণা [স] বি মনরূপ বীণা। 'কবিতা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখবেন।' প্রমথ, ১৯১৩।

মনোবুদ্ধি [স] বি মানসিক বুদ্ধি। 'হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মনোবৃক্ষ [স] বি মনরূপ বৃক্ষ। 'মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া রসোদগুণ পাতাগুলির সংঘদনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মনোবৃত্তি [স] ১ বি মনের ভাব। 'আমার শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'আমাদের রূপের বিস্তারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সংকোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি ক্ষুত্রিতান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে ... অস্তিত্ব হয় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি মানসিকতা। 'এরা কতকগুলি জঘন্য মনোবৃত্তির দাস।' শ্রীদুর্জয়, ১৯৩১।

মনোবৃত্তিসম্পন্ন [স] বিপ মনোভাব বিশিষ্ট। 'সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সাধারণ প্রজাব।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

মনোবেশ [স] বি মনের মতো দ্রুত গতি। 'কাঁহা গোলা প্রভু চমকিত হএ। মনোবেশে গোলা প্রভু দেখিতে নাগিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মনোবেদনা [স] বি মনের কষ্ট। 'আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মনোব্যথা [স] বি মনের কষ্ট। 'মন চাহে মনোব্যথা।' নজরুল, ১৯৩২।

মনোব্রহ্মাণ্ড [স] বি মনোজগৎ। 'মনোব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ করিবার ইচ্ছা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মনোভঙ্গ

মনোভঙ্গ [স] বি মনে আঘাত দেওয়া। 'তোমার মনোভঙ্গ করি থাকি যাবে।' সুলতান, ১৭০০।

মনোভঙ্গি, মনোভঙ্গী [স] বি মনোভাব। 'ভানের মনোভঙ্গী যে ভাবধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে ...।' সত্যগত, ১৯৪৫; 'বক্তা বা লেখকের মনোভঙ্গির অনুশ।' শরীফ, ১৯৬৮।

মনোভঙ্গে ক্রিবিপ মানসিকভাবে বিশর্ভত অবস্থায়। 'এ দারুণ মনোভঙ্গে যে গ্রাম থাকে, এমন আমি বুঝি না।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মনোভব [স] বি মানস জগৎ। 'ভব মধ্যে অভব ভবোত মনোভব।' বাহ্যায়, ১৬৫০।

মনোভাভার [স] মনোভাভাঙ্গার বি মনরঙ্গ ধনাশার। 'ভাহারদিসের মনোভাভারে জ্ঞানরঙ্গ ছান প্রাণ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মনোভাব [স] বি মনের গতি। 'তত্ত্ব মনোভাব আবির্ভাব অনুক্ষণ।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

মনোভাবসম্পন্ন [স] বিপ মানসিকতাপূর্ণ। 'সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন।' জাহান্না, ১৯৬৫।

মনোভাবাপন্ন [স] বিপ মানসিকতানস্পন্ন। 'দুদু মিয়া অধিকতর রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন।' অনিল, ১৯৬৪; 'বর্তমান সরকার অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বলিয়া দাবী করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৬৫।

মনোভার [স] বি মনের বেদনা। 'নামাতে পাণ্ডি যদি মনোভার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মনোভিনিবেশ [স] বি মনোযোগ। 'শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মনোভিস্মিত [স] বিপ মন থেকে শ্রাবিত। 'আরও মনোভিস্মিত হামির নিকটে লিখিতে পারে।' দর্পণ, ১৭২২।

মনোভিলাষ [স] বি মনের বাসনা। 'আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

মনোভীট [স] বিপ মনে চায় এমন। 'মনোভীট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল।' দর্পণ, ১৮৩১।

মনোভূম [স] বি মানস জগৎ। 'নতুন ভাবভিটার বীজ উত্ত হয় যখন বকোরা মনোভূমে।' শরীফ, ১৯৬৮।

মনোভূমি [স] বি মনোজগৎ। 'কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অব্যাহার চেয়ে সত্য কোনো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মনোভেদ [স] বি বিবাদ। 'নবযুবতীর মনোভেদে জ্ঞানীয়া সংসারের প্রতি কি প্রকারে বিচ্ছেদ জ্ঞান।' ভবানী, ১৮২৮।

মনোভ্রম [স] বি মনের ভুল। 'এসেছি যে মনোভ্রমে।' ভবানী, ১৮২৮।

মনোমত [স] ক্রিবিপ মনের মতো। 'মনোমত ধন দিব আর কিলে নেও।' ভবানী, ১৮২৫।

মনোমতো ক্রিবিপ ইচ্ছামতো। 'যে পারে সে ভেঙ্গে চলে মনোমতো।' অবন, ১৯২৫।

মনোময় [স] ১ বিপ মনপ্রধান। 'সাহিত্যের মনোময় গ্রাম্যময় ধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ ক্রিবিপ মন ছোড়ে। 'যদি তার সেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ... থাকে।' অদ্য, ১৯২৮। ৩ বিপ মন কৃত করে এমন। 'মনোময় চাউনি দিয়ে মন ফুলাবে।' বেগম, ১৯৪৭।

মনোময় কোষ [স] বি (হিন্দুশাস্ত্র) আত্মার ভূতীয় আবরণ। 'যথা, অন্নময় কোষ, গ্রাম্যময় কোষ, মনোময় কোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মনোময়ী [স] বিপ ক্রী মনরঙ্গবস্থা। 'তুমি সেই নাচে নির্মিতা হোয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

মনোমাঞ্চ [স] বি মনের ভিতর। 'আপনার মনোমাঞ্চে আপনি সে হারারেছে দিশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মনোমালিন্য [স] ১ বি মনের কষ্ট। 'উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইবেক।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি বিবাদ। 'পরস্পরের মনোমালিন্য ও রাজবিস্ত্রোহ দেশমাঞ্চে ব্যাণ্ড রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'যাহাতে মনোমালিন্যের তিরোধান হয়।' এডুকেশন, ১৮৭৮।

মনোমায়াহৃত্য [স] বি মনের মহিমা। 'কনয় মায়াহৃত্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমায়াহৃত্যে তো তোমরা বড়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোমিশ [স] বি মনের মিল। 'যদিও প্রত্যক্ষ মুহুর্তিতে হইবে না, তথাপি মনোমিল না হইবার সম্ভাবনা।' হরহৃদয়, ১৮৮১।

মনোমিলন [স] বি মনের মিলন। 'উভয়ের মনোমিলন হইল।' দর্পণ, ১৮২২; 'মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

মনোমীন [স] বি মনরঙ্গ মাদ। 'বাগ্মণের মনোমীন ধরিবার নিমিত্তে ছাত্ত হইতে, টোপ ফেলিবা।' ভবানী, ১৮২৮।

মনোমুগ্ধকর [স] বিপ মনকে মুগ্ধ করে এমন। 'গণনাসম্পর্কিত মুগ্ধকরিত মনোমুগ্ধকর অতীতকালেণী।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মনোমুগ্ধ [স] বি মনরঙ্গ মুগ্ধ। 'মনোমুগ্ধ ক্ষিত্রতা-প্রভরপ্রাচীরে বেষ্টিত।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মনোমোহন [স] বিপ চিত্তাকর্ষক। 'নানাদিপদেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রকৃতি করেন।' দর্পণ, ১৮২২।

মনোমোহিনী [স] ১ বিপ মনকে মুগ্ধ করে এমন। 'এই প্রদেশের অদ্বৈত ... কুণ্ডলও গ্রাম্যমনোমোহিনী শোভার চিরনিবেশন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি ক্রী কনয়-মোহিতকারী ব্যক্তি। 'আমার মনোমোহিনী এসেছেন।' যাইকেল, ১৮৬০; 'অগ্নি কুণ্ডল-মনোমোহিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোময় [স] বি কনয়। 'মনোময়ের সমস্ত তারুলতা স্বকৃত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মনোযোগ [স] ১ বি মনোবিশেষ; নিবিশ্ত মন। কাগজে, ১৭৯২; 'চৌকিরদিসে কাহার মনোযোগ রহিল না।' রামহৃদয়, ১৮০১। ২ বি ওলুট প্রদান। 'তাঁহার ভূমি উলুট করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

মনোযোগ করা ক্রি জানা। 'নির্দোষ দিবসে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া আশানের কারণ মনোযোগ করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

মনোযোগপূর্বক, মনোযোগপূর্বক [স] ক্রিবিপ মনোযোগ সহকারে। 'বিচক্ষণ বাস্তবিক বাহু মনোযোগে মনোযোগপূর্বক পাঠ বা লেখ করিবেন।' ভবানী, ১৮২৫।

মনোযোগসহকারে [স] ক্রিবিপ মনোযোগের সঙ্গে। 'অত্যন্ত মনোযোগসহকারে 'ই লাভ টোপির' নামক ইংরেজী পত্রিকা হইতে সচিব একটি প্রবন্ধ-আধিনী পাঠ করিতেছেন।' বনকল, ১৯০৬।

মনোযোগহীন [স] বি মনোযোগ ধ্বংসকারী। 'মনোযোগহীন বেডি আর বস্ত্রের বস্ত্রের গড়ে মনে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

মনোযোগাধিক্য [স] বি অতিরিক্ত মনোযোগ। 'তাঁহার মনোযোগাধিক্য যদি মনোযোগাধিক্য করেন।' দর্পণ, ১৮২২।

মনোযোগিতা। [স] বি একান্ত অগ্রহ। 'বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদৈশীয় যাক্সা ভাষা সাধারণের সুশিক্ষা হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

মনোযোগী [স] ১ বিণ একগ্ৰান্তিত। 'ঐ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ অগ্রহী। 'গভর্মেন্ট যথার্থি না মনোযোগী হইবেন, তদবধি আমাদিগের ...।' অক্ষয়, ১৮৪২।

মনোরন্ধা [স] বি মনের সঙ্কট। 'অয়ে তাঁহারদিগের মনোরন্ধা করিয়া নয় ববির বাটীতে উপস্থিত হইলেন।' ডাবানী, ১৮২৮।

মনোরন্ধ [স] বি মনের আনন্দ। 'শটীর দুলাল মনোরন্ধ ...।' মুরারি, ১৫৭০।

মনোরন্ধক [স] বিণ মনোরন্ধন করে এমন। 'বহুজন মনোরন্ধক ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

মনোরন্ধন [স] ১ বি মনের আনন্দ। 'বৈর সাধন কেমনি মনোরন্ধন হইক।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি মনের আনন্দদানকারী ঐশ্বর। 'পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো, এসো মনোরন্ধন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মনোরন্ধনার্থ [স] ক্রিবিণ মনের আনন্দের উদ্দেশ্যে। 'তবে লোকের মনোরন্ধনার্থ কিছু সমাচার থাকে মাত্র।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

মনোরন্ধনী [স] বিণ মনোহর। 'নিম্নতলার ঘাটে সকল মনোরন্ধনীসোপান শ্রেণী শিঙিতমকর্জুক ইত্যাদি দ্বারা অপূর্ব ঘটি নির্মিত হইয়াছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

মনোরন্ধনী বিদ্যা [স] বি মনে আনন্দ দান করে এমন জ্ঞান। 'অনেকপ্রকার মনোরন্ধনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মনোরন্ধনীয় [স] বিণ মনোরন্ধন করা হয় এমন। 'রাজকুমারের মনোরন্ধনীয় হইলেই মহারাজ ও রাজমহিষী এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ সকলেরই মন আনন্দিত হইবে।' কয়লুয়েঙ্গ, ১৮৭৬।

মনোরন্ধ [স] বি মনরূপ রত্ন। 'আমার অমূল্য মনোরন্ধ চুরি করে পালাচ্ছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মনোরন্ধ [স] বি মনের বাসনা। 'চিরকাল ছিল যত মনোরন্ধবন্ধে।' বড়ু, ১৪৫০।

মনোরন্ধগতি [স] ক্রিবিণ মনের যথেষ্ট গতিতে। 'চলিলেন মনোরন্ধগতি দুই জন।' মাইকেল, ১৮৩০।

মনোরম [স] ১ বিণ রমণীয়। 'মনোহর মনোরম কনক প্রাচীর।' বাহ্যাম, ১৬৫০। ২ বি পছন্দ। 'যাহাকে বাসসাহর মনোরম হইত তাহারি সহিত অভিশপ্ত হইলে তিনি হইতেন থাপ বেগাম।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ চমৎকার। '৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অতিমনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

মনোরমণ [স] বি মন ভালো করা। 'আপন রমণীর মনোরমণার্থে বহুবিধ হাঁকডাক এবং দম্ব প্রকাশ করিয়া ...।' ডাবানী, ১৮২৮।

মনোরমা [স] ১ বিণ স্ত্রী রমণীয়। 'খ্রিস্টোকে সান্দরী কন্যা রূপে মনোরমা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ স্ত্রী চিত্তাকর্ষক। 'মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।' হরমসাদ রায়, ১৮১৫। ৩ বি পত্নী। 'ভাষার মনোরমা লোকা হইতে নামিয়া ... গলায়ান করিতেছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি স্ত্রী মনকে আনন্দ দান করে যে। 'খ্রিয়া মনোরমা! ধরিতে গিয়াছি - তুমি মিলায়েছ দুই

দিব্বল্যে।' নজরুল, ১৯৩৮।

মনোরমা [স] বিণ আনন্দদায়ক। 'অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরমা হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মনোরম [স] বি আবেগানুভূতি। 'মনস্তাত্ত্বিক না হলে এ মনোরমের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।' শরীক, ১৯৬৮।

মনোরমনা [স] বি মনের বাসনা। 'মনোরমনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকট পিপাসা।' অবন, ১৯২৫।

মনোরাজ্য [স] বি মনের জগৎ। 'মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

মনোরিত [স] মনোরথ। বি ইচ্ছা; অভিলাষ। 'হেন রিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' মালাধর, ১৫০০।

মনোরন্ধ [স] বিণ অগ্রকাশিত; মনের মধ্যে রুদ্ধ। 'মনোরন্ধ ভাব ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মনোরন্ধ [স] বিণ মনের সঙ্গে তুলনীয়। 'আমাদের মনোরূপ রত্নধনিতো যে সকল জ্ঞানরত্ন ও সুখরত্ন নিহিত ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মনোপর্ণ [স] বি মনোনিবেশ। 'ঈশ্বরে মনোপর্ণ করিলেন।' রঞ্জীক, ১৮০৫।

মনোলোভা [স] বি মনোজগৎ। 'গোপনে থেকে না মনোলোকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মনোলোভা [স] বিণ মন কেড়ে নেয় এমন। 'করয়ে উজ্জ্বল মহেশের মনোলোভা।' জ্যোত, ১৭৬০। 'কোটি গন্ধ কুসুম ফোটো বনে মনোলোভা।' নজরুল, ১৯৩৫।

মনোসংযোগ [স] মনসংযোগ। বি মনোনিবেশ। 'কথার ভেতর বেশ গভীরভাবে মনোসংযোগ করতে পারে।' জীবন, ১৯০২।

মনোসাধ [স] মনসোধ। বি মনের সাধ। 'এক বার রাখে রাখে ডাক বাঁশি, মনোসাধে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মনোস্থির [স] মনস্থির। বি মনের স্থিরতা। 'মনোস্থির রাবে কি তোমার?' গিরিশ, ১৮৮৭।

মনোহস [স] বি মনরূপ হস। 'মনোহস চরাহ তাহাতে।' কৃষ্ণলাস, ১৫৮০।

মনোহর [স] ১ বিণ সুন্দর। 'কুচয় দেখি তার অতি মনোহর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ চিত্তাকর্ষক। 'কটীদেশে তরোয়ার বড় মনোহর।' হুসুদ, ১৬০০। ৩ বিণ মন ভোলার এমন। 'মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোহরণ [স] ১ বি মনোমুগ্ধ অবস্থা। 'কোন স্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বিণ মোহিত। 'নৃপ-দুহিতার অলৌকিক রূপলাবণ্য আমার মনোহরণ করিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৬৯। ৩ বি মনকে জয় করা। 'প্রকৃতিও মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি আকর্ষণ। 'জলে স্থলে ফুলে ফলে কেমন করে মনোহরণ ছড়ালে মন মোর।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বি মন হরণ করেছে যে। 'বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মনোহরণ করা ক্রি আকৃষ্ট করা। 'এই পার্থক্যটুকু তার মনোহরণ করে।' শতকত, ১৯৫৮।

মনোহরন্যকার্য

মনোহরন্যকার্য [স] বি চিত্রবিদ্যোদনমূলক কাজ; সৃষ্টিশীল কাজ।
'নিরুপাধ মনোহরন্যকার্যের একটি প্রধান অন্তরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোহরন্যশীলা [স] বিপ্ত্রী মনোমুগ্ধকর। 'আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব সাধারণ মনোহরন্যশীলা ছিল।' দর্পণ, ১৮২২।

মনোহরন্যশৈ [স] ক্রিবিপ্ত সুন্দরভাবে। 'তবে সেটা বেশ শাভাবিক এবং মনোহরন্যপে সম্পন্ন হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোহরন্যশীলা [স] বিপ্ত্রী মনকে হরণ করতে পারে এমন। 'ঐহার কবিতা সর্বসাধারণ মনোহরন্যশীলা ছিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

মনোহরা [স] বিপ্ত্রী মন কেড়ে নেয় এমন। 'বঁদে মোহনভোগ মনোহরা অনুভব।' তবানী, ১৮২৫।

মনোহারি [স] বিপ্ত্রী শৌখিন। 'তুলসে, খাবারের, মনোহারি জিনিসের।' শিবরাম, ১৯৫০।

মনোহারিকা [স] বিপ্ত্রী চিত্তাকর্ষক। 'আনো বীণা মনোহারিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মনোহারিণী [স] বিপ্ত্রী মনকে হরণ করে এমন। 'অভিশর মনোহারিণী হয়।' তমোলুক, ১৮৭৪।

মনোহারিতা [স] ১ বি মন হরণের গুণ। 'উহার মনোহারিতা অনিকের বহিষ্ঠ করিতেছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। 'তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য কত চিত্র-বর্ণনায় লাগাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সৌন্দর্য। 'পুরাতন মুখেরি আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মনোহারিত্ব [স] বি সৌন্দর্য। 'শত শত গ্রন্থকার উহার মাথায় মনোহারিত্ব কর্ণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫৫।

মনোহারী [স] বিপ্ত্রী অত্যন্ত সুন্দর; রমণীয়। 'মনোহারী সামগ্রী প্রিয়া খণ্ডে নানাভাবে পরিব্যাপ্ত হইত।' অক্ষর, ১৮৪৯।

মনোহিত [স] বি মনের কল্যাণ। 'সরসে বলহ মোরে করে মনোহিত।' মাগধর, ১৫০০।

মনোহীন [স] বিপ্ত্রী ভাবনার ক্ষমতা হ্রাস এমন। 'ভাষাধীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মনোম্যাম [হি] বি প্রতীকী নকশা। 'অমি তাঁহার 'মনোম্যাম' হস্তাকর ও বাসন সব চিনি।' রোকেয়া, ১৯২৪; 'এবার যে মনোম্যাম দেওয়া হইয়াছে।' কুলকুল, ১৯৩৬।

মনোম্যামধারী [হি] মনোম্যাম+স ধারী। বিপ্ত্রী মনোম্যামযুক্ত। 'এই মনোম্যামধারী পতাকার অভিব্যাসন।' কুলকুল, ১৯৩৬।

মনোটিনি [হি] বি একযেগ্রেমি। 'ম্যাস্টারী মনোটিনি তুলনায় সব কাজই যেরূপ হয় তাহা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

মনোপলি [হি] বি একজন্ম অধিকার। 'মনোপলি।' অনুরা, ১৯৭২।

মনোয়ার [হি] গালতোলা মুজাহাজ। 'সর্গ', ১৭৮৫।

মনোহরা [স] বি চিত্রির আবরণমুক্ত এক প্রকার মিষ্টপ্রভ। 'মনোহরা-শাড়ু আমি শতেক প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'খাওয়া মজ মনোহরা দিলেন তাত ভাব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মনোহারী [স] মনিকর>। বিপ্ত্রী কায়-কলম; খেলনা, প্রসাধনী, শৌখিন জিনিসপত্র বিক্রি হয় এমন। 'হাবিব টুটো গোলালের মনোহারী দোকানে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মণ্ডেশ্বর [হি] বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'ম্যোপীনাথ মণ্ডেশ্বর।' সেরবি, ১৮৪০।

মন্ডর [স] মন্ডা বি মন্ড। 'আম্বারে আম্বরে কোণ মন্ডরে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ মন্ড

মন্ডর-তন্ডর [স] মন্ডতত্ত্ব। বি মন্ড-তত্ত্ব; নানারকম খাড়াফুক। 'ওর সব মন্ডর-তন্ডর ঠিক যে মনি তাত নয়, আবার না মনবার মতো বুকের পাটাও নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'এরা ভাবলে যে আমি কোনো মন্ডর-তন্ডর গিছিছি।' প্রমথ, ১৯০৪।

মন্ডর নেওয়া [হি] দীক্ষা গ্রহণ করা। 'এবার আমরা বাড়ীসুদ্ধ মন্ডর নেবো ভাবি।' বিজুটি, ১৯২৯।

মন্ডেক [আ] মনভিত্তিক বি তর্কপাশ্র। 'বিচার কার্যের জন্য ফেঁকাহ ও মন্ডেক বিশেষ দরকারী।' সত্যাগত, ১৯২৮।

মন্ড [স] ১ বি ত্রাণকারী পবিত্র শব্দ। 'দুঃখের কোকিল মন্ড পড়ায়।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০; 'হেন ভক্তি না মানিয়া এই মন্ড সার।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বি যুক্তি। 'আর নাহি কোন মন্ড।' মাগধর, ১৫০০। ৩ বি মন্ডা। 'কি না মন্ড দিল তোমায় হইয়ে নিষ্ঠুর।' মালিকরাম, ১৭৮১। ৪ বি বেদের অংশবিশেষ। 'বৈদিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত - ঋগ-মন্ড-সাম-যজুঃ এবং সুত্র।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৫ বি মূলনীতি। 'প্রাথমিক সাধুর মন্ডে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মন্ড-খন্ড [হি] বি সত্যসূত্র। 'জানিয়েছে তুই মন্ড-খন্ড, তাত রে তাসের ভুল।' নরেন্দ্র, ১৯২৯।

মন্ডক [স] বি মন্ডের মায়। 'ঈ মন্ডককে কুমার আবার এল ঝালক হইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মন্ডকম্বর [স] বিপ্ত্রী মন্ডের মতো গুরুম্বর। 'তার মন্ডকম্বর ধনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবভেদনার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মন্ডকণ [স] বি মন্ডের প্রভাব। 'ভাকিনীর মন্ডকণে কোনো-এক মৃদুমতি স্নেহভাষ্যের মুকুট হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মন্ডকণি [স] বি যুক্তি-পরামর্শের গোপনীয়তা। 'শিবিরে মন্ডকণি পশু করে মৃদুভক্তিকাকে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'অনেক মন্ডকণি রয়েছে যার।' জীবন, ১৯৪৮।

মন্ডক [স] বি মন্ডের দীক্ষাদাত। 'মন্ডক আর যত শিকাতারুণ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মন্ডক [স] বি গোপন পরামর্শের স্থান। 'দেবদত্ত, অন্তঃপুরে নহে মন্ডক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মন্ডক [স] বি দীক্ষা গ্রহণ। 'কুম্ভার ন্যায়বাপীশকে আনাইয়া মন্ডকম্বর করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

মন্ডক [স] বি নানা ধরনের মন্ড। 'কিরূপে মন্ডকত্রাণ পাঠজা হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩১।

মন্ডদাতা [স] ১ বি পরামর্শদাতা। 'তই তো শরতান ... গানের মন্ডদাতা।' অনুরা, ১৯২৮। ২ বি গুরু। 'কর্তমানকালের অযৌক্তিকতাবাদের মন্ডদাতা তিনি।' আইয়ুব, ১৯৭০।

মন্ডদানি [স] মন্ডদান>। বি (বাউল) দীক্ষা। 'কর্নে দেয় তার মন্ডদানি।' গালন, ১৮৯০।

মন্ডপড়া [স] মন্ডপাঠ>। ১ বিপ্ত্রী মন্ড পাঠকারী। 'মন্ডপড়া যক্ষমনোরা তাকে হব্যাকম দেওয়াটা বেশভরা বলে জানত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিপ্ত্রী মন্ড পড়ে গ্রন্থ করা হয়েছে এমন। 'গুণা ছিলেন মন্ডপড়া শ্রী।' অগাধদ্বন্দ্বিতা, ১৯৫৯।

মন্ডপাণ [স] বি মন্ডরূপ বদান। 'কোন দরবেশ তোর কানে কানে খুলি মন্ডপাণ।' জসীম, ১৯৩১।

মন্ত্রপূত [স] বিণ মন্ত্রের দ্বারা পরিত্রীকৃত। 'সাধকদিগের ভাষা মন্ত্রপূত করিয়া ধ্যান ও ঋত্বিপূর্বক পুণিক্রিয়ার পান করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'স্বয়ং স্বহস্তে উপনীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিলাসিত্রের গলে দিলেন।' বরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মন্ত্রবল [স] বি মন্ত্রের শক্তি। 'রুকির বলিয়াছেন, আমি মন্ত্রবলে গুলি গোলা জল করিয়া দিব।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

মন্ত্রবানী [স] বি মূল মন্ত্র। 'গভীর মুক্তির মন্ত্রবানী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মন্ত্রভবন [স] বি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘরবিশেষ। 'অপরূহে মন্ত্রভবনে পদার্পণ করলে, এ বিশ্বের কর্তব্যাবধারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করা যাবে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

মন্ত্র-মার বি মন্ত্রের মাধ্যমে যে আঘাত করা হয়। 'আমি যেন সাপুড়িয়া মারি মন্ত্র-মার -' নজরুল, ১৯২৪।

মন্ত্রমুখো বিণ গুরুশ্রী। 'চাঁদ উঠলে তো নিখিলীনার মুখ অমন মন্ত্রমুখো হয়ে থাকে না।' নজরুল, ১৯৩১।

মন্ত্রমুখ [স] বিণ মন্ত্র দিয়ে বশীভূত। 'তাঁকে দেখে মহারাজ একেবারে মন্ত্রমুখপ্রায়।' মাইকেল, ১৮৭৪।

মন্ত্রমূর্তি [স] বি মন্ত্র উচ্চারণের উদ্দেশ্যে তৈরি দেবতার কল্পিত প্রতিমা। 'কোথাও কোথাও এইসব দেবতার মন্ত্রমূর্তি গড়ে তোলারও লক্ষ্য দেখি।' অবন, ১৯২৫।

মন্ত্রমোহিত [স] বি মন্ত্রমুগ্ধ হয়েচে যে। 'মন্ত্রমোহিতের মত বালকটি দরিয়াবিরি বাহবেইনে থাকিয়া হাঁটিতে লাগিল।' শওকত, ১৯৫৮।

মন্ত্রলিপি [স] বি প্রকাশচিত্র। 'ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মন্ত্রশক্তি [স] ১ বি বুদ্ধিবল; মন্ত্রণা-শক্তি। 'জ্যোতির মন্ত্রশক্তিনীকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ বি ঐশ্বর্যশালক শক্তি। 'তার মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করতেন।' প্রমথ, ১৯২০।

মন্ত্র-শিখা [স] বি মন্ত্রের অগ্নিশিখা। 'আজ নিখিল উৎসাহিতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া।' নজরুল, ১৯২২।

মন্ত্রশিষ্য [স] বি মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষিত শিষ্য। 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে দীক্ষাকর ও মন্ত্রশিষ্য... বিন্যাস আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মন্ত্রসংঘোহিত [স] বিণ মন্ত্রমুগ্ধ। 'জাদুকরের মন্ত্রসংঘোহিত পরীর দল।' মুক্তবা, ১৯৫৯।

মন্ত্রসাধন [স] বি মন্ত্রের সাহায্যে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা। 'আপনকার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মন্ত্রসিদ্ধ [স] বিণ মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিশ্রাণ্ড। 'ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মন্ত্রহত [স] বিণ মন্ত্রের মাধ্যমে বশীভূত। 'মন্ত্রহত সাপিনির মতো।' নজরুল, ১৯৩১।

মন্ত্রাজ্ঞক [স] বিণ মন্ত্রনির্ভর। 'মন্ত্রাজ্ঞক যাপাদি নানাবিধ।' দর্পণ, ১৮২১।

মন্ত্রী [স] বিণ মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ। 'গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী।' লালন, ১৮৯০।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন - করা অথবা মরো। উমেশ, ১৮৫৭; 'গণনতলে দাঁড়াইয়া বলিতে চাই মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর

পাতন।' নজরুল, ১৯২৬।

মন্ত্রোচ্চারণ [স] বি মন্ত্র আবৃত্তি। 'পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন।' মুক্তবা, ১৯৫২।

মন্ত্রৌষধি [স] বি মন্ত্রপূত অলৌকিক ঔষধ। 'রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ।' প্রমথ, ১৯১৪; 'এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধি তো ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা কবচ।' নজরুল, ১৯৩১।

মন্ত্রাণী [স] বি গোপন পরামর্শ। 'মন্ত্রাণী অনিয়াছিল আবু জেহেলের।' সুলতান, ১৭০০।

মন্ত্রাণুর্হ [স] বি মন্ত্রণা করার জায়গা। 'তার মন্ত্রাণুর্হে ইহাদের আসন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মন্ত্রাণধর [স] মন্ত্রণা+ধর। বি যে ঘরে সবাই মিলে মন্ত্রণা করে। 'ইহার ভিতরে রাজমন্ত্রীদের মন্ত্রাণধর।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

মন্ত্রাণাদাতা [স] বিণ পরামর্শদাতা। 'গৃহভাঙরে মন্ত্রাণাদাতা মারওয়ালসহ এজিদ জাগরিত।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মন্ত্রাণ পরিষদ [স] বি মন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত পরিষদ। 'মন্ত্রাণ পরিষদ, আবার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' হাই, ১৯৫৮।

মন্ত্রাণাল [স] বি বুদ্ধিবল। 'বণিকেরা মন্ত্রাণালে ধনরত্নপূর্ণ তৃণও কল্যাণ করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

মন্ত্রাণালয় [স] বি রাষ্ট্র শাসনের বিভাগবিশেষ। 'পররাষ্ট্র মন্ত্রাণালয়।' আজল, ১৯৫৮।

মন্ত্রাণসভা [স] বি মন্ত্রীসভা। 'ঐ দেখো, মন্ত্রাণসভা থেকে অর্ধসচিব এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'যখন-তখন মন্ত্রাণসভার খোঁজদানের ডাক পড়বে না।' মুন্সীর, ১৯৬৬।

মন্ত্রনা [স] মন্ত্রণা বি গোপন পরামর্শ। 'মন্ত্রনা করিল তবে সকল অসুরে।' মালার, ১৫০০।

মন্ত্রী

মন্ত্রী [স] ১ বি রাজার বা সরকারের পরামর্শদাতা। 'আর আর মন্ত্রী লোকেরদিলিকে সাতে করিয়া...'। রামরায়, ১৮০১; 'এক মাস মন্ত্রী থাকিয়া নিজের ভোড়োড় সব ঠিক করিয়া লইয়া নূতন নির্বাচনের জন্য সদস্যপদে এসেছেন।' আজল, ১৯৩৭। ২ বি দাবার খুঁটি। 'তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' নজরুল, ১৯৩২।

মন্ত্রিকুমার [স] বি মন্ত্রীর ছেলে। 'রাজকুমার সুকুমার ও মন্ত্রিকুমার সুমুখের মিত্রতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছিল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

মন্ত্রিচক্র [স] বি মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ। 'কেবল মন্ত্রিচক্রের গুপ্তপালকে চলেবে।' বিদ্যা, ১৯৩১।

মন্ত্রিত্ব [স] ১ বি মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। 'ধন্য আপনার প্রধানমন্ত্রিত্ব।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি মন্ত্রীর পদ। 'কামেল সাহেব আত্মানুরূপ ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন।' বক্রিম, ১৮৮৭।

মন্ত্রিপদ [স] বি মন্ত্রিত্বের পদ। 'একটি পৃথক মন্ত্রিপদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা।' কোম, ১৯৪৭।

মন্ত্রিপাত্র [স] বি পরামর্শদাতাবর্ণ। 'হেন সব তলী কংস হৈল সচকীত সব মন্ত্রি পাত্র লখী চিহ্নিল হীড়।' বড়ু, ১৪৫০।

মন্ত্রিপুত্র [স] বি মন্ত্রীর ছেলে। 'গুজরাট নগরের রাজপুত্রের সহিত সেই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্রের অন্বেষণ প্রণয় ছিল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

মন্ত্রিবর [স] বি প্রধান অমাত্য। 'দক্ষিণে পতিতখটা বামে মন্ত্রিবর।'

রূপরাম, ১৭৫০।

মস্ত্রিমস্তল [স] বি মস্ত্রীসতা। 'কংগ্রেসী মস্ত্রিমস্তল নৃতন ব্যবহা পরিষদতলির উদ্যোখন করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৩৭।

মস্ত্রিমিশন [স] মস্ত্রী+ই মিশন। বি মস্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত কমিটিবিশেষ। 'মস্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা যারা সত্যিকারভাবে মানিয়া ...।' আজাদ, ১৯৪৬।

মস্ত্রীগিরি [স] মস্ত্রী+গা গিরি। বি মস্ত্রিত; মস্ত্রীর দায়িত্ব। 'কিন্তু ছাড়তে ন তিদি মস্ত্রীগিরি।' মনসুর, ১৯৪৩।

মস্ত্রী-টম্বী বি মস্ত্রী বা এ ধরনের ক্ষমতাবান ব্যক্তি। 'মস্ত্রী-টম্বী হয়ে গেলে নাকি অনেক রকম সুখ-সুবিধা আছে।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

মস্ত্রীসভা, মস্ত্রীসভা [স] বি মস্ত্রী পরিষদ। 'মস্ত্রীর সাহায্যে মস্ত্রীসভা গঠনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।' ছোদতান, ১৯২৩; 'শেখতাস-চরণাশ্রয়ী মস্ত্রীসভার পক্ষে কিল্লো সম্বর।' সত্যগাথ, ১৯৪০।

মহু [স] মছন। বি খোঁটানোর কাজ। 'ওরে ঐ-যে দিখ-মছ-ধনি উঠল ঘরে ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মছন [স] ১ বি মখিতকরণ। 'জসোদা হইয়া কেহো করে দর মছন।' মালখর, ১৫০০। ২ বি আলোড়ন। 'জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মছন আরম্ভ হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মছনকর্তা, মছনকর্তা [স] বি মছনকারী। 'মখিত সাগরের একজন মছনকর্তা ছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

মছন-বিষ [স] বি (হিংস্রপুংস) সমুদ্রমছনের বিষ। 'আমি কৃষ্ণ-কষ্ঠ, মছন-বিষ পিয়া বাখা-বারিখির।' নজরুল, ১৯২২।

মছনঘটি [স] বি যে দমরের সাহায্যে মছনকার্য সম্পাদিত হয়। 'ছাপিল মছনঘটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মছিত [স] বিণ মখিত। 'আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মছিত সাগরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মছর [স] ১ বিণ ধীর। 'চরণ থলকম মছর গমনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ কোমল। 'তব অন্তর কত মছর আসে সে তো ...।' অতুল, ১৯৩৪।

মছরগতি [স] ১ বি ধীরগতি। 'নৌকা অগ্রসর হয় মছরগতিতে।' মানিক, ১৯৩৬। ২ ক্রিবিধ ধীরে। 'অলস শয্যার পাশে জীবন মছরগতি চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মছরহতা [স] ১ বি ধীরগতি। 'আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মছরহতা ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি স্থিরতা। 'চক্ষুস দেখে এখন মছরহতা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৬।

মছরে ক্রিবিধ ধীর গতিতে। 'সমীপ সঙ্গ তেজি গমন মছরে।' বাহরাম, ১৬৫০।

মছা [স] মছন+ক্রি আলোড়িত করা। 'পাঞ্চ পাটের নাত মছাছিল বাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

মন্দ [স] ১ বিণ মৃদু। 'কালিনীর তীরে বহে মন্দ পর্বনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ বিষম। 'এহা বৃকী না কর রাধা তৌ মন মন্দ।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ খারাপ। 'ঘরে গেলো ভাল মন কিছু না কহিব।' বড়ু, ১৪৫০; 'মন্দ নহে বড়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৪ ক্রিবিধ মৃদু গতিতে। 'ক্ষণে নীত্বে চলে যথ ক্ষণে মন্দ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ বিণ অমং। ওসা, ১৭৮২। ৬ বিণ দুর্ভিত। 'মন্দ বায়তে এ রোগ জনে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৭ বিণ ক্ষীণ। 'সূর্যের তেজ মন্দ হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মন্দগতি [স] বিণ ধীরগতিসম্পন্ন। 'বেনে বেনে মন্দগতি চলন ঠমক।' অলাওল, ১৬৮০।

মন্দগমন [স] বি ধীরগতি। 'গাছের ছায়ায় ষাট নিস্তরু রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মন্দভম [স] বিণ সবচেয়ে খারাপ। হ্যাংলহেড, ১৭৭৮।

মন্দতর [স] ১ বিণ অপেক্ষাকৃত খারাপ। হ্যাংলহেড, ১৭৭৮। ২ বিণ অতি ক্ষীণ। 'কষ্টবর তাহার মন্দ হইতে মন্দতর।' শরৎ, ১৯১৭।

মন্দ বৈষ্ণব [স] মন্দ-বৈষ্ণব। বি কৃষ্ণ; খারাপ সময়। মানোএল, ১৭৪৩।

মন্দপদ [স] বি ধীর পা। 'মৃদু মন্দপদে; করে পুরস্কারে হাসিয়া প্রভাকর তা সবারে।' মাইকেল, ১৬৩০।

মন্দফল [স] বি খারাপ পরিণতি। 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসে বরং মন্দফল জন্মে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

মন্দবাক্য [স] বি মন্দ বা খারাপ কথা। 'খাত্যে শুভো মন্দবাক্য বলে নিরন্তর।' রূপরাম, ১৭৫০।

মন্দবায় [স] বি মৃদু হাওয়া। 'মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলাবে তোমার পথের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

মন্দভাগিনী [স] বিণ স্ত্রী খারাপ ভাগ্যের অধিকারী। 'এই কন্যা অভিষয় মন্দভাগিনী।' প্রভাত, ১৮৯৫; 'হুমিহ লহ এই মন্দভাগিনী পটী, গুস্তার, জীবনের শেষ মুখ।' জসীম, ১৯৩৩।

মন্দভাগ্য [স] বি দুর্ভাগ্য। 'আমাদের মন্দভাগ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মন্দভালো বি মন্দ ও ভালো। 'শ্রুতিমত মন্দভালোর যারিন আজও তেদ।' নজরুল, ১৯৩৫।

মন্দভাষ [স] বি খারাপ খবর। 'নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্তা কহে মন্দভাষ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মন্দমতি [স] ১ বিণ নির্বোধ। 'কি কহিব দ্যুতি, আমি মন্দমতি।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ ভাগ্যহীন। 'কোথা আমি মন্দমতি অক্ষয়ন।' মাইকেল, ১৮৬০।

মন্দমধুর [স] ১ বিণ মৃদু ও মনোহর। 'নিরুপায়া পরকাশে মন্দ মধুর হাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ মৃদুমন্দ। 'মন্দমধুর সুখে শোভায়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মন্দ মন্দ [স] ক্রিবিধ ধীরে ধীরে। 'মন্দ মন্দ বলি রাজা সম্ভাইল ঘরে।' মালখর, ১৫০০; 'মন্দ মন্দ প্রভঞ্জে কুসুম পড়ই বনে অঙ্গলেতে ধরেন সুধনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মন্দপ্রোভা [স] বিণ স্ত্রী ক্ষীণ প্রোভ বয় এমন। 'নীচে মন্দপ্রোভা ভাগীরথী।' শরৎ, ১৯১৭; 'মন্দপ্রোভা মন্দাকিনী।' নজরুল, ১৯৩৩।

মন্দ হওয়া ক্রি মছর হওয়া। 'কুরাপি প্রোভ মন্দ হইলে, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে পতিত হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মন্দাগ্নি [স] মন্দ-অগ্নি। বি কৃষ্ণা না পাওয়া; অগ্নিমান্দ্য। 'ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে ...।' প্রমথ, ১৯১৮।

মন্দাগ্নিমত [স] বিণ জানার অগ্রাহ কমে গেছে এমন। 'আজকের দিনে এই মানসিক মন্দাগ্নিমত হয়ে পড়েছি।' প্রমথ, ১৯১৮।

মন্দাদর [স] বিণ অনাদর। 'বেস্যা পাইয়া প্রৌপদিক করিব মন্দাদর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মন্দাভিপ্রায় [স] বি খারাপ উদ্দেশ্য। 'এই কথার কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মন্দামন্দ [স] বিণ ভালোমন্দ। 'মন্দামন্দ বোলএ সবে কোয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মন্দেব ডালো বিণ মন্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। 'অতএব উপস্থিতমত যেটা মন্দের ডালো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মন্দর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্রমন্দের কাজে ব্যবহৃত পর্বতবিশেষ। 'বিপ্রবরে মন্দর দিয়ে মখন ক'রেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না।' অনুল্লা, ১৯২৯।

মন্দা [স] মন্দা> ১ বিণ মন্দ; খারাপ। 'ন মোয় কবহ তুঅ অনুগতি চুকশিহ বচন ন বোলম মন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় দ্রাস। 'বেশা হলে আবার স্ত্রী বিকায়ে না। একেতো মন্দা।' তেরি, ১৮০২।

মন্দা বি (সমীত) একটি শ্রুতি। 'মন্দা।' নজরুল ১৯৩৫।

মন্দাকিনী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণের নদীবিশেষ। 'তবে মন্দাকিনী জল আনি দেবগণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মন্দাক্রান্তা [স] বি সত্তেরা মন্দের ধীরগতি সংকৃত ছন্দবিশেষ; মেসদুতর ছন্দ। 'জীবনভরী হবে যেত মন্দাক্রান্তা তালে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মন্দার [স] ১ বি মদার গাছ। 'কাক্সন বকুলী মন্দারে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণীয় বৃক্ষবিশেষ বা তার ফুল। 'উর্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা।' মাইকেল, ১৮৬০।

মন্দারদাম [স] বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণীয় মন্দার ফুলের মালা। 'মন্দারদাম – তারাময় মালা।' মাইকেল, ১৮৬০।

মন্দার-মালা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণীয় মন্দার ফুলের মালা। 'দেবতারি দিল মন্দার-মালা।' নজরুল ১৯২৫।

মন্দারমালা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণীয় মন্দার ফুলের মালা। 'আমাকে ... অমরবতীর মন্দারমালা সমলংকৃত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মন্দারসার [স] বি মন্দার গাছের নির্ধাস। 'স্মিতমি অঙ্গে মন্দারসার বপন করে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

মন্দার বি (সংহীত) রাগবিশেষ। 'মন্দার রাগ।' মালাধর, ১৫০০।

মন্দির [স] ১ বি বাড়ি; গৃহ। 'অকামিক মন্দির ভেলি বহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'আহুত মন্দির আমার মন্দিরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি হিন্দুদের উপাসনালয়। 'তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জনা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পুর মধ্যে সেই নর শিবের মন্দির।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি (ক্যোডিস শাস্ত্র) রাশি। 'গড়িলা তেমতি যাদব মন্দির বিধি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মন্দিরশেখ [স] মন্দিরগৃহ। বি মন্দিররূপ ঘর। 'আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর অন্তরে মন্দিরশেখ।' নজরুল ১৯৩১।

মন্দিরচূড়া [স] বি মন্দিরের শীর্ষদেশ। 'অটালিকার ছাদ, নৌকার গুব্ব, বগশূ, মন্দিরচূড়া ও বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

মন্দিরা বি কাঁসা বা পিতলের তৈরি করতাল জাতীয় বায়াময়বিশেষ। 'মুদ্র মন্দিরা শব্দ পনিবাবে পায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মন্দিরে বি মন্দিরা। 'মের্দ্দমি ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন।' মনোজ, ১৯২৮।

হুতোম, ১৮৬১।

মন্দীভূত [স] ১ বিণ মৃদু হয়ে আসছে এমন। 'সাধননামে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল।' বক্রিম, ১৮৬৬। ২ বিণ ধীরগতি। 'আদোশনের বেগ একেবারে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে।' প্রচারক, ১৯০৬।

মন্দুরা [স] ১ বি ঘোড়া রক্ষাবাহক। 'জৈলি ... কখনও মন্দুরার কর্ম করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি আস্তাবল। 'মন্দুরা ত্যজিয়া বাজীরাঞ্জি, বক্রীয়া, চিবায়া রোষে মুখস'। মাইকেল, ১৮৬১।

মন্দরা [স] মন্দুরা বি অশ্বশালা। 'নেয় গিয়া মন্দরায় মনমত ঘোড়া।' মানিকরায়, ১৯৮১।

মন্দোদরী [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) রাবণের স্ত্রী। 'কোথা পুত্র পুত্রবধু আমার? সুধিবে যবে রাণী মন্দোদরী ...।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি সুন্দরী; শ্রিয়া। 'তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

মস্ত [স] বি গম্ভীর ধ্বনি। 'খাইল চৌদিকে মস্তে জীমূত; হাসিল ক্ষণভা'। মাইকেল, ১৮৬১।

মস্তগম্ভীর [স] বিণ গুরুগম্ভীর। 'আমার চেতনা এক অজ্ঞাতপূর্ব মস্তগম্ভীর অনুভূতিতে প্রাবিত হয়ে গেল।' শিব, ১৯৫৬।

মস্তজাষী [স] ১ বিণ উচ্চ কলধ্বনিস্রুত; উচ্চ নিনাদী। 'চিরশ্রোতা তটিনী/ মস্তজাষী জলধি/ তনি গান নিত্য মনোমর'। সত্যেন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ গুরুগম্ভীর ভাষায় কথা বলে এমন। 'মোর তরে মস্তজাষী তুমি এনেছ সমাচার'। সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

মস্তব [স] বি গম্ভীর ধ্বনি। 'স্কন্ধ বনের মস্তবয়ে গেল হারায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মস্তসুর [স] বি গুরুগম্ভীর সুর। 'মস্তসুরের মস্ত তনাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মস্তব [স] বি গুরুগম্ভীর কণ্ঠ। 'মস্তবের চিবায়া চিবায়া সে কথা কহিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মস্ত্রা [স] মস্ত্র> ১ ক্রি গর্জন করা। 'যে মেঘবৃশ মস্ত্রিলে অঘরে ...।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ ক্রি ধ্বনিত হওয়া। 'ভৈরবের মহাসংগীতের মতো সে বাণী মস্ত্রিল সুখতন্দ্রারত ভবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মস্ত্রি গুঠা কি বেজে গুঠা। 'অন্ধকারের বিপুল গানে মস্ত্রি গুঠে সারা আকাশ কী আহানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মস্ত্রিত [স] বিণ গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত। 'তাহার সঙ্গে এক সুরে মস্ত্রিত হইয়া উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮; 'মস্ত্রিত হোক বন্দীশালায় ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মস্ত্রত করা [স] মনহু> কি মনে করা। 'তাহাকে ইহা মস্ত্রত করিলেক, যে কোন জীব কাহারও এত খাট নহে।' তারিণী, ১৮০৩।

মহন্তর [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) যুগবাসন। 'যবে হৈল মহন্তর দেবতার লাগে ডর বলবান হইল অসুর।' রূপায়, ১৭৫০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) ১৪ জন মনুর মধ্যে একেকজন মনুর অধিকার-কাল। 'কল, মহন্তর যুগাদিন্দ্রপ কালাভিভাগের কর্তা পরমেশ্বর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি যাপক দৃষ্টিক। 'হিমাশুরে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) মহন্তর'। জন্মশ্রুতি, অষ্টাদশ শতক; 'মহন্তর-অন্তে কে দিল ধরিতরে ধন-ধান্য রে?' নজরুল, ১৯২৮।

মহন্তরাপি [স] বি নানা প্রকার দৈব-দুর্বিপাক। 'অব্যাহায়ে দিনে পাঠ নাই এতদ্রি মহন্তরাপি ও পর্বেহেতও পাঠ বাদ হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮২৪।

মন্থ [সি বি (হিন্দুপুরাণ) মদন। 'মনোরথ, যদি রথ, সে মন্থ, না দিত।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

মনমথ [সি মন্থাথ বি (হিন্দুপুরাণ) মদন। 'মনমথ বলে রাখা তেজিল লাজে।' বড়, ১৪৫০।

মন্থ-উন্মাদ [সি] বিশ কামে উন্মত্ত। 'মন্থ-উন্মাদ আঁবি রাগরক্ত ঘোর।' নজরুল, ১৯২৫।

মন্থ-মোহিনী [সি] বি (হিন্দুপুরাণ) মদনপত্নী। রতিসেবী। 'মন্থ-মোহিনী বরাননা, কুব্জবনে বিহারেতিছিল।' মাইকেল, ১৮৬১।

মন্যমেষ্ট [সি] বি কীর্ত্তিক্ত। 'অস্ত্রেণী মন্যমেষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মফসল [আ মুফাসসালা] বি শহর বহির্ভূত স্থান। 'মফসল হু যে সকল পাঠশালায় অজাব ছিল তাহা এই পুস্তক দ্বারা ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

মশখল [আ মুফাসসালা] বি রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। 'মশখল কুটার আমলা লোক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

মশসল [আ মুফাসসালা] বি রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। 'মের্স, ১৭৭৪; জানকান, ১৭৮৪।

মশবল [আ মুফাসসালা] বি রাজধানীর বাইরের স্থান। 'নিবেদনমিতি সন ১১৮০ সাল সদর সন ১১৮১ মশবল তেজিখ ১৩ কার্তিক।' মের্স, ১৭৭৪; 'মশবল শোমতা লোক বিলাম বেসি করিতে উদ্ভত হইয়াছিল।' ভেরলি, ১৭৯১।

মশোবালা [আ মুফাসসালা] বি মফসল; শহরের বাইরের স্থান। 'মশোবালা হতে শামলা মাথায় দেওয়া এক আচর্য জানয়ার এসেছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

মফসলা [আ মুফাসসালা] ১ বি জমিদারের সদর কাহারির অর্ন্তগত যোজা। 'মফসল সরবরা কেমন না জানে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি রাজধানী বা সদর থেকে দূরবর্তী স্থান। 'মফসলে বিচিকিঙ্গা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিশ্বহরী পূজা করিত।' দর্পণ, ১৮২৯।

মফসলবাসি [আ মুফাসসালা+স বাসী] বিশ গ্রামে বাস করেন এমন। 'মফসলবাসি জনগণ মুর্থ ...।' জ্ঞানদেব, ১৮৩৯।

মফসল [আ মুফাসসালা] বি শহরের বাইরের স্থান। 'মফসল মহলে বসিয়া পঢ়িরাণী।' রূপরাম, ১৭৫০।

মফসলবাসী [আ মুফাসসালা+স বাসী] বিশ শহরের বাইরের অধিবাসী। 'মফসলবাসী মুসলমান ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা।' প্রচারক, ১৯০৩।

মফসল [আ মুফাসসালা] বি শহর বহির্ভূত স্থান; গ্রাম। 'মফসল হইতে উহার ডাকিদ প্রযুক্ত অধিক আয়মানি হয়।' রামরাম, ১৮০১।

মফসলি [আ মুফাসসালা] বিশ শহরের বাইরের। 'অন্যান্য মফসলী চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।' বর্ত্তমান, ১৮৮৪।

মফসল [আ মুফাসসালা] বিশ গোপন। 'মফসল।' ভবানী, ১৮২৩।

মফেল [আ মফিলা] বি মাহফিল; ইসলামি সমাবেশ। 'মুসলীসাহেবের মফেলে আজ নতুন জামা সবার গায়ে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

মবলক, মবলগ [আ মবলগ] ১ বিশ নগদ। 'মবলকে আড়কাট ১৫১৩ ৮০ পোনার সও তেরো বারো আনা।' মের্স, ১৭৫৭; 'মবলগ ২০ কুড়ি তজা সিদ্ধা।' বোপল, ১৭৭০। ২ বিশ সম্রাট। 'তাহার দাম মবলগে সীকা ২৮০০ আটাইশ সত।' ভেরলি, ১৭৯৪।

মম বিশ আমার। 'ফাহনে ফুটিল নাম মম উপবনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মমহি বি ঘোড়ার প্রজাতি। 'পঞ্চমাল আনচাল মমহি চৌধর।' আলাওল, ১৬৮০।

মমজমা [ফা মোম-জামাহ] বি মোমের গ্রন্থপ নেওয়া কাপড়বিশেষ। 'মোনাএল, ১৭৪৩।

মমতা [সি] ১ বি মমত্ববোধ। 'মদ্যপি কাহার মমতা বহু জনে হয়/ ক্রীতি-বজাবে কাহাকে কোন ভাবোদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এই দেশকে তিনি বদনে জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বি দয়া। 'মমতা না করে মোরে যদি মহামায়া ...।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

মমতা-জননী [সি] বি মমতাময়ী মা। 'মমতা-জননী/ দাহে মোর পড়িল মুরহি।' নজরুল, ১৯২৪।

মমতাপন্ন [সি] বিশ মায়াময়। 'বাঘিনী মাড়রেহে মমতাপন্ন হয়।' জগদীশ, ১৯১৮।

মমতাপরবশ [সি] বিশ দয়ার বশীভূত। 'নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে ছেলোটকে এখানে নিয়ে এলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মমতাপূর্ণ [সি] বিশ হৃদয়স্পর্শী। 'অনুভূতিক কণ্ঠস্বরের দরদে ও শব্দের মমতাপূর্ণ উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

মমতাবন্ধন [সি] বি মায়ার বাঁধন। 'বঙ্গাভ্যন্তর মমতাবন্ধন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মমতাবৃত্ত [সি] ক্রিবিধ মায়ার বশে। 'জঠর সভানের প্রতি মমতাবৃত্তই বোধহয় দরিয়াবিবি স্রবর্ণপে পা ফেলিতেছিল।' বুদ্ধদেব, ১৯৫৮।

মমতাবিশুদ্ধতা [সি] বি মায়াহীনতা। 'স্ত্রীর মমতাবিশুদ্ধতার চের ওপরে চলে।' জীবন, ১৯৪৮।

মমতাস্রা বিশ স্নেহময়। 'আন্তরিক মমতাস্রা কথাগুলি শুনিয়া মনে হইতে লাগিল।' মাদিক, ১৯৪০।

মমতামধুর [সি] বিশ মায়াপূর্ণ। 'একটা সহানুভূতিশীল মমতামধুর স্নিগ্ধ জীবন চলত।' জীবন, ১৯৩২।

মমতাময় [সি] বিশ স্নেহপূর্ণ। 'গলনা তখন ধীরে চাহিয়া কবির মুখে কহিল মমতাময় করুণ কথা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'ওর মমতাময় মমতাময় প্রত্যুত্তর আসবে জানে।' জীবন, ১৯৩১।

মমতামুগ্ধ [সি] বিশ মায়াময় আচরণে বিমোহিত। 'এক অনাত্মীয় নারীর মমতামুগ্ধ বিদ্যাসাগর বোলাই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেন।' শরীফ, ১৯৭০।

মমতাসিদ্ধ [সি] বিশ মরদপূর্ণ; দরদি। 'মমতাসিদ্ধ চেনা বর তনিয়া চমকাইয়া উঠিল।' মাহেনত, ১৯৪৮।

মমতাহীন [সি] বিশ মমতা নেই এমন; নির্দয়। 'নিষ্ঠুর মমতাহীন জড়প্রকৃতির এই রকমই ত নিয়ম।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'তা যেমন বিরামহীন তেমনই মমতাহীন।' সবুজ, ১৯১৭।

মমত্ব [সি] ১ বি মমতা; মায়। 'মমত্ব তাজিলা সেন মাসির বচনে।' মাদিকরাম, ১৭৮১। ২ বি টান। 'নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মমত্ববোধ [সি] বি মমতা; টান। 'রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহার প্রত্যক্ষ করি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'স্বপ্নবোধি স্বপ্নকে দীর্ঘকালের মমত্ববোধ ওর হৃদয়কে অধিকার করে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মমলেট [হি] বি বিশেষ ধরনের ডিম ভাজা; অমলেট। 'পছন্দমাক্ষিক মমলেট কটলেট খাচ্ছে।' মুজতবা, ১৯৫২; 'সকালবেলাকার মমলেটের আশাটা সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাগ করাই ভাল।' মুজতবা, ১৯৫৮।
দ্র মামলেট, অমলেট

মমি [হি] বি পচনগ্রোধক ভেঙ্গে সঞ্চিত প্রাচীন মিশরের রাজাদের মৃতদেহ। 'সে-সমস্ত "মমি" মৃত্যুকে অমর করিয়া দাঁত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ময়ূর [আ মজকুরা] বিশ উক্ত। 'জঘন সরকার ময়ূর তলব করিবেন তখন যুদ্ধ সমেত টাকা বেওজরে দেয়া জাইবেক।' মের্স, ১৭৬২।

ময়ূদ [আ যৌজুদ] বিশ জমা। ওর্সা, ১৭৮২; 'কাপড় ১৪৮ থান ময়ূদ আছে।' তাঁতি, ১৭৯২।

ময়ূন [আ মাজুন] বি বিষয়। 'ছে সকল দরখাস্ত সদরের লেখা ময়ূনে একরার লেখা।' ক্যালগে, ১৭৯৪।

ময়ূরা [ফা মজদুর] বি পারিগ্রিক। 'টাকা শেষ কিস্তিতে ময়ূরা পাইবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

-ময়ু প্রত্যয় -ব্যাপী; -পরিপূর্ণ। 'কহিব শমস্ত ময়ু অন্তরের জন্ত ভয়।' মালাধর, ১৫০০; 'কৃপাময় কল্পতরু কল্যাণদায়ক।' মানিকরায়, ১৭৮১।

ময়ঙ্ক [স যুগাঙ্ক] বি চাঁদ। 'কেমতে বৃশ্চি ভাল তুলনা ময়ঙ্ক।' আশাওল, ১৬৮০।

ময়দা [ফা] বি গমের খুব মিঠি গুড়া। মানোএল, ১৭৪৩; 'দশ মোন ময়দা ধরিয়াছি তিনি চারি মোন।' কেরি, ১৭০২।

ময়দাওয়ালা [ফা ময়দা+হি ওয়ালা] বি জাঁতায় পিষে ময়দা গুস্তিত করে যে। 'ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হুইয়া/অবধিকৃত আছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

ময়দা করা ক্রি জাঁতা পেথা। 'ময়দা করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।
 ময়দার ফুল বি উৎকৃষ্ট ময়দা। মানোএল, ১৭৪৩।

ময়দান [আ] ১ বি মুক্ত প্রান্তর। 'ময়দানে রহিয়া আছে মূরীন।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি মাঠ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'য়েকড্রায়ে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান।' রোকেয়া, ১৯৩২।

ময়দান কোরি ক্রি বাহ্য ভ্যাগ করা। 'ময়দান ফিরিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

ময়দানব [সা] বি (হিন্দুপুরাণ) রাক্ষসবিশেষ। 'আসছে ভারত-তীর্থ লাগি খেত-ধাঁপের ময়দানব।' নজরুল, ১৯২২।

ময়না [স মদনিকা] বি পাখিবিশেষ। 'শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল দেখি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

ময়না-কাঁটা বি কাঁটামুক্ত গাছবিশেষ। 'ময়না-কাঁটা ঘাড়া গাছের দুর্দেষ্য জঙ্গল।' বিকৃতি, ১৯২৯।

ময়নাওড়ি বি শিশুদের একপ্রকার খেলা। 'খেলায় ময়নাওড়ি ফিরে বলকের বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ময়না-তদন্ত [আ মুয়ায়িনা+স তদন্ত] ১ বি মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য শব-মরবোজদের মাধ্যমে পরীক্ষা। 'করোনার ... মৃত্যু সবন্ধে ময়না তদন্তে ব্যাপ্ত আছেন।' আনন্দরাজার, ১৯৩৩। ২ বি নিবিড় অনুসন্ধান। 'তিনি তার বিষয়ে ময়না-তদন্ত করতে চেয়েছিলেন।' শিবরাম, ১৯৭০।

ময়মত [স মদমত্ত] বিশ মদমত্ত। 'এ নব যৌবন বড়ায় ময়মত কবী।' বড়ু

, ১৪৫০।

ময়মন্ত-তৃণ [স মদমন্ত-তৃণ] বি বলশালী বাণ স্বাক্ষর পাত্র। 'ময়মন্ত-তৃণ অপালবাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ময়মুকুবি, ময়মুরবি [আ মুরকী>] বি বয়োষোষ্ঠ ব্যক্তি; গুরুজন। 'সাজুব বা কয় তোমরা আহ ময়মুরবি ভাই।' জসীম, ১৯২৯; 'পিরমুসি, ময়মুরকি, আট্টাহ রসুলেও অশো ইমান আছে।' হাসান, ১৯৩৪।

ময়রা [স মোদক] বি মিষ্টি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। 'ময়রা মুড়িকি দেই সুপ্রভে দেই বই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ময়রাণী বি স্ত্রী মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'মুড়ি ভাজে ময়রাণী দেখে আবছায়া।' রূপরায়, ১৭৫০।

ময়লা [স মল>] ১ বি বিষ্ঠা। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিশ নোরা; মলিন। ওর্সা, ১৭৮২; 'ময়লা ঢিলা কাপড় পরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি কুশিলা। 'কাহারও মনে কিছু ময়লা নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ৪ বিশ ধারণা। 'ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে।' নজরুল, ১৯২৬।

ময়লা করন বি অপরিষ্কার করা; নোয়া করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

ময়লা কাপড় বি অপরিষ্কার কাপড়। ওর্সা, ১৭৮৫।

ময়লা গাড়ি বি ময়লা আবর্জনা স্থানান্তরে ব্যবহৃত গাড়ি। 'টঙ্কর খেয়ে উলটে পড়ে ময়লা গাড়ি।' নজরুল, ১৯৩৩।

ময়া বি একপ্রকার হোটো মাছ। 'শিশী ময়া পাবনা বোয়ালি ডানিকোনা।' ভারত, ১৭৬০।

ময়লা [আ মহালা] বি ভূ-ভাগ; রাজ্য। 'বামভাষে দেখে সাধু লঙ্কার ময়লা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ময়লা [স মহাকলা] বি বড়ো আকারের সাপবিশেষ; অঙ্গুর। 'কেউটে বরিশ কালীসোম্বর ময়লা।' ভারত, ১৭৬০।

ময়ুখ [সা] বি কিরণ; রশ্মি। 'ময়ূরের বর্ষ সম ময়ূখের মালা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ময়ূর [সা] বি বিভিন্ন রঙের নৃত্যপরায়ণ পাখিবিশেষ। 'নীল কুটিল ঘন ময়ূর দীর্ঘ কেশ ভাত ময়ূরের পুছ লিল সুবৈশ।' বড়ু, ১৪৫০।

ময়ূর আসন [সা] বি ময়ূর সিংহাসন। 'অরে গেছে মোগলের আক্ষিমের ফুল/মণিময় ময়ূরআসন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ময়ূরকটী [সা] বিশ ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র বর্ণের। 'ময়ূরকটী পরেছি কাঁচলখানি দুর্ব্যামল আঁচল বন্ধে টানি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ময়ূরকটী রঙ বি ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র রঙ। 'ময়ূরকটী রঙের সূটে।' জীবন, ১৯৩২।

ময়ূরকু [সা] বি ময়ূরের রূপ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। 'ময়ূরকে দেখা যায় গর্ব করতে আপন ময়ূরকু নিরৈই।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

ময়ূরপঙ্খি, ময়ূরপঙ্খী [স ময়ূর+স পঙ্খী] ১ বি ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট নৌকা। 'বরের সমভিব্যাহারে কৃষিম পর্বত ও ময়ূরপঙ্খী ... নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৬; 'ময়ূরপঙ্খিও বইতে হবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট পালকি। 'ময়ূরপঙ্খিতে একটি চন্দনচর্চিত অজ্ঞাতশব্দ নববর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ময়ূরপঙ্খি, ময়ূরপঙ্খী [স ময়ূর+স পঙ্খী] বি ময়ূরপঙ্খী নামাঙ্কিত যান। 'রেলওয়ে ইটিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সড়তে ঘটা

ময়ূরপঙ্খী ভোর

বাজচে । হুতোম, ১৮৬১; 'সারে সারে ময়ূরপঙ্খি' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

ময়ূরপঙ্খী ভোর বি ময়ূর-ডাকা ভোর। 'যখন ময়ূরপঙ্খী ভোরের
সিন্ধুর মেঘে হয়েছে অবাক' জীবন, ১৯৩২।

ময়ূরপুচ্ছ [স] বি ময়ূরের পুচ্ছ বা পাখনা। 'দাঁড়াকাক ও ময়ূরপুচ্ছ'।
বিদ্যা, ১৮৫৬।

ময়ূর-বীণা [স] বি ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট বীণা। 'মদালস ময়ূর-বীণা
কার বাজে'। নজরুল, ১৯৪১।

ময়ূরশয্যা [স] বি ময়ূরচিহ্নিত শয্যা। 'দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যার কথা
ভুলে'। জীবন, ১৯৪২।

ময়ূরী [স] বি স্ত্রী নীল-সবুজ মেশানো বিচিত্র রঙের নৃত্যপরায়ণ
পাখিবিশেষ। 'অধরপথে গম্বীরে যেমতি পরজন্মে জীমূত, নাচাইয়া
ময়ূরীরে'। মাইকেল, ১৮৬০।

ময়ূরী [স] বি (সঙ্গীত) রাগিনীবিশেষ। বাহরাম, ১৬৫০।

ময়ূরাক্ষী [স] বি নদীবিদেশ। 'হুল-হুল ময়ূরাক্ষীর নির্মল ধারা ... বয়ে
যাছিল'। নজরুল, ১৯২২।

ময় [স] ১ বি মরণশীল প্রাণী - মানুষ। 'শোন রে ময়, শোন অমর'।
নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ মরণশীল। 'আমি ময়, কিন্তু আমার বিধাতা
অমর'। নজরুল, ১৯২৩।

ময়-কবি [স] বি মরণশীল কবি। 'আমি ময়-কবি - গাহি সেই বেদে-
বেদুইনদের গান'। নজরুল, ১৯২৯।

ময়জগৎ [স] বি নখর পুথিবী। 'তার মতো 'স্বাস্থ্যসুখাভিলাষী ...
ময়জগতে নিভাঙই দুর্লভ রে'। নজরুল, ১৯২৭।

ময়জাগতিক [স] বিণ মরণশীল জগতের জন্য মানানসই। 'তার
ওগতি ময়জাগতিক আয়ত্নে ব্যর্থিত সহকারে পুনঃপুনঃ পুন্যে
আলোচিত ...'। হাসান, ১৯৬৭।

ময়রজীবন [স] বি মরণশীল জীবন। 'ময়রজীবনের শেষ 'বাদ'ভোরা
উপলব্ধি করে যাচ্ছে'। মাহেনত, ১৯৪৯।

ময়রথাম [স] বি মর্ত্য; পৃথিবী। 'খিট্টীর ডাকে ময়রথামে নামে উর্বণী'।
সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

ময়-ভবন [স] বি অনিত্য সংসার। 'কি শকতি তোর এ ময়-ভবনে'।
মাইকেল, ১৮৬৬।

ময়লোক [স] বি মৃত্যু-পরবর্তী জগৎ। 'মনে ভাবছি ময়লোকে
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনদের আরাধ্য হয়ে জন্মাতে পারি তা হলে অন্তত
কোনো এক চৌমাখায় ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ময়মত [অ] ময়মত [বি] মেরামত। কালগে, ১৭৯৪।

ময়রকত [স] বি সবুজ বর্ণের মূল্যবান মণি; পান্না। 'হিরা নিলা ময়রকত
নির্মাইল চূড়া'। মুকুন্দ, ১৬০০।

ময়রকতদ্যুতি [স] বি ময়রকত পাথরের দীপ্তি। 'তার ময়রকতদ্যুতি
কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল'। প্রমথ, ১৯১৪।

ময়রকতপাট [স] বি মণি দিয়ে তৈরি ফলক। 'ময়রকতপাট সদ্‌শ
বন্ধুহল'। বড়ু, ১৪৫০।

ময়রকতময় [স] বিণ ময়রকত মণিতে বসিত। 'তাহে ময়রকতময় পাতা,
ফুল রত্নমালা'। মাইকেল, ১৮৬০।

ময়রুটে বিণ মরকুটে; মরণপন্ন; রোগ। 'হামিদের ময়রুটে কান খোঁড়া
বুঁধি'। জীবন, ১৯৪৪।

ময়রুটে, ময়রুটা [ক] ময়রুট ১ বি ক্ষত বা মলিনতার দাগ। 'মেনাহরনের
প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার ময়রুটে না পড়লেই হল'। রবীন্দ্র,
১৮৮১। ২ বি জং। 'ময়রুটে-পড়া গরাদে ওই, ভাঙা জানলাখানি'।
রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'লাঙল জোয়াল ধূলায় লুটায় ময়রুটা ধরে ফালে'।
জসীম, ১৯২৯।

ময়রুটে-ধরা বিণ জং ধরেছে এমন। 'ময়রুটে-ধরা চরকায় কোনোরূপ
তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন'। প্রমথ, ১৯১৪।

ময়রুটে-পড়া বিণ বিবর্ণ। 'জল! জল! ময়রুটে-পড়া চুল উড়ছে'।
নীরেন, ১৯৪৪।

ময়রুজী, ময়রুজী [অ] ময়রুজী ১ বি ইছা। 'ভালা নহে বিবি জীউ ময়রুজী
এলাহির'। গরীব, ১৭৬৫; 'আসে খোদার ময়রুজী'। রোকেয়া,
১৯৩১। ২ বি সম্মতি। ওঁরা, ১৭৮২। ৩ বিণ মনহ। 'ময়রুজী'।
ভবানী, ১৮২৩।

ময়রুজিত ক্রিণিণ সম্মতি অথবা ইচ্ছা অনুসারে। 'সরকারের
ময়রুজিত ...'। কালগে, ১৭৮৯।

ময়রুজী বি মুসলিম যুক্তিবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'ময়রুজী, মোতাক্কেলা,
রাফেজী, খারেকী প্রভৃতি'। বঙ্গবন্ধু, ১৯২২।

ময়রু [স] বি মৃত্যু। 'জাহ ময়রু ভব কইসন হোই'। চর্যা ২২, ১২০০।

ময়রু-আঘাত [স] বি প্রাণঘাতী আঘাত। 'জীবনকে তোর ডরে
নিতে'। ময়রু-আঘাত খেতেই হবে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ময়রুকাটি বি রূপকথায় বর্ণিত যে কাঠির স্পর্শে মৃত্যু হয়। 'তোমার
ময়রুকা, তোমার মাটি/তাদের জীবন ও ময়রুকাটি'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

ময়রু-কামড় বি সর্বশেষ ও কঠিনতম আঘাত। 'যে নিষ্ঠুরতা মরে
যাছিল আজ তা ময়রু-কামড় দিতে চায়'। হানিক, ১৯৩৫।

ময়রুকাল [স] বি মৃত্যুকাল। 'সামীর ময়রুকাল জাগী'। বড়ু, ১৪৫০।

ময়রুকূপ [স] বি মৃত্যুকূপ। 'সবার সামনে বলবে ডেকে, এসো/
ময়রুকূপে ঝাঁপাও?' শঙ্ক, ১৯৭১।

ময়রু-ক্ষণ [স] বি মৃত্যুর সময়। 'তোমায় নিব ময়রু-ক্ষণে তোমারি
নাম বঁধু'। রবীন্দ্র, ১৯১৩।

ময়রুখেলা [স] ময়রু+খেলা বি যে খেলায় মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।
'পরানের সাথে খেলিব আজিকে ময়রুখেলা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'নেচে
কিরি রুখিরাঙ ময়রুখেলায়'। নজরুল, ১৯২৩।

ময়রু-গাথা [স] বি মৃত্যুর কাহিনী। 'তাদের হৃদয়-ব্যথা তাদের
ময়রু-গাথা কে গাইছে একুয় করিয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

ময়রুগামিনী [স] বি স্ত্রী মৃত্যুর দিকে গমনরত যে; মৃত্যুপথযাত্রী।
'মলিন হেসে চড়ল ভেলায় ময়রুগামিনী'। নজরুল, ১৯২৫।

ময়রুগুম [স] ময়রু+গুম বি মৃত্যুরূপ গুম। 'একবারে ময়রুগুম এলেও
তো বাঁচি'। নজরুল, ১৯২৭।

ময়রু-চাঁদ [স] ময়রু+চাঁদ বি ক্ষয়িত্র চাঁদ। 'পঁচাতে ধায় ময়রু-
চাঁদের আলো/দিশন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো'। বিষ্ণু, ১৯৩৭।

ময়রুজয়ী [স] বিণ ময়রুকে জয় করেছে এমন। 'তোমাদের ময়রুজয়ী
পন আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক'। নজরুল,
১৯২৬।

ময়রু-টান বি মৃত্যুর আকর্ষণ। 'ময়রু-টানে টেনে আমার করিয়ে
দেবে পার'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ময়রু-দশা [স] বি মৃত্যু হওয়ার মতো অবস্থা। 'এলােকেশীর ময়রু-

দশা ধরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মরণশেষ [স] বি বয়সের; মৃত্যুপূরী। 'আকাশ পাতাল পেরিয়ে সে
ধায় মরণশেষের পার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

মরণ-শোল বি মৃত্যুর শোলা। 'দূর সিন্ধুর লাগি তোর বুক জাঙক
মরণ-শোল।' নজরুল, ১৯২৮।

মরণশোলা বি মৃত্যুরূপ শোলন। 'মরণশোলায় ধরি রশ্মিগাহি।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মরণধর্ম [স] বি মরণশীলতা। 'আদিম মানব স্বর্ণজট হইয়া মরণধর্ম
লাভ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মরণধর্মশীল, মরণধর্মশীল [স] বিশ মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী এমন।
'সুজনকর্তা মরণধর্মশীল মানুষের সুজনকালে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মরণধারা [স] বি মৃত্যুপ্রোত। 'মাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে।'
রবীন্দ্র, ১৯১৮।

মরণ নাচ [স] মরণ+নাচ বি প্রলয়-নৃত্য। 'জানি না কি মরণ নাচে/
নাচে গো ওই চরণ-মূলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মরণপণ [স] বি মৃত্যু পর্বত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অসীকার। 'চলো
চলো, বীর, মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি দুজনে মিলে।' রবীন্দ্র,
১৯০০; 'সাধারণ মানুষ-কৃষক শ্রমিক জ্ঞান জরতা মরণপণ করে রুখে
দাঁড়িয়েছেন।' জয়বাংলা, ১৯৭১।

মরণ-পথ [স] বি মৃত্যুর পথ। 'ধাককে সবাই থাকবে না এই মরণ-
পথের মাঝীই।' নজরুল, ১৯২৩।

মরণপয়োষি [স] বি মৃত্যুর সাধন। 'এই সে সমুদ্র দাখিলে বীর নাম
মরণপয়োষি।' মহিমুগ, ১৯৬৬।

মরণশ্রিয় [স] বি মৃত্যুকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তি। 'মরণশ্রিয় -
বেতেই হবে অনুভবে।' পলি, ১৯৬৫।

মরণ-বঁধু [স] মরণ-বন্ধু বি মরণরূপ বন্ধু বা প্রাণী। 'মানুষটা রক্ত-
সুর দিয়ে দিনের পর দিন মরণ-বঁধুর ডান হাতে রাবী বেঁধেই
চলেছে।' মুক্তবাব, ১৯৫২।

মরণ-বীচন বি জীবন-মরণ। 'ডাক দিল শোন মরণ বীচন নাচন-
সভার উভাতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪; 'পাটের উপর চাবির অনিচ্ছিত
মরণ-বীচন।' মানিক, ১৯০৬।

মরণ-বীশি [স] মরণ+বীশি বি বে বীশি মৃত্যুর কারণ। 'রাখাল ছেলে
খেলবে না আর মরণ-বীশির খেলা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মরণবিধি [স] বি মৃত্যুরূপ বিধি। 'অভাগিনী আগনী পরিল মরণবিধের
তাজ।' জসীম, ১৯২৭।

মরণবীশি [স] বি মৃত্যুরূপ বীশা। 'কে জানিত হায়, তাহারও পরানে
বাক্তির মরণবীশি।' জসীম, ১৯২৭।

মরণ বীশা [স] বি মৃত্যুরূপ বীশা। 'মরণ বীশায় কী সুর বাজে।'
রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মরণবৃত্তান্ত [স] বি মৃত্যুর ঘটনা। 'তোমার পূর্বস্মরণীয় মরণবৃত্তান্ত
এক বার শ্রবণপথে আনয়ন কর দেখি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মরণবেশা [স] বি মৃত্যুকাল। 'কী মহা খেলায় মরণবেশায়/ তরঙ্গ
তার টুটিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৩০।

মরণব্যথা [স] বি মৃত্যুকালের ব্যথা। 'কি জানি আশিষ করে গেল
তোরে মরণব্যথা ছলে।' জসীম, ১৯২৭।

মরণব্যবসায় [স] বি নির্বিচারে প্রাণনাশ। 'আজকে মরণব্যবসায়
হইতে নিবৃত্ত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মরণব্রত [স] বি মৃত্যুই পবিত্রি এমন সাধনা। 'পলে পলে আপনার
মরণব্রত উদ্‌যাপন করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মরণভয় [স] বি মৃত্যু ভয়। 'পলে না এদেশে মরণভয়।' সত্যেন্দ্র,
১৯১৫; 'মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন জড়িয়ে কঠ থাকবে হাত!'
নজরুল, ১৯২৩।

মরণভীতি [স] বি মৃত্যুর ভয়। 'চোখে মরণভীতির মতো পাতৃ ছায়া।'
ওরালী, ১৯৪৮।

মরণভীতু, মরণভিত্তি [স] মরণ+ভীত-১ বি মৃত্যুকে ভয় করে বে।
'মরার মতন মরতে, গুরে মরণভিত্তি। ক-জন পায়।' নজরুল,
১৯২৪। ২ বিশ মৃত্যুকে ভয় পায় এমন। 'আরাম-বিশাণী মরণভীতু
মানুষের বুকে আস সন্ধান কর।' ওরালী, ১৯৪৬।

মরণভীক [স] বি মৃত্যুকে ভয় পায়। 'মরণভীক, এ কথা সুখিবি
না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মরণমগ্ন [স] বিশ মৃত্যু ধ্যানে বিভোর। 'এই মোহমগ্ন মরণমগ্ন
জাতির বুকের উপরে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

মরণময় [স] বিশ মৃত্যুপূর্ণ। 'জীবন মরণময়।' জীবন, ১৯২৭।

মরণ-ময়া [স] বি মরণরূপ ময়া। 'কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া/
টেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণ-ময়া।' বিষ্ণু, ১৯০৭; 'মরণ-ময়ায়
কতকাল রবে ঘিরে।' মণীন্দ্র, ১৯৩৮।

মরণযাত্রা [স] বি মৃত্যুর দিকে যাত্রা। 'ভাহার অনন্ত অজ্ঞাত
মরণযাত্রার পথে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মরণ-রাহ [স] বি মরণরূপ রাহ। 'বাড়ারে বাহ মরণ-রাহ চাইছে
পেতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মরণ-রূপী [স] বিশ মৃত্যুরূপ। 'সে-বে ঐ বিদীর বীর-চন্দ্র হতে
বহিল মরণ-রূপী জীবনপ্রোবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মরণ-লীলা [স] বি মৃত্যু-খেলা। 'যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠেছে
দুলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মরণলোভী [স] বি মৃত্যুকে আহ্বান করে বে। 'ছাড়বে নাকো ত্বার
হার রে মরণলোভী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মরণলোলুপ [স] বিশ হত্যা করতে উন্মুগ্ন। 'মরণলোলুপ কারবাইন
পছিত সবার কাছে।' শামসুর, ১৯৭২।

মরণশঙ্কিল [স] বিশ মরণ-ভয়ে পূর্ণ। 'যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মরণশীর্ণ [স] বিশ মৃত্যুর মতো শুকিয়ে-যাওয়া। 'বোটারীদিগের
মরণশীর্ণ ক্ষীণমেহে নিতানতুন বন্ধন সৃষ্টি করিয়া ...।' বেগম,
১৯৫৩।

মরণশীল [স] বি মৃত্যুর অধীন যে। 'মৃত্যুহীনকেই তিনি কামনা
করেছিলেন, মরণশীলকে নয়।' ফোতাহের, ১৯৫০।

মরণশোক [স] বি মৃত্যুর বিশাণ। 'হৃদে দাও মানবের আঁধি, হৃদাও
মরণশোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মরণশৌচ [স] মরণ-অশৌচ বি হিন্দুসমাজে প্রচলিত মৃত্যুকালীন
অশৌচ সংকর। 'মনের গুরে জনম মরণশৌচ সত্যাশ্রমী বিভূতনা।'
রায়চন্দ্রদাস, ১৭৮০।

মরণ-সংকুল [স] বিশ মরণের ভয় আছে এমন। 'মরণ-সংকুল ঘাটে

মরণসংগীত

শব্দ দেবে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে । ফরহাশ, ১৯৪৬ ।

মরণসংগীত [স] বি মৃত্যুর গান । 'গাও দেব মরণসংগীত ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩ ।

মরণ-সঙ্গ [স] বি মৃত্যুসঙ্গ । 'গাঁথিবে কি মালা মরণ-সঙ্গ ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬ ।

মরণসম্ভবা [স] বিণ মৃত্যুসংঘ । 'হবিষ্যদ্রূপটু দেহ ভবিষ্যের ভারে হলো মরণসম্ভবা ।' সুবীল, ১৯৬১ ।

মরণসাপার [স] বি মরণরূপ সাপার । 'রজনীর অধকারে/ মরণসাপারপারে ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'মরণ-সাপারপানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা ।' নজরুল, ১৯৩৩ ।

মরণসায়ক [স] বি মৃত্যুর শর । 'দিলি মা হয়ে তুই শিতর বৃকে/ নিষ্ঠুর মরণসায়ক বিধি ।' নজরুল, ১৯৩৫ ।

মরণ-সাহায্য [স] মরণ+সাহায্য বি মৃত্যুরূপ সাহায্য মরুচ্ছিন্ন । 'মরণ-সাহায্য আসি নিতে চায় তারে আলি ।' জীবন, ১৯২৭ ।

মরণসুখা [স] বি মৃত্যুরূপ সুখ । 'আমি এই চলেছি মরণসুখে নিতে পরান পুরে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫ ।

মরণ-সুতো [স] মরণসুত্র বি মৃত্যুরূপ সুতা । 'মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬ ।

মরণস্নান [স] বি মৃত্যুরূপ স্নান । 'ক্রান্ত জীবনের বত গ্রানি বুকেছে মরণস্নানে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

মরণ-মরণ [স] বিণ মৃত্যুনাশী । 'ক্রিশ কোটি ভাই মরণ-মরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায় ।' নজরুল, ১৯২৪ ।

মরণ হানা বিণ মৃত্যু আনে এমন । 'মরণ হানা অশনির আলোকে ।' নজরুল, ১৯৩৫ ।

মরণহীন [স] বিণ মরণশীল নয় এমন । 'অমর হইতে চাই যদি, জেনো প্রেম সে মরণহীন ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০ ।

মরণাঘাত [স] বি মৃত্যুর আঘাত । 'এবার প্রশ্ন মরণাঘাত ।' ফরহাশ, ১৯৪৬ ।

মরণাধিক [স] বিণ মৃত্যুর চেয়ে বেশি । 'মরণাধিক কট সয়ে তার দুলা দেয় ।' মানিক, ১৯৩৫ ।

মরণাধিপতি [স] বিণ মৃত্যু সংঘটনের অধিপতি । 'মরণাধিপতি যমরাজ, ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি এই অবস্থাতেই কল্পিত হয়েছিল ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

মরণাঙ্কিত [স] বিণ মারাঙ্কিত; নিদারুণ; মরণের চেয়েও বেশি । 'মারু মরণাঙ্কিত দুখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫ ।

মরণাপন্ন [স] বিণ মৃত্যুপ্রায় । 'সে মরণাপন্ন ব্যক্তি কহিলেক ।' তারিণী, ১৮৩৩ ।

মরণাধর্ষ [স] বি মরণের চক্র । 'মরণাধর্ষে যারা ভুবে মরছে ।' নজরুল, ১৯৩০ ।

মরণাভিকৃত [স] বিণ মৃত্যুভিচারি বিহীন । 'মরণাভিকৃত দার্শনিক বুদ্ধি ।' বিকৃতি, ১৯৩৩ ।

মরণাহত [স] বিণ মৃত্যুপ্রায় । 'মরণাহত মৃত্যুপাত্রের মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয় ।' বিকৃতি, ১৯৩৩ ।

মরণোত্তর [স] ক্রিণ মৃত্যুর পরে । 'তাঁহার মরণোত্তর জিহবার কালেকটর ... রেজিষ্টারী করাইয়েন ।' দর্পণ, ১৮৩৮ ।

মরণোৎপত্তিশীল [স] বিণ জন্মমৃত্যুময় । 'তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল কুলোকেই উপভুক্ত হয়েছিল ।' অক্ষয়, ১৮৪৮ ।

মরণোশ্মমুখ [স] ১ বিণ শীত্রেই মারা বাবে এমন । 'এ হচ্ছে মরণোশ্মমুখ চলায় উন্নত প্রলাপ ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯ । ২ বিণ ধ্বংসের সম্মুখীন । 'মরণোশ্মমুখ জাতির মুখে নবজীবনের গান ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে ।' আজাদ, ১৯৪৫ ।

মরণোশ্মমুখী [স] বি মৃত্যু পথযাত্রী । 'মরণোশ্মমুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ডাঙ্গিয়া চলিলেন ।' বঙ্কিম, ১৮৭৩ ।

মরন [স] মরণ বি মরণ; মৃত্যু । 'মোর হাথে তোর আবশি মরনে ।' বঙ্কিম, ১৪৫০ ।

মরত [স] মর্তি বি পৃথিবী । মরতপুত্রী বি পৃথিবী । 'দেবরূপ পরিহরি জাইব মরতপুত্রী ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

মরতভা [আ মরতভাব] বি মরণী । 'ধাককে আতশের উপর মরতভা দিতে পারি না ।' মনসুর, ১৯৫০ ।

মরদ [ফা] ১ বি বীরপুরুষ । 'এমন মরদ কেহ নাহি দুনিয়ায় ।' গবীর, ১৭৬৫ । ২ বি পুরুষ মানুষ । 'তোমার মত পাকড়া মরদের কাছে আমি ঘাই না ।' কেরি, ১৮৩২ । ৩ বি শক্তিশালী ব্যক্তি । 'মরদের কামই দরবারে কুর্খা গ্যাঠি, ১৮৫৮ । ৪ বি লোক । 'মরদ মানুষদের আশানুরূপ ঈশ্বরক ভাবেন ।' শওকত, ১৯৫৮ । ৫ বি বাহী । 'সুকৃতি কপুটি করো, এ অধমই তোমার মরদ ।' হামুদুল, ১৯৬৬ ।

মরদাশী [ফা] ১ বি জগতান । 'জোরে জোরগরার হইল বড়ই মরদাশী ।' গবীর, ১৭৬৫ । ২ বি পুরুষ । 'হে মরদাশী! হামু মরদানা হামু? ।' যেকোয়া, ১৯৩১ ।

মরদানিজান [ফা] বি পুরুষদের বসবাসের এলাকা । 'আমার দেশকে মরদানিজান ও জানানিজান এই দুই ভাগে ভাগ করা ...' মনসুর, ১৯৪৫ ।

মরদামী [ফা] বি বীরত্ব । 'মরদামী দেখিয়া তার আলী হুশি হইল ।' গবীর, ১৭৬৫ ।

মরধ [ফা মরদ] বি পুরুষ । 'আউরথ মরধ এক সাখ ।' কুজরাম, ১৭২০ ।

মরদা [আ মরদ] ক্রি মথিত করা । মরদাশী ক্রি মথিত করে । 'গাড় রমিল কাছে মরদাশী তনে ।' বঙ্কিম, ১৪৫০ । মরদিল ক্রি মথিত করলো । 'ফন তন জঘন মরদিল করে ।' বঙ্কিম, ১৪৫০ ।

মরদানা^১ মরণ

মরদানা^২ বি হাতের অলংকারবিশেষ । 'লসি মরদানা মুড়কিমাণুলি বাহু ভাবিল বাহুবক ...' প্রমথ, ১৯৪০ ।

মরদানি বি অলংকারবিশেষ । 'ধানি মুড়কি মরদানি পৈছে আছে হাতে ।' ভবানী, ১৮২৫ ।

মরন্ত বিণ মরছে এমন । 'কেনে মরন্ত গোলাও ।' অমির, ১৯৩৯ ।

মরম [স] মর্মী ১ বি দুষ্ট । 'আজ্ঞে বাড়ানি তোমার মরমের হীত ।' বঙ্কিম, ১৪৫০; 'মরমে বাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮ । ২ বি ভাবগর্ভ । 'বৃত্তিতে মরম তান অধিক দুষ্টর ।' বাহরাম, ১৬৫০ ।

মরম-কথা [স] মর্মকথা বি মনের কথা । 'ওই যে শুকনো ফুল হুঁড়ে ফেলে দিলে উহার মরম-কথা সুখিতে নারিলে ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬ ।

মরমজীনা [স] মর্ম+স জিন-বি সহমর্মী । 'মা পাই মরমজীনা

কহিতে মরম।' চণ্ডী, ১৫৫০।

মরমতল [স মর্মতল] বি মর্মস্থান। 'বিরহবিলাপপানে ছাইবে মরমতল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মরমবারতা [স মর্মবার্তা] বি হৃদয়ের কথা। 'পরশে বহিয়া আসে মরমবারতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মরম-বীণা [স মর্মবীণা] বি হৃদয়বীণা। 'পুরাণো মোর মরম-বীণায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

মরমবেদনা [স মর্মবেদনা] বি মানসিক যন্ত্রণা। 'স্বপ্নসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা/ চকিতে শুধু সেখা দিয়ে চির মরমবেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মরম-ব্যথা [স মর্মব্যথা] বি মনের বেদনা। 'মরম-ব্যথার দিবে প্রাণ বিসর্জন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মরমহুল [স মর্মহুল] বি হৃদয়ের কোমলতম স্থান। 'বসিয়া মরমহুলে কহিহে চোখের জলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মরমের হীত বি অত্যন্ত প্রিয়জন। 'আক্ষে বাড়ায়ি তোর মরমের হীত।' বড়ু, ১৪৫০।

মরমর [ধন্য] বি শুকনা পাতার শব্দ। 'বায়ুর হিল্লোল ধরিবে পল্লব মরমর মৃদু তান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মরমরাণি [ধন্য মরমর] বি মর্মর-ধ্বনি। 'বনের প্রাণে মরমরাণির ঢেউ উঠালে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

মরমর [স মর] বি মৃতপ্রাণ। 'শোনা গেল সে মর-মর।' শরৎ, ১৯১৮; 'শীর্ণ স্রোত মরমর নদীর হৃদয়।' হোসেন, ১৯৪০।

মরমী [স মর্মী] ১ বি দরদি ব্যক্তি; সহানুভূতিসম্পন্ন যে। 'মরমী কেউ নাই রে ধরায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ উদাস। 'দক্ষিণের বাতাস মরমী বয়ে যায়।' হোসেন, ১৯৪০। ৩ বিণ অতীহাস্যভঞ্জন বিনাসী। 'বাউলেরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে মরমী।' হাউ, ১৯৫৪।

মরমত [আ মওসিম] ১ বি ঋতু; কাল। 'ফুলের মরমতম ভাই শরাব খাটি।' নজরুল, ১৯৩০। ২ বি প্রচলন। 'গোলাকার হাত-ঘড়ির মরমতম এখন।' শিবরাম, ১৯৭৭। ৩ মৌসুম।

মরমতি [আ মওসিম] বিণ বিশেষ ঋতুর। 'মরমতি ফুলের বাহার।' হুজুটি, ১৯৩১।

মরমুম [আ মওসিম] বি প্রবণতা। 'সেইজনােই পাঠক সমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরমুম দেখা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৪৪০।

মরমুমি [আ মওসিম] বিণ বিশেষ মৌসুমে কাজ করে এমন। 'মাদাশাক্ষারের মরমুমি মজুর।' কায়াসার, ১৯৬২।

মরযা, মরযা [স মর্ম] ক্রি কমা করা। মরযিষ্ঠা ক্রি কমা করে। 'সব মরযিষ্ঠা তাক জিহ্বা বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০। মরযিল, মরযিল ক্রি কমা করলাম। 'সব মরযিল রাধা জিহ্বা একবার।' বড়ু, ১৪৫০; 'সব দোষ মরযিল তোর চন্দ্রাবলী।' বড়ু, ১৪৫০। মরযিব ক্রি কমা করবে। 'তার বোল না ধরিলে মরযিব কেহে।' বড়ু, ১৪৫০। মরযিব ক্রি কমা করছো। 'কিকে মরযিব দাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

মরযিয়া [আ বি শোকসংলীত]। 'দাড়িতে পাক ধরলে মরযিয়া-জারী গানে বার্ষিকাকে বেইজ্বহ করে।' মুক্তাভা, ১৯৪৯।

মরযুম [আ বিণ মৃত]। 'মওলা রহমতুল্লা মরযুম।' সূফার, ১৮৯৩; 'আবার স্বপ্ন সাহেব মরযুম।' নজরুল, ১৯২৭।

মরা ১ বিণ মৃত। 'মরা গাছে কিসের গৌরব।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ জটিল। 'মরা গিরা।' মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। ওর্গা, ১৭৮২। ৪ বি অসুস্থতা। ওর্গা, ১৭৮৫। ৫ বি শ্রোতহীন। 'মরা গাড়ে বান এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৬ বি তকনা। 'মরা কাঠের আঙন ফুকিয়া/ কি সুখেতে বল হাসে তব অন্তর।' জসীম, ১৯৩৩। ৭ বিণ শুকিয়ে যাওয়া; মজে যাওয়া। 'মর নদ-নদীর বাকের কার্যও একটা প্রাণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৩৭। ৮ বিণ অচল। 'একটি ঘষা মরা-সোনার আট।' বিজুতি, ১৯৩৮।

মরাকাল্লা বি বাড়ীতে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-বন্ধন যেকোন উচ্চরোলে কাঁদে সে রকম কাল্লা। 'যে দিবস যে রাইখত দাদন লইয়া আইসে সে দিবস সে রাইখতের বাড়ীতে মরাকাল্লা পড়ে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

মরা গাঙ বি মজা নদী। 'মরা গাঙে ডাকবে বান।' নজরুল, ১৯২৪।

মরা গিরা বি জটিল গ্রন্থি। মানোএল, ১৭৪৩।

মরা মরা বিণ দুর্বল; পীড়িত। 'আরও মরা মরা দেখাইতে লাগিল।' মানিক, ১৯৪০।

মরামাস বি ষুধিক; মরা চামড়া। 'পরিত্যক্ত মিঠে আশু, মরামাস, ইন্দুরের শবের ভিতরে।' জীবন, ১৯৩০।

মরা-সোনা বি অচল সোনা। 'একটি ঘষা মরা-সোনার আট।' বিজুতি, ১৯৩৮।

মরা-হাজা বিণ শীর্ণ; রোগা-পটকা। 'একটা মরা-হাজা ছেলে ছিল তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।' বিমল, ১৯৫৩।

মরি-বাঁচি করে বাঁচা - প্রাণপণ পরিশ্রম করা। 'মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকা একেবারে অচল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মরি-বাঁচি পণ - প্রাণপণ শপথ। 'মরি-বাঁচি পণ করিয়া টানিতে লাগিল।' শরৎ, ১৯১৭।

মরে বাঁচা ক্রি মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া। 'যারা মরিয়া বাঁচিয়াছে, তাদের একটা হিঙ্গা হইয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৬।

মরো মরো বিণ মুমূর্ষু। 'মাতৃভাষা না খেতে পেলে মরো মরো হয়েছেন।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মরা ১ ক্রি যারা যাওয়া; মৃত্যু হওয়া। 'স্বপ্নদুখেতে নিতিত মরিয়াই। চর্চা ১, ২২০০; 'মরিলে শহীদ হয় জিনিসে সুকীর্তি হয়।' জলাশয়, ১৬০০। ২ ক্রি মিশে যাওয়া। 'অভয় মরিতে চায় তেমনার আশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ ক্রি ঘূরণাক যাওয়া। 'ফাগুন যামিনী, প্রাণী ধুলিভে ঘরে, দখিন বাতাস মরিছে বৃকের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ ক্রি ফুরিয়ে যাওয়া। 'জীবনে এমন ভালবাসা নেবে এত তাড়াতাড়ি মরে গেল।' জীবন, ১৯৩২। ৫ ক্রি ভেজ কমে যাওয়া। 'রোদ মরে বাছে।' জীবন, ১৯৩২; 'রেস্তা মরিয়া গিয়াছে।' শওকত, ১৯৫৮। ৬ ক্রি কাতর হওয়া। 'হেসেমানুষ বৌটা তেমনি হয়েছে, ভয়েই মরে।' শওকত, ১৯৫৮। মরয়ে ক্রি মরে। 'স্বী পাকে মরএ কৃষ্ণ চিহ্নিল নৃপবাহন।' মালাধর, ১৫০০। মরতুম ক্রি মরতাম। 'আমি মরতুম পেটের জ্বালায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। মরি ক্রি দেহত্যাগ করে। 'মরি জিল-বন্দোশে সুনি প্রভাবসি।' মালাধর, ১৫০০। মরিয়াই ক্রি মারা পড়ে। 'স্বপ্নদুখেতে নিতিত মরিয়াই। চর্চা ১, ২২০০। মরিয়া ক্রি মরে। 'গণিলে কবে মরিয়া জাইবি।' বড়ু, ১৪৫০। মরিতাহো ক্রি মরতাম। 'ভাণে পুণী জিলাইো এখুনি মরিতাহো।' বড়ু, ১৪৫০।

মরিনু কি মরলাম। 'চোরবান হবে মোর না মরিনু কেন।' রামশ্রঙ্গদ, ১৭৮০। মরিবারে কি মরতে। 'মরিবারে চাহে তনুগদ্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মরিবে কি মারা যাবে। 'যবে না মরিবে রাধা রস শিতকারণে।' বড়ু, ১৪৫০। মরিবেক কি মরবে। 'অগ্নি খাইয়া মরিবেক তোমার না দেবিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মরিবো কি মরবো। 'ধরিবি বলে মরিবো হেলে।' বড়ু, ১৪৫০। মরিয়ু কি মরে যাবে। 'তোমার বিবাহে মুক্তি মরিয়ু নিকুএ।' বাহরাম, ১৬৫০। মরিয়া কি মরে। 'সকল মরিয়া আছে মালঞ্চ তাহার কাছে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। মরিল কি মরলো। 'অনাহারে পিতামাতা তাহার মরিল।' মালঞ্চর, ১৫০০। মরী কি মরি। 'এক বার ছাড়ি দুই বার নাই মরী।' বড়ু, ১৪৫০। মরুক কি বাদ থাকুক। 'মরুক মরুক জল ভরা।' মুরারি, ১৫৭০। মরে ১ কি মারা যায়। 'মরে ভাল জীএ ভাল জগাইলো তোরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি বিনাশ হয়। 'বল তার ধনবন্ধ তবে কেনে মরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। মরো কি মরি; মরে যাছি। 'মরো হের রাধার বিরহে।' বড়ু, ১৪৫০। মর্যা কি মরে। 'মর্যা জাকু সারিগুয়া তোমার বলাই লইআ।' মুকুন্দ, ১৬০০। মর্যা কি মরেছিলো। 'দর্শিল কপালে যদি মর্যাছিলে ভাই।' রূপরাম, ১৭৫০। মর্যাছে কি মরেছে। 'পুত্রহেতু সুন্দরী মর্যাছে এই দুখে।' রূপরাম, ১৭৫০। মর্যো কি আত্মহত্যা করা। 'যদি বড় শোড়পেড়ি হয় তবে এই রায়েই গলায় দড়ি দিয়ে মর্যো।' মশাররক, ১৮৬৯।

মরাই [স মরার] বি ধানের গোলা। 'ধনে মানে কুলে নীলে সাত মরাই টাকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মরা বি ধানের গোলা। 'মরারের পাশে চড়ই শালিক নাচে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

মরাই [স বড়ু] বি বড়াই; ঐশ্বর্য; অহঙ্কার। 'প্রাণধন তুমি মোর প্রেমের মরাই।' হানিকরাম, ১৭৮১।

মরাতি [স মরাতি] বি মরাতি। 'মরাতি মেয়ের মতো মালকোঁচা ছিরা শাড়ি পড়েছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মরাডা কি মোচড়ানো। মরাডিউই কি মোচড়ানো হলো। 'পহিলে তোড়িয়া বড়িয়া মরাডিউই।' চর্য ১২, ১২০০।

মরাল [স বি রাজহাঁস। 'গমনে যেমন গজ মরালের ঈশ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'মরালের স্বরে নতুল স্পন্দন পায়।' জীবন, ১৯৩২।

মরালগতি [স বি রাজহাঁসের মতো মনোহর ও মধুর গতি। 'মরালগতি ও গজেন্দ্রগমন দেখবার জন্য মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেতে আরম্ভ করলাম।' মোতাহার, ১৯৩৭।

মরাল-গমন [স বি ধীরে চলন। 'মল্লভাষা মল্ললীলাভরে চলি গেল মরাল-গমনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মরালগমনা [স বি গী রাজহাঁসের মত মধুর গতিযুক্ত। 'মরালগমনা কান্ডা কুসনয়না।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

মরালগামিনী [স বি গী রাজহাঁসের মতো মধুর গতিযুক্ত যে। 'মরালগামিনী কিবা ঐরাবত যায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

মরালতরী [স বি মরালরূপ তরী। 'ডেউয়ের দোলায় মরালতরী নাচে না আনমনে।' নজরুল, ১৯২৫।

মরালবাহন [স বি মরাল যার বাহন। 'চতুর্থ ব্রহ্মা বন্দো মরালবাহন।' রূপরাম, ১৭৫০।

মরাল-বৃন্দ [স বি রাজহাঁসের পাল। 'ক্রীড়াভক্ত মরাল-বৃন্দের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

মরাশী [স বি রাজহাঁসী। 'বিপুল কুসুম বেড়ে মরাশী মণ্ডলী।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মরাশ [বি] ১ বি নীতি-উপদেশ। 'হতে পারে কেন মরাল আছে। নীতিব্রহ্মা মরা।' শঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি নীতিগত। 'ডাকতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই।' মুহুতাবা, ১৯৪৯।

মরি অর্থাৎ বিদ্যমুচক শব্দ। 'রসে সসে আনি কাকলী লহরী, মরি।' মাইকেল, ১৮৬৩; 'মরি হায়, হায় রে ও মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ডাসি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।' জতুল, ১৯১২।

মরি মরি ১ অর্থাৎ এক প্রকার বিদ্যমুচক ধ্বনি। 'আহা মরি মরি, নখশোভা হেরি।' ভবানী, ১৮২৫; 'বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ ক্রিয়াক্রম দ্রুততার সঙ্গে। 'অমনি মরি মরি রাহ-লাগার বেনদ লাগে পূর্ণিমা চাঁদার।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মরি হায় অর্থাৎ বিদ্যমুচক ধ্বনিসির্শে। 'মরি হায় কী নীলে কলিকালে/ বেনবধি চন্দ্রকলার।' লালন, ১৮৯০; 'মরি হায়, হায় রে ও মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ডাসি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মরিচ [স] ১ বি গোলামরিচ। 'দিবে তায় মরিচের ঝাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লজ্জামরিচ। ওয়া, ১৭৮৫।

মরিচদেশে বিংশ লক্ষমরিচের মতো লাল পাড়বিশিষ্ট। 'বিংশ প্রকার পাড়িদুর জুগাং তবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন তৈবানী।' ১৮২৮।

মরিচ-শোড়া বি শোড়ানো মরিচ (ভাতের সঙ্গে খাবার জন্যে)। 'কয়েকটা মরিচ-শোড়া আনিয়া তাহার নামনে ধরিল।' জঙ্গীম, ১৯৬৪।

মরিচালাড়ু বি মরিচের শুঁড়া মিশানো লাড়ু। 'ডালিমা মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মরীচি বি গোলামরিচ। 'মরীচি পিপলী পান আহুএ তখাত।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মরিচা [ফা মুরচ] বি অর্ধ বাতাসের সংস্পর্শে লোহায় লাল রঙের যে আচ্ছাদন পড়ে; অব্যবহারজনিত জং (আয়রন অক্সাইড)। 'ভলোয়ারে মরিচা মুখেতেই রাগ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মরীচাম্র [ফা মুরচ+স এত্র] বি অকোজো। 'চিরস্থায়ী বদোবস্তের ফল অনস্পৃগু ও মরীচাম্র হইয়াছে।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

মরিজাদা [স মরিদা] বি সম্মান। ওয়া, ১৭৮২।

মরিয়া, মরীয়া [স মু] ১ বিণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। 'সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাচে নাচে কালীঘাট থেকে আসতে লেগেছে।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বিণ বেশরোয়া। 'আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে কুঁকিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'মরীয়া হইয়া লই করিয়া খাইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মরিআ [স মু] বিণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। বিদ্যা, ১৮৯১।

মরীচাশালী বি একপ্রকার দান। 'বাজাল মরীচাশালী ভুয়া বেনাফুল।' ভারত, ১৭৮০।

মরীচি [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) ব্রাহ্মার মানসপুত্র। 'বিরিক্ত মরীচি এজাপতি পুণ্ডর'। মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মরীচিকা। 'মরুর মরীচি কিতারে শুধু মায়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ৩ বি বশি। 'বাতাসে কত সহে দহনভার ভষ্মভার মরীচিভার মালা?' শঙ্কি, ১৯৬১।

মরীচি-মায়া [স] বি মরীচিকার মায়া। 'মরীচি-মায়া মরুতে ছড়ালে।' নজরুল, ১৯৩২।

মরীচিকা [স] ১ বি মরুভূমিতে সূর্যের আলোককে জলের মতো মনে হওয়া। 'যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা।' হাইকেন্স, ১৮৬০। ২ বি মায়া। 'দিবস রজনী মরীচিকা সুরা কেবল করিস পান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বি রহস্য। 'আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা বিকারের মরীচিকা-জালে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মরীচিকাবৎ [স] বিণ মরীচিকার মতো। 'গোশ হয়ে ঘুরে যাওয়া মরীচিকাবৎ চোখে চোখে।' শঙ্কর, ১৯৫৫।

মরীচিকারাজ্য [স] বি যোহময় জগৎ। 'সুদূরবিবৃত্ত মায়াময়ী মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মরীচিকালুক [স] বিণ মিথ্যা মায়ার পিছনে ছুটে বেড়ায় এমন। 'ওরে মরীচিকালুক দুর্ভাগ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মরীচিকালোক [স] বি ধরা যায় না এমন মায়ার জগৎ। 'রতে মরীচিকালোক নাগালের পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

মরু [স] বি মরুভূমি। 'চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মরুকঠিন [স] বিণ মরুভূমির ভীষণ উত্তপ্ত। 'মরুকঠিন হাওয়া কী বাফা হানে জানে না কেউ।' নীলেন্দ্র, ১৯৪৮।

মরু-কানন [স] বি মরুদ্যান। 'মণিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।' নজরুল, ১৯৪১।

মরুক্কেদ্র [স] বি মরুভূমি। 'ক্যালভিয়ার মরুক্কেদ্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া যেখপাল ...।' রবীন্দ্র, ১৯৮৭।

মরুকঙ্ক [স] বি দূরত্ব দেখে জল আসে না এমন চোখ। 'পল্লিগ্রামের কঙ্কালবিশিষ্ট মূর্তি দেখিলে ... মরুকঙ্কেও জলোচ্ছ্বাস হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মরুচাকটিকা [স] বি মরীচিকা। 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকটিকা, বিপুল শূন্যতা এবং দম্ভ দাস্যবৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মরুচারিণী [স] বি স্ত্রী মরুভূমিতে বিচরণকারী। 'এ সেই রহস্যময়ী মরুচারিণী।' নজরুল, ১৯৩১।

মরুচাষী [স] বি মরুভূমিতে বিচরণকারী। 'স্ত্রী হবে জ্ঞানিয়া কেন পথে পথে মরুচাষী ফেরে কাদি।' নজরুল, ১৯২৯।

মরুচাষী [স] মরু+চাষী বি মরু অঞ্চলের কৃষক। 'কাফেশার পথে যত মরুচাষীরা স্মরণ করিত তব হাসি মুখখানি।' জসীম, ১৯৫১।

মরুচ্ছায়া [স] বি মরুদ্যান। 'ধূলিদাপটের মরুচ্ছায়ায় ঘনায় নীল।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মরুজগৎ [স] বি মরুদ্যান পৃথিবী। 'এই মরুজগৎ তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মরুজীবন [স] বি কঠিন জীবন। 'সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যচৌর্যের মরুজীবন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মরুজগ্গো [স] বি মরুভূমির ঘূর্ণিঝড়। 'সে মরুজগ্গোর মতো পর্বতে প্রান্তরে নৃত্য করে ফেরে।' নজরুল, ১৯৩১। 'খরপ্রোতা প্রোতবন্তী কিংবা মরুজগ্গো-প্রায়।' নজরুল, ১৯৫৯।

মরুক্ষেত্র [স] বিণ মৃতবৎ। 'একটা মরুক্ষেত্র শ্যাওড়াগায়ে মৃত বাতাসের আপটায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।' জীবন, ১৯৪৮।

মরুতট [স] বি মরুদ্যান বা বিতীর্ণ বালুকাময় স্থান। 'এই মৃত

মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মরুতৃষা [স] বি মরুভূমিতে যেমন প্রবল তৃষ্ণা পায়, তেমন তৃষ্ণা। 'পূর্বব এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী জোপায়েছে মধু।' নজরুল, ১৯২৫।

মরুদৈত্য [স] বি মরুভূমির দৈত্য। 'মরুদৈত্য কোন মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মরুদীপ [স] বি মরুভূমিময় দীপ। 'মরুদীপের ববর তুমিই জানো।' সুধীশ, ১৯৩৪।

মরু-নটী [স] বি মরুভূমির নর্তকী। 'মরু-নটী তার সোনার যুগ্ম? হুঁড়িয়া ফেলেছে কাদি।' নজরুল, ১৯২৮।

মরুনির্জনতা [স] বি মরুভূমির মতো নির্জনতা। 'চারি দিকে সুকঠিন তৃণতরলীন/ মরুনির্জনতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মরু-নির্ধার [স] বি মরুভূমির করনা। 'আমি মরু-নির্ধার কর কর।' নজরুল, ১৯২২।

মরুনীরস [স] বিণ মরুভূমির মতো শুষ্ক। 'মরুনীরস কালো মর্তে অভিশাপের উপর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মরুপথ [স] ১ বি দুর্গম পথ। 'এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে কখন সেখানকার জীবন-উসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি মরুভূমির শুষ্ক পথ। 'যে-নদী মরুপথে হারাল ধারা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মরুপথযাত্রী [স] বি মরুভূমির দুর্গম পথে যায় যে। 'তৃষ্ণাব মরুপথযাত্রী যেমন বলমল বাগির উপরে আশপাশের চিহ্নগুলির ছায় দেখতে দেখতে আসে ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

মরুশোত [স] বি মরুভূমির যান। 'আজকে এখানে মৃত মরুভূমি অচল এ মরুশোত।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মরুশ্রদেশ [স] বি মরু অঞ্চল। 'এমন-সকল মরুশ্রদেশ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মরুশ্রান্তর [স] বি মরুদ্যান শ্রান্তর বা খোশা জায়গা। 'মরুশ্রান্তরের মধ্যে বুনে গাছ থেকে বুনে ফল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মরু-বকৌলি [স] মরু+ফা বকৌলি বি মরুভূমির সৌন্দর্য। 'দু-তীরে লগাট হানি ছুটিয়া চলিছে মরু-বকৌলি লীল দরিয়ায় পানি।' নজরুল, ১৯২৮।

মরু-বাণ [স] মরু+ফা বাণ বি মরুদ্যান। 'হে ত্যাগী সাধক মরু-ভাস্কর আরবের মরু-বাণে।' মাহবুব, ১৯৪৯।

মরুবালু [স] মরুবালুকা বি মরুভূমির বালি। 'মরুবালুর সমুদ্রে নিঃশব্দ গেল মিলিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মরুবালুকা [স] বি মরুভূমির বালি। 'মরুবালুকার স্কুলির ওঠে নির্মোহে মিলায় দূরে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মরুবাসিনী [স] বি স্ত্রী মরুতে বাস করে যে। 'কোন গৃহহীন মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মরুবাসী [স] বিণ মরুভূমিতে বাস করে এমন। 'সংসার মরুবাসি পিয়াসার তরে/ আনিল যে কতসর সাহারা নিভাডি।' নজরুল, ১৯৩২।

মরু-বেদুইন [স] মরু+আ বেদুইন বি মরুভূমির যাবাবর জাতি। 'এমন চলিতে পথে মরু-বেদুইন।' নজরুল, ১৯২৬।

মরুভূ [স] বি মরুভূমি। 'অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূর কাছে হয়

মরুভূম

জল-ধারা যাচে । নজরুল, ১৯২৩ ।

মরুভূম [স] কি মরুভূমি । 'কে কোলে শো উপাড়ি তাহারে মরুভূম?' মাইকেল, ১৮৬০ ।

মরুভূমি [স] বি গাছপালাহীন বিস্তীর্ণ বায়ুপ্রায় হ্রান । 'মুহশিনাবাদ পূর্বে অতিমনোহর হ্রান ছিল পরে ক্রমেই তন্ময় হওয়াতে মরুভূমিত্ব্য হইয়াছে ।' দর্পণ, ১৮২৮ ।

মরুভূমিবাসী [স] বি মরু অঞ্চলে বসবাসকারী । 'মরুভূমিবাসী তারা, দশ লক্ষ মানুষ ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১ ।

মরুময় [স] ১ বিগ গাছপালাশূন্য ও বায়ুপ্রায় । 'অসংখ্য প্রাণীসময়ে সমস্ত বন একদিনে মরুময় হইয়া উঠিল ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১ । ২ বিগ মরুভূমির মতো রূক্ষ । 'হৃদয়ের বলন্ত কুরায়, সব মরুময় ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪ ।

মরুময়তা [স] বি জল, উদ্ভিদ, জীবন্য বায়ুপ্রায় অবস্থা । 'ভারতবর্ষের অপরিণীম মরুময়তা ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

মরুময়ীতি [স] বি মরুভূমির ময়ীতি । 'মরুময়ীতি গৃহীত দাপতিবিধু জইসা ।' চর্য্য ৪১, ১২০০ ।

মরুমাটি বি মরুভূমির বাসি । 'তব উপর বুকে মরুমাটি খোঁড়াটা ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮ ।

মরুময়ীতি [স] বি মরুভূমিতে চলাচলকারী লোক । 'মরুময়ীতিদের উটের সারি ।' নজরুল, ১৯০৫ ।

মরুময়ান [স] বি নির্জন মরুভূমির মতো শূন্য । 'আমি চিরদিন থাকি এ মরুময়ানে সলীল্য ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫ ।

মরুময়ান [স] বি মরুভূমিত্ব্য শূন্য । 'মরুময়ান সঙ্কর শব্দ শব্দ ।' রবীন্দ্র, ১৯২২ ।

মরু-সঙ্কর [স] বিগ মরুচারী । 'মোরা মরু-সঙ্কর বেদুইন ।' নজরুল, ১৯২৫ ।

মরুসমুদ্র [স] বি মরুস্র সমুদ্র । 'যে চোখে আমার পর্বতকানন নদনদী মরুসমুদ্রকে দেখি ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭ ।

মরু-সাগর [স] বি মরুস্র সাগর । 'মিলিয়াছে মরা মরু-সাগরে রে ।' নজরুল, ১৯২৮ ।

মরুসাহারা বি সাহারা নামক মরুভূমি । 'সকল দুয়ারে খুলে দে রে তোরে, ভাসা এ মরু-সাহারা ।' নজরুল, ১৯৩০ ।

মরুসেনা [স] বি মরুচারী সৈন্য । 'চলছে আমার অজ্ঞেয় মরুসেনা নিয়ে ।' নজরুল, ১৯৩১ ।

মরুস্থল [স] বি মরুভূমি । 'সাগরের তরঙ্গে সজিত সিকতোচ্ছায়ায় মরুস্থল হইয়া আছে ।' কৃষ্ণকমল, ১৮৮৮ ।

মরুস্থলী [স] বি মরুময় হ্রান । 'অগাধ জলপি রূপান্তরিত হইয়া মরুস্থলী রূপ ধারণ করিল ।' অক্ষয়, ১৮৪৮ ।

মরুস্থান [স] বি মরুভূমিতে জল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ হ্রান । 'সুখদ্বীপ বইয়ে প্রীতির মরুস্থান রচনা করে ।' নজরুল, ১৯২৭ ।

মরুজ [স] বি মুরজ; একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র । 'রবাব মরুজ ভঙ্গ করএ বাজন ।' মুহুদ, ১৬০০ ।

মরুত, মরুত [স] বি বাতাস । 'পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুত ব্যোম আপ ।' চর্য্য, ১৫৫০; 'রতিপতি রবী রথ মরুমরুত ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০ ।

মরুতর্ক, মরুতর্ক [স] বি অযোবানু ত্যাগ । 'কাশিয়া এক

মরুতর্ক করিয়া চাচার চকু ধূলিতে সম্পূর্ণ করিল ।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১৩ ।

মরুবি [আ মুরবী] বি বয়স লোক । 'ছেলে-শিলের দলে কী আর আমাদের মতো সেকলে মরুবিনের বয়ে থাকা মানায়?' নজরুল, ১৯২৭ ।

মরুয়া, মরুয়া [স] মরুতর্ক বি গরুতুলী গাছ । 'দমা মরুয়া ডাঙ্গিলে দুলালের ডাল ।' বাবু, ১৪৫০; 'দামিলী মরুয়া খুলে ফুটে জাতি জুতি ।' মুহুদ, ১৬০০ ।

মরে [পা ম] সর্ব আমাকে । 'বারে পার্বে কা বুদ্ধিলে মরে ।' চর্য্য ৩৯, ১২০০ ।

মরেপিটে [স ম] ত্রিবিধ কমপক্ষে । 'কাণীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক খঁড়ার মধ্যে যাতয়া যার ।' দর্পণ, ১৮২৫ ।

মরোসা বি শোশাবিশেষ । 'জরির চুপি, মরোসা ... চায়ন কোটে বানরকুল অলমল ।' গীতবন্ধ, ১৮৭২ ।

মর্য্যাপিটি [স] বি মরুভূমি । 'ইরেজ যাহাকে মর্য্যাপিটি বলে, আমরা জাহাকেও ধর্ম বলি, যথা অমুক কার্য্য ধর্মবিশিষ্ট ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'ওসব মর্য্যাপিটি ।' বিকৃতি, ১৯৩১ ।

মরুটি [স] ১ বি ছোটো আকৃতির বানর । 'কোথা মরুটি নিসু লাফ সেই বুকে ।' মাল্যব, ১৫০০ । ২ বি মরুভূমি । 'মরুটের সূর জেন মরু সূর্য্যবাহু ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯ ।

মরুতুচ্ছামণি [স] বি সেরা বানর । 'ইনি একটি হস্তীমূর্ষ না মরুতুচ্ছামণি ।' মুক্তভা, ১৯৬০ ।

মরুতু-বৈরাগ্য [স] বি লোক সেবামো বৈরাগ্য । 'মরুতু-বৈরাগ্য না কর লোক সেবাইয়া ।' কৃষ্ণকমল, ১৮৮০ ।

মরুটি [স মরুটি] বি হাকড়া । 'জেন ধরে মরুটি মন্ডিকা ।' মুহুদ, ১৬০০ ।

মরুটি [স] বি ছোটো আকারের বানর । 'আমাদের বাংলা ভাষাটি চিত্রিতা মরুটি হয়ে বাবে ।' মুক্তভা, ১৯৫৮ ।

মর্গ [স] morguel বি মৃতদেহ রাখা হয়ে যে বসে; শবাগার । 'মর্গে কি হৃদয় জ্বলো ।' জীবন, ১৯৪৪; 'ভাঙার পরীকার জন্মে মর্গে ... ।' শিবরাম, ১৯৫০ ।

মর্চে, মর্চে [কা মুরচা] ১ বি মরিচা; জল । 'তার হাতুড়ির মায়ে পড়ছে আরে মর্চে ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'ভাঙা তবুয়া রয়েছে মর্চে ধরা ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫ । ২ বি জীবন । 'বার্ষ আত্মতুষ্টির গুণর বন্যায় মর্চে দাগ ।' শাহমুদ, ১৯৬৬ । ৩ মরিচা

মর্চে-পড়া বিগ অংকরা । 'মর্চে-পড়া তালো ।' শামসুর, ১৯৭০ ।

মর্জি [আ মরজী] ১ বি ইচ্ছা । 'খোদাতালাব মর্জি ।' মাইকেল, ১৮৬০; 'এখন তোমার মর্জি হলেই হয় ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২ । ২ বি খোদা । 'হঠাৎ কি যে মর্জি হ'ল ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২ । ৩ মর্জি

মর্জি-মর্জিক ত্রিবিধ ইচ্ছামতো । 'মর্জি-মর্জিক মা সবার চিকিৎসা করতেন ।' শিবরাম, ১৯৭০ ।

মর্জিত, মর্জিত [স] বিগ মর্জন করা হয়েছে এমন । 'মর্জনে মর্জিত দন্ত দামিলী খসিছে ।' ভবানী, ১৯২৫ ।

মটগোজ, মর্গোজ [স] বি বন্ধক । 'আমি কম সুখে মটগোজ করিয়ে সেব ।' গিরিশ, ১৮৬৬ ।

মর্টার [হি] বি যুদ্ধাবলিবেশ; গোলা বর্ষণ করা হয় যা দিয়ে। 'মর্টারও ছিল কিছু কিছু।' প্যাগ, ১৯৭১।

মর্ত, মর্ত, মর্ত্য, মর্ত্য [সি] বি ইহলোক। 'বর্শে রাখু মর্তে রাখু তলে পাছ তখি।' বড়, ১৫৭০; 'হরিধন উটিল সেই স্বর্ণ-মর্ত্য ভরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এক লক্ষ সহস্রিতা মর্ত্যে প্রতিষ্ঠিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'বুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন চারি দিকে মর্তের প্রবাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মর্তকায়্য [সি] বি পার্থিব দেহ। 'যখন হব না আমি মর্তকায়্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মর্তজন্মশিখা [সি] বি জীবনপ্রদীপ। 'পরিশ্রান্ত পরিকীর্ণ মর্তজন্মশিখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মর্তদেহ [সি] বি মানব শরীর। 'সন্নিহি হয়ে এসেছে তার মর্তদেহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মর্তধাম [সি] বি পৃথিবী। 'নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মর্তপ্রতিমা [সি] বি পার্থিব মূর্তি। 'অমরবতীর মর্তপ্রতিমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মর্তবাসিনী [সি] বিপ্তি পৃথিবীতে বাস করে এমন। 'মর্তবাসিনী দেবী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মর্তভূমি, মর্তভূমি [সি] বি পৃথিবী। 'কর মর্তভূমি জগতে উজালা।' বসদর্শন, ১৮৭২; 'উন্নত সতীর স্তন স্বর্ণপ্রভায় মানবের মর্তভূমি করেছে উজ্জ্বল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মর্তমানুষ [সি] বি পৃথিবীর মানুষ। 'আমরা মাধ্যাকর্ষণ কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিশ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা গড়িত মর্তমানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মর্তলোক, মর্তলোক, মর্ত্যলোক, মর্ত্যলোক [সি] বি মনুষ্যলোক; ইহলোক; পৃথিবী। 'দেবলোকে মর্ত্যলোকে করে জুড়ি জুড়ি।' মালাধর, ১৫০০; 'তুই স্বর্ণ হইতে চ্যুত হইয়া মর্ত্যলোকে গর্ভভূষণে থাক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'এ বিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্যলোকে ভদ্রবানের প্রতিমূর্তিরূপ।' দর্পণ, ১৮২৬; 'মর্ত্যে দানব মানব-পিঠে সভ্যতার হয়ে মায়েছে কোড়া।' নজরুল, ১৯২২; 'মর্ত্যলোকের বহু যুগের বহু ধর্মের আত্মকোলাহল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মর্তের প্রবাস [সি] ফেলে আসা পৃথিবী। 'বুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন চারি দিকে মর্তের প্রবাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মর্ত্যচর [সি] বি মানুষ; পৃথিবীর বাসিন্দা। 'তোমার উরসবর্শে বিভাজিবে বহু মর্ত্যচর।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

মর্ত্যজীবন, মর্ত্যজীবন [সি] বি পার্থিব জীবন। 'ফুরিয়ে গেছে মর্ত্যজীবন, নাইক তাহার প্রতীকার।' সত্যেন্দ্র, ১৯৩৬; 'ভদ্রবানের লীলাশ্রমলোকে মর্ত্যজীবনের সঙ্গে মিলিয়া...'। হাই, ১৯৫৪।

মর্ত্যজীবী [সি] বি মানুষ। 'ধৃত মর্ত্যজীবীদের করুণা কুড়াই অহর্নিশ।' শ্যামসুর, ১৯৬৬।

মর্ত্যতল [সি] বি পৃথিবীপৃষ্ঠ। 'রহিল আঁকড়ি মর্ত্যতল।' নজরুল, ১৯৩০।

মর্ত্যপ্রবাস [সি] বি ইহকালীন জীবনযাত্রা। 'কল্পবিহারী মন মর্ত্যপ্রবাস শুরু করল বটে।' শরীফ, ১৯৬৮।

মর্ত্যভুবন, মর্ত্যভুবন [সি] বি মর্ত্যলোক। 'মর্ত্যভুবনে এস বাণীনতা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

মর্ত্যমানুষ [সি] বি পৃথিবীর মানুষ। 'দেখিনি অপর ত্রৈলোক্যের মর্ত্যমানুষ একা বাস করে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মর্ত্যরাজ [সি] বি পৃথিবীর দ্বন্দ্ব। 'এক উর্বনী ... পড়েছিল বসি অধরার মুক বার্তা মর্ত্যরাজে করিতে সম্ভার।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মর্ত্যলীলা, মর্ত্যলীলা [সি] বি মানবজীবনের কার্যকলাপ। 'যে দিন ইমাম হাসান মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মর্ত্যলোক, মর্ত্যলোক [সি] বি মনুষ্যলোক; ইহলোক। 'মোর ধর্ম অবতীর্ণ নীন মর্ত্যলোকে ওই নারীমূর্তি ধরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'আমার যেন মনে পড়েছে বর্শে আমি ছিলুম পঞ্চধর, শিবের অভিধানে এসেছি মর্ত্যলোকে।' নজরুল, ১৯৩১।

মর্ত, মর্ত [সম] বিপ্তি মৃত। 'মর্তমহিষ বাহিনী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মর্তবা [আ] মরতবাহা [সি] মায়াত্মা। 'দোহার মর্তবা কহি শুন কুহুহলে।' অলাতল, ১৬৮০।

মর্তমান, মর্তমান [বি] মর্তমান-বিপ্তি। 'এক জাতীয় বিচিশ্রু কলা।' 'ভার দশ দখি কলা ঠাণা মর্তমান।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'পাছপাকা মর্তমান বর্তমান চোকে।' শুভ, ১৮৫৮।

মর্ত্যকাম [সি] বি মরতে ইচ্ছুক। 'আত্মবন্ধক ও মর্ত্যকাম এদের নায়ক-নায়িকারা অন্তিভের মধ্যে শুধু জরা আর মৃত্যুকেই সত্য বলে জানে।' শির, ১৯৬০।

মর্ত, মর্ত [সি] মরন। ১ বিপ্তি বীর। 'যথেক আরবে মিলি লই শাহা মর্ত আলি। গুণ কিরাই আলি।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি পুরুষ। 'আজার ভুলনে মর্ত যায় গড়া গড়ি।' গরীব, ১৭৬৫।

মর্তাদামী [সি] মরদ+আ আসামি [সি] সাহসী পুরুষ। 'তামাণির মর্তাদামী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

মর্দমি, মর্দমি [সি] বি পুরুষ। 'বীর-প্রসূ দেশ হরো বরণ্য মরিয়া মরণ মর্দমির।' নজরুল, ১৯২২; 'মানুষের এরকম মাদিগ্রানা চল দেখে মর্দমি আজকাল বাতবিকই লক্ষ্যে মুখ দেখাতে পারছে না।' নজরুল, ১৯২৭।

মর্দানা, মর্দানা [সি] ১ বিপ্তি সাহসী। 'মোনেএল, ১৭৪৩। ২ বিপ্তি পুরুষোচিত। 'বালককালাবধি মর্দানা কসরং না করিলে সাহস হয় না।' প্যাগী, ১৮৫৮। ৩ বিপ্তি পুরুষসুলভ। 'পুরুষের মেয়েদি গলা আর সীলোকের মর্দানা আতরাজ।' প্রমথ, ১৯১৭। ৪ বি পুরুষ মানুষ। 'দুটি লাইন হলো মর্দানা ও জানানাদের জন্য।' মাহেবত, ১৯৪৯।

মর্দনি [সি] ১ বি পুরুষোচিত ভাব। 'সর না মেয়ের মর্দনি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি পৌরুষদৃষ্ট নারী। 'মর্দনিই পর্দা নেই।' নজরুল, ১৯২২।

মর্দমি [সি] বি বাহাদুরি। 'নিজের মর্দমির কথা ঘোষিল শহরে।' মনসুর, ১৯৪০; 'লিপাক্ষীর এই মর্দমিও আমাদের গ্রহণ করা উচিত।' সত্যেন্দ্র, ১৯৪৫।

মর্দন, মর্দন [সি] ১ বি মালিশ। 'মধুর মর্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি দলন; টোপা। 'মৃত্যুভী ভীরা আপন স্তন মর্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮০২। ৩ বি চিবানো। 'মেঘশণ বেজাদুসারে নবীন নবীন তৃণ দস্ত দ্বারা মর্দন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

মর্দি

মর্দি [স মর্দন] বিধ দমনকারী। 'নিষ্ঠুর অধীনে, মহিমামর্দিন, মর্দি দুর্য়দ
রাক্ষসে।' মাইকেল, ১৮৬১।

মর্দিন [স মর্দন] বি সদ্যা স্ত্রী দমনকারী। 'মহিমামর্দিন, মর্দি দুর্য়দ
রাক্ষসে।' মাইকেল, ১৮৬১।

মর্দিত [স] কিল দলিত। 'শরীর রীতিমত মর্দিত ও মর্দিত হইলে, অধোগণ
বিলক্ষণ বলবান হয়।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

মর্দুপ [আ] বি দুর্ভুগ। 'অযোধ্যা বদন করে মর্দুপ বিরাগ।' সুলতান,
১৭০০।

মর্দে [স মধ্য] ক্রিবিধ মধ্য। 'আকিরের মর্দে দুই এক রোজের মধ্যে
হইবেক।' চিঠিপত্র, ১৮২৯।

মর্দ [স মধ্য] বি মধ্য। ওগা, ১৭৮২।

মর্দিহ ওয়াক [হি] বি সকালে হটা। 'আদুদুড়া বেতেরা মর্দিহ ওয়াকে
বেরুতেম।' হতেম, ১৮১১।

মর্দিশৌন [হি] বি প্রভাতে পরিবেশ বিশেষ পোশাক। 'সাহেব, তখন
চটিজুতা ও মর্দিশৌন পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মর্দিশুট [হি] বি সকালবেলা পরার পোশাকবিশেষ। 'গাঁয়ের লোককে
হঠাৎ ডেকে এসে মর্দিশুট পরাবার কিছুনা।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

মর্দ, মর্দ [স] ১ বি তাৎপর্য। 'মুকের জানিয়া মর্দ অভেদ্য কিলি বর্দ।' মৃদুপ, ১৬০০। ২ বি হৃদয়; মন। 'কর্ণের জন্মের কথা সুন দিয়া
মর্দ' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি ভাষা। 'জয়মুনি কহেন রাজা সুন কহি
মর্দ' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি সারাংশ। 'অনেক লিখনপঠন ইহায়ে
তাহার মর্দ এই যে ...।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৫ বি বৈশিষ্ট্য। 'করি
সাহেব বেঙ্গল ভাষার মর্দ জানিতেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৬ বি
সমাধার। 'তিনিই যমেশ্বর মর্দ জাত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।
৭ বি নিগূঢ় অর্থ। 'সাদারগে এর মর্দ বহন করে পাঞ্জে না।' হতেম,
১৮৬৮। ৮ বি গভীরতা। 'বনের মর্দ বনের মর্দের মাঝে
মিলাইল ধীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৯ বি কেন্দ্র। 'মাসুদের সভ্যতার
মর্দে ক্রান্তি আসে।' জীবন, ১৯৪২।

মর্দ-অর্ধ [স] বি মর্মার্থ; গূঢ় অর্থ। 'মর্দ-অর্ধ না জানেন ভক্তিহীন
সোখে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মর্মকথা [স] ১ বি মূল বক্তব্য। 'ইহাই নববিশ্বধর্মের মর্মকথা ইহা
উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি নিগূঢ় অর্থ। 'জীবনের মর্মকথা
আপনি বাজিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মর্মকন্দর [স] বি মনের অভ্যন্তর। 'মর্মকন্দরের আকাশ-বাতাস।' নজরুল,
১৯২৭।

মর্মকুহর [স] বি অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ। 'বিশ্বের মর্মকুহর হতে উজিত
ওজারধরিতই সুর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মর্মকেন্দ্র [স] বি অন্তঃস্থল। 'আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই
মর্মকেন্দ্রে বিরাজ করি।' রবীন্দ্র, ১৯৮৭।

মর্মকোষ [স] বি অন্তঃস্থল। 'আমার মনটিকে তার নিহৃত মর্মকোষের
মধ্যে আর্কষণ করে নিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মর্মগত, মর্মগত [স] ১ বি গুণসম্পন্ন। 'আমাদের যেগুলো নিত্য
ব্যক্তিগত মর্মগত সুর দূর বাসনা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি
চৈতন্যগত। 'মর্মগত, আত্মগত ... মনোমানিষ্য।' জোবনুজ,
১৮৯৮। ৩ বি অন্তঃস্থল। 'এই জ্ঞাত মর্মগত মাহাত্ম্য।' রবীন্দ্র,
১৯৪১।

মর্মপাশা, মর্মপাশা [স] বি নিগূঢ় তত্ত্বগুণ কাহিনী। 'কত মর্মপাশা
বাণোদ্য প্রচার করিল।' শরীফদ্বার, ১৯০১।

মর্মপ্রাণ, মর্মপ্রাণ [স] ১ বি হৃদয়। 'তাহাদের মর্মপ্রাণে দারুণ
প্রহার করেন।' বঙ্গদূত, ১৮৭২। ২ বি হৃদয়ের বাঁধন। 'আমাকে
সেখাও মর্মপ্রাণ/নিজের মুহুর্তে খুলে।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

মর্মপ্রাণ [স] বি মূলভাব উপলব্ধি। 'বয়স্যা: মর্মপ্রাণ না করিয়া,
অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মর্মপ্রাণ, মর্মপ্রাণ [স] বি গুরুত্ব বুঝতে পারা। 'রোমীয় সম্রাটরাও
শেখতে স্থানটির মর্মপ্রাণ করিতে পারিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মর্মপ্রাণী, মর্মপ্রাণী [স] বি মর্মপ্রাণের ধারক। 'সর্বপাশের মর্মপ্রাণী ...
নানা ভাষা ও কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' বঙ্গদূত,
১৮৭৪।

মর্মপ্রাণ [স] বি নিদারুণ আঘাত। 'তুমি শক্তি নাও মোরে, করে
মর্মপ্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মর্মপ্রাণী, মর্মপ্রাণী [স] বি গুণবিচারকারক। 'কি মর্মপ্রাণী দৃশ্য।' মঙ্গলরত্ন,
১৮৮৫। 'মর্মপ্রাণী দৃশ্য আমাদের।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মর্মপ্রাণ [স] বি হৃদয় হেদন। 'তীক্ষ্ণ কথার মর্মপ্রাণে করবার অভ্যাস
অবলম্বি পক্ষে অনেক সময়েই কাজে লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মপ্রাণী, মর্মপ্রাণী [স] বি গুণবিচারকারক। 'সীতাবিনয়স্বর্নরশ
মর্মপ্রাণী কার্য করিয়াছেন।' বঙ্গদূত, ১৮৮৭। 'একটি মর্মপ্রাণী
দৃশ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মর্মপ্রাণ, মর্মপ্রাণ [স] বি নিগূঢ় অর্থ নির্ণয়ের সমর্থ। 'গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড
অন্তরঙ্গ মর্মপ্রাণে ইচ্ছা ...।' দর্পণ, ১৮৩৬। 'তাদের সঙ্গে আদাল
করাতে দারুণ উৎসাহ, বিশেষত সে যে মর্ম প্রকল্প হয়।' অতিষ্ঠ,
১৯৫০।

মর্মপ্রাণী [স] বি মনের যন্ত্রণা। 'কিছু নাই শোড়া ধরনীমাঝারে/
বোঝাতে মর্মপ্রাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মপ্রাণ [স] বি হৃদয়ের তার। 'মদনকোশের চাহনি-ছুরিতে মর্মপ্রাণ
টুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মপ্রাণ [স] বি গভীরতম স্থান। 'অহর্নিশ হেলার হানি গুণে অপমান,
মর্মপ্রাণ বিদ্ধ করি বঙ্গদূত বাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'মিরবের মর্মপ্রাণে
সমস্ত উল্লুংগ ফলে হৃদয়ের নূতন বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

মর্মপ্রাণ, মর্মপ্রাণ [স] বি মনের জ্বালা। 'অপরে লইলে উত্তরের
মর্মপ্রাণে উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মর্মপ্রাণ, মর্মপ্রাণ [স] বি মনের কষ্ট। 'তথাপি কহিয়ে কিছু মর্মপ্রাণ
পাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মর্মপ্রাণ [স] ১ বি গুণবিচারকারক। 'সৈনিকদের কাহ্না যে কত মর্মপ্রাণ,
তা বোঝাবার ভাষা নেই।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি গুণ অত্যন্ত কষ্টকর।
'আমার এই বাখাটাই সবচেয়ে মর্মপ্রাণ।' নজরুল, ১৯২২। ৩ বি
মর্মসম্পর্ক। 'এমনই মর্মপ্রাণ।' নজরুল, ১৯৩৬।

মর্মপ্রাণ [স] বি হৃদয়। 'তোমার সুখারসের ধারা মর্মপ্রাণে এসে ...।' রবীন্দ্র,
১৯২৭।

মর্মপ্রাণ [স] বি হৃদয় রূপ পাণ্ডুর। 'এমনি টুটিয়া মর্মপ্রাণের ছুটিবে
আবার অক্ষরবিধর।' রবীন্দ্র, ১৯৮৬।

মর্মপ্রাণ [স] বি হৃদয়বেদনা। 'আপন মর্মপ্রাণের পরিচয় দিয়া।' বঙ্গদূত,
১৮৭৮।

মর্মশীড়িত, মর্মশীড়িত [স] বিণ বেদনার্ত। 'রামের রোদন তনিয়া আপনি মর্মশীড়িত হইতেছিলে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মর্মবন্ধ [স] বি সারবন্ধ। 'সকলে যদি ত্রাচকর্ষের মর্মবন্ধটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় ...' বনমূল, ১৯৩৬।

মর্মবিদায়ক [স] বিণ মর্মে ক বিদায়ক করে এমন। 'সমস্তই আজ মর্মবিদায়ক ব্যর্থ বিড়ম্বনায় পরিণত ...' আত্মদা, ১৯৩৯।

মর্মবিদারী [স] বিণ হৃদয়বিদায়ক। 'অভাগী মাতার মর্মবিদারী কাহরানি।' নজরুল, ১৯২২।

মর্মবিহারী [স] বিণ হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে এমন। 'মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

মর্মবীণা [স] মর্মবীণা বি মনের বীণা। 'খসিয়া খসিয়া উঠিছে গো আজি, কণিছে মর্মবীণা।' নজরুল, ১৯২২।

মর্মবেদন [স] বি হৃদয়ের ব্যথা। 'মর্মবেদন আপন আবেগে/ শব হয়ে কেন ফেটে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মবেদনা, মর্মবেদনা [স] বি অন্তরের দুঃখ। 'আমাদের মর্মবেদনা আপনি যদি না জানিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মর্মব্যথা [স] বি মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণা। 'সুখ নাই, সুখ নাই, শুধু মর্মব্যথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মর্মব্যাকুলতা [স] বি হৃদয়ের আকুলতা। 'অবগামর্মরসম মর্মব্যাকুলতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মভেদ, মর্মভেদ [স] ১ বি মানসিক বদ্ব্যপ। 'নতুবা বিষম বেদ, সদা হবে মর্মভেদ।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি রহস্য উন্মোচন। 'এ রাজ্যচক্র, ইহার মর্মভেদ করা বড় কঠিন।' মশাররফ, ১৮৯০।

মর্মভেদিনী [স] বিণ ক্রী হৃদয়বিদায়ক। 'খনে খনে যত মর্মভেদিনী/ বেননা পেয়েছে মন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মর্মভেদী, মর্মভেদী [স] ১ বিণ হৃদয়বিদায়ক। 'স্বাভিমানজন্যমাত্রই ক্রেশকর - মর্মভেদী।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৭২। ২ বিণ তীক্ষ্ণ। 'মিলনে তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বিণ নিদারুণ। 'মর্মভেদী যন্ত্রণা বিষম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মমাক্ষার [স] মর্ম+স মধ্য। বি মনের মধ্যস্থল। 'কত দ্রষ্টার কঠোর দরশে ঘরবে মর্মমাক্ষারে শলা বরষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মর্মমূল [স] বি মর্মস্থল। 'বিজ্ঞ হবে আকাশের মর্মমূলে কলুষের বেলানার শূলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মর্মযন্ত্রণা [স] বি মানসিক কষ্ট। 'তাহার মর্মযন্ত্রণা আরো ঘিণ্ডণ বাড়িয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মর্মযাতনা [স] বি মানসিক কষ্ট। 'ছালাময় মর্মযাতনা তাদের তিলে-তিলে স্বেদ করে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

মর্মস্থল [স] বি কেন্দ্র। 'সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাঁহাদের জীবনশক্তি তাঁহাদের চিহ্নজি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মর্মস্থান, মর্মস্থান [স] ১ বি হৃদয়ের কোমলতম এবং নিপুণতম স্থান। 'বেড়িয়া কামড় খাও কুঙ্কর মর্মস্থানে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি অভ্যন্তরভাগ। 'মর্মস্থানটুকু অতিসূত্র এবং নিভৃত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মর্মস্রায় [স] বি হৃদয়ের নিপুণতম স্থান। 'হাযাকার বিধে মাল্যবানের মর্মস্রায়তে।' জীবন, ১৯৪৮।

মর্মস্পর্শী [স] ১ বিণ মনকে নাড়া দেয় এমন। 'চিরবিনায়ের দিনে

ওই গানটা বড্ড মর্মস্পর্শী।' নজরুল, ১৯২৪; 'উহা সত্যই খুব মর্মস্পর্শী।' সত্যগোষ্ঠ, ১৯৩৯। ২ বিণ হৃদয়বিদায়ক। 'আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।' মানিক, ১৯৩৫।

মর্মবন্ধরূপী [স] বিণ ক্রী প্রাণবধর। 'অরি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের মর্মবন্ধরূপী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মর্ম-হর্ম্য [স] বি হৃদয়রূপ প্রাণদ। 'সিহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্যমূলে।' নজরুল, ১৯২৪।

মর্মঘাত, মর্মঘাত [স] বি অন্তরে আঘাত। 'প্রজারা মর্মঘাত অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়াছে।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩; 'হিন্দু আত্মগানের মর্মঘাতের কথা শ্রবণ করিয়া গোবিন্দ যেন বন্ধ করিলাম।' মশাররফ, ১৮৮৯।

মর্মসূন্যারে, মর্মসূন্যারে [স] মর্মসূন্যারে ক্রিবিধ মর্ম অনুযায়ী। ফরাস্টার, ১৯৯৬।

মর্মসূন্যাবাদ, মর্মসূন্যাবাদ [স] বি মূল-ভাবানুবাদ। 'কয়েক পংক্তির মর্মসূন্যাবাদ করিতেছি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মর্মস্ত [স] বিণ চরম; উত্তর। 'রোমান্স অল্পরি উঠে মর্মস্ত হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মস্তক [স] বিণ হৃদয়ে নিহিত। 'মর্মস্তক সেই দিনগুলির কথা অনেকের মুখেই শুনেছে।' কাশ্যপ, ১৯৬২।

মর্মস্তিক, মর্মস্তিক [স] ১ বি যারাস্ত্রক অবস্থা। 'পতনের শব্দে কিন্তু মর্মস্তিক হয়।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বিণ মর্মে স্পর্শ করে এমন; নিদারুণ। 'কি দারুণ মর্মস্তিক ফোটেই তিনি সন্তো।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'এমন দুঃখের সময়ে, আমায় মর্মস্তিক যাতনা দিলে।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭। ৩ বি মনোদুঃখ। 'যাতে বিন্দ্যাসাগরের মর্মস্তিক হয়।' বিন্দ্যা, ১৮৭০।

মর্মস্তিকতা [স] বি-বিবাদময়তা। 'সে গানের মর্মস্তিকতার গৃহলবীরা ...' মনসুর, ১৯৩৬।

মর্মবাপাত, মর্মবাপাত [স] বিণ তাৎপর্য বা মর্ম জেনেছে এমন। 'বিজ্ঞ মহাপুরুষেরাও তাহার মর্মবাপাত ছিলেন না।' দর্পণ, ১৮৩২।

মর্মার্থ, মর্মার্থ [স] ১ বি প্রকৃত তত্ত্ব। 'এ সকল শ্রোকের মর্মার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বি অন্তর্নিহিত ভাব। 'তাহার মর্মার্থ এই।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

মর্মাহত, মর্মাহত [স] ১ বিণ মনে দারুণ আঘাত দেয় এমন। 'কায়েই তাঁহাদের মনে হিন্দু মোসলমানের মর্মাহত কোন বিষয় ধারণা নাও হইতে পারে।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বিণ অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত। 'আমি সেই ঘটনায় ভ্রান্যক মর্মাহত হয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মর্ম-মরা [স] মর্ম+মরা বিণ মর্মাহত। 'বিরহিণী মর্ম-মরা মেঘমস্তুরে -।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মর্মোক্তি, মর্মোক্তি [স] বি মনের কথা। 'তাহা বাঙ্গালির মর্মোক্তি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মর্মোক্ষাটন, মর্মোক্ষাটন [স] বি শরণ অবিচার। 'ভগবানের বিচিৎ লীলাসহস্যের মর্মোক্ষাটনে ... অসমর্থ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মর্মোক্ষাটিত [স] বিণ রহস্যভেদী। 'মর্মোক্ষাটিত হাসি।' জীবন, ১৯৩১।

মর্মোভেদ [স] বি তাৎপর্য নিরূপণ; রহস্যভেদ। 'তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্মোভেদ করিয়াছিলেন।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

মর্মর, **মর্মর** [ফা] ১ বি মারবেল পাথর। 'মর্মর'। ওস, ১৭৮৫; 'হুনের সঙ্গে অজ্ঞান ... মর্মরানি নানাবিধ প্রস্তর হয়।' বক্রিম, ১৮৭৫। ২ বিণ বেলোপাথরের তৈরি। 'মিউনিসিপ্যালিটির বড় রাস্তার কোণে লর্ড ইয়ার্কবের মর্মর মূর্তি।' মনসুর, ১৯৪৩।

মর্মরখচিত [ফা মর্মর+স খচিত] বিণ পাথর ঘারা খোদাইকৃত। 'গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিক শিলাসনে বসিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মর্মরপ্রস্তর [ফা মর্মর+স প্রস্তর] বি মারবেল পাথর। 'মর্মরপ্রস্তর সকল কে হস্ত্যল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া পিয়াছে।' বক্রিম, ১৮৭৮।

মর্মরপ্রাচীর [ফা মর্মর+স প্রাচীর] বি মারবেল পাথরের তৈরি পটিল। 'সে পুরী মর্মরপ্রাচীর মণিময় তোরণ রক্ততপৌষ ও কনকভূয়া ...' প্রমথ, ১৯১৫।

মর্মরফল [ফা মর্মর+স ফল] বি মারবেল পাথরে তৈরি ফল; অস্বাভাবিক। 'কবিতা, মর্মরফল, শূন্যতার নীলিমার দ্যুতি।' লকি, ১৯৬১।

মর্মরময়ী [ধন্যা মর্মর+স ময়ী] বিণ স্ত্রী মর্মরে নির্মিত। 'যে আশা মর্মে হল মর্মরময়ী।' মণীশ, ১৯৩৯।

মর্মরমূর্তি [ফা মর্মর+স মূর্তি] বি পাথরের প্রতিমা। 'এই শুক গম্বীর মর্মরমূর্তির সামনে বসে প্রশান্ত মাধুর্ষ্য মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

মর্মর [ধন্যা] বি পাতা ফরা বা শুকনা পাতা নড়ার শব্দ। 'গোচকতক শুক পল্লবের মধ্যে সে শব্দ মর্মর করিয়া উঠে মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

মর্মরতান [ধন্যা মর্মর+স তান] বি পাতা ঝরা শব্দরূপ গান। 'উঠিছে বিষ্ণির গান, তরুর মর্মর তান, নদীকলশ্বর - এইরের আন্যগোনা যেমন রায়ে যায় শোনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মর্মরধনি [ধন্যা মর্মর+স ধনি] বি শুকনা পাতার ধনি। 'মর্মরধনিতে দুখনি সুকোমল করতল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মর্মরনিধাশ [ধন্যা মর্মর+স নিধাশ] বি শুকনা পাতার শব্দরূপ নিধাশ। 'সারাদিনি অশান্ত বাতাস ফেলিতেছে মর্মরনিধাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মর্মর-মুখরিত বিণ পাতার শব্দে ধ্বনিত। 'ধ্বংস-কম্পিত, মর্মর-মুখরিত, নব-পল্লব-পুলকিত ... সুখস্বরে মধুবায়ে এস এস।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মর্মরশব্দ [ধন্যা মর্মর+স শব্দ] বি পাতার মর্মরধনি। 'বনে বনে গাছে মর্মরশব্দে নবীন পাতা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মর্মরিত, **মর্মরিত** [স] ১ বিণ মর্মর করছে এমন। 'দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ গুলিত। 'মেঘে বাতাসে মর্মরিত আনন্দসূর্য।' জীবন, ১৯০২।

মর্মর্যমাণ [ধন্যা মর্মর+স মান] বিণ গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে এমন। 'আমাদের মর্মর্যমাণ বেণুগুচ্ছে ... সেবায়ন উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মর্মরা [ধন্যা] ক্রি শুকনা পাতার শব্দ হওয়া। 'বহিছে মলয়ানিল, মর্মরাছে পাতা।' মাইকেল, ১৮৬১। **মর্মরি** ক্রিবিণ মরমর শব্দে। 'তমাল বন মর্মরি পবন চলে হাঁকি।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

মর্মী, **মর্মী** [স] বিণ গুড় রহস্য উপলব্ধিকারী। 'অভিশয় ধর্মতৎপর ও ধর্মকর্মের মর্মী।' প্রভাকর, ১৮৩১।

মর্মাদক, **মর্মাদক** [স] বিণ সম্মানিত। 'বিবেচক মর্মাদক লোক দলপতি হইয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৩।

মর্মাদা, **মর্মাদা** [স] ১ বি সম্মান। 'তথাপি ভক্তভাব মর্মাদারক্ষণ/ মর্মাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি গৌরব; পরিমা। 'মর্মাদা না জানি বাপে ত্রাণক মিলিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি কদর। 'এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্মাদাও ছিল।' বক্রিম, ১৮৮২। ৪ বি সমীহ। 'সাধারণ শোকেয়া ইহাদের ভক্তি ও মর্মাদা করিয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

মজ্জেনা [স মর্মাদা] বি মর্মাদা। 'ভগ্নি দিয়ে ভালরূপে রেখেচ মজ্জেনা।' মনিকসাম, ১৭৮১।

মজ্জাদা [স মর্মাদা] বি গৌরব। 'কন্যার বাপের কুল মজ্জাদা বড়।' ওস, ১৭৮২।

মর্মাদানুসারে, **মর্মাদানুসারে** [স] ক্রিবিণ সম্মান অনুসারে। 'ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্বাধ মর্মাদানুসারে ... উপবিষ্ট ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মর্মাদাপন্ন [স] বিণ মর্মাদাসম্পন্ন। 'পরিভাবিক শব্দ গ্রন্থে মর্মাদাপন্ন এবং বাচালতায় সমৃদ্ধিশালী।' প্রমথ, ১৯১৬।

মর্মাদাবক্ত, **মর্মাদাবক্ত** [স] বিণ সম্মানিত। 'সকল মর্মাদাবক্ত ইহোজ্ঞ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষণ ও সম্বর্ধনাপূর্বক বিদায় করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

মর্মাদাবোধ, **মর্মাদাবোধ** [স] বি সম্মানের অনুভূতি। 'মানুষের ইচ্ছাত-হুমুসের প্রতি মর্মাদাবোধ।' আত্মদ, ১৯৪৬।

মর্মাদাবোধশূন্য [স] বিণ সম্মানবোধ নেই এমন। 'সে মর্মাদাবোধশূন্য পরানভোজীর মতই বিনা অধিকারে এটা করিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

মর্মাদাতেন [স] বি ওকৃষ্ণের তারতম্য। 'কথাটার মধ্যেই কৃষ্ণপিপাসার স্বীকৃতি আছে, তবে মর্মাদাতেন আছে।' মোতাহের, ১৯৫০।

মর্মাদাত্ত [স] বিণ মর্মাদাত্ত। 'সাহিত্যের রীতিনীতিও মর্মাদাত্ত হয়ে পড়েছিল।' প্রমথ, ১৯১৬।

মর্মাদাময়ী [স] বিণ স্ত্রী মর্মাদাসম্পন্ন। 'অন্ত পরিবারের মর্মাদাময়ী বধুর আসন পেয়ে ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

মর্মাদারক্ষণ, **মর্মাদারক্ষণ** [স] বি সম্মান অটুট রাখা। 'তথাপি ভক্তভাব মর্মাদারক্ষণ/ মর্মাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মর্মাদারক্ষা [স] বি সম্মান রাখা। 'টেঙা আপনার চিরন্তন মর্মাদারক্ষার কথা বিস্মৃত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মর্মাদা-লজ্জন, **মর্মাদা-লজ্জন** [স] বি অসম্মান। 'মর্মাদা-লজ্জন আমি না পারি সহিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মর্মাদাহানি [স] বি অসম্মান। 'মর্মাদাহানিতে বাড়িতে আসিয়া পরিতাপ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মর্মাদাহানিকর [স] বিণ অসম্মানজনক। 'স্ত্রীর চাকরি করা সে মর্মাদাহানিকরও মনে করে না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

মর্মাদ [আ মুরগি] বি মূর্খিত; ধর্মওক। 'মর্মাদ-মূর্খস্বীর মারাত্মক অভিসম্পাত লাগবে।' মুক্তভাব, ১৯৫২।

মর্মিয়া, **মর্মিয়া** [আ মর্মিয়া] বি শোকসম্মিত। 'ত্যাগ চাই, মর্মিয়া - কদম চাই না।' নলকল, ১৯২২; 'প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি শব্দহীন মর্মিয়ায় মর্মিয়ায় কেমন শীতল।' শামসুর, ১৯৭২।

মর্সিয়া-খান বি মর্সিয়া অর্থাৎ শোকপীড়িত গায়ক। 'মর্সিয়া-খান।
গাস নে অকালে মর্সিয়া শোকপীড়িত।' নজরুল, ১৯২৮।

মর্সুম [আ মারসুম] বি মৌসুম। 'উদাসীন উগ্রায়ী মর্সুমে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মল [স বলয়] বি পায়ের অলঙ্কার; নুপুর। 'রক্তের মল বন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মল, ঘুড়ুর, পরিচয়, পা-জোব ইত্যাদি কুমুর কুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাঞ্জী চলিল।' রোকেয়া, ১৯৩০।

মলবাকি [স বলয়] বি পায়ের অলঙ্কার। 'মলবাকি পদযুগে করে মলমালী।' মুহূদ, ১৬০০।

মল [স] বি বিষ্ঠা। 'জলের সহিত মল সকল গড়িব।' সুলতান, ১৭০০।

মলজ [স] বিণ মল থেকে উৎপন্ন। 'যে সকল জীব পূর্বে শ্বেদজ অথবা মলজ ...।' বরদর্শন, ১৮৭২।

মলত্যাগ [স] বি বিষ্ঠাত্যাগ। 'এ গ্রামে, লোকে মলত্যাগ করিত।' বিদ্যা, ১৮৯১।

মলদ্বার [স] বি পায়। 'মাংসপেশী, মুখ ও মলদ্বার, চকু ও দস্তাবেলী...' অক্ষয়, ১৮৫৬।

মলময় [স] বিণ নাগো। 'যত পারি দূরে রাখি অনুশোচনার মলময় কীটের খেরিতা।' শামসুর, ১৯৬৬।

মলমুহুর [স] বি পায়খানা ও প্রস্রাব। 'হামি হাঁচি মলমুহুর এক কালে বএ।' সুলতান, ১৭০০।

মলাধার [স] বি পেটে মল থাকে অস্ত্রের যে অংশে। 'মলাধারে, হার গাথা এক প্রকার কুমি, কোন্ মাংসে জন্মিয়া থাকে?' মশারফ, ১৮৮৯।

মলাধারী [স মল] বিণ ময়লাযুক্ত। 'কুজন যেমাতি মলাধারী জাহার মলাতে সে কুজন জর্মে।' আকোয়লিগো, ১৭৪৩।

মলামাটি বি মলযুক্ত মাটি। 'ঢের আছে মলামাটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

মলাহীন [স মল] বিণ পবিত্র। 'সতেজ-স্বভাব সতী মলাহীন মন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মলশি, মলশী [ফা] বি লবণ প্রস্তুতকারী। 'মলশী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'মলশি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

মলশীয়ান [ফা] বি লবণ প্রস্তুতকারীগণ। 'বেপারিয়ান ও মলশীয়ান।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

মলন [গ্রা মল] বি মাড়াই; ঘর্ষন। মলন মলা ক্রি মাড়াই করা। 'অর্ধেক রাত উঠানেতে হয় ধানের মলন মলা।' রঙ্গীম, ১৯২৯।

মলন দেওয়া ক্রি ধান মাড়াই করা। 'বাহিরবাড়ির উঠানে মলন দেওয়া হইতছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

মলম বি লেপে প্রয়োগ করার ওষুধ। 'একটা মলম দিলে হয় না?' জীবন, ১৯৩৩; 'মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়।' রঙ্গীম, ১৯৩৭।

মলমপণ্ডি [আ মহরম+স পণ্ডি] বি আহত স্থানে দেওয়া মলমযুক্ত কাপড়ের টুকরা। 'প্রয়োজন হলে মলমপণ্ডি বদলে দিতেন নিজ-হাতে।' মহাশেখা, ১৯৬৬।

মলমলা [ফা] ১ বি কোমল ও মিহি কাপড়বিশেষ; মখমল। 'যেনে কিন্নিমিজে খেমে পৈরে মলমল।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি এক ধরনের মিহি কাপড়; মসলিন। ক্যালগে, ১৭৮৫; 'পরিণ মলমল ঠোঁট গলে দিল হায়।' ভবানী, ১৮২৫।

মলমলখাস [ফা] বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'চারবানা, জামদানী এবং মলমলখাস।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মলমলি [ফা] বিণ মিহি সূতার তৈরি। 'কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর।' অবন, ১৮৯৬।

মলমাস [স] বি অধিমাংস; যে সৌর মাসে দুবার অমাবস্যা হয়। 'মলমাসে এই; বর্ষপতিতে এই রূপ।' বরদর্শন, ১৮৭২।

মলম্বা [আ মলম্বা] বি সোনার পাত্র দিয়ে মোড়া গিলটি। 'মলম্বা অথরে তাম্র এত শোভা যদি।' মাইকেল, ১৮৬১।

মলয় [স] বি দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু। 'মলয় শিয়ল বাএ।' বড়, ১৪৫০।

মলয়-অচল [স] বি দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'কি ভাব উদয় হইল অন্তরে, সেবিয়া মলয়-অচল রেখা।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

মলয়-অনিল [স] বি দক্ষিণা বাতাস। 'চুঘরে যথা মলয়-অনিল।' মাইকেল, ১৮৬০।

মলয়গিরি [স] বি দক্ষিণ ভারতের মলয় পর্বত। 'সেগুল মলয়গিরি হাছে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মলয়জ [স] বি চন্দন। 'অনিল অনল বয় মলয়জ বীষ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'চাঁদ জিতি মলয়জ ভালো।' চিত্রী, ১৬০০।

মলয়জ-চন্দন [স] বি চন্দনবিশেষ। 'মলয়জ-চন্দন লেপ তবে সে শুড়ায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মলয়জপঙ্ক [স] বি চন্দনের কাথ। 'অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মলয়জীতলা [স] বিণ ক্রী মলয় বায়ুর স্পর্শে স্রিদ্ধ। 'এই সুকোমলা সুজলা সুফলা মলয়জীতলা বাংলাদেশের রূপ ...।' রঙ্গীম, ১৯১৫।

মলয়শবন [স] বি দক্ষিণের বাতাস। 'মলয় শবন ধীরে বহে।' বড়, ১৪৫০; 'মলয়শবন সহ ভেলে অনুরাগ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মলয়বায় [স মলয়বায়] বি দিঘনা বাতাস। 'দেখ মদ মদ তায়, বহিছে মলয়বায়।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

মলয়-বীজন [স] বি দিঘনা বাতাস। 'মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন।' রঙ্গীম, ১৮৮১।

মলয়মারুত [স] বি দিঘনা বাতাস। 'মধুমাংসে মলয়মারুত মদ মদ।' মুহূদ, ১৬০০।

মলয়-নীতলা [স] বিণ দিঘনা বাতাসে শীতল। 'মলয়-নীতলা সুজলা এ দেশে - আশিস করিও বাণি।' নজরুল, ১৯২৮।

মলয়শ্বাস [স] বি দিঘনা বাতাস। 'ফাওনে নব মলয়শ্বাসে/ শ্রাবণে নব নীপের বাসে।' রঙ্গীম, ১৯০৩।

মলয়-সমীর [স] বি দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বাতাস। 'মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন।' রঙ্গীম, ১৮৮৮।

মলয় হাওয়া [স মলয়+আ হাওয়া] বি দিঘনা বাতাস; সুবের বাতাস। 'মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন।' নজরুল, ১৯২৬।

মলয়-হিট্রোল [স] বি মলয় পর্বত থেকে আগত বাতাসের তরঙ্গ। 'নাচে সে কনকদাম মলয়-হিট্রোলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মলয়া [স] ১ বিণ দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসা। 'দক্ষিণ মলয়া বায় বহে।' বড়, ১৪৫০; 'মলয়া সমীর ধীর বহএ সদন।' বাহরাম,

মলয়াচল

১৬৫০। ২ বি দক্ষিণ দিকের বাতাস। 'মলয়া মিলতি করে/ তবু কুহন তকায়।' নজরুল, ১৯২৮।

মলয়াচল [স] বি দক্ষিণ ভারতের ময়দ পর্বত। 'মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃন্দেদগিগকে বসন্ত সুবাসিত করেন।' মৃচ্ছকটিক, ১৮১২।

মলয়ানিল [স] বি দ্বিধা বাতাস। 'মলয়ানিল হিমসিখের সিংহারণ গিয়া নিজ সেন ন আওই রে।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

মলয়াল বিদ দক্ষিণ ভারতের মলয়ালমের। 'মলয়াল ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্যক ভিন্ন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মলয়ালী বি মাল্যাবার দেশের। 'তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কান্দে সারাদিন।' জীবন, ১৯৪৮।

মলা [স মলা] ১ বি পাণ বা হিঙ্গা ঘোষা; মানসিক মলিনতা। 'আপনি না মরে পুন মলা করে ক্ষয়।' মলাধর, ১৫০০। ২ বি ময়লা। 'জে মজে অঙ্গের অলঙ্কার/ নির্মাণ করিল সার/ নাহি মলা শির নিরমিতে।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'তৈল মাখাইয়া তোলে শরীরে মলা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বি সোহ। 'নির্মল কোন দিন মলা উত্তর না হই।' আভেনিয়া, ১৭৪৩।

মলা [স ম] কি মারা যাওয়া। মলি কি মলি; মারা গেছি। 'হইয়া কেন নাহি মলি জিয়া কোন সুখ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। মলে কি মরলে। 'মলে মাটা দিলে।' মেরণ, ১৭৬২। মলেই কি মরলেই। 'বাঁচির সাধ নাই মলেই খালস।' গুণ, ১৫৫৮। মলেন কি মরলেন। 'যখন মলেন, তখনও বজাতি ছাড়লেন না।' গিরিন, ১৮৮৬। মলেম কি মরলাম। 'মলেম জুড়ের বেগার খেটে।' গায়ত্রী, ১৭৮০। 'উলঝরে - উলঝরে - খেটে বিবি মলেম।' মশাররক, ১৮৬৬। মলা কি মরলো; মারা গেলো। 'জায়া বৃদ্ধকৃত্য মলা সব দেখে শূন্য।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মলা, মলানো [স মর্দন] ১ কি বোসা ছাড়ানো। 'মলিতে।' মনোএল, ১৭৪৩। 'মলানো।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ মাড়াই-করা। 'যন আমার কুল মলা জাতি হল রে।' দালন, ১৮৯০। ৩ বি দলন করা; ভলা। 'পড়াই হইতে ল্যাজমলা খাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'বহন চাষার হাতে লাঞ্ছনা খেতে হয় তখন মলাটা আমার উপর দিহেই যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মলানো বি মাড়াই করা। 'দান মলানোর মাঠ।' শ্যামল, ১৮৬৭।

মলাট [স মলপট] বি বইয়ের উপরের আবরণ। 'রঙকরা পাড়ওয়ালা মলাটের ঘোমটা দিয়া মলোরঙের চোটা করিস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'মলাটো আখখানা হিঙে ঢাল ঢাল করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'একখানা ছোট্ট হই ছিল লালরঙের মলাট।' কবন, ১৯৪১।

মলাটওয়ালা বিণ মলাটবিণিষ্ট। 'কোণহেঁচা-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মলাটওয়ালা বিণ মলাটবিণিষ্ট। 'গাদা গাদা হলদে আর দাদা মলাটওয়ালা এজার ফরাসি বই।' মুলতব্বা, ১৯৫২।

মলি [স মলা] বি দেহের ময়লা। 'জয়া বিজয়া মেলি গৌরীর তুলিল মলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মলিকা [ফা মলীদান] বি গাভরা ও নরম পশমি কাপড়ের তৈরি চাদর। 'বড় পীরের মলিকা, মুকিল আলোবেরে রোজা।' মশাররক, ১৮৯০।

মলিন [স] ১ বিণ দ্বান। 'কাদিরা মলিন কৈল মুখে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ ময়লাবুদ্ধ। 'বদন মলিন হৈল নয়ালের জলে।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বিণ ফর্সা নয় এমন। 'তারি মাঝে মলিন মেয়েটি কে

যেন রে একে রেখেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিণ নোহো; ময়লাবুদ্ধ। 'মলিন ধূলা লাগিবে কেন পার ধরণীমাঝে চরণ-ফেলা মারা?' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৫ বিণ সাধারণ। 'ভূমি মলিন বাসে থাক যখন, সবার চেয়ে মান্য।' নজরুল, ১৯২৩। ৬ বিণ অস্পষ্ট। 'ধূসর জীবনের গোখলিতে রক্ত মলিন যেই স্মৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৭ বিণ পুরানো ও বিবর্ণ। 'বই ছেঁড়া মলিন খাতার।' শ্যামসুত্র, ১৯৬০।

মলিনতম [স] ১ বিণ অতি দরিদ্র। 'জীর্ণতম কুঠারের মলিনতম চাটীকে আমি আমদের আপনার সোকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ অতিশয় দ্বান। 'পঞ্জীরতম ক্ষেত্রের চিক মলিনতম হয়ে এলো।' ব্রহ্মদা, ১৯২৮।

মলিনতা [স] ১ বি অপরিস্ফুট। 'একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুঠীতা কাঁটলিতা দেখে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি বিমুগ্ধতা। 'আপনার কার্যকুশল সুন্দর হৃদয়ের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত হইতে তাহার মলিনতা অপনয়ন করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মলিনত্ব [স] বি অনুচ্ছলতা। 'তাহার মলিনত্ব দূর হইয়া থাকে।' ফজলুল্লাহ, ১৮৭৬।

মলিনবদন [স] বিণ ত্রী বিমুগ্ধ মুখবিশিষ্ট। 'সুন্দরী ছায়া, মলিনবদন ...।' মাইকেল, ১৮৬০।

মলিনবদন [স মলিন+স বদন] বি দ্বানমুখ। 'আহ, কে গো ভূমি মলিনবদনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

মলিনবদনা [স] ১ বিণ জীর্ণবদনা। 'মেহেতু অতি প্রাচীনা ... গলিতদশনা মলিনবদনা হইয়াছে।' ডাবাই, ১৮২৮। ২ বিণ ত্রী মলিন কাপড় পরিত। 'মলিনবদনা, বিকটদশনা, উগ্রদশনা।' রক্তিম, ১৭৭৫।

মলিনবয় [স] বি মলিন পোশাক। সেরবি, ১৮৩৯।

মলিনমুখ [স] বি বিমুগ্ধ মুখ। সেরবি, ১৮৩৯।

মলিনমুখী [স] বিণ দ্বানমুখী। 'মলিনমুখী শরদের শলী।' মাইকেল, ১৮৬৬। 'জাএবা মলিনমুখী হইয়া উঠিয়া পেলেন।' মশাররক, ১৮৮৫।

মলিনমূর্তি [স] বি বিকল্পরূপ। 'মায়ের মলিনমূর্তি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মলাসা [স] ১ বিণ ত্রী দ্বান। 'মলিনা মলিন প্রায় যত চাঁদমুখী।' গুণ, ১৫৫৮। ২ কি দ্বান হওয়া। 'মলিনিল দেবকোত্ত, ধূমকোত্ত যেন দিবাভাসে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মলিনিমি [স] বি মলিনতা। 'নাহি তাহে শোকমহা, নাহি মলিনিমি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মলিনী [স] বিণ ত্রী মলিন; দ্বান। 'নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ।' গুণ, ১৫৫৮।

মলুল [আ মলুল] বি মিলাদ। 'মুলীসাহেব মলুল পড়ে পুন-হেজারের গুলের সেহু।' জঙ্গী, ১৯৩১। 'ময়েল জুড়ে মলুল পড়ে।' জঙ্গী, ১৯৩৩।

মলার [স মল্লার] বি কাফি ঠাটের রাগবিশেষ। 'মলার রাগ।' মাল্যধর, ১৫০০।

মলিকা [স মল্লিকা] বি সিদ্ধা রঙের ফুলবিশেষ। 'সেহ সূতি রাইল মলিকা মলিকা উপরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

মল্লা [স] বি কুণ্ডিপির। 'মল্লাবেল নিত্যানন্দ চলে আতমার।' বৃন্দা,

১৫৮০।

মল্ল জুহু, মল্লজুহু [স মল্লজুহু] বি কৃতি। 'মল্লজুহু করে দুইে অতি যোরতর।' মাল্যধর, ১৫০০; 'দুই বিরে মল্ল জুহু করিল অনেক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মল্ল-বীর [স] ১ বি কৃতিগিরি। 'মল্লভূমির মল্ল-বীর আয়রে।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি মল্লযোদ্ধা। 'তিন নম্বরের মল্লবীর বন্ধিম।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

মল্লভূম [স মল্লভূমি] বি মল্লযুদ্ধ করার জায়গা। 'মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভা স্থির হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মল্লভূমি [স] বি যেখানে কৃতিখেলা হয়। 'মল্লভূমির মল্ল-বীর আয়রে।' নজরুল, ১৯২৬।

মল্লযুদ্ধ [স] বি কৃতি। 'রাজা বলে মল্লযুদ্ধ শিখাবারে চাই।' রূপরাম, ১৭৫০।

মল্লশালা [স মল্লশালা] বি কৃতিগিরির থাকার ঘর। 'মল্লশালাে মল্ল জাগি ফুলায় পুন ছাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মল্লশালা [স] বি যেখানে কৃতিখেলা হয়। 'মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজ্যভরসে কৃতিত্ব ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

মল্ল [স বলয়] বি মল; পায়ের অলঙ্কার। 'চরণ কমলে মল্ল ভাড়ল সুন্দর বাবক রেখা।' চণ্ডী, ১৫৫০।

মল্লভোর [স বলয়] বি তোড়ামল; পায়ের অলঙ্কারবিশেষ। 'কনক মল্লভোর আর পাসলী নিকর।' বড়ু, ১৪৫০।

মল্লার [স] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মল্লাররাগঃ।' বড়ু, ১৪৫৩। 'সেতায়ে আশাপ করছে তরু সুরট-মল্লার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মল্লারী [স] বি রাগবিশেষ। 'রাগ মল্লারী।' চণ্ডী ৩০, ১২৫০।

মল্লি [স মল্লিকা] বি মল্লিকা ফুল। 'বিকচ মল্লিমসে-ওসমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

মল্লিক, মল্লীক [আ মলিকা] ১ বি উচ্চপন্থে রাজকর্মচারী। 'সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বংশনাম-বিশেষ। 'রামরত্ন মল্লিক।' দর্পণ, ১৮২০।

মল্লিকা [স] বি সাদা রঙের ফুলবিশেষ। 'চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মল্লিকাবার [স] বি মল্লিকা ফুলের মতো টোটে। 'বিরহ-তপ্ত অপাগুর রক্ত ভালে তাঁর দ্বিধতর্প মল্লিকাবার স্পর্শ করে ...।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

মল্লিকামালা [স] বি মল্লিকা ফুলের মালা। 'মল্লিকামালা পরাইবে পরান-বস্ত্রতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মল্লিকাসন্নিভ [স] বি মল্লিকা ফুলের মতো। 'ঈশানবাবুর ঘরের প্রমুখ-মল্লিকাসন্নিভ সিঁহাট।' বন্ধিম, ১৮৮৪।

মল্লুক [আ মূলক] বি রাজ্য। 'ডাহিনে রহিল পুরী আম্রা মল্লুক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মশক [স] বি মশা। 'এতেক সাজনি কিছার মানুষের রণে গরুড় সাজএ কিবা মশকের সঙ্গে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মশকদংশন [স] বি মশার কামড়। 'কোটি কোটি মশকদংশন।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মশক [ফা মশকা] ১ বি জল বহনের এক প্রকার চামড়ার গদি। 'চর্মের

মশকে জল ভরিয়া রাখিলা।' সুপতান, ১৭০০। ২ বি ভিত্তিওয়ালা। 'একজন মুসলমান মশক আছে তার।' গরীব, ১৭৬৫।

মশকরা, মসকরা [আ মসখরা] ১ বি তামাশা। 'কেহ বা দুই একটি বেশ গল্প ও হাসি মসকরার কথা কহিতেছেন।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'ফনান ফিকির না জালায়ে/ভন্দমাথায় হয় মশকরা।' লালন, ১৮৯০। ২ বি পরিহাস। 'কেউ মাতাল বলে মেলেকে ঠাঠা মসকরা কতে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১।

মশকরা করন বি ঠাঠা করা। ওঁস, ১৭৮৫।

মসকরামো [আ মসখরামো] বি ভাঁড়ামি। 'মসকরামো দ্যাখাবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন।' হুতোম, ১৮৬২।

মশগুল, মসগুল [আ] ১ বিগ ময়া। 'কত কত কলাহত, খাড়ি ও আতাই যীণা, মদন লইয়া ক্রন্দন, ধরু, বেয়াল চতুরং ও নজ্জতে মশগুল হইয়া আছে।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'দেখ মশগুল আজি শিশুন বোস্তান।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিগ আনন্দময়। 'মরা ম্যানের দেশ করে তোষো মশগুল।' নজরুল, ১৯২৬।

মশমশে [ধ্বন্য] বিগ মশমশ ধ্বনি করে এমন। 'মশমশে জুতার আওয়াজ শুনে অর্জুন মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো।' সুদীপ, ১৯৭০।

মশলা, মশল্লা [আ মসলিহা] বি মসলা; বাজনাতি যুগেরোচক করার উপকরণ। 'বিবিধ মশলা রসেতে মিশায় রসিক বলি যে তারে।' চণ্ডী, ১৫৫০; 'মশল্লা আনিয়া আঙলে চটায় বিছুরিন আপন ভার।' চণ্ডী, ১৫৫০। ৩ মসলা

মশলাওয়ালা [আ মসলিহা+ইওয়ালা] বিগ মসলাযুক্ত। 'মশলাওয়ালা পানভেলার প্রতি, নিজের প্রতি।' জীবন, ১৯৩২।

মশলাদারাজ [আ মসলিহা+ফা দরাজ] বিগ উরুর। 'মশলাদারাজ এই মাটির ...।' জীবন, ১৯২৭।

মশলাদার [আ মসলিহা+ফা দার] বিগ মসলা প্রস্তুতকারী। 'হুগ হুগ ধরি অপরাধ সুরা গুটিছে মশলাদার।' জীবন, ১৯২৭।

মশলাপাতি [আ মসলিহা+পাতি] বি বিভিন্ন ধরনের মসলা। 'তিনি, মশলাপাতি এক একবার এক একরকম বোঝাই নিরা ... যাতায়াত করে।' মানিক, ১৯৩৬।

মশহর, মসহর [আ মশহর] বিগ বিখ্যাত; নামজাদা। 'এমন একটা ব্যক্তি যে সারা দুনিয়ার মশহর একজন লোক হবেন।' নজরুল, ১৯২৩; 'মশহর নাচনেওয়ালা জান্কা বাই।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

মশা [স মশক] বি দংশন করে রক্তশোষণ করে এমন এক ধরনের ছুঁত পতঙ্গ। 'মোনেএল, ১৭৪৩; 'মশাতে চ্যাসকে শিক্ষা দিল বিলকল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মশা মারিতে কামান দাগা ১ ছোটো কাছে বিশাল আয়োজন। 'মশা মারিতে কামান দাগা হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মসা [স মশক] বি মশা। 'সসা জেন মসাতলা জলৌকা কুহুরতগার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মশান [স শূশান] ১ বি শূশান। 'লৈআ জায় দক্ষিণ মশানে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি যুদ্ধের প্রান্তর। 'দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন মশান বেউয়া ধায় রাজ-সোনাগণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান। 'ব্যাতাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মসান [স শূশান] বি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার স্থান। 'মসানে কোটাল দিয়া বধিব জীবন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মশাক্ষির [আ মুশাক্ষির] বি পথিক; সফরকারী। 'মশাক্ষিরসকল নিরুদ্বেগে গমনাগমন ও প্রজ্ঞাসোকসকল সুতঃ কালযাপন করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬। **দ্র মুশাক্ষির**

মশাক্ষিরখানা [আ মুশাক্ষির+ফা খানাহ] বি গাছশালা। 'এক মশাক্ষিরখানা তৈয়ার করিয়া দিবাতে ... নানাপ্রকার খাদ্য সমগ্রী দিহেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মশায় [স মহাশয়] বি মশাই। 'বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কতো।' হত্যাম, ১৮৬২।

মশারি, **মশারী** [স মশকারি] বি মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সুস্থ হ্রিদয়কৃত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'মশারি টানাইয়ারে ফুক দিয়া বিষ কাড়ে।' বিজয়, ১৬৫০; 'চন্দ্রাণী মশারী ফেলি আপনার হাতে।' আলোড়ল, ১৬৮০।

মসারি, **মসারী** [স মশকারি] বি মশার কামড় থেকে পরিত্রাণের জন্য সুস্থ হ্রিদয়কৃত বস্ত্রাবরণী বিশেষ। 'পশারি কামড় মসারি বেড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'খাত্য্য মসারী জালি শয়ন করিল শশিকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মশাল, **মসাল** [আ মশআল] বি ছোটো পাতি বা দণ্ডের মাথায় তেল-মাখানো ন্যাকড়া চট প্রভৃতি জড়িয়ে জ্বালানো আতুনবিশেষ। 'কটকের আগে যারে জ্বালিয়া মশাল।' বিজয়, ১৬৫০; 'রতন মসাল জ্বলিছে উজাল।' কুঞ্জরাম, ১৭২০; 'কখন কখন সহসা অন্তর্হিত হইয়া মশালের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

মশালটি, **মশালটী**, **মসালটি**, **মসালটী** [আ মশআল+তু টি] বি মশালবাহক ব্যক্তি। 'সাহেব আবশ্যিক চাকর এই কয় জন ... মসালটি বাবুরি আদর ভেঙি মেহতর ...।' কেরী, ১৮০২; 'যে কালীন ডাকবেহারায় ময় বাহাঙ্গী ও মশালচিলীশর বশান যাইবেক।' দর্পণ, ১৮২০; 'মসালটী বেহারী ইত্যাদি আর পোলাসের আনীত পোকের চিকিৎসা হয়।' দর্পণ, ১৮২৯; 'পাক্ষীর সঙ্গে দুইজন মশালটী।' সিরাজী, ১৯১৮।

মশালবদার [আ মশআল+ফা বদরার] বি মশালবাহী ব্যক্তি। 'তোমরা অনাগত মুগের মশালবদার।' নজরুল, ১৯০৬।

মশালবাহী ১ **বি** মশাল বহন করে এমন। 'মশালবাহী বিশাল পুরুষ। কোথায় ছুটি আজ?' নজরুল, ১৯২৯। ২ **বি** নেতৃত্ব দানকারী। 'তমদ্দনের মশালবাহী সুধী সমাজকে আজ অবহিত হইতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪৯।

মশানি [স মহিগাণী] বি যাদি মহিষ। *যানোএল*, ১৭৪৩।

মষি [স মহিষ] বি মহিষ। 'মষি গোরু দিব সতে শূকর বদলে।' রূপরাম, ১৭৫০।

মষিলোট বি একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।' ভারত, ১৭৬০।

মমুরা বি বিবরণ। 'তোমার হিসাবে মমুরা দেয়া পেল।' *মের্ণ*, ১৭৬৭।

মম্বে [ফ মসিউ] বি ইয়েজি মিষ্টার শব্দের অনুরূপ। 'শ্রীমুত মম্বে বেরালা সাহেব বরাবরেম্বু।' *ভেরলি*, ১৭৪৪।

মসজিদ, **মসজীদ** [আ] বি মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহ। 'মসজিদে গিয়া প্রবেশিলা।' *সুলতান*, ১৭০০; 'টীক্কার গুলিয়া মসজীদের নিকট আসিয়াছি।' *কুজকমল*, ১৮৫৭।

মজিদ, **মজীদ** [আ মসজিদ] বি মসজিদ। 'মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সুরুশ সুর।' *জসীম*, ১৯২৭; 'মজিদ ঘরে মুসলমানেরা

মিলিয়াছে আসি।' *জসীম*, ১৯৩৩; 'এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মজিদ আর কাবা।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মসজিদওয়ালা **বি** মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। 'মসজিদওয়ালা আড়লেরে মত ভাবে, জাল-জোজোরি শেখো, কপাল খুলবে।' শওকত, ১৯৫৮।

মসিদ [আ মসজিদ] বি মসজিদ। 'পন্ডিতে যবনাগর তুলিলেন সএ সএ দলিঙ্গ মসিদ নানা হাঁদে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মসজিয়া [আ মসজী] বি শোকগীতি। 'সুর করে সংকৃত মসজিয়া পড়তে দেখতে পাই।' *হত্যাম*, ১৮৬১।

মসতান [ফা মস্তান] বি ঐশীশ্রেমে পাগল। 'মসতান বাস্ থাম।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মসনদ [আ] বি সিংহাসন; আসনের আভরণ; আসন। 'মহলদী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন।' দর্পণ, ১৮২১; 'জরির মসনদ' তাকিয়া বা দুশ্কেমনিত শূদ্র কুসুম-কোমল "শাহানা বিছানা" নাই।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

মসনে-পড়া **বি** মসনে-পড়া ভাববিশিষ্ট। 'সে কাশাতে কোনো জৌলুস নেই - কেমন ছাতা-খরা, মসনে-পড়া ছাবড়া ছাবড়া।' *মুজতব*, ১৯৫৯।

মসমস [ধন্য] **বি** জুতা পায়ে হাঁটার সময়ে সৃষ্ট শব্দবিশেষ। 'যখন হাটে ইলেক্ত্রিকের মসমস করিয়া দ্রুত চলে।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

মসমস **ক্রি** মচমচ শব্দ করে হাট। 'চান্দরাসির দল বিলিতি জুতো গুপ্তমসির বেড়ান।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মসলত [আ মুসলিহাত] বি পরামর্শ। 'এনার মসলতে কাম করলে মোদের দফা রক্ষা হইত।' *পার্বী*, ১৮৫৮।

মসলা [আ মসালিহ] ১ **বি** রান্না সুবুদ্বাদ অথবা সুগন্ধি করার উপকরণ। *ওর্গা*, ১৭৮২; 'এ যে চটনীর মসলা -।' *রোকেয়া*, ১৯২২। ২ **বি** উপকরণ। 'কী কী মসলার সংযোগে বাজালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইলবস ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ **বি** ইট জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহৃত বাতু, সিমেন্ট ইত্যাদির মিশ্রণ। 'ভুখু ইটের পর ইট ... ভেতরে কোন মসলা নেই।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মসলাদার [আ মসালিহ+ফা দার] **বি** বেশি মসলা ব্যবহার করা হয়েছে এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মসালা [আ মসালিহ] ১ **বি** রান্নার বাসবুদ্বির জন্যে ব্যবহৃত দ্রব্য। *ওর্গা*, ১৭৮৫; 'রসুন তৈল ও কুফ বর্ণিত খুখ ও উচ্চ মসালা ... আমাদিরের শরীরের হিতকারক।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ **বি** উপকরণ। 'চন্দন কাঠ ও খুনা ও আর ২ সুগন্ধি মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

মসলামাসায়েল [আ] **বি** ইসলামধর্মীয় আদেশ বিধি-বিধান। 'মসলামাসায়েল শিক্ষা দেওয়া উচিত।' *প্রচারক*, ১৯০৪।

মসলিন [ফা] বি এক প্রকার সূক্ষ্ম কাপড়। 'থেনে মসলিন থেনে ঝিলমিল তাস।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মসল্লা বি সিংহাসন। 'জন্য পরে মসল্লাত বসি।' *সুলতান*, ১৭৫০।

মসহরা [স মুশাহারা] বি মাসিক পারিষ্রমিক; বেতন। 'অনেক লোক মসহরা পাইত।' দর্পণ, ১৮২৫।

মসাহেরা [আ মুশাহারা] বি মাসিক বেতন। 'মসাহেরার তজ্জা' *ক্যালগে*, ১৭৮৬।

মসহাত বি জরিপ। 'মসহাত করিল রাজা দিআ খটগড়ি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মসার বি পান্না। 'ভাণ্ডারে নাহিক নীলা মসার নিকষণিলা।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মসাহেব [আ মুসাহিব] বি সন্নী। 'হীর সাহেবও সোতার, তফলা এবং ব্রিয় মসাহেব বসীরদীনকে লইয়া ...।' মসাররক, ১৮৯০।

মসি, মসী [স] ১ বি লেখার কালি। 'মুহমদ মসি নব কাপ।' বিদ্যাপতি, ১৬৪৩; 'হায়ে লাইল পত্র মসী।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ কালো। 'দীধি পুত্রগণী কৃপ মসী হয় যদি।' অলাওল, ১৬৮০।

মসিজীবী, মসীজীবী [স] বি লিখে জীবিকা উপার্জন করে যে। 'জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কুজিবী অস্ত্রধারণে অপারল।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'কোনো জুতুসমান মসিজীবী হলেও যে কথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না।' প্রথম, ১৯০৫; 'ছুটি পাওয়া মসিজীবী দল বেঁচে করে কোলাহল।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৩।

মসিপত্র, মসীপত্র [স] বি লেখার পাতা। 'মসিপত্রে লিখন করিল সজ্ঞান।' মুহুন্দ, ১৬০০; 'মসীপত্রে সদাগর করিল লিখন।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মসিযুক্ত, মসীযুক্ত [স] বি লেখালেখির মাধ্যমে বাস-প্রতিবাদ। 'মসিযুক্তই সমীচীন।' নজরুল, ১৯২৭; 'মসীযুক্ত বাক্যটির পর্বতপ্রমাণ ঐতিহ্যসম্পদ আছে।' মন্তক, ১৯৫৮।

মসিভুক্ত, মসীভুক্ত [স] ১ বিণ লিপিবদ্ধ। 'পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য সন্তত আয়োশ্যত মসীভুক্ত করিয়া দিরাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ কালিতে পরিপূর্ণ। 'অভিনিকট হতে কোনো মসীভুক্ত লেখনীর সূত্রমালা যে তাদের প্রতি ভীক লক্ষ স্থাপন করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ কালমে লিখিত। 'অনিমিত্ত মসিভুক্ত হতে সদর্পে ভোমায় মুখে আহ্বান করি।' নজরুল, ১৯২৭; 'এখন দীঘার ছিন্ন ইতিহাস, তও, চোখে মসীভুক্ত পুঁথির ব্যস।' পুনীল, ১৯৬৬।

মসীকৃষ্ণ [স] বিণ যোর কালো রঙের। 'অগাধ ব্যরিষ মসীকৃষ্ণ।' পরব, ১৯১৭।

মসীচিহ্নিত [স] বিণ কালিতে লিখিত। 'তোমার এই ত্ত্র পিতৃপুরুষের সেই চিরদিনের মসীচিহ্নিত সমান্তর কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মসীমুখমুকেতন [স] বিণ কালো খোঁয়ার পুছে উড়ছে এমন। 'বড়ো বড়ো মসীমুখমুকেতন কারাবানাগরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মসীপাতন [স] বি কালি ফেলে দেওয়া। 'অপরাধী হয়েছিলাম মসীপাতন-পাশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মসীপাত্র [স] বি লেখার কালি রাখার পাত্র; সোয়াত। 'পাশে লারে মসীপাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মসীপুঞ্জ [স] বিণ কালো। 'আকাশের ইশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মসীবর্ণ [স] বিণ কৃষ্ণাঙ্গ। 'মসীবর্ণ অনার্যের একম বাস করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মসীবিচিত্র [স] বিণ কালিতে অঙ্কিত। 'ভাষার ভিন্নধারা চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার বাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মসীবিন্দু [স] বি কালির দাগ। 'তরুরে ঘেঁষে মসীবিন্দু।' কৃতদাস, ১৫৮০।

মসীময় [স] বিণ কৃষ্ণবর্ণ। 'মসীময় অন্ধকার।' নজরুল, ১৯২২।

মসীময়ী [স] বিণ স্ত্রী অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'ধরণী মসীময়ী - আকাশের মুখে কৃষ্ণাবতর্নন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৩।

মসীমাথা বিণ কালি মাথা। 'পরশারে সেবি আঁকা তরুছায়ামসীমাথা/ গ্রামখানি মেখে ঢাকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মসীযোজা [স] বি লেখক বা সমালোচক। 'তিনিও মসীযোজা হিসেবে নাম কিনে বেতে পারতেন।' মুক্তক, ১৯৫৮।

মসীলিখিমাথে [স] বিলিখ যোর অন্ধকারে। 'রজনীর মসীলিখিমাথে/ লুপ্তরোষা সংসারের ছবি -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মসীধ্বর [স] বি পূরীকর। 'পরীকাতো মার্কা যে তাই কাটেন মসীধ্বর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মসিনা, মসীনা [স] মসুণ। বি তেলবীজবিশেষ; তিসি। 'শ্রদান শস্য ছোলা, তিল, সর্প, মসীনা, রেসম, নীল প্রভৃতি।' অক্ষয়, ১৮৪১; 'মসিনার ফুলবীজে যে দিয়েছে রস।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

মসির [স] মসিও। বি মিস্টার; ফরাসি ভাষায়। 'সুজোষিত দুই-একজন 'মসির' আসো-হতে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মসুর [স] মসুণ। বি ডালবিশেষ। 'মুর্তিমন্ত ব্যাধি যত বেচে কেনে শত শত মসুর মটর ছালা ছালা।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

মসুর [স] বি এক প্রকার কলাই বা ডাল। 'ছোলা, মটর, অরহর, মুগ, মসুর, মাষ প্রভৃতি কলায় ইহঁতে ডাইল হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

মসুণ [স] ১ বিণ তেলতেলে। 'ঐ ছালের উপর মসুণ চিত্রণ শব্দ অর্থাৎ ডাইল আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ কোমল। 'পুঁথি বেড়ালের মসুণ শরীরে।' শ্যামসুর, ১৯৩৬।

মসুণভাড়া [স] বি কোমলতা। 'অস্ত্রীল দিক রুকিচর ভাষাছলে মানুষের কাণে প্রতিভাত হলে সুন্দর মসুণভাড়া।' হাই, ১৯৪৭।

মস্করা [আ মসবরাহ] ১ বি ঠাট্টা; তামাশা। 'মানোএল, ১৭৪০। ২ বি ভাঁড়। 'ভবানী, ১৮২৩। ৩ মস্করা

মস্করা করন বি রসিকতা করা। 'ভসী, ১৭৮৫।

মস্করি বি ঠাট্টা। 'মানোএল, ১৭৪০।

মস্ত [স] ১ বিণ নেপাশ্রয়। 'আফিছে হামেশা মস্ত, হসিয়ার দরবস্ত।' রামহাসান, ১৭৮০। ২ বিণ উচ্চ। 'যেহ মস্ত পদের মানুষ হয়ে, হ্যাগিভের পদ নাই টপে।' তত্ত্ব, ১৮৫৮। ৩ বিণ নামকরা। 'একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যাগিলিস নাম তাঁরারহিতে পার।' মাইকেল, ১৮৩০। ৪ বিণ বড়ো। 'সে কেবল মস্ত চোখ খেলিরা হাওয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৫ বিণ বিরাট। 'দীর্ঘনটাকে একটা মস্ত ছি ছি ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই।' পরব, ১৯১৭। ৬ বিণ বড়। 'মস্ত পাগল পিনাকপাশি।' নজরুল, ১৯২২। ৭ বিণ মহৎ। 'উনি কত মস্ত মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মস্তপানা বিণ বিশাল আকৃতির। 'যেহো না মস্তপানা ওই সে পাকটাও।' নজরুল, ১৯২৬।

মস্তবড়ো, মস্তবড় ১ বিণ উদার। 'সেই মস্তবড়ো সখকটা যে কতবড়ো সত্য জিনিস।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ বিশাল। 'মস্তবড় এন্টেট ওনের।' বিজুতি, ১৯৩৮।

মস্তহাল [স] মস্ত+হা হাশ। বি মহাশ্রুতাপ। 'মস্তহালে চলে সবে তলওয়ার ঘরিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

মস্তক [স] ১ বি মাথা; পির। 'কালির মস্তকে নিভা করি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি চূড়া। 'মাটিয়া পোতার মস্তক পর্বত ...।' রামরায়,

মস্তকচ্ছেদন

১৮০১।

মস্তকচ্ছেদন [স] বি শিরচ্ছেদ। 'তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া মৃত গভীর উপরি ভাগে ঢাকাইয়া ...' রামরায়, ১৮০১; 'সেই কাকসদৃশের মস্তকচ্ছেদন করিয়া যখনস্থরের নিকট আনিয়া দিলেন।' হরপ্রসাদ রায়, ১৮১৫।

মস্তক-তুষণ [স] বি মাথার অলঙ্কার। 'ধূলি করি মস্তক-তুষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মস্তকমুদন [স] বি মাথা মুড়ানো। 'জয়ন্তীর মস্তকমুদন ও তাহাতে ভরসোচন ... করাইয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মস্তকহীন [স] বি নির্বোধ্য। 'উহারাও মস্তকহীনের ন্যায় আচরণ করে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মস্তকাত্ম্য [স] বি মাথার মূলের গন্ধ নেওয়া। 'আমার কাঁখে রেখে মস্তকাত্ম্য করল।' মুক্তত্যা, ১৯৬০।

মস্তকাবরণ [স] বি শির-বসন। 'সদ্যস্ত বৎসের মেয়েদের পরিহিত পাখার আকৃতির মস্তকাবরণ।' মাদেন্দ্র, ১৯৪৯।

মস্তকের জল বি মাথা। 'তাতে কি হবে ভালার মস্তকের জল শুক হলে।' লালন, ১৮৮০।

মস্তানী [যা] বিণ দেশমত। 'মাটির সোরাহি মস্তানী হলো আত্মরি খুঁনে তিতি।' নজরুল, ১৯২৫।

মস্তানি, মস্তানী [বা মস্তান] > ১ বিণ দেশমত। 'কুটনী গহনানী বড় যে মস্তানী।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ গঙ্গাস্থি। 'চক্ষু চেরে দেখার মস্তানী।' ভদ্রায়, ১৮২৫। ৩ বি মাংসকরি। 'ইব্রাহিমের এই মস্তানি কান নিয়ে বিজির মিস্ত্রী সীতা করতো।' হুসিয়ার, ১৯৭২।

মস্তি [বা] বি আত্মরিকতা। 'কেউ বা জন্মায় দেখি নিবিড়-মস্তিতে ভাড়াভাকের সাথে।' শ্যামসুর, ১৯৭২।

মস্তিষ্ক [স] বি মগজ। 'আখাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মস্তিষ্কজাত [স] বিণ চিন্তারসূত। 'ওই জাতীয় বিচিত্র কল্পনা মানুষেরই মস্তিষ্কজাত।' শিব, ১৯৫৮।

মস্তিষ্কস্রুত [স] বিণ মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। 'জয়দেবের মস্তিষ্কস্রুত কোনো চিন্তা ইহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই।' ধর্মপত্র, ১৮৯০; 'লোকদিগের উর্বর মস্তিষ্কস্রুত কোন বাস্তবিকের মতলব ইহার পিছনে যে প্রেরণা বোপাইতেছে ...।' এনসলাম, ১৯০৭।

মস্তিষ্ক-বিকার [স] বি মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক কল্পনা। 'বঙ্গ শুধু বঙ্গমত মস্তিষ্ক-বিকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মস্তিষ্ক-বিকৃতি [স] বি অপ্রকৃতত্ব। 'মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটলে এমন সুর করে চাট্যাতে পারে।' নবজন্ম, ১৯০১; 'মস্তিষ্কবিকৃতি এবং দৃষ্টি রূপণ হওয়ার পর ...।' তারা, ১৯৪০।

মস্তিষ্কবিভ্রাতি [স] বি মনোবিকার। 'হঠাৎ তার মস্তিষ্কবিভ্রাতি ঘটে।' ওলাপী, ১৯৬৪।

মস্ত্য [স] বিণ বি মস্তিষ্ক। 'পঙ্কর বাহুরা মস্ত্য খাইয়ে প্রকার শস্য।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মস্ত্য্য [স] বিণ > বিণ মস্তিষ্কের দুঃস্রাভ। 'নিধানি করিয়া খই তথি দিগা মস্ত্য্য দই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মস্ত্য্যধার [স] বি কানির দোহাত। 'লুকাইলা লেখনি ভাঙ্গিলা মস্ত্য্যধার।'

বাহরাম, ১৬৫০।

মহকুপ [আ মওকুপ] ১ বি মার্জনা। 'লোকের হাত হইতে এক কলম মহকুপ করিলেন।' কালচন্দ্র, ১৭৮৫; ২ বিণ পরিত্যক্ত। 'সে রাত্রা এইকালে মহকুপ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

মহকুক [আ মওকুক] বি মার্জনা। 'তাহার কএক খানের মহকুক হইয়াছিল।' কালচন্দ্র, ১৭৮৭।

মহকুম [আ] বি বিচার। 'না পচন্দকাজের মহকুম হামেস পির জন্যে লিখিতেছি।' হ্যামডেভ, ১৭৭৩।

মহকুম্ম [আ] বি জেলার প্রশাসনিক অংশ। 'এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুম্ম, কোনের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের ববর রাখে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

মহু, মহুহি [স মহাধি বিণ মহাধি]। 'মানিনি মান মহু মহ তোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মহজ্ঞান [স] বি মহৎ ব্যক্তি। 'মহা চিন্তাশীল মহজ্ঞানের মস্তিষ্কও এ চিন্তার দুরিগা যায়।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মহজ্ঞানীবন [স] বি মহিমামণ্ডিত জীবন। 'তাঁহাদের মহজ্ঞানীবনের পুণ্যযাত্রা।' ফজল, ১৯১৩।

মহড়া [আ মুহাব্বারাহ] ১ বি কড়ি ঘষে মসৃণ ও উজ্জ্বল করণ। 'মহড়ায় মারি কড়ি হাজার বদল।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি অভিনয়াদির অনুশীলন; রিহার্সাল। 'কবির সুর মহড়া।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

মহড়া [আ মুহাব্বারাহ] বি অভিনয়াদির অনুশীলন; মহড়া। 'ও রূপনারীণী তাঁর ঘাটে যে বসেছে মহড়া এটে।' লালন, ১৮৯০।

মহু [স] ১ বিণ অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন। 'মহাত্তর মহৎ ভাবক মহাবোণী।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ সং। 'দৃঢ়তত্ত্ব না হইলে মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ উদার। 'তিনি জ্ঞান ও ধর্ম দ্বারা বর্ষাধ মহৎ হইতে পাবেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৪ বিণ বড়ো রকমের। 'অপব্যক্তি এবং মন্যদান ইত্যাদির আর দুইটা মহৎ দোষ।' কৃষ্ণচরিত্রী, ১৮৮৫; 'তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকশাসন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মহৎকর্তব্য [স] বি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। 'বিবাহরপ তাহার মহৎকর্তব্য নীকার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মহৎচরিত্র [স] বি উদার চরিত্র। 'এই মহৎচরিত্রে আনন্দবোধ করাত আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মহৎচরিত্রা [স] বিণ ঐ উত্তর চরিত্রের অধিকারী। 'সেই নিরপরাধিনী মহৎচরিত্রা মহিলা।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

মহৎজ্ঞান [স] বি মহৎ+স জ্ঞান বি মহাজ্ঞান। 'হত মানবের গুরু মহৎজ্ঞানের চর্যাচরিত্র ঘরিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মহৎবাহিনী [স] বি মুদ্রাবান কথা। 'এখন আমরা ইসলামাবের মহৎবাহিনী নিয়ে বড়াই করি।' মোতাহের, ১৯৫০।

মহৎমনা [স] বি উদার হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তি। 'ভাগ্যের ভরা সব সম্পদ বিলাসে ব্যথিত মহৎমনা।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মহৎ মহৎ [স] বিণ বড়ো বড়ো। 'উত্তরোত্তর মহৎ মহৎ জন্তর উৎপত্তির প্রমাণ বিষয়ে ... কিঞ্চিৎ সংলগ্ন প্রকাশ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মহৎসংকল্প [স] বি মহান প্রতিজ্ঞা। 'তাঁহার মহৎসংকল্পের অবদুর্ভী হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মহত [স মহৎ] বিণ প্রবল। 'যদি মহত ভদ্র উপস্থিত হয়।' রামরাম, ১৮০২।

মহতী [স] ১ বিণ বিরাট। 'পৌরোহিত্যসেবে মহতী ঘটা করিয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বিণ বিষম। 'অতএব মহতী বিপৎ উপস্থিত।' রাজীব, ১৮০৫। ৩ বিণ উদার। 'ব্রীহতী উচ্চারিত মহতী বাণী ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

মহত্তম [স] ১ বিণ অতিশয় মহৎ। 'মহা মহত্তম অতি কৃপাল দয়াল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। 'জাগাতে চাও মহত্তম সত্য স্ববাদে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মহত্তর [স] বিণ অধিকতর উন্নত। 'কেহ কেহ মহত্তর ধর্ম, ... প্রত্যয়ে জঘন্যতম মাত্রের অধিকার করিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মহত্ব [স মহত্ব] বি মহৎ গুণ। 'তোমার মহত্ব সুনির্ভর।' মালাধর, ১৫০০।

মহত্ব [স] ১ বি গুণ। 'নাম প্রেমলাল আদি বর্ষের মহত্ব।' কুজদাস, ১৫৮০। ২ বি মহৎ গুণ। 'আপনি করিলে দূর আপন মহত্ব।' মুহুদ, ১৬০০।

মহত্ব [স মহত্ব] বিণ বড়ো। 'আমার এক নিজ বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহত্ব।' মের্স, ১৭৫৮।

মহত্বত্ত্ব [স] বি উদারতা। 'আপনারা মহত্বত্ত্বে আমার এই প্রণত বাক্য প্রয়োগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া ...।' কেলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

মহত্বতা [স] বি মহৎ বৈশিষ্ট্য; মহৎ গুণ। 'ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ভাগ্য দ্বারা অপবাদি না করেন।' বন্দনত, ১৮২৯।

মহত্বপূর্ণ [স] বিণ মহৎ গুণসম্পন্ন। 'স্বং যে উঁচুদরের স্মৃতিভূময় মহত্বপূর্ণ তা নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মহত্ববিষেধী [স] বিণ মহৎকরের প্রতি বিষেধ-প্ৰতিষেধ। 'তখনকার কালের মহত্ববিষেধী ঈর্ষণায়ায় অনেকেই বলিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মহত্ববোধ [স] বি মহৎ উপলব্ধি। 'এই গভীর মহত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উপহাস পায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মহত্বশিখা [স] বি মহত্ত্বের অগ্নি। 'বাক্যে বাক্যে তাহাদের মহত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মহত্বশূন্য [স] বিণ উদারতাবিহীন। 'ধনসম্ভাষাদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভকল্যাণ, মহত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মহত্বহীন [স] ১ বিণ মহৎ গুণবর্জিত। 'মহত্বহীন, স্ত্রুতাহীন জাতীয়তা একটা অভিজাত বংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।' ওয়াকেল, ১৯৪০। ২ বিণ মাহাত্ম্যহীন। 'আত্মা দেবনাহীন তথা মহত্বহীন জীবন গছন্দ করেন না।' ম্যোতাহের, ১৯৫০।

মহত্বত্বকরণ [স] বিণ বড়ো মনের। 'এই সকল মহত্বত্বকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদের স্মৃতিক্ষেত্রে বিন্যাসন থাকিবেন।' রাজ, ১৮৭৪।

মহদয়েসু [স] বি মহাশয়; সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন-বিশেষ। 'মজুমদার পেওয়ানজী মহাশয় মহদয়েসু।' ওর্সী, ১৭৮২।

মহদাসি [স] বি মহৎ বিষয়সমূহ। 'তাহাতে মহদাসির কোন উল্লেখ নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মহদাশয় [স] বিণ উন্নতমনা; মহাশয়। 'মহদাশয় হইলেও ...।' বঙ্কিম,

১৮৭৩।

মহদুপকার [স] বি মহা উপকার। 'এইরূপে ইংলন্ডের মহদুপকার হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মহদুগুণ [স] বি উৎকৃষ্ট গুণ। 'বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদুগুণ আছে।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

মহদোষ [স] বি মহৎ দোষ। 'বক্তৃতার মহদোষ এই।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

মহদ্বর্ম, মহদ্বর্ম্য [স] বি মহৎ ধর্ম। 'প্রজারঞ্জন তাহাদিগের একটি মহদ্বর্ম্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মহদ্বংশ [স] বি মহৎ বংশ। 'যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহনীয় বিণ মহৎ। 'অদূর ভবিষ্যতে সেই মহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা ...।' ওয়াকেল, ১৯৪৩।

মহন্ত [স] ১ বি সাধু। 'প্রথমে সিদ্ধিক গীর মহন্ত গোনান।' আলফেল, ১৬৮০। ২ বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মহন্ত ৫০৪।' দর্পণ, ১৮১৯।

মহফিল [আ মাহফিল] বি আসর। 'লোকের মজলিসে মাহফিলে যদি ওই একই তীব্র-মধুর সম্বন্ধটা বারবার শতকবার জানিয়ে দেওয়া হয়।' নজরুল, ১৯২৭।

মহফেল [আ মাহফিল] বি আসর। 'মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে ... ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

মহবুবা [আ মাহবুবা] বি প্রিয়তম। 'আমার মহবুবে নেকা কৈল কি কারণ।' গরীব, ১৭৬৫।

মহব্বত, মহব্বৎ [আ মহব্বত] বি প্রেম; ভালোবাসা। 'মহব্বতের বয়েত বাৎসে নিতে দে।' ওয়ালী, ১৯৪৫; 'আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পারে।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

মহব্বতি [আ মহব্বত] বি আন্তরিক সম্পর্ক। 'এতদিনের মহব্বতিতে লাখি মারগো কাসেম।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মহমেল বি ধারালো আত্মবিশেষ। 'কাটিল কতক লোক মহমেল দিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

মহমদিয়ান [আ মহমদ] বিণ ইসলামি। 'অপিচ হিন্দু ও মহমদিয়ান এবং ইংরেজী ব্যবস্থা পুস্তকে এমত লিখিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মহমদী বিণ ইসলামি। 'এক মহমদী মাদরাসা অর্থাৎ পাঠশালায় মুগহত্তর সংস্থাপন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

মহমদী পাঠশালা বি মাদ্রাসা; ইসলামি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। 'কোম্পানি বাহাদুর কর্তৃক মহমদী পাঠশালা স্থাপিত হয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

মহমদীয় বি ইসলাম ধর্মের অনুসারী। 'কএক জন মহমদীয়েরদিগকে সেখিয়া তাহারদের গাজও ...।' দর্পণ, ১৮৪০।

মহর [ফা মুহর] বি মোহর; সীল। ডানকান, ১৭৮৫; 'দরখাস্ত বামের মধ্যে মহর করিয়া ...।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

মহরৎ [আ মহারত] বি নতুন সূচনা; আশঙ্ক। 'আজ বাতা মহরৎ।' বিকৃতি, ১৯৩১।

মহরম [আ মুহররাম] ১ বি প্রধানত শিয়া মুসলমানদের পালনীয় শোকপর্ববিশেষ। 'তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি হিজরি সনের প্রথম মাস। 'মহরম মাস আসিল।' জমীস, ১৯৩৩।

মহররম

মহররম [আ] বি হিজরি সনের প্রথম মাস। 'সোত্তের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে তাউই সাব।' *গোকেরা*, ১৯৩০।

মহররমী বিপ শোকবিহীন। 'ঘুরে ঘুরে মহররমী প্রহর ছড়িয়ে দিতো মথারাতো।' *শামসুগ*, ১৯৭৩।

মহরানা [ফা মোহর-] বি বিবাহের সময় স্ত্রীকে দেয় যৌতুক। 'মহরানা প্রবর্তন করে বিয়ের প্রচলন করেছেন।' *বেগম*, ১৯৫২।

মহরি [স ময়ুরিকা] বি যৌবন; মসলাবিশেষ। 'নরম কিনে ভালশাল হিহ জিরা রনবাস চঞ্জি মেধি জোহানি মহরি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহরিয়া বি পাণিবিশেষ। 'কাদখোটা মহরিয়া সালিক ডাঙ্ক তামচূড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মহরুম [আ] বিপ বহিত। 'তাকেই আমরা রেখেছি ... সকল আনন্দ, খুলির হিসসায় মহরুম করে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

মহর্ষি [স] বি বড়ো ঋষি। 'রাজর্ষি মহর্ষি জ্ঞত মূলিন।' *কলীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মহর্ষিকুল [স] বি ঋষিগোত্রকুল। 'এই জনোই পূর্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকই সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করবে, বনবাসী হতেন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মহর্ষিভাষা [স] বি মহর্ষির ভাষা। 'শিবা ঘায়া তিনি মহর্ষিভাষাগণকে স্পর্শ করিতেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' *বনকুল*, ১৯৩৬।

মহল [আ মহলা] বি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ। *ম্যোএল*, ১৭৪৩।

মহল [আ] ১ বি বাসস্থান; প্রাসাদ। *ভেরলি*, ১৭৮৩। ২ বি জমি। 'সকল মহল গন্তন নহিলে রাজ্যেবের হারি।' *রামরাম*, ১৮০২। ৩ বি গৃহ। 'মতিদাল দলবল সহিত মহলে আসিয়া অবস্থিতি করিল।' *গ্যারী*, ১৮৫৮। ৪ বি জমিদারির অংশ। 'জমিদারের মোহিতীর বিবাহ ... মহলে মায়ন চড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

মহলকাঁপা [আ মহল+কাঁপ] বি স্ত্রী গৃহের পরিচারক-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে যে। 'মহলকাঁপারী মার্জনা করে ধুয়ে দিয়েছে দরবার গৃহের অঙ্গন।' *মহাভেতা*, ১৯৫৬।

মহলগিরি [আ মহল+গিরি] বি তালুকদারি। 'সম্রাটের প্রতিনিধির সাহায্যার্থে মহলগিরি, পিয়ারা আর ডিগির বাহিনী সাজিয়ে ...।' *ম্যেএল*, ১৯৪৯।

মহলদারী [আ মহলা+দারী] বি মহলে গ্রহবার কাজ। 'মহলদারী ... ও আরও সব রকম ভাবেদারী ও ফরমাবারদারী ক্রিয়াবা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মহল [আ] বি প্রেমী; সমাজ। 'কবিব্রতর বসে ব্যাত আছে গণিত মহলে।' *ভবানী*, ১৮২৫। 'সিসি-সিসি-মহলে কৌতুকে কৌতুহলে জড়িত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মহলা [আ] ১ বি মহলা; সেনাদলের অনুশীলন। 'পহার নিকটে করে আপন মহলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি গল্পগীত। 'তার জন্মে নানান রকম মহলা দিতে হয় মনে মনে।' *মহেন্দ্র*, ১৯৬১।

মহলা [আ মহল] বিপ মহল বা চতুরবিশিষ্ট। 'সাত মহলা কোঠায় সেবা থাকেন সুযোগ্যনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মহলাল বি গাছবিশেষ। 'সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্মিত।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

মহলুল [আ মহল] বি রাজ্য এলাকা। 'সাবেক মহলুল।' *ক্যালসে*,

১৭৯২।

মহলা [আ মহলায়ু] বি পাড়া; এলাকা। 'উত্তরহানে মহলা অর্থাৎ পারা ৩৯০।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মহল্লাক [স] ১ বি মহল মানুষ। 'আপনি অতি মহল্লাক।' *ময়ূ*, ১৮৫৭। ২ বি উন্নত কন্যাসম্পন্ন ব্যক্তি। 'এই মহল্লাকা মহল্লাকের কৃপাবর্ষে না দয়ামান হইলে কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না।' *হেতুম*, ১৮৬৮।

মহলী [আ মাহুল] বি মাতুল; কর। 'আদেশিল নরনাশে শতক সোয়ার সাথে কোটালের মহলী জানি।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মহতুল [আ মাহতুল] বি নিয়োগ। 'বান্ধার জন্যে পেয়ালা মহতুল দিতে হইবেক ...।' *কেরি*, ১৮০২।

মহতুল [আ মাহতুল] বি রাজত্ব; তত্ত্ব। *চৈত্রী*, ১৭৮৮।

মহলিল [আ মাহতুল] বি কর; মাতুল। 'মহলিল ও তলপটী।' *মোয়ার*, ১৭৮৭।

মহসিনীপনা বি হাকী মুহম্মদ মুহসিনের মতো বদন্যতা দেখানোর আচরণ। 'সেও এই মহসিনীপনা ভাল চোখে দেখিতেছিল না।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মহা [স মোহা] ক্রি মোহিত করা। **মহিয়া** ক্রি মোহিত করে। 'অসুর মহিয়া তথা রয়ে নটননে।' *মালখর*, ১৫০০। **মহিল** ক্রি মুগ্ধ করণ। 'অয়োদশে বীরপে মহিল অসুরে।' *মালখর*, ১৫০০।

মহা [স] ১ বিপ প্রভু। 'ব্রাহ্মণ লঘিতে আইসেন মহা কোশে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বিপ বড়ো। 'মহা মহা যোগী বত।' *রূপরাম*, ১৭৫০: 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তনী মহা যনী।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ বিপ বিপুল। 'তিন সুবার কর্তা ইহয়া মহা ঐশ্বর্যমত ইহাছিল।' *রামরাম*, ১৮০১।

মহাঅগ্নিকুণ্ড [স] বি ভয়ানক আতন জ্বালাবার স্থান। 'মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই হিটেকোটা স্মরণ।' *গুলালী*, ১৯৪৮।

মহা-অজ্ঞরাণ বি দুর্ভোগ আড়াল। 'করিল ভেদন, নাট্যকোর মহা-অজ্ঞরাণ, পরশিল মোর ভাল, চুপে চুপে অর্ধকুট ঝগরশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাঅজ্ঞ [স] বিপ পুরোপুরি হিহাতিতে জ্ঞানশূন্য। 'তখানি বিষয়ের বতাব হয় মহাঅজ্ঞ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মহা-অজ্ঞকার [স] বি সুগভীর ও বিতীর্ণ অজ্ঞকার। 'ওহে মহা-অজ্ঞকার, ওহে মহাজ্যোতিষ, অজ্ঞকাশ, তির-স্বরকাশ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মহা-অপরোধী [স] বি অতিথির অপরাধ করেছে এমন। 'যে তোমার পুর নহে তারো পিতা অদে, মহা-অপরোধী হবে তুমি তার কাছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

মহা-অবসান [স] বি শেষ পরিণাম। 'সৈন্যের তুমি মহা-অবসান, সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মহা-অভিসার [স] বি পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে অভিসার। 'তারই লাগি বিশ্বভোমা মহা-অভিসার হয়েছে দুর্বীর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মহা-আমি বি পরমাত্মা। 'আমার আমি সেই একমার মহা-আমিতেই সার্থক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহাআরাম [স মহা+কা আরাম] বি অতিশয় সুখ। 'তোমরা তো মহাআরামে আছে ভাই।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মহা-আহ্বান [স] বি উদাত্ত আহ্বান। 'কোনো একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিশেবে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মহাউৎসাহ [স] বি গভীর উৎসাহ। 'মহা উৎসাহে কবিতা গুনাইতে লইয়া গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহাউৎসাহে তলি খেলিতেছেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

মহাউদ্যোধান [স] বি ঘটা করে শুরু করা। 'মহাউদ্যোধান প্রত্যেক ঘরে-বাতরনে এই মহা-উদ্যোধানের আহ্বানবাণী ধনিত ...' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্যোধান।' নজরুল, ১৯২২।

মহাঋষি [স] বিপ্ মহর্ষি; মহাত্মা। 'পরদিন মহাঋষি এবরাহিম পুনঃরায় শত টি বলি দিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৯।

মহাঋষি [মহাঋষি] বি সেরা ঋষি। 'আর জ্ঞাত মহাঋষি সিন্যগন সঙ্গে।' মালাধর, ১৫০০।

মহা-এক [স] বি এক ঈশ্বর। 'যে-পরম এক তুমি, সেই মহা-এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

মহাকড়া [স] মহা+স কলায়< বি গাছবিশেষ। 'মহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বেনা বন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহাকবি [স] ১ বি শ্রেষ্ঠ কবি। 'তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মহাকাব্য রচয়িতা। 'হোমর ও বর্জিস অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মহাকবিতা [স] বি শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে, রচিছিল মহাকবিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মহাকর্ষ [স] বি জড়বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ। 'যেক্টে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ বা ব'লে ভারবর্তন নাম দিচ্ছে গোল কবুড় যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মহাকলসরব [স] বি বুঝ কোলাহল। 'মহাকলসরবে সালি সেই যবে "পাজি হতভাষা গাথা।"' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মহাকল্যাণ [স] বি অভিযয় মঙ্গল। 'নৈতিক ও মানসিক চেতনার সঞ্চার করে মহাকল্যাণ সাধন করছেন।' মোতাহার, ১৯৩৭।

মহাকল্লোল [স] ১ বি উচ্চ ধ্বনি। 'হর্ব-বাগীর মহাকল্লোল কলকল নিদানে ধ্বনিত হইল।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি প্রচণ্ড ধ্বনিময় ঢেউ। 'অগ্নি বাহিরির মহাকল্লোল।' নজরুল, ১৯২২।

মহাকাএ [স] মহাকায়। বিপ্ মহাকায়। 'দেখিলত কৈক্লাস অতি মহাকাএ।' মালাধর, ১৫০০।

মহাকাব্য [স] বি পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত বৃহৎ আকারের কাব্য। 'ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যকেও হোমরের অনুকরণ বা অনুবাদ বলিয়া কীর্তন করিয়া যান।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মহাকাম [স] বি তীব্র কাম। 'গন্ধ আর ঘামের পরিণামে ঢালুন তারা ক্লাস্ত মহাকাম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মহাকায় [স] ১ বিপ্ অতি বড় দেহবিশিষ্ট। 'মহাকায় সর্প উঠিয়া চলিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি দীর্ঘ পরিসরবিশিষ্ট। 'যে কাব্য মহাকায় তাই হচ্ছে মহাকাব্য।' প্রমথ, ১৯১৫।

মহাকায়ী [স] বিপ্ তী বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট। 'মহাকায়ী, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মহাকাল [স] ১ বি অনন্তকাল। 'পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ (হিন্দুপুরাণ) বি রত্নমূর্তি শিব। 'আমি

উত্তাল, আমি তুঙ্গ ভয়াল মহাকাল।' নজরুল, ১৯২২।

মহাকালী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মহাকালের যমী; দুর্গাদেবী। 'মহাকালের কোলে এসে/ পৌরী হল মহাকালী।' নজরুল, ১৯৩৫।

মহাকাশ [স] বি অসীম আকাশ। 'অন্ত নাহি জ্ঞানে মহাকাশ মহাকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'মহাবিরে মহাকাশে মহাকালমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'মহাবিরের মহাকাশ ছাড়ি চন্দ্র স্পর্শ গ্রহ তারা ছাড়ি।' নজরুল, ১৯২২।

মহাকাশচারী [স] বি নভোচারী। 'মহাশূন্যে বানিয়ে বাঁটি/ বাইরে করে হাঁটহাঁটি/ যাঁটি বিনাই মহাকাশচারী।' জন্নদা, ১৯৭৩।

মহাকীর্তন, মহাকীর্তন [স] বি (হিন্দুধর্ম) হরিনাম সংকীর্তন। 'ঘরে ঘরে মহাকীর্তন করিতে লাগিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাকীর্তি, মহাকীর্তি [স] বি মহৎকাঙ্ক্ষ। 'এই মহাকীর্তি কীর্তিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মহাকুতূহল [স] বি অভিযয় আনন্দ। 'নাচিলা চেতনাপ্রভু মহাকুতূহলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাকুল [স] বি অভিজাত বংশ। 'মহাকুল বান্যার প্রধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহাকুলশীল [স] বিপ্ অভিজাত বংশীয়। 'মহাকুলশীল অতি এক মহামতি।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাকুলোপগ্ন [স] বিপ্ অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণকারী। 'আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোপগ্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশ্চাত্যচিত্র অত্যন্তবিরচিত।' মুতুশ্রয়, ১৮১২।

মহাকৃপা [স] বি অভিযয় অনুগ্রহ। 'পূর্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মাতৃপ্রতিম ভারতবর্ষী মহারাগীর মহাকৃপায়।' প্রচারক, ১৯০০।

মহাকৃপাপাত্র [স] বি অভিযয় দয়াপ্রাপ্ত ভক্ত। 'মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাকৃষ্ণ [স] বিপ্ অত্যন্ত কালো। 'মুক্ত করে দাও পাচ মহাকৃষ্ণ কান্তির ছলনা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মহাকোরান [স] মহা+আ কুরআন (ইসলামধর্ম) বি ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্মগ্রন্থ। 'মহাকোরানের বিমলালোকে আজ ভূতল আলোকময়।' সুধাকর, ১৮৯৩।

মহাকোষ [স] বি বৃহৎ অভিধান। 'সংস্কৃত প্রকৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইসসলেজীতে তদর্থ সম্বলনপূর্বক এক মহাকোষে নির্মাণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মহাকুজ [স] বিপ্ জীবণ রূপাধিত। 'এত শুনি মহাকুজ হইল পএপায়ার।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাক্রোধ [স] মহাক্রোধ। বি জীবণ রাগ। 'জরাসিক মহাক্রোধে কলিল তখন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মহাক্রোধ [স] ১ বি জীবণ রাগ। 'মহাক্রোধবস্ত হইয়া লইয়া কৃপান।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিপ্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। 'অগ্নিবান এড়িলেন মহাক্রোধে পীর।' কৃষ্ণদাস, ১৯২০।

মহাক্রোধবস্ত [স] বিপ্ জীবণ রূপাধিত। 'মহাক্রোধবস্ত হইয়া লইয়া কৃপান।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাক্রোধে [স] ক্রিণ্ অত্যন্ত ক্রোধে। 'শীল মৃত্যু মহাক্রোধে শেত হয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মহা ক্ৰেশ [স] বি অপার দুঃখ। 'কৰ্জের সুদ সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ... এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্ৰেশ উভয়ই জন্মে।' দৰ্পণ, ১৮৩০।

মহাক্ষপ [স] বি শুভযোগ। 'হয়তো আসবে মিলনের মহাক্ষপ।' শামসুর, ১৯৬৬।

মহাক্ষেত্র [স] বি মহানু্য। 'আকাশের মহাক্ষেত্রে/ শৈশব-উজ্জ্বল বর্ণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মহাক্ষেম [স] বি অশেষ কল্যাণ। 'মহাশক্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্ৰেম।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহাখর [স] বিশ অত্যন্ত ধারালো। 'তৃণে মহাখর শর।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহা-খরচা [স] মহা+আ খরজ। বি প্রচুর ব্যয়। 'মানবজাতি বর্তমানের এই অনিষ্টকারী কলরার মহা-খরচা ছাড়িয়া দেয়।' নজরুল, ১৯২২।

মহাখিতি [স] মহাখীতি। বি মহাবিশি। 'এ বুঝে করি মহাখিতি, স্বর্গে, মন্ডে, পাতাল তাহান রাখিয়াছেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

মহাখেম [স] বি অশিশর দুঃখ। 'আমরা মহাখেমে ও মনস্তাপে তপিত ও ভাবিত।' দৰ্পণ, ১৮৩২।

মহা-খোলাষর বি মহাবিশি। 'একটুবানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা-খোলাষের মজের উপরেই তার জন্যে জাগা করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মহাখ্যাত [স] বিশ অত্যন্ত বিখ্যাত। 'তরুণধ্বনন ভট্টাচার্য পৌরানিকভঙ্গিতে মহাখ্যাত ছিলেন।' দৰ্পণ, ১৮২২।

মহাখ্যাতি [স] বি পুণ্ড ভালা পরিচিতি। 'ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি।' দৰ্পণ, ১৮৩৭।

মহাপাননতল [স] বি মহাকাশের নীচ। 'মহাপাননতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া ...।' নজরুল, ১৯২২।

মহাপাঞ্জ [স] বি বিরাট হাতি। 'মহাপাঞ্জ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত।' বিভূতি, ১৯৩১।

মহাপাঞ্জর [স] বি প্রকাণ্ড গর্ত। 'সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাপাঞ্জর হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মহা-পান [স] ১ বি মহাসংগীত। 'ওঠে ঐ কোন মহা-পান।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি মহৎ সংগীত। 'ভেবেছি সহজে বিবের মহাপান।' শামসুর, ১৯৫৯।

মহাগিরি [স] বি বিশাল পর্বত। 'মহাগিরি সিঁছু আরুএ মদ্যরে।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯।

মহাগীত [স] বি আখ্যানকাব্যবিশেষ; মহাকাব্য। 'গাইব মা বীররসে জনি মহাগীত।' মাইকেল, ১৮৬১; 'গাইলা যে মহাগীত, যাঁহে হিয়া জ্বলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মহাগুরু [স] বি শ্রেষ্ঠ গুরু। 'ব্যাস আদি বন্দিব বৈষ্ণব মহাগুরু।' রূপায়, ১৭৫০।

মহাগুরুতর [স] বিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ঐ সাহেবের এতদেশে বহুকালাবধি দৃষ্টকর্মতা এবং বিশেষগুণ সেনীয়া ভাষার বিদ্যাধ্যাপনীয় মহাগুরুতর ব্যাপারে খটান যায়।' দৰ্পণ, ১৮৩৮।

মহাগুরুত্বপূর্ণ [স] বিশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'ইতিহাসে একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

মহাগোখিলি [স] বি সর্বব্যাপ্ত গোখিলি। 'শ্রেষে যাব এই নামমাসী, আকার্য্যাসী, সকল পরিচয়-গ্রাসী নিঃশব্দ মহাগোখিলিরামির মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মহাগোলামাল [স] মহা+হি গোলমালা। বি চরম বিশৃঙ্খলা। 'ইহাতে মহাগোলামাল হইল।' দৰ্পণ, ১৮২৩।

মহাগোলযোগ [স] বি তুমুল গণগোল। 'একটা মহাগোলযোগ বাখিয়া গেল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মহাগৌরব [স] বি অত্যন্ত সম্মান। 'বসাইলা কাছে মহাগৌরবের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মহামাছ [স] বি অসামান্য গ্রন্থ। 'শীলাবতী ... রচিত মহামাছের মধ্যে যত গ্রন্থ।' দৰ্পণ, ১৮৩৪।

মহামাছ [স] বি বড়ো আকারের গ্রন্থ। 'অষ্টশিশিসমবিত শনৈশ্চর মহামাছ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

মহাঘটা [স] মহা+ঘটা। বি আড়ম্বর। 'মহাঘটা হইতে পারে না।' দৰ্পণ, ১৮২০।

মহাঘাতি [স] বি প্রবল আঘাত। 'মহাঘাতে মড়মড়ি রসাল ভূতলে পড়ি।' মাইকেল, ১৮৭৩।

মহাঘোরতর [স] বিশ অতি ভয়ানক। 'পরম জ্যোতিসপুত্রি মহাঘোরতর।' মালধার, ১৫০০।

মহাঘন [স] বি বিশাল অধ্বন। 'ওই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঘন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মহাচীন [স] বি বৃহত্তর চীন। 'মহাচীন শব্দভেদেই প্রকাশ পাইতেছে যে অত্র দেশবিশেষ চীন নামে জ্ঞাত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'মহাচীনে অসামান্য কাব্যসম্পদের সঙ্গে ...।' শিব, ১৯৫৬।

মহাজন [স] ১ বিশ মহাত্মা। 'দান দিতে নিজেজিল কর্ম মহাজন।' মালধার, ১৫০০। ২ বি বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'ভোগিবা অনেক দুঃখ দুই মহাজন।' বিজয়, ১৫০০। ৩ বি জমিদার। 'কি জানি কোন্ উন্নতি মহাজনের সহিত সাক্ষ্যকার হয় এই আশঙ্কার সনাই অধির।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি (বাউল) সাইজি। 'মহাজনের ধন এনে ছড়ালি তুই উলুবেন।' লালন, ১৮৯০। ৫ বি অনুসরণীয় ব্যক্তি। 'অপুণ্ড মহাজনের পথ ধরিল।' বিভূতি, ১৯৩১।

মহাজন [স] ১ বি সুদ নিয়ে খণ্ড দেয় যে। 'অপুত্রক ব্যক্তির মহাজন ধনাদী কারির স্থানে আপন পাণ্ডা লইতে পান।' ওর্দা, ১৭৮৪; 'রাজপুত্র মহাজন ও জমিদারের হাতে, যারা এদের জুতো-পোতা করত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ২ বি বড়ো ব্যবসায়ী। ওর্দা, ১৭৮৫; 'মহাজনেরা কেহ কেহ বলতেছে ...।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি বেপারি। 'ভীরে মহাজনের সৌকা হইতে নৃতন ইট রাশিকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মহাজনতন্ত্র [স] বি পুঞ্জিবাদ। 'চতুর্থ বর্ষ বৈশাখের শুক্লা, এরি নাম ক্যাপিটালিজম বা মহাজনতন্ত্র।' সবুজ, ১৯২০।

মহাজনতা [স] বি অনেক মানুষ। 'আগত বিদেশি ব্যক্তিকে দিগ্গু মহাজনতা উপস্থিত হইল।' দৰ্পণ, ১৮৩১।

মহাজনসভা [স] বি বিশাল সমাবেশ; বড়োলোকদের সমিতি। 'স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে মহাজনসভা ... নাম দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মহাজনি, মহাজনী [স] মহাজন+। ১ বি ব্যবসা। 'সাহেব খতের মহাজনি করিবেন।' কালগে, ১৭৮৬। ২ বিশ মহাজনের কাজ করে

এমন। ফরস্টার, ১৭৯৩। ৩ বিণ ব্যবসা সংক্রান্ত। 'চাসকর্ণের আধিকো মহাজনী প্রাচ্যাদি অনেক জন্মে।' ফরস্টার, ১৭৯৩। ৪ বি মহাজনগিরি। 'যে অর্থশাস্ত্র অনবগত, সেই রাজ্যকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৫ বিণ ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত। 'ও পারে সার-বাধা মহাজনি লোকায় আলো জ্বলে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৬ বি টাকা লেনদেনের ব্যবসা; তেজারতি। 'অর্থাল দালালি ও মহাজনি।' মানিক, ১৯৩৬।

মহাজনীয় [স] বিণ সুদ নিয়ে ঋণ দেওয়া হয় এমন। 'আমি মহাজনীয় ব্যবসা করি।' রাজীব, ১৮০৫।

মহা-জয় [স] বি বিশাল জয়। 'এসো সংগ্রাম, এসো মহা-জয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মহাজলধি [স] বি মহাসাগর। 'জ্বলে - জ্বলে জ্বালা মহাজলধির।' জসীম, ১৯৩৩।

মহাজাগতিক রশ্মি [স] বি মহাজগতের বস্তুপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত দৃশ্য-অদৃশ্য নানা ধরনের রশ্মি। 'তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি; কসমিক রশ্মি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মহাজাগরণ [স] বি বিশাল জাগরণ। 'মহাজাগরণের দিন।' নজরুল, ১৯২২। 'বোধিস্তমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহাজাতক [স] বি মহাপুত্র। 'এই পৃথিবীর মৃত মহাজাতকের মুখজ্বরির মতো।' জীবন, ১৯৪০।

মহাজাতি [স] ১ বি সম্মিলিত জাতিসত্তা। 'মহাজাতি ও উপজাতি নাম দেওয়া যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। 'আমরা ভারতবাসী আমরা একই মহাজাতির অন্তর্গত।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১। ২ বি বৈদেশিক জাতি। 'কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহাজাল [স] বি সীমাহীন আকর্ষণজাল। 'মৃত্যু বাকা-টানের মহাজালে বহুকেটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগতের লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মহাজীবন [স] বি মৃত্যুহীন জীবন। 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। 'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়/এবার কঠিন, কঠোর গদ্যো আনো।' সুলতান, ১৯৪৮।

মহাজুদ্ধ [স] মহাযুদ্ধ। বি মহাযুদ্ধ। 'জরাসন্ধি মহাজুদ্ধ করিল নিপুন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৮।

মহাজুয়া [স] মহাদ্যুত। বি প্রচণ্ড উদ্দীপনাময় জুয়া বেলা। 'এইপর্যন্ত যে মহাজুয়া চলিতেছিল তাহাতেই ঐ উৎসব অপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৭।

মহাজ্ঞান [স] বি পরম জ্ঞান। 'মহাজ্ঞান হরিলাম হয়ে পুর বধিল।' বিজয়, ১৬০০।

মহাজ্ঞানমণি [স] বি পরম জ্ঞানরূপ মূল্যবান রত্ন। 'আমিতির জন্য যে মহাজ্ঞানমণি তিনি রেখে গেলেন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মহাজ্ঞানী [স] বিণ পরম জ্ঞানবান। 'তারে ধ্যান করে যেই সেই মহাজ্ঞানী বুলি।' সুলতান, ১৭০০।

মহাজ্যোতি [স] ১ বি সূর্য। 'দিবসের কর্তৃত্বকারী মহাজ্যোতি।' ফেরি, ১৮০১। ২ বি অনন্ত আলোর উৎস - ঈশ্বর। 'হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহাজ্যোতিষ্ক [স] বি সূর্য। 'সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মহাঝড় [স] মহা+ঝড়। বি প্রচণ্ড ঝড়। 'দুয়ারে উঠল মহাঝড় সূর্য্যে, ১৯৪৮।

মহাট্টালিকা [স] বি বিশাল দালান। 'সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষণা মহাট্টালিকা ...' দর্পণ, ১৮৩৩।

মহাঠাট [স] মহা+ঠাট। বি অনব্যাহার সৈনের সমাগম। 'সৈনের সহিতে সৈন্য হৈল মহাঠাট।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাতঙ্ক [স] বি মহাজ্ঞান। 'মহাতঙ্কে তুরনম-দল মদ্যপতি ঘাইকেল, ১৮৬০।

মহাতত্ত্ব [স] বি মহাজ্ঞান। 'এই মহাতত্ত্বের স্বপ্নময়ী কাহিনী আলোচনায়।' ফজলগ, ১৯১৩।

মহাতপ [স] বি অনেক সাধনা। 'পূর্বজন্মে মহাতপ কৈলু।' আলোড়ল, ১৬৮০।

মহাতপশালী [স] বিণ খুব কঠোর তপস্বী। 'মহাতপশালী কৈল আরাধে সত্তর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৮।

মহাতপস্বী [স] বি শ্রেষ্ঠ তপস; কঠোর তপস্যা করে যে। 'অসী আকাশে মহাতপস্বী/মহাকাল আছে জাগি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মহাতমো [স] মহাতপ। বিণ চরম অজ্ঞানতা। 'তাহার কলুষ নাশ সে মহাতমো।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাতরী [স] বি বিশাল নৌকা। 'কোন মহাতরী হঠাৎ ডুবল কূস মল্লুর তলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মহাতরু [স] বি বড়ো গাছ। 'সহজ মহাতরু ফরিষ এ তৈলোএ চর্চা ৪৩, ১২০০।

মহাতরু [স] বি উচ্চ সুরেলা ধ্বনি। 'বিশে আর শব্দ নাই/ কেবল সিন্ধুর মহাতরন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মহাতীর্থ [স] বি পুণ্যায়ন স্থান; প্রধান তীর্থ। 'মহাতীর্থ মহীতটে দোবিল সত্ব।' রূপায়ন, ১৭৫০।

মহাতৃফান [স] মহা+আ তৃফান। বি প্রবল ঝড়। 'পুঞ্জীজ্যে মহাতৃফান, তবু দোশায়নি তো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মহাতুষ্টি [স] বিণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট। 'মহাজন আপনলিটিতে এই স অগণত হইয়া মহাতুষ্টি হইল।' ভবানী, ১৮২৫।

মহাতেজ [স] বিণ অতিশয় দীপ্তিশালী। 'মহাতেজ ধরি বেশ অলপ লক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০।

মহাতেজবন্ত [স] বিণ মহা পরাক্রমশালী। 'মহা তেজবন্ত বির অঁ দৃষ্টির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৮।

মহাতেজস্বী [স] বিণ অত্যন্ত শক্তিশালী। 'এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী একবার ইহার পুটি হইলে, আর নাশ নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭২।

মহাতেজা [স] বিণ অত্যন্ত পরাক্রমশালী। 'অক্ষীণ গোত্রের রাণ পিতা মোর মহাতেজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহাতেজোময় [স] বিণ অতিশয় তেজস্বর্ণ। 'মহাতেজোময় ব কোটি সূর্য্যাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাঅ [স] বি মহানুভবতা। 'পূর্ব চারিবার দম্ভারকে বুঝার উত্ত চারিবার মহাঅকে বুঝায়।' রামায়ণ, ১৮০২।

মহাঅ [স] ১ বিণ মহৎ। 'সুমেধ-পর্বত যদি চলে তথাপি মহাঅ জনের বাক্য চলিত হয় না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি মহৎ জন। 'বাহ্যাবৃত্তি মহাঅরা বিদ্যা সীমাকে উদ্ভাষন করিয়া ...' অক্ষয়

মহাযোগ

১৮৪৭। ৩ বি অর্থও আত্ম। 'একই অবিশিষ্ট মহাত্মার অংশে বসিয়া অস্তরের দিক হইতে চিনিরাই।' নজরুল, ১৯২২।

মহাযোগ [স] বি কার্যত্বে প্রদত্ত রাজস্বমুক্ত জমি। 'মহাযোগ দিয়া পৌরবে তাহারদের স্থিতি করিয়া দেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

মহাযোগ [স] বি ভীষণ ভয়। 'মহাযোগ পাই খাএ এজিল নৃপতি।' বাহরাম, ১৬৫০; 'আমি সৃষ্টিবৈরী মহাযোগ।' নজরুল, ১৯২২।

মহাযোগমুক্ত [স] বিণ অত্যধিক জীতিমত্ত। 'মহাযোগমুক্ত হইয়া কাতর জীবন।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাদক্ষ [স] বি (ব্যসার্থে) খুব দক্ষ লোক। 'সেই সব মহাদক্ষ খাওয়া পলাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহা দক্ষ [স] বি অত্যন্ত দিন। 'মাদোএল, ১৭৪৩।

মহাদম্ভ [স] বি অতি অহংকার। 'রাজসেনা বেগে যায় করি মহাদম্ভ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহাদম্ভা [স] বি দুর্ঘর্ষ ভাঙাত। 'মহাদম্ভা সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের সময়ে তিনি এসে কিছুকাল বাস করেন পাঞ্জাবে।' শিব, ১৯৬৬।

মহাদাসী [স] মহাদান> বি প্রধান গুরু সঙ্গাহক। 'রতি পতিআশে তৈল গথো মহাদাসী।' বড়ু, ১৪৫০।

মহাদাস্তা [স] বি বড়ো দাস্তা। 'কুর্পে ওনি কর্ণ মহাদাস্তা লোকে কহে।' রামায়ণ, ১৭৮০।

মহাদান [স] বি শ্রেষ্ঠ ত্যাস। 'রক্তের প্রতি কলা চায় মহাদান।' গামরু, ১৯৬৬।

মহাদায় [স] বি অনেক বড়ো দায়িত্ব। 'এ দেশে কন্যাসার মহাদায় বেগম, ১৯৪৮।

মহা-দীক্ষা [স] বি মহৎ শিক্ষা। 'সেহ মহা-দীক্ষা, দেখি, ভিক্ষা, চিনিবারে তাহার।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মহাদীপ্তি [স] বিণ অতিশয় দীপ্তিশালী। 'কিরএ আকাশ পরে মহাদীপ্তি কর।' সুলতান, ১৭০০।

মহাদুঃখ [স] বি অত্যন্ত কষ্ট। 'চতুর্গিণে বিশ্বদ্রম পায় মহাদুঃখ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহাদুঃখিত [স] বিণ অতিশয় মনঃক্লম। 'প্রকাশক দেখিতে না পাইয়া মহাদুঃখিত।' দর্পণ, ১৮২৮।

মহাদুঃখ [স] মহাদুঃখ) বি অতিশয় মর্মণীয়া। 'অব শূনার রোগ বিটগ মহাদুঃখ।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাদুর্গ [স] বি অতি বড়ো গড়। 'মহাদুর্গ পুরি হৈল ঘরাবতি নাম।' মালধর, ১৫০০।

মহাদুঃখিত্যন্ত [স] বিণ অতিশয় দুঃখিত্যর আচ্ছন্ন। 'মহাদুঃখিত্যন্ত ও বাতিবাস্ত।' বিকৃতি, ১৯০১।

মহাদুঃখ [স] বি অসীম দুঃখ। 'যে মহাদুঃখ আছে নিখিল বিশ্বের দুঃখের।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মহাসেই [মহাসেবী] বি পাটগরি; রাজার প্রধান মহিষী। 'দেখিয়াত মহাসেই তারে বলিল সত্য।' মালধর, ১৫০০।

মহাসেব [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিব। 'কট মনে মহাসেব বলিল পড়াতে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৬।

মহাদেশ [স] ১ বি বিশাল স্থলভাগ। 'একেকটি কলা লয়ে গোপনে

সাগর রচিছে বিশাল মহাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি এক অস্তিত্ব ভূমিখণ্ড। 'এক কালে আমরা এক মহাদেশে বিশ্রাম, এখন কায়ার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিশালাশি কেনিল হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি বহু দেশের সমষ্টিতে গঠিত এক বিশাল ভৌগোলিক বিভাগ। 'যুরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া - তিন মহাদেশ এই বহন পোষণ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'ভারতবর্ষ একটি ছোটো দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বি জগৎ। 'আকাশে উঠে পড়ল পদাব্যাবীর মহাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহাদেশবাসী [স] বিণ মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বাসকারী। 'শীপবাসী ইংরেজের সহিত মহাদেশবাসী যুরোপেরে ষড়ঈ প্রভেদ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মহাদোষ [স] বি বড়ো দোষ। 'মতির চরিত্র মহাদোষ কলুষিত।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

মহাদ্বন্দ্ব [স] বি ভয়ানক যুদ্ধ; অতিশয় বিবাদ। 'দুইজনে মহাদ্বন্দ্ব প্রমাদ পোষি।' রূপায়ণ, ১৫০০।

মহাদ্বীপ [স] বি দ্বীপের চেয়ে বড়ো ভূভাগ। 'অতি বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে মহাদ্বীপ কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

মহাদুঃখিমান [স] বিণ অত্যন্ত উচ্ছলতাবিশিষ্ট। 'মহাদুঃখিমান সূর্য গুরুবিস্তরে।' হাসান, ১৯৬৭।

মহাদ্রি [স] বি বিশালকায় পর্বত। 'জানে না কিছুই কোন মহাদ্রিতে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মহাদান [স] বি অমূল্য সম্পদ। 'পদ্মমপুরুষর্ষ সেই প্রেম মহাদান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এই ভক্ত ভাগ্যের বচন মহাদান।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাদানবান [স] বিণ অনেক ধনসম্পত্তি আছে এমন। 'নগেন্দ্রনাথ মহাদানবান ব্যক্তি।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

মহাদানী [স] বিণ অনেক ধনসম্পত্তি আছে এমন। 'ফলতঃ নিত্যন্ত দরিদ্র অথবা মহাদানী না হইলে ...।' বর্ষসন্দর্ভ, ১৮৭২।

মহাদুঃখ [স] বি পরাক্রমশালী যোদ্ধা। 'অশ্রো মহাদুঃখের অনুল লঙ্ঘন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহাদুঃখ [স] বিণ অত্যন্ত কৃতার্থ। 'পুত্রে সহ সর্বলোকে হৈল মহাদুঃখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাদুঃখ [স] বি শ্রেষ্ঠ ধর্ম। 'আত্মরক্ষা মহাদুঃখ কর সুখ ভোগ।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাদার্মিক [স] বিণ অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 'আমি একজন মহাদার্মিক।' প্রথম, ১৯২০।

মহামুখ [স] মহা+মুখ্য্যা মুখ) বি মহা সমারোহ। 'পাঞ্জা তপি চরসের ধুম একবারে একত্র হওয়াতে মহামুখ হইল।' ভবানী, ১৮২৮।

মহামুখ্য [স] মহাসমারোহ। 'মহামুখ্যমানে বড়োদীনে বীরসিংহ দেবের রাজতিলক হল।' মহাভারত, ১৯৫৬।

মহাধ্বংস [স] বি মহাপ্রলয়। 'আমাদের পৃথিবীতে ... মহাধ্বংস অতি আসন্ন।' নজরুল, ১৯২২।

মহাধ্বাস্ত [স] বি বোর অন্ধকার। 'নন্দন আনন্দে ছুটি গ্রাসিলে মহাধ্বাস্ত।' নজরুল, ১৯২৮।

মহাধ্যান [স] বি গভীর চিন্তা। 'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগিবর।'

গিরিশ, ১৮৮৭।

মহাধ্যানী [স] বিণ গভীর ধ্যানমগ্ন। 'মহাযোনি মহাধ্যানী
ইসরাফিলের ধ্যান ভেঙে গেল।' নজরুল, ১৯৪১।

মহানপন [স] বি অতি বৃহৎ নগর। 'কলিকাতা মহানগরের মধ্যে
ভাষ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেশাণ্ডা জ্ঞানেন।' দর্পণ,
১৮২২।

মহানগরহু [স] বিণ অতি বৃহৎ নগরে অবস্থিত। 'তাহা দিল্লী
মহানগরহু ইকরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

মহানগরী [স] বি স্ত্রী অতি বড়ো নগরী। 'মহানগরী কলিকাতা এই
পাণের আকর স্থান।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মহানদ [স] বি বিশাল নদ। 'মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মহানদী [স] বি বিশালাকার নদী। 'ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

মহানন্দ [স] বি সীমাহীন আনন্দ। 'হরি বিপ্লব সর্বলোক মহানন্দে
ভাসে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহানবমী [স] বি শারদীয় শুক্লা নবমী তিথি, হিন্দুযুগে যেদিন
দুর্গাপূজার শেষ দিন। 'যথা মহানবমীর দিনে, শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি,
তব পীঠতলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহানন্ত [স] বি মহাকাশ। 'আছে শুধু পাখা, আছে মহানন্ত অঙ্গন।'
রবীন্দ্র, ১৯০০।

মহানরক [স] বি (বৃহদানন্দ) নরকবিশেষ। 'মহানরকে কে যায়।'
মানোএল, ১৭৪৩।

মহানস [স] ১ বি রত্ননালী। 'তলে তার মদনা মহিমা মহানসে।'
মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি চুল্লি। 'চন্দ্রভানুর সূত্রেই স্নিগ্ধিত মল্লত
মহানসের উপরিস্থিত তেলকটায়ে নিশ্চিত করিবে বিল্য।' ১৮৪৭।

মহানাগ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বৃহৎ সাগর। 'নিত্যানন্দ শিরে সেখে
মহানাগ-ফণা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহানটক [স] বি বৃহৎ পরিসরে লেখা বীরোচিত নাটক। 'আগে
আসে টুটকি তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানটক।' প্রমথ,
১৯১৫।

মহানাদ [স] বি প্রচণ্ড শব্দ। 'মহানাদে রোদন করয়ে সৈন্যগণ।'
হ্যালহেড, ১৭৭৮।

মহানিদ্রা [স] বি অনন্ত ঘুম; মৃত্যু। 'কী গভীর মহানিদ্রা সে।'
নজরুল, ১৯২৪।

মহানিধন [স] বি হত্যা। 'নারীরা জ্ঞানিত, এমনি ছেলেরা সাজিবে
মুখ সাছে/ নারী-নির্ঘাতনকারীদের মহানিধনের কাজে।' রুসীম,
১৯৫১।

মহানিধি [স] বি মহাসম্পদ। 'পুত্র হেন মহানিধি বিধি বিভূষিল।'
বাহরাম, ১৬৫০।

মহানিম [স] বি এক প্রজাতির নিম পাখ। 'বাগানের পতিমখারে
প্রাচীন মহানিম গাছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মহানির্জন [স] বি গভীর নির্জন স্থান। 'একটা মহানির্জনে আপন
ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মহানিশা [স] বি গভীর রাত। 'এক রাত্রিতে মহানিশা সময়ে সকল
পৃথু এবং রাজপুত্র লোকেরা নিদ্রিত হইলে ...' হরপ্রসাদ রায়,

১৮১৫।

মহানিশি [স] মহানিশা। বি গভীর রাত। 'যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি
আরতির ধোঁয়া।' শম্ভু, ১৯৬৯।

মহানিষ্ঠ [স] বি বড়ো রকমের ক্ষতি। 'জলে বাস করিয়া কুমীরের
সহিত বিবাদে মহানিষ্ঠ সন্ধানবান।' এডুকেশন, ১৮৭২।

মহানিশি [মহানিশা] বি গভীর রাত। 'যোরতর মহানিশি অন্ধকার
হৈল।' মালধার, ১৫০০।

মহানীরবতা [স] বি চির নিস্তরুতা। 'ধীরে ধীরে ভেসে গেল কোন
মহানীরবতা প্রাতে।' সঙ্গীম, ১৯৫১।

মহানুগ্রহ [স] বি উদার অনুগ্রহ। 'চিরকাল তাই তারে এত
মহানুগ্রহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মহানুভব [স] ১ বি উদারচিত্তের অধিকারী যে। 'মহানুভবের এইমত
বভাব হয়।' কুরুদাস, ১৫৮০। ২ বিণ উদারচিত্ত। 'মহানুভব
মহাপদের কতই মহৎকর্ম করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

মহানুভবতা [স] বি উদারতা। 'মহানুভবতা, প্রীতি উদার বিবেক
সবি নিয়েছে বিদায়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

মহানুভাবের [স] বিণ (সংঘাপনে) উদারচিত্ত। 'গোকুলচন্দ্র ঘোষাল
মহাসয় মহানুভাবের।' মেয়র্স, ১৭৭১।

মহানূপ [স] বি মহারাজ। 'মহানূপ দারা হস্তে নৈলা তক্ত তাজ।'
আলাউল, ১৬৮০।

মহানেহ [মহান্নেহ] বি পরম স্নেহ। 'নিজ পরিবারে মহানেহে
থাকিউ।' চর্যা ৪৯, ১২০০।

মহানৈবেন্দ্য [স] বি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ভোগ। 'মন্দিরে
জনা নন্দাবীপ, পূজা, মহানৈবেন্দ্য, চৌষাড়া (নবহং) ...' মহাশ্বেতা,
১৯৫৬।

মহান্দকার [স] বি ভীষণ অন্ধকার। 'মহান্দকারময় পর্বত গুহা।'
বরদহাস, ১৮৭৪।

মহাপঙ্ক [স] বি গভীর কাদা। 'স্নান করিতে নামিলে মহাপঙ্ক নিমগ্ন
হইলেন।' রামরাম, ১৮০২।

মহাপণ্ডিত [স] ১ বিণ অভ্যস্ত জ্ঞানী। 'তার পুত্র মহাপণ্ডিত জীও
গোষাধী নাম।' কুরুদাস, ১৫৮০। ২ বি পণ্ডিতজন। 'মানোএল,
১৭৪৩। ৩ বি সর্বশাস্ত্র বিশারদ। 'তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নান
সম্রাজ আছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

মহাপতন [স] বি বড়ো ধরনের পতন। 'উচ্চছানে ওঠবার চেষ্টাটাই
মহাপতনের কারণ হয়।' প্রমথ, ১৯১৫।

মহাপথিক [স] বি মহান পথিক। 'প্রাগাধুনিক ইতিহাসের এবং
একজন মহাপথিক ছিলেন জ্যোতিষবাস্তব, আলবেরুনি, মার্কোপোলো।
ইবনবতুতা।' শিব, ১৯৫৬।

মহাপদ [স] বি উত্তম পদ; সম্মানজনক পদ। 'উৎকোচ প্রদানেতে ঐ
মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই।' দর্পণ, ১৮৩০।

মহাপরাক্রান্ত [স] বিণ অতিশয় শক্তিময়। 'তাহারা সেই ...
মহাপরাক্রান্ত, বিশ্বদনা, আরব তুর্কী ও পাঠানদিগের বংশধর।'
এসলাম, ১৯১৭।

মহাপরিকল্পনা [স] বি সুবিশাল উদ্যোগ। 'সংঘাতনমূলক নির্মূল করার
মহাপরিকল্পনা অতি চমৎকারভাবে কার্যকরী করা হইতেছে।' আজাদ
১৯৬৯।

মহাপরিচালক [সি] বি ক্রী কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। 'বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক'। বেশম, ১৯৭২।

মহাপা [সি] বি আসনবিশেষ। 'উৎকৃষ্ট খেতিয়কগণকে গভী ও উত্তম মহাপা প্রদৃষ্টি উৎসর্গ করিয়া সাংখ্য ব্রাহ্মণগণকে আরোহন করাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

মহাপাশ [সি] মহা+হি পাশ। বি লগা পাশড়ি। 'মহাপাশ শিরে শোভে ধৃতি পরিধান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহাপাতক [সি] বি মহাপাপ। 'মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুখে।' বড়ু, ১৪৫০।

মহাপাতকী [সি] বি ক্রী মহাপাপী। 'সুরাপান করিয়া ... তাঁহার মহাপাতকী হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

মহাপাতাল [সি] বি ভূগর্ভের অত্যন্ত গভীর তলদেশ। 'গৃহ পাতাল, মহাপাতাল, নমো নমো নমো।' শব্দ, ১৯৬৬।

মহাপাত্র [সি] ১ বি প্রধানমন্ত্রী বা অমাত্য। 'কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মহাজন; সুপেখার। 'তাঁহারও মহাপাত্র, তাহাদিগের সন্নীতে দয়া ধর্মের লেশ মাত্র নাই।' প্রজ্ঞা, ১৮৯২।

মহাপাদুক [সি] বিগ বড়ো জুতা পরিহিত। 'রঞ্জিতকুল্লত এবং মহাপাদুক।' বক্তিম, ১৮৭৪।

মহাপাপ [সি] বি ঘোর পাপ। 'আর কীবা মহাপাপ অজ্ঞান করিলে।' মালগণ, ১৫০০; 'তাকে চায়া মহাপাপ দেখিলে ইহার।' রূপরায়, ১৭৫০।

মহাপাপিনী [সি] বি ক্রী অতি জঘন্য পাপী। 'নরকেও জ্ঞাএদার ন্যায় মহাপাপিনীর স্থান নাই।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মহাপাপিত [সি] বিগ ঘোরতর পাপে আচ্ছন্ন। 'হয়ত মহাপাপিত।' বক্তিম, ১৮৭৫।

মহাপাপী [সি] বিগ গুরুতর পাপকারী। 'জগাই মাধাই তারা মহাপাপী ছিল।' রূপরায়, ১৭৫০।

মহাপারাবার [সি] বি মহাসমুদ্র। 'দেয় যথা মহাপারাবার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মহাপীড়া [সি] ১ বি কঠিন রোগ। 'ইহার বাপ-জ্ঞেতা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ভের কীড়া/সুখ করি মানে বিষম বিষয়-মহাপীড়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিয়োগী জনার চিত্তে জ্বলে মহাপীড়া।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি বড়ো দুর্ঘটনা। 'মন্ডন্তর এক মহাপীড়া বলিয়া বিখ্যাত থাকিত।' অক্ষয়, ১৮৪২।

মহাপুণ্য [সি] বি বড়ো রকমের পুণ্য। 'আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মহাপুরাণ [সি] বি বিশিষ্ট পুরাণ। 'সংপ্রতি শ্রীমদ্ভাগবতনামক মহাপুরাণ চন্দ্রিকাঙ্গদাকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

মহাপুরুষ [সি] ১ বি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। 'অগ্নিবৈতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন তখনই কোনহ মহাপুরুষ হইবেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি মহৎ গুণসম্পন্ন পুরুষ। 'মহাপুরুষ প্রণীত নানাব্রহ্ম আছে।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ বি পরমপুরুষ; পরমাত্মা। 'মানুষ বলে, জ্ঞানি, আমরা পারি না - মহাপুরুষ বলেন, জ্ঞানি, তোমরা পার।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

মহাপুরুষত্ব [সি] বি অলৌকিকত্ব। 'তার মহাপুরুষত্ব ভূর ভেঙে গ্যাছে।' হুতোয়, ১৮৬১।

মহাপুস্তকালয় [সি] বি বড়ো গ্রন্থাগার। 'এক মহাপুস্তকালয় হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

মহাপুঞ্জা [সি] বি (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'কি নিমিত্ত অগ্রকাশ রূপে এমত মহাপুঞ্জা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

মহাপেট্রিট [সি] মহা+ই পেট্রিট। বি মহান দেশপ্রেমিক। 'আমি একজন মহাপ্রাণিক উপরন্ত মহাপেট্রিট।' প্রমথ, ১৯২০।

মহা-পৌরুষ [সি] বিগ মহাপ্রাণিক। 'মহা-পৌরুষ সমস্ত মানুষ।' অমিয়, ১৯০৯।

মহাপ্রতিভাধার [সি] বিগ অসাধারণ সৃষ্টিকর্মতাসম্পন্ন। 'ইতালির সেই ... পতনের কালেও মহাপ্রতিভার মিকেলান্জেলো নিত্যানতুন সৃজনকর্ম ব্যাপ্ত ...।' শিব, ১৯৫৬।

মহাপ্রতিভাবান [সি] বিগ অত্যন্ত প্রতিভাধর। 'মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হস্তান্তে কল্পনার সামর্থ্যে ব্যঞ্জনময় করে তুলতে পারেন।' শিব, ১৯৩৩।

মহাপ্রাণী [সি] বি প্রাণীপরিবেশ। 'বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রাণী উঠায়।' দর্পণ, ১৮২৫।

মহাপ্রাণ্য [সি] ১ বি মৃত্যু। 'একটি বিরাট গানে, বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রাণ্য/সর্বল আশার বিদ্যাহান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'তার জন্য অশ্রু-করলে ফল ... পিতৃলোকে মহাপ্রাণ্যই হবে।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯। ২ বি ধ্বংস। 'এপারে দাঁড়ালে দেখিল ভারত মহাপ্রাণ্যের মহাপ্রাণ্য।' নজরুল, ১৯২৪।

মহাপ্রাণ্য [সি] বি ব্যাপক কর্মোদ্যোগ। 'চেয়েছিল করিতে নির্মাণ সমুদ্র সুবর্ণলতা; আনুগিক সে মহাপ্রাণ্য।' সুপ্রীতি, ১৯২৮।

মহাপ্রাণ্য [সি] ১ বি পৃথিবীধ্বংস। 'লোকোদ সে সময়কে মহাপ্রাণ্য কাল জ্ঞান করেছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি তুমুল ঝগড়া। 'কয়েক মুহূর্ত মহাপ্রাণ্য বন্ধ রহিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মহাপ্রাসাদ [সি] বি গুরুজনকে নিবেদিত উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য। 'এই মহাপ্রাসাদ অন্ন করে আশ্বাসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিধিযত মহাপ্রাসাদ আনিল কিনিঞা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহাপ্রস্থান [সি] বি মৃত্যু। 'মহাপ্রস্থানের সমস্ত কর্ম যেন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মহাপ্রাণ [সি] ১ বি স্বপ্নিও। ওয়া, ১৭৮৫। ২ বি উদারহৃদয় ব্যক্তি। 'মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৩ বিগ (হিন্দুপুরাণ) বড়ো পরিসরের। 'কৃষ্ণসংহার মহাপ্রাণ হলেও মহাপ্রাণ্য।' প্রমথ, ১৯১৪। ৪ বিগ অধিক প্রাণ বা বায়ুর সাথে উচ্চারিত ধ্বনি (যেমন ষ ঘ ছ ঞ ফ ভ)। 'ভারতবর্ষের বাইরে মহাপ্রাণ বর্ষ সেই বললেও চলে।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

মহাপ্রাণতা [সি] বি মহানুভবতা। 'প্রকারান্তরে তাঁদের মহাপ্রাণতা অধীকার করা হয়।' প্রমথ, ১৯২০; 'কৃত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রাণোন্মিত হয়ে।' নজরুল, ১৯২২।

মহাপ্রাণী [সি] ১ বিগ শ্রেষ্ঠপ্রাণী। 'এ কোন ধর্ম আত্মনুর্ধারণ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি ঈশ্বর। 'আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অভিগোপন নির্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মহাপ্রান্তর [সি] বি বিত্তীয় মাঠ। 'সীমাহীন কত শস্য-হরিৎ মহাপ্রান্তর পাড়ি।' কবীন্দ্র, ১৯৫১।

মহাপ্রামাণিক [সি] বি মহাপণ্ডিত। 'মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতেছেন ...।' দর্পণ, ১৮২৯।

মহাপ্রেম [সি] বি অনন্ত প্রেম। 'মহাপ্রেমি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহাপ্রাণন [সি] ১ বি খুব বিশুদ্ধ। 'তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্রাণন উপস্থিত হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বি প্রলয়করী বন্যা। 'আমাদের পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাপ্রাণন ... অতি আসন্ন।' নজরুল, ১৯২২; 'কত ডুব গেল কালের মহাপ্রাণনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মহাপ্রাণী [সি] বিণ প্রবল প্রাণবান। 'সুদূরের মহাপ্রাণী প্রচণ্ড নিরুৎসাহ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মহাশঙ্কা [সি] বিণ স্ত্রী প্রচুর তণসম্পন্ন। 'মহাশঙ্কা ছুঁখী এই যদি হয় কটি।' গুণ, ১৮৫৮।

মহাশিক্ষণা [আ] মুহাফিজ+ফা বানান্য বি দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখার স্থান। 'দিল্লীর মহাশিক্ষণানাতে আমার সোভ ...।' মুক্ততর, ১৯৬০।

মহাশিক্ষণা [আ] মুহাফিজ+ফা বানান্য বি দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রাখার ঘর; আর্কাইভস। 'মহাশিক্ষণা যেন মেহোহাটা সদৃশ।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

মহাশব্দ [সি] ১ বি মর্যাদাসম্পন্ন বংশ। 'মহাশব্দ অবতংস ধীর কৃষ্ণময়, ১৭২০। ২ বি সিংহের ধারাবাহিক ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিবৃত্তমূলক পালিগ্রন্থ। 'মহাশব্দে লিখিত আছে, ইনি ছিল বুদ্ধের কাল যাবৎ হিন্দুধর্মে প্রবল বিশ্বাস অনুসারে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মহাবন [সি] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) বৃন্দাবনে অবস্থিত চরশিপি বনের একটি। 'মহাবন-কাম্যবন আর ভালবন।' কবী, ১৫৮০। ২ বি বিশাল ও ঘন জঙ্গল। 'চতুর্দিকে মহাবনে বেষ্টিত মহাপুষ্পোদ্যান।' দর্পণ, ১৮১৯।

মহাবন্যা [সি] বি প্রবল বন্যা। 'এ বহু যন্ত্রপাশ মহাবন্যা হইতে অনায়াসে পরিষ্কার প্রাপ্ত হইতেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

মহাবল [সি] বিণ মহাবলবন্ত; অধিক শক্তিসম্পন্ন। 'অতি মহাবল নৈসি তাকার যম।' বড়ু, ১৪৫০।

মহাবলপরাক্রম [সি] বিণ প্রবল প্রতাপশালী। 'মহাবলপরাক্রম ওলাউটারোগে স্ববাহবলে ...।' দর্পণ, ১৮২৫।

মহাবলপরাক্রান্ত [সি] বিণ অতিশয় বলশালী। 'যাহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও মুখবিশারদ ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মহাবলবন্ত [সি] বিণ অত্যন্ত বলশালী। 'পিতামহ সত মোর মহাবলবন্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মহাবলবান [সি] বিণ অতীব শক্তিময়। 'পৃথিবী পূজিত শাহা মহাবলবান।' বাহরাম, ১৬৫০।

মহাবলী [সি] বি প্রবল শক্তিশালী। 'প্রোমে মস্ত মহাবলী চলে দশ দিশ দলি।' মুরারি, ১৫৭০।

মহাবাও [সি] মহাবায়ু বি প্রবল বাতাস। 'হরের আচ্ছাদ পবন মহাবাও করে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মহাবাক্য [সি] ১ বি মহাপুরুষের জ্ঞানগর্ভ বাক্য বা বাক্য। 'প্রণব না

মানি তারে কহে মহাবাক্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি আশ্চর্য্য; অসাধারণ বাক্য। 'ইংরেজিতে একটা মহাবাক্য আছে।' প্রমথ, ১৯৩৮।

মহাবাক্যাড়ঘর [সি] বি কথার অস্বাভাবিক ঘটা। 'এ চেঁচা বাংলায় ইতিপূর্বে একবার মহাবাক্যাড়ঘরের সঙ্গে হয়ে গেছে।' প্রমথ, ১৯২২।

মহাবাগী [সি] বি অলৌকিক আহ্বান। 'সংগীততানে শুনো উথলে অপর মহাবাগী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'কেন আমার আলি মাগো মহাবাগীর শিকুলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মহাবাদ্য [সি] বি তীব্র বাদ্যধ্বনি। 'সীওতালপনের এই জাতীয় মহাবাদ্য তাহাদিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল।' সংসদ, ১৮৯৮।

মহাবাধু [সি] মহা+ফা বাধু বিণ অতি সখ্যনিতি। 'ইনি অতি বড় সুখী মহাবাধু হইবেন।' দর্পণ, ১৮২১।

মহাবাধু [সি] মহাবায়ু বি প্রবল বাতাস। 'ঝড় - ঝড় - উড়ে চলি ঝড় মহাবাধু - পল্লিরাজে চড়ি।' নজরুল, ১৯২৪।

মহাবাধু [সি] বি খুব বড়ো ঝড়; সাইক্লোনবিশেষ। 'জায়েদদ রাতি গতে এই মহাবাধু নিবৃত্ত হইলে পর ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মহাবারাদি বি (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'মহাবারাদি রাগ।' মাল্যধর, ১৫০০।

মহাবাসার [সি] বি মহা মিলনমেলা। 'অজিকার এই ধূলিময় মহাবাসারে/তোমারে জানাই প্রণতি।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মহাবাহিনী [সি] বি বিশাল বাহিনী। 'সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে' জীবন, ১৯৪০।

মহাবাহু [সি] বিণ মহাবলশালী। 'মহাবাহু মহাপুরুষ অঞ্জনের মূর্ত্য।' নজরুল, ১৯২২।

মহাবিক্রম [সি] বি প্রবল শক্তি। 'মহাবীর অঙ্গীণ ও আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছেন।' মণ্যররক্ষ, ১৮৮৫।

মহাবিক্ষোভ [সি] বি প্রচণ্ড আন্দোলন। 'আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলে যায় ...।' মনোহর, ১৯৪৯।

মহাবিচারক [সি] বিণ যার উপরে আর কোনো বিচারক নেই এমন। 'মহাবিচারক খোদাতাআলা।' ইসলাম, ১৯০৭।

মহাবিচিত্র [সি] বিণ অত্যন্ত চৈতন্যপূর্ণ। 'এই মহাবিচিত্র উপমহাসাগরের রূপভাষায় আমি ... মুগ্ধ।' শিব, ১৯৫৬।

মহাবিজ্ঞ [সি] বিণ অত্যন্ত জ্ঞানবান। 'অল্পদিনে মহাবিজ্ঞ হইল তনয়।' সত্যজ্যোত্স্না, ১৮৭৬।

মহাবিশু [সি] বি বিপুল সম্পদ। 'অপরূপ মহাবিশু আনিয়াছি।' সুশীল, ১৯৩৩।

মহাবিদ্যা [সি] ১ বি দৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান; পরাবিদ্যা। 'এত বলি মহাবিদ্যা দিল মোর কানে।' রূপায়ম, ১৭৫০। ২ বি (বিশুদ্ধ) তাত্ত্বিক আচারবিশেষ। 'কুলাচারপরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরাপানাদি করেন, তাহার নাম মহাবিদ্যা।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি (বাক্য) চুরিবিদ্যা। 'হম্মতে মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত।' সুশীল, ১৯৩০।

মহাবিদ্যালয় [সি] বি বিশ্ববিদ্যালয়। 'মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মহাবিদ্যালয় [সি] বি কলেজ। 'বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক

মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

মহাবিশ্বোদ্যোগ [স] বিশ ক্রী চরম বিরোধিতাকারী। 'অধীর হৃদে
ওগো মহাবিশ্বোদ্যোগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মহাবিশ্বোদ্যোগ [স] বিশ চরম বিরোধিতাকারী। 'মহাবিশ্বোদ্যোগ রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।' নজরুল, ১৯২২; 'হে মহাপুরুষ,
মহাবিশ্বোদ্যোগ, হে কবি।' নজরুল, ১৯২৫।

মহা বিপদ [স] বি গুরুতর সমস্যা। 'সেগুলি নিয়ে মহা বিপদ।'
রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

মহাবিশ্বব্দ [স] বি ব্যাপক বিদ্রোহ; ফরাসি বিপ্লব। 'ফ্রান্সে পার্শ্বকা
ছেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিশ্বব্দ আরম্ভ হয় ...।' বঙ্গদর্শন,
১৮৭২।

মহাবিবাদ [স] বি প্রচণ্ড ঝগড়া। 'যেদু লইয়া মহাবিবাদ বাধিয়া
উঠিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মহাবিভ্রাট [স] বি মহা সঙ্কট। 'রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বন
করিয়া ... জীবন চরিত্র অবগত হইবার চেষ্টা করিলে মহাবিভ্রাট
উপস্থিত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মহাবির [স] মহাবীর) বি অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা। 'একই মহাবির
বিক্রমে অপার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মহাবিরক্ত [স] বিশ অতিশয় অসন্তুষ্ট। 'এই কান্না দেখিয়া
মহাবিরক্ত।' শরৎ, ১৯১৬।

মহাবিরক্তি [স] বি প্রচণ্ড বিরক্ত হওয়ার ভাব। 'আমি মহাবিরক্তির
সঙ্গে বলদুগ, ব্যাক ইউ।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

মহাবিশ্ব [স] বি সৌরজগৎ এবং আরো সীমাহীন মহাকাশের অংশ।
'আইন, মহাবিশ্ব দেখিবে।' জগদীশ, ১৮৯৫; 'মহাবিশ্ব মহাকাশে
মহাকাশমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র
সূর্য-গ্রহ-তারা ছাড়ি ...।' নজরুল, ১৯২২।

মহাবিশ্বব্দ [স] বি দিন ও রাতের দৈন্য সমামাশের হওয়ার সময়;
চৈতন্যকোষ। 'মহাবিশ্বব্দ সংক্রান্তিত এক স্বামীসোহাগিনী সখা
কীকে যত্নপূর্বক নিঃশব্দে ডাকিয়া ...।' অবন, ১৯১৯।

মহাবিশ্বব্দী [স] বিশ অতি প্রশস্ত। 'এই মহাবিশ্বব্দী ভারতবর্ষের
দেশভাষা হইবে।' অক্ষয়, ১৯৪৮।

মহাবিশ্বদায়ক [স] বিশ অত্যন্ত বিদায়ক। 'এমনি একটা
মহাবিশ্বদায়ক বিপ্লবই সংঘটিত হয়েছিল।' হাই, ১৯৫৪।

মহাবীর [স] বিশ অত্যন্ত বিক্রমশালী। 'নারদের মুখে তপী কংস
মহাবীর।' বড়ু, ১৪৫০।

মহাবীর্যবন্তী [স] বিশ ক্রী প্রবল পরাক্রমশালী। 'মহাবীর্যবন্তী, তুমি
বীরভোগ্য, বীরীত তুমি লগিত কর্তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মহাবুদ্ধিকা [স] বি প্রচণ্ড ক্ষুদ্র। 'মহাবুদ্ধিকা নিয়ে সে মরেছে।'
ওগাস্ট, ১৯৪৫।

মহাবৃত্তী [মহাবৃত্তি] বি অতিবৃত্তি। 'হেন বেলায় মহাবৃত্তী হইল
আসিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

মহাবোধ [স] বি অতি দ্রুত গতি। 'উঠিল অরণ্যগেহে হৈম ব্যোমযান
মহাবোধে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহাবোরা [আ মহাবরা] বি অনুশীলন। 'বদখত কোনো জিনিস তাদের
মহাবোরা করতে হবে না।' নজরুল, ১৯২৭।

মহাবৈশ্ববিক [স] বিশ প্রচণ্ড বিপ্লবসৃষ্টিকারী। 'এও এক মহাবৈশ্ববিক

সুদৃশপ্রসঙ্গী বর্ণ-বাক্ষর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মহাবৈয়াকরণ [স] বি ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান আছে যার;
বড়ো ব্যাকরণবিদ। 'এক মহাবৈয়াকরণ ও দুই স্বার্থ।' দর্পণ,
১৮২২।

মহাব্যবহৃত্ত [স] বিশ অতিশয় কৃপণ; ব্যয় করার ব্যাপারে অত্যন্ত
কুচিত। 'ইহারা মহাব্যবহৃত্ত মানুষ।' দর্পণ, ১৮২১।

মহাব্যস্ত [স] বিশ খুব ব্যতিব্যস্ত। 'রাজা মানসিংহের সঙ্গে নবলক্ষ
সৈন্য বাদ্য সামগ্রীর কারণে মহাব্যস্ত।' রাজবী, ১৮০৫।

মহাব্যস্তভাবে [স] ক্রিবিধ খুব ব্যস্ততাসহকারে। 'চড়ুই পাখি ...
কিচ্ছিন্ন শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে।' রবীন্দ্র,
১৮৮৭।

মহাব্যস্ত [স] বি বড়ো বাঘ। 'মহাগজ ও মহাব্যস্ত দ্বারা অধ্যুষিত।'
বিভূতি, ১৯৩১।

মহাব্যধি [স] বি কুণ্ড ও অন্যান্য দুর্যোগ্য রোগ। 'অনন্যগতিক
অনাথ নির্বন মহাব্যধিগ্নস্ত লোকের আহার প্রদান।' দর্পণ, ১৮১৮।

মহাব্যাপার [স] বি মহৎ কাজ। 'ভারতবর্ষের উত্তরকালীন মহাব্যাপার
বিষয়ক আন্দোলন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩২।

মহাব্যোম [স] বি মহাকাশ। 'মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায়
আশ্রয়হারা পাখি।' নজরুল, ১৯৪২।

মহাব্রত [স] বি (হিন্দুধর্ম) ষাটদ বর্ষসাপ্ত ব্রতবিশেষ। 'যেন মহাব্রতে
ব্রতী বরদশ্য-পতি ধবল, ভূধরেশ্বর।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহাব্রহ্মাণ্ড [স] বি মহাবিশ্ব। 'ধারণাতীত মহাব্রহ্মাণ্ডের অগ্নিপণ্য
সমাবেশ।' জগদীশ, ১৮৯৫।

মহাভক্ত [স] ১ বিশ ভক্তস্বৈর। 'মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাবোয়ী।'
বাহরাম, ১৫৫০। ২ বিশ অভিশয় অনুরক্ত। 'দারোগা সদয়ে
ঠাকুরদার মহাভক্ত।' বনফুল, ১৯৩৬।

মহাভক্ত [স] বি প্রচণ্ড ভক্তি। 'ভূত-প্রেত জানে তোমার হৈল
মহাভক্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আমি মহাভক্ত, আমি অচিন্ত্য পুণ্ডরী।'
নজরুল, ১৯২২।

মহাভক্তর [স] বিশ অত্যন্ত ভক্তানক। 'দিবানিশি যার চারিপাশে
ফেরে অগ্নিক্রমশি মহাভক্তর।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহাভর [স] বি অতিরিক্ত বোঝা। 'এড়িলেন জসোদা পাইয়া
মহাভরে।' মালাধর, ১৫০০।

মহাভাগ [স] বিশ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। 'জটকনে হাসিল অর্জুন
মহাভাগ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'অবগাহি পূত শ্রোতে নেহ মহাভাগ, তুমি
শিবির-দ্বারে উত্তরীয়া তুরা তপনে।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহাভাগ্য [স] মহা+স ভাগ্যশার) বি অস্বাভাবিক। 'তোমার
মহাভাগ্যেতে আছে অনেক ধন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মহাভাবিত [স] বিশ খুব উদ্ভিগ্ন। 'ভট্টাচার্য মহাভাবিত হইয়া
গঙ্গাতীরে গেলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

মহাভাবুক [স] বিশ বড়ো চিত্তক। 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুই
কালের দুই মহাভাবুক।' ওদুদ, ১৯৪৬।

মহাভারত [স] ১ বি বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য; সংস্কৃত
মহাভারতের বাংলা ভাবানুবাদ। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান/
কাশীদাস দাস কহে তনে পুষ্যবান।' কাশীদাস, ১৬০০; 'মহাভারতের
কথা নিবেদন করি।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। ২ বি ভারতবর্ষ। 'এগারে

দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা ভারতের মহাপ্রাণ।' নজরুল, ১৯২৪।

মহাভারতকার [স] বি মহাভারতের লেখক। 'মহাভারতকারের কল্পনায় স্থান পাইতে পারে তাহা পূর্ববর্তী অতগুলো পর্বের মধ্যে কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মহাভারতীয় [স] বিণ মহাভারত সংক্রান্ত। 'তাহাতে কেবল মহাভারতীয় ... শ্লোক 'স্বরণ হইল' দর্পণ, ১৮৩০।

মহাভারি [স মহাভারী] বিণ প্রচণ্ড ভারযুক্ত। 'মহাভারি ঠাকুর কেহ নাহে উঠাইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাভাষা [স] বি, বিণ মহান ভাষা। 'অনা দিকে সূচার সুমধুর শব্দ তদ্বাক্য মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'সাধকের ভক্তির পিপাসা রটিল আপন মহাভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহাভাষ্যকার [স] বি উপাধি বিশেষ; মহাভাষ্যরচয়িতা। 'অধিকাংশ বার্তিকই মহাভাষ্যকার পত্রঞ্জলি কৃত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মহাভিক্ত [স] ১ বি বুদ্ধদেব। 'মহাভিক্ত লও সবার অহংকার ভিন্কা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ২ বি মহাযোগি। 'সেই, মাতৃনামের মহাভিক্ত তোর মায়াতে নাহি ছুসে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মহাভিড় বি বহুলোকের সমাগম। 'মহাভিড় হৈল ঘারে নাহে প্রবেশিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাভিনিক্রমণ [স] বি চিরবিদায়। 'আবদুলের মহাভিনিক্রমণের পরে ...।' বিভূতি, ১৯৩১।

মহাভিমানী [স] বিণ দাম্ভিক। 'বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাবাগিরি ধারা বিন্দ্য নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

মহাভীমা [স] বিণ ঙ্গী (হিন্দুপুরাণ) অতি ভয়ঙ্কর। 'মহাভীমা ভয়ঙ্করী বিনয়শা ষড়্বেশ্বরী দুর্গাভিমানীনি বরজাতি।' কপালম, ১৫৫০।

মহাভীষণ [স] বি অতি ভয়ঙ্কর। 'সভয়ে ভয়মি আঁজি, হে মহাভীষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মহাভূপ [স] বি মহারাজা। 'হইয়া বামনরূপ ছলি বলি মহাভূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

মহাভৈরবী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দেবী চণ্ডীর রূপবিশেষ। 'শূশামনে মহাভৈরবী তাঁর সান্নিধ্য লাভ ... বিচরণ করেন।' গরব, ১৯১৭।

মহাভোজ [স] বি বড়ো ধরনের ভোজন-অনুষ্ঠান। 'রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সন্ন্যাসচক্র এক মহাভোজ প্রস্তুত।' দর্পণ, ১৮৩১।

মহাভ্রম [স] বি বড়ো রকমের ভুল। 'পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মহাভ্রান্তি [স] বি বড়ো রকমের ভুল। 'প্রজার মনের ভাব জানিবার উপায় বন্ধ করা রাজনৈতিক মহাভ্রান্তি।' প্রজাকর, ১৮৫৩।

মহাভ্রামণিক [স] বি দীর্ঘপথ ভ্রমণকারী। 'কোনও বাহাই এই মহাভ্রামণিকদের দম্যতে পারেনি।' শিব, ১৯৫৬।

মহামাক্ষ [স] ১ বি পুণ্যস্থান। 'পরম পরিতপ্ত সত্য ধর্মরূপ মহামাক্ষে সমারোহণের সোপান 'ব্রহ্মণ' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি বিশাল মক্ষ। 'হৃদয়ের মহামাক্ষ ভেঙ্গে ফেলে শ্রীশৈব আশ্রয়।' মাহুদ, ১৯৬৬।

মহামণি [স] বি অমূল্য সম্পদ। 'ছায়াহীন এক মহামণি বলবো কি করে তার করণি।' লালন, ১৮৯০।

মহামন্তল [স] বি মাতঙ্গর। 'আমি মহামন্তল আমার আগে তোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহামতি [স] বিণ মহৎ মতি যার; উদারহৃদয়। 'কিছু ছির হইয় অরৈত মহামতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহামন্ত [স] বিণ অতিশয় উন্মত্ত। 'পুনঃ পুনঃ পীয়াইয়া হয় মহামন্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রাজার বচনে গজ্ঞ আনে মহামন্ত।' মুকুন্দ ১৬০০।

মহামনি [মহামুনি] বি শ্রেষ্ঠ মুনি। 'চিত হৈয়া পড়ে জ্ঞানস্বর মহামনি।' মালধর, ১৫০০।

মহামনীষী [স] বিণ মহাপণ্ডিত। 'মহামনীষী এমেরি সাহেব .. উপনিবেশ দিবেন ওয়াদা করিয়াছিলেন।' মনসুর, ১৯৪০।

মহামন্ত্র [স] ১ বি (হিন্দুধর্ম) গুরুমন্ত্র। 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রে এইৎ স্বভাব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মহা রহস্য। 'সেই ঘর্ষে মহামন্ত্র যথেক জনিল।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি উদার মন্ত্র। 'সেই মহামন্ত্রের তুল্য মন্ত্র ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯; 'মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজেই মহোই পাওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহামন্ত্র [স] বি কল্পিত ধনিসমষ্টি। 'যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র অর্পি; সেথা মোর বীণা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মহামন্ত্রর [স] বি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। '১৩৫০ সালের মহামন্ত্রর সময় ...।' বেঙ্গল, ১৯৪৮; 'মহামন্ত্রর হাঙ্গামা এখানেও শেষে হল প্রকাণ্ড?' সূক্ত, ১৯৪৮।

মহামরণ [স] বি মৃত্যু। 'সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'হে মহাভীষণ, হে মহামরণ, লইবু শরণ।' রবীন্দ্র ১৯২৬।

মহামরু [স] বি বহুবিকৃত মরুভূমি। 'জন্ম তোমার আরবে; মহামরুতে।' সাধনা, ১৯২১।

মহামরুভূমি [স] বি বহুবিকৃত মরুভূমি; দুর্গম পথ। 'সে যে এ মহামরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মহামন্ত্র [স] মহা+মন্ত্র বি মহাপ্রাণোদ্যম। 'সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামন্ত্র বীর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহামহা [স] ১ বিণ বড়ো বড়ো। 'মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মা সুল্লাহ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মহা মহা বীরের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ (হিন্দুধর্ম) বিশ্বাস অনুযায়ী অত্যন্ত পবিত্র। 'গত পন্থিবরে মহামহাবাক্ষরী যোগে গলা দ্বারা ...।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বিণ ন্যাকড়া। 'নগর বিশেষে যেক্ষণ মহা মহা বিদ্যাপার বর্তমান আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মহামহিম [স] ১ বিণ অসামান্য মহিমা আছে যার। 'মহামহিম শ্রীমুখ মেঘ ভাগলিষ সাহেব ...।' মেয়র্স, ১৭৫৬। ২ বিণ প্রভাপাশালী 'অনেক মহামহিম লোক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত।' দর্পণ, ১৮২৮।

মহামহিমবর [স] বি অতিশয় সম্মানিত। 'মহামহিমবর শ্রীমুখ দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরায়ব্রহ্ম ...।' দর্পণ, ১৮৩৮।

মহামহিমময়ী [স] বিণ ঙ্গী অত্যন্ত সম্মানিত। 'মহামহিমময়ী ঙ্গী সখীয়ে কিছু ভীত হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

মহামহিমমহীমালাগার [স] মহামহিম-মহিমা-সাগর বিণ অতিশয় মহিমার সাগরের মতো। 'মহামহিমমহীমালাগার শ্রীমুখ রামনির্দিষ্ট দত্তজা।' ওষ্ঠা, ১৮৫৫।

মহামহিমা [স] বি অতিশয় মহান কীর্তি। 'সে মহামহিমা নয়ন ভরিয়া চাহিয়া দেখিল কবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মহামহিমামিত [স] বিণ অতিশয় গৌরবান্বিত। 'কৌললের মেঘের মহামহিমামিত শ্রীমুখ হারিটন সাহেব।' দর্পণ, ১৮২৫।

মহামহিমার্য [স] বিণ সমুদ্রের মতো অসামান্য মহিমা ও অসীম গৌরবমুক্ত। 'তনা গেল মহামহিমার্য ব্রীহীযুত কোম্পানি বহাদরের সংকৃত পাঠশালা।' দর্পণ, ১৮২৩।

মহামহিমালাগর [স] বিণ মহামহিমাক্রপ সাগর। 'মহামহিমালাগর রাজধিরাঙ্গ মহারাঙ্গ শ্রীমুখ ...।' ওর্গ, ১৭৮৫।

মহামহীম [স] মহামহিমা বিণ খুব সম্বাদিত। 'তয্যপর মহামহীম মাভুল মহাসয়েরা ...।' ওর্গ, ১৭৭৯।

মহামহীকর [স] বি বিশাল বৃক্ষ। 'উভয়েরই দূরারোগী আশালতা মহামহীকর অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মহামহোন্নতি [স] বি অতিশয় উন্নতি। 'মহাসএর মহামহোন্নতি শ্রীশ্রী ...' দ্বারায় নিরতো বাধা করি।' ওর্গ, ১৭৮২।

মহামহোপাধ্যায় [স] ১ বিণ পণ্ডিত। 'এই যে রাজপুত্র ... সর্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। 'প্রধান উপাধ্যায়ের চতুঃপাঠিতে আসিয়া প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগকে আনাইয়া কহিলেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

মহামাই, মহামাএ, মহামায় [স] মহামায়া বি হিন্দু দেবী দুর্গা। 'শুগালির রূপে দেবি আসে মহামাএ।' মাল্যধর, ১৫০০। 'এ মহামাই দেবই নবাই।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'সকল করেন মহামায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মহামাতা [স] বি (হিন্দুদেবী) দুর্গা। 'মহামাতা ওই সিংহবাহিনী জানায়।' নজরুল, ১৯২২।

মহামাদক [স] বিণ অতিশয় মাতল করে এমন। 'মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহামানব [স] ১ বি সমগ্র-মানুষ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০; 'মানুষের দায় মহামানবের দায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি মহাপুরুষ। 'আসিল কি ফিরে এতদিনে/ সেই মসিহ মহামানব?' নজরুল, ১৯৪১।

মহামানবতা [স] বি বিম্বমানবতা। 'আজ মহামানবতার মহামুগের মহাউদযোজন।' নজরুল, ১৯২২।

মহামানবিক [স] বিণ অভিমানবীয়। 'তবুও মনকে খিরে মহামানবিক আলোড়ন।' জীবন, ১৯৪০।

মহামানী [স] বিণ অভি অভিমানী। 'অভিমাণে মহামানী বীরকুলধর রাবণ।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহামানুষ [স] ১ বি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'কামাল আতাতুর্ক এমনই একজন মহামানুষ।' বুলবুল, ১৯০৭। ২ বি চিরন্তন মানবসত্তা। 'সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মহামান্য [স] বিণ অতিশয় মাননীয়। 'মহামান্য ইচ্ছাটী কান মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় মহাজনের ক্ষতি হইত না।' দর্পণ, ১৮২৭।

মহামায়া [স] বি স্ত্রী (হিন্দুপুরাণ) দেবীবিশেষ; দুর্গাদেবী। 'মহামায়া বন্দনা।' রূপরাম, ১৭৫০।

মহামার [স] ১ বি মহা দৌরাভ্য। 'একা কালক্রেতু পতনব হেতু নিভা পাড়ে মহামার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দুর্গোণ। 'কহিতে না পারি যাহা হইল মহামার।' গরীব, ১৭৬৫।

মহামারণ [স] বি মারাত্মক হত্যাযজ্ঞ। 'মহামারণের নিষ্ঠুর ত্রুত নিখেছি তাই।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মহামারি [স] মহামারী বি মড়ক; সংক্রামক ব্যাধিতে ব্যাপক মৃত্যু। 'আশনি আপনি হইল মহামারির আক্রমণ।' রামরাম, ১৮০১।

মহামারী [স] ১ বি সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক মৃত্যু; মড়ক। 'যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে, হে মহামারী, তুমি আমাদের বান্ধব - হে দুর্ভিক্ষ তুমি আমাদের সহায়ক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'এত মহামারীর পরও যদি কেউ বলেন, 'আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি প্রার্থ্য। 'জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ বি ছড়াছড়ি। 'তখনো আমাদের সসীতরাষ্ট্রো বকস হারমোনিয়ামের মহামারী কলুষিত করেনি হাওয়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মহামিলন [স] বি মহৎ মিলন। 'এই যুগ-বাহিত মহামিলন পবিত্র হউক।' নজরুল, ১৯২২।

মহামুদ্র [স] মহামুদ্রা বি মহামুদ্রা। 'তা মহামুদ্রের তুটি গেলি কংখা।' চর্যা ৩৭, ১২০০।

মহামুনি [স] বি শ্রেষ্ঠ মুনি। 'পণ্ডিত পুরান লিখে মহামুনিগণ দেখে।' রূপরাম, ১৭৫০।

মহামূর্তি [স] বি বিরাট শরীর। 'মহেশজ মহামূর্তি মুখিকাবান।' মাইকেল, ১৭৮১।

মহামূল্য [স] বিণ অত্যন্ত মূল্যবান। 'সকল মহামূল্য বস্তু আছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মহামূল্যবান [স] বিণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'মহামূল্যবান সরকারী সর ফাইল এ-দফতর থেকে ও দফতর করলে হয়।' মূলতথ্য, ১৯৫৮।

মহামৃত্যু [স] বি মহান মৃত্যু। 'এমনি প্রার্থিত মহামৃত্যু যেন ... প্রত্যেকেরই হয়।' নজরুল, ১৯২২।

মহামেঘবরণা [স] মহামেঘবর্ণা বিণ মেঘের মতো কালো বর্ণবিশিষ্ট। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দম্ভরা।' ভারত, ১৭৬০।

মহামেলা [স] বি বিশাল মিলনভূমি। 'যুগযুগান্তরের মহামেলার লক্ষকোটি সোকার ভিড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মহামোক্ষধাম [স] বি মহা মুক্তির স্থান। 'মুমুক কুলের ধোয় - মহামোক্ষধাম।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহামোদ [স] বি মহা আনন্দ। 'একটা মহামোদের ব্যাপার আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮০৪।

মহামৌন [স] বিণ অত্যন্ত নীরব। 'হেথা মল স্তীতকৃত্ত ক্ষত্রিয় গরিমা, হোথা শুদ্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'মহামৌনে পারাবাহের প্রভাতের বাণীব্যাঘ্র চঞ্চল মিলিল শতাবধি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহামৌনী [স] বি গভীর নিমগ্ন যে। 'এই মহামৌনীর আঁধার প্রসাদে।' নজরুল, ১৯২৭।

মহামুখি [স] বি মহাসাধার। 'মহামুখি যেইমত ধনহীন শুদ্ধ ধরণীরে বঁধিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মহাযাত্রা [স] ১ বি মিছিল। 'এই মহাযাত্রা আলিপুরের জেলেখানা অবধি।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ বি দীর্ঘ সময়-যাপন। 'অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি মৃত্যু। 'পরেছে আজ

মহাশয়্যার সাজ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

মহাযান [স] বি নাপার্জন প্রচলিত বৌদ্ধদর্শন। 'মহাযানের ভাষা সংস্কৃত।' প্রমথ, ১৯১৭।

মহাযুগ [স] বি অশেষ স্ফাবনাপূর্ণ নতুন যুগ। 'আমরা কী এবং কোন জিনিসটা আমাদের - চারিদিকের বিশৃঙ্খল বিপ্লবিতার ভিতর হইতে এইটেকেই উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল।' রবীন্দ্র, ১৯১১: 'আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউষোধন।' নজরুল, ১৯২২।

মহাযুদ্ধ [স] ১ বি তুমুল সংগ্রাম। 'এ দেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাবাক্য এইশান থেকে বলা হয়েছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি বিশ্বযুদ্ধ: বহু দেশ জড়িয়ে পড়ে যে যুদ্ধে। 'বিশ্বোহর মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে, পত্ন মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯২১: 'যুরোপে যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, সেটা ধনিকের যুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১: 'ইউরোপের মহাযুদ্ধ।' বিজুতি, ১৯৩৭।

মহাযোগ [স] ১ বি যোগসাধনা। 'যে দুর্লভ লোক লজ্জিবার যুগে যুগে যোগীশ্রু করেন মহা যোগ।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি (যাউল) সাদিকার রক্তমতী হওয়ার সময়। 'মাস অস্তে মহাযোগ হয় নীরস হইতে রস ভেসে যায়।' লালন, ১৮৯০।

মহাযোগিনী [স] বি ঈশ্ট্রি শ্রেষ্ঠ যোগী। 'নিজ করোপের রামিরা কপোলা, মহাযোগিনীর পায়া।' চরী, ১৮৫০।

মহাযোগী [স] বি শ্রেষ্ঠ বোধী। 'আম্বে হই আশ্বে হর জ্যেষ্ঠ মহাযোগী।' বড়ু, ১৮৫০।

মহাযোগীশ্বর [স] বি মহাযোগী যে ঈশ্বর। 'নিরাপেক্ষ নিরাকাক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মহারজ [স] বি মহা আনন্দ। 'এই মন্ত্র সিদ্ধিরা অথৈত মহারজ।' বৃন্দা, ১৮৮০।

মহারণ [স] বি ভয়ানক যুদ্ধ। 'ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

মহারণ্য [স] বি বিরাট বনভূমি। 'দুর্গম মহারণ্য ... পার্বতীর লোকের বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ আছে।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

মহারত্ন [স] বিগ রত্নের মতো অতি মূল্যবান। 'আচারব্যবহার প্রকাশক অবিনশ্বর ঐর্ষিপতাকা মহারত্ন বেন্দ।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

মহারথি [স] বিগরথি। 'বিশ্ব বীর যোগা।' 'মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মৎসকর্ষ করিতেছেন।' দর্পদ, ১৮২৬।

মহারথী [স] বি বীর যোগা। 'দণ্ডের মহারথী - তপন-তনয় -।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহারথ (মহারথ) [স] বি ভয়ানক যুদ্ধ। 'ঠাঞি ঠাঞি মহারথ করিল হুয়জন।' মালশাল, ১৮৫০।

মহারথ [স] বি প্রচল লব। 'মহারথ সিংহারে খুলে বিশ্বপুরে - অক্ষয়ল মুখে ফেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মহারথ [স] বি সহজ আনন্দ। 'মহারথ পানে মাতলে রে তিহাশয় সএল উজ্জী।' চরী ১৬, ১২০০: 'অহি চর্ম মর্মজল তাত্তে মহারথের কল।' লালন, ১৮৯০।

মহারহস্য [স] বি অতি নিহিত তত্ত্ব। 'তার ধারাই সম্ভব মহারহস্যকে ভেদ করা।' ওয়ালা, ১৯৮৮।

মহারথ [স] বি প্রচল ক্রোধ। 'মহারথো বাত্ব কুলে অগ্নিসম তেজ।' মাইকেল, ১৮৬০।

মাইকেল, ১৮৬০।

মহারথগতো [স] বিগরথগত। 'বিশ্ব অত্যন্ত ক্লুদ।' 'মহারথগতো হইয়া কহিলেন।' দর্পদ, ১৮২১।

মহারথ [স] বি প্রধান রাজা। 'বিক্রমাদিত্য ধাররাজের বাক্য তনিয়া ... নিবেদন করিলেন, যে মহারথ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মহারথকুমার [স] বি মহারথার পুত্র। 'ত্রিশপুরা মহারথকুমারকে ১৩০৮ সালের একটি চিঠিতে লিখেছেন ...।' শিব, ১৮৫০।

মহারথ [স] ১ বি রাজার রাজা। 'তুমি মহারথ মহারথার কুমার।' বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বি বড়ো জমিদারের উপাধিবিধে। 'কলিকাতার প্রীমুদ মহারথ গোপীমোহন বাবু ...।' দর্পদ, ১৮২২। ৩ বি বিশৃঙ্খিতা; প্রত্ন। 'ওগো মহারথ বড়ো ভয়ে ভয়ে দিন শেষে এল তোমারি আলেয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মহারথবিরাজ [স] ১ বি অনেক দেশ ও বহু রাজার পরিচালক। 'মহারথবিরাজ সুখিচিরদেবের শকেরে নিবৃতি হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি স্মৃতির উপাধিবিধে। 'সোমের প্রচল প্রতাপাধিত মহারথবিরাজ প্রতীতি উপাধি ধারণ করেন।' বহুদ্র, ১৮৭৯।

মহারথী, মহারথি [স] বি মহারথী। ১ বি রাজার প্রধান রী: রাজমহিষী। '... রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, যে মহারথি ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি মহারানী। 'মহারথী বিকটোরিয়া।' বহুদ্র, ১৮৭২।

মহারথ [স] বি বিশাল সন্ধ্যাক্ত। 'এই অতিশয় মহারথ্য ভারতবর্ষ।' দর্পদ, ১৮২০।

মহারথী [স] বি মহারথী। 'মহারথী।' 'মহারথী গো।' ভারত, ১৮৬০।

মহারথীর খান্না বি সরকারি নর্দমা। 'শেষে পড়ে গেলে মহারথীর খান্না ঘেলে দেওয়া হবে।' হুতোম, ১৮৬১।

মহারথী, মহারথি [স] বি মহারথী। 'মহারথার রী।' 'তা দেখী মহারথি হাসিল কটাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯: 'সোনার পালকে মহারথী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মহারথী [স] বি বৃহৎ দেশ। 'ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড মহারথীরূপেই দেখতে এবং ভাবতে হবে।' ওয়ালা, ১৯৮০।

মহারথ [স] ১ বি প্রধান মূর্তি। 'মহারথ রূপ সৃষ্টি করিবে সহোদর।' মানিকরায়, ১৮৮১। ২ বি প্রচল। 'কত্ব মোহ-বিনাশ মহারথকৃষ্ণা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

মহারথ [স] বিগ অত্যন্ত ক্লুদ। 'সাদুসকল তুই না হইয়া মহারথপূর্বক ...।' দর্পদ, ১৮৩১।

মহারথবর্তী [স] বিগ অত্যন্ত রূপসী। 'প্রভা আভাময়ী, - মহারথবর্তী সতী।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহারথ, মহারথী [স] বিগ অত্যন্ত দামি। 'মহারথ সেখিয়া প্রভা না সরে উত্তর।' ভারত, ১৮৬০: 'এক্ষণে দুজ মহারথ হওয়াতে স্নেহপ পায় না।' রাজ, ১৮৭৪।

মহারথতা, মহারথ্যতা [স] বি দূর্বলতা। 'বাহ্যাবশ্যক শিক্ষাপ্রদত্তি এবং মাহারথতা প্রবৃত্ত পুষ্কির খাওয়ার অভাব।' অক্ষয়, ১৮৮৬: 'কিন্তু তার মাহারথতা বাহ্যেরে দাস্য না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মহারথ [স] বি মহাসাপার। 'রবির পথ অরুণ-বান কিলক-পথ ডুবায় মেঘ মাহারথ।' নজরুল, ১৯২৫।

মহার্ [স] বিণ অত্যন্ত মূল্যবান। 'সোকের সর্বদা যাতায়াত দ্বারা তাঁহার মার্হ সময়ের অক্ষয় হইত ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

মহালগন [স মহালগ্ন] বি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ। 'সেবা হয়েছিল ... মহালগনে' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

মহালয়া [স] বি (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজার ঠিক আগের অমাবস্যার তিথি। 'ভারে আলেয়ে আজ মহালয়া, যা এসেছে বর' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাশক্তি [স] ১ বি একটি ভীষণ অস্ত্র। 'স্বরি পুরবরে শুর, হানিলা সরোয়ে মহাশক্তি।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ২ বি যে শক্তিতে মহাজগৎ চলে। 'মহাশক্তি অনন্ত চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে।' *জগদীশ*, ১৮৯৫। ৩ বি প্রবল শক্তি। 'আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মহাশক্তিশালী [স] বি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কারু হইয়া যায়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মহাশঙ্কা [স] বি আতঙ্ক। 'পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং বিকিরণের মহাশঙ্কা প্রাণাতিক ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছিল।' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাশঙ্ক [স] ১ বি মড়ার মাথার বুলি। 'শঙ্খ বাদ্য যেথা ঝাটে তথা মহাশঙ্ক ফাটে।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ বি প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। 'আমি চক্রে ও মহাশঙ্ক।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশঙ্ক [স] বি পরম শত্রু। 'বাজা একেধর, সমকক্ষ তার মহাশঙ্ক, চিরবিষ, স্থান দুর্ভিত্তার' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'বাগ-মা সেদিন বেগনা হইবে মহাশঙ্কের চেয়ে।' *জগদীশ*, ১৯৩৩।

মহাশব্দ [স] বি বিকট আওয়াজ। 'হেন কালে আচণ্ডিতে মহাশব্দ করি' *সুলতান*, ১৭০০।

মহাশহর [স মহা+শহর] বি মহানগর; বড়ো নগর। 'সমুদ্র তীরস্থ পুরীন্দর নামে মহাশহর' *দর্পণ*, ১৮১৯।

মহাশক্তি [স] ১ বি প্রশক্তি। 'বিষাদের মহাশক্তি, ক্রান্ত ভূতলেশে ভালে করিছে একান্তে সাত্ত্বনা পরশ' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫; 'ধানময় মহাশক্তি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ বি অনন্ত শক্তি। 'মহাশক্তি মহাক্ষেম মহাপুণ্য মহাপ্রেম' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

মহাশক্তি [স] বি মহাদণ্ড; কঠোর সাজ। 'অপরাধের মহাশক্তি হইতে তোমার রক্ষা নাই।' *নজরুল*, ১৯২২; 'মহাশক্তির ভীষণতা আছে কি তোমার চক্ষে ... পড়ে নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশিক্ষা [স] বি মহৎ শিক্ষা। 'তরুণের বুকো এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাশিল্পী [স] ১ বি সুচিকিৎসা। 'পৃথিবীতে এমন অনেকে আছে এবং গেছে যাদের নাম জানিনে, মহাশিল্পীর শিল্পে চিরকালের জন্যে তারা কিছু রূপ লাগিয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'এতই সহজে মহাশিল্পীর আপনায় এত ক্ষতি কেমন করিয়া সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ২ বি বড়ো মাপের শিল্পী। 'লেওনার্দোকে যদি ইতালীয় রেনেসাঁসের মহাশিল্পী বলা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথকে ...' *শিব*, ১৯৫৬।

মহাশিল্প [স] ১ বি চিরকালের সন্মান্যনীয় প্রতীকী শিল্প। 'জনা লভিছে মহামানবের মহাশিল্প তিলে তিলে।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ বি সুরল শিল্প। 'সেই যেখানে মহাশিল্পের আদিম খেলাঘর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মহাশিষ্ট [স] বিণ অভিশয় বিহীন। 'ধার্মিক ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞাতাপন্ন।' *জ্ঞানাবেষণ*, ১৮৩২।

মহাশূন্য [স] বি মহাকাশ। 'দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য, মহাশূন্য-পরি/চতুর্ধ করিছেন ধাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মহাশূন্যতা [স] ১ বি মহৎ উদ্যোগের অভাব। 'ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রবেশের অনতিপূর্বে খৃষ্টশতাব্দীর আশ্বকালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা দেখা দেয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ২ বি অসীম জনহীনতা; ভাষহীন নির্জনতা। 'গায়ের ভরাবকে শুধু একটা বাঁ বাঁ মহাশূন্যতা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মহাসূন্য [স মহাশূন্য] বি মহাশূন্য। 'মহাসূন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন।' *স্বামী*, ১৭১০।

মহাশোক [স] বি গভীর দুঃখ। 'মহাশোকে চক্ৰবাকী অবাক হইয়া, আইলো তরুর কোলে ভাসি নেত্রীয়ারে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

মহাশোল [স মহা+শোল] বি একপ্রকার সুবৃন্দ মাছ। 'মনে হয় ঘাই মারে মহাশোল।' *বৃক্ক*, ১৯৭১।

মহাশর্ত [স] বিণ অতি আকর্ষণজনক। 'সুচিত্রও সেইরূপ প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশর্ত' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'জগতের সকলের চেয়ে মহাশর্ত বার্তা বহন করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মহাশ্বর [স মহা+আ শ্বর] বি শেষ বিচারের দিন। 'ফের দেখা হবে রাজ মহাশ্বর' *গরীব*, ১৭৫৫।

মহাশ্বাস [স] বি দীর্ঘশ্বাস। 'এত বলি নারীপন ছাড়ে মহাশ্বাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাশ্বাস [স] বিণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তিথিতে আর তিথির বাইরে তাই হৃদয়ে যোষ্যালিঙ্গির শমন সৌহার্য' *শঙ্ক*, ১৯৫৫।

মহাশ্বাসান [স] ১ বি বিশাল মৃত্যুপুরী। 'মহাশ্বাসান কাব্য।' *কায়কোবাদ*, ১৯০৪; 'নবনীনের গাছিয়া ঘাণ সজীব করিব মহাশ্বাসান, আমরা দানব নতুন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।' *নজরুল*, ১৯২৭। ২ বি লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত বিশাল স্থান। 'আজ রাত্রে মহাশ্বাসানে ঘাওয়া।' *শব্দ*, ১৯১৭; 'চাঙ্গিখারের মহাশ্বাসানের উপর দূসর ছায়া ফেলিয়া ...' *বিভূতি*, ১৯৩১।

মহাষ্টমী [স] বি হিন্দুদের দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথি। 'সে মহাষ্টমী কখন আসবে দিলি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মহাসংক্ষেপ [স] বি মহাগমন। 'আজ মহাসংক্ষেপের দিন।' *জগদীশ*, ১৮৪৪।

মহাসংক্রামক [স] বিণ অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এমন। 'এই মহাসংক্রামক ব্যাধি হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করুন।' *প্রচারক*, ১৯০৭।

মহাসংগীত [স] বি উচ্চমানের সংগীত। 'বিশুদ্ধ শ্রবণমতি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মহাসড় [স] বিণ অত্যন্ত শক্তিশালী। 'মহাসড় বক বির বিদিত সংসারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসঙ্গম [স] বি মহামিলন। 'পশ্চিমে পূবে আজি একাকার/মহাসঙ্গমে শব্দ প্রোতোধার।' *ম্যানেল*, ১৯৪৯।

মহাসতী [স] বিণ স্ত্রী পরম সাধ্বী। 'অত্বেত-পৃথিবী মহাসতী পতিব্রতা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

মহাসত্য [স] বি চিরসত্য। 'ভারতবর্ষে যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনে ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭; 'মহাত্মা গান্ধীকী পরিয়াজেন এই মহাসত্যকে।' *নজরুল*,

১৯২২; 'এ মহাসত্য দুনিয়ার মুসলমানের মনে ভ্রাস্মাছাদিত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।' *আজাদ*, ১৯৪০।

মহাসন [স] ১ বি উচ্চ আসন। 'মিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯; 'পগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। ২ বি উদার আসন। 'তোমার মহাসন আলোকে-ঢাকা সে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মহাসঙ্কট [স] *বিশ* অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। 'এক খণ্ড জ্বালামি কাঠে পাইলসেই মহাসঙ্কট।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মহাসন্ধিক্ষণ [স] *বি* খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল। 'মুহলমানের জীবন আজ মহাসন্ধিক্ষণে উপস্থিত।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

মহাসন্য [মহাসেন্য] *বি* অভিশয় বিক্রমশালী সৈন্য। 'অবোধিয়া জরাসন্দ মহাসন্য লইল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসভা [স] ১ বি আইনসভা; পার্লামেন্ট। 'ইংরেজীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অভিশয় উপকার।' *দর্পণ*, ১৮১৯। ২ বি বিশাল সমাবেশ। 'অভিনব বিদ্যাগার স্থাপনার্থে এক মহা সভা করিয়াছিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

মহাসভাপঞ্জী [স] *বিশ* হিন্দু মহাসভা নামক রাজনৈতিক দলের অনুসারী। 'মহাসভাপঞ্জী মুখাজী সাবেবদের।' *সত্যপাত*, ১৯৪৬।

মহাসম্মত [স] *বি* মহাবিশ্ব। 'মৃত্যু যদি শূন্য হত, যদি হত মহাসম্মতের রূঢ় প্রতিবাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মহাসমন [স] *বি* মহামুখ। 'বিশত ইউরোপীয় মহাসমনকালে ... মুখ্যমান শক্তিপুঞ্জের মহোপকার সংশোধন করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মহাসমনস্যা [স] *বি* বৃহৎ সংকট। 'দুটো মহাসমনস্যর ঘিরিয়া দুটো দিনেই করতুম।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মহাসমাদৃত [স] *বিশ* অভিশয় আদৃত। 'এতদূরপর্যন্ত এ কাগজ মহাসমাদৃত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

মহাসমারোহ [স] ১ বি আড়ম্বর; ব্যাপক আয়োজন। 'তখন তিনি ... মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বি ঘনঘটা। 'সেই বর্ষার দিনে প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া ... তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং রাজ্য-বাদা লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সন্মান করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মহাসমিতি [স] *বি* বড়ো সমবায়। 'একটি জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা প্রধানতম উপায়।' *হাফেজ*, ১৮৯৭।

মহাসমুদ্র [স] *বি* মহাসাগর। 'সচরাচর শীতপ্রধান উত্তর মহাসমুদ্রে বাস করিয়া থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২।

মহাসমুদ্র [স] *বিশ* জীকজ্ঞমকপূর্ণ। 'মহাসমুদ্র শ্রদ্ধা বিবাহাদিতে অনেক বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

মহাসম্ভ্রম [স] *বি* অত্যন্ত শ্রদ্ধা। 'মহারাজের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মহাসম্মেলন [স] *বি* বৃহত্তর সমাবেশ। 'মক্কাতে মহিলা মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৬৩।

মহাসর্প [স] *বি* অত্যন্ত বড়ো সাপ। 'আচম্বিতে মহাসর্প সেই বৃন্দাবনে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসাগর [স] *বি* সাগরের চেয়ে বড়ো জলভাগ; সমুদ্র। 'অতি বৃহৎ জলখণ্ডকে মহাসাগর কথা যায়।' *অক্ষয়*, ১৮৪১।

মহাসাগরপ্রোত [স] *বি* মহাসমুদ্রের প্রোত। 'আজকে মহা-সাগরপ্রোতে' চলছে দূর পারের পথে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মহাসান্তিক [স] *বিশ* শ্রেষ্ঠ সাধু। 'মহাসান্তিক পরম ধার্মিক তুমি কে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮২২।

মহাসাধ [স] *বি* প্রবল ইচ্ছা। 'সুপুরুষ হইতে মহাসাধ।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মহাসাধক [স] *বি* মহান তপস্বী। 'অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড় বিতন্ড, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়, সেখানেই মহাসাধক বলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

মহাসাম্রাজ্য [স] *বি* বৃহৎ রাজ্য। 'অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ...।' *জগদীশ*, ১৯১৭।

মহাসাহসিক [স] *বিশ* অত্যন্ত সাহসী। 'এই সকল মহাসাহসিক হিন্দু বণিকেরা ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মহাসাহসী [স] *বিশ* অত্যন্ত নির্ভীক। 'সে সহস্র মন্তহস্তীর তুল বলবান ও ... মহাসাহসী।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মহাসিধী [স] *মহাসিধি* *বি* অসিমা, লঘিমা, প্রাধি, প্রাকাম্য, মহিমা ইশিত, বশিত, কামাবশায়িত - এই আট ধরনের সিধি। 'কাহায়ে মিলিল আজি ঐ মহাসিধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মহাসিক্ত [স] *বি* মহাসাগর। 'যে দুর্গম মহাসিক্ত গর্ভে অবনী; অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন রহিয়াছে ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'ওই মহাসিক্তের ওপর হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।' *হিঙ্গুল*, ১৯১১; 'এ মহা-সিক্তের পার হতে ঘন বন-ভেরী শোনা যায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

মহাসুখ [স] *বি* খুব আরাম। 'বৃন্দারি ছায়াতে লোকেরদিয়ে যানবাহনাদি দ্বারা এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক।' *দর্পণ*, ১৮২৩।

মহাসুন্দর [স] *বি* অত্যন্ত সুন্দর। 'মহাসুন্দর একটি নিমেষে ফুটেও কানলশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মহাসুর [স] *বি* মহৎ বীরপুরুষ। 'রাজার আসনে তৃনাবর্ষ মহাসুরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মহাসুহ [মহাসুখ] *বি* পরম সুখ। 'অলক লখ চিত্তা মহাসুহে।' *চর্য* ৩৪, ১২০০; 'হাটতে মিলিল মহাসুহ সুখ।' *চর্য* ৮ ১২০০।

মহাসুহলীল [মহাসুখলীল] *বি* মহাসুখলীল। 'অপইঠান মহাসুহ লীলে দুলখ পরম নিবাসে।' *চর্য* ৩৪, ১২০০।

মহাসৃষ্টি [স] ১ *বি* মহান সৃষ্টি। 'তিনি বললেন, কেবল সকলে মিলে সৃতো কাটো ... এই ডাক কি নবমুহুরে মহাসৃষ্টির ডাক।' *রবীন্দ্র* ১৯২১। ২ *বি* মহাবিশ্ব। 'সত্যতার অন্ধকারে। মহাসৃষ্টি, তুমি উদাসীন।' *অগ্নি*, ১৯৩৯।

মহাসৌভাগ্য [স] *বি* শুভ ভাগ্য। 'আমাদের মহাসৌভাগ্য এই যে।' *প্রথম*, ১৯০৫।

মহাত্ত্ব [স] *বিশ* অতিমাত্রায় হতভম্ব। 'দাঙ্গাইয়া নিরীক্ষণে হৈছে মহাত্ত্ব।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মহাত্ত্ব [স] ১ *বি* মোক্ষম অস্ত্র। 'উপনিষদে যে মহাত্ত্ব ধনুর কথ আছে সেই ধনু গ্রহণ করিয়া ... উপাসনার দ্বারা শাপিত শব সন্ধান করিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ *বি* ভয়ানক অস্ত্র। 'খোজা হল তাপকে মহাত্ত্ব।' *অবন*, ১৯২৫।

মহাহির [স] বিণ অতিশয় দৃঢ়। 'ততবান কাটে সাধু রনে মহাহির।' মালাধর, ১৫০০।

মহাহব [স] বি মহামুদ্র। 'সম্ভ্রাম-সাপ অবশা মিটার মহাহবে আমি তব।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহাহর্ষ [স] বি অতি আনন্দ। 'সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ।' দর্পণ, ১৮২৩।

মহাহর্ষযুক্ত [স] বিণ অত্যন্ত আনন্দিত। 'সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থ গ্রহণ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

মহাহিত [স] বি পরম কল্যাণ। 'এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহাহিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহাহট [স] বিণ অত্যন্ত আনন্দিত। 'নানা ব্যাপারেতে আমরা মহাহট আছি।' দর্পণ, ১৮৩৫।

মহাহটমতি [স] বিণ মহা আনন্দিত। 'ক্রমিতে লাগিলা যম মহাহটমতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহৈর্ষ্যময় [স] বিণ অত্যন্ত ঐর্ষ্যশালী। 'চিত্রকাল মহৈর্ষ্যময় যুগে নারীক বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক অবক্ষয়ের উদাহরণ আমরা দেখেছি।' শিব, ১৯৫৬।

মহোচ্চ [স] ১ বিণ অতি উচ্চ। 'মহোচ্চ এক রাজ্য করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বিণ অতি উন্নত। 'আমরা সকলেই এক মহোচ্চ লক্ষ্য সাধন জন্য একত্র হইয়াছি।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

মহোচ্ছব [স] মহোৎসব। 'মহোৎসব।' মঙ্গল বাজনা বাজে মহা মহোচ্ছব।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মহোচ্ছল [স] বিণ অতি আলোড়িত। 'মাতৃমন্দির-পূণ্য-অঙ্গন কর মহোচ্ছল আজ হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

মহোৎকর্ষ [স] বি চরম উন্নতি। 'এই মহোৎকর্ষ আদ্যে লেগুনোকে মিলকোলেগো, রাকোলে, ডিশিয়ান প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।' শিব, ১৯৫৬।

মহোত্তম [স] বিণ সর্বশ্রেষ্ঠ। 'শ্রীদামধরপতিত শাখাতে মহোত্তম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহোৎপাত [স] বি মহা উপদ্রব। 'মহোৎপাত করিয়া বহু লোককে কাতর করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

মহোৎসব [স] ১ বি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'কাত্যায়নী মহোৎসব।' মালাধর, ১৫০০; 'নিত্যানন্দ-আজার চিত্র-মহোৎসব কৈলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব। 'ধররাজ ... রাজপথে নানাপ্রকার রচনা করাইয়া নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসবে নিপাড়ায়ে ... উপস্থিত হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি মহাসম্মিলন। 'জ্ঞাপবে জ্যোতির মহোৎসবে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মহোৎসবী [স] বিণ মহোৎসব-মুগ্ধ। 'সম্মল করো হে প্রভু আজি সন্ধ্যা, এ রজনী হোক মহোৎসবী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

মহোৎসাহী [স] বিণ মহা উৎসাহী। 'মহোৎসাহী সুদক্ষ শিল্পকারেরা ... কর্তৃ সাধনে বাস্তব।' অক্ষর, ১৮৮৮।

মহোদধি [স] বি মহাসাগর। 'সেবাসুত্রে মহোদধি মখিল তোন্ধারে।' বভু, ১৪৫০।

মহোদয় [স] বি মহাশয়। 'শ্রীমত কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ... মহোদয়দ্বারা প্রচারিত পাঠশালার নিয়মতঃ।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মহোদ্যেপ [স] বি বি খুব দৃষ্টিভা। 'ভাবক দত্তরথানাতে মহোদ্যেপ জলিল।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মহোদ্যম [স] বি বিশাল প্রায়। 'সাজানো-গোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহোদ্যোগ [স] ১ বি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। 'যাহারা জন্মকালাবধি বোবা ও বধির তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণার্থে ইষ্টপ্রদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি মহৎ প্রয়াস। 'বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদ্যোগেতে এতদ্বৈদীশ্য লোকের যে উপকার হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

মহোদ্যোগী [স] বিণ অত্যন্ত যত্নশীল। 'ব্রীটান ধর্ম্যে প্রবৃতি দিতে মহোদ্যোগী হইয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৪৪।

মহোদ্যতি [স] বি খুব উন্নতি। ওয়া, ১৭৮২; 'এই দেশের মহোদ্যতির ঐ উপায় হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

মহোৎপাত [স] ১ বি অতিশয় উপকার। 'রোগমুক্ত লোকেরদের মহোৎপাত হয়।' দর্পণ, ১৮৮১। ২ বি বড়ো রক্তের সহায়তা। 'ঐ জাহাজের দ্বারা বর্ষার যুদ্ধে মহোৎপাত হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

মহোৎপাতক [স] বিণ অত্যন্ত উপকারী। 'এতদ্বৈদীশ্য সর্বসাধারণ ব্যবসায়ি ব্যক্তিদের মহোৎপাতক হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৯।

মহোৎপাতী [স] বি মহা উপকারকারী। 'তুমি আমারদের মহোৎপাতী।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

মহোৎপাত্ত [স] বি মহা উপকার। 'ঐ যন্ত্রের দ্বারা যে অশ্বাদির মহোৎপাত্ত হইতেছে।' পৃষ্ঠচন্দ্র, ১৮৩৬।

মহোৎপাত্ত [স] বি বৃহৎ সাগ; অজগর। 'পালাইলা পানী দেবি পাশে ত্রিযাগ, মন্ত্রবলে মহোৎপাত্ত যেন।' মাইকেল, ১৮৬০; 'বীর-বীর্যে পূর্ণ সাগে, কালকূটে যথা মহোৎপাত্ত।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহোৎপাত্ত [স] বি অতিশয় আনন্দ। 'আমার ভাবি সত্যদৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া মহোৎপাত্ত সে পরিত্রাণ দ্বারা করিয়াছে।' উৎসব, ১৮৫৭।

মহোৎপাত্ত [স] বি অব্যর্থ ঐশ্বর্য। 'সে হুলে রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে হুলে মৃত্যুই মহোৎপাত্ত।' অক্ষর, ১৮৫০।

মহোৎপাত্ত [স] বি মহোৎপাত্ত রাখার স্থান। 'এ নগরে নারে প্রবেশিত, যথা বিধাত ভুজগ মহোৎপাত্তারে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মহোৎপাত্ত [স] বি উত্তম ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। 'মৃতসঞ্জীবনী আদি আন দিয়া মহোৎপাত্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহী [স] বিণ বিদ্যা। 'মহীঘোর [স] মহা+স ঘোর। বিণ জীবণ ধারণ। 'মহীঘোর কলিকাতা নিচ হই মহীপাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীজন [স] মহা+স জন। বি পণ্ডিত ব্যক্তি। 'জ্ঞত দেখ মহীজন সভাকার প্রয়োজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীজনা [স] মহা+স জ্যোতিষী। বি বড়ো জ্যোতিষী। 'কম্যা গিয়ে সত্যভাষা ঘর জায় মহীজনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীজসি [স] মহাজ্যোতিষী। বি বড়োমাপের জ্যোতিষী। 'হাটমাঝে পরবেশি আসি হরি মহীজসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীমাত্রা [স] মহামাত্রা। বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'বিশ্বকর্মে মহীমাত্রা কৈল ক্ষুদ্রণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীসায় [স] মহাশয়। 'উচিত কহিল আমি গুন মহীসায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহান [স] ১ বিণ খুব বড়ো। 'জ্যার্মান দেশীয় মহান বিধান শ্রীমুখ লাসেন সাহেব স্থাপিত করিয়াছেন যে ...' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বিণ উৎকৃষ্ট। 'নিজাম মহাবেশ দেখিছেন মহান শবন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিণ

বিরাট। 'মহান লশাটে তার অমৃত তড়িতকুর্চি'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মহানন্দো [স] বিণ মৎস তেজসালম্পন্ন। 'মহানন্দো নেতার দলে
তোল রে তরুণ তোমের নায়'। নজরুল, ১৯২৪।

মহাত্মা [স] ১ বি (হিন্দুধর্ম) সাধু। 'ভাই কহে মহাত্মের এই এক লীলা।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কৃষ্ণভক্ত। 'জগদ্বাণের সেবক যত হতেক
মহাত্ম'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহারাত্রী ১ মহা

মহারাত্রী [স] বিণ ভারতের গ্রন্থশবিশেষ। 'মহারাত্রীপেড়ে [স মহারাত্রী>]
বিণ মহারাত্রী প্রচলিত পাড়বিশিষ্ট। 'হাতিপেড়ে, মহারাত্রীপেড়ে ...
ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ডাবারী, ১৮২৮।

মহারাত্রী [স মহারাত্রী>] বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই
বলভাষা সংকৃতা এবং প্রাকৃতা, উণীটি, মহারাত্রী ... এই শাস্ত্রীয়
অতীন্দ্র ভাষা হইতে নিপাত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

মহারাত্রী [স মহারাত্রী>] বি মারাঠি। 'তনি দূষে মহারাত্রী করহে
জিন্দ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহারাত্রী [স মহারাত্রী>] বিণ ভারতের মহারাত্রী রাজ্যের নাগরিক।
'মহারাত্রীর অভিভবগণ শোকেও।' দর্পণ, ১৮৩১।

মহাল [আ] ১ বি জমিদারি। 'কার্যের সর্ব্বাধিকার ইয়ারদিগকেই করিয়া
মহালের বশোক্ত প্রযুক্ত ...।' রামদাস, ১৮৩১। ২ বি জমিদারির
অংশ। 'সকল মহালগুলি এক একবার দেওয়া আসি।' বহুব্রী,
১৮৭৮।

মহালাশ [আ মহাল>] বি মহলসমূহ। 'তানকল, ১৭৮৬।

মহাল [আ] বি যন্ত্রাঃ পাড়া। 'তত্ৰা ফেরে মহলে মহালে, ঘরে ঘরে
ভোজনো দুয়ার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মহাশয় [স] ১ বিণ উদারহৃদয়। 'কাকু করি বোসে যে মুকুন্দ মহাশয়।'
বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি উদারমনা ব্যক্তি। 'মহাশয় দশ সহস্র কোশ
হইতে এই ধর্ম্ম আয়ারদিগকে উপদেশ ...।' রামমোহন, ১৮২৩। ৩
বি সর্ব্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী সত্তা। 'মন যা বলে তনতে হবে - মনের
নাম যে মহাশয়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মশল [স মহাশয়] বি শঙ্করে ব্যক্তি। 'কাজ অইলে মশরে কিছু পান
ভাতি দিয়ে যাইব।' গিরিশ, ১৮৮৬।

মহাশয়, মহাসয় [স মহাশয়] বি মহাশয়। 'ভাএ চমকীত বসুদেব
মহাসয়।' মল্লানন্দ, ১৫০০। 'অত্রে শব্দে সুপার্য্য হইল মহাশয়।'।
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মহাশয় [স] বি শ্রদ্ধাভাষণ সম্বোধনবিশেষ। 'শ্রীযুত সমাচার দর্পণ
প্রকাশক মহাশয়ে'। দর্পণ, ১৮২২।

মহাসয় [স মহাশয়] বি মহাশয়। 'অনেক দীর্ঘস হইল মহাসয়ের
সেবাটির কোন সমাচার পাই নাই।' ওর্স, ১৭৭৯।

মহাসয় [স মহাশয়ে] বিক্রি বি শঙ্করে ব্যক্তিকে সম্বোধন। 'শ্রীযুত
কালিকান্দাস দাস মহাসয়ে'। শ্যালহেচ, ১৭৭২।

মহাসরসদাস [স মহাশয়সদামায়ে] বি শঙ্করে ব্যক্তিকে
সম্বোধন। 'পরম পৌত্তর্য্য শ্রীযুত রাজীবলোচন ... এবং সাদা
মহাসরসদাস'। ওর্স, ১৭৭৯।

মহাসিবি বি হিসাব বুঝিবে যা চুকিবে দেওয়া; খরচের হিসাব। ওর্স,
১৭৭২।

মহি [স যথী] বি পৃথিবী। 'রূপা খোই মহিবে ঠাণী।' চর্চা ৮, ১২০০।

মহিতল [স] বি তুলস; পৃথিবী। 'সকল দেবতা জন্ম কৈল মহিতলে।'
মল্লানন্দ, ১৫০০।

মহিতা [স মোহিতা] বিণ শ্রী সন্ধানিত; পুঙ্খিত। 'বিভা কৈল পতপতি
সুরলোকে ইলাশা মহিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহিনি [স মোহিনি] বিণ শ্রী মোহিত করে এমন। 'ত্রিলোকা মহিনি কৈন্যা
পরিমল বাসে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মহিম [আ] বি যুগ্ম। 'তোমার ইয়ার আইল মহিম করিয়া।' গরীব,
১৭৬৫।

মহিম্য [স] বি শ্রী মহিমা। 'প্রভুর মহিম হুলকে পারে বুদ্ধিতে।'
করজুরেসা, ১৮৭৬।

মহিমময় [স] ১ বিণ আভিজাত্যপূর্ণ। 'সমস্ত সুখের একটি মহিমময়
সুখেতে সৌন্দর্য্য দর্শকের দয়াকে বহু দূরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২
বিণ সন্ধানিত। 'মহিমময় সন্ধানী'। নজরুল, ১৯৩১। ৩ বিণ
মহিমাযুক্ত। 'ইহার চেয়ে উচ্ছলতর এবং মহিমময় নন্দ্য থাকিতে
পারে না।' মোতাওয়ার, ১৯০৭।

মহিমমরী [স] বিণ শ্রী পৌরববিশিষ্ট। 'মহিমমরী রানীর মতোই চলে
গেল।' নজরুল, ১৯২২।

মহিমরশি [স] বি মহিমাযুক্ত কিরণ। 'জীবনের উপরে একটি
মহিমরশি নিশ্চিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মহিমা [স] ১ বি মর্যাদা। 'মহিমা ছাড়া পলাএল লাজ।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০। ২ বি মাহাত্ম্য; পৌরব। 'অনেক মহিমা তোমার সুবির
সংসারে।' মল্লানন্দ, ১৫০০।

মহিমা-কখন [স] বি মাহাত্ম্যের বর্ণনা। 'হরিশাল ঠাকুরের কহিল
মহিমা-কখন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহিমাকীর্তন, মহিমাকীর্তন [স] বি গুণকীর্তন। 'উত্তেজনে
জ্ঞানস্বরূপে যাহার গুণবর্ণন ও মহিমাকীর্তন করে।' জঙ্কর, ১৮৫৫।

মহিমাপ্রদীপ [স] বিণ আভিজাত্যপূর্ণ; মহিমাযুক্ত। 'আমার আদেশই
করছেন - রাণীর মতো মহিমাপ্রদীপ কর্তে।' নজরুল, ১৯৩৮।

মহিমাপান [স] বি প্রশংসাকীর্তন। 'দেবতাদিগের অসীম মহিমাপান
সুখকর।' বহুব্রী, ১৮৭৪।

মহিমাপণ [স] ১ বি মাহাত্ম্য। 'বিশেষ মহিমাপণ বি বলিতে পারি।'
কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি মহিমা। 'বা পিতার এই মহিমা-গুণ কিছুই
পায় নাই।' শতকৃত, ১৫৫৮।

মহিমাছোটা [স] বি মহত্ত্বের কিরণ। 'আপন মহিমাছোটা কাশীরে
দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মহিমাছোটি [স] বি মহত্ত্বের আলো। 'তোমার মহিমাছোটি তব
মূর্তি হতে আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মহিমাধার [স] বিণ মাহাত্ম্যযুক্ত; মহৎ। 'অসীম মহিমাধার তুমি কে না
তোমা গুলে চরাচরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহিমাযুক্ত [স] বিণ পৌরববিশিষ্ট। 'মহিমাযুক্ত পূর্বপুরুষদের প্রতি
কর্তব্য বিদ্যুত হইয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'শিশুসুত্রিমহিয়ার সে-সকল
দেখ মহিমাযুক্ত হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মহিমাশিতা [স] বিণ শ্রী মহিমাযুক্ত। 'শ্রীরের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই,
উপবাস নাই, কেবল স্বামীকে জ্ঞান্য করিয়া তাঁহার স্বর্ণ মহিমাশিতা
হন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'এত মহিমাশিতা মাতৃশ্রী-মতিতা যে ধর্মের
নায়ী।' নজরুল, ১৯২২।

মহিমাভিষিক্ত [স] বিণ মহিমাযিত। 'যুগকে স্বীকার করেও যুগাভীত মহিমাভিষিক্ত হন কবি।' হাই, ১৯৪৯।

মহিমাময় [স] বিণ মহিমাযিত। 'তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

মহিমাময়ী [স] বিণ মহাশ্রুতপূর্ণ। 'কমলার চরনকিরণে যথা পরিয়াছে হার, সুনির্মল গগনের অনন্ত লগাত।' হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'কে এক জ্যোৎস্নাবরনী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী।' বিকৃতি, ১৯৩১।

মহিমার্ব [স] বিণ সাগরতুল্য মহত্ত্ব আছে এমন। 'মহামহিম মহিমার্ব অমনি অবহেলে গড়াগড়ি হইতে ধুমাকর্ষণপূর্বক অকাতরে বলিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'মহামহিম মহিমার্ব শ্রীল শ্রীযুক্ত কন্যারি চৌধুরী - শিরোনামাসংলিত বহু আবেদন নিত্য তাহার দরবারে পৌছিতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

মহিমাম্ব [স] বি হিন্দু দেববন্দনামূলক শ্রোত্রবিশেষ। 'ভুলেছি মহিমাম্ব, শিখেছি গাহিতে নারীর মহিমা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মহিরুহ [স] মহীরুহ বি বড়ো গাছ। 'ভকতবৎসল তুমি ভবমহিরুহ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মহিলা [স] ১ বি পত্নী। 'পঞ্চরত্ন দিল হাতে রাজার মহিলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি নারী। 'অর্থ প্রত্যাশায় নির্দোষ মহিলাদিগের উচ্ছেদ সাধন নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাক্রমে হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নষ্ট করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মহিলা-পূজা [স] বি দেবপূজা। 'আমাদের ক্ষম্যার্থে মহিলা-পূজা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মহিলা-প্রণীত [স] বিণ মহিলা-রচিত। 'মহিলা-প্রণীত গ্রন্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মহিলামহল [স] মহিলা+আ মহলা বি নারীসমাজ। 'এ সমুদ্রে মহিলামহলে থেকে রীতিমত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।' বেগম, ১৯৪৯।

মহিলাশালা [স] বি নারীদের থাকার ঘর। 'মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলাশালা আছে।' প্রমথ, ১৯২০।

মহিলাসমাজ [স] বি নারী সম্প্রদায়। 'দেশের মহিলাসমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ...।' বেগম, ১৯৬২।

মহিষ, মহীষ [স] বি গো-জাতীয় পশুবিশেষ। 'সিংহ ভালুক আর মহিষ সুন্দর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'মহীষ খান্দা, তাহার কাছে ছুরি হাতে করিয়া যায় কে?' মণোরম, ১৮৮৯।

মহিষ, মইষ, মঈষ [স] মহিষ বি মহিষ। 'জ্ঞান মেঘ মইষ বলি মিলেছে হুইয়া।' রূপরাম, ১৭৫০; 'বনে মইষ ভল্লুক শার্দূল গণ্ডাচ।' রূপরাম, ১৭৫০; 'মইস।' ওর্সী, ১৭৮২।

মহিষচর বি মহিষ চরানো। 'মহিষচরির খাজনা।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

মহিষ-চামা বিণ মহিষের চামড়ার মতো। 'হল শরীর আমার ফেটে মহিষ-চামা।' নজরুল, ১৯৩২।

মহিষমর্দিনী, মহিষমর্কিনী [স] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সিংহপুতে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী।' রূপরাম, ১৭৫০; 'জয়মণ্ডলশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিষমর্কিনী পূজা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

মহিষা [স] মহিষ+। ১ বিণ মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপদ্য তরোয়াল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ মহিষদুন্দভাজ্য। 'কিনিল মহিষা দই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহিষাসুর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মহিষরূপী অসুরবিশেষ। 'মহিষাসুর তন্ত্র নিভন্ত দারুণ দম্ভ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মহিষি [স] মহিষ+। বিণ মহিষের মতো। **মহিষি-চলন** বি মহিষের মতো চলন। 'একবারে ছাড়িয়াছি মহিষি-চলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মহিস [স] মহিষ বি গো-জাতীয় পশু। 'গজা মহিস পাড়ে পাড়এ কটাস।' মালধর, ১৫০০।

মহিসা [স] মহিষ+। বিণ মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'উড়িয়া মহিসা ঢালে সিংহের হানিল ভালো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীষি [স] মহিষ+। বিণ মহিষের চামড়া দ্বারা নির্মিত। 'সেতাই নেতাই ... পড়ে মহীষি আ ঢালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহিষি দ্র মহিষ

মহিষি [স] মহিষী, সখো ই-কার। বি মহিষী; সম্রাজ্ঞী। 'মহিষি, মার্জনা কর ধরি হে চরণ।' গিরিশ, ১৮৮৭। দ্র মহিষী

মহিষী [স] বি রাজার স্ত্রী; রানী। 'পাশব মহিষী নারী যার পাত্তিত্রতা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'কর্ণাট রাজার মহিষী এই সর্বস্ব বৃত্তান্ত তুলিয়া কহিয়াছিলেন।' গৌর, ১৮২২।

মহিষীগর [স] মহিষী+স গর বি রানীর অহংকার। 'ছাই এ কপাল! ছাই মহিষীগৌরব।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মহিষী-নিবাহ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দ্বারকায় কৃষ্ণের পত্নীমহল। 'মহিষী-নিবাহে যেহে যেহে কৈল রাস।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০।

মহী [স্ত্র] বি পৃথিবী। 'বরাহ রূপে দাস্তের আসে তোলী ধরিলো মহী।' রত্ন, ১৪৫০; 'উর্ধ্বর করিহ মহী, বহিতেছ বাণিজ্যের তরী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মহীতল [স] বি মাটি। 'মূর্ছিতা পড়িল মহীতলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীদেব [স] বি ভূস্বামী। 'মহীদেব সর্বল বন্দিনু একমনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মহীধর [স] বি পর্বত। 'যবে দেবকুলপতি রুধি মহীধর।' মাইকেল, ১৮৬১; 'মহীধর পরে পাঁচো কমলার তরু।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মহীপ [স] বি রাজা। **মহীপালনা** [স] বি রাজকন্যা। 'মহীপালনা অত্রোদে পরিপূর্ণ হইয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন।' ক্ষয়জন্মেস, ১৮৭৬।

মহীপতি [স] বি রাজা। 'সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুরূপ ভূরূহ মহীপতির নয়নগোচর হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মহীপ [স] বি ভূতল। 'কিছু কাল মূর্ছিত ছিলেন মহীপর।' রত্ন, ১৮৫৮।

মহীপাল [স] বি রাজা। 'শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহীমন্তল [স] বি পৃথিবী। 'মহীমন্তলে উজ্জলী মেঘে যেরূ বিজুলী।' বটু, ১৪৫০।

মহীমাষ [স] মহী+স মধ্য+। ত্রিণি পৃথিবীর মাঝে। 'জলধর উলটি পড়ল মহীমাষ/উয়ল চারু ধরাধরাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মহীকরু [স] ১ বি বৃহৎ বৃক্ষ। 'ঐ অমৃত মহীকরু ধরাধরমতে বিলীন হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'উপাদি অজ্ঞেভনী মহীকরু, হানে গিরিশিরে শুভে।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি মহাজাতী। 'জনা নেন শত মহীকরু, জানের প্রকাণ্ডে দেখো।' মাইকুল, ১৯৬৬।

মহীকরুবুহা [স] বি সারি সারি বৃক্ষ। 'মহীকরুবুহা যথা উজ্জ্বলে

নিশীথে।' মাইকেল, ১৮৬১।

মহীলতা [স] বি কঁচো। 'মহীলতা মহী যেন ঐমনি লোটার।' রূপায়ম, ১৭৫০; 'মহীলতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে একটি লম্বমান প্রত্যঙ্গ আছে।' জগদীশ, ১৯২৬।

মহী ^১ক্রিপণ মধ্য। 'তিনি কুবন মহী আইসন দোসর নহী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মহীসী [স] বিণ ঠী সুমহান। 'অপরিসীম বিশ্বকার্যে বাহার অচিন্ত্যজ্ঞান, মহীসী শক্তি ...।' অক্ষর, ১৮৪৯।

মহীয়ান [স] ১ বিণ সুমহান। 'কবিতাগুলিও মহীয়ান চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬; 'বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি না কেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিণ খুব সম্মানিত। 'মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মহকৃত [স মধু:] বি শিষ্ট রসে ভরা ফলবিশেষ। 'বিল্লী খালুর বনকেন্দু মহকৃত আর।' বড়ু, ১৪৫০।

মহকুমা [আ মহকমাহ] বি জেলার প্রশাসনিক অঞ্চল। 'টাসাইল মহকুমার হিন্দু ভ্রাতাগণ।' মশাররক, ১৮৮৯।

মহুয়া [স মধুক] বি এক প্রকার গাছ। 'মহুয়া বৃক্ষের ফুল ও ফল ইহারা অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৪।

মহুয়া [স মধুক] বি মহুয়া। 'জামির তুরঞ্জ শ্রাস্তা মহুয়া বাদাম।' আলোড়ল, ১৬৮০।

মহুমাবীজ বি মহুয়া ফুলের বীজ যা থেকে তেল হয়। 'মহুমাবীজ ভাঙিয়া তৈল ...।' বিভূতি, ১৯৩৮।

মহুয়া-মাতাল বিণ মহুয়া ফুলের মধু অথবা সেই মধু নিয়ে তৈরি মদ বোঝে মদ। 'মহুয়া-মাতাল গায়ের মেয়ের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৬২।

মহুরি, **মহুরী** বি সুগন্ধ মসলাবিশেষ; মৌরি। 'সাঁড়ল-মহুরির বাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মহুরী মরিচ লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা।' ভারত, ১৭৬০।

মহুরি [আ মহারিরি] বি কেরানি। 'মহুরিগিরি [আ মহারিরি+গা গিরি] বি কেরানির কাজ। 'মুনসীগিরি ও মহুরিগিরি কিংবা কেরানিগিরি ইহা কিছুই করিতে হইবেক না।' ভবানী, ১৮২৫।

মহুল [স মধুক] বি মহুয়া গাছ। 'বহুল মহুল সেআলী।' বড়ু, ১৪৫০।

মহেন্দ্র [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দেবরাজ ইন্দ্র। 'জয় বেদধর্ম বিজ্ঞ-ন্যাসির মহেন্দ্র।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মহেন্দ্রকর্ণ [স] বি শুভ সময়। 'যে তারা মহেন্দ্রকর্ণে প্রত্যাখবেলায় প্রথম তনালো মোরে নিশান্তের বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মহেশ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মহাদেব। 'মল্লিকার্জুনদীর্ঘে মাই মহেশ দেবিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মহেশজ [স] বিণ (হিন্দুপুরাণ) শিবের ঔরসজাত। 'মহেশজ মহামূর্তি মুখিবাহন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মহেশ্বর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিব। 'প্রভু কহে আমা গুণ আমি মহেশ্বর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'একবার অপরাধ ক্ষেম মহেশ্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহেশ্বর [স মহেশ্বর] বি (হিন্দুদেবতা) শিব। 'ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো দ্বিতি সহায়।' মলাধর, ১৫০০।

মহেশ্বাস [স] বিণ মহাখন্ডবর্ষ। 'পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেশ্বাস, ভূমি।' মাইকেল, ১৮৬২।

মহোদ্রাণ [স] বি কার্যব্দের রাজবিশুদ্ধ অর্থ। 'দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোদ্রাণ ও আয়মা ও লাক্ষরাজ।' ওর্স, ১৭৮২।

মহোপাধ্যায় [স] বি বিশেষ জ্ঞানী। 'তিনি আরব দেশে মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।

মহোল [আ মহল] বি শহরের অংশ বা রাভা বা পাড়া। 'মোকাম কলিকাতার হাট ঘাট সয়ের মহোল ইজারা করিয়াছিল।' ওর্স, ১৮৮২।

মহুর [স মহুরী] বি মহুর; (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মহুর ইহাতে মিঞা মহুর।' বরদর্শন, ১৮৭২।

মা [স] ক্রিবিণ না। 'সাম্রমত চড়িলে দাখিন বাম মা হোহী।' চর্যা, ১২০০।

মা [স মাতা] ১ বি গর্ভদানরী; জননী। 'ফেটলিউ গো মাএ অন্তড়ি চাই।' চর্যা ২০, ১২০০; 'বড়ায় বুইন হেন আইহনের মাএ।' বড়ু, ১৪৫০; 'মাএ নিখিল গুতা কাকে লা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দেশমাতা। 'মা আমাদের গুহ্মাহী।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৩ বি মাতৃভাষা নারী মনে করে সম্বোধন। 'কুইন মা, মা, মাগো।' চর্যা, ১৮৫৮। ৪ বি (হিন্দুপুরাণ) দেবী। 'মার কাছে কী করেছি দেখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫ বি কন্যাভাষা নারীকে সম্বোধনবিশেষ। 'মা, তোমাকে অন্তরুণবধু বলিয়া বোধ হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মাকাতালি বিণ মায়ের জন্য আকুল। 'হয়তো এই মাকাতালি "মেয়ে"।' নজরুল, ১৯২৭।

মা-কালী বি (হিন্দুপুরাণ) স্কন্দমূর্তিবারিনী দেবী। 'তোর দিগিয়া মা-কালী হয়ে গিয়েছে।' নজরুল, ১৯৩০।

মাথেকো বিণ মায়ের মৃত্যুর কারণ হয় এমন। 'গভণোয়ে জন্ম হলে সে হয় মাথেকো ছেলে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

মা-গিরি বি মায়ের স্বভাব। 'মজা লাগছে আয়েয়ার মা-গিরি দেখে।' মণীশ, ১৯৬৩।

মাসোসাই বি গুরুপত্নী। বিদ্যা, ১৮৯১।

মা ঠাকরুণ, **মাঠাকরুণ** বি ঠী গুরুজনহান্নায় হিন্দু মহিলা বিশেষ করে সম্বোধন। 'সে বড় কৌতুকের বে মা ঠাকরুণ।' উমেশ, ১৮৫৭; 'মাঠাকরুণ খবর নিতে পাঠিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মাঠাকুরানি বি মা; মাতা; মায়ের মতো নারী। ওর্স, ১৭৮২।

মাঠাকুরণ বি মাতা। 'মাঠাকুরণ পরামা করি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মা-নেওটা বিণ মায়ের অন্তরুণ। 'আজিজ আমার জনম-পাপলা মা-নেওটা ছেলে।' নজরুল, ১৯২৪।

মা ভাষা বি মায়ের ভাষা; মাতৃভাষা। 'বাংলা ভাষাতে আমারদের মা ভাষা।' স্তান্যোবর্ষণ, ১৮৩৪।

মা-মরা, **মা-মড়া** বিণ মা মরে গেছে এমন। 'বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'অমন মা থাকতে তুই গো, থাকবে কি মা-মড়া।' অগ্নিহী, ১৯২০; 'মা-মরা কচি বাজাটাকে যেখানে যেখানে দেখে ...।' বিভূতি, ১৯৩১।

মায়ে-খোনো বিণ মা ভাঙিয়ে দিয়েছে এমন। 'বাপে-ভাঙানো মায়ে-খোনো গরীব বালক।' বিভূতি, ১৯৩৮।

মায়ে পোয়ে ক্রিবিণ মাতা-পুত্র। 'মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মায়ের পেটের ভাই বি সম্বোধন ভাই। 'বুঝলি না হায় নাড়ি-ছেঁড়া

মা-হারা

মারের পেটের ভাঙের টান।' নকরুল, ১৯২৪।

মা-হারা *বিশ্ব* মা নেই এমন। 'মা-হারা শাবক, ছানো না সে আপন মারেরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেসেমেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মা'ত্র ম্র মা'ত্র

মা'ত্র [স মাত্রা] বি মা। 'তার মা'ত্র নন্দন আকার।' বড়ু, ১৪৫০।

মা'ত্রা [স মাত্রা] বি মাত্রা। 'পুন অত্র আসাদিলি আসান মা'ত্রা'। মাল্যধর, ১৫০০।

মা'ত্র [স মাত্রা] বি মাত্রা। 'মা'ত্র মাত্রি' কল্প ভইত কবালী।' চর্চা ১১, ১২০০; 'ভরিতা ভবজলবি জিম করি মা'ত্র সুইনা।' চর্চা ১৩, ১২০০।

মা'ত্রাজাল [স মাত্রাজাল] বি মাত্রাজাল। 'বাহ্য কণ্ঠ কহিলি মাত্রাজাল।' চর্চা ১৩, ১২০০।

মা'ত্রাধর বি মাত্রার আধার। 'কি লাগিয়া আন্ধারে ডাকিলা মা'ত্রাধর।' রামাই, ১৭১০।

মা'ত্রামোহা [স মাত্রামোহা] বি মাত্রা ও মোহ। 'মা'ত্রামোহা সমুদ্র রে অস্ত্র ন বুঝি বাধা।' চর্চা ১৫, ১২০০।

মা'ত্রাহরিনী [স মাত্রাহরিনী] বি মাত্রাহরিনী। 'মা'ত্রাজাল পরসিউ রে বাবেলি মা'ত্রাহরিনী।' চর্চা ২৩, ১২০০।

মা'ত্রাহরিত্তি [আ মাত্রাহরিত্তি] *বিশ্ব* (ইসলাম ধর্ম) আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কিত। 'পুঙ্খিবে মাত্রাহরিত্তি ধর।' নকরুল, ১৯৩৯।

মা'ত্রি [স মাত্রা] বি মা। 'চাহিলে ব্রূতী মা'ত্রি।' বড়ু, ১৪৫০।

মা'ত্রি [স মাত্রা] ১ বি চুকক; জ্বনের বেটা। *মাল্যেণ*, ১৭৪৩। ২ বি জ্বন। *মাল্যেণ*, ১৭৪৩। ৩ বি জ্বনের দুধ; তন্য। 'শিতকে জ্বন মা মা'ত্রি দিচ্ছে।' জীবন, ১৯৩২।

মা'ত্রি [সি মে] বি খ্রিস্টীয় পবিত্রকার পঞ্চম মাস। 'মা'ত্র মা'ত্র ১৭৫৬ সালে গোপাল হালদার আমাকে কহিলেন।' মেরু, ১৭৫৭।

মা'ত্রি [স ময়ন] বি মণ্ডিতকর। 'কুলীরা ব'র্তে হস্তে চকাকারে দাঁড়াইয়া ভালে ভালে নীল পতা জল মা'ত্রি করিতেছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

মা'ত্রি [স মাত্রা] বি মেয়ে। 'ধনে জন্মে মজাইলা গালালের মা'ত্রি।' মাল্যধর, ১৫০০।

মা'ত্রিকা [সি] বি বৈদ্যুতিক কাজে লাগে এমন ধাতব পদার্থবিশেষ; অত্র। 'কাকার তোর অত বড় মাইকার কারবার।' মানিক, ১৯৩৬।

মাইকেলী, মাইকেলি [সি মাইকেল] ১ বি *বিশ্ব* মাইকেল মধুসূদন দত্ত জ্ঞাতবি। 'এরা মাইকেলি ছপ আওড়ান।' নকরুল, ১৯২৭। ২ বি *বিশ্ব* মাইকেল মধুসূদন দত্তের পণ্ডিত মতো। 'তৃতীয় লাইন মাইকেলী।' মুক্তভা, ১৯৫২।

মাইকেলী-মুণ্ড বি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সময়। 'এই মাইকেলী-মুণ্ডে মুসলমান কাব্যরচয়িতাদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।' সগত্য, ১৯২৬।

মাইক্রোস্কোপ [সি] বি মাইক; ধনি বাড়ার এমন বস্তুবিশেষ। 'উবাসোকে মাইক্রোস্কোপের মতো রাখে।' জীবন, ১৯৩০।

মাইক্রোস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ [সি] বি অপর মতো খুব ক্ষুদ্র ক্রিনিস লেবার বস্তু; অদৃশ্যীয় বস্তু। 'অতিক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপ।' দর্পণ, ১৮৩৭; 'লেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

মাইজ্জাতারী বি চট্টগ্রামের মাইজ্জাতারকেন্দ্রিক মুসলমান সুকী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজ্জাতারী, সুরেশ্বরী, হালিম চান ... চলতলি।' হেদায়েত, ১৯৩৬।

মাইট [স মূর্তিকা] বি বড়ো কলসি। *মাল্যেণ*, ১৭৪৩।

মাইতি বি হিন্দু বশেনাম-বিশেষ। 'পোনসো মাইতির মেয়ে।' অমৃত, ১৯০০; 'অকিসের মাইতি-দে-গড়াগড়ি-ওইবাবুদের মত।' জীবন, ১৯৪৮।

মাইন [সি] বি জাহাজবিধ্বংসী বোমা। 'আমি তীম ডামনাম মাইন।' নকরুল, ১৯২২।

মাইনর [সি] ১ *বিশ্ব* পোশ। 'সঙ্গীতপ্রাণীর মেজর ও মাইনর দুইটি মাত্র শাখা।' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭২। ২ *বিশ্ব* নিম্ন-মাধ্যমিক। 'মাইনর এবং এনট্রাল কুল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মাইনরিটি [সি] বি সংখ্যালঘু। 'তারা মাইনরিটির কাছে আপত্তিকর।' আজাদ, ১৯৩৯।

মাইনা [সি মইনা] বি বেতন। *বিস্ময়*, ১৮৯১; 'চাকরীরদেব যতটা মাইনা বাড়িয়াছে ততটা প্রবাসীরা বৃদ্ধির তুলনার অতি সামান্য।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মাইনাপুর [সি মইনা+স পুর] বি বেতনাদি। 'মাইনাপুর যোগাইবার লাহস-মাইরি তার।' শওকত, ১৯৫৮।

মাইনে বি বেতন। 'তবু শিবের মাইনে জরি।' রামধন্য, ১৭৮০।

মাইনে-করা *বিশ্ব* বেতনে নিমুক্ত। 'মাইনে-করা যে নিমু মাকরা গিলি পাশের ঘরে বসে ... ফরমাশ খাটতে সে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মাইনে-খাওরা *বিশ্ব* বেতনভোগী। 'মোহা সাহেবের মাইনে-খাওরা যে দুটো লোক ট্রাকটা বোকাই করছিল ...।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মাইনে-পন্ন বি বেতনাদি। 'ঠিকমত মাইনে-পন্ন পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।' অচিভ, ১৯৫০।

মাইশার [সি মাইশাদার] বি মাসিক বেতনকূট মাসিক। 'তারা যদি কুটির লালন, পোক ও মাইশার দিয়া আবাদ হয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মাইথ্য [সি মথ্য] *বিশ্ব* মথ্যমা। 'মাইথ্য আত্মলু।' মাল্যেণ, ১৭৪৩।

মাইয়া [সি মাত্কা] বি স্বীকৃতি। *মাল্যেণ*, ১৭৪৩।

মাইয়াশোলা বি স্বীকৃতি। 'আমরা মাইয়াশোলা কি করতা পরি?' শওকত, ১৯৭২।

মাইয়ালোক বি স্বীকৃতি। 'ধন দৌলত, মাইয়ালোক, যা চাও সব পাবি।' হাসান, ১৯৬৪।

মাইরিপটি বি মারা ও পিটানো। 'গিরিধর রায়ের সরকারকে মাইরিপটি করাতো ...।' চাকরকল, ১৮৭৩।

মাইরি [সি] মেরী। অর্থ (ট্রেনট) মা মেরীর নামে শপথ করতে ব্যবহৃত শব্দ। 'দিদি আমি তা ভেবে খিজাসা করিনি - মাইরি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মাইল [সি] বি দূরত্বের পরিমাপবিশেষ। ১৭৬০ গজ পরিমাপ দূরত্ব। 'পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল।' বর্ধমান, ১৮৭৫।

মাইলটাক [সি মাইল+টাক] বি মাইলখানেক দূরত্ব। 'আর মাইলটাক আছে।' বিজুতি, ১৯৩৩।

মাইল শোট [সি] বি সড়কে মাইলের দূরত্ব চিহ্নিত ফলাক; মাইল-ফলাক। 'মাইল শোট মা ফেরার পথের ওপর।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মাইল স্টোন [হি] বি মাইল-ফলক। 'উহার নাম মাইল স্টোন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাইলের পর মাইল *ক্রিবিধ* সুদীর্ঘ পথ জুড়ে। 'সেবদার পামের নিবিড় মাথা - মাইলের পর মাইল।' *জীবন*, ১৯৪২।

মাইশর, মাইসর [স] যুগশিরা। বি অগ্রহায়ণ মাস। 'মাস মধ্যে মাইশর আপনে ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০

মাইস [স] মহিষ বি মহিষ। 'হাঙ্গল মাইস মেঘ অনেক পরিল।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মাউ [স মাতৃ:] বি মা। 'রামকৃষ্ণ গেলা বাপ মাউ দেখিবারে।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাউই-মা বি ভাই বা বোনের শাতড়ি। 'তোমার মাউই-মা যখন বেঁচেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৭।

মাউগ বি স্ত্রী; মণী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাউস্টেন [হি] বি পাহাড়-পর্বত। 'আমি মাউস্টেন লঙ্ঘন করতে পারি।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

মাউত [স মহামাত্রা] বি মাতৃত। 'মাউতের হাতে লোহার ডাঙশ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

মাউর বি (সংযীত) রাগিণীবিশেষ। 'মাউর রাগ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাউলানী বি মাতুলানি; মামী। 'তোমার মাউলানী আক্ষে তল দেবরাজ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাউসী [স মাতৃবন্দা] বি মাসি। 'মামী মাউসী তার ঠায়ি নাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাএ [আ মা'আ] বিণ মায়; সমস্ত; পুরো। 'চতুর্থিমা বসুদ মাএ আমলা সমেত তোমার স্থানে ...' *মের্স*, ১৭৫৭।

মাও [স মাতৃ:] বি মা। 'আমারত মাও দেবি আমারে কুটিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

মাওরি বি নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসী। 'মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে।' *বন্ধিম*, ১৮৯২।

মাওলা [ফা] বি গুরু। 'সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।' *মর্জুকা*, ১৭৫০।

মাওয়া *দ্র* মগরা

মাংনা *ক্রিবিধ* বিনা পরসায়। 'বাবা ডাক মাংনা হয় না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাংশপেশীবহুল [স] বিণ সুগঠিত মাংশপেশীপূর্ণ। 'তার মাংশপেশীবহুল, স্তোম, বলিষ্ঠ দেহ বাঙালী বৈদেশিকের বিশ্ময় উৎপাদন ...' *ওয়ালেজ*, ১৯৪৩।

মাংশ [স মাংস] বি মাংস। 'ভাহার মাংশ খাইলেক।' *হালহেড*, ১৭৭৩।

মাংশে [স] বি প্রাণীদের হাড় ও চামড়ার মধ্যবর্তী কোমল বস্তু। 'অপণা মাংশে হরিণা বৈরী।' *চর্য* ৬, ১২০০।

মাংশওয়াল [স মাংস+হি ওয়াল] বি মাংশবিক্রেতা। 'স্কটিওয়াল, মাংশওয়াল কল্যাণওয়াল ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব "চি-চিং ফারক" আছে।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মাংশপিণ্ড [স] বি মাংশের দলা। 'সিদ্ধিয়া সিতল জল মাংশপিণ্ড কৈল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাংশপুত্তলী [স] বি মাংশের তৈরি পুতুল। 'আমি প্রাণহীনা মন্ত্রিপাঠিতা মাংশপুত্তলী।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মাংশপেশি, মাংশপেশী [স] বি হাড়ের উপরকার দেহের সঙ্কলনকারী কোমল বস্তু। 'অস্থি, মাংশপেশি, মস্তিষ্ক, নাড়ি।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'তাহারদের এক মাংশপেশী জন্মের উপর দিয়া পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মাংশপেশীহীন [স] বিণ দুর্বল। 'সে বর্ভমানের ক্ষীণকায়, মাংশপেশীহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট ... বাঙালী নারী নয়।' *ওয়ালেজ*, ১৯৪৩।

মাংশেখীতি [স] বি মাংশের প্রতি আসক্তি। 'এ শিকারের নেশা ... এ নিষ্ঠুর মাংশেখীতি নয়।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

মাংশবিরল [স] বিণ কঙ্কালসার। 'মাংশবিরল দেহের ভঙ্গিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাংশব্রণ [স] বি ফোড়া। 'মাংশব্রণ-সহ রোমনন্দ পুলকিত।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মাংশভুক [স] বিণ মাংশভোজী। 'দ্রাক্ষারস ও মাংশভুক শরীরে ঐ সকল উল্লস্রবের অভাব হইলে হানি নাই।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

মাংশভোজী [স] বিণ মাংস ভোজনকারী। 'মাংশভোজী ও উদ্ভিদভোজী জন্তুদিগের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মাংশল [স] ১ বিণ মাংশবহুল। 'এই অস্থিসকল মাংশল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ বিণ স্থূল; চওড়া। 'মাংশল পথ।' *জীবন*, ১৯৩২।

মাংশাভিলাসী [স] বিণ মাংস খাওয়ার বাসনা পোষণ করে এমন। 'আমরা যত অরণ্যবাসী মাংশাভিলাসী ব্যাভূকুলভিলক ...' *বন্ধিম*, ১৮৭৪।

মাংশাশী [স] বিণ মাংশবাদক; মাংশাহারী। 'তৃণাহারী হরিণ সমস্ত মাংশাশী পশু অপেক্ষায় দ্রুতগামী।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

মাংশাহারী [স] বিণ মাংশবাদক। 'মাংস তোর মাংশাহারী জীবের দিব এবে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মাঁগা [স মাংসপ:] *ক্রি* চাওয়া; যাচনা করা। 'মাঁগ কি চাও।' 'বিরহী স্রুতি মাঁগ দরসন দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। 'মাঁগব কি চাইবো।' 'শীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব ফেরি মাঁগব পছ তোরা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। 'মাঁগী কি চাই।' 'কর যোড় করি রতি ভিক্ষা তোকে মাঁগী।' *বড়ু*, ১৪৫০। 'মাঁগে কি যাচনা করে।' 'ভাগিনা সুরতি মাঁগে দানের ছলো।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঁটা [স গ্রহী] বিণ আঁটা। 'আমার অধর হীরাক্ষ দ্বারা মাঁটা থাকিবে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মাঁকা *ক্রি* পরিকার করা। 'মাঁকিতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাঁস [স মাংস] বি মাংস। 'হণ বিণু মাঁসে কুহুন্দ পল্লবণ পইসহিনি।' *চর্য* ২৩, ১২০০।

মাঁস [স মাংস] বি মাংস। 'মাঁস মধ্যে মাইসর আপনে ভগবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাকড় [স মর্কট] ১ বি বানর। 'বানর শরীর মাকড় বেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি মাকড়স। 'মাকড়ের সূত।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাকড়জীবী [স মর্কটজীবী] বি যারা পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। 'মাকড়জীবী ঐ যে ফেরে গড় করি তায় অনেক তক্ষণ থেকে।' *সুকুমার*, ১৯২০।

মাকড় মরে গেলে খোকড় হয় - পক্ষপাতমূলক আচরণ। অবন,

মাকড় মারলে খোকড় হয়

১৯২৭।

মাকড় মারলে খোকড় হয় — পক্ষপাতমূলক আচরণ। 'এই মাকড় মারলে খোকড় হয় নীতি'। নজরুল, ১৯২২।

মাকড়সা [স মকড়] বি সুস্থ জাল-রচনাকারী অষ্টপদী কীটবিদ্যে। ওয়া, ১৭৮৫; 'মৌমাছী ও মাকড়সার মধ্যে অতিবাদ বিবাদ হইল'। ভাষ্করী, ১৮০৩।

মাকড়সাজাল [স মকড়জাল] কিং মাকড়সার জালের মতো বুননিবিশিষ্ট। 'কেউ-বা আনল মাকড়সাজাল লাড়ি'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মাকড়সার জাল বি মাকড়সার বোনানো জাল। 'রেশপথ জাঁকা মানচিত্র দেখিলে বোধ হয় লতন বেন মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

মাকড়সা [স মকড়] বি মাকড়সা। 'মাকড়সার আসে বন্দী সে জল'। লালন, ১৮৯০।

মাকড়ের সূতা বি মাকড়সার জাল। মানোএল, ১৭৪৩।

মাকসা বি মাকড়সা। 'মাকসার জালে মাতল বাধিলে'। চণ্ডী, ১৫৫০।

মাকোষা বি মাকড়সা। 'মহল মহলে মাকোষা চুকিলে সেরুবেই টিকি-মুল'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

মাকড়ী বি বাঙালি হিন্দু বৈদ্যনাম-বিশেষ। 'হলধর মাকড়ী'। সেরদি, ১৮৪০।

মাকড়ী, মাকড়ী [স মকড়] বি কানের অলংকার। 'রক্তত মাকড়ী কর্ণে ঘন ঘন পোলে'। কেতক, ১৬৫০; 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া...'। রাজ, ১৮৭৪।

মাকন্দ [স] বি চন্দন। 'আকন্দ বদলে মাকন্দ গাব হরিলাল বদলে মাকন্দ'। মুহুদ, ১৬০০।

মাকান [আ মুকাম] বি বাড়ি। 'বড় রাজা হাতে ২/৩ শত হাত গলির ভিতর দু-মনকোলা মাকান'। মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

মাকাল [স মহাকাল] বি বাইরে থেকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু অশাস্য ফলবিশেষ। 'মাকাল ফলটি রাসাচোরা'। তাই দেখে মন হলি খোঁজা'। লালন, ১৮৯০।

মাকাললতা বি মাকাল পাছের লতা। 'ভকনো মাকাললতা'। জীবন, ১৯৩১।

মাকালী [স মহাকাল] বি (হিন্দুধর্ম) লোকসেবাবিশেষ। 'মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়'। বিজুতি, ১৯৩১।

মাকু [স] ১ বি একপ্রকার ধান ও তার চাল। 'মাকু মেটে মথিলোট শিকড়টা পরে'। ভারত, ১৭৬০। ২ বি তাঁত বোনার কাঁজে ব্যবহৃত এক প্রকার বস্ত্র, যা দিয়ে সুতো আড়ালিভাবে বোনানো হয়। 'এই হাতে সিন্দুম মাকু, ড্যা কর তো বাণু'। উমেশ, ১৮৫৭।

মাকুবাছি করা কি বোঁতা বাওয়া। 'সারাদিন এগার-এগার মাকুবাছি করে'। জালাউদ্দিন, ১৯৬৩।

মাকু মারা কি তাঁত বোনার কাজ করা। 'এই একটানা আতনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা'। মুক্তভা, ১৯৪৯; 'রামদয়াল তাঁতে বসিয়া খঁচাট মাকু মারিতেছে'। মনসুর, ১৯৫৫।

মাকুন্দ [স মকুন্দ] বি যে বয়স্ক পুরুষের শৌক্য-মার্জি ভঠেনি। 'মাকুন্দ হত যদি কুন্দ-বালা'। নজরুল, ১৯৩১।

মাকুন্দা বিপ শূক্ৰহীন। মানোএল, ১৭৪৩।

মাকুশিআ বিপ শূক্ৰহীন। বিদ্যা, ১৮৯১।

মাকুল [আ] ১ বিপ দক্ষ। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিপ বৃদ্ধিমান। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বিপ ন্যায়সম্মত। 'বড়ই মাকুল সেখ মোহাম্মদী দীন'। গরীব, ১৭৬৫। ৪ বিপ উপযুক্ত। 'এক জন মাকুল সোকে মূলনি চাকর রাখিতে হবেক'। কেরি, ১৮০২। ৫ বিপ সুন্দর। 'চান্দরে জিনিয়া তার হুরত মাকুল'। মনসুর, ১৯৪৩।

মাক্ষণ [স ব্রহ্মণ] বি মাখন। 'মাক্ষণ ও লবনি বির ও সর ছানা দোকানে'। প্রস্তুত। 'রামরাম, ১৮০১। ১ মাখন

মাকি [স মক্ষিকা] বি মাছি। 'মাকি আসের পরে পড়িতে নাহি পারে'। সুলতান, ১৭০০।

মাখন [স ব্রহ্মণ] বি দুখ থেকে প্রস্তুত রেঁহ পদার্থবিশেষ; ননি। 'বানসামা আজিকার মাখন বড় মন্দ'। কেরি, ১৮০২।

মাখনচোর বি কুম্ভ। 'ধরো ধরো ব্রীদাম, আমি তোর করে/ সঙ্গে দিশাম মাখনচোর'। ওগ, ১৮৫৮।

মাখন-রোদ বি মাখনের মতো কোমল রোদ। 'সকালের টটকা মাখন-রোদে জেগে ওঠা'। শামসুর, ১৯৭২।

মাখনি বি মাখন; ননি। ওয়া, ১৭৮৫।

মাখনি সুর বি মাখনের সর। 'পায়স মাখনি সর পাশে ধরে আনি'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮০।

মাখা [স ব্রহ্মণ] ১ বিপ মেখে রাখা। 'গার মাখা রাখা খুলা বিক্রমের কত কব কথা'। রামজঙ্গম, ১৭৮০। ২ বিপ লিঙ্গ। 'সুতি-আশা-মাখা মৃদু মুখে মুখে/ পুশকিয়া উঠে কায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মাখাজোখা বিপ মিশ্রিত; যেমনো-মোনো। 'বিষাসুত আছে রে মাখাজোখা'। লালন, ১৮৯০।

মাখামাখি ১ বি একাত্ত। 'ভক্তিতে প্রেমোতে পরস্পর মাখামাখি হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি অবিরাম মাখার কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি ঘনিষ্ঠতা। 'তাঁদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব করে আবার চলে যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মাখা, মাখানো [স ব্রহ্মণ] ১ কি মেখে রাখা। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গড়'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি প্রয়োগ করা। 'সাঁচানি খাসীর মাংসে বিষ মাখিয়াছে'। সুলতান, ১৭০০। ৩ কি লেপন করা। 'বদনে বিজুতি মেখে গরে বাঘছালা'। মালিকরাম, ১৭৮১। ৪ কি আবেশ সৃষ্টি করা। 'চোখের উপরে কে বেন শল্প মাখিরে দিয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ কি ভাতের সঙ্গে ভরকারি মিশানো। 'আনু হুঁ দিয়ে দিয়ে মাখাতে লাগল'। শামসুর, ১৯৫৭। মাখলে কি মাখালে। 'ভাত তো মাখলে একন মুখে তোলা'। গিরিন, ১৮৮৬। মাখিতে কি মাখাতে। ওগ, ১৭৮২। মাখিয়া কি মেখে। 'কাঠ কঠিন মোদক উপরে মাখিয়া গড়'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মাখিয়াছে কি প্রয়োগ করেছে। 'সাঁচানি খাসীর মাংসে বিষ মাখিয়াছে'। সুলতান, ১৭০০। মেখে কি লেপন করে। 'বদনে বিজুতি মেখে গরে বাঘছালা'। মালিকরাম, ১৭৮১।

মাখাচ্ছা কি মাখিরে ফেলা। 'হাতে মুখে মেখেচ্ছো কেভাও ঘরে'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

মাখানো [স ব্রহ্মণ] বিপ লেপন করা হয়েছে এমন। 'অদর ছিল গো কবিতা মাখানো, প্রকৃতি অছিল কবিতাময়'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'সেহে এলোখেনো বাস, নয়নে মমতা, অধরে মাখানো কোমল সরস হাস'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'পল্লব-গুঞ্জবে কালিদাসের চরিত্র কলহে মাখানো'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাগি' [স মাগি] ১ বি মন্ত্রাল। 'চালিউত স্বঘর মাগে অবস্থি'। চর্য ২৭, ১২০০। ২ বি পথ। 'বাম দাহিন দুই মাগ ন রেবই বাহ চু ছলা'। চর্য ১৪, ১২০০।

মাগি'ত্র মাগা

মাগি' [মাগি] বি পত্নী। 'আদামের দোকান পাট বন্ধ হইল, মাগ হেলেও ভকিয়ে মরল'। প্যাঙ্গি, ১৮৫৮।

মাগশেখো বিপ্ত্রী হত্যাকাহী। 'কামিনী মাগশেখো ভাতারের হাত হতে রক্তা পায়'। গীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মাগশি [স মহাধী] ১ বি চড়া দামের। 'মাগশির বাজার'। ত্ত, ১৮৫৮। ২ বিপ (ঠাট) অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে দাম বাড়িয়ে নেওয়া। 'পদ্মমুখি, মিসি মাগশি কতো তুলো যে'। গীনবন্ধু, ১৮৬০।

মাগশি দর বি বুধ বেশি মূল্য। 'মাগশি দরে বিকাকার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মাগশী ভাতা বি জিনিদের দাম বাড়ার কারণে কর্মচারীদের বেতন ছাড়াও প্রদত্ত বাড়তি অর্থ। 'ভাদ্রাদিপকে পূর্ণবারে মাগশী ভাতা দিতে হতে'। বেগম, ১৯৪৮।

মাগজিন [ই ম্যাগাজিন] বি সাময়িকপত্র। 'কালিদসকোপ মাগজিন নং ১/৫ পর্যন্ত'। দর্পণ, ১৮৩০।

মাগতিয়া [স মাগণ] বি ভিয়ার। 'মন্ত্রার মাগতিয়ার রণে এষেক কাদন'। সুলতান, ১৭০০।

মাগধ [স কিং মগধদেশীয়]। 'আর্যাক্ষেদে সূত, মগধ, বহুব্রহ্ম'। বরদর্শন, ১৮৭২।

মাগধী [স মাগধীয়] বি প্রাচীন পূর্বভারতের ভাষাশাস্ত্র। 'এই বক্তব্যের সত্যতা এবং প্রাকৃতিক উদ্ভিদী মহাবাহী'। মাগধী... এই শাস্ত্রীয় জ্ঞানস ভাষা হইতে নির্ভা হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮৬০।

মাগধী প্রাকৃত বি পূর্ব ভারতের মগধ অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা। 'বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয়েছিল পালিতে এবং জৈনধর্ম মাগধী প্রাকৃত'। প্রথম, ১৯১৭।

মাগন [স মাগণ] বি ডিক্স। বিদ্যা, ১৮৯১।

মাগনা বিগ বিগ দামে। বিদ্যা, ১৮৯১। 'মাগনা তো নয়'। বিজুতি, ১৯২৯।

মাগফেরাত, মাগফেরা [আ মাগফিরাত] বি (ইসলামমতে) সৃষ্টব্যতির আত্মার শান্তি ও পাপমোনের জন্যে প্রার্থনা। 'মাগফেরা কামনা করি তাঁর মহান আভার'। মাহেব, ১৯৪৯। 'মোনাভাত করি মরহমের মাগফেরাত'। মাহেব, ১৯৪৯।

মাগরিব [আ বি (ইসলামমতে) সৃষ্টব্যির অব্যবহিত পরে যে নামাজ পড়া হয়। 'আসরেতে আসসুলা ও বেজা মাগরিব'। জলাঙল, ১৬৬০।

মাগা' [স মাগণ] বি মন্ত্রাল। 'বাম দাহিন চাপী মিলি মিলি মাগা'। চর্য ৮, ১২০০।

মাগা' [স মাগণ] ১ ক্রি চাওয়া। 'ওতিচামশির-মাগ্গন সেবা মাগি নিল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'ভেক হানে ফুটীরে না মাগে অব্যাবহি'। জলাঙল, ১৬৬০। ২ ক্রি প্রার্থনা করা। 'পঞ্চভবে পঞ্চবার মাগ মাগী বর'। কবীন্দ্র, ১৬৬৯। মাগি ক্রি প্রার্থনা করা। 'পঞ্চভবে পঞ্চবার মাগ মাগী বর'। কবীন্দ্র, ১৬৬৯। মাগজ ক্রি ডিক্স করে। 'কানেউ চোরে নিল কাগি মাগজ'। চর্য ২, ১২০০। মাগণ ১ ক্রি কামনা করে। 'মাগপ সুরতি দান সান সেই মাগে'। বন্ধু, ১৫৭০। ২ ক্রি প্রার্থনা করে। 'রত্নদান করএ মাগপ পুর দান'। বাহরাম, ১৬৬০।

মাগণ ক্রি প্রার্থনা করি। 'সুরগতি পাএ সোদন মাগণ'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। মাগম ক্রি প্রার্থনা করবে। 'পদচুপ কমলে মাগম পরিহার'। বাহরাম, ১৬৬০। মাগি ক্রি চেয়ে নাও। 'প্রভু বোলে আচার্য মাগহ নিম্ন কর'। বৃন্দা, ১৫৮০। মাগাএ ক্রি প্রার্থনা করে। 'রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি'। বাহরাম, ১৫৫০। মাগি ১ ক্রি প্রার্থনা করি। 'এক বন্ধ মাগি দেহ প্রসন্ন হইয়া'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি ডিক্স করে। 'এমন সময় হর ডিক্স মাগি আইলা ঘর'। মুহুদ, ১৬০০। ৩ ক্রি চেয়ে। 'তুই হইয়া বোলে হর মাগি লয় বর'। কবীন্দ্র, ১৬৬৯। মাগিএ ক্রি প্রার্থনা করে। 'তে কারণে অল্পপলে মাগিএ স্বগাইতে'। বাহরাম, ১৬৫০। মাগিন ক্রি প্রার্থনা করলাম। 'তনহে কোটাল ভাই মাগিন তোমার টাই'। কৃষ্ণদাস, ১৭২০। মাগিব ক্রি প্রার্থনা করবে। 'গোবিন্দ মাগিব মনি হেনএই না জানি'। মালধর, ১৫০০। মাগিম ক্রি ডিক্স করবে। 'বগাও বিঘর সাপ মাগিম প্রসাদ'। কবীন্দ্র, ১৬৬৯। মাগিয়া ক্রি চেয়ে। 'আমার নাম করিয়া অর্ন্ত আনহ মাগিয়া'। মালধর, ১৫০০। মাগিল ক্রি চাইলো। 'মাগিল রাজারে মনি উদ্ধব পাঠাইয়া'। মালধর, ১৫০০। মাগিলা ক্রি প্রার্থনা করলো। 'সেবিহারে সেই নূর প্রভুতি মাগিলা'। সুলতান, ১৭০০। মাগিলে ক্রি চাইল। 'না মাগিলে মুক্তি পদ আমার মায়াএ'। মালধর, ১৫০০। মাগিলে ক্রি প্রার্থনা করলো। 'পিলে মুখে মাগিলে অস্ত্রার গোচর'। সুলতান, ১৭০০। মাগীতে ক্রি মাগতে। ওগা, ১৭৮২। মাগণ ১ ক্রি চায়। 'মাগুস হইয়া পরিজাত মাগে পদাধর'। মালধর, ১৫০০। ২ ক্রি চাননা করে। 'ডিক্স মাগে পঞ্চভাই নবরে নবরে'। কবীন্দ্র, ১৬৬৯। মাগেণ ক্রি প্রার্থনা করেন। 'ব্রহ্মপুত্র সাবেরে বৃহস্ম মাগেণ সহরের সাবেরে লোককে ও দরবর বসন্তা দিপকে প্রচার করিত'। কাশ্যপে, ১৭৮৭। মাগ্যা ক্রি প্রার্থনা করে। 'তারে পিত্ত বর মাগ্যা ধনপতি বদি নাগ্যা'। মুহুদ, ১৬০০। মাগ্যা নিল ক্রি চেয়ে নিলো। 'হইআ রাজার সবিনর মাগ্যা নিল পাশ্চর'। মুহুদ, ১৬০০।

মাগাজিন [ই ম্যাগাজিন] বি সাময়িক পত্রিকা। '... চত্রোপাখ্যায় বেবল মাগাজিনে একট প্রবেশ হইয়াই লিখিয়াছেন...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

মাগি, মাগী [পা মাগুগামা] ১ বি (ছুছার্থে) শ্রীলোক। 'মুদিস্যা মাগায় তলে মাগীটির পায়'। মানিকরাম, ১৭৮১: 'অভাগ্য মাগীতলা কতই কলে: এক ক্রি প্রাণে সর'। ভবানী, ১৮২৮: 'মাগীদের নাহি আর ভিন রাহি ঘুম'। ত্ত, ১৮৩৮। ২ বি লাসামরী নারী। 'একা মাগী লাগায়েছে হাট'। ত্ত, ১৮৩৮। ৩ বি বেন্যা। 'বোধ করি ও এই মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে'। হাইকেল, ১৮৬০। ৪ বি (আদরে) মেয়ে। 'আমি আদর করিমা, তোমায় মাগী বলিয়া আদর' ও সন্ধ্যা করিতাম'। বিদ্যা, ১৮৬৪। ৫ বি (ছুছার্থে) গালিবিষেণ। নারী। 'এই মাগি, তু কে লা?' মণীল, ১৯৫৭।

মাগীখোর [মাগী+খা খোর] বিন কামুক। 'শালা চামনা, মাগীখোর ছুর যে নিদেন কাল হৈকেছে'। হাসন, ১৬৭৭।

মাগীপটী [মাগী+স পটী] বি বেন্যাগায়া। 'রাষ্ট্রাটা পার হইলেই তো তোমার বানামতলীর মাগীপটী'। ইঙ্গিরাস, ১৭৭২।

মাগী বৈকুণ্ঠী [মাগী+স বৈকুণ্ঠী] বি ক্রী বৈকুণ্ঠ। 'এক মাগী বৈকুণ্ঠী আপনার কাছে আসতে চায়'। গীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মাত [পা মাগুগামা] বি ক্রী। 'কালি ওরি দুটা মাও সোশেতে রহিল'। মুহুদ, ১৬০০।

মাত কিল বি ক্রীলোকের মুণ্ডি প্রহার। 'মাত কিলে কিশায়া মারিবে তোমার মাটে'। বন্ধু, ১৪৫০।

মাত ছেলায়া বি পত্নী-পুত্র। 'মাত ছেলায়া বিকাবেক চৈতনের হাটে'।

মানিকরায়, ১৭৮১।

মাতরীড়িয়া বি (পালি) বেশ্যা মাতী। 'বেটা মাতরীড়িয়া গুটিখেণো আমাকে যাহা মুখি ভাহাই বলে ...'। মুক্তাঙ্গর, ১৮১৩।

মাতর [স মনতর] বি জিওল মাছবিশেষ। 'মাতর পাগর আড়ি বাটা বাচা কই।' ভারত, ১৭৬০।

মাছ [স বি বাল্য দশম মাসবিশেষ]। 'চকির বসর শেষে যেই মাছ মাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাছমল্ল [স বি (হিন্দুধর্ম) পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাছ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলা। 'এইবার মাছমল্ল ব্রতটি কেমন তা দেখি।' অবন, ১৯১৯।

মাছমল্ল ব্রত [স বি (হিন্দুধর্ম) পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাছ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে এমন ব্রতবিশেষ]। 'এইবার মাছমল্ল ব্রতটি কেমন তা দেখি।' অবন, ১৯১৯।

মাছমাসা [স মাছমাস]। 'মাছ মাসের।' মাছমাসা যেন মূল্য। 'মুকুন্দ, ১৬০০।

মাছ সংক্রান্তি [স বি মাছ মাসের শেষ দিন। 'এক মাছ সংক্রান্তিতে উত্তম আসন।' সুলতান, ১৭০০।

মাছীপূর্ণিমা বি মাছ মাসের পূর্ণিমা। 'সৈদিন মাছীপূর্ণিমা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মাছন [স মার্গণ] বি ভিক্ষা মায়া। 'বাড়ি বাড়ি চলল তারা মাছন হাঁকি হাঁকি।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

মাছা ক্রিবিণ বিনামূল্যে। 'মাছা দিবি অত বড় কুমড়াটা।' জঙ্গীম, ১৯৬৪।

মাছা ক্রি প্রার্থনা করা। মেটে ক্রি ভিক্ষা করে। 'কাঠাল হব মেটে খাব রাজ্যরাজ্যের আর কার্য নাই।' লালন, ১৮৯০।

মাছ [স মার্গণ] বি মাছল। 'মাছত চড়হিলে চড়দিস চাহব।' রবীন্দ্র, ১২০০।

মাছন [স মার্গণ] বি ভিক্ষা। 'তিনি মাছন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলব্ধ করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'চাঁদা, ভিক্ষা বা মাসন - জমিদারের স্বর্ণ পরিশোধার্থ টাকা সংগৃহীত হয়।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

মাছনিয়া বিণ ভিক্ষুক। মানোএল, ১৭৪৩।

মাঙ্গলিক [স] ১ বিণ (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী) সংসারের ভালো হয় এমন। 'বাতিতে টিকটিকির নাচ ... মাঙ্গলিক কর্য করাইলেন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। 'হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

মাঙ্গল্য [স] ১ বিণ (প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী) মঙ্গলসূচক। 'ভাহাতে আলিনা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে ...।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি মঙ্গলচারণের দ্রব্য। 'মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাঙ্গল্যমন্ত্র [স বি (হিন্দুধর্ম) মঙ্গলসূচক স্তোত্র। 'মাঙ্গল্যমন্ত্রপাঠ চলছিল রাজবাড়িতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাঙ্গা [স মার্গণ] ক্রি ভিক্ষা করা। মাঙ্গি ক্রি ভিক্ষা করে। 'আবুখ হাওয়ালা কাফ্রি মাঙ্গি দান।' বড়, ১৪৫০। মাঙ্গহ ক্রি প্রার্থনা করা; 'ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে।' বড়, ১৪৫০। মাঙ্গাইয়া ক্রি প্রার্থনা করে। 'এক রোজ মাণিয়া এজিঙ্গে মাঙ্গাইয়া।'

গরীব, ১৭৬৫। মাঙ্গিল ক্রি চাইলো। 'বুঝিও রাখক বাঁশী মাঙ্গিল কারে।' বড়, ১৪৫০। মাঙ্গে ক্রি প্রার্থনা করে। 'কাহ মোকে মাঙ্গে আলিসনে।' বড়, ১৪৫০। মেঙ্গে ক্রি চেয়ে। 'দেশে দেশে মেঙ্গে বাব ভিখ।' গরীব, ১৭৬৫।

মাঙ্গা [স মহাবীণ বিণ মার্ঘ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

মাচ [স মংসা] বি মাছ। 'অদ্য বাজারে ভাল মাচ নাই।' দর্পণ, ১৮২১। চ্র মাছ

মাচভাত বি মাছভাত। 'মাচভাত খেয়ে বালির পিঠি দিলে উদ্ধার হবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

মাচা [স মঞ্চ] ১ বি বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উঁচু স্থান। 'ওরে ঐ কম্বুর ডগাটা মাচার উপর তুলে দে।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি বাঁশের তৈরি শব বহনের আধার। 'মাচাটা ভায়ায় কাঁধে তুলিয়া লইল।' মালিক, ১৯৩৬।

মাচাঙ [স মঞ্চ] বি মাচা; মঞ্চ। 'মধ্যখানে মাচাঙ।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

মাচান [স মঞ্চ] ১ বি মাচা। 'অজয়া নদীর কুলে বাকিয়া মাচান।' রূপায়, ১৭৫০। ২ বি লতা জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বাঁশ-কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি উঁচু মঞ্চবিশেষ; মাঁচা। 'মরা কানানের দেশ করে তোলা মণ্ডল।' নন্দকল, ১৯২৬।

মাচেরটক [বি ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট] বি ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট। 'তাতে না কি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতে পারে।' সীনবন্ধু, ১৮৬০।

মাছ [স মংসা] বি মংস্য। 'জলে মাছ কুলে গাল মৈল তার বিধে।' বড়, ১৪৫০।

মাছওয়ালা, মাছওয়ালা [মাছ+ই ওয়ালা] বি মাছবিক্রেতা; মাছ বিক্রি করে যে। 'তপসি-মাছওয়ালা আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'বকুনি ঘেরেছে যেই মাছওয়ালা মিনসের।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মাছতরকারি বি মাছ দিয়ে রান্না করা তরকারি; মাছ তরকারি ইত্যাদির ব্যঞ্জন। 'ডালভাত, মাছতরকারি, দুগ্ধিন রকমের জাঙ্গি।' ওয়ালা, ১৯৬৪।

মাছ ধরা ক্রি জলাশয় থেকে মাছ মারা। ওর্গ, ১৭৮৫।

মাছধরা খোঁশা বি মাছ ধরার অনুকরণ করে খেলা। 'ডালকে হিপ করিয়া মিহাখি মাছধরা খোঁশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মাছশাড়ির বিণ পাতা দিয়ে মুড়ে রান্না করা মাছের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'পায়ে পায়ে চাঁদাঠি মাছশাড়ির হয়ে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

মাছভাত বি মাছভাতের মতো প্রাত্যহিক ব্যাপার। 'কুরুক্ষেত্র ওখানকার নিত্যঘটনা - একেবারে মাছভাত।' নন্দকল, ১৯৩০।

মাছমারা বিণ মাছ ধরা হয় যা দিয়ে। 'মাছমারা বঁড়শীর হিঁপ দিয়ে ... বেদম মারত পলাচরা।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

মাছহীন বিণ মাছহাড়া। 'আমি মাছহীন ভাতের খাওয়ার সামনে বসেছি।' সুদীপ, ১৯৬৬।

মাছের বেলে মাছ ভাজা - কোনো কালের লাভ থেকে সে কাজ চালানো; আর থেকেই ব্যয় করা। 'তারা বললে, এ কি মাছের ভেলে মাছ ভাজা?' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মাছরাঙা, মাছরাঙ্গা [স মংসারঙ্গ] বি মাছখেকো এক জাতীয় সুদর্শন পাখি। 'চাতক ভিখির ফিরা টেঁখকানা মাছরাঙ্গা নাবক সারস

গাসটিল। মুকুন্দ, ১৬০০; 'বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখি ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মাহি, মাহী [স মজিন] বি পতঙ্গবিশেষ। 'তাহাতে পাকিলে গোদ তেন তেন করে মাহি।' বিজয়, ১৬৫০; 'একবার এক শিশুড়িয়া আর মাহী ...।' তারিণী, ১৮০৩; 'রেতে যশা দিনে মাহি, এই তাড়রে ককেতায় আছি।' ০৪৩, ১৮৫৮।

মাহিড় [মাহি+স ড়া] বি মাহির অব; মাহির 'স্বভাব'। 'শোণ পেয়ে যায় তার মাহিড়, ভুলে যায় মাহিড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মাহিমশা [মাহি+স মশক+] বি মাহি ও মশা। 'ধুলোকাসা, মাহিমশা, এ-সকলের প্রাসুর্ভাব বড়ো নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাহি মারা ১ ক্রি কোনো কাজ না করা। 'সকলেই তো দেখি, বসিয়া বসিয়া মাহি মারিতেছেন।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিশ অস্বভাবে অনুকরণকারী। 'একদিন বোকার মতো করাছিলুম মাহি-মারা নকল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মাহিমারা কেরানি, মাহি-মারা-কেরানী বি বুদ্ধি-বিচারহীন নবজনবিস। 'পূর্বকালের মাহিমারা কেরানিদিগের মতো ...।' হরপ্রশাসন, ১৮৮১; 'মাহি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

মাহি মেরে হাত কাল করা— ছোটো ভুলে বড়ো কিছুর মাহাত্ম্য নাট করা। 'ছন্দ্র, মাহি মেরে হাত কাল করা মারা।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

মাহি বি বন্দুকের নলের উপরে থাকা নিশানা-নির্দেশক চিহ্ন। 'বন্দুক নলের মাহিটা।' বিকৃতি, ১৯৩০।

মাহিয়ার [স মধ্য+] বি মধ্যসাজীবি। মালোএল, ১৭৪৩।

মাহিয়ার বি মধ্যসাজীবি। বিদ্যা, ১৮৯১।

মাহিয়ার বি মধ্যসাজীবি নারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

মাহি বি খুলানো বাতিদান। মালোএল, ১৭৪৩।

মাহাত্যা [স মেচক] বি মেহতা; মুখমণ্ডল কালো রঙের ছোপ। 'মাহাত্যা দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড় বাছিআ পরএ মেঘভমুর কাপড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাজ [স মধ্য] ক্রিবিধ মাথে; মথে। 'সজল নয়নে রাজা গেল পুরি মাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মাজ রাস্তির বি মধ্যরাস্ত। 'মাজ রাস্তিরে মূল সন্ন্যাসী ঘটে করে জল আনলে সেই জলে লীলারতীরে ঘট হুপান হবে।' হেতাম, ১৮৬১।

মাজকুড়া বি বর্ষবিশেষ। 'মাজকুড়া হিয়ার জড়িত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাজন [স মজিন] বি ব্যাবহার ঘষা; ঘষামাজ। 'বাৎসকে রসে করে অপর মাজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাজমের বরশী বি এক রকমের মাদকপূর্ণ চৌকো করে কাটা মিঠাই। 'চরশটা, মাজমের বরশীখানা, শিখিটে আসিওতা চলতো।' হেতাম, ১৮৬১।

মাজহাব [আ] বি (ইসলামমতে) বিশেষ মত ও পথ অবলম্বনকারী সম্প্রদায়। 'হানাফী, হাযালী, শাফেয়ী ও মালেকী এই চার মাজহাবের অনুগাহন।' মোহাম্মদী, ১৯৪৫।

মাজহাবি, মাজহাবী [আ মাজহাব+] বিশ মাজহাবসংক্রান্ত। 'মাজহাবী ব্যাপারে শরিতত-বিরোধী আইন পাশ হওয়ায় ...।' জামায়াত, ১৯৩৬; 'এভাবেতে এবং মাজহাবি কাজে সম্পৃক্তভাবে মনঃপ্রাণ ...।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

মাজা [স মজিন+] ১ ক্রি ঘষা। 'মাজি ধয়ল জুনু কনার মুকুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি পরিষ্কার করা। 'ঘর কটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বি সিক্ত করা। 'শিশিরে মুখানি মাজি সখী, সোহিত বসনে সাজি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৪ ক্রি পরিমার্জন করা। 'পড়িতে দেয় নাই মেজে— প্রাণের ডামাই এর খনি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। মাজি কি মেজে; পরিষ্কার করে। 'মাজি ধয়ল জুনু কনার মুকুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মাজিতে কি মাজতে। মালোএল, ১৭৪৩। মাজিয়া ক্রি ঘষে। 'মাজিয়া বীণার তার মিলাইয়া তান ভারতের অভিমত পৌরীতগণ গান।' ভারত, ১৭৬০। মেজে ক্রি ঘষে। 'মেজে কৈল কাঁচাঢাল।' কেতকা, ১৬৫০।

মাজা-গলা বি রেওয়াজ-করা কণ্ঠ। 'মাজা-গলা টাটা সুর আল্লামে ভরপুর।' সুহৃদয়, ১৯১৮।

মাজা ঘষা ১ বিশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। 'মাজাঘষা কতকগুলি শিশল-কাঁসার বাসন।' শব্দ, ১৯১৭। ২ বিশ যত্ন-সেওয়া। 'বড়বীরের বেশে মোটাসোটা মাজা-ঘষা দেখ।' শব্দ, ১৯১৭। ৩ বি খুব ভালো করে ঘষামাজার কাজ। 'চাকরের উপরে মাজাঘষার তার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বিশ মাজিত। 'মুখের ভাবে মাজাঘষা স্তম্ভতা, শান-সেওয়া ছুরির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

মাজানো বিশ পরিমার্জন করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

মাজা-মাজা বিশ ঘষে উজ্জ্বল করা হয়েছে এমন। 'ওর বাহা ভাল, মাজা-মাজা গায়ের রং।' সুন্দর, ১৯০৭।

মেজে ঘষে, মাজিয়া ঘষিয়া ১ ক্রিবিধ গঠিয়ে; পরিশীলিতভাবে। 'তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'ব্রহ্মদীর্ঘাদি প্রত্যেকজনের বহুত্বতা ডাকিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া এমন মনুষ্য করিয়াছেন যে ...।' প্রমথ, ১৮৯০। ২ ক্রিবিধ পরিষ্কার করে। 'ভুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মাজা [স মধ্য+] বি কোমর। 'লাঠী পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া হাটতেছে।' মণ্যররক, ১৮৯০।

মাজাভাড়া বিশ দুর্বল। 'মাজাভাড়া হরণিলে ছুবি।' নজরুল, ১৯২৫।

মাজাকসা বিশ নির্মূল। 'চারিখানে তেরটি হয় আট রতিতে মান্য। দখ মান্য তেলা হয় অজ মাজাকসা।' ওগী, ১৭৮৪।

মাজার [স মধ্য+] বি অন্তর্যর। 'আর কোন কর্ম করে ক্রিয়র মাজারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মাজার [আ] বি কবর; সমাধি। 'মাজার ধরিয়া করিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম।' নজরুল, ১৯২৮।

মাজার শরীক [আ] বি পকির সমাধিক্ষেত্র। 'তারপর দরগা শরীক, মাজার শরীক ... প্রভৃতির কথা।' সওগত, ১৯৩০।

মাজি, মাজী [মু মাঝি] বি মাঝি; লৌকিক চালক। 'লীডাপবত মাজী।' বোপল, ১৭৭০; 'আমরা ছাই জন মাজি লইয়া লৌক্যরোহে কবাই।' দর্পণ, ১৮২১।

মাজিষ্ট্রেট, মাজিষ্টার, মাজিষ্ট্রিট, মাজিষ্ট্রেট, মাজিষ্ট্রেট ই মাজিষ্ট্রেট। ১ বি জেলাসহায়ক। 'কলিকাতায় মাজিষ্ট্রিট সাহেব।' দর্পণ, ১৮২৭; 'সকম মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিশের এডভোকেট আমলারা ...।' দর্পণ, ১৮৩০; 'কিনা নব্বীপের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর সি হলকট।' দর্পণ, ১৮৩৩; 'তথানি মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন।' অক্ষর, ১৮৫০। ২ বি সৌজন্যপরি মোক্ষদায়ক ব্যক্তি। 'মাজিষ্ট্রেট তাঁহার লালিশ গুলিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট কামরার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বাড়ির করিরা

কহিলেন ...। রবীন্দ্র, ১৮৯৪: 'মাজিষ্ট্রেট, মুশেফ, লজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মাজু [ফা] বিশেষণ। 'মাজুফল'। দর্পণ, ১৮২২।

মাজুম [আ মাজুন] বিশেষণ। 'আফিম সবজী পত্তি মাজুম আর গাজা তলি চরসের ধুম।' *ভবানী*, ১৮২৮।

মাজুর বি মাদুর। 'মাজুরটো কাচা হয় নাই।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মাজুরি বি মাদুর। 'মাজুরি পাতিয়া দিল বসিতে কিতুরী।' *মুহম্মদ*, ১৬০০।

মাজুল [আ মা'আজুল] বিশেষণ। বরষাত। 'চৌমামের মাজুল নাএব পৌরিকান্তের জিন্মে।' *কালেশ*, ১৭৮৮।

মাজুম, মাজুস [স মজুযা] বিশেষণ। 'মাজুয গড়িতে যায়ে মালির তনয়ে।' *বিজয়*, ১৬০০; 'কলার মাজুস কবি সজুরে ভাসিয়া।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাজেজা [আ মজিজাহ] বিশেষণ। 'বিকৃতি, মাজেজা যায পায় সব প্রভু আহার রাহে।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মাজেরা [ফা মাজেরা] ১ বি ঘটনা। '৫ জন বরকন্দাজ সহ মাজেরার স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন।' *মহারসক*, ১৮৯০। ২ বি মহিমা। 'খোদারে দে প্রাণের পিয়, শোন এ সৈনের মাজেরা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

মাজো [স মধ্য]। *কিণ* মাঝবানের। মাজো আতুল বি মধ্যমা আতুল। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মাজ্যো [স মধ্য]। বি গৃহতল। 'মাজ্যো পিত্তা খোপনা বাকো দিয়া শিলা।' *মুহম্মদ*, ১৬০০।

মার্জ [স মধ্য]। *ক্রিবিণ* মধ্য। 'মার্জ নিরোহে অশুভর বোহী।' *চর্চা* ৪৪, ১২০০; 'এখনো কি হয়নি ছালা গোষ্ঠীরে মার্জ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'এস জেলসূর্য উজ্জল কীর্তি-অবধ মার্জ হে, বীরধর্ম পুণ্যকর বিশ্বাসের রাজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মার্জ-আকাশ বি মধ্য গগন। 'এক লাফে মার্জ-আকাশে উঠে সৃণিকো দেবে ধাবার যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

মার্জ-কিনারা [মার্জ+ফা কিনারাহ] বি মাঝবানের সীমারেখা। 'দিবস-রাত্রির মার্জ-কিনারায় খুসর আলোর অন্ধকারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মার্জহান [স মধ্যহান] বি মধ্যস্থল। 'দোঙ্গর বজ্র গায় দিবে চারকোণা মাঝবানে ফাঁড়া।' *রামকবীন্দ্র*, ১৭৮০।

মার্জহানকার বিশেষণ। 'সৌন্দর্য আহার সহিত জড়ের মাঝহানকার সেতু।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মার্জ-গগন বি মধ্য আকাশ। 'সূর্য তখন মার্জ-গগনে, রৌদ্র বরতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মার্জ-দরিয়া [মার্জ+ফা দরিয়া] ১ বি চূড়ান্ত অবস্থা। 'সর্বনাশের যে মার্জ-দরিয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছি, এটা যখন দূরে ছিল তখন ইহার কথা কল্পনা করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ বি গভীর সমুদ্র; মধ্যসমুদ্র। 'তুই মার্জদরিয়ায় ভেসে চলিস/ ভাসিয়ে তরী তাই।' *নজরুল*, ১৯২৯; 'ভাল ফেলোছি মাঝদরিয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মার্জদীঘি বি দিগির উপরিতলে মাঝবানের স্থান। 'ভেলাটাকে মাঝদীঘিতে টানাটানি।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

মার্জ-নদী [মার্জ+স নদী] বি নদীর মাঝবান। 'মার্জ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মার্জ-বয়স বি মধ্য বয়স; প্রৌঢ়। 'মানুষের মার্জ বয়স যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

মার্জবয়সী [মার্জ+স বয়সী] বিশেষণ। 'দুটি মাঝবয়সী রমণী।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মার্জবয়সী [মার্জ+স বয়সী] বিশেষণ। 'দামী সাটপরা এক মাঝবয়সী অলসকে।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মার্জ মাঠে শুকানো - পরিণত হওয়ার আগেই নষ্ট হয়। 'এমন দু তরফা ভালোবাসাকে মার্জ মাঠে শুকতে দেওয়া ... একদিক পাপ কি না।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মার্জরাত [স মধ্যরাত্রি] বিশেষণ। 'এসেছে চাঁদ মার্জরাত।' *জীবন*, ১৯৪২।

মার্জরাত্রি [স মধ্যরাত্রি] বি মধ্যরাত। 'তখন মার্জরাত্রি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

মার্জরাত্রি [স মধ্যরাত্রি] বি মধ্যরাত। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মার্জ-সমুদ্র বি সমুদ্রের মধ্যবান। 'এক ভাঙা খেকে দিলেম পাড়ি, তরী ভুবল মার্জ সমুদ্রে, ভেসে উঠলাম আর-এক ভাঙায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মার্জামি [স মধ্য]। ১ *ক্রিবিণ* মাঝবানে। 'দুই বজ্রদল ঠিক মার্জামি এসে পরস্পরের সমুদ্রাস্থি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ *কিণ* মধ্যবর্তী। 'এটাই মার্জামি এবং সন্ধ্যা ব্যবস্থা।' *বেগম*, ১৯৪৫।

মার্জার বিশেষণ। 'মুগমদ কুচুম গগন মাঝার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মার্জিয়া [স মধ্য] বিশেষণ। 'মার্জিয়া বিবি গরি পারে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মার্জ, মার্জের *ক্রিবিণ* ভিতরে। 'বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'দুখ মার্জে লড় গছন্তে সেই।' *চর্চা* ৪২, ১২০০।

মার্জের মাঝে ১ *ক্রিবিণ* কিছু সময় পর পর। 'খনি, মাঝেমাঝে পড়ে। যথা পড়ে তথা পড়ে, নাহি আর নড়ে।' *বঙ্কিম*, ১৮৫৫; 'মাঝে মাঝে হাসি টিকারি ইত্যাদি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। ২ *ক্রিবিণ* ফাঁকে ফাঁকে। 'আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে, ছেলেতে মেয়েতে করে বেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ *ক্রিবিণ* কখনো কখনো। 'মাঝে মাঝে ভব সেবা পাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪ *ক্রিবিণ* স্থানে স্থানে। 'মাঠের মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মাঝের থেকে *ক্রিবিণ* মাঝবান থেকে। 'মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মাঝ [স মধ্য]। বি মাঝা। 'কল নিতভ ভরে চলএ ন পারএ মাঝ বীনিম নিমাই।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মাঝদেশ [স মধ্যদেশ] বি শরীরের মাঝবানের অংশ; কটিদেশ। 'মাঝদেশ দেখি সিংহমার্যার আকার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝাই [স মধ্য] বি কটি। 'কেশরি জিনিয়া মাঝাই বীন দুলহ শোচন কোনা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

মাঝা [স মধ্য] বি কটিদেশ; মাঝা। 'মাঝা বীনি ওরুতর বিপুল নিতম্ব।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মাঝারি, মাঝারী [স মধ্য] ১ *কিণ* মধ্যম। '২০/২৫ টাকা মায়ে দিলে

মাটিতে পা না পড়া

একজন মাঝারি গোছের লোক পাওয়া যায়।' গ্যাস্ট্রী, ১৮৫৮। ২ *বিশ* বড়ো না ছোটোও না এমন। 'কেবলি বায়, ছোটো বড়ো মাঝারি, হাফা এবং ভারী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৩ *বিশ* মধ্যস্থিত। 'মাঝারি জীবনের এ উদ্দেশ্য।' *ক্লীবন*, ১৯৪৮। ৪ *বি* মধ্যম মানের ব্যক্তি। 'হিন্দু-মসজিদে নীতিধর্মী মাঝারির রাস্তা ছাপিত হল এবং অনীতিধর্মী মতেরা অন্তর্ধান করলে।' *মোতাহের*, ১৯৫০। ৫ *বিশ* তাক্য ও বার্কোর মাঝামাঝি। 'মাঝারী ধরনের লোকটি।' *হাক্কুর*, ১৯৫৩। ৬ *বিশ* মধ্যমানের। 'আগে মাঝারী আয়ের লোকের পক্ষে ...' *আজাদ*, ১৯৬২।

মাঝারী-বদনী বি ভাঙ্গা ও বার্কোর মাঝামাঝি বয়সের ব্যক্তি। 'সুতরাং যে মাঝারী-বদনীকে চায়।' *সুপ্রভ*, ১৯৪০।

মাঝি [মু] ১ *বি* নৌকা চালনা যার পেশা। 'চৌদুলি চুনারি মাঝি কেরালা দেখায় ব্যক্তি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* নৌকার চালক। *মেয়ান*, ১৭৮৯। 'যত ঘাটের দাঁড়ী মাঝি, কামে নহে রাহি।' *গুণ*, ১৮৫৮। ৩ *বি* হাল ধরে যে। 'তারে হালের মাঝি করি ঢালাই তরী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাঝিগিরি [মু] মাঝি+গি (গিরি) *বি* মাঝির কাজ; নৌকা চালানো। 'মাঝিগিরির উদ্দেশ্যে হইয়াছিলেন।' *বর্জম*, ১৮৭৩।

মাঝিডু [মু] মাঝি+স ডু *বি* মাঝি ভাব। 'মেজোবাবুর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিয়াও যার মাঝিডু বলিয়া যায় নাই।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মাঝির পথে ক্রিবি নৌকাপথে। *মেয়ান*, ১৭৮৯।

মাঝিহারা *বিশ* মাঝিহীন। 'সেই পিল-মাঝালো মুখিহি মাঝিহারা ভিন্নর মতো আমার হিয়ার বনুয়ার বারোবাকে ভেসে উঠছে।' *নজরুল*, ১৯২২।

মাঝি [মু] ১ *বি* সাঁওতাল পুঁঠার প্রধান ব্যক্তি বা মোজুল। 'মাঝি আপন ভাষার ব্যত্য়ভাবে আদেশ করিল।' *তারা*, ১৯৪০। 'ইচ্ছিয়া খাইলি সব বড় বড় মাঝিয়া।' *তারা*, ১৯৪০। ২ *বি* সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'পাঁচের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে।' *তারা*, ১৯৪০।

মাঝিন *বি* সাঁওতাল নারী। 'বোনার খোপ থেকে মাঝিনদের দল বেরিয়েছে।' *তারা*, ১৯৪০।

মাঝ্য [স মধ্য] *বিশ* মেজো। 'ককরুটি লাগালে মাঝ্য বিটি তাহা কি বলি।' *কেরি*, ১৮০২।

মাঞা [স মধ্য] *বি* ময়রা; কুহক। 'মাঞর করি ধরিল তোমা ডোমসির রূপে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

মাঞাজাল *বি* ময়রাজাল। 'ইহু মাঞাজাল করি কসেরে মারিল।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

মাঞ্জস [স মধ্য] *বি* কলা গাছের ডোলা। 'মহা এক মাঞ্জস লইলা নিয়ে তুলি।' *আলাওল*, ১৬৪০।

মাঝা [স মাঝি] ১ *ক্রি* আঁড়ানো। 'দুর্গা মাঝাও কেশ লয়া প্রসাধনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুতা শক্ত ও ধারালো করার জন্য মাড়, কাচুর্প ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আঁঠা। 'ডানের সুতার জন্য যে চাই শীতল মাঝা।' *প্রমথ*, ১৯০১।

মাটি [মাটি] ১ *বি* খোলা জায়গা। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মাঠ; প্রান্তর। *গুণ*, ১৭৮২। 'রাখাল ছোকরা প্রত্যহ এ মাটে ... এখানে খেলায়।' *রামায়ণ*, ১৮০১। 'এই কথা হাতে, বাজারে, মাটে মাটে হইতে লাগিল।' *গ্যাস্ট্রী*, ১৮৫৮। ৩ *বিশ* কপ। 'মাট হারে বিলি হয়।' *গ্যাস্ট্রী*, ১৮৫৮। ৪ *বিশ* মাটির তৈরি। 'দোতলা মাটকোটা।' *মনোজ*,

১৯৬১।

মাটকড়াই *বি* চিনাবাদাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাটকোটা *বি* মাটির তৈরি ঘর। 'দোতলা মাটকোটা।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মাটিনচাপ [হি] *বি* খানির মাংসের চপ। 'মাটিনচাপের হাড়তলো হয়েছিল হাড়ির দাঁতের চুখিখাটি।' *অবন*, ১৯৪১।

মাট *বি* মাটি সৃষ্টিত। 'গড়নপিতন বেশ মাট মাট।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মাটা [মাটি] *ক্রি* সম্পত্তি বিপণন করা। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

মাটাম [ও] *বি* সমকাল মাপার ত্রিকোণাকার হাতিয়ারবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মাটি, মাটি [স মৃত্তিকা] ১ *বি* মৃত্তিকা। 'মাটি খাএ গোবিশাই জসোদা কেবলি।' *মালখর*, ১৫০০। 'মাটি কাড়ি লঞা কহে মাটি কেনে বাও।' *কুজানস*, ১৫৮০। ২ *বি* সমাধি। 'মাটি দিলে পরলোকে হইবে ভাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বিশ* নোংরা। 'গুণা, ১৭৮৫। ৪ *বিশ* ব্যর্থ। 'একবোরে হলেম মাটি।' *গুণ*, ১৮৫৮। ৫ *বি* চাষাবাদের জমি। 'এখানকার মাটি অতি উর্বরা।' *কুজতাবিনী*, ১৮৮৫। ৬ *বিশ* পথ। 'হেলেনের এমন সাথের বেলা মাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৭ *বিশ* জম্মে। 'গোত্রের মাটি করবে মাটি এ মুখ কেনন করে।' *নজরুল*, ১৯২২। ৮ *বি* অযোগ্যতা। 'ইমারতের আকাশ হইতে ... আঘ বড়োখয়ের মাটিতে নামিয়াছে।' *শওকত*, ১৯৫৮।

মাটিয়া [স মৃত্তিকা] *বিশ* মাটির তৈরি। 'সরমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাখরা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মাটি করা *ক্রি* বাধ করা। 'আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাটি-কাটা ১ *বি* মাটি কেটে স্থানান্তর করার কাজ। 'উঠানে মাটি-কাটা আৰম্ভ হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ২ *বিশ* শননকৃত। 'সদ্য-মাটি-কাটা শূকরের/পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাটি কামড়ে পড়ে ধাক্কা - নাহোড়বাণা হয়ে লেপে ধাক্কা। 'শেখের মাটি ভালোবাসি বলে ... মাটি কামড়ে পড়ে ধাক্কতে হবে।' *প্রমথ*, ১৯০৫।

মাটিগাট *বিশ* দেশভিত্তিক। 'আমাদের কল্পনা আপা আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগাট, অর্থাৎ আমরা মনে-প্রাণে কতটা জিরিয়েমানির অধীন।' *প্রমথ*, ১৯২৫।

মাটি-গোলা *বিশ* মাটিমিশ্রিত। 'মাটি-গোলা খেলা জলে ফেনা ভেসে যার দলে দলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাটিচাপা *বিশ* পোশন করা হয়েছে এমন। 'সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিস না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

মাটি ছাড়া *বিশ* জমির উরুতা ছাড়িয়েছে এমন। 'শেখর পাছ মাটি ছাড়া হইয়া উঠিল।' *ভারতী*, ১৮০৩।

মাটি ছাড়া করা - বসন্ত জমি থেকে উৎখাত করা। 'তাহারা পরামর্কে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল।' *বর্জম*, ১৮৭৯।

মাটিছোঁয়ালো *বিশ* মাটি টুয়েছে এমন। 'মাটিছোঁয়ালো একচালা ঘরের মধ্যে দিয়ে সুদৃশ্য জম্মকালো তোরণ ছিলো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

মাটিতে পা না পড়া - অত্যন্ত গর্বিত হওয়া। 'আজ তোমার মাটিতে পা পড়ছে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

মাটি তৈরী হওয়া ক্রি মাটি চাষের উপযোগী হওয়া। 'মাটি তৈরী না হলে ভাল বীজেও গাছ হয় শীর্ণ।' বৈশম, ১৯৪৮।

মাটি দেওয়া, মাটি দেওয়া ক্রি কবর দেওয়া। মানোএল, ১৭৪৩। 'জানাজা পড়িয়া যে রাহুলে দিল মাটি।' গরীব, ১৭৬৫।

মাটি-পৃথিবী বি মাটির পৃথিবী; ইহজগৎ। 'মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি।' জীবন, ১৯৪২।

মাটিভাঙা/কি অতিশয় প্রমসাদ্য। 'প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মাটি-মা বি মায়ের মতো যে মাটি। 'ভালোবাসি মাটি-মায়।' নজরুল, ১৯২৬।

মাটিমাথা বিণ গায়ে কাদা মাথা। 'রৌদ্রসম্ম মাটিমাথা শোন ভাইরা মোর।' নজরুল, ১৯২৮।

মাটির ঘর বি কবর। 'আমাদেরও অমনি মাটির ঘর তৈরি করে দেবে গায়ের লোক।' নজরুল, ১৯২৪।

মাটির নীচের কলের গাড়ী বি গাভাল রেল। 'লগনে একটা আবার গ্রাউও রেলগেয়ে অর্থাৎ মাটির নীচের কলের গাড়ী আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

মাটির প্রদীপ বি মাটির তৈরি প্রদীপ। 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মাটির মানুষ বি নিরীহ লোক। 'নিভাত্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মাটির যোগাযোগ বি সেনের যোগাযোগ। 'যা কিছু সাঁথে মাটির যোগাযোগ এবং সম্পর্ক আছে।' উমর, ১৯৬৭।

মাটির হাকিম বি জমিদার। 'মাটির হাকিমের কুলজের পলে কি আর বাঁচা যায়?' মণিরঞ্জন, ১৮৬৯।

মাটি-রাজকু বি পৃথিবী। 'অমি মাটি-রাজকুর দূত ... এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মাটি লওয়া ক্রি সমাধিস্থ হওয়া। 'মাটি লৈল।' মানোএল, ১৭৪৩।

মাটিপোণা বিণ মাটি দিয়ে লেপন করা হয়েছে এমন। 'শয়নঘরের মাটিপোণা চাঁচের বেড়ার দেয়াল।' ময়নিক, ১৯৪০।

মাটি হওয়া, মাটি হওয়া ১ ক্রি নষ্ট হওয়া। 'ফল গ্রসব না করেই খ'রে পড়ে মাটি হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি মিশে যাওয়া। 'অমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ ক্রি ভেঙে পড়া। 'পরিক্রম না করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়।' রোকেয়া, ১৯২১। ৪ ক্রি নিরর্থক হওয়া। 'মাঝখান থেকে আমার বাঁচাটাই মাটি হয়।' জল্লা, ১৯২৮।

মাটি-পিণ্ড বি মাটির দলা। 'মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাটিয়া, মাটিয়া [স মৃত্তিকা] ১ বি জাতিবিশেষ। 'মাটিয়া নিবসে পরে জাল বুনে মাছ ধরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মাটির জলপাত্র। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি যক্ষ। মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বিণ যেটে; মাটিযুক্ত। রবীন্দ্র, ১৯০১।

মাটিকুলেশন [সি] বিণ মাধ্যমিক। 'এখানকার বিদ্যালয়টি মাটিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৯; 'মাটিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা থেকে ইতিহাস বরখাস্ত হওয়ার পূর্বে ...।' সবুজ, ১৯২১।

মাঠ ১ বি খোলা জমি। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি গবাদি পশুর চরবার জমি। 'শ্রীবাঞ্ছারাম বান্দীর গরু মাঠে চরিতে গীয়াছিল।' চিঠিপত্র, ১৭৭৬; 'অব্যবহিত মাঠে ভুবনলপাট চুমে তব পদমূলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি উন্মুক্ত প্রান্তর। 'হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ঘোষো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'এলেম যেন জোড়া দিঘির মাঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

মাঠকোঠা [মাঠ+স কোঠা] বি মাটির বাড়ি। 'দোতালা মাঠকোঠা।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

মাঠক্ষেত [মাঠ+স ক্ষেত্র] বি মাঠের জমি। 'শ্রোতেহীনপ্রায় সেনা-খাল মাঠক্ষেত।' ওয়াশী, ১৯৬৮।

মাঠঘাট বি মাঠ ও ঘাট। 'মরি আমি এই মাঠঘাটের ভিতর।' জীবন, ১৯৩২।

মাঠপ্রান্তর [মাঠ+স প্রান্তর] বি বিশাল খোলা মাঠ। 'হাওয়াস্নান শুকুতায় মাঠপ্রান্তর আর বিকৃত দানক্ষেত।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

মাঠকাটা ডাক বি উচ্চকন্ঠের ডাক। 'পড়ে কেতাব গায়ের মোস্তা মাঠফাটা ডাক ছাড়ি।' জসীম, ১৯২৯।

মাঠ-বাটা বি মাঠ ও পথ। 'কাঠফাটা রোদ মাঠ-বাটা বাটা আশন হয়ে ধায়।' জসীম, ১৯২৯।

মাঠময় [মাঠ+স ময়] ক্রিবিণ মাঠজুড়ে। 'এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে ক্রীড় মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মাঠীলি বি মাঠে কাজ করে যে। 'গাছুর-চাষা মাঠীলরা।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

মাঠাশী বিণ যেটে। 'শেয়াল কিংবা মাঠাশী ইঁদুর।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

মাঠে মাঠে ক্রিবিণ এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে। 'মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

মাঠে মারা যাওয়া ১ ক্রি সর্বনাশ হওয়া। 'স্বামীর গোত্রটা মাঠে মারা যাবে।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রি হেলায় নষ্ট হওয়া। 'এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না।' নজরুল, ১৯২২।

মাঠের কাব্য বি ফসল তোলার উৎসব। 'আজিকে তাহার মাঠের কাব্য হইয়াছে বৃষ্টি সারা।' জসীম, ১৯২৯।

মাঠের গান বি রাশালিয়া সুরের গান। 'এই মাঠে বাঁশের বাঁশীতে বাজে যে মাঠের গান।' জসীম, ১৯৩৩।

মাঠা [স মৃত্তা] বি খোল। 'পল দুই তিন মাঠা করেন ডক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাঠাম বি একজাতীয় গাছ। 'সে তখন বাড়ী মাঠাম গাছটার শিং চুলকোচ্ছিল।' হাসান, ১৯৬৯।

মাঠো বিণ অনুজ্ঞা। 'যদিও - মানি - একটু ঈষৎ মাঠো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মাড়পাড় [সি] বি পথের কাদা, মাটি ইত্যাদি ঠেকানোর জন্য গাড়ির চাকার উপরের উপবৃত্তাকার ঢাকনি। 'হ্যাভিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাড়পাড়ের উপর বসল।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

মাড় বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শান্তিরাম মাড়।' সেনবি, ১৮৪০।

মাড়ু [স মড়া] বি ভাতের ফেন। বিদ্যা, ১৮৯১।

মাদুভাত বি মাদু-বেশাণো ভাত; কৈনোভাত। 'সু-বেশা পেট ভরায় মাদুভাত খাইতে পায় না' নজরুল, ১৯২২।

মাদুগুয়ারী বি মাদুগুয়ার রাজশূন্যতার অধিবাসী। 'মাদুগুয়ারী ও সাহেব কোম্পানিরা সবাই একসাথে কাজ করবেন?' মনসুর, ১৯৫৫।

মাদুকশ [স মক্ট] বি মাদুকশ। মানোএল, ১৭৪৩।

মাদুচা [স মতপ] বি বিয়ের উপর নির্ধারিত খাজনা। 'মাদুচা - প্রজাদের বিবাহোপলক্ষে কর' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

মাদুন [স মুই] বি মাদুইয়ের কাজে ব্যবহৃত হর এমন। 'মাদুনের গরুর খাস খাওয়ার মত ...' গৌর, ১৮২২।

মাদা [স মুই] ১ ক্রি পা দিয়ে দলিত করা; মাদানো। 'এ কি ছাগলের পায় জব মাদা' গৌর, ১৮২২। ২ ক্রি পেষণ করা। 'উষধ মাদিয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকায়ের নিকট উপস্থিত করিলেন' বঙ্কিম, ১৮৭৮। মাদিয়া কি মাদাই করে। 'মাদিয়া খানের গাছ রেখে যায় বড়' তেজত, ১৬৫০।

মাদ্যামাড়ি [স মুই] ক্রি পরস্পর মাদানো বা দলিত করা। 'তন্দলে গেল মাদ্যামাড়ি' ভারত, ১৭৬০।

মাদাই [স মুই] বি মাদানোর কাজ। 'প্রথম কর্ণণ, ভারতিক, মাদাই করিতে কাহার সাহায্য আবশ্যক?' মশাররফ, ১৮৮৯।

মাদানো [স মুই] ১ ক্রি পা দিয়ে দলিত করা। 'সে আপন প্রকুর ওড়াকি মাদানিয়া ... লাকাইতে লাগিল' তারিখী, ১৮০৩। ২ ক্রি প্রদর্শন করা। 'কখনও সে তৌকট মাদায় নাই' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ ক্রি আসা। 'চন্দ্র কোটাল বহদিন এদিকে মাদায় দাঁড়াই' শওকত, ১৯৫৮।

মাড়ি [স মাড়ি] বি দাঁতের মূল; মুখের যে যাহের দাঁত লাগানো থাকে। ওর্স, ১৭৮৫; 'হাঁসলে দাঁতের মাড়ি বেহিয়ে পড়ে' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মাড়ুয়া [বি যারওয়ার] বি যারওয়ার মাদুগুয়ার বা রাজপুতনা অঞ্চলের অধিবাসীরা পরে এমন। 'অগ্নিলাভ পরে তথা মাড়ুয়া বসন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাড়ুয়া, মাড়ুয়া [বি মুডুয়া] বি ছোটো ছোলার মতো কলাই। 'মাস মসুরি তুল্লুর বরবটি যব গোম মাড়ুয়া ছোলা' মুকুন্দ, ১৬০০; 'গোখর মুডুয়া মুখ মাখ মাড়ুয়া তিল যব আন্যাই ছোলা' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাড়ুলী বি মাড়ুয়া; কৈ-জাতীয় শস্যবিশেষ। 'প্রতি ব্রজভতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়' তারা, ১৯৪২।

মাড়োরার বি মাদুগুয়ারে। 'নাচে মাড়োরার লাল নাচে তাকিয়া' নজরুল, ১৯০১।

মাড়োরায়ি, মাড়োরায়ী ১ বি যারওয়ারের যোধপুর (রাজস্থান প্রদেশের) অঞ্চলের বাবসার। 'বড়বাজারের এক মাড়োরায়ি মহাজন ছিল।' প্রজাত, ১৮৯৬। ২ বি মাদুগুয়ার অঞ্চলের লোক। 'মাড়োরায়িরা বলছে... কিছু দণ্ড নিয়ে বিপত্তি কাপড় বেচেতে দিন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'মাড়োরায়িদের কিছু' বিজুতি, ১৯০১। ৩ বি মাড়ুয়ারের। 'সেই মাড়োরায়ি ভ্রমলোক' শিবরাম, ১৯৭০।

মাড়ু বি রাতের দ্বিতীয় প্রহরে গাওয়া হর এমন গায়। 'মাড়ু কাহারবা' নজরুল, ১৯০২।

মাড়ো [বি মার্টো] বি মাঠা; খেল। 'মাড়ো, দই, চিনি' বিজুতি, ১৯৩৮।

মাণবক [স] বি বালক। 'এই অজ্ঞাত মাণবকের নিকট হইতে এইখকার নৃতন প্রণালীর শিটারার' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মাণা [স মান] বি মন। 'মোহ বিমুখা ভই মাণা' চর্য ৪৬, ১২০০।

মাণা [স মান] ক্রি মান্য করা। মাণাই ক্রি মানে। 'সড়ি পড়িয়া রে মুড় তা ভব মাণই' চর্য ৪৬, ১২০০। মাণিয়া ক্রি মেনে। 'সুরতি মাণিয়া মোক বহারিলে ভার' বড়ু, ১৪৫০।

মাণিক [স মাণিকা] বি মানিক। 'মাণিক জিন্মিয়া ভোর দশনের পাতী' বড়ু, ১৪৫০।

মাণিকমণ্ডিত [স মাণিকা-রচিত] বি মণিকমণ্ডিত। 'মাণিকমণ্ডিত চন্দ্রসম নবশাজী' বড়ু, ১৪৫০।

মাণিকজোড় ১ বি বক্সাজীয়া পাখি। 'বৈকশিয়াশী ... প্রতিবাসী মাণিকজোড়ের সহিত পরিহাস করে' তারিখী, ১৮০৩। ২ বি অন্তর দুই বস্ত্র। 'মিলমাণিক লোক পাইলে মাণিকজোড় হয়' গায়ী, ১৮৫৮।

মাণিকপাখী বি বড়ো আকৃতির পাখিবিশেষ। 'রাজা হাঁস, মাণিকপাখী, ডাক প্রভৃতি' বিজুতি, ১৯৩৮।

মাণিক [স] বি মণ্যবান রত্নবিশেষ। 'রজনী সময় হইলে মাণিকা প্রদীপ জ্বলে অপরূপ পুণীর অন্তর' বাহরাম, ১৬৫০।

মাণ্ড [স মণ্ড] বি মড়। 'মাণ্ড বস্ত্র স্পর্শে হস্ত খুইলে সে তজি' বৃন্দা, ১৫৮০।

মাড়ুয়া [স মত] বি মড়-দেওয়া। 'রাজাও মাড়ুয়া বস্ত্র দেন নিজ শিরে' বৃন্দা, ১৫৮০।

মাড়ুড়ি বি গাছবিশেষ। 'মাড়ুড়ি পাড়ুরি কাটে শতমূলী' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাত, মাং [স] ১ বি পানীয়; পর্বল। 'গুরের অতঃপরে কোষার পাশে/ শীলের কিত মাত হল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'ভাতেই খুড় মাং হয়েছে।' বিদ্যা, ১৮৭০; ২ বি মাতোয়ারা; মুখ। 'মহাদা-বন মাং করে ওই মৌমহিলের পাশ' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২; 'সবার স্টেক মাং করে দিয়েছিল' অবন, ১৯৪১। ৩ বি ভোলাপাড়। 'চৈতিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ মাতা

মাতগুয়ারা [বি মতগুয়ারা] বি বিস্তার। 'ব্রাহ্মি পানিতে মাতগুয়ারা' মশাররফ, ১৮৯০।

মাতগুয়া [বি মতগুয়া] বি মাতাল। 'সন্তুর হাজার হাতি আছে মাতগুয়া' রবীন্দ্র, ১৭৬৫।

মাতগুয়ালা [বি মতগুয়ালা] বি মাতাল। 'মাতগুয়ালায় হাতে খেল তলওয়ার থাকে' রবীন্দ্র, ১৭৬৫।

মাতঃ, মাত [স] বি মাতৃ-শব্দের সম্বোধনের রূপ। 'তখন পূর কহিল, মাতঃ! বিদ্যা, ১৮৪৭; 'মাতঃ বস্তুনি' অক্ষর, ১৮৫০; 'এই লহ মাত, এ চিত্রবীৰন সঁপিল তোমারি তরে' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'হেবিন্দু পারদ প্রভাতে: হে মাত বস, শ্যামল অঙ্গ, বগিছে অমল শোভাতে' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মাতঙ্গ [স] বি হাতি। 'মাতঙ্গ পড়িল ভূম্যে মাহত লোটোএ' মালধর, ১৫০০।

মাতঙ্গিনী [স মাতঙ্গী] বি স্ত্রী হাতি। 'মাতঙ্গিনী-ধেম-লোতে কামার যেমতি মাতঙ্গ মুখের' মাইলেশ, ১৮৬০।

মাতঙ্গি [স মাতঙ্গী] বি জোমনি। 'তাই হুড়ুলী মাতঙ্গি পোইখা লীলে পার করেই' চর্য ১৪, ১২০০।

মাতঙ্গি' [স মাতঙ্গী, সযো] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'অপাশে করুণা করা, ওশো মাতঃ মাতঙ্গি।' আনট্টনি, ১৮০০।

মাতঙ্গী [স] বি (হিন্দুমতে) দশ মহাবিদ্যার মধ্যে নবম মহাবিদ্যা; দেবী দুর্গা। 'অন্নদা ভুবনা বলা মাতঙ্গী কমলা দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী নরবরা গো।' ভারত, ১৭৬০।

মাতঙ্গী পূজা [স] বি (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'বেদ্যাবতীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে।' নর্পণ, ১৮২১।

মাতন' [স মতঃ] ১ বি উৎসাহের সঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া। 'মহরমে দুই প্রহরে মাতনের পর দিন ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি আশশযনতা। 'মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইছে না।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বি মত্ততা। 'নতুন সাধন, গানের মাতন।' নজরুল, ১৯২৩।

মাতন' [আ মাতম] বি শোকবশত বিলাপ। 'মাতন নেই নবিত্বনের।' কায়সার, ১৯৬২। দ্র মাতম

মাতবর, মাতবর [আ মুতা'বার] ১ বি সর্গার। 'বাদশাই হুকুম দেলে জানো মাতবর।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বিশ্বাসযোগ্য। 'এইমত মাতবর জামিন না দিলে ... আসামীকে কয়েদ থাকিতে হবেক।' ডানকন, ১৭৮৪; 'মাতবর কেতাব।' ফকরুল, ১৮০১। ৩ বিণ ধনী। ওর্গা, ১৭৮৫। ৪ বিণ ভরতৃপ্ত। 'অনেক মাতবর কারনের দুষ্টে সকলের ডালাই ...' কায়সার, ১৭৮৯। ৫ বি নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি। 'এমত দুইজন মাতবর কার্ক লাইক লোককে ডিহিদার মকরর করিয়া ...' তীতি, ১৭৯২। ৬ বিণ কার্যকর। 'অনুমান হয় মাতবর মাতবর উষ্ম পড়িলে আরাম হইলেও হইতে পারে।' প্যারী, ১৮৫৮।

মাতবরি, মাতবরি [আ মুতা'বার] বি কর্তৃত্ব। 'ইই একজন ফলাণ। সেখানকার নিকটাবর্তি ও মাতবরিও আছে।' হালহেড, ১৭৭৩; 'মাতবরি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

মাতম [আ] বি শোকাহত বিলাপ। 'করেন মাতম জারি বুক মাতম জারি গরীব, ১৭৬৫। দ্র মাতম'

মাতমজারি [আ মাতম+জা জারি] বি শোক। 'অনেক মাতমজারি করহ আখেরে।' গরীব, ১৭৬৫।

মাতমি-লোবাস [আ মাতম+জা লিবাস] বি শোকের পোশাক। 'মাতমি-লোবাস ফেলে আজ পরো মাত্তার নীল সাজ।' ফকরুল, ১৯৪৩।

মাতরিখা [স] বি বাতাস। 'বায়ু উত্তর দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম মাতরিখা হয়।' রামমোহন, ১৮১৬; 'হে মাতরিখা, মহানুভবের সুখে তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

মাতল [স মতঃ] বিণ মাতাল। 'প্রেম-রস পান করি হইল মাতল।' বাহরাম, ১৬৫০।

মাতলা [স মতঃ] বিণ উন্মত্ত; খেপা। 'মনবরুপ মাতলা হতিকে জ্ঞান রূপ ডাশশ দিয়া নিবারণ করিয়া ...' গৌর, ১৮২২।

মাতলামি, মাতলামী [স মতঃ] ১ বি মাদক দ্রব্য সেবনের দরুন মত্ত অবস্থা। ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বি মাতালের আচরণ। 'ক্যানটনমেন্ট কোর্ট, রেলওয়ে এটেনসন ও অকপলে দম ধয়ে মাতলামী করে।' হেডাম, ১৮৬১। ৩ বি উচ্ছলতা। 'বর্ষায় অর সঙ্গে আসে লাসে মাতলামি।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বি জ্বালাতন। 'খাওয়া নিয়ে বড়ই মাতলামি করছিল।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

মাতলামো [স মতঃ] বি মাতালের মতো আচরণ। 'মনে কচ্ছে,

মাতলামো কহিঃ' গিরিশ, ১৮৮৯।

মাতা' [স মতঃ] ১ ক্রি মত্ত হওয়া। 'মধু মাতল কিং উড়ই না পার।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৪০। ২ ক্রি পুষ্ট হওয়া। 'সাপ দুখে মাতে পানী কপি-পথে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি নির্যোজিত হওয়া। 'মহা ঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে।' রঙ্গ, ১৮৫৮। ৪ ক্রি বিহ্বল হওয়া। 'আপনামতে আপনি আছে মেতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। মাত্ ক্রি মত্ত হ। 'ওরে আর রে তবো, মাত্ রে সবে আনন্দে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৫। মাতল ১ ক্রি মত্ত হওয়া। 'মধু মাতল কিং উড়ই না পার।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রি মত্ত হওয়া। 'মধু পিয়া মাতল ভ্রমএ অলিঙ্গন।' বাহরাম, ১৬৫০। মাতলা ক্রি মত্ত হলো। 'রশমদ মাতলা কাল বেতলা খাইতে ধায় মেলিয়া দাঁড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। মাতায় ক্রি মাতিয়ে তোলে; উৎসাহিত করে। 'বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। মাতি ক্রি মত্ত হয়। 'সে জন যখন মাতি মদনে।' মদনমোহন, ১৮৩৪। মাতিব ক্রি মত্ত হওয়া। 'চলিতে পাতালবার্তা না মাতিব তবো।' আলাওল, ১৬৮০। মাতিয়া ক্রি বিভোর হয়ে। 'মুরিয়া মুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। মাতিয়ে ক্রি মেতে। 'তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। মাতিল ক্রি মত্ত হলো। 'মাতিল সকল লোক হাসে নাচে পায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। মাতিলা ক্রি মাতলো। 'কনুঝিনা পাকলো রে শবরা শবরি মাতলো।' চর্চা ৫০, ১২০০।

মাতানো ১ ক্রি মোহিত করা। 'জিনিয়া তমাল-দ্যুতি ইন্দ্রনীলমস কান্তি/সুখান্তিতে জগৎ মাতায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রি যুদ্ধ বা বিক্ষোভ করে এমন। 'জগৎ-মাতানো সপীততালে/কে দিলে এঘের বাঁড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রি বিভোর করা। 'হাওয়া তারে মাতামোহে চুত-কেনু-মাথা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৪ বিণ মাতিয়ে তোলে এমন। 'তারপর প্রাণ-মাতানো হাসি।' শওকত, ১৯৫৮।

মাতিয়ে তোলা ১ ক্রি মোহিত করা। 'কলর মাতাইয়া তুলিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ ক্রি মাতানো। 'দমকা হাওয়ায় তাকে মাতিয়ে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মাতিয়ে দেওয়া ক্রি মত্ত করে দেওয়া। 'হাঁক দিয়ে তাঁর ভাঙ্গী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মেতে থাকা ক্রি মগ্ন থাকা। 'মেতে আছে ও যেন কী গানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

মাতা' [স] বি মা। 'কহি আমি সুন মাতা একমন করি।' মালাধর, ১৫০০।

মাতাপিতা [স] বি মা-বাবা। 'দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মর্ম্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাতামহ [স] বি মায়ের পিতা। 'কহ মাতামহ তার কুল বটে কী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাতামহী [স] বি মায়ের মা। 'উহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মাতামোহ [স মাতামহ] বি মাতামহ; মায়ের পিতা। ওর্গা, ১৭৮২।

মাতার মাতা বিণ মায়ের চেয়ে বড়ো। 'তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মাতা' [স মতঃ] বি মাথা। 'অবনত করি মাতা কমুগল দিল ধাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাতামুহু বি অর্ধ। 'চীৎকার করিতেছে তাহার মাতামুহু কিছুই বুঝিতে পারি না।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

মাতা^১ [স মন্তঃ] ১ বিণ মন্ত। 'মন মাতা হাতি' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি চুরি-ডাকাতি। মানোএল, ১৭৪৩।

মাতামাতি [স মন্তঃ] ১ বি বাড়াবাড়ি। 'বাবু হয়ে মাতামাতি, মাতামাতি করে কতরূপ' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি দুরন্তপনা। 'দুই হেঁসেগুলি খানিক ক্ষণ মাতামাতি করিয়া ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি দাণদাণি। 'ছেলেরা কাদা মেখে জল ফুঁড়ে মাতামাতি করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মাতাবক [অ মৃত্যাবক] বি মোতাবেক। 'ইসরেকি মাতাবকে ১০ টের সন ১১৯০ বাঙ্গা' ক্যালগে, ১৭৮৪। ২ মোতাবেক

মাতাল [স মন্তঃ] ১ বিণ মদ্যপ। 'জেনাবার হারামজাদ এলিদা মাতাল' গল্পী, ১৭৬৫। ২ বিণ নেশামত্ত। 'সেখতে পাচ না যে লক্ষীছাড়া মাতাল হয়েছে?' মাইকেল, ১৮৬০; 'সেবেস্ত মাতাল, মনের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ৩ বিণ বিভোলা। 'ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মাতালমিহিল [মাতাল+আ মিহিল] বি উত্তেজনাগ্রস্ত মিহিল। 'বিবাহবাসরে গড়াগড়ি যায় মাতালমিহিল।' বীরেন্দ্র, ১৯৫৬।

মাতালিয়া [স মন্তঃ] বি মাতাল ব্যক্তি। 'অবেত পাইয়া দুখ বোলে মাতালিয়া।' কৃন্দা, ১৫৮০।

মাতালো [স মন্তঃ] বিণ সেরা। 'পাছু বাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সংএদের ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন।' হুতাম, ১৮৬১।

মাতুলি [স মন্তঃ] বি উদ্ভক্ততা। 'একম ভক্তসনে উল্লাহে ... পড়লে মানুষ তার মাতুলির আর অন্ত পায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মাতুলয়া [স মন্তঃ] বিণ মাতোয়ারা; বিহ্বল। 'প্রেমিক-প্রাণ প্রেমে মাতুলয়া।' কীর্ত্তনমঙ্গল, ১৯২৫।

মাতুল্য, মাতুল্যা [হি মতওয়ালা] বিণ মাতাল। মনোএল, ১৭৪৩।

মাতুল [স মাতুল] বি মামা। 'আম সখকেতে মাতুল তোমার মাতুল।' কৃন্দাস, ১৫৮০।

মাতুলকুল [মাতুল+স কুল] বি মামার বংশ। 'ভনীয় মাতুলকুলের সন্ধিত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৯১।

মাতুলগৃহ বি মামাবাড়ি। 'তাঁহারা মাতুলগৃহে অতি কষ্টে ... প্রতিপালিত হইয়া থাকেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

মাতুলনন্দন [মাতুল+স নন্দন] বি মামার ছেলে; মামাতো ভাই। 'মাতুলনন্দন যারা, ধনের কুবের তারা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

মাতুল সেলামী [মাতুল+স আলাম] বি কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের প্রদেয় পন্থ্যচক্র অর্থনিবেশ। 'ঢাকা পরমা ধরোন্তলী, সিঙ্গানী, দেয়ালী, মাতুল সেলামী গ্রন্থ।' রতন, ১৯২৫।

মাতুলানী [স মাতুল] বি ক্রী মামী। 'মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্তি-সহকৃত সদয় ব্যবহার করা কর্তব্য।' অক্ষর, ১৮৫২।

মাতুলালয় [মাতুল+স আলয়] বি মামার বাড়ি। 'ভগবতীদেবী, শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

মাতুলালয়বাসিনী [মাতুল+স আলয়বাসিনী] বিণ ক্রী মামার বাড়িতে বাস করে এমন। 'মাহবুবা বিবি বর্তমানে মাতুলালয়বাসিনী।' নজরুল, ১৯২৭।

মাতুলী [স মাতুল] বি ক্রী মামী। 'কারে কর দুঃখ কথা পিসি মাসি বহিনী মাতুলী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাতৃ [স বি মাতা। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সন্মিলি।' মালাধর,

১৫০০।

মাতৃ-অংশ বি মাতৃভূতের অংশ। 'ঈশ্বর আপনাই পিতৃ-অংশ এ মাতৃ-অংশকে ত্রীপুরুষরূপে পৃথিবীতে জাগ করিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মাতৃ-অঙ্ক [স বি মায়ের কোল। 'সকল জাতীর মাঝে মাতৃ-অঙ্ক/লহ আপনার স্থান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'মাহারা মাতৃঅঙ্ক হইতে বালালা কথা শুনিয়া আসিয়াছেন।' এসলাম, ১৯১৯।

মাতৃ-অঙ্ক-কামী [স বিণ মায়ের কোলে যেতে চায় এমন। 'মাতৃ অঙ্ক-কামী শিশুর মতো ...' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মাতৃ-অহংকার [স বি মাকে নিয়ে অহংকার। 'মাতৃ-অহংকার যা চূর্ণ হয় সন্তানের।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মাতৃ-আজ্ঞা [স বি মায়ের আদেশ। 'মৃতিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-বন্ধে মামা উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

মাতৃ-আলয় [স বি মায়ের বাড়ি। 'তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাই ভাবিয়াছিল যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

মাতৃ-আশীর্ভাষণ [স বি মায়ের আশীর্বাদ। 'এস বন্ধুহাসনে মাতৃ আশীর্ভাষণে, সকল সাধক এস হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

মাতৃক্ಷণ [স বি মায়ের ঋণ। 'তোার মাতৃক্ক্ষণ শোধ হবে, এই কথা' রাবী' গিরিশ, ১৮৮৯।

মাতৃক্ক [স বি মায়ের গর্ভ। 'জীবনে যৌবনে, সেই গুণ মাতৃককে স্মৃৎ ছিলে এতকাল ধরণীর বন্ধে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মাতৃকোড়ি [স বি (হিন্দুধর্ম) মোড়ল মাতৃকা। 'রাবিলত ত্রীর্ণা রাবিলি মাতৃকাগতি।' মালাধর, ১৫০০।

মাতৃকুল [স বি মায়ের বংশ। 'পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উজ্জ্বলিত কৃন্দাস, ১৫৮০।

মাতৃকৃত্য [স বি মায়ের শ্রাদ্ধ। 'মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন বা ও বাক্যব্যয়।' দর্শন, ১৮২৬।

মাতৃকোলা [স মাতৃকোড়া] বি মায়ের কোল। 'এই কীর্ণপ্রাণ জীব ফেন ধীরে ধীরে চলিয়াছে আর এক মাতৃকোলের দিকে।' সবুহ, ১৯২১।

মাতৃ-কোষ [স বি মাতার ধনাগার। 'গরে বাহা মাতৃ-কোষে রতনে রাজি।' মাইকেল, ১৮৬১।

মাতৃকোড়া [স বি মায়ের কোল। 'আমি মাতৃকোড়ে শয়ন করি রহিয়াছি।' রামদাম, ১৮০১।

মাতৃগর্ভ [স বি মায়ের গৌরব। 'শিবকাজ দেখাইয়া ... মাতৃগর্ভ প্রকাশ করিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মাতৃগর্ভ [স বি মায়ের গর্ভ। 'যীতব্রীট মাতৃগর্ভে জনিয়াও ঈশ্বর প্রচারক, ১৮৯৯।

মাতৃগোষ্ঠী [স বি মাতৃতত্ত্ব। 'আদিম জগতে ছিল মাতৃগোষ্ঠী প্রত্যয়।' বেগম, ১৯৬৬।

মাতৃচিত্তানল [স বি মায়ের মৃতসহ পোড়ানোর আগুন। 'সহিতে' পারি, দিবস যামিনী ভারত বৈধব্য - মাতৃচিত্তানল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মাতৃজ্ঞানি [স বি নারীজ্ঞানি। 'কে নেবে মন্দারের মালা মাতৃজ্ঞানি আশীর্বাদ' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মাতৃতা-ভূষণ। [স] বি মাতৃত্বের প্রবল ইচ্ছা। 'এ কি মাতৃতা-ভূষণ তাহার।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

মাতৃভূ [স] ১ বি (হিন্দুধর্ম) কালীর মাতৃরূপ। 'গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃভূ অগ্রহণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন?' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি মাতার বৈশিষ্ট্য। 'মাতৃভূমির মাতৃভূ প্রধানত আছে তার জলে ... জল মায়ের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৩ বি সন্তান ধারণের প্রক্রিয়া। 'মাতৃভূ লাভের অনিবর্ত্ত্য অঙ্গিল কমিয়া।' মানিক, ১৯৪০। ৪ বি মা হওয়া। 'প্রথম ও দ্বৈত উদ্দেশ্য মাতৃভূ।' বেগম, ১৯৪৭।

মাতৃভূলোক [স] বি মাতৃভূত্বের পর্যায়। 'নারীভূত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুঝী মাতৃভূলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।' বনমূল, ১৯৩৬।

মাতৃদন্ত [স] বিণ মায়ের দেওয়া। 'তাহার মাতৃদন্ত উপদেশ।' তবানী, ১৮২৮।

মাতৃদম্বা [স] বি মায়ের নামে লপথ। 'মনে মনে মাতৃদম্বা করিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মাতৃদুগ্ধ [স] বি মায়ের গুনের দুধ। 'শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষায় অনুশীলন করে ...' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মাতৃদুগ্ধমল [স] বিণ মায়ের দুধের মতো। 'নারিকেল, যার তুলচয় মাতৃদুগ্ধমল রসে তোষে তৃষাভূতের।' মাইকেল, ১৮৬০।

মাতৃদৃষ্টি [স] বি মাতৃরূপে দর্শন। 'শাস্ত্রকারেরা পরত্রীকে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মাতৃদেবী [স] বি মাতৃরূপ দেবী। 'তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া ... গ্রহান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

মাতৃদন [স] বি মায়ের সম্পত্তি। 'মাতৃদন সন্তানের গ্রাণ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মাতৃনাম [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কালীমাতার নাম। 'মাতৃনামের হোমকর্ম শিখা' আমার বৃকে কে জ্বালাল।' নঙ্গরুল, ১৯৩৬।

মাতৃনেত্রহীন [স] বিণ মায়ের দৃষ্টিবর্জিত। 'কেন তবে আমার ... কলশীলমনোহীন মাতৃনেত্রহীন অন্ধ এ অজ্ঞাত বিধে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মাতৃপাশি [স] বি মায়ের হাত। 'শ্লিষ্ট মাতৃপাশি চিন্তাত্ত জালে তার তালে তালে বারবার হানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মাতৃপিতৃ [স] বি মাতাপিতা। 'তুমি হও মাতৃ পিতৃ।' চণ্ডী, ১৫৫০।

মাতৃপ্রতিম [স] বিণ মাতৃভূত্ব। 'মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরী মহারাগিণীর মাহাত্ম্য।' প্রচারক, ১৯০০।

মাতৃপ্রধান [স] বিণ মাতৃতান্ত্রিক। 'এরা মাতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়।' বেগম, ১৯৬৩।

মাতৃবন্ধ [স] বি মায়ের বন্ধ। 'পিতৃকোড়ে কোন্ মাতৃবন্ধে আকর্ষণ করিয়া লইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মাতৃবৎ [স] বিণ মায়ের মতো। 'পরদারেতে মাতৃবৎ ও পরের দ্রব্যে বিচারক দেখে।' রামরায়, ১৯০২।

মাতৃবৎসল [স] বিণ মায়ের ভক্ত। 'বড় পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মাতৃবদ [স] বিণ মাতৃবৎ। 'মোর মাতৃবদ কৈল তোর দুট সরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মাতৃবন্ধু [স] বি মায়ের বন্ধু। 'মাতামহীর ভাগিনের, মাতার

পিতৃবন্ধার পুত্র, মাতার মাতুল-পুত্র এই তিনজনকে মাতৃবন্ধু বলে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষত [স] বি মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকার ক্ষত। 'আমার মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে।' নঙ্গরুল, ১৯২৭।

মাতৃবিরোগ [স] বি মায়ের মৃত্যু। 'অপুর মাতৃবিরোগের পর ...' বিকৃতি, ১৯৩১।

মাতৃবশে [স] বি মায়ের মতো স্নেহপ্রবণ। 'মাতৃবশে কেহ কোলে করিল কৌতুকে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাতৃবৃহৎ [স] বি মায়ের নিয়ন্ত্রণ। 'মাতৃবৃহৎ তেদ করে নিয়ে যাও মেরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মাতৃভক্ত [স] বিণ মায়ের ভক্ত। 'তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মাতৃভক্তি [স] বি মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা। 'মাতৃভক্তি প্রাণপন/ভিত্তে মুখ ঘর্ষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাতৃভবন [স] বি মায়ের বাড়ি। 'এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মাতৃভাব [স] বি মাতৃস্নেহ। 'মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মাতৃভাষ্য [স] বি স্বদেশের ভাষা; মায়ের মুখ থেকে শেখা ভাষা। 'বাসিন্দাভিষ্যাতা আমাদিগের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'কিন্তু অম্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, প্রবীর ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'মাতৃভাষা-রূপে বনি, পূর্ণ মণিঞ্জালে।' মাইকেল, ১৮৬১; 'মাতৃভাষা লহরিয়া সমুদ্রাধার উপলি ধায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

মাতৃভাষাষেধী [স] বিণ মাতৃভাষা ঘৃণা করে এমন। 'মাতৃভাষাষেধী বাঙালির হেলেকে আমরা দোষ দিতে চাই না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মাতৃভাষানুশীলন [স] বি নিজ ভাষার চর্চা। 'ক্ষণকালও মাতৃভাষানুশীলনে ও চর্চায় রূপে করিয়ে না।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

মাতৃভাষাবিষেধী [স] বিণ মায়ের ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাবপন্ন। 'মাতৃভাষাবিষেধী বাঙালির ছেলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাতৃভীতি [স] বি মায়ের প্রতি ভয়। 'মেয়ের মাতৃভীতির বহর দেখে মনে-মনে বৃষি বৃষি হয়।' কায়সার, ১৯২২।

মাতৃভূমি [স] বি জনভূমি। 'বঙ্গীয় মাতৃভূমির প্রসঙ্গ গ্রহণ করিয়া, ... অবিরত অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'ধরণীর মায়ে থাকি 'বর্ষ' আছে চুমি, দেবশিত মানবের ওই মাতৃভূমি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'ছেড়ে দিবে তুমি আমার কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মাতৃমঙ্গল [স] বি প্রসূতি মায়ের সেবা-সংক্রান্ত বিদ্যা; প্রসূতিসেবা। 'ধর্মাবিদ্যা, শিশু পালন, মাতৃমঙ্গল প্রভৃতি শিক্ষা।' বেগম, ১৯৪৮; 'মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালন সম্বন্ধেই বিশেষভাবে পাঠ দেওয়া উচিত।' বেগম, ১৯৫০।

মাতৃমন [স] বি মায়ের মন। 'জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান ... মাতৃমনের স্নেহরসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মাতৃমন্ত্র [স] বি স্বদেশী আন্দোলন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'জাহাঙ্গীরকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটি চট্টা রকমেরই প্রতিবাদ করিল।' নঙ্গরুল, ১৯৩১।

মাতৃমন্ত্রী [সি] *কিণ* দেশমাতাকে মন্ত্রণা দেয় যারা; নেতৃবৃন্দ। 'তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সন্ত্রিস্তা সাবধান।' *নজরুল*, ১৯২৬।

মাতৃমন্দির [সি] *বি* দেবীর মন্দির। 'মাতৃমন্দির-পূণ্য-অঙ্গন কর মহোৎসব আজ হে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাতৃমুক্তিংশ [সি] *বি* মায়ের মুক্তির লক্ষ্যে সংকল্প। 'কাঙারি! আজি দৈবিক তোমার মাতৃমুক্তিংশ।' *সরস্বতী*, ১৯২৬।

মাতৃমুখনিয়ুত [সি] *কিণ* মায়ের মুখে উচ্চারিত। 'মরাইয়ের পিছনে বসিয়া মাতৃমুখনিয়ুত এই মিথ্যা ডাঘাটি কাশো পরিতৃষ্টির সহিত উপভোগ করিল।' *বনফুল*, ১৯০৬।

মাতৃরক্ত [সি] *বি* মায়ের রক্ত। 'মাতৃরক্তের দ্বারা পরিশোধিত হইয়া কালো ভূমিটি হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪০।

মাতৃরস [সি] *বি* মাতৃরস। 'স্নিগ্ধ মাতৃরস।' *মূলতর*, ১৯৪৯।

মাতৃরূপা [সি] *কিণ* স্ত্রী মায়ের মতো। 'মাতৃরূপা, শান্তিবরুণিণী, ওজকাণ্ডি, পদ্মশিখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। 'নব উষ্মান করহিলে জীর্ণ বিষমূলে মাতৃরূপা শকতি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মাতৃরূপিণী [সি] *কিণ* স্ত্রী মায়ের মতো। 'শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাতৃশালিত [সি] *কিণ* মায়ের স্নেহে লালিত। 'আমাদের স্নেহে পুরুষেরা পুষালাত, মাতৃশালিত, পত্নীশালিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

মাতৃশোক [সি] *বি* মা। 'পিতৃশোক মাতৃশোক মিলে জন্ম জন্ম দিলেন।' *জীবন*, ১৯৪৮।

মাতৃশোক [সি] *বি* মায়ের বিয়োগজনিত শোক। 'পুরুষের মাতৃশোকে ও আত্মশোকে আহার নিদ্রা পরিভাঙ্গা করিয়াছে।' *বিদ্যুৎ*, ১৯৬৩।

মাতৃশ্রদ্ধা [সি] *বি* মায়ের শ্রদ্ধা। 'শ্যামবাহু তরুণ মাতৃশ্রদ্ধা সন্ধ্যাবদ নিমগ্ন করছেন।' *বনফুল*, ১৯০৬।

মাতৃস্থলা [সি] ১ *বি* মায়ের বোন; বালা; মামি। 'আমার মাতৃস্থলা-গৃহ নিবন্ধন স্থান।' *কৃত্তবাস*, ১৫৮০। ২ *বি* নিকট-প্রজাতি। 'শার্দূলের দৃষ্টা মাতৃস্থলার মতো আর নড়তেই চান না, তিনি তো স-ভিবি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃসদন [সি] *বি* প্রসূতি মায়ের চিকিৎসাকেন্দ্র। 'মাতৃসদন ও শিশুচাষ কল্যাণ কেন্দ্রের ৩৬ জন শিক্ষার্থিনী।' *বেগম*, ১৯৪৮। 'চাকার উল্লেখযোগ্য কোন মাতৃসদন নেই।' *বেগম*, ১৯৫১।

মাতৃসম [সি] *কিণ* মায়ের সমান। 'মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরাণে তোমার আশা।' *ভক্ত*, ১৮৫৮।

মাতৃসম্মা [সি] *কিণ* মায়ের সমতুল্য। 'মাতৃসম্মা বড় মামীমা।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

মাতৃস্নাত্তিমুখী [সি] *কিণ* মায়ের গনের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'আর একজন মাতৃস্নাত্তিমুখী বাতুলটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।' *বনফুল*, ১৯০৬।

মাতৃস্বপ্ন [সি] *বি* মায়ের স্বপ্ননিয়ুত স্বপ্ন। 'শিশুর বসনা মাতৃস্বপ্ন পানের সহিত যে ভাষায় অনুশীলন করে, নিদ্রায়েরের পূর্বকালেই ... কষ্টপাট হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতৃস্বপ্নহীন [সি] *কিণ* মায়ের দৃশ্যবহীন। 'রাজপথে কটি-কটি এই সব শিশুর কন্ডালমাতৃস্বপ্নহীন ...।' *প্রবেশ*, ১৯৪৬।

মাতৃস্থানীয়া [সি] *কিণ* স্ত্রী মাতৃস্থান। 'তামার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আশিত্যেই বলিয়া ... ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।' *মাতা*

রবীন্দ্র, ১৯০২।

মাতৃস্নেহ [সি] *বি* মায়ের স্নেহ। 'বাণিনী মাতৃস্নেহে মমতাপূর্ণ হয়।' *কল্পদীপ*, ১৯১৮। 'তুই চিরকাল যে দুলাশি মোর/ মাতৃস্নেহেই বসিনী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

মাতৃস্নেহাপেক্ষী [সি] *কিণ* মায়ের স্নেহপ্রাপ্তাঙ্গী। 'একান্ত মাতৃস্নেহাপেক্ষী বরফ সন্ধানটিকে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃস্বরূপিণী [সি] *কিণ* স্ত্রী মাতৃস্থান। 'মাতৃস্বরূপিণী মহারাণী ভারতেশ্বরীর অধিপত্যকালে ...।' *প্রচারক*, ১৯০০।

মাতৃস্বর্ণ [সি] *বি* মাতৃস্বর্ণ স্বপ্ন। 'করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্ণ হতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাতৃহত্যা [সি] *বি* মাকে হত্যা। 'কৃষকদের কাছে অর্ধাঙ্গদের কর্তৃক গ্রাম অধিকার মাতৃহত্যারই তুল্য।' *প্রমথ*, ১৯২০।

মাতৃহত্যা [সি] *কিণ* মায়ের হত্যাকারী। 'ভনতে শেয়েও তনলিনে তা মাতৃহত্যা কুসন্তান।' *নজরুল*, ১৯২৪। 'হে দেশপ্রেমী! মাতৃহত্যা বিত্তীয়দের দল।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাতৃহারা [সি] *কিণ* মা-হারা। 'মাতৃহারা মা যদি না পার্য তবে আজ কিসের উৎসব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

মাতৃহীন [সি] *কিণ* মা-হারা। 'ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যার হ্রাস করিয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

মাতৃহীনা [সি] *কিণ* মা নেই এমন। 'শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

মাতৃহনন [সি] *বি* মায়ের (স্নেহপূর্ণ) মন। 'বশন ... মাতৃহানীয়া বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলক্ষীর মাতৃহনন অক্ষয় শর্ম্ম করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। 'ভিতরে ভিতরে মাতৃহনন উঠল ভরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মাতৃহননশালিনী [সি] *কিণ* স্ত্রী মায়ের মতো স্নেহপ্রদায়ী। 'বিহারী মাতৃহননশালিনী রাজলক্ষীর স্নেহ কাড়িয়া লইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাতৃক *কিণ* মায়ের কাছ থেকে গ্রাস। 'তাহাদের সন্ধানেরাও পেতৃক ও মাতৃক মোদের অধিকারী হইবে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

মাতেল *কিণ* মাতাল। 'মাতেল চীৎ গেলনা ধাবই।' *চর্য* ১৬, ১২০০।

মাতোয়ারা, মাতোয়াল, মাতোয়ালী [হি] মতওয়ারা। ১ *কিণ* মাতাল। 'কি হার কুজর মাতোয়ার।' *মুরারী*, ১৫৭০। 'কামমমে মাতোয়ালী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *কিণ* মাতাল ব্যক্তি। 'একদিন পথে দেখে ছুই মাতোয়াল।' *কৃন্দা*, ১৫৮০।

মাতোয়ালী [হি] মতওয়ারা। ১ *কিণ* বিভ্রান্ত। 'বাহকেরা সকল মাতোয়ালী হইয়াছিল।' *বর্জিম*, ১৮৬৬। ২ *কিণ* আত্মহারা। 'মুখারসে মাতোয়ালী করে দাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। 'তোমার প্রেমে মাতোয়ালী ভাই তো কাছে ছুটে আসি।' *হিজল*, ১৯১১। ৩ *কিণ* উন্মত্ত। 'বন্দরকে মাতোয়ালী হীর সকল একবা অনেকই অনেন নাই।' *মশাররফ*, ১৮৮০। ৪ *কিণ* মাতাল। 'মধু-মদ-গন্ধে মাতোয়ালী।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

মাত্তর [সি] মাত্রা। *কিণ* শুষ্ক। 'মাত্তর আড়াইটি কটি আছে।' *নজরুল*, ১৯০০। 'নামটা সত্য - সত্য শু শু তারিখটা মাত্তর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫। 'মাত্তর কাল দাঙিয়ে এই যেগ-সন্ধ্যার সমাধান করতে পেরেছি জয়া।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

মাত্তা [বা] *কিণ* সম্পদ। 'মাত্তার ধনী।' *মানেএল*, ১৭৪৩। 'হোয়েরা বলিল মোরে মাত্তা বেতমার।' *পদী*, ১৭৬৫।

মাত্র

মাত্র [স] ১ অর্থাৎ কেবল। 'সার মাত্র নারায়ন প্রভু কতরতা।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ ক্রিষিগ সঙ্গে। 'আমি জিজ্ঞাসীবা মাত্রে ইহার দুই জনে কহিলেন ...।' ওর্দা, ১৭৮২।

মাত্রা [স] বি বর্ণের মাথার নিককার সরল রেখাংশে। 'ইংরেজির ফৌটা অথবা মাত্রার বিচ্ছিন্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

মাত্রাব্যতিরিক্ত [স] বিগ মাত্রাবিহীন। 'বাসালা ও পারসা ও মাত্রাব্যতিরিক্ত মাপর অক্ষরে মুদ্রিত।' দর্পণ, ১৮৩০।

মাত্রাবৃত্ত [স] বিগ মাত্রা আছে এমন। 'খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর ন্যায়ই মাত্রাবৃত্ত।' দর্পণ, ১৮৩০।

মাত্রাবহিত [স] বিগ মাত্রাবিহীন। 'তাহা মাত্রাবহিত বাসালা ও পারস্য ও মাপর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।' দর্পণ, ১৮৩০।

মাত্রানু্য [স] বিগ মাত্রাবিহীন। 'তাহা মাত্রানু্য মাপর ও পারস্যাক্ষরে মুদ্রিত।' দর্পণ, ১৮৩০।

মাত্রাবীন [স] বিগ মাত্রা নেই এমন। 'বাহ্যতে মাত্রাবীন সেবনাপর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত।' দর্পণ, ১৮৩০।

মাত্রা [স] ১ বি পরিমাপ। 'গেলাস দেবেস্তের পূর্ণ মাত্রা হইল - দুই একবার চুলিয়া - দেবেস্তা উইয়া পড়িলেন।' বক্রিম, ১৮৭২; 'ভরে আদিসের মাত্রা কমাইয়া দিলাম।' বক্রিম, ১৮৮৩। ২ বি সীমা 'ক্রমেই মাত্রা বেড়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মাত্রাবিরিক্ত [স] বিগ পরিমাপের অধিক। 'ভাতে মাত্রাবিরিক্ত প্রেরতা।' ওর্দা, ১৯৪৮।

মাত্রাবিরিক্তভাবে [স] ক্রিষিগ অধিক পরিমাপে। 'অজ্ঞানের ঔৎসুক্য মাত্রাবিরিক্তভাবে শাপিত করে তোলে।' ওর্দা, ১৯৪৮।

মাত্রাধিক্য [স] বি বাস্তবিকের তুলনায় বেশি। 'অনেকের হলে বিশাশিতার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।' বক্রিম, ১৮৭৫; 'মাত্রাধিক্য হইলেই জন্মজিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।' জগদীশ, ১৯১৬; 'তা সে আদিসের মাত্রাধিক্যেই হোক অথবা অন্য যে-কোন বস্তুই হোক।' মুক্ততা, ১৯৫৮।

মাত্রারিক্ত [স] বিগ মাত্রাজানহীন। 'পদক্ষেপে মাত্রারিক্ত, বহুজ্ঞানবৃত্ত, মূদ্রা সোপ উজ্জ্বলের বেগে।' বিদ্যু, ১৯৪১।

মাত্রারেখা [স] বি পরিমাপ। 'হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠানামা করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাত্রা [স] বি ভাল ও হৃদয়ের একক। 'মাত্রা সূরের কারণ। দুইটি প্রকল্পের মধ্যে যে সময় গড় হয়, তাহা যদি সকল বারের সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে।' বক্রিম, ১৮৮৭; 'হৃদয়ের মাত্রা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মাত্রাবৃত্ত [স] বি যে হৃদয়ে শব্দের আদি যুক্তাকর ছাড়া পরবর্তী যুক্তাকরগুলি দু মাত্রা হয়। 'এই শ্রেণীর বহুবচন ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান-নামে পরিচিত।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মাত্রালয় [স] বি মাত্রার বাড়ি। 'হরবস্ত্র বৃত্তকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।' বক্রিম, ১৮৮২।

মাত্রিকা [স] মাত্রিকা বি (হিন্দুপুরাণ) মাত্রিকা; তীর্থের সহচরী দেবীকৃন্দ। 'ব্রহ্মণী প্রভৃতি জ্ঞান মাত্রিকা মঙ্গলী' সভারে জুঝিতে আভা দিল জুজ্ঞানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাত্রোমি [স] মাত্রোমি বি মাত্রালয়ের আচরণ। 'বেদিক পুরাণে মাত্রোমি ষাণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মাত্রোমি, মাত্রোমি [স] ১ বি পরমীকাকরতা। 'বড় রিপু কাম ক্রোধ শোভ মদমাত্রোমি দ্বন্দ্ব'। চরী, ১৫৫০। ২ বি হিসাব। 'এ বজ্রক মাত্রোমিগোষে দুটিভিত্ত হইয়া তিত্তা করিল ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

মাত্রোম্যায় [স] বি হত্যা ও অরাজকতা। 'কেবল আদিম জাত প্রাথমিক মাত্রোম্যায়ের মিলে সমগ্রীতি অভিনবিকি নিলেহায় ব্যতিরেকে সংহারে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

মাত্রোমি [স] মাত্রোমি বি মাত্রাপিত্ত নির্ধারিত কর বা চাঁদা। 'গ্রামের সকল এজার ছানে মাত্রোমি করিয়া লয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মাত্রোমি [মাত্রা] বি রোদবৃষ্টিনিবারক চুপির যত্নে উপকরণ; টোকা। 'চালডাল আনবার জন্য মাত্রোমি মাথার সে সোকারের নিকটে গেল।' আলীউদ্দিন, ১৯৩৩; 'মাত্রোমি মাথার মাঠে কী কী রোদে লাভল চালালো।' শামসুজ, ১৯৭০।

মাত্রা [স] মাত্রোমি ১ বি মাত্রোমি। 'ভাও মাথে ঘোলা পল কড়াহো নাহি টুটে।' বড়ু, ১৪৫০; 'পালিক দাড়ী মাথার বেশ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বস্ত্রের এক প্রান্ত। 'ওর্দা, ১৭৮২; 'এক মাথা হইতে আর-এক মাথায় টুটিয়া টুটিয়া চালান করিয়া গিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি উপর। 'উনি ঐ আলমারির মাথার তুলে রাখলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি অংকার। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধার তলে।' সুবীন্দ্র, ১৯১০। ৫ বি প্রধান ব্যক্তি। 'জুনি সমাজের মাথা না একজন মাত্রোমির লোক।' বিদ্যু, ১৯৩১। ৬ বি শিবর; শীর্ষদেশ। 'সেবারণ পামের নিবিড় মাথা।' জীবন, ১৯৪২। ৭ বি মস্তিষ্ক; মস্তি। 'আমার পড়াশোনার মাথা আছে।' সুবীন্দ্র, ১৯৭০।

মাত্রা উঠ মাথা [স] মাত্রোমি বজায় রাখা। 'সে ঘরের মাথা উঠ রাখতে জুনি সব দিক দিয়ে ব্যাখ্যা।' নজরুল, ১৯২৭।

মাত্রা ও মুদ্রা বি আবেলতাবোলা। 'কী যে শিখি ছাই মাথা ও মুদ্রা।' নজরুল, ১৯২৬।

মাত্রাওগালা বিগ বক্রিম। 'আইনের যড়ো যড়ো মাত্রাওগালা লোক মামলাকে জটিলতরো করিয়া ...।' মালিক, ১৯৭৭।

মাত্রা কাটা যাদুয়া কি সন্ধান নষ্ট হওয়া। 'আমার মাথা কাটা গেছে, আমার কুণ্ডল ভুবেতে মন হচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৭৮।

মাত্রা কুটা কি আঘাতের করা। 'তখন মাথা কুটে চাটী মরে।' মিত্রকাল, ১৮৭১।

মাত্রা কুটাকুটি করা কি ক্রমাগত চিন্তা করা। 'জমাখরত হইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন।' বক্রিম, ১৮৭৮।

মাত্রা কুটে মরা কি তীব্র দুঃখে বার বার মাথা কুটকে অবসন্ন হওয়া। 'মরি অশ্রুধের পায়ে মাথা কুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

মাত্রা কোটা ১ কি অসহায়বাহা বা দুঃখ-কষ্টে মাটি বা দেয়ালে মাথা ঠোকা। 'ভাঙারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও অপিসে না।' বক্রিম, ১৮৯২; 'কী বস্ত্রপার মরেছে পাথরে নিকল মাথা কুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ কি কোনো কিছুই উপর আঘাত পড়া। 'ভট্টের পায়ে মাথা কুটে ভরদল কেনিরে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মাত্রা-কোটা কুটি বি তীব্র আতঙ্ক। 'বাল বলে, মোর লাগি মাথা-কোটা কুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মাত্রা খাওয়া ১ কি বিরক্ত করা। 'তোমাকে না পাওয়া লোক মোর মাথা খায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ কি সর্বদান করা। 'বাও অমরীয়া মাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ কি নিঃশেষিত করা। 'স্বপন ঐ পদভরে পদার্পণ করিহি, তখন ভয়, লবন, মান, মর্যাদার মাথা খাইয়াহি।' শীলবন্ধু, ১৮৬০। ৪ কি শিখা দেওয়া। 'পাঁড়াও, মাথা

খাও, যেয়ো না সখা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'মিটারে বহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে, মাথা খাও, ভুলিয়ে না, খেয়ে মনে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।
৫ ক্রি ঠা করা; বিশৃঙ্খল দেওয়া। 'এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাথা খাটানো ক্রি বুদ্ধি চালনা করা। 'সব সময়ই যদি এ রকম মাথা খাটতে হয়?' জীবন, ১৯৩২।

মাথা খারাপ হওয়া ১ ক্রি পাপল হওয়া। 'আখিনের এই রোদুর দেখলে আমার সুস্থ মাথা খারাপ করে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'তোমার সতিহই মাথা খারাপ হয়েছে।' গুণায়ী, ১৯৬০। ২ ক্রি দুশ্চিন্তার কারণে অস্থির হওয়া। 'নিচুই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

মাথা খুঁড়ে মরা ক্রি ক্ষোভে-দুঃখে মাটিতে মাথা ঠেকে হরান হওয়া। 'তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মাথা খোঁড়া ক্রি অসহ্য দুঃখে মাথা ঠোকা। 'সেই কান্দাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি বি মাথা ঠোকর কাছ। 'সেই দিন হতে মোর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করা ক্রি অনুনয় বিনয় করা। 'বড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখাবামার সমস্ত ঠিক হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মাথাখোলা বিশ বুদ্ধিমান। 'মাথাখোলা বাসালিরা এক আকৃতিরই হয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

মাথা গরম বি রাগী ভাবাব; বদমেজাজ। 'এ-লোকটার মাথা গরম।' নজরুল, ১৯২২।

মাথা গরম হওয়া ক্রি মেজাজ খারাপ হওয়া। 'জ্বাতিতে আবিতে ধলগতির মাথা গরম হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মাথা গলানো ক্রি বুদ্ধি খাটানো; চিন্তা করা। 'যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মাথা গুঁজে চলা ক্রি মাথা নিচু করে চলা। 'মুখে কথা নেই, মাথা গুঁজে চলছে ত চলছেই।' শব্দকত, ১৯৫৮।

মাথা-গুনতি বি সংখ্যা দিয়ে বিচার। 'হাটের পাবলিককে মাথা-গুনতির জোরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাথা গোঁজা, মাথা গোঁজা ১ ক্রি মনোযোগ দেওয়া। 'বই বাতা ট্রাকের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গোঁজে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ ক্রি অঙ্গুর দেওয়া। 'তবু মাথা গুঁজবার ঠাই এদের ওইটুকু।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ ক্রি মুখ লুকানো। 'বাগিশে মাথা গুঁজে তুমির জন্যে এগাপলে আমার সমস্ত ভাবনা গুলিয়ে ফেলতে চাইলাম।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

মাথাঘষা বি চুলে মাথার সূগন্ধ তেল। 'তাহার মাথাঘষার পঞ্চ অনুভব কর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মাথাঘসা ১ ক্রি মাথা খোঁড়ানো। 'কাঁচাশোলা দিয়া মাথা ঘসায়া দিলেক।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ মাথার ব্যবহার্য। 'মাথায় মাথাঘসা শোকা দিয়া আভর গোলাব লাগাইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৮।

মাথা ঘামানো ১ ক্রি চিন্তাভাবনা করা। 'জাতি গঠনের নিমিত্তে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করে না।' সওগাত, ১৯২৭। ২ ক্রি কৃষা বুদ্ধি চালনা। 'ওসব লইয়া মাথা ঘামাবার অবসর আছে কোথা কার

কতটুকু।' জসীম, ১৯৩৩।

মাথা ঘোরা ১ ক্রি দিশাহারা হওয়া। 'প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়ালু লিহেহের মাথা ঘুরিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ মাথা খিম খিম করে এমন। 'উঁচুতে চড়িয়ে না, আমার মাথা ঘোরা ব্যাঘ্যো আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাথাচাড়া দেওয়া ১ ক্রি প্রবল হওয়া। 'এই যে বিদ্রোহের চিক্র দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'কল্যাণায় ক্রমাশয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।' বেগম, ১৯৪৮। ২ ক্রি সক্রিয় হওয়া। 'হৃদয়ত্রীনা' নুতন করিয়া মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।' আজাদ, ১৯৪৯। ৩ ক্রি বাধা সত্ত্বেও উন্নতি করা। 'তুমি তো সেই থেকে মাথা চাড়া দিয়ে রইছে।' জীবন, ১৯৩২।

মাথা চাপড়ানো ক্রি হত্যা হয়ে মাথার আঘাত হওয়া। 'মাথা চাপড়াইয়া' clear head নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'ভট্টাচার্য' মাথা চাপড়াইয়া উলিককে জিজ্ঞাসা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মাথা চুলকানো ক্রি উত্তর দিতে বিধা করে মাথার আঙ্গুল চালানো। 'মাথা চুলকায়' পরিষ্কার হবে কিনা বলতে পারিলে, তবে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'মাথা চুলকায় হাঙ্গিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাথাঝাড়া দিয়ে উঠা ক্রি জেগে ওঠা। 'মরা আশা চক্কর পলকে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল।' শব্দ, ১৯১৬; 'ভায়াও কি অসত্যের জঞ্জাল হইতে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবেন না?' নজরুল, ১৯২২।

মাথা ঝাড়া দেওয়া ক্রি জ্ঞাত হওয়া। 'বিনর সজ্ঞোরে মাথা ঝাড়া দিয়া কহিল, আমি খাব না, তোরা যা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মাথা-ঠাঙা বিশ হিরণ্যকম্পন। 'স্বপ্নদূর ওই গুপ্তা আছে, ওর মাথা ঠাঙা।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'সভাপতি দিশিষ্ট সোম মাথা-ঠাঙা লোক।' বনকুল, ১৯৩৬।

মাথা ঠাঙা করা ক্রি উত্তেজনা দূর করে শান্ত হওয়া। 'এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাঙা করে এসোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪; 'মাথাটাকে একটু ঠাঙা করে নিতে পারবে।' জীবন, ১৯৩২।

মাথা ঠাঙা রাখা ক্রি উত্তেজিত না হওয়া। 'বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাঙা রাখা ভারী দরকার।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'মাথা ঠাঙা রাখিয়া' ধৈর্যের সহিত জনসাধারণের কাজ করা উচিত।' আজাদ, ১৯৪৬।

মাথা ঠিক গিয়ে পড়া ক্রি মন নিব্বিষ্ট হওয়া। 'আমিয়েলের যেখানেই খুলি দেখোনাই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মাথা ঠেকানো ক্রি গভীর শঙ্কা নিদেনন করা। 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মাথা-ঠোকঠোক চলা বি ধাক্কাধাকি হওয়া। 'উজ্জ্বল ডাক্তার পরমায়ু মধ্যে মাথা-ঠোকঠোক চলেতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মাথা তোলা ১ ক্রি গর্ব করা। 'মাথা পিতা আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না।' সুলত, ১৮৭১। ২ ক্রি উদ্ভিষ্ট করা। 'এ দেশে বার ক্রমতা আছে সেই মাথা তুলতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ ক্রি মুখ হয়ে বিদ্যনা থেকে ওঠা। 'সেই যে বিদ্যনায়ে পড়লেন, ছ-দিন আর এক মৃহুর্ভের জন্যে মাথা তুলিদি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ ক্রি জেগে ওঠা। 'শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৫ ক্রি নিজেই প্রকাশ করা। 'ঠাকুরগি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।' ভায়া, ১৯৪২।

মাথা তোলা দেওয়া ক্রি উদ্ধত হওয়া। 'এক দল লোক মাথা তোলা দিয়ানো।' কোহিনুর, ১৮৯৮।

মাথা দপ দপ করা *কি* মাথা ব্যথা হয়। 'কোনো কথা পাড়তে গেলেই তোমার ভাইসাহেবের ভয়ানক মাথা দপ দপ করে।' *নজরুল*, ১৯২৭।

মাথা সেওয়া *কি* লুকানো। 'মাথারা প্রাণভরে পালাহিয়া পাহাড়ে জনসে মাথা নিয়াছিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

মাথা সোলানো *কি* মাথা দুটিয়ে অভিনন্দন জানানো। 'হাসিয়া দুলালে মাথা, খুলিলাম তবে নামেতে কী হবে, আর কিছু নয়, হাসিতে তোমার পরিচয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাথাধরা ১ *বি* দুর্ভিক্ষার বিষয়। 'দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *কি* মাথায় যন্ত্রণা বোধ করা। 'মহেন্দ্র অপ্রসন্ন হইয়া কবিল, তারি মাথা ধরিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ *বি* মাথার যন্ত্রণা। 'মাথা-ধরার বেদনার মতো দব দব করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মাথা নত করা ১ *কি* সন্ধান দেখিয়ে মাথা নোয়ানো। 'বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ *কি* অহংকার দূর করা। 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলায় তলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

মাথা নাড়া ১ *কি* আগুণ জানানো। 'প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সরোদনে কবিল, না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *কি* মাথা ঝুঁকিয়ে ভাল সেওয়া। 'সন্ধানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা নাড়ায় ফুল করেছে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬। ৩ *বি* মাথাচাড়া। 'থেকে-থেকে মাথানাড়া দিয়ে উঠছে।' *গুয়ালী*, ১৯৪৫।

মাথা নিচু করা *কি* পরাজয় স্বীকার করা। 'মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মাথানেড়া *কি* বিপ মাথায় ফুল নেই এমন। 'বিনয়ের কালো মাথানেড়া বোণা বছর তিনেকের ছেসেট।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫০।

মাথা নোয়ানো *কি* সন্ধান খুঁজ করা। 'তিনি সদর্পে মাথা ঝুঁকিয়া বলিলেন ... কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কর্মসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মাথাপাকা *কি* বিপ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'আমি তো মাথাপাকা মানুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

মাথাপাগুল *কি* পাগলাটে; উন্মাদ প্রকৃতির। 'মাথাপাগুল মেয়ে আমার।' *মানিক*, ১৯০৬।

মাথাপাংশা *কি* বিপ উন্মাদ হয়ে গেছে এমন। 'কত জ্বোরে ছুটেছে এই বামবেয়াশি মাথাপাংশা রাক্ষসটা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মাথা পাড়া *কি* মত্তকৃত্য করা। 'কেমন করিয়া বীর ক্রমোলেণ পাড়িল রাজার মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাথা-পিছু *কি* বিপ জনপ্রতি। 'আপাতত মাথা-পিছু পাঁচ স্কবল করে শিক্ষার খরচ পড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। 'ভাড়া মাথাপিছু তিন আনা।' *মানিক*, ১৯০৬।

মাথা পেছু *কি* বিপ মাথাপিছু; জনপ্রতি। 'পূর্ব বাংলার জনগণ মাথা পেছু পেছু ৯০ টাকা।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

মাথা-ফাটাফাটি *কি* বি ভুল খণ্ড। 'বন্ধিমের চেয়ে ভূমি বড়ো, তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মাথা ফেলা *কি* মত্তকৃত্য করা। 'কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

মাথা বকানো *কি* অযথা চিন্তা করা। 'যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের ভেদাভেদ

নিয়ে মাথা বকান।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

মাথা বাঁধা *কি* চুল বাঁধা। 'আমি মাথা বাঁধা ছেড়ে দেব।' *শরৎ*, ১৯১৩।

মাথা বিকানো *কি* সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করা। 'অধিকাংশ শিক্ষিতলোক যে গবর্নমেন্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মাথা বিগড়ানো *কি* কুশণ্যামী করা। 'মেজোবউ গুর মাথা বিগড়োতে বসেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মাথাব্যথা ১ *বি* মাথার যন্ত্রণা। 'মাথা ব্যথা করে মোর গায়ে না বাসি ভাল।' *বিজয়*, ১৮৫০। ২ *বি* দুর্ভিক্ষ। 'আধমরা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* দায়-দায়িত্ব। 'আমার বাবার নয় - তোর ম'র মাথাব্যথা।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মাথা ভাঙাভাঙি করা *কি* সাধ্য-সাধনা করা। 'কাদমিনী নামটা ছপের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথা মাথা *কি* প্রধান প্রধান। 'মাথা মাথা লোকদিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন।' *দাক্ষ্যকর্ণ*, ১৮৭৩।

মাথা মুড়া *কি* মাথা নেড়ে করে সেওয়া। 'আজ্ঞা দিল কান কাট আর মাথা মুড়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা *কি* চরম অপমান করা। 'কাল তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৬। 'টোকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

মাথামুড় *কি* বোধগম্য বিষয়। 'পদ্ধতি অনুসারে চলিলে মাথামুড় কিছুই বর্ণনা করা যায় না।' *প্রমথ*, ১৮৯০।

মাথামুড় ১ *বিশ* আক্ষে-বাক্ষে; যা তা। 'দুরিতেছে মাথা মুড় মাথামুড় লিখে।' *গুণ*, ১৮৫৮। ২ *বিশ* সারবাহীন। 'পাঁড়জি পড়েন সুর করে গীতার মাথামুড় ব্যাখ্যা।' *অবন*, ১৯২৫। ৩ *বি* বিষয়বস্ত্র। 'তাঁদের কথার মাথা-মুড় সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি।' *হাই*, ১৯৫৮।

মাথামোটা *কি* বিপ ফুল বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সরকার বাহাদুর বেহে-বেহে করয় মাথামোটা লোক যোগাড় করলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

মাথা রাখা ১ *কি* মত্তকৃত্য হওয়া। 'রদভূমে কেহ মাথা রেখে মরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *কি* অপ্রজ্ঞ নেওয়া। 'মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া *কি* চরম বিপদে পড়া। 'আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

মাথায় কান ১ *কি* স্বীকার করা। 'কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ডেকাই ঘরে।' *চিত্ত*, ১৮০০। ২ *কি* অজিগ সন্ধান করা। 'আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথায় কাঁঠাল ঢালা - অন্যকে ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া। 'বসে বসে মাথায় কাঁঠাল ডেকে খেতে পারবে।' *পাশা*, ১৯৭১।

মাথায় কাপড় উঠানো/সেওয়া *কি* ঘোমটা নেওয়া। 'মাথায় কাপড় উঠাইয়া দাঁড়াইল।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮। 'মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোদ্রব্য সংকোচ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মাথায় ঘোল ঢালা *কি* অপদস্থ করা। 'তার গালে চুল কালি দিয়ে,

মাথায় ঘোল ঢেলে গঙ্গা পার করে দেই।' উমেশ, ১৮৫৭।

মাথায় চড়া ১ ক্রি চেপে বসা। 'ধন বোঝা হয়ে মাথায় ঢেঁড়নি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ ক্রি মনে আসা। 'মাথায় চড়ে ওঠে সেনার মনের নেশা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মাথায় চাপা ক্রি অধিকার করা; আচ্ছন্ন করা। 'এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মাথায় জোশানো ক্রি মাথায় আনা। 'দুর্ভিক্ষ যার মাথায় জোপাতে পারে সে বুদ্ধির ফলটা কী হবে...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মাথায় তোলো ১ ক্রি সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করা। 'ভাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'ভূমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি স্বীকার করে নেওয়া। 'হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

মাথায় মাথায় ক্রিবিধ কানায় কানায়। 'ভীর এবং জল মাথার মাথার সমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মাথায় রক্ত চড়া ক্রি অতিশয় রাগান্বিত হওয়া। 'কাঁ করে মাথায় রক্ত পেল চড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাথায় লওয়া ক্রি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা। 'তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মাথায় হাঁটা ক্রি চিন্তা বা কল্পনায় বিচরণ করা। 'আরু নয়ওয়া সব সময় মাথায় হাঁটে।' শওকত, ১৯৬২।

মাথায় হাত দেওয়া ক্রি দিবা করা। 'এ আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি।' নজরুল, ১৯২৭।

মাথায় হাত বুলানো ক্রি সান্ত্বনা দেওয়া। 'আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন...' রবীন্দ্র, ১৯০২। 'বললেন ওর মাথায় হাত বুলায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মাথার উপরে ক্রিবিধ পৃষ্ঠাশেষক হিসেবে। 'মাথার উপরে রয়েছেন কাশী।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

মাথার কাঁটা বি চুলের কাঁটা। ওয়াস, ১৭৮৫।

মাথার কাপড় বি ঘোমটা। 'মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মাথার কীরে, মাথার কীরে বি মাথার দিবি। 'বলি পায়ে ধরে মাথার কীরে, আর সয় না খোয়ার।' অমৃত, ১৯০০; 'আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কীরে।' নজরুল, ১৯২৯।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ক্রি কঠোর পরিশ্রম করা। 'দিতে যদি হয় সে মা, প্রসন্ন সহাস - কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে।' প্রচারক, ১৯০২; 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে।' নজরুল, ১৯২২।

মাথার দিবি ১ বি কঠিন পণ। 'কে তোমাকে মাথার দিবি দিয়ে ধরে রেখেছে?' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি দোহাই। 'মাথার দিবি দিলে জাই?' শরৎ, ১৯১৭।

মাথা হালকা হওয়া ক্রি চিন্তামুক্ত হওয়া। 'ভূপতির ভাড়া মাথা হালকা হইয়া গেল।' মানিক, ১৯৪০।

মাথা হেঁট করা ১ ক্রি লজ্জায় মাথা নত করা। 'মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রি সম্মান বিসর্জন

করা। 'একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আঙড়াইয়াছে যে, পৃথিবীতে আর সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

মাথানি মছনি বি মছন্দও। 'ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে।' বড়ু, ১৪৫০।

মাথামউড়ি [স মন্তক+স মুকট] বি সদাবিহাতি মুকট-পরা। 'কালি আইল বেটা মাথামউড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাথাল [স মন্তক] বি মাথায় পরার জন্য রোদবৃষ্টিনিবারক চুপিবিশেষ; টোকা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বামীর মাথার মাথাল খানিরে বুলাইয়া দিও বায়।' জগীম, ১৯২৭।

মাথালো [স মন্তক] বি সেরা। 'আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড় মানুষ।' হত্যেম, ১৮৬১।

মাথি [স মন্তক] বি নারকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের মাথার কাঁচ অংশ। 'গুয়া নারিকেলের তর কাটিলেন মাথি।' বিজয়, ১৬৫০।

মাথুর বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বৈদ্যনাথ মাথুর।' সেরধি, ১৮৪০।

মাথুর [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের মথুরা সংক্রান্ত লীলা। 'মাথুরের পালা বেঁধে রক্ত বার।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি বিরহ। 'তবু তুলনার ধনু জাগায় মাথুরই।' সুধীন্দ্র, ১৮৩৮।

মাথুরী জমা বি নাপিত কর। 'মাথুরী জমা - নাপিত ব্যবসায়ীর উপর।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

মাদক [স] বি মত্ততা সৃষ্টি হয় এমন। 'সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাদকতস্ত্রা [স] বি চুনি। 'প্রকৃতির উপর ছড়িয়া যায় মাদকতস্ত্রার আবেশ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মাদকতা [স] ১ বি নেশা জন্মায় এমন। 'মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি নেশা। 'রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মাদকতাপূর্ণ [স] বি নেশাপূর্ণ। 'আপনার দেহসংযুক্ত ফুলের গন্ধ অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ।' মুন্সীর, ১৯৬৬।

মাদকতাময় [স] বি নেশাপূর্ণ। 'মাদকতাময় সোনালি গন্ধে ময় হয়ে।' জীবন, ১৯৩২।

মাদকদ্রব্য [স] বি নেশা সৃষ্টি করে এমন বস্তু। 'সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কমিতেছে।' মোহাফখী, ১৯৩১।

মাদকবেটন [স] বি নেশা-ডরা বাঁধান। 'তাহার মাদকবেটনে আমার সর্বাবিধিয়া ফেলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মাদকরস [স] বি মাদকতাপূর্ণ রস। 'অমর সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মাদন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মদন দেবের বাণবিশেষ। 'মদন মাদন শোষণ যথা।' চন্দ্র, ১৫৫০।

মাদমোজোজো [স] বি মিস; কন্ঠবসন্তী মেয়েদের সন্ধ্যাভঙ্গ্য করার শব্দ। 'মাদমোজোজো, উপরের হাওয়াটা কি ঠাণ্ডা।' মুজতবা, ১৯৫২।

মাদল, মাদলা [স মর্দাল] বি মৃদঙ্গের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ভবনির্বাক্যে পড়হ মাদলা।' চর্যা ১৯, ১২০০; 'ঘরদল পরদল বাজায় মাদল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাদলখারী বি মাদলওয়ালা। 'একটু ইতস্তত করিয়া মাদলখারী বসিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

মাদলিয়া বি মাদল ব্যাঘ্র য়ে। 'মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মাদোল বি মাদল; ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র। 'ঢাক কাড়া নহব মদল মাদোল।' ওষ, ১৮৫৮।

মাদা [ফা মরদ] ১ বিপ পুরুষ। 'মাদা হরিণ থাকে।' ক্যালশে, ১৭৮৭। ২ বিপ দুর্বল। 'শরীরটে ছিল মাদা।' প্রমথ, ১৯৩৫।

মাদাম [হি] বি স্ত্রী মহিলা। 'মাদাম পোশাক্তর।' বন্ধিম, ১৮৭৯।

মাদার' [স মদার] বি কাঁটাবিশিষ্ট গাছ। 'মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মাদারকাঁটা বি মাদার গাছের কাঁটা। 'উড়তে উড়তে মাদারকাঁটা গিয়ে ঠেকেছি।' জীবন, ১৯৮৮।

মাদার' [আ মদার] বি মুসলমান সুলী সাধক শাহ মাদারের নামে প্রচলিত গানের দল। 'পালতে মাদার সেরেস্তাদার/ ফুটেই নতুন চিড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মাদারি [মাদার] বি শাহ মাদার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সংক্রান্ত। মাদারির খেল বি ডেলকিমাঞ্জি। 'মুখ্যসুখ্যদের জন্য আরো যে অনেক মাদারির খেল জমা ছিল।' কায়সার, ১৯৬২।

মাদারীয়াগপছী [মাদার] বি শাহ মাদারের অনুসারী। 'ফকীরদের মধ্যে মাদারীয়াগপছীদের সংখ্যাই ছিল অধিক।' আনিস, ১৯৬৪।

মাদারি' [আ মদার] বি ভারবহনকারী; বেহারা। 'আইনানুসারে দক্ষীয় হইবে সুভার মাদারির মুখ্য।' দর্পণ, ১৮২৫।

মাদারি' ৮ মাদার'

মাদি, মাদী [ফা মাদাহ] বি স্ত্রী বা স্ত্রী-জাতীয়। 'মাদি বাচ্চা।' ক্যালশে, ১৭৯৫। 'ও কালোবাস জাতীয় মাদী বানর।' বিকৃতি, ১৯৩৭।

মাদিপনামো বি মেয়েলিপনা। 'এইবার মেয়েলি চং মাদিপনামো ছেড়ে ব্যাটাছেলে হও।' নজরুল, ১৯২৫।

মাদি বাচ্ছা বি মেয়ে বাচ্চা। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহের মাদি বাচ্ছা।' ক্যালশে, ১৭৯৫।

মাদিয়ানা বি মেয়েলি চক্রের। 'মানুষের এরকম মাদিয়ানা চাল দেখে।' নজরুল, ১৯২৭।

মাদুর বি ভূমির তৈরি একপ্রকার পাটি। মাদোএল, ১৭৪৩। 'মাদুর পাতিয়া ভাঁহাকে, শরন করাইল' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মাদুরি বি ভূমির তৈরি একপ্রকার পাটি। 'মাদুরির উপর গিয়া সড় সড় করিয়া শুইয়া পড়িলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

মাদুলি, মাদুলী [স মর্দল] বি কণ্ঠভূষণবিশেষ। 'চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।' রূপরায়, ১৭৫০। 'সিন্দুর মিশি মল মাদুলী কিছুই নাই।' বন্ধিম, ১৮৮৭।

মাদুল' [স] বি অমার মতো। 'সংসারারাম মাদুল' ব্যক্তির কেবল অক্সিগ্রাম দুঃখের স্থান।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

মা দেসি [স মর্দগসি] ক্রি মাত করো। 'ফীটউ দুখা মা দেসি রে ঠাকুর।' চর্চা ১২, ১২০০।

মাদা ১ বি মামলা। 'বড়বাবু একবার ডাকাতি মাদা হইতে বাঁচাইয়াছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি বিষয়। 'হিন্দুয়ানী মাদায়

ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ।' দর্শন, ১৯২২।

মাদাজি, মাদাজী বি মাদাজের অধিবাসী। 'মাদাজি ৫৫।' দর্পণ, ১৮৩৭। 'ইহুদি, পার্সি, মোগল, চীনেম্যান, মাদাজী, সব জাত এক সঙ্গে গান বাজনা আহ্বায়াদি করবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

মাদ্রাসা, মাদ্রাছা [আ মাদুরাসাহ] বি ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। 'কতকগুলি মাদ্রাসার যে এক নৃতন সংস্কার।' এসলাম, ১৯১৯।

মদরসা [আ] বি মাদ্রাসা। 'কোম্পানির মদরসার নিকটে কোম্পানির এক মিঞ্জা ঘর হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

মাদ্রাসাঘরী [আ মাদুরাসাহ+ঘি পছী] বিপ আরবি-ফারসিবিদ্যে। 'মাদ্রাসাঘরী বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে ...।' ছায়াবীথি, ১৯৩৪।

মাধব' [সি] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মাধব মাধব কামোদ আইসে চলি।' আলাওল, ১৬৮০।

মাধব' [সি] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ; বিষ্ণু। 'মাধব তুয়া অভিচারক লাগি দূতর পঞ্চ গমন ধনি সাধয়ে ...।' গোবিন্দ, ১৬০০। 'পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্য সম্ভবপর হইয়াছিল।' তারা, ১৯৪০।

মাধবী' [সি] বি স্ত্রী এক জাতীয় চিরসবুজ লতা ও তার ফুল। 'মালতী মাধবী লতা।' বড়ু, ১৪৫০।

মাধবি [সি মাধবী] বি স্ত্রী চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবী। 'কড়িলু মাধবি লতা।' সালাথর, ১৫০০।

মাধবিনী' [সি] বি স্ত্রী চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবী। 'মাধবিকা - যার পরিভ্রম-মধু-আশে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মাধবীকুঞ্জ [সি] বি মাধবীলতার কুঞ্জ। 'মাধবীকুঞ্জ বারবার করি বলনক্ষীর ডালা দেয় ভরি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

মাধবীবাসর [সি] বি মাধবী লতায় আচ্ছাদিত বাসর। 'আজি মাধবীবাসর জাগরণ।' নজরুল, ১৯৩১।

মাধবীমঞ্জরী [সি] বি মাধবী লতার মুকুল। 'যে-বালকটি মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

মাধবীলতা [সি] বি চিরহরিৎ লতাবিশেষ। 'তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মাধবী' [সি] বিপ বসন্তকালীন। 'তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মাধাই [সি মাধব] বি কৃষ্ণ। 'শুন শুন নিষ্ঠুর মাধাই।' মুরারি, ১৫৭০।

মাধানিয়া [সি মধ্যাহ্ন] বি মধ্যাহ্নের আহার। মাদোএল, ১৭৪৩।

মাধুকরী [সি] বি মধুকরের মতো ধারে ধারে গিয়ে অল্প অল্প ভিক্ষা। 'সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাধুঘা [সি মাধু] বি রসিকতা। মাদোএল, ১৭৪৩।

মাধুরী [সি] ১ বি মাধুর্য। 'এরূপ মাধুরী যাহার মনে।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিপ মাধুর্যমণ্ডিত। 'আছে সে নিখিলের মাধুরী রচিতই।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

মাধুরীচ্ছবি [সি] বি মাধুর্যপূর্ণ চিত্র। 'পার্কটী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মাধুরীময় [সি] ১ বিপ মাধুর্যপূর্ণ। 'প্রেমের পিন্ধিত মাধুরীময়।' বড়ু, ১৪৫০। 'মাই-মাই করেও না যেতে পারার মাধুরীময় সলজ্জ কুঠা।'

নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'তাই বোধ হয় এ মনজিগলি এতো মাধুরীময়।' হুই, ১৯৫৮।

মাধুরীময়ী [স] বি স্ত্রী রূপবতী। 'কোথায় সেই মাধুরীময়ীকে পাবে।' জীবন, ১৯৩২।

মাধুরীরহস্যময়া [স] বি সৌন্দর্যের রহস্যময় বিক্রম। 'মাধুরীরহস্য-মায়ারে চেনা ভোমারে না চিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মাধুরীসরোবর [স] বি অমৃতের সরোবর। 'ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথায় তল।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

মাধুর্ষ, মাধুর্ষ্য [স] ১ বি মধুরতা। 'গনহ বদ্ধত কৃষ্ণ পরম মধুর। সৌন্দর্য্য মাধুর্ষ্য প্রেম বিলাস প্রচুর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ মনোহর। 'নির্ণজ্ঞ সুসজ্জ মাধুর্ষ্য বেশ ধারণ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ বি সৌন্দর্য। 'চিন্তে তব লগনের মাধুর্ষ্য বোঝা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মাধুর্ষবিকাশ [স] বি মাধুর্ষের প্রকাশ। 'বেঙ্কব কবিসের পদাবলী ... আপনার মাধুর্ষবিকানের চেষ্টা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মাধুর্ষমণ্ডিত [স] বিণ মাধুর্ষপূর্ণ। 'নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্ষমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মাধুর্ষময়, মাধুর্ষময় [স] ১ বিণ মাধুর্ষপূর্ণ; সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য ... মাধুর্ষময়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিণ মনোহারী। 'তার চরিত্র তত ঐশ্বর্যময়, তত মাধুর্ষময়।' অনুরা, ১৯২৮। ৩ বিণ দৃষ্টিশোভন। 'না-কামানো লাড়ি-লৌক্যের সহযোগে যে চিত্রিত করিয়াছে তাহা মাধুর্ষময় নহে।' বনফুল, ১৯৩৬।

মাধুর্ষময়ী [স] বিণ স্ত্রী লাবণ্যময়। 'তাহার বিশাল নেত্রের সৌন্দর্য্যময়ী উজ্জল দৃষ্টিতে।' সিরাজী, ১৯১৮।

মাধুর্ষ-মাঝারি ক্রিণ মাধুর্ষের মধ্যে। 'তত্ত্ব মাধুর্ষ-মাঝারে চাহিনা নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মাধুর্ষরস, মাধুর্ষরস [স] বি সৌন্দর্যরস। 'শ্রৌড় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম কৃষ্ণের মাধুর্ষরস আশান-করণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাধুর্ষসুধা [স] ১ বি সৌন্দর্যরূপ সুধা। 'তাই তোমার মাধুর্ষসুধা/ঘুচায় আমার আঁধির ক্ষুধা।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি আনন্দ। 'প্রবাসের দিনগুলি মোর পরিপূর্ণ করি গিলে, নারী, মাধুর্ষসুধায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মাধুর্ষসুধমা [স] বি মধুময় সৌন্দর্য। 'কোমলতা আর মাধুর্ষসুধমা দিয়ে গড়া নারী।' নজরুল, ১৯২৭।

মাধুর্ষহীন [স] বিণ মধুরতা নেই এমন। 'বিগতযৌবনা মেয়েটির মাধুর্ষহীন অনাকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের চিৎকারে ...।' কায়দার, ১৯৬২।

মাধুর্ষ্যমূত, মাধুর্ষ্যামৃত [স] বি সৌন্দর্যরূপ সুধা। 'এ মাধুর্ষ্যামৃত পান সদা যেই করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মাধ্যমচর্চা [স] বি শিল্পের মাধ্যম সম্পর্কে অনুশীলন। 'সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের জন্য তাই মাধ্যমচর্চা একান্ত প্রয়োজন।' শিব, ১৯৫০।

মাধ্যমিক [স] ১ বি বৌদ্ধ সন্তুদায়বিশেষ। 'যখন ... মাধ্যমিকদিগকে অবলোকে করিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম গুর সংক্রান্ত। 'ভাঙ্গের থেকে নির্বাহিত করত হবে মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি ইনসপেক্টর।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মাধ্যহ্ন [স] বি মাধ্যাহ্ন। 'ভাঙ্গার মাধ্যহ্ন শীকার করিয়া মীড়িয়ার

রাজাকে পর লিখিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মাধ্যাকর্ষণ [স] বি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বস্তুর আকর্ষণ। 'নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক অতীত নিয়ম নিরূপণ করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব [স] বি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বস্তুর আকর্ষণ বিষয়ক তত্ত্ব। 'মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাধ্যাকর্ষণিক [স] বিণ মাধ্যাকর্ষণকালীন। 'মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিস্কৃত করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মাধ্যাহ্নিক [স] ১ বি দুপুরের খাবার। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ মধ্যাহ্নকালের। 'অন্যন্য মতে আষাঢ়মাসান্ত দিনে মাধ্যাহ্নিক ছাত্রের শূন্যভূতহৃৎক হায়া পাদতলে আসিয়া থাকে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া [স] বি দুপুরের আহার। 'মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

মান [স] ১ বি সমান। 'ঘর জাহা নিজ মানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সম্মত। 'রাগে তেজ ভয় মান রাগে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি সমাদর। 'বৌবনে নারীর মান উদকে নৌকার যান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি মর্যাদা। 'চঞ্জ দিল বরদান লহনা মাধিগ মান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি অধীকার। 'নৃপতি করিল মান নিজ কন্যা দিব দান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি শীকৃতি। 'এ বরন গান নাহি পেলে মান মরিব লাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

মান-অপমান [স] বি সম্মান ও সম্মানহানি। 'আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কাজজান ছিল না।' নজরুল, ১৯২১।

মান-ইচ্ছাত, মানইচ্ছাত [স] মান+আ ইচ্ছাত বি সম্মান; সম্মত। 'আমাদের আর মান-ইচ্ছাত হইলো না।' নজরুল, ১৯২৬; 'নেতিভরা এসে এদেশের মানইচ্ছাত নষ্ট করে ফেললো।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

মানখাতির [স] মান+আ খাতির বি মর্যাদা ও সমাদর। 'পাকা চাকরী মানখাতির যথেষ্ট।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মানচ্যুত [স] বিণ অপমানিত। 'মানী বাবাজী মানচ্যুত হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

মানচেষ্টা [স] বি অসম্মান। 'তাহারদিগের কোন অংশে মানচেষ্টা কিছা অপব্যয় হয় নাই।' দর্পণ, ১৮২২।

মানদ [স] বিণ সম্মানদাতা। 'মিতভুক অগ্রমস্ত মানদ অমানী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মানদাতা [স] বি সম্মানদাতা। 'মানদাতা যদি দলপতির মান প্রদান না করেন তবে তাহার ...।' ভবানী, ১৮২৩।

মানদা [স] বি সম্মান। 'বার্তা জিজ্ঞাসিতা তার করিল মানদা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'নিজেরে নিরুপ্ত রেখে সন্তোজ-বিহ্বল-চিত্ত আশ্রয় মানদা তুমি চাহ নাই কভু।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মাননীয়া [স] ১ বিণ সম্মানের যোগ্য। 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাননীয় বৈশ্য এবং শূদ্র সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'কারণ, তাহা হইলেই, তিনি, সকলের নিরুপ্ত, বিদ্যাদ বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় হইবেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বিণ গ্রন্থলেখযোগ্য। 'আমরা বাদসার জ্ঞাত বাদসাই দার, বাদসাই মতের গ্রন্থেই মাননীয়।' মশাররফ, ১৮৮৯।

মাননীয়া [স] বিণ স্ত্রী সম্মানের যোগ্য। 'মাননীয়া বিবি সালেমার হোজরা সমীপে গমন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মানশ

মানশব্দ [স] ১ বি মর্যাদাসূচক পদ। 'আমিও আমার সোহাগকে দেব মর্যাদা, শিল্পে-সাজিয়ে-তোলা মানপরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বি প্রাজ্ঞাপক অভিনন্দন-পদ। 'নৌকী সেনতওয়ার উদ্দেশে মানপত্র পঠিত হয়।' কোষ, ১৯৪৮।

মানপূর্বক, মানপূর্বক [স] ক্রিয বি সম্মানপূর্বক। 'মানপূর্বক প্রণাম করিয়া আপন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

মানবিশ্রম [স] বি মান বজায় না-ধাকা। 'অতটা শিক্ষাবিস্তার সফ্রেও রানিয়ার সাহিত্যিক মানবিশ্রম ঘটল কেন মনে হয়?' খুঁজটি, ১৯৩১।

মানভিক্ষা চাওয়া ক্রি সম্মান প্রার্থনা করা। 'আমি বড়, তাই আমি মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম।' গরব, ১৯১৭।

মানভিষ্ট [স] বি সম্মানহীন। 'অন্য কৃষকেরা অহরহ নিশীড়িত, ভজিত, মানভিষ্ট ও শরীরে আহত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মানমদ [স] বি মর্যাদার অহংকার। 'মানমদে বিধি সব হইলেন ফেস।' গুণ, ১৮৫৮।

মানমর্যাদা, মানমর্যাদা [স] বি মানসম্মান। 'ইহাতে লোকের মান-মর্যাদা ... রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৬: 'মুসলমান সমাজের মানমর্যাদা বর্জিত হইবে।' প্রচারক, ১৯০০।

মানমাস্তা [স] মান+আ মাস্তা বি ধনমান। 'ধনকিউ মানমাস্তা ঢুবে সেল জলো।' মানিকরায়, ১৭৮১।

মান রক্ষা [স] বি সম্মান রক্ষা। 'বজাতির মানরক্ষার্থে অনায়াসে পক্ষপাত করেন।' প্রচারক, ১৮৫০: 'হাতে মান রক্ষা হয় তার চেঁচা করা।' উমেশ, ১৮৫৭।

মানসম্মদ [স] বি সুমান ও সম্মান। 'বিষয়বস্তু ব্যক্তি তরুণ বয়সে অবধিই ধনসম্মদ ও মানসম্মদ উপার্জন নিমিত্ত একান্ত-চেষ্টা হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মানহানি [স] বি অসম্মান। 'বিদ্যাশিক্ষাতে তাহাদের কোন রূপে মানহানি কিবা অখ্যাতি হয় নাই।' গৌর, ১৮২২।

মানহানিকর [স] বি অসম্মানজনক। 'স্বীমহলে অসম্মদ মানহানিকর কাণ্ড করিয়াছে।' মধ্যম, ১৮৭০।

মানহানিজনক [স] বি অসম্মানজনক। 'সকলই অসুবিধা এবং মানহানিজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মানহানির মামলা [স] মানহানি + আ মুখামিলাহ বি মর্যাদাহানির অভিযোগে যে মামলা করা হয়। 'যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই।' প্রমথ, ১৯৩৭।

মানহীন [স] বি মান সেই এমন ব্যক্তি। 'মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মানাপমান [স] বি মান ও অপমান। 'আমি এই কন্যার লজ্জা সন্ত্রম মানাপমান গ্রাসাচ্ছাদন প্রদানপূর্বক রক্ষা করিব।' জ্ঞানচন্দ্রসেবায়, ১৮৫২।

মানাশঙ্কা [স] বি মর্যাদাহানির ভয়। 'কেহ মানাশঙ্কায় বিচারপতিব নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে।' চন্দ্রিকা, ১৮৪৪।

মান-প্র মান'

মান' ১ বি অভিমান। 'জলএ মান কবি ছুঁটি দুই হাত।' মালধর, ১৫০০। ২ বি (বিশ্বপুরাণ) কৃষ্ণকর্তৃক রাধার মানভঞ্জন বিষয়ক পলা। 'তিনি ক্রমে ক্রমে মান, মাধুর, অকর-সেবায় ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পালা রচনা করেন।' মোতাফার, ১৯৩৭।

মান-অভিমান [স] বি ভাগ্যবাসার আঘাত ও দুঃখ। 'মান-অভিমান এমনি খেলা।' নন্দকর, ১৯২৩।

মান করা ক্রি অভিমান করা। 'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভরসন ...।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মানভঙ্গ [স] বি অভিমান ভাঙানো। 'মানভঙ্গের পালাটা অনিয়ন করে দেখিয়ে দি।' মাইকেল, ১৮৬১।

মান ভঙ্গ করা ক্রি অভিমান ভাঙানো। 'আজ সুবি মান ভঙ্গ করতে হলো, দেখি লঘু মান কি গুরু মান।' উমেশ, ১৮৫৭।

মানভঞ্জন [স] বি মান ভাঙানো। 'প্রতিকূল প্রণয়িনীর মানভঞ্নের জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মানমরি, মানমরী [স] মানমরী। বি স্ত্রী অভিমানী নারী। 'বুঝি কএক দিন আসি নাই মানমরীর অভিমান হয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭: 'মানমরি ... এত মান ভাল নয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মান' [স] বি মানকরু। 'পটোল ব্যাকুর্ খোড় আলু শাক মান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মানকরু [স] বি মাটির নীচে জন্মে এমন এক প্রকার কন্দ। 'আলু, পলা, গুল, মানকরু, শালগম ইত্যাদি।' বিদ্যা, ১৮৫১।

মানকরু' [স] বি মানকরু প্রকার। 'পটোল ফুলবিড় ভাজা কুম্ভাও মানকরু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মান' [স] ১ বি পরিমাপের একক। 'পথের সখল দিল চল দুই মান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সংগীতে তালের বিরাম বা মাত্রা। 'নাচিছে নাটক পাইছে গায়ক রাগ ভাল মান লয়।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি শ্রেণী। 'ভৃত্যের মান হইতে আরম্ভ এবং পঞ্চম মান হইতে বিত্তের ভাষা আরম্ভ হইবে।' শরীফুল্লাহ, ১৯০১।

মানজি [স] বি অজল, সেল প্রভৃতির ঐক্যগোচিক নকশা। 'বিকৃত মানজিরে ন্যায় দেখায়।' বহিষ, ১৮৭৫।

মানজিরকার [স] বি মানজির তৈরি করে ব্যা। 'কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানজিরকাররা লোহিত-সমুদ্রকে ...।' প্রমথ, ১৯২৫।

মানজিরিত [স] বি অজিত; প্রদর্শিত। 'অজিতের যে সামান্য অংশে বুদ্ধি এবং সামাজিক উচিতব্যবোধের হকের মধ্যে মানজিরিত হয়েছে ...।' শিব, ১৯৭০।

মানদণ্ড [স] বি বিচারের মাপকাঠি। 'মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ ঘণ বাটখারা চাপানো দেখের নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানমন্দির [স] বি এই-নকর পর্যবেক্ষণ কক্ষ। 'ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মানরঙ্ক [স] বি পরিমাণ করার হাতি। 'কেহ ১৯,৪০০ হাত দীর্ঘ মানরঙ্ক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৫১।

মানওয়াদী বি মুক্ত ব্যবহৃত হয় এমন। 'ওর পেট অল্পহাতে মানওয়াদী জাহাজ নয়।' মুলতবা, ১৯৫৯।

মানকাট [স] বি মন্ত্রদলের প্রণালীবিশেষ। 'মানকাট ধরিতে শিখিল সর্বশেষ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

মানপাড়া বি গাছবিশেষ। 'মানপাড়া বাবুটি কুচাইলতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মানত, মান' [আ মনত] বি মনোবাসনা সিদ্ধির জন্য কোথাও কোনো কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার। 'মহাপ্রাণ আমি করে মানত দিব।' কেরি, ১৮০২: 'টোঁক দিয়ে মান' যেমন কাটিয়ে দেব রাত।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

মানন [স] বি (লোকবিশ্বাস) মানসিক; মানত। 'শিলবিগ্নি বাজ পড়ে সাধু জদি মরে ঝড়ে দূর হব আমার মানন।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মাননা বি মানত; মানসিক। 'মাননা করেছে পুরো বলি দিব বলে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মানব [স] বি মানুষ। 'মানব হইআ জন্ম চল বসুমতী।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মানব-অভ্যাদয় [স] বি মহামানবের আবির্ভাব। 'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যাদয় মন্দি উঠিল মহাকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মানব-ইতিহাস [স] বি মানুষের ইতিহাস। 'আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মানব-উন্নতি [স] বি মানুষের মেধা ও মননের উন্নতি। 'যদি মানব-উন্নতি কেবলমাত্র বাহ্য প্রকৃতি সাপেক্ষ হইত ...' প্রথম, ১৯২০।

মানবকল্পনা [স] বি মানবকৃত কল্পনা। 'মানবকল্পনা কল্প পরে কি কল্পিতে ধাতার বৈভব।' মাইকেল, ১৮৬০।

মানবকল্যাণকর [স] বিণ মানুষের মঙ্গলসাধক। 'নানাবিধ মানবকল্যাণকর কাজ ও সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ...' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

মানবকুল [স] বি মানবজাতি। 'আজ মানবকুলের কালি মেখে।' নজরুল, ১৯২৬।

মানবকেন্দ্রিক [স] বিণ মানবতাকে কেন্দ্র করে আর্ভিত। 'সার্বিক বিরুদ্ধতা মানবকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণার লগ্ন থেকে বিদ্যাসাগরকে নিঃসন্দেহে টেনে নিয়ে যেত।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

মানববৃহৎ [স] বি মানুষের বাড়ি। 'ইহারা যখন মানবগৃহে প্রতীপালিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মানব-চরিত্র [স] বি মানুষের স্বভাব। 'ইহাছা'র মানব-চরিত্র কম্পিত হইয়া পাপের প্রোত প্রবাহিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৬; 'জীবনশিখা যখন প্রণীত হইয়া উঠে, তখন টিপাবণ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র মূটিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানবচরিত্রবিদ্যা [স] বি মনস্তত্ত্ব। 'বেঙ্কটশামী মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চা করছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানবচিন্তা [স] বি মানুষের মন। 'তিনি কি মানবচিন্তার অন্তরতর বিধাতা নন?' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মানবচিন্তাবৃত্তি [স] বি মানুষের মনের ভাব। 'মানবচিন্তাবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানবচিন্তা [স] বি মানুষকেন্দ্রিক চিন্তা। 'মানবচিন্তার এই আদর্শকেই বলে হিউম্যানিজম।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

মানবচেতন্য [স] বি মানুষের চেতনা। 'মানবচেতন্যের রহস্য-কথনে নেমে হেগেল এক আর বহর মধ্যে প্রভেদ করেননি।' সুশীন্দ্র, ১৯৩৭।

মানবজনন [স] বি মানুষরূপে জন্মগ্রহণ। 'আপনাকে যা বলে মানবজনন সম্বল কন্তে এসেছি।' মীনবত, ১৮৬৩।

মানবজন্ম [স] বি মানব জীবন। 'পাইয়া মানবজন্ম যে না গুনে গৌর-গুণ হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'এই মানবজন্মে কতমুহূর্ত বা পেতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মানবজন্মান্তরী [স] বি মানবজীবনরূপে তরী। 'ওরে যাকি, ওরে আমার মানবজন্মান্তরীর যাকি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মানব-জমিন [স] মানব+ফা জমিন বি মানবরূপে জমিন। 'এম মানব-জমিন রৈল পতিত।' রামশ্রদাস, ১৭৮০।

মানবজাতি [স] বি মনুষ্য জাতি। 'মানবজাতির প্রধান গুণ ৫ বিচারশক্তি, মদ্যপান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হ না।' অক্ষয়, ১৮৪১।

মানব-জাতীয়তা [স] বি মানবতা ধর্ম। 'মানব-জাতীয়তার চেয়ে তাকে বড়ো বলে জেনেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মানবজীবন [স] বি মনুষ্যজীবন। 'মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূ-শ্রীহীন রূপে চকে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানবতত্ত্ব [স] ১ বি মানুষ ও তার ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক তত্ত্ব। 'ফরাসি সাহিত্যিকরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবতত্ত্ব নির্ণ করেন।' প্রথম, ১৯১৬। ২ বি মানুষের স্বরূপ। 'এই বাহিরে-বাহিরে ভিন্নতা এটো কী মানবতত্ত্বের কী মানবের শিল্পতত্ত্বের চরম কথা নয় অবন, ১৯২৫।

মানবতন্ত্রী [স] বি মানবতাবাদী ব্যক্তি। 'সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রণেতা ন তিনি মানবতন্ত্রী।' শিব, ১৯৫০।

মানবতনুয়তা [স] বি মানবমুখী একাঙ্গচিন্তিতা। 'হিউম্যানিজম হলে মানবতনুয়তা, মানবমুখিনতা।' বিনয় ঘোষ, ১৯৫৭।

মানবতা [স] ১ বি মনুষ্যত্ব। 'দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।' নজরুল, ১৯২৪; 'সদ্য দিলে আজ ওড়ে না নিশান মানবতার।' ফররুখ, ১৯৪৩। ২ বি মানুষ। 'নিপীড়িত মানবতার নিকট ইসলাম হইয়াছি বিখাতার আশীর্বাদস্বরূপ।' হুই, ১৯৪৪।

মানবতাবিরোধী [স] বিণ মানববিদ্বেষী। 'মানবতাবিরোধী এ আইনের উপযুক্ত পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবে দাবি করা হয়।' বেঙ্গল, ১৯৭২।

মানবতাব্রতী [স] বিণ মানবতার পূজারী। 'দুইজনই ছিলে জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ।' শরীফ, ১৯৭০।

মানবত্ব [স] ১ বি মনুষ্য ধর্ম। 'এই অহিঞ্জনস্ব কে চায় ইহা হবে মানবত্ব এ নয় এ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি মানবিক বোধ। 'সুচরিতার স্বাভাবিক মানবত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মানবত্ববোধ [স] বি নিজ এবং অন্যকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা বোধ। 'মানবত্ববোধ আজও প্রবল হয়ে ওঠেনি।' নজরুল, ১৯৩১।

মানবদর্শনী [স] মানব+ফা দর্শন। বিণ মানুষের প্রা় সহানুভূতিশীল। 'বেগম রোকেয়া একাধারে মানবদর্শনী, সমাজদর্শন ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন।' বেঙ্গল, ১৯৭০।

মানব-দেবতা বি মানুষরূপ দেবতা; দেবতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ। 'তার অন্তরকল থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অ-মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মানবদেহ [স] বি মানুষের শরীর। 'জ্বররোগ কোথা হইতে আসি প্রায় সর্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

মানবধর্ম, মানবধর্ম্য [স] বি মানবরূপকৃত। 'তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূ ন্যায়বান হইলেন - রাগ ঘে গোধ পক্ষপাতাদি মানবধর্ম্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জিত।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'মানুষকে কত জুগ ক-তার মানবধর্ম্যকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

মানব-ধাম [স] বি পৃথিবী। 'হিঙ্গোল উজ্জ্বল মানব-ধাম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মানববন্দিনী [স] বি বন্দী। 'চলেছে মানব, মানববন্দিনী।' বঙ্গদর্শন,

১৮৭২।

মানবশপদবাচ্য [স] বিণ মানুষ হিসেবে বিবেচনায়ো। 'সেই জ্ঞানব্রহ্মসমাক্রান্ত মানবকে মানবপদবাচ্য বলিয়াই বোধ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

মানবপীড়ন [স] বি মানুষের উপর অত্যাচার। 'মানবপীড়নের মহামারী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মানবশ্রুতি [স] বি মানুষের শারীরিক ও মানসিক ধর্ম। 'মানবশ্রুতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মানবপ্রধান [স] বিণ মানবমুখী। 'উভয়ের চিন্তন প্রক্রিয়া ছিল মানবপ্রধান।' রমেশ্বর, ১৯৭০।

মানবপ্রবাহ [স] বি মানুষের যাতায়াত। 'দিনান্তের মানবপ্রবাহ উদ্ভাসগণিতের বয়ে চলেছে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

মানবশ্রীতি [স] বি মানুষের প্রতি ভাসোবাসা; মানবপ্রেম। 'তার অপূর্ণ সত্যশ্রীতি, মানবশ্রীতি, জীবশ্রীতি তাঁর অনুবাসীদের অনুবাসনের বিষয় হলো না।' ওদুদ, ১৯৪৯; 'এ ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রত্যয় ও মানবশ্রীতির সন্ধান।' শরীফ, ১৯৭০।

মানবপ্রেম [স] বি মানুষের প্রতি প্রেম। 'মানবপ্রেমের ডাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানবপ্রেমিক [স] বি মানুষের কল্যাণকামী ব্যক্তি। 'ধর্মযাজকেরা মানবপ্রেমিকের খোলস পরে ...।' শতকর্ত, ১৯৪৬।

মানবপ্রেমী [স] বিণ মানুষের প্রতি প্রেম আছে এমন। 'রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বের ক্ষেত্রে মানবপ্রেমী হয়েও জীবনের ক্ষেত্রে বন্দী রইলেন অভিজাতের দূর্গে।' দিব, ১৯৫০।

মানব-ফসিল [স] মানব+ই ফসিল। বি মানুষের জীবনাম্ব। 'মানব, মানুষ, মানব-ফসিল, ক্রমোন্নতির আলো।' জীবন, ১৯৪০।

মানব-বন্ধু [স] বি মানবজাতির মিত্র। 'দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি।' নজরুল, ১৯২৫।

মানববর্গ [স] বি মানব সমাজ। 'চুমণ্ডল ... মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মানববাদ [স] বি ঈশ্বর নয়, মানুষই প্রধান - এমন মতবাদ। 'তাঁর মানববাদেরও উৎস ছিল পাচাত্য শিক্ষালব্ধ জীবন-চেতনা।' শরীফ, ১৯৭০।

মানব-বিজ্ঞান [স] বি মানব সম্পর্কিত বিজ্ঞান; নৃতত্ত্ব। 'ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আজ কাল অসম্বদ বন্ধ ও চেঁচা ঘরা ... মানব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতেছেন।' প্রমথ, ১৯২০।

মানববিবেচী [স] বিণ মানুষের প্রতি বিবেধে পোষণ করে এমন। 'মানববিবেচী সেই রোগকে আরো গভীর করে দিলেন।' সিয়াজুল, ১৯৭৪।

মানববিমুদ্রতা [স] বি মানুষের অজ্ঞানতা। 'মানববিমুদ্রতাকে লাল দেলাইতে ফেলে ...।' জীবন, ১৯৪০।

মানববিরহিত [স] বিণ মানুষবর্জিত। 'মানববিরহিত প্রকৃতি যেন অর্থহীন অনাবশ্যক।' আলিউদ্দিন, ১৯৬০।

মানববিশ্ব [স] বি সমগ্র মানবসমাজ। 'মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মানববুদ্ধি [স] বি মানুষের বুদ্ধি। 'তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অণুম।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

মানববৃত্তি [স] বি মানব প্রবৃত্তি। 'অন্যথাবৃত্তি হচ্ছে মানববৃত্তির গতির বাইরের বৃত্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মানববেদনা [স] বি মানুষের কষ্ট দেখে মানুষের যে সহানুভূতিবোধ। 'বড় সহিতের প্রেরণা মূলে এই মানববেদনা।' বিকৃতি, ১৯৩১।

মানবব্রহ্ম [স] বি মানুষই ব্রহ্ম। 'তার অর্থ এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মানব-ব্রহ্মাণ্ড [স] বি মানবজগৎ। 'মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিকৃদিগন্তে বিরাট ইতিহাস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মানবভবন [স] বি মানবদেহ। 'আসুক বিমল উষা মানবভবনে, লাজহীনা পবিত্রতা - তব্বিবসনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মানবভাগ্য [স] বি মানুষের অদৃষ্ট। 'তনতে পেশাম মানবভাগ্যের লাশত সত্য কাহিনী।' হাই, ১৯৪৯।

মানবভাবে [স] বিণিগণ মানবিক বিবেচনা অনুসারে। 'সামান্য মানবভাবে স্বীয় নিকট সমান প্রত্যাপনা করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানবভাষা [স] বি মানুষের ভাষা। 'হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি আমার মানবভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মানবভোক্তা [স] বিণ মানুষখেকে। 'তাহা, বোধ হয়, এইরূপ মানবভোক্তা ছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মানব-মণ্ডল [স] বি মানব-সমাজ। 'উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে।' হাইকেল, ১৮৬৬।

মানব-মণ্ডলী [স] বি মানব-সমাজ। 'মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাব যাব, বিরামে কেবল, ঘূণাতে নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

মানব-মন [স] বি মানুষের মন। 'সুপ্রিয়প্রভ মানব-মন যে জ্ঞানন্তরে সন্নিবিষ্ট ছিল ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মানবমহিমা [স] বি মানুষের গৌরব। '... স্বকীয় মানবমহিমার প্রদীপ বেশি লোকের হাতে জ্বালায়ে দিয়ে যেতে পারেননি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

মানব-মানস [স] বি মানুষের মন। 'মহান মানব-মানস সদা উঠে পড়ে তারি শাসনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মানবমিত্রা [স] বি মানুষের বন্ধু। 'খোদার হাবিবে এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিত্রা।' নজরুল, ১৯২৮।

মানবমুক্তি [স] বিণ মানুষের মুক্তি আনতে পারে এমন। 'মানবমুক্তি পণ নিয়ে তুমি ওঠো দুর্গম শিলা শিখরে।' রুদ্রক, ১৯৪৬।

মানবমুখিতা [স] বি মানবকে প্রাধান্য দান। 'পাচাত্য ভাবাদর্শের প্রভাব, মানবমুখিতা, সমাজসচেতনতা।' আনিস, ১৯৬৪।

মানবমুখিন [স] বিণ মানুষকেন্দ্রিক। 'যুক্তির আলোকে তাকে মানবমুখিন বা মানবকেন্দ্রিক (anthropo-centric) এবং সাধারণের বোধগম্য করে তোলেন।' রমেশ্বর, ১৯৭০।

মানবমুখিনতা [স] বি মানুষকেন্দ্রিকতা। 'হিউম্যানিজম হলো মানবমুখিনতা, মানবমুখিনতা।' বিনয় ঘোষ, ১৯৫৭।

মানবমুখী [স] বিণ সমস্ত কর্ম ও ভাবনার কেন্দ্রে আছে মানুষ এমন। 'যে মানবমুখী কর্মাদর্শের প্রেরণায় বিদ্যাপাগর শিলা ও সমাজসংস্কারমূলক নানা জনহিতকর কাজে ...।' সুনীলমুখো,

১৯৭০।

মানবমূর্তি [স] বি মানুষের প্রতিকৃতি। 'রূপসের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহপূর্ণ মানবমূর্তি'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মানবমৃগয়া [স] বি মানুষ-শিকার। 'ভালাবাসি আমি এই ব্যয় উর্দ্ধ্বাস মানবমৃগয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মানবমৈত্রী [স] বি মানুষে মানুষে মিত্রতা। 'মানবমৈত্রীর বিতরু পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মানবরস [স] বি মানবিক রস। 'ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশ্রিয়া দেয়'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানবলীলা [স] বি মানবজীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ। 'মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুল গভীর শ্রোতব্যতীর অত্যাচকুলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর'। নীলবন্ধু, ১৮৬০।

মানবলোক [স] বি মনুষ্যজগৎ। 'এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল অনুমুহুর সংকীর্ণ ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মানবশত্রু [স] বি মানবতার শত্রু। 'এই মানবশত্রুদিগের কঠোর হস্তে পতিত হইলে রক্তা পাওয়া দুষ্কর'। অক্ষয়, ১৮৪৯; (তোরা) মানবশত্রু, তোদেরই হায়/ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ'। নজরুল, ১৯২৪।

মানব শাস্ত্র [স] বি মানুষের রচিত শাস্ত্র। 'মানব শাস্ত্রে এই সমস্ত দেশ যজ্ঞের উপযুক্ত'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

মানবশিল্প [স] বি মানুষের তৈরি শিল্প। 'দেবশিল্প (নেচার) মানবশিল্প (আর্ট) দুই নয়, এক'। অবন, ১৯২৫।

মানব-শিল্পকলা [স] বি মানুষের শৈল্পিক সৃষ্টি। 'বেড়ে যাক্ মানব-শিল্পকলার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য'। অবন, ১৯২৫।

মানবশিশু [স] বি মানব-সন্তান। 'ক্ষুদ্র এই মানবশিশু রচিতহে প্রলাপজল্পনা?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মানব-শোভা [স] বি মানুষের সৌন্দর্য। 'তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

মানবসংসার [স] বি মানুষের জগৎ। 'মানবসংসারের মধ্যে প্রতিদিবসের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানবসংকল্প [স] বি মানবজাতি। 'আমি কর্মেই ব্যাপৃত আছি ... মানবসংকলের দৃষ্টান্ত হইবার জন্য'। আইয়ুব, ১৯৩৩।

মানবসম্মিলন [স] বি মানুষের সম্মিলন। 'এমন রস তাহার মানবসম্মিলন জীবনে আর করবো পায় নাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মানবসত্তা [স] বি মানুষের সত্তা। 'তীব্র মানবসত্তার নবজীবনের কান্না'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানবসত্য [স] বি মানুষের সত্য। 'এটা মানবসত্যের অবসাদ'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানবসভ্যতা [স] বি মানুষের রচিত সভ্যতা। '... মানবসভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানব-সমাজ [স] বি মানবজাতি। 'মানবসমাজ যতই উৎকর্ষ লাভ করে ...'। অক্ষয়, ১৮৪৮; 'তোজিয়ে মানব-সমাজ, গণনের ছাদ ডেদ করি আজ'। রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

মানব-সম্প্রদায় [স] বি মনুষ্যসমাজ। 'আধুনিক সভ্যতাভিমায়ী মানব-সম্প্রদায়'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

মানবসম্বন্ধ [স] ১ বি মানবিক সম্পর্ক। 'সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ'।

রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক। 'বিশ্ব মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মানবসর্বশ [স] বিণ একমাত্র মানুষই বিবেচ্য এমন। 'সেই সমাজে মানসপটে বিন্যাসাগরের মতন এক মানব-সর্বশ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব'। সুশীলমুখো, ১৯৭০।

মানবসাধারণ [স] বি জনসাধারণ। 'সোশ্যালিজম ধর্মীর কর্তৃত্বে হুসে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে'। রবীন্দ্র, ১৮৪৪; 'সাহিত্য সমস্ত মানবসাধারণের জন্যেই ছিল না'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানবসাহিত্য [স] বি মানুষের রচিত সাহিত্য। 'মানবসাহিত্যে করে জায়গায় অতি আচর্য বিকাশ লাভ করিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানবসুলভ [স] বিণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এমন। 'আমাদের কৈফিয়ৎ আমাদের মানবসুলভ ভুলত্রুটি'। অনুরা, ১৯২৮।

মানবস্বভাব [স] বি মানব-প্রকৃতি। 'তাহার মরণ-ধর্মণী মানবস্বভাব অতিক্রম করিয়া অমরভাব প্রাপ্ত হইতেছে'। অক্ষয়, ১৮৪৯; 'মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়ম'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মানবহিতকর [স] বিণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে এমন 'মানবহিতকর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে গোটা জীবনটাকেই যেন আহুতি দিয়েছিলেন'। সুশীলমুখো, ১৯৭০।

মানবহিতবাদী [স] বিণ সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধন করে - এমন মতবাদের অনুসারী। 'বিদ্যাসাগরের মতে মানবহিতবাদী নাস্তিক সঙ্ঘায়ী পুরুষ একজনও জন্মানো'। শরীফ, ১৯৭০।

মানবহিতৈষী [স] বিণ মানুষের মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'মানবহিতৈর্ষ ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মানব-হিয়া [স] বি মানুষের হৃদয়। 'দুর্বল মানব-হিয়া বিদীর যেখায় মর্মভেদী যন্ত্রণা বিঘম ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মানবহৃদয় [স] বি মনুষ্যতৃপ্ত মন। 'এ কাহার মায়া। মানবহৃদ দিয়ে এত অবহেলা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মানবহৃদয়দীপ্তি [স] বি মানুষের মনরূপ বাসা। 'স্বর্গের দিকে নড়ে মানবহৃদয়দীপ্তির দিকে'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

মানবাকৃতি [স] বি মানুষের অবয়ব। 'সাধারণ মানবরূপেই মানবাকৃতি নিয়া মর্ত্যজীবনের মাধুরী পান'। হুইট, ১৯৪৪।

মানবাত্মা [স] বি মানব-শিথ। 'সমস্ত জন্মস্থানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভায়ে ভায়ে গুলিয়া এ ক্ষুদ্র মানবাত্মটিকে সম্পূর্ণ বেঁটন করিয়া শে করিতে পারে না'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

মানবাচার [স] বি মানুষের আচরণ। 'আদিম মানবাচার ও পশুাচারে কি কোন প্রভেদ ছিল না?' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মানবান্দা [স] ১ বি মানবসত্তা। 'এইরূপ উন্নত হইলে মানবাত্ম নিত্য নির্মল সুখ, শান্তি, আনন্দের উপভোগে সমর্থ হয়'। অক্ষয়, ১৮৫৪; 'একটি অমরমুদ্রের মানবান্দা এর মধ্যে বাস করে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি মানুষের হৃদয়। 'সেই প্রেমে যেন মানবান্দা অন্তর্নিহিত গভীর অমরতা হইতে এক অপরূপ গাণিগম্য পান ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'মানবান্দা যে সময় ফরিদার করছিল'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মানবাধিকার [স] বি মানুষের প্রাপ্য অধিকার। 'গণতন্ত্র

মানবানুগ্য

মানবানুগ্য। 'সর্ববিধান, ১৯৭২।

মানবানুগ্য [স] বিপ. জ্ঞানার্জন। 'ধূম্রাট পঙ্কজেনি মানবানুগ্য হইল।' রামায়ণ, ১৮০১।

মানবিক [স] বিপ. মনুষ্যসুলভ। 'মানবিক বুদ্ধি বলে ক্রমবিকৃত বৈজ্ঞানিক নিপুণ তত্ত্বসমূহ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মানবিকতা [স] বি মানুষের গুণ বা ধর্ম; মনুষ্যত্ব। 'এই সব প্রশ্ন তবু নয় আর মানবিকতার।' জীবন, ১৯৩০।

মানবিনী [স] বি নারী। 'সারি সারি বসি - পত্নী, দেবী, মানবিনী।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মানবী [স] বি নারী। 'মানবীর মন হরে তপসীর জ্ঞান।' বাহরায়, ১৬৫০।

মানবীগর্ভজাত [স] বিপ. মনুষ্য গর্ভে জাত। 'দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানবীয় [স] বিপ. মানুষের উপযুক্ত। 'মানুষ পাবে তার মানবীয় সর্ব প্রয়োজনের সম-অধিকার।' নজরুল, ১৯২৬।

মানবোচিত্রাস [স] বি মানুষের ইতিহাস। 'মানবোচিত্রাসে মাঝে মাঝে আসে মশমাস।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

মানবোচিত্র [স] বিপ. মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। 'মানবোচিত্র সহস্রবৃতি।' জীবন, ১৯৩২।

মানবক [স] বি মানবশিষ্ট। 'মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও রেবাহাওয়ার ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মানব [স] ১ বি মন। 'সুখ মানস চালক মনন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিপ. অভিলষিত। 'মনের মানস কথা মন তাহে সাধি।' মালশ্রবণ, ১৫০০। ৩ বি মনোবাসনা। 'লক্ষণতি বলে মোর সম্মল মনোহর মুহুদ, ১৬০০। ৪ বি আকাঙ্ক্ষা; কামনা। 'আজ্ঞাধার উদ্দেশ মনস করা ভায়রদিশের পক্ষে আকর্ষ্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'সহজে বাহে মানস হয়ে সিদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৫ বিপ. মনোভা। 'ইহাকে মানস প্রত্যক বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানসউদ্যান [স] বি মনরঙ্গ বাগান। 'মানসউদ্যানের চির আকাশকুমুদ।' মল্লারক, ১৯০৮।

মানস-ঐশ্বর্য [স] বি মানসিক শক্তি। 'যাঁর মানস-ঐশ্বর্যের কাছে হার বেহেলি রাজ-সম্পদ।' শরীফ, ১৯৭০।

মানসকন্যা [স] বি ভাষাবাসনা পক্ষী। 'ছোরে তার মানসকন্যাকে পালকিত করে দুলকি ঢালে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবে।' আলওদ্দিন, ১৯৫৮।

মানসকমল [স] বি মনরঙ্গ পত্র। 'কবির মানসকমল থেকে বসে-পড়া সুর-বোকাই পাণ্ডিত্য।' অবন, ১৯৫৫।

মানস-কল্পনা [স] বি মনের কল্পনা। 'এই হল প্রথম শিল্পীর মানস-কল্পনা।' অবন, ১৯৫২।

মানসক্ষেত্র [স] বি মনরঙ্গ ক্ষেত্র। 'সমুদ্র বিদ্যার বীজ আমাদের মানসক্ষেত্রে এছিন্ন রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'ইয়েজের প্রভাব তখন বাতালীর জীবনে এবং মানসক্ষেত্রে অপ্রতিহত।' ওয়ালেস, ১৯৪০।

মানসখাদ্য [স] বি মনের বোরাক। 'আমরা প্রতিমুহূর্তে হুরোপ থেকে মানসখাদ্য গ্রহণ করছি।' শরীফ, ১৯৬৮।

মানসপটন [স] বি মনোভা। 'মানসপটনে সামগ্রিকভাবে হিন্দু

কলেজের প্রভাবও কম ছিলো না।' মুর্শিদ, ১৯৭০।

মানস চক্ষে ত্রিবিধ কল্পনার চোখে। 'কেবল মানস চক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মানস-ছবি বি কল্পনার ছবি। 'আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানসজগৎ [স] বি মনোজগৎ। 'মানসজগতে স্রীসোমের প্রভাব অধিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানস-জ্ঞাত [স] বিপ. চিত্র-উজ্জ্বল। 'বাহুবল্লর মাগজোবের সঙ্গে আমাদের মানস-জ্ঞাত বস্তুর মাগজোব ছব্ব মিলে যেতেই হবে।' প্রমথ, ১৯১৩।

মানসজীবন [স] বি মনোজীবন। 'বিশ শতকের প্রথমভাগে বহুদেশের মানসজীবনে যা ঘটেছিল ...।' শিব, ১৯৫৬।

মানসভোজ্য বি মনরঙ্গ নৌকা। 'কানার নেতৃত্বভাড়া মানসভোজ্য ধরে যল ...।' অবন, ১৯৩৯।

মানসতত্ত্ব [স] বি মানসকন্যা; মন বা কল্পনা থেকে জাত কন্যা। 'সে চার ভোমাকে, মাইকেল এঞ্জেলের মানসতত্ত্ব।' সুবন্ধ, ১৯২১।

মানস-মুগ্ধ [স] বি চিন্তা-প্রবাহ। 'কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উল্টো মানস-ধারা খুলে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানস-ময়ল [স] বি মনের চোখ। 'দেখিবারে পায় মোর মানস-ময়ল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মানস নেত্র [স] বি মনের চোখ। 'তিনি আপনার মানসনেত্রে এককালে সমগ্র ভূবল্ল পর্যবেশকন করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'আজও দেখছি আমার মানস নেত্রে ...।' নজরুল, ১৯৩১; 'মেলে মেছি মানসনেত্র।' অন্নদা, ১৯৭২।

মানসপট [স] বি মনরঙ্গ পট। 'মানসপটে পরিঘমপট, সংসার-অভিজ্ঞ, সূর্যম-তনু দরিয়াবিধির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না।' শওকত, ১৯৫৮।

মানসপর্ঘটন, মানসপর্ঘটন [স] বি কল্পনার ভ্রমণ। 'অতীতে মানসপর্ঘটন প্রয়োজনীয় ...।' মোতাহেব, ১৯৫০।

মানসপুত্র [স] বি আত্মীয়পুত্র ব্যক্তি। 'ব্রাকার মানসপুত্র তুমি মহাপুত্র।' বৃন্দা, ১৫০৮।

মানসপুর [স] বি মনোজগৎ। 'আমাদের মানসপুরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানসপ্রকৃতি [স] বি মনের স্বভাব। 'নানা জাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানসপ্রকৃতি।' প্রমথ, ১৯২০।

মানস-প্রজ্ঞাপতি বি মনরঙ্গ প্রজ্ঞাপতি। 'ওই যে তোমার মানস-প্রজ্ঞাপতি, ঘরছাড়া সব ভবনা স্বত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মানস-প্রতিমা [স] বি কাঙ্ক্ষনিক প্রতিমূর্তি। 'মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'সংবাদ শেলো তার মানসপ্রতিমা বদিতজ্ঞামাদের।' হাই, ১৯৪৯।

মানসপ্রধান [স] বিপ. কল্পনাপ্রধান। 'যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াই সকলগুলিই মানসপ্রধান, কার্যপ্রধান নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানসপ্রসূত [স] বিপ. মনের মধ্যে কল্পিত। 'একটি মানসপ্রসূত দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করাি চিত্রকলার উদ্দেশ্য।' প্রমথ, ১৯১৩।

মানসপ্রাণ [স] বি মনশক্তি। 'আমাদের মানসপ্রাণ ছইত সজীব

হইয়া উঠিতেছে ... '। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানসপ্রিয়া [স] বি কাক্ষিত প্রিয়তমা। 'সমুদ্রের জীবনে মানসপ্রিয়ার অতর্কিত আবির্ভাব ... ' হাই, ১৯৪৯; 'মানসপ্রিয়া বিয়াক্রান্ত বেদা কাদাবার কোনো গ্রন্থ ওঠে না।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

মানস বচন [স] বি মনের কথা। 'নরবর মুখেরে/ জিজ্ঞাসিল মানস বচন।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

মানস-বন [স] বি মনরূপ বনভূমি। 'মানস-বনের পঞ্চাখনি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মানসবলাকা [স] বি কল্পনার বলাকা। 'পাখা বাড়ে শত-শত মানসবলাকা।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

মানসবাণিজ্য [স] বি মন্দনশীলতার ব্যবসা। 'এ বেনেমুখে মানসবাণিজ্যে পিছিয়ে পড়লে কিংবা তাঁকে চলেতে না জানলে ...।' শরীফ, ১৯৬৮।

মানসভাণ্ডার [স] বি মানস জগৎ। 'মানসভাণ্ডার পূর্ণ করে দেওয়ার দিকে বৌক নেই বলে অধুনা মানুষের অন্তর জীবনটা ফাঁকা ও ফাঁকা।' মোতাহের, ১৯৫০।

মানস-ভুবন [স] বি চিন্তার জগৎ। 'প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে।' মাইকেল, ১৮৬৬; 'কোথা তব মানসভুবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মানসভূমি [স] বি মনোজগৎ। 'আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট মানবিকৃত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মানসমরাল [স] বি মনরূপ বলাকা। 'বেমস্তের হাফাকারে পলাউক মানসমরাল।' বিষ্ণু, ১৯৪১; 'নীলিমায় দিই মেলে মানসমরাল।' শামসুর, ১৯৬৩।

মানসমাণিক [স] মানসমাণিকা বি কল্পনারূপ মাণিক্য। 'সাতশো রাজার ধন মানসমাণিক।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মানসমুকুর [স] বি মনের আয়না। 'ভেসে ওঠে মানসমুকুরে/ উত্তরকালের আর্তনাদ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মানসমুকুল [স] বি মনের কলি। 'যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনসাপেক্ষে, দশের সামনে অগ্নিপরাঙ্কার পর তার পরিণত সত্যকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মানসমুরতি [স] মানসমূর্তি বি কল্পনায় গঠিত মূর্তি। 'মানসমুরতি খানি আকুল আমায় বোধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মানস-রসিনী [স] বি স্ত্রী মনকে রাস্তার যে। 'হে আমার মানস-রসিনী।' নজরুল, ১৯২৮।

মানসরাজ্য [স] ১ বি কল্পনার জগৎ। 'বৃন্দাবন-নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্য দেখতে পাচ্ছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪। ২ বি মনোজগৎ। 'লিখতে গিয়ে আপনার নিপুট মানসরাজ্যের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশশত হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মানসরূপ [স] বি ভাবমূর্তি; মানসিক রূপ। 'অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনহি একটি মানসরূপ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানসলীনা [স] বিপ্ হৃদয়ে স্থিত। 'মানস-লীনা বাজে যে বীণা শিখরে তারি মুখেরা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মানসলোক [স] বি মনোজগৎ। 'আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মানসশিখা [স] বি ভাবশিখা। 'তাঁহার মানস শিখেরা তাহা হৃদীকৃত করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

মানসসন্ধান [স] বি মানসজগতের সঙ্গে মিল আছে সন্তানতুল্য এমন কেউ। 'শরচ্চন্দ্র এক্ষেত্রে যেন বিদ্যাসাগরেরই মানসসন্ধান।' শরীফ, ১৯৭০।

মানস-সমৃদ্ধি [স] বি মানসিক ঐশ্বর্য। 'ভাষায়-সাহিত্যে তার মানস-সমৃদ্ধির যে পরিচয় দেয়াশ্যমান।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

মানসসম্পদ [স] বি মানসিক সমৃদ্ধি। 'য়েনোসারের মানসসম্পদ রচনায় বণিক ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিতান্তই অনুদ্ভেধ্য।' শিব, ১৯৫৬।

মানস-সার্থী [স] মানস+সার্থী বি অন্তরের বন্ধু। 'বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সার্থী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মানসসায়র [স] মানস-সাগর বি মনরূপ সাগর। 'মানসসায়রে মরাসেই প্রায়।' নজরুল, ১৯২৯।

মানস-সার্কাস [স] মানস+ই সার্কাস বি মানসিক দ্বন্দ্বের জগৎ। 'হাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কাসের ডিগবাজি-খেলোয়াড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মানসসিদ্ধি [স] বি ইচ্ছা পূরণ। 'এ অট রত্নের গুণ এই এক্ষেত্রে মানসসিদ্ধি হয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৯১২; 'মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক।' জগদীশ, ১৮৯৫।

মানসসুন্দরী [স] বি কল্পনালোকের সুন্দরী। 'বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানসসুন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মানসহর [স] বি মনোহরগকানী। 'স্বপ্নে মানসহর নিরমর নীর।' কুঙ্করাম, ১৯২০।

মানসাকাশ [স] বি মনরূপ আকাশ। 'মানসাকাশে আজো হাসে প্রণয়ের শশী।' আহসান, ১৯৪৪।

মানসাক্ষ [স] বি না লিখে মনে-মনে কষতে হয় এমন অঙ্ক। 'মানসাক্ষে ও বুঝ চটপটে।' মঞ্জীশ, ১৯৬৩; 'মানসাক্ষ ক'বে হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে?' শামসুর, ১৯৬৬।

মানসাবাস [স] বি মনে আছে এমন স্থান। 'বিন্দুধ্বজিনের মানসাবাসে বিবিধবিধবিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ।' দর্পণ, ১৮৩১।

মানসাবার [স] বি মনরূপ আকাশ। 'অন্ধকার নাপ করিতে তাহারদিনের মানসাবারে দেয়াশ্যমান না থাকতে ...।' সুখান্দর, ১৮৩১।

মানসী [স] বিপ্ স্ত্রী মনকেলিত। 'জগতে আপন মানসী মূর্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

মানসেন্দ্রিয়মাহা [স] বিপ্ মন দিয়ে গ্রহণযোগ্য। '... প্রথমমাহ মানসেন্দ্রিয়মাহা; দ্বিতীয়মাহ শ্রবণেন্দ্রিয়মাহা।' প্রমথ, ১৮৯০।

মানসোল্লাস [স] বি মনের আনন্দ। 'মানুষের মানসোল্লাস আজ এহে গ্রহে।' শরীফ, ১৯৮৮।

মানস বি বিমাগলে অবস্থিত মানস-সরোবর। 'ফুটিত পুড়ার ফুল মানসের জলে নির্গন্ধে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মানসবাধী [স] বিপ্ মানস সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করেছে এমন। 'হৃদয় যেমন মানসবাধী/ তেমনি সারা দিবসমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মানসসরস [স] বি মানস সরোবর। 'উভার অপূর্ণ শোভা মানসসরসে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মানসসরসবাসিনী

মানসসরসবাসিনী। [স। কিণ্বী] মানস সরোবরে বাসকারী। 'বিমল মানসসরসবাসিনী'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মানসসরসী [স। বি হিমালয় পর্বতে অবস্থিত হ্রদ। 'মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে'। রবীন্দ্র, ১৮৮০: 'সরসীরে কোন নর গেছে সেইখানে মানসসরসীতীরে বিরহশ্যামনে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মানসসরসীতীর [স। বি মানস-সরোবরের তীর। 'সরসীরে কোন নর গেছে সেইখানে মানসসরসীতীরে বিরহশ্যামনে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মানস-সরোবর, মান-সরোবর [স। বি হিমালয়ে অবস্থিত সরোবরবিশেষ। 'মানস-সরোবর একটি হ্রদ'। অক্ষয়, ১৮৫৪: 'শোভেন শৈলেশ-রাজ, মান-সরোবরে'। উমাইকেল, ১৮৬৬।

মানসোষক [স। বিন মানস সরোবরকামী। 'মোক্ষহানে যাইবার জন্য মানসোষক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানসিক [স। ১ বিশ মনের। 'কারিক ও মানসিক ক্রমে ক্রমিত থাকিত'। বসন্ত, ১৮২৯। ২ বি মাত। 'উদ্বাঘাত কৃতান্তগুণিতে মানসিক করে'। বিদ্যা, ১৮৪৭: 'রোগাণীতা বিপদআগণের জন্য মানসিক করে'। মনোজ, ১৯৬১। ৩ বিশ বুদ্ধিবৃত্তিক। 'কারিক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ ও সুখ সন্ধান করিব ...'। অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিশ কাল্পনিক। 'আমার নবাবী মানসিক নবাবী'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মানসিক অন্তরাঙ্গ [স। বি মনের আড়াল। 'সীলান্বিত কল্পমান মানসিক অন্তরাঙ্গ আপনি বিরহিত হইতে পারে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানসিক অবরোধ [স। বি মানসিক প্রতিবন্ধক। 'এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মানসিকতা [স। ১ বি কাল্পনিকতা। 'লোচনে বাস্তবিকতার চক্রে পড়িয়া পড়িয়া মানসিকতার মধ্যে উঠিই হতেছে যার'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি মনোভাব। 'মানসিকতার সিক থেকে শিকিত পরিবার অর্ধশাসীদের চেয়ে অনেক উন্নত'। বেগম, ১৯৪৮।

মানসিক দাখিয়া [স। বি মনের দৈন্য। 'মানসিক দাখিয়া ও সর্বাঙ্গভার বিরুদ্ধে ...'। বিকৃত, ১৯৩১।

মানসিক পরিবৃত্তি [স। বি মানসিক উন্নতি। 'বর্ধ করে দিচ্ছে সমস্ত ছাতির মানসিক পরিবৃত্তি'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মানসিক পরিমজ্ঞ [স। বি মনোজ্ঞতা। 'সম্ম মানসিক পরিমজ্ঞকে উপেক্ষাভবে গড়ে তোমার প্রচেষ্টা'। উমাই, ১৯৬৮।

মানসিক বিদ্যা [স। বি মনোবিজ্ঞান। 'সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শাস্ত্রিক বিদ্যা, মানসিক বিদ্যা ... ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বৈদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

মানসিক জ্ঞান [স। বি মানস গঠনের প্রথম পর্যায়। 'ছারদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ত্রুণ অবস্থা'। রবীন্দ্র, ১৯০৬।

মানসিক স্বাভা [স। বি মনোভূমি। 'উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমন একটা ভূমিকম্পে উপস্থিত হার'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানসিক শক্তি [স। বি মনের জোর। 'মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্চাস'। জগদীশ, ১৯১৭।

মানসিক সম্পর্ক [স। বি মনের মধ্যে সম্পর্কের অনুভূতি। 'তাঁহার কণ্ঠেই একটা যেন কোমল মানসিক সম্পর্কের মতো বেটন করিল'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

মানা [স। মান্] ১ কি মনে নেওয়া। 'সরস বচন করি মান শূসার'।

বড়, ১৪৫০। ২ কি শীকার করা। 'তবে তোমার পূর্ণ কৃপা যদি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ কি লৌভাঘা বলে বিবেচনা করা। 'এ পানের বেনদাতে আঁধি তব খলক এই বহ মানি'। রবীন্দ্র, ১৯২২। মানি কি মনে নাও। 'সরস বচন করি মান শূসার'। বড়, ১৪৫০। মানিএ কি মানে। 'কেও না মানএ জয় অবদান'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। মানন্ত কি শীকার করে। 'সুখ ভোগ বিলাস মানন্ত রূপে জনে'। অলাপল, ১৬৮০। মানিবি কি মনে হবে। 'সুনইত মানিবি সগন সঙ্গ'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। মানসি কি মানহো। 'না মানসি কলপে রাখ পাটে'। বড়, ১৪৫০। মানসী কি মানিস। 'মিছাএ দোষিষ্ট দুটি কদরত ডর না মানসী'। বড়, ১৪৫০। মানহ কি মনে করবে। 'দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। মানাতী কি সম্মত করে। 'রাখিকা মানাতী সেহ মোরে'। বড়, ১৪৫০। মানাইল কি রাঙ্কি করালো। 'ভুক্তি করি বর মাগি সেবে মানাইল'। মালাধর, ১৫০০। মানারিহো কি সম্মত করবে। 'আর মানারিহো করী আশেব মুগ্ধী'। বড়, ১৪৫০। মানারিহো কি সম্মত করলাম। 'এহা বৃধি কাহ জোরে মানারিহো যতনে'। বড়, ১৪৫০। মানি ১ কি মনে করি। 'কি দেখিলে কি দেখিলে সন্ন্যাসনে মানি'। মালাধর, ১৫০০। ২ কি মনে নিয়ে। 'দুই সোহা মিলন দুই মন মানি'। শৈশব, ১৯০০। ৩ কি সন্তুষ্ট করি। 'পিতাচার্য শিখ জানি দ্ব্যর্থ মনে মানি বাপের বেড়াই দিলি মোরে'। বাহরাম, ১৫৫০। মানিআ কি মান্য করে। 'বিক্রমে মানিআ বিব শতক বামার'। মুহুদ, ১৬০০। মানিআ কি মনে করে। 'পাপ পুণ্য রাখা দুই না মানিআ'। বড়, ১৪৫০। মানিহি কি মনে নিজেই। 'মানিহি আত্মা অজ্ঞা না করিব ভল'। বাহরাম, ১৬৫০। মানিএ কি মনে। 'বসন্ত মানিএ বসি সব সিন্দুরে'। মালাধর, ১৫০০। মানিককে কি মানি না। 'দেশী কৃষ্ণ মানিকের স্বধিকৃষ্ণ জয়'। ওষ, ১৮৫৮। মানিবি কি মান্য করবে। 'সবে তারে না মানিব আমায় চরিত'। কৃষ্ণ, ১৫৮০। মানিবি কি মান্য করবে। 'যথা প্রজ্ঞাপন মম মানিবে বচন'। গিরিশ, ১৮৮৭। মানিকেস্ত কি মান্য করবে। 'মানিকেস্ত নর সবে তাহার বচন'। সুলতান, ১৭০০। মানিবো কি শীকার করবে। 'কঠো না মানিবো'। বড়, ১৪৫০। মানিমো কি মানবে। 'হেন ভক্তি না মানিমো এই মল্ল সার'। কৃষ্ণ, ১৫৮০। মানিয়া ১ কি মনে। 'জন্ম সফল মানিয়া'। কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ কি শীকার করে। 'রাজা ... লৌভাঘা গড় লৌভাঘা আশ্রয় মানিয়া ... নিচয় করিলেন'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। মানিয়ে কি মনে নিয়ে। 'এ শিখি মানিয়ে হরি সঙ্গে মেসি'। গোবিন্দ, ১৬০০। মানিয়ে ১ কি মানলো। 'লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল'। বড়, ১৪৫০। ২ কি মনে নিলো। 'দশয় কদর কৃষ্ণ বান্ধন মানিল'। মালাধর, ১৫০০। ৩ কি হলো। 'অনি দেখি সকলোকে আশ্রয় মানিল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। মানিষ্ট কি মনে নিলাম। 'ভুক্তিত রমূল হেন মনতে মানিষ্ট'। সুলতান, ১৭০০। মানো ১ কি রাঙ্কি হলেন। 'যেখণ্ড, ১৭৫৭। মানিলেস্ত কি মনে নিলো। 'কাএ মন মানিলেস্ত রমূল আচার্য'। সুলতান, ১৭০০। মানু কি সম্মত হোক। 'বোল রাখারে মানু সুবতী'। বড়, ১৪৫০। মানো ১ কি মান্য করে; গ্রাথ্য করে। 'সম্বন্ধ না যানে কাঙ্কাজি'। বড়, ১৪৫০। ২ কি মনে করে। 'কিছু কর্ণের দ্বারা কেহ আপনাকে উপেক্ষত মানে'। কর্ণটোর, ১৭৯৩।

মানিয়ে নেওয়া কি বাগ বাগরাণো। 'বন্ধি তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মানে না ১ কি মান্য করে না; মেনে নেয় না। ওর্গা, ১৭৮২। ২ কি সন্তুষ্ট পাণ্ড না। 'আমার মন মানে না দিনরজনী'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ কি গ্রাথ্য করে না। 'ও যে মানে না মানা, আঁধি ফিরাইলে বলে, না না না'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মানা^১ [আ মনত>] কি মানত করা; মানসিক করা। 'যমুনাক মান রাখা ফুল সিন্দুর'। বড়, ১৪৫০; 'কালীঘাটে পূজা মানে'। দর্পণ, ১৮২১।

মানা^২ [আ মনহ] বি নিষেধ। 'মানা করে জীবনবাস চরণে ধরিয়া'। বৃন্দা, ১৫৮০।

মানা করন বি নিষেধ করা। ওর্স, ১৭৮৫।

মানা করা কি নিষেধ করা। 'দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মানাই বি শুদ্ধ বা সুগন্ধি বিশেষ। মনোএল, ১৭৪৩।

মানাকারী বি মানা করে যে। মনোএল, ১৭৪৩।

মানা-টানা কি গ্রাহ্য করা। 'আমাকে মানে-টানে না'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মানানি^১ [স মানান] বি মানত; মানসিক। 'কোলে বংশ হইলে মানান দিবে কি'। রূপরায়, ১৭৫০।

মানানি^২ কি ঝাপ খাওয়া। মানানসই [স মান+আ সওয়া] বি ঠিকমতো; উপযুক্ত। 'কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানানসই হয় না'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মানানো ১ কি সেবতে সুন্দর লাগা। 'যাহার যেটো মানাবে সে সেই পোষাকটা পরে'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'তোমারে এমন মানায়েছে আজ'। জঙ্গীম, ১৯৩৩। ২ কি সামগ্র্যসম্পূর্ণ হওয়া। 'বলাবলি করিতে, আখা দুটিতে বেশ মানায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ কি শোভন হওয়া। 'তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা'। রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৪ কি সমর্থ করা। 'মিলিয়ে কথা রঙে রঙে হয় মানাতে'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মানা-মান্যতা [মানা+স মান্যতা] বি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের মনসিকতা। 'আজকাল মেয়েটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, একটী মানা-মান্যতা নাই'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৩।

মানি [স মানী] বিণ সম্মানিত। 'মানি ব্যক্তির মানই প্রশ্ন'। হরহৃদয় রায়, ১৮১৫।

মানিক [স মাণিক্য>] বি মূল্যবান পাথর; রত্ন। 'হিরামন মানিক মকুট সেতে সিরে'। মালাধর, ১৫০০।

মানিক-অঙ্গুরি বি মানিকখচিত আংটি। 'পত্র নির্দশন এই মানিক-অঙ্গুরি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

মানিক-গাঁথা বিণ মানিক-গ্রথিত। 'মানিক-গাঁথা ওই যে তোমার কন্ডে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মানিকজোড় ১ বি একরকম দুইজন। 'মিল মাফিক লোক পাইলে মানিকজোড় হয়'। প্যারী, ১৮৫৮; 'মানিক জোড়ের মতন দিন-রাত্তির এক জায়গায় থাকতিস কিনা'। নজরুল, ১৯২৭। ২ বি বকজাতীয় পাখি। 'তারি ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে সব শর/ মানিক-জোড়ের ঘর'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

মানিনী, মানিনি [স মানিনী] ১ বিণ অভিমানিনী। 'মানিনি মন তোর গড়ল পসানে'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি অভিমানিনী। 'মানিনী বলিছে আমি দুখিনী মানিনী'। হ্যালাহেড, ১৭৭৮। ৩ বি স্ত্রী মর্যাদাবান ব্যক্তি। 'পৌরবের পৌরবিনী, মানের মানিনী'। রবীন্দ্র, ১৮৭৪। ৪ বিণ স্ত্রী অহঙ্কারী। 'বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া মরণ-ঘোমটা টানি'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

মানিনী-ভামিনী বি অভিমানিনী রমণী। 'মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের ওমরে'। মাইকেল, ১৮৬৬।

মানেনী [স মানিনী] বি অভিমানী। 'মিহা কেন ধরিয়াছ মানেনীর বেশ'। উমেশ, ১৮৫৭।

মানিব্যাণ [হি] বি পকেটে রাখা যার এমন টাকার ছোটো থলি। 'মানিব্যাণটা পাটির উপর পড়িয়া গিয়াছিল'। মানিক, ১৯৩৭।

মানী^১ [স] বিণ অভিমানী। 'মানী বড় ভৈল কাহাখি শেষ রজনী'। বড়, ১৪৫০।

মানী^২ [স] ১ বি সম্মানিত ব্যক্তি। 'মান যাবে নিয়া মানীর নিকট'। ডবলী, ১৮২৮। ২ বিণ সম্মানিত। 'আমি কি বলিব বাণী প্রাচীনা সভার মানী'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মানীজন [স] বি সম্মানিত ব্যক্তি। 'মানীজনকে সম্মান দেওয়া'। শামসুল, ১৭৩৭।

মানীজ্ঞানী [স] বিণ মর্যাদাবান ও জ্ঞানশীল। 'স্বাধারণ লোকই তাহার নায়ক ... মানীজ্ঞানী সাধক নহে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মানীসন্ত [স মনুষ্যত্ব] বি দয়া। 'জ্ঞেয়ন তোমার মানীসন্ত হয় ইহা জদি তুমি ...'। ওর্স, ১৭৭৯।

মানুষ [স] ১ বি লোক। 'মানুষ নিয়োজিল মাঝিবা ক তাএ'। বড়, ১৪৫০; 'আমি ছোর হ্যাচড় নই, মেয়ে মানুষ'। রবীন্দ্র, ১৮৬৪। ২ বি মনের মানুষ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। চঞ্জী, ১৬৫০। ৩ বি আত্মা। 'মানুষ পলাইবে দেহ ছেড়ে পড়ে রবে শুণু ঘর'। লালন, ১৮৯০। ৪ বি সঙ্কল্প ব্যক্তি। 'দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মানুষ করা কি লালন-পালন করা। 'একজন নার্স আছে, সে ছেলেকে মানুষ করে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মানুষথেকো বিণ মানুষ ব্যয় এমন। 'মানুষথেকো বাধ'। বিজুতি, ১৯৩৮।

মানুষজন্ম [স] বি মানবজীবন। 'মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি'। জীবন, ১৯৪২।

মানুষজাতি [স] বি মানবজাতি। 'যতদিন না মানুষজাতি অথবা মনুষ্যধর্ম এক জগৎ থেকে লোপ পাচ্ছে ...'। শিব, ১৯০০।

মানুষজানোয়ার [স মানুষ+ফা জানোয়ার] বি মানুষরূপ জন্তু। 'জীর্ণশিখি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষজানোয়ারদের ভিতর ...'। জীবন, ১৯৩১।

মানুষ-শেষ [স] বি মনুষ্য সমাজ। 'ও ভাই ডাঙর বাঘ ওই মানুষ-দেহে'। নজরুল, ১৯২৬।

মানুষপনা বি মানুষের আচরণ। 'মানুষপনা, এ-য়ে অন্যায়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মানুষ-পশু [স] বি মানুষরূপী পশু। 'রসাতলে পশবে মানুষ-পশুর ভয়ে তারা'। নজরুল, ১৯২৯।

মানুষপুতুল [স মানুষ+পুতুল] বি মানুষরূপ পুতুল। 'যখন বড়ো হইল তখন মানুষপুতুল লইয়া এমনিভাবে পূজা করিতে লাগিল যে তাহার সেবক আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মানুষ-পূজা [স] বি নির্দিষ্ট মানুষকে করা পূজা। 'মানুষ-পূজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পূজারী ব্রাহ্মণদের লোভ হলো'। অবন, ১৯১৯।

মানুষ-পেশা বিণ মানুষকে পিঠ করে এমন। 'মানুষ-পেশা জাঁতাকল

কি কল হিসাবে কাজও চেয়ে খাটো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মানুষ-পেছানো বিন মানুষকে পিঠ করা। 'দিব্য পেতেছে খল কলগুলা মানুষ-পেছানো কল।' নজরুল, ১৯২৫।

মানুষগ্রাম্য [স] বিন মানুষের সমান। 'মানুষগ্রাম্য লম্বা ঘাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মানুষ বড় মানুষ/ তার হেঁড়া দুইটা কান - নির্লজ্জ ব্যক্তি। 'মানুষ বড় মান তার হেঁড়া দুইটা কান।' গৌর, ১৮২২।

মানুষবেশী বিন মানুষরসী। 'চিককার করে উঠল মানুষবেশী জানোয়ারটা।' কায়সার, ১৯৬২।

মানুষ-মারা বিদ্যা বি মানুষ হত্যা করার বিদ্যা। 'এই মানুষ-মারা বিদ্যা ... কাঠখোঁটা শোকেরই মনের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

মানুষ-মুখো বিন মানুষের মতো চেহারাযুক্ত। 'মানুষ-মুখো হয়েছো রে সত্যসঙ্গে সাজি।' নজরুল, ১৯২৯।

মানুষ রতন [স] মানুষ+স রত্ন। বি মনের মানুষ। 'এই মানুষে আছে রে মন/ যায়ে বলি মানুষ রতন।' লালন, ১৮৯০।

মানুষশরীর [স] বিন মানবদেহধারী। 'ইনি রামি হইলে গর্দভশরীর ত্যাগ করিয়া মানুষশরীর হন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মানুষশিকার [স] মানুষ+শা শিকার। বি মানুষ হত্যা। 'ব্যবসা যে তাঁর মানুষশিকার নাহি জানে কোনো নর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মানুষ হওয়া ১ ক্রি মানবিক তপে বিকশিত হওয়া। 'প্রথমে মানুষ হওয়া আবশ্যিক, তাহার পরে মানুষ হওয়া বা জন্ম হওয়া বা আর কিছু হওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। 'মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'আবার তোরা মানুষ হ।' বিজ্ঞান, ১৯২২। ২ ক্রি প্রতিষ্ঠিত হওয়া। 'পুরুষেরাই মানুষ হয়ে দুনিয়াকে কাজ করছে।' বেগম, ১৯৫২।

মানুষ হয়ে ওঠা ক্রি মানবিক তপে গণ্য হওয়া। 'অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মানুষাকার [স] বিন মানুষের মতো আকারযুক্ত। 'হ্যালহেড, ১৭৭৮।

মানুষাদি [স] বি মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী। 'আমি ষ বাছবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ মহিষ মানুষাদি মারিয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

মানুষিক [স] ১ বিন মানুষ সম্বন্ধীয়। 'কবি মানুষিক বলরুদ্ধি-সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সূত্রান করিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিন মানুষের মতো। 'মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি।' জীবন, ১৯৪২।

মানুষী [স] ১ বি নারী। 'দেবাসুর মানুষ মানুষী গীত গায়।' রূপরাম, ১৭৫০। 'মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংপৃষ্ঠ করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিন মানুষসুলভ। 'সেই শক্তিবিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বি প্রাণী। 'তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মতো/ কোনো এক মানুষের তরে।' জীবন, ১৯৩৬।

মানুষ্য [স] মনুষ্য। বি মানুষ। 'হায়ওয়ান আলী অতি দূত ভাবনের মানুষ্য বিশেষ।' মশাররফ, ১৮৬৯।

মানুষ্যতা [স] মনুষ্যত্ব। বি ভালোমানুষি। 'মোনাএল, ১৭৪৩।

মানুষ [স] মনুষ্য। বি মানব। 'মানুষ সরির খরি গর্তবাস করি।' মালাধর, ১৫০০।

মানে [আ মানা] বি অর্থ। 'যে শব্দটা দেখলুম তার কোনো মানে ভেবে পাছি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মানেওয়াল্য বিন অর্থপূর্ণ। 'মানেওয়াল্য কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মানে মানে ১ ক্রিবিধ মান থাকতে থাকতে। 'এই বেলা মানে মানে কুটি চল।' গীনবহু, ১৮৬০। ২ ক্রিবিধ কোনো রকমে। 'মানে মান সুখেজ শহরে গিরে তো পৌছেম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মানে-মোদার বি অর্থ ও তাৎপর্ষ্য। 'হদি দেখে কথা তার/ কোনো মানে-মোদার/ হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্ভাস্তিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মানেসত্ত [স] মনুষ্যত্ব। বি মঙ্গল। 'জাহাতেই আমার মানেসত্ত জয় তাহা করিজেহেন।' ওসী, ১৭৮২।

মানোয়ারি বিন নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। 'মানোয়ারি গোয়ার দল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মান্দ [স] বিন ধীরগতিসম্পন্ন। 'বেহাগ মান্দ কাহারবা।' নজরুল, ১৯৩২।

মান্দা [স] মন্দ। বিন ধীরগতি। 'শৈতা ও সৌগন্ধ মান্দা ত্রিবিধ পবন।' রামমহলাদ, ১৭৮০।

মান্দার [স] মন্দার। বি কীটামুক্ত গাছবিশেষ। 'আর আনিব মান্দারের ফুল।' বিজয়, ১৬৫০।

মান্দারি [স] মন্দার। বি মান্দার গাছ। 'চেঞ্জ বড় বাঁস কাটিল মন্দারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মান্দারিন বিন গিনের প্রাণ্যায় কথাভাষাভাষী। 'একে এক সময় ধর্মিতা উনুও মান্দারিন মহীয়সী বলে মনে হয়।' জীবন, ১৯৩৩।

মান্দাস [স] মনুষ্য। বি ভেলা। 'কলার মান্দাস গড়।' কেতক, ১৬৫০।

মান্দ্য [স] বি ঘাটতি। 'ইহাতে কর্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরণ মান্দ্য হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

মান্দ্রাজি বিন মাদ্রাজের অধিবাসী। 'মান্দ্রাজি কেরানি গাছতলায় বসে বই পড়ে।' বুক, ১৯৫৫।

মান্দাতা [স] বি পৌরাণিক রাজ্যবিশেষ। 'অযোধ্যা নগরে আছে নৃপতি মাজাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মান্দাতার আমল বি অতি প্রাচীনকাল। 'মান্দাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মান্না বি বঙালি বংশানাম-বিশেষ। 'রাধাকুসল মান্না।' দেবদী, ১৮৪০।

মান্নি [স] মান্য। বি গালিবিশেষ। 'এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান?' গীনবহু, ১৮৬০।

মান্য [স] ১ বি শ্রদ্ধা। 'দত্তব্য করিবেক বহু মান্য করি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সম্মান। 'কর্ণুর তামূল মান্য দিলা জ্ঞানে জ্ঞানে।' আলগল, ১৬৮০। ৩ বি সম্মানীয়। 'হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২। ৪ বি সম্মান্যত। 'বড় সেকের সন্ধান বলিয়া অনেক স্থানে মান্য।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৫ বি সম্মান। 'মান্যের সহিত বরণীয় হইয়া শ্রদ্ধাসহায়ে কৃতিশক্তি হইলেন।' মশাররফ, ১৯০৮।

মান্যগণ্য [স] বিন সম্মানিত। 'মান্যগণ্য বয়ক তিনজন ভ্রূলোক।' মানিক, ১৯৩৬।

মান্যজন [স] বি শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি। 'মান্যজন দেবী কর্ণ নমস্কার করিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মান্যতা [স] বি পালন; মেনে চলা। 'এতদ্বিধের আমার অত্যাধনপূর্বক মান্যতা করি।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৮।

মান্যবর [স] বিপ শ্রদ্ধাভাজন। 'মান্যবর শ্রীযুত সোমস্বকশ সম্পাদক।' সোমস্বকশ, ১৮৭৩।

মান্যবান [স] বিপ শ্রদ্ধাভাজন। 'বিধানও মান্যবান।' ইসলাম, ১৯০৭।

মান্যবুদ্ধি [স] বি মর্যাদা বৃদ্ধি। 'চাঁদ শ্রীহর্ষের মান্যবুদ্ধি জন্য।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মান্যমান [স] বিপ সম্মানিত; সম্ভ্রান্ত। 'মান্যমান শোক দলপতি হয়েন এমত নহে।' তরানী, ১৮২৩।

মান্যরূপে [স] ক্রিবিপ বখাওখতাবে। 'বহুকালাবধি সরকার সম্বন্ধে সম্ভ্রান্ত কার্যে মান্যরূপে নিযুক্তব্রহ্মক।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৬।

মান্যলোক [স] বি সম্মানিত ব্যক্তি; অস্ত্রলোক। 'ইতরলোক অশেকা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্বত্রই অধিক মান্য।' দর্পণ, ১৮২৭।

মান্য্য [স] ১ বিপ ক্রী সম্মানিত। 'সর্ব শাস্ত্র জ্ঞান ভূমি সসোয়ের মান্য্য।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি সম্মানের পাত্রী। 'ঠিকচাটী পাড়ার মেরে মহলে বড়ো মান্য্য ছিলেন।' প্যাট্রি, ১৮৫৮।

মান্য্যমান্য [স] বিপ মান্য ও অমান্য। 'পরিষদের বস্ত্রের উত্তমাদম্য বিবেচনা না করিয়া পুরুষের উৎকর্ষাকর্ষ লোকে পুরুষ মান্য্যমান্য হয়।' যুগ্মজ্ঞ, ১৮১০।

মাণ্য [স] ১ বি পরিমাণ। ম্যোএল, ১৭৪৩। ২ বি গুণন সুপ্তার উপকরণবিশেষ; পাণ্ডা। ওর্স, ১৭৮৫।

মাণ্যকটি, মাণ্যকটি [স] মাণ+স কটিকা। ১ বি মাণ্যকটি। 'ভরসা করি, মাণ্যকটি হোটে পড়িবে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৭। সাহিত্যের মাণ্যকটিটা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বি মাণ্যকটি। 'মাণ্যকটি লইয়া জমি মাণ্যতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮০৭।

মাণ্যজুপ [স] মাণ+মু জোকা বি পরিমাণ গুণন ইত্যাদি নির্ণয়। 'গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেণ্যজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন।' যুগ্মজ্ঞ, ১৮৫২।

মাণ্যজোখ বি পরিমাণ, গুণন ইত্যাদি নির্ণয়। 'বাহুবন্ধর মাণ্যজোখের সঙ্গে ...।' প্রমথ, ১৮১৩।

মাণ্যজোখ-করা বিপ নির্ধারিত। 'সুদণ্ড দিয়েছে মাণ্যজোখ-করা হিসেবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মাণ্যদণ্ড [স] বি মাণ্যের কাঠি। 'যে স্থানে যে মাণ্যদণ্ড প্রচলিত আছে।' সোমস্বকশ, ১৮৭৩।

মাণ্যসই [স] মাণ+আ সওয়া বিপ মাণ্যমতো; ছোটোও নয় বড়োও নয়। 'ইয়েরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাণ্যসই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মাণ্যের রসি বি ক্ষমি মাণ্যার শিকল। 'অমিরদোহের মাণ্যের রসি ঠিক নহে।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

মাণ্যের হাত বি এক হাতের পরিমাণ; এক গল্লের অর্ধেক। ওর্স, ১৭৮২।

মাণ্য [আ মু'আকা] বি কমা। ওর্স, ১৭৮৫। 'তুমি আমায় মাণ কর, আমি নিতে বাইতে পারিব না।' বিন্দ্য, ১৮৫৬।

মাণ করন বি মাফ করা; কমা করা। ওর্স, ১৭৮৫।

মাণ করা [স] কমা করা। ওর্স, ১৭৮২। 'তুমি আমায় মাণ কর।' বিন্দ্য, ১৮৫৬।

মাণ মাণিতে কি কমা ভিন্কা করতে। ওর্স, ১৭৮৫।

মাণ্য [ই map] বি মাণ্যকি। 'সুদণ্ড পুষ্টি বা ভাষার কোন খন্তের ডিকো মাণ করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

মাণ্য [স মাণ+] ১ ক্রি পরিমাণ করা। 'মাণ্যে কোণে দিয়া দণ্ডা পনের কাঠায় কুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি গুণন করা। 'আপনার টাকার খান বামারে মাণিয়া দিয়া যাযা পাই তাহা লইয়া যাব।' কেরি, ১৮০২। ৩ ক্রি জরিপ করা। 'পরিমাপ বঙ্গের হইল এই জিলা মাণ্য গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। মাণ্য্য ক্রি মেণ্যে। 'বন্যে হইতে হারে মাণ্য্য দিল ভারে টাকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাণ্য্য জোকা [স মাণ+মু জোকা] ক্রি ভালামন বিচার করা। 'তিনি ... মেণ্যে জুকে হাসেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মেণ্যে চলা ক্রি খুব সাবধানে ধীরে চলাল করা। 'চলিসনে পথ মেণ্যে মেণ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মাণ্যন [স মাণ+] বি পরিমাণ করা। বিন্দ্য, ১৮৯১।

মাণ্য [আ মু'আকা] বি কমা। ম্যোএল, ১৭৪৩। 'মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়।' গরীব, ১৭৬৫।

মাণ্য মাণ্য ক্রি কমা চাওয়া। 'মাফ মাণ্যিতে।' ওর্স, ১৭৮৫।

মাণ্য [স মাণ+] বি পরিমাণ। 'মাফার কর্ম করিয়া দিবা।' ওর্স, ১৭৮২।

মাণ্যলার [ই] বি ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে গলায় পেঁচিয়ে পড়া হয় এমন পুরু কাপড়ের ফালি; গলাবন্ধ। 'মোজার গুপরে স্পাট, টাই-কলারের গুপরে মাণ্যলার।' ভদ্রা, ১৯২৯। 'সিন্দুরিত মুখটা ... মাণ্যলারে চেপে ভূজবাবু একটা চুম্বা খাচ্ছেন।' জীবন, ১৯৩১।

মাণ্যিক [আ মাণ্য্যাক] ১ ক্রিবিপ অনুযায়ী। 'আমি হকুম মাণ্যিক দিয়াছি।' মের্স, ১৭৭৭। 'তাহা তোমাকে ইজারা দিলাম মাণ্যিক পরগনা মালতুজারি করিয়া আমার যুগায়া দিয়া ... ভোপ করহ।' হ্যালহেড, ১৭৭২। 'আইন মাণ্যিক নিষিদ্ধ দে না তাতে কেনে তোয় ইতরগনা।' লালন, ১৮৯০। ২ বিপ পরিমিত। 'মাণ্যিক বরওয়ার্ড খোরাক পায় না।' কেরি, ১৮০২।

মাণ্যিন [ই] বি তরুনা মিটি খাবারবিশেষ। 'মাণ্যিন নামক আমাদের দেশের সিন্ধু পিঠার মত ...।' কৃষ্ণভট্টাচার্য, ১৮৫৫।

মাণ্যুল [আ] বি উপায়া। 'আত্মা হিনে মাণ্যুল নাই এই মোদের ইমান।' ম্যোএল, ১৮৪৯।

মা ঠৈ, মাঠে [স] ১ (অভ্যন্তরীণ ব্যাকরণ) ভয় করো না। 'মা ঠৈ - মা ঠৈ গভীর উজ্জ্বল স্বকৃতি ডাকিরা চলেছে উল্লাসে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। 'এখন মাঠেও ফলি ভসাই তরী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'মাঠে মাঠে জগৎ জুড়ে প্রণয় এয়ার।' সঙ্কল্প, ১৯২২। ২ বিপ তরু নেই এমন। 'ভাদের মাঠেও বাগী বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মাণ্যি [বি] ক্রুডের উপরে চাড়াড় তক্ত আবরণ। 'তরুনা ঘায়ের মাণ্যি ভুলে ফেললে।' মানিক, ১৯০৫।

মাণ্যোঁ বি (পালি) হিন্দুধর্মের অনুযায়ী মূলশ্রম ভূত, এখানে ইয়েরজ ভূত। 'গড়া বড়লোকের ছাবাল, নীল মাণ্যোঁর বাজী ঘাবে ক্যান।' নীনবন্ধ, ১৮৬০।

মাণ্যোঁবাঙ্কি বি মিথ্যা ভয় দেখানো। 'সাধবে বললে সবুর করো মাণ্যোঁবাঙ্কি আমার কাছে।' সুকুমার, ১৯২২।

মামদোহুত

মামদোহুত বি (অপকর্মমূলক) হিন্দুবিধাঙ্গ অনুযায়ী মুসলমান ভূত।
‘আত্মারামা না হয়ে যদি মামদোহুত হত’ নজরুল, ১৯৩১।

মামশা [আ মুয়ামিলাহ] ১ বি মকদ্দমা। ‘সেন রাজা আমলা, তুলে মামলা, গামলা ভালে না’ ওষ, ১৮৫৮। ২ বি বিষয়। ‘হুতের কাছে মামলা বুয়ে সেনে খুদে বেড়াও ভেয়ে।’ লালন, ১৮৯০।

মামলাবাজ [আ মুয়ামিলাহ+কা বাজ] বি মকদ্দমা করতে পছন্দ করে। ‘বাক্ষর বড়া মামলাবাজ’ দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মামলা-মকদ্দমা, মামলা মোকদ্দমা বি প্রতিকারের জন্যে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ। ‘বে পৃথিবী কেনাবেচা বাদানুবাদ মামলা-মকদ্দমা এবং আত্মপরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯; ‘মলি তাহার উদ্যে কোন মামলা মোকদ্দমার কথাই।’ জসীম, ১৯৩০।

মামলিয়ত, মামলিয়াত বি মামলাসমূহ। ‘মামলিয়াত’ হ্যালহেড, ১৭৭২; ‘আপন ২ মামলিয়তের কাগজ।’ ক্যালগে, ১৭৮৫।

মামলেট [ই অমলেট] বি ভাজা ভিম। ‘কটি, মাখন, মামলেট ... নিভিলকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত।’ মুক্তভা, ১৯৪৯; ‘পতা হাঁসের ভিম নিয়ে ঘাসে মামলেট বানায়।’ মুক্তভা, ১৯৫২।

মামা [স মামক] ১ বি মায়ের ভাই। ‘মোর মামা কলসপুর’ বড়, ১৪৫০। ২ বি (ব্যসার্ধে) ইরেজ। ‘মামারা দেবে গুণের লেলিয়ে।’ নজরুল, ১৯০১।

মামাতুয়া বি মামা বা মামা-শতরের সন্তান এমন। ওর্গ, ১৭৮২।

মামাতো, মামাত বি মামার সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১; বিদ্যা, ১৮৯১।

মামাতো ভগ্নী বি মাতুলের কন্যা। ওর্গ, ১৭৮৫।

মামাতো ভাই বি মাতুলের পুত্র। ওর্গ, ১৭৮৫; ‘এখানকার দুইদার আমার মামাতো ভাই হয়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মামানি, মামানী বি মামী। ‘আমার তিনটি মামানি তিন কেসেমের।’ নজরুল, ১৯২৭; ‘মামানী গো, অ মামানী, দ্যাখ কি সোন্দর আপা।’ ইসহাক, ১৯৫৫।

মামাবাড়ি বি মামার বাড়ি। ‘সেই একবার সোজান কেবল গিয়াছিল মামাবাড়ি।’ জসীম, ১৯৩০।

মামাশতর [মামা+স শতর] বি শতটির ভাই। ‘মামাশতর কত বলেদে।’ দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মামাসবুর [মামা+স শতর] বি মামী বা স্ত্রীর মামা। ওর্গ, ১৭৮২।

মামি, মামী [স মামক+] বি মামার স্ত্রী। ‘মদনবাণে চিত্ত বেআলুল কিবা ঘোসনি মামী মামী।’ বড়, ১৪৫০; ‘মামি।’ বিদ্যা, ১৮৯১।

মামিমা বি মামার স্ত্রী। ‘মামিমা আসলে এ ঘর মোদেরও করতে আদর?’ নজরুল, ১৯২৫।

মামিশাতড়ি [মামা+স শতর+] বি শতটির ভাইয়ের স্ত্রী। বিদ্যা, ১৯৯১।

মামীঠাকুরানি বি স্ত্রী মামী। ওর্গ, ১৭৮২।

মামী সাহুড়ী [মামা+স শতর+] বি স্ত্রী মামী বা স্ত্রীর মামী। ওর্গ, ১৭৮২।

মামা [কা মামা] বি কি; চাকরানি। ‘হুতের খোঁরা মামা বত।’ ওষ, ১৮৫৮।

মামি দ্র মামা

মামি [হি] বি পচনরোধক ঔষধে রক্তিত শব্দ; মমি। ‘পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২। দ্র মমি

মামিলা [আ মুয়ামিলাহ] বি মামলা। ‘দরবারে জেখান জে মামিলাত রক্ত করব।’ হ্যালহেড, ১৭৭২।

মামিলাত বি মামলাসমূহ। ‘দরবারে জেখান জে মামিলাত রক্ত করব।’ হ্যালহেড, ১৭৭২।

মামু [স মামক] বি মামা। ‘বিলম্ব না কর মামু কর মোরে বধ।’ সুলতান, ১৭০০।

মামুজি, মামুজী [মামু+জি জী] বি ‘মামার’ সম্বানসূচক সম্বোধন। ‘মামুজী ও বাহুজী ও ভুপুজী’ চিত্রপে, ১৮৬৪; ‘মামুজি করবে যিয়ে।’ অমৃত, ১৯০০; ‘মামুজিরা আমার খুব লেখ করেন।’ নজরুল, ১৯২৭।

মামুর [আ] বি লোকজনে পূর্ব। ‘মামুর হইল মোর বাবরচিখানা।’ ভগত, ১৭৬০।

মামুল [আ মা’আমুল] বি প্রচলিত রীতি; নিয়ম। ‘মামুল মামিক কসম করিয়া কৌসলে বসিনে।’ ক্যালগে, ১৭৮৪।

মামুলি, মামুলী [আ মা’আমুলী] ১ বি অতি সাধারণ। ‘এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্যরাশি।’ শব্দ, ১৯১৭; ‘এমনি নিলক্ষে মতো এসে।’ এই আধার-পথের মামুলি ছিলে আমার প্রিয়ার অবমাননা করি।’ নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ তুচ্ছ; ওকুত্বীন। ‘মামুলী প্রপ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।’ বিকৃতি, ১৯৩১। ৩ বি সাধারণ। ‘মহেশভক্তার মামুলী চাষী।’ শওকত, ১৯৫৮।

মায় [আ মাতা] ১ ক্রিবিগ সঙ্গে; সহ। ওর্গ, ১৭৮২; ‘আর এক পাকা বাড়ি মায়রঙ্গাম ...’ দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিণ পুত্রো। ‘জমির কাত জমা মায় একুন যুঝা সাপত্ৰী তত্বা ডেড় আনা মালতজারি করিয়ে।’ ভেরিল, ১৭৮৩। ৩ বিণ ভাবণ। ‘সাবেক ঘর মায় জিনিষ ও নওয়াজিয়া।’ ক্যালগে, ১৭৮৪। ৪ ক্রিবিগ এমনকি। ‘বে কালীন ডাকবেহারা মায় বাহাণী ও মশালটীঙ্গার বশান যাইকে।’ দর্পণ, ১৮২০। ৫ ক্রিবিগ পর্যন্ত। ‘নীলের কুটী মায় ১৬ ঘোড়া হৌজ ও জলের হৌজ।’ দর্পণ, ১৮৩৫।

মায় আমলা [আ মাতা-আমলা] বিল দলল-সহ। হের্গে, ১৭৭০।

মায়-মুকুলী [আ মাতা-মুকুলী] বি অভিজাতবন্দ। ‘মায়-মুকুলী, ইয়ার-শেষ এবং আরও পাঁচজনের ...’ মুক্তভা, ১৯৬০।

মায়না [আ মাহানুহ] বি মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিক। বিদ্যা, ১৮৯১; ‘এখন প্রায় পাঁচ শ টাকা মায়না পাও।’ মাহেন্দ, ১৯৪৯।

মায়ী [স] ১ বি মোহ। ‘গোআলিনী রাধার মূকুল সব মায়ী।’ বড়, ১৪৫০। ২ বি ইন্দ্রজাল। ‘তোমাকে ত না জাপ রাধা আশ্বার মায়ী।’ বড়, ১৪৫০। ৩ বি ছলনা। ‘মিছা মায়ী করি আমি ডালিল তোমারে।’ মালধর, ১৫০০। ৪ বি দ্বন্দ্ববেশ। ‘মায়ীপাতি আসাদুলি দেব চক্রপানি।’ মালধর, ১৫০০। ৫ বি দ্বন্দ্ব; মমতা। ‘অমূলি নির্দোষ হইল গঙ্গাও কৈল মায়ী।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বি ভালোবাসা। ‘একোবারে না ছাড়ো মায়ী।’ সুলতান, ১৭০০। ৭ বি রহস্য। ‘দুবৌধ বৃষ্টিতে নারে দেবতার মায়ী।’ মানিকরায়, ১৭৮১। ৮ বি টান; লোভ। ‘বায়ুদামবায়ুর টানতে অভিমায় মায়ী।’ গ্যাঙ্গী, ১৮৫৮; ‘এখন সে টাকার মায়ী তাঁহারে ছাড়িতে বলা অন্যায়।’ সুলতান, ১৮৭০।

মায়ী আঁখি বি মায়ী-ভরা চোখ। ‘অক-বন মায়ী আঁখি, বিহ-অখি।’ নজরুল, ১৯২৬।

মায়-আবরণ [স] বি মোহের আবরণ। 'আমার মায়-আবরণ পড়বে খসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মায়্য কহা ক্রি ঈশ্রজ্ঞানের সৃষ্টি করা। 'জগৎ কি মায়্য করে ছায়া হয়ে গিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মায়্য কাটানো ক্রি মায়ার বানন ছিন্ন করা। 'অস্ত্রার নাম নিয়ে দুনিয়ার মায়্য কাটাতে চাইছি।' নজরুল, ১৯২৭।

মায়্যাকাঠি বি জাদুর কাঠি। 'জাদুর ও তাহার মায়্যাকাঠি।' শরৎ, ১৯১৭।

মায়্যাকান্না [স মায়্যাকল্পন] বি লোক দেখানো কান্না। 'রাখ তোর মায়্যাকান্না।' রামাবোধিনী, ১৮৮২।

মায়্যাকায় [স] বি মায়ারী দেহ। 'প্রথমেতে আন্তি আসে মনোহর মায়্যাকায় ধরি।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

মায়্যাকারী [স] বি মায়্যাকল্পন কারাগার। 'মায়্যাকারায় বিভোর প্রায় সকল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মায়্যাকুলেশিকা [স] বি মায়্যাকল্পন ক্রিয়া। 'যখন মিলায়ে যার মায়্যাকুলেশিকা কেন কাদি সুখ নেই বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মায়্যাকুলেশী [স] বি মায়্যাকল্পন ক্রিয়া। 'এসো এসো কুসুম-সুকুমার শীতের মায়্যাকুলেশী অবহেলি।' নজরুল, ১৯৩২।

মায়্যাকঙ্ক [স] বি মায়্যাকল্পন গন্ধ। 'বরুণ ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়্যাকঙ্ক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মায়্যাকোর [স] বি ঈশ্রজ্ঞালিক মোহ। 'সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়্যাকোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মায়্যাকল্পন [স] বি মায়্যাকল্পন। 'সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়্যাকল্পন জ্ঞান করিলে মুক্তিতেছাড়া কেও ভ্রম বলিতে হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৯২।

মায়্যাক্ষোয়া [স] বি মায়্যার আচ্ছন্নতা। 'নব নব মায়্যাক্ষোয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মায়্য ছাড়ো ক্রি স্নেহের বন্ধন ত্যাগ করা। 'খোকাবাবু আমার মায়্য ছাড়িতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

মায়্যাজগৎ [স] বি কল্পনার ভুবন। 'রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়্যাজগৎ তৈরি করছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মায়্যাজাল [স] ১ বি মায়্যার বানন। 'মায়্য জাল কাটিল বর্জিল কোথাকাম।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি রহস্যের জাল। 'আমার তপস্যাজগতের নিমিত্ত এই দুর্বিপাক মায়্যাজাল বিস্তারিত করিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৩ বি মোহনীয় দৃশ্য। 'বনের পথে কী মায়্যাজাল হয় যে বোনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মায়্যাজ্ঞান [স] বি মায়্যার কাজল। 'অর্থবিজ্ঞানের নিয়ম ধরেই তাতে মায়্যাজ্ঞান লাগিয়ে তিনি তার দিক নির্ণয় করেছেন।' হাই, ১৯৫৪।

মায়্যাতরু [স] বি মায়্যাকল্পন বৃক্ষ। 'মায়্যাতরুর বানন টুটে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মায়্যাতন [স] বি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ধনি। 'মৃগীকে মায়্যাতনে বনের বাহির করে।' নজরুল, ১৯২৭।

মায়্যাতীত [স] বি মায়্যার অতীত। 'তব সুন্দর ছায়া মায়্যাতীত হয়ে তাহাতে।' নজরুল, ১৯৪২।

মায়্যাতুলি [স] বি সৌন্দর্যের তুলি। 'নব নব ঋতুর মায়্যাতুলি সাজায় তারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মায়্যাতুল্য [স] বি মায়্যার তুল্য। 'সে পথ তুলিয়া আসিলাম মায়্যাতুল্য মরুভূমি।' নজরুল, ১৯৩৫।

মায়্যাদত্তত্পর্শ [স] বি জাদুর কাঠির ছোঁয়া। 'রবীন্দ্র প্রতিভার মায়্যাদত্তত্পর্শে তার ঘর উদ্ঘাটিত হয়ে যায়।' মোতাহের, ১৯৫০।

মায়্যাদম্যা [স] বি সহবর্মিতা। 'কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল ... মায়্যাদম্যা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'একটু মায়্যাদম্যা রেখে গেলো।' অবন, ১৯৪১।

মায়্যাদীপ [স] বি মায়্যায় আচ্ছন্ন দীপ। 'একলা কোথায় ঘুরে বেড়ায় মায়্যাদীপে গিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মায়্যাদধর [স] বিণ কপট। 'মায়্যাকরে মায়্যাদধর মৃত দেহ হ'এ।' মনিকরাম, ১৭৮১।

মায়্যাদধরি [স মায়্যাদধারী] বিণ কপট। 'কত মায়্যাজ্ঞান আপ মায়্যাদধরি।' মুহূদ, ১৬০০।

মায়্যাদীশ [স] বি মায়্যার অধীশ্বর। 'মায়্যাদীশ মায়্যাবল ঈশ্বরে জীবে ভেদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মায়্যাদিন্দ্রা [স] বি মায়্যায় আচ্ছন্ন হয়ে নিদ্রা। 'রূপার কাঠির মায়্যাদিন্দ্রা যাবে টুটে।' নজরুল, ১৯২৬।

মায়্যাদিশাস [স] বি মায়্যাকল্পন দীর্ঘশ্বাস। 'বসন্তবায়ু মায়্যাদিশাসে/বিরহ ক্লাপাবে হিয়েম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মায়্যাদীপী [স] বি কল্পিত অলৌকিক নারী। 'রাত্রিতে যেখানে মায়্যাদীপী নামিত।' বিভূতি, ১৯৩৮।

মায়্যাদীপ [স] বি মোহের বন্ধন। 'নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়্যাদীপে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

মায়্যাদীপী [স] বি মায়্যাকল্পন। 'কোন মায়্যাদীপী পানে ধাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'সেই মায়্যাদীপীর মাঝখানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মায়্যাদীপ [স মায়্যাদীপ ফন্দি] বি জাদুজাল। 'অসহায় হিন্দু যবে তোর মায়্যাদীপে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মায়্যাদীপ [স মায়্যাদীপ] বি মায়্যাকল্পন ফাঁসি। 'লালন কয় ভাবছ কেন পড়ে মায়্যাদীপে।' লালন, ১৮৯০।

মায়্যাদীপ [স মায়্যাদীপ ফন্দি] বি মায়্যাজাল। 'কেহ করে করুণা পড়িয়া মায়্যাদীপে।' রূপায়াম, ১৭৫০।

মায়্যাদীপ [স মায়্যাদীপ] বি পরমপ্রিয় বস্তু। 'এল তব মায়্যাদীপ-বঁধু বাখা-জাগানিয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

মায়্যাবন [স] বি মোহোচ্ছন্ন বনভূমি। 'শোভিল সুতরুণ হল জল অঙ্গে; বিরলি হ্রাদিনী মায়্যাবন রঙ্গে।' রবীন্দ্র ভূজিত, ১৮৮০।

মায়্যাবন-বিহারিণী [স] বিণ মায়্যাবনে বিহার করে এমন। 'মায়্যাবন-বিহারিণী হরিণী, গহন শবন সজ্জারিণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

মায়্যাবন্ধ [স মায়্যাবন্ধ] বিণ স্নেহমতায় আসক্ত। 'কী করিব ঘরঘার সব মায়্যাবন্ধ।' মাল্যধর, ১৫০০।

মায়্যাবন্ধন [স] বি স্নেহের আকর্ষণ। 'সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়্যাবন্ধন ছিড়িয়া যাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মায়্যাবল [স] বি জাদুর শক্তি। 'অপরূপ মায়্যাবল তব হাসি-গান বিশ্বমাকে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মায়্যাবহি [স] বি মায়্যাকল্পন আচ্ছন্ন। 'যে মায়্যাবহি কল্পনা মোর রাজাইছে কৌতুকে।' অন্নদা, ১৯২৭।

মায়াবাঞ্জি [স। মায়ান+ফা বাঞ্জি] বি জাদু। 'সেইরূপ এক কায়/মৃত্যিকায় শোভা পায়/ঈশ্বরের কথ্য মায়াবাঞ্জি।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

মায়াবাদ [স। বি (হিন্দুধর্ম) জ্ঞাৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য - এই মতবাদ। 'মায়াবাদ প্রবলে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার।' কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০; 'বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মায়াবাদী [স। বিণ মায়াবাদে বিশ্বাসী। 'মায়াবাদী কল্পনিত কৃত্তাক্ষিকণ।' কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০।

মায়্য-বাহু [স। বি মায়াক্সপ বাহাস। 'মদ - পরমভুকারী, হায়, মায়্য-বাহু/ফাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ রোগীর।' মাইকেল, ১৮৬০।

মায়্যাবিশী [স। মায়্যাবিশী। বিণ ক্রী মায়্যযুক্ত। 'মায়্যাবিশী এই নিশি আসলো ঘুম পড়নি মাসি।' মশাররফ, ১৮৬৯।

মায়্যাবিশী [স। ১ বিণ ক্রী কপটী; কুহকিনী। 'দৈত্যদেশের রমণীশয় অত্যন্ত মায়্যাবিশী।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'বাহু-জ্ঞান শূন্য করি, শিষ্টা মায়্যাবিশী।' মাইকেল, ১৮৬৬; 'আশা পরম মায়্যাবিশী।' মাইকেল, ১৮৭৪। ২ বিণ অত্যন্ত স্নেহের পাণ্ডী। 'মায়্যাবিশী বালিকা ... সুখ কালোজাম নির্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ ক্রী রহস্যময়ী। 'কঠিন আঘাতে ওগো মায়্যাবিশী জাগাও গভীর সুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মায়্যাবিষ্ট [স। বিণ মায়্যাময়। 'মায়্যাবিষ্ট নিবিড় সেই গুরু ক্ষপে তার নাম করব না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মায়্যাবী [স। ১ বিণ মায়্যাজ্ঞ বিতারকরী। 'এ যোগী অত্যন্ত মায়্যাবী।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'মায়্যাবীকর্তব্য ছিল মিছে ধান্যাকার।' ময়ঙ্করেন্দ্র, ১৮৭৬; 'ঋণ মায়্যাবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষপে ক্ষপে বহুভাষন।' সন্দর্ভ, ১৮৯৮। ২ বিণ মোহযুক্ত। 'মৌন মায়্যাবী পুরে।' জীবন, ১৯২৭।

মায়্যাবীজ [স। বি মায়্যাক্সপ বীজ। 'মনে মায়্যাবীজ বপন করলেই সমী সে কি যাদুকর।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

মায়্যভরা বিণ মমতায় পরিপূর্ণ। 'আঁখিতারা সুন্দরের পরশমণির মায়্য-ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মায়্যমক্স [স। বি জাদু প্রদর্শনের মক্স। 'মায়্যমক্স কেউ বা স্রষ্টা হই, কেউ মক্স।' নীরেন, ১৯৫৭।

মায়্য-মণিকা [স। বি কাল্পনিক বস্তু। 'কোন মায়্য-মণিকার হেরিছ বশন?' নজরুল, ১৯২৮।

মায়্যমণ্ডিত [স। বিণ মায়্যাময়। 'এই মায়্যমণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মায়্যমদ [স। বি মায়্যরূপ নেশা। 'মায়্যমদ খেয়ে মনা দিবানিশি বৌক ছোটো না।' পালন, ১৮৯০।

মায়্যমন্ত্র [স। বি জাদুর মন্ত্র। 'চারি দিকে তমদিনী রজনী দিয়েছে টানি মায়্যমন্ত্র-যের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মায়্যমন্ত্রজ্ঞ [স। বি মোহাবেশরূপ বন্ধন। 'সেই মায়্যমন্ত্রজ্ঞালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন?' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মায়্যমন্ত্রজ্ঞ [স। বি জাদুশক্তি। 'যেন মায়্যমন্ত্রজ্ঞালে প্রায় ভুবোহে অখণ্ডি লাল জলে।' নীরেন, ১৯৫৭।

মায়্য-মমতা [স। বি স্নেহ-ভালোবাসার টান। 'সংসার ত্যাগ করিয়া সমস্ত মায়্যমমতা বিসর্জন দিয়া তবে বিমল পরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'বজনের মায়্য-

মমতা।' নজরুল, ১৯২২।

মায়্যমমতাময়ী [স। বিণ ক্রী মায়্য-মমতা সম্পন্ন। 'মায়্যমমতাময়ী বহু হত যদি সে।' জীবন, ১৯৩২।

মায়্যমমতামূল্য [স। বিণ দয়ামায়্যাহীন। 'মানুষ মায়্যমমতামূল্য নয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

মায়্যামমতাহীন [স। বিণ নির্দয়; নিষ্ঠুর। 'গুরুদয় মায়্যামমতাহীন।' মানিক, ১৯৪০।

মায়্যাময় [স। ১ বিণ মোহ সৃষ্টিকরী। 'দরসনে সুখ দেই মায়্যাময় নারি।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ মায়্যাজ্ঞ। 'মায়্যাময় হইল হৃদ তখি বহে কাশিহে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ জাদু-আজ্ঞ। 'দূরে মায়্যাময় পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মায়্যাময়ী, মায়্যাময়ি [স। ১ বি ক্রী ছলনাময়ী। 'তব মায়্য, মায়্যাময়ি, জ্ঞাতে বিশ্বরি।' মাইকেল, ১৮৬৬। ২ বিণ ক্রী (হিন্দুপুরাণ) মায়্যাময়। 'তুমি সমরকেতুর মায়্যাময়ী কন্যা।' লীনবন্ধু, ১৮৭৩। ৩ বিণ ক্রী ছলনাপূর্ণ। 'মায়্যাময়ী নিশা পরম্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্যই যোগ হয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০। ৪ বিণ ক্রী মোহাজ্ঞ। 'সুদূরবিস্তৃত মায়্যাময়ী মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মায়্য-মরীচিকা [স। ১ বি মায়্যার ফাঁদ। 'নয়নে সাজারে মায়্য-মরীচিকা শুধু ঘুরে ঘুরে মরি মলুকুমে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি অস্তিত্বহীন বিভ্রান্তিকর আলো। 'একমুহুর্তে মায়্যামরীচিকার মতো শূন্য হইয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মায়্যামাখা বিণ মায়্যাময়। 'সবকিছুর ওপরেই মায়্যামাখা বিবাদযুক্ত বিবণ জ্যোৎস্না।' জীবন, ১৯৩২।

মায়্যামুকুর [স। বি জাদুকরী আয়না। 'মাটি তো নয় - মায়্যামুকুর - এক পিঠে তার লীলার খেল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মায়্যামুক্ত [স। বিণ মায়্যার বন্ধন কাটিয়ে উঠেছে এমন। 'লোকান্তরে যদি তার দিব্য আঁখি মায়্যামুক্ত হয় অকস্মাৎ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মায়্যামুক্ত [স। বিণ মোহবিষ্ট। 'একলো বসনের জন্য একেবারে অভিভূত ও মায়্যামুক্ত করে।' প্রমথ, ১৯১৭।

মায়্যামুক্ত [স। বি (লোককাহিনী) রহস্যময় মাখাশিষ্ট দক্ষিণময়। 'মায়্যামুক্ত এইরূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

মায়্যামুরতি [স। মায়্যামূর্তি। বি রহস্যময় মূর্তি। 'সে মায়্যামুরতি কী কহিছে বাকী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মায়্যামূর্তি, মায়্যামূর্তি [স। বিণ ছলনাময়ী। 'মায়্যামূর্তি রাক্ষসীএ নানা মায়্য জানে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মায়্যামূলক [স। বিণ রহস্যময়। 'অবটন-অটনপটায়সী মায়্যামূলক ...।' অবন, ১৯২৫।

মায়্যামূর্ণ [স। বি জাদুবলে সৃষ্ট হরিণ; মায়্যাবরিন। 'অজুত মায়্যামূর্ণ দেখি মহাবীর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সৌন্দর্যের মায়্যামূর্ণকে আমাদের সমুখে নেড়ে করাইতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মায়্যামূর্ণী [স। বি ক্রী জাদুবলে সৃষ্ট হরিণ। 'মায়্যামূর্ণী রূপে ততক্ষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মায়্যামোহ [স। বি মায়্যার বন্ধন। 'চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়্যামোহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মায়্যাবিষ্ট [স। বি জাদুর কাটি। 'মায়্যাবীর মায়্যাবিষ্টম্পর্শে মোহেন্দ্রিয়ার

বিভোর। 'নজরুল, ১৯২৪।

মায়ারজ্ঞ [স] বি মোহনুজ্ঞ আনন্দ। 'তবু আজীবন জীবনের সাথে, মৃত্যুর সাথে/সকালের সাথে, রাত্রির সাথে/ যে-মায়ারসে মেতেছিলে তুমি।' নীলেন, ১৯৫০।

মায়ার জ্ঞাল বি মমতার বন্ধন। 'মায়ার জ্ঞাল কাটিয়া প্রেমের জ্ঞাল পাতিয়া মৃগবৎ কামুক পুরুষকে ধরিতে উপক্রম করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

মায়ার হুঁলি বি মায়ার আবরণ। 'পরিয়ে চোখে মায়ার হুঁলি' নজরুল, ১৯৩৫।

মায়ারথ [স] বি জাদুময় আকাশযান। 'বহু তরু ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

মায়ারাজ্ঞ [স] বি কল্পনার রাজ্য; মায়াপুরী। 'শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়ারাজ্ঞের মতো দেখাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মায়ারূপী [স] বিণ মারোবৎ ধারণকারী। 'মায়ারূপী সখ্যা এসে/ ছর বিপুলে দেখায় মা ভয়।' নজরুল, ১৯৩৫।

মায়ালোক [স] বি কল্পজগৎ। 'ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাজলি আমার মনে আয়র্গতের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃষ্টি করিছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'কোন মায়ালোকে ছায়াপথ-পারে।' জগীশ, ১৯৩১।

মায়ালোকবাসী [স] বি কল্পলোকে বাসিন্দা। 'লোকটি এক রহস্যময় মায়ালোকবাসী।' মানিক, ১৯৩৫।

মায়ালোকে [স] বি রহস্যময় শক্তি। 'কলকাতার অবিলম্বের মধ্যে সেই মায়ালোকে কোথায় অন্তর্ধান করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মায়ালোকে [স] বি মায়াময় শব্দ। 'চাঁদ বাজাই মায়ালোকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মায়ার-সরসী [স] বি মায়ারূপ জলাশয়। 'যেন কোন মায়ার-সরসী ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।' বিজ্ঞপ্তি, ১৯১১।

মায়ারীতা [স] বি মায়াবিদ্যার মাধ্যমে প্রদর্শিত সীতার প্রতিমূর্তি। 'তঁহে সে মজিলা মায়ারীতার কারণে।' বুদ্ধ, ১৫৭০।

মায়ারসেবিকা [স] বি মায়ারূপ সেবিকা। 'অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়ারসেবিকা-পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মায়ারি [স] মায়ারী বি মায়াবিনী নারী। 'মায়ারি লোতে সেই অরন্যে বসি হেল।' মাল্যধর, ১৫০০।

মায়ার্পর্শ [স] বি প্রীতিপূর্ণ স্পর্শ। 'একলা তোমার মায়ার্পর্শে আমার প্রাণের মন।' শ্যামসুর, ১৯৫৯; 'মায়ার্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোনে।' শ্যামসুর, ১৯৫৯।

মায়ার-হরিনী [স] বিণ রী রহস্যময় হরিনীর মতো। 'মধুভাষিনী, সুচারুহাসিনী, সে মায়ার-হরিনী।' নজরুল, ১৯৪১।

মায়ারহীন [স] বিণ মমতাহীন। 'জ্বরদন্ত খিটমিটে দয়াহীন-মায়ারহীন।' কায়সার, ১৯৬২।

মায়ারি [স] মধ্য বি কোমর। 'মায়ারি, ১৯৪৩।

মায়ারি [স] বি মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা। 'বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়ারি' জাতির অপরূপ সভ্যতাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মায়িক [স] বিণ মোহনুজ্ঞ। 'কারার বাজাল ছিল মায়িক শয়নে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মায়িনে [স] মাহানহু বি মানিক বেতন। 'অনেকের মনিবের কাছে কাজের গাফিলতী অপরাধে মায়িনে কাটা।' হুতোম, ১৮৬১।

মায়িল প্র মগ্ধতা

মায়ুরী [স] বি সংগীতের একটি রাগিণীর নাম। 'পূর্ববী বাড়ারি পাছে সায়ার মায়ুরী দেশকারী, মালনী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' আশাভল, ১৬৮০।

মায়ের [স] মাতৃকা বি মেয়ে। 'হ্যালহেড, ১৭৭৩।

মায়ের মানুষ বি স্ত্রীলোক। 'এক মায়ের মানুষ জ্ঞাল আনিতে অনিয়মীয়া।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

মায়েরী বিণ মাতৃধর্ম্য। 'সারা নিশি জাগি বিলাইছে তার মায়েরী বুকের স্নেহ।' জগীশ, ১৯৫১।

মায়্যা [স] মাতৃকা বি মেয়ে। 'তো বড়ি নিষ্ঠুর মায়্যা।' চন্দ্রী, ১৫৫০।

মায়ের [স] বি অপদেবতা। 'তা সুনি মায়ের ভয়ঙ্কর রে সখ মজল সলল ভাই।' চন্দ্রী, ১৬, ২০০০।

মায়ের [স] মায়িঃ বি মায়ার। 'মোহি আপোন্ত হৈবো তোকে জাইবৈ মায়।' বুদ্ধ, ১৪৫০।

মায়েরকাট বি মায়ামারি কাটাকাটি; বিরোধ। 'তাই নিয়ে তারা মায়েরকাট করতে ছোটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মায়ের-পাণেওয়াল্য বি শক্তি যার প্রাপ্য। 'তাতে আসল মায়ের-পাণেওয়াল্যার সুবিধা হইতেছে বটে।' মনসুর, ১৯৪৫।

মায়েরঙতান বি প্রহার। 'ধরে ফেলিলে মায়েরঙতান কি কম করে নিত পাবলিক?' মনোজ, ১৯৬১।

মায়েরধর, মায়েরধার বি প্রহার। 'মায়েরধর করে হিন্দুধর্ম/ রক্ষা করিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'যাবার সময় আর মায়েরধর করিস নে।' শরৎ, ১৯১৩।

মায়েরঙতাল্য বি যে মারে। 'মায়েরঙতাল্যার বুবি অসুবিধা হইতেছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

মায়েরপিট, মায়েরপিটী ১ বি প্রহার। 'প্রজালোককে মায়েরপিট হেসাম করিতেছে।' কালপে, ১৭৮৫। ২ বি শারীরিক শাস্তি প্রদান। 'মায়েরপিট করিলে মেজাজ খারাপ হয়।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি মায়ামারি। 'স্যার বেঙ্কের উপর বলিয়া কয়েকটা মায়েরপিটের মকদ্দমা ফরাসীয়া করিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'উভয় দলের মধ্যে একটা সামান্য ভাবে মায়েরপিট ও দাঙ্গা হইয়া গেল।' এডুকেশন, ১৮৮৫।

মায়েরমার, মায়ের-মার ১ বিণ অব্যাহতভাবে 'মার' ধনিস্থ। 'পিছনে মহা ধর-ধর মার-মার বহে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'মায়েরমার মুখে মায়েরমার বাণী উঠিতেছে 'মার মার।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি ধরনের শব্দ। 'অসংখ্য ডেউ মার মার করে ছুটে আসছে।' কায়সার, ১৯৬২।

মায়েরমার কাটাকাট বিণ অত্যন্ত কোলাহলপূর্ণ। 'মায়েরমার কাটাকাট কাণে।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

মার মার না পণ্ডার পার - রুখে দাঁড়ানো অথবা পালানো। নজরুল, ১৯৩০।

মায়েরমুখী বিণ আক্রমণাত্মক। 'হরি সরকার মায়েরমুখী হয়ে বক্তৃতা করছেন।' মণীশ, ১৯৬৩।

মায়েরমুখো বিণ আক্রমণাত্মক। 'সাহিত্যকে মুক্ত করবার প্রত্যাব

মারমূর্তি

করলেই সকলে মারমূর্তি হয়ে ওঠে।' *প্রমথ*, ১৯১২।

মারমূর্তি ১ বি অমরকর্তৃ মূর্তি। 'একবার যখন মারমূর্তি ধরিয়া ছোটো ...' *প্রমথ*, ১৮৯৮। ২ *বিশ্ব প্রসোক্তক মূর্তিপাঠ্য*। 'আমার উপর মারমূর্তি হয়ে উঠবে' *নজরুল*, ১৯২৭।

মারমূর্তি। *বিশ্ব মারামারি*র দক্ষ। 'তোমার এই মারমূর্তি হাতের দুই আঙুলগুলোকে একেবারে জেঙে নুলা করে দিতে হয়' *নজরুল*, ১৯২২।

মারিপিট, মারিপিট [স মারি:] বি প্রহার। 'মারিপিট করিয়া বিদায় করিল' *দর্পণ*, ১৮২০; 'ভায়াবিশের মারিপিট করিল' *দর্পণ*, ১৮২০।

মারিপিট করা কি প্রহার করা। 'এ সকল লোক অতি নির্মমতা রূপে ভায়াহতে মারিপিট করিয়া লইয়া যাই' *দর্পণ*, ১৮৪০।

মেরেকুটে *ক্রি*বিশ্ব মারধর করে। 'এ দিকে মেরেকুটে সর্বনাশ'। *মহারবর*, ১৯০৮।

মারি বি মৃত্যু। 'যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে, ততদিন উহাদের মার নাই' *বরপ্রসাদ*, ১৮৮৬।

মারগুয়ারি বি মাড়গুয়ারের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। 'ইয়ারাই ... আর্থাৎ যেত আগরওয়াল বা মারগুয়ারি বা কাঁইয়া' *বন্দনন্দন*, ১৮৭২।

মারক [স] বি মড়ক। 'জন্মিল মারক তার দুর্গন্ধ প্রভাবে' *রস*, ১৮৫৮।

মারকব [স মরক] বি মারকণা। *মানোএল*, ১৯৪৩।

মারকা [প marca] বি চিহ্ন। *বিন্দ্য*, ১৮৯১।

মারকামারা *বিশ্ব* চিহ্নিত। *বিন্দ্য*, ১৮৯১।

মারকিশ [হি] *বিশ্ব* আমেরিকা সম্পর্কিত: আমেরিকান। *বিন্দ্য*, ১৮৯১।

মারকুলি বি কবিরাজি গুণবিশেষ। 'সালসা তেপাটিন মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন'। *ভবানী*, ১৮২৫।

মারগেজ [হি মটগেজ] বি বন্ধক। 'আপনি মারগেজি কামরুলা দিউন'। *প্যাট্রি*, ১৮৫৮।

মারচ [হি] বি মার্চ মাস। '৩০ মারচের তোমার পর'। *তঁতি*, ১৯৯২। *প্র মার্চ*

মারশ [স] ১ বি প্রহার। 'সুন্দান মরিল মারশে'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি হত্যা। *বিন্দ্য*, ১৮৯১।

মারশ খেলা বি মৃত্যুর খেলা। 'শোকটা কী মারশ খেলা খেলোচ্ছে'। *সুনীল*, ১৮৬১।

মারশমন্ত্র [স] বি (হিন্দুধর্ম) কারো মৃত্যুর জন্য তন্ত্রোক্ত অভিচার। 'তগ-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারশমন্ত্র সুরে' *নজরুল*, ১৯২৫।

মারশবজ্ঞ [স] বি হত্যাবজ্ঞ। 'এইসব মারশবজ্ঞের বলি যেমন অগণিত মানুষ, এদের হোতা বজ্ঞাভ্যন্তর উপদেশতারা তেমনি মানুষ'। *শিব*, ১৯৫৬।

মারশাণ্ড [স] বি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র; সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে যে অস্ত্র। 'এটাম শক্তিক মানুষ ভায়াহ' মারশাণ্ড নির্মাণের কারে লাগাইয়াছে'। *সংগাথ*, ১৯৪৫; 'রাতের অন্ধকারে টিকা তার মারশাণ্ড দিয়ে কাঁপিয়ে পাড়'। *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

মারশ্যাট [স মারি:] বি কূটকৌশল। 'হাইকার্টের চাপরাসীরাও ইকুরিটি তার কমন-ল'র মারশ্যাট বোকে'। *মহারবর*, ১৮৬৯; 'খাটবে না আরি জুরি আটবে না মারশ্যাট'। *মুকুন্দ*, ১৯১৮।

মারকত, মারকব [আ মারিকতা] বি (ইসলামমতে) সূরিকর্তাকে সম্বাকভাবে জানার সাধন-পদ্ধতিবিশেষ। 'শরীহত তরিকত হকিকত মারকত এ চারি মস্তিলেত করএ এবাদত'। *সুলতান*, ১৭০০।

মারকতি, মারকতী [আ মারিকত:] ১ বি মরমি সাধনা। 'মারকতি সেই প্রকারে' চুরা মালের মরমতি'। *শালস*, ১৮৯০। ২ *বিশ্ব* তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয়। 'মুশলমানের লোকসাহিত্য ও মারকতী সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত ও গভীরতার দিক দিয়া কোনো অনেই ন্যূন নহে'। *আজাদ*, ১৯৪২। ৩ বি মরমি গান। 'বাউল গান, ভাটিয়াশী, মারকতি, গাখীর গান, মুরশিদী গান, আর গুস্তীশীতি'। *মহেন্দ্র*, ১৯৪৪।

মারকবগহী [আ মারিকত-হি গহী] *বিশ্ব* সুকি সাধনার অনুশাসী। 'কবি মারকবগহী ছিলেন'। *এনামুল*, ১৯৫৫।

মারেকতি [আ মারিকত:] বি মরমি সাধনা। 'ভায়ারা কবিরি মারেকতি দাবী করিয়া থাকে'। *হেদায়াত*, ১৯৩৬।

মারকত, মারকব [আ মারিকত:] ১ *ক্রি*বিশ্ব মাধ্যমে। 'দালালের মারকত বাকী তিন সনের টাকা ...'। *খালসেত*, ১৭৭৩; 'আনিদ ইজা করিলে ইহা ডাকঘরের মারকব পাঠাইতে পারেন'। *অক্ষর*, ১৮৫১। ২ বি মাধ্যম। 'মুই বুক ঠুক বলাছি যেতনা মালা মোর মারকত হচ্ছে ...'। *প্যাট্রি*, ১৮৫৮; 'প্রত্যেক বাড়ী ইহাতে চাকরাগিঁড় মারকত করিয়া আসিয়াছিল'। *রোকেয়া*, ১৯৩১।

মারবাতি [হি] মারওয়ারি। 'বালালি কি মারবাতি কি অন্যদেশীয় যে স্মৃতি প্রচারি স্মৃতিসভাব'। *দর্পণ*, ১৮২৫।

মারবেল [হি] ১ বি ষেত পাথর: মর্মর। 'সীসা রূপা সোনা সুরমা মারবেল'। *দর্পণ*, ১৮২৬। ২ বি পাথর, কাচ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি কেলার গুটিকা। 'মারবেল আর পেন্সিল দুটো, কবানা টুকা কাচ'। *জসীম*, ১৯৫১।

মারহাটী [স মার:]

মারহাটী [স মারহাট:] ১ বি ভারতের মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। 'মারহাটীরা গাইতেন আভস'। *ধূর্তি*, ১৯৩১। ২ *বিশ্ব* মহারাষ্ট্রের। 'মারহাটী ভিতের তীর'। *মনসুর*, ১৯৪৫।

মারহাটী *বিশ্ব* ভারতের মহারাষ্ট্র তৈরি। 'মারহাটী চটি কি মাদ্রাজী চাপলি'। *প্রমথ*, ১৯২৩।

মারহাটী [আ] বি ধনা। 'ওয়ে মারহাট ওয়ে এয় সরওয়ারে কয়েনাভ'। *নজরুল*, ১৯২৪।

মারী [স মারহ:] ১ *ক্রি* হত্যা করা। 'মারমি ভোষী লেমি পরান'। *চর্চা* ১০, ১২০০। ২ *ক্রি* প্রহার করা। 'বুকতে মারিয়া দিবে জ্বিনে ডালিয়া'। *গবীর*, ১৭৫৫; 'বেহরু মুদলোকের সন্ধানলিপকে মারিয়া থাক'। *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *ক্রি* সেলাই করা। 'লাল সানু কুহিত করিয়া মারিয়া দেওয়া'। *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ *ক্রি* আঘাত দেওয়া। 'বাঁচও তাহারে মারিয়া'। *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ৫ *ক্রি* আঘাত করা। 'ব্যবসায় তো কাটাটাকা ঘেরে হুত করছে'। *জীবন*, ১৯০২। ৬ *ক্রি* লুট করা; ডাকাতি করা। 'আমাদের নৌকা মারবে, জোরে জোরে বেয়ে আসবে'। *মনোজ*, ১৯৬১। ৭ *ক্রি* ধামসু হওয়া। 'পায়ের গোড়ালিও কালটি ঘেরে যাচ্ছে'। *পায়ল*, ১৯৬৭। মার *ক্রি* মারো। 'মার রে জোইখা মুশা পশা'। *চর্চা* ২১, ১২০০। মারউক *ক্রি* প্রহার করুক। 'দুতসবে না মারউক পাশের কারশ'। *সুলতান*, ১৭০০। মারও *ক্রি* মারে। 'মারও গিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি'। *মুকুন্দ*, ১৬০০। মারটি *ক্রি* মারেতে। 'মারটি রহত পোহ অবসনে'। *বিন্দ্যাপতি*, ১৪৩০। মারঙ *ক্রি* প্রহার করলে। 'বিরিডা সকল মিলি মারঙ বহত'। *সুলতান*, ১৭০০। মারঙ *ক্রি* মারবে। 'ধরিয়া মারম

কিল কুড়ি' বিজয়, ১৬৫০। মারমি কি মারি। 'মারমি ভোষী লেমি পরাণ' চর্চা ১০, ১২০০। মারম্ব কি মারে। 'ওক সে মারম্ব আমা ওক সে জীয়ায়।' অশাওল, ১৬৮০। মারসি ১ কি মেরেছি। 'বলিলা আমার মূগ পরাণে মারসি।' অশাওল, ১৬৮০। ২ কি প্রহার করছে। 'মারসি মোহোর নারী তোর নাই লাজ।' মূলভান, ১৭০০। মারহ কি মারো। 'না মারহ বিরহ আনলে।' বড়, ১৫৭০। মারি ১ কি মেরে। 'কেহে আকা মারি যাহা।' বড়, ১৪৫০। ২ কি মারে। 'কোন অপরূহে মোর পুত্রে মারি গেল।' কেতকা, ১৬৫০। ৩ কি আঘাত করি। 'উজ্জৈবরে কানিএ কপালে মারি যা।' মারিকরাম, ১৭৮১। মারিআ কি মেরে। 'মাখা মারিআ কভই কবালী।' চর্চা ১১, ১২০০। মারিআ কি মেরে; আঘাত করে। 'দুতী মারিআ কমণ কাজ সাধিল।' বড়, ১৪৫০। মারিচ কি মেরেছে। 'হুগ পুত্র মোর মারিচ আপনি।' বিজয়, ১৬৫০। মারিঞা কি মেরে। 'অসুর মারিঞা ধরষী পাতিল।' বড়, ১৪৫০। মারিতুম কি মারতাম। 'জৈসি ভাই না হৈতা জবে আজী মারিতুম তবে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মারিতে কি হত্যা করতে। 'পুনরপি কৃষ্ণ মারিতে করহ সাজন।' মালধর, ১৫০০। মারিব কি হত্যা করবে। 'পাপ দুটই কংসে ডাক সবই মারিব।' বড়, ১৪৫০। মারিবাক কি মারবার। 'মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ।' বড়, ১৪৫০। মারিবার কি হত্যা করার। 'গোলাঞের আছা হেল তোমা মারিবার তরে।' মালধর, ১৫০০। মারিবারে কি মেরে মেরাবে। 'তোকাগি সে রূপে মোরে মারিবারে পারে।' বড়, ১৪৫০। মারিবৌ কি মারবো। 'মারিবৌ পরাণে তোকে জাখাঞা গোআল।' বড়, ১৪৫০। মারিয়া কি মেরে। 'দেনুক মারিয়া কৈল তাল ভরুণ।' মালধর, ১৫০০। মারিল কি মারালে। 'মারিল ভবমত্তা রে দহ দিহে দিখিল বলাী।' চর্চা ৫০, ১২০০। মারিল কি মারল। 'লক্ষা পুড়িয়া জে মারিল নিসারক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মারিলে কি মারলে। 'মারিলে দেনুক বনে ভাল বাইলে দুইনৈ।' মালধর, ১৫০০। মারিহ কি মেরো। 'ভই তুমহে অহুই অহেই জাইবৈ মারিহ সি পঞ্চজ্ঞা।' চর্চা ২৩, ১২০০। মারিহ কি মারবে। 'যবে তোরে মারিহে পরাণে।' বড়, ১৪৫০। মারী কি মেরে। 'বাহুট মারী ভিমে ফলাইল দুরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মারীবাক কি মাঝেতে। 'উক বাহ কি জাএ ভিম মারীবাক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মারীলেক কি মারলেন। 'প্রসবিয়া মারীলেক গলা চাপি ধরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মারুক কি প্রহার করুক। 'প্রকারে মারুক গীয়া পাণ্ডব নন্দন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মারুক কি হত্যা করুক। 'বিসন্তনে মারুক গীয়া সিনু করি কোলে।' মালধর, ১৫০০। মারে ১ কি হত্যা করে। 'হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ।' বড়, ১৪৫০। ২ কি আঘাত করে। 'বদুকের হুড়া মারে কেহ হোড়ৈ তীর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। মার্যা কি মেরে। 'মাখা ভান্সি মার্যা পাউড়ি বাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০। মার্যাছিল কি মেরেছিলো। 'কৃষ্ণচন্দ্র বকে যেবা মার্যাছিল লাখি।' রূপরাম, ১৭৫০। মার্তে, মার্তে কি মারতে। 'আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মায়েও মার্তে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন।' মশাররফ, ১৬৮৬। মার্যে কি মারলে। 'প্রাণ জেন যাটি জাএ বুকো মার্যে তীর।' বড়, ১৫৭০। মার্যে কি মারলে। 'টুকি মায়ে রক্ত বেরায়।' হতোম, ১৮৬১।

মারজা কি মারতে উদ্যত যে। 'মারজাক যে না মারে।' বড়, ১৪৫০।

মারা পড়া ১ কি ভুবে যাওয়া। 'সে নৌকা পথে মারা পড়িয়াছে তিনখান বাটীয়াছে।' ওর্স, ১৭৭৯। ২ কি প্রাণ হারানো। 'পরস্পর কাটাকাটি করিয়া উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ কি মৃত্যু ঘটা। 'হঠাৎ গাড়ী অসিয়া মারা পড়িবার সম্ভাবনা।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

মারামারি, মারামারী [স মারম্ব] বি পরস্পর মারা। ওর্স, ১৭৮৫; 'তিন জন মারামারি করিতে২ জলে পড়িল।' দর্পণ, ১৮২১; 'রায়ে লাঠালারী, মারামারী করা বুদ্ধির কার্য নহে।' মশাররফ, ১৮০০।

মারামারি করনি বি একে অন্যকে মারা। ওর্স, ১৭৮৫।

মারা যাওয়া ১ কি ভুবে যাওয়া। ওর্স, ১৭৮২; 'অল্পকালের মধ্যে দুই তিনখানা নৌকা মারা গেল।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ কি প্রাণত্যাগ করা। 'আমাদের দেশে বড়ো বড়ো লোকেরা প্রায় অল্প বয়সেই মারা যান, ইহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ কি বন্ধ হওয়া। 'যুরা সমাজের রক্ষক তাঁদের খানাপিনা মারা যায়।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

মারি ফেলন বি মেরে ফেলা। ওর্স, ১৭৮৫।

মারাঠা [স মহারাত্রি] বি ভারতের মহারাত্রি বাজ্যের অধিবাসী। 'মারাঠারা যখন ওজরাত সুবা দখল করে।' মুক্তভাব, ১৯৬৬।

মারাঠি, মারাঠী [স মহারাত্রি] ১ বি সলীতেলের রূপবিশেষ। 'পাহিড়া মারাঠি পাতক কপাটের ঘর।' অশাওল, ১৬৮০। ২ বিশ ভারতের মহারাত্রি বসবাসকারী। 'এক বিখ্যাত মারাঠী গণকরার আশিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মারাত্মক [স] ১ বিশ ভয়ানক। 'স্বীপরিলারা ... অতি দুর্দান্ত-স্বভাব বা মারাত্মকপ্রকৃতির নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিশ শুক্লতর। 'কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বিশ প্রাণহানিকর। 'কিরূপ মারাত্মক স্থানহলে পূর্ণ ...।' যোগেশদী, ১৯৩৮।

মারাত্মকতা [স] বি সাংখ্যিকতা। 'মারাত্মকতার দিক দিয়া সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে তিনটি।' যোগেশদী, ১৯৩৭।

মারান [স মারি] বি মারানো। বিন্দ্য, ১৮৯১।

মারি' প্র মারী

মারি' বি প্রহার। 'রাতায় মারি খাইয়া ব্রহ্মদি ত্যাগপূরক পলায়নপরায়ণ হয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৬।

মারিক বি বাঙালি হিন্দু বংশানু-বিশেষ। 'ভোলানাথ মারিক।' সেবধি, ১৮৪০।

মারিপোসা গিলি [সি] বি এক প্রকার ফুল। 'ঝাড়ে কাড়ে মারিপোসা গিলি।' বিজুতি, ১৯৩৭।

মারী [স] বি সক্রমক রোগ বিস্তার; মড়ক। 'কেব্রিজ নগরে ঘোরতর মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে ...।' বিন্দ্য, ১৮৪৯।

মারি [স মারী] বি সক্রমক রোগের প্রাদুর্ভাব। 'আচানক মারি পড়নেতে অনেক২ মারা গেল।' রামরাম, ১৮০১।

মারিবিষ [স] বি যে বিষ মহামারী ডেকে আনে। 'চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনই মারিভদ্র-হানা মারিবিষ।' নজরুল, ১৯২৭।

মারিভদ্র বি মহামারীর ভয়। 'চাই এত জ্বালাময় হলাহল, এমনই মারিভদ্র-হানা মারিবিষ।' নজরুল, ১৯২৭।

মারীওটিকা [স] বি ওটবিস্ত। 'নিদারূপ রোগে মারীওটিকায়ে ভরে গেছে তার অঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মারীমত [স] বিশ সক্রমক রোগে আক্রান্ত; মড়ক পেগেছে এমন। 'মারীমত পুনা যখন গোরা সৈন্যের আতঙ্কে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মারী-ধ্বংস-স্বপ্ন [স] বি মহামারীতে ধ্বংস হয়ে গেছে এমন স্থান। 'গ্রীষ্মদত্ত পাতক মারী-ধ্বংস-স্বপ্নে ঘুপে নেচে গেই।' নজরুল,

১৯২৫।

মারীপীড়িত [স] বিন্ মহামারী-আক্রান্ত। 'মারীপীড়িত দূর্ভাগ্যবশতের
অন্তিম অনুনয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মারীভয় [স] বি যড়কের আশঙ্কা। 'কেবল নগরে ঘোরতর মারীভয়
উপস্থিতি।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

মারীমড়ক [স মারী-মরক] বি মারী ও মড়ক। 'যার বংশের বাতি/
নিতে গেছে মারীমড়কের হাওয়া লেশে।' সুভাষ, ১৯৪০।

মারীমন্ত [স] বিন্ মড়কে উন্মত্ত। 'কার্তিকের রাস্তিরে পোকা,
মারীমন্ত ঘিহি।' বুক, ১৯৪৪।

মারী-মরু [স] বি মৃত্যুময় মরুভূমি। 'আমি চলি প্রলয়-পথিক -
দিকে দিকে মারী-মরু রচি।' নজরুল, ১৯২৪।

মারুত [স মরু] বি বাতাস। 'সঙ্গে নিল সহচর বসন্তমারুত।' মুকুন্দ,
১৬০০।

মারুনি ভাল কি কাহিনি ভাল - যে কোনো শাস্তি দেওয়া হোক না
কেন। 'এই কয় দিন মাফ করিতে হবে এখন মারুনি ভাল কি কাহিনি
ভাল।' কেরি, ১৮০২।

মারুয়া [স মরু] বি সুসজ্জিত বৈদী। 'চারিদিকে মারুয়ার অন্তঃস্পষ্ট
শোভাকার।' সুলতান, ১৭০০।

মারেকিন [বি আমেরিকান] বিন্ মার্কিন। 'মারেকিন জাহাজ দুইখান।'
দর্পণ, ১৮২০।

মারোয়াড়ি, মারোয়াড়ী বি ভারতের মাদ্রাচের বা রাষ্ট্রপতনার
অধিবাসী। 'মারোয়াড়ী দুটি তো ... বকুনি শুক করিয়াছে।' বিভূতি,
১৯০১।

মারোয়ারিগিরি বি বনিকবৃষ্টি। 'মারোয়ারিগিরি হচ্ছে ইউরোপীয়
বৈশাখের কবাক।' সবুজ, ১৯২০।

মার্ক [বি mark] ১ বি চিহ্ন। 'আগনি নিজে গিয়া ভালত চার বিঘাতে মার্ক
দিয়া আসিয়াছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি পরীক্ষায় কৃতকার্যতার
জন্য প্রদেয় নম্বর। 'গণগান করলেই পাস-মার্ক পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র,
১৯২৮।

মার্ক করা ক্রি মনোযোগ সহকারে লক্ষ করা। 'আমি অনেকক্ষণ
থেকে মার্ক করছি।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

মার্ক পাওয়া ক্রি পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া; গণ্য হওয়া। 'বংশের
পরীক্ষাও প্রথম মার্ক পাইল।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

মার্করি [বি] বি বুধ গ্রহ। 'মার্করি সূর্যের কাছ থেকে যতটুকু দূরে আছে।'
রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মার্কস-পড়া [মার্কস+পড়া] বিন্ কার্ল মার্কসের মতবাদ অধ্যয়ন করে
এমন। 'আজকের দিনের মার্কসপড়া পাঠকরা বলতে শিখেছি যে
দারিদ্র্য সৈবকৃত ব্যাপার নয়।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

মার্কসপন্থা [মার্কস+স পন্থা] বি মার্কস-নির্দেশিত পন্থা। 'তিনিও
জেসে বসে মার্কসপন্থা, ইতিহাস, দর্শন ... ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর
ভাবেন ও লেখেন।' শিব, ১৯৫৬।

মার্কসপন্থী [মার্কস+হি পন্থী] বি মার্কসবাদী। 'বিশ্বের দশকে তিনি
ছিলেন কায়মনোবাক্যে মার্কসপন্থী।' শিব, ১৯৫৬।

মার্কসীয় [মার্কস+স ইয়] বিন্ কার্ল মার্কসের তত্ত্ব সম্পর্কিত।
'রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মার্কী [প মার্ক] বি চিহ্ন। 'মার্কী দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মুদ্রিত

করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মার্কীমারা [প মার্কী+মারা] ১ বিন্ চিহ্নযুক্ত। 'মার্কীমারা শিলিতে ...
অব্যর্থ শুধু রমোছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিন্ সবাই চেনে এমন।
'আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কীমারা ছেলে।' প্রমথ, ১৯১৮। ৩ বিন্
ছাপমারা। 'কোম্পানিবাহাদুরের মার্কীমারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মার্কী [বি মার্ক] বি পরীক্ষায় উত্তর লেখার মান নির্ধারণের জন্যে দেওয়া
নম্বর। 'পরীক্ষার সময় বিদ্যার যাচাই ইহুয়া ভাষার উপরে মার্কী
পড়িয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'অন্তে দিদি এবার একশোর মধ্যে
তেরো মার্কী পেয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মার্কী-মারা ১ বিন্ উল্লীখ। 'তখন বাহ্যিক ফলাফলের তিনটা ছিল না,
পরীক্ষার মার্কী-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।
২ বি মূল্যায়ন। 'তাদের বিদ্যার কী মার্কী মারা হল এটাই সবচেয়ে
বড় কথা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৩ বিন্ ছাপ-দেওয়া। 'যেখো
পরিমাণ টুলটোকার অসম্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির
মার্কী-মারা প্যাকেজিং।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৪ বিন্ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
'আজকাল কত ভুলে গেল কালের মহাপ্রবনে মোটামের মার্কী-মারা
পসরা দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মার্কীশূন্য [প মার্কী+স শূন্য] বিন্ নম্বর পাওয়ার দরকার নেই
এমন। 'আমি কোন মার্কীশূন্য পরীক্ষায় পাস করে চলেছি।' রবীন্দ্র,
১৯৪০।

মার্কিন [বি আমেরিকান] ১ বিন্ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃত্ত। 'আমিরিকান রম (মার্কিন
অনীস) নাকি মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়।'
হুতোম, ১৮৬৩; 'মার্কিন থানের মার্কী একখানা ছবি।' রবীন্দ্র,
১৯৩২। ২ বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। 'তাহা ছাড়া বাঁটি
স্ট্রাকিন, বিশ্রাম কাহাকে বলে জানে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'কোথাকার
মহিলা সে ... মট্রিস মার্কিন?' জীবন, ১৯৪০।

মার্কিনত্ব [মার্কিন+স ত্ব] বি আমেরিকানদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে
ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে ... আছে মার্কিনত্ব, চৈনিকত্ব, ইহুদীত্ব।'
অন্নদা, ১৯৩৭।

মার্কিন দেশ [মার্কিন+স দেশ] বি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'ইহার দুটাত্ত ...
কি চীন, কি মার্কিন দেশ কুহাশি কম্পি গ্রাণ্ড হওয়া যায় না।' অক্ষয়,
১৮৪৮।

মার্কিনায়ন [মার্কিন+স আয়ন] বি আমেরিকার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।
'বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক মার্কিনায়নের প্রবণতা গত এক দশকে
প্রবর্তন হয়েচে।' শিব, ১৯৫৬।

মার্কিনী বিন্ মার্কিন দেশীয়। 'দ্বিভ মার্কিনী প্রভাবের রাজত্ব।'
উমর, ১৯৬৮।

মার্কো [বি] বি বাজার। 'ভাল মার্কো।' জীবন, ১৯৩১।

মার্কোট [বি] বি কেন্দ্র-কাটা। 'বাজারে মার্কোট করত যায়।'
বেগম, ১৯৫২।

মার্শ [স] ১ বি পন্থা। 'রাগানুগা-মার্শে তারে ভজে যেই জন।' কুন্তলাস,
১৫৮০। ২ বি নিত্য। 'পাতা হিড়িয়া সবে মার্শেত মুখিলে।' বিজয়,
১৬৪০; মালোদগ, ১৭৪৩; 'অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অস্ত্রে ব্যস্তের
মার্শেতে ধরিল।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি পথ। 'আকাশ মার্শে উভিত
হয়।' বন্দর্দন, ১৮৭২।

মার্শসংগীত [স] বি সুবন্ধ সংগীত। 'অন্যথারে যবনের স্পর্শে
মার্শসংগীত একেবারে জগ্নাশ্বের ...।' ধূর্জতি, ১৯৩১; 'প্রায় সব
মার্শসংগীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে ...।' আইয়ুব,
১৯৭৩।

মার্পান্তর [স] বি অন্য মার্গ। 'রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নরতনাবনা ... মার্গ থেকে মার্পান্তরে চলে গেছে একাধিকবার।' আইনুভ, ১৯৭৬।

মার্পি [হি মার্কি] বিণ চিহ্নিত। 'সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে আসে নেয়েয়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারলে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

মার্পিশীর্ষ [স] বি যে মাসের পূর্ণিমায় চাঁদের অবস্থান মৃগশিরা নক্ষত্রে; অগ্রহায়ণ মাস। 'মার্পিশীর্ষ শুক্ল একাদশী তিথিতে রানির একটি পুত্র-সন্তান হল।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

মার্চি, **মার্চ** [স] বি ব্রিস্টল পঞ্জিকার তৃতীয় মাস। 'বিসা মাহ মার্চ সন ১৭৮৪।' কালগণ, ১৭৮৪; 'মার্চি, ১৯ মার্চ ইং ১৮৪২।' অক্ষয়, ১৮৪২।

মার্চি [হি] বি সৈন্যদের তালে তালে হাট। 'ট্রোমের ভিতর একটা ব্যাটালিয়ান 'মার্চ' হচ্ছে।' নজরুল, ১৯২২; 'আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মতো মার্চ করে যাচ্ছে।' শিবরাম, ১৯৪০।

মার্চেট [হি] বি ব্যবসায়ী। 'বিরাট মার্চেট: পৃথিবীর বড় বড় শহরে তার কারবার।' অগাউন্ডিন, ১৯৬০।

মার্জন, **মার্জন** [স] ১ বি পরিষ্কারকরণ। 'স্নান করায়া অঙ্গ করেন মার্জন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অপসারণ। 'উচ্ছিষ্টমার্জন আর পাদসংবাহন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ক্ষমা। 'সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়া আমারদিগের প্রতি কৃপাশুভি রাখিবেন।' দর্পণ, ১৮৩২; 'উহারদের দোষের কোন মার্জন নাই।' দর্পণ, ১৮৩৭।

মার্জনা, **মার্জনা** [স] ১ বি পরিষ্কারকরণ। 'কেসের মার্জনা বেশ করিল আপনি।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি ক্ষমা। 'তাহারো দোষ মার্জনা করিবেন।' রামমোহন, ১৮১৫। ৩ বি সংস্কার। 'মায়ুয়া বুদ্ধির মার্জনা দ্বারা পৌত্তলিক ধর্মকে কাল্পনিক জানিয়াছেন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

মার্জনাভীত, **মার্জনাভীত** [স] বিণ ক্ষমার, অজগোষ। 'একটি তরুতর, এবং মার্জনাভীত রুচির সোহ ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মার্জনি, **মার্জনি** [স] বি পরিষ্কার করার উপকরণবিশেষ; ঝাঁটা, ঝাড়ু ইত্যাদি। 'সবারে দিল একেক মার্জনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মার্জনীয়, **মার্জনীয়** [স] বিণ ক্ষমা করা যায় এমন। 'অপরাধ মার্জনীয়।' দর্পণ, ১৮৩০; '... কাণ্ডে যতটুকু মার্জনীয়।' সত্যগাত, ১৯১৯।

মার্জনি **দ্র** মার্জন

মার্জনি [হি] বি সর্গীতের একটি শ্রুতি। 'মার্জনি।' নজরুল, ১৯৩৫।

মার্জি [হি] বি মার্জনা করা; দূর করা। 'মার্জিয়া দিল হাশি ক্লাপ্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মার্জীর, **মার্জীর** [স] বি বিভাল। 'মুন্সের রসেতে মার্জীর রয় আছে।' রূপরায়, ১৭৫০; 'উহারদিগের প্রতি বড় ব্যাধ ও মার্জীর তপস্বীর দৃষ্টান্ত উচিত হয়।' রামমোহন, ১৮২৩।

মার্জীর **তপস্বী**, **মার্জীর** **তপস্বী** [স] বি মার্জীর তপস্বী। বি ৩৩ তপস্বী। 'বৃহব্যাস মার্জীর তপস্বির ন্যায় বিশ্বাসকারণ।' দর্পণ, ১৮২২।

মার্জরী [স] বি ক্রী বিভাল। 'মার্জরী আসিয়া কোলে আচ্ছিন্ন প্রয়োধ্যগো।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

মার্জিত, **মার্জিত** [স] ১ বিণ পরিচ্ছন্ন। 'প্রত্যহ প্রাতে উবটান বৈকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মার্জিত করিয়া।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ পরিশীলিত। 'বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ পরিষ্কৃত। 'রীতিমত আহার পাইলে, এবং

শরীর রীতিমত মার্জিত ও মর্দিত হইলে ...।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৪ বি বিদ্রুত। 'সভ্যতা বুদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তিসকল যে ক্রমশ মার্জিত ও সুস্থ হইয়া আসিয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মার্জিতবুদ্ধি, **মার্জিতবুদ্ধি** [স] বি পরিশীলিত বুদ্ধি। 'ধনী হই পক্ষপাতশূন্য ও মার্জিতবুদ্ধি হয় এমত নহে।' দর্পণ, ১৮২।

মার্জিতবুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না হইলে বহুতর অমঙ্গল ঘটন সম্ভাবনা। 'অক্ষয়, ১৮৪৯।

মার্জিতমন [স] মার্জিতমন। বি পরিশীলিত-মন। 'ইংরেজি সাহিত্য জ্ঞানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা ও বৈদ্যের পরিচয় রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মার্জিতরুচি [স] ১ বিণ সুকৃতিসম্পন্ন। 'মার্জিতরুচি নবীন পাঠ এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বিণ সত 'মার্জিতরুচি জনপদে ... ভেঙ্গে যাব একা একা।' সূর্যদ্র, ১৯৩৩।

মার্জিত হওয়া [স] বিণ সেরে ওঠা। 'কবরেরের তেল মালিশ ক মার্জিত হলাম, ভালো হলাম।' শিবরাম, ১৯৭০।

মার্জিন [হি] ১ বি প্রান্তভাগ। 'লাইনগুলি সমান, দুই ধারে মার্জিন, উপ পাতার সংখ্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি ফাঁকা জায়গা। 'কারও জে কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি পার্শ্বক; সীমানা। 'সরকারী দলের : বিবেচিত সংখ্যাকড়ের মার্জিন যদি কার্য্যক্ষেত্রে এই হয় ... আদ্য, ১৯৩৪।

মার্জিত, **মার্জিত** [স] বি সূর্য। 'একদে মার্জিত শশী।' অশা/তল, ১৬৮০।

মার্জিতকর, **মার্জিত-কর** [স] বি সূর্যের আলো। 'প্রচও মার্জিত-কর ত লাগে ভারে।' তপ, ১৮৫৮।

মার্জিয়ো [স] ম্যাসনরী বি ম্যাসনরী। 'লোড মোহা মনো মার্জিয়ো আলিমে এহার কিছুই নাই।' অস্ত্রোনিমি, ১৭৪৩।

মার্জিনা [ফা] বি পুঙ্খ। 'দলে দলে জানানো-মার্জিনা চলছে।' মাহেন ১৯৪৯।

মার্জিয়া [হি] বি মরফিন নামক ব্যথানাশক মাদকবিশেষ। 'ঔত্র শির তন্ত্রিল মার্জিয়া।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

মার্বেল [হি] বি শ্বেতপাথর; মর্মর। 'টেনিস আছে, মার্বেলের টেবিল আছে ড্রয়িংরুম গান-বাগানের আড্ডা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। **দ্র** মার্বেল

মার্বেলগুলিকা [হি] মার্বেল+স গুলিকা। বি খেলার জন্য তৈরি পাথ কাচ প্রভৃতির ছোটো গুলিকা। 'মার্বেলগুলিকা ইজামত ভোগবিড়র দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মার্বেল পাথর [হি] মার্বেল+পাথর। বি পাথরবিশেষ। 'প্রকাণ্ড সরোব মার্বেল পাথরের সিঁড়ি তলা পর্যন্ত মার্বেল পাথরে বাঁধানো।' হরহাস ১৮৮১।

মার্বার [ফা মর্মরা] বি মর্মর। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মার্বেল [হি] বি পাথর, কাচ প্রভৃতির তৈরি খেলার ছোটো গুলিকা। 'বি মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটল - ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুইথ রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'মুখে মার্বেলের গুলি রাখার প্রাকটিক ক তোতলামি সারিয়ে দেখলেন।' শিবরায়, ১৯৪০। **দ্র** মার্বেল

মার্বেলকাগজ-মস্তি [স] বিণ সাধারণত বই বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহ মার্বেল পাথরের মতো চিত্রিত কাগজ। সেই কাগজ দিয়ে মোড়ানে 'মার্বেলকাগজ-মস্তি' কোণহেড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি রবীন্দ্র, ১৯১২।

মার্শালেড

মার্শালেড [হি] বি কমলালের ও তার খোসা মেশানো জ্যাম; মিষ্টি মণ্ড জাতীয় খাবার। 'হুদি গমির, বিস্কিট, মার্শালেড ও দুধের মোরকা না খাও তবে উপবাসে মর।' *গোকেয়, ১৯২২।*

মার্শাল, মার্শাল [স মার্শাল] বি প্রফুল্লন; পরিষ্কারকরণ। 'দস্তখাবন কৈল জলতে মার্শাল।' *মাল্যধর, ১৫০০।*

মার্শাল ল [হি] বি সামরিক শাসন। 'মৌলিক গণতন্ত্র দীর্ঘদিন মার্শাল ল'র জামাদায়ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।' *আজান, ১৯৬৪।*

মার্শাল লা [হি] বি সামরিক আইন। 'মার্শাল লা আরি হলো।' *হুতোম, ১৮৬১।*

মার্শিএল লা [হি] মার্শাল লা বি সামরিক আইন। 'তিনি কাহার উপর মার্শিএল লা চাপাইবেন।' *সুখাবর্ষণ, ১৮৫৬।*

মার্শিয়া [আ] বি মরুরমের শোকগান। 'রুবায়াত, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্শিয়া।' *মাহেতও, ১৯৪৯।*

মার্হিয়া [স মহার্য] বিপ্ মার্যতি; অরুতের মহার্য্যি রাত্বে বসবাসকারী। 'মার্হিয়া দম্ম ও শিশ দানবদিশের হতে ...।' *এচরক, ১৯০৩।*

মাল [স মাল্য] বি মাল। 'করলকবিল মাল নির্মিত কমলে।' বড়, ১৪৫০।

মাল [স মল] বি মল্যো; পালোয়ান। 'মালে মালে রূপ করে দুই বিবাহিক।' *মুকুন্দ, ১৬০০; পণ্ডিত পণ্ডিতে কল্ম মালের মালম শিকা' মুকুন্দ, ১৬০০।*

মালকাছা [হি] দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গৌড়া হুতি পুতি প্রভৃতির কোঁচ। 'পরনের তদ্বৎশতা মালকাছা মারিয়া ... ভানের কাঁধে উঠেন।' *মনসুর, ১৯৫৫।*

মালকাছামারা বিপ্ মালকোঁচা ধারণ করছে এমন। 'বিশ-ত্রিশ কল্ম মালকাছামারা বলিষ্ঠ যুবক।' *মনসুর, ১৯৫৫।*

মালকোঁচা, মালকোঁচা বি দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গৌড়া হুতি পুতি প্রভৃতির কোঁচ। 'সিপাই পেতে ঢাকাই সাদি মালকোঁচা করে পরা।' *হুতোম, ১৮৬১; 'মহার্য্যিদিগের ন্যায় মালকোঁচা' বঙ্গবর্ষণ, ১৮৭২।*

মালকোঁচা বি দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে গৌড়া হুতি পুতি প্রভৃতির কোঁচ। 'মালকোঁচা মারা পালোয়ানের বৃকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাশড় ...।' *অন্নদা, ১৯২৯।*

মালকোঁচা বি মালকোঁচা; দুই পায়ের মধ্য দিয়ে পিছনে হুতি পুতি প্রভৃতির কোঁচ। 'আসল হেঁকে গায়ের মোড়ল মালকোঁচাতে কাগড় পরি।' *জঙ্গী, ১৯২৯।*

মালশাট, মালসাট [স মল্শ+শাট] ১ বি মালকোঁচা। 'মালসাট মারাত দেব গ্রীহরি।' *মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি আফসান। 'হুজুর মালসাট কেশরীর বব ছুটে।' হুজুরি, ১৫৭০। ৩ বি হুজুর। 'পেলি অর লোকে মীর মারে মালশাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।*

মাল [স মল] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাল বৈসে পুরের বাহিরে।' *মুকুন্দ, ১৬০০।*

মাল [আ] ১ বি ধন-সম্পদ। 'মহিনার অর্ধ মাল দিবারে তাহারে।' *সুলতান, ১৭০০। ২ বি পণ্ডিত্য। 'মাল বিকি হইলে টাকা দিব।' মেয়র্স, ১৫৭৭; 'ইহার মধ্যে ১৪৫৭ টোঙ্ক পত সাতাল্ফ টিকীট মাল।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি রাজ্য; বাজান। 'কলিকাতার মাল, আদালত ও সৌজদারী এই তিন কর্মদিগেরে তার একজন সাহেবের উপর ছিল।' *গ্যারী, ১৮৫৮; ৪ বি কলিকৃত বস্ত্র। 'হোট সাহেব' এমন**

মাল গেলে তুে লুপে নেবে।' *দীনবন্ধু, ১৮৬০।*

মালতলা [আ মাল+হি ওয়ালা] বি সম্পদশালী ব্যক্তি। 'নামজাদা মালতলা গায় মাথা রাঙ্গা ধূলা।' *রামধন্যসার, ১৭৮০।*

মালকোরক [আ মাল+আ করক] বি মাল আটক। 'সে লোক সিংকে করেন করিয়া কিয়া মালকোরক রাখিয়া ...।' *ক্যালসে, ১৭৮৯।*

মালখাউদ [আ মাল+ফা খাউদ] বি বে দানপত্র করে। *মাদেনএল, ১৭৪৩।*

মাল-খাজানা [আ মাল+আ খাজানাখ] বি রাজস্ব। 'মাল-খাজানা চিরদিনের মতো নির্ধারিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হবে কি না?' *প্রমথ, ১৯১৯।*

মালখানা [আ মাল+ফা খানাখ] বি মূল্যবান ধনসম্পদ রাখার কক্ষ; ধনাগার। 'ডভা শিয়া দস্তুর ও মালখানা সমস্ত বন্ধ করিলেক।' *রামরাম, ১৮০১; 'মালখানার ঘরে দরওয়ানগিরি করিতেছে।' রকীশ, ১৯৩৭।*

মালগাড়ি বি মাল বহনকারী রেলগাড়িবিশেষ। 'একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।' *বিকৃতি, ১৯৩১।*

মালওজারি, মালওজারী [আ মাল+ফা ওজারি] বি বাজনা; রাজস্ব দেওয়া। 'মালওজারি করিয়া জে বাকী ছিল। ...।' *মেয়র্স, ১৭৬৭; 'ভায়া ওসিকৈ ইজারা দিলাম মালিক পরশনা মালওজারি করিরা আমায় দুইশা দিয়া ...।' হালহেত, ১৭৭২; 'আমার মালওজারি নিক্স জোতে সাড়ে তিন সও টাকা।' ওলী, ১৭৮২; 'আশানারদের মালওজারী দিল্লিতে সদর তাহত সে হানে লোক পাঠাইসেন।' *রামরাম, ১৮০১।**

মাল-ওদাম [আ মাল+প ওদাউ] বি যে ঘরে নানাবিধ মালপত্র রাখা হয়; ভান্ডার। 'এরা যেন হুজুর মাল-ওদা।' *নজরুল, ১৯৩০; 'হোসেন রেনের মালওদায়ে গেল।' মালিক, ১৯৩৬।*

মাল-চালান [আ মাল+ফা চালান] বি মালশালা রত্ননি। 'মাল-চালানের পঞ্চও ছিল সর্দৌর্গ।' *রকীশ, ১৯১৮।*

মালজামিন [আ মাল+ফা জামিন] বি সম্পত্তির বিনিময়ে জামিন। 'মালজামিন মাতবর দিতে হবেক।' *ক্যালসে, ১৭৮৭।*

মালজাহাছ [আ মাল+আ জাহাছ] বি মালবাহী জাহাজ। 'মালজাহাছ লাদাই করা যে অফিসরের কর্ম ...।' *মুজতাবা, ১৯৫২।*

মালটাল [আ মাল+] বি টাকা-পয়সা। 'কিছু মালটাল আনতে পার কি না।' *ভবানী, ১৮২৮।*

মালদার [আ মাল+ফা দার] বিপ্ সম্পদশালী; ধনবান। 'কাকুন নামজাদা মালদার।' *মনসুর, ১৯৫০।*

মালপত্তর [আ মাল+স পত্র] বি জিনিদপত্র। 'মালপত্তর তুলিয়া সুভদ্রা আবদলের বিকপার উঠিয়া বসে।' *মাহেতও, ১৯৪৯।*

মালপত্র [আ মাল+স পত্র] ১ বি জিনিদপত্র। 'মালপত্র রওনা করব বলে গোকর গাড়ি ডাকতে বলেছি।' *রকীশ, ১৯২৯। ২ বি পণ্যসামগ্রী। 'সোকারের মজুত মালপত্র।' মালিক, ১৯৪০।*

মালপানি [আ মাল+হি পানি] বি টাকাপরস ও ধনসম্পদ। 'মালপানি ডো বহুত বানাইয়া রাখছে আপেই।' *ইলিয়াস, ১৯৭২।*

মালবাহী [আ মাল+স বাহী] বিপ্ মাল বহন করে এমন। 'মালবাহী স্তিমারের বো-সান পর্যন্ত সে হইয়াছিল।' *মালিক, ১৯৩৬।*

মালমশলা [আ মাল+আ মশালি] ১ বি কোনো প্রযা তৈরির

প্রয়োজনীয় উপাদান। 'উত্তরের উপকরণ মালমশলা একই রকম হইতে পারে।' সবুজ, ১৯২০। ২ বি তথ্য ইত্যাদি উপকরণ। 'পাণ্ডুলিপির মাল-মশলা সমগ্র করে চলছে।' অবন, ১৯২৭।

মাল মশলা বি উপকরণ। 'ভাঁহারা মাল মশলা বহুত করিয়া দেন অন্যান্য ঘর গায়ে।' দর্পণ, ১৮২৫।

মালমশলা ১ বি উপকরণ। 'শিকিত যুবকদিগের চরিত্র নির্মাণে ... কী পরিমাণে মালমশলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিবে।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮। ২ বি বিষয়। 'অনেক বাজে মাল-মশলা আসিয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মালমশা [আ মাল+আ মশা] ১ বি ধন-সম্পদ। 'পরিবার মারিব লুটিব মালমশা।' রূপরায়, ১৭৫০; 'বহু মাল-মশা লইয়া মিসরে রওয়ানা হইলেন।' মনসুর, ১৯৫০। ২ বি জিনিসপত্র। 'সরকারী মালমশা সিলেট শহরে নেমে সমগ্র করেছেন।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৯।

মালি [আ মালি বি (অস্ট্রেলি ইলিভ অনুযায়ী) যৌন-আবেশনপূর্ণ নারী। 'সে নৌকা খানায় ঢাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরামিষিবি।' হুতাশ, ১৮৭১।

মালি [আ মালি বি মদ। 'ল্যাকপ্যাক কহিছ যে মাল বেয়ে সেমেহিস নাকি।' অচিন্ত্য, ১৯০০।

মাল টাশা ক্রি মদ খাওয়া। 'মাল টানবে একটু' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

মাল-টাল বি মদ ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য। 'গান-বাঁজনা নিয়ে থাকে, আর একটু একটু মাল-টাল খায়।' বিমল, ১৯৫৬।

মাল সেতন বি মাল দেওয়া। ওর্ডা, ১৭৮৫।

মালপানি [আ মাল+নি পানি বি মদ জাতীয় পানীয়। 'এই নাও মিষ্টি ও কিছু মালপানি আনাও।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

মালকিন [আ মালিক+] বি শাসনকর্তা। 'আমার পত্নীকে এই রাজ্যের রানি এবং মালকিন (শাসনকর্তা) বলে সরকার অনুমোদন করেন।' মহাশেখত, ১৯৫৬।

মালকোশ, মালকোষ বি (সংস্কৃত) একটি রোগ। 'মালকোষ' বিদ্যা, ১৮৯১; 'কিউট-খাখোকে কেহ, কেহ মালকোশ' হিন্দোলে হুংকারে কেহ ওড়ানি আকোশে।' নজরুল, ১৯২৯; 'কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তেড়ির বহুমুখী গীতাপকরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মালকা বি বড়ো আকারের কিশমিশ। 'মালকাই নিতে হল বেশী।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

মালখাখা [আ মাল+খাখা বি মোটা ধাম। 'তিনি নিজে নিরমিত ঘেয়েদের নিয়ে মালখাখা, নারিকেল সাদা দান দিয়ে ...।' মহাশেখত, ১৯৫৬।

মালক [সি বি ফুলবানান। 'প্রবেশিলা নীলধর মালক ভিতরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মালশী [সি বি এক প্রকার ফুল। 'মালশীমল্লিকাকলিকাত নাহি গছ।' বড়ু, ১৪৫০।

মালতি [সি মালতী] বি এক প্রকার ফুল। 'তুলসি মালতি জাতি অমলকী ফুল ছুঁতি।' মালধর, ১৫০০।

মালতিমালা বি মালতী ফুলের মালা। 'বিপবে পরল জেছে মালতিমালা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মালতীবালা [সি বি মালতীকলি; মালতী ফুল। 'বিজন বনে মালতীবালা আছিল কেন ফুটিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

মালতীমালা [সি বি মালতী ফুলের মালা। 'ওলাল মালতীমালে করিল বিলাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

মালতীমুকুল [সি বি চামেলি ফুলের মুঁড়ি। 'মালতীমুকুলে বায়ু করে যায় অনুবয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মালতীলতা [সি বি মালতী ফুলের গাছ। 'একটি পূর্ণপুষ্টিতা মালতীলতা নবগ্রহভেদের শীতেক্ষল শিশিরকণা বহুকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মালখসি [সি মালখাস+] বিণ অধনীভিদি টমাস ম্যালখাসের তত্ত্ব সঞ্চরীয়। 'এ রকম কঠিনদ্রব মালখসি বুলি রাখিয়া দাও।' বসিটম, ১৮৯২।

মালদই [মালদহ+] বিণ মালদহের। 'মালদই নলাটি চিকল সরবদ।' রামহরাদ, ১৭৮০।

মালদহিয়া [মালদহ+] বিণ মালদহ অঞ্চলের তৈরি। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া পৃথক আড়সের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো।' রামরায়, ১৮০১।

মালপো, মালপোয়া বি ময়না বা চালের গুঁড়ার তৈরি মিয়ে বা তেলেকাতা লুটিজাতীয় মিষ্ট খাবারবিধের। 'মারা ময়না পেয়ে মালপো বিলোয়।' নজরুল, ১৯৩২; 'দই, লাডু, মালপোয়া।' বিকুন্ট, ১৯৩৮।

মালব [সি বি (সংস্কৃত) রাণবিধের। 'মালবরাগঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

মালকী [সি বি (সংস্কৃত) রাণবিধের। 'মালকীরাগঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

মালবিকা [সি বি প্রাচীন মালব (ভারতের রাজস্থান) দেশের নারী। 'বন্দী হতেম না জানি কেন মালবিকার জালে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মালম [সি মল্ল। বি মল্লবিদ্যা। 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে ককা মালের মালম শিক্ষা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মালয় বি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া সংলগ্ন সাগর। 'নিশীথের অঙ্ককারে মালয় সাগরে।' জীবন, ১৯৪২।

মালহাঙ্গী বিণ দক্ষিণ ভারতের মালয়ালম দেশ সন্নিবেশ। 'জ্যোৎস্নায় মালয়ালী-নারিকেল, ফুল সোনা সৌন্দর্য।' জীবন, ১৯৪০।

মালশা বি হাউজাতীয় মাটির পাত্রবিধের। 'মা এখানেই আমাদের জন্ম মালশার করে ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দিয়েছিলেন।' নৃসিং, ১৯৭০। প্র মালসা

মালশী, মালসি, মালসী [সি মালহস্তী] ১ বি সংস্কৃতির রাণবিধের। 'রাগ মালশী।' চর্য ৩৪, ১২০০; 'মালসি।' মালধর, ১৫০০; 'মালব রাগের সার হুহু প্রিয়া বসনা তার ধানসী মালসী দুইজনে।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি গানবিধের। 'নানা বাদ্য বাজে আর মলম মালসি।' বিজয়, ১৬৫০।

মালসী গুড়ু [মালকী গৌড়] বি রাণবিধের। 'রাগ মালসী গুড়ু।' চর্য ৪০, ১২০০।

মালশা [সি মল্লক+] বি তুঘের আওন রাখার গাছ। 'বিধবা বৌটি মালসার আওন আনিল।' মাদিক, ১৯৩৬।

মালসা-খ্যাংরা বি সানকি ও কাটা। 'তোমার মালসা-খ্যাংরা নিয়ে বস।' নজরুল, ১৯২৭।

মালসাভোণ বি বৈষ্ণবদের মহোৎসবে মালসা-করা এক প্রকার ভোণ। 'কোথা যাও মনোহর মালসাভোণ ফেলো?' শুভ, ১৮৫৮।

মালসাটা [সি মল্লক+] ক্রি হুঙ্কার দেওয়া। 'সখল কিছুই নাই মুখে

মালা

মালাসটি। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মালা। [স] ১ বি জপমালা। 'আগশ পোষী ইষ্টমালা।' চণ্ডী ৪০, ১২০০; 'কেউ মালা কেউ তদবি গলে।' লালন, ১৮৯০। ২ বি ফুলের মালা। 'বদীরকুমুদমালা আঙিনাইল ডিকুরে।' বড়ু, ১৪৫০; 'মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি।' বড়ু, ১৫৭০।

মালাকর। [স] ১ বি মালী। 'আমি তব মালকের হব মালাকর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি ফুলের মালা তৈরি করে যে। 'চুঁচ নিয়ে মালাকর দুবেলা ফোটার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মালাকার। [স] বি ফুলবাগানের পরিচর্যাকারী। 'প্রভু বোলে ভাল মালা দেহ মালাকার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মালাকারধর্ম, মালাকার-ধর্ম। [স] বি মালীর কাজ। 'এত চিঠি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মালা-খসা বিধ মালা থেকে খসে-পড়া। 'উজ্জা আমাদের মালা-খসা ফুল।' নজরুল, ১৯২৬।

মালাপাছ। [স] মালা+পাছ। বি সুভাষ গীতা ফুলের একটি মালা। 'কুঁদফুলের মালাপাছি...'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মালাপাছি। [স] মালা+পাছ। বি সুভাষ গীতা ফুলের একটি মালা। 'গোবনে তুলিয়া কুমুম গীতিকা রেখে বাবে মালাপাছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

মালাচন্দন। [স] বি শ্রদ্ধা অথবা পূজার জন্যে ব্যবহৃত ফুলের মালা ও চন্দন। 'মালাচন্দন দিলে আছাগায়।' রবীন্দ্র, ১৪৪০।

মালাছড়া। বি ফুলের মালা। 'সেখুল, আমি মনের সাথে এই মালাছড়াটি পেঁবেছি।' মহারসক, ১৮৬৯।

মালা জপা ক্রি আরাধ্যকে বারে বারে 'মন্ত্রণ করা। 'কেহ করিতে আমি মালা জপি না।' মদনমোহন, ১৭৪০।

মালাবদল। [স] মালা+আ বদল। ১ বি পরম্পরের গলার মালা বিনিময়। বিদ্যা, ১৮৯১; 'অন্ধকারে মালা-বদল কে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। 'কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মালা। [স] মত্ৰ। ১ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'আললাল মালা।' সের্গি, ১৮৪০। ২ বি মাগো; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'থেকে নদীদে, খিলবিল-হ্রদে, মাছ ধরে খায় মালা জেলে।' চণ্ডী, ১৮৫৮।

মালা। [স] মত্ৰক। বি নারিকেলের ভিতরের শক্ত খোল: ডাটা। 'নারিকেলের চারটি সামগ্রী - জল, নশ্য, মালা আর ছোখড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫; 'এক মালা জল ছেঁতে গেলে তিন মালা ধোয়ার তলার।' লালন, ১৮৯০।

-মালা। [স] বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'প্রোতোবাহিত কন্ডালমালা, অহিময় কুড়ীরমণ, সঙ্কলই উদযাশককারে দেখা যাইতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মালাই। [ফা বালাই] বি দুধের সর। 'বেল ফুল। বরফ। মালাই। চীৎকার করা যাচ্ছে।' হুতম, ১৮৬১।

মালাইকারি। [ফা বালাই+কা কারি] বি দুধ ও চিনি সহযোগে রান্না করা চিড়ি। 'মালাইকারি আর বম্বাই ভাজি যতই খান না কেন...'। জীবন, ১৮৩০; 'মালাইকারি আমাকে লালায়িত করেছে।' শিরসার, ১৯৭০।

মালাই-চিড়ি। [ফা বালাই+চিড়ি] বি দুধ ও চিনি সহযোগে রান্না করা চিড়ি। 'বাঙালীর সর্বে-ইলিশ, মালাই-চিড়ি, ডাব-চিড়ি,

বাঙালী বিশ্বাসের নিরামিষ ...।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

মালাইচাকি। [স] মালাচকি। বি হাঁটুর পোলাকার অছি। 'মড়ার মালাই চাকি রঘু বোহাল গিলে।' কেতকা, ১৫৫০।

মালাউন। [আ] ১ বিদ অভিশপ্ত। 'সেই গিধি নামাকুল হবে মালাউন।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুসলমানদের-দেওয়া গালিবিশেষ। 'যে কাজ মালাউন শরতানে করিতে ভয় করে।' জামায়াত, ১৯৩৮।

মালাকার গ্র মালা

মালাকার। [স] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মালাকার ২৫৫৬০ জন।' দর্পণ, ১৮১৯।

মালাজি। বি ভারতের মালাবারের অধিবাসী। 'গোয়ানি বাঙালি মালাজি যাই হোক না কেন।' জীবন, ১৯৩৩।

মালাবার বিদ দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশে প্রচলিত। 'পাচাত্য ও মালাবার ত্রীপরিচ্ছেদের বিভিভ্যন্ত প্রায় তদনুরূপ।' গ্রন্থক, ১৯২০।

মালাম। [স] মত্ৰ। বি মন্ত্রযুক্ত। 'মালাকে করে মালাম চোয়ালে লোকে কাঁড়।' ভারত, ১৭৬০।

মালি। [স] মালা। ১ বি মালা। 'আঙলা বকুল মালি মধুর করে কেলি।' মালধর, ১৫৬০। ২ বি বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'একদীন এক মালির মারে...'। হ্যাম্বেক, ১৭৭৩; 'সরকার ও মালি সৌবারিক প্রকৃতির বেতন দুান সংখ্যার ৭০ টাকা।' জ্যুয়েলফন, ১৮৩৪। ৩ মালী

মালিনী। [স] মালিনী। বি ত্রী বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'সেই মালিনী এক উসপ সওদাগরের গারে ফেলিয়া মালিলেক।' হ্যাম্বেক, ১৭৭৩।

মালিনী। [স] ১ বি ত্রী বাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'মালিনী বিমলা নামে গিয়াছে বিদ্যার ধামে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বিণ মায়ায় সজ্জিত। 'মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মালিক। [আ] ১ বি মনিব। 'ঘতনে আলিনা তবে মালিক পাচার।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি অংশীদার। 'অভাপীর পতি বাজেজমার মালিক।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি স্বত্বাধিকারী। 'আমার ছাওয়াল আমার সৌলভের মালিক।' সের্গি, ১৭৬২; 'ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক।' দর্পণ, ১৮২০। ৪ বি নিয়ন্ত্রণকারী। 'মহালার আমার অধিক পার্থকের মালিক।' ওর্স, ১৭৮২। ৫ বি প্রভু। 'এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ৬ বি জমিদার। 'চর যে-পীরের লাগড় হয়ে উঠবে, সেই পীরের মালিক পাবে।' ভাঙ্গা, ১৪৪০। ৭ বিণ অধিকারপ্রাপ্ত। 'ছত্র আনার ট্যাঙ্গর সেনেওয়ালারা এই প্রথম ভোট দিবার মালিক হয়েছেন।' মনসুর, ১৪৪৪।

মালিকত্ব। [আ] মালিক+স ত্ব। বি মালিকানা। 'অবশেষে কোলিয়ারি মালিকত্বে পৌঁছেছিল গিয়ে সে।' জীবন, ১৯০২।

মালিক-মোখতার। [আ] মালিক+আ মুখতার। বি প্রতিনিবি। 'ভীর দলইতো কেন্দ্রের মালিক-মোখতার।' আজাদ, ১৯৭৭।

মালিকহীন। [আ] মালিক+স হীন। বিণ বেওয়াশিণ: দাবিদার নেই এমন। 'মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই।' মালিক, ১৯৪০।

মালিকান। [আ] মালিক+স। বি মালিক। 'তাই ছেড়ে দেয় সার্ভ লোকালার আদি মালিকানদের।' শক্তি, ১৯৭০।

মালিকানা। [আ] মালিক+স। বি স্বত্বাধিকার। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বাড়ির

মালিকানা অনেক দিন গেছে।' তারা, ১৯৪৩।

মালিকিত [আ মালিক] বি মালিকানা। 'মালিকিতের সাধু তলব করেন।' কালগে, ১৭৮৯।

মালিকীশব্দ [আ মালিক+শব্দ] বি মালিকের অধিকার। 'জমির উপর কোনোরূপ মালিকীশব্দ নেই।' প্রথম, ১৯১৯।

মালিকি [আ] বি বংশনাম-বিশেষ। 'বৃন্দাবন চন্দ্র মালিক' সেবধি, ১৮৪০।

মালিকা [স] বি মালা। 'সবে তবে ছিলে লো বালিকা, যথা মুণিতা মালিকা।' রস, ১৮৫৮।

মালিকাগাহি বি ছোটো মালাটি। 'পূর্ণ মালিকাগাহি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মালিনী^১ বি মাণি

মালিনী^২ বি একটি নদীর নাম। 'ছোটো নদী মালিনী।' অবন, ১৮৯৬।

মালিনী^৩ [স] বি স্বন্দবিশেষ। 'রিত্তা (মালিনী হৃদয়ের অনুকরণে)।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মালিন্য [স] ১ বি মলিনতা; আমদীনতা। 'মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি শ্রীতির অভাব। 'মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

মালিন্যানী [স মালিনী] বি মালিনী। 'মালিন্যানী বলে তন পুরুষ রতন।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মালিশ [ফা মালিশ] বি ঘষা। 'নিজের কোমরে গরম দুধের তেল মালিশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। 'পায়ে তেল-মালিশের দরুণই হলে ডান-হাত বরতাল করে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি মালিশ করার ব্যবস্থা; মলম। 'বানিকটো মালিশ নিয়ে মালিশ কুঁড়ে দিতে।' নজরুল, ১৯২৪।

মালিশ করা কি চামড়ার উপরে ধীরে ধীরে ঘষা। 'বানিকটো মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে।' নজরুল, ১৯২৪।

মালিস [ফা মালিশ] বি মর্দন। বিদ্যা, ১৮৯১।

মালিশি [ফা মালিশ] বি মর্দন করার কাছ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মাশী [স] ১ বি মালা। 'যোরগি পাছ পরাই সবরী গিবত ওজরী মাশী।' চর্চা ২৮, ১৯০০। ২ বি মাগান পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'বিলাই চৈতন্য মাশী লাই শর মূল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'মাশী বৈসে ওজরাটে মালাকে সসাই খাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাশীকট বি মালিনী। 'মাশীকট যেন ছিড়িয়া লয় না, বারশ করিও তারে।' জয়ীম, ১৯০০।

মাশুম [আ] ১ বি বিবেচনা। 'সেখিয়া তামার লোকে মাশুম করিয়া ...।' গরীব, ১৭৬২। 'তাহার আনগান নসিহত মত গিবি হইতে মাশুম করিয়া।' হালহেত, ১৭৭০। ২ বি অনুমান; আদালত। 'মাশুম তাতি কিতাত দুই থানের জেহাদা কাশড় মাখিল করিতে পায়ে না।' হালহেত, ১৭৭০। ৩ বি ধারাবা; উপদ্রব। 'ডানকান, ১৭৮৪। 'যোর মাশুম হয় ওয়া সেগরানা হয়েছে।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৪ বিদ্য অবগত; জ্ঞাত। 'গবনর জায়েরেল কৌখলোতে মাশুম হইল।' কালগে, ১৭৮৯। 'তাহার দিলের বয়ান মাশুম হইয়াছে।' তর্জিত, ১৭৯২।

মাশুম হওয়া কি বোধগম্য হওয়া। 'তাহার দিলের বয়ান মাশুম হইয়াছে।' তর্জিত, ১৭৯২।

মাশুম কাঠ, মাশুম-কাট [আ মাশুম+স কাঠ] বি লৌহানে দিশারির

দাঁড়াবার স্থান; মাছল। 'দিসাক বসিতে পাট উপরে মাশুম-কাট।' মুকুন্দ, ১৬০০। মাদোএল, ১৭৪৩।

মাশুম্মা [স মশা] বি মশা। মাদোএল, ১৭৪৩।

মাশোক [আ মালিক] ১ বি প্রভু। 'এবার কে তোর মালোক চিনলে না তারে।' লালন, ১৮৯০। ২ বিদ্য অধিকারী। 'মাটির মালোক যদি হয় ভূপতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাশেকা [আ] বিদ্য অধিকারিনী। 'মাশেকা সুহায়ার জন্য চকু অক্ষসজ্জা।' বেকেরা, ১৯২৯।

মাশো [স মশা] বি মশা। মাদোএল, ১৭৪৩। 'বাসাশার মধ্যে মালা এবং মাশো বলিয়া দুইটি জাতি আছে।' বক্রিম, ১৮৯২।

মাশোয়ার বি (সংস্কৃত) মালিনীবিশেষ। রাহমার, ১৬৫০।

মাশোয়ারি [বি মালেরিয়া] বি (বাঘ) মালেরিয়া। 'পাইব গান দোল পূর্ণিমাতে/মাশোয়ারি ছুর আসলে রাতে।' নজরুল, ১৯৩৩।

মাশ্য [স] বি মালা। 'রাশা মাশ্য রাশা বস্ত্র পরিয়া যুগতি।' মালধর, ১৫০০।

মাশ্যগাহি বি মালাটি। 'ওস্ত মালাগাহি গলায় পরায় নিয়ে লইলে বরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মাশ্যগ্রহণ [স] বি অর্থা হিসেবে মালা গ্রহণ। 'তারপরে স্টেশনে মাশ্যগ্রহণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাশ্যচন্দন [স] বি ফুলের মালা ও চন্দন। 'সবাকে গ্রীহেতে দিলা মাশ্যচন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'সৈদিনকার মাশ্যচন্দন, নববস্ত্র ও হোম-ধূয়ের গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মাশ্যবদল [স মালা+আ বদল] বি মালা বিনিময় করে সম্পর্ক স্থাপন। 'বদলমালা আনি যবে মাশ্যবদল তখন হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মাশ্যভূষিত [স] বিদ্য মালায় শোভিত। 'তাঁকে বিপুলভাবে মাশ্যভূষিত করা হয়।' বেগম, ১৯৭৩।

মাশ্যমৌদিক [স] বি নৈবেদ্য। 'ধর্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণাদান ও মাশ্যমৌদিক প্রস্তুত করিতে সংযোজ্ঞ হইয়া থাকেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মাশ্যানী [স মালিনী] বি মালীর স্ত্রী। 'মাশ্যানী জুড়িয়া কর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মশা [আ মশা] বি নৌঘান চালকের সহযোগী। 'কোন লাহাজে মশায়া সুমহা ঝিলের পর্দিমোস্তর ভাগে ...।' অক্ষর, ১৮৫২।

মাশ [স মাশো] বি মাশে। 'হিরা নিদয়ার কাছে মাসের পশার বেঁটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাশকরম [হি] বি এক ধরনের ছরাকজাতীর সবজি। 'বাড়ী যদি বীরভূম/রাবনে ছাত্ত মালকরম।' অন্নলা, ১৯৫৪। 'ব্যাক্তের ছাত্ত, ইয়েজিত্তে যাকে বলে মালকরম।' মুক্ততারা, ১৯৫৮।

মা শা আশ্রা - (আলীবাদ গ্রন্থের) আশ্রা রক্ষা করন। 'মা শা আশ্রা, সোবান আশ্রা, খুশা তোমার জিদেগী দরাজ করন।' মুক্ততারা, ১৯৪৯।

মাতক [আ] বি প্রেমিকা। 'মাতকের বে হয় আশেকি/খুলে যায় তার দিবা রোহি।' লালন, ১৮৯০। 'মাতকে আদর করা হয় নাই, কেন?' বেকেরা, ১৯২৪।

মাতুল [আ মাতুল] ১ বি শুভ। 'কলিকাতার এক আনা মাতুলের ডাকঘর।' বঙ্গদর্শন, ১৮২৯। ২ বি ডাক বহন। 'পার্সেল পোটে পাঠাতে মাতুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি

মাতলধর

- বংশি। 'পেয়াদার মাতল জোয়াইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।
- মাতলধর [আ মাহসুল+ধর] বি তক্ত আদ্যের স্থান। 'মাতলধরের নিকুতি' অন্নদা, ১৯৫৫।
- মাতলবাবু [আ মাহসুল+বাবু] বি তক্ত আদ্যেরকারী। 'মাতলবাবু ডাকরা' অন্নদা, ১৯৫৫।
- মায়' [স মাস] বি মাস। 'কেমনে বঝিবো রে বারিবা চারি মায়' বড়ু, ১৪৫০।
- মায়' [স মায়] বি মায়কলাই; ভালবিশেষ। 'তায় ফলে মায় সরিষা তিল কাবাস ধান।' মুহূদ, ১৬০০।
- মায়বড়া বি মায়কলাইয়ের বড়া। 'মুদগ বড়া মায়বড়া কলাবড়া মিঠা' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
- মায়ি বি সোনা ওজনের এককবিশেষ; এক তোলের আট বা দশ ভাগের এক ভাগ। 'এক মায়ি সোনা' রবীন্দ্র, ১৯১১।
- মায়ির [হি ১ বি শিক্ষক। 'পাঠশালার অন্য পড়ুয়া এবং মায়িরের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আশিলাম।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি তত্ত্বাবধায়ক। 'শীঘ্র রিপোর্ট করিতে কোন্সে মায়িরকে ভার হইল।' দর্পণ, ১৮৩০।
- মায়ীর [হি ১ বি গৃহশিক্ষক। 'অতঃপরে মায়ীনাতে একজন মায়ীর দিতে পায়ের' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি শিক্ষক। 'কুল মালয় হতেও ত্যায়ক - পতিত ও মায়ীর যেন বাগ বিবেচনা হতে।' হেতুম, ১৮৬১। ৩ বি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের অধ্যাপক। 'ব্রহ্মতক কলেজের এক একটি অধ্যাপক আছেন, তাঁহাকে সচরাচর মায়ীর বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৪ মায়ীর
- মায়ীরগিরি [হি মায়ীর+গিরি] বি শিক্ষকতা। 'পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই কুল-মায়ীরগিরি করিয়াছিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।
- মায়ীর বাবু [হি মায়ীর+বাবু] বি শিক্ষক। 'মায়ীর বাবু ... এলেন।' হেতুম, ১৮৬১।
- মায়ীর মশাই [হি মায়ীর+স মাহাশয়] বি শিক্ষক। 'মায়ীর মশাই ভাষাক ভাবার ঘরে জল খেতে প্যাতেন।' হেতুম, ১৮৬১। 'মায়ীরমশাই হাইবেকো দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' নজরুল, ১৯২৭।
- মায়ীরি, মায়ীরী বি শিক্ষকতা। 'সুভদ্রা মিনি মাইনের কুল মায়ীরী কখন কখন নীকার করে হয়।' হেতুম, ১৮৬১। 'প্রায়ের কুলে যে মায়ীরিটি ছুটিয়াছিল।' প্রভাত, ১৮৯৮।
- মায়ীরী-ভাব বি শিক্ষকের হাবভাব। 'যেন মায়ীরী-ভাব ধরা না পড়ে।' নজরুল, ১৯৩৮।
- মাস' [সি বি বছরের বারো ভাগের এক ভাগ। 'ক্রমে দৈবকীর গর্ভত হৈল দশ মাস।' বড়ু, ১৪৫০।
- মাসঅন্তে ক্রিক্রিপ মাসের শেষে। 'ভাছাড়া মাসঅন্তে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও তো আসবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।
- মাসকাবার [স মাস+প acabar] বি মাসের শেষ। 'তোম মাসকাবারের টাকা ও অন্য দুই ভাণ্ডা পাবি।' কেরি, ১৮০২।
- মাসকাবারি, মাসকাবারী [স মাস+প acabar] ১ বি মাসের শেষে প্রদেয়। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি মাসিক বরাদ্দ। 'মনিবের মাসকাবারীর টাকাটাও লইয়া হাইবে।' হোমেনও, ১৯৪৯।
- মাসপালনে বি প্রায় একমাস। 'ইংগণ্ড ছাড়িয়া মাসপালনে পরে জাজরীপের বন্দরে কল্যা ভূগিরাহিল। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'মাসপালনে

- পরে হঠাৎ বিভাবতী একদিন হাতে বলিল ...।' বনফুল, ১৯৩৬।
- 'মাসপালনের মধ্যে বাড়িময় এমন যোতরতর পরিবর্তন।' ওয়াশী, ১৯৬৪।
- মাসচতুষ্টয় [সি বি চার মাস সময়। 'মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা ...।' ভবানী, ১৮২৫।
- মাসপঞ্চক [সি বি পাঁচ মাস। 'মাসচতুষ্টয়ে মাসপঞ্চকে বা লেখন দ্বারা ...।' ভবানী, ১৮২৫।
- মাসপয়লা [স মাস+পয়লা] ১ বি মাসের শুরুতে বের হয় এমন। 'মাসপয়লা কাগজে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম হওয়া।' নরেন্দ্র, ১৯৫২। ২ ক্রিক্রিপ মাসের শুরুতে। 'তীর মাসপয়লা বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪৪।
- মাসব্যবস্থা [সি বি মাসিক বেতন। 'মাসব্যবস্থার কাজে ছিল সন্ধ্যা চলবার উপায় করে দেওয়া হবে।' মঞ্জী, ১৯৬৩।
- মাস মাস ক্রিক্রিপ প্রতি মাসে। 'বোরাকানির জন্য মাস ২ ছয় টাকা পান।' দর্পণ, ১৮১৯।
- মাসে মাসে ক্রিক্রিপ প্রতি মাসে। 'কিষ্টির দাওয়া স্তম্ভের ন্যায় অবিরত মাসে ২ পরিবর্তন ক্রমে আসিয়া পড়ে।' দর্পণ, ১৮৩৩।
- মাসমাহিরা [সি বি মাসিক বেতন। 'মাসমাহিরা বাড়টাতে নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।
- মাসমিখিক [সি বি মাসের কিছু বেশি। 'আমার বিলম্ব প্রায় মাসমিখিক হইবেক।' কেরি, ১৮২২।
- মাসোজ [সি ক্রিক্রিপ মাসের শেষে। 'মাসোজে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানার ক্রিক্রিবুটি পাঠাইলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।
- মাসাবিধি [সি ক্রিক্রিপ মাস পর্যন্ত। 'করক মাসাবিধি তৎপ্রদেশে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই।' দর্পণ, ১৮২৪।
- মাসামাসি ক্রিক্রিপ পুরো মাস মাগান। হালহেত, ১৭৭৮।
- মাসীন্দ্র [সি বি মাসের। 'শ্রাবণ মাসীন্দ্র চন্দ্রিকা।' দর্পণ, ১৮৩৬।
- মাসেক [সি বি প্রায় এক মাস। 'মাসেক আগে গেছে চলে দার্জিলিংয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।
- মাস' [সি মাস] বি মাসে। 'গৃহ শৃঙ্গাল বসন্তে গায়ের মাস খাও।' সুলতান, ১৭০০।
- মাস এডুকেশন [সি বি সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা; গণশিক্ষা। 'জমিদারেরা মাস এডুকেশনের জন্য 'কর' দিতে চাহেন না।' অমৃতবাজার, ১৮৭০।
- মাস' [সি মধ্য] ক্রিক্রিপ মাসে। 'মাস' থাকী সন্ধ্যা বিহঙ্গ।' চর্চা ৪৪, ১২০০।
- মাসকাপড় বি নারীদের মাসিক। মনোএল, ১৭৪৩।
- মাসটেক বি শাস্তি প্রাপ্তদের বর্ণনাম-বিশেষ। 'রামজয় মাসটেক।' সের্গি, ১৮৪০।
- মাসতুত, মাসতুত [সি মাতৃসুত] বি মায়ের বোনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিদ্যা, ১৮৯১। 'মাসতুত ভাই।' শরৎ, ১৯১৭।
- মাসতুতা বি মাসি বা মাসি শাস্তির সম্মান এমন। ওর্গা, ১৭৮২।
- মাসতুতে ভাই [সি মাতৃসুত] বি মায়ের বোনের ছেলে। 'তোমার মাসতুতে ভাইকে ... জ্ঞান সমাজে গালাগালি দিলে।' নীলবন্ধু, ১৮৬৭।

মাসুতুতা ভাই বি মাসির পুত্র। ওর্স, ১৭৮২।

মাসুতুতা সোনা বি মাসির কন্যা। ওর্স, ১৭৮২।

মাসহারা [আ মুসাহারা] বি মাসোহারা; হাডখরতা। 'বাবা নিচয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মাসরায়া বি প্রতি মাসে যে ভাতা বা বৃত্তি দেওয়া হয়। 'বোট তিন-শ টাকা মাসরায়া চায়।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

মাসরা বি প্রতি মাসে যে ভাতা দেওয়া হয়। 'কোষাহ মাসরা কড়ি কেহ দেই ভালি বড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মাসহরা বি প্রতি মাসে দেওয়া ভাতা। 'স্ত্রীর মাসহরা খাইব না কি?' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

মাসোহারা বি প্রতি মাসে দেওয়া ভাতা। 'নীহার ধনী মেয়ের কাছ থেকে মাসোহারা নিত, তাতে হেলেরা কেউ কেউ ঈর্ষা করে ও কেউ কেউ ঘৃণা করে নীহারকে বলত ঘরজামাই।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মাসা [স মাসক] বি পরিমাণবিশেষ; মাস। 'কেহ পাইল তোলা পল কেহ পাইল মাসা।' বিজয়, ১৬৫০।

মাসা [স মাস] বি মাস। 'নিবস নিবস করি মাস/মাস মাস করি বরস পোয়ারয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। প্র মাস।

মাসাস [স মাতৃসুস] বি মাসিশাউড়ি। 'মর লো নির্লক্ষ আই তুই তো মাসাস।' ভারত, ১৭৬০।

মাসি, মাসী [স মাতৃসুস] বি মায়ের বোন। 'কারে কর দুখ কষা পি মাসি বাসি মাতৃসুস।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আজি হইতে ছুটি মায়ের মাসী।' কেতক, ১৬৫০।

মাসিড় [মাসি+স ড়] বি মাসির স্নেহময় আচরণ। মাসিড় পরিহার করে বললেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মাসিমা [মাসি+স মাতা] বি মায়ের বোন। 'মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মাসীসবুর [মাসি+স শব্দ] বি বামী বা স্ত্রীর মেসো। ওর্স, ১৭৮২।

মাসীসাহুড়ী [মাসি+স সহুড়] বি স্ত্রী বামী বা স্ত্রীর মাসি। ওর্স, ১৭৮২।

মাসিক [স] ১ বিশ প্রতি মাসে দেওয়া হয় এমন। 'ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি মাসিক বৃত্তি। 'ইহারা মাসিক পাইবেন না।' দর্পণ, ১৮২৩।

মাসিকপত্র [স] বি মাসে মাসে প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকা। 'একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ-আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমশব্দভাণ্ডও লিখেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মাসিক পত্রিকা [স] বি প্রতি মাসে একবার প্রকাশিত পত্রিকা। 'বদনর্দন একখানি মাসিক পত্রিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

মাসিক বেতন [স] বি প্রতি মাসে প্রেরণ বেতন। 'ইহারদের মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৬০ টাকা।' দর্পণ, ১৮২২।

মাসিয়া বি বসার আসন। মাসোএল, ১৭৪৩।

মাসুম [আ] বি নিশাপা বস্ত্র। 'বন্দিনু ইয়াম বার চৈদ মাসুমে।' গরীব, ১৭৬৫।

মাসুর [আ মশহর] বিশ প্রসিদ্ধ। 'মাসুর হলো তিন সহর।' রাজ, ১৮৭৪।

মাসুল [আ মাহসুল] ১ বি জিনিস পাঠাতে যে বরচ আদায় করা হয়।

'এখন জিনিসের মাসুলে কোশানির অনেক টাকা আদায় হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি কর বা ভর। 'বানিজ্যবোয়র মাসুল বিষয়ে নুতন আইন হয়।' দর্পণ, ১৮২২; 'ভূমিকর, ট্যাপের কর ... বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি ...' প্রভাকর, ১৮৫০। ৩ বি ডাকমাসুল। 'পূর্ব প্রভাকরদ্বারা ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না।' অক্ষয়, ১৮৫১। ৪ বি মাহোলা। 'বোকাঝেরই যে বহনের দায় ও মাসুল আছে সে কথা তখন বুঝিতাম না।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মাসুলঘর [আ মাহসুল+ঘর] বি যে দপ্তরে মাসুল বা কর আদায় করা হয়। 'পর্যায়মন্ডের মাসুলঘর হইতে দুই ভিনজন লোক আসিয়া ...' সকলের বাস্তব শৈত্যাদি দেখিতে লাগিল।' কৃষ্ণজ্যাকিনী, ১৮৮৫।

মাসুলরহিত [আ মাহসুল+স রহিত] বিশ করবর্জিত। 'তাহা মাসুলরহিত হইল।' দর্পণ, ১৮২৯।

মাসোহারা প্র মাসোহারা

মাক্কারা [হি] বি চোখের পাপড়ির প্রসাধনীবিশেষ। 'করী, পাউডার, মাক্কারা, চোখের পালিস, কজ, নখ-পালিস।' বেগম, ১৯৪৭।

মাস্টার [হি] ১ বি শিক্ষক। 'এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাকড়াও করতে এসেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি প্রশিক্ষক। 'জিয়ামাস্টিক আখড়ার মাস্টার।' শব্দ, ১৯১৭। প্র মাস্টার।

মাস্টারনিগিরি, মাস্টারনিগিরি [হি মাস্টার+ক গিরি] বি স্ত্রী শিক্ষকতা; মাস্টারের কাজ। 'মাস্টারনিগিরি করতে যাবেন কেন।' ওয়ালী, ১৯৪৪; 'জননুম মাস্টারনিগিরি করে বিধবা মা আর ছোট ভাইকে পোষে।' মুক্তকথা, ১৯৫৮।

মাস্টারনী [হি মাস্টার+নী] বি স্ত্রী শিক্ষক। 'যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মাস্টারমশাই [হি মাস্টার+স মহাশয়] বি শিক্ষক। 'মনে হির করিয়া রাখিয়াছিল সে বড়ো হইলে মাস্টারমশাই হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'ছেলেবেলায় মাস্টারমশাই পোকা সবচেয়ে রচনা লিপিতে ছকুম দিতেন।' মুক্তকথা, ১৯৫৮।

মাস্টারমশায় [হি মাস্টার+স মহাশয়] বি শ্রদ্ধাজ্ঞান শিক্ষক। 'বই খুলিয়া মাস্টারমশায় টোঁকিতে বলিয়া আছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাস্টারি [হি মাস্টার+ই] ১ বিশ শিক্ষকসুলভ। 'আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অকল্প রাখিয়া আসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি নিমন্ত্রণ। 'মনের মাস্টারি শুরু হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বি শিক্ষকের আচরণ। 'গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি করা না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মাস্তর [হি মাস্টার] বি মাস্টার; শিক্ষক। 'ইকুল মাস্তর আছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

মাস্টারপিস, মাস্টারপীস [হি বি মহৎ রচনা বা প্রণদী শিল্পকর্ম। 'ক্লাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস বলে গণ্য হত।' প্রথম, ১৯১৬; 'গোটাঁকতক মাস্টারপিস প্রতিউস করো।' অবন, ১৯৪১; 'মাস্টারপীস নয় প্রকৃতিই এখনকার কাজ।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

মাস্তুল [প mastrol] ১ বি উচ্চ তরঙ্গবিশিষ্ট। 'মাস্তুলের নিশান শুধু মাস্তুল পর্যন্ত সকল নিম্ন টানান ছিল।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি লৌকা বা জাহাজের পাল টানানোর মূল বৃত্তি। 'তাহা হইলে প্রথমে তাহার মাস্তুলের অগ্রভাগ দৃষ্টি হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'উচ্চতরো অস্ত্রাঙ্গে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্তীতপালের কিরণংশ দেখা

যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মাস্তল-ভাঙা বিগ্ন মাস্তল ভেঙেছে এমন। 'যেন মাস্তল-ভাঙা, পাল-
হেঁচা, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মাহ [স] বি মাস। মাহে রমজান [স] মাহে+আ রমজান। বি রমজান
মাস। 'তিরিশ রাজা রাণিবক মাহে রমজান।' সুলতান, ১৭০০;
'মাহে রমজান এসেছে যখন, আসিবে শবে কদর।' নজরুল, ১৯৪২।
ঈ মাহা^২

মাহগির [স] মাহীগীর। বি জেসে। 'মাহগির বুকি দল্লার বকে ফেসে
জোখদার জাল।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মাহহা [স] মাহাধি। বিগ্ন বুব দামি। মানোএল, ১৭৪৩।

মাহাগ্য [স] মাহাধি। বিগ্ন দামি। ওসাঁ, ১৭৮২।

মাহালা [স] মাহাধি। বিগ্ন উচ্চমূল্যসম্পন্ন। 'বাজারটাও যা মাহালা
নিছোলেই খরচ কুলান দায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মাহস্ত [স] মহস্ত। বি সন্ন্যাসী। 'মাহস্তের নিকট ব্যারামের ঔষধ আনিতে
গিয়াছে।' সুলত, ১৮৭৩।

মাহফিক [আ] মওয়াফিকা। ক্রিবিগ্ন অনুসারে। 'করার মাহফিক কাপড়
আদায় করিয়া লইবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

মাহফিল [আ] মহফিল। বি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। 'সভা শেষে মিলাদ মাহফিলের
আয়োজন করা হয়।' বেগম, ১৯৪৮।

মাহলী [স] মল্লিকা। বি সাদা ফুলবিশেষ। 'আর গাছিতা নৈল মাহলী।'
বড়, ১৪৫০।

মাহা [স] মহা। ১ বিগ্ন বিশাল। 'মাহা পুট নাশা দস্তাহে।' বড়, ১৪৫০।
২ বিগ্ন মহা। 'মাহা ঘোর ডকর।' বড়, ১৪৫০।

মাহা, মাহো [স] মাহা। বি মাস। 'দুই মাহা বাদে বুদ সহিত তাধা বিকি
করিয়া দিন।' মের্য, ১৭৫৬; 'হাল ফরমাইনের কিস্তিদিন
বিমরজীম নাগাএদ যুল মাহা ২৯৪৪ থান কাপড় তলব।' জতি,
১৭৯২।

মাহাকাল ফল [স] মাহাকাল+স ফল। বি মাকাল ফল। 'মাহাকাল ফল
আকার তনে।' বড়, ১৪৫০।

মাহাকোল বি বরাহ। 'মাহাকোল রূপে দস্তে মেদনী তুলিলে।' বড়,
১৪৫০।

মাহাজন [স] মাহাজন। ১ বি শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা জন; মহৎ ব্যক্তি। 'আগ পাছ
কবি কাজ কর মাহাজন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি জমিদার। 'কলিকাতার
মাহাজন চারল ডগলিষ সাহেব।' মের্য, ১৭৫৭।

মাহাজোন বি মাহাজন; সুদের বিনিময়ে অর্ধদি ধার দেয় যে। 'মাহমদের
এখানে আরো বিক্রী হইয়া লইয়া মাহাজোনের কর্ক আদায়
করিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

মাহাতি বি বাঙালি হিন্দুর বর্ণনাম-বিশেষ। সেরবি, ১৮৪০।

মাহাতো বি বাঙালি হিন্দুর বর্ণনাম-বিশেষ। 'গনু মাহাতো, জাতি
পালোতা।' বিভূতি, ১৯৩৮।

মাহাত্মা [স] ১ বি মহত্ত্ব। 'সর্ব লোকে গীত পাছে না বোজে মাহাত্মা।'
বিক্রম, ১৬৫০। ২ বি মহিমা। 'আমার চালাচলনের মধ্যে এমন
একটা মাহাত্মা আছে যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মাহাত্ম্যর্থ [স] বি অসন্মান। 'গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্যর্থ
নিরসন্দেহই শোচনীয় ব্যাপার।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মাহাত্ম্য-গুণ [স] বি মহিমা। 'অন্য কোন মাহাত্ম্য-গুণ নাই, যার
জন্ম শতজনের মধ্যে সে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।' শকুন্তল, ১৯৫৮।

মাহাত্ম্যপ্রচার [স] বি মহিমা প্রচার। 'আল্লাহর গরিমা ও ফকীরীর
মাহাত্ম্যপ্রচার কবির উদ্দেশ্য।' আনিস, ১৯৬৪।

মাহাত্ম্যবোধ [স] বি মহিমা-জ্ঞান। 'আপন মানবিকতার
মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেছে।' রবীন্দ্র,
১৯৩৩।

মাহাদাণী [স] মহাদানী। বি প্রধান ঠাকু সম্ভ্রাহক। 'মাহাদাণী হজাঁ আক্ষে
রহি গিরা বাটে।' বড়, ১৪৫০।

মাহাদান [স] মহাদান। বি বিশেষ বা বেশি পরিমাণের ঠাকু। 'খনে চাহে
মোরে মাহাদানে।' বড়, ১৪৫০।

মাহানিন্দ [স] মহানিন্দা। বি গভীর ঘৃণা। 'মাহানিন্দ যাসি কেহে সুণ হে
গোআলী।' বড়, ১৪৫০।

মাহাফন [স] মহাফণা। বি মহাফণা। 'কালীয়নাগের মাহাফনে দামোদর
জুড়িল নাচনে।' বড়, ১৪৫০।

মাহাফিক, মাহাফীক [আ] মওয়াফিকা। ১ ক্রিবিগ্ন অনুসারে। 'ইহার হকুম
মাহাফিক কার্য করিবা।' ততি, ১৭৯২। ২ ক্রিবিগ্ন মাফিক;
অনুগ্রাহী। 'ইহাতে ততি লোক মাহাফীক কিস্তিবিলি কাপড় আদায় না
করে।' ততি, ১৭৯২।

মাহাবুৎ ফরা কি গালি দেওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

মাহাবীর [স] মহাবীর। বিগ্ন অভিশয় বিক্রমশালী। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা
সারথী।' বড়, ১৪৫০।

মাহামুনী [স] মহামুনি। বি মহর্ষি। 'রাধার বচন শুণী মাহামুনী।' বড়,
১৪৫০।

মাহাম্মদি [আ মুহম্মদ]। বি ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত। 'মাহাম্মদি দিন পরে
প্রকাশ সবার।' ফয়জুরেসা, ১৮৭৬।

মাহারঠা [স] মহারাত্রি। বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'মাহারঠারাগঃ।' বড়,
১৪৫০।

মাহারান [স] মহারণ। বি মহাযুদ্ধ। 'তোক্তার পুত্রের সমে করে মাহারান।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মাহারোল [স] মহারোল। বি মহারোল; উচ্চ শব্দ। 'মাহারোল ক্রন্দন
উঠিল অন্তর্যে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মাহালাত [স] বি মহলসমূহ। 'মাহালাত মজকুর ... নিলামে বিক্রয়
হবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৬।

মাহাসিধি [স] মহাসিধি। বি মহামোক্ষ; মহামুক্তি। 'মৈলাক মারিলে কোণ
মাহাসিধি হএ।' বড়, ১৪৫০।

মাহাসুখী [স] মহা+সুখি। বি পথ ফুলবিশেষ। 'আকরোল জিসালক ...
মাহাসুখী বাজবারেণে।' বড়, ১৫০০।

মাহিড় [স] মাহাড়া। বি মাহাত্ম্য। 'কালের মাহিড়ে যদি দুজের উপকারিতা
অধীকার করি ...' শম্ভারক, ১৮৮৯।

মাহিনা [স] মাহিয়ানা। ১ বি মাসিক বেতন। 'মাহিনা বিহনে নিত্য নটীর
নকর।' ঘনরাম, ১৭১১। ২ বি মজুরি। 'মাহিনা যে হয় তার যেনা
করে। পুরকার এখন আমরা নাই তাই।' কুকুরাম, ১৭২০।

মাহিআনা [স] মাহিয়ানা। বি মাসিক বেতন। 'তুমি ১০ টাকা হিসাবে
মাহিআনা পাইবা।' দর্পণ, ১৮২১।

(mixture) প্রস্তুত করিতেন।' রোকেয়া, ১৯২৪। ২ বি মিশ্রণ। 'হৃদয় সম্বন্ধ কঠকে কোমল করলাম এবং সেই দেবদুর্লভ হাসির সঙ্গে মিকচুর করে নিয়ে সামান্য একটু ত্যাগ দিলাম।' শিবরাম, ১৯৪০।

মিকাইল বি (ইসলাম) ফেরেশতার নাম (ইংরেজি রূপ মাইকেল)। 'হাইল্যান্ড মিকাইল উকিল নিচএ'। সুলতান, ১৭০০; 'হানি বরখা সহসা 'মিকাইল' করে উত্তর আরবে ভিঙ্গার'। নজরুল, ১৯২৪।

মিকাডো [জা] বি জাপান সম্রাটের উপাধি। 'তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত ... সম্বন্ধবিশিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মিকানিক্স [ই মেকানিক্স] বি বলবিদ্যা; বল ও গতিসংক্রান্ত বিদ্যা। 'পটারের মিকানিক্স'। অক্ষয়, ১৮৫০।

মিকির বি মৃগাটীনিষেধ। 'মিকির, জয়ন্তীয়া, বাসিয়া ও গারো জাতি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মিকি বিল ধৃত। 'বড় মেয়েটা মিকি শয়তান।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

মিচকে বিগ বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুট। 'ছিঁচ কান্দনে মিচকে যারা শব্দা কঁদে নাম কেনে।' সুকুমার, ১৯২০।

মিচকেমারা ১ বি বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুট এমন লোক। 'মিচকে-মারা কুম্ভা না কথা।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বিগ বাইরে ভালো কিন্তু ভিতরে দুট এমন। 'একটা বুড়োটে ধরনের মিচকেমারা গম্বীর হয়ে পড়তে হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

মিচে [স মিখ্যা] বিগ মিখ্যা। 'গাঁড়ুলি মশাই ত মিচে কথা কবার লোক নন।' হুজুয়, ১৮৬১।

মিছমার [আ মিছমার] বিগ চূর্ণবিচূর্ণ। 'আছাহার ঘরখানিকে মিছমার করিয়া দেয়।' জামায়াত, ১৯৩৫; 'আগবিক বোমার আঘাতেই মিছমার হলো মোমাফেকীর হিরোসিমু।' মাহেবুব, ১৯৪৯।

মিছরি, মিছরী [আ মিসরি] বি স্কটিকের মতো জমাট-বাধা চিনি। 'কুস্তি ১৭৮৫; 'চীনদেশে কর্পূর, কাগজ, চীনের বাসন, চা, রেশম, মিছরি ...'। অক্ষয়, ১৮৪১; 'ভিঙ্গানে সিঁকি ফলে, অমৃত মিছরি উলা।' লালন, ১৮৯০।

মিচরি [আ মিসরি] বি স্কটিকের মতো দানা বাধা চিনি। 'বস মশার কাছে মিচরি নিতি অ্যাকবার স্বরপূর আয়েলাম।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

মিছরির ছুরি বি মিঠি করে বলা নির্মম কথা। 'মিঠি ধারালো মিছরির ছুরি মিশরি মেয়ের হাসি।' নজরুল, ১৯২৮।

মিছরির পানা বি মিছরির শরবত। 'এ যেন মিছরির পানা।' তারা, ১৯৪২।

মিছরির বাতাসা বি মিছরি দিয়ে তৈরি বাতাসা। 'উত্তর ধর্মাবলম্বীদিগেরই প্রদত্ত বাতাসা, কমলা, রেউড়ি, মিছরির বাতাসা প্রভৃতি ... সামগ্রীতে সেই পীর সাহেবের বহুবিকৃত আতনা-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মিছরীমাখা বিগ বাহাত মিঠি হলেও প্রকৃতপক্ষে কটদায়ক। 'তোর ও মিছরীমাখা কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মিছারি বি মিছরি; দানা বাধা চিনির খণ্ড। '১ শের মিছারি পাঠাইবেন।' চিঠিপত্র, ১৮৩১।

মিছরি বি স্কটিকের মতো দানা বাধা চিনি। 'চিনি মধু মিছরি সন্দেশ তৈল আর।' কুস্তরাম, ১৭৯০।

মিছি বি মিছরি। 'কোন স্থানে চিনি ও মিছির কারখানা।' রামরাম,

১৮০১।

মিছা [স মিখ্যা] ১ বিগ মিখ্যা। 'উদক চান্স জিম সাচ ন মিছা।' চর্যা ২৯, ১২০০। ২ ক্রিযিণ বৃথা। 'মিছা নঠ করে কাহু মোর ভৃত যোগ।' বড়ু, ১৪৫০; 'মিছাই আশিবে বড়ায় তার ফুল পানে।' বড়ু, ১৪৫০।

মিছাই বি মিখ্যা কথা। 'আছার আতত রাধা না বোল মিছাই।' বড়ু, ১৪৫০।

মিছা কথা বি অবাস্তব কথা। 'ছেলে ওলা আজি একটা মিছা কথা লয়ে মহা গোল করতেলি।' উমেশ, ১৮৫৭।

মিছাখোর বি মিখ্যাবাদী। 'কও মিছাখোর?' মাহবুদ, ১৯৬৬।

মিছা দেবতা বি মিখ্যা যে দেবতা। 'যদি শূভা করি মিছা দেবতার।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মিছামিছি, মিছিমিছি [স মিখ্যা] ১ ক্রিযিণ অকারণে। 'মিছামিছি বকাবকি না করিয়া লিখা পড়াই করিব।' গৌর, ১৮২২; 'আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছিমিছি একটা রটনা কছে।' মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বিগ নিষ্পল। 'মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

মিছে, মিছে [স মিখ্যা] ১ ক্রিযিণ বৃথা। 'মিছে লোখ বন্ধাবএ অপখ্যা।' চর্যা ২২, ১২০০। ২ বিগ মিখ্যা। 'এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে।' শরৎ, ১৯১৭।

মিছেমিছি [স মিখ্যা] ১ বিগ লোক-সেবানো। 'মিছেমিছি রাজি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩। ২ ক্রিযিণ অকারণে। 'ওই মেয়েটি মিছেমিছি এমনি হোসে।' জঙ্গী, ১৯২৭।

মিছে মিছে ক্রিযিণ অকারণে। 'ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মিছিল [আ মিছলা] ১ বি শোভাযাত্রা। 'সকল রেসলা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক পমন ক্রমকালে ...'। দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি নথিপত্র। 'রক্তুর মিছিল শুকুর করিতে পারে না।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

মিছিলকারী বিগ মিছিল করেছে এমন। 'মিছিলকারী মেয়েদের দাবী দাওয়া যদি অযৌক্তিক হয় ...'। বেগম, ১৯৪৮।

মিছোআক [আ] বি দানত। 'মিছোআক অভূত করিব অবিরত।' আলফ, ১৮০১।

মিছোজ [আ] বি মনের অবস্থা। বিদ্যা, ১৮৯১।

মিখ্যাএল ক্রি নিভসো। 'দুহক আসা দীপ মিখ্যাএল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মিঞা [ফা মিঞা] ১ বি মুসলমান ব্যক্তি। 'বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'পলিডাভায় চকু রাজ্য/মুর্শিহাটার মিঞা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মিঞা মদ্রার [ফা মিঞা] বি তানসেন-উদ্যাবিত ও বৈশিষ্ট্য-আরোপিত মদ্রার রাণিণীবিশেষ। 'মদ্রার হইতে মিঞা মদ্রার'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মিটন [স মিট্রা] বি খল। 'যার হাতে যে মরিব না যাএ মিটন।' সুলতান, ১৭০০।

মিটমাট [স মিট্রা] ১ বি মিল। 'মনের মোক্ষদর্শার শালিনী নিষ্পত্তি হইয়া মিটমাট হইয়া গিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫। ২ বি সীমাহীন। 'হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা।' অবল, ১৯১৯; 'পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়ে গিয়েছিল।' মঙ্গল, ১৯৬৩।

মিটমিট [ধন্য] ১ বি আখবোজা চোখের চাহনি। *বিদ্যা*, ১৮৯১: 'সিদ্ধান্তর চোখ মিটমিট করিতে করিতে গণেশ কুবেরের বাড়ি আসিল।' *মানিক*, ১৯৩৬। ২ বি কীর্ণ আলোক বিচ্ছুরণের ভাব। 'একটি দীপ মিটমিট করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মিটমিট করে ক্রিবিধ মিটমিট। 'একটা কুপি কুলছে মিট মিট করে।' *মাহেনব*, ১৯৪৯।

মিটমিটেরে ক্রিবিধ মিটমিট করে। 'পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটেরে তাকিয়ে ছিলুম।' *মুক্তাবা*, ১৯৫২।

মিটমিটে [ধন্য মিটমিট] ১ বি কীর্ণ। 'মিটমিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭; 'মিটমিটে ভেলের প্রদীপ।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ বিণ নিরীহ ভাষা মানুষের ভাব করে এমন। 'রাঙ্কল সে, পাঞ্জির অধম, শয়তান মিটমিটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিটমিটি [ধন্য] ১ বি আখবোজা চোখের চাহনি নির্দেশক শব্দ। 'কোরে নরন দুটি মিটি মিটি করে।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ *ক্রিবিধ মিটমিট করে*। 'অন্ধকারে মিটিমিটি তারা-দীপ জ্বলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ৩ বি কীর্ণ আলোক বিচ্ছুরণের ভাবসূচক শব্দ। 'আকাশের তারা মিটি-মিটি করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩। ৪ বিণ মৃদু। 'তলে মা কি হাসেন মিটি মিটি?' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মিটা, মিটানো [স মিটা] ১ ক্রি রহিত করা। 'মানাও সে বামণের মিটিবে প্রলায়।' *ভারত*, ১৭৬০। ২ ক্রি মীমাংসা হওয়া। 'ভাহারদের সৰুল ওজর মিটিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৭। ৩ ক্রি মীমাংসা করানো। 'এক্ষণে তাঁহার মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৪ ক্রি দূর করা। 'মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ কুখ্যি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এর কুখা মিটাইবে আমি এমন ক্ষমতা নাই সুখী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৫ ক্রি প্রশমিত হওয়া। 'ভারিই প্রকাশ করি আপনি মরি, তবে আমার দুঃখ যেটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩। **মিটিয়া** ক্রি বামণের। 'মানাও সে বামণের মিটিবে প্রলায়।' *ভারত*, ১৭৬০। **মিটিল** ক্রি ভাঙা। 'তবু না মিটিল তুয়া মান।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪। **মিটুক** ক্রি মীমাংসা হোক। 'এখনো বামণে মান মিটুক জ্ঞালা।' *ভারত*, ১৭৬০।

মিটিয়ে দেওয়া ক্রি অবসান করা। 'মিটিয়ে দেব সৰুল বোজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

মিটে পাওয়া ক্রি মুছে যাওয়া। 'এই পাশে দেব মিটে গেছে কত জাতির নাম-নিশান।' *মাহেনব*, ১৯৪৯; 'এক সভায়ে আসেকজানের নাম মিটিয়া গেল এই বাড়িতে।' *শবুত*, ১৯৫৮।

মিটার [হি] ১ বি পরিমাপক যন্ত্র। 'গ্যাসের মিটারটি মামার ভাঙ্গী থ্রিয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০। ২ বি গাড়ির গতিবেগনির্ণেপক যন্ত্র। 'চোখজোড়া জ্বলে উঠলো মিটারের আভায়।' *আলোকশিখা*, ১৯৭৩।

মিটার গেজ [হি] বিণ রেল লাইনের দুটি লাইন এক মিটার দূরত্বে থাকে এমন। 'ভিত্তা থেকে মিটার গেজ লাইন বেরিয়ে গেছে।' *গামসুল*, ১৯৬২।

মিটার, মিটার, মিটার [হি] বি সভা। 'কুলসোসেমিটার মিটার অর্থাৎ সভা হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'পবলি মিটার অর্থাৎ সকলে সভায় হইলে আসেন করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১; 'বীডন কুন্ডে মিটার হলে আমি হইলে বসি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

মিটিঙ, মিটিঙ [হি] বি সভা। 'টোনহল-মিটিঙে দৌড়োড়ি করিয়া মরিতে হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'সদরে বাজেটের মিটিঙে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিটিমিটি **মিটিমিট**

মিঠেকড়া [স মিঠে] বিণ মধুর অথচ ঝাঁজালো। 'মিঠেকড়া তামাক ও আর আর জিনিষপর সংগ্রহ করে রাখলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিঠ [স মিঠা] বিণ মিঠি; শ্রীতিদায়ক। 'দেখা নেবি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।' *বড়ু*, ১৪৫০।

মিঠল বিণ মিঠ। 'দুর্জন প্রেম রহত কল সাপ উপর মিঠল লাগে বড়।' *বাহগাম*, ১৬৫০।

মিঠা [স মিঠা] ১ বিণ মিঠ। 'নায়ে ভুল্যা সদাগর নিল মিঠা পানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি শুভ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ বিণ আরামদায়ক। 'দখিন হতে বাতাসটুকু তেমনি লাগে মিঠা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিঠানি [স মিঠা] বি মিঠক। 'টিটেন টিটানি, খেতের মিঠানি।' *চক্টি*, ১৫৫০।

মিঠা-মিঠা বিণ মধুর। 'দিনে-দিনে যে শরবতের মতো মিঠা-মিঠা হয়ে উঠেছিল।' *কায়রার*, ১৯৬২।

মিঠি বিণ মিঠ। 'বাদ্যযন্ত্র।' 'ঠোটে ঠোটে আজ মিঠি শরবত ঢাল উপড়।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিঠি মিঠি [স মিঠে] বিণ কোমল-মধুর। 'কর্মপাতি সূনে কার মিঠি মিঠি বাত।' *মালাধার*, ১৫০০।

মিঠাই [স মিঠে] ১ বি শুভ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি মিঠ খাবার; মিষ্টান্ন। 'নানা প্রকার মিঠাই পাক করা।' *পৌর*, ১৮২২।

মিঠাইওয়াল বি মিঠি প্রস্তুতকারী। 'মিঠাইওয়ালানের মিঠাই।' *প্রচারক*, ১৮৯৯।

মিঠে [স মিঠে] ১ বিণ মিঠবাদ্যযন্ত্র; সুবাদ। 'হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।' *গুণ*, ১৮৫৮। ২ বিণ মধুর। 'ইহঁদ মিঠে এই আমাদের অনেক দিনের গুণো।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২। ৩ বিণ আরামদায়ক। 'মিঠে কোদের ভিতরে ... বসেছিল।' *জীবন*, ১৯৩২। ৪ বিণ হাসকা ও আরামদায়ক। 'মিঠে শীত সেই পাহাড়ের বাসে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মিঠে আলু বি মিঠবাদ্যযন্ত্র এক প্রকার আলু। 'পরিভ্যক্ত মিঠে আলু।' *জীবন*, ১৯৩০; 'মিঠে আলু দেখো সোজানের খেতে।' *জঙ্গীম*, ১৯৩৩।

মিঠেকড়া, মিঠে-করা ১ বি তামাকের শ্রেণীবিশেষ। 'ভেলসা, অসুখী, কড়া, মিঠেকড়া সাক্ষিয়া আলবোলাওভুওড়ি হকা ... যোগাইতে থাকিবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ বিণ মধুর অথচ ঝাঁজালো। 'রং-বেরঙের গলায় মিঠেকড়া প্রতিবাদ বংকার দিয়ে গুটে।' *নজরুল*, ১৯২৭; 'কোয়াটার ভজনের মত মিঠে-করা রকমের ধমকানি খেত।' *মাহেনব*, ১৯৪৯।

মিঠে জল বি বাদ্য জল। 'হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।' *গুণ*, ১৮৫৮।

মিঠেন [স মিঠে] বিণ মিঠে; মিঠবাদ্যযন্ত্র। 'উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান।' *গুণ*, ১৮৫৮।

মিঠেমিঠে ১ *ক্রিবিধ* মিঠি সুরে। 'হাত বুলাইয়া চিঠে/কথা বলে মিঠে মিঠে/শাশাণ শাশাণ বলে ক্লে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ বিণ মধুর। 'আখো আখো মিঠেমিঠে/বোলিতে তন-গুন গান পেয়ে তাঁর হাতে কুন্ডনের সুহাগকমল আঁকবে না কাশী ...।' *মহাশেখর*, ১৯৫৬।

মিঠে রকম *ক্রিবিধ* আরামে। 'আফিমের নেশায় মিঠে রকম কিম্বাইভেজিলেন।' *রকিম*, ১৮৭৮।

মিঠেল

মিঠেল কিণ মিঠি। 'সারাদিনের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।'
জনীয়, ১৯২৭।

মিঠে-সুরি কিণ মিঠি সুরের। 'মিঠে-সুরি গান কাঁপিয়া রতিন চৌটের
বাঁধন হৈছে।' জনীয়, ১৯০১।

মিডল [হি] কিণ মধ্যবর্তী। 'বিদ্যালয়ের মিডল পরীক্ষার পাশ করা মাইয়া।'
রোকেয়া, ১৯০০।

মিডিকেল [হি] কিণ চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক লেখাপড়া হয় এমন। 'মিডিকেল
কলেজের প্রধান ছাত্রের অতি পরিগ্রহ যারা যে সুখ্যাতি পর
পাইয়াছেন।' জ্ঞানচেষ্টা, ১৮৩৯।

মিডিয়ম [হি] কিণ ক্রিকেট খেলায় মাঝারি গতিতে বল করে এমন। 'ফাউট
মিডিয়ম দ্রো গুলি বোলার।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

মিডিল [হি] বি উৎকর্ষের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত খাতব পদকবিশেষ। 'এক বর্ষের
মিডিল রাজার জামার উপরিভাগে সাদৃশ্যমান।' দর্পণ, ১৮৩৩।

মিড, মীড় [স মিলা] ১ বি (সংহীত) এক বর্ষ থেকে অন্য বর্ষে গড়িয়ে
যাওয়া। 'মীড় দিয়েছে কোন বীণাতে গো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'ভার
মিহি তারে মিড লাগাতে থাকো।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি সুরের সূক্ষ্ম
কাল। 'মীড়গুলি তার মেঘের রেখার বর্ণলেশবার করব বিধান।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মিড টানো ক্রি (সংহীত) এক বর্ষ থেকে অন্য বর্ষে গড়িয়ে যাওয়া।
'জেরারি মিড টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় ছাত্রের একটা টান
পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মিড' [স মিড] বি মিডা: বন্ধু। 'সে কলা মো পরালে মিড।' চিত্রী
১৬০০।

মিডবর্ষ [স মিড:] বি বিয়ের সময়ে বরের সহযোগী হয় এমন লোক
থাকে এমন বালক। 'বরের কোলে মিডবর্ষ ছিল না বলে মীর্দিকেশী
বড় দুঃখ করেছে।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মিড' [স] ১ কিণ পরিমিত। 'বহু ও পরিমিতপূর্বক তাহা নির্বাহ করে ও
মিতব্যয়ী হয়।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ কিণ নির্মিত। 'অসম্পন্নীয় ও বিজ্ঞান
দ্বারা মিত হইয়াছে।' বর্ধমান, ১৮৭৫।

মিডপারী [স] কিণ পরিমিত মাত্রায় মন্যমান করে এমন। 'তাঁহারা
অধিক দিন মিতপারী ধাক্কাড়িৎ গায়েন।' রাজ, ১৮৭৪।

মিডবাক [স] কিণ স্বল্পভাষী। 'মিডবাক বাবা এক দোকানে
ম্যানেজারের চাকরী নিলেম।' হৃদয়সুন্দর, ১৯৫০; 'আবিন আর কথা
বাড়াশো না ...' এরপরে আরো মিতবাক। আলোউদ্দিন, ১৯৫৯।

মিডব্যয়িতা [স] বি আর বুকে ব্যয় করার স্বভাব। 'মিডব্যয়িতা
সংস্কারে ব্যয় করাতো অনেক বিভ্রম সম্ভব করিয়াছিলাম।' কৃষ্ণকমল,
১৮৫৮।

মিডব্যয়ী [স] বি আর অনুযায়ী ব্যয়কারী। 'বহু ও পরিমিতপূর্বক
তাহা নির্বাহ করে ও মিতব্যয়ী হয়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

মিডভাষণ [স] বি সংঘত কথা; বিনয়ী বক্তব্য। জীবন, ১৯৪২।

মিডভাষিনী [স] কিণ স্ত্রী কম কথা বলে এমন। 'বউদিও অত্যন্ত
মিডভাষিনী হয়ে গেলেন।' নবোদয়, ১৯৪৯।

মিডভাষী [স] কিণ কম কথা বলে এমন। 'বাসা সত্যের জন্য
মিডভাষী, যারা শপের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯;
'তিনি সময় বুঝে মিডভাষী বা বহুভাষী হতেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

মিডভুক [স] কিণ পরিমিতভোজী। 'মিডভুক অগ্রহস্ত মানদ অমনি।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মিডসংঘত [স] কিণ সংঘত বিনীত। 'আমরা সেই চতুর্ভুজ, সেই
মিডসংঘত ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মিডাচারী [স] বি সংঘমী ব্যক্তি। 'যার ডার মিডাচারী ভিন্ন অপরের
দুর্বহ।' সূরীন্দ্র, ১৯২৭।

মিডাহার [স] বি পরিমিত আহার। 'মিডাহার ও পান।' প্যারী,
১৮৬০।

মিডা [স মিড] ১ বি বন্ধু। 'দুই মিডার তাই হৈল দেখা।' কেতকা,
১৬৫০। ২ বি প্রেমিকা। 'স্বী'বেদনা মোর জানো সে কি তুমি,
জানো, ওগো মিডা মোর, অনেক দুরের মিডা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মিডালি, মিডালী [স মিড:] ১ বি বহুত্ব। 'মিডালি করিল রাম তারে
কোল দিয়া।' মালধার, ১৫০০; 'অনেক সামগ্রী মিডা করিল
মিডালি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মাদের সহিত মিডালী করা দরকার।'
আজাদ, ১৯৪৬।

মিডিনী [স মিড:] বি সখী। 'ঠাকুরাণী ঠাকুরি নাতিনী মিডিনী।'
ভারত, ১৭৬০।

মিডে [স মিড] বি বন্ধু: সখা। 'হু মিডে, ও কি দাড়ি শৌণ
কামিহেই।' গিরিশ, ১৮৮৯।

মিডাশ্রী [স] বি (হিন্দুধর্ম) যাক্ষবাক্য সহিভার ঠীক - শাস্ত্রীয় গ্রন্থ।
'সদুর মতেও তাই, মিডাক্ষা মতেও তাই।' প্রমথ, ১৯৩১।

মিডিকা [স মুক্তিকা] বি মাটি। 'মিডিকার ঝট মধ্যে শ্রীশৈলার হাট।'
বাহরাম, ১৬৫০।

মিডির [স মিড] বি বংশনামবিশেষ: মির। 'নালতের মিডির বলিয়া সমাজে
আর তাঁর খুব বাহিরে করিবার জো গ্রহিল না।' শব্দ, ১৯১৮।

মিডু [স মূড়া] বি মূড়া। 'আউ মিডু লই ছিল জন্মের তাড়ন।' রামাই,
১৭১০।

মিডুভাব [স মিডভাব] বি বহুলুপত আচরণ। 'মিডুভাব করিলে খাঁট মির
নয়।' মালধার, ১৫০০।

মিড' [স] ১ বি বন্ধু। 'ইউ মিড কাহো নাহি চিহ্নে।' বহু, ১৪৫০। ২ কিণ
প্রধান। 'তান চারি মিড গুণ পুস্তক মাঝার।' আলোড়ল, ১৬৮০।

মিডতা [স] বি বহুত্ব। 'কুকের দেবতার সহিত মিডতা হইলে গ্রহর
ধন মিগিতে পারে।' কের, ১৮১২।

মিডতাস্যোক্তক [স] বি বহুত্বসূচক। 'এই মিডতাস্যোক্তক ব্যবহারে
সম্ভব হইবে তৎকালীন গবর্নর জেনারেল ...।' মহাশেখতা, ১৯৫৬।

মিডতাপাশে ক্রিবিধ বহুত্বের বাধনে। 'তোমার সহিত চিত্রদিনের
জন্য মিডতাপাশে বন্ধ থাকিব।' প্রভাত, ১৮৯৫।

মিডতা বশত [স] ক্রিবিধ বহুত্বের জন্য। 'এই মিডতা বশত
একের বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে সাহায্য করিত।' কৈলাসবাসিনী,
১৮৬৩।

মিডপ্রোহি [স] বি বন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্মোন্মত্ত চিন্তা। 'বৃদ্ধি দস্যুবৃত্তি,
মিডপ্রোহি, বিবাহ-যাক্‌কতা ও নরবধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে।'
অক্ষর, ১৮৪৯।

মিডপক্ষ [স] বি স্বপক্ষ। 'মিডপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা বরত হইয়াছে।'
বর্ধমান, ১৮৭৮।

মিডবধু [স] বি বন্ধুর স্ত্রী। 'উদারি ব মিডবধু বধি অজি তোরে।'
মাইকেল, ১৮৬১।

মিত্রবর [স] *বিশ* বহুব্রূত। 'লক্ষণ সঙ্গে, বাহুবল হন, মিত্রবর
কিটীষণ।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

মিত্রময় [স] *বিশ* বহুব্রূত। 'তোমার মৃত্যু-শাশান অজিকে মিত্রময়'
নজরুল, ১৯২৫।

মিত্রসুলভ [স] *বিশ* বহুব্রূত মতো। 'তৃপাসের বেগমসাহেবা মিত্রসুলভ
আদরমতে পত্রাঙ্কি দূর করলেন।' *মহাশেতা*, ১৯৫৬।

মিত্রহিতাশঙ্ক [স] *বিশ* মিত্রের হিতসামনকারী। 'অভর শঙ্কবিনাশক,
মিত্রহিতাশঙ্ক।' *কমজুরেল*, ১৮৭৬।

মিত্র' [স] *বি* বাঙালি হিন্দু বংশানু-বিশেষ। 'বসু মিত্র কুলের প্রধান.'
মুকুন্দ, ১৬০০।

মিত্রজোড়া [স] *মিত্র+জোড়া*। *বি* মিত্রাকর ছন্দ। *মানেএল*, ১৭৪০।

মিত্রাকর [স] *বি* অত্মামিল থাকে যে ছন্দ। 'গড়িল যে আগে মিত্রাকর-
রূপ বেড়ি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬; 'মিত্রাকর অমিত্রাকর বিশেষ করিয়া
বলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৫।

মিথ্য' [স] *মিথ্যা*। *বিশ* মিথ্যা; অসত্য। 'এহা যে না জানে সেই কহে ... এ
কথা মিথ্য'। *আন্তোনিয়ো*, ১৭৪৩।

মিথিলা, মিথিলাপুত্রী *বি* মিথি রাজার রাজ্য; বর্তমান বিহত। 'মিথিরই
অন্য এক নাম জনক, এবং তিনিই মিথিলাপুত্রী প্রতিষ্ঠা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

মিথুন [স] *বি* (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি। 'মিথুন *রবীন্দ্র*
অভিধানের ভিতরে।' *সুলভান*, ১৭০০।

মিথ্যা [স] ১ *বিশ* অনর্থক। 'মিথ্যা দুখ দিল তোমায় সুখ' *মহাসেন*।
মাল্লার, ১৫০০। ২ *বিশ* অমূলক; ভিত্তিহীন। 'যে তুমি মিলিয়া প্রভু
কহু মিথ্যা নয়।' *কবী*, ১৫০০। ৩ *বিশ* অসত্য। 'এক যদি মিথ্যা
হয় তবে কর প্রাণবধ দণ্ড।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ *ক্রি*বিশ অকারণে।
'অলসভাবে বসিয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

মিথ্যাকল্প [স] *বি* মিথ্যা কথা। 'মিথ্যাকল্পনে তাঁহার সহিত
বিরোধের সম্ভাবনা।' *সেবধি*, ১৮৬৯।

মিথ্যাকলঙ্ক [স] *বি* আরোপিত দুর্নাম। 'তোমার কী কী দেব জালিস
- মিথ্যাকলঙ্ক, মনোভঙ্গ ও মৃত্যু।' *নজরুল*, ১৯২৫।

মিথ্যাকার [স] *বি* অসত্য; অবাস্তবতা। 'কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে
জানি।' *শব্দ*, ১৯১৭।

মিথ্যাচরণ [স] *বি* কলট। 'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতনারে অনেক
মিথ্যাচরণ করা যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

মিথ্যাচার [স] ১ *বি* মিথ্যা আচরণ। 'রাক্ষসের হইতে অব্যাহতি
পাইবার জন্য মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২
বি ভান; ধ্বং। 'এমনভাবে মিথ্যাচার মানুষকে দায়ের পড়িয়া অবলম্বন
করিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ৩ *বি* মিথ্যা বলা। 'এই মিথ্যাচারে
ওদের লাভ'। *পাগা*, ১৯১১।

মিথ্যাচারিণী [স] *বিশ* কী কলট। 'ডাশোবাসা আমার অপেক্ষাও
মিথ্যাচারিণী মিথ্যাচারিণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মিথ্যাচারী [স] *বি* মিথ্যা কথা বলে যে। 'মিথ্যাচারীর অকুটী-শাসন
নিষেধ রক্ত-আঁধি।' *নজরুল*, ১৯২৮।

মিথ্যা-কৌক *বি* মিথ্যার কৌক। '(আর) প্রানের ভিতর পাগ যদি
রয়/হৃদয়ে রক্ত মিথ্যা-কৌক।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মিথ্যা দিখি *বি* মিথ্যা শপথ। ওঁস, ১৭৮৫।

মিথ্যাধেবী [স] *বিশ* মিথ্যা বিধেয়ী। 'আজ্ঞানাবিহীন সত্যবাদী পরিমিত
ভাবী মিথ্যাধেবী যথার্থলাশী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৫।

মিথ্যা দিত্রা [স] *বি* যুদ্ধের ভান। 'তুমি মিথ্যা দিত্রা যাইয়া ভাষ্যকে
সকল কথা যথার্থ করিত।' *চন্দ্রিকা*, ১৮০৫।

মিথ্যাশপাশ [স] ১ *বি* মিথ্যা দোষারোপ। 'সেই এক্ষণে অনায়াসে,
মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাশপাদ দিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বি* মিথ্যা কথা।
'মিথ্যাশপাদ প্রচার দ্বারা অপরাধের লোকদিগকে তাঁহার বিপক্ষ করিয়া
তুলিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

মিথ্যাপুত্রী [স] *বি* মিথ্যার জন্ম। 'হান তোর পরত-মিশ্রুল। ধ্বংস কর
এই মিথ্যাপুত্রী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যাপ্রপঞ্চ [স] *বি* মিথ্যাচার। 'সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ গ্রবল হইয়া
উঠিতেছে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মিথ্যাবচন [স] *বি* অসত্য কথা। 'অপমায়গন মিথ্যাবচন পরকীর
রমণী সংঘটনকামি ভাড়াইয়া দ্বারা বলাস।' *ভবানী*, ১৮২৫।

মিথ্যাবাদ [স] *বি* অশব্দ। 'মিথ্যাবাদ যেন মোর সুন বহুবলন.'
মাল্লার, ১৫০০; 'এক পাশী আমারে দিল মিথ্যাবাদ।' *আলাওল*,
১৬০০।

মিথ্যাবাসিতা [স] *বি* মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস। 'বাসিতা,
মিথ্যাবাসিতা, ভগ্নানী ... অকৃত দোষতলি আমাদের পক্ষে অবশ্যই
বন্ধনীর।' *প্রদারক*, ১৯০৬।

মিথ্যাবাসিত্ত্ব [স] *বি* মিথ্যাবাদীর বদনাম। 'আমারে আরোপ করা
মিথ্যাবাসিত্ত্ব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

মিথ্যাবাসিনী [স] *বিশ* ক্রী মিথ্যা কথা বলে এমন। 'নারীও অতিশয়
চন্দা, কুটিল, মিথ্যাবাসিনী ও পুরুষভাষ্যিনী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

মিথ্যাবাদী [স] *বিশ* মিথ্যা কথা বলে এমন। 'কেহ ধীর কেহ চালা
মিথ্যাবাদী সভাভাষ্য।' *কৃষ্ণায়ন*, ১৭২০।

মিথ্যাবিকৃতি [স] *বি* অসত্য বস্তুত্ব। 'মিথ্যাবিকৃতি যখন ধরা পড়ে'
ভবানী, ১৯৬৪।

মিথ্যাবোল [স] *মিথ্যা+বোল*। *বি* অসত্য কথা। 'মিথ্যাবোল বলে সাধু
রাজার সভায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মিথ্যাভাষণ [স] *বি* অসত্য কথন। 'মিথ্যাভাষণের পাশ ভাষ্যতে
হইবে না বটে।' *শব্দ*, ১৯১৭; 'প্রায় নাকি মোর মিথ্যাভাষণ'।
নজরুল, ১৯০০।

মিথ্যাভাষী [স] *বি* মিথ্যাবাদী। 'মিক মিথ্যাভাষী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মিথ্যাভিমান [স] *বি* অসীক অভিমান। 'মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার
সমস্ত আত্ম গুহ হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মিথ্যাভিযোগ [স] *বি* মিথ্যা অভিযোগ। 'মিথ্যাবান উৎপাদন দত্ত
বাক্য হেতু প্রায় কেহই মিথ্যাভিযোগ করিত না।' *বন্দনর্ধন*, ১৮৭৪।

মিথ্যা-ভূষা [স] *বি* নকল অলংকার। 'মিথ্যা-ভূষার কী সাজ তুমি
সাজো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মিথ্যাময় [স] *বিশ* মিথ্যাসম্বন্ধ। 'জীবন অসৎ এবং মিথ্যাময় হতে
বাধ্য।' *উমর*, ১৯৬৮।

মিথ্যাময়ী [স] *বি* ক্রী মিথ্যায় পরিপূর্ণ যে। 'আপনার জালে আপনি
ফিল মিথ্যাময়ী।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যামিথি [স] *মিথ্যা*। *ক্রি*বিশ অকারণে। 'কর কি তারা
মিথ্যামিথি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিথ্যারস [স] বি মিথ্যাচারভিত্তিক রস। 'মিথ্যারস ও আভুতবি রসের অভাব থাকতে আমরা একে উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত করতে পারলাম না।' *যোতাহার*, ১৯৩৭।

মিথ্যার্পণ [স] বি চরম মিথ্যুক; মিথ্যার সাগর। 'চোর বাটপাড় মিথ্যার্পণ পরিহিসেক।' *রামরাম*, ১৮০২।

মিথ্যালোক [স] বি মিথ্যার আলোক। 'জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।' *নজরুল*, ১৯২৩।

মিথ্যাশঙ্কা [স] বি মিথ্যা ভয়। 'মিথ্যাশঙ্কা-নাশপাশ ঘুচাও ঘুচাও।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

মিথ্যাসূদন [স] বি মিথ্যা বিনাশকারী; অতন্তক দূরকারী। 'এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

মিথ্যুক [স] বি মিথ্যাবাদী। 'বড়ো বড়ো লোককে মিথ্যুক, প্রবন্ধক, সভাপোননকারী বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'ভারতজীবী ব' কোনো ইংরেজি কালজ্ঞা আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মিথ্যো [স] মিথ্যা। মিথ্যো। মিথ্যোবাদী [স] মিথ্যাবাদী। *মিথ্যো* কথা বলে এমন। 'সকলেই মিথ্যোবাদী ও জালবাজ।' *হুতোম*, ১৮৬১। 'আগাগোড়াই মিথ্যো কথা, মিথ্যোবাদীর কোলাহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৮।

মিথ্যোমিথ্যা [স] মিথ্যা>। *ক্রিবি* বিনা কারণে; অনর্থক। 'করবেই তারা দস্যুবৃত্তি, মাইনেটা সেওয়া মিথ্যোমিথ্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

মিথ্যোক্তি [স] বি মিথ্যা কথা। 'বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যাক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মিদি বি জাতিবিশেষ। 'আসুরীয়, মিদি প্রভৃতি কোন জাতিই ...' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মিদির মিদির বি মিটমিট। 'আশার একটি শীশ শ্রীশ মিদির মিদির করছে।' *মুক্তবাবু*, ১৯৬৬।

মিন [স] মীন। বি মাছ। 'বল বিনে কর্ণ জেন জল বিনে মিন।' *মাদাধর*, ১৫০০।

মিনজিরি বি চিরসবুজ গাছবিশেষ। 'মিনজিরি গাছ বাসের গায়ে ডানা ঝটপট করে গেল।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মিনত বি মিনতি। 'অনেক মিনত স্ত্রীতি।' *আহসান*, ১৯৪৪।

মিনতি, মিনতী [আ] মিন্তা ১ বি অনুরোধ। 'নানাবিধ কথা কহিওঁ বড়ারি রাধারে করহ মিনতী।' *বৃদ্ধ*, ১৪৫০। ২ বি বিনীত প্রার্থনা। 'রসুলের পদ স্মরি ভক্তি মিনতি করি।' *সুলতান*, ১৭০০। ৩ বি প্রার্থনা। 'যার যে মিনতি আছে কে করে ওদুল।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মিনতি করন বি দয়া ভিক্ষা করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

মিনতিপূর্ণ বি অনুন্নয়পূর্ণ। 'মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার সুখের উপর স্থাপন করিল।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

মিনতি-বেদনা-আঁকা বি অনুন্নয়পূর্ণ বেদনায় অঙ্কিত। 'অধর কক্ষশ্যামা মিনতি-বেদনা-আঁকা নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিনতি-বোল বি প্রার্থনা-বাক্য। 'মিনতি-বোল বলতে গেলাম দৈত্যপতিরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯২৪।

মিনতিভরা বি অনুন্নয়পূর্ণ। 'শ্রীত মিনতিভরা কর্তে সে ক্রমাগত চোঁচাইয়া চমিয়াছে।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

মিনতিমাথা বি অনুন্নয়-ভরা। 'বহুদূর তীরে কাঁরা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি "এসো এসো" সুরে করুণ মিনতি-মাথা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

মিনতি বি মিনতি; প্রার্থনা। 'নষ্টমার সুরে আবেশ-ভরা মিনতি মুচিয়া উঠে।' *মনসুর*, ১৮৫৫।

মিনমিনিয়ে *ক্রিবি* মিন মিন কর; মৃদু সুরে। 'দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন ...' *মুক্তবাবু*, ১৯৫৯।

মিনমিনে ১ বি অস্পষ্টভাবে কথা বলে এমন। 'মিনমিনে ধরনের নয়।' *কিতুতি*, ১৯৩১। ২ বি কথি স্বরবিশিষ্ট। 'বড় মিনমিনে ভূতনাথবাবু।' *বিখল*, ১৯৫৩।

মিনসা [স] মনুষ্য ১ বি লোক। 'খোলাঘোটা মিনসাও হইল বৈষ্ণব।' *বন্দা*, ১৫৮০। ২ বি স্বামী। 'গুরে মিনসা দৌড়িয়া আয় ধানের পানায় আভন লাগিয়া সকল পুড়িয়া ছাই হইল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

মিনবে [স] মনুষ্য>। বি ব্যগ্রপ্রান্ত পুরুষ। 'আমাদের হেথা আর একটা মিনবে আছে।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

মিনলে [স] মনুষ্য ১ বি ব্যগ্রপ্রান্ত পুরুষ। 'আহা, মিনলের রকম দেখ না - যেন তুলসীরনের বাঘ।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ বি স্বামী। 'বোজা যায়, মিনলে সহজে ছাড়বে না।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মিলে [স] মনুষ্য ১ বি স্বামী। 'তবু সে বেহায়া মিলে কহিতে লাগিল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ বি সাবালক পুরুষ। 'তাহারা বলিল, কে জানে এ মিলের কেমন আক্কেল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

মিনা [স] মীন। বি ধাতুর উপর মনুষ্য পদার্থের প্রলেপ। 'তাহাতে রকমে ২ মিনত কারখানা।' *রামরাম*, ১৮০১।

মিনাকারি [স] মীন+স কার্য। বি ধাতুর উজ্জ্বলতা আনে এমন মনুষ্য পদার্থবিশেষ; এমালো। 'সোনা মিনাকারি দিয়ে এমন অস্রান্ত আকৃতি দিলে স্বর্ণকার সোনার প্রজ্ঞাপতিকে।' *অবন*, ১৯২৫; 'তাতে সবজি আর শাদা মিনাকারি দিয়ে নকশা-করা।' *অবন*, ১৯২৭।

মিনে-করা ১ বি ধাতুর উজ্জ্বলতা সাধক প্রলেপযুক্ত। 'পেরুয়া রক্তের মিনে-করা।' *প্রথম*, ১৯১৫। ২ বি কলাই-করা; খচিত। 'সেই সুর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মিনার [আ] ১ বি চুড়া; শুভ্রাভূতির উচ্চ চুড়া। ওর্গা, ১৭৮৫; 'সেশবন্ধুর মিনার দেখলে উৎসাহই পাই বরং।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ২ বি গণজ। 'মহাজিদের মিনারগুলিকে আবার আত্মার নামে ...' *যোতাহার*, ১৯৩৩।

মিনারা [আ] মিনারা বি গণজ। 'উত্তরে মসজিদ যার মিনারা বিরচিত।' *গরীব*, ১৭৬৫।

মিনি [বিনো] বিণ পুত্রই কম। 'সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন বীকার করে হয়।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মিনিটি [সি] বি সময়ের এককবিশেষ; ৬০ সেকেন্ড সময়। 'ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল।' *বক্তিম*, ১৮৭৪; 'বাতাস না গেলে ৩ মিনিটের অধিকক্ষণ বাঁচতে পারে না।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

মিনিটে মিনিটে *ক্রিবি* প্রক্তি মুহূর্তে। 'মিনিটে মিনিটে বিড়ি খাওয়ার মতোই সে যেন বড়োলোক।' *মানিক*, ১৯৩৬।

মিনিমুখো বিণ বিভ্রাসের মতো মুখবিশিষ্ট। 'ওই যে সেকান্দর মিনিমুখো ... শাহজানের আলি বুটা।' *কায়সার*, ১৯৬৬।

মিনিয়োচারি [সি] বি অনুচর। 'তা মিনিয়োচারে এ সমাজ সবই মেলে।' *প্রথম*, ১৯১৫।

মিনিস্টার [হি] বি মন্ত্রী। 'যে-সব মিনিস্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা গেটে উল্লাহ প্রকাশ করেন ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মিনিষ্টিং [হি] বি মন্ত্রণালয়। 'হামার মিনিষ্টিং ইজ য়াট স্টেক।' মনসুর, ১৯৩৫।

মিম [আ] বি আরবি কর্মযান ২৪তম বর্ষ। 'বাবে বাবে টুটে কলম তোমার না শিখিতে শুধু মিম।' নজরুল, ১৯২৮।

মিমাংসে [স] মীমাংসা বি জৈমিনি-রচিত দর্শন শাস্ত্র। 'বেদান্ত মিমাংসে সংস্কা বেদে বিদ্যমিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

মিম্বর [আ] মিন্বর বি ইমামের বেনী। 'মিম্বর উপরে উঠি খোতবা পড়এ।' বাহরাম, ১৬৫০।

মিয়া [ফা] মিয়া বি মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'কাজি কোটা মিয়া যোতা দাঁড়িপাড়া ধরি।' ওজ, ১৮৫৮।

মিয়া-বিবি বি স্বামী ও স্ত্রী। 'মিয়া-বিবির মিলন না হৈলে বিলাতের কাছ বন্ধ হৈয়া যাবে না।' মনসুর, ১৯৫৫।

মিয়ারাজ [ফা] মিরা বি প্রভু। 'মিয়ারাজের কথা শুধাই কারে।' লালন, ১৮৯০।

মীঞা [ফা] মিরা বি মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'আইল দফর মীঞা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মিয়ার্ড [ফ্রান্স] বি বিভাগের ডাক। 'কঁসে মিয়ার্ড মিয়ার্ড বলে বিবি বেতালি।' নজরুল, ১৯৩৩।

মিরৌ [ফ্রান্স] বি বিভাগের ডাক। 'ও কেবল করে মিরৌ-মিরৌ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

মিয়ার্দ [আ] ১ বি চুক্তির সময়সীমা। 'এক বৎসর মিয়ার্দে।' কালগে, ১৭৮৬। ২ বি কারাগার। 'আধাদিসের এই মিয়ার্দ বাটিতে নয়তো হরিং বাটিতে সুবকি কুটিতে হর।' প্যাট্রি, ১৮৫৮।

মিয়ার্দী [ফ্রান্স] বি নিদিষ্ট মেয়াদবিশিষ্ট। 'চলে গেলে ... মিয়ার্দী প্রদীপ জ্বলে।' সূর্যস্র, ১৯৩৮।

মিয়ার্দ বি তরবারির কোষ। 'মায়োএল, ১৭৪৩।

মিয়ারোনো [ফ্রান্স] বি নেতানো; নরম। 'অশ্ব পাড়া ... তকনো মিয়ারোনো ছেঁড়া।' জীবন, ১৯৪২।

মিয়ারগা [স] মুকা বি মুগলে: মাছবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫।

মিয়ারগেল বি মুগলে মাছ। ওর্গা, ১৭৮৫।

মিয়ারশি [স] মুগা বি মূগীরোষ। 'মায়োএল, ১৭৪৩।

মিয়ারতু [স] মুকা বি মুকা। 'মায়োএল, ১৭৪৩।

মিয়ারথিকা [স] মুক্তিকা বি মুক্তিকা; মাটি। 'অগ্নি, জল, বায়ু, মিয়ারথিকা।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

মিয়ারবহরী [ফা] মিরাবহরী বি নৌ-কর্মকর্তার কাজ। 'মেয়ার, ১৭৮৭।

মিয়ারকল, মিয়ারকল [হি] বি অভাববীর ব্যাণার; অভ্যর্থন ঘটনা। 'একোকে অবৈজ্ঞানিক ভাষার মিয়ারকল বলা যেতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। 'ডেবেলিশুম একটা মিয়ারকল ঘটবে।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

মিয়ারল, মিয়ারল [আ] মিরা ১ বি সম্পত্তির উত্তরাধিকার। 'দামিন্যার চাচ চবি মিয়ারল পুরুষ ছাড়া সাত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। 'আমার মিয়ারলে কেনে ভুজের প্রচার।' বিজয়, ১৬৫০। ৩ বি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। 'পৈতৃক ভূসম্পত্তি ... কবালী, পতনী এবং মিয়ারল হুজু নদীল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

১৮৯০।

মিয়ারসাদার [আ] মিরাহ+ফা দার বি উত্তরাধিকারী। 'মিয়ারসাদার মহাবিশ্ব চৌধুরী গোষ্ঠী ...' ইসলাম, ১৯৪৫।

মিয়ারি [হি] আনামের নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'আনামে মিয়ারি, মিয়ারি, আবর, আক, দক্ষা, কুকী ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনুরত, সভ্য অনভ্য জাতি আছে।' মূলতব, ১৯২৮।

মিয়ারু, মিয়ারু [স] মুকা বি মরণ; প্রাণ না থাকা। ওর্গা, ১৭৮৫। ২ মুকা মিয়ারু [স] মুকা বি মরণের সময়। 'মিয়ারুকে জারে দেবি সেই রূপ হইল।' মাল্যধর, ১৫০০।

মিয়ারিকা [স] মুক্তিকা বি মাটি। 'মিয়ারিকার নেস নাঞি সব রত্নমর।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ মুক্তিকা

মিয়ারী [ফা] মিরালা বি লাঠিরাল। 'মিয়ারী দিরা গরে দুখ হইল আপনার সুখ অপরাধ বিলে হর বৈরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মিয়ারী [ফা] মিরালা বি মিরাহ; দলজন সৈন্যের অধিনায়ক। ডানকান, ১৭৮৪।

মিয়ারির [স] ১ বি দৃষ্টি। 'ওতে অনিন্দিত হাসি, আঁধারোপে সশিখ মিয়ারির।' সূর্যস্র, ১৯৩১। ২ বি অপলক দৃষ্টি। 'সূর্যের প্রভাবতারকার মিয়ারির।' সূর্যস্র, ১৯৩২।

মিয়ার [স] বি মিশ্রণ। 'বৃত্ত দধি দুখে সাজিআ মিয়ারুকা।' বৃত্ত, ১৪৫০।

মিল খাওয়া কি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়তো। 'মিল খেয়েছে রাজমোটেট।' নজরুল, ১৯৩২।

মিল খাওয়ানো কি সম্ভবিত করা। 'কিছুতেই মিল খাওয়াতে পারি না।' সওগাত, ১৯২৯।

মিলখুকা বি মিশ্রিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'বৃত্ত দধি দুখে সাজিআ মিয়ারুকা।' বৃত্ত, ১৪৫০।

মিলখুক বি মিল। 'আসুন মিলখুক করে ফেলি।' ওয়ালী, ১৯৬২।

মিলমিশ ১ বি সাজিতে সহাবস্থান। ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বি একমত। ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বি বনিনা। 'দু'দগ পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

মিল [হি] ১ বি কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করার যন্ত্র। 'এ বাটিতে একটি মিল ছিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি কারখানা। 'মিলের দৌণ্ডায় ঢাকা শরতের মীল নতুলল।' সূর্যস্র, ১৯৩৩। ৩ বি কলকারখানা রয়েছে এমন। 'কলিকাটা, ২৪ পরদা, হাওয়া ... ও অন্যান্য মিল এলাকার ...' আজাদ, ১৯৪০।

মিলওয়াল [হি] মিল+ফা ওয়াল বি মিল-মালিক। 'মিলওয়াল, এজেন্ট, আত্মদার, ফকিরা বা ব্যাপারী ইত্যাদির মুনাকার খাটিতে না পড়িলেও ...' সওগাত, ১৯৪৫।

মিলখর [হি] মিল+খর বি মিল বসানো থাকে যে ঘরে। 'সকলে, মিলখরে প্রবেশ করিয়া, যন্ত্রের গতি স্থপিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মিল [হি] বি আহার। 'আপনারা যে খান খানেন, তার দাম মিল প্রতি দশ টাকা।' মনসুর, ১৯৩৫।

মিলন [স] ১ বি সংযোগ। 'উত্তম অধ্যয়ে নর বিহার মিলন।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সাধারণ। 'সেইকালে যাই করিহ প্রভু মিলন।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ৩ বি আহাযের সম্ভবিত। 'তুমি জদি তাহবিল মিলন না করিতে পারহ ...' ওর্গা, ১৭৮২। ৪ বি আশ্বিন। ওর্গা,

১৭৮৫। ৫ বি যোগাযোগ। 'মাতম বাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত।' রামরাম, ১৮০১। ৬ বি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন। 'প্রথম মিলনীতিতে ডেজের বধূর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মিলনআশা বি মিলনের আকাঙ্ক্ষা। 'প্রিয়, মিলনআশায় হিন্দু সুখে।' নজরুল, ১৯২৯।

মিলনকরণ [স] বি মিলিয়ে দেখা। ডানকান, ১৭৮৪।

মিলন করা ক্রি যোগাযোগ করা। 'মাতম বাঁ যাইয়া মিলন করিল ওমরাও সিংহের চাকরের সহিত।' রামরাম, ১৮০১।

মিলনকেন্দ্র [স] বি মিলন-স্থান। 'সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মিলনক্ষেত্র [স] বি মিলনস্থল। 'পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে।' প্রমথ, ১৯১৪।

মিলনপীতিবর [স] বি মিলনসঙ্গীতের ধ্বনি। 'যুগান্তরের মিলনপীতিবর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মিলনগৃহ [স] বি মিলনের স্থান। 'নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মিলনমুখি [স] বি মিলনের বন্ধন; গাঁটছড়া। 'তাদের মিলনমুখি হয়েছিল বাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মিলন-ঘন [স] বি মিলনের আনন্দে পূর্ণ। 'মিলন-ঘন-মেঘলোকে আজি মিটিবে মরু-ভূমা।' নজরুল, ১৯৩৩।

মিলনচোটা [স] বি একত্র হওয়ার চোটা। 'আমাদের মিলনচোটা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিত্তি ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মিলন-হৌণ্ডা বি মিলনের সঙ্গে মিশে আছে এমন। 'মিলন-হৌণ্ডা বিচ্ছেদের অর্ধবিহীন ফেরাফেরি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মিলনতত্ত্ব [স] বি মিলনের স্বরূপ। 'দেশকালের মিলনতত্ত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মিলনতীর্থ [স] বি ঐক্য স্থাপিত হয় এমন পূণ্যস্থান। 'বাজারি এই কদমসময়স্থলই বাজারির সর্বপ্রধান মিলনতীর্থ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'হয়তো রচিত মিলনতীর্থ/ শান্তির বাঁধ বেঁধে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মিলনদীপ [স] বি মিলনরূপ প্রদীপ। 'তোমার মিলনদীপ অকম্পিত বেধায় বিরাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মিলনধর্মী, মিলনধর্মী বি মিলিত হতে চায় এমন স্বভাববিশিষ্ট। 'মিলনধর্মী মানুষ মিলিয়ে, এ নেহে স্বপ্নকথা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মিলননীতি [স] বি পরস্পর সাহচর্যের রীতি। 'ব্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মিলনপঙ্খী [স] মিলন+বি পঙ্খী। বি মিলনের পক্ষের। 'মিলনপঙ্খী হইয়াও আমি।' এসলাম, ১৯১৫।

মিলন-পালা [স] মিলন+পালা। বি মিলনের পালা; মিলনরূপ গানের পালা। 'মিলন-পালা সাহ হলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মিলনশ্রয়ালী [স] বি মিলন চায় এমন ব্যক্তি। 'কাছে আয় মিলনশ্রয়ালী।' শক্তি, ১৯৬৫।

মিলনবিরহ [স] বি মিলন ও বিচ্ছেদ। 'হাসি কান্না, মিলন বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এই-সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'তারা মল-মধুর দোলায়, শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে,

বৈধেহিল মন শিথিল ছন্দে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'প্রেমঅভিসার, মিলনবিরহ, ভাবশিথিল প্রভৃতি।' হাই, ১৯৫৪।

মিলনবিহীন [স] বি মিলিত হতে পারে না এমন। 'কৈদে ফেরে হিয়া মিলনবিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মিলন বেলা [স] বি মিলনের সময়। 'পাছে বিনা গানেই মিলন বেলা ক্ষয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

মিলনমন্দির [স] বি মিলনকেন্দ্র। 'এস জরথুষ্ট্ররতী, এই মিলনমন্দিরে এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।' শব্দীন্দ্রা, ১৯৩১।

মিলনমালা [স] বি মিলনের সময়কার মালা। 'মিলনমালায় যুগল গলায় রাইবে গীতা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মিলনমূলক [স] বি সম্প্রীতিময়। 'আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মিলনযজ্ঞ [স] বি একত্র হওয়ার আয়োজন। 'অরুণাখ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মিলন-রাখী [স] মিলন+রাখী বি প্রীতিবন্ধন। 'কে তুমি ওণ্ডা মিলন-রাখী বাঁধিলে হাতে?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মিলন-লতা [স] বি মেলবন্ধন। 'কবির প্রথম জীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া সেদিন যে মিলন-লতা রচিত হইল ...।' জসীম, ১৯৬১।

মিলনশক্তি [স] বি ঐক্যশক্তি। 'যে মিলনশক্তির উত্তর হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মিলনসংগীত [স] বি প্রীতিমূলক গান। 'জীবনে মিলনসংগীতের ধুমোই হচ্ছে এইখানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মিলনসাধন [স] বি মনোমালিন্যের বার সন্ধি স্থাপন। 'দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মিলন-সুখ [স] বি মিলনের আনন্দ। 'কেন হে মিলন-সুখে রহিব বঞ্চিত?' গিরিশ, ১৮৮৭।

মিলন-সুখালস [স] বি মিলনের আনন্দে বিভোর। 'এসো মিলন-সুখালস নমনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

মিলনস্থল [স] বি যেখানে মিলন হয়। 'পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্থানের মিলনস্থল।' প্রমথ, ১৯২৫।

মিলনাকাক্ষী [স] বি মিলনে ইচ্ছুক। 'হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকাক্ষী বড়ো বড়ো রীয়াও এইটা ধরতে পারেননি।' নজরুল, ১৯২৭।

মিলনানন্দ [স] বি মিলনের আনন্দ। 'তাহার মিলনানন্দ দেখিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াক।' হাই, ১৯৫৪।

মিলনাগ [স] বি উপহায়ে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘট। এমন। 'কাব্য কিন্তু হয় মিলনাগ, নয় বিরোগাগ।' প্রমথ, ১৯১৮।

মিলনাত্মক [স] বি মিলনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এমন। 'বিরহাত্মক নাটক কেন মিলনাত্মক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মিলনাবেশ [স] বি মিলনের ব্যাকুলতা। 'আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেশ প্রতিহত করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মিলনায়তন [স] বি দর্শক-শ্রোতাদের বসার ও অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য নির্মিত বিশেষ ভবন বা ভবনের অংশ। 'কলঙ্গ মিলনায়তনে জাতীয় সাংস্কার দিবস অনুষ্ঠানে ...।' বেগম, ১৯৬৭।

মিলনার্ড [স। বিপ মিলনের জন্য কাতর; মিলনে উৎসুক। 'মিলনার্ড বনজরসোবে তোমার কলতলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মিলনিয়া [স। মিলনা বিপ শান্তিকামী।] আলোড়ন, ১৭৪৩।

মিলনোক্ষাস [স। বি মিলনের ভাবাবেশ। 'প্রাথমিক মিলনোক্ষাস করিয়া আসিলে ...' যদিক, ১৯৪০।

মিলনোন্মত্ত [স। বিপ মিলনের জন্য অতি ব্যাকুল। 'মিলনোন্মত্ত বাহিনীর গর্জনের মতো।' জীবন, ১৯৪২।

মিলনোন্মত্ত [স। বিপ মিলনের জন্য ব্যাকুল। 'কিষ্ণু পরিমানে আত্মপার ভুলে, মিলনোন্মত্ত প্রশান্ত মন নিয়ে সমবেত হয়।' মোতাহার, ১৯৩৭।

মীলন [স। মিলন। বি মিলন; একত্রে হওন। 'তোার মোর শোভন মীলনে।' বড়ু, ১৯৫০।

মিলা', মিলানো [স। মিল-] ১। কি মিলিত হওয়া। 'লক্ষা পাখী কাহাঙ্কি ভার এড়িঁখী মিল।' বড়ু, ১৯৫০। ২। কি হারিয়ে যাওয়া। 'কোথায় মিলায়ে যাবে যুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩। কি বিলীন হওয়া। 'কখন উঠিলি আর কখন মিলালি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪। কি নিয়শেষ হওয়া। 'দিবস কমে মুদিয়া আসে, মিলায়ে আসে আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৫। কি একীভূত করা। 'জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আশনার অনুবর্তী করিতে চাহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। মিল কি মিলিত হলো। 'লক্ষা পাখী কাহাঙ্কি ভার এড়িঁখী মিল।' বড়ু, ১৯৫০। মিলাএ কি মিলিত হয়। 'গোরস সহিতে যেন বা মিলাএ তেল।' সাহসায়, ১৬০০। মিলয় কি মেলে। 'ভূমি হেন পড়িত মিলর জুড়ি জুড়ি।' আলোড়ন, ১৬৮০। মিলয় কি প্রায় হলে। 'মিলর কড়কড়ি করে পুন বিচাওতয়ে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মিলালা কি মিলিত হলো। 'একে একে মিলালা প্রভু হইলা ভক্তপদ।' কৃষ্ণানন্দ, ১৫৬০। মিলাহ কি মিল করে। কালপ্রেম, ১৭৯৬। মিলাঅল কি মিলাসো; মিলিত করলো। 'জানি বিবি আমি মিথি মিলাসল সঙ্গ।' বড়ু, ১৫৭০। মিলাইল কি জোটায়ে। 'বিধি গুণবিশি মিলাইল তোয়া হে।' রামহরস, ১৭৮০। মিলাএ কি মিলিত হয়। 'কীর্ত্তর ঘট হোয়ত বন্ট গোচন গন্ধ ন মিলাএ।' বাহরাম, ১৫৫০। মিলাওঁ কি মিলায়ে যাও; গলে যাও। 'রৌপে দাওরিঙ্গে মিলাওঁ।' বড়ু, ১৯৫০। মিলাওব কি মিলাে যাও। 'নাগর অতি নব তরিতে মিলাওব।' বাহরাম, ১৬৫০। মিলাওঁ কি মিলিত করে। 'বিশ মিলাওনি মমু মিলাওনি মোর জীভ বধ লাগি।' বাহরাম, ১৬৫০। মিলাতে কি মিল লিতে। 'না লইবে সোখ যদি মিলাতে না জানি।' মানিকরায়, ১৭৮১। মিলাব কি মিলায়ে দেবে। 'বিদ্যাপতি ভন এই নিবেশন আমি মিলাব মোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মিলায়ে কি মিলায়ে; বিলীন হয়ে। 'জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। মিলাসয় কি মিলাে যায়। 'নান নদী আসি পুনি সমুদ্রে মিলাসয়।' আলোড়ন, ১৬৮০। মিলা ১। কি মিলায়ে। 'বাম দাখিণ চানী মিলি মিলি যায়।' চর্য ৮, ১২০০। ২। কি মিলে। 'নান্দ যশোদা মিলি কুড়িল কান্দন।' বড়ু, ১৯৫০। মিলাখা কি মিলিত হয়ে। 'সুনে সুদ মিলাখা জবে।' চর্য ৪৪, ১২০০। মিলাখী কি মিলিত হয়ে; একত্র হয়ে। 'সকল গোপীপদে মিলাখী হইল গিরা।' বড়ু, ১৯৫০। মিলিন কি মিলায়ে। 'বাটত মিলিন মহাসুখ সুখ।' চর্য ৮, ১২০০। মিলাব কি মিলাবে; পাবে। 'অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণপ্রসন্নবদন।' বৃন্দা, ১৫৮০। মিলা ১। কি পাওয়া গেলো। 'কাহাকে মিলালি আছিল ঐকি মহাসিধি।' বড়ু, ১৯৫০। ২। কি উপস্থিত হলো। 'মিলিল কুদিন আসি বিধি হৈল বাম।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩। কি মিলিত হওয়া। 'যেন কাল লুম্মনি মিলিল তখাতে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। মিলালা ১। কি মিলিত হলে।

'আসিয়া মিলালা নাহি জানি কোথা হনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২। কি মিলিত হলো। 'একতন দুখ লই আনিয়া মিলালা।' বাহরাম, ১৬৫০। মিলিলেক কি পৌছালো। 'ভিন দিনে সামনেমে মিলিলেক গিয়া।' সুপ্তান, ১৭০০। মিলাহে কি মিলাে; মিলিত হয়। 'যাবে কারু না মিলাহে কনকমে ফলে।' বড়ু, ১৯৫০। মিলাী কি মিলিত হয়ে; একত্রে। 'ভ্রমর কোকিল মিলাী কলগতি গাএ।' বড়ু, ১৯৫০। মিলাে কি একসঙ্গে। 'সাহেব মুনসি এইখানে মিলাে আশনি হকুম করিলে।' কেরি, ১৮০২।

মিলিয়া থাকি কি মিলামিবে থাক। 'বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যার অতএব মিলায়া থাকা ভাল।' যতুজ্ঞান, ১৮১২।

মিলিয়ে নেওয়া কি বাপ বাওরানো; আকার ধারণ করা। 'প্রত্যেক পায়েই অল্প কালের মধ্যেই সে আপনাকে মাশে মিলিয়ে নিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মিলিয়ে যাওয়া কি অশুভ হওয়া। 'চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ টটরেয়া মিলিয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

মিলেছুলে কিবিশ একত্র হয়ে। 'যা, তোরা সকলে মিলেছুলে জলনেতে যা সেবি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মিলে মিলে ১। কিবিশ মনিয়ে; বাপ বাইয়ে। 'আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিলে নিতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২। কিবিশ একত্র হয়ে। 'পাণির সঙ্গে মিলে-মিলে ছিল চুপে-চাপে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

মিলা' [স। মিল-] বি মিলিত হওয়া। 'মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষন।' চর্য, ১৬০০।

মিলাদ, মিলাদ সন্ন্যাস, মিলাদ মহাবিশা [আ। বি (ইসলাম) ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 'মুলমান ভগিনীমণ 'মিলাদ সন্ন্যাস' পাঠে ও প্রবণ করিবেন।' কোকিল, ১৯২৪; 'মিলাদ মহাবিশে যে গান পাওয়া লইয়া ...' সওগাত, ১৯২৮।

মিলিক [স। মিল-] বিপ সমগ্রমিলন। 'তাহার মিলিক ভূমি দিবেক তোমারে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

মিলিটারি, মিলিটারী, মিলিটরি [ই। বি সেনাবাহিনী। 'কোম্পানি বাহাদুরের সিবিলা কিয়া মিলিটারি চাকর কেই এই সজায় যান নাই।' দর্পণ, ১৮২৯; 'মিলিটারি সিবিলা বসিক আদি যত/ ছুটি পেয়ে ছুটিছটি আকলন কত।' তরু, ১৮৫৮; 'ইউরোপীয় সিভিল ও মিলিটারী টিমগুলিই লীপ-বিজয়ের দৌরব লাভ করিয়া আসিতেছিল।' সওগাত, ১৯০৬। ২। বিপ সামরিকবাহিনী সজোজ। 'ইন্ডিভিজুয়ালিজমের পরিণতি হল আনানর্কিতে এবং স্টেট মিলিটারি সোশ্যালিজমে গিরে দাঁড়ালো।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৩। বিপ মিলিটারির মতো; উগ্র। 'কনাদের মেজাজ আহারের দ্যাশে এসে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

মিলিটরি চাকর [ই। মিলিটারি+কা চাকর।] বি সেনা-কর্মকর্তা। 'কোম্পানি বাহাদুরের সিবিলা কিয়া মিলিটারি চাকর কেই এই সজায় যান নাই।' দর্পণ, ১৮২৯।

মিলিটারিজম [ই। বি সমরবাদ। 'মিলিটারিজম ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়।' প্রবন্ধ, ১৯১৪।

মিলিটারি ট্রাক [ই। বি সেনাবাহিনীর গাড়ি। 'লক্ষ্যহীন যুদ্ধহীন মিলিটারি ট্রাক।' জীবন, ১৯৩২।

মিলিটারিফু [স। মিলিটারি+স ফু।] বি সামরিক কর্মকর্তা। 'মিলিটারিফুের রক্তিমায় ঘুরোপের গরুহুল যে টকটকে হইয়া

মিলিটারি লাইন

উঠিয়েছে 'রঞ্জিত', ১৯০৮।

মিলিটারি লাইন [হি] বি সায়রিক ধারা। 'এ-মিলিটারি লাইনের ঐ-টুকুই সৌন্দর্য'। নজরুল, ১৯২২।

মিলিটারি স্টাইল [হি] বি মিলিটারি স্টীল। 'মিলিটারি স্টাইলে এত জোরে - এতটা পথ ছাটিয়া'। নজরুল, ১৯৩১।

মিলিটারী লাইন [হি] বি সেনাবাহিনীর মালবাহী গাড়ি। 'সারবাকী চলেছে মিলিটারী লাইন'। ভালা, ১৯৪৩।

মিলিত [স] বিগ মিলিত। 'জোশায় ওয়া পান মিলিত করে ঘনসার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মিলিতা [স] বিগ স্ত্রী যুদ্ধ; মিলিত। 'ইদানিং নানাদেশীয় কথা বাসলা ভাষাতে মিলিতা ইয়ায়েছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

মিলিশিয়া, মিলিসিয়া [হি] বি হাঙ্গারী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন রণদক্ষ নায়ক দল। 'একদল মিলিসিয়া সৈন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়।' বাহুব, ১৮৮১; 'হাঙ্গারী মিলিসিয়া ও বর্তার পুলিশের পরিবর্তে এখনে নাকি রাজপুত ...।' আজাদ, ১৯৬৫।

মিচ্ছ [হি] বি দুখ। 'হরলিকস মিচ্ছ তৈরি করে আনুক।' রঞ্জিত, ১৯০৮।

মিচ্ছ পাউডার [হি] বি ঠুঁটা দুধ। 'মিচ্ছ পাউডার দিয়ে চা খেতে বেতে সকাল ... একবেলাই বিবাদ হয়ে আসে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

মিশ' [স] মিহ্রা বি মিল। 'সেই জগৎ বিখ্যাত জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না।' রঞ্জিত, ১৯০৭।

মিশ খাওয়া কি খাপ খাওয়া বা মেলা। 'মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ যায়।' রঞ্জিত, ১৯৯২।

মিশ' [আ] মিশি বিগ ঘোর; গাড়। 'শাড়ির চঙচা পাড়, শাদা শাড়ি, মিশকালো পাড়।' বুদ্ধ, ১৯৩৭।

মিশকালো বিগ ঘোর কালো; মিশির যতো কালো। 'মিশকালো রঙ চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে ...।' রঞ্জিত, ১৯০৭।

মিশ মিশ বিগ ঘন কালো। 'বোল তার মিশ মিশ/চুল তার মিশ মিশ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মিশমিশে ১ বিগ ঘোর কালো রবিশিষ্ট। 'পাছপালা মিশমিশে যখনলে ঢাকা।' সুকুমার, ১৯১৮। ২ বিগ খুব গাঢ়; ঘোর। 'কালো মিশমিশে সুরু দেহ।' বিজুতি, ১৯০৭।

মিশন [হি] ১ বি লক্ষ্য। 'ওর কি আর কোন মিশন আছে।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি ব্রত। 'স্বাভাবিক সেবাকারে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন।' রঞ্জিত, ১৯১৮। ৩ বি ধর্মপ্রচার-সম্মত বা সমিতি। 'কুলে যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাসম্মত প্রকৃতিতেই ঘুরে বেড়াত।' নজরুল, ১৯২৭।

মিশনারি, মিশনারী [হি] ১ বি খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিশনারি রাসা নাপ দশে ভাই যারে।' ওত, ১৮৫৮। ২ বিগ খ্রিস্টধর্ম প্রচারে নিযুক্ত। 'কতিয়ং মিশনারী রমণী গল্প ও হাস্য পরিহাস করিতেছেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

মিশন হাউস [হি] বি খ্রিস্টানদের ধর্মপ্রচার কেন্দ্র। 'ইনি মিশন হাউস আদর্শ রমণী।' রোকেয়া, ১৯২২।

মিশনারি, মিশনারী [হি] ১ বিগ খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারে সক্ষম কর্তৃক পরিচালিত। 'মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদলকে সাধুবাদ।' অক্ষর, ১৮৫০। ২ বি খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। 'মিশনারিরা যে

অভ্যাসমাত্র বৃত্তি দিতেন ...।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮; 'সকল বিধি-ব্যবস্থা কার্যে করণার্থ ... উপযুক্ত মিশনারী প্রেরণ করার আবশ্যক।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৯।

মিশনারি-বিদ্যালয় [হি] মিশনারি+স বিদ্যালয়। বি মিশনারিদের পরিচালিত বিদ্যালয়। 'মিশনারি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদলকে সাধুবাদ।' অক্ষর, ১৮৫০।

মিশমি বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সমুদ্রে দেখিতে পাই খামটি, লিফো, মিশমি, চুলকাটা মিশমি।' বঙ্কিম, ১৮৯২; 'আসামে মিরি, মিশমি, আবহ, আকা, দক্ষিণা কুই ... ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্নত, অনন্নত, সভ্য অসভ্য জাতি আছে।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

মিশর [আ] বি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত দেশবিশেষ। 'বেবিলন এসিরিয়া মিশর দুর্বল ছিল ...।' রঞ্জিত, ১৯১৭। ২ মিসর

মিশরী বিগ মিসরদেশীয়। 'মিশরী মুসলিমে ও বাঙালি মুসলিমে প্রচুর পার্থক্য।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

মিশরীয় [আ] মিসর+স ইয়া বিগ মিসরদেশীয়। 'মিশরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলক্ষ্য নহে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মিশোরি বিগ মিশরের বংশজাত। 'এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি।' রঞ্জিত, ১৯৪১।

মিশল হু মিশেল

মিশাওল বি মেসোলা। ওয়া, ১৭৮৫।

মিশানো, মিশান' [স] মিহ্রা> ১ কি মিহ্রিত করা। 'সব চৈতন্যের সোমকুশেতে মিশায়।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ কি মিলিত করা। 'সে গ্রাম মিশার আর সে গান করির শেষ।' রঞ্জিত, ১৮৮৩। মিশায় কি মিশণ করে। 'সব চৈতন্যের সোমকুশেতে মিশায়।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। মিশারে কি মিশিরে; মিহ্রিত করে। 'সোহাগা পঙ্কজ মিশারে, সোনাতে ধং ধরায়েছি।' রামতরঙ্গ, ১৭৮০। মিশায়া কি মিশিরে। 'চালু শুভ মিশায়া তুলিয়া রাখে ভালো।' রূপারস, ১৭৫০।

মিশে যাওয়া কি মিশিরে যাওয়া। 'বনফুলের মালায় গন্ধ বাকীশির তানে মিশে যায়।' রঞ্জিত, ১৮৮৬।

মিশান' বিগ মিহ্রিত। 'তাহাতে আরবী পারসী লব্ধ মিশান থাকে।' কলী, ১৯১৮।

মিশামিশি [স] মিহ্রা> ১ বি ধ্বজাধ্বজি। 'বেচাখেটি মিশামিশি করএ অবিশ্রাম।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি একটির সঙ্গে আরেকটির মিশে থাকা। 'পাড়ার পাড়ায় ট্রেনার্টেসি মিশামিশি, শ্যাম রূপের রাশি রাশি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বি মেসোলায়। 'জীলোক ও পুরুষের মধ্যে এত মিশামিশি হয় যে ...।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

মিশামিশি [স] মিহ্রা> বি মেসোলায়। 'দুই হকী মিশামিশি দশে দশে কবাকবি।' হ্যাগবেড, ১৭৭৮।

মিসামিসী [স] মিহ্রা> বি ঘনিষ্ঠতা। 'আজ বড়ই মিসামিসী খোশাখোশী।' মঙ্গলরস, ১৮৯০।

মিশাল [স] মিহ্রা> বিগ মিহ্রিত। 'তিন চারি সানের লবণ মিশাল থাকে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

মিশাল [স] মিহ্রা> বি মিহ্রিত দ্রব্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

মিশি, মিশী [আ] মিশি বি তামাকের তুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দাঁতের মাজন। 'মিশী দাঁতে খাবা মাথা, গোটি কোমরে হাতে বেরালা।' ভকসী, ১৮২৮। 'শরীর ভিগড়িকে, পইতে গোছা করে গলায়, দাঁতে

মিশি' হতোম, ১৮৬১। দ্র মিশি

মিশিকালো বিপ মিশির মতো কালো; ঘন কালো। 'মিশিকালো মোকোকালো নিকষ কালো চিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' অবন, ১৯২৫।

মিষি [আ মিশি] বি মিশি: তামাকের গুঁড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দাঁতের মাজন। 'দাঁত গেল মিষি কি ঘষিব দন্তমূলে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মিতক [স মিশ্র] বি মিশ্রতে গঢ়ি: স্বভাবত মিশ্রতে গছন করে এমন। 'অধিকাচরণ তেমন মিতক লোক নহেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মিতকে বি মিতক। 'তারা অনেক বেশি মিতকে।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

মিশেল, মিশল [স মিশ্র] বি মিশ্রণ। 'বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে, এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সম্ভেদ।' রবীন্দ্র, ১৯১৯; 'মানুষের মধ্যে মিশেল চলাছে, বনমানুষের মধ্যে মিশেল নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মিশোল ১ বি মিশেল; মিশ্রণ। 'ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি মিশ্রিত। 'পাটল রক্তের গাই গোলাটি আর মিশোল রক্তের বাহুর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মিশ্র' [স] ১ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীহৃদ্রাম মিশ্র কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি চিকিৎসক; যীমাসক। 'মানেএল, ১৭৪৩।

মিশ্র' [স] ১ বি একীভূত। 'মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়।' মাইকেল, ১৮৬২। ২ বি সংকর। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি মিশ্রণজাত। 'বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর বিত্তীয় নেই।' প্রমথ, ১৯২২।

মিশ্রকেশী বিণ জটায়ারী। 'মিশ্রকেশী, যার চারু কেশ দিয়া গড়ি নিগড়।' মাইকেল, ১৮৬২।

মিশ্রজাতীয় [স] বিণ সংকর জাতীয়। 'মিশ্রজাতীয় নেপালী ... সকলে আপন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মিশ্রভাষা বি বহু ভাষার মিশ্রণজাত ভাষা। 'বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর বিত্তীয় নেই।' প্রমথ, ১৯২২।

মিশ্রাঙ্গমাগধী [স মিশ্র-অর্ধ-মাগধী] বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... মিশ্রাঙ্গমাগধী শকা আভীরী শব্দী দ্রাবিড়ী ঔদ্রীয়া পাক্কাভাষা প্রাচ্য বাহিন্যকার্য্যিকা দাক্ষিণ্যভাষা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮০০।

মিশ্রিত [স] ১ বিণ মিশ্রানো। 'শ্রিত-কর্ণপ তাহাতে মিশ্রিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'স্রোতজলে যে সমস্ত কর্দমাদি মিশ্রিত থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বিণ অঙ্গভুক্ত। 'এ সমুদয় খোল আনাতে মিশ্রিত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মিশ্রিতভাবে [স] ক্রিবিণ মিলিতভাবে। 'এই রিমুর্তি মিশ্রিতভাবে জাত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

মিশ্রিতা [স] বিণ স্রী সংযুক্ত। 'গৌর নদী কাটািয়া আপন গঞ্জের নিকটবর্তি বহুধন্য নদীতে মিশ্রিতা করাইবেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

মিশ্রিসাঁচ বি শুকনা মিষ্টি খাবারবিশেষ। 'মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে চিনির ফেনা এলাচানান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মিশ্রী [আ মিশ্র] বি স্কটল্যান্ডের মতো দানাবাধা চিনি। 'চানাচুর চাটনি কি

মিশ্রী।' অন্ননা, ১৯৪৩। দ্র মিশ্রি

মিষ্ট [স] ১ বিণ মিষ্টি স্বাদে। 'ভাল মিষ্টপ্রসাদ লইয়া প্রভুকে নিবেদন করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মিষ্টান্ন। 'মুদ্রপবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ ক্রীতিদায়ক। 'নামটি বড়ো মিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ কোমল। 'দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিনী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি।' ভাঙ্গা, ১৯৪২। দ্র মিষ্টি

মিষ্ট অন্ন [স] বি পানেশ। 'ঘূতে পুরি খুরি/ মিষ্ট অন্ন বহুজনে।' মুকন্দ, ১৬০০।

মিষ্টঅন্ন [স মিষ্ট+স অন্ন] বি মিষ্টান্ন। 'মিষ্টঅন্ন পানে তারে করাল্য ভোজন।' মাদাধর, ১৫০০।

মিষ্টক [স] বিণ মিষ্ট। 'অখড়ক পিষ্টক খেতে অতি মিষ্টক।' অন্ননা, ১৯৪৩।

মিষ্ট জল [স] বি পানীয় জল। 'সেখানে লবণাধু ব্যতিরেকে মিষ্ট জল দুর্লভ ছিল।' দর্পণ, ১৮২০।

মিষ্টতম [স] বিণ শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট। 'তনিত্তেই বাণী - মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে।' মাইকেল, ১৮৬৫।

মিষ্টতা [স] বি মধুরতা। 'মিষ্টতা আহার হেতু আরো মনোহর।' দীনবন্ধু, ১৮৬৫।

মিষ্টত্ব [স] বি মধুরতা। 'মধুর মিষ্টত্ব ও উৎকৃষ্টতা।' তারিণী, ১৮০৩।

মিষ্টপ্রয়োগ [স] বি নির্ভুল প্রয়োগ। 'সংস্কৃত শব্দের মিষ্টপ্রয়োগ না হলেও দুষ্টপ্রয়োগ নর।' প্রমথ, ১৯১৩।

মিষ্টবচন [স] বি মিষ্টি কথা। 'ভূট করেন মিষ্ট বচনেতে।' ভবানী, ১৮২৫।

মিষ্টবাক্য [স] বি মধুর কথা। 'প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ/ চিত্ত কিরি লেল কহে মধুর বচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অনুবর্তী গণের এই মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মিষ্টভাষা [স] বি মধুর কথা; সুবকর কথা। 'টান যখন মরণ-হাসি বল নাকো মিষ্টভাষ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মিষ্টভাষিনী [স] বি স্ত্রী মিষ্টি কথা বলে যে। 'শান্ত শিষ্ট মিষ্টভাষিনী।' রোকেয়া, ১৯০৪।

মিষ্টভাষিতা [স] বি সুন্দর কথা বলার গুণ। 'মহারাজের ... কি অমরিকতা। কি মিষ্টভাষিতা।' মাইকেল, ১৮৭৩।

মিষ্টভাষী [স] বি মুখের ভাষা মিষ্টি যার। 'বিশেষতো মিষ্টভাষী ও উচ্ছন্ন দাতা।' দর্পণ, ১৮২২।

মিষ্টমুখ [স] ১ বি মিষ্টান্ন ভোজন। 'একটু মিষ্টমুখ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি আনন্দিকতাপূর্ণ ভাষা। 'বাড়িতে গিয়া মিষ্টমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মিষ্টমুখো বিণ মধুরভাষী। 'অর্থাৎ ও শার্শপর্ণ খোশামুদে মিষ্ট মুখো।' দর্পণ, ১৮২১।

মিষ্টবাদ [স] বি মিষ্টির মতো লাগে এমন বোধ। 'লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিলে, সমুদায় জল, লবণ বা মিষ্টবাদ হয়।' অক্ষর, ১৮৫২।

মিষ্টাই [স মিষ্ট] বি মিঠাই। 'দধি দুধ মিষ্টাই জ্বতেক প্রকার।' মাদাধর, ১৫০০।

মিষ্টান্ন

মিষ্টান্ন [স মিঃ] ১ বি মিষ্ট বাদযুক্ত। 'কতু নাহি খাই এয়ে মিষ্টান্ন বানান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পায়ের। 'মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া থাকেন।' কৈরী, ১৮০১। ৩ বি মিষ্ট দ্রব্য। 'হালিহরুরা মিষ্টান্ন শর্যৎ বেটিতেছে।' রামরায়, ১৮০১।

মিষ্টান্ন [স মিঃ] বি পায়ের; মিষ্টান্ন। 'মিষ্টান্ন দধি সৈরা ভুজায়ার তিরে।' মালখার, ১৫০০।

মিষ্টালাপ [স] বি মধুর আলাপ। 'তাহারদানের সহিত মিষ্টালাপ ও প্রশংসা আদি নানা আলাপ বিলাপ করিবা।' ভবানী, ১৮২৮।

মিষ্টার [হি] বি নামের আগে সমানসূচক উপাধি। 'আমাকে খিখাবাদী বলিলেন মিষ্টার ভাঙিঙ্গ।' রোকেয়া, ১৯২২।

মিষ্টি [স মিঃ] ১ বিণ মিষ্টত্ব আছে এমন। ওর্দা, ১৭৮২। ২ বি মিষ্টি বাদ্য। ওর্দা, ১৭৮২। ৩ বিণ আমরিক; কিনরী। ওর্দা, ১৭৮৫। ৪ বিণ সুমধুর। 'ছেলেটির কথাগুলি যে মিষ্টি।' উমেশ, ১৮৫৭। ৫ বিণ আরাগদায়ক। 'শীতকালের দুপুরবেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বিণ আনন্দের ঘোষণা। 'সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ বি মাধুর্য। 'মনে ঠিক ছেনো আসল মিষ্টি -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৮ বিণ শ্রীভিষায়ক। 'কবার মতো মিষ্টি অংশ অনেকখানিই হবেক ধরেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৯ বিণ ভুক্তিকর। 'গভীর ভুক্তার পর এই এক চুমুক জল, সে কত মিষ্টি।' নজরুল, ১৯২২। ১০ বিণ মিষ্টি।

মিষ্টি আলু বি মিষ্টি বাদযুক্ত এক প্রকার আলু। 'বনের কঁকরোল কি মিষ্টি আলু।' বিজুতি, ১৯৩৮।

মিষ্টিমধুর [স] বিণ সুমধুর। 'মিষ্টিমধুর আশার কবার জন্য বাবা করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

মিষ্টি মিষ্টি ১ বিণ আকর্ষণীয়। 'সুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বলব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিণ হাস্যোক্তক ও কোলাহল। 'সেই যে বারবী-চুল্লুয়াল্লা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।' মুজতবা, ১৯৪৯।

মিষ্টিমুখ [স মিঃ] মিষ্টি মুখ। 'মিষ্টান্ন ভোজন। 'এখন কিছু মিষ্টিমুখ করবে চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মিষ্টিমুখী [স মিঃ] মিষ্টিমুখী বিণ মধুর ভাষার কথা বলে এমন। 'তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মিষ্টিরোস বি উপভোগ্য রোস। 'শীতের মিষ্টিরোস ইচ্ছার নেড়ে গ্রাসেণ্ডে।' ওয়ালী, ১৯৩৪।

মিষ্টি লাগা কি ভালো লাগ। 'তার মোটা মোটা ফুলো হাটটা গায়ের উপর এমন মিষ্টি লাগে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৯।

মিষ্টলোভী বিণ মিষ্টির জন্য লোভশীল। 'সেই রাসের কঁটার সঙ্গে এমন মিষ্টলোভী পিগড়া ...।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৪৮।

মিষ্টিক [হি] বি অতীন্দ্রিতা; বহস্যময়তা। 'এখানে মিষ্টিক আসে।' অরিন্দ্র, ১৯৩৯।

মিস^১ [স মিঃ] বি মিল। 'রাজার পাইকে সামুর পাইকে হইল মিস।' বিজয়, ১৬৫০।

মিস^২ [হি] বি অববাহিতা মেয়ের আখ্যা। 'একটা ঈজনিং পার্টতে মিস-আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

মিসি বাবা [হি মিস+বাবা] বি অববাহিতা গ্রন্থকন্যা। 'গান গায়ে মিসি বাবা তনিনা ওখায় হাওয়া।' নজরুল, ১৯৩০।

মিস^৩ [আ মিসি] বিণ বোর মিসর ভোজ্য। 'টাকপড়া, মিসকালো এবং

বিপুল শরীর তাঁর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মিসকালো [আ মিসি+কালো] বিণ মিসির মতো কালো; গাঢ় কালো। 'টাকপড়া, মিসকালো এবং বিপুল শরীর তাঁর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মিস করা [হি মিস+করা] কি আরোহের বার্থ হওয়া। 'লন্ডনে যাবার সময় দেবাহ ট্রেন মিস করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মিসকিন [আ] ১ বি নিঃশে ব্যক্তি। 'হজরতের নাম তসবি করে/ যাব রে মিসকিন বেশে।' নজরুল, ১৯৩২। ২ বিণ নিঃশে। 'আমরা গরিব, ভিক্ষুক, মিসকিন।' নজরুল, ১৯৪১।

মিসকিনী [আ মিসকিন] বি দুষ্প্রভাভাতা; দুরবস্থা। 'মুফলেসী আর মিসকিনী কি মুসলিমের কিসমতী?' মাহেনও, ১৯৪৯।

মিসতিরি [গ] বি মিষ্টি; কাহিন্যর। 'একজন মিসতিরি অস্ত্র তৈরি করত।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি মিষ্টি।

মিসদরি, মিসদরী [হি] বি ক্রিষ্টধর্ম প্রচারক। 'মিসদরি প্রভৃতি খ্রীষ্টানেরদিগের দিক্ত অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯। 'পালে পালে মিসদরীপন দেশ দেশান্তর বিধিত হইয়া ...।' মশাররফ, ১৮৮৯। ৩ বি মিশন।

মিসিনরি [হি] বি ক্রিষ্টধর্ম প্রচারক। 'মিসিনরির পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

মিস্যুরি [হি] বিণ ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারক। 'মিস্যুরি খ্রীষ্টানেরদের রচিত গ্রন্থের নাম অখ্যাত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

মিস্যুতুন [হি] বি দুর্ভটনা। 'একটা মিস্যুতুন না হয়ে যায় আজ।' নজরুল, ১৯৩০।

মিসমার [আ মিসমার] বি ধরেন। 'মিসমার হল তোমার ইরাক শাম।' নজরুল, ১৯২৮।

মিসমিসে [স মসী] বিণ গাড়। 'একটা মিসমিসে কালো গাড়নের উপর একটি ডগডগে হলেস জ্যাকেট।' প্রথম, ১৯১৫।

মিসর [আ] বি আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত দেশবিশেষ। 'মিসর দেশীয়েরা এমন বা অসিরিসকে, ... অসীরি করিয়া আসিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি মিশর।

মিসরতল্লাজ [আ মিসর+স তল্লাজ] বি মিশর দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'মিসরতল্লাজেরা বলিয়া থাকেন ...।' বক্তৃতা, ১৮৭৫।

মিসরী [আ] ১ বি মিশর দেশের অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী তুরকী হাবসী রবী বোরাসানী উল্লেখকী সকল।' আলোচন, ১৬৮০। ২ বিণ মিশরদেশীয়। 'শুভির মিসরী বীজ মনুষ্যের যথার্থ্যতি মজে ... চোটায়ে।' সুবীন্দ্র, ১৯০৭।

মিসরী শব [আ মিসর+স শব] বি মমি। 'সমাহিতে ছিল সংযোগন যে মিসরী শব।' সুবীন্দ্র, ১৯০৮।

মিসরি [আ মিসর] বি জম্মাট বঁধা চিনি। 'মালোএল, ১৭৪৩। ২ বি মিষ্টি। মিসল [আ মিসল] বি মিহলি। 'মিসল মাফিক ঐ রাজবাটার দ্বার আর কোশপানীর কুটার সমুদ্র রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া এ দুই ক্রোশে ফিরিয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

মিসানো [স মিঃ] কি মিস্রিত করা। 'বতে মিসাইয়া রাক্ত করজার কল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শিখারো।

মিসি [আ] বি তামাকের ওড়া ইত্যাদির তৈরি দৈত্যের মাফকবিশেষ। 'পৌপ ছাটোয়া দাঁতে মিসি দিয়া ... বেড়াইতে লাগিল।' দর্পণ, ১৮২১।

মিসিএছ [হি মেসানী] বি মিসটারের বহুবচন। 'মিসিএছ ফেরলি এ কো ...'

ক্যালগে, ১৭৯১।
মিসিল [আ মিছিল] বি সভা। '১১ আক্টোবর বুধবারে কলিকাতার হুদ্রক সোসাইটির তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০।
মিসিল, **মিসাইল** [হি] বি কেশপাশ। 'এয়ার-ই-এয়ার মিসিল পাওয়ারও প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৩।
মিসেস [হি] বি বিবাহিত নারীর উপাধি বিশেষ। 'মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে দিয়ে যাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।
মিসিস [হি mistress, Mrs] বি বেশম; শ্রীমতী। 'মিসিস এনি বেশমের 'ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়।' রোকেয়া, ১৯২২।
মিস্টার, মিসটার [হি Mister, Mr] বি ভ্রূলোকের পদবি; ভ্রূলোকের নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক ইংরেজি শব্দ। 'মিস্টার নন্দীর ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। 'তবুই মিসটারস এবং থাউস।' শিবরাম, ১৯৪০।
মিস্টিক [হি] ১ বিপ্ রহস্যময়। 'পাইতেছি সেই একই অধ্যাত্ম জগৎ, রহস্যলোক মিস্টিক আনন্দোন্মাদ।' সবুজ, ১৯২১। 'পুরুষ একদিন ছিল মিস্টিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিপ্ অতীন্দ্রিয়বাদী। 'তাত্ত্বিক উপাসনা মিস্টিক ইহলী কালা ইশার পরোখান।' কীর্ত্তন, ১৯৪৪।
মিস্টিরিয়স [হি] বিপ্ রহস্যজনক। 'কবিত্বশক্তি অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ মিস্টিরিয়স।' প্রমথ, ১৯২৭।
মিস্ট্রিনজ [হি] বি অতীন্দ্রিয়বাদ। 'এ সকল কথা মিস্ট্রিনজম।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
মিট্রি [পা] বি বেলনাম-বিশেষ। মের্স, ১৭৬৮।
মিট্রি, মিট্রি, মিট্রিরি [পা] ১ বি করিশণ। 'অনেক শোরা বাড়ুই মিট্রি হইয়া এ ব্যবসায় ডকন।' দর্পণ, ১৮৩০। 'রাজমিট্রির বেশপরিয়াহ ও কর্কি ধারণ পূর্বক ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি রাজমিট্রি। 'মাঠের ধারে গড়েছে মিট্রির হৃদয়বাড়ি।' শক্তি, ১৯৬৫।
মিট্রিগিরি, মিট্রিগিরি [প মিট্রি+ফা গিরি] বি মিট্রির কাজ। 'বার্দ কোন্দানির করবানায় প্রথমে মিট্রিগিরি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। 'মনে আছে দানার মিট্রিগিরির কথা।' নবদেব, ১৯৪৯।
মিহরাব [আ] বি মসজিদের কাব্যমুখী কুশি। 'পশ্চিম সেওয়ালে মিহরাব তোলা হয়।' মাহেনগ, ১৯৪৯।
মিহি, মীহি [ফা মিহিন] ১ বিপ্ সুস্থ। *ম্যানেওল*, ১৭৪৩। ২ বিপ্ পাতলা। 'মিহি সোমুরা তিন হাজার খান নয়ানযুক কাপড় সাত সওখান গুড়ান ছয় লৌকা।' ওর্সী, ১৭৮২। 'উন্ময় মিহি কাপড় পরিধান করিবা তাহাতে যেন নীরের সোমাদি এবং নিতম্বের প্রতি ভূতি দেখা যায়।' ভবানী, ১৮২৮। 'মীহি মলমল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বিপ্ নরম; মসৃণ। ওর্সী, ১৭৮২। ৪ বিপ্ সর। 'মিহি কোমর বাঁধো কবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বিপ্ কোমল; মৃদু। 'গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।
মিহিদানা [মিহি+ফা দানব] বি মিটারবিষয়। 'সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ।' বঙ্কিম, ১৮৭৭।
মিহিসুন্দর [মিহি+স সুন্দর] বিপ্ মৃদু স্বরসুন্দর। 'মজিদ হঠাৎ পোনে লোনাদি মিহিসুন্দর হাসির স্বর।' ওরফী, ১৯৪৮।
মিহিসুর [মিহি+স সু] বি কোমল সু। 'মিহিসুরের মহাকবি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মিহিসুরী [মিহি+স সু+র] বিপ্ কোমল সুবিশিষ্ট। 'জ্যেষ্ঠ বো'র মন মিহিসুরী গানে উজালীর বাক্যে ধায়।' জগদীশ, ১৯৫১।
মিহিন [ফা মিহিন] বিপ্ স্নিগ্ধ। 'ভরে দে এই মিহিন হাওয়া।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।
মিহির [ফা] বি সূর্য। 'মিহির গ্রন্থাবে যেন নিশাকর গ্রন্থ।' আশাওল, ১৮৮০।
মিহির-কিরণ [স] বি সূর্যের আলো। 'মিহির-কিরণে ওগো তবিল পিনির।' নজরুল, ১৯২২।
মীটিস [হি] বি একটি গ্রন্থের নাম। 'প্রধান নর গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফোবা, বিটোরিয়া, বেনা, আইরিস, মীটিস ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।
মীঠ [স মিঠা] বিপ্ মিঠ। 'হয় না সুবিধা রস তীত কি মীঠ।' বিদ্যাপতি, ১৪৭০।
মীথলজি [হি] বি পুরাণ। 'অদিম মীথলজি হাড়া ইন্ড্রিয়গোচর বিশ্বকর্পুতিও আধুনিক কবিদের মনে সার্থক প্রতীকের বহু উপাদান যুগিয়েছে।' শিব, ১৯৭০।
মীন [স] ১ বি মাছ; মন্ড্য। 'বেদ উদ্ধারিত কৈলো মীন অবতার।' বহু, ১৪৫০। ২ বি রাশিচক্রের একটি রাশি। 'কুন্ড মীন আদ্য চক্র মধ্যে স্থিতি হই।' সুলতান, ১৭০০।
মীনকল্যা [স] বি মন্ড্যকল্যা। 'জন্মমার্গে মীনকল্যা করিলা গমন।' বহু, ১৪৫০।
মীনরাজ [স] বি মাছের রাজা। 'মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।' ওষ্ঠ, ১৮৫৮।
মীন-শিকারী [স মীন+ফা শিকারী] বি বড়শি দিয়ে মাছ ধরে যে। 'মন-ভিখারী মীন-শিকারী নুনের পানে চায়।' নজরুল, ১৯০২।
মীনাবাজার [ফা] বি প্রদর্শনী বাজার। 'সংকর্ষীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মীনাবাজারটি সাফল্য লাভ করে।' কোম, ১৯৬৬। 'মীনাবাজারের কোলে গজীর হাজ্যাক।' শক্তি, ১৯৬৯।
মীমাংসক [স] বি (হিন্দুধর্ম) মীমাংসাদর্শের শাস্ত্রী। 'তাত্ত্বিক মীমাংসক ম্যাক্সমিলিয়ান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।
মীমাংসানী [স] বিপ্ মীমাংসা করা যায় এমন। 'সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসানী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।
মীমাংসা [স] ১ বি দর্শন বিশেষ। ওর্সী, ১৭৮৫। 'ব্যাকরণ দুই সংগ্রন্থও ন্যায় এক। ও মীমাংসা এক।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সিদ্ধান্ত। 'রিপোট এবং ভূতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহার চুখক ইসসেকী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি সমস্যা সমাধান। 'কোন ব্রীকে এক প্রেসেলিকার গ্রন্থ করিলে তাহার মীমাংসা জন্য তিনি দিবানিশি উৎকর্ষিতা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।
মীর [ফা] বিপ্ প্রধান। 'বিচারদায়েকর মীর মুন্সী অর্থাৎ কর্ণকর্তা হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮০১।
মীরমুন্সী [ফা] বি প্রধান কেহানি। 'যদি সিরিশতাদার মীরমুন্সী পেশবার নাজীর ইত্যাদির কর্মাকাক্ষী হইয়া ...।' চট্টপত্র, ১৮৩৩।
মীরজাক্ষর [ফা] বি বিদ্যাসম্প্রদায়ক। 'নেপথ্যে মীরজাক্ষর বঙ্কিম গৌকের নিচে মুচকি হাসেন।' শমসুন্দর, ১৯৭২।
মিরজাক্ষরী বিপ্ বিশ্বাসঘাতক মতো। 'অন্যথা কর্ণকারীরাও যেন মিরজাক্ষরী ভাব নিলো।' আলোর মুখ, ১৯৭১।

মীলা [স মিল>] কি মিলিত হওয়া। মীলব কি মিলবে। 'কত কত জনক পুন ফলে মীলব সে হেন গণবতী রাখা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
মীলল কি মিলিত হলো। 'সহচরী সনে ধনি মীলল তাহি।' শেখর, ১৬০০।

মীলা কি উল্লীলিত করা। 'দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মীলিত [স] বিণ বোঝা। 'দিনের চোখ মীলিত।' নীরেন, ১৯৫৬।

মু [স মুখ] বি মুখ। 'কর্ণুর তামূল বিনা সুখাইল মু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মু-শশী [স মুখশলী] বি মুখরূপ শশী; চাঁদমুখ। 'ভেরেছে বে-দাগ মু-শশী।' নজরুল, ১৯২৮।

মুআজ্জিন [আ] বি (ইসলাম) আত্মন দেয় যে। 'তোমার ভাকে জমালো জামাত মুআজ্জিন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মুই সর্ব আমি। 'মুই কৃষ্ণ কোলে বসি।' বড়ু, ১৪৫০।

মুখ [স মুখ] বি মুখ। 'নই নিতান্ত মুখ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মুক [স মুখ] বি মুখ। 'কপড়ে চাপিয়া মুক ঢাকে কলেবরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
মুখ

মুক করা কি গালাগাল করা। 'কত্তা মুক করেছেন?' উমেশ, ১৮৫৭।

মুকের অমৃত বি গুড়। মানোদ্য, ১৭৪০।

মুকত [স মুক্ত] বিণ খোলা। 'মুকত মাথার চুল রাশি সব ব্যাকুল।' মালধার, ১৫০০।

মুকতি, মুকতী [স মুক্তি] ১ বি পরিভাষা। 'যে দেব স্মরণে পাণ বিমোচনে সেবিল হও মুকতী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ মুক্ত। 'কেমন উপাই হৈব মজ্জন মুকতি।' বাহরায়, ১৬৫০।

মুকুতি [স মুক্তি] বি মুক্তি; পরিভাষা। 'মইলৈ মুকুতি কিবা সুপদুর জাইএ।' বড়ু, ১৪৫০।

মুকল [স মুক্ত] বিণ মুক্ত। 'চিত্তরায় সহাবে মুকল।' চর্চা ৩২, ১২০০।

মুকলিত [স মুক্ত] বিণ মুক্ত। 'মুকলিত দ্বার অভ্যন্তরে অনুগারী।' আলোড়ল, ১৬৮০।

মুকাই বি ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। 'হেন কালে আসিল তথা মুকাই ব্রাহ্মণ।' বিজয়, ১৬৫০।

মুকানো [স মুক্ত] কি মুক্ত করা। মুকাইতে কি প্রকাশ করতে। 'মুকাইতো না পারে মুনাক্ষে কয়িত।' সুলতান, ১৭০০। মুকাইয়া কি মুক্ত করে। 'সিকা মুকাইয়া ভাত খাই জমুনায় তিরে।' মালধার, ১৫০০।
মুকাইল কি মুক্ত করলো; খুলে দিলো। 'ত্রৌপদি মুকাইল কেস পন লৈল বিসেস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মুকাম [আ মাকাম] বি সদর। 'যথায় আলিক মুকাম বাড়ি সফিউল্লা তাহার সিঁড়ি।' লালন, ১৮৯০।

মুকি [স মুখী] বি কন্দবিশেষ। 'উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মুকুজ্জেশ্বরাই বি মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 'টিপ্লি কেটে হাসলেন মুকুজ্জেশ্বরাই।' বনফুল, ১৯৩৬।

মুকুট [স] ১ বি শিরোভূষণ। 'মুকুট ভূগির্জা সব পেলাইবো।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সেরা অলংকার। 'অব ধৈর্য দেববীর্য। নন্দ্রতা তোমার সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তরির পুরস্কার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মুকুটচূড়া [স] বি শীর্ষচূড়া। 'আমার শ্যামের মুকুটচূড়া শিখী/ নেচে

ফেরে বন-ভবনে।' নজরুল, ১৯২৯।

মুকুট-পরা বিণ মুকুট পরে আছে এমন। 'চাঁদের মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মুকুটমণি [স] ১ বি মুকুটের মণি। 'ভারতের আত্মানন্দমুখ, ভক্তমণির মুকুটমণিধরুণ, সম্রাট সাজাহানের অভুলকীর্তি তাজমহল।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি পরম মন্যমান বস্তু। 'এই যে আমার ব্যথার ধনি জোশাবে ওই মুকুট-মণি - মরণদুখে জাগাবে মোর জীবনগুডে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মুকুটমণ্ডল [স] বি মুকুট-চূড়া। 'পদ্মনিধি মুকুটমণ্ডলে।' রূপরাম, ১৭৫০।

মুকুট-মাধে ক্রিবিণ মুকুট মাথায় দেওয়া অবস্থায়। 'মুকুট-মাধে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মুকুটিত [স] বিণ মুকুটের মতো শোভমান। 'তাঁহার চরিত্রগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মুকুটি [স মুটি] বি মুটি। 'মারিল মুকুটি ভিত্তি আপনা শক্তি।' সুলতান, ১৭০০।

মুকুত [স মুক্ত] বিণ খোলা। 'গোড়বেশ মুকুত কেশ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মুকুতা [স মুক্তা] বি মুক্তা। 'গিএ তোর/ মুকুতার হার।' বড়ু, ১৪৫০।

মুকুর [স] বি আয়না। 'মুকুর লই অব করই সিঁহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মুকুল [স] ১ বি অধ্বিকশিত ফুলের কলি। 'আমার মুকুলে নাই পাএ মধুসূর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পুষ্পমঞ্জরি। 'চুত মুকুল কুল সুলভানলিকুল গুন গুন রঞ্জন গানে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মুকুলি [স মুকুল>] বিণ ফুলের মতো। 'সুখে ডগমগ মুকুলি মন।' নজরুল, ১৯২৮।

মুকুলিকা [স] বি ছোটো কুঁড়ি। 'গীত ভড়িত বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুকুলিত [স] ১ বিণ অর্ধ-প্রস্কুটিত। 'মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ বিকশিত। 'কুচমুগল মুকুলিত না হইতে হইতেই বিবাহ দিবে, এই বিধি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মুকুল [স মুক্তা] বিণ মুক্ত। 'পিঙ্কর হইতে পঙ্কী হইল মুকুল।' আলোড়ল, ১৬৮০।

মুকুলা [স মুকুল>] কি মুকুল ধারণ করা। মুকুলিল কি মুকুল ধারণ করলো। 'আমু জামু মুকুলিল ভরে নৌখাইল ডাল।' বড়ু, ১৪৫০।

মুকোস [স মুখ-কোষ] বি মুখোশ। 'পন্নালোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সন্মোর রম্যমিতে নাবলেন।' হেতুয়, ১৮৬১।
মুকুশোণ

মুক্ত [স] ১ বিণ নিষ্কৃতপ্রাণ। 'দাঁপে মুক্ত লৈল দুই কুবের নন্দন।' মালধার, ১৫০০। ২ বিণ অব্যাহিত। 'মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব করি কৃষ্ণ ভঞ্জে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ চাপ। 'সাহেবের দ্বারা মুদ্রাভ্রম মুক্ত হওনোপকার চিত্রস্মরণার্থ যে অট্টালিকা নির্মাণকরনের কল্প হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ৪ বিণ খোলা। 'পাঠশালা রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন ... মুক্ত থাকিয়া ... বিদ্যা শিক্ষা হয়।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৫ বিণ অব্যাহিতপ্রাণ। 'শ্রীমত আদাম সাহেব টেনিসের কিমিটির ক্রেশনকর কর্মহইতে মুক্ত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৮৮। ৬ বিণ অব্যাহিত; উদার। 'চিত্র যথো ভয়শূন্য, উচ্চ যথো শির, জ্ঞান যথো মুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বিণ স্বাধীন। 'তা হলে আমি মুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৮ বিণ দ্বীকৃত। 'মুক্ত করো ভয়।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৯ বিণ বিযুক্ত। 'কমিউনিজমের দূষিত আবহাওয়া থেকে ... সমাজকে মুক্ত রাখতে

অনুরোধ।' বেগম, ১৯৪৮।

মুক্ত-ইচ্ছা [স] বিণ স্বাধীন। 'বিশ্বশালীও মুক্ত-ইচ্ছা নয়।' বুক, ১৯৫৫।

মুক্তকাজ [স] ১ বিণ কাছাখোলা। 'মুক্তকাজ হইয়া উর্ধ্বধাসে ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ হস্তদস্ত; অতি ব্যস্ত ও ব্যাকুল। 'মুক্তকাজ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।' মুলতরা, ১৯৫২।

মুক্তকর্তা [স] বি উচ্চকর্তা। 'আমি মুক্তকর্তে বলিতে পারি।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'চুড়ত সাহেবকে মুক্তকর্তে শত শত ধন্যবাদ।' সূ্যাবর্ষণ, ১৮৫৫।

মুক্তকুপাশ [স] বি কোষমুক্ত তরবারি। 'মুক্তকুপাশে পুরস্কক ভখনি ছুটিয়া আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মুক্তকেশ [স] বিণ চুল খোলা আছে এমন। 'চতুর্ভুজ মুক্তকেশ করেছে বর্ণর।' যানিকরায়, ১৭৮১; 'মুক্তকেশ, ম্লান বেশে, সজল নয়নে?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মুক্তকোশা [স] বিণ ক্রী চুল খোলা এমন। 'বিস্রুত আকুল দেহে মেঘপ্রায় তুমি মুক্তকোশা।' আহসান, ১৯৫৯।

মুক্তকেশী [স] বিণ ক্রী চুল খোলা আছে এমন। 'মুক্তকেশী মহামেঘবরনা দন্তরা।' ভারত, ১৭৬০; 'একটি মুক্তকেশী ক্রীকে বসাইয়া দিয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

মুক্তচিত্ত [স] বিণ উদারমনা। 'মুক্তচিত্ত দ্রোহী ও নাস্তিক মানববাদীর অনুপস্থিতি ...।' শরীফ, ১৯৭০।

মুক্তজীবন [স] বি বহনজনীন জীবন। 'মানুষের মুক্তজীবনের প্রবাহ চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মুক্তজ্যোতি [স] বি উদার দৃষ্টি। 'তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতি বিক্ষরিত।' নজরুল, ১৯২২।

মুক্তজাত [স] বি স্বাধীনতা। 'জন্মের ঘরা যে মুক্তজাত প্রাপ্তি হয় তাহা দাসত্বের অত্যন্ত উজ্জ্বলবাহা হইতে ভাল।' তারিণী, ১৮০৩।

মুক্তদৃষ্টি [স] বি বাধাহীনভাবে দেখার ক্ষমতা। 'একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

মুক্তধার [স] বি খোলা দরজা। 'এবে মুক্তধার তোমার আমার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মুক্তধর্ম, **মুক্তধর্ম্য** বি সামাজিক বন্ধন নেই এমন ধর্ম। 'অনাচারের সহায়ে মুক্তধর্ম, খোর তমিহ্রের সহায়ে দিব্যজ্যোতি, নরকের সহায়ে স্বর্ণলাভ করাই তাত্ত্বিক সাধনা।' সবুজ, ১৯১১।

মুক্তধারা [স] ১ বিণ অব্যব প্রবাহমুক্ত। 'মুক্তধারা বরনাকে বেঁধেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বি গঙ্গা নদীর উৎস। 'মোরা মুক্ত-ধারার ঝাঝল।' নজরুল, ১৯২৫।

মুক্তপক্ষ [স] ১ বিণ প্রসারিত পাখাবিশিষ্ট। 'মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিত্রাইল।' নজরুল, ১৯২৪; 'মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বি মুক্ত পাখি। 'অতএব আমি মুক্তপক্ষ।' নজরুল, ১৯২৭।

মুক্তপথ [স] বি বাধাহীন পথ। 'আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি।' প্রমথ, ১৯১২।

মুক্তপাট [স] বিণ দরজা খোলা আছে এমন। 'নগরীর মুক্তপাট গ্রহের সোকায়ে।' শাহমুদ, ১৯৬৩।

মুক্ত-পিঙ্গর [স] বিণ খাচা থেকে মুক্ত। 'বাহিরি মুক্ত-পিঙ্গর বুনে গাখি।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্ত পুরুষ [স] ১ বি স্বাধীন পুরুষ। 'মুক্ত পুরুষ পুরাণপুরুষ সময় পুরুষ।' জীবন, ১৯৪০। ২ বি উদার মনের মানুষ। 'দুইজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ।' শরীফ, ১৯৭০।

মুক্তবন্ধ [স] বিণ বন্ধনমুক্ত। 'এস দুর্জয় শক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

মুক্তবন্ধন [স] বিণ বন্ধন থেকে মুক্ত। 'মুক্তবন্ধন সঙ্গুর তব করক বিশ্ববিহার।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মুক্ত-বিহার [স] মুক্ত-বিস্তার। বিণ মুক্ত ও বিকৃত। 'জ্ঞানো বেদন নিয়ে, পল্লি-শিতর মুক্ত-বিহার প্রাণ নিয়ে।' নজরুল, ১৯২২।

মুক্তবিলাস [স] বি উচ্ছাস। 'নরককে নরক জানে বলিয়াই নরকের মধ্যে যাহার প্রাণের আনন্দ ও মুক্তবিলাস।' সবুজ, ১৯২০।

মুক্তবুদ্ধি [স] বিণ মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন। 'নজরুল-সাহিত্য মুক্তবুদ্ধি সাহিত্য সৃষ্টি হলে।' আজাদ, ১৯৩৭।

মুক্তবুদ্ধি [স] ১ বি উদার বুদ্ধি। 'ধর্মপ্রাণনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বিণ উদার বুদ্ধিসম্পন্ন। 'মুসলিম এবং মুক্তবুদ্ধি হিন্দু সাহিত্যিক সমাজের কর্তব্য।' কুলকুল, ১৯৩৬।

মুক্তবেণী [স] ১ বি উন্মুক্ত শ্রোত। 'মুক্তবেণী এ রিধারা। মুক্ত-বেণী-পারে তারা।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি খোলা চুল। 'মুক্তবেণী পিঠের পরে পোটে।' ভারত, ১৯০০। ৩ বিণ খোলা চুলওয়ালা। 'আজ মুক্ত-বেণী মেয়ে একাকী চলে।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তব্যাপি [স] বিণ রোগমুক্ত। 'বেঁচে আছি, মুক্তব্যাপি হবোই কোনদিন।' সিকান্দার, ১৯৬০।

মুক্তরূপ [স] বি কৃত্যহীন ভাব। 'সুখাটু পিয়ো আপন মনে মুক্তরূপে নিয়ে তাহারে জানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মুক্তরোষ [স] বিণ বাধাহীন। 'শক, হুণ, মেগাল, পাঠান কত শত অসিয়াছে মুক্তরোষ বন্যা সম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মুক্তলক্ষা [স] বিণ লক্ষ্যমুক্ত। 'ফিরিছেন মুক্তলক্ষা ডয়নীনা প্রসন্নহাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

মুক্তশ্রোত [স] বিণ বাধাহীন শ্রোতমুক্ত। 'মুক্তশ্রোত গিরিনির্ভরের তলে।' বিজিত, ১৯৩১।

মুক্তহস্ত [স] ১ বি দরজা হাত। 'যাহা পায় মুক্তহস্তে তৎক্ষণাৎ ব্যয় করিয়া বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বিণ স্বতঃকৃত্যতা। 'মুক্তহস্তে লিখতে পারি নে।' প্রমথ, ১৯১৭।

মুক্তহস্ততা [স] বি দানশীলতা। 'দরিদ্রতা দূরকরণার্থ মুক্তহস্ততা প্রকাশকণ।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মুক্তহস্তা [স] বিণ ক্রী অকৃপণ। 'মোরা মুক্তহস্তা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

মুক্তহৃদয় [স] বিণ উদারচিত্ত। 'আমাদের মুক্তহৃদয় শিতামৎগণ ধ্যান করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মুক্তা [স] বিণ ক্রী মুক্ত; উদ্ধার। 'এ সঙ্কট হইতে মুক্তা করিতে পারি।' রামরায়, ১৮০১।

মুক্তাঞ্চল [স] বি শব্দেসন্যামুক্ত অঞ্চল। 'সিনেটের মুক্তাঞ্চলের কোন এক স্থানে ৪০ শস্যাবিশিষ্ট একটি দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে।' সাপ্তাহিক বাংলা, ১৯৭১।

মুক্তাঙ্গা [স] বি মুক্ত আঙ্গা। 'তাহা হয় মুক্তাঙ্গার প্রশংসা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

মুজাব্বতিতা

মুজাব্বতিতা [স] বিশ্রী অবগঠনমুক্ত। 'মুজাব্বতিতা মেজোবুকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল।' নজরুল, ১৯৩০।

মুক্তি [স] বি মুক্তির ভিতরে জন্মে এমন মণিবিশেষ। 'সুরঙ্গ অধর মুক্তা জিনিয়া দশন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মুক্তাকর্ণা [স] বি মুক্তার কণিকা; ক্ষুদ্র মুক্তা। 'এসে মুক্তাকর্ণায় তুমি মুক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মুক্তাপীতি [স] মুক্তাপঙ্ক্তি। বি মুক্তার সারি। 'মুক্তাপীতি জিনিএরা দশন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুক্তাফল [স] বি মুক্তারূপ ফল। 'মণিক ফুড়িয়ে পেয়েছি গো আমি বিশেষ মুক্তাফল।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

মুক্তাময় [স] বিশ্রী মূল্যবান রত্নের মতো। 'তিল ফুল জিনি নাসা পীম্বু জিনিএরা ডাধা মুক্তাময়ি রতনের পীতি।' রূপরায়, ১৭৫০।

মুক্তাময় [স] বিশ্রী মুক্তা দিয়ে অলঙ্কৃত। 'মুক্তাময় ফুলে পরান ফুলকুলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মুক্তামানিক [স] মুক্তা-মণিকা। বি মূল্যবান রত্নাদি। 'মোর ভিক্সা জ্বলি হতে মায়ার/মুক্তামানিক নে মা তুলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মুক্তামালা [স] বি মুক্তার মালা। 'পীতাম্বর ডিঙ্গিছুটি মুক্তামালা বকপীতি/নবান্দ জিনি শ্যামতনু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুক্তামুটি [স] বি মুক্তারশি। 'সম্ভরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিদ্যুরাশি মুক্তামুটির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মুক্তালাচ্ছা [স] মুক্তা- বি মুক্তার অলংকারবিশেষ। 'মুক্তালাচ্ছা গলদেশে সাজে শাতনরি।' ভবানী, ১৮২৫।

মুক্তাহার [স] বি মুক্তার মালা। 'মণি সুস্রবাল পটম্বর মুক্তাহার বৃন্দা, ১৫৮০।

মুক্তা

মুক্তাশুরি [স] মুক্তা+মু. গোলা। ১ বি এক জাতের ধানের নাম। 'মুক্তাশুরি পাটখোপ শিঠিতে দুলিল।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ বি গলার অলংকারবিশেষ। 'গলায় তোমার সাতনরি হার মুক্তাশুরির শতক ডোর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মুক্তার [আ] মুক্তাবারি বি মোড়ার; মকুমাদি চালানোর জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি। 'আমি আপন সূর্যধার খোদ মুক্তারে হরেক চাকুরি করিয়া ...।' চিরিৎপত্র, ১৭৯৩।

মুক্তাশালী [স] বি এক জাতের ধান। 'মুক্তাশালী সীখায় সিঙ্গুর শোভা পায়।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

মুক্তি [স] ১ বি পরিত্রাণ। 'মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি আটক অবস্থা থেকে ছাড়া পাওয়া। 'সখিতে মুক্তির পছা মাঝি কইল জীব হিসা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি পরম শান্তি। 'আবোরা এত দিন অপবর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি জন্য গভীর কাননে সমাধি করিতেছিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি মুক্তির পথ। 'প্রাণনাকে একমাত্র মুক্তি বলিয়া স্বীকার করে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৫ বি প্রকৃষ্টন। 'তব সুর-সজীবনে ফুলকলি-দল মুক্তি লাগি, মেগিবে পল্পব।' আহসান, ১৯৪৪। ৬ বি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সৈনিকরা সে কথা টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেলের তালা খুলে ...।' কালাভর, ১৯৭১। ৭ বি প্রশান্তি। 'লেশার মধ্যেই তাঁর মুক্তি।' শিব, ১৯৭০।

মুক্তি-আন্দোলন [স] বি মুক্তির জন্য যে আন্দোলন। 'তারা মুক্তি-

আন্দোলনের স্বীকৃতি বা সহায়তা পাচ্ছে না।' বেগম, ১৯৪৭।

মুক্তি-কল্যাণ [স] বি মুক্তির কল্যায়ন। 'সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্যাণ তলিল।' নজরুল, ১৯২২।

মুক্তি-কাঙাল [স] মুক্তি+কাঙাল। বিশ্রী মুক্তির জন্যে কাঙাল। 'তাঁহার অপর মুক্তি-কাঙাল বেশ।' নজরুল, ১৯২২।

মুক্তিকামী [স] ১ বিশ্রী বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'এই মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া ...।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিশ্রী পরিত্রাণ-প্রত্যাশী। 'মুক্তিকামী বলিফা সে, মৃত্যুকামী নহে সে প্রাতার।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মুক্তি-ছোঁয়া বি মুক্তির স্পর্শ। 'পঞ্চলা পা-র মুক্তি-ছোঁয়া।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তি-জাগরণ [স] বি মুক্তির জন্য জেগে ওঠা। 'চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মুক্তিতত্ত্ব [স] ১ বি মুক্তির মন্ত্র বা সূত্র। 'না-তেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি আত্মার মুক্তি সংক্রান্ত তত্ত্ব। 'মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রাপালা তনেহিহুম।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মুক্তিকৃষ্ণা [স] বি মুক্তির আনন্দ। 'সর্বত্রই ব্যক্তিসত্তার মুক্তিকৃষ্ণা প্রবল প্রাচুর্যে প্রকাশ পেয়েছে।' শিব, ১৯৫০।

মুক্তি-তোষণ [স] বি মুক্তির দুয়ার। 'ওই খোলে রে মুক্তি-তোষণ।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তিদাতক [স] মুক্তিদায়ক। বি মুক্তিদাতা। 'স্বজ্ঞক পালক নাশক মুক্তি দাতক।' আত্মনির্দেশ, ১৭৪৩।

মুক্তিদাতা [স] বি দানকর্তা। 'নতুন মুক্তিদাতার উত্তর ঘটেছে।' আহসান, ১৯৪৪। 'মুসলমানদিগকে মুগ্ধ-মুগ্ধাক্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচার-অবিচার হইতে মুক্তিদাতা বলিয়া ডাবিতে লাগিল।' এনামুল, ১৯৫৫।

মুক্তিদাত্রী [স] বিশ্রী জ্ঞানপালনকারী। 'তিনি আমার মুক্তিদাত্রী মাতা।' মণাররক, ১৮৮৫।

মুক্তিদান [স] ১ বি বিসর্জন দেওয়া। 'ভগবানের ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি মুক্তকরণ। 'এখানে ধর্মীরা রাবিবার চোঁটা না করিয়া মুক্তিদান করিলেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

মুক্তিদায়ক [স] বিশ্রী দানকর্তা। 'মুক্তিদায়ক প্রভু দেব শ্রীহরি।' মাল্যধর, ১৫০০।

মুক্তিদিবস [স] বি বাধীনতা দিবস। 'মুক্তিদিবস পালনের নির্দেশ দিয়া মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না ...।' আজাদ, ১৯৩৯।

মুক্তিদূত [স] বিশ্রী মুক্তির বার্তাবাহী। 'হয়তো এখন কোনো মুক্তিদূত দুল্লভ রাবাল/মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল।' স্বজ্ঞক, ১৯৪৮।

মুক্তি দেওয়া ক্রি অগ্রাহ্যিত দেওয়া। 'অনেকেরই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তি-দোর [স] মুক্তি-বার। বি মুক্তির দুয়ার। 'তখন আনলে অন্ন পূণ্য-সুখা, বুললে স্বর্ণ মুক্তি-দোর।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তি নেপা [স] বি মুক্তির নেপা। 'নারী সমাজচ্যুত হয়েছে মুক্তি নেপায় ছুটতে যেয়ে।' বেগম, ১৯৭৫।

মুক্তিশপ [স] বি মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প। 'রক্ত বিনিময়ে তুমি মানুষের দিলে মুক্তিপন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মুক্তিপত্র [স] বি মুক্তির আদেশসূচক পত্র। 'বাকর-করা মুক্তিপত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মুক্তিপথ [স] বি মুক্তির উপায়। 'বার্থের বৈরাগ্য আমার মুক্তিপথ নয়।' নজরুল, ১৯২৭।

মুক্তিপদ [স] বি পরম শক্তি। 'মুক্তিপদ পাবে সুন হৈয়া এক মতি।' মালাধর, ১৫০০।

মুক্তিপদার্থ [স] বি পরম শক্তি। 'অরণ্যে গিয়া ... চরমে চরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মুক্তি-পাগল [স] ১ বি মুক্তির জন্যে পাগল এমন। 'ঐ শোনে মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি মুক্তির জন্যে অত্যাধিকারী। 'মুক্তিপাগল মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের কড়িপিল।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তিপাগলামি [স] মুক্তি+পাগলামি বি মুক্তির উদ্দামতা। 'বেমুইনদের দূরত মুক্তিপাগলামি।' নজরুল, ১৯২৭।

মুক্তি-পুলক [স] বি মুক্তির আনন্দ। 'তার নতুন-পাওয়া মুক্তি-পুলক অবুব।' নজরুল, ১৯৩৯।

মুক্তিপ্রিয় [স] বি মুক্তিকামী। 'ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের কুঞ্জে দুজনে ভুঙ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মুক্তি-মেঘ [স] বি মুক্তির জন্যে অগ্রহ। 'আর্জ-মানব-হৃদি-প্রসাদ, পাগল মুক্তি-মেঘে।' নজরুল, ১৯২৫।

মুক্তিধেরণা [স] বি স্বাধীনতার প্রতি অনুপ্রাণনা। 'মুক্তিধেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলে।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তিফৌজ [স] মুক্তি+ফা ফৌজ বি মুক্তিবাহিনী। 'সে মুক্তিফৌজের ওড়ার।' অলাউদ্দিন, ১৯৭১। 'মুক্তিফৌজে যোঁধ দিয়েছ নিচরই।' শওকত, ১৯৭২। 'বোঁজে রাইফেল, মেনেড, মেশিনগান, মুক্তিফৌজ, যিৎসৌ তরুণ।' শামসুর, ১৯৭২।

মুক্তিবাহী [স] বি মুক্তির বার্তা। 'ঐকা, মৈত্রী, একত্ববাদ সত্য মুক্তিবাহী/ ত্যাসের মন্ত্র হে মহামানব, গুন্ডাতে পিলে আনি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মুক্তিবাদ [স] বি মুক্তিবিষয়ক তাত্ত্বিক বিতর্ক। 'বাইরে চলুক অথবা অধীর মুক্তিবাদ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মুক্তিবারতা [স] মুক্তিবাহী বি মুক্তির খবর। 'তুনেছিলে যে-মুক্তিবারতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মুক্তিবাহিনী [স] বি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে সর্বস্তরের সামরিক ও বেসামরিক জনগণের সমন্বয়ে গড়ে-ঠাা যোদ্ধাদল। 'বর্ষাকালে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাক হানাদারদের মার খাওয়ার সমুহ সম্ভাবনা।' জয়বাংলা, ৯ জুন ১৯৭১। 'এদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।' পাশা, ১৯৭১।

মুক্তি-বিষাণ [স] বি মুক্তি ঘোষণাকারী ব্যান্দ। 'ঐ শোনে মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ।' নজরুল, ১৯২২।

মুক্তিভাব [স] বি অবগতি অবস্থা। 'মুক্তিভাব এড়ি কিবা পুরভাব করি।' মালাধর, ১৫০০।

মুক্তিভাষণ [স] বি মুক্তির বাকী। 'শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তিভাষণ।' নজরুল, ১৯৩১।

মুক্তিমণ্ডপ [স] বি আবাড়া। 'মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগের থালী খেচরী দেয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

মুক্তিমন্ত্র [স] বি মুক্তির মন্ত্র। 'আমরা যে ভারতবর্ষে জনশ্রাব্য করেছি সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মুক্তি-মাগা বি মুক্তি-প্রার্থী। 'মুক্তি-মাগা জন্দন-আভাস।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তি-মালা [স] বি মুক্তির মালা। 'পরানীন ভারতের কণ্ঠে স্বাধীনতার মুক্তি-মালা অর্পণ করিবার জন্য ...।' মোয়াজ্জিন, ১৯৩৮।

মুক্তিযুদ্ধ [স] বি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। 'বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী মুক্তিযুদ্ধের বয়স মাত্র তিন মাস এবং ...।' কালাত্তর, ১৯৭১।

মুক্তিযোদ্ধা [স] ১ বি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে যারা। 'পলির প্রান্তর-থেকেই জন্ম নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার।' জয়বাংলা, ১৯৭১। ২ বি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে এমন। 'মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রদের বাবা এগারে মা ওগারে ...।' কালাত্তর, ১৯৭১।

মুক্তিরণ [স] বি মুক্তির জন্যে যুদ্ধ। 'ছন্দ নাচিল ... মুক্তিরণের যোদ্ধাবীরের জড়সে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

মুক্তিলাভ [স] ১ বি পরিগ্রহ পাওয়া। 'তাহাতেই মুক্তিলাভ মুক্তি নাই আর।' গুণ্ড, ১৮৫৮। ২ বি মুক্ত হওয়া। 'প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বি বৃহত্তর পরিমিতে আত্মপ্রকাশ। 'ভূত পরিধি হইতে মুক্তিলাভ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৪ বি অদৃশ্য হওয়া। 'দুখের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা বস্তু বস্তু ক্লাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিঙ্গাই দুধ গাড় হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৫ বি প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত। 'কোন কোন চিত্র এখনও মুক্তিলাভ করেনি।' বেগম, ১৯৪৯।

মুক্তিলাভেচ্ছা [স] বি মুক্তিলাভের ইচ্ছা। 'সংসারের তাবৎ বস্তুকে মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান করিলে মুক্তিলাভেচ্ছাকেও প্রম বলিতে হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

মুক্তি-লিঙ্গা [স] বি মুক্ত হওয়ার বাসনা। 'আর্জ-নিষিদের বন্ধন-কাঁটারতা আর মুক্তি-লিঙ্গা মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল।' নজরুল, ১৯২২।

মুক্তি-শব্দ [স] বি মুক্তি ঘোষণাকারী শব্দ। 'শিকল-দেবীর বেদীর বকে মুক্তি-শব্দ কে বাজায়।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তিসংগ্রাম [স] বি স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম। 'মুক্তিসংগ্রামের জন্য শক্তির প্রয়োজন।' নজরুল, ১৯২৪।

মুক্তিসংগ্রামী [স] ১ বি মুক্তিযোদ্ধা। 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে আজও বাঙালী কুইসিলিগো মরবে।' কালাত্তর, ১৯৭১। ২ বি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকারী। মুক্তিযোদ্ধা। 'সেই মুক্তিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী ভুলে ধরতে চাই।' বেগম, ১৯৭২।

মুক্তিস্বামী [স] বি স্বাধীনতা-স্বাক্ষরী। 'মুক্তিস্বামী জীবনের অর্জিত স্বাক্ষর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মুক্তিসাগর [স] বি মুক্তিরূপ সাগর। 'ও মা তোর মুক্তিসাগর কূলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মুক্তিসাধন [স] বি পরিগ্রহ লাভ। 'পালায়-পূর্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মুক্তিসাধনা

মুক্তিসাধনা [সি] বি মোক্ষনাভের চেষ্টা। 'বিদ্যাসাগরকে নিরুদবেহে টেনে নিয়ে যেত ধর্মীর মুক্তিসাধনার আশ্রিত লম্বাতে।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

মুক্তি-সেনা [সি] ১ বি মুক্তিকামী সৈনিক। 'তরল চাহে মুক্ত-ভূম/ মুক্তি-সেনা চায় হুকুম।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তিসেনারা গ্রামবাঙলা থেকে হানাদার পাকবাহিনীকে খেঁচিয়ে দূর করতে পারবে।' জয়বাংলা, ৯ জুন ১৯৭১।

মুক্তি সেনানী বি মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সেনানীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষের ফলে ...।' কাশান্তর, ১৯৭১।

মুক্তিসেবক [সি] বিপদে পেরে মুক্তির জন্য হুক করে এমন। 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম।' নজরুল, ১৯২২।

মুক্তি সৈনিক বি মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তি সৈনিকরা সে কথা টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেদের তাদা খুলে ...।' কাশান্তর, ১৯৭১।

মুক্তিসৌধ [সি] বি মুক্তিস্থানক জায়। 'সারা বিশ্বের মুক্তিসৌধ গড়তে হবে।' নজরুল, ১৯২৫।

মুক্তিস্তান [সি] বি চন্দ্র-সূর্যের গ্রহাণ-মুক্তি উপলক্ষে বিশ্বদের স্থান। 'ইহা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিজয় ধ্যান, ঘরে যেন মুক্তিস্তান পাই।' তও, ১৮৫৮।

মুক্তিসূত্রা [সি] ১ বি মোক্ষনাভের প্রতি আশ্রয়। 'মুক্তিসূত্রা নাই সাধন ভক্তি।' তারকচন্দ্র সরকার, ১৯১৭। ২ বি মুক্তিক্তার প্রতি আশ্রয়। 'তাদের দর্শনে হয় মুক্তি-বুজি নর মুক্তিসূত্রা অবহেলিত হয়।' শিব, ১৯৫০।

মুক্তিয়ার [আ মুখতার] বি মোক্তার; আইনজীবী। 'বিচার প্রাপ্ত হই আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

মুক্তিয়ারকার [আ মুখতার+কা] কারি বি আদালতের কর্মকর্তাবিশেষ। মেঘা, ১৭৮৯।

মুক্ত [সি মুখ্য] বি মুখ্য। 'সেই কৈন্যা না করিয় মুক্ত পাটেশ্বর ...।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মুক্তি বি কবুতরের জাতবিশেষ। 'লজা, সিরাজী, মুক্তি কত কী নামের আর চেছারার পায়রা।' অবন, ১৯২৭। 'মায়াবান তার জীর মুক্তি-ভড়োনের মত হাততালি দিয়ে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

মুক্ত্য [সি মুখ্য] বি প্রধান। 'শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্বাধিক্য মুক্ত্য পায় ... কবিতো ...।' রামায়ণ, ১৮০১।

মুক্ত্য পায় বি প্রধান ব্যক্তি। 'শ্রীহরিকে মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্বাধিক্য মুক্ত্য পায় ... কবিতো ...।' রামায়ণ, ১৮০১।

মুখ [সি] ১ বি মুখমণ্ডল। 'কোল সুখে কংস তোর মুখে উঠে হাস।' বক্তৃ, ১৪৫০। ২ বি অভিযুক্ত। 'কাদে করি অসুরা মথুরা মুখে লড়ে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি মুখগহ্বর। 'অন বিজি বিব করি যে মুখে ভজন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি মোহনা। 'বাগের মুখ কুড়ি হাত চৌড়া।' দর্পণ, ১৮১৮। ৫ বি আত্ম। 'মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপলব্ধিতি প্রভৃতি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৬ বি গালমন্ড। 'সে দিন আবার যত মুখ করেছিলে, এত বোকা হয়ে, - এ বয়সে কর নাই।' মাইকেল, ১৮৭০। ৭ বি আত্মসম্মান। 'আমাদের বলিবার মুখ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৮ বি মায়া। 'পাখির মুখে এই যে বঁবর পেদ।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৯ বি সেনা নেত্রী। 'নইলে অঙ্গমায়ে মুখ দেবানো দায় হত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১০ বি গতিপন্থ। 'কিনতীর মুখ যোরাও এবার তব না আর মানা।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মুখ-অভ্যন্তর [সি] বি মুখগহ্বর। 'মুখ অভ্যন্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ।' মালাধর, ১৫০০।

মুখ-আলো [সি] বি মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের আভা। 'যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মুখ উজ্জ্বল করা কি গৌরবান্বিত করা; সম্মান বৃদ্ধি করা। 'বশেরে মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

মুখকমল [সি] বি কমল বা পদের মতো সুন্দর মুখ। 'মুখকমল অতি শোভা করে।' বক্তৃ, ১৪৫০।

মুখ করা ১ কি হাবভাব করা। 'কর্তব্যাক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ কি মুখ ফেরানো। 'অন্য দিকে মুখ করে বললে, ভুঁমি আমাকে নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মুখ কান লাল হওয়া কি লজ্জার রক্ত জমে মুখমণ্ডল রক্তিন হওয়া; লজ্জিত বা বিব্রত হওয়া। 'গান যখন সাহস লগে তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

মুখ কুঁচকানো কি মুখ বিকৃত করা। 'নাক সিটকে মুখ কুঁচকে বলে উঠলেন।' অচিন্তা, ১৯৫০।

মুখ খাওয়া ১ কি গালাগালি সহ্য করা। 'মাকে বলিয়ে, তা না হলে আমি কি শেষে মুখ খেয়ে মরবো?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ কি ভিন্নকৃত হওয়া। 'ফেল করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে।' সুকুমার, ১৯২০।

মুখ খিঁচি করা কি অমার্জিত ভাষায় গালাগালি করা। 'একজন হামাতুড়ি দিয়ে দিয়ে ... থামছে আর মুখ খিঁচি করছে।' হানিক্কা, ১৯৫৩।

মুখ খোলা কি কথা বলা। 'সবক স্থাপন করতে গেলেই মানুষ মাকেই মুখ খুলতে হয়।' হাই, ১৯৫৪।

মুখগহ্বর [সি] বি মুখে খাদ্যাদির প্রবেশপথ। 'হী-করা তার মুখগহ্বর।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মুখ তেজে জ্বলি মুখ ঢেকে। 'সেজের মধ্যে মুখ তেজে ঘুমোতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। 'বালিশে মুখ তেজে কানতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

মুখ তেজে পড়ে থাকা কি বিশ্বসূত্রে থাকা; সহ্য করা। 'সেই তুলীকৃত বেদনার ... মুখ তেজে পড়ে থাকে।' নজরুল, ১৯২০।

মুখচন্দ্র [সি] বি চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'অতি অনির্বচনীয় সেবি মুখচন্দ্র।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে করলে পাণা দায়গু নির্দীপ হয়।' মাইকেল, ১৮৫৪।

মুখচন্দ্রমা [সি] বি চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'হির নেড়ে মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি।' গীণবতী, ১৮৩০।

মুখচন্দ্রিয়া [সি] বি চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'এক্সিরে নরন-চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমল-মুখা পান করিয়াছে।' মঙ্গলরক্ষ, ১৮৮৫।

মুখ-চলতি বিপ মুখে মুখে প্রচলিত। 'ইহুদের ছাত্রদের মুখ-চলতি নাম হবেন পড়িত।' অচিন্তা, ১৯৫০।

মুখ চলা কি উপযুক্ত কথা বলা। 'হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মুখ চাওয়া ১ কি ভাব বুঝতে চেষ্টা করা। 'মণ-সৈন্যপণ আচর

হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ কি মুখাপেক্ষী হওয়া। 'আপনার ঢাকায় কেন পরের মুখ চাওয়া?' গিরিশ, ১৮৮৬।

মুখ-চাওয়া-চাউনি বি পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। 'চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউনি করব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মুখ চাওয়া চাউনি বি পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। 'পরস্পর মুখচাওয়াচাউনি করে মুচকি মুচকি হাসি আচ্ছন্ন করলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'কথা কণ্ডার জন্য মুখ চাওয়া-চাউনি করে।' নজরুল, ১৯৩১; 'ঘরের মধ্যে ভাইবোন মুখ চাওয়াচাউনি করে।' মানিক, ১৯৪০।

মুখচাঁদ [স মুখচন্দ্র] বি চাঁদের মতো সুন্দর মুখ। 'তাকায় তাই বোবার মতো/ মায়ের মুখচাঁদে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

মুখচাঁদ [স মুখচন্দ্র] বি চাঁদমুখ। 'দেখিও তোকার মুখচাঁদে।' বটু, ১৪৫০।

মুখ চুন করা কি বিষম্ব হওয়া। 'মুখ চুন করে আঁহিস কেন?' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মুখ চুন হওয়া কি ভয়ে মুখ ত্রান হওয়া। 'দফাদারের নাম করবামাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মুখচুমন [স বি মুখে চুমু খাওয়া। 'গোপালকে কোলে লইয়া মুখচুমন করিয়া কহিলেন বাছ গোপালা' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'বাংবংর ভাঁঘর মুখচুমন করত বদশে পগন করিলেন।' প্যারী, ১৮৬০।

মুখচেনা বি পরিচয়। 'মানুষের কাছে নিজের মুখচেনা অধি হজে পারা যায় না।' জীবন, ১৯৩২।

মুখচোরা [স মুখ+স চোর>] ১ বিণ লাজুক। ওস, ১৭৮৫। 'আমি কে আর মুখচোরা নই।' গীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বিণ গোপন। 'সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

মুখচ্ছদ [স বি মুখাবরণ। 'নাকি উদাসীনতা তীব্রতার মুখচ্ছদ মাত্র।' মাল্লান, ১৯৬৮।

মুখচ্ছবি [স বি মুখের রূপ; মুখের ছবি। 'একটি গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মুখচ্ছায়া [স বি মুখের অবয়ব। 'কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুখচ্ছবি [স বি মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য। 'প্রকাশো, জননী, নয়নসমুখে প্রসন্ন মুখচ্ছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মুখ চুটানো কি কথা শুরু করা। 'মুখ চুটাইলে রাখাে আর না দেখি আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মুখচ্ছোপ বি ধমক। 'এক দলের লোক আমাদের মুখচ্ছোপ দিয়ে বলেন ...।' প্রথম, ১৯১৫।

মুখঝামটা [স মুখ+ঝামটা] বি মুখবিকৃতিসহ গল্পনা। 'ঠকচাকো মধ্যে মধ্যে দুই একবার মুখঝামটা খাইতে ইইত।' প্যারী, ১৮৫৮।

মুখ ঝামটা দেওয়া কি মুখবিকৃতি সহ তিরস্কার করা। 'যে মুখ ঝামটা দিলে তাতেই ঢের হয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

মুখ টিপে টিপে হাসা কি মুখ না-খুলে হাসতে থাকা। 'বসে বসে দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাসছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুখ টিপে হাসা কি মুখ বুজে হাসা; লুকিয়ে হাসা। 'আমি তাদের এই চোরের মতো সম্ভ্রান্তভাবে দেখে মুখ টিপে হাসতাম।' নজরুল, ১৯২৭; 'যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা মুখ টিপে হাসলেন, আমরাও ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মুখটোপা বি রহস্যজনকভাবে হাসা। 'খিদের আনগোনা চোখমারা মুখটোপার ভেতর চান করতে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

মুখটোপা হাসি বি রহস্যময় মুচকি হাসি। 'দেখি সেই মুখটোপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে।' প্রথম, ১৯১৫।

মুখটুপি বি মুখ ঢেকে রাখার ঝাটাবিশেষ। 'পুরাতন বলে সেটাকে বিস্মৃতির মুখটুপি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

মুখ-ডোবানো বিণ মুখ ঢেকে যায় এমন। 'কী জানি, মুখ-ডোবানো রসালো ঘাসেই তাদের ভুজি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মুখঢাকা ১ বি পলায়ন। 'বেচার গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিণ গম্ভীর। 'শিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন সুস্মীরের রূপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'সদেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা লাগে বিশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৩ বিণ মুখ অহত। 'শাওড়ি মুখঢাকা খুঁরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মুখ তুলে তাকানো কি মুখ দেখানো। 'বায়ীর কাছে মুখ তুলে তাকানোর সাহস তো সব সৈন্যরা কেড়ে নিয়েছে।' শওকত, ১৯৭২।

মুখ তোলা কি ইতিবাচকভাবে তাকানো। 'মুখ তোলা যে দেখনবাসি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মুখ খুবড়ে পড়া কি হুমড়ি খেয়ে পড়া। 'পথের ধুলোর উপর মুখ খুবড়ে গড়তে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মুখ খুবড়ে ফেলা কি উণ্ডু করে ফেলা। 'সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ খুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুখখোবড়ানো বিণ মুখ খুবড়ে পড়ে আছে এমন। 'ঘরে হা-শূন্য মুখখোবড়ানো দিরাশা।' ওয়ারী, ১৯৪৮।

মুখদর্শন [স বি মুখ দেখা। 'মুখদর্শন তাঁহার অসহনীয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মুখ-দুখী [স মুখ+স দুঃ>] বিণ দুর্ভিক্ষ। 'যোগিনী ডাকিনী বন্দি মুখ-দুখী তথা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

মুখ দেওয়া কি মুখ লাগানো। 'শিত যেন মায়ের কোলে মুখ দেয় দখে।' গরীব, ১৭৬৫।

মুখ দেখাতে না পারা কি লজ্জার সংকুচিত হওয়া। 'ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মুখ-দেখানি বি কারও মুখ দেখে দেওয়া বশলি। 'ছেলের মুখ-দেখানি দিলেন কই?' মনোজ, ১৯৬১।

মুখদেশ [স বি মুখমণ্ডল। 'কেশরী যেন শোভা করে নিয়া মুখদেশ।' গরীব, ১৭৬৫।

মুখদোষ [স বি কুটুভাষ। 'ভোর বাপ রাজো খ্যাত নাম উজ্জাদনত মুখদোষে প্রণবর্জিত।' মুকুন্দ, ১৯০০।

মুখনল [স বি ধূমপানের পাইপ। 'মুখনল একমুখ হাসিয়া উত্তর করিল - বুখা এতকাল তোমায় ধূমপান করাইয়াছি।' প্রভাত, ১৮৯৬।

মুখনাড়া

মুখনাড়া বি গল্পনা। 'মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম।' নজরুল, ১৯২৭।

মুখনিয়ুত [স] বিশ মুখ থেকে নির্গত। 'কবির মুখনিয়ুত এই শব্দাধ্য-ল্যোতি মনের নান্যসেপে সঞ্চারিত।' ধর্মপত্র, ১৯২৭।

মুখপাটী [স মুখপাট] বি মুখাবরণ। 'কমরবান্ধা, মুখপাটী বাধা ... অগন্য লাঠীরালা ... অঘ্রসর হইতেছে।' মণ্যররত্ন, ১৮৯০।

মুখপাত [স মুখপাত] বি মুখপাত। 'কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে, দী মাহাশয় ও ম্যাসেজার কানাইধন দস্তজা নমুনোর মুখপাত।' হস্তমাস, ১৮৬১।

মুখপানে [স মুখ+স এণ+>] ক্রিবিধ মুখের দিকে। 'তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ।' রক্তিম, ১৮৭৫।

মুখপার্শ্ব [স] বি মুখের দুই ধার। 'পূর্ববর্ত পুরুষহস্তীর মুখপার্শ্ব হইতে ... দন্ত বহির্গত হয়।' অক্ষর, ১৮৫৪।

মুখপুত্তি, মুখপুত্তী বি ক্রী কুপসিত নির্দেশক গালিবিধে। 'কোনো মুখপুত্তি যদি কুলে কাশি দিয়ে ডেসে যায়।' নজরুল, ১৯২৭। 'চল তবে মুখপুত্তী, বেড়েছিল বড় বাড়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মুখপুত্তরীক [স] বি মুখপুত্তরী। 'জাহাঙ্গিরের মুখপুত্তরীকের মনোহর প্রভা মণিন হইতে থাকে।' কৌল্যসবাসিনী, ১৮৬৩।

মুখশোড়া [স মুখ+শোড়া] বি হনুমান। 'লোকে অবশ্যই মুখশোড়া কহিবেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

মুখশ্রিয় [স] বিশ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য। 'মারতল একটিও মুখশ্রিয় নয়।' গীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মুখশ্রিয়া [স] বিশ মুখরোচক; সুবাস। 'তাতে খাও ভেঙ্গে খাবি হবে মুখশ্রিয়া।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

মুখশ্রেফিনী [স] বিশ ক্রী নির্ভরশীল। 'মুখ শ্রেফিনী হইয়া থাকিবার ...।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

মুখ কিরানো ১ ক্রি অসহযোগিতা করা। 'কর্তব্য কর্তন হয় তোমরা কিরানো মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রি অন্যভাবে মুখ ঘুরিয়ে রাখা। 'নূনা বাড়িটা অগ্রসর, অপদার হয়েছে আমার তাই আছে মুখ কিরিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মুখ কিরিয়ে থাকা বি অন্যায়ী হওয়া। 'যদি সবাই থাকে মুখ কিরিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মুখ ফুটে বলা ক্রি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। 'তবে পরান পূলে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বলো রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মুখফোড়, মুখকোড় [স মুখ+স ফুট+>] ১ বিশ দুর্মুখ। 'একজন মুখফোড় কয়েদী বলিয়া উঠিল ...।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ বিশ স্পষ্টভাষী। 'প্রীনাথ আমার মললাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোড়।' গীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মুখফন্দ করা ক্রি হুচড়াপ থাকা। 'এই মুখফন্দ করাটা কি মুক্তিসঙ্গত?' নজরুল, ১৯২২।

মুখবান্ধা বিশ মুখে বেঁধে রাখা হয়েছে এমন। 'একটি মুখবান্ধা প্রীলোকের অবয়ব হঠাৎ মেয়ে কেবল।' হাসান, ১৯৭৪।

মুখবাধ্য [স] বি ঠোট ও জিহবার সাহায্যে উৎপন্ন সুরেলা ধ্বনি; শিল্পধ্বনি। 'তবন গন্যাপোষা সখন মুখবাধ্য।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মুখবাস [স] বি মুখ সুসজ্জিকারক মসলা। 'তুলসীমঞ্জরী সহ শিল

মুখবাস।' কুন্ডলাস, ১৫৮০।

মুখবিকার [স] বি বিকৃত মুখভঙ্গি। 'মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ-প্রকাশের অন্য উপায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মুখবিকৃতি [স] বি বিকৃত মুখভঙ্গি। 'মুখবিকৃতি সহকারে পুনরায় বসিলেন।' বনকুল, ১৯৩৬।

মুখবিনির্গত [স] বিশ মুখনিয়ুত। 'সুন্দের মুখবিনির্গত একটি শ্লোকের কথাই মিল আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মুখবিসর বি মুখশালর। 'মুখবিসরের মধ্যে একটা ছোটোখাটো কৃত্রিমকম্পের অবতারণা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মুখ বুজিয়া থাকা ক্রি শীরবতা পালন করা। 'মুখ বুজিয়া থাকিয়া যে কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না।' কুন্ডলাসিনী, ১৮৮৫।

মুখ-বুজে-থাকা বিশ নির্বাক। 'মুখ-বুজে-থাকা সহধর্মিণীর শাদা শাড়ির আঁচলে।' গায়সুর, ১৯৬৩।

মুখবেশ [স] বি তরু: ব্যালতা। 'অনেক সময় দৃষ্টি কথায়, এমন-কি শীরবে অতি বেড়া এবল মুখবেশও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মুখ ব্যাকানি বি ভেঙে। 'রাহুলি বলে কুলো, খেলো, মুখ ব্যাকানি, চোখ-জ্বলি।' নজরুল, ১৯২৪।

মুখব্যাদান [স] ১ বি মুখখোলা। 'তোমার আসে খাট্টা এই মুখব্যাদান।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ২ বি মুখভঙ্গি। 'সামান্য মুখব্যাদান করে নিরন্ত হয়।' গ্যারী, ১৯৬৪।

মুখব্যাদান করা ক্রি মুখ হা করা। 'প্রীতামার পর্ততত্ত্ব মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।' কুন্ডলাসিনী, ১৮৮৫।

মুখভাঙ্গি [স] বি মুখের অভিব্যক্তি। 'মুখভাঙ্গি দেখতে আমার বেড়া ভালো লাগে।' ময়নিক, ১৯৩৫।

মুখ-ভাঙি বি মুখের দাঁড়ি। 'তব মধুর-মুখ-ভাঙি-বিবসিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

মুখভাষ [স] বি মুখের অভিব্যক্তি। 'শেখক অবিচলিত মুখভাষ ধারণ করিয়া বলিয়া যার, অজাতশত্রু ছিল তিনজন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'তার মুখভাষ লক্ষ করে সমালোক আনোয়ারা।' গ্যারী, ১৯৬৪।

মুখ-ভার [স] ১ বি মুখের গম্ভীরতা। 'কোনোভাবে মন-ভার মুখ-ভার দুকিতা সহিতে পারিতে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি অভিমান। 'বলি এত মুখভার কিসের।' নজরুল, ১৯২৪।

মুখ ভার করা ক্রি মুখ গম্ভীর করা। 'যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

মুখ ভেটানো ক্রি মুখ বিকৃত করে ভেটানো। 'তাহাকে মুখ ভেটানো ... পলাইল।' রক্তিম, ১৮৮৪।

মুখ ভ্যাঙানো ক্রি উপহাসসূচক মুখভঙ্গি করা। 'কি কিসী তাবেই না মুখ ভ্যাঙানো হইল।' নজরুল, ১৯২২।

মুখমতল [স] বি কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুখ। 'মরকত মল্লমুকুর মুখমতল মুখরিত মুখসিসুতা।' গোবিন্দ, ১৬০০।

মুখমদ [স] বি চুখন। 'যদিও সে পায় না নারী মুখমদের ছিটা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মুখমদ্য [স] বি চুখন। 'মুখমদ্য তার তুল্য নয়।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

মুখমদ্য পান করা [স] বি চুখন করা। 'তুমি তার মুখমদ্য করিলে যে

পান।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

মুখমিটি বিণ মিষ্টভাষী। 'বিশ্বাস করো না এই-সব মুখমিটি শোককে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মুখরক্ষা [স] বি সম্মান রক্ষাকরণ। 'আপাতত বঙ্গ সাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।' প্রমথ, ১৯১২।

মুখরক্ষা করা [স] বি সম্মান রাখা। 'তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করতে কে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

মুখরক্ষা হওয়া [স] বি মর্যাদা বজায় থাকা। 'আপাতত বঙ্গ সাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।' প্রমথ, ১৯১২।

মুখরজ্জু [স] বি লাগাম। 'অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মুখরশ্মি [স] বি লাগাম। 'অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দগ্ধয়মান আছেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মুখরুচি [স] বি মুখের সৌন্দর্য। 'মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ। ফুটল বাহুলি কমলক সঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মুখরোগ [স] বি অন্যের সম্বন্ধে আজোবাজে মন্তব্য করা বা কথা বলার অভ্যাস। 'জজ্ঞের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে।' হুতোম, ১৮৬১।

মুখরোচক [স] ১ বি উপভোগ্য। 'তোমরা, যাদের বাক্য হয় না আমার পক্ষে মুখরোচক।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিণ সুখাদু। 'মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ মুখের রুচি বৃদ্ধি করে এমন। 'ছোটপাতে মুখরোচক আচার - চাটনির কয়েক পদর।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

মুখ-লাগা বিণ স্পর্শ-লাগা। 'আজ আনন্দের মুখ-লাগা তাঁদের আলোয় তারা দুপ্যমান।' মানিক, ১৯৩৫।

মুখ লাগ হওয়া [স] বি লজ্জা পাওয়া। 'বিহারীর মুখ লাগ হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মুখ লুকানো ১ [স] বি হাত দিয়ে মুখ ঢাকা। 'কেবল দুই হাতের মধ্যে কামরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ [স] বি লজ্জেকে আড়াল করা। 'উপঢালো চোখ নিয়ে আমি লজ্জার মুখ লুকাতাম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মুখশলি [স] মুখশলী [স] বি চাঁদের মতো মুখ। 'চাহ ঘোরে মুখশলি তুলী।' বড়ু, ১৪৫০।

মুখশলী [স] বি চাঁদের মতো মুখ। 'দেবির মায়ের মুখশলী।' মুহম্মদ, ১৬০০।

মুখ শুকানো [স] বি মুখ শুকান হওয়া। 'আহা! বাহাদুরের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

মুখতক্তি [স] বি খাওয়ার পর চিবানোর জন্য 'বাদযুক্ত মসলা। 'ভোজন করিয়া প্রকৃত মুখতক্তি করি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মুখশোভা [স] ১ বি চেহারা। 'কোটি চান্দ মুখশোভা।' মুহম্মদ, ১৬০০। ২ বি মুখের সৌন্দর্য। 'বসিয়ে বিরলে, মুখশোভা জিত।' ভবানী, ১৮২৫।

মুখশ্রী [স] ১ বি মুখের পোড়া। 'লোকের মুখশ্রী ভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিমান্দ্র, উদরাময়, বাত ও জ্বর রোগের স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি (ব্যঙ্গ) মুখ। 'তার মুখশ্রী যেন সর্বদা অপরাধ করতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মুখসন্দর্শন [স] বি সাক্ষাৎ। 'অদ্যাপি আপন জীবন মুখসন্দর্শন করি নাই ইহাতে আমার কি পাশ হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

মুখ-সরোজ বি মুখরূপ পদ্ম। 'কোন খাতুনের মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে এমন চিরজ্বলি হয়ে ফুটেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

মুখ সিটকানো [স] বি বিড়ম্বার মুখ বিকৃত করা। 'এখন বৃদ্ধি কেবল মুখ সিটকে চিরন্তন খাচ্ছিল?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুখসুখি বি খাওয়ার পর চিবানোর জন্য 'বাদযুক্ত মসলা। 'খাবার দিলে, আর মুখসুখি দিলে না।' বিমল, ১৯৫৩।

মুখশোভা [স] মুখশোভা [স] বি মুখশোভা। 'সব রাখএ পহিলি মুখশোভা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মুখ হাসানো [স] বি হাসির পাত্র করা। 'এতবড় বংশের মুখ হাসাতে পারবেন না।' শরৎ, ১৯১৭।

মুখাঘ [স] বি মুখের অগ্রভাগ; জিভ। 'সভ্যবতই মুখাঘে অসিয়া উপস্থিত হয়।' প্রমথ, ১৮৯০; 'মুখাঘে যার বাধে না কিছুই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মুখাচ্ছাদন [স] বি মুখাবরণী। 'অকারণে কেউ ন্যায়বানের মুখাচ্ছাদন পরে না।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

মুখাজ [স] বি পত্রতুল্য সুন্দর মুখ। 'তার ভয়ে নারে ভিত্তে মুখাজ ঘষিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুখাঙ্গি [স] বি মুখমণ্ডল। 'মুখাঙ্গি চুহন করিয়া সকল দুঃখ দুঃখ করিলেন।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

মুখানি [স] মুখ+খানা> বি মুখখানি। 'দুই উট এক করি মুখান বুলিল।' সাদাধর, ১৫০০।

মুখানি [স] মুখ+খানি> বি মুখখানি। 'নিলামনি জিনি তাঁর মুখানি অনুপাম।' সাদাধর, ১৫০০।

মুখাঙ্গুরে ক্রিবিণ অন্য মুখে। 'তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি ... জনতার মুখ হইতে মুখাঙ্গুরে মাথা কুটিয়া ফিরিতে থাকে।' মনসুর, ১৯৫৫।

মুখাবয়ব [স] বি চেহারা। 'রাণীর মুখাবয়ব এমনই।' জীবন, ১৯৩২।

মুখাবলোকন [স] বি মুখ দেখাदेবি; মুখ চাওয়াচাও। 'কেহ কেহ রাজার অনুরোধে কহিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মুখামৃত [স] বি পুত্র। 'হএ কৃপামৃত দিএ মুখামৃত উলুকে করিলে আশ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মুখামুজ [স] বি মুখরূপ পদ্ম। 'মুখামুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুখারবিন্দ [স] বি মুখরূপ পদ্ম। 'শিশু সন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্দ বারবার অবলোকন ... করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮২২।

মুখে আশ্রন বি ধ্বংস হওয়ার ইচ্ছা জানিয়ে তিরস্কার। 'অমন দেশাচারের মুখে আশ্রন।' উমেশ, ১৮৫৭।

মুখে আসা [স] বি বলার ইচ্ছা হওয়া। 'লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মুখে কথা ফোটা [স] বি প্রগল্ভভাবে কথা বলা। 'এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুখে কালি চুন পড়া - কলঙ্ক হওয়া। 'তোমার মুখে কালি চুন

মুখে খই ফুটা

পড়িবেক।' ভবানী, ১৮২৮।

মুখে খই ফুটা কি অনর্পণভাবে কথা বলা। 'মুখে ফুটেছে খই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মুখে ঢাবি আঁটা - মুখ বন্ধ করে থাকা। 'হুক ছাধেব মুখে ঢাবি আঁটা কোনক্রমে দুইকূল রক্ষার অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় আছেন।' আজাদ, ১৯৪২।

মুখে চুন কাশি দেওয়া - কলঙ্ক আরোপ করা। 'আমাদের মুখে চুন কাশি দিয়ে?' নামসুল, ১৯৫৬।

মুখে দেওয়া কি খাওয়া। 'নরতার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

মুখে শোরা কি মুখে হুকানো। 'মুঠি মুঠি মুঠা তুলিয়া লইয়া কেবলি পুরিস মুখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মুখে ফুলচন্দন পড়ানো কি সাফল্য কামনা করা। 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক চক্রবর্তীমহাশয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'তার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' প্রথম, ১৯১৪; 'তার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।' নজরুল, ১৯৩১। ২ কি খ্যাতিমান হওয়া। 'ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মুখে কেশা কি খাওয়া। 'কেশী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন।' মগাররক, ১৮৯০।

মুখে বসানো কি সংলাপ রূপে প্রকাশ করা। 'ভালে ভালে পাকা কথাগুলি যদি অনায়াস-ভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মুখে বাধা কি মুখে আটকে যাওয়া। 'মিথো আমার মুখে বাধতরক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুখে ভাষা দেওয়া কি সরব করা। 'এইসব যত্বে তান মুখ মুখে দিতে হবে ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মুখে ভাষা ফোটানো কি উত্তর করা। 'এদের মুখে ভাষা ফোটাতে হবে।' বেগম, ১৯৪৭।

মুখে মুখে ১ ক্রিষ্ণু প্রতি মুখে। 'মুখে মুখে পান করে কত সুখনিধি।' রসরস, ১৭৫০। ২ ক্রিষ্ণু কথা রচনা। 'মুখে মুখে কালমুস একি প্রেম ঈশ।' রামস্বামী, ১৭৮০। ৩ ক্রিষ্ণু অধিভুক্তভাবে। 'মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিশাল করিজেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ ক্রিষ্ণু গভীর চিন্তা না করে। 'অদল-বদল যদি দরকার হত, গোতুল বলে দিত মুখে-মুখে।' অজিত, ১৯৫০।

মুখে মুখে কেরা কি অভ্যন্তর আত্মহের বিষয় হওয়া। 'তোমাদের নাম যে এককালে সকলের মুখে মুখে কীরিত।' সবুজ, ১৯২১।

মুখে-মুখের বিগ্ন মুখে উচ্চারিত। 'ফুল-পেথের সেই মুখে-মুখের "ওগো"।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মুখে মেঘ নামা কি মুখে অসভ্যতা প্রকাশ পাওয়া। 'মুখে মেঘ নামিয়াছে।' মাদিক, ১৯০৬।

মুখে মৌ বর্ষণে কদমের পিপুল ঘষণ - মুখে যথু অতরে বিষ; অতরে এক বাইরে অন্যরকম। 'ঠাকুরাণী মুখে মৌ বর্ষণে কদমের পিপুল ঘষণ।' গৌর, ১৮২২।

মুখের আলাপী বিগ্ন অল্প পরিচিত। 'মুখের আলাপী দু'চারজন বহু।' বিজুতি, ১৯০১।

মুখের কথা বি বক্তব্য। 'বলিতে মুখের কথা মুখে লাগে হাঁপ।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

মুখের জোর বি কথার শক্তি। 'তমু মুখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নৈব লুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মুখের ভাব বি চেহারার প্রকাশিত মানসিক অবস্থা। 'মুখের ভাবে বিনয়ের পরাক্রান্ত প্রকাশ হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মুখোচ্ছল করা [স মুখোচ্ছল+করা] ১ ক্রি স্থানান্তর করা। 'কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া মাতৃভাষার মুখোচ্ছল করিয়াছেন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ ক্রি পৌরষভাজিত করা। 'সম্পাদকতা করিয়া দেশের মুখোচ্ছল করিতেছেন।' হরহাসাদ, ১৮৮৬।

মুখোচ্ছলকারী [স] বিগ্ন মুখ উচ্ছল করে এমন। 'তোমাদিগকে বাঙ্গালার মুখোচ্ছলকারী সুসজ্জন হইতে হইবে।' এসলাম, ১৯১৯।

মুখোদগত [স] বিগ্ন মুখ থেকে নির্গত। 'মুখোদগত বিঘাত ফেনের মত।' পরম, ১৯১৭।

মুখবি বি এক ধরনের কবুতর। 'গেরোবাজ শোঁতন লজা সিয়াজ মুখবি হত্যাতি হরেকরকম পায়রা।' প্রথম, ১৯০২।

মুখবী [স মুখ] বিগ্ন মুখ। 'হরিকন্ডের খুড়ো কায়াহ মুখবী কুলীন।' হরকন্ড, ১৮৬১।

মুখবু [স মুখ] বি অজ্ঞ। 'হলেমই বা মুখবু।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মুখটি [স মুখটি] বি কোন বস্তুর মুখের ঢাকনা বা ছিপি। 'মুখটির ঘাএ তার ভাসিলেন সির।' মালদার, ১৫০০।

মুখটী [স মুখ] বি মুখোপাখ্যায় বংশ। 'মুখটী অনন্তরায় চট বরলাম।' ভারত, ১৭৬০।

মুখপদ [স] ১ বি ভূমিকা। 'তার এছের মুখপদে রামমোহন রায় লখকে নীরব থাকবার কারণ উল্লেখ করেছেন।' প্রথম, ১৯২০। ২ বি সম্পাদকীয় অংশ। 'সম্প্রদায়িক মাসিকপত্র মোসলেম ভারত-এর মুখপদে সম্পাদক মহাশয় ... বলেছেন।' প্রথম, ১৯২০। ৩ বি দল বা জনগোষ্ঠীর আদর্শজ্ঞাপক প্রতীকমিতা। 'লম্বিক-প্রজা-বয়াজ-সম্প্রদায়ের মুখপদ।' নজরুল, ১৯২৫।

মুখশায় [স] বি প্রতিনিধি। 'যে জল্পাতির মুখশায় হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই।' প্রথম, ১৯১২।

মুখবন্ধ [স] বি ভূমিকা। 'বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সাধারণের বিদিতার্থে গো-জ্ঞানের মুখবন্ধ বন্ধন অবিকল প্রকাশ করা হইল।' মগাররক, ১৮৮৯।

মুখবন্ধ [স] বি মুখবন্ধ করার মন্ত্র। 'করিয়া কপট ধন সাপে দিলে মুখবন্ধ।' মুকুল, ১৫০০।

মুখ বন্ধ করা প্র মুখ

মুখ্যা [স মুখ] বি বিদ্যুৎ বংশনাম-বিশেষ; মুখোপাখ্যায়। 'মুখ্যা আনন্দিরাম ফুলের আশর।' ভারত, ১৭৬০।

মুখর [স] ১ বিগ্ন কোলাহলপূর্ণ; ধ্বনিবহুল। 'তেজহ সুপরি রাধা মুখর মধীর।' বটু, ১৪৫০। ২ বিগ্ন বাতাল। 'এবার নীরব ক'রে দাও যে তোমার মুখর করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'মুখর মেরের কাণে দেখিয়া হেসে হয় কুটি কুটি।' জগীশ, ১৯২৭। ৩ বিগ্ন ধ্বনিত। 'মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৪ বিগ্ন স্রবতিভ; উচ্ছল। 'তার সেই মুখর চোখ মাগের মধ্যে ঢুবে গেল।' প্রথম, ১৯২২। ৫ বিগ্ন ধ্বনিময়। 'আজি অকারণ মুখর বাতাসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মুখরতা [স] ১ বি ধনিবহুলতা। 'এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি বাতালতা। 'মদ্য মাসে ও মুখরতাই সভ্যতার উপকরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি কোলাহল। 'আজকালের মুখরতায় তাদের অটুট বিশ্বাস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মুখরা [স] ১ বিগ্ৰী বাচাল। 'এ অতি মুখরা।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ বি গ্ৰী কটুভাষী। 'হরলালের সমুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বিগ্ৰী মুখরিত। 'কাকলী কৃজনে হয়েছে মুখরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মুখরিত [স] ১ বিগ্ৰী ধনিত। 'মরকত মল্লমুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসুতা।' গোবিন্দ, ১৬০০। ২ বিগ্ৰী সরগরম। 'টিভ্যাসের বিজ্ঞানতত্ত্ব ... বনের দর্শনাগারে মুখরিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মুখলুকাঁত [আ] বি সৃষ্টিজগৎ। 'আলার মুখলুকাঁত ধ্বংস হোয়া যাব না?' মনসুর, ১৯৪৫।

মুখস [স] মুখ-কোষ] বি খোড়ার লাগাম সংলগ্ন লোহার খণ্ড বিশেষ। 'মসুরা ত্যাগিয়া বাকীরাছি, বক্রীবা, চিবায়া রোয়ে মুখস।' মাইকেল, ১৮৬১।

মুখছ [স] বিগ্ৰী কটছ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাঁহার তাবৎ মুখছ ছিল।' দর্পণ, ১৮২৯।

মুখছ করন বি মুখছ করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

মুখছ পড়ন বি স্মৃতি থেকে গড়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

মুখছবাণী [স] ১ বি চিত্তাহীন বাকসূত্র। 'দেশের যত মুখছবাণী, ও-সকল সভার তীরাই ছেছেন মুখপৎ নায়ক ও পায়ক।' প্রমথ, ১৯২০। ২ বিগ্ৰী মুখছবিদ্যায় দক্ষ। 'সে চীনদেশের পদম-করা মুখছবাণীশ ম্যাগারীনদের মতো তুলসেহ ও তুলসুত্রির পোকা নয়।' প্রমথ, ১৯৩৫।

মুখছবিদ্যা [স] বি আত্মছ হয়নি এমন মুখছ কলা বিদ্যা। 'সে পরিমাণ মুখছবিদ্যা যদি হাইকোর্টের সকল জজের থাকত।' প্রমথ, ১৯১৬।

মুখা [স] মুখ>। ক্রিবিগ্ৰী দিকে। 'রবি শশী রয় সে মুখা/ মাস অস্তে হয় একদিন দেখা।' দালন, ১৮১০।

মুখামুখি [স] মুখ>। ক্রিবিগ্ৰী সাম্য সামনি। 'নদীর দুই কূলে খাট রাষি মুখামুখি।' সুলতান, ১৭০০; 'দুই দলে মুখামুখি দাঁড়াইল রণে।' গরীব, ১৭৬৫।

মুখামি [স] বি হিন্দু শাস্ত্রবিধি অঙ্গের মৃতদেহের শিরঃস্থানে আঙনের স্পর্শ। 'দেখিব মুখামি কে করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মুখাপেকা [স] বি কোনো কিছু উপর নির্ভরশীলতা। 'যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেকা ততই কমে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মুখাপেকী [স] বিগ্ৰী নির্ভরশীল। 'ভ্রাতা-ভগ্নিপণ তামারই মুখাপেকী হইয়া রহিল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

মুখী [স] মুখ>। ক্রিবিগ্ৰী মুখে; দিকে। 'রসুলে বুলিয়া দেখি চাহিয়াছে মোর মুখী।' সুলতান, ১৭০০।

মুখীবাগীচা [স] মুখ>। বি আতশবাজীবিশেষ। 'আবরক ও মুখীবাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

মুখুজ্যে [স] মুখ>। বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ; মুখোপাধ্যায়। 'মুখুজ্যেদের বাড়তি একটা নিদ্রাশী শয়নস্থানের মধ্যে পিয়া প্রবেশ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুখুটি [স] মুখ>। বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বাপেরা কুলে মুখুটি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুখুয্যে [স] মুখ>। বি হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'গোপাল মুখুয্যে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

মুখুজ্যে [স] মুখ>। বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মুখুজ্যে কুলেতে জন্মে নাম চন্দ্রভান।' গরীব, ১৭৬৫।

মুখেটি বি মুখোশ। 'মন্দিরের গায়ে নানা মুখেটি।' অবন, ১৯২৫।

মুখোড় [স] মুখার বিগ্ৰী মূবর। 'মুখোড় গোছের কাছয় মোসাহেব ছিলো।' হত্যাম, ১৮৬১।

মুখোপাধ্যায় [স] বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দর্পণ, ১৮২২।

মুখোমুখি, মুখোমুখী [স] মুখ>। ১ বি তর্ক-বিতর্ক। 'মায়ে-ঝিৎ মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। 'এই-সব মুখোমুখি এই-সব দেখাশোনা ক্ষণিকের মেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রিবিগ্ৰী সাম্য-সামনি। 'সুগারি গা কটা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'অধিকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার জীবন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন।' হ্যাকিন্স, ১৯৫৩।

মুখোশ [স] মুখ-কোষ>। বি মুখের আবরণ; মুখ ঢাকার আবরণ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'মুখোশ ও মুখে পর/ পুটে চর্মাসন ধর।' মাইকেল, ১৮৭৩; 'কমত পরিয়া মুখোশ/ মাগিছ সবার পরিত্যাগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মুখোশধারী [মুখোশ+স ধারী] বিগ্ৰী কপট। 'সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আফালন।' সুকান্ত, ১৯৪৮; 'মুখোশধারী ইয়াহিঃ প্রথম দিকে অভিনয় ভালোই করেছিল।' গঙ্গা, ১৯৭১।

মুখোশপরা বিগ্ৰী সত্যিকার মুখ বা স্বরূপ ঢেকে রেখেছে এমন 'মুখোশপরা এই বহুরূপী কবমানুষগুলোর সবাইকেই মন্দিরে মসজিদে, বক্তৃতামঞ্চে ... বহুরার দেখেছি।' নজরুল, ১৯৩০।

মুখোশমালা [মুখোশ+স মালা] বি ছদ্মবেশধারী। 'ছলছলানো মুখোশমালা সেকথা তুই ভালোই জানিস।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

মুখোশ বি মুখোশ; নকল মুখ। 'মুখোশ দেখে যাচ্ছে ঠেকে সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মুখোশপরা বিগ্ৰী ছদ্মনাম ধারণকারী। 'সূচোভিত করার দায়িঃ মুখোশপরা সাহিত্য সেবক ও সেবিকাগণের ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মুখ্য [স] ১ বিগ্ৰী সুন্দরী। 'আইয় মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া মালাধর, ১৫০০। ২ বিগ্ৰী প্রধান। 'আচার্যগোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অর্থ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মুখ্য গৃহিনী ঘরে হবে পুত্রবান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিগ্ৰী নেতৃস্থানীয়। 'বরুণ শ্রীবাস তার মুখ্য দুইজন কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি সরদার। 'আকারা সবার মুখ্য আ সুক্ষিয়ান।' সুলতান, ১৭০০।

মুখ্যত [স] ক্রিবিগ্ৰী প্রধানত। 'মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'মুখ্যত ছবির তপ হুচ্ছে দৃশ্যতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মুখ্যবীজ [স] বি প্রধান কারণ। 'অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুখ্যভ্য [স] বি প্রধান ভীতি। 'মানুষের মুখ্যভ্য মৃত্যুভ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মুখ্যমন্ত্রী [স] বি প্রধান মন্ত্রী। 'দেভারাজকুমার মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকাই এইরূপ বলিলেন।' সত্যজুন্নেস, ১৮৭৬।

মুখ্য অধিষ্ঠান

মুখ্যান্ত্রায় [স] বি মূল উদ্দেশ্য। 'মুখ্যান্ত্রায় এই যে অনেক টাকা একেবারে আইসে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

মুখ্যমাত্য [স] বি প্রধান অমাত্য। 'অবনে হইল মহাদেবী
মুখ্যমাত্য।' আলাওল, ১৬৮০।

মুখ্যার্থ [স] বি প্রধান অর্থ। 'মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুখ্যসূত্র্য [স মূখ্য] বি অশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি। 'বাকুলিয়ার মুখ্যসূত্র্যরা দেখল কোন লুপ্ত গহ্বর থেকে উঠে এসেছে ইতিহাসের ছোঁড়া পাতা।' কায়সার, ১৯৬২।

মুখ্যি [স মুখ্য]। বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কায়স্থ কুলীন মৌলিক
সনৌলিক মুখ্যি বেড়ে প্রভৃতি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩।

মুখ্য (স মুখ্য) বিপর্যয়। 'ছেলেটাকে তো মুখ্য করলে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

মুগা [স মুদা] বি এক প্রকার ডাল। 'গুড় তিল মুগ বরবটী।' মুকুন্দ,
 ১৬০০।

মুগ-সান্তলি [মুগ>] বি ব্যঞ্জনবিশেষ। ‘কলা-বড়া মুগ-সান্তলি
খিরোসা খিরের পুলি।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

মুগসুপ [স মুদগসুপ] বি রান্না মুগের ডাল। 'মুগসুপে ইন্ধুরস কই ভাজে গণা দশ।' মুকন্দ, ১৬০০।

মুগদি [স মুগ্‌] কিং গ্ৰী বোকা । ‘মুগদি মোর মায় বিশেষ कहिय ताय ।’
 मुकुन्द, १६०० ।

মুগ্ধ (স মুগ্ধ) বিগ্ৰহ। 'কমল মুগ্ধে বাটে দানী কৈলে তোকে।' বড়,
১৪৫০।

মুগ্ধা [স মুগ্ধ] কি মুগ্ধ হওয়া। মুগ্ধন কি মুগ্ধ হলো। 'গোবিন্দাস
কহ মুগ্ধন কান।' গোবিন্দ, ১৬০০।

मृगशिनि । स मूषा । विण मूषा । 'तूह रस सागर मृगशिनि नात्री ।' विमलापति,
१४७० ।

মুগধী, মুগধী [স মুগ্ধ] কিং বিমুগ্ধা; মোহিতা। 'তাহাতে মুগধী রাধা না পাতিল কানে।' বড়, ১৪৫০; 'রাধা তোঞ মুগধী আবালী গোআলী।'

বড়, ১৪৫০।
মুগের বি মূর্শা দাস। 'মুগের তরলা ভালুকা বাঁশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যুগরি বি মুসলমান পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'বলদে বহিয়া ধান
বলাইল যুগরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুগা ১ বি রেশমের তৈরি কাপড়। 'চণ্ডা মুগার পাড়গুলো।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি একপ্রকার রেশম কীট। 'তারপর মুগার ছিলে-লাগানো ধনকের সাহায্যে তুলো ধনতে হয়।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

মুগি, মুগী।স.মুদ্রা।বি.ডালবিশেষ।'মুগী ১ যোন।'দর্পণ, ১৮২২;
'মুগি।'বিদ্যা, ১৮৯১।

মুগ্ধ-অস্তর (স মুগ্ধ-অস্তর) বি বিভোর মন। 'তোমারে হেরিয়া যেন
মুগ্ধ-অস্তর মানুষে মানুষে বাসে আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মুত্তর (সু মুদগর) ১ বি লোহার তৈরি অস্ত্রবিশেষ। 'লোহার মুত্তর গুণে'।
মুহুম্ব, ১৬০০। ২ বি কাঠের তৈরি হাতুড়ি বিশেষ। মানোএল,
১৭৪৩: 'কতকগুলো ছেলে মুত্তরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে'।
হুতোয়, ১৮৬১।

মুত্তরবাজি [মুত্তর+ফা বাজি] বি মুত্তরের সাহায্যে মারামারি। 'আবার মুত্তরবাজি চলিল।' শওকত, ১৯৫৮।

মুজ্জ (স) ১ বিণ বিহল। 'সর্কদাই মুজ্জ থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১।
২ বিণ মোহান্ত। 'কেহ এতদুপ শ্যামার মত্রে মুজ্জ হইলেন।' বঙ্কিম,
১৮৬৬।

মুজ্জকারী।স। বিপ মুজ্জ করে এমন। 'ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের
মুজ্জকারী আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-খাপ করবো কড়া রোসে।' শক্তি,
১৯৭০।

মুঞ্চচিত্ত [স] বি সম্বোধিত মন । 'তুমি মুঞ্চচিত্তে যন্ন আছো ।' রবীন্দ্র,
১৯১৪ ।

মুগ্ধহবি [স] বি বিমোহিত রূপ। 'কিশোর কবি মুগ্ধহবি বসিয়া তব
সোপানে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মুফনেজে [স] বি বিজ্ঞান দৃষ্টি। 'রাজপুত্রের দিকে মুফনেজের
কটাক্ষপাত করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'মুফনেজে চন্দ্রবাবু চাহিয়া
রহিলেন।' বনযুগল, ১৯৩৬।

মুঞ্চশায় [স] বিপ বিহ্বল; অভিজ্ঞত। 'তোমার শোকাভীত রূপলাবণ্য
নিরীক্ষণেই মুঞ্চশায় ছিলেন।' *রামন্যায়ারণ*, ১৮৫৪।

মুহুর্তাব [স] বি বিভোর অবস্থা। 'তাদের দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার মুহুর্তাব থাকত এ কথাও বলা যায় না।' রশ্মীদ, ১৯৬৩।

যুদ্ধমতি (অ) বিযুদ্ধ মন। 'যুদ্ধমতি - হেরে তনয়ান্ন।' গিরিশ,
১৮৮৭

মুদ্রিত [স] বি বিমোহিত মূৰমণ্ডল। 'শিতক্লিষ্টমুখে এ চিত্তের
নিভৃত আলোতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মুন্সুখী [স] বিপত্রী মুখে বিমোহিত ভাব আছে এমন; বিমোহিত মুখবিশিষ্ট। 'তুমি আচ্ছি মুন্সুখী আমারে ভুলালে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

মুখ্য। ১। ১ বি ক্রী বৈষ্ণবশাস্ত্রে নাট্যকার প্রকারবিশেষ। মুখ্য
মধ্য প্রাণভূতা তাহার তেজ তিন।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি ক্রী
বিহ্বল। 'সকল সেবিয়া মুখ্য হইয়া।' দর্শণ, ১৮২১। ৩ বি ক্রী
অভেদ। 'বিহ্বানার মৃতপ্রায় মুখ্য অন্তঃসেন্যার মতন।' জীবন,
১৯৪০।

মুদ্রাবোধ [স] বি বোধদেব-রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। 'মুদ্রাবোধ ব্যাকরণে
কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন।' দর্পণ, ১৮২২; 'বেঙ্কটাসামী মুদ্রাবোধের সূত্র
আওড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

મુળા વિ શ્રવાજી । માત્રનાજી, ૧૧૪૩ ।

মুন্সেরী নিম্ন ভারতের বিহার রাজ্যের মুন্সের অঞ্চলে প্রস্তুত। 'গগনবাবুদের
একটা মুন্সেরী গাদা বন্দুক ছিল।' শরৎ, ১৯১৭।

মুচকা [স মুখভঞ্জন] ১ কি মুচকি হাসা। 'ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক' ভারতী, ১৮০৩। ২ কি বাকানো। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিড়ে কঁচকে-মুচকে তাকে সম্ভায়ে পাক দিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। মুচকিয়া কি মুচকি হেসে। 'ফিরিয়া মুখ মুচকিয়া কহিলেক' ভারতী, ১৮০৩।

মুচকি।স মুখকুণ্ডন। বিধ তাঁট বন্ধ করে মৃদু। 'সমুখে মদন হাতে
শরাসন মুচকি মুচকি হাসে।' ভারত, ১৭৬০।

মুচকিয়া হাসা ক্রি মুখ টিপে হাসা। 'লচকিয়া আসে মুচকিয়া
হাসে/ মারে আবির্ পিচকারি।' নজরুল, ১৯৩৩।

মুচকে কিং মৃদু; ইং। 'একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মুচকে হাসি বি মুচকি হাসি; স্থিতহাসি। 'সোনার রেখায় রেখায়

কৌতুকের মুচক-হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মুচকুন্দ [সি] বি এক ধরনের চাঁপা ফুল। 'কিংবদন্তি ধাতুকী বিপ্ণী তোলে মুচকুন্দ।' রামমহাসদ, ১৭৮০।

মুচল বি বায়ামন্ত্রবিশেষ। 'মধুর মৃদল বাজে মুচল রসাল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মুচড়া [সি মুচুটা] ১ ক্রি মোচড় দেওয়া। 'ঘাড় মুচড়িয়া শিত পেলিল কুমায়।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ ক্রি ঘোরানো। 'তবুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িয়ারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল।' বরিশ, ১৮৭৮। ৩ ক্রি নিংড়ানো। 'মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কঁচক-মুচক তাকে সম্বোধে পাক দিয়ে দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। মুচড়এ ক্রি মোচড়ায়। 'যেন পানে চেয়ে পুন মুচড়এ দাড়ি।' মানিকরাম, ১৭৮১। মুচড়িয়া ক্রি মোচড় দিয়ে। 'ঘাড় মুচড়িয়া শিত পেলিল কুমায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

মুচড়ে ক্রিবিধ বিকৃত করে। 'একটা ঘটনা একই মুচড়ে ইতস্তত একই হেঁটে-হুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

মুচড়ে ওঠা ক্রি মোচড় দিয়ে ওঠা। 'মাঝরাতে পায়ের ব্যাথাটা হঠাৎ মুচড়ে ওঠে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

মুচড়ে দেওয়া ক্রি শাস্তিভক্ত করা। 'চাকার ক্রিষ্টশবে মুচড়ে দিচ্ছিল বাতাসকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মুচড়ে মুচড়ে [সি মুচুটা] ক্রিবিধ সর্বশেষ চেষ্টা অবধি। 'মুচড়ে মুচড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাদিয়ে-কাদিয়ে সুর বের করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুচলেকা [তু মুচলিকা] বি শর্তমুক্ত অসীকারনাম্য। 'মুচলেকা ও ফেয়াজামিনী গ্রহণ করেন।' সোমসংকল, ১৮৭৩।

মুচলকা [তু মুচলিকা] বি মুচলেকা; অসীকার। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

মুচলখা [তু মুচলিকা] বি মুচলেকা; অসীকার। 'শ্রীজ্ঞানকীরাম হালদার কহা মুচলখা পরমিৎ।' ওর্দা, ১৭৮২; 'এক এক মুচলখা লিখিয়া লওয়া যাইবেক।' সুধাবর্ষ, ১৮৫৫।

মুচলখাপত্র [তু মুচলিকা+স পর] বি অসীকারপত্র। 'ওহার দাওয়ার নিষা করিব এওদর্বে মুচলখাপত্র লিখিয়া দিলাম।' ওর্দা, ১৭৮২।

মুচা ক্রি পরিকার করা। 'মুখের ধাম মুচিয়া পুনর্বীর যড়ী দেখিবেক।' দর্পণ, ১৮২৭।

মুচি, মুচী [আ মুজী] ১ বি চর্মকার। 'মানেএল, ১৭৪৩; 'ভাছাতে পেটকো ফিরিসি কুছা মুচি বিন্দুদিগের কি করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩১; 'মুচী অর্থাৎ যারা প্রাম্য পদ্ধতিতে বাটে-বাজারে জুতো তৈরি করে।' মাহেনও, ১৯৪৯। ২ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পরগা মুচী।' সের্বিচ, ১৮৪০।

মুচিপাড়া বি চর্মকারদের পাড়। 'বাঁদের বনে কচ্ছ কাটে - মুচিপাড়ার লোকেরা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মুচে [আ মুজী] বি চর্মকার। 'ভবঘুরে মুচে ডোম কবিওয়াল।' দর্পণ, ১৮২৮।

মুচি ১ বি ছোটো সরাস; ঢাকনা। 'ছাঁক ছাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি।' ওর্দা, ১৮৫৮। ২ বি ধাতু গলাবার হাল্য ব্যবহৃত পাত্র। 'মুচির আতনে প্রাপণসে হুঁ গাছহে।' মনোজ, ১৯৬১।

মুচকি [সি মুখকুন্ডল] ১ বিধ মৃদু। 'হাসিয়ে মুচকি হাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রিবিধ মৃদুভাবে। 'তুমি হাস বসে মুচকি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মুচকে [সি মুখকুন্ডল] বিধ মুচকি। 'উচিত্তে গরুজ মনে তোঞি মুচ হাসী।' বড়ু, ১৪৫০।

মুচকুন্দ [সি] বি স্বর্ণচাঁপা ফুল। 'মুচকুন্দমূলের গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মুচকুন্দ-চাঁপা বি স্বর্ণচাঁপা। 'একরাশি মুচকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়া আনে।' বিজুতি, ১৯২৯।

মুচড়া [সি মুচুটা] ক্রি মোচড়ানো। 'মুচড়িয়া গোক্ষ দুটা বাকে নি ঘাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুছছি, মুছছী [আ মুতলসী] বি কেরানি। 'তবানী, ১৮২৩; 'সুঁ কোটে সবিফ দস্তুরে মুছছি পদে অভিভিত।' দর্পণ, ১৮৩০; 'অরে রেতহীন মুছছী চার বার ইন্সলাভেন্ট, এখন দালালী ধরেছে হতেম, ১৮৬১।

মুছছিগিরি [আ মুতলসী+খা গিরি] বি কেরানিগিরি। 'দেওয়ানি মুছছিগিরি কর্ষ করিয়া থাকেন।' তবানী, ১৮২৩।

মুছছি, মুছছী বি কেরানি। 'তাঁহার সাহেবের মুছছি হয়ে জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০; 'শেষে এক সদয় হুদয় মুছছী আশনার হই একটি ওজ্ঞান সরকারী কর্ষ দিলেন।' হতেম, ১৮৬১।

মুছছিগিরি বি প্রধান কেরানির কাজ। 'একটা বড়ো হৌ মুছছিগিরি পর্বন্ত উঠিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মুছা [সি মুছী] বিধ মুর্গাপণ। 'কেহো মুছা হইআ পড়ে কদলী জে বড়ে কেহ বীরে নিবেদে অঞ্জলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুছো বি মুছী। 'নিম্বে করলে যাব না মুছো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মুছশমান ঐ মুশলমান

মুছাট, মুছাটী ঐ মুগাটী

মুছা [আ মাছাছ] ক্রি পরিকার করা; মোছা। মুছীয়া ক্রি মুছে। 'ও মুছীয়া কাহ আপন বসনে।' বড়ু, ১৪৫০। মুছীবি ক্রি : ফেলাবে। 'সিন্দুর মুছীবি মাথে।' বড়ু, ১৪৫০। মুছীলাভ মুছলো। 'দুই হায়ে মুছীলাভ নয়নের পাশী।' বড়ু, ১৪৫০। মুচি ক্রি মুছে ফেলাবে। 'গন্ধ চন্দন মুছীয়া বাম পাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

মুছে দেওয়া ক্রি নিশ্চিহ্ন করা। 'নাম তার যাক মুছে দিয়ে।' রবী ১৮৮৬।

মুছে ফেলা ১ ক্রি নিশ্চিহ্ন করা। 'মুছে ফেলে দিয়ে যায় সুচি হতে এই কীর্ণ অবহীন অভিজ্ঞের রেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রি করে দেওয়া। 'ব্রহ্মাণম আপা চিরকালের জন্য হুদয় হইতে মুছে ফেল।' মশাররফ, ১৯০৮।

মুছে যাওয়া ১ ক্রি নিশ্চিহ্ন হওয়া। 'তাদের কাছে বাইরের ও মুছে গেছে।' মানিক, ১৯৩৫। ২ ক্রি হারিয়ে যাওয়া। 'আনদের জার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়।' মানিক, ১৯৩৫।

মুছালো [আ মাছাছ] ক্রি মুছিয়ে দেওয়া। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

মুছাপ [আ মুশাক] বি (ইসলাম) কোরানের বাণী। 'মুছাপের মোহাই (সাতবার) বিজয়, ১৬৫০।

মুছি [সি মুছা] বি কাঁঠাল, কলা ইত্যাদির নবজাত ফল। 'খেসারির ডারাকে কাঁঠালের মুছি।' বিজয়, ১৬৫০।

মুজরা, মুজরা [আ বি (পারিসরমিকের বিনিময়ে) নাচ-গান ক 'মুজরা' খাটিতে হয় প্রায়ই।] 'মাহেনও, ১৯৪৯; 'ঘরে বসিয়া মু দেওয়ার পথে কোনও বাধা তাহারে নাই।' আজাদ, ১৯৬৪।

মুজা [সি মুজাছ] বি পায়ের পাতার পরার পোশাক। ওর্দা, ১৭৮৫; '২

মুজা খোলন

আগে থেকেই কেন্দ্রী পায়ে মুজা চড়াইয়াছিলেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

মুজা খোলন বি মোজা খোলা। ওসী, ১৭৮৫।

মুজাদিদ [আ] বি ধর্মসংস্কারক। 'একজন ... 'মুজাদিদ' বা সংস্কারক।' নজরুল, ১৯২২।

মুজাহিদ [আ] বিপ জেহাদকারী। 'দেখ দলে-দলে মুজাহিদ-সেনা।' করুণ, ১৯৪৬।

মুজাহেদীন [আ] বি জেহাদকারী। 'যে সমস্ত মুজাহেদীন ইসলামের জন্য জেহাদ করিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

মুজাহিদ [আ] বি বাধা। ক্যালশে, ১৭৮৯।

মুজুরা [আ মুজরা] ১ বি সমান প্রদর্শন। 'মুজুরা জানাইয়া কহিল মহারাজার সহিত বিরোধে কিছু নিবেদন আছে।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি প্রাণ টাকার ছাড়। 'শাচ্ছে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন।' দর্পণ, ১৮০০।

মুঝে [বি] সর্ব আমাকে। 'মুঝে নাহি ছোড়ে নন্দলাল কোন পাকে।' বৃন্দা, ১৮৫০; 'অধম গরীব কহে মুঝে দিকে ক্ষম।' গরীব, ১৭৫৫।

মুঝে [স মুঝা] বি মুঝ। 'তুলিআ আছড়ে তুঞ্জে শোণিত নিকলে মুঞ্জে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞ্জে সর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুঝে [স মুঝা] বি মুঝ। 'পূর দারা সঙ্গে মুঝে হেরু পরবণ।' আলোড়ন, ১৬৮০।

মুঝি সর্ব আমি। 'আইল মুঝি বড় আশে না করহ নৈরাশে।' বড়, ১৪৫০।

মুজুরা [স মুজুরা] কি মুকুলিত হওয়া। 'মৃত তরু মুজুরিল ময়না নগরে।' রূপরাম, ১৭৫০; 'বকুলগুলি আবুল হয়ে বানির গানে মুজুরে।' ১৮৮৬। মুজুরিল কি মুকুলিত হেলা। 'মৃত তরু মুজুরিল ময়না নগরে।' রূপরাম, ১৭৫০।

মুজুরিত বিপ প্রাপক; পুণ্ডিত; মুকুলিত। 'কেন আমার শুদ্ধ প্রাণকে মুজুরিত করে তুলছ।' নজরুল, ১৯৪৪।

মুজুরী [স মুজুরী] বি নবপল্লব। 'মনে অদৃগত মুজুরী সহিত ভাবিয়া দেখহ মনে।' চণ্ডী, ১৫৫০।

মুট [স মুটি] বি দৈর্ঘ্য মাপার একক; এক মুঠার সমান; কমবেশি পাঁচ ইঞ্চি। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

মুট [স মুটি] বি প্যাণ্টের চেইন ও বোতাম ইত্যাদি দ্বারা যে অংশ কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা থাকে। 'পেটুলানের মুট চাপিয়া ধরিয়া।' শরৎ, ১৯১৭।

মুটিকি [স মুটি] ১ বি মুঠ; মুটি। 'বসিয়া গম্বার জলে যুগ মুটিকি কপে হানে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ঘূষি। 'মুটিকি খাইআ বাধা পুনরুপ ধায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুটিকি [স মুটি] ১ বি মুঠ; মুটি। 'একবার হুহুম শোন মুটিকির।' মানিক, ১৯৩৬।

মুটিকি [মুটি] বি মাটির কলস। 'মাটির প্রচুর শিরে মুটিকি তুলিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মুটমুট [ধন্য] বি হালকা কিছু ভাঙার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুটা [স মুটি] বি মুঠ; মুটি। 'এক মুটা অন্ন মনে দিও।' ভারত, ১৭৬০।

মুটাম [স মুটি] বিপ মুটিবদ্ধ হাত পরিমাণ; কমবেশি ১৫ ইঞ্চি। 'বাকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাসা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে।' বক্রিম, ১৮৮৭।

মুটম হাত বি মুটিবদ্ধ হাত; কমবেশি ১৫ ইঞ্চি। 'বড় জোর মুটম হাত পরিমাণ অঙ্গের হইয়া বসিলেন।' ইন্দ্রাদল, ১৯২০।

মুটিয়া [তা মুটে] বি মুটে; কুলি। ওসী, ১৭৮৫; 'মুটিয়া, মজুর ... খেদমতকারের জাতিতে পরিণত।' ছেলতান, ১৯২৩।

মুটিয়ে যাওয়া কি মোটা হওয়া। 'এতে শরীর আরো মুটিয়ে যাবে।' কীবন, ১৯৩২।

মুটে [তা মুটে] বি কুলি। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' রামধন্যদ, ১৭৮০; 'চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলী।' রেক্সো, ১৯৩১।

মুটেমজুর [তা মুটে+ফা মজদুর] বি সাধারণ শ্রমজীবী। 'কতকগুলি মুটে মজুর পোদ বাপদীর ছেলেরা ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২; 'হে আমার মুটে-মজুর ভাইরা।' নজরুল, ১৯২৭।

মুটের বোঝা বি সমষ্টিগত ভার। 'কাপড়চোপড় বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিস শত শত মুটের বোঝা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুটের সরদারি বি শ্রমিকদের দালালি। 'বাতাবাটিতে মুটের সরদারি।' ভরলী, ১৮২৫।

মুঠ [স মুঠি] বি মুঠা। 'মুঠ নিরাড়িয়া তাহে দিল আদার রস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুঠো বি হাতের মুঠি। 'এক পণ হুট করেছি কিন্তু মুঠোর ভিতর থাকবে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

মুঠা বি মুঠি। 'এক মুঠা চাউল।' বক্রিম, ১৮৯২।

মুঠা মুঠা বিপ রাশি রাশি। 'মুঠা মুঠা আশারাকী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

মুঠার মানিক বি নিজের অধিকারভুক্ত মূল্যবান বস্তু। 'মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে এলেম তোমার কুটির ছায়ে।' নজরুল, ১৯২৩।

মুঠো ক্রিয়ণ মুঠার। 'মুঠো নিরাড়িয়া তথি দিল আদারস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুঠকা [স মুঠি] বি কিল। 'পাএপাএ জুজ করি মুঠকা মুঠকা।' মালাধর, ১৫০০।

মুঠকা মুঠিকি, মুঠকা মুঠকী ১ বি কিল-ঘূষি। 'পাএপাএ জুজ করি মুঠকা মুঠকী।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ঘূষাঘূষি। 'মুঠকা মুঠকি দুই দলে কাটাকাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুঠকী বি ঘূষি। 'কাহারে মুঠকী কারে চাপড়ে মাঝিল।' মালাধর, ১৫০০।

মুঠি, মুঠী ১ বি মুঠি। 'মুঠি এক মাঝা বাএ হাসে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মুঠা দিয়ে ধরার স্থান। 'মুঠাছে চাঁটিল ভার মুঠী মুঠী।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি মুঠাঘাত। 'ছেড়ানের শিরে দুই মারিলেক মুঠি।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি সজ্ঞার। 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া আর কিছু সাহি জানে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৫ বি মুঠি পরিমিত চাল, মুড়ি ইত্যাদি। 'টিন খুলে মুঠ মুঠি বের করল।' কায়রান, ১৯৬২।

মুঠতল [স মুঠতল] বি হাতের মুঠা; অধীনস্থ। 'মুঠতলে পিষবার আদেশ যে শাসক দায়েছিলেন।' নজরুল, ১৯২৭।

মুঠিবন্ধ [স মুঠিবন্ধ] বিপ তেজোদীপ্ত। 'জাপে প্রাণ, ধীপে-ধীপে মুঠিবন্ধ অহান পাঠায়।' নীরেন, ১৯৪৭।

মুঠিয়ান বি বাজপাখি। মানোএল, ১৭৪৩।

মুঠো [স মুঠি] ১ বি হাতল। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ বি মুঠিবন্ধ হাত। ওর্সা, ১৭৮৫; 'তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুঠোভর্তি বিপ মুঠিপূর্ণ। 'মুঠোভর্তি সিদুর মনোহরের কপালে লেপন করে।' হাসান, ১৯৬৭।

মুড় [হি] ১ বি ভাব। 'চিঠিটাই এমন তাক্সিল্য ও তামাসার মুড়ে লেখা।' জীবন, ১৯৩১। ২ বি মানসিক অবস্থা। 'আজ বই কেনার মুড় নেই তার।' শ্যামসুন্দ, ১৯৭৩।

মুড়াল্যা বি নোয়ানের শীর্ষ। 'ডিক্সানিরে বাকিল মুড়াল্যা।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মুড়' [স মুণ্ড] বি মাথা। 'পরের বচনে চাকিন বদনে খাইন আপন মুড়।' রবী, ১৫৫০।

মুড় সেওরা কি ধার সেলাই করা। 'মুড় দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

মুড়' [স মুটা] বিপ মুট। 'এহিত আপনে মুড় মাতুলেত কঁহে দঢ়।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মুড়মতি বিপ মুচমতি; অবিবেচক। 'কি মুখিয়া মুড়মতি আশা কর দণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মুড়কি, মুড়কী [ধন্যা] বি গুড় বা চিনির রসে ভেজানো মুড়ি বা খই। 'ময়রা মুড়কী দেই।' মুহুন্দ, ১৬০০; 'দু পয়সায় মুড়কি কিনে সখী বিক্রি, ১৯২৯।

মুড়কিমুখী বিপ মিষ্টভাষী। 'মুড়কিমুখী ময়রা দিদি।' শীনবন্ধু, ১৮৭২।

মুড়কি মাদুলি বি এক রকমের অলংকার। 'মুড়কি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈতে, ভাবিজ, বাজু, স্বর্ণ, পঙ্কনির, পাঁসা, মুখকা, ইত্যাদি পরেন।' ভবানী, ১৮২৮।

মুড়মুড় [ধন্যা] বি মুদ্র মুদ্রমুদ্র শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'মুড়মুড় করে গুঁড়িয়ে গেল চালগতো।' কায়সার, ১৯৬৫।

মুড়মুড়ে বিপ মহমচে। 'মুড়মুড়ে দুটি টোস্টের ফাঁকে/নিবিড় হলুদ সোনালি ভিম।' শ্যামসুন্দ, ১৯৬৬।

মুড়া [স মুতা] ১ বি আঁচল হেঁচা কাপড়; কাপড়ের টুকরা। 'হয় মাস বুড়া বাস হয়্যা গেল গুড়া/লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি অগ্রভাগ। 'বাম পদ মুড়া নিয়া দিব শুভাচারে।' সুরভাণী, ১৭০০। ৩ বি শেষ প্রান্ত। 'চকের মুড়া পর্যন্ত লোকাতারি আসারবার ... ঢালিয়াত সিপাহীরা সমস্ত ডাঙাইল।' রামরাম, ১৮০১। ৪ বি মাছের মাথা। 'সদাই মাথা মুড়া খাওয়া আছেই।' কেরি, ১৮০২।

মুড়া' কি বন্ধ করা। মুড়িতে কি বন্ধ করতে। 'মুড়িতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

মুড়া' [স মুতা] কি মুক্তন করা; কামানো। 'বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ।' মর্জা, ১৭৫০। মুড়াই কি মুক্তন করি। 'মন মুড়াই আজ সেখান।' লালন, ১৮৯০। মুড়াইমু কি মুক্তিভরণে। 'বসন না রাখিমু অঙ্গে মুড়াইমু কেশ।' মর্জা, ১৭৫০। মুড়াইয়া কি ন্যাড়া করে। 'মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। মুড়াই কি মুক্তন করে। 'ইহা বা জানিয়া মাথা কি কার্যে মুয়ার।' বৃন্দা,

১৫৮০। মুড়াই কি মুক্তন করি। 'কী দেখে মুড়াই মাথা।' লালন, ১৮৯০। মুড়ুলমু কি মুড়ালাম। 'আমি তাইতে ত জটা মুড়ুলমু।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মুড়া' বিপ ক্ষয়প্রাপ্ত। 'গৌণ জোড়টি খ্যাসরার মুড়া।' প্যারী, ১৮৫৯।

মুড়াই বি একটি নদীর নাম। 'বাহিয়া মুড়াই নদী।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মুড়ান [স মুতা] ১ কি ভাঁজ করা। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ কি বন্ধ করা; মুক্তন করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুড়ানিয়া [স মুক্তন] বিপ মুক্তি; কামানো। মানোএল, ১৭৪৩।

মুড়ানো কি কামানো। 'সেটাকে মাথা মুড়িয়ে খোল ঢেলে নদী পার করে দেব।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

মুড়ালী [স মুতা] বি স্থাপনার সৌধ। 'মুড়ালী রচিআ তখি আরোপিল কাট/চারি হালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট।' মুহুন্দ, ১৬০০।

মুড়ি' [স মুতা] ১ বি মাথা। 'দক্ষিণায়ের বায়ে মুড়ি লয় কাড়্যা।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি খাপ। মানোএল, ১৭৪৩।

মুড়িঘন্ট বি মাছের মাথা ও ডাল দিয়ে রান্না করা খাবারবিশেষ। 'যদি বদতে, তোমার অতিথিকে ছুঁমি জিরাফের মুড়িঘন্ট খাইয়েছ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মুড়িটী নিয়ে পরে কোশ - বার্থ রক্ষা করে চলা। 'আগে মুড়িটী নিয়ে পরে কোশ।' উমেশ, ১৮৫৭।

মুড়ি' [ধন্যা] বি বিশেষভাবে ভাজা চাল। 'মুড়কি সন্দেহ মুড়ি তায় ওষধের গুড়ি।' রূপনার, ১৭৫০।

মুড়িগুড়ালা বি মুড়ি-বিরুদ্ধতা। 'কন্দনশরে এক মুড়িগুড়ালা গুঠে রোজ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

মুড়ি-টুড়ি বি মুড়ি ইত্যাদি। 'মুড়িটুড়ি পাওয়া যায় না?' শরৎ, ১৯১৭।

মুড়িমুড়কি [ধন্যা] ১ বি মুড়ির সঙ্গে মিশ্রিত মুড়কি; খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। 'শেষে মুড়িমুড়কি দোকান করে দিনপাত কণ্ডে লাগলো।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি হালকা খাদ্যদ্রব্য। 'তোমাদের মুড়ি-মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

মুড়ির টিন বি মুড়ি রাখার টিনের কৌটা। 'মাটির ভাঁড় আর একটা মুড়ির টিন।' জহির, ১৯৬৪।

মুড়ি' [স মুতা] বি চাদর কাঁথা বা লেপ দিয়ে মাথা-সহ পা ঢাকা। 'বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'লোকে দরজা জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওয়ে গড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুড়ি সেওয়া ১ ক্রো আশ্রয়স্থল আচ্ছাদিত করা। 'বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ ক্রি জড়িয়ে নেওয়া। 'চাষারা মাথায় টোকা প'রে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুড়িসুড়ি সেওয়া কি কাঁথা বা লেপ দিয়ে পা জড়ানো। 'লোকে দরজা জানালা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ওয়ে গড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুড়ি' বি পাঞ্জামা ইত্যাদির ভাঁজ বা সেলাই করা প্রান্তভাগ। 'মুড়ির ভিতরে লাল সুতার গোলাপী আভা।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

মুড়ি মায়া কি প্রান্ত সেলাই করা। মানোএল, ১৭৪৩।

মুড়ে রাখা কি ভাঁজ দিয়ে রাখা। 'একটু পরে ছোট্ট হাই তুলে

পাঠাবই মুড়ো রাখলো।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯।

মুড়ো [স মুখ] ১ বি মাথা। 'এ পাড়ার কর্তা মুড়ো, নিম্নি মারেন পাটার মুড়ো।' তত্ত্ব, ১৮৫৮। ২ বি শেষ সীমা। 'চল পেকে হলো হুড়ো না পেলে পথের মুড়ো।' লালন, ১৮৯০।

মুড়োঘন্ট বি মুছেরে মাথা দিয়ে তৈরি তরকারিবিশেষ। 'মুড়োঘন্ট রাখবার ইচ্ছে তাঁর।' শিবরাম, ১৯৭০।

মুড়ো ১ বিণ ভাঙা শলাকামুত; মুত্তিত। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিখ ব্যাবো।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ নেড়া; পাতাহীন। 'মুড়োগাছও গাছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মুড়ো খেঁরো বি অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁটা। 'চাকরদের কাছে তমাকের গুল, মুড়ো খেঁরার দিনে দু বার নিকেশ নেওয়া হয়।' হত্যাম, ১৮৬১।

মুড়ো খেঙ্গরা বি ভাঙা শলাকামুত তীক্ষ্ণরার কাঁটা। 'আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিখ ব্যাড়বো।' মাইকেল, ১৮৬০।

মুড়ো খ্যাংরা বি ক্ষয় হওয়া কাড়। 'মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিখ খেড়ে দিয়ে যাস।' নজরুল, ১৯২৪।

মুড়োগাছ বি নেড়া গাছ; পাতাহীন গাছ। 'মুড়োগাছও গাছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মুড়ো কাঁটা বি অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁটা। 'এই মুড়ো কাঁটা মুখে মারবো।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মুড়ো কাঁটা বি অধিক ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত কাঁটা। 'পাশের ঘরে মুড়ো কাঁটাইহতে দুটো ঝি।' নজরুল, ১৯২৭।

মুড়্যাতি বি শাকবিশেষ। 'রাঁকিবে মুড়্যাতি সাক হাড়ী দুই তিন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুড়্যাপা [স মুখ] বি বরের টোপর বা মুকুট। 'বিজ সূতা বাকে হাফে মুড়্যাপা বাঁধিল মাথে আইয় সেই জর চারিভিতে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুণী [আ মন] ১ বিণ মন পরিমাণ ওজনের। 'একটা মন মুণী তেলের কুপো।' হত্যাম, ১৮৬১।

মুণেআ কি অনুভব করলাম। 'আলি কালি বেণি সারি মুণেআ।' চর্চা ১৭, ১২০০।

মুণ্ড [স] ১ বি মাথা। 'যোর মহাপাতক পড় তোর মুণ্ডে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দানববিশেষ। 'চও মুণ্ড আদি বীর রণে কেহ নহে ছির।' রূপরাম, ১৭৫০।

মুণ্ডছেল [স] বি মাথা কেটে দেহ থেকে আলাদা। 'দলপতি কৃষ্ণদেব রায়ের মুণ্ডছেল করিতে পারিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইত।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

মুণ্ডছেলন [স] বি মাথা কর্তন। 'শ্রীনাথের মুণ্ডছেলন করিয়া আইস।' দর্শণ, ১৮৪০।

মুণ্ডচ্যুত [স] বিণ মাথাহীন। 'মুণ্ডচ্যুত বীরের মার মার ধনি উচ্চারণ।' আনিস, ১৯৬৪।

মুণ্ডপাত [স] ১ বি সর্বনাশ। 'তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৮৮। ২ বি শিরচ্ছেদ। 'বিখণ্ডীর মুণ্ডপাত করিতে সেই অস্ত্র কি নিশানিত হইয়া কাপেদের রক্তে রঞ্জিত হইবে না?' মঙ্গাররফ, ১৮৮৫।

মুণ্ডমালা [স] বি কাটা মাথা বা মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মালা। 'গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকটদশনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুণ্ডমালি [স মুণ্ডমালা] বি (হিন্দুপুরাণ) নরমুণ্ডের মালা। 'শঙ্করী শূলিনী কালী গলে দোলে মুণ্ডমালি।' রূপরাম, ১৭৫০।

মুণ্ডমালিনী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কাটা মাথা দিয়ে তৈরি মালা ধারণ করে যে। 'বন্দি সমিষ্টীর গ্রামে নুণ্ডমালিনী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মুণ্ডমালী [স] বিণ (হিন্দুপুরাণ) নরমুণ্ডের মালা ধারণকারী। 'এই মুণ্ডমালী শ্রেতেশ্বর তীব্রণ সেবতা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মুণ্ডরাশি [স] বি কাটা মাথার ভূপ। 'করে অসুর মুণ্ডরাশি/ অধরে না ধরে হাসি।' নজরুল, ১৯০৫।

মুণ্ডহীন [স] বিণ মাথাহীন। 'চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে? সুশীল, ১৯৬৬।

মুণ্ড [বি মুণ্ড] বি নুগোষ্ঠীবিশেষ। 'সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া, ওরাও বা খাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য জাতি বাস করে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মুণ্ডা বি নুগোষ্ঠীবিশেষ। 'বাসালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ডা, ওয়াও, সাঁওতাল...' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'সেই সাঁওতাল কোল ওরাও মুণ্ডারাও, বিখনিয়ালায়ের শেষ খাপটি পর্যন্ত যাবে।' অন্নমা, ১৯৪০।

মুণ্ডন [স] বি চুল কমিয়ে ফেলা। 'বিধিমাতে কর তার মস্তক মুণ্ডন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মুণ্ডা [স মুণ্ডন] ১ কি চুল ন্যাড়া করা। **মুণ্ডাইয়া** কি ন্যাড়া করে। 'সির দাড়ি মুণ্ডাইয়া রুকিরে এড়ি দিল।' মালধার, ১৫০০। **মুণ্ডাএ** কি মুড়ায়। 'মুত্তি কেশ নথ তার মুণ্ডাএ নাপিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। **মুণ্ডাব** কি মুত্তিরে দেবো। 'নাথী সত্য পালিবে মুণ্ডাব তোর মাথা।' মুকুন্দ, ১৬০০। **মুণ্ডারিও** কি মুত্তি করবো। 'কানড়ী খোঁপা বড়ারি মুত্তারিও মো।' বড়ু, ১৪৫০। **মুত্তিআ** কি মুত্তন করে; চোঁহে ফেলে। 'মুত্তিআ পেলাইবো কেশ জাইবো সাগর।' বড়ু, ১৪৫০। **মুত্তিলেক** কি মুত্তি করলো; সর্বনাশ সাধন করলো। 'তার গোট মুত্তিলেক আকার যৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০।

মুণ্ডা ১ মুণ্ড

মুণ্ডা বি মুণ্ড; মাথা। 'তুই এক গুণা নেব তোর মুণ্ডা।' অন্নমা, ১৯৪৬।

মুণ্ডাখিমালা [স] বি মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মালা। 'নাশযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাখিমালা গলে।' ভারত, ১৭৬০।

মুণ্ডারী বি নুগোষ্ঠীবিশেষ। 'মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাপপুর অঞ্চলে বাস করে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মুত্তি [স] বি মণ্ডাজাতীয় মিত্রানুবিশেষ। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাওড়ার অতি অনুপম মুত্তি।' ভবানী, ১৮২৫; 'ময়ূরার লোকানের মুত্তি সন্দেশ।' অবন, ১৯২৫।

মুত্তিত [স] ১ বিণ মুত্তন করা হয়েছে এমন। 'ভবিষ্যৎ সুখ ভোগের নিমিত্তে মুত্তিত হন।' মুত্তাঙ্গ, ১৮১২। ২ বি বৈরাগী। 'হরিবারে মুত্তিতসের সহিত সন্ন্যাসীদিগের তৃপ্ত সঙ্খ্যাম উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মুত্তিতমস্তক [স] বি নেড়া-মাথা। 'বে শিক্কের মুত্তি খরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাড়ের মুত্তিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শেকের কারণ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'গৈরিক বসন ধারণ করিয়া মুত্তিতমস্তকে তুলি-ককে...' ব্রমখ, ১৯১৪।

মুত্তিতমুখ [স] বি দাড়ি (গোঁক) কমানো হয়েছে এমন মুখ। 'একটি গোঁকবয়স্ক মুত্তিতমুখ শান্তমুত্তি ব্রাহ্মণ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মুত্ত [স মুত্তা] বি মাথা। 'করকুত্থ মনুজ মুত্ত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মুত্তপাত [স মুত্তপাত] বি সর্বনাশ। 'যখন তখন ফ্যাসীবাদী

শক্তিসমূহের মুদ্রপাত করিতেছি।' মাহেনব, ১৯৪৯।

মৃত [স মুদ্রা] বি প্রসার। 'ভীতুর ভিজায় মাথা দিয়া খোড়ার মৃত' মুহুন্দ, ১৬০০; 'ইতস্তত শ্বেতরোগ, শোখ হতে চুয়াম অশ্রীল দেহের বিহীন মৃত' শক্তি, ১৯৬১।

মৃতকবরকা, মৃতকারাকা [আ মৃতকারিকার] ১ বিণ অতি সামান্য। 'মৃতকবরকা' বিদ্যা, ১৮৯১; 'আমাদের মৃতকবরকা মজলিস' অস্তিত্ব, ১৯৫০। ২ বিণ অশোভনো। 'আচ্ছাই এক মেরুদণ্ডহীন মৃতকারাকা ছেলে! রশীদ, ১৯৬৩।

মৃতসুন্দি, মুহুন্দি [আ মৃতসান্দি] বি সচিব; হিসাবরক্ষক; প্রধান কেরানি। 'মহারাজার সরকারের চাকর মৃতসুন্দি শ্রীবলরাম সরকার'। ওর্গা, ১৭৮২। ৩ মুহুন্দি

মুহুন্দি [আ মৃতসান্দি] বি কর্মচারী; হিসাবরক্ষক। ক্যালগে, ১৭৮৯।

মুহুন্দি [আ মৃতসান্দি] বি মুহুন্দি; প্রধান কেরানি। 'দরবারের মুহুন্দি লোক গলতা করিয়া মোকাবিলা অবধি ...'। ওর্গা, ১৭৮২।

মুহুন্দি, মুহুন্দি [আ] বি কেরানি। 'রাজসংক্রান্ত দেওয়ান মুহুন্দি উকীল ইত্যাদি ...'। দর্পণ, ১৮২২; 'একজন সাহেবের মুহুন্দি না হইলে আমার কর্ম কাছ জমকায়ে না'। প্যারী, ১৮৫৮।

মুতা [স মুতা] কি প্রসার করা। মুতিয়া কি প্রসার করে। 'খাইল লাগটা মুতিয়া ভরিল কুড়ে'। মুহুন্দ, ১৬০০।

মুতানো [স মুতা] কি প্রসার করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুতি [স মুতা] বি মুতা; মোতি। 'মানিক বিদ্রুম মুতিপলা'। মুহুন্দ, ১৬০০।

মুতিহার [স মুতাহার] বি মুতার হার। 'নম্রমান মুতিহার অঙ্গন কঙ্কন হার'। মুহুন্দ, ১৬০০।

মুতিজোত [স মুতাঝোতি] বি মুতার জোতি। 'দুর্গম মুতিজোত চমকে বিদ্যুত'। সুলতান, ১৭০০।

মুতীম [স মুতা] বিণ মুতার তৈরি। 'দানের আন্তরে কাফাতি নেহ মুতীম হার'। বড়, ১৪৫০।

মুতিহার [স মুতাহার] বি মুতার হার। 'পরম মোখ লবণ মুতিহার'। চর্যা, ১১, ১২০০।

মুতাপুরিস [স মুত+পূরীষা] বি প্রসার ও বিটা। 'মাংস পিত লোভে মুতাপুরিস ভোজন'। মালদার, ১৫০০।

মুখা [স মুতা] বি ঘাসবিশেষ; গরুশিকড়বিহীন তৃণ। 'বরাটা চুচুড়া মুখা আবার ভুক্ষণ'। মুহুন্দ, ১৬০০; 'সত্য নর শিশু, নয় রাজনীতি, নয় মুখা ঘাস'। শক্তি, ১৯৭০।

মুদগার [স মুদগার] বি শোহার তৈরি বৃন্দাকার হাড়টি; মুগুর। 'শোহার মুদগার বারি মুখে মরিবার'। সুলতান, ১৭০০।

মুদগুর [স মুদগার] বি মুগুর। 'মুদগুরের ঘাএ তুমি জাবে জম ঠাট্টরি'। মালদার, ১৫০০।

মুদড়ী, মুদরী [স মুদ্রিকা] বি আঁট। 'রতন মুদড়ী পিঙ্ক বাখে'। বড়, ১৪৫০; 'বাম অঙ্গুলিতে মুদরী সহিতে কনক কটেরি হাতে'। বিচিত্রী, ১৬০০।

মুদন বি বন্ধ করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

মুদা [স মুদ্রিত] কি চোখের পাতা বন্ধ করা। 'মুদয়ে নয়ন আভি তরাসিত মনে'। বড়, ১৪৫০। মুদ কি বন্ধ করে। 'মোর হস্তে ধরি আঁধি মুদ কুরমান'। জালাতল, ১৬৮০। মুদয়ে কি মুদ্রিত করে।

'মুদয়ে নয়ন আভি তরাসিত মনে'। বড়, ১৪৫০। মুদ কি মুদ্রিত করে। 'আঁধি মুদ পড়ে কেহো হাত আছাড়ি'। মালদার, ১৫০০। মুদিয়া কি মুদ্রিত করে। 'দেখ সখি আলো আঁধি মুদিয়া'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'এত বলি ধর্ম জপে মুদিয়া নয়ান'। রূপরাম, ১৭৫০। মুদিল কি বুজলো। 'লজ্জাএ সোন্দরী কেন্যা মুদিল নয়ন'। কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মুদা বিণ বাকি। 'নতুবা মুদা থাকিলে সদর চুক্তির লেখা পড়াতে বহুত তজ্জি জানিবা'। তিতি, ১৭৯২।

মুদা বিণ মুদিত। 'আমোহলা আঁধি মুটি মৃদু আসনে'। সুখীন্দ্র, ১৯২৫।

মুদাম ক্রিবিণ নিরস্তর। 'আপন পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম'। গরীব, ১৭৬৫।

মুদারা বি (সরীত) তিনটি সপ্তকের মধ্যমটি। 'স্রী ও পুরুষ গায়করা উদারা, মুদারা ও তারা সুরের কণ্ঠ অনুসারে ...'। রবীন্দ্র, ১৯১২; 'নিমসন্তক থেকে উচ্চসন্তক পর্যন্ত উদারা মুদারা ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মুদালয় [আ মুদালয়ে] বিণ অভিজ্ঞ; আসামি। 'মুদেই শ্রীসেক নিজাম মুদালয় শ্রীসেক হেন্দাতুলা'। হ্যালাহেভ, ১৭৭২।

মুদি, মুদী [বি মোদী] বি চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি অত্যাৱণ্যক পণ্য বিক্রি করে যে দোকানি। 'সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিখরে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মুদীর দোকান হইতে লণ্টন জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল'। দর্পণ, ১৮১৯।

মুদিওয়ালা বি চাল, ডাল, তেল প্রভৃতি অত্যাৱণ্যক পণ্য বিক্রি করে যে দোকানি। 'মুদিওয়ালা তাতে লাভ কড়টুকু জানিনে'। নজরুল, ১৮২৭।

মুদিখানা, মুদীখানা বি মুদির দোকান। 'কোন পটতে কেবল মুদিখানা দোকান'। রায়রাম, ১৮০১; 'মুদীখানার দোকান করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছে'। ভবানী, ১৮২৩।

মুদিখর বি মুদি দোকান। 'সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিখরে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুদি দোকান বি তেল, ডাল প্রভৃতি বিক্রয়ের বিপণি। 'ধাক্কা মুদি দোকানে'। ভবানী, ১৮২৫।

মুদির দোকান বি চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি বিক্রি হয় যে দোকান। 'মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মুদিত [স মুদ্রিত] ১ বিণ বোজা অবস্থায় আছে এমন; বন্ধ। 'প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাগুর'। বড়, ১৪৫০; 'যদিও তাহার চর্য চকু সর্বদাই প্রায় মুদিত থাকিত'। প্যারী, ১৮৫৯। ২ বিণ নিদ্রিত। 'দিনমণি অন্তগতে নলিনী মুদিত'। বাহরাম, ১৬৫০।

মুদিতনয়ন [স মুদ্রিতনয়ন] বিণ চোখ বুজে আছে এমন। 'আর একটু দূরে মুদিতনয়ন একটি মার্জার'। বনফুল, ১৯৩৬।

মুদিতনেত্র [স মুদ্রিতনেত্র] বি বুজে আছে এমন চোখ। 'মুদিতনেত্রের সমুখে রক্তমাংস আমার ছায়ের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম'। বনফুল, ১৯৩৬।

মুদিতা [স মুদ্রিত] বিণ ক্রী প্রকারিত; চোখ বন্ধ করে আছে এমন। 'সবে ভনে ছিলে সো বালিকা, যথা মুদিতা মালিকা'। রবী, ১৮৫৮।

মুদিতমনা বি এক প্রকার মূল। 'করজা মুদিল গণা দাড়ি মুদিতমনা'। মুহুন্দ, ১৬০০।

মুদেই [আ মুদাই] বিণ অভিযোগকারী; বানী। 'মুদেই খ্রীসেক নিজাম মুদালয় খ্রীসেক হেদাফুদা।' হাফেজ, ১৭৭২।

মুদো [স মুতি] বি পুঁটি। 'গিল্লি শনিবারে একটা সুপুরি, পরয়া ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বানেন।' হুতোম, ১৮৬১।

মুলা, **মুলা** [স মুলা] বি মুগডাল। 'চাণু কলা মুলা দখি একরু করিয়া।' কৃন্দা, ১৫৮০।

মুলাবড়া, **মুদশবড়া** [স মুলা+স বটক] বি মুগ ডালের বড়া। 'মুদশবড়া মাধবড়া কলাবড়া মিঠা।' কৃন্দা, ১৫৮০।

মুলাস্প [স বি মুগ ডাল। 'চারিদিকে বাজ্ঞন-ডোলা আর মুলাস্প।' কৃন্দা, ১৫৮০।

মুলাতুর [স বি ভিজানো গোটা মুগ। 'সলবন মুলাতুর আদা খানি খানি।' কৃন্দা, ১৫৮০।

মুলার, **মুদ্রার** [স বি মুত্তর। 'অজ্ঞের অচ্ছেদ অস্ত্র সেইত মুলার।' মালাধর, ১৫০০।

মুদই, **মুদাই** [আ মুদাই] ১ বি বানী; অভিযোগকারী। 'মুদাইর ফদি নহে মরণ খেচেছে।' গরীব, ১৭৬৫; 'মুদই।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বি শব্দ। 'পেট বড় মুদই এবং পেটের জন্যই ইহার এমন করিয়া আত্মহত্যা করে।' নজরুল, ১৯২২।

মুদত, **মুদতি** [আ মুদত] বি মেয়াদ। 'মুদতি পুরা হয়ে নাই।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

মুদক্ষরাস, **মুদক্ষরোশ** [সি মুদাফরোশ] বি মুতদেহ বহন বা পোড়ানোর কাজে নিয়োজিত লোক। 'রামা মুদক্ষরাস, কেট বাগদি ... সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।' হুতোম, ১৮৬১; 'পথে পড়ে মরে থাকবো, মুদক্ষরাসে টেনে ফেলে দেবো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

মুদাফরাস [সি মুদাফরোশ] বি যে মুতদেহ সৎকারের কাজ করে। 'যি কিনেছিল কোন মুদাফরাসের দোকান থেকে?' জীবন, ১৯৬৩।

মুদারক্ষরাস [সি মুদাফরোশ] বি যে মুতদেহ বহন করে বা পোড়ায়। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুদোক্ষরাস [সি মুদাফরোশ] বি যে মুতদেহ সৎকারের কাজ করে। 'নই তো আমি মুদোক্ষরাস। জীবন থেকে সোনার মেডেল।' শ্যামসু, ১৯৭৩।

মুদ্যা [স মুদা] বি এক প্রকার শস্যদানা। 'প্রধান শস্য ঘব, গোধূম, মুদ্যা, ইন্দু, নীল প্রভৃতি।' অক্ষয়, ১৮৪১।

মুদ্রণ [সি বি ছাপানো। **মুদ্রণ যন্ত্র** [সি বি ছাপানোর কাজ করা যায় এমন যন্ত্র। 'কোণিশ সাহেব ... আর এক বাঙ্গালী মুদ্রণ যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মুদ্রণকার্য, **মুদ্রণকার্য** [সি বি ছাপার কাজ। 'উপস্থিতিরূপ মুদ্রণকার্যে অনেক ব্যয় ও বিবরণ সময় আবশ্যক করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মুদ্রা [সি ১ বি মোহর। 'যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা সাতে।' কৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অলঙ্কার বিশেষ। 'মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল নিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি টাকা-পয়সা প্রভৃতি। 'জানিয়াও কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান করেন।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩০।

মুদ্রাঙ্কন [সি বি জলরূপ মুদ্রা। 'বৃহৎ কর্ণকালে মুদ্রাঙ্কন নির্গত হইয়া নানাদিগদগণ্যমি হইতেছে।' ভবানী, ১৮২৩।

মুদ্রাধার [সি বি মুদ্রা রাখার পাত্র। 'পিতার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা একটি মুদ্রাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মুদ্রানাদী [সি বি নদীরূপ মুদ্রা। 'নানাবিধা মুদ্রানাদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে।' ভবানী, ১৮২৩।

মুদ্রানীতি [সি বি মুদ্রার ব্যবহার, বিনিময় ইত্যাদি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। 'আমাদের মুদ্রানীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, বনিজ সম্পদ সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪১; 'পররাষ্ট্র সম্বন্ধ, তৎ ও মুদ্রানীতি।' আজাদ, ১৯৪৬।

মুদ্রামান [সি বি অর্থের মূল্য। 'মুদ্রামানের উচ্চ হারের দরুণ মুদ্রাফার অধিকাংশ ...।' আজাদ, ১৯৫৫।

মুদ্রামূল্য [সি বি বাজার অনুসারে মুদ্রার দাম। 'প্রত্যেকে বাঁসির মুদ্রামূল্যে কুড়ি হাজার সিকা টাকা হিসাবে দামোদরকে দেবে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

মুদ্রাশালা [সি বি লোণাগার। 'চকচকে ধাতুখণ্ড মুদ্রাশালা থেকে/জ্যাজের ডনকরে যখন বেরুতো।' শ্যামসু, ১৯৬৯।

মুদ্রাসীতি [সি বি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস। 'দেশে যে বিরাট মুদ্রাসীতি হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪৫।

মুদ্রা [সি বি অলঙ্কার। 'অখনে কহিমু মহা মুদ্রার লক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০।

মুদ্রাদোষ [সি ১ বি কোনো অলঙ্কারি বার বার করার অথবা কথা বলায় অলঙ্কার। 'কটা মুদ্রাদোষ।' বকীল, ১৯২৮; 'মনের মুদ্রাদোষ কিছুতেই ছাড়তে পার না।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি নেতিবাচক বস্তু। 'মনের মুদ্রাদোষে নষ্ট হয়ে যায়।' জীবন, ১৯৪২।

মুদ্রা [সি বি মুদ্রণ। 'কলিকাতা কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাণুহে মুদ্রিত হইল।' গৌর, ১৮২২।

মুদ্রাকর [সি বি মুদ্রণকারী। 'তাহা মুদ্রাকরের ড্রাম।' বকীল, ১৮৭৫।

মুদ্রাকর [সি বি সিনা দিয়ে নির্মিত ছাপার অক্ষর। 'মুদ্রাকরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল।' ভবানী, ১৮২৫।

মুদ্রাণু [সি বি ছাপাখানা। 'কলিকাতা কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাণুহে মুদ্রিত হইল।' গৌর, ১৮২২।

মুদ্রাঙ্কন [সি বি মুদ্রণ। 'ইসরেলী ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কন সম্পাদক।' দর্পণ, ১৮৬৬।

মুদ্রাঙ্কিত [সি ১ বিণ মুদ্রিত। 'এ সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সচিবক্লিপিয়ান না।' ভবানী, ১৮২৩। ২ বিণ মুদ্রাঙ্কন করা হয়েছে এমন। 'কোন বিষয় মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহা কাঠকলকে বুদিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মুদ্রাঙ্কিতকরণ [সি বি ছাপানোর কাজ। 'দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতকরণের দুই কারণ দর্শান।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা [সি ক্রিবিণ ছাপানোর চেয়ে। 'সম্বাদ পত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় হরণ।' দর্পণ, ১৮৩০।

মুদ্রাঙ্কিতোত্তর [সি ক্রিবিণ ছাপানোর পরে। 'বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিতোত্তর জেলদাবদি হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মুদ্রাবিন্যা [সি বি মুদ্রণবিষয়ক বিন্যা। 'এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র মুদ্রাবিন্যার উদ্ভাবন করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মুদ্রাযন্ত্র [সি বি মুদ্রণযন্ত্র; ছাপাখানা। 'এতদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র একবারে

মুক্ত করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

মুদ্রাসম্রাজ্য [স] বি ছাপাখানা। 'অবিলম্বে কোন ইঙ্গরেজী মুদ্রাসম্রাজ্যে ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

মুদ্রাশয় [স] বি ছাপাখানা। 'সংস্কৃত ব্যাকরণ সংগ্রহিত রোমনগরে প্রকাশ্য মুদ্রাশয়ে প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মুদ্রিত' [স] ১ বিপ ছাপা। 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইল।' গৌর, ১৮২২। ২ বিপ প্রকাশিত। 'কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৩ বিপ ছাপমুক্ত। 'বাসালা ও পারস্য ও মহাদ্ব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৪ বিপ গ্রথিত। 'তাহা তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মুদ্রিতকরণ [স] বি ছাপানো। 'তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম সৃষ্টি এই।' দর্পণ, ১৮৩০।

মুদ্রিত' [স] ১ বিপ বন্ধ। 'যদ্যপি মুদ্রিত হয় পত্র।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিপ নিম্নলিখিত। 'কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯; 'চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের ঘরা কল্পনা করেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

মুদ্রিতনয়ন [স] বিপ চোখ বন্ধ এমন। 'মুদ্রিতনয়ন হয়ে আপন ইষ্টদেবকে ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মুদ্রিতনেত্র [স] বি চোখ বোজা আছে এমন অবস্থা। 'শয্যাভঙ্গে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মুদ্রিত' [স] বিপ ভস্মবিবিশিষ্ট। 'মুদ্রিত আত্মলে তোলা যে মুদ্রিত, মাহমুদ, ১৯৬৬।

মুনশির [স মজারী] বি নূর। 'কিছগী মুখের নাদ কর মুনশির।' কুঙ্করায়, ১৭২০।

মুনকা' [আ মুনাফা] বি লাভ। 'তাহাতে অনেক মুনকা আছে।' দর্পণ, ১৮৩২।

মুনশি, মুনশী [আ] ১ বি লিপিকর; লেখক। 'আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর/ মুনশী বংশী বৈদ্য কানগোই কাজি।' ভারত, ১৭৬০; 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবদের মুনশিগিরি কি সরকারিগিরি কর্ত্বের ঘরা ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি কাজী। 'একজন মুনশি আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ মুনশী

মুনশিগিরি [আ মুনশী+ফা গিরি] বি মুনশির কাজ। 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবদের মুনশিগিরি কি সরকারিগিরি কর্ত্বের ঘরা।' দর্পণ, ১৮৩০।

মুনশিয়ানা [আ মুনশী+ফা আনা] বি দক্ষতা। 'মুনশিয়ানার সঙ্গে জটিল জীবনের ঠিকমতো বুনিয়াদ চলিবার শিক্ষা।' মানিক, ১৯৪০; 'জিহের মুনশিয়ানা না দেখিয়েই।' শিবরায়, ১৯৭০।

মুনসি, মুনসী [আ] ১ বি লিপিকর; লেখক। 'মুনসি ও মহুরির সকল কচহরিতে ব্যবস্থাপকগণের সাক্ষ্য।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি পারসি ভাষার শিক্ষক। 'সাহেব আমি মুনসি আমি এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি কোরানি। 'মুনসী অথবা কোরাণী গিরি করিব না।' দর্পণ, ১৮২১; 'এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট আপিসের মাফি ছিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি গৃহশিক্ষক। 'আর কোরাণি ও মুনসি ইহাদিগের জবাব দেও।' ভবানী, ১৮২৫।

মুনসিআনা [আ মুনশী+ফা আনা] বি লেখুণ্য। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুনসিগিরি, মুনসীগিরি [আ মুনশী+ফা গিরি] ১ বি গৃহশিক্ষকের কাজ। 'মুনসিগিরি ও মহুরিগিরি কিমা কোরাণিগিরি।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি লিপিকরের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুনশীব, মুনসীব [আ মুনসি+ব] বি সম্মত। 'মুনশীব রাধা ভায়/ তুমি মোহ পাও যায়/ ভারত কি কবে সেই ঠাটে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি কাজের কর্তা। 'জুড়িআ কোশেক বাট/ বশিল প্রেতের হাট/ মুনশীব সর্বমঙ্গলা।' মুকুল, ১৬০০।

মুনসেফ, মুনসেফ [আ মুনসি+ফ] বি নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। বিদ্যা, ১৮৯১; 'জেজরা মুনসেফ হরেন্দ্র আছে।' জীবন, ১৯৩২; 'মুনসেফ, উকিল, প্রকোসারদের পরে আমায়ও পালা এল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

মুনসিক [আ] বি নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। 'পেশবার ও মৌলবি ও পণ্ডিত ও আমিন ও মুনসিফ ...।' ডানকান, ১৭৮৪।

মুনসেফি, মুনসেফী [আ মুনসি+ফ] বি মুনসেফের পেশা। 'পণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী।' দর্পণ, ১৮৪০; 'কিন্তু এতদেশীয় যে সকল ব্যক্তি মুনসেফি পদে অভিজিহত হইয়া বিচার কার্য নিরীহ করিতেছেন ...।' প্রভাকর, ১৮৫০।

মুনাই [স মন-] বি মনের মানুষ। 'মন কি মুনাই হাতে পেলাম না।' গানন, ১৮৯০।

মুনাজাত [আ] বি আরাম্যের নিকট প্রার্থনা। 'খোদার কাছে মুনাজাত।' নজরুল, ১৯২৭।

মুনাকা [আ মুনাফা] ১ বি লাভ। 'আমার মুনাফা দিয়া আমল আবাদ করিয়া পরম মুখে ভোগ করহ।' হ্যাগহেড, ১৭৭২; 'এখানেও বিক্রী হইয়া মুনাফা পাওয়া যায় তবেই বরাবর কাজ চলে।' চিত্রলেখ, ১৭৯১। ২ বি আয়। 'অমুক তালুকের মুনাফা কত?' গ্যারী, ১৮৫৮।

মুনাকাওয়ালা [মুনাকা+হি ওয়ালা] বি মুনাফাখোর; লভ্যাংশভোগী। 'বড়ো বড়ো মুনাফাওয়ালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মুনাকাখোর [মুনাকা+ফা খোর] বি লাভ করার নেশায় মত্ত। 'চোরাবাজারের মুনাকাখোরদের প্রশ্রয়দান।' সপ্তপাঠ, ১৯৪৫।

মুনাকাখোরি [মুনাকা+ফা খোরি] বি মুনাফাখোরের কাজ। 'মুনাকাখোরি, কালোবাজারি ও গুণামির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক নেন।' বেঙ্গল, ১৯৭১।

মুনাকাভোগী [মুনাকা+স ভোগী] বি লভ্যাংশ ভোগকারী। 'অভিরিক্ত মুনাকাভোগী ব্যবসাদার ও মৌলুদকারীদের জন্য ...।' আজাদ, ১৯৪২।

মুনাকা মুক্তা [মুনাকা+স মুক্তা] ক্রিষি লাভসম্মত। 'মুনাকা মুক্তা টাকা বেবাক দিবি।' ওয়া, ১৭৮২।

মুনাক্ষিক, মুনাক্ষেক [আ মুনাক্ষিক] বি কণ্ঠ; শুণ্ড। 'মুনাক্ষিক হই পাণী জলিল ধরা ধাম।' সুলতান, ১৭০০; 'তবে এক মুনাক্ষেক হইবে বর্ণ করি।' সুলতান, ১৭০০।

মুনাক্ষেফি [আ মুনাক্ষিক+ফ] বি প্রতারণা। 'ভগামি মুনাক্ষেফিটা কিছু না?' মনসুর, ১৯৫৫।

মুনাম বি খানাবিশেষ। 'নাডু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে।' মনিকরাম, ১৭৮১।

মুনাল

মুনাল [স মুনাল] বি মুনাল। 'কর কমল/বাহ মুনাল' বড়, ১৫৭০।

মুনি, মুনী [স] ১ বি ঋষি: বোণী। 'তথা চাইহ নারদ মুনি সন্নে'। বড়, ১৪৫০; 'পরদারে পাপ নাই মুনি সমত'। বড়, ১৪৫০। ২ বি ভবিষ্যত। কুসুমার, ১৭৯৬।

মুনিবর [স] বি ঋষি। 'সর্বলেশ মুনিবরে কহিছে কর্ণকাত'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মুনিবেশ [স] বি মুনির বেশ বা সজ্জা; মুনির রূপ। 'পাছেত মননবশে হাবিআ তাক পরায়ে রহিবে ধরি মুনিবেশ'। বড়, ১৪৫০।

মুমিনমোহিনী [স] বিল মুনির মন মোহিত করে এমন। 'মুমিনমোহিনী রমণী অনুশায়া'। বড়, ১৪৫০।

মুমিনমোহের [স] বিল মুনির মন হরণ করে এমন। 'আমার কামিনীর মুমিনমোহের রূপ'। লীনবর, ১৮৩৩।

মুনিষট [বি] জ্ঞানী বা মুনির ভান। 'ভিত্তি উপর এবে তোর মুনিষট'। বড়, ১৪৫০।

মুনিআ [স মন] ক্রি মনে করলাম। 'মক বোণী তরঙ্গম মুনিআ'। চণ্ডী ১৩, ১২০০।

মুনিব, মুনীব [আ] বি মনিব; কর্তা। 'তাহার মুনীবেয়া সঙ্কট ছিলেন তাহার'। দর্পণ, ১৮২২; 'মুনিব বা বলে তা না কল্যা মেইনে দেবে কেন?' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

মুনিয়া বি পাণ্ডববিশেষ। 'একটা মুনিয়ার বা মেঠো ইন্দুরের মত'। লীনবর, ১৯৮৮।

মুনিশোভা [স] বিল মুনির মনোশোভা। 'ধবল কৃষণ শোভা অনুশ্রী মুনিশোভা'। রঙ্গরায়, ১৭৫০।

মুনিষ [স মানুষ] বি মানুষ। 'মুনিষে, যে অধম'। আজেনিয়ো, ১৭৪৩।

মুনিষ্য [স মনুষ্য] বি মানুষ। 'তথ্যচ অনেক মুনিষ্যে কহিবেক'। মনোএল, ১৭৪৩।

মুনিষ্যো [স মনুষ্য] বি মানুষ। 'বে জন মুনিষ্যো সুলভ হৈবে তাহার উচিত উত্তম সিয়ান'। আজেনিয়ো, ১৭৪৩।

মুনিস্য [স মনুষ্য] বি মানুষ। 'মুনিস্য মাথায় তৈল মাগীটির পার'। মালিকরায়, ১৭৮১।

মুনিস, মুনীষ [স মনুষ্য] বি দিনমজুর। 'পাড়াপড়সির ঘরে মুনিস খাটরা দুই চারি পোশা বাধা পাই ...'। মুতাব্বর, ১৮১৩; 'একজন মুনীষকে খড়ম দিয়া চিটিয়া ...'। মালিক, ১৯৩৬।

মুনসা [স মুদ্রিত] ক্রি বন্ধ করা। মুশি ক্রি বন্ধ করে। 'করমুশ নয়ন মুশি চন্দ্র তাবিনি ভিমির নয়নাক আসে'। গোবিন্দ, ১৬০০।

মুন্দুই [আ মুন্দাই] বি বাদী। 'দাই মুন্দুই রাজি কি করবে কাজী'। উমেশ, ১৮৫৭।

মুন্দরদেশের গুজা বি (হিন্দুধর্ম) গুজাবিশেষ। 'তাহারা মুন্দরদেশের গুজা করে'। দর্পণ, ১৮২৯।

মুদী [আ মুন্দী] ১ বি কেরানি। 'দন্ডরের প্রধান মুদী ছিলেন তিনি ...'। দর্পণ, ১৮২২। ২ বি পণ্ডিত ব্যক্তি। 'বহির ঝিরা - মুদী যদি খেতাব তাহার'। কবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ মুদ্রাশিল্প

মুদীআনা [আ মুন্দী+ফা আনা] বি পাণ্ডিত্য। 'তাহাতে মুদীআনা ... কোন কথার প্রকাশ পায় নাই'। দর্পণ, ১৮৩২।

মুদীগিরি, মুদীগিরী [আ মুন্দী+ফা গিরি] ১ বি কেরানিগিরি। 'বেঠিমে সাহেবের নিকট মুদীগিরি কর্তৃক মকর হরেন'। চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বি পাণ্ডিত্য। 'বকিমেমে সাহেব আপন মুদীগিরী অনেক প্রচার করিতে লাগিলেন'। দর্পণ, ১৮৩২।

মুদীয়ানা, মুদীয়ানা [আ মুন্দী+ফা আনা] ১ বি পাণ্ডিত্য। 'আবার মুদীয়ানা করে একটা লখা চিঠি পাঠিয়েছে'। নবকল্প, ১৯৪৯। ২ বি দক্ষতা। 'বিদ্যাসাগর যে অর্প মুদীয়ানার পরিচয় দিতেছেন'। মুদ্রণ, ১৯৭০।

মুদী [আ মুন্দী] বি বাঙালি হাশনাম-বিশেষ। সেবধি, ১৮৪০।

মুদেক [আ মুদিক] বি নিম্ন আদালতের বিচারক। 'তিনি মুদেকের পদে নিযুক্ত হয়ে ...'। গৌর, ১৮২২; 'মাজিস্ট্রেট, মুদেক, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘটিকা কাজ করিয়া থাকেন'। রোকেয়া, ১৯২২।

মুদেকী [আ মুদিক] বি নিম্ন দেওয়ানি আদালত। 'কালেক্টরী মুদেকী সকলি আছে'। মশাররফ, ১৮৯০।

মুক্ত, মুক্ফ [ফা মুক্ত] ১ ক্রিণি বিনামূল্যে। 'নিযে যাব আবার নিযে আসব একদম মুক্ফ'। শিবরায়, ১৯৪০। ২ বিল বিনা পরসায় পাওয়া গুরু এমন; মাপনা। 'এই মুক্ত লাভের ব্যবসা হইতে ...'। সত্যকাম, ১৯৪৬।

মুক্ততে ক্রিণি বিনামূল্যে; টাকা দিতে হবে না এমন শর্তে। 'পারি নী আর এমন মুক্তে পরামর্শ দিতে'। মনসুর, ১৯৪৫।

মুক্তি [আ] বি যিনি ফতোয়া (ধর্মীয় অনুশাসন) দেন। 'হে শহরের মুক্তি'। নবকল্প, ১৯৫৯।

মুবারকবাদ [আ মুবারক+ফা বাদ] বি অভিনন্দন। 'মুবারকবাদ আনাইছি'। নবকল্প, ১৯৩৯।

মুভমেন্ট [হি] বি আন্দোলন। 'নৃতন হিউমানিজমের রিভিউয়াল মুভমেন্ট হওয়া উচিত'। রবীন্দ্র, ১৯২১।

মুমিন, মুমীন [আ] বি ইমানদার। 'মুমিন 'বালক' পাশে 'বলকে' কামির'। আলফোল, ১৬৮০; 'জগতে জবিল নেই মুমীন উপায়'। সুলতান, ১৭০০।

মুমুক্ষা বি মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা। 'ধর্ম অনুসারে শিবভক্তি বাক ও মুমুক্ষা'। শক্তি, ১৯৭০।

মুমুক্ষু [স] বিল মুমুক্ষিকারী। 'মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারী জন'। কৃষ্ণানন্দ, ১৫৮০।

মুমুর্খা [স] বি মুতার ইচ্ছা। 'নিকুমে মুমুর্খার প্রবোচনা অসংবদ্ধ প্রাণের গহনে'। সুধীন্দ্র, ১৯২৯।

মুমুর্ষু [স] ১ বিল মর্যাদাপন্ন। 'মুমুর্ষু ব্যক্তিরের আল্লাহুয়ান'। চন্দ্রিকা, ১৮৩৪। ২ বিল হারিয়ে যাচ্ছে এমন। 'এ মুমুর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুমুর্ষুৎ [স] ক্রিণি মুমুর্ষুৎ মতো। 'হরকুমার গুহে অসিয়া আবার ত্যাগ করিয়া মুমুর্ষুৎ পড়িয়া রহিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুয়ার্শি বি কোলবাণীর মুদ্রাবিশেষ। '(১) সাওতাল ... (৭) কুর বা কুর্ক বা মুয়ার্শি, (৮) বাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবাণীর বাঙ্গালার শেং গবর্নরের শাসন-অধীনে পাওয়া যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মুয়াশো [স মুখ] ক্রি মুখ-করা। 'লিন দেখে আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা

করে না।' কেবল, ১৮০২।

মুরাক্কিন [আ] বি নামাজের আজান দেন যিনি। 'মুরাক্কিনের হৌশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হুসে।' নজরুল, ১৯২৪।

মুরাক্কিনগিরি [আ মুরাক্কিন+ফা গিরি] বি মুরাক্কিনের কাজ। 'আজকাল আবার মশজিদের মুরাক্কিনগিরি করে।' শওকত, ১৯৫৮।

মুরাড [স মুও বি মুখ] 'বিপাকে পড়েচে এসে বাঘের মুরাড়ে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মুরগ [ফা মুরগা] বি গৃহপালিত পাখিবিশেষ। 'মনোএল, ১৭৪৩।

মুরগমনোহর [ফা মুরগ+স মনোহর] বি পাখিবিশেষ। 'মুরগমনোহর নামক পক্ষিবিশেষ।' দর্পণ, ১৮২৬।

মুরগা বি মোরগ। 'কোল রেখেছি মুরগার।' নজরুল, ১৯৩১।

মুরগী, **মুরগী** [ফা মুরগা] ১ বি গৃহপালিত পাখিবিশেষ। 'করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মাদি মুরগি। 'মনোএল, ১৭৪৩।

মুরগী-মুসল্লম [ফা মুরগ+আ মুসল্লাম] বি মুরগির মাংসের মসলাযুক্ত মোরগোচক খাদ্যবিশেষ। 'ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-শেজ।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

মুরচা [ফা] বি দুর্গপ্রাচীর। 'চৌদিকে সহরণনা ঘারে চৌকী কত জনা মুরচা বুরুজ শিলায়র।' ভারত, ১৭৬০।

মুরচাবিলি [ফা] বিপ পরিখার খেরা। 'পাঁচ হাত দেয়াল উচ্চই হইয়া সেই স্থানে মুরচাবিলি ...।' রায়রাম, ১৮০১।

মুরচা ভল [ফা মুরচা+স ভল] বি বাহুবলবী ভেদ। 'বাদনক্কেসামন্ত উভায় মুরচা ভল করিয়া পার হইল।' রায়রাম, ১৮০১।

মুরছা [স মুছা] ক্রি আছড়ে পড়া। 'হুসয়ে আছন্ন সেই হুদয়ের ভরে মুরছি পড়িতে চায় ভোমার অধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মুরছিত [স মুছিত] বিপ মুছিত; মুরছাত। 'অন্তরে প্রেমের যায় হৈয়া মুরছিত।' আলোড়ন, ১৬৮০।

মুরছিতা বিপ স্ত্রী মুরছাত। 'ও বুঝি মিশর-বিজয়লক্ষী মুরছিতা ভাঙামে।' নজরুল, ১৯২৮।

মুরছ [স] বি এক প্রকার বায়াজ। 'দুলে শির মুখ সঙ্গে মুরছ ডুকুর।' আলোড়ন, ১৬৮০।

মুরজমস্ত [স] বি মুরজ অথবা পাখোয়াজের গুরুশব্দীর শব্দ। 'উঠিল যেখানে মুরজমস্তে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান।' বিজ্ঞপ্ত, ১৯১২।

মুরত [স মুতি] বি মুতি। 'মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরত।' ভারত, ১৭৬০।

মুরতি [স মুতি] ১ বি আকৃতি; মুতি। 'সুবর্ণের পাক সব সুন্দর মুরতি।' মালাধর, ১৫০০; 'রাসা মালা রাসা বস্ত্র পরিয়া মুরতি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি প্রতিচ্ছবি। 'মুহার মুরতি দুহ রিটএ জাগ।' মালাধর, ১৫০০।

মুরতি বি প্রান্ত। **মুরতি মারা** ক্রি প্রান্ত সেলাই করা। 'মনোএল, ১৭৪৩।

মুরতেদ [আ মুরতিদ] বিপ 'স্বধর্মত্যাগী। 'মুসলিম সমাজ আজ মুরতেদ হইয়া যাইতেছে।' মনসুর, ১৯৩৫।

মুরদ [আ মুকুয়াত] ১ বি ক্ষমতা। 'তোর দেওয়ানের মুরদ বড়।'

দীনবহু, ১৮৬০। ২ বি মুর্তিমান পৌরুষ। 'বাড়ে-গর্দানে একটা একরাস মুরদ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মুরদ [আ মুকুয়াত] বি ক্ষমতা। 'ছয়াবাসে বাধীনভাবে থাকবার মুরদ নেই।' আলোড়িন, ১৯৬৩।

মুরোল [আ মুকুয়াত] বি ক্ষমতা। 'আহা পুরুষের কি মুরোদ গো।' গিরিশ, ১৮৯৮।

মুরদ [স মুতি] ১ বি মুতি। 'তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে।' বক্তিম, ১৮৮২। ২ বি ঘড়ির ঘণ্টা বাজানোর সহায়ক দণ্ডবিশেষ। 'ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠঠঠঠ করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।' বক্তিম, ১৮৯২।

মুরকা বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল ডঙ্ক তাসা মুরকা ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

মুরকি [আ] ১ বিপ গুরুজন স্থানীয়। 'আমার মালিক মুরকি মহাশয় তাহা লিখিয়া কি জানাইব।' যোগেশ, ১৭৭০। ২ বি প্রধান ব্যক্তি; পৃষ্ঠপোষক। 'পশ্চাচারি মতের মুরকি প্রভাকরসম্পাদক।' দর্পণ, ১৮৩১।

মুরকিআনা [আ মুরকী+ফা আনা] বি খবরদারি। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

মুরকিশি [আ মুরকী+ফা গিরি] বি খবরদারি। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

মুরকিষ, **মুরকী** [আ মুরকী] ১ বি পৃষ্ঠপোষক। 'ডাক্তার সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুরকি ছিলেন।' প্যারী, ১৮৫৯। ২ বি অভিযবক। 'এমন কেহ মুরকীও ছিল না।' প্যারী, ১৮৬০। ৩ বি প্রজ্ঞাজ্ঞান ব্যক্তি; নেতা। 'বৃটানদিগের তর্কবাপীশ মুরকী ফাতার সাহেব।' সুখান্দ, ১৮৯০। ৪ বি রক্ষণশীল ব্যক্তি। 'যত মোস্তাফা মুরকিদের দল একসঙ্গে চাটয়া উঠিলেন।' রোকেয়া, ১৯২৭। ৫ বি ক্ষমতাবান ঘনিষ্ঠ লোক। 'কোয়ার্টার কেরানীও পায় - যাদের সত্যকার মুরকীর ছোর আছে।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

মুরকিশি বি যে মুরকি অর্থাৎ গুরুজনের কাজ করে। ওয়াস, ১৭৮৫।

মুরকিয়ানা বি গুরুগিরি। 'স্বদেশের আলোচনার কিছু-না-কিছু মুরকিয়ানা ফলাইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'কোনো ডিহীধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরকিয়ানা করা সাজিবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মুরমুরে [ফলা] বিপ মচমচে। 'মুরমুরে কটি আর শিশির-ভেজা মাখনের গুলি।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

মুরলা বি নর্দান নদী। 'আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা।' মাইকেল, ১৮৬০; 'তমসা ও মুরলা নারী দুটি নদী।' বক্তিম, ১৮৮৭।

মুরলী, **মুরলি** [স মুরলী] বি বাঁশ। 'কাঁহা সে মুরলীধরিন নবাবুদ-পঞ্জিত জিনি/জগৎ আকর্ষে প্রবণে যাহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দারুণ মুরলী বর।' দ্বিচ্ছিত, ১৬০০।

মুরলিযত্ন [স] বি বাঁশের পিচকারি। 'কুলবধু কামতত্ন বেজক মুরলিযত্ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুরলিসূতা বি বাঁশির সুর। 'মরকত মল্লমুরুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলিসূতা।' গোবিন্দ, ১৬০০।

মুরলীধর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ; বাঁশি বাজায় যে। 'হেরিতে মুরলীধর - রূপে যিনি শশধর।' মাইকেল, ১৮৬১।

মুরলীধারী, **মুরলিধারী** [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'মাধব মনোমোহন, মোহন, মুরলিধারী।' গিরিশ, ১৮৮৩; 'যাই যমুনায় হেরিতে মুরলীধারী।' দ্বিজেন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি বাঁশিওয়ালা। 'এসো

মুরলীধ্বনি

মুরলীধারী বৃন্দাবনচারী। নজরুল, ১৯৩২।

মুরলীধ্বনি [স। বি (হিন্দুপুরাণ) বাঁশির সুর। 'কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবানুদ-শঙ্খিত জিনি/ জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুরলি বি মাহাবিশেষ। 'পুরী থেকে মুরলি মাছের লেজের শাসন এনে দিয়েছিলো।' শক্তি, ১৯৭০।

মুরশিদ, মুরশীদ, মুরসীদ [আ মুরশিদ] ১ বি আধ্যাত্মিক গুরু। 'মুরশীদ ভজিলু একজনা।' সুলতান, ১৭৫০; 'পিরমুরসীদ প্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞি ইত্যাদি উচ্চারণ করে।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি পঞ্চদর্শক। 'সাকি বলতে বোঝেন মুরশিদকে, গুরুকে।' নজরুল, ১৯২৭। **মুরশিদ**

মুরশিদী গান বি মুরশিদের ভজনামূলক গান; সুফি মতাদর্শের লোকগীতি। 'বাউল গান, ভাটিয়াগী, মারুতি, গাজীর গান, মুরশিদী গান, আর গরীবীতি।' মাহেনব, ১৯৪৪।

মুরা বি কিনারা। 'গাদি করবেন না এক মুরায়।' গমীশ, ১৯৫৭।

মুরাত [আ মুকুরাত] বি শক্তি। 'ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত।' গমীশ, ১৭৬৫।

মুরাদ [আ মুকুরাত] বি সামর্থ্য। 'ভূমি তারে সুখে রাখ পুরায়ে মুরাদ।' গমীশ, ১৭৬৫।

মুরারি, মুরারী ১ [স মুরারি] বি কৃষ্ণ (মুর নামের সৈত্যের অরি বা শত্রু, তাই মুরারি)। 'ভোকার জীবন ভবে নাহিক মুরারী।' বড়ু, ১৪৫০; 'সর্বকালে সুন্দরী ভোহে দেব মুরারি মোহে।' বড়ু, ১৫৭০।

মুরারী [স মুরলী] বি বাঁশি। 'যার হাতে রস মুরারী, মুখে রসেশ্বরী।' লালন, ১৮৯০।

মুরি [স মুরা] বি মাথা। 'ছোট ছোট নালি মথস্যার ফালাইয়া মুরি।' বিজয়, ১৬৫০।

মুরিদ [আ] বি (ইসলাম) শিষ্য। 'মুরিদ হইব আমি কলেমা পড়িয়া।' গমীশ, ১৭৬৫।

মুরিশান [আ বি (ইসলাম) পিরের শিষ্য। 'বহুগ্রামে ইহাদের মুরিশান ছিল।' ইমদাদুল, ১৯২০; 'ইহারা শীঘ্র মুরিশানকে ... উচ্চাশিত রাখার শিক্ষা দেয়।' সপ্তগাত, ১৯৩০।

মুরিশী [আ] (ইসলাম) বি শিষ্যত্ব। 'পীর মুরিশীর নামে অসংখ্য ভও ও অর্ধসলামিক স্কেরকার সৃষ্টি।' মোসলেম, ১৯২৭।

মুরুক্ষু [স মূর্খ] বি অশিক্ষিত ব্যক্তি। 'তাছাড়া আমিও মুরুক্ষুর মেয়ে নই।' নজরুল, ১৯২৭।

মুরুখ [স মূর্খ] বিশ মূর্খ; নির্বোধ। 'ইথে যেবা চিন্তা করে সে বড় মুরুখ।' রূপায়, ১৭৫০।

মুরুছা [স মূর্খ] বি অজ্ঞান। 'এহা বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে।' বড়ু, ১৪৫০।

মুরুতী [স মুত্তী] বি মুর্তি। 'অশেষ মুরুতী ধরে।' বড়ু, ১৪৫০।

মুরুকা [আ মুরকা] বি চিনির রস দিয়ে রান্না করা ফল বা মূল। 'মুরুকা, মিষ্টান্ন, বাস্তব, উত্তম উত্তম প্রকারের নানা সামগ্রী সেখানে ছিল।' তারিণী, ১৮০৩।

মুরুছএ [স মূর্খ] > কি মূর্খা যায়। 'তোহি বিনু পুন পুন মুরুছএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মুরেঠা [হি] বি পাগড়ি। 'রঙিন মুরেঠা বেঁধে বাজীওয়াল মুরগির আর

ভেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিল পথের ধারে।' মহাশেখতা, ১৯৫৬।

মুরোদ [স মুর্তি] বি মুর্তি। 'কাঠের মুরোদ বনি হাটে গেলে।' তত্ত, ১৮৫৮।

মুরোদ **দ্র মুরদ**

মুর্তী [স মুর্তি] বি মুর্তি। 'দেবীতে দেবের সৃষ্টি মুর্তী পড়িল দৃষ্টি।' মালাধর, ১৫০০।

মূর্খ [স মূর্খ] বিশ অজ্ঞতাহীন। 'তোমারোত সভার হইল মূর্খ জ্ঞান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মূর্খ [স মূর্খ] বিশ মূর্খ; অজ্ঞ। 'মূর্খ বারা তাদেরই তো সমস্তখন ছুটি।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'পড়াভনে হল মাটি। মূর্খ মেয়ের বোকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মূর্গাওণ [স মূর্খ-ওণ] বি মূর্গা ঘাসের হিলা। 'মূর্গাওণ অল্পলির তান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মূর্গি [ফা মূর্গা] বি মূর্গগি। 'আর দিকে যোয়া বসে মূর্গি মাস নিয়া।' তত্ত, ১৮৫৮।

মূর্গিহাটা বি মুরগি বিক্রির বাজার। 'পটলভাঙায় চকু রাজার/ মূর্গিহাটার মিঞা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মূর্ধাশল, মূর্ধিত, মূর্ধাতুর **দ্র মূর্ধা**

মূর্তি **দ্র মূর্তি**

মূর্দক্ষরাশ [ফা মূর্দাক্ষরোশ] বি মৃতদেহ বহনকারী বা সংকার-কারী। 'জ্ঞান্য আছে, মূর্দক্ষরাশ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মূর্দক্ষরাশি [ফা মূর্দাক্ষরোশ] বি মৃতদেহ বহন বা সংকার করার পেশা। 'পাড়ার চামারতলার মূর্দক্ষরাশির কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মূর্দা [ফা] বি মৃতদেহ। 'ওরা কাফন ও মূর্দার খাট নিয়ে এসেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

মূর্দাবাদ [ফা] বি নিপাত যাক। 'শত শত ব্যক্তি এক ইউনিট মূর্দাবাদ, সোহরাওয়ার্দী মূর্দাবাদ ধ্বনি তুলিতে থাকে।' হাই, ১৯৫৮।

মূর্দত বি সময়। 'ইহার মূর্দত দস রোজের মধ্যে।' ক্যালসে, ১৭৮৪।

মূর্দাই [আ মুদাই] বিশ বিবালী। 'ব্রীকাসিনাথ রায়ের মূর্দাই কৃষ্ণরাম দত্ত।' ওর্স, ১৭৮১।

মূর্দাক্ষরাশ [ফা] বি ডোম। 'মেঘের মূর্দাক্ষরাশেরও অর্থ থাকে।' শরীদুল্লাহ, ১৯৩৩।

মূর্দক্ষরাশ [ফা] বি বাঙালি হিন্দু পদবিবিশেষ। 'রামচন্দ্র মূর্দক্ষরাশ।' সেরথি, ১৮৪০।

মূর্বা [স মূর্বা] বি লম্বা বাস বিশেষ। 'বনকরবীর মূর্বা অতসী নিউলি পারিজাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মূর্শিদ [আ] বি আধ্যাত্মিক গুরু। 'মূর্শিদকরী মূর্তীর হাতে যে পাড় তাহার কি আর রক্ষা আছে।' হাই, ১৯৫৪। **দ্র মুরশিদ**

মূর্শিদা গান, মূর্শীদা গান বি সুকী সংগীত। 'মূর্শীদা গান।' জগীশ, ১৯৩৩; 'মূর্শীদা গানে হৈয়াদীপূর্ণ কথায় ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষণীয়।' এনামুল, ১৯৫৫।

মূর্শিদী বি সুকী সংগীত। 'এর মধ্যে একজন আবার মূর্শিদী ধরেছে।' মাহেনব, ১৯৪৯।

মূর্শিদাবাদী বিশ মূর্শিদাবাদে তৈরি। 'গায়ে ধূশদায়ারঙের মূর্শিদাবাদী বালাশোষ।' গমশ, ১৯৩৫।

মূল [স মূল্য] বি দাম। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মূলকি [আ মূলকী] *বিণ* মূলকের। 'ইংরেজ কিমা মূলকি লোক আপন হকের দস্তাবেজ ...'। *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

মূলতবি, মূলতবী [আ মূলতবী] *বিণ* স্থগিত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ভবিষ্যতের কথা এখন মূলতবি থাক'। *প্রমথ*, ১৯২৭; '১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পরিকল্পিত নিষেধ-ভারত যুক্তরাজ্য-পরিকল্পনা মূলতবী রাখার কথা ঘোষণা করেন'। *আজাদ*, ১৯৪০।

মূলতুবি, মূলতুবী [আ মূলতবী] *বিণ* নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত; ক্ষান্ত। 'কিছু দিনের জন্য, আড়াআড়ি মূলতুবি রাখিব'। *বিদ্যা*, ১৮৭৩; 'সমস্ত প্রশ্নটিই আমূল মূলতুবি করে যান'। *শিবরাম*, ১৯৫০; 'বন্ধুর ফাঁসিটাকে মূলতুবী করতে পারলুম'। *মুক্ততবা*, ১৯৫৯।

মূলতান বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'মূলতান, ইমন-কল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসখাদী ...'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

মূলতানি, মূলতানী বি (সংগীত) একটি রাগিণী। 'মূলতানী, দীপক রাগের সহধর্মিণী'। *বন্দনর্শন*, ১৮৭২; 'মূলতানি'। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মূলমস্ত্র [স মূলমস্ত্র] বি আদিমস্ত্র। 'নির্ধেপ নিতন আদি কহিল মূলমস্ত্র'। *মালাধর*, ১৫০০।

মূল্য [স মূল্য] বি সবজিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'সমস্ত ফলবাগান তাহার মূল্যের খেত হইল না কেন'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মূল্য-বিনিমিত্ত [স মূল্যবিনিমিত্ত] *বিণ* মূল্যের মতো। 'মূল্য-বিনিমিত্ত বড়ো বড়ো দস্তুরে পূর্ণ বিকাশ আর বিচুনি'। *নজরুল*, ১৯২৭।

মূল্যি বি মূল্য; সবজিবিশেষ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মূল্যো বি মূল্য; মাটির নীচে জন্মে এমন এক ধরনের সবজি। *উর্দা*, ১৭৮৫; '... বেগুন, মূল্যো ইত্যাদি'। *প্রভাকর*, ১৮৫৮।

মূল্যাকাত, মূল্যাকাং [আ] বি সাক্ষ্য। 'ইতি আদ্যায় সনে মূল্যাকাত সমাপ্ত'। *মূলতান*, ১৭০০; 'সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মূল্যাকাং হবে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মূলান [স মূল্যান] বি শব্দের ভাঁটা। 'শব্দের মূলান জিনে এবটির প্রভা'। *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মূল্যানো [স মূল্যো] *ক্রি* দর করা। *মূল্যাইয়া ক্রি* দর করে। 'চুবড়ি মূল্যানো হাটে বেচয়ে মুক্তরা কৃষাণ জেন হাটে সেই মূল্যের পশায়া'। *মুহুন্দ*, ১৬০০।

মূল্যাম [আ মূল্যামি] *বিণ* মোলায়েম; কোমল। 'সুতা তেমন মূল্যাম হইত না'। *জসীম*, ১৯৬০।

মূলুক [আ মূলক] ১ বি রাজ্য। 'আপনে জিজ্ঞাসে তানে মূলুকের পতি'। *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি অঞ্চল। *ক্যালগে*, ১৭৯৫। ৩ বি বৃহত্তর এলাকা। 'দালালির পছা ধরিয়া তালুক মূলুক করিয়া ...'। *ভবানী*, ১৮২৫; 'মূলুক আসাম'। *দর্পণ*, ১৮৩১।

মূলুকজোড়া *বিণ* রাজ্যময়। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মূলুক, মূলুক [আ মূলক] ১ বি বৃহৎ এলাকা। 'এইমতে সঙ্খ্যামে আয়ুয় মূলুকে'। *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি দেশ। 'বাঙ্গলা মূলুকে নাকি প্রায় পৌণ্ডে ভিন কোটি মুসলমানের বাস'। *রোকেয়া*, ১৯২৬।

মুখ [স মূল্য] বি দাম। 'কানু বোলে মূল মুখ কহি জুড়ুটিত'। *মালাধর*, ১৫০০।

মুখকিল [আ] ১ বি বিপদ। 'কতদিন পরে এয়াহু হইবে মুখকিল'। *গরীব*,

১৭৬৫। ২ বি জটিলতা; ঝামেলা। *ওসী*, ১৭৮৫। ৩ বি সমস্যা। 'পৌয়াহুঁম করতে গেলেই মুখকিল বাধে'। *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

মুখকিল-আসান, মুখিল আসান [আ মুখকিল+ফা আসান] ১ বি বিপদ মোচন। 'মুখিল আসানের রোজা'। *মহাররক*, ১৮৯০। ২ বিণ বিপদ থেকে উদ্ধারকর্তা। 'আমি কি তোর মুখকিল-আসান নাকি'। *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

মুখতারি [আ] বি বৃহৎপতি। 'জেনে আছে নির্মিষে দৃষ্টি মেলে মুখতারি তারার'। *করুণ*, ১৯৩৩।

মুখরিক [আ] *বিণ* অংশীদারি। 'এই পুজারিকে বলবে মুখরিক'। *ইয়াম*, ১৯৪৬।

মুখরেকী [আ] *বিণ* আত্মাহর অংশী আছে এমন বিশ্বাসসম্পন্ন। 'পড়িয়া আছি দুখে/ মুখরেকী এই মূলুকে'। *নজরুল*, ১৯৩২।

মুখলমান [আ মুসলমান] বি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। 'কি হিন্দু, কি মুখলমান, কাহাকেও তাঁহার আখিগতো ...'। *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮। *দ্র* মুসলমান

মুখাইরা [আ মুশায়রা] বি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করার আসর। 'এক গাদা সঙ্গীত সন্মেলন, কবিসম্ম, মুখাইরা'। *মুক্ততবা*, ১৯৫৮।

মুখায়েরা বি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করার আসর। 'হারাম তারা এ-মুখায়েরায়'। *নজরুল*, ১৯২৮।

মুখাবিদা [আ মুসাবিদা] বি বসড়া। 'স্বহতে মুখাবিদা করেন'। *বঙ্কিম*, ১৮৮৮।

মুখাহেব [আ মুখাহবি] বি মোসাহেব; চাটুকার। 'মুখাহেব বসিয়া সকল বরাবর'। *ভারত*, ১৭৬০।

মুখাহেরা [আ মুশায়রা] বি মাসিক অর্থ সাহায্য। 'এই সকল কর্মনির্বাহ্য এক নিরীশতা এতদ্বারা তাহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুখাহেরা দেওয়া যাইতেছে'। *দর্পণ*, ১৮৩২।

মুশে [ফ মসীতা] বি ইয়েজি মিস্তার শব্দের অনুরূপ নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি। 'মুশে ইজদার সাহেব বরাবরেষু'। *জেরনি*, ১৭৮৯।

মুশোরি [স মশক] বি মশারি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মুশুরেক [আ মুশরিক] *বিণ* বহু দেবতার বিশ্বাসী। 'গোপতে মুশুরেক সেই জ্ঞানিষ নিচয়'। *আলাওল*, ১৬৮০।

মুখড়ানো [স মখণ] ১ ক্রি দিয়ে যাওয়া। 'আমি নিতান্ত মুখড়ে বসে আছি'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ ক্রি হতাশ হওয়া। 'আশা বিনোদিনীর আশ্রিতে ভারি মুখড়িয়া গেল'। *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৩ ক্রি বিষয় হওয়া। 'অত্যন্ত মুখড়িয়া গেল'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

মুখড়ে-পড়া ১ *বিণ* বিষয়; মনমরা। 'মুখড়ে-পড়া নিতুন নিরানন্দ পড়ত করে'। *নজরুল*, ১৯২২। ২ ক্রি ভেঙে পড়া। 'যরিনা একেবারে মুখড়াইয়া পড়িল'। *মনসুর*, ১৯৫৩।

মুখল [স] বি মৃত্যুর। 'বর্ণ মুখল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মুখলচালনা বি হামানদিত্তা দিয়ে পেথা। 'তিনি অধিকতর শক্তি এয়োগ করত উদ্বুদ্ধে মুখলচালনা করিতে লাগিলেন'। *বনকুল*, ১৯৩৬।

মুখলধার [স মুখলধারা] *ক্রিণি* মুখলধারায়। 'বৃষ্টি যত কেন মুখলধার হইত না ...'। *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

মুখলধারা [স] *ক্রিণি* প্রবল ধারায়। 'বরিষে মুখল ধারা পাণী পাখর'। *বড়ু*, ১৫৫০।

মুঘলধারা

মুঘলধারা ক্রিষ্ণ প্রবল ধারা। 'তাহাতে আবার, ঘনঘটা ধারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুঘলধারা বৃষ্টি হইতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মুঘলধারে কি প্রবল ধারা বর্ষিত হচ্ছে এমন। 'হয়তো মুঘলধারে বৃষ্টি' গুয়ালী, ১৯৪৮।

মুঘলের ধার কি প্রবল ধারাবিষ্টি। 'কখনও মুঘলের ধার, কখনও হাঙ্গে ওড়ুনি...' বকিম, ১৮৮৪।

মুঘল্যা [স মুঘল] বি মুত্তর; মুসার। 'মুঘল্যার ঘায়ে কার মাথা গেল উজ্জা'। মানিকরাম, ১৭৮১।

মুঘা [স মুঘা] বি ইদুর। 'কলা মুঘা উৎ গ বাণ'। চর্যা ২১, ১২০০।

মুটি [স মুটি] ১ বি মুটি পরিমাণ। 'মুটে অন্য বাএ না করে তরাস।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি মুটি। 'আরবের অভ্যাস হাটিতে দুই কর/ মুটি বাক্সি রাখে পুষ্ঠের উপর।' সুলতান, ১৭০০।

মুটামুটি বি মুঘামুঘি। 'বাম দিক হইতে অত্যাচর কটুকটাকা, এবং মুটামুটি ও দগদগির ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মুটি [স] ১ বি মুঘি। 'ধরিতে যে জায় মারে মুটি তায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হাতের আঙুলের বন্ধন। 'তবু তো রে শিখিল হল না মুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। 'রে অতেনা, মোর মুটি ছাড়াবি কী করে যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?' রবীন্দ্র, ১৯২৮। 'আমিও রেখে যাব কয় মুটি ধূলি, আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বি কিল। 'পিঠের উপর মায়ের মুটির শিলাবৃষ্টি কথা জাবতেই শিউরে ওঠে কুলসুম।' সেলিনা, ১৯৬৯।

মুটিকনা [স] বি মুঠাভর্তি কণিকা। 'ধূলি মুটিকনা মোর লডিয়াছে সম্মত আকাশ।' করকর, ১৯৪৬।

মুটিকান [স] বি এক মুঠা পরিমাণ চাল ভিক। 'এইরূপ ঘায়েন অশ্রুপূর্বক মুটিকান লইয়া কাল্যাপন করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

মুটিগত [স] বিণ আয়তায়ী। 'সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুটিযোগ যখন মুটিগত নয়।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

মুটিপরিমাণ [স] বিণ সামান্য পরিমাণ। 'আকাশের একটি কোণেও মুটিপরিমাণ মেঘ ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মুটিবন্ধ [স] বিণ মুঠাবাঁধ। 'ভীষণ ক্রোধের হাত মুটিবন্ধ হয়ে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭। 'অবশেষে নিরোহায়, তবু তার মুটিবন্ধ হাত উত্তোলিত।' সুকান্ত, ১৯৮৮।

মুটিবন্ধন [স] বি মুঘি; মুঠাঘাত। 'মুটিবন্ধন ও অরুণসম্মানপূর্বক ঐ বিচারাগার আক্রমণ করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মুটিভিকনা [স] বি এক মুঠা পরিমাণ ভিক। 'দূর হতে দেয় তাই মুটিভিকনা স্রুত দয়াভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মুটিমেয় [স] ১ বিণ সামান্য; একবর্ষি। 'এই মুটিমেয় জীতুকুকেও কটন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ অল্পসংখ্যক। 'মুটিমেয় মোসলমান উর্জুজা বলিয়া থাকেন।' প্রচারক, ১৯০৬।

মুটিযোগ [স] ১ বি কিল; মুঘি। 'ওর মুটিযোগ ছিল অমোঘ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বি টোকা ওষুধ। 'সকলেরই কাজে লাগবে এমন মুটিযোগ যখন মুটিগত নয়।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

মুঠাঘাত [স] মুটি-আঘাত। বি মুঘি ধারা প্রহার। 'মুঠাঘাত করিয়া বধি মৈষাসুর।' রূপরাম, ১৭৫০।

মুট্টেক [স মুট্ট-এক] বিণ একমুটি। 'দরিদ্র ত্রাণক ঘরে যে পাইলে মুট্টেক অন্ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুটি [স মুটি] বি মুটি। 'এত লিখি জাতিফুল মুটি ভরি লৈয়া।' আলাওল, ১৬৮০।

মুসকর [আ] বি পঞ্চব্রাবিশেষ। 'এলাচি গোলামরিচ মুসকর চিনি।' দর্পণ, ১৮২১।

মুসরি [স মশক+স অরি] বি মশারি; মশার কামড় থেকে পরিচায়ে জন্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বরাবরী বিশেষ। 'প্রথমে বিছায় খাট তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুসলা [স মুঘল] বি মুত্তর। 'বলিতে পড়িল ভূম্যে লোহার মুসল।' মালাধর, ১৫০০। ২ মুঘল

মুসলধারা [স মুঘলধারা] বি প্রবল ধারা। 'মুসলধারাএ বৃষ্টি অনেক হইল।' মালাধর, ১৫০০।

মুসলের ধার বি প্রবল ধারা। 'মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।' হেতাম, ১৮৬১।

মুসলমান [ফা] বি ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'বীরের পাইআ পান বৈসে যত মুসলমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মহলমান [ফা মুসলমান] বি মুসলমান। 'পশ্চিমে রহমত মহলমানের বাটী।' ক্যান্দে, ১৭৯১।

মুহলমান [ফা] মুসলমান। বি মুসলিম। 'মুহলমান ফিরিঙ্গী ইরোজ ফরাসীর সান্না জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছে।' ভবানী, ১৮২৮।

মুহলমানী [ফা মুসলমান] ১ বিণ মুসলমানসুলভ। 'সাহিত্যের এই মুহলমানী দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপই হইতেছে নজরুল-প্রতিভার বিশিষ্ট দান।' আজাদ, ১৯৪২। ২ বিণ মুসলমান সংকোচ। 'সাবেক বাল্যে যে মুহলমানী ধারা ছিল।' আজাদ, ১৯২২।

মুহলিম জামাত [আ মুসলিম-জামাত] বি মুসলিম সমাজ। 'মুহলিম জামাতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।' জামায়াত, ১৯৪১।

মুসলমানত্ব [ফা মুসলমান+স ত্ব] ১ বি মুসলমান-পরিচয়। 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সত্তা যায়, তাদের টিকিত দাড়িত্ব অসহ্য।' গণবাণী, ১৯২৬। ২ বি মুসলিম ধর্মবোধ। 'আওরংজেবের মুসলমানত্ব মুসলমানকেই আঘাত করল।' অনুল, ১৯৩৭।

মুসলমান বাঙালী বি ধর্ম মুসলমান তবে মূল পরিচয় বাঙালী। 'ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্ব প্রথম বাঙালী মুসলমান "মুসলমান বাঙালীতে" রূপান্তরিত হতে শুরু করলো।' উমর, ১৯৬৮।

মুসলমানবিষেখী [ফা মুসলমান+স বিষেখী] বিণ মুসলমানদের সম্পর্কে বিবেচনারণ। 'মুসলমানবিষেখী শিক্ষকদের নিরুট।' এসলাম, ১৯১৬।

মুসলমানি [ফা মুসলমান] ১ বি মুসলমানত্ব। 'সব দীন হৈল কানী সর্বসার মুসলমানি।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বিণ ইসলাম ধর্মীয়। 'প্রচারিতে চাহসি আচার মুসলমানি।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বিণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। 'মুসলমানি লক্কো টুপি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মুসলমানিনী [ফা মুসলমান+স ইনী] বি মুসলিম নারী। 'একজন মুসলমানিনী সেজেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মুসলমানী ১ বিণ মুসলমানদের; মুসলমান-সম্পর্কিত। 'হাহাদের মুসলমানী ধর্ম বিশ্বাস আছে ...।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বিণ

ইসলামি উপাদান মিশ্রিত। 'এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গালা।' প্রচারক, ১৯০১। ৩ বি মুসলিম নারী। 'তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।' শরৎ, ১৯১৭। ৪ বি স্ত্রী (তুজহার্ণ) মুসলমান নারী। 'এই মুহুর্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্ঘ্যস্ত্র।' প্রমথ, ১৯১৮। ৫ বি মুসলমানের আচরণ। 'এই চেহারা সঙ্গ চলে খাটি পাকা মুসলমানী।' জসীম, ১৯৩১। ৬ বি মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস। 'হিন্দুয়ানিও থাকিবে মুসলমানীও থাকিবে।' মনসুর, ১৯৪৩।

মুসলমানী শব্দ বি শুধু মুসলমানরা ব্যবহার করে এমন শব্দ। 'সংস্কৃতে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি।' নজরুল, ১৯২৭।

মুসলিম [আ] বি মুসলমান। 'সেই নিখিল মুসলিমের ক্রন্দন কাছানির দিন।' ধ্বংসকৃত, ১৯২২।

মুসলিম বঙ্গ [আ মুসলিম+স বঙ্গ] বি মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল। 'সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃত্যুমায়।' সপ্তগত, ১৯২৯।

মুসলিম বাংলা বি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল। 'মুসলিম বাংলায় আঙ্গ নারী-জ্ঞানপত্রও বেশ খানিকটা মাথা জাগিয়ে উঠেছে।' বেসম, ১৯৪৭।

মুসলেমি [আ মুসলিম] বিশ মুসলমান সম্প্রদায়ের। 'জাগ হে জাগ হে তবে মুসলেম নন্দন।' প্রচারক, ১৮৯৯।

মুসলেমিন [আ] বি মুসলমানগণ। 'আসিছে কাহুলি মুসলেমিন।' নজরুল, ১৯৩১।

মুসল্লান [ফা] বি মুসলিম। 'মুসল্লান, বেগবান, হয় যান, চাপে।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

মোচলমান [ফা মুসলমান] বি মুসলমান। 'অনেক মোচলমান আছে তো সেখানে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

মোছলমান [ফা মুসলমান] বি মুসলমান। 'যাতাল কেহুও বসবেন, তা থির কতে না পেরে মোছলমানদের গাঞ্জিমিয়ার গুলিয়ার মত আকবর এ পাশ আকবর ওপাশ কতে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

মোছলমান [ফা মুসলমান] বি মুসলমান। 'হেন না দেখে বেটা যত মোছলমান।' বিজয়, ১৬৫০।

মোছলেম [আ মুসলিম] বিশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। 'মোছলেম লদনাগকে শিক্তি করিতে।' এসলাম, ১৯১৯।

মোছলেম জাহান [আ মুসলিম+ফা জাহান] বি মুসলমানরাই যেসব দেশে সংখ্যাগুরু। 'মুছ-সংকটের দল্লপ মোছলেম-জাহানে যে বিপদের কালে মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪০।

মোছলেম বাঙ্গালা বি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা প্রদেশ। 'মোছলেম বাঙ্গালা আর কান্তজে প্রভাব চায় না।' আজাদ, ১৯৪২।

মোছলেমীকরণ [আ মুসলিম+স ই-করণ] বি ইসলামীকরণ। 'বিখাদিয়ালয়ের আমলদারীতে বাঙ্গালা ভাষার মোছলেমীকরণ।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

মোছোলমান [ফা মুসলমান] বি মুসলমান; ইসলাম ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'এরা না হিন্দু, না মোছোলমান, ধর্মখনের ধার ধারে না।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

মোসলমান, মোসল্লান [ফা মুসলমান] ১ বি মুসলিম জাতি। 'বহু বহু মোসলমান রোসালে বেসন্ত।' আলফল, ১৬৮০। 'হিন্দু মোসলমান উভয় সম্প্রদায় সমীপে -' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। 'একজন (মোসলমান) বহু জুফ হইয়া বলিয়াছিলেন।' রোকেয়া, ১৯০৬।

মোসলমানী [ফা মুসলমান] বি মুসলমানিক; মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস। 'মোমাংস না খাইলে মোসলমানী থাকিবে না।' মশাররফ, ১৮৮৯।

মোসলিম [আ মুসলিম] বি মুসলিম। 'ই-কারের বিকারে মোসলেম প্রথমতঃ মোসলিমই পরিণত হন।' মোহাম্মদী, ১৯৩০।

মোসলেম [আ মুসলিম] ১ বি মুসলিম। 'মোসলেম হইল আসি জতি উল্লসিত।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। 'সমুদয় মোসলেম সমাজের সখিলানের দিন।' রোকেয়া, ১৯০৫।

মোস্লেম বি মুসলমান। 'ভারতে মোস্লেমগণ হও সচেতন।' প্রচারক, ১৯০০।

মুসল্লাম [আ মুসল্লান] বি মাংসের তৈরি মসলাযুক্ত মুখরোচক খাদ্যবিশেষ। 'নিজে গভীরমাংসে খাবে বিরয়ানি, বুরহানী কাবাব-মুসল্লাম।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

মুসল্লা [আ] বি জায়নামাজ। 'ওই পীর মুসল্লায় কর শরাব-রসিন।' নজরুল, ১৯৩৯।

মুসল্লী, মুসল্লী [আ] ১ বিশ (ইসলাম) নিয়মিত উপাসনা করে এমন; নামাজি। 'ভার্যার হাতে প'ড়ে খুদে গিরে চমৎকার পাকা মুসল্লী হয়েছেন।' রোকেয়া, ১৯৩১। ২ বি (ইসলাম) নিয়মিত উপাসনাকারী। 'মুসল্লীদের মধ্যে কেউ কেউ আলোচনা করিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৩।

মুহল্লী, মুহল্লী [আ] বি নামাজ পড়ে যে; ধর্মবিশ্বাসী। 'মুহল্লীরা যায় চলে যায়।' জসীম, ১৯৩১। 'খতিব ও সমস্ত মুহল্লী-মোস্তাদিগকে জমিয়তে ওলামার অন্তর্ভুক্ত।' জামায়াত, ১৯৩৯।

মুসহাত [আ মুহাসাব] বি গণনা। 'তোমা সনে কিবা দার মুসহাতে জত হয় সদরে গনিগো দিব কড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুসা [স মুহা] বি ইস্রা' নিসিগ অল্কাহী মুসা চিটার। 'চর্চা ২১, ১২০০। মুসামাটী বি ইস্রের মাটি। 'মুসামাটী গায় সেই আকারিআ কোণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুসাফির [আ] বি ভ্রমণকারী; পথিক। 'পঞ্চ রাত তিন দিন সহ রহ মুসাফির।' আলফল, ১৬৮০। 'এমন কোনো নেই মুসাফির ও-পথ বেয়ে চলবে।' নজরুল, ১৯৩০।

মুসাফিরখানা [আ মুসাফির+ফা খানা] বি পথিকদের বি্রামাণার। 'ডাক সুদূর পথের বাশি/ ছাড় মুসাফিরখানা তোর।' নজরুল, ১৯৩৩। 'দুনিয়াত মুসাফিরখানা বই ত নয়।' মনসুর, ১৯৪৫।

মুসাফিরি, মুসাফিরী ১ বিশ সফরকারীর মতো। 'মুসাফিরি হার্পে চলাফেরা।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি পথে ভ্রমণ। 'একটানা মুসাফিরি ধাক্কায় মন তখন এমন বিকল।' মুক্তভা, ১৯৪৯। 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তরুণী হয় আত্মাতায়া সেইটের কথাই বলেছেন।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

মুসাবিদা [আ] বি খসড়া। 'তাহার মুসাবিদা প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৮।

মুসাবিদে [আ মুসাবিদা] বি খসড়া। 'তখনি চাকরির দরখাস্তের মুসাবিদে করে ফেলল।' মনসুর, ১৯৪৩।

মুসাহেব [আ মুসাহিব] বি সঙ্গী। 'তাহার মুসাহেবোরা ঐ দালালে প্রবিশ্ট হইলেন।' নর্দগ, ১৮২৮।

মুসিছিত [স মুছিত] বিশ মুর্ছাপাত। মানোএল, ১৭৪৩।

মুসিবত, মুসীবত [আ] বি বিপদ। 'এ চীজ বার ঘরে থাকে তার যত মুসীবত সব কেটে যায়।' ইয়দাদুল, ১৯২০। 'সকলের কবের উপরও

বহুত মুসিবত পড়িবে।' মনসুর, ১৯৩৫।

মুসুর [স মসুর] বি ডালবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মুসুরি [স মসুর] বি ডালবিশেষ। 'রাকিবে মুসুরি সূণ দিআ টাবাজল।' মুহুদ, ১৬০০।

মুর্নে, মুশে, মুখে [ফ মসিউ] বি ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি। ডেরলি, ১৭৭৬; 'খ্রীযুত মুর্নে মনিব সাহেব।' ওর্সা, ১৭৮২; ডেরলি, ১৭৮৮।

মুকিল, মুকীল [আ মুশকিল] ১ বি সংকট। 'না জানি কি হইল মুকিল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ অসুবিধাজনক। 'কিতিবখীর মেয়াদ মধ্যে সরবরাহ হওন মুকীল মুখিয়া ...।' উর্জি, ১৭৯২। ৩ বিণ কষ্টকর। 'রাড় ভাঁড় চাকর এয়ার ইহারদিগের ক্ষমত করা মুকিল হইল।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি অসুবিধা। 'মুকিল হলো, আমাদের কিছু অংশ ওরা মথিখান থেকে ভেঙ্গে ছাড়ল করে দিয়েছে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

মুকিলআসান [আ মুশকিল+ফা আসান] বি বিপদ নিবারণকারী উপায়। 'এই একটা মুকিলআসান আসছে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মুকিলাসান বিণ বিপদ থেকে মুক্তি দানকারী। 'চলি কোণে সাধু পীর চারিজন মুকিলাসান চেরাগ জ্বালি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মুখকি [আ] বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। সেবধি, ১৮৪০।

মুখ [স মুখ] বি মুখ। 'তোহ মুখ চুখী কমলরস পীতমি।' চর্যা, ১২০০।

মুহরি [আ মুহী>] বি এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। 'দণ্ডি মুহরি ভেরি নানা যন্ত্র বায়।' মুহুদ, ১৬০০।

মুহরি, মুহরী [আ মুহারির] বি কেরানি। 'অভাগীর পতি হিসাবের মুহরী।' ভারত, ১৭৬০; 'কাননশো দণ্ডের মুহরি ছিল।' রামরায়, ১৮০১।

মুহরিগিরি [আ মুহারির+ফা গিরি] বি কেরানির কাজ। 'ঐ দণ্ডেরে ভিনেও মুহরিগিরি কার্যে প্রবর্ত হইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

মুহরিব বি কেরানি। মেয়র্স, ১৭৫৭।

মুহরি [ফা] বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। সেবধি, ১৮৪০।

মুহা [স মুহ>] ক্রি মোহিত করা। মুহিব ক্রি মোহিত করবে। 'শিরে হাথ দিআ চঞ্জ করিল আখান/ উজানি মুহিব তোর সন্তানদের বাস।' মুহুদ, ১৬০০।

মুহাজিরিন [আ] বি উজাড় দেশত্যাগী। 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' নজরুল, ১৯২২।

মুহান [আ মোহানা] বি মোহানা। 'মুহান বাহিআ সাধু করি তুরাতুরা।' মুহুদ, ১৬০০।

মুহাকিজখানা [আ মুহাকিজ+ফা খানা] বি দলিলপত্র সংরক্ষিত রাখার সরকারি বিভাগ বা কক্ষ; আর্কাইভস। 'মুহাকিজখানার তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে ...।' মুক্তবাহা, ১৯৬৬।

মুহিত [স মোহিত] বিণ মোহিত। 'শ্রীকৃষ্ণের মায়াএ মুহিত তুভুবন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মুহ, মুহু [স] ক্রিণ ঘন ঘন। 'ক্ষণপ্রভা সম মুহু হায়ে রতনসম্ববা বিভা।' মাইকেল, ১৮৬১; 'রুদয়ে মুহ কোকিল কুহ ময়র কেকা রব করে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মুহ-মুহ ১ ক্রিণ বার বার; পুনঃপুন। 'মম প্রাণরসে মাতি নিখিলের

শিবী-প্রাণ মুহ-মুহ মাতে।' নজরুল, ১৯২৪; 'নিঃশ্বাস ফেলে মুহ মুহ হায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ ক্রিণ অবিরাম। 'কোয়েলিয়া কুহকুহ/ গায়ে গজল মুহমুহ।' নজরুল, ১৯৩৩।

মুহমুহ, মুহমুহমুহ, মুহমুহ, মুহমুহু [স] ক্রিণ পুনঃপুন; ঘনঘন। 'গন্ধকসেন ... এক অশ্রুসুন্দরী অজরাকে দেখিআ আভাষ কামাতুর হইয়া মুহমুহ অবলোকন করিতে লাগিলেন।' মুক্তাধর, ১৮১০; 'মুহমুহ মুহ ব্যাঘ্রের মার্গ আশ্রয় করিয়া সংশয় ত্যাগ করিয়া ...।' মুক্তাধর, ১৮১৩; 'শুভচরী দাসীমাণ লাস্পটোর সংবাদ মুহমুহ বহন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৩৬; 'রৌদ্রের মুহমুহ নতুন খেলা চলছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুহরি, মুহরী [আ মুহারির] ১ বি কেরানি। 'সরকার ও মুহরি প্রভৃতি।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি ক্ষমিদারের হিসাব রাখার শেক। 'এক পাশে মুহরীয়া বসিয়া খাতা লিখিতেছে।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি উকিল প্রভৃতির কাজের সহায়ক লোক। 'মুহরি রবকারী লিখিয়াছিল।' রক্তিম, ১৮৮৪। ৪ মুহরি

মুহরিগিরি বি কেরানির পেশা। 'পাটোয়ারিগিরি ও মুহরিগিরি।' দর্পণ, ১৮৩১।

মুহরী [আ মুহী>] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মুদ্র মুহরী শব্দ দুন্দুভি কাহাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মুহরী ৪ মুহরি

মুহরী [বি মুহরী] বি মুখে আঁটার খাতব দ্রব্য। 'চড়কতলায় তলসিগিরের টানের মুহরী দেখো বানী ... বিক্রি কন্তে বসেচে।' মুক্তাধর, ১৮৬১।

মুহুত [স] ১ বি সময়ের পরিমাপবিশেষ। 'দুই ঝটিকাতে এক মুহুত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি অতি অল্প সময়। 'যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহুত মৌনভাবে নষ্ট করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ ক্রিণ সর্বক্ষণ। 'প্রতি মুহুতের বোঝা পড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মুহুতক, মুহুতক [স মুহুতক] বি অতি অল্প সময়। 'মুহুতকে গেলা প্রুত লেখনের গ্রামে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মুহুতকামী, মুহুতকামী [স] বি অদূরদর্শী; হাতের কাছে যা আছে তাই নিয়ে ভুগু যারা। 'মুহুতকামীরা বললে তাহলে বিদ্যার, এক্সপেরিমেন্টের ক্ষুধা আমার রক্তে।' মোতাহের, ১৯৫০।

মুহুতকাল [স] বি কিছুকাল। 'সেই ভক্তজন মুহুতকাল আনশরসে পূর্ণকিত।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'মুহুতকাল অহিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্ডিস জন্মায়।' অল্পদা, ১৯২৯।

মুহুতধারা [স] বি মুহুতের প্রবাহ। 'সে-মুহুতধারা ক্রমে আজ হল হারা সুদূরবাসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মুহুতবিধ [স] বি মুহুতের ছায়া। 'সেধি মুহুতবিধে চিরন্তনেরই ছবি।' বিষ্ণু, ১৯৩২।

মুহুতমধ্যে, মুহুতমধ্যে [স] ক্রিণ অল্প সময়ের মধ্যে। 'মুহুতমধ্যে ... ডাক ছাড়িতে থাকে।' জমুতবাজার, ১৮৭৩।

মুহুতমাত্র, মুহুতমাত্র [স] ১ বিণ অতি অল্প সময়ের। 'যাহার মুহুতমাত্র মিলন এমন শিবিধানশ্রম্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি এক মুহুত কাল। 'কাজেই আর মুহুতমাত্র নষ্ট হইতে না দিয়া ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

মুহুতমুকুর [স] বি মুহুতরূপ আয়না। 'নিজেকে বিবিত দেখি যেন সেই মুহুতমুকুরে।' হাফিজুর, ১৯৬৩।

মূহূর্তিক বিণ মূহূর্তকাল স্বামী। 'পৃথিবীতে এই এক মূহূর্তিক সত্য
মাত্র জীবিত।' হ্যাক্সলর, ১৯৫৩।

মূহূর্তকে, মূহূর্তকে [স মূহূর্ত<] ক্রিবিণ এক মূহূর্তের মধ্যে।
'মূহূর্তকে ইহাকে নিপাত করিয়ে।' রায়রায়, ১৮০১।

মূহূর্তে মূহূর্তে ক্রিবিণ ক্রমে ক্রমে; প্রতি মূহূর্তে। 'সমস্ত কলয়খানি
মূহূর্তে মূহূর্তে ভাঙে ভাঙে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাকুরটিকে সম্পূর্ণ
বেতন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মূহূর্তিত [স মূহূর্তে] ক্রিবিণ ক্রমে ক্রমে। 'মূহূর্তিত প্রেমবাণী দেখে
শ্বশন।' বাহরায়, ১৬৫০।

মূহূর্তমান [স] ১ বিণ অভিভূত। 'একটি বেদনাস্তমিত মূহূর্তমান হৃদয়
অত্যন্ত বিসদৃশ।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বিণ দ্বন্দ্ব। 'বাণীর কীলতা
মূহূর্তমান আলোকেরে রচিতেছে অম্পটের কারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মূহূর্তমানতা [স] বি দূর বা শোকে কাতর। 'বিরহিণীর মতো
বাড়িটার এক অপূর্ণ মূহূর্তমানতা।' সূর্য্য, ১৯৪১।

মূহূর্তমানা [স] বিণ ক্রী দূর বা শোকে কাতর। 'একরা থাকেও
মূহূর্তমানা মহাশোকার পক্ষে অসম্ভব।' মানিক, ১৯৪০।

মুক [স] ১ বি কথা বলতে পারে না এমন ব্যক্তি। 'মুক কবিত্ব করে যে
সবের স্মরণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ বাকশক্তিহীন। 'ভয়ে মুক
কিংশ বুক ...' ভগ্নত, ১৭৬০; 'ক্ষুধিত অসম্ভব মুক পক্ষী।' রবীন্দ্র,
১৯৩৩। ৩ বিণ নিজদের কথা বলতে পারে না এমন। 'এইসব মুক
দ্বন্দ্ব মুক মুখে দিতে হবে ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ ধ্যানমগ্ন।
'কনকশিখরের মতো আমাদেরও প্রাণ মুক করে রাখে।' জীবন
১৯৪২।

মুক অভিনেত্রী [স] বি ক্রী কোনো কথা না বলে অভিনয় করে। 'যে
'পানের নিয়মবদ্ধ অনুসরণ করিয়া মুক অভিনেত্রীরা মধুর উল্লস দিয়া
চলিয়া যাইতেছিল।' জয়সী, ১৯৬১।

মুকতা [স] বি মৌনতা; কোনো কথা না বলে থাকা। 'এ প্রকার
মুকতা দেখিয়া হাস্য সঞ্চল করিতে পারি না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫;
'হৃদয় ফাটে, তবু না মুকতা কাটে।' সুধীন্দ্র, ১৯২৫।

মুকত্ব [স] বি কথা বলার অক্ষমতা; বাকশক্তিহীনতা। 'সেই মুক
ভোমার বাণীর উপর কি চাপা সেবে চিরমুকত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মুকভাবে [স] ক্রিবিণ নীরবে। 'দেবি আমার ও বেহারা ধৈর্যনহকারে
মুকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মুকতিনয় [স] বি কথা না বলে শুধু অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে করা অভিনয়।
'কবিতার মুকতিনয় করা হয়।' রেখা, ১৯৭০।

মুখু [স] মুখী বিণ মুখ। 'একটি কাশ্মীরী মুখু বড় মানুষ।' হুতোয়,
১৮৬৬।

মুচি [আ মুখী] বি মুচি; চর্মকার। 'বে অকটির কুচি, যদি পাই রূপার কুচি,
তবে মুচিকেও করি কুচি।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

মুহা [স] মুহূর্ত ক্রি পরিহার করা। মুহিয়ার ক্রি মুহুতে। 'লাগিলে
নয়ানের জল মুহিয়ার।' সুলতান, ১৭০০।

মুটে [তা মুটে] বি মোট বহনকারী; কুলি। 'খাতাবাটীতে মুটের সরদারি।'
ভবানী, ১৮২৫।

মুড় [স] মুড়া বিণ নির্বোধ। 'মুড় সাপ জগের ভিতরে।' বড়ু, ১৪৫০।

মুড়া [স] মুতা বি চুড়া। 'মুড়ার উপর বুড়ো টলিষর।' সুলতান, ১৭৫০।

মুঢ় [স] ১ বিণ মুখ। 'সড়ি পড়িয়া রে মুঢ় তা ভব মালাই।' চর্চা ৪৫,
১২০০। ২ বিণ নির্বোধ। 'আরে মুঢ় লোক তন চৈতন্যমঙ্গল'।

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রূপিল কুড়িল পাইল সদাগর মুঢ়।' কৃষ্ণদাস,
১৭২০। ৩ বিণ মোহাভূত। 'কী মুঢ় প্রমোদনেরে উঠে হরহিরা।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ অশিক্ষিত। 'এইসব মুঢ় দ্বন্দ্ব মুক মুখে দিতে
হবে ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুঢ়মতি [স] বি নির্বুদ্ধিতা। 'পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনে পরাভুত হওয়া
নিতান্ত মুঢ়মতি।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

মুঢ়জন [স] বি মুখ্য ব্যক্তি। 'অবশ্য এ ভণ্ড যোগী, কোন মুঢ়জন।'
গিরিশ, ১৮৮৭।

মুঢ়তা [স] ১ বি অজ্ঞানতা। 'মুঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালি।'
রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি বোকা। 'সেখানে তাহা আশা করিতে
যাওয়া মুঢ়তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মুঢ়তাপ্রসূত [স] বিণ নির্বুদ্ধিতাজাত। 'চালু করার প্রচেষ্টা নিরর্থক
এবং মুঢ়তাপ্রসূত।' উমর, ১৯৬৮।

মুঢ়শ্রবণ [স] বি নির্বোধ মৌমাছি। 'পুষ্পিত লতাবিতান, শকুন্তলার
অধরলোভী মুঢ়শ্রবণ, দুশ্লভ ও শকুন্তলার প্রথম দৃষ্টিতেই প্রণয় সম্ভার
...'। মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০।

মুঢ়মতি [স] ১ বিণ জ্ঞানহীন। 'কোপে কল-কলেশের ডাকিয়া বলেন
হর মুঢ়মতি তন মালাধার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ বোকা। 'যে গো
গুণহীন সন্তানের মাঝে মুঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি।' মাইকেল,
১৮৬১; 'ডাকিনীর মস্তকগে কোনো-এক মুঢ়মতি স্রোতাতের
বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মুঢ়সম [স] বিণ মোহামগ্নের ন্যায়। 'মুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মুঢ়সম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মুঢ়া [স] মুঢ় বিণ মুখ। 'ভুসুকু ভণ্ডই মুঢ়া হিহাই ৭ পইসই।' চর্চা ৬,
১২০০; 'কুলে কুল মা হোই রে মুঢ়া উজ্জ্বল সংসারা।' চর্চা ১৫,
১২০০।

মুঢ়াধমজন [স] বি মুখের চেয়ে অধম ব্যক্তি। 'মুঢ়াধমজনের তেঁহে
করিলো নিস্তার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুষ্টি [স মত<] বি যত্ন; মিঠাইবিশেষ। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাওয়ার
অতি অনুগ্রহ মুষ্টি।' ভবানী, ১৮২৫।

মুষ্টিব [স] মুষ্টিবিশেষ। 'অম্ব, পুষ্পিন্দ, সবর, মুষ্টিব ইত্যাদি
আর্যাজাতির নাম পাওয়া যায়।' বক্রিম, ১৮৯২।

মুত্র [স] বি প্রস্রাব। 'রক্ত ... মূত্র ... লালো ইত্যাদি দুর্গন্ধ ও অপবিত্র
পদার্থময় এ শরীরের ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

মুত্রপুঞ্জীষ [স] বি প্রাণীর ত্যাগ-করা বর্জ্য; মলমূত্র। 'মুত্রপুঞ্জীষের
মধ্যে শূকরের আনন্দ।' সবুজ, ১৯২১।

মুদা [স] মুদ্রিত<] বি মুদ্রা; বুজ্ঞে থাকা। 'বাহুধী চক্ৰ মুদ্রিয়া দেখ, কে
কাহার।' ভবানী, ১৮২৫।

মুক্ষতি [আ] বি মুক্ষতি; মুসলিম আইন ব্যাখ্যাকারী। 'অনেক দিবস পর্যাভ
সদরদেওয়ানি আদালতের মুক্ষতি ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

মুর [স] মুতা বি মস্তক। 'অপন মুর অপনে হম চাঁচল দোখ দিব গএ কাহি।'
বিল্যাপতি, ১৪৬০।

মুরছা [স] মুখ<] ক্রি মুখা যাওয়া। মুখিহি ক্রি মুখা গিয়ে। 'মুরহি পড়িয়া
ধরি কান্দে ভুগ বাণে।' ষিষ্টী, ১৬০০।

মুরতি [স] মুর্তি ১ বি প্রতিমূর্তি। 'শূঙ্গর রসের মুরতি হন।' চর্চা,
১৫৫০। ২ বি আকার। 'মনোহর মনোরম মোহন মুরতি।' বাহরায়,

মুর্ভাতিথর

১৬৫০।

মুর্ভাতিথর [স মুর্ভাতিথর] বিণ মুর্ভাতিথি। 'জীৱণ মুর্ভাতিথর - ৱিবি হুৱাৱিল।' মাইকেল, ১৮৮০।

মুর্ভা [স] ১ বিণ অজ্ঞ; নিৰ্বোধ। 'মুর্ভা সন্ধ্যাসী নিজ ধৰ্ম নাহি জানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি নিৰ্বোধ ব্যক্তি। 'পণ্ডিত বলিতে পারে দুই চারি দিনে/ মুর্ভা বলিতে নারে বসন চট্টপে।' বৃক্স, ১৬০০। ৩ বিণ অশিক্ষিত। 'সমস্ত মুর্ভা লোক বিদ্যাশূন্য হইলেক।' রায়রায়, ১৮০১। ৪ বিণ সরল; অনাবিল। 'ভোৱের আলোৱ মুর্ভা উজ্জ্বল সে নিজেৰু পৃথিবীৰ জীৱ।' জীবন, ১৯৪২।

মুর্ভাতা [স] বি অজ্ঞতা। 'এই আমাদিগেৰ মুর্ভাতা বে ৱাজ্য ৱক্ষণেৰ নিমিত্তে আমাদিগেৰ ধনাংশ আটক কৰি।' তারিণী, ১৮০৩।

মুর্ভাতাবন্ধন [স] বি অজ্ঞতাৰ বন্ধন। 'ভাৱতবাসীৱদিগেৰ মুর্ভাতাবন্ধন আৰু আঁটিয়া বাঁধ।' বন্ধিম, ১৮৭৯।

মুর্ভাৱায় [স] বিণ প্রায় অশিক্ষিত; প্রায় অজ্ঞ। 'যে ছাত্র পারে তা প্রায় করে নতুবা মুর্ভাৱায় থেকে যায়।' মাহেনগ, ১৯৪৯।

মুর্ভা বিণ ক্রী অশিক্ষিত। 'কী মাদ্যসি মুর্ভা হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

মুর্ভামি বি বোকামি। 'ছিন্ন করলেন, এ মুর্ভামি দু-বার করবেন না।' মজতবা, ১৯৫২।

মুর্ভাচিত [স] বিণ অশিক্ষিতের মতো। 'মুর্ভাচিত দাঙ্কিতক সর্বজ্ঞতা অনবহুচিততা, বেজ্ঞাত্যতা প্রভৃতি।' প্রমথ, ১৯৩৩।

মুর্ভান্না [স] বি সূত্রেৰ সমুদ্রৰ কম্পন। 'এত ৱাগিনী এত মুর্ভান্না।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

মুর্ভা, মুর্ভা [স] ১ বিণ অজ্ঞান। 'ভতকলে ধেমো মুর্ভা হইলা নিম্পন্দ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অচেতন হওয়া। 'ভূমি মুর্ভাহলে বৃন্দাবনে ক্রোধ জীৱা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'শেষ, কম্প, মুর্ভা, রোমাঞ্চ, শূন্যকার প্রভৃতি সান্ত্বিকাৱেৰ প্রধান লক্ষণগুলি সম মানুসেৰ শরীৰে দেখা পায়।' প্রমথ, ১৯১৭।

মুর্ভাশ্র, মুর্ভাশ্র [স] মুর্ভাশ্র বিণ মুর্ভাশ্র; মুর্ভাশ্রের মতো অচেতন। 'কিঞ্চিৎ পরে মুর্ভাশ্র হইয়া পড়িলেন।' রায়রায়, ১৮০১।

মুর্ভিত, মুর্ভিত [স] মুর্ভিতা বিণ অচেতন। 'মুর্ভিত হইয়া রাজা ছাড়এ নিশাস।' মালাধর, ১৫০০।

মুর্ভিতা [স] মুর্ভিতা বিণ ক্রী অচেতন। 'মুর্ভিতা হৈয়া রামা হরিলা তেজন।' মালাধর, ১৫০০।

মুর্ভো [স] মুর্ভা বি মুর্ভা। 'সাথে সেদিন মুর্ভো গিয়েছিল?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মুর্ভাশ্র, মুর্ভাশ্র [স] ১ বিণ মুর্ভিত। 'রজনী মুর্ভাশ্র বিদ্যুৎ-ঘাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ কিম্বদে পড়েছে এমন; মুর্ভিতের মতো নিম্পন্দ। 'বৈশাখের খরতাপে মুর্ভাশ্র প্রায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

মুর্ভাতুর [স] ১ বিণ মুর্ভিতের মতো। 'অন্তরান রবি, রান মুর্ভাতুর আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ জ্ঞানহারা। 'ছুটে চলে বিজীৱিকা মুর্ভাতুর দিকে দিশান্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মুর্ভাতুরা [স] বি ক্রী মোহন। 'মুর্ভাতুরার মতো সে আমার হাতটা নিরে ...।' নজরুল, ১৯২২।

মুর্ভাশিত [স] বিণ মুর্ভিতের মতো নিঃশব্দ। 'মুর্ভাশিত সেহে যেন

জীবনের শেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মুর্ভাশ্রম [স] বি জ্ঞান ক্রিরে পাওয়া। 'মুর্ভাশ্রমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মুর্ভাশ্র, মুর্ভাশ্র [স] ১ বিণ মুর্ভিতের মতো। 'ছহ করে হেসে হেসে হল মুর্ভাশ্র।' মালিকরায়, ১৭৮১। ২ বিণ অচেতন। 'জমীদার মুর্ভাশ্র হইয়া ভূমিতে পড়িল।' দর্পণ, ১৮২২।

মুর্ভাশ্রা [স] বিণ অজ্ঞান। 'ইয়োজীতে ইয়োৱেট বলিলে মুর্ভাশ্রা হল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মুর্ভাশ্রা, মুর্ভাশ্রা [স] বিণ প্রায় অচেতন। 'মুর্ভাশ্রা - কর অজ্ঞা ইহার।' তারিণী, ১৮৮৭।

মুর্ভাশ্রোণ, মুর্ভাশ্রোণ [স] বি হঠাৎ মুর্ভিত হওয়ার রোগবিশেষ; মুর্ভাশ্রোণ। 'মহিষী কয়েক দিন পাঁড়িতা - মুর্ভাশ্রোণের লক্ষণ।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মুর্ভাহত [স] বিণ বিহ্বল। 'মুর্ভাহত জনদের' পরে চিরাগত প্রেমসীর প্রায় আয়, নিদ্রা আয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মুর্ভিত, মুর্ভিত [স] ১ বিণ সজ্ঞাশীল। 'মুর্ভিত হইয়া মুর্ভি পড়িল ভূমিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মুর্ভিত নরসিংহসেৱকে সেখিয়া ...।' হরমঙ্গল, ১৮১৫। ২ ক্রিণ অচেতনভাবে। 'শূন্য দেখি নিজ দৃষ্টি মুর্ভিত পড়িল মহিলাসে।' বৃক্স, ১৬০০। ৩ বিণ অজ্ঞান। 'দুই ছোট দশ লক্ষ প্রৌচ ব্যক্তি কিঞ্চি শূন্য প্রাণ অন্ধকারে মুর্ভিত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৪ বিণ সজ্ঞাশীল। 'মুর্ভিত স্টেশন থেকে ছুটপাশে চাইলে কারো এই যে।' অমির, ১৯০৯।

মুর্ভিতপ্রায় [স] বিণ প্রায় অচেতন। 'অশিক্ষিত ধাইয়ের উপর নির্ভর করে প্রায় সেনাবায় মুর্ভিতপ্রায়।' বেগম, ১৯৪৯।

মুর্ভিতা, মুর্ভিতা [স] বিণ ক্রী অচেতন। 'ভূমিতে পড়িলা প্রকৃ মুর্ভিতা হইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৌতুক বাখিয়া পড়িয়া মুর্ভিতা হইল।' বন্ধিম, ১৮৭৯।

মুর্ভানো কি মুর্ভা যাওয়া। 'যোলের পায়ের তলায় মুর্ভে তুফান।' নজরুল, ১৯২৬।

মুর্ভিস [স] মুর্ভা>। বিণ মুর্ভিতের ন্যায় নিঃশব্দ। 'এই খবরে দাউন মুর্ভিস হইয়া ...।' রায়রায়, ১৮০১।

মুর্ভ [স] বিণ সাকার। 'ভাষায় মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল।' নজরুল, ১৯২৪।

মূর্ত-বিজ্ঞান [স] বি প্রত্যাক বিজ্ঞান। 'কি মূর্ত-বিজ্ঞান, কি অমূর্ত-বিজ্ঞান ... আত্মসাৎ করতে পারেন।' প্রমথ, ১৯১৫।

মূর্তমান [স] বিণ বায়বায়িত। 'পরিষ্করণায় মূর্তমান করার মঞ্জুরী না-মঞ্জুরী তাঁরই হীহুত।' মজতবা, ১৯৫২।

মূর্তি, মূর্তি [স] ১ বি অবয়ব। 'সেখিয়া প্রকৃ মূর্তি চিত্তিত অন্তরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রতিমা। 'নিজ মূর্তি শিলা সব করি নিজ কোলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি অবস্থান। 'তাঁহার মূর্তির সন্ধান লইয়া তদুৎপলকে মিয়া চিহ্নের সন্ধান উপস্থিত হইয়া কহিলেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বি রূপ। 'বৃষ্টির রাতে তিমিত্র সঙ্গীতে বালকের মনে মূর্তার মূর্তি অত্যন্ত অকটোর হইয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মূর্তি, মূর্তি [স] মূর্তি বি অবয়ব; আকৃতি। 'মূর্তি ছানে গিয়া কৃষ্ণ অমূর্ত মূর্তি কৈল।' মালাধর, ১৫০০।

মূর্তিমন্ত, **মূর্তিমন্ত** [স মূর্তিমন্ত] **বিণ** প্রত্যক। 'মূর্তিমন্ত দেখে ব্রহ্মা পরিসন্দপণ।' *মালাধর*, ১৫০০।

মূর্তিমান, **মূর্তিমান** [স মূর্তিমান] **১** **বিণ** প্রত্যক। 'মূর্তিমান পর্বত সৌন্দর্য সৎসারে।' *মালাধর*, ১৫০০। **২** **বিণ** প্রধান। 'বাস্তবী ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান কবিসদের অনেকেই উপজীব্য।' *হুতাশ*, ১৮৬২।

মূর্তিকর [স] **বি** প্রস্তরাদি থেকে মূর্তি তৈরি করে যে; ভাস্কর। 'গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মূর্তিকার [স] **বি** মূর্তি গড়ে যে। 'মূর্তিকার সেখানে একদণ্ড উপমা দিলে তার গড়া মূর্তি পাথর চাপা গড়ে মায়া যায়।' *অবন*, ১৯২৫।

মূর্তিত [স] **বিণ** মূর্তি রূপ ধারণ করেছে এমন। 'যারে নিয়ে এল সে-যে ব্যথার মূর্তিত মোর প্রিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

মূর্তিধর, **মূর্তিধর** [স] **বিণ** শরীরধারক। 'শ্রীমদ্রসায়নময় মূর্তিধর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূর্তিধান [স] **বি** আকৃতি কল্পনা। 'তঁর আত্মনাম যানত, তঁর মূর্তিধান, জীবিত ও মৃত পীরের নিকটে ইচ্ছাপূরণের প্রার্থনা।' *আনিস*, ১৯৬৪।

মূর্তিপূজা [স] **১** **বি** মূর্তিকে পূজা করা। 'এককালে ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। **২** **বি** কারো ছবি টানিয়ে তার কথা ভাবা। 'লাক্য জানতেই পারিনি ... অসোচ্যে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

মূর্তিবৎ [স] **বিণ** প্রতিমারূপ। 'আমি জানিতাম, ইয়ারা এক-একটা মূর্তিবৎ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মূর্তিভেদ [স] **বি** পৃথক মূর্তি। 'হানে হানে মূর্তিভেদে মহিমা বিস্তার।' *মণিকরাম*, ১৭৮১।

মূর্তিমতী, **মূর্তিমতী** [স] **১** **বিণ** প্রত্যক। 'তুমি যে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।' *ব্রহ্মা*, ১৫৮০। **২** **বিণ** প্রধান। 'অদ্যকার সত্যের অনারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্তিমতী বাণী বর্তমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৩** **বিণ** দৃশ্যমান। 'সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা' *প্রমথ*, ১৯১৫।

মূর্তিমন্ত, **মূর্তিমন্ত** [স] **১** **বিণ** সমগ্রত্ব; সাক্ষ্য। 'দুই মহাবীর যেন মূর্তিমন্ত যম।' *সুলভান*, ১৭০০। **২** **বিণ** যথার্থ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'এককালে মূর্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা।' *রামায়ণ*, ১৭৮০। **৩** **বি** পারদর্শী। 'গারসি ও বাহলা'। নাপরি আদিত মূর্তিমন্ত। *রামায়ণ*, ১৮০১। **৪** **বিণ** চূড়ান্ত। 'বেদ্যাভবনে অশ্রমা গমনে অপের পানে মূর্তিমন্ত এক অর্ধশব্দ।' *ভগবতী*, ১৮৮২। **৫** **বিণ** দেহধারী। 'মূর্তিমন্ত মরণ' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

মূর্তিমান [স] **১** **বিণ** সাকার। 'মূর্তিমান হেলা দেবী লাটিয়া গাধাব।' *রঙ্গরাম*, ১৭৫০। **২** **বিণ** বর্তমান। 'বাস নয় সাল তার পিত মূর্তিমান।' *গবীষ*, ১৭৬৫। **৩** **বিণ** স্পষ্ট। 'যখন তাবাদিনিকে ভাসোলে মূর্তিমান করিয়া প্রকাশ করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **৪** **বিণ** দৃশ্যমান। 'মূর্তিমান করিয়া তুলিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মূর্তিমান **করা** **ক্রি** প্রকাশ করা। 'আবার ঘরা বাহার হাটীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মূর্তিশিল্প [স] **বি** ভাস্কর শিল্প; প্রতিমার নির্মাণকলা। 'আমাদের এক সৌন্দর্য মূর্তিশিল্পের অনেকটা এই পদ্ধতি করে বাঁধা পাথর।' *অবন*, ১৯২৫। 'মানুষের মূর্তি-শিল্প যেখানে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা পেয়েছে।' *অবন*, ১৯২৫।

মূর্তিশিল্পী [স] **বি** মূর্তি রচনা করে যে। 'জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

মূর্তিহীন [স] **বিণ** নিরাকার। 'হারানো সে চিহ্নহীন যুগতলি, মূর্তিহীন ব্যর্থভাবে নিত্য অন্ধ আপোলনে তুলি, হামিছে তরল তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

মূর্ত্যন [স] **বিণ** সন্তুষ্টদের পিছনে উত্তল অংশের মাথা বা মূর্ত্য থেকে উৎপন্ন। *জানকান*, ১৭৮৪।

মূর্ত্য, **মূর্ত্য** [স] **বি** দন্তমূলের পিছনে উত্তল অংশের মাথা। 'হরিবংশে আছে ... জিজ্ঞাস্য হইতে সাম, এবং মূর্ত্য হইতে অথর্বের সৃজন হইয়াছিল।' *বহিষ্ক*, ১৮৮৭।

মূল [স] **১** **বিণ** আদি। 'মূল বর্ষলি বাপ সংখ্যার।' *চর্চা* ২০, ১২০০। **২** **বি** মূলধন; পুঁজি। 'পাইলো মূল আকারে।' *বহু*, ১৪৫০। **৩** **বি** গোড়া। 'কলসনীর কুলে তমালতরুর মূলে।' *মুকুল*, ১৬০০। **৪** **বি** সর্বত্র। 'বিনাশ করিলে মোর মূল।' *মুকুল*, ১৬০০। **৫** **বি** উৎস। 'এই মতের মূল কলশবাহ নামে বেদভাণ্ডে আছে।' *মুদ্রাঙ্কন*, ১৮১০। **৬** **বি** সারসংক্ষেপ। 'আমার যে আবশ্যক কথ্য তাহার মূল আমি পূর্বেই কহিয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২০। **৭** **বি** ভিত্তি। 'আপনি কেটেছে আপনার মূল, না জানে সাতার, নাহি পায় কূল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫।

মূলকাটি **বি** মূল চাবিকাঠি। 'এবার ত ক্ষমতার মূলকাটি হাতে গেছে।' *মনসু*, ১৯৪৩।

মূলপাত [স] **১** **বিণ** মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'একটি মূলপাত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। **২** **বিণ** মৌলিক। 'আমরা জড়বিষয়ে সঙ্গে মনোবিষয়ের মূলপাত ঐক্য করনা করতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মূলধামী [স] **বিণ** মূলস্থান। 'জীবনযাত্রাসংঘাতও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলধামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূল-পায়েনে **বি** প্রধান গায়ক। 'আসরের মূল-পায়েনে করবেন, এ দুরাশা লোকালে আমার মনে স্থান পায়নি।' *প্রমথ*, ১৯২০। 'মাঝে মাঝে মূলপায়েনের সোনারিকি করার মতো ... টিঙ্গনী কাটছিল।' *নজরুল*, ১৯৩০।

মূলধোঁবা **বিণ** মূল রচনার সাথে মিলে যায় এমন। 'স্থানে স্থানে মূলধোঁবা অনুবাদ যেমন আছে।' *এনাথল*, ১৯৫৫।

মূলধেনস [স] **বি** সম্পূর্ণ বিনাশ। 'আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলধেনসের কাছে লাগাব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

মূলজ্ঞান [স] **বি** মৌলিক ধারণা। 'বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূলজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

মূলতত্ত্ব [স] **বি** মৌলিক তত্ত্ব। 'যে বসিয়া অনেক মূলতত্ত্ব গড়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

মূলতম [স] **বিণ** সূক্ষ্মতম। 'বিধ্বংসের মূলতম উপকরণ পরমাণু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মূলধার [স] **বি** প্রধান প্রবেশপথ। 'মূলধারের আকাঁধি/ কেনে দিয়ে মুম্বিতে না পারি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মূলধারা [স] **বি** মূলস্রবাহ। 'নারীর জীবনের মূলধারা চলছে এক প্রশস্ত পথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

মূলনীতি [স] **বি** প্রধান আদর্শ। 'ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি স্পষ্ট হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। 'মূল নীতিকেই ন্যাস করিতে চাহিতেছেন।' *সগোতা*, ১৯৪৬।

মূলপতন [স] বি প্রধান ভিত। 'ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপতন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মূলপ্রবাহ [স] বি প্রধান ধারা। 'দেশের মূলপ্রবাহকে অভিনেদনভেদে দিকে ... যাইতে না দিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মূলযন্ত্র [স] বি ভিত্তিযন্ত্র। 'এক মহম্মদী মাদরাসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলযন্ত্র সংস্থাপন হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

মূলবন্ধ [স] বি দৃঢ়মূল। 'এতদ্রূপ ব্যবহার দেশের মধ্যে দৃঢ় মূলবন্ধ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

মূলবাহু [স] বি আসল বাসনা। 'মূলবাহু ফণী কৃতি পিলএ সহিতে মুক্তি।' সুলতান, ১৭০০।

মূলভাব [স] বি সারবস্তু। 'বস্তুবিবোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মূলমন্ত্র [স] ১ বি মৌলিক আদর্শ। 'এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'ইসলামেরই মূলমন্ত্র আত্মসাৎ করিয়া সবার উপরে মানুষ সভ্য।' হাই, ১৯৫৪; ২ বি মূলনীতি। 'আজহার এই মূলমন্ত্রটি সহজে বিস্মৃত হইত না।' শতকৃত, ১৯৫৮।

মূলশক্তি [স] বি প্রধানশক্তি। 'আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে।' প্রমথ, ১৯০৫।

মূলশাখা [স] বি প্রধান শাখা। 'মূলশাখা উপশাখা যতক প্রকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মূলতত্ত্ব [স] ত্রিবিধ ভিত্তিসহ। 'পশ্চিমী সভ্যতার ঝড় নাকি আমাদের মূলতত্ত্ব উপরে টেনে তুলেছে।' হাসান, ১৯৬৩।

মূলসংস্থাপক [স] বি প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। 'বঙ্গভাষার মূলসংস্থাপক একশ্রদ্ধাভী হাফিকে বলা যায় যেহেতুক তিনি বলভাষার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ...' দর্পণ, ১৮৩৪।

মূলসূত্র [স] বি প্রধান সূত্র। 'সমগ্র বিশ্বের যেটি মূলসূত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মূলসূত্র [স] ১ বি প্রধান বিধি। 'তদীয় ধর্মের মূলসূত্র এই, সকল মানুষই ঈশ্বর-সুই।' অক্ষয়, ১৮৪৬; ২ বি প্রধান উৎস। 'জাতিগত জীবনের মূলসূত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মূলস্পর্শ [স] বি মূলকে স্পর্শ করে এমন। 'তাহা মূলস্পর্শ না হইলেও চলে।' সবুজ, ১৯১৭।

মূলহার [স] বি মূল পাছ থেকে ছিন্ন বা ঝরা। 'মূলহার ফুল ভালে জলের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

মূলানুগামিতা [স] বি মূলের অনুসরণ। 'কোষায়ও মূলানুগামিতা আবার কোষায়ও স্বচ্ছন্দ ভাবানুভব।' জিহ্নুর, ১৯৭০।

মূলপ্রায় [স] বি প্রধান অপ্রায়। 'নিজাতিভাষাতো মালী হৈয়া স্বচ্ছ হয় সকল শাখার সেই স্বচ্ছ মূলপ্রায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মূলপ্রায়ী [স] বি মূলকে ভিত্তি করে রচিত। 'ভ্রান্তি বিলাসের কাহিনী মূলপ্রায়ী।' জিহ্নুর, ১৯৭০।

মূলোচ্ছেদ [স] বি সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন। 'এই সকল ঘটনার মূলোচ্ছেদ করন।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'বিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতে পারি, কিন্তু সরস্বতীর কিছুই করিতে পারি না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

মূলোচ্ছেদন [স] বি মূল উৎপাটন। 'এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদন করা হয়।' এসলাম, ১৯১৬।

মূলোৎপাটন [স] বি সমূলে বিনাশ। 'তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায়

চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১; 'গোড়াতেই আমার মূলোৎপাটন।' শিবরাম, ১৯৭০।

মূল [স] মূল্য। ১ বি মূল্য। 'আমার ব্যক্তিবাহিনী লক্ষ টাকা মূল।' কেতকা, ১৬৫০; ২ বি মূল্যবান। 'সুজিলেক হিপি মুক্তি বদ্ব মহম্মদ।' আলোড়ন, ১৬৮০।

মূল [স] মূলক। বি কন্দজাতীয় সবজি। 'কত শস্য কত মূল।' গুণ, ১৮৫৮।

মূলক [স] বি মুলা। 'মূলক মূলক বটে অমূলক নয়।' গুণ, ১৮৫৮।

মূলতান বি একটি রাগিণীর নাম। 'দূরে লাগে মূলতানে তান।' পড়ে আসে বেলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

মূলতানী বি মূলতান দেশের অধিবাসী। 'লাহোরী মূলতানী হিন্দি কান্দীরী দক্ষিণী সিদ্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' আলোড়ন, ১৬৮০।

মূলধন [স] বি পুঁজি। 'ইংল্যান্ডের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্যতা হেতু দেখান্যাতা ...' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩০।

মূলধনহীন [স] বিগ পুঁজিহীন। 'মূলধনহীন কোন ব্যবসা আরম্ভ করা যায় কিনা।' শতকৃত, ১৯৫৮।

মূলধনাবিকারী [স] বিগ পুঁজি বিনিয়োগকারী। 'শ্রমকারী, মূলধনাবিকারী, এবং কর্মনিপুণদিগের মধ্যে ...' স্বকর্ম, ১৮৭৯।

মূলধনী বিগ পুঁজি আছে এমন। 'মাগের রাগিকে দেশ বিদেশে কাটতে গুই চাই বড় মূলধনী ব্যবসারী।' সবুজ, ১৯২০।

মূল্য [স] মুদ্রা। বি মুলা; মাটির নীচে জন্মে এমন এক রকমের সবজি। 'মারমাসা যেন মূল্য।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মূল্য [স] মুদ্রা বি মাথা। 'দুহাথে আঁড়তে মাটি দশনের পরিপাটি মকরের মূল্যের সমান।' রূপরাম, ১৭৫০।

মূল্য [স] বি ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী নক্ষত্রবিশেষের নাম। 'ওরে না চিনিল জ্যোতি মূল্য/বেলা ফুলা কে ভাঙ্গিবা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

মূল্য [স] বি বাজাপি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রবিনাস মূল্য।' সেরধি, ১৮৪০।

মূল্যই বি হিন্দু লৌকিক ব্রতবিশেষ। 'কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত - ... শীতলা, বড়োচাকরণ, ঘেঁঠু, ফুলাই, মূল্যই।' অবন, ১৯১৯।

মূল্যাকাত [আ] বি সাক্ষ্য। 'আমার সেই ভূতপূর্ব বাড়ির সামনে দিয়ে যেতেই পুরোনো দারোয়ানের সাথে মূল্যাকাত।' শিবরাম, ১৯৪০।

মূল্যধার [স] ১ বি আসল হোতা। 'ভায়াই কুরীতির মূল্যধার।' সুধাকর, ১৮৩১; ২ বি উৎস। 'সূর্য্য মিলি সকলের মূল্যধার।' অক্ষয়, ১৮৪৩; ৩ বি প্রধান অপ্রায়। 'ভূমি এ সবক্কে মূল্যধার।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭; ৪ বি শরীরস্থ কলিত কেন্দ্র। 'মূল্যধারের মূল সেই নূর নূরের ডেদ অকূল সমুদুর।' লালন, ১৮৯০।

মূলীভূত [স] ১ বিগ ভিত্তিধরূপ। 'এক চিত্তিসংগ্রহ হইয়াছে তাহার মূলীভূত ইনি ছিলেন।' দর্পণ, ১৮১৯; ২ বিগ প্রধান। 'পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদেশে সুনীতি বর্ধনের মূলীভূত কারণ।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯; ৩ বি মূল কারণ। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভাষ্যের মূলীভূত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মূল্য [স] মূলক। বি মুলা নামের সবজি। 'গুণী, ১৭৮৫; 'মূল্য তার মূল নাই নাম ধরে মূল্য।' গুণ, ১৮৫৮।

মূল্য [স] ১ বি নাম। 'মূল্য দিতা পদ দশ জিয়ন্ত কিনিল কব।' মুকুন্দ, ১৬০০; ২ বি মান। 'যে জন কাক্ষনের মূল্য জানে সেকি ভুলে পেরে

কাচ' রামহসাদ, ১৭৮০। ৩ বিপ দামি। 'বকি যে কিছু ধন পৌড়ে ছিল বেশ মূল্য প্রস্তুত।' রামরাম, ১৮০১। ৪ বি বেতন। 'চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর' দর্পণ, ১৮২৭। ৫ বি গ্রহণযোগ্যতা; গুরুত্ব। 'আমি যতই জ্ঞানলোক এবং সন্মান লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মূল্যাতালিকা [স] বি দামের তালিকা। 'মূল্যাতালিকার সমান আদার প্রাপ্ত হয়।' ফকলল, ১৯১৩।

মূল্যাদান [স] বি বিক্রয়মূল্য। 'এক বারে অত্যন্ত অধিক মূল্যাদান প্রস্তাব করিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ [স] বি জিনিসপত্রের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা। 'নিত্যাব্যবহার্য দ্রব্যসমূহের প্রকৃত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের প্রতিশ্রুতি।' আজাদ, ১৯৪২।

মূল্য-নিরূপণ [স] বি মূল্য নির্ধারণকারী। 'সেই ফলের পরিচয় এই নূতন মূল্য-নিরূপণিতাদের অনুসলন নয়।' ওদুদ, ১৯৪৯।

মূল্যবত্তী [স] বিপ ক্রী অন্যো মূল্য দেয় এমন। 'গায়ের রক্তের জন্য সে একটি মূল্যবত্তী।' মানিক, ১৯৪০।

মূল্যবান [স] ১ বিপ দামি। 'কানজানুসিয়া নামক মদ্য অতি মূল্যবান।' অক্ষয়, ১৮৪১। ২ বিপ তরুত্বপূর্ণ। 'কাশ্যানেবল হাঁটের চেয়ে মিস তাদুড়ির দয়া অনেক মূল্যবান।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মূল্যবৃদ্ধি বি মূল্যের বৃদ্ধি। '... ধান-চাউলের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি শুরু হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৫৭।

মূল্যভেদ [স] ১ বি মর্যাদার পার্থক্য। 'মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য পেলো বৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি ভাষণের তারতম্য। 'গ্রন্থসমূহের বৃদ্ধির মূল্যভেদ হয়ে থাকে।' মোতাহের, ১৯৫০।

মূল্য-মর্যাদা, মূল্য-মর্যাদা [স] বি মানসমান। 'ভার্য্যমূল্য-মর্যাদা কিছুই থাকিবে না।' আজাদ, ১৯৩৬।

মূল্যমান [স] বি মূল্যের ওঠা-নামা। 'নিত্যরসজীবনীয় দ্রব্যাদি ও বাদ্যশস্যের মূল্যমানের গতি লক্ষ্য করা।' আজাদ, ১৯৬২।

মূল্য হীকা ক্রি দাম চাওয়া। 'অধিক মূল্য হাঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মূল্যহারা বিপ মূল্য হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'এই মূল্যহারা যম ভক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মূল্যহীন [স] ১ বিপ অকার্যকর। 'এক্সপ মূল্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিচাল্য করিতে হইবে।' সাম্যবাদী, ১৯২৪। ২ বিপ অর্থমূল্যে কেনা যায় না এমন। 'ভরা থাক একটি নিরেট অক্ষবিন্দু - দুর্লভ, মূল্যহীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মূল্যহীনতা [স] বি হেয়তা। 'বার্থতা মূল্যহীনতা সখকে আমার যেন অক'মাং নতুন জ্ঞান হল।' ওয়ালী, ১৯৪২।

মূল্যহ্রাস [স] বি দাম কমানো। 'মূল্যহ্রাস সর্বত্র সর্বথা আবশ্যিক।' স্বীয়, ১৯৪০।

মূল্যায়িকা [স] বি অধিক মূল্য। 'তাহার মূল্যায়িকা যদি মনোযোগাধিক্য করেন।' দর্পণ, ১৮২২।

মূল্যাবধারণ [স] বি মূল্যায়ন। 'একতার মূল্যাবধারণ করিয়া ... সভাজ্ঞতির মধ্যে পরিণতি হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মূল্যবোধ [স] ১ বি নীতিনিষ্ঠ মনোভাব। 'মানুষের জ্ঞানমাসের প্রতি মূল্যবোধ।' আজাদ, ১৯৪৬। ২ বি নৈতিকতাবোধ। 'মূল্যবোধ নামক বৃক্ষের প্রাচীন শিকড় যায় ছিড়ে।' শামসুর, ১৯৭২।

মূল্যবোধসম্পন্ন [স] বিপ মূল্যবোধ আছে এমন। 'স্বাক্ষকে বি দেওয়া মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের মনঃপূত নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

মূল্যবোধমূল্য [স] বিপ উন্নত মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। 'মুক্তিবিচারদু মূল্যবোধ ও মূল্যবোধমূল্য মুক্তিবিচার - প্রতি সভ্যতায়ই এই দু' বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' মোতাহের, ১৯৫০।

মূল্যবোধহীন [স] বিপ নৈতিকতাবর্জিত। 'মূল্যবোধহীন সমাজ চেতনাবাদীদের রচনার চেয়ে যে তা বেশী মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহই নাই।' মোতাহের, ১৯৫০।

মূল্যায়ন [স] বি তরুত্ব প্রদান। 'মূল্যায়নে পাবে সুখ দেখবো নেড়েড়ে ...।' শামসুর, ১৯৬৩।

মুখক [স] বি হুঁদর। 'মুখক উড়িতে নারে একমনে গুণ করে।' রঙ্গরাম ১৭৫০।

মুখল [স] মুখল বি গদ্য: প্রাচীন অল্পবিশেষ। 'কেহ বা দেখিল ফল-মুখ প্রত্যক্ষ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মুখিক [স] বি হুঁদর। 'বুঝি মুখিকের গাতে রহিছে ছাপাই।' সুলতান ১৭০০।

মুখিকবাহন [স] বি হুঁদর বাহন যার। 'মহেনজ মহামুখি মুখিকবাহন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মুখিকশাবক [স] বি হুঁদর-ছানা। 'মৃত মুখিকশাবক প্রেরিত হয়েছে দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

মুখিকা [স] বি ক্রী হুঁদর। 'বর্জি জেন ধরএ মুখিকা।' মুকুন্দ, ১৬০০

মুখ [স] মুখ বি মুখ। 'জইও জরুর মুখ পেচ সন দূসএ চাহএ আন বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মুগ [স] ১ বি পত। 'সুগে মুগকুল বসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি হরিণ 'কঠে গরল নহ মুগমনসার/ নহ ফনিরাজ উরে মনিহার।' বিদ্যাপতি ১৪৬০।

মুগচন্দন [স] বি হরিণের কঙ্করী। 'বৃকের উপর মুগচন্দন লেপিত তার মনোমুগ্ধকর গন্ধে বৃকের শোভা আপনি বাড়িয়া উঠে।' হাই ১৯৫৪।

মুগচর্ম, মুগচর্ম [স] বি হরিণের চামড়া। 'সাহেব বাড়ী খেতে মুগচর্মের জুতা করে নাও না।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'মুগচর্মের উপ বসিয়া পাঠ করিতহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মুগচর্মাবধর, মুগচর্মাবধর [স] বি হরিণের চামড়ার পোশাক। 'ব্রহ্মান পরিয়াছে মুগচর্মাবধর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মুগতৃক্ষা [স] বি মরীচিকা। 'মুগতৃক্ষা সমতৃক্ষা প্রতি জেনে জেনে গুণ, ১৮৫৮।

মুগতৃক্ষিকা [স] বি মরীচিকা। 'টাকা যোজ্ঞারগের মুগতৃক্ষিকায় লু জীবননদীর তরু, সহজ সাবলীল ধারা।' বিভূতি, ১৯৩১।

মুগনয়না [স] বি ক্রী হরিণের মতো সুন্দর চোখ যার। 'অন্তে মুগনয়না সত্যত মননে।' স্বয়ঙ্কুরেশ, ১৮৭৬।

মুগনাতি, মুগনাতি [স] বি কঙ্করী। 'মদিরা মুগনাতি বেরা শুদ্ধফল।' দর্পণ, ১৮২৬; 'মুগনাতি জায়ফল অতরা প্রভৃতি গন্ধ দ্রব এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

মুগপতি [স] বি সিংহ। 'বুদ্ধিতে সমর্থ হও যেন মুগপতি।' আলোড় ১৬৮০।

মৃগপিপাসা [স] বি হরিণের ন্যায় পিপাস। 'এই মৃগপিপাসায় তবু

মৃগাকান্দ

মানুষই হতে চায়।' জীবন, ১৯৪০।

মৃগাকান্দ [স] মৃগ+কান্দ [কান্দ] বি পত ধরার কান্দ। 'তোমার বদনচাঁদ মোর মন-মৃগাকান্দ।' মুহূদ, ১৬০০।

মৃগবর [স] বি হরিণশ্রেষ্ঠ। 'নিম্নশ্রেষ্ঠ মৃগবর করিয়াছে ছায়া।' বাহ্যম, ১৬৫০।

মৃগমদ [স] বি কক্করী। 'মৃগমদ গরে কেহো কপালে সিঙ্গর।' মাল্যব, ১৫০০।

মৃগমদসার [স] বি কক্করীর নির্বাস। 'কটে গরল নহ মৃগমদসার। নহ তিরিলাজ উরে মনিহার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মৃগরা [স] বি শিকার। 'কদাচীত রবে চড়ি না জাইয় মৃগরা।' কক্কর, ১৬৮৯।

মৃগর্যবেশ [স] বি শিকারের পোশাক। 'মৃগর্যবেশযারী রাজকুমার অজরের গ্রবেশ।' মাইকেল, ১৮৭৩।

মৃগর্যবেশী [স] বি শিকারের পোশাকধারী। 'ঐ মৃগর্যবেশী যে কে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

মৃগর্যলঙ্কা [স] বি শিকার থেকে প্রাপ্ত। 'মৃগর্যলঙ্কা মাসে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মৃগর্যলঙ্ক [স] বি শিকারের আলক। 'মহারাজ একে ত মৃগর্যলঙ্ক।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মৃগর্যস্থান [স] বি যেখানে বন্য পশুপাখি শিকার করা হয়। 'এই বিপুল পৃথিবী কামবন্দন কিরাতের মৃগর্যস্থান।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মৃগরী বি কক্করী হরিণ। 'মারের নিকটে এক মৃগরী থাকিত।' মাইকেল, ১৮৬৫।

মৃগরাজ [স] বি সিংহ। 'তার অতি বিন মাঝ জেনে সেবি মৃগরাজ।' মুহূদ, ১৬০০।

মৃগশিত [স] বি হরিণের রাজ্য। 'ব্যস্তের মুখ হইতে মৃগশিত ... যেমন সভ্যভিমে পলায়ন করে।' এতুর্কেশন, ১৮৮৬।

মৃগাক [স] বি হরিণনয়ন। হালহেড, ১৭৭৮।

মৃগাকি, মৃগাকী [স] ১ বি হরিণের মতো সুন্দর চোখ যার। 'অরি মৃগাকি, তুমি একটি গান কর।' মাইকেল, ১৮৫৯। ২ বি হরিণের মতো সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'পুলোম-দুহিতা-মৃগাকী, বিব্রতধরা, গীতগোবিন্দা।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বি হরিণের চোখের মতো সুন্দর চোখ। 'কিত্ত ও মৃগাকি হতে যবে হলি, ঝলে অক্ষধারা।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মৃগাজন [স] বি হরিণের চোখ। 'নয়ানে জ্বলন্ত টান জিনি ধনুর্গত বাঘ মৃগাজন খঞ্জন গঞ্জন।' সুলতান, ১৬৫০।

মৃগাত্তক [স] বি পশুপত্নী। 'বশাত্তক মৃগাত্তক দুই ভাই বশাত্তক।' মুহূদ, ১৬০০।

মৃগী [স] ১ বি কক্করী হরিণ। 'গোর শরীর মৃগী সম দুটি আখী।' বহু, ১৪৫০। ২ বি কক্করী পত। 'অরণ্যে সামাইল মৃগী আনিবে কেনে।' সুলতান, ১৬৫০।

মৃগশিরা [স] বি একটি নক্ষত্রের নাম। 'ভজযোগ মৃগশিরা মেরুসঙ্গে জেনে হিরা।' মুহূদ, ১৬০০; 'বলা বেত ওই বৃষ - ওই মৃগশিরা।' জীবন, ১৯৩০।

মৃগাক [স] বি চাঁদ। 'মৃগাক, শশাক, কলক।' স্বকর্ম, ১৮৭৫।

মৃগাক্ষমুখী [স] বি চন্দ্রমুখী। 'লিখনে এতেক লিখি কান্দা মৃগাক্ষমুখী।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মৃগী দ্র মৃগ

মৃগী [স] বি রোগনিবেশ। মৃগীরোগ [স] বি মৃগীরোগ; যে রোগ হলে রোগী হঠাৎ কাঁপতে অচেতন হয়ে পড়ে। 'তাঁহার অপমার রোগ অর্থাৎ মৃগী রোগ ছিল।' দর্পণ, ১৮২১; 'তার আবার মৃগীরোগ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মৃগেশ [স] বি পশুরের রাজা; সিংহ। 'মৃগেশ চলিল যেন গজেশ্বর বহিতে।' বাহ্যম, ১৬৫০।

মৃগেশ বি এক ধরনের মাছ। 'কাতলা মৃগেশ আদি বড় মাছ যত।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

মৃগাল বি মাছবিশেষ। 'চীতল ভেজুত কই কাতলা মৃগাল।' ভারত, ১৭৬০।

মৃগাল [স] ১ বি পশুরের নাল বা ডাঁটা। 'বাহ মৃগাল কমল করে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি (তন্ত্র) ধারক। 'যদি চক্রে মূল মৃগাল হয় মেরুদণ্ড।' চন্দ্র, ১৫৫০। ৩ বি পশুফল। 'শশীর উদয় মৃগাল না রয় মোর মনে হইল সিক্ত।' মুহূদ, ১৬০০।

মৃগালিকা [স] বি পশুফলের কাটা। 'পাতা বহার দিকে চেয়ে অগাধ নীন - কীটে মৃগালিকাটায় অনিরুদ্ধ।' জীবন, ১৯৪০।

মৃগালবলর [স] বি পশু-ডাঁটার তৈরি বাল। 'শকুন্তলার হাতে রাজার মৃগালবলর পরিয়ে দেওয়া ...' মুহূদ, ১৯৭০।

মৃগালভূজ [স] বি পশুরের ডাঁটার মতো সুন্দর বাহ। 'মৃগালভূজ আদলে আদৌলি চন্দ্রানন্দ।' মাইকেল, ১৮৬১।

মৃগ [স] বি মাটি। মৃগপাত্র [স] বি মাটির তৈরি পাত্র। 'ধানল মৃগ পাত্র ভরি অমৃত সমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মৃগকলস [স] বি মাটির তৈরি কলস। 'মৃগকলসের উপর তদীয় শিরোভূষণ বস্ত্র শিল্প-যতি ...' অক্ষর, ১৮৫০।

মৃগ-কাফন [স] মৃত+আ কাফন। বি মাটিরপত্র কাফন। 'জানি জানি ঐ রবানন হবে যবে মোর মৃগ-কাফন।' নজরুল, ১৯২৪।

মৃগকুটির [স] বি মাটির তৈরি ঘর। 'নদীর নিকট একটি ক্ষুদ্র মৃগকুটির।' প্রভাত, ১৮৯৭।

মৃগকৃতিকা [স] বি মাটির পাত্রবিশেষ। 'সমুদ্র পারস নব মৃগকৃতিকা ভরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মৃগকুন্ড [স] বি মাটির কলস। 'আমাদের পৌড়ভাষার মৃগকুন্ডের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পারহ ...' প্রবন্ধ, ১৯১৪।

মৃগপট [স] বি মাটির চিত্রপট। 'মদির চিত্র মৃগপটে লিখে নিয়ে যাও।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

মৃগপাত্রনির্মাণ [স] বি মাটির পাত্র প্রস্তুতকারক। 'তাঁহু যুগের মৃগপাত্রনির্মাণে অথবা অজ্ঞাতা ওয়াশিংটনের শিল্পীত্ব ... আজও আমাদের বিশ্বের।' শিব, ১৯৫৬।

মৃগ-পাত্র-সুখা [স] বি মাটির পাত্রের ময়। 'না ফুরাতে ধরবার মৃগ-পাত্র-সুখা।' নজরুল, ১৯২৬।

মৃগশিত [স] বি মাটির ঢোকা। 'মৃগশিত বা ইটক বস কেপন করিয়া তাঁহাকে উন্মুক্ত করিতে ক্রটি করে না।' অক্ষর, ১৮৪৮।

মৃৎপুত্তল [স] বি মাটির পুতুল। 'সুভায়া, শ্রী তাঁহার নিকট মৃৎপুত্তল।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

মৃৎপ্রদীপ [স] বি মাটির প্রদীপ। 'আমাদের এই ভালোবাসা মৃৎপ্রদীপের আলো?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫; 'মৃৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার।' *নজরুল*, ১৯৩৩।

মৃৎশ্রবণ [স] বি মাটির পাতিল। 'বাহিরে মৃৎশ্রবণাদি অসংখ্য দ্রব্য ... বিকৃত রহিয়াছে।' *অক্ষর*, ১৮৪৯।

মৃৎশয্যা [স] বি মাটির শয্যা। 'ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যা শয়ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

মৃৎশিল্প [স] বি মাটির তৈরি নকশামূলক পণ্য। 'নিজস্ব সেলাই ও মৃৎশিল্পের স্টলও ছিল।' *বেগম*, ১৯৬০।

মৃৎ-সমাধি [স] বি মাটিতে পুতে রাখা। 'ইহাকেই মৃৎ-সমাধি ও জল-সমাধি বলে।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

মৃত [স] ১ বি প্রাণহীন। 'পুল্লিগণা দেবি তুমি মৃত প্রজাপতি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বিণ প্রয়াত। 'মৃত সর ভেবিত অভ্যাসলিন।' *দর্পণ*, ১৮২৮। ৩ বিণ বিস্মৃত। 'জ্ঞাতের মৃত পানতলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৪ বিণ নিজীব। 'উদ্যম শূন্যরমুকে গণিকারা অনুজ্ঞল, মৃত।' *শক্তি*, ১৯৬১। ৫ বিণ অকেজো। 'মৃত দর্শন হাতড়ে মরেছি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৩।

মৃতক [স] বি মৃতদেহ। 'মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

মৃতকল্প [স] বিণ মরে যাচ্ছে এমন। 'ভয়ে মৃতকল্প।' *শরৎ*, ১৯১৬।

মৃতকল্পা [স] বিণ স্ত্রী মরণপন্ন। 'তাহার মৃতকল্পা জননীর পাশে প্রিয় রাখিয়া দিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

মৃতকায় [স] বিণ মৃতপ্রায়। 'মৃতকায় হএ গৃহ্য প্রকিলেন।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মৃতজন [স] বি মৃত যে জন। 'মৃতজনে দেহে প্রাণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃততেজা [স] বিণ দুর্বল। 'যখন পৃথিবী কাঁপে মৃততেজা মুঠোতে আমার।' *শঙ্কর*, ১৯৫৫।

মৃতদার [স] বিণ বিপন্ন। 'ইতস্তত তারাতোলে চেয়ে থাকে মৃতদার সারসের মতন একাকী।' *জীবন*, ১৯৩০।

মৃতদেহ [স] বি নিশ্চাণ দেহ। 'মৃতদেহ ধরে ধর্ম পতা গন্ধ গায়।' *রূপায়ম*, ১৭৫০।

মৃতপিতৃক [স] বিণ পিতার মৃত্যু হয়েছে এমন। 'তাঁহাকে মৃতপিতৃক শিশুজনের যাবদীয় বিষয়, মান, জাতি সন্মম, আচার ব্যবহার, বিদ্যাল্পিকা, প্রভৃতি তাববিষয়ের ভার গ্রহণ পূর্বক ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

মৃতপুত্রা [স] বিণ স্ত্রী পুত্র মারা গেছে এমন। 'জেনে থাকে দিত্রাতন্ত্রাতন্ত্র শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃতপ্রজা [স] বিণ স্ত্রী সন্তান বাঁচে না এমন। 'যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটা বিবাহ করুক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

মৃতপ্রাণ [স] বিণ প্রাণহীন। 'তার রচনা ধূসর অনূর্বর্ততার চোরবাণিতে মৃতপ্রাণ হতে বাধ্য।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

মৃতপ্রায় [স] ১ বিণ মারা যাচ্ছে এমন। 'মরমেতে মৃতপ্রায় হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ বিণ বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছে এমন। 'মৃতপ্রায়

ভাষার পুনরুদ্ধাপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।' *অক্ষর*, ১৮৪২।

মৃতবৎ [স] বিণ মৃতপ্রায়। 'মৃতবৎ কায় যেন লভিল জীবন।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃতবৎস [স] বিণ মৃত সন্তান প্রসব করে এমন। 'মৃতবৎস রোগ সন্তানগণের দুর্বলতা ও অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ।' *ভদ্রাঙ্গ*, ১৮৭৪।

মৃতবৎসা [স] ১ বি যে নারীর সন্তান বাঁচে না। 'তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ বিণ স্ত্রী নিষ্ফল। 'কেমনা এ মৃতবৎসা দেশে আত্মনের ফুলকিতিলি শাশনের বাহবা বাড়ায়।' *বীরেন্দ্র*, ১৯২২।

মৃতবাদ্য [স] বি শোকের বাজনা। 'নেপথ্যে মৃতবাদ্য।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

মৃতভর্তৃকা [স] বিণ বিধবা। 'মৃতভর্তৃকা নারী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৭।

মৃতভার্যা [স] বিণ বিপন্নীক। 'মৃতভার্যা পুরুষ।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

মৃতভাষা [স] বি অপ্রচলিত ভাষা। 'সংস্কৃত মৃতভাষা।' *প্রমথ*, ১৯০২; 'মৃতভাষার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কতটা দূরপন্থে, তারই প্রমাণবরূপ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

মৃতশরীর [স] বি মৃতদেহ। 'গর্ভভ্রমণের মৃতশরীরের ন্যায় রাস্মিতে পড়িয়া থাকে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

মৃতশোচি [স] মৃতশোচী। বি মৃত্যুর শোক। 'মৃতশোচি সহিতে তোমার প্রেম-তাপে।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

মৃতসঞ্জীবন [স] বিণ মৃতকে পুনরায় জীবনদান করে এমন। 'সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

মৃতসঞ্জীবনী [স] বি মৃতকে পুনরায় জীবনদান করে যা। 'মৃতসঞ্জীবনী আদি আন দিব্য মহৌষধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

মৃতসঞ্জীবিতা [স] বিণ স্ত্রী মৃত থেকে পুনর্জীবিত হয়েছে এমন। 'মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

মৃত। [স] ১ বিণ স্ত্রী মৃত্যু হয়েছে এমন। 'সে মৃত্যু হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ বি স্ত্রী মারা গিয়েছে যে। 'কোনো মৃত্যুর প্রতি।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৪।

মৃতারণ্য [স] বি ধ্বংস হয়ে গেছে যে বন। 'ঝড় উঠেছিল যাতে মৃতারণ্য, নির্জিত কঙ্কারে।' *করকম*, ১৯৬৩।

মৃতশৌচ [স] বি মৃত্যুর পর যে শৌচ পালন করা হয়। 'তার শ্রাদ্ধ, মৃতশৌচ, তর্পণ ইত্যাদিতে নামোদয়ের পূর্ণাধিকার আছে।' *মহাশেখা*, ১৯৫৬।

মৃতের খানা [স] বি (ইসলাম) মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে ভোজন-অনুষ্ঠান। 'তামদারী কিংবা মৃতের খানা প্রভৃতি করিবার জন্য লোকে সেনা করে।' *এসলাম*, ১৯৩১।

মৃত্তিকা [স] বি মাটি। 'মৃত্তিকা পৃথিয়া করি দেই পুষ্পপানি।' *মালাধর*, ১৫০০।

মৃত্তিকাজাত [স] বিণ মাটি থেকে উৎপন্ন। 'মৃত্তিকাজাত, তবু আসমানের সঙ্গী।' *শওকত*, ১৯৬২।

মৃত্তিকাতল [স] বি মাটির তলা। 'মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জনাগ্রবাহ এই জলের ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

মৃত্তিকাতলবর্তী [স] বিণ মাটির নীচে অবস্থিত। 'মৃত্তিকাতলবর্তী বিবরের অতিমুখে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মৃত্তিকাবরণ [স] বি মাটির আবরণ। 'আমার দেহের মৃত্তিকাবরণ সিন্ধু হইতেছে।' প্রজাত, ১৮৯৬।

মৃত্তিকাতঙ্কশ [স] বি মাটি তঙ্কশ। 'চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকাতঙ্কশ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৃত্তিকাময় [স] বি মাটির তৈরি। 'তথায় মৃত্তিকাময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

মৃত্তিকালেপ [স] বি মাটি দিয়ে সেপা। 'নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মৃত্তিকা-শঙ্কর [স] বি মাটির পড়া শিলিঙ্গ। 'পূজা করি একটিতে বংশে বংশে মৃত্তিকা-শঙ্কর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৃত্তিকাসংলয় [স] বি মাটিঘেঁষা। 'এখানকার মৃত্তিকাসংলয় জীনতলি খনন সংগ্রাম-শৌর্যে ভরপুর।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মৃত্তিকাতৃপ [স] বি মাটির চিবি। 'কত শত গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃত্তিকাতৃপ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মৃত্তিকাবিধ [স] বিণ সমাধি। 'উঁহাকে মৃত্তিকাবিধ করণের জন্য একবৎ নিরুত্থি জীত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

মৃত্তা [স] বি যরণ। 'কালকূট পান করি মৃত্তা কৈল জয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৃত্তা-অধিশিতি [স] বি মৃত্তাদূত। 'জিবরিল সঙ্গে ছিল মৃত্তা অধিশিতি।' সুলতান, ১৭০০।

মৃত্তা-অমৃত [স] বি মৃত্তারূপ অমৃত। 'তাপ-বিমোচন করণ কোর তত্ত্ব মৃত্তা-অমৃত করে দান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মৃত্তাকবলিত [স] বিণ মৃত্তা কর্তৃক অবিকৃত। 'সামনে মৃত্তাকবলিত ঘর/বাক অরণ্য, থাক না পাহাড়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মৃত্তাকল্প [স] বিণ ভরে আধমরা; মৃতপ্রায়। 'বিড়ালের শব্দে সশঙ্কিত হইয়া মৃত্তাকল্প হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

মৃত্তাকীর্ণানো [স] বিণ মৃত্তাভয়ে শঙ্কিত করে এমন। 'আকাশের কোণে বিদ্যুৎ হেনে তুলে দিয়ে গেল/মৃত্তাকীর্ণানো ঝড়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মৃত্তাকামী [স] বিণ মৃত্তা কামনা করে এমন। 'মৃত্তিকামী বলিঙ্গা সে, মৃত্তাকামী নহে সে আতার।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মৃত্তাকারী [স] বি মৃত্তারূপ কারাগার। 'দুর্কল প্রাবিয়া আর আয় ছুটে ডাঙ এ মৃত্তাকারী।' নজরুল, ১৯৩০।

মৃত্তাকাল [স] বি মৃত্তার সময়। 'যম নিয়মিত মৃত্তাকাল পাইয়া ... বিবেচনা কিছুই করেন না।' মৃত্তাঞ্জয়, ১৮১০।

মৃত্তা-কালো [স] বি মৃত্তারূপ কালো। 'সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্তা-কালো পাহাড়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মৃত্তাকীর্ত্তি [স] বিণ মৃত্তাতে পরিপূর্ণ। 'কেন মৃত্তাকীর্ত্তি শবে ভরলো গঞ্জল সাগর?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মৃত্তা-কুন্ড [স] বি মৃত্তারূপ কলস। 'ভূভারতে শূশান-বিশাঙ্গে;/বসনে বসনে/মৃত্তা-কুন্ড পূর্ণ করে।' অমিয়, ১৯৩৮।

মৃত্তাক্রোশ [স] বি মৃত্তার যন্ত্রণা। 'এ যে কেবল দম্ভে মারা যাণ্য করা মৃত্তাক্রোশ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মৃত্তাকুখা [স] ১ বি মৃত্তারূপ কুখা। 'নিরুত্থি ভূমি তাকিয়েছিলে মৃত্তাকুখার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৩; 'গ্রাসিতোছে মৃত্তা-কুখা নিয়া ধরণিরে ডিলে ডিলে।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি মৃত্তার বাসনা। 'সবারে বিলিয়ে সুখা, সে নিল মৃত্তাকুখা।' নজরুল, ১৯২৫।

মৃত্তাগামী [স] বিণ মৃত্তার কথা মনে করিয়ে দেয় এমন। 'কখনো-বা মৃত্তাগামী কাব্যের স্পন্দন।' জীবন, ১৯৩৩।

মৃত্তাগরল [স] বি মৃত্তারূপ বিধ। 'ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের মৃত্তাগরল পিয়া।' নজরুল, ১৯২৫।

মৃত্তা-গহন [স] বি মৃত্তার গহন। 'মৃত্তা-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

মৃত্তাঘাট [স] বিণ মৃত্তা হয়েছে এমন। 'বিফলতার দুয়েক ল্যাঙলি ভয়ানকমে মৃত্তাঘাট হইয়াছিলেন।' জগদীশ, ১৮৯৫।

মৃত্তাশ্রাস [স] বি মৃত্তাশ্রম। 'এ-সভাটা না হলে অসংখ্য যুবক ... মৃত্তাশ্রাসে পতিত হতো।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

মৃত্তামুখ বি মৃত্তারূপ মুখ। 'সে সত্য-সাধক বীর ঢলিয়া পড়িল মৃত্তামুখে।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মৃত্তাতিষ্ঠা [স] বি মরণের অবস্থা। 'ভীত মৃত্তাতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে না।' হাসান, ১৯৬২।

মৃত্তাচিহ্নিত [স] বিণ মৃত্তা নির্দেশক। 'এমন একটা কীর্ণা মৃত্তাচিহ্নিত শব্দ বেরিয়ে এল।' হাসান, ১৯৬২।

মৃত্তাচেতনা [স] বি মৃত্তাবিষয়ক উপলব্ধি। 'আধুনিক কবিতার মৃত্তাচেতনা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি না।' হাসান, ১৯৬৫।

মৃত্তাচ্ছবি [স] বি মৃত্তাদৃশ্য। 'রোগ-শয্যায় শৈয়বীর দীন-মৃত্তাচ্ছবি দরিদ্রাবিবুমানসপটে ফুটিয়া উঠিত।' শতকর্ত, ১৯৫৮।

মৃত্তাজয়কারী [স] বিণ মৃত্তাকে জয় করেছে এমন; মৃত্তাজয়। 'সে মৃত্তাজয়কারী ভীষণ তপস্যায় ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মৃত্তাজয়ী [স] বিণ মৃত্তাকে জয় করেছে এমন। 'সতী মহিমার গীতা, মৃত্তাজয়ী।' নজরুল, ১৯৩১।

মৃত্তাজিৎ [স] বিণ মৃত্তাকে জয় করে এমন। 'মৃত্তাজিৎ বাণী বরাতম।' ধেমন্ত, ১৯৪৬।

মৃত্তাজিত [স] বি মৃত্তাকে জয় করেছে যে। 'মৃত্তাজিতের যন্ত্রণা নিবারণিত।' মণীশ, ১৯৩৯।

মৃত্তাঞ্জয় [স] ১ বি হিন্দুদেবতা শিব। 'তিনি মৃত্তাঞ্জয় গালিতে কি হয় মের যেতে আছে ঠাই।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ মৃত্তাকে জয় করেছে এমন; অমর। 'হইল সে তোমার প্রসাদে মৃত্তাঞ্জয়।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি মৃত্তাহীনতা। 'অমরত্ব মিথ্যে কথা, মৃত্তাঞ্জয় বিভের বড়াই।' সূরীন্দ্র, ১৯৩০।

মৃত্তা-ঠেকানো [স] বিণ মৃত্তা রোখ করতে পারে এমন। 'কি করে মূলবে মৃত্তা-ঠেকানো ধার।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মৃত্তাতাড়িত [স] বিণ মৃত্তা তাড়না করছে এমন। 'আজো বেঁচে আছি মৃত্তাতাড়িত আজো বেঁচে আছি ঠিক।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মৃত্তাতিক্ত [স] বিণ মৃত্তার মতো কষ্টদায়ক। 'মাটির মূলার মত মাটির জীবন/স্নেহে ওধু মৃত্তাতিক্ত প্রাণি হয়ে বয়ে।' সিকান্দার, ১৯৪০; 'সাপের ফসার মীচে মৃত্তাতিক্ত এই শব্দীতে।' ফররুখ, ১৯৬৩।

মৃত্তাতীর [স] বি যে ভিতরে আঘাতে মৃত্তা ঘটে। 'বদর-ওহোস, মরুপ্রান্তরে ঘিরে যবে হানে মৃত্তাতীর।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মৃত্তাতুহিন [স] বিণ মৃত্তারূপ শীতল। 'চন্দ্রলোকের মৃত্তাতুহিন মহিমা।' মণীশ, ১৯৩৯।

মৃত্তাতোষণ [স] বি মৃত্তার দরজা। 'মৃত্তাতোষণ তরণ চরণ চারিণী, চিরদিন অভিসারিণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মৃত্যুদণ্ড [সি] বি প্রাণদণ্ড; শাস্তিধরূপ মৃত্যুর আদেশ। 'মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল।' নজরুল, ১৯২৪।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা [সি] বি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। 'রহস্যময় প্রদরীযুগল তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তামিল করার আগেই ...।' শিব, ১৯৫০।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ [সি] বি প্রাণদণ্ডের হুকুম। 'তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তনুহেমে তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ।' মূলতবা, ১৯৫২।

মৃত্যুদিন [সি] বি মৃত্যু দিবস। 'পিতার মৃত্যুদিনের বার্ষিক উপাসনা উপলক্ষে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মৃত্যুদূত [সি] বি মরণের দূত। 'হ্যাঁ, তারাই ছুটল মৃত্যুদূতের পিছনে পিছনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

মৃত্যুঘোর [সি] বি মৃত্যুর দরজা। 'সে কি গো মৃত্যুঘোর খুলে ... গিয়াছে অমৃতের কূলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মৃত্যুদানী [সি] বি মৃত্যুরূপ নদী। 'মৃত্যুদানীর দুই পারে দুইজনের বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মৃত্যুনাট্য [সি] বি মরণের নাটক। 'সিক্তপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাট্যনাট্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মৃত্যুনিকেতন [সি] বি মৃত্যুরূপ গৃহ। 'এই সংসারই মৃত্যুনিকেতন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মৃত্যু-পাণ [সি] বি জীবন দেওয়ার শপথ। 'শহিদানের মৃত্যু-পাণ।' নজরুল, ১৯৩২।

মৃত্যুপতি [সি] বি মৃত্যুদূত। 'এখন তনি পরশবারে মৃত্যু পতি স্থানে সুলভান, ১৭০০।

মৃত্যুপথবাধী [সি] বি মৃত্যুপথে পতিত। 'মৃত্যুপথবাধীকি তোমার ইস্তিতে পদায় পরিছে ফাঁসি।' নজরুল, ১৯২৮।

মৃত্যুপদ পাওয়া [সি] বি মৃত্যুপদ+পাওয়া ক্রি মৃত্যুরূপ করা। 'জননী আমিনা সতী মৃত্যুপদ পাইল।' সুলভান, ১৭০০।

মৃত্যুপম [সি] বি মৃত্যুদুলা। 'যোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুপম বাবধি দুত্তর।' সূর্য্য, ১৯৩৩।

মৃত্যুপরম্পরা [সি] বি মৃত্যুর ধারাবাহিকতা। 'যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে।' জীবন, ১৯৪২।

মৃত্যুপাল [সি] বি মৃত্যুর রূপ। 'গনিতহে মৃত্যুপাল এক দুই তিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মৃত্যুশাক [সি] বি মৃত্যুচক্র। 'কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুশাকে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মৃত্যু-পাখার [সি] বি মৃত্যুরূপ সমুদ্র। 'ছুটিছে মৃত্যু-পাখারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মৃত্যুপার [সি] ১ বি মৃত্যুর নিকট। 'ছুটেছিল সিয়া জিঙ্গিনী নিয়ে যে পথ মৃত্যুপারে।' ফররুখ, ১৯৪৩। ২ বি মৃত্যুপারবর্তী জীবন। 'পুরনো পৃথিবী জেসোছে আবার মৃত্যুপারে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মৃত্যুপীড়া [সি] বি মৃত্যুরূপ পীড়া। 'অভাব-বেদনা-মৃত্যুপীড়া-অপমানের পঙ্কিল স্রোতে।' নজরুল, ১৯০০।

মৃত্যুপুর [সি] বি মৃত্যুর পুরী। 'কীর্তদাস মানবের মৃত্যুপুর হতে ... আনিয়াছি বেদ এ শোণিত।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

মৃত্যুপ্রাণ [সি] বি মৃত্যুর ধ্বংসযজ্ঞ। 'মৃত্যুপ্রাণ তাদের লাগি/ নয় যারা তোর অনুরাগী।' নজরুল, ১৯৩৫।

মৃত্যুফুল [সি] বি মৃত্যুরূপ ফুল। 'মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে বে আমার উদাসীন মালা।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

মৃত্যু-ফেনা [সি] বি মৃত্যুর সময় মুখ থেকে বের হওয়া ফেনা। 'ক্রেদ ক্রুদ্ধ এ জনতার মুখে উঠেছে মৃত্যু-ফেনা।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মৃত্যুবৎ [সি] বি মৃত্যুপ্রায়। 'শীতে জরা হইয়া প্রায় মৃত্যুবৎ হইয়াছে।' তারিণী, ১৮০৩।

মৃত্যুবন্দী [সি] বি মৃত্যুর বেষ্টনে আবদ্ধ। 'নিরে গেল তোমা-কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান -।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মৃত্যুবহ [সি] বি মৃত্যুর বার্তা বহনকারী। 'মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন বর্বর রাক্ষস ইকে।' বুদ্ধ, ১৯৪২।

মৃত্যুবাণী [সি] বি মরণের বাণী। 'মৃত্যুবাণীর বেলোমেরে তান।' নজরুল, ১৯২৭।

মৃত্যুবাণী [সি] বি মৃত্যু ঘটবার মোক্ষম অস্ত্র। 'তাহাকে মৃত্যুবাণ মরিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মৃত্যুবাণী [সি] বি মৃত্যুরূপ প্রতিবন্ধকতা। 'আসুক মৃৎ পাষণ বুক মৃত্যুবাণী: ঋতু বাদল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

মৃত্যু-বারতা [সি] বি মৃত্যুবার্তা। 'বি মৃত্যুসংবাদ: মৃত্যুর খবর।' অনাগত শিত আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।' নজরুল, ১৯২৮।

মৃত্যুবার্ষিকী [সি] ১ বি মৃত্যুর বর্ষপূর্তি। 'পল্লো মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ বি মৃত্যুর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। '৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।' বেগম, ১৯৫২।

মৃত্যুবাহ [সি] বি মৃত্যু বয়ে আনে এমন। 'মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের ...।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

মৃত্যুবিজয়ী [সি] বি মৃত্যুকে জয় করে যে। 'মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে/ অক্ষর অমৃতস্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মৃত্যুবোধ [সি] বি মৃত্যুচেতনা। 'মৃত্যুবোধে আক্রান্ত লেখকের বাহ্যিক কোন লক্ষণ।' হাসান, ১৯৬৫।

মৃত্যুভয় [সি] বি মরণের ভয়। 'মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মৃত্যুভয়হীন [সি] বি মৃত্যু নির্ভীক; মৃত্যুর ভয় নেই এমন। 'মাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মৃত্যুভাটা [সি] বি মৃত্যুরূপ ভাটের স্রোত। 'জীবন-তরী মৃত্যুভাটায় কোথায় করে পার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মৃত্যুমখিত [সি] বি মৃত্যুহত। 'মৃত্যুমখিত কাহার রমণী এই।' আহসান, ১৯৫০।

মৃত্যুমোরখ [সি] বি মরণের শপথ। 'ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যুমোরখ।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

মৃত্যুমুখ [সি] বি মৃত্যুর শব্দার্থ। 'এদিকে ক্লাপিয়ে মরে মৃত্যুমুখ দিন।' আহসান, ১৯৪৪।

মৃত্যু-মাধুরী [সি] বি মৃত্যুর মাধুর্য। 'কি জীষণ সুন্দর এই তরুণের মৃত্যু-মাধুরী।' নজরুল, ১৯২২।

মৃত্যুমুখিন [সি] বি মরণপাত্র। 'মৃত্যুমুখিন নিখিলকে মরতে রেখে যেত।' অন্নদা, ১৯২৮।

মৃত্যুমুখী [সি] বি মরণপাত্র। 'কোলে মৃত্যুমুখী থোকা কাতরার।' নজরুল, ১৯৩০।

মৃত্যুশব্দগণা

মৃত্যুশব্দগণা [স] বি মরণ বাতনা। 'ভিক্ষাবৃতি মৃত্যুশব্দগণা অপেক্ষাকৃত সমধিক ক্রেশপাদিমী।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মৃত্যুশব্দগণাখিনি [স] বি মৃত্যুর শব্দগণাক্রিষ্ট। 'মৃত্যুশব্দগণাখিনি হতবাক সেই শব্দের গুণের।' হাসান, ১৮৪৪।

মৃত্যু-রাখাল [স] বি মৃত্যুরূপ রাখাল। 'আমি মৃত্যু-রাখাল সৃষ্টিকে চরিত্রে চরিত্রে নিয়ে চলেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মৃত্যুরাজা [স] বি মৃত্যুরূপ রাজা। 'আমরা ধরি মৃত্যুরাজার যজ্ঞযোড়ার রাশ।' নজরুল, ১৯২৬।

মৃত্যুরেখা [স] বি মৃত্যুর ছায়া। 'মৃত্যুরেখা কালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মৃত্যুশঙ্কা [স] বি মরণের ভয়। 'আপনি মৃত্যুশঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৫।

মৃত্যুশয্যা [স] বি যে বিছানায় মৃত্যু হয়। 'মৃত্যুশয্যা হইল ধূলা সহচরী ফুলচুল্যা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৃত্যু-শর [স] বি প্রাণঘাতী তির। 'সবার নীচে ধূলার পথে/ ফেল যারে মৃত্যু-শরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মৃত্যু-শায়ক [স] বি মৃত্যুবান। 'মৃত্যু-শায়ক লইয়া এসেছে।' নজরুল, ১৯৪১।

মৃত্যুশীশা [স] বি মৃত্যুর ছান। 'জগতের মৃত্যুশীশা হইতে তাহার কোনো পান নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মৃত্যুশীতল [স] বি প্রাণহীন। 'নিজেকে সে সেবিতে পাইল এই ঘরের মৃত্যুশীতল আবহাওয়ায়।' মানিক, ১৯৪০।

মৃত্যুশেল [স] বি মৃত্যুরূপ শেল। 'ভারতের অজ্ঞাত-অশিক্ষার মধ্যেই এতবেড়া মৃত্যুশেল নিহিত হয়ে এতদিন রক্তপাত করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

মৃত্যুশোক [স] বি মৃত্যুর দুঃখ। 'সেই জন্যই মৃত্যুশব্দগণা, মৃত্যুশোক -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মৃত্যু-শ্মশান [স] বি মৃত্যুরূপ শ্মশান। 'তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে নিঃসর্য।' নজরুল, ১৯২৫।

মৃত্যুসংখ্যা [স] বি মৃত মানুষের সংখ্যা। 'মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জনসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মৃত্যুসংবাদ [স] বি মারা যাওয়ার খবর। 'চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবা মা... স্বয়ংক্রিয়তে উপস্থিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

মৃত্যুসংবা [স] বি মৃত্যুরূপ সংবা। 'দুঃখী লোক অনাহুতের জীর্ণ নীর্ণ হইয়া মৃত্যুসংবার আশ্রয় লইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

মৃত্যুসম [স] বি মরণফল। 'চক্ষু তব মৃত্যুসম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মৃত্যু-সমারোহ [স] বি মৃত্যুর আয়োজন। 'অমরত্ব-লোভী কোনো স্মরণ-এর মৃত্যু-সমারোহ।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

মৃত্যুসম্ভব [স] বি মৃত্যু নিকটবর্তী বার; মৃত্যুর ব্যক্তি। 'মৃত্যুসম্ভবদের সং ও অনসং কার্যের স্ট্যাটিস্টিকস সম্বন্ধ করিয়ে।' মনসুর, ১৯৪০।

মৃত্যুসাঁক [স] বি মৃত্যুরূপ সন্ধ্যা। 'চিত্ত-ঈড়ি-হাসনানো মৃত্যু-সাঁকে ফুল গো।' নজরুল, ১৯২৫।

মৃত্যুসাপের [স] বি মৃত্যুরূপ সাপের। 'মৃত্যুসাপের মন্থন।' নজরুল, ১৯০১।

মৃত্যুসাজ [স] বি মরণের বেশ। 'সেতা সেবা মৃত্যু করে মৃত্যুসাজে।' নজরুল, ১৯০১।

মৃত্যুসিদ্ধ [স] বি মৃত্যুরূপ সাধার। 'মৃত্যুসিদ্ধ-সত্তর, শতর শতর।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মৃত্যুসিদ্ধুসার [স] বি মৃত্যুরূপ সাধারের তীর। 'একি বাজে মৃত্যুসিদ্ধুসারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মৃত্যু-সুগীতী [স] বি মরণসম গীতরত্নাপূর্ণ। 'সামুদ্রিক অন্তলতা হতে মৃত্যু-সুগীতীর ডাক উঠে আসে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মৃত্যুসেনা [স] বি মৃত সৈন্য। 'জিয়ে মৃত্যুসেনা সব জলের পরসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৃত্যুতঙ্ক [স] বি মৃত্যুর মতো নিশ্চন্দ। 'অথচ এখানে এই মৃত্যুতঙ্ক রাক্তির ছায়ায়।' ফররুখ, ১৯৬৩।

মৃত্যুপ্রোত [স] বি মৃত্যুরূপ প্রবাহ। 'উন্নত মৃত্যুপ্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মৃত্যু-হত্যাশ [স] বি মৃত্যুরূপ হত্যাশ। 'ভীষণ চাখিয়া আছে মৃত্যু-হত্যাশ আঁখি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

মৃত্যুহরা [স] বি মৃত্যু হরণকারী। 'জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তি জর্ননি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৃত্যুহাসি [স] বি মৃত্যুহাসী। বি মৃত হাসি। 'জিআ উঠে মৃত্যুহাসি মৃদনের লম্বা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৃত্যুহিম [স] বি মৃত্যুর ন্যায় শীতল। 'ত্বয়ারকটিন মৃত্যুহিম শুদ্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মৃত্যুহীন [স] ১ বি অবিদম্বর। 'একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি অমর। 'সেই দিকে সে মৃত্যুহীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি মৃত্যু অতিক্রমকারী সত্তা। 'মৃত্যুহীনকেই তিনি কামনা করেছিলেন, মরণশীলকে নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

মৃত্যুহীনতা [স] বি মৃত্যু না থাকা। 'মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।' গুপ্তা, ১৯৪৫।

মৃদঙ্গ [স] বি খোল; তালময়বিশেষ। 'খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।' বঙ্কু, ১৪৫০।

মৃদং বি খোল; এক প্রকার তালময়। 'মৃদঙ্গ শিয়ারে বাজে রে ওই/ জলখারার মেঘ-মৃদা।' নজরুল, ১৯৪১।

মৃদন্ত বি মৃদঙ্গ; তাল দেওয়ার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'বাঙ্কু রে মৃদন্ত বাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

মৃদঙ্গের বোল বি মৃদঙ্গে বিভিন্ন তাল বাজানোর বোল। 'কেউ শিশুত মৃদঙ্গের বোল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মৃদু [স] ১ বি অমর। 'শীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ বেশ।' বঙ্কু, ১৪৫০। ২ বি অমৃত। 'মৃদু মৃদু ভাবে সম্বাহৎ বরতম।' মুরারী, ১৫৭০। ৩ বি স্নিগ্ধ। 'বিশুদ্ধ মৃদু সদগুণ ভণীল স্নিগ্ধ করণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি চূর্ণসিপি। 'কৌতুকে বসিয়া মৃদু করে মৃদু বাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি মিষ্ট। 'তাহা প্রসন্নভাবে অরুণক মৃদু বচনে করাই প্রেরকল্প।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মৃদুকট [স] বি অমৃত লবণবিশিষ্ট। 'দেখি মৃদুকট তরঙ্গমালায় নৌকার লটন থেকে আসে পড়ে।' নীরেন্দ্র, ১৯৮৮।

মৃদুশক্তি [স] ১ বি ধীরগতিসম্পন্ন। 'তাঁহে অতি, সে মৃদুতি, মৃদুশক্তি চলনা।' মননমোহন, ১৮৩৬। ২ বিক্রিয় ধীর গতিতে। 'মৃদুশক্তি চলিলা সুন্দরী মৃদুহৃৎ চাহি দিকি দিকি।' হাইস্কো, ১৮৩০। মৃদুশামিলী [স] বি শ্রী ধীরে চলে এমন। 'সেই মৃদুশামিলী রজনী.'

বন্ধিম, ১৮৭৪।

মুদুগামী [স] বিণ ধীরে চলে এমন। 'অনত্রিঙ্গতগামী বাস্পীর রথ
অতি মুদুগামী বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জ্ঞানে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মুদুগন্তিত [স] বিণ ইতঃ স্বকৃত। 'মনের মধ্যে মুদুগন্তিত সেই
কীর্তনের গানের সহিত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মুদুতর [স] বিণ অতি ক্রীণ। 'মুদু হতে আরো মুদুতর হল কোহাল
যুম হ্রি।' জসীম, ১৯০৩।

মুদুতা [স] ১ বি শান্ত আচরণ। 'মুদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন
ভালোবাসে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি কোমলতা। 'মুদুতার এমন
একটি সাম্রাজ্য আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মুদু তাল [স] বি ধীর গতি। 'মুদু তালে তালে নিশাস লয়, তনে মুখে
মুখ ধরি।' জসীম, ১৯২৯।

মুদুনাদিনী [স] বিণ ক্রী মুদু ধ্বনি সৃষ্টিকারী। 'সেই মুদুনাদিনী গলা।'
বন্ধিম, ১৮৭৪।

মুদুনিনাদিনী [স] বিণ ক্রী অশ্রুত মধুর শব্দকারী। 'মুদুনিনাদিনী
কুরর।' বন্ধিম, ১৮৮৭।

মুদুপদ [স] বি ধীর গতি। 'মুদুপদে যেতেম।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মুদুবায়া [স] মুদু-বায়ু। বি হালকা বাতাস। 'শ্রান্ত ভালে যুথীর মালে
পশাশে মুদুবায়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

মুদুভাব [স] বি কোমল আচরণ। 'গুরের পুরুষেরও গুনিয়া মুদুভাব
ত্যাগ করিয়া গুরু ভাব দেখায়।' ভবানী, ১৮২৮।

মুদু-ভাব [স] বি কোমল স্বর। 'মুদু-ভাবে মিষ্টলাপ কর তুমিকরু।'
মাইকেল, ১৮৬৬।

মুদুভাবিনী [স] বিণ ক্রী নিম্নকণ্ঠ। 'তাহার স্থান শুদ্ধিকার করিয়া
বিস্মায়েন আর একজন - মুদুহাসিনী, মুদুভাবিনী মিস মির।'
বনকুল, ১৯৩৬।

মুদুভাবিতা [স] বি অনুরুক্ত ভাবাবেশিত। 'রবীন্দ্রনাথের সুরের
চাহিনা এবং তাগিদ এই মুদুভাবিতা।' আইয়ুব, ১৯৩৩।

মুদুমধু [স] বিণ কোমল। 'কত প্রিয় নাম মুদুমধু ভাষে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩।

মুদুমধুর [স] বিণ কোমল ও মধুর। 'রাজনন্দন সুকুমার মুদুমধুর
সম্বোধনে প্রাণাধিক মিত্র মস্ত্রিগুণ্যে বসিলেন, সখে।' মশাররফ,
১৮৬৯।

মুদুমদ [স] মুদুমদা ক্রিণ ধীরে ধীরে। 'সতে মুদুমদ করিল ভোজন/
বীকবিকল্পন ভনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুদুমন্দ [স] ১ বিণ শ্লিষ্ট। 'তোমার মুশলশী মুদুমন্দ হাসি।' মুকুন্দ,
১৬০০। ২ বিণ অনুরক্ত। 'বলেন করুণাময়ী মুদুমন্দ স্বরে।' মুকুন্দ,
১৬০০। ৩ বিণ ধীরগতিসম্পন্ন। 'নানান লোক মুদুমন্দ অলস চালে
কেন যে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ ক্রিণিণ আবেছা আবেছা।
'তাহার কালের বাদনক আমি তো পাই মুদুমন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।
৫ ক্রিণিণ ধীরে ধীরে। 'ভনাও শুধু মুদুমন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মুদুমন্দগমন [স] বি মধুর গতি। 'দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা হিঁড়ে
নিরে অব্যাকুলচিত্তে মুদুমন্দগমনে খানিকটা দূরে সরে যায়।' রবীন্দ্র,
১৮৯৫।

মুদুমাদকতা [স] বি স্বল্প আসক্তি। 'দেশানুরাগের মুদুমাদকতা তখন
শিক্ষিত মজলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

মুদুমিষ্ট [স] বিণ লঘু ও ধীর। 'মুদুমিষ্ট কলসের প্রবাহিত হইতে
লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মুদু মুদু ১ বিণ মুদুমন্দ। 'মুদু মুদু বিজইত ঘুমল হাম। জনই
বিদ্যাপতি রস অনুশাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ ক্রিণিণ আস্তে
আস্তে। 'বৃক্ষহৃত পুষ্পের মতো মুদু মুদু মাটিতে পড়িতেছিল।'
বন্ধিম, ১৮৭৮। ৩ ক্রিণিণ অনুকূলভাবে। 'লালচে আলো ঘন
আধারেও সর্ববঙ্গে আশার মতো মুদু-মুদু ফুলে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

মুদুশব্দ [স] বি অনুরক্ত শব্দ। 'মুসাফির জনতার মুদুশব্দ নিম্নমুখ নীল
পেয়ালায়।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মুদুশীতল [স] বিণ হালকা ঠাণ্ডা। 'শরৎকালের মুদুশীতল বাতাসের
মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মুদুশ্ভাব [স] বিণ কোমল স্বভাবের। 'ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে
তেমনি মুদুশ্ভাব পাইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫১।

মুদুস্বর [স] ১ বি কোমল স্বর। 'কহে মুদুস্বরে।' ভবানী, ১৮২৫। ২
বি নিচু বা চাপা ধ্বনি। 'তুমি মুদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি।' রবীন্দ্র,
১৮৯৬।

মুদুস্বরে ১ ক্রিণিণ নিচু গলায়। 'স্রোতধিনী মুদুস্বরে কহিলেন - কী
দোষ, ভনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ ক্রিণিণ চুপিসারে। 'তাহাকে
মুদুস্বরে কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মুদুমিষ্ট [স] বি অল্প নীরব হাসি। 'কখনো বা মুদুমিষ্ট কহু
উচ্চহাসে হেসে গুটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মুদুহাসিনী [স] মুদুহাসিনী, সখো -সিনি। বিণ ক্রী মুদু হাসে এমন।
'হে মুদুহাসিনি। ঘোর-নির্নাশিনী।' মদনমোহন, ১৮৩৬। 'তাহার স্থান
অধিকার করিয়া বসিয়াছেন আর একজন - মুদুহাসিনী, মুদুভাবিনী
মিস মির।' বনকুল, ১৯৩৬।

মুদুহাসামুখতা [স] বিণ হালকা হাসিমুখ। 'দশন মুকুতা মুদুহাসামুখতা/
অমিয়াজড়িত ভাষা।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

মুদুহাসামুখ [স] বি হালকা হাসিমাখা মুখ। 'মুদুহাসামুখে, যদি যোগী
দেখে, পরে কামজালে।' ভবানী, ১৮২৫।

মুদুল [স] ১ বিণ কোমল। 'সুগোড়িত ভূজযুগ মুদুল মুদাল।' রামনারায়ণ,
১৮৫৪। ২ বিণ মুদু। 'সুশীতল মুদুল দক্ষিণ সমীকণ সেবনে।' গুণ,
১৮৫৮। ৩ বিণ ধীর। 'মুদুলগমন শ্যাম আভয়ে মুদুল গান গাইয়া।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'আজ ধীরে সে যায় ঘেন শীতের মুদুল তটিনী।'
নজরুল, ১৯৩২।

মুদুলতা [স] বি শ্লিষ্টতা। 'মহুর মুদুলতা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের
জীবনের চারপাশে।' হাই, ১৯৪৬।

মুদে ক্রিণিণ ধীরে ধীরে। 'ঢেরে দেখ চলিতেছেন মুদে।' মাইকেল,
১৮৬৬।

মুদ্রাজল [স] বি মাটির পাত্রবিশেষ। 'কুম্ভকারের ঘরে ছিল যত মুদ্রাজল।'
কুম্ভদাস, ১৫৮০।

মুখা [ফা মিরদা] ১ বি মীরখা; দলজনের অধিক সৈনিকের দায়িত্বে
নিয়োজিত কর্মচারী। ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি বাঙালি বংশনাম-
বিশেষ। সেবধি, ১৮৪০।

মুনায় [স] ১ বিণ মাটির তৈরি। 'মুনায় ও হিরণ্য পাত্র বিশেষ নাই।'
মদনমোহন, ১৮৪৯। 'এক মুদুর পাত্র ও এক কাংসা পাত্র নদীর
স্রোতে ভাসিয়া ঘাইতেছিল।' বিন্দা, ১৮৫৬। ২ বিণ মাটিঘেঁষা।
'গাছের মতোই এই রৌদ্রজলে মুনায়, তনুয়।' শামসুর, ১৯৬৩।

মুনরী [স] ১ বি পুথিবী। 'ওগো মা মুনরী, তোমার মৃত্তিকা-মায়ে
ক্যাত হয়ে রই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিপ শ্রী মাটির তৈরি জিনিসের
মতো ভঙ্গুর। 'সে যে অনামিকা অনিত্যা মুনরী অল্প।' সূরীন্দ্র,
১৯৩০।

মূর্ছ, মূর্ছ [স মূছা] বি মরণ। 'আর জন হৈলে মূর্ছ ততক্ষণে পাঞ।'
মালাধর, ১৫০০।

মূর্ছরূপ [স মূছারূপ] ক্রিবিপ মূছারূপে। 'মূর্ছরূপ উপজিব তোখা।'
মালাধর, ১৫০০।

মূর্ছ [স মূছা] বি মরণ। 'রোগ সোক ছুরা মূর্ছ না হৈল প্রসারে।' মালাধর,
১৫০০।

মৌ [সি] সর্ব আমি। 'রচনা মে রোমন সাজনা রে বারিস ন তেজিস
দেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মৌ [সি] বি ক্রিয়ার বছরের পঞ্চম মাস। 'সন হাঙ্গের ১ মে তারিখ
হইতে।' দর্পণ, ১৮১৯।

মৌজ ব্রহ্ম [সি] বি মে মাসে [বসন্তকালে] ফুটে এমন ফুল ফোটায়
মরসুর। 'মৌজ ব্রহ্ম মে মাসের বাস ফুল।' হাই, ১৯৫৮।

মৌহি [ফা মাদহ] বি মাদি বিভা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মৌহি [স মেধি] বি খামারে খালের মাঝে পোতা কাঠের তক্ত। 'খামারে
গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মৌহির নিকটে লুকাইয়া
থাকিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

মৌহন [সি] বি বিদ্যুতের মূল লাইন থেকে ভবনের সঙ্গে সংযোগকারী
লাইন। 'তোমার মৌহনে কোন গোলমাল আছে নাকি?' নরেন্দ্র,
১৪৪৯।

মৌহনে [ফা মাহানহ] বি মাইনে; পারিশ্রমিক। 'মুনিব কা বলে তা না
কলো মৌহনে দেবে কেন?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মৌহন্দার [সি মৌহান্দার] বি মাসিক বেতনভুক্ত শ্রমিক। 'নিজি না চুসতি
পারিস মৌহন্দার রাখ।' গীনবন্ধু, ১৮৬০।

মেগুয়া [ফা] বি ফল। 'বেহেস্তের মেগুয়া যে দুনিয়ায় বলে যায়।' গরীব,
১৭৬৫। 'বেহেস্তে না যাব মোরা, মেগুয়া না খাইব।' সোকেয়া,
১৯৩২।

মেগুয়াওয়ালা [ফা মেগুয়া+হি ওয়ালা] বি ফলবিক্রেতা। 'কাবুলি
মেগুয়াওয়ারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়।' হুতোম,
১৬৬১।

মেগুয়া বাগান [সি ফলের বাগান। ওর্গা, ১৭৫৫।

মেগ [সি মিস্টার] বি নামের পূর্বে ব্যবহৃত পদবি। 'মেগ ডগলিষ সাহেব।'
মের্স, ১৭৫৬।

মেগ [সি মে] বি ইংরেজি মাসের নাম; মে। 'ইং ১৮৫০ সালের ১লা
আখিল অবধি ৫১ সালের ৩০ মে পর্যন্ত ...।' প্রভাকর, ১৮৫২।

মেক বি শেরেক। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মেকআপ [সি] বি পূরণ। 'এখন থাইকা মনোবোগ দিয়া লোকমানটা
মেকআপ কর।' মনসুর, ১৯৫৫।

মেকাপম্যান [সি] বি রূপসজ্জাকর; সাজিয়ে দেয় যে। 'মেকাপম্যান
কামাল তার মুখে রং লাগাতে লাগতে বলছিল।' শামসুল, ১৯৭৩।

মেকজিন [সি] মেগেজিন

মেকদার [ফা] ১ বি পরিমাপ। 'মোন হইতে কম মেকদার করেন।' দর্পণ,

১৮৩৭। ২ বি পরিমিতি; মাত্রা। 'তারিফ করবার জিনিস তাঁর গল্প
করা এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে যাওয়ার মেকদার জান।' মুক্তবা,
১৯৫২। ৩ বি বিচারবুদ্ধি। 'ব্যাপারটার ওরুত ঠিক মেকদারে যাচাই
করতে পারেননি।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

মেকদাস বি কাঁচি। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মেকলা [সি মেখলা] বি বেটনী। 'সুবর্ন বৈদিকার মেকলা আরোপণ।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মেকলি বি মহিলাদের পোশাকবিশেষ। 'শ্রীলোকের পরিষেয় মেকলি।'
দর্পণ, ১৮২৫।

মেকানিক [সি] বি কারিগর; মিশ্রি। 'মেকানিক ও ড্রাইভারসহ আমরা
ছয়জন।' আল্যাউলিন, ১৯৬০।

মেকানিকস [সি] বিপ কারিগরি। 'গত বুধবার মেকানিকস
ইনিস্টিটিউশনের বায়ান্সিক সভা হইয়াছিল।' জ্ঞানোন্মেষণ, ১৮৩৯।

মেকোমেকি [আ মকুর] বি সত্যনিথ্যা। 'আঁকলী পোয়া মোনা গড়ে
মেকোমেকি।' ভারত, ১৭৬০।

মেকার [সি] বি নির্মাতা। 'তারপরে ছাপাখানা, কাগজওয়ালা, দপ্তরী,
ডিজাইনার, ব্রুক-মেকার, এরাও সব এক একটা ঘাট বইকি।'
শিবরাম, ১৯৭০।

মেকি, মেকী [আ মকুর] ১ বিপ নকল। 'হটা ছিল গরখাল হটা ছিল
মেকী।' মামুলাস, ১৭৮০। ২ বি কুসমতা। 'আমার কাছে মেকি
চলার তার।' গীনবন্ধু, ১৮৬৩। ৩ বিপ বানোয়াট। 'ইহা মেকি
কুছাকি, ঝাঁটি নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মেকুর বি বিভা। 'মেকুরের ছাও মক্কা যায়।' নজরুল, ১৯৩১।

মেকর বি বিভা। 'বাসাডেরা খুসি হয়ে তারে 'মেকর' খেতাব
দায়।' হুতোম, ১৮৬১।

মেকুড় বি বিভা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মেখল [সি মেখলা] বি মেখলা। 'মুখর মেখল করে নিবানী।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

মেখলা [সি] বি কামের পরার গয়না। 'কটি সুখে মেখলা ললিত কটি
দেসে।' মালাধর, ১৫০০। 'মেখলা কিছিনী তায় নুপুর সুন্দর পায়।'।
রূপরাম, ১৭৫০।

মেখলি [সি মেখলা] বি কটিবন্ধন। 'মেখলি ধাক্কার রুদ্রাক্ষের
জপমালা।' আল্যাওল, ১৬৮০।

মেগ [সি মেঘ] বি মেঘ। 'এবোল বলিতে মেগ হইল আকাশে।' মালাধর,
১৫০০।

মেগ [সি মার্গি] বি শ্রী। 'তু শালাও কি আমার মতুন চিৎপটাং ওয়ে মেগের
ভাত লিলকি?' হাসান, ১৯৬৭।

মেগলা কাটা [সি] বি (১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে প্রচলিত প্রজন্মের
স্বাধীনতা সংক্রান্ত চুক্তি) মানবাধিকারের যুগান্তকারী দলিল। 'এই
প্রজ্ঞাপত্র আইন বাস্তবায়ন কৃষক-প্রজন্মের স্বাধিকারের মেশনা কাটা।'
এসলাম, ১৯৩৮।

মেগে [সি মাতৃস্বামী] বি মেয়েলি। 'তাহাদিপকে 'মেগে' বলিয়া উপহাস
করেন।' অমৃতবাজার, ১৮৬৬।

মেগেজিন [সি] বি সাময়িক পত্রিকা। 'ইংলণ্ডে প্রচারিত নানাবিধ মেগেজিন
এতদ্বারা দুঃস্থাপ্য।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৫৫।

মেকজিন ই ম্যাগাজিন। বি সাময়িক পত্রিকা। 'ব্রাহ্মণীকেল

মেকজিন।' দর্পণ, ১৮২৯।

মেঘ' [সি বি আকাশে ভাসমান জলীয় বাষ্পপুঞ্জ। 'কাল মেঘের ছায়া নাই
জাও।' বড়ু, ১৪৫০।

মেঘ ওঠা ক্রি আকাশে মেঘ জমা। 'আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মেঘবজ্রালা [সি] বিণ মেঘের কারণে অন্ধকার। 'শ্লিঙ্গসজ্জা মেঘবজ্রালা
দিবসে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মেঘ-কন্যা [সি] বি মেঘরূপ কন্যা। 'যাহারা চপলা মেঘ-কন্যাকে
করিয়াছে কিংকরী।' নজরুল, ১৯২৯।

মেঘ করা ক্রি আকাশে মেঘ জমা। 'সারাটা দিন মেঘ করে আছে।'
রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মেঘকুঞ্জ [সি] বি মেঘরাশি। 'কবিতার লেখে-লেখে সুন্দর-আশ্রয়-
ধনা মেঘকুঞ্জ কথার প্রণয়ী।' শঙ্কর, ১৯৫৫।

মেঘ কেটে যাওয়া ক্রি বিঘ্নহতা দূর হওয়া। 'এসো, এসো, একবার
অজ্ঞানকে ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে। মেঘ কেটে যাক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মেঘশব্দ [সি] বি আংশিক মেঘ। 'মেঘশব্দ ধরে ধরে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩।

মেঘখোলা [সি] বিষ্টির কামনায় পলিত লোকাচার বিশেষ। 'কুলোয়
কোলাবাৎসর আর বিষকটালির গাছ রেখে ... মেঘখোলা খেলল।'
আলাউদ্দিন, ১৯৫৪।

মেঘশরজনি [সি] মেঘগর্জন। 'এ ঘোর রজনী
মেঘশরজনি কেমনে আওধ পিয়া।' জ্ঞান, ১৬০০।

মেঘ-গরুড় [সি] বি মেঘরূপ গরুড়। 'কোন সাগরে বড় উড়েছে
মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে।' হেমেন্দ্র, ১৮৩২।

মেঘগর্জন, মেঘগর্জন [সি] বি মেঘের ডাক। 'সর্বদা সমাভিলষ্য বৃষ্টি
ও মেঘগর্জন হয়।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'মেঘগর্জনে অনুভব হইতে
লাগিল।' হরহরসাদ, ১৮৮১।

মেঘগুপ্ত [সি] বি মেঘের আড়াল। 'নীলিম আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া
মেঘগুপ্তন ফেলে ...।' নজরুল, ১৯২৯।

মেঘগ্রাম [সি] বি মেঘের সমারোহ। 'পোড়ে মেঘের অরণ্য মেঘগ্রাম।'
বীরেন্দ্র, ১৯৫১।

মেঘঘন [সি] বিণ মেঘের মতো কালো। 'মেঘঘন আঁধারের উদ্যম
জ্যোতীরে।' বিষ্ণু, ১৯৪১; 'মেঘরাগি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুর্গত
উজ্জল।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

মেঘচয় [সি] বি মেঘরাশি। 'চলিল হস্তীর ঠাঁট যেন মেঘচয়।'
আলাওল, ১৬৮০।

মেঘচেরা [সি] বিণ মেঘ ফুঁড়ে বের হয়েছে এমন। 'মেঘচেরা রোদে
বাতাসে নড়ছে গাছের ডালটা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

মেঘ-চোয়ানো [সি] বিণ মেঘ ভেদ করে প্রকাশিত। 'এই মেঘ-চোয়ানো
আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য ছিল।' প্রমথ, ১৯১৫।

মেঘজটায়াজ্জ [সি] বি মেঘের ছায়ায় ঢাকা। 'মেঘজটায়াজ্জ বৃন্দাবনের
জনশূন্য পথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মেঘজটাজুট [সি] বি মেঘরূপ জটায়ু গুহ। 'মেঘবনর তুফ,
মেঘজটাজুট।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মেঘ-জননী [সি] বি মেঘরূপ জননী। 'মেঘ-জননীর অশ্রুধারা।'

নজরুল, ১৯২৬।

মেঘজালা [সি] বি মেঘরাশি। 'বসুন্ধরাব মেঘজালা বিকৃত।' বঙ্কিম,
১৮৭৫।

মেঘডঘর [সি] মেঘ- [সি] বি শাড়ির প্রকারভেদ। 'শাড়ী মেঘডঘরে
করীলা বাঘাবর।' ভারত, ১৭৬০।

মেঘডঘরী [সি] বি মেঘের বরন। 'মেঘডঘরী রঙের তাঁত (গারা)
জলের ঝিলমিল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মেঘডঘর [সি] বি মেঘরূপ ভ্রমর বায়। 'প্রথম শরতে অথরে যবে
মেঘ-ডঘর বাজে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মেঘডঘুর [সি] বিণ মেঘের মতো রংবিশিষ্ট; নীলাধরী। 'মাছাডা
দেখিআ মুখে দর্পণে চাপড় বাঁহিআ পরএ মেঘডঘুর কাপড়।' মুকুন্দ,
১৬০০।

মেঘ ডাকা ক্রি মেঘ গর্জন করা। 'আকাশে মেঘ ডাকিত।' রবীন্দ্র,
১৮৯৫।

মেঘডুমুর শাড়ি [সি] বি মেঘবর্ণ বা নীলাধরী শাড়ি। 'মেঘ-ডুমুর সাথে
মেঘডুমুর শাড়ি।' নজরুল, ১৯৩৫।

মেঘ-ডুমুর শাড়ি [সি] বি মেঘবর্ণ বা নীলাধরী শাড়ি। 'আনহি কন্যা
মেঘ-ডুমুর শাড়ি।' জসীম, ১৯২৭।

মেঘদল [সি] বি মেঘপুঞ্জ। 'এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া।'
মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘমুগু [সি] বি ধোয়ার মতো কৃপাকৃতি মেঘরাশি। 'শূদ্রে শূদ্রে
মেঘ মত উজ্জ্বলিছে মেঘমুগুপ্তে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মেঘ-নাগ [সি] বি মেঘরূপ সাপ। 'মেঘ-নাগেরা ক্ষিপ্ত হয়ে দলে
দলে/বজ্র-বজ্রার বিষম রোলে।' জসীম, ১৯৫১।

মেঘনাদ [সি] বি মেঘের গর্জন। 'মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন ভায়।'
গুপ্ত, ১৮৫৮।

মেঘনির্ঘোষ [সি] বি মেঘের গর্জন। 'গম্ভীর মেঘনির্ঘোষে ও
চপলাবিকালে।' সিরাজী, ১৯১৮।

মেঘনির্মুক্ত [সি] বিণ মেঘশূন্য। 'মেঘনির্মুক্ত রোদ্রে নদীতীরের
অধিনিষদ কাশতৃণশ্রেণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মেঘনীল [সি] বিণ মেঘের মতো গাঢ় নীল। 'পরো দেহ খেরি
মেঘনীল বেশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মেঘনীলাধর [সি] বি মেঘের মতো নীল বসন। 'শাখাপটবে ছায়াচ্ছন্ন
কবনে উলুভ হানে মেঘনীলাধর।' গুলায়ী, ১৯৬৮।

মেঘ-পরী [সি] বি মেঘরূপ পরী। 'চাঁদের ডেলায় মেঘ-পরী যায়।'
নজরুল, ১৯৩২।

মেঘপাখী [সি] বিণ মেঘের মতো পাখাবিশিষ্ট। 'চমকর উপমা দিয়ে
বলসে তারা - মেঘপাখী অলস।' অবন, ১৯২৫।

মেঘপুঞ্জ [সি] বি মেঘরাশি। 'মেঘপুঞ্জ - ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।'
মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘপ্রায় [সি] বিণ মেঘের মতো। 'বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে
খিনয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মেঘ-ফণী [সি] বি মেঘরূপ সাপ। 'মেঘ-ফণীদের মাথার মণি -
বিজলী মণি।' জসীম, ১৯৫১।

মেঘবর [সি] বি মেঘ। 'বিরাজয়ে সুখা, যথা মেঘবর-কোলে চপলা।'

মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘবরন [স মেঘবর্ণ] ১ বিণ মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'মেঘবরন তুষ, মেঘজটাভূট।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ ঘনকালো। 'কুঁচবরন কন্যা রে তার মেঘবরন বেশ।' নজরুল, ১৯৩২।

মেঘবর্ণ [স] বিণ মেঘের রংবিশিষ্ট। 'মেঘবর্ণ মেঘনার ভীরে-ভীরে নরিকেলসারি।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

মেঘবলাকা [স] বি মেঘরূপ বলাকা। 'কনকতপন রজত মেঘবলাকা।' অন্নদা, ১৯২৯।

মেঘবারি [স] বি বৃষ্টির জল। 'আশিস-মেঘবারি সদা তার পড়ে বরি।' নজরুল, ১৯৩২।

মেঘবালা [স] বি মেঘ বালিকা। 'জল ছুঁড়ে মারে মেঘবালাদল।' নজরুল, ১৯২৮।

মেঘবিচ্যুত [স] বিণ মেঘ থেকে খসে পড়েছে এমন। 'মেঘবিচ্যুত আত্মরীক তড়িৎ যখন বজ্ররূপে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মেঘ-বিছানো বিণ মেঘে ঢাকা। 'মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

মেঘ-বিনিলিত [স] বিণ মেঘের ধনিক হার মানায় এমন। 'মেঘ-বিনিলিত স্বরে -/ কে তুমি আমাদের ডাকিলে শ্রাবণ বাতাসে?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

মেঘবিধ [স] বি মেঘের ছায়া। 'মেঘবিধ দ্বারা যখন্যার নির্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তর্যকণ হরণ করিতেছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মেঘবৃষ্টি [স] বি মেঘ ও বৃষ্টি; বাদলা। 'মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মল উজ্জল সুন্দর শরৎকালের ছায়া দেখা দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মেঘভব [স] বি (মেঘ থেকে জাত) জল। 'মেঘভব করে রত সুখেতিত চিত্তে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মেঘভরা বিণ মেঘপূর্ণ। 'একদিনের মেঘভরা বৈকালে।' বিজুতি, ১৯৩১।

মেঘ ভাঙা ১ বিণ মেঘ ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন। 'পহেলা উষার নয়া মেঘ ভাঙা সিঁদুর ভঁড়ার রাশি।' জসীম, ১৯৩১। ২ বিণ মেঘহীন। 'মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে।' বিজুতি, ১৯৩৭। 'মেঘ-ভাঙা বোনের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের সীতি, তাঁর চিন্তার দ্যুতি ...।' শরীফ, ১৯৭০।

মেঘভার [স] ১ বি মেঘের ঘনঘটা। 'রৌদ্রের ঝলকে ঝলকে যেন বদনার মেঘভার কেটে গেছে।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৫। ২ বি মেঘের মতো গাঢ়। 'নিম্নেরে বেরিয়ে এসেছে কালো মেঘভার।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

মেঘভারনত [স] বিণ মেঘাচ্ছন্ন। 'মেঘভারনত শাওন রাতের আকাশ।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

মেঘমন্ডল [স] বি মেঘপুঞ্জ। 'সমুদায় পর্বত-গ্রামাণ রাশীকৃত হইয়া মেঘমন্ডল স্পর্শ করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মেঘমন্ড্র [স] বিণ মেঘের গম্ভীর ধনিমুক্ত। 'মেঘমন্ড্র শ্রোক বিধের বিরহী যত সকলের শোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মেঘমন্দির [স] বিণ মেঘের গম্ভীর ধনি-বিশিষ্ট। 'বর্ধণ-গীত হোলো মৃগীর মেঘমন্দির ছন্দে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মেঘময় [স] ১ বিণ মেঘাচ্ছন্ন। 'পর্বতে সাক্ষি অত্র হইল

মেঘময়।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'অমনি। চলিল রথ মেঘময় পথে।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ বিবাদপূর্ণ। 'মেঘময় ঠোঁট নেমে আসে/ তোমার চোখের জলে আজও।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

মেঘমরীচিকা [স] বি মেঘরূপ মরীচিকা। 'ওই যে পুরবে হেরি অরুণকিরণে সাজে/ মেঘমরীচিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মেঘ-মাখানো বিণ মেঘলা। 'মেঘ-মাখানো আকাশ ভাল।' সুকুমার, ১৯১৮।

মেঘমায়া [স] ১ বি মেঘাচ্ছন্নতা। 'গগন মেঘমায়ায় বিজ্ঞ বনছায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৪; 'স্বসার-মুক মাঝে তুমি মেঘমায়া।' নজরুল, ১৯৩২। ২ বি মেঘের ছায়া; বৃষ্টি। 'আনো পিপাসিত চোখে মেঘমায়া।' নজরুল, ১৯৩৩।

মেঘমালা [স] মেঘমালা। বি মেঘের দল। 'শোভে মেঘমালা যেহেন ডুড়িতে।' বড়ু, ১৪৫০।

মেঘমালা [স] ১ বি মেঘের দল। 'এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি চালাইয়া সেবান ভৈরব আরবে।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ মেঘের মতো। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা আমার সাধের সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মেঘমুক্ত [স] ১ বিণ মেঘহীন। 'ক্রমে ক্রমে আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া আসিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ স্বচ্ছ। 'সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মেঘ-মুদ্রা বি মেঘগর্জনরূপ মুদ্রা। 'মল্লুর শিয়রে বাজে রে ওই/ কুণ্ডলীর মেঘ-মুদ্রা।' নজরুল, ১৯৪১।

মেঘমুদ্রা [স] বি মেঘগর্জনরূপ মুদ্রা। 'ওরুওরু বাজে তাল মেঘমুদ্রা।' নজরুল, ১৯৩৩।

মেঘমেদুর [স] ১ বিণ মেঘস্বিক্ত। 'মেঘমেদুর আকাশের বৃকে বিভূতমক।' বিজুতি, ১৯৩১; 'মেঘমেদুর বরষায় কোথা তুমি।' নজরুল, ১৯৩৪। ২ বিণ মেঘাচ্ছন্ন। 'তাঁর বহুমুদ্রিত গাঢ়ীয় মেঘমেদুরে অঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মেঘম্মান [স] বিণ মেঘে ঢাকার ফলে অস্পষ্ট। 'মেঘম্মান চন্দ্রালোকে ক'জন বামন তন্দ্রাচারী ...।' শামসুর, ১৯৬৬।

মেঘের বি মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'ধানির ঘাঘরি, মেঘের গুড়না।' নজরুল, ১৯৩৫।

মেঘরজা বিণ মেঘের মতো রংবিশিষ্ট। 'মেঘরজা বীরটিকে পপারের ঢালু গায়ে দেখা গেল।' হাসান, ১৯৬৯।

মেঘরজনী [স] বি মেঘাচ্ছন্ন রাত। 'বেলাতুমি তব মেঘরজনীর দুর্দম শূন্যে।' বিজু, ১৯৪১।

মেঘরব [স] বি মেঘের শব্দ। 'ঘোর মেঘরব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মেঘরাজ বি মেঘের রাজা। 'ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি/ মেঘরাজ ধ্বজোপরি।' মাইকেল, ১৮৬১।

মেঘরাজি [স] বি মেঘের রাশি বা তুপ। 'নিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

মেঘরাজ্য [স] ১ বি মেঘবৃষ্টি। 'আর তো নাই রে ছুটি, মেঘরাজ্য গেছে টুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি মেঘপুঞ্জ। 'সেখানে কোনো আইন কানুন নেই - মেঘরাজ্যের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মেঘলা [স] মেঘ> ১ বিণ মেঘাচ্ছন্ন। 'এতদিন মেঘলা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কথল মুড়ি দিয়ে পড়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২

বিশ সজল। 'তার মেঘলা-দুঃখিনি আমার মুখের উপর তুলে ধরেছে।' নজরুল, ১৯২২। ৩ *বিশ* মেঘের মতো শ্যামলা। 'কারে দেখি মেঘলা আকাশ না ওই মেঘলা মেয়ে।' নজরুল, ১৯৩৫। ৪ *বিশ* বিপ্লব। 'মেয়ের অপরিবর্তিত মেঘলা মুখ দেখে সোলায়মান আলীর মুখটাও করুণ হয়ে যায়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

মেঘলাটোপার *বিশ* মেঘেঢাকা। 'মেঘলাটোপার সন্ধ্যাকে ভালোবাসব ঘিরার মতো।' শঙ্খ, ১৯৫৫।

মেঘলামতী *বি* কী মেঘাচ্ছন্ন। 'সিঁহুদনীতে ভেসে, এলে মেঘলামতীর দেশে।' নজরুল, ১৯৩৫।

মেঘলামণির *বিশ* মস্ততা জাগায় এমন মেঘাচ্ছন্ন। 'ক্ষণিক আবেশ – মেঘলামণির দুপুরবেলায়।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

মেঘলা-মেঘলা *বিশ* অনেকটা মেঘাচ্ছন্ন। 'সারা দিনটাই ছিল মেঘলা-মেঘলা।' মনসুর, ১৯৫৩।

মেঘলাসবুজ হাওয়া *বি* মেঘলা দিনে সবুজ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বয়ে চলা বাতাস। 'চুমো বায় চোখে মেঘলাসবুজ হাওয়া।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

মেঘলীয়া *বিশ* মেঘের মতো গাঢ়। 'আসমানী নীল মেঘলীয়া নীল।' জসীম, ১৯৩১।

মেঘলেশ [স] *বিশ* মেঘের কণা। 'যেখানে মেঘলেশ নেই সেখানে বৃষ্টি এনেছেন তিনি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

মেঘলোক [স] *বি* মেঘের রাজ্য। 'মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেসিয়া।' মাইকেল, ১৮৭৩: 'পাখি উড়ে যায় যেন কোন মেঘ-লোক হতে।' নজরুল, ১৯২৩।

মেঘশাবক [স] *বি* মেঘরূপ শাবক। 'হেমন্তকালের আকাশ ছুঁয়ে গাভীরা মতো চরে বেড়ায় মেঘশাবকের দল।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

মেঘশূন্য [স] *বিশ* মেঘমুক্ত। 'গগনমণ্ডল মেঘশূন্য ইহাঙ্গ শরিকৃত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মেঘন্তনিত [স] *বি* মেঘের গর্জন। 'বিপুল হাফ্‌থানি সজলগভীর মেঘন্তনিতের মতো ভাঙিয়া পড়িল।' প্রমথ, ১৮৯৮।

মেঘন্তর [স] *বি* মেঘরাশি; মেঘপুঞ্জ। 'রৌদ্রোত্তর জুপাকার মেঘন্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মেঘবৃষ্ণ [স] *বি* মেঘপুঞ্জ। 'আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘবৃষ্ণ।' বিভূতি, ১৯২৯।

মেঘব্লিঙ্ক [স] *বিশ* মেঘমেঘদূর; মেঘে আবৃত হওয়ার ফলে ব্লিঙ্ক। 'আহ কি চিত্তগ কাণ্ডি মেঘব্লিঙ্ক হলুদ-সবুজে।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

মেঘবন্দন [স] মেঘবন্দা *বি* মেঘরূপ পদ। 'আপন-মনে মেঘবন্দন আপনি রচ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মেঘবন্দর [স] *বি* মেঘের শুরুতর গর্জন। 'এমন মেঘবন্দরে বাদল-বরবরে/তপনহীন ঘন তমসায়।' রবীন্দ্র, ১৯৮০।

মেঘবন্দর [স] *বিশ* মেঘের অবরূপ। 'তাহা বাষ্পময় মেঘবন্দর হইয়া উড়ুদিকে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

মেঘা [স] মেঘা ১ *বি* মেঘ। 'গগন গরজ মেঘা সিংহর মধুর।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০: 'কাজলা মেঘা নামেরে ঢলি ঢলি।' জসীম, ১৯২৭। ২ *বিশ* মেঘলা। 'মেঘা দিন।' মানোএল, ১৭৪৩।

মেঘাকার [স] *বি* মেঘের আকার। 'হস্তী, মেঘাকার সবে, – যে সকল মেঘ।' মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘাচ্ছন্ন [স] *বিশ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল।' অক্ষয়,

১৮৪৬: 'শান্তে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে দুর্দিন।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

মেঘাচ্ছাদিত [স] *বিশ* মেঘে ঢাকা। 'ভেবেছিল মেঘাচ্ছাদিত কালো আকাশ দেখবে।' গুজারী, ১৯৬৪।

মেঘাধর [স] ১ *বি* মেঘের ঘনঘটা; মেঘের সমারোহ। 'এক দিবস অতিশয় মেঘাধর হইয়া নিরন্তর জলের ধারা পড়িতেছে।' গৌর, ১৮২২। ২ *বি* ঘনঘটা। 'হলবিপ্লবের পঁচাতে রাত্রিবিপ্লবের মেঘাধর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মেঘাধিতারী [স] *বিশ* বৃষ্টি সেন এমন। 'মেঘাধিতারী সেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন।' মুতাজ্জর, ১৮১২।

মেঘাঙ্ক [স] *বি* শব্দ। 'মেঘাঙ্কের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠিলো।' হুতোম, ১৮৬১।

মেঘাঙ্ক [স] *বিশ* মেঘে ঢাকা। 'মেঘাঙ্ক অখরে আজি তারি যেন মূর্তিমতি মায়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

মেঘাঙ্ককার [স] *বিশ* মেঘবর্ণিত অঙ্ককার। 'একদা বর্ষার মেঘাঙ্ককার রায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মেঘাবনত [স] *বিশ* মেঘাচ্ছন্ন হয়ে নুয়ে পড়েছে এমন। 'সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মেঘাবরণ [স] *বি* মেঘের আবরণ। 'এই কালে তনু মেঘাবরণধারা শলী অপাবৃত হইলেন।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮: 'বাইরে তার সজল মেঘাবরণ।' শঙ্খ, ১৯৬৬।

মেঘাবলী [স] *বি* মেঘমালা। 'নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলী ... পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ।' অক্ষয়, ১৮৫২।

মেঘাবৃত [স] *বিশ* মেঘে-ঢাকা। 'কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া ... উদানরূপ দাস করিতেছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯: 'বিশ্রুতের রেখা অচক্ষু যেন মেঘাবৃত আকাশে।' মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘাভ্যন্তর [স] *বি* মেঘের ভিতর। 'নেই মহামহিমাবিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

মেঘারিত [স] *বিশ* মেঘে-ঢাকা। 'অচিরিবার সাধনা বাষ্প হয়ে মেঘারিত হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

মেঘারণ্য [স] *বি* মেঘরূপ অরণ্য। 'কোথা শলী কোথা তারা/মেঘারণ্যে পথহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

মেঘারস্ত [স] *বিশ* মেঘলা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

মেঘাসন [স] *বি* মেঘের তৈরি আসন। 'মেঘাসনে বসি গুণো কোন সতী ওই?' মাইকেল, ১৮৬০।

মেঘেডোবা *বিশ* মেঘে-ঢাকা। 'মেঘেডোবা আকাশের ব্যাধা ওরা ছাড়া আর কে-ইবা বোঝে এমন করে?' কায়সার, ১৯৬২।

মেঘেঢাকা *বিশ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মেঘেঢাকা এই ভরা দুপুরের কাছে।' শামসুর, ১৯৫৯।

মেঘে-মাথা *বিশ* মেঘাচ্ছন্ন। 'মাথার উপর চাঁদ মেঘে-মাথা।' শক্তি, ১৯৬৫।

মেঘের পর্দা *বি* মেঘের আবরণ। 'চতুর্দিকের আকাশমণ্ডলে কালো মেঘের পর্দা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মেঘের পাড়া *বি* মেঘের দেশ। 'তবে আমি গালিয়ে যাব বাদলা মেঘের পাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

মেঘের বেলুন *বি* মেঘরূপ বেলুন। 'উড়ে চলে মেঘের বেলুন।'

নজরুল, ১৯২৮।

মেঘের ভেলা বি মেঘরূপ ভেলা। 'নীল আকাশে কে ডালালে সাদা মেঘের ভেলা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মেঘোৎপত্তি [স] বি মেঘের সৃষ্টি। 'ভারতবর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

মেঘোৎসব [স] বি বর্ষার আগমন। 'প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিতৃগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মেঘ বি (সংলীত) রাগিণীবিশেষ। 'মেঘ, তেতাল্লা।' নজরুল, ১৯৩২।

মেঘমঞ্জরী বি (সংলীত) রাগবিশেষ। 'মেঘমঞ্জরী তনেছেন?' ধূর্তি, ১৯৩১।

মেঘমন্ডার [স মেঘ>] বি (সংলীত) রাগিণীবিশেষ। 'মেঘমন্ডার রাগ।' যশোদা, ১৫০০।

মেঘমন্টার [স মেঘ>] বি (সংলীত) রাগিণীবিশেষ। 'যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমন্টারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'তুমি মেঘ-মন্টারে সিঁদু।' বিজুতি, ১৯৩১।

মেঘনা বি বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত নদী। 'মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

মেঘনাসাঁ বি ধানের জাতবিশেষ। 'মেঘনাসা কালামনা রায় পানিতরা।' ভারত, ১৭৬০।

মেঘুনি বি বেড়া ও রক্তের জন্যে ব্যবহৃত মেহেদি গাছ। 'করন্তি মেঘুনি কাটে আসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মেচলা বি ময়ূরের পেশম। 'আসগাছু পাসগাছু সিয়রে মেচলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মেটি [কা মাদ্য] বি মাদি বিভাল। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

মেতেতা বি মুখমণ্ডলের কাণো ছাপবিশেষ। 'সুন্দরীর মুখে মেতেতা পড়েছে।' প্রমথ, ১৯০৫।

মেছ বি নৃপাটীবিশেষ। 'মেছ গারো কোহ লেণ্ডা প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

মেছুনী, মেছুনি [স মৎস্য>] বি স্ত্রী মাছবিক্রেতা; জেলেনি। 'মেছুনীর কাছে গিয়া কিনি বাজে মাছ।' গুণ, ১৮৫৮; 'শাকওয়ালা, মেছুনী, ধোপা ও যমের মার ঘারা তাহার চতুর্দশা সুসজ্জিত করে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

মেছুরি [স মৎস্য>] বি স্ত্রী মাছবিক্রেতা সম্প্রদায়ের নারী; জেলেনি। 'মাছের ভারিবা দৌড়ে আসতে লেগেছে ... মেছুরিরা বকড়া কতে কতে তার পেছু পেছু দৌড়েছে।' প্রমথ, ১৮৬১।

মেছুনী, মেছুনি [স মৎস্য>] বি স্ত্রী মাছবিক্রেতা নারী। 'মেছুনীরা ডাকিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'মেছুনি তার সাতগুটি উদ্দেশে দেয় ঘেরের।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মেছুরা [স মৎস্য>] বি জেলো। 'অনেক মেছুরার জল্লা যাইবেক ...।' দর্পণ, ১৮২৬।

মেছুরাবাজারী বিণ মেছুরাবাজার থেকে প্রকাশিত। 'সত্যাই মেছুরাবাজারী এই কাগজখানির বেতমিজীর তুলনা হয় না।' আজাদ, ১৯৪৪।

মেছেল [আ মিছল] বি মিল; সামগ্রস্য। 'মেছেল নাহিক হয় জইফ ও

জওয়ান।' গরীব, ১৭৬৫।

মেছো [স মৎস্য>] বি যারা মাছ ধরে; জেলো। 'মেছোসের মতো আমি কত নদী ঘাটে ঘুরিয়াছি।' জীবন, ১৯৩৬।

মেছোনি বি স্ত্রী মাছবিক্রেতা; জেলো-বউ। 'মেছোনিকে পিল্লি বলেন, মুড়ির ঢাকা খুশো না।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মেছোপত্তি বি মাছবাজার। 'বাজারে চুকে মেছোপত্তির পাশে বসল।' হাসান, ১৯৬৬।

মেছোবাজার বি মাছেরবাজার। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'মেছোবাজারের জাঘা গালির বোমা ও গুলি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেছেন।' সগুণত, ১৯২৮।

মেছো-হাট বি মাছের বাজার। 'দুইজনে মিলে ঘরটাকে যেন মেছো-হাট করে রাখত।' নজরুল, ১৯২৭।

মেছোহাটা বি মাছবাজার। 'মহাফেজখানা যেন মেছোহাটা সদৃশ।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

মেছোয়াক [আ মিসওয়াক] বি দাঁত। 'নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

মেজ [স মধ্য>] বিণ মধ্যম। 'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।' ভারত, ১৭৬০।

মেজগিল্লি বি মেজকর্তার স্ত্রী। 'মেজগিল্লির কাছে এ এতটুকু অন্যায়ও নয় অপমর্মান্বনয়।' তারা, ১৯৪৩।

মেজঙ্গা বি দ্বিতীয় বড়ো ভাই। 'মেজঙ্গা, আমার ক্রমে চকু খুলছে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

মেজদাদা বি দ্বিতীয় বড়ো ভাই। 'মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু মুঠুণী করবো না।' গিরিশ, ১৮৮৯।

মেজদিনি বি দ্বিতীয় বড়ো বোন। 'ও মেজদিনি! দেখিচি, দেখিচি, দেখিচি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মেজবৌদি বি দ্বিতীয় বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী। 'দীনেশের এই মুক্ত ঘর আর মেজবৌদির এক মুক্ত দাক্ষিণ্য।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

মেজলা বিণ মেজো; মধ্যম। 'আহা আসে নাই কত দিন হল মেজলা জামাই।' নজরুল, ১৯২৮।

মেজ [প] বি তেবিল। ওসাঁ, ১৭৮২; 'সাহেব তবো বড় দালালে মেজ লাগাই।' কেরি, ১৮০২; 'তিনি কাতানসাহেবের মেজের উপর ভোজন করেন না।' দর্পণ, ১৮৩১।

মেজ [স মধ্য] বি মেজো। 'দামা, মেজটা সাফ কর।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

মেজবান [ফা] বি ভোজ। 'সে মেজবানে গ্রামেরও অধিকাংশ লোক শরীক হইল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

মেজবানখানা [ফা] বি অতিথির ভোজের ব্যবস্থা করা হয় যেখানে। 'মেজবানখানায় মেহমানের ভিড়।' কায়সার, ১৯৬৫।

মেজবানী [ফা] বি ভোজ। 'মেজবানী দাও বলে ভারে ধরবে টানজোকে।' জঙ্গীম, ১৯২৯; 'মেজবানী দেয় হেলে বুড়ায় করিয়ে কলরব।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

মেজমানি [ফা] মেজবানি বি ভোজ। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

মেজর বি সেনাবাহিনীর পদবিশেষ। কায়সার, ১৭৮৫; 'মেজর সফ সাহেব ঐ খালের এক নব্বা করেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

মেজরাটী [বি] বিণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'সভাদিগের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন

হয় পরে মেজরাটি অর্থাৎ মতাদ্বিকাবিনা নিমুক্ত হইতে পারেন না।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

মেজরাণ, **মেজরাণ** [আ মিঞ্জরাব] বি সেতার বাজানোর সময় ডান হাতের তর্জনীর মাধ্যম পরিচয়ে তারের বেটনী-বিশেষ। 'কেহ সেতারার মেজরাণ হাতে দেয় ...' *প্যারী*, ১৮৫৮; 'আনুলে মেজরাণ পরিয়া সেতারের তারে হস্ত স্পর্শ করে।' *সিরাজী*, ১৯১৮।

মেজ্জের [হি] বি ম্যাঞ্জিস্ট্রেট। 'মেজ্জের সাহেবেরদেগের গোচারার্থে সখাদশ পঠাইবে।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

মেজ্জেরি [হি] বি ম্যাঞ্জিস্ট্রেটের কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেজ্জা [স মধ্য] বি কোমর। *মানোএল*, ১৭৪৩।

মেজ্জা [প মেজ] বি টেবিল। 'মেজ্জা ২' *মের্স*, ১৭৬২।

মেজ্জাজ [আ মিজাজ] ১ বি মানসিক অবস্থা। 'নতুবা মারদীট করিলে মেজ্জাজ খারাপ হয়।' *ভবানী*, ১৮২৫। ২ বি প্রকৃতি। 'বাবুর মেজ্জাজ পরিবা সৌখিনের রাজা।' *হুতোম*, ১৮৬১। ৩ বি রাগ। 'কেবল মেজ্জাজ কেবল গরগরানি।' *সেলিনা*, ১৯৭৫।

মেজ্জাজি, **মেজ্জাজী** [আ মিজাজ] ১ বিণ আবেগপ্রবণ। *ওসী*, ১৭৮৫। ২ বিণ উগ্র প্রকৃতিযুক্ত। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'গরম মেজ্জাজি কেউ থাকলেই ...।' *মানিক*, ১৯৩৭; 'মেজ্জাজী মেয়ে যমুনার পাতলা চৌটদুটো চুলবুল করছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

মেজিয়া [স মধ্য] বি মেখে। 'তাহাদের ঘরের মেজিয়া খুঁড়িয়া দেখ অনেক বালিকার মাথা বাহির হইবে।' *সুলতান*, ১৮৭১।

মেজিশিয়ান [হি] বি জাদুপ্রদর্শনকারী। 'মেজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয়।' *মুলতাবা*, ১৯৫৮।

মেজিস্ট্রেট [হি] বি ম্যাঞ্জিস্ট্রেট; ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচারিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মেজিজিড [হি] বি ম্যাঞ্জিস্ট্রেট। 'শ্রীযুত মেজিজিড সাহেব দেখানে অধিষ্ঠিত হইলে ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেজ্জের [হি] বি ফৌজদারি আদালতের প্রধান বিচারক। 'নীলকরেরা অনরোধী মেজ্জের হয়ে মিউচিনি উপলব্ধ করে দাদান, গাদন ও শামচাঁদ খালাতে লাগলেন।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেজ্জেরী [হি] বি ম্যাঞ্জিস্ট্রেটের পদ। 'ছেলেপুলের আসেসরী ও ডেপুটী মেজ্জেরীর জন্য সদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিরন্তর হলে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেজ্জের্টে [হি] বি ম্যাঞ্জিস্ট্রেট। 'মেজ্জের্টে সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রদত্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

মেজ্জেরিড [হি] বিণ ম্যাঞ্জিস্ট্রেট। 'মেজ্জেরিড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা ...।' *দর্পণ*, ১৮২১।

মেজ্জ [স মধ্য] বি ঘরের ভেতরকার সমস্ত অংশ; মেখে; ভূমিতল। *ওসী*, ১৭৮৫। *দ্র* মেখে

মেজ্জো [স মধ্য] বিণ মধ্যম; দ্বিতীয়। 'দানের ভূঁয়ে নীল করেনি বস্লে মেজ্জো সেক্সো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বোটা আর বকসর কি মারটিই মেরেছিল।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

মেজ্জো-কর্তা বি প্রধান কর্মকর্তা; পরের কর্মকর্তা। 'কেউ বা বড়ো-কর্তা, কেউ বা মেজ্জো-কর্তা, কেউ বা ছোটো-কর্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মেজ্জোবট বি বাড়ির দ্বিতীয় ছেগের ঝাঁ। 'মেজ্জোবট কোথা, ডেকে দাও তারে/ কোথা ছোকা, কোথা খুঁটি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৯০।

মেজ্জোয়ানী [ফা মেজবানি] বি মেহমানদারি। 'মেজ্জোয়ানী করিলেও এবাজ সামান্য।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেজ্জো [স মধ্য] বি ঘরের তলদেশ; ফ্লোর; মেজ্জো। *ওসী*, ১৭৮৫; 'উলটে পড়ল মেজ্জো' *শিবরাম*, ১৯৭০।

মেজ্জোয় *ক্রি*ণ সমস্ত মেখে জুড়ে। 'কাণির মেজ্জোয় ছড়াছড়িটা দেখবার মতো।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

মেটে [হি] বি কয়েদি-সর্দার। 'কেহ মুহুরি কেহ মেটে কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্তৃক করিয়া থাকেন।' *ভবানী*, ১৮২৩।

মেটে মিস্ত্রি [হি] মেটে+প মিস্ত্রি। বি মিস্ত্রির সহকারী। 'ওলুঙ্গা সওই, সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেটে মিস্ত্রি।' *হুতোম*, ১৮৬১।

মেটো [স মিঃ] ১ *ক্রি* বন্ধ করা। 'মেটোবারে সে আচার চাহসি এখন।' *সুলতান*, ১৭০০। ২ *ক্রি* পূর্ণ হওয়া; সফল হওয়া। 'মাটি, তোমায় নমি, আমার মিষ্টক সর্ব সাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০। *মেটোবারে* *ক্রি* বন্ধ করলে। 'মেটোবারে সে আচার চাহসি এখন।' *সুলতান*, ১৭০০।

মেটোফিজিক্স [হি] বি অধিবিদ্যা; সম্ভার প্রকৃতি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র। 'ফিজিক্স কিংবা মেটোফিজিক্স-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়।' *গ্রন্থ*, ১৯১৪।

মেটোমরকোসিস [হি] বি রূপান্তর। 'আবার মিনিটে মিনিটে না ফিজিকেল মেটোমরকোসিসের প্রি নিতে হয়।' *শিরিশ*, ১৮৮৬।

মেটু [স মৃত্তিকা] ১ বি মাটি। 'মেটে বা দেওয়ালের খাপরেল ঘর।' *দর্পণ*, ১৮৩৭। ২ বি করব। 'এনার বাত মাফিক কাম করলে ম্যোদের মেটির ভিতর জলদি মেতে হবে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মেটিয়া *ক্রি* লাগিয়ে। 'বাড়িময় দিলেক মেটিয়া বীতহেরা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

মেটোরিয়ালিজম [হি] বি বস্তুবাদ; জড়বাদ। 'ইউরোপে ঘোর মেটোরিয়ালিজমের যুগে উপমাটি জড়জগৎ ...।' *গ্রন্থ*, ১৯১৪।

মেটুলি বি গরু, মহিষ, ছাগল, মেঘ ইত্যাদির কলিজা। 'ঝাল মেটুলির চাঁট আর এক নখর বাংলায় সন্ধ্যো বৈশ গুলজার হয়।' *সুনীল*, ১৯০০।

মেটে [মাটি] ১ বিণ মাটির মতো। 'মেটে আর পচা গন্ধ নূর হবে তায়।' *গুণ*, ১৮৫৮। ২ বিণ মাটির তৈরি। 'মনপড়া হলে মেটে, কী করবি কৈসে কেটে।' *লালন*, ১৮৯০। ৩ বিণ মাটিক্তা। 'আর-একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

মেটে আলু বি অনেকটা মানকর মতো দেখতে এমন বড়ো আকৃতির আদুবিশেষ। 'চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল।' *বিকৃতি*, ১৯৩৮।

মেটেকশলি বি মাটির তৈরি কলস। 'এটোকটা নিয়ে আমি তো মেটেকশলি ছুঁতে পারব না।' *মনোজ*, ১৯৬১।

মেটে ঘর বি মাটির তৈরি ঘর। 'একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মেটোচিল [মেটে+স চিল] বি পাখিবিশেষ। 'শকুনি গৃধ্রী হাড়গিলা মেটোচিল।' *ভারত*, ১৭৬০।

মেটে রাজা বি মাটি দিয়ে তৈরি রাজা। 'সেও পাড়াগায়ের মেটে রাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

মেটে বি মেটুলি; কলিজা। 'টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।' *গুণ*, ১৮৫৮।

মেটো বি খাবারবিশেষ। 'ভেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবড়ান বুসে ফরসা খুতি চাদরে খিট হয়ে বসে আচেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

মেট্যা তৈল [স মৃত্তিকা]+স তৈল। বি গাড় বনিজ তেলবিশেষ। 'মেট্যা তৈল ভামর সাপনকাঠ মধু মোম।' দর্পণ, ১৮৩৬।

মেটোরিয়ল [হি] বিপ বস্ত্রপদ। 'এই মেটোরিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার ঘরা কারও দুখ দুহ করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মেট্রন [হি] বি ক্ষয়ীনিবাসের মহিলা তত্ত্বাবধায়ক। 'মেট্রনের সুনজরের শুভ্রতা বোধ করে।' জীবন, ১৯৩২।

মেট্রিয়ার্কি [হি] বি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। 'ভূমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাদি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেট্রোস [হি] বি জজিম; তোলক। 'মেট্রোসের ওপর বর্ডার সেলাই করা বস্ত্রের চাদর।' আলোড়িন, ১৯৫৫।

মেঠাই [স মিঠা] বি মিঠাই; মিষ্টি দ্রব্য। 'মেঠাই যত বরকী বুনে খৈচুর সেউ জিলাপী মভিচুর লুচি কুচুর ছানাবড়া ...।' ভবানী, ১৮৮৮।

মেঠো [স বর্জ্য] ১ বিপ মাঠের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এমন। 'ভালবনের কাছে একটি মেঠো খনার মতো আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিপ মাঠের। 'মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থকন আসিছে গ্রামের হাটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিপ মাঠ আছে এমন। 'মেঠো দেশের মিঠে হাওয়ায় গা মেসিতে চাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৪ বিপ মাঠের উপর। 'সাময়িকপত্র, সাহিত্যিক ভাষণ এবং মেঠো বক্তৃতায়।' উমর, ১৯৬৮।

মেঠো গান বি মাঠের উপযোগী গান। 'এই পল্লিমাঠের পথের পাশে মেঠো গান।' নজরুল, ১৯২২।

মেঠো ফুল বি মাঠে ফুটে থাকে এমন ফুল। 'বিজন ফুলে মেঠো ফুলের পাশাপাশি ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

মেঠো বাঁশী বি মাঠের মধ্যে বাজানো হয় এমন বাঁশী। 'চলে মেঠো বাঁশী দুটি টোটে ছুয়ে কলশী ফুলের বুকে।' জসীম, ১৯২৯।

মেঠো-মেঠো বিপ মাঠের মতো। 'একরকম মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মেঠো-রাগিণী বি মেঠোসুর; গঁয়েসুর। 'অত্যন্ত বেসুরে একটি মেঠো-রাগিণীর আরম্ভ-অংশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মেঠো সুর বি মাঠের উপযোগী সুর। 'একটি রাধালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মেড-ইঞ্জি [হি] বি সহজপাঠ। 'পত্রীকার পাশের ব্যাপারে মেড-ইঞ্জির কাজ করবে ভেবে আমি একটু নরম হই।' শিবরাম, ১৯৪০।

মেডাল [হি] বি বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ধাতব পদকবিশেষ। 'তিনি সোনার মেডাল ... পুরস্কার পাইতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'সেলাই করে মেডাল পাইছে?' রোকেয়া, ১৯৩০। বি মেডেল

মেডালিস্ট [হি] বি পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'তিনি গণিতে ফস্টক্লাস মেডালিস্ট।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেডিকেল [হি] বি চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত। 'গত বৃহস্পতিবারে নৃতন মেডিকেল কলেজ খোলা গিয়াছে।' জ্ঞানোন্মেষ, ১৮৩৬; 'এরা কলেজের মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড জুড।' হত্যাম, ১৮৬১।

মেডিকল সায়াল [হি] বি চিকিৎসাবিজ্ঞান। 'প্রতীকার কর মেডিকল সায়াল হয়েছে কি জন্যে?' নীনবন্ধু, ১৮৬৬।

মেডিকাল বোর্ড [হি] বি চিকিৎসাবিদ্যা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। 'এই পুস্তক মেডিকাল বোর্ডে অর্পিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ [হি] বি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। 'গত বৃহস্পতিবারে নৃতন মেডিকেল কলেজ খোলা গিয়াছে।' জ্ঞানোন্মেষ, ১৮৩৬; 'এরা কলেজের মেডিকেল কলেজের এজুকেটেড জুড।' হত্যাম, ১৮৬১।

মেডিকেল টেস্ট [হি] বি ডাক্তারি পরীক্ষা। 'মেডিকেল টেস্টে ঠেকবে না।' জীবন, ১৯৪৮।

মেডেন-হোয়ার [হি] ১ বি ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ। 'মেডেন-হোয়ার পাতার সঙ্গে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি নকল চুল। 'ডেকে ছিল মেডেন-হোয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেডেল [হি] বি পদক। 'ভিক্ট্রী, মেডেল ও সারটফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা।' হত্যাম, ১৮৬১; 'কত গণা মেডেলই শেষেছি প্রাইজ।' শিবরাম, ১৯৪০।

মেডেলওয়ালা বিপ মেডেল বা পদকপ্রাপ্ত। 'একজন সঙ্গীতকন্ড বাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

মেডা [স মেদা] বি মেধ। 'কুকুর বদলে মেডা লইয়া বড় খোস।' বিজয়, ১৮০০; 'মাগিদের বাধীন করে/ এখন যেন মেডা লড়ে।' অমৃত, ১৯০০।

মেডী বি মেউ। ওর্সা, ১৭৮৫।

মেডুয়া বি-মেডোয়ারি। 'মেডুয়া বা মুসলমান ছোকড়াকে ধমকায়।' জীবু, ১৯৩২।

মেডুয়াবাদী বি মেডোয়ারি বা হিন্দুতানি। 'বা বেটা মেডুয়াবাদী।' বসন্ত, ১৮৭৪।

মেডো [হি মেডোয়ার] বি মেডোয়ারি। 'যত উড়ে মেডো খোটা খোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মেঢ়ে [স মড়] বি মণ্ডপ; পীঠ। 'তার শূঁষে মোর মেঢ়ে।' বড়ু, ১৮৫০।

মেণ [স মান] অবা কিস্তি। 'মোরে বাঁশীগুটি দিখাঁ মেশ দাশে।' বড়ু, ১৮৫০।

মেছু [স মচুকা] বি ব্যাঙ। 'এক সাপে কি করিবে বহুত মেছুকে।' গরীব, ১৭৬৫।

মেথডিস্ট [হি] বিপ একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কিত। 'তার সহযাত্রী হইল মেথডিস্ট (Methodist) মতবাদী।' ওয়ালেস, ১৯৪৩।

মেথর [ফা মিহতরা] বি ময়লা সাক করে যে; বাড়ুদার। বিদ্যা, ১৮৯১।

মেথরগিরি বি বাড়ুদারের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মেথরাণী বি মেথরানি; বাড়ুদারনি। 'মেথরাণী-গর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাড়ুদারি পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

মেথরাণীগর্ভজাত [মেথরাণী+স গর্ভজাত] বিপ মেথরানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'মেথরাণীগর্ভজাত একজন সাহেব আনিয়া বাড়ুদারি পাঠকারণ নিযুক্ত করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

মেথরাণী, মেথরানি বি স্ত্রী ময়লা পরিষ্কারের কাজ করে যে। বিদ্যা, ১৮৯১; 'মেথরাণীটা বললে, 'বাবু, জাত জানো কি তোমার মারের?' নজরুল, ১৯৩০; 'মেথরাণীর নিতম্ব কখনো যসমানা ডুলুচ ...।' শামসুর, ১৯৭০।

মেথি [স মেথী] বি মসলা হিসেবে ব্যবহৃত একশকার গন্ধবীজ। 'নরম কিনে ভালগালা হিঙ্গ জিরা রসবাস চক্রি মেথি জোহানি মরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মেতিতেল [স মেথী>] বি মেথি থেকে উৎপাদিত তেল। 'মেতিতেল গিয়া মাথা আঁচড়িয়া বাঁসে।' ভবানী, ১৮২৫।

মেথেমেটিয়া [ই] বি অল্প শাভ। 'ফিলাসফি মেথেমেটিয়া এও আলজেব্রী ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

মেদ [স] বি চর্বি। 'দুই মাসেত আর মেদ জনমএ।' সুলতান, ১৭০০।

মেদবহল [স] বিণ মেদময়। 'মিসেস বোস মেদবহল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন ...' বনফুল, ১৯৩৬: 'মেদবহল দেহ, বহির, চর্বিবাইজ্ঞ'। তারা, ১৯৪৩।

মেদভাষ [স] বি মেদবাহালা। 'বক্সা আত্মভূতির মেদভারে সত্তার বিকাশ তখন শুদ্ধ।' শিব, ১৯৫০।

মেদমজ্জা [স] বি চর্বি ও অস্থিমজ্জা। 'যে ভালোবাসা মেদমজ্জায় অস্থিমাংসে আত্মা পরাভ্যায় জটিল নয়।' জীবন, ১৯৩১।

মেদশৈথিল্য [স] বি মেদবশত শরীরের শিথিলতা। 'কিন্তু স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই।' তারা, ১৯৪২।

মেদস্বীতি [স] বি চর্বিজনিত স্থূলতা। 'ন্যাশনালিষ্টের ব্যাধি অভিমেদস্বীতির ন্যায় ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মেদগন্ধমুখ [স] বি (হিন্দু)বিশ্বাস। যজ্ঞের আশ্রন। 'মেদগন্ধমুখ করিয়া আশ্রয় মহিয়ারী হইবেন শতসুববতী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

মেদা [ফা মাদাহ] বিণ তেজস্বীন; পৌরুষস্বীন। বিদ্যা, ১৮৯১।

মেদামারা বিণ পৌরুষশূন্য; নির্জীব। বিদ্যা, ১৮৯১: 'মদী' মারা ছেলের চেয়ে সে হিসাবে ডানপিটে ছেলে বরং অন্ধকৈ-ডালো।' নজরুল, ১৯২২।

মেদারা [প ম্যাডিয়ারা] বি অ্যাটলাটিক মহাসাগরের ম্যাডিয়ারা দ্বীপে তৈরি মদ। ক্যালগে, ১৭৮৫।

মেদিনী, মেদিনি [স] বি পৃথিবী। 'ভূই বিদ্যাপতি সুনু বর জৌবতি মেদিনি মদন সমানে।' দীপ্যাপতি, ১৪৬০: 'অধৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

মেদিন, মেদনী [স মেদিনী] বি পৃথিবী। 'মেদিন ঘোড়িলা হালে।' বড়ু, ১৪৫০: 'মেদনী বিদার সেউ পলিখা দুকাও।' বড়ু, ১৪৫০।

মেদিপাতা বি মেহেদি পাতা। 'মেদিপাতা সিঁচি পদ্ম করে।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

মেদী [ফা মাদ্ধবি] বি মেয়ে। 'মেদী না মদা বলতে পারলে বলি হ্যাঁ।' হাসান, ১৯৬০।

মেদুর [স] ১ বিণ শ্যামল। 'শ্যামলছায়া, পূর্ণ মেখে মেদুর অখর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ কোমল। 'আনত তার মেদুর কণ্ঠে দুরের বার্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বিণ মধুর। 'মৌনের নির্বর মেদুর সুরাসার সিক্তে গগনের পায়ে।' সূচীন্দ্র, ১৯৩২।

মেদেরা সরাপ বি মেডিয়ারা দ্বীপে উপলব্ধ কড়া মদবিশেষ। 'মেদেরা সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিনিশ্বর মোমবাতি লবন ...' ক্যালগে, ১৭৮৪।

মেধ [স] বি যজ্ঞ। 'মানব-মেধের যজ্ঞধূম।' নজরুল, ১৯২৪।

মেধা [স] ১ বি শীশক্তি। 'অত্যন্ত মেধা থাকতে ...' বিদ্যা, ১৮৪৯: ২ বি জ্ঞান। 'যতদিন মেধা থাকিবে।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

মেধাবিনী [স] বিণ স্ত্রী প্রবর শীশক্তিসম্পন্ন। 'প্রফুল্ল মেধাবিনী বঙ্কিম, ১৮৮২।

মেধাবী ১ বিণ বুদ্ধিমান; ধীমান। 'মেধাবী বরুণ ... নৌকা আরোহণ করিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বিণ গভীর। 'নিশীথে ছায়া মেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে।' জীবন, ১৯৩০। ৩ বি গা। 'ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা।' জীবন, ১৯৪২।

মেধাশক্তি [স] বি শীশক্তি। 'অতুলন মেধাশক্তি যে অকালে ন হইয়াছে।' সওগাত, ১৯৩০।

মেধাসম্পন্ন [স] বিণ মেধাবী। 'উপযুক্ত যোগ্যতা ও মেধাসম্পন্ন মোহালের ছাত্রকেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষায়তনে ভর্তি করা হইতেছে না আজাদ, ১৯৬৪।

মেধাসম্পন্ন [স] বিণ স্ত্রী মেধাবী। 'প্রবেশিকা প্রার্থীর মেধাসম্পন্ন একজন ছাত্রকে ...' বোম, ১৯৬০।

মেধা [ফা মিরখা] বি গ্রামের প্রধান; মীরখা। 'নীলকন্ঠ বারতান বারসিং ঢোলকান পাঁজা মেধা কারফরমা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মেধ [স] বিণ পকিরা। 'রাজা হিন্দু জবানের অমেধা তাবখকে মেধা জ্ঞানে ভক্তগ করিতেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

মেনওয়ারী বি মুক্তজাহাজ। 'বিপ্লব দলের মেনওয়ারী অর্থাৎ মুক্তের জাহাজ বাংলাদেশের পথে ... জুমিয়া বেড়ায়।' ফকরুজ্জামান, ১৭৯৭।

মেনখল, মেখল [স] বি করুণের মতো পদার্থবিশেষ। 'এক শিঁচি মেখল।' জীবন, ১৯৩২: 'মেখলিং সল্ট আর মেনখল রয়েছে জীবন, ১৯৪৮।

মেন পাওয়ার [ই] বি জনবল। 'মেন পাওয়ার কম বলে, কয়েকটা রাধ ফোলা অপ করতে পারবে না।' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

মেন-লাইন [ই] বি প্রধান রাস্তা। 'খানিক দূরে মেন লাইন।' হানিফ ১৯৩৬।

মেনি, মেনী [ফনা] বি যদি বিড়াল। 'পুঁথি মেনিটরে ফেলিয়া এসাঁ ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০: 'মেনী বিড়ালের ছানাগুলো।' বিজুতি, ১৯২৯: 'ছলা আর মেনির এই অত্যন্ত রক্তোচ্ছাস।' জীবন, ১৯৪৮।

মেনিমুখে বিণ শালুক। 'এমন পরলানখরী তলওয়ারবাজ হয়ে গে মেনিমুখে একজন - মেলের একজন।' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

মেনী বিড়াল বি যদি বিড়াল। 'মেনী বিড়ালের ছানাগুলো।' বিজুতি ১৯২৯।

মেনু [ই মেনিযু] বি খাদ্য তালিকা। 'দেখি তোমাদের মেনু।' শিবরাম ১৯৭০।

মেনেজি [ই ম্যানেজি] বিণ পরিচালনকারী। 'পাঠশালায় মেনেজি কমেই।' দর্পণ, ১৮৩৮।

মেনি [আ মুহুরি] বি মেহেদি। 'মেদির দাগ ত পেল না।' জসীম ১৯৩৩।

মেশ [ই ম্যাশ] বি মানচিত্র। 'ঐ মেশের উপর এমত লিখিত আছে দর্পণ, ১৮২৫।

মেম [ই] ১ বি ইংরেজ নারী। 'মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ।' গুণ ১৮৫৮: 'মেম সাহেবদের লেখা পড়িয়া দিন কাটাই।' বঙ্কিম ১৮৭৫। ২ বি সন্ত্রাস্ত মহিলা। 'মেম সাহেবাকে তাহার রাশি কোথায়ে?' রোয়েয়া, ১৯২২। ৩ বি ইংরেজিভাষী নারী। 'এ আমেরিকান মেমসাহেবের পাণ্ডায় পড়ে হিমসিম খেয়ে যান

মেমলোক

মুক্তত্ব, ১৯৫২।

মেমলোক [হি মেম+স লোক] বি ইয়েরজ নারী। দর্পণ, ১৮২৮।

মেমসায়েব [হি মেম+আ সাহিব] বি ইয়েজিভারী নারী। 'এক আমেরিকান মেমসায়েবের পাওয়া গড়ে হিমিসম খেয়ে বান।' মুক্তত্ব, ১৯৫২।

মেমসায়েব [হি মেম+আ সাহিব] ১ বি ইউরোপীয় প্রভুপত্নী। 'যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসায়েবের মনে কেমন গরিপতা জন্মে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি ইউরোপীয় মহিলা। 'আত্মীয়রা দেখিলে "মেম সাহেব" বলিয়া ঠাট্টা করিবেন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'ও চলেছে মেমসায়েব বিয়ে করতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেমসায়েবি, মেমসায়েবী [হি মেম+আ সাহিব+] বি ইউরোপীয় নারীসমূহ। 'পারে সেমিগ পারে জুতো মেখেলে সেটাকে বলত মেমসায়েবি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'শেতকুজার অশুরী কীর্তি, মেমসায়েবী সৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেমসা বি (হিন্দুবিধান) মুসলমান জুত। 'নীলকুটির নীল মেমসা।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

মেমরি [হি বি স্মৃতিশক্তি। 'ভাষার কি চমৎকার মেমরি।' আইকেল, ১৮৬০।

মেমারি [হি বি স্মৃতিশক্তি। 'ছাড়পোকার মতো এমন মস্তিষ্কের উজাড়ী মেমারি বাড়ানোর সুবিধি আর নেই।' শিবরায়, ১৯৪০।

মেমোরিয়ারাল [হি] বিশ কোনো ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত। 'যাদব মেমোরিয়ারাল হসপিটাল।' মানিক, ১৯৩৬।

মেমান [কন্যা] বি গো-মেমারির আর্দ্রাদ। মানেএল, ১৭৪৩।

মেমানো [কন্যা] কি গাধার মতো ডাক দেওয়া। 'মেমাইতে।' মনোজ্ঞ, ১৭৪৩।

মেমার, মেমর [হি বি সদস্য। 'কৌশলের মেমর মহাযয়িগিহিত শ্রীমুখ হারিটেম সাহেব।' দর্পণ, ১৮২৫; 'জ্ঞানের মেমার।' শিবরায়, ১৯৭০।

মেমরশিপ [হি বি সদস্যপদ। 'লাইফ মেমরশিপ হলো টাকা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেমরশিগি [হি মেমর+কা শিগি] বি মেমরের কাজ। 'বহর নীতেক ধরে আইনসভার মেমরশিগি করছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

মেমর [হি] বি নগরের পৌরসংস্থার প্রধান। 'শহরে মেমরের চেয়ে কিছু বড়ো ওয়া হয়তো বা।' জীবন, ১৯৩০।

মেমো [কা মেমোরা] বি মেমরা; বেদানা, ডালিম, আব্রু, বাদাম প্রভৃতি ফল। 'নকলের সার মেমো ফল অতি বাস।' তপ, ১৮৫৮।

মেমোদ [আ মিয়াদ] ১ বি নির্দিষ্ট সময়। 'এই সময় শিখার মেমোদের মধ্যে না দিলে ...' ক্যালগে, ১৭৯৬; 'জিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেমোদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি কারাগারের সাজা বা দণ্ড। 'তা'র কি মেমোদ টেরাদ হয়েছে?' গিরিশ, ১৮৮৯।

মেমোদ উত্তীর্ণ [আ মিয়াদ+স উত্তীর্ণ] বি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। 'মেমোদ উত্তীর্ণ হইলেই তাহা ছাড়াইরা লওয়া হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মেমোদি, মেমোদী [আ মিয়াদ] ১ বি নির্দিষ্ট সময়ের। 'মেমোদি

কাপজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা ...' দর্পণ, ১৮২৩; 'সে বশোকত মেমোদি না মৌরসী করা হতে?' প্রমথ, ১৯১৯। ২ বি সময়নির্দিষ্ট। 'এক বছর মেমোদি কোর্সে শিক্ষা দেয়া হয়।' বেগম, ১৯৬৯।

মেমোদী কাপজ [আ মিয়াদ+আ কাপজ] বি নির্দিষ্ট সময়নির্দেশক দিল। 'মেমোদী কাপজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা লাইসেন্স কাপজাদি ছাপানি হওনের ন্যায় বোধ হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৩।

মেমানি [আ মিয়াদ] বি তলোয়ারের বাণ। 'মেমানে থাকিয়া বসাইতে।' মানেএল, ১৭৪৩।

মেয়ে [স যাতুকা] ১ বি নারী। 'কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেলে বড়।' রামহাদস, ১৭৮০; 'আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বি কিশোরী বা তার থেকে একটু বয়সী কন্যা। 'এত বড় ধাড়ী মেয়ে লোকের বাড়ী যাইতে ...' তথানী, ১৮২৮। ৩ বি কন্যামণ্ডিত। 'এমন হতভাগিনী তুমি একটাও মেয়ে বিউতে পাগিলে।' রামনায়ায়ন, ১৮৫৪। ৪ বি কন্যা। 'তার মেয়ে আর বৌ লুকয়ে এসে, সমস্ত রাত কত আমোদ করলে।' উদ্দেশ, ১৮৫৭। ৫ বি বালিকা। 'অশুর চিনিতে গারিল ভাংসেই নৃতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে যুগুতী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বি কন; পাত্রী হিসেবে কন্যা দান। 'কুটুম্বসমূহ মেয়ের কাছে মেয়ে সেবে তারা।' জীবন, ১৯৩২।

মেয়েই হুসুল [মেয়ে+ই হুসুল] বি বালিকা বিবাহাদ; শুধু মেয়েদের হুসুল। 'তেমন মেয়ে-হুসুল কোথায়?' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মেয়ে গুয়ার্ড [মেয়ে+ই গুয়ার্ড] বি হাসপাতালের মহিলাবিভাগ। 'গোপিকে মেয়ে গুয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।' মানিক, ১৯৩৬।

মেয়েছেলে ১ বি স্ত্রী। 'ভালমানুষের মেয়েছেলে রায়ে ও বাড়ী ও বাড়ী কি গা? বড়িম, ১৮৬৪। ২ বি স্ত্রীলোক। 'বাহকদিগের সঙ্গে বকাবিকি আরম্ভ করিল; পাড়ার মেয়েছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল।' বড়িম, ১৮৭৮।

মেয়েজন [মেয়ে+স জন] বি মেয়ে হয়ে জনসংগ। 'না ভাই মেয়েজন নিয়ে আর নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মেয়েজ্যাটা বি ভূপেনা করে অথবা কর্তৃত্ব ফলায় যে নারী। 'মেয়েজ্যাটা বড় কলাই।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

মেয়ে ডাক্তার বি মহিলা চিকিৎসক। 'মেয়ে ডাক্তারের অভাব আমাদের দেশে খুবই বেশী।' বেগম, ১৯৫৯।

মেয়ে দেখা বি বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়েকে পাত্রপক্ষের লোকের দেখা। 'ইসলামে মেয়ে দেখবার বিধান আছে।' বেগম, ১৯৪৮।

মেয়েনাতি [মেয়ে+সাহা] বি স্ত্রীলোকের পদাঘাত। 'বিত্তী সাহেবের নোক, তাই নাইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে সেতাম।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

মেয়ে-ন্যাকড়া বি মেয়েদের পিতৃ ছাড়া না এমন। 'আত মেয়ে-ন্যাকড়া হওয়া ভাল?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

মেয়েপক্ষ [মেয়ে+স পক্ষ] বি কন্যার তরফ। 'বিশ্বব্রহ্মের পাত্র দাদাসাহেবের মেয়েপক্ষের নাতি।' গুয়ানী, ১৯৬৮।

মেয়ে পটোনো কি ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েদের বশে আনা। 'তুমি তো বরাবরই মেয়ে পটোনো এসেছ।' জীবন, ১৯৩২।

মেয়েপনা বি মেয়েদের আচরণ। 'তখন যাই শেত আজকে দিনের কঠিমেয়েপনায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেয়েপুরুষ বি নারী ও পুরুষ। 'অনেক মেয়েপুরুষ মনিসগ্রাসনে একত্র হয়েছিল।' বিজুতি, ১৯৩১।

মেয়ে-বিদ্যালয় বি মেয়েদের শিক্ষাভিষ্ঠান। 'কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

মেয়েমহল (মেয়ে+মহা মল) বি নারী-পুরুষ। 'গেটাই পাটি, মেয়েমহলে গিনিস করছে।' সুকভা, ১৯৫২।

মেয়েমহল (মেয়ে+মহা মল) ১ বি নারীসমুদায়। 'যাহারা সার্বক হইতে পারে তাহাদের তুলনা তোমাদের মেয়েমহলে মিলিবে কোয়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি অন্দরমহল। 'মেয়ে-মহলে দোতলার বারান্দায়।' বিজুতি, ১৯২৯।

মেয়েমানুষ (মেয়ে+স মানুষ) ১ বি নারী। 'পাড়ারপেয়ে মেয়েমানুষ তনিকামারে আঁও মাঁও করিয়া উঠল।' প্যাগী, ১৮৫৮। ২ বি শত্রু জ্ঞানের মানুষ। 'ভূমি মেয়েমানুষ, এ-সবস্ত কথা বোঝো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি বৌনতা। 'তিনি ... মদ-মাংস মেয়েমানুষ-মোটর-মামলা এই পঞ্চ-মকারের সাধনার নিমুক্ত আছেন।' নরকল, ১৯২৫।

মেয়েমানুষি (মেয়ে+স মানুষ) বি নারীসুলভ আচরণ। 'মেয়েমানুষিতে হার উদ্বাদের জ্ঞপ করিয়াছে।' শক্তি, ১৯৭০।

মেয়েমুখো (মেয়ে+স মুখ) বি মেয়েদের প্রতি অতি উৎসাহী। 'তোরা বাপ যেমন মেয়েমুখো তুই তেমন।' নীলবন্ধু, ১৮৬৭।

মেয়েলি (মেয়ে) ১ বি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। 'মেয়েলি শ্রমের পূর্বক কহিতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮১১। ২ বি দুর্বলস্বভাব। 'তার মেয়েলি prying instinct প্রবেশ করবার জো নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

মেয়েলিগোছ বি নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। 'এঁর মেয়েলিগোছ বি একটু মেয়েলিগোছের।' প্রমথ, ১৯৩১।

মেয়েলি ছড়া বি মেয়েদের মুখে মুখে রচিত ছড়া। 'এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' গ্রন্থচর্চাতে কতকটা বংশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মেয়েলি ঢং বি নারীসুলভ আচরণ। 'এইবার মেয়েলি ঢং মালিপানো ছেড়ে ব্যাটাছেলে হও।' নরকল, ১৯২৫।

মেয়েলিপনা বি নারীসুলভ আচরণ। 'কাল-ডোলা মেয়েলিপনা আর আগুটে অতিমান আদার জোড়া হাতেই বৈমোহে আছ।' শক্তি, ১৯৬৯।

মেয়েলিগুড়ি বি (অবলম্ব্যে) নারীসুলভ বিচার-বৈচল্য। 'এখানেই মেয়েলিগুড়ির ঢোলাই হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেয়েলি ব্রত বি মেয়েদের পালনীয় লৌকিক অনুষ্ঠান বিশেষ। 'মেয়েলি ব্রতেরও দুটো ভাণ।' অরুণ, ১৯১৯।

মেয়েলি রূপকথা বি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা। 'বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মেয়েলি শ্লোক বি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া। 'মেয়েলি শ্লোক শ্রমের পূর্বক কহিতে লাগিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

মেয়ে স্কুল বি বালিকা বিদ্যালয়। 'শ্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জ্ঞান মেয়ে স্কুল আছে।' নরেশ্বর, ১৯৫৩।

মেয়্যা ১ বি নারী। 'দুক্ষের আবুল মেয়্যা পাঞ্জিল প্রমাদ।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০। ২ বি বালিকা। 'মণীপুঞ্জা করিতে চলিল যত মেয়্যা।' মালিকায়ম, ১৭৮১। ৩ বি কনে। ওর্সী, ১৭৮২।

মেয়্যা মানুষ বি মেয়ে মানুষ; স্ত্রীলোক। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

মেয়জাই (আ মিরজাই) বি ফরুজাভাজী জামাবিশেষ। 'শক্তিপুরের দ্রুতি, জামদানের মেয়জাই, ঢাকাই চান্দর ...।' মাইকেল, ১৮৬০।

মেয়বানি (আ মেয়েবানি) বি মেয়েবানি। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

মেয়াপ (আ মিহরাব) ১ বি মানুষ ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী ছাদ। ওর্সী, ১৭৮৫। ২ বি অস্থায়ী মতপবিশেষ। 'পশ্চিম দিকে তরুণতার মেয়াপ ছিল।' প্যাগী, ১৮৫৮।

মেয়ামত, মেয়ামথ (আ রয়ামত) ১ বি সারানো; নষ্ট কোনো জিনিস ঠিক করা। ওর্সী, ১৭৮২। 'সেই ঘর মেয়ামত করিবার কাল কল্লাক করিয়া দেওয়া আইবেক।' কালপে, ১৭৭৭। ২ বি বদোষ। 'উকিলেরা পূর্বের সমাচার পাইয়া দিয়া এক অট্টালিকা মেয়ামত করিয়া রাখিয়াছিল।' রায়রায়, ১৮০১। ৩ বি সংস্কারকাজ। '... মেয়ামথ হইতেছে অতএব পাড়ির পথ বন্ধ।' কেইট, ১৮০২। 'ইহার বার্ষিক মেয়ামত আপামি ১৫ দিনেখর পর্য্যন্ত সাহ হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৪।

মেয়ামতি (আ রয়ামত) ১ বি মেয়ামতের; মেয়ামত সম্পর্কিত। 'মেয়ামতি জে খরচ হইবেক ডায়া।' ওর্সী, ১৭৮২। ২ বি মেয়ামতের জন্য প্রয়োজনীয়। 'পাঠশালার নিমিত্ত ... সকলেই যথাকিঞ্চি মেয়ামতি খরচ দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

মেয়ি সর্ব আহার। 'হেরি যে মেয়ি তইলা বাড়ী খসমে সমতুল্য।' চর্যা ৫০, ১২০০।

মেয়িট (হি) বি তপাণ; মেঘা। 'মেয়িটের ওপর বিশেষ কিছু নির্ভর করে না।' জীবন, ১৯৩২।

মেয়িশুম (হি মেয়ি+স পুর) বি মেয়ির পুর (মিত খ্রিষ্ট)। 'মেয়িশুম যিহুদীষ্টের জন্য মরল ... বৃত্তান্তে বিশ্বাস।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

মেয়ীগোন্ড (হি) বি গাঁদা ফুল। 'ম্যাপোলিয়া। না মেয়ীগোন্ড; তা হবে।' হোয়েল, ১৯৬৯।

মেরু [স] ১ বি পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ প্রান্ত। 'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই।' চর্যা ৪৭, ১২০০। ২ বি মানুষের কোমর। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

মেরুচারিণী [স] বি মেরু এলাকার বিচরণকারী। 'যে মেরুচারিণী, তোমার চোখের নীল ইন্দ্রপাতে আজ ফলিল উঠুক ...।' বিজু, ১৯৩৭।

মেরুজ্যোতি [স] বি মেরু অঞ্চলে আকাশে দৃষ্ট আলোকবিশেষ; অরোরা (aurora)। 'রাশায়ন মহাকাব্যের কিঞ্চিৎকাণ্ডে এই মেরুজ্যোতি বিশ্বয়ক উল্লেখ পাটাই দৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

মেরুদণ্ড [স] ১ বি শিরদাঁড়া। 'যদি চক্রেয় মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।' চর্যা, ১৫৫০। ২ বি প্রধান অঙ্গ। 'শিশুতা জাতির মেরুদণ্ড।' বেগম, ১৯৫২।

মেরুদণ্ডবস্ত্র [স] বি প্রধান। 'টুকুই দলের মেরুদণ্ডবস্ত্র।' বনফুল, ১৯৩৬।

মেরুদণ্ডীন [স] বি দৃঢ়তামূল্য। 'এবার দিয়েই জলাঞ্জলি মেরুদণ্ডীন স্ত্রীর আশাকে তোমার।' শ্যামসূর, ১৯৬৩।

মেরুদাঁড়া [স মেরুদণ্ড] বি শিরদাঁড়া। ম্যানোএল, ১৭৪৩।

মেরুদুর্গম [স] বি মেরু অঞ্চলের মতো দুর্গম। 'এইবার কয়ে মেরুদুর্গম পরিচা বন্দন।' সুভাষ, ১৯৪৮।

মেকনিশীখ

মেকনিশীখ [স] বি মেক অঙ্কলের রাতঃ । তারপর হয়ে গেছে মেকনিশীখের বন্ধ সমুদ্রের । জীবন, ১৯৪৮ ।

মেকবজিত [স] বিণ মেকর সঙ্গে যোগ সেই এমন । 'আকিঙের খোর মেকবজিত শীতে/বিষাক আর শিথিল আবেষ্টনে' । সুভাষ, ১৯৪৮ ।

মেকবিশপর্য [স] বি দুই মেকতুল্য বৈশীভাঃ । 'সুন্দর-কুসিত এবং সে নিত্যবিশরীত স্বস্বসাময়ের সঙ্গে তুলনায় মেকবিশপর্য বিকল্পভাব ক্ষেত্রে' । সৃষ্টি, ১৯৪০ ।

মেকমন্ডা [স] বি মেকশ ও মেকশদের ভিতরকার বন্ধ । 'দারিদ্র্য তার মেকমন্ডা ভাঙিয়া দিয়াছে' । আজাদ, ১৯৪৫ ।

মেকশিখর [স] বি পাষাডচূড়া । 'কি মেকশিখর কিবা বিধুরের' । রামযশাস, ১৭৮০ ।

মেকশখ [স] বি পর্বতচূড়া । 'তত্ত্বযোগ মৃগশিরা মেকশখে জেন হিয়া' । মুকুন্দ, ১৬০০ ।

মেকসমুদ্র বি উত্তর বা দক্ষিণ মহাসাগর । 'মেকসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাসনে' । জীবন, ১৯৪০ ।

মেকশ বিখ খয়েরি-লাল । 'মেকন রঙের গাছের মর্মরে' । জীবন, ১৯৪০ ।

মেরোয়া বিণ বেরোয়া । 'এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে বোধ হয় যেন ইংরাজের স্কোটা গেল' । প্যারী, ১৮৫৯ ।

মেরোয়া [স] মূদ্রা বি মূদ্রা । 'মেরোয়া ও মদিত্রে ফেলে চন্দ্রটি দিলেন' । হুতোয়, ১৮৬১ ।

মেল [স] মেল ১ বি সভা । 'কৌতুকে বেশায় কৃষ্ণ ছাওয়ালের মেলে' । মালাধর, ১৫০০ । ২ বি মিলন । 'ক'এস লাখী মেল/ওত দরশন তেল' । বাহরাম, ১৬৫০ ।

মেলবন্ধ [স] বি কৌশল্য । 'মেলবন্ধ থাকতে অনেক কৌশল্যতা কন্যাবিক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকিলেন' । নর্পণ, ১৮৩৪ ।

মেলবন্ধন [স] ১ বি কৌশল্য অর্জন । বিদ্যা, ১৮৯১ । ২ বি মিলন । 'গৌড়ীয় ভাষা নাম দিয়ে তাদের মেলবন্ধন করেছেন' । রবীন্দ্র, ১৯৩৮ ।

মেল মজলিশ [স] মেল+আ মজলিস বি সভাসমাবেশ । 'একটু যে মেলে মজলিশ আর বাজারে যেতে শুরু করেছিল ...' । কায়সার, ১৯৬২ ।

মেল [স] বি মেল ট্রেন; সব স্টেশনে থামে না এমন গাড়ি । 'মেল ছেড়ে প্যালেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল' । প্রমথ, ১৯১৮ ।

মেলগাড়ি বি মেল+গাড়ি বি ডাক ও যাত্রীবহনকারী দ্রুতগামী রেলগাড়ি । 'মেলগাড়ি গরুত ছিল, আমার গাড়িতে উল্লম' । রবীন্দ্র, ১৮৯৩ । 'পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যালেঞ্জারগাড়ি পেলে' । শিবরাম, ১৯৪০ ।

মেলট্রেন বি বি ডাকবাহী রেল গাড়ি । 'অন্য রাত্রে মেলট্রেন গমন করির' । দীনভদ্র, ১৮৬৭ ।

মেল [স] বি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বংশগত ঐক্য । 'প্রত্যেকে সেখিয়েছিল একতলা গাছী, গোয়, মেল' । মীরেস, ১৯৬১ ।

মেলই [স] মেল কি ছাড়ে । 'বিদূজন লোখ তোর কঠ প মেলই' । চর্চা ১৮, ১২০০ ।

মেলন [স] মিল-১ বি খুলে ফেলা । মানোএল, ১৭৪৩ ।

মেলো [স] মিল-১ বি মিলিত হওয়া । 'মেল লেস সহজে জাঁট প আর্নে' । চর্চা ৩৮, ১২০০ । ২ কি খোলা । 'কখনো ফুল দুটো

আঁবিপুট মেলিত' । রবীন্দ্র, ১৮৯০ । ৩ কি পাওয়া । 'কাগীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে শুধুদন মিলিবার কথা' । রবীন্দ্র, ১৮৯২ । ৪ কি লীন হওয়া । 'দিবসের শেষ আলোক মিলালো নগরসৌধ-পরে' । রবীন্দ্র, ১৮৯৯ । ৫ কি উপস্থিত হওয়া; চোখ খোলা । 'সদ্য মেলিতেছে তরুণ তপন' । রবীন্দ্র, ১৮৯৯ । ৬ কি দূর হওয়া । 'আমার নমন হতে আঁধার মিলালো মিলালো' । রবীন্দ্র, ১৯১০ । ৭ কি তরকাতে দেওয়া । 'কাণ্ডতুলি ... কেউ সেয় না মেলে ছাদে' । সত্যেন্দ্র, ১৯১২ । ৮ কি সামঞ্জস্য বিধান করা । 'তোমার সুর সুর মেলাতে' । রবীন্দ্র, ১৯১৯ । ৯ কি বিকশিত হওয়া । 'পাতাগুলি মেলে বলেছে এই তো এসেছি' । রবীন্দ্র, ১৯৩২ । মেল কি মিলিত হও । 'শত পল সোন বাড়ির লতা মেলা' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলহ কি মেলা দাও । 'মেলহ আমার নহে হবে পেরোয়ার' । গরীব, ১৭৬৫ । মেলাইবো কি একত্র করবো; সমাবেশ করবো । 'সকল গোট মেলাইবো' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলাইল কি মিলিয়ে দিলো । 'বিধাতা আনিএ রত্ন মারে মেলাইল' । মালাধর, ১৫০০ । মেলাইলো কি মিলিয়ে দিলাম । 'আনিএ মেলাইলো তোর ঘানে' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলা ১ কি ছেড়ে । 'কাঁহরি যিনি মেলি অজহ কীস' । চর্চা ৬, ১২০০ । ২ কি একত্র হয়ে । 'সব দেবগণে মেলি সেই অবসরে' । বড়ু, ১৪৫০ । ৩ কি ধরে । 'পথ মেলি জাএ রাখা বাড়ারির সঙ্গে' । বড়ু, ১৪৫০ । ৪ কি মেতেছি । 'ভাবত জনম হয় তুখ পদ ন সেবির্দু জুজবী মতিয়র মেলি' । বিদ্যাপতি, ১৪৬০ । ৫ কি বুলে । 'মায়াপতি মুখ মেলি কল্যোচল' । মালাধর, ১৫০০ । ৬ বি সঙ্গ । 'ইহা যেই তনে সেহো পুর সেই মেলি' । বৃন্দা, ১৫৮০ । মেলাইল কি মিলে । 'প্রোত ভুতে শিখাও মেলাআ তার সব অনুদিন কত না মিলিএ দিব কাঁহ' । মুকুন্দ, ১৬০০ । মেলাইল কি মিলে । 'তোয় মোর মেলাইল করিব তার ফল' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলাইতে কি যুগ ধরতে । 'মেলাইতে' । মানোএল, ১৭৪৩ । মেলাইল কি মিলিত হয়ে । 'নিকট মেলাই তোর প্রিয় বনমালী' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলাইল কি মিলাবে; পাবে । 'তবে মেলাইবেক বাণী তোমারে' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলাই ১ কি তাড়িয়ে । 'পাই নাহি দুইতে কস মেলায়া পাঠায়' । মালাধর, ১৫০০ । ২ কি মিলে । 'এতেকে তোমরা সবে আশনে মেলাই' । বৃন্দা, ১৫৮০ । মেলাই কি উপস্থিত হলো । 'মেলাইতা গিয়া দিল ঘরিকা নদরে' । মালাধর, ১৫০০ । মেলাইল কি মেলালি । 'বুটি উগাড়ী মেলাইল কাছী' । চর্চা ৮, ১২০০ । মেলাইল কি মিলিত হলো, দেখা করলো । 'হরিষে মেলাই বাড়ারি তাহার পানে' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলাইলুম কি পার হলুম । 'অকাত কাঠের লৌকা মুক্তি পানী মেলাইলুম খোব' । মর্জুকা, ১৭৫০ । মেলাইলেক কি মিলানো । 'বোল দরি দুখ মেলাইলেক পানী' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলাই কি একত্র হয়ে । 'মেলাই করিও যুগতি' । বড়ু, ১৪৫০ । মেলা ১ কি প্রদর্শিত হয় । 'মেলে বন ধন ভীষের আশ' । বড়ু, ১৪৫০ । ২ কি মিলেমিলে । 'রসে বসে আনি থাকিব মেলে' । ভবানী, ১৮২৫ । ৩ কি পাওয়া যায় । 'জবির লালন বলে, তা কি মুখের কথায় মেলে' । লালন, ১৮৯০ । মেলাই কি মিলে । 'ফুসু ফুসু হই যুঝিছ মেলাং' । চর্চা ২৭, ১২০০ । মেলাই কি মিলে । সবে মেলাই সদাগরের বর কাড়া লেই । মুকুন্দ, ১৬০০ । মেলাইছে কি মিলেছে । 'কি জানি তবের কলে বর মেলাইছে বর' । মুকুন্দ, ১৬০০ ।

মেলাইয়া মারা কি ছুড়ে মারা । 'মাথার টুপিটা টোকার উপর মেলাইয়া মারিয়া ইঞ্জিয়েয়ারে লগা হইয়া পড়িলেন' । যনসুর, ১৯৫৩ ।

মেলে দেওয়া কি অবশ্যে তুলে ধরা । 'চাবার আগে আপনি আমার সেব মেলে' । রবীন্দ্র, ১৯১৫ ।

মেলে ধরা কি খুলে ধরা; ছড়িয়ে দেওয়া । 'একটা শাড়ী আমাদের

সামনে মেলে ধরলো।' হয়ত, ১৯৭২।

মেশা' [স মিল] ১ বি (গ্রেমার) খেলা: মিলন। 'সব জন জাগিলেক তোরা মোর মেলা।' বড়, ১৪৫০। ২ বি উৎসব। 'সুরতসুখ অমিয় মেলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি উপস্থিতি। 'চারিদিকে বাহুবের মেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি উদ্ভূত। 'মাদোএল, ১৭৪৩। ৫ বি কোনো উপলক্ষে আয়োজিত নানা দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ও প্রদর্শনী বিশেষ। 'প্রতি বৎসর পৌষ মাসে তথায় জয়দেব স্বরকার্য একটি মেলা হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বি সমাবেশ; ভিড়। 'বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।' তত্ত্ব, ১৮৫৮। 'পথের উপর নিরন্তর মানুষের মেলা।' তারা, ১৯৪৩। ৭ বি সন্নিবেশ। 'পরিশূণ্য তনুখানি বিকট কমল, জীবনের যৌবনের শাবল্যের মেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

মেলোমিশা বি সংলগ্ন; সঙ্গ। 'ইসলাম নবরানীর অবাধ মেলোমিশা নিবিড় করেছে।' বেগম, ১৯৪৭।

মেলোমেলি বি মিলন। 'নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলোমেলি হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মেলোমেশা ১ বি পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ। 'মেলোমেশা ব্যাড়া মাস নদীর শ্যামল তীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি পরস্পর ভাবের আদানপ্রদান। 'ছানীর লোকের সহিত ভাংরা মেলোমেশা হইয়া উঠে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মেলোহুল বি মেলাহুল। 'অবশ্য মেলাহুল বড়ো জমজমাট হাসান, ১৯৬৭।

মেশা' কিং অনেক। 'চৌদিগে বাহুব মেলা গলার তুলসীমালা।' হুসুন্দ, ১৬০০। 'মেলা বক বক কহছে কেন?' গিরিশ, ১৮৮৭।

মেলোহি কিং মেলা: অনেক। 'যক রাক্ষস মেলাহি মেলাহি উএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মেশা' বি যাত্রা। 'লখা, চট্টা, ল মেলা করি।' মালিক, ১৯৩৬।

মেলা সেওয়া কি যাত্রা করা। 'সেটা পাইচার মধ্যে নিয়ে আরক্তের উৎসেমে মেলা দিয়ে ... হাউনির দিকে গেল।' আলোউদ্দিন, ১৯৭১।

মেলাহি কিং মালয়ের। 'মনিলা ও মেলাহি এক সল জাতির কথক লোক।' কালসে, ১৭৮৭।

মেলানী, মেলানি, মেলানী (স মেলন) ১ বি বিদায়। 'এবে মেলানী দেহ আকারে।' বড়, ১৪৫০। 'তখনে রাখাক দিল মেলানী।' বড়, ১৪৫০। 'মেলানি সেই রাজা জাই গোলাব নগরে।' মাল্যব, ১৫০০। ২ বি ভেট। 'মেলানি পাইয়া সরে নিজ ঘরে গেলা।' আলোউল, ১৬০০।

মেলি [স মিল] বি মিলন। 'মেলি মেল সহজে জাউ গ আনে।' চট্টা ৩৮, ১২০০।

মেলিনা [হি] বি বিদেশি ফুলবিশেষ। 'কোন ফুল বলা তো, রেবতী বললে, মেলিনা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মেলোচো [স চোছ] বিং চোছ। 'মেলোচো বেটি আমাকে একাদশীর দিন ছুয়ে ফেলি।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

মেলোরিয়া [হি] বি ম্যালোরিয়া-আক্রমণ; অস্বাভ্যাকর। 'এ সল হান সেলেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বাস্পনিবন্ধন অস্বাভ্যাকর হইয়া উঠিয়াছে।' রাজ, ১৮৭৪।

মেলোরে বি ম্যালোরিয়া ক্ষুর। 'বীরভূমের একচেটে করে-নেওয়া মেলোরে ক্ষুর ... হ-হ করে আসে।' নজরুল, ১৯২৭।

মেশক [আ মিশক] বি মূল্যভিত্তি: স্থাব্র। 'মেশক-স্থ [আ মিশক+স্থ] বি

মূল্যভিত্তি: স্থাব্র। 'পথে বেছে যায় মৃদীরা মেশক-স্থ।' নজরুল, ১৯২৮।

মেশা [স মিশ্র] ১ ক্রি এক হয়ে যাওয়া। 'ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি/মেশে মেশে মেঘের কোলাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি একত্রে গুঁড়াবসা করা; একত্রে চলাফেরা করা। 'ভাংরা অনুলাকের সহিত মিশিবার উপভূক্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

মেশান কিং মিশ্রণ। 'একটুখানি রক্ত চড়ালে বা রসের মেশান সেওয়ার জন্য সেখানে পাঠকের সমর্থন পেতে অসুবিধা নেই।' স্ক্রিয়ার, ১৯৭০।

মেশালো ক্রি একই সমতল করা। 'মিশিয়ে দিয়ে উঠ নিচু।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মেশোমেশি বিং পারস্পরিক সম্প্রীতি। 'দুই দলে মেশোমেশি।' গরীব, ১৭৬৫। 'বড়ো বে মেশোমেশি হাসিকুশি তা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মেশিন, মেশিন [হি] বি যন্ত্র। 'মস্তিষ্ক মনের কাজ করবার মেশিন।' হাফেজ, ১৯৪৯।

মেশিনশান, মেশিনশান [হি] বি যন্ত্রচালিত কামান বা বন্দুক। 'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি।' নজরুল, ১৯২২। 'তখন কপনিগার কৌল মেশিন-পান বের করবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'মেশিনগানের গুলি আর সামনে শিঞ্জে বোমা ফাটার লক্ষ।' মুকুত, ১৯৪২।

মেশিনম্যান [হি] বি যন্ত্রচালক। 'দক্ষতরির এটকিনি, ছাণাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

মেশিনিজম [হি] বি যন্ত্রকৌশল। 'সেই মোটর টায়ার ও মেশিনিজমের বিশেষরকতা কাজে খাটাচ্ছে।' জীবন, ১৯৩১।

মেশী [ফা মিশি] বি মিশি; তামাক ও সুগন্ধি মসলায় তৈরি দীপ্তে ল্যাপানোর মাজনবিশেষ। 'মেশী দীপ্তে গিয়া সোফেরে করিয়া কাশড় পরিয়া পাহার বাহার সেখান।' তবাকী, ১৮২৮। ব্র মিশি

মেশো [স মশি] বি মায়ের বোনের বামী: খালু। 'মেশোমশায়কে তোমার মনে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ব্র মেসো

মেঘ [স] ১ বি ভেড়া। 'মহিষ ছাপ মেঘ রোহিত রাজহংস শতেক দিল বর্দিনান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি (ছ্যোতিষ) রাশিচক্রের গ্রন্থম রাশি। 'মেঘ বৃষ দুই জান বৈদে মূল্যবান।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি আব্দুসসানদীন পত (ভেড়া) অর্থে ব্যবহৃত গাশিবিদ্যে। 'মাদুঘ আমরা, নহি ত মেঘ।' হিজলৈ, ১৯১২। 'মেঘ রে মেঘ, তুই আহিন বেশ।' লামসুর, ১৯৬৩।

মেঘশাল [স] বি ভেড়ার দল। 'কালভিয়ার মল্লকত্বের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেঘশাল পুঙ্খ ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মেঘশালক [স] বি ভেড়া পালন করে যে। 'মেঘশালক তোমায় উপহার দিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

মেঘশাবক [স] বি ভেড়ার বাচ্চা। 'কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেঘশাবক জলপান করিতেছে।' বিদ্যা, ১৯৫৬।

মেঘশিশু [স] বি ভেড়ার বাচ্চা। 'মেঘশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মেঘলম [স] কিং ভেড়ার মতো। 'মেঘলম পতি করি সাধ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মেঘ বভাব [স] বি ভেড়ার মতো বভাব; নিমন্ত্রণ ভাব। 'বাড়ালির

মেঘা ভেড়া

মেঘ 'ব'ভাবের উপর ভায়বর চট্টা গোলাম।' মনসুর, ১৯৩৫।

মেঘা ভেড়া বি ছিন্নমুখ মেঘ।' মনোএল, ১৯৩৮।

মেঘুরা [স মাতৃসুস] বি মায়ের বানের বামী। ওর্গা, ১৯৮২।

মেষ্টের [বি মিষ্টার; সাধারণভাবে নামের আগে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক উপাধিবিশেষ]। 'মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেব।' পদপ, ১৮৩১।

মেস' [স মেঘা বি জ্যোতিষ] রাশিবিশেষ। 'বৈশাখ মাস মেস রাসি।' রামাই, ১৭১০। হ্র মেঘ

মেস' [বি বি বিভিন্ন ব্যক্তি চাঙ্গা দিয়ে যেখানে একই বাস ও আহার করে। 'হাবনী বাপান সেনের মেসটি ছোট কিন্তু বেশ।' প্যারী, ১৮৫৮।

মেসবাড়ি [বি মেস+বাড়ি] বি বিভিন্ন ব্যক্তি চাঙ্গা দিয়ে যেখানে একসঙ্গে বাস ও আহার করে। 'একটি মেসবাড়ি - দি গ্রাও প্যারাডাইস লজ।' মনোজ, ১৯৬১।

মেস বাহিনী [বি মেস+বাহিনী] বি মেস থাকে যে সব লোক। 'মেস বাহিনী শাকড়ও করিয়া বলিল।' নজরুল, ১৯৩১।

মেসক [স মশক] বি চামড়ার তৈরি ধসে বিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

মেসতা [বি পাটের মতো একধরনের তুলা যার আঁশ থেকে দড়ি প্রস্তুত হয়। 'বাইল্যাত মেসতার তুলাপাক।' আজাদ, ১৯৬৪।

মেসনারি [বি বি খ্রিস্টধর্ম প্রচারক। পদপ, ১৮২৮।

মেসো [স মাতৃসুস] বি মাসির বামী; বাতু। 'মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, ছুজু তুত ছুচো লাগ, হুল, ফল, আকাশ, অনল।' ওর্গা, ১৮৫৮।

মেসোপোটামিয়া, মেসোপোটামিয়া [বি বি ইরাকের দক্ষিণ ও ফোরাত নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতা। 'আরব সাগর পেরিয়ে মেসোপোটামিয়ার আওনে ঝাঁপিয়ে গড়তে হবে।' নজরুল, ১৯৩১; 'বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটামিয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মেসোপোটামিয়ম [বি বি ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী তীরের প্রাচীন সভ্যতা। 'মেসোপোটামিয়মের সহিত ইউফ্রেটিস নদী তীরস্থ ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

মেস্ক [স মশক] বি মৃগাভি: কবুর। 'মেস্কের পিচকারী ভরি ছাড়ে।' গরীব, ১৭৬৫।

মেস্ক' বি সোজা লাইন টানার জন্যে ব্যবহৃত দণ্ডবিশেষ। ওর্গা, ১৯৮৫।

মেস্ক' [বি মিষ্টার] বি পুরুষের নামের আগে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক সম্বোধন। 'মেস্ক নেম ভগলিম সাহেবের ...।' উর্জি, ১৭৯২।

মেস্কর [বি মিষ্টার] বি মিষ্টার। 'গবনর জানকেন মেস্কর মিষ্টার।' কালফে, ১৭৮৪।

মেস্ক [বি মিষ্টার] বি মিষ্টার। বোয়াল, ১৭৭০।

মেস্ক [স মৃদা] বি, বিল উইল। 'মেস্ক কাগজ।' মের্স, ১৭৬২।

মেস্কি, মেস্কী [স মিষ্টি] বি মিষ্টি। 'শ্রী সেকরমজানি মেস্কি ক্যা ঘরবাটা বন্দকপারমিগন।' মের্স, ১৭৫৮; ক্যালফে, ১৭৮৯।

মেহ' [স মেঘা] বি মেঘ। 'কল্ল মেহ নিরক্তর ফরিয়া।' চর্চা ৩০, ১২০০; 'গগনে জ্বল ঘন মেহ দারুণ।' শেখর, ১৬০০; 'ঘন ঘন গজিত মেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

মেহ' [স] বি বহুমুখ। 'মেহ-শিল্প-কক হারে মধুর শীতল।' ওর্গা, ১৮৫৮।

মেহ' [স] বি মেঘানি গাছের কাঠ। 'মেহানির মফু ছুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রহ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মেহগ্নি [বি বি দামি কাঠবিশেষ। 'টেবিলের চককে মেহগ্নিতে এক কোটা পাউডারও পড়েনি।' মণীশ, ১৯৫৭।

মেহগনি [বি বি মেহগনি গাছ। 'মেহগনির ছায়ায় যেবা ফুলের মাছি ছুটে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

মেহতর [স মিহতর] বি মেঘর। 'সাহেব আশপাশি চাকর এই কয় জন ... মশাশিচি বাবুরচি আবার ডেজি মেহতর ...।' কেরি, ১৮০২।

মেহতের [স মিহতর] বিশ প্রবীণ। 'মেহতের জিবরিল বলে রাছুলের পাও তলে।' গরীব, ১৭৬৫।

মেহদি, মেহদী বি মেহদি: একধরকার ছোটো গাছ যা দিয়ে বেড়া দেওয়া যায় এবং যার পাতা থেকে রঙ তৈরি করা যায়। 'মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।' মুক্তাবা, ১৯৫২। হ্র মেহেদি

মেহনত, মেহনৎ [স মিহনাত] বি পরিশ্রম। 'তোমাকে মেহনাদা মেহনত আপন হাতে দ্যাদনির কার্য করিতে হবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭০; 'মেহনৎ ও বুড়ি বরত করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৭০।

মেহনত-পেটা [স মিহনাত] বিশ পরিশ্রমের ফলে সৃষ্টিত। 'রশীদা বিবির মেহনত-পেটা শরীর।' শওকত, ১৯৭২।

মেহনতু [স মিহনাত] বি পারিশ্রমিক। 'উৎপাদনের মজুরী, মেহনতু বা মূল্যবরূপ উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাইবে।' সত্যগাথ, ১৯৪৩।

মেহনতানা [স মিহনাত+ফা আনা] বি পারিশ্রমিক। 'তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া নিলেই হইবে।' রব্বিম, ১৮৭৪।

মেহনতি, মেহনতী [স মিহনাত] ১ বি পরিশ্রম। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিশ পরিশ্রমী। 'যেন মেহনতী ব্রহ্মকুর ভাঙ্গো ভরপেট আহার জুটেছে।' হাকিমুর, ১৯৫৩।

মেহনত, মেহনৎ [স মিহনাত] বি পরিশ্রম। 'আপন মেহনতের দাম কড়ায় আদায় করেন।' ভবানী, ১৮২৮; 'হাফতাজা মেহনৎ হয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

মেহনত [স মিহনাত] বি পরিশ্রম। 'মাস্তুর বাপ সারাদিন মেহনত করে।' মাহেনও, ১৯৮৯।

মেহমান [স] বি অতিথি। 'মেহমান পেয়ে আফিম্মার আনন্দ হল।' ওয়ালী, ১৯৪৭; 'অকিরাফ পান বাবায় আর মেহমানদের বাওদায়।' ওয়ালী, ১৯৮৮।

মেহমানদারি, মেহমানদারী [স] বি অতিথেয়তা। 'মেহমানদারী বাবসে সে ক্রটি বোল আনা সংগোপন করিয়া লইতে চেষ্টা করিল।' ইমদাদুল, ১৯২০; 'কি দিয়ে মেহমানদারি করবে, সে ঠাঠর করতে পারল না।' আলউদ্দিন, ১৯৫৪; 'তার আবার মেহমানদারি কি?' মনসুর, ১৯৫৫।

মেহমানি বি অতিথি আপ্যায়ন। 'সেখানে আজি মেহমানি যজ্ঞ হইতেছে।' হরহাসান, ১৮৮৭।

মেহরাব [স মিহরাব] বি মসজিদে নামাজ পড়ার সময়ে ইমামের দো'আনের স্থান। 'তাহার মিথর ও মেহরাব আজ নীরব নিস্তব্ধ।' মোহাম্মদী, ১৯৩০।

মেহেদি, মেহেদী [স মিহতর] বি এক প্রকার চির সবুজ ছোটো গাছের পাতা, যা থেকে রং পাওয়া যায়। 'দশ নখে শোভে যেন মেহেদীর রস।' সুলতান, ১৭০০; 'মেহেদী কি অন্য কোনো প্রকারে ... শরীরে লেগন, যাহাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।' মশাররফ, ১৮৮৫; 'শানিকটা

জমি মেহেনির বেড়া দিয়া খিঁচিয়া ... বাপান বানাইয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

মেহেনি-ছোপানো কিং মেহেনিরজিত। 'ভার মেহেনি-ছোপানো হাতের চেয়েও লাগে।' নন্দলাল, ১৯২২।

মেহেনী [আ মুহুরী] বি মেহেনি। 'খাবত মেহেনী সম শিক্ত না বাএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

মেহের [ফা] বি দয়া। 'মেহের করিয়া মাঝ করিবে সবায়।' গরীব, ১৭৬৫।

মেহেরবানী [ফা মিহিরবানি] বি অনুগ্রহ। 'মৌলবীর মেহেরবানীতে কুটিওয়ালাদের ঢাকা মারার কসলত তামাম হবে।' হতোম, ১৮৬১।

মেহেরবান [ফা মিহিরবান] ১ বিপ দয়া। 'মেহেরবান নাই বাপের সমান।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি দয়া। 'মেহেরবান করিয়া ঘড়ী পরাইবেন।' খোলাল, ১৭৯০।

মেহেরবানি, মেহেরবানী [ফা মিহিরবান] বি দয়া। 'মেহেরবানি করিয়া আমার হিসাবি বাজী ১৪২৫ তজা আড়কাট ব্যাক ঘুচা দেওয়াইয়া দেও।' মেয়র্গ, ১৭৫৭; 'তুমি মেহেরবানী করিয়া আমার সঙ্গে একবার ফলানো জায়গার ফলানী বিবির বাটীতে আইসহ।' ভবানী, ১৮২৮।

মেহেরবানি, মেহেরবানী [ফা মিহিরবান] বি দয়া। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'ঢাকা চাই না কি? ... মেহেরবানি আপকা।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'মেহেরবানী করিয়া তদারিক আনিয়াছিলেন।' সত্যপাত, ১৯২৮।

মেহেরবানি করন [ফা মিহিরবান] বি দয়া করা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

মেহ [স মেঘা] বি মেঘ। 'মেহ বিজুলীর বৃষ্টি বরিষার চিত্র।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'আজ্ঞা দিলা বরিষিতে মেহ বরিষণ।' সুলভিতা, ১৭০০।

মেহেরী [আ] বি নারী। 'ত্রিশ বরজের ঘেন ইহল মেহেরী।' গরীব, ১৭৬৫।

মেহেরী [স মহিলা] বি মহিলা। 'নিজ লেহ কল্পনা মুন মেহেরী।' চর্চা ১৩, ১২০০।

মে [স মসী] বি বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি সিঁড়ি। 'মৈরে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো।' হতোম, ১৮৬১।

মেতালি বি মিডালি। 'কেটে গেছে বেলা শুধু চেরে-পাকা মধুর মেতালিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মৈথ [স] বি সখা। 'তুমি ইহ তুমি মৈথ দেব নারায়ন।' মালান্দর, ১৫০০।

মৈথডা [স] বি বহুভূত। 'মৈথডা করিল রঘুপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মৈথী [স] ১ বি বহুভূত। 'মৈথী লাভ হইলে আমারদিগের অনেকদানেক ফুল প্রবৃত্তিও লাভিশর চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি সৌহার্দ্য। 'সাম্য-মৈথী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচে অনুভব করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

মৈথীকৃত [স] বি বহুভূত। 'উন্নতির পথে এগিরে চলতে হলে এদের মৈথীকৃত রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।' লেখক, ১৯৫১।

মৈথীধর্ম [স] বি বহুভূত বা সৌহার্যের ধর্ম। 'দর্যধর্ম ভ্রাতৃধর্ম মৈথীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মৈথীবন্ধন [স] বি বহুভূত। 'প্রটেক্টার চার্জের নোড়ুন মৈথীবন্ধন।' উমর, ১৯৬৮।

মৈথীভাবনা [স] বি বহুবলুপত চিন্তা। 'বিশ্বের প্রতি মৈথীভাবনাতেই

এই অহংভাব লুপ্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মৈথীমন্ত্র [স] বি বহুভূত বাণী। 'বৃন্দসেব সর্বভূতের প্রতি মৈথীমন্ত্র নিজের সত্যস্বাধার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মৈথীমুখর [স] বিপ বহুবলুপত। 'মৈথীমুখর তোমরা যে মহাকাল।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

মৈত্র [স] বি হিন্দু ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীমুখ নবীনচন্দ্র মৈত্র।' দর্পণ, ১৮৩৯।

মৈথিল [স মিথিলা] বি মিথিলায় অধিবাসী। 'তাহাতে মৈথিল রাজার বংশকীর্তনে মিথির পিতা নিমি হইতে তাহার বর্ণনা আত্ম করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'উড়িয়া দেশের নিবাসী লোকদিগকে উড়িয়া বলে; মিথিলায় নিবাসীদিগকে মৈথিল ...।' বিদ্যা, ১৮৫১।

মৈথিলি, মৈথিলী [স মিথিলা] ১ বি মিথিলায় বসবাসকারী সম্প্রদায়। 'মৈথিলি কনোজী একজনী হইলে ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিপ মিথিলায় বাস করে এমন। 'জন্মের মৈথিলি প্রাশ্রয়, ইহার অর্থকথা পালিভাষায় ... প্রবৃত্ত করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বিপ মিথিলায় সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'মৈথিলী ব্রাহ্মণ।' বিজয়, ১৯০১।

মৈথুন [স] বি যৌনসম্বন্ধ। মনোএল, ১৭৪৩।

মৈথৈ [স মথা] বিক্রিণ মথো। 'মনে ভাবে ব্রথ মৈথৈ করি আরোহণ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মৈথে [স মথা] বিক্রিণ মথো। 'কালিনাশের লেজ সজা মৈথে এড়ে।' বিজয়, ১৬৫০।

মৈথো [স মথা] বিক্রিণ মথো। 'এছার মথো।' মনোএল, ১৭৪৩।

মৈনাক [স] বি (হিন্দু)রূপাণ পর্বতবিশেষ। 'শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা অন্তলজলখিতলে।' মাইকেল, ১৮৬০; 'তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

মৈজাদা, মৈজাদা [স মর্জাদা] বি মর্জাদা। 'মৈজাদা না জানি বাপে ব্রাহ্মণ নিশিন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মৈল^১ ম্র মৈল^২

মৈল^১ [স মল] বিপ মলভূত। মনোএল, ১৭৪৩।

মৈলা^১ [স মু] বিপ মৃত। 'মৈলাক হারিলে কোণ মাহাশিবি হএ।' বহু, ১৪৫০।

মৈলা^১ [স মু] কি মরা যাওয়া। মৈল কি মরলো। 'মাএর সহিত পুড়িয়া মৈল পাণ্ডব পঞ্চজন।' মালান্দর, ১৫০০। মৈলা কি মরলো। 'পার্বতীর কারণে দুই জন মৈলা।' বহু, ১৪৫০। মৈলিণি কি মরলি। 'কেমনে মৈলিণি গোআলী।' বহু, ১৪৫০। মৈলু কি মরলাম। 'মৈলু লাগে কিছা কায়ে দপদপি হইলু।' দ্বিতীয়, ১৬০০। মৈলুম কি মরলাম। 'কেহ বলে মৈলুম মৈলুম কেহ বলে আহা।' বিজয়, ১৬৫০। মৈলে কি মরে গেলো। 'মৈলে জীবনজ্ঞ ব্যার অস্তে রহে নাম।' আলোড়ল, ১৬৮০। মৈলেহ কি মরলো। 'মৈলেহ এড়ান নাহি অবশ্য সপেএ।' আলোড়ল, ১৬৮০। মৈলৌ কি মরলো। 'তে কারণে বিরহ আনলো পুড়ি মৈলৌ।' বহু, ১৪৫০।

মৈলা^১ [স মল] বিপ মলভূত। মনোএল, ১৭৪৩।

মৈলান [স মল] কি মলিন হলো। 'কাম্বল শিরিষ কুসুম জন্ম তনুলটি দিনকর কিরণে মৈলান।' গোবিন্দ, ১৭০০।

মৈঘ [স মহিষ] বি মহিষ। 'ছাগর মৈঘ মেঘ লইয়া চলিল।' বিজয়,

মৈষাসুর

১৬৫০।

মৈষাসুর [স মহিষাসুরি] (হিন্দুপুরাণ) মহিষরূপধারী অসুরবিশেষ।
'রক্তবীজ মৈষাসুর সমরে করিল চুর'। রায়গম, ১৭৫০।

মৌ [স মরা] ১ সর্ব আমি। 'সত্যে সত্যে করিবো মো তোমার বচন।' বড়, ১৪৫০। ২ সর্ব আমার। 'সে কালো মায়াপরে মিত'। ষিঙী, ১৬০০। মৌএ সর্ব আমি। 'তোমার অন্তরে মৌএ বাসিলি হাড়েরি মালী'। চর্চা ১০, ১২০০। মৌই সর্ব আমি। 'কহিলো মৌই সকল তোমার ঠাএ।' বড়, ১৪৫০। মৌএ ১ সর্ব আমি। 'প্রাণে মারিবো মৌএ বেলো।' বড়, ১৪৫০। ২ সর্ব আমি। 'মৌএ আশোদ্ধ হৈবো তোমকে জাইবো মার।' বড়, ১৪৫০। মোক সর্ব আমাকে। 'নিমিষি সেবিখা মোক বল করে কাহো।' বড়, ১৪৫০। মোকো সর্ব আমাকে। 'মোকো বোলো হেন বাণী।' বড়, ১৪৫০। মোপল সর্ব আমাদের। 'তাহার কারণে লক্ষ্মা দিলেক মোপদ।' রকীন্দ্র, ১৬৮৯। মোঞ সর্ব আমাকে। 'তাক মোঞ না করিবো আনে।' বড়, ১৪৫০। মোঞি সর্ব আমি। 'মোঞি সে জালো।' বড়, ১৪৫০। মোতে ১ ক্রিযিণ আমার মাঝে। 'মোতে বৈলে তোমার তিত'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিযিণ আমার প্রতি। 'পয়ঃপান করিলে কি মোতে হই উক্তি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ সর্ব আমাকে। 'জন্মেজয় কহে সুনি কহ মোতে সার।' রকীন্দ্র, ১৬৮৯। মোতে সর্ব আমার। 'মোতে লাগি বড়ারি তার না লৈলেক লাগ।' বড়, ১৪৫০। মোয় সর্ব আমার। 'কহু না লক্ষিহ মোয় বচন।' বড়, ১৪৫০। মোয়ে সর্ব আমাকে। 'কপট কহিষি, বিহুড় বয়েসি কাহে নিকরুণ মোয়ে।' রায়হসান, ১৭৮০। মোয় ১ সর্ব আমার। 'পথিল বিআপ মোয় বাসনসড়।' চর্চা ২০, ১২০০। ২ সর্ব আমাকে। 'কে দিখা পাঠাইলো মোয়।' বড়, ১৪৫০। মোরা সর্ব আমার। 'আবে মোরা মরম দৃষ্টদ পঁজলো।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মোরি সর্ব আমাকে। 'পাখি স্ত্রীকুঁজ মোরি পাতিআচালে।' চর্চা ৩৬, ১২০০। মোরে ১ সর্ব আমার। 'কাল হৈল মোরে নয়ালের নীরে।' বড়, ১৫৭০। ২ সর্ব আমাকে। 'কিছু নাহি মুখে সত্য কহ সেধি মোরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। মোহে সর্ব মোর। 'দাস হইলো সে মোহর প্রিয় রাহে।' বৃন্দা, ১৫৮০। মোহোতে সর্ব আমাকে। 'সেই কথা মোহোতে কহত মহাজন।' রকীন্দ্র, ১৬৮৯। মোহার সর্ব আমার। 'যদি সে ভুজিলা রতি মোহার সহিত।' সুলতান, ১৭০০। মোহি সর্ব আমাকে। 'হঠ ন করিখ কহু কর মোহি পার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মোহে সর্ব আমাকে। 'হায় হায় মুহুধন ছাড়ি ঘাইবা মোহে।' সুলতান, ১৭০০। মোহৌ সর্ব আমিও। 'মোহৌ আইনগরী।' বড়, ১৪৫০। মোহোতে সর্ব আমাকে। 'তোমার সুপাণি হৈব মোহোতে বেটিও।' সুলতান, ১৭০০। মোহোর সর্ব আমার। 'মোহোর বিসোআ কহণ ন জাই।' চর্চা ২০, ১২০০। 'তোমকে জাগহ বড়ারি মোহোর বেভার।' বড়, ১৪৫০।

মৌ [স মোহ] বি মোহ। 'মেল ভয় ভাই-পো তারে বড় মায়া মো।' মুহুধন, ১৬০০।

মৌই [স মদী] বি মই। 'তবে বামোতে মৌইখান আনি।' দীনবন্ধু, ১৬৮০।

মৌডর [স মদুর] বি মদুর। 'মৌডর ছাইল ভাগুর ঘর।' রায়াই, ১৭১০।

মৌউল [স মধুক] বি ময়দা। 'অসমথ বেল পলাস মৌউলর পাত।' রায়াই, ১৭১০।

মৌগুয়া [স মোদক] বি মিঠি দেওয়া মুড়ি বা খইয়ের দলা। 'আপন হাতের খইয়ের মৌগুয়া দিল ভান্ডের খেতে।' রকীন্দ্র, ১৯১৮।

মৌগাফীক [স মগুয়াফিক] ক্রিযিণ মাফিক। 'এক কাঠা এগায়া কড়া

মৌগাফীক ভগলিল তোমাকে পুঙ্খী বনন করন ...।' চিঠিপত্র, ১৭৯৭।

মৌই [স মুকান] বি মোকাম; স্থান; আবাসস্থল। 'মোরঙ্গ, ১৭৫৭। 'মৌই কলিকাডাতে ধর্ষতলা ইহাতে বহুবাজারে ...।' দর্পণ, ১৮২০।

মৌকট [স মুক্তিকা] বি কলস। 'নিহুড়িয়া চাহো পানি শইহে মোকটে।' বড়, ১৪৫০।

মৌকন্দমা [স মুকদামা] বি মামলা। 'ততি ততিতে মোকন্দমা হই।' হালহেত, ১৭৭৩। 'জটিল মোকন্দমা চলিতেছে।' রোকেয়া, ১৯২২।

মৌকন্দমাকরণ [স মুকদামাহ+স করণ] বি মামলার জড়ানো। 'মৌকন্দমাকরণের দ্বারা ... অত্যন্ত দুখী হইয়া বেড়াইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

মৌকন্দমাবাজী [স মুকদামাহ+ফা বাজী] বি পরস্পরকে মামলা দিরে হরণনা করা। 'মাথা-কাটাফাট ও মোকন্দমাবাজীও চলিতেছে।' প্রভাকর, ১৯০০।

মৌকন্দমা, মৌকন্দমা [স মুকদামাহ] ১ বি মামলা। 'মহিষনাগের মোকন্দমা কলিকাডায় কোন আফিস বড় সাহেব করিয়াছিল।' ডেরি, ১৭৯৭। ২ বি বিবাদ। 'মনের মোকন্দমার পালিশী নিশিষ্ট হইয়া মিষ্টমুত হইয়া গিয়াছে।' শশারবক, ১৮৮৫।

মৌকর [স ময়করার] ১ বি নিমুক্ত। 'সে আড়লের দালাসকল কএক সূঁই হইতে মোকর আছে।' হালহেত, ১৭৭৩। 'দুই কমিশনের মোকর হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত জমি। 'উকিলিতে মোকর করিলাম।' ওর্গা, ১৭৮১। ৩ বি নিয়োগ। ওর্গা, ১৭৮২। 'আদালত হইতে পিয়াদা মোকর হউক।' রহিম, ১৮৯১।

মৌকরির, মৌকরী [স ময়করার] ১ বি নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত জমি। 'লাভ কর্তৃগুণিল সাহেব মোকরী বন্দ্যাকৃত করিলে ...।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলীকৃত। 'তার সোত মোররী ও মোকরির।' রমথ, ১৯১৯।

মৌকরোর [স ময়করার] বি নিমুক্ত। 'জীলার আদালতে জগল সগল কারণ উকিলিতে মোকরোর হইলাম।' ওর্গা, ১৭৮১।

মৌকর্দক বি মিষ্টি। 'মোক্তানুড় পাপর মৌকর্দক গলাজল।' আলগল, ১৬৮০।

মৌকল [স মুক্ত] বি উন্মুক্ত। 'মৌকল ফরল পাহ শিপির কাটিয়া।' আলগল, ১৬৮০।

মৌক [স মুক্ত] বি মুখকাটা। 'মৌকা নারিকেলোতে পুরিয়া দিল জল।' মুহুধন, ১৬০০।

মৌকা [স মওকা] বি সুযোগ। 'তিনি যদি গুনে চাপনার মৌকা পান।' মুক্তভা, ১৯৪৯। 'ইয়েজ মৌকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে।' মুক্তভা, ১৯৫২।

মৌকা বেমোকার [স মওকা+কা বে+মওকা] ক্রিযিণ সুযোগে-কুযোগে। 'এহা মৌকা বেমোকার বলতো।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

মৌকামাফিক [স মওকা-মওগাফিক] ক্রিযিণ সুযোগমতে। 'সেনস রসিকতা একদিন মৌকামাফিক ছাড়িবার বাসনা আমার আছে।' মুক্তভা, ১৯৫২।

মৌকাদিয়া [স মুকদাম] বি গ্রাম্যভাষ্য। 'মোয়া মৌকাদিয়া কাজি আফিল এলাক রাজি।' রায়হসান, ১৭৮০।

মৌকাদিয়া [স মুকদামাহ] বি মূল বিবরণবৃত্ত। ওর্গা, ১৭৮৫।

মোকবিলা, মোকাবেলা। [আ মুকালা] ১ বি সাক্ষ্য উপস্থিতি। 'সদর আদালত গারহাটায় তুমি আশম দত্ত ... গোমস্তার মোকাবিলায় ভাঙতে দাদনি করিবা।' হালহেত, ১৭৭৩। ২ বি বিক্রয়চাচরণ। 'তুমি মোকাবিলায় ঢোকাতে চাও।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি সামান্যসামি বোকাপড়া। 'পূর্ণদুহিত সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাগ্য নারাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বি নিষ্পত্তি। 'পরিহৃতি মোকাবিলায় জন্মে সরকারের এটি আত্মনা জানানো হয়।' বেগম, ১৯৪৮; 'সাময়িক সমস্যাসমূহের মোকাবেলা করা।' বেগম, ১৯৪৮।

মোকাম [আ মাকাম] ১ বি বাসস্থান। 'পিরের মোকামে সেই সাজ।' মুহম্মদ, ১৬০০। ২ বি ঠিকানা। 'বড়বা গঞ্জির নামে যেখানে মোকাম।' কৃষ্ণগম, ১৭২০। ৩ বি বন্দর। 'তবে বাঙ্গালার কলিকাতা মোকামে পাঠিয়া ছিলেন।' বোম্বে, ১৭৭০; 'কলিকাতা মোকাম হইতে আনাইয়া ডাঘার সোফান করায়াছেন।' দর্পণ, ১৮১৭।

মোকামি [আ মাকামি] বিণ মোকামের। 'মোকামি গোমস্তা ও দাশালরা কি ধারায় কাজ করে ...।' হালহেত, ১৭৭৩।

মোকুপ [আ মোকুফ] বি কমা: ছাড়। 'বিসা তারিখ অবধি মোকুপ হইবেক।' কালগে, ১৭৮৯। প্রমকুব

মোকুক [আ মোকুকা] বি মাফ। মাদোএল, ১৭৪৩।

মোক্তানাডু বি মোক্তর: মিটারবিষয়ে। 'মোক্তানাডু পাপর মোকর্ক গমাজল।' আলগল, ১৬৮০।

মোক্তার [আ মুখতার] ১ বি কর্মকর্তা; বিচারক। 'মোক্তার তদারিক করিয়া দেখিবেক।' হালহেত, ১৭৭৩। ২ বি উকিল। 'উকিলতহইতে কখন কি আদেশ প্রকাশ হয় তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এল জন মোক্তার নিয়ত নিযুক্ত করিতে হয়।' দর্পণ, ১৮০৩।

মোক্তারকার [আ মুখতার+ফা কা] ১ বি বিচারক; কর্মকর্তা। 'মোক্তারকারকে খবর পিখিবা।' হালহেত, ১৭৭৩। ২ বি কর্তৃপক্ষ। 'মাফ কাবার কাগল ... কলিকাতার মোক্তারকারের দিকট পাঠিয়া।' হালহেত, ১৭৭৩।

মোক্তারনামা [আ মুখতার+ফা নামায়া] বি মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদানের দলিল। 'হেজর সাহেবকে কত্র মোক্তারনামা দেন।' দর্পণ, ১৮০৮।

মোক্তারি, মোক্তারী [আ মুখতার+] বি মোক্তরের কাজ। 'সোফান তুলে দিয়ে এবার জেলার মোক্তারীতে বেরোও।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'মোক্তারি।' বিদ্যা, ১৮৯১; 'নিবটবটী লহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মোক্তিয়ার [আ মুখতার] বি মোক্তার। 'সে মোকদ্দমারও মোক্তিয়ার এ তিন জন।' দর্পণ, ১৮২০।

মোক^১ [স মুখা] বিণ প্রধান; শ্রেষ্ঠ। 'ডাক দিয়া মোক মোক গোআলাকে আনি।' মালগধর, ১৫০০।

মোক^২ [স] ১ বি মুক্তি। 'সুখ মোকদ্দাতা তুমিত গ্রীহরি।' মালগধর, ১৫০০। ২ বি সংসার বন্ধ থেকে মুক্তি। 'ধর্ম অর্থ কাম মোক কিছু নাহি চাই।' গিরিশ, ১৮৮৭।

মোক^৩ [স] বি বড়ো হওয়ার পথ বা লক্ষ্য। 'জ্ঞানসৌন্দর্যের যেকটা মোক^৩।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মোকদ্দাতা [স] বিণ মুক্তিদাতা। 'সুখ মোকদ্দাতা তুমিত গ্রীহরি।' মালগধর, ১৫০০।

মোকদ্দাম [স] বি মুক্তির স্থান। 'অন্তে দিলে মোকদ্দাম তারক রামের

নাম।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

মোকপান [স] বি মুক্ত অস্থান। 'বিনাশিকাজনা আনোৎপত্তি এবং তৎকৃত্যে সোকার মোকপান প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনা রহিয়াছে।' কৌমুদী, ১৮৩০।

মোকপ্রতিপাদক [স] বিণ মুক্তিদাতা। 'এই ছির করিয়া মোকপ্রতিপাদক তৎকর্মের বীজরূপ আত্মজ্ঞানের আরোপণ করিলেন।' মুদ্রাভর, ১৮১০।

মোকবাহা [স] বি মুক্তি লাভের ইচ্ছা। 'তার মধ্য মোকবাহা কৈতব প্রধান বাহা হৈতে কৃত্তান্তি হয় অন্তর্ধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মোকদাউ [স] বি মুক্তি অর্জন। 'উপমার লেসবুনি দিয়ে মাসুদের মোকদাউ হবে না।' নজরুল, ১৯৩১।

মোকশান্ন [স] বি মুক্তিবিষয়ক শাস্ত্র। 'যাকে আমরা মোকশান্ন বলি।' প্রমথ, ১৯২০।

মোকস্থান [স] বি গন্তব্য। 'মোকস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎকর্ষের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মোকভিলাসী [স] বিণ নির্বাণ আকাঙ্ক্ষী। 'এই চরিত্রকার সন্ন্যাসী মোকভিলাসী।' অক্ষর, ১৮৫০।

মোক্খ [স] বিণ সাংঘাতিক। 'সেই মোক্খম প্রান।' শিবরাম, ১৯৫০।

মোখ^১ [স মোখা] বি মোখ। 'পরম মোখ লবণ মুহিতবা।' চর্যা ১১, ১২০০।

মোখ^২ [স মুখ] বি মুখ। 'শেষর রহস্য কথা মোখত বসিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোখতসর [আ মুখতসর] বিণ সঞ্চিত। 'আজিকে আলাপ মোখতসর।' নজরুল, ১৯২৮।

মোখতাসর [আ মুখতসর] বিণ সঞ্চিত। 'বাংলা ডাঘার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখতাসর ভাবে উল্লেখ করেছিলাম।' হাফেজত, ১৯৪৯।

মোখফি [আ মুকাবা] বিণ নিম্নমানের। 'তুমি একজন মোখফি কবি।' নজরুল, ১৯২৭।

মোখদিম [আ মুকদ্দম] বি দলনেতা। 'মোখদিম মতল যজ্ঞত আলাপশে।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

মোশির সর্ব আমাদের। 'এই গুরুত্বের বোটারমো সৌলভেই মোশির পৌচঘর এত ফেঁপে ওয়াজেত।' মাইকেল, ১৮৬০।

মোশিল [তু মোশল] ১ বি মধ্য এশিয়ার নৃগোষ্ঠীবিষয়ে। 'মোরসানী মোশল পাঠান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি স্রাস্টী আকবরের বংশধারী; মুঘল। 'দুদায়া মোশল তাহে সৌভাড়া করিল।' ভারত, ১৭৬০।

মোশলখটা [তু মোশল+ন খটা] বিণ মোশলদের বেশধারী। 'তুরানি মোশলখটা টাপ দাড়ি যেটাকটা।' রামহরাদ, ১৭৮০।

মোশলরাজ [তু মোশল+স রাজ] বিণ মোশল স্রাস্টী। 'কী মমতা হে মোশলরাজ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

মোগলাই [তু মোঘল+] ১ বিণ মোঘলদের মধ্যে প্রচলিত। 'মরেশা, মোগলাই, আমাদা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ মোগল আমলের। 'দেবী, বিদেশী ভৈল চিত্র, জলরঙ ... মোগলাই, রাবীন্দ্রিক ...।' ব্রহ্মবল, ১৯৩৬।

মোগলাই খানা [তু মোঘল+হি খানা] বি মোঘলদের নামে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত খাদ্যাদি। 'আমার পাচকাটকে ডাকিয়া ...'

মোগলাই পরোটা

রীতিমত মোগলাই খানা হকুম করিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মোগলাই পরোটা [তু মোঘল+ই পরোটা] বি মোগলদের রীতিতে তৈরি পরোটা। '... সঙ্গে হুদ রেখে মোগলাই পরোটা।' অচিন্তা, ১৯৫০।

মোগলাই [তু মোঘল+স ইয়া] বিণ মোগলদের মধ্যে প্রচলিত। 'মোগলাই হাঁকের নল হাতে চেয়ে বসা আতরের বেশধর ছড়ানো ...।' কাশ্যর, ১৯৬৫।

মোগল [স মসল] ১ বি মসল; তত। 'মোগল করিল কার্জ লগ্ন সিং করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য বা পালা গান। 'নানা বাদ্য মোগল সুনিতে সুললীত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোগলায় [ই মোগল+স ইয়া] বিণ মোগলায় জাতির মতো। 'তাহাদিসের শারীরিক গঠন মোগলায়।' বক্রিম, ১৮৯২।

মোচ ১ বি সলু আপা। 'চড়ক পাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেকে মাথায় ঘি কলা দিয়ে বাড়া করা হয়েছে।' হেতম, ১৮৬১। ২ বি শৌক। 'কুন্দের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

মোচল [স মুচল] বি বিদ্যাব্যবশেষ। 'অবুলে ঘুরুর বাজে বাজায় মোচল।' ভারত, ১৭৬০।

মোচড় ১ বি মুচ পরিবর্তন। 'সূরের মোচড়তোলা কানে এসে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি শাক। 'ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি তেয়ার প্রাণে খিঁচণ বেজে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি তীব্র বেদনার অনুভূতি। 'মোচড় ঘেন দিত বুকো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মোচড় দেওয়া কি তীব্র বেদনার অনুভূতি হওয়া। 'বকে তাদের মোচড় দিত বরোখা সব খুলে যেত কদম-বাতারনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মোচড়া-মুচড়ি বি গড়াপিড়ি। 'রাতায় তয়ে পড়ে মোচড়া-মুচড়ি দিচ্ছে একটি আহত হেলে।' মানিক, ১৯৭৭।

মোচড়া, মোচলা কি বার বার পাকানো। মোচড়িয়া ১ কি মোচড় দিয়ে। 'কুহিতে পেলিল সব ঘাড় মোচড়িয়া।' সুলতান, ১৭০০। ২ কি পাকিয়ে। 'মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাপে অশ।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। মোচড়ে কি পাকায়। 'সমানে মোচড়ে দাড়ি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। মোচলামো কি মোচড়ায়; পাকায়। 'নাক মোচলামো তার উপাড়িল দাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মোচড়ানো কি ঘুড়ানো। 'পঁচকে, বহর ছয়কের হবে, বসে হালের কান মোচড়াচ্ছে।' মণীশ, ১৯৬৩।

মোচন [স] ১ বি মুক্ত করা। 'আপনার কর পাপ সাগরে মোচন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পরিগ্রহ। 'ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সৃষ্টি। 'প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাও মোচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি মোছা। 'মহারাজা রান করিয়া সিংহাসনের উপর গাত্র মোচন করিতেছিলেন।' রামায়ণ, ১৮০১। ৫ বি দূরীকরণ। 'জননীর অরুণপাত কর রে মোচন।' গুণ, ১৮৫৮।

মোচন করা বি খোলা; উন্মোচন করা। 'উঠে যার পূজারী যার করহ মোচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মোচলমান হ্র মুসলমান

মোচা [স মোচক] বি কলার মঞ্জরী। 'প্রভু যার নিত্য লয় খোড় মোচা

ফল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'চুপড়ি ভরিয়া দিল কদলির মোচা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মোচাঘট বি মোচার তরকারি। 'মোচাঘট দুচ্ছন্দ্যায় সকল গ্রন্থর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

মোচাচেচকি বি তরকারিবিশেষ; কলার মোচার ব্যঞ্জনবিশেষ। 'আজ যা করনে মা মোচাচেচকি/ বাবুর কপালে নেই কালিয়ে।' অমৃত, ১৯০০

মোচার খোল বি কলার মঞ্জরীর লখাটে গোলাকৃতির আবরণ। 'চিটিটি মোচার খোলের মতো আমার বুকুর ওপর আছড়ি খেতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

মোচার খোলা বি কলার মঞ্জরীর লখাটে গোলাকৃতির আবরণ। 'সুদ্র তরীখানি ... ছোট মোচার খোলা খেন।' শরৎ, ১৯১৭।

মোচার ঘট বি কলার মোচার এক রকমের রান্না-করা তরকারি। 'মোচার ঘট বানাতো সে/ সবার চেয়ে কেঁজে বউ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মোচা বি গলদা চিহ্নি। 'গলদা চিহ্নি মাছ নাম যার মোচা।' গুণ, ১৮৫৮।

মোচো [ও মুচস] বি এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। 'ঢোল, বেহালা, ফুলট, মোচো ও সেতারের রং ও সং বাজসো।' হেতম, ১৮৬১।

মোচ্ছ [স মুচ্ছসব] বি মহচ্ছসব। 'তোমার আশ্রমে আচ্ছ মোচ্ছব।' মীনকুমার, ১৮৭২।

মোচ্ছন [স মোচ্ছন] বি মোছা। গুণী, ১৭৮৫।

মোচ্ছমান হ্র মুসলমান

মোছালা বি গালিবিশেষ। 'মোছালা, মোছা, যবন, নেড়ে, মায়া প্রভৃতি।' এলসলাম, ১৯১৯।

মোছলেকা [তু মুচলকা] বি শর্ত মানার এবং না মানলে আইনগতভাবে দণ্ডভোগ করার লিখিত অঙ্গীকারপত্র। 'পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েছে।' হেতম, ১৮৬১। হ্র মুচলেকা

মোছলেম হ্র মুসলিম

মোছা [আ মাসাহ] ১ কি মুছে ফেলা। 'কত কান্দ নেতে মোছ লোহে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি পরিহার করা। 'সেটিও সেই সর্ব-পাবক-আলম দিয়ে মোছা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ কি তরকানো। 'ভাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ কি ফুলে যাওয়া। 'যত্নের সমিল শব্দে তোমাকে মুছেছি, স্নিগ্ধতমা।' মাহমুদ, ১৯৬৩। মোছ কি মুছে ফেলা। 'কত কান্দ নেতে মোছ লোহে।' বড়ু, ১৪৫০। মোছা কি মুছলো। 'বদন মোছা পরচর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মোছাহেব [আ মুসাহিব] বি মোসাহেব; তোশামুদে লোক। 'মোছাহেবদিককে বাপানে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

মোজরা [আ মুজরা] বি নৃত্যগীতের আসর। 'প্রেমের পাপীর এ-মোজরায়।' নজরুল, ১৯২৮।

মোজহাব [কা] বি ধর্মীয় পথ। 'নবীর মোজহাবে যেই হইছে হালাল।' আলগুণ, ১৬৮০।

মোজা [কা] ১ বি গোড় তোলা জুতা। 'মোজা পানএক জিন নিরময়ে অনুদিন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি পায়ের পাতা ঢাকার আবরণ। 'মোজা কশা পরিলে জরদ অতি ভাল।' আলগুণ, ১৬৮০।

মোজার কাঁটা বি ঘোড়সওয়ারের জুতার কাঁটা। মাদোএল, ১৭৪৩।

মোজাইক, মোজারিক [হি] বি বিভিন্ন রঙের পাথরের টুকরা জোড়া দিয়ে তৈরি যন্ত্রের মেঝের সূক্ষ্ম আভরণ। 'ব্রাজাজে গেল কালাকার আজ রুপালি, সোনালি মোজারিক।' জীবন, ১৯৩০।

মোজামেন্দ [আ মুজামিন্দ] বি কুনস্কারের সরিয়ে ধর্মে আশ্রয়িত করে যে। 'আজও ইসলাম আছে বেঁচে তোমানেরই বয়ে, মোজামেন্দ।' নজরুল, ১৯২৯।

মোজাহিম, মুজাহিম [আ] বি বায়াজানকারী। 'জনি কলিকাতা জাইতে উদ্যতো হর তবে খুব মোজাহেম হইবা ...।' হালহেত, ১৭৭৩।

মোজাহেদ [আ মুজাহিদ] বি বীর সৈনিক। 'মোহলেম মোজাহেদের কাজ হইতেছে ...।' আজান, ১৯৪২।

মোজেজা [আ মুজিজাহ] বি অসৌকর্য ঘটনা। 'মোজেজা কি মুকেন আপনায়?' পাপা, ১৯৭১।

মোট [হি] বি বোকা। 'আরেশার মন্দিরে শিলার দিব্য মোট।' সুলতান, ১৭০০।

মোটবাট বি পৌলটা-পুটলি। 'মোটবাট লইয়া ... রেল স্টেশনের দিকে চলিয়া যায়।' মানিক, ১৯৩৬। 'ভারী মোটবাট নাড়াচাড়া।' মানিক, ১৯৩৭।

মোটবওয়া বি মোট বহন করে এমন। 'বার্ণের মোটবওয়া গোলামবুদ্দি, মুক্ত নিরঞ্জন প্রভৃতি নন।' মোতাহের, ১৯৫০।

মোটবশি [হি মোট+বশি] বি মোটাবাট। 'মোটবশি জ্বরে মরিত সুপারি ... ইত্যাদি এ সকল প্রবোয় মানুষ আশ্রয়িত কালে মহাজনেরা দিয়েছে।' চন্দ্রিকা, ১৯৩১।

মোটবহর বি অনেক প্রবোয় একত্র সমাবেশ। 'ধর্ম্ম কই, কাপড় কই, মোটবহর কই।' মানিক, ১৯৩৬।

মোটবাহী বি ভারবাহী। 'মোটবাহী ও বারীবাহী অসংখ্য হোটোবাড়ো নৌকা।' মানিক, ১৯৩৬।

মোট [স সমষ্টি] ১ বি সমষ্টি। 'এবানি মোটের উপরে ভারি রকমের তরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে।' বক্রিম, ১৮৭৫। ২ বি আসল। 'মোট কথা এইটুকু জানা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মোটকথা [মোট+স কথা] বি সার কথা। 'মোটকথা এই যে, যদিচ রকম নুন কম হইত না ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মোটমাট ১ বি সারকথা। 'পুলিসে পাঠাতে চায় নন মোটমাট।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রিয়ণ মোটামুটি: প্রায়। 'গোহাঙ্গ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোপাড়-জোপাড়।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ৩ ক্রিয়ণ সর্বসাক্ষ্যে। 'মোটমাট সব কিছুতে মিলে সারা বছরের খোয়াক আর নুন কাপড়ের ধরটাই হবে না।' মাহেন্দ, ১৯৪৯।

মোটসভ্য [মোট+স সভ্য] বি প্রকৃত সভ্য। 'বঙ্গসভ্যের উপর যদি এক মোটসভ্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তা হলে বহু ঋণ মিথ্যার উপর ...।' গ্রন্থ, ১৯১৪।

মোট ১ ক্রিয়ণ আনো; একটুও। 'মোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'তোমরা বোমহয় বিবাস এটা করছ নাকো মোটেই।' হিজ্রত, ১৯১২। ২ ক্রিয়ণ সবেমার। 'রাত মোটে দশটা।' জীবন, ১৯৩২।

মোটের উপর ১ ক্রিয়ণ সব মিলে। 'এবানি মোটের উপরে ভারি রকমের তরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে।' বক্রিম, ১৮৭৫। 'তা'হা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।' রবীন্দ্র,

১৮৯১। ২ ক্রিয়ণ সবমিলিয়ে। 'মোটের ওপর হয়ে উঠল না।' জীবন, ১৯৩০।

মোটকা বি মোটা শোক। 'যত মোটকা মিলে বাগাও সেবি পটকা পিলে।' নজরুল, ১৯২৬।

মোটর [হি যটর] বি ভালবিশেষ। 'বাজা মোটর।' সীনবতু, ১৮৬৬।

মোটর [হি] ১ বি মোটর গাড়ি; যন্ত্রচালিত গাড়ি। 'বাপ স্বয়ং মোটর হাকিরে চলেন।' রবীন্দ্র, ১৯২১। 'মোটর গাড়ীতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরায়ে।' রোকেয়া, ১৯২২। ২ বি এঞ্জিন; বিদ্যুৎ অথবা জ্বালানী-চালিত যন্ত্র বা দিয়ে অন্য কোনো বস্তুে যন্ত্র চালনা করা হয়। 'তার এনোপ্রেনের মোটর আছে হাতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি মোটরচালিত। 'মোটর বাস ভর্তি করে চলছে সব ছুটিসজোপার দল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মোটরকার [হি] বি মোটর গাড়ি। 'আমাদের মোটরকার আছে।' রোকেয়া, ১৯২১। 'মোটরকার থাক্কা মরিয়া অচ্ছে যায়।' নজরুল, ১৯৪১।

মোটরগাড়ি, মারিগাড়ি [হি মোটর+গাড়ি] বি মোটর ইঞ্জিন চালিত গাড়ি। 'এই শক্তির বলে ট্রাম-গাড়ী, মোটর-গাড়ী প্রভৃতি স্থলযান ... পরিচালিত হইতেছে।' অক্ষর, ১৮৫৪। 'আর তাকো নর মোটরগাড়ির ঘোর বেলুয়া হাঁক সেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির থাকা লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মোটরচাকা [হি মোটর+চাকা] বি মোটর গাড়ির চাকা। 'পশ্চাসনের গড়ে দেবী লাগান মোটরচাকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মোটরজ্ঞান [হি মোটর+স জ্ঞান] বি মোটরগাড়ি চলাচলের নিয়মানুসং। 'হিল না তার মোটরজ্ঞান।' অনুরা, ১৯৭১।

মোটরবাস [হি] বি যন্ত্রচালিত বাস। 'মোটরবাস ধরিয়া গয়ায় আসিবি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

মোটরবিহারী [হি মোটর+স বিহারী] বি মোটরগাড়িতে চলাকেরা করে এমন। 'মোটরবিহারী দিল্লীওয়ালা কি শিখ কি সগুদাগরী কোনও ইতুলেই কোনও দিন পড়েনি।' সবুজ, ১৯২০।

মোটরলগ [হি] বি যন্ত্রচালিত জলযান। 'মোটরলগে করিয়া জলে ডাকমান ভেলায় ...।' মনসুর, ১৯০৫। 'ময়েকে নিয়ে মোটরলগে করে উগিহিত হল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মোটর লরী [হি] বি মোটর ট্রাক। 'রেলগড়ে, ট্রামগড়ে, স্টীমার, এনোপ্রেন, মোটর লরী ...।' রোকেয়া, ১৯২১।

মোটর-সাইকেল [হি] বি ইঞ্জিন-চালিত দুই চাকার গাড়িবিশেষ। 'বাইরে শোনা গেল মোটর-সাইকেলের আওয়াজ।' মাহেন্দ, ১৯৪৯।

মোটরি বি অলকার বিশেষ। 'এই মোটরি বা গোলাপের আন্তরিক অর্পিত যখন দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

মোট ১ বি বস্তু। 'ওরী, ১৭৮৫: 'কৈমানিক এর হয়তো একটা মোটা কৈমিকত দেবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি মাহেল। 'কালকে, ১৭৮৭: 'পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ বি স্তোত্র। 'বুদ্ধি মোটা, টিকি কাটা।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ বি অনাড়ম্বর। 'পার্সে মোটা ঢালান সাধারণ ছিল।' রায়, ১৮৭৪। ৫ বি স্থল। 'যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সভ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বি ক্ষুদ্রতা। 'যদি মোটা করিয়া বসি যে, এবং এক লাইনে চোম্কাট করিয়া অক্ষর থাকিলে তাকে পদ্য বলে তবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৭ বি সর্ববীকৃত। 'সেগতি এত জাক্জম্যান মোটা

সত্য কথা যে ...।' সপ্তপাত, ১৯২৮। ৮ বিপ ভাৱী। 'মকরমুখো মোটা দুই বালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৯ বিপ পরিমাণে বেশি। 'যাঁর মাথা এত মোটা হবে, তার বেতনও অনুপাতে তত মোটা হবে।' মনসুর, ১৯৩৫। ১০ বিপ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। 'একটা মোটা চাকুরীয়া ব্যবস্থা ...।' আজাদ, ১৯৪৭।

মোটাক্ষা বি অতিব্যবহৃত কথা। 'একটা হাতের কাছের মোটাক্ষা চোখ এড়িয়ে গেছে।' সবুজ, ১৯২০।

মোটাক্ষার বি বড়ো ব্যবসা। 'হাটে বাজারে মোটা-কারবার করিতে পারে।' আজাদ, ১৯৩৯।

মোটাক্ষোহের বিপ বড়ো ধরনের। 'তবু মোটাক্ষোহের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থলদৃষ্টি এড়ায় না।' অন্নদা, ১৯২৯।

মোটাক্ষোটা বিপ মোটাক্ষোটা; হুটপুট। 'দিকি মোটাক্ষোটা চৰ্ছিদার জিনিষ বাখাইয়া, কোরমা, কালিয়া, কবাবে পেট পুরিয়া থাকি।' মশাররফ, ১৮৮৯।

মোটাক্ষা বিপ হুটপুট। 'মোটাক্ষা লোক।' মনসুর, ১৯৫৫।

মোটাক্ষ-বুদ্ধি [মোটাক্ষ+বুদ্ধি] বিপ স্থূল বা ভোতা বুদ্ধিসম্পন্ন। 'ছাত্রটি কিছু মোটাক্ষবুদ্ধি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

মোটাক্ষিসম্পন্ন বিপ ভোতাবুদ্ধিবিশিষ্ট। 'এই কথাটা ... মোটাক্ষিসম্পন্ন লোকও বুঝিতে পারেন।' বৃন্দাবন, ১৯৩৬।

মোটাক্ষা মহিলা বি বড়ো অঙ্কের বেতন। 'মোটাক্ষা মহিলা বা জোয়ার কুমারের কোনো ধার ধরিতেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

মোটাক্ষমুটি, মোটাক্ষমুটা ১ ক্রিবিপ স্থূল হিসেবে। 'এই হেতু মোটাক্ষমুটি গুণ যাই গেয়ে।' তত্ত্ব, ১৮৫৮; 'যে রকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটাক্ষমুটি তাহার উপরেই ...।' সবুজ, ১৯১৭। ২ বিপ কামবলি। 'তা প্রায় আশাখাদি, মোটাক্ষমুটি গোন্ধামিলন-দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ ক্রিবিপ এক কথায়। মোটাক্ষমুটি - আঙ্গকালকার মেয়েস্বামী কেউ নয় সেকালের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

মোটাক্ষমুটিভাবে ক্রিবিপ সাধারণভাবে। 'লোকের মতো মোটাক্ষমুটিভাবে এমন একটা কুলশত ঐক্য আছে।' ওয়াজেদ, ১৯৪০।

মোটাক্ষ মোটা বিপ স্থূল। 'বড় বড় কথার মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'বড়ো বড়ো গোলা আর মোটা মোটা পেট বোঝাক ফাঁসিয়ে দেবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মোটাক্ষরকম [হি মোটাক্ষ+আ রকম] বিপ পরিমাণে বেশি। 'একটু মোটারকম পথচরক দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

মোটাক্ষোটা [হি মোটাক্ষ+] বিপ স্থূলকায়। 'দেখিতে তিনিতে মোটাক্ষোটা, গোলগাল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মোটাক্ষ হাত বি অদ্ভুত হাত। 'গড়ন-গিটনটা কেমন যেন মোটাক্ষ হাতের।' ভাৱা, ১৯৪৬।

মোটাক্ষ-হিসাব [হি মোটাক্ষ+আ হিসাব] বি স্থূল চিন্তা। 'তাহারা মোটাক্ষ-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মোটাক্ষোনা ক্রি মোটা হয়ে ওঠা। 'উদরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাক্ষোনা ফুলাইয়া উঠিতেছে না।' নজরুল, ১৯৩১।

মোটাক্ষ [স মুকুট] বি মুকুট। 'সোনার মোটাক্ষ দিল শোভন মাথায়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মোটাক্ষিড [স মর্দিত] ক্রি মর্দন করি। 'একবারে দৃঢ় বাখোড় মোড়িড।'

চর্যা ৯, ১২০০।

মোড় [স মুণ্ড] বি বাক। 'রাত্রার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মোড়োলগিরি করি।' হুতোম, ১৮৬১; 'গলির মোড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

মোড়গুয়াল বিপ বাকমূল। 'অজ্ঞান মোড়গুয়াল প্যাচালো কোনো রাত্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে।' হাসান, ১৯৪৭।

মোড় নেওয়া ক্রি বাক বোরা। 'সে-গলিতেই মোড় নিল।' ওয়াশী, ১৯৪২।

মোড় পরিবর্তন বি পরিবর্তিত পরিবর্তন। 'ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের পালা চলছে।' গাঙ্গা, ১৯৭১।

মোড় ফেরা ক্রি পরিবর্তন হওয়া। 'সেনাগণ ডান দিকে মোড় ফিরিল।' নজরুল, ১৯২২; 'আমাদের সাহিত্যের গতি মোড় ফিরতে বাধ্য।' মাহেনত্ত, ১৯৪৯।

মোড়ক বি পুরিয়া; প্যাকেট। 'পঁচিশ মোহের ভাল মোড়ক করিল।' ভবানী, ১৮২৫।

মোড়টা বি বিয়ে বাবদ ত্তক। 'ডেলা সেলামী ও মোড়টা ৫০ টাকা।' দর্পণ, ১৮২৫।

মোড়াল [স মতাল] ১ বি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। 'ঐ চোটেই দুই মোড়াল গাঁহাড়া হয়।' নীলবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি নেতা। 'সে লোকটা নিকারিসের মোড়াল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

মোড়ালগিরি মোড়ালগিরী [স মোড়াল+গিরি] বি অবস্থিত কর্তৃত্ব। 'রাত্রার মোড়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার মোড়ালগিরি করি।' হুতোম, ১৮৬১; 'তোমারাত পাড়ার পাড়ার মোড়ালগিরি করে বেড়াও।' মনিকন্ত, ১৯৪৯।

মোড়ালনি বি ক্রী গোত্রের প্রধান। 'বেদি মোড়ালনির নাম তনিসনি?' মণীশ, ১৯৫৭।

মোড়ালি, মোড়ালী ১ বি মোড়ালগিরি। 'গায়ে পড়িয়া মোড়ালি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি ক্রী অনাবশ্যক বা অবস্থিত কর্তৃত্ব। 'স্থূল-কসেজের মোড়ালি করা ...।' প্রমথ, ১৯১৮; 'কোনো বিদেশীরা মোড়ালী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।' নজরুল, ১৯২২।

মোড়া [স মর্দিত] ক্রি মোচড় দেওয়া; ফেরানো। মোড়বি ক্রি ফিরাবে। 'লহ লহ হাসি হাসি মুহ মুখ মোড়বি দসন দেখাওব হাসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। মোড়াইয়া ক্রি মুড়িয়ে ঢেকে। 'বিদ মোড়াইয়া গো রাখিবে বামহাথে।' মুকুন্দ, ১৬০০। মোড়িখ ক্রি ভাঙা হলো। 'পাপ পুণ্য বেশি ভিড়িখ সিকল মোড়িখ স্খাটানো।' চর্যা ১৬, ১২০০। মোড়িখী ক্রি মর্দিত করে। 'বাহ মোর মোড়িখী বলয় সব ভাগিলেক।' বটু, ১৪৫০। 'মোড়িখী মোচড় সেয়ে।' গাঙ্গ মোড়িখী কাহাঙ্কি আলস্য কারণে।' বটু, ১৪৫০।

মোড়া [স মুচন] ১ বি মোচড়। 'পাণ্ডানি মোড়া দিয়া উঠে রাখে চান্দমুখ চাই।' মর্জুজা, ১৭৫০। ২ বিপ মোড়ানো। 'চারি কোনা চান্দুরির কিনারা পিতল দিয়া মোড়া।' কালগণ, ১৮০০; 'হস্তেতে ক্ষুরের ভাঁড়ি খেঁররা কাপড় মোড়া আছে।' ভবানী, ১৮২৩। ৩ বিপ আবৃত। 'মোজের সর্বান কাপেট দিয়ে মোড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

মোড়া ঘরি বি মোড়ামুড়ি। 'লড়িতে না পারে নাগে মোড়া ঘরি খায়।' বিজয়, ১৬৫০।

মোড়ামুড়ি বি মুম্বত অবস্থায় এদিক-সেদিক করা। 'মানোএল,

১৭৪৩।

মোড়ামোড়ি বি করলেন। 'হাত মোড়ামোড়ি সার।' সুলতান, ১৭৫০।

মোড়ী [স মজ] বি বাঁশ, বেত ও দড়ি দিয়ে তৈরি টুলজাতীয় আসনবিশেষ। 'তাহাকে দরজার মোড়র উপরে বসাইয়া ভুরায় বিবির মাতাকে সমাচার দিলেন।' তরানী, ১৮২৮; 'একটি ছোট বেতের মোড়ার উপর।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

মোড়ান [স মর্দিত] বি মোচড় নেওয়া; ফেরানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

মোড়াসা [হি মোড়] বি পাগড়িবিশেষ। 'চাপকান পাজামা, পাসোষ, পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, ঢাকা বালা ইত্যাদি।' তরানী, ১৮২৫।

মোড়ী [স মজ] বি ছানা দিয়ে তৈরি মিটারবিশেষ; মজ। 'যখা, মোগা মুচি মনোহরা রসকরা কীরপুলি কীরপোরা বালামতকী বালাম নেওয়া।' তরানী, ১৮২৮।

মোত [স মজ] ক্রিণ অন্য়ায়ী; মতো। 'তজবিজমোত ৫ পাছ টাকা তোমার পর হইল।' হালহেড, ১৭৭২।

মোতগুয়াট্রি [আ] ক্রিণ ধর্মীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। 'মোতগুয়াট্রি সওদাগর হাক্কি সাহেবকে যদি বোনো এক-দিনের জন্যও এ দেশের বাদশা বানাইয়া দিতেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

মোতগুয়াট্রী [আ] বি দানব প্রভিচানের তত্ত্বাবধায়ক। 'অধিকার আর মোতগুয়াট্রী পরিবারের বিলাস-বাসনে ... অপব্যয়িত হইয়া যায়।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

মোতাজেলা [আ মুজাফা] বি মুসলিম মুক্তিবানী ক্ষেত্রাদায়বিশেষ। 'মরহুম, মোতাজেলা, হাক্কী, মারেকী প্রভৃতি ... মনসুর, ১৯২২।

মোতাবেক [আ] ক্রিণ অন্য়ায়ী। 'মোতাবেক ওরা খিওল আওয়াল ... সতর দিন স্থির হয়।' প্রতাপক, ১৮৯১।

মোতায়েন [আ মুতায়রিন] ১ বিণ পাহারায়ত। 'রায়েলা ... বরকন্দাজ মোতায়েন নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।' হুজাম, ১৮৬১। ২ বিণ নিমুক্ত। 'লাগ্রিয়াল মোতায়েন করে আসে।' বিজুতি, ১৯৩৮; 'অশ্বতর তাদের জন্যে স্টেশনে মোতায়েন রাখা হবে।' শিবরাম, ১৯৭০।

মোতাইন [আ মুতায়রিন] বিণ মোতায়েন; নিমুক্ত। 'দুই ধানার দারগা মোতাইন করিলেন।' মশাররক, ১৮৮০।

মোতালক [আ মুত'আলিক] ১ বি সলগ্ন। 'জমিদারির মোতালক মজাপুর মোকাম।' ক্যালগে, ১৭৮৯। ২ বি সখরী। 'কৌলদারী মোতালকের মজীর।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

মোতি, মোতী [স মৌক্তিক] বি মুক্ত। 'চক চকুজি নাসিকা দালিত ঝলকে বেনর মোতি।' জালাল, ১৬৮০; ওর্গা, ১৭৮৫; 'মাইসোরের পহনা হিয়াতে মোতিতে পান্নাতে চুপিতে।' জালালগে, ১৮০০।

মোতিমবন্ধ বি মুক্তাচহ্ন। 'মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মোতিমহল [মোতি+আ মহল] বি মুক্তাষোচিত মহল। 'মোতিমহলের বানী।' প্রবল, ১৯২৭।

মোতিহার, মোতীহার [মোতি+স হার] বি মুক্তার মালা। ক্যালগে, ১৭৮৪; 'মোতিহার সম হাথিয়ার দোলে।' নজরুল, ১৯২৮।

মোতিচুর [স মৌক্তিক-চু] বি মুক্তার ন্যায় দানাবিশিষ্ট মিটারবিশেষ।

'প্রত্যহ মোতিচুর পক্কায় এবং বিবিধ সুবাসা সেখানে নেওয়া হতো।' মহাশেতা, ১৯৫৬। দ্র মতিচুর

মোতিয়া বি বেল ফুল জাতীয় ফুল। 'পাপিয়া সে গায়ে মোতিয়ার ফুঁড়ি সনে মোতি।' নেতেশ্বর, ১৯১১।

মোতিয়াবেল বি বেল ফুলশ্রেণীর ফুল। 'সন্ধ্যায় মোতিয়াবেল, ছুঁই ও চামেলির মালা হাতে, গন্ধদ্রব্য কিলে প্রসাধন করা রেওয়াজ।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

মোত্তাকী [আ মুত্তাকী] বি ধর্মিত। 'জারানামাজের মাদুরে তোমার মধু করে মোত্তাকী।' কবরুল, ১৯৪৬।

মোথড়া [হি ভোঁধরা] বি জোয়ালের ঠিককার। 'গোথালী ব্যক্তিগো বাসুকী দড়া গিরি করিলে গোথালী মোথড়া।' বড়, ১৪৫০।

মোদক [স] ১ বি মোয়া। 'কর্ত্তি কট্টন মোদক উপরে মাথিয়া গুড়। কন্যাকলস বিধে পুরাইয়া উপরে মুখক পুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ময়রা। 'মোদক প্রদান রামা করে চিনি কারখান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মোদা ক্রি আদোদিত হওয়া। 'প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিন্দয় মানিয়া।' মাইকেল, ১৮৬০।

মোদাম [আ] বিণ সর্বদা। 'আর তালেবের সাথে ঝগড়া মোদাম।' গরীব, ১৭৬৫।

মোদারয়েজ [আ] বি শিক্ষার্থী। '... মাদ্রাসার কোন মোদারয়েরেছ মৃত্যু হয়।' মুফাজ্জিন, ১৯৩২।

মোদিত [স] ১ বিণ আনন্দিত। 'কুলিশ কতশত শব্দে মোদিত মৌর নাচত মতিয়া।' শেখর, ১৬০০। ২ বিণ সুমতি। 'কিরে এসো বন-মোদিত ফুলবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

মদুক [স মদু] বিণ তজাল। 'জোহেলি মদু ফুলি মদুক নয়ন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

মোদো [স মদ] বিণ মদের মতো; নেণা-শাণা। 'আমার মোদো রক্ত গঞ্জিয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

মোদো [আ মুদায়া] বি তাৎপর্ষ। 'যদি সে কথা তার/ কোনো মানে-মোদায়/ হয়তো ধরে না ধার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

মোদো কথা [আ মুদায়া+স কথা] বি আসল কথা। 'যা হোক, মোদো কথাটা হচ্ছে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মোন, মোশ [আ মন] বি ৪০ সের গুজন। 'এক মোন চাউল অনিয়াছেন হতনে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'এক বান দশ বার মোশ পাণর পড়়ে হিলো।' হুজাম, ১৮৬১।

মোনজোশ [স মনোযো] বি অভিবিশেষ। 'তজবিজ তনখাত হামেসা মোনজোশ করিয়া করিব।' ওর্গা, ১৭৮২।

মোনস্ত [স মনস্ত] বিণ মনস্ত; সংকল্পিত। 'মহাশয়ের ইহাই কতব্য যোষজা মনস্তয়ের একস্ত মোনস্ত আবে।' ওর্গা, ১৭৭৬।

মোনো [স মন] বি চৈকিতে সলগ্ন মুফল। 'আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মোকামেরি।' জরত, ১৭৬০।

মোনোজাত [আ মুনাজাত] বি প্রার্থনা। 'মোনোজাত পড়ে শিত সারিয়া নামাজ।' গরীব, ১৭৬৫; 'দরপায় মোনাজাত করিতেছি।' জোরিল, ১৭৮০।

মোনাকেক [আ মুনাফিক] ১ বিণ ভণ্ড; কথা ও কাজে সঙ্গতি নেই এমন। 'মোনাকেক তুমি সেরা বে-দীন।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি ভণ্ডগোলক।

‘মোনাকেকের স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকট হইয়া উঠিল।’ আজাদ, ১৯৪২।

মোনাকেকি, মোনাকেকী [আ মুনাফিক>] বি প্রতারণা; মুখে এক কথা বলা আর কাজে অন্য রকম করা। ‘এই ভগ্নাশি আর মোনাকেকিই তো সর্বনাশের মূল।’ নজরুল, ১৯২২।

মোনাসিব [আ মুনাসিব] বি সীতি; ভাবনী, ১৮২৩।

মোনাসিব [আ মুনাসিব] ১ বি ইচ্ছা। ‘ভাঁহাঙ্গিরের মোনাসিব দমন করিলেন।’ দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বিণ উপযুক্ত। বিদ্যা, ১৮৯১।

মোনাসেক [আ মুনাসিব] বি পছন্দ। ‘সিগ্গড়কি শালা, তোমরা মোনাসেক না হোর কাম ছোড় নেও।’ গীনবন্ধু, ১৮৬০।

মোন্তাজর [আ মুন্তাজির] বি প্রতীকা; প্রত্যাশা। হ্যালহেড, ১৭৭৩।

মোলব [আ মুনসিব] বি মুদ্রেক; নিম্ন আদালতের বিচারক। ‘আমায়ের মোলব বাবুর এক সুমুদ্রি সাবভেণ্ডী হয়ে আইছেন।’ ইমদাদুল, ১৯২৩।

মোকত [ফা মুফতা] ক্রিবিণ বিনামূল্যে। বিদ্যা, ১৮৯১।

মোবাইল [হি] বিণ অস্থায়ী; ভ্রাম্যমান। ‘মাথো মাথো মোবাইল ঢেক বসে।’ শ্যামল, ১৯৬৭।

মোবারক [আ মুবারক] বি শুভ। ‘হেথা এস বোহা দেই মোবারক করে।’ গল্পীব, ১৭৬৫।

মোবারকবাদ [আ মুবারক+ফা বাদ] ১ বি সাধুবাদ; অভিনন্দন। ‘উচ্চাঙ্গের চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।’ রোকেয়া, ১৯২২। ‘হুঁর পরি সব গায় নাচে আজ/ দেয় মোবারক বাদ আলম।’ নজরুল, ১৯৩২। ২ বি কল্যাণ-প্রশংসা। ‘গায় মোবারকবাদ কোলো।’ নজরুল, ১৯২৮।

মোবারকবাদী [আ মুবারক+ফা বাদ>] বি শুভকর্মের সূচনালাগ্নে গাওয়া গান। ‘কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী।’ প্রমথ, ১৯৩১।

মোম [ফা] ১ বি প্যারফিন, চর্বি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পদার্থবিশেষ, যা সামান্য উষ্ণতায় গলে যায়। ‘মোম-তু অধিক সেহ হইল কোমল।’ সুলতান, ১৭০০। ২ বি মোমের বাতি। ‘মাঝরাতে মোম যারা জ্বালে।’ জীবন, ১৯৩৬।

মোমজামা [ফা মোম-জামায়া] বি মোমের প্রলেপ দেওয়া জলনিবারক বস্ত্র। বিদ্যা, ১৮৯১। ‘অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হতে পারে।’ প্রমথ, ১৯১৮।

মোমদানি [ফা মোম-দানি] বি মোম জ্বালানোর পাত্রবিশেষ। ‘ঘরের এক কোণে মোমদানিতে একটা মোম।’ নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

মোমবাতি, মোমবাড়ী [ফা মোম+বাতি] বি মোমের তৈরি বাতি। ‘মেসেরা সরাপ বাতাবি বেক সরাপ বিনিগর মোমবাতি লখন ...।’ কালাশে, ১৭৮৪। ‘মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলানী ঝাড়।’ দর্পণ, ১৮১৯। ‘১৬০টা মোমবাতি রাখা যায়।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫।

মোমবাতিরিক [ফা মোম+বাতিরিক] বি মোমবাতি তৈরি করে যে। ‘ওগাঁ, ১৭৮৫।

মোমের বাতি বি মোমবাতি। ‘যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি।’ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ১৯০৭।

মোমের ভাঙার বি মোচাক। ‘ক মোরে, কি সাদে মোমের ভাঙারে

মধু রাখিস গোপনে।’ মাইকেল, ১৮৬৬।

মোমহালি বি আর্সেনিক সালফাইড; রেড আর্সেনিক। ‘বন্ধ কারায় গন্ধক ধোয়া, আয়সি, পটাস, মোমহাল।’ নজরুল, ১৯২২।

মোমিন, মোমীন [আ মুমিন] বি প্রকৃত বিশ্বাসী; ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। ‘শাক্যেতে পাইবেন যতক মোমীন।’ গল্পীব, ১৭৬৫। ‘মোমিনগণে সেদিন তাহার পড়বে না তুল।’ জমীম, ১৯৩১।

মোমেন [আ মুমিন] ১ বিণ ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। ‘তাহাতে মোমেন লোকে যাইয়া ছাপিল।’ গল্পীব, ১৭৫০। ২ বি ইসলাম ধর্মমতে প্রকৃত বিশ্বাসী। ‘মোমেন সবাই ভাই বেদ্যার কোরান কম।’ বেনজীর, ১৯৪৫।

মোয়া [স মোদক] বি মিষ্টান্নবিশেষ। ‘কেহ দেই মোয়া জম্বু কর্কটকা ফল।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

মোয়াক্কেল [আ মুওয়াক্কিল] বি মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে উকিলের সাহায্যগ্রহণকারী। ‘উকিল অবতারে বন্ধ মোয়াক্কেল।’ বঙ্কিম, ১৮৭৪।

মোয়াজ্জিন [স মহাজন] বি মহাজন। ম্যোএল, ১৭৪৩।

মোয়াজ্জিন [আ মুয়াজ্জিন] বি (ইসলামমতে) প্রার্থনার অংশ নেওয়ার আহ্বান বাষণকারী। ‘প্রভাতী আজান দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন।’ নজরুল, ১৯২৮। ‘এখন সুবেহ সাদেক – মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন।’ রোকেয়া, ১৯৩০।

মোয়াক্কেল [আ মুয়াক্কিল] বি নৃত্যগীতসভা। ‘আমোদ প্রমোদ, মোয়াক্কেল – সোড়ের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল।’ প্যাগ্লী, ১৮৫৮।

মোয়াক্কিম [আ মুয়াক্কিম] বি ময়ূর। ‘রাধা তোর মোয়াক্কিম দেখি মাঝবন্দাবনে।’ বড়ু, ১৪৫০।

মোরহুল [স ময়ূরপুচ্ছ] বি ময়ূরের পালকের তৈরি পাখা। ‘ছর দও আড়ানী চামর মোরহুল।’ ভারত, ১৭৬০।

মোরহা [স ময়ূরপুচ্ছ] বি ময়ূরপুচ্ছ। ‘ছর দও আড়ানী চামর মোরহুল সরপেত মোরহা কলগী নিরমল।’ ভারত, ১৭৬০।

মোরহাল [হি] বি ময়ূরপুচ্ছের বাজন মাথায় ধারণকারী রাজা। ‘কেহবা হইল নবী কেহবা মোরহাল।’ গল্পীব, ১৭৬৫।

মোরণ [ফা মূরণ] বি গৃহশালিত অথবা বন্য বড়ো পান্থবিশেষ; পুরুষ কুকুট। ‘হালআল মোরণ জবাই করে।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০; ওগাঁ, ১৭৮৫।

মোরণগুটি বি মোরণের ঝুটির মতো ঘোর লাল রঙের ফুল; মোরণফুল। ‘প্রাসাদ-চূড়ো মোরণগুটি দুলছে পবনবনে।’ শক্তি, ১৯৬৫।

মোরণ পোলাও বি মোরণের মাংস সহযোগে তৈরি একধরকার পোলাও। ‘মোরণ পোলাও, বিরিয়ানি, কোরমা-কবাব, কোফত-কালিয়া ...।’ হাই, ১৯৫৮।

মোরণফুল বি মোরণের ঝুটির মতো এক প্রকার লাল রঙের ফুল। ‘মোরণফুলের মতো লাল আশুন।’ জীবন, ১৯৪২।

মোরণবলী বি মোরণের ঝুটির মতো লাল রঙের ফুল। ‘বাড়িতে ঢুকবার পথে এক কাড় মোরণবলী গাছ।’ নরেন্দ্র, ১৯৫৭।

মোরণলড়াই বি মোরণের সঙ্গে মোরণের অসংযত লড়াই। ‘কপড়া তো নয় মোরণলড়াই।’ নজরুল, ১৯৩০।

মোরণা মুরগি বি মোরণ-মুরগি। ‘বকরি ও ভেড়া ও মোরণা

মুরশী।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

মোরোশ বি মোরশ। 'বাবাজীরা চটপা ও চশমনগরের আমদানী শেষ ও মোরোশের মত ভারত ক্রাস বহু হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করে চক্রে।' হুতোম, ১৮৬১।

মোরশি [স ময়ুদাসিক] বি ময়ু-অর। 'মোরশি শীঘ্র পরহিংস সত্ত্বী গিবত গুজরী মাদী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

মোরচা [ফা] বি সরঞ্জাম। 'মোরচা বাড়িয়া লাকড়ি আন এই কালে।' গরীব, ১৭৬৫।

মোরতাদ [আ মুরতাদ] বি (ইসলাম) ধর্ম ত্যাগ করেছে যে। 'কাফের বা মোরতাদ ইহবেন না।' ইসলাম, ১৯৩৩।

মোরদা [আ মুরদা] বি মৃতদেহ; মৃত মানুষ। 'রোজ হাসরের ময়দানেতে মোরদারা সব জীবন পাবে।' জমী, ১৯৩১; 'গোরস্তানে মোরদা আনিয়া নামানে ইহল।' জমী, ১৯৬০।

মোর্দা [ফা মূর্দা] বি মৃতদেহ। 'মোর্দা দিয়া কোনো কাজই হয় নাই।' নজরুল, ১৯২২।

মোরকা [আ মুরকাহ] বি চিনির রসে জারিত ফল। বিদ্যা, ১৮৯১: 'নিমেন এই কয়খানা মোরকা আর এই হাসুগটুকু খান।' ইয়দাদুল, ১৯২০; 'চক্রান্তে মোরকাতে একান্তবাদ অত্যাচার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

মোরলা [বি একজাতীয় ছোটো মাছ: মোরলা। 'কখন পলা তাত কখন মোরলা মাছের কোল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

মোরশদ [আ মুরশিদ] বি (ইসলাম) শীর: পথদর্শক। 'কোরশিদে বসেছে বাটি গলিমে মোরশদে নামতি।' লালন, ১৮৯০।

মোরাকাবা [আ মুরাকাবা] বি (ইসলাম) ধ্যান: গুহুত-চিন্তা। 'হেবার তহায় মোরাকাবা-লীল/ মোজে সে সত্য প্রেম-রহিন।' ফরকশ, ১৯৪৬।

মোরাদাবাদি বি মুরাদাবাসে তৈরি। 'একটি মোরাদাবাদি খুন্দের উপর থালায় ফল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

মোর্ভজা [আ মুরভজা] বি মনে-লীত ব্যক্তি: নির্বচিত ব্যক্তি। 'এল কি আরব-আহবে আবার মূর্ত মর্গ-মোর্ভজা।' নজরুল, ১৯২৮।

মোর্সম [আ মাওসুম] বি মৌসুম। 'পুজার মোর্সমে বিয়ের কলের মত ফেঁপে উঠে।' হুতোম, ১৮৬১।

মোলানা [আ মওলানা] বি ইসলাম ধর্মে বিশেষজ্ঞ। 'আইসে চড়িয়া তাজি সিয়দ মোলানা কাজী।' মুহুস, ১৬০০।

মোলা [স মু:] ক্রি মরা। মোলে ক্রি মরলে। 'রামধন্যদ বলে এবার মোলে ডাকবে সর্ফানী বলে।' রামধন্যদ, ১৭৮০। 'মোলেম ক্রি মরলাম। 'রামধন্যদ কয় কিসে কি হয় মিছে মোলেম পাখ বোটে।' রামধন্যদ, ১৭৮০।

মোলা [বি ঢেকির মুখ। 'ইশ্পাতেঃ বাড় পড়া মোলাটার ক্রুত উঠতি-পড়তির মুখে সাবথানে রাখে হাতখানি।' কায়সার, ১৯৬২।

মোলাকাত, মোলাকাথ [আ মুলাকাত] বি সাক্ষাৎ। 'বড়খান গাজী যারে দিল মোলাকাত।' গরীব, ১৭৬৮; 'সাহেবের সাথে এই আমার পহেলা মোলাকাথ।' মাহেনব, ১৯৫৯।

মোলাকাতী [আ মুলাকাত:] বি সাক্ষাৎকার। 'মোলাকাতীনে নিকট এই সব কথা বলিয়া ...।' কল্লভ, ১৯৫৫।

মোশা [স মুশাল] বি পরের ডাঁটা। 'সরবর ডালীঅ ডোখী বাখ

মোশান।' চর্চা ১০, ১২০০।

মোশায়েম [আ মুশাযিম] ১ বিশ কোমল; নরম। 'মোশায়েম কাপড় পরিয়া পালকে শরান করিয়েল।' মশাররফ, ১৮৯০। ২ বিশ মধুর। 'কারো কাছে সে এমন মোশায়েম আদর পায় নাই।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ ক্রিণি স্নিগ্ধভবে। 'মিঃ মোশায়েম হাসিয়া বলিল।' বিজুতি, ১৯৩৮। ৪ বিশ বিশীভ। 'সদয় ও মোশায়েম ব্যবহার।' বিজুতি, ১৯৩৮। ৫ বিশ মৃদু। 'বক্তব্য মোশায়েম হাসি হাসেন।' শিবরাম, ১৯৫০।

মোশাম [আ মুশায়িম] বিশ নরম; পাকা। 'তেল মাখা মটর ভাজা মোশাম বেদানা।' গিরিশ, ১৮৮৯।

মোশাহিজা [আ মুশাহিজাহ] বি মনোযোগের সঙ্গে দেখা। বিদ্যা, ১৮৯১।

মোশ [ই mould] ক্রি হাট। 'ভেরি করার ইফরিজি মোশ।' শিবরাম, ১৯৫০।

মোশা [আ মুশা] ১ বি (ইসলাম) ধর্ম-বাসনায়ী। 'মোশা পড়াইয়া নিকা/ দান পায় নিকা নিকা।' মুহুস, ১৬০০; 'এখন আবার মোশাসের মৌচাকে টিল ছুড়ও না।' রোকেয়া, ১৯০৫। ২ বি খুব সুস্থিমান ব্যক্তি। 'ধরতে আসেন তুর্কি তাজি, মর্দ গাজি মোশা।' নজরুল, ১৯২২।

মোশালা [আ মুশা] বি সুসন্মান ধর্মবাসনায়ী। 'মোশালার কন হাত নেড়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

মোশাকি [আ মুশা:] বিশ মোশার কাজ সফলত। 'মোশাকি ব্যবসা।' মশাররফ, ১৮৯৯।

মোশাজি, মোশাজী [আ মুশা+জি] বি মোশা সাহেব। 'লোকে জানুক মোশাজী বড় বুদ্ধবল।' হুতোম, ১৯৬১; 'চলবে নাকো মেকি টাকার কারবার আর, মোশাজি।' নজরুল, ১৯৪২।

মোশাড়া [আ মুশা+স ডা] বি মোশার রক্ষণশীলতা। 'লাড়িও ইসলামক নুহ, ওটা মোশাড়া।' গণবাণী, ১৯২৬।

মোশা মোশেরাজা [বি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। 'আমাদিকে যে লোক 'মোশা মোশেরাজা' বলে ঠাটা করত।' নজরুল, ১৯২৭।

মোশার দৌড় মসজিদ তক - নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকা। 'আমরা বিশলক্ষ জানতুম তাঁর দৌড়, 'মোশার দৌড় মসজিদ তক।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

মোশার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত - নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জান ও শক্তি সীমাবদ্ধ থাকা। 'মোশার দৌড় ধরণে তোমার মসজিদ পর্যন্ত কি না।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

মোশরেক [আ মুশরিক] বিশ ইসলাম ধর্মমতে আব্রাহামের একমুখবাসে অধিবাসী। 'হানাকি মজহাবাবদিখণকে মোশরেক, বেদায়তি ও সোচ্ছবী বলিয়া ...।' পরিয়ত, ১৯২৫।

মোশানদাষ্টার [হি] বি যাবাদলের প্রশিক্ষক। 'যাবার দল খুলবে তার সখী চাই - কত মোশানদাষ্টার চাই।' সোজ, ১৯৬১।

মোষ [স মহিষ] বি গোরুর মতো দেখতে গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীবিশেষ; মহিষ। ওর্গী, ১৭৮৫; 'যেবর মোষের মতো কালো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

মোষ-কালো বিশ মহিষের মতো কালো। 'মোষ-কালো চামড়ার মোষেকটা যাড় তুলে হাঁ করে জল খায়।' অবন, ১৯২৭।

মোষেকালো বিশ মহিষের মতো কালো। 'মিলাকালো মোষেকালো নিকষ কালো ডিকন কালো আলাদা আলাদা রং।' অবন, ১৯২৫।

মোষক

মোষক [ক। মশক] বি চামড়ার জলপাত্র। 'জলের মোষক বুলি অতি দুরমান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

মোষেক [ক। মশক] বি চামড়ার জলপাত্র। 'মোষ-কালা চামড়ার মোষেকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়।' *অবন*, ১৯২৭।

মোষণ বি শূন্য। 'পথিকের করে সর্বশ্রম মোষণ/পরম যতনে রাবে রে গ্রহণী।' *অযোধ্যা*, ১৮০০।

মোসন [বি মোসন] বি প্রকার। 'প্রস্তার ওপর সেনসার মোসন আন।' *নজরুল*, ১৯৩১।

মোসলমান, **মোসশ্বান** *হ্র* **মুসলমান**

মোসলিম *হ্র* **মুসলিম**

মোসলেম *হ্র* **মুসলিম**

মোসলেম-ব্র বি মুসলমান অধ্যুষিত বস্তু; বসবাসের পূর্ণাঙ্গ। 'মোসলেম-বসের নির্বাক-প্রাণীরা ইতিমধ্যে নিজ নিজ কেন্দ্রে উন্মোচন-আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।' *আকাশ*, ১৯৩৬।

মোসাক্ষির [আ মুসাক্ষি] বি শবিক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

মোসাক্ষের [আ মুসাক্ষি] বি ভ্রমণকারী। 'মানা জাতের নানা দেশের মোসাক্ষেরের ভীষণ ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

মোসারেব [আ মুসারিবি] বি চট্টকার; চামড়া। 'ইনি কি তোমার মোসায়েব?' *দীপবন্ধু*, ১৮৬৬। *এ মোসায়েব*

মোসালাটি [আ মশাল+তু টি] বি মশাল বহনকারী। 'মধ্যে মধ্যে চলিয়াছে মোসালাটি সকল।' *ফজলুল্লাহ*, ১৮৭৬।

মোসাহেব [আ মুসাহিবি] ১ বি তোশামোদকারী। 'ইহারা অদ্ভুত কবর মোসায়েব।' *ভবানী*, ১৮২৩। ২ বি সঙ্গী। 'মোসাহেব শু বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইব।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

মোসাহেবি, **মোসাহেবী** [আ মুসাহিবি] বি চট্টকারিজা। 'মোসাহেবী পেশা উঠে গেলেই বারোইয়ারি খেতা ... লাঘব হয়ে সন্দেহ নাই।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'মোসাহেবি' *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'বুড়ে বয়সে তো আর ধর খাঁট সেওয়া কাপড় কুঁচানো কি মোসাহেবি করা গোষাবে না।' *বিমল*, ১৯৫৩।

মোক্ষ [ক। মশক] বি কল্করী। *কালপে*, ১৭৮৪।

মোহ [স] ১ বি মাদ্য। 'রাখা রাখা রাখা রে অবর রাখ মোহেরা বাধা।' *চন্দ্র* ৩৪, ১২০০। ২ বি ভালেবাসা। 'নাভিনীর মোহে বড়ায় মনে বিরহের।' *বতু*, ১৪৫০। ৩ বি মিলিত। 'কার সঙ্গে মোহ হই রে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪ বি অতিকৃত। 'লেখিয়া বিভিন্ন লজ্জা মোহ ধন্যর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ বি সহজায়ী। 'মৃত নহে মোহ হৈয়া রহিছে পদ্যধার।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ বি আভি; মুচুতা। 'এ বজ্রস্মিতে মোহ জয় করিতে বিদ্যাগুণ সামর্থ্য নাই।' *জন্ম*, ১৮৪৭। ৭ বি আকর্ষণ। 'এবানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে।' *কবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মোহকর [স] বি মোহেরে সৃষ্টি করে এমন। 'কি মোহকর! কি মোহকর! রাজ', ১৮৭৪।

মোহকরী [স] বি মোহ সৃষ্টি করে এমন। 'প্রথম মোহকরী আনন্দের আভাস মিশিলে যেমন শোনায়ে' *মানিক*, ১৯৪০।

মোহ-কারা [স] বি মোহকর কারাগার। 'মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।' *কবীন্দ্র*, ১৯১৭।

মোহকরাগার [স] বি মোহকর কারাগার। 'ছেগেছিলে তুমি

মোহকারাগার ভেঙে।' *জীবন*, ১৮৩০।

মোহকূপ [স] বি মোহরূপ কূপ। 'মোহকূপে পড়িত হইয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

মোহপাশ [স] বি মাদ্যরূপ পাশ (এখানে সংসারকে বোঝানো হয়েছে)। 'মনে আবিমান মোহের ভগবান রাখিবে না মোহপাশে।' *কবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

মোহোত্ত [স] বিণ মাদ্যোত্তর। 'অসংখ্য উদাসীন মল্লীর অরু দ্বিটিরেছে তারা যারা এদের মতে মোহোত্ত সংসারাসক্ত।' *কবীন্দ্র*, ১৯৩৭; 'বুদ্ধি মোহোত্ত, প্রজ্ঞা অপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মোহোয়ার [স] বি মোহজনিত আভি। 'একি শব্দ? এ কি মোহোয়ার?' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

মোহ ছোটো কি মাদ্য কাটা। 'মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর, যে নিকে চাহিবি হয়ে যাবি তোর।' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহজাল [স] বি মোহরূপ জাল। 'মোহজাল ততই দৃশ্যে' *কবীন্দ্র*, ১৯০৫।

মোহভোর [স মোহ+স বোর+] বি মাদ্যের বান্দন। 'সিঁড়িতে পারি নে মোহভোর।' *কবীন্দ্র*, ১৯৯৯।

মোহভর [স] বি মোহরূপ ভরী। 'তার শত মোহভরে করিয়া আদর্শ/সিঁড়ি সংগীত তব কাণেও হে নাথ।' *কবীন্দ্র*, ১৯০১।

মোহভরক [স] বি মোহরূপ গাছ। 'ফাউজ মোহভরক পটি জাউজ' *চন্দ্র* ৫, ১২০০।

মোহনিদ্রা [স] বি মোহরূপ নিদ্রা। 'এজিরের মোহনিদ্রা ভাগিয়া পেল।' *মহারসর*, ১৮৮৭।

মোহপর্শ [স মোহ+পর্শ] বি মাদ্যের ছোঁয়া। 'দিগন্তনা কী জপ জাপে, হাওয়ায় লাপে মোহপর্শ।' *কবীন্দ্র*, ১৯০১।

মোহপাশ [স] বি মোহহেতু পাশ। 'না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাশ।' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহ-পাশ [স] বি মোহের বন্ধন। 'অপরাধ কত কয়েদি নাথ, মোহ-পাশে পড়ে।' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মোহবন্ধ [স] বি মোহের বন্ধন। 'মোহবন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে।' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

মোহভক্তার [স মোহ+স ভক্তাগার] বি মোহরূপ ভক্তার। 'মোহভক্তার লই সজ্জা অহরী।' *চন্দ্র* ৬৬, ১২০০।

মোহভরা বিণ মাদ্যপূর্ণ। 'মোহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়েছি শুধু।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬০।

মোহময় [স] ১ বি মোহ জগায় এমন মদ্রগা বা পরামর্শ। 'মামমুন্যার মোহময়ে জাএদা যেন উন্মাদিনী।' *মহারসর*, ১৮৮৫। ২ বি মোহময় আকর্ষণ। 'বৈষ্ণবপদগুলির মোহময়টি যে কী।' *কবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

মোহময় [স] বিণ মাদ্য-ভরা। 'তোরি মোহময় গান/তনিতৈছি অবিরত।' *কবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

মোহমলিন [স] বিণ মোহবলত ম্লান। 'মোহমলিন অতি দুর্দিন শক্তি চিত-পাছ।' *কবীন্দ্র*, ১৯০২।

মোহমাদকতা [স] বি মদ্রগার লেশ। 'কোনো আকারে মোহমাদকতা চাই।' *কবীন্দ্র*, ১৯২৯।

মোহমায়ী [স] ১ বি মোহরূপ মায়ী। 'এক মোহময়া আজকের ভারকায়' হোসেন, ১৯৪০। ২ বিণ মোহাজ্জান। 'যে ষণ্মু বিদ্রাস্ত মনে মোহময়া আনে নিরন্তর'। ফররুখ, ১৯৬৩।

মোহমার্ম [স] বি ভ্রান্ত পথ। 'পারমৌক্ষিক চরমোন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনি এক মোহমার্ম সাধনা করিতেছেন'। সুলতান, ১৯৪২।

মোহমুক্ত [স] বিণ মায়ী থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এমন। 'বাসন্তী এইবার মোহমুক্ত হইবে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

মোহমুক্তি [স] বি অজ্ঞতা থেকে পরিত্রাণ। 'শিষ্টাই যে মোহমুক্তির ও অজ্ঞতা বিনাশের একমাত্র কল্প উপায়'। শরীফ, ১৯৭০।

মোহমুগ্ধ [স] বি মায়ী বা অজ্ঞানতা দূর করতে উপযুক্ত মুগ্ধ। 'এল নির্মম - মোহমুগ্ধগর ভাঙনের গলা লরে'। নজরুল, ১৯২৯।

মোহবন্দ [স] বি মোহরূপ রস। 'তাহার জটরছে মোহরসে অল্পে অল্পে বেন জীর্ণ করিতে লাগিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মোহশূন্য [স] বিণ নিরাসক্ত; আসক্তিহীন। 'মোহশূন্য হইয়া দেহতাবকে আলোচনা করিলে তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

মোহসুষ্ঠ [স] বিণ মোহাবিষ্ট। 'এই মোহসুষ্ঠ মরণময় জাতির বুকের উদরে ...।' নজরুল, ১৯২৭।

মোহবহু [স] বিণ মোহবানশ। 'কি মোহবহু! কি মোহবহু! রাজ, ১৮৭৪।

মোহহ্রদ [স] বি মোহহ্রদ; মোহের গবর। 'তাহাদের মোহহ্রদে হইতে উঠান করিবার আর সার্থ্য্য নাই'। অক্ষয়, ১৮৫০।

মোহাশি [স] বি মোহের আশ্রয়। 'জ্বনা মোহাশিজে আশ্রিত দান করিতেছে'। মোহাশি, ১৯৩৪।

মোহাজ্জান [স] বিণ মোহাজ্জান। 'মদিরা পানে ... আসক্ত হইয়া এককালে মোহাজ্জান এবং হতজ্ঞান হইলেন'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

মোহাচ্যুত [স] বিণ মোহাচ্যুত। 'সভায় করতালি মোহাচ্যুত লীগপহী'। আজাদ, ১৯৪৬।

মোহাচ্ছ [স] বিণ মোহাচ্ছ। 'যে মোহাচ্ছ দিবে জীবনবিধি, কিবা তারি করিবে উন্মোচন'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মোহাচ্ছকর [স] বি মোহাচ্ছকরিত ভ্রান্তি। 'সহসা বোধসুখারের উদয় হওয়ারে, সন্ধ্যাপীর মোহাচ্ছকর অপসারিত হইল'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

মোহাবিষ্ট [স] বিণ মায়ী দ্বারা: প্রভাবিত। 'চতুর্দিকে কৃপমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় ... চারি দিগে ঘুরিতে লাগিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'অভিবিশুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাজ হইতে থাকে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মোহাবেশ [স] মোহ-আবেশ। বিণ মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন; মোহাবিষ্ট। 'সুগতি ভিমির কেশ রহিয়াছে মোহাবেশ'। সুলতান, ১৭০০।

মোহাভিত্ত [স] বিণ মোহাভিত্ত। 'যে মোহাভিত্ত সেই তো চিরবাসী'। রবীন্দ্র, ১৯০৬।

মোহো [স] মোহ। বি মোহ। 'তাক সুখী মোহো পাএ এ তীন ভুবনে'। বড়ু, ১৪৫০।

মোহকুশ [স] মোহক, পা মোহক। বি মোহক। 'রাবুলে দিল মোহকুশ ভলিখা'। রবি ৩৫, ১২০০।

মোহড়া [স] বি মুহড়া। বি গানের তুর্কায়শেষ। 'গানের মোহড়াটি গাইয়া কিরিয়া আলিখাম'। বঙ্গদর্শন, ১৮ ১২।

মোহেতু [স] মহতু। বি মহৎ ওপ। 'কৃষ্ণের মোহেতু সেবি সঙ্গল গোজাল'। মাল্যধর, ১৫০০।

মোহেৎসব [স] মোহোৎসব। বি জীকজমকপূর্ণ আনন্দ উৎসব। 'নানা বাদ্য নিত্যগিত মোহেৎসব করি'। মাল্যধর, ১৫০০।

মোহেন [স] ১ বিণ সুন্দর; মনোহর। 'কে না নিল মোহেন বাঁশী'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পঞ্চ বানের অন্যতম। 'জ্বন মোহেন আর দহন শোবনে'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি সন্ধ্যাহন। 'বাজায় মোহেন বেনু যিৎস মোহেন'। বঙ্গা, ১৫৮০।

মোহেনকারী বিণ মোহিত করে এমন। 'সুদীল শাড়ি মোহেনকারী উছলিতে সেবি পাশ'। যিৎস, ১৬০০।

মোহেনচূড়া [স] বি মনোমুগ্ধকর টোপরবিশেষ। 'পরশে ছিল গীতধড়া মাথার ছিল মোহেনচূড়া'। সালন, ১৮৯০।

মোহেন প্রবছ [স] বি মনোমুগ্ধকর কৌপল। 'না লাগিল সুদীলার মোহেন প্রবছ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

মোহেন ফাঁদ [স] মোহেন+ফাঁদ ফন্দ। বি আকর্ষণীয় ফাঁদ। 'মৌরন মোহেন ফাঁদ উত্তম বাগির বাঁধ'। মুকুন্দ, ১৬০০।

মোহেনবন্দন [স] বি মুগ্ধকর পোশাক। 'আমার মোহেনবন্দন, মোহেনভূষণ, মোহেনভাষিণী'। গিরিশ, ১৮৮৩।

মোহেন বাঁশি বি বাঁশির মনোমুগ্ধকর সুর। 'বজাও রে মোহেন বাঁশী'। রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'পথে কে বাজাল মোহেন বাঁশি'। নজরুল, ১৯৩০।

মোহেন বেনু [স] বি মনোহর সুর ছড়ায় এমন বাঁশি। 'হাতে দিয়ে মোহেন বেনু'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মোহেনবেশ [স] বি মনোহরী সাজ। 'ইন্ডাযুল বিশ্ববিদ্যালয় 'দার-উল-কানুনকে' আয়ুল পরিবর্তিত করিয়া নূতন মোহেনবেশে সাজানো হইয়াছে'। ছাত্রবাহিনী, ১৯৩৩।

মোহেনবেশ [স] মোহেনবেশ। বি মুগ্ধকর সাজ। 'করিয়া মোহেনবেশ পরম সুন্দর'। মাল্যধর, ১৫০০।

মোহেনভাষিণী [স] মোহেনভাষিণী। বি স্ত্রী সুন্দর কথা বলে যে। 'আমার মোহেনবন্দন, মোহেনভূষণ, মোহেনভাষিণী'। গিরিশ, ১৮৮৩।

মোহেনভূষণ [স] বি মুগ্ধকর অলঙ্কার। 'আমার মোহেনবন্দন, মোহেনভূষণ, মোহেনভাষিণী'। গিরিশ, ১৮৮৩।

মোহেন-মন্ত্র [স] বি সাহোদরী মন্ত্র। 'তারে মোহেন-মন্ত্র দিলে গেছে কত ফুলের গন্ধ'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মোহেনমালা [স] বি সোনার হারবিশেষ। 'এ সেয় জ্বালা ও সেয় মোহেনমালা'। অবন, ১৯২৫।

মোহেন মুরশী [স] বি চিত্তাকর্ষক বাঁশি। 'আর হুইপ সেই মোহেন মুরশী'। কবিতা, ১৮৭৪।

মোহেনমূর্তি [স] বি সুন্দর অবয়ব। 'সেই মোহেনমূর্তি অদ্যপি আমার হৃদপথে ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

মোহেনীয়তা [স] বি মুগ্ধতা। 'কখনো কখনো মোহেনীয়তা দেখা দিতে পারে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

মোহেনীয়া [স] বিণ স্ত্রী মনোহর। 'রাইনল্যান্ডের শ্যামালিয়া মোহেনীয়া ইন্ডাযুল'। মুক্ততাবা, ১৯৫২।

মোহেনভোগ [স] বি মিষ্টান্নবিশেষ। 'বঁদে মোহেনভোগ মনোহরা অনুভব'। ভবানী, ১৮২৫।

মোহনা

মোহনা [বি মুহানা] বি নদীর যে অংশে অন্য নদীতে বা সমুদ্রে মিলিত হয়: নদীর মুখ। 'পদ্মার মোহনা'। রামরায়, ১৮০১।

মোহনিয়া [সি মোহন<] ক্রি মনোহর। 'ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফানে'। চক্ৰ, ১৫৫০।

মোহনী ক্রি মোহিনী। 'সই চাহনী মোহনী থোর'। ফিটজি, ১৬০০।

মোহন্ত [সি বি স্ল্যান্সী]। 'পশ্চমে পিয়ে আসি মোহন্ত সকল'। আলাওল, ১৬৮০।

মোহমপ [সি বি অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞাত অহঙ্কার।] 'মুহু জীব যার মোহমসে'। গুণ, ১৮৫৮।

মোহের [ফা] ১ বি স্বপ্নমুগ্ধ। 'এত বলি পান দিল গজাপ মোহের'। রূপরায়, ১৫০০। 'সাহেব মোহের ১ খান আমাকে দিতে সাহেবকে চিঠি লিখিয়াছেন'। ডেরলি, ১৮০০। ২ বি চির। 'পিঠের উপর ছিল আঁটার মোহের'। গল্প, ১৭৬২। ৩ বি ছাপ; শিল। 'বোমল, ১৭৭০।

মোহের করন বি গিল দিয়ে ছাপ দেওয়া। 'ওসাঁ, ১৭৮৫।

মোহেরচালি [ফা মোহের+হি চালি] বি সোনারূপা। 'ওসাঁ, ১৭৮৫।

মোহেরাঙিত [ফা মোহের+অঙিত] ক্রি মোহাঙিত। 'মোহেরাঙিত অঙ্ক তুলো দেখি'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মোহেররম [আ মুহেররম] বি হিজরি বর্ষগণিতের প্রথম মাস; এই মাসে গালগিল শিরা মুসলমানদের পোষ-উসব। 'বিরে এসেছে আজ সেই মোহেররম'। নজরুল, ১৯২৭। ২ মুহেররম

মোহেরমি [আ মুহেররম<] ক্রি মোহেরমের। 'যাহু সে দেখার জুজুতু পাচ, আবু মোহেরমি ছল'। নজরুল, ১৯৩৩।

মোহেররাম [আ মুহেররাম] বি হিজলি বছরের প্রথম মাস। 'আমেরা রাতের বাঁকা রেখা নয়/ উঠেছে মোহেররামের চাঁদ'। বকর, ১৯৪৬।

মোহেরানা [ফা মোহের+ফা আনা] বি মুসলিম বিবাহে 'যামী-কর্তৃক ব্রীকে প্রদেয় অর্থসম্পদ'। 'দুহিতার ভবিষ্যৎ হিতকামনায় আমরা ক্রমে মোহেরানার সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি করিতেছি'। মশাররফ, ১৮৮৫।

মোহেরি [ফা] বি বায়াময়বিশেষ। 'বরষ ভেরি সোসরি মোহেরি'। মুহুদ, ১৬০০।

মোহেরির [আ] বি ক্যানি; মুনি। 'এক সাহেবের বাটীর কারবারের তহবিলদার মোহেরির করিয়া রাখাইয়া দিয়াছি'। ওসাঁ, ১৭৮২।

মোহেরির বি মুহেরি। ওসাঁ, ১৭৮২।

মোহেচ্চিত [সি মুহিচ্চিত] ক্রি মুহিচ্চিত। 'রহিলা শিকল ধরি মোহেচ্চিত হৈয়া'। আলাওল, ১৬৮০।

মোহি [সি মোহন<] ক্রি মুহু করা। মোহি ক্রি মুহু করি। 'নানা বিধি পরকারে কন্য়ার মন মোহি'। মালখর, ১৫০০। মোহিবার ক্রি মুহু করা। 'বাঁশীর শব্দে পায়ে লগ্ন মোহিবার'। বড়, ১৪৫০। মোহিবে ক্রি মোহন্ত করবে। 'সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন শক্তি'। বৃন্দা, ১৫৮০। মোহিয়া ক্রি মুহু করে। 'মোহিয়া অসুর মার মাসল সঠিরে'। মালখর, ১৫০০। মোহিণ ১ ক্রি মুহু হলে। 'ভোর রূপ সৌন্দর্য মোহিণ বনমালা'। বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি মুহু করলে। 'বৈশাখ মতে ব্রুকা মোহিণ দামোদরে'। মালখর, ১৫০০। মোহিলা ক্রি মোহিত করলে। 'বিবাহতরে মোহিলা নামায়'। ভারত, ১৭৬০। মোহিলী ক্রি মুহু করলে। 'সর্বাস্থে সুন্দরি রাখা মোহিলী মুহুরী'। বড়, ১৪৫০। মোহে ক্রি মুহু হয়। 'সর্বাস্থে সুন্দরী ভোঁতে দেব

মুহুরি মোহে'। বড়, ১৫৭০।

মোহি [সি মহা] ক্রি মহা; প্রকৃত। 'শ্রুতিক্রিষ্টি নাম তার মোহাভুদপতি'। মালখর, ১৫০০।

মোহাকায় [সি মহাকায়] ক্রি বিশালসেই। 'মোহাকায় ভিমসেন ক্রি অবতার'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহাঞ্জো [সি মহা+যোণী] বি শ্রেষ্ঠ যোণী। 'নস্ত্রের মোহাঞ্জো সই হুপ ধরি'। মালখর, ১৫০০।

মোহাদানবন্ত [সি মহাদানবন্ত] ক্রি অত্যন্ত দানশীল। 'দানে মোহাদানবন্ত অতুল মহিয়া'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহাদুশ [সি মহাদুশ] বি গভীর দুঃখ। 'হাসির সাঁশে দুইজন পাএ মোহাদুশ'। মালখর, ১৬০০।

মোহাঙ্গে [সি মহাঙ্গে] বি পাটরাণি। 'ক্রন্দন শব্দলি সত্যতামা মোহাঙ্গে'। মালখর, ১৫০০।

মোহাঙ্গে [সি মহাঙ্গে] বি মহাঙ্গে। 'মোহাঙ্গে বচন সুবতি দেব মাতা'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহাবন [সি মহাবন] বি মহাবন; বিশাল অরণ্য। 'মোহাবন থাকব করিয়া ছাত্রবার'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহাবল [সি মহাবল] বি মহাবল। 'এদীপের শিখা যেন তপে মোহাবল'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহাভূমি [সি মহাভূমি] বি মহাভূমি। 'জ্ঞার নামে বোলে তার ভাষা মোহাভূমি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহামন্ত [সি মহামন্ত] ক্রি মহামন্ত; তীব্র উন্মত্ত। 'মোহামন্ত গজ জেন উঠিল গজিয়া'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহামুনি [সি মহামুনি] বি বড়ো মাগের কবি। 'একদিন মোহামুনি বালবিলায় নাম'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহাযুগপতি [সি মহাযুগপতি] বি শ্রেষ্ঠ বীর; শক্তিশালী রাজা। 'আমিসব মোহাযুগপতি'। মালখর, ১৫০০।

মোহাযুগ [সি মহাযুগ] বি শক্তিশালী রাজা। 'আমিসব মোহাযুগপতি'। মালখর, ১৫০০।

মোহাযুগ [সি মহাযুগ] বি মহাযুগ। 'কুববসে মোহাযুগা বিদিত সংসার'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহায়েল [সি মহায়েল] বি বুঝ উচ্চ শব্দ। 'মাথে হাত দিয়া কানে করি মোহায়েল'। মালখর, ১৫০০।

মোহাসএ [সি মহাশা] ক্রি মহায়া; উদারকায়। 'উসার বেল সুনি অনিরুদ্ধ মোহাসএ'। মালখর, ১৫০০।

মোহাসর [সি মহাশা] ক্রি মহায়া। 'পদ্য পড়িলা আর বলসেব মোহাসর'। মালখর, ১৫০০।

মোহাসডি [সি মহাসডি] ক্রি মহাসডি। 'পুর সমে আইল তথা কুন্ডি মোহাসডি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহাসুখ [সি মহাসুখ] বি অতিশয় আনন্দ। 'এত বলি জসোদা জায় মোহাসুখে'। মালখর, ১৫০০।

মোহাজের [আ মুহাজির] ১ বি উগ্র। 'এই মজলুম মোহাজেরের আর ফরিদ করত দেব না'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ ক্রি শরণার্থী। 'একটি মোহাজের কলশালী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ...'। বেগম, ১৯৩৩।

মোহাজেরীনা [আ মুহাজেরী] বি শরদার্থী। 'সর্বতোভাবে রিত পঁচাত্তর লক্ষ মোহাজেরীনের গ্রন্থাবলি' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মোহানা [হি] বি মিলনস্থান। 'দুই মহাশয়ের বা উপাধীশের মধ্য হইয়া সাগর বা মহাসাগরের সহিত যে জলের যোগ হয় তাকে মোহানা কহা যায়।' অক্ষর ১৮৪১। 'রাহি এসে বেধায় মেঘে দিনের পরাবারে/ তোমায় আমার দেখা হল সেই মোহানার ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

মোহানামুখ [মোহানা+স মুখ] বি নদীর যে অংশ সমুদ্রে পড়ে। 'ইরাক্তীর মোহানামুখ কেন আপন-জোলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

মোহান্ত [স] বি মন্দিরের পরিচালক। 'মোহান্তের মহৎ ... হওয়ার প্রয়োজন হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

মোহান্দী ১ বিপ হজরত মুহাম্মদ প্রবর্তিত। 'বড়ই যাকুল দেখ মোহান্দী দীন।' গরীব, ১৭৫০। ২ বি মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ; আহলে হাদিস-লা-মজহাবি। 'বঙ্গদেশে হানসী ও মোহান্দীর মধ্যে ... বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।' ছোলাতন, ১৮৯৩।

মোহাখাদান [আ] বিপ মোহান্দী। 'মোহাখাদান ইউনিয়ন সত্তার পক্ষ হইতে ...' প্রচারক, ১৯০৮।

মোহাসিবা [আ] বি হিসাব বুঝিয়ে বা চুকিয়ে দেওয়ার; খরচের হিসাব। 'চলু নজম এবং নওয়াবীয়া কাগজপত্র হিসাব কিতাব মোহাসিবা দিয়া ফরসা হইয়াছি।' ওর্দা, ১৭৮২।

মোহিত [স] বিপ মুহু। 'তোমার রূপ যৌবনে মোহিত জ্যোতিষ, বড়, ১৪৫০। 'সুনিঞা বসির নাদ কুব্বিত মোহিত, পলাশের, ১৫০০।

মোহিতা [স] বিপ ত্রী আনন্ত। 'তিনি ডাক্তরশাস্ত্রের প্রথমে এ প্রকার মোহিতা হইয়াছেন।' ভগবতী, ১৮২৮।

মোহিনী [স] ১ বিপ মুহুকারিণী; মোহকারিণী। 'তীনবুরনজমমোহিনী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মুহুকারণ বা মোহোদন বিদ্যা। 'কি মোহিনী জানে বঁধু কি মোহিনী জানে/ অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমা হেন।' বিচিত্র, ১৬০০। 'এই অন্ধ পুশ্পনচারী কি মোহিনী জানে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪। ৩ বি মোহান্ত। 'দিল্লির বাগশাহের নামের মোহিনী আছে, সম্রাট আছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

মোহিনি [স] মোহিনী বিপ পরমা সুন্দরী। 'পুত্রিমার চন্দ্র জিনি সুন্দরা মোহিনি।' মাল্যধর, ১৫০০।

মোহিনী আটম [স] বি নাচের প্রকারবিশেষ। 'উত্তর-ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাটম ও মাল্যাবাদের কথাকলি ও মোহিনী আটম।' মুকুতবা, ১৯২৯।

মোহিনীময় [স] বিপ সআহনপূর্ণ। 'ঠান মোহিনীময়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

মোহিনীমূর্তি, মোহিনীমূর্তি [স] বিপ মোহ জাগার এমন অবয়ব। 'জ্ঞানবানের মোহিনীমূর্তি এলিঙ্গের চক্ষে সর্বদা বিরাজ করিতেছে।' মণাররক, ১৮৮৫।

মোহিনীপতি [স] বি মুহু করার ক্ষমতা। 'তাহাতে পাপের মোহিনীপতি পরিত্রুট হইয়াছে।' বঙ্গবর্নন, ১৮৭৪।

মোহোদধি [স] মোহোদধি বি মহাপাশ। 'সরজালে মোহোদধি কতিমু বন্ধন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

মোহামান [স] মুহাম্মান বিপ মোহান্ত। 'আমি মোহামান, কপ্তবন্ধ, বেশখুমান।' মুকুতবা, ১৯০৮।

মৌ [স] মথু বি মোমাহি। মাদোএল, ১৭৪০।

মৌকা [আ মওকা] বি মওকা; সুযোগ। 'ভঁর দিন চলে গিয়েছে, মৌকা আর নেই।' মহাশেতা, ১৭৫৬।

মৌকুশ [আ মওকুশ] বি হুগিত। 'পরামর্শ দি যে তিনি সে বিশ্বের সুবখাল করা মৌকুশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

মৌকিক [স] বি মুক্তা। 'পাছে পাছে মৌকিক নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪; 'কাম্বল তার পৌরষ, আর মৌকিক তার প্রাণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

মৌখিক [স] ১ বি মুখের কথা। 'তিনি মৌখিক জ্ঞান করিতে শীকৃত না হইয়া লিখিতে প্রস্তুত আছেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিপ বাচনিক। 'সে উৎসাহ কেবল মৌখিক উৎসাহ মাত্র হইল।' অক্ষর, ১৮৪৫। ৩ ত্রিবিধ কথ্যপ্রসঙ্গে। 'দীঘায়া মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্তব্য।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৪ বিপ অলিখিত। 'মৌখিক একটি বন্দোবস্ত থাকে।' সোমহরঙ্গ, ১৮৬৮।

মৌখিকতা [স] বি মুখের কথা। 'ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

মৌখিক পরীক্ষা [স] বি মুখে মুখে প্রশ্ন-উত্তরের পরীক্ষা। 'অধ্যাপক ছাত্রদের মৌখিক (ভাউজ) পরীক্ষা নেওয়ার পর ...' মুকুতবা, ১৯৬৬।

মৌখিক সস্তাব [স] বি উপরে উপরে ভাগে সম্পর্ক। 'মৌখিক সস্তাব রেখে ভিতরে ভিতরে অস্তিত্ব করতে লাগল।' নজরুল, ১৯২৪।

মৌচাক [স] মথুচক্র বি মোমাহি মোমের তৈরিতে বাসার মধু সঞ্চয় করে; মথুচক্র। 'এক বাকি বেশতলা মৌচাকের দাওয়া করিলে।' ভারিণী, ১৮০৩।

মৌচাকী বিপ উর্দা। 'নির্ভয়ে বাঁচতে হবে মাটির মৌচাকী বুকের সোনার।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

মৌচুর্কি বি মধু চুষে খার এমন পাণিবিশেষ। 'মৌচুর্কির সঙ্গে তারা বলে দুটে বয় কলশার মধু।' জীবন, ১৯০০। 'মৌমাছি শামকল মৌচুর্কি জোনাকির কথা মনেও পড়ে।' জীবন, ১৯৪৮।

মৌচুর্ক [আ মাতুসুফ] বিপ পূর্বোক্ত। 'হুকুম হইয়াছে সাহেব মৌচুর্ক সুন্দরন আবাদ কার্য ...' ক্যালাগে, ১৭৮৫।

মৌজ [আ মওজ] বি টেড; তরঙ্গ। 'ফোরাতে মৌজ ফোঁশাইরা ওঠে কেন গো আমার মোবে।' নজরুল, ১৯২৮।

মৌজ [আ মওজ] বি উল্লাস। 'সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের ... সবাই অভিম্পন জানাল।' মুকুতবা, ১৯২২।

মৌজলার [আ মওজ] বিপ বেশাশ্রয়। বিদ্যা, ১৮৯১।

মৌজা [য] মথ্যা বি নিশানের দণ্ড। 'মন্ডা মন্ডা বাতাসে মৌজা বেশিছে তাহার।' গরীব, ১৭৬৫।

মৌজা [আ মওজ] ১ বি পরপনার বিভাগ। 'হাসিন মৌজায় যে এক তাদুক ...' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি গ্রাম। 'বিনা বায়ে ধামাল উঠে মৌজা ভেসে যায়।' লালন, ১৮৯০।

মৌজা [আ মওজ] বি টেড। 'বিনে হাওয়ার মৌজা বেশে ক্রিষ্ণ হই তুণ পলে।' লালন, ১৮৯০।

মৌজ্জদ [আ] বিপ কমা; সঞ্চিত। 'তাকিন মৌজ্জদ হইল মরদান উপর।' গরীব, ১৭৬৫।

মৌজ্জদকারী [আ মওজ্জদ+স কারী] বি অভিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে মালামাল সঞ্চিত করে রাখা যে। 'অভিরিক্ত মুনাফাতোয়ী ব্যবসায়ার

মৌজে

ও মৌজুদকারীসের জন্য ... ' আভান, ১৯৪২।

মৌজে [আ মৌজা] বি মৌজা; রাজস্বের জন্যে বিতক্ত ছোটো এলাকা। 'আমার এক নিম্ন বসতবাটী মৌজে ডিহি কলিকাতা গ্রামের মধ্যে মহন্ত।' মের্স, ১৭৫৮; 'সাক্ষীমে পরগণে চুনাখালি মৌজে গোলাঘটনি।' হ্যালহেড, ১৭৭৭।

মৌজীমেখলা [স] বি মুক্ত নামক তৃণ দিয়ে তৈরি মেখলা। 'মৌজীমেখলা-খরা অঙ্গে বহুল বাখিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

মৌচুসিকি বি এক প্রকার পাখি। 'আবার কোথায় মৌচুসিকি টুসকি মারে ফুসে।' শেখের, ১৯৩২।

মৌচুনি বি মিষ্টভাবী নারী। 'ইহারা ইটসে-রস-মৌচুনি কি?' নজরুল, ১৯৪১।

মৌত [আ মওত] বি মৃত্যু। 'সোদের মৌতের ব্যক্তি কি?' গ্যারী, ১৮৫৮।

মৌতা [আ মওতা] বি মৃত। 'তাহার পলাতক মৌতা বাদে বাকী তোমার হিসাবে ময়ূরা সেয়া গেল।' মের্স, ১৭৬২; 'তাহার মৌতা ভাই মেহ চিরজর্নন।' ক্যালসে, ১৮৬৬।

মৌতাত [আ মওতাত] ১ বি নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ; নেপা। 'জৈরসুদের দোকানে বসে আমি মৌতাত কচ্ছিলাম ...' রানারায়ন, ১৮৫৪। ২ বি নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবল নেপা। 'মৌতাতের টানাটানির ফ্লাসায় বিব্রত।' হুতাম, ১৮৬১।

মৌতাতি [আ মওতাতি] বি নির্দিষ্ট সময়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে এমন। 'মৌতাতি বুড়োরা তুলে মেখে পাখা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আভার জমতেন।' হুতাম, ১৮৬১।

মৌত্রিক [স] বি অর্থ দ্বারা সম্পাদিত। 'তাহাকে মৌত্রিক বিরাট সাহায্যে প্যারে ব'র্ডির, ১৮৭৪।

মৌন [স] ১ বি নীরব। 'মৌন করিয়া দুইে থাকি এক পাশ' বড়, ১৪৫০। ২ বি নীরবতা। 'সম্পাদকগণ একেবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি ভূমিকা অংশ। 'এক উপবাসী কবি নাটকীয় উনিশ শতকে অগ্ন্য গ্রহের মৌনে বলেছিল, সাক্ষী অন্তর্ভাবী - রাজস্বের কলিকূলে শিল্পজাত উৎসে নই আমি।' সুধীন্দ্র, ১৯৩২।

মৌনকর্মী [স] বি নীরব কর্মী; নীরবে কাজ করে যে। 'এমন সর্বভাগী আত্মজোলা মৌনকর্মী ... কী করে জলালা।' নজরুল, ১৯২৬।

মৌনতা [স] বি নীরবতা। 'মৌনতাকে ধরিয়া সুখ ও কার্য মর্ম।' জগদীশ, ১৯০০।

মৌন থাকা ক্রি নীরব থাকা। 'মৌন থাকার কঠোর দণ্ড অন্যান্য এ বে অতি।' জসীম, ১৯২৯।

মৌনপারাবার [স] বি শব্দ-সমুদ্র। 'মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মৌনশ্রেয় [স] বি নীরব ভালোবাসা। 'পঠাইছে তব চিত্তখানি/মৌনশ্রেয়ে সজলকোষল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

মৌনবত্তী [স] বি স্ত্রী নীরব। 'গোড়ারমুখে ব্যক্তি হরে গিয়েছে, মৌনবত্তী হয়েছেন।' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

মৌনবাণী [স] বি শব্দহীন কথা। 'লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌনবাণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মৌনবিত্রোহ [স] বি নীরব বিপ্রোহ। 'অস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌনবিত্রোহ হয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

মৌনবীণা [স] বি নীরব বীণা। 'তুমি ইন্দ্রসভার মৌনবীণা, নীরব নৃপুর।' নজরুল, ১৯৩৫।

মৌনব্রত [স] বি মৌনরপ ব্রত; নীরব থাকার সংকল্প। 'মৌনব্রত করি যদি বহিলা ভবানী।' মুকুন্দ, ১৯০০; 'বাহারা ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাহাশিখকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মৌনব্রতা [স] বি স্ত্রী মৌন থাকার ব্রতধারী। 'কোথাও বা বসে আছে চির-একাকিনী, চিরমৌনব্রতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

মৌনব্রতী [স] বি মৌনব্রত পালনকারী। 'বাহারা পরমার্থ সাধনোদ্দেশে ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাহাশিখকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

মৌনভাব [স] বি নীরবতা। 'কামিখির মৌনভাব, লক্ষা, নম্রমুখ ... সকল পরিত্যগে দিয়েছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

মৌন ভাষা [স] বি নীরব ভাষা। 'তাই তব চির-মৌন ভাষা।' নজরুল, ১৯২৩; 'চকিত চাওরা, মৌনভাষা যেন কেঁদে কেঁদে বলে গেল ...' নজরুল, ১৯২৪।

মৌন মিছিল [স মৌন+আ মিছিল] বি শব্দহীন মিছিল; নীরব সজ্জার মিছিল। 'সম্প্রতি একটি মৌন মিছিল বের করেন।' বেগম, ১৯৬৬; 'ভোরবেলার কাগজে দেখব বলে মৌনমিছিলের ছবি।' ইন্ডেস, ১৯৭১।

মৌনমুখ [স] বি শব্দহীন; বোবা। 'হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অধি মৌনমুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

মৌনা [স] বি স্ত্রী নীরব থাকে এমন। 'নীরব গোপন তুমি মৌনা ভাগিনী।' নজরুল, ১৯২৩।

মৌনাবলম্বন [স] বি নীরবতা পালন। 'সর্বাধিকারিপুর, কিংবদন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।' বিন্দা, ১৮৪৭।

মৌনি [স মৌনী] বি শব্দহীন। 'কোন্সি বিরল/মৌনি ভিবি পায়ল।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

মৌনিতা [স] বি নীরবতা। 'মদনধনুর শেষ টোকার জীবনবীণায় দিল কবোর, মৌনিতা মৃগশি।' সুধীন্দ্র, ১৯২৫।

মৌনী [স] বি শব্দহীন; নির্বাক। 'পরম বিরক্ত মৌনী সর্বকর উদাসীন।' কৃষ্ণায়াম, ১৫৮০।

মৌমাছি, **মৌমাছী** [স ময়ূমক্ষিকা] বি ময়ূ সঙ্গ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ; ময়ূমক্ষিকা। 'মালোএল, ১৭৪৩; 'মৌমাছী ও মাঝড়সার মধ্যে অভিমান বিবাদ হইল।' তারিখী, ১৮৩৩।

মৌর [স ময়ূর] বি ময়ূর। 'মৌর দ্ব্যয় দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল।' মুকুন্দ, ১৯০০।

মৌরলা [স মুরলা] বি এক ধরনের ছোটো মাছ। 'উজরা মৌরলা পুটি বেলে আর চাঁপা।' শুভ, ১৮৫৮।

মৌরশী [আ মওরশী] বি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ্যবস্তু। 'কাদেমী মৌরশী চিরপরাণিয়ার হিন্দুকে ...' দর্শন, ১৯২৪।

মৌরস [আ মওরশী] বি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'প্রজাপতির মৌরস যত বিশোধ।' সুলভ, ১৮৭৩।

মৌরস যত [আ মওরশী+স যত] বি উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ্য করার অধিকার। 'প্রজাপতির মৌরস যত বিশোধ।' সুলভ, ১৮৭৩।

মৌরসি পাটী, **মৌরশী পাটী** বি শাজনার বিনিময়ে পুরুষানুকরণে

জমি ভোগ করার বন্দোবস্ত। 'সাত্বে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাঠা লওয়া কর্তব্য।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬; 'জমিদারকে যদি মৌরসীপাঠা দেওয়া হয়।' ধর্মপ, ১৯১৯।

মৌরসি শব্দ বি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার। 'সেটাতে ... ওর মৌরসি শব্দ জন্মেছে।' রকীশ, ১৯১৫।

মৌরসী বিণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'তার জ্যেষ্ঠ মৌরসী ও মোকররি।' ধর্মপ, ১৯১৯।

মৌরসী বিণ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'তাহাতে মৌরসী পাঠাদারেরই বড়।' দর্পণ, ১৮৩৯।

মৌরা [স মুচুটী] ক্রি মোচড় দেওয়া। মৌরবি ক্রি মোচড় দেবে। 'শিয়র পরিদ্রবনে মৌরবি অর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

মৌরি, মৌরী [স মধুরিকা] ১ বি জিয়ার মতো মশলাবিশেষ। ওর্সা, ১৭৫৫; 'নিকটের পাহাড়ে বনভুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল।' রকীশ, ১৮৯৫। ২ বি ধান জাতীয় শস্য। 'ঋই আর মৌরির ধান।' জীবন, ১৯০২।

মৌরী বিণ মুচকি। 'আমার চীনা বহুটি আদত-মাম্বিক মিঠি মৌরী হানি হাসলেন।' মুক্তভা, ১৯৫২।

মৌরীষবন্ধু [স] বি মূর্খতা। 'মুন্দিদের মৌরীষবন্ধু হইতে বিমুক্তকরণ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

মৌরীবংশ [স] বি চন্দ্রপুত্র প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতের বাল্লভংশ। 'মৌরীবংশের পতন ও তৎপরে অভ্যাস পর্বত।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

মৌল [স] বি মহায়া ফুল। 'ন্যামলতা ঘাইফুল কাল্যাকল্যানে মৌল।' মুক্তপ, ১৬০০।

মৌল [স মুকুল] বি আমের মজরী; ফুলের কলি। ওর্সা, ১৭৫৫।

মৌল [স] ১ বিণ ঘন। 'মৌন, বিকল, মৌল নিশার নিলাজ ছিন্নহরে।' সূরীশ্র, ১৯০৩। ২ বিণ অস্বঃ; নিষাদ। 'সমুদ্রে নিখিল নাতি; পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা।' সূরীশ্র, ১৮৩০।

মৌলবি, মৌলবী [আ মওলবী] ১ বি আদালতে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী। 'পেকার ও মৌলবি ও গতিত ও আমিন ও মুন্সিফ ...।' ডানকল, ১৭৮৪। ২ বি শিক্ষিত মুসলমানদের সম্মানসূচক পদবি বিশেষ। 'মৌলবি আবদুল কাদের ঝাঁ।' ক্যালসে, ১৭৯২। ৩ বি ইসলাম ধর্ম বিষয়ে গতিত। 'সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীমুত শাহ আবদুল্লাহ।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি আরবি-ফারসি ও ইসলামি বিদ্যার শিক্ষক। 'ইরাকী শিক্ষক ও গতিত ও মৌলবীও নিমুক্ত হইতে পারিবক।' দর্পণ, ১৮২৬।

মৌলবি-মৌলানা [আ মওলবী-মওলানা] বিণ ইসলাম ধর্ম সন্থকে পাণ্ডিত্য আধে এমন। 'আমার বাপজি ... মৌলবি-মৌলানা লোক ছিলেন।' নজরুল, ১৯২৭।

মৌলভী বি ইসলামি ধর্মপ্রাণে অভিজ্ঞ। 'নেকাহ তালকের সাক্ষী গোপাল মৌলভী সুলতান আহম্মদ সাহেব।' মঙ্গারক, ১৮৮৯।

মৌলা [স মুকুল] ক্রি মুকুলিত হওয়া। মৌলি [স মুকুল] ক্রি মুকুলিত হলো। 'পাশা তরুকের মৌলি রে গণত লাগেলি তাঁরী।' চর্য ২৮, ১২০০।

মৌলানা [আ মওলানা] বি ইসলাম ধর্মে বিশেষজ্ঞ। 'আইশা মৌলানা বেশে হাতে মণ্ড বারি।' সুলতান, ১৭০০।

মৌলি [স] ১ বি মুকুল। 'মৌলি রসাল মুকুল তেল তায়।' বিদ্যাপতি,

১৪৬০। ২ বি ষোণা। 'মোতিমবন্ধ মৌলি মহ ইন্দু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি মাথা। 'মণিমর টোপের কিঞ্চ করে মৌলি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

মৌলিক [স] ১ বিণ সমগ্র বংশে জাত। 'মোনোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ অকুলীন। 'মৌলিক কারুহু জাতি পদবীতে হোড়।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিণ মূল। 'শ্রৌণদীকে লইয়াই মৌলিক মহাতারত।' বরিশ, ১৮৮৭। ৪ বিণ প্রথম উচ্চারিত। 'মুগ্ধকারী মৌলিক পদেঘ্যাসমূহ তাঁদের মনে একটি প্রবল আকর্ষণ জাগরিত করিয়াছে।' জগদীশ, ১৯২৬। ৫ বিণ অত্যাবশ্যক; মৌল। 'প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার সন্থকে একদল বিধান থাকিব।' মোহাম্মদী, ১৯৩১; 'জনগণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার।' বেগম, ১৯৬২।

মৌলিকতা [স] বি স্বকীয়তা। 'ক্যাবা রচনার মৌলিকতার পৌরব দাবী করতে পারেন।' সত্যপা, ১৯১৯।

মৌলিকত্ব [স] বি মৌলিকতা। 'নিম্নের মৌলিকত্ব কই?' সত্যপা, ১৯১৬।

মৌলিকত্বনির্ভর [স] বিণ মৌলিকত্বের উপরে নির্ভর করে এমন। 'সমাজে ব্যক্তির নেতৃত্ব কি তবে মৌলিকত্বনির্ভর?' আনোয়ার, ১৯৭০।

মৌলিক পার্শ্বক [স] বি মূলগত প্রভেদ। 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যদি মৌলিক পার্শ্বক নাই থাকবে ...।' উমর, ১৯৬৮।

মৌলিককর্ষ [স] বি অকুলীন হিন্দু সম্প্রদায়সমূহ। 'এদেশীয় মৌলিককর্ষ গণ অর্থাৎ মূল্যবান কুলীদের গুরু কন্যাকে ক্রয় করেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

মৌলুদ [আ] বি ইসলাম ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সিবানিদি মৌলুদ শরিফ ... বিরাম্ভন্য।' প্রচারক, ১৯০৩; 'মৌলুদের মাছিলে ...।' মোহাম্মদী, ১৯০২।

মৌলুবি [আ মওলবী] বি ইসলামি আইন-আদা কর্মচারীবিশেষ। 'দারোগা ও পেকার ও মৌলুবি।' ডানকল, ১৭৮৪।

মৌশল [স] বি মুগ্ধা; মুত্তর। 'স্পর্শ করে না ভারে সক্ষর মৌশল।' রকীশ্র, ১৯০৮।

মৌসুম [আ মৌসিম] বি অনুকূল সময়। 'অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও।' নজরুল, ১৯২২।

মৌযুম বি মৌসুম। 'বাকি দালালের জিহবে আশেরি মৌযুমে হইবেক।' হালহেত, ১৭৭৩।

মৌসুমী বিণ বর্ষাকালীন। 'ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের গেটের মতো।' জীবন, ১৯৪২।

মৌসুমী-হাওয়া বি মৌসুমি বায়ু। 'মৌসুমী-হাওয়া পাল ভরে ওঠে বাজি।' ফররুখ, ১৯৪৩।

মৌহারী [ফা মুহুরা] বি মধুরতা বোধ। 'কোণ দিলে মোহারী বাজে।' বহু, ১৪৫০।

ম্যমি [ই] বি মিমি; পচনরোধক ভেজলে রক্ষিত প্রাচীন মিশরের রাজাদের মৃতদেহ। 'ববিনে জজ্যোতা মিশরের ম্যমি কালো বিভ্রালকে বলে।' জীবন, ১৯৪৪।

ম্যাও [ফন্যা] বি বিভ্রালের আক্রমণ থেকে রক্ষা। 'কিছু ম্যাও ধরবে কে?' অরুণ, ১৯৩৭।

ম্যা ম্যা [ফন্যা] বি ছাগলের ডাক। 'ছাগল ম্যা ম্যা করিয়া ডাকিয়া

উঠিল। শরৎ, ১৯১৭।

ম্যাগ [স মেঘ] বি বৃষ্টি। 'হ্যাঁ ম্যাগ পড়িছে এখন কি জ্বালে যাবাড় সময়।' জেরি, ১৮০২।

ম্যাগনাকার্টা [হি] বি (১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে শাস্করিত প্রজাদের অধিকার সন্ধানত চুক্তি) মানবধিকারের যুদ্ধাঙ্গকারী দলিল। 'একুশ দফা আওতামী শীশের এই ম্যাগনাকার্টা।' আজাদ, ১৯৫৭।

ম্যাগনিকাইং গ্রাস, ম্যাগনিকাইং গ্রাস [হি] বি ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখা যায় যে কানের মধ্য দিয়ে। 'ম্যাগনিকাইং গ্রাস বার করে পরীক্ষা করতে শুরু করল।' শিবরাম, ১৯৫০; 'সমালোচকেরা দেখেছেন ... চোখে ম্যাগনিকাইং গ্রাস লাগিয়ে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

ম্যাগনেট [হি] বি চুম্বক। 'মুগুতে ম্যাগনেট ফেলে, বাঁশ দিয়ে রিস্ককুই করে ...।' সুকুমার, ১৯৮৮।

ম্যাগনেটিক [হি] বিণ চুম্বকযুক্ত; চৌম্বক। 'ম্যাগনেটিক অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ-সঙ্কোচনকে এক কোটিগুণ বাড়িয়েতে হইয়াছে।' জগদীশ, ১৯২৫।

ম্যাগনেটিজম [হি] ১ বি সম্বোধনী শক্তি। 'অপূর্ব ম্যাগনেটিজম অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি চৌম্বকত্ব; আকর্ষণ। 'যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগনেটিজমে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ম্যাগনোলিয়া [হি] বি একপ্রকার বিশেষ ফুল। 'ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'ম্যাগনোলিয়ার উপরে মালাই বরফ।' শিবরাম, ১৯৫০।

ম্যাগাজিন [হি] বি সাময়িক পত্রিকা; সাময়িকপত্র। 'নানাবিধ প্যাকসেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ম্যাগাজিন [হি] বি আয়োজনের সংযুক্ত গুলি রাখার বাগ বিশেষ। 'বলিকের ম্যাগাজিনে সব সময় যেন কার্ট্রিড্জ ভরা থাকে।' বিজুতি, ১৯৩৭।

ম্যাগ [স মেঘ] বি মেঘ। 'ম্যাগ আলচে বোদা, পানি হবে ইবার।' হাসান, ১৯৬৭।

ম্যাগানিজ [হি] বি শত ধূসর রঙের মৌলবিশেষ। 'এক জায়গায় ম্যাগানিজের লক্ষণ যেন থাকা পড়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ম্যাচ [হি] বি প্রতিযোগিতামূলক খেলা। 'ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ।' শরৎ, ১৯১৭।

ম্যাচ [হি] বি মানানসই। 'সবাই বলে দুজনের মধ্যে রঙের সঙ্গে আমাকেই বেশি ম্যাচ করেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

ম্যাচম্যাচ [কন্যা] বি অসুস্থতার ভাব। 'গাটা ম্যাচম্যাচ করছে।' সেলিনা, ১৯৬৯।

ম্যাচিওর [হি] বিণ পূর্ণকালপ্রাপ্ত। 'ঢাকা ম্যাচিওর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গভাস্তর নেই।' রোকেয়া, ১৯৩১।

ম্যাচিও [হি] বি সামান্যল্য করা। 'শাড়ি ব্লাউজের কন্ট্রাস্ট ম্যাচিওর দিন গেছে।' মুক্তাবা, ১৯৫৯।

ম্যাগম্যাগ [কন্যা] ১ বিণ অসুস্থতার ভাবযুক্ত। 'রোজ ভোরে উঠেই শরীর ম্যাগম্যাগ।' জীবন, ১৯৩১। ২ বিণ জড়ভাঙ। 'মদ না পেলে বোধ করে তার গা হাত ম্যাগম্যাগ করছে।' নজরুল, ১৯৪১। ৩ বি আশ্রয় বা জড়তার ভাব। 'এ মজা না পেলে মন ম্যাগম্যাগ করে।' নজরুল, ১৯৪১।

ম্যাগমেজে বিণ অলস। 'ভাতের আমানিতে ম্যাগমেজে ভাবে অলসতার নেশায় গা ঢেলে দিয়েছে।' হাই, ১৯৪৬।

ম্যাজিক [হি] ১ বি জাদুর খেলা। 'ম্যাজিকের তত্ত্বকে চুপিল।' বিজুতি, ১৯৩১। ২ বি জাদু। 'আমি ম্যাজিক শিখব।' শিবরাম, ১৯৫০।

ম্যাজিকশা [হি] ম্যাজিক+ই ওয়ালা। বি জাদুকর। 'ম্যাজিকশালার কাছে যেমন মানের মাদু ...।' শক্তি, ১৯৬৯।

ম্যাজিকওয়ালা বি জাদু দেখায় যে; জাদুকর। 'আমরা ম্যাজিকওয়ালা হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ম্যাজিকওয়ালা বিণ জাদুকরী। 'ম্যাজিকওয়ালা খ্যাপা পন্যের নোকানিতে তাই এত জোটে খন্দে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

ম্যাজিকবিদ্যা বি জাদুবিদ্যা। 'ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে তাহার প্রতি আমার লম্বা গভীর ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ম্যাজিক লণ্ডন [হি] ম্যাজিক+ই ল্যানটার্ন বি বায়োস্কোপ। 'জীবনে ম্যাজিক লণ্ডনের ছবি দেখা মস্ত আকর্ষণের ব্যাপার।' জমীন্দার, ১৯৬১।

ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রার [হি] বি নিম্ন আদালতের বিচারক। 'জঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা।' পূর্ণিমা, ১৮৫৬; 'সে জঙ্গ ম্যাজিস্ট্রার মায়্যা।' রোকেয়া, ১৯৩০।

ম্যাজিস্ট্রিস [হি] বি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। 'ম্যাজিস্ট্রিসকে শাসন ও বিচার এই দুইভাবে ভাগ করার ... সম্ভাবনা গড়িয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৯।

ম্যাজিস্ট্রার [হি] বি ম্যাজিস্ট্রেট। 'বাপ! ম্যাজিস্ট্রার মেয়ে।' নজরুল, ১৯৩০।

ম্যাজিস্ট্রেট [হি] বি ফৌজদারী মামলার বিচারক। 'ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

ম্যাজেস্ট্রি [হি] বি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়। 'সব হাস্যামুখে গেলো ম্যাজেস্ট্রিতে খবর দেওয়া উচিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ম্যাজেস্ট্রি [হি] বি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ। 'সে ছাপরায় অ্যাসিস্টেট ম্যাজেস্ট্রি করছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ম্যাজ্জত বি মাজন। 'চুল ফুলাইয়া মেশী মজান দত্ত ম্যাজ্জত করিয়া এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ম্যাটমেটে বি হাই রং। 'ম্যাটমেটে রং আকাশটার।' হাসান, ১৯৬৪।

ম্যাটার [হি] বি বিষয়। 'এবার সিভিল ম্যাটার, ইনসলভেবল নিলেই হাস্যামুখে যাবে এখন।' শিবরাম, ১৯৭০।

ম্যাটিনি, ম্যাটিনী [হি] বি সিনেমার বৈকালিক প্রদর্শনী। 'থিয়েটার ম্যাটিনীর সময় হলো।' অন্নদা, ১৯২৯। 'ম্যাটিনির সময়ে আত্মকে দামে পেলে।' জীবন, ১৯৪৮; 'আজ হঠাৎ ম্যাটিনির বান-দুই পাশ পেয়ে কাঁকা আর কাকি সিনেমায় চলে গেছেন।' শিবরাম, ১৯৫০।

ম্যাটিনি শো, ম্যাটিনি শো [হি] বি সিনেমার বৈকালিক প্রদর্শনী। 'আর দুটো দেখে লুকিয়ে, ম্যাটিনি শো'তে পড়ার অন্য দু' একটি মেয়ের সঙ্গে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮; 'ম্যাটিনি শো'র দুখানা টিকিট কটতে গোলাম।' শিবরাম, ১৯৭০।

ম্যাট্রিন [হি] বি হাসপাতালের প্রধান সেবিকা। 'আমি ম্যাট্রিনে লইয়া আহি।' ইমিগার, ১৯৭২।

ম্যাট্রিক [হি] ১ বি ম্যাথমিকিস্ট কুলের শেষ শ্রেণী। 'ম্যাট্রিক ও তার নীতের তিনটি ক্লাসে এই নিয়মে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'আই.এ. এবং ম্যাট্রিক ক্লাসের পুরস্কার বিতরণের উৎসব।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ বিণ

মধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাস করেছে এমন।
'তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার।' রবীন্দ্র, ১৯১৯; 'নাইটিন ষাটিফোরের ম্যাট্রিক।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ম্যাট্রিকুলেট [হি] বি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেছে যে। 'সে-সব ম্যাট্রিকুলেট আর কোথাও ছান পাবে না।' আহেনত, ১৯৪৯।

ম্যাট্রিকুলেশন [হি] বি মধ্যমিক শ্রেণী; বর্তমান দশম শ্রেণী। 'এই উপাদানে এছাড়া ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছেন।' ছোলতান, ১৯২৩; 'ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ম্যাট্রিক^২ [হি] বি অবস্থানের শর্তাদি। 'গানে গানে জাল বোনা হয় ম্যাট্রিকের এই বাধা।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

ম্যাডাম [হি] বি ভদ্রমহিলাদের সম্বোধনসূচক শব্দ। 'ডায়ার ম্যাডাম।' ওগ, ১৮৫৮।

ম্যাডিক্যাল সায়েন্স [হি] বি চিকিৎসাবিজ্ঞান। 'ছবুর ম্যাডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না।' মশাররফ, ১৮৬৯।

ম্যাডুমেডে [স মেডু] বিণ অনুকূল। 'মাছের চোখের মতো ম্যাডুমেডে চোখ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'পৃথিবীর সমস্ত রং রস ... ম্যাডুমেডে হয়ে যেত।' জীবন, ১৯৩১।

ম্যাডা [স মেডু] বিণ ভেড়ার মতো। 'তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাডা বাসালিই আছেন।' হত্যায়, ১৮৬১।

ম্যাগারীম [স ম্যাডারিম] বি চীন সম্রাটের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীবিশেষ। 'সে চীনদেশের পাস-করা মুখবুখাণী ম্যাগারীমদের মতো হুলদেহ ও হুলবুন্ধির লোক নয়।' প্রমথ, ১৯৩৬।

ম্যাগোলীম [হি] বি পিটারের মতো ইতালীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হাঙমার অশ্রুত ম্যাগোলীম তুলে ছোঁতে মনে হবে সাধের গোলীম।' শমসুর, ১৯৬৬।

ম্যাডা বি শব্দ তলানি। 'বঁড়িতে টোপের মতো ফেঁদে দেয় কলা এবং পুই মদের ম্যাডা।' তারা, ১৯৪৬।

ম্যাথাম্যাটিকস [হি] বি গণিত; অঙ্কশাস্ত্র। 'অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিকস শিখছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ম্যাড [আ মীদান] বি কারাদণ্ড। 'তাতে না কি কুটেল সাহেবরা ম্যফরটক সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাড দিতে পারে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

ম্যাডা বিণ তেজোহীন; অকর্মা। 'ম্যাডা দল আর উদো দল।' নজরুল, ১৯৩১; 'তুমি তেজি আমি ম্যাডা।' নজরুল, ১৯৩২।

ম্যাডামারা বিণ পৌরুষশূন্য। 'অমন ম্যাডামারা হয়ে যাচ্ছিল ক্যানো।' মণীশ, ১৯৫৭।

ম্যানহোল [হি] বি পরঃপ্রণালী, বয়লার, ট্যাকে ইত্যাদিতে মানুষ নামার উপযোগী মুখ বা প্রবেশদ্বার। 'একটু বালিকে ঘোঁষে জল উপচে পড়া খেলা ম্যানহোল।' ইলিয়াস, ১৯৭২; 'নমে যাওয়া ভাঙা বর্ষার প্রাণবশেষে ম্যানহোল থেকে তোলা অশ্রুধারা।' শব্দ, ১৯৭৩।

ম্যানার্স [হি] বি আদর-কায়দা। 'ম্যানার্স শেখেনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

ম্যানিফেস্টো [হি] বি লিখিত ঘোষণা; ইশতেহার। 'নির্ব্বাচনী ম্যানিফেস্টো পুনঃ পুনঃ প্রচার করিলেও ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ম্যানিয়া [হি] বি ব্যতিক্রম; মানসিক উত্তেজনা। 'আমার রোগের চেয়ে ওর ম্যানিয়া বড়।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

ম্যানিয়াক [হি] বিণ বিকারমত্ত। 'বড্ড ম্যানিয়াক হয়ে মেয়েরা।'

হাসান, ১৯৬৫।

ম্যানীকিন [হি] বি পোশাকের দোকানে পোশাক প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত মানুষের মডেল। 'ভাক পড়ে আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে এবং পোশাক-বিক্রেতার দোকানের ম্যানীকিনদের।' অনুরা, ১৯২৯।

ম্যানুস্কাচারা [হি] বি উৎপাদন। 'নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুস্কাচারা করা।' অনুরা, ১৯২৯।

ম্যানুয়েল [হি] বি কোনো বিষয়ের বিবরণ সংবলিত পুস্তিকা। 'বাহ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার ম্যানুয়েলের ৭ নং বাহ্যতামূলক আইন দীর্ঘকাল ধারায় লেখা আছে।' বেগম, ১৯৫৬।

ম্যানেজ [হি] বি অতীত পথে চালনা। 'তাদের ম্যানেজ করা আপনার মত শাভশিষ্ট মেয়ের কাজ নয়।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

ম্যানেজার [হি] ১ বি প্রধান কর্মচারী। 'কুমার নমুনা মত সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইন দত্তজা নমুনার মুখপাত।' হত্যায়, ১৮৬১। ২ বি ব্যবস্থাপক। 'নবীন ছিল ব্যক্তিগত ম্যানেজার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'রবারের কুটির মেজো ম্যানেজার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ম্যানেজারবাবু [হি] ম্যানেজার+কা বাবু। বি ব্যবস্থাপক মহাশয়। 'ম্যানেজারবাবু চলে গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকদাশ শব্দর সিংহকে ডেকে পাঠালেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

ম্যানেজারি, ম্যানেজারী [হি] ম্যানেজার>। বি ব্যবস্থাপকের কাজ। 'তুমি ওর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেছ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি।' বিজুতি, ১৯৩১।

ম্যাগেট [হি] বি ভোটের কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষ প্রদত্ত ক্ষমতা; সম্মতি। 'নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া জনসাধারণের ম্যাগেট আদায় করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

ম্যাডোলিন [হি] বি গীটার জাতীয় ইটালিয়ান বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'হার্প বেয়লা ম্যাডোলিন নিয়ে ছাটা মাথায় জাহাজের সমুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা শুড়ে দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ম্যাপ [হি] বি মানচিত্র; নির্দিষ্ট এলাকার সীমানা চিহ্নিত ভূমি নকশা। 'ঐ এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'সরকারী দলিল ম্যাপ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

ম্যামথ [হি] বি বিপুল হয়ে যাওয়া বড়ো আকারের লোমশ হাতিবিশেষ। 'ম্যামথ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলাকার প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ম্যামাল [হি] বি স্তন্যপায়ী প্রাণী। 'বহন করে ম্যামথ ম্যামাল কালক্রমে মানুষ বানাল।' জীবন, ১৯৪০।

ম্যা ম্যা [ক্ষন্য] বি কান্নার ধ্বনি। 'কোন দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্দবেন ম্যা ম্যা মা মা করে।' মুক্তবাং, ১৯৪৯।

ম্যারাথন [হি] বি দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়। 'ম্যারাথন আর ধর্মপলিতে কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ম্যারাপ [হি] বি মাদুর ইত্যাদি দিয়ে নির্মিত অস্থায়ী ছাদ। 'উত্তরে ম্যারাপ বেঁধে ধর্মসভা বসিয়াছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ম্যারিপোন্ড [হি] বি গাঙ্গা ফুল। 'বাপানের নিমন্ত্রণে এসেছে ডালিয়া, কুশিরা, এসেছে ম্যারিপোন্ড।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ম্যারেজ রেজিষ্টার [হি] বি বিবাহ নিবন্ধক। 'হঠাৎ কোন ম্যারেজ রেজিষ্টার ...।' মুদ্রাঙ্কন, ১৯৩২।

ম্যাল [হি মলা] বি বিশিষ্টকল্প; লিপিয়েল। 'আজকে না-হর ম্যালই চলে।' বৃহ, ১৯৪৩।

ম্যালামারি বিণ অসেক। 'ম্যালামারি বকাস না।' হাসান, ১৯৬২।

ম্যালিশানট [হি] বিণ মাঝাফক; দুখিত। 'ভিন দিনের ম্যালিশানট ম্যালেরিয়ার মায়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৩।

ম্যালেরিয়া [হি] বি আনোকিলিস মশার কামড়ে সৃষ্ট জ্বরবিশেষ। 'ম্যালেরিয়া ... প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৬; 'ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অধিকমাল কপিয়ে তোলে তখন কাঁধা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পাড়ে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ম্যালেরিয়াক্রিট [হি ম্যালেরিয়া+স ক্রিট] বিণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। 'ভিন প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্রিট সম্প্রদায়ের জলবোধ্য।' শরৎ, ১৯১৬।

ম্যালোরায়ী বি ম্যালেরিয়া। 'ভর বা তা ঐ ম্যালোরায়ীর।' শরৎ, ১৯১৬।

ম্যাসকুলিন [হি] বিণ পুরুষজাতীয়। 'ম্যাসকুলিন, ফেমিনিন, আর আর আর।' শিরসর, ১৯৪০।

ম্যাসেজ [হি] বি বাণী। 'সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ম্যাসেজ কী।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

ম্যাসেজ [হি মাসা] বি মালিশ। 'মুখের সৌন্দর্য ম্যাসেজ যে রকম বাড়়ে।' বেগম, ১৯৪৮।

ম্যাজিয়ম [হি বি জাদুধর। 'যাবি বোন, ম্যাজিয়ম দেখতে?।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ম্যুটিনি [হি বি বিদ্রোহ; সিপাহী বিদ্রোহ। 'ম্যুটিনির উদ্যম প্রভুতি যোদ্ধাদের কাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ম্যুটিনিস্যাপিটি [হি বি পৌরসভা। 'ম্যুটিনিস্যাপিটি শকট কলকাতার আবর্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মল্লর হইয়া চলিয়া বাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

ম্যোজ [স মধ্য] বিণ ময়ো। 'ম্যোজ বহু, ম্যোজ তাই।' তর্পা, ১৭৮২।

ম্যোজো [স মধ্য] বি ম্যোজ। 'চাকের দরজায় বিল দিয়ে খয়ের ম্যোজো তরে থাকে।' হুতোম, ১৯১১।

ম্রক্ষণ [স] বি মিল্পণ। 'তার ব্রহ্মণ কথা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

ম্রজাই [কা মিরজাই] ১ বিণ মিরজা বা সম্ভ্রান্ত লোক সক্রান্ত। 'টৌপোকা ম্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।' রামহরসদ, ১৭৮০। ২ বি ক্ষত্ৰুজা জাতীয় জামাবিশেষ। 'অসে সুগোতিত দিনুর ম্রজাই।' ভবানী, ১৮২৫।

ম্রগালদণ্ড [স মৃগাল+দণ্ড] বি পঞ্চাটাত। 'জুড়িয়া ম্রগালদণ্ড করে নানা খেলা।' মাল্যসর, ১৫০০।

ম্রিয়মাণ [স] ১ বিণ মরণশীল। 'রূপবান পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া গড়িয়া ... দেখ আমার কি হইল।' মৃত্যুভঙ্গ, ১৮১২। ২ বিণ নিশ্চয়; স্থান। 'একই বিদ্যালয় ও টোল কোনই স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪। ৩ বিণ নির্ভীক। 'কালে জীর্ণ হইয়া ম্রিয়মাণ হয়।' অক্ষর, ১৮৪০; 'হেযেতের ম্রিয়মাণ মাছপালা পাতা ঘাস।' জীবন, ১৯৩২। ৪ বিণ হতশাল। 'বিলম্ব হইলেও ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত নহে।' অক্ষর, ১৮৪৫। ৫ বিণ নিশ্চয়। 'তোমার বিরহে অরহের ম্রিয়মাণ যে এই স্রীর হইবার প্রতি উপেক্ষা করিয়া ...।' রামনারায়ণ, ১৮৪৫। ৬ বিণ অনুকূল। 'ম্রিয়মাণ, অভিমানে ভেজা পহিহরি বৈখান। দুদুদু ম্যোর, চন্দ্রানন্দে। মাইকেশ, ১৮৬৬।

৭ বিণ ক্ষয়িক্র। 'ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ম্রিয়মাণভাবে [স] ক্রিবিণ নিচলভাবে। 'জড়বৎ নিশ্চয় হইয়া ম্রিয়মাণভাবে অবস্থান করি।' অক্ষর, ১৮৫৪।

ম্রিয়মাণা [স] বিণ স্ত্রী বিষয়। 'দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কারণে।' ভক্ত, ১৮৫৮; 'চাঁদ দেখা দিলেও বীশী ম্রিয়মাণা।' শক্তি, ১৮৬৫।

ম্রো বি বাগ্‌দাদেশের ম্রুদ্র নৃপাটীবিশেষ। 'ম্রো মেয়েদের বিশেষ কাজ হচ্ছে ...।' বেগম, ১৯৭৩।

ম্রান [স] ১ বিণ মলিন। 'এ বিঘের আতঙ্কিত ম্রান আছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিণ বিষয়। 'দেশীর লোকের এবশ্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত ... নিরাশর ম্রান ও অবলম্ব না হয়? অক্ষর, ১৮৪৮। ৩ বিণ ভেজ কমে এসেছে এমন। '... পৌরোহীতী রজনীকে উদ্যমুগ্ধ ম্রান করিতেছিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৪ বিণ নিশ্চয়। 'সেই পঙ্কের তেপান্তরের মাঠ এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী ম্রান জ্যোৎস্নার ধূ ধূ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

ম্রানভা [স] ১ বি মলিনতা। 'নিজের চারপাশের ম্রানভা হইতে যেন হুঁড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি ব্যর্থতা। 'দিনের তাপের প্রেতকাল্যায় বজায় মালা পূজার থালায়, সেই ম্রানভা কমা করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ম্রানদীপ্তি [স] বিণ নিশ্চয়। 'সায়াকের ম্রানদীপ্তি সে করুণাহবি ধরিল কল্যাণরশ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

ম্রানভাতি [স] বি মলিন প্রভা। 'বীরব আখার রাতি, তারকার ম্রানভাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ম্রানমধুর [স] বিণ দুঃখের এবং আনন্দের। 'হাসি-কান্নার ম্রানমধুর স্মৃতিতে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

ম্রানমুখ [স] ১ বি বিষয় বসন। 'ফেলিয়া অক্ষর নীরে, ম্রানমুখে করিয়াছে মান।' বঙ্কিম, ১৮৫৫; 'হারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্রানমুখ বিষাদে বিরস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি নতমুখ। 'দুঃখের ম্রানমুখে অতি দুঃখিত ভাবে অবিকল নিবেদন করি।' মঙ্গলরক, ১৯০৮।

ম্রানমুখী [স] বিণ স্ত্রী মুখ মলিন হয়েছে এমন। 'বিবি ... লজ্জায় ম্রানমুখী বিনয়ে বিদায় হইলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

ম্রানম্পর্শ [স] বি মলিন পরশ। 'তার ভাষা হইতো হারায়ে দীপ্তি অভ্যাসের ম্রানম্পর্শ লেগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

ম্রানায়মান [স] বিণ ম্রান হয়ে যাচ্ছে এমন। 'ম্রানায়মান নিভৃত সন্ধ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

ম্রানি [স] বি মলিনতা। 'কোনোখানে কিছু ম্রানি নাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

ম্রানিমা [স] বি মলিনতা। 'ভোরবেলাকার আবহাওয়া আর সীতের ম্রানিয়ার।' নজরুল, ১৯২২; 'আমার দুঃখের পুরে বেদনার ম্রানিমা ঘনায়।' নজরুল, ১৯২৩।

ম্রানিধীন [স] বিণ মলিন হয় না এমন। 'ম্রানিধীন অন্ধকারে জেগে ওঠে বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ম্রায়মান [স] বিণ ম্রান বা নিশ্চয় হচ্ছে এমন। 'বে পথিক অস্তসূর্যের ম্রায়মান আলোর লব্ধি নিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

ম্রোজ [স] ১ বি প্রভাণ জাতিবিশেষ। 'ম্রোজ জাতি রাজা হব অর্থপ্ পালিব।' মাল্যসর, ১৫০০। ২ বি মুসলিম জাতি। 'ম্রোজ বলে আছি হইতে তুমি মোর পুত্র।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। ৩ বি গাতিবিশেষ। 'ম্রোজ ... আশীর্বাদী বিশেষণে বিশেষিত হইতে হয়।' অক্ষর,

১৮৪৬। ৪ বিপ অজুত। 'সেটা যে তনেচি একেবারে শ্রোতৃ দেশ।' শরৎ, ১৯২৬।

শ্রোতৃ [স] বি শ্রোতৃস্থলত আচরণ। 'দেশের শ্রোতৃসোষ কিংবা আর্থিকত্ব নেই।' প্রমথ, ১৯১৫।

শ্রোতৃদেশ [স] বি ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ স্থান। 'শ্রোতৃদেশ দূরপথ জগাতি অগার। কৃষ্ণগঙ্গ, ১৫৮০।

শ্রোতৃ ভাষা [স] বি শ্রোতৃদের মুখের ভাষা। 'শ্রোতৃ ভাষা ব্যবহার করিও না।' শব্দীদুগ্ধ, ১৯০১।

শ্রোতৃহুমি [স] বি অহিন্দুদের আবাসভূমি। 'পূর্বতন হিন্দুরা জাহাজারোহণ পূর্বক শ্রোতৃহুমি প্রভৃতি নানা দেশে বাণিজ্য ও যুদ্ধোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

শ্রোতৃসানোর্থ [স] বি অহিন্দুর সম্মে মেলামেলা। 'শ্রোতৃসানোর্থ ও সমুদ্র পার হওয়া কিছুই নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রোতৃচ্যারী [স] বিপ ক্রী শ্রোতৃদের মতো আচরণকারী। 'যে শ্রোতৃচ্যারী সেও পক্ষি হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

AMARBOI.COM

য

য [পা বহুত্ব] বিধ হতো। 'তিনি য বা পা ফেলেনে ভবারি যেন আভ্যন্তে সাপে কামড়ালে বোহ হচ্ছে।' হুতম, ১৮৬১।

যগুয়াব [স জগুয়াব] বি অযাব; উত্তর। 'ইই ইডিয়া কোশানির যগুয়াব প্রীমুত সলিসিটর জেনরল সর ... হারা তলানী হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩২।

যঃ পলায়তি স জীবতি [স] - যে পলায় সে বেঁচে যায়। 'যাবা, যঃ পলায়তি স জীবতি।' নজরুল, ১৯৩১।

যকি বি খোড়-দোড়ের খোড়ার ঢালক। 'খোড়াসের পদকোঠী, যকিসের জানে ডাক-নামে।' অমিয়, ১৯৩৯।

যকৃৎ [স] ১ বি হজমরস নিয়মসক মেরুদণ্ড প্রাণীর প্রত্যঙ্গবিশেষ। 'যকৃৎ, রূপশিও বা দ্বাদশযন্ত্রকে বিকল করে।' অক্ষর, ১৮৪৬; 'ভাষার যকৃৎ কীত হইল।' বিন্দ্য, ১৮৪৯। ২ বি যে রোগ শিশুদের কৃদ্ধি করে। 'তদ্ব লক্ষ্য নর, তনুদ্রু তার যকৃৎও ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

যক [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) ধনের রক্ষাব্যবস্থার যার কাজ। 'পশ্চিমে বুদিয়ে তাহা যক এক হয়।' কুঙ্গাস, ১৫৮০। ২ বি যক। 'ওই লক্ষ লক্ষ যক যক ঘেরি শ্যামারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

যক্ষনারী [স] বি ত্রী (হিন্দুপুরাণ) এক প্রকার দেবযোনি। 'যক্ষনারী বলে উঠেছে, মা গো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

যক্ষপতি [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ধনের দেবতা কুবের। 'নাম মরুত্ব বলে যক্ষপতি সম।' মাইকেল, ১৮৬১।

যক্ষবান্ধু [স] বি বিরহিনী। 'যক্ষবান্ধু গৃহকোষ কুল নিরে টুকুসানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যক্ষশিত [স] বি যক্ষের সজ্জন। 'যেন এ লক্ষ যক্ষশিতর অটরোল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যক্ষিনী [স] বি যক্ষনারী। 'দেবতা অনুর কিবা যক্ষিনী কিন্নর।' রূপরাম, ১৭৫০।

যক্ষেন্দ্র [স] বি হিন্দুপুরাণ মতে ধনের দেবতা কুবের। 'বর্পসৌধে সুবধিরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী।' মাইকেল, ১৮৬৩।

যক্ষেশ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ধনদেবতা কুবের। 'নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

যক্ষা [স] বি যক্ষারোগ। 'মাদোএল, ১৭৪৩: 'এই প্রস্তুত যক্ষারোগ্যস্ত হইয়া অল্পকালে পরলোক গত হইলেন।' মৃদুভাষ্য, ১৮১০।

যক্ষা গুয়ার্ড [স যক্ষা+ই গুয়ার্ড] বি হাস্যপাতালে যক্ষারোগীদের চিকিৎসার বিভাগ। '৫০ বেডের একটা যক্ষা গুয়ার্ড তৈরির আয়োজন প্রায় শেষ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

যক্ষাকাস, যক্ষাকাস [স যক্ষা+কাস] বি ক্ষয়কাস। 'অজীর্ণ, এগ্রহী, অর্প আর যক্ষাকাস।' ওষ, ১৮৫৮।

যক্ষাক্রান্ত [স] বি যক্ষারোগে আক্রান্ত। 'আমার বাবা ঋণগ্রস্ত ও যক্ষাক্রান্ত হৈয়া পড়েছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

যক্ষা ক্রিনিক [স যক্ষা+ই ক্রিনিক] বি যক্ষায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসালয়। 'আমরা এখানেই যক্ষা ক্রিনিক তৈরি করছি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

যক্ষাঘাত [স] বি যক্ষায় আক্রান্ত। 'সে একটা যক্ষাঘাত মেয়েকে বিয়ে করে তার গর্ভে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উৎপাদন করেছে।' বনকুল, ১৯৩৬।

যক্ষা-সেবী [স] বি যক্ষা রোগ দেয় কর্তৃত যে সেবী। 'সাক্ষী ক'রে যক্ষা-সেবী সঁপে।' অমিয়, ১৯৩৮।

যক্ষাবলান [স] বি ক্ষয়রোগের কারণে সৃষ্ট অবসন্নতা। 'গার হরে এই যক্ষাবলান প্রান্ত ব্যাধিতে বেরা।' কদরুণ, ১৯৪৩।

যক্ষাবিরোধী [স] বি যক্ষা নিবারকরী। 'যক্ষাবিরোধী টিকাকে বলা হয় বি,সি,জি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

যক্ষারোগিনী [স] বি ত্রী যক্ষারোগে আক্রান্ত যে। 'আমাকে জোর করে বলিয়ে দিলেন সেই যক্ষারোগিনী।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

যক্ষারোগী [স] বি যক্ষা রোগগ্রস্ত। 'যক্ষারোগী বাবার চিকিৎসার পরস্রা ছুটে মা।' মনসুর, ১৯৫৫।

যঞ্চ [স যঞ্চ+বি (হিন্দুপুরাণ) যঞ্চ। 'যঞ্চ কাকে বলে, জান?' গ্রন্থক, ১৯৩৫।

যঞ্চ সেওরা ক্রি (হিন্দুপুরাণ) জীবিত বালককে মাটির নীচে সম্ভিত কেন্দ্রাশির সঙ্গে গুঁতে রাখা। 'তা মা, জ্যাত হেসেকেও যঞ্চ সেওরা যায় না।' নজরুল, ১৯৩১।

যঞ্চের ধন বি অতিশয় কৃপণ শোকের ধন। 'আমি আর যঞ্চের ধন আদলাতে পারিনে।' নজরুল, ১৯৩১।

যঞ্চন [স যঞ্চন] ১ ক্রি যঞ্চ যে সময়ে। 'আচার্য চরণগুলি নইল যঞ্চনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি যঞ্চ যেহেতু। 'ভাতার যঞ্চন কদমপুরে সবাই চেয়ে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

যঞ্চন-তঞ্চন ক্রি যঞ্চন থেকে। 'যঞ্চন-তঞ্চন উপলক্ষ্যে বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়-উড় করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

যঞ্জন [স] বি যঞ্জ। 'তাহারদের যঞ্জন যঞ্জন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান।' দর্পণ, ১৮২১।

যঞ্জনযাজন [স] বি (হিন্দুপুরাণে প্রচলিত) পুরোহিতের কাজ; পৌরোহিত্য। 'আমার বাবা করতেন যঞ্জনযাজন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যজ্ঞা [স] বি পূজা। 'সুরদলীন্দর করি এ নিয়ে যজ্ঞা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

যজ্ঞমান [স] ১ বি যজ্ঞকারক। 'এই পটভোর তুমি হও যজ্ঞমান।' কুঙ্গাস, ১৫৮০। ২ বি যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়ে পূজা করায়। 'যজ্ঞমানের বাড়ি সকাল সকাল বেতে হবে।' হুতম, ১৮৬১।

যজ্ঞমাদি, যজ্ঞমাদী [স যজ্ঞমান] ১ বি পৌরোহিত্য। 'সকল পণ্ডিত লীলাবাস চক্রবর্তীর যজ্ঞমাদী আর ওগুগিরি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ বি কর্তৃত্ব। 'কমান্ডিট পাটিতে যোগ দিলে পাঁচ পুরুষানুক্রম যজ্ঞমাদী।' শক্তি, ১৯৭০।

যজ্ঞা [স যজ্ঞন] ক্রি সাধনা করা। যজ্ঞে ক্রি সাধনা করে। 'যে-জন পঞ্চতত্ত্ব যজ্ঞে লীলাবাস মজে সেই জানে রসিক রাসের ধারা।' লালন, ১৮৯০।

যজ্ঞিয়া [স যজ্ঞন] ক্রি উপাসনা করে। 'যোগেশ্বরে যজ্ঞিয়া যোগীর বেশ ধরি।' মালিকরাম, ১৮৮১।

যজু [স যজুঃ] বি যজুর্বেদ; চতুর্বেদের অন্যতম। 'খণ যজু সাম অথর্ক/ঢারী বেদ'। বড়, ১৪৫০।

যজ্ঞ [স] ১ বি হিন্দুধর্মে অনুযায়ী সেবতার অনু্যহ লাভের অনুষ্ঠানবিশেষ। 'না সেবিয়া যজ্ঞে দেবী শিবের পূজন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি যাবতীয় কর্তব্য। 'সেই যজ্ঞ-সমাপার ভার গুরুদক্ষিণার বরূপ চারুণতা গ্রহণ করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

যজ্ঞকুণ্ড [স] বি যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড। 'বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডভিত্তিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন ...'। হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

যজ্ঞক্বেদ [স] বি পূজার স্থান। 'যজ্ঞক্বেদ থেকে শোকারণ্য।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

যজ্ঞঘোড়া [স যজ্ঞঘোটক] বি যজ্ঞের ঘোড়া। 'আমরা ধরি মুহুর্য্যাকার যজ্ঞঘোড়ার রাশ।' নজরুল, ১৯২৬।

যজ্ঞভূমির বি এক জাতীয় ভূমির। 'ভোর নাপান বট আর যজ্ঞভূমির মাটিতে পড়ে ফেটে যাছিল।' শক্তি, ১৯৬৬।

যজ্ঞধুম [স] বি যজ্ঞের বা হোমায়ির ধোঁয়া। 'নহে যজ্ঞধুম-ও-কলক সারি সারি সুবর্ণমণ্ডিত।' মাইকেল, ১৮৬০; 'মানব-স্বের্ষের যজ্ঞধুম।' নজরুল, ১৯২৪।

যজ্ঞপত্নি [স যজ্ঞ+স পত্নী] বি যজ্ঞমানপত্নী। 'যজ্ঞপত্নির স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইল।' মালধর, ১৫০০।

যজ্ঞবেদী [স] বি যজ্ঞের মঞ্চ; যজ্ঞ পালনের বেদী। 'অপরিয়া যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত সেবতার ...'। রবীন্দ্র, ১৯০২; 'আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।' নজরুল, ১৯২৬।

যজ্ঞভঙ্গকারী [স] বি যজ্ঞ ভঙ্গ করে এমন। 'যজ্ঞভঙ্গকারী নিপাতকের মতন।' বিজুতি, ১৯৩১।

যজ্ঞভাণ [স] বি যজ্ঞের অংশ। 'সেই গো বাঁচি সিঁহিল মাঝে আনন্দেবির যজ্ঞভাণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯২১।

যজ্ঞভূমি [স] বি যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি ...'। মাইকেল, ১৮৫৯।

যজ্ঞভূমি [স] বি যেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'সেই যজ্ঞভূমিও পৃথ্যস্থান।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যজ্ঞ-বাণ [স] বি যজ্ঞ এবং আনুষ্ঠানিক কর্ম। 'এ-সব আনিতে কত লাভও করুন যজ্ঞ-বাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

যজ্ঞশালা [স] ১ বি যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যেক উপলব্ধি করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি কর্মস্থল। 'বিষধাতার যজ্ঞশালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

যজ্ঞশীল [স] বি যজ্ঞপালনকারী। 'বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ অপসিঁহুরে অভ্যাসনুরে এই পৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

যজ্ঞস্থল [স] বি যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 'পুষ্পমধু যজ্ঞস্থলে আনীত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

যজ্ঞহত্যাশন [স] বি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অগ্নি। 'এই যজ্ঞহত্যাশন কি নিবিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

যজ্ঞাংশুভূক [স] বি যজ্ঞের অংশ ভোগকারী। 'এইসব মারযজ্ঞের বসি যেমন অগ্নিত মানুষ, এদের হোতা যজ্ঞাংশুভূক উপসেবতারাও তেমনি মানুষ।' শিব, ১৯৫৬।

যজ্ঞাঙ্গ [স] বি যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ। 'বিবাহের পূর্বে ভঙ্গর নিকট পাঠ

সমাপ্তির বিদায় গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞাঙ্গ স্নান বিধিকে সমাবর্তন করা যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

যজ্ঞাদি [স] বি যজ্ঞ ইত্যাদি। 'যজ্ঞাদি উৎসব-কার্যে সমাদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

যজ্ঞানল [স] বি যজ্ঞের আগুন; হোমানল। 'ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যজ্ঞানুষ্ঠান [স] বি বেদবিহিত অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সন্তোষোপদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া-মোক ইচ্ছা করিলে নরকামী হইবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

যজ্ঞিবাড়ি বি যে স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়; যজ্ঞশালা। 'বাঙালি যজ্ঞিবাড়িকে টিব্বারের গ্রীকরা হার মানায়।' মুক্তভা, ১৯৫২।

যজ্ঞির বিড়াল বি সুবিধাবাদী। 'তাঁরা বোধ হয়, গোবাড়ী ব্রাহ্ম। না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল।' হুতোম, ১৮৬১।

যজ্ঞির যজ্ঞমান বি যজ্ঞকর্তা। 'যজ্ঞির যজ্ঞমানরা আমার আসল মতলব ধরতে না পেরে সভ্যস্থলে বসিয়ে দিলেন।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

যজ্ঞোপবীত [স] বি ব্রাহ্মণের পৈতা পরার অনুষ্ঠান। 'মনোযোগ না করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত মাতামহ গৃহে বাস করিয়া ...'। দর্পণ, ১৮৩৯।

যটি বি য়ে কমাটি। 'যটি টাকা দিয়াছিল সবগুলি বোটা।' ভারত, ১৭৬০।

যৎ [স] বি যে। 'শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২; 'নরপতি যৎকালে যুগ্ময়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন।' মাইকেল, ১৮৫৯।

যৎকালীন [স] ক্রিবিণ য়ে সময়ে। 'যৎকালীন হিন্দুদিগের দূরদৃষ্ট হইল।' জ্ঞানোৎসব, ১৮৩৯।

যৎকালে [স] ক্রিবিণ যখন। 'শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২; 'নরপতি যৎকালে যুগ্ময়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন।' মাইকেল, ১৮৫৯।

যৎকিঞ্চিৎ [স] বিণ সামান্য। 'যৎকিঞ্চিৎ মুনাফা হইয়াছিল।' তেরি, ১৮০২।

যৎকুৎসিত [স] বিণ অতিশয় নোংরা। 'যৎকুৎসিত সম্পর্কবিরুদ্ধ গালাগালি দিলে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

যৎপরোনাস্তি [স] বিণ যারপরনাই; অত্যন্ত। 'নগরমধ্যে সুনির্ভর বাহ্যিকর জলাভারে যৎপরোনাস্তি অক্লম্যণ ঘটতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পেয়েছি যাতে মূল ভাব ও চিত্রকল্প ... অপরিসীমত থাকে।' সুশীল, ১৯৩৩।

যৎসামান্য [স] বিণ খুব অল্প। 'এই সকল মূলপুর্ন দুর্দ্রোহ জলপ্রণালী কদাপি যৎসামান্য রূপেও পরিচূত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'যৎসামান্য সেই দান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

যৎ বি (সমীত) তাদবিশেষ। 'সিদ্ধিকারি যৎ।' নজরুল, ১৯৩২।

যত, যতো [পা যতো; স যতি] ১ বিণ য়ে-সংখ্যক। 'এবে হতে সৈবকীর যত পর্ব্বত হই।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ যাবতীয়। 'যত নানা কুল।' বড়, ১৪৫০; 'যত অমরল সকল যাউক দুরে।' চণ্ডী, ১৫৭০; 'যত প্রবোধ কল কিছু না গনিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ ক্রিবিণ য়ে পরিমাপ। 'আর আর যুগ্মতে অর্থব্যয় যতঃ করি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ ক্রিবিণ য়ে পরিমাপে। 'পাছে যাবে বুঝাশড়া বাহাদুরি যত।' রামপ্রসাদ, ১৮৮০।

যতই ক্রিবিণ যতোট। 'তোমার বিলাতীর বেশ-ভূষানি ভৌতিক বিশ্ব মাত্রেয় অনুকরণ করিতে যতই সমর্থ হও ...' অক্ষর, ১৮৪৭।

যতক্ষণ ক্রিবিণ যে সময় পর্যন্ত। 'যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভাব থাকে জানের কথা প্রায় অবনশন করে।' জারিসী, ১৮০৩।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ - যতক্ষণ প্রশ্ন আছে ততক্ষণ আশা আছে। 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

যতখন ক্রিবিণ যে সময় পর্যন্ত। 'যতখন গুটি নাহি পড়ে করে, ততখনো যদি মনে রাগ মোরে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'চলে যায় দিন যতখন আছি ...' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

যতটুকু ক্রিবিণ যে অংশটুকু। 'তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

যতদূর ক্রিবিণ যে পর্যন্ত দূর যায়। 'যতদূর চেয়ে দেখি আমার পায়ে আর অস্ত দেখি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

যত সোম এই নন্দ মোঘ - যে যেই অশরাধি করুক না কেন, তার দায়ভার কেবল একজনের উপরই বর্তালে এমন বাক্য ব্যবহৃত হয়। 'যত সোম এই নন্দ মোঘের পাড়েই হৃদয়ভূত করে পড়ল।' নবজল, ১৯২৭।

যতবড়ো-না-মুখ-ততবড়ো-কথা - ছোটো মুখে বড়ো বড়ো কথা। 'যতবড়ো-না-মুখ-ততবড়ো-কথার দেশ' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

যতবড়ো মুখ তত বড়ো কথা - অনুচিত কথা। 'পাশে যত বড়ো মুখ তত বড়ো কথা, আমার বল কিনা বুঝিয়ে চলে।' ধরনসাদ, ১৮৮১।

যতবড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা - অত্যধিক স্পর্ধিত উক্তি-স্বল, ১৯০৬।

যত যত বিণ যেসকল। 'শহরের মধ্যে যেখানে যত-২ পাঠশালা আছে।' দর্পণ, ১৮১৯।

যতদূর বিণ যে-পরিমাণ। 'সম্মত শিশুর আদি যতদূর কখন।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

যত সব ক্রিবিণ যতোমাত্র। 'যত সব ভাব হয় অকথা সফল।' বৃন্দা, ১৮৮০।

যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্ন - আগে যত হাসবে শেষে তত কান্নতে হবে। 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্ন।' উষ্মণ, ১৮৫৭।

যত [স যতি] বিণ দ্বী যত। 'তত্ত্বের সমগ্রী যত।' বড়ু, ১৫৭০।

যতেক ১ বিণ যত। 'যতেক যতেক তার আলিঙ্গন মনের সঙ্গাল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ ব্যবহার। 'যতেক প্রবণ সব জাহায আপণে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ যে পরিমাণ। 'যতেক করয়ে প্রভু সকল উদয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

যতোদূর বিণ যে পরিমাণ। 'ইসলাম নারীকে যতোদূর অধিকার দিয়েছে।' বেঙ্গল, ১৯৪৯।

যতন [স যত্ন] ১ বি যত্ন। 'সজ্জায় অনেক যতনে।' বড়ু, ১৪৫০; 'আও গেলি সড়র গমমে বাড়ায়িক না করি যতনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অধ্যবসায়। 'এ কাজ সাধিব আগে করিয়া যতনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি প্রযত্ন। 'দান লৈতে নাহি মল কিসকে যতন।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বি চেষ্টা। 'পারিল আলিনস কাহাঞি বিনি যতনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ বি আদর। 'তোমাকে কহিও এত করিয়া যতন।' গরীব, ১৭৬৫।

যতনভরে ক্রিবিণ যত্ন করে। 'দুয়ার রুখিয়া রেখেছিল তাকে গোপন ঘরে/ যতনভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যতনে ১ ক্রিবিণ উৎসাহের সঙ্গে। 'বিবাহ করিলা আসি বহল যতনে।' সুশভান, ১৭০০। ২ ক্রিবিণ যত্নসহকারে। 'চুনি আজীবন যতনে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

যতনেতে ক্রিবিণ অগ্রহের সঙ্গে। 'বেশ্যাকুচ বিমর্শন, যতনেতে আলিঙ্গন।' ভবানী, ১৮২৫।

যতি [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'যতিঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

যতি, যতী [স] বি সন্ন্যাসী। 'কি পতিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মানুষকে যারা হীন হাউসে পুরে সতী বা যতি বানাতে চান ...' অন্নদা, ১৯২৯।

যতিধর্ম, যতিধর্ম [স] বি শাস্ত্র অনুসারে সন্ন্যাসীর কাজ; সন্ন্যাসব্রত। 'পদ্মবিশেতি বার্ষে কৈল যতিধর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তথু যতিধর্মের নন, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

যতি [স] বিণ যতো। যতি খনে বিণ যতক্ষণে। 'যতি খনে বিলম্বল মঙ্গল না পড়ই।' গোবিন্দ, ১৬০০।

যতি [স] বি পাঠের সুবিধা এবং অর্থ পরিচালক করার জন্যে ব্যবহৃত বিরাট চিহ্ন। 'সক্তি ও সমতি, হুন্দোবিধি, শিবন পদ্ধতিতে তত্ত্ব কর্তব্যাস এবং (৬) যতিহেদে বিধান ইত্যাদি।' হাই, ১৯৫৪।

যতিহেদ [স] বি বিরাট চিহ্ন। 'সক্তি ও সমতি, হুন্দোবিধি, শিবন পদ্ধতিতে তত্ত্ব কর্তব্যাস এবং (৬) যতিহেদে বিধান ইত্যাদি।' হাই, ১৯৫৪।

যতিবিল [স] বিণ যতি কম এমন। 'ফুলে বাড়াই যতিবিল হুন্দে হুই, শীর্ষ, স্বরঙ্গ, বলন্ত ইত্যাদি...' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

যতিহীন [স] বিণ অবিরাম। 'মানিলা আশ্রয় আয় যতিহীন, বর্ণ-নরকের।' শাস্ত্র, ১৯৫৯।

যতিকী [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'চৈত্রবীরাগঃ।' রূপকং। 'যতিকী।' বড়ু, ১৪৫০।

যন্তন [স যত্ন] বি আদর। 'পূর্বে নিবেদিল তোরে করিয়া যন্তন।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

যত্ন [স] ১ বি চেষ্টা। 'নারী মনে পলি যায়/ যত্নে নাহি বাহিয়ার/ অজ্ঞানের কাটা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরিচর্যা। 'আজ্ঞা শাস্ত্রে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন দ্বিতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আত্মরিকতা। 'কোন কথা পার যদি যত্নে রাখিবারে।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৪ বি আদর আশ্রয়। 'গোপন-রাজ গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে মহা যত্নে।' মাইকেল, ১৮৬২।

যত্ন-অভ্যর্থনা [স] বি যত্ন/আতি; সমানর। 'এত যত্ন-অভ্যর্থনা অনেক দিন করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

যত্ন-আত্তি বি পরিচর্যা। 'হেসেমেয়েদের যত্ন-আত্তি করবে না।' নবদেব, ১৯৪৭।

যত্ন-আত্মীয়তা [স] বি আদর যত্ন। 'এমন ভাল হেসে, এমন দয়ামায়া - কি জান, একটু যত্ন-আত্মীয়তা - পার্বতী হাসি চাপিয়া বলিত ...' শব্দ, ১৯১৭।

যত্নকর্তা, যত্নকর্তা [স] বি যত্ন নেয় কে। 'কার্য সিদ্ধি না হইলে যত্নকর্তার সোভাব্য।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

যত্ন-চেষ্টা [স] বি আত্মরিক চেষ্টা। 'তবে যত্ন-চেষ্টার ফলে এর

উৎপাদন অবশ্য বাড়ান যায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

যত্ননে *ক্রিবিপ* যত্নের সঙ্গে; সযত্নে। 'আর এক বর দিল পাণ্ডায় যত্ননে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্নপালিত [স] *বিপ* সযত্নে পালিত। 'যত্নপালিত খাসী-মুগুণীর মায়া গৃহাঘাত মুরশিদেবের সেবার উৎসর্গ করিয়া ...।' *ইমদাদুল*, ১৯২০।

যত্নপূর্বক, যত্নপূর্বক [স] *ক্রিবিপ* যত্নের সঙ্গে। 'রায়েদর গৃহীকে যত্নপূর্বক পালন করিতে লাগিলেন।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যত্নবতী [স] *বিপ* ত্রী সচেত। 'জ্ঞানরত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে অশুদ্ধ করিতে যত্নবতী হয়েন না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'সাখ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিভাষা যত্নবতী থাকিব।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যত্নবন্ত [স] *বিপ* যত্নবান। 'জ্ঞান প্রচারের নিমিত্ত যত্নবন্ত হও।' *অক্ষয়* ১৮৪৩।

যত্নবান [স] ১ *বিপ* উদ্যোগী। 'যত্নকে ধরিয়া আসে হইয়া যত্নবান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বিপ* সচেত। 'দশ পাঁচ ঘর প্রজা ঐ স্থানে বসাইতে পারহ তাহার চেষ্টা নিতান্ত যত্নবান হইয়া করিবা।' *রামরাম*, ১৮০২; 'দেশীয় লোকদিগকে উন্নত করিতে যত্নবান হও।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

যত্নবাহুল্য [স] *বি* যত্নের বাড়িবাড়ি। 'এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যত্নভরে *ক্রিবিপ* সযত্নে। 'তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

যত্নশীল [স] *বিপ* মনোযোগী। 'গবর্গমেন্ট যদি আন্তরিক যত্নশীল হন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৭।

যত্নসহকারে [স] *ক্রিবিপ* মনোযোগের সঙ্গে। 'সেই সমস্ত ধর্মশাস্ত্র যত্নসহকারে মনন করা আবশ্যিক।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

যত্নাভ্যাস [স] *বি* চর্চা; অনুশীলন। 'পুরুষ জাতির যেরূপ যত্নাভ্যাসে বিদ্যা জন্মে স্ত্রীজাতিরও সেইরূপ।' *জ্ঞানানুসার*, ১৮৫২।

যত্নেক [স] *ক্রিবিপ* যত্নসহকারে। 'মায় সমে যত্নেক ঝাএ চারি সহোদর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যত্নে-ধরা *বিপ* সযতনে মনে গোঁথে আছে এমন। 'বিশ্বের জিনিসের যত্নে-ধরা সৃষ্টির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে পেল সে।' *অবন*, ১৯২৫।

যত্ন [স] *ক্রিবিপ* যেখানে। *যত্নভর* [স] *ক্রিবিপ* যেখানে সেখানে। 'প্রাণ লইয়া যত্নভর পশায়েন করিতে অনুমতি দিলেন।' *রোকেয়া*, ১৯২২; 'যত্নভর কারণে-অকারণে ...।' *গুণাধী*, ১৯৪৮।

যত্ন আঁত ভরা যায় - যত্নে আঁত ততো যায়। 'আমাদের ছিল যত্ন আর তত্ন ভরা যত্নের পরিবার।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

যত্ন [পা যতো] ১ *ক্রিবিপ* যত। 'আর যত দিখাছেন্ত রত্ন অমূলিত।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বিপ* সকল। 'চেঁকায়েন প্রাণমিল যত ফিরিত্তাএ।' *সুলতান*, ১৭০০।

যত্নকর্ম [পা যতো+স কর্ম] *বি* অনুরূপ কাজ। 'এই রূপে যেই অঙ্গ যে সবে দেখিল পৃথিবীতে যত্নকর্ম করিতে শিখিল।' *সুলতান*, ১৭০০।

যত্না, যত্না [স যথা, যত্ন] ১ *ক্রিবিপ* যেখানে। 'যত্না দূতা মোর জাএ।' *বকু*, ১৪৫০; 'সের হরি আছে যত্না।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বিপ*

যেমন। 'কেহো শিখ্য কেহো পত্নী যার যথা রতি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিপ* যেদ্রপ। 'তপস্থানে ব্রহ্মা যথা করেন তপস্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

যথাএ *ক্রিবিপ* যেখানে। 'যথাএ চলি যাও তুচ্ছ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

যথাকথঞ্চিৎ [স] *ক্রিবিপ* কট্টেস্টে। 'তৎকালে যথাকথঞ্চিৎ সহজতাই সামান্যরূপে কিঞ্চিৎ আহার প্রস্তুত করিয়া লইতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

যথাকর্তব্য [স] *বি* যা করা উচিত তা। 'তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্তব্য করেন নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

যথাকাল [স] *বিপ* যেখনকার। 'যথাকাল যে ব্যক্তি কহেন আসি সব।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

যথাকাল [স] *বি* ঠিক সময়। 'যথাকালে সেই পত্র পাইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

যথাকালে [স] *ক্রিবিপ* যখন পাওয়ার কথা তখন। 'যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হজ্ঞাতকেনে ছুটি লইয়া সোজা গওয়ানা হইয়া পড়িলাম।' *বনকল*, ১৯৩৬।

যথাক্রমে [স] *ক্রিবিপ* ক্রমানুসারে। 'নামাভ্যাস হইলে যথাক্রমে অভ্যাস ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

যথাজ্ঞান [স] *ক্রিবিপ* জ্ঞান অনুযায়ী। 'তাকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

যথাতথ্যা [স] *ক্রিবিপ* যেখানে সেখানে। 'যথাতথ্যা যাও আমি যাই সহতি।' *বিজয়*, ১৭৫০; 'কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথ্যা।' *অবন*, ১৯২৫।

যথানিয়ম [স] *ক্রিবিপ* নিয়মমাস্কিক; যথাবিধি। 'যথানিয়মে চিত্তা প্রস্তুত হইলে ... তাহারে লইয়া মৃত্যুশয্যা শয়ন করিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথানির্দিষ্ট [স] *বিপ* যেমন স্থিতিকৃত। 'যথানির্দিষ্টমতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যথাপরিমানে [স] *ক্রিবিপ* যথোপযুক্তভাবে। 'চিন্তার মধ্যে আমরা যথাপরিমানে আনিব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যথাপরিমিত [স] *ক্রিবিপ* প্রয়োজনমতো। 'জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

যথাপূর্ব [স] *ক্রিবিপ* আগের মতো। 'দুর্ভিক্ষ, বন্যার চক্র যথাপূর্ব চলি।' *সুভাষ*, ১৯৪০।

যথাবৎ [স] *ক্রিবিপ* নিয়ম অনুসারে। 'গুজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাধ করিয়া, রাজাকে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যথাবিধানে [স] *ক্রিবিপ* রূপসারা অনুসারে। 'প্রতিনিয় যথাবিধানে, পূজা করিতে আশঙ্ক করন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭; 'যাহারা ... যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তাহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

যথাবিধি [স] *ক্রিবিপ* নিয়মমাস্কিক। 'গ্রামায়ণ ভারত পড়িল যথাবিধি।' *রূপসারা*, ১৭৫০।

যথাবিহিত [স] *বিপ* উপযুক্ত। 'যথাবিহিত কারণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের সামান্য করা কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫০; 'এই-সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যথার্থিকল্পিত [স] *বিপ* যেমন কল্পিত। 'যথার্থিকল্পিত রূপ দেখিয়ে পাণ্ডিয়ে যাচ্ছে খেগুড়ির মতো খেলা শেষে।' *অবন*, ১৯২৭।

যথামত

যথামত [স] *ক্রিবি* যথোচিত। 'যার যথামত পার বরাদ্দ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যথাবৎ [স] *কিণ* উপযুক্ত। '... তাহাতে যথাবৎরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

যথাযথভাবে [স] *ক্রিবি* যথাযথ উপায়ে। 'সুরসম্পদ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

যথাযথরূপে [স] *ক্রিবি* ঠিকভাবে। 'তাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত।' *দীপিকা*, ১৮৮৭।

যথা যথা [স] ১ *ক্রিবি* যথাযথ। 'আর কত আছে যে যে কৈল যথা যথা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *কিণ* যথার্থ। 'উহাদের ঘরে রোহ ও আদর পাইয়াছি যথা যথা।' *জসীম*, ১৯২৭।

যথায়োপ্য [স] ১ *কিণ* যথোপযুক্ত। 'সবা সহিত যথায়োপ্য করিল মিলন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *কিণ* স্বাভাবিক। 'পূর্বগ্রায় যথায়োপ্য শরীর হইল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যথায়োপ্যতা [স] *বি* উপযুক্ততা। 'জ্বরর উত্তর পাওয়া যায় তার সৈনিক ব্যবহার যথায়োপ্যতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

যথায়োপ্যভাবে [স] *ক্রিবি* যথাযথ উপায়ে। 'সুরসম্পদ যথাযথ ভাবে বাড়ালে তাতে করে গানের রস নিবিড়তরই হয়ে ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫। 'শিল্পকে যথায়োপ্যভাবে পড়ে তুলতে হলে চাই যে আবেষ্টন।' *বেগম*, ১৯৪৮।

যথার [স] যথা। *ক্রিবি* যেখানে। 'রসুলক যথার ছাপাই বুইয়ে নারী।' *সুলতান*, ১৭০০।

যথারীতি [স] *ক্রিবি* নিয়মমতো। 'যথারীতি রাজা প্রজাতন্ত্রের মন্যদানদি হইলে।' *দর্পণ*, ১৮০১।

যথারুচি [স] *ক্রিবি* ইচ্ছামতো। 'যথারুচি অশয় করিব সে-ধন।' *স্বপ্ন*, ১৯২৯।

যথালাত [স] *বি* যথোপযুক্ত। 'ছত্রে পিয়া যথালাত উদর-ভরণ/মনরুপা নাহি সুখে কৃষ্ণ-সকৌতর্জন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। 'সুপ্ত সন্তোষ এং নির্ভীক শান্তিই আমাদের যথালাত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যথাসক্তি [স] *ক্রিবি* গ্রামপণে। 'যথাসক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

যথাসাধ্য [স] *ক্রিবি* শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। 'যাঘদীর দৈব ব্যাপার যথা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথানীত্ৰ [স] *ক্রিবি* যতদূর সম্ভব দ্রুত। 'যথানীত্ৰ সে কিরিয়া আশিল।' *শওকত*, ১৯৫৮।

যথাক্রম [স] *ক্রিবি* যেভাবে শোনা হয়েছে তেমনভাবে। 'যথাক্রম কহিবেক...'। *সেবধি*, ১৮৩৯।

যথাসংযুক্ত [স] *কিণ* উপযুক্ত সংযোজিত। 'মহিলাদের যথাসংযুক্ত আসন যাতে নির্ধারিত থাকে।' *বেগম*, ১৯৫৩।

যথাসংগতি [স] *ক্রিবি* সাম্য অনুসারে। 'তখন অত্মদের সহিত যথাসংগতি কিছু যৌতুক নিতে ইচ্ছা করে।' *সুলতান*, ১৮৭৩।

যথাসময়ে [স] *ক্রিবি* ঠিক সময়ে। 'প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

যথাসম্ভব [স] *ক্রিবি* যতটা সম্ভব। *সেবধি*, ১৮৩৯। 'যথাসম্ভব অর্থসঞ্চয় করেন।' *এডুকেশন গেজেট*, ১৮৭২।

যথাসর্ব্ব [স] *বি* সবকিছু: সমস্ত সম্পদ। 'পরিদন তাহার যথাসর্ব্ব বিক্রয় করাইয়া শ্রাক করাইল।' *কেব্রি*, ১৮১২।

যথাসাধ্য [স] *ক্রিবি* সাধ্যমতো। 'তাঁহার পদ্মাবলোকনে যথাসাধ্য সভাগ্রতি জ্ঞাপন করেন।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

যথাসাধ্যক্রমে [স] *ক্রিবি* সাধ্যানুযায়ী। 'হৃদয়ানের তরঙ্গশোষণ যথাসাধ্যক্রমে করিতে হয়।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩১।

যথাসাধি *ক্রিবি* যতদূর সম্ভব। 'ইহার সকল কারণ বাহির করার যথাসাধি চেষ্টা চালাইবার জন্য।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

যথাসুখ [স] *বি* প্রকৃত সুখ। 'বর্ত্তবন্দ্যপথ থেকে ছাড়া গেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথ্য।' *অবন*, ১৯২৫।

যথাস্থান [স] *বি* নির্দিষ্ট জায়গা। 'খড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া নিয়া বলিত লালিল।' *কিন্য়া*, ১৮৬৩।

যথি তথি [স] যথা *ক্রিবি* যেখানে-সেখানে। 'মোরে মুখ না মেখাবি তুমি যাও যথি তথি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

যথার্থ [স] ১ *কিণ* সঠিক। 'যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ *ক্রিবি* সঠিকভাবে। 'তুমি মিথ্যা শ্রিতা যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও।' *চন্দ্রিকা*, ১৮০৫। ৩ *কিণ* সত্য। 'যাহা যথার্থ তাঁহা কন্যার মুখ হইতে বাহির হইবেক।' *চন্দ্রিকা*, ১৮০৫। ৪ *কিণ* সত্যিকার। 'আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অপোচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যথার্থত *কিণ* সত্যিকার। 'একটা ছবি অঙ্কিতে হইলে, যথার্থত বে-দ্রব্য যেরূপ, ঠিক তেরূপ আঁকা উচিত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২।

যথার্থতঃ [স] *কিণ* প্রকৃত। 'আমারদিগের তাহার এত আলোচনা কদাচ থাকিত না যথার্থতঃ বিবেচনার আমরা নিতরু করিয়াছি যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

যথার্থ তত্ত্ব [স] *বি* প্রকৃত অবস্থা। 'এই প্রত্যক্ষ-নিষ্ঠ যথার্থ তত্ত্ব ... অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।' *অক্ষর*, ১৯৫২।

যথার্থতর [স] *কিণ* অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। 'সেই বিকাশসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থতর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে।' *শিব*, ১৯৫০।

যথার্থতা [স] *বি* সঠিকতা। 'তাহার যথার্থতা বিবরণে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।' *কিন্য়া*, ১৮৪৭। 'নিষেধাজ্ঞার যথার্থতা বিচার করার ক্ষমতা তার নাই।' *ওয়ারী*, ১৯৪৪।

যথার্থবাদিন [স] *কিণ* ব্রী সত্যবাদী। 'চন্দ্রিকা প্রকাশিত যথার্থবাদিন ইতি যাকরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

যথার্থবাদী [স] *কিণ* সত্যবাদী। 'যথার্থবাদী ও অপক্ষপাত হইলে তবে ইহাকে আমরা বহুজ্ঞানে আমোদ করিব।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। 'চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ হির করায়া ... উভয়কে নিদায় দিলেন।' *কিন্য়া*, ১৮৪৭।

যথার্থবিচার [স] *বি* ন্যায্যবিচার। 'গবর্ণমেন্টের জল্পতার দ্বারা ই প্রকাশ্য বদ্ধ থাকেন ঐ জল্পতা যথার্থবিচার ও দরদরকাশসমূলক হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যথার্থভাবে [স] *ক্রিবি* সত্যিকারভাবে। 'আমরা ত্যাপের দ্বারা দুঃখবীকারের দ্বারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আনন্দের করিয়া লইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

যথার্থরূপে [স] *ক্রিবি* সত্যিকার অর্থে। 'বিশ্বাহাৰ্য উপস্থিত হইয়া

রামরাম চক্রবর্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

যথার্থব্রহ্মণ [স] বি আসল রূপ। 'ভাঁরা বিন্যাসাদরকে দেখতে পেতেন ভাঁর যথার্থব্রহ্মণে।' মুদ্রাস্থ, ১৯৭০।

যথার্থপালপা [স] বি সত্যিকারের অপলাপ। 'যথার্থপালপা করিয়া শব্দক স্থাপন পাতিত নয় ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

যথার্থলালী [স] বি যথার্থ মিতক। 'আজ্ঞাবাবধি সত্যবানী পরিমিত ভাষী মিথ্যাহেয়ী যথার্থলালী।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫।

যথেক [স] বি যতসব। 'যথেক আকার ছিল নৈরাকার লীন।' সুলতান, ১৭০০।

যথেক্খ [স] ক্রিবিধ নিজের ইচ্ছানুসারে। 'আপন ইষ্টসিক্তির নিমিত্ত, যথেক্খ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্বনাশ করিয়াছ।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'তাহার প্রতি যথেক্খ ভোজনের উপদেশ হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

যথেক্খা [স] ক্রিবিধ ইচ্ছামতো। 'আপনারা যথেক্খা চলিয়া বেড়াইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

যথেক্খাচরণ [স] বি খুশিমতো ব্যবহার। 'স্বপ্রবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেক্খাচরণ করিতে পারিতেন না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

যথেক্খাচার [স] বি বেচ্ছাচার। 'পুরুষের ন্যায় ইচ্ছামত আহার বিহার পূরক যথেক্খাচার করিতে পারে।' ভবানী, ১৮২৮।

যথেক্খাচারিতা [স] বি যেমন খুশি তেমন আচরণ। 'আটে অবগ্য যথেক্খাচারিতার কোনো অবসর নেই।' প্রমথ, ১৯১৩।

যথেক্খাচারী [স] বি বেচ্ছাচারী। 'কার্যে যথেক্খাচারী হয়ে একটু নিজেদের ... পুরুষশাব্দ বল প্রমাণ করে।' প্রমথ, ১৯০৫; 'ইসলাম-নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ পূরক যথেক্খাচারী হইতেছে।' ম্যোজিন, ১৯২৮।

যথেষ্ট [স] যথেষ্ট। ১ বিধ বিবিধ। 'যথেষ্ট কমল বৃক্ষসমূহ কৌতুকে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিধ অনেক; ঢের। 'আমার পরে ইহারদের মধ্যে আত্মকলহ যথেষ্ট হইবে।' রামরাম, ১৮০১।

যথেষ্টাচারী [স] বি ইচ্ছামত চলে এমন; বেচ্ছাচারী। 'লোক সমুদায় নিরতুল হইয়া যথেষ্ট চারী বিহারী হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

যথেষ্ট [স] বিধ যেরূপ বলা হইছে এমন। 'যথেক প্রকারে পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলে-।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

যথেষ্টবাদী [স] বি যথার্থ কথা বলে এমন। 'যাহারা জনপদবাসী বিধান অগ্রবৃত্ত প্রস্তাবপত্রমতি ও যথেষ্টবাদী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

যথোচিত [স] ১ বিধ যথাযোগ্য। 'যথোচিত ক্রিয়া করি করি গঙ্গান্নান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রিবিধ যথযোগ্যভাবে। 'সম্বত করহ হিত কর গিয়া যথোচিত।' মুদ্রাস্থ, ১৬০০।

যথোচিতভাবে [স] ক্রিবিধ যথাযথরূপে। 'গবর্ণমেন্ট শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথোচিতভাবে অর্থ ব্যয় করেন না।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

যথোপযুক্ত [স] বি যথাযথ। 'দ্বারভাষ্যযথোপযুক্ত স্থানে সত্য সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

যথোপযুক্তভাবে [স] ক্রিবিধ প্রয়োজন অনুসারে। 'আয়ের সীমা যথোপযুক্তভাবে বাড়াইতে পারে না।' আজাদ, ১৯৬২।

যথোপযুক্তরূপে ক্রিবিধ যেমন উপযুক্ত তেমনভাবে। 'আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অস্থিমান এতদিনে যথোপযুক্ত রূপে আত্ম হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যদবধি [স] ক্রিবিধ যে সময় থেকে। 'যদবধি গেছ বাপু আমারে ছাড়িয়া।' বিজয়, ১৮৫০।

যদর্শ [স] ক্রিবিধ যেজন্য। 'যে যদর্শ প্রাণত্যাগ করে তাহার সহিত প্রীতির আত্মসিক্ততা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যদর্শে ক্রিবিধ যে উদ্দেশ্যে। 'মহাশয়েরদিগের যদর্শে আহ্বান করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

যদি, যদি [স] ১ অর্থাৎ যেহেতু। 'এহা পথে যদি কাহাক্রি লৈল মহাদান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ অর্থাৎ সংশয়জনক শব্দবিশেষ। 'যদি গাঙ্গ উজান বহে।' বড়ু, ১৪৫০; ঢেরী, ১৭৮৮। ৩ অর্থাৎ যখন। 'অন্তঃপুর হতে যদি নিকল রাজন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

যদিও [স] যদিও। 'যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশবিশিষ্ট হই নাই।' কৌমুদী, ১৮৩০।

যদিচ [স] অর্থাৎ যদিও। 'যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অকোশল তুলাতৎসু ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪; 'যদিচ প্রভাতপলিহ এবা কাখনমাত্রার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

যদিত [স] যদিও। 'যদিত আমি থাকিয়া এ রাজ্যের একটু বিলি বন্ধান না করিয়া দেই।' রামরাম, ১৮০১।

যদি বা অর্থাৎ যদিও। 'যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

যদিসাং [স] যদিস্যাৎ অর্থাৎ যদিও। 'তবে যদিসাং মরে লাউসেন ডািনা।' রূপরাম, ১৭৫০।

যদিস্যাৎ [স] অর্থাৎ যদিও। 'যদিস্যাৎ বেদপঠানন্তর গান উপলক্ষে ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

যদিন ক্রিবিধ যতদিন। 'আছে গোতাকতক বুড়া যদিন তদিন কিছু রক্ষা পারে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

যদিশি [স] যদ্যপি অর্থাৎ যদিও। 'ধন লয়ে বেছায় যদিশি কেহ বেচে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

যদুচ্ছ [স] বিধ সোয়াল-খুশিমতো। 'চারিধারে যদুচ্ছ-বিচরণীল মেঘদল।' বিদ্যুতী, ১৯২৯।

যদুচ্ছা [স] বিধ ইচ্ছামতো। 'প্রথমে লোকে যদুচ্ছা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পাতিত।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'যাকে-তাকে যদুচ্ছা পক্ষবিত্য করায় বাধীত্যা দিলে তাতে সুকলের পরিবর্তে অপকলটাই ফলবে বেশি করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

যদুচ্ছাকারী [স] বিধ যা ইচ্ছা তাই করে এমন। 'যদুচ্ছাকারী উল্লঙ্ঘন যুবক সন্ধ্যাট ইলাগবেলসের সময়ে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

যদুচ্ছাক্রমে [স] ক্রিবিধ অনায়াসে। 'যদুচ্ছাক্রমে যাহা কিছু পায় তাহাই ডুক করে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'আমি, যদুচ্ছাক্রমে নানা ভাবে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে ... তাহার শরণাপন্ন হইয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

যদুচ্ছালক [স] বিধ অনায়াসলক। 'যে দেশের লোক প্রমথিমুখ হইয় কেবল যদুচ্ছালক ফল মূল অথবা যুগলাক মাংস খায়া উদরপূরি করে তাহার অসত্য।' বিদ্যা, ১৮৫১।

যদ্যুরা [স] ক্রিবিধ যা খায়া। 'যদ্যুরা ত্রীকৃত ব্যতিচার ... দোষ বিবেচন করা যায়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

যদ্যপি [স] ১ অর্থাৎ যদিও। 'যদ্যপি আপনে হইলেন প্রজ্ঞ বলায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিধ যতক্ষণ পর্যন্ত। 'যদ্যপি নয়ান ধ্য

হুগিত রহিল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ ক্রিপিং যেদিকে। 'হাভাতে যদ্যপি চায় সাপার ওকায় যায়।' ভারত, ১৭৬০।

যদ্যপিও অথবা যদিও। 'যদ্যপিও নিরন্তর বাধানেন ফাকি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

যদ্যপিস্য্য [স] অথবা যদি। 'যদ্যপিস্য্য্য এমতঃ রচনা গড়না হইত ...।' রামরায়, ১৮০১।

যদ্যপিহ অথবা যদিও। 'যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্বীর/নানা ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যদ্রুপ [স] ক্রিপিং যেরকম। 'যদ্রুপ হিন্দুধর্ম ঘৃণা করি তদ্রুপ আমারদের অপর কোন ঘৃণা বন্ধ নাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

যদ্রুপা [স] যন্ত্রণা। বি দুঃখকষ্ট। মনোএল, ১৭৪৩।

যদ্রুপা [স] যন্ত্রণা। বি বেদনা; দুঃখ। 'আর কত যদ্রুপা সহিবো।' উমেশ, ১৮৫৭।

যদ্রুপ [স] যন্ত্র। বি দেহের ভিতরের ক্রিয়াসাক্ষ্য অঙ্গ। 'যদ্রুপ পড়িয়ে অন্তর রয় যদি লক্ষ বৎসর।' লালন, ১৮৯০।

যদ্রুপা [স] যন্ত্র। বি যন্ত্র নির্মাণ করে ও চালায় যে। ওর্দা, ১৭৮৫।

যন্ত্র [স] ১ বি দেহের প্রত্যঙ্গ। 'নানিকা গালিক যন্ত্র সমানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ফাঁদ। 'যন্ত্র আঁড়ি বাঘ মরি ছড়া লয় ছাল।' মুহুন্দ, ১৬০০। ৩ বি বাদ্যযন্ত্র। 'নানা যন্ত্র বাদ্যলীলা আলাপে দরবে শিলা।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ৪ বি ইঞ্জিন। 'বাম্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৫ বি ছাপাখানা। 'চতুর্দিকে পত্র বারাদশী নিবাসি পাদরি মেঘের সাহেব কর্তৃক শিথিত হইয়া স্থলবুক সোসাইটি যন্ত্রে প্রকাশ হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৬ বি কল। 'পূর্বে চরকা প্রভৃতি সামান্য যন্ত্র দ্বারা তুল্য হইতে সূত্রাদি প্রস্তুত হওয়াতে তাহা অতিশয় দুর্লভ ছিল ...।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

যন্ত্রকৌশল [স] বি যান্ত্রিক কলাকৌশল। 'দুই-একটা যন্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যন্ত্রশল্লভ [স] বি বিমান; উড্ডোহাহাজ। 'সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে/দিকে দিকে যন্ত্রশল্লভের শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

যন্ত্রচালনকর্ম [স] বি যন্ত্র চালনার কর্ম। 'যন্ত্রচালনকর্ম শ্রমিক চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যন্ত্রচালিত [স] ১ বি যন্ত্রের সাহায্যে চালিত যে। 'আজও সে যন্ত্রচালিতের মতো সন্দের পচাত্ত ঘরে অগিয়া প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি যৈত্রিহীন কাজ করে যে। 'প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি।' অন্নদা, ১৯২৯।

যন্ত্রচালিতবৎ [স] ক্রিপিং যন্ত্রচালিতের মতো। 'যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

যন্ত্রতত্ত্ববিৎ [স] বি ইঞ্জিনিয়ার; প্রকৌশলী। 'যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যন্ত্রতত্ত্ব [স] বি যন্ত্রশক্তি; গবেষণাগারের সরঞ্জাম। 'শিল্পকর যন্ত্রতত্ত্ব মাথায় করিয়া পলাইল।' বজ্রিম, ১৮৮৪। 'পল্লীকালারায় যন্ত্রতত্ত্ব লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

যন্ত্রদল [স] বি যন্ত্রচালার দল। 'শব্দ, মৃদঙ্গ, পর্দা, হানে হানে ... পড়িয়াছে যন্ত্রদল যন্ত্রদল মাঝে।' মাইকেল, ১৮৬১।

যন্ত্রদানব [স] বি যন্ত্ররূপ (বিশাল) দানব। 'যন্ত্রদানবটি দেখে উত্তেজনায সখি হারিয়ে গি করেছিল।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

যন্ত্রদৈত্য [স] বি যন্ত্ররূপ দৈত্য। 'যন্ত্রদৈত্যের সখকে চটকদার বিবরণ।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

যন্ত্রধ্বনি [স] বি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ। 'নেপথ্যে তোপ ও যন্ত্রধ্বনি।' মাইকেল, ১৮৭৪।

যন্ত্রনির্মাণ [স] বি যন্ত্র তৈরিকরণ। 'যন্ত্রনির্মাণের মালমসলা জোপাড় করার বিদ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যন্ত্রনির্মিত [স] বি যন্ত্র দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এমন। '... নিজেই সর্বসাধারণের কাছে নিত্যন্ত চিত্রাভূত-কুটিত-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

যন্ত্রপঞ্জীরাঙ্গ [স] বি উড্ডোহাহাজ। 'যন্ত্রপঞ্জীরাঙ্গ তার গহ্বর থেকে বেরিয়ে গড়ল খোলা মাঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

যন্ত্রপাতি ১ বি বিজ্ঞানাগারের নানা সরঞ্জাম। 'বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পল্লীকা এই তিনটি সেই কৌশল।' সর্বজ, ১৯১৭। ২ বি কলকারখানার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র। 'হাতুড়ি শিটিয়া কঠিন লৌহদণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছামত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে পারেন।' মোহনমণি, ১৯৩১। ৩ বি নানা ধরনের উপকরণ। 'নিচের তাকে চকচকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি।' মানিক, ১৯৩৬।

যন্ত্রবৎ [স] বি যন্ত্রের মতো। 'যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত করে যন্ত্রবৎ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

যন্ত্রবৎ [স] বি যন্ত্র যন্ত্রে বাঁধা। 'নিয়মবদ্ধ জীবন যন্ত্রবদ্ধ জীবনের ন্যায়।' হাই, ১৯৪১।

যন্ত্রবৎ [স] বি যন্ত্রশক্তি। 'ঐ লাভল-অব্রটা হল মানুষের যন্ত্রবৎলের প্রতীক।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যন্ত্রবাদ্য [স] বি যন্ত্রের বাজনা। 'যথা তথা যন্ত্রবাদ্য রাগ গীত নাট।' আলোড়ন, ১৬০০।

যন্ত্রবিদ্যা [স] বি যন্ত্র নির্মাণের বিদ্যা। 'সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান।' রাজ, ১৮৭৪।

যন্ত্রবিদ্যাস [স] বি যন্ত্রশক্তি। 'স্থির হয়ে থাকে দিকমান যন্ত্রের কাঁটা, ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রবিদ্যাসে।' কায়সার, ১৯৬২।

যন্ত্রযুগ [স] বি যে যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় যন্ত্র বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে; ১৮৮৯ সালে ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্পপরিব্রবের পরে যে যুগের সৃষ্টি। 'ইউরোপের নবযুগ অবশ্য এক হিসাবে যন্ত্রযুগ।' প্রমথ, ১৯১৪। 'এমন অবস্থায় যন্ত্রযুগ এল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যন্ত্ররূপ [স] বি যন্ত্রের আওয়াজ। 'উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে যে গম্বীর যন্ত্ররূপ।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

যন্ত্ররাজ [স] বি যন্ত্র তৈরির শ্রেষ্ঠ কারিগর। 'যন্ত্ররাজ বিহুটি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

যন্ত্র-শক্তি [স] বি যান্ত্রিক যানবাহন। 'লোকালয় পার হয়ে এলো যন্ত্র-শক্তি।' হান্সজ, ১৯৫৩।

যন্ত্রশক্তি [স] বি যন্ত্রের ক্ষমতা। 'জর্মনির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের যন্ত্রশক্তি যদি পরাস্ত হয়।' প্রমথ, ১৯১৬।

যন্ত্রশাল [স] বি যন্ত্রাগার; অত্যাচারের যন্ত্রগর। 'পীড়নের যন্ত্রশালে চেতনার উন্মীল প্রাপ্তি কোথা পেল মূল যত হতেছে অকৃত্য।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যন্ত্রশিক্ষা [স] বি কারিগরি শিক্ষা। 'সেতলোর মধ্যে বুককপিং, টাইপ রাইটিং, শটহাচ, যন্ত্রশিক্ষা ...।' বেঙ্গল, ১৯৫৯।

যন্ত্রশিল্প [সি] যন্ত্রের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া। 'যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার।' *আজাদ*, ১৯৪৫।

যন্ত্রশিল্পী [সি] যন্ত্রবান্ধববান্দক। 'ময়েরদের মধ্যে যারা গায়িকা বা যন্ত্রশিল্পী।' *বেগম*, ১৯৪৯।

যন্ত্র-শোনে [সি] বি বিমান: জমিবিমান। 'আকাশচাটী যন্ত্র-শোনেকে দেখা গেল না।' *ভাস্কর*, ১৯৪৩।

যন্ত্রসংগীত, **যন্ত্রসঙ্গীত** [সি] বি বায়যন্ত্রে বাজানো সংগীত। 'গভীর বায়ের বীজসে বাসরসে বাংলাদেশে কল্ট নামক যে যন্ত্রসংগীতের উৎপত্তি হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১। 'যন্ত্রসংগীতে রাগ-রাগিণীর আলাপ ও গৎ প্রোতার মনে যে ভাবোদ্রেক করে ...।' *মোতাহার*, ১৯৩৭।

যন্ত্র-সমুদ্র [সি] যন্ত্র যন্ত্রিক। 'আধুনিক যন্ত্র-সমুদ্র সভ্যতার দিনে ... কারো মুখাশেকী আমাসেরকে হতে হবে না।' *মাহেনত*, ১৯৪৯।

যন্ত্রসভ্যতা [সি] বি শিল্পসভ্যতা। 'যন্ত্রসভ্যতা জ্ঞান বৃদ্ধির হেতু।' *জঙ্কর*, ১৮৪৬।

যন্ত্রশাখা [সি] যন্ত্র যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'তাহার প্রায়চিত্ত ও যন্ত্রশাখা বলিয়া মনে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যন্ত্রশিল্পিত [সি] যন্ত্র যন্ত্রের জ্ঞানিময়। 'যন্ত্রশিল্পিত ধূম্রপুঙ্খ এই বস্তুত্ব-শকট।' *মুক্তব্য*, ১৯৪৯।

যন্ত্রাধিকারী [সি] যন্ত্র যন্ত্রনির্ভর। 'বংশকে বংশ করে তুলেছেন 'যন্ত্র' বস্তু দিয়ে ঐ যন্ত্রাধিকারী বিখ্যাত ... পাছ-না।' *দলকর্ষ*, ১৯২৪।

যন্ত্রাধিকারিত [সি] যন্ত্র যন্ত্রে রূপান্তরিত। 'যন্ত্রাধিকারিত দিল্লীর চাকার ঘোরে তপু।' *মাহেনত*, ১৯৪৯।

যন্ত্রাধিকার [সি] যন্ত্র যন্ত্রের চালকরণে। 'যন্ত্রাধিকার আপিসের মধ্যে যন্ত্রাধিকার দেখিতে থাকি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

যন্ত্রাধিকার [সি] ১ বি যন্ত্রাধিকার। 'শ্রীরাধাপুত্রের যন্ত্রাধিকার তাহার প্রথম কাত দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ বি কারনা। 'কলিকাতানগরে তুরি ঐ যন্ত্রাধিকার হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

যন্ত্রিত [সি] যন্ত্রিত। 'যন্ত্রিত মসীদায়া চম্বিকাযন্ত্রাধিকারে যন্ত্রিত হইয়া চম্বিকা যন্ত্র বহু হইয়া প্রকাশিত হইবেক।' *চম্বিকা*, ১৮৩১।

যন্ত্রিদল, **যন্ত্রীদল** [সি] ১ বি যন্ত্রাধিকারী দল। 'শর, মুদ্রার, পরত, হানে হানে ... পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রিদল মাঝে।' *সাইকেল*, ১৮৬১। ২ বি যন্ত্র দিয়ে কাজ করে এমন মানুষের দল। 'ব্রুনেত ব্রুনেত দুই যন্ত্রিদল ... সম্বাসযন্ত্রি হয়।' *বীজ*, ১৮৮১।

যন্ত্রী [সি] ১ বি বায়যন্ত্রবান্দক। ওঁস, ১৭৮৫। 'নানা জাতীয় যন্ত্র শব্দীয়া যন্ত্রীয়া বায়োদ্যম করিবেন।' *সাইকেল*, ১৮৬৫। ২ বি যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। 'ওঁস দুই যন্ত্রের যন্ত্রী।' *সাইকেল*, ১৮৬০। ৩ বি যন্ত্র বিধানে অভিন্ন ব্যক্তি: যন্ত্রনির্ভর: গৌরীশীলী। 'বেশ্যে যন্ত্র আছিল জ্ঞানীতনী দেশে বিশেষ যন্ত্রক দিল যন্ত্রী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

যন্ত্রপা [সি] ১ বি কষ্ট। 'বিধি দিল যন্ত্র যন্ত্রপা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি যন্ত্র। 'যন্ত্রপা অধির হইয়া, চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

যন্ত্রপাঙ্কর [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কর। 'সে বৈকুণ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রপাঙ্কর।' *বিদ্যাল*, ১৯৫৩।

যন্ত্রপাঙ্কাতর [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কাতর। 'একটা শীঘ্র যন্ত্রপাঙ্কাতর শব্দ করে।' *নজরুল*, ১৯০৩।

যন্ত্রপাঙ্কুল [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কুল। 'যন্ত্রপাঙ্কুল ইয়াম ...।' *মহারক*, ১৮৮৫।

যন্ত্রপাঙ্কর [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কর। 'জিহ্বাসে কলন, যন্ত্রপাঙ্কর ঐ বাণীহীন বিমর্ষ কবিকে।' *শামসুর*, ১৯৭২।

যন্ত্রপাঙ্কাল [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কাল। 'তাহাকে নানা প্রকার যন্ত্রপাঙ্কালে জড়িত হইতে হয়।' *প্রভাকর*, ১৮৯২।

যন্ত্রপাঙ্কায়ক [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কায়ক। 'যন্ত্রপাঙ্কায়ক ... যন্ত্রপাঙ্কায়ক ও লায়বজনক।' *জঙ্কর*, ১৮৫২। 'সুত্বার অপেক্ষা যন্ত্রপাঙ্কায়ক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যন্ত্রপাঙ্কিক [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কিক। 'যন্ত্রপাঙ্কিক হাত অধির, অধির ও অনুপাঙ্কিক, কলমান ও অধির।' *হাসান*, ১৯৬০।

যন্ত্রপাঙ্কোপ [সি] বি কষ্টোপ। 'আর কতকাল যন্ত্রপাঙ্কোপ করিবে।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

যন্ত্রপাঙ্কত [সি] যন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কিক: যন্ত্রপাঙ্কাতর। 'যন্ত্রপাঙ্কত যৌবনের রমণীয় প্রতিচ্ছবি।' *অভিষেক*, ১৯৫০। 'হাসানের যন্ত্রপাঙ্কত বিদ্রোহী আত্মা আহত অবস্থায়ও শব্দকে আঘাত করে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

যন্ত্রিত [সি] যন্ত্রপাঙ্ক। 'যন্ত্রিত যন্ত্রপাঙ্কত।' *মন্ত্রণা করেন তন্ত্র যন্ত্রপাঙ্কিত*। *দর্পণ*, ১৮৯৯।

যন্ত্রিত *ব্র* যন্ত্র

যন্ত্রিত *ব্র* যন্ত্রপাঙ্ক

যন্ত্রতপ [সি] বি যন্ত্রপাঙ্ক আত্মা ও উপাসনা। 'নিরাশি যন্ত্রতপ পড়ে নয় হয়ে নাচত।' *ওজালী*, ১৯৪৮।

যন্ত্রী [সি] যন্ত্রপাঙ্ক। 'যন্ত্রপাঙ্কাতর মন্ত্রা যন্ত্রা মন্ত্রা তন্ত্রা মন্ত্রা মন্ত্রা।' *সামরাম*, ১৮০১।

যন্ত্রা [সি] 'য': য বর্ণের ফলা, যা অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। 'আমি 'ব' ফলা পড়ি।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯। 'ইহার নাম য ফলা।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯।

যব [সি] বি গম জাতীয় শস্যবিশেষ। 'মাস মসুরি তুলুল বরবটি যব গেম মড়ুয়া ছোলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

যব-ছোলা [সি] পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যব ও ছোলা। 'দেবি প্রাণ, তখন কার দাঁড়ে গিয়ে যব-ছোলা খাও।' *নজরুল*, ১৯৩১।

যবোদার [সি] বি এক যবের গ্রহ প্রমাণ মাপ: ১/৮ ইঞ্চি। 'যবোদার শব্দে যবের মধ্য ভাগ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

যব [সি] বি ইন্দোনেশিয়ার অর্ধাংশ প্রধান দ্বীপ: জাভা। 'যবদ্বীপ বি জাভা উপদ্বীপ।' 'যবদ্বীপের ভাষার বিভিন্ন-শব্দ সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' *জঙ্কর*, ১৮৫০।

যবকার [সি] ১ বি কারজাতীয় বাসনিক পদার্থবিশেষ। 'যবকার অর্ধাংশ সোয়ার বায়বীয় অবস্থাবিশিষ্ট আদি কার্পণ বিশেষ।' *জঙ্কর*, ১৮৪৯। ২ বি যন্ত্র তন্ত্র। 'এই যবকার শীতে বেচারিদের কী কষ্ট।' *জীবন*, ১৯৪৮।

যবকারজান [সি] বি নাইট্রোজেন। 'অক্সিজেন যবকারজানে নাইট্রিক অক্সিড নামক প্রতিক্রিয়া হয়।' *জঙ্কর*, ১৮৭৫। 'যবকারজানের উৎপত্তি আরও বিশদরক'। *জঙ্গলী*, ১৮৯৬।

যবন [সি] ১ বি বিধর্মের অনুসারী। 'চৈতন্যমূল ভনে যদি পায়ন্ত যবন।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মুসলমান। 'পশ্চিমে যবনালায় তুলিলেন সএ সএ দলিঙ্গ মসিদ নানা হাঁসে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি গ্রীক জাতি; পশ্চিম দেশাণ্ড অহিন্দু জাতি। 'ইউরোপীয় গ্রীকলোক যাহারা ... তাহাদিগকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে যবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

যবনকরকবলিত [স] বিণ মুসলমানের হাতে বন্দী। 'যবনকরকবলিত হিন্দুর জীবনের কোন আশা নাই।' এডুকেশন, ১৮৮৩।

যবনকরকবলিত [স] বি মুসলমান বাদ্যকর। 'যবনকরকব বাদ্যোদ্যমে যে সোহানুভব করিয়াছেন ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

যবনকরকবলিত [স] বিণ মুসলমানের হাতে রান্না হয়েছে এমন। 'জয়কালীর একটি যবনকরকব, কুস্তুটমাংস-সোলুপ ভণিনীপতি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

যবনপুতী [স] বি যবনদের বাসস্থান। 'এই বাবুরের বাসা ডাঙ্গিয়া, এই যবনপুতী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ডাসাইয়া দিব।' আজাদ, ১৯৩৬।

যবনবাহিনী [স] বি আক্রমণকারী দল। 'আজি যদি বসন্তের যবনবাহিনী লগু শুও করে থাকে প্ররিত সে পুরাকাহিনী।' সুখীন্দ্র, ১৯৩১।

যবনভীতি [স] বি মুসলমানদের প্রতি ভয়। 'এই সময়ে এ দেশে যবনভীতি পূর্ণ মাত্রায় উপহিত হইয়াছিল।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

যবনশাস্ত্র [স] বি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্র। 'যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক।' দর্পণ, ১৮২৪।

যবনাক্ষর [স] বি যবনদের অক্ষর; আরবি/ফারসি হরফ। 'যবন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোধকেরা ...।' দর্পণ, ১৮২৪।

যবনাধম [স] বিণ মুসলমানের মধ্যে নিকৃষ্টতম। 'তোমার উপ-পতিসেবতাও যবনাধম যবন।' মুনীর, ১৯৩১।

যবনাল্লা [স] বি মুসলমানের তৈরি খাবার। 'অখাদ্য ও যবনাল্লা খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যবনালায় [স] বি যবনদের বাসস্থান। 'পশ্চিমে যবনালায় তুলিলেন সএ সএ দলিঙ্গ মসিদ নানা হাঁসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যবনী [স] বি মুসলমান নারী। 'মলিরা যবনী যদি নিত্যনন্দ ধরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'যাহারা যবনীগণেরও বেশ্যাসেবনে সর্ব্বদা রত ...।' রামমোহন, ১৮২৩।

যবনীবারাঙ্গনা [স] বি স্ত্রী মুসলমান যৌনকর্মী। 'যবনী বারাসনাদিগের বাই বলিয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

যবনিকা [স] বি পর্দা। 'যবনিকা পতন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

যবনিকাপতন [স] বিণ সমাধি। 'যবনিকা পতন।' মশাররফ, ১৮৬৯। 'এইমাত্র গম্ভ্যমন্ডের যবনিকাপতন হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

যবনিকাপাত [স] বি নাটকের সমাপ্তি। 'স্তব্ধ যবনিকাপাত দেবে গ্লান পরাজয় ঢেকে।' সুখীন্দ্র, ১৯৪১।

যবান [ফা] বি ভাষা। 'আমাদের কওমী যবান - আরবী।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

যবিত্ত [স] বিণ শক্তিশালী। 'কলি অত্যন্ত যবিত্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯।

যবে, যবে ১ ক্রিবিণ যখন। 'অদেখ বুলি যবে রাধিকার আশে।' বড়, ১৪৫০। 'কালাবরণ হিরণ পিন্ধন যবে পড়ে মনে।' ঞ্জিষ্ঠী, ১৬০০।

২ অব্য যদি। 'বোলা এক বোলো তোকে যবে ধর মনে।' বড়, ১৪৫০।

যবেই ক্রিবিণ যখন। 'বদনকমল তোর যবেই দেখিলো।' বড়, ১৪৫০।

যব [আ] জ্ঞা বিণ নিরুত্ত; নিবৃত্ত। 'জমিদারপণ যত শীঘ্র যব হয়েন তত দেশের পক্ষে ভাল।' অমৃতবাজার, ১৮৬৯।

যম [স] ১ বিণ হত্যাকারী। 'অতি মহাবল সেসি তোমার যম।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মৃত্যুদূত। 'এখনি পাঠাব তুকে যমের দুয়ার।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি ভূত; শয়তান। ওস, ১৭৮৫। ৪ বি মৃত্যু। 'যম আসিয়া সকল অধিকার করিলেক।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

যম অবতার [স] বি মৃত্যুদূত। 'ঘোল শত অবতার যেন যম অবতার।' সুলতান, ১৭০০।

যমকাল [স] বি সাক্ষ্য মৃত্যু। 'রণস্থলে দাঁড়াইল যমকাল জেন।' বাহ্যায়, ১৬৫০।

যমকিন্দর [স] বি যমদূত। সেবধি, ১৮৩৯।

যমঘর [স] যম+ঘর বি যমের বাড়ি। 'মারিআ পাঠাও যমঘর।' বড়, ১৪৫০।

যমচক্রঙ্গণী [স] বিণ যমচক্রের মতো। 'যমচক্রঙ্গণী নরু ধায় তার পানে।' মাইকেল, ১৮৬১।

যমচাপ [স] বি যমের ফেলার মতো চাপ। 'শর মত আতুল গুর গলায় বসিয়ে দিয়ে যমচাপ দেবে।' হাসান, ১৮৬৬।

যমভূ [স] যম+ভূ বি মৃত্যু। 'যদি কর যমভূ হত হয় যমভূ।' ভারত, ১৮৩০।

যমভাড়া [স] বি মৃত্যুযন্ত্রণা। 'অনন্ত দুখ যমভাড়া শব্দা অগ্নির মধ্যে।' মনোএল, ১৭৪৩।

যমভু [স] বি যমের অস্ত্র। 'যমের হাত থেকে যমভু কেড়ে নিয়ে আজ কেবল একটামাত্র জলসা হবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

যমদঞ্জী [স] বি পাপের দণ্ডদাতা। 'অদৃশ্য অম্পৃশ্য সেই হয় যমদঞ্জী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যমদূত [স] বি মৃত্যুদূত। 'কোকিলের নাদ মোকে যেহু যমদূত।' বড়, ১৪৫০।

যমদূত মানুষ [স] বি হজা। 'অমনি যমদূত মানুষ ক্যাক করে তার গলা টিপে ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

যমদৌতিক [স] বি যমদূত। 'গলায় যমদৌতিকের দড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

যমঘার [স] বি যমের প্রবেশপথ। 'যমঘার হইল আজি কাহার মুখল।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

যমঘার [স] বি দুই দিকে ধারালো ভলোয়ার বিশেষ। 'কেহ যমঘার নিরা খাইল তুরিতে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

যমপত্নী [স] বি যমের স্ত্রী। 'যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অভ্যস্ত শোকাভূরা হয়ে পড়েন।' মুক্তবা, ১৯৫২।

যমপঞ্চ [স] বি মৃত্যুপথ। 'চৌলচৌলি পড়ে কেহ জায় যমপথে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যমপুর [স] বি মৃত্যুপুরী। 'তাহারো পরাণ লণ্ঠা নিলো যমপুর।' বড়, ১৪৫০। 'সমুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহ, চলি যবে গেলা

যমপুরে অকালে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

যমপুরী [স] বি মৃত্যুপুরী। 'বিশপকে তাঁহার যমপুরীর মতো ভস করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

যমব্রত [স] বি রাজঘরবিশেষ; যম যেমন মৃত্যুর নির্দেশ পেয়ে তা পালন করে, রাজাও তেমনি শ্রিয়-অশ্রিয় বিবেচনা না করে অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেনেন – এই হলো যমব্রত। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, ... যমব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সত্ত ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

যমব্রত্মা [স] বি বুঝ কষ্ট। 'কাজেই বসে থাকার যমব্রত্মা ভোগ করার চাইতে ...।' *হাসান*, ১৯৬৩।

যমযাতনা [স] বি মৃত্যুযন্ত্রণা। 'গড়নি যদি আমার হুঁতো যমযাতনা নকল যেত, দুরে।' *লালন*, ১৮৯০; 'সইত কহু যম-যাতনা?' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

যমরাজ [স] বি হিন্দুবিধাঙ্গ অনুযায়ী মৃত্যুর দেবতা যম। 'সরযাবিশিষ্ট যমরাজ, ইত্যাদি সের দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কল্পিত হইয়াছে।' *অক্ষর*, ১৮৫৪; 'যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে ...।' *পিরিণ*, ১৮৮৯।

যমলোক [স] বি মৃত্যুপুরী। 'বুজ্জ বমলোক তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে গাণী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

যমব্রত্ম [স] বি যমের মতো (ঐতিহ্য)। 'তাহারা শিক্ষা একক যমব্রত্ম দেখে।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

যমাস্ত্রক [স] বি অপভ্রংশ। 'বাস্ত্রক যুগান্তক দুই ভাষা যমাস্ত্রক।' *মুকুন্দ*, ১৮০০।

যমালয় [স] ১ বি মৃত্যুপুরী। 'দুই গোটা সূর্যকে পাঠাব যমালয়।' *রূপায়ন*, ১৭৫০। ২ বি ভয়ঙ্কর স্থান। 'বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

যমে মানুষে টানটানি – মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। 'সে কী যমে মানুষে টানটানি।' *শামসুদ*, ১৯৫৬।

যমের দুয়ার বি মৃত্যুপুরী। 'এখন পাঠাব তুকে যমের দুয়ার।' *গরীব*, ১৭৬৫।

যমের যন্ত্রণা বি ভীষণ যন্ত্রণা। 'কেবল যমের যন্ত্রণা।' *মুকুন্দ*, ১৮০০।

যমক' [স] ১ বিল একই গর্ত থেকে একই সময়ে জাত; যমজ। *মোনোএল*, ১৭৪৩; *ওর্গা*, ১৭৮৫। ২ বি একই সময়ে জিন্ম অর্থে পুনরাবুত্তি। '... যমক ও শ্রেণ ও বক্রোক্তি ও উপমা ও রূপক ও নির্দেশ প্রভৃতি অলঙ্কারের উচ্চার করা অসাধ্য হইবেক না।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

যমক' [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিণী গাহিড়া। যমক।' *বহু*, ১৫৭০।

যমজ [স] ১ বিল জোড়া; যুগ। 'ওষ্ঠ আঘর যেন যমজ পৌষার।' *বহু*, ১৪৫০। ২ বিল একই গর্ত থেকে একই সময়ে জাত। 'মিলিত ও একাধীভূত দুটি ভিন্ন চরিত্রসমীর সমষ্টি।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

যমরা [স] যমক> বি সঙ্গী। 'অভাণী যৌয়ার লাগি না আইল যমরা।' *মর্জা*, ১৭৫০।

যমলজ্জা [স] বি অত্যন্ত লজ্জা। 'ঠকচাটা কথাই কন না, কাগজ উটে পাশে দেখিতেছেন – এদিকে যমলজ্জা উপস্থিত।' *গ্যাঙ্গী*, ১৮৫৮।

যমাখার [স] বি ছোরা। *মোনোএল*, ১৭৪৩।

যমুনা [স] বি একটি নদীর নাম। 'কাহ দেখি বাটত যমুনা থাধা দিল।' *বহু*, ১৪৫০।

যরম [স] জন্ম। বি জন্ম। 'হার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন।' *বহু*, ১৪৫০।

যর্দন বি জেরুজালেমের সিকটবর্তী জর্দান নদী। 'করি য়ান যর্দনের নীরে।' *মাইকেল*, ১৮৭২।

যশ', যশঃ [স] বি সুখ্যাতি। 'বাড়িবে তোমার যশ ভুবন করাব বশ।' *মুকুন্দ*, ১৮০০; 'যশঃ সুশিক্ষিতের মুখে।' *বসদর্পন*, ১৮৭২।

যশচক্রীর্ষি [স] বি সুখ্যাতিজনক কাজ। 'দয়া, দক্ষিণা, ধর্ম, সুনাম, যশচক্রীর্ষি, পরদুঃখকাতরতা ...।' *মশররফ*, ১৮৮৫।

যশঃসুখা [স] বি প্রশংসার অস্বত। 'যৈশ্যান টিরজীবী যশঃসুখা পানে, কখনে মধুর ঘরে ... মহাভারতের কথা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

যশঃসুখী [স] বি যশরূপ সূর্য। 'আমার যশঃসুখী পচাতে অতেনুশ হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

যশঃশুধা [স] বি ব্যক্তির জন্যে আকাজক। 'ধন্যতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্য বাক্যে উভয়েরই আত্মজিহমান রক্ষা পায়, ও যশঃশুধাও পূর্ণ হয়।' *অক্ষর*, ১৮৪৯।

যশঃগরিমা [স] বি ব্যক্তির গৌরব। 'তাঁর অমর কীর্তি আর যশঃগরিমা পিছনে রাখিয়া।' *আজ্ঞা*, ১৯৬২।

যশঃসৌরভ [স] বি প্রসিদ্ধি। 'শামসিয়ার যশঃসৌরভ ও ধন সম্পত্তির অধি ছিল না।' *অক্ষর*, ১৮৪৭।

যশঃকর [স] বিল কীর্তিজনক। 'যশঃকর কার্য ঘায়া লোকের মনোহারাতি হওয়া সমাধক রূপে সম্ভবিত।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

যশঃকারক [স] বিল সুখ্যাতিসম্পন্ন। 'এই কর্মলাগার বন্ধনকর্ম অতিহিত ও যশঃকারক।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যশঃবিতা [স] বি পাকিতা। 'তাহাতে গ্রন্থ কর্তারদের যশঃবিতা যশঃবিতা প্রকাশ হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩২।

যশঃী [স] বিল ব্যক্তিমান। 'আজন্ম কাশীতে বাস সন্তেই যশঃী।' *কৃষ্ণা*, ১৫৮০; 'বড়ই যশঃী সাধু।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

যশঃকীর্তন [স] বি গৌরব প্রচার। 'উভয়ে ধরাধামের যশঃকীর্তন করিয়া পৃথকভাবে বিচরণ করিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যশঃগরিমা [স] বি ব্যক্তির গৌরব। 'কবি ইকবালের যশঃগরিমা কেবল ভারতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নহে।' *ইসলাহ*, ১৯৩৮।

যশঃপাখা [স] ১ বি সুখ্যাতি। 'লোক লোকান্তরে যশঃপাখা কত ছলে ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫। ২ বি গৌরবপাখা। 'আজও ঐ নাম মানওয়ার বামের বশবিক্রমের যশঃপাখা নীরবে যোচ্চা করছে।' *ম্যথেনথ*, ১৯৪৯।

যশঃপান [স] বি কীর্তিপাখা। 'তোমার যশঃপান করিতেছি।' *বহ্মন*, ১৮৭৪।

যশঃবর্ণন [স] বি ব্যক্তি বর্ণনা। 'নানা প্রকার যশঃবর্ণন করিয়া কহিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

যশঃবর্ণনা [স] বি সুখ্যাতি বা কীর্তি প্রচার। 'আমার এই ধর্ম যে বীরোচিতের যশঃবর্ণনা করি।' *হরহরলাল রায়*, ১৮১৫।

যশোবুদ্ভি [স] বি ব্যক্তিবুদ্ভি। 'অপথল হয় নাই বরং যশোবুদ্ভি হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

যশোবৈজয়ন্তী [স] বি খ্যতির পতাকা। 'তাহার সুরেশ ব্রাজিল দেশে যশোবৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছেন।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

যশোভাজন [স] ১ বিপ খ্যাতিমান; বিখ্যাত। 'ভাকুভিগামার ন্যায় অতুল যশোভাজন হইতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিপ মর্যাদার অধিকার। 'সম্পাদকের এই অতি কর্তব্য কার্যসাধন করিয়া যশোভাজন হইবেন।' প্রভাকর, ১৮৬০।

যশোভিলাষ [স] যশ-অভিলাষ। 'বি যশের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুগামী হই ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

যশোভোজী [স] বিপ যশ ভোগকারী। 'তত্ত্ববিষয় সম্পাদনদ্বারা অনার্যসে পুষ্য যশোভোজী হইতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

যশোরোশি [স] বি বহুখ্যাতি। 'যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরমব্যবহাশনদীপ্তরূপে বিবিধ গুণে জগতে যশোরোশি সমুপার্জন করিয়াছেন ...'। রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

যশোলভ [স] বি খ্যাতি অর্জন। 'আত্মলাভ, স্বস্ত, বাদ্যসুখ, যশোলভ প্রভৃতিকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

যশোলিকা [স] বি খ্যাতির প্রতি লোভ। 'রূপান্তরিত যশোলিকা মাত্র। বক্রিম, ১৮৮৭।

যশোলিলু [স] বিপ খ্যাতি-লোভী। 'যশোলিলু ব্যবহাপকেরা ... সেইট বজ্জলিয়া বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

যশোলোভ [স] বি খ্যাতির প্রতি লোভ। 'যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের ক্ষমতা নাই, যশোলোভবশতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভ্রম্মাশ ও ক্রেশ প্রাপ্ত হইতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

যশোলোভী [স] বিপ যশের জন্য লোভ আছে এমন। 'যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অনুসরণের ক্রটি সম্ভাবনা হয়, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হইবেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

যশোহীন [স] বিপ অখ্যাত। 'মানসিহে রায় তো একজন যশোহীন পুরুষ নন।' মাইকেল, ১৮৬১।

যশ বি বাক্তালি হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'বনমালি যশ।' সেবধি, ১৮৪০।

যশকীর্ষা [স] বি (তত্ত্ব) দেহের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গাক্সারী পুষ্যা হস্তী জিহ্বা যশকীর্ষা অলুখুয়া কুণ্ডলিনী আর শঙ্খিনী এই দশ নাড়ী হোয়ে প্রথান দুই পুনি।' সুলতান, ১৭০০।

যশম [ফা জগুন] বি বাহুতে পরার অলঙ্কারবিশেষ। 'মধুর বুড়ি দিদিমা পদমকশম দিয়ে নাতির ছেলের মুখ বেধেছেন।' মনোজ, ১৯৬১।

যষ্টি [স] বি লাঠি। 'রাঙ্গা যষ্টি হস্তে ধোলে যেন মস্তসিংহ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যষ্টিধারী [স] বিপ লাঠিয়াল। 'তিনি যষ্টিধারী লোক শ্রেণন করিয়া বল দ্বারা সেই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'তাহারদিগের অধীনে যে সকল যষ্টিধারী লোক আছে।' প্রভাকর, ১৮৫৯।

যষ্টিপাত [স] বি লাঠির আঘাত। 'পঙ্করে যষ্টিপাত করিত।' বক্রিম, ১৮৭৫।

যষ্টিপ্রহার [স] বি লাঠির আঘাত। 'আমাকে এক অক্লুপ ফেলিয়া দিয়া ... যষ্টিপ্রহার করিতে করিতে, কহিতে লাগিল।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

যষ্টিমুখ [স] বি গাছবিষয়ের মিষ্ট শব্দযুক্ত শিকড়। 'গুণে আমার হামান

হেঁচা যষ্টিমুখের মিঠেরে।' সুকুমার, ১৯১৮; 'যষ্টিমুখ, শেষে দ্যাক' বিকৃতি, ১৯২৯।

যসি বি বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান। 'বিধবা ব্রাহ্মণী ঐষ্টা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহার যসি নামে খ্যাত।' দর্পণ, ১৮২৫।

যশ্বিন দেশে যদাচার। [স] - এক-এক দেশের আচার-আচরণ এক-এক রকম। 'যশ্বিন দেশে যদাচার।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

যা, **যা** [পা যা] ১ সর্ব যাকে। 'যা লঞা সুখরতি ভুঞ্জয়ে মুরারী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব যাদের। 'যা সবা লঞা করেন কীর্তন প্রচার।' কৃষ্ণদাস, ১৪৮০। ৩ সর্ব যে কোলে কিছু। 'বিনয় যা খুশি করুক।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। **যাক** সর্ব যাকে। 'যাক উপভোগে নিজ পতী।' বড়ু, ১৪৫০। **যাক** **তাক** সর্ব সকল অজ্ঞান ব্যক্তিকে। 'যাক তাক জিজ্ঞাসে পুরের কখন।' বাহরাম, ১৬৫০। **যাকর** সর্ব যার। 'ভানু কি যান টুয়ায় যাকর ...'। কৃষ্ণদাস, ১৭২০। **যাকে** সর্ব যারে; যে ব্যক্তিকে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' মালিকরাম, ১৭৮১। **যাত** ১ **ক্রি** যাত; যে পথে। 'সে পথে না জরিব যাত দানী কবীর্ষা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব যার। 'যাত বিধা বসে/ নাগরি রাধা।' বড়ু, ১৪৫০। **যাতে** **ক্রি** যি যি উপায়ে। 'যাতে অপমৃত্যু ঘটে তাই সদাই করে।' শালন, ১৮৯০। **যার** সর্ব যে ব্যক্তির। 'দৈবে সে জাগএ যার যেহেন ঘটনে।' বড়ু, ১৪৫০। **যারে** ১ সর্ব যার। 'ওলি নবীগলে যারে সদাএ খোয়াএ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ সর্ব যার উপরে। 'তোমার মমতা যারে বাণীশ জিনিতে পারে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। **যাহী** **ক্রি** যি যি যেন। 'যাহী যাহী নিকরে তনু তনুকোড়ি।' গোবিন্দ, ১৬০০। **যাহান** সর্ব যার। 'যাহান যেমত রূপ দেখিও তমন।' আলাওল, ১৬৮০। **যাহার** সর্ব যার। 'পর পুরুষের লিহাএ যাহার বিহুপুণে [হাএ] ছিটী।' বড়ু, ১৪৫০। **যাহারা** সর্ব যারা। 'যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের ব্রহ্মশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

যাকে **তাকে** সর্ব যে কাউকে; অনির্ণিত ব্যক্তিকে। 'যাকে তাকে ধরে প্রেমভাবে কৈলে কোলে।' মালিকরাম, ১৭৮১।

যা খুশি করা - নিজের ইচ্ছামতো কাজ করা। 'বিনয় যা খুশি করুক।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

যা তা ১ সর্ব যা কিছু। 'তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি নানা রকমের খারাপ জিনিসপত্র। 'এখান ওখান থেকে যা-তা কিনছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ **ক্রি** যি যি যি। 'মুখে যা-তা কথা আনিসনে।' শওকত, ১৯৫৮।

যা-তা করা **ক্রি** বিবেচনানীচ আচরণ করা। 'ভয়ের চোটে যখন তখন যা-তা করিয়া বসিতেছেন।' নজরুল, ১৯২২।

যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর - কাউকে অন্যায়ভাবে উপকার করতে গিয়ে উপকারকারীর ঘরাই নিশিত হওয়া। 'একি কালের ধর্ম? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর?' উমেশ, ১৮৫৭।

যার পর নাই কিং অত্যন্ত। 'তোমার বার পর নাই অসুখী করিচি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই - অপ্রয়োজনে অতি উৎসাহ দেখানো। নজরুল, ১৯৩০।

যার বে তার মনে নেই পাড়া পড়শীর ঘুম নেই - অপ্রয়োজনে অতি উৎসাহ দেখানো। 'যার বে তার মনে নেই পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।' উমেশ, ১৮৫৭।

যার বেখানে ব্যাথা তার বেখানে হাত - নিজ প্রয়োজনের দিকে অধিক মনোযোগ। 'যার বেখানে ব্যাথা, তার বেখানে হাত।' দীনবন্ধু,

১৮৬০।

যার লাগি চুরি সেই বলে চোর – কাউকে অন্যায়ভাবে উপকার করতে গিয়ে উপকারকারী খরাই নিশিত হওয়া। 'অদুটে শেষে এই ছিল মোর – যার লাগি চুরি সেই বলে চোর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

যা-হয়-একটা বিল কোনো একটা। 'যা-হয়-একটা' গোঁয়ো ব্যবস্থা করলেই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যা[স যাডু] বি জা; যামীর জাইয়ের স্ত্রী। 'আমার আর তিন যা আছে।' কেরি, ১৮০২।

যাতা[স] বি জা। 'বমুখণ সকলেই শব্দ অথবা জ্যোতি যাতাকে ভয় করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

যাই যাই বিল যে-কোনো মুহূর্তে যাবে এমন। 'যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

যাওন[স গম্] ১ বি প্রহান। মোনাএল, ১৭৪৩। ২ বি যাওয়া। 'যাওনের রান্না নাই রান্না বন্ধ হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

যাওয়া[স গম্] ১ ক্রি গমন করা। 'যাঘিওতে না দিব ঘর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি ভ্রমতে পাওয়া। 'যায় যেন মোর সকল গজীর আগা, প্রভু, তোমার কানে। রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ ক্রি মারা যাওয়া। 'আছে না গেছে তাও জানি না।' মানিক, ১৯৩৬। ৪ ক্রি পত হওয়া। 'অবশিষ্ট পানসিন যাইবে ... নিমিষ্ট।' বেশম, ১৯৪৮।

যা ক্রি যাও। 'রাধাএ সুপিল কারু খাট বাহি যা।' বড়ু, ১৪৫০। যাঅ ক্রি যাও। 'বদি বা দক্ষিণে যাঅ এক পুরী পাইবা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। যাই ১ ক্রি যায়। 'ছই ছই যাই সো বাক্ষণ নাড়িয়া।' চর্চা ৩১, ১২০০। ২ ক্রি গমন করি। 'আইল রাধা/ যাই বৃন্দাবন।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি গিয়ে। 'আন গিয়া যথেক ফিরিভা গুদু যাই।' সুলতান, ১৭০০। ৪ ক্রি আসি। 'বাই মা।' বন্ধিম, ১৬৮২। যাইউ ক্রি যাই। 'চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন।' বড়ু, ১৪৫০। যাইছে ক্রি যাচ্ছে। 'চালিয়া পান্থী বনুশ্যাম' তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা।' বিজ্ঞপ্ত, ১৯১২। যাইতো ক্রি যেতাম। 'নাহি যাইতো দধি দুধ বিকণিতে ল।' বড়ু, ১৪৫০। যাইবি ক্রি যাবে। 'কালি যাইব আক্ষে বড়ুদি বিহাসে।' বড়ু, ১৪৫০। যাইবা ক্রি যাবে। 'ভিন দিশে ভ্রমিয়া দক্ষিণে না যাইবা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। যাইবাক ক্রি যাবে। 'মথুরা যাইবাক রাধা কি তোর আশে।' বড়ু, ১৪৫০। যাইবানি ক্রি যাবে নাকি। 'যাইবানি রে মন সঁচানি রে মন যাইবানি নিমন্ত্রণপুর।' সুলতান, ১৭৫০। যাইবার ক্রি যেতে। 'রাধি দান চাহে না দেয় যাইবার।' বৃন্দা, ১৫৮০। যাইবি ক্রি যাবে। 'আঁচলে ধরিলো হেরে যাইবি কেনমনে।' বড়ু, ১৪৫০। যাইবে ক্রি যাবে। 'বালি পেল ল আন্ধা উপেক্ষা।' বড়ু, ১৪৫০। যাইবৈ ক্রি যাবে। 'কংশে গলিলে পড়ি যাইবৈ টাটে।' বড়ু, ১৪৫০। যাইবেক ক্রি যাবে; দূর হবে। 'চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা ভূত প্রেত মুচিবেক যাইবেক জ্বালা।' ষিঙী, ১৬০০। যাইবৈ ক্রি যাবে। 'বলে রাধাধর ধরিয়া লজা যাইবৈ মাঝ বৃন্দাবনে।' বড়ু, ১৪৫০। যাইয় ক্রি যোয়া। 'কদাচিত্ রথে চড়ি না যাইয় মৃগয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। যাইয়া ক্রি গিয়ে। 'যাইয়া যে মুচাই অজ্ঞান।' গরীব, ১৭৫০। যাউ ক্রি যাও। 'তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছায়ারানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। যাউক ক্রি যাক। 'ছারৈ বারৈ এবে যাউক যৌবন।' বড়ু, ১৪৫০। যাএ ক্রি যায়। 'কন্যাহর ধরিয়া বাসুকি পাছু যাএ।' মালাধর, ১৫০০। যাও ক্রি গমন করে। 'রান্নে যাও মাথা খাও শুকনোছে যুগ।' রামশংস, ১৮৮০। যাও ক্রি যাও। 'যাখাতখা যাও গুণ গাও নিরন্তর।' আলোড়ল, ১৬৮০। যাকু ক্রি যাক। 'ল য়াওয়া যাকু, যাওয়াটা ভাল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। যাও ক্রি যাক; যাউক।

'আশিস করিয়া শত্রু যাও বলিপুর।' মানিকরাম, ১৭৮১। যাও বি যাই। 'সনে ইছা তেন কর মুক্তি যাও চলিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। যাকিস ক্রি যাকিস। 'তুই যে কর্ণে যাকিস সেই কর্ণে যা।' উমেশ ১৮৫৭। যাচে ক্রি যাচ্ছে। 'বাক্সা শোনা যাচে।' হুতায়, ১৮৬১। যাকিসুম ক্রি যাচ্ছিলাম। 'আমি বলতে যাকিসুম।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫। যাঞা ক্রি গিয়ে। 'ত্রয়োদশে জ্ঞানদান মথুরা যাঞা আইলা। কৃষ্ণদাস, ১৬৮০। যাকৌ ক্রি যাক। 'এড় ঘর যাকৌ যাকৌ শবক না কর।' বড়ু, ১৪৫০। যাচেতা ক্রি যেতে। 'পথে যাচেতা সঙ্গে মো নাই কিছু ধন।' রত্নপুর, ১৭৫০। যান ক্রি গমন করেন। 'সে কি জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। যাক্ত ক্রি যান। 'বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাক্ত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। যাব বি যাবে। 'তবৈ কারু লজা যাব ধরী।' বড়ু, ১৪৫০। যাবণ ক্রি যাবে। 'তোমারে আমি করে দিয়া যাবণ।' বিজয়, ১৬৫০। যাবি ক্রি যাবে। 'পূরী মধ্যে একা কন্যা যাবি পাইবা এক কন্যা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। যাবি বি যাবে। 'তোকে বড়ুদি বলে চালে ছোঁয়া যাবি পার।' বড়ু, ১৪৫০। যাবে ক্রি মধ্যম পুরুষে যাওয়া কিম্বা সাধারণ ভবিষ্যৎ রূপ 'আমার প্রসাদে যাবে বৈকুণ্ঠপুরি।' মালাধর, ১৫০০। যাবেক বি যাবে। 'নুতন গোয়াল আনা যাবেক।' কেরি, ১৮০২। যাম বি যাবে। 'কিবা আমা সঙ্গে লও হৈয়া যাম দাসী।' আলোড়ল, ১৬৮০। যায় ১ ক্রি গমন করে। 'সাজন করিয়া নায় নানা সফর যায় মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি যাওয়া হয় (সাম পুরুষ)। 'আপদ দুরেয়ে যায়।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ ক্রি অভিযোজিত হয়। 'অল্প কদং বঙ্গর যায়।' রামরাম, ১৮০১। ৪ ক্রি বিলীন হয়। 'এই সলো আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। যায়ন্ত ১ বি যাচ্ছে। 'হাএ প্রণয়িয়া মূলি চলিয়া যায়ন্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি যাই। 'যে দিকে যায়ন্ত জিজ্ঞাসে নরণ।' সুলতান, ১৭০০। যায় ক্রি যাবে। 'হাম নাহি য়াবস সে পিয়ঠাম।' বিলাপতি, ১৪৬০। য়ারিত্তে ক্রি যেতে। 'যারিত্তে না দিব ঘর।' বড়ু, ১৪৫০। য়ারি বি য়ায়। 'কেহ বলে ধর ধর এই চোরা য়ারে।' বৃন্দা, ১৫৮০। য়ারৈ ক্রি যান। 'গড়াড়ি য়ারৈন শ্রীধর শ্রমরসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। য়ারি ক্রি যাও; য়ার। 'কথা না য়াসি বড়ুদি।' বড়ু, ১৪৫০। য়াসী বি য়াস। 'দুত দুত লজা তোরা য়াসি।' বড়ু, ১৪৫০। য়াহ ক্রি য়াও। 'আন্ধা ভয়ী লজা য়াহ আমল ভাতার।' বড়ু, ১৪৫০। য়াহা ক্রি য়াও গমন করে। 'আপণাক চিহ্নিআ কাহেরে থান য়াহ।' বড়ু, ১৪৫০। 'ফুলে তামুলে ভরি লজা য়াহা ঢালী।' বড়ু, ১৪৫০। য়েতে ক্রি চলে যেতে। 'আতলিয়া পথ না পারি যেতে।' রামশংস, ১৭৮০। য়েতেহে ক্রি যাচ্ছে। 'আকাশদেখে যেতেহে দেবা।' রবীন্দ্র ১৮৯০। যেতে যেতে ক্রি একটানা যাওয়ার সময়ে। 'যেতে যেে আমরা ... সুরঙ্গ দেখলোম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। যেতো ক্রি যেতে 'মায় পরিহার বলে যেতো চান রাম।' মানিকরাম, ১৭৮১। য়োয়া বি গিয়ে। 'বিপিনে জেটব য়োয়া শ্যাম জলধরে।' দীপ্তি, ১৬০০। য়েয়ে ক্রি গিয়ে। 'শ্রীরাঙ্গমন্তলে য়েয়ে দেন গড়াগড়ি।' মানিকরাম ১৭৮১।

পাই ক্রি গিয়ে। 'প জাগমি অশা কঁহি নই পইয়া।' চর্চা ৩১, ১২০০। পঞা ক্রি গাওয়া। 'ফিরিয়া না চাএ কেহ পঞিলে যৌবন।' বাহরাম ১৬৫০। পঞা ১ ক্রি গিয়ে। 'কতদিন কাল পঞি সে বিব জড়িল আলোড়ল, ১৬৮০। ২ ক্রি চলে। 'সুধর্মার শেষে তিন দুপ পড়ি পেল।' আলোড়ল, ১৬৮০। পঞিলি ক্রি অভিযোজিত হলো। 'এই য়ে বহুদিন পঞিলে বিশেষ।' বাহরাম, ১৬৫০। পঞিলে ক্রি গিয়ে। 'ফিরিয়া না চাএ কেহ পঞিলে যৌবন।' বাহরাম, ১৬৫০। পিঞা বি গিয়ে। 'সপত পাতাল পিঞা।' বড়ু, ১৪৫০। পিঞা ক্রি গিয়ে। 'আপনে রহিলা রোহিণী গব্ধ পিঞা।' বড়ু, ১৪৫০। পিঞাছিলো

কি গিয়েছিল। 'কালি গিআছিলো তোমার বাপের ভবন' মুহুদু, ১৬০০। গিআছিলোম কি গমন করেছিল। 'গিআছিলোম কাতোমার ঘরে এহিখন' বাহরাম, ১৬০০। গিএ কি গিয়ে। 'পাড়ে গিএ দেবিনু পীঘর তুল্য জলা' মানিকরাম, ১৭৮১। গিছিলুম কি গিয়েছিল। 'আমি তোমার ভিন্ন কি আর কারর কর্ণে গিছিলুম' উমেশ, ১৮৫৭। গিঞা কি গিয়ে। 'তোকাসে আসে গিঞা তাক না চাইলো' বড়, ১৪৫০। গিয়া ১ কি গমন কর; গিয়ে। 'গুড়িয়া গিঞা সতে জমুনা কুলে গিয়া' মালধর, ১৫০০। ২ কি যাওয়া। 'ওলা বোঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভূতা' ফিচট্ট, ১৬০০। গিয়াছিনু কি গিয়েছিল। 'গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেবিনু গিয়া তথা' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৬৬। গিয়াছিল কি গিয়েছিলো। 'সুরপুরি গিয়াছিল হিন্দুর ভবন' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। গিয়াছিলো কি গিয়েছিলে। 'আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলো' বৃন্দা, ১৫৮০। গিগিলাও কি গিয়েছিল। 'রাতে গিয়াছিলো গিবসে লাগে দিশা' রূপরাম, ১৭৫০। গিয়াছিলোম কি গিয়েছিল। 'সবে বোলে গিয়াছিলোম রমণের স্থান' সুলতান, ১৭০০। গিয়াছো কি চলে গেছে। 'ওলা, ১৭৮২। গিয়ে কি উপস্থিত হয়েছে। 'তুমি যেন সেখানে হঠাৎ গিয়ে পোতোনা' রবীন্দ্র, ১৯০২। গীয়া কি গিয়ে। 'অবনী মহল গীয়া নিজ নিজ অংশে হয়।' মালধর, ১৫০০। গেছলাম কি গিয়েছিল। 'ব'লে গেছলাম কাণা গলায় উঠবে, আমিও প্যামেট কোবা' গিরিশ, ১৮৮৬। গেছছি কি গিয়েছিলে। 'কসবতি, ভূই কাল সুতোনার কাছে গেছলি' উমেশ, ১৮৫৭। গেছলেম কি গিয়েছিলে। 'আমি কেন মরে মানবের কাছে গেছলেম' উমেশ, ১৮৫৭। গেছিল কি গিয়েছিলো। 'মহনা গেছিল তথা অন্য এলা ইয়ার বিশেষ এই' মানিকরাম, ১৭৮১। গেছিলুম কি গিয়েছিল। 'একদিন আমি ডিক্কা কর্তে গমের বাড়ীতে গেছিলুম' মশাররফ, ১৮৬৬। গেছে কি মরে গেছে। 'কি হে রেভিষ্টার, নন্দী বুড়া গেছে না আছে' গিরিশ, ১৮৮৬। গেঁদু কি গেলাম। 'নিকা করিবায় গেঁদু যারে ভালবাসি' গরীব, ১৭৫০। গেঁদু কি গেলাম। 'নিভানুল বোলে আমি গেঁদু দশবার' বৃন্দা, ১৫৮০। গেয়ে কি গিয়েছে। 'কবরীয়ে শিখী গৈয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান অকাসে' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। গেল ১ কি যাওয়া কিয়ার সাধারণ অতীত রূপ; গেলাম। 'সুসূরা নিদ গেল বহরী জাগায়' চর্য ২, ১২০০। ২ কি প্রবেশ করলে। 'দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল' বড়, ১৪৫০। গেলা ১ কি গেলাম। 'জৈয়ণ গ বেজান ভর নিদ গেলা' চর্য ৩৬, ১২০০। ২ কি গিয়েছে। 'গেলা গেলা অরে শ্যাম না গেলা বোলাই' মর্জনা, ১৭৫০। ও কি দূর হলো। 'রাজার মে ফেহতাব ইয়াছিল তাহা সে বালকের মুখাবলোকনকার গোলা' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ওয়াও কি গেলাম। 'বায়র রাতিতে গেলাম জমুনার তিরে' মালধর, ১৫০০। গেলাও কি গেলাম। 'কংস ভএ নাচি গেলাও গোবিন্দের ঠাই' মালধর, ১৫০০। গেলাও কি গেলেন; গেলাম। 'এহা দেবি কেনে কাল গেলাও বিন্দু' বড়, ১৪৫০। গেলাও কি গেলেন। 'ব্রহ্মা সব দেব লখা গেলাও সাগরে' বড়, ১৪৫০। গেলাম কি গমন করলাম। 'তথ্যে গেলাম ভদ্রমাস সোমবারে' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। গেলাহা কি গিয়েছে। 'গেলাহা মোক দুই দিখা' বড়, ১৪৫০। গেপি কি গেলাম। 'আও গেপি সড়র গমনে' বড়, ১৪৫০। গেপির কি গেলাম। 'গক রাপি তোর কোল গেপির অরমে' বড়, ১৪৫০। গেপিহু কি গিয়েছিল। 'বিকে গেপিহু গমার মধুরিপু ভেটল সাথে' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। গেপী কি চলে গেলাম। 'পাছে রাখিকা লখা বাড়ায় গেপী ঘর' বড়, ১৪৫০। গেপে কি প্রবেশ করলে। 'মুখ অভভরে গেপে সে ধরিত্যত বাএ' মালধর, ১৫০০। গেপে কি গেলাম। 'তথা গেপে তোর কাজ

সাধিরা হরিবে' বড়, ১৪৫০। গেলেক ১ কি হলো। 'ততৈকনে দুই পুত্র গেলেক জন্মাই' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ কি গেলাম। 'আবু জেহেলের আগে গেলেক চগিয়া' সুলতান, ১৭০০। গেলাম কি গেলাম। 'ভুড়াড়ি গেলাম তর্ক পড়িবার আগে' মানিকরাম, ১৭৮১। গেলাম কি যাওয়া কিয়ার অতীত রূপ। 'কালি গেলাম' মনোএল, ১৭৪৩। গেপৌ কি গেলাম। 'আনেক জনের কাছে গেপৌ নানা থানে' বড়, ১৪৫০। গোই কি গেলাম। 'নীল ভিমিরে চল গোই' গোবিন্দ, ১৬০০। গ্যে কি গিয়ে। 'একখনি গ্যে এই ছোরাটা কলজোতে তার বসাই' নরকল, ১৯২২।

যাই যাই করা কি চলে যাওয়ার কথা বলা; যাওয়ার ব্যাপারে ঔৎসুক্য দেখানো। 'যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

যাই যাই যাই কি চলে যাওয়ার ব্যাপার। 'ক্ষপে এসে বোলা না গো "যাই যাই যাই"' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

যাওয়া-আসা বি যাওয়াত। 'গুধু যাওয়া আসা, গুধু ব্রোতে ভাসা, গুধু আলো-আঁধারে কান্দা-হাসা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'জান কি কেউ কোথা হতে যে/ করে সে যাওয়া-আসা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

যাবার বেলা ক্রিগি বিদায়-বেলায়। 'যাবার বেলা দুটি কথা ব'লে।' রবীন্দ্র, ১৮৬৩।

যায়-যায়/বিল শেষ বা বের হয়ে যাচ্ছে এমন। 'তোমার জ্বলোতে হলে শ্রীণ যায় যায়।' ভবানী, ১৮২৫।

যেতে ভয় বাসা - যেতে ভয় করা। 'যেতে ভয়' মানিকরাম, ১৭৮১।

যেতে যেতে ক্রিগি যাওয়ার সময়। 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

যাঁতা [স যত্ন] বি ভাল, গম ইত্যাদি ভাঁড়া করার যত্ন। 'সিন্দুরের উপর যাঁতার ন্যায় দুই চকু বিশিষ্ট একটা কুকুর বসিয়া আছে।' মধু, ১৮৫৭। ব্র যাঁতা

যাঁতাকল [স যত্ন+স কল] বি ধান থেকে চাল তৈরি করার যত্ন। 'তত্ত্বলসিন্দাদক একপ্রকার যত্ন অর্থক যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

যাঁহা ক্রিগি যেখানে। 'নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যাঁহার সর্ব যাঁহা। যাঁহারনিগের সর্ব যাঁহের। 'যাঁহারনিগের বুদ্ধি ও চোঁটা আছে তাহারা এখন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

যাঁহার সর্ব যাঁহা। 'যাঁহার বিদ্যাবিতরণ নিমিত্তে কাজ করিয়াছেন ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

যাকাত [আ] বি (ইসলামমতে) সঙ্কিত অর্থের নির্দিষ্ট অংশ দান করার বিধান। 'সওম বাব: যাকাতের কথা।' আলগোল, ১৬৮০।

যাণ [স যত্ন] বি (হিন্দু ধর্ম) যত্ন। 'তপ জপ যত্ন যাণে।' রূপরাম, ১৭৫০।

যাণজঙ্জ [স যাগযজ্ঞ] বি (হিন্দুধর্ম) দেবতার অনুগ্রহ লাভের বৈদিক অনুষ্ঠান। 'যাগজঙ্জ পূজা ইত্যাদির সম্মুখে অস্ত্র।' রামরাম, ১৮০১।

যাণজঙ্জ [সি] বি (হিন্দুধর্ম) দেবতার অনুগ্রহ লাভের বৈদিক অনুষ্ঠান।

‘সমস্ত যাপযক ধ্যানধারণা ... আঁত বেঁধে গেল।’ রবীন্দ্র, ১৯৪০।

যাপাদি [স] বি (হিন্দুধর্ম) যাপযক। ‘যাপাদি কর্ণেই ত্রীলোকেরা শূদ্রাতুল্য।’ জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৩।

যাপী [স জাগর] ক্রি সজাগ থাক। যাপিঞা ক্রি জাগরিত হয়ে। ‘যাপিঞা চাহেঁ নাবিক গোবিন্দে।’ বড়ু, ১৪৫০।

যাপাবলখন [স] বি (হিন্দুধর্ম) ব্রত পালন। ‘নিজ জনকের দুর্ন্যাকর্ষনানন্তর হতাশ হইয়া অনশন যাপাবলন করে।’ প্রভাকর, ১৮৫৩।

যাচক [স] বি যচনাকারী; প্রার্থী। ‘যাচক জনের কাহ করহ তোষণ।’ বড়ু, ১৪৫০।

যাচকা [স] বি যচ ক্রী যেতে আসে এমন। ‘যাচকা যুবতী ছাড়া অর্থম বিস্তর।’ মানিকগ্রন্থ, ১৭৮১।

যাচন [স] বি যাচাই করার কাজ। যচনশর [স যচন+ফা দার] বি যাচাই করে দেখে যে। ‘যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যাচনা [স] বি ভিকা। ‘তারবরে তার যচনার নামতা পড়ে যাচ্ছে।’ বৃদ্ধ, ১৯৪০।

যাচমান [স] বি যচ প্রার্থনাকারী। ‘পিতার নিকট যাচমান হইলেন।’ বঙ্কিম, ১৮৬৬।

যাচরমান [স] বি যচ অধিক অগ্রহী; উপযাচক। ‘গোপালগো কোন দিশে দখি দুজ্ঞ যাচরমান হইয়া বেতিতেছে।’ রামরাম, ১৮০১।

যাচা [স যাচ] ১ ক্রি সাধা। ‘উলটিআ সে যাচু তোমাক হুতুন।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি চাওয়া। ‘প্রদানিলা তুমি তোর যা বিদ্ধু যটিল।’ মাইকেল, ১৮৬৬। ৩ ক্রি ভিকা চাওয়া। ‘তাপিত তত্ত্বলতা বর্ষন যাচে যথা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ‘যাচার ক্রি যেতে দেয়।’ কুলবতী কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায়।’ চিত্তী, ১৬০০। ‘যাচিঞা ক্রি উপযাচক হয়ে।’ ‘যাচিঞা না দিহু গ্রাণ পরে।’ মুরারি, ১৫৭০। ‘যাচিয়া ক্রি উপযাচক হয়ে।’ ‘জনক না জানে তবু যাচিয়া ভজিবে।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ‘যাচিলাম ক্রি সাধলাম।’ ‘যাচিলাম পায় ধরি কাম-ভক্তি হেতু।’ গিরিশ, ১৮৮৭। ‘যাচু ক্রি যাচনা করুক।’ ‘উলটিআ সে যাচু তোমাক যতনে।’ বড়ু, ১৪৫০। ‘যাচে ক্রি যাচঞা করে।’ ‘তাপিত তত্ত্বলতা বর্ষন যাচে যথা।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ‘যেতে ক্রি সাধাসাধি করে।’ ‘যেতে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই?’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যাচিঞা [স যাচঞা] বি প্রার্থনা। ‘কাকের যে অন্যের পালক যাচিঞা করিয়া লইয়াছিল।’ তারিঙ্গী, ১৮০৩।

যাচিঞা [স যাচঞা] বি যচনা; প্রার্থনা। ‘এক কাঙ্গালিনী আসিয়া কিছু যাচিঞা করিল।’ রামরাম, ১৮০১।

যাচা ক্রি পরীক্ষা করা; যাচাই করা। ‘দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে?’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ‘সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার।’ প্রদ্ব, ১৯৮৮।

যাচাই বাছাই বি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ‘যাচাই বাছাই করে গ্রান ঠিক করা চলছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

যাচিত [স] বি যচ প্রার্থিত; আকাজিক। ‘এই যাচিত বেশে স্বজাতি ত্যাগ করিয়া ...’ তারিঙ্গী, ১৮০৩।

যাচ্ছেতাই [যা+ইচ্ছা+তাই] বি পোচনীয়। ‘কাছারির তাঁবুও ভিজে

যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

যাচঞা [স] ১ বি চাওয়া। ‘আমি যাচঞা মাত্র উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সাক্ষ লক্ষ সুবর্ণ দিব।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮০২। ২ বি প্রার্থনা। ‘যে লোক যাচঞা করিতে উপহিত হয় ...’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যাজক [স] বি পুরোহিত। ‘যাজক জনের কাহ করহ তোষণ।’ বড়ু, ১৪৫০।

যাজকতা [স] বি যাজকের কাজ। ‘ওবর্লিন ... গ্রাম্য যাজকতাপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

যাজকতাপদ [স] বি পুরোহিতের দায়িত্ব। ‘ওবর্লিন ... গ্রাম্য যাজকতাপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

যাজন [স] ১ বি পৌরোহিত্য। ‘সহজ ভজন করহ যাজন।’ চিত্তী, ১৫৫০। ২ বি যজ্ঞ সম্পাদন। ‘করিয়া গ্রহণ না করে যাজন।’ চিত্তী, ১৫৫০। ৩ বি বিলাসিত। ‘নূর নবি চারকে দিলেন চার যাজন।’ লালন, ১৮৯০।

যাজনা [স যাচঞা] বি প্রার্থনা। ‘আপনার বহুতু যাজনা করি।’ গিরিশ, ১৮৮৭।

যাজিক [স] বি পুরোহিত। ‘যাজিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যাজিকী [স] বি যজ্ঞাদি। ‘শ্রৌতশাস্ত্র যাজিকী ক্রিয়া।’ দর্পণ, ১৮৩১।

যাণালো ক্রি জানালো; জ্ঞাত করা। যাণহিবো ক্রি জানাবো। ‘যাণহিবো কুসে যেন করএ বিচার।’ বড়ু, ১৪৫০।

যাতন [স যত্নগা] বি যাতনা; যত্নগা। ‘দশন যাতন অধিক যাতন অধর কমল বামুলি।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

যাতনা [স যত্নগা] বি দুঃখ। ‘বাপ ছোঁটা আন নহে পাইবে যাতনা।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ‘কত না যাতনা দিহু।’ চিত্তী, ১৬০০।

যাতনাজোণ [স যত্নগা] বি যত্নগাজোণ। ‘আমায় কত যাতনাজোণ করিতে ইহবেক।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

যাতায়াত [স] বি যাতায়া-আসা। ‘ব্যসের নিকটে করিলেন যাতায়াত।’ ভারত, ১৭৬০।

যাতায়াতী বি যাতায়া-আসা সন্দেশ। ‘কর্তৃপক্ষের কাহ থেকে পেমদু যাতায়াতী স্বরচের জন্যে পাঁচটি টাকা।’ সূর্যকান্ত, ১৯৪৬।

যাতি [স জাতি] বি চামেলি বা মালতী ফুল। ‘যাতি আলি নই তৈল আশ্রয় সেয়তী।’ বড়ু, ১৪৫০।

যাত্তিক [স] বি যত্নস্বীল। ‘তাহার কারণানুসন্ধান করা ও তন্নিবারণে যাত্তিক হওয়া।’ মিসির, ১৮৯৯।

যাত্রা [স] ১ বি হিন্দু পর্ববিশেষ; রথযাত্রা। ‘আইলা সেবিত যাত্রা শ্রীষত্ৰ-ওজন।’ বৃন্দা, ১৫৮০; মনোদল, ১৭৪৩। ২ বি যাতায়া। ‘যাত্রার সময় দেখিয়াছি তোর মুখ।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি দক্ষা; বার। ‘এ যাত্রা এই ভাবেই গেল।’ বিদ্যা, ১৮৭৭।

যাত্রাকারি [স যাত্রাকারী] বি গমনকারী। ‘তদুদ্রা যাত্রাকারির কোন উপকার নাই।’ দর্পণ, ১৮৩১।

যাত্রাকাল [স] বি বিদায়বেলা। ‘পরিভ্রাতৃ ভিটার জঙ্গলে পুরস্কৃত প্রসাদনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে।’ সূর্যকান্ত, ১৯৩৩।

যাত্রাপথ [স] বি চলার পথ। ‘আমাদের যাত্রাপথের দিক্‌পরিবর্তন

করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

যাত্রাবসান [স] বি চলার শেষ। 'হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

যাত্রারম্ভ [স] বি যাত্রা শুরু। 'পূর্বদিনে যাত্রারম্ভ করিবার সময় অমন পতনের মধ্যে কৌতুকশূন্যপূর্ণ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'স্বভাবতই কবি রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ নারীশ্রেয় থেকে।' আইয়ুব, ১৯৭৫।

যাত্রাসঙ্গী [স] বি সহযাত্রী। 'অনেক দেরীতে পেয়েছে যাত্রাসঙ্গী সেতারা চন্দ্রলেখা।' ফররুখ, ১৯৪৬।

যাত্রাসিঁড়ি [স] বি সফল গমন। 'শালেপুরে যাত্রাসিঁড়ি বন্দিব সাপরে।' রূপরাম, ১৭৫০।

যাত্রা [স] বি গীত ও অভিনয় মিশ্রিত লোকনাটক। 'কলিকাতাতে এক নতুন যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২; 'তীব্র মধ্যে পৌরাসিক যাত্রার অভিনয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

যাত্রাওয়ালা [স] যাত্রা+ই ওয়ালা। ১ বি যাত্রাগানের দল। 'কালীদাসনাম যাত্রাওয়ালা পাখুরে ঘাটা দিয়া খেয়া পার হইতেছিল।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি যাত্রাপালা করা যাদের পেশা। 'তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ বাবাসাদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।' বহিষ্কৃত, ১৮৯২।

যাত্রা-কথকতা [স] বি লোকনাট্য ও কথকতা। 'যাত্রা-কথকতার ঘোশে সাংঘ্য ঘোশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যাত্রাকমিক [স] যাত্রা+ই কমিক। বি হাস্যরসাত্মক নাটক। 'যাত্রাকমিক দেখবি চল।' নজরুল, ১৯৩১।

যাত্রাকর [স] বিণ যাত্রা করে এমন। 'যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

যাত্রাপান [স] বি উনুত মেষে নাট্যগীতি। 'যাত্রাপানের স্বর পায়ে পড়ে বাড়ি হইতে পালাইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

যাত্রাঘর [স] যাত্রা+ঘর। বি জলসাঘর। 'যাত্রাঘরের গ্রাম-নিবৃত্ত হৈকোটাতে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ।' বিমল, ১৯৫৩।

যাত্রাদল [স] বি যাত্রাপালার সংগঠন। 'যাত্রা-দলের গছ ওতে ভরি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

যাত্রানির্বাহক, যাত্রানির্বাহক [স] বি যাত্রা পরিচালনা করে যে। 'সকলের যাত্রানির্বাহক ইহারা সকলেই আমার কাছে তালিম লইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৫।

যাত্রানট্যটিক [স] বি যাত্রা উৎসবের আয়োজনকারী। 'যাত্রানট্যটিককর্তৃক উচ্চাচিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩২।

যাত্রাবিশি বি যাত্রার সূচনায় বর্ণিত শব্দ। 'সুদূর কুমুদগছে তার যাত্রাবিশি বেজে ওঠে।' বুদ্ধ, ১৯০০।

যাত্রার দল বি যাত্রাপালার দল। 'যাত্রার দল ও কথকতাকূলের কৃপায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যাত্রাশাল [স] বি যাত্রার আসর। 'সে গল্পের যাত্রাশালে সারারাত্রি কাটায়ে দিত।' শওকত, ১৯৫৮।

যাত্রাসংগীত [স] বি যাত্রা অভিনয়ের সময় গীত গান। 'বাংলা কথা বসিয়ে ব্রহ্মসংগীত ও যাত্রাসংগীত গাওয়া হতো।' ধর্মজি, ১৯৩১।

যাত্রী [স] ১ বি তীর্থযাত্রী। 'মানেএল, ১৭৪৩। ২ বি গমনকারী।

'বিদেশযাত্রী ও পর্যটকেরদের বিবরণপুস্তক পাঠ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

যাত্রী [স] যাত্রী। বি যাত্রায়াতকারী লোক। 'একরাত্রি পথে থাকে বহু যাত্রী সান্তে।' ভবানী, ১৮২৫।

যাত্রিক [স] ১ বি তীর্থযাত্রী। 'নানাদেশের যাত্রিক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ তীর্থ ভ্রমণকারী। 'ভট্টজীবনী জে যাত্রিক-শিরোমুনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি শুভযাত্রা লক্ষ্য। 'সৌভাগ্য যাত্রিক অতি বাণিজ্যকরণ তিথি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ পঞ্চায়ায় সরে থাকে এমন। 'যাত্রিক দ্রব্য সকল সমুদ্রে রাখিয়া গ্রামের মনুষ্যেরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল।' রঞ্জিব, ১৮০৫।

যাত্রীণী [স] বিণ স্ত্রী গমনকারী। 'কোথায় যাবে যাত্রীদল, যাত্রীদল, চক্ৰবর্তীর যাত্রীদল?' লক্ষ্য, ১৯৬৬।

যাত্রীদল [স] বি অভিযাত্রীর দল। 'লহ জ্যোতি-দীপ্তা, যাত্রীদল সব সাজ হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

যাত্রিনী [স] বি স্ত্রী আচর্য। 'যাত্রিনী দুজনের একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন।' সুবীল, ১৯৭০।

যাত্রীলোক [স] বি যাত্রাকারী লোক। 'যাত্রীলোক নীলাচলবাসী যত জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যাত্রী-বোঝাই বিণ যাত্রীপূর্ণ। 'যাত্রী-বোঝাই দিনের নৌকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

যাত্রীশালা [স] বি স্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রামের স্থান; বিশ্রামাগার। 'যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

যাত্রীশিল্প [স] বি ভ্রমণপিপাসুদের সন্ধান। 'এই যাত্রীসন্ধানের স্তম্ভসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কাছাকাছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যাত্রাতথ্য [স] বি প্রকৃত তত্ত্ব। 'সত্যের যাত্রাতথ্য ও পরিমাপের প্রতি দৃষ্টি থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যাত্রাব্যর্থ [স] বি যাত্রার্থ; ঠিক অবস্থা। 'সেটাকে প্রকাশ করবার যাত্রাব্যর্থো বিজ্ঞান অল্পমাত্রও মূল্যন কমা করে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যাত্রার্থিক [স] বিণ আদর্শহীন; ব্যর্থ। 'আন্তর্বার্ষিকিত ও যাত্রার্থিক ও রজকর্ম সম্পাদনে পরমযাত্রার্থিক।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

যাত্রার্থ্য [স] বি যাত্রার্থ; সত্যতা। 'উক্ত ব্যক্তির যাত্রার্থ্য রক্ষা হয় না।' সোমব্রহ্মাণ, ১৮৬৮।

যাত্রাষ্টপতি [স] বি জলের অধিপতি; সমুদ্র। 'যাত্রাষ্টপতি-রোধঃ যথা চশোবি-আখ্যাত।' মাইকেল, ১৮৬১।

যাদু [ফা জাদু] ১ বি প্রিয় মানুষকে সোদান করার শব্দবিশেষ। 'তবুও না আইলে যাদু দিনান্ত উপাশী।' সুলতান, ১৭৫০। ২ বি পুর। 'বিশ্রান্তের ব্রহ্ম যদি মেরিমার যাদু।' এসেই ব্রহ্ম তবে যশোপার যাদু।' গুণ, ১৮৫৮।

যাদু [ফা জাদু] বি মন্ত্রশক্তিতে মোহিতকরণ। 'ওরাই তো তোরে যাদু করিয়াছে।' জগীশ, ১৯৩১।

যাদুকর [ফা জাদুকর] ১ বি ঐন্দ্রজালিক। 'অধম ভালুকে লুপ্তিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি পারদর্শী ব্যক্তি। 'সত্যোন্নত অনুবাদের যাদুকর।' মজতাবা, ১৯৬৬।

যাদুকরী [ফা জাদুকরী] ১ বি স্ত্রী জাদুকর। 'কে একজন যাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্রে একটি অমৃতময় মোহ মাটির দিয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ রহস্যময়। 'স্বপ্নের জরির

পাড়ে সব যাদুকরী ফাঁদ।' শ্যামসুর, ১৯৬৩।

যাদুঘর [কা জাদু+ঘর] বি জাদুঘর। 'মিউজিয়াম শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে ... উহাকে যাদুঘর বলে।' হরহাসদাস, ১৮৮১।

যাদুদণ্ড [কা জাদু+স দণ্ড] বি জাদুকরের জাদু দেখাতে ব্যবহৃত ছড়ি। 'যেন্দৌ। তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।' সুকান্ত, ১৯৪৮; 'যে যাদুদণ্ডের স্পর্শে সত্য ও সৌন্দর্য এক হয়ে যায় তা তাঁর ছিল।' মোতাহের, ১৯৫০।

যাদুর ফান বি যাদুর ফাঁদ। 'দুখানি আয়না ঘরিয়া পেতেছে যাদুর ফান।' জসীম, ১৯২৭।

যাদুপা [স যাদুক] বিণ যেমন। 'বিদ্যা দান বিষয়ে ইহারা যাদুপা যত্নবান তাদুপা পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারদিগের অধিকারে ছিল না।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

যাদুশ [স] বিণ যেকল্প। 'যাদুশ তাহারদের সাধ্য।' দর্পণ, ১৮১৯।

যাদুশী [স] বিণ স্ত্রী যেকল্প। 'বশোশে যাদুশী মর্যাদা পরদেশে তাদুশী নয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যান [স] ১ বি বাহন। 'যৌবনে নারীর মান উপকে নৌকার যান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ক্ষমার বিরুদ্ধে অভিমান। 'সক্তি, বিগ্রহ, যান, আসন, ঐষ, অস্ত্র, এই ছয় রাজত্বশে ... অতিশয় কুশল হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বি গাড়ি। 'যানে কিবা বহনে আরোহণ করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

যানপূর্ণ [স] বিণ যানবাহনে পরিপূর্ণ। 'নানা যানপূর্ণ সুবিকৃত রাজমার্গ।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

যানবাহন [স] বি যাতায়াতে ব্যবহৃত বাহন। 'যানবাহনাদিগ্নাঃ এবং পদব্রজে গমনাগমনের মহাসুখ জন্মিবেক।' দর্পণ, ১৮২৭।

যানশ্রোত [স] বি শ্রোতের মতো চলমান যানবাহন। 'রাষ্ট্রায় বেরোসে দেখি শুধু জন আর যানশ্রোত চলছে।' হাই, ১৯৫৩।

যানান্তর [স] বি ভিন্ন বাহন। 'যানান্তর ইহার বারা সূচিত হইতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

যানারুঢ় [স] বিণ গাড়িতে আসন নিয়েছে এমন। 'যে দিবস বাবুরা নিমন্ত্রণে যানারুঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাইবা।' ভবানী, ১৮২৫।

যানানো [স] জ্ঞা। ক্রি জানানো; জ্ঞাপন করা। যানাইল ক্রি জানানো। 'যানাইআ যানাইল সব গোআঞ্জিনী সহী।' বড়ু, ১৪৫০। যানি ক্রি জেনে। 'এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন।' বড়ু, ১৪৫০।

যাত্তিক [স] ১ বি ব্যাকর। 'যাত্তিক বিহনে ... ব্যাক্তিতে পারে।' লালন, ১৮৯০। ২ বিণ যন্ত্র সযন্ত্রী। 'তার পর যাত্তিক সম্প্র-প্রতিষ্ঠার বৌদীরশে ... শবর তৈরি করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ বিণ যন্ত্রের মতো ছক-বাঁধা। 'যাত্তিক নিয়েমে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উজ্জ্বলনা থাকত না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

যাত্তিকতা [স] বি যন্ত্রের মতো আচরণ। 'কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ঝুটে নিবৃত্ত যাত্তিকতার কোনো ঝাঁকে?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

যাত্তিকবাহিনী [স] বি যন্ত্রযানচালিত বাহিনী। 'এই দ্রুত ধাবমান যাত্তিকবাহিনীর মাথনান দিয়ে ...।' তারা, ১৯৪৩।

যাত্তিকীকরণ [স] বি যন্ত্রের প্রচলন। 'কৃষি ব্যবস্থাকে যাত্তিকীকরণের কথা কল্পনাও করিতে পারে না।' আজাদ, ১৯৫৭।

যাপন [স] ১ বি অবস্থান। 'সেই দেশে কিছুকাল কর হে যাপন।'

মদনমোহন, ১৮৩৪। ২ বি অভিবাহন; সময় কাটানো। 'পুে কতকগুলি উদাসীনের সহিত ... মহাসুখে কাল যাপন করিতেছিলাম অক্ষয়, ১৮৪৫।

যাপনা [স যাপন] ক্রি কাটানো। 'মিছে কাজে নিশি যাপনা রবীন্দ্র, ১৮৩৮; 'নিবিয়ে দীপ জীবননিশি যাপনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যাপ্য [স] বি যাপন। 'এ যে কেবল দম্ভে মারা যাপ্য করা মৃত্যুঞ্জয় সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

যাবক [স] বি আদৃত। 'যাবকের রসে করে অধর মাজন।' মুকুন্দ ১৬০০।

যাবক [স] বিণ যাবৎ। 'জিলিন যাবক বিদ্যা দশন বসনে।' কৃষ্ণরাম ১৭২০।

যাবজ্জীবন [স] ১ ক্রিণি সারাজীবনের জন্য। 'উপকারে উত্তম লো যাবজ্জীবন বন্ধ হইয়া থাকে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'উহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ো কঠিন।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি আমরণ। 'যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁস দুইই মিলিয়ে নেওয়া চলে রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যাবৎ [স] ১ বিণ যতটুকু। 'যাবৎ শরীরে প্রাণ আছেয় আমার।' বৃন্দ ১৫৮০; 'যাবৎ বৃদ্ধির গতি তাবৎ বর্ষিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিণি যতক্ষণ। 'যাবৎ কীর্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্যকাম কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কুকী বোলো যাবৎ থাকএ দিবাকর।' কুকীহ ১৬৮৯। ৩ বিণ সমস্ত। 'যাবৎ অঙ্গের রক্ত হইল বাহির।' বাহরাম ১৬৫০।

যাবত [স যাবৎ] ১ ক্রিণি যতদিন। 'যাবত যৌবনে রাখা নাই লো যুগ।' বড়ু, ১৪৫০; 'যাবত তোমার চাচা নাই আসে দেশে।' গরী ১৭৬৫। ২ ক্রিণি যতক্ষণ ধরে। 'যাবত রসুল যান্ত সাংকরে ঘরে সুলতান, ১৭০০।

যাবতীয় [স] বিণ সমস্ত। 'যাবতীয় পরিবর্তনের ...।' রবীন্দ্র ১৯০৭।

যাবতে ক্রিণি যতক্ষণ। 'যাবতে না করে যোগী আপনা বিনাশ আশাওল, ১৬৮০।

যাবৎকাল [স] ক্রিণি যতক্ষণ পর্যন্ত। 'যাবৎকাল দর্শন কং গুরুড়ের পাছে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যাবৎ স্বাস তাবৎ আস - সর্বাক্ষি প্রচেষ্ঠা। 'যাবৎ স্বাস তাবৎ আ বাদসাহ এখানে আসিবেন।' রামরাম, ১৮০১।

যাবদীয় [স] বিণ সমস্ত। 'সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অর্বা যাবদীয় সমিষ্টি।' রামরাম, ১৮০১।

যাবদ্বিধিদিক [স] বিণ সব দিকের। 'যাবদ্বিধিদিকহু রাজারদিগকে জয় করিয়া সর্বরাজ্যমণ্ডলীমুকুটমণি মণ্ডিতচরণারবিন্দ হইয়া সম্রাট করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যাবদ্দেশীয় [স] বিণ বহু দেশ থেকে আসা। 'যাবদ্দেশী পণ্ডিতদিগকে বহুবিধ ধন দিয়া বিদায় করিয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫।

যাবনিক [স] বিণ মুসলমান। 'তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ডিগ চাচ্ছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

যাবনিক [স] বিণ যবনের আচরণ। 'হীনতম যাবনিকতা সাম্যবাদী, ১৯২৪।

যাবনিক ভাষা বি আরবি-ফারসি ভাষা। 'তুমি যাবনিক ভাষা নিকটে ডিগা চাচ্ছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

যাবজ্জীবন' [স জীবন্ত] বিপ জীবন্ত। 'যাবজ্জীবন করি কাটি যাবাইব বাবে।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

যাবজ্জীবন [স যাবজ্জীবন] ১ ক্রিষ্ণ যে পরিমাণ। 'আমার দুঃস্বপ্নের কথা নিবেদিত যাবজ্জীবন' মনিকরায়, ১৭৮১। ২ বিপ যাবজীবন। 'কর সম্পর্কীয় যাবজ্জীবন ছুটির ছির রাজ্য'। ফরাস্টার, ১৭৯০।

যাব যাব বিপ যাব যাব করছে এমন। 'মেঘ বলেছে যাব যাব।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

যাবজ্জীবন [স বি সব সোক। 'যাবজ্জীবন অভ্যন্ত আত্ম মনিতা উৎকৃষ্ট করিয়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যাবা বি ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ। 'সুমাত্রা, যাবা (বা বব) প্রভৃতি দ্বীপ ইন্দোনেসিয়ার আবাদিক আবাসস্থান।' অক্ষর, ১৮৫৪।

যাম [স বি এক প্রহর। 'দিলস পূর্ব যাম বঙ্গীয় গায় সাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যামিনী [স বি রাত। 'কৈসে গৌরব যামিনী।' কাহরাম, ১৬৫০।

যামিনীকর [স বি চাঁদ। 'প্রত্যয়ে তিনিহর যশের যামিনীকর তদমতি কাশীখর যায় ...' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

যামিনী-শান্তি [স বি রাতের শান্তি। 'কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সন্ন্যাস, বারিবাহ।' নন্দকল, ১৯২৫।

যামুন [স যমুনা] বি যমুনা। 'কৈসনে জ্ঞাতব যামুন তীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

যাখিল বি শেজুর পাতার তৈরি ছোটো ধলো। 'রাস্তার বাইবার জন্য যাখিলে কিছু তরুণি মাছ ভরিয়া লইলেন।' মনসুর, ১৯৫০।

যাম্য [স বি দক্ষিণ দিক। 'পূর্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যাম্য বন্ধু [স বি দক্ষিণ মুখ। 'যাম্য বন্ধুে বলিয়া মাথায় কটা চালে।' মনিকরায়, ১৭৮১।

যাযাবর [স বিপ ভবভূত; নির্মিত স্থানে বসতি স্থাপন করে না এমন। 'পূর্বের আরবেরা অনন্ত, বীভূত ও যাযাবর ছিল।' বসুদর্শন, ১৮৭২।

যাযাবরবৃত্তি [স বি যাযাবরের পেশা। 'দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে ...' শঙ্কর, ১৯০১।

যায় [স জায়া] বি কর্ণ; তালিকা। 'পালের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর যার করিয়া নিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

যায়গাঁ [স জায়গা] বি জমি। 'কিন্তু জায়গা বেচিয়াই হউক, আর জিনিস বেচিয়াই হউক ...' গ্যারী, ১৮৫৯।

যারবা [স জারবা] বিপ অবৈধ। 'কেউ এল না ওই কসবির যারবা সন্ধানকে ভ্রমিত করতে।' কায়সার, ১৯৯২।

যাতীক [স বি লাঠিঘাল। 'মুখ্যত্ব করিয়া রাধিবার নিমিত্তে তুরি তুরি যাতীক নিযুক্ত রাখলেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

যাহা [স যাব] সর্ব যা কিছু। 'যাহা২ তাহার দরকার দরখাস্ত মতে মনজুর হবেক।' রামায়ম, ১৮০০।

যাহা তাহা সর্ব এটা ওটা। 'রোজ কত কী ঘটো যাহা-তাহা - এমন কেন সভা হয় না আরা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

যাহাতে ক্রিষ্ণি যাতে করে। 'ছুটিতে বার২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮২০।

যাহারা সর্ব যারা। 'দাঁড়নের এই দুর্গিত সেখিয়া পরিবার লোক যাহারা২ সাজে ছিল ...' রামায়ম, ১৮০০।

যাহা হউক ক্রিষ্ণি যা হওয়ায় হোক; যাই হোক না কেন। 'সে যাহা হউক কিন্তু তোমরা পূর্বের ন্যায় সাবধান থাকিও।' তারিফী, ১৮০০।

যাহাঁশনা [স জাহানশানা] বি সম্মানসূচক সম্বোধনবিশেষ। 'যাহাঁশনা গোলামের নাম প্রত্যাগাদিত।' রামায়ম, ১৮০০।

যাহান্নম [আ বি অধ্যাপিত। 'সেবন করুনা যাহান্নমে গিরায়ে।' রোকেয়া, ১৯২২।

যাহে ক্রিষ্ণি যেখানে। 'রত মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দ করিয়ে পান।' মাইকেল, ১৮৬১।

যিশর [স বি হমর। 'এ কোন যিশর-পত্তনি সুর।' নজরুল, ১৯২৭।

যিনাকার [আ কিনা+কা কার] বিপ অবৈধ যৌন সম্বন্ধকারী। 'আমি যিনাকার।' মনসুর, ১৯৫৫।

যিনি সর্ব যে ব্যক্তি। 'খনচয় অহমিশ যিনি তমোহিয়া।' আলোগল, ১৬৮০। 'ক্ষমাতমে সমা নন যিনি সর্বসহ্য।' রামরাসদ, ১৭৮০।

যিশদ্বীপ [স জেত] বিপ দ্বীপ। 'তাহাদের বিবরণ ১৮০০ যিশদ্বীপে সনে গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

যিত মন্ত্র [স জেত+স মন্ত্র] বি বিত্তর বাণী। 'যিত মন্ত্র গ্রহণপূর্বক যুগ্মানন্দের দলপট্ট করিতেছিলেন।' প্রচারক, ১৯০১।

যুই [স যুধী] বি ক্রান্তকার ফুলের নাম। 'এক ছড়া যুই ফুলের গড়ে সেই কেশরীকৃষ্ণবটন করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

যুক্ত [স যুক্ত] বিপ যুক্ত; সংশ্লিষ্ট। 'যাধীর আসেন মাত্র করিব যুক্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

যুক্তি [স যুক্তি] বি যুক্তি; বিচার। 'আখির ঠানে দেখাখিল সেই সে যুক্তি।' মালশঙ্কর, ১৫০০।

যুক্তি [স যুক্তি] বি যুক্তি। 'একপ্তরে চৌক যম যুক্তি করিয়া ... আনে ডাক দিরা।' বিজয়, ১৬৫০।

যুক্ত [স ১ বি উপযুক্ত; যোগ্যযোগ্য। 'কেহ বলে যুক্ত নহে এমন করিতে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ২ বি ছির। 'শান্তনুরে রাজ্য দিতে মনে যুক্ত করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ লিঙ্গ ব্যাপ্ত। 'কেমতে আপদ মায় তনিতে যুক্ত হই।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বিপ বিশিষ্ট। 'এই পাঠশালা অষ্ট শতাব্দীয়া যুক্ত' দর্পণ, ১৮০৬। ৫ বিপ সযুক্ত। 'কোন কল্পর জন্মা তম হইলে তদীয় অছি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৫০।

যুক্ত-অক্ষর [স বি যুক্তবর্ণ; যুক্তবর্ণ গড়তে পারে এমন। 'অচিরেই যুক্ত-অক্ষর উদীয় হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

যুক্তকর [স বি জোড় করা হাত। 'অবনতিগিরে যুক্তকরে লগাট ল্পর্শ করিয়া বলিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

যুক্তফ্রন্ট [স যুক্ত+ই ফ্রন্ট] বি একাধিক দলের জোট। 'যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা জনাব এইচ এস শোহরাওয়ারী ...' আজাদ, ১৯৫১।

যুক্ত-বেশী [স বি নদীর মিলিত ধারা। 'যুক্তবেশী এই গ্রিথারা। যুক্ত-বেশী-পারে তারা।' ওম, ১৮৫৮।

যুক্তমাত্রী [স বি অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সম্মতক রাষ্ট্রকোষ। 'যুক্তমাত্রী যে এদেশে চলিতে পারে না।' আজাদ, ১৯৫১।

যুক্তরাষ্ট্রীয় [স বি বিপ অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সম্মতক বিভিন্ন রাষ্ট্রের জোটসংগঠন; কংগ্রেস। 'ভারতের নয় কোটি মুসলমান কোনরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সম্বদ্ধ হইবে না।' আজাদ, ১৯৫১।

যুক্তবর [সি] বি বৈদিক বরফনি। 'যুক্তবরের প্রয়োগ ঘটলে কবি ওয়াইভিং রোডের ছবিটিকে ধারিত মাথানে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।' শিব, ১৯৫০।

যুক্তাকর [সি] বি একাধিক বর্ণ মিলায়ে তৈরি হয়েছে এমন বর্ণ। 'ভাষাতত্ত্ব প্রথম বর্ষ বাস্তবশ্রুতি বর্ণমালা পরে যুক্তাকর ও বর্ণাহানে বর্ণোচ্চারণ।' দর্পণ, ১৮২১।

যুক্তাকরবহুল [সি] বিশ যুক্তাকরের বাহুল্য আছে এমন। 'কথাগুলি যুক্তাকরবহুল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যুক্তিমুক্ত [সি] বিশ যুক্তিগত। 'অনুকরণ করিলেই যে মোহ হয় তাহা যুক্তিমুক্ত নহে।' কৃষ্ণভট্টবিশি, ১৮৮৫।

যুক্তাকর [সি] যুক্তক। বি যুক্তক; জোড়া লাগানো কুক। 'যুক্তাকর ধনুকের নেয়ার।' ফাল্গুন, ১৭৭০।

যুক্তি [সি] ১ বি পরামর্শ। 'যুক্তি করে সেব প্রজাপতি।' মাল্যবর, ১৫০০; 'জ্ঞানদান পণ্ডিত আসি যুক্তি পুহিহা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'শ্রীবাসের দুঃখ নিতে নানা যুক্তি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কারণ। 'যুক্তি জিজ্ঞাসিলে সব তত্ত্বপানে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি ভাষা। 'কেহ বলে ভাই সব এক যুক্তি আছে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি কুমন্ত্রণ। 'ফুল দিয়া বিদ্যারে আপনি যুক্তি দিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৫ বি কুত্বিহা। 'ভালা যুক্তি করেহ ইমাম বাহাদুর।' গবীর, ১৭৬৫। ৬ বি বিচার। 'শাস্ত্র যুক্তি অনুত্তব বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৭ বি বক্তব্য। '৬৮৪ সংখ্যক দর্পণে অভিযুক্তের যুক্তি শিখিয়েছেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৮ বি বক্তব্যের সঙ্গত কারণ। 'বক্তৃতা শুনে বা কোনোকার যুক্তি শুনে যে কারও মত ছিন্ন হয়, তা তো বোধ হল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

যুক্তি-অজ্ঞ [সি] বি যুক্তিগত অজ্ঞ। 'স্বপ্নেরে অজ্ঞত্ববিধানকে যুক্তি-অজ্ঞে হ্রিভিন্ন করিবার জন্য ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

যুক্তিকৌশল [সি] বি যুক্তি প্রদানের চাতুর্য। 'যুক্তিকৌশল দিয়ে এতদিন আমাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মকে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

যুক্তি-বচন [সি] বি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে অসার প্রমাণ করা। 'আইনের কূটমর্ম-উচ্চারণ, বিশপ পক্ষের যুক্তি-বচন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

যুক্তিশম্য [সি] বিশ যুক্তি দ্বারা বোকা যায় এমন। 'হা যুক্তিশম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যুক্তিজ্ঞান [সি] বি যুক্তির বিজ্ঞান। 'তত্ত্বদর্শনের পরিকল্পিত যুক্তিজ্ঞান বাঁধবারে পারে না আমরা।' সুশীল, ১৯০২।

যুক্তিতর্ক [সি] বি যুক্তিভিত্তিক বিতর্ক। 'ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়, নিরুদ্ধ ক্ষিত্ত্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

যুক্তিধারা [সি] বি যুক্তিসমূহ। 'তার যুক্তিধারা থেকে পড়ে পড়ে প্রমাণ হল ...' মুক্তকথা, ১৯০৬।

যুক্তিনির্ভর [সি] বিশ যুক্তির উপর নির্ভরশীল। 'এ আস্থান যে অত্যন্ত সময়েচিত এবং যুক্তিনির্ভর, তাতে কোন সন্দেহ নাই।' বেগম, ১৯৫৩।

যুক্তিশরমর্শ [সি] বি আশা-আশোচনা। 'তার ভগ্নদ্যুতীরসের সঙ্গে যুক্তিশরমর্শ করে তিনি বিহ্বল কলমে ...' মহাশেখা, ১৯৫৬।

যুক্তিশূর্ণ [সি] বিশ অনেক যুক্তি আছে এমন। 'যুক্তিশূর্ণ একটি খিসিস লিখে ফেলেছেন।' মনসু, ১৯৪৫।

যুক্তিপ্রণালী [সি] বি যুক্তির কৌশল। 'আমার যুক্তিপ্রণালী।' বিজুতি,

১৯৩১।

যুক্তিপ্রাণতা [সি] বি যুক্তিশীল মানসিকতা। '... মানুষের তত্ত্ববিশিষ্ট ও যুক্তিপ্রাণতার এদের বিকাশই প্রতিফলিত হয়েছে।' আনোয়ার, ১৯৭০।

যুক্তিকল [সি] বি যুক্তি নিপন্থন ফল। 'উহা যুক্তিকল সম্বৃত।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

যুক্তিবল [সি] বি যুক্তির শক্তি। 'সুবি যুক্তিবলে ভাষ্যস্থান কর্মপ্রধান প্রকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

যুক্তিবাদী [সি] বিশ যুক্তি মেনে চলে এমন। 'এই বাষেরা যুক্তিবাদী এবং সর্ববীজের এদের সমানবোধ অত্যন্ত ফলপ্রসূ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যুক্তিবিচার [সি] বি যুক্তি দিয়ে বিবেচনা। 'যুক্তিবিচারদ্বারা মূল্যবোধ ও মূল্যবোধমূলক যুক্তিবিচার - প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' মোতায়েব, ১৯৫০।

যুক্তিবিচারদৃঢ় [সি] বিশ যুক্তি দিয়ে দৃঢ়ভাবে বিচারকৃত। 'যুক্তিবিচারদৃঢ় মূল্যবোধ ও মূল্যবোধমূলক যুক্তিবিচার - প্রতি সভ্যতায়ই এই দুই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' মোতায়েব, ১৯৫০।

যুক্তিবিরুদ্ধ [সি] বিশ যুক্তির বিরুদ্ধে যায় এমন। 'ইহা বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'দলবদ্ধ হইতে দেওয়া কেবল যুক্তিবিরুদ্ধ।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

যুক্তিবিরোধী [সি] বিশ যুক্তিসম্মত নয় এমন। 'সে ক্ষমতা অনতিক্রমশীলভাবে যুক্তিবিরোধী এবং সে কারণে তার নিয়ন্ত্রণ একবারেই অসম্ভব।' শিব, ১৯৫০।

যুক্তিহীন [সি] বি যুক্তিহীন। 'তাদের দর্পণে হয় যুক্তিহীন নয় যুক্তিহীন্য অবহেলিত হার।' শিব, ১৯৫০।

যুক্তিহীনতা [সি] বি যুক্তি হাটোনের ক্ষমতা; যুক্তিবল মনোভাব। 'শাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিহীন নতুন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের ভাঙন সক্রিয় হয়ে ...' শিব, ১৯৫০।

যুক্তিহীনতা [সি] বিশ যুক্তির প্রতি দৃঢ়। 'বহুত্ব পতিয়েছে নেতিপন্নী মার্ক আর যুক্তিহীন মার্কোবির সঙ্গে ...' শিব, ১৯৫০।

যুক্তিমাত্র [সি] বি যুক্তির মাত্র। 'পুরুষ যুক্তিমাত্রে দীক্ষিত।' বিনোদিনি, ১৮৭৫।

যুক্তিমার্গ [সি] বি যুক্তির পথ। 'কোন ব্যক্তি, যুক্তিমার্গ অনুসারে, মিত্তবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে।' বিন্দা, ১৮৭৪; 'যে নিম্ন হইতে আর্জাজাত যুক্তিমার্গ পরিভ্রম হইলেন ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; 'মাধার যুক্তিমার্গে চিত্রণ করেন।' মঙ্গলরক, ১৮৮৯।

যুক্তিমুক্ত [সি] বিশ যুক্তিসম্মত। 'অসম্মতির যুক্তিমুক্ত বাহা তাহা লিখি।' দর্পণ, ১৮৩১; 'অমৃত্যুর তনুত্ব হিরে রাখলে অনেক যুক্তিমুক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন।' জ্ঞানবোধ, ১৮৩৩; 'অতএব এছান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিমুক্ত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'বেতন প্রদান বন্ধ রাখা যুক্তিমুক্ত হবে না।' বেগম, ১৯৪৮।

যুক্তিহীনতা [সি] বি যুক্তির জগৎ। 'হৃদয়েরও তো আপন নিজস্ব যুক্তিহীনতা আছে।' মুক্তকথা, ১৯০৬।

যুক্তিহীনতা [সি] বিশ যুক্তিশূর্ণ। 'অভিজ্ঞতার আবেশনা হইতে যুক্তিহীন প্রয়োজনীয় টুকরাটিকে শুধু বাহ্যিক নেওয়ার এমন একটা প্রক্রিয়া চলিতে পারে।' মালিক, ১৯৪০।

যুক্তিশূর্ণ [সি] বিশ যুক্তিহীন। 'ইহা বীকার করিলেও সর্বকালে যুক্তিশূর্ণ

হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

যুক্তিশক্তি [স] বি যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা। 'কুহুমশায়ের কী অসাধারণ যুক্তিশক্তি ও জ্ঞান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যুক্তিশাস্ত্র [স] বি তর্কবিদ্যা। 'যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিধে মাথায় গ্রহণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'যুক্তিশাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহিমান ধ্বংস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

যুক্তিশীলতা [স] বি যুক্তিবাদিতা। 'এই যুক্তিশীলতার জোরেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, মস্তকের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা।' শিব, ১৯৫০।

যুক্তিশীলতারূপে [স] ক্রিবিণ যুক্তিবর্ণনাত্মক হিসেবে। 'মানুষের মধ্যে যা যুক্তিশীলতারূপে বিদ্যমান তা আসলে বিশ্বশ্রুতির অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলাই একটি দিক।' শিব, ১৯৫০।

যুক্তিসংবেলিত [স] বিণ যুক্তিসম্বিত। 'উপগ্রহীত মনীষীগণের ... আকট্যবশতঃসংবেলিত প্রমাণপ্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

যুক্তিসঙ্গত [স] বিণ যুক্তিপূর্ণ। 'প্রাণরক্ষার্থে ইহার কোন সনুপায় অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত।' দিক্‌যাত্রণ, ১৮৬৯।

যুক্তিসঙ্গতভাবে [স] ক্রিবিণ যৌক্তিক উপায়ে। 'কমিশন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই ইহার গ্রন্থোক্তনীতিতে উপলব্ধি করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৬০।

যুক্তিসম্বন্ধ [স] বি যুক্তির ধারাবাহিকতা। 'গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যুক্তিসম্মত [স] বিণ যুক্তি দিয়ে স্বীকৃত। 'নরমাংস, আমমাংস ও মৃত্তিকা ভোজন করা কি মনুষ্যের স্বভাববিশিষ্ট ও যুক্তিসম্মত বলিয়া স্থির করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

যুক্তিসহ [স] বিণ যৌক্তিক। 'এই কথাও যুক্তিসহ নহে।' দর্শন, ১৮৩০; 'এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় যুক্তিসহ যে এই মনোভাবকে প্রকৃত দেওয়ার ফলেই ...' শিব, ১৯৫০।

যুক্তিসিদ্ধ [স] ১ বিণ যুক্তিপূর্ণ। 'এইমত গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ বটে।' ভবানী, ১৮২৫; ২ বিণ্যয়সঙ্গত। 'ইহা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

যুক্তিবীকারকারী [স] বিণ যুক্তি মেনে নেয় এমন। 'যুক্তিবীকারকারী বুদ্ধি মানুষের মনে যত সুনিশ্চিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

যুক্তিহীন [স] বিণ যুক্তি নেই এমন। 'তেমনি সঙ্গতিহীন যুক্তিহীন সামান্য সাধারণ।' জীবন, ১৯৩২।

যুক্তো [স] যৌক্তিক বিণ যৌক্তিক। 'সে সকল কার্যে যুক্তো কি অযুক্তো তাহা কহে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪০।

যুগতি, **যুগাণী** [স] যুক্তি বি যুক্তি; শলা-পারমাণ। 'যুগতি করিল লড়া সব গোপীগণে।' বড়ু, ১৪৫০; 'আয়র মানারিও কবী আশেষ যুগাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

যুগ [স] ১ বিণ জোড়া। 'মুগমদ কুচয়ুগ গণন মাঝার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ১২ বছর সময়। 'তৌদ তৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাণ।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ যুগ; যুগ। 'কাকুতি মিনতি করি বলে যুগ পানি জুড়ি।' আলাওল, ১৬৮০।

যুগকাল [স] বি যুগবৈশিষ্ট্যপূর্ণ সময়। 'তিনি কল্পনা করে নেন এমন যুগকাল যখন তাঁর দেশের যথার্থ ...' শিব, ১৯৭৩।

যুগচেতনা [স] বি যুগ সম্পর্কে সচেতনতা। 'তবু উপযুক্ত যুগচেতনার অভাব ও পরিবেশের ঠাণ্ডা বিরূপতাহেতু নিরবচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ক্রমপরিণীত না হওয়ায় ...' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

যুগজীর্ণ [স] বিণ কালের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত। 'তার অভিঘাতে যুগজীর্ণ সমাজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

যুগঝঞ্ঝা [স] বি যুগরূপ ঝড়। 'যুগঝঞ্ঝার ফুবকারে কখন বা তা নিতে যায় তার ঠিক নাই।' শরীফ, ১৯৭০।

যুগদেবতা [স] বি যুগের উপযোগী দেবতা। 'তার খোশার দুঃসাহসিকা আজ কোথায়? তাকেই চাইছিল যুগদেবতা।' নজরুল, ১৯২৬।

যুগধর্ম, **যুগধর্ম** [স] ১ বি কোনো নির্দিষ্ট যুগের বৈশিষ্ট্য। 'যুগধর্ম প্রবর্তাই যুগ নামসঙ্গীর্জন চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাই যুগ ভুবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তঁারা দুজনে একমনে এ কালের যুগধর্ম প্রচার করবেন।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বি কালের প্রবণতা। 'এ যুগধর্মের অনুসরণ করা ছাড়া উন্নতির এবং সার্থকতার অন্য কোন পথ নাই।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

যুগধর্মপ্রবর্তন, **যুগধর্মপ্রবর্তন** [স] বি যুগোচিত ধর্মের প্রচলন। 'যুগধর্মপ্রবর্তন হয় অশে হৈতে আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যুগদ্বার [স] বিণ অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর। 'জন্ম নিয়েছে যুগদ্বার মহামানব।' হুই, ১৯৪৬।

যুগপতি [স] বি ধর্মদেব। 'জানিলেন যোগেতে বসিয়া যুগপতি।' ময়িকুল্লাস, ১৭৮১।

যুগপুরুষ [স] বি যুগের প্রতিনিধিত্ব করে এমন পুরুষ। 'বিদ্যাসাগরের মতো যুগপুরুষের অবির্ভাব।' আনিস, ১৯৬৪।

যুগপ্রবর্তক, **যুগপ্রবর্তক** [স] বিণ নতুন যুগের প্রবর্তনকারী। 'দর্শনের ক্ষেত্রে বের্গস যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ।' প্রমথ, ১৯১৬; 'তিনি একজন যুগপ্রবর্তক নেতা।' ছায়াবীথি, ১৯৩৩।

যুগপ্রভাব [স] বি কালের প্রভাব। 'যুগপ্রভাবের বলে বাহ্যতঃ তিনি নিজের দেশের বর্ণনা করেছেন।' হুই, ১৯৪৯।

যুগ-বাহিনী [স] বিণ যুগের কাম। 'এই যুগ-বাহিনী মহামিলন পক্ষি হউক।' নজরুল, ১৯২২; 'যুগবাহিনী পৌরবের সার্থকতা।' নজরুল, ১৯২৪।

যুগবিপ্লবী [স] বিণ যুগের উপযোগী বিপ্লবী। 'দিশাহীন ঝড়ে, জানি, তুমি যুগবিপ্লবী মেঘ।' সুজা, ১৯৪০।

যুগবিভাগ [স] বি কালানুক্রমিক বিভাজন। 'সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাগ করা অত্যাৱশ্যক।' আনিস, ১৯৬৪।

যুগ-বিহীন [স] বি কালের পাশ। 'আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহাসের মতো।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

যুগমানব [স] বি কোনো যুগকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন ব্যক্তি। 'যুগমানবের আহ্বান এসে।' হুই, ১৯৪৬।

যুগ-যজ্ঞগা [স] বি সমকালের যজ্ঞগায়ক অবস্থা। 'এক কথায়, একই যুগ-যজ্ঞগা।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

যুগ-যুগ [স] ক্রিবিণ বহুযুগ ধরে। 'চিতদিন ধরে এমনি চলিছে, যুগ-যুগ গেছে চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

যুগ-যুগান্ত [স] ক্রিবিণ এক যুগ থেকে অন্য যুগের শেষ পর্যন্ত।

‘যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।’ রবীন্দ্র, ১৯১৩; ‘যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যাথা।’ নজরুল, ১৯২৬।

যুগযুগান্তর [স] ১ *ক্রিবিধ* বহুযুগ ধরে। ‘যুগ যুগান্তর নহি নিবএ আনল।’ সুলতান, ১৭০০। ২ *ক্রিবিধ* যুগের পর যুগ। ‘ভবিষ্যার আকর যুগযুগান্তরবিধ অগ্রগত রহিয়াছে।’ দর্পণ, ১৮৩৪; ‘শত সুখ দুখে দশে কালচক্র যায় চলে রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।’ রবীন্দ্র, ১৯৯০।

যুগযুগান্তরবাহিত [স] *বিণ* যুগের পর যুগ ধরে বয়ে-আসা। ‘যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

যুগশত [স] *বি* শত সংখ্যক যুগ। ‘তরঙ্গরাজি ... পুনরায় যুগশত সম্মিলিত জলরাশিতে মিলিত হয়।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

যুগসঞ্চিত [স] *বিণ* যুগব্যাপী জমা হয়েছে এমন। ‘তাহাদের যুগসঞ্চিত অনাকার তাহাদেরই ক্রমে মৃত্যু বহুরূপে পতিত হইবার জন্য পৃথীভূত হইতেছে।’ সপ্তাঙ্ক, ১৯২৮; ‘আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

যুগসন্ধি [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের শুরু। ‘দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগসন্ধিকাল এসে পড়েছে।’ প্রমথ, ১৯১৭।

যুগসন্ধিকাল [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের সূচনাকাল। ‘দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগসন্ধিকাল এসে পড়েছে।’ প্রমথ, ১৯১৭; ‘হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা/ আজকে শক্তি দাও ...।’ সুকান্ত, ১৯৪৮।

যুগসন্ধিকণ [স] *বি* এক যুগের শেষ ও অন্য যুগের সূচনাকাল। ‘বর্তমান যুগসন্ধিকণে তাঁহার উপর যে শুরু দায়িত্বকণী তাপিয়াছে।’ আজাদ, ১৯৪৭।

যুগসন্ধ্যা [স] ১ *বি* জীবনসন্ধ্যা। ‘যুগসন্ধ্যা কবে এলো তার।’ দর্পণ, ১৯২৫। ২ *বি* যুগের অন্ত। ‘তীব্র আবেগের মুখে যেতে চায় এ যুগসন্ধ্যায়।’ ফররুখ, ১৯৬৩।

যুগ-সারথি [স] *বি* যুগের সেনাপতি। ‘এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।’ নজরুল, ১৯২৬।

যুগ-সেনানায়ক [স] *বি* সময়ের সেনাপতি। ‘বেদনা-বিমোচন যুগ-সেনানায়ক। জাণো জ্যোতির্ময়।’ নজরুল, ১৯২৬।

যুগ-সেনাপতি [স] *বি* যুগের সেনানায়ক। ‘এস বীর। এস যুগ-সেনাপতি।’ নজরুল, ১৯২৪।

যুগস্পন্দন [স] *বি* যুগের আন্দোলন। ‘তাঁরা যুগস্পন্দন ও যুগের মর্মবাণীর সঙ্গে অধঃপতিত ভারতীয় মুসলমানকে পরিচিত করতে চাইলেন।’ মাহেনগু, ১৯৪৯।

যুগদ্রষ্টা [স] *বি* যুগের প্রবর্তক। ‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি একজন পথিকৃৎই ছিলেন না, একজন যুগদ্রষ্টাও ছিলেন।’ আজাদ, ১৯৬৬।

যুগাভীত [স] *বিণ* কালের অতীত। ‘যুগকে স্বীকার করেও যুগাভীত মহিমাভিষিক্ত হন কবি।’ হাই, ১৯৪৯।

যুগান্ত [স] ১ *বি* যুগের শেষ। ‘তাঁরা সব ভাসিয়া বেড়ায় যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ *বি* ভিন্ন যুগ। ‘স্বদেশে বিদেশে যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ *ক্রিবিধ* অন্য যুগ পর্যন্ত। ‘যেন এক যুগান্তের গল্প ডেকে আনে।’ জীবন,

১৯৩২।

যুগান্তকারী [স] *বিণ* নতুন যুগের সৃষ্টিকারী। ‘যুগান্তকারী মৌলি গবেষণাসমূহ তাঁহাদের মনে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রি করিয়াছে।’ জগদীশ, ১৯২৬; ‘আজ পৃথিবীতে সে যুগান্তকারী ঘনে সূচনা হয়েছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যুগান্ত-ঝড় [স] *বি* প্রলয়ধরী ঝড়। ‘বাসি ঘুরোণী চটতে গোমুখ লুটোনে ধুলো বেশা খেলে যুগান্ত-ঝড়ে।’ অমিয়, ১৯৩৯।

যুগান্তর [স] ১ *বি* যুগের পরিবর্তন। ‘যুগান্তের পৃথিবীতে প্রায় যাবদ রাজার বংশাবলী ও চরিত্র পুরাণ ইতিহাস বর্ণনাদ্বারা প্রকাশ আছে দর্পণ, ১৮২৯। ২ *বি* নতুন যুগ। ‘পৃথিবীতে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচল বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।’ অক্ষয়, ১৮৫৪।

যুগান্তরসাধিনী [স] *বিণ* স্ত্রী যুগান্তের সৃষ্টি করে এমন। ‘এ যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশকে ... চতুর্মুখপে প্রতিষ্ঠিত করব।’ রবী, ১৯৪০।

যুগান্তসঞ্চারী [স] *বিণ* যুগ থেকে যুগে সঞ্চারিত হয় এমন। ‘বই নারী গ্রাণ কমলীর যুগান্তসঞ্চারী।’ মাহবুদ, ১৯৬৬।

যুগান্তার [স] ১ *বি* যুগের প্রেত ব্যক্তি। ‘যুগান্তারের কাঙ বেগে করুণ নয়নাগাতে ...।’ নজরুল, ১৯২২। ২ *বি* যুগের মূর্তিম রূপ। ‘তোমাকে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগান্তার।’ নজরুল, ১৯২৫।

যুগে যুগে *ক্রিবিধ* যুগের পর যুগ ধরে। ‘তোমারেই এ ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার, জনমে জনমে, যুগে যু অনিবার।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

যুগোপযোগী [স] *বিণ* যুগের উপযুক্ত। ‘বর্তমান শ্রম-বিভাগের আয় সংস্কার সাধন করে একে যুগোপযোগী করা দরকার।’ বেগ, ১৯৪৯।

যুগাত [স] *যুত্ব* *বিণ* যুগসংলগ্ন। ‘এ দেহ রাখিতে মোর নহেত যুগাত বৃন্দা, ৫৫৮০।

যুগপৎ [স] *ক্রিবিধ* একই সঙ্গে। ‘ভুবালকে সেবিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগ কারুণ্য ও বিশ্বয় রসের উদয় হইল।’ বিদ্যা, ১৮৪৯।

যুগশল [স] *যুগপৎ* *বিণ* যুগপৎ। ‘এক নাম কোন দেব যুগশরির।’ কবীন্দ্র, ১৬৬৯।

যুগল [স] ১ *বিণ* যুগল। ‘ক্রিষ্ণ কাল শাপ যুগল তাহাত।’ বড়ু, ১৪৫। ‘আকাশ-ধনে হানি যুগল ভুলে অনলে বারেক মেঘের গুরুতর রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ *বি* প্রেমিকযুগল। ‘যুগল মুরতি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮। ‘যুগলরূপে এবেছি গো আবার মাটিতে ঘরে।’ নজরুল, ১৯৫৫। *বিণ* দুজনে। ‘আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি, যুগল প্রেতে চোলে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

যুগলচলন [স] *বি* একসঙ্গে চলা; এক সঙ্গে সময়যাপন। ‘আমাকে তরু হল যুগলচলন।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

যুগলজীবন [স] *বি* বিবাহিত জীবন। ‘তাদের যুগলজীবনে অশাণি ছায়া ঘনিয়ে আসে।’ বৈশম, ১৯৪৮।

যুগলভক্ত [স] *বি* রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্ত। ‘রাধাকৃষ্ণের যুগলভক্তে মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।’ হাই, ১৯৫৪।

যুগলমূর্তি [স] *বি* জোড়ায় জোড়ায় নারীপুরুষ। ‘এক-একটা হ এমন সত্তর আশি জন যুগলমূর্তি।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

যুগলযাত্রা [স] *বি* জোড়াবেঁধে চলা। ‘এই দুই অংশ দুই নক্ষত্র হ

মুগ্ধাখ্যাতায় চলা শুরু করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

মুগ্ধা [সি বিগ জোড়া। 'কুপলমতি চাক্র শ্রবণমুগ্ধা।' বড়, ১৪৫০।

মুগ্ধা [সি একটি ফুলের নাম। 'করঞ্জা মুগ্ধা গণা দাড়িৎ মুদিতমনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুগ্ধান্তনী [সি মুগ্ধান্তনী] কি ক্তনমুগ্ধ। 'হস্তিনী আকার মুগ্ধান্তনী।' ভবানী, ১৮২৫।

মুগ্ধি, মুগ্ধী [সি যোগী] ১ বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুগ্ধি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্য অনেক।' ভারত, ১৭৬০। 'হাড়ি মুচি মুগ্ধী জেলা, কত বা সেবের পোলা।' ওত, ১৮৫৮। ২ বি হিন্দু তীতি। 'মুগ্ধীর বানানো মোটা শাড়িখানাও ধরে রাখতে পারে না ...।' কায়সার, ১৯৬২।

মুগ্ধিনী [সি যোগিনী] ১ বি তপস্বিনী। 'মুগ্ধিনী হইয়া পাছু লাগি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের ত্রীলোক। 'বেদিনী, মুগ্ধিনী, চাড়ালানী, কলুনী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রস কোরছেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

মুগ্ধিশি [সি যোগী] বিগ উপমুগ্ধ। 'ভূমি কি ঠাট্টার মুগ্ধিশি মানুষ।' উমেশ, ১৮৫৭।

মুগ্ধ্য [সি ১ বিগ জোড়া। 'মুদু মুগ্ধ্য করে, পলা হেম পরে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিগ যৌগ। 'প্রজিজ্ঞার বহলতা, আগ্রহের মুগ্ধ্য প্রবর্তনা?' সুখীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বিগ সহযোগী। 'আনোয়ায়া মুগ্ধ্য সম্প্রদায়িকা নিকটিভি হইয়াছেন।' বেগম, ১৯৪৭।

মুগ্ধাতা [সি বি জোড়া। 'মুগ্ধাতায় জ্বলে চাওয়া-পাওয়ায়।' শামসুর, ১৯৫৯।

মুগ্ধ্যি [সি যোগী] বিগ উপমুগ্ধ। 'একাধিক বিয়ের মুগ্ধ্যি মেয়ে ও তাঁদের জননী।' দুর্জতি, ১৯৩১।

মুগ্ধদান [ফা] বি গ্রহাদি জড়িয়ে রাখার কাপড়। 'কাঠমোড়ার মউপেরি মুগ্ধদানে ইসলাম কয়েদ।' নজরুল, ১৯২৯।

মুগ্ধা [সি যুগ] ১ কি যুগ করা। 'সাক্ষিয়া আশিল মুগ্ধিবার।' বিজয়, ১৬৫০। ২ কি বাধাবিনয়ের মোকাবোলা করা। 'মুগ্ধি নাই, মুগ্ধি নাই হাটের মাঝে -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। মুগ্ধাও কি যুগ করে। 'অগ্রগণ্য হস্তে যুদ্ধে যুদ্ধে একান্ত।' আলোতল, ১৬৮০। মুগ্ধায় কি যুগ করায়। 'জিহ্বাশে নাই তান সমান মুগ্ধায়।' আলোতল, ১৬৮০। মুগ্ধিতে কি যুগ করতে। 'হেন বীর সনে রাজা কে মুগ্ধিতে পারে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মুগ্ধিবার কি যুগ করতে। 'সাক্ষিয়া আশিল মুগ্ধিবার।' বিজয়, ১৬৫০। মুগ্ধিল কি যুগ করতো। 'অয়োদশ দিবস মুগ্ধিল এহি মতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। মুগ্ধে কি যুগ করে। 'তারকের গুণনাশে সুসোচনা মুগ্ধে রাখে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মুগ্ধামুগ্ধি বি পরস্পর লড়াই। 'মুগ্ধি আর বকনের মুগ্ধামুগ্ধি মাঝে পড়ে সে কাহিল হয়ে উঠল।' নজরুল, ১৯২২।

মুগ্ধায়া [সি যুগ] বিগ যুদ্ধবাজ। 'সৈন্যের নাহিক অস্ত্র মুগ্ধায়া সকল।' বাহরাম, ১৬৫০।

মুটোয়ে [সি যুগ] কি জোড়া করা। 'আমি পুরান হয়েছি, মুগ্ধি নতুন মুটোয়ে দিচ্ছি।' উমেশ, ১৮৫৭।

মুড়া [সি যুগ] কি যুগ হওয়া। মুড়ি কি যুগ করে। 'ভট্টাচার্য্য কহে মুড়ি দুই করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। মুড়িয়া ১ কি জুড়ে। 'আকাশ মুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।' চট্ট, ১৫৫০। ২ কি যুগ করে।

'দুইখানি ডিঙ্গী নৌকা মুড়িয়া।' রোকেয়া, ১৯৩১। মুড়িল ১ কি জুড়লো। 'আন্তে বেতে পদ্মাবতী মুড়িল ধ্যান।' বিজয়, ১৬৫০। ২ কি ব্যাঙ হলো। 'পগন জুড়িল গন্ধবাসে।' বিজয়, ১৬৫০। মুড়ী কি যুগ করে। 'মুড়ী রসনে রসনে।' বড়, ১৪৫০। মুড়ীবা ক কি জোড়া দিতে। 'ভগিল সোনার বট মুড়ীবা ক পাঠী।' বড়, ১৪৫০।

মুড়া, মুড়ানো ১ কি ঠাণ্ড হওয়া। 'শীতল বাতাস বয় মুড়ায় শরীর।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ কি স্বস্তি পাওয়া। 'শরীর মুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মুত [সি যুগ] ১ বিগ যুগ। 'দেউল অচলিত কাঞ্চন কলসি/ মুত হইল সতে সবিঃস্ময়িত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিগ অনেক। 'বিবিধ বিধানে মুত রূপ নিয়োজিত।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিগ অধিকারী। 'হারিস নবীর হুড়া সর্বত্র মুত।' সুলতান, ১৭০০।

মুতা বিগ যুগ। 'নাগমতী দুহব মুতা।' আলোতল, ১৬৮০।

মুতবেধ [সি বি জ্যোতিষশাস্ত্রমতে লগ্নের সত্তম স্থানে প্রতিকূল গ্রহস্থিতি। 'কম্য মুতবেধ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

মুতি, মুতী [সি জ্যোতি বি জ্যোতি। 'মুকুতাসদৃশ তোর দসনের মুতী।' বড়, ১৪৫০। 'নয়নের মুতি হৈল নট।' আলোতল, ১৬৮০।

মুতি' [সি যুগ] বিগ যৌগ। 'এক মুতি হিসাবি বহি।' কালশে, ১৭৮৭।

মুতী' প্র মুতি

মুতী' [সি যুগী] বি জুই ফুল। 'মালতী মল্লিকা মুতী চম্পকের মালা।' বৃন্দা, ১৬৮০।

মুতসই বিগ উপমুগ্ধ; সবল। 'দুর্বল শরীরটা ঠিক মুতসই হয়নি তখনও।' সিমল, ১৯৫৩।

মুখি, মুখী [সি যুগী] বি জুই ফুল। 'শেবতী কনক মুখী সুখী কনক কেতকী।' বড়, ১৪৫০। 'জাতী মুখি আর মল্লিকা সুন্দর অলি পিয়ে মকদমত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

মুখিকা [সি মুখিকা] বি জুই ফুল। 'কনক মুখিকা।' বড়, ১৪৫০।

মুখ [সি বি সমর। 'মুখ হানে গিয়া কৃষ্ণ অঙ্কুর মুগ্ধি কৈল।' মালাধর, ১৫০০।

মুখ-অপরাধ [সি বি মুখের সময়ে সংঘটিত হত্যা-নির্যাতনসহ নানা ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ। 'নরপণ্ডের হাঙ্গির করা হবে বাৎসল্যের গণ্যবাদ্যলতে তাদের মুখ-অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে।' জয়বাংলা, ১৯৭১।

মুখ-আঁকালন [সি বি মুখের তোড়জোড়। 'নাই কোনো মুখ-আঁকালন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

মুখদেহী, মুখদেহী [সি ১ বি লড়াইয়ের আহ্বান। 'এক মুখদেহী মুখ দেহী' বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিগ মুখ করতে চায় এমন; মুখের উপক্রমকারী। 'মুখ দেহি বলিয়া সমরারহান।' মোসলেম, ১৯২৭। ৩ বিগ ক্রুদ্ধ। 'ডাক্তার সাহেবের এই মুখদেহি সুরে হাসিল খুবই নরম হইয়া বলে।' মনসুর, ১৯৫১।

মুখকলা [সি বি রশবিদ্যা। 'বিচিত্র পামরি গায় পরিজাতমলা/ বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে মুখকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

মুখকাণ্ড [সি বি মুখের ঘটনা। 'মুখকাণ্ড বড়ই কঠিন।' মশাররফ, ১৯৯০। 'মুখকাণ্ড পর্বত হয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

যুদ্ধকাব্য [স] বি যুদ্ধের কাহিনীনির্ভর কাব্য। 'যুদ্ধকাব্য হাশেও সেকান্দারনামা রোমানের হোয়া থেকে বঙ্কিত থাকেনি।' হাই, ১৯৫৪।

যুদ্ধকাল [স] বি যুদ্ধের সময়। 'যুদ্ধকালেও হতী লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেন।' মদনমোহন, ১৮৫০।

যুদ্ধকালীন [স] বি যুদ্ধ চলার সময় সংঘটিত। 'যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কথা এসেছে দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

যুদ্ধকূল [স] বি যুদ্ধ রণাঙ্গন। 'উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সেইসব যুদ্ধকূল জাভিকে স্থাপিত করেছেন।' ওয়ালেন, ১৯৪৩।

যুদ্ধকূললতা [স] বি রণদক্ষতা। 'রাষ্ট্রকীর্তনের আলোচনায় কেবল দুর্ভেদ্য সীমান্ত আর তার যুদ্ধকূললতার কথা ...।' ওয়ালেন, ১৯৪৩।

যুদ্ধকৌশল [স] বি যুদ্ধের কৌশল। 'সৈন্যাদিগের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রচালনা সেখিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

যুদ্ধক্রিয়া [স] বি যুদ্ধক্রম। 'ভীমের মন একটা যুদ্ধক্রিয়া।' অন্নদা, ১৯২৯।

যুদ্ধক্ষেত্র [স] বি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে। 'যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ...।' অজর, ১৮৫০।

যুদ্ধশাসী [স] বি যুদ্ধাধ্যক্ষ। 'মুসোলিনী যুদ্ধশাসী বর্বরের মতো।' সূরীশ, ১৯৪০।

যুদ্ধজয়ী [স] বি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন এমন; রণজয়ী। 'যুদ্ধজয়ী শৈব সন্ন্যাসীরা ১৮০০ বৈরাগীকে রণভূমিতে নিপাত করে ...।' অজর, ১৮৫০।

যুদ্ধজাহাজ [স] যুদ্ধ+জাহাজ বি যুদ্ধের কলিষাবহত জাহাজ; রণভয়ী। 'যুদ্ধজাহাজের কাজেনের যেমন ... জাহাজ ডোবানোই বড় ব্যবসা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'একটা যুদ্ধজাহাজ।' অবন, ১৯২৫।

যুদ্ধজীবী [স] বি যুদ্ধে যোগ্য; যুদ্ধ করে জীবনধারণ করে এমন। 'যার মমতাতপে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অগার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে।' হাইকেন্স, ১৮৬১।

যুদ্ধজ্ঞান [স] বি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। 'ভাষার যুদ্ধজ্ঞান কিছুই ছিল না।' সংসদ, ১৮৯৮।

যুদ্ধজীবা [স] বি যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা অর্জন। 'অর্জনের যুদ্ধজীবা তেমনি কৃষ্ণের কাছে থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

যুদ্ধনিরত [স] বি যুদ্ধে ব্যাপ্ত। 'বর্তমান যুদ্ধনিরত, উন্মাদনয় ইউরোপের কথা বহনিতা।' ওয়ালেন, ১৯৪৩।

যুদ্ধনীতি [স] বি যুদ্ধের আচন-কানুন। 'ধর্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

যুদ্ধনীতিজ্ঞ [স] বি যুদ্ধের নিয়মণীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। 'যুদ্ধ নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্ভব নহে।' হুমসাদ রায়, ১৮১৫।

যুদ্ধপরামর্শদাতা [স] বি যুদ্ধবিষয়ে উপদেষ্টা। 'তিনি জর্জনের যুদ্ধপরামর্শদাতা ছিলেন।' যুদ্ধভাষ্য, ১৯৫২।

যুদ্ধশার্শ [স] বি যুদ্ধরূপ উপলব্ধি। 'সে যুদ্ধে যুদ্ধশার্শ বারো মাসে তেরো বার হত।' প্রমথ, ১৯১৪।

যুদ্ধশ্রেষ্ঠা [স] বি যুদ্ধের আয়োজন। 'যুদ্ধশ্রেষ্ঠা বার্থ হবে।' ওয়ালেন, ১৯৪৩।

যুদ্ধপ্রবৃত্তি [স] বি যুদ্ধ করার স্পৃহা। 'তা যদি হয় ত যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূল, মানুষের super nature-ও পাওয়া যাবে না।' প্রমথ, ১৯২১।

যুদ্ধহীতি [স] বি যুদ্ধের প্রতি অনুরক্তি। 'যুদ্ধহীতি ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের নয়।' প্রমথ, ১৯২১।

যুদ্ধক্ষেত্র [স] যুদ্ধ+ক্ষেত্র বি যুদ্ধ থেকে ক্রিয়ার এসেছে এমন। 'হঠাৎ যুদ্ধে উড়িয়ে ছুটি পেল/ যুদ্ধক্ষেত্র এক রনভয় -।' সূর্যজ, ১৯৪৮।

যুদ্ধবিশিষ্টা [স] বি যুদ্ধে অবরুদ্ধ নারী। 'যুদ্ধের পর মাল ভাণ্ড যোগ। যুদ্ধবিশিষ্টাও মাল।' শওকত, ১৯৭২।

যুদ্ধবাজ [স] যুদ্ধ+বাজ বি ১ যুদ্ধ পছন্দ করে এমন। 'যুদ্ধবাজ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ... পাকিস্তানে আক্রমণ চালাইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬০। ২ বি যুদ্ধ করা যার স্বভাবজাত ব্যাপার। 'ভারতীয় যুদ্ধবাজদের উপযুক্ত শিক্ষা।' বেগম, ১৯৬৫। ৩ বি যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত। 'যুদ্ধবাজ সাইনরে উচ্চকিত কৈশোর আমার গলির বিধ্বস্ত ঘরে।' শামসুর, ১৯৬৬।

যুদ্ধবিম্ব [স] বি যুদ্ধ বিবাদ। 'যুদ্ধবিম্বহাদি সম্পর্কীয় নানা আখ্যায়িকা ইহতেই ইতিহাসের সূত্রপাত হয়।' অজর, ১৮৪৮।

যুদ্ধবিদ্যা [স] বি যুদ্ধ সন্ধানক বিদ্যা। 'যুদ্ধবিদ্যার অকৃত নৈশুণ্য থাকতে ...।' বিদ্যা, ১৮৫১।

যুদ্ধবিধ্বস্ত [স] বি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত। 'মহানারী থানার যুদ্ধবিধ্বস্ত ও বন্যদুর্গত অঙ্গল সমর করেন।' বেগম, ১৯৭২।

যুদ্ধবিভাগীয় [স] বি যুদ্ধনীতি নির্ধারণ বিভাগের। 'যুদ্ধবিভাগীয় কর্তৃপক্ষণ সমগ্রম্যারিসালনকার্যে ...।' অজর, ১৮৫৪।

যুদ্ধবিরতি [স] বি যুদ্ধের সাময়িক স্থগিত অবস্থা। 'যুদ্ধবিরতি ... সীমানার অপর পার হইতে যে খবরটুকু এখানে আসিতে পারিয়াছে।' আজাদ, ১৮৬৪।

যুদ্ধবিরোধ [স] বি যুদ্ধ ও প্রতিকূলতা। 'অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিন্যকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

যুদ্ধবিশারদ [স] বি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পার্জিতা আছে এমন। 'যাহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

যুদ্ধবীর [স] ১ যুদ্ধ বহনিন্দ। 'অর্জুন যুদ্ধবীর।' হুমসাদ রায়, ১৮১৫। ২ বি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে। 'রক্ত-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব ভলে।' নজরুল, ১৯২৪।

যুদ্ধব্যবসারী [স] যুদ্ধব্যবসারী বি যুদ্ধব্যব লোক। 'এতবিধের ইউরোপের যুদ্ধব্যবসারীদিগের এক মহন্তগণ আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

যুদ্ধ-ভূম [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম/ মুক্তি-সেনা চায় হুম।' নজরুল, ১৯২৪।

যুদ্ধভূমি [স] বি রণক্ষেত্র। 'যুদ্ধভূমিতে মুসলিম নারী পুরুষের সহায়ম করিয়া জাহাজে উপস্থিত করিত।' বেগম, ১৯৪৮।

যুদ্ধযাত্রা [স] বি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গমন। 'বহু সম্মানিত পরিবারের সীলোকা যুদ্ধযাত্রা করেনি।' বেগম, ১৯৪৮; 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।' আনিস, ১৯৪৮।

যুদ্ধযাত্রী [স] বি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে যে। 'জীবিতেশ্বরী। আমি যুদ্ধযাত্রী।' মশাররফ, ১৮৮৫।

যুদ্ধরত

যুদ্ধরত [স] বি রণশীল। 'নানা ভাবে-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যুদ্ধরত [স] বি যুদ্ধ করছে এমন। 'যুদ্ধরত তুরকের জন্য চাঁদা আদায়।' মনসুর, ১৯৩৫।

যুদ্ধরীতি [স] বি কৌশল। 'বিবাহে তাঁদের যুদ্ধরীতি জিন্ন।' ধূর্তি, ১৯৩১।

যুদ্ধশিক্ষক [স] বি সমরবিদ্যার শিক্ষক। 'যুদ্ধ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা দর্শনার্থ ভ্রাতারদের সঙ্গে তথ্যের গমন।' দর্পণ, ১৮৩১।

যুদ্ধশিবির [স] বি যুদ্ধক্ষেত্রে স্থাপিত অস্থায়ী সেনানিবাস। 'তোমরা কি যুদ্ধশিবিরের রীতি জান না।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

যুদ্ধশীল [স] বি যুদ্ধবাহু। 'যুদ্ধশীল সেনাপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যুদ্ধসজ্জা [স] বি যুদ্ধের বেশধারণ। 'আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন।' রাজীব, ১৮০৫।

যুদ্ধসজ্জা করা ক্রি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। 'সংবাদ রুমদলের ভূপতি পাইয়া আপনও যুদ্ধ সজ্জা করিলেন।' চন্দ্রচরন, ১৮০৫।

যুদ্ধ-সভা [স] বি যুদ্ধ সম্মেলন সভা। 'এই কর্তার নিত্য-সভা, নিমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাব্য-সভা প্রভৃতিতে সর্বদাই ব্যস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

যুদ্ধসাজ [স] বি আক্রমণাত্মক প্রকৃতি। 'গোয়ার আজিকার এই-বে সাজ ইহা যুদ্ধসাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

যুদ্ধ-সাম্রাট [স] বি যুদ্ধ করার বাসনা। 'ভূমি সভ্যতা-পর্বতের মিটাওকি তবু যুদ্ধ-সাম্রাট।' মজলুম, ১৯২৯।

যুদ্ধস্থান [স] বি যুদ্ধের মাঠ। 'এক সিপাহী যুদ্ধস্থান হইতে প্রত্যাগমন করান রাজপথ দিয়া গৃহে বাইতহিল।' মধু, ১৮৫৭।

যুদ্ধহীন [স] বি যুদ্ধ-হীন। 'শঙ্করান যুদ্ধহীন মিলিটারি ট্রাক।' জীবন, ১৯০২।

যুদ্ধাধিকারক্ষেত্র [স] ক্রিয় বি যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকৃত করার পথে। 'যুদ্ধাধিকারক্ষেত্রে, বিগ্রহলাভ কর্তৃক বিভাগে বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ড লাভ করিয়া ...।' বঙ্গদর্শন ১৮৭৪।

যুদ্ধাভ [স] বি যুদ্ধ শেষ। 'বৃত্তিগো কি সেই যুদ্ধাভের সন্ধিশর্ত নয়?' ধূর্তি, ১৯৩১।

যুদ্ধারোজনে [স] বি যুদ্ধের প্ররতি। 'মজিনের দল আর যুদ্ধারোজনে বাধা দিবে না।' মনসুর, ১৯৫৫।

যুদ্ধাক্ষয় [স] বি যুদ্ধের তরু। 'বর্ষার যুদ্ধারক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ পূর্বে ঐ জাহাজ নির্মিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

যুদ্ধার্থী [স] বি যুদ্ধ করতে চায় এমন। 'চিকোর রাজ্যের দূত অথবা যুদ্ধার্থী মন্ত্রণের।' বঙ্গদর্শন ১৮৭৪।

যুদ্ধার [স] বি যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যে অস্ত্র। 'যুদ্ধার ধনুর্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে ভাঙ্গা অতিপাশ।' দর্পণ, ১৮২১।

যুদ্ধোত্তর [স] বি যুদ্ধ-পরবর্তী। 'যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় দাপিত্যপীড়িত মুসলমান।' আলফ, ১৯৪৫।

যুদ্ধোৎসাহ [স] বি যুদ্ধ করার অসম্ম। 'এতদেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেন্দ্রিয়কে অস্ত্রধারণের প্রবোধ করনই দিতে পারিবেন না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

যুদ্ধোদ্যতা [স] বি যুদ্ধ করতে উদ্যত এমন। 'তখন তাহাদিগকে যুদ্ধোদ্যতা চামুড়া বলিয়া বোধ হয়।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

যুদ্ধোদ্যম [স] বি লড়াই করার উৎসাহ। 'করকটি মাত্র গুলি চালাবার পরই তাঁর যুদ্ধোদ্যম ক্ষান্ত হয়।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

যুদ্ধামান [স] বি যুদ্ধরত। 'এই যন্ত্রণায় যুদ্ধামান শক্তিপুঞ্জের মহোৎসবের সংবাদন করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'আমার সেই সময়ের আন্তরিক কষ্ট যুদ্ধামান মহাকৃতদিশের প্রচণ্ডতাকে আঘাত করিয়াছিল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

যুগ [স] বি যুগ। 'যুগ যুগ। মেঘের, ১৭৭৭; 'হাশ করমাইসের ক্রিষ্টিবদী বিমরজীম নাগাএদ যুগ যাহা ২৯৪৪ খান কাগড় তলব।' উর্জিত, ১৭৯২।

যুগেদ [স] বি যুগ। '১৬ই যুগেদ বাঙ্গালা সন ১১৭৬।' ওর্গা, ১৭৭০।

যুগ [স] ১ বি যুগ বয়সী। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি তরুণ। 'সুশিক্ষিত সাহসিক যুগল।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৭।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুগল [স] বি যুগ। 'আত্ম যুগজনের যুদ্ধের জ্ঞান মন।' বড়, ১৪৫০।

যুনন [সি] বি তরুণ প্রজন্ম। 'পৌত্র গ্রনৌত্র ইত্যাদিকে যুবন বলা যায়।' বসদর্পন, ১৮৭২।

যুবরাজ [সি] বি রাজার পুত্র। 'চলিলা জে যুবরাজ রাজার আরতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যুবরাজমহিষী [সি] বি যুবরাজের স্ত্রী: যুবরাজী। 'মেয়ে এবং জামাই যেন সস্ত্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যুবরাসী [সি] যুব+স রাসী। বি রাজকন্যা। 'যুবরাসীকে কলিকাতার নির্মিত এক সন্তোষী ভানজান প্রদান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

যুবা [সি] ১ বি যুবক। 'ভূমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বালক যুবা কিবা এই রসে রাসদাশি।' রামহৃদয়, ১৭৮০। ২ বি তরুণ। 'তিনজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবা।' দর্পণ, ১৮৩৬।

যুবা কালা [সি] বি যৌবনাবস্থা। 'জন্ম বায়া পৌণ্ড কেশোর যুবা কালে হরিনাম শওয়াইল প্রভু নানা ছলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যুবাচ্ছত্র [সি] যুবাচ্ছত্র। বি তরুণ ছাত্র। দর্পণ, ১৮৩০।

যুবাজন [সি] বি যুবক। 'যুবকী বিহনে নারী যুবাজন রস খেরি।' যাহারাম, ১৬৫০।

যুবাদল [সি] বি যুবকের দল। 'অগ্র-পথিক রে যুবাদল।' নজরুল, ১৯২৮; 'যোরা যুবাদল, সকল আগল/ ভাঙিতে চলিছে ছুটি।' নজরুল, ১৯৩০।

যুবাশুক্র [সি] বি যুবক। 'কতিপয় যুবা শুক্র অন্মন বদনে করিমু থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'কুমারসনে উভত যুবাশুক্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

যুবাবয়স [সি] বি যৌবনকাল। 'তবন তাঁহার যুবাবয়স ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

যুবা-বরসী [সি] বি তরুণ বয়সের। 'সহচরদের মধ্যে সকলেই ছিল শহরের যুবা-বরসী ধনী সন্তান।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

যুয় [সি] বি যুয়: ভয় দেখানোর জন্য কল্পিত অশরীরী সত্তা। 'আমাদের দেশের মেয়েরা কোলের খাতকের শাসন করতে আর কালা থামাতে যুয় ভয় দেখিয়ে থাকেন।' হাই, ১৯৫৮।

যুয়সু [সি] জা জুজু। ১ বি জাগ্রাণ কৃষ্ণিগত বিশেষ। 'স্ত্রীরা সম যুয়সু আনেন।' ধর্মী, ১৯৩১। ২ বি যুয়বাল ব্যক্তি। 'যুয়সুতে ক্ষমিতে শেখাও অপরকে অপমাত।' সূত্রী, ১৯০২।

যুয়সুবিদ [সি] জাগ্রাণ কৃষ্ণিব্য। জুজুসু জানে যে। 'আমাদের অনেকে আবার ভনসির কৃষ্ণিগত ও যুয়সুবিদ।' মনসুর, ১৯০৫।

যুয়ধান [সি] বি যুয়ধর্ম। 'যুয়ধান রাতি আর দিনের বন্ধুর পথ পিছে ফেল নিয়ে যাও ক্রিকানের পাশ সমতলে।' বৃজ, ১৯৫৮।

যুরানো ক্রি যোগ্য হওয়া। 'তোমার ঐশে করিতে না যুয়ান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'যুয়ান ক্রি যোগ্য হয়।' অবিরত রস বিভ্রা তাহার যুয়ান।' অঙ্গোল, ১৬০০।

যুলাই [সি] বি ছলাই মাস। 'ইতি সন ১১৯৯ ইং ১৭৯২ তাং ১ যুলাই ২০ আসাউ। তাঁতি, ১৭৯২।

যুপম [সি] বি অত্যাচার। কালগেল, ১৭৮৯। প্র যুপম

যুহদ [সি] রহস্য। বি ধর্মীয় সন্তোষার্থ: যুহ। 'যুহদের হাতে মুক্তি যুহ কড়াইলু।' সুলতান, ১৭০০।

যুই [সি] যুই। বি যুই ফুল। 'যুই, কন্যার সই।' বক্রিম, ১৮৭৫।

যুধ [সি] বি দল। 'জল নিতে যুধে যুধে যুবতীর মেলা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

যুধচারী [সি] বি যে জল বা পাণি দলবদ্ধভাবে বিতরণ করে। 'টের পাই যুধচারী আধারের পাড় নিকশেলে।' জীবন, ১৯৪৪।

যুধনাথ [সি] ১ বি দলপতি: দলের সর্দার। 'কত যে যুধনাথ পদাধাতে নাশিলা অলকানাথ।' হাইকেল, ১৮৬০। ২ বি বন্য হাতিসমূহের দলপ্রধান। 'কিছু যুধনাথ যুধে যুধনাথ সহ - কেশর কেশরী সঙ্গে যুধ-গ্রসে রত।' হাইকেল, ১৮৬০।

যুধপতি [সি] বি যুধ বন্য হাতিসমূহের দলপ্রধান। 'যুধপতি হস্তী কিংবা বাঘার গভার।' সিকান্দার, ১৯৬৩।

যুধবদ্ধ [সি] বি যুধ দলবদ্ধ। 'ভগ্না যুধবদ্ধ হরে দাঁড়িয়েছিল।' হাকিজুর, ১৯৫৩।

যুধব্রট [সি] বি যুধ দলব্রট: দল থেকে বিচ্ছিন্ন। 'মঠাং উঠেছে এক-একটা যুধব্রট তাপাছ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

যুধব্রটী [সি] বি যুধ দলব্রট। 'পদ্মাবতী ... যুধব্রটী হরিণীর ন্যায়, যুদ্ধবদনে রোদন করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

যুধসত্তা [সি] বি সমষ্টি সত্তা। 'ব্যক্তিসত্তা যেন যুধসত্তার মধ্যে বিলুপ্ত সা হয়।' শিব, ১৯৫৬।

যুধহারা [সি] বি দলহারা। 'কুলকামিনী যুধহারা কুরসিগীর ন্যায় অসিগাং ধরাগামিনী হয়ে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

যুধী, যুধি [সি] বি যুধী ফুল। 'শেত কনক যুধী।' বহু, ১৪৫০; 'যুধি গরুরাজ যুধ, নাকেশের বহুল।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

যুধিকা [সি] বি যুধী ফুল। 'আমি একটি ক্ষুদ্র যুধিকার গন্ধে সুখী হইব।' বক্রিম, ১৮৭৪।

যুধিবন [সি] বি যুধী ফুলের বন। 'যুধিবনের দীর্ঘশ্বাসে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

যুশ [সি] বি বলির পথকে যে কাঠের বটে বাঁধা হয়: হাড়িকাঠ। 'এক যুশে দুই রজ্জু বেঁটন করা যায়।' উমেশ, ১৮৫৭।

যুশকাঠ [সি] যুশকাঠ। বি যে দড়ের সঙ্গে বেঁধে পথ বলি দেওয়া হয়। 'সেই যুশকাঠে নিজেই বলির পথ।' শামসুর, ১৯৪৯।

যুশকাঠ [সি] বি যে দড়ের সঙ্গে বেঁধে পথ বলি দেওয়া হয়। 'সামাজিক যুশকাঠে কন্যা-দুটিকে বলি।' নয়ন, ১৯১৭; 'যশা প্রায় শেষ বলির নারীরা যুশকাঠের কাঁদে -।' নজরুল, ১৯২৯।

যুশ [সি] ১ বি বোল: সুরুয়া। 'যুশের গুণেতে হয় মেঘের সংহার।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি রস। 'যুস্তিকা নিজে যুশ টের পায়।' জীবন, ১৯৪০।

যুশ্য [সি] যুশি যুশ: বোল। 'ছাগল গাড়র কচু নাহি খাই যুশ্য।' প্রণয়ম, ১৭৫০।

যে [সি] ১ সর্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তি। 'যে সেব মরনে পাশ বিমোচনে।' বহু, ১৪৫০। ২ সর্ব যা। 'যে কহিলু কে কহিল তোমার বিদিত।' সুলতান, ১৭০০। ৩ অর্থ যে (সংশয়-প্রকাশে)। 'অজান কুমতি কি জানি যে ভক্তি।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৪ বি যেন। 'যে রূপ গুণবান ছিলেন তাহা কহি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যেঅবধি ক্রিবিধি রহিতন থেকে। 'কোশপার আইনের দ্বারা সতীহরণ যেঅবধি রহিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

যেই ১ বি যা। 'জাহার চিত্রে যেই ছিল তেমনি দেখিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ সর্ব যে। 'নুরনবী কাগরী আছএ যেই নাএ।' বাহরায়, ১৬৫০।

যেখন [যে+স ক্কা] ক্রিবিণ যখন। 'ইব্রাহিম পয়গাম্বর আছিল যেখন।' সুলতান, ১৭০০।

যেখনে ক্রিবিণ যে সময়ে। 'যেখনে শরীরে প্রাণ হইছে সজ্জার।' সুলতান, ১৭০০।

যেখানে [পা যে+স ক্কা] ক্রিবিণ যে জায়গায়। 'যেখানে ২ দেখ আছেয়ে বিশাল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

যেখানে-খুশি ক্রিবিণ পছন্দমতো জায়গায়। 'যেখানে-খুশি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

যেখানে সেখানে ক্রিবিণ সবখানে; সর্বত্র। 'যেখানে সেখানে দেখি ভিসির ভক্তন।' গুণ, ১৮৫৮; 'যেখানে-সেখানে, পথে-বাটে, ফুল মাড়িয়ে ঢলতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

যে জন সর্ব যে ব্যক্তি। 'এ লোক ও লোক যে জন বাএ।' বড়, ১৪৫০।

যেজনা সর্ব যাকে। 'বৃদ্ধের বাসনা হয় যেজনা দেখিয়া।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

যেটা সর্ব যা। 'যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

যেটুকু কিণ অল্প যে পরিমাণ। 'আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন আসিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'সকল মানুষের যেটুকু ভালো সেইটুকু ঠর কোণে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'খাণ্ড একা পাও যেথায় যেটুকু।' নজরুল, ১৯২৬।

যে দিকে জল পড়বে সে দিকেই ছাতি ধরবে - অর্থহীন বাক্য ব্যবহৃত করা। 'শেষে যে দিকে জল পড়বে সে দিকেই ছাতি ধরবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

যে পাতে খায়, সেই পাতে হাশে - যে উপকার করে, তারই কৃতি করে। 'আজকালের মানুষের ধর্মই হইল, যে-পাতে খায় সেই পাতে হাশে।' মনসুর, ১৯৫৩।

যেবা ১ ক্রিবিণ যা-ই। 'সে করিহ তব্বে যেবা থাকে তোর মখে।' বড়, ১৪৫০। ২ সর্ব যে-কেউ। 'তাছে গড়াগড়ি দেয় যেবা প্রেমে নৃত্য করে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

যে বিয়ের যে মন্তর - পরিস্থিতি অনুসারে কাজ। 'যে বিয়ের যে মন্তর।' তার, ১৯৪২।

যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটমায় খোঁড়ে - যার যে বিষয় অপছন্দ, সে সেই বিষয়ের দ্রুত অন্বেষণ করে। 'যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাঁটমায় খোঁড়ে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

যেরকম [যে+আ রকম] ক্রিণ যেমন। 'যেরকম অনূর্বর মরুভূমি মনে করে বেগেইলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

যে রক্ষক সেই ভক্ষক - যে দায়িত্বপালনকারী সেই অন্তিষ্টকারী। 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক - এ প্রবাদ বুলি বাঙ্গলার ভূখামাদিগের ব্যবহারদুষ্টেই সৃষ্টিত হইয়া থাকিবে।' অক্ষয়, ১৮৮০।

যে রাখে সে কি ফুল বাঁধে না? - বড় বড় কাজের মধ্যে ছোট ছোট কাজও করা সম্ভব। 'ওলো যে রাখে সে কি ফুল বাঁধে না?' গৌর, ১৮২২।

যেরূপ ক্রিবিণ যেমন। 'ক্রিয়া কর্ম এইরূপে যেরূপ করিতেছ তাহা নিশ্চিত।' কেরি, ১৮০২।

যেরূপে ক্রিবিণ যে প্রকারে। 'মৃত্তি মুখে তোখারে যেরূপে নিন্দা করে।' সুলতান, ১৭০০।

যে সকল ১ ক্রিণ যেই সকল। 'যে সকল নারী কান্দি আছে কুই কাড়ি।' সুলতান, ১৬৫০। ২ ক্রিণ সেই সব। 'যে সকল যুদ্ধকের তোফাজাত ও নজর নেবার বারশ মানা লিখিয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

যে সে ১ সর্ব যে-কেউ। 'কেহো বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন/ কেহ বলে যে সে হই মনুষ্য নহেন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ সর্ব নগণ্য কেউ। 'ভাষা ভনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

যেওর [কা জীওয়ার] বি সাঙ্গপোষাক। 'নানা প্রকার যেওর-অলংকার।' মনসুর, ১৯৫০; 'যেলেখাকে অনেক যেওর-গহনা ও বৌতুক দিয়া ... বিবাহ করিয়াছিলাম।' মনসুর, ১৯৫০।

যেচে [স যাচনা] ক্রিবিণ স্বতন্ত্রভাবে হয়ে। 'হরিনাম যেচে দিলে অধম চলালে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

যেচে মান কেঁদে সোহাগ নেওয়া - সাধাসাধি করে কিছু আদায় করা। 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই?' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যেছ [আ জিন্দা] বি জিন্দ। 'ব্রাহ্মণের নিত্যত্ব যেছেতে এই মত হইল।' রায়সাহু, ১৮০১।

যেখনা ক্রিবিণ যেমন। 'যেখনা যুদ্ধার সেইয়া ছালা।' গিরিশ, ১৮৮৬।

যেখা [সি যখা] ক্রিবিণ যেখানে। 'চুড়া বেছে যাব চল যেখা কমল-আবি।' দীর্ঘ, ১৬০০।

যেখার ক্রিবিণ যেখানে। 'যেখার অনাদি রাহি রয়েছে চিরকুমারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যেখায় সেখায় ক্রিবিণ যেখানে সেখানে। 'তাই দেখি তায় যেখায় সেখায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যেখা সেখা ক্রিবিণ যেখানে সেখানে। 'যেখা সেখা ঠাই সিদ্ধিতে নিপুল দড়।' ভারত, ১৭৬০।

যেন [স] ১ ক্রিবিণ যেরূপ। 'রাস কাড়ে যেন বোকা ছাণ।' বড়, ১৪৫০। ২ অথ অনুমান প্রকাশক শব্দ। 'নদী যেন সমুদ্র মিলিল।' কৃষ্ণরায়, ১৫৮০। ৩ অথ উপমা-প্রকাশক শব্দ। 'পীযুষ প্রকাশে যেন পদের গাঁথনি।' মানিকরায়, ১৭৮১।

যেন তেন প্রকাশের [স] - যেকোনো উপায়ে। 'যেন তেন প্রকারে প্রেরণ করিলাম।' বহ্নিম, ১৮৭৫।

যেনমণে ক্রিবিণ যেমন ইচ্ছা। 'ফুল ফুলী লতী যাহ যাহার যেনমণে।' বড়, ১৪৫০।

যেনমতি ক্রিবিণ যেরূপে। 'যেনমতি লগ্নাও যাহার।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

যেনমতে ক্রিবিণ কোনো একপ্রকারে। 'আত্মতত্ত্বে যেনমতে বৈদ্যন পাতাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

যেনমনে ক্রিবিণ যে প্রকারে। 'প্রদ্যুম্ন যুদ্ধ কৈল যেনমনে।' মালাধর, ১৫০০।

যেনা [আ জিন্দা] বি বিবাহ-বহির্ভূত বৌসঙ্গম। 'যেনা করলে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর ছুড়ে মার।' কায়সার, ১৯৬৫।

যেনাকার বি ব্যভিচারকারী। 'পাথর ঢেলাতে থাক যতক্ষণ না

বেনাকার বা জেনাকারিণীর মুক্তা হয়।' *কাগসার*, ১৮৬৫।

যেনি সর্ব যিনি। 'মশল আলালের কৰ্ত্তা যেনি ছিলেন।' *ডানকান*, ১৮৪৪।

যেমত [স যৎ+মত] ১ বিণ যে প্রকার। 'যেমত ব্যবহার যাহে পালে জন্ম করি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ যেমন। 'পূর্বদিক প্রকাশ যেমত উন্মাকালে।' *রামহরদাস*, ১৭৮০।

যেমতি ১ বিণ যেদগু। 'ভবমায়াজালে আবৃত পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি।' *মাইকেল*, ১৮৬০। 'যেমতি নবীন শিত জননীর কোলে ... সুখও আহার।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭। ২ ক্রিবিণ যেভাবে। 'যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া বাস্তবিক রসনায়।' *মাইকেল*, ১৮৬১। ৩ ক্রিবিণ যেমন। 'বিলম্বে যেমতি তুই হ্যাঙ্গলি বিখাস।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

যেমতে ক্রিবিণ যে প্রকারে। 'ঘরে ঘরে মধুগুণি ফিলি যেমতে।' *মালাধর*, ১৫০০।

যেমন [স যদ্+মন] ১ ক্রিবিণ যেভাবে। 'অস্তঃপুরে থাকিবা যেমন করি হির।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ অব্য বেরূপ। 'বাহ্মদাসেশের সোক এই ক্রিবিণ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিধয়ের যেমন উদাহরণস্থল এমত আর বিড়ায় নাই।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। ৩ ক্রিবিণ যেইমাত্র। 'যেমন বেরবে, অমনি বাটার ভিতরে যাবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনই ছাই-পাঁশ নৈবিদ্যি - একই স্বভাবের। 'বনে উঠল, যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনই ছাই-পাঁশ নৈবিদ্যি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

যেমন কর্ম/কর্ম তেমন কল - কাজ অনুযায়ী ফল। 'যেমন কর্ম তেমন ফল পাইয়াছি।' *রামহরদাস*, ১৮০২।

যেমন কুকুর তেমনি মুত্তর - উপযুক্ত সাজা প্রদান। 'যেমন-সিগাত যেমন কুকুর তেমনি মুত্তর পাল রে মাল।' *জমলক*, ১৮৪২।

যেমন-কে-তেমন - যে-কর্ম হিলো ঠিক সে-কর্ম। 'সারা রায়ে দেওয়ালটি ঠিক যেমন-কে-তেমন পুরু হইয়া থাকিবে।' *মনসুর*, ১৯৫০।

যেমন-খুশি বি যা ইচ্ছে তেমন। 'তখন যেমন-খুশির প্রজ্ঞাধামে ছিল বালাপোতার লীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

যেমনতরো বিণ সেরমত। 'মত হিসাবে একটা কথা যেমনতরো তনিতে হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

যেমন তেমন ১ বিণ যে কোনো প্রকার। 'ব্যাপার করা যেমন তেমন আসলে খাদ মিশালি।' *লালন*, ১৮৯০। ২ বিণ অতি সাধারণ। 'যেমনতেমন একজনদের সঙ্গে তার বিরে হইয়া যাওয়াই ভালো।' *মালিক*, ১৯৪০।

যেমন-তেমন করে ক্রিবিণ অসাধারণভাবে; কোনোরকমে। 'জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে গ্রথিত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

যেমন তেমনি ভাবে ক্রিবিণ কোনোরকমে। 'জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা - যেমন পারিশ্রমিক তেমন কাজ। 'টোঁকি গাথরাগত সেই প্রকার - যেমন দান তেমন দক্ষিণা।' *মণ্ডাররক*, ১৮৯০।

যেমন দেবা তেমনি দেবী - নারী-পুরুষ দুজনই অস্তিত্ব প্রকৃতির। 'এই যেমন দেবা তেমনি দেবী মিলেতে ভাল।' *রামনাগরগণ*, ১৮৫৪।
যেমনখারা ক্রিবিণ যেদগু। 'বর যেমনখারা করে।' *হরোজ*,

১৯৬১।

যেমন-যেমন বিণ স্বধন যতোটুকু। 'নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হতে থাকল তেমনি-তেমনি পার্থিব জীবনে তার ভোগ ...।' *অবন*, ১৯২৫।

যেমনে ক্রিবিণ যেমনি। 'যেমনে পাএ তেমনে বাএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেগ্নি [স যদ্+গ্নি] বিণ যেমনি; ঠিক যেদগু। 'তোমার পিতা মাতা যেগ্নি দাতা।' *রামহরদাস*, ১৭৮০।

যেহি ১ ক্রিবিণ যেমন। 'এবা জালি যেহি যোগ্য সেহি ধীর কর।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ সর্ব যে। 'যেহি যুগলিন সেহি তো রাসুল।' *লালন*, ১৮৯০।

যেহেতু [স ক্রিবিণ যে কারণে]। 'যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বুদ্ধির আলোচনা হইবেক।' *দর্পন*, ১৮২৩।

যেহেতুক [স] ক্রিবিণ যে কারণে। 'তুমি পরম ধার্মিক বটে, যেহেতুক রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মনিষ্ঠাতেই থাকিলে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮৩০।

যেহেন ১ ক্রিবিণ যেমন। 'যেহেন চরিত দেখিঙ্গো তারে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ যেন। 'কাক হেহ যেহেন না পারের শক্তিবার।' *সুলতান*, ১৮৩০।

যেহে ক্রিবিণ যেন। 'ওঠ আঘর যেক যমজ পৌআর।' *বড়ু*, ১৪৫০।
যেহে ক্রিবিণ যেমন। 'চান্দের গীতুখারা রাহুঁয়ে যেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যেহেন [হি জৈহেন] ক্রিবিণ যেমন। 'প্রোমার্বমধ্যে ফিরে য়েহেন মন্দর।' *কৃষ্ণগঙ্গা*, ১৫৮০।

যেহে, য়েহে [হি জৈহেন] ১ অব্য যেন। 'কালিন্দী গুজল য়েহে চন্দ্রকম্বালা।' *শেখর*, ১৮০০। ২ ক্রিবিণ যেমন। 'পিউ বিনে চিত্ত অধির/জীউ বিনে বৈলে শরীর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যো [স য়া] ১ সর্ব যে। 'কত কত নাগরী পৌরী আরাখই যো পদ করইতে লাভ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ অব্য যেমন। 'যো নব জলধর সো হম ভঙ্গবর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

যো [স যোগ্য] ১ বি সুযোগ। 'তবে শেষে যোগ্য হয়ে যবে জয়যাত্রী।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ বি জো; আয়োজন। 'পুজোর যো করিবে কি ... তারা যে স্বত।' *রামনাগরগণ*, ১৮৫৪। ৩ বি উপায়। 'আমার কি গায় বেরোবার যো আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। ৪ বি দশা; উপক্রম। 'এইমাত্র প্রাণটা যাবার যো হয়েছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

যোআল [স য়ুপাল] বি জোয়াল। 'কৈদৌ স্বাক্ষর দ্য যোআলে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোইদী [স যোগিনী] বি যোগিনী। 'বতিস যোইদী তসু অঙ্গ উল্লসিত।' *চর্চা* ২৭, ১২০০।

যোক্ত [স যুক্ত] বিণ যুক্ত। 'যোক্ত নহে আর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

যোখ [সু জোখ] বি আশঙ্ক। 'চারি পাট চিঠি নাখ দিল যোখ মালে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

যোশ [স] ১ বি সাধনা। 'যোশী বোপ চিত্তে যেহেমন।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিণ যোগ্য। 'তার যোগ্য কায় করী তখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৩ বি মিলন। 'আশা সয়ে যোগ্য সতী সুবসু জাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ৪ বিণ মিলিত; একত্র। 'তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ হল্যা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ৫ বি যোগ্যযোগ্য। 'ধরাজের সহিত আমার কিন্নরে যোগ হয় ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০। ৬ বি সমর। 'প্রতিদিন

যোগ-অভ্যাস

হাতিযোগে যোগের ও ত্যাগের অভিজ্ঞায়ে অন্যভাবে প্রবাস করিলে।
ভবানী, ১৮২৮। ৭ বি অর্জন। 'বেদপাঠ করিয়া যে ক্রীড়াকৈরিক
কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ্য হইতে পারে।' জ্ঞানার্থেবন, ১৮৩০। ৮ বি ধ্যান।
'ভাষা যোগ বলে একেবারে আসন ছাড়া ইহায়া শূন্যমার্গে
উড়িতেছে।' প্যারী, ১৮৫৯। ৯ বি তত্ত্ব। 'আমি যোগ সুবিধে নে কিম্ব
চিনি সে আশাঙ্কি হই চামারার।' লালন, ১৮৯০। ১০ বি সম্পর্ক।
সম্বন্ধ। 'এই লোকটির সঙ্গে আমার একই বিশেষ যোগ আছে।'
রবীন্দ্র, ১৮৯২। ১১ বি উপসংহ: পর্ব। 'আগামী পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণে
গঙ্গাস্রাবের যোগ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

যোগ-অভ্যাস। [স] বি যোগসাধনা। 'তিনি করেন যোগ-অভ্যাস আর
সংগীতচর্চা।' প্রমথ, ১৯৩৭।

যোগ করা কি সম্বন্ধিত করা। 'এই জন্য প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ,
ভাষার সঙ্গে ভাব, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

যোগক্রিয়া [স] বি যোগসাধনা। 'যোগক্রিয়াতে মহা যোগী মহা তপী
মহা বশী।' রামরায়, ১৮০১।

যোগজ্ঞান [স] বি যোগসাধনের তত্ত্ব। 'যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যোগতত্ত্ব [স] বি যোগজ্ঞান। 'সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ।' রবীন্দ্র,
১৯২৯।

যোগদান [স] ১ বি সহযোগিতা। 'তৎকথাং অসংকোচে রত্নমের
আয়োজনে যোগদান করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি অংশগ্রহণ।
'আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে সামাজিকতার যোগদান করিতে বাধ্য।' রবীন্দ্র,
১৯০৫।

যোগদান করা কি যোগ দেওয়া। 'তত্ব মিলনের নিমন্ত্রণে প্রস্তুত
যোগদান করিয়া ইহাকে সুসঙ্গ করিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

যোগদানকারিণী [স] বি স্ত্রী অংশগ্রহণ করছে এমন। 'সভায়
যোগদানকারিণী মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ অংশগতিতা।' বেঙ্গল,
১৯৪৯।

যোগদানোক্ত [স] বি যোগদান করতে ইচ্ছুক। 'সম্মেলনে
যোগদানোক্ত মহিলাদের ...।' বেঙ্গল, ১৯৬৬।

যোগ দেওয়া কি সম্পর্ক স্থাপন করা। 'সেই বিশ্বব্রহ্ম
সাকান্দারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

যোগধর্ম, যোগধর্ম [স] ১ বি যোগসাধনা। 'সূত্রী সৃজন কর ছাড়
যোগধর্ম।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বি সন্ন্যাসধর্ম। 'যোগধর্ম প্রচার
কারণ ...।' গিরিশ, ১৮৮৭।

যোগধাম [স] বি তপস্যা। 'আনন্দনির্ভর পাশে যোগধামে বসির।'
অদ্বিনী, ১৯২০।

যোগদ্বিত্তা [স] বি যোগরূপ দ্বিত্তা। 'যোগদ্বিত্তা প্রতি দৃষ্টি করিয়া
ঈশ্বর।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

যোগনিধি [স] বি (জ্যোতিষ) তত্ত্ব সময়। 'বার ভিধি করণ বিয়োগ
যোগনিধি।' মানিকরায়, ১৭৮১।

যোগনিমগ্ন [স] বি যোগানমগ্ন। 'সে যোগনিমগ্ন রক্তের মতো।'
রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যোগপট্ট [স] বি যোগে ব্যবহৃত হয় এমন উত্তরীয়াবিশেষ। 'কখন
যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যোগপঙ্খ [স] যোগ+স পঙ্খ। বি প্রার্থন করার নিয়মকানুন। 'যোগপঙ্খ

জ্ঞানাইশা জ্ঞানাইশা জ্ঞান।' সুলতান, ১৭০০।

যোগপাটা [স] যোগপাট। বি যজ্ঞসূত্র: উপরীত। 'যোগপাটা হ্রদয়ে
ভূষিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যোগপাদুকা [স] বি দৈব পাদুকাবিশেষ। 'যোগপাদুকা আরোহণ
করিয়া চলিলেন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যোগকলা [স] বি একাধিক জিনিষ অথবা সংখ্যা যোগ করে পাওয়া
ফল। 'ব্যক্তিমনে বিশ্বমানে অস্তিত্ব কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগকলা বিশ্বমন
নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

যোগবন্ধন [স] বি সংযোগ। 'আমাদের ... যোগবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া
গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যোগবল [স] বি যোগের প্রভাব। 'যোগবল কিরণ তপন যেন অনু।'
কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

যোগবাট [স] যোগবজ্র। বি যোগমার্গ। 'এবে চড়িলো যো সে
যোগবাট।' শুকু, ১৪৫০।

যোগবিচ্ছিন্ন [স] বি যোগসুহৃদ। 'আমাদের সেই সাহিত্যের সঙ্গে
আজ যোগবিচ্ছিন্ন।' হাই, ১৯২০।

যোগবিয়োগ [স] বি হিসাব-নিকাশ। 'মানবজীবনের যোগবিয়োগের
বিভিন্ন আংশকে উদ্ধার করিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

যোগবিধি [স] বি তপস্যাশৃঙ্খল। 'বিরাট নৈকান্তের যোগবিধি পুনরায়
নির্ভুল করে শেবে।' মূলতত্ত্ব, ১৯৪৯।

যোগব্রত [স] বি সাধনা থেকে বিচ্যুত। 'যোগব্রত ইহায়া যোগী
সাধারণ সুখ শক্তির নিমিত্তে রক্তার নিকট আইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়,
১৮১২।

যোগমগ্ন [স] বি যোগানমগ্ন। 'যোগমগ্ন ধূম্রটির তপোবন-বারে।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যোগমর্ম, যোগমর্ম [স] বি যোগের মাহাত্ম্য। 'ধরামাকে যোগমর্ম
করিতে প্রচার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

যোগমারা [স] বি হিন্দুতে ঈশ্বরের লীলাপ্রকাশকারী শক্তি।
'যোগমারা করিবকে আপন প্রভারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যোগমাগ [স] যোগ+মাগ। বি প্রকৃতি। 'যোগমাগে যোগমাগ করিতে
মাগিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

যোগযুক্ত [স] বি যোগযোগ স্থাপিত হয়েছে এমন; মিলিত।
'ভাষ্যদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫;
'সমুদ্রের সঙ্গে যোগযুক্ত না হলে সে বাঁবে কী উপায়ে?' মোতাহের,
১৯৫০।

যোগরূঢ় [স] বি যোগ সাধনার মগ্ন। 'ফল তত্ত্ব করিয়া যোগরূঢ়
ইহায়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

যোগরূঢ়ার্থ [স] বি একাধিক শব্দযোগে গঠিত শব্দ, যা ভিন্ন কোনো
অর্থ প্রকাশ করে। 'যোগরূঢ়ার্থে 'মীলকট' শির এ-কথা ভাষ্যনার
জানতেন।' মূলতত্ত্ব, ১৯৫৮।

যোগরূপ [স] বি যোগমায়ার রূপ। 'যোগরূপে জন্মিলা আপনি।'
রূপরায়, ১৭৫০।

যোগশঙ্কু [স] বি যোগ সাধনা দিয়ে পাওয়া। 'এ হচ্ছে যোগশঙ্কু ধন।'
রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যোগশূন্য [স] বি বিচ্ছিন্ন। 'দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য
হয়ে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

যোগ-সংযোগ [স] বি যোগাযোগ। 'আমার সঙ্গে যোগ-সংযোগ করিতেছে।' জঙ্গীম, ১৯৬৪।

যোগসাজ্জশ [স যোগ+স সাজ্জিশ] বি অন্যান্য কাজে গোপন সহযোগ ও যত্নস্বয়। 'এই যোগসাজ্জশটি তাহার শাওড়ির।' তারা, ১৯৪২।

যোগসাজ্জশকারী [স যোগ+স সাজ্জিশ+স কারী] বি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তাকারী। '১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজ্জশকারী (নিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

যোগ-সাজস [স যোগ+স সাজ্জিশ] বি অন্যান্য কাজে গোপন সহযোগ। 'শব্দনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহার ... বঞ্চিত হইতেছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

যোগসাধন [স] ১ বি যোগাভ্যাস; ধ্যান। 'একাকী অরণ্যে গিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি সম্পর্ক। 'তখন জগতেতে সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি যোগাযোগ ঘটানো। 'এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

যোগসাধনা [স] বি ধ্যানমুদ্রা। 'আমার মন্ত্র যোগসাধনা/ ডাকি শুধু শ্যামা শ্যাম।' নজরুল, ১৯৩৫।

যোগসিদ্ধি [স] বি যোগে সিদ্ধি লাভ করেছে এমন। 'যোগসিদ্ধি যোগিনীকে আছে যোগাসনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

যোগসূত্র [স] ১ বি একাসূত্র। 'একটি মূল্যগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি সম্পর্ক। 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ভারতের যোগসূত্র যেমন অবিকল্পিত।' অন্ননা, ১৯৩৭।

যোগসেতু [স] বি সম্পর্কের বন্ধন। 'জগতীর সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে।' বিজুতি, ১৯৩১।

যোগস্থাপন [স] বি সম্পর্ক স্থাপন। 'আর্যে অন্যের সমান অন্ন অন্ন করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অন্যারদের ভ্রমের সঙ্গেও ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

যোগাচার [স] বি যোগানুষ্ঠান; যোগসাধনা। 'সার করি যোগাচার/ শিব নাকি আছেন শূশানে।' গুপ্ত, ১৯৫৮।

যোগাচারী [স] বি যোগসাধনা করে যে। 'যোগাচারী হেরে হরে, সুরুতেতে যোগ করে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

যোগাচার্য [স] বি যোগসাধনার গুরু। 'তিনি যোগাচার্য পরমসম্ভব শিষ্য।' বিজুতি, ১৯৩১।

যোগানুভব [স] বি সম্পর্ক বিষয়ে উপলব্ধি। 'বিশ্বের সহিত নিবিড় যোগানুভব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলীও পরিচয় দেয়।' মোতাহর, ১৯৩৭।

যোগাভ্যাস [স] বি যোগসাধনা। 'এক সন্ন্যাসী, শূশানে উপবেশন করিয়া, যোগাভ্যাস, করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

যোগাযোগ বি সংগ্রহ। 'জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোনো আলাপ-পরিচয় যোগাযোগ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

যোগার্থ [স] বি সংযুক্ত অর্থ। 'কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।' ভবানী, ১৮২৩।

যোগাসন [স] ১ বি যোগ সাধনার আসন। 'চিবুক কঠেতে দিয়া যোগাসনে বসি।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি বৈরাগ্য। 'ইন্ডিয়ের ঘার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

যোগেন্দ্র [স যোগ+ইন্দ্র] বি মহাযোগী। 'জয় জয় জয় জয়গীশ যোগেন্দ্র পুরুষ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

যোগেশ্বর [স] বি মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ। 'নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

যোগেশ্বর্য [স] বি সাধনসিদ্ধ ঐশ্বর্য। 'সুখি বা সাধক যে যোগেশ্বর্য পান।' নজরুল, ১৯৪১।

যোগাড [স যোগ+ড] ১ বি ব্যবহা। 'রাজা, বর্ষ, রৌপ্য ও তাম্রের যোগাড করিয়া সেন; নিযুক্ত ভৃত্যেরা তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি আয়োজন। '... আমার অতি নির্বোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, এবং নিতান্ত নির্ভীর হইয়া, এক ধূর্তের আহারেরে যোগাড করিয়া দিলাম।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৩ বি উপক্রম। 'এও পলাবার যোগাড আছে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০। 'মাথার চাঁদি ফাটবার যোগাড।' মণীশ, ১৯৫৭। ৪ বি সমগ্র। 'হৃদি আর কোন সিংহের যোগাড কন্তে পার।' হুতোম, ১৮৬১।

যোগাড করা কি আয়োজন করা। 'সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড করে।' বিজুতি, ১৯২৯।

যোগাডযন্ত্র বি আয়োজনাদি। 'তাহার প্রাণ সংহারের যোগাডযন্ত্র করা পিয়ারে।' মণাররক্ষ, ১৯০৮। 'কোনরূপ যোগাডযন্ত্র না সোপারিশের জোরে ...।' এসলাম, ১৯০০।

যোগাড-সোণাড বি আয়োজনাদি। 'আশীর্বাদে যোগাড-সোণাড।' শরৎ, ১৯১৬।

যোগাড়ে বি নির্মাণ কাজের সহযোগী। 'যেমন রাজমিস্ত্রি চাই, তেমনি যোগাড়ে চাই।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

যোগান ১ বি সরবরাহ। 'সে কেনেলে রহে অ যোগানে।' মুরারি, ১৭৫০। ২ বি আয়োজন। 'সকর যোগান করি সাধন।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

যোগানদার ১ বি সরবরাহকারী। 'আর শেষ পর্যন্ত এদেশ হরে কাঁচা মাংসের যোগানদার।' অন্ননা, ১৯৩৭। ২ বি সাহায্যকারী। 'রাজমিস্ত্রী বাপের সঙ্গে যোগানদার হয়ে রইলো কিছুদিন।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

যোগানো [স যোগ+] কি সরবরাহ করা। যোগাইবো কি স্লোগান দেবো; সরবরাহ করবো। 'সকল পাঠ মেলানোই বড়ায়িক বীর যোগাইলো।' বড়ু, ১৪৫০। যোগাইয়া কি সরবরাহ করে। 'লাগিল এ সব জল যোগাইয়া দিবার।' সুলতান, ১৭০০। যোগাইলা ১ কি জোয়াড় করলে। 'কাক শিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুর্দশী যোগাইলা সজান আহার।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ কি উপস্থিত করলো। 'বোরা ক অনিয়া যোগাইলা।' সুলতান, ১৭০০। যোগাও কি জোয়াড়; সরবরাহ করি। 'জাকে দুধ যোগাও ভারে কি বুলাই।' বড়ু, ১৪৫০। যোগায় কি সরবরাহ করে। 'বামদিশে গদাধর তামূল যোগায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

যোগাযোগ [স] বি সংগ্রহ; সংসর্গ। 'সংস্রামটাইনের কতিপয় স্থানের পরস্পর যোগাযোগ ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৭। 'দিশি সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

যোগালে [স যোগ+] বি সাহায্যকারী। 'আমি তোমারে তার যোগালে আসামি করুম।' মনসুর, ১৯৫৫।

যোগিনী [স] ১ বি ভগবিনী। 'যোগিনীরূপ ধরি লইবো দেশান্তর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) দুর্গার সখী। 'সঙ্গে দানা চৌধরি যোগিনী।' কৃষ্ণরাম, ১৭৫০।

যোগিনী [স] বি জাদুবিদ্যার দক্ষ নারী। 'ডাকিনী না হলেও যোগিনী যে, তা আমি বিশুদ্ধ টের পাই।' শিবরাম, ১৯৪০।

যোগিনীচক্র [স] বি জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত নক্ষত্রাবলি। 'হরেন্দ্রের প্রকাশ মাপ, রাশিচক্র, বর্ষচক্র, পাতালীচক্র, যোগিনীচক্রের ছবি।' যানিক, ১৯৩৮।

যোগিনী (বি সঙ্গীত) রাগিণীবিশেষ। 'যোগিনী মিশ্র কাহারবা।' নজরুল, ১৯৩২।

যোগী [স] সমাসে যোগি-। 'কানে পরি কুণ্ডল চলিবে যোগী হুয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'যোগিন মনো হরে।' রামহৃদয়, ১৭৮০। ২ বি ধানী। 'ওরে নিরঞ্জন জ্ঞাতে দরবেশ জ্ঞানে পরম যোগী।' সুলতান, ১৭৫০। ৩ বি সন্তানাদিবিশেষ। 'তাহার পর সমুদ্রপাল অবধি বিক্রমপাল পর্যন্ত ... জন যোগীতে ৬৪১/৩ মাস।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

যোগিন [স] বি সন্ন্যাসী। 'দেখলে আমার নবির সুরত/ যোগিন হত ভসম মেখে।' নজরুল, ১৯৩২।

যোগিবর, যোগীবর [স] বি তত্ত্বসাধক। 'নজন বনেত আছে এক যোগীবর।' বাহরাম, ১৬৫০; 'কহিলেন যোগিবর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

যোগিরাজ [স] বি সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ। 'যোগিরাজ পূজা না লইল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

যোগীন্দ্র [স] বি শ্রেষ্ঠ সাধক। 'যে দুর্লভ লোক লভিবারে যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহা যোগ।' মাইকেল, ১৮৬০।

যোগীবেশ [স] বি যোগীর সাজ। 'যোগীবেশে তিনি সিংহলের পথে বেড়িয়ে পড়লেন।' হাই, ১৯৪৯।

যোগীশ্বর [স] বিশ্ণু যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'যোগীশ্বর শব্দের কৃপা তোর পরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

যোগে [স] যোগ-। ক্রিবিধ সহায়তায়। 'প্রধানত লোকেরদিগকে বাংলাদেশের স্থানে নৌকাযোগে ... পাঠাইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

যোগ্য [স] ১ বি উপযুক্ত। 'মাকড়ের যোগ্য কর্তো নহে গজমুক্তী।' উড়, ১৪৫০। ২ বি সমর্থ। 'হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্য হেন দাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

যোগ্যতম [স] বিশ্ণু সবচেয়ে উপযুক্ত। 'সেতের যোগ্যতম শিক্তিসম্প্রদায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যোগ্যতর [স] বিশ্ণু অধিক যোগ্য। 'সাহিত্যজগৎও যোগ্যতরের উত্তরনের নিয়মের অধীন।' প্রমথ, ১৯১৫।

যোগ্যশাল [স] বি উপযুক্ত ব্যক্তি। 'রাজাই দুর্লভ-রক্ষণের সেই যোগ্যশাল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

যোগ্যস্থান [স] বি উপযুক্ত স্থান। 'তার যোগ্যস্থান দেওয়ার মতো জায়গা ...।' নজরুল, ১৯৩০।

যোগ্যা [স] বিশ্ণু ক্রী যোগ; উপযুক্ত। 'নারীমধ্যে তুমি তার যোগ্যা।' ভবানী, ১৮৮৮।

যোগ্যতা [স] ১ বি ক্ষমতা। 'গউড়ের কর লবে কাহার যোগ্যতা।' রসরাম, ১৭৫০। ২ বি উপযুক্ততা। 'তবে জানি বৈদ্যপোশের ক্ষমতা অবশ্য তাহার মুরকির যোগ্যতা।' লর্ণগ, ১৮৩২; 'বিশ্বাসের যোগ্যতা আমার ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

যোগ্যতামস্ত [স] বিশ্ণু ক্ষমতাবান। 'অত্যন্ত যোগ্যতামস্ত সহায়ীর ভাণী হবন সর্বনাশ নির্বুদ্ধিতা।' তারিঙ্গী, ১৮৩০।

যোগ্যতাসম্পন্ন [স] বিশ্ণু যোগ্যতা আছে এমন। 'যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলার অভাব নেই।' বেগম, ১৯৫৫।

যোজক [স] বিশ্ণু সংযোগ স্থাপনকারী। 'মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক নির্দ্বাধ্য ছিল না বললেও হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

যোজন [স] ১ বি চার কোশ পরিমাপ। 'দেখি লাজে গেলো চান্দ দুই লাখ যোজনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি যুক্তকরণ। 'ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি দীর্ঘপথ। 'যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

যোজনকর্তা, যোজনকর্ত্ত [স] বিশ্ণু সংঘটনকারী। 'এই সকল কথার যোজনকর্ত্ত আমি।' রাজীব, ১৮০৫।

যোজনজোড়া বিশ্ণু বৃহৎ আরতনবিশিষ্ট। 'লগনের যোজনযোড়া জটার জাকবীর মতো একে বেকে নির্ণয়ের পথ ঝুঁছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

যোজনপ্রমাণ [স] বিশ্ণু যোজন অর্থাৎ চার কোশের মতো: সীমাহীন। 'জোগুণে বাড়ি বহি যোজনপ্রমাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যোজনবিত্ত্ব [স] বিশ্ণু দ্রুতিবিত্ত্ব। 'এ দেশ অসংখ্যযোজনবিত্ত্ব হলেও সমস্ত।' প্রমথ, ১৯১৫।

যোজনা [স] ১ বি যুক্ত করা। 'সুবর্ণ সিঁথি শিরে অমুরি দিয়া করে আশীষ করিল যোজনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যবস্থা। 'তিনি সমস্ত জীবের প্রতিদিনের পর্যাপ্ত আহারের যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বি সংস্থাপন। 'যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ বি সংযোজন। 'সাহিত্যে পৌরবর্ম্য নতুন অধ্যায় যোজন করবে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

যোজনাপূর্বক [স] ক্রিবিধ যোগ করে; জুড়ে দিয়ে। 'দুই-চারিটা সুদূর শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পঙ্কীর দ্বিতা দূর করিতছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

যোজিত [স] বিশ্ণু সংযুক্ত। 'একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

যোঝা [স] বি যুক্ত। 'জানিনি তখনও কত নিফল ছায়ার সঙ্গে যোঝা।' সুগীন্দ্র, ১৯৩৩।

যোঝাযুঝি [স] যুক্ত-। ১ বি দ্বন্দ্ব পরস্পরকে হারাবার চেষ্টা। 'মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদীয়েহেবৈচিত্র্য প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি যোঝাপড়া। 'মমের সঙ্গে যোঝাযুঝির ক্ষেত্রে কতবার পরাস্ত ...।' শওকত, ১৯৫৮।

যোটক [স] বিশ্ণু ঝটক। 'তাঁহার ... দশজন টেটক ও যোটক ইয়ারলোক লইয়া গাঁজা চরস খান।' ভবানী, ১৮২৮।

যোটকী [স] বি রাশি-এই বিচার করে শুভ বৈয়াক্য মিল। 'নিজে যোটক বিচার করে সে রেবতীকে বিয়ে করেছে।' যানিক, ১৯৩৮।

যোটকতা [স] বি কুটনির কাজ। 'যোটকতা ব্যবসায় স্বাভাবিক চাতুর্যতায় যুবতীর যৌবন ধন লুটাইবার নিমিত্ত ...।' ভবানী, ১৮৮৮।

যোটী [স] যুক্ত ১ ক্রি যোজাড়া করা। 'নাশতেনী যে কি খেয়ে ববর যোটী।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রি যোটী; মিলিত হওয়া। 'যুটোয় অঙ্গিকলা' বরদর্শন, ১৮৭২।

যোটীযোটী [স] যুক্ত-। বি যোজাড়যুক্ত। 'যোটী এবার আবার কি যোটীযোটী করিতেছে তার কিছুই বুঝিতে পারি না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

যোড় [স] যুক্ত বিশ্ণু দুইটি; জোড়া। 'কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীকলে।' বড়ু, ১৪৫০; 'বহুভাষা প্রস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

যোড়ন বি যুক্তকরণ। 'আয়োড় যোড়ন আশো করিবাক পারি।' বড়, ১৪৫০।

যোড় বাটা বি এক জোড়া থালা। 'বহুমূল্য প্রস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

যোড়হস্ত বি জোড়হাত। 'যোড়হস্তে সবে রহিলেন চারিভিত্তে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

যোড়হাত বি দুই হাত একত্র অবস্থা। 'যোড়হাত করী তাক বুলিহ বচনে।' বড়, ১৪৫০।

যোড়া^১ [স যুগ্ম] ১ ক্রি যুক্ত করা। 'ভঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতে শকতা।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বিধা। 'চারি যোড়ার গাড়িতে যোড়া যোড়।' কেরি, ১৮০২। যোড়াইতে ক্রি যোজন্য করতে; যুক্ত করতে। 'ভঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতে শকতা।' বড়, ১৪৫০। যোড়িআ ক্রি যোজিত করে। 'বাহক যোড়িআ গেলা যমনার পারের।' বড়, ১৪৫০। যোড়িল, যোড়িলো ক্রি মিলিত করানো; যুক্ত করানো। 'সেদনি যোড়িলো হালে।' বড়, ১৪৫০। যোড়ী ক্রি যুক্ত করে। 'তাত গুড়া যোড়ী দিল তোলকাপে।' বড়, ১৪৫০।

যোড়া^২ [স যুগ্ম] ১ বিশ একত্র। 'পরালে পরান যোড়া।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিশ যুক্ত। 'দুইখানা লাঙ্গল রেখেছে, তা প্রায় দীর্ঘের সম্মিতে যোড়া থাকে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

যোড়া শাল বি দোশাল। 'যোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু।' দর্পণ, ১৮২৬।

যোত [ফা ভয়ত] বি চাবের জমি; ফসল কলানো যায় এমন উপযোগী জমি। 'ধানের ভূমি লইয়া নিজ যোতে ধান্য উৎপন্ন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

যোতদার, যোতদার [ফা ভয়ত+দার] বি জমিদারের অধীনস্থ আবাসি জমি ভোগকারী প্রজা। 'জমিদার, ইজদার, যোতদার, প্রভৃতির দার হইতে যুক্ত হইলে ...' প্রভাকর, ১৮৫১।

যোত্রা [স] ১ বি জোপাড়। 'খাজনার টাকার যোত্রা করিতে পারি না।' কেরি, ১৮০২। ২ বি সম্পত্তি। 'ভোর স্বপ্নেরে খুব যোত্রা আছে।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি উপায়। 'যাহার শাদ লগনের যোত্রা তাহার ছিল না।' ভারিগী, ১৮০৩।

যোত্রাহীন [স] বিশ সম্পত্তিহীন। 'যোত্রাহীন সম্পর্কের কার্য যে করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

যোত্রাপন্ন [স] বিশ অবস্থাপন্ন। 'এতদেশীয় লোক মোং কানপুরে কিকি যোত্রাপন্ন রূপে আছে।' দর্পণ, ১৮২১।

যোত্রা [স] বি রত্নকুশলী। 'ইসরাজেরা বড় যোত্রা।' রাজীব, ১৮০৫।

যোত্রাখ্যাত্তি [স] বি যোত্রা হিসেবে বিশেষ পরিচিতি। 'হামজার যোত্রাখ্যাত্তি কেন্দ্র করে কবিকল্পনা ... বিকশিত হয়।' আনিস, ১৯৬৪।

যোত্রাধম [স] বি অধম যোত্রা। 'ওরে বর্বর যোত্রাধম।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

যোত্রাপত্তি [স] বি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় যে। হ্যালাহেড, ১৭৭৮।

যোত্রা সাহেব [স] যোত্রা+আ সাহিব। বি সেনাপতি। 'যোত্রা সাহেবের দিগকে কার্যের চলনের জন্যে ...' ডানকান, ১৭৮৫।

যোত্রা [স] ১ বি যোত্রা। 'নরপতি পুরুষ যোত্রাবৃন্দমধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্তমান ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিশ যুক্ত সন্তোষ। 'যুনানীদিগের

যোত্রাক্ষেপের পরিচয়।' বরদর্শন, ১৮৭২।

যোত্রাক্ষণ [স] বি যোত্রাক্ষণ। 'প্রাচীন যোত্রাক্ষণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকৃতের পার্শ্বে ...' বিকৃতি, ১৯২৯।

যোত্রাক্ষু [স] বি যোত্রার পদ। 'মোগল সম্রাটের আত্মাকারী রাজপুত্রসেনা-মধ্যে যোত্রাক্ষু বৃত্ত হইলেন।' বক্রিম, ১৮৬৫।

যোত্রাক্ষর [স] বি যোত্রার বৈশিষ্ট্য। 'প্যাট্রিয়টিক খুনামুনি অথবা যোত্রাক্ষর এইরূপের একটা বর্ণি বোল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

যোত্রাক্ষরী [স] বি যোত্রার পোশাক। 'যোত্রাক্ষরীছদধারণপূর্বক শীঘ্র মোহায়েব ...' দর্পণ, ১৮৩৩।

যোত্রাক্ষরী [স] বি বীর যোত্রা। 'ছন্দ নাটিল ... মুক্তিরণের যোত্রাক্ষরীরে ক্রত্রে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

যোত্রাক্ষু [স] বি যোত্রাক্ষণ। 'নরপতি পুরুষ যোত্রাক্ষুদ্বয়মধ্যে নিষাদী সৈন্যদল বর্তমান ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

যোত্রাক্ষেপ [স] বি যোত্রার সাজ; যুদ্ধকারীর পোশাক। 'যোত্রাক্ষেপ, অথবা নিরস্ত্র' বক্রিম, ১৮৮৪; 'কলানো আবার মেঘের বাহিনী ধরে গো যোত্রাক্ষেপ।' সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

যোত্রা [স] বি যোত্রা। 'কথোপকথনে রত যোত্রা শত শত।' মাইকেল, ১৮৬০; 'যোত্রা শত শত ভাসিল রণসাগরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

যোত্রাদল [স] বি যোত্রাদল। 'প্রতি অস্ত্র আপনার যোত্রাদলের রক্তস্রোতে স্নিত হবে।' মাইকেল, ১৮৭৪।

যোত্রাপত্তি [স] বি যুদ্ধের অধিনায়ক। 'কুরুক্ষেত্রে বহিলা বেমতি ভীম যোত্রাপত্তি।' মাইকেল, ১৮৬৫।

যোনী [স] যবন। বি যুনানি; যবন জাতি। 'পারসীক, যোনী, বাল্লিক, শক, হন, আরব্য, তুরস্কী সকলেই আসিয়াছে।' বরদর্শন, ১৮৭২।

যোনী [স] ১ বি স্ত্রী-জননেত্রিয়। 'সহস্রেক যোনী ডেল তার কলেবরে।' বড়, ১৪৫০; 'প্রথমে যাহার ধীর যোনী ঘারে মিলে।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি গর্ভ। 'মন্মথ যোনিতে জন্ম লভ দুইজন।' বিজয়, ১৬৫০।

যোয়ান [স] জগুয়ান। বি জোয়ান; প্রাণবয়স্ক লোক। 'বাড়ির ছেলেমেয়ে, যোয়ান-বুড়া।' জমীন্দ্র, ১৯৬০।

যোয়াল [স] যুগল। বি জোয়াল; লাঙলের সঙ্গে পত জোড়বার কঠামোবিশেষ। 'হাল যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ।' মুক্তাঙ্কর, ১৮১৩।

যোত্রা [স] বি পত্নী। 'যোত্রা ডুলিল ধীর সুগন্ধি চন্দনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

যোত্রি [স] বি নারী। 'পুরুষ যোত্রি কিবা স্থাবর জন্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যোত্রিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

যোত্রিকতা [স] বি যুক্তিযুক্ততা। 'ইহার যোত্রিকতা সতীশ মুখিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

যৌগিক [স] ১ বি যৌগিক শব্দ। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারোপযোগী প্রচলিত বাবনিক শব্দের দ্বিতী যৌগিক বিশেষ ...' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩। ২ বিশ মিশ্র। 'অতিক ও যৌগিক দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত বসিয়া উক্ত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

যৌগিক আকর্ষণ

যৌগিক আকর্ষণ [স] বি একাধিক যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থের আকর্ষণ। 'যৌগিক আকর্ষণের বলে ... পৃথগভূত হয় না।' বর্ধমান, ১৮৭৫।

যৌতুক [স] ১ বি উপহার; ভেট। 'ব্রাহ্মণ সন্ধান নারী নান্দ্রব্য ধালি ভরি আইলা সবে যৌতুক লইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'যৌতুক দেওয়ার ছলায় সন্ধ্যা করিলেন।' রায়দাস, ১৮০১। ২ বি পণ। 'যৌতুক করিয়া দিল যৌতুক বিধানে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

যৌথ [স] ১ বি সম্মিলিত; সমবায়ী। 'ইলাজের যৌথ কারবার আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। 'এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শোয়ার কেনোতে এসেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি দ্বিগুণনের। 'নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে শ্রৌচত্বের অত্যাশিক যৌথ জুতুঘরে।' বিষ্ণু, ১৯১১।

যৌথনৃত্য [স] বি দুইজনের সম্মিলিত নাচ। 'যে সব সমাজে উৎসব ভিতিতে ত্রীপুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ...' অন্নদা, ১৯২৯।

যৌন [স] বি নরনারীর শারীরিক মিলন সম্পর্কিত। 'যৌনসম্বন্ধ মানুষ করবেই।' মোহাফসী, ১৮৩৩।

যৌন আশ্রয় [স] যৌন-আশ্রয় বি মিলনের অনন্য আতঙ্ক। 'জীবনের যৌনকৃত্রিম যৌন আশ্রয়ের এই প্রাণান্তকর দৌরাণ্ডো।' জীবন, ১৯৪৮।

যৌন আবেদনপূর্ণ [স] বি যৌন আতঙ্ক। 'আবার এমন।' যৌন আবেদনপূর্ণ নাচ-গান, জুয়া, মন্যগান প্রভৃতি। 'আজ্ঞা, ১৯৬৩।

যৌনকৃত্রিম [স] বি যৌনকাল। 'জীবনের যৌনকৃত্রিম যৌন আশ্রয়ের এই প্রাণান্তকর দৌরাণ্ডো।' জীবন, ১৯৪৮।

যৌন-ক্ষেত্র [স] বি যৌন। 'পুণ্ডে উষ্ম অলঙ্কার, টানো যৌন-ক্ষেত্র, ফুলে' শক্তি, ১৯৬১।

যৌনবোধ [স] বি যৌন অনুভূতি। 'হুল হুলিবিবি ও যৌনবোধ ছাড়া মানুষের আর কিছুই ছিল না।' শরীফ, ১৯৬৮।

যৌনব্যক্তিত্ব [স] বি বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার। 'যৌনব্যক্তিত্বের দ্বারা লোকটি নিজেকে ও সমাজকে গোপন্য পাঠাচ্ছে কিনা সেদিকে তার নজর নেই।' মোতাহের, ১৯৫০।

যৌনব্যক্তিত্ব [স] বি বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচারের অভ্যন্তরিত। 'যৌনব্যক্তিত্বী যেমন সমাজের চক্ষুশূল, উৎকোচমহাকাশী বা ব্র্যাকশেটের তার তেমনটি নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

যৌনব্যাধি [স] বি জনন অঙ্গের রোগ। 'ম্যালেরিয়া, যক্ষা, যৌনব্যাধি, শিশু, মায়েরদল, বাহ্যগুটি, বাহ্য পরিবেশ, এসব ছান পরেয়ে সখিলদের কার্যসূচীতে।' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

যৌন শিক্ষা [স] বি জনন সন্দেশ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান। 'যৌন শিক্ষাকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।' বৈশম, ১৯৬৬।

যৌনসদম [স] বি যৌনমিলন। 'পুরুষ কুকুর ও ১টি মহিলা কুকুর যৌনসদমে লিপ্ত হয়েছে।' ইন্টিগার, ১৯৭২।

যৌনসম্বন্ধ [স] বি যৌনমিলন। 'যৌনসম্বন্ধ মানুষ করবেই।' মোহাফসী, ১৮৩৩।

যৌনসম্মিলন [স] বি যৌনমিলন। 'যৌনসম্মিলন বন্ধ হবার কথা।' মোহাফসী, ১৯৩৩।

যৌনাভীতি [স] বি যৌনভার উপরে; যৌনভাববিশিষ্ট। 'যৌন আকর্ষণ বা যৌনাভীতি গভীর ভালবাসা।' জীবন, ১৯৪৮।

যৌনাধিকার [স] বি যৌনমিলনের অধিকার। 'ত্বীকে সে তার ন্যায় যৌনাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

যৌবন [স] ১ বি যৌবনপ্রাপ্তি দেখ। 'তার পতি যোগ নহে আকার যৌবন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি যুবাবস্থা। 'এ রূপ যৌবন সব বীর নহে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি ছন। 'আসে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বি ভাবনা। 'নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পণ্ডিতের বিবাহ করিয়াছে, তাহার সমুচ্চি আছে, কিন্তু যৌবন নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

যৌবন-আশা বি যৌবনরূপ আশা। 'যৌবন-আশার সম ফুল রূপ তার।' বর্ধমান, ১৮৫৫।

যৌবনকটক [স] বি বয়স কোঁড়া। 'সে মুখে হয়তো যৌবনকটক জন্মেছিল।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

যৌবনকাতর [স] বি যৌবনের উদ্ভাদনায় ব্যাকুল। 'কোথা কুমুদিত তনু পূর্ণবিকসিত, কল্পিত গুলকতরে, যৌবনকাতর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

যৌবনকাল [স] বি যুবতী অবস্থা। 'যৌবনকালে স্বামী রক্ষক।' ভবানী, ১৮২৮।

যৌবনকুমুম [স] বি যৌবনরূপ কুমুম। 'যৌবন-কুমুম-ভাতি কত স্নিগ্ধ হবে।' মাইকেল, ১৮৬১। 'যৌবনকুমুম প্রাণে বিকসিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

যৌবনকুরু [স] বি যৌবনমূলত দ্রোষসম্পন্ন। 'দুরন্ত যৌবনকুরু অশান্ত বন্যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

যৌবনগর্ভব [স] বি যৌবনগর্ভ। 'যৌবনগর্ভে রাধা না চিহ্নি মায়ের।' বড়ু, ১৪৫০।

যৌবনগর্ভাধি [স] বি যৌবন নিয়ে গর্ভ করে এমন। 'গরে দেববিজয়ী যৌবনগর্ভাধি কন্যা।' বৃহৎ, ১৯৪৩।

যৌবনগীতি [স] বি যৌবনের গান। 'আনো গো যৌবনগীতি, দুখে চলে যাক নীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

যৌবনঘন [স] বি যৌবনের শক্তিতে পূর্ণ। 'তুমি সুন্দর যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

যৌবনচর্চা [স] বি যৌবন ধরে রাখার চেষ্টা। 'কী অমিতোদ্যম, বাহ্যচর্চা বলচা যৌবনচর্চা।' অন্নদা, ১৯২৯।

যৌবনজড়িয়া [স] বি যৌবনের আড়ম্বর। 'সে-মৃত্যু যখনই নামে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন মেঘে বৃষ্টির দ্বারা, তখন যৌবনজড়িয়া লজ্জা সব।' মাইকেল, ১৯৫১।

যৌবন-জল [স] বি যৌবনরূপ জল। 'কুলজল দুটি বর্ষ কুল/ কানায় কানায় যৌবন-জলে ভরা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

যৌবনজলতরঙ্গ [স] বি যৌবনরূপ জলের ঢেউ। 'এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' বর্ধমান, ১৮৮২। 'নব-যৌবনজলতরঙ্গ ছোঁয়ারে কি দুলিবি না?' নজরুল, ১৯৩০।

যৌবন জলধি [স] বি যৌবনরূপ সাগর। 'যৌবন জলধি মধ্যে ময় মত্ত ময় গজ।' রায়মহাসদ, ১৭৮০।

যৌবনজ্বালা [স] বি যৌবনের যজ্ঞা। 'কোঁদে বৃকে উষ্মসুখে যৌবন-জ্বালা-জাণা অতৃপ্ত বিখ্যাত।' নজরুল, ১৯২৩।

যৌবনজালা [স] যৌবন+মু ডালা বি বিকসিত যৌবন। 'সারা বিভাবী কার গুজা করি যৌবনজালা সাজায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

যৌবনতরঙ্গ [স] বি যৌবনরূপ চেউ। 'দুরুন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মতো আলোকে ছায়াতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

যৌবনভেজোদীপ্ত [স] বি যৌবনের শক্তিতে উদ্দীপ্ত। 'যৌবনভেজোদীপ্ত গোয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াই ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

যৌবনদীপ্ত [স] বি যৌবন্যে উজ্জ্বল। 'যুবতী নারীর যৌবনদীপ্ত মুখে এখনো কেশোরের সজীবতা' ওয়ালী, ১৯৬৪।

যৌবনধন [স] বি যৌবনরূপ ধন। 'অমূল্য যৌবনধন পরে হবে বিতরণ পর নিয়া থাকা চির দিন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

যৌবনধর্মী [স] বি যৌবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'চরিত্র যৌবনধর্মী, তাকে বাঁচাতে ব্যস্ত হলেই বাঁচানো শক্ত হয়।' অন্নদা, ১৯২৮।

যৌবননদী [স] বি যৌবনরূপ নদী। 'যৌবননদী করিবে সজাগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

যৌবন-পরিপূর্ণ বি যৌবন্যে পরিপূর্ণ; ভরা যৌবনের। 'রোহিণীর যৌবন-পরিপূর্ণ রূপ উল্লিয়া পড়িতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

যৌবনপুষ্ট [স] বি যৌবনের সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। 'শকুন্তলার যৌবনপুষ্ট দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ...' মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০।

যৌবনপুষ্টি [স] বি যৌবনপূর্ণ; যৌবনবিকশিত। 'আপন যৌবনপুষ্টিতে দেখলতালি।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

যৌবনপ্রতিমা [স] বি যৌবনের মূর্তি। 'মৃত্যু নয় - যৌবনপ্রতিমা, নারী হৃদয়গ্রাহিনী।' বুদ্ধ, ১৯৭১।

যৌবনপ্রান্ত [স] বি যৌবনে পদার্পণ করেছে এমন। 'সিংহাসন সিঁড়ি ঘুর বকসরের হইলেই যৌবনপ্রান্ত হয়।' মদনমোহন, ১৯৫০।

যৌবন-প্রান্তি বি যৌবনে উপনীত হওয়া। 'যৌবন-প্রান্তির পর আমার এই প্রথম ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৩।

যৌবনবতী [স] বি যৌবনপ্রাপ্ত। 'এমন নিষ্ঠুর কুমার বিধো না আমার যৌবনবতী।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

যৌবনবন [স] বি যৌবনরূপ বন। 'যৌবনবনে উড়াই কুমুমধূলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

যৌবন-বনমালা [স] বি যৌবনরূপ বনফুলের মালা। 'যৌবন-বনমালা করে দিব।' নজরুল, ১৯৩৩।

যৌবন-বর্ষা [স] বি যৌবনরূপ বর্ষা। 'সবো মাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী গুরিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

যৌবন-বসন্ত [স] বি যৌবনরূপ বসন্ত ঋতু। 'মানবের যৌবন-বসন্ত। ফুটাবে প্রণয় ফুল ...' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

যৌবন-বাগান [স] যৌবন+বাগান। বি যৌবনরূপ বাগান। 'আমার যৌবন-বাগানে হাওয়া লেগেছে ফুল জাগানে।' নজরুল, ১৯৩২।

যৌবন-বেগ [স] বি যৌবনের তেজ। 'তবুও থামে না যৌবন-বেগ।' নজরুল, ১৯২৯।

যৌবনভার [স] বি পূর্ণবিকশিত যৌবনের পৌরব। 'কাল হুঁয়া গেল মোরে যৌবনভার।' বড়ু, ১৪৫০।

যৌবনমঞ্জরিত [স] বি যৌবনমণ্ডিত। 'আমি না তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলাভা অতি মধুর ভসিজে নত করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

যৌবনমতী [স] বি যুবতী। 'দু-চোখ দিয়ে গিলে যাচ্ছে যৌবনমতীকে।' মনোজ, ১৯৬১।

যৌবনমদ [স] বি যৌবনরূপ মদ। 'যৌবনমদেতে মন প্রমত্ত বারশ।' ভবানী, ১৮২৮।

যৌবনমদগর্ভিত [স] বি যৌবন-তেজে দীপ্ত। 'তা ছিল দুর্বীর, যৌবনমদগর্ভিত।' মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০।

যৌবনমধু [স] বি যৌবনের আনন্দ। 'শৈশবরুঁড়ি ছিড়িয়া বাহির/ করি যৌবনমধু।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

যৌবন-মধ্যাহ্ন বি যৌবনের তুষ্ণ অবস্থা; ভরা যৌবন। 'তোমার দারিদ্র্য-ঈচ্ছা বা বন্ধুবিয়োগ-ঈশ্বাশে, তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

যৌবনময় [স] বি যৌবনসম্পন্ন। 'পুন দুর্জয় যৌবনময় হোক।' নজরুল, ১৯৪১।

যৌবনমূর্তি [স] বি পূর্ণ বিকশিত যৌবনসুলভ অবয়ব। 'কি লালিতাময় যৌবনমূর্তি।' মালিক, ১৯৬৬।

যৌবনযাতনা [স] বি যৌবনের যন্ত্রণা বা ক্লান্তি। '... দুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনানাহীরা ইহঁদা স্ব স্ব সমীহিত-সাধনে যত্নবতী হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

যৌবনরস [স] বি যৌবনরূপ রস। 'আজ্ঞা থেকে যৌবনরস উৎসারিত করতে হবে।' অন্নদা, ১৯২৮; 'যৌবনরস রিক্ত করি বিরহবেদনপ্রায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'যৌবন-রসে উজ্জল প্রাণখারা।' সিকান্দার, ১৯৬৬।

যৌবনরাজ্য [স] বি যৌবনরূপ রাজ্য। 'যৌবনরাজ্যের অভিব্যেক।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

যৌবনলীলা [স] বি প্রেম ও মিলন। 'সম্ভবদে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রাখাচক্রে যৌবনলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া ...' হাই, ১৯৫৪।

যৌবনশোভা [স] বি যৌবনের সৌন্দর্য। 'ভূত তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

যৌবনশ্রী [স] ১ বি যৌবনসুলভ শারীরিক পরিবর্তন। 'যৌবনশ্রী সামান্য উদ্ভিন্ন হইবার সঙ্গেই ...' এসলাম, ১৮১৭। ২ বি যৌবনের সৌন্দর্য। 'একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুপরিমাণে উদ্ভাটিত করে দিয়ে সহাস্যমুখে আহার এবং আশাশে নিযুক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

যৌবনসরসী [স] বি যৌবনরূপ সরোবর। 'যৌবনসরসীসীরে মিলন শব্দল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

যৌবনসাগর [স] বি যৌবনরূপ সাগর। 'যৌবনসাগরে তোর কাছাকাছি ডেলা।' বড়ু, ১৪৫০।

যৌবন-সাধি [স] যৌবন+সাধি। বি যৌবনকালের সঙ্গী। 'এলো এলো যৌবন-সাধি।' নজরুল, ১৯৩২।

যৌবনসীমা [স] বি যৌবনকাল। 'কালক্রমে, কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে ... বিবেচনা করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

যৌবন-সুন্দর [স] বি যৌবনরূপ সৌন্দর্যে পূর্ণ। 'যৌবন-সুন্দর তোমার কনুইতে নাচিছে মরু-নর্তী।' নজরুল, ১৯৩৫।

যৌবনসুলভ [স] বি যৌবনোচিত। 'কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদ্যম হয় নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

যৌবনসেনাদল [স] বি যৌবনরূপ সেনাদল। 'যৌবনসেনাদল তব সখা'। নজরুল, ১৯৩০।

যৌবনবন্ধু [স] বি যুবাকালের চিন্তা ও কল্পনা। 'আমার যৌবনবন্ধু বেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

যৌবনহারী [স] বিধ গ্রন্থ। 'জ্যোত্স্নাযামিনী যৌবনহারী জীবনহত'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

যৌবনা [স] বিধ যৌবনবিশিষ্ট। 'পরমবেদা শ্বেতকেশা গলিতমাংসে গলিত যৌবনা তদ্যদশনা'। ভবানী, ১৮২৫।

যৌবনাগম [স] বি যৌবনের আবির্ভাব। 'যৌবনাগমের পূর্ব হতেই যৌবনকে সাম্রাজ্য রাখবার জন্যে ... দুটি উপায় করেছে।' অন্নদা, ১৯২৮।

যৌবনাঙ্ক [স] বিধ যৌবনের অবসান এমন। 'যেদে যৌবনাঙ্ক, হইনু বুড়ী'। ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

যৌবনাঙ্কিম [স] বিধ যৌবনের সমাপ্তি ঘটায় এমন। 'সে তো যৌবনাঙ্কিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ'। অন্নদা, ১৯২৮।

যৌবনাবহু [স] বি যৌবনাবস্থা। বিধ যৌবনাকালের। 'সে ব্যক্তি যৌবনাবহু যুদ্ধেতে আঘাতী হইয়া খোঁড়া হইয়া আছে।' দর্পণ, ১৮৩২।

যৌবনাবস্থা [স] বি যৌবনকাল। 'যৌবনাবস্থা থাকিতেই আপন শেষ দশার আশা'। ভবানী, ১৮২৮।

যৌবনায়মান [স] বিধ ক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছে এমন। 'সে তো যৌবনাঙ্কিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ'। অন্নদা, ১৯২৮।

যৌবনান্ধ [স] বি তাকস্যের প্রাথমিক অবস্থা। 'হঠাৎ একদিন যেন যৌবনান্ধ তাহার প্রতি দৃষ্টিকেপ করিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

যৌবনী [স] যৌবন> ১ বিধ স্ত্রী যৌবনপ্রাপ্ত। 'আজি বিদ্যা শরীতু

নহসি যৌবনী'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিধ যৌবন সঙ্কেত। 'নির্জনতার পাশে শুধু যৌবনী শব্দ রচনা করার আকৃতি'। সেগিনা, ১৯৬৯।

যৌবনীবার [স] যৌবন> বিধ যৌবনপ্রাপ্ত। 'প্রথম যৌবনীবার হইছে যুবতী'। বাহরাম, ১৮৫০।

যৌবনোচিত [স] বিধ যৌবনসুলভ। 'বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

যৌবনোচ্ছল [স] বিধ স্ত্রী যৌবন-চঞ্চল। 'সেই যৌবনোচ্ছল সঙ্কদনী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।'। নরেন্দ্র, ১৯৪২।

যৌবনোদ্যাস [স] বি যৌবনের ক্ষুর্তি। 'জ্ঞাতির জীবনে তেমনি কোনো এক তত্ত্বের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা যৌবনোদ্যাসের অভাব পূরণ করে না'। অন্নদা, ১৯৩৭।

যৌবরাজ্য [স] ১ বি যুবরাজের পদ। 'প্রকাশণ ব্যর্থ অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক-তরে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি যুবরাজের দায়িত্ব। 'এই যৌবরাজ্য যেন পরম শম্ভুর ভাণ্ডাও না পড়ে'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

যৌবশক্তি [স] বি তাকস্যের শক্তি। 'জ্ঞাতির সমস্ত যৌবশক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড় চূষে নিচ্ছে'। শরীদুল্লাহ, ১৯৩১।

যৌষ্ট [স] যৌষ্টা বি বাঁসা মাসবিশেষ। 'বড় খরা লাগে গাএ যৌষ্টের তপনে'। মালাধর, ১৫০০।

য্যামন [স] য্যামিন বি যেমন। 'সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়'। রুচীন্দ্র, ১৮৬৮।

য্যোতি [স] জ্যোতিষ বি আলোক। 'বিহুড়ের য্যোতি জিনি গোপিনি সুন্দর'। মালাধর, ১৫০০।

য্যোতির্ময়, য্যোতির্ময় [স] জ্যোতির্ময় বি দিব্যজ্যোতি। 'ইবরে প্রেবেল কৈল য্যোতির্ময় হৈয়ো'। মালাধর, ১৫০০।

–য় ১ সম্বন্ধী বিভক্তি। 'মাহাবীর পরাক্রম রহিল বনয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।
২ প্রথমা বিভক্তি। 'কেমতে আপন মায় সুনিতে যুদ্ধ হএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

য়নেক বিণ অনেক। 'য়নেক সালটীখর।' ক্যাপল, ১৭৮৪। দ্র অনেক
য়ন্যাসন [স অযথ্যা] বি অনুসন্ধান; তাল্লাশ। 'ব্রহ্মা এ না পারে জায়ে
য়ন্যাসন করি।' মালাধর, ১৫০০।

য়র্কেক [স অর্ধেক] বিণ অর্ধেক। 'কিম্বতে যর্কেক টাকার খরাদানকে
নগদ দিতে হইবেক।' ক্যাপল, ১৭৯৬।

য়গলি [স অগ্র] বিণ প্রধান। 'সোয়াগে য়াগলি হৈল দেবি সত্যভামা।' মালাধর, ১৫০০।

য়ছে কি আছে। 'যেমত ব্যবহার য়ছে পালে ভক্ত করি।' মালাধর, ১৫০০। দ্র আছ

য়ডি [হি] বি কারখানা। 'বিসিরপুরে জাহাজের য়ডি অবধি ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

য়ানাহী [স অন্য] অব্য অন্য। 'যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর।' বড়ু, ১৪৫০।

য়াপুনি [স আত্ম] সর্ব আপনি। 'য়াপুনি একবার খায়া খায়া বাটি
য়সিবেন।' চিঠিপত্রে, ১৮২৫।

য়ামাল [আ আমল] বি যন্ত্র। 'নিজের য়ামলে রাখিতে হইবেক।' ক্যাপল, ১৭৮৭।

য়িহুদা [আ যহুদা] বি হিব্রু জাতি। 'বিহুদার বিধি আছে বুলিয়া
ইহুজেনিদের এ সংস্কার।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

য়িহুদি, য়ীহুদী [আ যহুদী] বি পশ্চিম এশিয়ার ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ।
'আরব ও যিহুদিদেরও পুরাকৃত দর্শনে নির্ধারিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।
'য়িহুদি খ্রীষ্টোক্তককে পোলাক দিয়া খাচ্ছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।
'য়িহুদি, ভারতবর্ষীয়, ইরোজ, ফরাসী প্রভৃতি নানা জাতির লোক।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।
'যখন হিন্দু মুসলমানে, পারসী-খ্রীষ্টানে, জৈন-যীহুদীতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিসন হইবে।' রোকেয়া, ১৯২২।

য়ীহুদা [আ যহুদী] বি ইহুদি। 'য়ীহুদাবংশীয় যীত।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

য়ুকলিপটাস, যুকালিপটাস, যুকালিপটাস [হি] বি লম্বা টিকন
পাতাবিশিষ্ট দীর্ঘ বৃক্ষবিশেষ। 'চলে এল যুকালিপটাস-ডলার।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।
'সেই ঋজুতা যুকালিপটাস চাহে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।
'একটি সুদীর্ঘ যুকলিপটাস খাড়া উঠেছে উর্ধ্বে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

য়ুনানী, য়ুনানি [আ উনান] ১ বিণ ইউনানি; গ্রীসদেশীয়। 'তাহাও রোম
ও য়ুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি য়ুনান
দেশের অধিবাসী। 'য়ুনানী, মিসরী, আরবী, কেনানী।' নজরুল, ১৯২২।

য়ুনিকর্ম [হি] বি উর্জি। 'এদের য়ুনিকর্ম ছেড়ে সরকারী ফাইল এ-খর থেকে
ও-খর নিয়ে যাবার সময় নয়।' মুক্তত্যা, ১৯৫৮।

য়ুনিভারসিটি, য়ুনিভার্সিটি [হি] বি বিশ্ববিদ্যালয়। 'অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি
ভারতের য়ুনিভার্সিটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'গত জেনারেশনের
কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটির পি.এইচ.ডি. দলের একজন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

য়ুক্রাস [হি] বি ইউরোপ-দেবী। 'মোদের পুণ্যে জ্যোহরার মতো সুক্রাস
য়ুক্রাস দীপ্যমান।' নজরুল, ১৯২৮।

য়ুরেনাস [হি] বি সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ। 'য়ুরেনাস-নামক এক নতুন-
খবর-পাত্তাও গ্রহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

য়ুরেনিয়াম [হি] বি তেজস্ক্রিয় ভারী মৌলবিশেষ। 'বনিজ পদার্থ থেকে
য়ুরেনিয়াম ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

য়ুরোপ [হি] বি ইউরোপ মহাদেশ। 'এশিয়ায় ইউরোপ কেবলমাত্র পৃথক
বুলিয়া জ্ঞান করে না ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

য়ুরোপীয় [হি ইউরোপ+স ইয়া] ১ বিণ ইউরোপে বসবাসকারী।
'এইরূপ ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা ...।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ ইউরোপ সম্পর্কিত। 'আধুনিক য়ুরোপীয়
সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কি এশিয়ায় কি অন্যত্র ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

য়ুরোপ [হি] বি ইউরোপ মহাদেশ। 'য়ুরোপ দেশেতে যাইরে যথায়,
দেখি নারীপণ পুরুষের প্রায়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

য়োরোপীয় [হি ইউরোপ+স ইয়া] বি ইউরোপের অধিবাসী।
'য়োরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে
অশ্রয় লইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

–য়ে সম্বন্ধী বিভক্তি। 'চটপটী ঘড়িয়ে দেট পসারা।' চর্যা ও, ১২০০।

য়েকে একে [স এক] ক্রিবিণ এক এক করে; একের পর এক। 'দেবকী
উদরে লিগ্না য়েকে একে জন্ম দিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

য়েগাশ ক্রি অগ্রসর হয়। 'আপনি য়োগাশ আমি যাই পাছু পাছু.'
য়ানিকরায়, ১৭৮১।

য়েতেকে ক্রিবিণ এতেকে; এতেই। 'য়েতেকে য়াণিল নারী যেহেন
শরীরে।' বড়ু, ১৪৫০।

য়েথাই ক্রিবিণ এ স্থানে। 'কন্যা সনে সামু বিরে আনিএ রেথাই।' মালাধর, ১৫০০।

য়েবার ক্রিবিণ এইবার। 'য়েবার আনিএয়া দিলে কাহ মোর ঠায়।' বড়ু, ১৪৫০।

য়্যাকট্রেস [হি] বি স্ত্রী অভিনেত্রী। 'অমুক য়্যাকট্রেস তারাবাই-এর
ভূমিকায়।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

য়্যাটম [হি] বি য়্যাটম বোমা; পারমাণবিক বোমা। 'বহু বঁটুল তোমার
আছে/য়্যাটম। য়্যাটম।' অন্নদা, ১৯৪৬।

য়্যাডভেঙ্কার [হি] বি দুগোহসিক রোমাঞ্চকর অভিযান। 'পালিয়ে এসেছে
য়্যাডভেঙ্কারের নেশায়।' বিদ্যুতি, ১৯৩৭। 'য়্যাডভেঙ্কারের বইয়ে
কতই তো এমন শড়া যার।' শিবরাম, ১৯৫০।

য়্যা-নফছি [আ] – হায়, আমার কী হবে, এই বলে বিলাপ। 'কাঁদবে
সেদিন য়্যা-নফছি য়্যা-নফছি বলে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

য়্যানটিম [হি] বি দেহসংহ্রান। 'একবারে সটান তাঁর হৃদয়ে তাঁর
য়্যানটিমের সব চেয়ে দূরল জায়গায়।' শিবরাম, ১৯৫০।

য়্যাখ্‌ই [হি] বি সমর্থন। 'ইতিপেক্ষে আমি য়্যাফ্‌ই করি।' গিরিশ, ১৮৮৬।

য়্যাফ্‌ইয়া বিণ অনেক বড়ো; ইয়া বড়ো। 'য়্যাফ্‌ইয়া কাত্তে নিয়ে ...।' ১

হ্যামন

নজরুল, ১৯২৬।

হ্যামন [সি বস্‌মিন] কিল এমন। 'হ্যামন কিছু কাজ হয়নি যা সোথে
সাধারণে তাঁরে 'স্মরণ করে।' হুতোম, ১৮৬১। হ্র্য এমন

হ্যামসেশিয়ান [হি] বি নেকড়ে মতো দেখতে এক জাতের বড়ো কুকুর;

অ্যামসেশিয়ান। 'নরকে এটা টেরিয়ার/ মরকো হ্যামসেশিয়ান।'
জন্মগ, ১৯৫১।

হ্যামোশ্যামিক [হি] বি অ্যামোশ্যামিক; চিকিৎসা পদ্ধতিবিশেষ। 'শীত
হলো হ্যামোশ্যামিক ডোজের নীতনতা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

AMARBOI.COM

র [স] বি অঙ্কর ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষ। 'র'-কারে হলবর্ণ যোগ করিতে হইলে, 'র' এইরূপ হইয়া সেই সেই বর্ণের মাধ্যম যায়, ইহাকে রেফ বলে। 'মননমোহন', ১৮৪৪।

—র যদ্বী বিভক্তি। 'তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ।' চর্চা ৬, ১২০০।

রঅশ [স রত্না] বি রত্ন। 'রঅশ মহাজ্ঞ কহেই।' চর্চা ২৭, ১২০০।

রঅনি [স রজনী] বি রজনী। 'রঅনী ছোট হো নিবস বাঢ়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রআনী [স রজনী] বি রজনী; রাত। 'নিবস রআনী এধা একোহি না জাগী/ নাহি পাশে রবির কিরণে।' বড়ু, ১৪৫০।

রইনি [স রজনী] বি রজনী। 'তরুন তরুনি সঙ্গে/ রইনি বৈপরি রসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রএশি [স রজনী] বি রাত। 'জোইশিআলে রএশি পোহায়।' চর্চা ১৯, ১২০০।

রইঘর [স রতি+ঘর] বি নৌকার ছই। 'প্রথমে তুলিলা ডিঙ্গা নামে মধুকর/ সুদুই সুবর্ণে জাহার রইঘর।' মুকুল, ১৬০০।

রইয়ে সেইয়ে ক্রিবিপ ধীরেসুস্থে। 'এখন ছেলেকে রইয়ে সইয়ে জ্ঞানতে দিতে হবে অনেক কিছু।' শব্দী, ১৯৬০।

রইরই কাণ্ড বি হৈচৈ সৃষ্টি করার মতো ঘটনা। 'হইরই ব্যাপার। রইরই কাণ্ড।' নজরুল, ১৯২৭।

রইস [আ] বি ধনী লোক। 'মার্কামারা রইস বত ...।' নজরুল, ১৯৪১।

রওকা বি সঙ্গীতের একটি দ্রষ্ট। 'রওকা।' নজরুল, ১৯০৫।

রওগান, রওগানি [ফা] বি ক্লাপানি তেল। 'অশাবির রওগন দী স্নেহশদার্থ এই প্রদীপকে ক্লাপিয়ে রেখেচে।' নজরুল, ১৯৩৫। 'তার মগজ আমাদের প্রদীপের রওগান।' নজরুল, ১৯২৭।

রওগা [আ] বি মাজার; সমাধিস্থান। 'তাহার রওগায় আমি রহিব মোদাম।' গরীব, ১৭৬৫।

রওনা [ফা রওয়ানা] বি যাত্রা। 'জেহাজ রওনার চিটী মেং এক সাহেবের হস্তে।' মের্স, ১৭৫৭।

রওয়ানা [ফা] বি যাত্রা। মের্স, ১৭৫৭।

রওয়ানী হওয়া ক্রি যাত্রা করা। ওর্স, ১৭৮৫; 'জখন হালসালের আকিম রওয়ানী হবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

রওয়া [স রব+] ক্রি রব বা শব্দ করা। 'রএ ক্রি রব করছে।' 'রএ আর নানা পক্ষিপাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

রওয়া ক্রি থাক। 'হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে।' বড়ু, ১৪৫০। 'রই ক্রি থাকি।' 'ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হয়ে রই।' ওর্স, ১৭৫৮। 'রউক ক্রি থাক।' 'ক্রোশটি তোমার রউক যে হবার হইল।' ভারত, ১৭৬০। 'রএ ক্রি থাকে; অবহান করে।' 'হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে।' বড়ু, ১৪৫০। 'রতুল ক্রি থাকে।' 'জকর দ্বায়র জতহি রতুল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'রন ক্রি থাকেন।' 'আর ধন রাখিআ চণী রন তরুতলে/ ফুতরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে।' মুকুল, ১৬০০। 'রবে ক্রি থাকবে।' 'তাহে কি দেবার দয়া রবে।' ভারত, ১৭৬০। 'রবেক ক্রি থাকবে।' 'অনেক সন্ডে তোমার রবেক জীবন।' মুকুল, ১৬০০। 'রয় ক্রি থাকে।' 'কৃপা কর প্রভু যেন তোতে মন হয়।' বুনা, ১৫৮০। 'রয়ো ক্রি থেকে।' 'কহ কথা, রয়ো না নীরব।' গিরিশ, ১৮৮৭। 'রয়োহি ক্রি রয়েছে।' 'অধিক থিক বলে

ছোট হয়া/ শুনিব পুন্না রয়োহি সয়া।' মুকুল, ১৬০০। 'রয়োহে ক্রি রয়েছে।' 'বিশাশয় পুন্না রয়োহে মুখ চায়া।' রূপরাম, ১৭৫০। 'রলো ক্রি হইলো।' 'য়েমন চিত্তের পল্লভে পড়ে অমর ভুলে রলো।' 'রামহংসদ, ১৭৮০। 'রহ ক্রি থাকে; অবহান করে।' 'সুন ভিমাভূজ্ঞন তুমি স্থির হেয়া রহ।' মালাধর, ১৫০০। 'রহই ক্রি থাকে।' 'বাল্য সঞে জব রহই/ তরুনি পাই পরিহাস উহি করই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'রহউক ক্রি থাকুক।' 'অপকিরা না রহউক নিমেষে প্রমাণ।' সুলতান, ১৭০০। 'রহই ক্রি রয়।' 'যে জন পরের হয় না রহই এথা।' আলাওল, ১৬৮০। 'রহত ক্রি থাকে।' 'মারতি রহত পোষ অবসেখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'রহব ক্রি রবে; থাকবে।' 'অপযশ পাণ্ডব মান ন রহব।' বাহরাম, ১৬৫০। 'রহয়ে ক্রি থাকে।' 'কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'রহল ক্রি হইলো।' 'উচিতহ ন রহল তরিক বিবেক।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'রহলি ক্রি হইলো; থাকলো।' 'সুতি রহলি রাগি সয়নক গুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'রহিত ক্রি থাকতো।' 'যদ্যপিযাএ এমতই রচনা গড়না হইত তবে কি সে লোক না পাঠাইয়া রহিত।' রামরাম, ১৮০১। 'রৈও ক্রি দেরি করোয়ে।' 'কেহ বলে রৈও রৈও পরি আশি শাড়ী।' ভারত, ১৭৬০। 'রৈছে ক্রি রয়েছে।' 'সরজনী কায়া যেন রৈছে দাগাইয়া।' আলাওল, ১৬৮০। 'রৈয়া ক্রি থেকে।' 'মুররী বাজায় বজ্র কদম তলে রেয়া।' কৃষ্ণদ্বার, ১৭৫০। 'রৈয়াহে ক্রি রয়েছে।' 'কাঠের পুতলী রৈয়াহে চাই।' চিত্রপ্তি, ১৬০০। 'রৈল ক্রি হইলো।' 'এ বুলিআ সেই খিরে তেরে যৌন ধরি।' আলাওল, ১৬৮০। 'রৈলো ক্রি হইলো।' 'গরে এমন সুবাস পেলে/ ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো।' রামহংসদ, ১৭৮০।

রঙনয়ন বি থাকা। ওর্স, ১৭৮৫।

রয়ে বসে ক্রিবিপ ধীরেসুস্থে। 'পৃথকমানুষ রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেষে।' রবীন্দ্র, ১৯৯২।

রয়ে রয়ে ক্রিবিপ থেকে থেকে। 'রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অনুবন্দ করে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রয়ে সয়ে ক্রিবিপ ধীরেসুস্থে; সময় নিয়ে। 'আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

রওয়াদার [ফা] বিপ নায়পরায়ণ। 'এই ফরিয়াদ বাবা হও রওয়াদার।' গরীব, ১৭৬৫।

রওয়ানেত [আ রিয়াযাত] বি শঙ্কাজাপক বাণী। 'রওয়ানেতের পর রওয়ানেত আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

রওয়ান [আ রইস+] বি আতশবাজি। 'কলিকাতার কাশিয়ার নানাবিধ ছবি নির্মাণ করিয়া রওয়ান সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯।

রওয়ানেশানা [আ রইস+]মা বানান। 'বি আতশবাজি রাখার রায়গা।' 'সেট সাহেব রওয়ানেশানা নির্মিত স্থানে গমন করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

রওশন [ফা] বিপ উজ্জ্বল। 'সেই ফুলেরই রওশনিতে/ আরশ কুরসি রওশন।' নজরুল, ১৯৩২।

রওশনি, রওশনী [ফা] বি দীপ্তি। 'সেই ফুলেরই রওশনিতে/ আরশ কুরসি রওশন।' নজরুল, ১৯৩২; 'পীরের দামন না ধরিয়া কেহ জমিরের রওশনী ও রুহের তরকি ...।' মনসুর, ১৯৩৫।

রং [ফা, তুল স রঙ্গ] ১ বি বর্ণ। 'কেশবের রং।' মাদেল, ১৭৪৩। ২ বি

মুর্তি। 'আমরা এখন রং চাই - মজা চাই - আরসে চাই।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি তাসখোয়ার যে চিরমুক কাড় বেসমর গ্রাখানা পায়। 'আমার কাছে সবদোষই রং ছিল।' মোতাহার, ১৯৩৭। ৪ বি বাহিরক সৌন্দর্য। 'কিন্তু এখন ভাবতেই দেখি ছুটে গেছে রং।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

রং-ওঠা বিপ বিবর্ক। 'একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া।' বিজুতি, ১৯২৯।

রংয়ে বিপ রতিন। 'সুন্দর রংয়ে সুন্দর হুন্দোবছ এমনি নানা সরঞ্জাম।' অবন, ১৯২৫।

রং-চং করা বিপ নানা রঙে চিমিত। 'একটা বড় রং-চং করা কাচবসানো চিনের বাস।' বিজুতি, ১৯২৯।

রংটো বিপ রং ফ্যাকাশে হারে গেছে এমন। 'রংটো সুতো-ওঠা নীল প্যাট।' মানিক, ১৯৪৭।

রংটে ১ বিপ নির্দিষ্ট রঙে আঁকা সেই এমন। 'রংটে বর্ণ পরিচয় দিয়ে আমাদের ছেলেদের শিলা ভুল করতে বলেছে।' অবন, ১৯২৫। ২ বিপ প্রিয়মান। 'রংটে হারে গেছে তার।' জীবন, ১৯৩২।

রংয়ে রং রঙের গেলপ। 'একটু রংয়ে সেওয়া গেল ছবিতে - শূণ্যল বেনে ছাছল সেয়ে বলেছে ...।' অবন, ১৯২৫।

রং চং সং বি আমোল-প্রমোদ। 'গাংনা বাজনা ও বানা খেলানা রং চং সং ইহারি বরাহর্ষ ভারি।' ভাবানী, ১৯২৮।

রং ধানে যাওয়া ক্রি বিবর্ক হওয়া। 'মাটির দেওয়ালে চুন-বালি ছোঁপানো কোথাও রং খসিয়া গিয়াছে।' শতভর, ১৯৫৮।

রং বাজানো বি বাজনা ঋতিমধুর করার জন্য পতের মধ্যে ছোট ছোট বেল বাজানো। 'সেটকে সেট চাকে ড্যানাক ড্যানাক করে রং বাজাচ্ছে।' হেতম, ১৯৬৩।

রংবাঁধি [কা] বি আসুস্টি করা। 'কতো রকম রংবাঁধি, ঠকবাঁধির আমদানি সেখানে।' হাসান, ১৯৬৭।

রংবাঁধি [কা রং+বাঁধি] বি বিভিন্ন রঙের বাঁধি। 'ওপরে সৌখিন রংবাঁধির খাড়।' শামসুল, ১৯৫৬।

রংবোহার [কা] বি রঙের হুড়াহুড়ি। 'আজকে দ্যাখোনা আকাশে রংবোহার জীবনে নওবাহর।' মাহেবুত, ১৯৪৯।

রঙ-বেরঙ [কা] বিপ নানা বর্ণের। 'কুড়িটি বেল লাটুর (রং বেরং - সাধা, প্রিন, লাল) টানান হয়েছে।' হেতম, ১৮৬১। 'বেরংবেরং-এর শাশের হাড়ে ভরা।' নজরুল, ১৯২৪।

রংখশাল [কা রং+আ মখশাল] বি আঙনের রঙিন মুখকিন্তু আতলাজবিবিশেষ। 'রংখশাল লইয়া কাহারো গা গোড়াইয়া দিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

রংমহল [কা রং+আ মহল] বি আনন্দ নিকেতন। 'দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি বোঁজা পোশাক।' নজরুল, ১৯২২।

রংমহলা [কা রং+আ মহলা] বি আনন্দ-নিকেতন। 'পলাশের গেলস-সোলা কাননের রংমহলা।' নজরুল, ১৯২৮।

রংয়েজ [কা] ১ বি শিল্পী। 'পানে হযতো রং-রঙ মুটে ওঠেনি আমি তারেজ নই বসে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি কাপড়ে রং করে যে; বররঙক। 'রংয়েজ বেন শমশের যত লালকোজ-দিয়ে তুর্কিসের।' নজরুল, ১৯২৮।

রংরেখিনী [কা] বি ক্রী কাপড়ে রং করে যে। 'প্রকৃতি-মায়াবিনী তার

উপরেও রংরেখিনীর কাজ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রং-রেক্সী [কা] বি কাপড়ে রং করে যে। 'রং-রেক্সীর কাপড়ে রং না ধরলে এইভাবে ভাগ্য প্রসন্ন করে।' মহাপ্রভা, ১৯৫৬।

রং-সোপা বিপ রঙ লাগানো। 'আর্টস্টিভিয়ার রঙ-সোপা ছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রংগে [স রং] বি রং। 'পায়ে উষ্টা ক্রোম সোপারের খয়েরি রংগের স্ফুটা।' মনসুর, ১৯৫৩।

রংকেট ই বিজুটি বি সামরিক ইত্যাদি বাহিনীতে নবাপত সৈনিক। 'নতুন রংকেটদের শিখা দেওয়ার জন্যে করাচিতেই থাকতে হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

রঁ-অলা [স রোম+ই ওয়ালা] বিপ সোমযুক্ত। 'রঁ-অলা রাঘববোয়ালের মত।' জীবন, ১৯৪৮।

রঁদি [আ রুদী] বিপ নিকট; খারাপ। 'কাম্বল গণে তুমি কেন একা লবে হে গ্যাং রঁদি?' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

রক [আ রিওয়াকা] বি পাকা বিধানো স্থান। 'রাগাধরের রকে উঠতে জান দিকে চলার ব্যাভার গৌণা আছে।' মীনবর, ১৮৬০।

রকত [স রুকা] বিপ শালবর্ণ। 'রকত চশম বর্ণ।' বড়, ১৪৫০।

রুকুতি [স রুকতি] বিপ রক্তিম। 'শতক বরণ কৃষ্ণকেশি রুকতি বদনি গায়ী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

রকম [আ বি ধরন; প্রকার; মের্যস, ১৭৫৭; 'কাপড়ের রকম বুনিবার সময় উভবিজ করিয়া দেখিবেক।' হ্যাসলেট, ১৭৭৩।

রকমওয়ারি, রকমওয়ারি, রকমওয়ারি [আ রকম+ফা ওয়ারী] ১ বিপ নানা রকমের। 'রকমওয়ারি ও মোট নাম ওয়াসিল বাকীর কর্ম জাইতেছে ওয়ারীক হইবে।' ভূতি, ১৭৯২; 'ইমদনের ফরমাইয়ের রকমওয়ারি ও নাগাএদ সেতখর ওয়ারীক বাকীর ...।' ভূতি, ১৭৯২। ২ ক্রিয়াক প্রকার অনুযায়ী। বিনায়া, ১৮৯১।

রকমফের [আ রকম] বি ভিন্নরঙ্গ। 'একই ওস্তাদির রকমফের কেবল।' শিবরাম, ১৯৫০।

রকম-বেরকম [আ রকম+ফা বে+আ রকম] ১ বিপ ভাবভিৎ এবং অস্বাভাবিক। 'ভূতদিন কত রকম বেরকম কথাই যে শুনতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি নানা রকম। 'রকম-বেরকমের শোভানি দিতে দিতে হাওয়াপাড়ি ছুটেছে দর্শনিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রকম-রকম বিপ নানা ধরনের। 'চাল-চলনের দিক দিয়েও রকম-রকম সাদৃশ্য আর উপহার আবির্ভাব হয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

রকম সক্রম [আ রকম+] ১ বি ভাবভিৎ। 'আতও কোন রকম সক্রম আছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'জীবন্ত নির্জীবতার পরম পক্ষীর রকমসক্রম দেখিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি চালচলন। 'তোমাদের কথাবার্তা রকমসক্রম আমার ভোলাব্রণ ধারণা হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রকম-সক্রমে ক্রিয়ক চালচলনে। 'তখন ওর রকম-সক্রমে সেতোলা গভীর হয়ে উঠেছে পৌরবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রকমারি, রকমারী [আ রকম+] বিপ বিভিন্ন ধরনের। 'এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষের বৈঠকখানা সরগরম হছে।' হেতম, ১৮৬১। 'প্রায় দুই শত রকমারি চটী বই ছাপান।' হেতম, ১৮৬৮।

রকরা [স বি র বর্ণ]। 'রকারে হলকর্ণ যোগ করিতে হইলে, র' এইরূপ

হইয়া সেই সেই বর্ণের মাথায় যায়, ইহাকে রেক বলে।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

রক্ত [স] ১ বি শরীরের লাল রঙের তরল। 'রক্ত উঠি মইল হাসে সকল ছাওয়ালা।' মালখর, ১৫০০। ২ বি লাল। 'কোন স্থান খুসর, কোন স্থান হরিৎ, কোন কোন স্থান বা রক্ত বর্ণ প্রভীতমান হয়।' অক্ষর, ১৮৪৯। ৩ বি বংশধারা। 'রাজবংশের রক্ত আমাদের সম্বন্ধ পরের রক্ত নয়।' মাইকেল, ১৮৭৩: 'আলী আজহার বীর রক্তে পূর্ণ পুরুষদের যাবাবর নেশা আছে যেন।' শওকত, ১৯৫৮। ৪ বি রক্তাক্ত। 'বিশ্বপাতার বন্ধ-কোলে রক্ত তাহার কৃপাণ খোলে।' নজরুল, ১৯২২: 'শক্ত মাটির ঘাটে হটক রক্ত পদতল।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্ত অতিসার [স] বি রক্তক্ষরণ হয় যে উদরায়াম। তর্জা, ১৭৮২।

রক্তঅনল [স] বি লাল আগুনের শিখা। 'জাগো রক্তের লগাতের রক্তঅনল।' নজরুল, ১৯০০।

রক্ত-অশ্ব [স] বি রক্তবর্ণ অশ্ব। 'হুজুরিয়া চলিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি।' নজরুল, ১৯২৩।

রক্ত-আঁধি ১ বি রোগদুষ্টি। 'তাহাকে কোনো রক্ত-আঁধি রাজ-দণ্ড নিরোধ করিতে পারে না।' নজরুল, ১৯২৩। ২ বি রক্তেধে লাল চোখ। 'জেরব, সেদিন তব প্রেতসন্নীল রক্ত-আঁধি দেখে তব অতত্ত্ব রক্তাংকে রহিয়াছে ঢাকি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রক্ত-আকাশ [স] বি রক্তবর্ণের আকাশ। 'সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রিক্তরোগীমুণ্ড ভুতীর মেঘ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রক্তামেশা [স] রক্ত-আমাশয়। বি যে শ্টের অন্নদ্বারা গঠিত সসে রক্ত পড়ে; রক্তাতিসার। 'ওইই ভাবনায় বাবা ধরিতে রক্তামেশা।' নজরুল, ১৯০১।

রক্ত-আলো বি রক্তের মতো লাল আলো। 'সোখিল সে রক্ত-আলোয় ছালে আপন চিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রক্ত-ইট বি রক্তরূপ ইট। 'রাজার প্রাসাদ উঠিছে উঠিছে প্রজার জমাত রক্ত-ইটে।' নজরুল, ১৯২৫।

রক্ত-উৎপল [স] বি রক্তশূণ্য। 'অশমার্গ বাঘনলা সাগ্রী তোলে হুতরা রক্ত-উৎপল অদ্যাত' মুকুন্দ, ১৬০০।

রক্ত-উষা [স] বি রক্তাক্ত জোঃ; রক্তমলে সকাল। 'রক্ত-উষার নব-শব্দ আমার অবাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে।' নজরুল, ১৯২৩: 'সূরে সাদিকের বদনে তেজে আসিছে রক্ত-উষা।' ফররুখ, ১৯৪৬।

রক্তকর্মা [স] বি রক্তবিদ্যুৎ। 'একটি অনুগমনে প্রতি রক্তকর্মা হয় নক্ষত্র-চেতন' শ্যামসূর, ১৯৫৯।

রক্ত-কণিকা [স] বি দেহের পিঙ্গা ও ধর্মীতে প্রবাহিত রক্তের কণিকাবিশেষ। 'ধর্মীর প্রতি রক্ত-কণিকা।' নজরুল, ১৯২৪: 'মেরুদণ্ড আর রক্তকণিকা খেলে বেড়াচ্ছে।' হাসান, ১৯৭৪।

রক্তকশোণ [স] বি রক্তিম পাপ। 'বিবির রক্তাক্ত-রক্তকশোণ অবিকৃত রক্তবর্ণ হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রক্তকমল [স] বি লালগন্ধ। 'বসন্ত-রঙ-উদ্ভীল যেন/ রক্তকমল ফুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রক্তকমল [স] ১ বি লাল কমল। সেবহি, ১৮৩৯। ২ বি উদ্ভিদবিশেষ। 'রক্ত কমলের শিকড় চিত্রের ডাল ও করবীর ছাল।' হত্যাম, ১৮৬১।

রক্তকরবী [স] বি লাল রঙের করবী ফুল। 'তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছে দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

রক্তকলিত [স] বিগ্ন রক্ত দ্বারা কলিত। 'রক্ত কলিত পৃথিবী থেকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রক্তকলুষ [স] বিগ্ন রক্ত ঋরে কলুষিত। 'দেশ দেশ পরিলা ডিলক রক্তকলুষ গুনি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

রক্ত-কাশালিক [স] বি রক্তপিপাসু বামাচারী তাত্রিক। 'হরিত বনের বৃক চিরে বেরিয়ে এল রক্ত-কাশালিক।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তকিটী [স] বিগ্ন রক্তাক্ত। 'রক্তকিটী করে দিয়েছে যে।' নীনবন্ধু, ১৮৬৭।

রক্ত-কুমুদ [স] বি রক্ত-রাজা ফুল। 'কুমস এদেশে গজবন্ধ রক্ত-কুমুদ/ ছড়ায় পঙ্ক-শবের গন্ধ, ডাঙে ভীত ঘুম।' সূর্য্যক, ১৯৪৮।

রক্তকৃষ্ণ [স] বিগ্ন রক্ত নীলবর্ণ হয়ে আছে এমন। 'বদনের রক্তকৃষ্ণ রেখা বিনাশিয়া অরুণিমা দিয়ে শোহ দেখা।' জীবন, ১৯৩০।

রক্তকেন্দন [স] বি রক্তে অঙ্কিত পতাকা। 'ইসলামের রক্তকেন্দন।' নজরুল, ১৯২৪।

রক্তকিমি [স] বি এক ধরনের কৃমি। 'নাশে বায়ু পিত কক রক্তকিমি শূল।' গুপ্ত, ১৯০৮।

রক্তক্লাস্ত [স] বিগ্ন কঠোর পরিশ্রমশাধ্য। 'চারিদিকে রক্তক্লাস্ত কাজের আহ্বান।' জীবন, ১৯৪২।

রক্তক্ষয় [স] বি রক্তপাত। 'মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু/ রক্তক্ষয়ের বদলে গেলে অবজ্ঞা।' সূর্য্যক, ১৯৪৮।

রক্তক্ষী [স] বিগ্ন রক্তপাত ঘটায় এমন। 'ভারতের রক্তক্ষী সম্মায়ে ...।' কোম, ১৯৪৯।

রক্তক্ষরণ [স] বি রক্তপাত। 'ভদ্র মুখে রক্তক্ষরণ বা অনলবর্ণণ করিলে অবহার উন্নয়নে সাহায্য করা হবে না।' আহাদ, ১৯৪৪।

রক্তক্ষরা [স] বিগ্ন রক্তক্ষরণ হয় এমন। 'পাখির মত এ হৃদয় রক্তক্ষরা।' ফররুখ, ১৯৬০।

রক্ত-কীর [স] বি জম্যটিবদ্ধ রক্ত। 'বলিয়া ফেলিবে তত্ত নীর। রক্ত-কীর।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তশোকা বিগ্ন রক্ত পান করে এমন। 'অক-মাঃ আমার গলায় তার রক্তশোকা দীত বসে যায়।' শ্যামসূর, ১৯৭৪।

রক্তশলা [স] বি রক্তরূপ শলা। 'মাথা বুঁড়ে রক্তশলা হয়ে মরব।' শরৎ, ১৯১৩: 'গর্জে রক্ত-শলা ফোঁড়াত।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তশত [স] বিগ্ন রক্তে প্রবাহিত। 'আমাদের রক্তশত, সমাজগত অকর্মণ্যতারাই দক্ষ ...।' দ্বর্জী, ১৯৩১।

রক্ত গরম হওয়া ক্রি উত্তেজিত হওয়া। 'তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রক্ত গরম হয়ে ওঠা ক্রি উত্তেজিত হওয়া। 'তাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।' নজরুল, ১৯২২: 'বাদশাহি মরার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রক্তচক্ষু ১ বিগ্ন আঘাতী। 'মুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এপ্রিন্টা সর্বজনীন আয়তুরে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি নেপাথর লাল চোখ। 'অমি মাতালের রক্তচক্ষু।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১। ৩ বিগ্ন লাল চোখবিশিষ্ট। 'রক্তচক্ষু বিরক্ত কোকিল।' মাহবুব, ১৯৬৬। ৪ বি কড়া নজরদারি। 'সরকারী রক্তচক্ষুর নীচে বসেও এ উৎসব উদ্দ্যাপিত

হয়েছে।' *মুরশিদ*, ১৯৭১।

রক্তচন্দন [সি] বি লাল রঙের চন্দন কাঠ। 'হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তুলসি।' *কৃষ্ণাস*, ১৫৮০; 'রক্ত চন্দনের চোঁটা বিরাজিত ভালে।' *রামহাস্য*, ১৭৮০।

রক্তচাপ [সি] বি রক্তের চাপের ভারতম্যজনিত রোগবিশেষ। 'এমনিতে রক্তচাপের রোগী।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৬৬; 'যতই ভুগি না কেন নাহে, রক্তচাপে।' *শামসুর*, ১৯৭০।

রক্তচিহ্ন [সি] বি রক্তিম আভা। 'সমস্ত আকাশে কোথাও একবিদু রক্তচিহ্ন নেই।' *ইলিয়াস*, ১৯৭২।

রক্তচেলি ১ বি লাল রঙের রেশমি কাপড়বিশেষ। 'বউ এল ওই সন্ধ্যা মেয়ে রক্তচেলি পরে।' *নজরুল*, ১৯২২। ২ বি লাল ফুল। 'রক্ত-চেলি করেছে বন উজালা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তচোঁটা [সি] বি লাল আভা। 'সে মুখে আজ চিত্তহারা রক্তচোঁটা ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রক্তছাপ [সি] রক্ত+প ছাপ। বি রক্তের চিহ্ন। 'মোদের বুকের রক্তছাপ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্তছাব [সি] রক্ত+প ছাপ। বি রক্তের ছাপ। 'সাবাইব পোড়াগলে দিয়া রক্তছাব।' *গুণ*, ১৮৫৮।

রক্তজনাগত [সি] বিশ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। 'এটা তার রক্তজনাগত অভ্যাস নয়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রক্তজবা [সি] বি জবামূলের প্রজ্ঞাবিশেষ; লাল জবা। 'খেত জবা, রক্ত জবা, জদ জবা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'পাঁথর রক্তজবার মালা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রক্ত-জমাত [সি] রক্ত+জা জমা। বি রক্ত জমাত-বীথা। 'রক্ত-জমাত শিলক-পুজোর পাখান-বেদী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রক্ত জল করা [সি] কঠোর পরিশ্রম করা। 'বাংলার চাষী রক্ত জল করত রক্ত জল করে মরছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

রক্ত জল হওয়া ১ ক্রি উৎসাহে ভাটা পড়া। 'তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ ক্রি অত্যন্ত ভয় পাওয়া। 'প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

রক্তজ্বালা [সি] বি জীষণ যন্ত্রণা। 'রক্তজ্বালা বন্ধে নিয়া কাঁদিতেছে নিরস্ত্র নগর।' *আহসান*, ১৯৪৪।

রক্ত ঝরন বি রক্ত ঝরা। *ওসী*, ১৭৮৫।

রক্তঝরা ১ বিধ রক্ত ঝরছে এমন। 'নেরাশোর নখর হতে, রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ জ্বলে করে আনো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২। ২ বি রক্তক্ষরণ। 'রক্তঝরার ঘড়ঘড় শব্দ।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

রক্তঝর্না [সি] রক্ত-নির্ধারিত। বি রক্তের ঝরনা। 'মৃত্যু, প্রেম; রক্তঝর্না।' *জীবন*, ১৯৪০।

রক্তঝলক [সি] রক্ত+মু ঝলক। বি রক্তের ঝলকানি। 'আপন বুকের রক্তঝলকে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রক্ত-টকটক [সি] রক্ত+ধন্য টকটক। বিশ রক্তের মতো উজ্জ্বল লাল। 'কি ভাবছে ফেলু মিঞা অমন রক্ত-টকটক মুখে?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রক্তটিকা [সি] বি রক্তের চোঁটা বা তিলক। 'জাগো বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্তটিপ [সি] রক্ত+টিপ। বি রক্তের ছাপ। 'অদৃশ্য গ্রহের হাতে লাপে রক্তটিপ।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫১।

রক্ততরঙ্গিনী [সি] বি স্ত্রী রক্তের নদী। 'বন্ধে তোমার আঘাত করে উত্তাল নর্তনে রক্ততরঙ্গিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

রক্ত-তিলক [সি] বি রক্ত দিয়ে আঁকা তিলক। 'ভালে তার কাপালিকের আঁকা রক্ত-তিলক।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্ততীর্থ [সি] বিশ রক্তাক্ত। 'দুর্বল সমুদ্র আর রক্ততীর্থ অশ্রুর পাথের/ এই গুহ সবে নিলে পথ চালি দুর্গম অজ্ঞেয়।' *সিকান্দার*, ১৯৪৮।

রক্ততৃষা [সি] বি রক্তের জন্য তৃষা। 'তুর্কিদের রক্ততৃষা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

রক্ত থালি বি থালার মতো লাল সূঁচ। 'তোমার সকাল রয়েছে পূবাণী আকাশে রক্ত থালি।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

রক্তদশনা [সি] বিশ স্ত্রী দাঁত রক্তে রঞ্জিত এমন। 'খিয়া তাখিয়া নয়মালী/ ঘোরানো রক্তদশনা।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

রক্তদান [সি] বি নিজের শরীরের রক্ত দেওয়া। 'লোকে রক্তা হেতু আশন বন্ধ; বিদীর্ণ করেও দেবপুঞ্জায় রক্তদান করে থাকে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রক্তদীপ্তি [সি] বি রক্তের মতো উজ্জ্বল। 'ঘৌবন আসে অগ্নিশিখার মতো রক্তদীপ্তি নিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩১।

রক্ত-দেউল [সি] রক্ত+দেউল। বি রক্তমন্দির। 'রক্ত-মজা-অস্থি দিয়ে গড়া রক্ত-দেউল তাদের ঘরের মতো টুটে পড়েছে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রক্তধারা [সি] বি রক্তের ধারা। 'সর্বস্ব হৈল কুঠ বহে রক্তধারা।' *কৃষ্ণাস*, ১৫৮০; 'ব্যথায় যে তোর ঝরিয়ে নিতুই রক্তধারা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

রক্তধারা [সি] বি রক্তের প্রবাহ। 'শোল জিহবা রক্তধারা দুশ্বের দু পাশে।' *ভারত*, ১৭৬০; 'রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৩।

রক্তধূলি [সি] বি লাল বর্ণের ধূলা। 'ছুটছিল বীর মস্ত অধীর, রক্তধূলির পথ-বিপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

রক্তধ্বজা [সি] বি রক্তের নিশান। 'ইহার বিরুদ্ধে রক্তধ্বজা আপোলন করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রক্তনদী [সি] বি রক্তের নদী। 'হৃদ্য চলিতে লাগিল ... ক্রমে রক্তনদী বহিতে লাগিল।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১; 'নতুন করিয়া তোর বুকে ঘোরা বহাব রক্ত-নদী।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রক্তনয়ন [সি] বি রক্তবর্ণ চোখ। 'কোণে রক্তনয়ন হয়ে রাজসভায় গিয়ে ...।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

রক্তনিশান [সি] রক্ত+ফা নিশান। বি রক্তের পতাকা; রক্তনানের প্রতীকশ্রীপূর্ণ পতাকা। 'রক্তনিশান লইয়া আজ আমাদের নতুন করিয়া যাত্রা শুরু।' *নজরুল*, ১৯২২।

রক্তনেত্র [সি] বি রক্তবর্ণ চোখ। 'চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে বেশ করহি সুব করহি বলিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রক্তনেত্র [সি] ক্রিণি ক্রুদ্ধ চোখে। 'সূর্য রক্তনেত্রে চাহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

রক্তনেশা [সি] বি তাক্র্যময় উন্মাদনা। 'সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ/ রক্তনেশায় এনেছে কেবলই সুখাসাদ।' *সুকান্ত*, ১৯৪৮।

রক্তপতাকা [সি] বি রক্তচিহ্নিত পতাকা। 'তোমার সেই রক্তপতাকা যাহা বিশ্বের সংগ্রামে উড়িয়াছিল।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রক্ত-পথ [স] ১ বি বিপ্লবের পথ। 'ওরে রক্ত-পথের পথিক।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি রক্তাক্ত পথ। 'পৃথিবীর রাজপথে - রক্তপথে।' জীবন, ১৯৪২।

রক্ত-পথিক [স] বি বিপ্লবী। 'এ রক্ত-পথিকের দল, নবকুমারের দল নয়।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তপদচিহ্ন [স] বি রক্তাক্ত পায়ের ছাপ। 'দেবী মিবারণস্বীর অলঙ্কার-রক্তপদচিহ্ন।' বিভূতি, ১৯২৯।

রক্ত পদতল [স] বি রক্তাক্ত পায়ের তলা। 'শক্ত মাটির ঘায়ে হটুক রক্ত পদতল।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তপাশাল [স] বি রক্তের মতো লাল রঙের পাশাল ফুল। 'নবগুপ্তিত রক্তপাশালের বনে।' বিভূতি, ১৯৩১।

রক্ত-পাশাল [স রক্ত+পাশাল] বি বনের দেশায় উদ্ভূত। 'হৃদয়ে... আমি রক্ত-পাশাল সেনানী।' নজরুল, ১৯৩১।

রক্ত-পাশালি [স রক্ত+পাশাল+] বি স্ত্রী রক্তের জন্য উন্মাদ। 'রক্ত-পাশালি বেটির পায়ের চাপে শিব আর্তনাদ করে উঠল।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তপাত [স] ১ বি শরীরের কোনো অংশ কেটে বা ছিঁড়ে রক্ত বের হওয়া। রক্তক্ষরণ। 'গাইটির গুহাচ্ছিন্নে টুকরিয়া রক্তপাত করিয়াছে।' চিহ্নিতপত্র, ১৭৮৭। ২ বি রক্তাক্ত সংঘাত। 'তাহারই জন্য কারবালায় রক্তপাত।' মশাররফ, ১৮৮৭।

রক্ত পানি করা পরিগ্রহ - কঠোর পরিগ্রহ। 'সাধারণ্যে মানুষের রক্ত পানি করা পরিগ্রহ লক্ষ্য এই কয়েক কোটি উচ্চ।' বেগম, ১৯২১।

রক্তশাশী [স, সমাসে রক্তশাশী-] ১ বি রক্ত-সুসিকারী। 'রক্তশাশী উভত সন্তানে সুশরীরে বিদ্ধ করে।' বুদ্ধ, ১৯৪২। ২ বি রক্ত পান করে যে। 'রক্তশাশীর কাছে সব মানুষই সমান।' গাঙ্গুলী, ১৯৭১।

রক্তপিঙ্গল [স] বি মুখে যাওয়া রক্তের হলুদ রং। 'আয়র্গতে রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্ধরাজ দেখা গেল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রক্তপিত্ত [স] বি পিত্তবৃদ্ধির কারণে রক্তদূষণ। 'রক্তপিত্ত রোগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রক্তপিণ্ডাসু [স] বি রক্ত পান করতে ইচ্ছুক। 'সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিণ্ডাসু বর্ষের তৃভূতি বিশেষণে অভিহিত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রক্তপিণ্ডাসী [স রক্তপিণ্ডাসী] বি: রক্তপিণ্ডাসু। 'রক্তপিণ্ডাসী অচল্য।' নজরুল, ১৯২৮।

রক্ত-পুঞ্জ [স] বি রক্ত দিয়ে করা যজ্ঞ। 'অসুরে কাপালিকের রক্ত-পুঞ্জার মন্দির।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তপুত [স] বি রক্ত মধ্যে পত্রি হয়েছে এমন। 'নিহত ভাইদের রক্তপুত সবুজ গ্রাণ্ডের মাড়াইয়া।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তপ্রাণ [স] বি বিপ্লবী অধিবাসন। 'তোমায় আমি আমার রক্তপ্রাণ আনিছি।' নজরুল, ১৯০৮।

রক্তপ্রবণতা [স] বি যন্ত্রণাময়তা। 'নিরন্তরতা নির্জন রক্তপ্রবণতার মধ্যে বহুই শুধু নয়।' জীবন, ১৯৩১।

রক্ত-প্রবাল [স] বি সামুদ্রিক কীটজাত লালরঙের রক্তবিশেষ। 'লালে লাল করে কৃষ্ণাঙ্গার রক্ত-প্রবাল চুর্ণ করে।' নজরুল, ১৯২৮।

রক্তপ্রবাহ [স] বি রক্তের গারা। 'এই উচ্চ রক্তপ্রবাহ না হলে যৌবন

বাচে না।' অন্নদা, ১৯২৮।

রক্তপ্রবর্ত [স] বি লাল রঙের পাথর। 'উষা আগাশোড়া রক্তপ্রবর্তের নির্মিত।' সিরাজী, ১৯১৮।

রক্তপ্রাচুর্য [স] বি রক্তের আধিক্য। 'শিরা-প্রশিয়ার তলে তলে এমন একটি রক্তপ্রাচুর্য আছে।' অন্নদা, ১৯২৮।

রক্তপ্রাবন [স] বি রক্তের বন্যা। 'রক্তপ্রাবনে পড়িল পথে বিধেবে বিচ্ছেদে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রক্তপুত [স] বি রক্তে ভেজা। 'অন্ধকারে ত্রিমিত আভাষ/ পরিপূর্ণ জীবনের রক্তপুত বিচ্ছিন্ন শিশা।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

রক্ত কোটা ক্রি রাগে উত্তেজিত হওয়া। 'আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রক্তবৎ [স] বি রক্তের মতো। 'দ্বিধা সিনের দীপ্তি রক্তবৎ রেখা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

রক্তবমন [স] বি রক্তবমি। 'মুখে রক্তবমন হইতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

রক্তবমি [স রক্তবমন] বি অসুস্থতার কারণে রক্তসহ পেটের হ্রস্ব না-হওয়া বাবার বের হয়ে আসা। 'রক্তবমির মতো উগড়ে উঠলো।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

রক্তবর্ণ [স রক্তবর্ণ] বি লাল। 'রক্তবর্ণ শোভন।' জমীন্দর, ১৯৩০।

রক্তবর্ণ [স] ১ বি লাল রঙের। 'উদয়কালীন নিম্ন রক্তবর্ণ ছবি।' রামমঙ্গল, ১৭৮০; 'চন্দ্রসুতো রক্তবর্ণ করিয়া তাদ্রা করিয়া আসেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি লাল। 'পূর্ণাঙ্গ রক্তবর্ণ ইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

রক্তবর্ণা বি রক্তের মতো লাল রঙের। 'রক্তবর্ণা সূত্বেষা আসন অতুল।' ভারত, ১৭৮০।

রক্তবর্ণ [স] বি রক্তপাত; রক্তাক্তি। 'রক্তবর্ণে নিবারণ করিতে ... ব্যাঘ্র পুরিয়া বশুক হুঁড়িতে আসেন করেন।' বাহুব, ১৮৮১।

রক্তবসন [স] বি রক্তমাখা কাপড়। 'রক্তবসন পরাইয়া নাচ কড়াইতে পারিলেই পথ পরিষ্কার।' মশাররফ, ১৯০৮।

রক্ত-বস্ত্র [স] বি লালকরা পোশাক। 'রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না ছায়ায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রক্তবস্ত্র পরিশান স্ত্রী কৃষ্ণবরণ।' সুলতান, ১৭০০।

রক্ত-বান [স] বি রক্তের বন্যা। 'চরণ-আঘাতে উল্লারে ঘেন আহত বিশ্ব রক্ত-বান।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তবাস [স] বি লাল পোশাক। 'রক্তবাসে আয় রে সেজে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

রক্তবাহী [স] বি রক্ত বহন করে এমন। 'স্বীত হয়ে গঠে রক্তবাহী প্রতিটি ধর্মী।' সিরাজদার, ১৯৪৪; 'রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলোতে যেন কিসের তড়িৎ-গতি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

রক্তবিটাল [স রক্ত+] বি কুট। 'ম্যানেজ, ১৭৪০।

রক্তবিন্দু [স] বি রক্তের কঁোটা। 'দ্বিরা নিম্ন হৃদি বলিয়া, হৃদয়ের রক্তবিন্দু গোলা দিলে' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'প্রতি রক্তবিন্দু সোয় কণিহে শিয়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'সর্বোত্তম জ্ঞানে সে শব রক্তবিন্দু পর্যন্ত নিচ্ছে।' হরপ্রসাদ, ১৯৫২; 'ভিল ভিল করে তাতে যেন রক্তবিন্দু জমেছে।' গুলালী, ১৯৬৪।

রক্তবিদ্য [স] বি বিদ্যা; বিবর্ষ। 'যারা এই দূরবিত

ভোগরাক্ষসের ক্ষুধা মেটাবার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্তবিরল কৃশতা যুগের পর যুগ বেড়েই চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রক্তবীজ [স] বি হিন্দু পুরাণোক্ত অসুরবিশেষ, যার রক্তবিশুদ্ধ মাটিতে স্পর্শ করলেই একই আকৃতির নতুন অসুরের সৃষ্টি হয়। 'রক্তবীজ মেধাসুর সমরে করিল চুর।' রূপায়ণ, ১৭৫০।

রক্তবৃষ্টি [স] বি লাল রক্তের বৃষ্টি। 'রক্তবৃষ্টি ধুমকেতু অরিষ্ট লঙ্কন।' মালাধর, ১৫০০।

রক্তবেণ [স] বি রক্তপ্রবাহ। 'সম্ভারিত রক্তবেণ পৃথিবীর প্রতি ধর্মীতে/অবসন্ন বিলাসের সজ্জিত প্রাণ।' সূক্ত, ১৯৪৮।

রক্ত-ব্যাধা [স] বি রক্তাক্ত ব্যাধা। 'হল ছিন্ন প্রাণ! বহু, সেই রক্ত-ব্যাধা।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তভরা [স] বি রক্তিম। 'রক্তভরা আঁখিতে ব্যালু বদনায় চেয়েছিল।' নজরুল, ১৯২৪।

রক্তক্রপ [স] বি রক্তাক্ত ক্রপ। 'প্রান্তরে জরায়ু-ভাঙা রক্তক্রপ।' নীরেন, ১৯৪৪।

রক্তমণি [স] ১ বি লাল মণি। 'রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি লাল মণিবৃত্ত। 'শেষপ্রান্তে একটি করে রক্তমণি রুবি।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

রক্ত-মদ [স] বি রক্তরূপ মদ। 'রক্ত-মদের বিষ পান করি।' নজরুল, ১৯২৪।

রক্তময় [স] বি রক্তমিশ্রিত; রক্তাক্ত। 'আহা, যত নদ নদী প্রব্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল।' হাইকেল, ১৮৬০; 'হৃদয়ের রক্তপাতে বিষ রক্তময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

রক্ত-মশাল [স] রক্ত+আ মশালা বি রক্তরূপ মশাল। 'রক্ত-মশাল করে ভেরবগীর কণ্ঠ শোনা গেল।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তমসী [স] বি রক্তরূপ মসী। 'রক্তমসী-কলঙ্কিত, যশ-জর্জরিত তরু কর দুটি জুড়ি।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২; 'তাদের রক্তমসী দিয়ে আপনারা লিখুন রক্তশপথ।' হাফিজুর, ১৯৫৮।

রক্তমাংস [স] বি রক্ত ও মাংস। 'সেই রক্তমাংস-পুণ্ড্রাঙ্গুলালিনী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রক্তমাংসময় [স] ১ বি রক্ত ও মাংসের সমন্বয়ে গঠিত। 'তোমার শরীর যেমন রক্তমাংসময়, সবাইই তেমনি।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ ক্রিয়াক্রম সম্পর্কে। 'তোমারে আরা চাই, রক্তমাংসময়।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ বি য় বাস্তবসম্মত। 'অপূর্ণ দুর্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা।' শ্যামদেব, ১৯৩১।

রক্তমাংসের বন্ধন [স] বি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক। 'মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিকল হয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রক্ত-মাংসের মানুষ [স] বি বাস্তব মানুষ। 'ইরোজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা দেবতা — সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের ভিলমাত্র খলন না হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'রক্ত-মাংসের মানুষেরই ক্ষুধা পরিভূক্তির সমাপ্তি আছে।' নজরুল, ১৯৩০।

রক্তমাখা [স] রক্ত+মাখা ১ বি পূবুর বিনিময়ে পাওয়া যায় এমন। 'তুমি রক্তমাখা মোহরের জন্য এত লালায়িত কেন?' মগারফক, ১৮৮৮। ২ বি রক্তাক্ত। 'কীট-বোঁমা রক্ত-মাখা প্রাণ নিয়া এমু তব পুরে।' নজরুল, ১৯২৩।

রক্তমাটি [স] বি লালমাটি। 'রক্ত কঠিন রক্তমাটি ঢেঁও খেলিয়ে মিলিয়ে

গেছে দূরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রক্ত-মাতাল [স] বি অতি নির্মম। 'আজ রক্ত-মাতাল উল্লাসে মাতি রে।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তমিশ্রণ [স] বি বৈবাহিক সম্বন্ধ। 'রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূর দূরান্তের প্রবেশ করতে পেরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রক্তমুখো [স] বি রক্তে মুখ লাল হয়েছে এমন। 'আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি।' নজরুল, ১৯২৪।

রক্তমুখা [স] বি রক্তের বিনিময়। 'রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি।' সূক্ত, ১৯৪৮।

রক্তমেঘ [স] বি রক্তের মতো লাল মেঘ। 'সেই রক্তমেঘের ঝড় পশ্চিম থেকে ভিন্ন ভিন্ন দমকায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রক্তমাফক [স] বি শরীর থেকে অধিক রক্তপাত; রক্তপ্রাব। 'প্রভৃ যীত সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপ্রাণ স্বক্কে নিয়ে কটক-মুটুটিপিরে আপন রক্তমাফক নিয়ে প্রায়চিত্ত করেছেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

রক্ত-যজ্ঞ [স] বি হিন্দুপুরাণ দেবতার প্রসন্নতার জন্য রক্ত দিয়ে করা যজ্ঞ। 'ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারি তায়েরা।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তমুত [স] বি লাল রক্তের। 'রক্তমুত তরুণ রক্তিত মালার পুচ্ছে নামের সম্পর্ক নাই তাতে।' ভবানী, ১৮২৫।

রক্তমুখ [স] বি বহু লোকের রক্তপাত ঘটায় এমন মুখ। 'আসলে গৌর রক্তমুখ।' প্রমথ, ১৯১৪।

রক্তরক্ত [স] রক্ত+রক্ত রহি বি রক্তের মতো রহবিশিষ্ট। 'শূন্য ও কে দিয়েছে উড়িয়ে রক্তরক্ত সতরঞ্জখানি।' নীরেন, ১৯৫৭।

রক্ত-রক্তিন [স] বি রক্তের মতো লাল। 'রক্ত-রক্তিন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে সেবা।' নজরুল, ১৯৩৯।

রক্তরঞ্জিত [স] বি রক্তমাখা। 'ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উল্লসিত।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

রক্তরবি [স] বি লাল সূর্য। 'শক্তিদের তীরে ধান্যক্ষেত্রে রক্তরবি অস্ত গেল ধীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

রক্তরশ্মি [স] বি রক্তের মতো উজ্জ্বল রশ্মি। 'বাত্যানে পরিতাপসম রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

রক্তরাশি [স] বি রক্তিম প্রীতিবন্ধন। 'পূবের সীমানায় রক্তরাশিতে গড়ে উঠেছিল যে মতিপলি সে রাখির সুতোটা যেন আচমকই ছিঁড়ে গেল।' কায়সার, ১৯৬২।

রক্তরাগ [স] ১ বি আত্মরিকতা। 'রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি রক্তিম আভা। 'আজিকার কোনো রক্তরাগ অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে তোমাদের করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রক্তরাঙা [স] বি রক্তে লাল। 'রক্তরাঙা রাস্তা ধরে ফিরে এলাম।' সত্যেন্দ্র, ১৯৫২; 'রক্তরাঙা হল হৃদয়।' নজরুল, ১৯৩০।

রক্ত-রাঙানো [স] বি রক্ত দিয়ে লাল করা হয়েছে এমন। 'রক্ত-রাঙানো পথে দু পাশে জেলের মেলা।' সূক্ত, ১৯৪৮।

রক্তরুচি [স] বি রক্তিম দীপ্তিতে উজ্জ্বল। 'অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

রক্তরোখা [স] বি লাল দাগ। 'রক্তরোখা ঐক গায়ে রক্তপ্রোভে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রক্ত-রোগ [স] বি রক্তকে আক্রমণকারী ব্যাধি। 'সংক্রামিত রক্ত-রোগ পৃথিবীর প্রতি ধমনীতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

রক্তলাহরী [স] বি রক্তরূপ তরঙ্গ। 'তরঙ্গ দেখের রক্তলাহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রক্তলাগা [স] বি রক্তমাখা। 'মানুষের রক্তলাগা, হাজার হাজার খুনে লাগ।' বীরেন্দ্র, ১৯৬৭।

রক্তলাঙ্ঘিত [স] বি রক্তচিহ্নিত। 'রক্তলাঙ্ঘিত বিস্তারের ছাপ লেপে দিয়ে যায় তার ধারফলাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রক্তলাল [স রক্ত+ফা লাল] বি রক্তের মতো লাল বর্ণবিশিষ্ট। 'আধফুটন্ত রক্তলাল ফুলের সমারোহ নিয়ে ... মাটিতে এসে নামলো।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

রক্তলিখা [স রক্ত+লিখা] বি রক্তের দাগ। 'সৈনিক স্তম্ভ পাষাণফলকে পড়িল রক্তলিখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রক্তলিঙ্গ [স] বিণ এখনো রক্তের উন্মাদনা আছে এমন; দুর্দমনীয়। 'রক্তলিঙ্গ যৌবনের অন্তিম পিপাসা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

রক্ত-সুক্ক [স] বিণ রক্তপিপাসু। 'ডরতা নেই আজ খুন-খারাবিতে রক্ত-সুক্ক মন।' নজরুল, ১৯২২।

রক্ত-লেখা বি রক্তের অঙ্কর। 'তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।' নজরুল, ১৯২৬।

রক্তলোভী [স] বিণ রক্তলোভু। 'পরিপূর্ণ সভ্যতা সজ্জয়ে আজ যারা/ রক্তলোভী বর্ধিত প্রদায় অবেশে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

রক্তলোভু [স] বিণ রক্তলোভী; পিশাচ। 'মৃত্যু-করাল রক্তলোভু দুর্নিবার অর্থ বিবেহ।' নজরুল, ১৯২৭।

রক্তলোভুতা [স] বি রক্তের লোভ। 'সৃষ্টি বিলাস/ করে চলে রক্তলোভুতার অভিযানে।' প্রেমেশ্বর, ১৯৪০।

রক্তশতদল [স] বি লালপত্র। 'রক্তশতদলের সাজ/ সাজিয়ে কেন রাবিন আজি?' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রক্তশপথ [স] বি রক্ত দিয়ে হলেও রক্ত করা হবে এমন প্রতিজ্ঞা। 'তাদের রক্তমসী দিয়ে আগনারা লিখুন রক্তশপথ।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

রক্তলিখা [স] বি রক্তিম লিখা। 'জ্বালা তোর বিস্তারের রক্তলিখা অনন্ত পাবক।' নজরুল, ১৯২৩।

রক্তশীর্ষ [স] বিণ অগভাগ রক্তের মতো। 'গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে।' মুক্তভবা, ১৯৫৯।

রক্তশূন্য [স] ১ বিণ রক্তহীন। 'রক্তশূন্য চোখ দুটি।' শরৎ, ১৯১৬। ২ বিণ বিবর্ণ। 'পিতাদের মুখ রক্তশূন্য হয়ে আসছে।' বেগম, ১৯৪৮।

রক্তশূন্যতা [স] বি রক্তে লোহিত কণিকার অভাববশত রোগবিশেষ। 'মুখের ফ্যাকাসে রক্তশূন্যতা চোখে পড়ত।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

রক্তশোষা বি রক্ত চুষে নেয় এমন প্রাণী। 'রক্তশোষার মতো তাকে আকর্ষণ করে।' জীবন, ১৯৩২।

রক্তশোষী [স] বিণ রক্ত শোষণ করে এমন। 'রক্তশোষী কীটদের দলন করিয়া ফেল চরণের তলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রক্ত-সঙ্কর [স] বিণ বিভিন্ন জাতির রক্তের মিশ্রণে সৃষ্ট। 'বান্ধালী একটি রক্ত-সঙ্কর জনসমাধি।' এনামুল, ১৯৫৫।

রক্তসঞ্চারন [স] বি রক্তের চলাচল। 'অল্পজান বাষ্প রক্তসঞ্চারন ... শারীরিক কর্মপটুতা বৃদ্ধি করে।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তসম [স] বিণ রক্তের সমান। 'বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালায় দেন।' নজরুল, ১৯২২।

রক্ত-সমুসারণ [স] বি রক্তশূন্যতা ঘটা। 'তাকালে মুখে রোগীর বুকে/ রক্ত-সমুসারণ।' শরৎ, ১৯৩৭।

রক্তসমুদ্র [স] ১ বি (এখানে) চরম বাধা। 'সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আনিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি রক্তের সমুদ্র। 'চতুর্দিশে রক্ত-সমুদ্রের ন্যায় ঘোর নাদবর্ণ অগ্নি-সমুদ্র দেখিতাম।' মোতাহার, ১৯৩৭।

রক্তসম্পর্ক [স] বি রক্তসূত্রে আত্মীয়তা। 'এমন সময় ছিল যখন লোক রক্তসম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্কের কথা ভাবিত না।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

রক্তসম্পর্কীয় [স] বি যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে। 'প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তাহার রক্তসম্পর্কীয়ের প্রতি অশ্রো।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

রক্তসাগর [স] বি রক্তরূপ সমুদ্র। 'রক্তসাগর সীতের এসে দখল পেল পদ্মটির।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬: 'আমারো বুকের রক্তসাগরে ডাকে তুফান।' জসীম, ১৯৩৩।

রক্ত-সাক্ষর্য [স] বি রক্তের মিশ্রণ। 'বান্ধালীর রক্ত-সাক্ষর্যের ন্যায় ভাষা-সাক্ষর্যও একটি বেশিষ্টা।' এনামুল, ১৯৫৫।

রক্তসিক্ত [স] বিণ রক্তে ভিজা। 'রক্তসিক্ত লুক্ক নখর/ একদিন হবে চিলা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রক্তসূত্র [স] বি লাল সূতা। 'হাঁদনা তলায় কন্যা বাঁধা শড়ে বরের সঙ্গে একগাছি রক্তসূত্রে।' অবন, ১৯২৫: 'মৃত্যুর দক্ষিণবাহ জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রক্ত-সেনা বি আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত সৈন্য। 'আ গো, তোমার রথ-আনা ওই/ রক্ত-সেনার রথে।' নজরুল, ১৯২৪।

রক্তসোপান [স] বি রক্তাভ সিঁড়ি। 'ওই সে রক্তসোপানে আরোহী।' নজরুল, ১৯৩০।

রক্তস্নাত [স] বিণ রক্তে স্নাত। 'ঢাকার রাজপথ আবার রক্তস্নাত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৮।

রক্তস্নান [স] বি রক্তে ভিজি যাওয়া। 'কোন দিন রক্তস্নান শেষ হলে ফেরনাকো আর?' বীরেন্দ্র, ১৯৫৪।

রক্তশীত [স] বিণ রক্ত চুষে ফুলে গঠে এমন। 'জ্বর সংশয় ক্রমশই রক্তশীত জ্বাঁকের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রক্তস্রাব [স] বি রক্তক্ষরণ। 'তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল।' শরৎ, ১৯২৭।

রক্তস্রোত, রক্তস্রোতঃ [স] বি রক্তের প্রবাহ। 'এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্বাণ হবে।' মাইকেল, ১৮৬১: 'সকলই জানে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিলেই রক্তস্রোতঃ চলিতে আরম্ভ করিবে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

রক্তহিম [স] বিণ (আতঙ্কে) রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে এমন। 'ভূতভূত প্রাণদের রক্তহিম হুকুরের ডাক।' সিকান্দার, ১৯৬৩।

রক্ত হিদ্রোল [স] বি রক্তের ঢেউ। 'যৌবনের রক্ত হিদ্রোল বা খুন-জোশি।' নজরুল, ১৯২৭।

রক্তহীন [স] ১ বিণ রক্তশূন্য। 'ডোমার মেহদিপরা হাত আমার রক্তহীন দেহে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।' মুনীর, ১৯৬১। ২ বিণ ফ্যাকাশে। 'যুবক শিক্ষকের রক্তহীন মুখে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

রক্তাক্ত [স] বি লালরক্তা কাপড়। 'ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁবি দেবে তব গুহ্রতনু রক্তাক্তকে রহিয়াছে ঢাকি, প্রান্তঃস্বর্গকিচি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রক্তাকার [স] রক্ত-আকার। বিণ রক্তের মতো। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

রক্তাক্ত [স] ১ বিণ রক্তে মাখা। 'নখ অসিসম; রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ রক্তে রঞ্জিত। 'পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিজ্ঞোভের উর্ধ্বের অবচলিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রক্তাক্ততা [স] ১ বি আঘাত। 'জীবনের নানা রক্তাক্ততা ও রক্তাক্ততার ওপর উপশমের মত।' জীবন, ১৯৩১। ২ বি লাল রং। 'বপ্রে যেই রক্তাক্ততা আছে।' জীবন, ১৯৩২। ৩ বি রক্তারক্তি। বুনাবুনি। 'বিয়ে ও রক্তাক্ততা যেন এখানে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।' জীবন, ১৯৩৩।

রক্তাতিপাত [স] বি রক্তপাত। 'রক্তাতিপাতের দেশে ব'সেও তাদের সেই শ্রাঙ্গলতায়।' জীবন, ১৯৪৮।

রক্তাতিসার [স] বি রক্ত আমাশয়। 'আমি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলাম।' বিদ্যা, ১৮৯১। 'শোখ, রক্তাতিসার, গলকৃত আর কামলা।' শিবরাম, ১৯৪০।

রক্তাশ্রুত [স] বিণ রক্তাক্ত। 'রক্তাশ্রুত দেহের পানে চেয়ে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

রক্তাত [স] বিণ লাল আভাযুক্ত। 'তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাত।' শরৎ, ১৯১৪।

রক্তাতা [স] বি লাল আভা। 'আকাশে আলো ফুটেছে, কিন্তু সে-আলোতে রক্তাত নেই।' ওয়ালী, ১৯৪২। 'ডোরের সোনালী রক্ত সন্ধ্যার রক্তাত মুখে যায়।' ফররুখ, ১৯৬৩।

রক্তাভিধিক [স] বিণ রক্তপাতের মাধ্যমে অভিধিক হয়েছে এমন। 'হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করে রক্তাভিধিক দেবপূজা এচার করেননি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রক্তাধর [স] বি লাল রক্তের বহর। 'পরিলাম রক্তাধর।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'রক্তাধর পরো মা এবার।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তাধরধারিণী [স] বিণ স্ত্রী লাল শাড়ি পরে আছে এমন। 'রক্তাধরধারিণী মা।' নজরুল, ১৯২২।

রক্তাধরা [স] বিণ স্ত্রী লাল শাড়ি পরিহিত। 'মজ্জামগ্নিতা রক্তাধরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রক্তারক্তি [স] ১ বি পরস্পর রক্তপাত। 'এমন রক্তারক্তি, আর হঠাতর লড়াই।' তারিণী, ১৮০০। ২ বি যুদ্ধ। 'রাজার রাজায় সীমান্ত নিয়ে রক্তারক্তি বাঘত।' অন্নদা, ১৯৩৭।

রক্তারুণ [স] বি রক্তরক্তা সূর্য। 'ডাকছে খুন রক্তারুণ।' ফররুখ, ১৯৪৮।

রক্তাক্ততা [স] বি রক্তের বল্লভতা। 'গত মহাব্যুত্থের অকল্পনীয় রক্তকয়ের পরেও ইউরোপের রক্তাক্ততা খটলো না।' অন্নদা, ১৯২৮।

রক্তিম [স] বিণ রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 'কে দেখে তার হাত-পা নাড়া, চক্ষু দুটোর রক্তিমো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

রক্তিমতা [স] বি রক্তের মতো রং। 'পাঠিয়ে দিল রক্তিমতা সংঘত আতনের রক্তিমতা।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

রক্তিমরাশি [স] বি লাল রং। 'বিরহ-বেদনা রক্তালো কিংতক-রক্তিমরাশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

রক্তিমা [স] বি লাল আভা। 'রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

রক্তিমাবর্ণ [স] বি লাল আভা। 'দিবাকর পশ্চিম দিক রক্তিমাবর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অস্তাচলে পমনোদ্যোগী হইতেছেন।' উমেশ, ১৮৫৭।

রক্তিমাত [স] বিণ লাল আভাযুক্ত। 'রক্তিমাত গণ্ডদেশে টোল পড়েছে।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৫।

রক্তিমাতা [স] বি লালচে আলোর ছটা বা কিরণ। 'উষার রক্তিমাতা ফুটিয়া উঠিতেছে।' নজরুল, ১৯৩১। 'মায়ের মুখ সজানসৌরবে রক্তিমাতা লাভ করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

রক্তিমালান্বিত [স] বিণ রক্তবর্ণে রঞ্জিত। 'আমার জয় হবে কিংতকের রক্তিমালান্বিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রক্তোভাসা [স] বিণ রক্তাভা। 'এই বলে সে চলে গেল, রক্তে-ভাসা বৃকের মণি তার।' বীরেন্দ্র, ১৯৬০।

রক্তে রক্তে ক্রিবিণ রক্তের কণায় কণায়। 'যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-জাতি, ...।' নজরুল, ১৯২৭।

রক্তের টান [স] বি রক্তের সম্পর্ক থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি মায়া। 'রক্তের টানে অস্বীকার করা যায় না।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

রক্তো [স] বি রক্ত। 'দৌড়ি হইলো, রক্তোর দলা।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

রক্তোজ্জ্বল [স] ১ বি রক্তের আকর্ষিত প্রবল প্রবাহ। 'রায়ের মুখ রক্তোজ্জ্বলে লাল হইয়া উঠিল।' তারা, ১৯৪০। ২ বি টগবগে ভাব। 'ছলো আর মেনির এই অত্যন্ত রক্তোজ্জ্বল।' জীবন, ১৯৪৮।

রক্তোজ্জ্বল [স] বিণ টকটকে লাল। 'সায়াকুবলার ডালে অম্লসূর্য দেয় পরাইয়া রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রক্তোংশল [স] বিণ রক্ত-উংশল। বি লালপত্র। 'রক্তোংশল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে।' চন্দ্রী, ১৬০০।

রক্তোদ্যম, রক্তোদ্যম [স] বি রক্তের প্রকাশ। 'সর্বকালে প্রবেশ ছুটে তাতে রক্তোদ্যম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রক্তোনাগ [স] বিণ অত্যন্ত রাগাধিত। 'লোকটি ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ক্রটি দেখিলে এইরূপ রক্তোনাগ হইয়া যায়।' শওকত, ১৯৫৮।

রক্তোনাগ [স] বিণ উন্মাদ। 'এ তো নয় মাতা রক্তোনাগা ভীমা।' নজরুল, ১৯২৪।

রক্তিকা [স] বি সর্কিতের একটি প্রকৃতি। 'রক্তিকা।' নজরুল, ১৯৩৫।

রক্ত, রক্তঃ [স] বি রাক্ষস। 'জক্ষ রক্ত সর্ব জনে করিয়া বিদএ।' মালশবর, ১৫০০। 'সভার বসে রক্তকুলপতি।' মাইকেল, ১৮৬১। 'ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্তে খেঁচি শ্যামারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রক্তকুল [স] বি রাক্ষস জাতি। 'সভার বসে রক্তকুলপতি।' মাইকেল, ১৮৬১।

রক্তকুলনিধি [স] বি রাক্ষসকুলের আধার। 'পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্তকুলনিধি রাঘবরি।' মাইকেল, ১৮৬১।

রক্ষকুলবধু [সি] বি রামায়ণোক্ত রাক্ষস বংশের কোনো সদস্যের স্ত্রী।
'রক্ষকুলবধু প্রমীলার মতো।' নজরুল, ১৯৩১।

রক্ষেন্দ্র [সি] বি রাক্ষস-রাজ। 'দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক - রক্ষেন্দ্র-নন্দনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

রক্ষক [সি] ১ বি প্রহরী। 'রক্ষকদের ডাক দিয়া বলে গদাধর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি রক্ষাকর্তা। 'মন তার বাহন রক্ষক মদন।' চণ্ডী, ১৫৫০। ৩ বি তত্ত্বাবধানকারী। 'তোমা হিনা তাহাকে রক্ষক নাহি আন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি সত্বকণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। 'রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্র প্রাক্তহওয়া নিতাহে না।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৫ বি অভিভাবক। 'ঐ ছাত্রদিগের পিতা ও রক্ষকরা ...।' দর্পণ, ১৮৩৬।

রক্ষক হইয়া ভক্ষক - যিনি রক্ষা করেন তিনিই গ্রাস করেন এমন।
'রক্ষক হইয়া ভক্ষক।' বিভূতি, ১৯২৯।

রক্ষণ [সি] ১ বি রক্ষা। 'সেই উপদেশে হুয়িব সকল রক্ষণে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ রক্ষক। 'যোধ যত - রাক্ষস-কুল-রক্ষণ।' মাইকেল, ১৮৬১।

রক্ষণপটু [সি] বিপ রক্ষাবেক্ষণে পারদর্শী। 'দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট কৃতজ্ঞ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রক্ষণপালন [সি] বি রক্ষা ও পালন; রক্ষাবেক্ষণ। 'রক্ষণপালনের শক্তি ক্রীমোকেও অন্তরতম শক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রক্ষণভার [সি] বি রক্ষার দায়িত্ব। 'পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রক্ষণশীলতা [সি] ১ বিপ পরিবর্তন চায় না এমন। 'রক্ষণশীল-দলকর্তা হইয়াও উপন্যাসনীরদের সাহায্য করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপ গৌড়া; পরিবর্তনবিরোধী। 'মানুষ থাথা পেয় সম্বন্ধে (বোধ) হয় কিছু রক্ষণশীল।' অন্নদা, ১৯২৯। 'আমরা হিতের পক্ষপাতী, আমরা রক্ষণশীল, সেই জন্যই তো প্রেরণা।' দৃষ্টি, ১৯৩১।

রক্ষণশীলতা [সি] বি গৌড়ামি। 'হুরেরের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরী বুদ্ধি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'সমাজ বর্ধনশীলতাকে ছেড়ে রক্ষণশীলতাকে ঠাওরেছে ধর্ম।' অন্নদা, ১৯২৮।

রক্ষণশীলত্ব [সি] বি রক্ষণশীলতা। 'সমাজের রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনা আপনি শিথিল হইয়া আসিবে।' নবনূর, ১৯০৫।

রক্ষণশাস্ত্রিক [সি] বি পাহারাদার। 'তোমার বাণীর আমি রক্ষণশাস্ত্রিক।' অন্নদা, ১৯২২।

রক্ষণাবেক্ষক [সি] বিপ দেবাশোনার দায়িত্ব পালনকারী। 'পাঠশালা ... রক্ষণাবেক্ষক কমিটি।' দর্পণ, ১৯৩৯।

রক্ষণাবেক্ষণ [সি] বি যন্ত্রের সঙ্গে তত্ত্বাবধান। 'একটি উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণরূপ ত্ত্বিকর কার্যে আমি অনেক বৎসর কেপণ করিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

রক্ষণীয় [সি] বিপ রক্ষা করা যায় এমন। 'অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

রক্ষণীয় [সি] বিপ রক্ষা বি তত্ত্বাবধান। 'তাহার রক্ষন হেতু করহ পালন।' মালাধর, ১৫০০।

রক্ষা [সি] ১ বি উদ্ধার। 'মোক রক্ষা কর বিধী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি রক্ষাকর্তা। 'রক্ষা বাদে দিয়া গঙ্গাভঙ্গে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি সংরক্ষণ। 'সেবে মনসা উদরেত রক্ষা পাইল ষড়ু।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

৪ বি তত্ত্বাবধান। 'অনন্তর বরজিতের পুত্রমাস রাজ্য রক্ষা করে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৫ বি পরিগ্রহণ। 'এসেছে আইলেকি রক্ষা আছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

রক্ষাকর্তা [সি] ১ বি বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধারণ করা কবচ। 'বাইসার আশের দিন রাসমণি কালীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ জুলাইয়া দিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'আমার শরীরে এখন একটি রক্ষাকবচ ধারণ করতুম যার ...।' প্রহ্লাদ, ১৯১৫। ২ বি টিকে থাকার নিশ্চয়তা। 'সেকালের রক্ষাকবচ একালের জীবন-সম্ভ্রামে তো কাজের হবে না।' অবন, ১৯২৫।

রক্ষা করা ১ ক্রি বাঁচানো। 'তুমি রক্ষা করিলে আর কেহ মারিতে পারে না।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ২ ক্রি হেগান দেওয়া। 'পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

রক্ষাকর্তা, রক্ষাকর্তা [সি] বিপ বিপদ থেকে রক্ষাকারী। 'দ্বন্দ্বের পরম দয়াপু, তিনি সমস্ত জীবের আহার-দাতা ও রক্ষাকর্তা।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ।' ওষ, ১৮৫৮; 'তুমিই সহায়, তুমিই রক্ষাকর্তা।' মণ্ডাররত্ন, ১৮৮৫।

রক্ষাকর্তা [সি] বিপ স্ত্রী রক্ষাকারী। 'তুমি জ্বালের রক্ষাকর্তা।' বিভূতি, ১৯২৯।

রক্ষাকার্য [সি] বি দেবাশোনা করার কাজ; ঘরকন্না। 'প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রক্ষাকালী [সি] বি (হিন্দু)বিশাসে রোগ মহামারী থেকে পরিগ্রহণকারী দেবী। 'রক্ষাকালী গুজা হইত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রক্ষাজ্যোতি [সি] বি প্রতিরক্ষা জ্যোতি। 'রক্ষাজ্যোতি, সামরিক চুইক, পাতিজানের পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি।' আজাদ, ১৯৬২।

রক্ষাব্যবস্থা [সি] বি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 'রক্ষাব্যবস্থার অর্থ একেক দেশের পক্ষে একেক প্রকার হইতে পারে না।' আজাদ, ১৯৬২।

রক্ষাব্যাহ [সি] বি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। 'মাইন সুইচার, ডেম্ফ্রায়ার, জলি জাহাজের রক্ষাব্যাহ।' কায়সার, ১৯৬২।

রক্ষামন্ত্র [সি] বি রক্ষা করার মন্ত্র। 'রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম।' নজরুল, ১৯৩৫।

রক্ষিণী [সি] বিপ রক্ষাকারিণী। 'রঙ্গাশেব হইলে রঘুনাতের রক্ষিণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রক্ষা [সি] বিপ রক্ষণ। ক্রি রক্ষা করা। রক্ষ ক্রি রক্ষা করো। 'রক্ষ মাতা ডবানী ব্যরেক কর দয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। রক্ষিনু ক্রি রক্ষা করো। 'লজু যবে মুখি পঞ্চ পাথবে রক্ষিনু।' বৃন্দা, ১৫৮০। রক্ষীআছে ক্রি রক্ষা করেছে। 'রসুলে বুলিয়া রক্ষীআছে করতার।' সুলতান, ১৭০০।

রক্ষিত [সি] ১ বিপ নিরাপদ। 'দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্তৃক দস্যু ও তন্ত্রগলে অন্যত উপদ্রবে ভুল্যরূপে রক্ষিত।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বিপ নির্ধারিত। 'ইহুদের নাম আদুল একেডিমি রক্ষিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বিপ রক্ষা করা হয় এমন। 'শিক্ষিত সমাজে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়।' বোম্ব, ১৯৪৮।

রক্ষিতা [সি] ১ বিপ রক্ষক। 'শৈশবে রক্ষিতা তাত যৌবনে পরশনাথ বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উপপত্নী। 'আশনার রক্ষিতা গনিকালয়ে বীথ বালক পুত্রাদি তাহার সাক্ষাতে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বিপ স্ত্রী আবহ। 'ইহার দেহু কাঠা ভূমির মধ্যে পিঞ্জর রক্ষিতার ন্যায় বধ থাকিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

রক্ষিত [সি] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'দীননাথ রক্ষিত।' সেবধি,

১৮৪০।

রস্কী, রস্কি [স] ১ বি গ্রহরী। 'কোথো ডাকাড রস্কী কাটিচেহে, কোথোও রস্কী ডাকাড কাটিচেহে।' *হরঙ্গসাদ*, ১৮৮১। ২ *বিশ* রস্কক। 'রাজ্যের সন্মার্টের সহায় ছিলেন, রস্কী ছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রস্কিবর্ণ [স] বি রস্কাকারী বাহিনী। 'নগরের রস্কিবর্ণ দেখিয়া মনে করিল ... ইহারের অসং অস্ত্রাশয় আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রস্কীমেরা *বিশ* গ্রহরী কর্তৃক বেষ্টিত। 'রুষ্কি নাই রস্কীমেরা রাস্কস-দেউলে/এল কবে মরু-মারাবিনী।' *নজরুল*, ১৯২৪।

রস্কীবাহিনী [স] বি আক্রমণাদি থেকে রক্ষা করে যে সৈন্যদল। 'একটি রস্কীবাহিনী নিযুক্ত করে এই শিশুর রক্ষাব্যবস্থার ব্যবস্থাও করেছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৫।

রশ [কা] ১ বি শরীরস্থ শিরা। 'রশ বাঁচে কি কে জানে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ বি কপালের পার্শ্বদেশ। 'কেবল দুই রশের কাছে চুলে পাক ধরেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রশাওটা *বিশ* শিরা জেলে উঠেছে এমন। 'কয় বৃদ্ধ ভিখারীর রশাওটা হাতের মতন।' *করকব্ধ*, ১৯৬৩।

রশাটিলে ১ *বিশ* তেজস্বী। 'মাজাজাঙ্গা রশাটিলে তুমি।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ *বিশ* অলস। 'রশাটিলে, হ'তুতো ন্যাকা।' *নজরুল*, ১৯২৬।

রশাড [স রশা] ১ বি হাং-ভাষাশ। 'হালি, তামাসা, রসিকতা রশাডের কথা আর কাহারও মুখে নাই।' *মহারক*, ১৮৯০। ২ বি রস। 'বিখ্যাত রশাড' *জীবন*, ১৯৪০।

রশাড [বি] টাকের কাটির আঘাত। *বিন্দ্যা*, ১৮৯১।

রশাডানি [বি রশাডানা] বি মর্দন করার কাজ। *বিন্দ্যা*, ১৮৯১।

রশাডারপাডি [বি রশাডানা] বি অবিরত রশাডানো। *বিন্দ্যা*, ১৮৯১।

রশাডানো [বি] তলা দেওয়া। 'ভিশু শুনে কঁদে চোখ রশাডার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রশারশে ১ *বিশ* উত্তেজনাশূন্য। 'রশারশে উপন্যাসের পোরেশা শত বিপদেও মরে না।' *মুক্তভাব*, ১৯৪৯। ২ *বিশ* উত্তেজক। 'সরসে রশারশে ঘরান ছড়শে।' *মুক্তভাব*, ১৯৬০।

রশু [স] ১ বি হিন্দু অবতার রামশব্দ। 'যেন রঘুনাথে কৌশল্যা দুখ্যার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বিশ* বৃন্দাভার। 'মন্ডার মালাই চাকি রশু বোয়াল গিলে।' *কেকতাক*, ১৬৫০।

রশুপুড়ী [স] বি হিন্দু অবতার রাম। 'জুড়াবে হে রশুপুড়ী, এ পোড়া গরানে।' *মাইকেল*, ১৮৮৬।

রশুনাথ [স] বি হিন্দু অবতার রাম। 'যেন রঘুনাথে কৌশল্যা দুখ্যার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

রশুপুড়ি [স] বি হিন্দু অবতার রাম। 'বলে আর সতী নহে রশুপুড়ি।' *কৃষ্ণগ্রাম*, ১৭২০।

রশুবংশ [স] বি হিন্দু অবতার রামের বংশ। 'রশুবংশ পরধান আক্ষে শ্রীরাম নাম' *বকু*, ১৪৫০।

রঙ [কা রঙ, স রঙ্গ] বি (ভাস খেলা) তুরঙ্গ। 'তিনি এমন সময় ফ্রাই ভেসেও রঙ খেলিবে কেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'রঙের গোলামও - বলা' *জীবন*, ১৯৪৮।

রঙ [কা রঙ, স রঙ্গ] ১ বি রঙ। 'দেখ, যদি রঙটঙতো বেড়িয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ২ বি মতিগতি। 'কিরিয়ারি বাজা - কখন রঙ

বদলায়।' *মুক্তভাব*, ১৯৪৯।

রঙ করা *ক্রি* সাধানো; সাঙ্গসঙ্কা করা। 'মেয়েটিকে আড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া ... উপস্থিত করা হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রঙকানো [রঙ+স কাণ] *ক্রি* হাং বুঝতে পারে না এমন। 'আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বলা খুঁটটা মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে, আমি তেমনটি তারিখ-কানা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রঙচঙ ১ বি অতিরঞ্জন। 'রঙচঙতোলা ধুমে মুখে না ফেললে মনের প্রাণ্ডি আর যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ বি সাঙ্গসঙ্কা। 'মন্টনটীদের বুকের রঙচঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ৩ বি নানারকম রঙের আঁচড়। 'একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রঙচঙ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রঙচঙা *বিশ* নানা বর্ণবিশিষ্ট। 'একটা রঙচঙা পাখি।' *জীবন*, ১৯৩৩।

রঙচঙে *বিশ* নানা রঙের। 'সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রঙচঙে পুতুল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

রঙচঙা *বিশ* বিবর্ণ। 'জীবনের রঙচঙা হোস্তের শীত ও হিরিতায় পৌছতে এখানে তার কত দেরি।' *জীবন*, ১৯৩২।

রঙ চড়াই ১ *ক্রি* অতিরঞ্জিত করা। 'কথা আমি অভ্যাস করেছি, ... সুখের কবে কখনো করে নয়, সাদাভাবে রঙ চড়িয়ে নয়।' *প্রমথ*, ১৮৯৮। ২ *ক্রি* প্রাধান্য ব্যবহার করা। 'বাক্যে বেরকম রূপ দিয়েছেন তবু উপর রঙ চড়ানো অসত্যতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রঙ-চুট ১ *বিশ* সামান্যটা। 'আমরা আপাদমস্তক রঙ-চুট বসাই অপর-কালো নয়নাভিরাম নই।' *প্রমথ*, ১৯১৬। ২ *বিশ* বৈজ্ঞান্যীয়। 'দেখি, হুই যত হাত, রঙচুট জীবনের তত ...' *শাসনুর*, ১৯৫৮।

রঙ কুলিয়া যাওয়া *ক্রি* বিবর্ণ হওয়া। 'কাহারও বা আঘিয়ে, রঙ কুলিয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

রঙটঙ *বি* হাং দিয়ে সাঙ্গসঙ্কা। 'দেখ, যদি রঙটঙতোলা বেড়িয়ে পড়ে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রঙদার *বিশ* রঙিন। 'বৈঠকখানা সম্বন্ধিত ছিল মুগলশিপটমের রঙদার কাপড়ে।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

রঙ কলানো *ক্রি* অতিরঞ্জিত করা। 'সে চিত্রের জন্য বহু যত্নে রঙ ফলাইয়া, বহু যত্নে ভাঙাতে তুলি খসিয়েছেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪; 'সাহেবের সাথে তাঁর মোলাকাতটোতে অনেক রঙ কলান।' *যনসুর*, ১৯৫৫।

রঙ-বেরঙ [রঙ+ফ বেরঙ] ১ *বিশ* নানা রকম। 'রঙ-বেরঙের নিদ্রায় পাড়া ছাড়াই দিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। ২ বি নানা রঙ। 'পাটিতে যদি রঙবেরঙের খাড়ির ব্যবহারই না থাকল তবে সে-পাটি অতি নিরামিষ।' *মুক্তভাব*, ১৯৮৮।

রঙমাতাল *বিশ* রঙের মানকতার মাতাল হতে হয় এমন। 'গলাপবনের রঙমাতাল ছায়াপথে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

রঙরাজি [কা রঙরাজি] বি কাগড়ে রঙ করে যে। *ওর্গা*, ১৭৮৫।

রঙরোজি [কা রঙরোজি] বি হাং দিয়ে রঙারোহে কাল করে যে; রঙকরক। 'পাগড়ি তাঁর মলিন। গেলেন রঙরোজির ঘরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রঙরোজিনী [কা রঙরোজি] বি স্ত্রী হাং দিয়ে রঙারোহে কাল করে যে; রঙকরক। 'রঙরোজিনী সেখল তারি কোণে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রঙ-লোখা *বি* রঙের চিত্রণ। 'তোরা পুণারী টোটে রঙ-লোখা মুছে

নাই।' জসীম, ১৯৩১।

রত্নশূন্য [বহু+স শূন্য] বিপ সাদামাতি। 'চওড়া ও রত্নশূন্য নিশ্শূহ মানুষ হইয়া।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

রত্নিন, রত্নীন ১ বিপ রত্নবিশিষ্ট। 'রত্নিন দেখে পাগড়ি পরে মাখে, সুখী আঁকি দিল আঁখির পাতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'রামধনুকের রত্নীন মায়া ছড়ায় বিমানে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২; 'আমার সকল ব্যথা রত্নিন হয়ে শোলাপ হয়ে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বিপ রঞ্জিত। 'করবান্না মহদানের মতো খুনখারাবির রঙে রত্নিন।' নজরুল, ১৯২২।

রত্নিলা বিপ রত্নিন। 'তুচ্ছ-মুখ্যায় সেই ক্ষুৎ্তেই নীলা/ যানে শ্যাম শস্যে কুসুমে রত্নিলা।' নজরুল, ১৯৩৩।

রত্নীয়ান বিপ রত্নিন। 'কমলাসেবুর মতো রত্নীয়ান মেখে ছুবে গেলে।' জীবন, ১৯৩০।

রত্নী [স] ১ বি প্রমোদ; তামাশা। 'জানে না কান্দির খবর রত্নমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' লালন, ১৮৯০; 'আজি সবার রঙে রত্ন মিশাতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ২ বি ভাব। 'তোমার তেজ তেমনি সুখমুখের কত রঙ লাগিয়ে নিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বি নেশা। 'একমাত্র ছেলের মনে অরক্ষণার্থের রঙ এমন পালা করে ধরে যাতে সেপে এসেও ধোঁপ সর।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বি সৌন্দর্য। 'কবিভূতের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছে কবিকর্ত থেকে তোমার বাহুতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রত্নতামাশা [স] রত্ন+আ তামাশা। বি হাসি-মশকরা। 'বরষামুসের মধ্যে কী যে রত্নতামাশা করেছে।' জীবন, ১৯৩২।

রত্নবাঁজি [স] বি তামাশা। 'তুমি হালাল বানকির বাঁজি এখানে রত্নবাঁজি করো।' গিলিয়াস, ১৯৭২।

রত্নমহল [স] বি প্রমোদস্থল। 'জানে না কান্দির খবর রত্নমহলের নিকাশ নিচ্ছে।' লালন, ১৮৯০।

রত্নী [স] বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এওলোর নাম হচ্ছে কুণা, রত্ন, সরকারে আলী, বাসা, সবনাম।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

রত্নন [স] রত্নন। বি যুগবিশেষ। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'রত্না হ'ল রত্নন ফুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১; 'আজকে রত্নন যানে।' নজরুল, ১৯২৮।

রত্না, রত্নানো ক্রি রত্নিন হওয়া। 'রত্নে রঙে রত্নিল আকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রত্ন [স] ১ বি পরিদ্র। 'রত্ন হইআ আহিলাত রসবধে রত/ রত্ন দিয়া রসবস করাইলে হত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অজাব। 'যনিমুখা এবাল নক্ষিপার্বত শঙ্ক/ চামর চন্দন হিয়া মানিকের রত্ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্ন [স] বি মাহরজা। 'রত্ন রূপ গেরে যেন বড়িয়ে আনন্দ।' মানিকরায়, ১৭৮১।

রত্নিনী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দেবী চণ্ডীর নামভেদ। 'নীলগুরে ভূমি নীলা পুরী কৈলে ঘাটগিলা রত্নিনী শুলিনী ঘাটগিলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্ন [স] কা বস; স রস। ১ বি হাসি-তামাশা। 'বনে কতাল খনে বাজাএ মুদল/ তা সেবি রাখিকার সখিগণে রস।' বড়ু, ১৪৫০; 'এত রস লিখেছে কোথা মুখামলিনী/ তোমার নৃত্য সেখে টির কীপে চমকে ধরলী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি আনন্দ। 'মূল ফল তুলি লৈল ডাল ডালী রসে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি নীলা। 'কাক সঘে রসে কর জীবন সফল।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ বি কৌতুহল। 'একদিন নগর ত্রয়সে গুরু রসে।' কৃষ্ণা, ১৫০০। ৫ বি নৃত্যগীত। 'যোর মত করে নৃত্য

রসমাঝারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৬ বি ভাড়াপাড়ার খেলা। 'একি সখি রস, শত তরঙ্গ, নৃত্যতর নির্ভর।' বিজ্ঞেন্দ্র, ১৯১২। ৭ বি কৌতুক। 'এরে ভিখারি সাজারে কী রস ভূমি করিলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রত্নচর বি রত্নবসিকতা। 'রসে চলে মনয়াকে বলে নরপতি।' মালাধর, ১৫০০।

রত্নচর বি হাসি-তামাশা। 'কৌতুকে চালায়া বসে নানা রসেচলে।' মালাধর, ১৫০০।

রত্ন-তামাশা [রত্ন+আ তামাশা] বি হাসি-ঠাঠা। 'এ ভগিনী কিছু রত্ন-তামাশা ভালবাসে।' বক্তিম, ১৮৮২।

রত্নতামাশা বি হাসি-ঠাঠা। 'সকলের সঙ্গে রত্নতামাশা কবলে।' অন্নদা, ১৯২৯।

রত্নদার বি কৌতুকপ্রিয়। 'অনেক রত্নদার লোক জুটিয়া গেল।' বক্তিম, ১৮৭৪।

রত্ন ধামালী [রত্ন+স ধাম] বি আনন্দ-কৌতুক। 'না বুঝে রত্ন ধামালী।' বড়ু, ১৪৫০।

রত্ননাট্য [স] বি নাট্যাভিনয়। 'তারুণ্যের এ রত্ননাট্যের খেলা।' নজরুল, ১৯৪১।

রত্নশ্রিয়তা [স] বি মজা করতে পছন্দ করা। 'বাতাবিক রত্নশ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিবিমোহবৃত্তির উদ্বেগ ইয়াছিল কি না চক্রিভ্রাতৃত্ব পতিতরা স্থির করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রত্নবধ [রত্ন+স বধ] বি শিকারের কাজ। 'রত্ন হইআ আহিলাত রসবধে রত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্নবাল্য [স] বি রত্নবসিকতা। 'মধ্যযুগীয় সাহিত্যে রত্নবাল্যের যে স্বাক্ষর বিদ্যুৎ ...।' মুরগিন, ১৯৭০।

রত্নভঙ্গ [রত্ন+স ভঙ্গ] বি রং-তামাশা। 'ভাষার কৌতুক বিশিষ্ট শ্রিয় রত্নভঙ্গের প্রতিরূপ।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

রত্নভরা [রত্ন+ভরা] বিপ রং-তামাশার পূর্ণ। 'এত ভঙ্গ বসনেল তবু রত্নভরা।' ওষ্ঠ, ১৮৫০।

রত্নভরে ক্রিবিপ আনন্দের সঙ্গে। 'রত্নভরে মননসে চুন্দন করএ মুখে।' বড়ু, ১৫৭০।

রত্নভাও [রত্ন+স ভাব] বি রং-তামাশা; রগড়। 'একে অকুমারি রামা না জানে রত্নভাও।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রত্নভূম [স] বি নাট্যালা। 'আমার নিকট এক প্রকার কৌতুক আছে তাহা অদ্যাবধি কোন রকমেও কখন উপস্থিত হয় নাই।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

রত্নভূমি [স] ১ বি অমীড়া প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট স্থান। 'সওয়ারির পতনশের রত্নভূমি অর্থ কোশ প্রসঙ্গে ...।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি মজা। 'পর্যলোচন শ্রকুত হিন্দুর মুকোশ পরে সংসার রত্নভূমিতে নাবলেন।' হেতম, ১৮৬১। ৩ বি নাট্যালা। 'অদ্য সন্ধ্যাট রত্নভূমিতে ঘাইবেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

রত্নমঞ্চ [স] বি যেখানে নাট্যকর্মাদি মঞ্চস্থ হয়। 'রত্নমঞ্চ।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'টেনিস-কোর্ট নৃত্যশালা শিকার-পাট রত্নমঞ্চ সংগীতসভায় বনশূদ্রারের মতামতকে সর্বদা ঠেকিয়া চলা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রত্নমঞ্চীয় [স] বি অস্তিত্ব-মঞ্চ স্বকীয়। 'সেখা যাবে যে সাইলী রত্নমঞ্চীয় প্রসাধন সম্পূর্ণ করে সাবধানে গঠয়ে।' মুনীর, ১৯৬৬।

রত্নময় [রত্ন+স ময়] বি চিত্তাকর্ষক; মনোহর। 'অমলা কালিন্দী

রসময়ী। ৩৩, ১৮৫৮।

রসময়ী [স। বি ক্রী] চিত্তাকর্ষক নারী। 'লয়ে যাও সংসারের তীরে হে করনে, রসময়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রসরস [রস+স রস] ১ বি আনন্দ। 'রস্ন পিতা রসরস করাইলে হত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বৌদ্ধিক। 'হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রসরস ক্রীড়া।' রামহ্রসাদ, ১৭৮০।

রসরসিক [রস+স রসিক] বি হাস্যকৌতুককারী। 'অনুকারে অধিকারী হালে; সে রসরসিক বলে ...।' স্বীকৃতি, ১৯৪১।

রসরসিকতা [রস+স রসিকতা] বি হাস্যপরিহাস। 'স্বাতন্ত্র্যের আর একটি চরম প্রকাশ ঘটেছিল, 'ব্যতিকেন্দ্রিক' শ্রেষবিদ্রুপ বা রসরসিকতায়।' রমেন্দ্র, ১৯৭০।

রসশালা [স। বি নাট্যশালা। 'এ তরল রসশালা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রসশালা বি প্রমোদস্থ। 'অবলীসের রসশালা উঠে কি ফুটি?' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

রসস্থল ১ বি প্রমোদস্থল। 'রসস্থলে পোড়া কাঠ দেখা দিলেন।' শব্দ, ১৯১৬। ২ বি পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'ধূপধূনার ভারি বাতাস তেলে সরিয়ে রসস্থলে ছাড়িল।' হাসান, ১৯৬৭।

রসস্থান [স। ১ বি নাট্যশালা। 'ইহাকে হাততালী দিয়া রসস্থান হইতে বাহির করিয়া দিতেছিল।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি যৌন আবেদনময় অঙ্গ। 'অঙ্গ ভঙ্গে রসস্থান ভ্রমে দেখাইবে।' ভবানী, ১৮২৮। রসাতলিনয় [স। বি নাট্যতলিনয়। 'এমনই সমস্ত রসাতলিনয়ের দৃশ্য ও চিত্র দেখান হইতেছে।' মেঘাঙ্কিত, ১৯৩৪।

রসালয় [স। বি নাট্যশালা। 'সচিত্র প্রেমপঞ্জ লিখন, রসালয়ে গমন।' এসলাম, ১৯১৯।

রসিনী [স, যথো-সিনী] বি ক্রী রসপ্রিয় নারী। 'রসিনীর ঘোর চোখ হেরিয়া রসের ছটা।' ৩৩, ১৮৫৮; 'পাপ দন্ত বিস্তু মন্ত রসিনী।' নীনবন্ধু, ১৮৬৬।

রসিনি, রসিনী [স রসিনী] ১ বি রসপ্রিয় নারী। 'রসিনি গন রস রসিহি নটসি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি রসপ্রিয়। 'কসদলন নারায়ণ সুন্দর তসু রসিনী পএ হোই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রসি-ভুসি [স রস]। বি রস-রসিকতা। কৃষ্ণায়, ১৭২০।

রসিলা বি রসপ্রিয়। 'ডোলা বোমু ডোলা বড় রসিলা লেটেট মিশুরাণী শিরে জটাধারী।' হুতায়, ১৯৬১।

রসী ১ বি অনুগামী। 'চৈতন্যচরিত্রে তেঁহো অতি বড় রসী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি রসপ্রিয়; শীলাময়। 'গরের সসের সঙ্গী পরহরে সঙ্গী রসী দেখে সখি পরে পরাধীন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৩ বি রসিক। 'যাঁর নানা রঙের রস মোরা তাঁরি রসের রসী।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

রসের বেলা বি যৌবনকাল। 'রসের বেলা রাগে কড়ি ঐ ত রসের শুড়া।' মানিকরায়, ১৭৮১।

রস্ [স। রস; স রস] বি রস। 'খসির তামুল রস ওঠে নাহি ছাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রস্‌লার [স। রস+ফা দার] বি রতিন। 'রস্‌লার কাণ্ড যে চাহে দুই জোড়া।' গরীব, ১৭৫৫।

রস্‌খন্দু বি রসখন্দু; মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো যাওয়ার ফলে আকাশে সৃষ্ট ধনুকের মতো সাদা রঙের প্রতিবিম্ব। ওর্গা, ১৭৮৫।

রসরেজ [স। বি রং করে যে। ওর্গা, ১৭৮৫; 'রসরেজের চোখ রঙ সখকে অনেকে বেশি পরিমার্জিত।' প্রমথ, ১৯০৫।

রসিন, রসীন বি নারী বর্ণে রঞ্জিত বা শোভিত। 'কেহবা রসিন থান ... পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮; 'ফুটিল রসীন কুন্দ মাধবী লতার বৃন্দ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

রসিম বি লাল। 'আর একখানি বস্ত্র রসিম সুন্দর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রসিমা ১ বি লাল। 'অধর রসিমা অতি বদন চন্দ্রিমা।' বাহরায়, ১৬৫০। ২ বি সৌন্দর্য; শোভা। 'অশ্রু শাড়ির প্রান্তধারার রসিমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

রসিল বি রতিন। 'পরিধান বাঘছাল গলাও রসিল মাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রসিলা বি রতিন। 'নতে বুলায় তুলি রসিলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

রসীনাকার বি বিভিন্ন রূপ। 'যেন সমুদয় মাঠখানা লাল ফুলে রসীনাকার ধারণ করেছে।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

রস্ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকান্ত রস্।' সেবধি, ১৮৪০।

রস্ [স। বি রং ধাতু; টি। 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রস, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' বিদ্যা, ১৮৫১।

রসল [স। বি ফুলবিশেষ। 'রসল মালতি জাতি সিজলি অতলী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রস্ ক্রি রঞ্জিত করা। রসিতে ক্রি রঞ্জিত করতে। 'না পারিমু রঙতে রসিতে অন্তর।' সুলতান, ১৭০০।

রসান বি রঞ্জিত। 'কুসুমে রসান ভাল বড় আঁচলাদার।' ভবানী, ১৮২৫।

রস্ [স/ফা রস] ১ বি লাল। মালোএল, ১৭৪৩। ২ বি তাম্রাশ। 'সাপের মুখে নাচায় বেলা এ বড় আঁজব রস।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি রস করে যে। 'ভাব জান না ভাবুক রস। ভাবিল রে মাটি ভটিয়ে।' লালন, ১৮৯০।

রসায়সি বি রতিন কাশড়। 'সমুদ্রের তীরে টঙ্গি নানা বর্ণে রসায়সি।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'গড়ের উপরে টঙ্গি নানা মতে রসায়সি।' সুলতান, ১৭০০।

রসোশি [সি বি আলপনা। 'ডোজনের কায়খাটি রসোশি (আলপনা) দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া প্রথা।' অবল, ১৯১৯।

রচক [স। বি রচয়িতা; লেখক। 'রচকেরদের বয়সক্রম চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্ধ্ব নহে।' দর্পণ, ১৮৩১।

রচন [স রচনা] ১ বি তৈরি করা। 'মাখাত কুসুমমাল রচনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বর্ণনা। 'কৃষ্ণের চরিত্র কীছুর করিয়ে রচন।' শ্রীশ্রীধর, ১৫০০। ৩ বি রচনা। 'চৈতন্যমঙ্গল যৌহো করিলা রচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তাহা দেখি কবিতা আমি করিমু রচন।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি রচনা। 'আতব তুলু আন করিতে রচন।' বিজয়, ১৬৫০।

রচনকর্তা, রচনকর্ত্ত [স। বি রচয়িতা। 'এতদ্বিময় মুক্তি সিদ্ধ অপিত সর্বত্র মন্যত ইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সম্ভাষণদায়ক হয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

রচনলীলা [স। বি তৈরির খেলা। 'ক্ষবিকের রূপ-রচনলীলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রচনা [স। ১ বি প্রার্থনা। 'রচনা মে রোজন সাজনা রে বারিস ন তেজিৎ সেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি সাজসজ্জা। 'টৌদিকে দাসপথ

পূজার আয়োজন কর এ বিবিধ রচনা।' মুহুদ, ১৬০০। ৩ বি অনুষ্ঠান। 'বিবাহ রচনা কর কন্যা দান দিয়া।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি নির্মাণ। 'সেই কালে প্রাণের কেন্দ্রা রচনা যাহা অদ্যাপিও আছে।' রামরাম, ১৮০১। ৫ বি বিবেচনা। 'এই রচনা করিয়া হকুম হইল।' রামরাম, ১৮০১। ৬ বি গঠন। 'ধারনেতে, গড়চক্র-ভেদেতে, বাহরচনাতে ... নিপুণ হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৭ বি আয়োজন। 'ধাররাজ ... যথোপযুক্ত স্থানে সভা সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৮ বি লিখিত বিষয় - গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। 'রাধাকান্ত দেববাহাদুরের রচনা।' গৌর, ১৮২২; 'ক্ষেত্র পরিমাপ বিদ্যা আয় ব্যয় বিদ্যা ইহরেকী রচনা।' জ্ঞানধোষণ, ১৮৩৬। ৯ বি সৃষ্টি। 'হস্ত পদ নখ দন্ত প্রভৃতি বিভিন্ন রচনার সম্বয় হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪০; 'ভাবি মনে, এ সংসার দৈত্যের রচনা।' গিরিশ, ১৮৮৭। ১০ বি প্রবন্ধ লেখা। 'যে ছাত্র আপাদী বর্ষে কোন নিশ্চিত বিষয়ে সর্বোত্তম রচনা করিতে পারিবে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১১ বি কল্পনা। 'আপন মনের মাদুরী শিখায়ে তোমারে করেছি রচনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রচনাকরণ [স] বি লেখার কৌশল। 'ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয়।' দর্পণ, ১৮৩৬।

রচনা করা [স] বি লেখা। 'কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন?' অক্ষয়, ১৮৪৮।

রচনাকর্তা, রচনাকর্তী [স] ১ বি লেখক। 'রচনা কর্তার একরকম সং প্রবৃত্তি ও সং কীর্তিতে কে না মন্যবাদ করিবেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি সৃষ্টিকর্তা। 'এই জগতের এক রচনাকর্তী আছে?' অক্ষয়, ১৮৪৩।

রচনাকার [স] বি লেখক। 'এই পুস্তিকার রচনাকার তাত্ত্বিকোনও সম্ভেদ নেই।' গৌর, ১৮২২।

রচনাকৌশল [স] ১ বি গঠনরীতি। 'এ ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণের রচনাকৌশলনির্ণয় নহে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি রচনার দক্ষতা। 'তিনি দেশকালপাত্রের সুসংগতি, রচনাকৌশল ঘটনাসংস্থানের প্রতি দৃকপাত মাত্র করেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রচনা গড়না বি সমঝোতা। 'যদ্যপিস্যং এমতং রচনা গড়না হইত ...।' রামরাম, ১৮০১।

রচনাচাতুরী [স] বি সৃষ্টিচাতুর্য। 'সৃষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রচনাচাতুর্য [স] বি নির্মাণকৌশল। 'মাসির রচনাচাতুর্য এতই অগুণী।' প্রমথ, ১৯২৭।

রচনাগঠন [স] বি রচনা পাঠ করা। 'পাঠকরা জীবনে একটিমাত্র অপকর্ম করে থাকেন, সেটি আমার রচনাগঠন।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

রচনাগ্রন্থালী [স] বি রচনারীতি। 'প্রথমত রচনাগ্রন্থালী লইয়া বড়োই গোলা বামে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

রচনাবলী [স] বি রচনাসমগ্র। 'আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

রচনাবিধি [স] বি রচনারীতি। 'রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

রচনাভঙ্গি, রচনাভঙ্গী [স] বি লেখার রীতি; রচনারীতি। 'তাহাকেই কি ইংরাজিতে ম্যান্যার এবং বাংলায় রচনাভঙ্গি বলে না?' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গি নিচয়ই অনেকেরই

বিবর্তিজনক।' নজরুল, ১৯২৭; 'শুকুন্তলার রচনাভঙ্গী বিদ্যাল্যাগারের নিজস্ব।' মুখলেশ, ১৯৭০।

রচনা-মুহুর্ত [স] বি কোনো কিছুর সৃষ্টিস্থল। 'এ দুয়ের মধ্যে রচনা-মুহুর্তের দুটো আচর্য রহস্য ধরা পড়েছে।' অবন, ১৯২৫।

রচনারীতি [স] বি রচনার ভঙ্গি। 'রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারবার উত্তাক করিয়া ছুটিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

রচনাশক্তি [স] বি লেখার ক্ষমতা। 'ইংরেজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

রচনাশালা [স] বি লেখার ঘর। 'আমার রচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রচনালেন্দী [স] বি রচনারীতি। 'সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকলে কখনই চমকধার প্রকাশকম্ব বাকুরীতিগত বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ বাংলা রচনালেন্দী আয়ত্তে আসতে পারে না।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

রচনাসর্ব্ব [স] বি লেখাই একমাত্র কাজ এমন। 'বিশ্ব শতাব্দীতে আমার যদি কিছু হই তো রচনাসর্ব্ব।' প্রমথ, ১৯১৫।

রচনাসৌন্দর্য [স] বি সৃষ্টির নিপুণতা। 'তাহাদের রচনাসৌন্দর্যের সমাদর অর্পণ করিবারাত্র আমার দেখিতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রচনাশক্তি [স] বি তৈরির কেন্দ্র। 'অলংকৃত জিনিসের প্রধান রচনাস্থান পুরোনা শহরগুলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রচনোপযোগী [স] বিণ বাঁধার উপযুক্ত। 'কবীর রচনোপযোগী কেশ রম্ভু।' দিলেন্দী, ১৮৭৫।

রচয়িতা [স] ১ বিণ প্রপেতা। 'প্রভাব-রচয়িতা তাঁহার অসামান্য মরগণশক্তি এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ প্রাপ্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি প্রতিষ্ঠাতা। 'সেই সাহসীই হল রাজ্যের রচয়িতা বা রাজা।' অবন, ১৯২৫। ৩ বিণ সৃষ্টি করে এমন। 'এইরকম ব্যক্তির মধ্যেও দু-একজন দেখা দেয় রচয়িতা লোক।' অবন, ১৯২৫।

রচয়িত্রী [স] বি স্ত্রী লেখিকা। 'রচয়িত্রীর পরিচয় ও এই উপাখ্যান লিখিবার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি।' সয়জুন্দেস, ১৮৭৬; 'মতীচুর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন।' নবনূর, ১৯০৫।

রচা [স রচ] ১ ক্রি কল্পনা করা। 'অপণে রচি রচি ভবনির্বীণা।' চর্য ২২, ১২০০। ২ ক্রি বিন্যাস করা। 'তোষার গতি শঙ্খিরা রচয়ে শয়নে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি চিন্তা করা। 'পুনু দরশন লাগি রচহ উপায়।' বিন্যাপতি, ১৪৬০। ৪ ক্রি আয়োজন করা। 'বিভাযোগো হইল কন্যা রচ সযমর।' মালধর, ১৫০০। ৫ ক্রি নির্মাণ করা। 'গীতের আপো রচিয়ে গোলাইর পুষ্পবাতী।' বিজয়, ১৫০০। ৬ ক্রি সজ্জিত করা। 'কেশ কুরাইয়া কুসুম রচিয়া।' আলগল, ১৬৮০। ৭ ক্রি রচনা করা। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখ রচিআছে গোলা।' আলগল, ১৬৮০। ৮ ক্রি স্থাপন করা। 'রচিলেক সভায়র নানা খিক মনোহর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৯ ক্রি সৃষ্টি করা। 'শতকোটি হাছাকর/ কলপনি রচো তার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। রচ ক্রি রচনা করে। 'বিভাযোগো হইল কন্যা রচ সযমর।' মালধর, ১৫০০। রচয়ে ক্রি রচনা করছে। 'তোষার গতি শঙ্খিরা রচয়ে শয়নে।' বড়ু, ১৪৫০। রচহ ক্রি চিন্তা করে। 'পুনু দরশন লাগি রচহ উপায়।' বিন্যাপতি, ১৪৬০। রচি ক্রি রচনা করি। 'অপণে রচি রচি ভবনির্বীণা।' চর্য ২২, ১২০০। রচিআছে ক্রি রচনা করছে। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখ রচিআছে গোলা।' আলগল, ১৬৮০। রচিয়ে ক্রি রচনা করি গিয়ে। 'করিয়ে চল কুসুম চরন রচিয়ে চল পুষ্পসরদর।' বিজয়, ১৯১২। রচিঁ ক্রি রচনা করলাম। 'বহু রসময় রচিঁ হোহন্ত সব নামে।' আলগল, ১৬৮০।

রচিত কি রচনা করবে। 'রচিত ধর্মের গীত মনে অভিলাষ।' মানিকরাম, ১৭৮১। রচিত কি রচনা করবে। 'ইহা দেখে কবিতা রচিত অবিশ্বাস।' মানিকরাম, ১৭৮১। রচিত কি রচনা করে। 'গীতের আগে রচিত গোসাইর পুষ্পবাড়ি।' বিজয়, ১৬৫০। রচিত্যা ১ কি আয়োজন করে। 'লক্ষনার দিব বিভা সময়ের রচিত্যা ...।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি সজ্জিত করে। 'কেশ কুয়াইয়া কুমুম রচিত্যা।' আলগল, ১৬৮০। ৩ কি রচনা করে। 'কবীন্দ্রে কহিল কথা পাচালি রচিত্যা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রচিত কি রচনা করলে। 'মহামুনি ব্যাসদেব রচিত ভাষায়।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। রচিলাম কি রচনা করলাম। 'রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্য মতে।' গুণ, ১৮৫৮। রচিঁ কি রচনা করলাম। 'সেই বসে রচিঁ পুস্তক পদ্মাবতী।' আলগল, ১৬৮০। রচিলেক কি রচনা করলেন; ছাপন করলেন। 'রচিলেক সভায় নানা খিক মনোহর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রচে কি রচনা করে। 'কুঙ্কলিলা রচে গোপি ধরিয়া তার বেস।' মালাধর, ১৫০০।

রচনা [স রচ] বি রচনা করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

রচিত [স] ১ বিণ রচিত। 'সুবসে জড়িত হিরোঁ রচিত।' বড়, ১৪৫০। ২ বি নির্মাণ। 'ইন্দ্রনীল পাশায়ে রচিত কৈল সোতা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ তৈজে দেওয়া হয়েছে এমন। 'বেণী বিরাজিত কুমুম রচিত লখিত মুকুতা ছড়া।' আলগল, ১৬৮০। ৪ বিণ নির্মিত। 'করিল উত্তম ঘর কনকে রচিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বিণ লিখিত; রচনা করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের বিবরণ ... পৌড়ায়-ভাষাতে রচিত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

রচিত করা কি লিপিবদ্ধ করা। 'কিন্তু যখনই উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রচুল [আ] বি দূত; ইসলামমতে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষ। 'রচুল বিহনে গতি নাই মুক্ত হতে।' ফরুকুল্লাহ, ১৮৭৬। 'দাঁড়িয়ে আছে দীনের রচুল।' জসীম, ১৯০১। প্র রচুল

রজঃ, রজঃ [স রজঃ] ১ বি হিন্দু দর্শনে প্রকৃতির তিনটি গুণের বিত্যাগ। 'সত্য রজঃ তুমি গোসাঞি তিন তন ধারি।' মালাধর, ১৫০০; 'সত্য রজঃ তম তিন গুণের জননী।' ভাস্কর, ১৭৬০। ২ বি ধূলি। 'চরণ-নিছনি ফুল চরণের রজঃ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নারীর মাসিক ঋতুপ্রসব। 'রজের সুঁজের নদী বাহে অনিবার।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি ফুলের গুঁড়। 'কমল-আলয় সরঃ উৎস রজঃ-ছটা।' মাইকেল, ১৮৬১।

রজঃবলা [স রজঃবলা] বিণ ঋতুমতী। 'এক বস্ত্র রজঃবলা প্রৌদণ নন্দিনী বালা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রজঃগুণ [স রজঃগুণ] বি প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের বিত্যাগ, যার প্রভাবে ইচ্ছা, বিবেক, অহঙ্কার ইত্যাদি জন্মে। 'রজঃগুণ কর তুমি সৃষ্টির শালন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রজঃবদা [স] বিণ ঋতুমতী। 'রজঃবদা হইয়া পরি দিন দুই তিন।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

রজো [স রজঃ] বি ধূলি। 'স্রীবেকব গোসাইর চরণারবিন্দ ঝলিত রজো এখানেই আঁকিত হয়।' দর্পণ, ১৮২১।

রজো গুণ [স] বি প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের বিত্যাগ। 'রজো গুণে ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন।' আনোয়ার, ১৭৪৩; 'সৃষ্টিদাতা রজোগুণে বিগুণকানাশ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রজোবর্ষ, রজোবর্ষ [স] বি যে গুণের প্রভাবে ঘেঁষ, অহঙ্কারাদি জন্মে। 'তয়ো-রজোবর্ষে কৃষ্ণের না পাইয়ে ধর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রজোবর্ষ, রজোবর্ষ [স রজঃ+স বর্ষ] বি ঋতু ও শুক্র। 'রজোবর্ষে জ্যোৎস্না হই চুমুদ লক্ষনে।' মালাধর, ১৫০০।

রজোযোগ [স] বি নারীর মাসিক ঋতুপ্রসব বা রক্তপ্রসব। 'অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যতবার রজোযোগ হয় তাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাশে পাশী হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রজক [স] বি ধোপা। 'সাধব সতত রজক ঝি।' চক্ৰ, ১৫৫০।

রজকিনি [স রজকিনি] বি ধোপানি। 'অন রজকিনি রামি।' বড়, ১৫৭০।

রজকিনী বি ধোপানি; চক্কীদালের প্রণয়িনী বলে কথিত নারী। 'অমি বলদুম, রজকিনী চপন বালা সাহিত্যের বুকের উপর।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

রজকীয় [স] বিণ ধোপার। 'উপাশা রজকীয় গৃহে প্রতিপালিতা হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

রজত [স] ১ বি রূপা। 'রজত কাঞ্চন জাত ঘরের নিলয়।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ শ্বেতবস্ত্র। 'রজত তুঘর শোভা ভক্তজন মনোলোভা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রজত-আশন [স] বি জ্যোৎস্না। 'তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে/ কর কেলি নিশাকালে রজত-আশনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

রজত কড়াগাণি বি রূপার কড়া দেওয়া। 'রজত কড়াগাণি রাকা রাখে দুই পাশে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রজতগিরি [স] বি (অথ তুষারাজ্ঞে বলে) কৈলাস পর্বত। 'উজ্জল রজতগিরির ন্যায় কলোবর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রজতগিরিনিউ [স] বিণ শুভ পর্বত ত্রান হয় এমন। 'রজতগিরিনিউ গৌর পুট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রজত জয়ন্তী [স] বি ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'রাজতুলা গিঁঠ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জুবিলী বা রজত জয়ন্তী মহোৎসব সুসঙ্গম হইবে।' মোহাম্মদী, ১৯০৭।

রজত-জুবিলী [স রজত+ই জুবিলী] বি ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'মুহলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জুবিলী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে।' আজাদ, ১৯৪১।

রজতত্রিশূল [স] বি রূপার তৈরি তিন ফলাবিশিষ্ট এক প্রকার অস্ত্র। 'তিনিই আমাকে এই রজতত্রিশূল প্রদত্ত করে দেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

রজতদীপ [স] বি রূপার বাতি। 'রজতদীপ, ক্ষতিকা দীপ, গন্ধদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে।' বক্রিম, ১৮৬৫।

রজতপদ্ম [স] বি রূপার পাত। 'হঠাৎ দেখিলে চাকটিকাবিশিষ্ট রজতপদ্ম বলিয়াই ভ্রম জন্মে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

রজতমুদ্রা [স] বি রূপার পয়সা। 'স্ববর্ণের কড়ি-বোঁলি রজতমুদ্রা পাতল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রজতশোধ [স] বি রূপা নির্মিত প্রাসাদ। 'সে পুরীর মর্মরপ্রাচীর মণিময় তোরণ রজতশোধ ও কনকচ্ছাদ ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

রজতশোভা [স] বি নদীবিশেষ। 'যে দেশে রজতশোভা, কপাসুন্দরী, কপাতাশ্রী আর ...।' ফরুক, ১৯৬০।

রজতীপ [স] বি সাদা ধূপ। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অথরে গোলিত, রজতীপ নীলজল।' মাইকেল, ১৮৬০।

রজত [স] বি তারপিন তেল নিষ্কাশনের পর পড়ে থাকা কাইট শুকনা করে

তৈরি পদার্থ। 'কেহ বেহালায় রজন দিয়া ডাড়া ডাড়া করে।' গায়ী, ১৮৫৮।

রজনী [স] বি রাত। 'আজি রজনীত বাড়ায় সেখিলো সপনে।' বড়ু, ১৪৫০।

রজনী [স রজনী] বি রাত। 'ধনুক ভাঙ্গিয়া তথা রজনী বখিল।' মলাধর, ১৫০০।

রজনীকান্ত [স] বি রাতের পোতা বাড়ায় এমন। 'রজনীকান্ত চন্দ্রমা যেন নিজ রমণীকে পরমুখে কাড়রা দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

রজনীধন [স] বি রাতের পোতা। 'জ্ঞাত-জন-রজন সুখাথে রজনীধন।' মাইকেল, ১৮৬১।

রজনীপ্রভাত [স] বি ভোরবেলা। 'কুজমুদারে অবোধের মতো/রজনীপ্রভাতে বসে রব কত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রজনীভোর বি ভোরবেলা। 'রজনীভোরে বাসি ফুল পড়িবে খরে।' নজরুল, ১৯০১।

রজনীমোহন [স] বি চাঁদ। 'পুরি আকাশ সৌরভে রত্নের আভাষ মোহি রজনীমোহনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

রজনীযোগ [স] বি রাতের বেলা। 'রজনীযোগে রাজকন্যা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া মধুর সথোথনে বলিলেন, যুবরাজ।' মশাররফ, ১৮৬৯।

রজনীগন্ধা [স] বি ফুলবিশেষ। 'সেবধি, ১৮৩৯; 'রজনীগন্ধা' রজনী-কুজল-শোভিনী।' মাইকেল, ১৮৬০; 'পাকুল রজনীগন্ধা' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রজনপুত [স রাজপুত] বি রাজপুতনার যোদ্ধা। 'অনেক পিয়াদা সাথে রজনপুত দুই ভিতে।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

রজব [আ] বি হিজরি সন্তম মাস। 'রজব চান্দের আজি সাড়াইশ রাত্রি।' সুলতান, ১৭০০; '১১ই রজবের (বাদশাহী) পূর্ণ-প্রায় চন্দ্র।' রোকেয়া, ১৯৩২।

রজিল [আ] বি সামাজিক মর্যাদাহীন মুসলমান সম্প্রদায়। 'শরিক রজিল বা আশরাফ আভরাফের পার্থক্য।' এনসার, ১৯১৯।

রজু [আ] বি দায়ের; দাখিল। 'পুনরায় আদিল রজু করেছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

রজু [স] বি রশি। 'এক রজু খসিয়া গড়িলে।' চট্ট, ১৫৫০।

রজুজ্ঞানে সর্পাধার জ্ঞান করা - নিচল সাপকে দড়ি বাধে তুল করা। 'কিঞ্চিৎ দর্পনে রজুজ্ঞানে সর্পাধার জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

রজুতা [স] বি বন্ধনী। 'কাজিদাম রজুতার বুঝ গ্রন্থি।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

রজুতে সর্পপ্রম - রশিকে সাপ বাধে তুল করা। 'যেহেতু রজুতে সর্পপ্রম ও বন্দ্রাদিতে গছকর্নগরী দর্পন।' দর্পণ, ১৮২১।

রজুধর [স] বি সারথি। 'অজুনের রথে কৃষ্ণ হৈয়া রজুধর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রজুঘর [স] বি রজুনির্ভর। 'এক নৃতন রজুঘর পুল প্রস্তত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

রজুক [স] বি শত ত্রাণ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

রজনী [স রজনী] বি যা দিগে রক্ত করা হয়। 'করে নব-রজনী, চাকরে মথের কণি।' চট্ট, ১৫৫০।

রজন [স] ১ বি মনোরঞ্জন। 'তনরাজখান ভনে সুজনের রক্তনে।' মশাররফ, ১৫০০। ২ বি আনন্দ। 'রজন সমএ সুখ মধু সমসর।' বাহরাম, ১৬৫০।

রজন [স] ১ বি রক্ত। 'অজ্ঞান রজন বজ্রন গজ্ঞান অদি মধুপ্রিয় পানে।' জালাতল, ১৬৮০। ২ বি রক্তচন্দন। 'রজিত রজনরাসে।' মাইকেল, ১৮৬১।

রজনরশ্মি [স] বি রক্তরশ্মি। 'বি তেলজ্বর আলোকরশ্মি যা অভ্যো বস্ত্র ভেদ করতে পারে; এজ-রে। 'চরমিই র্যোদ্যোগের রজনরশ্মি আবিষ্কার।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

রজনী বি সঙ্গীতের একটি হ্রস্ব। 'রজনী' নজরুল, ১৯৩৫।

রজা [স রজন] কি রং করা। 'রজসি কি রং দিস। 'কি রজসি মোর মুখে।' বড়ু, ১৪৫০। 'রজিয়া কি রাত্তিরে।' অজ্ঞান রজিয়া কেবা বজ্রন বসাইল রে।' চিট্ট, ১৬০০। 'রজিল কি রজিত করসে। 'কাজসে রজিল দুই আখী।' বড়ু, ১৪৫০। 'রজিলে কি রাজসে; বিদ্ধ করসে। 'মদনবাসে কৃষ্ণক রজিলে।' বড়ু, ১৪৫০। 'রজি কি রজিত করে। 'নানা বোলে সে ভিরিক রজি।' বড়ু, ১৪৫০।

রজিত [স] ১ বিপ রাজানো। 'হরিপ্রায় রজিত বসন।' মুকুল, ১৬০০। ২ বিপ রজিন। 'নিজ করে লেখনী রজিত।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বিপ মোহনীয়; মুদ্রক। 'মদনল কোকিল কলার সাতেল রজিত বানান ভানে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৪ বিপ রং দিয়ে চিত্রিত। 'খোঁত বিখ্যাত লাক্ষিত ও রজিত এই চার অবস্থা হল চিত্রে।' অবন, ১৯২৫।

রজিত করা কি পরিপাটি বা বিন্যাস করা। 'দাস-দাসী সুবিমল যৌতব্বর পরিয়া, বেশ রজিত করিয়া।' বর্ধিম, ১৮৭৮।

রটন [স] বি প্রচার। 'ফলে তার কাছে ফাঁকি এই সে রটন।' ভবানী, ১৮২৫।

রটনা [স রটন] বি প্রচার। 'লোকে অজ্ঞাতবাস রটনা করে দিয়েছে।' লীনবন্ধু, ১৮৬৭।

রটনাকৌশলময়ী [স] বিপ অপবাদ প্রচারকারী। 'হে রটনাকৌশলময়ী কলত্রকলিতকণ্ঠা কুলকাবিন্দীখণ।' বর্ধিম, ১৮৭৮।

রটপ্তী [স] বি মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। 'রটপ্তী পূজার রাত্রিতে।' দর্পণ, ১৮২২।

রটা [স রট] বি প্রচার হওয়া। 'একবার এমন সব রটল।' তরিনী, ১৮০৩। 'রটাইল কি রটনা করলো।' 'কে রটাইল।' বর্ধিম, ১৮৭৮।

রটানো কি ছড়ানো। 'মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

রটিত [স] বিপ কথিত; প্রচারিত। 'কত বে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত কত না এছো কত না কটে পঠিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রটিয়ে বেড়ানো কি প্রচার করা। 'আমাদের নিদে রটিয়ে কেড়াজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

রটে বাড়ায় কি প্রচারিত হওয়া। 'আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রডোড্রেন্ডন [স] বি লাল, গোলাপী, বেগুনী বা সাদা রঙের বড়ো ফুলওয়ালা বোথবিশেষ। 'উচ্চত শত লাক্ষার শিখরে রডোড্রেন্ডন গজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

রত্ন

রত্ন ১ বি দৌড়: ছুট। 'রত্ন গিয়া ফল খাতে জায় গদাধরে।' মালান্দর, ১৫০০। ২ বি চিককাহ। 'সুখীৰ প্রকৃতি বীর করি বড় রত্ন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রত্নারড়ি বি দৌড়াদৌড়। 'সেখিতে আইল রত্নারড়ি।' মালান্দর, ১৫০০।

রত্না বি ফলশিখ। 'তকনো নাটাকল আর রত্নার বিটি বুড়িয়ে ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

রত্না [স] ১ বি বৃদ্ধ। 'মুচকুপে ভারকে রজনী দিবা রণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শোশা। 'চিত্রসে করি দুই জনে রণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ছোটোছোট। 'রত্নকল্যাণীর নখী বহস ... রাত দিন রণ করে বেড়ায়।' লীনবতু, ১৮৭০।

রত্নদেশী [স] বিশ মুক্তদেশী; আক্রমণাত্মক। 'সে রত্নদেশী মূর্তি দেখিয়া বেশ ভয় পাইয়াছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

রত্নকুশলী [স] বিশ মুক্তবিদ্যায় দক্ষ; যোদ্ধা। 'ভারতবর্ষীয়েরা যে পৃথিবী-মধ্যে রত্নকুশলী জাতিগণের অগ্রে গম্য হইতে পারিতেন ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রত্ন-কোশাল [স] বি মুক্তকালীন শোরশোল। 'এ যে ভীম রত্ন-কোশাল।' নজরুল, ১৯২২।

রত্নকৌশল [স] বি সমরনীতি। 'যুদ্ধব্রতী তাহার রত্নকৌশল দিক হইতে ...।' আজাদ, ১৯৬১।

রত্নকৌশলী [স] বিশ মুক্ত পারদর্শী। 'সে অমিততেজা রত্নকৌশলী কে?' মশাররফ, ১৮৮৫।

রত্নকৃত্ত [স] বিশ মুক্ত-পরিভ্রম্য। 'মহাবিদ্রোহী রত্নকৃত্ত।' নজরুল, ১৯২২; 'এ বাণীই রত্নকৃত্ত সৈনিককে নব শ্রেণ্যের উদ্ভূত করিয়া তুলিতেছে।' নজরুল, ১৯২২।

রত্নকৃত্ত [স] রত্নক্ষেত্র। 'রত্নকৃত্তে ভোগ ঘোষণে আইলু এখাত।' আলোচন, ১৬০০।

রত্নক্ষেত্র [স] বি মুক্তক্ষেত্র। 'শিখ-সম্প্রদায়ীরা ... যহ ব্যক্তিকে রত্নক্ষেত্রে বিনাশ করে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'শিশু - বিশাল বৃক্ষ, কত-সেহ যেন রত্নক্ষেত্রে রবী শোণিতপর্জী।' মাইকেল, ১৮৬০।

রত্নখোলা [স] রত্নক্ষেত্র। 'রত্নখোলাতে গিয়া বীর করএ গর্জন।' সুগতান, ১৭০০।

রত্নধর [স] বি অত্রাচলনা শিক্ষা সেন যিনি। 'অত্রে দীক্ষা সেহো বণ্ডক।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

রত্নধৌরব [স] বি মুক্তধর। 'নিজেকে রত্নধৌরব ধনধৌরব রাজ্যধৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রত্নধ্বজা [স] বি মুক্তকালে ধীরের কটিদেশে পরিধেয় ধ্বজাবিশেষ। 'রত্নধ্বজ রত্নজয় ধার রত্নধ্বজ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্নচঞ্জা [স] বিশ চী (হিন্দুপুরাণ) ভয়ঙ্কর যোদ্ধা। 'রত্নচঞ্জা চঞ্জী মূর্তিমতী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রত্নচঞ্জী [স] ১ বিশ (হিন্দুপুরাণ) রত্নমার দেবী চঞ্জীর মতো। 'তোমার রত্নচঞ্জী মূর্তি দেখলে।' শব্দ, ১৯১০; 'বলতে গেলেই আমি হই পাণ্ড-কুটিল, রত্নচঞ্জী, চামুড়া আর আরও কত কী।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিশ চী রাণাধিত। 'খালদী ইতিমধ্যে মেঘি রত্নচঞ্জী হয়ে উঠেছে।' ধর্মপথ, ১৯৩১।

রত্নচঞ্জী মূর্তি [স] বি ভয়ঙ্কর মূর্তি। 'তোমার রত্নচঞ্জী মূর্তি দেখলে।' শব্দ, ১৯১০।

শব্দ, ১৯১০।

রত্নচামুড়া [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গার একটি রূপ; উগ্র নারী। 'অগ্রহাসিছে কাচামুড়া।' নজরুল, ১৯২২।

রত্নচোড় বি মুক্তক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা লোক। 'আমি রত্নচোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত।' অন্নরূ, ১৯৪২।

রত্নজয় বি মুক্তজয়। 'ঘন বাজে সানি রত্নজয়-বৈনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্নজয়-বৈনি [স] রত্নজয়+স বৈণী। 'বি মুক্ত জয়ের পর যে বৈণি বাজানো হয়।' 'ঘন বাজে সানি রত্নজয়-বৈনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্নজয়া [স] রত্নজয়+। 'বি ডিভি নৌকাবিশেষ। 'ভিনা নামে রত্নজয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্নজরী [স] বিশ মুক্তজরী। 'অবশ্যই রত্নজরী হব।' লীনবতু, ১৮৭০।

রত্নজিৎ [স] বিশ বিজয়ী। 'ক্রিকেট খেলাতেও নাহয় রত্নজিৎ হইয়া উঠিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রত্নজিতা [স] বিশ মুক্তজয়ী। 'কালকেতু রত্নজিতা আসন্দে সরসতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্ন-ভঙ্কা বি মুক্তঃ ঢাক। 'ওঠে ওংকার, রত্ন-ভঙ্কার।' নজরুল, ১৯২২; 'রাজহুর ভেঙে পড়ে, রত্নভঙ্কা শব্দ নাহি তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৩।

রত্নভরী [স] বি মুক্তকাহাড়। 'এ প্রকার দুশাসনীর রাজ্যশাসন ও শ্রমোদ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রত্নভরী রক্ষা করিতে হইত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

রত্নভুর [স] বি সমরবান্য। 'দামামা দগড় বাজে, বাজে রত্নভুর।' রত্নরাম, ১৭৫০।

রত্নভূষ [স] বি প্রাচীন মুক্তবান্য; মুক্তশিখা। 'আর হাতে রত্নভূষ।' নজরুল, ১৯২২।

রত্নদক্ষ [স] বিশ মুক্ত পারদর্শী। 'বিগতি সহস্র রত্নদক্ষ পদাতি লয়ে রণস্থলে উপস্থিত হন।' লীনবতু, ১৮৭০।

রত্নদামামা [স] রত্ন+দা দামামা। 'বি চাকরাজ্যীয় রত্নদামা। 'দানবেরা যেন রত্নদামামা ব্যক্তিগে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'অবিরত রত্ন-দামামা বাজাইয়া নির্যাতন-কেন্দ্রগুলিকে তাঁহারা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন।' আজাদ, ১৯০৭।

রত্নদুশুভি [স] বি মুক্তের ঢাক। 'রত্নদুশুভি রত্নভেরী বেজে উঠেছে।' নজরুল, ১৯২৪।

রত্নদূর্দদ [স] বিশ মুক্ত প্রমত্ত। 'তাঁহার নিজের রত্নদূর্দদ অক্ষোহিনী সে অস্ত্রশুভদগমালী সৈন্যভরসের সম্মুখে ডগিয়া যাইতেছে।' হরহাসান, ১৮৮১।

রত্নধারা [স] বি মুক্তধর প্রোত। 'রত্নধারা বাহি জয়গান গাই।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

রত্নদাস [স] বি রাণাধিত স্বর। 'আবদূর রহমানের রত্নদাস শুনে পালাল।' মুক্তভর, ১৯৪৯।

রত্নদিশুপ [স] বিশ মুক্ত পারদর্শী। 'ভারতবর্ষীয়েরা রত্নদিশুপ বলিয়া ... ব্যাখ্যাত করেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রত্ননীতি [স] বি মুক্তবিশেষক নীতি। 'রত্ননীতির নিয়মকানুনে আপনি যতো পারদর্শী ও বিচক্ষণ আমি ততোটা নই।' মুকুন্দ, ১৯৬১।

রত্ননৈতিক [স] বিশ মুক্তনীতি বিষয়ক। 'যাঁদের রত্ননৈতিক আদর্শ

এক।' অন্রদ, ১৯৩৭।

রঙ্গপণ্ডিত [স] বি যুদ্ধরূপ।' সেবধি, ১৮৩৯।

রঙ্গপোত [স] বি যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত জাহাজ। 'আর উপকূলবাসী কোনো কোনো দুর্গেখরের রঙ্গপোত ছিল।' অন্রদ, ১৯৩৭।

রঙ্গ-বাজা বি রণবাদ্য। 'এ কী রঙ্গ-বাজা বাজে ঘন ঘন।' নজরুল, ১৯২২; 'বাজে রঙ্গ-বাজা, মাতে দুশমন।' ফররুখ, ১৯৪৬।

রঙ্গবাদ্য [স] বি যুদ্ধের বাজনা। 'রঙ্গবাদ্য, শঙ্খনাদ, ও হুঙ্কারধ্বনি।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'বাজাইল রঙ্গবাদ্য বাদ্যকর-দল নিকুপে।' মাইকেল, ১৮৬০।

রঙ্গবিদ্যা [স] বি যুদ্ধ সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আধুনিক রঙ্গবিদ্যা তারাই আমাকে শিখিয়েছে।' মুনীর, ১৯৬১।

রঙ্গবীর [স] বি সেরা যোদ্ধা। 'ধর্মবীর ও রঙ্গবীর।' বামাবোহিনী, ১৮৮২।

রঙ্গবেশ [স] বি যুদ্ধের পোশাক। 'রঙ্গবেশ তো পরেছ, রঙ্গরঙ্গিনী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রঙ্গমীম [স] বি রণার্জন। 'রঙ্গসিংহ রঙ্গমীম ধায় রঙ্গঘটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রঙ্গতীমা [স] বি ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'অপরূপ রূপসীমা গড়ে ডিসা রঙ্গতীমা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রঙ্গভূমি [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'রাজসভা, রণভূমি, বাসরে, আসরে করি জয় বর্ণে।' মাইকেল, ১৮৬০; 'অত্যাচারীর খড়গ কুপান ভীত রণভূমে রণিবে না।' নজরুল, ১৯২২।

রঙ্গভূমি [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'রঙ্গভূমি প্রবেশিল করিতে সমর।' সুলতান, ১৭০০।

রঙ্গভেরি, রঙ্গভেরী [স] বি যুদ্ধের দামা। 'অপরত কামদেবের রঙ্গভেরি বাজতে থাকে।' মাইকেল, ১৮৬১; 'দামেছন্দগরে আবার রঙ্গভেরী বাজিয়া উঠিল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

রঙ্গমস্ত [স] বি যুদ্ধে মস্ত; যুদ্ধ করতে করতে মেতে উঠেছে এমন। '... বলবীর্ঘ্যশালী রঙ্গমস্ত বীরপুরুষেরও সেইরূপ আবশ্যক।' মশাররফ, ১৮৮৯।

রঙ্গরঙ্গ [স] বি যুদ্ধের উদ্দামতা। 'চিরবৈরি হেরি, - সাজিল তরঙ্গরঙ্গ রঙ্গরঙ্গে মতি।' মাইকেল, ১৮৬০; 'প্রচার করিতে এই রঙ্গরঙ্গে মতিমাছি।' মশাররফ, ১৯০৮।

রঙ্গরঙ্গিনী [স] বি রণমত্তা নারী; যুদ্ধপ্রিয় নারী। 'যথায় গগনবিহরিনী ভয়ঙ্করী সেবিয়াছিলেন, সেই দিকে চাইলেন, সেবিলেন, রঙ্গরঙ্গিনী খল খল হাসিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৮; 'রঙ্গবেশ তো পরেছ, রঙ্গরঙ্গিনী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রঙ্গশূল [স] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'রঙ্গশূল জয়শূল মদন করতালাদি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

রঙ্গশাস্ত্র [স] বি যুদ্ধে ক্লাস্ত বা অবসন্ন। 'রঙ্গশাস্ত্র সে দেখে পূর্ণ পাশবিকতা।' ফররুখ, ১৯৪৬।

রঙ্গসজ্জা [স] বি যুদ্ধের বেশ। 'গুরাণ কোঠির গড়ের উপর ধরে কামান রাখিয়া রঙ্গসজ্জা করিয়া সকল সাবধানে থাকিবেন।' রাজীব, ১৮০৫।

রঙ্গসমুদ্র [স] বি যুদ্ধরূপ সমুদ্র। 'তিনি স্মরণ ভীমা অগ্নি করে ধারণ

করিয়া রঙ্গসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

রঙ্গসাজ [স] রণসাজ। বি যুদ্ধের পোশাক; রণবেশ। 'দেখে বোঝলে এও রঙ্গসাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রঙ্গসাজ-পরা বি যুদ্ধের সাজপোশাক পরিহিত। 'তোরা ও রঙ্গসাজ-পরা খেজুর গাছের মতো ফটোটা।' নজরুল, ১৯২৭।

রঙ্গসাধ [স] বি যুদ্ধ করার ইচ্ছা। 'সেনাবাহিনী ভারতীয় কৌশলে রঙ্গসাধ চিরতরে মিটিয়া নিরাছে।' আজাদ, ১৯৬৮।

রঙ্গশিলা [স] রণশিলা। বি যুদ্ধের বাদ্য। 'নাকারা রঙ্গশিলা কণ বাজিতে লাগিল।' গরীব, ১৭৬৫।

রঙ্গহুল [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'বীরের দাবড়ে সেনা পড়ে রঙ্গহুল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রঙ্গহান [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'রঙ্গহানিতে রঙ্গহান উদ্দেশ করিয়া।' বাহরাম, ১৭৫০।

রঙ্গাঙ্গ [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'রঙ্গাঙ্গণে হইলে রমুনাতের রঙ্গিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রঙ্গালন [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'রঙ্গালনে নামবে কে আর?' নজরুল, ১৯২২।

রঙ্গালনা [স] বি যুদ্ধে ব্রী (হিন্দুপুরাণ) যুদ্ধময়ী। 'রক্তদশনা রঙ্গালন-কালী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

রণে ভঙ্গ ১ বি কাজ শেষ না করেই সমাপ্তি ঘোষণা। 'রণে ভঙ্গ দিয় দানা পলায় সতুরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন। 'রণে ভঙ্গ সেই সেনা বলি জার নাম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি তর্কে কান্ডি দেওয়া। 'কাছেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

রণোৎসাহ [স] বি যুদ্ধে উৎসাহী। 'রুণীয় এজেন্ট সজালাদিতো পৃথিব্য হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন।' সুধাবর্ক, ১৮৫৫।

রণোন্মত্ত [স] বি যুদ্ধের নেশায় উন্মত্ত। 'ওই যতীন্দ্র রণোন্মত্ত নজরুল, ১৯৩০।

রণোন্মাদ [স] বি যুদ্ধ করতে করতে মেতে উঠেছে এমন; রণমত্ত। 'নাচায় প্রাণ রণোন্মাদ।' নজরুল, ১৯২৫।

রণ [স] রণ। বি যুদ্ধ। 'সিদ্ধান্তি পাইল রণহানে।' মালাধর, ১৫০০। 'জুদ্ধাশ্ব হউক স্বামী রণে মহাবলী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রণস্থান [স] রণস্থান। বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'সিদ্ধান্তি পাইল রণহানে মালাধর, ১৫০০।

রণবীর্ঘ্য বি নদীর নামবিশেষ। 'রণীং এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরক...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

রণবন্ধন [ক্ৰিয়া] বি ধাতব অলঙ্কারের শব্দ। 'পাঁচি বাজে রিনির্ঝি রণবন্ধন।' নজরুল, ১৯৩১।

রণবৎকার [স] বি বৎকার। 'রণবৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন ঝন।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

রণন বি অনুরণন। 'ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে, গানের বেদনায় যা যে হারায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

রণরপি ১ বি যুদ্ধ শব্দ। 'বজ্র ঘোষণা ধায়, কড় যুদ্ধ, - মরি যায়, ক উঠে রণরপি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০। ২ বি মিটি শব্দ। 'প্রস্তা প্রত্যক্তদেশে জ্ঞানোদয়ে ধ্বনি যুদ্ধ রণরপি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

রণরগিভ বিপ ঝংকৃত। 'আজ সেই লয়ের তান রণরগিভ হচ্ছে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

রণা ১ ক্রি যুদ্ধ করা। 'ঘোর রণে কুকেশে রণিলা উভয়।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ ক্রি অস্ত্র যুদ্ধ হওয়া। 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।' নজরুল, ১৯২২।

রণি [স রণ] বি যুদ্ধ। 'পাবক ধরম বিনে জো করব রণি।' বাহরাম, ১৬৫০।

রণিভ [স বিপ শব্দময়। 'সূরের আবেশে তুলিল রণিভ করি।' সুখীন্দ্র, ১৯২২।

রণ্ড [স বি বিধবা। 'জত লোক দণ্ডারী বৈরী বধু রণ্ড করী কর তুলি করে নিসূদন।' আলগুণ, ১৬৮০।

রণা [স বি বিধবা। 'তঁাহাদের কুল রণা দোষে দূষিত হয়।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

রত ১ [স ১ বিপ ব্যাপৃত। 'হরিনামে হবে রত তাহে যাবে তরে।' মালিকরাম, ১৭৮১। ২ বিপ অনুরক্ত। 'সকল শোক পুষ্যেতে রত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বিপ লিপ্ত। 'বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮০০। ৪ বিপ ব্যস্ত। 'ঘরের কাজে হই গো রত।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

রত [স রথ] বি রথ। 'জরির জমাও হীরের কঠী পরে নাচ দেখতে বসুন ... প্রভিমে বিসজ্জন ... স্নানযাত্রা ও রতে বাহার দিন।' হুতোম, ১৮৬১।

রতন [স রত্ন] ১ বি রত্ন। 'তোকে সে মোহের রতন ভূষণ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিপ শ্রেষ্ঠ। 'মালিয়ারী বলে গুন শূকর রতন।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

রতন-আসন [স রত্ন-আসন] বি রত্নখচিত আসন। 'বসিলেন দেবীকুল শচীন্দ্রের সহ রতন-আসনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

রতনচক্র [স রত্নচক্র] বি হাতের অলঙ্কারবিশেষ। 'শুধু এককোড়ি রতনচক্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রতনচূর [স রত্নচূর্ণ] বি অলঙ্কারবিশেষ। 'রিক্ত লতারে পরায়ে দিলে এ রতনচূর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

রতনজড়িত [স রত্নজড়িত] বিপ রত্নজড়ানে; রত্নে মোড়া। 'শোভে রতনজড়িত বাণী আশ্বারে।' বড়ু, ১৪৫০।

রতনধূলি [স রত্নধূলি] বি রতনরূপ ধূলা। 'দেখো কতজন মাগিছে রতনধূলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রতননিকর [স রত্ননিকর] বি রত্নরাজি। 'প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতননিকর।' মাইকেল, ১৮৬০।

রতনবিষয় [স রত্নবিষয়] বি রত্ননির্মিত দেবমূর্তি। 'রত্নসিংহাসন-পরে দীপিতেছে রতনবিষয় -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রতনভূষণ [স রত্নভূষণ] বি রত্নখচিত অলংকার। 'অঙ্গে শোভে রতনভূষণ।' মুহূদ, ১৬০০।

রতনমণি [স রত্নমণি] বি শ্রেষ্ঠ রত্ন। 'দিয়ে তোমার রতনমণি আমার করলে ধনী - এখন ঘরে এসে ভাসো, রয়েছি ঘর এটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩; 'সাধর যেমন জাগায় ধনি খোঁজে নিজের রতনমণি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

রতনমুদগ্ধী [স রত্ন>] বি রত্নখচিত আংটি। 'রতনমুদগ্ধী পিক হাথে।' বড়ু, ১৪৫০।

রতনসম্ভবা বিভা [স রত্নসম্ভবাবিভা] বি রত্ন থেকে বিকীর্ণ রশ্মি।

'ক্লমপ্রভা সম মুহুঃ হাসে রতনসম্ভবা বিভা - ঝলসি নয়নে।' মাইকেল, ১৮৬১।

রতনসিংহাসন [স রত্নসিংহাসন] বি রত্নখচিত সিংহাসন। 'অভিন্ন মদন কয়ে কথিলকনক প্রায়ে বসিলা রতনসিংহাসনে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

রতনহার [স রত্নহার] বি রত্নের মালা। 'কাহার পলায় পরাবি গানে রতনহার।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রতনাসন [স রত্নাসন] বি রত্নখচিত আসন। 'সে লোকে পুলকে বসেন রতনাসনে কুমুদবাসন।' মাইকেল, ১৮৬০।

রতনাকর [স রত্নাকর] বি সমুদ্র। 'যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা।' মাইকেল, ১৮৬০।

রতা [স ১ বিপ আসক্ত। 'শাহার সজ্জোপে আঁকি অতিশয় রতা।' আলগুণ, ১৬৮০। ২ বিপ ত্রী নিয়োজিত। 'অজ্ঞানবশতই ত্রীগণ অনুকম্পা মুচগেরে রতা।' দর্পণ, ১৮৬৩।

রতি, রতী [স ১ বি বৌন-সজ্জা। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলো ঘুমে।' বড়ু, ১৪৫০; 'রতি লাগি বল করে নাদের নন্দন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ইচ্ছা। 'কেহো শিষ্য কেহো পত্নী যার যথা রতি।' বৃন্দা, ১৪৮০।

রতিকথা [স বি কামের আলাপ। 'রতিকথা সখিমুখে না গুণীলো কানে।' বড়ু, ১৪৫০।

রতিকলা [স বি কামকলা। 'নাহি জ্ঞান রতিকলা।' মুহূদ, ১৬০০।

রতিক্রিয়া [স বি যৌনসঙ্গম। 'আড়ভিজীর সহিত বিবির মাতার ক্রিয়মালাপ ও আদিগনাদি রতিক্রিয়া হইয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৮।

রতিকীড়াপারায়ণ [স বিপ যৌনসক্ত। 'রতিকীড়াপারায়ণ পুংসকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদে রত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

রতিচিহ্ন [স বি যৌনমিলনকালীন স্ট চিহ্ন। 'পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে/ শক্তিক করিয়া কবিশণ বলে তারে।' ভারত, ১৭৬০।

রতিষেখী [স বিপ যৌনসজ্জায়ে বিরাগ আছে এমন। 'কতু হরে রতিষেখী একি ঘোর পাপ।' ওত, ১৮৫৮।

রতিনিশিতা [স বি কামদেব মদনের ত্রী রতির সৌন্দর্যকেও রান করে এমন সুন্দরী। 'রত রতিনিদিত্যার বকে ভূমি বাজাইলে বেদনার কেলা।' জীবন, ১৯৩০।

রতিপঞ্জিতা [স বিপ রতি কাজে নিপুণ। 'রতিপঞ্জিতা বহুমানিতা মধুরভাষিনী নিবিড় নিভিধনী।' ভবানী, ১৮২৫।

রতিপতি [স বি কামদেব। 'অমিএর সভার চিত্ত কাম রতিপতি।' মুহূদ, ১৬০০; 'কাহিনী হুদি রতিপতি জানি।' বাহরাম, ১৬৫০।

রতিবিহার [স বি যৌনমিলন। 'লাগো লাগো যুগ রতিবিহারের ঘরে মনোবীজ দাও।' জীবন, ১৯৪৪।

রতিবিহ্বলা [স বিপ কামাতুর। 'তিনি যেন চতুর্ভা নায়িকা, নায়কদর্শনে রতিবিহ্বলা।' মুখলেন, ১৯৭০।

রতিবেআকুল [স রতিব্যাকুল] বিপ যৌন মিলনের জন্য ব্যাকুল। 'আতি রতিবেআকুল হই।' বড়ু, ১৪৫০।

রতিভাবে [স ক্রিয়ণ আনন্দিতমানে। 'লাসবেস করী রতিভাবে।' বড়ু, ১৪৫০।

রত্নমতি [স] বি অনুরাগ। 'চৈতন্যচরণে যার আছে রতি মতি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রতিরত্ন [স] বিণ কামুক। 'দূর করি লজ্জাতক তুহ সাধু রতিরত্ন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রতিরত্ন [স] বি কামস্পৃহা। 'তিল এক মোর মনে নাহি রতিরত্ন।' বড়ু, ১৪৫০।

রতিরপ [স] বি কামকলা; যৌনক্রীড়া। 'রতিরপে জয়ধূনী করএ কিঙ্কিনী।' বড়ু, ১৪৫০।

রতিরস [স] বি রতিক্রিয়া। 'রতিরসে তোষ মোরে পরিহরী লাজ।' বড়ু, ১৪৫০।

রতিরসকামসোহিনী বি আসক্তি; অনুরাগ। বড়ু, ১৪৫০।

রতিরপতন [স] বিণ যৌন আকাল্পা জাগরণ এমন শরীর। 'জ্ঞ কাশধন, রতিরপতন, মৃগী সেবি হইল বিমুখী।' ভবানী, ১৮২৫।

রতিশ্রম [স] বি যৌনমিলনের পরিশ্রম। 'আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলো যুমে।' বড়ু, ১৪৫০।

রতি-সম্বোধন [স] বি কামনার মোহ। 'বাতাসে ভাসিছে যেখা জন্মবীজ, রতি-সম্বোধন।' বৃদ্ধ, ১৯৩০।

রতিসুখ [স] বি যৌনমিলনের আনন্দ। 'রতিসুখ ভুক্তিওঁ রাধা গোআলিনী।' বড়ু, ১৪৫০।

রতীসিধী বি যৌনমিলন। 'কাহু সমে সাধিতে না পায়িলো রতীসিধী।' বড়ু, ১৪৫০।

রতি [স] রতিক। ১ বিণ বিশুদ্ধার। 'ভূমি নিদারুণ অতি মমতা নাহিক রতি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। ২ বি অল্প পরিমাণ। মানোএল, অনুদত্ত; 'আমি তোমার নিকট রতি পরিমাণ সোনাও চাহি না।' বৃষ্টিররফ, ১৮৮৫। ৩ বি সোলা-রুপা মাশার একক; এক কুন্ডের সমান। হ্যাংসহেড, ১৭৭৮। 'এক রতি তুলাতে এরূপ কাটি যায়।' দর্পণ, ১৮৩১।

রতি মাসা বি সূক্ষ্ম পরিমাণ বিশেষ। 'শবে কড়ার কড়া তস্যা কড়া এড়াবে না রতিমাস।' রমত্নসাদ, ১৭৮০; 'যে আসায় এই ভবে আসা হল না তার রতি মাস।' লালন, ১৮৯০।

রতি ১ বি ওজনের একক বিশেষ। ওঙ্গা, ১৭৮৫। ২ বি মুহূর্ত। 'এক রতি।' ওঙ্গা, ১৭৮৫।

রতন [স] রত্ন। বি রত্ন। 'অমূল্য রতন ছাড়ি কিসের ফুড়ান।' মালাধর, ১৫০০।

রত্ন [স] ১ বি অমূল্য সম্পদ। 'কড়হের রত্ন মুদ্রি হারান গোপালে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি মণি-মুক্তা ইত্যাদি। 'পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি গম্বুজ। 'নানা রত্ন মন্দির কমল।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

রত্ন আভরণ [স] বি রত্ন অলংকার। 'রত্ন আভরণ শোহন মোহন।' বাহরাম, ১৬৫০।

রত্নকণা [স] বি মূল্যবান মণিকণ। 'চিরদুর্গভের একটি রত্নকণা শতকম খটনার সমুদ্র-বেলায়।' রতীশ্র, ১৯৩৫।

রত্নকান্তিচ্ছটা [স] বি মণিমণিকোর দীপ্তি। 'অচপলা যেন রত্নকান্তিচ্ছটা।' মাইকেল, ১৮৩০।

রত্নকুণ্ডল [স] বি রত্ননির্মিত কানের দুল। 'রত্নকুণ্ডল কর্ণে করে থলমলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্নখনি [স] বি অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থের খনি। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্নখনিতে ... সুবরত্ত নিহিত রাখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

রত্নপূর্ণ [স] বিণ রত্নপূর্ণ। 'প্রেমে মত্ত রত্নপূর্ণ হইলা তখন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রত্নপার্ভী [স] বিণ স্ত্রী সুসজ্জনের গর্ভধারণকারী। 'সর্বকুন্তী রত্নপার্ভী জননী তোমার।' গুণ, ১৮৫৮।

রত্নত্বহা [স] বি প্রার্থণ। 'কাসেম রত্নত্বহার মধ্যে আবদ্ধ।' শওকত, ১৯৫৮।

রত্নচূড়া [স] বি রত্নখচিত মুকুট। 'রত্নচূড়া শিরে পরি/ এস বিশ্ব আসো করি।' মাইকেল, ১৮৬১।

রত্নছাতি [স] বি রত্নছাতি ছাতি। 'চারিদিকে ভুঞ্জা রাজা শিরে রত্নছাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রত্নজ্যোতি [স] বি রত্ন থেকে উৎপন্ন। 'সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজ্যোতি গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

রত্নদান [স] বি রত্ন উপহার। 'রত্নদান করএ মাগএ পুত্র দান।' বাহরাম, ১৬৫০।

রত্ন-দুল বি মণি-মুক্তাদি বসানো কানের দুল। 'রত্ন-দুল সে রইল পড়ে।' নজরুল, ১৯৩০।

রত্নদীপ [স] বি রত্নমণ্ডিত দীপ। 'আমি হাসিমুখির খেয়া বেয়ে পৌছে গেছি রত্নদীপে কল্যাণ বিহনে।' শামসুর, ১৯৭০।

রত্নন [স] রত্ন। বি রত্ন। 'জ্ঞত আছে মাগিক রত্নন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রত্ননিধি [স] বি অমূল্য ধন। 'জগত উজ্জ্বল দুই রত্ননিধি সার।' বাহরাম, ১৬৫০।

রত্নপাত্রী [স] বি স্ত্রী প্রেমময় অভিনয়কারী। 'সর্বকালের মানুষের মনপূরার রাজরানী, কখনোনাটকের রত্নপাত্রী।' প্রমথ, ১৯২৭।

রত্নপূর্ণ [স] বিণ রত্নময়; সম্পদশালী। 'গুণাচারী বিকলপণের এক গল্গুয়েই রত্নপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৮৪।

রত্নপ্রসবিনী [স] বিণ রত্ন জনু দেয় এমন। 'অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

রত্নগ্রন্থ [স] বিণ অমূল্য ফলসারী। 'তাহা কালে রত্নগ্রন্থ হবে।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১।

রত্ন-বণিক [স] বি মণি-মুক্তার ব্যবসায়ী। 'একজন রত্ন-বণিক লোকজন ও অল্পশ্রম নিয়ে তাদের বাণ্য দিল।' গুণ্ড, ১৯৩৫।

রত্নবস্ত্র [স] বিণ রত্নে পরিপূর্ণ। 'যবদীপ রত্নবস্ত্র।' প্রমথ, ১৯২৭।

রত্নবান্ধা [স] বিণ রত্ন-বান্ধা। বিণ রত্নখচিত। 'রত্নবান্ধা ঘটি তাহে অমূল্য কমল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রত্নবেদী [স] বি রত্ন খচিত বেদী। 'রম্য কদম্বের তরুতলে রত্নবেদী।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

রত্নবেশে [স] রত্নবণিক। বি মণিমুক্তার ব্যবসায়ী; লঙ্কার। 'উহার রত্নবেশে।' নজরুল, ১৯২৫।

রত্নভূষা [স] বিণ স্ত্রী রত্নে ভূষিত। 'সর্বোৎকৃষ্ট মহামূল্য রত্নভূষা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

রত্ন মন্দির [স] বি গম্বুজবিশিষ্ট মন্দির; রত্নখচিত মন্দির। 'নানা রত্ন মন্দির কদম।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

রত্নময় [স] বিণ রত্ন দিয়ে তৈরি। 'মিষ্টিকার নেস নাঞি সব

রত্নময় । মালাধর, ১৫০০ ।

রত্নময়ত্ব [স] বি রত্ন ধারণের গুণ । 'তঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২ ।

রত্নময়ী [স] বিণ ক্রী রত্নপূর্ণ । 'সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর, রত্নময়ী বসুধার বরে ।' গুণ, ১৮৫৮ ।

রত্নমালা [স] বি রত্ন দিয়ে তৈরি মালা । 'সিকীপুংস রত্নমালা দিয়া বান্ধে কেস ।' মালাধর, ১৫০০ ।

রত্নরাশি [স] বি মণিমুক্তাদি । 'তৃতলে অতুল সভা - কটিকে গঠিত; তাহে পাঠে রত্নরাশি ।' মাইকেল, ১৮৬১ ।

রত্নরাজিময় [স] বিণ মণিমুক্তাদিতে পূর্ণ । 'এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময় ।' বঙ্কিম, ১৮৭৪ ।

রত্নসানুগিরি [স] বি মেরু পর্বত । 'সুজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসানুগিরি ।' মানিকরাম, ১৭৮১ ।

রত্ন-সিংহাসন [স] বি অমূল্য আসন । 'মহাবোধপীঠ তাহা রত্ন-সিংহাসন ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০ ।

রত্নশরঙ্গা [স] বিণ ক্রী রত্নতুল্য । 'ওগাদের কন্যাগুলিও রত্নশরঙ্গা; যদিও দুচ্ছাৎ ।' তারা, ১৯৪০ ।

রত্নাকর [স] ১ বি রত্নের ধনি । 'বর্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত ।' অক্ষয়, ১৮৪৮ । ২ বি মণিমুক্তার কারবার । 'রত্নাকরের খরচ তা বলে গুণে না ওদের ভুলে ।' নজরুল, ১৯২৫ ।

রত্নাকারা [স] বিণ ক্রী মণি-মুক্তার আকার । 'হেরি রত্নাকারা তারা, - সুখে মন্দগতি ।' মাইকেল, ১৮৬০ ।

রত্নাধার [স] বি রত্নের আধার । 'নামিয়া আসিছে অলিঙ্গ হতে বিরাত রত্নাধার ।' আহসান, ১৯৫০ ।

রত্নাবলী [স] বি রত্নসমূহ । 'সুঅঞ্চলে কুলে রত্নাবলী ।' মাইকেল, ১৮৬০ ।

রত্নাধাস [স] বি অলঙ্কৃত বাড়ি । 'গৃহদ্বার সন্নিকটবর্তী এই রত্নাধাসটি এতদিন পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯ ।

রত্নাভরণভূষিতা [স] বিণ ক্রী রত্নভটিত অলঙ্কারে সজ্জিত । 'দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহাব্যবস্রপরিহিতা নয় ।' বঙ্কিম, ১৮৮২ ।

রত্নাঙ্গন [স] বি মূল্যবান পাথরে ভটিত আসন । 'রাজহতীর পৃষ্ঠে রত্নাঙ্গনে মস্তুরাজসভায় ... ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২ ।

রত্নোত্তমা [স] বিণ শ্রেষ্ঠ রত্নের মতো । 'যথা ধীরে 'বপু-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি মায়ানারী-রত্নোত্তমা রূপের সাগারে ।' মাইকেল, ১৮৬৬ ।

রত্না [স] বি নদীর নামবিশেষ । 'ধাইল তারাজুলি শুকরা কুতুহলী রত্না চলিল রঙ্গে ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

রত্নাকর [স] ১ বি উপাধিবিশেষ । 'উজানিতে পদবী আচার্য রত্নাকর ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । ২ বি রামায়ণ রচয়িতা বাণীকি । 'রত্নাকরে বচন নাহি গুর অভ ।' বাহরাম, ১৬৫০ । ৩ বি সমুদ্র । 'রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০ ।

রত্নাকর'র রত্ন

রথ [স] ১ বি চাকাওয়ালা প্রাচীন যানবিশেষ । 'জো রথে চড়িলা বাহবা গ জাই কুলে কুল বুড়ই ।' চণ্ডী ১৪, ১২০০ । ২ বি কলের গাড়ি । '৬০/৬৫ বৎসরের রথ প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর যেকোন উপকার সাধন

করিয়াছে ... ।' অক্ষয়, ১৮৫৫ । ৩ বি রেশপাড়ি; ট্রেন । 'বাস্পীর রথের দুই পথ পশপশ পাশাপাশি থাকে ।' অক্ষয়, ১৮৫৫ । ৪ বি ধর্মীয় উৎসববিশেষ । 'খালখানি রথের সময় কিশোঁলিহাম ।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩ ।

রথ-আনা বিণ রথ টেনে আনে এমন । 'তোমার রথ-আনা ওই/রত-সেনার রথে ।' নজরুল, ১৯২৪ ।

রথকার [স] বি রথনির্মাতা । 'এক রথকার অর্পূর্ব এক রথ নির্মাণ করিয়া ... ।' কেরী, ১৮১২ ।

রথ-ঘর্ষর বি রথের চাকার ঘর ঘর শব্দ । 'শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ষর ।' নজরুল, ১৯২২ ।

রথচক্র [স] বি রথের চাকা । 'সেই সন্ধ্যাপূর্ণর তরুচ্ছায়াধন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭ ।

রথচক্রতল [স] বি রথের চাকার তলা । 'অত্যাচারীর রথচক্রতলে পিষ্ট হইয়া মুকিতেছে ।' আজাদ, ১৯৪০ ।

রথধ্বজ [স] বি রথের পতাকা । 'আচলিতে রথধ্বজ ভাবি বঞ্জন ।' মালাধর, ১৫০০ ।

রথপার্শ্ব, রথ পার্শ্ব [স] বি ধর্মীয় উৎসব-বিশেষ । 'সহরে রথ পার্শ্বসে বড় আকট। ঘটা নাই ।' হুতোম, ১৮৬১ ।

রথযাত্রা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) জগন্নাথের রথে চড়ে ভ্রমণের উৎসব । 'সবে হুটাইসেন রথযাত্রা দেখিবারে ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ইন্দ্রিয়রিল রথযাত্রার লখা দড়িতে ... ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫ ।

রথশূল [স] বি রথের চুড়া । 'রথশূল, মন্দিরচূড়া ও বৃক্ষ শাখা হইতে পতিত হয় ।' অক্ষয়, ১৮৪৯ ।

রথান্নত [স] বিণ রথে আরোহী । 'রথান্নত ব্যক্তিদিশের স্বকীয় দোষে ও অনান্য কারণে উৎপাদিত হইয়া থাকে ।' অক্ষয়, ১৮৫৪ ।

রথান্নতা [স] বিণ রথে আসীন । 'কাকধ্বজরথান্নতা ধূমের বরণ ।' ভারত, ১৭৬০ ।

রথারোহণ [স] বি রথে চড়া । 'হস্তী, অশ্ব, রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০ ।

রথারোহী [স] বি গাড়িতে আরোহণকারী । 'রথারোহীদিগের মধ্যে যিনি দ্রব্যজাত সঙ্গে লইয়া যাইবেন ।' অক্ষয়, ১৮৫৫ ।

রথার্থ [স] বি রথ ও যোড়া । 'মুখ ছুটাইলে রথার্থে আর না দেখি আবশ্যক ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩ ।

রথান্ধপাণি [স] বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু । 'প্রথমে লম্বোদর পুজিল দিবাকর রথান্ধপাণি উমাপতি ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

রথী [স] ১ বি রথচালক । 'রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০ । ২ বি যে ব্যক্তি রথে আরোহণ করে যুক্ত করে । 'ক্ষত-সেহ যেন রথক্ষেত্রে রথী পোষিতার্প ।' মাইকেল, ১৮৬০ । ৩ বি নেতা । 'হিন্দু-মুসলমানে মিলনাকালী বড়ো বড়ো রথীরাও এইটা ধরতে পারেননি ।' নজরুল, ১৯২৭ ।

রথি [স] বি রথচালক । 'রথ সনে সাজে রথি ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

রথীশ্রুদল [স] বি রথ আরোহী সৈন্যদল । 'হেমকুণ্ড-হেমশূঙ্গ-সম্যেককুণ্ডে তেজসে চৌকিরে রথীশ্রুদল ।' মাইকেল, ১৮৬১ ।

রথীশ্রুত্ব [স] বি শ্রেষ্ঠ রথী । 'সাজিলা রথীশ্রুত্ব বীর-আভরনে ।' মাইকেল, ১৮৬১ ।

রখ্যা [স] বি রাক্ষা। 'প্রত্নরিন্মিত রখ্যা সেতু প্রকৃতি নির্মিত হইয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রখ্যাকর [স] বি রাক্ষা সম্বন্ধীয় খাজনা। 'রখ্যাকর সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রচার ঘারা ...' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

রদ [স] বি দাঁত। 'রদে রদে ঠানঠনি।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

রদন [স] বি দাঁত। 'বদনে রদন লাড়ে অদনে বক্ষিত।' ভারত, ১৭৬০।

রদন [আ] ১ বিণ বন্ধ। 'কে পারে করিতে রদ আত্মার কলম।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বাতিল। 'আপনি এক রদ জওয়াব লিখিয়া দিবেন।' ডানকান, ১৭৮৪। ৩ বি বদল। ডবানী, ১৮২৩। ৪ বি বন্ধন; রহিতকরণ। 'ইশ্বর অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার কাহারও সাধ্য নাই।' মশাররফ, ১৮৮৫।

রদবদল [স] রদ+আ বদল। ১ বি পরিবর্তন। 'জমি সংক্রান্ত আইন রদবদল না হইলে এক বেশি জমি না পাওয়া গেলে ...' আজাদ, ১৯৩৭। 'রোজ্জম্যান রোয়েদাদের কোন রদবদল হয় নাই।' আজাদ, ১৯৫৬। ২ বি অদলবদল। 'নূতন কোড দিয়ে রদবদল করার কোনো প্রয়োজন নাই।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

রদি দ্র রদি

রদ্ধা [হি] বি হাতের ধার দিয়ে ঘাড়ে আঘাত করা। 'সাবরা মদ খাইয়ে রদ্ধা দেয়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

রদ্ধি [আ] ১ বিণ নিকৃষ্ট; নিম্নমানের। 'বুকস্টলের সমস্ত রদ্ধি বই।' জীবন, ১৯৩২। ২ বিণ বাজে। 'রদ্ধি উপন্যাস গাদা গাদা খাপতে হয়।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

রদ্ধিমাল [আ] রদ্ধি-মাল। বি নিকৃষ্ট জিনিস; বাজে জিনিস। 'দালালদের রদ্ধিমাল এরপর বাজারের একমাত্র ...' হিসেবে বিকাবে।' মুরশিদ, ১৯৭১।

রদ্দুর [স] রোদ্দা বি রোদ। 'এ রদ্দুরের বেলা ঝুপা কি বকটো হে।' রামনায়াগর, ১৮৫৪।

রনরন [ধন্য] বি অলঙ্কারের শব্দ। 'সকল অলঙ্কৃত কঙ্কণ অঙ্কুতি কিক্তিগির রনরন বোল।' গোবিন্দ, ১৫০০।

রনরনরন [ধন্য] বি ধাতব বাসায়জ বাজার ধনি। 'রগ-বাজা বাজে ঘন ঘন - রন রনরনরন রন রন।' নজরুল, ১৯২২।

রনরনি [ধন্য] বি অলঙ্কারাদির শিল্পন। 'রনরনি কঙ্কন কিক্তিগির রুট্টা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রনরনা [ধন্য] রনরন<>। বি বুকো ভিতর কৈশে গঠা। 'বন্ধ তোর উঠে রনরনি।' রবীন্দ্র, ১৯৬১।

রন্ধন [স] বি রান্না। 'জেখানে রান্না করে বিপ্রেস নাগিগন।' মালাধর, ১৫০০।

রন্ধন-কলাবিদ [স] বিণ রন্ধনশিল্পে পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'রন্ধন-কলাবিদ মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অন্তঃগৃহে বিবিধ সুখাদ্য তৈরি হতো।' মহালেখতা, ১৯৫৬।

রন্ধন ক্রেপ [স] বি রান্না করার জন্য যে পরিশ্রম। 'রন্ধন ক্রেপ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে ক্রম করিয়া ভোজন করিব।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

রন্ধনখার বিণ রান্নায় অনিশুণ। 'রন্ধনখার চাটি আনিব খাঁখার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রন্ধননিপুণা [স] বিণ রান্নায় দক্ষ। 'একাধারে সসীতরু চিরবিদ্যা পারদর্শিনী, রন্ধননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেটি ছিল না।' বনকুল, ১৯৩৬।

রন্ধন-বিদ্যা [স] বি রান্না সংক্রান্ত বিদ্যা বা জ্ঞান। 'রন্ধন-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ... অবশ্য পঠনীয় বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।' বেগম, ১৯৪৯।

রন্ধনভোজন [স] বি রান্না ও খাওয়া। 'রন্ধনভোজন করি কৌতুহ জালিল।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

রন্ধনযজ্ঞ [স] বি রান্নায় বড়ো আয়োজন। 'স্ববর এসেছে লভনে এং বিরাট রন্ধনযজ্ঞ হবে।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

রন্ধনরত [স] বিণ রান্না করছে এমন। 'রন্ধনরত ঘর পিছনে আসিয়া।' বিতুতি, ১৯৩১।

রন্ধনরতা [স] বিণ রান্না করছে এমন। 'রন্ধনরতা রসুলের বোন হিবনকে দেখিতে দেখিতে ...' যানিক, ১৯৩৬।

রন্ধনশালা [স] বি রান্নাঘর। 'তুলিল রন্ধনশালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রন্ধনাখর [স] বি রান্নাঘর। 'ভাঁহারা এতকাল ... রন্ধনাখারের কই হইয়া বেড়াটানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

রন্ধনালয় [স] বি রান্নাঘর। 'রন্ধনালয় ... অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

রন্ধনী বি রান্না। 'তোমা ধরে রাখে না রন্ধনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

রক্ত [স] ১ বি ছিদ্র। 'মৃণালেতে সারি সারি রক্ত বানাইয়া।' দীপ্তি ১৬০০। ২ বি কোব। 'কামিনী মূলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রক্তচাপ পূর্ণ হয়ে উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি কটি। 'বজ্রেরে বত্বিয়া কোথা তার আছে রক্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রক্তপথ [স] বি ছিদ্রপথ। 'এশীমতে রক্তপথে এশী লক্ষ মারী কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রক্তময় [স] বিণ গর্তমুখ। 'পলাকের ঘাতে বর্ণ হৈছে রক্তময় আলাওল, ১৬৮০।

রক্তহীন [স] বিণ নিশ্চিহ্ন। 'যতই রক্তহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাস দিতে থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রক্তে রক্তে ১ ক্রিণ সহধানে। 'সীমার বন্ধ রক্তে রক্তে তেন করি এই অসীমের অমৃত ফোয়ারা কত শীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিল, তাহার আর অদ দেখি না।' রবীন্দ্র ১৯১২। ২ ক্রিণ কঁকে কঁকে। 'দম্ভ মেঘের রক্তে রক্তে দীপ্ত গগ্ন মাঝে রে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ ক্রিণ ছিদ্রে ছিদ্রে। 'এ বাঁশির রবে রক্তে, যে বিরাট গুণ অনুভবে, রঞ্জনার অশ্লিতে অক্ষমালা ফিরে নীবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রপট [হি] বি বেগ। বিদ্যা, ১৮৯১।

রপটান বি লাফালাফি করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

রপটানি [হি] রপট। বি লাফালাফির কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

রপটে রপটে [ফা রফত>] ক্রিণ লাফিয়ে। 'ছেলেরা . ঢাকের পেটোনে পেটোনে রপটে রপটে ব্যাঘ্রাচ্ছে।' হেতাম, ১৮৬৩।

রপ্ত [ফা রফত>] বি রপ্তানি। 'ইসলও দেশে রপ্ত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৭।

রপ্তি [ফা রফত>] বি রপ্তানি। 'গঙ্গার আমদ রপ্তিতে।' কাল্পে ১৭৮৯।

রক্ত

রক্ত [ক্‌ রফতন্] বি রক্তানি। 'ভারতবর্ষেই হইতে যে জিনিস রক্ত হই তাহা প্রস্তুতকরণে'। বঙ্গদূত, ১৮২৯।

রক্ত [আ রব্‌ত] বি আরত। বিদ্যা, ১৮৯১। 'সংক্ষেপে বলায় কাগজা রক্ত করা'। মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

রক্তানি, রক্তানী [ক্‌ রফতন্] ১ বি বিক্রির জন্য পণ্য বিদেশে প্রেরণ। 'সরাগের রক্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেন না'। ক্যালশে, ১৭৮৯। 'এ দেশ হইতে যে এক রক্তানীর বস্ত্র হইত তাহাতে সন্দেহ নাই'। দর্পণ, ১৮২৯। ২ বিণ বিতাজিত। 'আমরা কি চিরকালের জন্যে রক্তানি হয়ে পেলুম?' নক্ষত্র, ১৯৩১।

রক্তানিকারক বি বিক্রির জন্য পণ্যপ্রবাহ বিদেশে প্রেরণ করে যে। 'এসের মধ্যে পান বিড়িওয়াল খেতে আমদানি-রক্তানিকারক'। অন্নদা, ১৯৪০।

রক্তানিশ্রুত [ক্‌ রফতন্+স শ্রুত] ক্রিণ বিদেশে মালামাল রপ্তানির কারণে। 'এতদেশে যে তত্বদানির দুর্কৃত্যতা সে কেবল ইচ্ছাওদেশে রক্তানিশ্রুত'। দর্পণ, ১৮১৯।

রক্ততানি, রক্ততানী [ক্‌ রফতন্] বি পণ্য দ্রব্যাদি অন্যত্র চালান দেওয়া। 'রফতানি'। ক্যালশে, ১৭৯১। 'অনেক চামড়া বাহিরে রক্ততানীর জন্য বেঁচে যাবে'। মাহেনও, ১৯৪৯।

রক্ততানীযোগ্য [ক্‌ রফতন্]+স যোগ্য] বি বিক্রির জন্য বিদেশে প্রেরণের উপযোগী। 'মহাবিক্রমশীল আমদানী রক্ততানীযোগ্য পণ্য নহে'। আজাদ, ১৯৬২।

রক্তা [স] বি বর্ণের নীচে যুক্ত হয় এমন চিহ্ন বিশেষ, যার উচ্চারণ 'র'-এর মতো - '।'। 'যে শ্লোক রক্তা করিয়া শোনান তাহাতে ঐশ্বর্য হয় রক্তাটা শোণ করিয়াছেন'। রবীন্দ্র, ১৯০২। 'তাহার চিহ্নে পলা বাড়াইয়া র-রক্তা যুক্ত করিয়া ডাকিল - রু - রু - রু'। বঙ্গদূত, ১৯০৬।

রক্তা [আ] ১ বি মীমাংসা; নিষ্পত্তি। 'ইহাদিগের মকরমা রক্তা করিয়া সেও'। মেহস, ১৭৫৭। 'তাহার বদলের রক্তা ও উল্লে অনেক ব্যোমহে হয়'। ক্যালশে, ১৭৮৯। ২ বি পরিচ্ছন্ন। ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি মিটিমটি। 'যাও বাবুর সহিত রক্তা কর'। ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি নিশেষ হওয়া। 'মমের দুঃখে কলমে লালন আমার কেবল রক্তা'। লালন, ১৮৯০। ৫ বি সমাপ্তি। 'সেদিনকারের গল্প বলায় হয়ে গেল রক্তা'। নক্ষত্র, ১৯২৬।

রক্তা করন ক্রি উপসংহারে পৌঁছানো; মীমাংসা করা। ওর্গ, ১৭৮৫।

রক্তানামা [আ রক্তা+ক্‌ নামা] বি মীমাংসাপত্র। 'যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই ক্ষর হয় পরে রক্তানামা দেন'। দর্পণ, ১৮২১।

রক্তানিষ্পত্তি [আ রক্তা+স নিষ্পত্তি] বি মিটিমটি। 'আখা-আখি রক্তানিষ্পত্তি করা'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

রক্তারকি [আ রক্তা] বি মিটিমটি। 'শেষঘাট কোন শর্তে রক্তারকি হয়'। মুক্তভাষা, ১৯৪৯। 'ওকুই শেষঘাট রক্তারকি করে দিলেন'। মুক্তভাষা, ১৯৬০।

রক্তাহীন [আ রক্তা+স হীন] বিণ অবিতর্কিত; আপসহীন। 'ব্যক্তির রক্তাহীন অনন্যতায় উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়া শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় একেবারেই অসম্ভব'। শিব, ১৯৫০।

রব [স] ১ বি ডাক। 'কাক হবে জাগিলা সকল সমুদ্রপাণ'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ধানি। 'মার মার করি রব ধানিল সেনা সব'। মুক্তন, ১৬০০। ৩ বি যোঝা। 'এই রব প্রচার হইলে সমস্ত নগরবাসী একত্র হইল'। তান্ত্রী, ১৮০৩। ৪ বি গুজব। 'একবার এমন রব রটিল যে ...'।

তান্ত্রী, ১৮০৩।

রবরবা [স রব] ১ বিণ জাঁকজমকপূর্ণ। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে এমন। 'তখনো বড়ো ভরফের খুব রবরবা সময়'। প্রমথ, ১৯০২। ৩ বি আড়ম্বর। 'বড় রবরবা মিশ'। বিজুতি, ১৯০৮। ৪ বিণ সহস্রসং; জমজমাট। 'বন্দের সময় রবরবা হইয়া উঠিত সব'। শাস্ত্রসুন্দরী, ১৯৪৮।

রব-রোয়াব বি নাম-ডাক। 'কি তাঁর প্রতাপ। কত তাঁর রব-রোয়াব'। কায়দার, ১৯৬৫।

রবাহুত [স] ১ বিণ সন্ধান তদন্তে উপস্থিত হয় এমন। 'দশ দিবস পূর্বে রবাহুত ত্রাণশ্রম ... আসিতে প্রবৃত্ত হইল'। রামরস, ১৮০১। ২ বিণ বিনা নিমন্ত্রণে আগত। 'রবাহুত ত্রাণশ্রমে এক টাকা ... দিয়াছেন'। দর্পণ, ১৮২২।

রববার [স রব+ক্‌ বার] বি রবিবার। 'রববারে জিনীভার লেকের পাড় আরও চমককার'। মুক্তভাষা, ১৯৫২।

রবাব [স রব] ক্রি শব্দ করা। রবএ ক্রি শব্দ করে। 'শায়ীক কোকিল রবএ সুললিত'। বাহোয়, ১৬৫০।

রবাব [ক্‌ রবাব] বি বীণার মতো এক রকম বায়াময়। 'রবাব মজল্‌ ঢক করএ বাজল'। মুক্তন, ১৬০০।

রবার [স] ১ বি (দাগ মোছার) রবার-খত। 'পাহাড় একে তার পরে রবার দিয়ে ঘষে দিয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বি রবার গাছের রস দিয়ে তৈরি স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ বিশেষ। 'রবারের নল নিয়ে তারা ডেক খোয়'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

রবার [স] বি রবার গাছের রস দিয়ে তৈরি স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ বিশেষ; রবার শব্দের বানানভেদ। 'কালির দাগ উঠাইবার জন্য যে রবার ব্যবহৃত হয় ...'। বিদ্যা, ১৮৫১।

রবারসোল [স] বিণ রবারের তৈরি তলানিষি। 'রবারসোল জুতা'। জীবন, ১৯৪৮।

রবার স্ট্যাম্প [স] বি রবার দিয়ে তৈরি সীলমোহর। 'চাপরাশিরা কিসে রবার স্ট্যাম্প মারিতেছে'। মনসুর, ১৯৫৩।

রবি [স] ১ বি সূর্য। 'নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসিমন্তল'। চর্য্য ৩২, ১২০০। ২ বি লাল আকর্ষণ। 'রবি লোহে ছাড়াইল'। কৃত্ত, ১৪৫০।

রবিকর [স] বি সূর্যের কিরণ। 'পরান বিকল হএ রবিকরজালে'। কৃত্ত, ১৪৫০।

রবিকরজাল [স] বি সূর্যের কিরণ। 'পরান বিকল হএ রবিকরজালে'। কৃত্ত, ১৪৫০।

রবিকিরণ [স] বি সূর্যের রশ্মি। 'নৈদ্য রবিকিরণ অত্রা স্বাভাবিক শীতভরকে ...'। অক্ষর, ১৮৫৪। 'আমার সদান্যতা যে বিকল্পশতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রবিচ্ছবি [স] বি সূর্যের দীপ্তি বা শোভা। 'চাহে যথা সূর্যদুর্ধ্ব রবিচ্ছবি গানে'। মাইকেল, ১৮৬০। 'সুখি রবিচ্ছবি- ভেজোহীন আমি নয়ন মুদ্রি'। মাইকেল, ১৮৬১।

রবিক্সকাল [স] বি সূর্যেরদণ। 'তাহার রবিক্সকালের অভাবজনিত কোন অসুবিধা অবচ্ছবিই জোপ করে না'। অক্ষর, ১৮৫৪।

রবির কর বি সূর্যের রশ্মি। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

রবিরশ্মি [স] বি সূর্যের কিরণ। 'ধরণীর অঙ্গুষ্ঠের রবিরশ্মি নামে

যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রবিবোধা [স] বি সূর্যের আলো। 'পুরব-মেঘমুখে পড়েছে রবিবোধা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

রবিলোক [স] বি সৌরজগৎ। 'কত দূরে তিষ্যাপতি দিনকান্ত রবিলোকে অস্তির হইল।' আইকেন, ১৮৬০।

রবিশশী [স] বি সূর্য ও চন্দ্র। 'রবিশশী এখতারার ফাঁকে।' নজরুল, ১৯৩৫।

রবিহীন [স] বি সূর্যের আলো নেই এমন। 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রাসাদের দেশে জগতের নদী গিরি সরসলে শেষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রবি^১ [আ রবি] বিস বসন্তকালীন। 'রবিশস্য অর্থাৎ মটর, ঘব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

রবিখন্দ [আ রবি+খন্দ] বি রবিশস্য। 'ইতিমধ্যেই রবিখন্দের আয়োজন শুরু হয়েছে।' কায়সার, ১৯৬২।

রবি-ফসল [আ রবি-ফসল] বি বসন্তকালীন শস্য। 'তার গায়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মতন লাগে।' নজরুল, ১৯৪২; 'রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে।' জীবন, ১৯৪৮।

রবিশস্য [আ রবি+স শস্য] বি বসন্তকালীন ফসল। 'রবিশস্য অর্থাৎ মটর, ঘব, গম প্রভৃতি বর্ষাকালের পরেই বপন করে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

রবি^২ বি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবিতাঁকুরী বি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। 'রবিতাঁকুরী বাবরী।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

রবিদ্বানা বি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। 'বাংলাদেশে এক ধরনের কবিদ্বানাতে রবিদ্বানা বলত।' অজিত, ১৯৫০।

রবিদ্বারা বি রবীন্দ্রনাথ নেই এমন। 'রবি-দ্বারা।' নজরুল, ১৯৪১।

রবিহীন বি রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যতীত। 'ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ঠিক নীচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমরুক্ষ।' অন্নদা, ১৯২৯।

রবীন্দ্রপ্রতিভা বি রবীন্দ্রনাথের সৃজনশক্তি। 'রবীন্দ্রপ্রতিভা হচ্ছে বহুমুখী এবং বহু দেশ ও বহু জাতির জীবনদার্পণ ত্রয় প্রতিভার এসে মিশেছে।' হাই, ১৯৫৪।

রবীন্দ্রসঙ্গীত [স] বি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত গান। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৪; 'রেজের বাজনা থাকতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্ভীর ও একঘেরে হয়ে পড়ে না।' মোতাহার, ১৯৩৭; 'নজরুলসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।' বেগম, ১৯৪৮।

রবীন্দ্রসঙ্গীতানুগামী [স] বি রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুগামী এমন। 'দিনেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতানুগামী যাদেরই ...' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

রবিবল আঙুলা, রবিয়ল আঙুলা [আ] বি ছিঁকির মাসবিশেষ। 'চন্দ্রমাস রবিয়ল আঙুলাদের প্রথম তারিখ।' মগাররত্ন, ১৮৮৫; 'মোতাবেক ওরা রবিগল আঙুলা।' প্রচারক, ১৮৯১।

রবিদ্বাল আঙুলা [আ] বি ছিঁকির মাসবিশেষ। কালাশে, ১৭৮৮।

রবিবার [স রবি+ষা বার] বি সপ্তাহের একটি দিনের নাম। 'হাবন মাসে রবিবারে মনসা পঙ্কমী।' বিদ্যুৎ, ১৬৫০।

রবিবাসরিক [স] বি রবি বার চালু থাকে এমন। 'রবিবাসরিক হুশের ব্যবস্থা করা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রবিবাসরীয় [স] বি রবিবারের। 'বড় ফটকে রবিবাসরীয় ডিখারীদের ভিড়।' বিজুতি, ১৯৩১।

রতস [স] ১ বি প্রেমাবেশ। 'কহে ন রতসে হসি কিছু ন উতর দেসি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ বি আনন্দিত। 'রহিলাম চিত্তে হয়ে অত্যন্ত রতস।' মানিকরায়, ১৭৮১। ৩ বি আবেশ। 'জ্ঞানসিদ্ধি কিত-সৌরভ-রতসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রতসময় [স] বি আবেশময়। 'কহত রতসময় বাত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

রতসলাশল [স] বি সজ্ঞাপ কামনা। 'দশ অবুদ্বির মতো পরশ করিছে রতসলাশলে মোর নিদ্রাশল তনু।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রম [hi rum] বি এক ধরনের মদ। 'শিশে শুভ পার ক'রে তখে বাই রম।' তরু, ১৮৫৮।

রম-উরস [স] বি রমণীয় বস্তু। 'সে সদনে করে বাস ত্রুণপুরবাসী/ রমার রম-উরসে যথা ধীনিবাস মাধবা।' আইকেন, ১৮৬০।

রমজানা [আ] ১ বি ছিঁকির পঞ্জিকার মাসবিশেষ। 'রমজান হইল পরে চুন্নত হইল।' বাহরাম, ১৬৫০; 'ছিঁকরী ১২০৯ সালের ৫ রমজানে জারী করিলেন।' ফকটর, ১৭৯০। ২ বি (ইসলাম) ছিঁকির বছরের যে মাসে মুসলমানদের সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যোদ পর্বন্ত উপবাস থাকার রীতি প্রচলিত আছে। 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল শুবীর ইদ।' নজরুল, ১৯৩২।

রমণ^১ [স] ১ বি যৌনক্রিয়া। 'তাহাত তোকা রমণে ল।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি খেলা। 'বাঁহায়া তা সকার সঙ্গে বিধি রমণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রমণ^২ বি শাস্তি। 'মা শো রমণ না হাম রমণী।' কুন্দদাস, ১৫৮০।

রমণী [স] ১ বি নারী। 'মুনিমমোহিনী রমণী অনুপামা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি স্ত্রী। 'কাহার নশিনী কাহার রমণী গোকুলে এমন কে।' ঘিটুজী, ১৬০০।

রমণীত [স] বি রমণীসুলভ গুণ। 'রমণীর রমণীত রাখে না।' মীপিকা, ১৮৮৭।

রমণীদলন [স] বি নারী নির্ঘাতন। 'দেখেছি এতদিন ... রমণীদলন আর কান্ডিহীন রতাক দস্যুতা তোমাদের।' শামসুর, ১৯৭৩।

রমণী-বিশ্ব [স] বি নারীসমাজ। 'রমণী-বিশ্বে সৌন্দর্যের সার।' নজরুল, ১৯১৬।

রমণীরত্ন [স] বি রমণীরূপ রত্ন। 'বোধ হয়, মনুর অদ্ভুত রমণীরত্ন সযেটন হয় না।' তমোলুক, ১৮৭৪; 'রীতাকাদের মধ্যে এখানে অনেক রমণীরত্ন আছে।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

রমণীসুলভ [স] বি নারীর মধ্যে পাণ্ডা যায এমন। 'ইহাদের অনেকের মুখ ও বর্ণ ভাল হইলেও ... রমণীসুলভ কোমলচেৎে বসিত।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫; 'রমণীসুলভ নানা প্রকারে চুলের বাহার।' এসলাম, ১৯২০।

রমণীহৃদয় [স] বি নারীর হৃদয়। 'নবমুষ্টিত রমণীহৃদয়ে হইতে এ কী অকৃতবর্ণ শোভা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রমনি [স রমণী] বি নারী। 'দেখ দেখে সখা হেরে অকৃত রমনি।' মালাধর, ১৫০০।

রমনিমন্তল [স রমণীমন্তল] বি নারী সমাজ। 'রমনিমন্তল মাথের দেব নারায়ন।' মালাধর, ১৫০০।

রমনী [স রমণী] বি নারী। 'মাধব তুজ লাগি ভেটল রমনী/ কো কহে

রমণীমেলক

বালা কো কোহে তরুনী। বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

রমণীমেলক [স] বি কোনো নারীর সঙ্গে অভিসারের ব্যবস্থা করে দেয় যে। 'নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বড়ামুদে বঙ্কলে রমণীমেলক।' ভবানী, ১৮২৫।

রমণীয় [স] বিণ মনোহর। 'রমণীয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত সংসারকে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রমণীয়তা [স] ১ বি সৌন্দর্য। 'নয়নমনোহর সুরমা পুষ্পও এই নিঃসংশয় স্থানের রমণীয়তা সম্পাদনে সহায়তা করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি রমণীমূলত মার্থ্য। 'একটি বিরাট রমণীয়তা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রমণীয়ত্ব [স] বি মনোহারিত্ব। 'দিল্লীর মোগলসম্রাটগণও এই স্থানের পরম রমণীয়ত্বে আকৃষ্ট।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

রমণীয় বেশ [স] বি মনোহর রূপ। 'জন্মান্তর মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

রমল [আ] বি আরবি কবিতার হৃদবিশেষ। 'চপল রমল হৃদ সে।' নজরুল, ১৯৪৮।

রমা [স রমণ>] ১ ক্রি রমণ করা। 'যাহারে রমএ সেসি দেখে কাছে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রীত করা। 'যে বিদ্যুৎ-ছটা রমে আঁখি।' মাইকেল, ১৮৬১। রমএ ক্রি রমণ করে। 'যাহারে রমএ সেসি দেখে কাছে।' বড়ু, ১৪৫০। রমস্তি ক্রি রমণ করেন। 'রমা আদি বেউশ্যাক রমস্তি মিদশে।' বড়ু, ১৪৫০। রমিশ ক্রি রমণ করলো। 'হেন গলা রমিল শান্তন নাম নরে।' বড়ু, ১৪৫০।

রমিত [স] বিণ প্রফুল্ল। 'বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।' মাইকেল, ১৮৬১।

রম্য [স] বি লক্ষী। 'চরণাবিধে রমা তুলসীর স্থান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রম্যরস [স রম্>] ১ বি অতিরিক্ত সাক্ষ্য। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ ক্রি রস গ্রহণ পরিমাণে। 'রম্যরস খরচা করি বাড়ি গিয়ে।' মনোজ, ১৯৬১।

রম্যোদ্যান [স] বি রমণীয় উদ্যান। 'এক দিকে রম্যোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

রম্য [স] বি স্বর্ণের নর্তকী। 'রম্য আদি বেশ্যাক রমস্তি মিদশে।' বড়ু, ১৪৫০।

রম্য বি কলা। 'রসাল পনস রম্য রশিল হনুমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রম্যভঙ্গ [স] বি কলাগাহ। 'রম্যভঙ্গ উরু, অভিশয় গুরু।' রামহরাদ, ১৭৮০।

রম্যপূর্ণ [স] বিণ কলাগাহয়। 'রম্যপূর্ণ ঘট অস্ত্রসার দীপ জ্বলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রম্যোক্ত [স] বি কলা গাহের মতো উরু এমন (নারী)। 'হে অস্ত্রকরবা!—তুমি সেই রম্যোক্ত সজ্ঞো সদা সজ্ঞাধী রহিয়াহ ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রম্য [স] বিণ সুন্দর। 'বাসা করি রহিলা নন্দ সেই রম্য স্থান।' মালাধর, ১৫০০। 'বাক্যে বাজে রম্য বীণা বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রম্য-উপবন [স] বি মনোরম বাগান। 'রাজপথে, গোতে যথা, রম্য-উপবনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

রম্য স্থান [স] বি সুন্দর আবাস। 'শরথের কুজ ফুটি সেই রম্য স্থান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রম্যহার [স] বি অতি সুন্দর মালা। 'বুঝি মন ততক্ষণ গাহে

রম্যহার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

রম্যা [স] বিণ স্ত্রী সুন্দর। 'বিশেষ দৃষ্টিতে রম্যা রমণী জ্ঞানিল।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

রম্যা দ্র রম্য

রম্যা বি সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রম্যা।' নজরুল, ১৯৩৫।

রম ক্রি থাকে। 'দেহবন ছেড়ে যাবে/ পরাণ-হরিণী তার বুঝি আর নয় না।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

রম [স] বি প্রবাহ। 'পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।' মাইকেল, ১৮৬১।

রম [ফা রায়] বি রায় বংশনামের ইকবল রূপ। 'রায় পদবী "রম" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

রমন [স রজনী] বি রজনী। 'গহন রমনমে না যাও, বালা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

রয়নি [স রজনী] বি রাত। 'জনি রয়নি ভেল চাঁদ উজোর।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

রয়না বি ফলবিশেষ; রেড়ি। 'রয়নার ফল পাড়িয়া আনিতাম।' জসীম, ১৯৬৪।

রয়াল সীট [ই] বি রাজকীয় আসন। 'রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল মৃত্যুশাসি দিচ্ছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রয়ে বুয়ে দ্র রওয়া

রয়ে রয়ে দ্র রওয়া

রয়ে সয়ে দ্র রওয়া

রয়েল বেঙ্গল টাইগার, **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার** [বি] বি সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘের নাম। 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আক্রমেও যেমন বৃহৎ, প্রকৃতিতেও সেইরূপ ভীষণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। 'সংক্ষেপে কহিলেন, দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।' শরৎ, ১৯১৭।

রলারোল [স] বি খুব উচ্চ ধ্বনি। 'বন্যাবারির ওহাবিদারগের রলারোল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রলা [স নল>] বি নলের মতো সরু ও লম্বা কাঠি। বিদ্যা, ১৮৯১।

রল্যা [বি] বি কোলাহল। 'রল্যা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় খাড়ছেন।' হেতুঘর, ১৮৬১।

রশদ [ফা রসদ] বি খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ওর্স, ১৭৮৫। 'যেখানে দেখিব ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুট করিব।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

রশনা [স] বি মেথলা; কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। 'নিতম্ব-বিধে কুনিছে রশনা।' মাইকেল, ১৮৬১।

রশাতল [স রসাতল] বি পাতাল। 'একল অসুর বলে জাব আমি রশাতলে।' মালাধর, ১৫০০।

রশারশি [আ রিশা>] বি ছোটো-বড়ো দড়ি। 'লয়ে রশারশি করি কষাকষি পৌতাটুটলি বাঁধি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রশি [আ রিশা>] ১ বি দড়ি। 'মরলসোলায় ধরি রশিগাছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি জমি জরিপে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সৈর্যের শিকল বা চেন। 'দু-তিন রশি তফাতে বড়ো রাস্তার ধারে।' প্রমথ, ১৯৩৭।

রশিরুদ্ধ [আ রিশ+স যুদ্ধ] বি দু শব্দের মধ্যে রশি টানাটনি খেলাবিশেষ। 'রশিরুদ্ধে পুরনো ছাত্রী সংসদের সদস্যরা জয়ী হয়েছে।' বেগম, ১৯৭০।

রসন, রসুন প্র রসুন

রসুন [আ রসুন] বি শুক। 'লালিসের রসুন প্রভৃতি এইক্ষেপে সরকার হইতে দিতে হবেক।' রামরায়, ১৮০২।

রশি [স] ১ বি কিরণ; প্রভা। 'সেই সরল গহ্বরে সূর্যের রশি প্রবেশ করে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি দ্যুতি। 'রশি মাগিকের দেহে। আপনি ভারতী।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৩ বি লাগাম। 'বাম করে অশ্বরশি ধরি অবহেলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রশিকণা [স] বি আলোকবিন্দু। 'জাগায়েছে এ মাটিতে রশিকণা নবী মৃত্যুর।' ফরকশ, ১৯৬৩।

রশিচ্ছটা [স] বি আলোকচ্ছটা। 'আপনার রশিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫

রশিঞ্জাল [স] বি রশিরূপ জাল। 'বিচিত্র রশিঞ্জালে একেবারে নিকশেদে হইয়া সেলাম।' প্রথম, ১৮৯৮।

রশিখারা [স] বি আলোর ধারা। 'কোথায় খুলবে নতল উবার রশিখারা সেফদ।' ফরকশ, ১৯৪৩।

রশিপাত [স] বি কিরণ নিক্ষেপ। 'দেহের সেই মধ্যবিভাগে আজকাল অতিমৌলিম রশিপাত করে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

রশিবিহীন [স] বিণ আলোক-দ্যুতি সেই এমন। 'তাহা রশিবিহীন কুন্তিকায় পরিপূর্ণ।' মোতাহার, ১৯৩৭।

রসুম [আ রসুম] ১ বি কর; শুক। 'রসুম কারণ পক্ষতুরা হিসাবে ৩০ দশ টাকা শিলামা।' ওর্ডা, ১৭৮১। ২ বি উপঢৌকন। 'অন্য-কোঁকরে ছানে রসুম ও বেতন লইয়া ... সরবরাহ করিবে না।' মেম্বার, ১৭৮৭।

রস [স] ১ বি মধু। 'তো মুহ চুখী কমলরস পীবরি।' চণ্ডী, ১২০০। ২ বি রসরস। 'সো করউ রস রসবাণের কংখা।' চণ্ডী, ২২, ১২০০। ৩ বি নির্বাস। 'কাটিল ঘাঘত লেখুরস দেহ কত।' বড়, ১৪৫০। ৪ বি প্রেমকাহিনি। 'বৃন্দাবনদাস রস গায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি আনন্দ। 'কক্ষে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের প্রীতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'শ্রীমতী রাধার ভাবে রসের তরঙ্গ।' মালিকরাম, ১৭৮১। ৬ বি লাগণ; সৌন্দর্য। 'দিনে২ অতি রস হইল বিকাশ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৭ বি বাদ। 'কমায় মধুর লবন কাঁড় তিত অন্ন রূপ বড়িধ রসযুক্ত।' মুকুটময়, ১৮১২। ৮ বি প্রাণ। 'প্রভাসের শরীরে রস থাকিলে ছাড়ে না।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৯ বি বীর্য। 'কামের ঘরে কপাট মেরে উজান মুখে চালাও রস।' লালন, ১৮৯০। ১০ বি বেজুর ইত্যাদি গাছ থেকে নিসৃত মিষ্ট তরল। 'খানিককণ রস স্থাল দেওয়া দেখিবে।' বিজুতি, ১৯৩১। ১১ বি যা থেকে নির্গত তরল বর্ষা। 'বা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আশ্রয় করিগাছে।' মালিক, ১৯০৭।

রসকথা [স] বি প্রেমকাহিনি। 'সুনইত রসকথা ধাপয়ে চীত।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

রসকন্দ [স] বি রসের মূল। 'তুই জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

রসকরা [স রস] বি রসে পাকানো নারকেলের নাড়ু। 'জনায়ের রসকরা মুড়কি খাওয়ার অতি অনুগ্রহ মুখি।' ভবানী, ১৮৫৫।

রসকল্ল [স] বি রসভাণা। 'রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্ল ও রসকল্ল।' শরীফ, ১৯৬৮।

রসকম [স] ১ বি সৌন্দর্য। 'অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রসকম কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি কোমলতা; রসবোধ। 'রসকম মানুষটার মধ্যে যথেষ্টই আছে।' মালিক, ১৯৪০।

রসকমশূন্য [স] বিণ মাধুর্যবর্জিত। 'রসকমশূন্য হাড়গিলে চেহারা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

রসকম্বহীন [স] বিণ পৈতৃহীন। 'থাক এসব রসকম্বহীন রাজনীতি চর্চা।' মুজতবা, ১৯৫৯।

রসকস [স রসকম] বি মাধুর্য। 'রসকস কিছু নাহি মুখে।' শুভ, ১৮৫৮।

রসকুঞ্জ [স] বি আনন্দময় কুঞ্জ। 'রসকুঞ্জের পুষ্পিত পত্রাবিত তরুণতার ...।' নজরুল, ১৯২৮।

রসকে [স রসিক] বিণ রসিকা। 'রসকে বঁধুর রূপের চোটে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

রসকোমল [স] বিণ বর্ষাসিক। 'নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রসকোষ [স] বি রসের সূচনা। 'এই সঙ্গীদের রসকোষের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার সেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রসখাজা বিণ রসপূর্ণ। 'দেখতে যেমন বড়, ভিতরের কোয়াতলি তেমন রসখাজা।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭।

রসপর্গ [স] বিণ রসম। 'কলাগাথনাদ্যের একটা রসপর্গশক্তি জমে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসপর্গ কাহিনীর সূচনা সেখানে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রসপান [স] বি গুণকীর্তন। 'তনিলে যাহার গীত আনন্দ পূলক চিত খিল রূপরাম রসপান।' রূপরাম, ১৭৫০।

রসপীত [স] বি ভক্তিমূলক গান। 'রাত্রিদিনে রসগীত শ্রো-ক-আবাদনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রসগোষ্ঠা [স রস+গ+গোষ্ঠা] বি চিনির রসে পক্ক হানার তৈরি মিঠাইবিশেষ। 'এক কানা উলামিলা বোবাতে যায় রসগোষ্ঠা।' লালন, ১৮৯০।

রসগ্রহ [স] বি রসসমৃদ্ধ গ্রহ। 'বহু রসগ্রহ রচিনু মোহন্ত সব নায়ে।' আলতাঙ্গ, ১৬৮০।

রসগ্রহণ [স] বি রস আবাদন। 'সে এসবের রস গ্রহণ করিবে কী করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'বলে যান রসগ্রহণে আমার কণামাঝে অনুবিধে হচ্ছে না।' মুজতবা, ১৯৫২।

রসগ্রাহিতা [স] ১ বি রসগ্রহণে পারদ্রব্য। 'তিনি মেরকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন ...।' অন্নদা, ১৯২৯। ২ বিণ রস গ্রহণে সক্ষম এমন। 'পাঠক-সাধারণ রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিচ্ছে।' নজরুল, ১৯৩০।

রসগ্রাহী [স] বিণ সমর্থদার। 'রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখোচ্যক হয় না।' প্রথম, ১৯১৩।

রসচর্চা [স] বি রস আবাদন। 'সেই একমাত্র বস্ত্র নিয়ে রসিকের রসচর্চা চলে।' অবন, ১৯২৫।

রসচিকন [স রসচিকণ] বিণ রসবতী। 'শরীরটা যেন ঝুলে রয়েছে আড়ার উপর রসচিকন একখানি লতার মতো।' কলসার, ১৯৬২।

রসচেতনা [স] বি রসবোধ। 'পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও শিক্ষিত মানুষের

রসচেতনা উদ্বোধনের জন্যে ...।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

রসজবজবে বিগ্ন রসপূর্ণ। 'যার শূন্য পেটে রসজবজবে মিঠাই।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

রসজ্ঞ [স] ১ বিগ্ন রসগ্রাহী। 'রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাত্র-মুকুলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ্ন শিল্পরসের সমকদার। 'আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে ঢাঙ্গা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রসজ্ঞাতা [স] বি রস সম্পর্কিত জ্ঞান। 'ভবভূতি রসজ্ঞতার এই আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।' বসন্ত, ১৮৮৭।

রসজ্ঞান [স] বি রসবোধ। 'হতভাগাদের যেমন ধর্মজ্ঞান তেমন রসজ্ঞান।' প্রমথ, ১৯১৮।

রসজ্ঞানবীনতা [স] বি রসবোধের অভাব। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকৃঙ্খিতা, সলীর্ণতা ও রসজ্ঞানবীনতার কথা।' বুলবুল, ১৯৩৬।

রসদাতা [স] বি রসের জ্ঞোদানশার। 'স্থান কাল পাশ্র্বে এরা নানা বাধা নিয়ে দাঁড়ায় রসদাতা ও রসপিপাসুর মধ্যে।' অবন, ১৯২৫।

রসধারা [স] ১ বিগ্ন রসময়। 'মিলি সামি নাগর রসধারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি রসের প্রবাহ। 'সুখে দুঃখে জীবনের রসধারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রসনিধি [স] বি রসের ভাণ্ডার। 'রসনিধি মাঝে জেন রসের হিষোল।' মালধর, ১৫০০।

রসনির্ধাস, রসনির্ধাস্য [স] বি রসের সার। 'এই সব রসনির্ধাস্য করিব আবাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রসপট্টতা [স] বি রসিকতা করার দক্ষতা। 'কুমির রসপট্টতা।' মুজতবা, ১৯৫৮।

রস-পদার্থ [স] বি রসরূপ পদার্থ। 'বস্ত্র-পদার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়, কিন্তু রস-পদার্থের করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

রসপরিপুষ্ট [স] বিগ্ন রসালো; রসযুক্ত। 'বনে বনে রসপরিপুষ্ট প্রচুর পাল্লবের ঘন সবুজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রস পরিহাস [স] বি হাসি-ভাষাশা। 'এক দিনে মনের উল্লাসে সখি সনে রস পরিহাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

রসপাত [স] বি রসের স্রবণ। 'এখানে-ওখানে রসপাত ঘটে।' শক্তি, ১৯৭০।

রসপাছ [স] বি রসের ভাণ্ডার। 'রসপাছের জন্য তাকে বুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোয়ারটুলি।' অবন, ১৯২৫।

রসপান [স] রস+স পানীয়। বি রক্ত পানীয়। 'মাংসপীঠা রসপান কৌতুকে কিনে দানা ঘটে রক্ত মদের পসারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রসপিপাসু [স] বিগ্ন রসপান করতে ইচ্ছুক। 'রসপিপাসু জ্বদর।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রস-পিপাসি বিগ্ন রস পানে ইচ্ছুক। 'শৌখিন যে রস-পিপাসি।' নজরুল, ১৯৩০।

রসপূর [স] রসপূর্ণ। বিগ্ন রসপূর্ণ। 'বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রসপূর্ণ।' গোবিন্দ, ১৬০০।

রসপূর্ণ [স] বিগ্ন রসে ভরা; সরস। 'কত কাব্যমাত্র রসপূর্ণ গ্রন্থ সকল একাশ হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

রসপ্রবণ [স] বিগ্ন রসিক; রসপূর্ণ। 'রসপ্রবণ প্রাণ।' জীবন, ১৯৩২।

রস প্রমত্ত [স] বিগ্ন রসে উদ্বেলিত। 'রস প্রমত্ত অশান্ত চলিতেছিলাম রাজগঞ্জে।' নজরুল, ১৯৪১।

রসবড়া [স] রসবতী। বি চিনির রসে পাকানো ডালের বড়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

রসবতি [স] রসবতী। বিগ্ন স্ত্রী কামকদার রসিক। 'তুই জৈসে রসবতি কানু রসকন্দ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রসবতী [স] ১ বি রসিক নারী। 'পঞ্চমে ছোমার কথা তন রসবতী।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিগ্ন স্ত্রী সুরসিকা। 'রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

রসবস্ত্র [স] বিগ্ন স্ত্রী রসিক। 'বড় পুনে রসবতি মলে রসবস্ত্র।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রসবর্জিত [স] বিগ্ন রসহীন। 'সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রসবস্ত্র [স] বি সৌন্দর্য ও ভাব সৃষ্টি করে এমন বস্ত্র। 'সাহিত্যের মধ্যে কোন বস্তুকে আমরা বুঝি। ওস্তাদের বসিয়া থাকেন সেটা রসবস্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। 'চমক লাগাবার মত রসবস্ত্র কাবুলে নেই।' মুজতবা, ১৯৪৯।

রসবহি [স] বি রসরূপ বহি। 'যে রূপবহি নয়নে জুগিছে যে রসবহি বুকে।' অন্নদা, ১৯২৭।

রসমুগ্ধ [স] বি রসের কথা। 'না করহ রসবাদে আমার গমন ইথে।' বড়ু, ১৪৭০।

রস-বারি [স] বি রসরূপ রূপ। 'মিটল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন রস-বারি।' নজরুল, ১৯৪১।

রসবাস বি রসযুক্ত ও সুগন্ধি মুখত্বিকির মসলা। 'লবঙ্গ এলাচী আর উত্তম রসবাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রসবিকার [স] বি রসবেগণ। 'তোমার বাক্য সম্মল হোক, হোক আমার রসবিকার।' ভায়া, ১৯৪০।

রসবিকৃতি [স] বি রসভঙ্গ। 'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারিনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রসবিদ্যা [স] বি রসজ্ঞান। 'এক উড় রসবিদ্যার বিলক্ষণ পটু ছিল।' তালুকী, ১৮০৩।

রসবুদ্ধি [স] বিগ্ন রসপিপাসু। 'রসবুদ্ধি মানুষের গল্পরস-পিপাসা মিটানোর কাজে ...।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

রসবেত্তা [স] বিগ্ন রসজ্ঞ। 'তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয় রসবেত্তা।' অবন, ১৯২৫।

রসবোধ [স] বি রস উপভোগের ক্ষমতা। 'কেশ বোধে বেশ করলে কী হয় রসবোধ না যদি রয়।' লালন, ১৮৯০। 'অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

রসবাল্যনা [স] বি রসরূপ। 'একটি বিশেষ নারী প্রতীমার মধ্য দিয়াই নির্দেশে রসবাল্যনার সৃষ্টি করিয়াছেন।' জীশচন্দ্র দাস, ১৯৫৭।

রসভঙ্গ [স] ১ বি রস উপভোগে হঠাৎ বাধা। 'প্রথমে রসভঙ্গ ভেঙ্গে লোভে মুগ্ধ সোভ গলে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ছন্দপতন। 'কোথাও কিছুমাত্র ত্যাগত্যাগি নাই, ভ্রম নাই, ত্রুটি নাই, রসভঙ্গ নাই, প্রতিকূল বিষয় ভাব নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। 'ধরা পড়ে রস-ভঙ্গ করে দেয়।' অবন, ১৯২৫।

রসভরা [স] ১ বিগ্ন রসিকতায় পূর্ণ। 'নানা রাগ-রস রসভরা।' শুভ,

১৮৫৮। ২ বিদ রসপূর্ণ। 'গাতে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে
আনে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

রসমন [স] বি রসপূর্ণ মন; সন্তুষ্ট চিত্ত। 'এবং রসমনে রাগ কর
পরিহাস।' বহু, ১৪৫০।

রসমন্ডি [স রস] বি রসবতী। 'হেইহে স্থবতি জনি হো রসমন্ডি।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রসময় [স] ১ বিদ লাবণ্যমতি। 'রসময় সকল শরীর তোর ভইল
নহী বৌবনে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি অতিশয় অনুরাগপূর্ণ যা। 'এই
রসময়কেই উপলব্ধি করিয়াছি।' সতুল, ১৯২১।

রসময়ী [স] বিদ স্ত্রী রসময়; রসিক। 'আশাদনে রসময়ী হইবে
রসনা।' তত, ১৮৫৮।

রসমামুখ [স] বি রসের সৌন্দর্য। 'রসমামুখ ... একটি অপরিচুত
গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

রসমাহাত্ম্যকীর্তন [স] বি রসের গুণবর্ণনা। 'আমাদের সাহিত্যে
রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে।'
প্রমথ, ১৯১৭।

রসমুখি [স রস] বি মিঠাইবিশেষ। 'হা কর, আমি তোর পালে
রসমুখি দিই।' মীনবহু, ১৮৭৩।

রসমূর্তি [স] বি রসপূর্ণ মূর্তি। 'আঁটি যে রসমূর্তি রচনা করেছে।'
অবন, ১৯২৫।

রসমুগ্ধবীন [স] বিদ বিবর্ণ ও রক্তবীন। 'সুশ্লীষরী রসমুগ্ধবীন
ক্ষীণজীবী ভীষণ মানুষটার প্রতি ... অবজ্ঞা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রসমুগ্ধ [স] বি রসকেলি। 'বৌবন থাকিতে যদি রস রসরং।'
বাহরাম, ১৮৫০।

রস-রচনা [স] বি রসাত্মক রচনা। 'উপন্যাস হচ্ছে রসরচনা।'
মোতাহার, ১৯০৭।

রসরাজ [স] বি রসিকরাজ। 'রসরাজ এ ছানে কলকাল বিলম্ব
করুন।' কলকলরো, ১৮৭৬।

রসসোলুপ [স] বিদ রস আশাদনসৌভী। 'মনোবন্ধের এই ছড়িয়ে-
পড়া রসসোলুপ পাতাগুলির সন্দেশনে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রসসংশয় [স] বিদ রসসো। 'গেল বেচারার মুগ্ধ ফেটানো,
রসসংশয় আভাঙ্কল পালাতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রসশূন্য [স] বিদ রসহীন। 'পরিবি কি রে পুনঃ নব রসে রস-শূন্য
দেহ তুই।' মাইকেল, ১৮৬৬।

রসশূন্যবাহ্য [স] বি রসকালস্যর দেহ। 'রসশূন্যবাহ্যের জন্মেই তার
চোখ কঠিন মনে হয়।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

রসশ্রেষ্ঠ [স] বি সেরা রস। 'এইজন্যই ত শাস্ত্রে আদিসরকে রসশ্রেষ্ঠ
বলেছে।' মোতাহার, ১৯০৭।

রস-সচেতন [স] বিদ রসবোধ সম্পর্কিত সতর্ক। 'কবির মন কতখানি
রস-সচেতন, তাহা ভাওয়ার এই উচ্চি হইতে বুঝিতে পারা যায়।'
এমসু, ১৯৫৫।

রসসঞ্চার [স] বি রসের সরবরাহ। 'যে জল তাদের রসক্ষেত্রে
রসসঞ্চার করে সেই হচ্ছে প্রাণদান।' প্রমথ, ১৯১৫।

রস সঞ্চালন [স] বি রস চালালে। 'উদ্ভিদের পর রস সঞ্চালনের
নির্ণেপক।' জগদীশ, ১৯২৫।

রসসমময় [স] বি রসের মিশ্রণ। 'বিভিন্ন রসসমময়ে উৎকৃষ্ট কাব্য
সৃষ্টি করা কতকটা দুস্পাধ্য।' হাই, ১৯৫৪।

রস-সম্পাদ [স] বি রসরূপ ঐশ্বর্য। 'দেশীর ভাষায় তার রস-সম্পাদ
আশাদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে ...।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

রসসিদ্ধ [স] ১ বিদ ভিজ। 'যে লোক পাটের অভিজ্ঞ বাচনায় সে
রসসিদ্ধ পাট চার না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিদ আনন্দিত।

'গৌসাইয়ের মনটা যেমন, সর্বদা রসসিদ্ধ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

রসসিদ্ধন [স] বি রস সঞ্চার। 'সর্বপ্রকার অঙ্গাংকর অর্থে রসসিদ্ধন
করে।' প্রমথ, ১৯২৯।

রসসিদ্ধি [স] বি সাহিত্যে অধিকার। 'এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দেউন।'
মুহুরাজ, ১৮১২।

রসস্থ [স] বিদ রসপূর্ণ। 'রক্তবীন শেখর রসস্থ হয়ে উঠতে চাইত।'
নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

রসশ্রোত [স] বি রসরূপ শ্রোত। 'এই রসশ্রোতে আত্মসমর্পণ করিলে
লক্ষ্যপথে আর পীড় ক্রিয়িত পারিব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রসহানি [স] বি রসহীন। 'অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া
দিতে হইল এ জন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা ইয়াচ্ছে।' রবীন্দ্র,
১৮৮১।

রসহীন [স] বিদ রসহীন। 'ভালো বল দেখি সখি, রসহীন যেই শাখী
...।' মনমোহন, ১৮০৪; 'ছোট ছোট চারাশাখ/ রসহীন খাগদীন
কানিশের ধারে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

রসাক্রান্ত [স] বিদ রসপূর্ণ। 'আবাদের মেঘ প্রতিবন্দের যখনই আসে
তখনই ভাষার নুতনত্ব রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্ব পুণীকৃত হইয়া
আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রসাত্মক [স] বি রস-অনুভব। 'রসাত্মক মনে হত না, মনে হত
রসাত্মক।' অজিত, ১৯৫০।

রসাত্ম [স] বিদ রসমুগ্ধ। 'মানুষের আত্মগত ও বিশ্বের অজনিহিত
রসাত্মরচনা।' অবন, ১৯২৫।

রসাত্মক [স] বিদ রসমুগ্ধ। 'কবিতাটি মূলতঃ রসাত্মক নয়,
অবাত্মক।' প্রীতিলক্ষ্য দাস, ১৯৫৭; 'আদিসরাত্মক বইয়ের মাটো।'
শ্যামসু, ১৯৬৩।

রসাত্মক [স] বি রসবোধের আধিক্য। 'সহজকে রসাত্মক ছিল,
তাহার উপর আবার কাব্যশাস্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রসানুভূতি [স] বি তীব্র সৌভূতকরো। 'সুখ-দুঃখ এক, রসানুভূতি
এক।' মানিক, ১৯০৬।

রসানুভূতিজনিত [স] বিদ রসের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। 'তিনি
শেকসপীয়ারের রচনার সঙ্গে পরিত্রয়ের রসানুভূতিজনিত আনন্দকেই
তো ব্যক্ত করেছেন।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

রসাত্মক [স] বিদ রসমুগ্ধ। 'ধন প্রভাবিত সুমধুর রসাত্মক গ্রন্থের ফলে
স্থিত।' অক্ষয়, ১৯৪৩।

রসাত্মক [স] বিদ রসমুগ্ধ। 'ধন প্রভাবিত সুমধুর রসাত্মক গ্রন্থের ফলে
স্থিত।' অক্ষয়, ১৯৪৩।

রসাত্মক [স] বিদ রসের সন্ধান করে এমন। 'পতিতে উনুণ হলে
রসাত্মকী জনসাধারণ।' কলকল, ১৯৩৩।

রসাত্মক [স] বিদ রসমুগ্ধ। 'গুণ্ডা প্রভাতকে রসাত্মক করতে
পারেন।' মুক্তভাষা, ১৯৫৫।

রসাবহ [স] বিদ রসাত্মক। 'বৈকিয়ে-চুরিয়ে বললেই তা তমু অম্মায়
নয়, রসাবহ হয়।' প্রমথ, ১৯২৯।

রসামৃত [স] কিং রসালো মিষ্টান্ন বিশেষ। 'রসামৃত সরভাজা আর সরপুতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রসায়িত [স] ১ কিং রসযুক্ত। 'বহিঃমচন্দ্রে লেখায় সে জ্ঞানশক্তি নিত্য রসায়িত।' নজরুল, ১৯২৬। ২ কিং সিক্ত। 'যদি আমাদের রক্ত নিলে কঠিন মৃত্তিকা রসায়িত হয়ে ওঠে।' আহসান, ১৯৪৪।

রসালো [স রস>] কিং রসালো। 'রসালো মখিত দখি সন্দেল অপর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রসালোপ [স] বি রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা। 'রসিকজন রসালোপ আবাদেন -।' গুপ্ত, ১৮৫৫।

রসালু [স] কিং সরস। 'নপুংসক গজজলিকা আসিয়াছে রসালু আবেশে সচিত্র স্বপ্নের রাজ্যে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

রসালোচনা [স] বি রসাত্মক আলোচনা। 'রবীন্দ্রনাথের এই মনোমুগ্ধকর রসালোচনা।' হাই, ১৯৫৪।

রসালঙ্ঘী [স] কিং রসকে কেন্দ্র করে রচিত। 'তাহাকে অনায়াসেই রসালঙ্ঘী ধর্মকাহিনী বলা যায়।' এনামুল, ১৯৫৫।

রসাবাদন [স] ১ বি আনন্দ উপভোগ। 'লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাবাদন করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি স্বাদ গ্রহণ। 'কেহ বা ফলের মধুর রসাবাদনে ... অশক্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

রসিয়া ক্রিবিধ রসযুক্ত করে। 'বুড়ারা সব রসিয়া গল্প করিতেছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

রসিয়ে ক্রি রসসিক্ত করে। 'রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

রসিয়ে নেওয়া ক্রি রসে পূর্ণ করা। 'অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

রসিয়ে রসিয়ে ক্রিবিধ রসানুভব করে। 'হিন্দি অনুবাদ দেখে পড়লো না, বেটি বাড়িতে এনে রসিয়ে রসিয়ে পড়ি।' মুক্তজা, ১৯৫৮।

রসে আশ্রুত কিং রসসিক্ত। 'রসে আশ্রুত সেই ভিজে মাটি তখন বীজহর্ষে এবং গর্ভধারণে প্রস্তুত হয়।' হাসান, ১৯৬৪।

রসে-ভরা কিং রসময়। 'এমনিতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অবহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রসের দাপনি বি উজ্জ্বল পাথরবিশিষ্ট আয়না। 'বেনন পাটর খোপ রসের দাপনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রসের পায়া বি রসের আধার। 'রচয়িতা রস বুকে রসের পায়া নির্বাচন করে।' জবন, ১৯২৫।

রসের বাতি বি (বাউল) কামনা। 'নিতে যাবে রসের বাতি ঘুচে যাবে সব নাটো।' লালন, ১৮৯০।

রসের বাদল বি আবেগের উজ্জ্বল। 'রসের বাদল নামিল না কেন তাপের দিনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রসোত্তীর্ণ [স] কিং রসসমৃদ্ধ। 'তাতেই এ কাব্য হয়েছে রসোত্তীর্ণ।' হাই, ১৯৪৯।

রসইশালা [বি রসোই+স শালা>] বি রান্নাঘর। 'মুন্সনা রসইশালে কক্কর রন্ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রসইশালা [বি রসোই+স শালা>] বি রান্নাঘর। 'তাহার উত্তর ভাগে রসইশালা।' রামরায়, ১৮০১।

রসকদমী [স রসকদম>] বি সর্ষীতবিশেষ। 'মধুরাজীব, চৌপদী, রসকদমী; এই তিন রকম গান শিকিচি।' ডাবানী, ১৮২৮।

রসকর্পূর [স] বি পারদমাটিত গুধু। 'সেবধি, ১৮৩৯।

রসকলি [স] বি তিলকবিশেষ। 'নব বিবি নাসিকায় রসকলি নামে হরিসাধিয়া করিয়া ... হাতে টুকনী লইয়া ডিকালিঙ্কার বেড়ান।' ডাবানী, ১৮২৮।

রসকলিকা [স] বি কপালে আঁকা ফুলের আকৃতির তিলক। 'রসকলিকা তিলক ও রস নামামৃত সর্বসাধিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণব গোঁসাইর চরণাববিশদ স্নানিত রজ্ঞো গ্রহণেই আশিক হয়।' দর্পণ, ১৮২১।

রসশিরকারণ বি রতিত্রীড়া। 'যবে না মরিবে রাখা রসশিরকারণে।' বড়ু, ১৪৫০।

রসতাল [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'রাগিনী পটমঞ্জরী। রসতাল (আটতাল)।' বড়ু, ১৫৭০।

রসদ [স] বি সৈন্যগণের আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। 'আমরা পাছে থাকিয়া সৈন্যের রসদ যোগাই।' রামরায়, ১৮০১।

রসদ খরচা [স রসদ+খা খরজ>] বি ব্যয় নির্বাহের কর। 'রসদ খরচা - কোন রাজপুরুষ জমিদারিতে ভ্রমণ করিতে ...।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

রসন [স] বি কুম্মহণ বা আবাদন। 'রসন শব্দের অর্থ আবাদন।' বিদ্যা, ১৮৫১।

রসন [ক্রি] মেথলা; কোমরে পরার গয়না। 'গলিত বসন হীন রসন জ্বলেন।' বড়ু, ১৪৫০।

রসনটোঁকি [স রসন+হি টোঁকি] বি সানাই, ঢোল ও কঁাসি ইত্যাদি সমন্বিত বাদকদল। 'শোনা গেল রসনটোঁকি আলোয়া রাগিণীতে করুণধরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রসনা [স] বি জিহ্বা। 'রসনা লীলেন যেন দরশন-পান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রসনা কাটা ক্রি লজ্জা বা ক্ষোভে দাঁত দিয়ে জিহ্বা চেপে ধরা। 'যে শোনে আঁধি মুনি রসনা কাটা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রসনাসর্ব্ব [স] কিং পেটুক। 'উদবিগ্নে শতাব্দীতে ... এই অপবাদ ছিল যে, বাঙালি রসনাসর্ব্ব' প্রথম, ১৯১৫।

রসনেস্ত্রিয় [স] বি জিহ্বা; আবাদনের অঙ্গ। 'এজন্য জিহ্বাকে রসনেস্ত্রিয় বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

রসনা [ক্রি] মেয়েদের কোমরে পরার অলঙ্কার - মেথলা, চন্দ্রহার ইত্যাদি। 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রসবাস [স] বি গভীর সাত মাসের অনুষ্ঠান। 'সাত মাসে রসবাস দিল ধর্মকেহু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রসা [স রস>] ক্রি সিক্ত করা। 'রসাতে রসিক যন পান ততঃপর।' ডাবানী, ১৮২৮।

রসাজ্ঞান [স] বি সুরমা; চোখে লাগানোর প্রসাধন। 'এই তোমার টটকা-ভাজা রসাজ্ঞানের মতো উজ্জ্বল-নীল কান্তি।' নজরুল, ১৯২২।

রসাণ [স রসায়না] বি রসায়ন। 'সো করউ রস রসায়নের কথা।' চর্চা, ২২, ১২০০।

রসাতল [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) পাতাল। 'চলি জাএ গদাধর রসাতল পুরি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি ধ্বংস। 'তিনি এমন নন একেবারে পৃথিবী রসাতল করে ফেলবেন?' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বি অধঃপাত।

'তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৪ বি মাটি। 'পৃথিবীর এই রসাতলেই ফিরে আসতে চাই ফের।' শিবরাম, ১৯৭০।

রসাতলগামী [স] বি রসাতলে গেছে এমন। 'রসাতলগামী দ্রুত আঁধারে ডাঘায়/লিখি তাত্তা তাত্তা নেট।' শামসুল, ১৯৬৯।

রসাতলপুরি [স রসাতলপুরি] বি পাতালপুরি। 'ছলিয়াত বলে নিল রসাতলপুরি।' মাল্লাধর, ১৫০০।

রসাতলে তলানো [ক্রি অধঃপাতে যাওয়া]। 'পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রসান [স রস>] ১ বিণ উজ্জ্বল। 'পরল না পাই যদি রসান কাটারি দিব গলে।' কুঙ্করাম, ১৭২০। ২ বি একপ্রকার কঠিন পাথর যার সঙ্গে ঘর্ষণে সোনাও উজ্জ্বল হয়। 'রসানে মার্জিত হেম-কান্তি-সম কান্তি বিগ্ন শোভিল।' মাইকেল, ১৮৬১; 'পূর্বের গড়াপেটা সকলই হইয়া রহিয়াছিল, কেবল উজ্জ্বলা-রসানের সংযোগটি অপেক্ষামাত্র।' মশাররফ, ১৮৮৫।

রসান কাটারি বি উজ্জ্বল শাণিত অস্ত্র। 'রসান কাটারি নৌকার আগতে বাকিয়া বুদ্ধিবেশ গেল সাধু হাদি কাটিয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রসান দর্পণ বি পারার মতো উজ্জ্বল ধাতু লাগানো আয়না। 'রসান দর্পণ লাগে চারিদিকে বেড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রসানো [স রস>] ক্রি রসযুক্ত করা। 'আমি হসাই খবির মন।' গিরিশ, ১৮৮০; 'সেই রকম করে সমস্ত রক্ত ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রসায়ন [স] ১ বি রসায়নশাস্ত্র। দর্পণ, ১৮২২। ২ বি আয়ত্ন করা। 'তিনি অন্তরাস্ত্রার কোন তীব্র রসায়নে বিষকে অমৃত পরিণত করিয়াছেন।' সবুজ, ১৯২১। ৩ বি রসের বিশ্লেষণ। 'সংগীতের রসায়নে চেয়েছিল করিতে নির্মাণ সমুদ্র সুবর্ণলজ্জা।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বি রাসায়নিক দ্রব্য। 'বোতল-রসায়ন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৭।

রসায়নতত্ত্ব [স] বি রসায়নবিজ্ঞান। 'জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাওয়া ফেলিতেছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

রসায়ন-বিজ্ঞান [স] বি পদার্থের উপাদান, সম্বন্ধ, বিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না।' সবুজ, ১৯১৭।

রসায়নবিদ্যা [স] বি পদার্থের উপাদান, সম্বন্ধ, বিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'বৃহৎ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খণ্ডাল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পূর্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২২।

রসায়নশাস্ত্র [স] বি রসায়নবিদ্যা। 'রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা বিদিত হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

রসায়নী [স] বি কেমিস্ট; রসায়ন বিষয়ে পণ্ডিত। 'তার পরে এসেন এক জর্জন রসায়নী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রসাল [স রস>] ১ বি আম। 'রসাল পনস রুদ্রা রুপিল হনুমান।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বদরিস সুলুসীনে রসাল মুসুরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ রসযুক্ত। 'নানা রসাল ফল ধরে সর্বকাল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি আমগাছ। 'রসাল আদি নানাতর অকালে সকল চারু হয় নানা পক্ষ শোভন।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

রসালী বি দই, গুড়, মধু, মি, মরিচ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কর্পুরের সুগন্ধযুক্ত

খাদ্য বিশেষ। 'দধিদুগ্ধ দধিতরু রসাল শিখরিণী।' কুঙ্কদা ১৫৮০।

রসালো ১ বিণ কটি। 'কী জানি, মুখ-ডোবাণো রসালো ঘাসেই তাতে ডুগি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ২ বিণ সরস; রসপূর্ণ। 'রসায় ডোলাবাসায় স্বাধীর মনের স্মৃতিরেখা ...।' মানিক, ১৯৪০।

রসি, রসী [আ রিশা] ১ বি দড়ি। 'নৌকাতে রসী বাক্সিয়া।' দপ ১৮১৯; 'একগাছি রসি বাঁথিয়া রাখি।' মধু, ১৮৫৭। ২ বি শিকর 'জমিদারের মাগের রসি ঠিক নহে।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

রসিক [স] ১ বিণ রসজ্ঞ। 'রসিক নাগর কৃষ্ণ রস অনুবন্ধ।' মাল্লা ১৫০০। ২ বিণ রসপূর্ণ। 'প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক।' ও ১৮৫৮।

রসিককুল [স] বি রসিক লোকেরা। 'তার উদ্যোক্তা, ধারক এ বাহক হলেন শিল্পী ও রসিককুল।' শিব, ১৯৫৬।

রসিকচাঁদ বি (বাউল) প্রাণ। 'যেদিন যাবে রসিকচাঁদ সরে/হাৎ প্রবেশ হবে না ঘরে।' লালন, ১৮৯০।

রসিকজন [স] বি রসিকচাঁদপটু ব্যক্তি। 'রসিকজন রসলাপ আশাদ -।' ও ১৮৫৫।

রসিকতা [স] বি রসরস। 'কিবা সুখার কি রসিকতা এমত প্রায় স হই না।' ডাবনী, ১৮২৫।

রসিকতাচ্ছলে ক্রিবিণ রসিকতার ছলে। 'দেপের লোক রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সভা কথা ...।' প্রমথ, ১৯২৬।

রসিকতাত্ত্ব্যরসিনী [স] বিণ স্ত্রী রসরসপ্রিয়। 'আজ্ঞাবিরোজি রসিকতাত্ত্ব্যরসিনী ...।' দীপিকা, ১৮৮৭।

রসিকতা ব্যবসায়ী [স] বি রসিকজন; রসিকতা কাজে লাগার 'সকল লোকই রসিকতা ব্যবসায়ী।' বলদর্পন, ১৮৭২।

রসিক মাধুর্ষ [স] বি রসিক-সজ্জা। 'নিজের ডেতরে যে চিরন্তন রসি মানুষটি রয়েছে তাঁর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে।' মোতাহের, ১৯৫০।

রসিকরাজ [স] বি সেরা রসিক। 'এই রসিকরাজের নাম হা মৌলবী-মো-পিয়াজো।' প্রমথ, ১৯২৬; 'ধূনি মাথায় হাতে ধা দেখে মোদের রসিকরাজ।' নজরুল, ১৯৩১।

রসিকশেখর [স] বিণ শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ। 'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ কুঙ্কদাস, ১৫৮০।

রসিকসভা [স] বি রসিকজনদের সমাজ। 'জগতের কো রসিকসভা তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই।' রবী ১৯৩৭।

রসিকা [স] ১ বিণ স্ত্রী রসবোধসম্পন্ন। 'এক রসিকা নব যুগ কুলবালা।' ডাবনী, ১৮২৮। ২ বিণ প্রেমময়ী। 'বোধ হয় সেই ন নিতান্ত রসিকা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রসিকোচিত [স] বিণ রসিকসুলভ। 'প্রমুট ঠিক রসিকোচিত না নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

রসিদ, রশিদ, রসীদ [আ রাসিদ] বি প্রাপ্তিপত্র। 'বোশল, ১৭৭০; 'স সত টাকা সাহেবকে দিবেন রসিদ লাইবেন।' মের্স, ১৭৭১; 'বোশ ১৭৮০।

রসিদবিহীন [আ রাসিদ+স বিহীন] ক্রিবিণ প্রাপ্তিবীকারপত্র ছাড়া 'কলেঙ্গের নামে রসিদবিহীন নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করি থাকে।' আজাদ, ১৯১১।

রসীত [আ রাসিদ] বি রসিদ। 'এই বাকের রসীত লইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

রসুই [হি রসোই] বি রসুন। মানোএল, ১৭৪৩।

রসুইআ [হি রসোই>] বি পাচক। দ্বিত্য, ১৮৯১।

রসুই করা ক্রি রসুন করা। মানোএল, ১৭৪৩।

রসুইখর বি রান্নাঘর। 'দুই আবাদী দুটো রসুইখর করেছে।' শীনবজু, ১৮৭২।

রসুয়শালা [হি রসোই>] বি রান্নাঘর। 'রসুয়শালায় প্রদীপ জ্বালায়।' দর্পণ, ১৮২৫।

রসুয়া [হি রসোই>] বি পাচক। মানোএল, ১৭৪৩।

রসুয়া [হি রসোই>] বিণ পাচক। 'বাটার রসুয়া ব্রাহ্মণ।' ভবানী, ১৮২৮।

রসুন [স লতন] বি পেয়াজসদৃশ মসলা জাতীয় কন্দবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'রসুন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে।' দর্পণ, ১৮২৬।

রসুন [স লতন] বি মসলা হিসেবে ব্যবহৃত সাদা কন্দবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫; 'কারণ পলাও অর্থাৎ পেয়াজ ও রসুন যাহারা আহার করিয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

রসুন [স লতন] বি রসুন। 'দস মোন রসুনের ফিলকা দিয়া আছাদ হইব।' হাফসেড, ১৭৭২।

রসুনটোঁকি [ফা রওশন+হি টোঁকি] বি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে একতান। 'সানাইদার ... রসুনটোঁকী বাজাইতে আসিল।' বিজুতি, ১৯২৯; 'সীতানাথ ও-অঙ্কলের বিখ্যাত রসুনটোঁকী বাজিয়ে।' বিজুতি, ১৯২৯।

রসুম [আ রসুম] বি কর; ভাত। 'আদালতের যে রসুম পাওয়া যায়' তখর যে কিছু হয় ...' মেয়ার, ১৮৭৭।

রসুমত [আ রসুমাত] বি বর-কনের প্রথম মিলন। 'বিয়ার রসুমত উপলক্ষে বিরাট খানা-পিনার ব্যবস্থা করিয়া ...' মনসুর, ১৯৫৫।

রসুল [আ] বি (ইসলাম) দূত; আদ্যার প্রেরিত পুরুষ। 'আখের রসুল এহি জান সর্বজন।' সুলতান, ১৬৫০।

রসুলি বি রসুল। 'নবী আদি আউলিয়া আখিয়া রসুলি।' আলাওল, ১৬৮০।

রসো ক্রি খায়ে। 'রসো দেখতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

রসোস্তম [স] বি মুগ ভাল। 'সুপশ্রোত ভুক্তিপ্রদ রসোস্তম আর/ সুফল বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার।' ওর্ড, ১৮৫৮।

রহ, রহু [স] বিণ গোপন। 'যবে তুমি ছিলে রহসেখী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রহকার্য [স রহকার্য] বি আত্মিক আচরণ। 'ভক্তার আদি যে যে জানে রহকার্য।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রহসেখী বি গোপন সখী। 'যবে তুমি ছিলে রহসেখী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রহই ঘড়ি বি এক প্রকার ঘড়ি। 'রহই ঘড়ির তুল্য সংসার নিচয়।' আলাওল, ১৬৮০।

রহন বি অবস্থান করা। 'পিতৃগৃহে ক্যার রহন দিন চারি।' আলাওল, ১৬৮০।

রহন ভিন্ন বি বৈরাগ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

রহম [আ] বি করুণা। 'কদাচিতে আদ্যাতালা করেন রহম।' গরীব, ১৭৬৫; 'মায়ের জানে একটু রহম হলো না।' নজরুল, ১৯২৭।

রহমত [আ] বি দয়া। 'এ নিরমে পাইবা খোদার রহমত।' আলাওল, ১৬৮০।

রহমান [আ] বিণ দয়াময়। 'শহীদেদের শির - সেরা আজি। - রহমান কী রক্ত নহ?' নজরুল, ১৯২২।

রহস [স] ১ বি সমক। 'জানি আছ সে-রহসে।' সুখীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি সম্ভাব। 'রহসের রহসে পুণ্ড লেনিনের মায়ি, হাটুড়িনিপিত ট্রেটিক।' সুখীন্দ্র, ১৯৪০।

রহস্য [স] ১ বি গুঢ়ার্থ; মর্যাদ। 'শ্রদ্ধা করি তনয়ে যে জন এ রহস্য।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি কৌতূহল। 'সুনিয়া রহস্য হইল পাঞ্চালের নাথ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিণ গোপনীয়। 'শেষব রহস্য কথা যোখেত বলিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি পরিহাস। 'মাদিকজোড় বুলিলেক যে বৈকুণ্ঠিয়াসী রহস্য করিতেছে।' তাক্সিণী, ১৮০৩; 'বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধাদের প্রোতব্য নয়।' মাইকেল, ১৮৭৪। ৫ বি রসিকতা। 'রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৬ বি গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন সংক্রান্ত গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা। 'সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

রহস্যকথা [স] বি শুভকথা। 'বিবিধ জটিল তত্ত্ব ও রহস্যকথা কত সাবলীল হইবে।' হুই, ১৯৫৪।

রহস্যগুপ্তি [স] বি রহস্যের অতলতা। 'জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি মনোবৃত্ত আলৌকিক জ্যোতির্প্রতিমা উদ্ভিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রহস্যঘন [স] বিণ রহস্যময়। 'অধ্যাবৃন্দ ও রহস্যঘন প্রেম তত্ত্বকে তাদের পার্থিব প্রেরণীদের ...' মাহেনও, ১৯৪৯।

রহস্যজগৎ [স] বি রহস্যপূর্ণ জগৎ। 'মনোজ্ঞকার গুপ্ত রহস্যজগৎ।' বিজুতি, ১৯৩১।

রহস্যজনক [স] ১ বিণ গুঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। 'দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা।' দর্পণ, ১৮৪০। ২ বিণ রহস্যময়। 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রহস্যজয়ী [স] বি রহস্যকে জয় করে যে। 'জীবনের রহস্যজয়ী।' নজরুল, ১৯৪২।

রহস্যজাল [স] বি দুর্বোধ্যতা। 'অসীম রহস্যজাল কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত ব্রহ্মহুৎ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রহস্যদর্শন [স] বি রহস্যের দেখা। 'সে প্রসাদে পাইল এই রহস্যদর্শন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রহস্যনিবিড় [স] বিণ দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন; রহস্যঘন। 'পরিচয় স্বপ্নের মতো, রহস্যনিবিড় বসন্তের লাবণ্যবিলাসে।' হোসেন, ১৯৬৯।

রহস্যনিলাস [স] বি রহস্যময় স্থান। 'আখো-তাকা আখো-বোলা ওই তোর মুখ/রহস্যনিলাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রহস্যপূর [স] বি মায়ার আবাস। 'আমারে কি ফেলে করিবে প্রাণ্য তব রহস্যপূর?' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রহস্যপূরিত [স রহস্যপূরিতা] বিণ রহস্য আছে এমন। 'তাহাদিশের হস্তে রহস্যপূরিত গ্রন্থন ও নাটকাদি অর্পণ করেন।' হালিসহর, ১৮৭১।

রহস্যপূর্ণ [স] বিণ রহস্যময়। 'রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রহস্যপূর্ণভাবে [স] *ক্রিষ্ণ* রহস্যময়রূপে। 'অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল ...' রবীন্দ্র, ১৯০১।

রহস্যপ্রিয়তা [স] *বি* পরিস্রবপ্রিয়তা। 'আমাকে জিজ্ঞেস করা বাদশার অপরিসীম বদান্যতা বা রহস্যপ্রিয়তার আর একটা প্রকাশ মাত্র।' সুন্দরী, ১৯৬১।

রহস্যবাদ [স] ১ *বি* রহস্যময় মত। 'রহস্যবাদ ও তত্ত্বকথা তাদের ভাব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মূলে নিহিত।' মাহেনও, ১৯৪৯। ২ *বি* মিস্টিসিদ্ধম; মরমিবা। 'সুখীদের নিক্তির রহস্যবাদ ও অনুরূপ ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রহস্যবাদী [স] *বি* মরমি। 'এ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম দিনে রহস্যবাদী সুফিকরিয়া ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রহস্যভরা ১ *বি* রহস্যময়। 'সে সব রহস্যভরা ইতিহাস।' বিভূতি, ১৯৩১। ২ *বি* রহস্যপূর্ণ। 'চম্পা রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল।' নরেন্দ্র, ১৯৩১।

রহস্য-মধুর *বি* রহস্যপূর্ণ ও মধুর। 'মুদু শিরসে গল্গতি রহস্য-মধুর।' শ্রীশচন্দ্র দাস, ১৯৫৭।

রহস্যময় [স] ১ *বি* যাকে সহজে বোঝা যায় না। 'ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়িয়ে রহস্যময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ *বি* দূর্বোধ। 'আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপর কদর উন্মাদন করে দিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ *বি* রহস্যপূর্ণ। 'সানুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময় ...।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

রহস্যময়ী [স] *বি* রহস্যবৃত্ত। 'অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিশ্বময়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রহস্যবদ [স] *বি* কৌতুহল। 'প্রাণের রহস্যবদ নানাদিক ইতে শস্যে শস্যে লভিল সন্মার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রহস্যরসিক [স] *বি* রহস্যময়তা-প্রিয়। 'মানুষ এমন রহস্যরসিক, স্ত্রী ভাবাগ্ন ও নিশ্চয় হয়ে ওঠে।' হাই, ১৯৫৪।

রহস্যলিখন [স] *বি* মর্যকথা। 'অন্তর্গুঢ় আত্মার বৈমূর্তিক রহস্যলিখনে উঠিল উজ্জ্বল তার নয়নের নির্বচন মেঘ।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৩।

রহস্যলোক [স] *বি* রহস্যময় জগৎ। 'বিচিত্র সুখপুণের দেশে/রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

রহস্যশালা [স] *বি* রহস্যজগৎ। 'নন্দকল্পগতের সৃষ্টির রহস্যশালায় মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রহস্যসংখ্যা [স] *বি* বয়স; যার সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্ক। 'আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের রহস্যসংখ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রহস্যসন্ধানকারী [স] *বি* রহস্যের অনুসন্ধান করে এমন। 'রহস্যসন্ধানকারী স্বচ্ছন্দ্রা তীক্ষ্ণবীর ধরমদ চঞ্চল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রহস্যসিরিজ [স] *বি* রহস্য+১ সিরিজ। *বি* রহস্যের অনুরূপতা। 'রহস্যসিরিজে ঢুকে কঁটা আর চামড়ের বিতর্কে উৎসব।' গামসুর, ১৯৫৯।

রহস্যাকর্ষ [স] *বি* মনোযোগ আকর্ষণকারী। 'সাধারণের রহস্যাকর্ষ হবে না বলেই আমরা তার উল্লেখ করি নাই।' হুজুত, ১৮৬১।

রহস্যাত্মক [স] *বি* রহস্যময়। 'রহমান ... রহস্যাত্মক ভসিবে হাসল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

রহস্যাকার [স] *বি* রহস্যরূপ অকার। 'কোন-এক পুরাতন রহস্যাকার হইতে ভাসিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রহস্যালীপ [স] *বি* রহস্যালীপ; রসিকতাপূর্ণ আলাপ। 'রহস্যালীপের আমি প্রিয় ছিলাম।' বক্রিম, ১৮৭৫।

রহস্যলোক [স] *বি* রহস্যময় আলো। 'রুদ্রজ্যোতির রহস্যলোক হইতে এমন শাশ্বত উদ্ভিদে রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

রহস্যোদঘাটন [স] *বি* গুঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার। 'অনুসন্ধিষ্মা ও পরকীর-রহস্যোদঘাটন প্রচেষ্টা, পাজভেদে বা মাত্রাভেদে একই মানব-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্নপ্রকাশ মাত্র।' মোতাফার, ১৯৩৭।

রহস্যোপন্যাস [স] *বি* রহস্য অবলম্বনে লেখা কল্পকাহিনী। 'পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপন্যাস আছে।' বক্রিম, ১৮৯২।

রহা *ক্রি* থাকে। 'কাজ বিগি কাহাজি রহাঅসি কিকে।' বড়ু, ১৪৫০। রহ *ক্রি* থাকে। 'পঞ্চভাই রহ গীয়া ত্রাণশের পুরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রহাও *ক্রি* হইলো। 'সাকুর উঠুছে দুহু উঠিয়া রহাও।' রামাই, ১৭১০। রহাও *ক্রি* কাটাছো; থাকছে। 'কাজ বিগি কাহাজি রহাওসি কিকে।' বড়ু, ১৪৫০। রহাই *ক্রি* রাখি। 'আহোনিশি যোগ খেআই মন পবন গণনে রহাই।' বড়ু, ১৪৫০। রহাইল *ক্রি* আটকে রাখলো। 'কাহাজি রহাইল দানের ছলে।' বড়ু, ১৪৫০। রহাই ১ *ক্রি* আটকায়। 'দারুণ করম দোষে আটকে রহাই।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* থাকে। 'বীর শেখি অমৃত দোলের যমের দূত সমরে রহাই অবিরত।' মুকুন্দ, ১৬০০। রহাও *ক্রি* থাকবে। 'তারে কী বলিবে আমি কি বলিয়া রহাও রোদন।' মুকুন্দ, ১৬০০। রহাও *ক্রি* থাকার; অবস্থান করার। 'ভাই বড়ু নিসেদিল রহাওর তরে।' মালাধর, ১৫০০। রহাও ১ *ক্রি* থাকায়। 'আন্তেবাজে ভক্তগণ প্রভুরে রহাও।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *ক্রি* রাখে। 'শোকে ধনশক্তি দত্ত কীপ দিতে জা/ বড়ু লন মিলি তারে ধরিয়া রহাও।' মুকুন্দ, ১৬০০। রহাও *ক্রি* অবস্থান করে; থেকে। 'বিলম্ব করিয়া আছে রহাও সকেট।' মালাধর, ১৫০০। রহি ১ *ক্রি* থাকি। 'মাহাদানী হই আক্ষে রহি গিয়া বাটে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ *ক্রি* থেকে। 'সত্যত সে নৃত্যকলা তাহে চিত্ত রহি গেলো।' মালাধর, ১৫০০। ৩ *ক্রি* অবস্থান করে। 'তথা রহি কায়মনে প্রভু প্রাণমীলা।' সুলতান, ১৭০০। রহিআ *ক্রি* থেকে; অবস্থান করে। 'যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআ পথে বিরোধে কাহাজি।' বড়ু, ১৪৫০। রহি *ক্রি* রয়েছে; আছে। 'কি সুখে রহিছ দেবী ঘরেত বলিয়া।' বিজয়, ১৬৫০। রহিছ *ক্রি* রয়েছে। 'রহিছন্ত সতী নারী টকির ভিতর।' সুলতান, ১৭০০। রহিছে *ক্রি* রহিছে। 'শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্গিয়া সত রহিছে সপ্তরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রহিহে *ক্রি* থাকতে। 'রহিহে তা পায়ে বিগি রাধা দরশনে।' বড়ু, ১৪৫০। রহি *ক্রি* থাকবে। 'কালীয়া রহিবে চিক মোর পদমাতো।' বড়ু, ১৪৫০। রহিবা *ক্রি* থাকবে। 'রহিবা পরম সুখে টুটিল জগদা।' বৃন্দা, ১৫৮০। রহিবে *ক্রি* থাকবে। 'চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে বোটা।' বড়ু, ১৪৫০। রহিবে *ক্রি* রহিবে; থাকবে। 'পাছেত মদনবাণে/ হাণিয়া তাক পরাণে/ রহিবে ধরি মুনিবেশে।' বড়ু, ১৪৫০। রহিল *ক্রি* থাকলো। 'সুতিয়া রহিল সতে জমুনা কুলে গিয়া।' মালাধর, ১৫০০। রহিলছে *ক্রি* রয়েছে। 'সেখিল কোশিল কাহাজি রহিলছে পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। রহিলা *ক্রি* রহিলো; থাকলো। 'আচেতন হরিয়া রহিলা দেব কাহা।' বড়ু, ১৪৫০। রহিলে *ক্রি* হইলো; থাকলো। 'সেব পদ্যময় আপনি রহিলে শুনো।' মাদিকরাম, ১৭৮১। রহিললক *ক্রি* হইলো। 'লক্ষা পাই রহিলেক

চরণ যুগ তলে।' *আলাওল*, ১৬৮০। **রাহিলেন** *ক্রি* রইলেন; থাকলেন। 'আমিহ এল্যাম তিনি রাহিলেন বসে।' *ময়নিকরাম*, ১৭৮১। **রাহিলেস্ত** *ক্রি* রইলো। 'সে বৃক্ষের শরে নুর মুখখান গিয়া রাহিলেস্ত মউরের আকার ধরিয়া।' *সুলতান*, ১৭০০। **রাহী** *ক্রি* রই; থাকি। 'হেনমত কতোখন রাহী।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাহীয়াহী** *ক্রি* আমিহ; রয়েছি। 'আমি বিদেশে বেকার বশীয়া রাহীয়াহী।' *ওর্গ*, ১৭৭৯। **রাহু** *ক্রি* থাকুক। 'দূরে রাহ দূরে রাহ প্রণাম হামারি।' *ফিচু*, ১৬০০। **রাই** *ক্রি* থাকে। 'এ সবি এ সবি জব রাই জীব।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। **রাহুক** *ক্রি* থাকুক। 'কৌতুকে রহক সেবাগ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রাহে** *ক্রি* থাকে; অবস্থান করে। 'খনেকৈ ভূমিত রাহে চিতরে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **রাহো** *ক্রি* থাকো। 'কেহ বলে রাহো রাহো ফিরিয়া ঘরে আএ।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রাহোত** *ক্রি* থাকো। 'সোনাই বোলে ধনা রাহোত কেনেকে।' *বিজয়*, ১৬৫০। **রাহৌক** *ক্রি* থাকুক। 'নিচল রাহৌক নাম কীরতি সম্পদ।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাহিয়া রাহিয়া *ক্রি*বিশ থেকে থেকে। 'রাহিয়া রাহিয়া কেকা তারখরে যে একটি কাশ্যে-ফেদারধনি উখিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাহি রাহি *ক্রি*বিশ থেকে থেকে। 'রাহি রাহি মনজির তান।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাহিত [স] ১ *বিশ* রহিত। 'খাসরাহিত দেখি আচার্য হইলা বিরলে।' *কৃষ্ণরাম*, ১৫৮০। ২ *বিশ* বর্জিত। 'মা বাপে চাহে সনা পাণ্ডুর রাহিত।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৩ *বিশ* বিরত। 'পাচুর রাজত্ব হইল, তিনি শাসাভিত্ত হইয়া ক্রীসজ্ঞাপরাহিত হইলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৯১০। ৪ *বিশ* হুগিত। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতীহওন যেঅবধি রাহিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ৫ *বিশ* নিবৃত্ত। 'এতদ্দেশীয় শোকেকরণিকের রাহিত করিতে নিয়ম করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

রাহিতকরণ [স] *বি* নিবৃত্তি। 'এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজ্ঞে যাওয়া রাহিতকরণের চেষ্টা করিলাম।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

রাহীস [আ রাইস] *বি* সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। 'একজন বিশিষ্ট রাহীস ও ধনী ব্যক্তি লিলাম।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

রা [স রব] ১ *বি* কথা। 'তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* শব্দ। 'মুখে না নিখরে রা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাখ [স রব] *বি* রব; ডাক; শব্দ। 'রাখ কাড়ে যেন বোকা ছাগ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রা কাড়া *ক্রি* কথা বলা। 'তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাকার *বি* শব্দ। 'নাহি কাড়ে রাকার না সুনে বচন।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাখ [স রাজা] *বি* রাজা। 'আকারে বেরি কংস রাখ তোক মারিব সম্বন্ধ কণী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাখা [স রাজা] *বি* রাজা। 'রাখা রাখা রাখা রে অবর রাখ মোহেরা বাখা।' *চর্চা* ৩৪, ১২০০।

রাখ *ক্র* রা

রাই [স রাধিকা] ১ *বি* রাখা। 'সব কল্যা সম্পূর্ণ তো রাই।' *বড়ু*, ১৫৭০। ২ *বি* নারী। 'তবে যোগ্য শাস্তি দিহ রসবতী রাই।' *আলাওল*, ১৬৮০।

রাই [স রাজিকা] *বি* সর্ষে। *ওর্গ*, ১৭৮৫।

রাই-সরিষা [স রাজিকা+স সর্ষণ] *বি* এক জাতের সরিষা। 'দুই ভাও

ভাঙ্গে রাই-সরিষার তেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাই সরিষা [স রাজিকা+স সর্ষণ] *বি* সরিষার প্রকারবিশেষ। 'আনিবে রাই সরিষা শুকুকের তৈল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাইসর্ষে [স রাজিকা+স সর্ষণ] *বি* এক ধরনের সর্ষে। 'রাইসর্ষের ক্ষেত।' *জীবন*, ১৯৪০।

রাই [ই rye] *বি* বাগির মতো খাদ্যশস্যবিশেষ, পশুদের খাদ্য হিসেবে এবং ময়না ও ছাইকি তৈরির কাজে ব্যবহৃত। 'শীতলদেশীয় সামান্য লোকেরা সচরাচর রাই, দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

রাই [স রাজা] *বি* রাজা। 'শীকার খেলিতে এ অঞ্চলে রাই হইলেন সুবিশিষ্টে পারি।' *রামরাম*, ১৮০২।

রাইঅত [আ রাইয়ত] *বি* প্রজা। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাইঅতি *বি* প্রজাশব্দ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাইওং *বি* রাইয়ত; প্রজা। 'কস্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওং।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রাইট [ই] *বি* অধিকার। 'রেশপনসিবিলাটি উইদাউট রাইট, নিতান্তই অর্থহীন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

রাইডিং [ই] *বি* বোড়ায় চড়া। 'আছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রাইড [স রাইডিং] *ক্রি* রাতে। 'এক রাইডে মেল মোর সাত শত বধু।' *বিজয়*, ১৬৮০।

রাইডকথা *বিশ* রাতকথা; রাতে ভালো দেখতে পায় না এমন। 'এ খোটা রাইডকথা নাকি?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

রাইন [ই] *বি* জার্মানির বিখ্যাত নদী। 'রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ।' *হয়রসাদ*, ১৮৭৮।

রাইকেল [ই] *বি* শক্তিশালী বন্দুক। 'তৎক্ষণাৎ আটশো-গজি রাইকেল বাগাইয়া কহিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। 'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাইকেল আর মেশিনগানের গুলি।' *নজরুল*, ১৯২২।

রাইকেলধারী [ই রাইকেল+স ধারী] *বিশ* বন্দুক বহন করছে এমন। 'রাইকেলধারী সৈন্যদের ঘন ঘন পদশব্দ।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রাইকেল গুলি [ই] *বি* রাইকেল দ্বারা গুলি হোড়ার খেলাবিশেষ। 'রাইকেল ক্লাবে রাইকেল গুলি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' *বেশম*, ১৯৫৫।

রাইয়ত [আ] *বি* প্রজা। 'নৃপতি অবধি রাইয়ত পর্যন্ত।' *ডানকান*, ১৭৮৪।

রাইয়তগিরি [আ রাইয়ত+কা গিরি] *বি* প্রজার কাজ। 'আমি অনেক কালাবধি গ্রামের রাইয়তগিরি করিয়া আসিতেছি।' *ওর্গ*, ১৭৮২।

রাইয়তি, রাইয়তী ১ *বি* প্রজাশব্দ। 'কীসমভহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ...।' *ওর্গ*, ১৭৮২। ২ *বিশ* প্রজাদের; প্রজা সঞ্চেদ। 'কিছু রাইয়তী জমি ছিল।' *গ্যারী*, ১৮৬০।

রাউ [স রব] *বি* শব্দ। 'বিশিষ্ট রাউ কাড়ে সিয়রে দুই কান।' *মালাধর*, ১৫০০।

রাউ [স রাহ] *বি* রাহ। 'যে আছে কপাসের চন্দ্র তাহে গিলুক রাউ।' *বিজয়*, ১৬০০।

রাউটি [ই] *বি* মূল্যবান পাথরবিশেষ। 'সত্যমুখে রাউটি পাথরবাখা ঘাট।' *ময়নিকরাম*, ১৭৮১।

রাউত [প্রা রাজপুত্র] বি অশ্বারোহী সৈন্য। 'রথরথি ঘোড়া হাতি রাউত
কিতুর' মালখর, ১৫০০।

রাউতু [স রাজপুত্র] বি রাজপুত্র। 'রাউতু তপই কট জুসুতু তপই কট
সম্বলা আইস সহাব' চর্যা ৪১, ১২০০।

রাউভ [হি] বিশ বৃত্তাকার। 'ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউভ ডাল বলে।' রবীন্দ্র,
১৮৮১।

রাউল [স রাজা] বি রাজা। 'শিরে বন্দো রাউলের বস্ত্রি আমিনী'
রূপরাম, ১৭৫০।

রাএ' [স রব] ১ বি ওজন। 'অমর কাঢ়এ রাএ' বড়, ১৪৫০। ২ বি
শব্দ। 'কানএ জে দির্ঘ রাএ' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রাএ' [স রাজা] ১ বি রাজা। 'রাএ সিবসিংহ সব রসক নিধান'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিশ শ্রেষ্ঠ। 'তুসি মাত্র আকার হইবা প্রভু
রাএ' আইয়্যাম, ১৬৫০।

রাও [স রব] ১ বি শব্দ। 'বুঝিয়া কার্যের বাও জাগিয়া না কর রাও'
বিজয়, ১৬৫০। ২ বি কথা। 'পাছ হানে জিজ্ঞাসিল নি নিঃশব্দে
রাও' আলোচল, ১৬৮০।

রাং [স রস] ১ বি টিন জাতীয় নরম ধাতুবিশেষ। 'সে টাকা ঝাঁকিতে ভরি
রাং তামা বারি করি হাটে যায় বেসাতির তরে।' ভারত, ১৭৬০। ২
বি মূল্যহীন দ্রব্য। 'করলি ভালো বেচাকেনো চিনলি না মন রাং কি
সোনা' লালন, ১৮৯০।

রাংতা বি দস্তা-মেশানো চকচকে খাতব পাতবিশেষ। 'বোঁপায় রাংতা
জড়াইয়া একখানি' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রাংগে [স রস] বি রং। 'তাম্বুলরাংগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে' মুকুন্দ,
১৪৫০।

রাংচিতা, রাংচিতে বি এক প্রকার ফুল গাছ। 'রাংচিতার বেড়া'
বিভূতি, ১৯২৯। 'রাংচিতে কি জিকে গাছের ফুল সেই' মণীশ,
১৯৬৩।

রাঁইচি বি শস্যবিশেষ। 'রাঁইচি আর রেড়ির বীজ।' বিভূতি, ১৯৩৮।

রাঁপা ধুলা [স রস +স ধূলি] বি রাঙ্গা ধুলা। 'গায়ে মাখে রাঁপা ধুলা পরে
বীরঘটা' মানিকরাম, ১৭৮১।

রাঁড় [স রস] ১ বি বিধবা। 'বশম হাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়' ভারত,
১৭৬০। ২ বি হিন্দু বৈশ্য। 'বদি বস যবনী বৈশ্যগামন করিব
...তাহাদের সহিত সথোনে যত মজা পাইবা এমত কোন রাঁড়েই
পাইবা না' ভবানী, ১৮২৩। ৩ বি রক্ষিতা। 'এক খনি বগি, একটি
লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও
ছ ডেঁড়ে এক ডাউলস ব্যাডার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত
হাজির' হুতোম, ১৮৬১।

রাঁড়মানুষ বি বিধবা নারী। 'বই পড়ে সজ্জনে রাঁড়মানুষ বে কতে
চলো' উমেশ, ১৮৫৭।

রাঁড়ি, রাঁড়ী বি বিধবা। 'হাঠী আছি রাঁড়ী হৌক বলে বারে বারে'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'নিতা তার বহিন রাঁড়ি' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাঁড় [স রস] বি রক্ষিতা। 'এক রাঁড় আনিয়া রাখ তাহা নিয়া
বৈঠকখানায় থাকিবেন' ভবানী, ১৮২৫।

রাঁড়া [স রস] বিশ বক্যা। 'রাঁড়া হ'লে বাড়ী সুখ নাহি হয় তত' ওগু,
১৮৫৮।

রাঁদা [প্রা রনদা] বি কাঠ মশণ করার যন্ত্রবিশেষ। মালোচল, ১৭৪৩।

রাঁদা' [স রন্ধন] বি রান্না করা। 'যি খানা রাঁদা হচে বাপখন' হাসান,
১৮৬২।

রাঁদাবাড়া বি রান্না ও এ সংক্রান্ত কাজ। 'ওদিকে ঘর নিকানো হয়নি,
তারপর রাঁদাবাড়া আছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

রাঁদুদী বি ঝী পাচক। 'বড় মানুষের বাড়ীর রাঁদুদী বায়ুন ছিলেন'
হুতোম, ১৮৬১।

রাঁধা [স রন্ধন] ১ ক্রি রান্না করা। 'রাঁধা বাড়িয়া মাতা কত সেহ খৌটা'
মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি রান্না। 'রাঁধা বাড়ী ছেলেশিলে প্রতিপালন না
করিলে চলিবে কেন' ত্রীশিক্ষা, ১৮২২। ৩ বিশ রান্না করা হয়েছে
এমন। 'পরত মিনকার বাসি রাঁধা মাংসে' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রাঁধান [স রন্ধন] ক্রি কাউকে দিয়ে রান্না করানো। বিদ্যা, ১৮৯১।

রাঁধাবাড়া [স রন্ধন] ১ বি শিশুদের খেলাবিশেষ। 'শিশুগণ যেসে
রাঁধাবাড়া খেলে' ভারত, ১৭৬০। ২ বি রান্নাবান্না। 'স্ত্রীলোকের ঘর
ঘরের কোণ রাঁধা বাড়ী ছেলেশিলে প্রতিপালন না করিলে চলিবে
কেন' গ্যারী, ১৮২২। 'রাঁধাবাড়া হবে সব আমি নিয়ে এসে' ওগু,
১৮৫৮।

রাঁধেয়া ক্রি রান্না করে। 'শাকাদি বাজান রাঁধেয়া করিল প্রস্তুত'
মানিকরাম, ১৭৮১।

রাঁধুনি, রাঁধুনী [স রন্ধন] বি রান্না করে যে নারী। 'রাঁধুনী' ওগু,
১৭৮৫। 'রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল' গিরিশ,
১৮৮৯। 'রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে'
রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাঁধানি [স রন্ধন] বি রান্না করে যে নারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

রাঁধুনিক বি পাচক; রাঁধুনি। 'উটকিমাছের যারা রাঁধুনিক' রবীন্দ্র,
১৯৩৮।

রাঁধুনিগিরি বি রাঁধুনির কাজ। 'তুমি এখানে লোকের বাড়িতে
রাঁধুনিগিরি করবে' সুশীল, ১৯৭০।

রাক [স রস] ক্রি রক্ষা। 'জার বালে নাহি রাক/ বাণ এড়ে বোকে ঝাঁক'
মুকুন্দ, ১৬০০।

রাকা' [স] বি পূর্ণিমা। 'বংশনগজনে আঁখি রাকা সুখাকর মূখী' মুকুন্দ,
১৬০০।

রাকাপতি [স] বি চাঁদ। 'রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে বলকা'
মুকুন্দ, ১৬০০।

রাকা' [আ রকবা] বি ঘোড়ার দুই পাশে জিন-সলঙ্গ অশ্বারোহীর পা-দান।
'রজত কড়াঙ্গি রাকা রাখে দুই পাশে' মানিকরাম, ১৭৮১।

রাকাত [আ রকাতা] বি (ইসলাম) নামাজের অংশবিশেষ। 'সফরেত ফরজ
চারি রাকাত যথাএ' আলোচল, ১৬৮০।

রাক্স [স রাক্সা] বি বা পায়ে তাই গোয়ালে খেয়ে ফেলে এমন প্রাণী।
'ওদের রাক্সা গাইটা একেবারে রাক্স' বিভূতি, ১৯২৯।

রাক্ষস [স] ১ বি পৌরাণিক অপশক্তি। 'রাক্ষসের নাম যেন কহে
পুণ্যজন' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি অনার্য জাতিবিশেষ। 'আদিমবাসী
দস্যু, রাক্ষস, অসুর, বা শিশাচ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ বর্ষরজাতিদিককে
... বর্ষদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি নরঘাতক। 'প্রাণের ভয়ে কচি ছেলে
এনে রাক্ষসের মুখে দাও' গিরিশ, ১৮৮৯।

রাক্ষস-বিবাহ [স] বি কনেকে অপহরণের মাধ্যমে তথা বলপ্রয়োগের
মাধ্যমে বিবাহ। 'শিশুর সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষসবিবাহ' অবন,

১৯২৫।

রাফস-রাজ [স] বি রাফসের রাজা। 'কোথার যাত্রত যোগী ... আর কোথায় দুর্ভাগ রাফস-রাজ রাবণ'। অক্ষয়, ১৮৮৮।

রাফসি [স রাফসী] বি স্ত্রী রাফস। 'আমাকে মারিতে কসে পাঠাইল রাফসি'। মাসাধর, ১৫০০।

রাফসি [স রাফসী] বি স্ত্রী নরহাতি। 'হেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেহিস? তোর সাধ্য না, রাফসি'। গিরিশ, ১৮৮৯।

রাফসী [স] ১ বি স্ত্রী রাফস। 'মায়ামূর্খি রাফসীএ নানা মায়াজানে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি গান্ধিবিশেষ। 'চনিত পাও তোমরা পো রাফসী ধানকির কথা।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি স্ত্রী অন্তত। 'একদমী বজ্রভয়ে রাফসী তিথি।' সাধারনী, ১৮৮০। ৪ বিগ স্ত্রী অমাসী। 'কী কষ্ট না দিয়েছিল রাফসী প্রকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৫ বি স্ত্রী রাফসের মতো খার। 'সরলা একেবারে লঞ্জনচূস খাওয়ায় রাফসী'। মাসিক, ১৯৪০।

রাফসীবোলা, রাফসিবোলা [স] বি দিনের শেষ আড়াই ঘণ্টা সময়; সন্ধ্যাকাল। 'রাফসিবোলাতে নন্দ জমুনোতে নাই।' মাসাধর, ১৫০০।

রাফসি [স রাফসী] বি স্ত্রী (হিন্দুপুরান) নরহাদক। 'সত্যিকারের রাফসিই হয়ে দাঁড়াবে।' নরহাল, ১৯২৪।

রাফসে [স রাফস]। ক্রিবি রাফসেয়ে মতো করে। 'রাফসে ভাত নিলতে পারে বাপ রে, বিভ্রাল ভিহতে পারে।' নরহাল, ১৯২৬।

রাফা [স রফস]। কি রাফা। রাফ কি রাফো। 'সাবধান হইয়া রাফ আপন পুনাবলে।' মাসাধর, ১৫০০।

রাফন [স রফস] ১ বিগ রফাকারী। 'মুরমোহাম্মদ হবে আপনা রাফন গরী, ১৭৬৫। ২ বি রাফা। 'শবের সহিত তাহার লগীর লুকিয়ে রাফন ...'। দর্পণ, ১৮২৭।

রাফণ [স রফস]। বি রাফা। 'অমোভায় তনুত হির রাফণে অনেক বুদ্ধিমত কারণ দর্শাইয়াছেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮০৬।

রাফনিয়া [স রফস]। বিগ অধিকারী। মাসোএল, ১৭৪৩।

রাফদাল [স রফদাল] বি রাফাল। 'বসিছে রাফদাল সব একত্র হইয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

রাফা [স রফস]। ১ কি রফা করা। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাই রাফা'। বড়ু, ১৪৫০। ২ কি হাঙ্গান করা। 'পাউ কিরাইয়া রাফ'। কেরি, ১৮০২। ৩ কি নিষিদ্ধ করা। 'কুসুম নুনা হইতে সুখ কিরাইয়া লইয়া শাহীর মুখেব নিকে রাফিয়া কহিল ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ কি ভাগ করা। 'এলো কম, বোণা ভুবি রাফো বাবুগিরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৫ কি নিরোজিত করা। 'সুরারে দাও মোরে রাফিয়া নিত্য ক্যালান-কাছে হে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৬ কি ছুঁ করা। 'ভয়ে আমার যেনে যে হয় বহু সোনের মন।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৭ কি ভ্রম করা। 'কেন রাফ নাই চুড়ি ও বলা আপন মনের মত।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। রাফ কি রফা করে। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাই রাফ'। বড়ু, ১৪৫০। রাফউক কি রাফুক। 'যেহী ভাব না রাফউক মনেত তাহার।' সুলতান, ১৭০০। রাফাএ কি যাপন করে। 'সে বড় নিলাজ অতি রাফাএ জীবন।' রাসায়, ১৬৫০। রাফধু কি রাফো। 'রাফধু পর উপহাসে'। বিন্যাপতি, ১৪৬০। রাফজি কি রাফে। 'হসির সন্ধান হেতু জিবন রাফজি'। মাসাধর, ১৫০০। রাফলেম কি রাফলো। 'আমরা এড দিমি ভাটা রাফলেম - ভেতরে গেলোম'। গিরিশ, ১৮৮৭। রাফহ কি রাফো। 'বাকের রাফহ রাফা কাহেব জীবন'।

বড়ু, ১৪৫০। রাফাইল কি পালন করালে। 'ছাগল রাফাইল তোরে জাতিবন্ধু হলে পরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। রাফি কি রেখে। 'লৌতুক বাবুর রাফি হলে নারায়নে।' মাসাধর, ১৫০০। রাফিফ কি রেখে। 'নিকটে ভায়েনে তুমি রাফিফ প্রহরী'। সুলতান, ১৭০০। রাফিখা কি রেখে। 'হরে জাওরাকি রাফিখা গুণিব কতকাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। রাফিখী কি রেখে; আহার দিয়ে। 'ঘরত রাফিখী বাড়ারি সেরা করিবে।' বড়ু, ১৪৫০। রাফিখাছে কি রেখেছে। 'সহস্রেক রাজা রাফিখাছে কারাগারে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রাফিছিল কি রেখেছিলো। 'মান্য করি রাফিছিল গৌরব করিখা'। বাহরাম, ১৬৫০। রাফিছে কি রেখেছে। 'জন্ত২ রাফাফন রাফিছে বাপিরা'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রাফিখা কি রাফতে। 'মিছা করি দান সাধি রাফিখা গোপিনী।' বৃন্দা, ১৫৮০। রাফিমু কি রেখেছি। 'বৃকাসুর বধি মুক্তি রাফিমু শঙ্কর'। বৃন্দা, ১৫৮০। রাফিব কি পালন করবে। 'প্রথমে রাফিব রোজা এহি মশ দিন।' বাহরাম, ১৬৫০। রাফিবা কি রাফবে। 'সাবধানে হৈয়া সবে আপনা রাফিবা'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রাফিবারে ১ ক্রিবি রফাকর্মে। 'তোম্বা নিরোজাল সাহুতী আরা রাফিবারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি রেখে। 'কোন কাণা পর ছদ্মি জ্বরে রাফিবারে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। রাফিব কি রাফবি। 'মহলী যৌবন রাফবি কত কাল।' বড়ু, ১৪৫০। রাফিবে কি রাফবে। 'কালীনাথ বিখনাথে রাফিবে কল্যাণে'। মাসিকরায়, ১৭৮১। রাফিবেক কি রফা করবে। 'সুদর কনে রাফিবেক আপনা আচার'। সুলতান, ১৭০০। রাফিষ্ট কি রেখে। 'বড়রূপে রাফিষ্ট হই করিয়া সঙ্গতি।' মাসাধর, ১৫০০। রাফিয়া কি রেখে। 'ভিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য রাফিয়া ...'। মাসাধর, ১৮০১। রাফিয়ারী কি রেখেছি। 'ওগা, ১৭৮২। রাফিল ১ কি আটক করলে। 'রাফাক রাফিল কাফজি।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি রাফালে। 'হাফ পাণ্ড গণ কড়ী রাফিল তখাউরি।' বড়ু, ১৪৫০। রাফিলা কি রাফালে। 'যেদোনের হেই নীতি অংগ রাফিলা'। মাসাধর, ১৬৮০। রাফিলে কি রফা করলে। 'রিজুবন রাফিলে আপনি অসি ধরি।' মাসিকরায়, ১৭৮১। রাফিলেক কি রাফলে। 'এবোহি না রাফিলেক তোর মনে বাপ'। বড়ু, ১৪৫০। রাফিলেজ কি রাফলেম। 'রাফিলেজ মহাজন অতি মহোৎসবে।' মাসাধর, ১৬৮০। রাফিলৌ কি রাফলে। 'পরাণ রাফিলৌ দীর্ঘা শীতল জল'। বড়ু, ১৪৫০। রাফিহ কি রেখে। 'হুদয়ে রাফিহ বড়ারি আকার বসনে'। বড়ু, ১৪৫০। রাফী কি রেখে। 'নন্দেরি নন্দন হৈ দেবি আবও মন মনোরথ রাফী'। বিন্যাপতি, ১৪৬০। রাফীলাম কি রাফলাম। 'অনুগ্রহপাতি মস্তকে রাফীলাম'। ওগা, ১৭৭৯। রাফু কি রাফো। 'রাফো রাফু মর্যে রাফু ভলে পাঁশ খরি'। বড়ু, ১৫৭০। রাফন কি রাফনে। 'উদর রাফন দেব ইসে'। মাসাধর, ১৫০০। রাফে ১ কি চরায়ে। 'নিতি নিতি বাহা রাফে গিভী বৃন্দাবনে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ কি হাঙ্গান বা নিবেশন করে। 'যে জন তেজোমতে মতি অশুশন রাফে'। মাসিকরায়, ১৭৮১। রাফৌ কি অপেক্ষা করে। 'রাফো রাফো রাফো, বাটাও আমায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮০। রাফৌ কি রফা করে। 'রাফো রাফৌ মর্যে রাফৌ ভলে পাও সখী'। বড়ু, ১৪৫০। রাফৌ কি রেখে। 'বৃন্দাধর হৈলো দেবী রাফা সিংহরথ'। মাসাধর, ১৭৫০। রাফাউ কি রেখেছে। 'পরাণ বাফিরা মোর রাফাউ অফলে'। মুকুন্দ, ১৬০০। রেফ কি রেফো। 'নিচএ নিচের রেফ অনেক বিফুতি'। বাহরাম, ১৬৫০। রেফে কি ধুরে। 'বৃকমলে বিশালম রেফে বৃগি গুণি'। মাসিকরায়, ১৭৮১। রেফেটি কি রেফেছি। 'চতুর্ভুজ করে তাকে রেফেটি নিকটে'। মাসিকরায়, ১৭৮১। রাফিচা-রাফিচা, রেফেচেনে ক্রিবি ধীরেসুন্দর। 'নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাফিচা-রাফিচা উপভোগ'। লল, ১৯১৭।

রাফা' বি ভরি। 'কথা বাকো বাকো, বাকো মুখেব রাফা'। অমৃত, ১৯০০।

রাখাল [স রক্ষপাল] বি পত্ন্যপালক। 'ত্বী পুত্র আদি যত অধম রাখাল।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'আচখিতে বসে আজ রাখাল আইল।' দীপ্তী, ১৬০০।

রাখালবালক [রাখাল+স বালক] বি গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু চরায় যে বালক। 'রাখালবালক কী জানি কোথায় সারাদিন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রাখালরাজ [রাখাল+স রাজ] বি (হিন্দুপুরাণ) রাখালের রাজা; কৃষ্ণ। 'ওহে রাখালরাজ।' নজরুল, ১৯৩১।

রাখাল-রাজা [রাখাল+স রাজা] বি (হিন্দুপুরাণ) রাখালদের রাজা। 'রাখাল-রাজা এসো।' নজরুল, ১৯৩২।

রাখালশিশু [স] বি রাখাল বালক। 'রাখালশিশু বাজায় বেণু।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রাখালি, রাখালী [স রক্ষপাল] বি রাখালের কাজ। 'রাখালি সাখিত তোর অভাগিনী মা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রাখুয়াল [স রক্ষপাল] বি রাখাল। যমোদন, ১৭৪৩।

রাখোআল [স রক্ষপাল] বি গো-রক্ষক; রাখাল। 'এহা রাখোআল পুছো রাখার উদেশে।' বড়ু, ১৪৫০।

রাখোয়ালি বি রাখালের কাজ। ওর্গা, ১৭৮৫।

রাখি, রাখী [স রক্ষী] বি (হিন্দু-আচার) প্রতি বছর শ্রাবণ-পূর্ণিমা তিথিতে প্রীতিবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ হাতে বাঁধা সুতা। 'আমার হাতের রাখিটি - তোমার কনককঙ্কণে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রাখিশূর্ণিমা, রাখী শূর্ণিমা [রাখি+স শূর্ণিমা] বি শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি, যখন হিন্দু-আচার অনুযায়ী প্রীতিবন্ধনের চিহ্নস্বরূপ হাতে সুতা বাঁধা হয়। 'হোরির বরকসি দুর্গোৎসবের পার্শ্বী রাখী শূর্ণিমার প্রণাম দিয়েও মন পাওয়া ভার।' হেতুম, ১৮৬১; 'আকাশের মতো উদার কৃষ্ণ রাখিশূর্ণিমা রাতে।' নজরুল, ১৯২২।

রাখিবন্ধ [রাখি+স বন্ধ] বিখ রাখিবন্ধনে আবদ্ধ। '... হচ্ছেন জাহানারার রাখিবন্ধ ভাই।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

রাখিবন্ধন [রাখি+স বন্ধন] বি প্রিয়জনের হাতে রাখি বাঁধা। 'তার সঙ্গে রক্তের রাখিবন্ধন হয়ে গেল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

রাগ [স] বি ক্রোধ। 'রাগ দেশ মোহ লাইখ হার।' চর্য্য ১১, ১২০০।

রাগ আড়া ক্রি ক্রোধ প্রকাশ করা। 'ঝোড়ার পিঠে ঘন ঘন চাবুক কসিয়া নিজের রাগ আড়িতেছেন।' মনসুর, ১৯৫৩।

রাগটাগ বি রাগ-অভিমান। 'রাগটাগ করিস নে যেন।' শরৎ, ১৯১৬।

রাগত [স রাগত] বিখ ক্রোধাধিত। 'প্রতাপাদিত্য পূর্বে রাগত হইয়া এমত করিয়াছেন।' রামরাম, ১৮০১।

রাগযেব [স] বি হিঙ্গা-বিষেধ। 'কোন হইতে রাগযেব ধন্দকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রাগষেববিবর্তিত [স] বি হিঙ্গা-বিষেধমুক্ত। 'তারা তো রাগষেব-বিবর্তিত মহাপুরুষ নন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রাগ ধরা ক্রি রাগ হওয়া। 'রাখাণ হেলতেলের উপর ভাঙ্গী রাগ ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রাগধুমসি বি ঘোটা, কাণ্ডা ও হুল্লাস যোগ। 'ওগো আগ-ধুমসি (রাগধুমসি) ওগো ভাগলপুরে গাই।' নজরুল, ১৯৩০।

রাগপ্রাণ্ড [স] বি রাগাধিত; ক্রুদ্ধ। 'সে রাগপ্রাণ্ড হইয়া জাহাজ খান

ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল।' মদনমোহন, ১৮৫০।

রাগবিষেধ [স] বি রাগ ও বিষেধ। 'যে ভাষায় সচরাচর ভাবে, আলাপ করে, তাদের সুখসুখ, রাগবিষেধ প্রকাশ করে ...।' শিব, ১৯৫০।

রাগভরে ক্রিখ ক্রোধাধিত হয়ে। 'কর্ত্তা ... রাগভরে মুখখনি গৌজ করে রইলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

রাগভাব [স] বি মনের ক্ষুব্ধ অবস্থা। 'একটু একটু করে মনের আকাশ থেকে রাগভাব সরে যাচ্ছিল।' রশীদ, ১৯৬৩।

রাগ যাওয়া ক্রি রাগ প্রশমিত হওয়া। 'কাঠ-কুড়োলা বড়ি বলিলে তবে আমজাদের গায়ের রাগ যায়।' শওকত, ১৯৫৮।

রাগাধিত [স] বিখ ক্রোধাধিত। 'কেননা তারা বাচাল, কামকরী এবং দৃষ্টি রাগাধিত।' প্রমথ, ১৯১৫।

রাগাধ [স] বিখ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। 'রাগাধ হইয়া লারীয়াল সম্রাট করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২১; 'একথায় মহারাগাধ হইয়া রক্ষীবর্গকে বলিলেন।' ফয়জুর্রেসাল, ১৮৭৬।

রাগান্নিত [স] রাগাধিত। বিখ ক্রুদ্ধ। '(রাগান্নিত হইয়া) কি বস্ত্র হে তুমি? উমেশ, ১৮৫৭।

রাগাধিত [স] বিখ ক্ষুব্ধ। 'অঙ্গ ব্যবহারে বিষম রাগাধিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রাগাধিতভাবে [স] ক্রিখ ক্রোধসহকারে; রেগে। 'এমন রাগাধিতভাবে সে বেরিয়ে আসবেই যা কেন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

রাগাপন্ন [স] বি রাগাধিত। 'ভিলি রাগাপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারানুসারে কহিল।' দর্পণ, ১৮২১।

রাগারাগি [স রাগ] বি কলহ; রাগ প্রকাশ। 'বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়ি-ছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

রাগাসক্ত [স] বি রাগাধিত। 'জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাসক্ত হইয়া কহেন।' দর্পণ, ১৮২১।

রাগোদয় [স] বি রাগের সঞ্চার। 'তঁাহার মনোমধ্যে এমত রাগোদয় হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪০।

রাগোন্মুগ্ধ [স] বি রাগে উন্মত্ত। 'ত্বী পুত্রের বসতাপন্ন রাগোন্মুগ্ধ অধাধিক।' দর্পণ, ১৮৪০।

রাগ^১ [স রন্জ] বি রাগ। 'আমের বকুলীরাগ শোভা সুন্দরী।' বড়ু, ১৪৫০; 'অখের বিক্রম দ্যুতি তামুলের রাগ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাগ-অরুণ [স] বি অরুণের মতো রক্তিম। 'গুণু জ্বলি, কাঁচা-খুমে-জাগা ভব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া।' নজরুল, ১৯২৩।

রাগরক্ত [স] বি রাগ রক্তের; রক্তিম। 'রাগরক্ত কিস্তক গোলাপে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

রাগ-রক্তিম [স] বি রক্তবর্ণতা। 'প্রশান্ত সূর্য্যোত্তর পরে দিগন্তের যে রাগ-রক্তিম/সেগেছে প্রাণের 'পরে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

রাগরস [স] বি নাচনান ও অনুরাগ বিনোদন। 'রাগরস উত্তর প্রসঙ্গ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'কেহবা ইতরাস রাগরসের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যায় হোম যাগ ... করেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

রাগরসিমা [স] বি বিনোদনমূলক ভঙ্গিমা। 'তৎক্ষণি রূপভঙ্গিমা রাগরসিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌভবের তুলনা।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

রাগ-রাভা *বিশ* অনুরাগরঞ্জিত। 'কুমারী-ব্রুকের তব সিদ্ধ রাগ-রাভা আলো'। নজরুল, ১৯২৩।

রাগী [স] ১ *বি* প্রেম। 'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রাগে ভগমণ প্রভু নেয় সম্ভরণ / পাড়ে দাঁড়াইয়া যত ভক্তগণ'। গোবিন্দ, ১৬০০; 'তোমার রাগে অনুরাগী'। রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ *বি* ক্রীড়। 'সেবা ভোগ রাগ দিয়া ঐ প্রসাদ অন্যত অঙ্গলোকদিগকে বিতরণ করিয়া ...'। দর্পণ, ১৮২৮।

রাগমার্গ [স] *বি* প্রেমপূর্ণ ভক্তির পথ। 'রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাগানুশী [স] *বিশ* প্রেমভক্তিযুক্ত। 'রাগানুশী-মার্গে তারে ভঞ্জে যেই জন'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাগি [স রাগী] *বিশ* অনুরাগিনী। 'কিএ ধনি রাগি বিরাগিনি হোয়'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রাগী [স] *বি* সংহীতের বরনবিন্যাসের পদ্ধতি। 'কোড়ারাগ'। বড়ু, ১৪৫০।

রাগকৌলীন্য [স] *বি* শাস্ত্রীয় সংহীতের বিখ্যাত রাগসমূহের আলাপ্যতা। 'এই সুরভিলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে'। রবীন্দ্র, ১৯১৭।

রাগহর [স রাগ+হর] *বি* সংহীতের বরনবিন্যাসের ছয়টি মূল পদ্ধতি। 'সৃষ্টি কৈলে রাগহর রাগিনী হ্রস্ব হয়'। কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

রাগতত্ত্ব [স] *বি* সুরতত্ত্ব। 'রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভঞ্জে'। চন্দ্র, ১৫৫০।

রাগরাগিনী [স] ১ *বি* পানবাজনা। 'বাজনার টাকার সহিত রাগরাগিনীর কোনো যোগ নাই'। রবীন্দ্র, ১৯৮৭। ২ *বি* সংহীতের বিভিন্ন সুরবিন্যাস। 'রাগরাগিনীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রাগবী [হি] *বি* হাত ও পা উভয় দিয়ে খেলা হয় এমন বলখেলা। 'ইংরেজদের খ্রিয় খেলাগুলো ক্রিকেট, ফুটবল, রাগবী, টেনিস আর লৌকা বাইচ'। হাই, ১৯৫৮।

রাগা [স রাগ+>] *ক্রি* ক্রুদ্ধ হওয়া। 'ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন'। রবীন্দ্র, ১৮৫৩।

রেগেমগে *ক্রি*বিশ ক্রুদ্ধ হয়ে। 'ডেকে এনে পরিহাস রেগেমগে বলে'। রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'কাক বলে রেগেমগে বাড়াবাড়ি ঐ ভ'। সুকুমার, ১৯২০।

রাগিনী [স] ১ *বি* সংহীতে রাসের পত্নী অর্থাৎ শাখা। 'রাগিনী ধানসী'। জলদ, ১৫৭০। ২ *বি* সংহীত। 'তোমার রাগিনী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো'। রবীন্দ্র, ১৯০১। ৩ *বি* সুর। 'তিনি তোমার আকাশপারের ভারার রাগিনী'। রবীন্দ্র, ১৯১৮।

রাগিনী [রাগিনী] *বি* রাগিনী। 'রাগিনী ধানসী'। বড়ু, ১৫৭০।

রাগী [স] *বিশ* মেজাজ; অশ্রদ্ধেই রেগে যায় এমন। 'তিনি ব্রুত্বতে বটে, রাগী নন'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ *বিশ* ভয় জাগায় এমন। 'এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ *বিশ* রাগযুক্ত। 'রহিম শেষ বড়ই রাগী মানুষ'। জসীম, ১৯৬৪।

রাগীটরি [ই ইনটেরোগেটরি] *বি* আইনানুগ নালিশকৃত অভিযোগ। 'পৈলা রাগীটির জবাব না আমি কোনো রেগম খরিন করি নাই'। মেহর্গ, ১৭৫৭।

রাঘব [স] ১ *বি* হিন্দু অবতার রাম। 'কতএ রাঘব রাএ ঘরিনী'। কতএ

লক্ষপুত্র বাস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ *বি* অনিমন্ত্রণে আহ্বারোপজীবী ব্রাহ্মণ। 'হয়-দার আত্মদান রাঘব ঘোষণা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ *বিশ* মত্ত বড়ো। বিদ্যা, ১৮৯১।

রাঘব বোয়াল *বি* মত্তবড়ো বোয়ালমাছ। 'জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল'। বঙ্কিম, ১৮৬৫।

রাঘববোলা *বি* রাঘব বোয়াল; অন্যকে গ্রাস করে যে। 'ইহার রাঘববোলের ন্যায় প্রকাণ্ড ছুগোদর'। এডুকেশন, ১৮৮৬।

রাঙা [স রঙ্গ] *বি* টিনের মতো একপ্রকার ধাতু। 'রঙ্গ, অর্থাৎ রাঙা শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল'। বিদ্যা, ১৮৫১।

রাঙতা [স রঙ্গ+] *বি* দস্তা-মেশানো চকচকে ধাতব পাত। বিদ্যা, ১৮৯১; 'কুমারটুলিতে বদশের যে সত্তা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রাঙচিত্তা [স রঙচিত্তক] *বি* গুলাজাতীয় পাছবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'আখড়াটির চারিদিকে রাঙচিত্তার বেড়া দিয়া ঘেরা'। তারা, ১৯২৯।

রাঙা [স রঙ্গ; ফা রঙ্গ] ১ *বিশ* লাল। 'নয়ন করছে রাঙা কঁদিয়া কঁদিয়া'। রামনাথপুর, ১৮৫৪। ২ *বিশ* রঙিত। 'রাঙা হল বসন ভূষণ'। রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ *বিশ* খুশিতে ভরে গেছে এমন। 'রাঙা হলো শয়ন স্বপন, মন হল যে কেমন সেখ রে'। রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ *বিশ* নবীন ও বৈপ্লবিক। 'ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আমি পুরোহিত'। নজরুল, ১৯২২। ৫ *বিশ* উজ্জ্বল। 'কুসুমফুলেতে রাঙা পাও দুটি'। জসীম, ১৯৯৯। ৬ *বিশ* সুন্দরী; রূপসী। 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো দেখে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'। জীবন, ১৯৪২।

রাঙাকলেবর [রাঙা+স কলেবর] *বিশ* লাশেতে রঙের শরীরবিশিষ্ট। 'ভাঙামেজাজি রাঙানো, রাঙাকলেবর অবতারেরা'। প্রভাকর, ১৮৫৮।

রাঙাচরণ [রাঙা+স চরণ] *বি* (বাউল) আশীর্বাদ। 'চরণের যোগা মন নয়/ তবু মন ঐ রাঙা চরণ চায়'। লালন, ১৮৯০।

রাঙাচেলি [রাঙা+স চেলিকা] *বি* লালরঙা রেশমি কাপড়। 'রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধুবেনিনী মিনি'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রাঙাচোঁড়া *বিশ* হস্তিন। 'মাকাল ফলটি রাঙাচোঁড়া হাই দেখে মন হলি খোঁড়া'। লালন, ১৮৯০।

রাঙাজবা [রাঙা+স জবা] *বি* রক্তজবা। 'আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা, দেহ বিশ্বদাল'। নজরুল, ১৯০৫।

রাঙানো [রাঙা+স নো] *বিশ* লাল চোখবিশিষ্ট। 'ভাঙামেজাজি রাঙানো, রাঙাকলেবর অবতারেরা'। প্রভাকর, ১৮৫৮।

রাঙানো *ক্রি* লাল বর্ণে রঙিত করা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'সহসা আসিয়া তুয়া রাঙানে দিয়েছে ধরা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রাঙাপদপদ্মযুগ [রাঙা+স পদ্মযুগ] *বি* পদ্মযুগের মতো রঙিন দুই পা। 'রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবনাসী'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রাঙা-বরন [রাঙা+স বর্ণ] *বিশ* লাল রঙের। 'যেমন রাঙা-বরন তোমার চরণ'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

রাঙাভাঙা *বিশ* রক্তিম; রক্তিম আভা ডেঙে পড়েছে এমন। 'বড় ভাল লাগে রাঙাভাঙা মুখখানি'। জসীম, ১৯২৭।

রাঙা মাটি *বি* লাল রঙের মাটি। 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'ওই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিশালি'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রাষ্ট্র মুকুল [রাষ্ট্র+স মুকুল] বি লাল সূর্য। 'দিন শেষের রাষ্ট্র মুকুল জাগ্রত চিত্তে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

রাষ্ট্রামুখ [রাষ্ট্র+স মুখ] বি ইংরেজ। 'রাষ্ট্রামুখে বাবা অন্ন দি তুলি নিজে খাই কোনো মাড়।' নজরুল, ১৯২৪।

রাষ্ট্রামুখো বিপ লাল মুখবিশিষ্ট। 'রাষ্ট্রামুখো বীরের নির্ভেদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রাষ্ট্রা রোদ বি রতিন রোদ। 'অপরূহে রাষ্ট্রা রোদ সবুজ আভার।' জীবন, ১৯৩২।

রাষ্ট্রা সূতো [রাষ্ট্র+স সূত্র] বি রতিন সূত্র। 'এক হোঁড়া কয় 'রাষ্ট্রা সূতো' নেবে? লাগিয়ে না কোন দাম।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

রাষ্ট্রা হাঁস বি হাঁসজাতীয় পাখিবিশেষ। 'রাষ্ট্রা হাঁস, মানিকপাখী ডাক প্রভৃতি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রিমা বি লাল আভা। 'চরণের পরশরাষ্ট্রিমা রেখে যায় যমুনের কুলে -।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

রাষ্ট্রী বিপ লাল রঙের। 'ওদের রাষ্ট্রী পাইটা একেবারে রাষ্ট্রস।' বিজুতি, ১৯২৯।

রাষ্ট্র [স রষ্ট] বি দরিদ্র। 'রাষ্ট্রে যেন ভাত পাও না এড়ে।' বটু, ১৪৫০।

রাষ্ট্র [স রষ্ট] বি একপ্রকার ধাতু; তিন। 'রাস তামা দস্তা সীসা পিত্তল।' ভবানী, ১৮২৩।

রাষ্ট্রচিহ্ন [স রষ্ট+স চিহ্ন] বি রার্থচিহ্ন; এক প্রকার পাছ। 'রাষ্ট্রচিহ্নের আটা দিয়ে যা করিয়া আসিয়াছিল।' রত্নিম, ১৮৭৮।

রাষ্ট্রচুয়া, রাষ্ট্রচোলা [স রষ্ট] বি পাখি বিশেষ। 'বলকল্প রাষ্ট্রচুয়া হলে/পেন ভাস করে ধরে/রাষ্ট্রচোলা ধাবই কোঁকিল।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'চাতক চাকের নৃতী তুটী রাষ্ট্রচুয়া।' ভারত, ১৭৭৬।

রাষ্ট্র-তুলসী [স রষ্ট+স তুলসী] বি একটি ফুলের নাম। 'রাস-তুলসী তুলিল বিচারি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাষ্ট্রন, রাষ্ট্রনাগর [স রষ্টন; বি রষ্টন। 'পিশুনি কুসুম ওড় রেবতী রাষ্ট্রনাগর।' বটু, ১৪৫০: 'ওংকো বাসক কিয়া কিসুক রাষ্ট্রন হুয়া।' মলাধর, ১৫০০।

রাষ্ট্রব বিপ রঙের। 'লামাকে জে জরদ রাসব বানাত একদান পত্র চিন্ন দিয়ে দেখায়েছেন।' যোগল, ১৭৭০।

রাষ্ট্রা [স রষ্ট] ১ বিপ লাল। 'আপন নগুর রাসা গায়ে পরাইল।' মলাধর, ১৫০০। ২ বিপ রতিন। 'পায় মাথা রাসা ধূলা বিরমের কত কব কথা।' রামধন্যদাস, ১৭৮০।

রাষ্ট্রা গুট [রাষ্ট্র+স গুট] বি লাল গুট। 'রাষ্ট্রা গুট দুটি, উপমা কি দিব।' ভবানী, ১৮২৫।

রাষ্ট্রাজবা [স রষ্ট+স জবা] বি াক্তজবা ফুল। 'কে বলে রাষ্ট্রাজবা দিব শ্রীচরণে।' ভবানী, ১৮২৫।

রাষ্ট্রাটুনি [রাষ্ট্র+স টুনি] বি পাখিবিশেষ। 'আমি অতিদুন্দ্র জীব পক্ষী রাষ্ট্রাটুনি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাষ্ট্রাশেড়ে [রাষ্ট্র+স শেড়া] বিপ লাল পাড়মুক। 'কৃতান্তিসারা, তাক্ষরাগরভাষা, রাষ্ট্রাশেড়ে সাড় পড়া, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে সেমিয়া বলিলেন।' রত্নিম, ১৮৮২।

রাষ্ট্রামুখ [রাষ্ট্র+স মুখ] বি রত্নিম মুখ। 'রাষ্ট্রামুখ বান তার অন্ন কীরন।' মলাধর, ১৫০০।

রাষ্ট্রা [স রষ্ট] ক্রি লাগ করা। 'না দিলে থমক দেয় দুই চকু রেঙ্গে।' গুড, ১৮৫৮।

রাষ্ট্রি [স রষ্ট] ১ বিপ লাল। 'কলি রাষ্ট্রি পাশা সারি আনিল পার্বতী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি রাষ্ট্রা জামা; আদিয়া। 'গার আরোপিল রাষ্ট্রি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাষ্ট্রুল [আ] বি (ইসলাম) দূত; মেরিত পুরুষ। 'একে একে রাষ্ট্রুল বসিনু যত পাইনু।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ রসুল

রাষ্ট্র [স রাষ্ট্রা] ১ বি রাষ্ট্রা। 'এহি নাএ পার করো সকল রাজ।' বটু, ১৪৫০। ২ বি রাজকৃত। 'মুখে রাজ করে কুস আছে বহী তার।' বটু, ১৪৫০। ৩ বি রাষ্ট্রা। 'হেন আলাদন কথা শুনী কোন রাজে।' বটু, ১৪৫০। ৪ বি স্বধর। 'কিবা বা নিঞা অমিয়া ছানিয়া গড়িল কোন্ বা রাজে।' মীচুটি, ১৬০০।

রাজ-অভ্যাচার [স] বি রাজনিপীড়ন। 'ভারতবর্ষে রাজ অভ্যাচার কখন অতিক দিন স্থায়ী হয় নাই।' শূলত, ১৮৭৩।

রাজ-অধিরাজ [স] বি পরাক্রমশীল রাজা। 'তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রাজ-অধীশ্বর [স] বি বিধাতা। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা।' রবীন্দ্র, ১৮০১।

রাজ-অনুবাদক [স] বি রাজ্যের নিযুক্ত অনুবাদক। 'রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে।' নজরুল, ১৯২৩।

রাজ-অবরোধ [স] বি রাজ পরিবারের অপরাধমূল। 'সিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।' মাইকেল, ১৮৬২।

রাজ-আইন [স রাজ+আ আইন] বি রাজ্যের আইন। 'মোরা জানি নাকো রাজা রাজ-আইন।' নজরুল, ১৯২৫।

রাজআজ্ঞা [স] বি রাজ্যের আদেশ বা হুকুম। 'নির্ভাক আনিতে জাই রাজআজ্ঞা পায়।' মলাধর, ১৫০০।

রাজ-ইন্টানিট [স] বি রাজ্যের মকল ও অমকল। 'রাজ-ইন্টানিট কিছু না এড়ায় মোর কাছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রাজ-ঐর্ষ্য [স] বি রাজ্যের ধন সম্পত্তি। 'রাজ-ঐর্ষ্য এই ঘরবাড়ি ধনসৌলভ সমস্ত তাহারই।' নজরুল, ১৯৩১।

রাজকন্যা [স] বি রাজ্যের কন্যা। 'আপনি করিয়া দত্তা রাজকন্যা দিয়া বিহা।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'বল যুগল রাজকন্যার খাট অপরায় কাহার হইল।' হালহেত, ১৮৭৩।

রাজকবি [স] বি রাজ্যের মনোনীত কবি। 'বর্তমান রাজকবির নাম লর্ড টেনিসন।' কৃষ্ণভবিনী, ১৮৮৫: 'ভাইয়ার রাজনতার রাজকবি গেটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রাজ-করেদি [স রাজ+আ করীদি] বি রাজবন্দী। 'আমি আলিপুর সেন্দ্রীল জেলে রাজ-করেদি।' নজরুল, ১৯২৭।

রাজকর [স] বি রাজস্ব; বাজনা। 'রাজকর নাই দেই বৈতরণী খেনু দেই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজকর্ম [স] ১ বি রাজ্যের কাজ। 'রাজকর্মে সমস্তই রাজা বসন্তরায় পূর্ব যত করেন।' হুমায়ুন, ১৮০১: 'বিদ্যার রাজা হইয়া ২৫/৫ মাস রাজকর্ম করেন।' বৃদ্ধাঙ্গ, ১৮১০। ২ বি সরকারি চাকরি। 'তোমার পিতা বহাদুর রাজকর্ম করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৩৩।

রাজকর্মকারি, রাজকর্মকারি [স রাজকর্মচারী] বি সরকারি কর্মচারী।

'কোনও রাজকর্মকারি মুৎসুদি মহাশয়েরা সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

রাজকর্মচারী, রাজকর্মচারী [স] বি সরকারি কর্মচারী। 'যদি বাচ্য হয় ইংলণ্ডেরা রাজকর্মচারী হইয়া অধিক টাকা বেতন লইতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬: 'ভিনি যে অতি সুন্দর রাজকর্মচারী ছিলেন ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫: 'রাজকর্মচারীরাই হচ্ছেন বাংলার রায়তের যথার্থ রক্ষক।' প্রমথ, ১৯১৯।

রাজকাজ [স] রাজকার্য বি রাজ্যের কাজ। 'রাজ খেম বাও বেটা কর রাজকাজ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজকায়া [স] রাজা+আ কায়াদাহ বি রাজনিয়ম। 'রাজা না হইয়াও রাজকায়ায় চলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

রাজকারা [স] বি রাজার কারাগার। 'চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী।' নজরুল, ১৯২৮।

রাজকার্য, রাজকার্য [স] ১ বি রাজ্যের শাসনকার্য। 'হইল অনেক বেলা রাজকার্যে নাহি হেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'রাজকার্যের চলনের জন্যে ...।' ডানকান, ১৭৮৫। ২ বি সরকারি কাজ। 'যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রভাবে রাজকার্য নির্বাহ কর্তে অভিলাষ করে, তার রাজ্যই তার্য।' মাইকেল, ১৮৭৩।

রাজকিরীট [স] বি রাজমুকুট। 'এমন মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো ...।' মাইকেল, ১৮৬১।

রাজকির [স] রাজকীর্য বি রাজা স্বামী; সরকারি। 'রাজকির কর্ণে।' ওর্স, ১৭৮২।

রাজকীর্য [স] ১ বি সরকারি। 'নন্দবংশজাত বিশারদ ... তাঁহার মন্ত্রী রাজকীর্য যাবৎ লোককে আশ্বাস্য করিয়া ... আপনি রাজা হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি রাজা স্বামী। 'রাজকীর্য অধিকার ... স্বত্ত্ব হইয়া গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি রাজ্যের মতো ভীতি। 'বেলির প্রতি আপনার রাজকীর্য অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বি রাজার। 'যেখানে পড়েনি লেখা রাজকীর্য স্বাক্ষরের একটিও স্থায়ী রেখা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাজকুমার [স] বি রাজার ছেলে। 'রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

রাজকুমারী [স] সখে রাজকুমারি বি ক্রী রাজকন্যা। 'রাজকুমারীও বজ্রমুকুট নরনগোচর করিয়া ... পদ হস্তে লইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭: 'ইন্দু ... সখি। ঐ কি সেই মায়াকানন? সু। হাঁ, রাজকুমারী।' মাইকেল, ১৮৭৩।

রাজকুল [স] বি রাজার বংশ। 'রাজকুলশ্রম নৈকষেয়।' মাইকেল, ১৮৬১: 'এই দুবকটি অবশ্যই কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন।' মণায়রক, ১৮৬৯।

রাজকোয়ারি [স] রাজ+কোয়ারি বি রাজার উদ্যান। 'রাজকোয়ারির ভূই।' নজরুল, ১৯২২।

রাজকোষ [স] বি রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার। 'রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ অনায়াসসাধ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

রাজকর্মত্যাগী [স] বিণ শাসক। 'এক্স রাজকর্মত্যাগী ব্যক্তি বা সন্তোদারের বিরুদ্ধে জেন্দ না করিলে ...।' বঙ্গবর্ষ, ১৮৭২।

রাজখেতাব [স] রাজ+আ খিতাব বি রাজাপ্রদত্ত সন্মানজনক উপাধি। 'রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্দ গিরিচূড়ার প্রতি করুণ লোলুপ দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

রাজগদি [স] রাজা+হি গদী বি সিংহাসন। বিদ্যা, ১৮৯১: 'কোম্পানি বাহাদুর বাংলার রাজগদি পাননি।' প্রমথ, ১৯১৯।

রাজনী বি রাজত্ব। 'রাখালের রাজনী।' জসীম, ১৯৩১।

রাজশপ [স] বি রাজার গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সকি, কিয়ৎ যান, আসন, ঘেঁষ, আশ্রয়, এই ছয় রাজশপ ও ভেদ, দত্ত, সাম, দান, এই উপায় চতুঃদিকে অতিশয় কৃশল হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

রাজগৃহ [স] ১ বি মগধের অন্তর্গত পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত জরাসন্ধের প্রাচীন রাজধানী। 'তাঁহার বিশেষ পরিভ্রমের স্থান রাজগৃহ এবং কৌশাণী নগর।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি রাজার গৃহ। 'ক্রান্ত রাজগৃহে চলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রাজগোষ্ঠ [স] বি রাজার গোয়াল। 'তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরটির মতো দেখিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রাজগ্রিহ [স] রাজগৃহ বি রাজার বাড়ি। 'রাজগ্রিহে হৈব উপনীতি।' মালার, ১৫০০।

রাজঘর [স] রাজ+ঘর বি রাজসরকার। 'বাটদান হাটদান লইলো রাজঘরে।' বড়ু, ১৪৫০।

রাজঘরানা [স] রাজ+ঘর বি রাজবংশ। বিদ্যা, ১৮৯১।

রাজঘোটক [স] বি রাজার ঘোড়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

রাজচক্র [স] বি রাজার চিহ্ন; রাজমল। 'আসি পূর্বদিক জাব রাজচক্র ঘোরা।' মালার, ১৫০০।

রাজচক্রবর্তী [স] ১ বিণ রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'রাজচক্রবর্তী তুমি পৃথিবী মাথার।' জালাল, ১৬৮০। ২ বি সম্রাট। 'রাজচক্রবর্তীর চন্দ্রবন্দনা অতি সুন্দরী এক কন্যা আছে।' চরিত্র, ১৮০৫।

রাজচটক [স] রাজঘোটক বি (জ্যোতিষ) বর ও কনের শ্রেষ্ঠ জোড়া হওয়ার যোগ। 'রূপনি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।' গিরি, ১৮৮৯।

রাজচর [স] বি রাজার অনুচর। 'এই সকল রাজচর সভায় প্রবেশ করে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

রাজচর্চা, রাজচর্চা [স] বি রাষ্ট্র বা রাজ্য সম্পর্কিত আলোচনা। 'ধর্মচর্চা রাজচর্চা একে একে লৈল।' মালার, ১৫০০।

রাজচিহ্ন [স] ১ বি রাজটিকা। 'রাজভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন।' বঙ্গবর্ষ, ১৮৭২। ২ বি রাজকীর্য প্রতীক। 'ত্রিপুরারাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাজটোকা [স] রাজা+স চতুর্ভূ বি জমিদারের আসন। 'রাজটোকিতে এসে বসে ভজিয়াছে ডেকে পাঠানু।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রাজছত্র [স] বি রাজার মাথার উপর প্রসারিত ছাতা। 'কোথা সেন কনকাসন, রাজছত্র কোথা।' মাইকেল, ১৮৬০: 'রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

রাজজামাতা [স] বি রাজার জামাই। 'মহারাজ, রাজজামাতা -।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রাজটিকা, রাজটিকা [স] রাজভিলক বি পূর্বকোণে রাজ্যভিত্তিকের সমন্বয় নৃপতির ললাটে যে তিলক পরানো হতো; রাজচিহ্ন। 'রাজটিকা পাবে ভূমি, নাহিকো সন্দেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০: 'তারো ডালে রাজটিকা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

রাজ-তত্ত্বা [স] রাজা+তত্ত্ব তত্ত্বা বি রাজকর্মচারীর পরিচয়জ্ঞাপক

পোশাক। 'রাজ-তকমা পরা চাপরাশি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রাজতক্ত [স রাজা+ফা তক্ত] বি রাজসিংহাসন। বিদ্যা, ১৮৯১; 'বলিকো ডানের কারবারের গমিটার উপর রাজতক্ত চড়িয়ে বল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রাজতক্তা [স রাজা+ফা তক্ত] বি রাজসিংহাসন। 'সম্পাদকের আনন হইতে ভারতরাজতক্তা পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রাজতনয় [সি বি রাজার পুত্র; রাজপুত্র]। 'বারংবার রাজতনয়ের দিকে নতুন দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ... প্রস্থান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজতনয়া [সি বি রাজকন্যা]। 'রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র যমের করলে পাখা ছদয়ও বিদীর্ণ হয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

রাজতন্ত্র [সি বি রাজার শাসনপদ্ধতি]। 'পুরোহিততন্ত্র রাজতন্ত্র প্রধানতন্ত্র প্রজাতন্ত্র সমাজপদ্ধতির সকল পর্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাজতি [স রাজত্ব। বি রাজত্ব]। 'গোড়ড়ে রাজতি করে কৃষ্ণের কপায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

রাজতিলক [সি বি রাজ্যে অভিষেকের সময়ে রাজার কপালে যে তিলক পরানো হয়]। 'মহামুখমাধে বড়োনিতে বীরসিংহ দেবের রাজতিলক হল।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

রাজতোরণ [সি বি রাজকীয় প্রবেশদ্বার]। 'ভিড় করে যেনা জাগছে আকাশে হেবার রাজতোরণ।' বরকথ, ১৯৪৩; 'রাজতোরণে এসেও রাজার দেখা না পেয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে।' মোতায়েন, ১৯৫০।

রাজত্ব [সি ১ বি কর্তৃত্ব]। 'পাগের রাজত্ব হৈল দূর।' মুরারি, ১৮৩০। ২ বি রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব]। 'চাকলে যশহর ওগুএরদের রাজত্বের বহলি ফরমান রাজা প্রতাপাদিত্যের নামে হইল।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বি সর্বময় কর্তৃত্ব]। 'বানী হ্রাদিল দ্ব্যধিক রাজত্ব সর্বদা বিড় বিড় করিত।' ভার্মিণী, ১৮০০। ৪ বি শাসন]। 'রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৫ বি ভূবন]। 'আমি আপনার রাজত্বে কোনো রকম বাধা রাখতে চাই নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৬ বি প্রাধান্য]। 'একপালে বেইড় বাঁশ আর বেত এবং অন্যান্য আগাছার রাজত্ব।' শওকত, ১৯৫৮।

রাজত্বকাল [সি বি শাসনকাল]। 'সাহেবের রাজত্বকালে ... পঞ্চপাতশন হইয়া চলিতে হইবে।' এডুকেশন, ১৮৭০।

রাজত্বপদ [সি বি রাজ্য শাসনের পদ; রাজ্যপদ]। 'জমিদার আপনারদের সৌন্দর্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপদ গ্রাহ হন।' দর্পণ, ১৮৩০।

রাজদত্ত [সি ১ বি রাজার ছত্ৰমুখ]। 'কালিদাস এই রাজ্য প্রান্ত হইয়া কিংবদন্তি এখানে রাজদত্ত পরিচালন করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি আইন অনুসারে শাস্তি]। 'পরজাতীয়ের রাজদত্ত পীড়াদায়ক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি সৌভাগ্য নির্দেশক চিহ্ন]। 'এ শিশুর কপালে যে রাজদত্ত দেখছি এ শিশু নিত্য রাজা হবে।' মীনবন্ধু, ১৮৭০। ৪ বি শুভ্রতর শাস্তি]। 'রাজদত্ত দিব অতঃপর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

রাজদত্ত [সি বি রাজার দেওয়া]। 'সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্যাদা।' দর্পণ, ১৮২১।

রাজদরবার [সি রাজা+ফা দরবার] বি রাজসভা। 'বাহু রাজদরবারে রাজমন্ত্রির চক্রে মধ্য এইক্ষণে গৃহীত।' দর্পণ, ১৮৩০।

রাজদর্শন [সি বি রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ]। 'সন্ন্যাসী প্রত্যহ

রাজদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রদান করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজদল [সি বি রাজার দল]। 'রাজদলে দিতে হানা ধায় সোল কোটি দানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজদস্য [সি বি ভয়ঙ্কর দস্যু]। 'দুকিয়ে কোথায় রাজদস্যের চর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

রাজ-দানি [সি রাজদানী] বি রাজার দান প্রদানকারী কর্মচারী। 'রামি দিনে দান ধর্য করে রাজ-দানি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রাজদারী [সি বি রাজার স্ত্রী; রানী]। 'এইরূপে রাজদারী করেন রোদন।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

রাজদুআর [সি রাজদ্বার] বি রাজদ্বার। 'যাইবো রাজদুআরে/ কংসে করিবো গোচরে।' বড়ু, ১৪৫০।

রাজদুহিতা [সি বি রাজকন্যা]। 'পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'নৃশনমন উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া এবং অন্য আদ্য লোকের নিকট রাজদুহিতার রূপলাগণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

রাজদূত [সি বি রাজা বা সরকার কর্তৃক প্রেরিত দূত]। 'রাজদূত জন কন্যার গর্ভে এবং কন্যার প্রথম যামির ঊরসে আমার জন্ম।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

রাজদূতাবাস [সি বি রাষ্ট্রদূতের কার্যালয় ও আবাস]। 'রাশান রাজদূতাবাসে রাজজি যাই।' মুক্তত্বা, ১৯৪৯; 'দেশ-বিশেষে আমাদের আপন রাজদূতাবাস বলল।' মুক্তত্বা, ১৯৫২।

রাজদ্বার [সি বি রাজার দরবার]। 'রাজদ্বারে তিরস্কার ...' সেবধি, ১৮৩৯।

রাজদ্বারস্থি [সি বিধি সরকারের শরণাপন্ন]। 'ভাঁহারা রাজদ্বারস্থি ও বিচারপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইল।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

রাজদ্রোহ [সি ১ বি রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষ]। 'বালগঙ্গাধর' রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'এ রাজদ্রোহ তা হবে রাজদ্রোহ।' নজরুল, ১৯২৩; 'তাদের অমান্য করাটা একটা ছোটখাটো রাজদ্রোহ।' অন্নদা, ১৯২৮। ২ বি রাজার বিরোধিতা]। 'কথাবার্তার রাজদ্রোহের গন্ধ পাছি।' নজরুল, ১৯৩০।

রাজদ্রোহিতা [সি বি প্রকাশভাবে দেশের রাজার ক্ষতি করার চেষ্টা]। 'রাজকে অগ্রিম কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রাজদ্রোহী [সি বি রাজ্যের বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণকারী]। 'রাজদ্রোহী! খোদাইব সুখী, অন্নদে সাগর অভল জলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

রাজধর্ম, **রাজধর্ম** [সি ১ বি রাজার কর্তব্য]। 'দুই যোগী ইহার বধ রাজধর্ম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'ইহাতে তাঁহার রাজধর্মের বিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানজন্য, পাণ্ডবস্থি হইতে পারে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি রাজসিক চরিত্র]। 'এই নবসহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করছে।' প্রমথ, ১৯১৩।

রাজধাম [সি বি রাজপুরী]। 'সিংহেল জাইতে জন্মি চাষী রাজধাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজনন্দন [সি বি রাজপুত্র]। 'রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেন।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

রাজনন্দিনী [সি বি রাজকন্যা]। 'রাজা ও মন্ত্রিপুত্র ... নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্বাসন জন্য দুঃখভোগী হইবেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজনর্তকী [সি বি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য নাচে এমন নৃত্যশিল্পী]।

‘অমি রাজনর্তকী।’ মুনীর, ১৯৬৬; ‘এক হাজার বছর আগে জন্মালে ওকে রাজনর্তকীর সঙ্গে চমৎকার মনোতো।’ সুনীল, ১৯৭০।

রাজনাম [স] বি রাজাসের পরিচয়-লিপি। ‘রাজনাম লুপ্ত হইল।’ বক্তিম, ১৮৭৯।

রাজনিকৈতন [স] বি রাজবাড়ি। ‘ঐ রাজনিকৈতন। আপনি ওখানে ... সমাদৃত ও পূজিত হবেন।’ মাইকেল, ১৮৫৯।

রাজনিয়্যহ [স] বি রাজার উদ্ভিগু। ‘কিন্তু রাজনিয়্যহ থেকেও কারো রক্ষা নেই সেখানে।’ আইয়ুব, ১৯৭০।

রাজনীতি [স রাজনীতি] বি রাজ্য পরিচালনার নীতি। ‘কদাচীত না করিব রাজনীতি ধর্ম।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রাজনিত্য [স রাজনৃত্য] বি রাজনৃত্য। ‘রাজনিত্য জেন হয়ে দিব্য বজ্র দিয়া গায়।’ মাসাধর, ১৫০০।

রাজনিমন্ত্রণ [স] বি রাজার নিমন্ত্রণ। ‘রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ করিয়াছে অবহেলা।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রাজনিয়ম [স] ১ বি সরকারি আইন। ‘ইহারা স্থানেই সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে।’ চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি রাজ্য পরিচালনার নীতি। ‘যে ব্যবস্থাপকেরা ... রাজনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহারা প্রজাদিগের দুঃসহ দুঃখরাশি দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিত থাকেন।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

রাজনীতি [স রাজনীতি] বি রাজ্যশাসন সম্পর্কিত নীতি। ‘যত ইতি রাজনীতি ধর্ম কর্ম হিতাহিত।’ আলগোল, ১৬৮০।

রাজনীতি [স] ১ বি রাজ্যশাসন সম্পর্কিত রীতিনীতি। ‘রাজনীতি যত কথা কহে সদাগর।’ বিজয়, ১৬৫০; ‘পূর্বের যেমত রাজনীতি ছিল।’ রাজীব, ১৮৫৪; ‘বাল্যায় পালিতক্লেব পরিবর্তে রাজনীতি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি রাজকীয় রীতি। ‘রাজনীতি করিয়া প্রণাম।’ আলগোল, ১৬৮০।

রাজনীতিক [স] ১ বি রাজনীতি সক্রিয়। ‘রাজনীতিক অধিকারে বহু পরিমাণে বঞ্চিত।’ প্রচারক, ১৯০৪। ২ বি রাজনীতিবিদ। ‘প্রবীণ রাজনীতিক মণ্ডলা শওকৎ আলী আর ইহজগতে নাই।’ সওগাত, ১৯৩৮।

রাজনীতিক্রম [স] বি রাজনীতির অঙ্গন। ‘ভারতের রাজনীতিক্রমে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।’ ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রাজনীতিজ্ঞ [স] ১ বি রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। ‘আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা ... এই মতেরই সমর্থনকারী।’ অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি রাজনীতি-সচেতন। ‘বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ সেকেরা যখন বাল্যরূপে আন্দোলন করিতেছেন।’ সুখবর্ষ, ১৮৫৫। ৩ বি রাজনীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। ‘রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত।’ বক্তিম, ১৮৭৫।

রাজনীতিজ্ঞতা [স] বি রাজনীতিতে পারদর্শিতা। ‘রাজনীতিজ্ঞতা, অবশ্যসেই ও উপচিকীর্ষ প্রকাশকৃৎক ... যতদূর সম্ভব কৃতকার্য হন।’ অক্ষয়, ১৮৫৫; ‘সুতরাং রামের বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতা বিশেষরূপে প্রকাশিত থাকে আবশ্যক।’ হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

রাজনীতিবিশিষ্ট [স] বি রাজনীতি বহির্ভূত। ‘এমত রাজনীতিবিশিষ্ট কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।’ নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

রাজনীতিবিৎ [স] বি রাজনীতিবিদ। ‘কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

রাজনীতিবিদ [স] বি যিনি রাজনীতি করেন। ‘সেই রাজনীতিবিদ ... অগ্রসর হইয়া বসিলেন।’ বক্তিম, ১৮৭৫।

রাজনীতিবিশারদ [স] বি রাজনীতিজ্ঞ। ‘রাজনীতিবিশারদ ইংরেজের ঢেকে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রাজনীতিবেত্তা [স] বি রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ‘রাজা রাজনীতিবেত্তা।’ বক্তিম, ১৮৮৭।

রাজনীতিসম্বন্ধ [স] বি রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ‘তাহা রাজনীতিসম্বন্ধ - ধর্মের সহিত উহার সম্বন্ধ খুব কম।’ দর্শন, ১৯২১।

রাজনৈতিক [স] ১ বি রাজনীতিবিদ। ‘তাহা কিন্তু রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।’ অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি রাজনীতিসংক্রান্ত। ‘রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রাজপক্ষ [স] বি শাসকদল। ‘প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে তোলাবার চেষ্টা করেছেন।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রাজপতাকা [স] বি রাজ্যশাসন নির্দেশক পতাকা। ‘মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রাজপত্নী [স] বি রানী। ‘রাজপত্নী চাহিয়া হাসিয়া মুনিবর।’ কবীন্দ্র, রাজপত্নী [স] বি রাজার চিঠি। ‘ভট্টাচার্যেরদিশের ... রাজপত্ন প্রধান ২ পত্রিকা।’ প্রাণ হইয়া মহা হর্ষে রাজধানী কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।’ রাজীব, ১৮০৫।

রাজপদ [স] বি রাজার পদ; রাজাসন। ‘আন যদি দেখে রাজপদ পাই।’ বড়ু, ১৪৫০; ‘দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি।’ মাইকেল, ১৮৬৬।

রাজপদাবনত [স] বি রাজার অনুগত। ‘ভারতবর্ষের প্রজারা তিরকালই রাজপদাবনত।’ সুলত, ১৮৭৩।

রাজপদ্মিনী [স] বি স্ত্রী বড়ো পদ। ‘রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।’ মুকুন্দ, ১৮০০।

রাজপরিচারিকা [স] বি স্ত্রী রাজার ভৃত্য। ‘তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া রাজ পরিচারিকা হইবে।’ মধু, ১৮৫৭।

রাজ-পলিসি [স রাজ+ই পলিসি] বি রাজনীতি। ‘তাহাদের রাজ-পলিসির অনুকূল করিয়াই শিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাজপাট [স রাজপাট] ১ বি রাজসিংহাসন। ‘দামেক রাজপাটে জয়লাভ আবেদনকে বসাইয়া ...।’ মশাররফ, ১৮৮৭। ২ বি রাজ্য। ‘চোর আর শকেতবারের রাজপাট।’ অচিন্ত্য, ১৯৫০।

রাজপাত্র [স] বি রাজার প্রতিনিধি। ‘মাতি দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র ঘারে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাজপুত্র [স রাজপুত্র] বি রাজপুত্র; রাজকুমার। ‘উজবেগ মোহেল রাজপুত্র।’ কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

রাজপুত্র [স রাজপুত্র] বি রাজার ছেলে; রাজপুত্র। ‘রাজপুত্র, কোটালের পুত্র।’ রবীন্দ্র, ১৯২২।

রাজপুত্র, রাজপুত্র [স] বি রাজার ছেলে। ‘প্রজুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ‘রাজপুত্র সনে মোর পুত্র সনে কক্ষা।’ আলগোল, ১৬৮০; ‘যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি তুলিয়া

সকল গহনা লয়।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

রাজপুত্রী [স] বি রাজকন্যা। 'রাজপুত্রী করিলেন, সখী!' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজপুর [স] বি রাজপ্রাসাদ। 'ধরদল পরদল নাহি তিনি তোমা/ প্রবেশিআ রাজপুরে কেন বাজায় দামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজপুত্রী [স] বি রাজবাড়ি। 'তাহারা রাজপুত্রীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজ-পুরুষ [স] ১ বি রাজা। 'রাজপুরুষ অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্বলিত বহুলকো সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া ...।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি রাজকর্মচারী। 'বোধকরি প্রজাগণের এই দুঃখবিবরণ রাজপুরুষদিগের কর্ণকুহরে প্রবেষ্ট না হইয়া থাকিবেক।' প্রভাকর, ১৮৫১। ৩ বি শাসক। 'রাজপুরুষেরা ঐতিহ্য কোন বিশেষ উপায় ...।' মহাশ্ব, ১৮৭৩।

রাজপুরোহিত [স] বি রাজকীয় পুরোহিত। 'পীপালী ফুলেতে জন্ম রাজ পুরোহিত।' বিজয়, ১৬৫০; 'আসে নটভটি রাজপুরোহিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রাজপুঞ্জা [স] বি রাজা কর্তৃক আয়োজিত পূজা। 'ইহারা সকল কার্যের পূর্বে রাজপুঞ্জা করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

রাজপুত্র [স] রাজপুত্র বি রাজপুত্র; রাজকুমার। 'জে রাজপুত্র জেমস জ্ঞানবান হয় ...।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩।

রাজ্যতাপ [স] ১ বি রাজার বীরত্ব। 'রাজ্যতাপ ও রাজ্যোত্তাপ সম্বন্ধে খোদাতাঙ্গার দরবারে ...' অর্থনা করিবেন।' প্রভাকর, ১৯০৭। ২ বি ব্যাপক ক্ষমতা। 'অধিকার যে করবে তার চাই রাজ্যতাপ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

রাজ্যতাপবিহীন [স] বি রাজকীয় দাপট নেই এমন। 'ফার্সী আজ রাজ্যতাপবিহীন।' এসলাম, ১৯১৭।

রাজ্যতিনিধি [স] বি রাজার মুখপাত্র। 'রাজ্যতিনিধি করে অভিনন্দন পত্র দিতেছে।' লীপিকা, ১৮৮৭।

রাজ্যতাস [স] বি রাজার দান বা অনুগ্রহ। 'রাজা মানসিংহকে রাজ্যতাস দিবেন।' রাজীব, ১৮০৮।

রাজ্যতাসাদ [স] ১ বি রাজার বাসভবন। 'রাজ্যতাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি রাজকীয় ভবন। 'পথের ধারে বৃহৎ রাজ্যতাসাদ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রাজ্যশ্রেয়সী [স] বি রাজার প্রিয়তম। 'রাজা ও রাজ্যশ্রেয়সী।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজবংশ [স] বি রাজার বংশ। 'এই দলের মধ্যে অযোধ্যার ও মিথিলার রাজবংশ প্রধান।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

রাজবংশজাতা [স] বি বিদ্যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'শিখতিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালায় পাণিগ্রহণে অসম্মত হয়েছেন ...।' নীলবন্ধু, ১৮৭৩।

রাজবধু [স] বি রাজার স্ত্রী। 'আমি রাজবধু হইতে যাইতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রাজবন্দী [স] রাজ+ফা বন্দী বি রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তি। 'রাজবন্দীর চিঠি।' নজরুল, ১৯২২।

রাজবয়স্যা [স] বি রাজার বহু। 'নায়ক মহারাজ দুঃখত এবং রাজবয়স্যা মাধ্যমকে আশ্রয় করে ...।' মুখপেস, ১৯৭০।

রাজবর্ষ [স] বি রাজবর্ষ। 'বিমলা এক্ষণে রাজবর্ষ ত্যাগ করিয়া রাজকুমারসঙ্গে এই অদ্ভুতকাননে প্রবেশ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

রাজবস্ত্র [স] বি রাজকীয় পোশাক। 'রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোড়ক এবং দ্রব্য রাজবস্ত্র মুক্তার মালা নানাবিধ আভরণ প্রসাদ করিলেন।' রাজীব, ১৮০৫।

রাজবাক্য [স] বি রাজার কথা। 'এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইল ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজবাগান [স] রাজ+বাগান বি রাজার বাগান। 'ওই রাজবাগানের ফুলবাগানের শাশাম করো।' নজরুল, ১৯২২।

রাজবাট [স] বি রাজপথ। 'মৃদা রাজবাটে ঢেলেছে একাকী ভিখারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রাজবাটি, রাজবাটী [স] বি রাজপ্রাসাদ। 'রাজবাটী গমন করিয়া আপন মাতাকে প্রণাম ...।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫; 'সমুদ্রেই রাজবাটীর প্রবেশ-দ্বারে একখণ্ড কুম্ভবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাকরে এই লিখিত আছে ...।' মহারায়ফ, ১৮৬৯।

রাজবাড়ি, রাজবাড়ী বি রাজার বাড়ি; রাজপ্রাসাদ। 'রাজকন্যা বলা যেতো রাজবাড়ী হলে।' ভবানী, ১৮২৫; 'রাজবাড়ির সিংহে খেয়ে খেয়ে ফুলহ'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রাজবালা [স] বি রাজকন্যা। 'সখী বলে রাজবালা জ্ঞান চৌবটি কলা।' আলোড়ল, ১৬৮০।

রাজবালিকা [স] বি রাজকন্যা; রাজার মেয়ে। 'রাজবালিকার সোহাগে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রাজবিচার [স] বি রাজার বিচার। 'বিশেষতঃ রাজবিচার সম্পর্কীয়।' ভবানী, ১৮২৩।

রাজ-বিচারাগার [স] বি রাজার বিচারসভা। 'রাজ-বিচারাগারের বা সভা বিশেষে আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রাজবিদ্রোহ [স] বি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ। 'এই কথা অত্যন্ত রাজবিদ্রোহ ব্যাপার সূচক বলিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

রাজবিদ্রোহি [স] রাজবিদ্রোহী বি বিপ্লব সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী। '১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদেশীয় এক জন মহাশয়ের সন্ধান পড়ে প্রকাশ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

রাজবিদ্রোহিতা [স] বি রাজদ্রোহ; সরকারের বিরুদ্ধাচরণ। 'রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিলে ...।' গুণ, ১৮৫৮।

রাজবিদ্রোহী [স] বি রাজার বিরুদ্ধাচরণকারী। 'কেউ দেখতে গেলে রাজবিদ্রোহী বলে ধরে দেবে।' নীলবন্ধু, ১৮৬৮।

রাজবিধান [স] বি রাজার আইন। 'রাজবিধানের প্রতি আমাদের যে-একটা আঁটল শব্দ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রাজবিধি [স] বি রাজবিধান; রাজনিয়ম। 'সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী ...।' মহারায়ফ, ১৮৬৯।

রাজবিপ্লব [স] বি রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব। '১৭৮৯ সতর শত উদনকই ব্রীটানে ফরাসি রাজ্যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

রাজবীর [স] বি বীরশ্রেষ্ঠ। 'কহ কোন রাজবীর ভগ্নপ্রভে ত্রুতী।'

মাইকেল, ১৮৭২।

রাজবেতনভোগী [স] বিধি সরকারি বেতন ভোগকারী। 'রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী।' নজরুল, ১৯২৩।

রাজবেশ [স] বি রাজ-পোশাক। 'সার্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাজবেশধারী [স] বি রাজকীয় পোশাক পরিহিত। 'নবীন পুতুলের মতো রূপবান রাজবেশধারী সুবর্ণ রাজা আসল রাজা নয়।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

রাজবৈদ্য [স] বি রাজচিকিৎসক। 'তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

রাজবোশ [স] রাজা+প্রা বোস্তা বি রাজ আজা। 'রাজবোশে বিলম্ব করিব দুই মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজভক্ত [স] বি রাজার অনুগত। 'চীৎকার করিয়া বলিতে হয় - আমরা রাজভক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'প্রতীক রাজভক্ত প্রজা।' নজরুল, ১৯২৭।

রাজভক্তি [স] বি রাজার প্রতি আনুগত্য। 'ভাষা রাজভক্তি সহকারে সেই সকল রাজচিহ্ন এখনও অঙ্গে ধারণ করিয়া আছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রাজভবন [স] বি রাজপ্রাসাদ। 'বৃদ্ধা ষষ্টিয়গ্রন্থপূর্বক রাজভবনে গমন করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজভয় [স] বি রাজার প্রতি ভয়। 'রাজ-বিলাত সাধি যায় নাহি রাজভয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাজভাণ্ড [স] বি জমিদারের প্রাণ অংশ। 'আমাদের সম্পর্ক রাজভাণ্ড ফসলের নামের সঙ্গে।' তারা, ১৯৪২।

রাজভাতি [স] রাজা+স ভটি বি রাজার স্তুতিপাঠক। 'আমি তুমি রাজভাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজভাণ্ডার [স] রাজভাণ্ডারী বি রাজার ধন-সম্পদ রাখার স্থান। 'চামর চন্দন লজ্জা আদি ধন নাহিক রাজভাণ্ডারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজভাষা [স] ১ বি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত ভাষা। 'ইংরেজি বিদ্যা বর্তমান রাজভাষা।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি রাজার বা শাসক জাতির মাতৃভাষা। 'ইংরেজেরা আমাদের দেশের রাজা ছিল, সুতরাং ইংরেজী আমাদের রাজভাষা ছিল।' বিদ্যা, ১৮৫১; 'রাজভাষা কদাও কেহ কেহ শিখিতেন, কিন্তু তাহা আমাদের রাজভাষা শিক্ষার ন্যায় এমন গুরুত্বের ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'রাজ-অনুবাসক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে।' নজরুল, ১৯২৩।

রাজভূমি [স] বি রাজ্যের মাটি। 'ক্ষমবলবরূপ প্রাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যাণ।' মাইকেল, ১৮৬১।

রাজভৃত্য [স] বি রাজার অনুগত। 'সে বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।' নজরুল, ১৯২৩।

রাজভেট [স] রাজভট্ট বি রাজার উপহার। 'রাজভেট নিল সাধু সফরিয়া ভেড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজভোগ [স] ১ বি রাজার ভোগের উপযোগী সামগ্রী। 'রাজভোগে পড়িআহ তোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উৎসব বাদ্যযন্ত্র। 'কিরুমানিত্য ... রাজভোগে পরিভোগ করিয়া পরম সুখে প্রতিপালন করিল।' রামরায়, ১৮০১।

রাজভোগ্য [স] বি রাজার ভোগের উপযুক্ত। 'রানী হয়ে হও

রাজভোগ্য।' ভবানী, ১৮২৮।

রাজভট্ট [স] বি রাজভাট্ট। 'হিন্দু রাজা রাজভট্ট।' দর্পণ, ১৮৩০।

রাজমন্ত্রী [স] বি রাজার মন্ত্রণাসভা; রাজ্য বা সরকারের পরামর্শক। 'রাজমন্ত্রী ও পার্লামেন্ট এতদ্দেশের ভাববিষয়ক সম্বাদের অনুসন্ধান করিতেছেন।' কৃষ্ণদাস, ১৮৩১।

রাজমহল [স] রাজ+আ মহল বি ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অঞ্চলবিশেষ। 'অপর পক্ষে রাজমহলের পূর্ব দিয়ে বাংলায় এসে ...।' প্রমথ, ১৯২৫।

রাজমহিমা [স] বি রাজকীয় মাহিম্বা। 'রাজমহিমারে যে করণপরে তব পার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রাজমহিষী [স] বি রাজার স্ত্রী; রানী। 'রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পান্ন-মিত্রাণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ভদ্রসত্তর মন্ত্রী বালককে লইয়া অন্তঃপুরে ব্যাকুল রাজমহিষীর নিকটে সমর্পণ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

রাজমাতা [স] বি রাজার মা। 'স্নেহে তিনি রাজমাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রাজমুকুট [স] বি রাজার মাথার পরিধেয় অলঙ্কারবিশেষ। 'সিংহাসনে উপবেশন, আর রাজমুকুট শিরে ধারণ করা।' মাইকেল, ১৮৭৩; 'সে রাজমুকুট খুলোয় দুটিরে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রাজমুদ্রা [স] বি রাজকীয় মুদ্রা। 'এই রাজমুদ্রা দৌরাষ্ট্রে দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

রাজবোধ্য [স] বি রাজার উপন্যাস। 'হরীতকী আমলকী সন্ধ্যা করিয়া রাজবোধ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রাজবহন [স] বি রাজার বাহন বা গাড়ি। 'এমন সময়ে অরুণধুর পথে তরুণ পথিক দেখা দিল রাজবহন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রাজরাজভা [স] রাজন+ বি বিভিন্ন রাজা ও তাঁদের মতো মান্য ব্যক্তি। 'এ সে রাজরাজভার কথায় তোমার কাজ কি।' মাইকেল, ১৮৬১।

রাজরাজেন্দ্র [স] বি রাজ্যপ্রধান। 'আমি রাজকুমারী, - এমনকি, রাজরাজেন্দ্রকুমারী।' মাইকেল, ১৮৭৩।

রাজ-রাজেন্দ্রাণী [স] বি রাজরানী। 'রাজ-রাজেন্দ্রাণী করবার সকল ক্ষমতা।' নজরুল, ১৯২২।

রাজরাজেন্দ্র [স] বি সম্রাট। 'জাহাতে হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেন্দ্রের।' মাল্যধর, ১৫০০।

রাজরাজেন্দ্রী [স] বি সম্রাজ্ঞী; দেবী। 'রাজরাজেন্দ্রী মাগো ভুবনে বিখ্যাত ছিলে।' অশ্বিনী, ১৯২০; 'আমার মা যে রাজরাজেন্দ্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা।' নজরুল, ১৯২৪।

রাজরানী, রাজরানী, রাজরানী [স] রাজ+রানী ১ বি রাজার স্ত্রী। 'কাপটি দেশের রাজরানী এমত পণ্ডিতা ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২; 'কামলিনী আজ হবেন রাজরানী।' অশ্বিনী, ১৯২০। ২ বি অতুল ঐশ্বর্যশালিনী। 'যে মেয়ে ... সিঁদুরটিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'রাজরানী হয়ে আমাদের ভুলে যাসনে মা।' নজরুল, ১৯০১।

রাজরানিত্ত [স] রাজ+রানী+স ত্ত বি রাজার স্ত্রীর সম্মান বা দায়িত্ব। 'রাজরানীর মতো সুখ পাইয়াছিল বলিয়াই না তার রাজরানিত্ত খসাইয়া ...।' মানিক, ১৯৩৭।

রাজরিশী, রাজরিশি [সি] বি রাজর্ষি। 'অনন্তরূপিণী রাজরিশী' মুকুন্দ, ১৬০০; 'রাজরিশি মহর্ষি জ্ঞত দুদিনান' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রাজরোষ [সি] বি রাজার ক্রোধ। 'রাজরোষ করি হেলা' গিরিশ, ১৬৮৭।

রাজর্ষি [সি] বি যিনি রাজা ভিন্দিই ঋষি। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে' বৃন্দা, ১৫৮০।

রাজলক্ষ্মণ [সি] ১ বি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী রাজপুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। 'বত্তীস রাজলক্ষ্মণ সহিত শরীর' বৃদ্ধ, ১৪৫০। ২ বি রাজকীয় অবস্থা। 'রাজলক্ষ্মণ দেখে উদ্যান আগার' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজলক্ষ্মি [সি রাজলক্ষী] বি হিন্দুমতে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'বিজ্ঞ প্রিয়জনক আছে রাজোজোগো শ্রীমন্ত বাবাজীর হিরতর রাজলক্ষ্মি শ্রীশ্রী ...' ওর্গা, ১৭৭৯।

রাজলক্ষ্মী [সি] বি হিন্দুমতে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রাজলক্ষ্মী সর্ব কাল এক জনের থাকে না' রামরাম, ১৮০১; 'দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

রাজলঙ্ঘিত [সি] বিণ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ। 'মুজফফর রাজলঙ্ঘিত বলে ... নাম পর্যন্ত নিলে না' নজরুল, ১৯২৬।

রাজলেখা [সি] বি রাজার আদেশপত্র। 'রাজলেখা করি দিল পুত্রখোশাগ্রের করে' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাজশক্তি [সি] ১ বি রাজার শক্তি। 'বণিকদিগের মেরুদণ্ড রাজশক্তিতে শক্তিবান' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'ফরাসী বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিলে এমন স্পন্দা করিয়াছিল, কিন্তু ভাষার ফল উলটাইয়াছে— যুরোপের রাজশক্তি, প্রজাপতি, ধনশক্তি, জনশক্তি ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি রাষ্ট্রীয় শক্তি। 'রাজশক্তি' বারা ... নিয়ম সকল ব্যবস্থাপিত হইতে পারে।' ভারত সংস্করণ, ১৮৭৮।

রাজশক্তি-মাঝে ক্রিবিণ রাজশক্তির মধ্যে। 'পদে পদে ধিমা আসে রাজশক্তি-মাঝে, মুকুট মলিন করে অপমানো লাজে' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

রাজশাসন [সি] বি রাজ্যশাসন। 'মহারাণী ডবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন' দর্পণ, ১৮২২।

রাজশাসনকর্তা, রাজশাসনকর্ত্তা [সি] বি রাজ্য শাসন করে যে। 'ইংরেজী রাজশাসনকর্তাদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে ...' দর্পণ, ১৮২১।

রাজশিকারী [সি রাজ+ফা শিকারি] বি রাজার নিমুজ শিকারী। 'রাজশিকারী বাঘগুলোকে আকিঞ্চ বাইয়ে রাখে' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

রাজশিল্পী [সি] বি রাজার নিমুজ শিল্পী। 'এক রাজশিল্পীর ময়ূর-সিঁহাসনে আর ভাস্কর স্বপ্নকে নির্মিতি দেবে বলে' অবন, ১৯২৫।

রাজশ্বতর [সি রাজ+শ্বতর] বি রাজার শ্বতর। 'বিদ্যাভ্যাসের সার্থক জীবন, রাজশ্বতর হলেন' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

রাজশ্যালক [সি] বি রাজার শ্যালক। 'রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক-না কেন' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রাজশ্রী [সি] বি দ্বী রাজ্যের মঙ্গলকারী দেবী; রাজলক্ষ্মী। 'রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে কঁদে হৃদয়কার-রাবে' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রাজসংক্রান্ত [সি] বিণ রাজনীতিসংক্রান্ত। 'যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে' দর্পণ, ১৮২০।

রাজসংসার [সি] বি রাজার সংসার। 'আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম

করে' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজসদন [সি] বি রাজপ্রাসাদ। 'নগরে প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী, স্বর্ণকারের নিকট ... উপস্থিত হইলেন' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজসভা [সি] বি রাজসভাবার। 'রাজসভায় সাধু হইল উপনীত' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজসভারপুত্তলিকা [সি] বি রাজসভায় যারা রাজার কথায় ওঠে-বসে। 'পরদত্ত সাজ শরে রহিলে না বসে রাজসভারপুত্তলিকা হয়ে' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রাজসভাসদ [সি] বি রাজসভার সদস্য। 'রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রাজসমামি [সি] বি রাজপরিবারের সমামি। 'ওহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমামি' বিভূতি, ১৯৩৮।

রাজ-সমারোহে ক্রিবিণ রাজোচিত আড়খরে। 'দুয়ার ভুলিয়া হে উদার নাভ, রাজ-সমারোহে এসো' রবীন্দ্র, ১৯১০।

রাজসম্পাদ [সি] বি রাজার ধন। 'তোমা বিনা আছে রাজসম্পাদ ধনে সুখ বলি অজ গণ্য না করে মনে' রবীন্দ্র, ১৮৭০।

রাজসংঘর্ষীয় [সি] বিণ রাজা কর্তৃক পরিত্যক্ত। 'এক রাজসংঘর্ষীয় চতুশ্রীতে অধ্যয়ন করি' দর্পণ, ১৮৩০।

রাজসংঘাষণা [সি] বি রাজার আহ্বান। 'রাজসংঘাষণে হইল্য শ্রীমন্তের তুরা' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাজসংস্থান [সি] বি রাজকীয় মর্যাদা। 'যাঁহারা রাজসংস্থান চাহেন না, এমন কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মতো মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'রাজসংস্থান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যত্না লাঘব হল' মুক্তত্যা, ১৯৫২।

রাজসরকার [সি রাজ+ফা সরকার] ১ বি ব্রিটিশ সরকার। 'এ বিষয়ে রাজসরকারে নিয়মিতরূপে দরখাস্ত অন্যান্যি হইয়াছে' দর্পণ, ১৮২৬; 'রাজ-সরকার রেশ্মেনে লায়' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি রাজার শাসন। 'ছোটো রাজসরকারটি উঠে যায়' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

রাজসাক্ষাৎ [সি] বি রাজার সাক্ষাৎ। 'আসিছেন অবিলম্বে রাজসাক্ষাতের তরে' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রাজসাজ [সি রাজসজ্জা] বি রাজসজ্জা; রাজপোশাক। 'এ উকীষ রাজসাজ রাখি নি চরণে তব' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রাজসিংহ [সি] বি রাজা। 'অন্যান্য রাজসিংহ যদি একত্র হয়ে মহারাজের প্রতিপক্ষে অভ্যুত্থান করেন' মাইকেল, ১৮৭০।

রাজসিংহাসন [সি] বি রাজার আসন। 'তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৃষ্ণভক্তি বিনে কিবা রাজসিংহাসন' রূপরাম, ১৭৫০।

রাজসিক [সি] ১ বিণ আড়খরপূর্ণ। 'রাজসিক এই ভোগ দিয়াছেন যিনি' ওর্গা, ১৮৫৮। ২ বিণ রাজকীয়। 'রাজসিক আড়খরে চলেছে যে পথ' ফররুক, ১৯৪৬।

রাজসিকতা [সি] ১ বি রাজ-রাজত্বের মতো গুণাবলী। চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পতত্ব, চাহিয়াছি সান্ত্বিত্য, পাইয়াছি রাজসিকতা' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'রাজসিকতার মাহাত্ম্য তাঁর নিকট অবিসৃত ছিল না' প্রথম, ১৯২০। ২ বি রাজকীয়তা; রাজার উচ্চত্ব। 'বীর ধর্ম রাজসিকতাকে দ্বিগুণ করে' নজরুল, ১৯৩১।

রাজসুই [সি রাজসুই] বি বহুতা ধরনের যজ্ঞবিশেষ। 'রাজসুই জঙ্ঘ

জদি পূত্র করে তোখা।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

রাজসূখ [স] বি রাজার যোগ্য সূখ। 'রাজভোগ রাজসূখে যাহারা পরিপোষিত।' *মহাররক্ষ*, ১৯০৮।

রাজসূতা [স] বি রাজকন্যা। 'প্রভাবতি নামে আছে দৈত্য রাজসূতা।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

রাজসূর [স] বি প্রাচীন ভারতে রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হতে হলে যে যজ্ঞ করা হতো। 'এক জায়গায় রাজসূর যজ্ঞ হচ্ছে।' *হুতোম*, ১৮৬১।

রাজসূরযজ্ঞ [স] বি প্রাচীন ভারতে রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হতে হলে যে যজ্ঞ করা হতো। 'তাদের নর্তনের চোটে দেশের এ নব রাজসূরযজ্ঞ নব দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

রাজসেনা [স] বি রাজার সৈন্য। 'রাজসেনা দেবীসেনা হইল মহারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজসেনানী [স] বি রাজার সেনাপতি। 'একজন রাজসেনানী মহারাজের কতিপয় রাজবিশ্রোহীর সহিত যড়যন্ত্র করে।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

রাজসেবা [স] বি রাজার পরিচর্যা। 'রাজসেবা হয় তাঁহা বিভিন্ন প্রকার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

রাজস্টেট [স রাজ+ই স্টেট] বি রাষ্ট্র। 'রাজস্টেট কি খাজনাটা মাক নেয় আমাকে?' *কায়সার*, ১৯৬৫।

রাজস্বামী [স] বি যে রাজা সেই স্বামী। 'মনের মতো রাজস্বামী শেখুদী' *অবন*, ১৮৯৬।

রাজহস্তি [স, সমাসে ই-কার] বি রাজা যে হাতিতে আরোহণ করেন; রাজাকে আরোহণকারী হাতি। 'রাজহস্তিনা মধ্যে নিবে অবতরি।' *মাল্যধর*, ১৫০০; 'রাজহস্তী চামর ঢোলোতে ঢোলোতে চলল।' *অবন*, ১৮৯৬।

রাজহাট [স রাজা+স হাট] বি রাজার দেশ। 'ভারতবর্ষ রাষ্ট্রের রাজহাট হইতে ভাষার সন্তানদের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজহিতৈষী [স] বিণ রাজ্যের কল্যাণকারী। 'এ সভায় রাজ মন্ত্রী ... রাজহিতৈষী বুদ্ধ্যমান, বিচক্ষণ ... সকলেই উপস্থিত আছেন।' *মহাররক্ষ*, ১৮৮৫।

রাজ [স রাজা, সমাসে রাজ-] বিণ বড়ো; প্রধান। 'মো জ্ঞাত রাজপথে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজডাক্তার [স রাজ+ডাক্তার] বি বড়ো ডাক্তার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রাজ-দাবাড়ু [স রাজ+দাবাড়ু] বি শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু। 'আসমানি সেই রাজ-দাবাড়ুে ঢালায় যেমন চলিছে তাই।' *নজরুল*, ১৯৫৯।

রাজধানী [স] ১ বি প্রধান নগরী। 'নবশ্যি যেহেন মথুরা রাজধানী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি রাষ্ট্রশাসনের কেন্দ্র। 'বিবিধ আনন্দ রসে নানা রসে নানা ঢকে হরিষে আইল রাজধানী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ বি কেন্দ্রস্থল। 'এক কালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজধানী হইয়া নসিবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

রাজধ্বনি [স] বিণ বিশাল। 'সভা এক করিলেক অতি রাজধ্বনি।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাজপথ [স] ১ বি নগরের প্রধান সড়ক। 'মো জ্ঞাত রাজপথে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি প্রশস্ত পথ। 'ঐ শাস্ত্রই যোক্ষমাণের অতি সরল রাজপথ।' *সবুজ*, ১৯১৭।

রাজপথী কীর্তন [স] বি রাজপথে গাওয়া হয় এমন কীর্তন। 'বৈঠকি প্রণীত খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

রাজপঙ্হ [স] বি নগরের প্রধান সড়ক। 'অন্যে অন্যে দর্শন হইল রাজপঙ্হে।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাজবিরহী [স] বি অতি বিরহী। 'বিশীর্ণ হ্রদয় হতে বাহিরে আনিল বহি সে-রাজবিরহী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

রাজবিহ্বল [স] বি ঈগল। 'শাদা রাজবিহ্বলের প্রতিভার বৈকুণ্ঠের দিকে উড়ে যায়।' *জীবন*, ১৯৩০।

রাজভিখারী [স রাজ-ভিক্ষাকারী] বি মহাভিক্ষুক। 'দেহি ভবতি ভিক্ষাম বলি দাঁড়ালে রাজভিখারী।' *নজরুল*, ১৯২৫; 'কে আর মিটোতে পারে এই রাজভিখারীর দাবি।' *মহমুদ*, ১৯৬৩।

রাজভোগ [স] বি রাজার উপযুক্ত ভোগ। 'ভুজ্ঞ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজমণি [স] বি মণিপ্রোষ্ঠ; রত্নবিশেষ। 'কনকেহ রাজমণি উর মিশুন না দেখে।' *সুলতান*, ১৭০০।

রাজমার্গ [স] বি রাজপথ। 'নানা যান-সমাকীর্ণ জলসংস্কৃত রাজমার্গ।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

রাজমাষ [স] বি বরষাতি। 'রাজমাষ নাম তাঁর বরষাতি যিনি।' *গুপ্ত*, ১৮৫৮।

রাজমুখা [স] বি অত্যন্ত কঠিন ধরনের যন্ত্রারোগ। 'রাজা অগ্নিবর্ণ দাঁড় করেছিলেন রাজমুখা।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রাজযোগ [স] বি যোগশাসনের পদ্ধতিবিশেষ। 'কোথাও বা হঠযোগ কোথাও বা রাজযোগ।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

রাজঘোটক [স] বি (জ্যোতিষ) স্বাভীষ্টির মধ্যে গ্রহের অত্যন্ত অনুকূল অবস্থান, কলে দুইদলের মধ্যে সামঞ্জস্য। 'ঠকচাটা ও ঠকচাটী দুজনেই রাজঘোটক।' *গ্যারী*, ১৮৫৮।

রাজহসে [স] বি লম্বা ও উঁচু গলাওয়ালা এবং দীর্ঘদেহী এক জাতীয় হাঁস; রাজহাঁস। 'মাঝা খিনী তরুতর বিপুল নিতম্বে/ মর রাজহসে জিনী চলএ বিলম্বে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

রাজহংসী [স, সমাসে রাজহংসি-] বি স্ত্রী লম্বা ও উঁচু গলাওয়ালা এবং দীর্ঘদেহী এক জাতীয় হাঁস; রাজহাঁস। 'রাজহংসিগন করে সলিলে বেহার।' *মাল্যধর*, ১৫০০; 'সতী মহিমায় পহের বনে রাজহংসীর মত।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

রাজহাঁস [স রাজহংস] বি বড়ো আকারের হাঁসবিশেষ। 'ওর্স', ১৭৮৫; 'সাদা রাজহাঁসের পাখার মতো কোমল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

রাজ [ফা] বি রাজমিত্রি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাজমজুর [ফা রাজ-মজদুর] বি রাজমিত্রি। 'অনেক রাজ মজুর লাগিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮১৯; 'রাভা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজমিত্তিরি [ফা রাজ+প মিত্তি] বি পাকা ঘর নির্মাণকারী কারিগর। 'তারই জুড়িয়ার আরও জন তিন-চার রাজমিত্তিরি।' *নজরুল*, ১৯৩০।

রাজমিত্রি, **রাজমিত্রী** [ফা রাজ+প মিত্তি] বি পাকা ঘর নির্মাণকারী কারিগর। 'রাজধানীতে গোরা রাজমিত্রী ছিল না ...' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'রাজমিত্তিরি বেশপ্রিয় ও কর্তক ধারণ পূর্বক ...' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

রাজর্ষি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'তারাস্ত্র রাজর্ষি' সেবধি, ১৮৪০।

রাজন [স] বি রাজা। 'সুখ মর্ম দুঃখী জানে না জানে রাজন।' অগাওল, ১৬৮০।

রাজন্য [স] বি রাজা। 'নিরন্তর প্রিয়তর রাজনোর ঠাই।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

রাজন্যবর্ণ [স] বি সামন্ত রাজ্যপাণ। 'ইয়েরজাও ... রাজন্যবর্ণকে সুনজরে দেখানো।' উমর, ১৯৬৬।

রাজনুতি [স] বি রাজনুতি। 'রাজার উন্নতি।' 'মহাসএর রাজনুতি শ্রীশ্রী' করিতেছেন।' মের্স, ১৭৭১।

রাজপুত্র দ্র রাজ

রাজপুত্র^১ বি রাজপুত্রের অধিবাসী। 'তাহার পর দীপসিংহ অবধি জীবনসিংহ পর্যন্ত চোহান রাজপুত্র জাতি ৬ জনেতে ১৫১ বৎসর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ^২ বি ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ। 'আপনার দুইজন রাজপুত্র সেনাপতিকৈ কহিলেন ...' গুণ, ১৮৫৫।

রাজপুতানি বি রাজপুত্র অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা। 'কেবল রাজপুতানি নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথোপকথন সাদৃশ্য আছে।' হাই, ১৯৫৪।

রাজবংশী [স] বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া প্রকৃতি জাতি আছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

রাজবন্দ বিগ্ন সঙ্কট। 'মানেএল, ১৭৪০।

রাজভোগ দ্র রাজর্ষি, রাজর্ষি

রাজর্ষি [স] রাজা। 'বি রাজবংশীয় লোক।' 'রাজর্ষি হউক কিংবা হউক নহে।' মালাধর, ১৫০০।

রাজসাপ ১ বি সাপের রাজা; অত্যন্ত বিবাক্ত সাপ। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিয়ে যারে কিং কং বোড়ো খাই।' চর্চা ৪১, ১২০০। ^২ বি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। 'ও রাজবাহাদুর নয় রে, রাজসাপ।' বিমল, ১৯৫০।

রাজস্থান [স] বি রাজধানী। 'ধারী সম্রাটের বাস চলে রাজস্থান।' মুহম্মদ, ১৬০০।

রাজর্ষ [স] বি রাজা। 'রাজার রাজর্ষ দিতেই হবে।' কেরি, ১৮০২; 'রাজর্ষ নিগেশে দিতে পারি।' রামরাম, ১৮০২।

রাজর্ষ-সচিব [স] বি সরকারের কর বিভাগের সচিব। 'রাজর্ষ-সচিব কাজী ... পাকিস্তান সর্মথন না করিলেও ...' আজাদ, ১৯৪৭।

রাজভোগপত্র [স] বিগ্ন খাজনা আদায়ের আয়কৃত। 'রাজভোগপত্র টাকা যে ব্যয় করেন ইহাতে ভিন্ন মহাজনেদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে।' বঙ্গদূত, ১৮২৬।

রাজা [স] ১ বি দেশের অধিপতি। 'রাজা কংসাসুর আতি দুঃখবান।' বড়ু, ১৪৫০। ^২ বি দাবা খেলার প্রধান ঘূটি। ওর্স, ১৭৮৫; 'তার পর তেমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' নজরুল, ১৯৩২। ^৩ বি নেতা। 'দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ও অসুরদের রাজা বিরোচন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ^৪ বি শ্রেষ্ঠ; সর্বপ্রথম। 'উন্নত বড় খনি মররা এ অঙ্গ স্থানে রাজা হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৬। ^৫ বি রাষ্ট্রের শাসক। 'যাহা হউক রাজা ও ইন্দ্র প্রায় তুল্য।' দর্পণ, ১৮৩৮। ^৬ বি উপাধিবিশেষ। 'বিষয় বিভবের প্রাধান্যে জন্ম রায় এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' গুণ, ১৮৫৫। ^৭ বি রাজ্যের শাসক। 'তিনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো যে, করেছে বাগানখানা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ^৮ বি লিখর। 'হৃদয় জানে হৃদয়ে তারে আছেন রাজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

রাজা আজ্ঞা [স] বি রাজার আদেশ। 'দূত রাজা আজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া ...' চরিত্রচরণ, ১৮০৫।

রাজাই [স] বি রাজা। 'রাজাই দিতে নাহি মন লয়।' ভগ্নত, ১৭৬০।

রাজাকবি [স] বি কবিরাজের রাজা। 'রচিত্যাহ রাজাকবি। কাহিনী প্রিয়র।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

রাজাশিবি [স] বি রাজা+শিবি। 'বি রাজার মতো আচরণ।' 'কেমন রাজাশিবি ফলায় তা দেখা যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

রাজাজ্ঞা [স] বি রাজার আদেশ। 'রাজাজ্ঞা লক্ষ্যে পাণ আছে।' রাজীব, ১৮০৫।

রাজা-টাঙ্গা বি বাদশাহ, উজির প্রমুখ; বড়ো কিছু। 'দেবতার বরে আজ রাজা-টাঙ্গা হয়ে যাবে নিত্যম।' নজরুল, ১৯২৫।

রাজাদেশ [স] বি রাজার আজ্ঞা। 'আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।' গুণ, ১৮৫৮।

রাজাবিরাজ [স] বি রাজাদের রাজা; সম্রাট। 'রাজাবিরাজের যেমত প্রভাপ ও শাসন ও মন্ত্রণ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

রাজানুগৃহীত [স] বিগ্ন রাজার কৃপাপ্রাপ্ত। 'এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জিত-লোক গমন করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

রাজানুচর [স] বি রাজার অনুচর। 'রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রাজপ্রজ্ঞা [স] বি রাজা ও প্রজ্ঞা। 'মহাশয় ... রাজপ্রজ্ঞা উভয়ের সুশোচন করাইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

রাজাবাহাদুর [স] রাজা+বাহা+দুর। 'বি ব্রিটিশ আমলের সরকারি খেতাব।' 'রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়াতে এই দুই পাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

রাজামন্ত্রী [স] বি দাবা খেলা। 'তার পর তেমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।' নজরুল, ১৯৩২।

রাজ্যে ২ বকড়া হয় উলুখাঁড়ার প্রাণ যায় - দুই ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিবাদ হলে তাদের মধ্যে থাকা নিরীহ লোকদের অবস্থা বিপন্ন হয়। 'কথায় বলে রাজ্যে ২ বকড়া হয় উলুখাঁড়ার প্রাণ যায়।' উমেশ, ১৮৫৭।

রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ হয়, উলু খড়ের প্রাণ যায় বি সম্রাটের শাখের কাছে যুদ্ধের ক্ষতি। 'রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ হয় - উলু খড়ের প্রাণ যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

রাজার কুমার বি রাজপুত্র। 'সাজুও দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমার আজি।' জসীম, ১৯২৯।

রাজার কুমারী বি রাজকন্যা। 'শিয়রে দেখিছে কোথাকার যেন রাজার কুমারী।' জসীম, ১৯২৯।

রাজার ছেলে বি রাজপুত্র। 'কোটাল-ছেলের মতো, রাজার ছেলে মতো।' জসীম, ১৯৩২।

রাজার জাতি বি যে শ্রেণীর মানুষ রাষ্ট্রপরিচালনা করে। 'রাজার জাতি থেকে তারা পরিশত হলো প্রজার জাতিতে।' উমর, ১৯৬৮।

রাজার দুলাল বি রাজপুত্র। 'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরে সযত্নপথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

রাজারাজড়া বি রাজা ও রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন সশস্ত্র ব্যক্তিত্ব। 'রাজারাজড়ার কাণ্ড।' গীনবন্ধু, ১৮৬০।

রাজ্যলয় [স] বি রাজ্যলয়। 'তবে সকলের রক্ষা রাজ্য রাজ্যলয়।' *ফয়সলগঞ্জ*, ১৮৭৬।

রাজ্যলয় [স] বি রাজ্যের তত্ত্বাবধান। 'তাকে রাজ্যলয়ে দাও।' *মহাশেতা*, ১৯৫৬।

রাজ্যলয় [স] বি সিংহাসন। 'রাজ্যলয়, রাজ্যলয়, নিবনে সত্বরে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ বি রাজ্যকীয় আসন। 'সাহিত্যের প্রোতুসভায় আজ সর্বসাধারণই রাজ্যলয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজ্যলয় [স] বি রাজ্যভিত্তি পালিকা। 'ধূলি-ডরা দুটি লইয়া চরণ/চিহ্নিত করি রাজ্যলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

রাজ্যলয় [স] বি রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত। 'সুস্থ হই দক্ষকে আছেন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজ্যলয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাজ্যলয়গোষ্ঠী [স] বি রাজ্যের গোষ্ঠী। 'বিজ্ঞ শ্রিয়জনক আছে রাজ্যলয়গোষ্ঠী শ্রীমন্ত বাবাজীর স্থিরতর রাজ্যলয় শ্রীশ্রী ...।' *ওঙ্গা*, ১৭৭৯।

রাজ্যলয় [স] বি রাজ্যের উপাধি। 'পিতৃদত্ত রাজ্যলয়গোষ্ঠী ভোগ করছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রাজ্যলয়গোষ্ঠী [স] বি রাজ্যকীয় খেতাবধারী। 'এখনো রাজ্যলয়গোষ্ঠী যে কয়েকজন আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাজ্য [স] বি রাজ্য। 'আজকে রাজ্যে'। *চর্চা* ৩১, ১২০০; 'তোমারি আসন কখনো রাজ্যে যেন সদা রাজ্যে গা'। *রবীন্দ্র*, ১৯০০। রাজ্যই ক্রি বি রাজ্য করে। 'আজকে নিরালে রাজ্যই'। *চর্চা* ৩১, ১২০০। রাজ্যে ক্রি শোভা পায়। 'সুচারু বেসর রাজ্যে'। *আলাওল*, ১৬৮০।

রাজ্যই দ্র রাজ্য

রাজ্যই বি দেশ। 'এই বাড়ি-ঘর, এই বিদ্যান-পত্র, এই রাজ্যই-মশায় ...।' *মনসু*, ১৯৫৩।

রাজ্যকার [আ রাজ্যকার] বি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুগে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সহায়তাকারী ছান্দিয়া সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ। 'রাজ্যকার মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।' *বাংলার মুখ*, ১৯৭১।

রাজ্যপেড়ে [স রাজ্য] বি বড়ো পাড়বিশিষ্ট। 'রাজ্য পেড়ে, চেইনপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

রাজ্যবন্দী [আ+ফা] ক্রি বি রাজ্যবন্দী। 'জলি হাপন রাজ্যবন্দীতে জাইতে চাহে তবে ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রাজ্যরাজ [স রাজ্য+রাজ] বি রাজ্যত; রৌপ্য। 'রাজ্যরাজ সতে দিয়া রাজ্যকে জালাই গিয়া।' *মাল্যপত্র*, ১৫০০।

রাজ্যরাজি [আ রাজ্য] বি সম্মত। 'অনেক দুঃখেতে তবে করি রাজ্যরাজি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

রাজি, রাজী [আ] বি সম্মত। 'এতে কেহ নহে রাজি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'আখেরে হইল রাজী আবদুল্লাহ দেওয়ান।' *গরীব*, ১৭৫৫।

রাজীনামা, রাজীনামা বি সম্মতিপত্র। 'রাজীনামা।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'নন্দাদার রাজীনামা দিতে চাইনি বল্যে ওদের যেকো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধরো নিরে গিয়েলো।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

রাজি হওন বি সম্মত হওয়া। *ওঙ্গা*, ১৭৮৫।

রাজীনামা পত্র বি সম্মতিস্বাক্ষর চিঠি। 'এই করারে রাজীনামা পত্র দিলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

-রাজি [স] ১ বি পাল; দল। 'গজ রাজি সারি২ লকে২ দাখ দাখী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ বি সারি। 'তরুরাজি দ্বান হয়ে আছে যেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজিত [স] বি শোভিত। 'সুন্দর সুন্দর তনু রাজিত চন্দন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

রাজীব [স] ১ বি পদ ফুলের মতো সুন্দর। 'মায়ের অঙ্কের নড়ি রাজীবলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি পদ। 'দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীব পদতলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

রাজীবচরণ [স] বি পাদপত্র; পদের মতো পা। 'পাই যদি, পুজি দুটি রাজীবচরণ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

রাজীবলোচন [স] বি পদের মতো চোখ; পদলোচন। 'মায়ের অঙ্কের নড়ি রাজীবলোচন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রাজীবন্দী [আ রাজী+বন্দী] বি সম্মতিপত্র। 'পোনাবো বরষ ওখরে হাপন রাজীবন্দীতে মলগ পাছ টাকা ...।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

রাজেন্দ্র [স] বি শ্রেষ্ঠরাজ। 'রাজেন্দ্র, যদিও ভূমি ভুলিয়াছে তারে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজেন্দ্রনন্দিনী [স] বি রাজকন্যা। 'দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী - গচ্ছামোমে মেয়াদি কানন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

রাজেন্দ্রবালী [স] বি রাজকন্যা। 'আন গৃহে বরি বরাদী রাজেন্দ্রবালী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

রাজেন্দ্রসঙ্গম [স] বি শাহেনশাহদের মিলনস্থল। 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে মিলিত তা হলে তীর্য দরশনে আসতে পারে।' *মুক্ততাব*, ১৯৬০।

রাজেন্দ্রাণী [স] বি রানীশ্রেষ্ঠ। 'রূপে রাজেন্দ্রাণী। কল্যাণ উর্বরী।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

রাজেশ্বর [স] বি রাজেশ্বর; রাজা। 'রমনায়ে রক্ষা কর রাজ রাজেশ্বরে।' *মালিকরাম*, ১৭৮১।

রাজেশ্বরী [স] বি রানী। 'হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী সজ্ঞানের পূরাও অভিলাষ।' *ওঙ্গা*, ১৮৫৮।

রাজেশ্বর [স রাজা+ইশ্বর] বি রাজেশ্বর; রাজা। 'নানা দেশ হতে আইল রাজ রাজেশ্বর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রাজোড়া [স রাজা] বি বিপুল ধনবান। 'আমির লোক ও মনছবদার ও রাজোড়া লোক অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে।' *রামরাম*, ১৮০১।

রাজিপাট [স রাজ্যপাট] বি রাজসিংহাসন। 'আমার রাজিপাট বজায় থাকবে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

রাজী [স] বি রাজমহিষী। 'গণিকার সহিত রাজীর আত্মিক্তি ব্রীতি ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

রাজ্য [স] ১ বি রাজ্যের অধিকৃত ভূমিখণ্ড। 'পুরুষে ভনীর্ষ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সর্বজন সুখী/নাহি রক্ত দুখী/রাজ্যে নাহি তার হল।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বি রাজত্ব। 'কাসালি লোক দুঃখ না পায় এই মত রাজ্য করিতেছেন।' *রামরাম*, ১৮০১। ৩ বি দেশ। 'তবে এই ভারতবর্ষ রাজ্য আরো দেদীপ্যমান হইত।' *দর্শণ*, ১৮৩৯। ৪ বি জগৎ; ভূদল। 'ছড়ার একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রাজ্যকামুক [স] বি রাজ্যলোভী। 'রাজ্যকামুক লর্ড ডেলহৌসী'। *সোমথকাল*, ১৮৭৩।

রাজ্যকালীন [স] বি শাসনকালীন। 'ব্রিটিশ রাজ্যকালীন সর্বসাধারণ উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন।'

কৌমুদী, ১৮৩০।

রাজ্যপৌরব [স] বি রাজ্য হওয়ার সম্মান। 'নিজেকে রণপৌরব ধনপৌরব রাজ্যপৌরবের অধিকারী করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাজ্যম্যাসনীতি [স] বি রাজ্য দখলের অম্যাসনমূলক মনোভাব। 'কোম্পানির রাজ্যম্যাসনীতিতে ঋতিমুগ্ধ সামন্তবাদীরা।' আনিস, ১৯৬৪।

রাজ্যচক্র [স] বি রাজ্যের চক্রান্ত। 'এ রাজ্যচক্র, ইহার মর্মভেদ করা বড়ই কঠিন।' মশাররফ, ১৮৯০।

রাজ্যচালনা [স] বি রাজ্য শাসনের কাজ। 'সক্টিবিহ্ন রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রাজ্যচ্যুত [স] বিপ নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত। 'রাজ্যচ্যুত ইয়াগ পনের বাটোতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে ...।' রাজীব, ১৮০৫।

রাজ্যচ্যুতি [স] বিপ রাজ্যপরিচালনার ক্ষমতা থেকে অপসারণ। 'প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও ক্রীকে নিয়ে বনগমন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রাজ্যতন্ত্র [স] ১ বি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। 'তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্থানীয় অধিকার প্রান্তির যোগ্য নও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি রাজ্যতন্ত্র। 'রাজ্যতন্ত্রই বশো, সমাজতন্ত্রই বশো আর ধর্মতন্ত্রই বশো।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

রাজ্যধর [স] বিপ রাজ্যের ধারক। 'রাজ্যধর বিদ্যাপতি রত্নপুরে ধাম।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রাজ্যদাস [স] রাজ্যদাস। বি নিজরাজ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। 'রাজ্যদাস বনবাস বিধি হেল বাম।' মাল্যধর, ১৫০০।

রাজ্যনিয়ম [স] বি রাজ্যপরিচালনার বিধান। 'রাজ্যনিয়মের শৃঙ্খলা বন্ধন করাই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য।' প্রভুধর, ১৮৬০।

রাজ্যপতি [স] বি রাজ্যের অধিপতি। 'রাজ্য বসন্তরায়কে পূর্ব দেশের রাজ্যপতি করিয়া ...।' রামরাম, ১৮০১।

রাজ্যপরিচালনা [স] বি রাজ্যের শাসন কার্যাদি সম্পাদন। 'রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করতেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

রাজ্যপাট [স] রাজ্যপাট। বি রাজ্য ও সংহাসন। 'রাজ্যএ মাগাএ ভিন্কা রাজ্যপাট হরি।' বাহরাম, ১৬৫০।

রাজ্যপালন [স] বি দেশরক্ষা। 'কিরূপে রাজ্যপালন ও বদশের শ্রীভৃতি সাধন ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

রাজ্যপালনবিদ্যা [স] বি রাজ্য শাসনের জ্ঞান। 'তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

রাজ্যপূরী [স] বি রাজ্য। 'এই রাজ্য পূরী তুমি গ্রহণ কর।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২২।

রাজ্যপ্রান্ত [স] বি রাজ্যের সীমানা। 'রাজ্যপ্রান্তে মন্ত্রী মম বাঁধিবে শিবির।' গিরিশ, ১৮৮৭।

রাজ্যবান [স] বিপ রাজ্যের অধিকারী। 'রাজ্যবান রাজা হতে পূজ্য যেই জন।' সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

রাজ্যবাসী [স] বিপ রাজ্যের অধিবাসী। 'রাজ্যবাসী আজাধীন প্রজামজী তাঁহার অপর্যাপদ স্বাধীনতা-ভাজন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

রাজ্যবিহীন [স] বিপ রাজ্যহারা। 'রাজ্যবিহীন, বৃত্তিবিহীন দেশীয় রাজ্যবার্ণবেরও অসম্ভব ছিল।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

রাজ্যবিক্রয় [স] ১ বি শাসনভূত এলাকার সম্প্রদায় 'পূর্বপুরুষদিগের ... রাজ্যবিক্রয়ের ক্রম অনবশ্য করা মহানদের বিষয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'রাজ্যের বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিক্রয় করতে বেরোত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি স্থান দখল। 'সংস্কারগুলি আমাদের মনে রাজ্যবিক্রয় করে আমাদের বিশেষণবিমুক্ততার জন্য। উমর, ১৯৬৬।

রাজ্যভঙ্গ [স] বি রাজ্য নাশ। 'তাহাতে রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজ্যভার [স] বি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব। 'মন্ত্রিবরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'যদি ... রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বাসনা ইচ্ছা থাকে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

রাজ্যভোগ [স] বি রাজ্যভোগ। 'পরম সুখে নিরুদ্ভুত রাজ্য ভোগ করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮২১; 'বহুকাল অকটকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজ্যভ্রষ্ট [স] বিপ রাজ্যহারা। 'ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি যৎকালীন দিল্লী বাদশাহের সহিত সন্ধিপত্র করেন তখন ঐ বাদশা রাজ্যভ্রষ্ট ছিলেন। দর্পণ, ১৮৩৬।

রাজ্যরক্ষা [স] বি রাজ্যের প্রতিরক্ষা। 'রাজ্যরক্ষা ... ইত্যাদি বিবিধ কার্যে বাহারা ব্যাপৃত থাকিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

রাজ্যলাভ [স] বি রাজ্যলাভ। 'রাণিজ করতঃ এসে পশ্চিমে লেব যেদিন এদেশে রাজ্যলাভ করে।' অনুগা, ১৯৩৭।

রাজ্যলোভ [স] বি রাজ্যলোভের মোহ। 'রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নৃত্য করে শৌক্যের গৌরব প্রমাণের জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রাজ্যলোদীপ [স] বিপ রাজ্য দখলের প্রতি লোভাতুর। 'ইউরোপে রাজ্যলোদীপ শক্তিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইতে ... গতিয়া তুলিতে হইবে।' বুলসল, ১৯৩৭।

রাজ্যশাসন [স] বি রাজ্যপরিচালনা। 'রাজ্য বিক্রমাদিত্য ... রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজ্যশাসনপ্রণালী [স] বি রাজ্যপরিচালনা পদ্ধতি। 'রাজ্যশাসন প্রণালী জটিল ও বিস্তৃত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাজ্যশাসনভার [স] বি রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব। 'নির্বাসনকাল যখন শেষ হইবে তখন রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করবে কোন ডরসার?' মুন্সীর ১৯৬৬।

রাজ্যসংঘটন [স] বি রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। 'বাহুবলে সে রাজ্যসংঘট করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রাজ্যসংস্থাপন [স] বি রাজ্যপ্রতিষ্ঠা। 'রাজ্যসংস্থাপন ভিন্ন আ কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবে না।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

রাজ্যসময় [স] বি রাজ্যভূতাল। 'পূর্বরাজ্যবিধিকারে অর্থাৎ হি হিন্দুরদের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানদের প্রভুত্বকালে।' কৌমুদী ১৮৩০।

রাজ্যসম্ভার [স] বি রাজ্যভার। 'রাজ্যসম্ভার ধারণ করেন।' মৃত্যুঞ্জয় ১৮১০।

রাজ্যসুখ [স] বি রাজ্যপরিচালনার সুখ। 'রাজ্যসুখের আনন্দ তাহাতে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রাজ্যস্থাপন [স] বি রাজ্যভূত প্রতিষ্ঠা। 'অন্যথা একজাতি এই সময়ে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রাজ্যহারা [স] বিপ নিজরাজ্য থেকে বঞ্চিত। 'অতি অল্প সময় মধ্যেই রাজ্যহারা হইলেন।' মণাররত্ন, ১৮৮৭।

রাজ্যহীন [স] বিপ রাজ্যহারা। 'রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রাজ্যধিকার [স] বি রাজত্ব। 'পূর্ব২ রাজ্যধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুদেশের রাজ্যসময়ে কি মুসলমানেরদের প্রভুত্বকালে।' কৌমুদী, ১৮৩০।

রাজ্যধিকারি [স] রাজ্যধিকারী। বি রাজা। 'রাজ্যধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার।' দর্পণ, ১৮২৪।

রাজ্যধিকারিত্ব [স] বি রাজত্ব। 'হিন্দুরদিগের রাজ্যধিকারিত্ব ছিল।' দর্পণ, ১৮২৬।

রাজ্যধিকারী [স] বি রাজা। 'ধৃতিমান ৬৯/৫ মাস পর্যন্ত রাজ্যধিকারী হন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

রাজ্যধিকারোন্মুখ [স] বিপ রাজ্য দখলে প্রচেষ্টা। 'স্বতর অনেক কৌশল করিয়া রাজ্যধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

রাজ্যধার রাজা [স] বি প্রধান রাজা। 'প্রিয়ায় পুণ্যা হলেম রে আর একটা রাতে রাজ্যধারি রাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রাজ্যধাধ্যক্ষ [স] বি শাসনকর্তা। 'অতি প্রধান রাজ্যধাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক বুঝিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

রাজ্যভিলাষ [স] বি রাজ্য অধিকারের আকাঙ্ক্ষা। 'সুদ্র লোকের রাজ্যভিলাষ অভিভূত হয়।' তারিণী, ১৮০৫।

রাজ্যভিষিক্ত [স] বিপ রাজপদে অভিষিক্ত। 'মহারাজ রাজ্যভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল জ্ঞাপন করেন।' রাজীব, ১৮০৫।

রাজ্যভিষেক [স] বিপ সিংহাসনে অভিষিক্ত। 'দশরথ রাজা কি নিমিত্তে স্রোত পুরকে রাজ্যভিষেক না করেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪।

রাজ্যি [স] রাজ্য। বি রাজ্য। 'আমি ওকে সাতরাজ্যি বুঝে বেড়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রাজ্যের বিপ অসংখ্য। 'আনমনা বসিয়া থাকিলে নানা রাজ্যের চিন্তা আসিয়া ভিত্ত করে।' শওকত, ১৯৫৮।

রাজ্যেশ্বর [স] বি রাজা। 'জ্যোতের প্রাণসংহারপূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রাজ্যেশ্বরত্ব [স] বি রাজত্ব। 'রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদরূপে ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাজ্যেশ্বরী [স] বি রাজ মহিষী। 'রাজ্যেশ্বরী হও তুমি রাজ্যের লইয়া।' গিরিশ, ১৮৮৭।

রাজ্যোন্মুক্তি [স] বি রাজ্যের সমুদ্রি। 'রাজপ্রতাপ ও রাজোন্মুক্তি সবকিছু বোনাভাশার দরবারে ... প্রার্থনা করিবেন।' প্রচরক, ১৯০৭।

রাডার [হি] বি বিমান ইত্যাদি অগ্রসরমান কোনো বস্তুর গতি, দিক ও অবস্থান নির্ধারণের ইলেকট্রিক যন্ত্র। 'এখানকার বিমান বন্দরে রাডারের ব্যবস্থা আছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

রাড় [স] স রড। বিপ বর্ষ। 'ব্যাপ হিংসক রাড়/ চৌদিকে পতর হাড়/ এই ঘর সানান সমান।' মুকুন্দ, ১৯০০।

রাড়ারাড়ি বি ইতরাণি। 'কদম্বে হয় রাড়ারাড়ি।' ভারত, ১৭৬০।

রাড়' [স] স রড। বি বিধবা। 'কদবানু বিবি তার করে দিব রাড়।' গরীব,

১৭৫৫।

রাড়ি বি বিধবা। 'এজিন লান্দি বলে হইয়াছে রাড়ি।' গরীব, ১৭৬৫।

রাঢ় [স] বি ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ। 'রাঢ়ে জন মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রাঢ়দেশ [স] বি রাঢ়দেশ। 'রাঢ়দেশে তুমি যত দেখিতে সুন্দর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রাঢ়ীর [স] ১ বিপ রাঢ় দেশীয়। 'আমীন রাঢ়ীয় ষিঙ্গ নীলকণ্ঠ রায়।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি বাঙালি ব্রাহ্মণের অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণীবিশেষ। 'আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি-রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কানাকুজ প্রভৃতি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

রাণ [ফা] রানা বি রান; উরু। 'মহার উদরে মোরগের রাণ গোমাহারের সুকুমার একবার প্রবেশ করিয়াছে ...।' মণাররত্ন, ১৮৮৯।

রাণী বি বাঙালি হিন্দু রংনাম-বিশেষ। 'নীলমণি রাণা।' সেবধি, ১৮৪০।

রাণী বি পুরের বাঁধানো পাড়। 'ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাদিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। দ্র রানী

রাণী [স] রাজ্ঞী ১ বি স্ত্রী। 'তোকে ভালো জানো আক্ষে আইহনের রাণী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি রাজবধু। 'হইএ আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী।' বড়, ১৫৭০। ৩ বি ব্রিটেনের রাণী। 'ঐ সিংহাসন রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।' দর্পণ, ১৮২৪। ৪ বি কন্যা। 'স্ত্রীই যথার্থ সংসারের রাণী।' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫। ৫ বিপ শ্রেষ্ঠ। 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জনন্যমুখি।' বিজয়ন্ত, ১৯১২। দ্র রাণী

রাণি [স] রাজ্ঞী ১ বি স্ত্রীলোক। 'ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।' বড়, ১৪৫০। ২ বি রাজবধু। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট মহাদেবি কবি হে আনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রাণীগিরি [স] রাজ্ঞী+গিরি বি রানির কাজ। 'দেবীর রাণীগিরিতে গটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৮।

রাণ্ড [স] স রড। বি বিধবা। 'রাণ্ড হইআ হরিণী কান্দয়ে উভয়ায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাণ্ডি [স] স রড। ১ বি বিধবা। 'ভর দুইপ্রহর বেলায় মুন্নি হৈলু রাণ্ডি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি যৌনকর্মী; দেহকে জীবিকা করে এমন রমণী। 'বাবুবা বীর তাহারা ত্রাণি না খাইলে রাণ্ডি রাখেন না।' ভবানী, ১৮৮৮।

রাতি [স] রাতি> বি রাতি। 'তোরা লো যেমন রাতি জাগা অভ্যাস আছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

রাতকানা, রাহকানা [রাত+স কাণ>] ১ বিপ রাতের বেলা চোখে দেখে না এমন। ওর্গ, ১৭৮৫; 'পুলিসের রাতকানা সাজ্জন, ঠোঁটকাটা দারোগা ... মহাশয়েরা রৌদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যান্ধেন।' হস্তাম, ১৮৬১; 'ঝাঁকা মুটেটি যে রাহকানা তা পূর্বে বলে নাই।' হস্তাম, ১৮৬১। ২ বিপ বাস্তবতাকে দেখতে পায় না এমন। 'রাত-কানা নও তুমি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

রাত-কাপড় [রাত+স কপট>] বি রাতে ঘুমানোর পোশাক। 'খালিপায়ের রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রাতকে দিন করা ক্রি অসম্ভবকে সম্ভব করা। 'বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রাতচরা বিণ নিশাচর। 'রাতচরা পাখিরা ঘরে ফিরছিল।' মণীশ, ১৯৩৯। 'এ-সব সন্দেশ কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁপ/ লাফায়ে লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায়।' জীবন, ১৯৪৮।

রাতচোর [রাত+স চোর] বি রাতে চুরি করে যে। 'কখনো তৈলাক্তদেহ রাতচোরের বেশে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

রাত জাগা ১ বি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকা। 'তোরা সো যেমন রাত জাগা অভাস আছে।' উমেশ, ১৮৫৭; 'বিবাহের রাতে সে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে বিত্তীয় দিন থেকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'রাতজাগা ধীরাজের অন্ধ হওয়ার আসল কারণ নয়।' মানিক, ১৯৪০। ২ বিণ রাতের বেলা জেগে থাকে এমন। 'রাত জাগা মোর গান।' রবীন্দ্র, ১৯২৩; 'রাতজাগা পাখি নিতরু নীড়ের পাশ দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রাতদিন [রাত+স দিন] ক্রিযণ সবসময়ে। 'তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস কি? বঙ্কিম, ১৮৮২; 'রাতদিন মুখ যেন ভার হয়েই আছে।' নজরুল, ১৯২৭।

রাতদুপুর [স রাত্রি-ঔরহর] বি মধ্যরাত। 'তুধু রাতদুপুরে/ শেয়ালতোলা ডেকে ওঠে কাউডাঙার 'পরে' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়ারগোড়ায় বসে থাকব?' বনফুল, ১৯৩৬।

রাতপাহারা বি রাতে পাহারা দেওয়া। 'সমাজক্ষমিকের রাতপাহারার কাজ করে কিছু পায়।' মণীশ, ১৯৬৩।

রাতপোহানি বিণ ভোরের আশমন ঘোষণাকারী। 'ওই আছে রাতপোহানি কাউয়া হাতে।' অবন, ১৯১৯।

রাত-বরশী বিণ কোনো রক্তের। 'কালোর চেয়ে কালো রাত-বরশী রূপসী।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

রাতবিরাত ১ বি অনুশযুক্ত সময়। 'এতদিন হোমায়ুন সত্যোসীপনার ঘটা দেশে রাতবিরাতে কখনও খ্রিস্টীয়মান্য যেক্ষেত্রে সাহস পাইনি।' মুনীর, ১৯৬১। ২ বি রাতের বেলা। 'দেখি রাতবিরাতে কোথায় যায় দরশন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

রাত বিরক্ত ১ ক্রিযণ সবসময়ে। 'বেড়িয়ে বেড়ায় রাত বিরক্ত।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি অল্প রাত ও গভীর রাত। '... উষসেবে বুজছেই রাতবিরক্তের গানে।' জীবন, ১৯৩০।

রাত-বুড়ী বি রাত্ররূপ বুড়ি। 'রাত-বুড়ী আসি হুঁ দিয়া নিবায় সোনালী সাঁঝের আলো।' জসীম, ১৯২৭।

রাতবেড়ান বি অনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে রাত কাটানো। 'পুরুষদের রাতবেড়ান সোচ্চার সেরে যায়।' নীলবন্ধু, ১৮৬৩।

রাত-ভর ক্রিযণ সারা রাত ধরে। 'ছেলোটা রাতভর শুধু চর্কির মতো ঘোরে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

রাতভোর ক্রিযণ সারা রাত ধরে। 'রাতভোর ঘোর ঘোর চোখ মোর।' জীবন, ১৯৩০; 'রাত ভোরে বুড়ি।' বুদ্ধদেব, ১৯২২।

রাত ভোর হওয়া ক্রি রাত শেষ হওয়া। 'যখন রাত ভোর হবে হবে করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

রাতভ্রমণ [রাত+স ভ্রমণ] বি রাতে বেড়ানো। 'তাদের রাতভ্রমণের উদ্দেশ্য ভিন্ন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

রাতরাতি ১ ক্রিযণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে। 'বাবু হয়ে রাতরাতি, মাতামতি করে কতরূপ।' গুণ, ১৮৫৮; 'বাড়ী যেতে রাতরাতি কোথায় উঠে গেল, তাড়ো সন্ধান করতে পারিনি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

২ ক্রিযণ রাতের মধ্যে। 'অরুণশেখা পাবার লাগি রাতরাতি/ শুকু আকাশ জামে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

রাত্রি, রাত্ৰী [স রাত্রি] বি রাত। 'সবরো ভুজল গইরামনি দারী শেখ রাতি পোহাইলী।' চর্চা ২৮, ১২০০; 'সুরতী সন্ধ্যো সলল রাত্ৰী পোহাইলো।' বটু, ১৪৫০।

রাত্রিকানা বি রাতকানা। বিদ্যা, ১৮৯১।

রাত্রিয়া বি রাত। 'কেছে নিরবহ হরি বিনু ইহ রাত্রিয়া।' শেখর, ১৬০০।

রাত্রি [স রক্ত+] ১ বিণ রাত্র; রক্তিম। 'তোরা পাখ দেবি রাত্রা উতপল।' বটু, ১৪৫০। ২ বি মোরগফুল। মানোএল, ১৭৪৩।

রাত্রফুল বি মোরগফুল পাহ ও তার ফুল। মানোএল, ১৭৪৩।

রাত্রুল [স রক্তফুল+] বিণ রাত্রা; রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 'দেবিতে কৌতুক বড় রাত্রুল চরনে।' মালাধর, ১৫০০; 'রাত্রুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলো।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাত্রুল চরণ [রাত্রুল+স চরণ] বি রাত্রা পা। 'রাত্রুল চরণ মুছিয়া নিয়া চলে গেছে।' জীবন, ১৯৩২।

রাত্ [স রাত্রি] বি রাত। 'তুমি দিবা তুমি রাত্ তুমি হস্তাসন।' মালাধর, ১৫০০।

রাত্জোপে ক্রিযণ রাতে; নিশা কালে। 'রাত্জোপে কামদেব আইলা তথারে।' মালাধর, ১৫০০।

রাত্‌দিনে ক্রিযণ সবসময়ে। 'রাত্‌দিনে অনুক্ষণ তোমাকে ধ্যেয়েন।' মালাধর, ১৫০০।

রাত্‌দিবা ক্রিযণ সবসময়ে। 'রাত্‌দিবা এই কথা ঘরে ঘরে গান।' মালাধর, ১৫০০।

রাত্রির বি রাত। 'রাত্রিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রাত্রি [স] বি রাত। 'রাতে নিদ্রা জাই জেন পড় শয়নে।' মুনুস, ১৬০০।

রাত্রদিন [স] বি রাতদিন। 'রাত্রদিন এক না জানেন তত্ত্বগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রাত্রদিবা [স] ক্রিযণ সবসময়ে। 'বালবৃদ্ধ যুবা কিবা, এই রসে রাত্রদিবা রাগরাগা উত্তা প্রসঙ্গ।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

রাত্র-রাশী বি রাত্র-রাশি। 'রাত্র-রাশীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।' জসীম, ১৯২৯।

রাত্র্যক্স [স] বিণ রাতের বেলা চোখে দেখে না এমন। 'চোখে দেখতে পাসনে, কানা, নিবাক রাত্র্যক্স হলেও না হয় বুঝতুম।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

রাত্রি [স] ১ বি রাত। 'নিবসেয়ে বেলে রাত্রি রাত্রিয়ে দিবস।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আধার। 'রাত্রিময়ী রহস্যের; হিন্ন শতদল।' নজরুল, ১৯২৬।

রাত্রি-অবসান [স] বি প্রভাত। 'আজ রাত্রি-অবসানে তব অশ্রুভাঙ ফিরে যাবে বসন্তের অক্ষয় ভাগারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রাত্রিকাল [স] বি রাতের বেলা। 'এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট শ্বপন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রাত্রিক্বেপণ [স] বি রাত যাপন। 'দয়াময়ান ইইয়া তাবৎ রাত্রিক্বেপণ করিল।' দর্পণ, ১৮৩৩।

রাশিগত [স] বিপ রাত অতিক্রান্ত। 'সতীর এইরূপ বিলাশে রাশিগত হইল।' ভবানী, ১৮২৫।

রাশিচর [স] বি রাতে চলাকোরা করে যে। 'তিনি সেই রাশিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

রাশিচরা [স] বিপ রাতে বিচরণ করে এমন। 'বনানীর নিঃসঙ্গ রাশিচরা পাখি।' শব্দকল্প, ১৯৫৮।

রাশিজ্ঞাপরণ [স] বি রাত জাগা। 'অজুত ভাবের বশে ও রাশিজ্ঞাপরণে পাশপের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রাশিভল [স] বি রাতেব বেলা। 'কী বিচিত্র জৌলসে রাতে নিখর রাশিভল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

রাশিদিন [স] ক্রিবিপ সর্বদা। 'রাশিদিন চলে সাধু হইআ একবুদ্ধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাশিদিনে [স] ক্রিবিপ সর্বদা। 'সেই ভাবে মন্ত প্রভু থাকে রাশিদিনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাশিদিবস [স] ক্রিবিপ সর্বদা। 'রাশিদিবস লোকের দেখি কোলাহল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাশিদিবসে [স] ক্রিবিপ সর্বদা। 'উন্মাদপ্রলাপ করে রাশি-দিবসে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাশিদিবা [স] ক্রিবিপ দিনরাত। 'আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে রাশিদিবা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

রাশিনাথ [স] বি নিশাচর। 'হলো রাশিনাথ, ঐশ্যবান্য জিনি।' ভবানী, ১৮২৫।

রাশিপর্যন্ত, রাশিপর্যন্ত [স] ক্রিবিপ রাত পর্যন্ত। 'প্রহরাক্ত রাশিপর্যন্ত বসকামিনী দাসীকৃত করিল।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

রাশিপাশ [স] বি রাতযাপন। 'শয্যা শয়নপূর্বক রাশিপাশে করিয়া।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

রাশিবস্ত্র [স] বি রাতের পোশাক। 'নীল-লোহিত-রোষাঙ্কিত জিনের রাশিবস্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রাশিবাস [স] ১ বিপ রাতে পরা হয় এমন। 'কেহ বা রাশিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করেন।' জ্ঞানযোষণ, ১৮৩২। ২ বি রাতযাপন। 'রাশিবাস করিতে রাশী হইয়া গেল।' ইয়দ্যাদুল, ১৯২০।

রাশিবেলা [স] বি রাতের বেলা। 'রাশিবেলা, এখন সে কীপছে উল্লাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রাশিচ্যাপী [স] বিপ রাতভর; সারা রাত ধরে চলবে এমন। 'আজ ক্রিবিপের রাশিচ্যাপী পালা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

রাশিগ্রন্থ [স] বি রাতে ঘুমে বেড়ানো। 'রাশিগ্রন্থের উদ্দেশ্য যখন সে জানে না।' ওয়ানী, ১৯৬৪।

রাশিগ্রন্থ [স] বিপ আঁধার ঘেরা। 'হে আমার মমরিত রাশিগ্রন্থ মালা।' শব্দ, ১৯৫৫; 'রাশিগ্রন্থ আকাক্ষাতলো বেড়ে ওঠেন সজীব গাহের ছন্দে।' শামসুর, ১৯৫৯।

রাশিগ্রন্থী [স] বিপ আঁধারপূর্ণ। 'রাশিগ্রন্থী রহস্যের; জিন্দ শতদল।' নজরুল, ১৯২৬।

রাশিগ্রাধা [স] বি অন্ধকারাজ্ঞ। 'পুরানো বাড়ির রাশিগ্রাধা গন্ধে।' শামসুর, ১৯৬৩; 'তনতে কি রাশিগ্রাধা অসিত বাগিণে।' শামসুর, ১৯৭৪।

রাশিমান [স] বি সূর্য্যকাল থেকে সূর্য্যোদয়ের আগ পর্যন্ত সময়। 'দিনমান অতি অল্প রাশিমান বড়।' ভারত, ১৭৬০।

রাশিযাপন [স] বি রাশিবাস। 'তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, রাশিযাপন করিয়া।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

রাশিযোগে [স] ক্রিবিপ রাতের বেলায়। 'রাশিযোগে হৃদক খশাই তনয়।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

রাশির অঞ্চল [স] বি রাশিকালীন সময়। 'রাশির অঞ্চল সম্ভালনে/ শান্তর, স্নিগ্ধতর হয়ে এল বাহু।' মৃণাল, ১৯৩৯।

রাশিশেষ [স] বি প্রভাত। 'রাশিশেষ হৈল বেশ্যা উষিপিবি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাশি-শেষে [স] ক্রিবিপ সকালবেলায়। 'বপুদুহু দীর্ঘ রাশি-শেষে বসন্ত অস্তরে তব।' সূচীন্দ্র, ১৯২৯।

রাশিনি বি রাশিনি। 'চাঁদনির রাশিনি সে আসে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

রাধা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণের প্রেমিকা। 'আল রাধা পৃথিবীত কর আদ্যতার।' বড়ু, ১৪৫০।

রাধা-প্রেম [স] বি রাধার প্রেম। 'রাধা-প্রেম বিড় যার বাড়িতে নাহি ঠাণ্ডি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাধাবল্লভ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'রাধাবল্লভি শোভে পূজি রাধাবল্লভে।' নজরুল, ১৯৩২।

রাধাশিব [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'রাধামাধব ঐশন নেহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রাধাঙ্গণী [স] বিপ (হিন্দুপুরাণ) রাধাঙ্গণী। 'যে রাধাঙ্গণী হৃদয় সে আশ্রানে একবার সাড়া দিল।' হাই, ১৯৫৪।

রাধাশ্যাম [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রাধা ও কৃষ্ণ। 'ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।' নজরুল, ১৯৩৫।

রাধাটমী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রাধার জন্মতিথি। 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাটমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নিচ্ছা করে থাকেন।' হত্যেন, ১৮৬১।

রাধিকা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'রাধিকা গণিঅী মনে মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

রাধে [স] রাধা বি (হিন্দুপুরাণ) রাধা। 'রাধে তেজ ভয় মান রাধে।' বড়ু, ১৪৫০।

রাধাবল্লভী, রাধাবল্লভি [স] রাধাবল্লভ বি পুর দেওয়া বড়ো লুচি। 'শানকীতে কেন রাধাবল্লভী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'রাধাবল্লভি শোভে পূজি রাধাবল্লভে।' নজরুল, ১৯৩২।

রানি [স] বি হাঁড় থেকে কোমর পর্যন্ত পা। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'বহুত লড়িল মর্ম মন্তকিল রান।' গরীব, ১৭৬৫।

রানী বি নৃপতি। 'মোদক প্রধান রানী করে চিনি কারবানী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রানী বি পুরুষের বাঁধানো ঘাটের চাতাল। 'মই পুরুষঘাটের রানায় স্বজনহীন বাকবহীন দাঁড়িয়েছিলো।' মাল্লান, ১৯৬৮; 'সে-রাতে ফলক-ফলক সৃষ্টিতে ঘুরে গিয়েছিল ঘাটের রানী।' শক্তি, ১৯৬৯।

রানার [স] বি ডাকঘর থেকে ডাকঘরে চিঠিপত্র বহন করে নিয়ে যায় যে। 'উর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রানার্স আপ [হি] বি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। '১৬ পরেরট
পেয়ে খালোদা বানু রানার্স আপ হয়েছেন।' *বেশম*, ১৯৬৩।

রানী [স রাজ্ঞী>] ১ বি মেয়েদের নামের অলঙ্কার। 'উড়িয়া চলিল যথা
পদ্মাবতী রানী।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ বি দাবা খেলার গুরুত্বপূর্ণ
চুটিবিশেষ: কুইন। *ওর্স*, ১৭৮৫।

রানি [স রাজ্ঞী>] বি রাজমহিষী। 'সুনহ জসোদা রানি অমৃত
কাহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

রানিত্ত বি রানির ভাব। 'রানিত্ত মানুষের ঠিক কী ধরনের অস্তিত্ব।'
মানিক, ১৯৪০।

রানিমহাল [রানী+আ মহল] বি রানির প্রাসাদ। 'কেদার উত্তর-পূর্বে
রাজসাসাদ বা রানিমহাল।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

রান্ধন [স রন্ধন] বি রান্না। 'রান্ধনের ছুতী হাবাগিলৌ বড়ায়ি।' *বড়ু*,
১৪৫০।

রান্ধনি [স রন্ধন>] বি নারী বা পুরুষ রান্না করার লোক। *মানোএল*,
১৭৪৩; 'বাটাতে পাচক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রান্ধনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিল।' *ভবানী*,
১৮২৫।

রান্ধনিয়া [স রন্ধন>] বি পাচক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

রাখা কি রান্না করা। **রাখিআ** কি রান্না করে। 'সগায়ে ত্রুতী অন্ন জে
রাখিআ একস্থানে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। **রাখিব** কি রান্না করবে।
'দুপার আটীয়া হাত কমনে রাখিব ভাত।' *রামাই*, ১৭১০। **রাখ্যা**
কি রান্না করে। 'খুদ্রনা রুপসী ওথা বসি আছে রাখ্যা।' *মুকুন্দ*,
১৬০০। **রাখ্যাছ** কি রান্না করেছে। 'রাখ্যাছ পুড়্যাতি গিয়া রুখ্যা
কাচড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

রান্না [স রন্ধন>] বি রন্ধন। 'এখন যাই রান্না বান্নার কিছু হয় নাই।'
উমেশ, ১৮৫৭।

রান্নাঘর [রান্না+ঘর] বি পাকশালা; হোশেল। *ওর্স*, ১৭৮৫; 'হ'ল
রান্নাঘরে কান্নাঘাটি, ধনা পড়ে লাটালাটি উদরে অন্ন কার নাই।' *ওর্স*,
১৮৫৮।

রান্না চড়ানো কি রান্না চাপানো। 'রান্না চড়াইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*,
১৯০৫।

রান্নাবাড়া বি রান্না করা ও পরিবেশন। 'সেদিন আমাদের আর
রান্নাবাড়া হল না।' *প্রথম*, ১৯৩১।

রান্নাবাড়ি ১ বি রান্নাঘর। 'র'না বাড়িতে ... রাধুনীদের মধ্যে বচসা
চলিতেছিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ বি রান্নাবান্নার কাজ। 'সুন্দর
ভোগা-ভোগা শরীরও চাই - আবার রান্নাবাড়িও চাই।' *জীবন*,
১৯৩২।

রান্নাবাড়ি খেলা কি ছোটো বাড়ি নিয়ে বালকবালিকাদের মধ্যে রান্না
করার খেলা করা। 'কখনো শামুকের ডিম খুঁজতো রান্নাবাড়ি
খেলে।' *সেলিনা*, ১৯৬৯।

রান্নাবান্না বি রান্না এবং এর আনুশঙ্গিক কাজ। 'এখন যাই রান্না
বান্নার কিছু হয় নাই।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'সেই এক রান্নাবান্না
খাওয়াওয়া।' *জীবন*, ১৯৩২।

রান্নাশাল বি রান্নাঘর। 'খোয়ায় করিয়া উঠিতেছিল সারা রান্নাশাল।'
শওকত, ১৯৫৮।

রান্নাশালা বি রান্নাঘর। '... যাগো রান্নাশালা।' *বামাবোধিনী*,
১৮৮২; 'রান্নাশালার উন্টোদিকে পোড়া একটা ঘর।' *ইলিয়াস*,
১৯৭৫।

রাপানো কি উৎসুক করা। 'দেখিতে রাপায়েল সব গোপীর পরাণে।' *বড়ু*
১৪৫০।

রাফ [হি] ১ বিপ খসড়া। 'আমি তার রাফ খাটাটা টেনে নিয়ে দেখা
সুবিধার জন্য এক পাতা ছুড়ে বড়ো বড়ো হাঁদে লিখলাম।' *শিবরাম*
১৯৪০। ২ *ক্রিবিপ* মেরে। 'ওরা নাকি বড় রাফ খেলে।' *মুক্তব*,
১৯৫৯।

রাফেক্সী [আ] বি মুসলিম মুক্তাবাদী সম্প্রদায়বিশেষ। 'মরজী
মোতাফেক্সা, রাফেক্সী, খারেক্সী প্রভৃতি।' *বন্দন*, ১৯২২।

রাবিড় বি দ্বয়ের ঘন সরে তৈরি এক প্রকার মিষ্টান্ন। 'পায়েস অথবা রাবি
ঢালিয়া।' *সুকুমার*, ১৯২০; 'নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবিড়
রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'স্কীর সর নবনী রাবিড় পায়ের।' *অন্নদা*, ১৯৪৯।

রাবণ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) লঙ্কার রাজা। 'লঙ্কার রাবণ বীর করিলো চূর
বড়, ১৪৫০; 'আমরা কুব্ধকর্ণ হতে পারি, বিজীযণ হতে পারি, হে
পারিলে শুধু রাবণ।' *নজরুল*, ১৯২৫।

রাবণ পুরী [স] বি রাবণের আবাসভূমি। 'কনক রাবণ পুরী ত্রিধ
ভুবন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

রাবণের চিতা বি সীমাহীন যন্ত্রণা। 'রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রদ্ধার
করিতেছে।' *রবিন্দ্র*, ১৮৭৩।

রাবণের চিলু বি অতীতের মর্মদাহ। 'তাহার কামাই নাই রাবণে
চিলুর মত জ্বলিতেছে।' *কেরি*, ১৮০২।

রাবণের চুলো বি সবসময়ে জ্বলেছে এমন আগুন। 'রাবণের চুলে
যদি কোথাও জ্বলে সে এর পেটের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রা-বাক্যি বি সাড়াশব্দ। 'এ যে রা-বাক্যি কিছুই নেই।' *মণীষ*, ১৯৫৭।

রাবার [হি] বি রাবার গাছের রস থেকে প্রস্তুত হ্রিতিস্থাপক পদার্থ; রাবারে
টুকরা যা দিয়ে খসে কাগজের দাগ তোলা যায়। 'রাবার নষ্ট কে
দিলে আমায়।' *জীবন*, ১৯৩২।

রাবিবারিক [স রবি+ফা বার+স ইক] বিপ রবিবার দিন অনুষ্ঠেয়
'রাবিবারিক সভার সভ্যরা এই বোট-যাত্রার উদ্যোগী।' *রবীন্দ্র*
১৮৮০।

রাবিশ, **রাবিস** [হি] ১ বি ভাড়া ইট চূর্ণ; সুরকি। 'ঐ স্থান রাবিস ঘা-
ভরটি করিতে গেলে গলার কিনারা শোভাবন্দী করিতে হয়
জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৭। ২ বি আবর্জনা; জঞ্জাল। 'আমাদের মতে উ-
রাবিশ বা বিবভাও বিশেষ।' *দর্শন*, ১৯২০। ৩ বিপ অর্থহীন কথা
ভরপুর। 'এমন রাবিশ চিঠি লইয়া কি করিব?' *রোকেয়া*, ১৯২৪
৪ বি জ্বলনা; বাজে। 'রাবিশ! বদেন কাকাবাবুর বেড়াল মারলে ঢৌ
হয়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

রাবীন্দ্রিক [হি] বিপ রবীন্দ্র-অনুসারী; রবীন্দ্র-সম্পর্কিত। 'দেশী, বিদেশী
তৈল চিহ্ন, জলরঙ ... মোগাশাই, রাবীন্দ্রিক ...।' *বৃন্দাবন*, ১৯৩৬।

রাবুল [স রাজকুল] বি রাজকুল। 'রাবুলে দিল মোহ কবু ভগিআ।' *চ*
৩৫, ১২০০।

রাম [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'পুরুষে শশীর্ঘ বা রাম রাজ্য।' *বড়ু*
১৪৫০।

রামকানু [স বলরাম+স কুন্ড] বি (হিন্দুপুরাণ) বলরাম ও কুন্ড
'পেয়েছে পরম ধন রত্ন রামকানু।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

রামধুন বি রামচন্দ্রের গুণকীর্তন বা গুণাবলি অবলম্বনে রচিত গান
'রোজ সকালে রামধুন শুনছি।' *ধৃষ্টি*, ১৯৩১।

রামনাম [স] বি রাম - এই নামের জপ। 'পূর্বের আমি রামনাম পাএছি শিব হৈতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যার গুণে বনের পত রামনাম গায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

রাম না হতে রামায়ণ - কোনো কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই তার ফল নাই। 'রাম না হতে রামায়ণ। প্রেমসি, তোমার স্নেহের পরিসীমা নেই।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

রামরাজ্য [স] ১ বি অতি সুশাসিত দেশ। 'শশুরি আগে এ তো রামরাজ্য ছিল।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি নিরুপদ্রব রাজ্য। 'এখন নিশ্চিহ্ন, রামরাজ্য ভোগ করুন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

রামলীলা [স] বি হিন্দুদেবতা রামচন্দ্রের জীবন-বিষয়ক যাত্রাভিনয়। 'রামলীলা এসেণের পরব নয় - এটি প্রলয় খোঁটাই।' হতেম, ১৮৬১।

রাম-শর [স] বি (হিন্দুসুপার) রামের বাণ। 'সমরে পড়িল রাম-শরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রামশ্যাম [স] বি যে-সে; সাধারণ লোক। 'সীরকম রামশ্যামের মতো জীবনগঙ্গিনী সুঁজিয়া নেয়?' মানিক, ১৯৪০।

রাম^১ ১ বি বড়ো। 'উরু শোভে বিপরীত রামকন্দলী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি নিদার ভাবসূচক শব্দ। 'রাম! ভূমি ন্যাটো পুটো?' নজরুল, ১৯২৬।

রামকন্দলী [স] বি বড়ো কলাগাছ। 'উরু শোভে বিপরীত রামকন্দলী।' বড়ু, ১৪৫০।

রামকল [স] রামকন্দলী বি বড়ো কলাগাছ। 'দুই উরু রামকল জিনী।' বড়ু, ১৪৫০।

রামকলা [স] রামকন্দলী বি বড়ো কলা। 'উরুযুগ জিনি রামকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রামকাটা [স] রাম+কাটা বি বড়ো ধরনের কাটারি; রামদাঁ। 'মজায় গৌড়া রামকাটারি চকচকচক ঘার।' জসীম, ১৯২৯।

রাম কিল [স] রাম+কিল বি মুঠি দিয়ে বড়ো রকমের আঘাত। 'আমাদের মতো গুন্ডা ছোটদের শিটে গোটা দু'চার রাম কিল বসিয়ে দেয় না।' হাই, ১৯৫৮।

রামখাড়া [স] রাম+খড়া বি বড়ো খড়গ। 'আজকে তাহার হাতে পাইয়াছে রামখাড়া আর বর্ষা তীর।' জসীম, ১৯৩৩।

রামগুয়া [স] রাম+গু+বা বি বড়ো সুপারি। 'রামগুয়া দেখিতে সুন্দর।' মালধার, ১৫০০।

রামগোছের [স] রাম+গোছ বি বেশ লম্বা। 'নেমস্ত্রনে বামন বা সরকার রামগোছের এক ফর্ম হাতে।' হতেম, ১৮৬১।

রাম-চিমটি বি অভিলষ যন্ত্রণাদায়ক চিমটি। 'চম্পা রাম-চিমটি কাটয়া বলিল।' নজরুল, ১৯৩১।

রামহাগল [স] ১ বি অত্যন্ত বোকা লোক। 'ইলশেওড়ি বুঠি দেখেই ঘর ছুটিস সব রামহাগল।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বি বড়ো জাতের ছাগলবিশেষ। 'আসছে রানী ... রামহাগলে চড়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

রামহাগী [স] বি স্ত্রী আকারে বড়ো জাতের ছাগলবিশেষ। 'রামহাগী গায় চতুররশ বেড়ার ধারে।' নজরুল, ১৯৩২।

রামজামা [স] রাম+জা জামা বি লম্বা মূলের ঢিলে জামা। 'লক্ষৌ ফ্যাননে (বাইয়ের জেডুয়ার মত) ছুড়িদার পায়জামা, রামজামা,

কোমরে দোপাটা ও বাকা টুপি তাঁর মনোমত পোশাক।' হতেম, ১৮৬১।

রামটেপা বি অত্যন্ত জোরে টিপুনি। 'কবজিতা ধরে রামটেপা দিয়ে বললে।' নজরুল, ১৯৩০।

রাম-ঠেলা বি জোরে থাকা। 'স্বাহারীর রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া ...।' নজরুল, ১৯৩১।

রামতরাই [স] রাম+ই তুরঙ্গ বি বড়ো পটল। 'সেই ভূমিতে ... তরমুজ ও রামতরাই প্রভৃতি সুন্দর জন্মিতেছে।' দর্পণ, ১৮২০।

রামদা বি বড়ো আকারের দা। 'গাছের ছ্যান আর রামদা ঘুরা।' জসীম, ১৯২৯; 'রামদাখানি হস্তে লয়ে কালীর নাচন নাচরে।' জসীম, ১৯৩৩।

রাম দাও, রামদাঁও বি বড়ো দা। 'হাতে রাম দাও, তীর বটম।' জসীম, ১৯৩৩; 'হাজার-হাজার প্রজা লাঠি-সোঁটা রামদাঁও বটম লইয়া চৌধুরীবাড়ির আঙ্গিনায় ভিড় জমাইয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

রামকল কলা [স] বি বড়ো কলা। 'পশ্চিমে কাটিল যত ছিল রামফল কলা।' বিজয়, ১৬৫০।

রামভুল বি মধা ভুল। 'রামের মতোই রামভুল করে বসেছ।' নজরুল, ১৯৩১।

রামকড়া [স] বি বড়ো কলা। 'কীপ মধ্য রামকড়া জংঘমুগল।' বড়ু, ১৪৫০।

রামরাজত্ব [স] ১ বি রামের রাজত্বের মতো শাস্তি। 'তোরা ত রামরাজত্ব বাস করিস।' শরৎ, ১৯২৬। ২ বি কল্পিত আদর্শ শাসনব্যবস্থা। 'হিন্দু বিপ্লবের জিকির এবং কংগ্রেসী রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।' অজাদ, ১৯৩৯। ৩ বি যা বৃদ্ধি করার একচেতনীয় অধিকার। 'পুলিশ বিভাগের প্রত্যেক শাখায় পুরাপুরি রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' অজাদ, ১৯৪৭।

রামরোট [স] রাম+স রোটিকা বি বড়ো মোটা রুটি। 'চুঘী রুটি রামরোট মুগের সামুদী।' ভারত, ১৭৬০।

রামশিঙে [স] রাম+শিঙা বি বড়ো শিঙা। 'সম্বন্ধে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রামশিশা [স] বি ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'তুর্নী ভেরী কাঁকরী রামশিশা ঢকা ঢোল দামায়া ...।' রাজীব, ১৮০৫।

রাম^২ [ই rum] বি এক প্রকার মদ। 'ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রাম অপেক্ষা ভাল।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'বিয়র ও রামের নেপা।' সুদীপ, ১৯৬৬।

রামকান্ত [স] বি নীল চাষ করতে অধীকারকারীদের প্রহার করতে ব্যবহৃত চাবুকবিশেষ। 'রামকান্ত বড় মিঠি আছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

রামকাপাস বি উদ্ভিদবিশেষ। 'রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয়।' জীবন, ১৯৪৮।

রামকিরী [স] রামকীরী+ বি (সহীত) রাগবিশেষ। 'রামকিরী সিদ্ধহৃদা হস্তিন রাগিনী চূড়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

রামকু বি রাগিবিশেষ। 'রামকু রাগ।' মালধার, ১৫০০।

রামকেলি বি (সংগীত) রাগিবিশেষ। 'সুঁহি বেলওয়ার পঞ্চম রামকেলি।' অঙ্গাণ্ডল, ১৬৮০।

রামক্রিয়া বি (সংগীত) রাগিবিশেষ। 'রামক্রিয়া হিরোল কানড়া গরা বসে।' অঙ্গাণ্ডল, ১৬৮০।

রামকী বি রাগিনী বিশেষ। 'রাগ রামকী'। চর্চা ১৫, ১২০০।

রামগিরি, রামগিরী বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'রামগিরিরাগ'। বড়, ১৪৫০; 'রামগিরীরাগঃ'। বড়, ১৪৫০।

রামজানি [আ রমাজানি] বি রমজান মাস। 'রামজানের চাঁদ অঠবে কবে'। ভবানী, ১৮২৮।

রামদানি [বি] বি শস্যদান-বিশেষ। 'তিলুয়া, রেউড়ি ও রামদানার লাড়ু'। বিতুতি, ১৯৩৮।

রামধনু [সি] বি মেঘলা আকাশে ধনুক আকৃতির সাতরঙের প্রতিবিম্ব; রঙধনু। ওর্স, ১৭৮৫; 'লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'ধনুকের মত নানাবর্ণের অতি সুন্দর যে রঙ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে তাহাকে রামধনু বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

রামধনুক [সি] বি রঙধনু। ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'আকাশের রামধনুকের মত সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১।

রামধনুকের হার বি রঙধনুরূপ হার। 'রঙ পেলে ভাই গড়তে জানি রামধনুকের হার।' জসীম, ১৯২৯।

রামধনুজ্ঞোতি [সি] বি রঙধনুর আভা। 'মৌলিক সূতিক্কন্যার রামধনুজ্ঞোতি তাঁর সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

রামধনু-রাঙা বিণ রঙধনুর রঙে রঞ্জিত। 'রামধনু-রাঙা সোনার দেশেতে ডেকে যায় হাত তুলে।' জসীম, ১৯৫১।

রামনবমী [সি] বি চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। রামনবমীর দোল বি চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে পালনীয় দোল উৎসব। 'এবার রামনবমীর দোল, চড়কশুভা ও গোষ্ঠবিহার অঙ্গানি পরে পরে পড়িবে'। বিতুতি, ১৯২৯।

রামপাণি, রামপানী বি বড়ো পাণি অর্থাৎ মোরশ্চক্ট মুরগি। 'মুরগীর মাখে ডিকি আছে বলে রামপানী তার নাম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'এক হাতে দুইটি রামপাণি - মুরগি।' নজরুল, ১৯২৭।

রামপ্রসাদী [রামপ্রসাদ] বি আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে রামপ্রসাদ সেন কর্তৃক প্রবর্তিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগীতবিশেষ অথবা ঐ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগীত। 'রামপ্রসাদী গেয়ে ডিক্কা করে, আমরা ঢের শুনেছি।' উমেশ, ১৮৫৭।

রামবেণী [সি] বি বায়াম্রবিশেষ। 'বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি।' রাজীব, ১৮৫৫।

রামভজন [সি] বি হিন্দুদেবতা রামচন্দ্রের ভজনামূলক গান। 'লালটিম জুড়িয়ে রামভজন গান করতে লাগল।' শিবরায়, ১৯৭০।

রামযোনি [সি] রাম-যোনি বি বেশ্যা। ম্যানেএল, ১৭৪৩।

রামজনী [সি] রামযোনি] বি বেশ্যা। 'গায়ক নটী রামজনী।' ভারত, ১৭৬০।

রামরাত্রি [সি] বি শুভরাত্রি। 'রাম বলে রামরাত্রি হইল প্রভাত'। মনিকরাম, ১৭৮১।

রামশাপালিক বি পাণিবিশেষ। 'ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রামশাপালিকের ছা।' জসীম, ১৯২৯।

রামা [সি] রম] বি সুন্দরী নারী। 'অমর-মুরত নাহি হও হেন রামা।' বড়ু, ১৪৫০।

রামাত, রামাৎ [সি] রাম] বি একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়। 'বিশ হাজার

রামাত ও ফকীর আকুড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার।' দর্পণ, ১৮২২; 'কত কত দোবেদী, চৌবেদী, রামাৎ, নেমাৎপরমহংস ও ব্রহ্মচারী স্রোত পাঠ করিতেছেন।' গ্যারী, ১৮৫৮।

রামায়েৎ বি বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। 'হিন্দুহানের রামায়েৎপন্থীরা পঞ্চায়েতের অনুবর্তী হইয়া চলে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'রামায়েৎ শিষ্যয়েৎ কানফাটী উর্কবাহ দানুপন্থী অমোরপন্থী।' প্রমথ, ১৯১৮।

রামায়ণ [সি] বি বাঙ্গালীক কর্তৃক রচিত মহাকাব্য। 'ইতিহাস রামায়ণে যবে রাম গেল বনে।' রূপরাম, ১৭৫০।

রামায়ণকার [সি] বি রামায়ণের রচয়িতা। 'এই করুন মধুর দৃশ্যটি থেকে রামায়ণকার আমাদের বঞ্চিত করিলেন।' মুখলেশ, ১৯৭০।

রামায়নকথা [সি] রামায়ণকথা বি রামায়ণের কাহিনি। 'রামায়নকথা রাধা কহিল তোমারে।' বড়ু, ১৪৫০।

রামী [সি] বি (ব্রহ্মপুত্র) সাধারণ নারী। 'বেথা যত আছে রামী ও বামী সকলেই যেন গোলাম আমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রায়^১ [ফা] ১ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিষাদে হইয়া ময়ু নিভানন্দপরায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি রাজা। 'কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় ভূমি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি উপাধিবিশেষ। 'বিষয় বিভবের প্রধান জন্য রায় এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' শুভ, ১৮৫৫।

রায় চৌধুরী [ফা] রায়+হি চৌধুরী বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কালীনাথ রায় চৌধুরী।' দর্পণ, ১৮৩০।

রায় বাহাদুর [ফা] রায়-বাহাদুর বি ব্রিটিশ আমলের সরকারি বৈভাবিশেষ। 'শ্রীমত কোন্ডর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।' দর্পণ, ১৮১৯।

রায়রায়ী [ফা] বি মোগল শাসনাধীন হিন্দু কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বৈভাব। 'সৈয়দা আলমশুস্ত রায় রায়রায়ী।' ভারত, ১৭৬০।

রায়রায়ান [ফা] ১ বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'সেখি, ১৮৪০। ২ বি রাজারাজ। 'ঘোড়া চড়ে কই যাও হে রায়রায়ান।' জীবন, ১৯৩২।

রায়্য [ফা] রায় বি রায়। 'জয় জয় বৃন্দাবন রায়্য রে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রায়^২ [আ] বি বিচারকের সিদ্ধান্ত। 'কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আস্ত্র এবং কোর্ট ইন্সপেক্টর যাত্রা পাঠ।' মগাররফ, ১৮৬৯।

রায়-কমলসা [আ] রায়+ফা ফইসালাহ] বি বিচারফল। 'মামলা মোকদ্দমা রায়-ফমসালা দরখাস্ত আঞ্জও মুলতবী হয়ে যাবনি।' মাহেনেও, ১৯৪৯।

রায়কত বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পরগণে বৈকুণ্ঠপুরে রাজা শ্রীমত সর্বদে রায়কত।' দর্পণ, ১৮৩২।

রায়গুণাকর [ফা] রায়+স গুণাকর] বি রাজা কর্তৃক প্রদত্ত কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি। 'রচিত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।' ভারত, ১৭৬০।

রায়ট [সি] বি দাস্তা। 'কমুনাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

রায়ত [আ] রাইফথ বি প্রজা। ওর্স, ১৭৮৫; 'রায়তেরা যে খাজনা দেয়।' দর্পণ, ১৮৩৯।

রায়তি, রায়তী বিণ রায়তের প্রাণ্য। 'রায়তী জমি খাস করতে পারতেন না।' প্রমথ, ১৯১৯; 'নীলের বন্যায় রায়তি জমি ডুবে

একাকার হত' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রায়েত বি প্রজা। 'আমি তোমার বটে রায়েত প্রধান।' গরীব, ১৭৬৫।

রায়তা [হি বি দইয়ের মধ্যে পাকা কলা, শশা ইত্যাদির টুকরা মিশিয়ে তৈরি করা পচিম ভারতীয় খাবারবিশেষ। 'পাকা শশার রায়তা।' বিজুতি, ১৯৩৮।

রায়বংশ [স রাজবংশ] বি বর্ণা কলকমুদ লাঠিয়ালের লাঠি। 'রায়বংশ ধরে খরসান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রায়বাঁশ্য বি লাঠিয়াল। 'রায়বাঁশ্য তবকী ঢালি ধানুকি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রায়বেঁশে বি লোকনৃত্যবিশেষ। 'রায়বেঁশে ও পল্লীনৃত্য প্রবর্তন না করিবার জন্য।' মোহাশ্মদী, ১৯৩৪।

রায়বাধ [কা রায়+বাধ] বি বড়ো আকৃতির বাঘ। 'রায়বাঘের মত কুশে দাঁড়ালে।' জীবন, ১৯৪৮।

রায়বাঘিনী বি ক্রী উষ মেজাজসম্পন্ন নারী। 'হিন্দু প্রজারা তাহাকে বলিত রায়বাঘিনী।' নজরুল, ১৯৩১।

রায়বার [কা রাহ্বর] ১ বি রাজার জ্বতি পাঠক। 'ভেউর হবে রায়বার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দূত; বিয়ের ঘটক। 'মৃত্যুভরে কথা না কহিলে রায়বারে।' অলাওল, ১৬৮০।

রায়বারি বি দৌত্য। মানোএল, ১৭৪৩।

রায়বেনি বি ঘোড়ার পিঠের উপর যে বাঘা বাজনা হয়। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে রত্নবিপা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রায়াক বি মাছবিশেষ। 'যখন ওর চেয়েও বড় দু'চারটা রায়াক মাছ উঠত।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

রায়ি বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'কেবলরাম রায়ি।' সেকর, ১৮৪০।

রার্জ, রার্জ [স রাজ্য] বি রাত্রি। 'রার্জ লোভে দুই ভাই করে বিসমদ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রার্জ করা ক্রি প্রচার করা। 'মন্ত হইয়া রার্জ করে অবোধ সকলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রার্জপাল [স রাজ্যপাল] বি রাজ্যপাল; রাজ্যের শাসনকর্তা। 'এথাএ দুর্জোদন হের সর্ব রার্জপাল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রার্ঘ্য [স রাজ্য] বি রাজত্ব। 'রামে রার্ঘ্য দিতে রাজা উর্ধ্যগ সে করে।' মালাধর, ১৫০০।

রাশ [কা রাশি] বি জন্তুর পিছনের পা-দুটি। মানোএল, ১৭৪৩। দ্র রাশ

রাশি [স রাশি] ১ বি অনেক। 'লেগে দিয়া স্তন আমি বাত কহি রাশ।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ গুচ্ছ গুচ্ছ। 'হাসের মধ্যে রাশ রাশ ভেজি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি রাশি। 'আপন রূপের রাশে/ আপনি লুকায়ে হাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বি ভূপ; গদা। 'আছে ধান গোলাভরা, সেখা খড়গলা রাশ-করা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রাশকরা বিণ ভূগীকৃত। 'আছে ধান গোলাভরা, সেখা খড়গলা রাশ-করা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'ইউতলো মায়ে-মায়ে খসে গিয়ে পড়ে আছে রাশকরা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রাশভারী ১ বিণ গরীর প্রকৃতি। 'যারা বড়োলাক তারা রাশভারী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'ভারী রাশভারী মানুষ নবনী চ্যাপ্তার্জি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮। ২ বিণ চটুল নয় এমন। 'নেশোটিচ চটুল চক্কল, প্রোটি

রাশভারী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রাশ রাশ বিণ ভূগীকৃত। 'এক ধারে রাশ রাশ, অর্ধময় দীর্ঘ বাঁশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রাশি [স রাশি] ১ বি ক্ষিতা। 'বাঁধব ফুলের রাশ, পরাব চিকন বাস।' বঙ্কিম, ১৮৮৮। ২ বি লাগাম। 'তিনি গাড়ীর কোচমাদের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়। ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'রাশ শিখিল করিয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। 'মুখক রাশ ঢিল দিয়ে ঘোড়ার ওপর অন্যান্যকভাবে বসেছিল।' মণীন্দ্র, ১৯৬৩।

রাশানি [হি বি রাশিয়ার অধিবাসীদের ভাষা; রুশ ভাষা। 'পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন ... তারপর জগাইতুলী, মসোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী।' মুকুন্দ, ১৯৪৯।

রাশিয়ান [হি বিণ রুশ। 'রাশিয়ান কায়লাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনো তাহাদের আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রাশি [সি বি জ্যোতিষ] আকাশের যে অংশ দিয়ে গ্রহগুলিকে পরিক্রমণ করতে দেখা যায়, আকাশের সেই অংশকে ৩০ ডিগ্রি করে বারোটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগকে এক একটি রাশি বলা হয়। 'এখাত যে বার রাশি হই সংস্থিতি।' সুলতান, ১৭০০।

রাশি গণনা [সি বি জ্যোতিষ] মানুষের জন্মলগ্নের সময়ে গ্রহসমূহ, সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা। 'মনুষ্য কেবল রাশি গণনা ও রেখা কল্পনা করিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।' বঙ্কিম, ১৮৪৯।

রাশিচক্র [সি বি] যাদশ রাশি চিহ্নিত বৃত্ত। 'দৈবজ্ঞ পড়েন পাঞ্জি রাশিচক্র পাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাশী [স রাশি] বি ভাগ্য। 'এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশী কারণে পরমসুখ জ্ঞান করেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

রাশি [স রাশি] বি জ্যোতিষচক্রের যাদশ অংশ। 'কোন মাসে কোন রাশি।' রামাই, ১৭১০।

রাশি [সি বিণ সপ্তগ্রহ। 'রাশি রাশি কত বহে ফেনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রাশীকৃত [সি] ১ বিণ ভূপ করে রাখা হয়েছে এমন। 'ধন আর সারমুখিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন কল্যাণ হয় না কিন্তু বিচার্য হইলেই ফলোপগতি।' বন্দ্যুত, ১৮২৯। ২ বিণ জমাইকা; ঘনীভূত। 'জলীয় বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৫২। 'দক্ষিণ মহাসমুদ্রে ভূরি ভূরি বরফ একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বিণ গুচ্ছবদ্ধ। 'বৌবনের মতো পরিকৃত রাশীকৃত শিউলিফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ পুঞ্জীভূত। 'মানের ভিতর রাশীকৃত কোঁহুল ছিপি-আটা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রাশীভূত [সি] বিণ রাশি রাশি। 'চারপাশের এই রাশীভূত ফুলের মাঝখানে তার হৃদয়টিও একটি ফুল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

রাশি রাশি [স রাশি রাশি] বিণ অসংখ্য। 'মৃত মধু কইল সর্বত্র রাশি রাশি।' মালাধর, ১৫০০।

-রাশি [সি] বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'পোড়াইয়া সকল করিল ভাষরাশি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রাষ্ট্র [সি] ১ বিণ প্রচলিত। 'বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব সাধারণে ...' দর্পণ, ১৮২৮। 'সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে, শাজাহান মৃত্যুশয্যায়া শরান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বি সার্বভৌম দেশ। 'সত্তারোহে স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বাধীন রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' সুধাবর্ধন, ১৮৫৫। ৩ বিণ প্রচলিত। 'লোকমাঝে রাষ্ট্র

আছে সেই সব ভাব।' *কমজুনেসা*, ১৮৭৬।

রাষ্ট্র করা *ক্রি* সর্বত্র প্রচার করা। 'তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রাষ্ট্র হওয়া *ক্রি* প্রচারিত হওয়া। 'তিনি যে অন্যাচারচরণ করিয়াছেন তৎপ্রত্যক্ষ ঐ গ্রামিণী সর্বত্র রাষ্ট্র হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

রাষ্ট্র ^১ *স* [সি] সার্বভৌম দেশ। 'সভ্যদের স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বল্পদেশ রাষ্ট্রনিগ্রহ করিতে পারিবে।' *সুধাকর্ষণ*, ১৮৫৫।

রাষ্ট্রকমতা *স* [সি] রাষ্ট্র পরিচালনার ভার। 'রাষ্ট্রকমতা লীগ নেতাদের হাতে হস্তান্তর।' *হাফিজুর*, ১৯৫৩।

রাষ্ট্রপঠন *স* [সি] রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। 'রাষ্ট্রপঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রপত *স* [সি] রাষ্ট্রীয়। 'ইংরাজের প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্রপত স্বার্থ।' *মহাশেতা*, ১৯৫৬।

রাষ্ট্রগুরু *স* [সি] রাষ্ট্রের ঋণদাতা। 'লুপ্তার রাষ্ট্রগুরু হচ্ছে লাইসারজাস।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রচালনা *স* [সি] রাষ্ট্রের পরিচালনা। 'প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনা কিছু-না-কিছু অধিকারী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রজনক *স* [সি] রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। 'খ্রীসের সোলোন, লাইসারজাস প্রভৃতি রাষ্ট্রজনকেরা ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রজাতি *স* [সি] রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি। 'আমাদের রাষ্ট্রজাতির স্বর্থ চলবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাষ্ট্রজাতিক *স* [সি] রাষ্ট্রভিত্তিক জাতি স্বত্বীয়। 'আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের জন্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাষ্ট্রজাতিগত *স* [সি] রাষ্ট্রভিত্তিক জাতিসম্পর্কিত। 'রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দক্ষিণতর।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাষ্ট্রজীবন *স* [সি] রাষ্ট্রীয় জীবন। 'সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবনে ... একটা গুরুতর বিপর্যয় সম্ভাবনা অতি উৎকট হয়সা দেখা দিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৩৬।

রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ *স* [সি] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ বলেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫; 'শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগিয়ে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

রাষ্ট্রতত্ত্ব *স* [সি] রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি। 'রাষ্ট্রতত্ত্বের বিধানে যে জাতি এক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রতত্ত্বীয় *স* [সি] রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক। 'রাষ্ট্রতত্ত্বীয় একতা আমাদের ছিল না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

রাষ্ট্রতরঙ্গী *স* [সি] রাষ্ট্ররূপ তরঙ্গী। 'ভাসানীর দলই যখন বর্তমানে রাষ্ট্রতরঙ্গীর কর্ণধার।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

রাষ্ট্রতাত্ত্বিক *স* [সি] রাষ্ট্রতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি; রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রেসির গুণ বর্ণনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

রাষ্ট্রদূত *স* [সি] রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি। 'ইটালীতে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত।' *বেগম*, ১৯৬০।

রাষ্ট্রপ্রোহকর *স* [সি] রাষ্ট্রের বিরোধিতাপূর্ণ। 'ইহা রাষ্ট্রপ্রোহকের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

রাষ্ট্রপ্রোহী *স* [সি] রাষ্ট্রের শত্রু। 'তাঁরা নাকি পাকিস্তান বিরোধী

রাষ্ট্রপ্রোহী।' *উমর*, ১৯৬৮।

রাষ্ট্রধর্ম, রাষ্ট্রধর্ম *স* [সি] রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ধর্ম। 'রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রধর্ম হচ্ছে মানবধর্মের, মানবধর্মের স্বাভাবিক সূচ্যবিকাশ।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রধর্মকর *স* [সি] রাষ্ট্রসম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'নেতৃত্বভার যে ভারতের যোগ্যতম রাষ্ট্রধর্মকরের হাতে থাকা উচিত।' *আজাদ*, ১৯৪০।

রাষ্ট্রনায়ক *স* [সি] রাষ্ট্রনেতা। 'এমন সময় যত-সব রাজদূত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসম্রাট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

রাষ্ট্রনিয়ামক *স* [সি] রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক। 'রাষ্ট্রনিয়ামকণ এখন হইতেই সচেতন হইবেন।' *বেগম*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রনীতি *স* [সি] রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি; রাজনীতি। 'রাষ্ট্রনীতিভেদে জাতিবিভক্তির কোনো খোঁজ রাখে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রাষ্ট্রনীতিক *স* [সি] ১ বিশ রাজনীতিমূলক। 'রাষ্ট্রনীতিক একাটোকে উপেক্ষা করিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ২ বিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। 'যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫। ৩ বিশ রাষ্ট্রের শাসক; রাজনীতিক। 'রাষ্ট্রনীতিক হিসেবে জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত চতুর ও ফসিবাজ ছিলেন।' *শরীফ*, ১৯৭১।

রাষ্ট্রনীতিবিৎ *স* [সি] রাজনীতিবিদ। 'সরকারী চুনাকামের যে কী মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রনেতা *স* [সি] রাজনীতিক। 'পাবনা কনফারেন্সের সময় ... একজন রাষ্ট্রনেতাও বশেছিলুম ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রাষ্ট্রনৈতিক *স* [সি] ১ বিশ রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে জড়িত এমন। 'রাষ্ট্রনৈতিক দলপতির অজস্র স্বত্বাভাব করাত ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। ২ বিশ রাজনীতিক। 'ইংলন্ডের মন্ত্রী বা রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রপতি *স* [সি] রাষ্ট্রপ্রধান; প্রেসিডেন্ট। 'তিনি স্বীয় অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সাধনা বলে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি হইতে পারিয়াছিলেন।' *ইন্সলাহ*, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রপরিচালনা *স* [সি] রাষ্ট্রের বাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন। 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি।' *সুবিধান*, ১৯৭২।

রাষ্ট্রপাল *স* [সি] রাষ্ট্ররক্ষক; কোডোলাল। 'রাষ্ট্রপালকে বলা তাঁকে আনক বন্দী করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

রাষ্ট্রপুঞ্জ *স* [সি] রাষ্ট্রসমূহ। 'পাকিস্তান অটল থাকায় দুনিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ তাক্ষর বোধ করছে।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রপ্রণালী *স* [সি] রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি। 'রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা *স* [সি] রাষ্ট্র গড়ে তোলা। 'রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে অনেক সময়ে ব্যর্থ হয় ...।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান *স* [সি] রাষ্ট্ররূপ প্রতিষ্ঠান। 'প্রাচীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যে অনেক সময়ে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানকে আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে।' *ওয়াজেদ*, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রপ্রধান *স* [সি] রাষ্ট্রপতি। 'কখনো জমাই পাড়ি জেতে রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে।' *শামসুর*, ১৯৭৩।

রাষ্ট্রবাসী *স* [সি] রাষ্ট্রের অধিবাসী। 'আত্মরক্ষার উপায় হ'ল

রাষ্ট্রবাসীদের অন্তরের স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রবিধাতা [স] বি রাষ্ট্রনায়ক। 'ওকদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিকেরা, কোথাও স্বেচ্ছায়, কোথাও-বা রাষ্ট্রবিধাতাদের আদেশে।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

রাষ্ট্রবিপ্লব [স] বি রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন। 'সকলেরা হির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫; 'ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের বান ডেকে যে যুগ অতল ভাবসমুদ্র থেকে কলশন্দে ভেসে এল ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

রাষ্ট্রবিভাগ [স] বি দেশভাগ। 'রাষ্ট্রবিভাগের কোন নীতি অনুসারে তাঁহারা এ প্রকার দাবী করেন।' আজাদ, ১৯৪৭।

রাষ্ট্রবিরোধিতা [স] বি দেশদ্রোহিতা। 'রাষ্ট্রবিরোধিতার কাজে যারা নবোদয়ে, তাদের মুখোশ যথাসময়ে খুলে না ধরলে ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রবীর [স] বি রাষ্ট্রনায়ক। 'তুরস্কের রাষ্ট্রবীর গাজী মোস্তফা কামাল পাশা।' ইসলাম, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রবুদ্ধি [স] বি রাষ্ট্রীয় নীতি। 'যে-রাষ্ট্রবুদ্ধি জমিদারকে আশ্রয়-শ্রম ভেবে প্রাণপণে তাকেই বাঁচাবার চেষ্টা করে এসেছে।' বুলবুল, ১৯৩৭।

রাষ্ট্রব্যবস্থা [স] বি সংগঠিত রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন-নীতি ইত্যাদি। 'রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইনডিভিডুয়ালে বিরোধ বেধেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

রাষ্ট্র-ভাষা [স] বি রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা; রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে ব্যবহৃত ভাষা। 'জলিকাতায় পূর্ব-ভারত রাষ্ট্র-ভাষা সম্মেলনের অধিবেশনে ...।' আজাদ, ১৯৪১; 'ভারতের রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে ফরাসী নীতির এই দুটো রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।' আজাদ, ১৯৪১।

রাষ্ট্রভাষাভাষী [স] বি নিজের রাষ্ট্রভাষায় কথা বলে যারা। 'যে টেবিল শেখরাতে দোভাবীর - মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে।' জীবন, ১৯৪৪।

রাষ্ট্রভিত্তি [স] বি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। 'পাকিস্তানের কবি ইকবালকে রাষ্ট্রভিত্তি করে তলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' মোতাহেজ, ১৯৫০।

রাষ্ট্রভূমি [স] বি মাতৃভূমি। 'খলিফার রাষ্ট্রভূমি তুরস্কের ততাত্ত্বের ভিত্তি অস্থির হইয়া ওঠে।' সওগাত, ১৯২৬।

রাষ্ট্রমালিক [স] বি রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'একথা রাষ্ট্রমালিকদের বোঝাতে হবে।' বেগম, ১৯৪৮।

রাষ্ট্রযন্ত্র [স] বি রাষ্ট্র পরিচালনা। 'রাষ্ট্রযন্ত্রে পলিটব্লের কিছুড়ি তৈরি হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রাষ্ট্ররূপ [স] বি রাষ্ট্রের কাঠামো। 'ভারতের যে রাষ্ট্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকে স্বায়শাসন বলা যাইতে পারে না।' সওগাত, ১৯৩০।

রাষ্ট্রশক্তি [স] বি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা। 'রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করার পর হইতে ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৮।

রাষ্ট্রশাসন [স] বি রাষ্ট্রপরিচালনা। 'রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই ... রাষ্ট্রশাসনের চাইতে স্বেচ্ছানুত সমরায় পদ্ধতিক বেশি মূল্যবান বলে জানতেন।' শিব, ১৯৫০।

রাষ্ট্রসংগঠন [স] বি রাষ্ট্ররূপ সংগঠন। 'ভারতবর্ষে স্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠন

করতে হ'লে দুটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রসংঘ [স] বি জাতিসংঘ। 'রাষ্ট্রসংঘ সামাজিক কমিটিতে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে নর-নারীর সমান অধিকার ...।' বেগম, ১৯৪৯।

রাষ্ট্রসংস্কারক [স] বি রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কাজ করে যে। 'রাষ্ট্রসংস্কারকদের তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোহিতদের কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রসম্বন্ধ [স] বি দেশদম্বরের ঐক্যভিত্তিক সংগঠন। 'সোভিয়েট রাষ্ট্রসম্বন্ধ একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রাষ্ট্রসভা [স] বি রাষ্ট্রসংগঠন। 'রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অস্থির।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাষ্ট্রসৌধ [স] বি রাষ্ট্র কাঠামো। 'তারই ফলে রাষ্ট্রসৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রাষ্ট্রহিতৈষণা [স] বি রাষ্ট্রের মঙ্গল করার ইচ্ছা। 'রাষ্ট্রহিতৈষণার চেষ্টাবেশ যতই বাড়িতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রাষ্ট্রাধিকার [স] বি রাষ্ট্রীয় অধিকার। 'গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রাধিকারে ন্যূন স্থান পেয়েছিল।' বেগম, ১৯৫৯।

রাষ্ট্রানুশাস্ত [স] বি রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যতা। 'বদেশশ্রেম ও রাষ্ট্রানুশাস্তের নিষ্ঠা লইয়াই তাহারা তাহাদের পিতৃভূমিতে বাস করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৩৪।

রাষ্ট্রায়ত্তরপন [স] বি কোনো সম্পদকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আনয়ন। 'রাষ্ট্রায়ত্তরপন বা দখলের বিধান করা হইবে।' সর্বোদয়, ১৯৭২।

রাষ্ট্রিক [স] বি রাষ্ট্রসংক্রান্ত। 'আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রাষ্ট্রীয় [স] ১ বি রাষ্ট্র-সংক্রান্ত। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ২ বি রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'করিতে হইবে জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মোছলেম লীগকে।' আজাদ, ১৯৪৫।

রাষ্ট্রীয় একতা [স] বি জাতীয় একতা। 'এই প্রকারে রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদন করা হয়।' এসলাম, ১৯১৬।

রাষ্ট্রীয়জীবন [স] বি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত নাগরিক জীবন। 'নৈতিক উৎকর্ষই হ'ল সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয়জীবনের ভিত্তি।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রাস [স] বি গোণীগণের সাথে কৃষ্ণের নৃত্যলীলা স্রবণে উৎসব। 'ভার মধো করিল রাসে কৃষ্ণ-অশ্বেষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রাস বৃন্দাবনে বন্দো আর রাখা কানু।' রূপরাম, ১৭৫০।

রাসকৃড়া [স] রাসকুড়া। বি রাসলীলা। 'করিত ত রাস কুড়া বৃন্দাবনে গিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

রাসলীতি [স] বি রাখা-কৃষ্ণের লীলা বা ভক্তি সম্পর্কিত গান। 'ধর্ম ও রাসলীতি গায়।' মুক্তভবা, ১৯৫৯।

রাসনৃত্য [স] বি কান্তিকী পূর্ণিমায় গোপনারীদের সঙ্গে রাখাকৃষ্ণের নাচের উৎসব। 'এস রাসনৃত্যে ফিরে দোলে দুলে কুলনায় কুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

রাসবিলাস [স] বি রাসলীলা। 'কাঁহা নৃত্য-গীত-হাস কাঁহা রাসবিলাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রাসমঞ্চ [স] বি রাসলীলার মঞ্চ। 'মহাশয়েরা রাসমঞ্চের নর্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

রাসমণ্ডপ [স] বি রাসনৃত্যের জায়গা। 'কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে।' নীনবহু, ১৮৭৩।

রাসমণ্ডল [স] বি রাধা-কৃষ্ণের রাসনৃত্যের জায়গা। 'শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রাসমোহন [স] রাসমহোৎসব। বি রাস উৎসব। 'রসগাণ্ধার লাগি আসি রাসমোহনে।' নজরুল, ১৯৩২।

রাসযাত্রা [স] বি রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিশেষ উৎসব। 'এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো ইইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮৩০।

রাসলীলা [স] বি হিন্দু ধর্মমতে গোপীনাথের সঙ্গে কৃষ্ণের নৃত্যলীলা। 'রাসলীলার দ্রোক পড়ি করয়ে ত্তনব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রাস লীলা সমরে নাচ ইইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৩।

রাসকেল, রাহকেল [ই] বি পাজি; বদমাশ। 'আবার কথায় ২ আমায়দিগেই রাহকেল বলে, মুগি মারে, চুঃঃ রাসায়...'। প্রভাকর, ১৮৪৭; 'হিন্দুর মন্দিরে ... রাসকেল, মুসলমান চুকিয়েছিল।' প্রমথ, ১৯১৮; 'টাকা পাওয়াছি আমি রাসকেলটাকে।' জীবন, ১৯৩৩।

রাসটিকেট [ই] বি শান্তি হিসেবে কোনো ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাময়িক বহিষ্কারের আদেশ। 'অন্য কেউ হলে রাসটিকেটের সুপারিশ করত।' মনসুর, ১৯৪৫।

রাসন [স] বি পদ সম্পর্কিত। রাসন প্রত্যাক্ষ [স] বি পদজনিত বোধ। 'তোমার মজাটা তার রাসন প্রত্যাক্ষ।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

রাসন্ত [স] ১ বি পাখা। 'রাসন্তকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এই দেশে এখনো আছে।' প্রমথ, ১৯১৫; 'তুমি দেখাইলে, আজন্ত খরায়/ শুধু ব্রিস্টলের রাসন্ত নাই।' নজরুল, ১৯২৯। ২ বি পদ-পাখার মতো। 'রাসন্ত গলা ডাঙল তার।' নজরুল, ১৯৩১।

রাসন্তকুল [স] বি পাখা সম্প্রদায়। 'রাসন্তকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এ দেশে এখনো আছে।' প্রমথ, ১৯১৫।

রাসায়নিক [স] বি পদ রসায়ন ঘটিত। 'জলে জলজান ও অজ্ঞানের রাসায়নিক যোগ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রাসায়নিক পরিভাষা বি রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কিত বিশেষ শব্দমালা। 'প্রভুভাবা বিত্ক বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রাসায়নিক পরীক্ষাশালা বি রসায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি-সংবলিত ঘর। 'সংসারটা কৌতূহলী অদ্ভুতপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষাশালা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

রাসায়নিক যন্ত্র বি রসায়নের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখার যন্ত্রপাতি। 'এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত ইইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রাস্তা [ফা] ১ বি পথ; সড়ক; পথ। 'বড় রাস্তা ইইয়া রাহা মমুকুরে বাটীতে আসিয়া ...।' ওর্গা, ১৭৮২। ২ বি ক্ষেত্র। 'ওরা মরেও আমাদের জন্য খরচের রাস্তা তৈরি করে রাখে।' শব্দকোষ, ১৯৫৮।

রাস্তাঘাট [ফা] রাস্তা+ঘাট। বি পথঘাট। 'সেলাম, খোশামোদ, ডাকরখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেঁচেতেছেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রাস্তা দেখানো কি পথ চিনিয়ে দেওয়া। 'আয় সাথে আয়, রাস্তা

ভোরে দেখিয়ে দিই গে তব -।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রাস্তাপেড়ে বি পদ রাস্তাপাড় বিশিষ্ট। 'ভাবিচপেড়ে, মরিচপেড়ে কস্তাপেড়ে, রাস্তাপেড়ে ... পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

রাস্তাবন্দ বি হিন্দুতাই। 'অগম্যগমন মিথ্যাবচন পরকীর্য রম্য' সংঘটনকালি ভাষ্করি রাস্তাবন্দ দাস্য।' ভবানী, ১৮২৫।

রাস্তামেরামতকারী বি রাস্তানির্মাণকারী। 'গাড়োয়ান, কৃষা রাস্তামেরামতকারী কল্টার-মিষ্টি প্রকৃতি।' প্রভাত, ১৮৯৬।

রাস্তার মেয়ে বি অসং শব্দাবের মেয়ে। 'যে রাস্তার মেয়েলোকে মতো ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।' ওয়ালী, ১৯৬০।

রাহা [ফা] রাস্তা। বি রাস্তা। 'নুতন রাহা হওনে অধিক মুক্তি উঠিয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৮।

রাহ [ফা] রাহ-> বি রাস্তা। 'তার' কোরবানির সামান নিয়ে চল রাহে নজরুল, ১৯৪১।

রাহছেন [ফা রাহ->] বি পথিক। 'জমিদারিতে রাহছেন লুটতরা করিয়া থাকে।' মেয়ার, ১৭৮৭।

রাহবার [ফা রাহবার] বি পথপ্রদর্শক। 'কে এই ধর্মের রাহে আমাদে রাহবার?' মাহেনত, ১৯৪৯।

রাহস্ব কি রয়। 'পাখি গ রাহস্ব মোরি পাতিআচাদে।' চর্চা ৩৬, ১২০০।

রাহা [ফা] বি রাস্তা। 'হোখায় কুফার রাহা ডুলিয়া হোসেন।' গরী: ১৭৬৫।

রাহখরচ [ফা রাহ+আ খরজ] বি পথের ব্যয়। এডমন, ১৭৯০ 'সকলের রাহখরচের টাকা ... তাহার জিন্মা করিয়া দিয়া শিয়ায়ে মানিক, ১৯৩৬।

রাহা-খরচা [ফা রাহ+আ খরজ] বি পথখরচ; পরিবহন ব্যয়। 'দরে কেনা হয়েছে, রাহা খরচা (ট্রান্সপোর্ট) কত পড়েছে।' মুক্তব ১৯৬৬।

রাহাগির, রাহাগিরী [ফা রাহগীর] বি পথচারী। 'অবশিষ্ট রাহাগিরি অভিধি।' দর্পণ, ১৮৩০; 'রাহাগির।' বিদ্যা, ১৮৯১।

রাহাজান [ফা] বি রাজপথে প্রকাশ্যে হিন্দুতাই করে যে 'রাহাজানদের দমন করিয়া ... কর্তৃপক্ষকে আগাইয়া আসিবে ইইবে।' আজাদ, ১৯৭০।

রাহাজানি [ফা] ১ বি হিন্দুতাই। মেয়ার, ১৭৮৭; 'এই রাহাজা হওয়া অবধি ...।' দর্পণ, ১৮২১; 'তখন কি উত্তর দিবে? তখন।' বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৮২। বি অন্যরকম। 'সংসারের রাহাজানির ব্যাপারতালোকে ভালোবাসে শেখ।' মানিক, ১৯৩৫। ৩ বি ডাকপতি। 'কত রাহাজানির সুরা হয়ে গেছে জানাজানি হবার আগে।' শিবরাম, ১৯৫০।

রাহাদার [ফা] বি পথের কর আদায়কারী। 'দস্তক বনাম রাহাদার ... মোকাম রামগঞ্জ জাইতেছে তোমরা কেহ রাহা ঘাটে আট নাকরিবা।' ওর্গা, ১৭৮২।

রাহাদারান [ফা] বি পথে কর আদায়কারীগণ। ওর্গা, ১৭৮২।

রাহাদারি [ফা] ১ বি পথ ব্যবহার করার কর। 'গবনর জিনরেল হ্যা দস্তক রাহাদারি চাহিবেক।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি পথ-ব আদায়ের কাজ। 'আপনার অজিদুরদর্শিতার দ্বারা রাহাদারি মাসু ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

রাহাপনা [ফা রাহা+পনা] বি পথচলা; সাধনা। 'সালেকের রাহাপন

মজ্জবি হয় আশেক দেওয়ানা।' লালন, ১৮৯০।

রাহাপন্ন [ফা রাহা+পন্ন] ত্রিবিধ পথের উপর। 'এতদিনে হানিফা আইল রাহাপন্ন।' গরীব, ১৭৬৫।

রাহি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সদারাম রাহা।' সেবধি, ১৮৪০।

রাহাক [স রাহা+] বি ফলক। 'সোহার রাহাক আনি চক্রক করিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রাহি, রাহী [স রাহিকা] বি রাহা। 'তৈসি সংহতী করি নিতে চাহে রাহী।' বড়ু, ১৪৫০; 'রাহি সূচেননি কান্দু সেমান।' শেষর, ১৬০০।

রাহি, রাহী [ফা রাহী] ১ বি পথিক। 'বাদশা সকল যত হয় বদ রাহী।' গরীব, ১৭৬৫; 'আমার তলবে লোক আসিয়াছে আমি অন্য রাহি হলাম।' ওসী, ১৭৮২। ২ বিণ অগ্রগামী। 'বাদসাহ ও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বি প্রেমা; হস্তান্তর। 'কয়েদী বালক কম জন আমার মহারাজার নিকট রাহি কর নতুবা তোমাৎ নষ্ট করি।' রামরাম, ১৮০১।

রাহি হস্তন বি যাত্রা করা; রাস্তায় বের হওয়া। ওসী, ১৭৮৫।

রাহিত্য [সি] বি অভাব। 'সহচরের সাহিত্য রাহিত্য কদাচ হইবেক না।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

রাহ ১ বি (জ্যোতিষ) গ্রহণের সময় সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে যে। 'চাদের পীযুষধারা রাহকর্ষ ঘেছে।' বড়ু, ১৪৫০; 'ওরে গ্রাস করেছে তাদের তা' আজ চৌদ্দজন রাহ।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি লোভ। 'এই রাহটাই কর্ণের পাজ থেকে তার অমৃত ঢেলে দেবার জন্য লালায়িত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রাহুকবলিত [সি] বিণ অভ্যস্ত বিপন্ন। 'রাহুকবলিত কাবুল গ্রানমুখে দাঁড়িয়ে আছে।' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

রাহুগত [সি] ১ বিণ রাহুতে গ্রাস করেছে এমন; গ্রান। 'উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৯; 'রাহুগত চন্দ্রের ন্যায় ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭; 'রূপ কেন রাহুগত মানে অভিমানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ অধিকৃত। 'সম্মা দেশ যখন ইংরেজ-রাহুগত।' হাই, ১৯৫৪।

রাহুগহণ [সি] বি রাহুগত হওয়া। 'গগনস্থ চন্দ্রের ফেরা রাহুগহণের শব্দ।' তবাকী, ১৮২৮।

রাহুগ্রাস [সি] ১ বি সংকট। 'এ হিন্দুকুলসূর্যকে ক্রমি এ রাহুগ্রাস হতে কবে মুক্ত করবে।' রাইকেল, ১৮৬১। ২ বি গ্রহণের সময়ে চন্দ্র অথবা সূর্যকে গ্রাস করে যে কালনিক গ্রহ। 'আমি মহাগ্রহণের ঘাটন রবির রাহুগ্রাস।' নজরুল, ১৯২২।

রাহুগুস্ত [সি] বিণ শত্রুমুক্ত। 'বাংলাদেশ আজ রাহুগুস্ত হয়ে এক সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ লাভ করেছে।' বেগম, ১৯৭২।

রাহুর গ্রাস বি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত অবস্থা। 'তাহার মন যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

রাহুলাপা বি রাহ গ্রাস করা। 'রাহুলাপার বেদন লাগে পূর্ণিমা চাঁদার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রাহুত [সি] রাহপূত্রা বি ফোড়নওয়া। 'রাহুত মাহুত যত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

রাহুত [সি] রাহপূত্রা বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামগতি রাহুত।' সেবধি, ১৮৪০।

রিং [সি] বি চাবি রাখার কড়া। 'আঁচলে একটি রিং।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

রিকশা [সি] বি প্রত্যাহার; ডেকে পাঠানো। 'লর্ড ক্যানিং-এর রিকশের জন্যে পার্সিয়ামেটে দরখাস্ত কর্তন।' হস্তমত, ১৮৬১।

রিকশা, রিক্সা [জা রিকশা] বি যাত্রীবাহী তিন চাকার যান। 'এখনও নামোনি সেই নির্জন রিকশাগুলো।' জীবন, ১৯৩০; 'গাড়ী বা রিক্সায় যাতায়াত বড় ব্যয়সাধ্য।' বেগম, ১৯৫৩।

রিকশাওয়ালা, রিকসাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা [রিকশা+হি ওয়ালা] বি রিকশাচালক। 'রিকশাওয়ালায় উর্জ্বাধাসে দৌড়ানো ... অসহ্য মনে হয়।' জীবন, ১৯৩২; 'এর চেয়ে হও পিরা রিকশাওয়ালা কী কুশি।' নজরুল, ১৯৪১; 'এমন সময় এক রিক্সাওয়ালা যাচ্ছিল।' মুক্তভবা, ১৯৫২; 'রিকসাওয়ালা জমাদারনী ভয়েই ভাগে।' হোসেন, ১৯৬৯।

রিকশাচালক বি রিকশাওয়ালা। 'আবদুল রিকশাচালক নয়, তার কাছে আবদুল বড় ভাই।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রিকশাশাইকেল বি তিন চাকার রিকশার মতো গাড়িবিশেষ। 'বানিক দুই রিকশাশাইকেলে এগোনোর পর ...।' শ্যামসু, ১৯৬৭।

রিক্সা করা ক্রি রিকশা ভাড়া করা। 'এসো রিক্সা করি।' শ্যামসু, ১৯৫৬।

রিকাবি [ফা রকাবি] বি ছোটো থালা। বিদ্যা, ১৮৯১।

রিকেট [সি] বি ভিটামিন ডি-এর অভাবে শিশুহৃদয়ের অপুষ্টিজনিত রোগবিশেষ। 'হেলোটার আবার রিকেট।' জীবন, ১৯৩২।

রিক্ত [সি] বিণ বালি; শূন্য। 'মহেন্তে রিক্ত হস্তে ...।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'আহমদী সম্পাদক রিক্ত মস্তকে শালগ্রাম প্রস্তরের ন্যায় সভা মধ্যে বসিয়া রহিলেন।' বঙ্গরসরস, ১৮৮৯; 'দুটি রিক্ত হস্ত তথু আলিসনে ভরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রিক্তকর্ত্ত [সি] বি শূন্য কর্ত্ত। 'বুকে থেকে রিক্তকর্ত্তে কোন রিক্ত অভিমানী কহে।' নজরুল, ১৯২৩।

রিক্ত-কর [সি] ত্রিবিধ শূন্য হাতে। 'রিক্ত-কর আসিয়াছি ফিরে।' নজরুল, ১৯২৪।

রিক্ততা [সি] বি শূন্যতা। 'রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'অন্তরের দেনা ও রিক্ততাও ফুটিয়ে তোলে।' হাই, ১৯৪৭।

রিক্ত প্রাণ [সি] বি শূন্য প্রাণ। 'রিক্তপ্রাণ ভিক্ত সূঁচ হুজুরিয়া ওঠে তাই।' নজরুল, ১৯২৩।

রিক্ত বুক [সি] বিণ বুক। 'রিক্ত বুক বি নিঃস্র বুক। 'রিক্ত বুকের দুখ আসে।' নজরুল, ১৯২৩।

রিক্তভূষণ [সি] বিণ অলংকারশূন্য। 'রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

রিক্তমেঘ [সি] বি জলশূন্য মেঘ। 'রিক্তমেঘ দিকপ্রান্তে ভয়ে দেয় উকি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

রিক্তশস্য [সি] বিণ ফসলহীন। 'হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে আলোর নিঃশব্দ চরণধনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রিক্ত শাখা [সি] বি পাতাহীন ডাল। 'পউষের রিক্ত শাখায়।' নজরুল, ১৯২৮।

রিক্তহাঙ্গী [সি] বি শূন্য হাড়ি। 'সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তহাঙ্গীর দিকে চাহিয়া ভাবিতোলে কী খাইব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

রিক্তহস্ত [সি] বি শূন্যহাত। 'নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ...।'

রবীন্দ্র, ১৯০০।

রিত্ত হতে কেন্দ্রা ত্রি নিরাশ হয়ে ফেরা। 'আমাকেও অনেক ঘর থেকে রিত্ত হতে ফিরে আসতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রিত্তা বিপ জী নিষেধ। 'রিত্তা নলী এলায় রে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০; 'আমি আজ রিত্তা সন্ধ্যাসিনী।' নজরুল, ১৯৩১।

রিত্তাকাশ [স] বি শূন্য আকাশ। 'উর্ধ্ববাহু আজ রিত্তাকাশে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

রিত্তুটমেন্ট [হি] বি সংগ্রহ। 'এটা রিত্তুটমেন্টের, কাঁচা সৈনিক-সংগ্রহের ঘণ্টা।' নজরুল, ১৯৩১।

রিত্তুটিং [হি] বিপ সংগ্রহ সংক্রান্ত। 'রিত্তুটিং আপিসের ঠিকানা।' শিবরাম, ১৯৭০।

রিগিরি বি বিরতিহীনতা। 'কোথা হাল লাভের দিনে রিগিরি দিয়ে বিগ্টি হবে, তা নয়।' হাসান, ১৯৬৭।

রিগ্গেলসন [হি] বি নিয়ম। 'কালেক্টর রিগ্গেলসন।' ভবানী, ১৮২৩।

রিগ্গি ১ বি আট। 'টেবিলে বসিবে খেতে হাতে দিয়ে রিগ্গি।' শুভ, ১৮৫৮। ২ বি সার্কাসের খেলা দেখানোর জন্য থের। 'সার্কাসের রিগ্গি মাস্টারের চাবুকের ইশারায় ... বাঘ নুইয়া পড়ে।' মনসুর, ১৯৫৫।

রিগ্গি মাস্টার [হি] বি ক্রীড়া নির্দেশক। 'সার্কাসের রিগ্গি মাস্টারের চাবুকের ইশারায় ... বাঘ নুইয়া পড়ে।' মনসুর, ১৯৫৫।

রিজলিউশান, বিজলিউশ্যান, রিজলিউশন [হি] বি প্রস্তাব। 'রিজলিউশ্যান, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন - আমি তাহাতে নহি।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'এক রিজলিউশনের পাতুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২; 'মিটিয়ে যেসব রিজলিউশ্যান পোষা হইয়াছে তার নকল।' রোকেয়া, ১৯৩২।

রিজাইন [হি] বি কাজে ইস্তফা। 'হাউট রিজাইন দিলেন।' হুজুয়, ১৮৬১।

রিজার্জ, রিজার্জ [হি] বি সংরক্ষণ। 'সব গাড়িই তাঁর রিজার্জ গাড়ি হইত ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সংরক্ষণ। 'যাবতীয় অভিসম্পাত 'রিজার্জ' করিয়া রাখিয়াছি।' রোকেয়া, ১৯৩০।

রিজার্জ করা ত্রি (টাকা দিয়ে) আসন নির্ধারিত করে রাখা। 'তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্জ করা ছিল।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

রিজার্জ পুলিশ [হি] বি বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় জন্য পুলিশ বাহিনীর সংরক্ষিত সদস্য বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ। 'রিজার্জ পুলিশের ১৬ জন অফিসার সকলেই হিন্দু।' আজাদ, ১৯৪৭।

রিজার্জ ফরেস্ট [হি] বি সংরক্ষিত বন। 'মোহনপুরা রিজার্জ ফরেস্ট।' বিজুতি, ১৯৩৮।

রিজার্জেশন [হি] বি আসন সংরক্ষণ। 'দূরের জার্নি হলে রিজার্জেশন বেন ব্যাধ্যতামূলক।' অলাউদ্দিন, ১৯৫৯।

রিজিকসেনেওয়ালা [আ রিজক-হি সেনেওয়ালা] বি অন্ত-বস্ত্র দাতা। 'খোদাই রিজিকসেনেওয়ালা।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

রিজিষ্টার [হি রেজিস্টার] বিপ নিবন্ধনসংক্রান্ত। 'নিচে লেখামত রিজিষ্টার বহি টেকনালে খোলা থাকবেক।' ক্যানগে, ১৭৯১।

রিজু [স ঋজু] বিপ সরল। 'ব্যবহারে বড় রিজু নিত্য পড়য়ে যজু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রিঝ বি হৃদয়। 'আকুল রাধা, রিঝ অতি জরজর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রিঝায়ালি [স হৃদয়] ত্রি রোমাঞ্চিত করলে। 'কি রসে রিঝায়ালি সো বর

নাগর অনুশন তোহারি ধোয়ান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রিটায়ার [হি] বি অবসর গ্রহণ। 'রিটায়ার করবার মুখে কলকাতায় দু-চারটা কাজ করার দিচ্ছে।' জীবন, ১৯৩২।

রিটায়ার করা [হি] ত্রি অবসর গ্রহণ করা। 'দাদুর মতন রিটায়ার করেছে এখন ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

রিটায়ার্ড [হি] বিপ অবসরপ্রাপ্ত। 'বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর।' নজরুল, ১৯৩১।

রিঠা [স অরিত্ত] বি কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের ছোটো ফল। 'বিসা, ১৮৯১; 'উপরে রিঠাগাছে খোলো-খোলো ফল।' বিজুতি, ১৯৩১।

রিঠা^২ বি মাছবিশেষ। 'রিঠা মাছ।' শামসুল, ১৯৬২।

রিড [হি] বি হারমোনিয়ারের চাবি; ঘাট। 'হারমোনিয়ারের রিডের উপর দিয়ে খটাঁখট খটাঁখট করে ...।' অচিহ্ন, ১৯৫০।

রিডাইরেটেড [হি] বিপ পুনঃনির্দেশিত; নতুন ঠিকানায়-পাঠানো। 'দিলেম সেন্টা কাঁপা হাতে রিডাইরেটেড করে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রিণ [স ঋণ] বি ধার। 'আসল রিণের সুদ আসল হইতে অধিক হইয়া থাকে।' ডানকান, ১৭৮৪। প্র ঋণ

রিতু^১ [স ঋতু] বি ঋতু। 'উপতিত প্রলয় আমি রিতুতে বসন্ত।' মালাধর, ১৫০০। প্র ঋতু

রিতু^২ [স ঋতু] বি প্রাচ্যব্রহ্ম নারীদের মাসিক রক্তক্ষরণ। 'রিতুবতী [স ঋতুমতী] বিপ ঋতুমতী। 'রিতুবতী হইআছে রত্না বাইনানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। প্র ঋতু

রিতু রক্ষা [স ঋতুরক্ষা] বি ঋতুকালে গ্রীষ্মবাস। 'সুভক্তনে রিতু রক্ষা কৈল ভনজয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রিদয় [স হৃদয়] বি হৃদয়; অন্তরঙ্গকরণ। 'ভার আমি চিঙিএ রিদয়।' মালাধর, ১৫০০।

রিদএ [স হৃদয়] বি হৃদয়। 'দুহাংর মুরতি দুহ রিদএত জাগ।' মালাধর, ১৫০০।

রিন [স ঋণ] বি ঋণ। 'লগরের তরে চারি কড়া করা রিন।' মুকুন্দ, ১৬০০। প্র ঋণ

রিনি [স ঋণী] বিপ ঋণী। 'শিবের দুয়ারে জেবা করে শঙ্করধনি অভিমত বরদাসে শিব তার রিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রিন রিন [ধন্য] ১ বি চুড়ির শব্দ। 'চুড়ি মাঝে মাঝে রিন রিন করে উঠছে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি বাজনার শব্দ। 'ব্যথায় মোর জাপায়ে নিয়ে ভারের রিনরিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রিনরিনে [ধন্য] বিপ অন্তরঙ্গমুগ্ধ। 'সতেজ বাঁশির মতো গলা। রিনরিনে মিটি।' বিজুতি, ১৯৩১।

রিনিক-রিনি [ধন্য] বি নুপুর বাজার শব্দ। 'যদি না বাজে কান্দ মল রিনিক-রিনি -।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রিনিকিঝিনি [ধন্য] বি নুপুর বাজার শব্দ। 'নুপুর-রিনিকিঝিনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রিনিকি ঝিনিকি [ধন্য] বি নুপুরের শব্দ। 'কনক-নুপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রিনিকিঝিনি [ধন্য] বি নুপুর বাজার শব্দ। 'রিনিকিঝিনি রুনুনুন সোনার নুপরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রিনিঠিনি [ধন্য] ১ ক্রিবিণ রিনিঠিনি শব্দে। 'রিনিঠিনি শিকশাট কে নাড়ো' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি চুড়ি-কাঁকন বাজার শব্দ। 'চুড়ি-কঁকণে রিনিঠিনি' নজরুল, ১৯২৮।

রিনরিনানো [ধন্য] ক্রি শিহরিৎ হওয়া। 'যে আকানে রিনরিনিয়ে যায় নারিকের ধমনি' কায়সার, ১৯৬২।

রিনি রিনি [ধন্য] ১ বি সেতারের শব্দ। 'তনেইনু যেন মৃদু রিনি রিনি/শ্রী কট ঘেরি বাজে কিংকণী' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি শিহরনসূচক শব্দ। 'রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৩ বি নুপুরের ধনি। 'নুপুর বেজে যায় রিনিরিনি' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

রিনেসাঁস [ফা] বি নবজাগরণ। 'রিনেসাঁসের ইটালি ও অষ্টাদশ শতকের ফরাসী-দেশ, এই সভ্যতাজয়ের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।' মোতাহের, ১৯৫০।

রিশট [হা] বি প্রতিবেদন। 'সাতজন দেশী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিশট দাখিল করিয়াছিলাম।' ডেরলি, ১৮০০।

রিশারিক [হা] বি প্রজাতন্ত্র। 'সোভিয়েট সম্মিলনীর অন্তর্গত কতকগুলি রিশারিক ও স্বতন্ত্রশাসিত (autonomous) দেশ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রিপু [স] ১ বি শব্দ। 'বড়ই প্রবল রিপু বাড়ে মোর তোখা।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি প্রবৃত্তি। 'পার্শ্ব শোক, তাপ ও রিপুর বশব্দ।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

রিপুল [স] বি ষড়রিপু: কাম, ক্রোধ, শোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। 'সুদিগদা রক্তোত্তপে রিপুলহুলাশ।' মালিকরায়, ১৮১১।

রিপুখণ [স] বি রিপু সঙ্কল। 'রিপুখণ উপহাসে মনে লাগে ভয়।' বাহরাম, ১৬৫০।

রিপুজ্ঞী [স] বিণ ইন্দ্రిয়কে জয় করেছে এমন। 'সেই জন রিপুজ্ঞী সকল ভুবনে।' মুকুল, ১৬০০।

রিপুদমন [স] বি কাম ক্রোধাদি দমন। 'রিপুদমন করে অচলমন হওয়া যায়ই তাঁকে পেতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

রিপুদমি [স] বিপদমী। বি শত্রুকে দমন করে যে। 'যাইব তোমার সঙ্গে, চল রিপুদমি।' মাইকেল, ১৮৬১।

রিপুশরতন্ত্র [স] বিণ রিপুশর অধীন। 'রিপুশরতন্ত্র হইয়া অল্প বয়সে ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রিপুশরবশ [স] বিণ প্রবৃত্তির বশবর্তী। 'রিপুশরবশ হইয়ে চিত্তের রাজ্য আক্রমণ করেছিল।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রিপু পরিবার [স] বি ষড়রিপু। 'রিপু পরিবারে, দূরিত বিভায়ে/টেই মন হল দুরাচার।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

রিপুত্মস্বকারী [স] বি প্রবৃত্তিকে ধ্বংসকারী। 'রথ কোটি কোটি স্বর্গচক্র, অগ্নিময়, রিপুত্মস্বকারী।' মাইকেল, ১৮৬০।

রিপুভাব [স] বি শত্রুতা। 'তবে আন্ধি রিপুভাব না করিব তানে।' সুলতান, ১৭০০।

রিপুশর প্রবর্তনা বি ইন্দ্రిয়ের তাড়না। 'রিপুশর প্রবর্তনায় ... লক্ষন করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

রিপু-সেবা [স] বি ইন্দ্రిয় সন্তোষ। 'রিপু-সেবার অনুরক্ত হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

রিপু [ফা] রফা বি সূচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মোরামত। 'চাপকান রিপু কতে ও জুতো বুকসেই সব ফুরিয়ে যায়।' হত্যাম, ১৮৬১।

রিপু [ফা] রফা বি সূচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মোরামত। 'রিপু [ফা] রফা+স কর্ম] বি জামা-কাপড়ের হেঁড়া অংশ সূচ-সুতা দিয়ে মোরামতের কাজ করে যারা। 'কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুর্কর্ম বেরুলেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

রিপোর্ট [হা] ১ বি প্রতিবেদন। 'তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি নিয়মিত হাজিরা। 'থানায় কয়েদ হইয়া রিপোর্টে মাইতে হইত।' ডাবলী, ১৮২৮।

রিপোর্ট করা ক্রি অবগত করা; জানানো। 'পুলিসে না রিপোর্ট করে কোথাও যাবার হুকুম নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

রিপোর্টার [হা] বি প্রতিবেদক। 'এক দিকে দর্শকরা আর-এক দিকে ববরের কাগজের রিপোর্টাররা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত হইয়াছেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

রিপোর্ট [হা] বি পুনর্মুগণ। 'তিনি রিপোর্ট বইর ... আপনি ছাপিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

রিপ্লাই [হা] বি চিঠির উত্তর। 'রিপ্লাই আসিল ওহো, ভীষণ করুণ।' নজরুল, ১৯২২।

রিফরমর [হা] বি সংস্কারক। 'রিফরমর বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

রিফরমেশন, রিফরমেশন [হা] ১ বি সংস্কারসাধন। 'দেশের রিফরমেশনের জন্যে যান্ত্রিক যুগ হয় না।' হত্যাম, ১৮৬১। ২ বি রেনেসাঁস-পরবর্তী খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলন। 'এই রিফরমেশনের প্রথম-ধর্মিক মুক্তিলাভ করলে।' প্রমথ, ১৯১৪।

রিফর্ম [হা] বি পুনর্মুগণ। 'এর রিফর্ম হবে ইডোলিউশন দিয়ে নয়।' নজরুল, ১৯৩২।

রিফর্মেশন [হা] বি রেনেসাঁস-পরবর্তী খ্রিস্টধর্ম সংস্কার আন্দোলন। 'লুথারের প্রবর্তিত রিফর্মেশনই জর্মানিক ডাভানমুহকে ...' প্রমথ, ১৯১৭; 'রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঙ্ক রেভোয়ালশন-যুগে যুরোপে যে মতবাত্তান্ত্রের জন্ম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রিফাইনমেন্ট [হা] বি পরিশীলন। 'রিফাইনমেন্ট সমজদারিরই দান, ক্রিয়েটিভিটির নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

রিফাইন্ড [হা] বিণ সভ্য। 'রিফাইন্ড গোছের বড় মান্বীর নজীর।' হত্যাম, ১৮৬১।

রিফিউজি [হা] বি উদ্ভ্রান্ত। 'মাদারিপুত্র বিহার থেকে আসা যে-সব রিফিউজি বাসো বেখেছিলো।' সুনীল, ১৯৭১; 'আপনিও রিফিউজি।' শামসুল, ১৯৭৩।

রিফুজি [হা] বি শরণার্থী। 'রিফুজিদের দুর্দশার কথা সববে আলোচনা করে।' হাসান, ১৯৬৬।

রিফুজি [হা] বি উদ্ভ্রান্ত। 'রিফুজি হয়ে এসেছে।' শামসুল, ১৯৫৬।

রিফু [ফা] রফা বি সূচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মোরামত। 'রিফু [ফা] রফা+স কর্ম] বি সূচ-সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ মোরামতের কাজ করেন যিনি। 'রিফু-করসকল শিল্পবিদ্যায় এমত পারদর্শী।' দর্পণ, ১৮৩১।

রিফু করা ক্রি সূচ সুতা দিয়ে ছিন্ন অংশ বুনে মোরামত করা। 'সাদা ফুলার সুতায় রিফু করা।' মনসুর, ১৯৫৫।

রিফুর্কর্ম বি সূচ-সুতা দিয়ে কাপড়ের হেঁড়া অংশ মোরামতের কাজ। 'বলছে তোমার কাঁথাটুক রিফুর্কর্ম করবে কি?' সুকুমার, ১৯২০।

বিশ্বশ্রম বি মিনি সুচ সুতা দিয়ে বস্ত্রের ছিন্ন অংশ বুনে মেয়ামত করেন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রিফ্রেশমেন্ট কুম্বি হি বি হালকা আপ্যায়নের কুম্বি। 'মউলবি সাহেবকে লইয়া রিফ্রেশমেন্ট কুম্বি ঢুকিয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'জেনেয়ালসাহেব রিফ্রেশমেন্ট কুম্বি আহার সমাধা করে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রিবন হি বি ফিতা। 'রিবন, এসোমেলো চিঠি।' *জীবন*, ১৯৩২।

রিবিশি হি বি রিবন; ফিতা। 'রিবিশি উড়িছে কত ফর ফর করি।' *গুণ*, ১৮৫৮।

রিবিনিউ হি রেভেনিউ বি রাজস্ব। *ফরস্টার*, ১৭৯৩।

রিবনু হি রেভিনিউ বি রাজস্ব। *দর্পণ*, ১৮২২।

রিভলবার, রিভলভার হি বি খেটো বন্দুক; পিস্তল। 'সার্জেট-দল রিভলবার হাতে লইয়া গাড়িতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'ডান পকেট থেকে তার রিভলভার বার হয়ে এল।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রিভলভারধারী হি রিভলভার+স ধারী। *বিগ* আয়েয়ান্নধারী। 'রিভলভারধারী শতশত তাগড়া তাগড়া পুলিশও।' *ওয়ালী*, ১৯৬৪।

রিভিউ, রিভিউ হি ১ বি (সেনাদল, পোত ইত্যাদি ক্ষেত্রে) আনুষ্ঠানিকভাবে পরিদর্শন করা। 'গোড়ারা ... রিভিউয়ের সোলজারদের মত দল বেঁচে দু থাক হলো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ বি পরিচারক নামবিশেষ। 'মে মাসের নিয়ু রিভিউ পরে এ সবকে আলোচনা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ বি সমালোচনা। 'সকালে যদি রিভিউ লিখি বিকালে লিখি কাব্য।' *অন্নমা*, ১৯৪২; 'ববরের কাণ্ডে সে রিভিউ লিখেছিল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৫।

রিভোলিউশন, রিভোলিউশন হি বি বিপ্লব; সিপাহী বিদ্রোহ। 'শীলকর সায়েবরা বিদ্রোহ রিভোলিউশন হবে বিবেচনা করে ...' *ববতার* হয়ে পড়লেন।' *হুতোম*, ১৮৬১; 'একবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে।' *নজরুল*, ১৯৩২।

রিম, রীম হি বি কাগজের পরিমাণবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'যে কাগজ তিন টাকা রীম দরে ক্রয় করিতাম ...' *জামায়াত*, ১৯৪২।

রিমওয়ালি হি রিম+হি ওয়ালি। *কি* ধাতু অথবা প্রাস্টিকের ধারযুক্ত। 'খাপ হইতে বেশ পুরু রিমওয়ালি একটা চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন।' *বনকুল*, ১৯৩৬।

রিমঝিম [ধন্য] ১ বি ব্যুটির পড়ার শব্দ। 'ঘন ঘন রিম ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম বরষত নীরদপুষ্প।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ২ বি ঝিকি ডাকার শব্দ। 'রিমঝিম ঝিকিতে ঝাঁকরা।' *প্রেমেন্দ্র*, ১৯৪৬।

রিম-ঝিম-রিম [ধন্য] বি যুদু ব্যুটিপাতের শব্দ। 'ঝড়ে হাওয়ার সাথে মেতে আগল-ছাড়া পাপল মেঘের ঐ একরোখা শব্দ, রিম-ঝিম-রিম।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিমিক ঝিম [ধন্য] বি নাচের তাল। 'রিমিক ঝিম ঝিমিক ঝিম।' *নজরুল*, ১৯২৩।

রিমিকি ঝিমিকি [ধন্য] *কি* রিমঝিম ধ্বনিপূর্ণ। 'রিমিকি ঝিমিকি ববিশ ঝিমিকি-বননন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রিমিঝিমি [ধন্য] *কি* রিমঝিম ধ্বনিযুক্ত। 'রিমিঝিমি-বাদল-বরিশনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

রিমিরিমি [ধন্য] বি নুপুনের শব্দ। 'ঝিমঝিম রিমঝিম - রিমিরিমি রিম

ঝিম বাজে পাইজোর -' *নজরুল*, ১৯২৪।

রিয়ালিজম হি বি বাস্তববাদ। 'ভাঁর লেখায় রয়েছে রিয়ালিজমের আদর্শবাদিতা।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

রিয়ালিস্টিক হি বি *কি* বাস্তববাদী। 'রিয়ালিস্টিক আধুনিকের এইমতোই ধরম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

রিয়া [আ] বি কপটতা। 'বানাতও, ভণামী, প্রভাষণ, রিয়া এবং ধর্মের নামে অধর্মের লীলাখেলা।' *এসলাম*, ১৯৩৪।

রিয়ার্সেল হি বি মহড়া। 'পল্লভ আমাদের গুরো রিয়ার্সেল।' *শরণ*, ১৯১৭।

রিয়াল হি বি *কি* বাস্তববস্তুত্ব। 'আমাদের দর্শনচর্চা রিয়ালও নয়, ক্রিটিকালও নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রিয়ালিজম হি বি বাস্তববাদ। 'ইউরোপীয় সাহিত্যের রিয়ালিজমই নাম ভাঁড়িয়ে ...' *প্রমথ*, ১৯১৪।

রিয়ালিটি হি বি বাস্তবতা। 'আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৫।

রিয়ালিষ্টিক, রিয়ালিস্টিক হি বি *কি* বাস্তববাদী। 'রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমাঞ্চিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮; 'স্টেজ-আর্ট যতটুকু রিয়ালিষ্টিক হতে পারে হয়েছিল।' *অবন*, ১৯৪১।

রিয়ালিস্ট হি বি *কি* বাস্তববাদী। 'সুন্দরের জ্ঞান হারােনাটা রিয়ালিস্টদের তেমন দোষ।' *প্রমথ*, ১৯১৪; 'বাঁশরি বললে, তোমরা আবার রিয়ালিস্ট।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

রিরংসা [স] বি যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা। 'দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিহ্নকার।' *নজরুল*, ১৯২৮।

রি রি, রী রী [ধন্য] বি তীব্র অনুভূতি বিশেষ। 'কিছু সুখের জিনিষ মনের ভিতর রী রী করে উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

রি রি করা ক্রি তীব্র কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করা। 'শিরের ভিতর গিরে রি রি করে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

রিরিরিরি *কি* তীব্র যন্ত্রণা ও জোড়ের অনুভূতি প্রকাশক। 'বিষাক্ত রিরিরিরি-নাদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

রিগ হি বি সুতা জড়ানোর নল। 'সুতার রিগে গাঁথা চুচ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৬৩।

রিগিজন হি বি আনুষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস। 'যুরোপে রিগিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

রিগিজিয়াস হি বি *কি* ধর্মীয়। 'বজ্রাতির সিঁড়ি ও রিগিজিয়াস লিবার্টির ...' *প্রমথ*, ১৯২০।

রিগিজ্যাস হি বি *কি* ধর্মীয়। 'নূতন হিউম্যানিজমের রিগিজ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২১।

রিলিফ হি ১ বি আরাম। 'অনুরোধ করি নারকেলায়ুড়ি ও ঠনঠনের নিমচীটায় টাই করুন। ইমিজিয়েটে রিলিফ।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ বি সাহায্য; আশ্রয়। 'কখন ভরসা রিলিফ, কখন ভিক্ষা।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯; 'তবে রিলিফ এসে পৌঁছবার আগে যে তাকে বতম করত পারা গেছে সেটাই সুখের বিষয়।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

রিলিফ গ্যার্ড হি বি আশ্রয়ার্থী। 'রিলিফ গ্যার্ডে এক দল গুয়ার্ডার পাঠাবে যেমিনীপুর।' *ভারা*, ১৯৪৩।

রিলিফ কমিটি হি বি আশ্রয় সমিতি। 'রিলিফ কমিটির সভার নিমন্ত্রণ পাইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

রিলিফ ক্যাম্প [হি] বি আণকেন্দ্র; সাহায্যকেন্দ্র। 'কখনো রিলিফ ক্যাম্পে ভাবো চূপচাপ।' শামসুর, ১৯৭০।

রিলিফ ক্যাম্প [হি] বি আণ তহবিল। 'রিলিফ ফান্ডের টাকার চৌধুদানা ...' মনসুর, ১৯৩৫; 'মার্শাল চিয়াং কাইশেক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন সাইক্লোন রিলিফ ফান্ডে।' তারা, ১৯৪৩।

রিলিফ সেন্টার [হি] বি সাহায্যকেন্দ্র; আণকেন্দ্র। 'বড় রক্তার খোড়ে বসেছে রিলিফ সেন্টার।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

রিলিভ [হি] বি দুঃখ লাঘব। 'ও বুঝি আমাদের রিলিভ করতে আসছে অন্য পল্টন।' নজরুল, ১৯২২।

রিলে [হি] বি পুনরুৎপাদন। 'দূর দেশের অনেক কিছু রেডিও মারফৎ আমাদের রিলে (Relay) করে শোনান হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রিষ, রীষ [স] ইর্বা। বি ইর্বা। 'এই রিষ বিধে নাশ হৈছে কত জনে।' আলোচ, ১৬৮০: 'মনে মনে কত রীষ হয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রিশ [স] ইর্বা। বি হিংসা; বিদ্বেষ। 'বুকতে নাহিহো শোশ ভেজ রিশ।' নজরুল, ১৯৩৯।

রিস [স] ইর্বা। বি ইর্বা। বিদ্যা, ১৮৯১।

রিষি [স] ঋষি। বিগ ঋষি। 'দিশী কৃষ্ণ রিষি কৃষ্ণ এ দেশে ও দেশে।' ওত, ১৮৫৮। দ্র ঋষি

রিটপুট [স] হটপুট। বিগ মোটোসোটা। 'মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিটপুট।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

রিটি [স]। বি ফাঁড়া; ঘোর বিপদ। 'বুঢ়িতে সকল রিটি, হবে সদা সু-বৃটি।' ওত, ১৮৫৮।

রিটিনাশা [স]। বিগ অকল্যাণ নাশকারী। 'বিখ-লগাট দীও - কালো রিটিনাশা হোমের টিপে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

রিসঅ [স] ইর্বা। বি প্রেম করে। 'জিঘ জিঘ করিণা করিণিরে রিসঅ চর্চা।' ১২০০।

রিসারিসি [স] ইর্বা। বি পারস্পরিক হিংসা। বিদ্যা, ১৮৯১।

রিসার্চ [হি] বি গবেষণা। 'মীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রিসার্চ [হি] বি গবেষণা। 'এই রিসার্চের কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রিসার্চবিভাগ [হি] রিসার্চ+স বিভাগ। বি গবেষণা বিভাগ। 'রিসার্চবিভাগে আরো কিছু দান মঞ্জুর করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রিসি [স] ঋষি। বি ঋষি। 'নাগলোক রিসি আইলা দক্ষের সদন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রিসিপুত্র [স] ঋষিপুত্র। বি ঋষিপুত্র। 'রিসিপুত্র সাপে পাণ্ডব হইল অস্ত।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

রিসিডি [হি] বি বরণ। 'বাসু সকলকে মা পৌরাণিকের মত সমাদরে রিসিড কচেন।' হুতম, ১৮৬১।

রিসিভার [হি] বি টেলিফোন-যন্ত্র। 'রিসিভারটা মহাশোভা তাহার হাতে তুলিয়া দিক।' মানিক, ১৯৪০।

রিসিডেন্ট [হি] রেসিডেন্ট। বি সরকারি প্রতিনিধিত্বকারী কর্মকর্তা। ক্যালগে, ১৭৯২।

রিস্টওয়াচ, রিটওয়াচ [হি] বি হাতঘড়ি। 'রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া

ভাঙ্গিয়া ফেলিল।' মনসুর, ১৯৩৫; 'রিটওয়াচ।' জীবন, ১৯৪৮।

রিহাই [ফা] বি অব্যাহতি। বিদ্যা, ১৮৯১।

রিহার্শাল, রিহর্শাল [হি] বি মহড়া। 'রিহার্শাল ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'এটা নারীহরণের রিহর্শালমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রিহার্শাল [হি] বি মহড়া। 'কোন দিন বা থিয়েটারের রিহার্শাল দেয়।' মনোহর, ১৯৬১।

রিহার্শাল দেওয়া কি মহড়া। 'য়েন ওটাকে রিহার্শাল দিয়ে নিলেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

রিহার্শেল [হি] বি মহড়া। 'কোথায় তারা রিহার্শেল দিলেন।' প্রমথ, ১৯১৮; 'অভিনয় না থাকিলে ... রিহার্শেল দিতে যায়।' মানিক, ১৯৩৬।

রিহার্শ্যাল [হি] বি মহড়া। 'অনেক রিহার্শ্যাল দিশুয়।' নজরুল, ১৯২৪।

রীজন [হি] বি যুক্তি। 'যাকে বলে রীজন, সে মানস-সার্কাসের ভিত্ত্যবজি-খেলোয়াড়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

রীড [হি] বি হারমোনিয়ামের বঁট; চাবি। 'কতদিন হারমোনিয়ামের রীডে নিশুণ আত্মল ভদ্যায় নাচেন।' শামসুর, ১৯৭০।

রীডিং-শ্যাম্প [হি] বি লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত বাতি। 'গ্লোবওয়ালা এক বিগাউ-রীডিং-শ্যাম্প।' মুক্তবা, ১৯৬০।

রীপ [হি] নদীর নামবিশেষ। 'রীপ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তিসলময় বরফ ...' বক্তিম, ১৮৮৭।

রীত [স] রীতি। ১ বি আচার। 'অম্বকের দেখি অতি বিলকল রীত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রকৃতি। 'পূর্বে আমি পরিকল্পিত তার এই রীত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি চরিত্র। 'কিছু মাগী একা থাকে দেখি নষ্ট রীত।' ভায়ত, ১৭৬০। ৪ বি স্বভাব। 'তোমার রীতের দেখে মারি।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

রীতকরণ [স]। বি মার্জিত আচার। 'লজ্জা-শরম, রীতকরণ উহাদের কখনও হইবে না।' তারা, ১৯৪২।

রীতকর্ম, রীতকর্ম্য [স]। বি রীতিসম্মত কাজ; বাস্তবসম্মত কাজ। 'অম্বদ আপা উত্থাপন করা রীতকর্মকে হাস্যাস্পদ করা মাত্র।' তাকিবি, ১৮০০।

রীতচরিত্র [স] রীতিচরিত্র। বি স্বভাব ও আচরণ। 'একটু বাচাল হোগ, রীতচরিত্র ভাই ভাল শুনেছিলেম।' উমেশ, ১৮৫৭।

রীতরক্ষে [স] বি প্রথা বজায় রাখা। 'রীতরক্ষে বলেও তো একটা জিনিস আছে।' প্রমথ, ১৯১৮।

রীতি [স] ১ বি ধরন। 'সুখের গির্জাতি আনন্দ যে রীতি দেখিতে সুন্দর হয়।' চণ্ডী, ১৫৭০। ২ বি স্বরূপ। 'কৃষ্ণ উপজিবে রীতি আনিবে রসের রীতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি কৌশল। 'সোমুভ বচন-রীতি মান গরব ব্যাজগতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি স্বভাব। 'বৃষ্ণি তোহারি রীতি।' দীপ্তি, ১৬০০। ৫ বি আইন। 'সবে মাত্র বগাইলা কাকেরের রীতি।' আলোচ, ১৬৮০। ৬ বি নিয়মনীতি। 'যদি জাতকোরে বড় হও তাহার পূর্বের রীতি মনে কর।' দর্পণ, ১৮২১। ৭ বি বিধান। 'দর্পণাধ্যাপনবিষয়ে গবর্ণমেন্টের এইকম যে সকল রীতি আছে ...' বিদ্যা, ১৮৩০। ৮ বি স্বকোষ। 'উদ্বিগ্ন রীতি বলহীলা থাকতে, অন্য অন্য প্রকার অনিষ্টও উপশ্রম হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৯ বি প্রণালী। 'আরবীদেশেরও পূর্বে হিন্দুদিগের

দশগুণের সংখ্যার রীতি অবগত ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৭৭। ১০ বি ঐতিহ্য; পরম্পরাগতভাবে চলে এসেছে এমন ধারা। 'ইউরোপ খণ্ডে যে পর্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল ...' অক্ষয়, ১৮৮৪। ১১ বি প্রথা। 'এ বিষয়ে এক পরম শুভকরী রীতি প্রচলিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১২ বি পদ্ধতি। 'তিনি গোল-আলু, শণ ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের রীতি উপদেশ দিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ১৩ বি কাজের ধারা। 'এ কেমন রীতি ভব, বাহ রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রীতীক্রমে [স] ক্রিবিপ নিয়মানুযায়ী। 'বিদ্যার্থীরা কি রীতীক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে।' দর্পণ, ১৮২২; 'এতদেশীয় সমগ্র গৃহই সেই রূপ রীতীক্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রীতিচরিত্র [স] বি স্বভাব ও আচরণ। 'রাজার রীতিচরিত্র বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

রীতিজ্ঞ [স] বিপ রীতি-নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'অদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া।' দর্পণ, ১৮২১।

রীতিধারিক [স] বিপ রীতি অতলধনকারী। 'রীতিধারিক ভাবে থাকার পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকাল একরূপ কাজ করতে-করতে ...' অবন, ১৯২৫।

রীতিনীতি [স] ১ বি আচার-ব্যবহার। 'তাক হিন্দু মহাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন করিয়া ... পরমপায়িত হইলাম।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি নিয়মানুসার। 'পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্দ্ধন ও সংশোধন ...' দর্পণ, ১৮৩৬।

রীতিপদ্ধতি [স] বি রীতিনীতি ও পদ্ধতি। 'অধ্যাপনার রীতিপদ্ধতি অত্যন্ত নিকট অবস্থায় অবস্থিত থাকেই, অদ্যাপি মনুষ্যের যথোচিত স্বেচ্ছা হইয়া নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রীতিপালন [স] বি প্রথা বা ধারা মেনে চলা। 'নানা আয়োজনে, নানা অনুষ্ঠানে, রীতিপালনে, নিয়মরক্ষায়।' বুদ্ধ, ১৯০৮।

রীতিপূর্বক, **রীতিপূর্বক** [স] ক্রিবিপ প্রথা অনুযায়ী। 'তাহারা রীতিপূর্বক স্বং বৈশাখী হইয়া ... আসিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

রীতিস্বকরণ [স] বি শিল্পের রীতিপদ্ধতি। 'গুপ্ত রীতিস্বকরণের চর্চাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলতে ...' শিব, ১৯৩৫।

রীতিবর্জ [স] ১ বি রীতিনীতি। 'এতদেশীয় রীতিবর্জ বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেব।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি প্রথা ও আচার। 'সভার রীতিবর্জ ধারা নিয়মাদি ঐ মহাপুরুষকর্তৃক রচিত হইয়াছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৬।

রীতিবাদ [স] বি শৈলীবাদ। 'ফরাসি সাহিত্যে এই ধরনের জীবনবিমুখ বিবুদ্ধ রীতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে।' শিব, ১৯৩৭।

রীতিবিরুদ্ধ [স] বিপ নিয়ম বিহীন। 'হঠাৎ ডাকিয়া পাঠান কুলের রীতিবিরুদ্ধ।' ইমদাদুল, ১৯২০।

রীতিবৈপরীত্যোৎ [স] ক্রিবিপ রীতিবিরুদ্ধভাবে। 'বাবুসকল রীতি বৈপরীত্যোৎ অক্ষর লিখিয়া থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫।

রীতিভঙ্গ [স] বি ছন্দপতন। এতে অন্যদেশীয় অশংকারশাস্ত্রনামত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬; 'বৈশ্বাধিকারী রীতিভঙ্গ হয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

রীতিমত, **রীতিমতো** [স] ১ ক্রিবিপ নিয়ম অনুসারে। 'নৃতন রীতিমত সুপ্রিয়কোর্টের এই মিসিবে ...' দর্পণ, ১৮২৭। ২ ক্রিবিপ

ভালোভাবে। 'এ সকল মলমল দুর্য্যয়ে জলপ্রপাতী রীতিমত পরিকৃত হয়ে না।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ ক্রিবিপ যথারীতি। 'এ বিদ্যালয়ে গণিত, আখ্যায়িকা, পদার্থবিদ্যা ... রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ ক্রিবিপ স্বাভাবিকভাবে। 'বৃন্দাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহার রীতিমত বাড়িতে পারে না।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৫ বিপ আনুষ্ঠানিক। 'রীতিমত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মড়মড় করিয়া বুড়র ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিবে।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৬ বিপ পুরোদস্তুর। 'আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৭ ক্রিবিপ যথাযথ। 'এ তর্কের কোনো রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'তা রীতিমতোভাবে প্রমাণ করতে হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

রীতিমাক্ষিক [স] রীতি+আ মণ্ডমাক্ষিক। ক্রিবিপ নিয়মানুসারে। 'রীতিমাক্ষিক উত্তর-ঘরে কথাপাশের জন্যে উপস্থিত হয়।' ওয়াশী, ১৯৬৮।

রীতিক্রান্তি [স] বি আচার-আচরণ ও পদ্ধতি। 'তার কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিক্রান্তিতেও অভিজ্ঞত।' অন্নদা, ১৯২২।

রীতিবদ্ধ [স] বিপ শৈলীসম্মত। 'উহার ভাষা সরল, রীতিবদ্ধ এবং সমুচিত বিভক্তিবিধি।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রীতে [স] রীতি>। ক্রিবিপ রীতিমতো। 'মূলিক বেদনা রীতে।' মানিকরায়, ১৮৮১।

রীতানুযায়ী [স] রীতানুযায়ী। ক্রিবিপ রীতি অনুসারে। 'তরঙ্গমা ইংরেজী ভাষার রীতানুযায়ী।' দর্পণ, ১৮৩০।

রীতানুসারে [স] ১ ক্রিবিপ নিয়ম অনুযায়ী। 'শনিবার রীতানুসারে ঐ ঘর খোলা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২। ২ ক্রিবিপ স্বভাব অনুযায়ী। 'হৃৎতামের চিরপরিচিত রীতানুসারে।' হুতম, ১৮৬৮।

রীক [বি] বি বালি ও পাথরময় দীর্ঘ সমুদ্রসকত। 'রীকেতে যেদিন সভ্য ভূত/নাচিতে লাগিল তাইই থই।' নজরুল, ১৯২৯।

রীকবাসী [বি] রীক+স বাসী। বি রীকের অধিবাসী। 'আশমান হতে রীকবাসীর শিরে ছড়াইল আশন-খই।' নজরুল, ১৯২৯।

রীয়ল [বি] বিপ বাঁটি; প্রকৃত। 'আমরা রীয়ল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

রী রা ব্র বি রি

রীল [বি] বি ফিতা জড়ানোর চাকতিবিশেষ। 'মুর্শল ফিলের রীল দ্রুত ভরে ওঠে।' শামসুর, ১৯৩০।

রীশ বি দান। 'রীশ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি, চোগা।' নজরুল, ১৯২৮; 'মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ।' নজরুল, ১৯৩৯।

রুঅ [স] রূপ। বি রূপ। 'সোণত রুঅ মোর কিশি ন থাকিউ।' চর্চা ৪৯, ১২০০।

রুআ [স] রোপণ। বি রোপণ করা। 'বিদ্যা, ১৮৯১। রুইতে কি রোপণ করত।' ক্ষেত্রে পাতা রুইতে হবেক।' ফেরি, ১৮০২।

রুই [স] রোহিত। বি কাতল-মুগেল জাতীয় মাছবিশেষ। 'পাড় মৎস্য পড়িল তিতল শাল রুই।' রূপায়, ১৭৫০।

রুই-কাতলা ১ বি প্রাপ্তিপ্রাপ্তি। ব্যক্তি। 'বিভিন্ন দলের গুপ্ত রুই-কাতলাই সদস্য হয়েছেন।' মনসুর, ১৯৩৫। ২ বি সমাজের পদস্থ ও উচ্চ শ্রেণীর লোক। 'বড় বড় রুই কাতলা ধরনের টাকার জাল ফেলে।' বেগম, ১৯৫২।

রুহিত [স] রোহিত। বি রুই মাছ। 'সাপের আটুবি আনে বুছা বাদ্যযন্ত্রে/রুহিত মৎস্যের পিতৃ মৎস্য বাসরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ক্রমী [সি রোহিত] বি কই মাছ। 'বুদ বড়দিএ ক্রমী বাকসী।' বড়, ১৪৫০।

ক্রমী বি বংশনামবিশেষ। 'জগন্নাথ ক্রমী' সেবধি, ১৮৪০; 'দুধিয়ার ক্রমী ও হিমান ক্রমী দুই ভাই' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ক্রমী বি উইপোকা। 'বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র ক্রমীতে খাওয়া একেবারে মাটি করিয়াছে।' মশাররক, ১৮৯০।

ক্রমীভন, ক্রমীভন, ক্রমীভন [ওম] বি গাল বরফি আকৃতির ছাপ দেওয়া ভাসবিশেষ। ওম, ১৭৮৫; 'হরতন, ক্রমীভন হচ্ছে বাস-গুলনাজি।' প্রমথ, ১৯২২; 'হরতন ক্রমীভন সায়েব বিবির তাসের দেশে নীরহ ভারতসন্তান কক্ষে পাবে কি?' মুক্ততাবা, ১৯৫২; 'এই হরতন, চিরিতন, ক্রমীভন, ইশকাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাজে ভাজে লটকে দিয়েছেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

ক্রমীন [সি] বি ধ্বংসোপদেশ। 'আড়ডাটি ... উঠিয়ে দেখেন কেবল তার মনিমেটের মত ক্রমীনমাত্র পড়ে আছে।' হস্তাম, ১৮৬১।

ক্রমী ক্রি রোধ করা; রোধ। 'ইট-পাথরের দেওয়াল দিরা ইয়াজুস-মাছুসকে রুকা যাইবে না।' মনসুর, ১৯৫০।

ক্রমু [আ] বি অংশবিশেষ। 'সুরা বক্রার অষ্টম রুকুতে তার ইঙ্গিত আছে।' নজরুল, ১৯৪১।

ক্রমু [সি] ১ বিপ অবিয্যত; এলোমেলো। 'তাহার কেশ রুম্ব, অবেলীবন্ধ।' বহিম, ১৮৭২; ২ বিপ লাশাব্যবহিত। 'মুখ বড় রুম্ব।' বহিম, ১৮৮৭; ৩ বিপ কর্কশ। 'কুখানলে গৃহিণীর রুম্ববচন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; ৪ বিপ উকো খুঁকো। 'রুম্ব অলক উড়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

ক্রম্বতা [সি] ১ বি কর্কশতা। 'জীবনের নানা ক্রম্বতা ও রজাতভার ওপর উপশয়ের মত।' জীবন, ১৯০১। ২ বি উগ্রতা। 'ক্রম্বতার সূতীক্ল সংশীনে দুর্বিণীত ইছার ডানায়।' শামসুর, ১৯৬০।

ক্রম্ববচন [সি] বি কর্কশ কথা। 'অন্ধকার ঘরে প্রকলিত কুখানলে গৃহিণীর রুম্ববচন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ক্রম্বমূর্তি [সি] বিপ ক্রুদ। 'ঘরের ক্রম্বী রুম্বমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকো ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ক্রম্বম্বভাব [সি] বিপ বদমেজাজি। 'ক্রম্বম্বভাব সাহেবটি মহা ক্রম্বা হয়ে টেঁচিয়ে উঠলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ক্রম্বশর [সি] বি কর্কশ কঠ। 'হঠাৎ চমকিত হইয়া ক্রম্বশরে' ক্রি ও ক্রী রন্যখ।' নজরুল, ১৯০১।

ক্রম্বি [সি] ক্রম্ব বিপ উগ্র। 'ম্বভাব তোমার বড়োই ক্রম্বি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ক্রম্বু [সি] ক্রম্ব বিপ ক্রম্ব। 'চুল ক্রম্বু হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়।' গিরিশ, ১৮৮৬।

ক্রম্বু [সি] ক্রম্ব বি পাছ। 'ক্রম্বের তেজস্বী ক্রম্বীয়ে খায়।' চর্চা ২, ১২০০।

ক্রম্বু [সি] ক্রম্ব বিপ কর্কশ। 'না জাণিয়া রুম্ব বুইলো তোকান চরণে।' বড়ু, ১৪৫০।

ক্রম্ববাণী [সি] ক্রম্ববাণী বি বীরস কথা; রুদ্র বাক্য। 'না বোল না বোল কুম্ব বাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

ক্রম্বসত [আ] বি কাজ শেষে বিলয়। 'আমি নিজেই আপনার নিকট ক্রম্বসত চাহি।' মনসুর, ১৯৫০।

ক্রম্বা [সি] ক্রম্ব বিপ কর্কশ। বিদ্যা, ১৮৯১।

ক্রম্বাসুখা বিপ নির্মম। 'সে বয়সটির বরসাত ক্রম্বাসুখা জেলগোলাতেও পৌছল।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

ক্রম্বু [সি] ক্রম্ব ১ বিপ ক্রম্ব। 'কি কব দুখের কথা হেরে দেখে ক্রম্বু মাথা।' মুক্তদ, ১৬০০। ২ বিপ ক্রম্ব; পত্রপুশ্যইন। 'রাখিবে না পাণ্ডে ধূসর কিছু রাখিবে না ক্রম্বু।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

ক্রম্বু-ক্রম্বু বিপ ক্রম্বগ্রা। 'কার ক্রম্বু-ক্রম্বু দ্রাল চলে যেন বিষমু আশা করে পড়েছিল।' নীরেন, ১৯৫০।

ক্রম্বি, ক্রম্বী [সি] রোগী ১ বি অনুহু বাক্তি। 'আমি তো ছ-মাসের ভিতর একটি রোগীর মুখ দেখলেম না।' গিরিশ, ১৮৮৬; বিদ্যা, ১৮৯১; 'আজ তোমার ক্রম্বি দেখা হল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি রোগোক্তার; অনুহু। 'ক্রম্বি ছেলে যখন ওষুধ খেতে চায় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ক্রম্বশ, ক্রম্বা [সি] বিপ অনুহু। 'কোন, ব্যক্তি ক্রম্ব; ক্রম্ব, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনদৌরবে কোন সুক্রম্বা কামিনীর কর গ্রহণ ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'স্ববোধ বহুকাল হইতে ক্রম্বশ মায়ের কাছে মানুষ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

ক্রম্বা [সি] বি ক্রম্বতা; অনুহুতা। 'আরো নানা প্রেম অপমান ক্রটি, মিথ্যা, ক্রম্বতারে ...' শক্তি, ১৯৬১।

ক্রম্বদেহা [সি] বিপ ক্রী অনুহু শরীরের অধিকারী। '... লজ্জাহীনা, শুক্রগ্রামু ক্রম্বদেহা।' দীপিকা, ১৮৮৭।

ক্রম্বদিশাস [সি] বি রোগ-ব্যাধিতে পূর্ণ আবাস। 'বসভূমি একশে একটি সুবিকৃত ক্রম্বনিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ক্রম্বশয্যা [সি] বি রোগীর বিছানা। 'সন্ন্যাসীর বিদ্যা পরীক্ষা হইতে ক্রম্বশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত লবণ সর্কল বলিল।' বহিম, ১৮৭৪।

ক্রম্বশয্যায় শয়ন করা ক্রি অত্যন্ত অনুহু হওয়া। 'অমর ক্রম্বশয্যায় শয়ন করিলেন।' বহিম, ১৮৭৮।

ক্রম্বা [সি] বিপ ক্রী অনুহু। 'দেয়ালে পিঠে ঠেকিয়ে ক্রম্বা নাতনীর কাছে বসে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ক্রচক [সি] ক্রচ- বিপ ক্রচিকর; প্রীতিকর। 'জরুআ দেখিআ যেকু ক্রচক আশল।' বড়ু, ১৪৫০।

ক্রচা [সি] ক্রচ- ১ ক্রি ইচ্ছা হওয়া। 'না ক্রচে ভোজন.পান কি মোর শয়নে।' চর্চা, ১৫৫০; ২ ক্রি ভাষা লাগা। 'সংলীত, চাঁদের আলো, প্রেমালোপ, এ কিছুই ক্রচছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ক্রচি [সি] ১ বি দীপ্তি। 'জঘনে বসে নৃপক আভিশয় ক্রচি গুরু।' বড়ু, ১৪৫০; ২ বি শোভা। 'মেকু উপর দুই কমল ফুলায়ল নালা বিনা ক্রচি পাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; ৩ বি অনুগ্রহ। 'যার ক্রম্বকথায় ক্রচি সেই ভাষাবান।' ক্রম্বদাস, ১৫৮০। ৪ বি শঙ্কন। 'যাহার যাহাতে ক্রচি, সেই দ্রব্য তারে গতি।' ভবানী, ১৮২৫; ৫ বি প্রবৃত্তি। 'ক্ষেত্রপাল বাবুর ক্রচির নিন্দা করিতে আমো বাধ্য হইতেছি।' বদর্শন, ১৮৭৪; ৬ বি আগ্রহ। 'সুচরিতার তখন আহায়ে ক্রচি চলিয়া গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

ক্রচিগুণালী [সি] ক্রচি+বি গুণালী বিপ ক্রী ক্রম্বসম্পন্ন। 'পয়লা নখরের ক্রচিগুণালী শিকতি মহিলার ক্রচির সঙ্গে ...' প্রমথ, ১৯৪১।

ক্রচিকর [সি] ১ বিপ সুবাদ। 'মনোহর ক্রচিকর প্রব্য এই বটে।' গুণ, ১৮৫৮; ২ বিপ প্রীতিকর। 'সেখাটি সভ্যমণ্ডলীর ক্রচিকর হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; ৩ বিপ ক্রচি বাড়ায় এমন। 'ক্রচিকর হাওয়ায় বাবুর

ক্ষুধার উদ্ভেক হইল।' শরৎ, ১৯১৭।

কটচিগর্হিত [স] বিণ কুরুচিপূর্ণ। 'আমাদের মতে ইহা কটচিগর্হিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কটচিজনক [স] বিণ সুখাদু। 'কোন খাবারটি একটু কটচিজনক মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কটচিগুরুভিত্তি [স] বি পরিপূর্ণ বাদ গ্রহণ। 'ক্ষুধাবৃত্তি ও কটচিগুরুভিত্তি যে সুখ সেটুকুও তাহার চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কটচিপূর্বক, কটচিপূর্বক [স] ক্রিবিণ কটচিসম্মতভাবে; শোভনরূপে। 'অতি অল্পই ত্রীসোক কটচিপূর্বক বেশতৃষা করিয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

কটচিবদল [স] কটচি+আ বদল। বি পছন্দের পরিবর্তন। 'মুসলমান করিয়া বাংলা সাহিত্যের কটচিবদল করেছিলেন।' আনিস, ১৯৬৪।

কটচিবাণীশ [স] বিণ সুকৃতি সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন। 'সে অতিমাত্রায় কটচিবাণীশ।' নজরুল, ১৯৩১।

কটচিবান [স] বিণ কটচিসম্পন্ন। 'সে ভদ্র কটচিবান।' বেগম, ১৯৪৭।

কটচি-বিকার [স] বি কটচিবিকৃতি। 'যে কটচি-বিকার, বিভ্রম ও অশ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।' এসনাম, ১৯২০; 'কটচিবিকারের ভগ্নাশ।' নজরুল, ১৯৩১।

কটচিবিকৃতি [স] ১ বি কটচির বিকার। 'নবাবি আমলে যে কটচিবিকৃতির সূত্রপাত হয়েছিল।' আনিস, ১৯৬৪। ২ বি কটচিগত স্থলতা। 'সাধারণ পাঠকের কটচিবিকৃতিতে সাময়িক সন্মতি মনে করে তা থেকে উদ্ধারের আশা ...।' শিব, ১৯৭৩।

কটচিবিগর্হিত [স] বিণ কুরুচিকর। 'অনেক সময় নারীকে তার কটচিবিগর্হিত কাজে শিঙ হতে হয়েছে।' বেগম, ১৯৪২।

কটচিবিরুদ্ধ [স] বিণ সুকৃতির বিরোধী। 'আমি সুকৃতি কি কুসৃতি সে-বিষয়ে কোনো প্রসঙ্গ উপাধান করা কটচিবিরুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কটচিভেদ [স] বি কটচিভাবে পার্থক্য। 'প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অল্পত কটচিভেদ লক্ষিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কটচিমান [স] বিণ কটচিশীল। 'সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও কটচিমান করত।' প্রমথ, ১৯১৮।

কটচিরোচন [স] বিণ কটচিসম্মত। 'তার পরে যা লেখালেখি হবে না সে কটচিরোচন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কটচি-শিবা [স] বি কটচির শিলা। 'শাস্ত্র-শূন্য নীতি-ন্যাকার/কটচি-শিবায় হইরোল।' নজরুল, ১৯২৯।

কটচিশীল [স] বিণ কটচিসম্মত। 'তবু ছবিগুলো ঠিক কটচিশীল বলা যায় না।' বিমল, ১৯৫৩।

কটচিসঙ্গত [স] বিণ কটচিসম্মত। 'বর্তমান সভ্যতারামর্জিত সুকৃতিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' অক্ষর, ১৮৫৪।

কটচিসম্মত [স] বিণ পছন্দমস্কিক। 'সে বাহ্যতে নিজের কটচিসম্মত হয়, তাহার জন্যই এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে।' বেগম, ১৯৪৮।

কটচিসম্মতভাবে [স] ক্রিবিণ পছন্দমতো। 'শ্রোতাদের কটচিসম্মতভাবে বেতারের কার্যসূচী গ্রন্থভের কাজে।' বেগম, ১৯৪৯।

কটচিসৌচ্য [স] বি কটচিগত সৌন্দর্য্য। 'আর ভাষাসৌচ্য ও কটচিসৌচ্যের দিক দিয়েও অনেক উন্নতি হইয়াছে।' মোহনহাঙ্গ, ১৯৩৭।

কটচির [স] ১ বিণ মনোহর। 'তাহার সভাসদ কটচির চাকরপদ রচন মুকুন্দ কবিবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সুললিত। 'দেখিল কটচিরতনু বৎস সহিত মেনু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

কটচিরা [স] বি সংকৃত হৃদয়বিশেষ। সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কটচ্যমান [স] বিণ কটচিমান। 'সেন নিরখিয়া, এ বরাস বরকটি কটচ্যমান এবে মোহাঙে।' মাইকেল, ১৮৬২।

কটজ [হি] বি যুগের প্রসাধনী, বিশেষ; গাল রাজানোর জন্য মিহি লালচে পাউডারবিশেষ। 'ওগো হয়ো না অরুণ ধূয়ে গেল রক্ত আঁখিজলে পলে রক্ত।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'কবরী, পাউডার, মাকারা, চোখের পালিস, কটজ, নখপালিস।' বেগম, ১৯৪৭।

কটজি, কটজী [ফা] বি উপার্জন; জীবিকা। 'হালাল কটজী।' সাম্যবাদী, ১৯২০; 'এই নৌকা ছাড়া তার কটজির আর কোনও পছা নাই।' মনসুর, ১৯৫০।

কটজিদেনেওয়াল। [ফা] কটজি+হি দেনেওয়াল। বিণ খাদ্যদাতা। 'সকলের কটজিদেনেওয়াল। আত্মাহর উপর তার বিশ্বাস কতটুকু?' শওকত, ১৯৫৮।

কটজিরোজগার। [ফা] কটজি-রোজগার। বি আয়-উপার্জন। 'কটজি-রোজগারের জন্য চাকরি-বাকরি করিতে ... তাকিদ করিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

কটজ [আ] ১ বিণ উপস্থিত। 'হামেস কটজ থাকিয়া জওল সগাল করিব।' ওর্স, ১৮৮১। ২ বি মামলা। 'কটজর মিছিল শুজুর করিতে পারে না।' প্রত্যকর, ১৮৫৮। ৩ বি দায়ের। 'চুয়াডাঙ্গায় প্রজাদের নামে ফৌজদারি নাশিন কটজ করা হয়।' সাধারণী, ১৮৭৪।

কটজ করা [ক্রি] আদালতে মামলা দায়ের করা। 'চুয়াডাঙ্গায় প্রজাদের নামে ফৌজদারি নাশিন কটজ করা হয়।' সাধারণী, ১৮৭৪। 'মাজিস্ট্রেটে কোর্টে নাশিন কটজ করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কটজকটজ [আ] বিণ যুগ্মযুগ্ম। 'নীতের কটজকটজ শাল-দোশালায় পা ঢাকবো নাকি।' শক্তি, ১৯৬৯।

কটমার্চ [হি] বি দীর্ঘ পদযাত্রা। 'দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় কটমার্চ।' শরৎ, ১৯৭৩।

কটতি, কটটী [স] রোটিকা। বি আটা ময়দা দিয়ে তৈরি খাদ্যদ্রব্য। 'তক্ষ কটী চাবনা চিয়ায় ভোণ পরিহারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কটী পাকোয়ান বেই সসেতে আছিল।' আল্লাওল, ১৬৮০।

কটটিওয়াল। [কটি+হি ওয়াল। বি কটটিগ্রন্থতকারী; কটটিব্রেক্টো। ওর্স, ১৭৮৫; 'কটটিওয়াল, মাসেওয়াল। কমালাওয়াল। ইত্যাদি ভাটোকেরই নিজস্ব 'চি-চিৎ ফাক' আছে।' অন্নপ, ১৯২৯।

কটটিখণ্ড [রোটি+স খণ্ড। বি পটুচকর খণ্ড। 'সশব্দপালিত-নবনী-সুগন্ধি কটটিখণ্ডের উপরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কটটি মারা বাওয়া [ক্রি] উপার্জনের পথ বন্ধ হওয়া। 'তাদের কটটি মারা যাবে যাতে করে।' নজরুল, ১৯৩১।

কটটিন [হি] বি দৈনন্দিন কঠোর কাজের নির্ধারিত পরম্পরা। '... নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিত্রাভঙ্গ-কটটিন-চালিত যন্ত্রনির্ভিতব্য দেখাতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কটটিনপথ [হি] কটটিন+স পথ। বি ছকবাধা পথ। 'এসো ... কটটিনপথ মরুপরিচালকক্রান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

কটটিন-বাঁধা [হি] কটটিন+বাঁধা। বিণ ছকবাধা। 'প্রতিদিন রাজহাস হওয়ার কটটিন-বাঁধা বগুন মণ্ডল।' শামসুর, ১৯৬৬।

কটিনমাক্ষিক

কটিনমাক্ষিক [হি কটিন+আ মওয়াফিক] বিণ কটিন অনুসারে।
'কটিনমাক্ষিক কাঠ'। বিকৃতি, ১৯৩১।

কঠ [স কঠ] বিণ রাগান্বিত; ক্রোধযুক্ত। 'আর কঠ হরিব তোরে ত্রিদশ সমায়ে।' বকু, ১৪৫০।

কঠা [স কঠ]। 'রূপার মায়ের কঠা কথায় উঠল নুড়ীর কাশ।' লসীম, ১৯২৯।

কঠাজমি [কঠা+জা জমিন] বি কঠজমি। 'বাবলা-খাবলা কঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

কঠা [স কঠা] বি কঠা। 'সুন তাম্বি খনি বিলসই কঠা।' চর্যা ১৭, ১২০০।

কঠুপুণ্ডু [খন্ডা] বি নৃপূর ধনি। 'চলিতে চলিতে তোর কঠুপুণ্ডু বাজে।' বকু, ১৪৫০।

কঠু কঠু [খন্ডা] বি নৃপূরের শব্দ। 'কঠু কঠু নৃপূর চরণমুখে ধরেছে।' মদনমোহন, ১৮৩৪; 'নৃপূর কঠু কঠু বাজে।' বন্দর্দর্শন, ১৮৭৪।

কঠন্ত বিণ কল্পার জলের মতো অবিরাম বহছে এমন। 'কঠন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত কৃষ্ণবাস বনানীকে।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

কঠিত [স] বিণ কঠনরত। 'চলিল ভিক্রুক বেশ রুদিত নয়ন।' বাহরাম, ১৮৫০।

কঠাক্ষি [স কঠাক্ষি] বি কঠাক্ষি দিয়ে তৈরি মালা। 'গলায় কঠাক্ষি, এই গেতে, পরলে লাল কাপড়।' তারা, ১৯৪৬।

কঠ [স] ১ বিণ আটক। 'কাঁরাগারে যে সকল অপরাধী কঠ আছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বিণ বন্ধ। 'বার কঠ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ বিণ শাশা। 'ওমরি কঠন তব কঠ অন্ত্রাশে ফুলে ফুলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ গতিহীন। 'আজকে আমার কঠ প্রাণের কঠলে।' নজরুল, ১৯২৩।

কঠ-অক্কেজল বিণ অক্কেজল কঠ এমন। 'চিরদিনবোর বেন কঠ অক্কেজল, অর্জ করি তোমার উপার প্রোক্তরাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কঠ-ওঠাধর বিণ ওঠাধর কঠ এমন। 'তিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব কঠ-ওঠাধর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কঠকঠ [স] ১ বিণ নির্বাক। 'বাক্যভারে কঠকঠ, রে ভক্তি প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বিণ নীরব। 'মৃতকঠে না হোক, কঠকঠে শীকার করতে হবে।' প্রমথ, ১৯১৭।

কঠকঠে ক্রিবিণ কান কঠ এমনভাবে। 'কঠকঠে আসি নিরুপার আনয়ের অস্ত্রিমের ডাক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

কঠকোষ [স] বিণ রাগ চেষ্টে রেখেছে এমন। 'কঠকোষ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।' তারা, ১৯৪২।

কঠর [স] ১ বি বন্ধ দরজা। 'সম্বিত পঙ্কিবলে কঠরার ভাঙিয়া যায়।' জগদীশ, ১৮৯৫। ২ বিণ দরজা বোলা নয় এমন। 'কঠরার জামাতাঘাটে উৎকর্ষিত কর্তৃগৃহীণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কঠনিরুপাশে [স] ক্রিবিণ ভয়ে নিরুপাশ বন্ধ করে। 'মেয়েরা কঠনিরুপাশে ... দুর্গানায় জপিতে লাগিল।' শরৎ, ১৯১৭।

কঠনিধাশ [স] বি খাসকঠক অবস্থা। 'ভয়ে ভয়ে কঠনিধাশে জিজ্ঞাসা করলাম।' বনকুল, ১৯৩৬।

কঠ-প্রতাপ [স] বিণ যে বীরত্ব প্রকাশ করতে পারছে না এমন।

'কঠ-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রযুক্ত নব তলে।' নজরুল, ১৯২৪।

কঠপ্রায় [স] বিণ প্রায় তরু। 'সপ্নীপের কঠপ্রায় কঠের মধ্যে থেকে ওমরে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

কঠবন্ধ [স] বিণ বন্ধ কঠ এমন। 'কঠবন্ধ বাশ্পরথের বাশ্পকঠ কৌস কৌস শব্দ।' নজরুল, ১৯২৪।

কঠবাক [স] বিণ বাকবৃত্ত হুছে না এমন। 'যন্ত্রণায় কঠবাক, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

কঠবাণী [স] বি অবরুদ্ধ ভাষা। 'কঠবাণীর অন্ধকারে কান্দন উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

কঠবায়ু [স] বি গতিহীন বাতাস। 'কঠ কঠবায়ু ... পার হইয়া যািতে লাগিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কঠবাস [স] বিণ খাসবায়ু বন্ধ হয়েছে এমন। 'বালক কঠবাস কঠ হইতে বহকটে বলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'আজ যখন পশ্চিম দিগন্ত ঝঞ্ঝাবাতাসে কঠবাস, যখন শুভ্রহর থেকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

কঠবর [স] বি কল্পার বাধাপ্রাপ্ত কঠ। 'বিন্দু কঠবর বলিল।' শরৎ, ১৯১৩।

কঠপ্রোত [স] বিণ প্রোত অবরুদ্ধ এমন। 'মনের এ কঠপ্রোত দেহবশিষ্ট করি বিদারিত, সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সব, করিতে প্রতিভা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'ভিষ্ম, নির্বাত, শিল্প কঠপ্রোত কালের পুসিন।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

কঠ হওয়া কি আটকে আসা। 'তার কঠবর কপিত এবং কঠ হয়ে এল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

কঠলোক [স] বি আশো প্রবেশ করে না এমন অবস্থা। 'আমরা বৃদ্ধবরলে জীবনের অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে কঠলোকে বসে বসে ফিলজফি করছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কঠামান [স] বিণ কঠনরত। 'দুই চক্ষু আরক্তিমাত্রে কঠামান।' রামরায়, ১৮০১।

কঠ [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) মহাসেব। 'সম্বর্ষণ-ক্রোধে হয় কঠ অবতার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ প্রচণ্ড তুষার। 'রায়বেনি গজবেনি বাজে কঠবীণা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ তীব্র। 'পিপাসা এর নয়কো রক্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কঠজটা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবের জটা। 'কঠজটা গড়বে ছিড়ে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

কঠতপ [স] বি কঠিন তপস্যা। 'কঠতপের সিদ্ধি এ কী।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

কঠতর [স] বিণ অতিশয় উষ্ণ। 'ভূমি ওকে কঠতর করে না।' মুক্ততর, ১৯৬০।

কঠতা [স] বি প্রচণ্ডতা। 'জয় তব জীৱণ কঠর-নাশন কঠতা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কঠতাপস [স] বিণ কঠোর তপসী। 'এসো আমার কঠতাপস তরুণের দল।' নজরুল, ১৯২৬।

কঠতাল [স] ১ বি সখীতের ষোলো মাথার তালবিশেষ। 'রবিবায়ুর ব্রহ্মতাল ও কঠতাল জানেন না।' দুর্জয়, ১৯৩১। ২ বি তালব নৃত্যের তাল। 'রে নিশেধিতা, আশ্রয়প্রার্থনো কঠতালের নৃত্যর ঝঞ্ঝুতা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

কঠতেজ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) প্রচণ্ড তাপ। 'কঠতেজ কি অন্নদূর্গা

সইতে পারতেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রুদ্র-দেবতা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিব; ভয়ঙ্কর দেবতা। 'নাশ করে
হে সুন্দর রুদ্র-দেবতা' নজরুল, ১৯২৭।

রুদ্রনিষ্ঠর [স] রুদ্র-নিষ্ঠর। বিশ্ণু অত্যন্ত নির্মম। 'সমর-ঘাতে অমর
করে রুদ্রনিষ্ঠর স্নেহ' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রুদ্রনীতি [স] বি উগ্র বিধান। 'যদি বিপদকালে সুনীতিবালার
রুদ্রনীতি অবলম্বন করেন' বেগম, ১৯৪৯।

রুদ্র-বাণী [স] বি উদাত্ত বাণী। 'সে-বাণীয়া যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান'
নজরুল, ১৯২৩।

রুদ্রবীণ [স] রুদ্রবীণা বি বাস্যযন্ত্রবিশেষ। 'রবাব দোভারা বীণ
কপিনাস রুদ্রবীণ সমস্ত বাহে সুপলিট' আলগোল, ১৬৮০।

রুদ্রবীণা [স] বি প্রচণ্ড সুরযুক্ত বীণা। 'সায়বেনি গজবেনি বাজে
রুদ্রবীণা' মুকুন্দ, ১৬০০।

রুদ্রমন্ত্র [স] বি কঠোর মন্ত্র। 'উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ'
রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রুদ্রমুখ [স] বিশ্ণু কঠোর মুখ এমন। 'রুদ্রমুখ কেন তব' রবীন্দ্র,
১৮৮০।

রুদ্রমূর্তি [স] বি ভয়ঙ্কর রূপ। 'বিগ্রহের রুদ্রমূর্তি নিদাহ কাণীন
মধ্যাক সুধোর ন্যায় লোকের অসহ্য ও বিপ্রিয় বটে' ভারত
সংস্কৃতক, ১৮৭৩; 'ভাষার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল' রবীন্দ্র,
১৯১২।

রুদ্ররথ [স] বি তীব্র বেগে ধাবমান রথ। 'ছন্দ ছুটিল প্রলম্ব সপথের
রুদ্ররথের চাকাতে' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

রুদ্ররাশি [স] বি ভয়ঙ্কর রাশ। 'রুদ্র রাশি আলানিহ্ন গড়ারে গড়িছে
হিমবাহ' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

রুদ্ররূপ [স] বি ভয়ঙ্কর রূপ। 'তোমার রুদ্ররূপে আমি ভয় করি'
মুক্ততবা, ১৯৬০।

রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ [স] বিশ্ণু প্রচণ্ড উদ্ভাস দেয় এমন। 'রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ
বিকীর্ণ ধূসর প্রান্তরের' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রুদ্রলোক [স] বি প্রদয়স্থান। 'দূর রুদ্রলোকে হতে বজ্রঘর্ষিত ওই
তনু যায়' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রুদ্রসাজ [স] বি ভয়ঙ্কর রূপ। 'প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে'
রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রুদ্রাণী [স] বি স্ত্রী (হিন্দুপুরাণ) শিবের পত্নী। 'অন্ত নায়িকা সাজে
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী কপালিনী' রূপরাম, ১৭৫০।

রুদ্রানল [স] বি ভয়ঙ্কর আগুন। 'তৌহিদের রুদ্রানল প্রজ্বলিত
হউক' নজরুল, ১৯৩৯।

রুদ্র [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভোলানাম রুদ্র' সেবধি,
১৮৪০।

রুদ্রবাকটি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সিরিষের রুদ্রবাকটি'
সেবধি, ১৮৪০।

রুদ্রাঙ্ক [স] বি যে শুষ্ক ফল দিয়ে হিন্দু-ব্রহ্মণের মালা তৈরি হয়। 'অশ্বখ
রাখিল মূল বান্ধিয়া রাখিল রুদ্রাঙ্ক ধায়কল লবঙ্গ' মুকুন্দ, ১৬০০;
'মালার মধ্যে ... পদ্মবীজ, রুদ্রাঙ্ক প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুও বিনিবেশিত
করিয়া রাখে' অক্ষয়, ১৮৫০।

রুদ্রাকবিভূষিত [স] বিশ্ণু রুদ্রাঙ্কের জপমালা মণি
'রুদ্রাকবিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে' অক্ষ
১৮৪৯।

রুদ্রাকমালা [স] বিশ্ণু রুদ্রাঙ্ক ফলের তৈরি জপমালা। 'জরুড় দণি
করে কুন্তল সকল শিরে সদাই রুদ্রাকমালা গলে' মুকুন্দ, ১৬০০।

রুধা [স] রুধা] ১ ক্রি গতি রোধ করা। 'খিল না বাহ মোর, রুধিল
ঘার' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রি বন্ধ করা। 'দুয়ার রেখেছি রুধি'
রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রুধির [স] ১ বি রক্ত। 'রাউত মাহত পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে ধর ব
রুধিরের খানা' মুকুন্দ, ১৬০০।

রুধিরাক্ত [স] বিশ্ণু রক্তে রঙিন। 'ভষ্ম নুমুও রুধিরাক্ত হিত্তচর্ম যা
সাজ' রবীন্দ্র, ১৯০২।

রুন্ [স] রুন্ [ধন্য] অর্থ নুপূর, যন্ত্রের প্রভৃতির শব্দ। 'রুন্ রুন্ ধনি ব
কটিত কিঞ্চিৎ' সুলতান, ১৭০০; 'রুন্ রুন্ নুপূর বাজে নেচে'
ধীরে' গিরিশ, ১৮৮৩।

রুনুন [ধন্য] অর্থ নুপূরের ঝঙ্কার। 'মধুর নিনাদ তনি বা
রুনুন' রূপরাম, ১৭৫০।

রুনুনুন [ধন্য] ১ অর্থ নুপূর, যন্ত্রের প্রভৃতির শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯
২ ক্রিবিধ রুন্ রুন্ শব্দ করে। 'ঝঙ্কারিবে মঞ্জির রুন্ রুন্' রবী
১৯২৭।

রুধা [স] রুধা] ক্রি রোধ করা। রুধিয়া ক্রি রোধ করে। 'রুধি
মারুত বাট' আলগোল, ১৬৮০। রুধেলা ক্রি রোধ করায়
'অলিও কলিও বাট রুধেলা' চর্চা ৭, ১২০০।

রূপ [স] রূপ বি রূপ। 'মোর রূপ যৌবনে তোহাতে কী' বড়ু, ১৪৫
৮ রূপ

রূপচন্দনবতি [স] রূপ-চন্দনবতী। বি স্ত্রী যার রূপ-গুণ আ
'রূপচন্দনবতি ইহ বড় কাজ' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রূপস [স] রূপস। বিশ্ণু রূপের। 'সোদর মাউলানীত ভোলে পড়িত
দেখিরা রূপস কাজ' বড়ু, ১৪৫০।

রূপসী [স] রূপসী। বিশ্ণু সুন্দরী। 'তোহাকো দেখিল রাধা মোর আ
রূপসী' বড়ু, ১৪৫০।

রূপসে [স] রূপসী। বিশ্ণু খুব সুন্দর। 'এবে তোকে দেখিছ রূপসে
বড়ু, ১৪৫০।

রূপদত্তা [মারাঠি রূপজন্তী] বি রাং ও দস্তার মিশ্রণে তৈরি পদার্থবিশেষ
বিদ্যা, ১৮৯১।

রূপা [স] রূপা বি রৌপ্য। 'সোনার চুপড়ী বাড়ায় রূপার ঘড়ী' :
১৪৫০।

রূপার ছেনি বি রূপার তৈরি এক ধরনের ছোটো ছোরা। ক্যাল
১৭৪৮।

রূপালি বিশ্ণু রূপার মতো সাদা রঙের। 'ধরে ধরে আখর রূপালি
রবীন্দ্র, ১৯২৫।

রূপো বি রূপা - এক প্রকার মূল্যবান ধাতু। 'লাল বনাতের'
গোলাস ও রূপোর ডাঙিতে রেসমের নিসেন' হেতাম, ১৮৬১।

রূপোবাহা অর্থ রূপা দিয়ে বাঁধা-করা। 'ক্যাটনমেটের ২
রূপোবাহালা গলফস্টিকে এখন তিনি গলফ খেলবেন' মহাশে
১৯৫৬।

রূপোলি বিধ রূপার মতো বর্ণবিশিষ্ট। 'রূপোলি মাছ।' জীবন, ১৯৪০।

রূপা [স রোপি>] কি রোপণ করা। 'রূপিল সফল তরু নৃত করে নট।' মুকুন্দ, ১৬০০। রূপিতে কি রোপণ করতে। 'রূপিতে কারণে যদি কৈলা বীজ মান।' অলাতল, ১৬৮০। রূপিয়াছে কি রোপণ করেছে। 'নানা পুষ্প রূপিয়াছে করিয়া যতন।' বিজয়, ১৬৫০। রূপিল কি রোপণ করলো। 'রূপিল সফল তরু নৃত করে নট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রূপিয়া [বি] বি রূপার টাকা; টাকা। ওঁসী, ১৭৮৫; 'আমাদের কাছে রূপির পরিচয় রূপিয়া দিয়ে।' প্রমথ, ১৯০৫।

রূপেয়া, রূপেয়া [হি] ১ বি টাকা। ডেরলি, ১৭৭৬; বোখল, ১৭৮০। 'রপেয়া।' ডেরলি, ১৭৮৩। ২ বি রোপ্যমুদ্রা। 'মেরা চার হাজার রূপেয়া বরবাদ হয়।' যোকেয়া, ১৯০০।

রূপেয়া [বি] বি টাকা। 'জে ফি রূপেয়া সিক্যায় কোনে নিরিখে সিলহা কিয়া ঢাকা।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

রূপো [বি] বি রূপার টাকা; টাকাপয়সা। 'কথার সঙ্গে রূপোর বৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রূপে [স রূপ>] ক্রিবিধ -ভাবে। 'এই রূপে সাম্রাজ্য করেন নারায়ন।' হ্যালহেড, ১৭৭৮।

রূবকারী, রূবকারী [কা রূবকারী] বি আদালতের বিচার-বিবরণী। 'ভাবব রূবকারী বহুদেই লিপিত হইত।' দর্পণ, ১৮৩২; 'মুচিয়ার ভিপুটি হইয়া প্রথম রূবকারী দন্তব্যক্তকালীন পড়িয়া দেখিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

রুবল [হি] বি রাশিয়ার মুদ্রার নাম। 'আপাতত মাথা-শিছু পাঁচ রুবল করে শিকার শুরু পড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রুবাই [আ] বি আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় লেখা চতুষ্পদী কবিতা। 'হাফিজ উমর শিরাজে লেখে রুবাই।' নজরুল, ১৯২৮।

রুবাইয়াৎ, রুবাইয়াৎ [আ] বি চতুষ্পদী কবিতাসমূহ। 'আমাকে যারা এই রুবাইয়াৎ অনুবাদে নানারূপে সাহায্য করেছেন।' নজরুল, ১৯৩০; 'রুবাইয়াৎ, মাসনবী, কাসিদা এবং মার্সিয়া।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

রুবাইয়াৎ [আ] বি চার পঙ্ক্তির কবিতাসমূহ। 'কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি রুবাইয়াৎ লিখেছেন মাত্র।' মুজতবা, ১৯৫২।

রুবাই [আ] রুবাই বি চতুষ্পদী কবিতা। 'আপনা শায়েরে রুবাইয়ের রীতি।' অলাতল, ১৬৮০।

রুবি [বি] বি ম্যুসাবান পাখরবিশেষ। 'এসেছে বদশহান থেকে লাল রুবি।' মুজতবা, ১৯৪৯।

রুম [তু] বি তুরস্কের রুম জনপদের ভাষা। 'রুমী সবে রুম ভাষে কোরানের কথা লোক সবে লিখে লই করুণে ব্যবহা।' সুলতান, ১৭০০।

রুম-বাসী [তু রুম+স বাসী] বি রুম অঞ্চলের বাসিন্দা। 'দুখ-শির রুম-বাসী।' নজরুল, ১৯২২।

রুমি টুপি [তু রুমি+টুপি] বি টুপিবিশেষ। 'মস্ত রুমি টুপিটাও সে মাথায় কেমন ক'রা হয়।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

রুমী, রুমী [তু] বি তুরস্কের প্রাচীন রুম জনপদের অধিবাসী। 'প্রাণীপ সমান দাস রুমী একশত।' বাহরাম, ১৬৫০; 'রুমী দশ দাসী দিমু

হাবসী দশজন।' সুলতান, ১৭০০।

রুম [হি] বি কক। 'রিহার্সাল রুমে তোমাকে বসেছিলাম।' নজরুল, ১৯৩৬।

রুম-মেট [হি] বি একই কক্ষে বাস করে যে। 'রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য তাপানো করিতেছে।' বিজুতি, ১৯৩১।

রুমনিয়ান [হি] বি রুমনিয়ার অধিবাসী। 'বুলগেরিয়ান, রুমনিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মন্দের সঙ্গে নিয়ে।' মুজতবা, ১৯৫২।

রুমাল [কা] বি হাত-মুখ মোছার জন্য কাপড়ের ছোটো টুকরা। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'এফন রুমাল ১৩ তেরো জোড়া।' মের্স, ১৭৫৭; 'কপালের ঘাম রুমালে মুছে ফেলার পরে ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

রুমালপেড়ে [বি] রুমালপাড়বিশিষ্ট। 'সবীপেড়ে, রুমালপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

রুমুতুমু [ধন্য] বি নূপুরের ধনি। 'জোড়-পায়েলার রুমুতুমু।' নজরুল, ১৯২৫।

রুম [স রোপণ>] ক্রি রোপণ করা। রুইএ ক্রি রোপণ করে। 'চারিভিতে রুইএ কলা ভিতর হেমগিরি।' রামাই, ১৭১০। রুইএ ক্রি লাগানো; রোপণ করলো। 'গাছ পালা রুইএ হেল বিজিন্ন নগরে।' মাল্লার, ১৫০০। রুইএ ক্রি হ্রাণন করে। 'পুরুব কালের পাতে না রুইএ মূলে।' বড়, ১৪৫০। রুয়ে ক্রি রোপণ করে। 'কলা রুয়ে না কেট পাড়, রুয়েই কাপড় তাতেই ভাত।' বনার বচন, ১৯৩১।

রুক [বা]বিএকরকার মৃগ। 'শরদারা বিহু রুক।' বিজুতি, ১৯৩১।

রুল [হি] ১ বি একপ্রকার দণ্ড। 'একাগ্রি রুল নিয়ে বাটের শীটে পুকিয়ে ছিলেন।' হত্যাম, ১৮৬১। ২ বি কাঠ। 'বাজীকরের রুলের পুস্তকের মত খটখটে খটখটে।' দীপিকা, ১৮৮৭। ৩ বি রেখা। 'পেনসিল কাগজ লইয়া রুল কাটিয়া রূপাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ অঙ্কিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বি সরলরেখা টানার দণ্ড। 'ইন্ডিয়ানের যে কল কম্পাস দিয়ে রেখা টানছে।' অবন, ১৯২৫। ৫ বি খাতব পাড়। 'একটা বিশাল লোহার রুল।' বিজুতি, ১৯২৯। ৬ বি বিধি। 'ভারত সরকারের ১৯৩৬ সালের (প্রাদেশ আইনসভা) অর্ডারের ৪র্থ খণ্ডের রুলের সংশোধন করা হয়েছে।' বোম্ব, ১৯৫৪।

রুল-কাটা [হি রুল+কাটা] বিধ রেখা-টানা। 'বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'মামুরীর রুলকাটা হাতের খাতার মত।' জীবন, ১৯৩১।

রুল সই করা ক্রি রুল দিয়ে মারা। 'কাঁদে বাড়ি বলরাম বলে গোবামীকে রুল সই কত্তে লাগলেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

রুলি [হি রোলি] বি বালাবিশেষ। 'তোমার হাতে রুলি রয়েছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

রুলি বি চুন হব্দু মেশানো লাল তিলক। 'বর আমার ঘোমটা রুলে কপালে রুলির ফোটা দেখে নিয়েছে।' প্রমথ, ১৯৩১।

রুলি [হি] বি সিদ্ধান্ত; রায়। 'এ ব্যাপারে রুলিং এর জন্য সুপ্রিম কোর্টের আদায় লওয়া হইবে।' আজাদ, ১৯৬২।

রুল, রুল [হি] ১ বি রাশিয়ার অধিবাসী; রাশিয়ান। 'রুলজাতির অধিকাংশ ব্যক্তি অসভ্য কিন্তু ধনি লোকেরা সম্পত্তি সভ্য হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪১। ২ বি রাশিয়া। 'রুল তাতার বেটন করিয়া তথায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভাবিত কি না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

রুশিয়া [হি বি রাশিয়া]। 'রুশিয়ার বংশেভিকচর ও বিপ্লবী-নেতা'। *নজরুল*, ১৯৩০।

রুশিয়ান [হি বি রুশ সৈন্য]। 'আমি জানি রুশিয়ান কত দূরে আন্তরান'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

রুশিয়াবাসী [হি রুশিয়া+স বাসী]। *বিপ* রাশিয়ার অধিবাসী। 'রুশিয়াবাসী কিংবা তাহাদের শাসন-প্রণালীকে আমাদের দেশে ডাকিয়া আনিবার জন্য ...'। *সংগত*, ১৯২৮।

রুশী [হি] *বিপ* রাশিয়া দেশের। 'এদিকে ইংরেজ দুখা, ওদিকে রুশী বকরী'। *মুজতাবা*, ১৯৪৯।

রুশীয় [হি রুশ+স ঈয়] ১ *বি* রুশ ভাষা। 'ফরাসি ভাষা রুশীয় জর্মান প্রভৃতি ভাষার ...'। *প্রথম*, ১৯১৭। ২ *বি* রুশ জাতি। 'চীনের রুশীয় কোরীয় প্রভৃতি নানা জাতির মধ্যে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

রুশীয়ত্ব [হি রুশ+স ঈয়-ত্ব]। *বি* রাশিয়ানদের বৈশিষ্ট্য। 'এর মধ্যে ভারতীয়ত্ব যদি থাকে তবে রুশীয়ত্বও আছে'। *অন্নদা*, ১৯৩৭।

রুশিয়া [হি বি রাশিয়া] - ইউরোপ মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ইউরোপের সর্ববৃহৎ দেশ। 'ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ও রুশিয়া প্রভৃতি দেশেতে'। *দর্পণ*, ১৮২০।

রুশীয়, রুসীয় [হি রুশ+স ঈয়] ১ *বি* রুশ ভাষা। 'আদিলং নামক এক জন শিক্ষক সাহেব সাংগ্ৰহিত সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।'। *জ্ঞানবেষণ*, ১৮৩৯। ২ *বিপ* রাশিয়া সংক্রান্ত। 'ব্রিটোহাচার ক্রমে রুশীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল'। *সুখাবর্ণণ*, ১৮৫৫।

রুসিয়া [হি বি রাশিয়া]। 'আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিছু'। *ভক্ত*, ১৮৫৮।

রুশা, রুশা [স রুশ<]। *ক্রি* রুশ হওয়া। *রুশিবেই কি রুশি হবে*। 'পূর্ববে জগতিতে যবে রুশিবেই তোকে'। *বড়*, ১৪৫০। *রুশিয়া ক্রি* রাগ করে। 'নন্দী উঠিয়া রুশিয়া বলিছে'। *দীপ্ত*, ১৬০০। *রুশিল ক্রি* ক্রুদ্ধ হলো। 'মহাবীর হামজাও তখনে রুশিল'। *সুলতান*, ১৭০০। *রুশিলেক ক্রি* রুশ হলেন। 'এত তনি রুশিলেক বীর ব্রোদার'। *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *রুশে ক্রি* রাগ করে। 'রুশে বলে লাক্ষ্মীর দুর্জয় প্রতাপ'। *কুম্ভারাম*, ১৭২০। *রুশিল ক্রি* রুশ হলো। 'জবালিনক মহাক্রোধে রুশিল তখন'। *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *রুশিলেক ক্রি* রুশ হলেন। 'এত সুনি রুশিলেক বির ব্রোদার'। *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। *রুসে ক্রি* রাগে। 'তঁতেক্কেন গারে রুসে পার্শ্ব ধনুর্ধরে'। *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

রুশ্ট [সি] *বিপ* ক্রুদ্ধ। 'আত্মক রুশ্ট বচনে তোহিহ রাধার মনে'। *বড়*, ১৪৫০।

রুশ্টতা [সি] *বি* ক্রুদ্ধতা। 'আতঃ প্রথম মজিনের কঠে রুশ্টতা শোনা যায়'। *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

রুশ্টমণ [সি রুশ্টমন] *বি* ক্রুদ্ধ মন। 'ভুজয়গে বান্দী রাধা দশদশদশনে/যোর সমুচিত ফল কর রুশ্টমণে'। *বড়*, ১৪৫০।

রুশ্টরুদ্র [সি] *বি* (হিন্দুপুরাণ) রাগাধিত শিব। 'দেখেছি সেই মহিমা ... রুশ্টরুদ্রের প্রলায়কুন্ডলের মধ্যে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

রুশ্টবর [সি] *বি* রাগাধিত রক্ত। 'হৃষ্টবর বলিল'। *শরৎ*, ১৯১৭।

রুশ্টি *বি* রুশ্টতা। 'ভুটি ও রুশ্টিকে ধূলিমুটির ন্যায়'। *দর্শন*, ১৯২৪।

রুসম [আ রুসুম] *বি* প্রথা। 'হাজার ধীপের বদ রুসমের উপরে লানত হানি'। *ফররুশ*, ১৯৪৩।

রুসাই ঘর [হি রুসাই+ঘর] *বি* রান্নাঘর। 'রুসাই মিয়ার রুসাই ঘরে সামনে এসো তারা'। *জসীম*, ১৯২৯।

রুসুন [সি লখন] *বি* রসুন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

রুহ [আ] *বি* আত্মা। 'এসমে আত্ম তবিত্তের মতো আত্মও তব র পাক'। *নজরুল*, ১৯২৮।

রুহানী [আ] *বিপ* আধ্যাত্মিক। 'তোমার রুহানী আয়নাতে দেখে/ও নূরী রওশান'। *নজরুল*, ১৯৩২।

রুক্ষ [সি রুক্ষ] *বিপ* খসখসে। 'কথা আর রুক্ষ বটে ফলত মধুর'। ও ১৮৫৮।

রুঢ় [সি] ১ *বিপ* কঠোর; অগ্রিয়। 'রুঢ় ও করুশ বাক্য বলিয়া, কাহারও ম বেনদা দেওয়া উচিত নহে'। *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিপ* চোখ ধাঁধি দেয় এমন। 'বন্দু জড়িমা পপকে ভাগিল, রুঢ় দীপের আলো লাগিল, ক্ষমাসুন্দর চক্কে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৩ *বিপ* কর্ণ। 'করে রুঢ় করবে উপর সৌন্দর্যের অঙ্ক টেনে দিতে ...'। *রবীন্দ্র*, ১৯২। ৪ *বিপ* কর্ণ। 'ভার উত্তরতা তোমার মুখের উপর রুঢ় শোনায়ে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৫ *বিপ* কড়া; তীব্র ভেজবিশিষ্ট। 'অনেক রুঢ় রৌ ঘুরে প্রাণ'। *জীবন*, ১৯৪২।

রুঢ়তম [সি] *বিপ* অত্যন্ত কঠোর। 'রুঢ়তম ভাষায় সে উচ্চক বলে'। *তারা*, ১৯৪২।

রুঢ়তা [সি] *বি* রুক্ষতা। 'এই অবশ্য রুঢ়তাটুকু যদি একটি সু সবিবয় প্রণাম দিয়ে না মুখে যেতে'। *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

রুঢ়দৃষ্টি [সি] *বি* কঠোর দৃষ্টি। 'রুঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল তারা'। ১৯৪২।

রুঢ়ভাবে [সি] *ক্রি* ক্রিষ্ণ উগ্রভাবে। 'সেই পার্শ্বকাটকে রুঢ়তা প্রত্যক্ষসোচর না করা'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

রুঢ়ভাষী [সি] *বিপ* রুঢ় ভাষা ব্যবহারকারী। 'রুঢ়ভাষী পুরুষমাদুমে সাধারণত যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে'। *বনভুল*, ১৯৩৬।

রুঢ়ি [সি] *বিপ* ব্যক্তনাগত। 'চলিত এবং কতিপয় ব্যবহারযোগ্য প্রচলিত যাবনিক শব্দের রুঢ়ি যৌগিক বিশেষে ...'। *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

রুঢ়িক [সি] *বিপ* যৌগিক। 'তিনি ঔষধ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা রুঢ়িক ও যৌগিক প্রত্যয়ের গুণাগুণ বিচারে ...'। *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

রুধির [সি রুধির] *বি* শোণিত; রক্ত। 'কিলি কিলি ধনি তনি রুধির সি সুকিনি'। *মাল্যধর*, ১৫০০।

রুন [সি রুণা] *বি* সংঘর্ষ। 'আকাশেতে ধুমকেতু গ্রহ গ্রহ রুন'। *মাল্যধর*, ১৫০০।

রূপ [সি] ১ *বি* আকৃতি। 'রাম রূপে রাবণ বধিলো'। *বড়*, ১৪৫০। ২ শারীরিক গঠন; চেহারা। 'কি নাম তাহার কেহন তার রূপ'। ২ ১৪৫০। ৩ *বি* বেশ। 'যোগিনীরূপ ধরী লইবো শোভাত্র'। ২ ১৪৫০। ৪ *বি* সৌন্দর্য। 'দিনে দিনে বাড়ি গেল সৈন্যবীর রূপ'। ২ ১৪৫০। ৫ *বি* লাভ্য। 'প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিল কৃষ্ণাস, ১৫৮০। ৬ *বি* শরীর। 'আত্মার নির্লোম রূপ তুগি লোমশ'। *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৭ *বি* উপায়। 'বে রূপে আদম স হইল উত্তপন'। *সুলতান*, ১৭০০। ৮ *বিপ* রকম। 'এই : উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে'। *মৃত্যুভাষ*, ১৮১২।

রূপওয়ালী, রূপওয়ালী [সি রূপ+হি ওয়ালী] *বি* রূপসী; সূন্দর। 'রূপে পায়ে আসল রূপওয়ালী'। *নজরুল*, ১৯২৮। 'যেদান-ও হতে গো যেন রূপ ধরে এল রূপওয়ালী'। *নজরুল*, ১৯৩২।

রূপকথা [স] বি সৌন্দর্যের বর্ণনা। 'তোার মুখে রাখিকার রূপকথা সুন্দী'। রতু, ১৪৫০। রূপকথা

রূপকর্ম [স] বি আকৃতি; আদিক। 'তবন তার গঠননীতি ও রূপকর্ম থাকবেই না'। ধূর্তি, ১৯০১।

রূপকল্প [স] ১ বি নির্দিষ্ট নকশা। 'প্রত্যেক ছন্দেই এমনিতরো একটা রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্ন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ২ বি সৌন্দর্যতাবনা। 'রূপান্তর ঘটেছে আদর্শে, রূপকল্পে ও রসকল্পে।' শরীফ, ১৯৬৮।

রূপকল্পনা [স] বি আকৃতি অনুমান করা। 'আর্য ও অন্যত্রতগণের দেবতার রূপকল্পনা ও রূপপ্রদানের মধ্যে একটা চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

রূপকানা [স] রূপ-কাণ। বি সৌন্দর্য বুঝতে পারে না এমন; রুচিহীন। 'অনেকের মন রূপকানা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

রূপকার [স] ১ বি শিল্পী। 'যে বুঝে নিল সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ও তার রচনা সেই হল রূপকার বা রূপশিল্পী।' অবন, ১৯২৫। ২ বি রূপদাতা; যিনি অভিনেতাদের সাজসজ্জার কাজ করেন। 'রূপকার রসমঞ্চের চরিত্রগুলোকে নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে সাজাবে।' অবন, ১৯২৫। ৩ বি সৃষ্টিভূতা। 'হে রূপকার, হে রূপরসিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রূপকারক [স] বি সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী। 'তিনি সৌন্দর্যপ্রস্টা - রূপকারক।' মোতাহের, ১৯৫০।

রূপকুমার [স] বি রূপের কুমার। 'শা-জাদা উজির নগরায়জাদার - রূপকুমার।' নজরুল, ১৯২৮।

রূপকুমারী [স] ১ বি সুন্দরী নারী। 'দেবতার মোহ যেদিন তেগন্ধের রূপকুমারীর ঘূষে।' নজরুল, ১৯২৮। ২ বি রূপের রোজনামা। 'হয়নিকো সাজ রূপকুমারীর।' নজরুল, ১৯২৮।

রূপখ্যাতি [স] বি সৌন্দর্যখ্যাতি। 'উচ্চবুহিভার আকর্ষণ, অমূল্য প্রসোজন, রূপখ্যাতির মোহ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

রূপগত [স] বি (শিল্প-সাহিত্য) আদিকগত। 'ফলে এদের মধ্যে বিস্তর রূপগত ত্রুটি বিদ্যমান।' শিব, ১৯৫০।

রূপগণ [স] বি রূপ ও গণ। 'কুমারীর রূপগণ তনিয়া অনেক ...।' বাহরাম, ১৬৫০।

রূপচোর [স] বি রূপ বদল করে যে। 'আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাঁতার দস্যুর মতো বেপারোয়ী।' সুন্দী, ১৯৬৬।

রূপছবি [স] রূপছবি। বি দেখা। 'দেখ দেখ চেয়ে দেখ কেমন রূপছবি।' লালন, ১৮৯০।

রূপজ [স] বি রূপ থেকে জাত। 'রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭২; 'রচনার রূপজ ভাবজ নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ ...।' প্রমথ, ১৮৯০।

রূপজগৎ [স] বি রূপের জগৎ। 'অজ্ঞাত রূপের কল্পনা আর জ্ঞাত রূপের সৃষ্টি - এই হল দুই পথ রূপজগতের যাত্রী শক্তিমান মানুষের সামনে ধরা।' অবন, ১৯২৫।

রূপজমোহ [স] বি রূপের প্রতি মুগ্ধতা। 'সে এই রূপজ মোহযাত্রী।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

রূপজহরী [স] রূপ+জা জহরী। বি রূপের করিগর। 'লা-মোকামে সেই যে নুরি আদামাতা রূপজহরী।' লালন, ১৮৯০।

রূপজীবনী [স] বি জীবী নিজের রূপ দিয়ে জীবিতা উপার্জন করে যে নারী; বারাননা। 'রূপজীবনীর কন্যা আমি, ধৃয়া, অপরিহা' নজরুল,

১৯২৪।

রূপজীবী [স] বি বারাননা। 'সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো।' সুন্দী, ১৯৩৭।

রূপজ [স] বি রূপদানক। 'সে নিচুই নীতিপ্রায়শ নয়, কিন্তু রূপজ বটে।' সুন্দী, ১৯৩০।

রূপজ্ঞান [স] বি সৌন্দর্য বিষয়ক জ্ঞান। 'তোমাদের চাইতে আমার রূপজ্ঞান ঢের বেশি ছিল।' প্রমথ, ১৯১৫।

রূপজ্ঞানী [স] বি সৌন্দর্য বিষয়ে জ্ঞান আছে বার। 'কিন্তু রূপজ্ঞানী নেব নেব চ - হারণীজ নিষ্ঠ।' মোতাহের, ১৯৫০।

রূপজ্যোতি [স] বি রূপের আলো। 'যে রূপজ্যোতির সদা ছিল ঘিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রূপটান [স] বি মুখের সৌন্দর্যবর্ধনে ব্যবহৃত উপকরণবিশেষ। 'মেয়েরা যাকে বলে রূপটান।' প্রমথ, ১৯৩৮।

রূপতত্ত্ব [স] বি রচনা এবং শব্দের গঠন ও বিন্যাস সংক্রান্ত বিদ্যা। 'এ পাঠে ধনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ব্যাকরণীতি এবং বাগর্থ ...।' হাই, ১৯৫৪।

রূপ-ভরস [স] বি সৌন্দর্যের দোলা। 'বিশ্ব দুহিছে তোমার রূপ-ভরসে।' নজরুল, ১৯৩৫।

রূপভূষণ [স] বি রূপ সন্ধানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'রূপভূষণ্য তুমি ইহজীবন-সুখবাহিত করিলে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রূপভূষণী [স] ১ বি শিল্পে পারদর্শিতা আছে এমন। 'তাই নিয়ে হচ্ছে রূপভূষণী সফলের কারবার।' অবন, ১৯২৫। ২ বি রূপ সৃষ্টিতে পারদর্শী যিনি। 'কথার টান সূরের টান রূপদক্ষের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।' অবন, ১৯২৫।

রূপদক্ষতা [স] বি রূপদানে পারদর্শিতা। 'কিন্তু একে রূপদক্ষতা বলা গেল না।' অবন, ১৯২৫।

রূপদর্শী [স] বি রূপদানে দক্ষ শিল্পী। 'এ বাবতে রূপদর্শী আমার চেয়ে ঢের বেশি ওকী-হাল।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

রূপদান [স] বি বাস্তবায়ন। 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনকে রূপদান করিবার কাজে।' বেগম, ১৯৪৭।

রূপদেবতা [স] বি রূপের আধার। 'রূপের আদর জ্ঞানত সেলিম রূপদেবতায় মানত সে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

রূপধারণ [স] বি হস্তবোধ। 'মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্মমূলক অপৌরুষেয় বেনের রক্তা করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

রূপধৃত [স] বি রূপপ্রতি। 'আমার সত্তার রূপধৃত উন্মোচন যে স্তরে বর্তমান তা থেকে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সত্তার মুক্তি।' শিব, ১৯৫০।

রূপনিধি [স] বি রূপের আধার; সুরূপ। 'রসময় রূপনিধি সূচাক সুবেশ।' বাহরাম, ১৬৫০।

রূপনির্ধাসতত্ত্ব [স] বি প্রেটোর সৌন্দর্যতাত্ত্বিক মতবাদ। 'সফিস্টদের প্রাতিষ্ঠিক বহবাচনিকতার বিরুদ্ধে প্রেটোর রূপনির্ধাসতত্ত্ব, কোলাস্টিক ব্রহ্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের ব্যক্তিবিকাশ সাধনা ...।' শিব, ১৯৫০।

রূপ-পাণ [স] রূপ+পাণ। বি রূপের জন্য উন্মাদ। 'শাজাহান হেখা রূপ-পাণ।' নজরুল, ১৯২৮।

রূপশিলা [স] বি রূপের প্রতি বাসনা। 'কেন কামনা ফাঁদে

রূপিপাসা কাদে।' নজরুল, ১৯২৮।

রূপ শিয়ারী ১ বি রূপের জন্য পিপাসার্ত যে। 'গীয়ে রূপ শিয়ারী
দল।' জঙ্গীম, ১৯২৭। ২ বিণ রূপের জন্য পিপাসার্ত। 'তার
রূপশিয়ারী।' নজরুল, ১৯৩২।

রূপপ্রতীক [সি] বি রূপক চিহ্ন। 'মুসলমান লিথিয়েদের বেইসলামী
রূপপ্রতীক ব্যবহারের অনৌচিত্য সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধ।' শরীফ,
১৯৬৮।

রূপপ্রভা [সি] বি সৌন্দর্য। 'রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা।' রক্তিম,
১৮৭৮।

রূপপ্রাণী [সি] বিণ রূপের প্রাণন বয়ে যায় এমন। 'আর্থিক ভারসাম্য
এবং সচ্ছন্দতা ইংলণ্ডকে তার রূপপ্রাণী প্রবৃদ্ধ ছন্দ দিয়েছে।' হাই,
১৯৫৮।

রূপ-ফাঁদ বি রূপের জাল। 'আমারে বঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে
যৌবনের বনে।' নজরুল, ১৯২৩।

রূপবতি [সি] রূপবতী। বিণ স্ত্রী সুন্দর। 'অস্রা এ না দেখি আসি সিতা
রূপবতি।' মালধার, ১৫০০।

রূপবতী [সি] বিণ স্ত্রী সুন্দর। 'কাহ রূপবতী রাখা দেখি নিজ পাশে।'
বড়ু, ১৪৫০।

রূপবন্তা [সি] বি লাবণ্য। 'এই মহাবিচিত্র উপমহাদেশের রূপবন্তায়
আমি ... মুগ্ধ।' শিব, ১৯৫৬।

রূপবন্ত [সি] বিণ সুন্দর। 'রূপবন্ত গুণবন্ত কৃপাবন্ত তনু।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯।

রূপবহি [সি] বি সৌন্দর্যরূপ আতন। 'যে রূপবহি নয়নে কুলিছে যে
রসবহি বুকে।' অন্নদা, ১৯২৭।

রূপবান [সি] বিণ সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট। 'এই বৃষ্টি রূপবান বনবাসি
জেন রাম।' হুসুদ, ১৬০০।

রূপ-বিমূঢ় [সি] বিণ রূপে অভিভূত। 'তোরাও কি আজ সৌন্দর্যহত
রূপ-বিমূঢ় পথচারী পথিকের মতো।' নজরুল, ১৯২৬।

রূপবৈভব [সি] বিণ স্ত্রী সৌন্দর্য-সম্পদের অধিকারী। 'সমস্ত
বৎসরের সাধনার ধনের মতই রূপবৈভব; ঐশ্বর্যভূষিতা।' শ্যামসুদীন, ১৯৪৮।

রূপবোধ [সি] বি সৌন্দর্যচেতনা। 'মানুষের রূপবোধকে তা
ঐশ্বর্যবিত্ত করে দেয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

রূপব্যাঞ্ছনা [সি] বি রূপের গৃঢ়ার্থ। 'এমন বিস্ময়কর রূপব্যাঞ্ছনার
পশ্চাতে মহারহস্যের কিছুই কি ইঙ্গিত নাই?' ওয়ালী, ১৯৬৪।

রূপভক্ত [সি] বিণ সৌন্দর্যের অনুরাগী। 'তারা ছিলেন রূপভক্ত,
আমরা গুণপুঙ্ক।' প্রমথ, ১৯১৮।

রূপভঙ্গিমা [সি] বি দৈহিক গঠন ও ভঙ্গি। 'তরুণীর রূপভঙ্গিমা
রাগরসিমা সঙ্গে চিনারের দেহসৌন্দর্যের তুলনা।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

রূপভেদ [সি] বি প্রকারভেদ। 'তাছাড়া রূপভেদও আছে।' অবন,
১৯২৫।

রূপ-ভোগী [সি] বিণ রূপের পূজারী। 'রূপ-ভোগী নয় প্রেম চাহিল
না।' নজরুল, ১৯৪১।

রূপময় [সি] বিণ শোভাময়। 'রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়।' রবীন্দ্র,
১৯৩৫।

রূপময়ী [সি] বিণ স্ত্রী রূপের অধিকারী। 'এখানে আমার পৃথিবী

অনেক রূপময়ী।' আহসান, ১৯৬২।

রূপমাধুরী [সি] বি সৌন্দর্যের মাধুর্য বা কোমলতা। 'বয়স্করা-রূপব
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া ...।' মাইকেল, ১৮৬০; 'আহা!
অপরূপ রূপমাধুরী।' মাইকেল, ১৮৭৩।

রূপমাধুর্য [সি] বি রূপের মাধুর্য। 'ভুক্ত রমণীর রূপমাধুর্য।' নজরুল
১৯১৯।

রূপমুক্তি [সি] বি রূপ বা গড়ন থেকে মুক্তি। 'বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমুক্তি
নিয়মকে স্বীকার করলে ...।' অবন, ১৯২৫।

রূপমুগ্ধ [সি] বিণ সৌন্দর্যে বিভোর; রূপের অনুরাগী। 'তোমার মত
সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০

রূপমুগ্ধতা [সি] বি রূপের মোহোচ্ছ্রতা। 'এই জাতীয় কাহিনীর ধ্বংস
লক্ষণ রূপমুগ্ধতা।' আনিস, ১৯৬৪।

রূপমোহ [সি] বি রূপের মায়া। 'আত্মসংযমী ইউসুফের প্র-
রূপমোহের অভিযুক্তি।' আনিস, ১৯৬৪।

রূপমুতা [সি] রূপমুক্তা। বিণ স্ত্রী রূপমুগ্ধ; রূপসী। 'কিবা বি
রাজসুতা রতি জিনি রূপমুতা।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

রূপযৌবন [সি] বি সৌন্দর্য ও যৌবনের পূর্ণাবস্থা। 'অলৌকিক প্রভা
বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।' রবী
১৮৯৪; 'তার যৌবন রূপযৌবন ... মানুষ জ্ঞানোন্মত্তের ক্ষমতা আছে
মানিক, ১৯৪০।

রূপযৌবনসম্পন্ন [সি] বিণ স্ত্রী রূপযৌবনের অধিকারী। 'যোলক
বিভূষিতা অপরূপ রূপযৌবনসম্পন্ন সাংসারিক নায়িকা।' হা
১৯৫৪।

রূপরঙ্গ [সি] বি রূপের অছত্র। 'রূপরঙ্গ দূরে গেল বদন মলিন
বাহ্যম, ১৬৫০।

রূপরসজ্ঞ [সি] বিণ সৌন্দর্য রসিক। 'আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকে
নিদে করে বলে 'চ্যাপ'।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রূপরসধারা [সি] বি সৌন্দর্য ও রসের প্রবাহ। 'দেহান্ত
রূপরসধারার দিব্যমূর্তি।' হাই, ১৯৫৪।

রূপরসিক [সি] ১ বি রূপের সম্বন্ধকার। 'সে তত বড়ো রূপরসিক
নজরুল, ১৯২৬। ২ বি সৃষ্টিকর্তা। 'হে রূপকার, হে রূপরসিক
রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রূপরাশি [সি] ১ বি রূপ। 'তরুলে রূপরাশি নিরবে নিকটে আঁচি
রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি সৌন্দর্যরাশি। 'শক্তির ঢাকিল রূপরাশি
রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

রূপরেখা [সি] ১ বি যেসব রেখায় রূপ ঘুটিয়ে তোলা হয়। 'রূপের
দিয়ে কেমন করে গড়তে হয়।' অবন, ১৯২৫। ২ বি অবয়ব। 'স
শব্দটা একটা সংকেত, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় শব্দটার মধ্যেই নে
কিন্তু গানের রূপরেখা আপন পরিচয় আপন বহন করে।' রবী
১৯২৫। ৩ বি প্রতিষ্ঠা। 'বিদ্যুতের লেখা হেন রূপরেখা চীনে গ
বদিনি।' সুশীল, ১৯৩৮।

রূপলাবণী বি রূপের লাবণ্য। 'বুজি তারই রূপলাবণী।' নজরুল
১৯৩২।

রূপ-লাবণ্য [সি] বি সৌন্দর্য ও ক্ষমণীয়তা। 'কি রূপ-লাবণ্য,
পুরুষ ধন্য।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'আমি উপরিধা হয়ে ও
অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে এবারে বিমোহিতা হলেম।' মাইকেল
১৮৫৯।

রূপলাবন্য [স রূপলাবণ্য] বি সৌন্দর্য ও কমণীয়তা। 'বুতখনি কুশরূপলাবন্য দেখিআ।' মালাধর, ১৫০০।

রূপলুঙ্ঘ [স] বিণ রূপের প্রতি লোভ আছে এমন। 'নদীর ঘাটে ঘাটে ... রূপলুঙ্ঘ পুরুষের ভিড়।' শরৎ, ১৯৩১।

রূপলোক [স] ১ বি সৌন্দর্যের জগৎ। 'সব নীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক।' প্রমথ, ১৯১৬। ২ বি সৃজনশীলতার জগৎ। 'আবার রূপলোকে তাদের স্থান হয়।' অবন, ১৯২৫। ৩ বি দৃশ্যমান জগৎ। 'এদের সম্মিলনের দ্বারা প্রকাশমান রূপলোক গ্রহনকন্দ্রে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রূপলিখা [স] বি রূপের উজ্জ্বলতা। 'চাঁদের লাবণীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপলিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' হাই, ১৯৫৪।

রূপলিঙ্গী [স] বি রূপকে প্রকাশ করে যে শিঙ্গী। 'যে বুঝে নিল সৃষ্টির বিভিন্ন রূপ ও তার রহস্য সেই হল রূপকার বা রূপলিঙ্গী।' অবন, ১৯২৫।

রূপলী [স] বি রূপ-সৌন্দর্য। 'বিশীর্ণ পঙ্কজতায় সে রূপলী অনুজ্জল, নিভেজ।' তারা, ১৯৪৩।

রূপস বিণ রূপময়। 'রূপস দেখিএ যথ্য নানা ফুল ফল গড়া সেই কাহাঞির দেশ।' বড়ু, ১৪৫০।

রূপসজ্জা [স] বি সৌন্দর্যবর্ধক সাজ। 'আমি যত বলি যে নির্বাসিতার রূপসজ্জার কি আবশ্যক।' মুনীর, ১৯৩৬।

রূপসাগর [স] বি সৌন্দর্যের জগৎ। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

রূপসাধন [স] বি সৌন্দর্যের সাধনা। 'এই হল রূপসন্ধের কথা, রূপসাধনের চরম সিদ্ধি।' অবন, ১৯২৫।

রূপসায়র [স] রূপসাগর। 'সে রূপসায়রে নয়ন ঢুলিল।' ঘিচঞ্জী, ১৬০০।

রূপসিদ্ধি [স] বি রূপের সাগর। 'মাযেরে অসীম রূপসিদ্ধিতে যে বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে।' নজরুল, ১৯৩৫।

রূপসি [স] রূপসী। বিণ স্ত্রী রূপবতী। 'রচিয়া কৃষ্ণের গিলা সকল রূপসি।' মালাধর, ১৫০০।

রূপসী [স] বিণ স্ত্রী রূপবতী। 'আতি রূপসী পদ্মিনী জাতী।' বড়ু, ১৪৫০।

রূপ-সুখা [স] বি রূপের সুখ। 'অপরূপ রূপ-সুখা বাড়ে নিরন্তর।' মাইকেল, ১৮৬৫।

রূপস্পৃহা [স] বি রূপের প্রতি অনুরাগ। 'পোড়া চামড়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপস্পৃহাটকে না পুড়িয়ে ...' জীবন, ১৯৩২।

রূপহার [স] বি সৌন্দর্যরূপ অলংকার। 'সকল রূপহার উপহার চরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রূপহীন [স] বিণ অসুন্দর। 'বহু আভরণে ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রূপহীনা [স] বিণ কুৎসিত। 'হলে রূপহীনা সহিতে হত না বর্ষর অভিযান।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

রূপাক্ষর [স] বি রূপ বা আকারের অনুরূপ অক্ষর। 'ছবির রূপাক্ষর লেখা ভাষাজ্ঞানে অপরিপক্ব।' অবন, ১৯২৫।

রূপাঙ্গি [স] বি চেহারারূপ অঙ্গি। 'তরুণীদের রূপাঙ্গি।' নজরুল, ১৯১৯।

রূপাক্ষ [স] ১ বিণ রূপের সৌরবে দিশাহীন। 'রূপাক্ষ ভামিনীগণ। তোমাদিগের যৌবন কতরূপ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি রূপ দেখে অভিভূত ব্যক্তি। 'তাই তার সংকুচিত ছায়া রূপাক্ষের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি ...' সৃষ্টিস্র, ১৯৩০।

রূপাবয়বানি [স] বি আদল। 'কি প্রকারে এই রূপাবয়বানি গ্রাস্ত হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

রূপাভাস [স] ১ বি রূপের অভাস। 'পৃথিবীতে রোজ নতুন বোধের গাঢ় রূপাভাস।' শামসুর, ১৯৫৯। ২ বি চিত্রকল্প। 'প্রান্ত পদাবলী, প্রতীকের উচ্চারণ, রূপাভাস, গণি মণিজের কতো শানিত ফলকে।' শামসুর, ১৯৬৬।

রূপাভিমান [স] বি শারীরিক সৌন্দর্যের অহঙ্কার। 'রূপাভিমান সুস্ত থাকতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রূপার্চ্য, রূপার্চ্য্য [স] বিণ দেখলে অবাক হতে হয় এমন। 'বেধুনারোহণ রূপার্চ্য্য ব্যাপারে মুচিখোলাঙে ঘেরূপ জনতা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৩।

রূপিণী [স] ১ বিণ স্ত্রী মৃতিধারী। 'জলিল তাহার সোপো তনয়া রূপিণী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি রূপসী। 'পক্সিবদনী, যোগ ভঙ্গিনী রূপিণী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

রূপী [স] ১ বিণ রূপধারী। 'শূন্যরূপী সদানন্দময়।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ দর্শনীয়। 'জোয়ারের এই গতিতে স্রোতও হয় রূপী আর দুইধারেই রূপ বাড়ায়।' শামসুদীন, ১৯৪৮।

রূপে ১ ক্রিবিণ ভাবে। 'কহিল অনেক রূপে কন্যাক বুঝাই।' রাধাকান্ত, ১৬০০। ২ ক্রিবিণ বেশে। 'মীনরূপে প্রথমতে উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রূপে গুণে বি রূপ ও গুণে। 'দেখিতে গুনিতে সকলি ভালো, রূপে গুণে মাথা দেখিনি এমন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রূপের কবি বি রূপ নিয়ে কাব্য করে যে। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

রূপের গাঙ বি সৌন্দর্যের নদী। 'ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসটিরে।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

রূপের পাগল বিণ রূপের অনুরাগী। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

রূপের স্বাঁদ বি রূপের জাল। 'দারুন রূপের ফাঁদে, রবি শশী পড়ে কান্দে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

রূপের মাতাল বিণ রূপের প্রতি মোহস্ত। 'রূপের পাগল, রূপের মাতাল, রূপের কবি জাহাঙ্গীর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

রূপের হাট বি আদলের কেন্দ্র। 'তোরা কোন রূপের হাটে চলেছিস ভবের বাটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রূপেশ্বর্য [স] বি সৌন্দর্যরূপ ঐশ্বর্য। 'মুখের ম্যানিমা তার চোখে রূপেশ্বর্যের মতো লাগে।' মানিক, ১৯৪০।

রূপোচ্ছাস [স] বিণ উজ্জ্বলিত শোভা। 'সেই বকুলের রূপোচ্ছাস।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রূপোন্মাদ [স] বি রূপের প্রতি দুর্য্যার আকর্ষণ। 'অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে মুগ্ধবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

রূপোপলীলিনী [স] বি স্ত্রী রূপ দিয়ে উপার্জন করে যে; গণিকা। 'রূপোপলীলিনীর কিন্তু অমৃত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।' তারা, ১৯৪২।

রূপক' [স] বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'কছুতজ্জরীয়াঃ' রূপকঃ। বড়, ১৪৫০; 'তিলক-কামোদ রূপক'। নক্ষত্র, ১৯৩২।

রূপকঃ [স] বি রূপক; সংগীতের তালবিশেষ। 'তজ্জরীয়াঃ' রূপকঃ। বড়, ১৪৫০।

রূপক' ১ বি উপমান ও উপমেয়ের অভেদ করনা করা হয় যে অর্ধাংশে। 'উপমা ও রূপক ও নিদর্শন প্রকৃতি অলঙ্কারের উচ্চার করা অসাধ্য হইবেক না।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি প্রতীক। 'রূপক অর্থে এ কথা লইতে পারা যায়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

রূপককাহিনী [স] রূপক+কাহিনী। বি রূপকপ্রসঙ্গ গল্প। 'ঘরে বাইরে একটি দীর্ঘ রূপককাহিনীর বেশি কিছু হতে পারেনা না।' শিব, ১৯৫০।

রূপকমূলক [স] বি প্রতীকী। 'দুটি বিবাহই রূপকমূলক।' রত্নীন্দ্র, ১৯২৯।

রূপকসুন্দরভাবে [স] ক্রিবিণ সুন্দরের উপমা রূপে। 'সবার কাছে রূপক সুন্দরভাবে কৃষ্ণ এসেন।' অবন, ১৯২৫।

রূপকথা'এ রূপ

রূপকথা' [স] উপকথা। বি উপকথা। 'ঠাকুরমা আমাদের দুমবার পুর্বে নানা প্রকার রূপকথা কইতেন।' হৃৎহর, ১৮৬১।

রূপকথা' বি (সংগীত) তালবিশেষ। 'তেরবীয়াঃ' একতালী। রূপকথাঃ। বড়, ১৪৫০।

রূপশালি, রূপশালী বি একপ্রকার ধান। 'দিকে দিকে রূপশালী ধান।' জীবন, ১৯৩২; 'রূপশালি ধান তানা ভঙ্গসী শরীরের ড্রপ।' জীবন, ১৯৩৬।

রূপশীমা [স] বি ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'অপরূপ রূপশীমা গড় ডিঙ্গা যতীমা।' মুহূদ, ১৬০০।

রূপা' [স] রূপা। বি রূপা। 'রূপা খোঁই মইকে ঠাটী।' চর্চা, ১২০০।

রূপাবাদ্য বিণ রূপা দিয়ে বাঁধানো। 'রূপাবাদ্য তত্ত্বশেষ ২।' মেঘর্ষ, ১৭৬২।

রূপাবাদ্য বিণ রূপা দিয়ে বাঁধানো। 'পিতলবাদ্য কেহ বা রূপাবাদ্য, কেহ সোনাবাদ্য ইত্যাদি...' তৎকাবী, ১৯২৫।

রূপার টাকা বি সিকা। 'তাহাতে ৩০০ ভিন সও টাকা আর কিছু পিনি আর রূপার টাকা হরেক রকমের ছিল।' ক্যালগে, ১৮০০।

রূপার থালা বি রূপার তৈরি থালা। 'পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানি রূপার থালায় ম্যায় দেখার।' অক্ষর, ১৮৫২।

রূপার ঘোড়শি বি রূপার বহুপ্রকার। 'কেহ বলে ছোট রূপার ঘোড়শি না করিলে ভালো হয় না।' প্যারী, ১৮৫৮। ১০০

রূপালি বিণ রূপার মতো সাদাটে। 'ভিতর-রাঙা ঝিনুকটি বাহির তার রূপালি।' মতোভূ, ১৯০৮।

রূশো ১ বি টাকাকড়ি। 'কেমন গো রূশোর ঘড়া দেবে তো?' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি রূপা। 'দু ভ্রি রূশো গটকাটার কেটে নিয়েছে।' হৃৎহর, ১৮৬১।

রূশোলি বিণ রূপার মতো। 'রূশোলি রঙের সরলশুটি।' অবন, ১৮৯৬।

রূশা' [স] রোশি। ক্রি রোশণ করা। রূশি ক্রি রোশণ করি। 'আবায় ও শ্রাবণে হেমত ধান্য রূশি।' কেরি, ১৮০২। রূশিল ক্রি রোশণ

করলো। 'আনিএ রূশিল পুশ ঘার সখীশে।' মাল্যধর, ১৫০০।

রূশান্তর [স] ১ বি অনুবাদ; আভাস। 'কবিতাদি তাহাও উক্ত মহারাজ বকীর ইচ্ছায় ইয়ুজি আভার রূশান্তর করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ অন্য রকম। 'খনকরমেতে জিলার একবরে রূশান্তর হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি এক রূপ থেকে আরেক রূপ। 'উদ্ভাটিল আপনার নিগুত আচর্য পরিচয় শাশ্বতিত রূপে রূশান্তরে।' রত্নীন্দ্র, ১৯৪০।

রূশান্তরহীন [স] বিণ পরিবর্তনহীন। 'এ-বিষের হুবির বটনা, রূশান্তরহীন।' বৃহৎ, ১৯৪৩।

রূশান্তরিত [স] ১ বিণ রূপের পরিবর্তন হয়েছে এমন। 'অপাধ জলধি রূশান্তরিত হইয়া মরুস্থলী রূপ ধারণ করিল।' অক্ষর, ১৮৪৮; 'যুগার্থে অধিকাংশ শব্দই বিশুদ্ধ রূশান্তরিত হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিণ সংস্কারপ্রাপ্ত। 'খ্রীষ্টীয় ধর্মও রূশান্তরিত ও পরিণামিত হইয়া কাহ্যকি, প্রটেষ্ট্যান্ট ইয়ুনিটেরিয়ান প্রকৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল।' অক্ষর, ১৮৫৪।

রূশানন্দ [স] বি রূপ দেওয়া; রূপান। 'জাতীয় রেনেসাঁসের উদ্যোগক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিকদের রূশানন্দ।' মোহাম্মদী, ১৯৪৪।

রূশান্বিত [স] ১ বিণ রূপান করা হয়েছে এমন। 'পরমানন্দসোকে রূপে রূশান্বিত ছন্দে গানে সুরে রশান্বিত হয়ে উঠবে।' নক্ষত্র, ১৯২৮। ২ বিণ বাস্তবায়িত। 'আমাদের আদর্শকে রূশান্বিত করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪৭।

রূশিনী'এ রূপ

রূশিয়া [সি] বি রৌপ্যমুদ্রা। 'রূশিয়া, লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা।' গিরিগ, ১৮৯৬। ২ রূশিয়া

রূশেরা বি রূশিয়া; রৌপ্যমুদ্রা; টাকা। 'হাম সেবেগা শালা কেতারে রূশেরা লের।' নীনবতু, ১৮৬০; 'রূপা কিসে হয় রূশেরা দিয়ে।' নক্ষত্র, ১৯২৬।

রূশী'এ রূপ

রূশী' [সি] বি রূপ; টাকা। 'রূশী বিনা রূশীভাব কথামার নেই।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

রূশোষ [স] রূশোষ। বিণ পলাতক। 'ভয়ে হীরালাল কাগজ কেদিয়া রূশোষ হইল।' বর্জম, ১৮৭৪।

রূশোষ হওয়া কি পা ঢাকা দেওয়া। 'ভয়ে হীরালাল কাগজ কেদিয়া রূশোষ হইল।' বর্জম, ১৮৭৪।

রূশ্য [স] বি রূপা; রৌপ্যমুদ্রা। 'রূশ্য ২১৮২৯৪৫।' দর্পণ, ১৮২১।

রূশ্যময় বিণ রূপার তৈরি। 'সাবেবো রূশ্যময় পায়ে বীলাত রাশিয়া রাজাকে দিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

রূশ্ব [স] রূপ। বি রূপ। 'আহের বামচি রূশ্ব গ জাগী।' চর্চা, ১২০০।

রূশ্বকারী [স] বি আদালতের বিচার-বিবরণী। 'মুহুরি রূশ্বকারী শিখিয়াছিল।' বর্জম, ১৮৮৪।

রূশ্বী'এ রূপ

রূশ্ব' [স] রোহা। বি রাগ। 'অকারনে বিনদিনি কেনে কর রূশ্ব।' মাল্যধর, ১৫০০।

রূশ্ব' [সি] বিণ রাশিয়ান। 'সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রূশ প্রকৃতি দ্ব্যবনিক ভাষা।' বর্জম, ১৮৯২।

রূশা' [স] রূশি। ক্রি রাগ করা। রূশিয়া ক্রি রাগ করে। 'রূশিয়া ত গদাঘর

দসবান এড়ে।' মালধর, ১৫০০।

রূহ [আ] বি আত্মা। 'আদমের রূহ সেই/কিতাবে ওনলাম তাই।' লালন, ১৮৯০।

রৌ অবা (সোম্বায়ে) হে। 'সুইঘাহু বিদারম রে।' চর্চা ৩৯, ১২০০।

রৌ [হা রায়] বি রায় বংশনামের ইসবল রূপ। 'রায় পদবী রয় ও রে রূপান্তর যখন ধারণ করলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

-রৌ - স্টী বিভক্তিবিশেষ। 'চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসয়।' চর্চা ৩১, ১২০০।

রৌইন্দা বি কাঠ মসৃণ করার হাতিয়ারবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫।

রৌইল [হি] বি লোহার লম্বা পাত। 'উচ্চ লোহার রৌইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

রৌইলওয়ে [হি] বি রেলপথ। 'রৌইলওয়ে তোমার গমন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

রৌউড়ি [হি] বি মিঠা বাবারবিশেষ। 'উভয় ধর্মাবলম্বীদিশেরই প্রদত্ত বাতাসা, কদমা, রৌউড়ি, মিছুরি বাতাসা প্রভৃতি ...।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'ভিলুয়া, রৌউড়ি ও রামদানার লাভুত।' বিজুতি, ১৯৩৮।

রৌএটা বি রাউটি নামক মূল্যবান পাথর। 'চিরিআ রৌএটা পাথর।' রামাই, ১৭১০।

রৌও [স রব?] বি শ্রাদ্ধানি ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে নানা প্রকার প্রশংসার কথা বলে অর্ধাদি আদায় করে যে। 'রৌও ও গুলিখোরেরা কানালীর দশে মিসিতে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৬৩।

রৌওভাট, রৌওভাট বি শ্রাদ্ধানির খবর শুনে আসা ভিখারি। 'রবাহুত রৌওভাট শত শত জন।' ওও, ১৮৫৮; 'কানালী, রৌওভাট ও ভিকুকে পুজোবাড়ী ঢোকা দুনে থাকুক।' হুতোম, ১৮৬৩।

রৌওয়াজ [আ রিওয়াজ] ১ বি চর্চা। 'গজল-গানের রৌওয়াজ সুখি বা বাজে।' জীবন, ১৯২৭। ২ বি ভক্তি। 'নানা ধরনের খোঁপা বাঁধা রৌওয়াজ হইয়াছে।' তারা, ১৯২৯। ৩ বি রীতি। 'আমার ওয়ালিদ ... পর্যন্ত সবাই আমাদের বাড়ির এই রৌওয়াজ ছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

-রৌ' বিভীষা বিভক্তিবিশেষ; -কে। 'জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।' চর্চা ৯, ১২০০।

-রৌ' সত্ত্বা বিভক্তিবিশেষ; -তে। 'নগর বারিহিরে ডোহি তোহারি কুড়িআ।' চর্চা ১০, ১২০০।

রৌদা [হা রদা] বি রীন্দা; কাঠ মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত ছুতারের হাতিয়ার-বিশেষ। 'রৌদা ঘষে ছুঁতোয়।' হোসেন, ১৯৪০; 'কালের রৌদার টানে সর্বশিল্প করে ধর ধর।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

রৌক [স রেখা] ১ বি রেখা। 'নহি রৌক নহি রূপ নহি ছিল বন চিন।' রামাই, ১৭১০। ২ বি শস্য মাপার পাত্র। 'রৌকে মেণে ভুলব ঘরে কারক ভাতে নাই মানা।' ক্ষীরোদপ্রসাদ, ১৯২৫।

রৌকতা [হা রেখতা] বি পানি দিয়ে চুন-বালির মিশ্রণ; মিসেম। 'মধ্য স্থল সামুদায়িক রৌকতায় এস্থিত।' রামরায়, ১৮০১।

রৌকমেও [হি] বিশ সুপারিশকৃত। 'উমেদার, বেকার রৌকমেও চিঠিওয়াল লোকে বৈঠকানা ষে ষে।' হুতোম, ১৮৬১।

রৌকমেভ করা [হি] ক্রি সুপারিশ করা। 'নিজের প্রেসক্রিপশনকেই রৌকমেভ করেন।' শিবরায়, ১৯৪০।

রৌকমেভেশন [হি] বিশ সুপারিশকৃত। 'চাকরির জন্য আমি কাউকে রৌকমেভেশন লেটার দিই না।' মানিক, ১৯৩৭।

রৌকমেভেশন [হি] বি পরামর্শ। 'ডাক্তারের রৌকমেভেশন ছাড়া কি মিট, ড্রিক লোকে কিছুই ইউজ করে না।' গিরিশ, ১৮৮৬।

রৌকর্ক [হি] ১ বি সংহীত, কথা প্রভৃতি বাণীবদ্ধ থাকে প্রাস্টিক জাতীয় যে গোল চাকতিতে; ডিক। 'গ্রামোফোন রৌকর্ক শত শত ইসলামী গান।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি সংরক্ষণ; ধারণ। 'শত শত ইসলামি গান রৌকর্ক করে।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি প্রমাণ। 'বাংলায় রৌকর্ক হয়ে রইল আমার দেওয়া এই গালির ছাপ।' নজরুল, ১৯২৭। ৪ বি প্রকৃত মালিকের নামে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা। 'অধিকাংশ স্থলেই নাকি রৌকর্ক প্রকৃতকারীগণ সরেজমিনে যান নাই।' আলদা, ১৯৪০। ৫ বি সরোচ্চ। 'দশ টাকায় চারশো সাতদশ টাকা একেবারেই রৌকর্ক পেমেট।' শিবরায়, ১৯৫০।

রৌকর্ককারী [হি] রৌকর্ক+স কারী। বিশ লিপিবদ্ধকারী। 'বলবেতনভোগী, ভিন্নুহানবাসী রৌকর্ককারী কর্মচারিগণ সামান্য সামান্য সোতের বশীভূত হইয়া ...।' জামায়াত, ১৯৩৯।

রৌকর্ক ব্রেক করা ক্রি আগেকার রৌকর্ক ভঙ্গ করা। 'তাকে বলে রৌকর্ক ব্রেক করা, দুঃসাধ্যতার পূর্ব-অধ্যবসায় পার হওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

রৌকর্ডার [হি] বি রৌকর্ক করার যন্ত্র। 'রৌকর্ডারে উর্ধ্বরেখা অধরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়।' জগদীশ, ১৯২৫।

রৌকাত [আ রকাত] বি (ইসলাম) নামাজের অংশবিশেষ। 'পড়ে তরানা, আরুবা রৌকাত।' নজরুল, ১৯২৮।

রৌকাব [আ রিকাব] বি ঘোড়ার পিঠে বসার পর জিন সলংগা পা রাখার জায়গা। 'রৌকাব বরদার হিনু ইমামের সাথে।' গরীব, ১৭৬৫।

রৌকাবদার [আ রিকাব+দার] বি সহিস। 'কমবন্ধ রৌকাবদার বলিছে জাবরে।' গরীব, ১৭৬৫।

রৌকাবি, রৌকাবী [আ রিকাব+] বি ধালা। 'ছোটো রৌকাবিতো দুই-একটি মিষ্টায় খরিয়া শিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'রৌকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়।' বিজুতি, ১৯২৯।

রৌকেট [হি র্যাকেট] বি টেনিস ব্যাচমিটন ইত্যাদি খেলার ব্যাট। 'টেনিস কোর্টে রৌকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ ... পা ঘেঁষে দাঁড়াতে।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

রৌকা [হা রেখতা] বি হিন্দুস্তানি গানবিশেষ। 'টপ্পা, নব্রা, জমলা, গজল ও রৌকা গাইয়া পট্টীকে রূপিত করেন।' গ্যারী, ১৮৫৯।

রৌখ [স] ১ বি রেখা। 'ভঁউহ ধনুধি ওণ কাকার রেখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি চিহ্ন। 'কিবা রূপ কিবা রেখ কেমন আকার।' সুলতান, ১৭০০।

রৌখা [স] ১ বি চিত্রিত দাগ। 'কাজলের রৌখা তোর লক্ষ দান নহে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রস্থ ও বোধশূন্য দর্শ্য। 'যে গোলাকার ক্ষেত্র এক মাত্র রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৩ বি সংকেত। 'তাহাই তাঁহার চিত্রক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত রেখার ন্যায় অজিত হইয়া থাকিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৪ বি ফৌটা। 'কপালে শোভিছে ভাল সিন্দুরের রেখা।' উমেশ, ১৮৫৭। ৫ বি চিহ্ন। 'তার বর্ণে তোমার নামের রেখা পক্ষে তোমার ছন্দ দেখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

রৌখাগণিত [স] বি জ্যামিতি। 'পটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

রৌখান্দন [স] বি রেখা একে চিত্রণ। 'অনেক বর্ণের রৌখান্দন।' আহসান, ১৯৬২।

রৌখাচিত [স] ১ বিশ রেখা আঁকা আছে এমন। 'নীল-লোহিত-

রেখাঙ্কিত জিনের রায়িবত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিপ বলিরেখাযুক্ত। 'তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌন্দর্য্য আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রেখা-জ্ঞাপা কিণ চিহ্ন জেসেহে এমন। 'অনেক পাপ অনেক কুটনামীর রেখা-জ্ঞাপা সোলচর মুখটায় ...।' কায়সার, ১৯৬২।

রেখাজ্ঞান [সি] বি রেখা বিষয়ক জ্ঞান। 'এই রেখাজ্ঞানের রহস্যভেদ করে ...।' অবন, ১৯২৫।

রেখাঙ্কিত [সি] বিপ রেখাযুক্ত। 'রোগের দৈনিক জোয়ার-ভাটার রেখাঙ্কিত করবার ছক কাটা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'রেখাঙ্কিত ভয়াবহ সাপ।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

রেখাপাত [সি] ১ বি দাগ কাটা। 'যাহার মধ্যস্থিত এক বিশেষ বিন্দু হইতে উক্ত সীমা পর্যন্ত যত সরল রেখাপাত করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৮৮; 'বৃকে আবার বলসঞ্চার হয় তাহারও রেখাপাত হয়।' জগদীশ, ১৯২৬। ২ বি মনে প্রভাব বিস্তার; ছাপ ফেলা। 'গভীর রেখাপাত করেন কোনো ষপ্প।' বুদ্ধি, ১৯৩৭।

রেখাবি [সি] বিপ রেবার মতো; সক্র। 'রেখাবৎ সিন্দুররঞ্জিত-সীমাতা।' মীপিকা, ১৮৮৭।

রেখাবর্ণ [সি] বি ছবির রেখা-বর্ণ। 'এসো চিত্রী ... রেখাবর্ণবিলগ্ন।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

রেখাবর্ণী [সি] বি রেবাসমূহ; লতা দাগ। 'আদিম সরীসৃপের গায়ের বিভিন্ন রেখাবর্ণী।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

রেখামাত্রা [সি] বি চিহ্নমাত্র। 'তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার ক্ষেত্র নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রেখামূর্তি [সি] বি ছায়ামূর্তি। 'বেড়ার উপর তরু কলাপাত্রে দোদুল রেখামূর্তি।' শওকত, ১৯৫৮।

রেখামিত [সি] বিপ রেখাযুক্ত। 'তার মুখ শ্রান্তিতে রেখামিত হয়ে উঠল।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

রেখারিত [সি] বিপ রেখাশূন্য। 'রেখারিত ভাবছেবি।' সুবীন্দ্র, ১৯৪০।

রেখা লেখাধীন বিপ দিকচিহ্নহীন। 'রেখা লেখাধীন অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।' জগদীশ, ১৯৩০।

রেখাসঙ্কুল [সি] বিপ রেখাপূর্ণ। 'কুজিত রেখাসঙ্কুল মুখে কেমন একটা ছায়া পড়ল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

রেখা বি আঘাত করার অস্ত্রবিশেষ। 'রেখা দিয়া তাগের আলীকে আইসে মারে।' গবীর, ১৭৬৫।

রেখোলার [সি] বিপ নিয়মিত। 'রেখোলার অ্যাটোভেসের প্রাইজ পর-পর তিন বছর একা সমীরই মেয়েছে।' শিবরাম, ১৯৪০।

রেখোলেশন [সি] বি বিধি; বিধান। 'পুলিশ প্রহরীর রেখোলেশন লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম।' রোকেয়া, ১৯২৭; 'পুলিশের রেখোলেশন বা নন-রেখোলেশন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রেখোলেশন [সি] বি নিয়ম; আইন। 'রেখোলেশনের হস্তে কাহারও রক্ষা নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রেসেমেণ্টে দ্র রাগ

রেসে ক্রিবিপ বাড়া হয়ে। 'আমার ভুবন উঠছে রেসে।' নজরুল, ১৯২৩; 'রেসে উঠুক রক্তিন খাতা।' নজরুল, ১৯৩০।

রেসুনি বিপ রেসুন থেকে আমদানিকৃত। 'আর্কাডা রেসুনি চালের সফেন

ভাতের মণ্ড।' নজরুল, ১৯২৭।

রেচক [সি] বিপ যোগেশপ্রে প্রাণায়াম কালে প্রাণবায়ু নিঃসরণ। 'অজ্ঞ নামেতে তারা কুক রেচক।' চন্দ্র, ১৫৫০।

রেচন [সি] বি কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার গুণ। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'সবজ রেচনধারা তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুস্থ করিয়াছেন।' দর্পণ ১৮৩৬।

রেজগুন [আ] বি বেহেস্তের প্রহরী। 'রেজগুন গেলমান দয়ক তুবার আলাওল, ১৬৮০।

রেজকি, রেজকী [ফা রিজকী] বি খুচরা টাকা। 'বহুকালাবধি রেজকি অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী অধআনী প্রভৃতি সোপা রূপার চলিত ছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০; 'রেজকি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

রেজপি [ফা রিজকী] বি ছোটোবড়ো মুদ্রা; বৃত্তরা মুদ্রাদি। 'দশ টাকা রেজপি।' জীবন, ১৯৩২; 'ওনে ওনে রেজপি দিয়ে প্রতিদিন অভ্যাসবশত ঠুয়েছি লাডের বৃত্তি।' শামসুর, ১৯৬৩।

রেজপিউশন [সি] বি প্রস্তাব। 'প্রতিবাদমূলক রেজপিউশন পাশ করির ইংরেজ কর্তৃপক্ষদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।' প্রচারক, ১৯০৭।

রেজপিউশন [সি] বি প্রস্তাব। 'একটি রেজপিউশন পাশ করেন। প্রচারক, ১৯০৩।

রেজোপিউশন [সি] বি প্রস্তাব। 'পণ্ডিতজির রেজোপিউশন পড়ে আমাদের মনে হয়।' নজরুল, ১৯২৬।

রেজোপিউশন [সি] বি সিদ্ধান্ত। 'একটা রেজোপিউশন পাশ করিয়ে নিয়ে খেটেখুটে অকাতরে গিয়ে নিদ্রিত হল নিজের কেয়ার।' অবন ১৯২৫।

রেজোপ্যুশন [সি] বি প্রস্তাব। 'কমিটিতে রেজোপ্যুশন পাশ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রেজটরী [সি] বি রেজিস্ট্রি; নিবন্ধন। 'আমিদের রেজটরী হওনের তারিখ অবধি ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

রেজস্তর [সি] রেজিস্ট্রারি বি নিবন্ধক। ডানকান, ১৭৮৪।

রেজা [ফা] বি বর্ণাজাতীয় অস্ত্রবিশেষ। 'সমুখে নিশান পাতি কেহ মারে রেজা।' রূপরায়, ১৭৫০।

রেজা [ফা] বি সম্মতি। 'তিনি যদি রেজা দেহ যাই লরিবারে।' গবীর ১৭৬৫।

রেজাম্বিনি [ফা রেজাম্বিনী] বিপ সম্মতিক্রমে আবদ্ধ; চুক্তিবান্ধি মেয়ার, ১৭৮৭।

রেজাম্বিনি, রেজাম্বিনী [ফা] বি সম্মতি। 'তাহার রেজাম্বিনি ব্যতিরেকে তাহার নাম কদাচ জাহের হইবেক না।' ক্যালশে, ১৭৮৫ 'নিজের রেজাম্বিনী জানাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ...।' মনসুর, ১৯৩৫।

রেজা [সি] বিগিরি। 'চন্দনপুরে রেজা খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।' তারা, ১৯৪৬।

রেজাই [আ রজাই] বি লেপ; বালাপোশ। 'সেখি কে অমুক পথিকের রেজাই ডরা ছাড়াইতে পারে।' তারিণী, ১৮০৩।

রেজার [সি] বি চুল, দাড়ি প্রভৃতি কামাতে ব্যবহৃত ছোটো কুরবিশেষ 'কপাল কপাল ঠুক করে হাফাকার - / 'রে কপটি, রে সেকা (safety) গিলেট রেজার।' নজরুল, ১৯২৯।

রেজিগনেশন [সি] বি পদত্যাগ। 'ভোলানাথবাবুর রেজিগনেশনও গৃহীত

হল না।' শিবরাম, ১৯৫০।

রেজিশনেশন-পত্র [ই রেজিশনেশন+স পত্র] বি পদত্যাগপত্র। 'এই নাও চিঠির কাগজ, দেখো রেজিশনেশন-পত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রেজিশনেশন লেটার [ই] বি পদত্যাগপত্র। 'রেজিশনেশন লেটার পকেটে করে মিটিঙে যাব।' জীবন, ১৯৩২।

রেজিস্টার, রেজিস্ট্রি [ই] ১ বি সেনাবাহিনীর ইউনিটবিশেষ। 'অনেক সৈন্য আপনাদের রেজিস্ট্রি'। দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি দল; দলল। 'আমার সঙ্গে যে এক রেজিস্ট্রি জুতা এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার [ই] বি নিবন্ধক। 'কি হে রেজিস্ট্রার, নন্দী বুড়ো গোছে না আছে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

রেজিস্ট্রি, রেজিস্ট্রী [ই] বি নিবন্ধন। 'বহীর মধ্যে লিখিয়া রেজিস্ট্রি করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৭; 'তাবদ্বিষয়ের প্রকৃত রেজিস্ট্রি রাখা।' দর্পণ, ১৮৩২।

রেজিস্ট্রারি, রেজিস্ট্রারি [ই] বি নিবন্ধন। 'সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন - তাহা রেজিস্ট্রারি হইয়াছে।' বন্ধিম, ১৮৭৮; 'সেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রারি রাখা হয়।' প্রথম, ১৯১৮।

রেজিস্ট্রারি বই [ই] বি নিবন্ধন বই। 'আশিসে একটা রেজিস্ট্রারি বই আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রেজিস্ট্রারি [ই] বি নিবন্ধিত। 'রেজিস্ট্রারি পার্সেল।' অলাউকিন, ১৯৫৫।

রেজিস্ট্রি [ই] বি সরকারি নিয়মানুসারে নিবন্ধন। 'হির হল বিয়ে হবে রেজিস্ট্রি করেই।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

রেজেষ্ট্রি, রেজেষ্ট্রী [ই] বি নিবন্ধন। 'কল্লিয়ত রেজেষ্ট্রি করিতে আসিলে ...' সুলভ, ১৮৭০; 'বঙ্গালী রেজেষ্ট্রীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্ট্রি হয়ে আছে।' হস্তাম, ১৮৬১।

রেজেষ্ট্রি করা [ই] বি নিবন্ধন। 'এটি রেজেষ্ট্রি করা প্রাপ্য।' হস্তাম, ১৮৬১।

রেজেষ্ট্রারি [ই] বি সরকারি নিয়মানুযায়ী নিবন্ধন। 'সইও করেছেন, রেজেষ্ট্রারি করে দিতে নারাজ হইছেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

রেজেষ্ট্রারি [ই] বি রেজিস্ট্রারির কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা। 'রেজেষ্ট্রারিটা ভারি বজ্জাত।' গিরিশ, ১৮৮৯।

রেজেষ্ট্রী [ই] বি সরকারি নিয়মানুযায়ী নিবন্ধন। 'একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্ট্রী করি কি করে?' গিরিশ, ১৮৮৯।

রেজেষ্ট্রারি [ই] বি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এমন। 'ডাকঘোষে গৃহীকেও একখানা বই রেজেষ্ট্রারি করিয়া পাঠাইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রেজেষ্ট্রারি করা [ই] বি দলিল সম্পাদন করা। 'তুকিয়ে রেজেষ্ট্রারি করে নিজের জমির সাথে তুকিয়ে দিলে।' শব্দক, ১৯৫৮।

রেজেষ্ট্রী [ই] বি নিবন্ধন। 'সেইদিনই পঞ্চম জমি কিনে রেজেষ্ট্রী করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রেজেষ্ট্রী অফিস [ই] বি নিবন্ধন কার্যালয়। 'রেজেষ্ট্রী অফিসের সামনে দলিল লেখার কাজ করত।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

রেজেক [আ রিজক] বি জীবিকা। 'হায়াত-মউত-রেজেক-দৌলত সবই আল্লাহর হাতে।' মনসুর, ১৯৪৫।

রেজ [ই] ১ বি বনাক্ষল। 'রিবুটারসডেভের আসল রেজ।' বিকৃতি, ১৯৩৭। ২ বি সীমা। 'শাওরে গুলি-পোলার রেজ অতিক্রম করিয়া

বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৯; 'তার রিভলভার রেজের বাইরে।' শিবরাম, ১৯৫০।

রেট [ই] ১ বি দল। 'দশলী দুপুরসে রোট হলো।' হস্তাম, ১৮৬১। ২ বি হার; পতি। 'আপনার শরীর যে রোট খারাপ হয়েছে ...' মানিক, ১৯৩৫।

রেটিনা [ই] বি অক্ষিপট। 'রায়ুর নিকটতাবশতঃ রেটিনাহিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না।' বন্ধিম, ১৮৭৪।

রেড ইন্ডিয়ান [ই] বি আমেরিকার আদিবাসী। 'রেড ইন্ডিয়ানরা সাহসসক্কা বোঝাতে ...' অবন, ১৯২৫।

রেডক্রস [ই] বি আন্তর্জাতিক ঋণ ও সেবা সংস্থা। 'রেডক্রস প্রদত্ত সাহায্য দ্রব্যাদি বিতরণ করেন।' বেগম, ১৯৭০; 'জ্ঞাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক ঋণ সংস্থা রেডক্রস প্রভৃতি।' বেগম, ১৯৭২।

রেডি [ই] বি প্রকৃত। 'ডাট রেডি কইরাই তোমারে ডাক দিমু।' মনসুর, ১৯৫৫।

রেডিমেন্ট বিন তৈরি। 'রেডিমেন্ট পোশাক।' বেগম, ১৯৬৬।

রেডিও [ই] বি বেতার-যন্ত্রবিশেষ। 'বেঞ্জে চলে রেডিও।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

রেডিয়ো [ই] বি বিনা তারের যে যন্ত্রের সাহায্যে বার্তা, সংগীত প্রভৃতি শোনা যায়। 'চাঁদীর ঘরে ঘরে রেডিয়ো প্রতিযন্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রেডিয়েটো [ই] বি বার্তা, সংগীত প্রভৃতি বিনা তারের যে যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়। 'রেডিয়েটো সেট, লাউডস্পিকার, পানের রেকর্ড প্রভৃতি, এমনকী তার পিনগুলি পর্যন্ত সব হজম।' শিবরাম, ১৯৫০।

রেডিয়ো স্টেশন [ই] বি রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র। 'সেই রেডিও স্টেশনে।' শিবরাম, ১৯৭০।

রেডিয়াম, রেডিয়াম [ই] বি তেজস্ক্রিয় মৌলিক ধাতব পদার্থবিশেষ। 'এইসব বেদনার কর্কশ-রেডিয়ামে মারে নাকো তাহা।' জীবন, ১৯৩০; 'রেডিয়াম দেওয়া আছে।' তারা, ১৯৪০।

রেডিয়েটার [ই] বি মোটরগাড়ির যে যন্ত্রে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখার জন্য পানি রাখা হয়। 'রেডিয়েটরে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল।' মুক্তকণ্ঠ, ১৯৪৯।

রেডি [স এরও] বি ভেন্ডা বা ভেরেনা গাছ ও তার ফল। বিদ্যা, ১৮৯১।

রেডির তেল বি ভেরেনা বীজ থেকে তৈরি তেল। 'রেডির তেলের ভাঙা জেজের চার দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

রেডির তেল বি ভেরেনা বীজ থেকে প্রস্তুত তেল। 'সদর গেটের দু'পাশে রেডির তেলের বাজ বাড়ি।' বিমল, ১৯৫৩।

রেডো [স রাডো] বি রাডউনশীল। 'গঙ্গার পশ্চিম পারে বড় সব রেডো।' শুভ, ১৮৫৮।

রেপু [স] ১ বি শুভ। 'তোমার তনুপাত রেপু চলিল পবনে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ধুলা। 'রেপুএ মস্তি হেল উজ্জ্বল কারণ।' বাহরাম, ১৬৫০; 'নবীর পদের রেপু আলিয়া তুলিয়া।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি রশ্মি। 'দিবসে ষোড়শ দেহে পদনের রেপু।' রূপরাম, ১৭৫০। ৪ বি পরাগ। 'পরগাকেশরে যেমন রেপু থাকে ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

রেপুকণা [স] বি ধূলিকণা। 'ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে ... রেপুকণা যত।' হামিজুর, ১৯৫৩।

রেপুকা [স] বি পরাগ। 'এরা তোমাদের দেশের হাওয়ায় উড়িয়ে-

নেওয়া হেনুকা 'নজরুল, ১৯২২।

রেণুপূরমাসু [স] বি অণুপূরমাসু। 'বাড়ীখানার রেণুপূরমাসুর দিকে তাকিয়ে।' জীবন, ১৯৩২।

রেণু-পরিমল [স] বি পুশ্পরেণুর গন্ধ। 'রেণু-পরিমল পথে পথে খোঁজা ভাই।' নজরুল, ১৯২৪।

রেণুময় [স] বি ধূলিময়। 'রেণুময় মেসিদি গগণ পরিশি।' বাহরাম, ১৬৫০।

রেণুমাত্র [স] বি বিন্দু পরিমাপ অংশ। 'কোন অলসী-অশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে।' শরৎ, ১৯১৭।

রেনু, রেনু [স] রেণু। ১ বি ক্রাথ। 'বিভূতি ভূষণ নহি চান্দনক রেনু।' বিদ্যাসুতি, ১৪৬০। ২ বি ক্রা। 'পৃথিবির রেনু জদি করিএ গনন।' মালাধর, ১৫০০।

রেত', রেতঃ [স] রেতঃ বি বীৰ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

রেতঃপাত [স] বি বীৰ্যজলন; তরুণতন। 'আমি কায়ক্রেমে রেতঃপাত করি।' শক্তি, ১৯৭০।

রেতঃসেক [স] বি বীৰ্যপাত। 'পুরুষেরা ত্রীতে রেতঃসেক করে ...।' রামমোহন, ১৮১৭।

রেতঃ [স] বি রেতঃ বি লোহার উকো; লোহাদি ঘষে ক্ষয় করার ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র। মানোএল, ১৭৪৩; 'রেতের মত ধারাল।' মনসুর, ১৯৫০।

রেতি [স] বি রেতঃ বি লোহাদি ঘষে ক্ষয় বা ধারালো করার হাতিয়ার-বিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

রেতঃ [স] রাত্রি। বি রাত। 'রেতে চকু বুজি নাই শোহাই গলার।' ভবানী, ১৮২৫।

রেতো বিন রাতের। 'হেট হেট রেতো প্রজাপতি।' জীবন, ১৯৪৮।

রেতঃ বি দ্রোত। 'বড় চড়ার বান্দিকের রেতঃ ঠেলে জ্বালাত খেতে পারে না।' শরৎ, ১৯১৭।

রেতী বি পলি। 'গলার রেতীতে গ্রাম পতন হইয়াছে।' রাজীব, ১৮০৫।

রেনকোট [স] বি বৃষ্টি-রোধক আলখাট্টা জাতীয় পোশাক। 'পশ্চিক ভাবে ভাণ্ড্যে রেনকোটখানা সঙ্গে ছিল।' অন্নদা, ১৯২৯।

রেনিডে [স] rainy day বি বৃষ্টির দিন; বৃষ্টির দিন উপলক্ষে আকস্মিক ঘটনা। 'রেনিডের মতোই হঠাৎ এসে পেল ছুটিটা।' শিবরাম, ১৯৫০।

রেনেসাঁস, রেনেসাঁ [স] বি অতীতের ভাষা-সাহিত্য-দর্শনের চর্চা থাকা উদ্ভূত মানবমুখিন নবজাগরণ। 'আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে আসিল?' বঙ্কিম, ১৮৮০; 'একদা রেনেসাঁসের চিত্রবেশ ইটালি থেকে উদ্ভূত হয়ে সমস্ত যুরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ আনয়নে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রেনেসাঁপীঠ বিন রেনেসাঁস আলোকিত। 'আমরা রেনেসাঁপীঠ জন্মাত জাতি।' শরীফ, ১৯৬৮।

রেনেসাঁসি বিন রেনেসাঁস-সৃষ্ট। 'গোয়েটে এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ে আপন আপন দেশে রেনেসাঁসি ঐতিহ্যের প্রধান উত্তরসারক।' শিব, ১৯৫০।

রেন্দা [স] রান্দা [স] বি কাঠ মশ্ণ করার হাতিয়ার-বিশেষ। ওর্গা, ১৭৮২।

রেপকেশ [স] বি ধ্বংসকোষ মাফল। 'রেপকেশগুলিন বাবুর একচেটে।' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

রেপেজেটেটিভ [স] বিন প্রতিবিম্বিত্বমূলক। 'রেপেজেটেটিভ গবর্নেন্ট পাইশাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

রেপ [স] বি বর্ণের সঙ্গে বৃদ্ধ হয়ে সেই বর্ণের উপরে যে চিহ্ন () রূপে ব্যবহৃত হয়। 'রকারে হলেরগ যোগ করিতে হইলে, র' এইরূপ হইয়া সেই সেই বর্ণের মাধ্যম যায়, ইহাকে রেফ বলে।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'শকারের উপর যে রেফটি আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রেফারি [স] বি খেলার পরিচালক। 'রেফারির পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে এবং এক প্রেমীর অসুস্থমান ...।' বুলবুল, ১৯৩৬; 'রেফারিকে দেয় কাফেরি কতোয়া।' নজরুল, ১৯৪১।

রেফারিগিরি বি রেফারির কাজ। 'রেফারিগিরি করা ইংরেজের একচেটে ছিল।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

রেফারেডাম [স] বি গণভোট। 'মৌলিক গণতন্ত্র পর্যায়ে নির্বাচনকে রেফারেডাম হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহাতে অংশগ্রহণ করা উচিত।' আজাদ, ১৯৬৮।

রেফুজী [স] বি উদ্ভাস। 'ঘরখানা একজন রেফুজীকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

রেফ্রিজারেটর, রেফ্রিজারেটর [স] বি ফ্রিজ; হিয়ারনয়ন্ত্র। 'রেফ্রিজারেটরের দুই।' অমিয়, ১৯৩৯; 'ওদের ঘরে সেই ... রেফ্রিজারেটর, রেফ্রিজারেটর।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৯।

রেবতী [স] বি ফুলবিশেষ ও তার গাছ। 'সিঅলি কুসুম ওড় রেবতী রান্নাখার।' বড়ু, ১৪৫০।

রেবতী [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'করিষ দৌহারে বিভা পূর্বের রেবতী।' বৃন্দা, ১৫৮০।

রেবা ক্রি দেখা যাওয়া। 'বাম দাখিন দুই মান ন রেবই বাহ তু ছন্দা।' চর্চা ১৪, ১২০০।

রেবা [স] বি নর্মদা নদী। 'কোথা বহিয়াছে বিমল বিনীর্ণ রেবা বিদ্যাপদমূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রেভলিউশন [স] বি বিপ্লব। 'মড়া নিয়ে কি রেভলিউশন হয়।' ধৃজিট, ১৯৩১।

রেভিনিউ, রেভিনিউ [স] বি রাজস্ব। 'এতদেশীয় লোকদের প্রতি যে সকল আদালত রেভিনিউ সম্পর্কীয় কর্ম মুক্ত হইয়াছে ...।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'গবর্নমেন্টকে রেভিনিউ দিতে হচ্ছে।' জীবন, ১৯৩২।

রেভিনিউ বোর্ড [স] বি রাজস্ব পরিষদ। 'রেভিনিউ বোর্ড হইতে প্রচার হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

রোয়াত, রোয়াৎ [স] রিআয়াত ১ বি দয়া। 'রোয়াত করিয়া আজি ফিরে যাই ডেরে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ছাড়। 'পতনে পেশে তাহার গুরুও কাহাকে রোয়াত করেন না।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি পরোয়া। 'আমি কাহাকেও রোয়াত করি না - যখন যাহা মনে উদয় হয় তখন তাহাই মুখে বলি।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি খাতির। 'বাবা ছিলেন বলে রোয়াৎ করিছি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৬।

রোয়াইত [স] রিআয়াত বি ছাড়। 'চানি টাকা রোয়াইত পাইবেক।' কাশ্যে, ১৭৮৭।

রোয়াত করন বি মাক করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

রোয়ায়ত [স] রিআয়াত বি ছাড়। 'তিন বৎসরের করের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা উহাকে রোয়ায়ত হইল।' রামরাম, ১৮০১।

রেয়েত [স] রায়ত বি রায়ত; প্রজা। 'আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেখেরও খাতক নই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ রায়ত

রেনোভ, রেনোভ [আ রইং] বি প্রজা। 'বেগারে হয় রেনোভ সারা, জমিদার পড়ে মারা।' গুণ, ১৮৫৮; 'শাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেনোভরা খেপেতে।' হুতাম, ১৮৬১।

রেল [হি] ১ বি কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'রেলের গাড়ীতে যাব।' গীলবন্ধ, ১৮৬৬। ২ বি লৌহবেষ্টনী; রেলিং 'একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রেলগুয়ে [হি] বি রেলপথ। 'হাতড়া হতে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলগুয়ে খুলেছে।' হুতাম, ১৮৬১; 'রেলগুয়ে, ট্রামগুয়ে, স্টীমার, এরোগ্রেন, মোটর লরী ...।' রোকেয়া, ১৯২১।

রেলগুয়ে ক্রশিং [হি] বি সাধারণ পথ ও রেলপথের সংযোগস্থল। 'মিছিলটা শহরের সদর রেলগুয়ে ক্রশিংটার কাছাকাছি।' হাকিমজুর, ১৯৫৩।

রেলগুয়ে টার্মিনস [হি] বি রেললাইনের প্রান্তিক স্টেশন। 'গাড়ি রেলগুয়ে টার্মিনসে পৌছুলো প্রায়।' হুতাম, ১৮৬১।

রেলগুয়ে পুশিং [হি] বি রেলগাড়ির নিরাপত্তা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত বাহিনী। 'রেলগুয়ে পুশিংের পাহারাওয়াল ... গলা টিপে ভড়িয়ে দেন।' হুতাম, ১৮৬১।

রেলগুয়ে লাইন [হি] বি রেলগাড়ি চলার উপযোগী কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'শিল্পক্ষেত্রে রেলগুয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৮।

রেলক্রসিং [হি] বি সড়কপথ যে স্থানে রেললাইনকে অতিক্রম করে। 'রেলক্রসিং থেকে বলাকা সিনেমা।' পাশা, ১৯৭১।

রেলগাড়ি, রেলগাড়ী [হি] বি রেল+গাড়ি। বি রেললাইনের উপর দিয়ে চলে যে গাড়ি। 'রেল গাড়িতে চড়ে বারাননী দর্শনে ইচ্ছুক।' হুতাম, ১৮৬১; 'খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চড়ে মার দৌড়।' গিরিশ, ১৮৮৮।

রেল+দারোগা [হি] বি রেল+ফা দারোগা। বি রেল পুশিংের কর্মকর্তা। 'হিলাম রেল-দারোগা চড়তে হত ট্রাইনেতে।' সুরমার, ১৯২০।

রেলদৌড় [হি] বি রেল+দৌড়। বি রেলগাড়ির যতো ছুট। 'এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আলসের শাখা-পাখির উঠতে হয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

রেলপুল [হি] বি রেলগাড়ি চলতে পারে এমন সেতু। 'উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু রেলপুল তখন হয়নি।' হিজেন্স, ১৯১২।

রেলপুলিশ [হি] বি রেলবিভাগে শাস্ত্রিকতা কাজে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য। 'প্র্যাটিক্রমে রেলপুলিশ তাদের অতিক্রম।' ইনহাক, ১৯৫৫।

রেলবাধু [হি] বি রেল+ফা বাধু। বি রেলগুয়ে বিভাগে চাকরিত ব্যক্তি। 'ভেতরে চলে রেলবাধুর অব্যাহত শাশির্পর।' মণীশ, ১৯৩৯।

রেলব্রিক্স [হি] বি রেললাইন গেছে যে সেতুর উপর দিয়ে। 'রেলব্রিক্স পেরলেই সেগবেন।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

রেলভাড়া [হি] বি রেল+ভাড়া। বি রেলগাড়িতে যাতায়াতের জন্যে দেয় যে ভাড়া বা মাসুল। 'রেলভাড়া করে দূরে যেতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রেলযাত্রা [হি] বি রেল+স যাত্রা। বি রেলগাড়িতে ভ্রমণ। 'তার পরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

রেলযান [হি] বি রেল+স যান। বি রেলগাড়ি। 'রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়ির মূল্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রেলরাস্তা [হি] বি রেল+ফা রাস্তা। বি রেললাইন। 'আমি কলেজ থেকে

বেরিয়ে রেলরাস্তায় কন্ট্রোলিং কাজে ভর্তি হই।' প্রথম, ১৯৩২।

রেললাইন [হি] বি রেলগাড়ি চলার উপযোগী, কাঠের ফলকের উপরে সমান্তরালভাবে বসানো লোহার পথ। 'রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রেলস্টেশন, রেলস্টেশন [হি] বি যাত্রীদের ওঠানামার জন্য রেলগাড়ি যেসব নির্ধারিত স্থানে থাকে। 'এক গোয়ানরেলক পোশকটে কিস্তি পাঠের গাঁইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেলস্টেশনে যাইতেছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'আখারিয়াও রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোঁটানায় পড়েছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

রেলসড়ক [হি] বি রেল+জা সড়ক। বি রেলগাড়ি চলার পথ। 'রেল সড়কের ছোট খাদ ভরে ডানকিনে মাছ।' জমীম, ১৯৩১।

রেলের গাড়ী [হি] বি রেলগাড়ি। 'এলেন তানসেন কলকাতায় চড়ে রেলের গাড়ী।' হিজেন্স, ১৯১২।

রেলোয়ে [হি] ১ বি রেলপথ। 'রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা ... সুড়ঙ্গ দেখেলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি রেলগাড়ি চলে এমন। 'রেলোয়ে পথের দু-ধারে আতুরের খেত, চম্চকার সেখতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি রেল বিভাগ। 'ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে ছলছল বাধাইয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রেলোয়ে পথ [হি] বি রেলগাড়ি চলার পথ; রেললাইন। 'রেলোয়ে পথের দু-ধারে আতুরের খেত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রেলোয়ে-সুড়ঙ্গ [হি+স] বি রেলগাড়ি চলার মাটির নীচের পথ। 'স্থিতি নীচ রেলোয়ে-সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রেলো [হি] ১ বি পাল। 'কুকুরে ঘিরিল যতো গিঘিনির রেলো।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি দল। 'টোদিক বেরিয়া ঘোরানোয়ারের রেলো।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ৩ বি শ্রেণী। 'ক্রোশ যুগ জুড়ে হৈলা নকুরের রেলো।' মানিকময়, ১৭৮১।

রেলিং [হি] বি লোহা বা কাঠের শিকের বেড়াবিশেষ। 'রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' বক্রিম, ১৮৮৮।

রেলিঙ [হি] বি লোহা বা কাঠের শিকের বেড়াবিশেষ। 'রেলিঙের বাহিরে কার্ভানের উপরে ছোটো ছোটো টবে পাভাবাহার।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

রেলিঙহীন বিপ কাঠ বা লৌহবেষ্টনী নেই এমন। 'রেলিঙহীন ছানে দাঁড়িয়ে থাকাতা কোনোরকমেই নিরাপদ নয়।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

রেলোটিভ [হি] বিপ আপেক্ষিকতা। 'ভুলনায় দাঁত আর জিভ সবই রেলোটিভ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

রেলোটিভিটি [হি] বি আপেক্ষিকতা। 'গতিতে রেলোটিভিটি প্রমানের ভাবনায় ... কাটলো সে পাকনায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

রেশ [স] বি অনুরণন। 'বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ, রয়েছে রেশ কানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'শেখের গানের রেশ নিয়ে প্রাণে চলে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

রেশন [হি] বি কম মূল্যে সরকারের পক্ষ থেকে বাদদ্রব্য সরবরাহ। 'যুদ্ধকালের জন্য কাপড়, রেশন কবিরাব প্রয়োজন অনুভূত হইলেও ...।' আজাদ, ১৯৪৫; 'ভরপেট রেশনের দাবীতে ২৯ জানুয়ারি ...।' বেগম, ১৯৪৭।

রেশনকার্ড [হি] বি রেশন প্রদানের নির্ধারিত তথ্য-সংবলিত কার্ড। 'রেশনকার্ড পিছু সত্তাহের যোগ্য চাল, ময়দা, আটা দেওয়া হয় বিনা পয়সার।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

রেশনশপ [হি] বি বি সরকার থেকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সরবরাহের দোকান। 'রেশনশপ খোলামাত্রই মেয়ে-মন্দে যে রকম দোকানের ভিতর কাঁপিয়ে পড়ে।' মুক্তবা, ১৯৫২।

রেশনিং [হি] বি সরকারের প্রদেয় খাদ্য-বরাদ্দ। 'প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য রেশনিং প্রথা দ্বারা সরবরাহ করা হইবে।' জামায়াত, ১৯৪৩।

রেশম, **রেশম** [কা রেশম] বি বস্ত্র তৈরির উপযুক্ত প্রাণীজ তন্ত্রবিশেষ। 'পাকানিয়া রেশম।' মনোএল, ১৭৪৩; 'রেশম' মের্স, ১৭৫৭।

রেশমকীট [ফা রেশম+স কীট] বি তুঁত পোকা। 'যাহারা রেশমকীটের চাষ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রেশমদড়ি বি রেশমের ফিতা। 'জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী।' শম্ভু, ১৯৬৯।

রেশমপ্রভু [কা রেশম+স প্রভু] বি রেশম ব্যবসায়ী। 'ফুকুর-বৃষ্টি দাসত্ব করিব, তদাত রেশমপ্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রেশমি, **রেশমী** [ফা রেশম+] ১ বিণ রেশমের সূতায় প্রস্তুত। 'রেশমী চান্দর উপরে টানাইয়া জুখা মজিঙ্গে লইয়া গেল।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি রেশমের সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র। 'রেশমি সঙ্গে যুবতীর দল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রেশমী পরিচ্ছদ বি রেশমের সূতায় প্রস্তুত কাপড়। 'রেশমী পরিচ্ছদ অভি সূক্ষ্ম ও কোমল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

রেশমের মহাজন বি রেশমের ব্যবসায়ী। ওর্স, ১৭৮৫।

রেশম বি রেশমের তৈরি বস্ত্র। 'আমি কোনো রেশম পুড়ি করি নাই।' মের্স, ১৭৫৬।

রেশমকর [ফা রেশম+স কর] বি রেশম উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষ। 'নীলকন্ঠ ও রেশমকর, কৃত্তিয়ার সাহেবেরাই অজুত প্রজাদের সর্বনাশ করিতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

রেশমি [ফা রেশম+] বিণ রেশম সূতায় তৈরি। 'পাটনাইয়া ঢাকাই মালাদিয়া পুখত আড়লের রেশমি বস্ত্র তরোবতরো।' রামরায়, ১৮০১।

রেশমীয় [ফা রেশম+] বিণ রেশমের সূতায় তৈরি। 'রেশমীয় বস্ত্র ও ঘাঘরা পরিধান করে।' দর্পণ, ১৮২২।

রেশালা [আ রিসালাহ] বি শোভাযাত্রা। 'ঐ রেশালায় আগে আগে দুটি চলতী নবত ছিল।' হেতুম, ১৮৬১।

রেখা, **রেখা**, **রেখা** [স ইখা+] বি পারম্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। 'মিহরুলে ঘোঁষাছিতে হল রেখারবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'যেখানে রেখারবি সূত্রে উভয়পক্ষের দাবীই অসম্ভবরকম বেড়ে যায়।' প্রমথ, ১৯১৭।

রেসোরেসি [স ইখা] বি পরস্পর আক্রোশ। বিদ্যা, ১৮৯১।

রেট হাউস [হি] বি অভিশিখালা। 'বুড়ি পোয়ালিনী ফরেট রেট হাউসে ...।' বাৎসর মুখ, ১৯৭১।

রেস [হি] বি মানবপ্রজাতি; নরগোষ্ঠী। 'রেস শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রেস [হি] ১ বি বাড়ি ধরে বেলা হয় এমন ঘোড়সৌড়। 'কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি দৌড় প্রতিযোগিতা। 'কোন ফুকুর করে কোন রেস জিতেছে।' হাই, ১৯৫৮।

রেসকোর্স [হি] বি ঘোড়সৌড়ের মাঠ। 'কিংবা রেসকোর্সে মোটরে। জীবন, ১৯৩২।

রেসপনসিবিগিটি [হি] বি দায়িত্ব। 'রেসপনসিবিগিটি উইদাউট রাইট নিভান্তই অর্থহীন।' মনসুর, ১৯৪৩।

রেসবত [আ রিশওয়ত] বি ঘুর। বিদ্যা, ১৮৯১।

রেসবতখোর [বিদ্যা] বিদ্যা, ১৮৯১।

রেসয়ত [আ রিশওয়ত] বি ঘুর। 'তোমার নিভান্ত ধবরদারি য় মোকামি গোমাতা দিশের ছানে সেলামি ও রেসয়ত কিছু লইবে না। হ্যালহেড, ১৭৭৩।

রেসোলা [আ রিসালাহ] বি অথারোহী সৈন্যদল। 'রেসোলা সিপারি ইসরাফী।' দর্পণ, ১৮২৫।

রেসোলা মিছিল [আ রিসালাহ-মিছিল] বি শোভাযাত্রা। 'রেসোলা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক গমন।' দর্পণ, ১৮২৫।

রেসিডেন্ট [হি] বি সরকারি প্রতিনিখিৎসুলক কর্মকর্তা। 'তথাক রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহার প্রতি অতিসম্মত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

রেসিডেনসিয়াল [হি] বিণ আবাসিক। 'রেসিডেনসিয়াল কলেজ স্থাপন প্রচারক, ১৯০৩।

রেস্ট, **রেস্ট** [হি] বি বিশ্রাম। 'টেবিলেতে রেস্ট নিয়া টেট পান যারা।' ও ১৮৫৮; 'নেই রেস্ট হায়া।' শিবরায়, ১৯৪০।

রেস্টোরাঁ [ফ রেস্তোরাঁ] বি খাবারের দোকান। 'আজ সাক্ষ্যভোগ একট নামজাদা রেস্তোরাঁতে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। **রেস্তোরাঁ**

রেস্ত [প resto] ১ বিণ আর্থিক সামর্থ্য। 'পরিবারের বন্ধ্যাবত রেস্ত অভাবে সমস্ত কমাইনের।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি পুঁজি। 'নাইলের জন্মে আপন রেস্তে ভোঝতে চান না।' মুক্তবা, ১৯৫২।

রেস্তহীন [প resto+স হীন] বিণ সম্বলহীন। 'অনেক রেস্তহী মুছহী চার বার ইনসালভেন্ট, এখন দালালী ধরেছেন।' হেতুম ১৮৬৬।

রেস্তা [ফা রিশতাহ] বি সম্পর্ক। 'বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তা মুরকি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

রেস্তাদারী [ফা রিশতাহ-দারি] বি আত্মীয়তা। 'বামীর দহলিজনশীল শরীফ বাশানের সঙ্গে দহরম-রেস্তাদারীর এত চেষ্টা।' মাহেনও ১৯৪৯।

রেস্তোরাঁ [ফ] বি চা ইত্যাদি হালকা খাবার পাওয়া যায় এমন দোকান। 'রেস্তোরাঁটার অনবদত পোকজন মুক্তিভেছে।' বিকৃতি, ১৯৩১।

রেস্তরাঁ [ফ] বি চা ইত্যাদি হালকা খাবার পাওয়া যায় এমন দোকান। 'গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তরাঁ।' অন্নরা, ১৯২৯; 'হি হায়ে নড়ে গেল ও-পাশের পাইস-রেস্তরাঁতে।' জীবন, ১৯৪৮।

রেহ [স রেখা] বি রেখা। 'কুমুদবান বিলাস কানন কেস সিন্দুর রেহ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রেহা [স রেখা] বি রেখা। 'হরি দূর আলিঙ্গন রাখার দেহা যে নিকষত শোভে কনক রেহা।' বড়, ১৪৫০।

রেহাই [ফা রিহাই] ১ বিণ মুক্ত। 'ভাইয়ের পথেতে তারে করিল রেহাই গরীব, ১৭৬৫। ২ বি মুক্তি। 'ঋণাড়ার হাত থেকে রেহাই নেই বেগম, ১৯৪৮।

রেহান [আ রহান] বি বন্ধক। 'জমি রেহান দিয়া, টাকা আনিয়া ৫ দশজনের উদ্বারপূর্ণ করিল।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

রোহানাবন্ধ [আ রহন+স বন্ধ] বিণ বন্ধকী সূত্রে আবদ্ধ। 'মহাজন জ্বালের কাছে আমাদের দেশ রোহানাবন্ধ হয়ে থাকবে।' প্রমথ, ১৯২০।

রোহানী [আ রহন+] বিণ বন্ধকী। 'রোহানী জমি কখনো ফিরে আসে না কৃষকের হাতে।' কায়সার, ১৯৫২।

রোহেন [আ রহন] বি বন্ধক। 'জমিদারের নিকট রোহেনে আবদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রোহেলা [আ রহলা] বি কার্ভের তৈরি কাঠামোবিশেষ, যার উপরে গ্রন্থাদি রেখে পড়া হয়। 'রোহেলের পর কোরান রাখিয়া পড়ে সুরা ফাতেহায়।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

রৌও দ্র রওরা

রৌক [স রক] বি রক্ষা। 'কে আমা করিবে রৌক।' বাহরাম, ১৬৫০।

রৌরৌ [ধন্য] বি উচ্চ রব বা ধনি। 'চারিদিকে হৈ হৈ রৌরৌ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।' হরহাসদ, ১৮৮১; 'তাহাদের রৌরৌ শব্দ ও হাস্যধ্বনি অনেক দূর হইতে শুনা যায়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

রৌ-রাই [ধন্য] বি সমস্তের কল্যায় শব্দ। 'স্বীলোকের দল কল্যায়ের রৌ-রাই করিয়া কাদিয়া উঠিল।' শরৎ, ১৯১৭।

রৌ বি সারি। 'আমাকে স্টেজের বা দিকে প্রথম রোতে ...।' অবন, ১৯৪১।

রৌঅন [স রোদন] বি রোদন। 'রচনা মে রৌঅন সাজনা রে বারিস ন তেজিস দেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রৌ [স রোম] বি লোম। 'জুতে রৌ ভরা ...।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'বৃদ্ধ শালিকের মাড়ে রৌ।' মাইকেল, ১৮৬০। দ্র রৌরা

রৌআ [স রোম] বি লোম। বিদ্যা, ১৮৯১।

রৌগুয়া [স রোম] বি লোম। 'সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রৌগুয়ার মদ্য দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রৌদ' [স রাউড] বি টহল। 'পুলিসের রাতকানা সাধ্বন, টোটকাটা দারোগা, নুসো জমাদার, কুরুতে পাহারাওয়ালা, পরিবের যম মহাশয়েরা রৌদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন।' হুতোয়, ১৮৬১।

রৌদগাতি [স রাউড+গা গাতি] বি টহল দিয়ে পাহারা দেয় যে। 'ভাকাইতি রহিতের নিমিত্তে খাতি ও রৌদগাতি।' দর্পণ, ১৮০৪।

রৌদ ফিরতে [স পাহারা দিয়ে পরিচালনা করতে]। 'এ যে সারজন সাহেব রৌদ ফিরতে বেরয়েছে দেখছি।' মাইকেল, ১৮৬০।

রৌদ মারা [স চক্রর দেওয়া]। 'কালু শহরে এটা রৌদ ঘেরে এস।' মৃজতা, ১৯৪৯।

রৌদ' বি প্রহ। 'এক রৌদ কফি' মৃজতা, ১৯৫২।

রৌরা [স রোম] বি রোম; কেশ। 'মাদোএল, ১৭৪০; 'সেকড়িয়া দেবিলেক যে বহুর খাণ্ডের চারিদিকের রৌরা মতলাকার উঠিয়া গিয়াছে।' তারঙ্গী, ১৮০৩।

রৌরা-গুতা [স সূতা উঠে গেছে এমন]। 'রৌদ্রের মিছিল এলে রৌরা-গুতা ভোয়ালের মতো।' শামসুর, ১৯৭০।

রৌরাওয়ালা [স রোম+হি ওয়ালা] বিণ লোমবিশিষ্ট। 'সাদাকালা-রৌরাওয়ালা এক ছোটো কুকুর।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

রৌক' [স] বি অবিশেষে পরিশোধযোগ্য অর্থ। 'তাহার নগদ রৌক এক

হাজার টাকা।' ডানকান, ১৭৮৫।

রৌক' [স রোখ+] বি তেজ; আক্রোশ। 'যে রৌক করে মোর দিকে আসলিল।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

রৌক' [স রোখ] বি সমুখ। 'কেবলা রৌকে সিঙ্গদা-মগন হেজাঙ্ক নিশাণিণ।' মাহেনত, ১৯৪৯।

রৌকড় [সি] ১ বি নগদ অর্থ। 'করচা, বাকি জায়, শেহা, রৌকড়' বর্ধিম, ১৮৭৮। ২ বি জমা-খরচের হিসাব। 'আমাদের কাজের রৌকড় খুব মোটা হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রৌকা [স রোখ+] ১ ক্রি রোখা; ত্রুড় হওয়া। 'দেখিলে তাদের ডাব রাশে মন রৌকে।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ ক্রি ঠেকানো। 'দেখি কোন বাপ তোর রৌকে।' হাসান, ১৯৬২।

রৌক্কা [আ রুকআহ+] বি পত্র। রৌক্কা বরদার [আ রুকআহ-বরদার] বি পত্রবাহক। 'এতক লিখিয়া এক রৌক্কা বরদায়ে।' গরীব, ১৭৬৫।

রৌখ' [স রোখ+] ১ বি রাগ। 'তেজহ হুদয় কো রৌখ।' মুরারি, ১৫৭০। ২ বি গতি। 'শোহর রাত্তার উপর দিয়ে এক রৌখে চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বি জেদ। 'আমার গুণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রৌখ চেপে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রৌখ' [স রোখ+] ১ বি গাল। 'রোখহারের হাড়ি অর্থাৎ তাঁর চিবুকের অস্থি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভেসে উঠেছিল।' মাহেনত, ১৯৪৯। ২ বি মুখ; সমুখ। 'একবার কে ওরই দিকে রৌখ করছে।' আলোউদ্দিন, ১৯১৫।

রৌখশোখ [আ রুখসত] বি রোখসত; কর্মবসানে মনোশাওনা মিটিয়ে বিদায়। 'আজ - রৌখশোখ।' বর্ধিম, ১৮৭৪।

রৌখা [স রোখ+] ক্রি ত্রুড় হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

রৌখারুখি [স রোখ+] বি রোখারুখি; মুখোমুখি। 'কার্যক্ষেত্রে সহস্র প্রতিবন্ধিতা রৌখারুখি করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রৌখারোখি [স রোখ+] ক্রি অব্যাহত ত্রুড় হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

রৌগ [স] ১ বি ব্যাধি; অসুখ। 'দুর্ভিক্ষ রৌগ সোক হইল তখাই।' মালার, ১৫০০। ২ বি ঝাড়াপ অভ্যাস। 'আর সন্ত রৌগ হৈলে তেজ নাহি বাড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি সমস্যা। 'অবশেষে গ্রান্টের রিজাইনমেন্টে রৌগ সারতে পারেন?' হুতোয়, ১৮৬১।

রৌগকাতর [স] বিণ অসুখ। 'মনবর্ষায় রৌগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রৌগক্রান্ত [স] বিণ রোগে জীর্ণ। 'তাহার উপরে আপনার রৌগক্রান্ত হাভাতি রাখিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রৌগক্রিষ্টা [স] বিণ ক্রী রোগের দ্বারা জীর্ণ। 'রৌগক্রিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নমাজের নিমিত্ত মসজিদে আসিত হইলেন।' রোকেয়া, ১৯২২; 'রৌগক্রিষ্টা হতবলী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে।' তারা, ১৯৪২।

রৌগগ্রস্ত [স] বিণ রোগাক্রান্ত। 'নানা রৌগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রৌগগ্রস্ত শোকরসের মহোৎসব হয়।' দর্পণ, ১৮১৮।

রৌগজীবাণু [স] বি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু। 'রৌগজীবাণুভরা প্লাসাসিড কেতাবের জালির মধ্যে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

রৌগজীর্ণ [স] বিণ রোগে জর্জরিত। 'আজ তুমি কৃষ্ণকর দীনপ্রাণ রৌগজীর্ণ শিশুর ক্রীড়াভূমি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

রোগজ্বারি বি জ্বরজ্বারি। 'ওষুধ-বিমুখ আসে, রোগজ্বারি হয়, সব টের পাই আমরা।' বিমল, ১৯৫৩।

রোগভক্ত [স] বি রোগবিদ্যা। 'রোগভক্তের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রোগভাণ্ড [স] বি রোগ ও শৌক। 'তাহার রোগভাণ্ড লইয়া তাঁহাদের ঘরের দিকে চাহিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

রোগনারা বি অসুখবিসুখ। 'বারো মাস রক্ত নেয়ে নেয়ে কি একটা রোগনারা করবি?' প্যারী, ১৮৫৮।

রোগনাশক [স] বি রোগ সারায় এমন। 'ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান ... কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

রোগনাশিনী [স] বিণ রোগ অসুখবিসুখ সারায় এমন। 'কৃষ্ণবর্ণ অঙ্কর হইতে ... রোগনাশিনী মনুষ্যউদয় হইলেন।' অবন, ১৯২৫।

রোগশাস্ত্র [স] বিণ রোগের কষ্ট ফ্যাসকে হয়েছে এমন। 'রোগশাস্ত্র অঁখি দৃষ্টি মেলি চাহিয়া রয়েছে মায়।' জসীম, ১৯৫১।

রোগ-বালাই [স] রোগ+আ বালা বি অসুখ-বিসুখ। 'কোনো রোগ-বালাই নাই।' মানিক, ১৯৩৬; 'দুনিয়ার দুঃখকষ্ট রোগবালাই সবকিছুর পিড়িকার আমাদেরই করতে হবে।' শওকত, ১৯৫৮।

রোগবিশারদ [স] বি রোগ-বিশেষজ্ঞ। 'বাথক, তড়কা, অজীর্ণ, আমাশা থেকে শুরু করে পিত্তচাঞ্চল্য এবং বায়ুকোপ পর্যন্ত যাবতীয় বর্জ্য রোগবিশারদ।' হাসান, ১৯৬৭।

রোগ-বিশীর্ণ [স] বিণ রোগের প্রভাবে শুকিয়েছে এমন। 'সে বর্তমানের ক্ষীণকায়, মাংসপেশীহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশনশ্রুতি ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

রোগভোগ [স] বি অসুখ-বিসুখে কষ্ট পাওয়া। 'হুজুরাজা বাহাদুর নিমন্তই রোগভোগ করে থাকেন।' হেতাম, ১৯৬৯।

রোগমুক্ত [স] বিণ সুস্থ। 'লোকেরা অসুস্থ হইলে তথা গিয়া রোগমুক্ত হয়।' দর্পণ, ১৮১৮।

রোগমুক্তি [স] বি আরোগ্যলাভ। 'ইশা মিত্রের রোগমুক্তি কামনা ও তাঁর উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ উঠিলে ...।' বেগম, ১৯৫৪।

রোগযজ্ঞাণ্ডা [স] বি রোগবশত কষ্ট। 'এবাসে রোগযজ্ঞাণ্ডায় স্নেহময়ী নারীরাণ্ডা ও দিলি পাশে বসিয়া আছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রোগশয্যা [স] বি রোগীর বিছানা। 'জ্বলীর রোগশয্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

রোগশাস্তি [স] বি আরোগ্য লাভ। 'রোগশাস্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিৎসায় অতিবিজ্ঞ ব্রীষ্মত এজেন্ট সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪; 'পীড়িতের রোগশাস্তি, বিপদভয়ের দুঃখ মোচন ... ইত্যাদি তাহার চরিত্রের ভূষণ।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

রোগশায়িতা [স] বিণ রোগী রোগাক্রান্ত হয়ে শুয়ে আছে এমন। 'রোগশায়িতা বহিন।' নজরুল, ১৯৩৮।

রোগ-শিয়র [স] রোগ+শিয়র বি রোগীর শিখান। 'আমার রোগ-শিয়রে এই নিষ্ঠুর প্রলম্ব তনে ...।' নজরুল, ১৯২২।

রোগশীর্ণ [স] বিণ রোগে শুকিয়ে গেছে এমন। 'রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

রোগভক্ষমুখ [স] বি রোগের কারণে মলিন মুখ। 'রোগভক্ষমুখে হাসিরাশি ভরি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

রোগশূন্যতা [স] বি নীরোগ অবস্থা। '... শুধু ব্যাধির নিরাময় রোগশূন্যতা নয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রোগ-শোক [স] বি অসুখ-বিসুখ। 'রোগ-শোক সব যেত দূরে শী হত মহাপ্রাণী।' লালন, ১৮৯০।

রোগহরণ [স] বিণ রোগের উপশমকারী। 'নানারকম রোগহরণ ও বানাজে বসে মাঠে মাঠে।' হাসান, ১৯৬৯।

রোগা [স] রোগ+। বিণ দুর্বল; রোগগ্রস্ত। 'ছেলে পিলে বুড়া যে মেল কত ঠাই।' ভারত, ১৭৬০।

রোগাক্রমণ [স] বি রোগজীবাণুর সংক্রমণ। 'বহু পরিবার রোগাক্রমণ হয়।' বেগম, ১৯৪৯।

রোগাক্রান্ত [স] বিণ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এমন। 'রোগাক্রান্ত জরায়ুত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবী সন্তান উৎপাদন কবে অক্ষয়, ১৮৪৯।

রোগাটে বিণ রোগগ্রস্ত। 'ভাত বাচ্ছে হাড়জিরজিরে রোগ মেয়েটা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রোগাভূত [স] বিণ রোগে কাতর। 'কেমকরাজা সদা রোগা ছিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

রোগা দুর্বল [স] রোগদুর্বল বিণ কুপ ও দুর্বল। 'অতিথি পাঠা তুলনায় রোগা দুর্বল।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

রোগাধিপ [স] বিণ রোগের রাজা। 'রোগাধিপ ওলাওতা তাহার চ সেবিয়া গায়েথান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

রোগাধীশ [স] বিণ রোগশ্রেষ্ঠ। 'রোগাধীশ ওলাওতা ও ধীর প্রব কানন্দ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

রোগাধিত [স] বিণ রোগগ্রস্ত। 'রোগাধিত হলো মাতা সেবিবার।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

রোগাধিকা বিণ শীর্ণ ও দুর্বল। 'বলশফের সবচেয়ে দিলী-ও রোগাধিকা স্নিয়েকফ।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

রোগাধানা বিণ শীর্ণ গড়নবিহীন। 'রোগাধানা সক্র গলার এ নীল কাডের বোতল।' অবন, ১৯২৭।

রোগাধ্যাক্যিক বিণ শীর্ণ ও দুর্বল। 'সবে আমার সেই ইনস্পেরা চাচা - রোগাধ্যাক্যিক, কিন্তু অসীম সাহস।' মাল্লান, ১৯৬৮।

রোগাধিত [স] বি রোগ দ্বারা আক্রান্ত। 'কুঠরোগ কোন পাঠির ম প্রবিত হইলে তৎকুলোদয় তাবতই সেই রোগাধিত হয়।' প্রজা: ১৮৫৩।

রোগা রোগা বিণ শীর্ণ ও দুর্বল। 'দেখিতে রোগা রোগা গড় বিকৃতি, ১৯২৯।

রোগাধ, রোগাধ [স] বিণ রোগগ্রস্ত। 'এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগা সেবিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

রোগাধ [স] বিণ রোগমুক্ত। 'রোগাধ ও নিজেই শরীর প্রাপ্ত হ চিরজীবন অশেষ যত্নবা ভোগ করিবেক।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রোগি [স] রোগী। বিণ রোগাক্রান্ত। 'কুঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসা এক চিকিৎসালয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

রোগিণী [স] ১ বিণ রোগগ্রস্ত। 'আমার রোগিণী মাতার। লইয়া যাইতে ছুটু পাইয়াছি।' ময়, ১৮৫৭। ২ বি রোগী অসুস্থ ব্য। 'বেদ থেকে উঠে বসেছে রোগী আর রোগিণীরা।' হাফিজুর, ১৯৫৫।

রোপী

রোপী [স] ১ বি অনুহ ব্যক্তি। 'মোসের ঘরে রোপী আছে ছুরে।' ৩৪, ১৫৫০। ২ বিণ পীড়িত বা অনুহ। 'রোপী ভোগী রোপী রাজা নীন নীন জন।' ৩৪, ১৮৫৮।

রোপীপন্ন [স] বি রোপীর উপস্থিতি ও চিকিৎসা। 'কেন চলছে হাসপাতাল, রোপীপন্ন কেনন হচ্ছে।' মানিক, ১৯৩৬।

রোপী-পরিচারিকা [স] বি রোপীর সেবিকা। 'মেটন, নার্স, পাটিকা ও রোপী-পরিচারিকা।' বেগম, ১৯৪৯।

রোপাই [স রূপণ] বিণ দুর্বল। 'বলে রোপাই ব্রাহ্মণ পন্ডারে কর পূজন।' বিজয়, ১৬৫০।

রোচক [স] বিণ কটিকর। 'রোচক পাচক হয়ে বাত কফ করে।' ৩৪, ১৮৫৮।

রোশন [স] ১ বি আচরণ। 'দাস্যভাবে যবে গ্রন্থ করয়ে রোচন।' বৃন্দা, ১৬৮০। ২ বি দীপ্তি। 'তোমার উজ্জ্বল চন্দ্ররোচন নবীন নির্মল বিজ্ঞানে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

রোটা [স কৃৎ] ১ ক্রি বাদু মানে হওয়া। 'অন্নপানি কারো নাহি রোচরে শরীরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি ভাগ্যে লাগা। 'দিনতলো আর তো মুখে রোচে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রোজ [ফা] ১ ক্রিণ প্রতিদিন। 'ভিহিসার আবদ খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি উপলক্ষ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি দিন। 'এক রোজ মোহাম্মদ নবী পর্যায়খরে।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি মজুরি। 'কোথা হইতে পেয়াদার রোজ দিব।' কেরি, ১৮০২। ৫ বি কার্যদিন। 'মাস মাসের প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্যন্ত এইই দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

রোজ করা ক্রি দৈনিক সরবরাহ বা জোপানের ব্যবস্থা করা। 'বাহীজ অন্য এক পো দুই রোজ করে বসল।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

রোজকার বিণ প্রাত্যহিক। 'এত টাকা লাগে কেন বাজারেতে রোজকার?' সুলাভ, ১৯৪৮।

রোজকার রোজ ক্রিণ প্রতিদিন। 'তাদের রোজকার রোজ এমন কটাত।' মণীশ, ১৯৫৭।

রোজ কিয়ামত [ফা রোজ+আ কিয়ামত] বি ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ কিয়ামতে হবে যশ-বন্দনামি।' নজরুল, ১৯২৮।

রোজ কেয়ামত [ফা রোজ+আ কিয়ামত] বি ইসলাম ধর্মমতে প্রায় ও শেষ বিচারের দেন। 'কিছু সে তাপ রোজ কেয়ামত' (জগতের শেষ দিন) পর্যন্ত মোহাম্মদীয়শাসের মনে একই ভাবে জাগরিত থাকিবে।' মন্সাররক, ১৮৮৫। 'মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।' জসীম, ১৯২৭।

রোজকী [ফা রোজ] বিণ সৈনিক। 'এক জালা তাড়ী রোজকী সীতাতের উটনো বন্দবস্ত।' হুস্তাম, ১৬৬১।

রোজনামাচা [ফা বি দিনলিপি। 'কেন করে অত পাকা কথা লিখতে পেয়েছিলাম রোজনামাচায়।' আলফাউলিন, ১৯৩৬।

রোজনামা [ফা বি দিনলিপি। ওর্গা, ১৭৮৫।

রোজ রোজ [ফা ক্রিণ প্রতিদিন। 'আহা তার রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।' ৩৪, ১৮৫৮। 'রোজ রোজ দেরি করে আসে, পঙ্কাতে দেয় না ও তো মন।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

রোজ হাসর [ফা রোজ+আ হাসর] বি ইসলামি মতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ হাসরের মরদনেতে ...।' জসীম, ১৯৩১।

রোজা বি সৈনিক মজুরি। 'তবে কিম্বায এ পাহ রোজা কাটা জাইবেক।' হালাহেজ, ১৭৭২।

রোজ [বি] বি শোশাল। 'আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।' ৩৪, ১৮৫৮। 'চাপা, ডেইজি, ডায়োলেট?' রোজ, টিউলিপ, ডায়োডিল?' শিবরাম, ১৯৪০।

রোজকার [ফা রোজগার] বি রোজগার; উপার্জন। 'বাবাকে আর এক পরসা রোজকার করতে হইল।' গিরিশ, ১৮৮৬।

রোজকার^১ গ্র রোজ

রোজগার [ফা বি উপার্জন। 'বৃদ্ধকাল আপনার নাহি ছানি রোজগার।' ভারত, ১৭৬০। 'বা রোজগার করত তা সব তুঁড়ি পায়ে ঢেলে আসত।' নজরুল, ১৯২৪।

রোজগার-পাতি বি আয়-উপার্জন। 'রোজগার-পাতিও মন্দ করে না।' মানিক, ১৯৩৬।

রোজগারি ১ বি আয়ের অর্থ। 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ উপার্জনকারী। 'আর-এক ভাই সংসার পাতলে অফিলে গেল রোজগারি হল।' অবন, ১৯২৫।

রোজগারী বিণ উপার্জনশীল। 'তোমার অমন রোজগারী পুতের এমন অনুমু ছিরে, আত্মা।' শতকত, ১৯৫৮।

রোজগারি বিণ উপার্জনকারী। 'সহরের সেবতারা পর্যন্ত রোজগারি' হুস্তাম, ১৮৬১।

রোজ [ফা] বি ইসলামের ধর্মীয় বিধি অনুসারে সূর্যোদয়ের আগে থেকে সূর্যের পর্বে উপবাস। 'রোজা নেমায না জামিআ বোলাইল গোলা।' মুহুদ, ১৬০০।

রোজাদার [ফা] বি ইসলাম ধর্মমতে উপবাস পালন করে যে। 'জুঝা দিনে নৃশি হইয়া রোজাদার।' আলফাউল, ১৬৮০।

রোজা-পালিশী [ফা রোজা+স পালিশী] বিণ স্ত্রী রোজা পালন করে এমন। 'সুবিদীতা, বন্দবদা, রোজা-পালিশী।' বেগম, ১৯৪৮।

রোজা^২ [স উপাধায়] বি ভূত-প্রেত ছাড়ানোর মন্ত্র জানে যা; ওণ্ডা। 'বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাপান।' মুহুদ, ১৬০০।

রোজা [স উপাধায়] বি ওণ্ডা। 'ওণ্ডা রোজা আন গিয়া শাইয়াছে ছুতা।' ফিটজ, ১৬০০।

রোজার [প] বি এক রকমের অলঙ্কার। 'সোনার রোজার ১ ছড়া।' মেয়র্গ, ১৭৬২।

রোজার [স রোদন] ক্রি কান্না করা; কান্দা। 'রোজো ক্রি কান্দি।' মনে মনে খাবকো রোজো বদন ঝাপা।' 'বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

রোটি [বি রোটি] বি বি আটা ও চিনি মিশ্রিত খাবারবিশেষ। 'এক একদিন অপরাধে ... রোটি ভোগ দেওয়া হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

রোটি [স রোটিকা: হি রোটি] বি গম অথবা চালের তঁড়া দিয়ে তৈরি তরুনা খাবার। ওর্গা, ১৭৮৫।

রোশা [বি রোনা] বি রোদন; কান্না। 'সুখলে বাজে শোনে রোশা গিণ ...।' নজরুল, ১৯২২।

রোদ [স রোদ্র] বি সূর্যের আলো। 'রোদের হটা।' মনোএল, ১৭৪৩।

রোদ-বাণ্ডা বিণ রোদে বসানো। 'রোদ-বাণ্ডা সরহের তেলে মজে উত্ত ইচ্ছের আচার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রোদলজ [স রোদ্রলজ] বিণ রোদে উত্তপ্ত। 'রোদলজ দিন বরখর

করে।' ওয়াসী, ১৯৪৫।

রোদ-পাকা **বিশ** রোদে পাকা। 'রোদ-পাকা আধ-ভাশা ডালিম' **নজরুল**, ১৯২৫।

রোদ পোহানো ১ **ক্রি** রোদের তাপ উপভোগ করা। 'রোদ পোহাতে ডাঙায় উঠি, হাওঘাটি খাই জোখ বুজে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৬। ২ **বিশ** অলস; রোদের উত্তাপ উপভোগে রত। 'রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো ভেসে ভেসে বেড়ালো।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২।

রোদমাখা **বিশ** রোদ-উজ্জ্বল। 'হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদমাখা উৎসুক দিশন্ত।' **হেমেন্দ্র**, ১৯৪৬।

রোদ-শুশান **বি** রোদরূপ শূশান। 'ফাঁকির ফানুস ছাই হলো তোর, খুঁজিস এখন রোদ-শুশান।' **নজরুল**, ১৯২৪।

রোদ-সোহাগি **বিশ** রোদের উত্তাপের জন্য শোশুণ। 'রোদ-সোহাগি পউষ-প্রাতে।' **নজরুল**, ১৯২৫।

রোদেপোড়া **বিশ** তামাটে। 'রোদেপোড়া আমার রঙ।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

রোশোলা **বিশ** রোদ রয়েছে এমন। 'স্বাধীনতা তুমি রোদেলা দুপুরে মধ্যপনুরে গম্বা মেয়ের অবাধ সঁতার।' **শ্যামসুন্দর**, ১৯৭২।

রোদান [স] **বি** কান্না। 'বিদ্যাপতি কহ শীত অব রোদন নহ সঘুচীত।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০: 'তারে কী বলিব আমি কি বলিআ রহাব রোদন।' **যুফুদ**, ১৮০০: 'তরালে রোদন করে সাধুর নন্দন।' **কৃষ্ণরায়**, ১৭২০।

রোদনকারিণী [স] **বি** ক্রী কান্নারত নারী। 'রোদনকারিণীকে দেখিছে পাইতেছি না।' **বঙ্গদর্শন**, ১৭৭২।

রোদন-জ্ঞাপা **বিশ** কান্না জ্ঞাপায় এমন। 'রোদন-জ্ঞাপা কুসুমিয়ারা অসীম দুখ্যে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

রোদনধ্বনি [স] **বি** কান্নার সুর। 'রাজমহিষী-রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে ...' **মাইকেল**, ১৮৫৯: 'রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা ব্রজকুলপতি।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

রোদনপরা [স] **রোদনপ্রায়** শিশু ক্রী কঁদছে এমন। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যামনা রোদনপরা শোকাকুল।' **রাজীব**, ১৮০৫।

রোদনবদন [স] **বি** কান্নাভঙ্গা মুখ। 'তনি রাজকন্যা বলে রোদনবদনে।' **কৃষ্ণরায়**, ১৭২০।

রোদন-ভরা **বিশ** কান্নাময়। 'রোদন-ভরা এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৬।

রোদনরব [স] **বি** কান্নার শব্দ। 'কাতর রোদনরবে ফাটে পাখাণ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

রোদনশব্দ [স] **বি** কান্নার আওয়াজ। 'তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া ...' **বিদ্যা**, ১৮৭৭।

রোদনকীত [স] **বিশ** কান্নাজনিত কারণে ফুলেছে এমন। 'অনুপূর্ণার রোদনকীত চক্ষু দেখিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা করিয়া লইলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯০২।

রোদনা **বি** ক্রন্দন; কান্না। 'কোলেতে না রহে পুনি করএ রোদনা।' **বাহুবল**, ১৬৫০: 'ভাষাহারা মম বিজ্ঞান রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৬।

রোদনানুকারী [স] **বিশ** ক্রী কান্না অনুকরণকারিণী। 'সেইরূপ

রোদনানুকারী স্বর শুনিব।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭২।

রোদনের বাণী **বি** কান্নার বাণী। 'আকাশে বাতাসে তব নাম লয়ে ওঠে রোদনের বাণী।' **নজরুল**, ১৯৩৫।

রোদনের সুরধ্বনি **বি** কান্নার নদী। 'অন্তর শিলাতলে রোদনের সুরধ্বনি সুর হয়ে বহে।' **নজরুল**, ১৯৩৫।

রোদা [স] **রোদান**। 'ক্রী কান্না করা। রোদাও ক্রি ক্রন্দন করে। 'উহ উহ বুলি পাণী রোদএ নিরন্তর।' **সুলতান**, ১৭০০। রোদিত্তি **ক্রি** রোদন করে। 'সম্মন রোদিত্তি, বদন্তি পতি প্রতি।' **রামধন্যদাস**, ১৭৮০।

রোদিল্লা [আ রকী] **বিশ** বাঁজে; নিকুট। 'ভালা এহাও রোদিল্লা সায় পদার্থে তিনি নহেন।' **আন্তোনিয়ো**, ১৭৪৩।

রোদুর, রোদুদুর [স] **রোদা** **বি** রোদ। 'ক্রমে রোদুরের তেজ গড়ে এলে চড়ক ডলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো।' **হুজুর**, ১৮৬১: 'হেমন্তের সকাল বেলাকার রোদুদুর।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

রোদুরলিঙ্গ **বিশ** রোদমাখা। 'এখনো রোদুরলিঙ্গ পাতা শিহরিত হয়।' **শ্যামসুন্দর**, ১৯৭২।

রোধ [স] **রুধ**। ১ **বি** বন্ধ। 'অতি ঘোর কষ্টে লগ্নে কর্ণ রোধ হওনের গোছ।' **রায়রাম**, ১৮০১। ২ **বি** অবরোধ। 'শালবাহনের পুরী গৃহ রোধ করিলেন।' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১২। ৩ **বি** বাধা। 'বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্কগামী জনে।' **মাইকেল**, ১৮৬৬। ৪ **বি** প্রতিরোধ। 'প্রবাসম্যেয় উর্ধ্বগতি রোধ' **বি** **বেগম**, ১৯৭২।

রোধন্ত [স] **বি** তীর; ভট। 'বাদ্যপতি-রোধন্ত যথা চলসি-আঘাতে।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

রোধা [স] **রুধ**। ১ **ক্রি** গতি রোধ করা। 'তোমিহ রাধার মনে আক্ষে যবে রোধিব বাটে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **ক্রি** নিবারণ করা। 'প্রাণের আবেশে রুধিয়া রাধিছে নারি।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩। রোধিব **ক্রি** বিরত করবে। 'তোমিহ রাধার মনে আক্ষে যবে রোধিব বাটে।' **বড়ু**, ১৪৫০। রোধিয়াছি **ক্রি** রোধ বা বন্ধ করছি। 'মরাবলে আমি রোধিয়াছি নাসাপায় তোমার।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

রোনা [যি] **বি** রোদন। 'সারা রাত জেগে আত্মার কাছে রোনা পিটনা করি।' **মহাররফ**, ১৮৬৯: 'আমার সে দেরেণ মাথা রোনা শুনে আর কী হবে।' **নজরুল**, ১৯২৪।

রোদ্ধা [স] **রুধ**। **ক্রি** রোধ করা। রোদ্ধাসি **ক্রি** রোধ করছি। 'জাইবর না দিলি মঘুরার হাটে ল দানছলে রোদ্ধাসি বাটে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

রোপণ [স] ১ **ক্রি** বা মাটিতে পোতা। 'এক পড়াযুমিনা এক কৃষিক শণ রোপণ করিতে দেখিয়া ...' **তারিণী**, ১৮০৩। ২ **বি** স্থাপন। 'সর্বনাশের বীজ রোপণ করিতে চাহেন।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

রোপন [স] **রোপণ** **বি** মাটিতে পোতা; বপন। 'রোপন করিতে গাছ সে হইল।' **চক্ৰ**, ১৫৫০।

রোপিত [স] **বিশ** প্রোথিত। 'অগ্নে ভাংহরদিগের অন্তরকরনে জ্ঞানের বীজ রোপিত হউক।' **অক্ষয়**, ১৮৫২।

রোপা [স] **রোপি**। **ক্রি** রোপণ করা। 'রোপণহ পহ লহ লভিকা আনি।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। রোপা **ক্রি** রোপণ করলো। 'আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে।' **ঘিচকি**, ১৬০০। রোপা **ক্রি** রোপণ করলে। 'রোপা **পহ** লহ লভিকা আনি।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০। রোপিল **ক্রি** রোপণ করলো। 'যে রোপিল প্রেমাত্মক যে সেচিল বারি।' **উমেশ**, ১৮৭৭। রোপে **ক্রি** রোপণ করে। 'আঁতরে পাত্তরে রোপে কলা।' **যুফুদ**, ১৬০০।

রোববার [স রবি+ফা বার] বি রবি বার। 'বর্ষশেষ আর দোল ত দেখি রোববারেই পড়ল দুটি।' সুকুমার, ১৯২০।

রোম' বি লোম। 'রোমকূপে ভক্তোদগম দম্ব সব হালে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ধবল রোমের নিচে।' জীবন, ১৯৩২।

রোমরাজী [স বি লোমকূপ; লোমের গোড়ার ক্ষুদ্র ছিদ্র। 'রোমকূপে রোমকূপ দম্ব সব হালে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'মৃত্যুর প্রবেশপথ প্রতি রোমকূপে।' সুপ্রসন্ন, ১৯২৯।

রোমপুট [স বি লোমকূপ। 'মোর টোটে, রোমপুটে।' জীবন, ১৯২৭।

রোমরাজী [স রোমরাজী বি লোমসমূহ। 'রোমরাজী তাত আভয়গণে।' বড়ু, ১৪৫০।

রোমশ [স ১ বিণ লোমে আছে। 'যে সকল জন্তুর শরীরের চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত ...।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ ষোণাওয়ালা। 'শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে।' জীবন, ১৯৪২।

রোমশ [স রোমশ] বিণ লোমপূর্ণ। 'গাছারি মেঘের ন্যায় রোমশ।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

রোমহর্ষ [স ১ বি শিহরণ। 'আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জ্বলিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'তুমি সখী ভূবে যাবে মুহূর্তেই রোমহর্ষে।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি রোমাক্ষ। 'কেবল পিপাসা আছে রোমহর্ষ আছে।' জীবন, ১৯৩৬।

রোমহর্ষক [স বিণ দুর্দান্ত। 'সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম.এ.।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

রোমহর্ষক [স বিণ লোমহর্ষক; গায়ে কাঁটা দেয় এমন। '... কী রকমের একটা রোমহর্ষক প্রমান-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রোমাবলী [স বি লোমসমূহ। 'রোমাবলী কিরিপানে।' বড়ু, ১৪৫০।

রোম' [স বি ইতালির রাজধানী। রোমক ১ বিণ রোম দেশীয়। 'রোমক শাসনাসুরেও তখনদেশীয় বীরবিশেষ ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি রোম দেশের অধিবাসী। 'প্রাচীন রোমক ও মুসলিমদের কাণ্ডকষ বলিয়া সিদ্ধ করা ... অন্যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রোমক দেশীয় বিণ রোমদেশের। 'রোমক দেশীয় কোন নীতিপ্রদর্শক নির্দেশ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

রোমবাসী বি রোমের অধিবাসী। 'রোমবাসীদের উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে ... সীরিয়া অধিকৃত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

রোমীয় ১ বি রোমান জাতি। 'রোমীয়দের বাহুবলে জগৎ কম্পিত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ রোমদেশীয়। 'রোমীয়রা প্রায় এক সময়েই সভ্য ছিল।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫; 'রোমীয় সভ্যতা সোপের পর ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

রোমস্থ [স বি রোমস্থ; জাবর কাটা। 'কুররীকুল তরুণে শয়ন করিয়া আশ্রিত নরনে রোমস্থ করিতেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রোমস্থক [স বিণ রোমস্থনকারী। 'লাদুদের রোমস্থক মহাকাল আনবারে পরিপাক করে।' সুপ্রসন্ন, ১৯৩২।

রোমস্থন [স ১ বি জাবর কাটা। 'একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমস্থন করিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বি পুনঃপুনঃ স্মরণ বা চর্চা।

'রিয়ালিজমের চর্চিতচর্চণ রোমস্থন করেছেন।' প্রমথ, ১৯১৪; 'কূটতর্কপূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রে রোমস্থন।' মোহাশ্মদী, ১৯৪০।

রোমস্থনযত [স বিণ জাবর কাটেই এমন। 'চোখ বুজিয়া রোমস্থনযত গাভীর মত অতীত-জীবনের জট খোলে সে।' শতকর্ত, ১৯৫৮।

রোমাক্ষ [স বি শিহরণ। 'শ্বেদ কম্প রোমাক্ষ অক্ষ গদগদ বৈবর্ষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'রোমাক্ষ হতেছে মোর বসিছে কাঁচলি তোর।' ভারত, ১৭৬০।

রোমাক্ষক [স বিণ শিহরণ জাগায় এমন। 'বৃষ্টপাতাবীর আরম্ভ কালে ভারত-ইতিহাসে একটা রোমাক্ষক মহাশূন্যতা দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'উপরে ওঠা নীচে নামা কী রোমাক্ষক রোমাক্ষ।' মানিক, ১৯৩৭; 'সত্যিই ভাঙ্গী রোমাক্ষকর ঘটনা।' শিবরাম, ১৯৫০।

রোমাক্ষজনক [স বিণ চমক জাগানো। 'কেবলমাত্র রোমাক্ষজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খন্দনস্বর্ষক একটি উপদেশের প্রবন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রোমাক্ষন [স বিণ রোমাক্ষিত। 'তনি সুরণ হল রোমাক্ষন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রোমাক্ষময় [স বিণ শিহরণ জাগায় এমন। 'কলকাতার সেই প্রথম দিনের দুপুরটা যেমন রোমাক্ষময় পেগেছিল।' বিমল, ১৯৫৩।

রোমাক্ষিত [স বিণ পলকিত। 'সে জনে দেখিবারাত্র রোমাক্ষিত কায় পে।' মিসনমোহন, ১৮৩৪; 'শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাক্ষিত হওয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রোমাক্ষিয়া ক্রিবিণ রোমাক্ষিত হয়ে। 'চন্দ্র দিল রোমাক্ষিয়া তরঙ্গ সিন্দুর।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

রোমান [স বিণ রোম সংক্রান্ত। 'নেবোরের রোমান ইতিহাস ... পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র।' অক্ষয়, ১৮৮৮। দ্র রোম'।

রোমান-কাল্পিক [স বি সবচেয়ে পুরোনো খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায়। 'বৃষ্টধর্মই খৃস্ট প্রথান ভাণে বিভক্ত - রোমানকাল্পিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫; 'খ্রীষ্টান - রোমান-কাল্পিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট, ইত্যাদি।' রোকেয়া, ১৯২৪।

রোমান ভাষা বি রোমান জাতির ভাষা। 'দুইটিতে রোমান ও ইতালীয় ভাষার প্রচলন।' আজাদ, ১৯৪৬।

রোমান্টিক, রোমান্টিক [স ১ বিণ আবেগধর্মী। 'রিয়ালিস্টিক সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বিণ কল্পনাবিশালী। 'তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৩ বি ভাববিশালী যে। 'চিরায়ত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৪ বিণ প্রেমমূলক। 'রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনী রসের জিনিস ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ বিণ আবেগ সৃষ্টিকারী। 'অমানুষিক অত্যাচারে রোমান্টিক কাহিনী।' আজাদ, ১৯৪৬।

রোমান্টিকতা বি আবেগময়তা। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহা অত্যাধিক রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত ...' হাই, ১৯৫৪।

রোমানটিসিজম, রোমানটিসিজম [স বি কল্পনাবিশালিতা; ভাবকল্পনার মাধ্যমে অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষাপূরণ সংক্রান্ত সাহিত্যিক মতবাদ; ভাবকল্পনাবাদ। 'রুশিয়ার ও রোমানটিসিজম-এর মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'রোমানটিসিজমের হিপলোজিজে মুগ্ধ আছেন বসেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না।' মোতাহের, ১৯৫০।

রোমাল, রোম্যল [হি] ১ বি উত্তেজনার আভ্যুত্থার। 'ইংরেজিতে যাহকে বলে রোম্যল। রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান রোম্যল।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বি উত্তেজনা। 'উপরে ওঠা নিচে নামা ক্রী রোম্যাকর রোম্যল।' মানিক, ১৯৩৭।

রোম্যল [ফা ক্রমাল] বি ক্রমাল। 'এক এক রোম্যল যদি বংশহ সবারে।' গল্পী, ১৭৬৫।

রোম্যটিক বিণ্ড ভাববিলাসী। 'আমারে বলে যে ওরা রোম্যটিক, সে কথা মানিয়া লই, রসভীর্ণ পথের পথিক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

রোয়দাদ, রোয়েদাদ [ফা রয়দাদ] ১ বি সিদ্ধান্ত; রায়। 'দালালের সহিত কোন মোকদ্দমা রোয়দাদ হয় ...।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বি ভাণ-বাতোয়ারা। 'অনেকমত মনকসা রোয়েদাদ হয়।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

রোয়দাদি [ফা রয়দাদ] বিণ্ড সিদ্ধান্ত মোতাবেক। বিদ্যা, ১৮৯১।

রোয়্য [স রোয়দ] ক্রি রোয়দ করা। রোয়্য ক্রি কীদহে। 'জন্ম মুখসি ডরে রোয়্য অধারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রোয়্য [স রোয়ি] ক্রি রোয়ণ করা। 'কইতে।' মানেএল, ১৭৪৩। 'রোয়ল ক্রি স্থাপন করলো। 'রোয়ল ঘট উচল কএ ঠাম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

রোয়্যনো বিণ্ড রোয়ণকৃত। 'অযন্তে রোয়্যনো যোপ।' নজরুল, ১৯২৪।

রোয়্যক [আ] বি ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দা। 'বেণীবাস রোয়্যকে বসিয়া শুদ্ধ হইয়া রহিলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮। প্র রুকু

রোয়্যদমান [স] বিণ্ড অবিরাম বা উচ্চকণ্ঠ কান্নারত। 'মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোয়্যদমানা হইয়া ... বিলাপ করিতে লাগিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩; 'রামচন্দ্র ... কখনো রোয়্যদমান হইতেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১; 'রোয়্যদমান শিশুরে কোলে তুলিয়া লইয়া।' পদ্য, ১৯১৩।

রোয়্যদমানা [স] বিণ্ড ক্রী কান্নারত। 'মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোয়্যদমানা হইয়া ... বিলাপ করিতে লাগিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

রোয়্য [স রব] ১ বি গুলন। 'হাত সুললিত ভগ্নী ভ্রমরের রোয়্য।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ধ্বনি। 'জোনাহাটী হইল কান্দনের রোয়্য।' বিজয়, ১৬৫০।

রোয়্যকান্না বি চিৎকার করে বালা। 'কান্না ব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোয়্যকান্না, মড়াকান্না।' প্রমথ, ১৯০৫।

রোয়্য [হি] বি নামের ক্রমিক তালিক। 'রোয়্য কলের অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হল।' নজরুল, ১৯২৭।

রোয়্যকল [হি] বি উপস্থিতি পরীক্ষা করতে ক্রমিক নম্বর ধরে ডাকা। 'রোয়্য কলের অর্থাৎ হাজিরা চেবার সময় হল।' নজরুল, ১৯২৭; 'ডেয়ামটার মশাই রোয়্যকল করে চলছেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

রোয়্য [হি] বি বেলনাকারে পাকানো কোনো বস্তু। 'বাধকর্মের তাকে এতটা তুলোর রোয়্য।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

রোয়্যার [হি] বি গোলাকার পেণথ্রয়বিশেষ। 'তবে পড়ে রোয়্যারের মতো গড়তে লাগল।' নজরুল, ১৯৩১; 'রোয়্যার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সূগম করে হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

রোয়্যারুণি বি ছলুছল। 'তাড়াতাড়ি ঘরে চুকে দ্যাখেন, একেবারে রোয়্যারুণি কাণ্ড।' বড়ু, ১৯৪৯।

রোয়্যনটোঁকি [ফা] বি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদ্য। 'অমনি

ঢোল, রোয়্যনটোঁকি, ইরোজী বাজনা উঠিল।' গ্যারী, ১৮৫৮।

রোয়্যনটোঁকিওয়ালা [ফা রোয়্যনটোঁকি+হি ওয়্যলা] বি বাদকবল। 'রোয়্যন-টোঁকিওয়ালাকে খুঁজি একেবারে ফাঁকি দেবার মতলব।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

রোয়্যনটোঁকী, রোয়্যনটোঁকী [ফা] বি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের স্ ঐকতান। 'ইসরায়েলী বাজা রোয়্যনটোঁকী পেলাসের ঝাড়।' দর্পণ, ১৮২৫; 'চল্লিশটি জগবল্লভ ও গুটি ষাইটেক চাক মারা রোয়্যনটোঁকী শানাই শোড়ান ও তেঁপু' হুতয়, ১৮৬১।

রোয়্যনাই [ফা রওশনী] ১ বি আতল বাড়ি পোড়ানোর অনুষ্ঠান। 'রোয়্যনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় ...।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ f আলোর উজ্জ্বলতা। 'উদয় নিশান করি দেহ রোয়্যনাই।' মাহেনও ১৯৪৯। প্র রোয়্যনাই

রোয়্যনি [ফা রওশন] ১ বি উজ্জ্বল। 'সূর্য উঠেছে - সাধা বরকে উপর সে রোয়্যনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না।' মুক্তব, ১৯৪৯। ২ বি আসো। 'রোয়্যনি কোথায়? রোয়্যনি চাই।' ওয়ালী ১৯৬২।

রোয়্যি শালা [হি রসোই] বি রসুই ঘর। ওয়া, ১৭৮৫।

রোয়্য [স] বি কোথ। 'উমত সবরো গরুয়া রোয়্যে।' চর্চা ২৮, ১২০০।

রোয়্যকটাকৃপাত [স] বি ক্ষেপাঙ্ক দৃষ্টি। 'ভাংহাদের কুলভড়ি রোয়্যকটাকৃপাত হইতেও আমরা বঞ্চিত।' প্রমথ, ১৮৮৯।

রোয়্যকষায়িত [স] বিণ্ড রাগে লাল। 'তখন আমার পাতে রোয়্যকষায়িত লোচনে চেয়ে চেয়ে ধূম্র উপদ্রব করতে লাগল নজরুল, ১৯২৭; 'তাকাদুম রোয়্যকষায়িত লোচনে কুজার চোখে দিকে।' মুক্তব, ১৯৫৮।

রোয়্যকষায়িতনেত্র [স] বি রাগে লাল চোখ। 'রোয়্যকষায়িতনেত্র পুরোহিতকে ধমকানি লাগায়।' হাসান, ১৯৬৭।

রোয়্যজু [স] বিণ্ড রাগাধিত। 'রোয়্যজুত পুরন্দর দেখি বালা নীলাধ অঙ্গলি করিয়া নিল পান।' মুক্তল, ১৬০০।

রোয়্যা [স রোয়] বিণ্ড রাগাধিত। 'কোষমতি শুকবর বিষ রোয়্যা।' বাহরাম, ১৬৫০।

রোয়্যদা [স] বি রাগের আতন। 'অভ্রাঘ্ন নিরশব্দ রোয়্যদা দেখি অধিকার রাগ থামিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রোয়্যদী [স] বিণ্ড ক্রুদ্ধ। 'রোয়্যদী দৃষ্টি তব বিধে মোর মর্মহবে সন্দা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

রোয়্যখি [স] বি রোয় বা ক্রোধের আতন। 'ফেদু মিঞা রোয়্যখিই ভয়।' কায়রাম, ১৯০৫।

রোয়্যখাণ্ডি [স] বি রাগের প্রশমন। 'চাকুর রোয়্যখাণ্ডি ও উপসাহবিধা করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

রোয়্যখীত [স] বি কোষে ফুলে উঠেছে এমন। 'একটা প্রকাণ্ড হিং দৈত্যের রোয়্যখীত পৌক-রোয়্যটার মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রোয়্যখি [স] বি কোষের আতন। 'কেন নিবাইবে এ রোয়্যা অঞ্জলীরে।' হাইকেল, ১৮৬১।

রোয়্যখাল [স] বি কোষের আতন। 'সতত বিবাদে মত্ত, পুঁ রোয়্যখালে।' হাইকেল, ১৮৬৬।

রোয়্যখিত [স] বিণ্ড ক্রুদ্ধ। 'বাদসাহ মহা রোয়্যখিত।' রামরায় ১৮০১।

রোষাষিষ্টা [সি] বিণ ব্রী ক্রূর হয়েচে এমন। 'তিনি রোষাষিষ্টা গৃহিণীর মতো ... ছুটে আসবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রোষাভাস [সি] বি ক্লেদ প্রকাশ। 'বাহে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রোষাম্বা [সি] রোষ-অম্বা বি রাগ-ক্রোধ। 'ঔষসুতা চাপল্য দৈন্য রোষাম্বা আদি সৈন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

রোষায়িত [সি] বিণ রোষযুক্ত। 'সারেসের চোখ রোষায়িত।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

রোষারোপ [সি] বি ক্লেদ। 'শোকাবেশের পরিবর্তে রোষারোপ ছান লাভ করলে।' প্রমথ, ১৯৩০।

রোষে আসে ক্রিবিণ রাগে ও ভয়ে। 'রোষে আসে, উর্ধ্বম্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে/ উন্মাদ গর্জনে ফাটিয়া ফাটিয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

রোষা [সি] রোষা ক্রি রাগ হওয়া। রোষিষ ক্রি রাগ হবে। 'সুখী তোক রোষিষ কাশে।' বড়ু, ১৪৫০। রোষিল ক্রি রাগাশ্রিত হলো। 'ভনিজা এজিদ নাম অধিক রোষিল।' বাহরাম, ১৬৫০। রোষিষি ক্রি রুট হয়ে। 'রোষিষি রাখিকা দিল ষড় বদন।' বড়ু, ১৪৫০। রোষু ক্রি রুট হোক। রাগ হোক। 'সন্ধেজি চাহেত তোক রোষু বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০।

রোষুম সুরাত [ফা] রওশন+আ সুরাত বি সুন্দর চেহারা। কাল্যাণে, ১৭৮৯।

রোষ্ট [হি] বি মসলাসহ চকনা করে ভাজা মাংসের রান্নাবিশেষ। 'রোষ্ট মটন এবং কটলেট নামক সুগন্ধ কুসুমরাসি রাখিয়া গেল।' বন্ধিম, ১৮৭০।

রোস [সি] রোষা বি রোষ। 'রোস ছড়াএ বড়াওল হাস।' বিন্দ্যপতি, ১৪৬০।

রোসন [ফা] রওশন বি রোশনাই। 'ধরের ভিতর মুদ্রা করিছে রোসন।' সুলতান, ১৭৫০।

রোসনকোশা [সি] লজন বি রসুন। 'হইল মধুমরিচ রোসনকোশা তাহে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

রোসনাই [ফা] রওশন+ বি রোশনাই; আলোকসজ্জা। 'তাহার রোসনাই কি মত হইয়াছিল।' কেরি, ১৮০২।

রোসা ক্রি ধামা; অপেক্ষা করা। 'রোসা ধাওয়াছি।' মাইকেল, ১৮৬০। রোসো ক্রি অপেক্ষা করো। 'রোসো, একটু ভেবে দেখি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

রোসাজ বি বার্মার পূর্ব নাম। 'রোসাজ ঈশ্বর পূর্বে সুধর্মী নৃপতি।' আলগল, ১৬৮০।

রোসালী বি বার্মার রোসাজ অঞ্চলের অধিবাসী। 'চট্টগ্রামে রোসালী, দাঁড়িলিয়া, সরালীয়া।' এসলাম, ১৯১৮।

রোসুম [সি] লজন বি রসুন। মানোএল, ১৭৪০।

রোস্ট [হি] ১ বিণ শুক। 'রুটি দুটো দেখছি চকিয়ে দিবি রোস্ট হয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি মসলাসহ চকনা করে ভাজা মাংসের রান্নাবিশেষ। 'রোস্ট খেতে খেতে ... একবার তাকাল।' জীবন, ১৯৩২। 'ওরা ডিনের পর ডিন পোলাও আর রোস্ট শেষ করে ...।' শিবরাম, ১৯৪০।

রোহিণী [সি] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'তত তিথি ত্রিদেশি রোহিণী সহিত শশী।'

মুকুন্দ, ১৬০০; 'রোহিণী পিয়াছে চলি চাঁদ কাঁদে একা একা।' নজরুল, ১৯৩৫।

রোহিণীরমণ [সি] বি চাঁদ। 'কিবা হবে রোহিণীরমণ।' রামহংসদাস, ১৭৮০।

রোহিত [সি] বি হরিণবিশেষ। 'মহিষ ছাগ মেঘ রোহিত রাজহংস শতেক দিল বলিমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

রোহিত^১ [সি] বি রুই মাছ। 'তিনি রোহিত মছেয়া হইয়া ...।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

রোহিত মৎস্য বি রুই মাছ। 'এমন কি সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

রোহিত মাছ বি রুই মাছ। 'রোহিত মাছের মতোন চল, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।' জসীম, ১৯২৯।

রোহিত-মুগেল বি রুই ও মুগেল মাছ। 'রোহিত-মুগেল আনি হেঁকে রে।' নজরুল, ১৯২৬।

রোহিত^২ [সি] বিণ রোহিত; রক্তবর্ণ। রোহিতাক [সি] বি রক্তবর্ণের চোখ। 'রোহিতাকে রক্তকে কখনে রুট হইয়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রোহেল বিণ রোহিলাখণ্ডের অধিবাসী। 'উজবেণ রোহেল রাজপুত।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

রোজা [আ] কুজা বি সমাধি। 'তাজবিবির রোজা - পাথরে-পাথা মস্ত একটা কবরের ঢাকন মাত্র।' অকন, ১৯২৫।

রৌদ্র [সি] রৌদ্র বি রোদ। 'শরত সমএ রৌদ্র সহিতে না পারী।' বড়ু, ১৪৫০।

রৌদ্র [সি] রৌদ্র বি রোদ; সূর্যকিরণ। 'শরতের রৌদ্রে রাধা বড়য় বিকলী।' বড়ু, ১৪৫০।

রৌদ্র [সি] বি রোদ। 'রৌদ্রে দাখ্যিয়ে মিলাও।' বড়ু, ১৪৫০।

রৌদ্রকঠিন [সি] বিণ প্রখর রোদে তাতানো। 'কী দেখলে তুমি? রৌদ্রকঠিন হাওয়ার অট্টহাসি।' নীরেন, ১৯৫০।

রৌদ্রকণা [সি] বি সূর্যের আলোকবিন্দু। 'পোকার মতো স্বরে রৌদ্রকণা।' বৃক, ১৯৬৬।

রৌদ্রকিরণ [সি] বি সূর্যের আলো। 'বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

রৌদ্রচকিত [সি] বিণ উজ্জ্বল রোদে কল্পিত। 'রৌদ্রচকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

রৌদ্রছায়া [সি] বি রোদ এবং ছায়া। 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকাচুরি খেলা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

রৌদ্রজল [সি] বি রোদ ও জল। 'কোনখানে রৌদ্রজল কোনখানে ছায়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

রৌদ্র-ঝলোমল বিণ খুব উজ্জ্বল। 'জীবন যখন রৌদ্র-ঝলোমল।' নীরেন, ১৯৪৯।

রৌদ্রঢালা বিণ রোদে স্নাত। 'রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রৌদ্রতত্ত্ব [সি] ১ বিণ উত্তর। 'রৌদ্রতত্ত্ব শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বিণ রোদের তাপে উত্তপ্ত। 'ফাদনের রৌদ্রতত্ত্ব ভূমিত মাটিতে সে ঝড় কাঁপন ঢুকেছিল।' হাম্বল্ড, ১৯৩৩।

রৌদ্রতাপ [সি] বি রোদের উত্তাপ। 'অসহ্য রৌদ্রতাপে ...।' বিজুতি,

১৯৩১।

রৌদ্রদক্ষ [স] বিপ সূর্য্যতাপে তপ্ত। 'রৌদ্রদক্ষ দিনতপ্তি গোঁথে একে একে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

রৌদ্রদাহ [স] বি সূর্যের তাপ। 'পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ।' নজরুল, ১৯২৫।

রৌদ্রদীপ্ত [স] বিপ রোদ ঘরা দীপ্তিমান। 'চন্দ্র রৌদ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রৌদ্রনিবারণ [স] বি রোদ থেকে রক্ষা। 'রৌদ্রনিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রৌদ্রপাত্ত [স] বিপ রোদে বিবর্ণ। 'চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাত্তর সুন্দর নীলিমায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রৌদ্রপায়ী [স] বিপ রোদ পান করে এমন; আলোকপায়ী। 'মরণ-ভীক রৌদ্রপায়ী জানি প্রাণের লীলা।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

রৌদ্রপীত [স] বিপ সূর্যের কিরণে হৃদয়। 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঙ্কল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রৌদ্র-বসনী [স] বিপ রোদের উজ্জ্বল রঙের মতো বস্ত্র-বিশিষ্ট। 'তোমার আঁচল খসে আকাশ-ভসে, রৌদ্র-বসনী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রৌদ্রবিত্ত [স] বিপ রোদে শুকিয়ে গেছে এমন। 'রৌদ্রবিত্ত বেকালের ফুলের মত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রৌদ্রবৃষ্টি [স] বি রোদ ও বৃষ্টি। 'রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

রৌদ্রময়ী [স] বিপ স্ত্রী আলোকোজ্জ্বল। 'যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি বীজ করে চারি দিকে নিভক নিঃস্রব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

রৌদ্রমলিন [স] বি রোদে মলিন। 'রৌদ্রমলিন নরসিং খুলাও।' নজরুল, ১৯৩০।

রৌদ্র-মাখানো বিপ রৌদ্রময়। 'রৌদ্র-মাখানো' অলস বেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

রৌদ্র-মাতাল বিপ রোদ দেখে আব্বাহারা। 'রৌদ্র-মাতাল মৌমাছিওলা/ মুর্ছি পড়িছে শিরীষ-মূলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

রৌদ্ররঞ্জিত [স] বিপ রোদে উজ্জ্বল। 'এই রৌদ্ররঞ্জিত সুন্দরবিশ্মৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মস্তমুগ্ধ হরিণীর মতো ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

রৌদ্ররথ [স] বি রোদরূপ রথ। 'দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগরে-বন্দারে।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

রৌদ্ররশ্মি [স] বি সূর্যকিরণ। 'জ্ঞানের তীব্র রৌদ্ররশ্মি।' ফজলুল, ১৯১৩।

রৌদ্ররস [স] বি কাব্যের রসবিশেষ। 'ধর রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে ধরে আনলেন রচয়িতা।' অবন, ১৯২৫।

রৌদ্রশাপা বিপ রোদযুক্ত। 'গাছের সতেজ পাতায়, রৌদ্রশাপা, বৃটিমোছ দেহাঙ্গে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

রৌদ্রতপ্ত [স] বিপ সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল। 'রৌদ্রতপ্ত জ্বপাকার মেঘস্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

রৌদ্র-সেবন [স] বি রোদ পোহানো; রৌদ্রদান। 'পরে কিয়ৎকাল ভ্রমণ ও রৌদ্র-সেবন করি।' অক্ষয়, ১৮৪২।

রৌদ্রস্নাত [স] বিপ গারে রোদ লাগিয়েছে এমন। 'কেহ বা

রৌদ্রস্নাত।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

রৌদ্রদান [স] বি অনাবৃত দেহে রোদ লাগানো। 'দিনের বেলাটায় প্রয়াণের গঙ্গাদানের মেলার মতো ইংরেজদের রৌদ্রদানের মেলা বসে।' হুই, ১৯৫৮।

রৌদ্রহর [স] বিপ রোদ ঢেকে দেয় এমন। 'রৌদ্রহর মেঘে মেঘে ঝঞ্ঝাকালো করে দিগ্ধঙ্কল।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

রৌদ্রহীন [স] বিপ রোদ নেই এমন। 'ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে জীবনের অনন্ত আনয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

রৌদ্রাত্তর [স] বিপ রোদে কাভর। 'রৌদ্রাত্তর ক্ষীণাত্তর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।' মুক্তভাবা, ১৯৪৯।

রৌদ্রালোক [স] বি রোদের কিরণ। 'রাইফেলের সঙ্গীনতলো চক চক করছে রৌদ্রালোকে।' হাফিজুল, ১৯৫৩।

রৌদ্রালোকিত [স] বিপ রোদের আলোতে উজ্জ্বল। 'এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রৌদ্রোজ্জ্বল [স] বিপ রোদের আলোয় দীপ্তিময়। 'এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকাশকোণে।' শরৎ, ১৯১৭।

রৌদ্রোত্তপ্ত [স] বিপ রোদের তাপে উত্তপ্ত। 'সিমদের সেই রৌদ্রোত্তপ্ত বারান্দা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

রৌদ্রোদ্গাসিত [স] বিপ সূর্যের আলোর উদ্গাসিত। 'মাথার ওপরে রৌদ্রোদ্গাসিত নীলাকাশ।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

রৌদ্র [স] বি সৌন্দর্যভঙ্গে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শুভার বীর করুণা অতুল হাস্য ভদ্রানক বীতশস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

রৌদ্রী বি সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'রৌদ্রী।' নজরুল, ১৯৩৫।

রৌপ্য [স] ১ বি ধাতুবিশেষ। 'বসন ভূষণ সোনা রৌপ্য অলঙ্কার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ সাদা। 'নরমেঘ প্রদয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌপ্য ত্বনতটে।' সুশীল, ১৯২৯।

রৌপ্যচক্র [স] বি রূপার চাকা। 'সে দিনও সর্বসুখময় পরমপবিত্রমুখি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

রৌপ্য-চাকা বি রূপার চাকা; টাকা। 'বেনের রৌপ্য-চাকায়, কী লাজ।' নজরুল, ১৯২৬।

রৌপ্যচূর্ণ [স] বি জ্যোত্স্নার রূপালি রঙের আলোক-রূপা। 'সে-চন্দ্রের রৌপ্যচূর্ণ আমার জীবনে ছিল পরম নির্ভর।' মাহেনও, ১৯৪৯।

রৌপ্য জ্বলি [স] রৌপ্য+ই জ্বলি বি ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'রাজতুকাল পঁচিশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় রৌপ্য জ্বলি বা রজত জরন্তী মহোৎসব সুসঙ্গম হইবে।' মোহাম্মদী, ১৯৩৫।

রৌপ্যধারা [স] বি রূপার স্রোত। 'গলিত রৌপ্যধারার মত বহছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

রৌপ্যপদক [স] বি রূপানির্মিত পদক। 'লীসের পক্ষ থেকে রৌপ্যপদক উপহার প্রদান করা হয়।' বেগম, ১৯৭২।

রৌপ্যফলক [স] বি রূপা দিয়ে বাঁধানো ফলক। 'বাসের রৌপ্যফলকে বিবে।' নজরুল, ১৯২৭।

রৌপ্যবিনির্মিত, রৌপ্যবিনির্মিত [স] বিপ রূপা ঘরা তৈরি। 'রৌপ্যবিনির্মিত আলবোলা গুড়তড়ি আদি হুকা ...' ভবানী, ১৮২৫।

রৌশ্যম্ব [স] বি টাকার মোহ। 'শিয়াদা মহাশয় রৌশ্যম্বের সেই পথবর্তী।' বক্রিম, ১৮৯২।

রৌশ্যময় [স] বিণ রূপা দিয়ে তৈরি। 'এক রৌশ্যময় গাড়ু প্রদান করা যায়।' দর্পণ, ১৮৩২।

রৌশ্যশক্তি [স] বি অর্থবল। 'নগদ অর্থের অধিকারী কোন হিন্দু বেনিয়ার সাথে প্রতিযোগিতার রৌশ্যশক্তি।' কায়সার, ১৯৬৫।

রৌমানী বি রোম দেশের অধিবাসী। 'এই বসতে আবাদ ছিল রৌমানী-ইউনানী।' যাহেনও, ১৯৪৯।

রৌরব [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) নরকবিশেষ। 'কোটিজন হইবে তোর রৌরবে পতন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি নরক-যাত্রা; অসহনীয় যাত্রা। 'স্বতর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব/ইহারে উচিত নহে এতক রৌরব।' ভারত, ১৭৬০।

রৌর্দ্র [স রৌদ্র] বি রোদ। 'রৌর্দ্রেতে মাথা ফাটে/হাত দিয়ে পাত চাটে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

রৌশন [ফা রওশন] ১ বি আলো। 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন রৌশন করিল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ উজ্জ্বল। 'কার হবে আর রৌশন এমন জামাল।' নজরুল, ১৯২২। দ্র ইওশন

রৌশন-রাস্তা বি উজ্জ্বল লাল। 'রৌশন-রাস্তা করিছে কে যেন ছালায়ে চাঁদের বাড়ি।' নজরুল, ১৯২৮।

রৌশনি, রৌশনী [ফা রওশন] ১ বিণ আলোকিত। 'মন রঙানি রৌশনী হয়।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি দীপ্তি। 'একটা বস্তুর রৌশনিত্তে কুয়ার ভিতরটা বলমল করিতেছে।' মনসুর, ১৯৫০।

র্যারোজ [প ইয়েরজ] বি ইয়েরজ। 'ভাবলাম সউরে বাবুরো র্যারোজ ঘ্যাসা।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

র্যাদা [ফা বন্দাহ] বি কাঠ মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত কাঠমিগ্রির যন্ত্রবিশেষ। 'তরুদাস ভই ওলদার উড়নী পরিহার করে পুনরায় চিরপরিচিত র্যাদা ও মিসকাপ ধরেন।' হুতোম, ১৮৬১। 'একটা কাঠের খুরায় র্যাদা বুলোচ্ছে।' নজরুল, ১৯২৪।

র্যাক [ই] বি ডাক। 'কাঠের র্যাকের থেকে ওভারকোটটা ছুলে নিয়ে গায় দিলাম।' জীবন, ১৯৩৩। 'বন্ধুকের র্যাকে একটা ...।' বিজুতি, ১৯৩৭।

র্যাকেট [ই] ১ বি টেনিস, ব্যাডমিন্টন, স্কোয়াশ ইত্যাদি খেলায় বল মারার বাট। 'কারো হাতে টেনিস-র্যাকেট।' প্রমথ, ১৯৩১। ২ বি ব্যাডমিন্টন খেলায় শাটলকক মারার বাট। 'সমীর ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল।' বিজুতি, ১৯৩১।

র্যাক্স [ই] বিণ ডাহা। 'র্যাক্স স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।' বিজুতি, ১৯৩১।

র্যাপার [ই] বি চাদর। 'গাড়োয়ান র্যাপার মুড়ি নিয়ে নিদ্রাময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ল' হি' বি আইন। 'যাহারা ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপদভিত্তে পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৯৩: 'ইংরেজ শাসনের প্রধান গর্ব' এই এবং 'অর্ডার'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

ল' কি 'চন্দা' ক্রিমার সাধারণ কালের তুল্যার্থক অনুজ্ঞার অনুরূপ; চল। 'লখা, চটী, ল মোকা করি।' মানিক, ১৯৩৬।

লইটী বি একপ্রকার সামুদ্রিক মাছ। 'লইটী মাছের মতো হাড়শোভনীয় তুলতুলে নরম।' ওয়াশী, ১৯৪৮।

লউসনিয়া হি' বি হালকা মীল রঙের ক্ষতিকৃত্য রঙ্গ। 'সে চোখ দুটি লউসনিয়া দিয়ে গড়া।' প্রথম, ১৯১৫।

লও [স লোহিত] বি রক্ত। 'বান্দীর পুতেরা মাইনবের লওরের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায়।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

লওন কি নেওয়া। 'লওনের কতো দিবস পরে তাহার টাকা নগদ ...।' কালাধে, ১৭৮৭: 'মুদ্রা ... ৪০ টাকা লওনে নির্ধারিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

লওয়া [স লও] ১ কি নেওয়া। 'উদ্বিগ্নই কোটা ওনিয়া লেও।' চর্চা ১২, ১২০০। ২ কি অতিক্রম করা। 'মেরুশিখর লই গজপ হইসই।' চর্চা ৪৭, ১২০০। ৩ কি গণ্য করা। 'চটকোড়ি ভগ্নার মোর লইআ সেস।' চর্চা ৪৯, ১২০০: 'তার দোষ না লইবা পতিত জ্ঞত হয়ে' বিজয়, ১৬৫০। ৪ কি লাভ করা। 'পদম মোহ লবএ মুহিবহার।' চর্চা ১১, ১২০০। ৫ কি হত্যা করা। 'মারমি ডোখী শেমি পয়সার।' চর্চা ১০, ১২০০। ৬ কি হরণ করা। 'নিখ খরিণী চমাইল তেলী।' চর্চা ৪৯, ১২০০। ৭ কি অবলম্বন করা। 'উল্লুরে উল্লুরি লা সেহ রে বহু।' চর্চা ৩২, ১২০০। ৮ কি বিবেচনা করা। 'না কর কাকুতী বড়ারি নাহি লখ গানী।' বড়ু, ১৪৫০। ৯ কি সাদৃশ্য পাওয়া। 'পগত লইলি যবৈ দান আধিকার।' বড়ু, ১৪৫০। ১০ কি আঁকা। 'কাল কাকুল নয়নে না লও।' বড়ু, ১৪৫০। ১১ কি আদায় করা। 'কুহু সেখিলে বড়ারি লয়বেক কর।' বড়ু, ১৪৫০। ১২ কি হওয়া। 'করএএ বিনতি জ্ঞত জ্ঞত মন লাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ১৩ কি রাখা। 'আনি উত্ত লাইব রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ১৪ কি টেনে নেওয়া। 'জব পির ধরি বলে সেখব পাল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ১৫ কি আকর্ষণ করা। 'স্রবক পথ দুহু লোন গেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ১৬ কি নিয়ে আসা। 'সেবর সৌন সনেসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ১৭ কি উত্তারণ করা। 'একবার নাম লই লইএ তোমার।' মালধার, ১৫০০। ১৮ কি সম্পন্ন করা। 'লাখি মারি কুত কুহু পয়সা লইতে।' মালধার, ১৫০০। ১৯ কি তরু করা। 'ক্রোষে নাগন সব লইল কামড়ে।' মালধার, ১৫০০। ২০ কি সম্বহন করা। 'কন্যা আসি বসেই পুশ লইবারে।' মালধার, ১৫০০। ২১ কি ইচ্ছা করা। 'তোমার মনে লএ তবৈ চল গোপাল।' মালধার, ১৫০০। ২২ কি বহন করা। 'কালে করি লব উই তেলক খনন।' মালধার, ১৫০০। ২৩ কি সম্ভারিত করা। 'সেবকী উদরে লিএএ যেকৈ একে জখ দিয়া।' মালধার, ১৫০০। ২৪ কি হরণ করা। 'খিরে খিরে বর জিত করিল পমন।' মালধার, ১৫০০। ২৫ কি নষ্ট করা। 'আর দিন নাগালি পাইলে সৈব জাতি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২৬ কি জপ করা। 'কি পুণ্য জন্মিলে গোপী গোপী মন কৈলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২৭ কি গ্রাস্য হওয়া। 'বলগিতে লাগিয়া যায় বৈই সব মনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২৮ কি উদ্ভীর্ণ করা। 'জানমার্যে লৈতে নারে কুজর বিশেষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২৯ কি তুলে নেওয়া। 'এ বলিয়া নরপতী গাড়ু

লইল হাতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩০ কি অধিকৃত করা। 'মারিয়া আরব সব মজা লইবারে।' সুলতান, ১৭০০। ৩১ কি বসানো। 'রমুলক লইলেভ কোলের উপর।' সুলতান, ১৭০০। ৩২ কি আশ্রয় চাওয়া। 'ডাকিনী যোগিনী পায় লইমু শরণ।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। ৩৩ কি অপরহণ করা। 'তরুর ডাকাত লয়াছিল তোর পুত।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। লজ কি বিবেচনা করা। 'না কর কাকুতী বড়ারি নাহি লজ গানী।' বড়ু, ১৪৫০। লখী ১ কি সঙ্গী করে। 'ব্রহ্মা সব সেব লখী লোভাঙ্গি সাগরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি নিসে। 'সসে কেহে লখী বুল নাভিনিশানী।' বড়ু, ১৪৫০। লই ১ কি অতিক্রম করে। 'মেরুশিখর লই গজপ হইসই।' চর্চা ৪৭, ১২০০। ২ কি নিয়ে। 'তধু পাতনানা মাত্র আমি লই যাই।' বৃন্দা, ১৫৮০। লইআ কি গণ্য করে। 'চটকোড়ি ভগ্নার মোর লইআ সেস।' চর্চা ৪৯, ১২০০। লইআ কি সঙ্গী করে। 'গোআলের বহু খি লইআ জাইব আকৈ।' বড়ু, ১৪৫০। লইউ কি নিই। 'পায়ে লইউ আকৈ ভার।' বড়ু, ১৪৫০। লইএ ১ কি উত্তারণ করে। 'একবার নাম জনি লইএ তোমার।' মালধার, ১৫০০। ২ কি সঙ্গী করে। 'আ বা লইএ ঘর কে কর্যাতে কোথা।' মালধার, ১৭৮১। লইহে কি নিহে। 'নিহুড়িয়া চাহী পাণি লইহে যোকটে।' বড়ু, ১৪৫০। লইতে কি সম্পন্ন করতে। 'লাখি মারি কুত কুহু পয়সা লইতে।' মালধার, ১৫০০। লইমু কি গ্রহণ করণ। 'এতকৈ তোমার আমি লইমু অমর।' বৃন্দা, ১৫৮০। লইএ কি সহ্যের করবে। 'টাকারের বাএ কসে লইব পরাসে।' বড়ু, ১৪৫০। লইবা কি গণ্য করবে। 'তার দোষ না লইবা পতিত জ্ঞত হয়ে।' বিজয়, ১৬৫০। লইবারে ১ কি সম্বহন করতে। 'কন্যা আসি বসেই পুশ লইবারে।' মালধার, ১৫০০। ২ কি অধিকৃত করা। 'মারিয়া আরব সব মজা লইবারে।' সুলতান, ১৭০০। লইবেক কি হরণ করবে। 'ধনবিত লইবেক আর বখিবে জীবন।' মুহুদ, ১৬০০। লইবেন কি গণ্য করবেন; গ্রহণ করবেন। 'যেরস', ১৭৫৭: 'পতীষ টাকা বরত কারন পাঠাই লইবেন।' ওয়াশী, ১৭৮২। লইবৌ কি সহ্যের করবে। 'বাখিয়া তোমার লইবৌ পরায়।' বড়ু, ১৪৫০। লইভে কি সহ্যের করবে। 'মিছাই কাছাড়ি মোর লইভে পরায়।' বড়ু, ১৪৫০। লইমু কি সহ্যের করবে। 'ছেহ বলে জন পিয়া লইমু পরান।' মালধার, ১৫০০। লই যাই কি নিয়ে যায়। 'মজমুকে লই যাই তাহান আলএ।' বাহর, ১৬৫০। লইয় কি সহ্যের করবে। 'বাগএ কাঢ়িয়া তার লইয় জিবন।' মালধার, ১৫০০। লইয়া কি সঙ্গী করে। 'পুয় পৌড়ি লইয়া কুহু সুখে করে কৈলি।' মালধার, ১৫০০। লইল ১ কি তরু করবে। 'ক্রোষে নাগন সব লইল কামড়ে।' মালধার, ১৫০০। ২ কি তুলে নেওয়া। 'এ বলিয়া নরপতী গাড়ু লইল হাতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লইলও কি গ্রহণ করণ। 'কৃপা কর রাধাশ্যাম লইলও সরস।' হায়লহেত, ১৭৭৮। লইলজ কি নিশাম। 'প্রায় বিসএ জখ লইলজ আমি।' মালধার, ১৫০০। লইলি কি সাদৃশ্য দেখাবে। 'পগত লইলি যবৈ দান আধিকার।' বড়ু, ১৪৫০। লইলু কি নিসে। 'ডাকিনী যোগিনী পায় লইলু শরণ।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। লইলে কি জপ করলে। 'কি পুণ্য জন্মিলে গোপী গোপী মন কৈলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। লইলেস কি নিসে। 'ক্রোষে গদা লইলেস হাতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লইলেভ কি বসানো। 'রমুলক লইলেভ কোলের উপর।' সুলতান, ১৭০০। লইহি কি নিসে। 'মারিয়া লইহি বুড়ি জে বা তোর মনে।' মুহুদ, ১৬০০। লইহি কি নিসে। 'না লইহি দখির ডারে।' বড়ু, ১৪৫০। লই কি নিসে। 'ছেহইত প্রাণ হরি লই লৈল মোর।' বিদ্যাপতি,

১৪৬০। **লউ** কি গ্রন্থ করুক। 'ইদু ভাগ করি লউ আখার পরায়।' ব'বু, ১৪৫০। **লউক** কি কিস। 'নতুবা লউক শমন' ১ চণ্ডী, ১৫৫০। **লএ** ১ কি সহ্যার করে। 'হেনক হোয়াল মায় লএ পণ্য' ব'বু, ১৪৫০। ২ কি নিয়ে। 'লএ উঠ তোরিএ নাগোএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ কি ইচ্ছা করে। 'তোয়ার মনে লএ ভবে চাহ গোপাল।' মালাধর, ১৫০০। ৪ কি মনে হয়। 'মোহেরে মনেক ভাগা কিম্বা হেন লএ।' সুতলাস, ১৭০০। **লনান** কি গ্রন্থ করেন। 'তিহিবা গীতার্থে আমার কাহে কর লনান।' রামরায়, ১৮০১। **লণ্ড** কি গ্রন্থ করে। 'লণ্ড নারিকেল ছোলিয়া লণ্ড সনাম।' বিজয়, ১৬৫০। 'রাজকায়' প্রভৃতি সমস্ত বস্তু কেবল লণ্ড লগ শেও। রামরায়, ১৮০১। **লণ্ড** কি আঁকি। 'কাল কাজল নয়নে না লণ্ড' ব'বু, ১৪৫০। **লণ্ডবা** কি নিয়ে। 'দধি লণ্ডবা দধি লণ্ডবা বলে গোয়ালিনী।' বিজয়, ১৬৫০। **লণ্ড** কি নিক। 'রাহো দর রাজা বহে ঘর ঘার লণ্ড।' মাণিকরায়, ১৭৮১। **লঞা**, **লঞা** কি করে। 'রাগা লঞা বৌত বিনএ যাহা ঘরে।' ব'বু, ১৪৫০। 'ভাল বগিহেই লোক ঠোরা লঞা ধায়।' ব'বু, ১৫৮০। **লচেহে** কি গ্রন্থ করছে। 'অনেকেই এইমত লচেহে নিধান।' চণ্ড, ১৮৫৮। **লব** কি বহন করবে। 'কান্দে করি লব উঠে তৈলক সুন্দরি।' মালাধর, ১৫০০। **লবাএ** কি লাভ করবে। 'পরম মোখ লবাএ মুখিয়ার।' চণ্ডী ১১, ১২০০। **লবা** কি নিয়ে। 'গীতেরে লব দোষ না লবা আয়ার।' বিজয়, ১৬৫০। **লবে** কি নেবে। 'ইহে কিছু অপর্য না লবে আয়ার।' কুসুমার, ১৫৮০। **লবেন** কি গ্রন্থ করবেন। 'আর সাময়্যি দক্ষা দর ঢাকা পাঠাই লবেন।' চণ্ডী, ১৭৮২। **লয়** ১ কি যায় দেয়। 'নাহি মরে তোমায় লয় লয় মোর মায়।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি নিয়ে। 'বুকের পুরে লয় তুলি।' মুরারি, ১৫৭০। ৩ কি নাও। 'সঙ্গে আসিবে জবে লয় লয়িতারে।' ব'বু, ১৫৭০। **লঞ** কি গ্রন্থ হয়। 'লপুটিতে লাগিয়া যায় হৈ লয় মায়।' ব'বু, ১৪৫০। ৫ কি হয়। 'হেন মোর মনে লয় গোপনে আইসে যায় ...।' কুসুমার, ১৭২০। 'হেন লয় মতি, বুধি এ বুখি' শশধরভক্তি চুরি কলি। মননমোহন, ১৮৩৪। **লন্না** কি নিয়ে। 'লন্না লয় গেলা বিধি ঘরিকা নগরে।' মালাধর, ১৫০০। **লন্নাড়ি** কি নেয়াহে। 'যেননডি লয়াও যাহার।' কুসুমার, ১৭২০। **লন্নাহে** কি নিয়েহে। 'কাহিবে লন্নাহে মাভা গহনা কাড়িয়া।' ভবানী, ১৮২৮। **লন্নিয়া** কি নিয়ে। 'লন্নিয়া বড় বড়য়ি নিক মোর দেশের।' ব'বু, ১৪৫০। **লন্নিবেক** কি ধারায় করবে। 'কুড়ু দেখিবে বড়ায়ি লন্নিবেক কর।' ব'বু, ১৪৫০। **লন্নিবৌ** কি সঙ্গী হোবে। 'ভবৈ লন্নিবৌ পিস্তা কান্দে সনয়ন।' ব'বু, ১৪৫০। **লন্নিলা** কি সঙ্গী হোবে। 'রাখিকা লন্নিলা সনৈ সখীজন।' ব'বু, ১৪৫০। **লন্নে** কি নিয়ে। 'কেহ পীত ধটী কেহে লয়ে লাটি গর্জন শব্দে ধায়।' দীপ্তি, ১৬০০। 'চক্রানন্দা সনৈ লয়ে বিহার বিভালে।' মাণিকরায়, ১৭৮১। **লন্নে** কি নিয়ে। 'লন্নে যাব সন্মারিয়া।' গিরিশ, ১৮৮৭। **লন্নেহ** কি গ্রন্থ করিয়ে। 'চরণরাজবিরাজে লয়েছি আশ্রয়।' গিরিশ, ১৮৮৭। **লন্নেল** কি গ্রন্থ করেন। 'বুড়় সাবেকো আসিয়া ভাষায় পরীক্সা লন্নেল।' চন্দ্রিকা, ১৮০০। **লন্না** কি নিয়ে। 'ভবে কানু লন্না জাব ধরি।' ব'বু, ১৫৭০। **লন্নাহিলি** কি অপছন্দ করেছিল। 'তঙ্কর ডাকাতে লন্নাহিলি তোর পুত।' কপালরাম, ১৭৫০। **লন্স** কি নিশ; গ্রন্থ করি। 'স্নেহাশিস এক বস্তা পাঠাই, তোরা লস ডা।' নজরুল, ১৯২৬। **লহ** কি নাও। 'সমাক ভাড়াই আখার লহ পরায়।' ব'বু, ১৪৫০। **লহিয়া** কি নিয়ে। 'ওড়ায় লহিয়া গদগদে গীত।' বিজয়, ১৬৫০। **লহিল** কি সহ্যার করলে। 'হেনরূপ পুর মোর লহিল কি কানন।' মালাধর, ১৫০০। **লহে** ১ কি লাভ করে। 'নানা উপভোগে লহে।' ব'বু, ১৪৫০। ২ কি নিয়ে। 'হেনকে হোয়াল মারে লহে লহে পরায়।' ব'বু, ১৫৭০। **লখাতি** কি নিতে। 'লখাতিতে পড়ি

বাসেন।' রামাই, ১৭১০। লাই কি হয়। 'করএএ বিনতি জ্বত জ্বত মন লাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লাইজ্ঞ কি নিলাম। 'রাগ দেশ মোহ শাইখ হার।' চর্য ১১, ১২০০। ২ কি রামথো। 'আনি উল লাইখ রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লাওল কি নিলে। 'হুই সহজে যেন হঠাই হয়ে লাওল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লিছায়া কি নিয়ে যাব। 'তাহার হুদনে লিছায়া।' দর্পণ, ১৮২১। লিছায়া কি সম্ভারিত করে। 'দেশকী ঝানে লিছায়া যেকো বকে জখ দিয়া।' মালাধর, ১৫০০। লিতে কি হরণ করতে। 'গিরে গিরে বর লিতে করিল গণম।' মালাধর, ১৫০০। লিখ কি নেবে। 'একাকি মারিব তাহে ন গিব স্বহায়।' মালাধর, ১৫০০। লিখা লিখি কি গ্রহণ করবে। 'না লিবেক তোমার জ্ঞাতি বন্ধ জন।' মালাধর, ১৫০০। লিয়া কি নিয়ে। 'শতক অরেনো গুহা খুঁসিলে লিয়া।' মালাধর, ১৫০০। লিল কি হলো। 'জ্বত বর মনে গিল নিলেন তাহাত।' মালাধর, ১৫০০। লিলে কি নিয়ে। 'কুমি গ্রান লিলে গোমাকি বগির কাহারে।' মালাধর, ১৫০০। লিলেক কি নিলো। 'জাহের চুমায়্যা লিলেক ডাওর নারি।' মালাধর, ১৫০০। লেখব কি টেনে নেবে। 'জব পিয় ধরি বলে মেজব পাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লেই কি গ্রহণ করি। 'কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুছড়ে পার করেই।' চর্য ১৪, ১২০০। লেউন কি নিব। 'হুই মারি আমারে লেউন গণাবর।' মালাধর, ১৫০০। লেন কি নেন। 'আসিয়া আমারে ঝটি লেন গদাবর।' মালাধর, ১৫০০। লেবে কি নেবে। 'ভোর রাভা বাগের পান কেটে লেবে।' গিরিশ, ১৮৮৭। লেমি কি হত্যা করি। 'মারমি ডোখী লেমি পরণ।' চর্য ১০, ১২০০। লেল কি আকর্ষণ করলো। 'হুসুমকি দুহ লোনে লেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লেগা কি হাথ ধরলো। 'হিত উপদেশ ন লেগা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লেগী কি সজিরা করলো। 'গিঅ বরিবী চহায়া লেগী।' চর্য ৪৯, ১২০০। লেধু কি লেগে। 'তখা হুতলে হরি পান্যো লেধু গণাবর।' মালাধর, ১৫০০। লেহো কি না। 'কুহে উঠি বর লেব করি নম্ভার।' মালাধর, ১৫০০। লেহে কি বললন করে। 'উজ্জরে চহাউড়ি মা লেহে রে বহ।' চর্য ৩২, ১২০০। লেই কি নিই। 'চউহঠাই কোঠা গুনীয়া লেই।' চর্য ১২, ১২০০। লেই কি নিয়ে। 'লাগিল আনল বনে লৈ জাএ সহিয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লেআ কি নিয়ে। 'এই পুণ্ডে পুতি তুতি লেআ জাও বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লেই কি উত্তীর্ণ করিলে। 'জানম্যরে সোত না কুহের বিশেষ।' কুসুন্দর, ১৬৮০। লেওটে কি গ্রহণ করবে। 'দান লেওটে নাই মগ কিসেবে বতন।' বড়ু, ১৪৫০। লেব ১ কি সংহার করবে। 'যাবে তোর পরণ না বৈন চক্রপাণী।' বড়ু, ১৪৫০। লেই নষ্ট করবে। 'আর দিন নালাগি পলয়ে লৈন।' বড়ু, ১৪৫০। লেহো কি নিয়ে আসবে। 'লেহব কোন সনেনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লেবিক কি মনে করবি। 'না লেবির বেলে বিদেশ।' চর্য, ১৫৫০। লেবিক কি সংহার করবে। 'হাঝিঅ লেবিক রাগে তাহোকার পরাণে।' বড়ু, ১৪৫০। লেবোই কি নেবে। 'কাঠী লেবো সাতসতরী হারে।' বড়ু, ১৪৫০। লেয়া কি নিলে। 'অরাশিদ্ধ মহারাধা রাজচক লেয়া।' মালাধর, ১৫০০। লেয়ে কি নিলো। 'চাহি লেয়ে বুঢ়ায় মাই।' বড়ু, ১৪৫০। লেগা কি করলো। 'অঞ্জলি করিয়া পান লেগা গ্রবর।' মুকুন্দ, ১৬০০। লেগুঁ কি নিলো। 'পিরীতি পর্বত ডার যিগি লেগুঁ কাহে।' গোলাপী, ১৬৮০। লেগে কি উচ্চারণ করলে। 'কি পুণ্য জন্মিরে আশা গোপী নদ মেলো।' বৃন্দা, ১৫৮০। লেগৌ কি সংহার করছি। 'পুতনার গ্রাণ লেগৌ আতি লিখকায়ে।' বড়ু, ১৪৫০। লেহে কি নিয়ে। 'কল না লেহে বিবর।' বড়ু, ১৪৫০। লেওটি কি নিই। 'হাথে রে কাছান মা লেওটি মাগণ।' চর্য ৩২, ১২০০।

লগুনো কি নেওয়ানো। লগুয়াইলে কি নিয়ে দিলে। 'আমি না লগুয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। লগুয়াব কি সমত করাবো। 'তাঁহলে স্বামীকে লগুয়াব পায়ে ধরি।' অলাওল, ১৬৮০। লগুয়াব কি নেওয়ায়। 'মাহারা লগুয়ায় পৌরচন্দ্রের প্রকাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লগুজিয়া [আ লগুজিয়া] বি দরকারি জিনিসপত্র। বিদ্যা, ১৮৯১।

লগুয়াজিয়া [আ] বি দরকারি জিনিসপত্র। 'খোরাকি গুণগ্রহ লগুয়াজিয়া খরিদ।' কাগজে, ১৭৮৫; 'অলকার ও লগুয়াজিয়া বাসন প্রকৃতি।' দর্পণ, ১৮২২।

লগুখণ্ডি [হি] বি এক প্রকার সাদা সুতি কাপড়। 'লগুখণ্ডের ময়লা ও হাত-হেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে।' বিকৃতি, ১৯৩১।

লগখন [স লখন] ১ বি অতিক্রমণ; ডিঙানো। 'কেহত করিতে নারে লগখন লখন।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি অবহেলা। 'না পারো সহিতে মুখি তোমার লগখন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লগ্হা, লগ্হা [স লখন] ১ বি লগ্নন করা। লগ্হা কি অতিক্রম কর': ডিঙিয়ে। 'তে কারণে দুর্গ লগ্হি আইলাঙ এবারে।' মাল্যধর, ১৫০০। লগ্হিতে কি অগ্রাহ্য করতে। 'কার সক্তি লগ্হিতে পারেএ তোকা বাণী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লগ্হিবি কি অগ্রাহ্য করবো। 'কনিষ্ঠে লগ্হিবি জেঠ হুঁদা দুঠমনে।' বড়ু, ১৪৫০। লগ্হিবিবারে কি লগ্নন করতে। 'শিত লগ্হিবারে না পাঞা জোখমনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। লগ্হিয়া কি ডিঙিয়ে। 'কেমতে লগ্হিয়া গড় আইলে ভিতরে।' মাল্যধর, ১৫০০। লগ্হীহীতে কি অগ্রাহ্য করতে। 'কার সক্তি লগ্হীহীতে পারেএ তোকা বানী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লগ্টি বি ন্যাটে। 'লগ্টি পরিয়া প্রথমেই এক কানা শালামানসে লগ্টি কুড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লক [কান] বি মাঝা সেওয়া বেশমের সুতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

লকড়ি [হি লাকড়ী] বি শুকনা ফালি। 'একখানি-হাত-আড়াই বাঁশের লকড়ি।' প্রমথ, ১৯৩১।

লকড়িওয়াল্য বি চেলাকাঠ দিয়ে মারামারি করে যে। 'সে ছিল ওলিকের সব-সেরা লকড়িওয়াল্য।' প্রমথ, ১৯৩৪।

লকন বি লাখনো। কাগজে, ১৭৮৫।

লকলক [ধন্য] বি লোলুপ নির্যেশক শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'জিহ্বা লকলক করছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬; 'অমানুষদের জিব লক লক করে ওঠে।' পান্না, ১৭৭১।

লকলকিজা [ধন্য] বি লোলুপ। বিদ্যা, ১৮৯১।

লকলকে [ধন্য] লকলক। বি লকলক করছে এমন। 'লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

লকলকানো কি লকলক করা। 'ধমনিতে উঠবে ক্লেবে লকলকিয়ে অগ্নিশিখা।' নজরুল, ১৯৩০।

লকাটে [হি লকেট] বি কৌটার মতো। 'একখানা লকাটে রকম কোষিক্তে ঠকচাকা প্রকৃতিকে লইয়া উঠিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

লকু কি নিলা। 'ডাকো দেহ জল দানা ডিসায় সেইক হানা নুটা কহ্য লকু জত ধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লকুম বি এক প্রকার ঘোড়া। 'সুন্দর আরকলি লকুম একহর।' আলাওল, ১৬৮০।

লকেট বি এক প্রকার ফসের নাম; জামরুল। 'লকেট, কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়াল্য চুপড়ি মাখায় ... ডেকে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র,

১৮৯৫।

লকেট [হি] বি কঠহারের সঙ্গে সংলগ্ন দোলায়মান পদক। 'লকেটে ফটো দর্পনে সম্পূর্ণ দুই লই।' রোকেয়া, ১৯২৪।

লকেটওয়াল্য [হি লকেট+হি ওয়াল্য] বি লকেটযুক্ত। 'পান্না বসানে লকেটওয়াল্য চন্দ্রহার।' বিমল, ১৯৫৩।

লকা [আ লিকা] বি পোশাকবিলাসী। 'কয়েকটি লকা মেয়ে চা খাচ্ছে। জীবন, ১৯৪৮।

লকা কবুতর [আ লিকা+কা কবুতর] বি চওড়া ঘন লেজবিশিষ্ট কবুতর। 'লকা কবুতর জিনি বামারূপে পতি।' ভবানী, ১৮২৫।

লকিহাড়া [লম্বীহাড়া] বি বদ। 'তুমি বেটা লকিহাড়া আমাকে কিছু বলি নি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

লক্খণ [স লক্ষণ, পা লক্খণ] বি লক্ষণ। 'সম্মত সবেযণ সক্রম বিআরোহে অলক্খ লক্খণ ন জাই।' চর্য্য ১৫, ১২০০।

লক্ষ [স] বি লাক্ষ; একশত হাজার। 'বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

লক্ষক বি লক্ষ মুদ্রা। 'লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।' বড়ু ১৪৫০।

লক্ষপতি [স] বি লাখপতি। 'লক্ষপতি হৈল সেই যুদ্ধক মারি। সুলতান, ১৭০০; 'লক্ষপতি ইউন, রাজ-লনাই ইউন।' মশাররফ ১৮৮৭।

লক্ষ যোনি ভ্রমণ বি লক্ষবার জন্মান্তর গ্রহণ। 'কত কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে জানি।' লালন, ১৮৯০।

লক্ষ লক্ষ [স] বি অসংখ্য। 'লক্ষ লক্ষ বান কাটে কুটের কোঠরে। মাল্যধর, ১৫০০।

লক্ষাংশে [স] বি লক্ষ ভাগের একভাগ। 'প্রশংসার লক্ষাংশে একাংশ।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

লক্ষক [স] বি লক্ষ এক লক্ষ সংখ্যক। 'লক্ষক নৃপতি আইল মুনি সতেজ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লক্ষের টোপার বি লক্ষ টাকার টুপি। 'ফেলে সাগরের জলে লক্ষের টোপার।' মাইকেল, ১৮৬৬।

লক্ষিক [স] বি একলক্ষ। 'লক্ষিক যোজন অস্তে থাকে লো তপন। উমেশ, ১৮৫৭।

লক্ষ [স] ১ বি খেয়াল। 'আকাসেতে লক্ষ করে চন্দ্র ময়লা।' কবীন্দ্র ১৬৮৯। ২ বি উদ্দেশ্য। 'আত্মারামের আত্মা কালী' প্রশংসা প্রয়ো লক্ষ এমন।' রামহরসাদ, ১৭৮০। ৩ বি দৃষ্টি। 'লক্ষ এড়াইতে পানো নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

লক্ষ করা কি খেয়াল করা। আকাসেতে লক্ষ করে চন্দ্রমণ্ডল কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'পোয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো রীজ কেবলমাত্র খালকের পেটকাড়ানির প্রতি লক্ষ করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

লক্ষপোরে হওয়া কি লক্ষের পড়া। 'সকলের বিশেষ লক্ষপোচ হওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

লক্ষনিবেশ [স] বি মানোবেশ। 'ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষনিবেশ করিয়াছে।' রবীন্দ্র ১৯০৮।

লক্ষপাত [স] বি নজর সেওয়া। 'তাহারাও আমার ক্ষণভঙ্গুর মাখা

গুলিটার উপরে লক্ষপাত করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লক্ষণ [স] ১ বি সৌভাগ্য। 'লক্ষণ সোনার সাহিস্যে মান।' বড়, ১৪৫০।
২ বি চিত্র; আভাস। 'দেখিল কহ্যার তব গর্ভের লক্ষণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি বৈশিষ্ট্য। 'মোকদ্দমাকরণ অভিশয় সম্বন্ধের লক্ষণ ছিল।' দর্পণ, ১৮২৯। ৪ বি বর্ণনা। 'জগদীশ সমাসের এই যে লক্ষণ করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

লক্ষণা বি বৈশিষ্ট্য। 'ইহার লক্ষণ শ্রেণ্যে বুঝা যায় এ অতি উন্নত হরেক।' রায়রাম, ১৮০১।

লক্ষণাক্রান্ত [স] ১ বি লক্ষণযুক্ত। 'প্রসব হইলেন অশ্রুর্ধ্ব বালক সর্ব লক্ষণাক্রান্ত।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'মধ্যযুগের বাহালা সাহিত্যে তাহা অত্যুক্তি রোমান্টিকতার লক্ষণাক্রান্ত।' হাই, ১৯৫৪।

লক্ষণাক্রান্তা [স] বিণী ত্রী সুলক্ষণযুক্ত। 'যে ত্রী বহুশ্রেণ্যবিনী সে লক্ষণাক্রান্তা।' রায়নারায়ণ, ১৮৫৪।

লক্ষণান্ত [স] বিণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'তুমি যেরূপে এ লক্ষণান্ত হও তাহা বলি।' ডবানী, ১৮২৫।

লক্ষণাধিত [স] বিণ চিত্রিত। 'বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্ত্রে লক্ষণাধিত করা নয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

লক্ষণ [স লক্ষণ] বি বৈশিষ্ট্য। 'দান পুত্রিগৃহ সট কর্ণের লক্ষণ।' মালাধর, ১৫০০।

লক্ষণা [স] বি শব্দের যে বৃত্তির দ্বারা মুখ্য অর্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অন্য অর্থ বোঝায়। 'অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করণ লক্ষণা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'বৈয়াকরণ্য অভিধা, তাৎপর্য এবং লক্ষণার মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করেছিলেন।' শিব, ১৯৭৩।

লক্ষণা দ্র লক্ষণ

লক্ষা কি দেখা। লক্ষি কি লক্ষ করে। 'শুধু সমুদ্রে চলছি লক্ষি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। লক্ষিএ কি লক্ষ করছি। 'নরকে লক্ষিএ বড়ায়ি কাকের মরণ।' বড়, ১৪৫০। লক্ষিতে কি লক্ষ করলে। 'লক্ষিতে নারিদু অল শব্দের তরলে।' বাহরাম, ১৬৫০। লক্ষিয়া কি লক্ষ করে। 'কন্যার মানস হেন লক্ষিয়া চরিত।' বাহরাম, ১৬৫০। লক্ষিল কি লক্ষ করলো। 'দেবীয়া দোহন বীত লক্ষিল চরিত।' বাহরাম, ১৬৫০। লক্ষে কি লক্ষ করে। 'শূনে করি ভর ভ্রমিলে ছুবন লক্ষে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

লক্ষিত [স] ১ বিণ দৃষ্ট। 'অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ লক্ষ করা হয়েছে এমন। 'বৈদ্যুতিক স্পন্দন লক্ষিত হয়।' জগদীশ, ১৯২৬।

লক্ষিতা [স] বি বৈজ্ঞবর্ণাণের নামিকার প্রকারবিশেষ। 'পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারী লক্ষিতা করিয়া কবিশণ বলে তারে।' ভারত, ১৭৬০।

লক্ষণ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রামের অনুজ। 'মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষণে।' বড়, ১৪৫০।

লক্ষী [স] ১ বি হিন্দুবিধ্বাস অনুযায়ী ধন-ঐশ্বর্যের দেবী। 'লক্ষীক বুলিল দেশখান।' বড়, ১৪৫০। ২ বি ধন-সম্পদ। 'লক্ষী পরিহরি থাকে অশেষের রক্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ ত্রী সুবোধ। 'মা, তুমি শব্দদের উচ্চল করিয়া লক্ষী হইয়া থাকিয়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি আদরসূচক সম্বোধন। 'লক্ষী আমার, একবার ঠুঁ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বি সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'লক্ষী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৬ বিণ ভালো। 'মা, ছুঁমি কী

লক্ষী।' মণীশ, ১৯৬৩।

লক্ষীগাহ [স লক্ষী+গাহ] বি মাসলিক আঙ্গনবিশেষ। 'তবে গৃহের ভিত্তি মূল্যে লক্ষীগাহ ঝকিতে লাগিলেন।' বিনোদীনি, ১৮৭৫।

লক্ষীছাড়া [স লক্ষী+ছাড়া] ১ বিণ দুষ্ট। 'বাপে না জিজ্ঞাসে মারে না সম্মানে যদি দেখে লক্ষীছাড়া।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ হুন্নাছাড়া। 'আমি বেটা লক্ষীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষী বাড়ি, ঘর হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই।' লক্ষীছাড়া, ১৮৬০। 'লক্ষীছাড়া "চিন্তাশীল" পোকেরা এইটে ঠিকটি বুঝতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ সৌন্দর্যহীন। 'এরা নিতান্ত লক্ষীছাড়া, কায়ক্রেমে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বিণ হতভাগ্য। 'সগুপ্তরূপে যেখান মানুষ সে মাটি সোনার বাড়ি, দৈবের দানে বেটিব সে মায়ে এমন লক্ষীছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বিণ ভানপিটে; দুরন্ত। 'শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে, দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৬ বিণ উচ্চকুল। 'দামোয় এসে হঠাৎ ঘেসে ধরে এক দমকে কলক লক্ষীছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৭ বিণ হতভাগ্য। 'বিবেক বিলকুল লক্ষীছাড়া।' শ্যামসুন্দর, ১৯২৯।

লক্ষীছাড়ি বিণ ত্রী হতভাগী। 'লক্ষীছাড়িকে এখনই মন্দির থেকে বার করে দে।' প্রমথ, ১৯৮১।

লক্ষীহিরি বি অপকরণ সৌন্দর্য। 'সেবেচিস বড়লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষীহিরি?' বিভূতি, ১৯২৯।

লক্ষীটি বি দ্বীতি বা ব্যঙ্গ প্রকাশক সম্বোধনবিশেষ। (ব্যঙ্গে) 'হে মা লক্ষীটি, তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি এত ভালোবাসে এ বাড়ির হাওয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; (দ্বীতি প্রকাশে) আদরের সম্বোধনবিশেষ। 'আশা কহিল, লক্ষীটি, আমার অনুরোধ রাখো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লক্ষীসেবী [স] বি (হিন্দুমত) সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের সেবী। 'যখন লক্ষীসেবী ঘর্ষে ভটেন/ আমার পশি নীল আকাশ।' নজরুল, ১৯২৬।

লক্ষীনারায়ণ [স] বি হিন্দু-সেবতা বিষ্ণু ও লক্ষীর ম্যুগামূর্তি। 'বিষ্ণুকাকী আসি দেখি লক্ষীনারায়ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লক্ষীপূর্ণিমা [স] বি (হিন্দুমত) দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরের পূর্ণিমা। 'লক্ষীপূর্ণিমার রাতে সে করে আবার।' জীবন, ১৯৩২।

লক্ষীবতী [স] বিণ ত্রী সৌভাগ্যবান। 'পূতবিয়ে ঘরে খামারে লক্ষীবতী হোক আকর্কি।' কায়সার, ১৯৬২।

লক্ষীবাহন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) লক্ষীর বাহন। 'লক্ষীবাহন কাল্পাচ্যায়।' নজরুল, ১৯৩০; 'লক্ষী বাহন প্যাঁচারো আসিয়া ...।' নজরুল, ১৯৪১।

লক্ষীবিলাস [স লক্ষীবিলাস] বি পোশাকের প্রকারবিশেষ। 'কেহ বা পট বস্ত্রে কেহবা কামতাই কেহবা লক্ষীবিলাহ ... পরিচ্ছদাধিতা।' রায়রাম, ১৮০১।

লক্ষীমণি [স] ১ বি প্রিয়র প্রতি আদরসূচক উক্তি। 'আমার কাছেই কেন এত দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছ, বলতে পারো লক্ষীমণি?' নজরুল, ১৯২২। ২ বিণ অতি আদরের ও প্রিয়। 'লক্ষীমণি ভাইটি আমার, আয়া।' নজরুল, ১৯২২।

লক্ষীমতী [স] বিণ ত্রী শান্তবতাববিশিষ্ট। 'একটি লাক্ক লাক্ক লক্ষীমতী বৌর কথাটাও ভারতে পারবে বইকি।' কায়সার, ১৯৬৫।

লক্ষীমত [স] বিণ সৌভাগ্যবান। 'আগে লক্ষীমত ছিলো।' ধূর্তি, ১৯৩১; 'লক্ষীমতদের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা প্রায় অনন্ত।' সুশীল, ১৯৩৭।

লক্ষী মানিক [স লক্ষী+মানিক] বি ঘোড়াসের প্রতি আদরসূচক
সম্বোধন। 'দুখ খেয়ে শোও লক্ষী মানিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লক্ষীমূর্তি [স] বি শ্রীমুখ। 'যদি সেই লক্ষীমূর্তির আদর্শখানি হৃদয়ের
মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লক্ষীমেয়ে [স লক্ষী+মেয়ে] বি অভ্যন্ত নন্দ স্বভাববিশিষ্ট মেয়ে।
'মেয়েটি লক্ষী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া
করিস নে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'তাতে লক্ষীমেয়ের কোনো গুণই বর্তে
নাই।' নজরুল, ১৯২৭।

লক্ষীয়া [স লক্ষী+] বি সৌভাগ্যযুক্ত। ওয়া, ১৭৮৫।

লক্ষীর ঝুঁটি বি লক্ষীপ্রতিমার হাতে শোভিত চাল মাপার পাত্র।
'আকবরী মোহর পোরা লক্ষীর ঝুঁটির নিত্য সেবা হয়ে থাকে।'।
হুতাম, ১৮৬১।

লক্ষীর বাঁশি – সৌভাগ্যের সমাহার। জীবন, ১৯৪৮।

লক্ষীর বরযাত্রা বি সুসময়ের বহু। 'বেঙোলা হতভাগা, হুতামের
লক্ষ, লক্ষীর বরযাত্রা, পাজীর টোকা, বন্ধাতের বাদশা, তারা।'।
হুতাম, ১৮৬২।

লক্ষীর বর যাত্রী বি সুসময়ের বহু। 'মাতালের কাছে যে সকল
লোক যায় তাহারা লক্ষীর বর যাত্রী।' গ্যারী, ১৮৫৯।

লক্ষীর ভাঁড় বি মাটির ব্যাকে। 'লক্ষীর ভাঁড় দেখেই এক লাফে দু পা
পিছিয়ে গেল।' পাশা, ১৯৭১।

লক্ষীরূপা [স] বি লক্ষীর সকল গুণে গুণায়িত। 'তৈহো লক্ষীরূপ
তার সম অন্য নাকি।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

লক্ষীত্রী [স] ১ বি সুবস্পন্দজাত শোভা। 'যোগলগ্ন ধরিত্রী হইতে
লক্ষীত্রী কীটাইতে বাহির হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; ২ বি ধন
ঐশ্বর্যের দেবী। 'কহু ভয় কহু ভরসা লক্ষীত্রীর।' নজরুল, ১৯০০।
৩ বি লক্ষীরূপ সৌন্দর্য। 'মুখে বেশ একটু লক্ষীত্রী আছে।' নরেন্দ্র,
১৯৪৯।

লক্ষীসরস্বতী [স] বি হিন্দুদেবী লক্ষী ও সরস্বতী। 'লক্ষীসরস্বতীর
প্রাচীনক কোমল ভিত্তিহীন নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

লক্ষীস্থাপনা [স] বি কল্যাণ প্রতিষ্ঠা। 'তবেই ইহার মধ্যে লক্ষীস্থাপনা
হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লক্ষীভাবা [স] বি লক্ষী (হিন্দুপুরাণ) লক্ষীদেবীর গুণসম্পন্ন। 'এমন
লক্ষীভাবা কন্যা আর হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

লক্ষীরূপা [স] বি লক্ষী (হিন্দুপুরাণ) লক্ষীদেবীর রূপধারী। 'কেহ
কহে লক্ষীরূপা অল্পপূর্ণ।' গরব, ১৯১৭।

লক্ষী কাজল বি এক রকমের কাজল। 'নয়ানে অঞ্জন লক্ষী কাজল
করিগ।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

লক্ষীদীঘা বি ধানের জাতবিশেষ। 'কার্তিকের শুরুতেই লক্ষীদীঘা ধান
পেকেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৭।

লক্ষীপেঁচা বি এক রকমের পেঁচা। 'লক্ষীপেঁচা গান গাবে নাকি।' জীবন,
১৯৩২।

লক্ষী পোকা বি এক জাতের কীট। 'ধানের কটি পাভায় লক্ষী পোকা।'।
শ্যামল, ১৯৬৭।

লক্ষ্য [স] ১ বি উদ্দেশ্য। 'গুপ্ত লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বি খেয়াল। '... সুর্বমল্ল সময়ের সময়ে কল্লিত লক্ষ্য
হয় ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বি দৃষ্টি; নজর। 'সে বিষয়ে লক্ষ্য

রাখিতে হইবে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ বি নিশানা। 'তোমার তরবারি
তেজ, বশীর ধার, তীরের লক্ষ্য ...।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৫।
অভীষ্ট। 'মুগ্ধো ... কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লক্ষ্য করা ১ ক্রি নির্দেশ করে। 'দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কি
বলেছিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ ক্রি খেয়াল করা। 'ইহা আ
অনেক দিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

লক্ষ্যকেন্দ্র [স] বি উদ্দিষ্ট স্থান। 'তোমার বিশ্বজনীন লক্ষ্যকেন্দ্র
পরিচা কাণ্ডার।' দর্শন, ১৯২৫।

লক্ষ্যগোচর [স] বি দৃশ্যমান। 'সে সুন্দরী ছিল কি না সে
লক্ষ্যগোচর হইবার বয়স তাহার পার হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪

লক্ষ্যচ্যুত [স] বি লক্ষ্যভ্রষ্ট। 'লোকদিগকে প্রভারিত ও লক্ষ্যচ্যুত
করা না হয়।' ধর্মকেন্দ্র, ১৯২৩; 'লক্ষ্যচ্যুত হলে চলাবে কেন
নজরুল, ১৯২৭।

লক্ষ্যত ক্রিণ প্রত্যাকৃত। 'দেশের এই-সমস্ত বিচিত্র দাবি ইচ্ছা
অনিচ্ছায় লক্ষ্যত অলক্ষ্যত ধনীরা মিটিয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

লক্ষ্য থাকা ক্রি অগ্রাহ থাকা। 'সৌন্দর্যের প্রতি স্বাভাবিক লক্ষ
ধাকিলে আচারে ব্যবহারে, ভাবভঙ্গিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

লক্ষ্যপথ [স] বি লক্ষ্যে পৌছানোর রাস্তা। 'গাড়ি সর্লক্ষী লক্ষ্যপা
বাঁধা রাস্তায় চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

লক্ষ্যপাত [স] বি দৃষ্টি দেওয়া। 'কোন জিনিষের কতকগুলি দিবে
প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্যপাত সঙ্গব।' উমর, ১৯৬৭।

লক্ষ্যবস্ত্র [স] বি নিশানা; টার্গেট। 'আমি শুধু লক্ষ্যবস্ত্র দেখে
পাছি।' মুক্তভা, ১৯৫২।

লক্ষ্য বিদ্ধ হওয়া ক্রি উদ্দিষ্ট নিশানা ভেদ হওয়া। 'আর-এব
হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

লক্ষ্যভেদ [স] ১ বি নিশানা ভেদ। 'অন্যাসেই লক্ষ্যভেদ
দ্রৌণীকে হস্তান্ত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি নিশানা ভেদ
'ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্বক মৃশামিথুনরূপ নরনারী লক্ষ্যভেদে অনবরত
পর্বদিন কটোন।' মাইকেল, ১৮৫৯।

লক্ষ্যভ্রষ্ট [স] বি উদ্দেশ্যচ্যুত। 'উঠায় নাভায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়
গিরিশ, ১৮৮৭।

লক্ষ্যযোগ্য [স] বি লক্ষ্যীয়। 'দরবেশদের অনুপ্রবেশ আরও বে
লক্ষ্যযোগ্য – সুশৃঙ্খলিত।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯; 'একটি মানসিক পরিবে
সৃষ্টি করার চেষ্টা সে সময় বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল
আজাদ, ১৯৭০।

লক্ষ্যসাধন [স] বি লক্ষ্য অর্জন। 'নির্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসাধ
করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লক্ষ্যসিদ্ধি [স] বি উদ্দেশ্য পূরণ। 'লক্ষ্যসিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে মধ্যমার পথ
তার পথ হতেই পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

লক্ষ্যস্থল [স] বি উদ্দিষ্ট স্থান। 'সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল।' রবী
১৮৮৪।

লক্ষ্যহারা [স] বি উদ্দেশ্যহীন। 'তোমার চরণে আসি মাগিবে মর
লক্ষ্যহারা শত শত মত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

লক্ষ্যহীন [স] বি উদ্দেশ্যশূন্য। 'জনন্যুৎ জগতের মাঝখান দি
একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লক্ষ্যহীনভাবে [স] ক্রিণ উদ্দেশ্যহীনভাবে। 'নিরাশভাবে, পূর্ব

লক্ষ্যহীনভাবে ।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

লক্ষ্যানুসারী [স] বিণ বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে এমন । 'লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি ।' সৃষ্টিবান, ১৯৭২।

লক্ষ্যান্তবর্তী, লক্ষ্যান্তবর্তী [স] বি লক্ষ্যের বিষয় । 'কলাকৈতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্তী হলেন ।' হুতোম, ১৮৬৮।

লক্ষ্যি বি লক্ষ্য । 'মুম ডেঙে আঙ চলেছি তাহার কুজন লক্ষ্যি ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

লখ্য [স লক্ষ্য] বি লক্ষ্য । 'অলক্ষ লখ চিত্রা মহাসূর্যে ।' চর্যা ৩৪, ১২০০।

লখ্য [ফা] বি মাঝা দেওয়া রেশমি সুতা । 'একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ তৈরি করিতেছেন ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লখনা বি গণেশাল । 'বেদ-বেদান্ত পড়বি যত বাঁধবে তত লখনা ।' লালন, ১৮৯০।

লখা [স লক্ষ্য] ১ ক্রি দেখা । 'সবর্ষকার্য সিন্ধু হব হেন প্রায় লখি ।' মালাধর, ১৫০০; 'চাঁদ হেসে এই হল সারা তাহাই লখি ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ ক্রি উপলব্ধি করা; বুঝতে পারা । 'কেহ লখিতে নারে অভিজ্ঞা প্রভুর শরতি ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। লখি ১ ক্রি দেখি । 'সবর্ষকার্য সিন্ধু হব হেন প্রায় লখি ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি লক্ষ্য করে । 'দেখি লখি অনুমানে অই শোক কারনে ।' মুকুন্দ, ১৬০০। লখিতে ক্রি লক্ষ্য করতে । 'লখিতে নারিনু কেমন বখান ।' ঘিচরী, ১৬০০। লখিলৌ ক্রি লক্ষ্য করলাম । 'এতেকৈ লখিলৌ রাখা কালাধির মনে ।' বড়ু, ১৪৫০। লখে ক্রি দেখে । 'দিব্য মূর্তি পূজন এক সমুদ্র সে লখে ।' মালাধর, ১৫০০।

লখিমি, লখিমী [স লক্ষী] বি সৌভাগ্য । 'অশপ অসের লখিমী হইয়া তাহে না চিহ্নি অলক্ষ মুরারী ।' বড়ু, ১৪৫০; 'লাখ লখিমিচর দেখি না দেখি ।' বিদ্যাসিতি, ১৪৬০।

লগনীগিরি [আ নকদ+ফা গিরি] বি জমিদারের নগদ খাজনা আদায়ের কাজ । 'জমিদারের বাড়িতে লগনীগিরি করতে করতেই বুকেছিল ।' তারা, ১৯৪২।

লগন [স লগ্ন] ১ বি হিন্দুমতে বিয়ের শুভ সময় । 'গোলাঘাটে সোধ দিল ঘদশ কাহন কন্যা দরলনি দিয়া করিল লগন ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লগ্ন । 'শ্রীমহেশচন্দ্র মুখপাধ্যায় কস্য লগন পরমিদহ ... ।' চিঠিপত্র, ১৮৩৬।

লগনী [স লগ্ন] বি সংগীতের তালবিশেষ । 'মালবরাগঃ ১ লগনী ।' কুতুকা ১, ১৪৫০।

লগা [স লগ্ন] বি বানের দণ্ডবিশেষ । 'চারি ভিতে লগা দিলা গাও ফোঁটিতে ।' আলাওল, ১৬৮০।

লগি [স লগ্ন] ১ বি সস্তা । 'মানেএল, ১৭৪৩। ২ বি নৌকা চালানোর জন্য বানের সরু লগা দণ্ড । 'যোরা কি লগি ঠেলে, গণ ঠেলে যাতি পাগোবা ।' গ্যারী, ১৮৫৮।

লগি ঠেলা ১ ক্রি কষ্ট করে বেগে নিয়ে যাওয়া । 'প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি নৌকা চালানো । 'আমার কাজ লাগি খেলা নয়, লগি ঠেলা ।' প্রমথ, ১৯৩৪।

লগ্গ লগওয়া

লগ্গড় [স] ১ বি প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ; গদা । 'সেবিল লগ্গড় করে নাতিআ কাহাঞি ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি লাঠি । 'দখিতার বহি ভবে লগ্গড় ফিরাইল ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লগ্গড়াঘাত [স] বি লাঠির আঘাত । 'রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগ্গড়াঘাতে তাহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেন ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লগ্গতা [স লগ্গতা] বি হীনতা । 'সেই লোক লগ্গতা করিয়া সেই গল্প নষ্ট করিয়াছে ।' চিঠিপত্র, ১৭৭৩।

লগে [স লগ্ন] ক্রিবিধ সাথে । 'ধর্মার্থ পূন্য কর্ম যাইব মাত্র লগে ।' আলাওল, ১৬৮০।

লগেজ [হি] বি যাত্রীদের সন্দের বোঝা বা মালপত্র । 'সেকেন ক্লাস ও গুডস ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল ।' হুতোম, ১৮৬১; 'বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ' রোকেয়া, ১৯৩০।

লগ্ন [স] ১ বি শুভ সময় । 'বিবাহের লগ্ন পঞ্চা কৈল সাথোকার ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি উপযুক্ত সময় । 'কালুকা বরিমু তোর লগ্ন পাইলে শুভকণ ।' সুলতান, ১৭০০।

লগ্নচ্ছেদ [স] বি বিবাহ বিচ্ছেদ । 'হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন ।' মুহুতবা, ১৯৫২।

লগ্ননিষ্ঠ [স] বিণ সময়ানুবর্তী । 'ভাবিনি সেদিন লগ্ননিষ্ঠ গজলিকা, জিতপ্রম, 'বাছস্ম্যবিহীন, গমনসর্ব্ব তোর ।' সুবীন্দ্র, ১৯২৭।

লগ্নপত্র [স] বি জ্যোতিষবিচারে বিবাহের লগ্ন স্থির করে লেখা পত্র । 'লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায় ।' ভারত, ১৭৬০।

লগ্ন্য [স] বিণ মিলিত; যুক্ত । 'সংলগ্ন ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে-থেকে সেয়ে লগ্ন্য হইয়া বসে ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লগ্ন্য [স] বি স্ত্রী স্পর্শ । 'পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে লগ্ন্য হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ করে ।' অক্ষয়, ১৮৪১।

লগ্ন্যক [স] বি জামিন । 'হনমণী বাহারে লগ্ন্যক আরোপিত ।' আলাওল, ১৬৮০।

লগ্ন্যি, লগ্ন্যী [স লগ্ন] বি সুদে টাকা খাটানো । 'লগ্ন্যীর কারবার করে ।' মানেএল, ১৯৪৯; 'কেরানীদের সঙ্গে লগ্ন্যির ব্যবসার করে ।' মুহুতবা, ১৯৫৮।

লগ্ন্যীকৃত [লগ্ন+স কৃত] বিণ বিনিয়োগ করা হয়েছে এমন । 'উন্নয়নবাতে যে পরিমাণ সরকারি ও বেসরকারি ঋণ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে লগ্ন্যীকৃত হয়েছে ।' মুরশিদ, ১৯৭১।

লগি [স লগ্ন] বি প্রস্রাব; লগি করা ক্রি প্রস্রাব করা । 'লগি করিতে ।' মানেএল, ১৭৪৩।

লগিমী [স] বি অগৌরব । 'গরিমার মিথ্যা ছেনে নিরশ্রয়গে কহিবি কি করে লগিমীই সনাতন ।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

লগিষ্ঠ [স] বিণ চুছতম । 'পুত্রীষের কীট হৈতে মুক্তি সে লগিষ্ঠ ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লগ্ন [স] ১ বিণ নিচু । 'দুই পাশে লগ্ন মধ্য উন্নত বিশালে ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি লয়ের ক্রমতা । 'লগ্ন ১৪ টোদ কলা । পরে গুরু ।' বড়ু, ১৫৭০। ৩ বিণ সামান্য । 'লগ্ন দোবে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বিণ হীন । 'আমরা সকলে আপন হইতে লগ্ন ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন রাবি ।' তারিণী, ১৮০৩। ৫ বিণ হালকা । 'শোলা জল অপেক্ষায় লগ্ন ।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বিণ দ্রুত; বর্ধ । 'লগ্ন হয়ে হও তুমি সকলের তক ।' গুণ, ১৮৫৮। ৭ বিণ সহজপাচ্য । 'গুরু হয়ে পাকডালে লগ্ন তণ ধরে ।' গুণ, ১৮৫৮। ৮ বিণ ঝাটো । 'এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লগ্ন করিয়া লইয়াছে ।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লগ্নশুটি [স] বিণ মৃদু অথচ দ্রুত ও বাছদ । 'দূতের বচনে ভাষ্

আইসে লঘুগতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লঘুগুরু [স] বিণ ছোটো বড়ো। 'লঘুগুরু সর্বজনে করন্তে দোষণা।' বাহরাম, ১৬৫০।

লঘুচিক্ণ [স] বিণ হালকা ও চিক্ণ। 'তাহার লঘুচিক্ণ ঘন পঙ্ক্তবতার ... ভূপে ভূপে স্তীত করিয়া রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লঘুচিন্তিতা [স] বি হালকা মনোভাব। 'লঘু চিন্তিতাবশে উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন।' আজাদ, ১৯৪০।

লঘুচিন্তিতাবশত [স] ক্রিবিণ হালকা মনোভাববশত। 'এই সাবধানবাণী যারা লঘুচিন্তিতাবশত উড়াইয়া দিতে সাহসী হইবেন ...।' আজাদ, ১৯৪০।

লঘুচেতা [স] বিণ লঘু হৃদয়বিশিষ্ট। 'তাহাদিগের মনুষ্যত্ব সযত্নে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য লঘুচেতা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

লঘুজন [স] বি নীচ কুলের লোক। 'লঘুজনের অপমান না সাএ পরাণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

লঘুতম [স] বিণ ছোটো; নিকট। 'পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লঘুতর [স] ১ বিণ স্বাভাবিকের চেয়ে হালকা। 'জল ... কিঞ্চিৎ লঘুতর।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বিণ পরিমাণের চেয়ে কম। 'গুরু ওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লাগিল।' সংসার, ১৮৯৮।

লঘুতা [স] ১ বি কমতি। 'যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মানসে লঘুতা দিন্য হইতে লাগিল।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি হালকা মনোভাব। 'গল্পে লঘুতা এবং গতিবেশ আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লঘুতাগুণ [স] বি গাঢ়ীর্ণগুণ্যতা। 'সেই ভাষাই বিষয়গত লঘুতাগুণে আকর্ষণশীল অর্থাৎ অনেকটাই কৌতুকরসে উচ্ছ্বসিত।' জিহ্বা, ১৯৭০।

লঘুত্ব [স] বি লঘুতা। 'তাহার আকার প্রকার, লঘুত্ব, গুরুত্ব, কাঠিন্য, ... পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লঘুদণ্ড [স] বি যথোপযোগ্য শাস্তির তুলনায় কম শাস্তি। 'লঘুদণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্তন করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

লঘুদোষ [স] বি সামান্য অপরাধ। 'লঘুদোষে গুরুদণ্ড' মুকুন্দ, ১৬০০।

লঘুনৃত্য [স] বিণ হালকা তরঙ্গযুক্ত। 'দীপায়িত লঘুনৃত্য নদী।' জীবন, ১৯২৭।

লঘুপক্ষ [স] বি পৌণ পক্ষ। 'সহিত্যের লঘুপক্ষকে প্রণাশাগুর ভায়ে ত্যাক্ষান্ত করলে ...।' ঘোড়াহর, ১৯৩৭।

লঘুপথ্য [স] বি হালকা খাবার। 'মুড়ি প্রভৃতি লঘুপথ্য।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লঘুপাখা [স] বি হালকা পাখা। 'মিশে যায় লঘুপাখা গতিমান দিনের পাখীরা।' সুরকৃষ্ণ, ১৯৬৩।

লঘু পাণ [স] বি সামান্য অপরাধ। 'সুদ্রবধে লঘু পাণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

লঘু পাশে গুরু দণ্ড - অল্প দোষে বেশি শাস্তি। 'ইহাকে বলে লঘু পাশে গুরু দণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লঘুমতি [স] বিণ দুর্বলচিত্ত। 'অতিশয় লঘুমতি যুবা নই।' শামসুর, ১৯৬৬।

লঘুমারী [স] বি হালকা মোহ। 'কক্কু তুলল-জল অন্তরীক লক্ষ-লঘুমারী।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

লঘুরস [স] বি খুব সহজে মনোরঞ্জন করে এমন বিষয়। 'পাঠকে অন্তর লঘুরসে সিক্ত হয়ে গুরুভার বিষয় গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে মুরগি', ১৯৭০।

লঘুরুচি [স] বিণ হালকা রুচিসম্পন্ন। 'লঘুরুচি শিল্পীদের হাতে বিলাতী বর্নসমাবেশে আঁকা।' তারা, ১৯৪২।

লঘু লঘু [স] ক্রিবিণ মৃদু অথচ দ্রুততার সঙ্গে। 'প্রাণভেদ লঘু লঘু ফ ছাড়ে খাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লঘুশেখর [স] বি সংসীতের তালবিশেষ। 'কোড়ারাগঃ ৯ লঘুশেখরঃ দণ্ডকঃ ১' বড়ু, ১৪৫০।

লঘুকরণ [স] বি গুরুত্ব হ্রাস। 'সামাজিক লঘুকরণের অন্তরালে ব্যক্তি যে জটিল, রহস্যময়, অমেয় অস্তিত্ব বর্তমান ...।' শিব ১৯৫০।

লঘুকারণিক [স] বিণ হালকা করে দেখা হয় এমন। 'মানুষের ভিত্তে অশ্রিতার বা অনন্যতার উপস্থিতি তাদের লঘুকারণিক প্রবণতাকে বিব্রত করে।' শিব, ১৯৫৬।

লঘ্বি [স] লগ্নী বি প্রস্রাব। 'বোটা দিই লঘ্বি করে তুল্যা বাম পা মলিকরাম, ১৭৮১।

লগ্নী ওর্ঘী [স] বি মলমূত্র ত্যাগ। 'লগ্নী ওর্ঘী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে বৃন্দা, ১৫৮০।

লঙ-জম্প [স] বি দীর্ঘ লাফ। 'আগনাদের তো লেখাপড়ার হাই-জম্প লঙ-জম্প।' মুক্তবাব, ১৯৫২।

লঙরখানা [স] বি দুর্ভিক্ষের সময়ে যেখানে বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হয় 'লঙরখানার উলঙ্গ সব ছেলে ...।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

লঙোটি [স] লিঙ্গপট বি লেঙ্গট; লেংটি। 'তার লঙোটির একটা হেঁচ সুতো কোথাও দেখা গেল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

লঙ্কা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে বর্ণিত রাবণের পুরী। 'লঙ্কার রাব বীর করিলো চুর।' বড়ু, ১৪৫০।

লঙ্কাকাণ্ড [স] ১ বি হস্তদুশ। 'নীলবানুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হ' গ্যাঙ্গো।' হজোম, ১৮৬১। ২ বি সাংঘাতিক ঝগড়ামাটি। 'একদি একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখখি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'সে লঙ্কাকাণ্ড ক' বসবেই।' অবন, ১৯২৫।

লঙ্কাপুরী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রাবণের পুরী। 'বখিয়া রাবণ মো' লঙ্কাপুরী দিলা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লঙ্কাপোড়া [স] লঙ্কা+পোড়া বি বানর। 'মানোএল, ১৭৪৩।

লঙ্কাসারথি বি ইল্যভ্যেতর ল্যাক্ষাণায়ারের। 'লঙ্কাসারথি রাব মোদেরে।' নজরুল, ১৯৩০।

লঙ্কেশ্বর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) লঙ্কারাজ; রাবণ। 'ইচ্ছা নাহি তথারি হইল লঙ্কেশ্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'যে পূজা করিল লঙ্কেশ্বরে।' নজরুল ১৯৩০।

লঙ্কা বি গোলমরিচ। 'হিস জিরা লঙ্কা দিল ধন্যার বাটনা।' রূপরা ১৭৫০।

লঙ্কাচারা বি মরিচের চারা। 'জমির এক কোণে লঙ্কাচারা রোপণে জন্য মাটি তৈয়ারি হইতেছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

লঙ্কা-কৌড়ন বি গরম তেলে লঙ্কা ভাজা। 'প্রতিবেশীদের কেউ কে

লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে প্যাস-মাক পরত। মুক্তবা, ১৯৫২।

লঙ্ঘামরিচ [স] বি লাল মরিচ; লতা মরিচ। 'লঙ্ঘা মরিচ বেটে দেহো সর্ব পায়।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

লঙ্গ [স লবঙ্গ] বি লবঙ্গ। 'মহরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।' ভারত, ১৭৬০।

লঙ্গ মালতী বি লবঙ্গমালতী। 'লঙ্গ মালতীএ বোঁপা ডরাখা।' বড়, ১৪৫০।

লঙ্গর [ফা] বি নেওর। 'ভিত্তিতে উঠিয়া যদি তুলিল লঙ্গর।' আলোণ, ১৬৮০।

লঙ্গরখানা [ফা] বি (সাধারণত) দুর্ভিক্ষের সময়ে যেখানে দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান করা হয়। 'এতগুলি কুঁড়েকে লঙ্গরখানা থেকে কাঁহাতক খাওয়াবেন?' রোকেয়া, ১৯২৬।

লঙ্গর বি সিংহল ধীপের মুখবিশেষ। 'তার কর্ণের হার লঙ্গর ফুল, কর্পূর কোণ-খুপ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

লঙ্গরা [ফা লঙ্গ] বিণ বোঁড়া। মনোএল, ১৭৪৩।

লঙ্গরানো কি বোঁড়ার মতো চলা। মনোএল, ১৭৪৩।

লঙ্ঘা [স লঙ্ঘন>] কি লঙ্ঘন করা। লঙ্ঘ কি লঙ্ঘন করে। 'রাজা হইয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্গ বড় অনুচিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লঙ্গিয়া কি লঙ্ঘন করে। 'লঙ্গিয়া ব্যাসের বাক্য হইশ্যাম সর্নশা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লঙ্ঘুড [স লাসুলা] বি লেজ। মনোএল, ১৭৪৩।

লঙ্ঘন [স লঙ্ঘন>] ১ বি ব্যর্থ হওয়া। 'বজ্র ব্যর্থ হৈলে হয় মুনির লঙ্ঘন।' মাধবর, ১৫০০। ২ বি ভাণ। 'দরশন-লোকে করি মখ্যাদা লঙ্ঘন।' কৃত্তবাস, ১৫৮০। ৩ বি উপবাস। 'পথে ইঁহা করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।' কৃত্তবাস, ১৫৮০। ৪ বি অমান্য। 'যে তাহান বাক্য করিব লঙ্ঘন/ নিতএ ইহই তার নরকে গমন।' সুলতান, ১৭০০। ৫ বি পার হওয়া; অতিক্রম। 'আপনি আমার নিমিত্তে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন।' গৌর, ১৮২২।

লঙ্ঘন দেওয়া কি উপবাস করা। 'তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

লঙ্ঘিত বিণ লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন। 'পূর্বপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হওয়া অত্যন্ত অধর্মজনক।' অক্ষয়, ১৮৫১।

লঙ্ঘা [স লঙ্ঘন>] ১ কি অব্যাহা হওয়া। 'অলঙ্ঘ্য গুরুর বাক্য লঙ্ঘে কোনজন।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ কি পার হওয়া; অতিক্রম করা। 'ছুটি পথের কটীটা পায়ের দলে সাগর গিরি লঙ্ঘি।' রবীন্দ্র, ১৯১০। লঙ্ঘাইলো কি লঙ্ঘন করলে। 'গুরু বাক্য লঙ্ঘাইলে আদালি পতিত হইলো।' লালন, ১৮৯০। লঙ্ঘি কি লঙ্ঘন করে। 'লঙ্ঘি এ সিঁহুরে প্রণয়ের নৃত্য ওপো আরা ভদ্রা দায়ড নীকি চিত্তে।' নজরুল, ১৯২২। লঙ্ঘিতা ১ কি লাগি দিয়ে ডেডে। 'মোর সনে করি হুট চরণে লঙ্ঘিতা ঘট।' মুক্তবা, ১৬০০। ২ কি লঙ্ঘন করে। 'লঙ্ঘিতা আয়ার আঝা হৈছে হেন গতি।' বাহরায়, ১৬৫০। লঙ্ঘিতা কি লঙ্ঘন করে। 'ধরম লঙ্ঘিতা কাহ্নাক্রি পায়ে দিলি মন।' বড়, ১৪৫০। লঙ্ঘিতে ১ কি অমান্য করতে। 'অব্যথা আসেপে তান লঙ্ঘিতে না পারে।' বাহরায়, ১৬৫০। ২ কি ক্ষতি করতে। 'যেন মতে লঙ্ঘিতে না পারে দুই জনে।' সুলতান, ১৭০০। ৩ কি পার হওয়া। 'লঙ্ঘিতে হবে রাগি নিশীথে যমীরা হুঁশিয়ার।' নজরুল, ১৯২৬। লঙ্ঘিব কি অমান্য করবে। 'কড়ো না লঙ্ঘিব আর তোছার বসন।' বড়, ১৪৫০। লঙ্ঘিবোঁ কি অমান্য করবো। 'কড়ো না লঙ্ঘিবোঁ তোছার বসনে।' বড়, ১৪৫০। লঙ্ঘিওঁ কি লঙ্ঘন করবে।

'কড়ো না লঙ্ঘিওঁ যাবে আছার বোল।' বড়, ১৪৫০। লঙ্ঘিলু কি পার হলাম। 'আপনা বিরুদ্ধে মুঞি লঙ্ঘিলু সাগর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লঙ্ঘিহ কি লঙ্ঘন করে। 'কড়ো না লঙ্ঘিহ মোয় বসন।' বড়, ১৪৫০। লঙ্ঘিহোঁ কি লঙ্ঘন করেছে। 'দু'তাল সদৃশ উচ্চ লঙ্ঘিহোঁ আকাশ।' রূপরায়, ১৭৫০।

লচকানো কি হেলে দুলে চলা। 'লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে/ মারে আবার পিচকারি।' নজরুল, ১৯৩৩।

লচ্ছা [হি] বি ঝালর। 'মুন্ডার লচ্ছা দেওয়া কর্ণফুল।' ভবানী, ১৮২৮।

লহমী [স লক্ষী] বি হিন্দুদেবী লক্ষী। 'লহমী চাহিতে দারিদ্র বেড়ল।' চন্দ্র, ১৫৫০।

লজ্জলুস [হি] বি চিনি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চূষে খাওয়ার মিঠাইবিশেষ। 'তোমর জন্য আজ লজ্জলুস কিনে রেখেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লজ্জা [স লজ্জা>] কি লজ্জা পাওয়া। লজ্জাই কি লজ্জা পায়। 'সে দেবি কীল লজ্জাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লজ্জাএল কি লজ্জিত হোলে। 'রাধা বচনে লজ্জাএল কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। লজ্জাসি কি লজ্জা পাও। 'সাঁচি ধরসি মধু মনে ন লজ্জাসি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লজিক [হি] ১ বি যুক্তিবিদ্যা। 'সে লজিক মুখস্থ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি যুক্তি। 'লজিক এবং আর্টের সম্পর্কে যে অতি ঘনিষ্ঠ।' প্রমথ, ১৯১৪। 'দাদার 'লজিকের' বহর দেখে ভাইও কম অবাক হয় না।' শিবরায়, ১৯৪০।

লজিকার [হি] বিণ যুক্তিপূর্ণ। 'ভাসোম্প সব কর্ম পরিত্যাগ করছে বাধা/ সর্বশাস্য সে যদি লজিকাল হয়।' প্রমথ, ১৯২৭।

লজিকিতে ক্রিপণ অবশ্যই। মনোএল, ১৭৪৩।

লজ্জেল, লজ্জেলুস, লজ্জেলুস [হি] বি চুষে বেতে হয় এমন শিথিল্য মিঠাবিশেষ। 'বই, স্ট্রেট, পেনিল, ছবি, প্রভৃতি অনিয়া পড়িতে বসিল।' শরৎ, ১৯১৩। 'টিপাইয়ের উত্তর একশিশি লজ্জেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'প্রেনের স্টুয়ার্ড ট্রেডে করে সামনে লজ্জেলুস ধরেছে।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

লজেনচুস [হি] বি চুষে বেতে হয় এমন শিথিল্য মিঠাবিশেষ। 'দোকানে বিক্রির জন্য রাখা লজেনচুস।' মানিক, ১৯৪০।

লজেল [হি] বি চোষা মিঠাইবিশেষ। 'চকলেট, লজেল, বিস্কুট?' জয়ম, ১৯৬০।

লজ্জত [আ] ১ বি টাটা-মস্তুরা। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি আয়ত; রুচি। 'এগারো বেগে নাকি শ্যামার গানের লজ্জত বাড়ে।' প্রমথ, ১৯৩২।

লজ্জা [স] বি শরম; লাজুকতা। 'কাহ লজ্জা হরিল দেখিয়া মোর তন।' বড়, ১৪৫০।

লজ্জাকপিত [স] বিণ লজ্জায় কাঁপছে এমন। 'লজ্জাকপিত হতে ভালো করিয়া লিখিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লজ্জাকর [স] বিণ লজ্জার কারণ হয় এমন। 'কিম্বর্ষ ভূমি লজ্জিত এ একটা লজ্জাকর ক্রিয়া ভূমি কর নাই।' রায়রায়, ১৮০১।

লজ্জাকরতা [স] বি লজ্জার কারণ। 'এ-সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর ... বুঝিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লজ্জাকাতর [স] বিণ লজ্জায় জড়োসড়ো। 'বর্ষমানের ভার্য্যতর, লজ্জাকাতর, বাহ্যহীন, বীহীন, সৌচবহীন, স্বর্বাধিকৃত শীর্ণকায় বাঙালী নারী নারী।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

লজ্জাকাতরা [স] বিণ স্ত্রী লজ্জায় জড়োসড়ো। 'বরাভাবে লজ্জাকাতরা মাড়ভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় গোড়ানো

হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

লক্ষ্যাকুর্তাহীন [স] বিপ লক্ষ্য এবং কুর্তা নেই এমন। 'লক্ষ্যাকুর্তাহীন অসত্যো দৃষ্টিতে মেরেটি ...' তারা, ১৯৪০।

লক্ষ্যাকুল [স] বিপ লক্ষ্যায় কাতর। 'তবে বির হনুমন্ত লক্ষ্যাকুল মান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লক্ষ্যাপত [স] বিপ লক্ষিত। 'লক্ষ্যাপত আদম জানিয়া নিরঞ্জন সন্তাইয়া আদমক কহিলা বচন।' সুলতান, ১৭০০।

লক্ষ্যজড়িত [স] বিপ লাজুক; লক্ষ্যমুক্ত। 'তহমিনা লক্ষ্যজড়িত কর্তে বলিল।' নজরুল, ১৯৩১।

লক্ষ্যজনক [স] বিপ যাতে লক্ষ্য পেতে হয়। 'ইহা তাঁহারা লক্ষ্যজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লক্ষ্য-ভোর [স] লক্ষ্য+ভোর বি লক্ষ্যার বহন। 'লক্ষ্য-ভোরে আপনাকে রে/বঁধিস কেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

লক্ষ্যতত্ত্ব [স] বিপ লক্ষ্য মিশ্রিত আতঙ্ক। 'দূর করি লক্ষ্যতত্ত্ব।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লক্ষ্যতত্ত্ব [স] বি লক্ষ্য বিষয়ক জ্ঞান। 'লক্ষ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লক্ষ্যতাপিত [স] বিপ লক্ষ্যাক্রিষ্ট। 'সুতুমার এতক্ষণ অল্পকালে লক্ষ্যতাপিত কলেবর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

লক্ষ্যতুর [স] বিপ লক্ষিত। 'অস্তরের যথাকে আর লক্ষ্যতুর করিতে চাইনে।' নজরুল, ১৯২২।

লক্ষ্যতুরা [স] বিপ লক্ষ্যশীলা। 'একদিনের লক্ষ্যতুরা নবযুগ' মানিক, ১৯৩৫।

লক্ষ্যদৃষ্টি [স] বি চক্ষুলক্ষ্য। 'লক্ষ্যদৃষ্টি হরিল ভগিনী বনমালী' বহু, ১৪৫০।

লক্ষ্যদন্ত [স] ১ বিপ সলক্ষ্য। 'দীনহীনা জননীর লক্ষ্যদন্ত শিরে পরায়েছ ধীরে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিপ লক্ষ্যার অবনত। 'অস্তরের সে সম্পদ ফেটেছি হারায়। তাই মোরা লক্ষ্যদন্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

লক্ষ্যদন্ত [স] বিপ লক্ষ্যায় নত। 'সর্বমিকারি কুমারের নিকটে গিয়া, লক্ষ্যদন্ত মুখে কহিতে লাগিলেন।' বিনোদ, ১৮৪৭।

লক্ষ্যনিবারণ [স] বি লক্ষ্যারক্ষা। 'নব-আবরণে লক্ষ্যনিবারণ না করিয়া লক্ষ্যবৃদ্ধি করিবারই সত্ত্বব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লক্ষ্যনিবারণী [স] বিপ লক্ষ্য নিবারণ করে এমন। 'তুমি লক্ষ্যনিবারণী আমি মূর্খ কিবা জানি।' রূপায়ম, ১৭৫০।

লক্ষ্যবিত [স] বিপ লক্ষ্য পেয়েছে এমন। 'লক্ষ্যবিত আশা ধীরে ধীরে শরনকক্ষে প্রবেশ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লক্ষ্য প্রযুক্ত [স] ক্রিবিপ লক্ষ্যার কারণে। 'তিনি লক্ষ্য প্রযুক্ত রাজাকে আমার পরিচয় দেন নাই।' চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫।

লক্ষ্যবিত [স] লক্ষ্যবতী বিপ লক্ষ্যবতী; লাজুক। 'একপাসে দাড়াইল গঙ্গা লক্ষ্যবিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লক্ষ্যবতী [স] বিপ লক্ষ্যবতী; লাজুক। 'চটিকা হইলা লক্ষ্যবতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লক্ষ্যবতী লতা [স] বি ফুলের লতাবিশেষ। 'এ যে আমার লক্ষ্যবতী লতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

লক্ষ্যাবনত [স] বিপ লক্ষ্যায় মাথা নিচু করে আছে এমন। 'লক্ষ্যাবনত মুখে অবস্থিত।' আইকেন, ১৮৭৪।

লক্ষ্যাবরণ [স] বি লক্ষ্যারূপ আবরণ। 'আমাদিগের লোচন ইহাতে লক্ষ্যাবরণ মোচন করিলেন।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

লক্ষ্যাবরণ [স] বি লক্ষ্য নিবারণের বস্ত্র। 'অনন্তর সুসময় লক্ষ্যাবরণ কাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

লক্ষ্য-বিশ্মৃত [স] বিপ লক্ষ্য-শরম তুলে গেছে এমন। '... লক্ষ্য-বিশ্মৃত ভ্রমণের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে জল হিটোতে থাকেন চোখে মুখে।' শতকর্তা, ১৯৭২।

লক্ষ্যবৃদ্ধি [স] বি লক্ষ্য বিস্তার। 'নব-আবরণে লক্ষ্যনিবারণ না করিয়া লক্ষ্যবৃদ্ধি করিবারই সত্ত্বব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লক্ষ্যবোধ [স] বি বি সত্যোক্তবোধ। 'তাহাকে 'বদলে মিশ্রিত করিতে লক্ষ্যবোধ করে না।' অক্ষর, ১৮৪৫।

লক্ষ্যভর [স] বি বি সত্যোক্ত ও শব্দ। 'কত দিনে কত রাত্রে কত লক্ষ্যভরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

লক্ষ্যভরে ক্রিবিপ লক্ষ্যপূর্ণ ভাবে। 'রানী হেট মুখ লক্ষ্যভরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লক্ষ্য ভাঙা ক্রি বি সত্যোক্ত দূর করা। 'তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লক্ষ্য ভাঙিয়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লক্ষ্যভিত্ত [স] বিপ লক্ষ্যার বিশেষ; লক্ষিত। 'এ রকম অবস্থার বে রকম লক্ষ্যভিত্ত সৎকৃতিত ভাব ধারণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লক্ষ্যমজিতা [স] বিপ লক্ষ্যবতী। 'লক্ষ্যমজিতা রক্তাধরা নবযুগে সেখিয়ার প্রত্যাশা করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লক্ষ্যমাথা [স] লক্ষ্য+মাথা বিপ লাজুক। 'সেই লক্ষ্যমাথা ভাবটুকু' দীপিকা, ১৮৮৭।

লক্ষ্য মান [স] বি লাজ ও সন্ধান। 'প্রৌণ্ডি সভাতে আন পরিহরি লক্ষ্য মান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লক্ষ্যমুখী [স] বিপ লাজুক। 'রাজলক্ষী হত লক্ষ্যমুখী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লক্ষ্যার মাথা কাটা ক্রি অতিশয় লক্ষ্য পাওয়া। 'আমার লক্ষ্যার মাথা কাটা যেত।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

লক্ষ্যারক্ষা [স] বি লক্ষ্য নিবারণ। 'আমরা আবশ্যকমত লক্ষ্যারক্ষাও করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লক্ষ্যারঙ্গ [স] বি লক্ষ্যারঙ্গ রঙ্গ। 'এই পবিত্র রঙ্গ লক্ষ্যারঙ্গ ...।' প্রত্যেক, ১৮৯২।

লক্ষ্যার মাথা খাঁড়ো ক্রি নির্লক্ষ্য ভাব প্রকাশ করা। 'তুমি লক্ষ্যার মাথা খাঁড়ো মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লক্ষ্য-রাঙা [স] বিপ লক্ষ্যার শাল। 'তা নিয়ে আর তোমার লক্ষ্য-রাঙা করে তুলব না।' নজরুল, ১৯২৭।

লক্ষ্যারঙ্গ [স] বিপ লক্ষ্যায় রঙিত। 'লক্ষ্যারঙ্গ কুসুমকেশণ চুখিছে ফাটুনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লক্ষ্যারঙ্গরঞ্জিত [স] বিপ লক্ষ্যার আভ্যমুক্ত। 'ঢাঙ্গিটোতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তাহার মুখ লক্ষ্যারঙ্গরঞ্জিত।' বনমুদ্র, ১৯০৬।

লক্ষ্যশরম [স] লক্ষ্য+শরম বি লক্ষ্য; লাজুকতা। 'নাহিকো করম, লক্ষ্য শরম, জানিলে জননে সতীর প্রথা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

'মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম ভাবভঙ্গি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া কি অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করা।

'লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

লজ্জাশীল [স] বি লাজুক। ওসল, ১৭৮৫।

লজ্জাশীলা [স] বিণ স্ত্রী লাজুক। 'শরমে, ভয়ে কাড়রা নবকুশবধ লজ্জাশীলা।' মাইকেল, ১৮৬০; 'এ মেয়ের মত লজ্জাশীলা আর নাই।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

লজ্জা-সঙ্কোচ [স] বি লজ্জাজনিত জড়সড় ভাব। 'নইয়ার প্রাথমিক লজ্জা-সঙ্কোচ কাটিয়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

লজ্জাসরম [স লজ্জা+ফা শরম] ১ বি লজ্জকতা ও সংকোচ। 'পেট তো লজ্জাসরম কিছুই মানে না।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি লজ্জাবোধ। 'আমি লজ্জা সরম ও আইনবিরুদ্ধের নিমিত্ত ... প্রকাশ করিতে পারিলাম না।' জ্ঞানাম্বেশ্বর, ১৮৩৭; 'লজ্জা সরম কিছু নাই?' বঙ্কিম, ১৮৮২।

লজ্জাহত [স] বিণ লজ্জায় মরে যায় এমন। 'আলোক দেবি লজ্জাহত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লজ্জাহার [স] বিণ লজ্জা দূরকারী। 'অন্ধকার লজ্জাহার।' হাসান, ১৯৬৭।

লজ্জাহরণ [স] বি লজ্জা দূর করা। 'করো হে আমার লজ্জাহরণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

লজ্জাহারিণী [স] বিণ স্ত্রী লজ্জা হরণকারী। 'তুমি তো লজ্জাহারিণী ভাই।' বিমল, ১৯৫৩।

লজ্জাহারী [স] ১ বিণ লজ্জা হারিয়েছে এমন। 'আমায় দিনের আশোয় দিনের বুকে আপনি লজ্জাহারী।' নজরুল, ১৯২৩। ২ বি লজ্জা দূর করে যে। 'তুমি লজ্জাহারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ নজরুল, ১৯২৪।

লজ্জাহীনতা [স] বি লজ্জা না-থাকা। 'কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাবে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লজ্জাহীনা [স] বিণ স্ত্রী লজ্জাহীন। 'এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিদের কথা লিখি না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

লজ্জিত [স] বিণ লজ্জাস্রাণ্ড। 'তুমিয়া জাহাযী দেবী লজ্জিত-অন্তরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লজ্জিতকর্ত [স] বি লজ্জামুক কর্ত। 'নভসিয়ে লজ্জিতকর্তে গান ধরিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লজ্জিতা [স] ১ বিণ স্ত্রী লজ্জিত। 'মন দূরষে ফিরি গেল হইয়া লজ্জিতা।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ স্ত্রী লাজুক। 'যে ত্রী ... লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা।' দর্পণ, ১৮২২।

লজ্জা [স লজ্জা] বি লজ্জা। মনোএল, ১৭৪৩।

লজ্জড় বিণ ডাঙাডোড়া। 'শাইনের সবচেয়ে লজ্জড় গাড়ি।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

লজ্জুর বিণ জীর্ণ। 'আলুখালু কেশ, লজ্জড় বেশ।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

লএয়া, লএয়া ব্র লওয়া

লজ্জ [স] বি ছোটো জাহাজ। 'একখানা ডাচ লজ্জ পেলাম।' বিজুতি, ১৯৩৩।

লটকা [স নট্]> কি খুলিয়ে রাখা। লটকায় কি খুলিয়ে রাখে। 'চৌরাহে

যেথা যেথা লটকার পরওয়ানা।' গরীব, ১৭৬৫। লটকি কি খুলে।

'লটকি রহিল সুখে।' আলগোল, ১৬৮০। লটকে কি খুলিয়ে। 'মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে মিহিলে এশোয়।' সুভাষ, ১৯৭০।

লটকে যাওয়া কি খুলে যাওয়া; ফাঁসে যাওয়া। 'ওকে ছেড়ে দিলে আজই ও লটকে যাবে।' জীবন, ১৯৩২।

লটকানে [হি latakia>] বিণ তামাক জাতীয় গাছনিশেষের ফল ও ফলের রীজ থেকে প্রস্তুত সবুজ-মেশোনা লাল রঙ দিয়ে তৈরি। 'ফাদুন-কতুয়াশনের উপযোগী একখানি লটকানে রঙিন চাদর ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

লটকানো ১ বিণ খুলানো। 'মোটো নড়ায় ফাঁসে লটকানো।' অবন, ১৯২৭। ২ বিণ তুলন্ত। 'পুশকিনের ফাঁসির রক্ততে লটকানো মৃত্যুপাত্রের মূর্তি।' নজরুল, ১৯৩২। ৩ কি ফাঁসিতে ঝোলানো। 'অকিসার হকুম দিলেন, লটকাও।' মহাপ্রভা, ১৯৫৬।

লটখানি [সি নট্]> বি ছোটোখাট গোলমাল বা ঝগড়াট। '... কেমন দেখিয়া আসিয়াছ যেনে আর কতদিন লটখানি আছে কিনা।' কেরি, ১৮০২।

লটখাট [সি নট্]> বি ঝগড়াট। 'সে নানান লটখাট, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

লটখটে বিণ ঝগড়াটপূর্ণ। 'লটখটে হাড়গোড় খটখট নড়ে যায়।' সুকুমার, ১৯১৮।

লটখাট বি ছোটোখাটো গোলমাল বা ঝগড়াট। বিদ্যা, ১৮৯১; 'ফাঁস নে আর লটখাট।' নজরুল, ১৯৩১।

লটপট [ধন্য] বি দোলার ভাব-প্রকাশক শব্দ। 'তব লটপট বেণি ধায়।' নজরুল, ১৯২৮।

লটপটা বিণ বিপত্ত। 'গ্রামভরা-ভর ছুটল কাপট লটপটা সব করে।' জসীম, ১৯২৯।

লটবহর [হি লট+আ বহরা] বি বহু জিনিসপত্র। 'লটবহরের এজেন্ট।' জীবন, ১৯৩২; 'ক্যাশবালু, লটবহর ইত্যাদি।' জীবন, ১৯৩৩।

লটরটর [ধন্য] বি সবসময়ে লেগে থাকার ভাব। 'তার পিছনে হয় ফণি নয় আদুস্তা লটরটর করত।' মুক্তবা, ১৯২২।

লটরপটর [ধন্য] বিণ লেটে গেছে এমন। 'একটি বৃহৎ কঁচো তার গোড়ালির ক্ষতে লটরপটর।' হাসান, ১৯৬৭।

লটরি [হি] বি বাজি ধরে জুয়াখেলাবিশেষ। 'একটা লটরি অর্গানিজেশন।' জীবন, ১৯৩২; 'কাকা যেমন লটরিতে অনেক টাকা পেয়েছিল না, আমি এককরকম তাই পেয়েছি।' শিবরাম, ১৯৫০।

লটে-ছ্যাড় বিণ নাছোড়বান্দা; হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় এমন। 'আমি যে এটেল 'লটে-ছ্যাড়' ডুবুরি।' নজরুল, ১৯২৭।

লটপট বিণ এগিয়েমেলো ও দোন্দুয়মান। 'ওই লটপটকেস অট্ট অট্ট হাসে রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

লড় [সি নট্] বি নলি। 'দুধ মাঝে লড় গাছতে দেখি।' চর্য ৪২, ১২০০।

লড় ব্র লড়া

লড় [সি লড়া] বি দৌড়। লড় দেওয়া বি দৌড় দেওয়া। 'ব্রাহ্মণের ঘরে কুড়ি গেল লড় দিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৬৯।

লড়কী [হি] বি স্ত্রী বালিকা; কিশোরী। 'দেপে আমারও একটি লড়কী আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লড়বড় ১ বি শিথিলভাবে আন্দোলিত হওয়ার ভাববিশেষ। 'চারদিকে

লড়বড় করিয়া খুলিতেছে।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বি কাঁপুনি। 'তারপর লড়বড় করে চলে যায়।' হাসান, ১৯৬০।

লড়া' [স লড়া] ১ ক্রি দ্রুত সর। 'লড়হ না কেহে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ ব্যতিব্যস্ত হওয়া। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রি নড়া। 'অনন্তের সহিত অবনী খান লড়ে।' মানিকরায়, ১৭৮১। **লড়ু** ক্রি চলে। 'আওয়ান লড়ু মুনি জুহু সেখিবার।' মালাধর, ১৫০০। **লড়ুহ** ক্রি নড়ে। 'প্রভুর আজ্ঞা বিনি খুলি নাহি লড়ুহ।' বাহরাম, ১৬৫০। **লড়ুবে** ক্রি লড়াই করবে। 'যেহু বামা গুটিয়ে জামা কথায় কথায় লড়ুবে।' নজরুল, ১৯৪২। **লড়ুহ** ১ ক্রি সরহে। 'লড়ুহ না কেহে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি দ্রুত চলে। 'চৌসটি মেঘ লৈয়া লড়ুহ সতুর।' মালাধর, ১৫০০। **লড়ি** ক্রি বাজাই। 'হের পুর সিংহা লড়ি।' মালাধর, ১৫০০। **লড়িউ** ক্রি লড়া যাক। 'সখিসবে বুলি রাখা লড়িউ সিনানে।' বড়ু, ১৪৫০। **লড়িতে** ক্রি নড়তে। 'লড়িতে না পারে নাগে মোড়া ঘরি খায়।' বিজয়, ১৬৫০। **লড়িল** ক্রি ছুটলো। 'লড়িল ভাঙনে সৈধ্য করিল অস্থির।' মালাধর, ১৫০০। **লড়িল** ১ ক্রি চললো। 'লড়িলা জনাবলো।' কান্দে লর্থা ডার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রস্থান করলে। 'লড়িলা হস্তিনাপুরি রবেত চড়িয়া।' মালাধর, ১৫০০। **লড়িলী** ক্রি এগিয়ে চললো। 'মথুরা লড়িলী বাড়ায় হতা।' আত্মানী।' বড়ু, ১৪৫০। **লড়ে** ক্রি নড়ে। 'আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত।' ভারত, ১৭৬০।

লড়া' ক্রি লড়াই করা। **লড়ে** ক্রি লড়াই করে। 'বায়ুতল জন হইয়া প্রচুসনে লড়ে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লড়া' বি লড়াই। 'গায়ে তাহার আজও আছে একশ লড়ার দাগের রাশি।' জসীম, ১৯২৯।

লড়নেওয়াল ১ বিণ লড়াকু। 'রাচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়াল ছিলেন।' মুক্তভা, ১৯৪৯। ২ বি লড়াইকারী। 'কবির সঙ্গে একা লড়নেওয়াল ...' মুক্তভা, ১৯৫২।

লড়ায়ে ম্যাডা [স রপ] বি লড়াইরত ভেড়া। 'আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাডা।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

লড়ালাড়ি [মু লড়াই] বি পরস্পর লড়াই; যুদ্ধাধি। 'সে মত লইয়া যতই লড়ালাড়ি করুক-না নেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

লড়াই [মু] ১ বি যুদ্ধ। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে, বলছি এসে লড়াই গেছে যেম'।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ২ বি প্রতিবাদ। 'সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ে; হাওয়া উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লড়াইউলি [মু লড়াই] বি ঠাঁ' দালাবাজ। 'শালী কেজিয়া বুজছে, ও বড় লড়াইউলি।' গিরিশ, ১৮৭৭।

লড়াই করা ক্রি যুদ্ধ করা। 'লড়াই করি আশ মিটিছে মিঞা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লড়াই সাজ বি যুদ্ধের উপকরণ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

লড়া'ক [স রপ] বি বীর। 'আমি নিজে লড়া'ক।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

লড়াফে বিণ রণদক্ষ। 'তারা সব যেমন জোয়ান, তেমন লড়াফে।' প্রমথ, ১৯৪১।

লড়ি, লড়ী [স যষ্টি] বি লাঠি। 'আত্ম হাএ বড়ায় হাথত কবী লড়ী।' বড়ু, ১৪৫০; 'লড়ি দড়ি মূল মূলগা হাতে লৈয়া।' সুলতান, ১৭০০; 'লড়ির পরায় দড়ি দিয়ে বলে চলে হামারা ঘোড়া।' নজরুল, ১৯২৭।

লড়িয়ে বিণ ঝগড়াটে। 'মেজাজ হয়ে 'টেটে লড়িয়ে, বার্থবোধ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।' আইহর, ১৯৭৩।

লড়ুয়ে বি লড়াই করে যে। 'নিশানাথ কিছ্র বুঝ শব্দ এবং ঘাগী লড়ুয়ে।'

হাসান, ১৯৬৯।

লঠন, লঠনি [বি অ্যান্টার] বি হারিকেন। 'মুদীর দোকান হইতে লঠন-ক্লালাইয়া লইয়া গিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯; 'লঠনের আলোকধারা ... বাসস্থান প্রভৃতি দেখাইলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

লড়চেলা [স লত] বি বারাপ সঙ্গী। 'ভক্তগুরু লড়চেলা হইয়াছে মেলা।' দর্পণ, ১৮২২।

লত **ভত** [স লত] ১ ক্রিণিষ যা-তা। 'লগে ভগে দেয় গালি বলে শালামালা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ ধ্বংস হয়েছে এমন। 'লত ভ পছন করিল ভানিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বিণ ওলটপালট; তখনহ। 'লতভত ছিল বস্ত্র উঠিয়া পরিল।' ভবানী, ১৮২৫; 'বসিয়ায়ে সেবাসনে পামর দেবারি, লতভত করি স্বর্ণ।' মাইকেল, ১৮৬০। ৪ বিণ ভোলপাড় হয় এমন। 'বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ, লতভত করিত উন্মাদ হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বিণ ধ্বংস হয়েছে এমন। 'সমস্ত লতভত করে দেবে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৬ বিক এশোমেলা। 'তার বানান-জান কেমন যেন লতভত হয়ে গিয়েছে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

লতমএ [স লত] বি লতভত। 'ডাল সব পত্র বিগু হৈল লতমএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

লগে ভগে ক্রিণিষ জ্বরদস্তি' করে। 'গালি দিয়া লগে ভগে ঘটব ব্রাহ্মণ ভগে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লত [স নাথ] বি নথ। 'সোমার চৌসের লত আছে নাসিকায়।' ভবানী ১৮২৫।

লতা [সা] ১ বি লতানো বস্ত্র। 'নাভিবিবর সঙ্গে লোমলাতালি ভুজবি নিসাস পিয়াসা।' বিন্দ্যপতি, ১৪৬০। ২ বি বীক্স শ্রেণীর উদ্ভিদ: যে-উদ্ভিদ অন্য কিছুকে অবলম্বন করে বাড়ে। 'কড়ি মাখি লতা।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি বৃক্ষ। 'মুকুলিত চূড়লাত কোরক জালে।' আলওল, ১৬০০। ৪ বি রাশি। 'আজন্ম-সান্দ-ধন সুন্দরী আমার কবিতা, কল্লনালাতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লতাকুজ [সা] বি লতা-বেগিত স্থান বা কুটির। 'কুমুদিত লতাকুজে।' বড়ু, ১৪৫০।

লতাগাছি বি লতাগছ। 'সারা শরীর জড়িয়ে আছি লতাগাছি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

লতা-গুলা [সা] বি লতা-ঝোপ। 'দুধারে ব্র্যাকবেবী ও ঘন লতা-গুলায় বেড়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'লতাগুলা পত্রগছ ধরে তোমাকে বাঁচাতে হবে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

লতাছোদিত [সা] বিণ লতায় ছেয়ে আছে এমন। 'সেই লতাছোদিত ডুগশামল, সুন্দর বাড়িটি ত্যাগ করা হয়েছে।' সুকান্ত, ১৯৪১।

লতাজাল [সা] বি লতার তৈরি জাল। 'ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লতাজালজালি [সা] বিণ জালের মতো অনেক লতার পেঁচিয়ে থাকা; ফলে দুর্গম। 'এল ... লতাজালজালি অরণ্যে পথ কেটে।' রবীন্দ্র ১৯৩২।

লতানিয়া [স লতা] বিণ লতানো। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

লতাপল্লবানি [সা] বি লতা-পাতা ইত্যাদি। 'তাহারা ভাণ্ড, পুতলিকা ছিল বস্ত্র, ও খুলি মৃত্তিকা, লতাপল্লবানি লইয়াই ...' কৈলাসবাসিনী ১৬৩৩।

লতাপাতা [স লতা-পত্র] বি গাছের লতা ও পাতা। 'মাটি আঁচড়ি

লতাপান

বুলে ছিবে লতাপাতা ।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

লতাপাশ [সি] বি লতার ভেঁরি জাল। 'সসার হরিণ বরা লতাপাশে বাড়ে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লতাপাশবিজড়িত [সি] বি লতাপাতার ছেয়ে থাকে এমন। 'লতাপাশবিজড়িত ভয় ভয়ভয়ে ন্যায় আটনির উচ্চতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লতাবিভান [সি] ১ বি লতাবেষ্টিত কুঞ্জ। 'কেন সন্নীরগে বহে লতাবিভান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ বি বিকৃত লতাবন। 'লতাবিভান নির্মমভাবে কাটা পড়িবে।' বিকৃতি, ১৯০৮।

লতামঞ্জ [সি] বি লতার অলঙ্করণ। 'শঙ্কলতা, চালকালতা, প্রভৃতি লতামঞ্জ।' অবন, ১৯১৯।

লতামঞ্জ [সি] বি লতাবেষ্টিত কুঞ্জ। 'আমার লতামঞ্জে শত চন্দ্রের উয় হয়েছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

লতামালি [সি] লতা>। বি এক প্রকার লতাগ্রন্থান পাহ। 'লতামালিতরু লতার বিট গাছে মনোহর যার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

লতারিত [সি] বি লতানো। 'কশালে লতারিত কেন্দ্রোজের ওপর ...।' অচিভ, ১৯৫০।

লতিয়ে ওঠা বি লতার মতো গুজিয়ে-ওঠা। 'হসরে-লতিয়ে-ওঠা একটি নিতৃতম গানো।' গানমুগ, ১৯৬৩।

লতা আষ [সি] লতা+স আষ। বি বিশেষ জাতের আম। 'লতা আষ কুশিয়ার।' কু, ১৯৫০।

লতানো [সি] লতা>। ক্রি লতার আকারে বিকৃত হওয়া। 'লতানি লতানি বাহুগণি বিখায়া ঢেকে কেসে বিনীর্ণ কয়লা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। 'লতানে ক্রি লতার মতো লড়াই ক'রে।' লতানে থাকুক বুড়োটির আলিঙ্গন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। লতিয়ে ক্রি বি লতানো। 'কথার কথার ইনিরে-বিনিরে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

লতামউ বি চালের প্রকারবিভেদ। 'লতামউ প্রভৃতি রাফের সরু চাল।' ভারত, ১৭৬০।

লতি [সি] লতা>। বি চোখের পাতা। মানোএল, ১৭৪৩।

লতিক [সি] বি লতা। 'রোপন পহ লহ লতিকা আনি।' বিন্যাসিত, ১৮৬০।

লদী বি নদী। 'ওই লদীর উপরের চরটার কথা বলছি।' ভারত, ১৯৪০।
দ্র নদী

লধা [সি] লতা+বি লহ। 'লুই পাখপএ দারিক যাদন ভুসে লধা।' চর্যা ওঠ, ১২০০।

লন বি ঘাস-বিলম্বো বাগান। 'সামনের লনে ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা।' বিকৃতি, ১৯৩৩। 'সবুজ ঘাসের লন।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

লনটেনিস [সি] বি খেলাবিশেষ। 'সেখানে লোকেরা ব্যাট ও গোলা এবং লনটেনিস খেলিয়া থাকে।' কৃষ্ণভবিনী, ১৮৮৫। 'লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে ক্রীড়ালোক সুখী হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লনি, লনী [সি] নবনীত। বি মাখন; ননি। 'রসে অগ্নি-মুগ ফুগি ... তুহ পরে রত লনী আছে।' আলোড়ন, ১৭৫০।

লনির পুতলি বি ননির পুতুল। 'উষার শরীর যেন লনির পুতলি।'

বিজয়, ১৬৫০।

লভনীয় [সি] লভন+স ইয়। বি লভনের অধিবাসী। 'লভনীরেয়া খুব সমাদর করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

লভি [সি] বি কাপড় খোলাই ও ইত্রি করার যোজন; খোপাখানা। 'কাছেই একটা লভিতে কেসে দিয়ে ...।' জীবন, ১৯৪৮। 'পাট্রিশি হাউস কিংবা লভি।' মুক্ততা, ১৯৬৬।

লবদুর বি লব। 'মনোএল, ১৭৪৩।

লপসি [সি] লপিকা। বি তরল মত। 'ময়শার লপসি করছে ধরশোর।' জীবন, ১৯৪৮।

লপেটা [সি] লিত>। বি এক ধরনের সৌখিন জুতা। 'একপাটা উড়িয়ায় লপেটা পায়ে দিয়া মজা করিয়া বেড়াই।' ভবানী, ১৮২৫।

লফজ [আ] বি কথা। 'আমার প্রতিটি লফজ লব যেন ঠিকঠিক পালন হয়।' লওকত, ১৯৬২।

লব [সি] বি হিন্দু অবতার রামের পুত্র। 'লব-কুশ সঙ্গে যুদ্ধ বতেক হইল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লব [সি] নব। বি নর। 'একজাই লবলক্ষ সেনা প্রস্তুত হইয়াছে।' রামরাম, ১৮২২।

লবজ [সি] ১ বি ফুলবিশেষ। 'লবস সোলস বোণা বাজিরা উদ্যানে।' বড়, ১৯৫০। ২ বি মশলা হিসেবে ব্যবহৃত এক প্রকার তরুণা ফুল। 'কিসুক লবজলতা এক সন্ন।' বিন্যাসিত, ১৮৬০।

লবজফুল [সি] লবজ+স ফুল>। বি নাকফুল; নাকের অলংকার। 'নাসায়ের লবজফুলটি পর্বত সে বুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লবজলতা [সি] বি ফুলবিশেষ। 'কিসুক লবজলতা এক সন্ন।' বিন্যাসিত, ১৮৬০।

লবজলতিকা [সি] বি ফুলবিশেষ। 'লবজলতিকা আমি ভালোবাসি, অশোকমঞ্জরী' শক্তি, ১৯৬৯।

লবলা [সি] লবজ। বি লবজ। 'অখণ্ড রাবিল মূল বাকিয়া রাবিল ক্রান্তাক জায়ক লবলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লবজ, লবজো [আ] লবজ। ১ বি ডালা। ওয়া, ১৭৮৫। 'ফরসীর লবজ লেখা গীয়াছিল।' ভীতি, ১৭৯২। ২ বি লবজ; আয়ত। 'কিছু কাব্য লবজ রাখা দরকার।' বিকৃতি, ১৯৩৮। ৩ বি কথা। 'কয়েকটা লবজো বলেই বসে পড়তে হলো।' কাহিন্য, ১৯৬২।

লবজো বি কঁকি; বুড়ো আঙুল। 'ওধব কিসে বুড়ো আঙুল বলে লবজো।' অবন, ১৯২৭। 'আর সবাই লবজো।' অচিভ, ১৯৫০।

লবজো দেখানো ক্রি বুড়ো আঙুল দেখানো। 'বিশ্বসংসারকে লবজো দেখিয়ে বললো।' জীবন, ১৯৩১।

লবণ [সি] বি খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত সোনা বাসের ওড়োবিশেষ; নুন। 'জগতে বিদিত হয় লবণসাদর।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'সিঁড়িয়ারে সঙ্গে ও ক্রোড়াইনের সঙ্গে অল্পকালের সংযোগ বিশেষ লবণ ...।' বহিষ, ১৮৮৭।

লবণগাঙ্গী [সি] বি লবণের গন্ধ সমৃদ্ধ। 'যেখানে লবণগাঙ্গী সমুদ্রের উদ্ভাস হাওয়ার।' ফরফর, ১৯৬৩।

লবণচৌকী [সি] লবণ+স চৌকী। বি লবণশোভন বা লবণ তৈরির কারখানার গাছারায়। 'হানে২ লবণচৌকী বসাইবাত্তে সালিয়ানা ...।' দর্পণ, ১৯৩৬।

লবণজল [স] বি লবণাক্ত পানি। 'হয়তো লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লবণজলধি [স] বি লবণাক্ত সমুদ্র। 'দিবানিশি বাহে সাধু লবণজলধি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

লবণনীর [স] বি সমুদ্র। 'বাড়ে তুলা, কোথা পিপাসার জল অকূল লবণনীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

লবণবর্জিত [স] বিশ লবণহীন। 'যাঁহারা লবণবর্জিত ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে সচরাচর অলুনা বলিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

লবণময় [স] বিশ লবণমিশ্রিত; লোনা। 'সমুদ্রের জল এরূপ লবণময়।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

লবণযুক্ত [স] বিশ লবণমিশ্রিত। 'এ স্থলে সমুদ্রের লবণযুক্ত নীর ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

লবণসমুদ্র [স] বি লোনা জলের সাগর। 'এই ভূমিপটের অর্ধেক লবণসমুদ্রের উত্তর এই জম্বুদ্বীপ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

লবণসাগর [স] বি সমুদ্র। 'জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লবণাক্ত [স] ১ বিশ লবণযুক্ত। 'যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ বিশ অশ্রুসিক্ত। 'দু-নয়ন লবণাক্ত।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ বিশ লোনা। 'লবণাক্ত সমুদ্রের উত্তাল মুহূর্ত।' আহোম, ১৯৪৪।

লবণাক্ততা [স] বি লোনা অবস্থা। 'জমির লবণাক্ততা দূরীকরণ।' আজাদ, ১৯৬৪।

লবণাল্ল [স] বি লবণভাত। 'নিঃস্ব ভারতবাসীর চিরদিনের লবণাল্ল - লবণভাতের উপর ...।' সত্যগোপ, ১৯৪৬।

লবণাশু [স] লবণ-অশু ১ বি সাগর। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩। ২ বি লোনা পানি। 'সেখানে লবণাশু বাড়িরেক মিষ্ট জল দুর্দান্ত ছিল।' দর্পণ, ১৮২০।

লবণাশুরাশি [স] বি লবণাক্ত জলরাশি; সমুদ্র। 'এশিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভগ্নীর বাহুবন্ধন-বৈজ্ঞানিক করে মাঝে বিরহের লবণাশুরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লবণার্শ [স] বিশ লবণযুক্ত। 'লবণার্শ গভীর গহবরে অন্ধকার অন্তল পাখারে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

লবণিএর [স] লবণ বি লবণ বিরক্ততা। 'লবণিএর দিল লোন।' মুহুন্দ, ১৬০০।

লবণেশু [স] বি লবণ ও ইক্ষু। 'লবণেশু সুরা সপি দধি দুদ্ধ জল।' মনিকরাম, ১৭৮১।

লবন [স] লবণ বি নুন। 'লবনের হিসাবের বাকী আড়কাট ৯১৯২ দ ৯১০।' মেয়ঙ্গ, ১৭৬৮।

লবনা বি শিখা। 'কঁটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নির্গত হইবেক যে লবনার সর বৃক্ষাদিকেও গ্রাস করিবেক।' তরলী, ১৮০৩।

লবনি [স] নবনীতা বি মাখন; ননি। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'মাফণ' লবনি খির ও সর হানা দোকানেও প্রবৃত্ত।' রামরায়, ১৮০১।

লবলী বি ননি। 'লবলী দল কৌমল আকার দেখে।' বড়ু, ১৪৫০।

লবলী দল বি ননির পিও। 'লবলী দল কৌমল আকার দেখে।' বড়ু, ১৪৫০।

লবলেশ বি সামান্য পরিমাণ। 'দয়ার নদীক লবলেশ।' মুহুন্দ, ১৬০০।

লবিন বি বেশ্য। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

লবেজান [ফা লব-ই-জান] ১ বিশ খুব অধির বা উৎকর্ষিত। 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বিশ হয়রান। 'এই করেই আমার জ্ঞান লবেজান হয়ে গেল।' মাল্লান, ১৯৬৮।

লবেদা [ফা লবদা] বি জামা বিশেষ। 'কেহ যা নোদুশমান চোণা, লবেদা ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

লক্ক [স] ১ বিশ গৃহীত। 'এ মত লক্ক আশ্বাসানুরে সমাচার লিখে।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বিশ চেষ্টা করে পাওয়া গেছে এমন। 'বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে ব্রাহ্মণত্ব লক্ক করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বিশ নেওয়া হয়েছে এমন। 'কুন্দ হইতে লক্ক অর্থ বিবতুল্য বেশ হইত।' বন্ধিম, ১৮৭৩।

লক্কপ্রতিষ্ঠা [স] বিশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। 'লক্কপ্রতিষ্ঠা হইয়া আইলাম।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

লক্কমোরোথ [স] বিশ বাসনা পূর্ণ হয়েছে এমন। 'লক্কমোরোথ অর্ধী রাজ্যধারে যথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

লক্করক্ষা [স] বি অর্জিত বস্তু রক্ষা। 'অলক্ক-লাভ ও লক্করক্ষা দুইরূপ হইয়া উঠে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

লভা [স] ১ বিশ গ্রহণ করা। 'গোআলের কুলে রাখা জরম লভিআ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিশ অর্জন করা। 'ইন্দ্রপদ লভিবারে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিশ লাভ করা। 'নন্দয় যথা লাভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে।' মাইকেল, ১৮৬০। ৪ বিশ নেওয়া। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' মাইকেল, ১৮৬১। ৫ বিশ লাভ করা। 'বিফলে জগতে লভিনু জনন বিফলে কাটিল রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাপ দাও।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বিশ অনুভব করা। 'সচক্ষিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আদর্শন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। লভ্য বিশ অর্জন করে। 'যার খুশি ... বিশ্ব সভ্য কিংবা ধর্মিক লভ সেই জান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। লভি ক্রি লাভ করে। 'তাহার গর্ভেরে জনু লভি আসিও সর্গে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। লভিআ ক্রি লাভ করে। 'গোআলের কুলে রাখা জরম লভিআ।' বড়ু, ১৪৫০। লভিনু ক্রি লাভ করেছে। 'জনম লভিনু আমি ওয়ালাস কুলে।' বড়ু, ১৫০৭। লভিব ক্রি লাভ করবে। 'তত্ত্বাভি লভিব অন্তঃ পরিদান।' রাহরাম, ১৬৫০। লভিবারে ক্রি অর্জন করতে; লাভ করতে। 'ইন্দ্রপদ লভিবারে।' মালাধর, ১৫০০। লভিয়া ক্রি লাভ করে। 'যার জনু লভিয়া করিমু বিস্মা ক্ষত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। লভিল ক্রি লাভ করিলে। 'জরম লভিল কাহাজি।' বড়ু, ১৪৫০। লভিলা ক্রি নিলে। 'ভারাবতরনে জন্ম লভিলা গ্রীহারি।' মালাধর, ১৫০০। লভুন ক্রি লাভ করুন; নিন। 'অজিনাসনে বসি, বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে।' মাইকেল, ১৮৬১। লভে ক্রি লাভ করে। 'ওরবাক্য সার যার শক্তি সেই লভে।' গিরিশ, ১৮৮৭। লভেহিনু ক্রি লাভ করেছিল। 'প্রাচীন বয়সে এক পুত্র লভেহিনু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লভা [স] ১ বিশ প্রাপ্তিযোগ্য। 'বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব লভা হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি লভ্যাশে। 'পাই লভা খায় দিন প্রতি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

লভ্যকর [স] বিশ লাভজনক। 'যে রূপ লভ্যকর হইয়াছে তাহার বিবরণ ...।' দর্পণ, ১৮৩৯।

লভ্য করা ক্রি লাভ করা। 'কেবল উপহিত হইয়া কিঞ্চিৎ লভ্য করিতে দোষ কি?' উমেশ, ১৮৭৭।

লভ্যজনক [স] বিশ লাভ আছে এমন। 'পৈতৃক কুলমর্যাদাকে এক

লভ্যাদায়ক

লভ্যজনক ব্যাশার আন করিয়া ... ' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

লভ্যাদায়ক [স] বি লভজনক। 'চিহ্নসে সোসাইটি বিদ্যার্থি ব্যক্তিরমিশ্রের মনোযোগকারক ও অভ্যন্তর লভ্যাদায়ক হইবে।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৯।

লভ্যাংশ [স] বি লভের অংশ। 'বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার গ্রাহ হন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লম্প [স] লভ্য বিন্যাস। 'লম্প হস্তে আলি গদা লুপ্তে রাখিল।' সুলতান, ১৭০০।

লম্প [সি] বি ল্যাম্প; কন্ডেম্প্রেশনের ব্যক্তি। 'কত বড় লম্পটা দেখেছিল।' কিতুতি, ১৯৩১।

লম্পট [স] বি লম্পট। 'লম্পট নাগর কৃষ্ণ লুটই পসার।' মাসাধর, ১৫০০।

লম্পটীতা [স] বি লম্পটী। 'তোমার লম্পটীতা দেখলে এক বিদ্যানায় বসতে থুপা করে।' মীনবন্ধু, ১৮৭০।

লম্পটবর [স] বি প্রভাবর। 'লম্পটবর! আপনার অন্তঃকরণেরে এতদূশ করণভর জালিলে ...' ফয়জুরেহা, ১৮৭৬।

লম্পটীচরণ [স] বি লম্পটীচরণ। 'উক্ত লম্পটীচরণ কেবল জ্ঞানভাবেরই ইহায়াহে।' সুধাকর, ১৮৩১।

লক্ষ [স] বি লক্ষ। 'লক্ষ সেন বিজয়র আমদে বিহল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লক্ষক [স] বি লক্ষ-কোণ। 'এই কথা বলিয়া লক্ষক দিয়া গান আত্ম করিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

লক্ষ্যদান [স] বি লক্ষ্য দেওয়া। 'অতর্কিতভাবে লক্ষ্যদানপূর্বক তাহার উপরে আঘাত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'লক্ষ্যদান ও ইচ্ছা লক্ষ্যদান পূর্বক, বেঙ্গলবীরের পুত্রের কটিলেশ পর্বত গ্রাস করিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

লক্ষ্যদান [স] বি লক্ষ দেওয়ার আনন্দ। 'লক্ষ্যদানে লক্ষ দিয়ে মা চলতে বেজির ছা।' নজরুল, ১৯২৬।

লক্ষিত লক্ষ লক্ষ দিয়েছে এমন। 'তখনও কি পত্রপাঠ লক্ষিত হয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলে?' যুক্তভাব, ১৯৫৮।

লব [স] ১ বি দৈর্ঘ্য। 'কৌটা পাতি মহানন্দ ছিড়া জোড়ে কোঁচা লব।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'এই পুল লবে তিল্লার হাত।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি (ছ্যামিত) সমতলের উপর সমকোণে অবস্থিত রেখা। 'এক রেখার উপর লব্ধভাবে অবস্থিত রেখা।' জ্যোতিষ্ময়ান, ১৯৩৭।

লবক [স] বি লব কান্যক। 'শান্তিষ্ঠি ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লবক ভারবাহীর মতোই।' নজরুল, ১৯২৭।

লবচ্ছ [স] বি লব দীর্ঘ ট্রেটওয়ালা। 'তারই উপর যত লবচ্ছ মাঝবাহার আছা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লবমান [স] ১ বি লব কুলেহে এমন। 'পিঠে লবমান তাঁর পোড়ে জটাভার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি লব লব হয়ে আছে এমন। 'অনুভূত কুন্তলরাশি ও লবমান মুক্তকেশ সমুহ ধারণ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বি লব; দীর্ঘ। 'বিষাণ্ডির স্বল্প থেকে পূর্বদিক পর্বত লবমান এই গহনানী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লবশা [স] বি প্রভাবর জ্ঞান স্বরূপে। 'বৃহৎ সাজাও লবশাটে/ মনুর তরু মানুই ভাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

লবা [স] লব> ১ বি দীর্ঘ। 'লবোৎসব, ১৭৪৩; 'লবাহা স্থানের পরিমাণ আনান্ন লবা ৪০ হাত।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি উচ্চ। 'লবা, ১৭৮২।

৩ বি লব ও দীর্ঘ। 'ইচ্ছে করে, বৌটকে জুতো ঘেরে লবা করে দিই।' মাইকেল, ১৮৭০। ৪ বি বিস্তার। 'আমার কথাটা লবার খদি বড়ো হয় সেটা তোমাদের সম্মত করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লবাই [স] লব> বি দৈর্ঘ্য। 'ভিন ক্রোশ আড়ে কিন্তু তাহার লবাই জানা নাই।' দর্পণ, ১৮৯১।

লবাই চৌড়াই বি আকলন। 'অমন লবাই চৌড়াই কর কেন।' গিরিশ, ১৮৯৬।

লবাচওড়া [স] লব>+হি চৌড়া ১ বি অস্ত্রারপূর্ণ। 'খুব তোমার লবাচওড়া কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি দীর্ঘ। 'চিঠিটা একটু লবা-চওড়া হয়ে গেল।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি আভ্যন্তরপূর্ণ। 'এ-সব লবাচওড়া বুলি তাকেই সাছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

লবাচওড়া [স] লব>+হি চৌড়া ১ বি বিস্তারপূর্ণ। 'দুই চারিটা লবা চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার লবের মত ভাষণ করিয়া চলিয়া যাইবেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বি বিশালসদেহী। 'খুব একজন লবাচৌড়া কৃষ্ণবিক্রম মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি দম্পণ। 'বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লবাচৌড়া কথার দ্বারা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বি দীর্ঘ। 'বাংলার লবাচৌড়া অভীভের গণবল্য করতে হলে ...' ব্রহ্ম, ১৯১৫। ৫ বি বড়ো-সদেহী। 'দরকার বশতঃ লবা চৌড়া, হুজুরী ফার্মী আলফাজ এহেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করিব না।' এসলাম, ১৯১৭। ৬ বি আভ্যন্তরপূর্ণ। 'লব-বাণীনা' ক্যাটা যেমন লবাচৌড়া ...' আজাদ, ১৯৪০।

লবাটে বি লবমতো। 'বাড়িটা লবাটে ও দুপশে।' মানিক, ১৯০৫; 'দীর্ঘ মুখখানা তাহার একটু লবাটে হইয়া যায়।' মানিক, ১৯৩৬।

লবা সেওয়া কি দ্রুত ছুটে পালালো; চম্পট দেওয়া। 'লবা দিয়েছে কোন দিকে?' কিতুতি, ১৯৩৮।

লবাপানা বি দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট। 'লবাপানা একটা স্বল্প তীরবেশে বানিকটা উপরে উঠে ডেঙে এসে মুখপহারে ঢুকছে।' মনোজ, ১৯৬১।

লবামুখ [স] বি দ্যোলাকার নর এমন মুখ। 'লবামুখ বাড়ী করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

লবারমান [স] বি লব প্রসিদ্ধ। 'বটের লবারমান দুই নামনার ফাক দিয়া ... তিতরে সাদায়া লুকায়িত হইল।' যুক্তভাব, ১৮১৩।

লবা লবা [স] ১ বি দীর্ঘাকৃতি। 'ছোট মুখের লবা লবা ঘটে কুটি কুটি মাংস।' তারিখী, ১৮০৩। ২ বি কাঁশা; অন্তঃসারশূন্য। 'আমাদের লবা লবা কথা কওয়া উচিত নয়।' নজরুল, ১৯২৬।

লবালবি বি সোজা উপরের দিকে দলয়মান; বাড়ীভাবে অবস্থিত। 'একটি লবা ... উত্তরদিকে লবালবি হয়ে আছে।' কিতুতি, ১৯০৭।

লবা হস্তা ক্রি পোওয়া। 'আপন আপন সিতে লবা হইয়া পড়িল।' নজরুল, ১৯৩১।

লবাহাতা বি লবা হাতাত্মক। 'আমাদের পতিতমশাই একটা লবাহাতা আনকোরা নুতন হলেদে রঙের পোষি পরে।' যুক্তভাব, ১৯৫২।

লবোদার [স] ১ বি উঁচুওয়ালা। 'লবোদার, ১৭৪৩; 'সাধনকে ছাড়িয়ে লবোদার হয়ে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি লবা উদরবিশিষ্ট। 'লবোদার হর রঙত বৃদ্ধপার।' গিরিশ, ১৮৮৩।

লবোদার [স] বি লবী ক্রি ছল উদরবিশিষ্ট। 'লবোদার চীনায়া।' রবীন্দ্র,

১৮৮৪।

লম্বিত [স লম্ব] ১ বিণ লম্বা। 'আজানু লম্বিত তুঙ্গ সুনাদি গভীর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ অবনত। 'ফল ভারে বৃক্ষ সব লুপিত লম্বিত।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বিণ যুক্ত। 'বেণী বিরাজিত কুসুম রচিত লম্বিত মুকুতা হুড়া।' আলোড়ল, ১৬৮০। 'গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লম্বিমালা [স লম্ব] বি বৈষ্ণবের জপমালা। 'ছিড়িয়া তুলসীকন্তী লম্বিমালা যত।' ভারত, ১৭৬০।

লম্বা ক্রি লাভ করা। **লম্বিয়া** ক্রি লাভ করে। 'বিজয় লম্বিয়া রাজা যদি আইল পাটে।' আলোড়ল, ১৬৮০।

লম্বা [স] ১ বিণ লম্ব। 'শেষ রাত্রয়ে তস্তা হৈল বায়বন্তি লয়।' কুঞ্জদাস, ১৫৮০। ২ বি ধ্বংস। 'হেন লয় মায়ে এই পাপ ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ক্ষয়। 'খনরত্ন সিন্ধু গিরি লয় হইয়া যায়।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৪ বি লোপ। 'কিছু ঘটিবার প্রত্যাশা তাহার কখনো লয় পাইত না।' মানিক, ১৯৩৬।

লয়ক্রিয়া [স] বি প্রলয় কার্য। 'গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

লয়শ্রাঙ্গ [স] বি ধ্বংসশ্রাঙ্গ। 'ঐ মহৎ সভা সাধারণের অনুরাগ লয়হে একেবারে লয়শ্রাঙ্গ হইয়াছে।' প্রভাকর, ১৮৭৭।

লয়শ্রাঙ্গি [স] বি ধ্বংস সাধন। 'নাগরিক সভ্যতার লয়শ্রাঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাষ্ট্রের আবির্ভাব দেখিতে পাই।' গুণাজেন্দ, ১৯৪৩।

লয় [স] বি নৃত্য গীত বাদ্যের ভালের গতি। 'নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক রাগ ভাল মান লয়।' ভারত, ১৭৬০।

লয়-জ্ঞান [স] বি ভালের নির্দিষ্ট গতি সম্পর্কিত বোধ। 'বহন তৈরি গলা যেমনি লয়-জ্ঞান।' বিমল, ১৯৫৩।

লয়ভঙ্গ [স] বি ছন্দপতন। 'কাগজখণ্ড অসিদ্ধা, একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লয়ভ্রষ্ট [স] বিণ ভালসাম্যহ্যাত। 'রবিবাবুর সংগীত লয়ভ্রষ্ট হয় না।' ধর্মজি, ১৯৩১।

লয় ১ লগুদা

লয়-লক্ষর [স লক্ষর] বি কর্মচারী বা এই শ্রেণির লোকজন। 'জমক সেই, লয়-লক্ষর সেই।' কায়সার, ১৯৩৫।

লয়া [স লয়] ক্রি ধ্বংস করা। 'জলধি যেন উখলিছে দূরে লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব।' মাইকেল, ১৮৬১।

লয় বি দৌড়। 'ছোট বিবি লর পারে।' বিজয়, ১৬৫০।

লয়ক [স নরক] বি নরক। 'লয়কে যাবি তু - কুনো বাপ আটকাইতে পারবে না তুকে।' হাসান, ১৯৬৭। ২ নরক

লরাইনা [স লড়] ক্রি দৌড়ানো। 'লরাইরা লরাইরা কামড়ায় নানা মুখে।' বিজয়, ১৬৫০।

লরি, লরী [সি] বি ট্রাক; মালবাহী মোটরগাড়ি। 'একটা মোটর লরী ঘস ঘস আওয়াজ করিতেছে।' বিভূতি, ১৯৩১। 'একখানা লরি।' শিবরাম, ১৯৪০। 'সকল মোটর, বাস, লরি চলে।' আজাদ, ১৯৪৬।

লরিওয়ালা [সি] লরি+বি বালা। বি লরি চালার ঘে। 'ছা ছা ছা! লরিওয়ালায় কি কানা হয়ে লরি চালায় নাকি।' শিবরাম, ১৯৪০।

লরেল [সি] বি বৃক্ষবিশেষ। 'তোরে আজি হেরি চক্ষে, লরেল-পল্লব।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

লরী, লরী [স লরী] বি শরম। 'বাম হস্তে জোনি ঢাকী লরী তো পাইয়া।' মালধার, ১৫০০।

লর্ড [সি] বি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বংশগত উপাধিবিশেষ। 'লর্ডেরা তাহাদের সম্ভানদের কখন সামান্য লোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত বিবাহ দেয় না।' কুঞ্জাবিনী, ১৮৮৫। 'আমি পৈত্রিক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।' রোকেয়া, ১৯২২।

লর্দ [সি] লর্ডা বি লর্ড। 'লর্দ কর্ণেলিয়নের প্রতিমূর্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি।' দর্পণ, ১৮২২।

লর্বাট [স ললাট] বি ভাগ্য; কপাল। 'হুদএ গ্রীষ্মশ চিহ্ন লর্বাটে উজ্জগতি।' মালধার, ১৫০০।

ললনা [স] ১ বি নারী। 'ভ্রুক মদনের ধনু ধরিল ললনা।' কুঞ্জরাম, ১৭২০। ২ বি স্ত্রী। 'কবির ললনা আখবানি বৈকে চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ললপত বিণ দয়াপরবশ। 'নাহি সয় গায়ে মোর ললপত কথা।' গরীব, ১৭৬৫।

ললাট [স] ১ বি কপাল। 'চন্দন তিলকে শোভিত ললাট।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি অঙ্গ। 'ললাট লিখিত বন্দন না জ্ঞা।' বড়ু, ১৪৫০।

ললাটঅগ্নি [স] বিণ কপালে আতন আছে এমন। 'সে নৃত্যবেগে ললাটঅগ্নি প্রলয়শিখ।' নজরুল, ১৯৩০।

ললাটক লিখন - ভাগ্যলিপি। 'কলকাতার উড়িয়াবাসীদের মত শুধু বলভদ্র ললাটক লিখন।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

ললাটতল [সি] বি কপালের নিম্নদেশ। 'তুচি ললাটতলে যে শিশু-শলী খলে।' নজরুল, ১৯৩১।

ললাটদেশ [স] বি কপাল। 'গলগলীকৃত বস্ত্রে ললাটদেশে কম্পর্শ করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ললাটপট [স ললাটপট] বি ভাগ্য; অঙ্গ। 'তুমি কি হেতু আমার ললাটপটে নিষ্ঠুরতার বিন্যাস করিয়াছ?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

ললাটপট [স] বি কপালদেশ। 'শিশুর ললাটপটের ন্যায় তুমি নির্মল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ললাটভরা বিণ কপাল জুড়ে আছে এমন। 'ললাটভরা জয়ের টিকা।' নজরুল, ১৯২৪।

ললাট লিখন [সি] বি ভাগ্যলিপি; অঙ্গের লেখা। 'সেই যে হইব আসি যার যথ ফাসা ফুসি ব্যর্থ নহে ললাট লিখন।' সুলতান, ১৭০০।

ললাটলিপি [সি] বি ভাগ্যলিপি। 'তারি কাজ তোরা করেছিস পড়ে মড়ার ললাটলিপি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। 'না খাইয়া-পরিয়া মৃত্যুবরণই কি ভবে তাহাদের ললাটলিপি?' আজাদ, ১৯৪২।

ললাট-লেখা [সি] বি ভাগ্যের লিখন। 'ললাট-লেখা কে খণ্ডায়।' নজরুল, ১৯৩২।

ললাটিকা [স] ১ বি স্ত্রী ললাটের অংশকার। 'বলে নিল শিরোমতি কানের কনক ললাটিকা নিল সিঁধি গলার পদক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ। 'এসো শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ললাম [সি] বি অলঙ্কার। 'এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামল্লপে সৃষ্টি করেছেন।' মাইকেল, ১৮৬১।

ললিত [স] ১ বিণ মনোহর। 'ললিত আলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে।'

লগিতকলা

বড়, ১৪৫০। ২ বিধ মধুর ভাবপূর্ণ। 'গোএথি ... লগিত কবিতা ধারা
আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন।' অঙ্কুর, ১৮৪৮। ৩ বিধ
সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যগীতকূলশ: ধীরলগিত। 'নায়ক লগিত
কি শাস্ত্র' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি কোমলতা। 'মহাবীর্যবতী, ভূমি
বীরহেত্যাগা, বিশপরীত ভূমি লগিতে কঠোরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৫ বিধ
বিতণ্ড। 'গোকাংক ধরোহে আজ এ দেশের লগিত বিবেকে।' হাফয়দ,
১৯৬৬।

লগিতকলা [স] বি নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য রচনা প্রভৃতি চাক্ষুশিল্প।
'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই
লগিতকলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লগিতকলাবিদ [স] বি শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখ। 'শিল্পী, কবি,
সাহিত্যিক প্রভৃতি লগিতকলাবিদরা এখানেই বসে বসে ভাবের আদান
প্রদান করেন।' হাই, ১৯৫৮।

লগিতবাসী [স] বি মধুর বাক্য। 'নাগিনীয়া চারিদিকে ফেলিতেছে
বিবাক নিবাস/ শান্তির লগিতবাসী শোনায়ে বার্ষ পরিহাস।' রবীন্দ্র,
১৯২০।

লগিতমধুর [স] বি লগিত ও মধুর। 'লগিতমধুর কল্পনার জগতে
যে নিজেছে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছে ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

লগিতমাংসা [স] বি ক্রী শরীরের মাংস দৃঢ়তা হারিয়েছে এমন।
'যেহেতু অতি প্রাচীন পত্ত্যৌবনা লগিতমাংসা ... হইয়াছে।' তবানী,
১৮২৮।

লগিত লতা বি বাহুর লতা। 'বাহুতে বাহুতে জড়িত লগিত লতা।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩।

লগিত [স] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'লগিতরাগঃ' বড়, ১৪৫০।

লগিত [স] বি হৃদয়ের প্রকারবিশেষ। 'ব্রহ্মণ হৃদয়ে গিকে লগিত-কর:
পয়ার, ত্রিংশনী, চৌপদী, লগিত ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

লগিতা [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) রাবার সখী। 'জ্যোত মন্দিরে ধনী
লগিতারে কহে বাণী।' দ্বিজী, ১৬০০। ২ বি বাহিত্য: প্রিয়তমা।
'মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সজলিতা গুণো লগিতা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লগাট [স লগাট] বি কপাল: ভাণ্ড। 'ইহা তোর লগাটের লেখা।' রপরাগ,
১৭৫০।

লশকর [স] বি সৈন্যদল: নাবিক: নৌসেনা। 'আগে লোক, পিছে
লশকর।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

লট [স লট] বি ধন্যভিচারী। 'মেয়েটা লটী লয়, লটী' হাসান, ১৯৬০।

লস দ্র লগয়া

লসনী [সি] বি বোল-সহযোগে প্রস্তুত পানীয়। 'পাঞ্জাবীসের হাসয়া,
লসনী: আরও কত প্রদেশের কত অনন্দ্য অবদান।' মুক্ততবা,
১৯৫৮।

ল.স.ও. [লগিত সাধারণ গণিতক-এর শব্দসংক্ষেপ] বি মৌলিক
গণিতক। 'অত্যন্ত আটের যে ল.স.ও. বোঝা যায় সেটি ওজন-
জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়।' মুক্তি, ১৯৩১।

লসান বি কীটনাশকদ্রব্য। 'কহিল লসান টাঙ্গি।' মুক্তন, ১৬০০।

লঙ্কর [স লঙ্কর] ১ বি সৈন্য। 'নয় ভাই নয় খোড়া অনেক লঙ্কর।' মুক্তন,
১৬০০। ২ বি নৌসেনা। ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বি বাঙ্গালি
বহনাম-বিশেষ। সেবণি, ১৮৪০। ৪ বি জাহাজের খালসি।
'লঙ্করদের কাছে তার ব্যক্তিগত কড় জমকাল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

লঙ্ঘনী চাল বি ধীর-মহুর্ পড়ি। 'সাঁতার ফুলে মেঘ চলে আজ

লঙ্ঘনী চালে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

লস্য [স নস্য:] বি নাক দিয়ে শৌকার ভামাকে ঝুঁড়া। 'গুহে, লস্যের
ডিবিটা সেও তো।' উমেশ, ১৮৫৭।

লহনা [সি] বি খালনা ছাড়া অন্য পাওনা। 'সরকারের লহনা কিংবা
করদান দা রাখে।' মেয়োর, ১৭৮৭।

লহমা [সি] বি মুহূর্ত। 'এক লহমাও ছিন্ন থাকে না।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

লহর [স লহরী] বি তরঙ্গ। 'তোহে জনমি পুন তোহে সমাগত সাগর লহর
সমান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লহরমালা [স লহরীমালা] বি তরঙ্গরাশি। 'সাগর কূলে, বসিয়া
বিরলে, হেরিব লহরমালা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

লহরা [স লহরী:] ক্রি হটকট করা। লহরয় ক্রি হটকট করে। 'বিশ্বধরে
দখিলে যেহেন লহরয়।' আল্লাওল, ১৬৮০।

লহরি, লহরী [স] বি ডেউ। 'গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্বায় করে অলমল।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০: 'ভায়েহে পুন্য কথা অমৃত লহরি।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯: 'রসে সঙ্গে আমি কাকশী লহরী।' মাইকেল, ১৮৬১।

লহরিকা [স] বি ডেউ। 'কুড়িত লহরিকার শ্রেণী ভেসে যায় বৈকে
বৈকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

লহরীশীল [স] বি ডেউয়ের খেলা। 'চপল চঞ্চল লহরীশীলা
পাণ্ডিতের অবসান।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লহরীশোভা [স] বি ডেউখেলোনা শৌন্দর্য। 'আজ পর্যন্ত
চিকুরুচ্ছের লহরীশোভা ভুলিতে পারেন নাই।' মদাররক, ১৮৮৫।

লহ লহ [লহা] বি লঙ্কর। 'লহ লহ করে জৌক জেন করিক।' মুক্তন,
১৬০০।

লহ লহ করা ক্রি লঙ্কর করা। 'লহ লহ করে জুতা।' কৃষ্ণদাস,
১৭২০।

লহ [স লহ] বিণ অল্প। লহ লহ ক্রিণ্ড মুদ্র মুদ্র। 'লহ লহ হসি হসি
মুহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০: 'বদনক চাহুরি লহ লহ হাস।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০।

লহ [সি লোহিত] বি রক্ত। 'অল্প লহ বহ অল্প রক্তে না বুড়ি।' সুলতান,
১৭০০।

লহুখসানিয়া বিণ রক্ত বরায় এমন। মাদোএল, ১৭৪৩।

লহ খসানো ক্রি রক্তপাত করা। মাদোএল, ১৭৪৩।

লহ-খারা বি রক্তের ধারা। 'কাপড়ের প্রাণে ঘাড় লহ-খারা শোষে।' মাইকেল,
১৮৬৬।

লহমাখা বিণ রক্তাক্ত। 'হালিম লহমাখা দেহে বহ কটে পুলিণ
সাহেবের সামনে পৌছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

লহে অবা নহে। 'জেমত না হও ভণ্ড লহে মোর লাজ।' মালখদর,
১৫০০।

লা [সি law] বি আইন। 'ইংলিস লা ... ইসরেলী ভাষায় লিখিত বটে।' দর্পণ,
১৮৩১।

লা [সি নৌ] বি নৌকা। 'লা ডুবি হইল মুই তোমাকে কাঁধে করে সৈতরে
লিয়ে যাব।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

লাই [সেই] নেহ > লেহ বি অতিরিক্ত আদর: প্রকাশ। 'কাউকে বেশি লাই
দিতে নেই, সবাই চোখে দেখা যায়।' সুহৃদয়, ১৯১৮।

লাই পাওয়া ক্রি প্রায় পাওয়া। 'ঘরের চাকরবাকরতলৌ লাই

পেয়ে যায়।' জীবন, ১৯৩২।

লাইক' [আ লায়েক] *বিশ্ব* যোগ্য। 'কার্জ লাইক নহে।' তাঁতি, ১৭৯২।

লাইক' [হি] *বি* পছন্দ। 'অনেকে ... ভোজে যেতে লাইক করেন না।' *হুজাম*, ১৮৬১।

লাইট [হি] *বি* বাতি। 'ঐতিহাসিক সার্জ লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্ক সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে ইহবে।' *এসলাম*, ১৯১৬; 'ফুট লাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প ...।' *পল্লব*, ১৯১৭; 'ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান অনারাবেলের গড়াপড়ি ...।' *রোকেয়া*, ১৯২১; 'ইলেকট্রিক লাইট আছে।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

লাইট শোভি [হি] *বি* বৈদ্যুতিক বাতির ধাম। 'লাইট শোভি পাটকাটির মত মট মট করিয়া ডাঙ্গিয়া যাইতে থাকে।' *আজাদ*, ১৯৬৮।

লাইট-হাউস [হি] *বি* সমুদ্রে নাবিকদের পথনির্দেশের জন্য স্থাপিত বাড়ির। 'কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো ফুলে উঠল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'লাইটহাউস দেখায় আলো।' *শক্তি*, ১৯৬৫।

লাইটার [হি] *বি* আতন ধরানোর যন্ত্রবিশেষ। 'সিগারেট-লাইটারটা পকেট থেকে বের করলে ...।' *জীবন*, ১৯৩২।

লাইন [হি] ১ *বি* কবিতার চরণ। 'একটি লাইন লেখা হয়নি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* লিখিত বাক্যের সারি। 'লাইন বাঁকা করিয়া অস্থূলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ *বি* রেখা। 'তোমার জীবন তোমার কদমের লাইন ধরিয়া চলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৪ *বি* সারি। 'সিল্ক লাইন' নজরুল, ১৯২২। ৫ *বি* সারিবদ্ধ বাসস্থান। 'কুন্সী লাইনের সেই গোল ঢালা' *বিভূতি*, ১৯৩৭। ৬ *বি* ব্যবস্থা; উপায়। 'তাগো সব ঐ মুহুর্তে সেই মুহুর্তে চালান দেওয়ার লাইন আছে।' *শ্যামসুন্দরী*, ১৯৪৮। ৭ *বি* সুপরিষ্কার চলাচল নির্মিত পথ। 'লাইনের সবচেয়ে লম্বাখড় গাড়ি' *মুক্তত্ব*, ১৯৪৯। ৮ *বি* পেশা। 'নিজের লাইনেও করে খেতে পারত।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

লাইন কাটা ১ *বি* দাগ দেওয়া। 'দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* রেখাটানা। 'লাইনকাটা খাতায় সময়ে কতগুলি অক্ষর সংখ্যা সাজায়।' *গুরাণী*, ১৯৬৪।

লাইন-টানা ১ *বিশ্ব* কাগজের উপর রেখা ঐক্যে সারি করা হয়েছে এমন; রেখাঙ্কিত। 'একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো বাতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ *বি* ভাগ করা। 'লাইন টেনে দিয়ে মেয়েদেরকে আলাদা করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেই মূল কারণ ধরা পড়েনি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

লাইনসম্মান [হি] ১ *বি* ফুটবল খেলায় রেফারির সাহায্যকারী। 'লাইনসম্মানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।' *বিভূতি*, ১৯৩১। ২ *বি* রেফারির ভদ্রারককারী। 'কোথাও লাইনসম্মান গ্রাণপত্র সেলাচ্ছে কেনলি রাজা বাতি।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭০।

লাইনি *বিশ্ব* পশুভিগুয়ালা; অর্ধবিশিষ্ট। 'জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি নৈনিক কাগজ।' *মুক্তত্ব*, ১৯৫২।

লাইনিঙ [হি] *বি* আন্তর; ভিতরের আন্তর। 'পুন্ডিরে লাইনিঙের ভিতরে আঁটিঙ।' *মুক্তত্ব*, ১৯৪৯।

লাইফ [হি] *বি* জীবন। 'মাদ্রা আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটসিজম অফ লাইফ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

লাইফ ইনসিগুরেন্স, **লাইফ অসুরেন্স** [হি] *বি* জীবনবিমা। 'নুতন লাইফ অসুরেন্স সমাজ।' *দর্পণ*, ১৮৩৪; 'মাখন দশ হাজার টাকার

লাইফ ইনসিগুরেন্স করিয়াছে।' *মানিক*, ১৯৪০।

লাইফ ইনস্যুর করা *ক্রি* কারো জীবনের জন্যে বিমা করা। 'ও যে মণির নামে অনেক টাকা ইনস্যুর করেছিল, তার কী হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

লাইফবেস্ট [হি] *বি* পানিতে ভেসে থাকার জন্য ব্যবহৃত কটিবন্ধ। 'ওপর থেকে ছুড় দিয়েছে বয়া আর লাইফবেস্ট।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লাইফবোট [হি] *বি* সাগরে জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহৃত নৌকা। 'ক্যাণ্ডেন লাইফবোটগুলো নামাবার হুকুম দ্যান।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লাইফ মেম্বরশিপ [হি] *বি* জীবন সদস্যতা। 'লাইফ মেম্বরশিপ ছনো টাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

লাইবেল [হি] *বি* সম্মানহানি। 'তবে লম্বীর প্রতি লাইবেল করা ইহবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

লাইব্রেরি, **লাইব্রেরী** [হি] *বি* গ্রন্থাগার। 'নিউ ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি।' *অক্ষর*, ১৮৫৩; 'ফরচিণ্ড ও লাইব্রেরীর বই কিনতে বাবু ছুটি নিয়ে শহরে এসেছিলেন।' *হুজাম*, ১৮৬১।

লাইব্র [হি] *লাইব্রেরি* *বি* বইগুণ রখার ও পড়ার ঘর। 'হরকরার লাইব্রেরি উপরিছ কুঠীতে।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

লাইব্রি [হি] *লাইব্রেরি* *বি* *লাইব্রেরি*; গ্রন্থাগার। 'বড় অক্ষরে লিখিয়া, কাশেজের ধামে, অথবা লাইব্রিরি দরজায় লটকাওয়া দিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৭২।

লাইব্রেরিয়ান, **লাইব্রেরীয়ান** [হি] *বি* গ্রন্থাগারিক। 'বইয়ের সংখ্যা কত কেবল লাইব্রেরিয়ান জানেন।' *অবন*, ১৯২৫; 'ভাঁটাচোখো বেঁটেখাটো লাইব্রেরিয়ান বললেন।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

লাইমজুস [হি] *বি* লেবুর রস। 'না সেই লাইমজুস যেটা তোর মামি চুলে দ্যায়।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

লাইলাক [হি] *বি* ফুলবিশেষ। 'লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োসেট আমাদের নিকট নামমার।' *ধর্মত*, ১৯১৪; 'ব্রাহ্ম বিকশিত লাইলাক-বাসে।' *সুখীন্দ্র*, ১৯৩১।

লাইসেন্স [হি] ১ *বি* অনুমতিপত্র। 'যে লাইসেন্স ... কোন ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তির প্রাপ্ত হয় ...।' *দর্পণ*, ১৮২৩। ২ *বি* মোটরগাড়ি ইত্যাদি ক্রয়ের ও রাখার সরকারি বৈধতাপত্র। 'যে সকল মোটর, বাস, লরি চলে তচ্ছন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়।' *আজাদ*, ১৯৬৬।

লাইসেন্স টেক্স [হি] *বি* অনুমতিপত্রের জন্যে দেওয়া কর। 'লহোরের জল তুলতে মানা, লাইসেন্স টেক্স ... চাঁদা।' *হুজাম*, ১৮৬১।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত [হি] *বিশ্ব* সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত। 'লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখোলা চলে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

লাউ [স অলাব] ১ *বি* লাউ। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি ভাঙী।' *চর্চা* ১৭, ১২০০। ২ *বি* লাউয়ের খোলস। 'যৌবন গড়িলে তোর তনু হৈবে লাউ।' *বৃষ্টি*, ১৮৫০।

লাউকুমড়ো *বি* কুমড়া। 'পমকিন - লাউকুমড়ো।' *রাজ*, ১৮৭৪।

লাউচিড়ি *বি* লাউয়ের তরকারি-সংযোগে চিড়ি মাছের ব্যঞ্জন। 'ওহে শ্রুদনেরও লাউচিড়ি আর বৈদে শিও।' *বন্দনর্শন*, ১৮৭২।

লাউ-হেচিক *বি* লাউয়ের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'লাউ-হেচিক দিয়া ভাত খাইতে খাইতে ...।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

লাউডগা *বি* গাছে চলাফেরা করে এমন একজরকার সাপ। 'লাউডগা

লাউউটা

কাউশর কুয়ে বেতাহালা। জরত, ১৭৬০।

লাউউটা বি লাউগায়ের উটা। 'ভাওমালী লাউউটাতে/ ভয়েছে তার কাটা।' রহীন্দ্র, ১৯৪১।

লাউমাটা বি লাউয়ের লতা বিহিয়ে সেওয়ার মাটা। 'লাউমাটার কাছে পিরা সে দাঁড়ায়।' মনিক, ১৯৩৬।

লাউশাক বি লাউগায়ের ডগা, যা শাক হিসেবে খাওয়া হয়। 'চলেছে হাটে লাউশাক কিনতে।' রহীন্দ্র, ১৯২৯; 'এইকসের কুবি কবিতা ওলকপি, গোল আলু, লাউশাক, শরুনকদ বার সবছে খুশি লিখতে পাবেন।' শিবরাম, ১৯৫০।

লাউজি [১] বি জাহাজের আরামদায়ক বসার কামরা। 'বিবেচনা করুন খুন কেবিনে, ডেকে না, লাউজি না ...।' মুজতবা, ১৯৫২। ২ বি বিরাহস্থান। 'এইটে ওদের লাউজি ছিল না।' পাশা, ১৯৭১।

লাউজি সুট [১] বি পুরুষের যেটা মুটি আনুষ্ঠানিক পোশাক। 'একটা লাউজি সুটে একশো টাকার কাচাকাছি লাগবে।' রহীন্দ্র, ১৯০২।

লাউড শ্পিকার, লাউড স্পীকার [১] বি শব্দবর্ধক যন্ত্রবিশেষ। 'কর্তে লাউড শ্পিকার।' নরুল, ১৯৩১; 'রিনিভিং অংশের সামনে লাউডশ্পিকার বনানে হইয়াছে।' মনসুর, ১৯৪৫; 'লাউড স্পীকারের কল্যাণে তলপু বক্তৃতা।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

লাউনি বি এক ধরনের তক্তিমূলক গান। 'কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভরান ... কেউ-বা আবার লাউনি।' রমথ, ১৯০১।

লাউসেনি দাঁড়া বি লাউসেনের এলিলি কাহিনী। 'নকল সেবিএ দিব লাউসেনি দাঁড়া।' মনিকরাম, ১৭৮১।

লাএলাতুল-কদর [আ] বি (হেলমান) হমজান মাসের সাতশ তালিকের রাত। 'সুকাই রহিছে লাএলাতুল-কদর।' আশাওল, ১৬৮০।

লা-ওয়ারিশ [আ] লাওয়ারিশা বিগ মালিক নেই এমন। 'লা-ওয়ারিশ কুহুটা।' পাশা, ১৯৭১।

লাওয়ারেশ ক্রিবিগ উত্তরাধিকার না রেখে। 'শাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিরা ... দায়েদা মহাশর আসিয়া উপস্থিতি হইলেন।' রকিম, ১৮৭৪।

লাওয়ারেশা বি উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মারা গেছে এমন ব্যক্তি। 'সে লাওয়ারেশা সৌত করিয়াছে।' রকিম, ১৮৭৪।

লাং [১] প্রেমিক। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বিবাহিত নারীর পুরুষ-বন্ধু। 'তু মগী সোয়ামীর ছামেনে লাং লিরে এলি ...।' হাসান, ১৯৬৭।

লাংসে [১] বি ফুসফুস। 'লাংসের অবস্থা কিছুই বোকা যায় না।' ইমদাদুল, ১৯২০।

লাঁয়া [সি লখন] ক্রি লখন করা। 'লাঁয়াল ক্রি লখন করলো; পার হলো।' 'কত হনুমতে সাবর লালল কিছু ন শুনু তরাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লাক [সি লক্ষ] বিগ লাখ। 'সেবিয়াই নিকটে লাক লাক শকটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লাক পচানী কথা - বাহ্যিক কথা। 'এমন লাক পচানী কথা কহিলে আমরা ভো পারি না।' গৌর, ১৮২২।

লাকপতি [সি লক্ষপতি] বি লক্ষ টাকা বা সমান সম্পদের মালিক। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

লাক'ই লকা বি তাদা। 'কালগো, ১৭৮৯।

লাকুড়ি, লাকড়ী [১] বি তরুনা কাঠ; ছালানি কাঠ। 'মোরচা বাঙ্কিরা

লাকুড়ি আন এই কালে।' গরীব, ১৭৬৫; 'হরীতকী গাছ আশে লাকড়ীর জন্য কাটা হতো।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

লাকড়ীওলা [১] বি ছালানি কাঠ বিহেতা। 'গ্রামের লাকড়ীওলা।' মুজতবা, ১৯৪৯।

লাকি সেডেন [১] বি ছুয়া বেলাবিশেষ। 'লাকি সেডেন খেলবে না।' জীবন, ১৯৩২।

লাকশিক [সি] বিগ লক্ষণীয়। 'বেখারিক ভাবছেবি, অবজিন্না স্মৃতির উতাসে লাকশিক।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

লাক্ষা [সি] বি লাল রঙের বুননির্যাসবিশেষ। 'সোহা লাক্ষা সোন গব্য বিক্র-এ সখিব বহু ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লাক্ষা-কীট [সি] বি গাছের শাখায় পুঞ্জীভূত কীটবিশেষ। 'লাক্ষা-কীট পুখিবার জন্য।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

লাক্ষারস [সি] বি আলতা। 'লাক্ষারসে পা দুখানি চিহ্নিলা হরখে।' মাইকেল, ১৮৬১।

লাখ [সি লক্ষ] ১ বিগ লক্ষ। 'সেবি লাঞ্জে পেলা চান্দ দুই লাখ ঘোজেন।' বড়, ১৪৫০। ২ বিগ অবস্থা। 'ভঙা পাড়ির গারে শুখ শালিখ লাখে লাখে।' রহীন্দ্র, ১৯০০।

লাখপতি বি লক্ষ টাকার মালিক। 'জামেন্দ্রমোহন, ১৯৩৭; 'কোন লাখপতি বোধ হয় এমন উন্মাদনার পায় পায় না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯; 'তিনিই শেষ পর্যন্ত লাখপতি হইয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

লাখেব বিগ এক লাখ (মুদ্রা)। 'মাখাত ওলাল মুদ্রা/ তোর নহে সে লাখেব মূল্য।' বড়, ১৪৫০।

লাখেরাজ [আ লাখিরাজ] বি মুসলমানদের রাজবন্দুজমি। 'সেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহেয়াল ও আরমা ও লাখেরাজ।' ওয়া, ১৭৮২।

লাখেরাজ [আ লাখিরাজ] বি রাজবন্দুজমি। 'রত্ননাথপুরের লাখেরাজ জমি।' দর্পণ, ১৮৩৩।

লাখেরাজলার [আ লাখিরাজ+ফা লা] বি রাজবন্দুজমির মালিক। 'লাখেরাজদেরো নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বহুঘরদায় মোকদ্দমা না করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৪০।

লাখ' [সি লক্ষ] বিগ উলল। 'নিধিগ কল্পে কাপালি জোই লাখ।' চর্যা ১০, ১২০০।

লাখ' [সি লক্ষ] ১ বি সখ। 'হারালিলা কাকের লাখ।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সন্ধান। 'লাগ পায়িলে তাক খুলিহ কাকু ককী।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি নাশাল। 'হাথ বাদায়িলে কি চান্দের লাগ পাই।' বড়, ১৪৫০। ৪ সখী। 'আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লাখডাল বি নাশাল পাওয়া যায় এমন ডাল। 'আগডাল হইতে লাগডালে যায়।' রসীম, ১৯৬০।

লাখসই বিগ লুতসই। 'সেই নলের মুখে লাখসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাড়ি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭; 'লুতখানা আমার পায়েও বেশ লাখসই।' রসীম, ১৯৬০।

লাগত করা ক্রি চুক্তিতে আবদ্ধ করা। 'জমিতলো একটু ভালো লোক দেখে লাগত করে গাও।' কয়রাস, ১৯৬৫।

লাগা' [সি লাগ] ১ ক্রি পৌঁছানো। 'গালা তরবর মৌলিগ রে গণভাগ লাগেগি ডালী।' চর্যা ২৮, ১২০০। ২ ক্রি প্রয়োজন হওয়া। 'কাল পাইর কীর লাগে বড় কাজে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি উপলব্ধ হওয়া। 'মোর কাক তোহাতে লাগে।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি প্রবৃত্ত হওয়া। 'কাহ মাহাদানী লাগিল বাদে।' বড়, ১৪৫০। ৫ ক্রি পড়া। 'ঝেরি

হত্যা লাগিল এ রূপ যৌবন।' বড়, ১৪৫০। ৬ ক্রি আঘাত করা। 'তোকার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।' বড়, ১৪৫০। ৭ ক্রি শুরু করা। 'বুলিতে লাগিলী বাড়ায় চিত্তের হরিষে।' বড়, ১৪৫০। ৮ ক্রি অনুভূত হওয়া। 'দস্তের কম্প সেবি লাগে ভয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৯ ক্রি থাকা। 'বিবিধ বিলাপ সব করিতে লাগিলা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ১০ ক্রি বাধা। 'দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ১১ ক্রি সরবরাহ করা; ব্যবস্থা করা। 'স্বখ্যায়া হবেক আনিয়া, সেবক লাগায় ভোগ বিগ্ণ করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ১২ ক্রি খরচ হওয়া। 'আমার লাগক কড়ি তোর হউক যশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১৩ ক্রি স্পর্শ করা। 'মুখ মেলে জেন দরী/ নখর আকৃতি ছুরি/ গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১৪ ক্রি বন্ধ হওয়া। 'শরীর নগরে তান লাগিল ফটক।' বাহরাম, ১৬৫০। ১৫ ক্রি লেগা। 'শীতল চন্দন অঙ্গে বিলোপন/ হৃদে লাগাওসি আগে।' বাহরাম, ১৬৫০। ১৬ ক্রি আঘাত করা। 'রেণু-এক পূন-অঙ্গে যদি সে লাগএ।' বাহরাম, ১৬৫০। ১৭ ক্রি ঘনীভূত হওয়া। 'আঁখার লাগা।' মানোএল, ১৭৪৩। ১৮ ক্রি সম্পর্কিত আসা। 'রইদ লাগা।' মানোএল, ১৭৪৩। ১৯ ক্রি সেওয়া। 'ধরেই দেখাই লাগে এই নিবেদন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২০ ক্রি আরম্ভ হওয়া। 'হাট লাগিল বুধি।' কেরি, ১৮০২। ২১ ক্রি থাকা। 'একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২২ ক্রি ব্যত হয়ে পড়া। 'অকাল শ্রীলোকদিগকে পতিমাহাত্ম্য পড়িভূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২৩ ক্রি ব্যয় হওয়া। 'পূজাবিকে ভাঙার যত সময় লাগিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২৪ ক্রি ব্যাধ অনুভব করা। 'পরহে গোলে লাগে, ছিড়তে গেলে বাজি।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ২৫ ক্রি মুক্ত হওয়া। 'তোমার ফুলে যে রক্ত ফুলের মতো লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২৬ ক্রি স্মরণ থাকা। 'এই কথাটি রইবে লেগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২৭ ক্রি ভিড়া। 'ভরী লেগেছে কি ফের গাটে।' বৃন্দা, ১৯৩৩। লাগএ ১ ক্রি লাগে। 'সেবিতে লাগএ সাদ কার হইল কার্য বাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি আঘাত করে। 'রেণু-এক পূন-অঙ্গে যদি সে লাগএ।' বাহরাম, ১৬৫০। লাগাইছে ক্রি লাগালে। 'ছরপাট করি নাট লাগাইল আসি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। লাগাওসি ক্রি লাগিয়ে দাও। 'শীতল চন্দন অঙ্গে বিলোপন/ হৃদে লাগাওসি আগে।' বাহরাম, ১৬৫০। লাগিআছে ক্রি লেগেছে। 'সেই ছায়া লাগিআছে আকাশ উপর।' আলগোল, ১৬৮০। লাগিছে ক্রি লাগছে। 'বিভিন্ন লাগিছে ঠামে ঠাম।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লাগিল ১ ক্রি প্রবৃত্ত হলে। 'কারু মহাদানী লাগিল বাদে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি লাগালে। 'বৈরি হতা লাগিল এ রূপ যৌবন।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি ধরলে। 'তোকার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি বন্ধ হলে। 'শরীর নগরে তান লাগিল ফটক।' বাহরাম, ১৬৫০। লাগিলা ক্রি থাকলো। 'বিবিধ বিলাপ সব করিতে লাগিলা।' বৃন্দা, ১৫৮০। লাগিলী ক্রি লাগিলে। 'বুলিতে লাগিলী বাড়ায় চিত্তের হরিষে।' বড়, ১৪৫০। লাগিলী ক্রি শুরু করলে। 'সমুখে কোরান লেয়া পড়িতে লাগিলু।' সুলতান, ১৭০০। লাগিলেক ক্রি লাগালে। 'হানে হানে লাগিলেক কাছন রতন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লাগিলেস্ত ক্রি শুরু করলে। 'অধিকিতে লাগিলেক অতি দীপ্তিমান জাতিশ্রাবণ, ১৭০০। লাগি লাগক। 'তোর দুই তনে লাভ রসের হিলাল।' বড়, ১৪৫০। লাগত ক্রি খরচ হোক। 'আমার লাগক কড়ি তোর হউক যশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। লাগু ক্রি লেগে রয়েছে। 'ভিতল বসন তনু লাগু।' বিন্যাসিত, ১৪৬০। লাগে ১ ক্রি মনে হয়। 'অদৃষ্ট লাগে তোর সুখীয়া বদন।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি প্রয়োজন হয়। 'কাল গাইর কীর লাগে বড় কাজে।' বড়, ১৪৫০। ৩ ক্রি স্পর্শ করে; ছোঁয়। 'মোর

কাজ তোমাকে লাগে।' বড়, ১৪৫০। ৪ ক্রি শুরু করে। 'করুণা করিয়া নাগ কাদিবার লাগে।' বিজয়, ১৬৫০। ৫ ক্রি দিই। 'ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন।' মানিকরাম, ১৭৮১। লাগিলি ক্রি লাগলো। 'গাথা ভরবর মৌলি রে গণপত লাগিলি ডালী।' চর্য ২৮, ১২০০। লাগ্যাছে ক্রি লেগেছে। 'মুখ মেলে জেন দরী/ নখর আকৃতি ছুরি/ গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লেগে থাকা ১ ক্রি জড়িয়ে থাকা। 'চোখে শুধু সুখের স্বপন লেগে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি ব্যতিব্যত থাকা। 'অন্য-সময় ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ ক্রি মুক্ত থাকা। 'তোমার এখানেই আমি লেগে রইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লেগে রহা ক্রি মুক্ত হয়ে থাকা। 'তখনই সে অমরুত লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লাগা। [স লগ্‌] বি জামিন। 'সত্য কৈল পাণী একজন লাগা দিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

লাগাইত [আ লাগায়াত] ক্রিবিগ্ন পর্যন্ত। 'কোন লাগাইত।' মানোএল, ১৭৪৩।

লাগাএদ অব্য নাগাদ। '১০ কাস্তিক লাগাএদ ...।' দর্পণ, ১৮২২।

লাগাং ক্রিবিগ্ন পর্যন্ত; নাগাদ। 'শেষ লাগাং আখিম সর্দার আইসা না পড়লে ...।' মনসুর, ১৯৫৫।

লাগাদ অব্য পর্যন্ত। 'তৃতীয় দিবস লাগাদ।' দর্পণ, ১৮১৯।

লাগায়গ অব্য নাগাদ। ডানকান, ১৭৮৪।

লাগাও [স লগ্‌] বিগ্ন সলয়। 'ভবানী, ১৮২৩; 'সে ঘরটি বন্ধ বাবু'র বৈঠকদানার লাগাও ছিল।' হত্যার, ১৮৬১।

লাগাও ঘর বি মূল্যযের সঙ্গে লাগানো ঘর। 'জায়গা হলো বাড়ির ভিতরের ছাদে লাগাও ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

লাগাও হওয়া ক্রি লেগে থাকা। 'গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একট গর্ত'র মতো করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লাগাড় [স লগ্‌] বিগ্ন নিকটবর্তী; লাগোয়া। 'চর যে-গায়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, সেই গায়ের মালিক পাবে।' তারা, ১৯৪০।

লাগাতার [হি লগাতার] ক্রিবিগ্ন একটানা। 'লাগাতার দশ দিন থেকেও মেহমানদি ফিরে যাওয়ার কোন ভাইই দেখায় না।' মাইথো, ১৯৪৯।

লাগানি [স লগ্‌] বি কারো অনুপস্থিতিতে তার নামে অভিযোগ করা। 'রাজার ঠাকুরি ঘাই বহ লাগানি করিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লাগানো [স লগ্‌] ১ ক্রি নিযুক্ত করা। 'চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে বিধবে চাই লাগানোতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ ক্রি যোগ করা। 'ফাঁকতালে দুট শুন্য লাগিয়েছিলাম।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ ক্রি কারও বিরুদ্ধে গোপনে কিছু বলা। 'মাস্টারমশায় বুধি তোর মার নামে তোরা কারে লাগাইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ ক্রি সংযুক্ত করা। 'জামায় বোতাম লাগাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

লাগাম [কা] ১ বি ঘোড়ার বন্ধ। 'হীরার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার। সুলতান, ১৭০০। ২ ক্রি যোড়া সাজা। 'সেলিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে বহে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯৯২। ৩ ক্রি বন্ধন। 'এই অংহ আপনার রাগঘেরের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখাধেরের সর্কণী পথেই চালাতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ ক্রি নিয়মে বেঁধে। 'আঠেপুটে লাগাম দিয়ে জুতে দিলে আমাকে

লাগাম-পরা

আগিসের কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

লাগাম-পরা কিন পরাখীন। 'হুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লাগাল [বা নাগাল] বি নাগাল। 'লাগাল পাইয়া দুই জনে ও তরোয়াল খসিয়া।' মনোএল, ১৭৪৩।

লাগালাগি [স লাগ] ১ বি নিকটবর্তী। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি একের সম্বন্ধে অন্যের কাছে নেতিবাচক কথা বলার কাজ। 'ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি?' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বি গোপন লালিশ। 'ভায়র বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লাগি, লাগী [স লাগ] ১ ক্রিবিণ শব্দে। 'গম্ব টাকলি লাগি রে চিভা পইঠ নিবাপা।' চর্যা ১৬, ১২০০। ২ ক্রিবিণ জন্মে। 'তোকে লাগি ভেল আজি শন দশ দিশে।' বড়ু, ১৪৫০; 'এবে মো তোমাক লাগী ভেলোঁ মাহাদানী।' বড়ু, ১৪৫০; 'নাম লাগি করিলেক এত কষ্ট কাম।' আলোতল, ১৬৮০।

লাগিয়া, লাগিয়া [স লাগ] ক্রিবিণ করসে; জন্ম। 'নেহত লাগিআ শত লগাম উশেখী।' বড়ু, ১৪৫০; 'তোমার লাগিয়া বহু দানী।' বড়ু, ১৭৭১।

লাগেজ [বি] বি যাত্রীর মালাঞ্জ। 'Gepeak অর্থ বা প্যাক করা বায়, অর্থ লাগেজ।' মুক্তভরা, ১৯৫২।

লাগৌরা [স লাগ] বিণ সন্দেশ। 'রাঙ্গাবাড়ির লাগোয়া ছোট ঘরখানাতে বসে কেবল বাটনা বেটেই চলেছে।' বিমল, ১৯৫৩।

লাগ্যা [স লাগ] ক্রিবিণ জন্ম। 'কেন ধনি কুম তুমি তোমা লাগ্যা দানী আমি।' বড়ু, ১৫৭০।

লাঘড়া বাঘ বি নেকড়ে বাঘ। ওসী, ১৭৮৫।

লাঘব [সা] ১ বি হানি। 'আপনি হানি রে কুলক লাঘব।' বিদ্যাগড়ি, ১৪৬০। ২ বি শীড়ন। 'বিনা অপরাধে মোরে লাঘব করিয়া।' আলোতল, ১৬৮০। ৩ বি ক্ষাসে। 'নিদ্র মোহোর হাতে হইবা লাঘব।' সুলভা, ১৭০০। ৪ বি হ্রাস। 'গ্রহ ছাপানোর ব্যয়ের অত্যন্ত লাঘব হইবে।' দর্পণ, ১৮৩০; 'গালি মেয়ে নাহি হয় মানের লাঘব।' ওষ, ১৮৫৮। ৫ বিণ কম। 'বে একার বেতন দিয়া অশ্রয়ন করিতে হইত তদনেকা অনেক লাঘব হইতে পারে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

লাঘবজনক [সা] বিণ হীনমত্যতা সূতিকারী। 'পরানীঘতা যে যশাসাদরক ও লাঘবজনক ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

লাঘবত [সা] ক্রিবিণ কম করার জন্ম। 'লাঘবত এক কালে আপনাদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্ধ কর স্থাপন বিষয়ে যীকৃত হইবেন।' দর্পণ, ১৮৪০।

লাঘবতা [সা] ১ বি ক্ষিপ্ততা। 'বৈকুণ্ঠদ্বী আপন বড় লাঘবতায় দেখিলেক।' ভারতী, ১৮০৩। ২ বি অপৌরব। 'জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫।

লাঙল, লাঙল [স লাঙ্গল] বি জমি চাষ করার বস্ত্রবিশেষ। 'লাঙ্গলের ইস জেন দন্ড সারি সারি।' মালধর, ১৫০০; 'আমার একগাছা লাঙল আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

লাঙলজোতা বিণ লাঙলের সাথে যুক্ত। 'তারা লাঙলজোতা যত দুটির কাছে কিরে কিরে আসে।' হাসান, ১৯৬৭।

লাঙল ঠেলা কি হালাচল করা। 'আমি এই আট বছর বরসে লাঙল

ঠেলাতে পারব?' শওকত, ১৯৫৮।

লাঙল-দেয়া বিণ চাষ করা হয়েছে এমন। 'সরলচিত্তে লাঙল-দেয়া মাঠে সে এপ্রাণ করে।' ওলালী, ১৯৬৪।

লাঙল [বি] বি ফুনফুন। 'লাঙল আমাদের দুজনদেরই ভাল আছে।' জীবন, ১৯৩২।

লাঙুল [স লাঙুল] বি লেজ। 'সকলের উপরে একটি টেল কোট (লাঙুল-কোট)।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

লাঙ্ক [স লাঙ্কা] বি লাঙ্কা দেশ। 'নিয়ত্বি বোহি মা জাহ রে লাঙ্ক।' চর্যা ৩২, ১২০০।

লাঙ্কশেষ [স নায়াশেষ] বি নয়া গণেশ। 'লাঙ্কশেষ সেবি চোরা ভগবতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লাষ্ট [স নয়া] বি নয়া। 'জলেত গাখিলী লাষ্ট হইয়া।' বড়ু, ১৪৫০।

লাষ্টা [স নয়া] বিণ নয়া। 'সবে দানাবটা খাইল লাষ্টা মুতিয়া জরিল কুতে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লাশিনি [স নয়া] বিণ দ্বীতী। মনোএল, ১৭৪৩।

লাশা [স নয়া] ১ বিণ উলস। 'সহজ নিদানু কাক্সিা লাশা।' চর্যা ৩৬, ১২০০। ২ বিণ উলুক; খোলা। 'লাশা শমশের হাতে নিয়া ...।' ছোলতল, ১৬২৩।

লাশিশির [স নয়াশির] বি ঝালি মাথা। 'কাকেরের ঘেরা তলে লাশিশিরে হাই।' গরীব, ১৭৬৫।

লাসী বি বিশেষ ধরনের কাপড়ে তৈরি। 'সর্বসাধারণের লাসী উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার।' দর্পণ, ১৮৩০।

লাসুড় [স লাঙ্গু] বি লেজ। 'অন্তরীক্শ লক দেয় আছড়ে লাঙ্গুড়।' মনিকরাম, ১৭৮১।

লাসুল [সা] বি লেজ। 'লাসুল পোঁসে গিঞ্জিয়া অমনি কমনে ছুটিয়া পলায় ...।' মৃহাজয়, ১৮১০।

লাসুলি [স লাঙ্গুল] বি লেজবিশিষ্ট জন্তু; বানর। ওসী, ১৭৮৫।

লাচ [স লাচ্য] বি নাচ। 'লাচ করা কি নাচ।' 'দুই বিটোতে শলা দিবে আজ বিবির লাচ করবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

লাচন বি নৃত্য; নাচন। 'আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি।' নজরুল, ১৯৩৩।

লাচা [স লাচ্য] কি নাচ করা। 'হাস্য লোচা দুটি ভাই ঘন সেই পথে।' মনিকরাম, ১৭৮১।

লাচাড়ি, লাচারি [স নৃত্য] বি পয়ার ছন্দ। 'তপস্যাগ্রন্থে লাচাড়ি গাব গীত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'হিকিয়ারি ছন্দে পয়ার মধ্যে লাচারি।' বিজয়, ১৬৫০।

লাচার [আ লা+লা চারড] বিণ নিরুপায়। 'লাচারে চলিল নবী নামাজ বাড়ের।' গরীব, ১৭৬৫।

লাচারি [আ লা+লা চারড] বি সহায়বীনতা। 'এ শন বড় লাচারিতে পড়িয়াছি।' কেরি, ১৮০২।

লাচারি'হ লাচার

লাছা কি স্থাপন করা। 'লাছিল কি রাখিলো।' 'পায় লাছিল সারি সারি।' বিজয়, ১৬৫০।

লাজ [স লাঙ্কা] বি লঙ্কা। 'তোর বাপ মাএ লাজ নাহি ডাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

লাজ খাওয়া কি লজ্জা ভোলা। 'পথে তার দেখা পেয়ে, আপনার লাজ খেয়ে ...'। মদনমোহন, ১৮৩৪।

লাজদুটি [স লজ্জাদুটি] বি লজ্জায়ুক্ত চাহনি। 'চোখে চোখে লাজদুটি' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লাজ ধরা কি লজ্জা ধারণ করে। 'দেখিয়া চমকি মনে লাজধরি' ডাবানী, ১৮২৭।

লাজবিয়া ক্রিবিণ লজ্জা পেয়ে। 'নাসিকা দেখিয়া, নিজ লাজবিয়া, তিলপুষ্প গেল'। ডাবানী, ১৮২৫।

লাজনন্দ্র [স লজ্জানন্দ্র] বিণ লজ্জায় অবনত। 'জান্নাতী ফেরেশতা সেও লাজনন্দ্র দেখিয়া তোমারে।' ফররুখ, ১৯৪৬; 'হাতে চুড়ির রিনিটিনি, লাজনন্দ্র মুখখানি, প্রতি অঙ্গের সোচ্চার পূর্ণতাই তার সৌন্দর্য'। আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

লাজনন্দ্রতা [স লজ্জানন্দ্রতা] বি লজ্জায় নতমুখী অবস্থা। 'কষ্ট যে আমার লাজনন্দ্রতার রুদ্ধপ্রায়।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

লাজবোধ [স লজ্জাবোধ] বি লজ্জার বোধন। 'লাজবোধ কে ভঙিল' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

লাজবাসা বি লজ্জাবোধ। 'এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বসতে বোঝাত ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লাজবীজ খাওয়া কি অত্যন্ত নির্লজ্জ হওয়া। 'তবু কহি লাজবীজ খাইঞা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লাজময়ী [স লজ্জাময়ী] বি ক্রী লাজুক। 'জ্ঞাতের যত লাজময়ী ফের মোর আঁখির সকাশ?' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

লাজমান [স লজ্জামান] বি লজ্জা ও মানসমানবোধ। 'লাজমান মজুন সুরু হারাইল'। বাহরাম, ১৬৫০।

লাজমুক্ত [স লজ্জামুক্ত] বিণ লজ্জা নেই এমন। 'লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি ন্যা এগো'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

লাজরক্ত [স লজ্জারক্ত] বিণ লজ্জায় লাল হয়ে আছে এমন। 'এসো গো হৃদয়ে এসো, ফুরিয়ে যেখানো লাজরক্ত লালসার রাজা শতদল'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'লাজ রক্ত হয় কন্যা সেখে যার মুখের আদল'। ফররুখ, ১৯৬৩।

লাজলজ্জা বি সমূহ লজ্জা। 'আমার হইল না লাজলজ্জা'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

লাজ লাগা কি লজ্জা পাওয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

লাজলেশ বি লজ্জার অবশেষ। 'এইটুকু লাজলেশ আপনারে আখ্যানি ঢাকিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লাজশীলা [স লজ্জাশীলা] বিণ ক্রী লাজুক। 'লাজশীলা শীলাবতী-চুচক-চুচিক'। দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

লাজ-শোণিমা বিণ লজ্জায় লাল। 'শিথিল বসনার ফুল কপালে লাজ-শোণিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িঘের মতো ...'। নজরুল, ১৯২২।

লাজ হরা কি লজ্জা হরণ করা। 'মা-বোনের হরেছে লাজ'। নজরুল, ১৯২৪।

লাজহাসি [স লজ্জা-হাস্য] বি লাজুক হাসি। 'অধরে লাজহাসি সজিবে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

লাজহীনা [স লজ্জাহীনা] বিণ ক্রী লজ্জা নেই এমন। 'আসুক বিমল উষা মানবভবনে, লাজহীনা পথিত্রা - শুভ বিবসনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

লাজ^১ [স] বি বই। 'বন্দীরা রোহিণী সোম লাজহোনি কৈলা হোম'। মুকুন্দ, ১৬০০।

লাজাঞ্জলি [স] বি খইয়ের অঞ্জলি। 'দোহাকার মাথে ফুলদল-সাতে বরষি লাজাঞ্জলি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লা-জওয়াব [আ] বিণ নির্বাক। 'এমন বেদনর লা-জওয়াব যার ক্রী'। মনসুর, ১৯৫৫।

লাজা [স লজ্জা] বি লজ্জিত হওয়া। লাজাই কি লজ্জা পাই। 'কইয়ে লাজাই রাখা তোকোর যত কাজ'। বড়ু, ১৪৫০। লাজে কি লজ্জ হয়। 'সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

লাজানো কি লজ্জা দেওয়া বা পাওয়ানো। 'কাছে কেন লাজে লাজানো'। রবীন্দ্র, ১৯২৬।

লাজুক [স লজ্জা] বিণ লজ্জাশীল। ওর্সা, ১৭৮৫; 'এদের বংশট ভেমন বেশি লাজুক নয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লাজুকতা বি লজ্জাশীলতা। 'লাজুক প্রকৃতির মানুষে যে-লাজুকতা ওয়াশী'। ১৯৬৮।

লাজুকী [স লজ্জা] বি লজ্জাশীলতা। ওর্সা, ১৭৮৫।

লাজেম [আ] বি অবশম্ভাবী। 'লাজেম হইল খুল আরবের লোকে'। গব্বি ১৭৬৫।

লাজেমী বিণ আবশ্যক। 'কিছু করণীয় লাজেমী বা বাধ্যতামূলক শব্দকত, ১৯৪৬।

লাজ [হি] বি দুরূহের স্বাবার। 'দেড়টার সময় আমাদের লাফ খাওয়া সমাপন'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

লাজুন [স] ১ বি কলঙ্ক। 'কাল লাজুন কোলে ধরে শশধরে'। বড়ু ১৪৫০। ২ বি চিহ্ন। 'বাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাজুনখচিত উজ্জ্বল বেশে'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

লাজুন [স] ১ বি অপমান। 'যুবকে পাইল যদি অনেক লাজুন বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি ভসেনা। 'এমত লাজুন করিলেক তে উৎপাতের আদান করিতেছে'। তারিখী, ১৮০৩।

লাজুনাবিজ্ঞ [স] বিণ লাজিত। 'আমরা দেখতে পাই দুঃখদ লাজুনাবিজ্ঞ পতিশ্রমে ক্রমবিকাশ'। আইয়ুব, ১৯৭৩।

লাজিত [স] ১ বি লাজিত। 'হেনমতে চামর লাজিত'। আলাওল ১৬৮০। ২ বিণ প্রত্যাপ্যত। 'লাজিত ভ্রমর যথা বারবার ফিরে মুদ্রিত পুষ্পের কাছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ অপমানিত। 'যার যার আছে তার তাই থাক, আমি থাকি চিরলাজিত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বিণ ভিন্নবৃত্ত। 'জীবর কাছে লাজিত এবং মহাজনের কাছে খুঁই হয়েছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৪।

লাজিতা [স] বি ক্রী নির্বাহিতা যে। 'আমরা তনেছি লাজিতার তে পর্যবীলাপ'। নজরুল, ১৯৩০।

লাজিত^২ [স] বি জিরক্লার একটি অবস্থা। 'খৌত বিঘটিত লাজিত'। রবীন্দ্র এই চার অবস্থা হল চিরের'। অবন, ১৯২৫।

লাট^১ বি ঘট। 'কুটিল কটাক্ষ লাট পড়ি গেল'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লাট খাওয়া কি পাক খাওয়া। 'আমাদের মন বিলেতি ভাকে আকাশে ঘুড়ির মত বানিকটা উঠে লাট খাচ্ছে'। প্রমথ, ১৯২০।

লাট হওয়া বি ক্ষতর হওয়া। 'অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীও ঠিক এ রকম কারণেই লাট হয়ে যায়'। জীবন, ১৯৩২।

লাটের গুরু বি প্রধান হোতা। 'লাটের গুরু হয় লাগচ মহাশয়

পালন, ১৮৯০।

লাটি [লাট] বি নাটক; শীলাবিলাস। 'দিবা নিশি কত দেখাতি লাট।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

লাট [হি লট] ১ বি গুচ্ছ; বোঝা। *কালগে*, ১৭৯৬। ২ বি লট। 'শ্রুতি লাট পাট শিন্দুক হইবেক।' *কালগে*, ১৮০১। ৩ বি শাওনাদারের অর্ধ পরিণামের প্রতিক্রিয়া। 'অনেক লাট ফেরাকিরি হইল।' *ভবানী*, ১৮২৫। ৪ বি রাজস্ব। 'লাটের দিন বাজনা হয় না আর।' *গুণ*, ১৮৫৮। ৫ বি নিলাম। 'জমিদারি লাটে তুলিবামাত্র সকল গোল মিটিয়া যায়।' *সুলভ*, ১৮৭৩।

লাটচোর বি বড়ো চোর। 'গুজরের অনিদা, গাঙ্গাররাজরূপ গন্ধহতীর পিভজুর, লাটচোরের উপর বাটপাড়।' *রমধ*, ১৯৩০।

লাটবন্দি, **লাটবন্দী** [হি লট+ফা বন্দি] ১ বিণ বোঝাই; পূর্ণ বোঝাই। 'লাটবন্দী।' *কালগে*, ১৮০০; 'লাটবন্দি।' *বিদ্যা*, ১৮৯১। ২ বিণ বাকি রাজনার দায়ের নিলামে বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত। 'জমিদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে শীলাম হইয়া যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

লাটহায় বিণ লাটসমূহ। 'তাহারদিশের খরিদা লাট কিংবা লাটহায় পুনরায় নিলামে বিক্রি হইবেক।' *ক্যালগে*, ১৮০১।

লাট [হি লর্ড] বি (ব্রিটিশ শাসনামলে) প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা; গভর্নর। 'লাট সাহেবে কি শীলের ভাগ নিতি পারে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০; 'আজকাল আমার পত্র-ব্যবহার স্বয়ং লাট বাহাদুরের সঙ্গে হয়।' *রোকেয়া*, ১৯২৭।

লাটগিরি বি লাটের দায়িত্ব পালন। 'এক-এক করে ডিন-চারটি বছর লাটগিরি করলেন।' *মনসুর*, ১৯৪৩।

লাট-সরকার বি রাজসভা। 'তোমরা সকলে লাট-সরকারে দ্রুতচে চাছে।' *রমধ*, ১৯১৯।

লাটবেলাটি বি সাহেবসুলভ ব্যক্তি কেউকেটা। 'সেখ ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে।' *গুণাশী*, ১৯৪৮; 'হয়তো কোন লাটবেলাটি এখন।' *মনোজ*, ১৯৬১।

লাটমেজাজী বিণ লাটসাহেবের মতো মেজাজবিশিষ্ট; কড়ামেজাজী। 'আমরা হব লাটমেজাজী তোমরা হবে কিশটে।' *সুখানার*, ১৯২০।

লাটসাহেব ১ বি গভর্নর। 'অনেকি যে লাটসাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন।' *মাইকেল*, ১৮৬০। ২ বি হর্ত্যাকার; বিধাতারূপ। 'তোমার দেওরটিই কোন লাটসাহেবে মেজবৌ?' *শব্দ*, ১৯১৬।

লাট পাট [ফন্যা] বি ছটকট। 'জলের হিফ্রোলে দুহে করে লাট পাট।' *রায়হ*, ১৭১০।

লাটরি, **লাটরী** [হি] বি লটারি। 'মোকাম কলিকাতার ২৭ বায়ের লটারি যে হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'কলিকাতার ২৬ লাটরী।' *দর্পণ*, ১৮২২।

লাটো বি মাহবিশেষ। 'বানি লাটো গড়ই উলকা শৌল শাল।' *ভারত*, ১৭৬০।

লাটাই [স লট] বি যাতে ঘড়ির সূতা জড়ানো থাকে। 'হিণ ঘড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাহার বিস্তর সময় যাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

লাটাইয়া [স নট] ক্রিণ শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে; নিজীব হয়ে। 'অর্ন্ত বিনু পিতামাতা মরিল লাটাইয়া।' *মালধর*, ১৫০০।

লাটাক বিণ পলাতক। 'পুঞ্জি লইয়া লাটাক চঢ়াল।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লাটি, **লাটী** [স যটি] বি বাঁশের লাঠি। 'ধনুক কামান লাটী কেজে ফেজে

দেখে অদ্বুত।' *বিজয়*, ১৬৫০; 'লাটির বদলে লাটি ধরিতে পারেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৭।

লাটিয়াল [স যটি] বি লাটিয়াল; লাঠি দিয়ে মারামারিতে দক্ষ ব্যক্তি। 'টাটা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০।

লাটিন [হি] বি ল্যাটিন ভাষা। 'আমি লাটিন অভ্যাস করিলাম তিন বৎসর।' *কেদারী*, ১৮০১।

লাটিম [স লট] বি লাটু; সোহার শলাঘুত কাঠের প্রায় গোলাকার খেলনা, যা ছোট্টো রশির মাধ্যমে মাটিতে দৃশ্যনা যায়। *মানেএল*, ১৭৪৩; 'বিনোটা নিয়ে লাটিম ঘোরাতে, বক্তৃতা আর কাণজ গোরাতে শিবেছি হাজার ছুতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

লাটিম [স লট] বি লাটিম; খেলনাবিশেষ। 'লাটিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লাটিরি [হি] বি লটারি। 'একাল এক বৎসরের নিমিত্ত মাক্সিমেল বা লাটির কমিটি সাহেবেবদিগকে দেন।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

লাটুদার [হি লাটুদার] বিণ কুপুলি পাকানো। 'লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া ... বিভা জড়াইলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

লাটু [স লট] বি লাটিম। *মানেএল*, ১৭৪৩; 'লাটু, মুড়ী, কুকেট ও পায়রা পড়ে রইলো।' *হুজুম*, ১৮৬১।

লাঠাই [স লট] বি ঘড়ির সূতা পেঁচিরে রাখার দণ্ড বিশেষ; লাটাই। 'কর্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯; 'লাঠাইয়ের সূতায় মাথাছেঁড়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

লাঠানো [স যটি] ক্রি লাঠি দিয়ে পেঁচানো। 'খালি সুন খেয়েছেন, আর রায়েত লাঠিয়ে জমি কেড়ে নিয়েছেন।' *দগিরি*, ১৮৬৬।

লাঠালাঠি [স যটি] ১ বি ঘোরতর বিবাদ। 'লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম।' *গুণ*, ১৮৫৮। ২ বি লাঠি দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করা। 'বিস্তর লাঠালাঠি মারামারি হয়।' *মহাশূ*, ১৮৭৩।

লাঠালাঠি করা ক্রি তুমুল ঝগড়া করা। 'উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিলেন, মোটেই তা নয়।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

লাঠি, **লাঠী** [স যটি] বি যটি। *মানেএল*, ১৭৪৩; 'এক ভাল লাঠীর আঘাতের দ্বারা, তাহার ভাঙি দূর হইল।' *তারিণী*, ১৮০৩।

লাঠিআল বি লাঠি দিয়ে লড়াই করে যে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাঠিআলি বি লাঠি দিয়ে লড়াই করার কাজ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

লাঠি খাওয়া ক্রি লাঠি দ্বারা প্রহৃত হওয়া। 'ব্রজেশ্বরের দ্বারবাসেরা একদিন তাহার লাঠি বাঁধিয়াছিল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২।

লাঠিচালনা বি লাঠিচালনার দক্ষতাবিশেষক খেলা। 'গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

লাঠিশাখ বি লাঠিশাখা। 'সোনাবাধানো হাতির দাঁতের লাঠিশাখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৬।

লাঠিচাটি বি শোকস্রীভাবিশেষ। 'লাঠিচাটিতে প্রথম হয়েছেন কায়নার বেগম।' *বেগম*, ১৯৬৮।

লাঠিচার্জ [লাঠি+ই চার্জ] বি (পুলিশের) লাঠি চালনা। 'এবার লাঠিচার্জ হবে।' *মানিক*, ১৯৪৭।

লাঠিচালনা বি লাঠিখেলা; লাঠিচার্জ। 'মিহিলের ওপর বেপারোয়া লাঠিচালনার সরকারী পুলিশ এতটুকুও কৃতাভ্যর্থ করেনি।' *বেগম*, ১৯৫৩।

লাঠিপাশা [লাঠি+ফা জল] বি লাঠি দিয়ে মারামারি। 'এখন গুমি গেলেও লাঠিপাশা ফোর্স চলবে না।' হুতোম, ১৮৬১।

লাঠিখারী বিশ লাঠি হাতে রয়েছে এমন। 'চারজন লাঠিখারী লোক।' মনসুর, ১৯৫৫।

লাঠিপেটো বি লাঠি দিয়ে আঘাত। 'উপস্থিত লোকদিগকে লাঠিপেটো করার জন্য কেহ সভা ডাকে না।' আল্লাম, ১৯৭০।

লাঠিবাজি [লাঠি+ফা বাজি] বি লাঠি নিয়ে মারামারি। 'তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন বহু উদ্ধার করিতে পারে।' বন্ধিম, ১৮৮২।

লাঠিয়ারা [লাঠি+হি ওয়ালা] বি লাঠিয়ার। 'একক জন লাঠিয়ারা ও অল্পধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪০।

লাঠিয়াল, লাঠিয়াল বি লাঠি বহনকারী যোদ্ধা। 'রাগাশ হইয়া লাঠিয়াল সম্মত করিয়া ...' দর্পণ, ১৮২১; 'কুঠিয়ারের লাঠিয়ালের ভয়ে ... ব্যবসায় করিতে পারেন না।' প্রজাকর, ১৮৫৮।

লাঠিয়ালি, লাঠিয়ালী ১ বি লাঠিয়াল বৃষ্টি। 'কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাচাইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিশ লাঠিয়ালের। 'লোকটা লাঠিয়ালী কয়দায় পায়তারা করিয়া ...' মনসুর, ১৯৫৫।

লাঠিসোটা বি লাঠি ও অনুরূপ হাতিয়ার। লাঠিসোটা হাতে করিয়া কাছে।' শরৎ, ১৯১৭; 'লাঠিসোটা হাতে ওড়ন্ত লোক।' শরৎ, ১৯১৮; 'এরা লাঠি-সোটা নিয়ে যে তাকে তাড়া করবেই।' নজরুল, ১৯২৭।

লাঠ্যাঘাত [লাঠি+স আঘাত] বি লাঠির প্রহার; (প্রসঙ্গে) সমালোচনা। 'মহাবলি-প্রসিক্তিতে এমন একটা প্রচণ্ড লাঠ্যাঘাত।' নজরুল, ১৯১৯।

লাড়' [হি লট] বি বোকা। 'তারা ৪০ মোন এক লাড়' প্রমথ, ১৭৬৬।

লাড়' [হি লড়] বি বিশপের পূর্বে ব্যবহৃত সন্ধানসূচক শব্দ; গ্রন্থ। 'শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৭।

লাড়ু বি গোলাকার মিষ্ট খাদ্যবিশেষ; নাড়ু। 'স্টেশনে স্টেশনে অবশ্য লাড়ু পাওয়া যায়।' প্রমথ, ১৯২৭।

লাড়ুকা [হি বি ছেলে]। 'লাড়ুকার কাগড় মেয়ে নাহিক সাবিন।' গল্পী, ১৭৬৫।

লাড়ুলি বিশ প্রিয়। 'লাড়ুলি লতিকা কী কল কাটি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লাড়া' [স লড়ু] কি নড়ানো। লাড়ুও কি নড়ায়। 'নির্মল দর্পণ যদি সত্তত লাড়ুও।' আলোক, ১৬৪০। লাড়ে কি নাড়ে। 'দন্তহীন বড়াই সগন মুখ লাড়ে।' মালধর, ১৫০০।

লাড়া দেওয়া কি ঝাঁকুনি দেওয়া। 'সত্তরে কেড়ুল বাহে বাহ লাড়া দিয়া।' মালধর, ১৫০০।

লাড়া' বি শিশু ছাড়াই ধানশাফের মরে যাওয়া কাণ্ড। 'ভুই এর লাড়া ছিড়ে দিয়ে আম, ঐ ঝাক শালা।' হাসান, ১৯৬০।

লাড়িকা [স মল্লিকা] বি মল্লিকা। 'কঠ লাড়িকা সাজে কটয়ি আড়রি রাজে।' বহু, ১৪৫০।

লাড়ু' [স লড়ু] বি গোলাকার যিহ্রিববিশেষ। 'মনোহরা-লাড়ু আদি শতক প্রকার।' কুন্ডাস, ১৫৮০।

লাড়ুকোটা বি নাড়ু তৈরি। 'সেখানে লাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের কলকোলাহলে ডাঙও অল্প কিছু অংশ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

১৯২৯।

লাড়ু' বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'যজ্ঞেশ্বর লাড়ু।' সেবা ১৮৪০।

লাড়ুদার বি পোশাকবিশেষ। 'চাপকান পাঞ্জামা, পাপোষ, পাপ আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৫।

লাট্টন [হি ল্যাট্টানী] বি বাতি; লটন। ওসী, ১৭৮৫; 'ঝাড় ও লাট্টন দেওয়ালগিরি প্রভৃতি।' দর্পণ, ১৮২২।

লাতি বি নাতি। 'ইনি তাঁর লাতি - হেলের হেল।' তারা, ১৯৪০।

লাতিন বি নাতিন। 'বিয়ে তো করবি, খেতে দিতে পারবি অম লাতিনকে?' হাসান, ১৯৬৩।

লাথ [হি লাতা] বি লাথি। 'এরূহা ছুটে তেরা মুখে মারি লাথ।' গল্পী ১৭৬৫।

লাথানো [হি লাত] > কি লাথি মারা। 'দিনরাত তাকে লাথি লাথি দিয়ে একাকার করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

লাথাল্যাথি [হি লাত] > বি পরস্পর পদাঘাত। 'ঘোড়া দোন লাথাল করে সেইখানে।' গল্পী, ১৭৬৫।

লাথালোখা [হি লাত] > বি লাথাল্যাথি। 'লাথালোখা চড় চাপড় ধা থোকা মেয়ে।' মনিকরাম, ১৭৮১।

লাথি, লাথী [হি লাত] > বি পদাঘাত; পা দিয়া আঘাত করা। 'লাথি খ বলাইয়া গলাগিলা ধরে।' মালধর, ১৫০০; 'কেনই বা বিনাশরা লাথী, কীল, চড় মারে।' মশাররফ, ১৮৯০।

লাথি-খাওয়া বিশ অত্যাচার সহ্য করে এমন। 'পশের সে লাা খাওয়া ভিখারি সম।' নজরুল, ১৯২৩।

লাথিখোর বিশ যে লাথি খায়। বিদ্যা, ১৮৯১।

লাথিততা বি নির্যাতন। 'দাইয়া বউদের লাথিততা খাই।' জঙ্গী ১৯৬৪।

লাথি ঝাঁটা মারা কি বিভিন্ন উপায়ে তীব্র অপমান করা। 'সাহেব প্রকাশভাবে আমাদের সহস্রবার করে লাথি ঝাঁটা মারে তবু ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লাদা [হি লাদা] বিশ বেশি। 'শিক ফালাইবেন লাদা লাদা।' অবন, ১৯১১। লাদাই বি বোকাই। 'যে জাহাজে কী ভাচাক লাদাই করা হয়েছে মুক্ততা, ১৯৫২।

লাদি [হি বি ছাগলের বিঠা। 'ছাগলের লাদি।' মনোএল, ১৭৪৩।

লানত, লানৎ [আ] ১ বি অভিপাশ; থিঙ্কার। 'লানত গলায় গোলাম ও সালাম করে জুলুমবাজে।' নজরুল, ১৯২২; 'ব্যতিক্রমে বানু ... মরকে নামুক লানৎ।' ময়মুদ, ১৯৬৬। ২ বি অপমান। 'চৌ! বাড়ির কাজে লানত। দিকদারি।' কায়সার, ১৯৬২।

লালনারি [হি লাল+আ লারেকা] বি সেনাবিভাগে সিপাহিদের নেত 'আমাকে ... লালনারকের পদে উন্নীত করা হবে।' নজরুল, ১৯২৭।

লাপ [স লফ] বি লাফ। 'বাবু ... গাড়ি থেকে লাগিয়ে পড়ে দরওয়ানকে কাছে উপস্থিত হলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

লাপঝাপ [স লফ+স ঝাপ] বি আকালন। 'দেই কোট লাপঝাপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লা-পরওয়া [আ লা+ফা পরোয়া] বিশ চিন্তা-ভাবনা নেই এমন। 'বারি যতই লা-পরওয়া ভাব দেখাক না।' নজরুল, ১৯২২।

লাপসি

লাপসি [স লপিকা] বি ছাউ-ভাত, ডাটা ইত্যাদির মণিবিশেষ। 'হুড়া ডাটা-ডাটা লাপসি শোভন'। নজরুল, ১৯২৪।

লাক [স লক্ষ] বি লক্ষ। 'লাক দিয়া হুমান পাঁচিরে চড়িয়া।' মশাধর, ১৫০০।

লাক দিয়ে বাড়ি কি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাওয়া। 'দেশের জনসংখ্যা লাক দিয়ে বাড়ছে।' অন্নদা, ১৯৩৭।

লাক-মারা বি কিছু ভিন্দানের উদ্দেশ্যে লাফানো। 'ভিন্নমাসি সেখানে আজ লাক-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লাকাওন [স লক] বি লাফানো। ওয়াসী, ১৭৮৫।

লাফানি [স লফ>] বি ছটফটানি। বিন্দা, ১৮৯১।

লাফালাক বি লাফালাকি; আকলন। 'শ্রী বাধীনতার কথা নিয়ে, করবে লাফালাকি।' অমৃত, ১৯০০।

লাফালাকি ১ ক্রি লাফকাণ। 'জনমিতা যমুক জলে লাফালাকি জাব।' রায়হী, ১৭১০। ২ বি দল্লভকাশক আকলন। 'লাফালাকি দাপাদাপি করিতেছে যত।' ওত, ১৮৫৮। ৩ বি চঞ্চলতা। 'মন তোমার লাফালাকি/সেরূপ দেখা যায়।' মালদা, ১৮৯০।

লাকে লাকে ১ ক্রিবিদ্য ক্রমাগত লাফিয়ে। 'লাকে লাকে সুমিবা আলি কটকে মেলিল।' মশাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিদ্য প্রভ। 'মীরপুরের চান্দ্য লাকে লাকে বাড়িয়া যায়।' মনসুর, ১৮৫৫।

লাকরা বি চচ্চড়ি। 'প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ লাবড়া।

লাকানো [স লক>] ক্রি লাক দেওয়া। 'তাহার সম্বন্ধে লাফাইতে লাগিল।' তালুকী, ১৮০৩।

লাফিয়ে ওঠা ক্রি উল্লিখিত হওয়া। 'একটা কথা যখন মনে অঙ্ককারে ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লাফিয়ে পড়া ক্রি ঝাঁপ দেওয়া। 'নীর উচ্চাড়া হইতে লাফাইয়া পড়ুক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লাবড়া বি কয়েককম সবর্গির মিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন। 'হেঁচকি - হোঁকা - ছক - চচ্চড়ি - লাবড়া।' মুক্তবাৎ, ১৯৫৮।

লাবড়া বেটা বি আরজ পুর। মানোএল, ১৭৪৩।

লাবণি, লাবণী [স লাবণ্য] ১ বি সৌন্দর্য। 'লস চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বাহিয়া যায়।' গোবিন্দ, ১৬০০; 'চাঁদের লাবণীতে যে বৈচিত্র্যময় রূপনিখার বিকাশ হইয়া থাকে।' হাই, ১৯৫৪। ২ বি লবণ-নির্জর। 'সম্রাটের সান্নিধ্যকে যে সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেলে উঠে।' জীবন, ১৯৮৮।

লাবণ্য [স] ১ বি সৌন্দর্য। 'তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল।' বটু, ১৪৫০। ২ বি মাধুর্য। 'একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি কাব্যের আঙ্গিক সৌন্দর্য। 'কোন কোন কারণ এবং একিয়ার ফলে কাব্যদেহে এই ... লাবণ্য সম্ভারিত হয় ...।' শিব, ১৯১১।

লাবণ্য ফুটানো ক্রি সৌন্দর্য বিস্তার করা। 'লাবণ্য ফুটাই লো ডরুতলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

লাবণ্যবতী [স] বিগ শ্রী লাবণ্যময়ী; সুন্দরী। 'লাবণ্যবতীর স্নেহ বভাবতই মানুষ একটু বেশি মগন করে।' মানিক, ১৯৩৬।

লাবণ্যবিলাস [স] বি সৌন্দর্যবীলা। 'রহস্মিনিবিদ্য বসন্তের লাবণ্যবিলাসে।' হোসেন, ১৯৬৯।

লাবণ্যভরা বিগ অতি কোমল। 'এমন ... লাবণ্যভরা বাসকে পরিণত হইল কবে?' বিজুতি, ১৯০১।

লাবণ্যমণ্ডিত [স] বিগ শোভাপূর্ণ। 'আমাদের মুখ লাবণ্যমণ্ডিত হবে না।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

লাবণ্যময় [স] বিগ মাধুর্যপূর্ণ। 'অতুল ইচ্ছাগুলির বিবাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

লাবণ্যময়ী [স] বিগ শ্রী মাধুর্যমতি। 'লাবণ্যময়ী এবং ঘটোয়ী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

লাবণ্যমুক্ত [স] বিগ শ্রী মাধুর্যমতি। 'গৃহস্থ ঘরের থেকে সুলক্ষণা লাবণ্যমুক্তা বহু আনন্দ সে।' জীবন, ১৯৩২।

লাবণ্যরহিত [স] বিগ শ্রীশূন্য; সৌন্দর্যহীন। 'নিজের বাহ্যিক লাবণ্যরহিত শরীরের ছায়াটিকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলো না।' মালদা, ১৯৬৮।

লাবণ্যলব্ধী [স] বি সৌন্দর্যলব্ধী লব্ধী। 'শাস্ত্রক লাবণ্যলব্ধী সৈন্যের ঘুর ঘুরবিলাসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

লাবণ্য-সমিল [স] বিগ রূপরস পূর্ণ। 'লাবণ্য-সমিলে হের অল ঢল ঢল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

লাবণ্যমিষ্ট [স] বি সৌন্দর্যের টে। 'দেহ তরে তোলে লাবণ্যমিষ্টায়ে।' বটু, ১৯৪৩।

লাবণ্যমিত্ত জ্ঞান [স] বি (তত্ত্ব) সহজিরা বৈজ্ঞানিক তথ্য ক্রিয়ামিত্ত। 'লাবণ্যমিত্ত জ্ঞান কহি সিক্তে সয়েতে।' চট্ট, ১৫৫০।

লাবণ্যী বিগ শ্রী লাবণ্যময়ী। 'এমন শীতল এমন কোমল এত লাবণ্যী হলো।' অন্নদা, ১৯২৭।

লাবনি [স লাবণ্য] বিগ মাধুর্য। 'তনুর লাবনি হেম মৃণালের কুণ্ড।' অশাওল, ১৬৮০।

লাবণ্য [স লাবণ্য] বি লাবণ্য; সৌন্দর্য। 'সুখভনি কৃষ্ণরূপলাবণ্য দেখিআ।' মশাধর, ১৫০০।

লাবা বি বই। 'লাবা বিখরল বেলিক ফুল।' বিন্দাগতি, ১৪৬০।

লাভ [স] ১ বি সুযোগ-সুবিধা। 'কি না লাভ লোতে কাহাজি না চির এখন।' বটু, ১৪৫০। ২ বি প্রাপ্তি। 'শিখা-সুর ঘুটাইয়া সবে এই লাভ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ভাবের উপরে ভাবের বসতি তাহার উপর লাভ।' চিত্ত, ১৬০০। ৩ বি আয়। 'কাহারো লাভ হয় ও কাহারো সর্বনাশ হয়।' দর্পণ, ১৮১৮। ৪ বিগ সার্বকতা। 'জীবনেও লাভ, জীবন অতঃপর লাভ।' মশারকর, ১৯০৮।

লাভকর [স] বিগ লাভজনক। 'ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লাভকরতা [স] বি উপযোগিতা। 'উদ্যানের রমণীয়তা ও লাভকরতা, উভয় ধর্মই বিলক্ষণ ছিল।' বিন্দা, ১৮৬৩।

লাভ করা ক্রি অর্জন করা। 'হাতে পাইলেই যে পাওয়া তাহা পাওয়া নহে; লাভ করা অত সহজ ব্যাপার নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লাভক্ষতি [স] বি লাভ ও লোকসান। 'লাভক্ষতি আশোচন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লাভজনক [স] বিগ লাভ হয় এমন। 'ভিক্ষা করার মতো ইহা লাভজনক নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

লাভবান [স] বি লাভের অধিকারী। 'শীলকরোয় শীলের চায়ে লাভবান।' এডুকেশন, ১৮৯০।

লাভভাব [স] বি সুবিধা। 'পড়াশনার দরুন কিছুই লাভভাব হয় না' *প্যারী*, ১৮৫৮।

লাভলিঙ্গ [স] বিণ মুনাকালোভী। 'লাভলিঙ্গ মালিকদের অপরাধে এই সংখ্যাবহুল দরিদ্র অকৃষক পরিবারগুলির মৃত্যুদণ্ড বিহিত হওয়া উচিত নয়'। *সংগীত*, ১৯৪৬।

লাভ লোকসান [স] লাভ+আ নুসান। বি মুনাকা ও ক্ষতি। 'লাভ লোকসানের রকম বিনা সারটীপিকট কাগজ আমানত দিতে হইবেক'। *ক্যালগে*, ১৭৯৬।

লাভশেষ [স] বি লভাংশ। 'জমিদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন'। *প্রভাকর*, ১৮৯২।

লাভাকাকি [স লাভাকাকী] বিণ লাভ করতে ইচ্ছুক। 'তিনি ইহার লাভাকাকি নহেন'। *দর্পণ*, ১৮৩২।

লাভাক [স] বি লাভের অঙ্ক। 'আপনাদিগের লাভাক গণনা করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন'। *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৪।

লাভান্তে [স] ক্রিবিণ লাভ করার প্রয়োজনে। 'জ্ঞান লাভান্তে, বোধ হয় জননীর স্নেহ সজ্ঞাপ করিতে পারেন নাই'। *তমোলুক*, ১৮৭৪।

লাভালাভ [স লাভ>] বি লাভ ও ক্ষতি। 'এখানে বিক্রী হইলে ফের সে টাকা পাঠান জায় লাভালাভও বুঝা যায়'। *চিঠিপত্র*, ১৭৯১।

লাভে ক্রিবিণ লাভে। 'কীট যবে হাটক জাইএ তবে লাভে পনার বিচিএ'। *বড়ু*, ১৪৫০।

লাভে মূল্যে, লাভে মূল্যে ১ ক্রিবিণ লাভমূলে; সুদে-আসকে। 'লাভে মূল্যে বিস্ত দানকে নাটে'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ হস্তিনানে। 'আরে কোটালিয়া জন বাইয়া আমার নোন লাভে মুখে সিগা তার শোধ'। *কুজরায়*, ১৭২০।

লাভোদ্দেশ [স] বি অর্জন করার স্পৃহা। 'বতহুত লাভোদ্দেশে রাজ ঐতিহ্যে সমুদান করিয়াছে'। *সুলভ*, ১৮৭৩।

লাভ' [সি] বি প্রেম। 'ফ্রাট এবং হয়তো লাভ করা তাঁদের দিনকৃত্য'। *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

লাভ-অ্যাক্যোর [সি] বি ভালোবাসার সম্পর্ক। 'জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাক্যোর বীর সঙ্গে'। *নজরুল*, ১৯৩১।

লাভার [সি] বি প্রেমিক/প্রেমিকা। 'কোথায় আর পাব, লাভার এসে দিয়ে যার'। *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

লাভা [সি] বি আয়োগ্যিরির অগ্ন্যুৎপাতে যে গলিত প্তর নির্গত হয়। 'লাভা ও অগ্নিশিখা উঠে ছুটে উর্ধ্ব আকাশপথে'। *নজরুল*, ১৯৪১।

লাভাস্রোত [সি লাভা+স স্রোত] বি আয়োগ্যিরির অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত গলিত পদার্থের স্রোত। 'বাসরে মৌসুমী ফুল চিরুছে কেবল, নাকে তার লাভাস্রোত'। *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭৪।

লাভুর্মা [স লাভ>] বিণ লোভী। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাম [স লখ>] কি নামো। 'মোর শাপে স্বর্ণ হতে লাম ক্ষিতিভল'। *বিজয়*, ১৬৫০।

লা মজহাবি, লা-মজহাবী, লা-মাজহাবী [আ] বি (ইসলাম) মজহাব-বিরোধী সম্প্রদায়। 'মত দিয়া আসিচেছেন আজ লা মজহাবিগণ'। *প্রচারক*, ১৯০০। 'হানকী, ওহাবী, লা-মাজহাবীর তখনও মেটেদি গোল'। *নজরুল*, ১৯২৮।

লামটন [সি ল্যানটার্ন] বি লটন। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

লামা [স লখ>] কি নীচে যাওয়া। লামিতে কি বাহ্য করতে। 'লামিচে পেট'। *মানোএল*, ১৭৪৩। লামিণ কি নামলো। 'সমুদ্রে লামি গিয়া সুবর্ণের খণ্ড'। *বিজয়*, ১৬৫০। লামিলা কি নিম্নহ হওয়া *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামা বিণ নিম্নহ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামা বি তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব। 'লামাকে জে জরন রাগব বানা একখান পত্র চিল্ল দিয়া লেখিয়াছেন'। *বোগল*, ১৭৭০; 'লা-আমোদের মন্ত্র পড়ুন'। *সত্যোত্তর*, ১৯১০।

লামানো কি নামানো। 'চোখ লামাইতে'। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লামোনি [স লখ>] বি পেটের অসুখ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লাম্পটি [স] বি ব্যতিক্রম। 'সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের লাম্পা জন্মে'। *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'ভী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোককে প্রতি ... করিলেই লাম্পটি গণ্য হইবে'। *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

লাক [স লখ] বি লাক। 'লাক দিখা বগে আকাশ ধরে বগেতে ভূমি রয়ে চিতরে'। *বড়ু*, ১৪৫০।

লায়লাতুলকদর [আ] বি ইসলাম ধর্মমতে রমজান মাসের সাতাশত রাত। 'লায়লাতুলকদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিল ওয়ালী', ১৯৬৪।

লায়েক [আ] ১ বিণ উপযুক্ত। 'তোমার লায়েক নহে এমন সগুণন্দ গরীব', ১৭৬৫। ২ বিণ সাধারণ; প্রান্তবয়স্ক। 'লায়েক আগরত (ছাড়িল নেককারে'। *গরীব*, ১৭৬৫। ৩ বিণ পরিণত। *এডমন্ড* ১৭৯০। ৪ বিণ দক্ষ। 'কারণীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাস ও উদ্ভূতও তাঁর দখল ছিল'। *হুতম*, ১৮৬১। ৫ বি উর্বরাক্ষিপসম্পন্ন। 'এ দেশের মাটিও ছিল আসে থেকেই ব' লায়েক'। *মনসুর*, ১৯৩৫।

লার্ড [সি লর্ড] ১ বি বিশপের পূর্বে সম্মানসূচক উপাধি। *ক্যালগে*, ১৭৯০; 'লার্ড বিশপ ... ঐ কাজেজের অগ্রতুল প্রকাশ করিলেন'। *দর্প* ১৮২০। ২ বি গভর্নর জেনারেলের সম্মানসূচক উপাধি। 'লা কর্ণওয়ালিস ... বড় কৃষকদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধী করল'। *সোমপ্রকাশ*, ১৮৬৮।

লাল [সি] ১ বিণ রঙিন। 'লাল বেশ তোর কিকে'। *বড়ু*, ১৪৫০। ২। লাল রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; চুনি। ওঙ্গী, ১৭৮৫। ৩ বি রক্ত ভবানী। *লব্ধ*, ১৮২০। ৪ বিণ লজ্জায় রক্তিম। 'বিয়ের নগনার মতো লা হয়ে তয়ে আছে'। *নজরুল*, ১৯২২। ৫ বি লাল রং। 'আঘাত-জ্বর জলধারার যুকে জেসে রইল রক্তের লাল'। *সুভাষ*, ১৯৪১।

লালউজানি বি লাল রঙের চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি, যা বা চোখে দেখা যায় না; infrared। 'রৌদ্র মিলিয়ে গেলো মালউজা আলোয় গ্রীষ্মতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে অভাসিত হয়ে দেখা দিত রবীন্দ্র', ১৯৩৭।

লাল করা কি রক্তাক্ত করা। 'অনেক বারই লাল করেছো জলী বিলের জল'। *জঙ্গীম*, ১৯২৯।

লালচে বিণ রক্তিম। 'আবহা-হসুদ লালচে-হসুদ'। *জঙ্গীম*, ১৯৩০। 'এই লালচে রক্তের এঘটিই অন্য এঘদের চেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লালচে রক্তের এঘ বি মরল এঘ। 'এই লালচে রক্তের এঘটিই অ-এঘদের চেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে'। *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

লালজহর [ফা লাল-জহরা] বি (বাউল) নারীর স্তন্যদ্বার। 'ফণি ম লাল জহরে সে বাতি রেখেছে ঘিরে'। *লালন*, ১৮৯০।

লালডোরো বিপ লাল ডোরামুক্ত। 'লালডোরো শাড়ি নিয়ে পরখ করছে কেমন মানায়।' আলটিফিন, ১৯৬৩।

লাল-নেশা বি মদের নেশা। 'খন রাত্রে চোখে তাঁর লাল-নেশা ঘরতো।' বিমল, ১৯৫৩।

লালপথ বি সন্ধ্যামুখের পথ। 'এক মহান মৃত্যু দুর্ঘা নিশ্চিতের লালপথে অহোনা জানায় সকলকে।' লক্ষ, ১৯৫৫।

লাল-পাণ্ডি বি পুলিশ। 'বললে লাল-পাণ্ডি।' অতিথ্য, ১৯৫০।

লালপাখর [ফা লাল+স প্রস্তর] বি চুনি। ওর্সা, ১৭৮৫।

লালপানি বি মদ; শরাব। 'তোমরা খাও লালপানি।' প্রমথ, ১৯০২; 'লালপানি তুমি চাখ নি? বীর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

লালপেড়ে [ফা লাল+পাড়া] বি লাল রঙের পাড়বিশিষ্ট। 'লালপেড়ে কাকড়াপেড়ে লালপেড়ে তালিকপেড়ে।' ভবানী, ১৮২৫।

লালপোশ [ফা] বি লাল পোশাক পরা। 'আগে চলে লালপোশ খাসবদরার।' ভারত, ১৭৬০।

লাল-ফিতা বি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। 'সমাজের দহিদি মেরেরা প্রচলিত লাল-ফিতার মধ্যে না পড়ে সরাসরিভাবে ও সহজে উপকৃত হতে পারে।' বেগম, ১৯৭৩।

লালবাতি বি কোনো কিছু বন্ধ ঘোষণা করা; সেউলে হওয়া। 'মেজের ধারেতে লালবাতি জ্বলে শেষে যেতে হবে থানা।' মণীশ, ১৯৩১।

লালবিবি বি মেমসাহেব। 'হে লালবিবির মতো বাটে চইড়া মুমাইব বুঝি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

লালমণি [ফা লাল+স মণি] বি রক্তবর্ণ মণিবেশ। 'লালমণি নীলকান্তমণি অর্থাৎ পান্না প্রকৃতি ব্রহ্মরাজ্য এবং লঙ্কার উৎপন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

লালমতি [ফা লাল+স মৌক্তিক] বি অমূল্য রত্ন। 'হীরে লালমতির মোকামে গেলে না।' লালন, ১৮৯০।

লালমন [ফা লাল+স মন] বি পাণ্ডিবেশ। 'টিয়া তোতা ফরিয়াদী কাজলা চন্দনা আদি হিরামন লালমন ত্যা।' রামশ্রদাস, ১৭৮০।

লালমুর্তি, লালমুর্তি [ফা লাল+স মূর্তি] বি লাল রঙ। 'সূর্যের অস্ত্র হাইয়ার সময় হওয়াতে আকাশ লালমুর্তি ধারণ করিল।' কৃষ্ণভট্টাচার্য, ১৮৮৫।

লাল-রুখ [ফা] বি ফুলের মতো গালবিশিষ্ট। 'এই লাল-রুখ বস্ত্রিত-তনু ফুল-কোশল তবীসের।' নজরুল, ১৯৪১।

লালরূপী [ফা লাল+স রূপী] বি লাল রঙবিশিষ্ট। 'তুমি আমায় যে লালরূপী করে দিছ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

লালশাক বি লালরঙের শাকবিশেষ। 'লালশাক-ছাওয়া মাঠে খুঁজে।' জীবন, ১৯৩২।

লাল-শিরাজি বি লালরঙের মদবিশেষ। 'আজ চাই-ই লাল-শিরাজি।' নজরুল, ১৯২৬।

লালশিরে বি লাল শিরবিশিষ্ট পাণ্ডিবেশ। 'বুধ, লালশিরে, স্নাইপ, সুনাহুর্নী, বাগিহাস।' জীবন, ১৯৩২।

লালসৈনিক বি কমিউনিস্ট সৈনিক। 'চীনা লালসৈনিকের শরীরে এখন/ নিবিড় নির্বাণবিদ্যা বীক্ষণ করে কি বেসনেট?' সুভাষ, ১৯৪০।

লাল হওয়া ১ ক্রি লঙ্ঘ্যে মুখের রঙ লাল হওয়া। 'লাল হয়ে উঠল

মেয়েটির মুখ, বই ফুলে মাথা নীচ করে ভান করলে পড়বার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ ক্রি প্রচুর টাকা পয়সার মালিক হওয়া। 'বাংলার বাইরে চাকুরি করে লাল হয়ে দেশে ফেরা।' অন্নদা, ১৯৪০।

লালাভ বি লাল আভামুক্ত। 'ভেরচা ভাবে লালভ আলো এসে পড়েছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

লালে-লাল বি রক্তময়। 'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।' নজরুল, ১৯২২; 'ছেড়ে যেতে ছিড়ে গেল বন্ধ, লালে লাল।' নজরুল, ১৯২৬; 'আতনরাজা ফুলে ফাটল লালে-লাল।' নজরুল, ১৯২৮।

লাল [স] বি লাল। 'বুক ভাসি যায় লালে।' মুরারি, ১৫৭০।

লালা [স লাল] ১ বি পুত্র। 'নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লাল্য হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি মুখে তৈরি রস। 'গুটিপোকা কিরূপে নিজ লাল্য বন্দী হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লালাল্লা বি লোলুপ। 'নজর তো নয় যেন এক জোড়া লালাকরা জিহবা।' কায়সার, ১৯৬২।

লালাফেন [স লাল+স ফেন] বি মুখের ফেনা। 'মুখে লালফেন প্রচুর উতান নয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লালাসিক্ত [স] ১ বি লুপ্ত। 'আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে গুরিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি লালসাপূর্ণ। 'মেথানে নেই মানুষের লালাসিক্ত কামনাশিক্ত ভালোবাসা।' নজরুল, ১৯৩৮। ৩ বি লাল মাথা। 'রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত তেতাবের জালির মধ্যে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

লালাস্রাবী [স] বি লাল লাল করছে এমন। 'লালাস্রাবী ঠোট দুটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

লাল [হি] বি প্রিয়পুত্র। 'আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

লালক [স] বি সন্নেহে পালনকারী ব্যক্তি। 'লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লালচ [স লালস] বি লালসা। 'চাঁদক ভরমে অমিয় রস লালচে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লালচ করা ক্রি লোভ করা। 'লালচ করিতে।' মাদোএল, ১৭৪৩।

লালন [স] বি যন্ত্র সহকারে পালন। 'পুস্তকের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'নবীর লালন।' সুলতান, ১৭০০।

লালনপালন [স] বি প্রতিপালন। 'অতিহীন জানে করে লালন পালন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আমায় লালনপালন করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

লালয়িত্তি বি ক্রী প্রতিপালনকারী। 'নিরাপত্তা অবসরের লালয়িত্তি।' মোতাহের, ১৯৫০।

লালস [স] বি লোভ। 'কোথায় থুইতে মন লালস তাহারে।' মাল্যধর, ১৫০০।

লালস-আলস বি লালসা ও আলসমুক্ত। 'কেশর-রেখুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লাস্ত সমীর এরই বেশ-ববর চারিদিকে রটিয়ে এল।' নজরুল, ১৯২২।

লালসা [স] ১ বি লোভ। 'কিবা অভিশাষে বাড়াইলা লালসে বুঝিতে নারি এ হল।' দিগন্ত, ১৬০০। ২ বি স্পৃহা। 'অক্রম পরামনন হওয়াশ্রমুক্ত বিদ্যার লালসা আরো বাড়িল।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বি বাননা। 'এসো গো কদয়ে এসো, কুরিছে হেথায় লালরক্ত লালসার রক্তা

শতদল 'রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

লালসায়ি [স] বি লালসায়ণ অগ্নি। 'নটমীটার কবলময় হইয়া উচ্ছল বিত্তশালীদের ঘৃণা লালসায়ি উন্মীল ...' মুক্তকথা, ১৯৫৯।

লালসাত্ত্ব [স] বিণ লোলুপতাপূর্ণ। 'নির্লব্ধ, লালসাত্ত্বের জাগে তার অপানে অগ্নান।' ফররুখ, ১৯৬৩।

লালসা বহি [স] বি লালসায়ণ আশ্রয়। 'তাহার পিতার লালসা বহি কুলিয়া উঠিল।' নজরুল, ১৯৩১।

লালসাময় [স] বিণ উৎসুক সৃষ্টি করে এমন। 'লালসাময় ভড়িৎ তুমি কিছু কিছু অশ্রুবেদনার্ত।' লজ্জি, ১৯৬১।

লালা^১ দ্র লাল^১

লালা^১ বি ফুলবিশেষ। 'লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল।' নজরুল, ১৯২৮।

লালা^১ বি মুহুরি; উকিলের কাজের সহায়ক লেখক। 'কোনো বৃদ্ধ ক্যানভাসার, ধূর্ত লালা, নার্কাসের দালাল।' নীরেন, ১৯৬৪।

লালায়িত [স] ১ বিণ লোলুপ। 'কোন কোন ব্যবস্থা ... সশেষমিত করািয়ার জন্য লালায়িত হইয়া থাকি।' অক্ষয়, ১৮৮৬; 'বিদ্যাবান ও জ্ঞানবান লোক কর্তৃক অন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বিণ অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত। 'কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত হইত।' অক্ষয়, ১৮৮৯; 'আপনার পদসেবা করিতে কে না লালায়িত হয়?' মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ বিণ উৎসুক। 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'নীতিও তত্ত্বব্যা তনবির জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লালাইত [স] লালায়িত। বিণ লালায়িত; লোলুপ। 'নায়েব ফেরাস্তায়ের মুখের একটা কথার জন্য লালাইত হইয়া বসিয়া আসাচ্ছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

লালি, লালী [ফা লাল>] ১ বিণ লালচে রঙ। 'নিশিঃজাগা আঁখির লালী লালে উবার প্রাণে।' নজরুল, ১৯২৩; 'আলতা সে নয়, সে যে খালি আমার যত চুম্বনের লালি।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বি লাল ফুল। 'ভমালে ঢালিল লালি/নীলিমাংস লাল দেয়ালা।' নজরুল, ১৯২৮।

লালিত [স] বিণ প্রতিপালিত। 'এইরূপে লালিত-পালিত হইয়া ... কার্য করিতে নিযুক্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'সুখকিরণে লালিত উদ্ভিদ ভোজন করিয়াই প্রাণিগণ জীবনধারণ করিতেছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

লালিত-পালিত [স] বিণ সম্বন্ধ পালিত; প্রতিপালিত। 'এইরূপে লালিত-পালিত হইয়া ... কার্য করিতে নিযুক্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

লালিতা [স] বিণ স্ত্রী প্রতিপালিত। 'নির্জনলালিতা মিরান্দার সহিত রাজকুমার ফার্দিনানের প্রণয়।' রংগীত, ১৯০৭।

লালিতা [স] ১ বিণ ললিত ভাব আছে এমন। 'অলঙ্কার পরপুঞ্জ লালিতা পরণ।' তপ, ১৮৫৮। ২ বি মাধুর্য। 'তাহার শৈলবের লালিতা এবং কণ্ঠবের মিষ্টতা সহসা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি লাবণ্য। 'গজদন্তের লালিতা শেষে শোভা ধাশে।' অবন, ১৯২৫।

লালিতাময় [স] বিণ লাবণ্যময়। 'কি লালিতাময় যৌবনমূর্তি।' মনিক, ১৯৩৬।

লালিতাসাধন [স] বি শ্রীবৃদ্ধি। 'দেহের লালিতাসাধনের জন্য অঙ্গরাগ, ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে।' প্রমথ, ১৯২০।

লালিতাহীন [স] বিণ লাবণ্যহীন। 'দিন দিন লালিতাহীন।' বিকৃতি, ১৯৩১।

লালিতাহীনতা [স] বি মধুরতা না থাকা। 'ভাষার দৈন্য এবং হৃদয়ের লালিতাহীনতার জন্য ভাবে গভীরতা থাকা সত্ত্বেও ...' দর্শন, ১৯২৬।

লালিম [স] বি লালিমা; রক্তিমা। 'খির নয়ান অখির কহু ভেল। উরজ উদয় ধল লালিম শেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লালিমাভা [স] বি লাল আভা। 'গানের ফিকা লালিমাভায় মুকুলের বার্ভা যোষণা করিয়াছে।' তারা, ১৯২৯।

লালিস [ফা নালিশ] বি নালিশ। 'লালিসের রতন প্রভৃতি এইক্ষেণে সরকার হইতে দিতে হবেক।' রায়মর্য, ১৮০২।

লালু [ফা লাল] বিণ লাল পড়ে এমন। 'লক লক লোলো লোলো জিব হয় লালু।' তপ, ১৮৫৮।

লাল্য [স] বি পালিত হয় যে। 'লালকের লাল্যে নহে সোষ পরিজ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লাশ [ফা] ১ বি শব। 'আলীর লাশের কাছে করে গোট গোট।' গল্পী, ১৭৬৫। ২ বি দেহের দৈর্ঘ্য। 'হুতু লথা ইয়া লাশ এক উরং।' মুক্তকথা, ১৯৫২।

লাশকাটা ঘর বি হাসপাতালের যে কক্ষে মরনাতদন্তের উদ্দেশ্যে লাশ ব্যবহৃত করা হয়। 'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে।' জীবন, ১৯৪৪।

লাশ-শরিক [আ] বি যার কোনো অংশীদার নেই। 'দাঁড়ি-মুখে সারি-গান - লাশ-শরিক আত্মা।' নজরুল, ১৯২২।

লাস^১ [স লাস্য] বি সাজসজ্জা। 'বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআ।' বড়, ১৪৫০।

লাসবেশ [স লাসা+স বেশ] ১ বি বিলাসবেশ। 'লাসবেস কবী রতিভাবে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বেশভূষা। 'সদাশর আইলে দেশ ঘুচিবেক লাসবেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নর্তকীর বেশ। 'মন দিয়া খানিক নাচিবে লাসবেশে।' রূপায়, ১৭৫০।

লাস^২ [স লাস] বি লাস; মৃতদেহ। 'লাস দেখাওগে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

লাসী [স লাক>] বি মূল্যবান বস্তুবিশেষ। 'পরিধান-নেত লাসী।' বড়, ১৪৫০।

লাস্য [স] ১ বি নৃত্যভঙ্গি। 'ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি লীলায়িত ভঙ্গিমা। 'কহু পরিহাস লাস্য ...' তপ, ১৮৫৮।

লাস্যময়ী [স] বিণ স্ত্রী লীলায়িত ভাব-ভঙ্গিমাযুক্ত। 'ওখানে শহর যেন লাস্যময়ী তরুণী গনিকা।' ফররুখ, ১৯৬৩।

লাহড় [হি লহর] বি উনিশ শতকে কবিগানের অঙ্গ হিসেবে পরিবেশিত গানবিশেষ; লহর। 'বিরহ, লাহড়, খেউড়, টাঙ্গা, নর্রা, জললা, গজল ও রেভা গাইয়া গল্পীকে কপিত করেন।' প্যারী, ১৮৬৯।

লাহরি বিণ লাহোরে উপলব্ধ। 'লাহরি ভূরিয়া আদ খান।' মেয়র্স, ১৭৬২।

লাহা^১ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মনোহর লাহা।' সেবধি, ১৮৪০।

লাহা^২ [স লাকা] বি লাকা। 'লাহা, নীল কিরিচী মজিষ্ঠা কুসুম কুসুম হরিদা প্রভৃতি পুষ্পের কস।' অক্ষয়, ১৮৪১।

লাহান অব্য মতো। 'চানভানু আমার ভাইয়ের লাহান।' নজরুল, ১৯৩১।

লাহানত [আ লানত] বি অভিশাপ। 'লাহানত দিয়া প্রভু সৃজিছে আশ্বারে।' সুতান, ১৭০০।

লাহানতী বিণ অভিশপ্ত। 'রসুলে তুলিলা লাহানতী হৈলা কেনে।' সুলতান, ১৭০০।

লাহিড়ি, লাহিড়ী বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী।' দর্পণ, ১৮৩২; 'মথুরানাথ লাহিড়ি।' সেবধি, ১৮৪০।

লাহু ক্রি নাও। 'সুল পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।' চর্চা, ১, ১২০০।

লাহুত [স লোহিত] বি লোহিত। 'লাহুত সাগরে নুর করিয়া প্রবেশ।' সুলতান, ১৭০০।

লাহোরী বি লাহোর দেশের অধিবাসী। 'লাহোরী মূলতানী হিন্দি কান্দুরী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' অঙ্গাণ্ডল, ১৬৮০।

লিকেক ফেটার্স [হি] বি কয়েদিদের বাঁধার ব্যবস্থা-বিশেষ। 'নানা রকম শৃঙ্খল বন্ধন (লিকেক ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি)।' নজরুল, ১৯২৬।

লিকপিক করা ক্রি নড়বড় করা; কাঁপা। 'লিকপিক করে স্নীপ কাকাল।' নজরুল, ১৯২৮।

লিকলিক [স্নন্য] ১ বি কুশতার ভাব। 'তুকিয়ে লিকলিক করছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বিণ নমনীয় পদার্থের আলোলনের ভাবপ্রকাশক। 'তার জিহ্বা লিকলিক করে।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

লিকলিকে [স্নন্য] ১ বিণ দীর্ঘকায় ও কৃশ। 'চলবার গতিতে একটা লিকলিকী চিতার মতো লিকলিকে ভাব আছে।' প্রমথ, ১৯১৫; 'লিকলিকে, পাঞ্জরের হাড় ভাঙি গোনো যায়।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বিণ সঙ্ক। 'পায়ের তলে লিকলিকে ট্রায়ের লাইন।' জীবন, ১৯৪৪।

লিকার [হি] বি গাভা সিদ্ধ-করা রঙিন চা। 'চায়ের লিকারের সঙ্গে দুধ চিনি ...।' খৃষ্টি, ১৯৩১; 'লিকার দেব আর?' জীবন, ১৯৩২।

লিকেশ [আ নিশাল] বি শেষ। 'চামনাটোকে পিটিয়ে লিকেশ করেছে।' হাসান, ১৯৬৭।

লিখক [সি] বি লেখক। 'চীন হোন্তে নাহি কেহ ম্রুতি লিখক।' অঙ্গাণ্ডল, ১৬৮০।

লিখন [সি] ১ বি লেখা। 'ভোক্তব্য অদুটে থাকে যেদিনে লিখন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পত্র; চিঠি। 'দাঁড়াইল এক ধারে পদমূলে রাখিয়া লিখন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বি অঙ্কন। 'চিহ্ন রেখার লিখন শূন্যে পেশো।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

লিখনকার্য, লিখনকার্য্য [সি] বি অন্যের নির্দেশনা অনুযায়ী পেশাদারি লেখা। 'লিখনকার্য্য Drudgery নীচ লোকের কর্ম্ম।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

লিখনশটন [সি লিখনপঠন] বি লেখাপড়া। 'আমার লিখনশটন লিখনের নিমিত্তক সাদা কাগজ এবং কলমকাটা সেবান হইতে পাঠাইবেন।' ওর্গ, ১৭৮২।

লিখনপঠন [সি] বি লেখাপড়া। 'বাল্লা লিখনপঠন।' রাজীব, ১৮০৫।

লিখন-পড়ন [সি লিখনপঠন] বি লেখাপড়া। 'যারা লিখন-পড়ন জানে, তারা কয় মনুষ্য বড় কুসর।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

লিখন পারিণাট্য [সি] বি লিখনশৈলী। 'তাহারা ... বীজগণিত ও লিখন পারিণাট্য বিন্যাসে অভিশৃংখি।' দর্পণ, ১৮৩৭।

লিখনরত [সি] বিণ লিখে এমন। 'লিখনরত অবস্থায় দেখিবার জন্য।' মাসিক, ১৯৪০।

লিখনরীতি [সি] বি রচনশৈলী। '১৩৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং

লিখনরীতি ১৩৩০-১২ সালের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত।' শিব, ১৯৫০।

লিখনাতিরিক্ত [সি] বিণ লেখা বাহ্য্য। 'তাহার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল তাহার কুল লিখনাতিরিক্ত।' তবাকী, ১৮২৮।

লিখনাতীত [সি] বিণ লিখে প্রকাশ করা যায় না এমন। 'এ সমাচার যেরূপ প্রচার হইয়াছিল তাহা লিখনাতীত।' তবাকী, ১৮২৮।

লিখনিকা [সি] বি স্মৃতিময় লেখা। 'নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা/সে দিতে চায় লিখনিকা।' শক্তি, ১৯৬৫।

লিখনেওয়ালা বি লেখক। 'আজ লিখনেওয়ালা ভোদের মরণ কৃতি - সে জোর লেখে।' নজরুল, ১৯২২।

লিখনী [সি লিখন>] বি কলম। 'স্বপ্ন হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তখত।' মশাররফ, ১৮৬৯।

লিখনীয় [সি] বিণ লেখা সংক্রান্ত। 'পত্র লিখনীয় রীতি।' দর্পণ, ১৮৩৯।

লিখা [সি লিখ>] ১ ক্রি রচনা করা। 'কত লিখি দুখডারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি আঁকা। 'নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি বর্ণনা করা। 'গৌরীর বদনশোভা লিখিতে নারিএ কিবা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি হিসাবভুক্ত করা। 'সরকার হইল কাল বিল ভূমি লিখে নাম।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বি গণনা করা। 'লিখা করি গেল ক্রোড়াঙ্কা ধর্যকছু/কহিল নির্ণয় জত বিবাহের হেতু।' মুকুন্দ, ১৬০০। লিখিএ ক্রি রচনা করে। 'হুগে হুগে বলি যদি অল্পত ক্রিখএ।' অঙ্গাণ্ডল, ১৬৮০। লিখল ক্রি লিখলো। 'পূর্ব জনমে বিহি লিখল ডয়েম।' বিন্যাস্তি, ১৪৬০। লিখাইয়াছে ক্রি লিখিয়েছি। 'মেরণ, ১৭৫৭। লিখি ক্রি লিখে যাই। 'কত লিখি দুখডারে।' বড়ু, ১৪৫০। লিখিআছে ক্রি লিপিবদ্ধ করেছে। 'কিতাবেত লিখিআছে বিবিধ বিধান।' বাহরায়, ১৬০০। লিখিছে ক্রি লিখিয়েছে। 'জ্বন লিখিছে তাহাও গভীর নহি।' বাগল, ১৭৭০। লিখিয়া ক্রি লিপিবদ্ধ করে। 'বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।' দ্বিষ্ট, ১৬০০। লিখিল ক্রি লিখলো। 'তার ঠাই আবু জেহলে লিখিল।' সুলতান, ১৭০০। লিখিলাম ক্রি লিখলাম; লিপিবদ্ধ করলাম। 'বত লিখিলাম নিজ হস্তে ললিতা বিশাখার সাথে।' লালন, ১৮৯০। লিখিলেন ক্রি লিখলেন। 'তনুতে পাত্তিও লিখিলেন তাহারদিগকে।' রামরায়, ১৮০১। লিখে ক্রি লেখে। 'পবিত্র পুরাণ লিখে মহামুনিগণ দেখে।' রূপরায়, ১৭৫০। লিখেন ক্রি লেখেন। 'বাগল, ১৭৭০। লিখ্যা ক্রি লিখে। 'মজিয়া বিদ্যার সঙ্গে লিখ্যা পড়া নানা দেশে।' রূপরায়, ১৭৫০। লিখ্যাছে ক্রি লিখিয়েছে। 'পড়াইল অনেক পুথি লিখ্যাছে বিস্তর।' রূপরায়, ১৭৫০।

লিখা ১ বিণ অঙ্কিত। 'তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া, আপন আলো দিয়া লিখা সে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'ভূমি কি কেবল ছবি, তবু পটে লিখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি লেখন। 'দাও গো মুছে আমার ভাল সে অপমানের লিখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

লিখাপড়া [সি লিখ>] বি লেখাপড়া। 'বাগল, ১৭৭০; 'কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২।

লিখে পড়ে দেওয়া ক্রি আইন অনুযায়ী সরকারি নিবন্ধন করে দেওয়া। '... ইংরাজদের হাতে লিখিয়া পড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত হইবে।' আজাদ, ১৯৪৭।

লিখানো [সি লিখ>] ক্রি লিখিয়ে নেওয়া। 'জে বালন জেই বা লিখান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লিপি বি লেখা; লিখন। 'সারা বুক ভরি কি ব্যথা সে লিপি নীরবে করিছে পাঠ'। জগীম, ১৯২৯।

লিখিয়ে বি লেখক। 'সে ঢের নিচুদরের লিখিয়ে'। জীবন, ১৯৩২।

লিখিত [স] ১ বি লেখা আছে যা। 'লগাট লিখিত খবন না জ্ঞাএ'। বড়, ১৪৫০। ২ বি লেখা হয়েছে এমন। 'লিখিত গ্রন্থের যদি কুরি অব্যাদ'। কুজানস, ১৫৮০। ৩ বি লিখিত। 'ছাত্রেরদিশের লিখিত ছবি'। দর্পণ, ১৮৩০।

লিখিতব্য [স] বি লেখা হবে এমন। 'নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম'। দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি লেখা হয়েছে এমন। 'ভাঁহারদের নাম ও ঐ পুরকারের মূল্য নীচে লিখিতব্য ফর্দে প্রকাশ করা গেল'। দর্পণ, ১৮৩৬।

লিখ্ [স] ১ বি যৌন। 'কর্থেস্ত্রিয় হস্ত পদ হুহা লিখ বণু'। চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বি পুরুষ। 'যোনি লিখ সজ্ঞাশেত যে সকল হএ'। সুলতান, ১৭০০।

লিঙ্গপূজক [স] বি শিবলিঙ্গ মূর্তি পূজাকারী। 'ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

লিঙ্গপূজা [স] বি গ্রীক দেবতাবিশেষের উপাসনা। 'গ্রীসদেশীয় বেকসমবেতের লিঙ্গপূজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল'। অক্ষয়, ১৮৫০।

লিঙ্গ-শরীর [স] বি সূক্ষ্ম দেহ। 'লিঙ্গ-শরীরে আবির্ভাব হয়ে আমার পূজা গ্রহণ করুন'। গিরিশ, ১৮৮৭।

লিঙ্গশরীরী [স] বি স্ত্রী সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট। 'মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী'। জীবন, ১৯৪০।

লিঙ্গায়ে বি হিন্দুসমাজভুক্ত শিবের উপাসক সম্প্রদায়। 'ভারতবর্ষে দক্ষিণাঞ্চলে একটি লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, তাহাঙ্ক নাম লিঙ্গায়ে'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

লিঙ্গোপাসক বি শিবের উপাসক। 'ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে একটি লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

লিঙ্গ বি (ব্যাকরণ) শব্দের পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব লিঙ্গভেদ। 'পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই-ই বিভক্তি হয়'। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষ পদ্ধতি লিখি'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১১।

লিঙ্গভেদ [স] বি শব্দের নারী ও পুরুষব্যাক্ততা নির্ধারক। 'এতৎ সংক্ষেপে পর্যায়গত সংযুক্ত শব্দের অভিধান' এবং লিঙ্গভেদক চিহ্ন ... সমুদয় বিন্যস্ত হইবেক'। চন্দ্রিকা, ১৮৩৮।

লিচ্ [চীনা লীচী] বি এক প্রকার মি: ফল। 'দাঁতে কেটে থু করে ফেলিয়া দিই লিচ্'। গুণ, ১৮৫৮।

লিচ্চুাছ বি লিচ্ ফলের বৃক্ষ। 'পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচ্চুাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইত ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লিঙ্গার-টাইম [বি] বি অবসর সময়। 'লিঙ্গার-টাইমে এসে বেড়াটাকে আমি বিনা ভিজিটেই দেখতাম'। শিবরাম, ১৯৭০।

লিটারেচার [বি] বি সাহিত্য। 'ও যে ও কি/ লিটারেচারের ল'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

লিটারেরি [বি] বি সাহিত্যিক। 'ওর উচিত ছিল আমার মতো পাশ-কাটানো লিটারেরি হওয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লিড [বি] বি নেতৃত্ব। 'ওরা সকল কর্মেই লিড নিতে চায়'। মাইকেল, ১৮৬০।

লিডার [বি] বি নেতা। 'দলের লিডারকে বাদ দিয়ে বাকি সকলেই ...'। প্রমথ, ১৯৩০।

লিখেখ্যাক [বি] বি অ্যাপুনিয়ামের পাত ব্যবহার করে ছাপানোর পদ্ধতিবিশেষ। 'শস্ত্র লিখেখ্যাকের ছাপার দাগ'। ইমান, ১৯০০।

লিনা [স লীন] বি লিনীন। 'সরির তেজিয়া তোয়ার সেহে হব লিনা'। মাদান্দর, ১৫০০।

লিপন [স লিপ-] বি লেপন। 'নানা পরিমল অঙ্গে করিয়া লিপন'। আলোগ্রন, ১৬৮০।

লিপস্টিক, লিপটিক [বি] বি ঠোট রক্তাবার প্রসাদবীশেষ। 'লিপস্টিক, রক্ত, পাউডার মাখলে অনায়াসে পীরিত্রি বলে চালিয়ে নিতে পারতেন'। মুক্ততা, ১৯৫২; 'লিপটিকের বদলে কপালের টিপে'। উমর, ১৯৬৮।

লিপা [স লিপ-] ক্রি লেপন করা। **লিপিনা** ক্রি লেপন করলো। 'যথেক সুগন্ধি আছে অশ্বতে লিপিনা'। সুলতান, ১৭০০।

লিপি [স] ১ বি চিঠি। 'যে দিবসে তাহার নিকট সেই সকল লিপি পৌছে'। ক্যালগে, ১৭৮৪। ২ বি লেখা। 'কপালে যাহা লিপি ছিল তাহা হইয়াছে'। রামরাম, ১৮০২। ৩ বি লিখিত। 'পরে মহাজনদিশের লিপিমত টাকা দেয়া যাইবেক'। রাজীব, ১৮০৫। ৪ বি কথা। 'কোম্পানি বহাদুরের যে সুখ্যাতি হইবে সে লিপি বাহ্য'। দর্পণ, ১৮২২। ৫ বি বর্ণ। 'নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিধান ছিলেন'। দর্পণ, ১৮২৮। ৬ বি স্মারকপত্র। 'মেজেষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বিশেষরূপে লিপি প্রতাবিত হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮৩০। ৭ বি বাড়ি। 'পেয়ে লিপি রাখে অতি গোপন ভাবে'। ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬; 'চাঁদ গানের লিপি তোমায় পাঠাই'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

লিপিকর [স] বি নকলনবিদ। 'তাহার দোষ বরং লিপিকরের'। দর্পণ, ১৮৩০।

লিপিকর্মচারী, লিপিকর্মচারী [স] বি মুদ্রাক্ষরিক। 'তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্মচারী'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

লিপিকা [স] বি চিঠি। 'লিপিকা কি গানে হাওয়া যায় না ভাবছ?'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'প্রতিদিন লেখ আলোকের নব লিপিকা'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

লিপিকার [স] বি নকলনবিদ। 'সেই সকল পুরাণের সঙ্গ্রহকার ও লিপিকারেরে প্রমাদ হইতে পারে'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

লিপি-কৌশল [স] বি লেখার কায়দা; বর্ণালিখন কৌশল। 'ভাঁহাদের বিবেচনায় বাজনা ভাষায় লেখক মাঝেই ... লিপি-কৌশল-ন্যূন্য'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'মানুষের চোঁটা ও উজ্জ্বলনার ফলে লিপি-কৌশল ও সাংকেতিক অক্ষরের প্রচলন হয়েছে'। যোগেশ্বর, ১৯৩৭।

লিপিচাতুর্ঘ্য [স] বি লেখনী দক্ষতা। 'বইখানির মধ্যে আর্কর্ঘ লিপিচাতুর্ঘ্যের সহিত রঙের পর রঙ, সুরের পর সুর'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লিপিদোষ [স] বি মুদ্রণের ভুল। 'পুস্তক নানাস্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল'। দর্পণ, ১৮১৬।

লিপিপ্রকরণ [স] বি প্রবন্ধ। 'যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক উদ্দেশ্য ...'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

লিপিবণিক [স] বি লেখা যার পেশা। 'সৌন্দর্য সুরটি রস সকলি জল্পনা লিপিবণিকের'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লিপিবন্ধ [স] বি লিখিত। 'সংক্ষেপে তদীয় চরিত্র লিপিবন্ধ হইতেছে'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

লিপিবর [স] বি চিঠিখানা। 'সেই চক্রসাহিত্য, ওষ্ঠাপত্ৰাণ, প্রভৃতি

শিপিবাহ্য

শিপিবরের বন্ধ চিরে ... ' নজরুল, ১৯২৭।

শিপিবাহ্য [স] বি অতিথি। 'তাহা লেখাতে কেবল শিপিবাহ্য মাঝ হয়।' ভবানী, ১৮২৫।

শিপিবার [স] বি লেখার জন্য খ্যাত যে। 'শুনলুম ইনি হচ্ছেন শিপিবার।' প্রমথ, ১৯৩১।

শিপির ভাষা বি লেখার ভাষা। 'বাঙ্গালা শিপির ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

শিষ্ট [স] ১ বিণ জড়িত। 'ফলতঃ যাহার মধ্যে তিনি শিষ্ট ছিলেন না অথবা তিনি যাহা সৃষ্টি করেন নাই।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ সর্জনী। 'বিজ্ঞান-চর্চা ইত্যাদি শুভকর্যে যাহারা শিষ্ট থাকিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ রত। 'ব্যভিচারদোষে অবশ্যই শিষ্ট হইয়া থাকে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

শিষ্টা বিণ ক্রী রত। 'আলোচনায় শিষ্টা ছিলেন।' মণীশ, ১৯৬৩।

শিষ্টা [স] ১ বি কামনা। 'আসন্নশিলার বিষয় মিত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি লোভ। 'রূপান্তরিত যশোশিলা মিত্র।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শিষ্ট [স] বি উর্চ দালানের বিভিন্ন তলায় ওঠানামার জন্য বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র। 'নানা ছলে লিফটে উঠানামা করিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৭।

লিফট দেওয়া ক্রি কোনো যানবাহনে করে কোনো স্থানে পৌঁছে দেওয়া। 'আর নিতি নিতি আমি লিফট দিতে পারিনে।' মুক্তভা, ১৯২২।

লিফটবয় [স] বি লিফট চালক। 'লিফটবয় দরজাখানা বন্ধ করল অভিশ্রম সম্বর্ণনে।' মুক্তভা, ১৯২২।

লিফটে [স] বি প্রচারপত্র। 'লিফটেগুলো এখনো এসে পৌঁছলো প্রেস থেকে।' জহির, ১৯৬৮।

লিবরাল, লিবর্যাল [স] বিণ উদারপন্থী। 'এক লিবরাল সমাজের ইঙ্গরেজী ভাষার কলিকাতার প্রকাশ হয়।' দর্পণ, ১৮৩২। 'লিবর্যাল সাহিত্যিকেরা মানুষকে সেই রূপে দেখতে অথবা আঁকতে চান নি।' শিব, ১৯৬০।

লিবারেলিজম [স] বি উদারপন্থী মতবাদ। 'লিবারেলিজমের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যতটা তাত্ত্বিক, বাস্তবে তিনি ততটা উদার নন।' মুরশিদ, ১৯৭০।

লিবানো [স] বি নির্বাণ ক্রি নিভানো। 'প্রদীপ লিবাঁতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

লিবিডো [স] বি যৌনবাসনা। 'নাবিকের লিবিডোকে উদ্‌বোধিত করে।' জীবন, ১৯৪৮।

লিভার, লিভার [স] বি যকৃৎ। 'ইয়ার বস্তুর লিভারটা আসুটো আছে।' গিরিশ, ১৮৮৬। 'হাট লিভার ফিডলি সব এক সঙ্গে ধর্মঘট করতে চাইছে বুঝি।' শিবরাম, ১৯৭০।

লিমিট [স] বি সীমারেখা। 'আমি সে লিমিট ছাড়াই নাই।' মনসুর, ১৯৫৫।

লিমিটেড [স] বিণ সীমিত। 'আমাদের নাখার লিমিটেড কিনা।' বিজুতি, ১৯৩১।

লিমেরিক [স] বি কৌতুকপূর্ণ পাঁচ লাইনের ছড়া। 'লিমেরিক।' অন্নদা, ১৯৫৫।

লিথু বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ডোট, শেপছা, লিথু, ক্রিরাডী বা ক্রিয়াডী।' বঙ্কিম, ১৯২২।

লিয়াজন [স] বিণ দুই পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এমন। 'লাহোরের ডেপুটি চীফ লিয়াজন অফিসার ...।' বেগম, ১৯৪৮।

লিয়ের্কো অফিসার [স] বি সমন্বয়কারী কর্মকর্তা। 'বেসরকারি লিয়ের্কো অফিসার।' মুক্তভা, ১৯৫২।

লিরা [স] বি ইতালীয় মুদ্রা। 'তাকে হাজার লিরার একখানা নোট দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন ...।' মুক্তভা, ১৯৫৮।

লিরিক [স] ১ বি গীতিময়তা। 'লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ গীতিময়ী। 'ইহুদি সভ্যতা লিরিক এবং অর্বাচীন যুগের ইতালীয় সভ্যতা সনেট।' প্রমথ, ১৯১৮।

লিরিক্স [স] বি গীতিকবিতা। 'যে প্রেমীর কবিতাকে লিরিক্স বলে তাহা মৃত ভাষার সম্বল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লিলি [স] বি ফুলবিশেষ। 'লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি, ভবুও ভূমি হবে কি বিদেশিনী।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। 'লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

লিলিপুট [স] বি (ইংরেজ লেখক সুইফট রচিত) অতি ছোটো আকৃতির মানুষ। 'গালিভার লিলিপুট-দেশের লোকের যে বর্ণনা করেছে ...।' প্রমথ, ১৯২৭।

লিলিপুটিয়ান [স] বি বামন; খর্বকায় মানুষ। 'ক্ষুদ্র ও দুর্বল হইতে হইতে শেষে লিলিপুটিয়ানদের মতো হইয়া পড়িবে।' নজরুল, ১৯২২।

লিস [স] বি লেশ। 'তবু না হইল তোর কোন বুদ্ধি লিসে।' মালাধর, ১৯০০।

লিস্ট, লিষ্ট [স] বি তালিকা। 'জিনিসপত্রের লিস্ট করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের লিষ্টভুক্ত।' মোহাম্মদী, ১৯৪০।

লিষ্টভুক্ত [স] বি লিস্ট+স ভুক্ত। বিণ তালিকাভুক্ত। 'কেন্দ্রীয় পরীক্ষাবোর্ডের লিষ্টভুক্ত।' মোহাম্মদী, ১৯৪০।

লিষ্টি [স] বি লিস্ট; তালিকা। 'মহাজন আপন লিষ্টি বাহির করিলেক।' ভবানী, ১৮২৫।

লিসিট, লিসাটি [স] বি তালিকা। 'ক্ষতি-বেসারতের লিসিট করে রাখি।' নজরুল, ১৯২৭। 'লিসিটিটা থাক আমার কাছে।' শিবরাম, ১৯৭০।

লিহ' [স] লিহ+> ক্রি লিহ হয়। 'হাথ দিতে লিহে কলিঙ্গ।' বড়ু, ১৪৫০।

লিহ'ত্র লিহা

লিহা [স] লিহ+> ক্রি লেহন করা। লিহ ক্রি আবাদন করে। 'লিহ শিবই রথির ধার।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

লীগ [স] বি সম্ম। 'লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

লীগ অব নেশনস [স] বি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গঠিত রাষ্ট্রগুণ। 'মতুবা লীগ অব নেশনস-এ কিছু হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

লীগ-মনা বিণ মুসলিম লীগপন্থী। 'বাঙ্গলার অধিবাসী লীগ-মনা নিচয়ই।' আজাদ, ১৯৪০।

লীডার [স] ১ বি সম্পাদকীয়। 'ববারের কাগজে লীডার লিখিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি নেতা। 'বাদের ইংরেজিতে লীডার বলে আমি তাঁদের বলতে চাই কর্তব্যাক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লীডার' [স] বি জার্মানির এক ধরনের গান। 'জার্মন যখন লীডার কিংবা ইতালীয়া যখন গজল গায়।' মুক্তভা, ১৯৫২।

লীডেঁ [স] লীলা, পা লীড়া ক্রিবিণ লীলার। 'হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীডেঁ।'

চর্যা ১৮, ১২০০।

লীন [স] ১ **বিশ** বিলীন। 'পালয়িতা ভূমি সে তোমাতে লীন হয়।' বৃন্দা, ৫৮০। ২ **বিশ** পলাতক। 'কাছে এয়া আসিত না, কোলে বসে হাসিত না, ধরিতে চকিতে হত লীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ **বিশ** একাকার। 'কোশাল ভূগিয়া, গরবে আসে দিন, দুটি ছোটো গ্রাণের লিখন হবে লীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ **বিশ** বিভোর। 'কোথায় যে কমহীন একান্তে আপনে-লীন, জীবনের নিগূঢ় বিরহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ **বিশ** ধ্বংস। 'রাজশক্তি বহুসুকঠিন, সাক্ষারভঙ্গারসম তদ্রূপতঃ হয় হোক লীন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। 'আর কারো বন্ধ পরে এমন একান্ত ক'রে একদিন হয়েছিল লীন।' মণীশ, ১৯৩৯।

লীনতনু [স] **বি** শায়িত দেহ। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাশ্রেণে লীনতনু স্কীণ শশীরেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

লীনপ্রাণ [স] **বিশ** প্রাণহীন। 'লীনপ্রাণ বৃক্ষে ডেকে ডেকে।' জীবন, ১৯৪০।

লীনা [স] **বিশ** স্ত্রী শায়িত। 'তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণ বীণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লীনাগ্নিনী [স] **বিশ** স্ত্রী লীন বা মিলে গেছে এমন। 'পরাবলম্বিতা লঙ্কাভয়ে-লীনাগ্নিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লীণমান [স] **বিশ** ক্ষয়িত্ব। 'সব পেছনের পার্শ্বের লীন লীণমান।' জীবন, ১৯৪০।

লীলা [স] **ক্রি** লীলা করা। **লীলোঁ** **ক্রি** লীলায়। 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলোঁ।' চর্যা ২৭, ১২০০।

লীলা [স] ১ **বি** ক্রিয়াকলাপ। 'তোমার লীলাএ কংসের বধ হ'এ।' বৃন্দা, ১৪৫০। ২ **বি** জ্যোতি। 'কনক নিকস সম তুলাকৃতি লীলাবতু, ১৪৫০। ৩ **বি** খেলা। 'চৈতন্যভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ **বি** কাজ। 'এহো এক লীলা করবে তোমার মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৫ **বি** কাহিনি। 'বৃন্দাবনদাস প্রথম সে লীলা বর্ণিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৬ **বি** অলৌকিক। 'তববানের বিচিত্র লীলারহস্যের মর্যাদামাটনে ... অসমর্থ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৭ **বি** অলৌকিক কর্মকাণ্ড। 'শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথা কহিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

লিলা [স] **লীলা**। **বি** ক্রীড়া। 'বৎসক মারিল কৃষ্ণ ইসত লিলাএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

লীলা-উৎপল [স] **বি** লীলাপন্থ; যে পথ হাতে নিয়ে যুবতী খেলা করে। 'নারীর হস্তে লীলা-উৎপল, চিকুরে কুন্দমূল।' জীবন, ১৯৩০।

লীলাকক [স] **বি** প্রমোদ কক্ষ। 'হলমল প্রাসাদ বিপণি লীলাকক, নৃত্যগীত, প্রমোদের ধ্বনি।' জীবন, ১৯৩০।

লীলাকমল [স] **বি** খেলায় ব্যবহৃত পত্র। 'লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন কাজে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

লীলাকেন্দ্র [স] ১ **বি** লীলাখেলা করার স্থান। 'ঢলাঢলির লীলাকেন্দ্রভটি মেশিনপানের গুলিতে উড়াইয়া দিয়া ...।' এশ্বলা, ১৯৩৪। ২ **বি** অগার উৎসবস্থান। 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাকেন্দ্র চট্টগ্রাম।' বেণুম, ১৯৪৯।

লীলাক্ষেত্র [স] **বি** খেলার স্থান। 'বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

লীলাখেলা [স] **লীলা+খেলা**। **বি** ক্রীড়াকলাপ। 'ভগবান কন্দর্পের যে লীলাখেলা, তা কি আশি জানেন না।' মাইকেল, ১৮৬১।

লীলাঘর [স] **লীলা+ঘর**। **বি** লীলাক্ষেত্র। 'সৃষ্টিকর্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্যন্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লীলাচকল [স] **বিশ** খেলাপরায়ণ; প্রাণবন্ত। 'দুইটি লীলাচকল শিশুসকল লইয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লীলা-চতুর্ [স] **বিশ** মধুর চক্কলতাপূর্ণ। 'তার আলাপ, নর্মলাপ - অর্থাৎ লীলা-চতুর্ ও সবিস্ময়।' প্রমথ, ১৯৩৭।

লীলাচাক্ষ্য [স] **বি** লীলাখেলা। 'অচেনা পাখির লীলাচাক্ষ্য।' মানিক, ১৯৩৫।

লীলাচাতুর্ [স] **বি** প্রমোদকৌশল। 'সুন্দরের সঙ্গে একান্ত্রতা বোধ ও তদ-জনিত লীলাচাতুর্য়ের মধুরতম অনুভূতিমূলক প্রেম।' মাহেনও, ১৯৪৯।

লীলাছেলে **ক্রি** **বিশ** খেলার ছলে। 'বঙ্কল নিকৃন্তলে সঙ্করিতে লীলাছেলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

লীলাতনু [স] **বি** লীলার উদ্দেশে গৃহীত শরীর বা ক্রিয়। 'লীলাতনু ধরি এবে হরিয়াহা গোআল।' বটু, ১৪৫০।

লীলাধিত [স] **বিশ** লীলাময়। 'লীলাধিত কল্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লীলাপন্থ [স] **বি** যে পথ লীলার সম্মুখী। 'মুখে তার লেখকেনু, লীলাপন্থ হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

লীলাবতার [স] **বি** লীলার অবতার। 'কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লীলাবতীপূজা [স] **বি** (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'রাঙিরে লীলাবতীপূজা হবে।' হুতোম, ১৮৬১।

লীলাবিভোর [স] **বিশ** লীলাময়। 'লীলাবিভোর মন নিয়ে তনতে হবে।' ভার, ১৯৪০।

লীলাবিলাস [স] **বি** লীলাখেলা। 'জন্ম-মৃত্যু-সঙ্গমের লীলাবিলাস কবে ... প্রথম শুরু হয়েছিল।' বিমল, ১৯৫৩।

লীলাবিষয়ক [স] **বিশ** লীলা সম্পর্কিত। 'সংস্কৃত ভাষা কান্ত কোমলপদ সমন্বিত রাস্যাকৃৎ লীলাবিষয়ক গীতগোবিন্দ কাব্য লিখিয়াছেন।' হাই, ১৯৫৪।

লীলাবিহার [স] **বি** লীলাখেলার বিচরণ ক্ষেত্র। 'লীলাবিহার প্রেমলোক/নাই রে সেখা দুহ-শোক।' নজরুল, ১৯৩১।

লীলাভিনয় [স] **বি** লীলাকাহিনি। 'দেবদেবীর লীলাভিনয় পুষ্ট বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম তনতে শেলায়।' হাই, ১৯৪৯।

লীলাভূমি [স] ১ **বি** বিচরণক্ষেত্র। 'মাসিভোনিয়া গ্রদেশ যেন শরতানের লীলাভূমি।' প্রচারক, ১৯০৭; 'নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ **বি** কেন্দ্র। 'মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির লীলাভূমি।' হাই, ১৯৫৪।

লীলামধুর [স] **বিশ** আনন্দময় খেলায় মগ্ন। 'নিত্যকালের লীলামধুর নিশ্চয়োজ্জ্বল অনধিকার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

লীলাময় [স] **বি** লীলাপূর্ণ বিধাতা। 'মৃত্যুর ওপারে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় খেলা লীলাময় রেখেছেন।' মুক্তভবা, ১৯৬০।

লীলাময়ী [স] ১ **বিশ** স্ত্রী লীলাপূর্ণ। 'মহীপতীর মত তবী লীলাময়ী।' বিজুটি, ১৯০১। ২ **বিশ** স্ত্রী আনন্দময়। 'বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী।' বিজুটি, ১৯০৩।

নীলাযুজ [স] বি নীলাপদ্য। 'ওরুমেবের গীতিশৈলী পূর্বদিনের সৃষ্টিবলের সময় যে নীলাযুজ নীলাখরের সৃষ্টি করেছিল ...' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

নীলারিত [স] ১ বিশ মনোহর হাবভাবযুজ। 'ভাবের আবেশ কেমন করিয়া নীলারিত হইয়া উঠিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বিশ ক্রীড়ারত। 'রক্তিম চক্ষুর আভা ছড়িয়ে হাওয়ায় নীলারিত।' শ্যামসূর, ১৯৬৮।

নীলার কর্ণধার বি সৃষ্টির কাণ্ডারী। 'ওগো আমার নীলার কর্ণধার, জীবন-ভরী মৃত্যুভাটায় কোথায় করো পার।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

নীলারঙ্গ [স] বি নীলাখেলা। 'নীলারঙ্গে সাধু ভাসে চিরদিন বিবহাগ্যারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

নীলার পুতুল বি বেতার পুতুল। 'মা তোর নীলার পুতুল আমি।' নজরুল, ১৯৩৫।

নীলারঙ্গ [স] বি প্রমোদ। 'নীলারঙ্গ আবাদিতে ধরে দুই রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নীলাশক্তি [স] বি কর্মক্ষমতা। 'বিধের এই নীলাশক্তি তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল।' বিতুতি, ১৯৩৮।

নীলাসংবরণ করা, নীলা সংবরণ করা ১ কি মৃত্যুবরণ করা। 'অবশেষে ইতিহাস্যন পদ্য স্থাপনপূর্বক নীলা সংবরণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ কি বন্ধ হয়ে যাওয়া। 'একখানি মাসিকপত্র ... নীলাসংবরণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

নীলাসঙ্গিনী [স] বি প্রণয়িনী। 'করো তাকে নীলাসঙ্গিনী, কেন সন্ন্যাসী রসেই একাকী।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। 'বলেছিলে অকপটে, হে নীলাসঙ্গিনী।' সূর্যস্র, ১৯২৯।

নীলাসমুদ্র [স] বি নীলাখেলার সমুদ্র। 'বিধাতার নীলাসমুদ্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

নীলাসাবি, নীলাসাবী বি বেতার সঙ্গী। 'নীলাসাবি তব স্তোত্র চলি ঘুরি।' নজরুল, ১৯৩১। 'নীলাসাবী গ্রহ রবি ও সোম।' নজরুল, ১৯৩১।

নীলাসুখ [স] বি কেলির আনন্দ। 'ভাবশাবল্যে রাখার উক্তি নীলাসুখে হৈল স্মৃতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

নীলাহুসী [স] বি নীলাক্ষেত্র। 'হে বিধি, এ ভবভূমি তব নীলাহুসী।' মাইকেল, ১৮৬১।

নীলাহিষ্টোল [স] বি চেউয়ের খেলা। 'বর্ষার চিরন্তন রস এবং মেঘাশ্রোকের নীলাহিষ্টোল।' অরুন, ১৯২৫।

নীলে [স] নীলা ১ ক্রিণ্য অবনীল। 'তহি চুড়িলী মাতঙ্গি পৌছা নীলে পার করেই।' চর্য ১৪, ১২০০। ২ বি ক্রিয়াবল। 'নীলকরের হৃদ নীলে নীলে নীলে সন্নিহিত ...।' গুণ, ১৯৫৮।

নীলাবতী [স] বি ভাস্কর্য্য রচিত তাঁর বিদ্যুী কন্যার নামানুসারে প্রস্তুত পাটগণিত ও বীজগণিতের সূত্রাবলি সংবলিত গণিতগ্রন্থ। 'কেনি নীলাবতীর পারসীক অনুবাদে লেখেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

নীহা [স] লিহে ক্রি লেহন করা। নীহেন ক্রি লেহন করেন। 'রসনা নীহেন যেন দরশন-পান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

নু [সি] বি প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলা মরুভূমির উত্তম হাওয়া। 'বালু-বোররাকে সভ্যার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে নু।' নজরুল, ১৯২৮।

নু হাওয়া [সি] লু+আ হাওয়া বি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড উত্তম

বালুকারাশির ঝড়বিশেষ। 'নু হাওয়ায় ক্লালা না আনে গোলাপ-বাগে।' নজরুল, ১৯৪১। 'প্রবল তুধিত নু হাওয়ার শিখা সে কি হার মানে এ আবেগে।' ফররুজ, ১৯৪৬।

নুই [স] লোম+বি পত্তর লোম দিয়ে তৈরি শীতবস্ত্রবিশেষ। 'প্রত্যেককে নগদ ঢাতি ঢাকা ও একই নুই দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

নুই বি অক্ষ। 'অ দেব, অর চোখ থেকে নুই গড়াইছে।' হাসান, ১৯৬৭।

নুইদোর বি ফরাসিদেশে প্রচলিত এক সময়কার স্বর্ণমুদ্রা। 'সমস্ত নুইদোর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

নুইস গান [সি] বি একপ্রকার হালকা শৈলীনগণ। 'আমার নুইস গানটাও আর চলছে না।' নজরুল, ১৯২২। 'নুইস-গানার যেন মিনিটে সাঙোশো করে গুলি হুঁড়ছে।' নজরুল, ১৯৩০।

লুক [স] লুকা+বি ডুব। 'লাজ হেতু কদম্বের জলে দিল লুক।' অলাওল, ১৬৮০।

লুকমা বি গ্রাস। 'বাবা-মার হাতের লুকমা নিতেছিল।' মনসুর, ১৯৫৩।

লুকা [স] লুকা+বি কি আত্মগোপন করা। লুককে কি লুকিয়ে। 'না যেতে দেয় লুকিয়ে যাব।' উমেশ, ১৮৫৭। লুকাই কি লুকিয়ে। 'সাপের যেহেন চেউ লুকাই রহিছে।' সুলতান, ১৭০০। লুকাইও কি গোপন করে। 'আমার কাছে লুকাইও না।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। লুকাইতে কি লুকাতে। ওগা, ১৮২২। লুকাইবে কি লুকাবে; লুকিয়ে রাখবে। 'মন ভেবেছ কুণ্ট ভক্তি করে লুকাইবে আশা।' রামধন্যদাস, ১৭৮০। লুকাইয়া কি লুকিয়ে। 'দুখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। লুকাইল কি লুকিয়ে গেলো। 'লাজে লুকাইল জলে।' বহু, ১৪০০। লুকাইলো কি লুকালো। 'সত কর্তব্য পালন লুকাইলে নেই।' মালধার, ১৫০০। লুকাও কি লুকাই। 'যেদনী বিদ্যার নেউ পলিখা লুকাও।' বহু, ১৪৫০। লুকায়্যাছে কি আত্মগোপন করেছে। 'লুকায়্যাছে বয়স বলসে খাপি গা।' রূপরাম, ১৭৫০। লুকালে কি আত্মগোপন করলে। 'মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অশ্রুধন।' লালন, ১৮৯০। লুকাল্য কি আত্মগোপন করলো। 'আমি ভাবি কর্পূ লুকাল্য কোন কোণে।' রূপরাম, ১৭৫০।

লুকমে চুর করে ক্রিণ্য গোপনে। 'গুহে ডাই লুকমে চুরয়ে কোথায় কে কি করে।' উমেশ, ১৮৫৭।

লুকিয়া চুরিয়া ক্রিণ্য লুকোছাপা করে। 'কিছু লুকিয়া চুরিয়া শিবে।' গৌর, ১৮২২।

লুকিয়ে করা কি গোপনে করা। 'লুকাইয়া করে সেই জলপান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লুকা বি গোপন করা। 'আমার লুকায় বেদনা অবধা অক্ষনীরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

লুকা-চুরা [স] লুকা+স চুর+বি আত্মগোপন করা। 'আড়ালে আড়ালে ঝুঁজে বোড়ায় লুকিয়ে-চুরিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

লুকচুরি [স] লুকা+স চুর+বি লুকোচুরি। 'চুপি চুপি বহরঙ্গী লুকচুরি খালা।' গুণ, ১৮৫৮।

লুকোছাপা বি গোপন। 'তা আর লুকোছাপা নেই।' নজরুল, ১৯৩০।

লুকালুকি [স] লুকা+বি লুকোচুরি। 'বেললাম সবে লুকালুকি আবার হল দেখাদেখি।' লালন, ১৮৯০।

লুকি দেওয়া [স] লুকা+বি ক্রি অদৃশ্য হওয়া। 'লুকি দিয়া বিধাতা যে লুকি হইয়া যাএ।' সুলতান, ১৭০০।

লুকোছাপা বি গোপন। 'আমার দিকটা তো আর লুকোছাপা নেই।'

নজরুল, ১৯২৮।

লুকোশুকি [স লুকায়] বি গোপনীয়তা। 'যোগ হলে ভোগ নাই নাই লুকোশুকি।' ওর, ১৮৫৮।

লুকানো [স লুকায়] ১ কি লুকিয়ে থাকে। 'লুকায়, ঢাকায়, শরীর ওটায় কেবলি কোটের বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ কি নিমজ্জিত হওয়া। 'লুকানো না আশনারি মহিমা-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

লুকিয়ে-রাখা বিণ গোপন করে রাখা। 'আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ফুলার ঢাকা খুইয়ে নাও।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

লুকানো বিণ ওর। 'কোশে কোশে যত লুকানো আঁধার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

লুকোচুরি, লুকোচুরী [স লুকায়+স চুর] ১ বি ছলচাতুরীপূর্ণ। 'কুলকামিনী আনিয়া লুকোচুরি খেলায় শ্রবণ হইসেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি নিতসুলভ খেলাবিশেষ। 'ঘরে লুকোচুরি খেলা।' বহিষ, ১৮৭৫। ৩ বি গোপনীয়তা। 'ভাষাতে এরূপ লুকোচুরী বা সোকাঁদারী ছিল না।' মীপিকা, ১৮৮৭।

লুকায়িত [স] ১ বিণ লুকিয়েছে এমন। 'গর্ভের ভিতরে সাঁদায়া লুকায়িত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিণ গোপনীয়। 'হৃদয়ের যে লুকায়িত হান কেহ কখনও দেখিতে পায় না।' বহিষ, ১৮৭৮।

লুপি [বাণী] বি পুরুষদের শিয়ালে পরার বস্ত্র। 'লুপি ধরে চলে রাজির এবার গোল দিল সেখা তিক।' নজরুল, ১৯৪১।

লুটি বি শিয়ালে পরার পুরুষদের বস্ত্রবিশেষ; তখন। 'লুটি লুটি বিকছে ভোমাসের দিল ছুঁবিতো।' নজরুল, ১৯০১।

লুটন [স শোভা] বি চোখ। 'লুটনে অঞ্জন দেখি শলাটে বিকৃত।' মাল্যধর, ১৫০০।

লুটি, লুটী [স শোভিকা] বি ময়দা দিয়ে তৈরি ডেসেলজা: কটিবিশেষ। 'আপন তুলস ফুল লুটি ও পকান ... বিবিধ মিষ্টান্ন।' কেতক, ১৬৫০; 'লুটীর ময়দা।' হৃদয়, ১৮৬২।

লুটিমুটি হওয়া কি ওটিমুটি হওয়া। 'লুটিমুটি হইয়া বামীর মুখে মিশিয়া পড়িল।' মনসুহ, ১৯৫৩।

লুট [বা লুস] বি লম্পট। 'যদি বল লুট বসিয়া সল্ল লোক দেখা করিবেক।' ভবানী, ১৮২৫।

লুতা বি লম্পট। বিদ্যা, ১৮৯১।

লুতামি বি লম্পট। বিদ্যা, ১৮৯১।

লুটি বি একাধিক পুরুষের সঙ্গে সৈধিক সম্পর্ক স্থাপন করে এমন নারী। 'লোচা লুটির নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

লুছে বি লুতা; চিরজীবন। 'লুছে কিনা মজা জানে নাই।' ভবানী, ১৮২৫।

লুট [স] বি লুটন। 'নানাদন লুটে নিশীশ্বর।' মুহুর, ১৬০০।

লুট-করা বিণ লুটিত। 'তধু মূখের জোরে গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

লুটভরাজ [স লুট+কা ভরাজ] বি ব্যাপক লুটন; ডাকাতি। 'জমিদারিতে রাজধানের লুটভরাজ করিয়া থাকে।' মেঘর, ১৭৮৭; 'গোবারা ... বড় বড় ধরে লুট ভরাজ আত্ম করয়ে।' হৃদয়, ১৮৬১।

লুটভরাজি [স লুট+কা ভরাজ] বি লুটভরাজের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

লুটপাট বি লুটন। 'গারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'লুটপাট করে মারছে এলা, মাইনে পেলেই থাকবে সোজা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লুটেশ্বর, লুটেশ্বর [স] বিণ লুটন করতে উন্মাদ। 'সেহান তদনুরূপ হইলে পর পৌরের সহর লুটেশ্বর ...।' রামরায়, ১৮০১।

লুটেশাল [স লুট+আ কাসাল] বি লুটভরাজ। 'সর্ব সৈন্য লইয়া দাউসের থানা বখাদার রঞ্জিত হইয়া বেগতিক লুটেশাল করিতে ...।' রামরায়, ১৮০১।

লুটেপুটে নেওয়া কি কেড়ে নেওয়া। 'আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

লুটের বিলাত - লুটের রাজত্ব। 'একবারে লুটের বিলাত পড়ে গিয়াছিল।' গ্যারী, ১৮৫৯।

লুটন বি লুট করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

লুটন করা কি লুটন করা। ওর্গা, ১৭৮৫।

লুটনেওয়ালা বি লুটনকারী। 'যতদিন না লুটনেওয়ালা গতায় হন।' ধৃষ্টি, ১৯০১।

লুট-সি লুট-সি ১ কি লুটন করা। 'লম্পট নাগর কুফ লুট-সি পসার।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ কি আবেল করা। 'ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা বাস নে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৩ কি নত করা। 'লুট-সি লুট-সি পির - প্রথম, রমণী, সেই মহাকালে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। লুট-সি লুটন করে। 'লম্পট নাগর কুফ লুট-সি পসার।' মাল্যধর, ১৫০০। লুটিয়া কি লুটিয়ে। 'কান্ধের অঙ্কন যার ধূয়ায় লুটিয়া।' কুঞ্জরায়, ১৭২০। লুটিবি কি লুট করবে। 'পরিবার মারি লুটিব মালদায়া।' রতনরায়, ১৭৫০। লুটিবারে কি লুটন করবে। 'এই সব বনিজারে চাহ যদি লুটিবারে।' সুলতান, ১৭০০। লুটিল কি লুটিয়ে পড়িলো। 'ঘটিল বিশদ বড় লুটিল ছুবন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। লুটিলেক কি লুট করলো। 'অথ ঔই লুটিলেক কহিল কতক।' বাহরায়, ১৬৫০।

লুটানো কি বিলিয়ে নেওয়া। 'দীন-দুখী ডেকে রাজভাগ্যে লুটিয়ে নাও।' ভবন, ১৮৯৬।

লুটিয়ে পড়া ১ কি গড়িয়ে পড়া। 'ঘরের জাজিদের উপর লুটিয়ে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিণ মুয়ে পড়িয়ে এমন। 'ভিজে ভারি ধানের লুটিয়েপড়া শিব।' হাসান, ১৯৪৪।

লুটে পড়া কি ঝরে পড়া। 'সে-লম্বতলে পড়ি লুটে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লুটালুটি [স লুট] ১ বি গড়াপাড়ি। 'ফটক লুটালুটি এ পাশ ও পাশ।' ওর, ১৮৫৮। ২ বি লুটপাট। 'ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর হানবিশেষে বুনাখুনি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

লুটি [স লুট] বি লুট। 'নিত্য তার বহিন রাড়ি লুটি করিয়া লয় হাড়ি।' মুহুর, ১৬০০।

লুটোপুটি [স লুট] বি গড়াপাড়ি। 'কেন যে লুটোপুটি, কেন যে হুটোপুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

লুট [স লুট] ১ বি বলপূর্বক অপহরণ। 'লুটি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।' ভয়র, ১৭৬০। ২ বি হিন্দু সমাজে প্রচলিত সেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বাতাসা ক্রমিতে ইচ্ছাকৃত ছড়িয়ে দেওয়া; হকিট। 'লুট বিলুচ্ছে হাসির মা'র এই লক্ষ তারা দাসী।' অশ্বিনী, ১৯২০।

লুট-করা বিণ লুটিত। 'লুট-করা ধন করে জাড়া, কে হতে চান

সবার বড়ো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শূঁতরাঙ্গ [স শূঁত+কা তারাজ]। বি শূঁতপাট। 'কোথাও শক্তি নাই, সর্বত্র শূঁতরাঙ্গ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

শূঁতপাট [স শূঁত]। বি ব্যাপক লুটন। 'শূঁতপাট আরম্ভ করিল।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

শূঁতেরা [স শূঁত]। ১ বি ডাকাত। 'শূঁতেরা দল বাঁধিয়া দিনে লুট করে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বি লুটনকারী। 'ভাঁড়ারা শূঁতেরা সর্দার।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

শূঁতো [হি বি মোটা কাগজের তৈরি ছকের উপর মুঁটি নিয়ে বেলাবিশেষ। 'শূঁতোর বোর্ড ও গুটিগুলো শুঁছিয়ে কুন্ডুরি ভেতর রেখে দিল।' জীবন, ১৯৩২; 'সাবান, তরল আলতা, স্নো, পাউডার, ক্রিম, শূঁতো খেলার সরঞ্জাম কিছুই বাকি রাখেনি।' শিবরাম, ১৯৫০।

শূঁতা [স শূঁত]। ক্রি লুটন করা। শূঁতীয়া ক্রি লুটন করে। 'শূঁতীয়া সব পসার বাইবৌ দখি তাহার।' বড়ু, ১৪৫০। **শূঁতুটি** ক্রি বিপর্যস্ত করণো। 'আদম দমালে দেশ শূঁতুটি।' চর্যা ৪৯, ১২০০।

শূঁতা [স শোঁতা] বি গুচ্ছ; আঁট। 'উমার মুখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ি শশের শূঁতা।' ভারত, ১৭৬০।

শূঁতি [স শোঁতি] বি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড। 'এই ৮ গণা পয়সা এবং ৮ গণা শূঁতি ফুৎয়া মূল্যই।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শূঁপ [স লবণ] বি লবণ। 'তাহাতে লুণের ছিটে।' চঞ্জী, ১৫৫০; 'বিনা লুণে চিরাইয়া খাইবেন।' সোকেয়া, ১৯১১।

শূঁপী [স লবণ] বি লবণ। 'শূঁপী সম দেহ তার রসের সাগরে।' বড়ু, ১৪৫০।

শূঁতন [স বি লুটপাট। 'পরদেশ আক্রমণ ও পরব্রূ লুটন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শূঁতনকারী [সি বি লুটপাটকারী। 'এক দল শূঁতনকারী নিরুদর যোদ্ধাখনন মন্ত্র।' আচ্ছাদ, ১৯৪৫।

শূঁতা ক্রি ধ্বনিত হওয়া। 'বিষকণ্ঠে বন্দনা-বাণী শূঁতে।' নজরুল, ১৯২২।

শূঁতিত [সি ১ বি লুটিয়ে পড়েছে এমন। 'পীত উত্তরীয়প্রান্ত শূঁতিত ফুঁতলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে শূঁতিত।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি লুণ অবনত। 'গিরিশের পদপ্রান্তে লুণিত হইয়া প্রণাম করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শূঁতিতবসনা [সি বি পরিসেয়ে বস্ত্র মাটিতে গড়াপড়ি খাচ্ছে এমন। 'সেই ঞ্জিতকেশ শূঁতিতবসনা নারী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শূঁতিতা [সি বি লুটনের শিকার হয় এমন। 'নারী হল শূঁতিতা গণিকা।' ফররখ, ১৯৪৩।

শূঁতামান [সি বি লুণিত; লুটিয়ে-পড়া। 'পদে পদে ক্রান্তিস্তে হয়ে শূঁতামান ধূলিতলে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

লুতি [কা বি ব্যক্তিচর। 'নারীয়ে দাসীয়ে লুতি যে করিতে চাই।' আশাওল, ১৮৬০।

লুন [স লবণ] বি লবণ। 'লুন খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার।' গুণ, ১৮৫৮।

লুনদান বি যে ছোটো পাত্রে লবণ পরিবেশন করা হয়। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

লুনা বি লবণ। মানোএল, ১৭৪৩।

লুনাটিক [হি বি লুণ পাশাটে। 'প্রজাবটা লুনার হলেও নিতান্ত লুনাটিক বলে

মনে হচ্ছে না।' শিবরাম, ১৯৪০।

লুনিয়া কষ্ট বি অভিরিক্ত শ্রম। মানোএল, ১৭৪৩।

লুনিয়া শাণ বি শাকবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

লুনী স নবনীতা বি ননি। 'লুনীর পুঞ্জী হেহ।' বড়ু, ১৪৫০।

লুণে নেওয়া ক্রি অম্বাহের সঙ্গে গ্রহণ করা। 'ছোট সাহেব এমন মাল গেলে তো লুণে নেবে।' গীনবন্ধু, ১৮৬০।

লুণ [সি বি লুণী। 'পাণীর লিখন সব ঝটি কর লুণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লুণর্ষ [সি বি পৌরষ লোপ পেয়েছে এমন। 'আমি একজন লুণর্ষ রাজার তনয়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

লুণ্ডথার [সি বি লুণ্ড্রো নেই এমন। 'লুণ্ডথার গ্রাম-নদী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

লুণ্ডথার [সি বি লুণ্ড্রো লোপ পেয়েছে এমন। 'সেখানে একটা লুণ্ডথার বাটী আছে।' দর্পণ, ১৮৮৭।

লুণ্ডবুজি [সি বি লুণ্ডবুজি। 'লুণ্ডবুজি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবস্থায় কার্য করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

লুণ্ডরোখা [সি বি লুণ্ড্রো যাহাছে এমন। 'রজনীর মসীলিম্ভিমাথে/ লুণ্ডরোখা সংসারের ছবি -।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

লুণ্ডশ্রুতি [সি বি লুণ্ড্রো বিনয় হয়েছিল এমন। 'ক্রিওশ্রেণী লুণ্ডশ্রুতি, লায়লী-শ্রুতি উপাখ্যানমাত্র।' আলটিউন, ১৯৬০।

লুণ্ড [সি বি লোপপ্রাপ্তি। 'গ্রহিৎসেদন বর সংঘাত, লুণ্ড, সৃষ্টি, বিলুপ্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩; 'পলায়ন শব্দবৃত্তি; লুণ্ড, গুণিত, পরিবাস, শ্রেণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

লুণ্ডালুণ্ডি বি কাড়াকড়ি করে নেওয়ার কাজ। 'বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেলো লুণ্ডালুণ্ডি খেলা।' নজরুল, ১৯২৪।

লুণ্ড [সি লুণ্ড বি লুণ্ড; মুক্ত। 'আপাতে লুণ্ড কাহাঞি তোকার মনে।' বড়ু, ১৪৫০।

লুণ্ড [সি লুণ্ড বি লুণ্ড। 'লুণ্ড মানস চালক মখন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লুণ্ডান [আ বি লুণ্ডার মতো গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাসবিশেষ; ধূসকাঠি। 'লুণ্ডানের ধূয়ার মতন হৃদয়ায় লোটো লুণ্ড তারি।' জঙ্গী, ১৯৩৩; 'যেন লুণ্ডানের ধূয়ার আড়ালে মোহের বাতির রেখা।' জঙ্গী, ১৯৫১।

লুণ্ড [সি ১ বি আকৃষ্ট। 'মধুগন্ধে লুণ্ড হয়ে যায়।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি লোভনীয়। 'প্রজ্ঞাদিপকে লুণ্ড আশাস দিয়া জমিদারের বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪। ৩ বি লোপ। 'লুণ্ড মুণ্ডি যাহা পায় আকৃষ্টিত চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

লুণ্ডচিত্ততা [সি বি লোভী মানসিকতা। 'বিশ্বহীনবশেষের সঙ্কটচিত্ত এবং লুণ্ডচিত্ততার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে থাকেন।' তারা, ১৯৪৩।

লুণ্ডতা [সি বি লোভ। 'তাহা দেখিয়া আশাবিহীন হইয়া উঠা অক্ষমের লুণ্ডতামার।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লুণ্ডদৃষ্টি [সি বি লোভাতুর দৃষ্টি। 'আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে নাঁড়াইয়া লুণ্ডদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লুণ্ড নেম [সি বি লুণ্ড চোখ। 'কত লুণ্ড নেম দিনরাতি তাকিয়ে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'দৃষ্টিক থেকে বোঁচা খেয়ে এ বৈশ্যভূক্ত দিকে লুণ্ডনেত্রো তাকাচ্ছে।' সর্ব্ব, ১৯২০।

লুক্কানা [স] বি লোজী মন। 'সোণেতে ফলিবে সোণা, সেই লোতে লুক্কানা।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লুক্ক রসনা [স] বি লোপুপ জিহ্বা। 'কেটে ফেলো লোজী লুক্ক রসনা।' *নজরুল*, ১৯২৪।

লুক্কস্বভাব [স] বিণ লোজী স্বভাববিশিষ্ট। 'এই-সকল লুক্কস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয় -।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

লুক্কদস্য [স] বি মুক্চমন। 'মাতার শয্যাপার্শ্বেও লুক্কদস্যে বসিয়া থাক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

লুক্কা [স] বিণ ক্রী লোজী। 'শার্দূলের লুক্কা মাতৃমুসার মতো আর নুকেতেই চান না, তিনি তো স-তিথি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

লুক্ক [স] ১ বি ব্যাধ। 'লুক্কের প্রায় লৈল বালির পরাণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র; সিরিয়াস। 'লুক্ক।' *জ্ঞানেন্দ্রমোহন*, ১৯০৭।

লুভ [স লোভ] বি লোভ; দিল্লা। 'পর দৈব্য দেখি কেনে ভাল জনের লুভ।' *মালাধর*, ১৫০০।

লুমড়ি বি প্রাণীবিশেষ। 'ছাগল, লুমড়ি, হরিনের বাচ্চা, ক্যানার, এরাই এখানে বেশী।' *হুই*, ১৯৫৮।

লুলা [স লুল>] কি দোলা। **লুলয়ে** কি লুলছে। 'খোপাত লুলয়ে তোর দোলসের মাল।' *বড়*, ১৪৫০। **লুলি** কি লুটিয়ে পড়ে। 'প্রণামে লুলি ভূগত।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুলিয়া** কি লুটিয়ে পড়ে। 'আত্মক প্রণাম করে অটীলে লুলিয়া ভূমিত।' *সুলতান*, ১৭০০। **লুলে** কি লুলে। 'লুলেয় করিকর জালিত লুলে।' *বড়*, ১৪৫০।

লুলা ^১ **লুলো**

লুলিত [স] ১ বিণ লিঙ। 'সিন্দুর লুলিত মুকুতা পাণ্ডী সম দশন উজ্জ্বলে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ বিণ অবগুপ্তিত। 'বাম করে কুঙ্গলি লুলিত কেশভার।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ৩ বিণ নুয়ে আত্মপ্রমদ। 'ফল ভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।' *বাহরাম*, ১৬৫২। ৪ বিণ রজাঙ্ক। 'শোণিত লুলিত মুখ পাখাণ প্রহরে।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৫ বিণ দলিত। 'ভূমির উপরে লুলি-মুসর লুলিত।' *সুলতান*, ১৭০০। ৬ বিণ এলোমেলো। 'আত্মলে লুলিত করো বন্ধবেণী।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

লুসা [স লুস>] কি খাওয়া। 'ভেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা সোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেবড়ান লুসে ফসসা পুড়ি চাদরে ফিট হয়ে বসে আসেন।' *হেতাম*, ১৮৬১।

লুসাই বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'লুসাই, কুকি, কারেন, তালাইন প্রভৃতি জাতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

লুহ [স লোহা] বি লোহা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লুকি [স লুক্কা>] বিণ অদৃশ্য। 'সাত্যের পানির আড়ে সুদা হৈল লুকি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

লুতা [স] বি মাকড়সা। 'লুতার সূত্যর লুলিয়ে দোলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১১।

লুতাত্ত [স] বি মাকড়সার জাল। 'লুতাত্তপাশে আপনাকে এবং অন্যকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেউটা [স নিবর্তন] কি ফেরা। **লেউটিয়া** কি ফিরে। 'লেউটিয়া আসি এখা সিনু না দেখিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

লেণ্ডতি [স লঙ্গ] বিণ প্রতিবন্ধী। 'এতক দোমগ হইল লেণ্ডতি বাচ্চার।' *গরীব*, ১৭৫৬।

লেংগটা [স নগ্নাতি] কিণ লেটো। 'লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব।' *বিজয়*, ১৬৫০।

লেংগুড় বি লেঙ্কুড়। 'কোন মেজরিটির লেংগুড় হইয়া আর আমার থাকিবা না।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

লেংটো [স নয়>] বিণ উলঙ্গ। 'হাড়িরা ... ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা লেটো হিঙ্গুরা শিরে জটাধারী ভোলায় গলে দোলে হাড়ের মালা ভজন গাইতে গাইতে চলেচে।' *হেতাম*, ১৮৬১।

লেটো করন বি উলঙ্গ করা। *গুণী*, ১৭৮৫।

লেহটি [স নয়>] বি ছোট্টা লেহট। 'পালোয়ান লেহটি পরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

লেহড়ি কিণ পা ভাঙা। 'জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে লেহড়ি মুরগির চিকার।' *কায়সার*, ১৯৬২।

লেক [সি] বি হ্রদ; সরোবর। 'লেক দেখিয়া ... নিরাশ হইল।' *বিক্রুতি*, ১৯৩১।

লেক-ফেরতা বিণ লেকের পাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এমন। 'লেক-ফেরতা অন্য দু-জন জ্ঞানলোক বাড়িমুখো রওনা হলেন।' *বৃদ্ধ*, ১৯৫৫।

লেকচার, **লেকচর** [সি] বি বক্তৃতা। 'দাতাকর্ণ বাবু ... লেকচার শোনেন।' *হেতাম*, ১৮৬১। 'প্রোফেসর রকমারী ফলারের লেকচর দিতে আরম্ভ করেন।' *হেতাম*, ১৮৬১।

লেকচার বাড়ি কিণ বিপাড়বর করা। 'তার খোয়ারি তিনি চালানেন ... লবা লবা লেকচার খেড়ে।' *মুক্ততা*, ১৯৪৯।

লেকচারার, **লেকচরার** [সি] ১ বি বক্তা। 'লেকচরর তখন খেঁয় প্রান্ত হইয়া পুনরাবি বলিতে আরম্ভ করিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪। ২ বি প্রভাষক। 'কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে লেকচারার ও প্রফেসর বলে বিভিন্ন শ্রেণী থাকবে না।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

লেকনেট বি এক প্রকার মসলিন। 'বক মজলিন ও লেকনেট মজলিন ও মলমল ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' *ভবানী*, ১৮২৮।

লেকা [স নেকা] কিণ নেকা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

লেকিন [স লাকিনা] অবা বিস্তৃত। 'লেকিন আমার সামনে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

লেখ [স] বি শব্দক। 'কবিতার লেখে লেখে সুন্দর-আশ্চর্যমধ্য মেঘপুঞ্জ করার প্রণয়ী।' *শব্দ*, ১৯৫৫।

লেখক [স] ১ বি গ্রন্থকার। 'এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াছি।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ২ বি প্রবন্ধ রচয়িতা। 'এই বিষয়ে লেখকের সমাখ্য মিত্র ... প্রমুখ্য অবগত হইল।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

লেখকজীবন [স] বি সাহিত্যিক জীবন। 'লেখক জীবন যতদিন থাকবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

লেখকসত্তা [সি] বি লেখক-অস্তিত্ব। 'আমার লেখকসত্তা অতিমান করতঃ চায়।' *সুভাষ*, ১৯৪৬।

লেখিকা [স] ১ বি ক্রী পত্রের রচয়িতা। 'ভাড়াও লইয়া লেখিকার নিকট প্রেরণ করিতে পারি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬১। ২ বি ক্রী গ্রন্থাদির রচয়িতা। 'লেখিকা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের একজন নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, তিনি দেশীয় ভাবের পক্ষপাতী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

লেখন [স] ১ বি লেখার কলম। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি বার্তা। 'অন্তরে

কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ৩ বি চিঠি। 'পাঁজর কাটিয়া লেখন লিখিয়া পাঠাই বন্ধুর বাড়িরে।' জমীন্দ, ১৯৩০।

লেখন পঠন [স] বি লেখা ও পড়া। 'ছয় জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হই।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

লেখন পড়ুন বি লেখাপড়া। 'লেখন পড়ুন নাহি জানে কেবল মুখ পাঞ্জি।' বিজয়, ১৬৫০।

লেখন-ভরা বি লিখিত; লেখা হয়েছে এমন। 'হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলক্যাপ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

লেখনী [স] ১ ক্রি কলম। 'লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি রচনা। 'হটক ধন্য তোমার মশ লেখনী ধন্য হোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

লেখনী আঁকালন করা ক্রি কলম চালানো। 'বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীও সন্ধ্যায়ে লেখনী আঁকালন করিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

লেখনীচালন [স] বি লেখালেখি। 'লেখনীচালনে অবিশ্রান্ত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

লেখনীপ্রসূত [স] বি লিখিত। 'পাঠকবর্গকে আমোদ ও শিক্ষাদান করিত, তাহার অনেকগুলি তাহার লেখনীপ্রসূত।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

লেখনী ১ বি লিখিবদ্ধ করণ। 'সবে কে তোমার বাপ নাহি তার লেখা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি লিখিবদ্ধ। 'অনন্ত তপন বসুনাথের কে করিবে লেখা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি লিখিত; আঁকা। 'ভূমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি লিখিত। 'এই সভ্যতা তার শরীরে পেশিতে লেখা রয়েছে।' হাসান, ১৯৭৪।

লেখা আসা ক্রি লিখতে পারা। 'আমার লেখা আসে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লেখা করা ১ ক্রি গণনা করা। 'লেখা করে কাহ্নাট্রি আপনে বড়ী পাড়ী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি লেখা। 'হএ নহে রাখা আপনে লেখা কর।' বড়ু, ১৪৫০।

লেখা খাটা বি লেখার খাটা। 'যেন একটি লেখা খাটার উপরে দোয়াতসুন্দ কলি গড়াইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লেখা জোকা ১ বি ভাগ্যলেখা। 'এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা।' চন্দ্র, ১৫৫০। ২ বি লেখালেখি। 'লেখা-জোকোর মাধ্যমে প্রায় নিচল বসাব অবস্থায় দিনের কাজ সারতে দেখা যায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

লেখাজোখা ১ বি হিসাব। 'লেখাজোখা নাহি জ্ঞাত চলে সেনাপতি।' যুগ্মদ, ১৬০০। ২ বি সাহিত্য রচনা; লেখালেখি। 'লেখাজোখার কারখানাতে দুয়ার রুখে বসন হুঁদে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

লেখা-টোখা বি রচনাতির কাজ। 'লেখা-টোখা বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লেখাপড়া ১ বি লেখা ও পড়ার কাজ। 'জাতি ব্যবসা লেখা পড়ায় তিন জনেই পটু হইল।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি বিদ্যাভ্যাস। 'সেকালের ব্রীলোকেরা কহেন, যে লেখাপড়া যদি ব্রীলোকে করে তবে সে বিখ্যাত হয়।' গৌর, ১৮২২। ৩ বি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। 'চিরকাল লেখাপড়া করিয়া মরিলেই বা কি হইবেক।' ভবানী, ১৮২৫। 'বাসলা লেখা পড়ার যে এককটা সরকার পাঠশালা আছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৬। ৪ বি আইনামুসারে লিখে সম্পাদন। 'ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৭। ৫ বি লিখিত। 'বাবাজী লেখাপড়া মানুষ।' মনসুর, ১৯৫১।

লেখাপড়া করা ক্রি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করা। 'লেখাপড়া করে

যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

লেখাপড়াজানা বি লিখ লেখাপড়া লিখেছে এমন। 'তিনি যে লেখাপড়াজানা শিক্ষিত লোক ছিলেন এমন কথা কেউ বলেন না।' হাই, ১৯৫৪।

লেখা পড়ার দোকান বি পাঠশালা। 'লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না।' দর্পণ, ১৮২১।

লেখা-লেখা বি কাগজ-কলমে রচনাতির কাজ। 'আমার লেখা-লেখা সব ফুরিয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লেখালেখি বি কলমবাজি। 'এইজনাই সভাসমিতি তরুণবর্তক লেখালেখি বান্দ্রভিবাদ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লেখা ১ ক্রি লিখিবদ্ধ করা। 'বিরসে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।' ঘিট্ট, ১৬০০। ২ ক্রি সাহিত্য রচনা করা। 'ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ ক্রি রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধন করা। 'দানাপদে তব তোমার নিখিলখানি আমি লিখি লব।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ ক্রি আঁকা। 'অন্তরে কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। লেখা ক্রি লেখা। 'লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙ্গলা।' মানিকরাম, ১৭৮১। লেখা ক্রি লেখা। 'রাখা নাম অইল লেখা এ নিম্ন অঙ্গে।' মালধর, ১৫০০। 'সেই হস্তে লেখাও তারিখ সেকান্দরী।' আলগোল, ১৬৮০। লেখায়ে ক্রি লিখিয়ে। 'মোর্য, ১৭৭৭। লেখি ক্রি লিখে। 'নিম্ন বীজ মন্ত্র লেখি দিয়া নিরঞ্জন।' মানিকরাম, ১৭৮১। লেখিআ ক্রি লিখে। 'জন্মপদ লেখিয়া করিল আশীর্বাদ।' আলগোল, ১৬৮০। লেখিয়েছে ক্রি লিখিয়েছে। 'সেই কিতাবে লেখিয়েছে নবীর আকার।' সুলতান, ১৪০০। লেখিল ক্রি লিখলো। 'তেকারণে বিধি যত দুখপদ লেখিল পাঠাইয়া।' বড়ু, ১৪৫০। লেখিলেন ক্রি লিখলেন। 'সর্বকাল ভক্তিতে লেখিলেন অবিচ্ছেদে।' মানিকরাম, ১৭৮১। লেখিলো ক্রি লিখলো। 'জলের আধর কিবা ভূমিত লেখিলো।' বড়ু, ১৪৫০। লেখী ক্রি লিখি। 'সিসের সিন্দুর তোর লক্ষ দান লেখী।' বড়ু, ১৪৫০। লেখীয়াছেন ক্রি লিখেছেন। 'যোগল, ১৭৭০। লেখে ক্রি গণনা করে। 'সেই দখি দ্বুত দান হই হই লেখে।' বড়ু, ১৪৫০। লেখো ক্রি লিখে রাখো। 'এহার দান চারি লাখ লেখো।' বড়ু, ১৪৫০।

লেখি না লেখি ক্রি গণনা করি কি করি না। 'লাখ লখিচয় লেখি না লেখি।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

লেখানো ক্রি লিখা। 'কি উদ্ধৃদ্ধ করে কাউকে লিখতে বাধ্য করা। 'যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

লেখিকা ১ লেখক

লেখিতব্য [স] ১ বি লিখতে হবে এমন; লেখার প্রয়োজন আছে এমন। 'এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লেখিতব্য আছে।' বন্দুত, ১৮২৯। ২ বি লিখার যোগ্য। 'অপর যাহা লেখিতব্য পন্ডা লিখিব।' দর্পণ, ১৮৩০।

লেখ্য [স] ১ বি লিখিত। 'ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবন্ধনা করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি লিখার কাজে ব্যবহৃত। 'লেখ্য ভাষা নামে যে ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে।' মোহাম্মদী, ১৯২৮। ৩ বি লিখিতব্য। 'সে-সুতি কোনো ধারাবাহিক উপন্যাসে মতো ক্রমশ প্রকাশ্য ... ক্রমশ লেখ্য।' আইয়ুব, ১৯৩৭।

লেখ্যপত্র [স] বি দলিল। 'ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবন্ধনা

করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখাপত্র প্রস্তুত করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

লেখোঁপকরণ [স] বি লেখার উপকরণ - কালি, কলম ও খাতা। 'তাহার বহুদ্রুশক্তি যৎসামান্য লেখোঁপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লেখন্তন [হি] বি অশক্তির লগ্নাত্ত জলের হ্রস্ব; হ্রদের নিকটবর্তী মিটি পানির জলাশয়। 'কান্ডি তার খুয়ে ফেলে ঘুমের লেণ্ডনে।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

লেখাবানি [কা নিগাহবানি] বি দেখাশোনা করা; রক্ষা করা। ক্যাল্পে, ১৭৮৯।

লেখট [স নগ্নাট] বি নগ্ন। 'মল্লিকা বসন তাজি হইয়া লেগট।' আলোড়ন, ১৬৮০।

লেখট বি নগ্ন। মনোএল, ১৭৪৩।

লেখটি বি লেণ্ট; নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড। 'যিনি লেগটি অর্থাৎ কৌপীন পরিধান করান, তাহার নাম লেগট-ওঙ্গ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

লেখরা [কা লস] বি বোঁড়া; পত্ন। 'চলিতে না পারে কেহ লেগরা যেনন।' গরীব, ১৭৬৫।

লেখরানো কি বোঁড়ার মতো চলা। 'লেখরাইতে।' মনোএল, ১৭৪৩।

লেখুড়, লেখুড় [স লালু] বি লেজ। 'লেখুড় লাগ্যাছে তার শিরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লেখুর [স লালু] বি লেজ। 'সাপের লেখুর ছিড়ে আঙো তরা যুমায়।' জসীম, ১৯৩৩।

লেখুড়রাজ [স লালু+স রাজা] বি বানরদের রাজা। 'এই লেখুড়রাজ, আমি বলি মাথার উপর কি দুখাছে।' গিরিশ, ১৮৬৪।

লেখুল [স লালু] বি লেজ। 'মাথায় লেখুল তুলি বাঁধাইলে মুখ মেলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লেখ [স লজ] ১ বি পুঙ্খ। 'ক্রোধে লেখের তার লেজে অগ্নি দিল।' মালারথ, ১৫০০। ২ বি ছাপ। 'সব কথাই পেছনে লেজ ফেলে যায়।' শ্যামল, ১৯৬৭।

লেখকোট [লেখ+ই কোট] বি পিছনের অংশ লম্বা এমন এক ধরনের কোট; টেইলকোট। 'ইংরেজদের অনুকরণে এই লেজকোট পরতে হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

লেখ গুটানো কি পিছু হটা। 'এবার কুটার মতো লেজ গুটিয়েছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

লেখঝোলা বি লেজ নীচের দিকে ঝুলে থাকে এমন। 'সেই লেজঝোলা হলদে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে।' বিজুতি, ১৯২৯।

লেখ-দোলা বি লেজ দোলায় এমন। 'চকু ছুটে যেত লেজ-দোলা বাঁচরের দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

লেখ-মলা কি লেজে ব্যথা দেওয়া। গরুর লেজ-মলা কি গোরু চরানো। 'ছেলেদের মানুষ করবে, না নিজের মতো গরুর লেজ-মলা শোবাবে।' শওকত, ১৯৫৮।

লেখের চামর বি লেজের লম্বা কেশরাশি। 'রাতার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে, লেজের চামর হানে পিঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

লেখা [ফা নিগাহ] বি বস্ত্রম। 'বড়ুগ চর্য লেজা তীর কামান খল্লর।' ভারত, ১৭৬০।

লেখুড় [স লজ] বি লেজ। 'টিকটিকি ওই লেজুড় সম।' নজরুল,

১৯২২; 'বড় বেজুড় করেছে লেজুড় ডগিয়া।' নজরুল, ১৯২৪।

লেখ্য [স ন্যায] বি ন্যায়সঙ্গত। 'নিচয়, সেইটাই লেজা হয়।' হাসান, ১৯৬৩।

লেখ [স লজ] বি পুঙ্খ; লেজ। 'পাচুকার দুই পা লেজ সনে ধরে।' মালারথ, ১৫০০।

লেখি [হি] বি বিলম্ব; দেরি। 'পৌঁছাতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লেখো, লেঠা [মারাঠি লটা] বি ঋণ্ডা; ঝামেলা। 'নানাদেশ ইহাতে আইসে সাধুজন ভব দেশে নানাবাদ দেই তাতে লেঠা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ছাড়বে সংসারের লেটা।' রামশ্রীসদ, ১৭৮০।

লেখিন [হি] বি শ্যাটিন ভাষা। 'বালুকা ইকরেজী লেটিন আরম্ভি জর্খনি ফ্রান্সি ফিরিঙ্গি সকলের লিখনের এক ভনী।' দর্পণ, ১৮৩৫।

লেখিস [হি] বি সাগনে ব্যবহৃত হয় বাঁধা কপির মতো এমন সবজিবিশেষ। 'ওঁর বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

লেখিস পাতা বি বাঁধা কপির মতো সবজির পাতা। 'শসা আর সামান্য লেটিস পাতাকে একটুখানি মালমশলা ...।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

লেখেট [হি] বি সর্বশেষ; সর্বশাস্ত্রিক। 'সে ফিরে এসে নতুন খবরের লেটেস্ট টেলিগ্রাম বার করে।' শিবরাম, ১৯৪০; 'আমি লেটেস্ট খবর দিতে পারব না।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

লেখোঁ [স লজ] বি লেটো; লেটো; নাটুয়া। 'মদনে মোহিত লেটো ধর্মের মায়ার।' মনিকরাম, ১৭৮১।

লেখে [মারাঠি লটা] বি ঝামেলা। 'দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।' রামশ্রীসদ, ১৭৮০। ২ লেঠো

লেখেল বি লাঠিয়াল। 'দাদা হাসামের ওড়ে লেঠেল মিলবে।' প্যারী, ১৮৫৮।

লেখেলি বি লাঠিয়ালি; লাঠিয়াল বৃত্তি। 'ছন্দুর, লেঠেলি আমার জাত-ব্যাবসা নয়।' প্রমথ, ১৯৪৩।

লেখ [হি] বি সিসা। 'একবারে যাকে বলে লেড পয়জন।' শিবরাম, ১৯৪০।

লেখি, লেডী [হি] ১ বি লড এর স্ত্রী। 'লার্ড বিসোপ এবং লেডি উডরে ...।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি মহিলা। 'বেশক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম।' ওগ, ১৮৫৮; 'আমরা লেডীকরাণী হইতে আশ্রয় করিয়া লেডীমারিট্রেট, লেডীব্যারিটার, লেডীজজ - সবই হইব।' রোকেয়া, ১৯০৪।

লেখিজ [হি] ১ বি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। 'রিপোর্টস গ্যালারি, লেডিজ গ্যালারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি অঙ্গমহিলাসকল। 'আমি লেডিজদের সঙ্গে আলাপ করে দেব।' গিরিশ, ১৮৮৬।

লেখিজ সীট [হি] বি মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন। 'সমস্ত লেডিজ সীটগুলি ভরতি।' নবপ্রভ, ১৯৪৫।

লেখিস ক্লাব [হি] বি মহিলা সঙ্ঘ। 'লেখিস ক্লাব একটি মনোজ্ঞ মীনাবাজারের আয়োজন করে।' বেগম, ১৯৬৮।

লেখি-সু [হি] বি নারীর পরিধেয় জুতাবিশেষ। 'লেখি-সু পায়ে দিয়া ছুট খাওয়ার দায় হইলে নিচ্ছিত্তি পাই।' নবপ্রভ, ১৯০৫।

লেখীজ কনফারেন্স [হি] বি নারীদের সম্মেলন। 'একটি লেডীজ

লেডীজক্লাব

কনকোলে উপলক্ষে আলীশায়ে গিরেবিশাম' রোকেয়া, ১৯৩১।

লেডীজক্লাব [হি] বি মহিলাদের সমিতি। 'ঢাকা লেডীজক্লাবের তহবিলে ...' বেগম, ১৯৫১।

লেডিকেনি বি ছানার তৈরি মিঠাইবিশেষ। 'ছানার মিঠি, রসগোল্লা, লেডিকেনি, সন্দেশ, চিনিপাতা দই ...' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

লেডুকা [হি] বি পুর। 'মুই আবদুর রহমান ভলোমোহাম্মদের লেডুকা ...' গ্যাসী, ১৮৫৮।

লেডুকি [হি] বি ক্রী মেয়ে। ওর্দা, ১৭৮৫; 'রাস্তা লেডুকির ভাড়া ভাড়া হাসি' নজরুল, ১৯২৮।

লেডুকাকোল বি জাতিবিশেষ। 'লেডুকাকোল নামে এক জাতি আছে' দর্পণ, ১৮২১।

লেডি কুকুর বি লেডি কুকুর; রোপা-চকনা কুকুরবিশেষ। 'লেডি কুকুর বাড়ল গায়' নজরুল, ১৯৩১।

লেডি-পেডি বি ছোটো বাচ্চাদের আধিক নির্দেশক। 'বড় জড়াইয়া গড়িরাহি - বিশেষতঃ এই সব লেডি পেডি ...' বিজুতি, ১৯৩১।

লেদ মেশিন [হি] বি খাতর প্রযাঙ্গি তৈরির যন্ত্র। 'সে এখন নতুন লেদ মেশিন বসালে' ইলিয়াস, ১৯৭২।

লেদর [হি] বি চামড়ার বস্তু বা কোমরবন্ধনী। 'নানা রকম রকম বেশ - কাকর কফ ও কলারগুলা কামিজ, জপোর বপুলস জাঁটা সাইনিং লেদর' হুতাম, ১৮৬১।

লেস [হি] বি নগরের সর রাস্তা। 'মুদীর হোসেন লেন' হাইমারী স্কুল বেগম, ১৯৩৩।

লেনদেন [হি] বি আদান-প্রদান। বিদ্যা, ১৮৯১; 'এই টাকা লেন-দেনের ব্যাপার যে শুধু স্মৃতি তাই নয়' বেগম, ১৯৪৮; 'লখ লেনদেন সমভাবে উন্নত ভাষা সমূহের মধ্যেও হয়ে থাকে' উমর, ১৯৬৮।

লেনোসেনা ১ বি আদান-প্রদান। 'হোক লেনোসেনা, অসেনা ও সেনা' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি লেনদেন। 'মিটিয়ে দেবো লেনোসেনা' রকীন্দ্র, ১৯১৬।

লেনোসেনি বি লেনদেন। 'নিকাশ করিয়া লেনোসেনি' নজরুল, ১৯২৮।

লেস [হি] বি দুটিসহায়ক কাচ; দুধবিন। 'লেস ও অগটিরের বই' বিজুতি, ১৯৩১; 'দুটি লেসের জোরাভালি মারা ...' শিবরায়, ১৯৭০।

লেপ [সি লিপ্]> ১ বি লিপ্তরূপ। 'বেশই জোইবি লেপ ন জায়' চর্চা ৪, ১২০০। ২ বি প্রলেপ; আতরন। 'মেঘের মতো কালো লেপ দেওয়া আছে' রকীন্দ্র, ১৯৩৭।

লেপ [আ লিহাফ] বি তুলাভাষা শীত-নিবারণক বস্ত্রবিশেষ; বালাপোশাবিশেষ। মালোএল, ১৭৪০; 'লেপ, কাঁথা, কমল ব্যবহার করিয়া থাকে' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'সকালো লেপ থেকে বেয়োতে ভাবনা হয়' রকীন্দ্র, ১৮৮১।

লেপমুড়ি দেওয়া বি আভ্যুৎপাদন করা। 'লেপমুড়ি দিয়ে মহাত্মার নাম জপ ... কারা করল' নজরুল, ১৯২৩।

লেপাধিকারিণী [আ লিহাফ+স অধিকারিণী] বি ক্রী লেপ গায়ে দিয়ে আছে। 'লেপাধিকারিণী অধোযোগ করলেন' মাজেন্ডা, ১৯৪৫।

লেপচা বি সিকিমে বসবাসরত অসিয় পার্বতা জাতিবিশেষ। 'মেঘ গায়ে কোহ লেপচা প্রকৃতি অন্যত্র জাতিগণ' বক্ত্রি, ১৮২২।

লেপটানো বি জড়িয়ে বাওয়া। 'সংসারের তেতর লেপটে জীবন একে এই করেছে' জীবন, ১৯৩১।

লেপন [সি] বি লেপা। 'গোপীনাথের সঙ্গে নিত্য করছ লেপন' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লেপিত [সি] বি লেপা হয়েছে এমন। 'সুন্দর সুশীল বন্ধ লেপিত চন্দন' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

লেপা, লেপানো [সি লিপ্]> ১ ক্রি লেপন করা। 'আগর চন্দনে বাড়ায় শরীর লেপা' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি তরল পদার্থের পোচ দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ ক্রি মুছে বাওয়া। 'সমুদ্র এবং পতঙ্গ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল' দর্পণ, ১৯১৭। লেপয়ে ক্রি লেপন করে। 'পরস্পর সঙ্গে সঙ্গে লেপয়ে চন্দন' রামহাসদাস, ১৭৮০। লেপিআ ক্রি লেপন করে। 'গোমধ্যে লেপিআ মাটি আলিনা পরিপাটি চারিদিকে ব্যাকবের মেলা' মুক্তদ, ১৬০০। লেপিআ ক্রি লেপন করে। 'আগর চন্দনে বাড়ায় শরীর লেপিআ' বড়, ১৪৫০। লেপিছে ক্রি মেখেছে। 'লক্ষনা লেপিছে গায় আগর চন্দন' মাদানবর, ১৫০০। লেপিলা ক্রি লেপন করলে। 'সকল শরীর চন্দনে লেপিলা' বড়, ১৪৫০।

লেপে মড়িয়া ক্রি লেপানো। 'গাঢ়তর কালির দামের মতো লেপিয়া গেছে' রকীন্দ্র, ১৯২২।

লেপা-পেপা লিপ্]> ক্রি লেপন করা। 'চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামদাসের, চারদিকে লেপা-পোছা' মানিক, ১৯৩৬।

লেপাজোকা বি লিঙ্কানে হয়েছে এমন। 'লেপাজোকা সাদা উতান-পাট' ওয়ালী, ১৯৪৮।

লেপা-পোছা বি লিঙ্কানে। 'চারখানা বড়ো বড়ো ঘর শ্যামদাসের, চারদিকে লেপা-পোছা' মানিক, ১৯৩৬।

লেপাকা [আ লিঙ্কাহা] বি বাম; চিঠিপত্রের আবেগবিশেষ। 'পত্রের লেপাকা খোলা হইল' মণাররক, ১৮৯০।

লেপটানো বি জড়িয়ে আছে এমন। 'লেপটানো মাংস আর বিবর্ণ কলজের কাটারে' মাহমুদ, ১৯৬০।

লেপ্টলেপি বি মাথামাথি। 'দিনরাত জুড়ে একলাগড় জড়াজড়ি, লেপ্টলেপি' ইলিয়াস, ১৯৭২।

লেফট রাইট [হি] বি সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের সময়ে উচ্চারিত শব্দ - বাম-ডান। 'লেফট রাইট লেফট' নজরুল, ১৯২২।

লেফটেন্যান্ট [হি] বি লেফটেন্যান্ট। 'হে লেফটেন্যান্ট দস্তবন্দর' মীনবহু, ১৮৬০।

লেপটন বি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপটন উলিয়াম চার্লিস আলফটন সাহেব' কালিদাস, ১৭৮৭।

লেপটেনিই বি লেফটেন্যান্ট। ওর্দা, ১৭৮৫।

লেপটেনেন্ট [হি] বি লেফটেন্যান্ট; সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেপটেনেন্ট এইটন সাহেব কর্তৃক নেপালীয় ভাষা' দর্পণ, ১৮২০; 'সে ব্যক্তি লেফটেনেন্টদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইলেন' বিদ্যা, ১৮৬৩।

লেফটেনাট [হি] বি লেফটেন্যান্ট; সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। 'লেফটেনাট পর্বত গ্রন্থ প্রস্তাব করিয়াছেন' এডুকেশন, ১৮৭২।

লেফটেনেন্ট পর্বত [হি] বি প্রদেশের শাসনকর্তা। 'এক জারগায়

লেফটেনেন্ট গবর্নর এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লেফটেনেন্ট বি সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদবিশেষ। 'লেফটেনেন্ট লিডহাম সাহেব।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫।

লেফটেনেন্ট গবর্নর, লেফটেন্যান্ট গবর্নর। বি সহকারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'উত্তর-পশ্চিমাঙ্গলের লেফটেনেন্ট গবর্নর হইয়াছিলেন।' রক্ত, ১৮৭৪; 'লেফটেন্যান্ট গবর্নরের ত্রীর কাছে ক্ষমকালের জন্য প্রার্থ্য লাভ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট। বি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার পদবিশেষ। বক্রিম, ১৮৮২; 'লেফটেন্যান্ট আব্বাস বলে ছোকরা।' মণীশ, ১৯৬৩।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল। বি সহকারী কর্নেল। 'ভাঁহার বামী লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিসিল জোসেফ হরেন।' রোকেয়া, ১৯২৪।

লেখাকা। [আ লিখাকা] বি খাম। 'বেচারি চিঠি। তার জিম্মায় যে-কটি কথা লেখাকায় পুরে দেওয়া হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'প্রকৃত কলিত হাতে লেখাকা খোলে।' শিবরাম, ১৯৫০।

লেখাকা-দুর্ভুত। [আ লিখাকাহ+কা দুর্ভুত] বিণ বাইরের আদবকায়দায় ত্রুটিহীন অথচ আসল কাজে ফাঁকিবাজ। 'লেখাকা-দুর্ভুত হলে যদি কাজের লোক গওয়া যেত।' প্রথম, ১৯১৯।

লেখাকাদুরি। বি বাহ্যিক চাকচিক্য। 'লেখাকাদুরি ও লেবাসপোরিটি তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।' মোতাহের, ১৯৫০।

লেবরেটরি, লেবরেটরী। বি গবেষণাগার। 'জমীর লেবরেটরিতে তৈরি বেদান্তভঙ্গ্য সেবন কর।' প্রথম, ১৯১৫; 'আমি থাকি জমির লাইব্রেরী আর লেবরেটরী নিয়ে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

লেবল। বি মোড়ক। 'খোশার মধ্যে ভরিয়া 'ওয়েলফেয়ার' লেবল আঁটিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লেবার। বি ১ বি শ্রম। 'এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবল ম্যানুয়েল লেবার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বি শ্রমিক। 'কেতাবে রয়েছে তব লেবারের শিটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

লেবার ইউনিয়ন। বি শ্রমিকদের দাবি আদায়ের সংগঠন। 'লেবার ইউনিয়নেও তোমার নাম নেই।' জীবন, ১৯৩২।

লেবাস। [আ লিবাস] বি পোশাক। 'মেমসাহেবদের মতো মর্দানা লেবাস পরে।' নজরুল, ১৯২৭।

লেবো। বি পোশাক। 'মুসলীসাহেব বয়ান করেন আতসেরি লেবো পরে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

লেবাসপোরিতি। [আ লিবাস+কা পরতি] বি পোশাকের জীক্ক্ষমক। 'লেখাকাদুরি ও লেবাসপোরিতি তার কাছে জীবনের প্রথম ও শেষ কথা।' মোতাহের, ১৯৫০।

লেবাসমুখ। [আ লিবাস+স মুখ] বিণ অবগমহীন। 'সে-নামকে অন্তরে অন্তরে লেবাসমুখ করা যায় না।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

লেবু। [আ লেমুণ] বি অল্পরসাত্মক ব্যক্তি। 'প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন।' বক্রিম, ১৮৮২।

লেবেনচুস, লেবেনচুস, লেবেনচুস। বি লজ্জেল: চুপে খাওয়ার মিষ্টাবিশেষ। 'কোনোদিন লেবেনচুস, কোনোদিন বা বোয়াল মাছ।' নজরুল, ১৯০০; 'চপ, কাটলেট, সপেন্দ্র, শনপাশি, বিকুট, টফি, চকোলেট, লেবেনচুস।' শিবরাম, ১৯৪০; 'টিকিলের সময় লেবেনচুস আর জিভে-গজার ফেরিওয়ালারা ... ছেলেদের আকর্ষণ করতো।' দেশমাঝ, ১৯৫৩।

বিমল, ১৯৫৩।

লেবেল। বি বি নামপত্র। 'লোক ... লেবেল আঁটিতেছে।' বিকুটি, ১৯০১; 'এই ভিজে পণ্ডি তার লেবেল।' মুজতাবা, ১৯৫২।

লেভেজার। বি বি এক ধরনের সুগন্ধী ফুল ও এই ফুল থেকে তৈরি সুগন্ধী তেল। 'লেভেজারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ।' নবনর, ১৯০৫।

লেভেল। বি বি স্তর। 'পানির লেভেল ভূগুণ থেকে কয়েক ফিট নিচুতে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

লেবেল ক্রসিং, লেভেল ক্রসিং। বি বি সাধারণ পথ ও রেলপথ যথোনে একই তলে মিলিত হয়েছে। 'কন্টা দুয়েক বাদ গাড়িটা একটা লেভেল ক্রসিংয়ের মুখে এসে পৌছেছে।' শিবরাম, ১৯৪০; 'লেভেল-ক্রসিং - দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।' শক্তি, ১৯৬৫; 'রেলওয়ে লেবেলক্রসিং পেরিয়ে গুলিভানের কাছে।' জহির, ১৯৬৮।

লেমেনেড, লেমোনেড। বি বি সেবুর গন্ধযুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড যেশানো পানীয়বিশেষ: সেবুর রস ও চিনি দিয়ে তৈরি পানীয়। 'জল কেন, লেমেনেড আনিয়ে দাওনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'লেমোনেডের নামে বেতল ভরা স্যাকারিনের লাল নিস্তেজ জল।' মানিক, ১৯৩৬।

লেমু। [আ লেমুণ] বি সেবু। 'আমু লেমু ডালিষ।' বড়ু, ১৪৫০।

লেমুরস। [আ লিমুণ+স রস] বি সেবুর রস। 'কাটিল ঘাঅত লেমুরস দেহ রক্ত।' বড়ু, ১৪৫০।

লেলালো। [স লালো] বি ক্রি আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করা। 'চাবুক নিয়ে ভাড়া করে, কুলা লোলায়ে দেয়।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'মামারা দেবে গুনের লোলায়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

লেলায়ে দেওয়া। ক্রি আক্রমণের জন্য উসকে দেওয়া। 'লেলায়ে দে টেলিয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

লেলাহ। [স] ১ বিণ সোতের ফলে লকলক-করা। 'একেবারে শত লেলাহ রসনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২; 'অনাড়ি কুধার লেলাহ লোল জিহা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ দাঁড়াউ-করা। 'লাহলী ইশারায় বুক পুরে তারুয়ার লেলাহ আশুন।' ফররক, ১৯৪৩।

লেলাহিজিহ। [স] বিণ লকলকে জিহাবিশিষ্ট। 'লোলুপ লেলাহিজিহ সর্পসম কুর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লেলাহরসনা। [স] বিণ লোলুপ জিহের মতো। 'দুর্দিন আসে লেলাহরসনা।' বিষ্ণু, ১৯৪৪।

লেলাহা। [স] বিণ লোলুপ জিহের মতো প্রসারিত। 'অখেমিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর ভূমা মেলায়াছে লেলাহা রসনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

লেলাহান। [স] বিণ লকলকে জিহাব্যুত। 'অনহ যৌবন-দাহে লেলাহান-শিষ।' নজরুল, ১৯২৫।

লেশ। [স] ১ বিণ একটুও। 'বীভলস অর স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'উগ্রাসনে নাহি ভক্তি লেশ।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বিণ অবশেষ। 'শান্ত্রেত জ্বালি যত ভালমন্দ লেশ।' জালাওল, ১৬০০। ৩ বি সামান্য পরিমাণও। 'আমি রাজকন্যা কখনও দুঃখের লেশ জানি নাই।' মুতুজয়, ১৮১০।

লেশতম। [স] বিণ বিন্দু পরিমাণ। 'দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

লেশমাঝ। [স] বিণ একটুও। 'বিধির লেশমাঝ নাই ...।' দর্পণ, ১৮২২।

সেস [সি] ১ বি কিতা। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি নকশা-করা পাড়। 'হিটের কাপড় চিকন সেস।' সুকুমার, ১৯২০।

সেসগুয়ালা [সি সেস+হি গুয়ালা] বিশ নকশা-করা পাড়-যুক্ত। 'সেসগুয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সেসবুনি বি সেসের মতো সুবিন্যস্ত। 'উপহার সেসবুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষপাত হবে না।' নব্বল, ১৯৩১।

সেহন [সি] ১ বি চুখন। 'মানবগুণেরে কর রেহের সেহন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বি স্পর্শ। 'প্রশান্ত হিরতা হতে অগ্নির সেহন আসিবে না কছু।' আহসান, ১৯৪৪।

সেহ বি সেহন। 'সংজ্ঞা হাবাব ও-সুবা চুমুকি সুভিভি করিয়া সেহ।' অন্নপূর্ণা, ১৯২৭।

সেহন করা ক্রি চাট। 'চক্ষু দিয়া সেহন করেছে মোর সেহ।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

সেহনকামী [সি] বিশ চাটতে চায় এমন। 'বৎস সেহনকামী ধেনু সম দ্রুতগামী।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

সেহসিয়া ক্রি নাও এসে। 'ঝাঁট চলি আস্য সতে বত্র সেহসিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সেহা [সি] লিহু+ক্রি জিত দিয়ে আবাদ করা। সেহালে ক্রি চাটলো। 'ঘন ঘন সেহালে বদন।' মালাধর, ১৫০০।

সেহা [সি] রেহা বি শ্রেম। 'কান্দিয়া গোজাব কত নাহি টুটে সেহা।' ফিটজি, ১৬০০।

সেহাজ [সি] লিহাজ বি লজ্জা-শরম। 'তিনি কোনও দিন সেহাজ করিয়া চলেন না।' মনসুর, ১৯৫৫। 'দেখতে-জনতে বল, সেহাজ-নব্রতায় বল ...' ওয়ালী, ১৯৬৮।

সেহায়া [সি] লিহায়া অব্য অতএব। 'দিন চারি ধুলাখেলা আখেরে মরুত সেহায়া আত্মার নাম লও মোমিনগণ।' মনসুর, ১৯৪৩।

সেহা [সি] বিশ চটে খেতে হয় এমন। 'সেহা পেয়ে চষা চর্য জত অন্ন ব্যক্তন।' মালাধর, ১৫০০।

সেহাপেয় [সি] বি সেহন ও পানের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য খাদ্য। 'কোনমতে সেহাপেয় নুনে বেঁচে যেতে চাই।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

সেহা [সি] লেহা বি চটে খেতে হয় যা। 'চেষা চেষা সেহা পেয় গোলাবৎ বকল।' কবীন্দ্র, ১৯৮৯।

সেহা [সি] ন্যায্য বিশ ন্যায্য। 'তা সেহা কথা বলেছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সৈক [সি] লক বি মনোনিবেশ। 'সংসারেত নাহিক সৈক।' বাহরাম, ১৬৫০।

সৈখিক [সি] বিশ লেখ্য। 'এই জনসমষ্টির মৌখিক ও লৈখিক রূপের আত্মবিশিষ্ট নাম বাংলা-ভাষা।' এনামুল, ১৯৫৫।

সো ১ অব্য (সম্বোধনে) হে। 'হু সো ভোমী হাউ কপালী।' চর্যা ১০, ১২০০। ২ সর্ব ওপা। 'সে সার কিরিয়া মোরে দেহ সো এখন।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

সো [সি] লোহা বি অক্ষ। 'নিরন্তর কাদে রাণী চক্ষে বলে সো।' রূপরায়, ১৭৫০।

সো [সি] অব্য আলমারিক অব্যাবিশেষ। 'নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি সো।' জ্যোতিব্রত, ১৮৮১।

সো [সি] লোক বি লোক। 'বিদুজন সো ভোরে কণ্ঠ গ মেলে।' চর্যা

১৮, ১২০০।

সোআচার বি লোকাচার। 'হাড়িভ ভয় খিল সোআচার।' চর্যা ৩১, ১২০০।

সোআন [সি] সৌহ বি সৌহ। 'সিরে হানি সোআন দৈম্য মাখে টুটে।' মালাধর, ১৫০০।

সোআবি বি সুক্রা। 'এক টুকরা গোশত ও একটুহানি সোআব তুলিয়া লইয়া ...' ইমদাদুল, ১৯২০।

সোক [সি] ১ বি মানুষ। 'নিদে অকুল গোকুলের সোক ভৈল।' বড়ু, ১৪৫০। 'লোকসাধারণকে সোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি বাসিন্দা। 'ত্রিঙ্গগতের সোক প্রভুর পাইল দর্শন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি ভূবন। 'আপন লোকেত হৈল বসুমতী জ্ঞান।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'উর্দ্ধস্তন সম্ভলোক, অতলানি পাভাল পর্যন্ত অধস্তন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। 'জানি নাকো আজ তুমি কোন লোকে রহি।' নব্বল, ১৯২৬। ৪ বি গণমানুষ। 'কর কৃপাবলোমো যেন লোকে না হয় অব্যতি।' মালিকরাম, ১৭৮১।

সোককবি [সি] বি লোকশাসনের রচয়িতা। 'বাংলার সোককবিরে মধ্যো লালন ফকীর যত বড় কবি।' হাই, ১৯৫৪।

সোককর্ম [সি] বি প্রাণহানি। 'এই সর্বনাশকর নৈসর্গিক উপদ্রবের ফলে ... অগণিত লোককর ঘটিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সোকপাখি [সি] বি লোকমুখের সুনাম। 'ছাড়ো লোকপাখি সোকপাখি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সোকগণনা [সি] বি আদমতমারি। 'লোকগণনা করিয়া কাগজ স্তম্ভীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

সোকগতি [সি] বি লোকের দুর্দশা। 'লোকগতি দেখি আচার্য করুণহয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লোকগমন [সি] বি মৃত্যু; পরলোক গমন। 'ভায়াহরসের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

লোকগাথা [সি] ১ বি গল্পকাব্য। 'লোকগাথা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ বি বহুকাল ধরে গ্রামীণ জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত পালাগান। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকগীত - বাংলার বাঙালীমানার প্রাণ-সম্পদ।' বেগম, ১৯৭২।

লোকগীতি [সি] বি লোকসংগীত। 'লালনের গানতলো লোকমুখে গীত হতে হতে লোকগীতির মতো এখন জাতীয় সম্পদ।' হাই, ১৯৫৪। 'লোকগীতি, লোকনৃত্য ইত্যাদি উদ্ধার বা নতুনভাবে রূপান্তরিত ... করতে পারেন মেয়েরাও।' বেগম, ১৯৫৮।

লোকস্থানি [সি] বি লোকের অপমান। 'লোকস্থানি ... মনের অবজ্ঞাদেতা প্রাপ্ত হয়।' সেবধি, ১৮৩৯।

লোকচক্ষু [সি] বি জনসাধারণের দৃষ্টি। 'লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রভুত হয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লোক-চমক [সি] বি লোকজন চমকিত হয় এমন বিষয়। 'জাঁক-জমকের লোক-চমকের যত রকম ভাতিহা আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লোকচরচা [সি] লোকচর্চা বি লোকনিদান। 'বাহির হইতে নারি লোক চরচাতে।' ফিটজি, ১৬০০।

লোকচরিত্র [সি] বি মানুষের স্বভাব। 'পুরুষেরা লোকচরিত্র বিষয়ে

শ্রীজাতি অপেক্ষা অভিজ্ঞ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'কত শোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আপোচনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

লোক-চলাচল [স] বি মানুষের গমনাগমন। 'জগৎসংসারে লোক-চলাচল তো বহু হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

লোকচিত্ত [স] বি জনমন। 'এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লোক-চোখ [স] লোকচক্ষু। বি জনসাধারণের নজর বা দৃষ্টি। 'চোখ বাক্তির বিয়ে লোক-চোখের আড়ালে আনাড়ুরে করাই শ্রেয়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

লোকজন [স] বি লোকসকল। 'মথুরা নগরে জ্ঞাত লোকজন ছিল।' মাদাধর, ১৫০০।

লোকজনতা [স] বি জনসংখ্যা। 'নগরের লোকজনতা অধিক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

লোকজন-ভরা [স] বি জন-পরিপূর্ণ। 'সন্ধ্যাবেলায় এমন আশেয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

লোক-জীবন [স] বি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন। 'সাধারণভাবে ধর্মীয় প্রভাব লোক-জীবনে শিথিল হয়ে এলো।' উমর, ১৯৬৬।

লোকত [স] বি ইহলৌকিক। 'লোকত বার্থ আর পরমার্থের অভিন্নতার তাঁর বিন্দু-বিসর্প সংশয় ছিল না।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৭।

লোক-দেখানো [স] বি ব্যয়িক। 'তোমাদের মতো লোক-দেখানো ভাল করতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

লোকদেখানো ১ বি ব্যয়িক। 'লোকদেখানো কুলময়ীনা।' পদ্য, ১৯১৭। ২ বি আভ্যন্তরীণ। 'লোকদেখানো নেই এমন; কপট।' লোকদেখানো শ্রীতির চাপে যখন ক্রমেই তখনো কাঠ হয়ে উঠিল।' নজরুল, ১৯২৭।

লোক ধরম [স] লোকধর্ম। 'লোক-ধরম ভয় কিছু না মনি।' বড়ু, ১৫০০।

লোকধর্ম, লোকধর্ম [স] ১ বি প্রচলিত নীতিনিতি বা আদর্শ। 'লোকধর্ম রক্ষা কর কার্জ নাহি রনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি লৌকিক ধর্ম। 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না তৈলিবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি মানুষের সাধারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ। 'যেন না চুকতে পারে লোকধর্ম আর স্বেচ্ছাভেদ।' মাহেন্দ্র, ১৯৬৬।

লোকনাথ [স] বি ত্রাণকর্তা। 'জয় সর্ব-লোকনাথ শ্রীপৌরসুন্দর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লোকনিদা [স] বি জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। 'তাহার লোকনিদার ভয় থাকে না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

লোকনিদে [স] লোকনিদা। বি জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। 'তার লোকনিদে ভয়ে এসে আমাদের নে যাওয়ার চেষ্টা করে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

লোকনৃত্য [স] বি গ্রামীণ নৃত্য। 'লোকগীতি, লোকনৃত্য ইত্যাদি উদ্ধার বা নতুনভাবে রূপায়িত ... করতে পারেন মেরোও।' বেগম, ১৯৫৮।

লোকপরাশর [স] বিক্রিয় লোক থেকে লোকে। 'সকল কথা লোকপরাশর পুত্ৰ হইয়া আসিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

লোক-পরাশরায় বিক্রিয় লোকজনের মুখে; লোকমুখে। 'লোক-পরাশরায় শুনেছি যে, তিনি কলা সাংঘাত্যে এখানে এসেছেন।'

মাইকেল, ১৮৭৩।

লোকপরিপূর্ণ [স] বি লোকজনে ভরা। 'এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লোকপাল [স] ১ বি রাজা। 'পাদ্য অর্থাৎ হাথে দাতাওয়া লোকপাল।' মাদাধর, ১৫০০। ২ বি হিন্দুপুরাণে বর্ণিত দিকপাল। 'হম বরু প্রভৃতি চার লোকপালের নাম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লোকপালন [স] বি জনসেবা। 'সামগ্রিকতা এখানে চাইই, নইলে লোকরক্ষণ ও লোকপালন দিকতার সঙ্গে হবে না।' ওদুদ, ১৯৪৮।

লোকপীড়ক [স] বি মানুষকে অত্যাচার করে এমন। 'লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

লোকপূজ্যতা [স] বি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। 'রাম আপনায় লোকপূজ্যতা সপ্রেমাণ করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লোকপ্রতিষ্ঠা [স] বি লোকসমাজে ব্যক্তি-প্রতিপত্তি। 'আত্মপ্রতিষ্ঠা ব লোকপ্রতিষ্ঠা।' নজরুল, ১৯২৪।

লোক-প্রথিত [স] বি লোকমুখ্যে লোক। 'এই গ্রিসে লোক-প্রথিত।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

লোকপ্রবাদ [স] বি জনশ্রুতি। 'লোকপ্রবাদ আছে যে হিন্দুর কোনকালে সমুদ্র পরিভ্রমণ করেন নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লোকপ্রবাহ [স] বি জনস্রোত। 'চারি দিকের লোকপ্রবাহ পূর্ণাঙ্গের দ্বিগুণ বহু ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লোকপ্রশংসিত [স] বি জনসাধারণের প্রশংসা পেয়েছে এমন। 'হুমি অযোদ্ধাতে লোকপ্রশংসিত রাজ্য লাভ করিবে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

লোকপ্রসিদ্ধ [স] বি জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তি লাভ করেছে এমন। 'লোকপ্রসিদ্ধ প্রচলিত উপন্যাস ... সেরূপ আশ্চর্য্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

লোকপ্রিয় [স] বি জনপ্রিয়। 'ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া।' প্রমথ, ১৯১২; '... বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে লোকপ্রিয় হইতে পারিতেছেন না।' সওগাত, ১৯১৯।

লোকবৎসলা [স] বি লোক মানুষের প্রতি দয়া আছে এমন। 'যদি কোনো প্রসন্নমুখী প্রভুত্বমুখী ধর্মমন্ডী লোকবৎসলা দেখে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লোকবর্জ্য [স] বি অস্পৃশ্য। 'আদিতেও লোকবর্জ্য হাঁড়ির আসনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লোকবল [স] বি জনবল। 'তাহাদের প্রথম দরকার লোকবল।' আজাদ, ১৯৩৬।

লোকবাহ্য [স] বি লোক মানব সমাজের বহির্ভূত। 'দেবগুহ্য লোকবাহ্য হাযার আচার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লোকবিখ্যাত [স] বি জনপ্রিয়। 'শিবির চারিপুত্র লোকবিখ্যাত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'যখন কার্যটি পরোক্ষ, লোকবিখ্যাত ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

লোকবিবরণ [স] বি লোককাহিনি। 'বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'পুরাতন ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লোকবিরল [স] বি অতি অল্পসংখ্যক লোক বাস করেন এমন। 'লোকবিরল গৃহ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

লোকবিরুদ্ধ [স] বিপ মানুষের মধ্যে প্রকাশযোগ্য নয় এমন। 'এমন ... লোকবিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না?' অক্ষয়, ১৮৫১।

লোকবিশ্বাস [স] বি সাধারণভাবে প্রচলিত বিশ্বাস। 'লোকবিশ্বাসের সেই গৃহ নৈসর্গিক ভিত্তি কি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

লোকব্যবহার [স] বি লোকচার। 'লোকব্যবহার শিথিল হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লোকব্যবহারবিরুদ্ধ [স] বিপ সর্বসাধারণের আচরণ পরিপন্থী। 'লোকব্যবহারবিরুদ্ধ আচরণ আমি নিজে অনেক করেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

লোকভয় [স] বি সর্বসাধারণকে ভয়। 'লোকভয় দেখি বহু ব্যাঘ্রজ্ঞান হইল।' কৃত্তদাস, ১৫৮০।

লোকভয়ভাজী [স] বিপ লোকভয়ের উদ্দেশ্যে রয়েছে এমন। 'নির্বিল্ল পথের প্রয়োজনে/ প্রাণভুক্ত রাক্ষসের চতুর ভূমিকা তার লোকভয়ভাজী।' সিকান্দার, ১৯৬১।

লোকভাষা [স] বি সর্বসাধারণের ভাষা। 'লোকভাষা যে কোনো দেশেই রাতারাতি বরাতি হয়ে ওঠেনি।' প্রমথ, ১৯১৭।

লোকমঞ্জলী [স] বি লোকজন। 'তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমঞ্জলীকে বরাজে বনবাসের ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লোকমত [স] বি জনমত। 'রাষ্ট্রের সেই শাসন-প্রণালী, যার গোড়ায় আছে লোকমত।' প্রমথ, ১৯২০; 'সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত।' নজরুল, ১৯২২।

লোকমনোরঞ্জন [স] বি সর্বসাধারণের মনস্তৃষ্টি। 'লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আত লক্ষ্য।' আনিস, ১৯৬৪।

লোকমর্দা [স] বিপ জনাকীর্ণ। 'সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লোকমর্দা [স] বি লোকসমাজে প্রাণ্ড সন্মান। 'জুগিষার কুলগর্ব এবং লোকমর্দার ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লোকমার্কে [স] লোক+স মধ্য। 'ক্রিবিপ সাধারণ মানুষের মধ্যে। 'ধার্মিকত্বের ভূমি লোকমার্কে খ্যাত।' গিরিশ, ১৮৮৭।

লোকমাতা [স] বি লোকের মায়ের মতো যে। 'লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারবার অশৌচকৃত করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

লোক মানিত [স] বিপ লোকে মানে এমন। 'অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

লোকমান্য [স] বিপ জনসাধারণের কাছে মান্য। 'খননাথ ভগ্নের ঘর লোকমান্য কলবের দিনে দিনে হই আনন্ডিত।' কৃত্তদাস, ১৫৮০; 'লোকমান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বহুত্ব ... করিতাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লোকমুখ [স] বি লোকসাধারণের মুখের কথা। 'হএ নহে তত্ত্ব রাখা লোকমুখে জ্ঞান।' বড়, ১৪৫০।

লোকমুখবিরত [স] বিপ লোকজনের কথাবার্তায় মুখর। 'একদিন ছিল লোক মুখবিরত বিরাট বিশাল নগরী।' নজরুল, ১৯২২।

লোকমুখে ক্রিবিপ লোকসাধারণের মুখে মুখে। 'শালনের গানগুলো লোকমুখে গীত হতে হতে লোকগীতির মতো এখন জাতীয় সম্পদ।' হাই, ১৯৫৪।

লোকমোহিনী [স] বিপ স্ত্রী সবাইকে মোহিত করে এমন।

'লোকমোহিনী সুন্দরী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

লোকমাতা [স] ১ বি সৎপালনময়ী। 'লোকমাতা নির্বাহ নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় ...।' রামমোহন, ১৮১৫। ২ বি লোক সমাপন। 'শেষে লোকমাতা ভঙ্গ হইল।' দর্পণ, ১৮১৮। ৩ বি গ্রাম পরিচর্যা। 'লোকমাতায় গ্রামের বহির্ভাগে গমনপূর্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবেন।' জ্ঞানকণোদয়, ১৮৫২। ৪ বি জীবনযাত্রা। 'লোকমাতা নির্বাহযোগ্যগণী সমুদায় আবশ্যক ও সুখোপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

লোকমাতাশ্রমবিধান [স] বি রাষ্ট্রপালনবিদ্যা। 'অর্থের উৎপত্তি, উপার্জন, বিনিময় প্রভৃতি লোকমাতাশ্রম বিদ্যা লিখিত থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লোকরক্ষণ [স] বি জনগণকে রক্ষা করা। 'সাময়িকতা এমুণে চাইই, নইলে লোকরক্ষণ ও লোকপালন দক্ষতার সঙ্গে হবে না।' ওমুদ, ১৯৪৮।

লোকরক্ষা [স] বি লোকের হিত। 'এই যজ্ঞের দ্বারা লোকরক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

লোকরঞ্জন [স] বি লোকের প্রীতিসম্পাদনে সক্ষম। 'দুবাল বভাবতঃ অত্যন্ত বীণীত ও লোকরঞ্জন ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

লোকরঞ্জনী [স] বিপ জনসাধারণের মন-ভোলানো। 'কেবল আমোদ লাভ ও লোকরঞ্জনাই লেই আশানকে কৃতার্থ বোধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

লোকলজ্জা [স] ১ বি জনসাধারণের নিশার ভয়। 'লোকলজ্জা হয় মুকীর্তি হয় হানি/ এই কর্ণ না করিহ কতু ইহা জানি।' কৃত্তদাস, ১৫৮০। ২ বি লোকনিদার জন্য লজ্জা। 'লোক-লজ্জা পাইব যাতে।' ভবানী, ১৮২৫; 'অন্দরে আছেন বলিয়া লোক লজ্জা সত্ত্ব হয়।' বরদর্শন, ১৮৭২।

লোক-লশকর [স] লোক+ফা লশকর। ১ বি পরিবারের সদস্য ও সহায়কগণ। 'জিনিসপত্র লোক-লশকরে ঠাসা আছে ঘর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি সৈন্যসামন্ত। 'যুদ্ধের সময় লোক-লশকর গোলাগুলি নিয়া ইয়োজনে ইচ্ছা রক্ষা করেন।' নজরুল, ১৯২২।

লোকলঙ্ঘন [স] লোক+ফা লশকর। বি অনেক লোকজন। 'এত পোরসরাবৎ লোকলঙ্ঘনের দরকার কী?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লোকলাজ [স] লোকলজ্জা। বি লোকনিদার জন্য লজ্জা। 'লোক-লাজে বামী ঘোর কিছু নাড়িহ কম।' মুকুন্দ, ১৯০০; 'বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজলি, আও আও সে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

লোকলীলা [স] বি মুক্তা। 'তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সবেগ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লোকলীলা সবেগ করি ক্রি মুক্তাভরণ করা। 'তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সবেগ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

লোক লোকান্তর [স] বি ইহকাল ও পরকাল। 'তোমায় পাব নিরন্তর লোক লোকান্তরে যুগযুগান্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'অভয়-শব্দ বাজে নিখিল অধরে ... লোক-লোকান্তরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লোক-লোচন [স] বি মানুষের দৃষ্টি। 'দিনে দিনে লোক-লোচনের আড়াল দিয়া ...।' জসীম, ১৯২৭; 'প্রকাশ্যে হোক পরস্পরকে ছলনা-/ লোকলোচনকে অন্তর করি পরোয়া।' সুভাষ, ১৯৪০।

লোক-লৌকিতা [স] বি সামাজিকতা। 'লোক-লৌকিতা, কুটুম্ব, সংসার সমস্তই এই একটা মাথায়।' শরৎ, ১৯১২।

লোকলৌকিকতা [স] বি লোকাচার এবং সৌজন্য। 'লোকলৌকিকতা আত্মীয়কুঁড়িখিতা পরিপূর্ণ বৃহৎ সমসার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'সংসারের লোকলৌকিকতাকে ... মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

লোকশঙ্কা [স] বি মনুষ্য-ভয়। 'দূর কর লোকশঙ্কা খাও ... খাও পর কর্যা বিলাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লোকশিক্ষক [স] বি জনসাধারণের শিক্ষক। 'প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

লোকশিক্ষা [স] বি সর্কসাধারণের জন্য শিক্ষা। 'তবে তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে ...।' বৃন্দা, ১৫৮০।

লোকশিল্প [স] বি সাধারণ লোকের মধ্যে বহুলগ্ন থেকে প্রচলিত শিল্প। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প ...।' বেগম, ১৯৭২।

লোকশিল্পী [স] বি লোকশিল্পের চর্চা করে যে। 'লোকসাহিত্যিক এবং লোকশিল্পীরা এর গুরুত্বকে উপেক্ষা না করে সমস্যাটিকে যেভাবে সহজ করে এনেছিলেন।' উমর, ১৯৬৭।

লোকহ্রস্ত [স] বিপ্ প্রসিদ্ধ। 'মনে হয় এইখানে লোকহ্রস্ত আমলকী পড়ে গেছে।' জীবন, ১৯৪৮।

লোকশ্রেয় [স] বি জনহিতকর কাজ। 'বুদ্ধির মুক্তি বা লোকশ্রেয়ের উপর দিয়েছেন জোর।' মাহেনাও, ১৯৪৯।

লোকসংখ্যা [স] বি বাসিন্দাদের সংখ্যা। 'কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ।' দর্পণ, ১৮২২।

লোকসংসর্গ [স] বি লোকের সঙ্গ। 'সর্বদা ... গৃহস্থান্য, তিতিকায়ুক্ত, লোকসংসর্গবর্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

লোকসংসর্গবর্জিত [স] বিপ্ লোকের সঙ্গহীন। 'সর্বদা ... গৃহস্থান্য, তিতিকায়ুক্ত, লোকসংসর্গবর্জিত ও নিরুপদ্রব থাকিবে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

লোক-সংস্কৃতি [স] বি লোকবিশ্বাস, ঐতিহ্য, আচার, শিল্প ইত্যাদি। 'লোকগাথা, লোক-সংস্কৃতি, লোকগীতি, লোকশিল্প ...।' বেগম, ১৯৭২।

লোকসঙ্গ [স] বি মানুষের সাহচর্য। 'সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুশযোয় হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

লোকসঙ্গ ভীক [স] বিপ্ লোকের সঙ্গ পায় এমন। 'আগের সেই কুন্তিত, বিধাবিত, লোকসঙ্গ ভীক তরঙ্গিত চিরকালের মতো বিদায় নিল।' রবীন্দ্র, ১৯৬০।

লোকসঙ্গীত [স] বি গল্পগীতি। 'কাবুলে কিন্তু লোকসঙ্গীতেরই রেওয়াজ বেশি।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

লোক-সঙ্ঘট [স] বি লোকের ভিড়। 'প্রভুরে দেখিতে লোক-সঙ্ঘট হইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লোকসভা [স] ১ বি ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'প্রভাবটি কোমসভায় গৃহীত হয়।' আনন্দবাজার, ১৯৭১। ২ বি জনসভা। 'আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী।' বৃহৎ, ১৯৭৬।

লোকসমক্ষে [স] ক্রিবিপ্ জনসম্মুখে। 'যাঁহারা লোকসমক্ষে আপনার পৌরষের পঙ্কীয়া দিয়াছেন।' বন্দর্শন, ১৮৭৪।

লোকসমষ্টি [স] বি জনগণ। 'যেখানে সমস্ত লোকসমষ্টির এক

জাতীয়তা।' আজাদ, ১৯৪৬।

লোকসমাগম [স] বি লোকের উপস্থিতি। 'অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্থান্য বৃহৎ দমিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

লোকসমাজ [স] বি গ্রাম্যসমাজ। 'নাহি বারে লোক সমাজে।' বটু, ১৪৫০।

লোকসাধারণ [স] বি জনগণ। 'লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

লোকসাহিত্য [স] বি লোকগল্প, লোকগাথা ইত্যাদি। 'লোকসাহিত্য প্রণয়নের দ্বারা দেশের হিতসাধন।' বন্দর্শন, ১৮৭২।

লোকসাহিত্যিক [স] বি লোকসাহিত্য রচয়িতা। 'লোকসাহিত্যিক এবং লোকশিল্পীরা এর গুরুত্বকে উপেক্ষা না করে ...।' উমর, ১৯৬৭।

লোকসিদ্ধ [স] বি জনসমুদ্র। 'ঐ লক্ষ টাকা ঐ লোকসিদ্ধ অপেক্ষা বিন্দু বোধ হইল।' দর্পণ, ১৮৪৪।

লোকসৃষ্টি [স] বি মানবসমাজ। 'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

লোকসেবা [স] বি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ। 'জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মশক্তি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

লোকহ্রস্ত [স] বি মানুষের বাহবা। 'লোকনিদা লোকহ্রস্তি সৌভাগ্যবর্গ এবং মান-অভিমানে ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লোকহ্রিত [স] ১ বি লোকাচার। 'লোকহ্রিত রক্ষা করতে হবে যে প্রভু।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি সাধারণের মন রাখা। 'বিত্তহ প্রয়োনিতি ও লোকহ্রিত এক তালে চলতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

লোকবাহ্য [স] বি জনসাধারণের জন্য বাহ্যাবহা। 'লোকশিক্ষ লোকবাহ্য ... প্রকৃত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

লোক হাসানো ক্রি উত্তর কাজের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে উপহাসের সৃষ্টি করা। 'তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়া মার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লোকহিত [স] বি মানুষের কল্যাণ। 'লোকহিত কারনে জন্মে অবতারে।' মালাধর, ১৫০০।

লোক-হিতকর [স] বিপ্ জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর। 'এই মনুশ্রোত লোক-হিতকর সারগর্ভ উপদেশটি ... হৃদয়ে জাগরু করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

লোকহিতবাদী [স] বি মানুষের মঙ্গলে আস্থা রাখে যে। 'যার সাক্ষ মলে লোকহিতবাদী, তেদাশ, রানাদে ... প্রভৃতির রচনায়।' শিব, ১৯৫৬।

লোকহিতৈষী [স] বি জনসেবা। 'তাঁহার অশ্রান্ত লোকহিতৈষ ভাঁহাকে ... প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

লোকহিতৈষী, লোকহিতৈষি [স] লোকহিতৈষী। বিপ্ জনসংঘে কল্যাণকারী। 'বিস্ত্র অথহ লোকহিতৈষি শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন। দর্পণ, ১৮৩২; 'কোনও লোকহিতৈষী সমাজের সাহায্যে ...।' বিন্দ্য, ১৮৪৯।

লোকহীনতা [স] বি নির্জনতা। 'গতিহীন লোকহীনতা আরও বিচ করে ফুটিয়ে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

লোকাকীর্ণ [স] বিণ জনাকীর্ণ। 'এই তরু ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লোকোপাম [স] বি জনসংখ্যা বৃদ্ধি। 'লোকোপামের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধন বৃদ্ধি হইত।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

লোকোচার [স] ১ বি সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রথা। 'আর সত লোকে কিছু লোকোচার বলে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকোচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ।' বঙ্কিম, ১৮৯২; 'সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকোচারকে প্রাধান্য দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি লোকসংস্কৃতি। 'উহার লোকমধ্যে লোকোচার, সম্ভব মতো একাচার - এই বাত্ম অবলম্বন করিয়া বহুবিধ দেবপ্রতিমারও অর্চনা করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

লোকোচারদর্শী [স] বিণ সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন। 'লোকবিশ্ত পর্যালোচনার ব্যাসক্ত হইয়া লোকোচারদর্শী ... সাক্ষ্য করিতেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

লোকোক্তি [স] বিণ অসাধারণ। 'ভদ্রীর কামল কলেবরে লোকোক্তি লাগণ ... নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

লোকোত্তীত [স] ১ বিণ অসাধারণ। 'উহার গুণ লোকোত্তীত।' কেরি, ১৮১২। ২ বিণ অলৌকিক। 'নিম্নে! তোমার কি লোকোত্তীত মহিমা।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ৩ বিণ লোকোত্তার অধিক। 'জ্যেদের মধ্যে একটী সীমাভীত লোকোত্তীত ঐশ্বর্য অনুভব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি অলৌকিক জগৎ। 'নাক্ষত্রিক সহযোগিতা ... ছোট্ট লোকোত্তীতে।' সূর্য্যসুন্দর, ১৯০১।

লোকোদ্যুগ [স] বি লোকের প্রতি অনুরাগ; মানসকল্যাণ। 'লোকোদ্যুগ লাভ যাত্রা আমারদিগের সমস্ত কর্ণের উদ্দেশ্য হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লোকোদ্যুগপ্রিয়তা [স] বি অন্যের কাছে অনুরাগ পাওয়ার ক্ষমতা। 'আমারদিগের লোকোদ্যুগপ্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা আছে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লোকোত্তর [স] বি পরলোক। 'সূর্যকুমার ঠাকুর লোকোত্তর গমন কালে ...।' দর্পণ, ১৮২০।

লোকোত্তরগত [স] বিণ মৃত; প্রয়াত। 'রাজা লোকোত্তরগত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

লোকোত্তরগতা [স] বিণ মৃত। 'দশ শ্রী লোকোত্তরগতা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২০।

লোকোত্তর গমন [স] বি মৃত্যুবরণ। 'পীড়িত হইয়া ... লোকোত্তর গমন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

লোকোত্তরপ্রাপ্তি [স] বি মৃত্যু। 'কালক্রমে, নৃপতির লোকোত্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যোতি পঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

লোকোত্তরিত [স] বিণ মৃত। 'স্বপ্নে ও প্রকাশ্যে লোকোত্তরিত নবীদের প্রবেশ ও গ্রহণ।' আনন্দ, ১৯৬৪।

লোকোপবাদ [স] বি লোকনিদা। 'এরূপ বিরূপ লোকোপবাদে দৃষিত হওয়া অপেক্ষা, গ্রাণত্যাগ করাই বিধেয়।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

লোকোভাব [স] বি লোকের সংকট। 'চাষাবাদে লোকোভাব দেখা দিয়াছে।' আজাদ, ১৯৫৫।

লোকোয়ত [স] ১ বিণ লৌকিক; ধর্মনিরপেক্ষ। 'মহাভারতের ন্যায়

লোকোয়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'এ মতকে তারা লোকোয়ত বলেছেন।' প্রমথ, ১৯২৭। ২ বি পার্থিব জগৎ। 'তোমাকে, বহু, আমি লোকোয়তে বাঁধি।' সূর্য্যসুন্দর, ১৯৩৪। ৩ বিণ অমার্জিত। 'উৎপলার লোকোয়ত মন।' জীবন, ১৯৪৮।

লোকোয়তিক [স] বি অবিধাস; নাস্তিক্য। 'অগ্রহা সান্ত্বনা, তত্ত্ব লোকোয়তিকের উদ্দেশ্যে -।' শক্তি, ১৯৬১।

লোকোয়ত্ত [স] ১ বিণ প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও আচার সংশ্লিষ্ট। 'সাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকোয়ত্ত।' প্রমথ, ১৯১৪। ২ বিণ গণতান্ত্রিক। 'দেশবাসীর সমর্থিত ও লোকোয়ত্ত গড়নমেট স্থাপন অপরিহার্য।' আজাদ, ১৯৪৫।

লোকোয়ত্ত শাসন [স] বি যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ থাকে। 'ডিমোক্রাসি কথারই নানারূপ সংস্কৃত অনুবাদ করা হয়েছে যথা - প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ...' শ্যামসুন্দর, লোকোয়ত্ত শাসন ইত্যাদি।' প্রমথ, ১৯২০।

লোকোয়ত্ত্য [স] লোক+অয়ত্ত্য। ১ বি বহু লোকের সমাগম। 'দূর দূরান্ত হইতে লোকোয়ত্ত্য যাত্রা ঐ সময়ে শুধায় লোকোয়ত্ত্য।' প্রমথ, ১৮৫০। ২ বিণ লোকে পরিপূর্ণ। 'দর্শকেরা, বিচারসূহ লোকোয়ত্ত্য করিবেন।' সম্ভব, ১৮৬১।

লোকোয় [স] বি জনবসতিপূর্ণ স্থান। 'নিকটে লোকোয় নাই।' কেরি, ১৮১২; 'সার্কতা নয়, যদি সম্ভবতা তোমার প্রতিষ্ঠ করে লোকোয়।' শক্তি, ১৯৬১।

লোকোয়য়ীন [স] বিণ লোকবসতি নেই এমন। 'লোকোয়য়ীন বরফের প্রান্তর।' প্রমথ, ১৯২০।

লোকের আবাস বি লোকালয়। 'লোকের আবাস ছাড়ি।' জসীম, ১৯৩৩।

লোকে লোকান্তরে দ্রিবিণ এক ভুবন থেকে অন্য ভুবনে। 'ভাসোমন্ত কাটিয়ে হব পার চলতে রব লোকে লোকান্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

লোকে লোকোয়ত্ত্য বি অসংখ্য লোকের সমাবেশ। 'বিশেষ ছুটির দিনে দেখিবে যে লোকে লোকোয়ত্ত্য।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

লোকে লোকে দ্রিবিণ জগৎজুড়ে। 'লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

লোকোত্তর [স] ১ বি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি। 'ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।' জীবন, ১৯২৭। ২ বি অসামান্য জগৎ। 'ভূমি নিয়ে চলে আমাকে লোকোত্তরে।' সূর্য্যসুন্দর, ১৯৩৪। ৩ বিণ লোকোত্তর; অলৌকিক। 'অতুত লোকোত্তর চরিত্রের।' বিভূতি, ১৯৩৮।

লোকোপকার [স] বি মানুষের উপকার। 'তাহাতে লোকোপকারও নাই।' দর্পণ, ১৮২৬।

লোকোপকারক [স] বিণ জনদ্রুদ; লোকের উপকারী। 'জগতসাহেব ... প্রজাপালক সমিচারক লোকোপকারক।' দর্পণ, ১৮২৯।

-লৌক বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়। 'সেখানকার তাতিলোক সদর কোটীতে সরবরাহ করিবেক।' হান্সহেড, ১৭৭৩।

লোকমা [আ লুকমা] বি মুখে দেওয়ার জন্যে মুঠি-ভরা খাবার। 'বিসিদ্ধিহা না বলে কেউ যেন লোকমা না তোলে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

লোকশান, লোকসান [আ লুকসান] বি ক্ষতি। 'আমি কোন দফার লোকসান করি নাই।' ওর্গা, ১৭৮২; 'তবে সেটা শোনা একটা মহৎ

লোকশান' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লোকসান ষাণ্ডয়া কি অর্ধিক ক্ষতি হয়। 'আলুর চাষে অনেক লোকসান গিয়েছিল' শওকত, ১৯৫৮।

লোকসানি, লোকসানী ১ বিণ লোকসান হয়ে গেছে এমন। 'আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বিণ কেনা দামের চেয়ে বেচার দাম কম এমন। 'লোকসানী বাজারের বাজের আতাবদ' জীবন, ১৯৪২।

লোকসানী জমা বি লোকসান হচ্ছে এমন মূলধন। 'লোকসানী জমা ইত্তকা দিলেই পারিস' তার, ১৯৪০।

লোকাল, লোক্যাল [হি] ১ বি প্রতিটি স্টেশনে থামে এমন গাড়ি। 'আমি লোকাল ধরব' মুক্তবা, ১৯৫২। 'রাতে একটা লোক্যাল ছাড়ে' শমসুল, ১৯৬২। ২ বিণ স্থানীয়। 'লোকাল দালাল সব কথা চালালো' শ্যামল, ১৯৬৭।

লোকাল-বোর্ড [হি] বি পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের উন্নতিকল্পে জনগণের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে গঠিত সভা। 'ইউনিয়ন-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি' আজাদ, ১৯৩৯।

লোকোমোটিব [হি] বি রেল-ইঞ্জিন। 'কোম্পানির ভার্ডুসাস দেখলে অ্যাকদিন এদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপারিটেন্ডেন্টকে বলতে পারেন।' হুতোম, ১৮৬১।

লোখ [স লোক] বি জনসাধারণ। 'নানা সুখে লোখ বসে রজন দিবসে' মালাধর, ১৫০০।

লোখাজবানি [ফা নিগাবানি] বি দেখাশোনা। 'সাহেব লোকর লোখাজবানি ও হেসাজত কারণ ...' ক্যাসে, ১৭৮৫।

লোভানো কি নত হওয়া। 'জানতকু কথা কহি বিরে' লোভাইল' মালাধর, ১৫০০।

লোচন [স] বি চোখ। 'আলস লোচন দেখি কাকুস উজল' বড়ু, ১৪৫০; 'তিভিল লোচন জলে' মালাধর, ১৫০৮।

লোচন অমিয়া [স] বি দৃষ্টিমুখ। 'নিমিখ তেজিয়া লোচন অমিয়া' কুজরাম, ১৭২০।

লোচনজোর [স লোচন+স যুগ] বি যুগল চোখ। 'দীঘল লোচনজোর কি বিলাস তায়' কুজরাম, ১৭২০।

লোচনখাণ্ড [স] বি চোখের কোণ। 'লোচনপ্রাঙ্গ হল হল হে' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

লোচনমুগ [স] বি চোখজোড়া। 'অরুণ লোচনমুগে মলিন অধর' মুকুন্দ, ১৬০০।

লোচনমুগল [স] বি চক্ষুষ্য। 'আকুল কুন্তলপাশ লোচনমুগল উতোরাগ' মুকুন্দ, ১৬০০।

লোচনলোভা বিণ স্ত্রী চোখের কাছে লোভনীয়; সুন্দরী। 'ঘসেটি লোচনলোভা ছিলেন, ইতিহাস কি তা বলে?' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

লোচনানন্দ [স] বিণ চোখকে আনন্দ দেয় এমন। 'লোচনানন্দ সুধারক ব্যতিরেকে রেহিগীর কি প্রকৃত শোভা হয়' মাইকেল, ১৮৫৯।

লোচনানন্দপ্রদ [স] বিণ চোখকে আনন্দ দেয় এমন। 'লোচনানন্দপ্রদ নবীন দুর্দাদালবৃত্ত ক্ষেত্র' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

লোচনাভিসার [স] বি চোখ দিয়ে ঝোঁকা। 'তিন সন্ধ্যা করিয়াছি সার/ লোচনাভিসার' অন্নদা, ১৯৩১।

লোচন' বি গাছবিশেষ। 'চম্বলী সুকল লোচনে' বড়ু, ১৪৫০।

লোচা [আ লুস] বিণ লম্পট; দুচরিত্র। 'যে সকল লোক লোচা ও দুই চরিত্র' ফরস্টার, ১৭৯৩।

লোচামি [আ লুস+] বি লাম্পটা। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

লোচ্ছা [আ লুস+] বিণ পাজি; বদমাশ। 'শীতু তিনু নীলাধর লছম/ লোচ্ছা' মনিকরাম, ১৭৮১।

লোট [স লুট+] বি গড়াগড়ি। 'পড়িল বাঘের মাথা ভূমে যার লোট' রূপরাম, ১৭৫০।

লোট' [হি নোট] বি হাতচিঠি; রসিদ। 'দুই হাজার একশত টাকার এব লোট লেখাইয়া আনিল' ভবানী, ১৮২৫।

লোট' বি টেকির যে গর্তে চাল তৈরির জন্য ধান রাখা হয়। 'টেকির লোটে চাল উলিয়া ধানুর খোপার পাড়' জসীম, ১৯৬০।

লোটন' [হি লোটন] বি বেগীরাই বোঁশা। 'লব মালতী' বোঁশা ভরাই ভিড়িখা থাকে লোটনে' বড়ু, ১৪৫০।

লোটন' বি এক জাতের পায়রাবিশেষ। 'গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাহ মুখি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা' হুমখ, ১৯৩২।

লোট' [স লুট+] ১ কি লুটরে পড়া। 'হাকান করুনা করো ভূমিত লোটায়ি' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি গড়াগড়ি দেওয়া। 'লোটায় লোটায় দুইহা কানে একবারে' বড়ু, ১৪৫০। ৩ কি লুট করা 'সাদুর ভাঙার লোটে আনা যুত দখি ঘটে' মুকুন্দ, ১৬০০। লোট' কি লুটরে পড়ে। 'কেনে কেনে উঠই যুঝি তনু লোটই সুকল সখ করু কোর' বিন্যাপতি, ১৪৬০। লোট' কি লুটার। 'ভূমিতে লোট' কেব পুনি স্থির নহে' বাহরাম, ১৬৫০। লোটায় কি লুটরে পড়ে। 'অজৈ লোটায় মূনি বুক দুই হাত' রামাই, ১৭২০। লোটায় কি লুটত হয়ে। 'লোটায় লোটায় দুইহা কানে একবারে' বড়ু, ১৪৫০। লোটায় কি লুটরে। 'লোটায়ি কানে নলি ময়ীর উপরে' মুকুন্দ, ১৬০০। লোটাইতে কি লুটরে পড়তে। 'মানোএল, ১৭৪৩। লোটাইয়া ১ কি গড়াগড়ি দিয়ে 'ভূমে লোটাইয়া জসোনা কানেন তখাই' মালাধর, ১৫০০। ২ হি গড়াগড়ি দেওয়ানো। 'ভূমিত লোটাইয়া তাকে গ্রাসে না মারিল। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। লোটাইল ১ কি লেপটে গেলো। 'সিন্দু লোটাইল যেহ গজমুখী' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি গড়াগড়ি দিলো 'মুহুর্তা পড়িল উসা ভূমে লোটাইল' মালাধর, ১৫০০। লোটায় কি গড়াগড়ি যায়। 'চারি মুকুট লোটায় পা এ তিতে আখির জল। মালাধর, ১৫০০। লোটায় ১ কি গড়াগড়ি যায়। 'পালক হাড়ির কনে লোটায় ভূমিতহে' মালাধর, ১৫০০। ২ কি লুটরে পড়ে 'অচেতন শটামা লোটায় অবনী' মনিকরাম, ১৭৮১। লোটায়ি' কি লুটিয়ে। 'হাকান করুনা করো ভূমিত লোটায়ি' বড়ু, ১৪৫০। লোটায়ি ১ কি লুটরে পড়া। 'অবনি লোটায়ি কয়ে' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি লুটরে পড়ে। 'বিয়রাজ বদে মাথা লোটায়ি ধরুণী' রূপরাম, ১৭৫০। লোট' কি লুটরে পড়ে 'মাতা তোর লোট পানি দেখ, দুয়ারায়' গিরিশ, ১৮৮৭।

লোটানো বিণ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এমন। 'টেবল রুখে লোটানো লতায় অগোছাটা তাকিয়ে রইল' ইলিয়াস, ১৯৭২।

লোট' [হি] বি পানির ঘটা। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'এক লোট আয় এ দেহরকা ভিন্ন অন্য কোন সন্দ্বিষ্ট নাই' বজ্রিম, ১৮৭৯। ২ বি বদনা 'সঙ্গে আরেক লোট পানিও আনে' ওয়াসী, ১৯৪৮।

লোটাপোট [স লুট] কি ব্যাপক লুটন করা। 'কত গ্রাম পল্লী লুটেপুটে

করেছি একাকার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

লোড়া। [স লুড] ক্রি ঝোঁজ করা। লোড়পিসি ক্রি ঝোঁজ করিস। 'মিছাই লোড়পিসি কাহাণ্ডি আশ্বার পসার।' বড়ু, ১৪৫০। লোড়িবি ক্রি ঝুঁকবে। 'গিরিবর সিংহর পক্ষি সইসন্তে সবরো লোড়িবি কইসে।' চর্চা ২৮, ১২০০।

লোড়ি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রঘুনাথ লোড়ি।' সেকধি, ১৮৪০।

লোপা [স লবণ]। বিণ নোনা; লবণাক্ত। 'সমুদ্রের জলে লবণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, উহা-লোপা হয়।' বিন্দ্য, ১৮৫১।

লোধ [স লোধ] বি লোধে ফুল। 'রবি লোধ ছাত্তীঅন ভাণ্ডি দুখিআরুন।' বড়ু, ১৪৫০।

লোধি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বিজয়দাস লোধ।' সেকধি, ১৮৪০।

লোধীবি বি পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কাছি, কোবি, লোধী, কুম্মি সবাই এসেছিল।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

লোধে [স] বি গাছবিশেষ। লোধেফুল [স] বি লোধেগাছের ফুল। 'লোধেফুলের তন্তু রেখু।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

লোধেরেখু [স] বি লোধে ফুলের রেখু। 'মুখে তার লোধেরেখু, লীলাঙ্গর হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

লোন [স লবণ] বি লবণ। 'লোন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায়।' কুণ্ডলাস, ১৫৮০; 'লবনিএগা দিল লোন।' মুহুন্দ, ১৬০০।

লোনী [স] বি ঝপ। 'লতকরা ৪ টাকা সুসের লোনেতে ন্যস্ত হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

লোন অফিস [স] বি যে দপ্তর থেকে ঝপ দেওয়া হয়। 'সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন অফিস হয়।' জগদীশ, ১৯১৮।

লোনা [স লবণ]। বিণ লবণাক্ত। মালোএল, ১৭৪৩; 'লোনা জলেরে যে হানে নৌকার গমনাপমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে।' দর্পণ, ১৮৩০।

লোনা খাটা ক্রি লবণ তৈরির কাজ করা। 'কেহবা লোনা খাটিব কেহবা আর কায় করিব।' কেরি, ১৮০২।

লোনা জল ১ বি সমুদ্র। 'লোনা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাপমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি লবণাক্ত জল। 'লোনা জলে বাস কর এই দুখ মনে।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বি চোখের জল; কান্না। 'সেই অক্ষ সেই লোনা জল তব চক্ষু।' নজরুল, ১৯২৮।

লোনা-ধরা বিণ মাটির লবণাক্ততার ফলে জীর্ণ। 'লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

লোনিয়া [স লবণিকা] বিণ লবণাক্ত। মালোএল, ১৭৪৩।

লোন্ডা [স লবণ]। বিণ নোনা; লবণাক্ত। 'বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্ডা, লোন্ডা জলে চাষ।' গুণ, ১৮৫৮।

লোন্ডা [স লবণিকা] বিণ নোনা। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা লোন্ডা।' চর্চা ৪১, ১২০০।

লোনোসো ক্রি লবণাক্ত করা। 'লোনাইতে।' মালোএল, ১৭৪৩।

লোনি [স নবনীত] বি মাখন। মালোএল, ১৭৪৩।

লোপ [স] ১ বি ক্ষয়। 'তোমার দারুন কোপ কুলশ খেলি লোপ।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ পরিচয়হীন। 'কোন স্থানে হিন্দু ধর্ম লোপ

হয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৩ বিণ লুপ্ত। 'ছায়েদিগকে যে বেতন এইক্ষণে দেওয়া যাইতেছে তাহা ক্রমেই শূন্য হইয়া পরিশেষে লোপ করা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৯। ৪ বি বর্জন। 'উষ্ট্রশব্দ হইতে রফনাটা লোপ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ বিণ অস্তিত্বহীন। 'ও যখন খুশি আপনাকে লোপ করে দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

লোপমান [স] বিণ লোপ পাচ্ছে এরকম। 'আমার স্মৃতির স্বপ্নে লোপমান সবহু রেখার ভিড় দেখি প্রতিদিন।' হোসেন, ১৯৪০।

লোপাট ১ বিণ নিকট। 'ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট।' নজরুল, ১৯২৪। ২ বিণ পুরোপুরি লুট বা আশ্রাস করা হয়েছে এমন। 'টেবিলে পড়তে না পড়তেই লোপাট।' শিবরাম, ১৯৪০।

লোপাপত্তি [স] ১ বি ধ্বংস। 'ভাঙনের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি যা একেবারে বিলোপ হয়েছে। 'কালিদাসের পুস্তকও পিতামাভা বহোই অল্প কিছু অপরাধেরে ন্যায় লোপাপত্তি নাই।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

লোন্ড [স লুড] বি লোপ। 'হরিদন্তের গীত লোন্ড পাইল এই কালে।' বিজয়, ১৬৫০।

লোন্ডে [স] বিণ লুণ্ডিত। 'অনেকানেক লোন্ডে দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

লোফ [স] বি পৌরুট। 'মাখন তো খায় লোফ দিয়ে।' শিবরাম, ১৯৭০।

লোকা [স লুকা] ক্রি শূন্য থেকে পতনশীল বস্তুকে মাটিতে পড়ার আগে ধরে নেওয়া। লোকে ক্রি শূন্য থেকে পতনশীল বস্তুকে মাটিতে পড়ার অন্তিম ধরে ফেলা। 'ঘন তোলা সেই গৌকে শেলিয়া পট্টশি লোকে।' মুহুন্দ, ১৬০০।

লোকালুকি [স লুপ] ১ বি কাড়াকাড়ি। 'লোকালুকি করিয়া খেলা করিতেছে।' বর্জিত, ১৮৭৫। ২ বি কথা চালাচালি। 'ভাঁর Pro-কয়েসী উক্তি লইয়া কয়েসী বুদ্ধিমানদের কী লোকালুকি না আমার এতদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।' অজল, ১৯৪০।

লোবান [স লুবান] বি ধূনার ন্যায় গন্ধযুক্ত স্কন্ধনির্গমবিশেষ। 'লোবান সিংহ আর আবার আতর।' মুলতান, ১৭০০।

লোড [স লুড] ১ বি কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা। 'বচন করএ তার আশ্রুতের ধার/ ডাক বড় লোড আশ্বার।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আকর্ষণ। 'চরণশোভায় ভক্তজনের মনে লোড বাড়ান।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি কামনা। 'স্ত্রীরা বাহিরে গেলেই ... পুরুষদের লোড জন্মিয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বি লালসা। 'তাঁহার পসার লোডে যাহা বলেন তাহাই ব্রাহ্মার বাকসাদৃশ হইয়া ওঠে।' দিক্শঙ্কর, ১৮৬৯।

লোডকোষ [স] বি বিষয়-ভাণ্ডার। 'তাঁহার প্রজাপুঞ্জের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল স্ব স্ব লোডকোষ পরিপূর্ণার্থে যত্নবান থাকেন।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

লোড-টিকটিকে বিণ লোডে চকচক করে উঠেছে এমন। 'কি এক লোড-টিকটিকে হাসি তিলিক তুলে গেল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি মুখটার।' কায়সার, ১৯৬৫।

লোডজটিল [স] বিণ লোডে জটিল হয়ে উঠেছে এমন। 'ঘোর কুটিল পঙ্খ তার লোডজটিল বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

লোডজনক [স] বিণ লোডনীর। 'অস্বাভ্য অত্যন্ত লোডজনক।' গুণালী, ১৯৪৪।

লোড অনুভবো ক্রি প্রবল বাসনা হওয়া। 'উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্বসাধারণের লোড অনুভব হইতে পারে।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩০।

লোভদানব [স] বি লোভরূপ দৈত্য। 'গ্রাসিল বিশ্ব লোভদানব'। নজরুল, ১৯৩১।

লোভপিঙ্ক [স] বিণ লোভাতুর। 'লোভপিঙ্ক হে শকুন অসংকোচ গতি আজ নভে'। সিকান্দার, ১৯৪৬।

লোভশীর্ণ [স] বিণ লোভে বিদারিত। 'লোভশীর্ণ তব ছুরু বুক, - লাগসার দৈন্য যাক ঘুচে'। প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

লোভন [স] ১ বিণ লোভনীয়। 'কমল-নন্দন-লোভন' রস, ১৮৫৮। ২ বিণ আকর্ষণীয়। 'ভাবার সেই লোভন গন্ধ, সেই লোভন আকার কোথায়?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লোভনী [স লুভ>] বিণ লোভনীয়। 'নয়ান-লোভনী মোর প্রাণের পরাণ'। বাহরাম, ১৬৫০।

লোভনীয় [স] ১ বিণ আকর্ষণীয়। 'তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেয়েই পড়ে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ চিত্তাকর্ষক। 'সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ লোভ উদ্বেগকরী। 'যেমন সব লোভনীয় বস্তুর মধ্যে থাকে।' শিবরাম, ১৯৫০।

লোভ-পরিশ্রু [স] বিণ নির্লোভ। 'আমি লোভ-পরিশ্রু্য সংসার-বিরাগী'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

লোভবশত, লোভবশতঃ [স] ক্রিবিণ লোভের বশীভূত হয়ে। 'যদি তাহারা লোভবশতঃ এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে অসমর্থ হন'। সুলত, ১৮৭৩।

লোভমোহ [স] বি লোভ ও মোহ। 'প্রতিদিন রাসঘেষ লোভমোহে মিথ্যারূপ'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লোভ-রাবণ [স] বি রাবণের মতো প্রবল লোভ। 'এই লোভ-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই জ্যোতি'। নজরুল, ১৯৩২।

লোভসংবরণ [স] বি লোভকে সংযত করা। 'তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া ...'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

লোভ সাম্যলানো ক্রি লোভ সংবরণ করা। 'লোভ সাম্যলানো পারলাম না'। হাই, ১৯৪৫।

লোভা [স লুভ>] ক্রি প্রলুব্ধ করা। লোভাইলে ক্রি প্রলুব্ধ করলাম। 'বরে লোভাইলে তবু নহিলে বাহির'। মাল্যধর, ১৫০০।

লোভা [স লুভ>] বিণ লোভী। 'মন যে হইল লোভা'। চণ্ডী, ১৫৫০।

লোভাকুট [স] বিণ লোভের বশবর্তী। 'রাজসরকারে বড় কর্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাকুট হইয়া ...'। চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

লোভাত বিণ লোভী। 'লোভাত ইদুরের মত নাক তুলে তুলে গন্ধ ভুঁকছিল'। হাসান, ১৯৬২।

লোভাতুর [স] বিণ লোভে কাতর। 'কৃণ্যলোভাতুর মোক্ষনা কহিল আসি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লোভাতুরা [স] বিণ ক্রী লোভী। 'ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোর বামিনী'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

লোভাতুড়ে [স লোভ>] বিণ লোভী। 'বুড়ো ডারি লোভাতুড়ে গো'। গিরিশ, ১৮৮৭।

লোভানো ক্রি লুব্ধ করা। 'দেখাইয়া কৃষ্ণানন/ নেত্র-মন লোভাইলি

আমার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লোভাবিষ্ট [স] বিণ লোভের বশবর্তী। 'আমিও তদ্ভুক্ত লোভাবিষ্ট হইয়া জড়ীত করিয়াছি'। দর্পণ, ১৮৩১।

লোভিক বিণ লোভী। 'বৌবন-ধন-লোভিক প্রেমদাসের বিনয়-পাতী'। স্বয়ংক্রিয়, ১৮৭৬।

লোভিনি [স লোভিনী] বিণ ক্রী লোলুপ। 'ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি'। দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

লোভিষ্ট [স লোভিষ্ঠ] বিণ অত্যন্ত লোভী। 'ইতিমধ্যে লোভিষ্ট অনেক জন আছে'। বৃন্দা, ১৫৮০।

লোভী [স] ১ বিণ কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আছে যার; লুব্ধ। ভগ্না, ১৭৮৫। ২ বিণ লোলুপ। 'নিভাত অকল্পিয়া ... অতিশয় লোভী'। তারিণী, ১৮০০; 'তাহাকে এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলসেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন ...'। বিদ্যা, ১৮৫৬।

লোভে পাণ পাণে মুত্যা - লোভের পরিণাম অতি ভয়াবহ। 'লোভে পাণ পাণে মুত্যা শাস্ত্রের বচন'। আশাওল, ১৬৮০।

লোম [স] বি শরীরের সূক্ষ্ম ছোটো চুলবিশেষ; রোম। 'লোম দ্রবময় সব নানা রূপ জাতি'। মাল্যধর, ১৫০০; 'জল তেজি দেবরায়/ সঘনে কাড়েন কায়/ অঙ্গে হৈতে লোম ছয় খসে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

লোম ওঠা বিণ গায়ে লোম অঙ্গে গেছে এমন। 'লোম ওঠা হাড় বের করা কাশো কুকুর'। জহির, ১৯৬৪।

লোমকূশ [স] বি লোমের গোড়ার সূক্ষ্ম মূত্র। 'সব চেতনের লোমকূশেতে মিশায়'। বৃন্দা, ১৫৮০।

লোমলতা [স] বি লোমরাশি। 'নাভি পদ্ম বিকসিত/ অতিশয় উজ্জলিত/ লোমলতা অখিত সুন্দর'। বাহরাম, ১৬৫০।

লোমশ [স] বিণ লোমযুক্ত। 'আম্বার নির্লোম রূপ তুচ্ছিত লোমশ'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

লোমশূন্য [স] বিণ পশমহীন; লোমহীন। 'চামড়াটি দিবি ক্ষৌরকর করার মতোই লোমশূন্য হইয়া যায়'। নজরুল, ১৯২২।

লোমহর্ষ [স] বি শিরহণ। 'অঙ্গ কল্প লোমহর্ষ সখন হস্তার'। বৃন্দা, ১৫৮০।

লোমহর্ষক [স] বিণ শিরহণ জগায় এমন। 'তাহা চীন-উদ্ধার-চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা করে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লোমহর্ষণ [স] ১ বি রোমাঞ্চ। 'সর্বশরীরে লোমহর্ষণ হয়। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ রোমাঞ্চকর; আচর্ষ। 'পুলিসের চক্ষে উপর এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্বন্ধিত হইতেছে'। সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

লোমহীন [স] বিণ পশম নেই এমন। 'লোমহীন ছোটো ল্যাজ'। ইলিয়াস, ১৯৭১।

লোমোচ্ছন্ন [স] বিণ ক্রী লোমে ঢাকা। 'পুণ্ড কৃষ্ণ লোমোচ্ছন্ন বোকেন্দ্র-গন্ধিতা'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

লোমাবলী [স] বি শরীরের ছোটো লোমসমূহ। 'যত লোমাবলী অঙ্গে পক্ষী অঙ্গে পাখা'। আশাওল, ১৬৮০।

লোমাঞ্চ [স] বি রোমাঞ্চ। 'লোমাঞ্চ হইল গায়ে চমকিত চিত'। মনিকরাম, ১৭৮১।

লোমাক্ষিত [স] বিণ রোমাক্ষিত। 'এতেক তনিয়া বেউলা লোমাক্ষিত গারে।' বিজয়, ১৬৫০।

লোয়া বি লোহা। 'প্যাটটো কি শ্যাম পর্যন্ত লোয়া হয়ে গেল লিকিন?' হাসান, ১৯৬২।

লোয়ানো [স নতঃ] কি বুঝিয়ে মতে আনা। মানেএল, ১৭৪৩।

লোয়ার হাউস [হি] বি আইন সভার নিম্নপরিষদ। 'মন্ত্রণা পরিষদ, আশার হাউস, লোয়ার হাউস, স্পীকার, প্রেসিডেন্ট।' হাই, ১৯৫৮।

লোর [স লোহঃ] বি চোখের জল; অশ্রু। 'নয়নে ঝরে লোর গদ গদ ঝরে।' মালাধর, ১৫০০।

লোল [স] ১ বিণ সুন্দর। 'লোল কপোল ললিত মনিকুণ্ডল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি মুখর। 'সসে নায়ক কুসুমশায়ক ছোড়ি মঞ্জির লোল রে।' গোবিন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ লোলুপ। 'লোল জিহ্বা রক্তধারা দুখের দু পাশে।' ভারত, ১৭৬০। ৪ বিণ শিথিল। 'উরহি বিপুলিত লোল টকুর মম।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৫ বিণ চটুল। 'লোলকাতকে এ বৃক্ষের কিছুই করতে পারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লোলচর্ম, লোলচর্ম [স] বিণ চামড়া খুলে গেছে এমন। 'কতকগুলি তরুণেশ, লোলচর্ম, চলিতদন্ত বৃদ্ধ এই পরম প্রীতিকর প্রণয়-পথ্যবলী যুবকদিগের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন।' বিজিত, ১৯৩১।

লোলজিহ্বা [স] বিণ জিহ্বা বেরিয়ে আছে এমন। 'গলে রক্ত দুলিছে নীরবে আত্মহত্যা, লোলজিহ্বা, উন্মীলিত আঁধি ভয়ঙ্কর।' মাইকেল, ১৮৬১।

লোলজিহ্বা [স] বি লোলুপ জিহ্বা। 'রয়েছেন দাঁড়াইয়া ভূষাভীক্ষ লোলজিহ্বা মেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

লোল হওয়া কি নিহু হওয়া। 'বিমলা তখন রাজপুত্রের কর্ণ লোল হইয়া একটি কথা বলিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

লোলা বিণ ক্রী লোলুপ। 'হংসিরে দেখিতে চিড়ে অতিসয় লোলা।' মালাধর, ১৫০০।

লোলা [স লুলঃ] কি লোলা। লোলে কি লোলে। 'নাসায় বেসর লোলে।' রূপরাম, ১৭৫০।

লোলাপান [স] বিণ চঞ্চল চাহনি বিশিষ্ট। 'লোলাপাসে ক্রুর কটাক।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

লোলারমান [স] বিণ ললকর করছে এমন। 'এই উত্তরঘাতি লোলারমান বেরে তোমার জন্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

লোলক [স] বি নোলক। 'খুটা মকুতার লতা লোলক সহিত।' ভবানী, ১৮২৫।

লোলুস [স লোলিত] বিণ সুন্দর। 'লোলুস বদন সিরি অছি ধনি তোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

লোলুষ্ঠান [স] বিণ দূর্বৃত্ত। 'সহায়হীন ব্যক্তি এই প্রকার অতি জঘন্য স্বার্থী গৃহে বদ্ধ থাকিয়া ও রোগকালীন শয্যা লোলুষ্ঠান হইয়া গ্রাণ পরিত্যাগ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

লোলুপ বিণ লোভী। 'ইহারা অভ্যস্ত লোলুপ ও ব্যগ্র।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'দুজন্যই লোলুপ দুটি পড়েছে।' নজরুল, ১৯২৪।

লোলুপতা [স] বি লোভ। 'এই লোলুপতার অপরাধে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

লোলুপায়মান [স] বিণ অগ্রাসী। 'উত্তরোত্তর লোলুপায়মান

জোয়ারের জল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

লোশন [হি] বি ত্বকের অর্দ্রতা, মসৃণতা ও সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এমন সুগন্ধী তরল। 'লোশন, সাবান, শ্যাম্পু, ক্রীম, পাম, কত কী।' শ্যামসুল, ১৯৩৭।

লোষ্ট্র [স] ১ বি মাটির ঢেলার মতো সামান্য বা তুচ্ছ বস্তু। 'লোষ্ট্রের মত দেখাবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ।' জীবন, ১৯৪৪। ২ বি পাথর। 'তাই তার লোষ্ট্রের মত তরল।' জীবন, ১৯৪২।

লোষ্ট্রপাত [স] বি ঢিল মারা। 'মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

লোহ [স লোহঃ] বি নয়নজল; অশ্রু। 'কান্দন একসরী রাখা মাঝ বনে/ লোহ মুখিতা কাহু আপন বসনে।' বড়ু, ১৪৫০।

লোহ বিণ রক্তিম। 'ওই নামেরই বাতি ক্লেলে দেখি লোহ আরল-ধাম।' নজরুল, ১৯৩২।

লোহপাস [স লোহপাস] বি লোহার স্ফুল্ভ। 'লোহপাস নিগড় দিয়া বাঁধিল দিল্লেরে।' মালাধর, ১৫০০।

লোহা [স লোহঃ] বি লৌহ। 'বলিতে পড়িল ভ্রমে লোহার মুসল।' মালাধর, ১৫০০।

লোহাকর্ষ্য বি একপ্রকার ভারী ও মজবুত কাঠ। 'লোহাকর্ষের মত দুটো মুগ্ধ বৃহতে নিয়ে ভাঁজতেন দু'ঘণ্টা ধরে।' বিমল, ১৯৫০।

লোহা টোলা কি লোহাকে আকার দেওয়া। 'লোহা চলিতে।' মানেএল, ১৭৪৩।

লোহাপেটা বিণ বলিষ্ঠ ও কঠিন। 'অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড়।' তারা, ১৯৪২।

লোহাবাধানো বিণ লোহা দিয়ে বাধানো। 'কেট নামক এক রক্তম লোহাবাধানো কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া ...' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

লোহালঙ্কা ১ বি লোহার বড়ো ও ভারী জিনিসপত্র। 'পুরনো লোহালঙ্কা সত্তা দামে কিনে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বি লোহার তৈরি যন্ত্রাণ। 'অনবন করে ওঠে লোহালঙ্কা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

লোহানী বি পাঠান গোষ্ঠী বিশেষ। 'সুরানি লোহানী শ্রানী কিতানী বিটানি হনি পাঠান বলিল নানা জাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লোহার [স লৌহকার] বি সম্প্রদায়বিশেষ। 'লোহার ১৪৭৬ জন।' দর্পণ, ১৮১৯।

লোহিত [স] বিণ রক্তবর্ণ; লাল। 'নখরের ফুট আগে নয়ান লোহিত।' মালাধর, ১৫০০।

লোহিতবর্ণ [স] বি লাল রং। 'জন্তুর রক্ত সম্পূর্ণরূপে লোহিতবর্ণ নহে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

লোহিত-লোচন [স] ক্রিবিণ রক্তচক্ষু হয়ে। 'বীর দেখে কোণে রাজা লোহিত লোচন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

লোহিতলোচনা [স] বিণ ক্রী রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। 'লোহিতলোচনা জবা - মহিবমর্দিনী আদরেন যারে।' মাইকেল, ১৮৬০।

লোহিতাত [স] বিণ লালচে। 'আমারও নিবাস জেনে লোহিতাত মৃত্তিকার দেশে।' মাইমুদ্র, ১৯৬৬।

লোহিত-সাপর [স] বি আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী অগ্রশ্রব রেড সী। 'কে ভাবিয়াছিল লোহিত-সাপর পার হইয়া ভারত গপনে মোসলমান ধর্ম-পতাকা অক্ষর রূপে উড়িতে থাকিবে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

লোহিয়া বি পাহবিশেষ। 'পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়ার বন।' বিজুতি, ১৯৩১।

লোহ [হি লো] বি রক্ত। 'আজ কাকের দেহ বিনির্গত শোণিতে লোহর নদী বহাইব।' মণ্ডাররক্ষ, ১৮৮৭।

লোহ-রাগ্না বিণ রক্তরাগ্না। 'দুশাব তাহার গলায় মোদের লোহ-রাগ্না তরবার।' নজরুল, ১৯২৮।

লোহো [স লোভ] বি লোভ। 'লোহো ক্রোধে উপনিত হইল তথাএ।' মালাধর, ১৫০০।

লৌ [স লোহিত] বি রক্ত। 'লৌ দেখে গাভা মোর ঝাঁকি মেরে গুটে।' গীনবন্ধু, ১৮৬০।

লৌকতা [সি বি সামাজিকতা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লৌকতা, কুটুখিতে করে ... কি থাকে বল দেখি?' শরৎ, ১৯১৬।

লৌকিক [সি ১ বিণ পার্শ্ব। 'অতি অসম্ভব অলৌকিক সব লৌকিকে কেমেন করে।' চক্ৰী, ১৫৫০। ২ বিণ লোকসমাজে প্রচলিত। 'লৌকিক বচন আছে লিখিল পুরাণে।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বিণ মানবিক। 'শিষ্ট প্রতিপালন প্রকৃতি যে কোন লৌকিক ব্যবহার ...।' সেবধি, ১৮৩৯।

লৌকিক-আচার [সি বি সামাজিক রীতি। 'নানাবিধ লৌকিক-আচার ধর্মের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়া পড়ে।' বেগম, ১৯৪৮।

লৌকিক জ্ঞান [সি বি পার্শ্ব জ্ঞান। 'পূর্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা অন্য লৌকিক জ্ঞান জানে।' দর্পণ, ১৮৩১।

লৌকিকত বিণ অত্র। মানোএল, ১৭৪৩।

লৌকিকতা [সি ১ বি অত্রতা। মানোএল, ১৭৪৩; 'লৌকিকতার বাঁধি বোলাসকল সহজে তাহার মুখে আসিত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি উপহার; বাড়তি অর্থ। 'লৌকিকতা না লইবেন।' ডানকান, ১৭৮৪। ৩ বি গ্রাচ্যুটি; কর্মের জন্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা। ডানকান, ১৭৮৫। ৪ বি সামাজিকতা। 'পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লক্ষন করে আনন্দ পান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌকিক ভাষা [সি বি লোকসাধারণের মুখের ভাষা। 'লৌকিক ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভুক্ত, বহির্ভুক্ত নয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

লৌকিক যোগ [সি বি লোকায়ত্ত যোগ। 'একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

লৌকিক সত্য [সি বি আচারগত সত্য। 'তারও তো সামাজিক সত্য, লৌকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' নজরুল, ১৯২৭।

লৌকীক [সি লৌকিকা বি লোকভাষা। 'লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।' মালাধর, ১৫০০।

লৌক্য ধরন [সি লোক] বি অত্রতা। মানোএল, ১৭৪৩।

লৌহ বি লোহ। 'লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লৌহকটা [সি বি লোহার তৈরি কড়াই। 'সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

লৌহকঠিন [সি বিণ অত্যন্ত শক্ত। 'লৌহকঠিন পাথরের মূর্তির মন।' শওকত, ১৯৫৮।

লৌহকঠ [সি বি লোহার ঘন্টার শব্দ। 'সময় মাঝখানে দাঁড়াইয় প্রতি ঘন্টার লৌহকঠে বলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

লৌহ-করাট [সি লৌহকপাট] বি লোহার দরজা। 'কারায় এই লৌহ করাট।' নজরুল, ১৯২২।

লৌহকীলক [সি বি লোহার শলাকা। 'শক্রহস্তের লৌহকীলক তাহার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

লৌহগলন [সি বিণ লোহাকে গলিয়ে ফেলে এমন। 'তব লৌহগলন শৈলদলন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

লৌহগোলক [সি বি লোহার তৈরি গোলক। 'লৌহগোলক নিক্ষেপ।' বেগম, ১৯৭০।

লৌহঘটিত [সি বি লোহা দ্বারা নির্মিত; লোহার তৈরি। 'মাকিট নগরের লৌহঘটিত বাজার।' দর্পণ, ১৮৩১।

লৌহচুর [সি লৌহচূর্ণ] বি লৌহচূর্ণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

লৌহডোর [সি লৌহ+ডোর] বি দৃঢ় বন্ধন। 'তোমার চরণে নাহি যে লৌহডোর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

লৌহতরী [সি বি লৌহনির্মিত জলযান। 'আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় স্রোত তার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া ... যাত্র করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

লৌহভুরঙ্গ [সি বি রেলপাড়ি। 'ঐ দেখ, লৌহবর্ত্তে লৌহভুরঙ্গ .. যাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

লৌহদণ্ড [সি বি লোহার শলাকা। 'উত্তম লৌহদণ্ড হৃদয়মধ্যে প্রবেশিত হইলেও।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

লৌহদানব [সি বি লোহার তৈরি যন্ত্র। 'অগ্নিশসিত সহস্রবা লৌহদানবের কারাগার।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লৌহবৃষ্টি [সি বিণ লোহার মাতো মজবুত। 'অমি বলছি সে পথ হু ... লৌহদৃঢ় ঐক্য।' আলোউদ্দিন, ১৯৫৮।

লৌহনির্মিত [সি বিণ লোহার তৈরি। 'লৌহনির্মিত চ্যাত্তা ধরনে তলদেশ।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

লৌহপাত্র [সি বি লোহার পাত। 'তাহা স্কুলবেধ ও সবিশেষ ঘাতস কাঠফলক ও লৌহপত্র দ্বারা ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

লৌহপাত্র [সি বি লোহার তৈরি পাত্র। 'যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রাণিমা জল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

লৌহপেটক [সি বি লোহার তৈরি পেটরা বা কাঁপ। 'আমাদের জ্ঞা কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

লৌহ-ফলক [সি বি লোহার তৈরি ফলা। 'সবল পেশী ও শাবিত লৌহ-ফলকের মিলিত প্রয়াসে।' হেমেন্দ্র, ১৯৪০।

লৌহবর্জ [সি বি রেললাইন। 'বাষ্পীয় রথের লৌহবর্জ এতদেবী পূর্বকালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

লৌহবর্ম [সি বি লোহার তৈরি দেহাবরণ। 'আমার শব্দের সপে লৌহবর্ম এঁটে দিতে কসুর করে না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

লৌহ বল নিক্ষেপ বি লোহার গোলক নিক্ষেপের খেলা। 'লৌহ বল নিক্ষেপ, বর্গা নিক্ষেপ, দৈর্ঘ্যলক্ষ, উর্ধ্ব লক্ষ, লৌড়।' বেগম, ১৯৪৯।

লৌহবাঁধা পথ বি রেললাইন। 'লৌহবাঁধা পথে অনলনিবাসী রও প্রবল ইংরেজ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

লৌহবেড়ি বি লৌহবেটনী। 'লৌহবেড়ি যত যায় খুলে, তত বাধা পড়ি কার করুণবন্ধনে।' নজরুল, ১৯২৪।

লৌহময় [স] ১ বিণ লোহা বারা নির্মিত। 'আড়েনিগে চক্ৰি ক্রোশ ও উচ্চৈ সিনে ক্রোশ, এমন এক লৌহময় পাড় ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ কঠিন; দুর্গম। 'আর শিবে দিয়ে বাও তোমার এই লৌহময় পথটাকে।' নজরুল, ১৯২৪।

লৌহময়ী [স] বিণ স্ত্রী লোহার মতো দৃঢ়। 'দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

লৌহময় [স] বি কঠোর দৃঢ়। 'আমারও লৌহময়কে ব্যাধা-কান্দনের অক্লিমায় রাঙিয়ে তুলেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

লৌহময় [স] ১ বি নোভর। 'একটা লৌহময় নৌকাতে রসী বাকিয়া জ্বলবে মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি লোহার নির্মিত যন্ত্র। 'লৌহময় নির্মাণ করিয়া জ্ঞানপ্রচারের পথ করিয়া দিলেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

লৌহময় [স] বি লোহার লাঠি। 'তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহময়ি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮১১।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি শলাকা। 'সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যস্ত লৌহময়শলাকাতলাই অনুভব করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

লৌহময় [স] বি লোহার শিকল। 'দুর্ভেদ্য লৌহময়শিকলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা অচল-প্রায়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

লৌহময় [স] বি লোহার সূচ। 'নদীতীরে বাতুকা নাই - তৎপরিবর্তে লৌহ সূচী সকল অগ্রভাগ উর্ধ্ব করিয়া রহিয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

লৌহময় [স] বি লোহার তৈরি অস্ত্র। 'লৌহময় চালনার উল্লেখ করা হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

১৯১৯।

ল্যাজ-গোবর বিণ বিশেষ। 'কর্তারা অর্থাৎ ভদ্রলোকেরা হয়ে গেছেন ঐ যাকে বলে একেবারে ল্যাজ-গোবরে।' মনসুর, ১৯৩৫।

ল্যাজ বি বহুতল জাতীয় অস্ত্রবিশেষ। 'জাননা দিয়ে ল্যাজা ছুঁড়ে মারে।' জীবন, ১৯৩২।

ল্যাটা বি কামেলা। 'পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত।' অবন, ১৯২৫।

ল্যাটিন [স] বি অক্ষাংশ। 'সাঁইতিরিখ ডিগ্রি দক্ষিণ ল্যাটিন, পূবে বিশ ল্যাটিনে বরাবর চলাছে জাহাজ।' কায়সার, ১৯৬২।

ল্যাটিন [স] বি প্রাচীন রোমান জাতির ভাষা। 'ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে ফরাসি ভাষার সেই সম্বন্ধ ...।' প্রমথ, ১৯১৬।

ল্যাটিনিজম [স] বি ল্যাটিনবাদিতা; ল্যাটিন-অনুবাদ। 'পদে ও বাক্যে ল্যাটিনিজমের আদর্শই ইংরেজির ...।' প্রমথ, ১৯১৭।

ল্যাটা ১ বি কামেলা। 'ল্যাটা চুপিয়া গেল।' প্রমথ, ১৮৯০। ২ বি সংকট। 'মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাটা চুকেই গেল।' নজরুল, ১৯২৪।

ল্যাটা চুকা ক্রি সমস্যার সমাধান হওয়া। 'কষ্ট-সুটে যদি বা ভিনটার যোগাড় হয়ও, তবু ল্যাটা চুকে না।' মনসুর, ১৯৩৫।

ল্যাটা বি মাছবিশেষ। 'বলসে আর ল্যাটা মাছই বেশি।' মানিক, ১৯৩৬।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'বিড়াল বুজবার ভান করে ল্যাডল তার দরজার টোকা দিয়ে চুকেই চেঁচিয়ে হুলস্থূল কাণে বাধিয়ে তুললো।' হাট, ১৯৫৮।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ল্যাডল [স] বি রাড়িওয়ালা। 'অনেকে সুন্দরী ল্যাডলি দেখে খর ভাড়া করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'এই ভাড়ার ঘরের কুমারী ল্যাডলি বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

কারেল।' হত্যাম, ১৮৬১।

ল্যাভেটরি, ল্যাভেটরি [হি] বি হাতমুখ খোয়ার ও মলমূত্র ত্যাগ করার
ঘরবিশেষ। 'যেন ল্যাভেটরিতেও, ইলেকট্রিক বাতের গারে ...।'
জীবন, ১৯৩২; 'মতি ল্যাভেটরিতে ঢুকিয়া পেল।' মানিক, ১৯৩৬।

ল্যাভেভার [হি] বি সুগন্ধী ফুল ও সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহৃত ঐ ফুলের ডেল।
'পোমেটম, ল্যাভেভার ও আতর মেখে বৈটকখানার বার মিলেন।'
হত্যাম, ১৮৬১।

ল্যাম্প [হি] বি বাতি; কুপি। 'প্রজ্জ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প।' রবীন্দ্র
১৮৯৮।

ল্যাম্পপোস্ট, ল্যাম্পপোষ্ট, ল্যাম্পোস্ট [হি] বি বৈদ্যুতিক বা গ্যা
বাতির থাম। 'ল্যাম্পপোস্টের কাছে পাঁড়াইয়া চিঠি লিখিতে লাগিল
নজরুল, ১৯৩১; 'পলাশফুলের ডগার ডগার, ল্যাম্পপোস্টের ঊ
কোণটার।' হাকিমজ্বর, ১৯৫৩; 'ল্যাম্পোস্টের ঝাপসা আলো
শামসুর, ১৯৭০; 'চোখ টেপে ল্যাম্পোস্ট।' বুদ্ধ, ১৯৭১

AMARBOI.COM

শ [স শত] **বিশ** শত; একশো। *মানোএল*, ১৭৪৩: 'ডেড ভরি অফিম, ডেড শ হিলিম গাঁজা।' *হেভাম*, ১৮৬১।

শঅ [স শত] **বিশ** শত; একশো। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শও [স শত] **বিশ** শত। 'তোয়ো বিখা ১৪০০ শও তকার রাখিলাম।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

শওপাত [তু সওগাত] **বি** উপহার। 'তব্বকলিন ছোদোমান কিতর শওগাত নজর ইত্যাদি দিয়া ...।' *রামরায়*, ১৮০১।

শওদাগর [কা সওদাগর] **বি** বণিক। 'অনেক দেশীয় শওদাগর ...।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শওদাপরী [কা সওদাপর] **বি** ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'শওদাপরী ঘোড়া অত্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

শংখ [স শব্দ] **বি** সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষের খোলস, যা বাদ্যময় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'শংখ চক্র গদা পশু শাণ্ডে চারি করে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শংখ করতাল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **শব্দ**

শংখচুর [স শব্দচূর্ণ] **বিশ** চূর্ণ-বিচূর্ণ। 'বাহুর বলয়া মো করিবো শংখচুর।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শংখবণিক [স শব্দবণিক] **বি** সম্প্রদায়বিশেষ। 'শংখবণিক ১৮০০ জন।' *দর্পণ*, ১৮১৯।

শংসন [সি বি কখন; ব্যাক।] 'শূন্য এত শংসন খসনসুত ভায়ে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

শাঁশা [স শস্য] **বি** শস্য। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শক' [সি বি শালিবাহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রচলিত ভারতীয় বর্ষগঞ্জবিশেষ। 'চৌদশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শকান্দ [সি বি শালিবহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। 'ইহার মধ্যে ১৭২৬ শকান্দ পর্যন্ত গত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

শকান্দা, শকান্দাঃ [সি বি শকান্দ; শালিবহন বা শক রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত সাল। 'শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকান্দাঃ।' *বিদ্যা*, ১৮৫১; 'শকান্দা।' *হেভাম*, ১৮৬২।

শক' [সি বি মধ্য এশিয়ার একটি প্রাচীন জাতি। 'যবন কিরাত শক আওদলে উজ্জবক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শক' [আ শওখ] **বি** শব্দ। **শকের** যাত্রা **বি** শবের যাত্রা। 'নেড়ীর গান শকের যাত্রা খেঁউড় গীত বলিয়া থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শক' [সি] ১ **বি** বিদ্যুৎ ইত্যাদির আকস্মিক আঘাত। 'ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগিয়া দিয়াছে।' *বিকৃতি*, ১৯৩১; 'কি হয়েছিল, শক খেয়েছিলে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯। ২ **বি** শোক-দুঃখ ইত্যাদির ফলে আকস্মিকভাবে মারাত্মক মানসিক আঘাত। 'নির্জলা সত্যি বললে শক বেতে পারে।' *শ্যামল*, ১৯৬৭।

শক খাওয়া **ক্রি** বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া। 'কি হয়েছিল, শক খেয়েছিলে নাকি?' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৯।

শক লাগা **ক্রি** বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া। 'ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগিয়া দিয়াছে।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

শকট [সি] ১ **বি** গাড়ি। 'আজি শকট আমি ভাবিব পদ-যার।' *বৃন্দা*,

১৫৮০। ২ **বি** যুদ্ধযান। 'দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শকটকার [সি বি গাড়িচালক। 'শকটকারের নিকট, তাহাদের ব্যবসায় শিক্ষার নিম্নত্ব করিয়া দিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

শকটবাহী [সি] **বিশ** গাড়ি টানে এমন। 'আমাদের শকটবাহী যোটকের সহোদর নয়।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

শকটরোহণ [সি বি গাড়িতে চড়া। 'ভিনি যেমন দেশ দিয়া শকটরোহণে চলিতে লাগিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

শকটিকা [সি বি ছোটো গাড়ি। 'শকটিকা - থাক সে পড়ে শব্দ হবে জোর।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

শকত [সি শক্তি] **বি** বল; শক্তি। 'শকত আছিল নাথ এখনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শকতি, শকতী [সি শক্তি] ১ **বি** শক্তি। 'চিহ্নির্বো তোমার হিত পরাশশকতি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'তোমার আন্তরে তাক করিবো শকতী।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ **বি** সামর্থ্য। 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

শকরকন্দ [সি শব্দর+স কন্দ] **বি** মিঠি আলু। 'এইরকমের কুঁচি কবিতা ওলকি সোঁল আলু, লাউশাক, শকরকন্দ যার সখছে সুশি লিখিতে পারেন।' *শিবরাম*, ১৯৫০।

শকরা [সি শকরা] **বি** শর্করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শকী [সি বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... শকা আজীহী প্রবর্তী দ্রাবিড়ী ঔদীয়া পাত্ভাত্যা প্রাত্যা বাহিলকার্যপ্রিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

শকান্দ শব্দ

শকুন [সি বি বৃহৎ আকারের পাখিবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫।

শকুনি [সি] ১ **বি** শকুন নামক বৃহদাকার পাখি। 'এই সময় তাহার, উর্ধ্ব দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও শকুনি তাহাদের মস্তকের উপর উড়িতেছে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬। ২ **বিশ** শকুনের মতো। 'ওই শকুনি মুখ দেখলে আর ওই শয়নিত কথা বললে ...।' *কায়সার*, ১৯৬২।

শকুনী [সি বি স্ত্রী শকুন পাখি। 'যেখানে খোকার শব্দ/ শকুনীরা বাবেছেন করে।' *ওবায়দুল্লাহ*, ১৯৭৪।

শকুন্ত **বি** পাখিবিশেষ। 'সাগর-শকুন্তসম উদ্ভাসের রবে।' *জীবন*, ১৯২৭।

শকুল [সি বি শোল মাছ। 'হয়্যা মীন প্রবীণ শকুলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শকরক [সি বি শর্করা। 'বৃক হন্তে সূজে ফল শহদ শকরক।' *আগাওল*, ১৬৮০।

শক্ত [সি] ১ **বিশ** অনুরক্ত। 'যে কোন কার্যে আমার উপকার দর্শে তাহাতেই আমি শক্ত।' *রামরায়*, ১৮০১। ২ **বিশ** কঠিন; মজবুত। 'সে এমন কানোড়া হবার যোগ্য বা নীশ থাকিয়া কঠিন শক্ত।' *কৈব*, ১৮০২। ৩ **বিশ** অবিচলিত; দৃঢ়। 'এই যে লোক বে ভবিষ্যৎ নিবারণে শক্ত নহে।' *ভারতী*, ১৮০৩। ৪ **বিশ** সমর্থ; সক্ষম। 'ছান ভাল উড়িতে শক্ত হইবার পূর্বে।' *ভারতী*, ১৮০৩। ৫ **বিশ** দুরাগো। 'পীড়াটা কিছু বাত্যা নয় শক্ত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৬ **বিশ** কষ্টকর। 'এই সকল কথা আমাকে অতি শক্ত লাগিয়াছে।' *ভবানী*, ১৮২৮। ৭ **বিশ** দৃঢ়সাধ্য। 'সহজ কবিতা লেখাই শক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'চেনা শক্ত।'

রবীন্দ্র, ১৯১১। ৮ বিংশ অঙ্গস্বৰ। 'শিতটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোপাইল বলা শক্ত'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৯ বিংশ অঙ্গস্বত। 'এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত'। রবীন্দ্র, ১৯১১। ১০ বিংশ দৃঢ়। 'সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়'। রবীন্দ্র, ১৯২৮। ১১ বিংশ দুর্য্যোধ্য। 'এটা কিছু শক্ত ঠেকেছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ১২ বিংশ কড়া। 'স্বতন্ত্রকে শক্ত কথা বলিতে পারিবেছিল না'। মনসুর, ১৯৫৫। ১৩ বিংশ তীব্র। 'তবু প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাহ্যতে শক্ত হয়, সেটা বিরোধীদলকে দেখিতে হইবে'। আজাদ, ১৯৬৪।

শক্ত শক্ত বিংশ কর্তন। 'কোন রাজা কোন সামলে সিংহাসন গ্রাস হইয়াছে ... এই সকল শক্ত শক্ত ফলের আঠিগুলি ভাঙানের গিলিতে হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শক্তসমর্থ [স] বিংশ শক্তিশালী। 'সে হইবে শক্তসমর্থ কাজের লোক'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শক্তসামর্থ্য বিংশ কর্মক্ষম। 'রোগা লঘা শক্তসামর্থ্য মানুষটি'। বিমল, ১৯৫৩।

শক্ত হওয়া ১ ক্রি কর্তনরূপ ধারণ করা। 'পুরাতনের মধ্যে ভ্রমে শক্ত হয়ে যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি সতেজ হওয়া। 'তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শক্তাই [স শক্ত] বি দৃঢ়তা। মানোজল, ১৭৪৩; 'তোরে স্বর রূপে শক্তাই না করিলে টাকা দিবি না'। নজরুল, ১৮০২।

শক্তি [স] ১ বি বৌদ্ধ মহাযানী দেবীর বিশেষ। 'নাড়ি শক্তি দিচ্ছ ধরিত্রী'। চর্চা ১১, ১২০০। ২ বি হিন্দুদেবী কালী। 'ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাধ দিয়া ভক্তি দখল'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

শক্তিতত্ত্ব [স] বি ভারতীয় তত্ত্বশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান। 'আদি প্রাকৃতিকতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব ...'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শক্তিপূজা [স] বি হিন্দুদেবী চণ্ডী বা কালীর পূজা। 'সাক্ষীপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শক্তিমন্ত্র [স] বি হিন্দু দেবী চণ্ডী বা কালীর মন্ত্র। 'শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী/আমি'। নজরুল, ১৯৩৫।

শক্তিসাধক [স] বি হিন্দু দেবী কালীর উপাসক। '(তাই) শক্তিসাধক রাখে তারো/ভক্তিভারে বেঁধে'। নজরুল, ১৯৩৫।

শক্তিসাধনা [স] বি হিন্দু দেবী কালীর সাধনা। 'তত্ত্বের ভোগসাধনার কবিতা যথেষ্ট আছে, শক্তিসাধনার কবিতা আছে'। সবুজ, ১৯২১।

শক্তি [স শক্তি] বি হিন্দু দেবী চণ্ডী। 'ঘড়িগণধারিণী ঘড়সী শক্তি রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরণি'। মুকুন্দ, ১৬০০।

শক্ত্যাবেশ [স শক্তি-াবেশ] বি হিন্দু দেবী চণ্ডীর আবেশ। 'শক্ত্যাবেশ অবতার ভূতীয় এতাত'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শক্তি [স] ১ বি ক্ষমতা; বল। 'এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সামর্থ্য। 'বিশ্বস্তর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার্য'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি জোড়। 'শক্তি রাখিবেন'। ফরাস্টার, ১৭৯৩। ৪ বি বলপ্রয়োগ। 'নানা প্রকারে যে নিষ্ঠুরতা ও শক্তি করিত'। ফরাস্টার, ১৭৯৩। ৫ বি সাহস। 'এই জন্য আশা যেনো নাই, শক্তি সেখান হইতে বিনাশ গ্রহণ করে'। রবীন্দ্র, ১৯১২। ৬ বি সহযোগিতা। 'ব্রীক্ষপুষ্পগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৭ বি শ্রেণ্য। 'যে মূলভাষে গ্রীক সভ্যতায় প্রাণসম্ভার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল, আর কোনো নূতন শক্তি আশ্রিয়া তাহাকে বলদান অথবা তাহার স্থান অধিকার করিল না'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

শক্তিকবচ [স] বি যে কবচ অঙ্গে ধারণ করলে শরীরে অফুরন্ত শক্তি মেলে বলে বিশ্বাস করা হয়। 'কোনো দেশ নিজের সর্বস্বকে শক্তিকবচা ধারণ করিয়া জয়ী হয়'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শক্তি করা ক্রি বল প্রয়োগ করা। 'প্রজার উপর নিত্যন্ত শক্তি করিতে এক কালিন গ্রাম নিশ্চন্দীপ হয়'। রামরায়, ১৮০২।

শক্তিকল্প [স] বি শক্তির উৎস। 'এ বেৎবান আন্দোলনের শক্তিকেই হিসাবে ...'। আজাদ, ১৯৬৪।

শক্তিকর্ম [স] বি শক্তি কমে যাওয়া। '... রাজ্যের শক্তিকর্ম ৭ ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশা'। মশাররফ, ১৮৯০।

শক্তিচর্চা [স] বি ক্ষমতার অনুশীলন। 'শরীর গঠন আর শক্তিচর্চাতে পরম ও চরম করিয়া তুলিয়াছিল'। আজাদ, ১৯৬৪।

শক্তিচালিত [স] বি শক্তির দ্বারা চালিত। 'এই বিদ্রোহশক্তিচালিত সংসারে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শক্তিত্ব [স] বি সামর্থ্য। 'কাজানের ব্যক্তিত্ব আর শক্তিত্ব'। ওয়ালী ১৯৪৫।

শক্তিসম্ম [স] বি ক্ষমতার অহংকার। 'শক্তিসম্ম জয়ন্ত তুলিয়ে আকাশ ফুঁড়ে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শক্তিদাতা [স] বি শক্তি দানকারী ঈশ্বর। 'বৃন্দা আমায় শক্তি দিয়ে শক্তিদাতা'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শক্তিবান [স] বি শক্তিমান। 'হরিলেন সর্ব চিত্ত সর্ব শক্তিবান'। বৃন্দা ১৫৮০।

শক্তিস্বর্ষ [স] বি বলপ্রয়োগের নীতি। 'দেশে যদি শক্তিস্বর্ষকেই প্রচা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হই'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শক্তিদ্বারী [স] বি শক্তিমান। 'আমায় কবজায় আনবার শক্তি তাঁ অনন্ত অসীম শক্তিদ্বারীর নৈই'। নজরুল, ১৯২৭।

শক্তিপুঞ্জ [স] বি সামরিকশক্তি আছে এমন দেশ। 'এই যন্ত্রক যুগযুগ শক্তিপুঞ্জের মহোৎসবের সংসাধন করিয়াছেন'। অক্ষয় ১৮৫৪।

শক্তিপুঞ্জক [স] বি শক্তির পুঞ্জারী। 'হিস্ত্রশক্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক এমন সকল তরু শক্তিপুঞ্জক যুরোপে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শক্তিপ্রয়োগ [স] বি সামরিক হস্তক্ষেপ। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার'। সর্ঘবিদ্যায়, ১৯৭২।

শক্তিপ্রসাদ [স] বি শক্তিরূপ অনুগ্রহ। 'তোমার শক্তিপ্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর নোনা'। নজরুল, ১৯৩৫।

শক্তিবর [স] বি শক্তির আশীর্বাদ। 'হায় কাহারে দিবে শক্তিবর'। নজরুল, ১৯৩০।

শক্তিবান [স] বি শক্তি আছে এমন; বলবান। 'বণিকদিগের মেরুদ রাজশক্তিতে শক্তিবান'। অক্ষয়, ১৮৪৮।

শক্তিবহীন [স] বি শক্তিহীন। 'শক্তিবহীন ব'লে'। রবীন্দ্র, ১৯১০।

শক্তিবৃদ্ধি [স] বি ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া। 'দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপা মনে করিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শক্তিবোধ [স] বি শক্তির গতি। 'সে শক্তি দিয়ে আর একটা শক্তিকে প্রতিহত করতে চাইলে ...'। অবন, ১৯২৫।

শক্তিভাণ্ডার [স] বি শক্তির আধার। 'বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাকেই লু করিয়া লইতে হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শক্তিমতী [স] বি শক্তি-মতী। 'যেমন আমি শক্তিমতী, তেমনি হও, সর্বস্ব আমার শক্তি'। রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'শারীরিক শক্তি চর্চা

শক্তিমত্তা

মন দিয়ে শক্তিমত্তী হতে হবে।' বেগম, ১৯৭৭।

শক্তিমত্তা [স] বিণ বলবান। 'শক্তিমত্তা নায়ীর উজ্জ্বল পরিচায় চোখে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

শক্তিমনমত্ত [স] বিণ ক্ষমতার মোহে উন্মত্ত। 'শক্তিমনমত্ত ওই বণিক বিলাসী ধনদুস্ত পন্ডিতের ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শক্তিমত্ত [স] বিণ শক্তি প্রকাশ পাণ্ড এমনি। 'শক্তিমত্ত রচনা তারও অবশ্য শ্রী আছে।' অবন, ১৯২৫।

শক্তিময় [স] বি সর্বশক্তিমান। 'কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের বেলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শক্তিময়ী [স] বিণ স্ত্রী বলসম্পন্ন। 'সেখিবি আসবে ফিরে শক্তিময়ী আবার হেথাই।' নজরুল, ১৯৩০।

শক্তিমাতাল [স] বিণ আপন বসের প্রভাবে মত্ত। 'উদ্‌যাদিতা - শক্তিমাতাল।' নজরুল, ১৯৩১।

শক্তিমান [স] ১ বিণ বলবান। 'বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি চিন্তা ও চেতনায় বলব যুক্তি। 'সৌন্দর্যচেতনা সত্যি-সত্যি অশক্তের নয়, শক্তিমানেরই ব্যাপার।' মোতাহের, ১৯৫০।

শক্তিমান্য [স] বি শক্তির ঘাটতি। 'এর পর থেকে একটু যেন শক্তিমান্য ঘটেছে গানের ভাষায়।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

শক্তিমুক্ত [স] বিণ শক্তিসম্পন্ন। 'বিপর্যস্তভাবে ধারণ করাইবার শক্তিমুক্ত সবেগ দ্রুতসন্ধান।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শক্তিরূপ [স] ১ বি শক্তিশালিতা। 'শক্তিরূপ হেরো তাঁর, আনন্দিত অতদ্রিষ্ট, চুল্লীকে বুঝলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ২ বি শক্তি অব্যব। 'মানুষের প্রতিভার সেরামায় তার যত কিছু শক্তি সমুদ্রই ঢালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও স্মিতরূপ পেয়ে চলেছে।' অবন, ১৯২৫।

শক্তিসৌভাগ্যী [স] বিণ ক্ষমতাবান। 'অসীম শক্তিশালী ভগবানের বিভিন্ন সীমারহস্যের মর্যাদামাটনে ... অনমর্ষ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি প্রভাবশালী। 'কেপলালের অস্ত্রাঙ্ক চোঁটার ফলে এবং শক্তিশালী বহুদিগের প্রভাবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বিণ বলবান। 'নিজের দল শক্তিশালী করিতে চেষ্টা।' মোয়াজ্জিন, ১৯৩২।

শক্তি-শরসী [স] বি স্ত্রী সাহসদায়ী। 'অন্তরের অন্তরীক ছায়াময়া যে শক্তি-শরসী।' হোসেন, ১৯৪০।

শক্তিশালী ১ বিণ ক্ষমতাবান। 'অসীম শক্তিশালী ভগবানের বিভিন্ন সীমারহস্যের মর্যাদামাটনে ... অনমর্ষ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি প্রভাবশালী। 'কেপলালের অস্ত্রাঙ্ক চোঁটার ফলে এবং শক্তিশালী বহুদিগের প্রভাবে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ বিণ বলবান। 'নিজের দল শক্তিশালী করিতে চেষ্টা।' মোয়াজ্জিন, ১৯৩২।

শক্তিশেল [স] বি (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণে উল্লিখিত এক প্রকার মাংসাদ। 'ক্লান্ত শক্তিশেল উন্মাদ করিয়া সংহারমুগ্ধ ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শক্তিসংযোগ [স] বি বলপ্রয়োগ। 'সে সমস্ত শক্তিসংযোগ করে মজিদের বহুমুখি হতে ...।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

শক্তিসঞ্চয় [স] বি বলসমৃদ্ধ। 'শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শক্তিসত্তা [স] বি শক্তির অস্তিত্ব। 'উদ্ভিদবিদ্যা ও পশুদি পরিচয়বিদ্যা অজ্ঞান করিতেছিলেন ... অবিশ্বাস্তরূপে শক্তিসত্তা পর্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন।' দর্পণ, ১৮০৪।

শক্তিসম্পন্ন [স] বিণ বলশালী। 'ইহাদের ব্রাহ্মেন্দ্রিয় প্রবণশক্তিসম্পন্ন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শক্তিসাম্পাদক [স] বিণ সামর্থ্যনির্ভর। 'সৌন্দর্য অনেকটা তাঁহার উপমাশি অলংকার প্রয়োজের শক্তিসাম্পাদক।' প্রবন্ধ, ১৮৯০।

শক্তি-সামর্থ্য [স] বি শক্তি ও ক্ষমতা। 'নিজস্বের শক্তি-সামর্থ্য আর ইমানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া ...।' আল্লাদ, ১৯৩৬।

শক্তি-বহুশা [স] বি স্ত্রী শক্তির প্রতীক। 'জয়ন্তী বিপ্লবীদের শক্তি বহুশা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।' নজরুল, ১৯৩১।

শক্তিহীন [স] ১ বিণ দুর্বল। 'বিশেষভাবে শক্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ অক্ষম। 'যে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল ...।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বিণ অসমর্থ। 'কলকারখানা এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে না থাকতে অর্থ-উৎপাদনে এরা শক্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শক্তিহীনতা [স] ১ বি দুর্বলতা। 'এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্তব্যে যেমন পরম্ব্যাপেক্ষী করিতেছে।' প্রচারক, ১৯০৩। ২ বি শক্তি হারিয়ে যাওয়া। 'বুঝি, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শক্তিহীনা [স] বি স্ত্রী শক্তি নেই যার। 'মা মা ডেকে দে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার ঘরে।' নজরুল, ১৯২৫।

শক্তের অক্ষমদের বয় - প্রবলের প্রতি বিনীত এবং দুর্বলের প্রতি বিতরু প্রকাশ। বাল্য, ১৯০৯।

শক্তদ্বারা [স] শক্তি-অনুসারে। 'ক্রিষ্টীয় সামর্থ্য অনুসারে। আমায়নিগের বয় শক্তদ্বারা ছাপার বিষয়ে প্রশিক্ষণ করিব।' দর্পণ, ১৮৩৫।

শক্তি [স] বি বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'পুরুষোত্তম শক্তি।' সেবধি, ১৮৪০।

শক্ত [স] বি ছাত্ত। 'শক্ত পাহাড় হচ্ছে গুড়া শক্তসম পলে পলে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শক্ত [স] ১ বিণ সর্মথ। 'তাহারা নগরহুরি হইতে অশারক পূর্বক বিদ্যায়মন করিতে শক্ত হইবেন না।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫। ২ বিণ সাধনযোগ্য। 'পাশ নিয়মিত প্রকটিত করিতে শক্ত হইব।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ বিণ দারিত্র্য পালনে সক্ষম। 'পূর্ব সীমা উত্তরজন পূর্বক দীর্ঘাঙ্ক প্রদানে শক্ত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

শক্ত [স] বি ইন্দ্র। 'শক্তের ধনু মেহে উঠিল আকাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

শক্তবন্দু [স] বি ইন্দ্রবন্দু। 'বর্ষবর্ষ শক্তবন্দু - রতনে ভচিত তনু।' মাইকেল, ১৮৬১।

শক্তাসন [স] বি ইন্দ্রের আসন। 'যেন ঐরাবতে শক্তাসন।' আলোড়ল, ১৮৮০।

শক্ত [আ শব্দক] বি শব্দম। 'আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল জনতা তুমিরা শব্দ করিয়া আসিয়াছিলেন।' রক্ষিত, ১৮৮৭।

শব্দ-সাব্দ [আ শব্দক-সুবাদ] বি আবেশ-আত্মদ। 'ওদের আছে ভিন্নরকম পালাপাণ্ড আর শব্দ-সাব্দ।' শক্তি, ১৯৬৯।

শব্দের দৃষ্ট্য বি বৈজ্ঞান্য কষ্টভোগ। 'শব্দের দৃষ্ট্য করা যাইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শব্দশি [স শব্দশি] বি শব্দন। 'মানেএল, ১৭৪৩।

শব্দর [স] বি হিন্দুসেবতা শিব। 'বিরিঞ্চি শব্দর বাড়াইতে কৃষ্ণ-জয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শব্দকবদী [স শব্দক-বি পদী] বিণ (হিন্দুধর্ম) শব্দকরের অনুসারী।

'শঙ্করপন্থী বৈদান্তিক নই'। প্রথম, ১৯২৭।

শঙ্করী [স] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী মূর্তি। 'শঙ্করী স্মৃতি কালী গলে দোলে সুভাষা'। রূপায়, ১৭৫০।

শঙ্করীমানিতা [স] বি স্ত্রী হিন্দুপুরাণ শঙ্করীর অশ্রিতা। 'নিকতনে লগ্না গেল শঙ্করীমানিতা'। মানিকরায়, ১৭৮১।

শঙ্করচিনা বি এক্সকর ধান ও তার চাল। 'কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমভুল'। ভারত, ১৭৬০।

শঙ্করা বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'এটা আড় খেমটা আর রাগিণী শঙ্করা'। মশাররফ, ১৮৬৯।

শঙ্কা [স শঙ্ক] কি ভয় পাওয়া; শঙ্কিআ কি আশঙ্কা করে। 'তোমার গতি শঙ্কিআ রচয়ে শরনে'। বড়ু, ১৪৫০। শঙ্কে কি শঙ্কা করে। 'দেহে বিষয় শঙ্কে'। বড়ু, ১৪৫০।

শঙ্কা [স] ১ বি আশঙ্কা। 'আম্বে সঙ্গে জাইতে রাখা না করিহ শঙ্কা'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ভয়। 'ডাকিনী শাকিনীর হৈতে শঙ্কা উপজিত চিত্তে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'শঙ্কা ও অনুহ ও প্রত্যাশকার ও বার্ষ ব্যতিরেকে ...'। মেয়ার, ১৭৮৭।

শঙ্কাকুল [স] বিশ আতঙ্কিত। 'আমার নিমিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল থাক'। বিদ্যা, ১৮৬৩।

শঙ্কাতুর [স] বিশ ভয়ানক। 'আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শঙ্কাত্রাস [স] বি ভয়ভীতি। 'তাই তারা বিবল হয় না, শঙ্কাত্রাসে ধূলার লুটিয়ে পড়ে না'। শওকত, ১৯৬২।

শঙ্কাকরানো বিশ ভীতি সৃষ্টি করে এমন। 'পাট দিয়ে হাবিকুলে বিবো পিদিনেরে শঙ্কাকরানো লাল আলো'। হাসান, ১৯২২।

শঙ্কানাশন [স] বিশ ভয় নাশকারী। 'শঙ্কানাশন কুটুম্বা নারায়ণ'। নজরুল, ১৯৩১।

শঙ্কাস্থিত [স] বিশ ভীত; শঙ্কিত। 'ইন্সরাজের সৈন্য শঙ্কাস্থিত হইল'। রাজীব, ১৮০৫।

শঙ্কায়ুক্ত [স] বিশ সংশয় আছে এমন। 'তৎপ্রযুক্ত শঙ্কায়ুক্ত হইয়া এতদ্বগবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাশমন করেন'। ভবানী, ১৮২৩।

শঙ্কাহরণ [স] ১ বি ভয় দূরীকরণ। 'বী হাত করে শঙ্কাহরণ'। রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিশ শঙ্কা দূরকারী। 'শঙ্কাহরণ অন্তরমন্ত্র শোন শোন কান পাতি'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শঙ্কাহারা [স] শঙ্কা+হারা বিশ ভয়শূন্য। 'দিয়ে যায় পরিচয় শঙ্কাহারা কুটাইন মনে'। ফররুখ, ১৯৬৩।

শঙ্কাহীন [স] বিশ সংশয়হীন; নিরঙ্ক। 'পাঁকের উর্ধ্বে ফুটিল ফুল/শঙ্কাহীন নয়তায়'। নজরুল, ১৯২৯।

শঙ্কিত [স] বিশ ভীত। 'তাবৎ মোতেই শঙ্কিত হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮১৯।

শঙ্কিতচিত্ত [স] শঙ্কিত-চিত্ত বিশ ভয়ানক চিন্তাবিশিষ্ট। 'মোহমলিন অতি দুর্দিন শঙ্কিতচিত্ত-পাছ'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শঙ্কিতভ্রম [স] বিশ ভীত ভ্রমের অধিকারী। 'উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতভ্রম মনুরী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারানও'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শঙ্কিতা [স] বিশ স্ত্রী ভীত। 'অমল ডেকে নিয়ে আসবে ডেবে শঙ্কিতা হয়'। মণীষ, ১৯৬৩।

শঙ্কিল [স] বিশ বিপজ্জনক। 'চলিহে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট/ঘন-ঘন-ঘন-

ঘন বজর নিপাত'। গোবিন্দ, ১৬০০।

শঙ্কু [স] বি কীলক। 'এ খড়ির শঙ্কু, বাকমধ্য হইতে অনবরতনির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিম্নমুকাঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত'। বিদ্যা ১৮৪৯।

শঙ্কুপট [স] বি সূর্যবর্ধি। 'বেলা বোধনর্থ একটি প্রকৃত শঙ্কুপট ব্যবস্থাপিত ছিল'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

শঙ্কেতবেণু [স] সঙ্কেতবেণু বি ইশারা জ্ঞাপক বাশি। 'তোমার শঙ্কেতবে বাজাএ যতনে'। বড়ু, ১৪৫০।

শঙ্খ [স] ১ বি শামুক জাতীয় শঙ্খ খোলসবিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী, য উচ্চধ্বনি সৃষ্টি করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। 'যে কৃষ্ণ রহিল দৈববর্ উদরে সেই শঙ্খ চক্র গদা শারস ধরে'। বড়ু, ১৪৫০। ২ বি শঙ্খ: খোলস দিয়ে তৈরি চুড়িবিশেষ; শাঁখ। 'দু বাহুতে দিয়া শঙ্খ রজতে: মল বন্ধ স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। দ্র শংখ

শঙ্খবেণু [স] বি শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি চুড়িবিশেষ; শাঁখ। 'সোনালী সহিত পলা শঙ্খবকর করে'। ভবানী, ১৮২৫।

শঙ্খকার [স] বি শঙ্খের খোলস দিয়ে চুড়ি তৈরি ও তা বিলম্ব: পেশার সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়বিশেষ; শাঁখারি। 'কাশ্যোকার, শঙ্খকার .. কাক, তেলিক, মোদক, নাপিত, তন্তবায়, প্রভৃতি ব্যক্তি'। বঙ্গদর্শন ১৮৭৪।

শঙ্খঘটী [স] বি শঙ্খ এবং ঘটী বাজানোর শব্দ। 'শঙ্খঘট কলপারে নৃস মন্দিরের ঘরে প্রচারিছে শিবেব পূজন'। রবীন্দ্র, ১৮৯০

শঙ্খচক্র [স] বি শঙ্খ ও চক্র। 'কলিদাসের মুখে ধারে আঁব থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র - হেথায় কেকটাস, মুক্তব, ১৯৬৬।

শঙ্খচক্রধারী [স] বিশ (হিন্দুপুরাণ) শঙ্খ ও চক্র ধারণকারী 'বাসীকি দেখিলেন সবিক্রমলমধ্যবর্তী সরসিজ্ঞান ... শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন'। হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শঙ্খচক্র রেখা [স] বি শঙ্খনাগের ফসার মতো রেখা। 'বাহুযুগে শঙ্খচক্র রেখা'। ভবানী, ১৮২৫।

শঙ্খচিতি বি বিষাক্ত সাপবিশেষ। 'সাপতলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত কুরাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর'। বিজুতি, ১৯৩৮।

শঙ্খচিলি [স] বি সাদা বৃকের একরকম চিল। 'দুটা শঙ্খচিলি উড়ে বিহুপদতলে'। রূপায়, ১৭৫০।

শঙ্খচূড় [স] শঙ্খচূড়া বি এক প্রকার সাপ। 'বোড়া চিতা শঙ্খচূ সূঁতে ব্রহ্মজাল'। ভারত, ১৭৬০।

শঙ্খচূর [স] শঙ্খচূর্ণ বিশ চুরবার; চূর্ণ। 'বাহুর বলয়া যো করিবে শঙ্খচূর'। বড়ু, ১৪৫০।

শঙ্খধবল বিশ শঙ্খের মতো সাদা। 'শঙ্খ-ধবল গৃহীত আমার কীলকবন্ধ কবাত তাহে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

শঙ্খধ্বনি [স] বি মঙ্গলসূচক শঙ্খের ধ্বনি। 'বিবাহকর্মে মঙ্গলা শঙ্খধ্বনি করিতে হয়'। নৃত্যঞ্জয়, ১৮১০।

শঙ্খনাদ [স] ১ বি এক জাতের ধান। 'শঙ্খনাদ নাউফলা পরিচ সাজাই'। কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বি শাঁখ বাজানোর শব্দ। 'রণবাদ, শঙ্খনাদ, ও হুহুকারধ্বনি'। মাইকেল, ১৮৫৯।

শঙ্খবৈদিক [স] বি শাঁখারি। 'শঙ্খবৈদিকের কুরাত যেমন'। ফিট্রী ১৬০০।

শব্দবলয় [সি] বি শীষা। 'তব বাম বাহু বেড়ি শব্দবলয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শব্দবান্য [সি] শব্দবানিক্য বি শব্দ ব্যবসায়ী। 'শব্দবান্য কাটে শব্দ কেহ তার করে রস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শব্দমাজা বিণ মাজা শব্দের মতো মসৃণ। 'শব্দমাজা ত্তন দুটি।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

শব্দমালা বি রূপকথার নায়িকা চরিত্রবিশেষ। 'শব্দমালা চন্দ্রমালা মনিকমালার কানন বাজিত।' জীবন, ১৯৩২।

শব্দ-রব [সি] বি শব্দধ্বনি। 'ধর্ম যবে শব্দ-রবে করিবে আহ্বান।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শব্দলতা [সি] বি শব্দের আদলে খোদাই করা লতার মতো নকশাবিশেষ। 'কতকালের লেখা শব্দলতার পাড় হস-মিথুনের ছবি ...।' অবন, ১৯২৫।

শব্দ-শাদা [সি] শব্দ+শাদা বি শব্দের মতো শাদা। 'শিউলি-শাদা আর শব্দ-শাদা একই শাদা নয়।' অবন, ১৯২৫।

শব্দতত্ত্ব [সি] বিণ শব্দের মতো শাদা। 'শব্দতত্ত্ব বাহু মেয়েটির।' কায়সার, ১৯৬২।

শব্দ-সমাধি [সি] বি শব্দ দিয়ে বানানো সমাধি। 'দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শব্দ-সমাধি।' নজরুল, ১৯২৪।

শব্দস্তম্ভ [সি] বি শব্দের মতো স্তম্ভ। 'শিয়রেতে ত্রুটিহীন, তবু তার দুই শব্দস্তম্ভে।' সুনীল, ১৯৬১।

শব্দালঙ্কার [সি] বি শব্দ দিয়ে তৈরি গহনা। 'পূর্বে কেবল শব্দালঙ্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল।' দর্পণ, ১৮৩০।

শব্দালায় [সি] বি শব্দনির্মিত আলায়। 'হিল এ ধরণী ধাতু, শব্দালায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শব্ধিনী [সি] ১ বি (হিন্দু তত্ত্ব) দেহের দশটি নাড়ির মধ্যে একটি। 'গান্ধারী পুণ্য হস্তী জিহ্বা যশস্বীয়া অলমুখা কুণ্ডলিনী আর শব্ধিনী এই দশ নাড়ী হোতে প্রধান দুই পুনি।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি কামশাস্ত্রে বর্ণিত চারপ্রকার জীবাতির একপ্রকার। 'পদ্মিনী চিহ্নিতা আর শব্ধিনী হস্তিনী।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি শীঘ্রচলি। 'বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি তৃত, প্রেত, পিশাচ, শব্ধিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উনুগুণ্ডায় হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৪ বি সাপের নাম। 'শব্ধিনী কানাল বাঁকা যমের সমান।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

শজারু [সি] শজরু বি একজাতীয় জন্তু যার সর্বস বড়ো কাঁটায আবৃত। 'শজারুকের হাথে যেন শিহের মরণ।' রূপরায়, ১৭৫০।

শজিনা [সি] শোভা [সি] বি সজনে ভাঁটা: সবজিবিশেষ। 'বৃকে বৃকে শজিনা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

শজনে বি গাছবিশেষ: যার ডাঁটা তরকারিরূপে খাওয়া যায়। 'শজনে গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শটকানো ক্রি সেরে পড়া। 'মাইনে নিয়ে সে শটকায়ে।' ময়নিক, ১৯৩৮।

শটকে বি শতকিয়া। 'শটকে শোবার এলেম আমার পেটে নেই।' মুলতবা, ১৯৪৯।

শটি বি হস্তুদ জাতীয় গাছবিশেষের কন্দ। 'দু-একদিন বার্ষি বা শটি বাইয়া থাকিতে জানে।' ময়নিক, ১৯৩৭।

শটিবন বি শটিগাছের খোপ। 'ফণীমনসার খোপে শটিবনে।' জীবন, ১৯৩২।

শটিত [সি] ১ বিণ পচা। 'আমাদিগের শারীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও শটিত পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ ...।' অক্ষয়, ১৮৮৮। ২ বিণ মৃত। 'মানুষের দশ শটিত স্পৃহা কণা কুড়িয়ে যতনে।' সুনীন্দ্র, ১৯৩১।

শঠ [সি] বি প্রতারক। 'বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কহিল, রে শঠ, নিতুর কপট, কহি নে কাহারও কাছে - এমন করে কি সরলা নারীর হলনা করিতে আছে?' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শঠতা [সি] ১ বি চতুরতা। 'শঠতাপূর্বক মনে চিন্তা করিলেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি ধূর্ততা; চালাকি। 'বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার উপর নির্ভর।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি প্রতারণ। 'ধর্মাবতার, মোক্ষারণ মিথ্যা, শঠতা, প্রবন্ধন্যায় রত বটে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

শঠতামি বি চাতুরী। 'শঠতামি পুঙ্কনের নারি বুঝিবার।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

শড়ক [আ] শরক বি রাজপথ। 'গুজরাটের স্থিতি শড়কের চারতলায়।' অবদা, ১৯২৯। ২ শড়ক

শড়কি বি বর্ণা। শড়কিওয়ালা বি বর্ণাধারী। 'বান্দালী নাঠি শড়কিওয়ালায় যে সকল বলবীর্যের কথা বিশ্বস্তস্বরে তনয়িছি।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শড়শাড়ি [ধন্যাবি] বি শাকভাজা। 'শড়শাড়ি খণ্ট ভাজা নানামত শাক।' ভারত, ১৭৬০।

শশ [সি] বি পুষ্টিজাতীয় গাছ। মানোজল, ১৭৪৩; 'এক পড়াযুনিয়া এক কৃষকে-শশ রোপণ করিতে দেখিয়া।' তারিণী, ১৮০৩।

শশে-ছাওয়া বিণ শশের আচ্ছাদনে তৈরি। 'এই শশে-ছাওয়া চালা স্নান ... বর্ণণ হইতে আড়াল করিয়াছে।' ময়নিক, ১৯৩৯।

শশের দাড়ি বি শশের আঁশ ধারা তৈরি দাড়ি। 'শশের দাড়ি-পরা যাদ্যার নারায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শশের-নুড়ি বি সাদা শশের গোছার মতো চুল। 'শশের-নুড়ি চুল।' বিজুতি, ১৯৩৮।

শত [সি] ১ বিণ ১০০ সংখ্যক। 'ষোল শত গোপী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ অনংখ্য। 'সুবাসিত গন্ধ ভায় কৃত শত অলি ধায়।' রূপরায়, ১৭৫০। ৩ বিণ অনেক। 'নাই কথা, তবু শত কথা কই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শতক [সি] বিণ একশত। 'সার্বভৌম-শতক যেহেন কীর্তি রয়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শতকরা, শতকরা [সি] শত-ক্রিণ প্রতি একশতে। 'সেই টাকার শতকরা বার্ষিক বার টাকার হিসাবে সুদ।' বঙ্গদর্শন, ১৮২৯; 'যে বাটীর মাসিক ভাড়া ৩ টাকার উর্দ্ধ এবং ২০ টাকার ন্যূন তাহার শতকরা ৫০ হিসাবে ... টেক্স ধার্য হইবেক।' প্রভাকর, ১৮৫১।

শতকী [সি] শতক-ক্রিণ ১ বিণ ক্রী শত সংখ্যাবিশিষ্ট। 'তোমরা শতকী নও।' জীবন, ১৯৪০। ২ বিণ শতকের। 'উনিশ শতকী উজ্জীবনের কাহিনী আজ আর শিকিত সাধারণের কাছে অপরচিত নয়।' শিব, ১৯৫৬।

শতখান বি শত খণ্ড। 'সাধ যায় আশনারে করি শতখান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শতখানা বি অসংখ্য টুকরা। 'মানুষ আনন্দহীনা নিশিদিন ধরি আশনারে ভাগ করে শতখানা করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

শততম্ব [সি] ১ বি একশত তম্ব। 'এক বাণী শততম্ব শতক বিবাদ।' বাহরায়, ১৬৫০। ২ বি বিশুল পরিমাণ। 'তাহার যাতনাকে শততম্ব প্রবলা করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৩ বিণ বহু তম্ব। 'পারিষদ

দলে বলে তার শতগুণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শতমুখিহুত [স] কিং অসংখ্য গিতিবিশিষ্ট। 'তিনি শতমুখিহুত চীর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শতছিন্ন [স] কিং অনেক ছিন্নবিশিষ্ট। 'পরনের শতছিন্ন কাঁথা।' সূর্যস্র, ১৯৩৩।

শতছিন্নতা [স] বি অসংখ্য ছিন্নপূর্ণ অবস্থা। 'আজ অন্ধ শতাবীর শতছিন্নতার ভিতরে।' জীবন, ১৯৪০।

শতছিন্ন [স] কিং বহুছিন্নবিশিষ্ট। 'সেই ভরাডুবি এই শতছিন্ন নৌকাখানার শতকালের চেয়ে শ্রেয় হতো।' অনুদ্য, ১৯২৮।

শতছিন্না [স] শতছিন্না কিং জীর্ণ। 'পরিধান শতছিন্না মলিন অথর।' যুগ্ম, ১৬০০।

শতছিন্ন [স] কিং বহুছিন্নবিশিষ্ট। 'জীর্ণ সাধনার শতছিন্ন মলিন আচ্ছাদন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শতজন [স] বি বহু লোক। 'একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শতভুজ [স] বি নগণ্য বস্ত্র বা বিষয়-রাশি। 'সে যে আছে সংগোপনে প্রতিদিন শতভুজের আড়ালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শতদীর্ঘ [স] কিং শত শত ফটিলপূর্ণ। 'তৃণহীন সুকঠিন শতদীর্ঘ ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শতধা [স] কিং শত ভাগে বিভক্ত। 'ঢালিয়া শতধা নীম্ব-পুষ্প, তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা।' বিজয়, ১৯১২।

শতধার [স] কিং বহু স্রোত বা ধারামুক্ত। 'চক্ষু ফেলে শতধারের ওড়, ১৮৫৮।

শতদনী [স] শত ধারা। 'বুকের শ্যামল সুসমার শাখা-মুখ শতদনী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শতপদী [স] কিং শত পা-বিশিষ্ট। 'শতপদী ক্রোড়ের মত সে পিল পিল করে এগিয়ে পেল।' হাসান, ১৯৭৪।

শতপ্রসূ [স] কিং প্রচুর সৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট। 'শতপ্রসূ ধরিত্রীকে নাশো।' সূর্যস্র, ১৯৩১।

শতবর্ষ [স] বি একশো বছর। 'শতবর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃষ্ণি হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শতবান [স] কিং অত্যাঙ্কল বর্ণের। 'শতবান সোনা জিনি চরণের আজ।' যুগ্ম, ১৬০০।

শতবার [স] শত+ফা বার। 'কিঞ্চিৎ একশত বার।' একতনু শতবার কেমনে দহিবে।' বাহরাম, ১৬০০।

শতবার্ষিকী [স] ১ কিং একশো বছর পূর্ণ হয়েছে এমন। 'বেখন ফুল ও কলোজের শতবার্ষিকী উৎসব।' বেগম, ১৯৫০। ২ বি শত বছর পূর্তির অনুষ্ঠান। 'আছে উৎসব, লোকসভা, শতবার্ষিকী?' বৃক্ষ, ১৯৭১।

শতভাগ [স] কিং একশো ভাগ। 'বস্তের শত ভাগের ১৭ ভাগ নাইউদ্ভাজন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শতমুখ [স] ১ কিং উজ্জ্বলের সঙ্গে বারবার কথা বলে এমন; মুখের। 'হরিনাসের তপ কহে শতমুখ হইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিং বহুমুখী। 'এসেছে শূন্যতা শতমুখ দুর্দিনের উৎকোচ ক্ষোভে।' সূর্যস্র, ১৯৩৩।

শতমুখী [স] ১ বিং একশত মুখবিশিষ্ট। 'শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখি নিকটে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিং বহুমুখী। 'তাদের শতমুখ কর্ষক্ষমতাকে অনর্থক অকালে পশু করে দেওয়ার মধ্যে সার্থকতা কোথায়?' বেগম, ১৯৪৯।

শতমুখী ফুল [স] অসংখ্য পাপবিধিবিষ্ট ফুল। 'ফোটালা এক রক্তব শতমুখী ফুল।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

শতমুখে [স] কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলের সঙ্গে। 'শতমুখে মোহাম্মদ খালেদে প্রশংসা করিতে লাগিল।' মশাররফ, ১৯০৮।

শতলক কিং অসংখ্য। 'এই যে আলো সূর্যে এবে তারায় ঝরে পড়ে শতলক ধারায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শত শত [স] ১ বিং বহুসংখ্যক। 'আইয় মুখা শত শত আনি ডাকিয়া।' মালানথ, ১৫০০; 'শতশত শির করে চুর।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বিং অসংখ্য প্রকার। 'এলাচি লবঙ্গ পান মসলা শত শত খাদ্য।' ভবানী, ১৮২৫।

শতসহস্র [স] কিং অজস্র। 'দীনানন্দ শতসহস্র কিরণজাল বিস্তারিয়া দেখিতেছেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

শতহস্ত [স] বি একশ হাত। 'অগণিত, শতহস্ত পরিমিত, সর্পণ অমৃত ফলা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে বরদর্শন, ১৮৭৪।

শতার্শে [স] বি একশো ভাগের অংশ। 'তাহার শতার্শের একাংশ ফল লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

শতাবধি [স] কিং প্রায় একশত সংখ্যক। 'অনেক চোটেতে শতাবধি প্রায় সৃষ্টিবিশিষ্ট লোকধারা আদৃত হওয়াতে ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

শতাবুষ্টি [স] বি বার বার আবুষ্টি। 'শতাবুষ্টি করিয়া তনে সবেহিত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শতায়ু বি দীর্ঘজীবী। 'নিরাশ্রয় করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু সূর্যস্র, ১৯৩২।

শতদ্বী [স] বি একই সময়ে একশ যোদ্ধা হত্যা করতে সমর্থ। 'তাহা কামান শতদ্বী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শতদ্বীর্ঘবর্ষী [স] কিং শতদ্বী বর্ষণকারী; বোমা বর্ষণ করে এমন। 'শতদ্বীর্ঘবর্ষী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শতদ্বীর্ঘাণ [স] বি একই সঙ্গে অসংখ্য গ্রাম নিতে পারে এমন অস্ত্র। 'চলছে দারুণ ভাড়াহত্যা শতদ্বীর্ঘাণ হানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শতচক্ৰী বি হিন্দুদের উৎসববিশেষ। 'কিছুদিন পর শতচক্ৰী অনুষ্ঠান হয় মহাখেতা, ১৯৫৬।

শতচ্ছদ [স] বি পদ্ম। 'খেত রক্ত নীল পীত শতচ্ছদ।' ভারত, ১৭৬০।

শতদল [স] বি পদ্মফুল। 'আমলা কমল হইল পদ্ম করিরক হাসি লাগিলা শতদলের উপর।' যুগ্ম, ১৬০০।

শতদলদল [স] বি পদ্মের পাপড়ি। 'তাজিয়া সে শতদলদল রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শতদলবাসিনী [স] বি ঐ পদ্মফুল অবস্থানকারী হিন্দুসেবী লক্ষ্মী। 'শেত শতদলবাসিনী নয় আজ রক্তবরণারিণী মা।' নবকল, ১৯২২।

শতদ্রু [স] বি পাঞ্জাবের একটি নদী। 'শতদ্রু পারে সিংহদাদ গুলিয়া ... বরদর্শন, ১৮৭২।

শতধা [স] ১ বি বহু খণ্ড বা টুকরা। 'আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া ...'। দর্পণ, ১৮২০। ২ ক্রিবিপ বহু সংখ্যায়। 'সে দেখিতে দেখিতে একবারে শতধা হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

শতধাবিচ্ছিন্ন [স] ক্রিবিপ বহু ভাগে বিভক্ত। 'কুসংস্কারহীন শতধাবিচ্ছিন্ন।' সিয়াজী, ১৯১৮।

শতধাবিত্তক্ত [স] বিপ বহু খণ্ডে বণ্ডিত। 'সে শতধাবিত্তক্ত হইয়া অবশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শতধা হওয়া ক্রি বহু অংশে বিভক্ত হওয়া। 'সে দেখিতে দেখিতে একবারে শতধা হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শতভিষা [স] বি একটা নক্ষত্রের নাম। 'তার নিজের শতভিষা নক্ষত্র।' মালিক, ১৯০৮।

শতমুখী [স] বি গাছবিশেষ, যার বহু কন্দ জন্মে। 'মাড়ি পাতুরি কাটে শতমুখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শতরঞ্জ^১ [আ শতরঞ্জ] বি দাবা খেলা। 'শতরঞ্জ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চ আমায় দাণা দিল।' রামতনয়, ১৭৮০; 'দুই চারি বাজী শতরঞ্জ খেলিয়া ...'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

শতরঞ্জি [আ শতরঞ্জ] বি দাবা। ওর্গা, ১৭৮৫।

শতরঞ্জিশোষ [আ শতরঞ্জ+ফা শোষ] বি শতরঞ্জি অথবা দাবা খেলা হয় যার ওপর বসে। ওর্গা, ১৭৮৫।

শতরঞ্জ^২ [আ শতরঞ্জী] বি রতিন মোটা চাদর যা পেতে বসা যায়; শতরঞ্জি। 'ডোরা-দাণ-কাটা শতরঞ্জ খোলানো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শতরঞ্জি [আ শতরঞ্জী] বি শতরঞ্জি। 'শতরঞ্জি চাদর মশারি।' শামসুর, ১৯৬৩।

শতরঞ্জি [আ শতরঞ্জী] বি নানা রঙে রান্নাএক এক প্রকার চাদর। 'শতরঞ্জির ওপর বসে রইল।' বিকৃতি, ১৯৩৭।

শতান [আ শয়তান] বি শয়তান। 'বহুল জাহিদ এক শ'তানে ভুলাই।' আলোড়ল, ১৬৮০।

শতান্ধ [স] বি একশো বছর। 'তরু বিমূঢ় শত শতাদ যাহাদের মুখ চায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

শতান্ধী [স] বি শত বছর। 'চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালিসে বিদ্যাদৃশীলনের পুনরারম্ভ হইলে ...'। বিদ্যা, ১৮৪৯।

শতান্ধীযথিত [স] বিপ শত বছরে গড়া হয়েছে এমন। 'তবুও অজ্ঞেয় এত শতান্ধীযথিত হিন্দুস্থান।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

শতান্ধীশালিত [স] বিপ দীর্ঘকাল হিত। 'শতান্ধীশালিত আর্ডের কান্না প্রতি নিশ্বাসে আসে লজ্জা।' সুভাষ, ১৯৪০।

শতামৃত [স শত-অমৃত] বি বিবাহের আচারবিশেষ। 'শতামৃত, ছাতিয়ায়া এবং অন্নপ্রাশন।' মনোএল, ১৭৪৩।

শতুর [স শত্রু] বি শত্রু। 'তাহারা গিয়া শতুর পরাজয় করে।' জাভেনিয়ে, ১৭৪৩।

শতেক [স] বিপ একশত। 'শতেক কুড়িই রাখা নৈলী মাহাদান।' বড়ু, ১৪৫০।

শতেকফোয়ারী বি (গালিবিশেষ) যার কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'আর শতেকফোয়ারী চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পায় না।' বিকৃতি, ১৯২৯।

শতেকখাণী বি ক্রী গালিবিশেষ; সর্বনাশী। 'শতেকখাণী, বাদীর

মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ।' শরৎ, ১৯১৬।

শতেক খুয়ারী বিপ (গালিবিশেষ) কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'আবাণী শতেক খুয়ারী প্রভৃতি শব্দ আধুনিক সখী ভগিনী হুসে প্রয়োগ করিতেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শতেক খোয়ারী বি ক্রী (গালিবিশেষ) যার কপালে বহু দুর্গতি আছে এমন। 'শতেক খোয়ারীর জন্যে আমার কি মরেও শান্তি নেই।' বিমল, ১৯৫৩।

শতেক বার ক্রিবিপ শত বার। 'শতেক বার মুক্ত কর্তে বলবো।' হুতোম, ১৮৬৮।

শতেশ্বরী [স শত-ঈশ্বরী] বি শতকর্তী; শতনরী হার। 'গীএ শতেশ্বরী হারে।' বড়ু, ১৪৫০।

শতুর [স শত্রু] বি শত্রু; দুশমন। 'শতুরের সঙ্গে শেষ দেখা হোগ।' উমেশ, ১৮৫৭।

শতুরতা [স শত্রুতা] বি শত্রুতা। 'নারকোল ওরা শতুরতা করে কুতুবে যারনি।' বিকৃতি, ১৯২৯।

শত্রু [স] বি দুশমন। 'বুজ্বিন না ভোলক শত্রুর আখাসে।' আলোড়ল, ১৬৮০।

শত্রুকবলিত [স] বিপ শত্রু কর্তৃক অধিকৃত। 'দেশ শত্রুকবলিত হবে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

শত্রুগড় [স শত্রু+মু গড়া] বি শত্রুর দুর্গ। 'খুলায় লুটাবে শত্রুগড়।' নজরুল, ১৯২৯।

শত্রুদের [স] বি শত্রুদের গোয়েন্দা। 'আসিছে সন্ধানে তব শত্রুদের।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শত্রুতা [স] বি শত্রুর ন্যায় আচরণ। 'শত্রুতা শত্রুতা করিয়া কহে।' ভবানী, ১৮২৩।

শত্রুতাগেরব [স] বি শত্রুতা নিয়ে অহংকার। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শত্রুতাচরণ [স] বি শত্রুর মতো ব্যবহার। 'উহারায় শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

শত্রুতাবশত [স] ক্রিবিপ শত্রুতার কারণে। 'তাহার প্রতি শত্রুতাবশত আমার বহুদিন হইতে অবসর হুজিতেহিলাম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শত্রুতামি বি দুশমনি। 'তোরা আমার সঙ্গে শত্রুতামি করছ।' জাহির, ১৯৬৪।

শত্রুতামূলক [স] বিপ বৈরিতাপূর্ণ। 'এই শত্রুতামূলক কুরুমের প্রতিবাদে তিনি শীরপুরে লোক পাঠান।' মনসুর, ১৯৫৫।

শত্রুত্ব [স] বি শত্রুর আচরণ; শত্রুতা। 'শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

শত্রুদল [স] বি শত্রুদল। 'শত্রুদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শত্রুনাশ [স] বি শত্রুকে ধ্বংস করা। 'তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

শত্রুপক্ষ [স] বি বিরোধী পক্ষ। 'শত্রুপক্ষ লোকেরা বিপক্ষতা করণের উদ্দেশ্যে।' রায়ময়, ১৮০১।

শত্রুপরাজয় [স] বি শত্রুর পরাজয়। 'শত্রুপরাজয়-গুডকন সমাপত।' রবীন্দ্র, ১৯৯৯।

শব্দশক্তি [স] বি শব্দশক্তির আবাদিক এলাকা। 'আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শব্দশক্তি-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শব্দশূন্য [স] বি শব্দশূন্য এলাকা। 'শব্দশূন্যে রক্ত করেছ আমারে দখল' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

শব্দশূন্যমুক্ত [স] বিগ শব্দর আত্মনা থেকে মুক্ত। 'শব্দশূন্যমুক্ত আমি আপন পাখাপপুরে আজি বসি তাই' নজরুল, ১৯২৪।

শব্দবিনাশক [স] বিগ শব্দকে ধ্বংস করে এমন। 'অভয় শব্দবিনাশক, মিথ্রিতাপক' কয়লুয়েঙ্গা, ১৮৭৬।

শব্দবিনাশী [স] বিগ শব্দকে বিনাশ করতে প্রস্তুত। 'যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্রুচক্ৰ দিয়া শব্দবিনাশী আবদুল ওহাব ...' মশায়রক, ১৮৮৫।

শব্দভাবাপন্ন [স] বিগ শব্দভাবাপন্ন। 'শব্দভাবাপন্ন বাইরের দেশের বেতারের প্রচারপাকে কিভাবে বন্ধ করা যাবে' হাই, ১৯৫৮।

শব্দমিত্র [স] বি শব্দ ও বস্তু। 'ভাঁহার শব্দমিত্র সকলকে লইয়া একটি প্রায়মতঙ্গীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদেব নিকট ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'শব্দমিত্র মদভাষার যারনি আজও সেনে' নজরুল, ১৯৩৫।

শব্দর মুখে ছাই বি শব্দর ইচ্ছা ব্যর্থ হওয়ার কামনা। 'শব্দর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুর এবং একটি কল্যা' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শব্দশব্দ [স] বি শব্দর অর্থ। 'সর্বদা শব্দশব্দে ক্ষতিবিদ্ধ' মল্লিক, ১৯০০।

শব্দসহায় [স] বি শব্দ সহায়। 'মানের সহিত কৃষ্ণায় হইয়া শব্দসহায়ের কৃতনিকর হইলেন' মশায়রক, ১৯০৮।

শব্দসূতা [স] বি শব্দর কল্যা। 'স্বাভাবী শব্দসূতা সে বড় দুঃখ' মলিকরাম, ১৭৮১।

শব্দসৈন্য [স] বি প্রতিপক্ষের সেনা। 'শব্দসৈন্য ভাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেটন করিয়া ফেলিল' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'শব্দসৈন্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ...' আজাদ, ১৯৬৫।

শদাবধি [স] বিগ প্রায় একশত। 'যে ভূমি এই শদাবধি বৎসর আমাদিগের গোষ্ঠীতে আছে তাহা ত্যাগ করিও না' তান্ত্রী, ১৮০৩।

শন [স] শূন্য বি অক্ষর। 'তোম্বে লাগি ভৈল আজি শন মশ দিশে' বসু, ১৪৫০।

শন [আ শন] বি সাপ। 'এ শনের মালাজ্ঞানি কত বাকি' কেরি, ১৮০২।

শনশ [আ শনশ] বি সনস; অনুমতিপত্র। 'টারুশাল ও আদালতের শনশ পাইল' দর্পণ, ১৮২২।

শনশন [খনা] বি উত্তর বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি। 'গদা ঘোরে বোও বনবন শৌও শনশন' নজরুল, ১৯২২।

শনশনা [খনা শনশনা] ক্রি শনশন শব্দ করা। 'বিদ্যুৎবেলা-সম চকচকি উড়িল কলধ্বজল অথবঃ প্রদোশে শনশনে' মাইকেল, ১৮৬১।

শনশনানি [খনা শনশনানি] ক্রি শনশন শব্দ। 'আউয়ের শনশনানি ছায়া' জীবন, ১৯৮৮।

শনাক্ত [ফা শিনাক্ত] বি পরিচিত বলে উল্লেখ। 'সময় তাকে শনাক্ত করে না আর' জীবন, ১৯৪০।

শনাক্তপত্র [ফা শিনাক্ত+স পত্র] বি পরিচয়পত্র; আইডেনটিটি কার্ড। 'আমার একটি শনাক্তপত্র আছে, নিত্যসঙ্গী' শামসুর, ১৯৭২।

শনি [স] ১ বি সপ্তাহের অন্যতম দিন। 'শনি মঙ্গলবার জ্ঞান্যাবে নিশাবাতি' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সৌরচন্দ্রের বর্ষ গ্রহ। 'শনি সনে দেখা হৈল আকাশ উপর' মূলতান, ১৭০০। ৩ বি বিশাশ। 'তবে বিনাসের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পাথে শনি গ্রহণ করিবে' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বি অমঙ্গলের প্রতীক। 'কিন্তু ভদ্র-আখিন বৃহস্পতি-শনি ভিধি-সকল না মানলে যে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৫ বিগ সর্বনাশকারী। 'আমি ... এই শ্রুতার শনি মহাকাল ধুমকেতু' নজরুল, ১৯২২।

শনিবার [স শনি+আ বার] ১ বি সপ্তাহের একটি দিন। 'শনিবার দিবসে কল্যাণ জল খাই' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি আনন্দের দিন (ছুটির দিনের আগের দিন বলে)। 'অনেক জায়গার কাল শনিবার ফলে গাছে, কোথাও আজ শনিবার' হেতাম, ১৮৬১।

শনিবারী [স শনি+আ বার] বিগ শনিবারে প্রকাশিত হয় এমন; শনিবারের। 'প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেমসী গানি দেন, ভূমি হাঁড়িচাঁচা' নজরুল, ১৯২৬।

শনিবাসরীয় [স] বিগ শনিবারের। 'শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব' দর্পণ, ১৮৩৪।

শনির দশা বি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী শনি গ্রহের প্রভাববিশিষ্ট দুর্ভাগ্যের কাল। 'শনির দশার মোর পঞ্চ বর্ষ আরও বাকি আছে' স্বপ্নমুখ, ১৯৩০।

শনির দৃষ্টি বি অত্যন্ত দুর্দশ। 'ছুটি নিলেম বৃহস্পতি, হইল শনির দৃষ্টি' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শনৈঃশনৈঃ [স] ক্রিবিধ ধীরে ধীরে। 'আমরা নিজের অলঙ্কার সনৈঃশনৈঃ সেই ভায়তবর্ষের দিকেই চলিয়াছি' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শনৈঃ শনৈঃ [স] ক্রিবিধ ক্রমে ক্রমে। 'অচল শিলা-বস্তুর উপর শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়া ...' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

শনৈচর [স] বি শনিগ্রহ। 'চাপ লগ্নে শনৈচর তুলালগ্নে কৃত্তবর' মুকুন্দ, ১৬০০।

শনৈচর গ্রহ [স] বি শনিগ্রহ। 'শনৈচর গ্রহ যদি তরুবক্ষে কিছা ময়লক্ষেলে আইসেন' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

শন্য [স শূন্য] বি শূন্য। মনোভা, ১৭৪৩।

শর্ণ [হি] বি দোকান। 'ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান' দর্পণ, ১৮২৫।

শর্ণটি [স শপথ] বি শপথ। 'বঙ্গী পরশি আমি শর্ণটি করিয়ে' বিচিত্রী, ১৬০০।

শর্ণথ [স] ১ বি প্রতিজ্ঞা। 'দাম লও তাক শপথ করো' বসু, ১৪৫০। ২ বি প্রতিজ্ঞা করার অনুষ্ঠান। 'শিপাঘরীদের মধ্যে শাপাঘরীশপর্ণপূর্বক শপথ উঠিয়া যায়' দর্পণ, ১৮২৬।

শপথগ্রহণ [স] বি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার। 'তবসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ...' সত্যেন্দ্র, ১৯৭২।

শপথপূর্বক, **শপথপূর্বক** [স] ক্রিবিধ প্রতিজ্ঞা করে। 'বিভবহীন হইলে শপথপূর্বক জানাইয়া ... ভূমিধিকারিকে নৈরাশ করে' দর্পণ, ১৮৩০।

শপথভদ্র [স] বি প্রতিজ্ঞা না রাখা। 'ভদ্রম্, স্বর্গপ্রার্থিতা, শপথভদ্র

প্রভৃতি নীচতা তাঁরা বর্জন করে চলেন।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

শপথমুখর [স] বিশ সংকেত মুখরিত। 'দুসে গুটে দিন; শপথমুখর
কিরাপ প্রমিকপাড়া।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

শপথি [স শপথ] বি শপথ। 'একটি শপথি রাখব যুবতী।' চঞ্জী,
১৫৫০।

শপিং [হি] বি কেনাকাটা; বাজার। 'নিউমার্কেটে শপিং করতে এই তার
প্রথম হাতে-খড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

শপেশা [ফা সফেশী] বি ফলবিশেষ। 'আতা-বাতাবি-শপেশা-গোলাপজামে
জমকালে।' মণীষ, ১৯৩৯।

শপ্পাকার [স শপ্পা] ক্রিবিপ শব্দের মতো। 'বাহ্য জ্ঞান রহিত কিছু
শপ্পাকার দেখিতেছেন।' রায়রাম, ১৮০১।

শফর [আ] বি সফর; ভ্রমণ। 'এই শহরে তোকে শফরে আজ পাঠাশো!'
বুদ্ধ, ১৯৪৩।

শফরী [স সফরী] বি গুটি মাছ। 'পণ চারি ভাজে রামা সরল শফরী।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

শব [স] বি মৃতদেহ। 'শব পরে বাস যার শ্মশানে সদত।' মানিকরাম,
১৭৮১।

শবকষ্ঠ [স] বি মৃতের গলা। 'তাহার উপর আবার আর-কর,
শবকষ্ঠ খড়গাঘাত।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শবগন্ধ [স] বি মৃতদেহের গন্ধ। 'অন্তে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে।'
বিদ্যা, ১৮৪৭।

শবগন্ধী [স] বিশ মৃতদেহের গন্ধমুগ্ধ। 'শবগন্ধী পচা অন্ধকার
আলোয় ভেসে পেল।' মানিক, ১৯৩৫।

শবচ্ছেদ [স] বি মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ। 'জীবশ্মৃত ও মৃত মানুষের
শবচ্ছেদ।' অবন, ১৯২৫।

শবচ্ছেদ-গৃহ [স] বি লাশকাটা ঘর। 'শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসমন্দির
পরীকশালায় আইস।' রব্বিন্স, ১৮৭৫।

শবদাহ [স] বি (হিন্দুসমাজ) মৃতদেহ শোড়ানো। 'শবদাহ বিষয়ে
চিন্তা ও আরও বাক্য কাগজে এত গত্র ...।' দর্পণ, ১৮২৬।

শবদেহ [স] বি মৃতদেহ। 'লক্ষ লক্ষ শবদেহে শ্মশান হয়ে গেছে
যেদিনীপুর।' তারা, ১৯৪৩।

শবদাহক [স] বি মৃতদেহ বহনকারী। 'আমরা যে সব শবদাহক;
বিশাশীল ইতিহাসের মনে।' জীবন, ১৯৪০।

শবদাহন [স] বি মৃতদেহের বাহন। 'অন্তবিহীন কিছু কি আছে
শবদাহন ছাড়া?' জীবন, ১৯৪০।

শবদাহী [স] বিশ শব বহন করে নিয়ে যায় এমন। 'নির্জন স্তব্ধ পথে
শবদাহী তাহারাই জীবনের সাড়া দিয়া চলিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৬।

শবব্যবচ্ছেদ [স] বি মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা। 'তিনি ... দেহ সঞ্চকে
জ্ঞান অর্জন করার জন্য গোপনে দশটি শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন।' শিব,
১৯৫৬।

শবব্যবচ্ছেদাগার [স] বি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের ঘর।
'শবব্যবচ্ছেদাগারে তাহার পেট চিরিয়া সে কাগজটি পাওয়া পেল।' বনফুল,
১৯৩৬।

শবভোজী [স] বিশ মৃতদেহ-খাদক। 'শবভোজী শিবাদল ডেকে
আনে ভয়।' আহসান, ১৯৪৪।

শবধান [স] বি যে গাড়িতে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।

'আমার পুত্রের ... শবধান চলে গেল।' নজরুল, ১৯৩০।

শবদ্রশা [স] বিশ মৃতের মতো। 'তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ
তত্ত্ব শবদ্রশা হইলা কপাটে।' ভারত, ১৭৬০।

শবদ্রশ্যকার [স] বি মৃতদেহের শেষকৃত্য। 'চলো তবে শবদ্রশ্যকারে
এবে যাই।' সুধীন্দ্র, ১৯২৬।

শবসাধক [স] বি মৃতদেহের উপরে বসে তাত্ত্বিক সাধনা করে যে।
'শবসাধকের বেশে।' জীবন, ১৯২৭।

শবসাধন [স] বি মৃতদেহের উপরে বসে যে তাত্ত্বিক সাধনা করা হয়।
'তর্কব্যাগী মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।' বিদ্যা,
১৮৯১।

শবসাধনা [স] বি মৃতদেহ নিয়ে একধরনের তাত্ত্বিক সাধনা।
'আজকের জাত কালকের তৃত নামাতে শবসাধনার আয়োজন
করছে।' অবন, ১৯২৫।

শবাকার [স] বি মৃতদেহের ন্যায়। 'ইহারদিনের অহিতাচরণে
ভদ্রেশ্বর্য্য তাবদ্রোক জীবিতাবহুয় শবাকার হইয়া থাকে।' প্রভাকর,
১৮৫৩।

শবাগার [স] বি মৃতদেহ রাখার ঘর। 'হবে শবাগার জীবনের সমস্ত
বেতন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

শবাজ্জোস [স] বি শবের আবরণ। 'অব্যক্তির শবাজ্জোসে দুরাশার
কঙ্কাল আরবে।' সুধীন্দ্র, ১৯২৭।

শবাস্থার [স] বি যে বাস্তবে মৃতদেহ রেখে কবরস্থ করা হয়। সত্যেন্দ্র,
১৯৩০। 'কত কত বৃদ্ধার শবাস্থার শিত্তর শবাস্থারের মতই ছোট।'
সুভদ্রা, ১৯২১।

শবানুগমন [স] বি মৃতের প্রতি সম্মান অথবা শোক প্রকাশে
মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশান বা কবরস্থানে যাওয়া। 'জনাধারণ
শবানুগমন করল।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

শবানুগামী [স] বিশ মৃতদেহের শিখনে গমনকারী। 'এরা সবাই ছিল
শবানুগামী।' হাসান, ১৯৬৭।

শবাসন [স] বি যোগ ব্যায়ামের আসনবিশেষ; শবের মতো চিৎ হয়ে
বিস্রামের জন্যে পড়ে থাকা। 'সে যে শবাসন-সাধনায়।' রবীন্দ্র,
১৯৩৮।

শবাসনা [স] বি হিন্দুসেবী কালী। 'আমারে লইয়া বুসী হও তুমি
গুণো দেবী শবাসনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শবাহারী [স] বিশ মৃতদেহ যাদের খাদ্য। 'শবাহারী জন্ত-পুঞ্জ ভুক্তিছে
উল্লাসে শব-রাশি।' মাইকেল, ১৮৬১।

শবনামি [ফা শবনামি] বি শিশির। 'রাতের দুচোখে ঝরে শবনামি অক্ষরপা
তার।' ফররুখ, ১৯৬৩।

শবরা [স শবরা] বি শিকারী জাতবিশেষ। শবরি [স শবর] বি শবর ও
শবরী। 'কসুরিনা পাকেলো রে শবরাবরির মাতেলা।' চর্চা ৫০,
১২০০।

শবরি, শবরী [স শবল] বি (সংহীত) রাগবিশেষ। 'রাগ শবরী।' চর্চা
৪৬, ১২০০।

শবরী বি শ্রী শিকারী। 'তপস্কুশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী।' বিজুতি,
১৯৩১।

শবল [স] বি নানা বর্ণ। 'সে উল্লিখিত মিলোচনে ভেদ নেই ধবলে শবলে।' সুধীন্দ্র,
১৯৩৯।

শবে কদর [ফা শব>+আ কদর] বি (ইসলাম) রমজান মাসের ২৭তম রাত, ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যা মহিমামিত রাত। 'মাহে রমজান এসেছে যখন, আনিবে শবে কদর।' নজরুল, ১৯৪২।

শবেবরাত [ফা শব>+আ বার'আত] বি (ইসলাম) শাবান মাসের ১৪তম রাত, ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী যখন ভাণ্ডা লেখা হয়। 'রমজানের ঈদ শবেবরাত আমার করা সার্বক।' গ্যারী, ১৮৮৮।

শবে মোরাজ [ফা শব>+আ মোরাজ] বি (ইসলাম) মুসলমানদের বিবাহ অনুযায়ী যে রাত এই ধর্মের প্রবর্তক সূতিকর্তার সম্বন্ধে যান। 'শবে মোরাজ কথা সকলে জানে।' আলীগঞ্জ, ১৬৮০।

শবে-রাত [ফা শব>+আ বার'আত] বি (ইসলাম) যে রাত সৌভাগ্য-রজনী। 'শবে-রাত আজ উজালা গো আঁখিনার জ্বল দীপালি।' নজরুল, ১৯২৮।

শব্দ [স] ১ বি ধ্বনি। 'তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড।' কুন্ডাস, ১৫৮০। ২ বি অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। 'অভিধা-বৃষ্টি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষ্য।' কুন্ডাস, ১৫৮০। ৩ বি ভাষা। 'যে আজ্ঞা হইয়াছে ... তাহার মজুন পারশী ও বাঙ্গলা শব্দে তরজমা।' ডানকান, ১৭৮৪। ৪ বি নান। 'পতিতেরা গর্দভের শব্দ শুনিয়া কহিলেন ...।' যতুজ্ঞয়, ১৮১০।

শব্দগুয়ালা [স শব্দ+হি গুয়ালা] বি শব্দ করে এমন। 'বোকা একটা শব্দগুয়ালা খেলা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়বড় শব্দ করে খেলা করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শব্দকলা [স] বি শব্দের ক্ষুদ্র অংশ। 'জোটে না কোনো শব্দকলা।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

শব্দকল্পদ্রুমি [স শব্দকল্পদ্রুম] বি শব্দ সংকুলে অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' এর সঙ্গে তুলনীয়; নীরস। 'আনিসাম কাব্য এক শব্দকল্পদ্রুমি।' নজরুল, ১৯২২।

শব্দকুহক [স] বি শব্দের মায়াজাল। 'শব্দকুহক হোয়াকাতাল, খোলা আজান বাংলাদেশের।' শব্দ, ১৯৬৬।

শব্দকোষ [স] বি অভিধান। 'এই খেয়েছে! কোন আকস্মে শব্দকোষটা নামালি।' সুকুমার, ১৯১৮।

শব্দগঠন [স] বি শব্দনির্মাণ। 'শব্দগঠন, ব্যাকরণীতি এবং সমাজজীবনে তার প্রয়োগ ইত্যাদি।' হাই, ১৯৫৪।

শব্দগাত [স] বি অভিধানিক। 'ভূমিকম্পের শব্দগাত অর্থে ভূমির অর্ধাংশ পৃথিবীর কন্ডনেই বুঝায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শব্দগুণ [স] বি কথার ময়। 'কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।' কুন্ডাস, ১৫৮০।

শব্দচয় [স] বি শব্দাবলি। 'গ্রন্থসমূহ ইহতে শব্দচয় সমাহরণ পুরসের ... অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

শব্দচয়ন [স] বি শব্দ নির্বাচন। 'তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ সৈন্যু, শব্দচয়ন চাতুর্ঘ্য ...।' মোহাউজিন, ১৯২৫।

শব্দচাতুর্ঘ্য, **শব্দচাতুর্ঘ্য** [স] বি কথার কৌশল। 'গীতের ...বরচাতুর্ঘ্য এবং শব্দচাতুর্ঘ্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শব্দছোট [স] বি প্রোক। 'প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যন্ত শব্দছোটবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভাবনী ঠাকুর বলিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

শব্দজনক [স] বি শব্দ সৃষ্টিকারী। 'তায়, সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক গভীর শব্দজনক।' বিদ্যা, ১৮৫১।

শব্দজ্ঞান [স] বি শব্দের ধারণা। 'শব্দজ্ঞান বায়তরসের আঘাতজনিত।' জগদীশ, ১৮৯৫।

শব্দঝঙ্কার [স] বি শব্দের অনুরণন। 'সতাই এরূপ শব্দঝঙ্কার অশ্রুতপূর্ব।' বনমূল, ১৯৩৬।

শব্দতত্ত্ব [স] বি ব্যাকরণ। 'পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজোর বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শব্দতত্ত্ববিদ [স] বি শব্দতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী। 'তাঁহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদগণের পক্ষে নিঃসন্দেহে মূল্যবান।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শব্দতরঙ্গ [স] বি শব্দের দ্বারা উৎপন্ন বায়ুকম্পন। 'আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিকোভ সৃষ্টি করে চলে যায় ...।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শব্দতাত্ত্বিক [স] বি শব্দতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'শব্দতাত্ত্বিক মহাশয়গণ হির করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শব্দতান [স] বি শব্দের সুর। 'পেশালারের একটানা পানি ভাঙার শব্দতান।' কায়সার, ১৯৬৮।

শব্দহেত [স] বি জোড়া শব্দ। 'পরিমাপ সম্বন্ধীয় বহুত বোকাইবার জন্য বাংলায় শব্দহেত খাটয়া থাকে, যেমন কব্যবস্তা, মুড়িমুড়ি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

শব্দনাগি [স] বি শ্বাসনাগি। 'গলার শব্দনাগির সঙ্গ পথটুকুও।' কায়সার, ১৯৬২।

শব্দপরিচিত [স] বি শব্দ কারো নামের সঙ্গে পরিচিত। 'পাঠকবর্গের মধ্যে অনেককেই তাঁহারকৈ শব্দপরিচিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শব্দপুঞ্জ [স] বি শব্দগুচ্ছ। 'শব্দপুঞ্জ থেকে ছিড়ে আনি কবিতার অবিখ্যাসা শরীর।' শামসুর, ১৯৫৯।

শব্দপ্রকৃতি [স] বি যে শব্দার্থ নামগদ্য বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। 'কড়কগুলো ব্যাকবিশি কড়কগুলো নির্দিষ্ট শব্দ বা শব্দপ্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।' হাই, ১৯৫৪।

শব্দপ্রয়োগ [স] বি শব্দ ব্যবহার। 'শব্দপ্রয়োগের নিপুণতা দ্বারা ই ভাষা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়।' শিব, ১৯৩০।

শব্দবহ [স] বি শব্দ শব্দবহনকারী। 'প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

শব্দবহুল [স] বি শব্দশূন্য। 'সে ভাষা কটকটি (বিশেষ সংজ্ঞক) - শব্দবহুল।' প্রমথ, ১৯১৪।

শব্দবাহক [স] বি আকাশ। 'পবন অমনি ঢালাইয়া আন্ততরে সে শব্দবাহক।' মাইকেল, ১৮৬১।

শব্দবিন্দ [স] বি শব্দ-বিশেষজ্ঞ। 'পুলকের দ্বার মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিন্দ কোবিসের নাম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

শব্দবিদ্যা [স] বি শব্দবিষয়ক বিদ্যা। 'কোন কৃতবিদ্যা ব্যক্তি শব্দবিদ্যার বা ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ববিদ্যার ... লীক্ষিতাশ্রমে কৃতসকল মন।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

শব্দবিদ্যাবিশারদ [স] বি শব্দবিদ্যায় পারদর্শী। 'শব্দবিদ্যাবিশারদ বহুশ্রুত মূল্য সাহেব ...।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শব্দবিন্যাস [স] ১ বি বাস্তুচরনা। 'গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি শব্দযোজনা। 'অকারিণি প্রতিবর্ণ সূচিক্রমে শব্দ বিন্যাস করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৯।

শব্দবিশেষ [স] বি বিশেষ বিশেষ শব্দ। 'নানা ভাষার শব্দবিশেষ

সাদৃশ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫০।

শব্দবেধী [স] বি শব্দ অনুসরণে লক্ষ্যভেদে সমর্থ। 'আমি শব্দবেধী শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রশংসাহার করিতে পারি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শব্দবোধক [স] বিণ শব্দের বোধ সৃষ্টি করে এমন। 'বিত্তীয়ত পরিবাহক বায়ু এবং ভূতীয়ত শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।' জগদীশ, ১৮৯৫।

শব্দভেদী [স] বিণ শব্দ অনুসরণে লক্ষ্যভেদে সমর্থ। 'কাগা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

শব্দময় [স] বিণ শব্দে পরিপূর্ণ। 'নির্বরজল পতিত হইয়া চারিদিক শব্দময় করিয়া দিতেছে।' কৃষ্ণবিদ্যাবিনী, ১৮৮৫।

শব্দময়ী [স] বিণ স্ত্রী ধ্বনিময়। 'শব্দময়ী অক্লর-রমণী গেল চলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

শব্দময়ীচিকা [স] বি শব্দরূপ ময়ীচিকা। শব্দময়ীচিকাঞ্জাল [স] বি শব্দ রূপ ময়ীচিকার জাল। 'গ্রহকীটগণ বহু বহু ধরি শুধু করিছে রচন শব্দময়ীচিকাঞ্জাল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শব্দমাত্র [স] বি নিছক শব্দ; শুধুই শব্দ। 'যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শব্দমিশ্র [স] বি শব্দের মিশ্রণ। 'একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মন্ডিরের উপর ধীরে ধীরে তরলভিষাত করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শব্দবেদন [স] বি শব্দবিন্যাস; ব্যাকরণ। 'সংগোপনে শব্দবেদন করি দু'চারিটি' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শব্দরত্নাকর [স] বি শব্দরূপ রত্নের আকার। 'অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দরত্নাকর মহাভাষা সংকুতক ...' অক্ষর, ১৮৪৮।

শব্দরাশি [স] বি শব্দভাণ্ডার। 'বাসালা অভিধানের শব্দরাশিকে উৎপত্তি বা জাতি হিসাবে ভাগ করিলে ...' শব্দীদুগ্ধ, ১৯৩১।

শব্দরূপ [স] বি শব্দের রূপভেদ। 'পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একটুকু নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।' বনমূল, ১৯৩৬।

শব্দরেখা [স] বি শব্দরূপ পথ। 'মাটির বন্ধন ফেলি ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশেহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

শব্দলহরি [স] বি শব্দ দ্বারা উৎপন্ন বংকার। 'তার কণ্ঠে মিঠি-মধুর শব্দলহরি জেগেছে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শব্দশাস্ত্র [স] বি শব্দতত্ত্ব। 'তত্ত্ব অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিত।' দর্পণ, ১৮১৯। 'সেই নিয়ম সমষ্টিকে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দশাস্ত্র বলা হয়।' শব্দীদুগ্ধ, ১৯৩১।

শব্দশিল্পী [স] বি শব্দ দিয়ে শিল্প রচনা করে যে। 'সাহিত্যিকেরও শব্দশিল্পী হতে বাধ্য নেই।' সবুজ, ১৯১৭।

শব্দশূন্য [স] বিণ বিশেষণ। 'শব্দশূন্য শূন্যমাঝে/ সহসা সহস্র স্বরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শব্দ-সম্বন্ধ [স] বি অভিধান। 'শব্দ-সম্বন্ধে স্থান পাইয়াছে।' নবনর, ১৯০৩।

শব্দসমষ্টি [স] বি শব্দগুচ্ছ। 'কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে।' শিব, ১৯৫০।

শব্দসমুদ্র [স] বি কোলাহলরূপ সমুদ্র। 'কলিকাতার নিরন্তর শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শব্দসম্পদ [স] বি শব্দের ঐশ্বর্য। 'সে হচ্ছে অগাধ শব্দসম্পদ।' প্রমথ, ১৯১৬।

শব্দ-সাদৃশ্য বি কথার বা নড়াচড়ার শব্দ। 'নানারূপ ভাবভঙ্গী ও শব্দ-সাদৃশ্য করিয়া ...' শরৎ, ১৯১৭।

শব্দসুচি [স] বি শব্দের তালিকা। 'মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথির শব্দসুচি করিতে হইবে।' শব্দীদুগ্ধ, ১৯৩১।

শব্দশ্রোত [স] বি কোলাহল। 'শব্দশ্রোতে ঝরিল চৌদিকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শব্দহর [স] বিণ শব্দকে হরণ করে এমন। 'শব্দ যেন সব শব্দহর ধমকের মতো।' শতকৃত, ১৯৭৩।

শব্দহীন [স] বিণ নিঃশব্দ। 'জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

শব্দহীনতা [স] বি নীরবতা। 'শব্দহীনতার স্বরে ঝরোঁড়া ঝাঁ ঝাঁ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শব্দহীনা [স] বিণ স্ত্রী নিঃশব্দ। 'ব্যাগিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার -/ শব্দহীনা ভাগীরথী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শব্দাখ্য-জ্যোতি [স] বি শব্দের ব্যঞ্জনা। 'কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য-জ্যোতি মনের নানাদেশে সম্ভারিত।' প্রমথ, ১৯২২।

শব্দাভ্যুদয় [স] বি শব্দের জৌকজমক। 'স্থানে স্থানে শব্দাভ্যুদয়বিশিষ্ট' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

শব্দাভ্যুদয়ময় [স] বিণ শব্দের ব্যবহারে আভ্যুদয় আছে এমন। 'কি কারণে শব্দাভ্যুদয়ময় জড়িমা-জড়িত ভাষা মনে করেন।' প্রমথ, ১৯১৬।

শব্দাভ্যুদয়সার [স] বিণ শব্দের আভ্যুদয়সর্বস্ব। 'আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাভ্যুদয়সার হইতে বাধ্য।' প্রমথ, ১৯১৪।

শব্দাভ্যুদয় [স] বি শব্দের পরিবর্তন। 'আমার অনতিমধ্যে নিজে বিরচিত বলিয়া স্থানে দুই একটা শব্দান্তর করিয়া ... প্রকাশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

শব্দাখিত [স] বিণ শব্দযুক্ত। 'দেখে সৈন্য অগ্রমিত, চতুর্দিশে শব্দাখিত।' ফয়জুররো, ১৮৭৬।

শব্দামৃত [স] বি শব্দরূপ অমৃত। 'এই শব্দামৃত চারি যার হয় ভাগ্য ভরি/ সেই কর্ণে ইহা করে পান।' কৃষ্ণাস, ১৫৮০।

শব্দায়মান [স] বিণ শব্দ করছে এমন; শব্দে রূপান্তরিত। 'লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

শব্দায়িত [স] বিণ প্রতিধ্বনিত। 'দু-পাশের ফেলে-আসা প্রকৃতির সমারোহে শব্দায়িত।' হাম্ফ্রিজ, ১৯৫৩।

শব্দার্ঘ্য [স] বি শব্দরূপ সমৃদ্ধ। 'নাহি জানি চালাইতে শেখনী, পশিতে শব্দার্ঘ্যে অর্ধরত্ন-সোভে।' মাইকেল, ১৮৬০।

শব্দার্থ [স] বি শব্দের অর্থ। 'ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অর্থবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভুলোলবিদ্যার পরীক্ষা ... অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

শব্ধিত [স] বিণ ধ্বনিত। 'করাট সকল শব্ধিত হইতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

শব্ধিত হাসি বি উচ্চ হাসি। 'হঠাৎ তার শব্ধিত হাসি হেসে বলল।' মানিক, ১৯৩৫।

শব্ধৈশ্বর্য, শব্ধৈশ্বর্য্য [স] বি শব্দরূপ সম্পদ। 'ভাষা শক্তিশালিনী, শব্ধৈশ্বর্য্যে পুষ্ট।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শব্ধে [স সর্ব] ক্রিবিধ সকলে। 'চল শব্ধে জাই তথা।' মালধার, ১৫০০।

শম' [স] ১ বি বিরক্তি। 'হেলথল যদি সংগীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে চলে, তা হলেই শম একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।
২ বি (সংগীত) তালের প্রধান ঝোঁক। 'মুদ্রের তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শম' [স] বি মনঃসংযম। 'কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অনেকে বুঝবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শমতা [স] ১ বি শান্তি। 'যখন আমায়ের কার্যকালে কোন কৃত্তির আশ্রয় হয়, তখন সাবধানতা উপস্থিত হইয়া তাহার শমতা করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি উপশম। 'যদ্যপি সং সন্তান থাকে তবে সে শোকের কিঞ্চিৎ শমতা হয়।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি নিবৃত্তি। 'সেই অত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

শমদম [স] বি মনঃসংযম ও হস্তিঃসংযম। 'কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অনেকে বুঝবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শমন' [স] বি হিন্দুধর্মমতে মৃত্যুর দেবতা; যম। 'পাবক আদি করি দিগের অধিকারী বরুণ নৈরিত্তি শমন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শমন-কিঙ্কর [স] বি মৃত্যুদূত। 'ইহাদিগের কৰ্মচারিরাও এক একজন শমন কিঙ্করপোশাকও ভয়ঙ্কর।' চন্দ্রিকা, ১৮৪৪।

শমনপুহ [স] বি যমের বাড়ি। 'তাকে সেই অভাগিনীর সহিত শমনপুহে অতিথ্য বীকার কর্তে হয়।' মাইকেল, ১৮৭৩।

শমনস্ফালা [স] বি মৃত্যুযন্ত্রণা। 'কোন সাধনে শমনস্ফালা যায়।' লালন, ১৮৯০।

শমনদিন [স] বি মৃত্যুদিন। 'সঞ্জনি আজু শমন দিন হোয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শমনভবন [স] বি হিন্দুধর্মে যমের বাড়ি; মৃত্যুপুরী। 'তোমার প্রাণে অজ্ঞা করিয়া জীবন থাকিতেই শমনভবন দর্শন করিলাম।' মশাররক, ১৮৬৯।

শমনশয্যা [স] বি মৃত্যুশয্যা। 'বালিকা ফুলশয্যা শমনশয্যা য়ন করেছিল।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

শমনসদন [স] বি মৃত্যুপুরী। 'প্রতিদিন দশ বার জন শমনসদনে গমন করিতেছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

শমন' [সি] বি আদালতে উপস্থিত হওয়ার তলব; সমন। 'একেবারে বড়ো আদালতে এক শমন আনব।' গ্যারী, ১৮৫৮।

শমসের, শমশের [ফা শমশীরা] বি তলোয়ার। 'মারিল শমসের তার পিঠের উপরে।' গরীব, ১৭৬৫; 'সাক্সাস দিই, সাক্সাস তোর শমশেরে।' নজরুল, ১৯২২।

শমস্ত [স সমস্ত] বিণ সকল। 'কহিব শমস্ত ময় অতরের জ্ঞাত ভয়।' মালাধর, ১৫০০। ২ শ্রমস্ত

শমিত [স] ১ বিণ দমিত। 'মনুষ্যের দুঃখদ্রোহ শমিত কি বর্ধিত হইত।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ২ বিণ নিবৃত্ত হয়েছো এমন; প্রশমিত। 'বহুকালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শমী [স] বি বাবলাজাতীয় গাছ। 'শমী - বরাঙ্গনা, বন-জ্যোৎস্না।' মাইকেল, ১৮৬০।

শমীবৃক্ষ [স] বি বাবলাজাতীয় একপ্রকার গাছ। 'সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা।' মাইকেল, ১৮৫৯।

শমুস্ত [স সমুদ্র] বি সাগর। 'খিরোদ শমুস্তের তিরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ শমুস্ত

শম্বর বি এক জাতের হরিণ। 'নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই,

হরিণের ছায়া।' জীবন, ১৯৪২।

শম্বরারি [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কামদেব। 'অবিলম্বে শম্বরারি সন্ধ্যা ঋতুপতি উত্তরিল। সন্ধ্যাভিষেকে ত্রিদিবের দেবী।' মাইকেল, ১৮৬০।

শম্বুক [স] বি শামুক। 'বিনে বারি শম্বকে রক্ত গঠিতে না পারে।' অশাভল, ১৬৮০।

শম্বু', শম্বু [স শম্বক] বি শামুক। 'দুই কুচ তোর বাধা শম্বুর আকার।' বড়ু, ১৪৫০; 'মাথে শম্বু সম বৌপা শিশতে সিন্দুর।' বড়ু, ১৪৫০।

শম্বু' [স] বি হিন্দুদেবতা, শিব। 'শম্বুর উপর চরণ জোর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

শম্যক [স সম্যক] ক্রিবিণ সম্যক। 'বাবু খিনিকুট মিরাঙ্গা মজবুর শম্যক প্রতীয়মান হইয়া জানিয়াছেন।' হতেম, ১৮৬১। ২ শ্র সম্যক

শয্যা [স] বি বিছানা। 'নব কিশলয়র শয্যা রচিল।' বড়ু, ১৪৫০।

শয্যাকক্ষ [স] বি শয়নঘর। 'বরকন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ তনা গেল।' প্রভাত, ১৮৯৫।

শয্যাকটক [স] বি কটককটলা শয্যা। 'অর্ণব শয্যাকটক হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

শয্যাভল [স] বিণ শয্যা শায়িত; বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না এমন। 'এক ব্যক্তি জুরোগসেতে অতিভূত হইয়া নয় দিবসপর্যন্ত শয্যাভল।' দর্পণ, ১৮০০।

শয্যাভল [স] বি বিছানা। 'শমনপুহে গ্রহণ করে বান্ধবটি অনতিবিলম্বে শয্যাভল আশ্রয় করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শয্যাভুলনি বি বরবধুর বাসর শয্যা ভোলে এবং অর্ধ দাবি করে যে। 'শয্যাভুলনির দল এসে হাজির।' জীবন, ১৯২২।

শয্যা-তোলা [স শয্যা+তোলা] বি বিয়ের পরদিন ভোরে বরবধুর বাসরশয্যা তোলার স্ত্রী-আচারবিশেষ। 'শয্যা-তোলা কড়ি মাগে পরিহাসী জন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শয্যাভাগ্যী [স] বিণ বিছানা ছেড়ে এসেছে এমন। 'শয্যাভাগ্যী আমি দাঁত মাছি, করি পায়চারি।' শ্যামসুর, ১৯৭২।

শয্যাধরা [স শয্যা+ধরা] বিণ শয্যাশায়ী; খুব অসুস্থ হওয়ায় বিছানা থেকে উঠতে পারে না এমন। 'শয্যাধরা জুরা রোগীর যেমন দুঃখের প্রয়োজন।' মশাররক, ১৮৮৯।

শয্যা পাতা ক্রি বিছানা করা। 'দাসীরা শয্যা পাতেতো।' গিরিণ, ১৮৮৭।

শয্যাপিঠ [স] বিণ দীর্ঘ সময় শয্যা অভ্যস্ত হয়েছো এমন। 'প্রভাতের পাখিকুলন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনে শয্যাপিঠে যে নিরাসক্ত মন।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

শয্যাশ্রান্ত [স] বি বিছানার ধার। 'মুচ বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাশ্রান্তে গীনতনু কীর্ণ শশীলেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শয্যাশিলাসী [স] বিণ ভালো বিছানা সম্পর্কে বিলাসিতা আছে এমন। 'ভূমি যথার্থ শয্যাশিলাসী।' বিদ্যা, ১৮৪৪।

শয্যাশচনা [স] বি বিছানা পাড়া। 'অরব্যভূমিতে কি ছান নাই? পল্লবে কি শয্যাশচনা হয় না?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

শয্যা রচনা করা ক্রি বিছানা পাড়া। 'বিছামের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিয়া ডাবিতে লাগিলেন।' মশাররক, ১৮৮৫।

শয্যাশায়িনী [স] বিণ স্ত্রী বিছানা থেকে উঠতে অক্ষম। 'একেবারে

শয্যাশাশিনী করিয়া দিল।' শরৎ, ১৯১৬।

শয্যাশাশী [স] ১ বিণ বিছানা থেকে উঠতে অক্ষম। 'শয্যাশাশী মনুষ্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ আরামপ্রিয়। 'অতিশ্রাটান শয্যাশাশী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শয্যাশাশী করা ক্রি শুভে বাধ্য করা। 'মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অজিত্বত এবং তাহাকে শয্যাশাশী করিয়া দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শয্যাশ্রয় [স] বি শয়ন। 'শয্যাশ্রয় করিয়া লগিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া ...।' শরৎ, ১৯১৪।

শয্যাসন [স] বি বিছানা। 'মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর এ সব কৃষ্ণের তরুসন্তের বিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শয্যাসমেত [স] ক্রিবিণ বিছানা সহকারে। 'নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একটাই একজোটে ক'রে সেওয়া হচ্ছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

শয্যানুশ [স] বি তয়ে থাকার সুখ। 'কেহ আবার আদো বেলা পর্যন্ত শয্যানুশ ভোগ করিয়া থাকেন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮৫।

শয় [স শত] বিণ শত। 'জাহার ভিড়নে রয় সোল শয় তাজি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

শয় শয় বিণ অসংখ্য; শত শত। 'পোতা মাঝি আন্যা সেয় বন্দি শয় শয়।' মুহুন্দ, ১৬০০।

শয় [স শয্যা] বি বিছানা; ঘুম। 'আমায় দ্যাখলে বুঝে, শয় খেহে উঠে তারা বেবে?' গিরিশ, ১৮৮৬।

শয়তা বি সবজি সাজানোর বিন্যাসবিশেষ। 'শীতকালে মুলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

শয়তান [আ] ১ বি ভূত। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি খুব দুট লোক; বদমাশ। 'শয়তান আমার হিঁজবী বন্ধু সাজিয়াছে।' মগারক, ১৮৮৫। ৩ বি হীনবৃত্তি। 'মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রকাশ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি ইহুদি, খ্রিস্টীয় ও ইসলাম ধর্মমতে সবচেয়ে শক্তিশালী দুট ও অত্যন্ত অশুভ। 'এজিদের সেনাপাল শয়তানের প্ররোচনায়।' নজরুল, ১৯৪১।

শয়তানি, শয়তানী [আ শয়তান] ১ বি বদমায়েশি। ওর্স, ১৭৮৫; 'আর শপক্ষে শায় নেইক, থাকতে পারে শয়তানী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬; 'আমার পেট ভরায়, তবু চায় এরা শয়তানি।' নজরুল, ১৯৪১। ২ বি দুর্ভিক্ষ। 'ভোলা ময়নার শয়তানি এ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ বিণ রহস্যময়ী। 'মেয়েদের কৌটা আঁকিয়ে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোশান দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বিণ বদমায়েশিপূর্ণ। 'নকুল শয়তানী হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল।' যাদব, ১৯৩৬।

শয়তানী চোলা বি শয়তানের অনুসারী। 'অবিবাহিতারই শয়তানী চোলা।' নজরুল, ১৯৪১।

শয়ন [স] ১ বি বিছানা; শয্যা। 'রাখা সিঁতা বসিলী শয়নে।' বড়ু, ১৪৫০; 'যেথা তোমার ধুলা শয়ন।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ২ বি নিদ্রা। 'শয়ন করিয়া গিয়া আপনার বাসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি শোয়া। 'আহি সঙ্গে একঘরে শয়নে।' মুহুন্দ, ১৬০০।

শয়নকক্ষ [স] বি শোবার ঘর। 'বিক্রান্তবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শয়নগৃহ [স] বি শোবার ঘর। 'শয়নগৃহে নিদ্রা দিন।' রবীন্দ্র,

১৮৮১।

শয়নঘর বি শোবার ঘর। 'শয়নঘরের বারাদায় ছোট একটি তক্তপোষের উপর ফরাশ পাতা।' ইমদাদুল, ১৯২০।

শয়নহুলে ক্রিবিণ শোবার হুল ক'রে। 'একদিবস শয়নহুলে বাটার ভিতর যাইবেন।' ভবানী, ১৮২৫।

শয়ননিষ্পন্ন [স] বিণ শয্যাগত। 'শয়ননিষ্পন্ন পুরুষসবা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শয়নপ্রথা [স] বি শয্যাবিষয়ক নিয়ম-নীতি। 'ধনাটোর অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শয়নবিলাসী [স] বিণ শোয়ার ব্যাপারে শৌখিন। 'এইরকম সব ভোজনবিলাসী শয়নবিলাসী নানা রকমের লোক ছিল।' অবন, ১৯৪১।

শয়নমঞ্চ [স] বি বিছানা; শয্যা। 'তার পরেই রাতে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শয়নমন্দির [স] বি শোয়ার ঘর। 'আমি, এই অবস্থায় গৃহে গিয়া, শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্বক ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শয়ন বাগুন বি শোয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

শয়নশীলী [স] বিণ বিছানায় বিশেষ আছে এমন। 'সে-সুর ঘুমায় দিগন্তব্যর শয়নশীলী রে।' নজরুল, ১৯২৫।

শয়নশায়ি, শয়নশায়ী বি শয্যার সঙ্গী। 'ভীম-তরবারি আলোয়াজ অশ্বাসের শয়নশায়ী।' নজরুল, ১৯২৭; 'শরমে নয়ন খোলে/শয়নশায়ী।' নজরুল, ১৯২৯।

শয়নশায়ার [স] বি শোবার ঘর। 'তৎপরে শয়নশায়ারে শয়নার্থ গমন মাত্র ... বাবুর মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

শয়নার্থ [স] ক্রিবিণ শোবার প্রয়োজনে। 'রাত্রিতে বাটার মধ্যে বাবু শয়নার্থে গমন করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

শয়নালয় [স] বি শোবার ঘর। 'শয়নালয় ... অতি পরিগাটিকপে রচিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শয়নাসন [স] বি বিছানা। 'এত শয়নাসন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শয়নী বি শয্যা। 'কল্কিত শয়নীয়ে শুয়ে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

শয়ান [স শয়ান] বি শয্যা। 'ভাষিনা সদৃশ তরু নাহিক শয়ানে।' বড়ু, ১৪৫০।

শয়ান [স] ১ বি শয্যা। 'শয়ান লাগএ শুন্যায়।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ শুয়ে আছে এমন। 'অবসর পরীয়ে উপবিষ্ট বা নির্জীব-প্রায় শয়ান হইয়া থাকি।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বিণ ময়। 'ভিমিরে কেন আত্মসুখদুঃখ শয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

শর [স শর] বি বর; ধনি। 'সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকপাশে।' বড়ু, ১৪৫০।

শর [স] বি বাণ; তির। 'করে মনসিঞ্জশর কুসুম শয়নে।' বড়ু, ১৪৫০।

শরক্ষেপ [স] বি লক্ষ্য বিদ্ধ করার জন্য ধনুকে যোজনাপূর্বক তির ছোঁড়া। 'সর্বজীবের শরক্ষেপ এ কি চমৎকার।' ভবানী, ১৮২৫।

শরজাল [স] বি তিরসমূহ। 'তার প্রতি বৃষ্টি করা হয় প্রশংসার শরজাল।' হুই, ১৯৪৭।

শর-ধনু [স] বি তির-ধনুক। 'হাথে লইয়া শর-ধনু।' মুহুন্দ, ১৬০০।

শরপথ [স] বি তিরের সীমারেখা। 'এমত জিতেন্দ্রিয় আছে যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

শরবর্ণ [স] বি তির বর্ণ। 'সোমনাথ তার মনের ধনুক ... এইবার শরবর্ণ আঁস্ত হবে।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

শরবিদ্ধ [স] বি তির দিয়ে বিদ্ধ। 'কোন ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে শরবিদ্ধ করিবে?' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

শরবেধ [স] বি তিরবিদ্ধতা। 'কেবল শরবেধই তাহার অস্ততার কারণ।' *অক্ষর*, ১৮৫০।

শরযুত [স] বি যুদ্ধে লক্ষ্যভেদ করার অস্ত্রবিশেষ। 'কামান শরযুত সাজে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শরযোজনা [স] বি তির স্থাপন। 'ধনুতে শরযোজনা করিয়া কামোদ্ভূত পুংবকের হৃদয়দেশ বিনীর্ণ করিয়া সোপানো লাফাইয়া উঠিলেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শরশ্যা [স] বি তির দ্বারা তৈরি শ্যা। 'শ্যা তেন শর শ্যা বোধ হইতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭; 'নিদার শরশ্যার তুমি শুয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

শরশ্যাশাণী [স] বি তিরের আঘাতে শ্যাশাণী। 'বিকৃত পদযন্ত্রকে শরশ্যাশাণী ভীমের মর্দাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

শরসন্ধান [স] বি নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ধনুকে তির স্থাপন। 'অমিতর কদম্বায়ার পরে যে সেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

শরতুষ্টি [স] *শরতুষ্টি* বিণ কাম দ্বারা তুষ্টি। 'শরতুষ্টি ক্রীড়ন হেন বৃষ্টি পারা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরা ক্রি তির নিক্ষেপ করা। 'বেড়ে তারে, জরজর পুঙ্খের পরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

শরানল [স] বি তিররূপ অনল। 'ঘোর শরানলে করি ভয়।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

শরাসন [স] বি ধনুক। 'দেহরুপ হইল বীরের কাঁপে শরাসন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরাহত [স] বিণ তির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। 'অচেনা পিঙ্গরে দেখি রক্তমাখা গ্রাণ শরাহত।' *করকণ*, ১৯৬৩।

শর [স] বি একজাতীয় তৃণ। 'শর নল খাকড়া ইকড়ি টান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শরকাঠি বি শর নামক নলের তৈরি কাঠি। 'জলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

শরবন [স] বি শর নামক তৃণপূর্ণ বন। 'আকুল সরসী, সারস সারসী/শরবনে পশি কাদিছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

শরট বি গিরিগিটি। 'বরমিহ তব ভীরে শরট করি ফিরে।' *ভারত*, ১৭৬০।

শরণ [স] ১ বি আশ্রয়। 'আশাপমতীএ ডোকাতে শরণ।' *বড়ু*, ১৪৫০।
২ বি রক্ষক। 'জয় জয় সর্ব জীবের শরণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

শরণ-ঠাই [স] শরণস্থান। বি রক্ষাকর্তা; আশ্রয়দাতা। 'কীর্ণের তিনি শরণ-ঠাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

শরণ লওয়া ক্রি আশ্রয় নেওয়া। 'নিদা যদি বিচারকের রায় হইত তবে সুবুদ্ধিকে উকিল-মোকাদারের শরণ লইতে হইত।' *রবীন্দ্র*,

১৯০৭।

শরণাপত্ত [স] ১ বিণ আশ্রয়প্রার্থী। 'শরণাপত্ত জনের খণ্ডাএ মনোব্যথা।' *আলাল*, ১৬৮০। ২ বিণ নির্ভরশীল। 'একায় এবং ওকার ওদের শরণাপত্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শরণাপন্ন [স] বিণ শরণপ্রাপ্ত। 'দশী রাজা অধিনীসহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে।' *রাজীব*, ১৮০৫; 'পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।' *রামমোহন*, ১৮১৭।

শরণার্থী [স] ১ বিণ আশ্রয়প্রার্থী। 'শরণার্থী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ... জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।' *বেগম*, ১৯৫১। ২ বি পূর্ব বাংলা থেকে বাওয়া উদ্ভাস। 'শরণার্থীদের সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।' *আনন্দবাজার*, ১৯৭১।

শরণ্য [স] বিণ আশ্রয়দাতা। 'তিনি সকলের গুরু, সকলের ঈশ্বর, সকলের শরণ্য ও সকলের সুহৃৎ।' *অক্ষর*, ১৮৫৪; 'নম নম, তুমি সুহৃৎজন শরণ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

শরণি [স] বি রীতি; প্রণালী। 'কারায় কারায় জাগে ভব শরণি।' *নজরুল*, ১৯৩১।

শরণ, **শরত** [স] বি ভদ্র ও আধিন মাস নিয়ে যে ঋতু। 'যখন শরতরৌদ্রে ধরিলেক ছাতি।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'শরৎকালের রাতি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরৎ-আলো [স] শরৎ-আলোকে বি শরতের আলো। 'শরৎ-আলোর কমল-বনে বাহির হয়ে বিহার করে, যে ছিল মোর মনে মনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪; 'শরৎ-আলোয় বাদল-মেঘে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শরৎকাল [স] বি ভদ্র ও আধিন মাসবাগী ঋতু। 'শরৎকালের রাতি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

শরৎকালী [স] বিণ শরৎকালের। 'কলেজে শরৎকালীন ছুটির প্রাকালে এক ...' *বেগম*, ১৯৬৬।

শরৎকিরণ [স] বি শরৎকালের আলো। 'আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে বলকিত হচ্ছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

শরৎ-নিশীথ [স] বি শরতের রাত। 'শরৎ-নিশীথের জোছন্যা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

শরৎপ্রভাত [স] বি শরৎকালের ভোর। 'শরৎকালের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শরৎপ্রাত [স] বি শরতের ভোর। 'শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

শরৎ-মধ্যাহ্ন [স] বি শরৎকালের দুপুর। 'পাখিদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ বর্ণাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

শরৎ রাতি [স] বি শরতের রাত। 'শরৎ রাত্রির সাথে এক দিন ছিল যার দিল।' *করকণ*, ১৯৬৩।

শরৎলক্ষী [স] বি লক্ষীর মতো সুন্দর শরৎকাল। 'এসো আমার শরৎলক্ষী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শরত *দ্র* শরৎ

শরত [আ শরত] বি শর্ত। 'শরত করন।' *ওর্দা*, ১৭৮৫।

শরৎ [স শরৎ] বি ভদ্র ও আধিন মাস নিয়ে গঠিত ঋতু। 'শরৎের কুঞ্জ কুটি সেই মরা স্থান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শরদ [স শরৎ/শরৎ]-বি শরৎ। 'শরদ সুখার মজন শতদল খনন বদন বিকাশ।' *গোবিন্দ*, ১৬০০।

শরদ-ইন্দু

শরদ-ইন্দু [স] বি শরৎকালের ঠান্দ। 'অথর বিবৃক বন্ধু বদন শরদ-ইন্দু।' মুকুল, ১৬০০।

শরদিশু [স] বি শরৎকালের ঠান্দ। 'চকোর পরিপূর্ণ শরদিশু সুখাগনে -।' তত, ১৮৫৫।

শরদিশুনিভাননা [স] বি স্ত্রী শরতের চাঁদের মতো মুখ যার। 'শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা - শরদিশুনিভাননা - বৈজয়ন্ত ধামে।' মাইকেল, ১৮৬১।

শরবত, শরবৎ [আ] বি মিষ্ট পানীয়। 'আনারসের শরবত অনিয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'গ্রীষ্মে খোলের শরবত অতি উপাদেয়।' শিবরাম, ১৯৪০।

শর্বত, শর্বৎ [আ] বি মিষ্ট বাসের পানীয়বিশেষ। 'শর্বতের পেয়ালা হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'সুইয়াত হোখার জুগিয়ে বেড়ার বরফী শর্বৎ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

শরবরাহ [ফা] সরবরাহ বি জোগাড়। 'আমি মাগতজারির শরবরাহতে মারা পড়ি।' হালহেত, ১৭৭৮।

শরভ [স] ১ বি মুগবিশেষ। 'শরভ কলত হয় গবর হরিণ।' মুকুল, ১৬০০। ২ বি আট পা-বিশিষ্ট কলিত প্রাণী। 'শূন্য পথে শরভ উঠিলা তখন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

শরম [ফা] বি লজ্জা। 'শরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

শরম-অরুণ [ফা] শরম+স অরুণ বি লজ্জারাজ। 'মরমের আলো করুণো হুটিবে, শরম-অরুণ রাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শরম-কীর্ণা [ফা] শরম+স কীর্ণা বি স্ত্রী লজ্জাহীনা। 'বদলে গেছে বাবার রীতি বাগ যে বিরান আল, নমু-সেহ শরম-কীর্ণা, নাইকে পাবার লাজ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৮।

শরমজড়িত [ফা] শরম+স জড়িত বি লজ্জা-মাথা। 'শরমজড়িত রক্তাণ্টুক চির-নবীন করে দিয়ে যার।' নজরুল, ১৯২৭।

শরম-নতা [ফা] শরম+স নতা বি স্ত্রী লজ্জার অবনত। 'পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ওই শরম-নতা।' নজরুল, ১৯২৫।

শরম-নমিত [ফা] শরম+স নমিত বি লজ্জার নত। 'শরম-নমিত নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শরম-ভরম বি লাজ-লজ্জা। 'আজ কাঁপে আমার সকল শরম-ভরম।' নজরুল, ১৯২৩।

শরমময়ী [ফা] শরম+স ময়ী বি স্ত্রী লজ্জাবতী নারী। 'শরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভায়ে আমরা তো তনাব না প্রাণের বেদন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

শরম-রঞ্জন বি লজ্জার রাজানো। 'তোমাদের এ পূর্বপ্রাণের শরম-রঞ্জন ভাবটুকু উপভোগ করতাম।' নজরুল, ১৯২৭।

শরম-রঞ্জিত [ফা] শরম+স রঞ্জিত বি লজ্জার রাজানো। 'শ্রেয়সীর শরম-রঞ্জিত চুবনের মতো।' নজরুল, ১৯২৬।

শরমযাত্রা বি লজ্জার যাত্রা। 'শরমযাত্রা গালে/ জাণিল কুমারী উবা।' নজরুল, ১৯২৯।

শরম-সোল [ফা] শরম+স সোল বি শরমে বিহ্বল। 'সোলায় সোল শরম-সোল।' নজরুল, ১৯২৩।

শরম-হারা [ফা] শরম+স হারা বি লাজ-লজ্জা। 'হতভাগাদের শরম-হারা বলিয়া কোন জিনিস নাই।' মনসুর, ১৯৫০।

শরমিন্দা ১ বি লাজুক। ওসী, ১৭৮৫। ২ বি লজ্জিত। 'নিভাত শরমিন্দা হইলাম।' মনসুর, ১৯৩৫।

শরমিশি [ফা] শরম বি লজ্জা; লজ্জাশীলতা। ওসী, ১৭৮৫।

শরমে জড়িত বি লজ্জার জড়িয়ে আসা। 'শরমে জড়িত চরণে কেমেনে চলব পথের মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শরমেন্দা বি লজ্জা। 'বহুত শরমেন্দা দিল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শরমে মরা ক্রি লজ্জার সংকুচিত হওয়া। 'শরমে মরিয়া বলিতে নাবিনু হার।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শরমে-মাথা বি লজ্জা। 'পায় না চাঁদ দেখিতে মোর শরমে-মাথা মুশানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শরমে লাল হওয়া ক্রি অতিশয় লজ্জা পানো। 'এতক্ষণ বোঝহর শরমে লাল হয়ে উঠেছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

শরলা বি কলা গায়ের বালক বা খোলা। 'কলার পরলোতে শরন অতি ক্ষীণ কায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শরশর [ফা] বি শুকনা লতাগাড়া ইত্যাদিতে বাতাস লাগলে যে শব্দ সৃষ্টি হয়। 'লতা বৃন্দসি সঙ্গে আলিঙ্গনে শরশর শব্দ করত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

শরা [আ] বি শরিত। 'শরানুসারে শিক্ষা করার আচ্ছাদ দেওয়া শিরাজি।' দর্পণ, ১৮২৯।

শরানুযায়ী [আ] শরা+স অনুযায়ী ক্রিবি ইসলামি বিধান অনুসারে। 'শরানুযায়ী কি কেনা আমার বিয়া হতে পারে।' মনসুর, ১৯৫৫।

শরাশরীয়ত [আ] বি ইসলামের বিধি-বিধান। 'মানুষের সুখ-সুবিধারই জন্য শরাশরীয়ত।' ইমদাদুল, ১৯২০।

শরা [স] শরাব বি সরা; মাটির পাত্রের ঢাকনি। 'একবিশু পেটে গেলে ধরা দেখি শরা।' তত, ১৮৫৮।

শরা গ্র শর

শরাই [ফা] সরায়া ১ বি বাহুশালা। মাসেল, ১৭৪০। ২ বি আবাসিক হাট্টেল; অর্থের বিনিময়ে থাকার ঘরবিশেষ। 'রামমোহন রায় শিববল্লভ নগর হইতে লজ্জ নগরে গমন করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

শরাঙ্কত [আ] বি আভিজাত্য। 'শরাঙ্কতের দাবী দাওয়াত খুব বেশী।' এসলাম, ১৯১৯।

শরাশক্তি বি বসেদগানা। 'শরাশক্তির মানদন্ত নির্ভর করে নায়ীর ঐ বন্দী জীবনের কঠোরতার উপরেই।' বেগম, ১৯৪৯।

শরাব [আ] বি মদ। 'শরাব শিকার খেলা নিদ্রা সেরে তোর।' আলগল, ১৬৮০।

শরাবখানা [আ] শরাব+ফা খানা বি মদের সোডান। 'উপচে পড়ে শরাবখানার তোরাব-খারের পথের দুয়ার।' নজরুল, ১৯৩০।

শরাবখোর [আ] শরাব+ফা খোর বি মদ্যপানী; মদ্যপ। 'ফুয়ার ফিরিয়ো না মুখ দেখে শরাবখোর গৌয়ার।' নজরুল, ১৯৫৯।

শরাবন শুকরা [আ] বি ইসলামি ধর্মমতে বেহেশতের পানীয়। 'শরাবন তছরায় দিলেক আমারে।' গরীব, ১৭৬৫।

শরাবশালা [আ] শরাব+স শালা বি বার; পানশালা। 'শরাবশালায় নাবু একে একে জীবন, ১৯২৭।

শরাবসুখা [আ] শরাব+স সুখা বি মদ্যগ্রহ অমৃত। 'শরাবসুখার সাকি

জানে উৎস তাহার।' নজরুল, ১৯৩০।

শরাবী বি মাতাল। 'আমি যেন শরাবীর বেহীনতে মশগুল।'
মুহুরত, ১৯৪৯।

শরাব' [স] বি মাটির সরা। 'শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে খলিত হইয়া ভয়
হয়।' অক্ষর, ১৮৫০। দ্র শরাব

শরিক, শরীক [আ] ১ বি ভাগীদার। 'সম্পত্তি-অধিকারী মোকদ্দমা
ব্যতীত শরিককে ভাগ দিতে চাহেন না।' রঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ
সমবেত। 'তাহার বাড়ীর জেদাফতে ... শরীক হইবে না।' এসলাম,
১৯১৯।

শরিকদার, শরীকদার [আ শরিক+ফা দার] বি অংশীদার।
'শরিকদার নিজ অংশের কর দিয়া দিলেও তাহার নিজাংশ মুক্ত হয়
না।' জামায়াত, ১৯৩৯; 'দর্শনকার আর শরীকদার-রূপেই জীবনকে
মেলাতে হয়, তবেই জীবনের শতলাফ ফোটে।' শওকত, ১৯৬২।

শরিকানি ১ বি অংশীদারিত্ব। 'অতন পয়ে গেলে শরিকানি বুকে
নেব।' শ্যামল, ১৯৬৭। ২ বিণ একত্রিক মালিকের বড়-বিশিষ্ট।
'সব জমিই শরিকানি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

শরিকি, শরিকী [আ শরিক+] ১ বি অংশীদারিত্ব। 'ইউরোপে শরিকি
করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিণ
একাধিক ব্যক্তির মালিকানাবিশিষ্ট। 'শরিকী মহলের বাকি খাজনার
ভিত্তির বেলায়ই জমিদার-কর্ত্তাচরণের এই সমস্ত তাকব লীলা ...'
জামায়াত, ১৯৩৯।

শরিক, শরীক [আ] ১ বিণ সম্মত; অভিজাত। 'শরিক সন্তানেরা এবং
তাহারদের খেদমৎগারগণ উর্দু বলেন।' ইমান, ১৯০০। ২ বিণ
পরিবার। 'অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান শরীফের পবিত্র বৈশী
কিনা।' রোকেয়া, ১৯০৪। ৩ বিণ ভদ্র। 'মহম্মদর মুহূর্ত্তে কতো
শরীক আদমী আছে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

শরীকজাদী [আ শরীক+ফা জাদী] বি অভিজাত পরিবারের কন্যা।
'শরীকজাদীর বিয়ের জন্যে আবার এত ভাবনা কেন?' ইমদাদুল,
১৯২০।

শরিয়ত, শরীয়ত [আ] বি ইসলামের বিধান। 'শরিয়ত গৃহ চারি গুণ
চারি ভিত।' আলফল, ১৬৮০; 'শরিয়ত আমাদিগকে পক্ষীর সহিত
...।' রোকেয়া, ১৯২৪।

শরিয়ত করা ক্রি প্রামাণিক করা। 'শরিয়ত করিতে।' মানোএল,
১৭৪৩।

শরিয়তবিরোধী [আ শরিয়ত+স বিরোধী] বিণ ইসলামি বিধানের
পরিপন্থী। 'বোরখা উঠাইয়া মুখ দেখা শরিয়তবিরোধী ও বেআইনি।'
মনসুর, ১৯৪৫।

শরিয়ত-সম্বন্ধ [আ শরিয়ত+স সম্বন্ধ] বিণ ইসলামি বিধি
মোতাবেক। 'শরিয়ত-সম্বন্ধ পক্ষ।' শওগাত, ১৯২৯।

শরিয়তসম্মত, শরীয়তসম্মত [আ শরিয়ত+স সম্মত] বিণ ইসলামি
বিধানের সঙ্গে সম্মতিপূর্ণ। 'শরিয়তসম্মত পক্ষীর নামে বর্তমানের
প্রচলিত অবরোধ প্রথা।' বেগম, ১৯৪৮; 'বিধবাবিবাহ শরীয়তসম্মত
হলেও সমাজে অপ্রচলিত ছিল।' আলিস, ১৯৪৪।

শরিয়তী [আ শরিয়ত+] বিণ শরিয়ত অনুসারে চলে এমন। 'তিনিই
গ্রামের সরদার বা শরিয়তী শাসক।' মনসুর, ১৯৩৫।

শরীয়তপন্থী [আ শরিয়ত+বি পন্থী] বি শরিয়তের বিধান কঠিনভাবে
অনুসরণকারী। 'শরীয়তপন্থীরা সুন্নিদের ধর্মহীন প্রচারের জন্য

তাঁদের উপর বৃদ্ধহস্ত হতেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শরীয়তবাদী [আ শরিয়ত+স বাদী] বি শরিয়তের অনুসারী
'কবিগণও শরীয়তবাদীদের বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি।' মাহেনও
১৯৪৯।

শরীয়তের শোকা বাছা - সর্বক্ষেত্রে শরিয়তের দোহাই দেওয়া
'আপনারা শরীয়তের শোকা বেছে মহাক্ষম, গায়ের মহাক্ষমের বিচার
করতে বসবেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

শরিয়েতনামা [আ শরিয়ত+ফা নামাহ] বি ইসলামের বিধান। ওর্ড
১৭৮৫।

শরিফা [স সর্বণ] বি সরিফা; শর্ঘে। 'শরিফা পড়িলেও তল নাহি হয়
বৃন্দা, ১৫৮০। দ্র সরিফা

শরিসা বি সরিহা। 'সূচী জালানিকাট তামাকু বিলাতি শরিসা
কাদসে, ১৭৮৪।

শরীর [স] ১ বি দেহ। 'নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।' বড়
১৪৫০। ২ বি শাস্তা। 'আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং আমা
সাবেক উইল পরিবর্তন করা আবশ্যিক ...।' বক্রিম, ১৮৮৭।

শরির [স শরীর] বি দেহ। ওর্ডা, ১৭৮২।

শরীরকান্তি [স] বি শরীরের লাভ্য। 'তোমার সকল শরীরকান্তি
বড়, ১৪৫০।

শরীরগত [স] বিণ শারীরিক। 'বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মে
সহিত উক্ত খেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।' রবী
১৮৯১।

শরীরগতিক [স] বি দেহের অবস্থা। 'কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমা
কৃপা বোধ হচ্ছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শরীরমুখি [স] বি দেহের অঙ্গিক। 'সমস্ত শরীরমুখি যেন শিথি
হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শরীর চর্চা [স] বি ব্যায়াম। 'নারী ও পুরুষের সমভাবে শরীর চর্চা
প্রস্তাব।' বেগম, ১৯৪৮।

শরীর-চালনা [স] বি ব্যায়াম। 'শরীর-চালনায় যে কিরূপ দূর্ব
স্বভাব উৎপত্তি হয় ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শরীরতত্ত্ব [স] বি শরীরের গঠন-সংক্রান্ত বিদ্যা। 'শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে
যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকজগতীর মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শরীরতত্ত্ববিদ [স] বি মানব শরীর বিষয়ে অভিজ্ঞ। 'শরীরতত্ত্ববিদে-
বলেন যে, শাস্ত্রের সামান্যিক ...।' বক্রিম, ১৮৮৭।

শরীরতত্ত্ব [স] বি জীবনশৃঙ্খলা। 'জনসাধারণ নিজেদের জীবনে
এইরূপ শরীরতত্ত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শরীরধর্ম [স] বি দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। 'সভ্য তো বটে, শরীরধ
শোণিত আজ।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

শরীরধারিণী [স] বিণ স্ত্রী দেহধারী। 'রক্ত-মাংসের শরীরধারিণি
সভ্যকার মানবী?' নজরুল, ১৯২৭।

শরীর ধারী [স] বিণ দেহধারী। 'শরীর ধারী হইলে সকালি থাকে
আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

শরীর নারী [স] বিণ শরীর ধংসকারী। 'কামাতুর, কুবোণি
অবিচারী, হিসেক, অগ্যান, গৃহজ্ঞা বীরের শরীর নারী।' আন্তোনিয়ো
১৭৪৩।

শরীর-নিয়ন্ত [স] বিশ শরীর থেকে নির্গত। 'বকীর শরীর-নিয়ন্ত তৃনাদান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শরীরপাত [স] বি দেহকম। 'এই শরীরপাতের পর জীবের আর দেহান্তর নাই।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

শরীরপাতন [স] বি শরীর ধ্বংস করা। 'মস্তকের সাধন কিংবা শরীরপাতন।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

শরীরমন [স] বি দেহমন। 'এই দৃশ্যটা ওর শরীরমনকে আরো অসুস্থ করে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শরীরময় [স] ক্রিবি শরীরজুড়ে। 'আন্তর্নশিখা কি মস্তুরে খেলছে শরীরময়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

শরীরযন্ত্র [স] বি দেহযন্ত্র। 'মানুষের শরীরযন্ত্রের হিসেবের খাতার ...।' অবন, ১৯২৫।

শরীররক্ষক [স] বি দেহরক্ষী; ব্যক্তিগত গ্রহরী। 'উচ্চপদবীর্ষ ব্যক্তিবর্গের শরীররক্ষকদের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

শরীররক্ষী [স] বিশ দেহরক্ষী। 'নেতৃত্বের শরীররক্ষী সৈন্যেরই সংখ্যা খ্রিশ হাজার।' সংসার, ১৮৯৮।

শরীরসঙ্গহারা [স] শরীরসঙ্গ+হারা। বিশ শারীরিক সংস্পর্শহীন। 'এমন আপনমুখ চল নামে, তার পাশে/ এমন শরীরসঙ্গহারা।' শঙ্খ, ১৯৭৩।

শরীরসম্মলক [স] বিশ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্ত সম্মলিত করে এমন। 'বাল্যকালে দৌড়াদৌড়ি, লাফলাফি ইত্যাদি শরীরসম্মলক ক্রিয়াতে রক্ত ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

শরীরসর্বশ [স] বিশ দেহ একমাত্র অবলম্বন এমন। 'শরীরসর্বশ হয়ে এসেছি বপনহীন নিশা।' শঙ্খ, ১৯৭১।

শরীরসীমান্ত [স] বি শরীরের সীমানা। 'শরীরসীমান্ত বার-বার ভ্রম হয় না আর উপগ্রহী বাসনার বর্বর জোয়ারে।' বৃদ্ধ, ১৯৪৩।

শরীরস্থ [স] বিশ শরীরের অভ্যন্তরস্থ। 'বিষম বিষ অবিরতই শরীরস্থ করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শরীরহীন [স] বিশ অশরীরী। 'রাস্তায় এলুম আর গীত নেই, নিখাস শরীরহীন, দ্রুত।' সুনীল, ১৯৬৬।

শরীর্যাংশ [স] বি প্রত্যঙ্গ। 'তাহার শরীর হইতে শরীর্যাংশ বহুপরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটা সমখর্জিত ব্রাক্ষণ্যবী পরিভূত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শরীরান্তর [স] বি অন্য শরীর লাভ। 'আজ্ঞার শরীরান্তর প্রাপ্তি মিথ্যা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

শরীরার্ধ, শরীরার্ধ [স] বি অর্ধাংশী। 'তর্ক্যা ঋমির শরীরার্ধ হয় ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

শরীরী [স] ১ বিশ দেহধারী। 'তবে কি তিনি শরীরী হইলে শরীরী ভাব জন্মে না?' আন্তোনিয়ো, ১৯৪৩। ২ বিশ দেহবিশিষ্ট; দীর্ঘ। 'অয়ি মনসিজো, কোথা তুমি কোথা আজ এই ফুল শরীরী নিশীথে।' সূর্যকান্ত, ১৯৩৩।

শরীল [স] শরীর বি শরীর। 'জীবের জীবন মোর শরীলের দোয়ার।' বাহরায়, ১৯৫০।

শর্করা [স] ১ বি চিনি। 'বিবিধ সন্দেশ ঝায় শর্করা মিশ্রিত।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিশ কাকরমুখ। 'কোন ভূমি শর্করা কি বাসুকামরী, কঠিন

কি পঙ্কিল ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শর্করাখাট [স] বিশ শর্করা জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরি। 'শর্করাখাট মিশ্রণ অবিক্রম হওয়াতে অতিদুর্দশা ঘটিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৮।

শর্করোত্তর [স] বিশ শর্করা থেকে উৎপন্ন। 'সনাতন ধর্মাবলম্বিরা শর্করোত্তর দ্রব্যভোগী হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

শর্জা [স] শয্যা বি শয্যা। মানোএল, ১৭৪০।

শর্ট [স] ১ বি খাটো ট্রাউজার; হাফপ্যাট। 'একজন যুবক - শর্ট-পরা, গায়ে রেশমের বিশিতি জামা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বি খাটুটি। 'অমনিতেই আমার ডিপার্টমেন্টে একজন লোক শর্ট আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

শর্টকাট [স] বিশ সর্ভক্ষত। 'শর্টকাট পষ বড়ই দুর্দম; কোথাও উচ্চ প্রস্তর, কোথাও গর্ত, কোথাও এমন ঢালু যে পা রাখা যায় না।' রোকেয়া, ১৯২২।

শর্টসাইট [স] বি দ্রুত দৃষ্টিশক্তি। 'ওদের প্রত্যেকেরই শর্ট-সাইট।' নজরুল, ১৯২৭।

শর্টহ্যাণ্ড [স] বি সীটলিপি; দ্রুত লিখন রীতি। 'আমি শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি।' রোকেয়া, ১৯২২।

শর্ট [স] অর্থ ১ বি অসীকার। 'শর্ত মানা।' ওর্সা, ১৭৮৫; 'অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য ...।' শরৎ, ১৯১৭। ২ বি চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী। 'স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সর্বত্র আলোচনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শর্তা [স] সরোতা বি সুপারি কাটার যন্ত্র; জাঁতি। 'সুপারি কাটার শর্তার আওয়াজ।' মনসুর, ১৯৫৩।

শর্তি [স] বি লটারি। ওর্সা, ১৭৮৫। ২ ব্র সন্নতি

শর্দাই [স] সর্দী বি শীতভাব। মানোএল, ১৭৪৩।

শর্বরী, শর্বরী [স] বি রামি। 'কহিতে কহিতে দেবী শর্বরী সুন্দরী কান্দিয়া তারাকুল্লা ব্যাকুল্লা হইলা।' মাইকেল, ১৮৩০; 'শ্রদ্ধাশয়ের নিকট দিবস শর্বরী নানা বিষয়ে প্রণীড়িত হইয়া গৃহকর্ম নির্বাহ করে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

শর্বনানী, শর্বনানী [স] সর্বনানী। বি ক্রী সর্বনাম বা সমুহ ক্রতি করে যে। 'শর্বনানীকে কেন বা উদরে ধরেছিলাম।' উৎসর্গ, ১৮৫৭।

শর্ম [স] শরমা বি লজ্জা। 'হায় হায় করেন কহেন নাড়ি শর্ম।' মানিকরায়, ১৭৮১।

শর্মবান [স] শরম+স বান। বিশ লজ্জিত। 'তনিয়া পায়ের হৈল শর্মবান চিত্ত।' মানিকরায়, ১৭৮১।

শর্মমান [স] শরম+স মান। বিশ লজ্জিত। 'সূরমাথে শর্ম বসে শর্মমান চিত্ত।' মানিকরায়, ১৭৮১।

শর্মা, শর্মী [স] বি ব্রাহ্মণের পদবি। 'ক্ষেত্রপাল শর্মা।' জ্ঞানদেবক, ১৮৩৮; 'রমনাথ শর্মা।' সের্ঘি, ১৮৪০।

শর্ষণ [স] সর্ষণ বি সরিষা; সরষে। 'পৌষ মাসের উষাকালে তত্ত্ব দুর্ভাদল ও শর্ষণ-পুশ ...।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

শর্বে [স] সর্ষণ বি সরিষা। 'শর্বের ক্ষেতে বিকশিত শর্বে ফুল একেবারে মেনে আনন করে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শলভ [স] বি পদ্মপাল। 'তবে কি ... শস্যসূর্য কেহে শলভপতন হয়?' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

শলমা [স] সলমা বি সোনা বা হুটিনা। 'শলমা-চুমকির পোশাক-পরা

রাজা-রানী-সখীর দল।' অতিথ্য, ১৯৫০।

শলা [স শলাকা] ১ বি চক্রেব অক্ষ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি চিকন কাঠি। 'শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০; 'ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাচার লোহার শলাওতো পবিত্র।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭। ৩ বি তির। 'নৈমিত্তিক সব্যসাচীর শলাতে অঙ্গপত হয় তত্তির জঞ্জাল।' *সুগীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৪ বি তাঁতের কাঠি। 'রহিল তোমার শলা।' *জসীম*, ১৯৬০।

শলাফোঁড়া [স শলাকা বিদ্ধ করা। 'আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

শলা [আ শলাহ] ১ বি যুক্তি। 'দুই বিটাতে শলা দিয়ে আজ বিবির লাচ করবে, আর আপনার কন্যাকে সেই মজলিসে নিয়ে যাবে।' *গিরিশ*, ১৮৮৬। ২ বি কুপারমর্শ। 'আমার শলা শোন, বানিক তোর সতীনের বুক চাপড়ান দেখ।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শলাপরামর্শ [আ শলাহ+স পরামর্শ] বি উপদেশ; আলাপ-আলোচনা। 'একটি শলাপরামর্শ করার ভণিক সে দেখতে পেলে।' *তারা*, ১৯৪৬।

শলাকা বি সিক। 'দাওয়ায় ভিবির আলোতে কুবেব একটা কোঁটার লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল।' *মানিক*, ১৯৩৬।

শলামত [আ সালামত] বি নিরাপত্তা। 'গরিব নেওয়াজ শলামত।' *হালহেত*, ১৭৭৮।

শলি, শলী [স শলা>] বি ধানের মাগবিশেষ; বিশ ধামার সমপরিমাণ। 'সেড় শলি ধান্য লইলে গুণালি ঋণদাতাকে নয় শলি প্রদান করিতে হয় ...' *প্রভাকর*, ১৮৫১; 'সুদ-বরুণ কেহ শলী প্রতি পাঁচ কেহ বা আট পাশী করিয়া ধান্য লন।' *সোমভকরণ*, ১৮৬৮।

শলিল [স সলিল] বি জল। 'কাগী দহিল আক্ষে শলিল, যোগিল।' *বড়*, ১৪৫০। *দ্র শলিল*

শলী *দ্র শলি*

শলুপ [স শলুপ] বি কুপা। 'একটি পাল-গুয়ালা ছোটো জাহাজ। ওসী, ১৭৮৫। *দ্র শলুপ*

শলুপ বি শাকবিশেষ। 'তাতে আবার শলুপ মাথা।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

শঙ্ক [স বি মাহের আঁশ। 'ঐ ছালের উপর মৃণ চিত্রণ শঙ্ক অর্থাৎ আইস আছে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১।

শল্য [স ১ বি শেল। 'কায়াররাজের হৃদয়ে শল্যাক্স প্রহার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫। ২ বি তির। 'কত সিঁহর কঠোর দরশে ঘরঘে মর্মযাকারে শল্য বরষে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬।

শল্যাপাত [স বি অস্ত্রোপচার। 'ডোলাও এ আত্মরূপ পাতালপ্রোথিত শল্যাপাত।' *শঙ্ক*, ১৯৭১।

শল্যায়াজ [স] *বিশ* অস্ত্রোপচারে বিশেষভাবে দক্ষ। 'তখন হাতের নাপালেবর বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারক্রেত্ব বিরাজ করছেন।' *মুক্ততবা*, ১৯৬৬।

শল্যাক্স [স] বি পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ; শেল। 'কায়াররাজের হৃদয়ে শল্যাক্স প্রহার করিলেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮১৫।

শল্যকী [স] ১ বি শজার। 'শল্যকীর মাংসে তায় সংযোগ সাধারণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ বি বাবলাগাছ। 'স্বহৃতে শল্যকীর পল্লবময়ভাষা কোজন করাইয়া ...' *রত্নিম*, ১৮৮৭।

শল [স] বি খরগোশ। 'মানসের শল প্রায় গতি।' *ওগ*, ১৮৫৮।

শশক [স] বি খরগোশ। 'কর্ম গতা শশক সৈলক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শশকগ্রাণ [স] *বিশ* ভীতগ্রাণ। 'কাপুরুষ শশকগ্রাণ হলেও রক্ত মাঝে মাঝে দুর্দম মদের মতো।' *হাসান*, ১৯৬৩।

শশকশিত [স] বি খরগোশের বাচ্চা। 'শশকশিতের অনুসরণপূর্বক তাহাকে ধরিয়া পালের কাছে রাখিয়া ...' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

শশবিষাণ [স] বি খরগোশের শিং। 'পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ব্যায় অসম্ভব।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

শশবৃষ্টি [স] বি খরগোশের বৈশিষ্ট্য। 'পলায়ন শশবৃষ্টি।' *সুগীন্দ্র*, ১৯৩৯।

শশবৃত্ত [স] ১ *বিশ* (খরগোশের মতো) খুব ব্যস্ত। 'শশবৃত্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ২ *বিশ* উটহু; সন্তস্ত। 'প্রজাদিগকে সর্বদাই শশবৃত্ত থাকিতে হইত।' *ভারত সংস্কারক*, ১৮৭৩।

শশারা [স শশ>] বি খরগোশ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শশার [স শশ>] বি খরগোশ। 'অবিরোধে থাক দুঁহে শশার কটাস।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

শশগর *ক্রি* *বিশ* আসমুদ্র। 'শশগর পৃথিবী শালিসা দিবা তোকে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

শশধর [স] বি চাঁদ। 'বদন সংপূন শশধরে।' *বড়*, ১৪৫০।

শশধরভাতি [স] বি চাঁদের আলো। 'হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতি/ শশধরভাতি চুরি করিল।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শশা [স শস্য>] বি এক রকমের সবজি; শস্য। 'শীলায় জুড়িল পেট শশা যে বাইল।' *কঙ্করাম*, ১৭২০। *দ্র শশা*

শশাঙ্ক [স] বি চাঁদ। 'আকাশে সজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্ককলা [স] বি চন্দ্রকলা। 'মেঘমুক্ত সহস্রা শশাঙ্ককলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৩৭।

শশাঙ্কবদন [স] বি চাঁদের মতো মুখ। 'জলধরাবৃত্ত তব শশাঙ্কবদন?' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শশাঙ্কবাহিনী [স] বি চাঁদ ও তারকারাজি। 'আকাশে সজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্কর [স শশাঙ্ক] বি চাঁদ। 'বনপাশে উদ ভেল বন শশাঙ্কর।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

শশাঙ্কশেখর [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'নম নম শশাঙ্কশেখর।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

শশান [স শশান] বি শশান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

শশী [স] বি চাঁদ। 'শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।' *আলাওল*, ১৬৮০।

শশি [স শশী] বি চাঁদ। 'আনত কপাল তার আধ শশি জিনী।' *বড়*, ১৪৫০।

শশিকলা [স] বি চন্দ্রকলা। 'লগাটে তিলক যেহু নব শশিকলা।' *বড়*, ১৪৫০।

শশিবিধ [স] বি নবের গোড়ার সাদা অংশ; নবচন্দ্র। 'শশিবিধ অঙ্গুলে অহরী ছাবমন।' *রুপরাম*, ১৭৫০।

শশিমুখ [স] বি চাঁদমুখ। 'সেই শশিমুখ, তব সম দুখ/ মনের অসুখ করুক নাশ।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

শশিমুখি [স শশীমুখী] বিণ চাঁদমুখী; চাঁদের মতো মুখবিশিষ্ট। 'দেখ দেখি শশিমুখি শশি দীপ্তিহীন।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

শশিমুখী [স] বি চাঁদের মতো মুখ যার। 'আক্ষার বচন তোমকে তন শশিমুখী।' বড়ু, ১৪৫০।

শশিশেখরা [স] বিণ (হিন্দুপুরাণ) শিবে চতু্রা আছে এমন। 'শিব সে শশিশেখরা শিবে শিব-সীমন্তিনী।' গিরিশ, ১৮৮৩।

শশী-ধালা বি চন্দ্ররূপ ধালা। 'জ্যোত্স্না-আশিস বরে উছলিয়া শশী-ধালা।' নজরুল, ১৯৩৩।

শশীরেখা [স] বি চাঁদের আলো। 'মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা শয্যাশ্রেষ্ঠে লীনতনু কীণ শশীরেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শশীলোখা [স] বি চন্দ্রকলা। 'গান করি দিলে কত আনন্দের সূত্রী শশীলোখা।' জীবন, ১৯৩০।

শশোঁধর [স শশধর] বি শশধর; চাঁদ। 'ভুবন বিজই বর জেন শশোঁধর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শশোদর [স শশধর] বি চাঁদ। 'শশোদর মধ্যে যেন রবির প্রকাশ।' সুলতান, ১৭০০।

শশ্ঠাকুরাণী [স শশ্ঠা] বি শাওড়ি। 'শশ্ঠাকুরাণীদিগের গুণাঙ্কনের সমালোচনা ...।' দীপিকা, ১৮৮৭।

শশ্প, শশ্প [স] বি কচি ঘাস। 'শ্যামশশ্প শ্রোতবিনীতীরে তারি সনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'নীল শশ্পে শিশিরের দলে।' জীবন, ১৯২৭।

শশ্পতট [স] বি কচি ঘাস জন্মেছে এমন স্থান। 'বালাট তার দুই পরিষ্কার সবুজ শশ্পতটের মাফখান দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শশ্পাশয়া [স] বি কচি ঘাসের বিছানা। 'সুভা ... নদীতটে শশ্পাশয়ায় গুটাইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শশ্পা [স] বি কচি ঘাস। 'তাহার তলদেশে নিরন্তর হরিৎ শশ্পাশয়িত আভূত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শয্য [স শস্য] বি শস্য। 'শয্য ধরে ছয় মাস।' বিজয়, ১৬৫০।

শশপেণ্ড [স] বিণ বহিষ্কৃত। 'জন্ম সাহেব শশপেণ্ড হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শস্য [স শস্য] বি সবজি হিসেবে ব্যবহৃত ও কাঁচা বাগয়ার ফলবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫; 'কোকেশ্বর - শস্য।' রাজ, ১৮৭৪।

শস্যাক্ষেত বি শস্যর বাগান। 'শস্যাক্ষেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শস্যালতা বি শস্যাপাছের লতা। 'শস্যালতাটিকে ছেড়ে গেছে মোমাছি।' জীবন, ১৯৩২।

শশিমুখি [স শশীমুখী] বি চাঁদের মতো মনোহর মুখ যে নারীর। 'চারুমতি শশিমুখি দেয় আলিঙ্গন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শস্তা [স শস্তা] ১ বিণ কম দামি। 'জিনিস অতি শস্তা ...।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বিণ সহজ। 'ঢের হ্যাঙ্গার আছে, গবর্নমেন্টকে পাকড়ানো অত শস্তা নয়।' জীবন, ১৯৩১।

শস্তা কীদা বি অকারণ কান্না করা। 'হিঁচ কীদুনে মিচকে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেঁদে।' সুকুমার, ১৯২০।

শস্তায় ক্রিবিণ কম ব্যয়ে। 'মাটির নীচের কলের পাড়ী করিয়া গেলে, অনেক শীত্রে ও শস্তায় যাওয়া যায়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

শস্ত্র [স] বি অস্ত্র। 'অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সলে/ চৈতন্যকুক্ষের

সৈন্য অস্ত্র-উপাঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শস্ত্রকর [স] বি অস্ত্রধারী। 'নাগিনী-দর্শনা রণরসিনী শস্ত্রকর।' নজরুল, ১৯২৮।

শস্ত্রধারী [স] বি অস্ত্রধারী; যোদ্ধা। 'কোথা সে শস্ত্রধারী?' ফররুখ, ১৯৪৬।

শস্ত্রপানি [স] বি অস্ত্রধারী। 'বড়গ হরে বলে তব করে, শস্ত্রপানি।' নজরুল, ১৯২৮।

শস্ত্রবিদ্যা [স] বি অস্ত্র-চালনা বিষয়ক বিদ্যা। 'কীমুতবাহন 'সত্যবাহন', ... সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শস্ত্রসজ্জিত [স] বিণ অস্ত্রসজ্জিত; সশস্ত্র। 'কখনো শস্ত্রসজ্জিত নিষ্ঠুর ডাকাতের মূর্তিতে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

শস্ত্রাঘাত [স] বি শস্ত্র দিয়ে আঘাত। 'শস্ত্রাঘাতদিগে ধারা রাক্ষস আদায় করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

শস্প দ্র শস্প

শস্পাতার ব্রত বি হিন্দু আচার) ব্রতবিশেষ। 'বর্মান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্পাতার ব্রত বা ভাঙো ...।' অবন, ১৯১৯।

শস্য [স] ১ বি ফসল। 'নানা শস্য দেখিআ চৌদিশে জায় ছেলি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ফসলের সার অংশ; শীস। 'নারিকেলের চারটি সাম্মী - জল-শস্য, মাশা আর ছোবড়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

শস্য-উৎসব [স] বি বীজ বপনের লোকজ উৎসববিশেষ। 'মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে।' অবন, ১৯১৯।

শস্যক্ষেত [স] বি শস্যদানা। 'শস্যক্ষেতটিকে মূবের মধ্যে গুছিয়ে-গুছিয়ে জুত করে নেওয়া হয় -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শস্যকাটা বি ফসলকাটা। 'শস্যকাটা শেষ, স্থানে স্থানে লাঙ্গল দেয়া হয়েছে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শস্যকুল [স] বি শস্যাদি। 'সাহেবেরা প্রবল প্রতাপে শস্যকুল নির্মূল করিয়া তাহাতে নীলের বীজ বপন করে।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

শস্যক্ষেত [স শস্ত্রক্ষেত্র] বি ফসলের ক্ষেত। 'শস্যক্ষেত আশ্লিছে চাষি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শস্যক্ষেত্র [স] বি ফসলের ক্ষেত। 'শস্যক্ষেত্র সকল একেবারে আবৃত করিয়া ফেলে।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শস্যক্ষেত [স শস্ত্রক্ষেত্র] বি ফসলের ক্ষেত। 'চরণ ফেলিতে চরণ চলে না শস্য-ক্ষেতের মানা।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

শস্যচিহ্নিত [স] বিণ শস্যমণ্ডিত। 'কদাচ কোথাও শৈলগুপ্তিত, কদাচ কোথাও শস্যচিহ্নিত।' অন্নদা, ১৯২৯।

শস্যপূর্ণ [স] বিণ শস্যতে পূর্ণ। 'শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া ...।' গোলাক, ১৮০৬।

শস্যবীজ [স] বিণ বী প্রচুর ফসল হয় এমন। 'ভাঁহার করতলছায়ায় পৃথিবী ফল-শস্যবীজ, ধনধান্য-পরিপূর্ণা হইতে লাগিল।' হরহরসঙ্গ, ১৮৮১।

শস্যবীজ [স] বি শস্যের বীজ। 'কোথাও সবে শস্যবীজ বপন করা হইতেছে।' হানিক, ১৯৩৬।

শস্যভূমি [স] বি ফসলের ক্ষেত। 'শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেনবা আমিই শস্যভূমি।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

শস্যরাজি [স] বি শস্যাদি। 'শ্রমার্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিলা'। স্বৎসব, ১৮৯৮।

শস্যরিক্ত [স] বিণ শস্যহীন। 'শস্যরিক্ত মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে বেলো যায় কেটে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শস্যশালা [স] বি শস্যভাণ্ডার। 'আপন সংসারকে শস্যশালা করে তুলেছে'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শস্যশালিনী [স] বিণ স্ত্রী শস্যে সমৃদ্ধ। 'সেই নিমিত্ত অল্পে দেশের ধন ও শস্যশালিনী শক্তি বৃদ্ধি'। ভাস্কর্য্যক, ১৮৭৪।

শস্যশালী [স] বিণ ফসলে পরিপূর্ণ। 'তৃষাভূত ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শস্যশূন্য [স] বিণ শস্যহীন। 'দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

শস্যশেষ [স] বিণ ফসল তোলা শেষ হয়েছে এমন। 'আপনাকে মিলিয়ে নেব শস্যশেষ প্রান্তরের সুন্দরবিত্তীর্ণ বৈরাগ্যে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শস্যশ্যাম [স] বিণ সবুজ শস্যপূর্ণ। 'শকুনির ক্রুখা নিবারণে শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভনে ...'। সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

শস্যশ্যামলা [স] বিণ সবুজ শস্যে পরিপূর্ণ। 'সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'শস্যশ্যামল মাঠ'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শস্যশ্যামলা [স] বিণ সবুজ শস্যপূর্ণ। 'আজ শস্যশ্যামলা লম্বাভিঁর মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শস্যসংগ্রহকাল [স] বি ফসল সংগ্রহের ঋতু। 'শস্যসংগ্রহকাল ছুড়ো বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈধিক ব্যাপারে ...'। ওয়ালী, ১৯৬৮।

শস্যসম্পদ [স] বি ফসলরূপ সম্পদ। 'অগ্রস্ত অগ্রহীনে শস্যসম্পদ হাড়িয়ে দেশলক্ষী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা'। মহাশেখর, ১৯৬৫।

শস্যহীন [স] বিণ ফসলহীন। 'অর্থময় তরুণীসরে মাহারাজা বসি, তাঁরে দুটি গোলা চরে শস্যহীন মাঠে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের ...'। ওয়ালী, ১৯৪৮।

শস্যগার [স] বি গোলাঘর; ফসল রাখার ভাণ্ডার। 'তৎকালে আমেরিকা ভাহাদিশের শস্যগার বরুণ হইয়াছিল'। অক্ষয়, ১৮৫০।

শস্যোৎপাদন [স] বি ফসল ফলানো। 'পৌরজনেরা শস্যোৎপাদন বিষয়ে কি করেন?' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শহদ [আ] বি মধু। 'বৃক হস্তে সূত্রে ফল শহদ শকরক'। আলোড়ল, ১৬৮০; 'গায়ে বুলবুলি নারিস লালা আনার-কলির পিয়ে শহদ'। নজরুল, ১৯২৮।

শহর [আ] বি নগর। 'বহুবিধ শহর বসাইল স্থানে স্থানে'। আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বি ছোটো নগরী। ওয়া, ১৭৮৫।

শহরকেন্দ্রিক [আ] শহর+স কেন্দ্রিক। বিণ শহরকে কেন্দ্র করে হচ্ছে এমন। 'কর্মতৎপরতা শহরকেন্দ্রিক না হয়ে গ্রামমুখী হওয়া উচিত'। বেগম, ১৯৭৫।

শহর-কোতোয়াল [আ] বি নগররক্ষক। 'কোথায় গেল সেই নবাবের কোলা/কাজির বিচার, শহর-কোতোয়াল'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শহরঘাটি [আ] শহর+হি ঘাটি। বি শহরতলি; শহরের নিকটবর্তী স্থান। 'শহর ঘাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর ভৈরব নদের উপর ...'। দর্পণ, ১৮৫২।

শহরতলি, শহরতলী [আ] শহর+স তলী। বি শহরের উপকণ্ঠ।

'কলিকাতার শহরতলি' উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে'। দপ ১৮৪০; 'এটা শহর, এটা শহরতলী'। অবন, ১৯২৫।

শহর-প্রবাসী [আ] শহর+স প্রবাসী। বিণ (গ্রাম ত্যাগ করে) শহরবাসকারী। 'ভাষাদের অধিকাংশই শহর-প্রবাসী'। শওক ১৯৫৮।

শহরপ্রান্ত [আ] শহর+স প্রান্ত। বি শহরের শেষ সীমা। 'শহরপ্রান্তে সেই পোড়োবাড়িতেই অর্ধ-অশুদ্ধিৎসু মতলব-বাজলপ গিয়া হাট হতেন'। বনভূষণ, ১৯৩৬।

শহরবাস [আ] শহর+স বাস। বি শহরের জীবনযাপন। '৫ ইতিহাসটুকু শহরবাসের ইতিহাস'। হাসান, ১৯৬০।

শহরবাসী [আ] শহর+স বাসী। বি শহরে বসবাসকারী। 'শহরবাসী পত্নীবাসী'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শহরময় [আ] শহর+স ময়। ক্রিণিণ শহরজুড়ে। 'সারা শহরময় এত ধমধমে ভাব'। হাফিজুর, ১৯৫৩।

শহরমুখিতা [আ] শহর+স মুখিতা। বি নগরের অভিমুখে গম। 'তাহা এই শহরমুখিতারই অবশ্যস্বাভী পরিণতি'। আজাদ, ১৯৭১।

শহরমুখী [আ] শহর+স মুখী। বিণ নগরের অভিমুখী। 'গ্রামের মা আজ শহরমুখী হইয়া উঠিয়াছে'। আজাদ, ১৯৭১।

শহরসুন্দ [আ] শহর+স সুন্দ। বিণ পুরো শহরের। 'শহরসুন্দ তে পতাকা বাড়ে করিয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করিতে যাইবে'। বনভূষণ, ১৯৩৬।

শহরস্থ [আ] শহর+স স্থ। বিণ শহরে বাস করে এমন। 'অনে ভাগ্যবত ইরাজ ও শহরস্থ ভায়াবত বান্দারী ... মঙ্গলবার একটি হইয়াছিলেন'। দর্পণ, ১৮১৯।

শহরাঞ্চল [আ] শহর+স অঞ্চল। বি শহর এলাকা। 'শহরায় দুর্ভিক্ষের গুণ্ড আড্ডাখানায় আকস্মিকভাবে হানা দিয়া নিত্যসত্যবোধে ফিরাইয়া আনিতে হইবে'। আজাদ, ১৯৭০।

শহরে ১ বিণ শহরে প্রচলিত। 'পাড়ারোঁয়ে ছেলে শহরে আঁ যেমন প্রাপণপে শহুরে উচ্চারণে কথা কহিতে চায় ...'। রবী ১৮৮৩। ২ বিণ শহরের জীবন থেকে সৃষ্ট। 'শহরে সাহিবে বালাখানার পাশে গৈয়ো সাহিহতার জোড়বাংলা ঘর তুলশে সূদীন্দ্রায়, ১৯০১। ৩ বিণ শহরের। 'আরামকেন্দ্রারায় তপে শা বহুদেব কথা শ্রবণ কলিলাম'। ধৃষ্টি, ১৯০১। ৪ বিণ শহর জাত। 'এ শহরে বরফ'। মুক্তবা, ১৯৪৯।

শাহরিক [আ] শহর+স ইক। বিণ শহরসুলভ; নাগরিক। 'শাহা ভাব বড়ো নাই'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শহীদ [আ] ১ বি ইসলামি মতে ধর্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে। 'মরিলে শহীদ হয় জিনিসে সুকীর্তি হয়'। আলোড়ল, ১৬৮০; 'বহু আছিল শহীদ হৈতে তাত'। আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বি সত্য ও ন্যায্য জ্ঞান প্রাপদানকারী ব্যক্তি। 'আমরা শহীদ ... কোরবানি দিই জাঁ নজরুল, ১৯২৬। ৩ বিণ দেশ ও জাতির কল্যাণে জাঁ উৎসর্গকারী। 'আজ সেই শহীদ বীরদের জন্যে ক্রন্দন-অভিনয় ...'। নজরুল, ১৯২৭; 'শাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা স্বাধীন হয়েছে'। সংবাদ, ১৯৭২। ৪ বি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নিহত। 'আমাদের সব গয়ে ওঠো - আর চূপ নয়, এবার শুধু শহীদ গান'। ফজলে গোহানী, ১৯৫৩; 'শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে তুলে হাফিজুর, ১৯৫৩। ৫ বি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত। 'সেলাম আমার শহীদ ভাইরা, সেলাম জানাই তোমাদের

জয়বাংলা, জুলাই ১৯৭২।

শহীদ দিবস [আ শহীদ+স দিবস] বি ১৯৫২ সালের ডায়া আন্দোলনের স্মারক দিবস; একুশে ফেব্রুয়ারি। '৫ই মার্চ [১৯৫৩] ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।' একুশে ফেব্রুয়ারী, হাসান হাফিজুর রহমান, ১৯৫৩; 'শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়নি।' ইতিহাস, ১৯৬১; 'প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারী (৮ই ফাল্গুন) শহীদ দিবস হিসাবে প্রতিষ্ঠাপিত হয়নি আসিততঃ।' আজাদ, ১৯৬৮।

শহীদ মিনার [আ শহীদ-মিনার] বি ১৯৫২ সালের ডায়া আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ। 'রোকেয়া হলে সম্প্রতি একটি শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৭১।

শহীদান [আ বি শহীদ হয়েছে যে। 'শহীদান ছুটে আসে মৃত্যুর তলবাসে।' নজরুল, ১৯৪১।

শহীদায়েম [আ] কিং শহীদ হয়েছে এমন। 'সেই শহীদায়েম নব্য তুর্কি-ভরলদের দেখো।' নজরুল, ১৯২৬।

শহীদি [আ শহীদ+] কিং শহীদের। 'পেয়ালার হেথা শহীদি খুন।' নজরুল, ১৯২৮; 'শহীদি ঈদগাহে দেব আজ জমাতের ডারি।' নজরুল, ১৯৩২।

শহীদী-দর্জা [আ শহীদ+আ দরজা] বি শহীদের মর্যাদা। 'শহীদী-দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি।' নজরুল, ১৯৪২।

শাইর [আ সায়র] বি কবি। 'কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

শাইল বি শালি; এক ধরনের সরু আমন ধান। 'শাইল ধান বুনিয়াছি।' জসীম, ১৯৬০।

শাইলক [হি] বি শেস্ত্রপীরের চরিত্র শাইলকের মতো কুপণ ও কড়ায়গলার পান্ডা অসারকারী। 'সে যে শাইলকের বাড়া হইল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শাওন [স শ্রাবণ] বি শ্রাবণ মাস। 'অন্ধ নয়ন করে শাওনবারিধারে।' নজরুল, ১৯২৯।

শাওন-দীতি [স শ্রাবণদীতি] বি শ্রাবণ মাসে গাওয়া হয় যে গান। 'গাহিব দুশে দুশে শাওন-দীতি।' নজরুল, ১৯৩২।

শাওনবারিধারা [স শ্রাবণ-বারিধারা] বি শ্রাবণের বৃষ্টিধারা। 'অন্ধ নয়ন করে শাওনবারিধারে।' নজরুল, ১৯২৯।

শাওন্নার [হি] বি সুরনা। 'বান্ধকমে শাওন্নারের নিচে দাঁড়ালে চোখে পড়ে।' ইন্দিয়াস, ১৯৭২।

শাওন্না [আ] বি হিজরি চান্দ্রবর্ষের মাসবিশেষের নাম। 'শাওন্নারের ছয় রোজা মহা পুণ্যমান।' আলোভল, ১৬৮০।

শাই [স শমী] বি শমীবৃক্ষ ও তার ফুল। 'শাইয়ের গন্ধ খিড়িয়ে আছে নিবিড়ি ফোপের নিচে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

শাইঝাড় বি শমীবৃক্ষের ফোপ। 'ভারা যেন কথা কয়! - শাইঝাড়ে - শালুকের দলে।' জীবন, ১৯৩০।

শাই শাই [ধন্য] বি দ্রুতবেগে চলার শব্দ। 'শাই শাই ঘুরপাক আই।' নজরুল, ১৯২২।

শাঁওল [স শ্যামল] বি শ্যামল। **শাঁওল-বরণ** [স শ্যামল-বর্ণ] কিং শ্যামলরঙা। 'শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শাঁওলা [স শৈবাল] বি শেওলা। 'শাঁওল-বরণ শাঁওলাতে ছায় কোমল মাটি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শাঁক [স শঙ্খ] বি শঙ্খ; হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে মাস্তকি ধ্বনি করার জন্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।' গুপ্ত, ১৮৫৮। **শাঁখ**

শাঁক-আলু [স শঙ্খ+] বি শঙ্খের আকারবিশিষ্ট এক প্রকার কন্দ। 'শেতকণ্ঠি শাঁক-আলু অতি সুসীতল।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

শাঁকা [স শঙ্খ+] বি শাঁখ; শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি এক ধরনের চুড়ি। 'হাতে মারা দুগাঁহ শাঁকা।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

শাঁকারি [স শঙ্খ+] বি শঙ্খদ্রব্য ব্যবসারী জাতিবিশেষ। 'তিলি মালি শাঁকারি কাঁশারি গন্ধবণিক।' ভবানী, ১৮২৩।

শাঁকের করাট বি শঙ্খের খোল কাটার অর্ধবৃত্তাকার করাট। 'আমরা শাঁকের করাট - যেতে কাটি আসতে কাটি।' গ্যারী, ১৮৫৮।

শাঁকো [স সঙ্করা+] বি সাঁকো। 'চড়া পড়িলে শাঁকো বাঁধিয়া পরাবারে যাইবার সুস্বাধ হইতে পারে।' জ্ঞানাবেশম, ১৮৩৭। **শাঁকো**

শাঁখ [স শঙ্খ] বি শঙ্খ। 'বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-শরিমলে।' মাইকেল, ১৮৬৬। **শাঁখ**

শাঁখফটা বি শঙ্খ ও ফটা। 'দিনরাত শাঁখফটা বাজাতে থাকব।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শাঁখা [স শঙ্খ+] বি শঙ্খের খোলস দিয়ে তৈরি এক ধরনের চুড়ি। 'সন্ধ্যায়াসে দেবী হাতে পরে শাঁখা।' বিজয়, ১৬৫০।

শাঁখপরা [স শঙ্খ+পরা] কিং শাঁখা পরিহিত। 'তন্ত ললাটের উপর শাঁখপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শাঁখারি, **শাঁখারী** [স শঙ্খ+] বি শঙ্খের গহনা বা দ্রব্যাদি নির্মাতা ও বিপণনকারী সম্প্রদায়বিশেষ। 'কখন সেকরা কখন শাঁখারী।' ভারত, ১৭৬০; 'শাঁখারিগণ শঙ্খ তৈয়ার করিতেছে।' রামরাম, ১৮০১।

শাঁখালু বি শঙ্খের আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার আলু। 'শীতকালে খায় শাঁখালু।' নজরুল, ১৯২৭।

শাঁখের করাট বি শঙ্খ কাটার অর্ধবৃত্তাকার করাট। 'শাঁখের করাট লইয়া কর্তব্য করিতেছে।' ভবানী, ১৮২৩।

শাঁচা [স সঙ্করা] কিং সঙ্কর করা। 'আনেক সময় যৌবন যে নারী আপন শরীরে শাঁচে।' বড়ু, ১৪৫০।

শাঁড়াস [স সন্দর্শিকা] বি চিত্রটার মতো স্বরবিশেষ, যা শব্দ করে এঁটে ধরে। 'তার মাংস সোহার শাঁড়াসে খসাইব।' সুলতান, ১৭০০।

শাঁপ [স শাপ] বি অভিশাপ। 'নহে শাঁপ দিব ঝাটে জানিবা তখনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **শাঁপ**

শাঁপ দেওয়া কিং অভিশাপ দেওয়া। 'মানোএল, ১৭৪৩।

শাঁপাঙ [স শাপাঙ] বি শাপমুক্তি। 'বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল শাঁপাঙ হবার কাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শাঁপুয়া [স শাপ+] কিং অভিশাপ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

শাঁস [স শস্য] বি ফলের ভিতরকার সারভাগ। গুর্গা, ১৭৮৫; 'শাঁস বীতি দূরে থাক খেল পরে ছাল।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

শাঁসজল বি শাঁসের মধ্যে থাকে এমন জল। 'খুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁসজল আছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

শাঁক [স] বি রেঁধে খাওয়ার খোঁয়া এক প্রকার উদ্ভিদ। 'শাঁক সুভা ঘন্ট

বিনে না করে ভোজন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শাকগুয়াঙ্গী [স শাক+হি গুয়াঙ্গী] বি ক্রী শাক বিক্রয়কারী।
'শাকগুয়াঙ্গী, মেছুমী, খোশা ও যতের মার ঘারা তাহার চতুষ্পার্শ্ব
সুসজ্জিত করে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

শাকচূরুনি [স শাক+ফা সবজী] বি শোকবিশ্বাস অনুযায়ী সম্বধা ক্রী মরে
যে ভূত হয়। 'ফোকলোরেতে শাকচূরুনিদের নিয়ে ঘর করত।' জীবন,
১৯৪৮।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা - গুরুতর অপরাধ সামান্য উপায়ে ঢাকার
বার্ষ চেষ্টা। উমেগ, ১৮৫৭।

শাক-সবজি [স শাক+ফা সবজী] বি তরিতরকারি। 'পিছন নিকটাত্তে
শাক-সবজির খেত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শাক সবুজি [স শাক+ফা সবজী] বি তরিতরকারি। 'সে বাগান হলে
বিধা দশক ভূমি শাক সবুজি আধা ফুল ফলারি।' কেরি, ১৮০২।

শাকাল [স] বি শাকভাত। 'তাঁহাদিগের শাকালে পরিতোষ
জন্মিচ্ছে।' জানানব্ধষণ, ১৮৩২।

শাকালভোজী [স] বিণ শাকভাত খায় এমন। 'শাকালভোজী
নিরামিষ-প্রাণী।' নজরুল, ১৯২৭।

শাক [স শক+] বি শব্দাদ। 'ষষ্ঠীয় শাকের ঘোড়শ শতাব্দীর পূর্বে,
জ্যোতিষজ্ঞের বিষয় বিতৃষ্ণ রূপে বিদিত হয় নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

শাকুন্দরী [স] বি ক্রী হিন্দুদেরি দুর্গা। 'শাকুন্দরী তত্ত্বমতি করজোড়ে করি
কৃতি।' রূপরায়, ১৭৫০।

শাকর [স শর্করা] বি শর্করা। 'শাকর খাইতে তোকে আদারহ কেলে
বড়ু।' ১৪৫০।

শাকুন [স] বিণ পাখি-সংক্রান্ত। **শাকুনশাস্ত্র** [স] বি পাখির ভাষা দ্বারা
ভাষিত নিয়ম-শাস্ত্র। 'শাকুনশাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উপসর্গ।' বিজুতি,
১৯৩১।

শাকুনিক [স] বি পাখি বধ করে যে। 'এক শাকুনিক, ফাঁদ পাতিয়া,
এক পক্ষী ধরিয়াছিল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

শাক্ত [স] বি (হিন্দুধর্ম) কালীভক্ত; শক্তির উপাসক। 'প্রভুর মায়ায় শাক্ত
মোহিত হইল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শাক্তসম্প্রদায়ী [স] বিণ শক্তির উপাসনা করে এমন; তন্ত্রসাধক।
'শিব ও শাক্তসম্প্রদায়ী তীর্থযাত্রীরা অদ্যাপি তথায় গমনাগমন করিয়া
পাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শাক্যমুনি [স] বি বুদ্ধদেব। 'গোদাবরবতা গর্তে পুত্রিরা/ এশিয়া মিশাল
শাক্যমুনি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শাখ [স শাখা] বি গাছের ডাল। 'গাইছে জাগিয়া তরুশাখে মধুসধা।'
মাইকেল, ১৮৬১; 'উড়ে উড়ে চল যাব নব নব শাখে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩।

শাখাচিহ্নি বি খেলনা বাঁশবিশেষ। 'শাখাচিহ্নির মতো কানের কাছে এসে
বাজত।' নজরুল, ১৯২৪।

শাখা [স] ১ বি গাছের ডাল। 'মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাও সকল।'
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'শাখাগুলি ভাঙা জেনে খাইতো প্রাণফল।' কবীন্দ্র,
১৬৮৯। ২ বি গৌণ দত্তর। 'অত্রেই তাহার শাখা নগরহু বিচারালয়ের
কার্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি প্রদায়েন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩
বি বিষয়। 'কালের জ্বলন্ত গণিত ও সাহিত্য ইতিহাসাদি সকল
শাখাতেই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

শাখা-অধিবেশন [স] বি উপকমিটির সভা। 'এবারকার সম্মেলনেও
মূল অধিবেশন এবং বহু শাখা-অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।'
আজাদ, ১৯৪১।

শাখা অফিস [স শাখা+ই অফিস] বি কোনো প্রতিষ্ঠানের শাখা
কার্যালয়। 'শহরের শাখা অফিসে আমার বদলির হুকুম এল।'
নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

শাখা কমিটি [স শাখা+ই কমিটি] বি মূল কমিটি থেকে উদ্ভূত
ক্ষুদ্রতর কমিটি। 'কয়েকটি শাখা কমিটি গঠন করছেন বলে এবং
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।' বেঙ্গল, ১৯৭২।

শাখাচ্যুত [স] বিণ গাছের ডাল থেকে পড়ে গেছে এমন। 'শাখাচ্যুত
আলোক।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শাখাজাল [স] বি জালের মতো জড়ানো শাখা-প্রশাখা। 'হঠাৎ শিখে
লাগল আঘাত বনের শাখাজালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

শাখা নদী [স] বি বড়ো নদী থেকে উৎপন্ন শাখা নদী। 'নদী হইতে
নির্গত যে জল বেগ দ্বারা গমন করে তাহাকে শাখা নদী কহা যায়।'
অক্ষয়, ১৮৪১।

শাখান্তর [স] বি অন্য শাখা। 'শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল
করিয়া মারিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাখান্তরাল [স] বি শাখার আড়াল। 'শাখান্তরাল হইতে ছায়াভিৎ
জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শাখাপতি [স] বি শাখার প্রধান। 'সম্মিলনের সকল শাখাপতি এ
বিষয়ে একমত।' প্রমথ, ১৯১৫।

শাখাপথ [স] বি অপেক্ষাকৃত ছোটো রাস্তা। 'ছোটো ছোটো শাখাপথ
বক্তব্যের এক পাশ দিয়ে নেমে নিচে কোথায় অব্যুথ হয়ে গেছে।'
রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শাখাপন্থর [স] বি পাতা ও ডাল। 'নিজ নিজ অলঙ্কার শাখাপন্থর
পুষ্প ফল বিভার করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'শাখাপন্থর-সমেত
সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শাখাপ্রশাখা [স] ১ বি বংশলতা। 'ভক্ত কুলের কোন শাখাপ্রশাখা
হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ f
শাখা এবং তা থেকে নির্গত ক্ষুদ্রতর শাখা। 'শাখাপ্রশাখাদির বিষ
সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'লোহার কলের মধ্যে
শত শত শাখাপ্রশাখায় ঘাবিত হইতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শাখাবলী [স] বি শাখাসমূহ। 'তরুণলপতি ব্রতভী-সুন্দরীদ
শাখাবলী সহ।' মাইকেল, ১৮৬০।

শাখাবাহ [স] বি ডাল। 'বৃক্ষাবলী শাখাবাহ প্রসার করি
তাঁহাদিগের সম্মান করিতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

শাখাবিহারী [স] বি গাছের শাখায় অবহানকারী। 'তলচাটী এবং
শাখাবিহারীদের ভীষণ কোমল উপস্থিতি।' ঐক্য, ১৮৮৪।

শাখামূল [স] বি শাখা ও মূল। 'তীরতরু সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল
রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

শাখা-মুখিক [স] বি গেছো হাঁদুর। 'শাখা-মুখিকের পূর্ণকোট
মারিতেছে ধন।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

শাখামুগ্ধ [স] বি বানর। 'তাকে অতিক্রম করে বসলেই আমরা তা
বলি শাখামুগ্ধ।' নজরুল, ১৯৩৮।

শাখায়িত [স] ১ বিণ শাখায় বিভক্ত। 'জনসঙ্গীতের প্রবাহ সে
বহু শাখায়িত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ২ বিণ বিভূত। 'উন্মাদিত আপনা

নিগূঢ় আচর্য পরিচয় শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শাখা-শিখর [স] বি নিকটবর্তী চূড়া। 'এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

শাখা-শ্রেষ্ঠ [স] বিণ সম্প্রদার-প্রধান। 'শাখা-শ্রেষ্ঠ ফ্রুবান্দন গ্রীষ্মের ত্র্যমুখী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শাখাসভা [স] বি আঞ্চলিক সমিতি। 'শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শাখাসীন [স] বিণ ভালে বসে আছে এমন। 'কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শাখি [স সাক্ষী] বি সাক্ষী। 'শাখি করিব জালকরি পাএ।' চর্য্য ৩৬, ১২০০।

শাখি [স শাখী] বি গাছ। 'তনি পতপাখি শাখিকুল পুলকিত।' গোবিন্দ, ১৬০০।

শাখী [স] বি গাছ। 'দীর্ঘ জেন শালশাখী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'ভালো বল সেবি শখি, বসহীন যেই শাখী ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

শাখ শাক বি শাক। 'হিস যরিতে রাক্ষসিক সরিষার শাখ।' বিজয়, ১৬৫০।

শাখরিদ [আ] বি শিষ্য। 'অনেক শাখরিদ ছুটিয়া গেল।' মনসুর, ১৯৫০।

শাখরিদান [আ শাকরিদান] বি অনুসারীবৃন্দ। 'শাখরিদান ও মুন্সিদের সংখ্যা বৃদ্ধি।' ইসলাম, ১৯৩২।

শাখরিদি [আ শাকরিদ] বি শিষ্যগণ। 'দু'বছর আগনের শাখরিদি করছি।' মনসুর, ১৯৫৫।

শাখরেন্দ [আ শাকরিদ] বি শিষ্য। 'যোগ্য নেতার যোগ্য শাখরেন্দ মনেহেতু, ১৯৪৯।

শাঙন [স শ্রাবণ] বি শ্রাবণ মাস। 'শাঙন পগলে ঘোর ঘনঘটা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

শাঙনঘন বিণ অন্ধকারে ডুবে আছে এমন। 'রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া-গরজন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'রজনী শাঙনঘন, জীবন মধুর, দুঃখ কর্পে দুর্বল দারুণ।' শঙ্কর, ১৯৫৫।

শাঙন-দরিয়া [শাঙন+কা দরিয়া] বি শ্রাবণের পরিপূর্ণ বর্ষা। 'দাদুঠী-কাদানো শাঙন-দরিয়া হুসেয়ে উঠিছে প্রবি।' জীবন, ১৯২৭।

শাঙন-রাতি বি শ্রাবণের রাত। 'ঘনায় গহন শাঙন-রাতি।' নজরুল, ১৯২৬।

শাঙনী বিণ শ্রাবণের। 'ওগো শ্যামল শাঙনী মেঘ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শাঙলী [স শ্যামলী] বি শ্যামবর্ণ। 'শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে।' দীপ্তি, ১৫৫০।

শাঙ্গ [স সার] বিণ শেষ; সম্পন্ন। 'শঙ্ক ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে শাঙ্গ।' রামরায়, ১৮০১।

শাজা [কা সাজা] বি শাঙি। 'দারোগাকে শাজা দিয়া কর্ম হইতে দূর করিয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮০০।

শাজাদা [কা শাহজাদা] বি রাজপুত্র। 'কুঠিতে শাজাদার চেলে চলে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

শাজাদী [কা শাহজাদী] বি বাদশার কন্যা; রাজকুমারী। 'নব বোণদাদী আলিক শায়না, শাজাদী জুলফওয়ারি।' নজরুল, ১৯২৮।

শাটিন, শাটিন [হা] বি মসৃণ ও চকচকে রেশমি বস্ত্রবিশেষ। 'শাটিন বস্ত্রেতে সোনা রূপার বুটা ও খালর দেওয়া।' দর্পণ, ১৮২০; 'শাটিন ও মকলে প্রভৃতি অতি সুন্দর মনোহর ব্রূষ প্রস্তুত করেন ...।' প্রভাসেন, ১৮৪৭।

শাটী [স] বি শাড়ি। 'নীল পাটের শাটী কোটার বন্দনী।' চর্য্য, ১৫৫০।

শাঠা [স] বি শঠতা। 'শাঠের প্রেরণা ভারে যোগাণ না শঠ।' সূর্য্যসুন্দর, ১৯৩৩।

শাড়ি, শাড়ী [স শাটিকা] বি মেয়েদের পরার কাপড়। 'উত্তরি তাঁতের নাড়ি কুল্লবচর্মের শাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শাড়ীপরা বিণ শাড়ি পরিহিত। 'বর্ণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ শাড়ীপরা মেয়েদের ভিড়।' ভার্য্য, ১৯৪৩।

শাণ, শান [স শাণ] ১ বি পাথর। 'বাগির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি পালিশ। 'তাতে আবার কালো কাজলের শাণ দেওয়া।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ বি বলা যায় এমন বাঁধানো হান। 'মুন্সির শেরেস্তায় গিয়া শানের মধ্যে পা ফুলাইয়া বসিলেন।' মনসুর, ১৯৫৩।

শাণ দিয়ে রাখা ক্রি উপযুক্ত করে তোলা। 'স্বভাবটাকে যে শাণ দিয়ে রাখি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শাণ দেওয়া ১ ক্রি ধার দেওয়া। 'তোমার দস্তে শাণ দেয়, তোমার পেট ভরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ তীক্ষ্ণ। 'টোটে একটা হাসি আছে, সুন্দর শাণ-দেওয়া ছুরির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শাণা ১ বিণ তীক্ষ্ণ-করা। 'তাতে ভলী গোলা সকল তোলা, ভক্তি-অস্ত্রে আছে শাণা।' ওষ, ১৮৫৮। ২ ক্রি ধারালো বা তীক্ষ্ণ করা। 'দিনটি কেটে গেল হাতিয়ার শাণাতে।' প্রমথ, ১৯৩১।

শানিত, শানিত [শাণ/শান+স ইটা] ১ বিণ ধারালো। 'দুইটা শানিত বর্ষা দিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'রাজার শালায় আজও শানিত হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ তীক্ষ্ণ। 'শানিত তাঁর বুদ্ধি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বিণ ক্ষুধার্ত। 'হয়তোবা ক্রান্ত ইতিহাস শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।' জীবন, ১৯৪৪। ৪ বিণ খরস্রোতা। 'শানিত নির্জন নদী - বলিল সে - তোমারি ফনয়।' জীবন, ১৯৪৪।

শানিত করা ক্রি তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করা। 'হৃদয়জয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতা একজন পুরুষের উপর শানিত করিবার ইচ্ছা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

শানবাঁধানো ১ বিণ ইট বা পাথর দিয়ে বাঁধানো। 'বাগির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ কঠিন। 'দাদাদের সব মন শানবাঁধানো।' বিজুতি, ১৯৩১।

শানবাঁধানো বিণ ইট-পাথরের তৈরি। 'শানবাঁধানো ঘরের ভেতর দিয়া নইড়া চইড়া বেড়াবে।' নরেন্দ্র, ১৯১১।

শানানো ১ ক্রি তীক্ষ্ণ করা। 'ভাইখিটির কাছে আবুটি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে।' বিজুতি, ১৯২৯। ২ বিণ ধারালো। '“মহাকাশ” লিখেছিল, ভাষা তার শানানো।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

শানিয়ে-বলা বিণ বুদ্ধিশীলভাবে বলা। 'তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শাতন [স] বি ছেদন; হ্রস্বকরণ। 'পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি।' সত্যেন্দ্র,

১৯১২।

শাতনরি [স শত্ৰু]। বি সাত প্যাচবিশিষ্ট গলার হার। 'মুন্ডালছা গলদেশে সাজে শাতনরি।' ভবানী, ১৮২৫।

শাতা [স ছত্রাক] বি ছত্রাক। শাত পড়া বি ছত্রাক জ্বায়েছে এমন। 'শাতা পড়া রুটি।' ওয়া, ১৭৮৫।

শাতিল আরব। [আ] বি আরব দেশের একটি নদী। 'শাতিল আরব। শাতিল আরব। পুত মুগ মুগ তোমার তীর।' নজরুল, ১৯২১।

শাত্রব [স] বি শত্রুগণ। শাত্রবতা [স] বি বৈরিতা। 'রাজা বলন্তরায় শাত্রবতা করিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

শাত্রবাল [স] বি শত্রুভারুপ অনল। 'প্রণয়ামৃত-সন্ধারের পরিবর্তে অবিলম্বে শাত্রবাল প্রকুলিত হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শাদা [ফা সাদহ] ১ বিণ শ্বেত; সাদা। 'শাদা কাপড়।' ওয়া, ১৭৮৫। ২ বি শ্বেতাজ। 'কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শাদা ...।' ওয়া, ১৮৫৮। ৩ বিণ সরল। 'অস্ত্র যত মন শাদা।' ওয়া, ১৮৫৮। ৪ বিণ বহু; পরিকার। 'এ রোদ-আলো শান্ত; শাদা সকাল-বিকাল।' জীবন, ১৯৩০।

শাদাটি বিণ সাদা রঙের ছিটামুক। 'শাদা শাদাটি কাপো পায়রার ওড়াউড়ি।' জীবন, ১৯৪২।

শাদাটে বিণ পুরোপুরি সাদা নয় এমন। 'ঘাড়ের রৌ শাদাটে মেয়ে গেল।' জীবন, ১৯৪৮।

শাদামাটা বিণ আড়ম্বরহীন। 'শাদামাটা সরল জীবনে আসিবে লাগির কুটুর্বি আর কৌশলের দড়িজাল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শাদামাঠা বিণ সাদাসিখে। 'নানারকম শাদামাঠা সাধারণ কথা।' জীবন, ১৯৩২।

শাদাসিখে বিণ সাদাসিখা; অনাড়ম্বর। 'বেশ শাদাসিখে সহজে সুন্দর উন্মুক্ত দরজা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শাদাসিখে বিণ সাদাসিখা; সরল। 'বেশ শাদাসিখে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শাদি, শাদী [ফা] বি বিয়ে। 'বগিল শাদির কার্যে কত বড় কথা।' অশ্বাশ্ব, ১৮৮০; 'কছু না করিবে শাদী আমার সাক্ষাতে।' গরীব, ১৭৬৫।

শাদিয়াদা, শাদীয়ালা [ফা] ১ বিণ বিবাহসম্বন্ধে। 'শাদীয়ালা বাজালা মন বাজে প্রতি ঘরে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি আনন্দ-উল্লাস। 'আমার বিয়ের শাদিয়াদাতে বশু কুঁড়বে কে?' মুক্ততাবা, ১৯৪৯। ৩ বি বিয়ের উৎসবের ব্যাঘ। 'ওনহ শাদির শাদিয়াদা।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

শাদিশ [স] বি কচি ঘাসে ঢাকা ভূমি। 'হরিণায় শাদিশ।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

শাদি' বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'জগদ্ধ শাদন।' সেকধি, ১৮৪০।

শাদি' দ্র শাপ

শাদি' [আ শান] ১ বি জাঁকজমক; চাকচিক্য। 'শূন্য মহল, জলসা উজাড়, নাইকো বাতির শাদন।' মাহেনও, ১৯৪৯। ২ বি মর্যাদা। 'শহীদেয় শান শান্ত করার চেয়ে অধিকতর গৌরবজনক মৃত্যু হতে পারে না।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শানদার [আ শান+ফা দার] বিণ জমকালো। 'শানদার জোকাছুকা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন।' ওয়ালা, ১৯৪৮।

শান-দোরা বিণ স্বকথকে। 'চোখের কোণে শান-দোরা রোদ চিকচিকিয়ে ঢেলে ...।' সিকান্দার, ১৯৬০।

শান-শওকত [আ শান+আ শওকত] ১ বি জাঁকজমক। 'কোথায় সে শান শওকত।' নজরুল, ১৯৩২। ২ বি মান-মর্যাদা। 'শান-শওকত দাবদাব তার আমলেই ছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

শানিক, শানিকী [ফা সেহেনক] বি মাটির থালা। 'শানিকিতে শাদ জাত।' মাহেনও, ১৯৬৩।

শানিকীর ইয়ার - এক থালায় ঝায় এমন বহু। 'শানিকীর ইয়ারের ... দলে ছিলেন।' হুজুম, ১৮৬১।

শানিজর [ফা শান+আ নজর] বি তত্ত্বাষ্টি। 'শানজরের শেষে নব বর-বহু যেমন পরিপূর্ণ সম্মিলন।' করকৃষ্ণ, ১৯৬৩।

শানিটি, শাতিং [হি] বি রেলের এক লাইন থেকে অপর লাইনে যাওয়া। 'শাতিং-এ যাচ্ছে গাড়িগুলো।' শওকত, ১৯৪৬; 'মালাপাড়ি শানটিয়ের ভারী ধাতব শব্দ।' আশুতর্কিন, ১৯৫৮।

শানাই [ফা শাহানাই] বি বায়ামন্ত্রবিশেষ। 'শানাই বিউকল বাজে তনিখে লাগে ভাল।' সুলতান, ১৭০০। দ্র সানাই

শানাইওয়াল বি সানাইবাদক। 'নহবতখানায় শানাইওয়াল বাশিওয়াল। মুক্তরওয়াল।' কারগার, ১৯৬৫।

শানিত দ্র শাপ

শানে-নয়ুল [আ] বি (ইসলাম) কোরানের সূরা, আয়াত বা ওহি অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাঘ। 'উহার শানে নয়ুলও খোলাসা বয়ান করিলেন। মনসুর, ১৯৩৫।

শান্ত [স] ১ বিণ স্থির। 'শান্ত দান্ত ধর্মশীল মহাভাগ্যবান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ নিবৃত্ত। 'আপনে বুঝাই কেন না করিলা শান্ত।' কবীন্দ্র ১৬৮৯; 'একত্রে এক নালাতে আপন আপন পিপাসা শান্ত করিবেছিল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ নিরীহ। 'ভাঘার দান্ত গোলাবুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত।' দর্পণ, ১৮২৩। ৪ বিণ ক্ষুদ্র। 'প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সম্মানিত শান্ত ৭ বশীভূত ছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৫ বিণ নিস্তরঙ্গ; চেউনিয় 'এখানকার প্রাথমীশী ছোটো নদীর শান্ত প্রান্ত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শান্তকর্ত [স] বি ধীর গলা। 'দাদাসাহেব শান্তকর্তে বুঝিয়ে বলেন। ওয়ালা, ১৯৬৪।

শান্তচিত [স] বিণ স্থির। 'বুঝিলেন আচার্য হইলা শান্তচিত।' বৃন্দা ১৫৮০।

শান্তচিত্ত [স] বিণ উজ্জেন্ত্রহীন। 'আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এম ব্যক্তিও ...।' রামমোহন, ১৮১৭।

শান্তজাতি [স] বি নিরীহ জাতি। 'হিন্দু জাতির ন্যায় শান্তজাতি কোথায় পাইবেন।' সুধাবর্ণণ, ১৮৫৫।

শান্ততা [স] বি শান্ত ভাব। 'আশা-আকাঙ্ক্ষানুযায়ী শান্ততা এল মনে। ওয়ালা, ১৯৪৫।

শান্তদান্ত [স] ১ বিণ শাস্তি। 'শান্ত দান্ত কৃষ্ণতক্তি নিষ্ঠাপরায়ণ। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ধীরস্থির। 'সত্য ধর্ম শান্তদান্ত জানক ধীর।' বাহরাম, ১৬৫০।

শান্তদৃষ্টি [স] বি শীতল চাহনি। 'জমিলার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিও ...।' ওয়ালা, ১৯৪৮।

শান্তশ্রুতি [স] বি শান্ত স্বভাব। 'ভারতের পরাধীনতা এম

শান্তপ্রকৃতি ভারতবাসীদের প্রতি বিদেশীয়দের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অত্যাচার তাহার স্বপ্রমাণ করিতেছে।' তমোলুক, ১৮৭৪।

শান্তপ্রভাময় [স] বিপ শান্ত দীপ্তিময়। 'বিদ্যুৎ আকৃতি, কিন্তু শান্তপ্রভাময়।' মাইকেল, ১৮৬০।

শান্তপ্রশান্ত [স] বিপ অত্যন্ত শান্ত। 'ডানযুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি।' মুক্তভব, ১৯৫২।

শান্তবাসী [স] বি শিষ্ট কথা। 'হৃদয়মাঝে মধুর গভীর শান্তবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

শান্তবিজ্ঞান [স] বিপ নীরব ও নির্জন। 'ক্ষান্ত কৃজন শান্তবিজ্ঞান সম্বোধন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শান্তভাব [স] বি 'স্বাভাবিক অবস্থা। 'বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শান্ত ভাব উপলব্ধি হয়।' গ্যারী, ১৮৫৯।

শান্তভাবে [স] ক্রিয বিদ্রোহিতসহকারে। 'ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শান্তমতি [স] বিপ নম্র ও শুদ্ধ। 'শান্তমতি সুপ্রকৃতি ভাই রাজা বনভ্রমর।' রামরাম, ১৮০১।

শান্তমধুর [স] বিপ শান্ত মধুময়। 'তোমার গানের শান্তমধুর পুরনো কলিতি যেমন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

শান্তমুখ [স] ১ বি সৌম্যরূপ। 'প্রকৃতি শান্তমুখে/ ছুটায় গননবকে/ গ্রহভ্রমর তার রথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি অচঞ্চল মুখমণ্ডল। 'তাঁহার তরুণেশমণ্ডিত শান্তমুখে উপর ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শান্তমূর্তি, শান্তমূর্তি [স] বিপ শান্তভাবপূর্ণ। 'সকল সম্ভাষণের শান্তমূর্তি হইয়াছে।' সুখবর্ণ, ১৮৫৫; 'একটি পৌরুষিক মূর্তিতম্ব শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শান্তরশ্মিপাদ [স] বিপ মনে শান্ত রসের উদয় হয় এমন। 'বহু তপস্বিনী শান্তরশ্মিপাদ অস্ত্রমপনে যাবজ্জীবন দিনপাত কর্ত্তে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

শান্তশিষ্ট [স] ১ বিপ নম্র ও শুদ্ধ। 'তাদের বুদ্ধির চারি-বল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মানতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'শান্তশিষ্ট শ্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লক্ষণ ভারবাহীর মতোই।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিপ নিরীহ। 'দেখিতে যতটা শান্তশিষ্ট বলিয়া মনে হয় ...' মোতাহার, ১৯০৭।

শান্তশ্রী [স] বি সৌম্যরূপ। 'তুঙ্গির স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল।' নজরুল, ১৯২৪।

শান্তস্বভাব [স] বি নিরীহ স্বভাব। 'এদের মধ্যে শান্তস্বভাব ও জ্ঞানবৃদ্ধ বৃদ্ধরচেষ্টা মেহেরের বৈশিষ্ট্য।' অমিন, ১৯৬৪।

শান্তস্বভাবা [স] বিপ ক্রী যে নারীর আচরণ শান্ত প্রকৃতির। 'এমন শান্তস্বভাবা সুলক্ষণা রাজলক্ষীর ন্যায় অবহেলা করিয়াছিল।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শান্তনা [স] সান্ত্বনা বি সহানুভূতি। 'দাউদ দুই ভাইকে শান্তনা করিয়া ...' রামরাম, ১৮০১।

শান্তা [স] শান্ত করা। শান্তাইল ক্রি শান্ত করলো। 'আশাশ বচনে তাকে কন্যা শান্তাইল।' আলোগল, ১৬৮০। শান্তিতে ক্রি শান্তি পেরে। 'শান্তিতে' ম্যানেএল, ১৭৪৩।

শান্তা [স] বিপ ক্রী শান্ত। 'ভিলোভা আদি তারা সবে অতি শান্তা।' মানিকগম, ১৭৮১।

শান্তি [স] ১ বি স্থিতি। 'চিত্তাৎ আকুল রাজা শান্তি নাহি মনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি সৌন্দর্যভর্যে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শুদ্ধার বীর কণ্ঠশা অক্লান্ত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি অবসান। 'সেখানে অসামঞ্জস্য অনেক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এখন শান্তি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০। ৪ বি নিবারণ। 'অসংখ্য ব্যক্তির বিভিন্ন রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষী মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ৫ বি বন্ধ। 'মেদিনীপুরে আজও নীলকরের উপদ্রব শান্তি হইল না।' সোমপ্রকাশ, ১৮৮৩। ৬ বি অব্যাহতি। 'যা তিনি লেখেন তা না লিখে তাঁর শান্তি নেই।' শিব, ১৯৭০।

শান্তি-অভিষেক [স] বি শান্তির সূচনা। 'শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ অশ্রি-উৎসাহের।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শান্তি কমিটি [স] বি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী অসামরিক কমিটি। 'শান্তি কমিটির সভায় খানসেনারদের হামলা।' সাপ্তাহিক বাংলা, ১৯৭১।

শান্তিকর [স] বিপ শান্তিদায়ক। 'সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শান্তিকামী [স] বিপ কামনাকারী। 'শান্তিকামী সুইস জাতি তাই হান পেয়েছে পোপের জাতিকানে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শান্তিক্রোড় [স] বি শান্তির কোল। 'সুখদুঃ হতে শান্তিক্রোড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শান্তিঘট [স] বি হিন্দু মতে পূজার ব্যবহৃত জলপাত্র। 'পশ্চিমসাধারণের সন্ধ্যা শামলেন মাথার নিয়ে শান্তিঘট।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শান্তি-চন্দন [স] বি হিন্দু মতে পূজার সময়ে ভক্তদের কপালে দেওয়া চন্দনের ফোঁটা। 'জন্মের কোলে পড়িল ঢলিয়া, তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও।' নজরুল, ১৯০৫।

শান্তিজল [স] বি হিন্দু মতে পূজার মন্ত্রপূত জল যা ভক্তদের শরীরে ছিটকে দেওয়া হয়। 'হাঁটুজল বুকজল গলাজল শান্তিজল হয়ে ওঠে।' স্বপ্ন, ১৯৬৯।

শান্তিদাতা [স] বিপ শান্তি দানকারী। 'শান্তিদাতা জিন শান্তিনাথ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

শান্তিধারা [স] বি শান্তির ধারার মতো পানির প্রবাহ। 'মল্লর তন্ত বন্ধ নিভাড়ি শীতল শান্তিধারা।' নজরুল, ১৯৩৫।

শান্তিনিকেতন [স] বি শান্তির আলয়। 'দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে চিরজ্যোতি চিরহায়াময়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

শান্তিনিকেতনী [স] বিপ শান্তিনিকেতনের। 'শান্তিনিকেতনী চামড়া-বাঁধানো মোড়ার পা রেখে।' বৃদ্ধ, ১৯৭১।

শান্তিনীর [স] বি হিন্দু মতে মন্ত্রপূত জল। 'তব দম্মা শান্তিনীরে অন্তরে নামিয়ে ধীরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শান্তিপাথার [স] শান্তি-প্রান্তর বি শান্তিরূপ সাগর। 'সকল বিশ্ব জুড়িয়া যাক শান্তিপাথারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

শান্তিপুত্রী [স] বিপ পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুত্রে তৈরি। 'সরু গেড়ে কোঁচনা শান্তিপুত্রী ধুতি।' মরেন্ড, ১৯৪৮।

শান্তিপুত্রে [স] বিপ পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুত্রে অঞ্চলে উৎপন্ন বা প্রস্তুত। 'ঢাকাই, শান্তিপুত্রে, সিমলের ধুতি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শান্তিপূর্ণ [স] *কিণ* স্বভিতে আছে এমন। 'ধন ধান্য ও শান্তিপূর্ণ গৃহস্থানী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শান্তি প্রদায়িনী [স] *কিণ* শান্তি প্রদান করে এমন। 'ইরোজি ভাষার শান্তি প্রদায়িনী ছায়ায় না আসিলে ...।' প্রহারক, ১৯০৬।

শান্তিপ্রয়াসী [স] *বি* শান্তি কামনা করে যে। 'পাঁচজন শান্তিপ্রয়াসীর মত সেও কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি ভৈর করে যাচ্ছে।' সবুজ, ১৯২০।

শান্তিপ্রিয় [স] ১ *কিণ* শান্তি কামনা করে এমন। 'শান্তিপ্রিয় সামান্য সোকার পক্ষে নিতান্ত প্রান্তিকজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ *বি* শান্তি চায় এমন ব্যক্তি। 'নিহত শান্তি নিষ্কলক শান্তিপ্রিয়ের রক্তধারে।' ফররুখ, ১৯৪৬।

শান্তিপ্রিয়তা [স] *বি* শান্তি কামনা। 'শান্তিপ্রিয়তাকে ভীরুতা বিবেচনা করিয়া শিশু ও বালকে বঞ্চিতার জন্য তাহার অনুচরণগণকে আদেশ দিল।' সংসার, ১৮৯৮।

শান্তিবাদী [স] *কিণ* শান্তিপ্রিয়। 'আমরা কজন অকপট, শান্তিবাদী রূপে ন্যায়িক এমন বাপান চাই ...।' শামসুর, ১৯৬৬।

শান্তিবারি [স] *বি* হিন্দুতে পূজ্য ব্যবহৃত মন্ত্রপূত জল। 'নিরন্তর শান্তিবারি সেচন করিয়াও নির্দ্বন্দ্ব করিতে পারিতেছেন না।' এডুকেশন, ১৮৭৩; 'হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

শান্তিবারিধারা [স] *বি* শান্তিরূপ জলের ধারা। 'ভাইতো তারা এই উপোসির ওঠে ধরে ক্ষীরের থালা, শান্তিবারিধারা।' নজরুল, ১৯২৫।

শান্তিবিধান [স] *বি* উপশম; শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। 'জগদীশ্বর তাঁহার মানবের শান্তিবিধান করিলেন।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

শান্তিভূমি [স] *কিণ* শান্তির ব্রতকারী। 'একদিকে ইসলাম-ইমামের সিপাহী শান্তিভূমি ...।' নজরুল, ১৯৪১।

শান্তিভল [স] *বি* শান্তিহানি। 'প্রজাপণের মধ্যে শান্তিভল হয় ইহা স্বাভাবিক।' সুলভ, ১৮৭৩।

শান্তিভূমি [স] *বি* শান্তিময় স্থান। 'বীরভূমি এখন শান্তিভূমি বলিয়া সর্বতোভাবে প্রতীয়মান হইতেছে।' সংসার, ১৮৯৮।

শান্তিমন্ত্র [স] *বি* শান্তি সেয় এমন মন্ত্র; শান্তির মন্ত্র। 'ভূমি মূদুস্বরে দিয়ে শান্তিমন্ত্রধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

শান্তিময় [স] *কিণ* শান্তিপূর্ণ। 'সুতরাং পৃথিবী-মধ্যে একটি শান্তিময় রাজ্য স্থাপিত হইল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শান্তিময়ী [স] *কিণ* স্ত্রী শান্তিপূর্ণ। 'শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

শান্তিরক্ষক [স] *বি* শান্তিরক্ষাকারী। 'শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাবা রাজার পক্ষে কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'ঐ প্রেণীর লোক সেনা, শান্তিরক্ষক ও উচ্চপদবীষ ব্যক্তিবর্গের ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

শান্তিরক্ষা [স] *বি* শান্তি সুরক্ষণ। 'আকাশ দিগদিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শান্তিরস [স] *বি* ভারতীয় সৌন্দর্যভঙ্গে বর্ণিত রসবিশেষ; শান্তিপূর্ণ অবস্থা। 'গোবরার মার মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীরসণ্ড ও পঙ্কডভরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীস্বয়ং প্রীতা হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

শান্তিপৌরী [স] *বি* শান্তিময় ভূবন। 'গোড়া দেখালে শান্তিপৌরী,

জ্যোতির্লোক প্রকাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

শান্তিলাভ [স] *বি* সুখ অর্জন। 'আপনার অবশ্যই শান্তিলাভ হবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শান্তি-সাধক [স] *কিণ* শান্তির সাধনা করে এমন। 'মুসলিম আমি শান্তি-সাধক বাস করি দুনিয়ায়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শান্তিসাধন [স] *বি* প্রশমন। 'কামরুপির শান্তিসাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেমমহার অবলম্বন করা ঐ সাধনার উদ্দেশ্য।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শান্তিসেবী [স] *কিণ* শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী। 'শান্তিসেবী যুদ্ধসুসমান।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

শান্তিস্থাপন [স] *বি* শান্তি প্রতিষ্ঠা। 'তদারক ও শান্তিস্থাপন করিয়া আসিবেন।' মহুখ, ১৮৭৩।

শান্তিচরুপানী [স] *কিণ* শান্তিরূপ আছে এমন। 'মাতৃরূপা, শান্তিচরুপানী, অকান্তি, পায়খিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শান্তিচর্চা [স] *বি* শান্তিময় চর্চা। 'পৃথিবীর বুকে রয়েছে শান্তিচর্চা।' সূর্য্য, ১৯৪৮।

শান্তিচরিত্র [স] *বি* যাবতীয় অকল্যাণের অবসান-কামনায হিন্দুদের পূজার্তা। 'শান্তিচরিত্রবাদের বদোবাস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শান্তিহীন [স] *কিণ* অশান্তিময়। 'জগৎ হইল শান্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শান্তি, শান্তী [স] *কিণ* ১ *বি* সৈন্য। ওর্গ, ১৭৮৫। ২ *বি* শাহাদাত। 'দানানি হৃদয়ে শান্তি দণ্ডায়মান আছে।' দর্পণ, ১৮২৭; 'শান্তী ঝাড় রাজার বাড়ী, গেলে পরে মারে বাড়ি।' ওগ, ১৮৫৮।

শান্তীদল [স] *কিণ* শান্তি দল। 'সামনে চল: সামনে চল তোহিদের শান্তীদল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

শান্তাল *বি* রাজ্যে শান্তির বশনাম-বিশেষ। 'ওরুদয়াল শান্তাল।' সেবধি, ১৮৪০।

শাপ [স] *কিণ* শাপ। 'অহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' বড়ু, ১৪৫০।

শাপ [স] *কিণ* অভিলাষ। 'তা দেখিয়া নবীর শাপ দিলা তৎপর।' সুলতান, ১৭০০।

শাপদূত [স] *কিণ* অভিলাষে গর্ভিত। 'এসো আমার শনির শাপদূত ভাইরা।' নজরুল, ১৯২৬।

শাপবার্তা, **শাপবার্তা** [স] *কিণ* অভিলাষ সংবাদ। 'প্রভুর শাপবার্তা শুনি হয়ে হ্রাসাবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শাপদ্রষ্ট [স] *কিণ* অভিলাষের কারণে আশন অবস্থান থেকে পতিত। 'শাপদ্রষ্ট দেব ভূমি।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

শাপদ্রষ্টা [স] *কিণ* অভিলাষের কারণে আপন অবস্থান থেকে পতিত। 'বেলা-হলে; চির-মৌনা শাপদ্রষ্টা ওগো দেব-বাল্য।' নজরুল, ১৯২৩।

শাপমন্ডি *বি* অভিলাষ। 'এত গলিগালাজ শাপমন্ডি বেরোয়, বুন।' নজরুল, ১৯২৪।

শাপমন্ডি করা *ক্রি* অভিলাষ দেওয়া। 'চোখের উপর শাপমন্ডি করতে দিন রাইত।' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

শাপমুক্ত [স] *কিণ* অভিলাষ থেকে মুক্ত। 'মুক্তির জন্য আমাদের এই

শাপমুক্ত হতে হবে।' ধর্ম, ১৯১৪।

শাপমোচন [স] বি অভিশাপ খন্ড। 'শূন্যমুকিকর্ক শাপমোচনের উপায় কখন।' রবীন্দ্র, ১৯৬৯।

শাপ লাগা [স] ক্রি অভিগত হওয়া। 'শাপ লাগার ভয় করিস নে তুই?' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শাপশাপাঙ্ক [স] বি সকল প্রকার অভিশাপ। 'বাঁধা মুঠি খোলা দুপাল ধুলোতে আর শাপশাপাঙ্কে।' লক্ষ, ১৯৬৬।

শাপা [স শাপ] ক্রি অভিশাপ দেওয়া। শাপিবি ক্রি অভিশাপ দেবো। 'শাপিব তোমার মুক্তি পাওর মনোদুঃখ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। শাপিয়াছে ক্রি অভিশাপ দিয়েছে। 'শাপিয়াছে অটবসু বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। শাপিলেক ক্রি অভিশাপ দিলেন। 'তান পুত্রে শাপিলেক মনে ক্রোধ করি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শাপাঙ্ক [স] ১ বি অভিশাপ খন্ড। 'শাপের শাপাঙ্ক দেয় তন তপোবন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি শাপমোচন। 'আমার শাপাঙ্ক এই ছিল যে ... তখন আমি পিতৃদত্ত শাপ হইতে মুক্ত হইব।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১০।

শাপাঙ্ক করা ক্রি অভিশাপ দেওয়া। 'রাসুকেও সে সর্বদা শাপাঙ্ক করে।' মানিক, ১৯৩৬।

শাপাঙ্ককাল [স] বি অভিশাপের অবসানের সময়। 'শাপাঙ্ককালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শাপাঙ্কিত [স] বি শাপগ্রস্ত। 'পাতুর রাজত্ব হইল, তিনি শাপাঙ্কিত হইয়া ক্রীসদ্রোণরবিত হইলেন।' মৃত্যঞ্জয়, ১৮১০।

শাপলা বি পথের মতো এক প্রজাতির জলীয় ফুলবিশেষ। 'আজকে রূপার মনে পড়ে নাক শাপলার লতা দিয়ে।' জমীন্দ্র, ১৯২৯।

শাপলা-বিল বি শাপলা ফোটে এমন বিল। 'শাপ চুকিল এক শাপলা-বিলে।' জমীন্দ্র, ১৯৬০।

শাপলামালা বি শাপলা ফুলের মালা। 'দিয়া আইস আমার শাপলামালা।' নজরুল, ১৯৩৫।

শাফায়ত, শাক্‌ফায়ত, শাক্‌ফায়ত [আ] ১ বি ইসলামি মতে কোরামতের দিন অস্ত্রাধার নিকট নবী-রসুলের সুপারিশ। 'শাফায়তে পাইবেন যতকৈ মৌমিন।' গল্পবি, ১৭৬৫; 'শাফায়ত-পাল-বাঁধা তরগীর মস্তাব।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি সুপারিশ। 'মিছে শাক্‌ফায় চাও।' নজরুল, ১৯৪১।

শাফায়তকারী [আ শাক্‌ফায়ত+স কর] বি সুপারিশকারী। 'কোরামতে উম্মত শাফায়তকারী।' নজরুল, ১৯৩২।

শাক্‌ফেয়ী [আ শাক্‌ফি] বি মুসলমানদের সম্প্রদায়বিশেষ। 'হানাকী, হাখানী, শাক্‌ফেয়ী ও মালেকী এই চার মাজহাবের অকুখান।' মোহাম্মদী, ১৯৪৫।

শাবক [স] ১ বি বাচ্চা। 'নীলধর দাসে তাজা ধরে ধনপতি কেশবশঙ্কর জেন ধরে মাতা হাথি।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি সজান। 'আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নপুত্রে মেজের উপর।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

শাবকহীন [স] বি শাবক নেই এমন। 'শাবকহীন মুগ্ধী যেমন হাঁসের ভিত পাইলেও বুক পাতিয়া তা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শাবল [স শবল] বি মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত এক প্রকার সোহার দণ্ড। 'মাহুত হাথির পিঠে শেল শাবল জাঠে গণমে পুরয়ে আড়খান।' মুহুন্দ, ১৬০০।

শাবান [আ] বি হিজরি অষ্টম মাস। 'রজব শাবান পবিত্র মাস।' নজরুল, ১৯৪২।

শাবাশ [ফা শাহবাশ] অর্থ প্রশংসাসূচক ধ্বনি। 'শাবাশ দাদা, একবার উঠেপড়ে লাগো তো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শাবাশ-শাবাশ [ফা শাহবাশ] অর্থ চমৎকার। 'হাত বুলাইয়া পিঠে/কথা বলে মিঠে মিঠে/শাবাশ-শাবাশ বলে কেহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শাবাশি দেওয়া ক্রি প্রশংসা করা। 'আপনি মনে মনে শাবাশি নিয়ে বলবেন, "সোনার চাঁদ ছেলে, কী মাটি।"' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

শাবাসী [ফা শাহবাশ] বি প্রশংসাক্ষিনি। 'আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে ...' মুক্ততবা, ১৯৬৬।

শাবিক [স] বি শব্দবিহারদ। 'খুঁড় আমার বড় শাবিক।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

শাম [আ] বি সিরিয়া দেশ। 'হেজাজ তাহামা ইরাক শাম।' নজরুল, ১৯২৪।

শামদেশী [আ শাম+স দেশীয়] বি সিরিয়ার অধিবাসী। 'শামদেশী এক রত্ন বসিক।' আহসান, ১৯৫০।

শামবাসী [আ শাম+স বাসী] বি বর্তমান সিরিয়ার অধিবাসী। 'শামবাসী ওরা সহিতে শেখনি পরাধীনতার চাপ।' নজরুল, ১৯২৮।

শামি কাবাব, শামী কাবাব [আ শাম+আ কাবাব] বি শামদেশীয় কাবাব। 'শামি কাবাবের গন্ধ নাকে এসে লাগলে ...' ওয়ালী, ১৯৫৫; 'শামী কাবাব দিয়ে স্যাভউইচ বানাতে পার না।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

শামিকলা বি পতঙ্গবিশেষ। 'মৌমাছি শামকল মৌচূড়কি জোনাকির কথা মনেও পড়ে।' জীবন, ১৯৮৮।

শামখোল বি একধরকার পাখি। 'তাদের ডালে অসংখ্য শামখোল আর কান্তেচোরা পাখি।' হাসান, ১৯৬০।

শামচাঁদ বি চানুর্কবিশেষ, ব্রিটিশ শাসনামলে নীলচাষিদের ওপর দৈহিক অত্যাচারের জন্যে যা ব্যবহার করা হতো। 'নীলকরেরা অনুরোধী মেজের হয়ে মিউটিনি উপলব্ধ করে দাদান, গাদন ও শামচাঁদ খালাতে লাগলেন।' হতেম, ১৮৬১।

শামিন [স শ্রমণ] বি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ। 'এই শামনের সর্বস্ব নিমিত্ত আমাদিগের এই দুর্দৈব ঘটনায়ে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

শামশা [আ শমশা] বি উকিলের পোশাকবিশেষ; শালের পাগড়ি। 'মগোবাল হতে শামশা মাথায় দেওয়া এক আচর্য জানয়ার এসতে।' নীলবন্ধ, ১৮৬৬; 'যে-সিপুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামশা এবং চালার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শামশা [স শ্যামশা] বি শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। 'চতীচরণ শামশা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শামশালো [সামশালো] ক্রি রক্ষা করা। 'কিস্তির দাওয়া শামশালোতে ভারি সুদে নিয়া কর্ত্ত করিতে হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

শামশী বি (কলিত) নদীবিশেষ। 'শামশী নদীর ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

শামা [আ] বি লোহার শিকল। 'সাপকে হাতের লাঠি করে তাতে শামা পরিয়ে সে কৃতার্থ হল।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

শামাদান [ফা] বি মোমবাতিদান। ওঁরা, ১৭৮৫; 'সেজের কাঁচরাশি ও ময়লা শামাদান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শামিয়ানা [ফা] বি চাঁদোয়া। 'পঞ্চ-পড় আকাশের খোলা শামিয়ানা।'

নজরুল, ১৯২৪।

শামিল [আ শামিলা] ১ বিপ অগুণ্ডত। 'ক্রম করিয়া হরকরার শামিল করিয়া নিয়ামেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫। ২ বিপ তুল্য। 'তার হৃদয়রক্ত তরল আশ্রিতার শামিল।' প্রমথ, ১৯১২; 'অনাবশ্যকীয় জিনিসের শামিল।' এসদ্যাম, ১৯১৯।

শামেল [আ শামিল] বিপ অন্তর্ভুক্ত। 'সে সকল ব্যক্তি ছোটোরের তালিকায় শামেল হয়।' মোহাম্মদী, ১৯০১।

শামুক [স শমুক] বি শক্ত খেলওয়াদা ছোটো জলচর প্রাণীবিদ্যে। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শাম্য [স সাম্য] বি সাম্য। 'শাম্য বাক্য ছোটো ভাইয়ের নিবারণ ক্রোধ বিজ্ঞা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শায়ক [স বি বাণ] 'সঙ্গে নায়ক কুসুমশায়ক ছোটো মঞ্জির গোল রে।' গোবিন্দ, ১৬০০।

শায়িত [স] ১ বিপ শয়্যগত। দর্পণ, ১৮২৯; 'সজ্ঞান যখন দীর্ঘকাল যোগশয্যায় শায়িত তখন জন্মী ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিপ শয়ন কালো হয়েচে এমন। 'সোপান উপরি শায়িত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

শায়িত করা ক্রি শোয়ানো। 'সোপান উপরি শায়িত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

শায়ী [সি শায়িত] 'তিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগোবান বট পদে ভাসিতে ভাসিতে ক্রিয়েন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

শায়ের [আ শায়র] বি কাব্য। 'আপনা শায়েরে রুঝারের রীতি।' আলোক, ১৬৮০।

শায়ের্তা [কি শায়িস্তা] ১ বিপ জন্ম। 'বেচারি এখন বড় শায়ের্তা হয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি শাসন। 'কুলি শায়ের্তায় ওরা ওরাশিফহাল।' মুক্ততাব, ১৯৪৯।

শারদ [স সারস] বি (হিন্দু পুরাণ) বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ধনুক। 'শব্দ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআ।' বড়ু, ১৪৫০।

শারদ [স] বিপ শরৎকালীন। 'শারদ পূর্ণিমা শশী স্থির হয়্যা আছে।' রূপরাম, ১৭৫০।

শারদচন্দ্র [স] বি শরৎকালের চাঁদ। 'শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।' আলোক, ১৬৮০; 'শারদচন্দ্র, বাসহলী, মরাসের নৃত্য কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইব।' হাই, ১৯৫৪।

শারদনিশি [স] বি শরৎকালের রাত। 'শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শারদবেলা [স] বি শরতের দিন। 'শরীরে শারদবেলা নত হয়ে নেমে আসে যেনবা আমিই শস্যভূমি।' সঙ্ক, ১৯৬৬।

শারদলক্ষ্মী [স] বি শরৎরূপ লক্ষ্মী। 'এসো গো শারদলক্ষ্মী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শারদীয় [স] বিপ (হিন্দুধর্ম) শরৎকালীন। 'সাম্বৎসরিক রীতানুসারে এই শারদীয় মহোৎসব।' দর্পণ, ১৮৩৯।

শারদীয়মহোৎসব [স] বি (হিন্দুধর্ম) দুর্গাপূজা। 'কলিকাতা রাজধানীমধ্যে শারদীয়মহোৎসবে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

শারদীয়া [স] বিপ স্ত্রী শরৎকাল সম্বন্ধীয়। 'শারদীয়া প্রতিমার প্রধান পক্ষ পুস্তকিকার ন্যায় আকুল্যমান রহিয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শারদোৎসব [স] বি শরৎকালীন উৎসব। 'বর্তমান বর্ষীয়

শারদোৎসবোৎসব নৃত্য।' জ্ঞানবোধ, ১৮৩৯।

শারদ^১ বি বীণাবিশেষ। 'বীণ, শারদ, রবাব, জলতরঙ্গ প্রভৃতি দেশী বিদেশী নৃতন পুরাতন নানারকম যন্ত্র ...' মোতাফার, ১৮৩৭।

শারাব [আ] বি শরাব; মদ। 'নিজের পুনকেই শারাবের মতো করে পান করেছি।' নজরুল, ১৯২৪। ২ শরাব

শারাব-জাম [আ শারাব+ফা জাম] বি সুরার পাত্র। 'শয়তান আজ ভেগতে বিলায় শারাব-জাম।' নজরুল, ১৯২৮।

শারাবান তহরা [আ] বি উৎকৃষ্ট মদ। 'শারাবান তহরা ভরা পেয়লা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্বশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' নজরুল, ১৯২৪।

শারিবন্দি [স সারি] বিপ সারিবদ্ধ। 'আপন২ মহলহইতে শারিবন্দি হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২৬।

শারি [স] বি শালিক; তরুপাখি। 'পেঁচার মেলেতে শারী না শোভে তাহারে।' সুলতান, ১৭০০।

শারিকা [স] ১ বি তরুপাখি। 'চতাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি স্ত্রী শালিক। 'তাছাড়া তরু, শারিকা, হরিয়াস, ময়না, কাকাত্যা প্রভৃতি সুকঠ পক্ষী ... রাজ্যভিত্তির অত্যর্ধনা করিতেছে।' হরশ্যাদ, ১৮৮১।

শারীতক [স শারীতক] বি তরু ও শারী; জোড়া শালিক। 'শারীতক কোকিল রবাব সুপলিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

শারীর [স] বিপ শরীর সম্পর্কীয়। 'শারীর যন্ত্রণা তার না থাকে কখন।' রূপরাম, ১৭৫০।

শারীরতত্ত্ব [স] বি শরীর সম্পর্কিত বিদ্যা। 'শারীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শারীরতত্ত্ববিদ্যা [স] বি শারীরিক বিদ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। 'শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া শুক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খোঁজ করেন।' জগদীশ, ১৯১৫।

শারীরবিদ্যা [স] বি শরীরের অঙ্গ-সংস্থান ও ক্রিয়া সম্পর্কিত বিদ্যা। 'নাপিতকে শারীরবিদ্যা শিখাইতে লাগিল।' জগদীশ, ১৯৬০।

শারীরবিধানবিদ্যা [স] বি শরীরসম্পর্কীয় বিদ্যা। 'শারীরবিধানবিদ্যা বিশারদ অভিপ্রধান চিকিৎসক কৃষ্ণ সাহেব ...' অক্ষয়, ১৮৫০।

শারীরসংস্থান [স] বি দৈহিক গঠন। 'তাহারা কী শারীরসংস্থানে কী বুদ্ধিবৃত্তিতে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শারীরস্থান [স] বি দৈহিক গঠন। 'শারীরস্থান ও শারীরিক নিয়ম যথা নিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানা যাইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শারীর-স্থান-বিদ্যা [স] বি দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন ও সংস্থান সম্পর্কিত বিদ্যা। 'সুশিক্ষিত শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানশল সাম্রাজ্য।' সবুজ, ১৯১৭।

শারীরাদিক [স] বিপ শরীর ইত্যাদি সম্বন্ধীয়। 'কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শারীরিক [স] বিপ দৈহিক; শরীরের। 'ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অন্তত ক্রিষ্ট হইলেন।' সাক্ষী, ১৮০৫।

শারীরিক অভিজ্ঞতা [স] বি শারীরিক ভাবাবেশ। 'তাহা শরীর-মনের সুশোভন সাংঘর্ষ্য নাহে, তাহার অনেকটা কেবল শারীরিক অভিজ্ঞতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

শারীরিক আক্ষেপ

শারীরিক আক্ষেপ [স] বি ঘোঁন আকাঙ্ক্ষা। 'ভামিনী যখন শারীরিক আক্ষেপে জরজর' হাসান, ১৯৬০।

শারীরিকতা [স] বি শরীর সম্পর্কীয় বিষয়। 'মুখের নিটোল রূপের যা শারীরিকতা মাত্র তাও মানুষকে হিরে থাকতে দেয় না।' জীবন, ১৯৬১।

শারীরিক বিন্দ্য [স] বি শরীরবিষয়ক বিন্দ্য। 'সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, ... ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বদশৈলীর ভাষাতে প্রকাশ করা।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শারীরিক শাসন [স] বি প্রচারের মাধ্যমে শাসন। 'মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ক্রটি করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শার্ট [হি] বি জামা। 'পেটিকোট, ব্লাউস, শার্ট ইত্যাদি ভাল মত ছাটিতে কাটিতে পার?' গোকেয়া, ১৯২৪।

শার্টিন [হি] বি শাটিন। 'খাকী শার্টিন দিয়ে বানানো।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

শার্দূল, শার্দুল [স] বি বাঘ। 'কেশরী শার্দূল গজ তুরঙ্গ বারণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'সিংহে শার্দূল তথা গজবর্জ কিল্লর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শার্দূল [স শার্দূল] বি বাঘ। 'শার্দূল তিল ভীত না মানই কবি বিদ্যাপতি ভানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শার্দূলবিক্রীড়িত [স] বি সংযুক্ত হৃদযবিশেষ। 'শার্দূলবিক্রীড়িত হৃদয়ে রাজার গুণবান করিয়া রাজসভার আসিয়া দাঁড়াইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শার্সি, শার্সি, শার্সী [হি sash] বি জ্ঞানলাভে কাচের কপাট বা প্যাটা। 'বাহুধারে শার্সি বুলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৩। 'মেঘেরা যেতে যেতে সোকারে শার্সীতে ... ছাটটা আঘ ইচ্ছা এলিকি গুলিক করে নিচ্ছে।' মুক্তবা, ১৯৫২। 'সমস্ত অশ্মট মুখ জাগবে কি মনের শার্সিটি।' করকণ, ১৯৬৩।

শাল [স শলা] ১ বি বাঘা; তীব্র বেননা। 'ভিড়ি আলিসন দিতে না গাইসো এ শাল থাকিল বুকে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মূলদণ্ড। 'শাল দেখি সেই চোর বল বল হাসে।' অশাওল, ১৬৮০। ৩ বি শেল। 'জিন ভিহরী মধ্যে কামানের শাল।' সুলতান, ১৭০০।

শাল [স] বি শাল গাছ। 'পাতা লতা শাল তাল সবুর নিজার।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

শালকীটা [স শালকাঠ] বি শাল গাছের কাঠ। 'শালকীটা সহিত সুন্দরী জলে ভাসে।' রূপরায়, ১৭৫০।

শালকাট [স শালকাঠ] বি শাল গাছের মতো শক্ত। 'গেটের ভেতর ঢকিয়ে আমার শালকাট হয়ে গেছে।' জীবন, ১৯৪৮।

শালকাঠ [স শালকাঠ] বি শাল গাছের কাঠ। 'শালকাঠের কড়িবগা ও সেতনকাঠের জালনা-সরজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শালশাছ বি বৃক্ষবিশেষ। 'ধানকে নিষিদ্ধ করব ওই নিষক্ত শালশাছের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শালতরু [স] বি বৃক্ষবিশেষ। 'এই দীর্ঘ শালতরুনিষিত, সুকুসুমিষ্ট, সুন্দর পঠন।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

শালশরুট [স] বি শালগাছের পাতায় তৈরি পাত্র। 'শালশরুট কেবল হরীতকী আমলকী সম্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শালশাভ [স শালশা] বি শাল গাছের পাতা। 'এক পরসর শালশাভ কিনিয়া রাখিলে ... খাওয়া চলিবেক।' বিদ্যা, ১৮৯১।

শালশাভা [স শালশা] বি শাল গাছের পাতা। 'চোরা আর

শালপাতাতে চট ঘেঁষে হাতে হাতে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

শালশ্রাও [স] বি শালগাছের মতো দীর্ঘকায় ও সুগঠিত। 'শালশ্রাও বলিষ্ঠকার পুলিশের ডরুনী-সংকেতে শতশত বাপ্পীর হান খেলেছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

শালবন [স] বি শাল বৃক্ষের বন। 'এইরূপ আদেশ করিয়া জগদ্বিশেষে একাকী শালবন অভিযুগে যাত্রা করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫। 'এই যাত্রার পায়ে শালবনের নূতন কটি পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শাল-বন-মধ্যে ক্রিষ্ণ শালবনের ভেতরে। 'এক নিবিড় শাল-বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

শালবনা বি শালবন। 'পাহাড়তলীর শালবনার বিষের মতো মীল ঘনর।' নজরুল, ১৯২৫।

শাল-বীথিকা [স] বি শাল গাছের সারি। 'শাল-বীথিকায় হায়া গৈছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

শালভক্তি [স শাল+ভ] বি কাঠের তৈরি পুতুল। 'শালভক্তি কাহার নির্মিতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শালভক্তি [স] বি শ্রী শাল কাঠের তৈরি দারুশিল্প। 'মুক্তিশিল্প নিকরই হুই বেশি দূর এগায়নি তখন আজকের আফ্রিকানদের শালভক্তিকার চেয়ে।' অবল, ১৯২৫।

শালশাখী বি শাল গাছের মতো। 'দীর্ঘ জেন শালশাখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শাল [স শালা] বি ঘর। 'রন্ধনের শালে তুমি হবে অধিকারী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শাল [স শুল্ক] বি শোল মাছ। 'গাড়ে মস্ত্য পড়িল চিত্তল শাল কুই।' রূপরায়, ১৭৫০।

শাল [স] বি পশমি চাদর। 'শাল ২ দুই।' মের্স, ১৭৬২। 'দুইপত টাকা আর এক কোড়া শাল মর্যাদা আর যে হয়।' জেরি, ১৮০২।

শালগুয়ালা বি শাল চাদর বিক্রোতা। 'শালগুয়ালা ও কাপড়গুয়ালা প্রভৃতি আরবাজারের শোক।' ভদ্রানী, ১৮২৫।

শালগেড়ে [স শাল+গ] বি শালের অনুরূপ পাতৃবিশিষ্ট। 'শালগেড়ে কীকড়াগেড়ে শালগেড়ে তালিগেড়ে।' ভদ্রানী, ১৮২৫।

শালবস্ত্র [আ শাল+স বস্ত্র] বি পশমি চাদরবিশেষ। 'ভিক্রত দেশে বিতর ছাগলোম পাওয়া যায় তাহাতে শালবস্ত্র হয়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

শাল [স শালা] বি সাল। '১৮১৪ শালে যখন কোম্পানির সহিত মহাসভা নূতন নির্বাণ করিল।' দর্পণ, ১৮১৮।

শালশ্যাম [আ শলশ্যাম] বি সবজি হিসেবে ব্যবহৃত মুলার মতো কন্দবিশেষ। 'ওস, ১৭৮৫। 'আলু, পলাহু, ওল, মানকহু, শালশ্যাম ইত্যাদি।' বিদ্যা, ১৮২১।

শালশ্রাম [স] বি (হিম্মত) বিষ্ণুর প্রতীকরূপে গুজিত গওকী নদীজাত শিলা। 'নিবলিৎ কিম্বদ শালশ্রাম সর্পিল সংহীন করিয়াছেন।' জেরি, ১৮০২।

শালগোয়াম [স শালগ্যাম] বি শালগ্যাম। 'গঙ্গাঙ্গল ছুঁয়ে শালগোয়ামের সামনে দিলি কস্তে শালগলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

শালগোয়ামি [স শালগ্যাম] বি শালগ্যাম শিলা। 'শালন কহ বৈষ্ণবী রতন/হৈন্দেলঘরের শালগোয়ামি।' শালন, ১৮৯০।

শালগ্রামশিলা [স] বি শালগ্রাম পাথর। 'মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শালগ্রামশিলা স্থাপন করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শালগ্রাম শিলা-জল [স] বি হিন্দুধর্মে শিলাময় বিষ্ণুমূর্তির চরণামৃত। 'শালগ্রাম শিলা-জল গিল ধনপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শালগ্রাম শীল [স] শালগ্রামশিলা বি (হিন্দুধর্ম) বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গংগা নদী জাত শিলা। 'অঙ্গাসনে এক ক্রিহ, শালগ্রাম শীলে ও আবকরী মোহর গোরা লক্ষীর ঝুঁটার নিত্য সেবা হয়ে থাকে।' হত্যোম, ১৮৬১।

শালতি [স শাল+তির] বি নৌকাবিশেষ। 'কোন এক ব্যক্তি প্রথমে ভোলা বা শালতি নির্মাণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শালতি বিণ শাল কাঠের। 'এক জোড়া শালতি কাঠের ধাম।' কায়সার, ১৯৬২।

শালা [স শ্যালক] ১ বি ক্রীর ছোটো ভাই। 'শালা তোর দুবরাজ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি গালিবিশেষ। 'কোন শালা আপন নাম লিখিতে জ্ঞানে।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি ব্যক্তি। 'এই শালা সন্ন্যাসী।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৪ বি ঠাট্টা-রসিকতার সম্পর্ক এমন লোককে সম্বোধন। 'কী রে শালা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শালাজ [স শ্যালক] বি শালার ক্রী। 'শাঙ্গী শালাজেই তামাসা করে।' লীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শালামালা [স শ্যালক] বি গালিবিশেষ। 'লগে ভগে দেয় গালি বলে শালামালা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শালাশালি [স শ্যালক-শ্যালিকা] বি ক্রীর ছোটো ভাই ও বোন। 'সেতো দিল আর দাস দাসী শালাশালি।' ভবানী, ১৮২৫।

শালী [স শ্যালিকা] বি শ্যালিকা। 'নহসি মাউলীরা রহস্য লেখকে শালী।' বড়ু, ১৪৫০।

শালো বি গালিবিশেষ। 'তা তু শালো এলি কাড়িও তোর বাপের কি।' হাসান, ১৯৬৭।

শালা বি ঘর; অলয়। 'ভরত আজ সমস্ত পূর্বভূতাদের হয়ে সভাসাধনার অভিধি-শালা প্রতিষ্ঠা করুক।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

শালি, শালী [স] বি আমন ধানের প্রকারবিশেষ। 'শালি-অন্ন [স] বি শালি ধানের ভাত। 'শালি-অন্ন যধু খণ্ড ভুলাব প্রচুর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'শালী জমি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

শালিধান বি একপ্রকার ধান। 'বাংলার শালিধান - অন্তিনায় ইহাদের করেয়ে বরণ।' কীর্ত্তন, ১৯৩১।

শালি ভূমি [স] বি শালিধান জন্মে এমন জমি। 'শালি ভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক তক্ক ছিল।' বসন্ত, ১৮২৯।

শাল্যন্ন [স] বি শালিধানের ভাত। 'পীত বৃত্তসিক শাল্যন্নের রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শালিআনা [ফা সাল] বিণ বার্ষিক। 'মালিক ও বার্ষিক চাপায় প্রায় ৫৮৭৬ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮২৫।

শালিক, শালিখ [স সালিকা] বি পাখিবিশেষ। 'শালিক লইল শুয়া পোষানিয়া পাখী ময়না দোয়েল বাজ ভাল ভাল সেখি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'ভাড়া পাড়ির গায়ে শুধু শালিখ লাখে লাখে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শালিকা [স শালা] বি আখার। 'ভরত রচিত ফুলকবিতা কবিতারসের শালিকা।' ভারত, ১৭৬০।

-শালিনী [স] ১ বিণ ক্রী অধিকারী। 'ঐ রানী অশেষ ধনশালিনী।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বিণ ক্রী যুক্ত। 'নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনী।' লীনবন্ধু, ১৮৬৬।

শালিশ, শালিস [আ সালিস] বি মধ্যস্থতাকারী। 'শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না।' দর্পণ, ১৮২১; 'জয় পরাজয় বিবেচনানিখিত শালিস হইলেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪।

শালিশী ছকুম [আ সালিস+আ ছকুম] বি বিচারের আদেশনামা। 'অদালত হইতে শালিশী ছকুম দিয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১।

শালিশী বি বোঝাণ্ডা। 'মনের মোক্ষদ্বার শালিশী নিম্পত্তি হইয়া মিটমিট হইয়া গিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

শালী দ্র শালা

শালী বি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকড়া জেলার একটি নদী। 'দক্ষিণে শালী নদী কুলদুশ বর।' নজরুল, ১৯২৫।

শালীনতা [স] ১ বি অদ্ভুত। 'কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়িয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি লজ্জাশীলতা। 'তোমার বুক ভরে থাকে মেন পুত শালীনতা।' নজরুল, ১৯২২।

শালীনতাবোধ [স] বিণ অদ্ভুতাজ্ঞান। 'এ সব রচনায় তাঁর সাহিত্য-কৃতি, শালীনতাবোধ, বৈদম্ব্য, শিল্পনৈপুণ্য, বর্ণভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ...।' শরীফ, ১৯৭০।

শালু বি লাল কাণ্ডবিশেষ। 'খালি গা, বুক সেরু শালুর ফেটি।' অবন, ১৯৪১।

শালুক [স] বি শাপলা। 'অশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শালুক-নাড়া বি শাপলার নরম ডাঁটা। 'অশ্রয়ি পুখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শালে বি সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য এলাকায় নির্মিত কুটিরবিশেষ। 'শালে (Chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি।' অন্নদা, ১৯২৯।

শালো দ্র শালা

শালুদী [স] বি শিমুল গাছ। 'এক প্রকাণ্ড শালুদী বৃক্ষ আছে।' রায়রাম, ১৮০২; 'কাটিল কি বিঘাতা শালুদী উল্লবরে?' মাইকেল, ১৮৬১।

শালুদিকুল [স] বি শিমুলকুল। 'শালুদিকুলের সৌরভ অতি মনোহর।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

শাশ [স শ্বস] বি শাতড়ি। 'শাশবিবি বি মাননীয়া শাতড়ি।' শাশবিবি কন, আশা আসে নাই কত দিন হল মেজলা জামাই।' নজরুল, ১৯২৮।

শাতড়ি, শাতড়ী, শাতড়ি, শাতড়ী, সাযুড়ি, সাযুড়ি, সাযুড়ী [স শ্বস] বি স্বামীর মাতা। 'সামী মোর দুর্ভবর শাতড়ী সত্তর।' বড়ু, ১৪৫০; 'গালিহো সাযুড়ী হানে না পাইল আশী।' বড়ু, ১৪৫০; 'সায়ুড়ি ননদি জন্ত পরিবার গলে।' মালাধর, ১৫০০; 'সসুর সাযুড়ি শ্যামি সেতে নিসেদিল।' মালাধর, ১৫০০; 'শাতড়ী ননদী মোর ঘরে দুর্ভবর।' বড়ু, ১৫৭০; 'সত্তর শাতড়ি মেল দেওর ভাসুর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'শাতড়ি' মনোএল, ১৭৪৩।

শাতড়িত্ত [শাতড়ি+স ত্ত] বি শাতড়ির ক্ষমতা; শাতড়িগিরি। 'শাতড়িত্ত খাটোনের জন্যই একবার বিয়াছিলেন।' মানিক, ১৯৪০।

শাতড়ীগিরি [শাতড়ি+গি গিরি] বি শাতড়ির কাজ। 'তোমার শাতড়ীগিরিতে বহাল হইতে পারি।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

শাখত [স] বিণ চিরন্তন। 'এ বর্ষ শাখত' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শাখতবাণী [স] বি চিরন্তন বাণী। 'সৃষ্টির শাখতবাণী - "ভালোবাসি"।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শাখতী [স] বি স্ত্রী অবিশ্রুত। 'রোদের সূচ্যে বিদ্ধ হলো শাখতীর আকাঙ্ক্ষা।' শামসুর, ১৯৬৩।

শাস [স শাস] বি নিয়ন্ত্রণ। 'মনতোষ ভৈল কাফ্রি ছাড়ে ঘন শাসে।' বঙ্কিম, ১৪৫০।

শাসক [স] বি শাসন করে যে। শাসকচক্র [স] বি শাসকশ্রেণী। 'তদানীন্তন শাসকচক্র বৃটিশ সম্রাজ্যবাদীরা জনগণের ভাষার দাবী মেনে নেয়নি।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

শাসকপীড়িত [স] বি শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত। 'শাসকপীড়িত হিন্দুহাসের মঙ্গলমু ভাই আর বোনের মুখ...' শওকত, ১৯৫৮।

শাসন [স] ১ বি ভূমিদান পট। 'কোটা হই বণগু শাসন পড়া।' চর্য্য ৪৭, ১২০০। ২ বি উপদেশ। 'গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিয়া শাসন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি পরিচালনাধীন অঞ্চল। 'বামে বিপ্র-শাসন নারিকেল-বন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি রাজ্য পরিচালনা। 'শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাহি।' কেরি, ১৮০২। ৫ বি ভয় দেখানো। 'প্রজ্ঞানদিগকে এমন শাসন করিয়া দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৬ বি কর্তৃত্ব; তত্ত্বাবধান। 'মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল।' দর্পণ, ১৮২৩। ৭ বি দমন। 'ভূপতিগণ আপন আপন রাজ্যের কুটিরর শাসন করিয়া আসিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৮ বি নির্দেশ; আজ্ঞা। 'রাবার শাসন ব্যতীত কি একারে ইহার দমন হইতে পারে?' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৯ বি নিয়ন্ত্রণ। 'ধর্মের শাসন পতিতাপা পুরস্রণ ধনপদক ইহায়া চৌর্যবৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১০ বি সংযম। 'মনোবৃত্তি সমুদায়ের যথোচিত বর্জন ও শাসন করা উচিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ১১ বি নিয়ন্ত্রণ। 'বৌটা এমন শাসন দিচ্ছেতাই হয় নাই।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩। ১২ বি শীড়ন; জ্বালা। 'মদনের দারুণ শাসন।' গিরিশ, ১৮৮৭। ১৩ বি (বাউল) সূক্ষ্ম সাধনার মাধ্যমে গুরু নিয়ন্ত্রণ। 'শাসন করে তিলটি ধারা পেলে রতন।' লালন, ১৮৯০। ১৪ বি বড়োদের বকুনি। 'কোনো বন্ধন নেই, শাসন নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ১৫ বি নিষেধ; বাধা। 'লক্ষ্মিয়াছে ব্যাকুর শাসন নিয়েছে অবুজিলাকে অবদ্ব ভাষণ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শাসন করা ক্রি উপদেশ দেওয়া। 'এইরূপ ধারারাজ শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য ... পাঠশালাতে বিদায় করিলেন।' মৃদুহর, ১৮৩০।

শাসনকর্তা, শাসনকর্তা [স] ১ বি শাসন করে যে; শাসক। 'ভূমি যাবক যমরূপে শাসনকর্তা থাকিবে তাবক বাচিবে।' রামমোহন, ১৮১৭; 'কলোনিগণির সামান্য শাসনকর্তারা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি অভিভাবক। 'বাল্যকো যখন তাদৃশিগণের শাসনকর্তা পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুর্দৃষ্ট পক্ষে পতিত হইতে দেখে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

শাসনকর্তৃ, শাসনকর্তৃ [স] বি শাসক। 'বঙ্গদেশের মঙ্গলার্থে শাসনকর্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি?' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শাসনকর্তৃপক্ষ, শাসনকর্তৃপক্ষ [স] বি শাসকশ্রেণী। 'শাসন-কর্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনীতিদর্শকের গুণে অগণীত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

শাসনকর্তা [স] বি স্ত্রী শাসন করে যে। 'বিশ্রামের সময় শাসনকর্তা স্ত্রীর কাছে তোমার সেই বিচার হইল।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

শাসনকার্য, শাসনকার্য [স] বি শাসন সম্পর্কিত কাজ। 'প্রদেশের রাজশাসনকার্য সর্বতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হইত।' বিন্দা, ১৮৬৩; 'শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষমতা আজ গোড়ার দিকে দেওয়া হইতেছে।' আজাদ, ১৯৫৯।

শাসনকাল [স] বি শাসন-আমল। 'মহারাজীর শাসনকাল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শাসনক্ষমতা [স] বি রাষ্ট্র পরিচালনা। 'শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ গণতন্ত্রের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করছেন না।' বেগম, ১৯৫৫।

শাসন-ছায়া [স] বি শাসনরূপ ছায়া। 'আমার শাসন-ছায়ায় হয়ে পুষ্ট/রাঘব বোয়াল বলিস আমায় দুই?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

শাসন জমা [স শাসন+আ জমা] বি জমিদারিতে কোনো কাজ বাবদ প্রদত্ত কর। 'জমিদারিতে কোন কাজে আসিয়াছেন, শাসন জমা দিতে হইবে।' সুভদ্রা, ১৮৭০।

শাসনজাল [স] বি শাসনরূপ জাল। 'বকীয় শাসনজাল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শাসনতন্ত্র [স] বি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আইন। 'শাসনতন্ত্র-চালনরূপে তাহাকে আশিসের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাসনতন্ত্রচালক [স] বি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। 'কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আশিসের মধ্যে যজ্ঞাক্ষ দেখিতে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাসনতন্ত্রবিহীন [স] বিণ সংবিধানহীন। 'দেশকে শাসনতন্ত্রবিহীন করিয়া অনিচ্ছাকালে জন্ম।' আজাদ, ১৯৫৯।

শাসনতাত্ত্বিক [স] ১ বিণ সাংবিধানিক। 'এমেরীর এ-প্রস্তাবে ভারতীয় শাসনতাত্ত্বিক অচলাবস্থা দুই হওয়ার তেমন কোন আশা আছে বলিয়া মনে হয় না।' আজাদ, ১৯৪১। ২ বিণ শাসনপদ্ধতি সম্পর্কিত। 'ভাষাকার শাসনতাত্ত্বিক কাঠামো।' আজাদ, ১৯৫৫।

শাসনদুর্গ [স] বি শাসনে বোঁহিত দুর্গ। 'মাস্টার-শাসনদুর্গে সিধকাটা ছেলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

শাসনদখরা [স] বি শাসনপদ্ধতি। 'একাত্তিক শতাব্দীর শাসনদখরা যখন গুরু হয়ে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

শাসনপরামর্শ [স] বিণ স্ত্রী শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ। 'নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরামর্শা দলনেত্রী।' তারার, ১৯৪২।

শাসনপাশ [স] বি শাসনের বন্ধন। 'তারই শাসনপাশ গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শাসনপ্রণালী [স] ১ বি পরিচালনার নিয়ম। 'বিশ্বরাজ্যের শাসনপ্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করা, নিত্যক আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি নিয়ন্ত্রণ-কৌশল। 'সনীশোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শাসনপ্রথা [স] বি শাসন পদ্ধতি। 'এছাড়া যে রূপ শাসনপ্রথা ছিল।' হেলতান, ১৯২৩।

শাসন বারধ [স] বি বিবি-নিষেধ। 'নাহি মানি শাসন বারধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শাসনবিরোধী [স] বিণ শাসনব্যবহার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 'এই আন্দোলন ইংরেজ শাসনবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।' অনিস, ১৯৬৪।

শাসনভঙ্গী [স] বি শাসন করার ধরন। 'প্রথমতঃ যুদ্ধ যেন শাসনভঙ্গীর আদল।' শতকর্ত, ১৯৫৮।

শাসনভাড়া [স] বি শাসনের অধিকার। 'দিয়েছে শাসনভাড়া হে রাজাধিরাজ। সে গুরু স্থান্যন তব সে দুরূহ কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভাড়া, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে।' নবরঙ্গ, ১৯২২।

শাসনভীতা [স] বিশ ক্রী শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত। 'তারা কেবল এইটুকুর জ্ঞানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শাসনযন্ত্র [স] ১ বি রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী। 'যুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথাও চলিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি পরিচালন প্রক্রিয়া। 'সরকারী শাসনযন্ত্রের সাহায্য ও সহযোগিতা।' বেগম, ১৯৫৮।

শাসনরঞ্জু [স] বি শাসনরূপ রশি তথা পরিচালনার দায়িত্ব। 'হৃদি ইংরেজরাজ ভারতের শাসনরঞ্জু স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন।' প্রচারক, ১৯০৩।

শাসনশক্তি [স] বি রাজ্য শাসনের ক্ষমতা। 'তন্ত্রশাসন - সেখানে শাসনশক্তি দৈবে দেয়া দেয় জিনিসটির সৌন্দর্য।' অবন, ১৯২৫।

শাসন-শোষণ [স] বি দমন ও গিড়ন। 'বৈদেশী শাসন-শোষণের পরিণতি বৈদেশী শাসন শোষণের প্রতিষ্ঠায় আর সভ্যতার স্বাধীনতার আকাশ পাতাল প্রভেদ।' আজাদ, ১৯৩৬।

শাসনসন্ধি [স] বি শাসন-কৌশল। 'যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার সেশময় আশঙ্কা করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শাসন-সীমা [স] ১ বি পারিবারিক শাসনের গতি। 'কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ২ বি শাসনের পরিধি। 'স্বতন্ত্রভাবে হয়ে তারা শাসনসীমা অতিক্রম করে যায়।' ধূর্তী, ১৯৩১।

শাসনসূত্র [স] বি শাসনের উদ্দেশ্য। 'ব্যাপারটি ঘটে ইংরেজশাসনকালে শাসনসূত্রে আপত্ত উদ্ভীপকসমূহের সহায়তায়।' শিব, ১৯৫৬।

শাসনাধিকার [স] বি দেশ পরিচালনার অধিকার। 'ভারতবাসীকে সব রকম শাসনাধিকার থেকে এমন লজ্জাকরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

শাসনাধিকারি [স] শাসনাধিকারী। বি শাসক। 'শাসনাধিকারিরা এতদেশীয়দিগের শিক্ষা করাইবার জন্য মনোযোগী।' জ্ঞানাব্যবহ, ১৮৩৮।

শাসনাধীন [স] বি শাসনের অধীন। 'বাবলা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাবলার দেওয়ান।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত।' কেহিন্দুর, ১৯০৬।

শাসনিত্তা [স] বি শাসনকর্তা; শাসক। 'শাসনিত্তা এবং শাসিত, শোষণিতা এবং গুরু।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শাসি [স] শাস্ত। ১ ক্রি ভয় দেখানো। 'মানোএল, ১৭৪৩। শাসিআ ক্রি শাসন করে। 'শশগর পৃথিবী শাসিআ দিবা তোকে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। শাসিবে ক্রি শাসন করবে। 'সার্বভৌম পৃথিবী শাসিবে একেশ্বর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। শাসিল ক্রি শাসন করলো। 'নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।' বিজয়, ১৬৫০। শাসে ক্রি শাসন করে। 'ভীষ্মের প্রভাবে রাজা শাসে বসুমতী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শাসানি [স] শাসন। ১ বিশ ভীতি প্রদর্শনকারী। 'ডাকাতের শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি হুমকি। 'সব শাসানি চেলিয়া এই প্রমত্তা তার প্রাণে পুনঃপুনঃ উকি মারিতে থাকে।' মনসুর, ১৯৫৫।

শাসিআ [স] শাস্ত। ১ ক্রি ভয় দেখানো। 'মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ ক্রি হুমকি দেওয়া। 'হেলো মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসিআ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শাসি [স] sash। বি একাধিক কাঁচের পট্টাবিষ্টি জ্ঞানাবিশেষ। 'রুধিয়া জ্ঞানী শাসি বসি একবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শাসিত [স] ১ বিশ শাসন করা হয়েছে এমন। 'জমিদারি যে করিয়াছেন তাহা শাসিত কি প্রকার।' কেরি, ১৮০২। ২ বিশ নিয়ন্ত্রিত। 'শাস্তি-শাসিত সযত্নের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি শাসন। 'দাদা আমায় শাসিত কর্বেন।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৪ বিশ নিয়ন্ত্রিত। 'ভাবাবেগ শাসিত বাহ্যে দেশে বিদ্যাপতিব পদাবলীর জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ বটে।' হাই, ১৯৫৪।

শাসিৎ [স] শাসিত। বি শাসন। 'তুমি যদি ঘরের ছেলে শাসিৎ করে রাখতে পার।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শাসিতজন [স] বি শাসিত ব্যক্তি। 'উপনিবেশতন্ত্রে শাসিতজনের বিকাশসম্মাননা যে অতি অল্প একথা সাধারণবীকৃত।' শিব, ১৯৫৬।

শাসিতব্য [স] বি শাসনের আয়তাবধীন ব্যক্তি। 'শাসিতব্যের উপরে অবহিত এয়োগ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শাস্তর [স] শাস্ত। বি শাস্ত। 'যে যোদার শাস্তর পালে।' মানোএল, ১৭৪৩।

শাস্তর কথা [স] শাস্ত্রকথা। বি শীতি কথা। 'চাইনে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে যায় যে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শাস্তরসম্বন্ধ [স] শাস্ত্রসম্বন্ধ। বিশ শাস্ত্রসম্বন্ধ। 'বৈজ্ঞানিক শাস্তরসম্বন্ধ অনেক কিছুই জানত না।' হোসেন, ১৯৪০।

শাস্তা [স] বি শাসনকর্তা। 'সে সব লোকের যথা ভাগবতে প্রেম/ তাতে যে অনের গর্ব তার শাস্তা যম।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শাস্তি [স] বি শাস্তা। 'তুমি নহে শাস্তির ভাজন।' বিজয় ১৬৫০।

শাস্তি দেবেন বি শাস্তি দেওয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

শাস্তিবিধান [স] বি দণ্ডন। 'ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর।' প্রভাত, ১৮৯৭।

শাস্তিভোগ [স] বি শাস্তাভোগ। 'তোমায় ... শাস্তিভোগ করিতে হইবেক।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

শাস্তিমূলক [স] বিশ দণ্ডনীয়। 'সে সব ক্ষেত্রে সরকারের কর্তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।' বেগম, ১৯৬৬।

শাস্তি [স] বি শাসক। 'শাস্তি-শাসিত সযত্নের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শাস্তোর [স] শাস্ত। বি শাস্ত। 'ধর্মো কার্য করিতে শাস্তোর দিয়াছেন তাহান কেপাএ।' আভেনিয়ো, ১৭৪৩।

শাস্ত্র [স] ১ বি ধর্মগ্রন্থ। 'নারীর সম্বন্ধে রাধা জদি পাণ হই খ্রীস্বেয় কৃষ্ণনাম শাস্ত্র কেন কহে।' বটু, ১৫৭০। ২ বি বিদ্যা। 'পণ্ডিত শাস্ত্রের মধ্যে সহজ বিদ্যা একরকম উত্তমরূপে উদ্ভীর্ণ হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি ধর্মীয় বিধান। 'শাস্ত্রও এক সময়ের লোকচারণ।' বিজয়, ১৬৫০।

শাস্ত্রকর্তা

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাস্ত্রকর্তা, শাস্ত্রকর্তা [স] বি শাস্ত্রের প্রসেতা। 'তোমা সভার শাস্ত্রকর্তা সেহো ভাঙ হৈল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শাস্ত্রকল্যাণ [স] বি শাস্ত্রসমূহ। 'যাবতীর শাস্ত্রকল্যাণ যথাবিধি শিক্ষা করা ইহাম।' রত্নজ্যোতি, ১৮৭৬।

শাস্ত্রকানী [স] শাস্ত্র+স কাণ [ক] শাস্ত্র জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ। 'বেদ-বিনির পর শাস্ত্র কানী আর এক কানী মন আমার।' লালন, ১৮৯০।

শাস্ত্রকার [স] বি শাস্ত্র রচয়িতা। 'শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিশ্রোহতরনে সেখাজব লিখিয়াছেন।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

শাস্ত্রকারক [স] বি শাস্ত্র রচয়িতা। 'ইহাই শাস্ত্রকারকেরা লেখেন।' জ্ঞানোৎসব, ১৮৩০।

শাস্ত্রকোবিন্দ [স] বি শাস্ত্রজ্ঞ। 'অনারক্ণ কার্যের পক্ষীকার্ণ ধর্মজ্ঞ, শাস্ত্রকোবিন্দ ... নিতুত করিয়া থাকেন।' বহ্নিম, ১৮৮৭।

শাস্ত্রগড়া [ক] শাস্ত্রের তৈরি; শাস্ত্রে রয়েছে এমন। 'এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শাস্ত্রগত [স] শাস্ত্রসম্মত। 'শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে রেখে হতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শাস্ত্রচর্চা [স] বি ধর্মজ্ঞ পঠন-পাঠন, আশোচনা ইত্যাদি। 'শাস্ত্রচর্চা এবং ছোটোখাটো নানা বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শাস্ত্রজ্ঞ [স] শাস্ত্র জ্ঞানে এমন। 'শাস্ত্রজ্ঞ ইহায়া তুমি কর অভিমানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শাস্ত্রজ্ঞানহীন [স] শাস্ত্র ধর্মীয় জ্ঞান নেই এমন। 'ভগবান শাস্ত্রজ্ঞানহীন অন্যাত্মী বানরদেরও বধ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শাস্ত্রভুক্তবেত্তা [স] শাস্ত্রভুক্ত অভিজ্ঞ। 'শাস্ত্রভুক্তবেত্তা এক পণ্ডিত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১১।

শাস্ত্রদর্শী [স] শাস্ত্র জ্ঞানে এমন। 'ভবকালে বৃত্তভুক্ত এবং যার্তা শাস্ত্রদর্শী বনিক সভায় উপবিষ্ট থাকিতেন।' বসুদর্শন, ১৮৭৪।

শাস্ত্রদৃষ্টি [স] বি শাস্ত্রীয় জ্ঞান। 'চিরলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা এই শ্রীমদ্ভাগবতে উদাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন।' দর্শন, ১৮২২।

শাস্ত্রধারি [স] শাস্ত্রধারী। বি শাস্ত্রের অনুসারী ব্যক্তি। 'উক্ত শাস্ত্রধারিণ ...।' সূচক, ১৮৯০।

শাস্ত্রনিবন্ধি [স] শাস্ত্র শাস্ত্রে নিষেধ আছে এমন। 'বহুবিবাহ শাস্ত্রনিবন্ধি বলিয়া ...।' বিন্দ্যা, ১৮৭৩।

শাস্ত্রনীতি [স] বি শাস্ত্রীয় বিধান। 'সংসারের শাস্ত্রনীতি নিয়মিত কর্ম।' আভাস, ১৮৮০।

শাস্ত্রনীতিজ্ঞ [স] শাস্ত্র নীতিশাস্ত্র বিষয়ের বিজ্ঞ। 'শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষের নন্দী বলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শাস্ত্র-পরমাপ [স] শাস্ত্রগ্রন্থপাণি বি শাস্ত্রের গ্রন্থপাণি। 'দুই বস্ত্র ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শাস্ত্র-পাঠ [স] বি ধর্মজ্ঞের পাঠ। 'শাস্ত্র-পাঠ মুখে জপে মনে শ্রেয় বস ভাবে বাকিলেস্ত দোহা শ্রেয় জপ।' বাহরাম, ১৮৫০।

শাস্ত্রপ্রসেতা [স] বি শাস্ত্রপ্রসার। 'সাহিত্যিক শাস্ত্রপ্রসেতা নন, তিনি মানবতন্ত্রী।' শিব, ১৯০৫।

শাস্ত্রগ্রন্থপাণি [স] বি শাস্ত্রের গ্রন্থপাণি। 'যে ব্যক্তি গ্রন্থ করেন যে তুমি

গ্রন্থজ্ঞানী শাস্ত্রগ্রন্থপাণি সকলকে গ্রন্থ জানিয়াও ...।' রামমোহন, ১৮১৬।

শাস্ত্রবন্দন [স] বি ধর্মের কথা। 'সনাতনশ্রদ্ধায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শাস্ত্রবাক্য [স] বি শাস্ত্রের কথা। 'কোন শাস্ত্রবাক্য অসম্বন্ধরূপে মান্য হয় না।' অক্ষর, ১৮৪৭; 'ভক্তবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাস্ত্রবাণী [স] বি শাস্ত্রের কথা। 'ওগো কাজী, খাম্বা নীরস শাস্ত্রবাণী কণ্ড কাকে?' নজরুল, ১৯৩৯।

শাস্ত্রবাদ [স] বি শাস্ত্র সম্বন্ধে বিতর্ক। 'যে সব শাস্ত্রবাদ করিব মোর সনে।' সুলতান, ১৭০০।

শাস্ত্রবিচার [স] বি শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিচার; ন্যায়নীতি বিবেচনা। 'সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে ... ফুলে উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শাস্ত্রবিদ্যা [স] ১ বি শাস্ত্রের বিধান। 'সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্তে দিগেম।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩। ২ বি ধর্মীয় শিক্ষা। 'অত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা দিব আমি তোরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শাস্ত্রবিধি [স] বি শাস্ত্রের বিধান। 'শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শাস্ত্রবিরুদ্ধ [স] বি শাস্ত্রের পরিশ্রী। 'যাহা পূর্বপুরুষের বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ ...।' রামমোহন, ১৮১৬।

শাস্ত্রবিশারদ [স] শাস্ত্র শাস্ত্র সম্পর্কে পণ্ডিত। 'সংকুতশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত হ. হ. উইলসন বাহার গ্রন্থ ইহাতে ...।' অক্ষর, ১৮৪৭।

শাস্ত্রবিহিত [স] শাস্ত্রের অনুমোদিত। 'শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা অজ্ঞ হইবে না।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭।

শাস্ত্র-বুড়া [স] বি রক্ষণশীল ব্যক্তি। 'ভাতের হাঁড়ি হাঁকোর জলে কোয়ারে শাস্ত্র-বুড়া/ জাত বাটীরে লুকিয়ে আছে।' নজরুল, ১৯৩৩।

শাস্ত্রবেত্তা [স] বি শাস্ত্রকার। 'অতএব এই শাস্ত্রবেত্তা বিজ্ঞ কেন না গুণ্য হইবেন?' অক্ষর, ১৮৪৭।

শাস্ত্রব্যবসারী [স] বি শাস্ত্র চর্চা যার জীবিকার উপায়; শাস্ত্রজীবী। 'ইহাদিগদের পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসারী।' দর্শন, ১৮৩২।

শাস্ত্রভার [স] বি ধর্মের বোঝা। 'ফুটন্ত নবজীবনের 'পরে/ চাপারে শাস্ত্রভার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শাস্ত্রভেদ [স] বি ধর্মের মূল বাণী। 'তবে নর বিদ্যাধর পাইব শাস্ত্রভেদ।' সুলতান, ১৭০০।

শাস্ত্রমত [স] বি শাস্ত্রবিধি; ধর্মসম্বন্ধিত মত। 'সকল বৈষ্ণব তন করি একমন/ চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শাস্ত্রমর্থ, শাস্ত্রমর্থ্য [স] বি শাস্ত্রের তাৎপর্য। 'সর্বকর্মসার নাম এই শাস্ত্রমর্থ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শাস্ত্র-শব্দন [স] শাস্ত্র শাস্ত্রসর্বধ। 'শাস্ত্র-শব্দন জ্ঞান-মজুর যেতে নায়ে সেই ছত্রি-পরিব।' নজরুল, ১৯২৮।

শাস্ত্রশাসন [স] বি শাস্ত্রীয় নিয়ন্ত্রণ। 'শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শাস্ত্রশাসিত [স] শাস্ত্র শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলে এমন। 'ভীর

শাস্ত্রশাসিত যন অধর্মযুদ্ধের একান্ত প্রতিকূল।' গ্রন্থ, ১৯০২।

শাস্ত্রসংগত, শাস্ত্রসঙ্গত। [স] বিপ শাস্ত্র-অনুমোদিত। 'রাজকুমারী সানোহার সহিত শাস্ত্রসঙ্গত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ...।' মশাররক, ১৮৮৫; 'এ বিবাহ কি শাস্ত্রসংগত হবে?' গ্রন্থ, ১৯৩১।

শাস্ত্রসমুদ্র [স] বি শাস্ত্ররূপ সাগর। 'তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মহন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

শাস্ত্রসম্পর্কীয় [স] বিপ শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন। 'অন্যান্য শাস্ত্রসম্পর্কীয় পূর্বকালীন পুস্তক সমুদয় যেমন ক্রম প্রমাণে পরিপূর্ণ।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শাস্ত্রসংখ্যত [স] বিপ শাস্ত্র-অনুমোদিত। 'শাস্ত্রসংখ্যত ব্যবহা দিব।' ডানকান, ১৭৮৪।

শাস্ত্রসিদ্ধ [স] বিপ শাস্ত্রসংখ্যত। 'এরূপ কথ্য হিন্দুদের শাস্ত্রসিদ্ধ নয়।' দর্পণ, ১৮২৭।

শাস্ত্রাচার [স] বি ধর্ম্মহুতিক্ত সংস্কার। 'শাস্ত্রাচারের জটমোচন করতে করতেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিলেন।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

শাস্ত্রাচারী [স] বি শাস্ত্রের বিধান পালন করে এমন ব্যক্তি। 'শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাঙ্গা ছিলেন।' নজরুল, ১৯৩০।

শাস্ত্রাধিকার [স] ১ বি শাস্ত্রের উপর দক্ষতা। 'বিদ্যার্থীর শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি যোগ্যতা। 'নির্দোষ জীবন আলোচনা করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

শাস্ত্রাধ্যয়ন [স] বি শাস্ত্র অধ্যয়ন। 'পূর্বকলম স্ত্রী নরকে অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্ত্ব শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

শাস্ত্রাধ্যয়নভুক্তিত [স] বিপ ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ার লব্ধ শোনা বার এমন। 'শাস্ত্রাধ্যয়নভুক্তিত শাস্ত্র পট্টীশু'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

শাস্ত্রানুগ [স] বিপ শাস্ত্রের অনুগত। 'ভাঁহাদের কোনো প্রকারের শাস্ত্রানুগ হইতে হয় নাই।' ফাই, ১৯৫৪।

শাস্ত্রানুমোদিত [স] বিপ শাস্ত্র সমর্থিত। 'মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত পাঠ্য।' প্রচারক, ১৯০৪।

শাস্ত্রানুসারে [স] ক্রিয়বিপ শাস্ত্র অনুযায়ী। 'শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য সমুদয় বিষয়েই মনু্যের তুল্য।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শাস্ত্রাবলম্বী [স] বিপ ধর্ম্মের অনুসারী। 'ব্রীজী শাস্ত্রাবলম্বী পণ্ডিতবর্গ ...।' অক্ষর, ১৮৫৫।

শাস্ত্রাভিঙ্গ [স] বিপ শাস্ত্রাভঙ্গী। 'সংস্কৃত শাস্ত্রাভিঙ্গ এমত এক জন কোথায় দুটর।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শাস্ত্রাভ্যাস [স] বি জ্ঞানচর্চা: লেখাপড়া। 'যদ্যপি শাস্ত্রাভ্যাস না করিলেক।' দর্পণ, ১৮৩১।

শাস্ত্রাশাপ [স] বি শাস্ত্রবিষয়ক আশাপ-আলোচনা। 'ভাঁহারা সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া শাস্ত্রাশাপ ... করিতেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।

শাস্ত্রাশোচনা [স] বি ধর্ম্মীয় বিষয়বস্তির আলোচনা। 'দেশজ ভাষা ভাষ্য করে সংস্কৃতে শাস্ত্রাশোচনা আরম্ভ করলেন।' মুক্ততাবা, ১৯৫৮।

শাস্ত্রী [স] শাস্ত্রী। বি শাস্ত্রজ্ঞ। 'আমি সকল শাস্ত্রদিককে এইকণে কহিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩৪।

শাস্ত্রী [স] বি শাস্ত্রজ্ঞানী যে। 'ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যথার্থ শাস্ত্রী।'

দর্পণ, ১৮৩৭।

শাস্ত্রীয় [স] বিপ শাস্ত্রে বর্ণিত। 'শাস্ত্রীয় ব্যবহা কেবল পণ্ডিতদেরের অন্তর্করণেই শুদ্ধ থাকিত।' দর্পণ, ১৮২০।

শাস্ত্রীয়তা [স] বি শাস্ত্রীয় বৈধতা। 'তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মহন করে এর শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করলেন।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

শাস্ত্রীয় ব্রত [স] বি শাস্ত্রোক্ত ব্রত। 'কৃতকৃত্তিক শাস্ত্রীয় ব্রত।' জবন, ১৯১৯।

শাস্ত্রের কীট বি সর্বদা শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যাপ্তত যে ব্যক্তি। 'শাস্ত্রের কীটটা শুককে আহ্বান করে আনবার ব্যোপ।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

শাস্ত্রোক্ত [স] বিপ শাস্ত্রে উল্লিখিত। 'শাস্ত্রোক্ত বলিয়া তাহাতেই অতিমত প্রকাশ করেন।' অক্ষর, ১৮৪৬।

শাস্ত্রোপদেশ [স] বি শাস্ত্রীয় নির্দেশনা। 'অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অনেকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

শাহজাদা [ফা] বি রাজপুত্র। 'এত বলি কানিতে লাগিল শাহজাদা।' গরীব, ১৭৬৫।

শাহজাদি, শাহজাদী [ফা] বি রাজকুমারী। 'নিদমহলায় জাগল শাহজাদি।' নজরুল, ১৯২৮; 'শাহজাদীর এ গীনজা।' বিকৃতি, ১৯৩১; 'চাহে বোরখা তুলিয়া শাহজাদি।' নজরুল, ১৯৩৫।

শাহরিক দ্র শহর

শাহা [ফা শাহ] বি সম্রাট। 'হযেক আরবে মিলি/ লই শাহা মর্দ আলি/ গভ ফিরাই আলিলা।' সুলতান, ১৭০০।

শাহানিবি [ফা শাহ+ন নিবি] বি মহারাজ। 'ভুবন বিখ্যাত শাহা নিবি।' বাহরাম, ১৬০০।

শাহাদৎ [আ শাহাদৎ] বি ইসলামি মতে ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুবরণ। 'শাহাদৎ তোমার হইবে সেই যানে।' গরীব, ১৭৬৫।

শাহাদাত্জাঙ্গ [আ শাহাদৎ+ন জাঙ্গ] বিপ সত্য বা ন্যায়ের জন্য আত্মোৎসর্গকারী। 'শাহাদাত্জাঙ্গ লাশতিলি হাঁহাদের অভিতাবকদের দেওয়া হয় নাই।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

শাহানশাহ [ফা] বি বাদশাহ। 'কোনা দুনিয়ার কোনো সে শাহানশাহে।' নজরুল, ১৯৪১।

শাহনশাহ [ফা] বি রাজার রাজা। 'আজ্ঞা নামক শাহনশাহের বেখার কবিতা আতানা।' নজরুল, ১৯৪২।

শাহানশাহী [ফা] বিপ বাদশাহী। 'তোমরাই শুকে অমন আমিরজাদির মতন শাহানশাহী মেজাজের করে তুলে।' নজরুল, ১৯২৭।

শাহেনশা [ফা] ১ বি সম্রাটের প্রতি সম্বোধন বিশেষ। 'জনাব, জাঁহাণা, শাহেন শা -।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি রাজাধিরাজ। 'শাহেনশা, বাদশা তত্ত্ব চলালের তলে ... লুটাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শাহানা [ফা শাহানহা] ১ বিপ রাজকীয়। 'সখিনা! দেখ, তোমার বামীর শাহানা পোষাক দেখ।' মশাররক, ১৮৮৫। ২ বি (সদীত) একটি রাণীবীর নাম। 'সামনে বসি তার বরফালি ধরেছে শাহানার সুর -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শাহী [ফা] বিপ রাজকীয়। 'দুইটা শাহী ছকুমনামা আসিল।' মদনুর, ১৯৫০।

শাহী কারখানা [ফা] বি রাজকীয় ব্যাপার। 'গৌছে সেবি শাহী কারখানা।' মাহেনত, ১৯৪৯।

শাহীনামা [ফা] বি রাজকীয় আদেশপত্র; রাজবৃত্তান্ত। 'গাজী রহমান গ্রন্থের আদেশমত শাহীনামা ... লিখিতে আরম্ভ করিলেন।' মঙ্গলরত্ন, ১৮৮৫।

শাহেব [আ সাহাব] বি সাহেব। এডমন, ১৭৯৩। 'সেই স্থায়ী সুভাষা সাহেব সহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে।' জ্ঞানোন্মেষণ, ১৮৩৮।
শাহেজাদা [আ সাহিব+ফা জাদা] বি সাহেবজাদা; ইংরেজ-পুত্র।
'কুটিল সব সাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে শায়া ...' গুণ, ১৮৫৮।

শিঅর [স শিবর] বি শিয়র। 'শিঅরে হারায়িতা বাকী' বড়, ১৪৫০।

শিআল [স শূণালা] বি শিয়াল। 'বাওঁর শিআল মোর ডাহিনে আএ' বড়, ১৪৫০।

শিআলী [স শূণালী] বি শিয়াল। 'তঁহি তোপি শবরোহ কএলা কাদশ সওণ শিআলী' চর্যা ৫০, ১২০০।

শিউ বি ধোয়ার কালির চঁড়া। শিউশোলা বি ধোয়ার কালি মেশানো হয়েছে এমন। 'মধ্যস্থানে জল যেন কাপো শিউশোলা' বিজুতি, ১৯২৯।

শিউরা [স শিরশ] > ১ ক্রি রোমাঞ্চিত হওয়া। 'ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি শিউরে ওঠা। 'তুণকুম শিউরেছিল শিশির জলে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

শিউরে ওঠা ১ ক্রি রোমাঞ্চিত হওয়া। 'ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি কঁাপনি বোধ করা। 'শীতের সন্ধ্যার হয়েচে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শিউরিটি [হি] বি জামিন। 'কার সাথে কার চুক্তি হৈতেছে, কেটা কার শিউরিটি হৈতেছে।' মনসুর, ১৯৪৫।

শিউলি বি বেজুর গাছের রস বের করা যাবার পেশা। 'শিউলি নিরুপে পুরে বাজু কাটিয়া ফিরে ওড় করে বিবিধ বিধান' মুকুন্দ, ১৬৩৩।

শিউলি [স শেফালি] বি এক প্রকার ফুল - শেফালি। 'যৌবনের মতো পরিকুট রাসিকৃত শিউলিফুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শিউলি-শাদা বি শিউলি ফুলের মতো শাদা। 'শিউলি-শাদা আর শব্দ-শাদা একই শাদা নয়।' অবন, ১৯২৫।

শিং [স শূ] বি চতুষ্পদ জন্তুদের মাথার শূঙ্গ। ওয়া, ১৭৮৫; 'এক নিবিড় বনে পড়িয়া তাহার শিং ডালে জড়াইল।' তারিণী, ১৮০৩।

শিংগোল্লা [স শূ] বি শিংবিশিষ্ট। ওয়া, ১৭৮৫; 'শিংগোল্লা গুরু-মহিষের চোখে শূঙ্গহীন ... পতন্তোবে বেশি হিঙ্গা' নজরুল, ১৯২৭।

শিংল বি দুপালের চুল লম্বা করে পেছনের চুল খাটো করে হাটা। 'শিংল করাত একটা আঁচ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' অন্ননা, ১৯২৯।

শিংশা [স] বি শিংগাছ। 'শিংশা বৃক্ষে এক শব বাধা আছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

শিটে বি ময়লার আবরণযুক্ত। 'হাসলে শিটে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।' জীবন, ১৯৩২।

শিয়াকুল বি শিয়াকুল; বুনো ফুলবিশেষ। 'গাঁবহ মালা রে, এনে দে, এনে দে রে শিয়াকুল' নজরুল, ১৯৩২।

শিক^১ [স শিখা] বি শিখ; গুরু নামক প্রবর্তিত ধর্মের অনুসারী। 'কলিকাতায় শিক জাতীয়েরা উৎসবের ব্যয় নির্বাহার্থে চাঁদা করিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৪০।

শিক^২ [ফা সীখা] বি লোহার সরু দণ্ড। 'শিক পুড়াইয়া বারককে ছাঁকা দিতে হয়।' শব্দ, ১৯১৮।

শিক কাবার [ফা সীখ+আ কাবার] বি শলাকাবদ্ধ আঙুলে কলসানো মসলামাথানো মাসেবিশেষ। 'শিক কাবার ছুরি দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে ...' নজরুল, ১৯২৪।

শিকড় [স শিবর] ১ বি মূল। 'তাহার ভিতর শিকড় নিকর যতন করিয়া বাঁধে।' চন্দ্র, ১৫৫০। ২ বি মূলের শাখাপ্রশাখা। 'শতলক্ষ আঁকাবাকা শিকড়ের ভিতর দিয়া গৃহিবীর সমস্ত তরলতা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি বাঁধন। 'আমি হাতের শিকড় দেব মেলে/ জীবনের সমৃদ্ধ মাটিতে বর হবো আচরণের।' শ্যামসূর, ১৯৬৬।

শিকড় গজানো ক্রি বিস্তার লাভ করা। 'আমাদের সমাজেও এ প্রকার শিকড় গজিয়েছে।' বেগম, ১৯৪৮।

শিকড়গাড়া বি মূলশ্রেণি। 'সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ' ওয়ালী, ১৯৪৮।

শিকড় মূল করা ক্রি মূলোৎপাটন করা। মানোএল, ১৭৪৩।

শিকদার [ফা] বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। সেনাধি, ১৮৪০।

শিকনি বি নাক থেকে বের হওয়া শ্লেষ্মা। 'খানিকটা শিকনি ঝেড়ে দিয়ে বললে ...' জীবন, ১৯৩৩।

শিকরা [আ শকরা] বি বাজলশাখি। মানোএল, ১৭৪৩।

শিকল [স শুল্ক] > ১ বি লোহা দিয়ে তৈরি দরজার নিগড়। 'কুসুপ, শিকল-পেরেক, হাতা, বেড়ি, কড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি সকল বস্তু সর্বনা প্রয়োজনে লাগে ...' বিন্দ্যা, ১৮৫১। ২ বি গাথুনি। 'ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শিকলগর [স শুল্ক] বি জিজির অথবা কোনোকিছু বাঁধার ধাতব উপকরণ তৈরি করে যে। ওয়া, ১৭৮৫।

শিকল-হেঁড়া বি শিকল ছিঁড়ে কেলেছে এমন। 'হাওয়ার মুখে টুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল শিকল-হেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শিকলি, শিকলী [স শুল্ক] ১ বি শিকল। 'শিকলী' মানোএল, ১৭৪৩; 'কতক্ষণে পায়ের শিকলী কাটিয়া বাহির হইব।' ডাবানী, ১৮২৮। ২ বি শুল্কলের মতো কটিচুষণবিশেষ। 'সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসিয়েট হয়েছে।' হেতাম, ১৮৬১।

শিকলি-কাটা টিয়া বি আদর পাওয়ার পরও সব মায়্যা ভাগ্য করে চলে যায় যে। 'পুরুষ জাত শিকলি-কাটা টিয়া - কারো না পড়লে স্বীকে স্বরণ হয় না।' প্যারী, ১৮৫৯।

শিকা^১ [স শিকা] > ক্রি শেখা। 'তুমি কি পেটে থেকে পেটেই শিকেচ?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

শিকা^২ [স শিকা] বি দড়ি বা তার দিয়ে তৈরি প্রাঙ্গণি রাখার বুলন্ত আধার। 'এই মহামূল্য যুক্তিকটা কিছুক্ষণের জন্য শিকায় তোলা থাক-না কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

শিকা ভাঙানো ক্রি শিকা বুনানো। 'বউট বসিয়া শিকা ভাঙাইছে।' জসীম, ১৯৩০।

শিকায় তোলা বি অনিদিষ্ট কালের জন্য স্থগিত অবস্থা। 'বি.এ. ডিগ্রী শিকায় তোলা রহিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শিকিআ [স শিকা] বি শিকা। 'সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ' বড়, ১৪৫০।

শিকৈ [স শিক্য] বি শিকা। 'মোলাতড় তোলা ছিল শিকের উপরে।' ৩৩, ১৮৫৮।

শিকার [ফা] ১ বি লক্ষ্য। মাদোএল, ১৭৪৩। ২ বি স্বাধীনভাবে বিচরণকারী পশুকে হত্যা। 'তাহারা পশাদি শিকার যা কোনরূপ বৈরনিয়্যাতনে খাবিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি তাদুনা। 'আজ বর্ষণ-অন্তে চক্কল মেঘ এবং চক্কল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শিকার জঙ্ঘ [ফা শিকার+স জঙ্ঘ] বি হরিণ। ওর্স, ১৭৮৫।

শিকার-পাটি [ফা শিকার+ই পাটি] বি বন্যপ্রাণী শিকারের আনুষ্ঠানিক আয়োজন। 'শিকার-পাটি রসমঞ্চ সংগীতসভায় বসন্তাদায়ের মতামতকে সর্বনা চৌলিয়া চলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিকারপ্রিয় [ফা শিকার+স প্রিয়] বিণ শিকার করতে ভালোবাসে এমন। 'কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়।' প্রভাত, ১৮৯৬।

শিকারলুকা [ফা শিকার+স লুকা] বিণ শিকারের প্রতি লোভুণ। 'সহস্র ক্রুর চক্ষু মেগিয়া শিকারলুকা দানবের মতো চূপ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিকারি, শিকারী [ফা শিকার+] বি শিকার করে যে। 'শিকারে শিকারি যতো বাঘিনীর পাল।' কৃষ্ণায়, ১৭২০; 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' ভারতী, ১৮০৩।

শিকারি বিড়ালের পৌক দেখিলেই চেনা যায় - কারো আকারপ্রকার দেখলেই তার প্রকৃতি বোকা যায়। 'শিকারি বিড়ালের পৌক দেখিলেই চেনা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিকারীপনা বি শিকারির আচরণ। 'তোমার সে খোজা নিষ্কৃত শিকারীপনা।' অন্নদা, ১৯২৭।

শিকারের মাংস বি হরিরের মাংস। ওর্স, ১৭৮৫।

শীকার [ফা শিকার] ১ বি প্রাণীহত্যা। 'কুমার সাধাদুর শীকার খেলিতে ঐ অঙ্গলে রাই হইলেন।' রামরাম, ১৮৩২। ২ বি শিকার করার উপযুক্ত বস্তু। 'মনেই চিন্তা করিল যে ভাল শীকার পাইয়াছি।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি প্রতারণা, লুটন প্রভৃতি দুর্ঘর্ষের লক্ষ্য কোনো নীরীহ ব্যক্তি। 'দালালেরা শীকার ধরে আনে... বাবু আড়ে গেলেন।' হুতোয়, ১৮৬১।

শিকি, শিকী [আ সিকাহ] বি চার আনা মূল্যের মুদ্রা। 'কোম্পানির রীতানুসারে শিকী ডাকের খরচ লাগিবেক।' দর্পণ, ১৮২২; 'বালিকাদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

শিক্কা [আ সিকাহ] বি বাদশাহি আমলের মুদ্রা। 'তাহার নামে শিক্কা মারা যায়।' রামরাম, ১৮০১।

শিক্কা মারা কি মুদ্রা প্রচলিত করা। 'আপন নামে শিক্কা মারে।' রামরাম, ১৮০১।

শিক্কিরী [ফা শিকার+] বি শিকারি। 'ফিকিরি শিক্কিরী ভিন্ন বাঁচে সাধা কার।' ভবানী, ১৮২৮।

শিক্রি [স শৃঙ্খল] বি লোহার তৈরি দরজার শিকল। 'চাবি শিক্রি আছে মুলে।' ভবানী, ১৮২৫।

শিক্ষক [স] বি শিক্ষাদাতা। 'শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল।' দর্পণ, ১৮১৯।

শিক্ষকজাতীয় [স] বিণ শিক্ষকের মতো। 'লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

শিক্ষকতা [স] বি শিক্ষকের কাজ। 'পাঠশালার শিক্ষকতা পতে মনোনীত।' দর্পণ, ১৮৩২।

শিক্ষক-ভীতি [স] বি শিক্ষকের প্রতি ভয়। 'যার রক্তে রক্তে এথ শিক্ষক-ভীতি, ...' নজরুল, ১৯২৭।

শিক্ষয়িত্রী [স] বি স্ত্রী শিক্ষিকা। 'গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন সেইখানেই যাইতে হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪২।

শিক্ষিকা [স] বি স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী। 'কত স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা: ডার গ্রহণ করিয়া পুরুষ দিগের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বামাবোধিনী, ১৮৬৭।

শিক্ষণ বি শিক্ষাদান। 'প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিক্ষণীয় বিণ শিক্ষাযোগ্য। 'সর্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'মানুষের নিত্য শিক্ষণীয় বিষয় যখন বসনামান্য ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শিক্ষা [স] ১ বি জ্ঞান। 'শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রশিক্ষণ প্রদান। 'তারে ধ্যান শিক্ষা কর। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি অভ্যাস, চর্চা প্রভৃতির দ্বারা কোনোকি আয়ত্তকরণ। 'না কইল ধনু শিক্ষা হবেক কেমেনে রক্ষা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি চালনা। 'গঙ্গা বরে বিস্য অত্র শিক্ষা করি।' কবীন্দ্র, ১৬৬৯। ৫ কি জ্ঞান বিস্তার। 'আমি এ সমস্ত শিক্ষা করাইতে পারি।' কেরি, ১৮০২। ৬ বি লেখাপড়া। 'কন্যাকে পুস্তকের ন্যাপান ও শিক্ষা করাইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৭ বি শিক্ষা প্রণালী। 'শিষ্টদিগের শিক্ষা অনর্থক দুঃখ করিয়া তুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৮ বি পুণিষ্ঠ বিদ্যা। 'বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গ্লাইহি দিয়া লাভ কী?' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৯ বি প্রজ্ঞা লাভ। 'তোমার বি কিছুতেই শিক্ষা হবে না?' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ১০ বি শাস্তি। 'ভারতী: মুক্তবাসদের উপযুক্ত শিক্ষা।' শেখ, ১৯৬৫।

শিক্ষা-আইন বি শিক্ষা বিষয়ক আইন। 'য়ে-সব মিনিষ্টার শিক্ষা আইন পাশ দিয়ে ডরা পেটে উলোহ প্রকাশ করেন ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শিক্ষাওণ [স শিক্ষা] ক্রি শেখানো; শিক্ষা দেওয়া। 'বহির ও মূ: ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যা শিক্ষাওণ বিষয়ে শ্রীযুত নিকলস সাহেব যে প: পিবিরাছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

শিক্ষাকর বি শিক্ষার জ্ঞানো দেয় কর। 'শিক্ষাকর চাই বৈকি, নইহে বরত জোপার কিসে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শিক্ষা করানো কি শিক্ষা দেওয়া। 'যেমত গৃহ কর্মাদি শিক্ষা করানো সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত।' দর্পণ, ১৮২২।

শিক্ষাকার [স] বি শিক্ষক। 'শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের শরীরে স্বা: বোধাঘাতাদি করেন ...' ভবানী, ১৮২৫।

শিক্ষাকারণ [স] ক্রিবিধ শিক্ষার প্রয়োজনে। 'প্রথমত পঞ্চবর্ষবয়স বালক বাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করি থাকেন।' ভবানী, ১৮২৫।

শিক্ষাকারিণি [স শিক্ষাকারী] বি শিক্ষানবিস। 'আমারদিগকে জিক আল্লালতে কর্ম শিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন।' জ্ঞানামোক্ষ, ১৮৩৪।

শিক্ষাকারিণী [স] বি শিক্ষিকা। 'গ্রিণ জন বালিকা ও এক জ: শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ...' দর্পণ, ১৮২৯।

শিক্ষাকার্য, শিক্ষাকার্য্য [সি] বি শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকর্ম। 'তাহারা শিক্ষাদান সুখের স্থান ও শিক্ষাকার্য্য সুখের কার্য্য জ্ঞান করিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিক্ষাকেন্দ্র বি বিদ্যালয়। '৩ল-ই-রানা ড্রাবে একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।' বেগম, ১৯৪৯।

শিক্ষাণ্ড যোগ্যতা বি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রি। 'আমাদের শিক্ষিত মহলের শিক্ষাণ্ড যোগ্যতা ...' উমর, ১৯৬৮।

শিক্ষাণার [সি] বি বিদ্যালয়; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'বড়ো বড়ো শিক্ষাণারেও যে এই ভাবটি নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিক্ষাণ্ডণ [সি] বি শিক্ষার সুফল; শিক্ষার ইতিবাচক ফল। 'শিক্ষাণ্ডণে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শিক্ষাণ্ডর [সি] বি শিক্ষক। 'সর্ব শিক্ষাণ্ডর গৌরবস্ত বেদে বলে ...' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিক্ষাণ্ডর্য্য [সি] বি শিক্ষাণ্ডর্য্য। 'প্রবৃতি শিক্ষাণ্ডর্য্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

শিক্ষাণ্ডজাত [সি] বি শিক্ষা থেকে সৃষ্ট। 'শিক্ষাণ্ডজাত আমাদের এই নতুন জাতিভেদ দূর করার সাধ্য আমাদের আছে।' প্রমথ, ১৯২০।

শিক্ষাণ্ড [সি] বি শিক্ষা। 'ভূগোল ও খেলাপীয়া গ্র্যাব শিক্ষাণ্ড ও জ্যোতিষ।' দর্পণ, ১৮৩৬।

শিক্ষাণ্ডতত্ত্ব [সি] বি শিক্ষাবিষয়ক বিদ্যা। 'লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাণ্ডতত্ত্বের বই আনিতে পড়তে আরম্ভ করছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শিক্ষাণ্ডতত্ত্ববিৎ [সি] বি শিক্ষাণ্ডতত্ত্ব আয়ত্ত্ব করেছে যে। 'শিক্ষাণ্ডতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিক্ষাণ্ডর্শ [সি] বি শিক্ষা বিষয়ে নৈতিক অবস্থান। 'তার শিক্ষাণ্ডর্শের চিত্রকল্পের পরিচয় বহন করে না।' সুবীণামুখো, ১৯৭০।

শিক্ষাণ্ডারী [সি] বি ক্রী শিক্ষিকা। 'কৈশোরের জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাণ্ডারী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শিক্ষাণ্ডানুপ্রাণী [সি] বি শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। 'যে শিক্ষাণ্ডানুপ্রাণী আমাদের আয়ত্ত্বের অতীত ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিক্ষাণ্ডায়ক [সি] বি শিক্ষক। 'সাহেব ইংরেজী বিদ্যার শিক্ষাণ্ডায়ক।' দর্পণ, ১৮৩৬।

শিক্ষাণ্ডীকা [সি] ১ বি জ্ঞান অর্জন ও তার মর্ম গ্রহণ। 'এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাণ্ডীকা বিষয়ের মতো পরিহার করা চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। 'মানুষের আচার-ব্যবহারে ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার প্রাদুর্ভাব যেমন তর্কাতীত।' সূর্য্য, ১৯০৭।

শিক্ষাণ্ডারী বি শিক্ষাব্যবস্থা। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাণ্ডারী।' ইসলাহ, ১৯৩২।

শিক্ষাণ্ডিক্য [সি] বি শিক্ষাণ্ডিক্য। 'এরূপ শিক্ষাণ্ডিক্য যত হইবে, ততই ... সন্ধান সম্ভব হইবে।' চন্দ্রশেখর, ১৮৭৪।

শিক্ষাণ্ডবিশি, শিক্ষাণ্ডবিশী, শিক্ষাণ্ডবিশী [সি] শিক্ষা+ই নবিস। বি শিক্ষা দেওয়ার কাজ। 'পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষাণ্ডবিশি করিতেছিল।' শরৎ, ১৯১৪; 'তার শিক্ষাণ্ডবিশিতে পূর্ব-পদ্ধতির কোনও জাতিস চেয়ে কম গতি দেখায় না।' সর্বজ, ১৯১৭; 'কানে কানে শুনে শিক্ষাণ্ডবিশিতে বসে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'সোদপুর সোণ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি শিক্ষাণ্ডবিশি করতে পারেন।' জামায়াত, ১৯৩৮।

জামায়াত, ১৯৩৮।

শিক্ষাণ্ডবিশি, শিক্ষাণ্ডবিশী [সি] শিক্ষা+ই নবিস। বি শিক্ষা দেওয়ার কাজ। 'গান বাঁধিবার শিক্ষাণ্ডবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'বহুব্যবসায়ীর কাছে শিক্ষাণ্ডবিশি শুরু করেন।' উমর, ১৯৬৮।

শিক্ষাণ্ডবিশি [সি] বি বিদ্যালয়। 'সে শিক্ষাণ্ডবিশি হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়।' গুয়ায়েন্স, ১৯৪৩।

শিক্ষাণ্ডনীতি [সি] বি শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'তাহারা ইতর প্রজাদের, শিক্ষাণ্ডনীতি, সাংসারিক অবস্থা, ... উন্নতির ভার গ্রহণ করেন।' সুলত, ১৮৭১।

শিক্ষাণ্ডনুরাণী [সি] বি শিক্ষাবিত্তরে সচেতন। 'দেশীয় ও ষেতাল শিক্ষাণ্ডনুরাণী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' গৌর, ১৮২২।

শিক্ষাণ্ডনুষ্ঠান [সি] বি শিক্ষা কার্যক্রম। 'পৃথক শিক্ষাণ্ডনুষ্ঠান ও দরকার।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

শিক্ষাণ্ডনো [সি] শিক্ষা+ই ক্রি শেখানো। শিক্ষাণ্ডনো ক্রি শেখাবে। 'ভূট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাণ্ডনো।' ভবানী, ১৮২৫। শিক্ষাণ্ডনো ক্রি শিক্ষা দিলো। 'এত বলি এক শ্রোক শিক্ষাণ্ডনো মারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিক্ষাণ্ডপড়া [সি] শিক্ষা+স পঠন। বি প্রশিক্ষণ। 'বিবিকও অল্প শিক্ষাণ্ডপড়া দিতে লাগিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

শিক্ষাণ্ডপদ্ধতি [সি] বি শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'বাহ্যনাম শিক্ষাণ্ডপদ্ধতি এবং সংযুক্ত প্রযুক্তি পদ্ধতির বান্ধের অভাব।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শিক্ষাণ্ডপ্রবন্ধন [সি] বি শিক্ষাণ্ডমম। 'যদি সর্বল জোটে ... শিক্ষাণ্ডপ্রবন্ধন চালাতে পারব।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শিক্ষাণ্ড পাওয়া ১ ক্রি তত্ত্ব অভিজ্ঞতা হওয়া। 'গোলাসের হস্তে যন্ত্র ক্রিয়া আরো শিক্ষাণ্ড পাইলাম।' দর্পণ, ১৮৩৭। ২ ক্রি শিক্ষা লাভ করা। 'যেবর ধনীদেবর ঘরে বৃত্তিজোলা গায়ক ছিল তাহাদের কাছে শিক্ষাণ্ড শেত কেবল ঘরের লোক নয়, বাইরের লোকও।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

শিক্ষাণ্ডপ্রাণী [সি] ১ বি শিক্ষাদানের পদ্ধতি। 'কালেজের শিক্ষাণ্ডপ্রাণী এ দোষ পূর্বাধিই আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি শিক্ষাব্যবস্থা। 'আমরা সমস্ত শিক্ষাণ্ডপ্রাণীরা ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে চাই।' মোতাহার, ১৯০৭।

শিক্ষাণ্ডপ্রতিষ্ঠান [সি] বি শিক্ষাকেন্দ্র। 'সরকারী শিক্ষাণ্ডপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি চিকিৎসা ও বাহ্যকেন্দ্র।' আজাদ, ১৯৬৩।

শিক্ষাণ্ডপ্রদ [সি] বি শিক্ষার উপযোগী। 'সরল ভাষাই শিক্ষাণ্ডপ্রদ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শিক্ষাণ্ডপ্রদারী [সি] বি শিক্ষা দানকারী। 'শিক্ষাণ্ডপ্রদারী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়ের যদি গ্রামবাসীদিগকে চান্দাবস্ত্র বিক্রি বিক্রি সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

শিক্ষাণ্ডপ্রাণ [সি] বি শিক্ষিত। 'শিক্ষাণ্ডপ্রাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।' প্রচারক, ১৯০১।

শিক্ষাণ্ডবস্তর [সি] বি শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত এক বছরের সময়পরিধি। 'বর্তমান শিক্ষাণ্ডবস্তর থেকে কৃষ্টিয়া শহরে একটি মহিলা কলেজ ...' বেগম, ১৯৬৬।

শিক্ষাণ্ডবর্ষ [সি] বি শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত এক বছরের সময়পরিধি। 'এই শিক্ষাণ্ডবর্ষেই বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে শিক্ষার মাধ্যম

করিয়া ... '। আজাদ, ১৯৬৪।

শিক্ষাবহন [স] বি শিক্ষার মাধ্যম। 'সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিভরণের যোগ্য ... '। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিক্ষা-বাগিচা [স] বি শিক্ষা ও বাগিচা। 'সরকার যদি এদেশের শিক্ষা-বাগিচায় উন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইতে পারিতেন'। আজাদ, ১৯৩৬।

শিক্ষাবিদ [স] বি শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ। 'সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ... '। বেগম, ১৯৪৭।

শিক্ষা বিধান [স] বি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। 'মহারা আমাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য নিয়োজিত'। প্রচারক, ১৯০৪।

শিক্ষাবিধি [স] বি শিক্ষা-ব্যবস্থা। 'শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিক্ষাবিভাগ [স] বি শিক্ষা সংক্রান্ত দফতর। 'শিক্ষকদের ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষদের সর্বদা একথা মনে রাখা দরকার'। ওগাজেন, ১৯৪৩।

শিক্ষাবিশেষজ্ঞ [স] বি শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতা আছে যার। 'শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের পর্যাপ্ত ধারণা এসব বিষয়ে স্পষ্ট নয়'। বেগম, ১৯৪৮।

শিক্ষাবিজ্ঞার [স] বি শিক্ষার প্রসার। 'শিক্ষাবিজ্ঞার সমস্যার সমাধান'। মুহাজ্জিন, ১৯৩৩।

শিক্ষাবীজ [স] বি শিক্ষার মূল। 'ব্রহ্মবাক্য, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাবীজ ... '। শ্রীমুদ্রা, ১৯৩১।

শিক্ষাব্যবস্থা [স] বি শিক্ষাকার্য্য। 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রমশঃ খর্বতা ঘটিলে ... '। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শিক্ষাপ্রতী [স] ১ বি বিদ্যার্থী। 'শিক্ষাপ্রতিগণ পরস্পর পরস্পরকে অধিকতর ভালভাবে ... '। মোহাম্মদী, ১৯৩৬। ২ বি শিক্ষাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'শিক্ষাপ্রতী ও সেবারায়ণ নর-নারীদের দ্বারা'। বেগম, ১৯৪৮।

শিক্ষাতার [স] বি শিক্ষার দায়িত্ব। 'আমাদের পত্নীর শিক্ষাতার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না?' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিক্ষাভিমাত্রী [স] বি শিক্ষা নিয়ে অহংকার করে এমন। 'দেশের লোক যতই শিক্ষাভিমাত্রী হউক না কেন ... '। মোতাহার, ১৯০৭।

শিক্ষামন্ত্রী [স] বি রাষ্ট্রের শিক্ষাবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান'। বেগম, ১৯৬০।

শিক্ষামূলক [স] বি শিক্ষাসংক্রান্ত। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক শিক্ষামূলক সফরের উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছেন'। বেগম, ১৯৫১।

শিক্ষাবন্ধ [স] বি শিক্ষারূপ কাঠামো। 'আমাদের শিক্ষাবন্ধের মধ্যে যে যুবক নিম্পেষিত ... '। প্রমথ, ১৯১৮।

শিক্ষাবোধ [স] বি শিক্ষার মাধ্যম। 'অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ করবার শক্তি'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শিক্ষায়ণ [স] শিক্ষা। বি শিক্ষাদান। 'সংস্কৃত ও আরবিবিদ্যা শিক্ষায়ণসেতাই ভাবনারতরবারী লোকের স্নেহপাত্র যে গবর্ণমেন্ট'। দর্পণ, ১৮৩৩।

শিক্ষায়তন [স] বি বিদ্যালয়। 'অনেক গ্রামেও যেখানে উচ্চতর শিক্ষায়তন আছে'। বেগম, ১৯৪৮।

শিক্ষার্থ [স] ক্রিবিধ শেখার জন্য। 'বিদ্যার্থীশিক্ষার্থ এমত ব্যয় ... '। দর্পণ, ১৮৩২।

শিক্ষার্থী [স] বি শ্রী শিক্ষার্থী। 'এখানে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষা দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের'। বেগম, ১৯৭০।

শিক্ষার্থী [স] বি ছাত্র। শিক্ষার্থীবৃন্দ [স] বি ছাত্রবৃন্দ; শিক্ষার্থীগণ। 'বর্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষার্থীবৃন্দ'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিক্ষার্থে [স] ক্রিবিধ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। 'রাজা ... বিক্রমাদিত্যের শিক্ষার্থে ... পতিতদিকে নিযুক্ত করিলেন'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

শিক্ষালব্ধ [স] বি শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত। 'শিক্ষালব্ধ বাণীবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ততা বলিয়া'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিক্ষালয় [স] বি বিদ্যালয়। 'এতদেশীয় শিক্ষালয়'। দর্পণ, ১৮৩৭।

শিক্ষালোক [স] বি শিক্ষার আলোক। 'পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত'। প্রচারক, ১৯০৩।

শিক্ষাশালা [স] বি শিক্ষার স্থান; বিদ্যালয়। 'শিক্ষাশালায় তিনি ষয়ং আসিয়া উপস্থিত'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

শিক্ষাসংস্কার [স] বি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন। 'শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবরূপায়ণ প্রচেষ্টা ... '। সুবীণমুখো, ১৯৭০।

শিক্ষাসংস্কারক [স] বি শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সংক্রান্ত। 'বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকর্ম্মী গদ্যরচনার এবং সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারক কাজে ... '। মুহাজ্জিন, ১৯৭০।

শিক্ষা-সংস্কারমূলক [স] বি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সংক্রান্ত। 'তার সাহিত্যকর্ম্মে, শিক্ষা-সংস্কারমূলক কাজে ও সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্ম্মক্ষেত্রে ... '। সুবীণমুখো, ১৯৭০।

শিক্ষাসাধন [স] বি জ্ঞানচর্চা। 'বালকগণের শিক্ষাসাধনের প্রচলিত প্রথাানুযায়ী নিয়ম নির্ধারণ করিলেন'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিক্ষাসাধনা [স] বি শিক্ষাচর্চা। 'তাহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমগ্রই সমাজের সম্পত্তি'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিক্ষাসূত্রী [স] বি পাঠ্য বিষয়ের তালিকা। 'প্রণয়ন করতে হবে শিক্ষাসূত্রী'। বেগম, ১৯৬৬।

শিক্ষাস্থান [স] বি বিদ্যালয়। 'তাহারা শিক্ষাস্থান সুবের স্থান ও শিক্ষাকার্য্য সুবের কার্য্য জ্ঞান করিত'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

শিক্ষা হওয়া ক্রি শক্তি হওয়া। 'তাহলে খুব শিক্ষা হয় সবার'। গামসুল, ১৯৫৭।

শিক্ষাহীনতা [স] বি অশিক্ষা। 'শিক্ষাহীনতা আছে বলেই এ দেশের ... '। বেগম, ১৯৪৮।

শিক্ষে [স] শিক্ষা। বি শিক্ষা; দীক্ষা। 'সিরাজ সাই দেয় তেমন শিক্ষে বোকা লালন সন্ত নাচায়'। লালন, ১৮৯০।

শিক্ষিকা ও শিক্ষক

শিক্ষিত [স] ১ বি শিক্ষাপ্রাপ্ত; জ্ঞানী। 'বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীমত হাফিজ ক্যোয়ান'। বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি ছাত্র। 'পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষের উত্তরাংশসমীয়া হইয়াছে'। জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮। ৩ বি পঠিত। 'পাঠশালা স্থাপিত হইয়া বালকগণের তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ সকল শিক্ষিত হইতেছিল'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

শিকিত করা ক্রি শিক্ষা দেওয়া। 'গণিতবিদ্যায় শিকিত করা উচিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শিকিতমন্ডলী [স] বি শিকিত শ্রেণী। 'শিকিতমন্ডলীর মধ্যে বহুলোক রত্নীরা অঙ্গীরের দূর করার জন্যে আতুচেরা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শিকিতলোক [স] বি বিদান ব্যক্তি। 'আমাদের দেশের অধিকাংশ শিকিতলোক ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিকিতসমাজ [স] বি বিদান-সম্প্রদায়। 'শিকিতসমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিকিতসম্প্রদায় [স] বি বিদান জনসমষ্টি। 'শিকিত সম্প্রদায়। ... উপদেশ দাও, সাহায্য করো।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'দেশের শিকিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দুঢ় করিতে ইহবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিকিতসাধারণ [স] বি শিক্ষালাভ করেছে এমন জনসমষ্টি। 'তাহার উচ্চাঙ্গহাদাতা শিকিতসাধারণ ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিকিতা [স] ১ বি ঋণী গ্রন্থিকিত। 'তাহারা এতকাল ... রত্ননাগারের কর্তী ইহমা বেড়ীটানা বিদ্যায় সুশিকিতা ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি শিকিতপ্রাপ্ত। 'সকল ত্রীকোণ শিকিতা হওয়া উচিত।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

শিকে গ্র শিকা

শিখ্ [স] শিখ্য বি নানক প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। 'হরিদ্বারে তীর্যল্লান উল্লানকে শিখ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী এত তিন সম্প্রদায়ের একটি ভদ্রানক সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শিখান্দ [শিখ+স দান] বি নানক প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। 'শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিখ্ [স] শিখা ১ বি টিকিবিপিত। 'মম ধূজী-শিখ করাল পুচ্ছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি শিখা; আত্মনের অগ্রভাগ। 'অসহ যৌবন-দাহে লেগিহান-শিখ' নজরুল, ১৯২৫।

শিখণ্ড [স] বি ময়ূরপুচ্ছ। 'শিখণ্ড তোর মতো শিরঃ ঘাঁর।' মাইকেল, ১৮৬২।

শিখণ্ডী [স] বি ময়ূর। 'ময়ূর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডী।' ভারত, ১৭৬০।

শিখন বি শেখা। ওসী, ১৭৮৫।

শিখর [স] ১ বি শীর্ষ: উপরিভাগ। 'মেরু শিখর লই গঅণ পইসই।' চর্য্য ৪৭, ১২০০; 'পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বি পর্বত। 'উত্তর শিখরে জ্ঞান গদ্য মাদনেতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি ডালিম-বীজ। 'বলি ও শিখরদশনা, পকুবিদ্যারোতী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেগোবে কি?' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শিখরতলা [স] বি পর্বতের ওহা। 'শিখরতলায় আর ফিরে যায়/নদীর প্রবল বারি?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শিখরচূড়া [স] বি পর্বতের চূড়া। 'আমবাই ভারতসম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শিখরদশনা [স] বি ঋণী ডালিমের বীজের মতো উজ্জল দাঁতবিপিত। 'বলি ও শিখরদশনা, পকুবিদ্যারোতী, চোখ দিয়ে জল-টল কিছু বেগোবে কি?' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শিখরছায়া বি শ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। 'আর্য্যসমাজের অটল পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরছায়া বসন্তজননণ।' প্রমথ, ১৯২০।

শিখরী বি পর্বত। 'শিখরী অচল, এ দেখি সচল।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

শিখরিনী বি অতি সুন্দর দই। 'দখিদ্ধ দখিত্ত হসাদা শিখরিনী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিখা, শিখানো [স] শিকা ক্রি শেখা। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' বড়ু, ১৪৫০। শিখই ক্রি শেখ। 'কর কল্প পণ ফবি মুখ বন্ধন শিখই ভুজগুরু পাশে।' গোবিন্দ, ১৬০০। শিখএ ক্রি শেখ। 'কোটা দিয়া বিকে বেঁজা ছুড়িতে শিখএ নেজা।' মুকুন্দ, ১৬০০। শিখাইল ক্রি শেখালো। 'কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।' বড়ু, ১৪৫০। শিখাও ক্রি শিক্ষা দাও। 'আমরা বাকপুট লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। শিখাব ক্রি শিক্ষা বা জ্ঞান দেবো। 'লাউসেনে মন্ত্রমুখ শিখাব নিচয়।' রূপরাম, ১৭৫০। শিখাবারে ক্রি শিক্ষা দিতে। 'রাজা বলে মন্ত্রমুখ শিখাবারে চাই।' রূপরাম, ১৭৫০। শিখাই ক্রি শেখাও। 'ভালমতে গোয়ালিনী শিখাই আছারে।' বড়ু, ১৪৫০। শিখি ১ ক্রি শিখে। 'ভাই, বাচার গান লয়ে শিখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রি শিক্ষা লাভ করি। 'তখনো কিছু দিখি নি, মাসটারের ভণি সেখানেই দৌড় দিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। শিখিবার ক্রি শেখার। 'নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার ওরে।' রামহৃদয়, ১৭৮০। শিখিবেক ক্রি শিখবে। 'বরুণ হতে শিখিবেক জত অস্ত্র চক্র।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। শিখিল ক্রি শিখিলো। 'এই রূপে যেই অস্ত্র যে সবে দেখিল পৃথিবীতে যথকর করিতে শিখিল।' সুলতান, ১৭০০। শিখে ক্রি শেখে। 'সুনয়ন, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। শিখেই ক্রি শিক্ষা করেছে। 'এত রস শিখেই কেহো মুগ্ধালিনী! তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। শিখেছি ক্রি শিক্ষা লাভ করেছি। 'তোমারি উজ্জ্বল শো শিখেছি ভালোমানুষের হাসি তীর বিষমাখা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। শিখেছিলুম ক্রি শিখেছিলাম। 'দুর্ঘতিবশতঃ শিখেছিলুম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শিখিয়ে গড়িয়ে ক্রিবিপ লেখাপড়া ইত্যাদি করিয়ে। 'তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে গড়িয়ে বিবি করে কুলেছ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিখা [স] ১ বি আত্মনের শিখ। 'ভিতরে অনল শিখা।' চর্য্য, ১৫৫০। ২ বি মাথার টিকি। 'শিখা-সূত্র ঘুটাইলে সে কৃষ্ণ পাই।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি আলো। 'রয়েছে দীপ, না আছে শিখা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৪ বিপ শিখার মতো। 'সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

শিখা-নিবে-যাওয়া বিপ দীপশিখা নিবে গেছে এমন। 'শিখা-নিবে-যাওয়া ব্যতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শিখি [স] শিখা বি অগ্নি। 'অগ্নিক বিরহশিখি ফদএ জলএ।' বড়ু, ১৪৫০।

শিখী [স] বি ময়ূর। 'কবরীভয়ে শিখী গেয় গিরিকন্দরে মুখভয়ে চান্দ অকাসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

শিখী [স] শিখী বি ময়ূর। 'শিখি ডেক ডাহক করে কোলাহলে।' বড়ু, ১৪৫০।

শিখিপাখা [স] শিখিপাখা বি ময়ূরের পালক। 'শৃঙ্গ বের পোপবেশে শিরে শিখিপাখা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিখিপুচ্ছ [স] বি ময়ূরের পেখম। 'শিখিপুচ্ছ বিরাজিত মণি-মুক্তা-বিরচিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিখিপুচ্ছছায়া [স] বিপ ময়ূরের পেখমছায়া। 'পাছে শিখিপুচ্ছছায়া

বায়সের ন্যায় হাস্যাস্পদ হই।' কৈশ্যাবাসিনী, ১৮৬৩।

শিখিষষ্ঠ [সি] বি ময়ূরের পিঠ। 'এত চনি ষড়ানন শিখিষষ্ঠে আরোহণ।' রূপরস, ১৭৫০।

শিখী পাখা বি ময়ূরের পাখা। 'লহো মুরলী হরি লহো শিখী পাখা।' নজরুল, ১৯৩১।

শিখীপাখাধারী বি ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধারণকারী। 'কতু কঠে গীতা, শিখীপাখাধারী।' নজরুল, ১৯৩৩।

শিখী-প্রাণ [সি] বি ময়ূরের মতো চঞ্চল প্রাণ। 'মম প্রাণরসে মাতি নিবিলের শিখী-প্রাণ মুহ-মুহ মতো।' নজরুল, ১৯২৪।

শিগগির [স শীড়া] ক্রিবিপ সড়র। 'এই ভিনেরে বিবাহ করায় শিগগির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শীগগির, শীগগীর [স শীড়া] ক্রিবিপ তাড়াতাড়ি। দ্রুত। 'এত শীগগির কি বাঁচবার সাধ পেছ?' উমেশ, ১৮৫৭; 'শীগগীর পান নিয়ে আয়।' মাইকেল, ১৮৬০।

শীগগির শীগগির [স শীড়া] ক্রিবিপ তাড়াতাড়ি। 'বে ফুরয়ে যাবে বলে শীগগির শীগগির এসেম।' উমেশ, ১৮৫৭।

শিঘর [স শীড়া] বিপ শীড়। মানোএল, ১৭৪৩।

শিঙা, শিঙা [স শৃঙ্গ] বি হুঁ দিয়ে বাজানো যায় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'লহল হরের শিঙা আপনে মাগিয়া।' দীপ্তী, ১৫৫০; 'বালীকি ক্রমাগত অসি আফালন করিতেছেন, আর সকেতমত শিঙা বাজাইতেছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শিঙে ১ বি হর্ন; তেঁপু। 'শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি হুঁ দিয়ে বাজানোর প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। 'বাজছে শীখ শিঙে জগৎপন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শিঙাধনি [স শৃঙ্গধনি] বি শিঙ্গার ধনি। 'কোন প্রান্তরে শিঙাধনি করিতে থাকে।' সোমসংগ্রহ, ১৮৭৩।

শিঙাবরদার [স শৃঙ্গ+বা বরদার] বি শিঙা হুঁকে যে লোক। 'ও তো শিঙাবরদারের পরুয়া বরদার বই নয়।' গৌর, ১৮২২।

শিঙে হুঁকা [স শৃঙ্গ+] ক্রি মারা যাওয়া। 'কতাজ্ঞ আজ বাদে কাল শিঙে হুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না।' মাইকেল, ১৮৬০।

শিঙাড়া [স সবজির পুর দেওয়া ময়দার তৈরি ভিনকোবা তেলোভাজা ব্যবহারবিশেষ]। 'চা আনাই, জিলিপি শিঙাড়া কচুরি কী খাবেন বলুন।' শিবরাম, ১৯৭০।

শিঙ [স শৃঙ্গ] বি শিঙ। 'শিঙে বীর্য লাগিয়া গরু প্রবর চিৎ হইলো।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

শিঙারি [স শৃঙ্গার] বি নায়ক-নায়িকার মিলনসম্ভা বা বেশবিন্যাস। 'শিঙ্গার করিয়া বিবিধ বামে বাফে খোঁপা।' ফররুখ, ১৯৬৩।

শিঙার বি সাজসম্ভা। 'হ্রাদ সন্ধ্যার অরুণ শিঙার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

শিঙি, শিঙী [স শৃঙ্গী] বি শিঙ মাছ। 'শিঙী ময়া পাবনা বোয়ালি ডানিকোনা।' ভারত, ১৭৩০।

শিঙ বি কটকময় গাছবিশেষ। 'শিঙ বৃক্ষ তাহাত রূপিছে বহুরত।' সুলতান, ১৭০০।

শিঞা [স সিং+] ক্রি সেলাই করা। 'শিঞে ক্রি সেলাই করে।' দরজ কাগড় শিঞে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিঞ্জন [সি] বি নুপুরের ধনি। 'সজ্জারে, তানে, শিঞ্জে কোলাকুলি।'

সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

শিঞ্জা [সি] ক্রি কৃৎসনধনি হওয়া। 'বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে বিশাল নিত্যবিশেষ।' মাইকেল, ১৮৬১।

শিঞ্জিনী, শিঞ্জিনি [সি] ১ বি ধনুকের ছিলা। 'শিঞ্জাক ধনুক জার অনন্ত শিঞ্জিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অলঙ্কারের শব্দ। 'রেশমি চূড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরমকথা।' নজরুল, ১৯২৫।

শিটি বি কাথ। 'কুলিরা বোঝা বোঝা শীল শিটি মাথায় করিয়া হউরের বাহিরে ফেলিতেছে।' মণিরস, ১৮৯০।

শিটি ১ বি বাঁশি। 'এঞ্জিনের শিটির শব্দ।' মুক্ততবা, ১৯৪৯। ২ বি মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা। 'মুখে আঙুল পুরে শিটি দিয়েছিলুম।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

শিটিকিটি বি বাঁশি, শিখ দেওয়া বা ঐ জাতীয় শব্দ। 'সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম আমার এক চ্যালাকে শিটিকিটি দেওয়ার জন্য।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

শিঠা বি গাদ; কাইট। 'চকিরে কখন হ'ল শিঠা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শিঠানো ক্রি চকিয়ে যাওয়া। 'শিঠিয়ে ওঠে কাঁটার মালা বেগনি পাভায় পান ফলের।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

শিত [সি] বিপ ধারালো। 'অসি চর্ম শূল খড়গ চক্র শিত শর/ আর পাঁচ অস্ত্র গোভে দক্ষিণ পাঁচ কর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিঠান [স শিরঃস্থান] বি শিরঃস্থান। মানোএল, ১৭৪৩।

শিঠি [স সীমন্ত] বি সিঁথি। 'বৃক ফোলান, বাকা শিঠি, পইতের গোছা গলায়।' হুতোয়, ১৮৬১।

শিথ [স সীমন্ত] বি সিঁথি। 'প্রভাত আদিত শিথে সিদুরে।' বটু, ১৫৫০।

শিখল বিপ শিয়র। 'শিখলে দিয়ে গেরুয়া আঁচল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শিখান [স শিরঃস্থান] বি শিয়র। 'শিখান হইতে মাখাটা বাহতে ...।' ঘিটলি, ১৬০০।

শিখিল [সি] ১ বিপ অবসর। 'অতি দীর্ঘ শিখিল তনু চর্য নটকায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ কঠোরভাবে অনুসৃত হয় না এমন। 'রাজধানীনিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিখিল হইয়া গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১; 'অনেক কমেজে এই নিয়ম শিখিল হইয়া আসিয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৩ বিপ শান্ত। 'এই বিবেচনায় উহাদিগকে কোল, শিখিল, নমনীয় ... করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৪ বিপ আলগা। 'হস্তের মুঠি শিখিল হইল।' রুক্মি, ১৮৬৫; 'রাশ শিখিল করিয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৫ বিপ ঢিলা। 'কুড়ি হইতেই তোমরা বুড়ী হইলে।' অন্নদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অসকল শিখিল হইয়া পড়ে।' রুক্মি, ১৮৭৫। ৬ বিপ গুরুত্বহীন। 'ভিরোজিত হাছেরা জাতির বয়ন শিখিল করেন।' রাজ, ১৮৭৪। ৭ বিপ নিষ্ঠারহীন। 'যেহেতুচাৰী হইলেই কার্যে শিখিল এবং দুষ্কৃত্যযিত হইতে হয়।' রুক্মি, ১৮৯২।

শিখিলচিট [সি] বিপ উদ্যোগহীন। 'কেহ বা শিখিলচিট হইয়া বেগার সেম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শিখিলতা [সি] বি আলস্য। 'শিখিলতা নহে ইতে মুক্ত কদনান।' ফররুখ, ১৮৭৬।

শিখিলবন্ধ [সি] বিপ অনিয়ন্ত্রিত। 'আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুইই শিখিলবন্ধ।' প্রমথ, ১৯১৪।

শিখিলবসনা [সি] বিপ স্ত্রী আবুলান্নিত পোশাকবিশিষ্ট। 'আকাশে

চাঁদের মতো দৃশ্যাপ্য শিখিলবসনা ঘেয়েটির ...।' মানিক, ১৯৩৭।

শিখিলমূল [স] বিণ দুর্বলভিত্তি। 'এই বিশ্রুপ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে ... তার নৈতিকতাকে শিখিলমূল করেছে।' শিব, ১৯৫৬।

শিখিলিত [স] বিণ অলপ। 'পাথরের মুঠি শিখিলিত করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিখিলীকৃত [স] বিণ টিলা। 'ক্রমে ক্রমে শিখিলীকৃত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিল্পি [যা সৌন্দর্য] বি সাধারণত দেবতা বা গীরের উদ্দেশে মানত করা মিল্লিপ্রদ, যা পরে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বন্টন করা হয়। শিল্পি মানা ক্রি শিরনি প্রদানের অসীকার। 'আমরা তোমার বন্দোমাতরমের শিল্পি মানছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। প্র শিল্পি

শিপ' বি হিন্দুদের পূজার কাজে ব্যবহৃত জলপাত্র বিশেষ। 'কাঁসারি পাতিয়া শাল খারি বুরি গড়ে খাল বাটা ঘটা বট-শই শিপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিপ' বি শিপ+ক্ষা সরকারি বি জাহাজ। শিপ-সরকারি [বি শিপ+ক্ষা সরকারি] বি জাহাজের মাল উঠানামার উদ্যতকের কাজ। 'মঞ্জুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিপা বি ছিপি। ওয়া, ১৭৮৫।

শিপিয়া বিণ বিনুকের মতো। 'আপসা চোখে দু'ধারের দৃশ্য, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ।' অন্নদা, ১৯২৯।

শিপ্রা [স] বি প্রাচীন ভারতের নদীবিশেষ। 'কোথা শিপ্রানদীদীরে হেরে উল্লসিতিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শিফট [স] বি পাশা। 'কোন কোন স্থল দুই তিন শিফটে পরিচালিত হচ্ছে।' বেঙ্গল, ১৯৬৩।

শিফট ইন-চার্জ [স] বি সংবাদপত্রের কোনো বিভাগের নির্দিষ্ট পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'সংবাদপত্রের মফস্বল সংকলনের শিফট ইন-চার্জ।' রণীন্দ্র, ১৯৬৩।

শিব [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দেবাদিদের মহেশ্বর। 'ঈশ্বরীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিবচতুর্দশী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী। 'বর্ষ তিন করিলাম শিবচতুর্দশী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শিবভালা [স শিব+স ভল] বি (হিন্দুপুরাণ) যেখানে শিবের পূজা হয়। 'মোশায়কে একবার গা ভুলে শিবভালায় যেতে হবে।' হুতোম, ১৮৬১।

শিবভু [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবের চক্রিয় ও ব্যক্তিত্ব। 'তা ভদ্র শিবে তো শিবভু নাই।' হাইকেল, ১৮৬০; 'সে নিজে কাওয়া হলেও আজ শিবভু পেয়েছে।' হুতোম, ১৮৬১।

শিবনেত্র হস্তাঙ্গ ক্রি (হিন্দুপুরাণ) ধ্যানী শিবের মতো চোখ উল্টে রাখা। 'দক্ষীণানেত্র শিবনেত্র হয়ে থাকতে হবে।' প্রমথ, ১৯৪১।

শিবপদাযুক্ত [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবের পাদপদ্ম। 'শিবপদাযুক্তে চিত্ত রহক তোমার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শিবপাদুকা [স] বি শিবের প্রতীকী পাদুকা। 'তাহারদের নিকটে শিবপাদুকা থাকে তাহার কেবল ঐ পাদুকা পূজা করে।' দর্শণ, ১৮২২।

শিবভক্ত [স] বি শিবের উপাসক। 'আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিবমন্ত্র [স] বি হিন্দুমতে ত্রাণের জন্যে শিবকে ডাকা। 'চাঁদ সদাপ্রেরের মতো ও অবান্তরের শিবমন্ত্র নিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

শিবমন্দির [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবালয়। 'মা নর্মদায় স্নান সেবে শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

শিবরাত্রি [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবচতুর্দশীর রাত্রি। 'আর বহু শিবরাত্রির দিন তাকে নিয়ে ...।' বিভূতি, ১৯৩১।

শিবরাত্রির সলিতা/সলভেত/সলিতা [স] বি একমাত্র বংশধর। 'আমাদিগের শিবরাত্রির সলিতা বেঁচে থাকুক।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'শিবরাত্রির সলিতার মতো ... শরীরের অবস্থা এই করিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৩৫; 'ওই আমার শিবরাত্রির সলতে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

শিবলিঙ্গ [স শিবলিঙ্গ] বি (হিন্দুপুরাণ) পাথর মাটি দিয়ে তৈরি শিবের লিঙ্গরূপ মূর্তি। 'যে শিবলিঙ্গ পূজার জন্য দেবতা হন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

শিবলিঙ্গ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবের লিঙ্গরূপ মূর্তি। 'জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিবলোক [স] বি হিন্দু দেবতা শিবের বাসস্থান। 'ব্রহ্মলোক শিবলোক যে চরণলোক।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিবমুখ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) শিবের মুখ। 'শিবসুত মহামতি স্থল তনু ধরিত্রীতে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

শিবস্বতী [স] বি হিন্দুদের মহাদেব শিবের প্রশংসাসূচক শ্লোক। 'সেখো শিবস্বতী পাঠ।' হাইকেল, ১৮৭০।

শিবালয় [স] বি শিবমন্দির। 'সানে বাধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।' ভারত, ১৭৬০।

শিবের গীত [স] শিবের মাহাত্ম্যসূচক গান। 'শিবের গীত এক সময় প্রচলিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শিবা' [স] বি ঈ হিন্দুদেবতা শিবের জী; পার্বতী। 'করাল বদনী শিবা।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

শিবানী [স] বি ঈ হিন্দুদেবী দুর্গা। 'শিবানী ইন্দ্রানী শিবা ক্ষেমদাত্রী কালজিহ্বা।' রূপায়, ১৭৫০।

শিবারূপী বিণ দুর্গা মূর্তিধারী। 'তার পঞ্চাবল হয়্যা শিবারূপী মহামায়া।' রূপায়, ১৭৫০।

শিবা' [স] বি শিয়াল। 'ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।' রামায়, ১৮০১।

শিবাগণ [স] শিয়ালের গাল। 'ভয়াকুল শিবাগণের মত তাহার ঠেকানা থাকিল না।' রামায়, ১৮০১।

শিবি বি হিপ্র জন্ত। 'নিভূতে বিহরে যেথা নির্নিগড় শিবি।' সুধীন্দ্র, ১৯০১।

শিবিকা [স] বি পালকি। 'কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শিবিকাবাহক [স] বি পালকি বাহক। 'ব্রহ্মারি ডরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন।' বিভূতি, ১৯২৯।

শিবির [স] ১ বি তাঁর। 'শিবিরেতে গমন করিলা মনোরমে।' বাহয়াম, ১৬৫০। ২ বি সেনাছাউনি; ঘাঁটি। 'সিকরোলস্থ ইংলিশ শিবিরের পার্শ্বে শেষ মন্ডিল।' দর্শণ, ১৮২৪।

সিবিব [স সিবিব] বি আশ্রম। 'পুত্র পাই সুত রাখা চলিল সিবিব।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শিবিব সরবেট [হি] বিব সরকারি চাকরিজীবী। 'এক শিবিব সরবেট ডিবি সাহেবের অনুমোদনে।' দর্পণ, ১৮৩১।

শিবো [স শিব] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'শিবো মহাদেব।' হুতম, ১৮৬১।

শিভালুরী [হি] বি মহিলাদের প্রতি পুরুষদের এমন আচরণ, যাতে নিষ্ঠতা ও প্রয়োজনবোধে ত্যাগবীকারের মনোভাব প্রকাশ পায়। 'দেখিলে ভাই ইহাদের শিভালুরী?' রোকেয়া, ১৯২২।

শিভিলিজেসন [হি] বি সভ্যতা। 'কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন।' হুতম, ১৮৬১।

শিম [স শি] বি এক প্রকার সবজি। 'শিমের হইল জন্ম হিমের কুপার।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

শিমুল [স শিমুলী] বি শিমুল গাছ ও তার ফুল। 'জেন শিমুল কুমুমে না বসে অলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিমুলকাটা বালা বি শিমুলের কাটার মতো বাড়া নকশা-কাটা বালা। 'বগ্ন দেখিল যেন সে বিভাবতীকে শিমুলকাটা বালা গড়াইয়া দিয়াছে।' বনমূল, ১৯৩৬।

শিমুলফল বি শিমুল গাছের ফল যা থেকে তুলা পাওয়া যায়। 'পাকা শিমুলফলের মতো ফেটে গিয়ে ... পুত্র পুত্র অগ্নিবাহু ছড়িয়ে ফেলে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শিমুলশিখী [স শিমুলী]+স শিখ-] বি শিমুলের ফল। 'শিমুলশিখী ফুটাইলে বলে, উড়ি যায় তুলারশিখী।' মাইকেল, ১৮৬১।

শিমুলী বি শিমুল। 'শিমুলীর বৃক্ষ যেন কটকে বেঠিত।' কুঙ্কর, ১৫৮০।

শিম্পাঙ্গি [হি] বি এক প্রজাতির বানর, যার সঙ্গে মানুষের ভিন্নতর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 'শিম্পাঙ্গি বালকগণকে নিকটে ডাকিলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শিয়র [স শিরঃস্থান] বি শিখান। 'শিয়রত বাঁশী হারায়িল তোরগণে।' বড়ু, ১৪৫০; 'বনের স্নেহ শিয়রেতে জেগে আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শিয়ল [স শীতল] বি ঠাণ্ডা; হিম। 'মলয় শিয়ল বাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

শিরা [আ সিআহ] বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান, শিয়া, সুনী, হানাদী, সাকী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' রোকেয়া, ১৯২৪।

শিরাবুল বি কাঁটামুড় বুনা গাছ বিশেষ। 'শিরাবুল গাছের মত আড়।' শরৎ, ১৯১৭।

শিয়াল [স শূগাল] ১ বি প্রাণীবিশেষ; শূগাল। 'ছড়াছড়ি মাংস খায় শিয়াল কুকুর।' কুঙ্কর, ১৭২০। ২ বি বাঘ। 'তাকে শিয়ালে বাইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

শিয়ালের ডাক বি শিয়ালের মতো একসুরে কথা বলা। 'তাহারদিগের শিয়ালের ডাক।' ভবানী, ১৮২৫।

শেয়াল [স শূগাল] বি প্রাণী বিশেষ। 'নকুল শেয়াল গাড়ে লুকাইল জঘুবি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিয়ালকাটা বি বুনা কাঁটাপাছ বিশেষ। ওয়া, ১৭৮৫; 'যাবজ্জীবনে ... ঐ শিয়ালকাটা ফুলাটার তপ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

শিয়াহ [ফা সিয়াহি] বিধ কালো। 'নীল শিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।' নজরুল, ১৯২২; 'বিষ-জর্জরিত মুমূর্ষুর মতো নীল-শিয়াহ।' নজরুল,

১৯২৪।

শির, শিরঃ [স শিরঃ] ১ বি মস্তক। 'বাসন্তী শিরে বন্দী গাইল চতীদাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি চূড়া। 'হেমকুট-ইমশিরে শুবব যথা।' মাইকেল, ১৮৬১।

শিরঃকম্পন [স] বি মাথা নাড়িয়ে ঝগতম জানানোর প্রথা। 'অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শিরঃগীড়া [স] বি মাথা-বাধা। ওয়া, ১৭৮৫; 'পরিগ্রহ হইয়াছে শিরঃগীড়াও হইল।' দর্পণ, ১৮২১।

শিরকাটা [স শিরঃ] বিধ মাথা রজাক হয়েহে এমন; মাথাঃ আঘাতপ্রাপ্ত। 'শিরকাটা হোকবার মতো শিতা নাদিস করিলে ...।' রামরাম, ১৮০১।

শিরখ্যাচা বিধ মাথা ঝাঁকিয়ে পরিবেশিত। 'সেই শিরখ্যাচা পানব মতো - ও তুই তোষে সেখবি অন্ধকার।' হাসান, ১৯৬৭।

শিরচূড় বি শিরঃগাণ। 'কেহ দুই তুট হয়ে পরে নিজ শিরে দেবরথী-শিরচূড়।' মাইকেল, ১৮৬০।

শিরঃছেদ [স] বি মস্তক ছিন্ন। 'শিরঃছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিরঃছেদন [স] বি মাথা কেটে ফেলা। 'দাঁড়দের শিরঃছেদন করিতে এই মতে ...।' রামরাম, ১৮০১।

শিরঃগীড়া [স শিরঃগীড়া] বি মাথাবাধা। 'তাহার শিরঃগীড়া অধিক ন জন্মে ...।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

শিরচালন [স] বি মাথা নাড়া। 'তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি শলমে শিরচালন করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শিরচালনা [স] বি মাথা নাড়ানো। 'কুছসাখা কোরাৎ ও বহবিঃ শিরচালনার সহিত সুরা ফাতেহায় আবৃত্তি।' ইমদাদুল, ১৯২০।

শিরকুচন [স] বি মাথায় চুমা খাওয়া; মস্তকচুচন। 'পুত্রের শিরকুচন করিয়া বলিলেন।' নজরুল, ১৯৩১।

শিরে তোলা ক্রি মনে নেওয়া। 'প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয় - লই শিরে তুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শির [স শিরা] বি রক্তনালী; শিরা। 'অল্পকষ্টে গায়ে শির ক্রিসায় না পাইব নীর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিরঃওয়ানী [হি] বি শেরঃওয়ানি; হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'শিরঃওয়ানীবে বিভাজিত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।' রোকেয়া, ১৯২৭।

শিরিচি [স শিরঃ] বি শিরঃছেদ। 'শিরিচি দেওয়া।' মনোএল, ১৭৪৩।

শিরতাজ [স শির+আ তাজ] বি মাথার মুকুট। 'শিরতাজ-হার কাঁচে মুসলিম অস্ত-তোরণ-হারে।' নজরুল, ১৯২৯।

শিরদাঁড়া [স শিরোদণ্ড] বি মেরুদণ্ড। 'শিরদাঁড়ার উপরে কতটা আঘাত সয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শিরদাঁড়াহীন বিধ মেরুদণ্ডহীন। 'শিরদাঁড়াহীন নপুংসক কীটপতঙ্গ কিছু।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শিরদেশ [স শিরোদেশ] বি শিরঃ। 'দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই হিজ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

শির-ধার্য [স শিরোধার্য] বিধ শিরোধার্য। 'ধুলেপূরে কলোসানার কঠি শির-ধার্য।' মানিকরাম, ১৭৮১।

শিরনামা [ফা] বি শিরোনাম। ওয়া, ১৭৮৫।

শিরনি [ফা শীর্শনী] বি মিষ্টান্ন; চাল আটা, দুধ ও মিষ্টি-সহযোগে রান্না করা খাবার। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

শিরনি [ফা শীর্শনী] বি শিরনি। 'পীরের শীরনি দিতে চাহে।' দর্পণ, ১৮২১।

শির্শী [ফা] বি শিরনি। 'শরবত-শির্শী-ইফতার-ওয়ালা রোজা নয় ...' বেনজীর, ১৯৪৫।

শিরপা [ফা সরআপা] বি রাজকীয় সম্মান স্বরূপ শিরদ্বারা বা পরিষেয় পোশাক। 'পাতশাহী শিরপা সুলতানী সুলতানব'। ভারত, ১৭৬০।

শিরপেচ [ফা সরপেচ] বি এক ধরনের পাড়ি। 'এক শিরপেচ দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

শিরশির [ধ্বন্য] ১ বি শিরশির করছে এমন। 'বালবনে হাওয়া লাগিয়া শিরশির শব্দ হইতেছে।' কিতুতি, ১৯২৯। ২ বি শিরশিরের ভাব। 'সমস্ত শরীর শিরশির করে পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল।' মানিক, ১৯৩৮।

শিরশিরানো কি কাঁপানো। 'পাতাগুলি শিরশিরিয়ে বরিয়ে দিল তালে তালে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

শিরশিরে কি শরীরে শিররূপ জাগায় এমন। 'শিরশিরে নীতে কাঁপানো হাওয়ায় ...' নীরেন, ১৯৫০।

শিরক [স] বি পাণ্ডি। 'কনক শিরক শিরে, ভাকুর পিখানে অসিবার।' মাইকেল, ১৮৬১।

শিরদ্বারা [স] বি পাণ্ডি। 'কেবল মালকোতা এবং শিরদ্বারা আঁটিয়া দ্রুতগমে অঙ্গসর হইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শিরা [স] বি রক্তবাহী নাড়ি। ওয়া, ১৭৮৫; 'হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতপ্রাব স্থপিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

শিরাওঁটা বি শিরা-ভাঙ্গা। 'দুর্বল, অস্থিরবর্ষ, শিরাওঁটা বিনীত লোক হাটটা।' হাসান, ১৯৬৬।

শিরা-হেঁড়া বি শিরা ছিড়ে যাওয়ার ফলে বহির্গত। 'এই শিরা-হেঁড়া রক্ত বড়ো কি লাগিবে ভাঙ্গো।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শিরাবহুল [স] বি শিরামুক্ত। 'সে তার শিরাবহুল পেশল হাতে কোদাল ফুলে দিল।' হাসান, ১৯৭৪।

শিরামুক্ত [স] বি টুপি ইত্যাদি মাথার শোভিত আবরণ। 'তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরামুক্তের সঙ্গে হয় না।' মুক্তভাব, ১৯৪৯।

শিরাময় [স] বি জটা। 'কোথা থেকে নামো নদী, ধূস্রটির শিরাময় থেকে।' শক্তি, ১৯৬১।

শিরামাছু [স] বি শরীরের শিরামাছু নালী। 'শিরামাছুগুলো পর্যন্ত না মানিয়া থাকিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শিরা [ফা শিরাহ] বি পানির মধ্যে চিনি বা শুদ্ধ দ্রব্য জ্বাল দেওয়া তরল। 'বিনি কিম্বতে বিলাল সেদিন অখর চিনির শিরা।' নজরুল, ১৯৪১।

শিরাছি [বি ইরানের শিরাছি নগরে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মদ। 'নবমী চাঁদের নসারে ও কে গো চাঁদনি-শিরাছি ঢালি।' নজরুল, ১৯২৮।

শিরান [বি শিরহানা] বি শির। 'কবরের শিরানে কার হুকের হস্ত দিয়ে মর্মর ফলকে লেখা।' নজরুল, ১৯২৪।

শিরালা [বি (হিন্দুসমাজ) শিলাবুড়ি নিবারণে দক্ষ তাত্ত্বিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'কোন শিরালায় বিঘণ বাজে।' জসীম, ১৯৩৩।

শিরি' বি ধাপ। মানোএল, ১৭৪৩।

শিরি' [স শ্রী] বি শ্রী; শোভা। 'হাথের শিরি আত্মী।' বড়ু, ১৪৫০।

শিরিন [ফা] বি শ্রী। 'সবাই বলে চিনির চেয়েও শিরিন জীবন - হায় রূপাল।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ শিরীশ

শিরিন শরাব [ফা শিরিন+আ শরাব] বি সুমিষ্ট মদ। 'দ্রাক্ষ-সুক্রে রহিলে গোপন ভূমি শিরীন শরাব।' নজরুল, ১৯২৮।

শিরিফল [স শ্রীফল] বি বেল। 'নছলী যৌবন কাঁচ শিরিফল।' বড়ু, ১৪৫০।

শিরিশ [ফা শিরিশ] বি আঠাবিশেষ; শিরিশ আঠা। মানোএল, ১৭৪৩।

শিরীষ কাগজ [ফা শিরিশ+আ কাগজ] বি কাচচূর্ণ ও বলির প্রলেপ-লাগানো ধারযুক্ত কাগজবিশেষ। 'কেন রাজার বিহনা পাতে শিরীষ কাগজ দিয়ে।' সুকুমার, ১৯১৮।

শিরিশ [স শিরীষ] বি শিরীষ ফুল। 'চাঁপা নানা জাতি শিরিশ করবী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

শিরিত্তা [ফা] বি দত্ত। 'সে দত্তরের শিরিত্তাদার কান্ডার নামে একজন কটকী ছিল।' রামরাম, ১৮০১।

শিরিত্তাদার [ফা] বি বড়ো কেরানি। 'সে দত্তরের শিরিত্তাদার কান্ডার নামে একজন কটকী ছিল।' রামরাম, ১৮০১।

শিরীষ, শিরীন [ফা] ১ বি শ্রুত। 'সর বেঁধে বীণ সারেসিতে খুবসে শিরীন শ্রুতি-পিয়ো।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি মিষ্ট। 'তোমার তুতীক-শিরীষ।' নার্সি আখি তার।' ফররুখ, ১৯৪৩। ৩ শিরিন শিরীন-জবান [ফা শিরিন+আ জবান] বি সুমিষ্ট বাক্য। 'শমশের মতে কমজোর নয় শিরীন-জবান।' নজরুল, ১৯২৮।

শিরীষ [স] বি পুষ্পবিশেষ। শিরীষকুসুম [স] বি শিরীষ ফুল। 'শিরীষকুসুমকোজলী।' বড়ু, ১৪৫০।

শিরিষ [স শিরীষ] বি শিরীষ ফুল। 'নাসের কেশর/ আর তিথির শিরিষ।' বড়ু, ১৪৫০।

শিরো- [স শির্য] বি মাথা।

শিরোদেশ [স] ১ বি শির। 'শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সন্তান।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ বি মাথা। 'তাহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর।' বহ্নিম, ১৮৭৯।

শিরোধার্য [স] ১ বি অবশ্য পালনীয়। 'এই কাহ্ন শিরোধার্য অবশ্য লিখন।' রূপরাম, ১৭৫০; 'হে মহারাজ! ... আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি মাথায় ধারণ। 'ওদের দেশের টুপিকে বদ সেখতে হলেও শিরোধার্য করব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি শিরে ধারণ করতে হয় এমন। 'আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাছোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

শিরোধার্য, শিরোধার্য্য [স] বি শ্রী শিরোধার্য। 'সুলীলা আমার শিরোধার্য্য।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

শিরোপার [স] বি শ্রুত মাথার উপর। 'করি কুন্ড বসতি বারীন্দ্র শিরোপার।' অলাওল, ১৬৮০।

শিরোবেদনা [স] বি মাথাব্যথা। 'তৃতীয় মহিষীর শিরোবেদনা ও দুর্হা হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শিরোভাগ [স] ১ বি অঙ্গভাগ। 'তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা

তৎপরে নীতিকথা বলিয়া নাম আছে।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি উপরিভাগ। 'পরগণেশ্বরের শিরোভাগে যে খুণির ন্যায় এক প্রকার ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শিরোভূষণ [সি] বি মুকুট। 'জ্ঞান চিহ্ন শিরোভূষণ করিয়া এখনও সেই রসের লাবণ্যে ঢল ঢল কান্তিতে বিরাজ করিতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শিরোমণি [সি] ১ বি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বাহির হইলা তবে ন্যাসী-শিরোমণি।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধি বিশেষ। 'কুলপুরোহিত শিরোমণি কহিলেন ওরে মূর্খ শাস্ত জানিলে না।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি (নিদ্রার্থে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। 'বরেন্দ্রের মাস্টারগিরি করেন - নীতি শেখান অথচ জল উঠু নীচ বলনের শিরোমণি।' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি শিরোভূষণ। 'শিরে তার শিরোমণি।' মাইকেল, ১৮৬৫।

শিরোমণ্ডি [সি] শিরঃ+স মৌলিক। বি শিরোরত্ন; চূড়ামণি। 'বলে নিল শিরোমণ্ডি কানের কলক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিরোরত্ন [সি] বি মাথার চুল। 'শিরোরত্ন অসিত চামর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিরোর্যবেদনা, শিরোকবেদনা [সি] বি মাথা-থরা রোগবিশেষ। 'শিরোর্যবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল।' দর্পণ, ১৮২৫।

শিরোনাম, শিরোনামা [সি; ফা সরনাম] ১ বি চিঠির উপরে লেখা নাম-ঠিকানা। 'কাহার নামে শিরোনাম দিব।' রক্তিম, ১৮৭০। ২ বি রচনার নাম। 'কবিতার শিরোনাম লেখার সময় বড় লক্ষ্যবোধ হইত।' শ্যামসুর, ১৯৭০।

শিরোনাম সেগুন ত্রি নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সংযোজন। ওঙ্গা, ১৭৮৫।

শিরোনামাসম্বলিত [শিরোনাম+স সংবলিত] বি শিরোনামযুক্ত। 'মহামহিম মহিমাধর্ম শ্রীল শ্রীমুখ কল্যোনি চৌমুরী - শিরোনামাসম্বলিত বহু আবেদন নিতা তাহার দরবারে পৌছিতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

শিরোপা [ফা সরআপা] ১ বি পুরকার হিসেবে পাওয়া পাগড়ি। 'চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই।' কুজরাম, ১৭২০। ২ বি মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাঁচখণ্ডে বিভক্ত বস্ত্র। 'শিরোপা বস্ত্রে রায় পেরেকশ দিলা তায়।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি পুরকার। 'এমন জরুরি খবর দিলে শিরোপা পাইব।' রক্তিম, ১৮৬৫।

শির্ক [আ] বি (ইসলাম) একেধরের সঙ্গে কারও তুলনা অথবা অশ্লীলার করা; বহু ঈশ্বরবাদ। 'শির্ক ও কুফরীর নারকীয় অনলে ...।' মোসলেম, ১৯২৭।

শির্কুক [আ] বি (ইসলাম) একেধরের সঙ্গে কারও তুলনা অথবা অশ্লীলার করা। 'শৌভলিকতা শির্কুক।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

শিল [সি শিলা] ১ বি পাথর খণ্ড। 'রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি মসলা বাটার কাজে ব্যবহৃত পাথরের পাতাভদ্র। 'সে শিল নোড়া তৈরী করতে জানে।' বুলবুল, ১৯৩৩।

শিল আলু বি এক প্রকার আলু। 'আ শিল-আলুর ভর্তা করেছেন।' শ্যামসুর, ১৯৫৭।

শিলনোড়া বি মসলাদি বাটার প্রস্তরখণ্ড; পেয়াদী। 'শিলনোড়ায় বাটনা বাতছিল মটিকা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

শিলওয়ার [ফা শালোয়ারা] বি চিলেঢালা পাজমা বিশেষ। 'সর্দারজী শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে?' মুক্তভবা, ১৯৪৯।

শিলমোহর [বি সীল+ফা মোহর] বি ছাপ দেওয়া। 'শাল গলায় শিলমোহর ছেপে যায় বাড়ির দুরারে।' জবন, ১৯২৫।

শিলা [সি] ১ বি পাথরখণ্ড। 'গুরুজ নিতম্ব পাট শিলা বিনামানে।' বড় ১৪০০। ২ বি বৃষ্টির সঙ্গে পড়া বরফখণ্ড। 'ঝড় বরিষণে যেন পড়ে দাখুণ শিল।' বিজয়, ১৬৫০।

শিলাকর্কশ [সি] বি, পাথরের ন্যায় অমসৃণ। 'অন্ধকার, নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে একাকী 'সামিথ্যান করিতে করিতে শৈবলি' চেষ্টনা হারাইল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

শিলাভট [সি] বি পাথুরে সমতলভূমি। 'ভূমি কি 'শোননি মোঃ শিলাভটে অমৃত আর্ত'কনি।' ফরকুখ, ১৯৪৬।

শিলাভল [সি] বি পাথরের পাদদেশে। 'গেলা সতী কৌমুদীবসন শিলাভলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।' মাইকেল, ১৮৬০।

শিলাদুট [সি] বি পাথরের ন্যায় কঠিন। 'হাতীর দাঁতের সাজোয় পরেছে শিলাদুট আবলুস।' ফরকুখ, ১৯৪৩।

শিলাদ্যাস [সি] বি ভিত্তিস্তম্ভের স্থাপন। 'মেটর হেয়ার সাহেবের ঘর ১৪ জুন ... শিলাদ্যাস হইবে।' জ্ঞানদেব, ১৮৩৯।

শিলাপট [সি শিলাপাট] বি পাথরখণ্ড। 'কে আসি দাঁড়াল সরোবর সোপানের শ্বেত শিলাপটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শিলাপট [সি] বি কোনো তথ্য উৎকর্ষী পাথরের ফলক। 'জ্ঞ শেতাংসংহত হইয়া শিলাপটবৎ কঠিনতা ধারণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিলাপথ [সি] বি পাথুরে রাস্তা। 'পাড়ি নেয় শিলাপথ, জনপদ, অরণ বন্ধুর।' ফরকুখ, ১৯৬৩।

শিলাপাট [সি শিলাপাট] বি পেষণ-শিলা; মসলা বাটার পাথরের তৈরি পাতা। 'কংসে কন্যা মায়িল শিলাপাট আছাড়িআ।' বড়, ১৪৫০।

শিলাবুজি [সি] বি বরফের ছোটো ছোটো টুকরোসং বৃষ্টি। 'শিলাবুজি চতুর্দিকে বাজে কনকনা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিলাভূমি [সি] বি পাথুরে জমি। 'শিলাভূমি সূর্য-কিরণে শুভ ও বিনী' হইয়া থও থও হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিলাময় [সি] ১ বি পাথরে পরিপূর্ণ। 'শিলাময় সেল - অগ্নয় বিজ্ঞ, অজ্ঞর, ১৮৩০। ২ বি পাথর দ্বারা তৈরি 'নির্ভর্য ভাটনী হয়, ভাটি ফেলে শিলাময় কাটা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শিলামর্ম, শিলামর্ম [সি] বি মার্বেল পাথর। 'সে প্রেমের ভা পেয়ে শিলামর্ম/মর্মের ভাষা কয় আজ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শিলারাশি [সি] বি পাথরের খণ্ডসমূহ। 'কুত্রাপি সম্মুখবর্তী শিলারাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শিলারোহ [সি] বি পাথরের বাঁধ। 'মহানদী যে আনন্দে শিলারোহে ডুবে ছুটে চিরদিন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শিলালিপি [সি] বি পাথরে খোদিত লেখা। 'ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকী শিলালিপি তাহার পরিচয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

শিলাসন [সি] বি পাথরে নির্মিত আসন। 'অভিমনে শিলাসনে বসিও আসিরা।' মাইকেল, ১৮৬০।

শিলা-সূকঠোর [সি] বি পাথর। 'সুন্দরী সে নারী/শিলা-সূকঠোর হিয়া তারি।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

শিলাভূত [স] **বি** পথের অস্তরঙ্গভূত। 'মুক্ত শিলাভূত গ্রন্থের রবীন্দ্রবনমূলের শোভা'। **বিকৃতি**, ১৯৩৮।

শিল্পীভূত [স] **কি** স্থির। 'সর্বত্র তোমার চিত্র শিল্পীভূত পতি।' **শ্যামসুন্দর**, ১৯৬৯।

শিলাই **বি** একটি নদীর নাম। 'শিলাই বাহিয়া জাই'। **মুকুন্দ**, ১৬০০।

শিলাই **বি** সীবন। **বি** সেলাই। 'তাহাদিগকে বুন ও শিলাইয়ে নিযুক্ত করিলেন।' **প্যারী**, ১৮৬০।

শিলিং **হি** **বি** (বর্তমানে অপ্রচলিত) ব্রিটিশ মুদ্রাবিশেষ; এক পাউন্ডের বিশ ভাগের এক ভাগ। 'তার হস্তে একটি শিলিং ভেঁজে দিতে হল বাটে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

শিল্পির **হি** **ক্লিপার** **বি** চট্‌কুতো। 'খেত পদে শিল্পির শোভা তার মাথা'। **৩৪**, ১৮৫৮।

শিল্পীমুখ [স] **বি** মৌমাছি। 'শিল্পীমুখব্দ, ছাড়ি মধুমতী-পুরী উড়ে ঝোকে ঝোকে।' **মাইকেল**, ১৮৬০।

শিল্প [স] ১ **বি** সৃষ্টিকর্ম। 'স্মার শিল্প চাহ প্রভু সদয় নয়নে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **বি** যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন। 'তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন।' **দর্পণ**, ১৮৩১। ৩ **বি** চারুকলা। 'কাব্য, নাটক, শিল্প, দর্শন, ন্যায়।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭২।

শিল্প উজীর [স] **শিল্প**+**আ** ওয়াযীরা **বি** শিল্পমন্ত্রী। 'শিল্প উজীরের বোষণায় প্রকাশ'। **আজাদ**, ১৯৬০।

শিল্পি [স] **বি** শিল্পী। 'সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাবকণ্ঠে শিল্পকের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৪।

শিল্পকর্ম, **শিল্পকর্ম** [স] ১ **বি** শিল্পজাত উৎপাদন। 'শিল্পকর্মের উন্নতি হওয়ার এক মহাব্যাপ্য'। **দর্পণ**, ১৮৩০। ২ **বি** কারখানাজাত পণ্য। 'তুলার উত্তম শিল্পকর্ম বাহাতে ঢাকা শহর জুড়ে বিখ্যাত'। **দর্পণ**, ১৮৩১। ৩ **বি** শৈল্পিক কাজ। 'শিল্প কর্ম ও সৃষ্টি শিল্প'। **এসলাম**, ১৯১৯।

শিল্পকর্মকারী [স] **বি** শিল্পপতি। 'শিল্পকর্মকারীরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের পোকের অল্প কাড়িয়া লইতেছে।' **দর্পণ**, ১৮৩০।

শিল্পকর্মী [স] **বি** শিল্পী। 'শিল্পকর্মীর সেবা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের সেবা'। **অবন**, ১৯২৫।

শিল্পকলা [স] **বি** সুকুমার শিল্প। 'কখনও শিল্পকলায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও বিজ্ঞানে।' **জগদীশ**, ১৮৯৫।

শিল্পকাজ [স] **শিল্পকার্য** **বি** হস্তশিল্পের নির্দশন। 'শিল্পকাজ দেখাইয়া ... মাতৃগর্ভ প্রকাশ করিতেছিলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৯।

শিল্পকার [স] **বি** বিবিধ দ্রব্য নির্মাণের কাজ করে যে। 'শিল্পকার ধাতুদ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না।' **অক্ষয়**, ১৮৪৩।

শিল্পকারখানা [স] **বি** যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় এমন ঘর বিশেষ; কল-কারখানা। 'তিনি নানা শিল্পের কারখানা দেখিতে গেলেন।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

শিল্পকারবালা [স] **বি** শিল্পীর কন্যা। 'উক্টাধরচরিত্রী শিল্পকারবালা।' **দীনবন্ধু**, ১৮৭০।

শিল্পকারি [স] **শিল্পকারী** **বি** শিল্পী। 'বিচিত্র চিত্রিতরঙ্গ সুওষ্ঠবন্দন। দৃশ্যমাত্র নয় নয় যথার্থ কখন। শিল্পকারি গণ গণে এই জ্ঞান হয়।' **জ্ঞানাবেশ**, ১৮৩৮।

শিল্পকারী [স] **বি** শিল্পোদ্যোক্তা। 'বানিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ইহাদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য নির্বাহ হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৪৪।

শিল্পকার্য, **শিল্পকার্য** [স] **বি** কলকারখানার কাজ। 'বানিজ্য ও শিল্পকার্যের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিতেছে।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

শিল্পকুশল [স] **বি** শিল্পে অভিজ্ঞ। 'শেখর নামে এক শিল্পকুশল বৃদ্ধিমান ব্যক্তি ধাতু-নির্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

শিল্পকুশলতা [স] **বি** শিল্পত্বের দক্ষতা। 'নিজের শিল্পকুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্রানিও কম হত।' **নরেন্দ্র**, ১৯৪৫।

শিল্পকূট [স] **বি** শিল্পের জটিলতা। 'দরদী মুখে মগিন হাসি বুঝি ছিল শিল্পকূট।' **স্বর্গ**, ১৯৬১।

শিল্পকেন্দ্র [স] **বি** শিল্পকর্ম শেখার প্রতিষ্ঠান। 'নিবিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের কলিকাতা শাখা করেকটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।' **বেগম**, ১৯৪৯।

শিল্পকৌশল [স] **বি** শিল্পসৃষ্টির কুশলতা। 'এই আচার্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আর্থনিক আন্দোলনে ...।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

শিল্পগঠন [স] **বি** শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত। 'ত্রীলোকের শিল্পগঠন বড় আয়োজনকর হয়।' **প্যারী**, ১৮৬০।

শিল্পগণমণ্ডিত [স] **কি** শিল্প গণায়িত। 'তা অনেক বেশী বাস্তব, সংযত, শিল্পগণমণ্ডিত।' **মুখলস**, ১৯৭০।

শিল্পচর্চা [স] **বি** চারুকলার অনুশীলন ও সৃজন। 'শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেছেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

শিল্পজগৎ [স] **বি** শিল্পের ভুবন। 'শিল্পজগতের আকাশ-ছোয়া, ক্রিয়'। **শব্দক**, ১৯৪৬।

শিল্পজাত [স] **কি** কলকারখানায় তৈরি হয়েছে এমন। 'পূর্বকালীন প্রধান প্রধান রাজাদিগের রাজসভায় যে সমস্ত শিল্পজাত পদার্থ সন্দর্শন করা সাধ্য হইত না ...।' **অক্ষয়**, ১৮৪৬।

শিল্পজীবী [স] **বি** শিল্পকর্ম যার জীবিকা। 'চিক্‌স চারু শিলার লগাটে লিখিছে শিল্পজীবী।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯১২।

শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন [স] **বি** শিল্পবোধবিশিষ্ট। 'অসামান্য শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন বাঙ্গালী গোতরের পতাকাও উড্ডীয়মান হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৫৬।

শিল্পতত্ত্ব [স] **বি** শিল্প সম্বন্ধক তত্ত্ব। 'এই বাহিরে-বাহিরে ভিন্নতা এটা কী মানবতত্ত্বের কী মানবের শিল্পতত্ত্বের চরম কথা নয়।' **অবন**, ১৯২৫।

শিল্পদৃষ্টি [স] **বি** শিল্পের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। 'তঁার নির্ভুল শিল্পদৃষ্টির পরিচয়টিকেও উজ্জ্বল করে তোলে।' **সুনীলমুখো**, ১৯৭০।

শিল্পদেবতা [স] **বি** শিল্পের দেবতা। 'শিল্পদেবতার সেই হল বাস দরবার।' **অবন**, ১৯৪১।

শিল্পদ্রাশ [স] **বি** শিল্পের ধ্বংসাবস্থা। 'তাহার অন্তর্কষ্ট, তাহার শিল্পদ্রাশ ... লইয়া ভাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

শিল্পনিকেন্তন [স] **বি** কুটিরশিল্প শেখার প্রতিষ্ঠান। 'নারীদের জন্য শিল্পনিকেন্তন সৃষ্টি হিরণ্ময়ী দেবীর তৎকালীন উল্লেখযোগ্য কীর্তি'। **বেগম**, ১৯৪৯।

শিল্পনিমুখ [স] **কি** শিল্পকর্মের দক্ষতা আছে এমন। 'ফরাসীশো

শিষ্ট, প্রস্রাৱী, শিল্পনিপুণ, যুদ্ধশীল, যশ আকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞানোৎসাহী।' অক্ষয়, ১৮৪১।

শিল্পনৈপুণ্য [স] বি নির্মাণকলার দক্ষতা। 'বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে।' মহিৎকণ, ১৮৫৯।

শিল্পপতি [স] বি কলকারখানার মালিক। 'বিলেতের শিল্পপতি ও কারিগরদের অনেক কিছুই করবার এবং শেখবার বাকী রয়েছে।' মাহেনৱ, ১৪৪৯।

শিল্পপদ্ধতি [স] বি নির্মাণের কৌশল। 'বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিল্পস্হা [স] বি শিল্পকৌশল। 'প্রাচীন শিল্পস্হার উপর অব্রদ্ধা।' অবন, ১৯২৫।

শিল্প-পরিচালক [স] বি শিল্পকলা বিষয়ক পরিচালক। 'শিল্প-পরিচালকও ছিল সে-ই।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

শিল্পপরিষদ [স] বি শিল্পের উন্নতির জন্য গঠিত কমিটি। 'শিল্পপরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ...' আজাদ, ১৯৫২।

শিল্পপ্রতিভা [স] বি শিল্পকর্ম সৃষ্টির প্রতিভা। 'তার শিল্পপ্রতিভা ব্যাপকভর ক্ষুধিত পথ ধরে মৌলিক সৃষ্টির নিরঙ্কুশ কল্পনার জগতে ...' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

শিল্প প্রতিষ্ঠান [স] বি শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। 'শিল্পকলা শিক্ষার জন্য কিছুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।' বেগম, ১৯৬৩।

শিল্পপ্রদর্শনী [স] বি শিল্পকর্ম প্রদর্শনের আয়োজন। 'শিল্পপ্রদর্শনীতে পাঠালে সেবানকার লোক চমকে উঠবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শিল্পপ্রবাহিনী [স] বি শিল্পধারা। 'সেকালের শিল্পপ্রবাহিনী কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শিল্পবিশিষ্ট [স] বি শিল্পদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি। 'যে সব অতিকায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান মহাজনদের মূলধনে ও চেঁচায় গড়ে উঠেছে ...' সবুজ, ১৯২০।

শিল্পবিদ্যা [স] ১ বি শিল্প বিষয়ক বিদ্যা। 'নীতিশাস্ত্র ... গুরুবিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর।' মুদ্রাঙ্ক, ১৮১০। ২ বি নির্মাণ সংক্রান্ত বিদ্যা। 'বৃহৎ যন্ত্র দর্শনে ... শিল্প বিদ্যা ও পূর্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রকৃতি শিক্ষা পাইব।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি কারুকাণ্ড। 'শিল্পবিদ্যা সেইখানে কত আঁকা বাঁকা।' ভবানী, ১৮২৮।

শিল্পবিদ্যাপন [স] বি শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী। 'মতিজ্ঞানবসন কোন শিল্পবিদ্যাপন ব্যক্তি পুনর্ব্যার বিবাহ বাসনা নিতান্ত কিস্তি।' দর্পণ, ১৮২১।

শিল্পবিদ্যালয় [স] বি যে বিদ্যালয়ে শিল্পকর্ম শেখানো হয়। দর্পণ, ১৮২৬; 'শিল্প-বিদ্যালয়ে আমাদিনিকে অগত্যা যুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিল্পবিস্তার [স] বি আঠারো শতকের ইউরোপে প্রযুক্তিগত জাগরণ ও তার বিস্তার। 'তাদের যশগলপাতী আইনকানুন এবং শিল্পবিস্তারের চাপে বাংলায় বিখ্যাত বস্ত্রশিল্প পোপ পায়।' শিব, ১৯৫৬।

শিল্পবিলাস [স] বি শিল্পের শৌখিনতা। 'শিল্পবিলাসে তাহার আর্থবলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শিল্পবীর [স] বি বিশিষ্ট শিল্পকর্মী। 'অনেক যুগের অনেক সাধনার মধ্যে দিয়ে শিল্পবীর সমস্ত তারা যে চলেছে।' অবন, ১৯২৫।

শিল্পবুদ্ধি [স] বি শিল্পবিষয়ক বুদ্ধি। 'ইংরাজদিগের শিল্পবুদ্ধি ...

পৃথিবী মধ্যে অবিভীয়া।' অক্ষয়, ১৮৪১।

শিল্পবোধ [স] বি সৌন্দর্যচেতনা। 'শিল্পচর্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ।' অবন, ১৯২৫।

শিল্প ভবন [স] বি শিল্প শিক্ষালয়। 'শিল্প ভবনগুলিও সম্প্রসারিত করে পুনর্গঠিত ও সুসজ্জিত করা হয়।' বেগম, ১৯৬৩।

শিল্পভিত্তিক [স] বি শিল্পনির্ভর। 'কৃষিভিত্তিক সমাজ ছাড়িয়া আমরা শিল্পভিত্তিক নূতন সামাজিক ...' আজাদ, ১৯৬৩।

শিল্পভূমি [স] বি শিল্পক্ষেত্র। '... উপনিবেশের শিল্পভূমি ধ্বংস করতে হলো।' সনৎ, ১৯৭০।

শিল্পভেদী [স] বি শিল্পের প্রকাশ ঘটায় এমন। 'শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই শিল্পভেদী কুরুশ-কাঁটাচলি?' শক্তি, ১৯৬১।

শিল্পমত্ত [স] বি শিল্প শৈলিক। 'নিজের কল্পনার কৌশলে যে দুঃখভক্তিও শিল্পমত্ত করে তুলেছে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

শিল্পমাধ্যমভেদ [স] বি শিল্প রচনার মাধ্যমের বিভিন্নতা। 'শিল্পমাধ্যমভেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো বহুশিল্পক ব্যক্তির ব্যক্তিবস্তুভেদের যথাযোগ্য আলোচনা ...' আইয়ুব, ১৯৭৩।

শিল্পমেলা [স] বি শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। 'শিল্পমেলার উদ্বোধন করেন।' বেগম, ১৯৪৯।

শিল্পযন্ত্র [স] বি দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের কল। 'নানা প্রকার শিল্পযন্ত্র নির্মাণ করিয়া সুন্দর সুন্দর ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

শিল্পরস [স] বি শিল্পবোধ। 'শিল্পরসের উপর অধিকারের দাবি আমার যে কত অল্প ...' অবন, ১৯২৫।

শিল্পরসিক [স] বি শিল্পের সমঝকার। 'শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুককে দেখা।' অবন, ১৯২৫।

শিল্পলক্ষী [স] বি শিল্পকলার কর্তৃত্ব দেবী। 'শিল্পলক্ষীর কাছে তাঁদের চাওয়া তো আমাদের মতো।' অবন, ১৯২৫।

শিল্পলোক [স] বি শিল্পের জগৎ। 'শিল্পলোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইডবুক পর্যন্ত রচনা করার ...' অবন, ১৯২৫।

শিল্পশালা [স] ১ বি শিল্পের রক্ষণাগার। 'নগরে ইংরাজদিগের একটি শিল্পশালা স্থাপিত হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বি শিল্প চর্চাকেন্দ্র। 'সংগীতসভাই করি, নাট্যমণির শিল্পশালা এসবই বা গুলে বসি।' অবন, ১৯২৫।

শিল্পশাস্ত্র [স] বি শিল্পবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটাকে কাটিয়ে যাবার শিল্পশাস্ত্র বৈদিক ঋষিরা ...' অবন, ১৯২৫।

শিল্পশিক্ষা [স] ১ বি বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী তৈরির দক্ষতা অর্জন। 'স্বর্ণকারের শিল্পশিক্ষা সহজে নিশ্চয় হয়ে চলেছে।' অবন, ১৯২৫। ২ বি শিল্পবিষয়ক অধ্যয়ন। 'তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষা' বিজুতি, ১৯৩৮।

শিল্পতত্ত্ব [স] বি শিল্পের বিতর্কতা। 'আমি শিল্পতত্ত্বের আওতায় আত্মরক্ষা করেছিলাম।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৭।

শিল্পশোভা [স] বি চাকল্যের সৌন্দর্য। 'আমাদের অল্পবয়স শিল্পশোভা আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিল্পসচেতনতা [স] বি শিল্প সম্পর্কে চেতনা। 'এর কারণ হল বিদ্যাসাগরের অসাধারণ শিল্পসচেতনতা।' মুখশেন, ১৯৭০।

শিল্পসমালোচক [স] বি শিল্পের মান বিচার করে যে। 'কত কাল ধরে তা কে জানে মালা ফিরবে ... জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয়

শিল্পসম্পদ

শিল্পসমালোচক প্রভৃতির হাতে। অবন, ১৯২৫।

শিল্পসম্পদ [স] বি শিল্পরূপ সম্পদ। 'প্রাচীন চীনের শিল্পসম্পদ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করে না।' অবন, ১৯২৫।

শিল্পসহায় [স] বিণ কারিগরি কাজে সহায়ক। 'শিল্পসহায় আইনের সাহায্যে শিক্ষিত বেকার-যুবকদের অল্প-সময়া সমাধানে ...।' আজাদ, ১৯৩৬।

শিল্পসাধনা [স] বি শিল্পতৎপন্ন কাজের অনুশীলন। 'তার পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শিল্প-সাধনার অবকাশ খুব বেশী ছিল না।' সুবীন্দ্রমুখো, ১৯৭০।

শিল্পসামগ্রী [স] বি শিল্পস্বত্ব দ্রব্য। 'বিপুল আয়েরতের উপাদানকে একই জায়গায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত করা।' সুব্র, ১৯২০।

শিল্পসাহিত্য [স] বি শিল্পকলা ও সাহিত্য। 'আর্দগণের আভির্ভাসে, সেদের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শিল্পসৃষ্টি [স] বি শিল্প রচনা। 'শিল্পসৃষ্টির প্রেক্ষাপটে কার্যকরী করে তোলে।' বেগম, ১৯৪৯।

শিল্পাঞ্চল [স] বি শিল্পের অঞ্চল। 'শিল্পাঞ্চলে রেলওয়ে লাইন স্থাপিত হয়েছে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শিল্পানুযায়ী [স] বিণ শিল্পের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'বিশ্বাস্যসহী শিল্পানুযায়ী 'স্বামীর সংস্পর্শে এসে।' বেগম, ১৯৪৯।

শিল্পায়ত [স] বিণ শিল্পসংঘ। 'আমরা অকপটে আত্মকথাও শিল্পায়ত করতে পারিনি।' শরীফ, ১৯৬৮।

শিল্পায়তন [স] বি শিল্প বিদ্যালয়। 'সোদপুর সোপ ট্রেনিং স্কুল প্রভৃতি শিল্পায়তনে শিক্ষানবিশী করতে পারেন।' জামায়াত, ১৯৩৮।

শিল্পারন [স] বি শিল্পের প্রসার। 'সাধারণ ছিন্ন করি নব শিল্পারন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শিল্পায়িত [স] বিণ শিল্পসমৃদ্ধ; কলকারখানানির্ভর। 'সুবাকে শিল্পায়িত করার ব্যাপারে হবে অমসারী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শিল্পায়োজন [স] বি শিল্প স্থাপনের প্রকৃতি। 'প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে বা শিল্পায়োজন হইতেছে।' আজাদ, ১৯৩৩।

শিল্পিত [স] বিণ শৈল্পিক। 'সামান্যে শিল্পিত বেশ, চলার বলায় সর্বজন রচিত মোহন হৌওয়া।' স্যামসুর, ১৯৭০।

শিল্পোৎকর্ষ [স] বি শৈল্পিক উৎকৃষ্টতা। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সূরের শিল্পোৎকর্ষ ও বাজনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

শিল্পোন্নতি [স] বি শিল্পের উন্নতি। 'প্রদেশের শিল্পোন্নতি সাধন।' জামায়াত, ১৯৩৫।

শিল্পোন্নয়ন [স] বিণ শিল্পের উন্নতি সত্তোষ। 'শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে বাস্তবে রূপান্তরিত।' বেগম, ১৯৪৮।

শিল্পি [স] শিল্পী। বি রয়চিহ্ন। 'এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পি এই উদ্দেশ্যেই আমরা নবনবান করি।' দর্পণ, ১৯৩৮।

শিল্পিতম [স] বি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'নিখতলার ঘাটে সকল মনোরঞ্জনোদ্যান প্রস্তুত শিল্পিতমকর্তৃক ইষ্টকাদিযা অশুর্ষ ঘাট নির্মিত হইয়াছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

শিল্পী [স] ১ বি শিল্পকার। 'রাগা, কৃষক, শিল্পী, বণিক, সকলেরই

সামান্যরূপে ধর্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্বথা প্রেরণ।' অক্ষয়, ১৮৪৪। 'কর্মকার, কৃষকার, তত্ত্বাবহ প্রভৃতির শিল্পী বলা হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বি গায়ক। 'স্বর্গীয় শিল্পী আপনার কোনো গানকে সম্পূর্ণ সুরে গেয়ে আনন্দ পান।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ বি চিত্রকর। 'তুমি শিল্পী।' নজরুল, ১৯৩০।

শিল্পীকার [স] বি শিল্পী। 'নগরীয় শিল্পীকারের শিষ্য।' তাম্রলী, ১৮৩৩।

শিল্পীচিন্ত [স] বি শিল্পীর হৃদয়। 'শিল্পীচিন্তের আবেগ ও অনুভূতির স্পন্দন নারী-প্রতিমার মধ্যে এতই স্পষ্ট যে ...।' সুবীন্দ্রমুখো, ১৯৭০।

শিল্পীজন [স] বি শিল্পবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। 'শিল্পীজনের মিতাণিতে শুধু প্রেম।' বিজু, ১৯৩৭।

শিল্পীজ্ঞানোচিত [স] বিণ শিল্পীসুলভ। 'উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজ্ঞানোচিত বেনাদ্যবোধ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। 'এই শিল্পীজ্ঞানোচিত প্রক্রিয়াই হয়ত এখানে টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন।' শতকর্ত, ১৯৭২।

শিল্পীপ্রাণ [স] বি শিল্প-বস্ত্ত প্রাণ। 'শতাব্দুল শিল্পীপ্রাণ, শতাব্দুল কৃষ্টি।' সুব্র, ১৯৪৮।

শিল্পীবিদ্যা [স] বি কারিগরি বিদ্যা। ওস, ১৭৮৫।

শিল্পীমম [স] বি শিল্পপ্রেমিক মন। 'তিনি এমন একটি বালিকাকে বিবাহ করিবেন - যে বালিকা তাঁহার শিল্পীমনকে তৃপ্ত করিতে পারে।' বনকুল, ১৯৩৬।

শিল্পীমানস [স] বি শিল্পী মন। 'বিভিন্ন দিক থেকে তার শিল্পীমানসের পরিচর।' বেগম, ১৯৪৯।

শিল্পীলক্ষী [স] বি শিল্পরূপ লক্ষী। 'আমার শিল্পী লক্ষী, ধ্যান প্রতিমা।' নজরুল, ১৯৩০।

শিল্পীসত্তা [স] বি শিল্পী চরিত্র। 'বিশ্বাস্যগণের শিল্পীসত্তাকে কটাক্ষ করেছেন।' সুবীন্দ্রমুখো, ১৯৭০।

শিল্পীসম্প্রদায় [স] বি শিল্পীসঙ্গী। 'দেশবাসীর মনের এই নব আকাক্ষ প্রকাশের ভার নিন দেশের নব সাহিত্যিক শিল্পীসম্প্রদায়।' মোতাহের, ১৯৫০।

শিশু [স] শরী। বি সিসি। 'শিশু তোর শোভা এত সিন্দুর।' বড়ু, ১৪৫০।

শিশু [স] শরী। বি মুখ দিয়ে তৈরি করা বাঁধির মতো শব্দ। ওস, ১৭৮৫। 'গাঢ়াখনা পূর্বক শিশু দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য ...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

শিশু সেতুন [স] বি মুখ দিয়ে শিশের শব্দ সৃষ্টি করা। ওস, ১৭৮৫।

শিশু [স] শিশু। বি কাচ। শিশুর বি যারা কাচের জিনিস তৈরি করে। মাহোএল, ১৭৪৩।

শিশুমহল, শিশুমোহল [স] শিশু+আ মহল। বি কাচনির্মিত ঘর। 'এ বেন বাদশাহজাদার শিশু-মোহলের সুন্দরীদের সঙ্গে লুকাচুরি খেলা।' নজরুল, ১৯২২। 'রূপের কুমার আজকে দোলে অশরুপের শিশুমহলে।' নজরুল, ১৯২৫।

শিশা [স] শিশু। ১ বি কাচের বোতল। মাহোএল, ১৭৪৩। ২ বি কাচ। ওস, ১৭৮৫।

শিশুমহল, শিশুমহাল [স] শিশু+আ মহল। বি কাচনির্মিত বাড়ি। 'অতি-বিচিত্রতার নমুনা হল বেনামদের স্নানাগার বা শিশুমহলটি।'

অবন, ১৯২৫; 'দিল্লী-আখ্যার রত্নমহালে, শিসমহালে।' বিভূতি, ১৯২৯।

শিশা' [স সীসক] বি শিসা; একপ্রকার ভারী ধাতু। 'চীনদেশে তাম্রসৌহ, শিশা, পারা এবং নানা প্রস্তর পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

শিশার কলম বি পেনসিল। ওসী, ১৮৫৫।

শিশা' ট্র শিশ

শিশি' [স শীর্ষ] বি শিষি। 'শিশি পরে রবিলেস্ত চিকুরের রেণু।' সুলতান, ১৭০০।

শিশি' [কা শীশহ] বি কাদের বোতল। মনোএল, ১৭৪৩; 'একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, শিশি পুরিয়া, টিকিট মারিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল।' বঙ্কিম, ১৮৭২; 'মার্কামারা শিশিতে ... অব্যর্থ ওষুধ রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শিশিবোতল [শিশি+ই বটল] বি নানা আকারের শিশি ও বোতল। 'কুমু ঘরের কোণে টেবিলটাকে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'শিশিবোতল, শনপাণড়ি, চিনেবাদাম, ফুল, ধূপকাঠির ফেরিওয়ালারা সকলেই ... যাতায়াত করত।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

শিশির [স] ১ বি শীতকাল। 'এককালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বিরহ শিশির হৈল অধিক প্রবল।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি বায়ু। 'সভায় মুকুতি আশা নাসায় শিশির।' কুন্তরাম, ১৭২০। ৩ বি হিম, রাতের বেলা ঠাণ্ডায় বাতাসের বাশ্প জমে জল হয়ে যাওয়া। ওসী, ১৭৮৫; 'শীতকালে শিশিরভিসিক পুষ্পাদি আহরণ।' ভবানী, ১৮২৫।

শিশির-আসার [স] বি শিশিরের জল। 'শিশির-আসারে, দিবা' সরস কুসুমে, নিদ্রাঘাত।' মাইকেল, ১৮৬১।

শিশির ঋতু [স] বি শরৎ কাল। 'বঙ্কিম শিশির ঋতু সম্বন্ধিত রসে।' আলোএল, ১৬৮০।

শিশির-কণা [স] বি শিশির মতো অশ্রুবিন্দু। 'নয়নে দুটি শিশির-কণা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'তখন পড়িল স্ব'রে আমার নয়ন হতে তোমার নয়ন-পরে একটি শিশিরকণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শিশিরচ্ছুরিত [স] বি শিশিরের মাঝ দিয়ে বিচ্ছুরিত। 'যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত উৎসুক আলোক।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

শিশির-হেঁচা বি শিশির-সিক্ত; শিশিরসিক্ত। 'আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-হেঁচা বাহি।' নজরুল, ১৯২৩।

শিশির-ঝরা [স শিশির+ঝরা] বি শিশিরসিক্ত। 'শিশির-ঝরা কুন্দফুলে হাসিয়া কান্দে দিশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'আজ জেগেই দেখি শিশির-ঝরা ঘাসে।' জগীষ, ১৯২৭।

শিশির ঢালা বি শিশিরসিক্ত। 'নব প্রভাতের নবীন শিশির ঢালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শিশির-খোওয়া [স শিশির+খোয়া] বি শিশিরঝড়া। 'শরৎ তোমার শিশির খোওয়া কুন্তলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শিশিরনত [স] বি শিশিরে স্নাত। 'রদয় বেন শিশিরনত ফুটল পুজার ফুলের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শিশির-নাওয়া বি শিশিরঝড়া। 'হেমন্তের ওই শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া।' নজরুল, ১৯৩৩।

শিশির পড়া ক্রি হিম পতন হওয়া। 'পড়িতে শিশির।' মনোএল,

১৭৪৩।

শিশিরবসন্ত [স] বি শিশিরঝড়া বসন্ত। 'দিনযামিনী সায়প্রোতঃ শিশিরবসন্তে বেষ্টি-টৌকিতে ঘরতর অকাভরে ঘুমিয়ে পড়তে পরাটা দেবতার দান।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

শিশিরবিন্দু [স] বি কুয়াশার জল। 'শিশিরবিন্দু ও বালুকা-কণা যে এত ক্ষুদ্র, ইহাতেও অনেক পরমাণু আছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শিশিরবীধি [স] বি শিশিরসিক্ত গাছের সারি। 'আলো ঝলমল শীতল শিশিরবীধি।' জীবন, ১৯২৭।

শিশিরভেজা বি শিশিরসিক্ত। 'শরতের শিশিরভেজা ঘাসের উপরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

শিশির-ভোর বি শিশিরসিক্ত সকাল। 'মার চোখে শিশির-ভোর।' ওষাঘনুদ্বাধ, ১৯৭৪।

শিশিরমত্তিত [স] বি শিশির মাথা। 'শিশিরমত্তিত ফুলের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শিশিরমাথা বি শিশির ভেজা। 'শিশিরমাথা ঘাসপাতার গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শিশির রিতু [স শিশির-ঋতু] বি শীতকাল। 'তুষারি শিশির রিতু হিম চারি মাস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিশিরশীর্ষা [স] বি শীতে তৃষ্ণ। 'শিশিরশীর্ষা বাহার কপোলে কুহেলির কানো জাল।' জীবন, ১৯২৭।

শিশির-সজল [স] বি শিশিরসিক্ত। 'বন বেতসের ছায় জেগে আছে শিশির-সজল।' ফররখ, ১৯৬৩।

শিশিরসিক্ত [স] বি শিশিরে ভেজা। 'প্রভাত সময়ের শিশিরসিক্ত সুকোমল সীতার মদ মদ প্রবাহিত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শিশিরসিক্তিত [স] বি শিশিরসিক্ত। 'শিশিরসিক্তিত প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা ...' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শিশির-সিত বি শিশির-তর। 'বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে।' বিন্দু, ১৯৩৭।

শিশিরঝড়া [স] বি শিশিরে সিক্ত। 'শিশিরঝড়া স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

শিশিরস্নিগ্ধ [স] বি শিশিরের কারণে স্নিগ্ধ। 'শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের দ্বারা সর্বাসময়ে অভিনন্দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শিশিরভিসিক্ত [স] বি শিশির ভেজা। 'শীতকালে শিশিরভিসিক্ত পুষ্পাদি আহরণ।' ভবানী, ১৮২৫।

শিশিরর্দ্র [স] বি শিশিরে সিক্ত। 'শিশিরর্দ্র নৈশ বায়ু।' বিভূতি, ১৯৩১।

শিশিরক্ষুণ্ণত [স] বি শিশিরঝড়া। 'শরতের শিশিরক্ষুণ্ণত শেফালির মতো কৃষ্ণহাত।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শিশিরোজ্জ্বল [স] বি শিশিরে উজ্জ্বল। 'সকাল বেলাকার ফুলের মতো শিশিরোজ্জ্বল জগৎটি আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শিশ' [স] ১ বি সন্তান। 'যশোদার কোলে দিখা শিশু বনমালী।' বাটু, ১৪৫০। ২ বি অশ্রু। 'তুচ্ছ শিশু নুহু বুদ্ধি কিহি আর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি অপরিণত। 'কেমনে করিব গীত আমি অধি শিশু।' কুন্তরাম, ১৭২০। ৪ বি শাবক। 'জন্মকালে এই গণ্যপণিত ঋতুগহীন থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৫ বি নতুন। 'দিগ্বারের জটায়

লুটায় শিখ চাঁদের কর।' নজরুল, ১৯২২। ৬ বিগ অনভিজ্ঞ। 'কচি শিখ-রমনায় ধানি লংকার পোড়া আল।' নজরুল, ১৯২২।

শিখ-অবস্থা [সি] বি শিখকাল। 'সন্তানকে পালন করা তাহার শিখ-অবস্থার উপযোগী ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'মেয়েদের কোলেই তাহার উপর্যুক্ত শিখ-অবস্থা যাপন করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শিখ অরুণ [সি] বি নবোদিত সূর্য। 'শিখ অরুণের কোলে করে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে।' নজরুল, ১৯২৯।

শিখ-আশ্রম [সি] বি এতিম ও দরিদ্র শিখদের থাকার জায়গা। 'সমিতি শ্রীষ্ট নার্সারী ও শিখ-আশ্রম স্থাপন করবে।' বেগম, ১৯৪৯।

শিখক বি শিখক। 'কোরেশ সকল সমোঘিয়া দুহু-মাএ শিখক কোলেত করি নিম্ন গৃহে যাএ।' সুলতান, ১৭০০।

শিখকর্ত [সি] বি শিখদের কর্তব্য। 'শিখকর্তের কলকল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শিখকল্যাণ [সি] বিগ শিখদের মঙ্গলে কাজ করে এমন। 'মাতৃমঙ্গল, শিখকল্যাণ সনন, নারী-শিক্ষায়তন এবং মহিলাদের প্রগতিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ...' বেগম, ১৯৫৪।

শিখকাল [সি] বি শৈশব। 'পুত্রান প্রাণ লৈলৌ আতি শিখকালে।' বড়ু, ১৪৫০।

শিখ-কুসুম [সি] বি শিখরূপ কুসুম। 'না ফুটিতে গড়ছে ঝরে শিখ-কুসুম যাদের কোলে।' জঙ্গী, ১৯৫১।

শিখকেন্দ্র [সি] বি শিখদের লালনকেন্দ্র। 'আসন্নতা ভিত্তি গড়ে আলোড়নবনে, শিখকেন্দ্র, কৃষিমবায়ো।' অমিয়, ১৯৩৯।

শিখবাদ্য [সি] বি শিখদের উপযোগী বাদ্য। 'শিখবাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য।' বেগম, ১৯৭২।

শিখগোলাপ বি ফুটিতে চাইছে এমন গোলাপ। 'প্রতাহ কুঁড়ার শিখগোলাপ কটির/সর্বনাশে সরগরম করবে আমি সস্তা।' বীরেন্দ্র, ১৯৭০।

শিখ চাঁদ বি তরুণকের প্রথম দিককার ক্ষীণ চাঁদ। 'শিখ চাঁদের মতোন বাঁকা নৌকাখানা।' জঙ্গী, ১৯৫১।

শিখচিত্ত [সি] বিগ শিখর মতো মনবিশিষ্ট। 'বাহিরে অশক্ত সে শিখচিত্ত মা বুজিয়া ফেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

শিখজন [সি] বি শিখদের। 'শিখজন দেখি আমি ক্ষেমিলাঙ দায়।' হুসুদ, ১৬০০।

শিখতোষ [সি] বিগ শিখদের পাঠোপযোগী। 'বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' মত শিখতোষ পাঠ্যপুস্তক আজ অবধি রচিত হয়নি।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

শিখতু [সি] বি শিখ-সত্তা। 'আমার মনের শিখতু সেলা সেমেছিল।' সুকান্ত, ১৯৪১।

শিখদৃষ্টি [সি] বি শিখসুলভ দৃষ্টি। 'তাহার শিখদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত।' বিজুতি, ১৯২৯।

শিখ-সেবতা [সি] বি শিখসুলভ সেবতা। 'কোনে কৌতুক শ্রিয় শিখ-সেবতা যদি দৃষ্টিমি করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শিখশয় [সি] বি কচি পাতা। 'তোমার এই শুভ শিখশয়গুলি সেই চিরদিনের মসীতহিত সমাপ্তির কথা আজ শ্রুণুও করুন করিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শিখপনা বি শিখর আচরণ। 'অক্লান্ত শিখপনা দেখি।' অবন, ১৯২৫।

শিখপাঠ্য [সি] বিগ শিখদের পাঠের উপযোগী। 'শিখপাঠ্য গুরুকের পরিবর্তন আবশ্যক।' নবনুর, ১৯০৩।

শিখপালন [সি] বিগ শিখদের দেখাভাল করে এমন। 'নার্সিং হোম বা শিখপালন প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরই তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব থাকতো না।' বেগম, ১৯৪৭।

শিখপোনা বি মাহের ছোটো ছোটো বাচ্চা। 'শোল মাহ তার শিখপোনাগুলি হড়িয়ে লেজের যায়।' জঙ্গী, ১৯৫১।

শিখপ্রায় [সি] বিগ প্রায় শিখর মতো। 'বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিখপ্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

শিখহীতি [সি] বি শিখদের প্রতি ভালোবাসা। 'ওর উকেট শিখহীতির একটা হৃদিস পাওয়া গেল।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

শিখবর [সি] বি শিখ। 'সে ওষুধে যদি না নিকলে শিখবর।' সুলতান, ১৭০০।

শিখ-বিদ্যালয় [সি] বি শিখদের পাঠদানের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়। 'তিনি কতিপয় শিখ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিখবুদ্ধি [সি] বি হালকা বুদ্ধি। 'তোমার নিতান্ত শিখবুদ্ধি হে।' মাইকেল, ১৮৬১।

শিখমঙ্গল [সি] ১ বি শিখ-কল্যাণ। 'এ কোন শ্রেণীর শিখমঙ্গল প্রতিষ্ঠান?' বেগম, ১৯৪৮। ২ বি হাসপাতালের যে বিভাগে শিখদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। 'অনেক বেড, অনেক বিভাগ, শিখমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, সংক্রামক ব্যাধির বিভাগ, সাধারণ বিভাগ।' তারা, ১৯৫৩।

শিখমতি [সি] ১ বিগ অবস্থা। 'মোএ শিখমতি বড়াই কর কোন বুদ্ধি।' বড়ু, ১৫৭০। ২ বিগ শিখ-মনস্ক। 'শিখমতি ঠাকুরাণী নাঞ্চি জান পাপ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শিখমতী [সি] শিখমতি বিগ বালকের বুদ্ধিসম্পন্ন; অর্থাৎ। 'সব লোক বোলে তারে কাহু শিখমতী।' বড়ু, ১৪৫০।

শিখমন [সি] বি শিখর মতো মন। 'তাহার শিখমন ঐ পায় না।' বিজুতি, ১৯২৯।

শিখমারী [সি] বি শিখমুড়া। 'ত্রীমারী শিখমারী দূর হতে পারত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শিখমেলা [সি] বি শিখদের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত মেলা। 'মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটি শিখমেলা অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৬০।

শিখরক্ষণী [সি] বি কর্মজীবী মহিলাদের সন্তান-পালনকারী বিশেষ প্রতিষ্ঠান। 'এই ছেলেদের বিভাগ থেকে কিছু দূরে আছে (crèche) বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে শিখরক্ষণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শিখরাষ্ট্র [সি] বি সন্তোজাত রাষ্ট্র। 'শিখরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে ... আমাদেরকে উদাত্তকর্ত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন।' বেগম, ১৯৪৮।

শিখলীলা [সি] বি শিখসুলভ লীলাবেলা। 'এইমত শিখলীলা করে গৌরচন্দ্র।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শিখলশী [সি] বি দ্বিতীয়র চাঁদ। 'লুকাইল শিখলশী/মুখহিতা দিগপানা।' নজরুল, ১৯২৯।

শিখলশ্য [সি] বি হসলের চারা। 'জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিখলশ্যকে গ্রাস করেছে।' আলাউদ্দিন, ১৯৫৪।

শিশুশাবক [স] বি ছোটো বাচ্চা। 'বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশুশাবক ও ব্রীলোকের ধর্ম'। মুক্তবাবা, ১৯৪৯।

শিশুশালা [স] বি শিশু অশ্রম; শিশু লালন-পালনের স্থান। 'রাজ্যশাসন, জাতির-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি...'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিশুশিক্ষা [স] বি শিশুদের শিক্ষার বই। 'শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ। মদনমোহন, ১৮৪৯; 'এরা যে প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শিশু-শিক্ষালয় [স] বি শিশুদের বিদ্যালয়। 'শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য সম্পাদন করা সহজ বিষয় নহে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শিশু শিব [স] শিশু-শীর্ষ বি কচি শিব। 'চিকন ধানের শিশু-শিবে বসি।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

শিশুসদ্বী [স] বি শিশুবয়সের সাথী। 'দুইটি লীলাচঞ্চল শিশুসদ্বীকে লগ্নয়া কী সুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শিশুসন্তান [স] বি শিশুপুত্র বা কন্যা। 'দুঃখশোষা শিশুসন্তান লীড়িত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শিশুসম [স] বি শিশুসুলভ। 'শিশুসম আচারে গ্রন্থিণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শিশুসাহিত্য [স] বি শিশুদের উপযোগী সাহিত্য। 'এই নবযুগের শিশুসাহিত্য আঁতুড়েই মরবে।' প্রথম, ১৯১৩।

শিশুসুলভ [স] বি শিশুদের মতো। 'ইহাদের চাহনিতে মাথা আছে কি একটা শিশুসুলভ সরল দিবা ভাব।' সবুজ, ১৯২১।

শিশুসূর্য [স] ১ বি মৃদু তেজবিশিষ্ট সূর্য। 'শরৎকালের শিশুসূর্যের কিরণ'। মানিক, ১৯৩৭। ২ বি ভোরের সূর্য। 'কত-কত শিশু-সূর্যের মেহেরিছে হেসে।' বৃদ্ধ, ১৯৪৩।

শিশুহাসি বি শিশুর মতো সরল হাসি। 'শিশুহাসি' হেসে নব জিত বেশে।' নজরুল, ১৯৩১।

শিশু [স] শিশুশাবক। বি শিশুগাছ ও তার কাঠ। 'দক্ষিণে শাল, শিশু, টুন কাঠ বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১।

শিশুক [স] বি কলাচর প্রাণীবিশেষ; শিশুমার। 'শিশুক-হাঙর শোঘিছে রক্ত।' নজরুল, ১৯২৪।

শিশুসুর্গ [স] বি (হিন্দু আচার) শিশু বিসর্জন। 'সহমরণ ও শিশুসুর্গ যে প্রকারে আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে।' পূর্ণহাস্যায়ন, ১৮৫১।

শিশু [স] বি পুরুষ। 'কুঁড়ে থাকা ঠাণ্ডা শিশু হাতে ঠেকে মরা বিছের মতো।' ইলিয়াস, ১৯২২।

শিশুদ্রোহ [স] বি কামপ্রবৃত্তি। শিশুদ্রোহপরায়ণ [স] বি কামুক ও বাদক। 'শিশুদ্রোহপরায়ণ কুন্ড নাহি পায়।' কুন্ডাস, ১৮৮০।

শিশুদ্রোহতত্ত্বী [স] বি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং উদরপূর্তি যাদের লক্ষ্য। 'আজকালকার এই শিশুদ্রোহতত্ত্বী এবং যা শিশুদ্রোহ নয় কিন্তু তবুও উচ্ছল।' জীবন, ১৯৪৮।

শিশুদ্রোহপরায়ণতা [স] বি যৌনবৃত্তি ও আহর্ষই সব - এমন ধারণা। 'শিশুদ্রোহপরায়ণতার চেয়ে মন্দ সংস্কার আর কি হতে পারে?' মোতাহের, ১৯৫০।

শিষ্য [স] শীর্ষ ১ বি শিষি। 'মুহিছা পেলিয়াবো বাড়ায় শিষের সিদ্ধর।' বড়, ১৪৫০। ২ বি (ধানের) মঞ্জরি। ওর্স, ১৭৮৫; 'শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি

শিষা। 'শঠনের শিষটা যেন জেগে উঠে তাকে দেখে নিলো একবার ভালো করে।' ময়ান, ১৯৬৮।

শিষভারনত [শিষ+ন ভারনত] বি শস্যমঞ্জরির ডারে অবনত। 'শিষভারনত ধানকেতের ওপর দিয়ে চলছে।' অশাউদ্দিন, ১৯৫৯।

শিষ [স] শিষা বি শিষ্য। 'সহস্র দলেত গুরু শতদলে শিষ।' সুলতান, ১৭০০।

শিষমহল [শিষ+মহল]

শিষ্ট [স] ১ বি ভদ্র। 'জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুটকাল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। মনোএল, ১৭৪৩।

শিষ্টজনপ্রিয় [স] বি শিষ্টজনের প্রিয়। 'জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুটকাল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিষ্টতা [স] বি সৌজন্য। 'রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিহে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ...।' রাজীব, ১৮০৫।

শিষ্টদ্রাণ [স] বি শিষ্টের রক্ষাকারী। 'জয় দুটকালজয় জয় শিষ্টদ্রাণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শিষ্টপালন [স] বি শিষ্টের রক্ষাকরণ। 'দুটদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদেশে তত্বেশমন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

শিষ্টবিশিষ্ট [স] বি গণ্যমান্য। 'অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

শিষ্টভাব [স] বি ভদ্রভাব। 'শিষ্টভাবে ষ ষ গৃহে প্রত্যাপন করা।' একুশেন, ১৮৭৩।

শিষ্টমতি [স] ১ বি বিনীত; নীতিযুক্ত। 'আমি অতি শিষ্ট মতি।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি সুন্দর মনের অধিকারী। 'তুমি শিষ্টমতি; দৈববলে বলা আমি, দৈববলে গতি।' হাইকেল, ১৮৬৮।

শিষ্টলোক [স] বি ভদ্রলোক। 'সেই সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।' কুন্ডাস, ১৫৮০।

শিষ্ট শাস্ত [স] বি নম্র-ভদ্র। 'অতি বড় শিষ্ট শাস্ত, কামিনীর প্রিয়কান্ত।' ভবানী, ১৮২৫।

শিষ্ট সম্ভাষণ [স] বি কুশল বিনিময়। 'রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

শিষ্টাচার [স] বি ভদ্র ব্যবহার; ভদ্রতা। 'শিষ্টাচারের কটী ছিল না।' রায়ম, ১৮০১; 'অধ্যাপকসকলের উপযুক্তমত বিদায় দিয়া শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

শিষ্টাচারি [স] শিষ্টাচারী বি শিষ্ট আচরণকারী। 'স্বপ্নের আরাধনায়ে শিষ্টাচারি লোকসকলের ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

শিষ্টাচারী [স] বি ভদ্র আচরণ করে এমন। 'শিষ্টাচারী সতেজ জ্ঞান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শিষ্টালাপ [স] বি ভদ্রতা প্রকাশ পায় এমন কথাবার্তা। 'ব্রাহ্মণকে যথোচিত শিষ্টালাপ ও ধানদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া ...।' গৌর, ১৮২২।

শিষ্টের পালন দুটের দমন - সং লোককে রক্ষা করা এবং দুট লোককে শাসন করা। 'শিষ্টের পালন দুটের দমন রাজার সকল গণ তাঁহারদিগের আছে।' রাজীব, ১৮০৫।

শিষ্য [স] ১ বি ছাত্র। 'পূর্বে বাপ লখিবে শিষ্য গুরুজনে।' বড়, ১৪৫০; 'গুরু যথা ভক্ত্যুৎপাদি শিষ্যগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ভক্ত। 'কাহা বহির্ভূত ভক্তিক শিষ্যগণ সবে।' কুন্ডাস, ১৫৮০।

শিষ্যকৃত্য [স] বি শিষ্যের আচরণ। 'শিষ্যকৃত্য করিছে গুণীর হয়ে

করত-বাহী' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

শিষ্যত্ব [স] বি দীক্ষাব্রত। 'সারস্বত যুনির নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৭।

শিষ্যা [স] ১ বি স্ত্রী ছাত্র। 'শিষ্যর শ্রম দেবি শুরু নাচন রাখিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি স্ত্রী ভক্ত। 'তিনি আমার শিষ্যা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ বি স্ত্রী অনুগত। 'সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শিষ্যাবিকার [স] বি শিষ্যের অধিকার। 'শিষ্যাবিকার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে মহাশয়দিগের পরস্পর যোত্রতর বিসংবাদ উপস্থিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শিষ্যান শিষ্য - শিষ্যের শিষ্য। 'তাঁহাদের শিষ্যান শিষ্য হারাণ, নরাণ ...।' প্রচারক, ১৯০৩।

শিস' [স] শীর্ষ ১ বি সিঁচি। 'শিসেত সিন্দুর দিল কুণ্ডলিত কেশ।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি মাথা। 'আড়লের শিস দিয়ে খুব সাবধানে চুল সুসজিয়ে শুইয়ে নিলেন।' জীবন, ১৯৩২।

শিস' [স] শিসকা বি সিস। শিসের কলম বি এক ধরনের কলম; শেনসিল। ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

শিস' [স] শিস। 'শিসেট ও জিহ্বার সাহায্যে বাণীর ধ্বনির মতো যে ধ্বনি করা হয়; সিটি। ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'ইংরেজের মতো শিস দিতে ... শিষেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শিস দেবন বি ঠোট ও জিত দিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা। ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

শিসমহাল দ্র শিশ'

শিসুগাছ [স শিশুগাছ] বি ছোটো ছোটো পাতাবিশিষ্ট ও কাঠল এক প্রকার গাছ। 'বাগানের শিসুগাছের পাতা বর বর করছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। প্র শিশ'

শিহর [স] হর্ষণ ১ বি কম্পন। 'শিহর লাগে বনে বনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ২ বি শিহরণ; রোমাঞ্চ। 'হেমন্তের আভাস নিখাস শিহর লাগাশো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শিহরণ বি কম্পন। 'চুখন চুচুকৃতি শীতকৃতি শিহরণ।' ভারত, ১৭৬০।

শিহরি ওঠা ১ ক্রি শিউরে ওঠা। 'শিহরি উঠে রে বরি, দোলে রে দোলে রে হাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি ভয়ে চমকে ওঠা। 'দুয়ারেতে উকি মেয়ে ফিরে তো যায় না সে রে, শিহরি উঠে না আশঙ্কায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

শিহরা ১ ক্রি রোমাঞ্চিত হওয়া। 'অকুট কদম কলি শিহরিল গা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ ক্রি কঁপে ওঠা। 'এই কথা শুনি, পরমাদ গণি/শিহরিয়া ধনী, পড়ে ধরায়।' মদনমোহন, ১৮৩৮; 'তরুণদ্বয় অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শিহরিত বিণ রোমাঞ্চিত। 'নীল পন্থার জল উত্তরে বাতাসে আগাশোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শী বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ভীমসেন শী।' সেনবি, ১৮৪০।

শীক [স শিষ্য] বি শিষ্য; জ্ঞাতবিশেষ। 'শীক জ্ঞাতের একতা বোধ নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শীকর [স] ১ বি বিন্দু। 'পতিত করিত সেই সলিল শীকর।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭। ২ বি বাতাসে বাহিত জলকণা। 'বৃষ্টি শীকর এখানেও ধামে

না।' শতকৃত, ১৯৪৬।

শীকরবিন্দু বি জলকণা। 'হিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।' রবীন্দ্র, ১৮৩২।

শীত্র [স] ১ ক্রিণ বি দ্রুত গতিতে। 'কণে শীত্র চলে রথ কণে মদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ দ্রুত। 'প্রভু বোলে শীত্র গিয়া করহ রক্ষন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শীত্রকারী [স] বিণ দ্রুত করতে পারে যে। 'তর্জমাকরণে শীত্রকারী।' দর্পণ, ১৮২৮।

শীত্রগতি [স] ক্রিণ বি দ্রুতগতিতে। 'এত গুনি প্রভু আগে চলিলা শীত্রগতি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শীত্রগামী [স] বিণ দ্রুতগামী। 'শীত্রগামী শলক ধরিতে কেহ নারে।' আলোড়ন, ১৬৮০; 'কশাঘাতে অশ্বকে শীত্রগামী করিয়া ...।' হরহাসদ, ১৮১৫।

শীত্রচেতন [স] বিণ অনায়াসে জেগে ওঠে এমন। 'নিরন্তর ঘুমায় শব্দর শীত্রচেতন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শীত্র শীত্র [স] ক্রিণ বি তড়াতাড়ি। 'শীত্র শীত্র কর্ণসারো আহে কত পোরা।' ভবানী, ১৮২৫।

শীত্রি [স শীত্র] ক্রিণ বি তড়াতাড়ি; দ্রুত। 'পোড়ামুখী, শীত্রি আয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

শীত্রিমাচ [স শীত্র] বি শিখোঁহ। 'শীত্রিমাচ আনিয়াছি।' দর্পণ, ১৮২১।

শীত [স] ১ বি শীতলতা। 'মরে দস্যগণ মহা ঝড় বৃষ্টি শীতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ঠাণ্ডা লাগা। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি বাংলা ক্ষতবিশেষ; পৌষ ও মাঘ মাস। 'কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা।' ভবানী, ১৮২৫। ৪ বি শৈথিল্য। 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহ অবিশ্বাস পরিমাণ বোধ ছিন্নতা ও শীত আসে।' জীবন, ১৯৩১।

শীতকষ্ট [স] বি শীতের কারণে কষ্ট। 'শীতকষ্ট সব তুলিয়া গেলাম।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

শীতকাতুরে বিণ শীতে কাতর হয় এমন। 'শীতকাতুরে ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত।' মুক্তবায়, ১৯৪৯।

শীতকাল [স] বি ছয় ঋতুর একটি - পৌষ ও মাঘ মাস। 'শীতকালে কারে আসিবে একদিন।' আলোড়ন, ১৬৮০; 'শীত কাল গেলে গরমির কাল হ'এ।' আভ্যোনিয়া, ১৭৪৩।

শীতকৌৎসকা বিণ শীতকাতুরে। 'ভারি শীতকৌৎসকা হয়ে গিয়েছিলুম।' জীবন, ১৯৪৮।

শীতক্লিষ্ট [স] বিণ শীতে কাতর। 'অধ্যাপকেরা অর্ধ-অভুত শীতক্লিষ্ট অবস্থায় দল বেঁধে বা-কিছু রক্ষাখোঁষা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শীতশোথিল [স] বি শীতের শস্য। 'শীতশোথিলর শীর্ষ শব্দহীন নদীর মতন।' গায়সুর, ১৯৫৯।

শীতনিবারণ [স] বি ঠাণ্ডাপ্রতিরোধ। 'জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন।' মুক্তবায়, ১৬০০; 'তাহার শীতনিবারণ হয়।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

শীতপনন [স] বি শীতের বাতাস। 'নব লক্ষ্যত শীতপননের ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শীতপীড়িত [স] বিণ শীতে কাতর। 'বেচার বৃদ্ধ শীতপীড়িত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শীতপ্রবেশ [স] বি শীতপ্রস্থান অঙ্গল। 'কৃমিকার্যের আধিক্যে শীতপ্রবেশ উষ্ণ হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শীতপ্রধান [স] বিণ শীতকালীন অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি এমন। 'এইহেতু এই স্থান অতি শীতপ্রধান।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শীতবস্ত্র [স] বি শীতকালীন পোশাক। 'মনুষ্যের শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে আশঙ্ক করে।' মদনমোহন, ১৮৯৯।

শীতবাত [স] বি ঠাণ্ডা বাতাস। 'বিশেষিতম হেমন্ত আমার দেহ শীতবাত ধারা আঘাত করিলে ...।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

শীত-বাতাস বি ঠাণ্ডা বাতাস। 'এসে পল বলে এদিকে পোষের শীত-বাতাস।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

শীতবায়ু [স] ১ বি শীতকালীন আবহাওয়া। 'এই স্থান সাধারণত ... শীতবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণভাবাপন্ন ও পরমসুখপ্রদ করিয়া থাকে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি ঠাণ্ডা বাতাস। 'রুদ্রবর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত কৃষ্ণবাস বনানীকে।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

শীতবাহী [স] বিণ শীত বহন করে এমন। 'শীতবাহী সমীরণ না লাগে শীতল।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

শীত-ভাঙানো [স] শীত+ভাঙানো বি শীত নিবারণ। 'একটা বদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শীতমধ্যাহ্ন [স] বি শীতের দুপুর। 'কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শীত মানা ক্রি শীত নিবারণ হওয়া। 'একটা সামান্য চাদরে শীত মানে?' অতিথ্য, ১৯৫০।

শীত-শীত [স] বিণ একটু ঠাণ্ডা। 'সকালবেলায় শীত-শীত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শীতশীর্ণ [স] বিণ শীতকালীন আবহাওয়ার প্রভাবে কৃষিক্ষেত্র হয়ে যাওয়া; শীতের কারণে শীর্ণ। 'এই শীতশীর্ণ নদীকূলে আমার সমস্ত অতিথ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শীত-হাওয়া বি শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস। 'পৃথিবীর শীত-হাওয়ায় খুলি ছুঁবিয়ে তারা চলছে।' নীরেন, ১৯৪৪।

শীতান্ত [স] বিণ শীতল। 'কোনো এক শীতান্ত প্রদেশের নিচলতায় অসাড় হয়ে পড়েছে সে।' জীবন, ১৯৩১।

শীতান্ততা [স] বি শীতলতা। 'শীতান্ততার ভিতর প্রভাতের নিজের জীবনের অকর্মণ্যতা।' জীবন, ১৯৩১।

শীতাক্রান্ত [স] বিণ শীতপূর্ণ। 'আমার হৃদয় হয় শীতাক্রান্ত সন্ধ্যার শাশন।' শামসুর, ১৯৭৪।

শীতাতপ [স] ১ বি ঠাণ্ডা ও গরম। 'সাগর-বীপের শীতাতপের অপকর্ষ অনুমান করিতে পারেন।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বিণ শীত ও গরম নিয়ন্ত্রিত; এয়ার কন্ট্রোল। 'একমাত্র শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিনেমা।' আজাদ, ১৯৫৫।

শীতাত্তর [স] বিণ শীতে কাতর। 'আমি অপূর্ণ আমি শীতাত্তর/দাঁড়াতে পারি না পায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

শীতাত্তিকা [স] বি শীত শীত। 'উর্দ্ধে শীতাত্তিকা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

শীতান্ত [স] বি শীতের শেষ। 'শীতান্তে ফাটনের মাঝামাঝি হঠাৎ সায়েংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শীতাপনাম [স] বি শীত ঋতুর আগমন। 'শীতাপনামে নববসন্তের সন্ধ্যার ইহাচ্ছে।' প্রমথ, ১৮৯৮।

শীতার্ভ [স] বিণ হিমকান্ত; শীতে কাতর। 'শীতার্ভ প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত প্রাণীর অন্ন গ্রহণত ইহাতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শীতোষ্ণতা [স] বি শীত ও উষ্ণ অবস্থা। 'শীতোষ্ণতার ব বিবিধ।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শীতোষ্ণকূল [স] বিণ শীতল ও উষ্ণকূল। 'চারিদিকে তার শীতোষ্ণ মেঘের কান্টিল।' বিকৃতি, ১৯৩১।

শীতল [স] ১ বিণ মধুর। 'খর শীতল আর বুলিব বচনে।' বড়, ১৪৫৫। ২ বিণ ঠাণ্ডা। 'শীতল সমীর।' বড়, ১৪৫০। ৩ বিণ শীতপ্রধান। 'শীতল-প্রদেশীয় লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণপূর্বক বরফের উপর দিয়া ...।' অক্ষর, ১৮৫৪। ৪ বিণ শান্ত। 'শান্তি শোভা দেখিয়া নয়ন মন শীতল করিবেন।' মশাররফ, ১৯০৮।

শীতল-করা বিণ জুড়িয়ে দেয় এমন। 'এসো হে এসো পিপাসা-হ এসো হে এসো আঁধি শীতল করা।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

শীতলতা [স] ১ বি শৈত্য। 'অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিন জন্মিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি ঠাণ্ডা অবস্থা। 'যেন সরীসৃগে গানের মতো একটি ঘন শীতলতা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শীতলত্ব [স] বি শীতলতা; ঠাণ্ডা অবস্থা। 'অগ্নির দহনকারিত্ব জলের শীতলত্ব, প্রভবের কাঠিন্য।' মশাররফ, ১৮৮৭।

শীতলদেশীয় [স] বিণ শীতপ্রধান। 'অতিশয় শীতলদেশীয় সামা লোকেরা সচরাচর হাঁই, দুধ ও পনির ভক্ষণ করে।' অক্ষর, ১৮৫০।

শীতলপাটি [স] শীতল+স পটী। বি ঠাণ্ডা ও মৃণ মাটিরবিশেষ। 'পাতিল শীতলপাটি পরিসর পান।' রূপরাম, ১৭৫০।

শীতল প্রকৃতি [স] বিণ নম্র স্বভাবের। 'রুদ্র শীতল প্রকৃতি, ই উগ্রপ্রকৃতি।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

শীতল-প্রদেশীয় [স] বিণ শীতপ্রধান অঞ্চলের। 'শীতল-প্রদেশ লোকেরা একপ্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণপূর্বক বরফের উপর দিয়া ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শীতল হৃদয় ক্রি সন্তুষ্ট হওয়া। 'ওঁস, ১৭৮৫।

শীতলজিরে বি এক জ্বালের ধানের নাম। 'দোসুতী শীতলজিরে হরিতে তায়।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

শীতলা [স] শীতল+ ক্রি আড়ষ্ট হওয়া। 'শীতলিয়া মোর ডরে সদা আ সেবা করে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

শীতল্য [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বসন্ত রোগের দেবীবিশেষ। 'কতকথ গাম্যদেবতার ব্রত ... শীতলা, বড়োঠাকুর, ঘেঁট, কুলাই, মুলাই অবন, ১৯১৯।

শীতলামায়ী বি হিন্দুতে বসন্তরোগের দেবী। 'শীতলামায়ীর ব হেলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শীতলী [স] শীতল+ বি মৃদুতা। মনোএল, ১৭৪৩।

শীতা [স] শীতা বি (হিন্দুপুরাণ) রামের স্ত্রী; জানকী। 'তেহো সে মজি পেল শীতার কারণ।' বড়, ১৪৫০।

শীতান্ত [স] বি চাঁদ। 'পূর্বতন পণ্ডিতেরা চন্দ্রকে হিমাশ্রু ও শীতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শীতকার [স] ১ বি সন্মতকালে নারীপুরুষের মুখনিঃসৃত আনন্দসূচক ধ্বনি। 'মান শান্তি চির অক্ষ লোমাম্ব শীতকার।' ভারত, ১৭৬০। ২ শিহরণ। 'উদ্ধীর্ণ ঋতুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীতকার সৃষ্টি, ১৯৪০।

শীতকৃতি [স] বি সন্মতকালে নারীপুরুষের মুখনিঃসৃত আনন্দসূচক ধ্বনি। 'চুনি চুনি শীতকৃতি শিহরণ।' ভারত, ১৭৬০।

শীখাঙ্ক

শীখাঙ্ক [স সিদ্ধান্ত] বি সিদ্ধান্ত। 'ভাবিয়া শীখাঙ্ক করে সাধু ত্রয়শতি।' মৃকুপ, ১৬০০।

শীখু [স] বি মধু; ইকুসসজাত মদবিশেষ। শীখুসিক্ত বি মধুপূর্ণ। 'কামিনীর বিমুগ্ধ শীখুসিক্ত হৃদয়, বহুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে।' মাইকেল, ১৮৬০।

শীকরী বি শবরী। 'রাগ শীকরী।' চণ্ডী ২৬, ১২০০।

শীর [স শির] বি শির; মাথা। 'চট্টলা কালীদেবনাগীরে।' বড়ু, ১৪৫০।

শীর্ণ [স] ১ বিণ কঙ্কালসার। 'দুহৃদী লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুসংবার আশ্রয় লইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ জল কমে গিয়ে সৰু হয়ে গেছে এমন। 'তখন শীর্ণ নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেলে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শীর্ণকান্তি [স] বিণ কৃপসেহী। 'কবিরাজ বৈদ্যনাথ দাঁ মাহাশয় উঠিয়া দোড়াইসেন - শীর্ণকান্তি লোক।' বনফুল, ১৯৩৬।

শীর্ণকার [স] বিণ রোগা; অস্থিলা। 'এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকার ব্যাক্তের সাক্ষাৎ হইল।' বিদ্যা, ১৮৫৬।

শীর্ণপণ্ড [স] বি তরুনা গাল। 'শীর্ণপণ্ড বাহিয়া সুবের অক্ষ বয়।' নবজল, ১৯২২।

শীর্ণতর [স] বিণ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। 'তার উল্লুখ জীবনজিজ্ঞাসা অভিমানী আদর্শের আওতার ক্রমে শীর্ণতর হবে।' শিখ, ১৯৭৩।

শীর্ণতা [স] বি দুর্বলতা। 'ভাতে তানের দৈন্য তানের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শীর্ণদর্শন [স] বিণ দেখতে তরুনা এমন। 'লোকটা কেমন কুড়ী লোকের শীর্ণদর্শন।' বিতুতি, ১৯০১।

শীর্ণদাঁড়া বি ক্ষীণ মেরুদণ্ড। 'চলে ক্ষুধাক্তর শিত শীর্ণদাঁড়া ফরফ, ১৯৪৩।

শীর্ণসেহ [স] বি তরুণে বাওয়া শরীর। 'শীর্ণসেহে জীর্ণতার খাপা বুকে বুকে কিয়ে পরশপাখার।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

শীর্ণপ্রায় [স] বিণ জল প্রায় তরুণের পেছে এমন। 'এই দেশের বুক দিয়ে বয়ে গিয়েছে দশার্ণ এবং কেবলকি, কিন্তু তারা আজ শীর্ণপ্রায়।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

শীর্ণকণ্ঠ [স] বি তরুনা স্বম্বল। 'শীর্ণকণ্ঠে চোখ বিকোঁরিত হয়ে ওঠে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শীর্ণশরীর [স] বি তরুণে-বাওয়া সেহ। 'দীনতায়ে, শীর্ণশরীরে, সাক্ষ নয়েনে, নিম্নভাঙ কয়িতহেহ।' অক্ষয়, ১৮৫৫; 'শীর্ণশরীর, একটুকটাকি, নিম্নায়নেশেরীর।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

শীর্ণা [স] ১ বিণ ক্রী ক্ষীণ। 'দূরবহকে স্তম্ভন করিয়া তাহার সে আশা ক্রি পর্য্যন্ত শীর্ণা হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'বর্ষার জলে শীর্ণা প্রোতকিতী কুলপরিপ্রাণী হয়।' বঙ্কিম, ১৮৯২। ২ বিণ ক্রী তরু। 'ওরে ও শীর্ণা নদী! দু-তীরে নিরাশা-বাণুতর লয়ে জাগিবি কি সিরববি।' নবজল, ১৯২৯। ৩ বিণ ক্রী ক্ষীণ। 'শীর্ণা তরুর মের তটিনীতে কেন আনিলে।' নবজল, ১৯০১।

শীর্ণ [স] বি মাথা। 'দুর্ভা খান্য দিলে শীর্ণে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শীর্ণসেপ [স] বি উপরিভাগ। 'একটি ক্যাম্প-টেবিলের শীর্ণসেপে কেদারেনে প্রধান নারক শ্রীমুক রবীন্দ্রনাথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শীর্ণনাম [স] বি শিরোনাম; হেড লাইন। 'স্ববরের কাগজের শীর্ণনামতোলা গড়েই বৃশী।' বেগম, ১৯৪৯।

শীর্ণহানীর [স] ১ বিণ উদ্বৃত্তের। 'এই সমাজের শীর্ণহানীরদের যত্নময়।' শরৎ, ১৯১৬। ২ বিণ প্রথম সারির। 'রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ণহানীর কবি।' প্রবন্ধ, ১৯২৭।

শীর্ণহীন [স] বিণ নেতৃত্বহীন। 'রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ণহীন হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শীর্ণাকাশ [স] বি উর্ধ্বাকাশ। 'শরীর বাকিয়ে ধরে দিপঙ্ক্তের থেকে শীর্ণাকাশ।' শরৎ, ১৯৭৩।

শীর্ণাসম [স] বি উচ্চ আসন বা অবস্থান। 'সকলে আপনারা শীর্ণাসনে আছেন।' ধৃষ্টি, ১৯০১।

শীর্ণক [স] ১ বি পাগড়ি। 'মণিময় কীর্তি; শীর্ণক আর বীর-আরুণ মহাতেজস্কর।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ শিরোনামমুক্ত। 'এতৎ শীর্ণক পুস্তক প্রকাশ হইয়া আমরা বার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'ধর্মযুদ্ধ পাঠ্য ও জেদন শীর্ণক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।' প্রচারক, ১৯০৩।

শীর্ণকান্তিত [স] বিণ শিরোনাম অঙ্কিত। 'এই শীর্ণকান্তিত জনশরৎসারা বাক্যের অর্থটি...' দিক্‌প্রকাশ, ১৮৬৯।

শীল [স] ১ বি সৎস্বভাব। 'স্মৃতিতে তরুণি অতি মহাকুল শীল।' সুলতান, ১৯২৩। ২ বি আসবকায়দা। 'ওথাবানী নৃসিংহেরে বাঁধিব না শীলেরে কলমে।' সুশীল, ১৯০১।

শীলতা [স] ১ বি সদ্ভাৱ। 'সে শীলতা ক্রমে না বলিতে পারিলেক না।' জারিনী, ১৮০৩। ২ বি শালীনতা। 'শীলতা ও সন্মম-রক্ষার নিমিত্ত বজ-পরিধানের প্রয়োজন হইলে, ভাষাতে আপত্তি করেন না।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'আমাদের আহারে সন্মম এবং বাহ্যেরে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

শীল [স] বি বাঙালি হিন্দু বর্ণনামবিশেষ। রাজবল্লভ শীল। দর্পণ, ১৮৩০।

শীল [স] বি সদ্ভাৱ। শীলমোহেরে হি সীল+ফা মোহেরা বি ছাপ দেওয়ার বস্তবিশেষ। 'জলের সোরাহীর উপর পরিচায় বস্ত্র আবৃত করিয়া একবারে শীলমোহেরে বন্ধ করিলেন।' মণাররক, ১৮৮৫।

শীলশীলোম বি হিন্দু আচারে ব্রতবিশেষ। 'এই ব্রতের নাম শীলশীলোম।' কোলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

শীলিত [স] বিণ শালীনতাসম্পন্ন। 'শীলিত রুচিসম্পন্ন অসহায় এই বালক কবির স্ফুট প্রতিকুলনার্থে মনে করার মতো।' কুশলিন্দ, ১৯৭০।

শীল [স] বি চালের মতো দেখতে এমন পুরুষ। 'শীল জয় করিয়া মোহনবাগান কৃষ্ণতরুর পরিচয় দিয়াছেন।' কুলকল, ১৯৩৬।

শীলক [স] শীলক। বি সিং। 'তদ্রূপে শীলক লোহ।' মৃত্যুজয়, ১৮১২।

শীষ [স] শীর্ষা বি শিশ; শস্যমঞ্জরী। 'শিশিরে যবের শীষ কিনা মনোহর।' গদ্য, ১৮৫৮।

শীষা [স] শীর্ষা বি কটা। 'পথতে চলিতে বেতের শীষায় আঁল জড়াবে।' জমী, ১৯০৩।

শীষ [স] শীর্ষা বি শিশ। 'মজার স্থপিতে বাতাস দিতেছে শীষ।' জমী, ১৯০৩।

তআ [স] তকা বি তরুণা। 'নামের নামন কাক আড়বুদী বাএ/ যেন রএ গাছেরের তআ।' বড়ু, ১৪৫০।

তওন কি শোয়া। ওর্গা, ১৭৮৫।

ওওর [স] শূকর বি শূকর। 'তেঁড়া, গোঁক, ওওর, বাহুরেরে নানা

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

টকন ক্রি গন্ধ লোকা। ওর্গ, ১৭৮৫।

টটী। [স সূচি] বি সূচ। 'যে ধানে টটী না জ্ঞাএ।' বড়, ১৪৫০।

টটিক ১ বিণ তকনা। 'সুন্দর কাচের বাটিতে হেলেরা টটিক মাছ বাছে।' অবন, ১৯২৫। ২ বি শীর্ণ ব্যক্তি। 'টটিক নাচে খুশি নাচে/ নাচে সাথে অদ্ভুতি।' নজরুল, ১৯৩৩। ৩ বিণ রোগা-শাতলা শরীর বিশিষ্ট। 'টটিক মাগী এসেই ওকে বিগড়েছে।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

টটিকিমাছ বি তকনা মাছ। 'টটিকিমাছের গন্ধের ভিতর অপেক্ষা করছে।' জীবন, ১৯৩১।

টটকো, টটকো বিণ তকনা। 'রোগা টটকো চেহারা।' মদীশ, ১৯৬৩; 'টটকো টটকো ধান হয় অনেক কষ্টে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

টটি বি সবজি হিসেবে ব্যবহৃত লম্বা বীজকোষ বিশেষ। 'বরবটি টটি আপনার আশ হাত করে লম্বা।' তারা, ১৯৪০।

টড় [স তত] বি হাড়ির সুদীর্ঘ ও গোলাকার নাক, যা সে হাত হিসেবে ব্যবহার করে। 'গ্যারীজান টড় দোলাইয়া, কর্প নাড়িয়া ...।' মশাররক, ১৮৯০।

টড়তোলা বিণ টড়ের মতো লম্বা ও সরু। 'পারে টড়তোলা কটকি জুতা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

টড়ময়ী বিণ গোটানো; প্যাচানো। 'গণেশদাদার টড়ময়ী টিকি দাদার টিকিটি খাসা।' সত্যভা, ১৯১৭।

টড়ি, টড়ী [স শৌভিক] ১ বি মদবিহীনতা। মনোএল, ১৭৪৩; 'আমিত্র মহাজন টড়ী, কারবার মদ বরিদ।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'যা ব্রাহ্মসাঁর করত তা সব শূড়ির পায়ে ঢেলে আসত।' নজরুল, ১৯২৫। ২ বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুখী টড়ী।' ভারত, ১৭৬০।

টড়িখানা [স শৌভিক+ফা] বানান। বি পানিশা। ওর্গ, ১৭৮৫; 'তোরা দেখছি হতভাগা টড়িখানা ছাড়া আর কোথাও উপমা জোটে না।' প্রমথ, ১৯১৮।

টড়ির সাক্ষী মাভাল - অসং ব্যক্তিকে অসং ব্যক্তিই সহায়তা করে। 'হা ভগবান, শূড়ির সাক্ষী মাভাল।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

টরা, টরা শোকা [স শূক] বি কিড়াবিশেষ; যে কীট থেকে রেশম হয়। ওর্গ, ১৭৮৫।

টরো বি সূক্ষ্ম ছল। 'পিলড়ের যেমন টরো, জাতির তেমনই প্রতিভা।' ধূলিটি, ১৯৩১।

টরোপোকা [স শূক] বি প্রজাপতির প্রথম অবস্থা; কিড়া বিশেষ। 'পাহাড়তলা ঘরে যাওয়া টরোপোকার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

তক [স] বি শালিক পাখি। 'অলি সারি তক তাএ।' বড়, ১৫৭০।

তকচক্ষু [স] বি তক পাখির মতো ঠোট। 'পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলমূল, তকচক্ষু।' অবন, ১৯২৫।

তকশকী [স] বি টিয়াপাখি। 'চূড়ামণি নামে সর্বগোকার তকশকী।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

তকতারার [স তক+তারার] বি সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদ্ভিত তারার; তরুহা। 'উভার আপোকে হারা সখী মোর তকতারার।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

তকন [স তক] বিণ তকনা। 'নতুন পাতার অকুণিমা সবুজ থেকে ক্রমে তকন পাতারা শেকুরাতে গিরে শৌহদ।' অবন, ১৯২৫।

তকনা, তকনো [স তক] ১ বিণ ভেজা নয় এমন; তক। ওর্গ, ১৭৮৫ ২ বিণ শীর্ণ। 'অনেক পুরানো তকনো কবিতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; ৩ বিণ বিষণ্ণ। 'আপনাকে একটু তকনো দেখাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তকনো চুলকানি বি আমবাড; আটকেরিয়া। ওর্গ, ১৭৮৫।

তকনো ক্রি প্রস্তুতির এক ধরনের রোগ। 'এ সুবিধের সুতি নয় সো, তকনো সূতিকার।' জীবন, ১৯৩১।

তকরানা [আ] ১ বি ধন্যবাদ। 'কথা না কহিয়া 'তকরানা' গজারিবা আলাওল, ১৬৮০। ২ বি মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কৃতজ্ঞত জ্ঞাপক নামাজ। 'পড়ে তকরানা আরবা রেকাত।' নজরুল, ১৯২৮

তকরিয়া, তকরীয়া [আ] বি কৃতজ্ঞতা। 'আত্মার কাছে ... তকরী আদায় করবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

তকা [স তক] ১ ক্রি তক হওয়া। 'সে সুখ সামর দৈবে তকায়ল দিচ্ছিল, ১৬০০। ২ ক্রি তক হওয়া। 'মেয়েটি প্রায়ই কাপড় তকাই দিতে ছাড়ে উঠত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ তক। 'কী হবে তকা ফুল-দলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি আনন্দহীন হওয়া। 'জীবন য় তকয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১০। তকায় ক্রি তকিয়ে যায়। 'তব ছাতি চক্রে বহে জল।' গরীব, ১৭৬৫। তকায়ল ক্রি তকালো। 'সুখ সামর দৈবে তকায়ল।' দিচ্ছিল, ১৬০০। তকয়ে ক্রি তকিয়ে 'সুকারে, তকয়ে, শরীর গুটায় কেবলি কোটরে বাস।' রবী ১৮৮৩। তকাল ক্রি তকালো। 'সাগর তকাল মাশিক লুকাশ।' চ ১৫৫০।

তকিয়ে আনি ক্রি তক হওয়া। 'জগৎ যে তোর তকিয়ে আনি মাটিতে পড়িল বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তকিয়ে পড়া ক্রি নিরশ্বস হওয়া। 'সুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফ তকিয়ে পড়িবি মরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

তকিয়ে যাওয়া ১ ক্রি তক হওয়া। 'এমন প্রভাবে এমন কুসুম ে তকিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি ধ্বংস হওয়া; ফা হওয়া। 'আমার সাজান বাগান তকিয়ে গেল।' গিরিশ, ১৮৮৯।

তকা [স তক] বি গ্রীষ্মকাল। 'সেখানে যিস্রোতা নদী এই তকার সম সহজে হাটসা পার হওয়া যায়।' বন্ধিম, ১৮৮২।

তকুনি [স শকুনি] বি শকুন নামক বৃহদাকার পাখি। 'গিখিনী তকুনি ব রমে দিল দেখা।' ঋগবর, ১৭৫০।

তকুর [আ] বি প্রশমো। 'বোনার দরগায় বলে তকুর হাজার।' গরী ১৭৬৫।

তকুর বার [স তক+ফা বার] বি তকুরবার। 'কাল তকুর বারে জু নামাজ হবে।' তারা, ১৯৪২।

তকুরবার [স তক+ফা বার] বি তকুরবার। 'আবার তকুরবার! অগ্রহায়ণের উনিষ তারিখে না হলে চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩ 'তকুরবার দিন ছড়র আসবেন।' মুক্তভা, ১৯২৫।

তকুল [স তক] বিণ তক। 'তকুল বসন সব অস্বস্ত পৈরাইলা।' সুলত ১৭০০।

তকো [স তক] বিণ তক; জলহীন। 'কাতারি কাটিয়ে তকো দী রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

তকুরবার তকুর

তক [স তক+ফা] বি তরকারিবিশেষ। 'তকুরসে মুক্ত হ'লে সমাদর তাঁ: ৪৩, ১৮৫৮।

তক [স পাটপাতার তরকারিবিশেষ। 'শাক তক রন্ধনে সখরে ৫

চচরিতেশ্ব, যুচরিতেশ্ব [স চচরিতেশ্ব] (সমো) সূচরিতের অধিকারী।
মেয়ঙ্গ, ১৭৫৭, ১৭৬৪।

চচি [স] ১ বিণ পকিয়। 'চচি হয়্যা কর ফোটা প্রদক্ষিণ মণিকোটা' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হিন্দু বিধাস অনুযায়ী যেসব সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের নিষেধ স্পৃশ্য। 'চচি নাই মুচি নাই দুটির নিকটে।' ওষ, ১৮৫৮।
চচি করন কি পকিয় করা। ওঁরা, ১৭৮৫।

চচিকাঝাই [স চচি+আ কঝায়া] বি সাদা জামাবিশেষ। 'চচিকাঝাই গায় পায় মকমলি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

চচিতা [স] বি পকিয়তা। 'তেল মেখে দুটো ডুব দিলেই আমরা চচিতা কল্পনা করি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

চচিতাবোধ [স] বি পবিত্রতার অনুভূতি। 'অভিশয় চচিতাবোধ ... ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

চচিতারক্ষা [স] বি পকিয়তা রক্ষা। 'পৃথিবীতে তাহার চচিতারক্ষার উপযোগী মাটিজলের বিশেষ অসত্যাব ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

চচিত্ত [স] বি অন্যায়-অন্যাতর সম্প্রবাহী বিতুদ্ধতা। 'চচিত্ত কেবল চিন্তাইন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

চচিবস [স] বি পরিচ্ছন্ন কাপড়। 'আজ আমি পরব চচিবস তোমার হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চচিবাঈয়ত [স চচি+বায়ুত] বিণ চচিতা রক্ষার জন্য বাতিক্ষয়ত। 'মেদবৎস দেহ, বহির, চচিবাঈয়ত।' তারা, ১৯৪৩।

চচিবাতিক [স] বি চচিতা সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা। 'বাদের হরিজন বলা হয় তাদেরও চচিবাতিক কম নয়।' অন্নদা, ১৯৩৭।

চচিবাতিকস্বততা [স] বি চচিতা রক্ষার বাড়াবাড়িতে প্রাকৃতিক অবস্থা। 'তাদের জীর্ণতা আড়চুতা ও চচিবাতিকস্বততার চোরাগালিতে পা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে তুলিয়ে যাই।' অন্নদা, ১৯৮৮।

চচিবায় [স] বি চচিতা রক্ষার বাতিক। 'অন্নদা আচারচচিবায়ত লোক।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চচিবায়ুত [স] বিণ চচিতা রক্ষার জন্য বাতিক্ষয়ত। 'চচিবায়ুত বলিয়া সর্বপ্রকারে সকলেরই সম্ভব ঐচ্ছায়ী চলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

চচিবায়ুতস্বততা [স] বি চচিতা রক্ষার বাতিক। 'সেটি হল ভাব্যর ক্ষেত্রে চচিবায়ুতস্বততার বিপদ।' শিব, ১৯৫০।

চচিবায়ুতস্বা [স] বিণ ক্রী চচিতা রক্ষার বাতিক্ষয়ত। 'চচিবায়ুতস্বা বিবধা বড়বউটাকুরূপের একমাত্র ছেলে।' বিমল, ১৯৫৩।

চচিবাস [স] বি শুদ্ধ পরিপাটি গোশালা। 'সক্যাবেলার চচিবাস পরি রাজবধু রাজবালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

চচি-রুচির [স] বিণ বিতুদ্ধ সুন্দর। 'চচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

চচিগুত [স] বিণ শ্বেতগুত। 'বৃষ্টিরিক চচিগুত লঘু স্নহ মেখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

চচিগুত [স] বিণ পকিয়; পাকস্নায়। 'আজ আবার আমরা সেই চচিগুত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

চচিসংযত [স] বিণ শুদ্ধ সংযম আছে এমন। 'সে অত্যন্ত চচিসংযত আচরণনিষ্ঠ বিদ্বা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

চচিঙ্গা [স] বি ক্রী স্নানচন্দ। 'বর্ষার জলে চচিঙ্গা হয়ে শরতে পূজার ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

চচিশিখা [স] বিণ ক্রী উজ্জ্বল বা বিতুচ্ছ হাস্যময়। 'চচিশিখা, সহজ কলসের ধরি এ দৈত্যপুত্রীতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

চচা [স শু+>] কি শোধ করা। 'চচিতে উচিত পুনি সেই দুষ্কের ধারে।' সুলতান, ১৭০০।

চট [হি] কি তুলি করা। 'ছেলোটা তাকে তুলে চট করল উপরের দিকে।' শিবরাম, ১৯৭০।

চটকি বিণ চকুনা মাছ। 'বাগবাঝারে চটকি মাছের দোকানে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। **চটকি**

চটাই [হি] বি তুলি ছোড়ার খেলা। 'ক্লাবের উদ্যোগে এক রাইফেল তটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৬৬।

চঠা বিণ বুদ্ধিমান। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

চড়ী [স শৌভিক] বি সম্প্রদায়বিশেষ। 'চড়ী ২১৫৪০ জন।' দর্পণ, ১৮১৯। **চড়ি**

চণা [স শু+>] কি শোনা। 'চণ ১ কি শোনা। 'তোকার মাউলানী আমে চণ দেবরাজ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি শোনে। 'রাজা বড় খরতর নাহি চণ কথা।' বড়ু, ১৪৫০। **চণহ** কি শোনা। 'চণহ নাতিনী রাহী।' বড়ু, ১৪৫০। **চণিআ** কি জনে। 'চণিআ বা কি বুলিবে সার্মি গুণিণী।' বড়ু, ১৪৫০। **চণিআহ** কি জনেহে। 'সকট ভাঁপি আক্ষে চণিআহ তোকে।' বড়ু, ১৪৫০। **চণিলি** ১ কি গ্রাহ্য করলে 'না তণিলি পুরাণ কথা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি জনলে। 'না চিহিবি আল রাহা না তণিলি বাড়।' বড়ু, ১৪৫০। **চণিলী** কি জনলি জনেহিস। 'কোণ পুরাণে কার হেন চণিলী কাহিলী।' বড়ু, ১৪৫০। **চণিলে** কি জনলে। 'কোণে চণিলে পড়ি যাইবে টাটে।' বড়ু, ১৪৫০। **চণিলৌ** কি জনলায়। 'না তণিলৌ ভোর বোল লড়া জাইবে পাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **চণী** ১ কি শোনে। 'হেন আশাশন কথা শুণি কোণ রাগে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি জনি। 'এবৈসে তোকার হুণে শুণী হেন বাণী।' বড়ু, ১৪৫০। **চণীএ** কি জনেহি। 'গুরুবে শুণী বা রাম রাজ্য।' বড়ু, ১৪৫০।

চঠ, চঠি, চঠী [স চঠী] বি চকুনা আদা। 'চঠিখণে নাড়ু আ আমণিহর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বিড়ম্ব বদলে লবন পাব চঠে বদলে টাক' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বাণিজ্যোপযোগি প্রব্য মধু মোম চঠি প্রস্তুত হস্তিন্দ্র পাট শোন প্রকৃতি।' অক্ষয়, ১৮৪১।

চণ্ড [স] বি শুভ। 'ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড।' দ্বিজী, ১৬০০।

চণিনিণী [স শৌভিক] বি শুভি। 'এক সে চণিনিণী দুই ঘরে সাক্ষ্য।' চর্য, ১২০০।

চণু [স শু] বি হাড়ির শুভ। 'গজরাজ শুণু জিনি সুবলিত উরু।' আলোগল, ১৬৮০।

ততা [স শী+>] কি শোয়া। **ততি** কি শয়ন করতে। 'কৌতুকে ততি আছিলে দেবকীর কোলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। **ততিয়া** কি শুয়ে। 'আ এক দিন সব ততিয়া আছিলু।' দ্বিজী, ১৬০০। **ততিল** কি শয়ন করলে। 'ইসিত বুখিয়া নৃপ শয়নে ততিল।' আলোগল, ১৬৮০। **ততিলৌ** কি শয়ন করলে। 'ততিলৌ দিওঁরা শিমারে।' বড়ু, ১৪৫০। **তত্তে** কি শয়ন করতে। 'বাত্যে তত্তে বাক্য বলে কুলস্ত আওন।' রূপরাম, ১৭৫০।

তদ [ফা সুদ] বি সুদ। 'ঐ টকার তদ সকলের আউরি দিব।' চিঠিপড়ে, ১৮৬৭।

তদে মুলে [ফা সুদ+স মূল+>] ক্রিণিণ মুদে-আসলে। 'তদে মুলে ৫ প্রব্য বিকাইয়া যায়।' দর্পণ, ১৮২২।

তদা [স তদ্ধ] বিপ শূন্য। 'কারো কপালে তদা, লিখোন দেখি নাই।' *আন্তেনিয়ে*, ১৭৪৩।

তদা [স তধ্] ক্রি শোধ করা। 'তোমার ধার তদি পলাইস না।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩।

তদু [স শূদ্র] বি হিন্দুধর্ম অনুযায়ী চার বর্ণে বিন্যস্ত সমাজের অন্যতম নিম্নবর্ণ; শূদ্র। 'হোক ব্রাহ্মণ, হোক তদু, সেবা করে মরি পাড়াশুদ্র।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তদ্ধ [স] ১. বিপ প্রকৃত। 'সত্য তুমি মুরারি আমার তদ্ধ দাস।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২. বিপ পবিত্র। 'অন্তরীক্ষে থাকি যত তদ্ধ সেবণ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩. বিপ সং। 'তদ্ধ ভাবে সন্না লাভ সর্বদে কল্যাণ।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৪. বিপ সঠিক; নির্ভুল। *ডানকান*, ১৭৮৪; 'বিচারালয়ের কোন সিপি এ পর্যন্ত তদ্ধ দেখি নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৫. ক্রিবিপ তধ্। 'প্রত্যক্ষদর্শির নিকটে এ বর্ণনা তদ্ধ অবান্তর কবিকল্পনাসূত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'তদ্ধ জমিদার কেন, এই বিপ্লব ধারা ... হিন্দুজ্ঞানগণেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়াছে।' *সুলভ*, ১৮৭৩। ৬. বিপ নির্দোষ। 'গবর্ণমেন্টকে দোষভোগী করিয়া আপনারা তদ্ধ হস্ত হইতেন।' *ভারত সঙ্করক*, ১৮৭৩।

তদ্ধ-গণন [স] বি জ্যোতিষী কর্তৃক সঠিক গণনা। 'এই তদ্ধ-গণন অবধান হইয়া পোন এই যাত্রা বিভা-কারণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তদ্ধচারিতা [স] বি পবিত্র আচরণ। 'তদ্ধচারিতা স্থাপিত হয়।' *ইসলাম*, ১৯০৩।

তদ্ধচিত্ত [স] বি পবিত্র মন। 'তদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮।

তদ্ধচিত্তা [স] বি পরিশীলিত চিত্ত। 'এইখানেই তদ্ধসত্তা ও তদ্ধচিত্তা সম্ভব।' *ধৃষ্টি*, ১৯০১।

তদ্ধতর [স] বিপ ঝাঁটা। 'এই এক তদ্ধতর/ হাজারদুয়ারি ভালোবাসা।' *শঙ্ক*, ১৯৬৬।

তদ্ধবস্ত্র [স] বি পবিত্র পোশাক। 'তদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্বক পূজা করিতে বসেন।' *জ্ঞানাবেষণ*, ১৮৩২।

তদ্ধভক্তি [স] বি ঐকান্তিক ভক্তি। 'এই ভাবে করে যেই যোরে তদ্ধভক্তি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তদ্ধভাবে [স] ক্রিবিপ পবিত্র উপায়ে। 'তদ্ধভাবে বসি দৌড়ে নত হয়ে কার।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তদ্ধমতি [স তদ্ধমতী] বিপ পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন। 'ভাবে তুয়া তদ্ধমতি সেই জন মহাসতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

তদ্ধমতী [স] বিপ পবিত্র। 'না জানো কপট কাহাণি আক্ষে তদ্ধমতী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তদ্ধ মধ্যম [স] বি ব্রহ্মসংস্কর কর্তৃক নয় এমন মধ্যম ('মা') বর। 'কোথায় তদ্ধ মধ্যম ও কোথায় কর্তৃ মধ্যম লাগল বরতে পারবে?' *প্রমথ*, ১৯৮০।

তদ্ধমাত্র [স] ক্রিবিপ শুধুমাত্র; শুধু। 'এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে তদ্ধমাত্র কৃতকরিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তদ্ধশীলা [স] বিপ শ্রী নির্দোষ চরিত্র। 'একবেশীধরা, বিরহভুতচারিণী, তদ্ধশীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

তদ্ধভটি [স] বিপ নির্দোষ; পবিত্র। 'তদ্ধভটি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অক্ষর সঞ্চার হইত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

তদ্ধসখ্য [স] বিপ সরল বক্তৃত্ব। 'সখা তদ্ধসখ্যে করে ক্লেদে আরোহণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

তদ্ধসত্তা [স] বি উন্নত সৃষ্টি। 'এইখানেই তদ্ধসত্তা ও তদ্ধচিত্তা সম্ভব।' *ধৃষ্টি*, ১৯০১।

তদ্ধসত্ত্ব [স] ১. বিপ সরল-স্বভাব। 'সকিনীর সার অংশ তদ্ধসত্ত্ব নাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২. বি পবিত্রচেতনা। 'কালের প্রতীক্ষা করো তদ্ধসত্ত্ব চিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

তদ্ধস্নাতা [স] বিপ শ্রী স্নান করে পবিত্র হয়েছে এমন। 'প্রতীক্ষমাণ তাপনী ধরনী সেদিন তদ্ধস্নাতা।' *নজরুল*, ১৯২৮।

তদ্ধবর [স] বি বিকৃত নয় বা তদ্ধ অবস্থায় আছে এমন বর। 'সব তদ্ধবরই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মূল ঠাঁট হিসাবে।' *ধৃষ্টি*, ১৯০১।

তদ্ধা [স] ১. বিপ শ্রী পবিত্র। 'তদ্ধা সরস্বতী তান আইল জিহাতে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২. বিপ তদ্ধ; সমেত। 'সেজ্যা আইল দুর্দোষন দলবল তদ্ধা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

তদ্ধাচার [স] বি পবিত্র আচরণ। 'রায়দেবশাসি এক তদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।' *জ্ঞানাবেষণ*, ১৮৩৭।

তদ্ধাচারিণী [স] বিপ শ্রী পবিত্র আচরণ করে এমন। 'চির-তদ্ধাচারিণী ... সুমঙ্গলা।' *নজরুল*, ১৯৩১।

তদ্ধাচারী [স] বিপ শ্রী সমাচারী। 'এখন মোহিত তদ্ধাচারী হইয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

তদ্ধাভি [স] বিপ নির্ভুল ও ভুল। 'পরাদি লিখনকালীন তদ্ধাভি বিবেচনা করিয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮৮৮।

তদ্ধু [স তদ্ধ্] ক্রিবিপ কেবল। 'ইংরিজি লেখা পড়া শেখা তদ্ধু কাজ চালাবার জন্য।' *হুতোম*, ১৮৬১।

তদ্ধি [স] ১. বিপ আসল; ঝাঁটা। 'বিসং বিতর্কিত মই বুঝিও আনন্দে।' *চর্চা* ৩০, ১২০০। ২. বি পবিত্র। 'মাও বস্ত্র স্পর্শে হস্ত দুইসে সে তদ্ধি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩. বি পরামর্শ। 'না ধরে জায়ার তদ্ধি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪. বি তদ্ধতা। 'না জ্ঞানিয় কহ কথা পরিমাণ তদ্ধি।' *কবীন্দ্র*, ১৮৬৯।

তদ্ধিঃ [স] বি পবিত্র। 'অন্ত তদ্ধিঃ ও বহিতদ্ধি সম্পন্ন, ধর্মজ, ... ব্যক্তি দূত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

তদ্ধিগত [স] বি গ্রহাদির ভ্রমসংশোধন তালিকা। 'যদি দৈবাৎ কোথাও ভুল হয়, পান হইতে চম্ব খসে, অমনি অগ্রস্বত হইয়া তাড়াতাড়ি তদ্ধিগত মার্জনা ভিক্ষা করিস।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

তদ্ [স শূদ্র] বি হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চতুর্থ বর্ণভুক্ত ব্যক্তি। 'তদ্রোভে আশিল অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

তদ্রাধম [স শূদ্রাধম] বি শূদ্রের অধম। 'বলেন ইধরপূরী আমি তদ্রাধম।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

তধ [স তদ্ধ] বিপ তদ্ধ। 'তধদেহ আছি চিরকাল।' *ফয়জুরেসা*, ১৮৭৬।

তধরা ক্রি সংশোধিত হওয়া। 'নিজেদের দোষ জানি না বা জানিলেও তাহা তধরাইবার চেষ্টা করি না।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'তখন অনেকটা তধরাই।' *নজরুল*, ১৯২৪।

তধরে ক্রিবিপ তদ্ধ করে। 'নিজেদের উচ্চারণ তধরে নিতে পারবে।' *হাই*, ১৯৫৩।

তধ সারং বি সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। 'তধ সারং – কাফি ঠাঁটের গড়ব-বাড়ব রাগিণী।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

তত্ত্ব [স] বি মঙ্গল। 'অবহ মধু ঋতু সকল তত্ত্ব হেতু দখিনে উয়ল
বিজ্ঞানকে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

তত্ত্ব-ইচ্ছা [বি] ভালো কামনা। 'তত্ত্ব-ইচ্ছার সমবায়ের উপরেই নির্ভর
করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭।

তত্ত্বকর [স] বিগ্ন মঙ্গলজনক। 'তত্ত্বকর নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ... শাস্তি
অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'ক্লুরহর তত্ত্বকর বল
করে দান।' *গুণ*, ১৮৫৮।

তত্ত্বকরী [স] বিগ্ন কল্যাণকর। 'এ বিষয়ে এক পরম তত্ত্বকরী রীতি
প্রচলিত আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তত্ত্বকর্ম, **তত্ত্বকর্ম্ম** [স] বি তত্ত্বকর্ম; বিয়ে। 'লগ্ন অতীত হয়, শীঘ্র দান
কর, তত্ত্বকর্ম্মে কালযোগ উচিত নয়।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'তথু তত্ত্বকর্ম্ম,
তথু সেবা নিশিদিন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'গোরা এই তত্ত্বকর্ম্মের ঘটক।' *রবীন্দ্র*,
১৯০৯।

তত্ত্বকর্ম্মণ [বি] তত্ত্ব কাজের পথ। 'তত্ত্ব কর্ম্মণে ধর নির্ভয় গান, সব
দুর্ভল সংঘর হোক অবদান।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

তত্ত্বকর্ম্মী [স] বিগ্ন সৎকর্ম্মশীল। 'মুগ্ধ অতি তত্ত্বকর্ম্মী সাক্ষ্য জীবন।' *বাহ্যায়*,
১৮৫০।

তত্ত্বকামনা [স] বি কল্যাণ কামনা। 'তত্ত্বকামনা জানিয়ে এই পর
আরম্ভ করছি।' *প্রমথ*, ১৯২০।

তত্ত্বকামী [স] বিগ্ন মঙ্গল কামনা করে এমন। 'বদেশের ও স্বজাতির
তত্ত্বকামী।' *প্রমথ*, ১৯৩০।

তত্ত্বকার্য, **তত্ত্বকার্য্য** [স] বি সৎকাজ। 'তবে আর তত্ত্বকার্য্যে ব্যাজ
কেন হতেছে।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

তত্ত্বকাল [স] বি সুসময়। 'তত্ত্বকালে তত্ত্বসূচি আশ্রয় করিলা।' *মহানন্দ*,
১৭৮১।

তত্ত্বকীর্তি [স] বি ভালো কাজ। 'তত্ত্বকীর্তি সম দ্রব্য নাহিক সমুদরে।' *আলাওল*,
১৮৮০।

তত্ত্বকর্ম্ম [স] বি উত্তম সময়। 'হেন তত্ত্বকর্ম্মে দেব জগন্নাথ হরী।' *বড়ু*,
১৪৫০।

তত্ত্ববন্দন [স তত্ত্বকর্ম্ম] বি সুসময়। 'তত্ত্ববন্দন হঠাৎ এলে তখন পাব
দেখা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

তত্ত্বগতি [স] বি সুখতি। 'জৈহ জন ধর্ম্মমতি জীবন হএ তত্ত্বগতি।' *বাহ্যায়*,
১৮৫০।

তত্ত্বগমন [স] বি মঙ্গলজনক গমন। 'সাবে তখন পশ্চিমাম্বল
তত্ত্বগমন করিয়াছিলেন।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

তত্ত্বগ্রহ [স] বি কল্যাণজনকগ্রহ; তত্ত্বযোগ। 'একটি অপরিচিত তত্ত্বগ্রহ
অদৃশ্য মহিয়ার বিরাজ করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

তত্ত্বভঙ্গ [স] বি তত্ত্বভিধি। 'তত্ত্বভঙ্গ হইল মোর গ্রবেণে বৈশাখ।' *মুকুন্দ*,
১৮০০।

তত্ত্বভিধি [স] বি কল্যাণমূলক চিন্তা। 'ইহাদের ভাবনা নামে একরূপ
তত্ত্বভিধি করিবারও ব্যবস্থা আছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

তত্ত্বচিহ্ন [স] বি মঙ্গলজনক লক্ষণ। 'প্রকৃতি আজ আমাদের ...
নানাবিধ তত্ত্বচিহ্ন, তত্ত্বব্যায়ার তত্ত্বলক্ষণ দেখাইতেছেন।' *মহারসক*,
১৮৮৭।

তত্ত্বচেষ্টা [স] বি মঙ্গলজনক উদ্যোগ। 'সত্য এই যে তত্ত্বচেষ্টা
মরেনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

তত্ত্বজনক [স] বিগ্ন কল্যাণকর; মঙ্গলজনক। 'এই সমস্ত তত্ত্বজনক
বিষয়ের ... ক্রমে ক্রমে শ্রীলুকি হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪; 'প্রাণের
আশঙ্কা কিংবা পতিপুস্ত্রের প্রতি প্রেহ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্বাভাব্য
মানা করা তত্ত্বজনক হইতে পারে না।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

তত্ত্ব ভিধি [স] বি সুদিন। 'তত্ত্ব ভিধি বার তত্ত্বকর্ম্মে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তত্ত্বদর্শন বি কল্যাণকর দর্শন। 'খ্রিয়-বন্দনা গান জাগানো রাতে,
তত্ত্বদর্শন দিবে তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

তত্ত্বদর্শী [স] বিগ্ন আশাবাদী। 'একজন তত্ত্বদর্শী তাহাতে সুখশক্তি
সৌভাগ্য সৌন্দর্য্য ...' *শব্দীন্দ্র*, ১৯৩১।

তত্ত্বদাত্রী [স] বিগ্ন স্ত্রী কল্যাণকারী। 'তত্ত্বদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাবালোর
দেশে।' *গুণ*, ১৮৫৮।

তত্ত্বদায়ক [স] বিগ্ন মঙ্গলজনক। 'যে ব্যক্তি যে বস্ত্র অনুভূত নহেন
তাঁহার সে বস্ত্র নির্ণয়ের শিক্ষা দেবন কি ক্রমে তত্ত্বদায়ক বরং ...' *দর্পণ*,
১৮২১।

তত্ত্বদিন [স] বি মঙ্গলজনক দিন; ভালো দিন। 'আজি মোর ভৈল
তত্ত্বদিনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

তত্ত্বদীপ্তি [স তত্ত্বদীপ্তি] বি তত্ত্বদীপ্তি; বিয়ের সময়ে বরকন্যার প্রথম
দেখার অনুষ্ঠান। 'না বাছা, তত্ত্ব দীপ্তি হয় নাই, এখন কি দেকতে
আছে?' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

তত্ত্বদীপ্তি [স] বি সৌভাগ্য। 'ক্রমে পঞ্চলোচন দন্তের তত্ত্ব দীপ্তি ফলতে
আরম্ভ হইল।' *হুতায়*, ১৮৬১।

তত্ত্বদীপ্তি [স] বি ভালো উদাহরণ। 'স্বয়ং তত্ত্বদীপ্তি প্রদর্শন করিতে
সক্ষম করিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

তত্ত্বদীপ্তি [স] ১ বি সুখস্বরূপ দীপ্তি। 'মালাকার প্রতি প্রভু তত্ত্ব দীপ্তি করি।'
১৮৮০। ২ বি কল্যাণস্বরূপ দীপ্তি। 'তত্ত্ব দীপ্তি দিয়া তবে মর্য্যাব
জীল সত্ত্ব।' *কুসুমায়*, ১৭২০। ৩ বি বিবাহকালে বর-কনের
পরস্পর মুখ দেখা। 'আগে তত্ত্বদীপ্তি হওয়া ভাল নয়।' *উমেশ*,
১৮৫৭।

তত্ত্বদৈবক্রমে [স] *ক্রিবিগ্ন* সৌভাগ্যের কল্যাণে। 'তত্ত্ব দৈবক্রমে
তাহার নিকট হইতে পরিগ্রাহ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

তত্ত্ব নাম [স] বি মঙ্গলজনক নাম। 'তব তত্ত্ব নামে জাগে, তব তত্ত্ব
আগিষ মাগে ...' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

তত্ত্বনাট্যিক [স] বিগ্ন জড়বাদী। 'এক দিকে তিনি হয়ে ওঠেন
উৎকলিত, অন্য দিকে তত্ত্বনাট্যিক।' *শিব*, ১৯৭৩।

তত্ত্বপরিণয় [স] বি তত্ত্ববিধান। 'নন্দিতার তত্ত্বপরিণয় উপদকে
আলীর্বাদ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

তত্ত্বপ্রভাত [স] ১ বি মঙ্গলময় সকাল। 'প্রভু বোলে আজি তত্ত্ব প্রভাত
আমার।' *বৃন্দা*, ১৮৮০। ২ বি সকালের অভিবাদন। 'বৃন্দার সঙ্গে
তত্ত্বপ্রভাত অভিনন্দন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

তত্ত্বকলা [স] বি ভালো কলা। 'যে ঈশ্বর তত্ত্ব কলা জগিতোহে তাহাতে
অমলা অতিহৃষ্টচিত্ত হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

তত্ত্বকলানুশীল [স] বিগ্ন পরিণতি ভালো নয় এমন। 'ধনসম্বলদিদি
ন্যায় সুখশূন্য, তত্ত্বকলানুশীল, মহত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলোও
...।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

তত্ত্ববানী [স] বি কল্যাণকর কথা। 'তত্ত্ববানী নিত্যানন্দ কহেন
সবারে।' *বৃন্দা*, ১৮৮০।

তত্ত বারতা [স তত্তবার্তা] বি সুবর। 'আনো অভ্যাকের তত্ত বারতা।' নজরুল, ১৯৩১।

তত্তবার্তা, **তত্তবার্তা** [স] বি সুববাদ। 'তত্তবার্তা পাইআ রামা হইল আনন্দি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'একত্ববাদের তত্তবার্তা।' মশাররফ, ১৯০৮।

তত্তবিজ্ঞান [স] বি ভাঙ্গো সংবাদের প্রচার। 'এই তত্তবিজ্ঞান ডক্টা, যোর রোশো বাক্সিয়া উঠিল।' মশাররফ, ১৯০৮।

তত্তবিবাহ [স] বি কল্যাণজনক বিবাহ অনুষ্ঠান। 'নির্বিয়ে তত্তবিবাহ নির্কাহ হইল।' দর্পণ, ১৮২২।

তত্তবুদ্ধি [স] বি সুরুদ্ধি। 'তত্তবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাহ উপর হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তত্তব্রতা [স] বিণ ক্রী মঙ্গল কামনাকারী। 'সদা ক্রিপ্রগতি, প্রবাসসিঙ্গী মম/নিত্যতত্তব্রতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তত্তময় [স] বিণ মঙ্গলময়। 'সিদ্ধিন্তা তত্তময়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তত্তমিলন [স] বি মঙ্গলময় মিলন। 'তত্তমিলন লগনে বাজুক বঁশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তত্তমুহূর্ত [স] বি মঙ্গলজনক সময়। 'য়ে-সমস্ত তত্তমুহূর্তে আমরা নিজেকে বুঝে বুঝে বলে অনুভব করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তত্তযাত্রা [স] বি মঙ্গলজনক গমন। 'তত্তযাত্রা করি রাখা মঙ্গল মনোবল।' বড়ু, ১৪৫০।

তত্তযোগ [স] ১ বি জ্যোতিষশাস্ত্রমতে তত্তক্ষমবিশেষ। 'তত্তযোগ দশ দশ তাদ্ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তত্তক্ষলে তত্তযোগে পুত্র জনমিল।' বাবরাম, ১৬৫০। ২ বি (বাউল) সাধুসংস্কৃত তত্তযোগ। 'ভবের আসন করে শীপটে তত্তযোগ লাগে রে, জ্যোতিষ রূপতানের ঘাটে।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি সুযোগ। 'একদিনও এমন তত্তযোগ হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৪ বি সুসময়। 'তত্তযোগে কবে হবে দুই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

তত্তরামি [স] বি উৎসবমর রামি। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'আজ আমার জীবনের বড় তত্তরামি।' প্রভাত, ১৮৯৬।

তত্তলক্ষ্য [স] বি মঙ্গলের আভাস। 'প্রকৃতি আজ আমাদের ... নানাবিধ তত্তলক্ষ্য, তত্তযাত্রার তত্তলক্ষ্য দেখাইতেছেন।' মশাররফ, ১৮৮৭।

তত্তলগন [স তত্তলগা] বি মঙ্গলময় মুহূর্ত। 'সেই তত্তলগনের বেলা।' নজরুল, ১৯৩৫।

তত্তলগা [স] ১ বি (জ্যোতিষ) মঙ্গলজনক সময়। 'ইতিমধ্যে তত্তলগে অর্ধেক এক পুর হইল।' রবীন্দ্র, ১৮০৫। ২ বি সুসময়। 'আজ তত্তলগে "সত্যজিগী" বাণীয়া পোত তার দুই সহচরী সৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া ... যাত্রা করিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

তত্তলগ্ন [স] বি মঙ্গলজনক মনে করা হয় এমন লক্ষ্যবিন্দু। 'কুসুমবনের ধারে তার নীরব তত্তলগ্ন বাক্সিয়ে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

তত্তলগ্নময় [স] বি তত্তমিলন। 'আকাশের সঙ্গে মাটির তত্তলগ্নময়ের সংগীত এবং লক্ষ্যবিন্দু কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

তত্তলগ্নল [স] বি উত্তম প্রতিভা। 'মহানাদ নির্বিশ্রুত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া ... তত্তলগ্নল সম্পাদনা করিয়া আসিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

তত্তলগ্নদ্বা [স] বি ভাঙ্গো বর। 'এই তত্তলগ্নদ্বা প্রবেশে শিষ্টামাত্রই

সম্ভট হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

তত্ত-সাধক [স] বি কল্যাণকর। 'অশেষ তত্ত-সাধক বাণীয়া রবেও ... অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তত্তসাধন [স] বি হিতসাধন। 'বিজ্ঞ-লোকেই সর্বতোভাবে তত্তসাধন করিয়া থাকেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তত্তসূচক [স] বিণ কল্যাণকর। 'ইহা ভারতবর্ষের অতিতত্তসূচক অনুমান করিলাম।' দর্পণ, ১৮৩১।

তত্তসুটি [স] বি মঙ্গলজনক সুটি। 'তত্তকালে তত্তসুটি আরম্ভ করিয়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তত্তস্মিত [স] বিণ তত্ত হান্যাদুত। 'এসো তত্তস্মিত তত্ততারায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

তত্তাকাক্ষা [স] বি তত্তকামনা। 'এলিঙ্গ রানির প্রতি তাঁর তত্তাকাক্ষা প্রকাশ করে।' মহাদেবতা, ১৯৫৬।

তত্তাকাক্ষিনী [স] বিণ ক্রী কল্যাণকারী। 'ভূমি যদি শিশুদেশের রাজকন্যার তত্তাকাক্ষিনী হও।' মাইকেল, ১৮৭৩।

তত্তাকাক্ষী [স] বিণ কল্যাণকারী। 'বঁহারা আমাদের এতাদুশ তত্তাকাক্ষী ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তত্তাগমন [স] বি মঙ্গলজনক আগমন। 'দুইদশম শিষ্টপালন ও ধর্ম সংস্থাপনকরণম্বা এতদ্দেশে তত্তাগমন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

তত্তাদৃষ্ট [স] বি সৌভাগ্য। 'ভূমি অন্য তত্তাদৃষ্ট বশে আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

তত্তাদৃষ্টক্রমে **ক্রিবিণ** সৌভাগ্যক্রমে। 'হদি তুই তত্তাদৃষ্টক্রমে ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারিল।' তারিঙ্গী, ১৮৩০।

তত্তানুধারি [স তত্তানুধারি] বিণ তত্ত কামনা করে এমন। 'তত্তানুধারিগণের মনোবাঞ্ছা এই যে।' দর্পণ, ১৮২২।

তত্তানুধারী [স] বিণ কল্যাণকারী। 'তত্তানুধারী সর্বিবেচক ব্যক্তিদের মত গ্রহণ করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

তত্তাবহ [স] বিণ মঙ্গলজনক। 'উক্ত বিষয়ের শিক্ষা সর্বদাই হিন্দুগণের পক্ষে তত্তাবহ বটে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

তত্তার্থী [স] বিণ কল্যাণকারী। 'যোরে জেনেছিল তথু তত্তার্থী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

তত্তাশিস [স] বি মঙ্গলকামনাপূর্ণ আশীর্বাদ। 'ভূতলে মাখাটি রাবিয়া লাহো রে তত্তাশিস-বরিষব।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

তত্তাশীর্বাদ [স] বি তত্তকামনা। 'আমার আশ্রিতক তত্তাশীর্বাদ নাও।' নজরুল, ১৯৩৬।

তত্তাত্ত [স] বিণ ভাঙ্গো ও মন্দ। 'কৃষ্ণভক্তির বাধক যত তত্তাত্ত কর্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অবশে তত্তাত্ত তত্তাত্ত লক্ষন।' সুলতান, ১৭০০।

তত্তাশীর্বাদ, **তত্তাশীর্বাদ** [স তত্তাশীর্বাদ] বি তত্ত আশীর্বাদ। 'পরম তত্তাশীর্বাদ বিজ্ঞানলক্ষ্য আশে।' মেঘস্নেহ, ১৭৭৩।

তত্তেছা [স] বি সদিচ্ছা। 'আমি আমার আশ্রিতক তত্তেছা জ্ঞাপন করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

তত্তেছাবহনকারী [স] বিণ তত্তকামনার বার্থা বহন করে এমন। 'সীতার জন্য তত্তেছাবহনকারী জীবগণকে নাটকের প্রথম অঙ্কেই উপস্থিত করবার শিখন ...।' দর্পণ, ১৯৭০।

তত্ত্বাদয় [স] বিপ্ মঙ্গলজনক। 'তত্ত্বাদয় বশ্ন দেখি নৃপতি
পরমসুখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তত্ত্বকরী, তত্ত্বকরী [স] ১ বিপ্ মঙ্গলকারিণী। 'স্বপনে পুরি বেপুরবে
দেখ! কিবা তত্ত্বকরী চল সো।' মাইকেল, ১৮৬৬। ২ বি তত্ত্বকর
রচিত গণিতের পদ্ধতি। 'তত্ত্বকরমণ্ডল তত্ত্বকরী কবাইতেছেন।'
রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তত্ত্বকরী আর্ধ্য [স] বিপ্ তত্ত্বকর রচিত হাজার আকারে গণিতের সূত্র।
'কতক্ষণ বসিলা বসিলা তত্ত্বকরী আর্ধ্য মুখস্থ করিবে?' বিজুতি,
১৯২৯।

তত্ত্বকরী বিদ্যা [স] বি গণিতশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান। 'আর তত্ত্বকরী বিদ্যা
জাহির করিস না।' মনসুর, ১৯৫৫।

তত্ত্বাসিনী বি মহারাত্রীর ব্রাহ্মণদের অনুষ্ঠানাদিতে নৌভাগ্যবতী সখবাদের
সন্ধান করে এ নামে ডাকা হতো। 'তাদের বলা হয় তত্ত্বাসিনী।'
মহাশেখা, ১৯৫৬।

তত্ত্বিত [স শোভিত] বিপ্ শোভিত। 'হরিতাল-ভিলকে তত্ত্বিত হইল ভাল।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

তত্ত্ব [অ সুবাহ্য] বি সুবেধ; প্রদেশ। 'তত্ত্ব বাসালার কলিকাতা মোকামে
পাঠাইয়া ছিলেন।' বোমল, ১৭৭০।

তত্ত্ব [স] ১ বিপ্ সাদা। 'অতি তত্ত্ব প্রমুখ কুমুদগজ প্রকাশপূর্বক ভূতল
সমত্তজনের অন্তরকরণ হরণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি
নির্মল সুন্দর। 'তত্ত্ব, তুমি করলে বিশোল আমার প্রাণের রঙের
হিলোল।' রবীন্দ্র, ১৯২০।

তত্ত্বকান্তি [স] বিপ্ গায়ের বর্ণ তত্ত্ব এমন। 'তত্ত্বকান্তি তত্ত্ববেশ প্রতিষ্ঠা
দেখিও সানুকুল ইহুয়া ... গ্রহণ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

তত্ত্বকাল [স] বিপ্ বেতাল। 'মিষ্টভাবী তত্ত্বকাল মিশনরি যত।' গুণ
১৮৫৮।

তত্ত্বচাকরা [স] বি সৌন্দর্য। 'নিজের দাঁতগুলির তত্ত্বচাকরা সবক্কে ও
সচেতন।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

তত্ত্বতনু [স] বি তত্ত্ব দেহ। 'তত্ত্বতনু রক্তাংগকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রান্তরপূর্ণকতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তত্ত্বতম [স] বিপ্ অত্যন্ত উদার। 'সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম তত্ত্বতম
জ্যোতির উপরে নির্যাতকোচ স্পর্শের সহিত কলঙ্ককালিয়া সেপন করে
নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তত্ত্বতর [স] বিপ্ অতিশয় সাদা। 'বরকরে চেয়ে তত্ত্বতর আবদুর
রহমানের পাগড়ি।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

তত্ত্বতা [স] বি নির্মলতা। 'তত্ত্বতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব।'
রবীন্দ্র, ১৯১০।

তত্ত্বতুয়ার [স] বি তত্ত্বরূপ তুয়ার; সাদা বরফ। 'ভাসমান
তত্ত্বতুয়ারখণ্ডসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

তত্ত্বফেননিভ [স] বিপ্ সাদা ফেনার মতো নরম। 'শয্যা তত্ত্বফেননিভ
বহন্তে পাতিয়া দিব।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

তত্ত্ববর্ণ [স] বি সাদা রং। 'পরম শোভাকর তত্ত্ববর্ণ জলধারা উৎপাদন
করে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

তত্ত্ববসন [স] বি সাদা পোশাক। 'আমাদের নূতন সভ্যতা তত্ত্ববসন
ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছেদ অবলম্বন করেছে।' প্রমথ, ১৯০৫।

তত্ত্ববৃত্তি [স] বি তত্ত্ববৃত্তি। 'ছাত্র-তরুণের তত্ত্ববৃত্তির এই কি বিকাশ?'

আজাদ, ১৯৬৯।

তত্ত্বমুখী [স] বি ক্রী করণা মুখের অধিকারী ব্যক্তি। 'তত্ত্বমুখীর কাজল
চোখের মতো টুকরো মেঘ আকাশে।' কায়সার, ১৯৬২।

তত্ত্বলোক [স] বি সুন্দর ভুবন। 'আমি যার একান্ত বিভ্রান্ত অনন্তের
তত্ত্ব লোকে।' শামসুর, ১৯৬৩।

তত্ত্বজিহা [স] বি নির্মল পবিত্রতা। 'একলা গিরিকুমারীর তত্ত্বজিহতার
চরম মূল্য দিয়েছিল।' মুক্তভা, ১৯৬০।

তত্ত্বহাসিনী [স] বিপ্ ক্রী নির্মল হাসি হাসে এমন। 'তত্ত্ববসনা,
তত্ত্বহাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

তত্ত্বোজ্জ্বল [স] বিপ্ সাদা উজ্জ্বল। 'পূর্ণিমার তত্ত্বোজ্জ্বল স্নোহাস্ত্রা।'
বিজুতি, ১৯৩১।

তমার [কা] ১ বি গণনা। 'সকল বাদশার দল ইহুয়া তমার।' গরীব,
১৭৬৫। ২ বি ইয়াজ। 'লঙ্কর তমার নাই শহর ভরিয়া।' গরীব,
১৭৬৫।

তমারী [কা] বি হিসাব; গণনা। 'কোন মুদি কটা পরিবারের গম
যোগ্য তার তমারী (গণনা) দিলেন।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

তমার [স তক] বি তক পাখি। 'আজি হৈতে ওয়া তুমি হইলে মোর গুরু।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

তমারী [স] বিপ্ তকপাখির চোখের মতো ঝোঁপা। 'কবরী বাহিল রামা
নামে তমারী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তমারী [স] বি একপ্রকার ধান। 'তমারী শালি হরিলেবু ওয়াখুবি স্ট্রী।'
জারত, ১৭৬০।

তমারী [স শী] ক্রি শোয়া। 'নিকটে তমারী হরিদাস গদাধর।' বৃন্দা,
১৫৮০। তমারী ক্রি শয়ন করলে। 'নিকটে তমারী হরিদাস গদাধর।'
বৃন্দা, ১৫৮০। তমারী ক্রি শয়ন করে। 'শয়ন মন্দিরে তমারী শয়নে
আঁবেধ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

তমারী [স] শোয় যে। 'ওই আসছে তমারী বাদিশ হাতে করে।' অবন,
১৯১৯।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

তমারী [স] ক্রি শোয় যে। 'সেইটেতে গিয়ে তমারী সারাদিনটা
...।' বনমল, ১৯৩৬।

শূয়ার [স শূকর] বি শূর (এখানে) গালিবিষে। 'চপরাও, শূয়ারকি বাজা।' নীনবহু, ১৮৬০।

তর্যী [কা সুরম] বি সুরমা; চোখে লাগানোর কালচে গুঁড়াবিষে; অ্যান্টিমনি। 'তর্যী তোমার কাশো চোখের কোলো।' বৃক, ১৯৩২।

তল [স শূল] ১ বি যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। 'যেমন এসব কাল নারী সয়ে তল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি অঙ্গের ক্ষত। 'ভূমুদি সেই অনাহারে থেকে ললিত হলের ব্যথা।' জসীম, ১৯৫১।

তলি [স শূল] বি শূলবিশিষ্ট করে শাউ। 'ময়দানেতে কুফরে লইয়া তলি দিল।' গরীব, ১৭৬৫।

তলশি [স শূল] বি অল্পবিশেষ। 'শূলশি ও নেজা ও বর্শি এ সর্ব্বতেই অতি পারক।' রামরাম, ১৮০১।

তলাক [ফা সুলাখ] বি গর্ত। মানোএল, ১৭৪০।

তলু [সি বি রাজহ; কর]। 'আমাদের এত মূল্য ও তলু উভয় দিবার সংস্থান নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৯; 'কোন্ তলু দিবার প্রব্য আছে কি না দেখিতে আসিল।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

তলুখীন [স] বিণ তলু সজ্জিত কার্ণাদি সম্পাদনের জন্য মালামাল রাখা হয় এমন। 'তলুখীন ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় কদম।' কায়সার, ১৯৬২।

তল্লো [বি এক প্রকার সুগন্ধী শাক। 'তল্লো শাক আর লভা দিয়ে মিশিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

তলশি বি শাকবিষে। 'কচু, ধান্য, ও হরিদ্রা, তলশি, কলমি, ছোলা, মটর ... প্রভৃতি।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬০।

তলীল [স সুলাল] বিণ অতি শিষ্ট। 'বিদগ্ধ মৃদু সদগুণ তলীল স্নিগ্ধ রূপে তুমি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

তলুক [স শিতক] বি জলাচর প্রাণীবিষে; মিঠাপানির হুত্বকিন। ওয়া, ১৭৮৫। 'তলুকতলো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে ওব করে দিশ্বাজি খেলো যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তলুক [স শিতক] বি মিঠাপানির ডলফিন; তলুক। 'আনিবে রাই সরিসা তলুকের তৈল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

তলুনি বি পানির ধারে জন্মায় এমন শাকবিষে। 'তলুনি নিদ্রা গুণি।' নজরুল, ১৯২৫।

তলোভন [স সুতোভন] বিণ শোভন। 'নহলী যৌবন আতি তলোভন।' বহু, ১৪৫০।

তলুয়া [স] ১ বি পরিচর্যা। 'কন্যা কেমন আছেন, তাহার শুশ্রূষায় ... দাইরা নিরুত্ত আছে কি না?' মুহুরাষ্ট্র, ১৮১০। ২ বি যন্ত্র। 'মূর্ছপ্রায় - কর শুক্লয়া ইহার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

তলুয়াব্রতী [স] বিণ সেবাকারী। 'দুই-এক জন হিলাম তলুয়াব্রতী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তলুয়া [স] বিণ সেবাপ্রার্থী। 'অসাধারণ নৈশুণ্যপ্রকাশ যারা তলুয়াব্রতীকে পরম পরিতোষ প্রদান করিতে ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

তলা [স তল] ক্রি ১ ক্রি পান করা। 'খাইয়ু তলিয়ু সহায়িয়ু সব থাক।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি তরলাদি টেনে নেওয়া। 'জৌকের মতো লেপে থাকে, এবং রক্তও তবে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তলে নেওয়া ক্রি টেনে নেওয়া। 'এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন তলে নিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তলে লওয়া ক্রি টেনে নেওয়া। 'জলাশয় হইতে জল তলিয়া লয়।'

মদনমোহন, ১৮৫০।

তলুজি [স সুমুখি] বি গভীর ঘুম। 'আমার চৈতন্যবোধকে গভীরতম তলুজি থেকে বাঁচিয়ে রাখল।' মূলতরু, ১৯৫২।

তলু [স] ১ বিণ তলনা। 'তলু কাঠের সম করিয়া সাধন।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিণ নীরস। 'সেহ না বাখানে তলু করে তলু চিতা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ প্রাণহীন। 'উৎসাহে সেচন বিনা যেন তাহা তলু না হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৪ বিণ স্নাতসেতে নয় এমন। 'যে গৃহ তলু, এশত ও পরিকৃত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিণ লাগবাহীন। 'তাঁহার শূকপূর্ণ মুখপূর্ণ অনাহারে নিন্তেজ ও তলু হইয়া গিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'এমন তলু শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মতো হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ বিণ অস্থিরচরিত। 'কেহ কেহ বা শরীর তলু ও ক্রিষ্ট করাকে ধর্মসাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৭ বিণ আবেগশূন্য। 'তলুকে হসিতে হসিতে সেইখানেই মূর্তি হইয়া পড়িয়া শোয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ বিণ শোথিত। 'শাসয়িতা এবং শানিত, শোয়িতা এবং তলু।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

তলু দাঁশি বি অক্কাইন চোখ। 'অনুহা দয়ালু-কৃপণ - বহু কটে অক্কাইন যেন তলু দাঁশি করিয়া মছন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

তলুগুঠ [স] বিণ চোটে শুকিয়ে গেছে এমন। 'তলুগুঠ শুকুরসনা বৃক।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তলুকটিন [স] বিণ নীরস ও শুকনীয়। 'অসাবধানী পাঠকের অন্তরে তাহে যে ব্যক্তিত্ব রচনা করে, তা তলুকটিন পাঠিত্যের।' মুরশিদ, ১৯০৭।

তলুকট [স] বিণ গলা শুকিয়ে গেছে এমন। 'পিপাসায় তলুকট হইলেও জল মিলিত না।' জ্ঞানদেবদ্য, ১৮৩২।

তলুকটী [স] বিণ ক্রী তলুয়ায় গলা শুকিয়ে গেছে এমন। 'এক বিদু জলের জন্য ... তলুকটী হইয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছেন।' মশারফত, ১৮৮৫।

তলুকর্গ [স] বিণ জলহীন। 'অশব গাছের পেছনেই মেঠো পুকুরটা তলুকর্গ।' হাসান, ১৯৬০।

তলুচলু [স] বিণ পাখির ধারালো ও বাকালো শুক টোঁটের মতো। 'একজোড়া নেউলের সেজের মত পুট গৌক এবং একটি সূজায় শুকচলু নাশ।' বনমুখ, ১৯৩৬।

তলুজলা [স] শুক+স জল> বিণ পানি শুকিয়ে গেছে এমন। 'তলুজলা দিখির পাড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

তলুতম [স] বিণ নির্দর। 'ভিজিয়ে দিয়েছে দপারী তলুতম জদয়।' মূলতরু, ১৯৫২।

তলুতা [স] বি রসশূন্যতা। 'বহুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যপালন তলুতার সাধনা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তলুতাপ [স] বি রুক উত্তাপ। 'তলুতাপের দৈত্যপুরে ঘর ভাঙবে ব'লে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

তলুতালু [স] বিণ মাথার তালু শুকিয়ে যায় এমন। 'বরেছিল তলুতালু মধ্যাহ্নের পরে।' হেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

তলুশলা [স] বি শুকনা পাভা। 'তলুশলে পৃষ্ঠ রাখিয়া তলুশলায়শির উপর পা ছড়াইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তলুপথ [স] বিণ শুকনা পথ। 'এখন আমরা সেই তলুপথের মাঝখানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তলুপাতা [স শুকপত্র] বি শুকনা পাতা। 'গাছের নীচে রানীকৃত

তত্ত্বপাতা পড়িয়া থাকে।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

তত্ত্ব প্রাণ বি তকিয়ে গেছে এমন প্রাণ। 'তত্ত্ব প্রাণ তত্ত্ব রে, কার পানে চাও।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

তত্ত্বপ্রাণ। 'সু বিণ ক্রী কৃতিহীন। ... লক্ষ্যাহীনা, তত্ত্বপ্রাণা, কল্পসেহা।' গীতিকা, ১৮৮৭।

তত্ত্বপ্রাণ। 'সু বিণ প্রায় তকিয়ে গেছে এমন। 'গ্রামের নদী এতদিন তত্ত্বপ্রাণ হইয়া ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তত্ত্বমন্ডল। 'সু বি উটকি মাছ।' ব্রহ্মদেশ হইতে লবণ ও তত্ত্বমন্ডল লইয়া যায়।' দর্পণ, ১৮৮৬।

তত্ত্বমুখ। 'সু ১ ক্রিবিপ মলিন মুখে। 'কই অন্ন কই, কৌদে তোর সজ্ঞানের দ্বান তত্ত্বমুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ মুখ তকনা এমন। 'দীর্ঘ দীর্ঘ দেহ তত্ত্বমুখ।' মূলতত্ত্ব, ১৯৫২।

তত্ত্বমুখী। 'সু বিণ মলিন চেহারা এমন। 'তিনিও সীতার ন্যায় মলিনবসনা, ত্রিযমানা তপস্যায় তত্ত্বমুখী, বিরহরতচারণী।' মূললেস, ১৯৭০।

তত্ত্বরসনা। 'সু বিণ জিহ্বা তকিয়ে গেছে এমন। 'তত্ত্বওষ্ঠ তত্ত্বরসনা বৃদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তত্ত্বরেখা। 'সু বি তকিয়ে যাওয়ার দাগ। 'চোখে তাদের এখনো অক্ষর তত্ত্বরেখা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

তত্ত্বলতা। 'সু বি তকনো লতা। 'তাপিত তত্ত্বলতা বর্ষণ যাচে কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তত্ত্বলী বি ছিন্ন। 'কর্ণ তত্ত্বলী।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৩।

তত্ত্ব শাখা বি তকিয়ে গেছে যে ডাল। 'এখনো এ তত্ত্ব শাখা হেসে উঠে মুহুণিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

তত্ত্বশব্দ। 'সু বিণ কক ভাষা। 'বিহারীকে তত্ত্বশব্দে দস্তরমত জিজ্ঞাসা করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

তত্ত্ব হাসি বি প্রাণহীন হাসি। 'সেইদিনকার কথাটা মনে করে তত্ত্ব হাসি হাসলুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

তত্ত্বহাস্য। 'সু বি তকনো হাসি। 'শিবনাথপণ্ডিত তত্ত্বহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে শিল্পি আসছে।" রবীন্দ্র, ১৮৯১।

তত্ত্বদ্বন্দ্ব। 'সু বিণ ভক্তিহীন দ্বন্দ্ব। 'আমরা দূর থেকে তত্ত্বদ্বন্দ্বের সামান্য পুতুলদেহ দেখছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শূকর ও শূকর

শূকর। 'সু ১ বি তয়ার। 'শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'আমি শূকর, রক্ত তিনিব কেন্য?' বক্তিম, ১৮৭২। ২ বি শূকরের মাংস। 'মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শূকরশাবক বি তয়ারের ছানা। 'শূকরশাবক তাহার মাতার মদু যৌৎ যৌৎ শব্দ শ্রুতিই তিনিতে পরিণত।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

শূকরশালা। 'সু বি শূকর থাকার ঘান। 'শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে।' বক্তিম, ১৮৮৭।

শূকরী। 'সু বি ক্রী শূকর। 'হিন্দুর ঘরে অশুশ্যা শূকরী, হিন্দু পটচারিকামণ্ডলীর চরণকলঙ্কারী ক্রী।' বক্তিম, ১৮৭৮: 'শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর।' জীবন, ১৯৪২।

শূদ্র। 'সু বি হিন্দু বর্ণাশ্রমপ্রথা অনুযায়ী সর্বনিম্ন চতুর্থ বর্ণ। 'শূদ্র আমি

আমারে সে উচ্ছিন্ন জুয়ার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শূদ্রত্ব। 'সু ১ বি শূদ্রবর্ণের বৈশিষ্ট্য। 'ওকর একটি গাভী বধ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি ভেদ। 'কর্মের শূদ্রত্ব গেল ঘুচে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শূদ্রপ্রাণ। 'সু বিণ শূদ্রবর্ণের বৈশিষ্ট্য প্রাণ। 'তদ্রূপ ব্রাহ্মণের শাপমন্ত ও দুঃখার্ণব হইয়া শূদ্রপ্রাণ হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

শূদ্রা। 'সু বি শূদ্র নারী। 'দেব না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শূদ্রানী। 'সু শূদ্রানী বি ক্রী শূদ্র নারী। 'শূদ্রানীর গর্ভে মহাবীর্যবান কুমার মহাপদ্ম নন্দির জন্ম হইবে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শূদ্রান্ন। 'সু বি শূদ্রের তৈরি অন্ন। 'ভাঁহারদের অন্নভোজনে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন ভোজনের গাপ হউক।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৩।

শূদ্রামি বি ইতস্তত। 'শূদ্র প্রেমের শূদ্রামি ছাড়।' নন্দকল, ১৯২৪।

শূন। 'সু শূনা বি শূনা। 'পেখমি দহদিহ সকই শূন।' চর্যা ৩৫, ১২০০।

শূন বিণ শূনা; বাগি। শূনশৌল বি শূনা গোয়াল। 'ঐ যে কথায় বলে, দুষ্ট গুরু থাকাক্ষেয়ে শূনশৌল ভাল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

শূনো বিণ শূনা; বাগি। 'শূনো বাড়িওলো রয়েছে দাঁড়িয়ে।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

শূনো মুকু বি নির্জন মরুভূমি। 'উদাস-দুঃখিত দিকে চাহে সব যেন শূনো মুকু।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

শূন্য। 'সু ১ বি-১০। 'শূন্য কি শোনা। শূন্য কি তনে। 'জ্ঞানার শূন্যিয়া কথা বলেন নন্দন।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'শূন্য কি তনে। 'অবুরির শূন্য শূন্য্য আশের নন্দন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শূন্য। 'সু ১ বিণ অন্তর্ভবহীন; বাগি। 'শূন্য ঘট শইয়া যায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ ফলহীন। 'শূন্য গাছে না চাহে মানব।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ জলহীন। 'শূন্য সেধি সন্ধ্যাবর যীর মহাবল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি আকাশ। 'একটা চিত্র পঙ্কি তিরেতে বিকিৎ হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল।' রামরায়, ১৮০১: 'কুসুম শূন্য হইতে মুখ কিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বিণ অনন্তিকৃতসূচক সংখ্যা: ০। 'আমার বয়সক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২: 'প্রশ্রিয় = শয্য, প্রশ্রিয় + প্রার্থনা = শয্য, অতএব প্রার্থনা = ০ শূন্য।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৬ বিণ বিহীন। 'পক্ষপাত ও হিংসা যেথ ও মাৎসর্য্যপূর্ণ।' দর্পণ, ১৮৩৯। ৭ বিণ অস্তিত্বহীন। 'ভালাবাসাকে আগাশোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৮ বিণ প্রেমবিহীন। 'প্রেম ভগ্নিয়া লহো শূন্য জীবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৯ বিণ প্রবহীন। 'এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবকতা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১০ বি নির্জন। 'শূন্য যখন গভীরীর তীর।' সত্যভূত, ১৯১২। ১১ বি অনন্তিকৃত। 'তোমার শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ১২ বি শূন্যতা। 'বস্ত্রবিধ কল্যাহারী, শূন্য সনাতন।' সূর্য্যভূত, ১৯৩৩। ১৩ বিণ প্রবাহহীন। 'শূন্য হাওয়া চতুর্দিকে।' হাফমুদ, ১৯৬৩।

শূন্যকথা। 'সু বি অসার কথা; অন্তঃসারহীন কথা। 'তুমি সর্বপ্রায়, এ কি শুধু শূন্যকথা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শূন্যকার। 'সু বি ফাঁকা জায়গা। 'আকাশ পৃথিবী মধ্যে যথ শূন্যকার।' সুলতান, ১৭০০।

শূন্যকুণ্ড। 'সু বি শূন্য কলস। 'বৌটা বোধ হয় শূন্যকুণ্ড।' রবীন্দ্র,

১৯১০।

শূন্যকেন্দ্র [স] বিপ লক্ষ্যহীন। 'ঘূর্ণির মতো শূন্যকেন্দ্র জনতা বিরাজে।' সুশীল, ১৯২৮।

শূন্যক্ষণ [স] বি রিক্ত-মুহূর্ত। 'শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই শীতের বনে এলে-যে সেই শূন্যক্ষণে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

শূন্যক্ষরা বি নদীবিশেষ। 'শূন্যক্ষরা নীরে বিড়িঘিট জিজ্ঞাসার বক্তৃতাশ্রমক।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

শূন্যগতি [স] বিপ আকাশচায়ী। 'উল্লুহ উপরে ভর শূন্যগতি নিরন্তর।' মনিকরাম, ১৭৮১।

শূন্যগর্ত [স] বিপ ভিতরে কিছু নেই এমন। 'এ সমস্ত সহজেই অসার যন্ত্র পরিশূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্যগর্ত।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

শূন্যগর্ততা [স] ১ বি অসারতা। 'ইউরোপীয় মেটেরিয়ালিজমের শূন্যগর্ততা প্রমাণ করা তেমন কঠিন নয়।' প্রমথ, ১৯২৭। ২ বি অন্তঃসারশূন্যতা। 'তথাকথিত নায়ক-নায়িকাদের শূন্যগর্ততা উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত ...।' শিব, ১৯৬০।

শূন্যগ্রহ [স] বি জনহীন ঘর। 'শূন্যগ্রহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শূন্যঘর [স] শূন্য+ঘর বি ফাঁকা ঘর। 'ভরা বাদলে ভদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শূন্যতর [স] বিপ আরও ফাঁকা। 'শূন্য গ্রহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শূন্যতলা [স] বি আকাশ। 'ওই অবরিত শূন্যতলপথে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শূন্যতলপথ [স] বি আকাশ। 'মনে হয়, যেন কোন অবরিত শূন্যতলপথে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শূন্যতা [স] ১ বি না-ধাকা। 'বাহীনতা-শূন্যতা জন্মাদিগের মাতৃভাষা বসন্তায়ার উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি নিঃস্বভা। 'আপন শূন্যতা লয়ে জীবন বহিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বি অনন্ত শূন্যতা। 'মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি রিক্ততা। 'যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুতাকটিকা, বিপুল শূন্যতা এবং দক্ষ দান্যবৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি নিঃস্বভা। 'অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে মৌনবীণার তব্ব আমার জাগাও সুধারবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৬ বি একাকীতা। 'বিরহের সুনিবিড় শূন্যতা, শিরায় শিরায় মিড় দিত তীব্র টানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'ধীরে ধীরে, প্রতিবৎসরের শূন্যতা থেকে ...।' গুয়াগী, ১৯৪৮।

শূন্যতাবোধ [স] বি নাতিবোধ। 'মহাপ্রতিভাবান লেখক শূন্যতাবোধকেও হয়তো ... ব্যঙ্গনাম্য করে তুলতে পারেন।' শিব, ১৯৭৩।

শূন্যতাময় [স] বিপ নির্জন। 'সেই শতকক্ষ প্রকোষ্ঠময় প্রকটশূন্যতাময় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শূন্যতামূলক [স] বিপ রিক্ততাসূচক। 'যে বাহীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক বাহীনতায় মালুমকে পীড়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শূন্যতৃপ্ত [স] বিপ অগ্রহীন। 'শূন্যতৃপ্ত আমি আজি এ ঘোর সমরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

শূন্যদৃষ্টি [স] বি উদাস চাহনি। 'জাহাঙ্গীর শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাহার

মাতার পানে চাহিয়া ...।' নজরুল, ১৯০১।

শূন্যনিবিষ্ট [স] বিপ উদাস। 'তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শূন্যপট [স] বি শূন্য আকাশ। 'পূর্ববর শূন্যপটে/ প্রভাতের সূতিতলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শূন্যপথ [স] বি আকাশ। 'তখন প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি আতন।' মাইকেল, ১৮৬০।

শূন্যপাণি [স] ক্রিবিপ ঝালি হাতে। 'বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি।' মুহূদ, ১৬০০।

শূন্যপানে [স] শূন্য+> ক্রিবিপ আকাশের দিকে। 'কার পানে শূন্যপানে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শূন্যপার [স] বি মহাকাশ। 'দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো ...।' বিজুতি, ১৯৩১।

শূন্যপুর [স] বি শূন্য জগৎ। 'মেঘে কে জাগছ তুমি জাগো কে শূন্যপুরে।' শম্ভু, ১৯৫৫।

শূন্যপৃষ্ঠ [স] বি পিঠে কিছু নেই এমন। 'শূন্যপৃষ্ঠ কাঁদে দুঃদল, আকাশের পানে চাহে।' কলীম, ১৯৫১।

শূন্যবাদ [স] বি নাস্তিকতা। 'মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ এবং শঙ্কর ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

শূন্যবাসী [স] বি নাস্তিক। 'এ যুগের বহু ক্ষমতাবান সাহিত্যিক শূন্যবাসী।' শিব, ১৯৭৩।

শূন্য-ভরা বিপ শূন্যতায় পূর্ণ। 'শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শূন্যভাব [স] বি বিমর্ষ ভাব। 'এইরূপ অত্যন্ত শূন্যভাব দেখিয়া ভাবিনেন, বউ গিয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শূন্যভূমি [স] বি ফাঁকা মাঠ। 'তিনি কলকালের মধ্যে আপনার শূন্যভূমিতে বহু রত্নপূর্ণ পরম শোভাকর অটালিকা দৃষ্টি করাইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শূন্যমণ্ডল [স] বি আকাশ। 'অধিক দ্রুত গতিতে শূন্যমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

শূন্যমন [স] ১ বি ভাবনামুক্ত মন। 'ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি উদাসীনতা। 'অভীতের পরলোকে তাজি শূন্যমনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ বি উদাস মন। 'শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাধি।' নজরুল, ১৯৪১। ৪ বি হতাশ। 'ফিরে আসে আজ নিরাশ হাওয়ায় শূন্যমন।' কররূপ, ১৯৪৩।

শূন্যমনাঃ [স] বিপ হতাশ। 'শূন্যমনাঃ খেদে রতুনোয়; - বিতীৰ্ণ ষীঘ্র রণে।' মাইকেল, ১৮৬৩।

শূন্যময় [স] বিপ ফাঁকা। 'শয়ান লাগে শূন্যময়।' বাহরাম, ১৬৫০।

শূন্যমার্গ [স] বি আকাশপথ। 'ইহার শূন্যমার্গে বাহুসজ্জার শূন্য অতি উগ্রপ্রবেশে উঠিতেও কটবোধ করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শূন্যশয্যা [স] বি ঝালি বিছানা। 'শূন্য শয্যা মিথ্যা স্বপন' নজরুল, ১৯২৩।

শূন্য-শূন্য ঠেকা ক্রি ফাঁকা ফাঁকা মনে হওয়া। 'একদিনের জন্যে নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শূন্যস্থান [স] বি অনুপস্থিতি। 'মানসীর শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য।'

মানিক, ১৯৪০।

শূন্যহস্ত [স] বি খালি হাত। 'আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবশেষ রক্তসঞ্চালন হইয়াছে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শূন্য হাতে ক্রিবিধ খালি হাতে। 'শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে - ফিরি হে ঘারে ঘারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

শূন্য হৃদয় [স] বি প্রেমশূন্য হৃদয়। 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শূন্যাকার [স] ১ বি সম্পূর্ণ ফাঁকা। 'গোলকথাম হল শূন্যাকার।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি নিরাকার। 'যেন সকলেই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার।' মাইকেল, ১৮৫৯।

শূন্যাগার [স] বি ফাঁকা স্থান। 'প্রব্রিট হইয়া দেখিলেন শূন্যাগার জন মানব বীন।' রামায়ণ, ১৮০১।

শূন্যাচারী [স] বিগ শূন্যে বিচরণ করে এমন। 'পথ হুঁজে মরি কত।' শূন্যাচারীর মতো।' অন্নদা, ১৯২৭।

শূন্যাত্মকতা [স] বি শূন্যতা। 'তার শূন্যাত্মকতার ভয় চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শূন্যে উড়া ক্রি বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া। 'ভারতে যে যুক্তির উপর খেলাফৎ আন্দোলন চালাইয়াছিলাম সে মুক্তি শূন্যে উড়িয়া গেল।' ছোলতান, ১৯২৩।

শূন্যের সুররাশি বি উদাস করা সুরসকল। 'মহাশূন্যের পথে সে ভাসার শূন্যের সুররাশি।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

শূন্যোদার [স] বি খালিসেট। 'শূন্যোদরের প্রতিপক্ষ হিসেবে উত্তেজনার বোঝে যারা আসতে শুরু করেছিল।' হাসান, ১৯৬৭।

শূন্যোদ্যব [স] বিগ শূন্যে আবির্ভূত। 'শূন্যোদ্যব দেব, না দানব, আবার শূন্যে মেশে।' শ্রীশ্রী, ১৯০৮।

শূন্য, শূন্যার ও গুহার

শূন্য [স] ১ বি বীর। 'গুহার মউর ধাইতে বড় শূন্য।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সূর্য। 'অতি বড় কথক সঙ্গীয়ে মহা শূন্য।' আলগোল, ১৬৮০। ৩ বি বাঙালি হিন্দু পদবি বিশেষ। 'বিশ্বনাথ শূন্য।' সেবিত, ১৮৪০।

শূন্যত্ব [স] বি বীরত্ব। 'বোনাপাটির অধিতীয় শূন্যত্ব ভূমতলের সর্ববিশেষ বিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত আছে।' অক্ষয়, ১৮৯৯।

শূন্যবীর [স] বি বীর। 'আমরা শূন্যবীর পেটে ধরতে পারি।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

শূন্য [স] ১ বি ধারালো অগ্রভাগবিশিষ্ট কাঠ বা লোহার দণ্ড। 'বামকরে মহিষাসুরের ধরি চুল/সব্য করে বুকে তার আয়োগিল শূন্য।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ব্যাখ্যা। 'লোকের দন্তশূল ও শিড়গীড়া হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূন্য।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বি মুদ্রাক্ষের জন্য ব্যবহৃত লোহার চোখা দণ্ড। 'আমি তোমাকে শূন্যে যাওয়ার হুকুম দিলাম।' জঙ্গীম, ১৯৬৪।

শূন্যচক্রপাণি [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'স্বয়ং শূন্যচক্রপাণি বিরাজ করেন।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

শূন্যদণ্ড [স] বি শূন্যে চড়ার দণ্ড; হুত্বাদণ্ড। 'শূন্যদণ্ডই তাহার জীবনের সহচর।' মশাররফ, ১৮৮৫।

শূন্যধর [স] বি শূন্যধারণকারী। 'সাজে কত শূন্যধর।' ফয়জুরেহা, ১৮৭৬।

শূন্যপাণি [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'বিনি দোষে অবসাদ দিলে মারে দেব শূন্যপাণি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শূন্যরোপ [স] বি পাকস্থলীতে ঘাঘের ব্যাধিবিষে। 'শূন্যরোপ - চিকিৎসা নাই।' বক্তিম, ১৮৭৮।

শূন্যস্তম্ভ [স] বি স্থাপিত শূন্য। 'পরিশোধে বধ্যভূমিতে আনয়নপূর্বক, শূন্যস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শূলিনী [স] বি ত্রী হিন্দুদেবী দুর্গা। 'উমা কাত্যায়নী গৌরী রণমধ্যে দিগম্বরী সর্বাঙ্গী শূলিনী শৈলসুতা।' রূপায়ণ, ১৭৫০।

শূলী [স] বিগ হিন্দুদেবতা শিব। 'তা দেবিআ শূলী হেলা কুড়হলী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শূলধারী সৈন্যদল। 'চূর্ণ রথ অগাধ, নিষাদী, সাদী, শূলী, রথী।' মাইকেল, ১৮৬১।

শূল্যপত্র [স] বিগ শলাকা বিদ্ধ করে গোড়ানো। 'প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল - শূল্যপত্র মাংস।' মুক্তাবা, ১৯৬৬।

শূলনী [স শূল>] বি ব্যাধি। 'দাঁতের শূলনী হয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শূলাল বি শিয়াল। 'শূলাল সম ভেউ ভেউ করি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শূলালি [স শূলালী] বি ত্রী-শিয়াল। 'শূলালির রূপ দেবি আসে মহামাএ।' মালধার, ১৫০০।

শূলালিনী [স] বি ত্রী মাদি শিয়াল। 'ও হচ্ছে নীলবর্ণ শূলালিনী।' নজরুল, ১৯৩০।

শূলালি [স] বি ত্রী শিয়াল। 'সিংহ আপনার ক্রোড়পত শূলালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে।' গৌর, ১৮২২।

শূলিল [স] ১ বি লোহার বেড়ি। 'শূলিলদ্বারা উদ্ধিত।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি শিকল। 'মুর্খতার শূলিল।' জ্ঞানেশ্বর, ১৮৩৭।

শূলিল [স শূলিল] ১ বি শিকল। 'নূতন সেতু লৌহময় এবং শূলিল দ্বারা উদ্ধিত।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি বন্ধন। 'যে অমৃত ধর্মের শূলিলে বহুভাষাবি আমারদের মন বদ্ধ।' দর্পণ, ১৮৩১।

শূলিলা বি সূব্যবস্থা। 'তাহার শূলিলা ও ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমককার বোধ হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

শূলিলগত [স] বিগ শিকল দিয়ে বঁধা। 'তোমার শূলিলগত মাংসপিত্তে পদাঘাত হানি।' ফররুখ, ১৯৪৩।

শূলিলহিত্তি [স] বিগ শিকল ছিড়ছে এমন। 'কড় শূলিলহিত্তি উন্মাদের মতো পশুখনি সুন্দর বনের ভিতর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শূলিল-হেঁড়া বিগ নিয়ম ভঙ্গ করেছে এমন। 'কোথাকার এই শূলিল-হেঁড়া সূতি-ছাড়া এ ব্যাধি।' রবীন্দ্র, ১৯৮০।

শূলিলবদ্ধ [স] বি শিকলের বন্ধন। 'নিচল শূলিলবদ্ধ দূর, দূর, দূর।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শূলিল বন্ধন [স] বি শিকলের বঁধন। 'জেলের নানা রকম শূলিল বন্ধন (লিংক ফেটার্স, ক্রস ফেটার্স প্রভৃতি)।' নজরুল, ১৯২৬।

শূলিলমুক্ত [স] বিগ অব্যবহৃত। 'শূলিলমুক্ত ভালবাসা দৃষ্টি হৃদয়ের সেতুপথে পারাপার করতে পারে।' সুভাষ, ১৯৪০।

শূলিলা [স] ১ বি নিয়ম; বিধান। 'অনেককালে প্রাচীন তত্ত্ববেত্তা ... এমন ধীমানসে করিয়া গিয়াছেন যে এ সবোয়ের কোন শূলিলা নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি সূব্যবস্থা; সুবিদ্যাস। 'হোথা শূলিলা কই।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

শূলিলাগ্রি [স] বিগ নিয়মানুবর্তী। 'সংযমী ও শূলিলাগ্রি।' বিভূতি,

১৯৩১।

শৃঙ্খলাবদ্ধ [স] ১ **বিশ** শিকলে বন্দী। 'শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ ...'। **বক্তিম**, ১৮৬৪; 'বীরেন্দ্রসিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে আনীত করিল।' **বক্তিম**, ১৮৬৫; 'পদপ্রথা আদর্শগত যেকোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ...'। **বেশম**, ১৯৪৮। ২ **বিশ** সুবিন্যস্ত। 'একটা তৃপ্তাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

শৃঙ্খলিত [স] ১ **বিশ** বাঁধা হয়েছে এমন। 'সোকানদারেরা যখন খরিদারের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে ...'। **রবীন্দ্র**, ১৮৮৪। ২ **বিশ** বশীভূত। 'অন্যায় প্রতিকারের জন্য প্রাণ নিতে কুচিত হইব না তখন ইয়োজ্ঞ আপন পানবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫। ৩ **বিশ** বিন্যস্ত। 'আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে।' **জগদীশ**, ১৮৯৫। ৪ **বিশ** ধারাবাহিক। 'একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই।' **শরৎ**, ১৯১৭। ৫ **বিশ** নিগড়বদ্ধ। 'যাতি যদি শৃঙ্খলিত হয় সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩১।

শৃঙ্গ [স] ১ **বি** পর্বতের চূড়া। 'সুমেধ আশ্বক গড়ে/ তার শৃঙ্গে মোর মেড়ে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **বি** পতঙ্গ শিং দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'শৃঙ্গ ব্রেজ গোপবেশে শিরে শিখিপাখা।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। ৩ **বি** শিঙা; পতঙ্গ শিং। 'কেশভার কৈল ঝটা গলে শৃঙ্গনাদ।' **মুকুন্দ**, ১৬০০; 'নিজ শৃঙ্গে মৃগবর করিয়াছে ছায়া।' **বাহরাম**, ১৬৫০।

শৃঙ্গধর [স] **বি** পর্বত। 'পতিহীনা কণোগী যেমতি, তরুণ, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি।' **মাইকেল**, ১৮৬০।

শৃঙ্গধ্বনি [স] ১ **বি** শিঙায় ফু দিয়ে করা শব্দ। 'নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি/ ও মা! এ আবার কি?' **মাইকেল**, ১৮৭৪। ২ **বি** তেঁতুল গাছের শব্দ। 'মোটগাড়ি তারশব্দে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি করছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৯।

শৃঙ্গনাদ [স] **বি** শিঙায় ফুকারজনিত শব্দ। 'কেশভার কৈল ঝটা গলে শৃঙ্গনাদ।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

শৃঙ্গনাদিয়ায় [স] **বি** শিঙাবাদক দল। 'গুই জন, নাদিছে টৌসিকে শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিয়ায়।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

শৃঙ্গবর [স] **বি** পাহাড়। 'হেমকূট-হেমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

শৃঙ্গশোভিত [স] **বিশ** শিংযুক্ত। 'চিরক শৃঙ্গশোভিত মণ্ডকটি একবার সম্মলিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল।' **বনমূল**, ১৯৩৬।

শৃঙ্গহীন [স] **বিশ** শিং নেই এমন। 'শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ... পিতৃহারা বেশি গর্বিত।' **নজরুল**, ১৯২৭।

শৃঙ্গী [স] **বিশ** শিং আছে এমন প্রাণী। 'ছাগ, মেঘ, মৃগ, শৃঙ্গী বাবে প্রেমভরে।' **গঙ্গ**, ১৮৫৮।

শৃঙ্গার [স] ১ **বি** রতিক্রিয়া। 'বৎ কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **বি** সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শৃঙ্গার বীর করুণ অমৃত হাস্য ভ্রান্যক বীভৎস রৌপ্য শাস্তি রূপ নব রস।' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮২১।

শৃঙ্গারমুগ্ধ [স] **বি** রতিক্রিয়া। 'উন্মাদ শৃঙ্গারমুগ্ধে গণিকারা অনুকূল, মৃত'। **শক্তি**, ১৯৬১।

শৃঙ্গার-রস [স] **বি** আদরস। 'শৃঙ্গার-রস ছানি তারে চন্দ্রজ্যোত্স্না সানি/ জ্বলি বিধি নিরমিল তায়।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

শৃঙ্গা [স সজন] **ক্রি** সজন করা। **শৃঙ্গিল** **ক্রি** সৃষ্টি করলো। 'বিধিএ

শৃঙ্গিল কৈন্যা কৌরব নাশেরে।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

শেউ **বি** একধরকার সুমিষ্ট ফলের নাম। 'ঝরে রসধারা নারসি শেউ/ আপেল আড়র চুয়ে।' **নজরুল**, ১৯৪১।

শেওড়া **বি** জংলা গাছবিশেষ। 'শেওড়া গাছ।' **নজরুল**, ১৯২৭।

শেওলা [স শৈবালা] **বি** জলজ তৃণবিশেষ। 'তাদের শাখায় জটার মতো ফুলে পড়েছে শেওলা যত।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩।

শেওলাটাকা **বিশ** শ্যাওলা ঘরা আবৃত। 'শেওলাটাকা পিছল কালো পাখরটাতে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৫।

শেওলাপড়া **বিশ** শৈবালপূর্ণ। 'ঘরের পেছনে শেওলাপড়া ছায়াছয়ে পুকুর।' **ওয়ালী**, ১৯৬৪।

শেওলা-পিছল **বিশ** শ্যাওলায় পিছলি হয়ে আছে এমন। 'শেওলা-পিছল পৈঠা বেয়ে।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৬।

শেওলা [স শৈবালা] **বি** শ্যাওলা। 'কেমন তাহার গভীর গভীর উপরে শেওলা দল।' **চট্ট**, ১৫৫০।

শেহালা **বি** শেওলা। 'সোঁতের শেহালা ভেসে চলে যাই।' **জসীম**, ১৯৩০।

শেহালা **বি** শেওলা। 'তকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী গাহে না গান।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯০৮।

শেহোলা **বি** শ্যাওলা; শৈবাল। 'আলোর তুফানে ভাসাও জীর্ণ শেহোলা কুজখটিকা।' **করকর**, ১৯৪৩।

শেকল [স শৃঙ্খল] **বি** দরজা বন্ধ করার শিকল। 'ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে দ্যান।' **শিবরাম**, ১৯৫০।

শেকহ্যাও [হি] **বি** করমর্দন। 'সেভিনের সঙ্গে শেকহ্যাও করতে গেলে ...'। **রবীন্দ্র**, ১৮৮০।

শেকায়েত, **শেকায়া** [আ] **বি** অভিযোগ। 'করছে তবু এই শেকায়া-নইকো ইমানদার।' **মাহেনত**, ১৯৪৯; 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ পুস্তকের পাঠক শেকায়েত করিয়া থাকেন।' **আজাদ**, ১৯৬০।

শেখ [আ শায়খ] **বি** বাঙালি মুসলমান বংশনামবিশেষ। 'শেখ মোহাম্মদ কৃত পুঁথি পদ্মাবতী।' **আলাওল**, ১৬৮০।

শেখর [স] ১ **বিশ** শ্রেষ্ঠ। 'নাগর শেখর/ নান্দের সুন্দর।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **বি** শিরোভূষণ। 'না যায় নিকটে তার বিকট শেখর।' **মাইকেল**, ১৮৬০।

শেজ [স শয্যা] ১ **বি** শয্যা। 'শেজ বিছাইলুঁ।' **ফিট্রি**, ১৬০০। ২ **বি** বাতি। 'দিয়াশালাই ধরাইয়া বিনর তেলের শেজ জ্বালাইল।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

শেজি [স শয্যা] **বি** শয্যা। 'ছুটিল শেজি পাড়াপাড়ি।' **ভারত**, ১৭৬০।

শেজাক [স শয়কী] **বি** সজার। **মানোএল**, ১৭৪৩।

শেঠ [স শ্রেষ্ঠ] ১ **বি** হিন্দু বংশনামবিশেষ। 'অট্টালিকামধ্যে বরুণচন্দ্র জগৎ শেঠ এবং মাহতাবচন্দ্র ...'। **বক্তিম**, ১৮৭৪। ২ **বি** বসিক। 'কিরে যায় রাজা কিরে যায় শেঠ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৯।

শেঠজি **বি** সওদাগর; টাকা ধার দেওয়ার প্রধান অব্যাহতি ব্যবসায়ী। 'দেবো শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৭।

শেঠিয়া [স শ্রেষ্ঠী] **বি** শেঠ। 'ইহারাই ... পক্ষিমে শ্রেষ্ঠী বা শেঠিয়া।' **শেঠিয়া**

বসমর্দন, ১৮৭২।

শেড [হি] ১ বি ঢাকনি। 'নীল শেড দেওয়া সুন্দর একটি টেবিল ল্যাম্প।' *যানিক*, ১৯৩৬। ২ বি আবহায়া ভাব। 'পাল দুটি লাল টকটকে ... তাতে এমন একটা শেড রয়েছে যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা রক্ত দিয়ে তৈরি নয়।' *মুক্তভাষা*, ১৯৬০। ৩ বি ছাউনি। 'বিরিট এক শেডের তলায় ...।' *শিবরাম*, ১৯৭০; 'এখনো তো আমতলা, মোহন তিনের শেড, ক্রাসরুম ...।' *শামসুর*, ১৯৭২।

শেড [স খেড] বিশ সদা। 'শেড চামর সম কেশে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শেডখানা [আ সিহত+ফা বানহ] বি শৌচাগার। ওর্গা, ১৭৮৫; 'হালখাখোরো শেডখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে না।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শেডল [স শীতল] বি হিন্দুমতে গৃহস্থের মসল কামনায় প্রদত্ত দেবতার সাক্ষা ভোগ। 'মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন, শ্যাঙউইটের তেতল বান।' *হুতাম*, ১৮৬১।

শেডলপাটি বি ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুরবিশেষ। 'জুরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেডলপাটির ফুলের পেটানি মুখস্থ করে।' *মুক্তভাষা*, ১৯৫২।

শেডলা [স শীতলা] বি হিন্দুমতে বসন্তরোগের সৌম্য। 'মা শেডলার কৃপা হবার হলে হবেই।' *যানিক*, ১৯৩৬।

শেখলা [স শৈবাল] বি একপ্রকার সূত্র জলজ তৃণ; শৈবাল। 'শেখলা-পড়া ইটের চিহিটার উপরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

শেখলাপূর্বক [স বেজাপূর্বক] বি নিজের ইচ্ছায়। 'শেখলাপূর্বক যে আদালত নমক দেওয়ার কারণ ঠীকা মকর করিয়াছেন।' *কালগে*, ১৭৮৯।

শেখালি, শেখালী [স] ১ বি শিউলি ফুলের গাছ। 'সুখক নিবাস নিকুঞ্জ ফুটায় তুলে শেখালি কামিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭; 'ওই শেখালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহাবিহবী কি যে গায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬। ২ বি শিউলী ফুল। 'আমাদের নতুন গাছে অনেক শেখালী ফুলেই।' *নরেন্দ্র*, ১৯৫২।

শেখালিকা [স] ১ বি শিউলি ফুল। 'সেই স্পর্শে যুথী, জাতি, মন্ত্রিকা, শেখালিকা, কামিনী, গোলাপ, সৈঁউতি – সব ফুলের দ্বাণ পাইলাম।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫; 'সকল বন আকুল করে অস্ত শেখালিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ বিগ ঠী শেখালি ফুলের মতো। 'শেখালিকা বলিকা তাই হেসে কুটিকুটি।' *অম্বিনী*, ১৯২০।

শেখালিগাছ বি শিউলি ফুলের গাছবিশেষ। 'শেখালিগাছের সারি রহিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

শেহলী [স শেখালী] বি শিউলি ফুল। 'শেহলী গীয়াসী দোবা পারুল রনন।' *ভারত*, ১৭৬০।

শেহুজাতি বি আফ্রিকার জাতিবিশেষ। 'জঙ্গলের মধ্যে শেহুজাতির এক গ্রামে।' *বিকৃতি*, ১৯৩৭।

শেব বি আপেলের মতো সুমিষ্ট ফল। 'নারসি-শেব-বোতানে।' *নজরুল*, ১৯২৮।

শেবতী [স সেকতী] বি সৈঁউতি। 'শেবতী কনক সুখী সুখী কনক কেতকী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

শেবা [স সেবা] বি সেবা। 'আর পিতা মাতার সেবা ও ভরন পোশন ...।' *চিঠিপত্র*, ১৭৯৩।

শেড [হি] বি দাড়ি কামানোর কাজ। 'কে কাহার কথা শোনে, ওরা করে 'শেড'।' *নজরুল*, ১৯২৯।

শেভিং [হি] বি কামানো। 'শেভিং মানে তো কামানো।' *শিবরাম*, ১৯৪০।

শেভিং ক্রিম [হি] বি দাড়ি কামানোর উপাদানবিশেষ। 'তাকের ওপর ... শ্যাম্পু, শেভিং ক্রিম।' *ইন্ডিয়ান*, ১৯৭২।

শেভিং রেজার [হি] বি দাড়ি কামানোর উপকরণবিশেষ। 'ব্যাঙ্গের ভিতর কাপড়চোপড়, টুথব্রাশ, শেভিং রেজার।' *ইন্ডিয়ান*, ১৯৭২।

শেভিংস্টিক [হি] বি দাড়ি কামানোর জন্যে ব্যবহৃত ফেনা উৎপাদক লাঠি সন্মুখ সাবান। 'শেভিংস্টিক ও ব্রাস অনেকখানি রাস্তা হাট্টা ডাবিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিল।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

শেমিজ [হি] বি স্বীকোলের রামিকালীন লম্বা ও টিলা জামা অথবা অন্তরী। 'ইরাজলনাসের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট ব্যবহার করেন না)।' *রোকেয়া*, ১৯০৪; 'তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

শেমুখী [হি] বি বুদ্ধি। 'ব্রাহ্মণীর শেমুখী সাতিলয় প্রবরা।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

শেয়াকুল [স শ্যালাকোলি] বি কুলজাতীয় কাঁটাযুক্ত বন্য গাছ। 'সকল বৃক্ষ শেয়াকুলকে কহিলেক, তুমি আমাদিগের রাজা হও।' *তারিণী*, ১৮০৩।

শেয়ান [স সজ্জান] বি ধূর্ত ব্যক্তি। 'শোবর-গাদা মাথায় ভোদের কাঁঠাল ভেঙে খায়শেয়ান।' *নজরুল*, ১৯২৪।

শেয়ানী ১ বিশ চালাক। 'দুজনাই বেশ শেয়ানী।' *মনসুর*, ১৯৪৫। ২ বিশ প্রাণবশ্যক। 'মেয়ে শেয়ান হয়ে গেলে বাপ-ভাই কারো সামনেই যাওয়া উচিত নয়।' *মাল্লান*, ১৯৬৮।

শেয়ার [হি] বি অংশীদারিত্ব। 'শেয়ার করিয়া দোকান খুলিতেই হবে।' *রতনাল*, ১৯২৫।

শেয়ার বাজার [হি শেয়ার+ফা বাজার] বি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারবিশেষ। 'শেয়ার-কোম্পানির বাজারে যে কিরূপ সর্বনেশে মিথ্যা বানানো হয় তা থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

শেয়ার মার্কেট [হি] বি শেয়ার বাজার। 'শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

শেয়াল প্র শিয়াল

শেয়ালকাঁটা বি বুনা লতাগাছ বিশেষ; শিয়ালকুল। 'বইটি শেয়ালকাঁটা আমার ও দেহ ভালোবাসে।' *জীবন*, ১৯৩২।

শেয়ালকুল বি বন্য কাঁটাগাছবিশেষ। 'শেয়ালকুলের কাঁটায় জামা ছিড়ে ছিড়ে মরণ প্রতিজ্ঞার কপে উঠল।' *হাসান*, ১৯৩০।

শেয়ালী প্র শেতলা

শের [ফা] বি বাঘ; সিংহ। 'চকু পাকাইয়া চায় পীজিয়ায় পোষা কত শের।' *রায়হানাদ*, ১৭৮০।

শের-নর [ফা শের+নর] বি পুরুষসিংহ। 'শের-নর ইহাডায়।' *নজরুল*, ১৯২২।

শের-ববর [ফা শের-ববর] বি সিংহ। 'আসি শের-ববকরে লাখি মারে ছি ছি হাতি চড়ে হাতি।' *নজরুল*, ১৯২২।

শের' [প্রা সেয়া] বি গুজনের এককবিশেষ; সের। 'বিশিষ্ট শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

শেরওয়ানি, শেরওয়ানী [হি] বি কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'গীল-ই বুলদ, শেরওয়ানি, চোগা।' *নজরুল*, ১৯২৮; 'শেরওয়ানী,

কোর্তা, সার্ট ও বোর্খার নেকাবকে ... '। মাহেনও, ১৯৪৯।

সেরোয়ানি বি কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা। 'সেরোয়ানি পরা একজন নামকরা রাজনীতিবিদ।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

শেরী, ক্রোয়ী [হি] বি এক প্রকার মদ। 'বাংলায় বিয়ার কি শেরি কি পোর্ট কি স্ট্রেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নামও সহ্য করেন না ... '। গ্যারী, ১৮৫৯; 'শেরীর সঙ্গে তুলনা দে।' প্রথম, ১৯১৮।

শেরেক [আ শিরুক] বি ইসলামি মতে একমাত্র সূতিকর্তার অন্য কোনো অংশ আছে বলে মনে করা। 'শেরেক, বেনাত, পীর গুজা ... প্রবর্তিত হইয়াছে।' দর্শন, ১৯২০; 'শেরেক বোদা' করা ভাল নয়।' রোকোয়া, ১৯৩০।

শেরেকী বি ইসলামি মতে একমাত্র সূতিকর্তার কোনো অংশীদারিত্ব স্বীকার করা। 'শেরেকী পাগ যারে বলে এ দীন দুনিয়ায়।' লালন, ১৮৯০।

শের্ক বি ইসলামি মতে একমাত্র সূতিকর্তার অন্য কোনো অংশ আছে বলে মনে করা। 'মোসলমানের পক্ষে ঘোর নিষিদ্ধ এবং শের্কমূলক।' দর্শন, ১৯২৮।

শের্কমূলক [আ শিরুক+স মূলক] বিগ শেরেক করা হয় এমন। 'মোসলমানের পক্ষে ঘোর নিষিদ্ধ এবং শের্কমূলক।' দর্শন, ১৯২৮।

শেরেবকর [ফা শের-বর] বি পত্তরাজ; সিংহ। 'এদের প্রত্যেকে যেন এক-একটা 'শেরেবকর'। নজরুল, ১৯২২।

শেরেশ [ফা সিরীশ] বি শিরিল আটা। মানোএল, ১৯৪৩।

শেরেস্তা [ফা সরিশতাহ] বি দস্তর। 'মুহুরির শেরেস্তায় গিয়া শানের মধ্যে পা তুলাইয়া বসিলেন।' মনসুর, ১৯৫৩।

শেল [স শল্য] ১ বি আঘাত। 'বুকে ঝেড়েছে শ্যামের শেল-দীর্ঘ হেল পার।' চরী, ১৫৭০। ২ বি শূল। 'শ্রোতের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি যুদ্ধাবিসেস। 'যাতের জুতির শেল তার নাই সীমা।' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি কট। 'শেল মেরে শেল বুকে নিও না।' গিরিশ, ১৮৯৬।

শেলতীব্রতা [শেল+স তীব্রতা] বি শেলের মতো প্রচণ্ডতা। 'নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই।' জীবন, ১৯৪২।

শেলদণ্ড [শেল+স দণ্ড] বি শুলের মতো দণ্ড। 'শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোঘালদের জয়পতাকা উড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শেলাঘাত [শেল+স আঘাত] বি শেলের আঘাত। 'শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে লভিবেন পরিদ্রাঘ বাসব সুমতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

শেলখানা [স শল্য+ফা খানা] বি অস্ত্র রাখার ঘর। 'বিমলা অতি দ্রুত বেগে দুর্গের শেলখানায় গেলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

শেলক [হি] বি তাক। 'শেলকের উপর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শেলকওয়লা [হি শেলফ+হি ওয়লা] বিগ তাকবিশিষ্ট। 'শেলফওয়লা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শেলাই বি সেলাই। 'এখন কিছু শেলাইর কায় শিখিলে আরও গুণ বাড়ে।' গৌর, ১৮২২। ৫ সেলাই

শেলাই করা ক্রি সেলাই করার পদ্ধতি। 'হেঁড়া মোজা শেলাই করার এল যুগান্তর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

শেলাই-কল বি কাপড় সেলাইয়ের মেশিন। 'শেলাই-কলের কাছে ছোটো টুলে রয়েছে বসিয়া।' বুদ্ধ, ১৯৩৭।

শেলাই ব্যবসা বি সেলাই করার কাজ। 'শেলাই ব্যবসা ধরলেও মেরের দলিলী উপাধি পাবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শেলাইয়ের কল বি সেলাই করা হয় যে কল দিয়ে। 'শেলাইয়ের কলে বেশ পাঠারকম সেলাই করে ঘুড়িয়ে দেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শেলামি [আ সলাম] বি সেলাম। 'শেলাম বহুতঃ।' ডেরলি, ১৭৮০; 'ভাট সেলাম করিয়া বলিল জাঁহাপনা।' রামরায়, ১৮০১।

শেলামি [আ সলাম-২] বি মাস্তুল। 'শেলামি দিয়া তিনি পালকীতে সোয়ার হন।' কেরি, ১৮০২।

শেলুয়া [স শ্রোয়া] বি শ্রোয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

শেলেট ই ক্রেট বি লেখার কাজে ব্যবহৃত পাথরের ফলকবিশেষ। 'দোয়াত কলম, বই, শেলেট রামপাল দিয়ে এল।' অবন, ১৯২৭।

শেঙ্ক [হি] বি বই ইত্যাদি রাখার তাক। 'বইয়ের শেঙ্কটা দেখছিলাম।' জীবন, ১৯৩০।

শেষ [স] ১ বিগ বিদগত। 'কাহাফি লাসি ভৈল পাঙ্কর শেষ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিগ আশে। 'ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি অস্ত। 'শেষখণ্ড কথা ভাই তন এক চিত্তে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি পরবর্তী সময়। 'শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি অবসান। 'রামা অভিমাত্রী শেষ নিশীথিনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৬ বি শেষপর্যায়। 'বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে।' মদনিকরাম, ১৭৮১। ৭ বি সময়সীমা। 'ভাষার শক এই কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকা পর্যন্ত থাকিবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৮ বি ফলাফল। 'সাহেবের নিষ্ঠুর চালান করিয়াছে শেষ জানা যায় নাই।' দর্শন, ১৮২৩। ৯ বি চূড়ান্তরূপ। 'করি করেন অধ্যর্থের শেষ।' ভবানী, ১৮২৫। ১০ বিগ সর্বসাম্প্রতিক। 'ইঙ্গলেও হইতে শেষ সত্য্য পাইয়াছে।' দর্শন, ১৮৩৭। ১১ বিগ প্রান্ত। 'যে ভূমি সমুদ্রের অধিক পূর্ব পর্যন্ত স্থাপিত আছে তাহার শেষ ভাগকে অন্তরীম কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১। ১২ বি সমাপ্ত। 'সীতের সঙ্গার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ১৩ বি আপাতদৃষ্টিতে শেষ। 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ১৪ বিগ সম্পূর্ণ। 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শেষকড়া বি শেষ কর্পক। 'সুখব এই স্থাপ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া-পর্যন্ত দেউলে হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শেষকলা [স] বি শেষ তথি: ঘোলা কলা। 'সৌভাগ্যশলী কৃষ্ণকন্দে শেষকলার অমিয়া ঢেঁকিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শেষকাটাল বি শেষ সময়। 'ওস্তাদের মার শেষকাটালে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

শেষকার [স] বিগ চূড়ান্ত। 'শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে।' সুভাষ, ১৯৪০।

শেষকাল [স] ১ বি অবশেষ। 'তোমামূল্য যাহা শেষকালে ঢোল রাজাতুক হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি অন্তিমকাল। 'সুখ ছেড়ে সোয়তি ভাল শেষকালে পড়াবা।' লালন, ১৮৯০।

শেষ কিনারা [স শেষ+ফা কিনারাহ] বি শেষ সীমা; অন্তিম অবস্থা। 'পরাদেশের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিল।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

শেষ গান বি সবশেষে গাওয়া অথবা শোনা গান। 'পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শেষ গোল্ড [স শেষ+আ গোল্ড] বি মৃত মানুষকে শেষ বারের মতো

জ্ঞান করানো। 'আজমকে শেষ গোছল দিল বাহ আরবের হাজ্জিগণ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শেষ ঘাট বি সর্বশেষ পারাপারের ঘাট। 'আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শেষটায় ক্রিবিধ শেষ পর্যন্ত। 'গাপড়ি দিয়ে মোড়া হলো সে পথ আমদের পৌছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'শেষটায় এমন ভাব দেখান যে ...' মূলতব, ১৯৪৯।

শেষতম [স] বিণ সর্বশেষ। 'যখন নিত্য সুখিল কেহ আসিতোছে না তখন আশার শেষতম সীমাতম ভগ্নাংশটুকু ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'দূরবস্থার শেষতম ত্তরে ইহার আশিয়া পড়িয়াছে।' নজরুল, ১৯৩১।

শেষতল [স] বি সর্বনিম্ন ত্তর। 'নৈরাস্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শেষ পারানি বি সবশেষের পার হওয়া। 'কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

শেষ পূরন্ [স] বি শেষ অংশ পূরণ। 'একটা কবিতার শেষ পূরন্ করেছি।' অতিথ্য, ১৯৫০।

শেষ-ফসল [স শেষ+আ ফসল] বি চূড়ান্ত ফল। 'সায়লের শেষ-ফসল পর্যন্ত তারা পায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শেষ-বসন [স] বি মুসলমানদের মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড়। 'কোন গ্রামে মাঝরা তোমার মৃতদেহে শেষ-বসন (কাফন) পরাইয়া মৃত্যিকায় প্রোথিত করিবেন?' মশাররফ, ১৮৮৫।

শেষবেলাকার বিণ শেষ সময়ের। 'শেষবেলাকার পরিচয় বলে নিলেম স্বীকার করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শেষভাগ বি সমাপ্তি অংশ। 'এই অধ্যায়েরই শেষভাগে উল্লেখ আছে।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

শেষযুগ [স] বি শেষ জীবন। 'এমনকি তাঁর শেষযুগের কবিতাও অমিকাংশ ক্ষেত্রে আতিক্রান্তিত।' শিব, ১৯৫০।

শেষ রক্ষা [স] বি সর্বশেষ অধিক সাফল্যে পারা। 'তুই না হলে যে শেষ রক্ষা হয় না।' উমেশ, ১৮৫৭।

শেষরক্ষে বি শেষরক্ষা; শেষ পর্যন্ত উত্তরে যাওয়া। 'শেষরক্ষে কিন্তু হবে না।' তারা, ১৯৪২।

শেষরাত্রি [স শেষরাত্রি বি রাতের শেষভাগ। 'আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে।' বিভূতি, ১৯৩১।

শেষ শয্যা [স] বি মৃত্যু শয্যা। 'শোয়ায়ে দিয়ে শেষ শয্যার পরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

শেষ সত্য [স] বি চূড়ান্ত বাস্তবতা। 'এই পৃথিবীর বর্ণ রক্ত সম্ফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।' জীবন, ১৯৪২।

শেষ সীমা [স] ১ বি অন্তিম কাল। 'তোমার কুরাতের এই শেষ সীমা।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বি প্রান্তসীমা। 'আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা পেটলমাকে এখান থেকে ফিরতে হবে।' প্রথম, ১৯০৫।

শেষ সীমায় তলানো ক্রি নিরশ্বল হওয়া। 'আমরা ... শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শেষাংশ [স] বি শেষ পর্ব; শেষপর্যায়। '১৮৩০ সালের শেষাংশে অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিলাবের পোষকতা করিল।' অক্ষয়, ১৮৪২।

শেষাংশ [স] বিণ সব শেষে আসা; সর্বশেষ। 'ইক্সলও হইতে শেষাংশত সম্বাদের দ্বারা অবগত হওয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩১।

শেষামৃত [স] বি তলানির সুধারস। 'তাঁর কারি শেষামৃত কিছু মোরে দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শেষার্থ, শেষার্জ [স] বি শেষের অংশ। 'এই নিয়মের শেষার্জ সংস্থাপনপক্ষে ৩-৪টি বিষয় বিবেচনা করা কর্তব্য।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শেষাংশে [স শেষ+] ক্রিবিধ শেষ দিকে। 'ফানুন মাসের শেষাংশেই অপরাহ্নে ... সে আর আসিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শেষে ক্রিবিধ পরিশেষে। 'ভক্ত শেষে সুগৃহি হিটএ বহুতর।' আলোড়ন, ১৮৮০।

শেষের খোয়া বি মৃত্যুর খোয়া। 'যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খোয়া বেয়ে।' নজরুল, ১৯২৩।

শেষের গান বি সবশেষে গাওয়া গান। 'তোমার শেষের গানের রেণ নিয়ে কোন চলে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

শেষোক্ত [স] ১ বিণ শেষে উল্লিখিত। 'শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করিলাম।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি শেষ উক্তি। 'শেষোক্তের সহিত পূর্বোক্তের কোনও দেশেই সম্পর্ক মিল দেখা যায় না।' প্রথম, ১৯২০।

শেহলা, শেহালা, শেহোলা হ্র শেহোলা

শেহলা হ্র শেহালা

শেহা [ক্য দ্বিগাহা] বি দৈনিক আয়বায়ের হিসাব লেখার কাগজ। 'করচা, বাকি, জায়, শেহা, রোকুড়।' বক্তিম, ১৭৭৮।

শৈক্ষিক [স] বিণ শিক্ষা-সংক্রান্ত। 'অর্থনৈতিক ও শৈক্ষিক আজাদীর আগমন ধনি।' আজাদ, ১৯৪৫।

শৈত্য [স] বি শীতলতা। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দা গ্রিবিধ পবন।' রামতসাদ, ১৭৮০।

শৈত্যব্রবাহ [স] বি হিমেল হাওয়া। 'দুসহ সেই শৈত্যব্রবাহ বয়ে যেতে লাগল।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

শৈত্যসংহত [স] বিণ বরফের আকার ধারণ করে এমন। 'জল শৈত্যসংহত হইয়া শিলাপট্টব কঠিনতা ধারণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শৈত্যাবেষী [স] বিণ ঠান্ডা আবহাওয়া অবেষী। 'শৈত্যাবেষী ইংরেজগণ মারীতে তাদের বদেশের আবহাওয়ার সন্ধান পেল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শৈথিল্য [স] ১ বি অলস। 'ধনি লোকেরদের সাহায্যেরও শৈথিল্য নেই।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বি অমনোযোগিতা। 'সকল উত্তম বিষয়ে শৈথিল্য আত্মদিশের এদেশস্থ লোকের এক অসাধারণ গুণ।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৩ বি সম্প্রসারণ। 'তাহারা তাহার শৈথিল্য ও সঙ্কোচ দ্বারা বেচ্ছাদন করে জল মধ্যে উর্দ্ধ বা অধঃ সম্বরণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শৈথিল্যজনক [স] ক্রিবিধ অলসতার কারণে। 'উচ্ছতা শরীরের শৈথিল্যজনক।' বক্তিম, ১৮৭৯।

শৈব [স] বি শিবের ভক্ত বা উপাসক। 'একান্ত হইয়া সে/বৈ শৈব শাক্ত বৈষ্ণব অবধি।' যাদবিকরাম, ১৭৮১।

শৈবধর্ম, শৈবধর্ম [স] বি শিবের উপাসকের ধর্ম। 'কৃন্দ্যকবিভূষিত বিশাল শৈবধর্ম অদ্যপি বিরাজ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শৈব-বিবাহ [স] বি হিন্দু-বিবাহের ধরনবিশেষ বলে কথিত। 'শৈব-

বিবাহ? গোবামী-মত? সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

শৈবসম্প্রদায় [স] বি শিবের অনুসারী ধর্মীয় গোষ্ঠী। 'শৈবসম্প্রদায়ও সামান্য প্রবল ও তদপেক্ষায় অল্প প্রাচীনও নয়।' অক্ষর, ১৮৫০।

শৈবলিনী, শৈবলিনি [স] বি নদী। 'শৈবলিনী, বিরহ-বিধ্বা' মাইকেল, ১৮৬০; 'মৃদু কলহের তুমি ওহে শৈবলিনি।' মাইকেল, ১৮৬১।

শৈবাল [স] বি শেওলা; জলজ তৃণবিশেষ। 'পরম শোভাকর মনোহর পল্লবনের সহিত দুর্গন্ধময় ঘনীভূত শৈবালরাশির এ প্রকার সংযোগ ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৯।

শৈবালবিকীর্ণ [স] বিণ শ্যাওলাপূর্ণ। 'শৈবালবিকীর্ণ সুবিকীর্ণ জলরাঞ্জের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল সৌন্দর্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শৈবালবৃন্দ [স] বি জলজ তৃণাদি। 'বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর।' মাইকেল, ১৮৬০।

শৈবালরাশি বি শেওলায় দাম। 'পরম শোভাকর মনোহর পল্লবনের সহিত দুর্গন্ধময় ঘনীভূত শৈবালরাশির এ প্রকার সংযোগ ছিল ...' অক্ষর, ১৮৪৯।

শৈবাল-শম্বা [স] বি শেওলা দিয়ে তৈরি বিছানা। 'আমার শৈবাল-শম্বা' বর্ণ-সিংহাসন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শৈবালাজ্ঞ [স] বিণ শৈবালে আজ্ঞে। 'শৈবালাজ্ঞে কাদো পাথরতলার গা বাহিয়া ... ঝরিয়া পড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শৈবালিত [স] বিণ শেওলায় আজ্ঞিত। 'তাকে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ।' সূচীন্দ্র, ১৯৩৭।

শৈল [স] বি পর্বত। 'যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা শীলা/ বলদুর্গ-উল্টে স্থানে সব লিখি নিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শৈলকূলায় [স] বি পর্বতের উপরে অবস্থিত নীড়। 'নীড়ভূত তরুণ ঈশল পক্ষী যেমন স্বভাবতই ... শৈলকূলায়ের প্রাচীরে মনোমগ্ন হয় ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

শৈলগৃহ [স] বি পাহাড়ের আবাস। 'ইছামতী ... সমারোহে চলে এসে শৈলগৃহ হতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

শৈলগুপ্তিত [স] বিণ পর্বতগোপিত। 'কদাচ কোথাও শৈলগুপ্তিত, কদাচ কোথাও শস্যচিহ্নিত।' অন্নদা, ১৯২৯।

শৈলচূড়া [স] বি পাহাড়ের চূড়া। 'শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শৈলভট্ট [স] বি পাহাড়ের উপরিভাগের সমতল। 'শৈলভট্টের পায়ে 'পরে' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শৈলভল [স] বি পাহাড়ের নিম্নদেশ। 'সুদূর শৈলভলে সন্ধ্যাহারার ছন্দ বাজে বরনাদ্যায়ার জলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শৈলদলন [স] বি পাথরকে দলিত করে যায় এমন। 'তব লৌহগলন শৈলদলন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

শৈলনগরী [স] বি পার্বত্যনগর। 'আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিংয়ের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

শৈলবিহার [স] বি পর্বত-ভ্রমণ। 'মাহিমাগর পেনশন ... শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা গিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শৈলমালা [স] বি পাহাড়ের শ্রেণী। 'শৈলমালা তুলেছে নীল পাখা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শৈলমূল [স] বি পর্বতের পাদদেশ। 'নিত্য চন্দ্রালোকে,

ইন্দুনীলশৈলমূলে সুবর্ণসরোজফুল সরাবরকূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শৈলমেধা [স] বি পর্বতশ্রেণী। 'অনতিশীত সুদীর্ঘ নীল শৈলমেধা।' বিজুতি, ১৯৩১।

শৈলশিখর [স] বি পর্বতের চূড়া। '... নিকটস্থ শৈলশিখরে বায়ুস্রবের আশ্রয় সজ্জিত বেশে বহির্গত হইলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

শৈলশির [স] বি পর্বতচূড়া। 'দুর্গম শৈলশিরের গুরু ভ্রমার নই তো আমি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শৈলশৃঙ্গ [স] বি পর্বত চূড়া। 'দেবদাক - শৈলশৃঙ্গ যথা উচ্চতর।' মাইকেল, ১৮৬০।

শৈলশ্রেণী [স] বি পর্বতের সারি। 'নীলিম বাস্পের স্পর্শ লভি শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নছবি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শৈলসরোবর [স] বি পর্বতশ্রেণী। 'শৈলসরোবর সম্মুখে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শৈলসানু [স] বি পর্বতের উপস্থিত সমতলভূমি। 'নীল শৈলসানুয় ...' বিজুতি, ১৯৩১; 'শৈলসানুতে মাঠের সর্বত্র কুপসি গাছের ডাল।' বিজুতি, ১৯৩৮।

শৈলসূতা [স] বি ত্রী হিন্দুদের দীর্ঘ। 'উমা কাত্যারনী গৌরী রম্যমণে দিশম্বরী সবধী শূলিনী শৈলসূতা।' রূপরায়, ১৭৫০।

শৈলাক্ষর [স] বিণ পর্বতপ্রমাণ। 'চারি দিকে বাহু রাশি রাশি শৈলাক্ষর।' মাইকেল, ১৮৬০।

শৈলাভাবর্তী [স] বিণ পর্বতের মধ্যবর্তী। 'অন্ধকার শৈলাভাবর্তী নিতর প্রকট প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শৈলাবাস [স] বি শীতপ্রধান পাহাড়ী আবাসস্থল। 'মায়ী ... অন্যান্য বিখ্যাত শৈলাবাসগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শৈলারোহণ [স] বি পর্বতে আরোহণ। 'তাঁহার আকার-দর্শন এ বাক্য-শ্রবণে ভগ্নপ্রাণ হইয়া শৈলারোহণে নিবৃত্ত হইল।' অক্ষর, ১৮৪৯।

শৈলেশ্বর [স] বি (হিন্দুসেবতা) শিব। 'শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করণ।' বর্তিম, ১৮৬৫।

শৈলী [স] বি শিল্পকর্ম নির্যাসের কৌশল। 'যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

শৈলিক [স] বিণ শিল্পজ্ঞ। 'শিল্পকলাকে সম্মুখ মুন্যত্ব থেকে বতর করতে থাকলে জগৎ সে আপন শৈলিক আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শৈলশব্দ [স] বি ছেলেলো। 'ডল ডল দম্পতি শৈলশব্দ গেল।' বিদ্যাগতি ১৪৬০; 'শৈলশব্দ শয়ন রঙ্গ করিল শকুন্তল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শৈলশব্দ-উচ্ছ্বাস [স] বি শৈলশব্দের চঞ্চলতা। 'আকাশের মহাফেদ্রে, শৈলশব্দ-উচ্ছ্বাস বেগে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শৈলশব্দকাল [স] বি শিশুকাল। 'শৈলশব্দকাল হইতে জীবনের কত দিন সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্তে, কৃষ্ণশব্দের অর্ধচন্দ্রালোকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শৈলশব্দকালীন [স] বিণ বাল্যকালের। 'তাঁহার শৈলশব্দকালীন করুণা ও বদান্যতা ছিল প্রবাদতুলা।' অক্ষর, ১৮৫৪।

শৈলশব্দকুঁড়ি [স] শৈলশব্দকালি। 'বি অশ্রু ফুলের মুকুল। 'শৈলশব্দকুঁড়ি ছিড়িয়া বাহির/করি যৌবনমুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শৈশবক্রন্দন [স] বি আদিম কান্না। 'সত্তরখী শোনে নাকো পৃথিবীর শৈশবক্রন্দন।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

শৈশবখেলা [স] শৈশব+খেলা ক্রি ছেলেবোনের খেলাখুলা। 'বসিয়া ছায়াতে ভারি ভুলিয়া শৈশবখেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শৈশব-চাঞ্চল্য [স] বি শিশুসুলভ চঞ্চলতা। 'শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।' কুন্ডলাস, ১৫৮০।

শৈশবভারতাল্য [স] বি চটুপতা। 'তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবভারতাল্য।' বিভূতি, ১৯২৯।

শৈশবখীতি [স] বি শিশুকালের ভাপোবাস। 'শৈশবখীতিতে চলচল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শৈশববিধবা [স] বি স্ত্রী বাল্যকালেই বিধবা হয়েছেন যে। 'কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়হুকন্যা অশ্রিতভাবে থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শৈশবমহত্ত্ব [স] বি বাল্যকালের মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত। 'জনাব বাল্যের কথা; শৈশবমহত্ত্ব তব শিশু-হৃদয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শৈশব-সার্থী বিগ শিশুকালের সঙ্গী। 'আপনি আমার সেই ভুলে যাওয়া দিনের শৈশব-সার্থী।' নজরুল, ১৯৩১।

শৈশব-বল্লভ [স] বি শৈশবের বল্লভ। 'শৈশব-বল্লভের সেই নিচিদিপুর।' বিভূতি, ১৯৩১।

শৈশবাবস্থা [স] বি প্রাথমিক অবস্থা। 'বর্ণবিভাগ-প্রাণাঙ্গী শৈশবাবস্থায় কর্তৃগত ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৮।

শৈশবাত্যস্ত [স] বি বাল্যকাল থেকে অভ্যস্ত। 'বঁহার পাকিতা শৈশবাত্যস্ত গ্রহণত।' রক্ষিণ, ১৮৭৪।

শৌ [হি] বি সিলেমার প্রদর্শনী। 'প্রথম শোতে গিয়ে আর লাভ নেই।' জীবন, ১৯৩২।

শৌণ্ড [ধ্রুবা] বি তীব্র বায়ুপ্রবাহের ধ্বনি। 'গদা ঘোরে বৌও বনবন শৌণ্ড শনশন।' নজরুল, ১৯২২।

শৌর্য [ধ্রুবা] বি যুঁগিয়ে কৌশল শব্দ। 'তালের পাতারা কাঁদিয়া উঠিল শৌর্য শৌর্য করা বাসে।' কসীম, ১৯৩১।

শৌ-শৌ [ধ্রুবা] বি খোড়ো বাতাসের শব্দ। 'দূর হতে অশ্পষ্ট শৌ-শৌ আওয়াজ আসছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

শৌকা ক্রি গন্ধ নেওয়া। 'হাত শৌক এখনও ঘেরেতানের গন্ধ পাবি।' নজরুল, ১৯৩০।

শৌক [স] ১ বি হারানোর দুঃখ। 'পাছে পাইবৈ বিরহ শৌকে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মৃত্যুহেতু দুঃখ। 'মাতা-পুত্র দৌহার বাড়িল বড় শৌক।' কুন্ডলাস, ১৫৮০; 'বশ নহে নিজ শৌক এই হেতু পাইল শৌক।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি মনস্তাপ। 'এহি শৌকে দহে প্রাণ জন কহি দেবী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি বিষাদ। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩; 'আমরা চতুঃপার্শ্ববর্তী শৌকদিগের রোগ, শৌক, জরা প্রভৃতি যাবতীয় ক্রেশ প্রত্যাক করি।' অক্ষর, ১৮৪৯।

শৌকাকাতর [স] বি শৌকাকার্ত। 'শৌকাকাতর আকুল কেন আজি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শৌকগীতি [স] বি শৌকপ্রকাশক গান। 'গাস নে অকালে মর্সিয়া শৌকগীতি।' নজরুল, ১৯২৮।

শৌকটিহ [স] বি শৌকের নিমর্শন। 'সবাই শৌকটিহে বরূপ বাম বাহুতে ছাতার কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া রাখিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৪০।

১৯৪০।

শৌক-ছলছল বিগ দুঃখপূর্ণ। 'শৌক-ছলছল ধরায়।' নজরুল, ১৯৪১।

শৌকজ্বালা [স] বি শৌকের যন্ত্রণা। 'ভুবে গেলো সব শৌক-জ্বালা।' নজরুল, ১৯২৩।

শৌকতত্ত্ব [স] বিগ শৌকে কাতর। 'যাও ফিরে তব পুত্র-কাছে, তব শৌকতত্ত্ব নীড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শৌকতাপ [স] বি শৌকের দাহ। 'যবে দুখদিনে শৌকতাপ আসে গ্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শৌকতাপহরা [স] বিগ শৌক ও অশ্রুতি হরণকারী। 'কোথায় সে তাকিয়া শৌকতাপহরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শৌকদহন [স] বি শৌকের আতন। 'দুঃসহ শৌকদহনে দম্ব হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।' বিদ্যা, ১৮৯২।

শৌকদাহ [স] বি শৌকের জ্বালা। 'নাহি তাহে শৌকদাহ, নাহি মলিনমা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শৌকদুঃখ [স] বি শৌক ও মনস্তাপ। 'আমরা তাঁহার শৌকদুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ ...।' অক্ষর, ১৮৫৫।

শৌকপরিতাপ [স] বি শৌক ও মনস্তাপ। 'না থাকে শৌকপরিতাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শৌকবস্ত্র [স] বি শৌকের মুহুর্ত পরিষের জামাকাপড়। 'শৌকবস্ত্রও সূরী দৌড়ে হওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শৌক-বাদল বি শৌকরূপ বৃষ্টি। 'উদিল চিত্তে রাজা রামধন, টুটিল শৌক-বাদল।' নজরুল, ১৯৪১।

শৌকবার্তা [স] বি দুঃখ ও সমবেদনাক্ষাপক বার্তা। 'শৌকবিল্লা রানিকে তাঁদের শৌকবার্তা জানালেন।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

শৌকবিল্লা [স] বিগ স্ত্রী শৌকভিত্ত। 'শৌকবিল্লা রানিকে তাঁদের শৌকবার্তা জানালেন।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

শৌক মাতম [স] শৌক+বাদল বি শৌকানুদ্যাপন। 'গুনীলোকের শৌক মাতম করিতে না পারিয়া গোনাহগার হইতেছে।' মনসুর, ১৯৪০।

শৌকযন্ত্র [স] বি দুঃখরূপ যন্ত্র। 'উঠেছে আমার শৌকযন্ত্রস্থানে/ নবীন নির্মল মূর্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শৌকযাত্রা [স] বি শৌক-মিছিল। 'কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শৌকযাত্রা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

শৌকরহিত [স] বিগ শৌকবর্জিত। 'রাজা পাত, মিত্র, মন্ত্রী প্রভৃতির নানাপ্রকার সাজ্জান্যকোতে শৌকরহিত ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

শৌকশব্দ [স] বি কণ শব্দের শব্দ। 'যার মৃত্যুতে দরিদ্রসমাজে শৌকশব্দ নিদানিত হয়।' প্রমথ, ১৯২৬।

শৌকশেল [স] শৌক+শেল বি শৌকরূপ শেল। 'কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি, এ বিষয় শৌকশেল।' হাফিজুল, ১৮৬০।

শৌকসংঘীতি [স] বি শৌকের বিলাপ। 'দুই-চারিটা নতুন শব্দ যোজনাপূর্ণক শৌকসংঘীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শৌকসংবাদ [স] বি দুঃখের খবর। 'পূর্বজন শৌকসংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল।' অক্ষর, ১৮৫৬।

শোকসন্তপ্ত [স] বিণ শোকে কাতর। 'শোকসন্তপ্ত ... ব্যক্তিরও অধরদুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

শোক-সন্তাপ [স] বি মানসিক যন্ত্রণা। 'শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

শোকসভা [স] বি শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভা। 'শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বসেন।' যুক্তভাষা, ১৯৪৯।

শোকসাগর [স] বি শোকরূপ সাগর। 'শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

শোক-সাল [স] শোকশালা। বি তীর্থ যন্ত্রণাদায়ক শোক। 'হৃদয়ে রহিল মোর বড় শোক-সাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শোকসিদ্ধ [স] বি শোকরূপ সাগর। 'শোকসিদ্ধ দুইজনে তরিল।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

শোকসুন্দর [স] বিণ শোকরূপ সুন্দর। 'এই আমার শোকসুন্দর।' নজরুল, ১৯২৬।

শোকসূচক [স] বিণ দুঃখপ্রকাশক। 'শোকসূচক বাদ্য করিতে চলিল।' দর্পণ, ১৮২১।

শোকস্থান [স] বি দুরূষের স্থান। 'শোক স্থান সহস্র ভয় স্থান।' রামরায়, ১৮০২।

শোকস্মৃতি [স] বি দুরূষের স্মৃতি। 'শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কবে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শোকহর [স] বিণ দুঃখ হরণকারী। 'শোকহর প্রেমকর প্রিয় অভিযার।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

শোকহর্ষাদিজনিত [স] বিণ সুখদুঃখ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত। 'দুঃখের মুখে শোকহর্ষাদিজনিত নানাস্রকার ভাব দেখা গিয়াছে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

শোকাকুল [স] বিণ শোকে আকুল। 'শোকাকুল সদাসর চলি রামদিন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শোকাকুল্লা [স] বিণ ক্রী শোকে কাতর। 'রায়ের গৃহিণী ... বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনশরা শোকাকুল্লা।' রাজীব, ১৮০৫।

শোকাকুলি [স] শোকাকুলী। বিণ দুঃখে আকুল। 'কান্দিতে লাগিল নটা হইয়া শোকাকুলি।' রূপরাম, ১৭৫০।

শোকাকুলী [স] বিণ ক্রী দুঃখে কাতর। 'শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শোকাক্রান্ত [স] বিণ শোক ভোগ করছে এমন। 'আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

শোকান্নি [স] বি শোকরূপ আশ্রয়। 'নীসরে শোকান্নি যথা সহে বীর-হিয়া।' মাইকেল, ১৮৬০।

শোকোচ্ছন্ন [স] বিণ শোকে আচ্ছন্ন। 'তাঁহাদের প্রকৃত মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকোচ্ছন্ন বিষয়জনেরও অন্তরকরণ একবার প্রকৃত হইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শোকোত্তর [স] বিণ শোকে কাতর। 'শোকোত্তর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শোকোত্তরা [স] বিণ ক্রী শোকে কাতর। 'শোকোত্তরা অবলাগণের কাতর নিদান সন্ততল আকাশ ভেদ করিতে লাগিল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

শোকানল [স] বি শোকরূপ আগুন। 'এই জ্বালে সবাই আছেন

শোকানলে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শোকানলানন্দ [স] বিণ প্রচণ্ড শোকে কাতর; শোকের আতনে দগ্ধ। 'শোকানলানন্দ নারী একান্ত বিনয়ে/ অজ্ঞাত জন্মের পাশ শিরে বহি লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শোকান্তর [স] বিণ (হিন্দুপুরাণ) শোকযুদ্ধ। 'রাবণ হারিল সীতা শোকান্তর রাম।' মানিকরাম, ১৭৮১।

শোকাক্ষ [স] বি শোকে অন্ধ। 'ঐ অভাগিনীর ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা চিত্রা করিলে কাহার অন্তরকরণ শোকাক্ষ না হয়।' উমেশ, ১৮৫৭।

শোকান্বিত [স] বিণ শোকান্বিত। 'ধারারাজ জামাতার বিচ্ছেদে শোকান্বিত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

শোকোপনোদন [স] বি শোক নিবারণ। 'পাত্র ময়ীরা নানাস্রকার সাত্ত্বনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকোপনোদন করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

শোকাবহ [স] বিণ দুঃখপূর্ণ। 'ক্রীসনের অভাবই চাকর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শোকাবৃত্ত [স] বিণ শোকোচ্ছন্ন। 'বন্ধু বিচ্ছেদে শোকে শোকাবৃত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে ভূমিতলে পতন হইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

শোকোত্তিত [স] বিণ শোকে বিহ্বল। 'তাঁহার সকলই তাঁহার দেহাত্যয়ব্যর্থপ্রবণে শোকোত্তিত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

শোকোত্তিত্যুতা [স] বিণ ক্রী শোকে বিহ্বল। 'আমার মাকে শোকোত্তিত্যুতা ভাবলেন ...।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

শোকোর্ব [স] বি শোকের সাগর। 'ধারারাজ ... একবার শোকোর্ববে ও একবার ভয়ানক মুহূর্ত্তে মচ্ছমানমন হইয়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

শোকোর্ত [স] বিণ শোকে কাতর। 'শোকোর্ত দেবেশ্র যথা ঘোর পরমর্দে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

শোকোর্ব [স] বি শোকের অঙ্গ। 'উহার নয়ন হইতে অনবরত শোকোর্ব নির্গত হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শোকিত [স] শোক-। বি শোকোর্ত। 'ইনি হরিষ মনে আমার সহিত আলোচন করেন না এই পর্যন্ত শোকিত।' রামরায়, ১৮০১।

শোকিনী [স] বিণ ক্রী শোকাকুল। 'শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

শোকে অন্ধ হওয়া ক্রি ক্রি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া। 'বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শোকোচ্ছাদ [স] বি শোকের উচ্ছাদ। 'নারীগণের শোকোচ্ছাদে ভাসিতেছে না।' বামাবোধিনী, ১৮৮২।

শোকোচ্ছাদসম্পূর্ণ [স] বিণ শোকোপশমে পরিপূর্ণ। 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ নামক শোকোচ্ছাদসম্পূর্ণ পূর্ণ গদ্যকাব্যে ...।' সুদীপমণ্ডা, ১৯৭০।

শোকোচ্ছাদা [স] বিণ ক্রী শোকে উজ্জল হয়েছে এমন। 'শোকোচ্ছাদা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শোকোত্তীর্ণ [স] বিণ শোক-অতিক্রান্ত। 'দুঃখের ঘরকে করে শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

শোকোপশম [স] বি শোক নিবারণ। 'শোকোপশমের উপায় ছিল - আত্মপ্রসাদ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

শৌকর [আ] বি কৃতজ্ঞতা। 'তার সবর ও শৌকর ভিন্ন নান্যগতি।' নজরুল, ১৯২৪।

শৌকরগোজারি, শৌকরগোজারি, শৌকরগোজারী [আ শুকর+কা শুকরান>] বি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। 'আত্মাহতাতার দরবারে শৌকর গুজারি করিতেছেন।' মনসুর, ১৯৩৫; 'শৌকর-গোজারি ছাড়া আর কোন কাজ যদি না থাকে।' মনসুর, ১৯৫৫; 'শৌকর-গোজারী করে তারপর দরবারে খোদার।' ফররুখ, ১৯৬৩।

শৌকরানা [আ শুকর] বিশ স্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এমন। 'শৌকরানা নমাজ পড়িরা বাহারাম।' আল্লাওল, ১৬৮০।

শৌকরিয়া [আ] বি কৃতজ্ঞতা। 'লাখে শৌকরিয়া আত্মাহতাতার দরবারে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শৌ-কেশ, শৌকেশ [হি] বি বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য কাচ লাগানো তাকমুক আলমারিবিষে। 'এ তো রয়েছে শৌ-কেশে।' মুজতাবা, ১৯৪৮; 'শৌকেশে ধরে ধরে বই সাজানো।' আল্লাউল্কিন, ১৯৫৮।

শৌগা [স শিজ>] ক্রি শৌকা। 'ভগিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

শৌগী [স শোক>] বিশ শোকাক্ত। 'তবু কর্ণ অনুরাগী, না হইল শৌগী।' লালন, ১৮৯০।

শৌচন [স] ১ বি অনুশোচনা। 'আগে না ভাবিলে হএ গভাস্ত শৌচন।' আল্লাওল, ১৬৮০। ২ বি শোক। 'ভুলায়ে দাও গো শৌচন রোদন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

শৌচনা [স] বি অনুশূচ। 'ক্রোধের পরিণাম শৌচনা।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'শৌচনা প্রেমিক মন ঘেরে।' শুভ, ১৮৫৮।

শৌচনালল [স] বি শৌচনারূপ আত্মন। 'বাকি আছে শুধু বিষম দহন গহন শৌচনাললে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

শৌচনীয়া [স] ১ বিশ শৌকের যোগ্য; দুঃখজনক। 'তোমার শৌচনীয়া দশা দর্শন করিয়া আনন্দভূমি বিষাদক্ষেত্রে পরিণত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিশ বিপণ্ডিত। 'চিন্তা করিতে বিশেষ সুখী যে জমিদারগণের অবস্থা এরূপ শৌচনীয়া নহে।' সুলভ, ১৮৭৩। ৩ বিশ অসহজ। 'শৌচনীয়া রক্তবশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন।' বেগম, ১৯৫০।

শৌচনীয়াতা [স] বি অবজ্ঞানীয়াত; শৌকযোগ্যতা। 'ইহার শৌচনীয়াতা কি আমার চিন্তা করিব না?' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শৌচনীয়া [স] বিশ ক্রী শৌচনীয়া; কলুষ। 'ক্রীণদের দশা বড়ই শৌচনীয়া।' রব্রিম, ১৮৭৯।

শৌচ্য [স] বিশ শৌকের যোগ্য। 'সব মিথ্যা সেই পানী শৌচ্য সবাকার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শৌজা [স সহজ] বি সোজা। 'শোজা রাস্তা করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২০।

শৌটা [হি] বি দণ্ড। 'তদসীভূত আশা শৌটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্বা গিয়াছিল। দর্পণ, ১৮২৬।

শৌড় [স যোড়শা] বিশ (হিন্দু) আচার। 'শৌড় উপচার দিয়া গৃহিণী পার্বতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শৌশ [স] ১ বি ফুলবিষে। 'কাকদ্বন্দ্ব মাধবীলাতা শৌশ সর্বজ্বলা।' রামহরশাস, ১৭৮০। ২ বি শশপাণ। 'বণিজ্যোপযোগি দ্রব্য প্রস্তুত হইলন্ত পাট শৌশ, তামাক এবং নারিকেল লৈল প্রভৃতি।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৩ বি লাল রঙ। 'শৌশ আর আবার দেওয়া হবে।' মীনকবু, ১৮৬৩।

শৌলের দড়ি বি শলের আঁশ দ্বারা তৈরি রশি। 'দায়দাররা যে তার

চারটি পা মোটা মোটা শৌলের দড়ি দিয়ে আটেঘাটে বেঁধে ফেলেছে।' প্রমথ, ১৯২২।

শৌশ বি নদীবিশেষ। 'ওগো শৌশ! স্বর্গবাহ!' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শৌশা [স শোশ>] বি ফুলগাছবিশেষ। 'রামশর কাটিল সৌদাল আর শৌশা।' রূপরায়, ১৭৫০।

শৌশিত [স] বি রক্ত। 'বাহিরাএ শৌশিতের ধার।' বড়ু, ১৪৫০।

শৌশিতধারা [স] বি রক্তধারা। 'প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শৌশিতধারায়।' বনফুল, ১৯৩৬।

শৌশিতনিবাসী [স] বিশ রক্তের মধ্যে বসবাসকারী। 'শৌশিতনিবাসী জীবের জনকতালি অভি ভয়ানক।' বক্রিম, ১৮৭৫।

শৌশিতপাত [স] বি রক্তপাত; রক্তক্ষরণ। 'মুখ ফিরাতেন দেবী করিতে শৌশিতপাত তোমরা যখন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শৌশিতপায়ী [স] বিশ রক্তপান করে এমন। 'জমিদারদিগের শৌশিতপায়ী ব্যাঘ্র বলিয়া নির্দা করেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

শৌশিত-প্রবাহ [স] বি রক্তের ধারা। 'নরকট-নিপ্লুত শৌশিত-প্রবাহে পৃথিবী প্রাবৃত করণার্থ ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

শৌশিত-বিন্দু [স] বি রক্তের বিন্দু। 'দেহের প্রত্যেক শৌশিত-বিন্দু তাঁহার নিরুপম স্নেহ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শৌশিত-রাস্তা [স শৌশিত+রাস্তা] বিশ রক্তের মতো লাল। 'একটি শুধু শৌশিত-রাস্তা বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শৌশিতলিঙ্গ [স] বিশ রক্তমাথা। 'সেই শৌশিতলিঙ্গ খড়গ লইয়া' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শৌশিতস্ত্রাব [স] বি রক্ত ক্ষরণ। 'হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শৌশিতস্ত্রাব স্থগিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

শৌশিতস্ত্রোত [স] বি রক্তের স্রোত। 'ছুটায় শৌশিতস্ত্রোত, ভাসায় বিপুল ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শৌশিতাক্ত [স] বিশ রক্তাক্ত। 'তাঁহাদের ক্ষতবিক্ষত শৌশিতাক্ত প্রতিমূর্তি সকল আমার হৃদয় ব্যাকুল করে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

শৌশিতাঞ্জলি [স] বি লাগিমার অঞ্জলি। 'নিতে গেল কত সন্ধ্যার শৌশিতাঞ্জলিতে।' মণীষ, ১৯৩৯।

শৌশিতার্ঘ [স] বিশ রক্তে ভেজা। 'ক্ষত-দেহ যেন রক্তক্ষেত্রে রথী শৌশিতার্ঘ।' হাইকেস, ১৮৬৩।

শৌশিম [স] বিশ লাল। 'রক্তশৌশিম কুণ্ঠিত জ্ঞা/সৃজনী পীযুষপায়ী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

শৌশিমা [স] বি লাল আভা। 'শিখিল বনসার ফুল কম্পালে লাজ-শৌশিমা বিদীর্ণপ্রায় দাড়িঘের মতো ...' নজরুল, ১৯২২।

শৌশ [স] ১ বি ফোলা রোগ। 'শাক অতি মুখগ্নির দন্তশোধ করে।' শুভ, ১৮৫৮। ২ বিশ স্কীত ও ঘন। 'চিরাপিত মুকুরের তলে দিগন্তের যুগ্মগিরি শৌশান্দ্র পীরততা পায়।' সুলভ, ১৯৩৭।

শৌশাভুত [স] বিশ স্কীতিরোগে অসুস্থ। 'অভিপুষ্টির অভিসাররোগে বর্ধন, স্বর্ণলতা শৌশাভুত, সব ধুমলকায়।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

শৌশ [স] ১ বি পরিশোধ। 'কোটি জন্মে তোমার স্বপ্ন না পারি শৌশিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'দাদার শৌশে হইলে আর করিম না।' কেরি, ১৮০২। ২ বি প্রতিশোধ। 'হইত পুরুষ করিত শৌশ পিড়াঘাতে দিত শৌশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিশ বি শেষ। 'বেলা বেশি নাই, দিন হল শৌশ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

শোষবোধ বি পরিশোধ; পাওনা পরিশোধ। 'অভবর শোষবোধ'।
রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শোষণানো ক্রি সংশোধন হওয়া। 'সরকারি কালি-কলমকে গালি
পাড়িও; তাহা হইলেই শোষণহিবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

শোঁদন [স] ১ বি পরিষ্কার। 'মাঙ্কনী লঞা করিল শোঁদন।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। ২ বি সংশোধন। 'জানি বা না জানি করি আপনা শোঁদন।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। 'যে শোঁদন ইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে
লিখিত আছে।' দর্পণ, ১৮৩৭। ৩ বি 'বাদ বদল। 'কপূরতামুল কইল
মুখের শোঁদন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি পূরণ। 'লোকসান শোঁদন
ইহার অনেক উপায় আছে।' জ্ঞানদেবসং, ১৮৩৭।

শোঁদনবাদ [স] বি সংশোধনবাদ। 'কমল সম্বল করে শোঁদনবাদের
খিদি হুঁজি।' শামসুর, ১৯৬৮।

শোঁদনার্থ [স] ক্রিবিগ সংশোধনের জন্য। 'কার্য শোঁদনার্থ গবর্মেন্ট
লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শোঁদা [স] ৩ ভু> ক্রি শোধ করা। শোঁদম ক্রি শোধ করব। 'তান দানে সু
সমে শোঁদম রাজ কর।' আলোড়ন, ১৬৮০।

শোঁদা ক্রি শোঁদন করা। শোঁদিল ক্রি পরিষ্কার করলাম; শোঁদন করলাম।
'কালী দলিল আক্ষে দলিল শোঁদিল।' বড়ু, ১৪৫০।

শোঁদা ক্রি জিজ্ঞাসা করা। 'তবে মধু শূন্য কুণ্ডে কি কাজ রমণি।'
মাইকেল, ১৮৬৩।

শোঁদনপাড়ি বি চিনির হাওয়াই মিঠাই। 'মিঠে শোঁদন-পাড়ি।' রবীন্দ্র,
১৯৩৮। 'জিবেগজা শোঁদনপাড়ি যা-হেক একটা কিছু।' জীবন,
১৯৪৮।

শোঁদা দ্র তন্য

শোঁদাতনি বি শোঁদা কথা। 'এসব আমার চক্ষে দেখে সরকো এসব
শোঁদাতনি।' অন্নদা, ১৯৪৪।

শোঁদাশোঁদন ক্রিবিগ মুখে মুখে। 'শোঁদাশোঁদন এই কথা এ গায়ে সে গায়ে
রটিয়া গেল।' জঙ্গীম, ১৯৬০।

শোঁদা [সি] বি গদি-আটা আরাধ্যায়ক বসার আসন; সোফা। 'শোঁদাতে,
মেঝেতে, কোঁচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো।' মুক্তাবা,
১৯৫২।

শোঁদমান [স] ১ বিগ সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'বুদ্ধিবিদ্যা সবে হয় অধিক
শোঁদমান।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বিগ সুন্দররূপে বিরাজমান।
'আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোঁদমান হয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।
৩ বিগ শোঁদা পাছে এমন। 'বহুসম কাব্য শত শত গ্রন্থের ভাগ্যের
শোঁদমান।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

শোঁদমানা [স] বিগ স্ত্রী বিরাজমান। 'গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-
পাত্রের নিকট শোঁদমানা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

শোঁদন [স] ১ বিগ সুন্দর। 'শোঁদন কলসী করে ধরিয়া।' বড়ু, ১৪৫০।
২ বি সৌন্দর্য। 'চৌআড়ি মণির অতি বিবিধ শোঁদন।' বাহরাম,
১৬৫০। ৩ বিগ সাজানো। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩। ৪ বি শিষ্টতা।
'ভৃতীয় ব্যক্তির সেবান থেকে সরে পড়াই শোঁদন এবং রীতি।'।
নজরুল, ১৯৩১।

শোঁদনতম [স] বিগ উৎকৃষ্ট। 'শোঁদনতম জ্ঞানরত্ন দ্বারা তাহার
চিত্তকে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শোঁদনতা [স] বি সৌন্দর্য; শিষ্টতা। 'শোঁদনতাটুকু রক্ষা না করিলে
...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শোঁদনভাবো [স] বি সৌন্দর্যচেতনা। 'ধর্মবোধ নীতিবোধ
শাশ্বতভাবো শোঁদনভাবো কোন বাঁধনের মধ্যেই তিনি ধরা
দিতছেন না।' সবুজ, ১৯২১।

শোঁদনীয় [স] ১ বিগ সুন্দর। 'আমরা আপন শোঁদনীয় বস্ত্রকে ...।'।
তারিণী, ১৮০৩। ২ বিগ মান্যমানসই। 'গা খোঁদায়া, স্নান করা,
পুস্তকের ঘাটে ... পরশের গরু করা, এ-সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কোন
শোঁদনীয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শোঁদনোদ্যান [স] বি ফল ফুল ও নানা জাতের গাছ সংবলিত
বাগান। 'মধ্যে মধ্যে তরুলতাদি বিবিধ জাতীয় উদ্ভিদ সমাহারিত
শোঁদনোদ্যান।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শোঁদা [স] ৩ ভু> ক্রি শোঁদা পাওয়া; সৌন্দর্য বিস্তার করা। শোঁদা ১
ক্রি শোঁদা পাছে। 'আলকে তিলক তোর শোঁদা লগাট।' বড়ু,
১৪৫০। ২ ক্রি শোঁদা ধারণ করে। 'অমর সঙ্গ পাইলো শোঁদা
বেহ বিকশিত ময়ূরী।' বড়ু, ১৪৫০। শোঁদা ক্রি শোঁদা পায়। 'তবে
সে শোঁদর বৃন্দাবনের গমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। শোঁদারে ক্রি
শোঁদা পায়। 'কোমলকেশের অঙ্গ শোঁদয়ে মদন-কুন্ত।' মুকুন্দ,
১৬০০। শোঁদিস ক্রি শোঁদা পাছে। 'কাল উত্তপল নয়নে শোঁদিস
গোআলী।' বড়ু, ১৪৫০। শোঁদিয়ে ক্রি শোঁদা পাছে। 'শোঁদিয়ে
তোর কুণ্ডলে।' মুকুন্দ, ১৬০০। শোঁদিল ক্রি সৌন্দর্য বিস্তার
করলো। 'কত দূরে চন্দ্রলোক অথরে শোঁদিল, রজহীন নীলজল।'।
মাইকেল, ১৮৬০। শোঁদে ক্রি শোঁদা পায়। 'কামাণ সদৃশ শোঁদে
জ্বলিখল।' বড়ু, ১৪৫০।

শোঁদা [স] ১ বি সৌন্দর্য। 'মুখকমল আতি শোঁদা করে।' বড়ু, ১৪৫০।
২ বিগ আশোষিত। 'কিবা চন্দ্র শোঁদা করে কিবা দিনমণি।' বৃন্দা,
১৫৮০। ৩ বি দীপ্তি। 'বজ্রের প্রভাব জ্বলি পালকের শোঁদা।' মুকুন্দ,
১৬০০।

শোঁদ বি শোঁদা। 'যেহ শোঁদ করে সুমের গম্বার ধারে।' বড়ু,
১৪৫০।

শোঁদক [স] বিগ শোঁদাশীল। 'নানা আভরণগণে শোঁদক এ।' বড়ু,
১৪৫০।

শোঁদাকর [স] বিগ শোঁদাবর্ণনকারী। 'বরদেশ মনোহর তার মধ্যে
শোঁদাকর নগর ফতেয়াবাদ নাম।' বাহরাম, ১৬৫০। 'নবীর নন্দন
নবী অতি শোঁদাকর।' সুলতান, ১৭০০।

শোঁদা করা ক্রি সজ্জিত করা। 'ম্যানেএল, ১৭৪৩।

শোঁদাশোঁদা [স] শোঁদা+কা দ্বারা বিগ শোঁদা পাছে এমন। 'নবীর
কনের কণ্ঠে মাভাণো এটি নহে শোঁদাশোঁদা।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

শোঁদানুভাবকতা [স] বি শোঁদা দেখার আকাজকা। 'আশা,
শোঁদানুভাবকতা ও অধ্যবসায় এই তিন বৃত্তিকে ...।' অক্ষয়,
১৮৪৯।

শোঁদাভূমি [স] বি বাহরা। 'নতুন সুর শুনে সকলেই বড় হুশি হয়ে
... শোঁদাভূমীর বৃত্তি করে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

শোঁদাভিত [স] ১ বিগ শোঁদাবর্ণনকারী। 'সে ছান অতি
শোঁদাভিত।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিগ শোঁদাপূর্ণ। 'শোঁদাভিত
ফুলগুয়ারী।' রামরায়, ১৮০১।

শোঁদাভ্রি [স] বিগ সৌন্দর্যভ্রি। 'নৈসর্গিক-শোঁদাভ্রি সহস্র
মহাশয়েরা ... হৃদয়-পথ বিকশিত করিতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শোঁদাবর্ণন, শোঁদাবর্ণন [স] বি সৌন্দর্য বৃদ্ধি। 'নানাবিধ প্রকার
টেকের দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হইবে তাহার অধিকাংশই নগরের

শোভাবর্ণনমূলক

শোভাবর্ণন কার্যে ব্যয় করিবেন।' প্রত্যক্ষ, ১৮৪৮।

শোভাবর্ণনমূলক, শোভাবর্ণনমূলক। [স] বিণ সৌন্দর্য বাড়ায় এমন।
'কৃষি কাইনাল করশোভেন শোভাবর্ণনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত
হতে বাধ্য।' আলস, ১৯৫৭।

শোভাবর্ণনশালী, শোভাবর্ণনশালী। [স] বিণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে
এমন। 'মনুস্মেরা ... শোভাবর্ণনশালী উপভোগ্য স্বল্প উৎপন্ন করিতে
লাগিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শোভাবিশিষ্ট। [স] বিণ শোভাময়। 'গুপ্ত তবক মজরীতরেতে পরম
শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

শোভাময়। [স] বিণ সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'বাড়কামুসে মসজিদের অন্দর ও
বাসান্দা আলোকময় এবং শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে।' ইমদাদুল,
১৯২০।

শোভাময়ী। [স] বিণ স্ত্রী সৌন্দর্যপূর্ণ। 'শোভাময়ী ধরণী।' রবীন্দ্র,
১৮৯৬।

শোভাশালী। [স] বি নিহিল। 'শোভাশালার দুর্দশ অম্বাবী আমাদের
যে কিশোর আর তরুণের দল।' নজরুল, ১৯২২।

শোভামুক। [স] বিণ শোভিত। 'আকাশ শুভবর্ণ করিয়া শোভামুক
করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

শোভামুত। [স] বিণ শোভামুক। 'আদি শোভামুত আতরদান
গোয়াপাশ ...।' ভবানী, ১৮২৫।

শোভামুদ্রা। [স] বিণ সৌন্দর্যময়। 'পুমবধূ ব্যতীত বীর গৃহের
শোভামুদ্রা দেখেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শোভাসম্পদ। [স] বিণ শোভারূপ সম্পদ। 'স্বর্গোদ্যানবহুশ এই
অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্বত্রই অতীব মনোহর।' অক্ষয়,
১৮৫৪।

শোভাসম্পন্ন। [স] বিণ সৌন্দর্যপূর্ণ। 'দেবতাগণ বাহ্যিক পরিচ্ছদে
অপূর্ণ শোভাসম্পন্ন।' প্রচারক, ১৯০৬।

শোভাহীন। [স] বিণ সৌন্দর্য নেই এমন। 'নানা প্রকার শোভাহীন
গাছপালা রহিয়াছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'তাহা শোভাহীন
অনাব্যক্ত পতিত জমি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শোভিকা। [স] বিণ সুন্দরী। 'আমি গো শোভিকা নগর-শোভা ...
হাজার হাজার ফলশোভা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

শোভিত। [স] ১ বিণ ভূষিত। 'চন্দনভিলকে আঁতি শোভিত কপালে।'
বড়, ১৪৫০। ২ বিণ শোভা পাচ্ছে এমন। 'মাদারো পূর্ণিত ভীষ্মিহ
শোভিত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

শোভিতা। [স] বিণ স্ত্রী শোভাময়। 'বহন গহন শোভিতা।' আলগোল,
১৬৪০।

শোভিসি। [স] শোভিসী। বিণ শোভা দান করে এমন। 'পেশয়াজ সাহ
অন শোভিসি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

শোভাজন। [স] বি সজনে পাহ। 'মৌল - মফ্রুম, শোভাজন জটায়ণ।'
মাইকেল, ১৮৬০।

শোভাজনি। [স] শোভাজনী। বি সজনে পাহ ও তার মূল। 'নিখু হইলে
শেবে দিবে শোভাজনি ফুল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

শোমবার। [স] সোম+কা বার। বি সোমবার। 'তারিখ ৭ মই মতাবকে ২৮
বৈশাখ রোজ শোমবার।' কালসে, ১৭৮৭।

শোয়া। [স] শী>। ১ ক্রি শয়ন করা। 'পল্লবশয্যায় রামা শোএ তরুতল।'

মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রি বিগ্রাম করা। 'কেহ শুয়েছিল কেহ শাকাইতে
বান।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ ক্রি পড়া। 'তারি উপর চাঁদের আসো
অয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। শোয়াই ক্রি ভুইয়ে। 'সুবর্ণ খাটের পরে
রাখিল শোয়াই।' বাহরাম, ১৬৫০। শোএ ক্রি শোয়। 'পল্লবশয্যায়
রামা শোএ তরুতল।' মুকুন্দ, ১৬০০। শোও ক্রি শুয়ে পড়ে। 'তুমি
একটু শোও।' গিরিন, ১৮৮৭। শুয়েছিল ক্রি বিগ্রাম করাইলো।
'কেহ শুয়েছিল কেহ পাকাইতে বান।' গরীব, ১৭৬৫।

শোয়া। [স] শী>। বি শয্যামাংগ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

শোয়াঝুরি। বি শোয়ার ঘর। ওর্গ, ১৭৮৫।

শোয়াঝবা। বি বসবাস। 'এক সঙ্গে শোয়াঝবা করি।' বিমল, ১৯৫৩।

শোয়ায়ি। [স] সওয়ায়। বি অস্বাভাবী। 'মগধি শোয়ায়ি যারা, বিষম কাটোয়া
তারা।' রামহসান, ১৭৮০।

শোয়ায়ী। বি পালকি। 'কান্দিয়া কান্দিয়া উঠিলশ শোয়ায়ীতে।' জঙ্গীম,
১৯৩১।

শোয়াসি। [স] বাস। বি নিঃস্বাস। 'পাখাতে লাগিল অগ্নি সর্পের শোয়াসি।'
আলগোল, ১৬৮০।

শোর। [স] বি চিকর। 'হাড় শোর হৈলে জোর ...।' ভারত, ১৭৬০।

শোর। [স] ক্রি শোরশোল গঠা। 'আজ শোর গঠে জোর 'শুন দে।'
নজরুল, ১৯২২।

শোর। [স] ক্রি চোঁচাতি করা। ওর্গ, ১৭৮৫।

শোরশোল। বি ইচ্ছা। 'বন্ধুদের মধ্যে শোরশোল পড়ে গেল।'
ওয়ালী, ১৯৪৫।

শোরসরাবৎ। [স] শোর+আ শুভব। বি হোকতক। 'এত শোরসরাবৎ
লোকলুচরের দরকার কী?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শোর। [স] শুর। বি শুর। 'নির্ভীক রামমোহন বলিল ... যদি এক কোণে
না কাটিস তোরা শোর খাবি।' এডুকেসন, ১৮৮৬।

শোরখেকো। [স] শুর+>। বি শুরখেকো। 'তোমার বাপ পিতামহের
নাম নেড়ে পাড়ার দুই এক বোটা শোরখেকো জানতে পারে।' প্যাঙ্গী,
১৮৫৮।

শোরা, সোরা। [স] শোহর। বি বারুদ তৈরিতে ব্যবহৃত লবণ জাতীয়
পদার্থ। 'শোরা ওজন ৭৬ সিকা ...।' শিবরাম, ১৯৪০।
'বোগল, ১৭৮০।

শো-ক্রম। [স] বি বর্ধনক্রম। 'আমাদের শোকসে যদি দয়া করে
একবারটি গায়ের মতো নেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

শোল, শোলমাছ। [স] শুল। বি এক প্রজাতির মাছ। 'কই, মাগুর, শোল
মাছ প্রভৃৎ পাওয়া যায়।' মানিক, ১৯৩৬; 'একটি তাজা শোলমাছ
আনিয়া দিবে।' জঙ্গীম, ১৯৬৪।

শোলক। [স] শ্লোক। বি কবিতা; পদ। 'চারিধার থিথি হেলোরা মেয়েরা
শোলক পড়িছে।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

শোলোক। [স] শ্লোক। বি শ্লোক। 'এই শোলোকে তিনি ছসয়ে থাকিয়া
যাহা লগয়াএন তাহা হ'এ করি।' আরোখেকো, ১৭৪৩।

শোলবান। বি সোম্বর প্রকারভেদ। 'শোলবান সোনা জিনি চরণের আভা।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

শোলা। [স] শ্লা শাহবা। বি হলকা ও নরম কাঠবিশিষ্ট জলজ উদ্ভিদবিশেষ।
'শোলার টোপর শিরে ঘন মিহনোদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শোলুপ। [স] বি বড়ো নৌকা; পাল-তোলা জাহাজ। ওর্গ, ১৭৮৫।

শোলে [আ সুলহ] বি শক্তি; যীমাংসা। ওঁসা, ১৭৮৫।

শোলাই বি যীমাংসা। ওঁসা, ১৭৮৫।

শোলো [পা সোলস] বিণ যোলা সংখ্যক। 'শোলো উপঢ়ারে ছাগ মেঘ মহিষে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শো শো [ক্ষনা] বি পাখির ঝাঁক উড়ে যাওয়ার শব্দ। 'একপাল বক শো শো করে উড়ে গেল।' জীবন, ১৯৩২।

শোখ [স ত্শ্] বি তৃষ্ণা। 'আর শেষত পানি নাই পীঠ।' বড়, ১৪৫০।

শোষণ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মদনদেবের বাণবিশেষ। 'মদন মাদন শোষণ যথা।' চন্দ্র, ১৫৫০।

শোষণ [স শোষণ] বি (হিন্দুপুরাণ) মদনদেবের বাণবিশেষ। 'জন্মন মোহন আর দহন শোষণে।' বড়, ১৪৫০।

শোষণ [স] ১ বি পান করা। 'এই এই রক্তধারা করিয়া শোষণ রয়ে যাও ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ২ বি ভোগ করা। 'আমি আনন্দস্বরূপ করিয়া শোষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

শোষণ [স বি নির্বিচার ভোগদমন; নিপীড়ন। 'সমস্ত ধন-সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শোষণকারী বি শোষক; নিপীড়নকারী। 'দৈনিক বণিক শোষণকারীর জাত।' নজরুল, ১৯২৬।

শোষণমুক্ত [স] বিণ শোষণহীন। 'নারীসমাজকে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে ...।' বেগম, ১৯৭২।

শোষণমুক্তি [স] বি শোষণহীনতা। 'সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি সঠিকবান, ১৯৭২।

শোষণমূলক [স] বিণ শোষণ করে নিজে এমন। 'শোষণমূলক বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য প্রথার কিছু অংশ ছাটিয়া না ফেলিবে সমস্যার সমাধান অসম্ভব।' আজাদ, ১৯৪২।

শোষণবদ্ধ [স] বি শোষণ বা নিপীড়নের সহায়ক। 'শাসনবদ্ধ ও শোষণবদ্ধ হইতে হাত সরাইয়া লওয়া হইত।' নজরুল, ১৯২৬।

শোষণহীন [স] বি নিপীড়নমুক্ত। '... শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে।' আজাদ, ১৯৫৭।

শোষণহীন [স] বিণ নিপীড়নহীন। 'বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজগঠনের কাজে ছেলেদের ...।' বেগম, ১৯৭২।

শোষা [স ত্শ্] ১ ক্রি তৃষ্ণাত হওয়া। 'ভোখে ভাত নাই বাও/ রাখা শোষে পানী নাই পীঠ।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি নীরস হওয়া। 'বৃথা অহম্মার ধর্ম শরীর শোষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ ক্রি তৃষে নেওয়া। 'দিনে দিনে রক্ত শোষে।' বিজয়, ১৫৫০। ৪ বিণ তৃষে নেয় এমন। 'প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণাস টানি।' নজরুল, ১৯২৪। শোষণ ক্রি তৃষার। 'বৃথা অহম্মার ধর্ম শরীর শোষণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। শোষণ ক্রি শোষণ করার। 'সহজ সুরসিক জনা শোষণ শোষে বাণ ছাড়ে না।' লালন, ১৮৯০। শোষে ক্রি শোষণ করে। 'দিনে দিনে রক্ত শোষে।' বিজয়, ১৬৫০।

শোষণগ্রস্ত [স] বি শোষণকারী। 'শাসয়িতা এবং শাসিত, শোষণগ্রস্ত এবং তচ্।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শোষিত [স] বিণ শোষণ করা হয়েছে এমন। 'গৃঢ়চাচারী বণিকগণের এক গুণেই রক্তপূর্ণ উপসাগর শোষিত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শোহন [স শোহন] বিণ শোভিত। 'রত্ন আভরণ শোহন মোহন।' বাহরাম, ১৬৫০।

শৌহরত [আ শুহরত] বি ঘোষণা। 'শৌহরত দাও, নওরতি আজ।' নজরুল, ১৯২২।

শোরোত [আ শুহরত] বি শোরশোল। 'সহরে শোরোত উঠলো এবার ... নরসিংহের বাঘানে রামলীলা।' হুতোম, ১৮৬১।

শোহা ক্রি শোভিত করা। শোহে ১ ক্রি শোভা করে; শোভিত করে। 'মাসিক জিনিষা দশন শোহে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি ডাকে। 'উদ্যানেতে নানা পক্ষী নানা রবে শোহে।' আশাওল, ১৬৮০।

শৌক [আ] বি শব্দ। 'শৌক করিয়া আপন ত্রীকে লইয়া ... যায়।' দর্পণ, ১৮২১।

শৌখিন, শৌখীন [ফা শৌখীন] ১ বিণ রুচিসম্মত। 'এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ মনোহর। 'আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌখিন ছাতের।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ অভিজ্ঞাতসুলভ। 'বড়ো বড়ো চোখ, শৌখিন মেজাজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বিণ চিত্তাকর্ষক। 'সস্তা শৌখীন মনিহারী দোকান।' ভায়া, ১৯৪২।

শৌখীন [ফা শৌখীন] বি শৌখিন। 'একজন নূতন শৌখীন বাবু।' দর্পণ, ১৮২১।

শৌখিনজাতীয় [ফা শৌখীন] +স জাতীয় বিণ রুচিসম্পন্ন। 'মদনের তপসলা ... শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শৌখিনতা [ফা শৌখীন] +স তা বি বিশালিতা। 'বিশ্বাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শৌচ [স] বি শুচিতা। 'শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

শৌচাচার [স] বি মলত্যাগের ঘর; পায়খানা। 'স্নানাপায় ও তৎসংলগ্নীয় যাবতীয় শৌচাচারের থাকবে।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

শৌচিক [স] বি মনবিক্রমতা; উদ্ভি। 'তবু যোরা দিবালোক উত্থাপন করি রোজ শৌচিকের মতো।' জীবন, ১৯৩০।

শৌচিকালয় [স] বি মদনের দোকান। 'শৌচিকালয়ের বাহিরে ... কিছু সেধি না।' বন্ধিম, ১৮৭৫।

শৌভাগ্য [স শৌভাগ্য] বি শুভ ভাগ্য। 'এই ইহার শৌভাগ্য অন্তরে প্রাক কাল।' রামরাম, ১৮০১।

শৌরসেনী [স] বি প্রাচীন ভারতের (শুরসেন বা মথুরা অঞ্চলের) ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... প্রায়ো বাহিলকারখিকা দাক্ষিণাত্য পৈশাচী আকর্ষী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

শৌর্য, শৌর্য [স] বি বীরত্ব। 'মুনি উত্তর করিলেন রাজন শৌর্য এবং বিবেক ও উদ্যোগ এই সকল গুণেতে যুদ্ধ।' হরহাস্য, ১৮১৫। 'আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

শৌর্য-প্রভাব [স] বি শক্তি ও সাহসের প্রভাপ। 'শৌর্য-প্রভাবে মরশোভের সুত্ব-পদে অধিকার হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শৌর্যবদ্ধ, শৌর্যবদ্ধ [স] বি বীরত্ববান্ধক শোকা। 'বীধ শৌর্যবয়ে জয়কামের।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

শৌর্যবীর্য, শৌর্যবীর্য [স] বি বীরত্ব। 'এই শৌর্যবীর্যের ইতিহাস পাঠে আমাদের মথার রক্ত গরম হইতে পারে।' সতগাথ, ১৯১৯। 'বিশ্বদীর্ঘলেনে তাঁর শৌর্যবীর্য বিকশিত হল।' আনিস, ১৯৬৪।

শৌর্য-শক্তি [স] বি সাহস। 'যে তেজ শৌর্য-শক্তি দিলেন।' নজরুল, ১৯৩৫।

শৌর্যালিনী [স] বিণ স্ত্রী বীরসনা। 'শৌর্যালিনী নারীর পরাক্রম।' নজরুল, ১৯৩১।

শৌৰ্বেশালী

শৌৰ্বেশালী [স] বিণ বশবান ও সাহসী। 'কে কতটা শৌৰ্বেশালী তার বিচার হয় কে কটা মুঠু কাটতে পেরেছে।' মুক্তবা, ১৯৬৯।

চেটে [স সৃষ্টি] বি জ্ঞপ্তি। 'সকল সংসার নষ্ট সুন্দর গ্রন্থ সাথ চেটে।' মাসাধর, ১৫০০।

শ্বন [স] বি কুকুর। 'শ্বন রব তনিয়া হুকাল ফিরি ধাইল।' আলোড়ল, ১৬৮০।

শ্ববৃষ্টি [স] বি পরনির্ভরতা। 'আশারাকসীর মায়ার মুহুর হইয়া, শ্ববৃষ্টি সেবার প্রত্যাশার ... আশ্রয় লইয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শ্বরনাশপন্ন [স শব্দ] বিণ বিশেষণ। 'ইশ্বরপরায়ণ সঙ্গ ক্ষয়কারী শ্বরনাশপন্ন রক্তিতা মহাশয়।' ওর্গা, ১৭৮২।

শ্বরিয় [স শব্দ] শব্দ্য; বাহ্য। ওর্গা, ১৭৮২।

শ্বরিয়গতিক বি শরীরের অবস্থা। ওর্গা, ১৭৮২।

শ্বতর [স] বি ক্রী বা শ্মীর বাবা। 'শ্বতরের ছলে দিতে পার কত খোঁটা।' মুক্তব, ১৬০০।

শ্বতরকুল [স] বি শ্বতরের বংশ। 'বে বিধবার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বতরকুলে অভিভাবক নাই।' স্বপ্নমণ্ডল, ১৮৭৪।

শ্বতরবুড় [স] বি শ্বতরবাড়ি। 'শ্বতরবুড়ে যাইয়া প্রাপশনে শাতড়ির ননপূর্ববর্ণের জ্ঞাধা করিয়া তাহানিপকে গ্রীত রবিতে হইত।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

শ্বতরঘর বি শ্বতরবাড়ি। 'মা, তুমি শ্বতরঘর উজ্জ্বল করিয়া লম্বী হইয়া থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্বতরদুর্গ [স] বি শ্বতরবাড়ির অন্তরমহল। 'শ্বতরদুর্গের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করা জামাতার পক্ষে গুরুতর অশিষ্টতা।' ইশ্বরমুখ, ১৯২০।

শ্বতরদুর্গ [স] বি শ্বতরবাড়ি। 'রহিছ শ্বতরদুর্গে কত বড় লাজ।' আলোড়ল, ১৬৮০।

শ্বতর বাটী [স] বি শ্বতরবাড়ি। 'শ্বতর বাটীতে অতি তুরার তাহার মুক্তা সমাদ পঠান গেল।' দর্পণ, ১৮২০।

শ্বতরবাড়ি, শ্বতরবাড়ী [স শ্বতরবাটী] বি শ্বতরের গৃহ। 'তুমি শ্বতরবাড়ী নিয়ে যেও।' লীলবতী, ১৮৬০; 'আগে একবার নিজের শ্বতরবাড়ীতে ঘুরে আসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্বতরা [স শ্বতর] বিণ শ্বতরের। 'ওরে বহিনা তুরজারি, এমসারে শ্বতরা গরি।' রামসঙ্গ, ১৭৮০।

শ্বতরাঙ্গ [স শ্বতরালয়] বি শ্বতরবাড়ি। 'কলি শ্বতরাঙ্গে সেলে কোথা রস কলি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

শ্বতরালয় [স] বি শ্বতরবাড়ি। 'আমি ভবানন্দ মন্ত্রমদারের কন্যা শ্বতরালয়ে গিয়াছিলাম।' রঞ্জক, ১৮০০।

শ্বতরিক [স] বিণ শ্বতরবাড়ির। 'কন্যাটিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শ্বতরিক দুর্গে আবদ্ধ করিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্বতর [স] বি শাতড়ি। 'নরনান্দ, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বতর ও শ্বতরের চরনবন্দনাপূর্বক, পত্নীর সহিত গ্রহান করিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শ্বতরাকুশলী বি শাতড়ি। 'তাঁহার শ্বতরাকুশলী বসিলেন, - চল বাহা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি।' প্রভাত, ১৮৯৭।

শ্বসন [স] বি শ্বাস গ্রন্থ ও ত্যাগ। 'বাহু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শ্বসনক্রিয়াবহিত [স] বিণ শ্বাস গ্রন্থ ও ত্যাগ ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে এমন। 'কতকশ শ্বসনক্রিয়াবহিত অবস্থায় থেকে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শ্বসনদুত [স] বি শ্বসন। 'শ্বাস্য এত শ্বসন শ্বসনদুত তাহে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

শ্বসনা [স] বিণ শ্বাসকারী। 'গ্রন্থর মধ্যস্থতাপে গ্রন্থর ব্যাপিয়া কাণে/বাস্পশিখা অনলশ্বসনা -।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শ্বস [স শ্বসন] ১ ক্রি কুলী পাকিয়ে ওঠা। 'কলোজ্বাল শ্বসিয়া উঠিছে শ্বসে করিবারে প্রাস নকরের নিভানীরবাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ ক্রি শ্বাস ত্যাগ করা। 'কুসুমের মতো যদি শ্বসি পিঁড়েছে যদি যদি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'অজ্ঞার-খানীর ব্যাপ বিতোল শ্বসিবে সকল বানে।' শেতাঙ্গ, ১৯১২; 'শ্বসিয়া কিরিছে, ছররধ ধরা সেই বিধে।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্বসায় [স সহায়] বি সহায়। হ্যালহেড, ১৭৭৩।

শ্বা [স] বি কুকুর। 'কেহ বলে খেলে শিবা শ্বা কন্ড শার্শুল।' ধনরায়, ১৭১১।

শ্বা-নক্ষত্র [স] বি নক্ষত্রবিশেষ; লুপ্তক। 'Dog-star বা শ্বা-নক্ষত্র আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।' মোতাহার, ১৯৩৭।

শ্বাপান [স] ১ বি শিকারি জন্তু। 'উদ্যোগকে শ্বাপান অথবা শিকারী জন্তু বলে।' জিয়া, ১৮৫১। ২ বি হিংস্র জন্তু। 'সিংহ বিভালকাত্যায় হিংস্র শ্বাপান।' জম্বু, ১৮৫৪।

শ্বাপানকুল [স] বিণ হিংস্র জন্তুর পূর্ণ। 'শ্বাপানকুলের নর যেনো জর্জর।' সুশীল, ১৯৪০।

শ্বাশ্রী [স] বিণ বি আশ্রয়; শান্তি। 'কবিরাজেরা দেখিতেছেন শ্বাশ্রী হইতে পারি নাই।' ওর্গা, ১৭৮২।

শ্বাশ্রি [স শান্তি] বি শান্তি। 'অন্যবিধ শ্বাশ্রি করিতে পারেন নাই।' ওর্গা, ১৭৭৯।

শ্বাশ্রি [স শ্বা] বি শাতড়ি। 'শ্বাশ্রি যবে করয়ে ভর্ৎসনা।' তিষ্ঠী, ১৬০০।

শ্বাতড়ী [স শ্বা] বি শাতড়ি। 'শ্বাতড়ী নন্দন কত কথা কয় বৈকে।' তত, ১৮৫৮।

শ্বাস [স] ১ বি শ্বাসক্রিয়া। 'শ্বাসবহিত দেখি আচার্য হইয়া বিহ্বল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি শ্বাস। 'নিত্যানন্দ বলি শ্বাস ছাড়ি ঘনে ঘন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি শ্বতুর আগের কট। 'ভাকার সাহেব সেধেন ভবানীরাবুর শ্বাস হইয়াছে।' গায়ী, ১৮৫৯। ৪ বি শ্বাস। 'কবি-বন্ধুরা হত্যা হইয়া মোর লেখা পড়ে শ্বাস ফেলে।' নজরুল, ১৯২৬।

শ্বাস-অনল [স] বি শ্বাসস্রব আগুন। 'কাশের নব্ব শ্বাস-অনলে যেনো ভষ্মের জীবকুল।' মাইকেল, ১৮৮০।

শ্বাসকট [স] বি শ্বাস নিতে কট হওয়া। 'শ্বাসকট আরো বাড়িয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শ্বাসক্রিয়া [স] বি শ্বাস নেওয়া ও ত্যাগ করা; দম। 'শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কটশা হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্বাসজীবী [স] বিণ কেবল শ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে এমন। 'আমরা কখন শ্বাসজীবী ঠার বসে আছি সেই কবে থেকে।' শামসুর, ১৯৭২।

শ্বাসনাশী [স] বি শ্বাস চলাচলের নাকী। 'ষড়যন্ত্র পথ হয় শ্বাসনাশীর কিতর।' শওকত, ১৯৫৮।

শ্বাসবৃদ্ধি [স] বি মুহুর অবস্থায় শ্বাস গ্রন্থ ও ত্যাগে যে কট। 'বাহুরামবাবুর শ্বাসবৃদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বৈদ্যবাটীর ঘাটে

লইয়া গেল।' প্যারী, ১৮৫৮।

শ্বাসবদ্ধ [স] বি যার দ্বারা শ্বাস গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়। 'শ্বাসযন্ত্রকে বিকল করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শ্বাসরোধ [স] বি হাঁপানি প্রভৃতি রোগ। 'শ্যামের শ্বাসরোধ।' প্রমথ, ১৯১৮।

শ্বাসরোধ [স] ১ বি শ্বাসবদ্ধ। 'তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি কঠোর। 'অপমান কঁকি দিয়ে করিতেছে মোর শ্বাসরোধ।' নজরুল, ১৯২৩।

শ্বাসরোধকর [স] বিণ নিশ্বাস রোধ করে এমন। 'অভীতের শ্বাসরোধকর পরিবেশে ফিরিয়া যাওয়ার সকল দায়িত্ব তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৭০।

শ্বাসরোধকারী [স] বিণ শ্বাস বন্ধকারী। 'এক শ্বাসরোধকারী এবং নজীরবিহীন পরিবেশ।' আজাদ, ১৯৬৩।

শ্বাসরোধী [স] বিণ উত্তেজনাপূর্ণ; শ্বাসরুদ্ধকর। 'একটা শ্বাসরোধী অসাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে...' মানিক, ১৯৪০।

শ্বাসহীন [স] বিণ শ্বাসক্রিয়া-রহিত। 'কছু হয় শ্বাসহীন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্বেত [স] ১ বিণ সাদা। 'সুন্দর শ্বেত বালুপথ পুলিশের সম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'শত শ্বেতে শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।' বাহ্যাম, ১৬৫০। ২ বিণ শ্বেতাল; গায়ের রং সাদা এমন। 'শ্রেয়ানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর।' শুভ, ১৮৫৮।

শ্বেত আকন্দ [স] বি সাদা আকন্দ। 'শ্বেত আকন্দের মূল।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

শ্বেতকরবী [স] বি সাদাকরবী ফুল। 'জুই বেশ সুস্বাদুগন্ধা শ্বেতকরবী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্বেতকাক [স] বি সাদাকাক। 'দেবরূপি বিহঙ্গমীথে শ্বেতকাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শ্বেতকাচ [স] বি সাদারঙের কাচ। 'অমুসকানের পর যখন হঠাৎ মনু চিক্রণ শ্বেতকাচ-নির্মিত হারকণ্ঠি হাতে ঠেকল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্বেতকেশ [স] বিণ সাদা চুলবিশিষ্ট। 'বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শ্বেতকেশা [স] বিণ সাদা চুল যে রমণীর। 'পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতাহাস গলিত যৌবনা শুভদাননা ...।' ভাবনী, ১৮২৫।

শ্বেতচন্দন [স] বি সাদা চন্দন গাছ ও তার কাঠ। 'রক্ত এবং শ্বেতচন্দন গন্ধ কাঠের মধ্যে প্রধান।' অক্ষয়, ১৮৪১।

শ্বেতচর্মী [স] বিণ শ্বেতাস। 'শ্বেতচর্মী নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্বেতজটা [স] বি জীবক গাছ। 'আকন্দ তপন নাটা কটকারি শ্বেতজটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

শ্বেত জবা [স] বি জবায়ুলের প্রজাতিবিশেষ। 'শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জবদ জবা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

শ্বেতজাতি [স] বি শ্বেতাস জাতি। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সাদাভাষ্যত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্বেতদীপ [স] বি ইল্যোড। 'শ্বেতদীপ? ওই তন, বহে বায়ু-ভরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

শ্বেতদীহার [স] বি সাদা বরফ। '... সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতদীহারের ন্যায় কোনো পদার্থ লক্ষিত হয়।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শ্বেতপদ্ম [স] বি সাদা পদ্ম। 'বেন একর ঢেউয়ের উপরে শ্বেতপদ্মের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্বেত-পঙ্খিণী [স] বি ক্রী সাদা পদ্ম। 'কখনো রক্তা হয়ে ওঠে শ্বেত-পঙ্খিণী কপালে অশোভকরা লঙ্কার মতো।' অন্নদা, ১৯২৯।

শ্বেতপাথর [স] বি শ্বেতপ্রস্তর। 'বি মার্বেল পাথর।' শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিপ্রায় করতে গেলেন।' অবন, ১৯০৯।

শ্বেতপুন্স [স] বি সাদারঙের ফুল। 'রাধামাধবের যুগল মূর্তিকে শ্বেতচন্দন শ্বেতপুন্সে অর্চনা করে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

শ্বেতপ্রস্তর [স] বি সাদারঙের মর্মরপাথর। 'একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্বেতবর্ণ [স] বিণ সাদা। 'শ্বেতবর্ণ এক প্রকার হরিণ আছে।' নর্পণ, ১৮২৩। 'বরফ সততই শ্বেতবর্ণ দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্বেতবর্ণা [স] বিণ ক্রী সাদারঙা। 'তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা।' অবন, ১৯২৫।

শ্বেতবসনা [স] বিণ ক্রী সাদা বস্ত্র পরিহিত। 'গুরুজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন ...।' প্রমথ, ১৯১৪।

শ্বেতবাস [স] বি সাদাবসন। 'বেটাদের লাশ নিয়ে বৃন্দের শ্বেতবাস।' নজরুল, ১৯২২।

শ্বেতবীণা [স] বি সাদারঙের বীণা। 'হস্তে শ্বেতবীণা, লাভন্যে ক্রাণ আলো।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শ্বেত ভজুক [স] বি বরফে বসবাস-করা সাদা ভজুক। 'চোবের সামনে ভেসে উঠলো - শ্রেজ গাড়ী, বজ্রহরিণ, শ্বেত ভজুক।' মাইকেল, ১৯৪৯।

শ্বেতভূজা [স, স] সর্বা শ্বেতভূজা ১ বিণ ক্রী সাদা বাহুবিশিষ্ট। 'শ্বেতভূজা, শ্বেতাঙ্গে বিরাজে পা দুখানি।' মাইকেল, ১৮৬০: 'শ্বেতভূজকে, আন সঙ্গে, শনিকলা কৌমুদী যেমতি।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি সরস্বতী দেবী। 'শ্বেতভূজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্বাদ উজ্জ্বল করিয়া ...।' শরৎ, ১৯৩১।

শ্বেতমক্ষিকা [স] বি সাদা মাছি। 'সত্যপীর শ্বেতমক্ষিকার ছববেশ ধারণ করেছেন।' আদিত্য, ১৯৪৪।

শ্বেতমর্মর [স] শ্বেত+মর্মর। বি সাদা মার্বেল পাথর। 'সর্বোবয়ের মধ্য দিয়া শ্বেত মর্মরের সেতু।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শ্বেতরোগ [স] বি শ্বেতরোগ। 'ইতস্ততঃ শ্বেতরোগ, গোথ হতে চুয়ায় অস্ত্রীল দেহের বিহঙ্গম মৃত।' শক্তি, ১৯৬১।

শ্বেত-শঙ্খিনী [স] বি ক্রী সাদা শঙ্খ। 'কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত-শঙ্খিনীর নয়নতারার নীল টাউনির মতো।' অন্নদা, ১৯২৯।

শ্বেতশতদল [স] বি সাদারঙের পদ্মফুল। 'তোমার হাতের শ্বেতশতদল।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্বেতশতদলবাসিনী [স] বি ক্রী সাদাপাথরের উপরে উপবিষ্টা। 'জয় ভারতী শ্বেতশতদলবাসিনী।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্বেততত্ত্ব [স] বিণ উজ্জ্বল সাদা। 'শ্বেততত্ত্ব শীঘ্র এ দ্রুতি হাতে পরিয়ে দেয়।' হাসান, ১৯৩৭।

শ্বেতশূন্য [স] বিপ সাদা দাড়িওয়ালা। 'শ্বেতশূন্য সমিধবাধী'।
বিজুতি, ১৯৩১।

শ্বেতসৌখ [স] বি শুভ মিনার। 'সে ন্যায়বানের শ্বেতসৌখ সে সৃষ্টি
করছিল'। ওয়ালী, ১৯৬৪।

শ্বেতহতী [স] বি সাদা হাতি। 'রাজা শ্বেতহতী চড়ে লোকারণ্য
রাজপথ দিয়ে ...'। অবন, ১৯৮৬।

শ্বেতাহ [স] বি ইরেজ - যানের গায়ের রং সাদা। 'দেশীয় ও
শ্বেতাহ শিকানুগামী ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সঙ্ঘে গঠিত হয়'।
সৌর, ১৮২২।

শ্বেতাসিনী [স] বি গায়ের রঙ সাদা এমন ইউরোপীয় নারী।
'শ্বেতাসিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাসিনী
রয়েছেন'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শ্বেতাসী [স] বি স্ত্রী সাদা অবশিষ্ট। 'ওরুন্ডনের যে জড় ও কঠিন
শ্বেতাসী ও শ্বেতবসনা পাখানমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন ...'। রমণ,
১৯১৪।

শ্বেতাত [স] বি সাদা আভ্যুত। 'ইহাদের দেহের বর্ণ পিঙ্গল, কিন্তু
উদর শ্বেতাত'। অক্ষর, ১৮৫৪।

শ্বেতাক্ষর [স] বি সাদা শব্দ। 'শ্বেত পদ অধিষ্ঠান শ্বেতাক্ষর
পরিধান'। মানিকরায়, ১৭৮১।

শ্মশান [স] বি জাপ গোড়ার স্থান। 'শ্মশানের কানি তবে সামু গিয়া
পরে'। কেতক, ১৬৫০।

শ্মশান কলা [স] বি ছায়াবর্ণ করা। 'কি অবিচার! এতদিন বে বাড়ীতে
শ্মশান কল্যে পাগে'। গিরি, ১৮৮৯।

শ্মশানকালী [স] বি হিন্দুতে শ্মশানচারিত্রী রূপে কল্পিত দেবী বা
কালীর রূপভেদ। 'কৌশলী শ্মশানকালী হৃদয় তুঘিতে'। সীনবন্ধু,
১৮৬৭।

শ্মশানকল্পন [স] বি শ্মশানের বিলাপ। 'ভস্মীভূত শ্মশানকল্পনে/
রক্তিম আকাশটিকে সবসেবে প্রহ্বান করে যুথ বাজনার'। সুকান্ত,
১৯৪৮।

শ্মশানঘাট [স] শ্মশান+ঘাট। বি শ্মশান-সংলগ্ন নদী ইত্যাদির ঘাট।
'কন্য হরি শ্মশানঘাটে ধন্য হরি'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্মশান ঘাটা [স] শ্মশান+ঘাট। বি শ্মশান ঘাট; যে ঘাটে মৃতদের
সৎকার করা হয়। 'বাঘার ভিটার, শ্মশান ঘাটার, পাকড় তলায়'
। জসীম, ১৯৩০।

শ্মশানচারিত্রী [স] বি শ্মশানে বিচরণকারী। 'আমারে করিল
মহামায়া নিঃসঙ্গান শ্মশানচারিত্রী'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শ্মশানচারী [স] বি শ্মশানে বিচরণকারী। 'সেই শ্মশানচারী ভৈরবের
পরিচয়ক্ৰোড়ি ক্রিয় হয়ে রইল আমার সত্যার'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্মশানচিত্রা [স] বি শ্মশানঘাটে মৃতকে গোড়ার অগ্রিকূণ্ড। 'আমার
শ্মশানচিত্রা বাগের ঘাসে'। জীবন, ১৯৩১।

শ্মশানজীবী [স] বি শ্মশানের প্রাণ। 'জাগো ভারত-শ্মশানজীবী'
। নন্দরস, ১৯৩৫।

শ্মশানপূর [স] বি শ্মশানভূমি নগর। 'এ শ্মশানপূরে আর আমি
থাকব না'। গিরি, ১৮৮৭।

শ্মশানপুত্রী [স] বি জনন্য শ্মশানভূমি স্থান। 'তবু এই নির্জন
শ্মশানপুত্রীতে দাঁড়িয়ে ... অমন্য করতে পারেনা না সে'। বিমল,

১৯৫৩।

শ্মশানবাসী [স] বি শ্মশানে বাস করে এমন। 'শ্মশানবাসী গুরুদেব
আমায় এই অলঙ্কার বিক্রম করিত পাঠাইয়াছেন'। বিদ্যা, ১৮৪৭।

শ্মশান-বেলা [স] বি মৃত্যুর অবস্থা। 'শ্মশান-বেলায় আমাদের এই
মৃগ-বাহিত মহামিলন পবিত্র হউক'। নন্দরস, ১৯২২।

শ্মশানবৈরাগী [স] বি শ্মশানে পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধিতে যার মনে
বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 'এসব করি জীবন্ত মানুষ হিসাবে,
শ্মশানবৈরাগী হিসাবে নয়'। ওয়াজেন, ১৯৪৩।

শ্মশানবৈরাগ্য [স] বি শ্মশানে গেলে পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধির
ফলে স্বরকালীন বৈরাগ্যের উদয়। 'অনেকের পরমার্থ বিষয়ে
শ্মশানবৈরাগ্য দেখা দেয়'। গ্যারী, ১৮৫৮।

শ্মশানভূমি [স] বি মৃত মানুষ গোড়ার স্থান। 'শ্মশানভূমি অতি
ভয়ানক'। মদনমোহন, ১৮৪৯।

শ্মশান-মানসিকতা [স] বি মৃত্যুকে প্রতিক্রিয়া। 'এদেশ
এখনও শ্মশান-মানসিকতা অতিক্রম করতে পারেনি'। ওয়াজেন,
১৯৪৩।

শ্মশানমৃতিকা [স] বি শ্মশানের মাটি। 'সে সেহ শ্মশানমৃতিকা
হইল'। রবীন্দ্র, ১৮৬৫।

শ্মশানযাত্রা [স] বি মৃতসহ গোড়ার জন্যে শ্মশানের দিকে যাত্রা।
'যাত্র শ্মশানযাত্রা করেনি, বাড়ি যাচ্ছে'। মানিক, ১৯৩৬।

শ্মশানযাত্রী [স] বি শ্মশানে গমনাশ্রমকারী। 'শ্মশানযাত্রীদের
বিস্ময়ের জায়গা'। নন্দরস, ১৯৫৭।

শ্মশান-শব্দ্য [স] বি শ্মশানস্থ শব্দ্য। 'সভ্যতার শ্মশান-শব্দ্য
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মস্তিষ্কে'। ব্রজ, ১৯৪২।

শ্মশানশয়ন [স] বি শ্মশানশয্যা। 'রক্ত স্রুতি মুক্তিভেদে
শ্মশানশয়ন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

শ্মশানশায়ী [স] বি মৃত্যু পথের যাত্রী। 'তুলসী পূর্ণ পরিমানে উৎপন্ন
না হইলে, শ্মশানশায়ী হয়'। সাধারণী, ১৮৭৫।

শ্মশানভক্ততা [স] বি শ্মশানের মতো নীরবতা। 'আজকের এ মৃত্যুতে
অবশ্য শ্মশানভক্ততা'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

শ্মশানাকার [স] বি শ্মশানভূমি। 'কেবল কেবল শ্মশানাকার'
। রামরায়, ১৮০১।

শূন্য [স] বি দাড়ি। 'জ্ঞানানন্দ বাবাধীর মুখের কাছে দুজন পেঁড়ার
আয়তমের আকর্ষ লখিত শ্বেতশূন্য সব বিরাজ করায় ...'। হুতাশ,
১৮৬১।

শূন্যধারী [স] বি দাড়ি আছে এমন। 'একজন কৌরিকমন্তক
শূন্যধারী ব্যক্তি ...'। রাজ, ১৮৭৪।

শূন্য [স] বি গৌর-দাড়িমুক্ত। 'বিশাল শূন্য বদনমণ্ডল রায়গিন
চক্রেতে দেখিতে লাগিল'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শূন্যমণ্ডিত [স] বি দাড়িপূর্ণ। 'মৌলবীর শূন্যমণ্ডিত চেহারাটি
নাই'। ওয়ালী, ১৯৬৪।

শূন্যশোভিত [স] বি গৌর-দাড়িমুক্ত। 'শুভি কেবল শূন্যশোভিত,
একদা ললাট-গ্রন্থ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে, সুরিতে লাগিল'
। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

শ্যাওড়া [স] বি গাছবিশেষ। 'ওই শ্যাওড়া গাছটার কাছে'। মানিক, ১৯৩৬।

শ্যাওলা [স] শৈবাল। বি জলজ ভূবিশেষ। 'নদীর জলে শ্যাওলা ভাসছে'।

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্যাওলাগন্ধ বি স্যাওলসেতে পঙ্ক। 'শ্যাওলাগন্ধ ছায়ার-ছায়ার সৎকীর্তি
সর্পিণ পথ'। প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

শ্যাওলা-ঢাকা বিপ শেওলাপূর্ণ। 'শ্যাওলা-ঢাকা লতাপাতা-উড়িদে
সমাকীর্তি'। ওয়ালী, ১৯৬৮।

শ্যাওলা-ধরা বিপ শেওলা পড়েছে এমন। 'শ্যাওলা-ধরা শুকনো মরা
গাছের গুঁড়ির পাশে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

শ্যাকরাগাড়ি বি নিয়মানের যোড়ারগাড়ি। 'শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে
তখন হুড়ুহুড়ু'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শ্যাকহ্যাত্তি বি বি করমর্দন। 'তাকে জোর শ্যাকহ্যাত্তি করলুম'। মূলতবা,
১৯৫৯।

শ্যাকুল বি শ্যাকালকালি বি শ্যাকুল নামক কাঁটামুক লতা। 'গিয়েছে
পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা ...'। ওগু, ১৮৫৮।

শ্যাভউইচ বি বি দুই টুকা পাউকটির মধ্যে মাংস সবজি ইত্যাদি দিয়ে
তৈরি খাবার। 'মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন, শ্যাভউইচের
শেভল খান'। হুতোম, ১৮৬১।

শ্যাম [স] ১ বি কৃষ্ণ। 'শ্যামের বচন শুনি মান গেল বিনোদিনী'। বঙ্কিম,
১৫৭০। ২ বিপ শ্যামল। 'সেই দুর্দাল শ্যাম'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।
৩ বিপ সবুজ। 'একি শ্যাম হসিত নব বিকশিত ঘন কিশলয় পদ্মব'।
বিজ্ঞেন্দ্র, ১৯১২।

শ্যামঅঙ্গ [স] শ্যাম-অঙ্গ। বিপ দেহের বর্ণ কালো এমন। 'যে সুচার
শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলগতি'। মহিৎকল, ১৮৬০।

শ্যামকান্তিময়ী [স] বিপ ক্রী সবুজ রঙে সুন্দর। 'শ্যামকান্তিময়ী কোন
বপনমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্যামকেশ [স] বি কালোচুল। 'অতি দীর্ঘ শ্যামকেশ জ্বলি বনমালা'।
আলাওল, ১৬৮০।

শ্যামচাঁদ [স] শ্যামচন্দ্র। ১ বি কৃষ্ণ। 'ভুবনবিজয়ী মালা মেয়ে
সৌদামিনী কলা শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে'। হিটকী, ১৬০০। ২
বি চর্মনির্মিত চাবুক। 'শ্যামচাঁদ বেগোর তোম দোরস্ত হোণা নেই'
দীনবন্ধু, ১৮৬০।

শ্যামচিকণ [স] বিপ শ্যামরূপ চিকণ। 'বড়ো বড়ো চোখ,
শ্যামচিকণ, ছিপছিপে বালক'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্যামচ্ছত্র [স] বি সবুজ ছাতা। 'শ্যামচ্ছত্ররূপ কয়েকটি প্রকাণ্ড
বটুকুরে নীচে'। সিরাজী, ১৯১৮।

শ্যামচ্ছবি [স] বিপ সবুজবর্ণের ছবির মতো। 'শ্যামচ্ছবি অনন্ত
কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শ্যামদেশ [স] বি থাইল্যান্ড। 'ব্রহ্ম, চীন ও শ্যামদেশ, করুণশাস
পর্বতস্থ বনভূমি ... ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান'। অক্ষর,
১৮৫৪।

শ্যামদেশীয় [স] বিপ থাইল্যান্ডে উৎপন্ন। 'শ্যামদেশীয়, আনাম
দেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ'। বঙ্কিম, ১৮৯২।

শ্যাম-ধরা বি শ্যামল ধরণী। 'নীলাকাশ শ্যামধরা পরশে তাহারি
ভরা'। রবীন্দ্র, ১৯২২।

শ্যামপ্রসঙ্গার [স] বি সবুজপাতার সমারোহ। 'বন্যাগাছের
শ্যামপ্রসঙ্গার'। বিজুতি, ১৯৩১।

শ্যামবর্ণ [স] বিপ শ্যামল; ফরসা নয় এমন। 'বীরকৃষ্ণ দ্য শ্যামবর্ণ'।

হুতোম, ১৮৬১।

শ্যামবস্ত্র [স] বি কালো কাপড়। 'চল্লিশ দিবস রহে শ্যাম বস্ত্র পরি।
আলাওল, ১৬৮০।

শ্যামরস [স] বি সবুজ রং। 'আঁকো ... সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন'।
রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

শ্যাম রাধা, না কুল রাধা - উভয় সংকেত পড়া; (হিন্দুপুরাণ) রাধা
কৃষ্ণকে রাখবেন, না কুলমণীরা বজায় রাখবেন - এই সমস্যা। 'ভি
উভয় সংকেত পড়িয়াছেন শ্যাম রাধিবেন, না কুল রাধিবেন
আজাদ, ১৯৪২।

শ্যাম রাধি না কুল রাধি - উভয় সংকেত। দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শ্যামলোখা [স] বি সবুজ প্রান্তর। 'সরযুর কূলে দুলে তৃণসার প্রফুল্ল
শ্যামলোখা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্যামশশ [স] বি সবুজ কচি ঘাস। 'শ্যামশশ নিভাড়ি নিভাড়ি ভাঁ
লব শোণিতের সুরাপাতনানা'। জীবন, ১৯০০।

শ্যামশিখা [স] বিপ সবুজ শিখাবিশিষ্ট। 'ধরণীর ওরা শ্যামশিখ
হোমানল'। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শ্যামশোভা [স] বিপ শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। 'শ্যামশোভা ধরণী'। রবীন্দ্র
১৮৮৬।

শ্যামস্রী [স] বি শ্যামল সৌন্দর্য। 'হুলের মধ্যে এমন শ্যামস্রী
রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্যামসুন্দর [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'হা হা শ্যামসুন্দর হা
গীতাভরণবর'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্যামা [স] বি হিন্দুদেশী কালী। 'দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার
রামত্বদাস, ১৭৮০।

শ্যামা কালী [স] বি শ্যামবর্ণা কালী। 'আয় মা চক্ৰলা মুকুট
শ্যামা কালী'। নজরুল, ১৯৩৫।

শ্যামাপূজা [স] বি হিন্দুদেশী কালীর পূজা। 'শ্যামাপূজা
'জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্তৃ হইয়া থাকে'। চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

শ্যামাভাব-সমাপি [স] বি (হিন্দুধর্ম) কালীকে নিয়ে ধ্যানের চূড়া
অবস্থা। 'আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে/ শ্যামাভাবসমাপিতে
নজরুল, ১৯৩৫।

শ্যামা সংগীত, শ্যামাসঙ্গীত [স] বি (হিন্দুধর্ম) শাক্তগীতি। 'ভা
ছড়া, গান, শ্যামাসঙ্গীত, শব্দ'। বিজুতি, ১৯২৯।

শ্যামা [স] বি একটি পাবির নাম। 'শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদ
কীর্তন করিতে নিযুক্ত ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্যামাপোকা [স] শ্যামা+পোকা। বি সবুজ এবং উজ্জ্বল পোকাবিশেষ
'আধিনের' ক্ষেতবরা কচি কচি শ্যামাপোকাদের কাছে ডেকে ...
জীবন, ১৯৩২।

শ্যামা [স] বিপ কালো। 'শ্যামা মেয়ে বাত ব্যাকুল পদে'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

শ্যামাধাস [স] শ্যামা+ধাস। বি জলাশয়ে জন্মে এমন ধাসবিশেষ
'পুকুরের জলে ... শ্যামাধাসের দাম'। বিজুতি, ১৯২৯।

শ্যামাঙ্গিনী [স] বি গায়ের রং কালো এমন নারী। 'শ্বেতাসিনী
মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন'। রবী
১৮৮০।

শ্যামাঙ্গী [স] বিপ ক্রী শ্যামবর্ণা। 'শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি
মহিৎকল, ১৮৬০।

শ্যামায়মান

শ্যামায়মান [স] বিণ শ্যামবর্ণ ধারণ করেছে এমন। 'আষাড়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের বিপণতর ঘনায়িত অঙ্ককারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্যামোঙ্কল [স] কিণ শ্যাম রঙে উজ্জ্বল। 'শ্যামোঙ্কল বিদায়-কর্ণটুকু অজীত হয়ে গেল।' নজরুল, ১৯২৪।

শ্যামশেখন [হি] বি মদবিষেখ। 'অটলকে একটু শ্যামশেখন দাও।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

শ্যামল [স] ১ বিণ কালো। 'শত ধোঁতে খেত নহে শ্যামল চিকুর।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ সবুজ। 'বনেতে শ্যামল করি, ফুলেতে ফুটোতে তুয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

শ্যামলকোমলা [স] বিণ স্ত্রী শ্যাম বর্ণবিশিষ্ট ও কোমল। 'শ্যামলকোমলা, যেথা যে-কেইহা থাকে/ অদৃশ্য দু বাহু মেঘি টানিহ তাহাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শ্যামলতা [স] বি সবুজত্ব। 'সিগড়েরেবা পর্বত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্যামলবর্ণ [স] শ্যামলবর্ণ বিণ (পায়ের ত্বক) কালো রঙের। 'সুন্দর রাজার পুর শ্যামলবর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্যামলশ্রী [স] বি সবুজ প্রকৃতি। 'নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে।' বিকৃতি, ১৯০১।

শ্যামলা [স] ১ বিণ স্ত্রী সবুজ। 'কৃপার নেহারি পুনঃ শ্যামলা মেদিনী।' গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বিণ স্ত্রী শ্যামবর্ণী। 'চিয়ার রঙ শ্যামলা, কাল চোখ খুব চোখা নয়।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

শ্যামলখল [স] বি সবুজ আঁচল। 'এই রক্ত খরায় শ্যামলখল আননে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্যামলিম [স] বিণ সবুজ রঙের। 'মরু-ভীর হতে সুখা-শ্যামলিম পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্যামলিমা [স] বিণ সবুজ। 'আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি।' নজরুল, ১৯২২।

শ্যামলিরা বিণ শ্যামলা; শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। 'আছে আচ্ছো শ্যামলিরা/ ধরা ধূলি-ছুর।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

শ্যামলিল বিণ শ্যামল। 'এ বেনে মিশরী মরুভূমির মাফকানে সুখা-শ্যামলিল ময়দান।' মুক্তভাব, ১৯৫২।

শ্যামলী [স] ১ বি পায়ের রং কালো এমন নারী। 'শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে পৌরী সঙ্গে পৌরী' জালাওল, ১৬৮০। ২ বিণ পায়ের রং কালো এমন। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ বুক রে।' নজরুল, ১৯২৬।

শ্যামলা [আ শমলাহ] বি পোশাকবিশেষ। 'জরির টুপি, মরেনা, শ্যামলা ... চায়না ছোটো বানরকুল বলমল।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

শ্যামলা গ্র শ্যামল

শ্যাম্পু [হি] বি মাথার তুল পমিকার করার তরল পদার্থবিশেষ। 'তাকের ওপর ... শ্যাম্পু, পেঁচিং ফিন।' ইঙ্গিয়াস, ১৯৭২।

শ্যাম্পেন [হি] বি এক ধরনের মদ। 'শ্যাম্পেন খুলিলে কর্কের শব্দ হার জনিয়ে পাওয়া যায় না।' বঙ্কিম, ১৮৭৬।

শ্যার [হি শেরা] বি অংশ; হিস্যা। 'ইতিয়া গেছেই প্রেমের তিন শ্যার ... গভ শনিবারে শীলাম হইল।' দর্পণ, ১৮৩৪।

শ্যালি [স শূপাল] বি শিয়াল। 'মকবদে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না।' মশাররফ, ১৮৬৯।

শ্যালেখেশো [স শূপাল] বিণ শিয়ালে খেয়ে গেছে এমন (এখানে গলাকাটা)। 'একটা শ্যালেখেশো পাউ কিনবো।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শ্যালক [স] বি স্ত্রীর ছোট ডাই। 'মহারাজ তেজচন্দ্রের শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু।' দর্পণ, ১৮৩৮।

শ্যালকজারো [স] বি শ্যালকের স্ত্রী। 'শ্যালকজারো মদাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শ্যালো [স শ্যালক] বি শ্যালক। 'কলের শিক্ত্য বুড়া শ্যালো রসিকের হুড়া।' তর, ১৮৫৮।

শ্যালিকা [স] বি স্ত্রীর ছোটো বোন। 'মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্যালী [স শ্যালিকা] বি স্ত্রীর ছোটো বোন। 'সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

শ্যালীপতি [স শ্যালিকপতি] বি স্ত্রীর ভগ্নিপতি। 'সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

শ্যালকাঁটা [স শূপাল] বি কাঁটাত্বক চলাবিশেষ। 'শ্যালকাঁটা ফুলের কলি ... স্ত্রীরবন্ধু, ১৮৭২।

শ্যোন [স] বি বাজশাবি। 'শ্যোন যথা লয়ে যায় কশোভবধুরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শ্যোনচকু [স] বি সতর্ক চোখ। 'আলী মজহার ঝার শ্যোনচকু এড়াইয়া কিছুই যাই নাই।' গভরত, ১৯৫৮।

শ্যোনদুটি [স] বি তীক্ষ্ণদৃষ্টি। 'তার 'পরে সবলের শ্যোনদুটি কেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

শ্যোনশাবি [স শ্যোনশাবী] বি বাজশাবি। 'শ্যোনশাবির চকুর মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শ্রঙ্গ [স শৃঙ্গ] বি শৃঙ্গ। 'ম্যনেএল, ১৭৪০।

শ্রদ্ধা [স] ১ বি সমাদর ও সমীহ। 'শিত্ত্বত্বা জ্ঞান করিয়া ... উক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি বিশ্বাস। 'এ কথায় শ্রদ্ধা করেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি আস্থা। 'নবীশের বাবার বুদ্ধিত্বের প্রতি নবীশের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৪ বি মান্যতা। 'রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্রদ্ধানুগাণ [স] বি শ্রদ্ধায় আঙ্গি। 'মহোৎসবকারি প্রতি ... কাহার ক্রম আকৃষ্ট ও এককান্ত শ্রদ্ধানুগাণপূর্ণ না হয়?' অক্ষর, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধাখিত [স] বিণ শ্রদ্ধাবান। 'বোধানীর আদর্শে এজনী শ্রদ্ধাখিত হলেন।' ওয়ালেড, ১৯৪৩।

শ্রদ্ধাখিতা [স] বিণ স্ত্রী শ্রদ্ধা আছে এমন। 'কবি লিখছে চিঠি তার প্রতি শ্রদ্ধাখিতা কাউকে।' নজরুল, ১৯২৬।

শ্রদ্ধাবজা [স] বি উক্তি-শ্রদ্ধা। 'তাহারা অন্যের ন্যায় স্বভেদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবজার জন্য বিখ্যাত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রদ্ধাবলত [স] ক্রিণি শ্রদ্ধাজনিত কারণে। 'মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবলত ও বদনী বলিয়া স্নেহবলত ... ভালোবাসিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রদ্ধাবান [স] ১ বিণ উক্তিপরায়ণ। 'প্রভুর শাপবার্গা তনি হয়ে শ্রদ্ধাবান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ শ্রদ্ধেয়। 'অনেক শ্রদ্ধাবান

বক্তি একত্র হইয়া ... উপাসনা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শ্রদ্ধাবিজড়িত [স] বিশ শ্রদ্ধাহীন। 'আশিশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বন্ধু অকাতরে বিসর্জন।' মূলতবা, ১৯৫২।

শ্রদ্ধাবিহীন [স] বিশ শ্রদ্ধায় অভিজ্ঞত। 'সায়কোলে তাঁহাদের শাশ্রুপাঠনি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধাবিহীন হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শ্রদ্ধাভক্তি [স] বি শ্রদ্ধা ও ভক্তি। 'সন্তানসুলভ শ্রদ্ধাভক্তিকে হৃদয়া মাথা নত করে দিয়েছিলো।' বেগম, ১৯৪৯।

শ্রদ্ধাভাজন [স] বিশ সম্মানিত। 'শ্রদ্ধাভাজন ও গুণবান ব্যক্তি বিশেষের উপাধি অর্হন্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

শ্রদ্ধামৃত [স] বিশ ভক্তিময়। 'শ্রদ্ধামৃত হইয়া করে নিতি যাতায়াত।' ভবানী, ১৮২৩।

শ্রদ্ধার্হ [স] বিশ শ্রদ্ধার যোগ্য। 'কবি হিসাবে এমন শ্রদ্ধার্হ যে ...।' ওদুদ, ১৯৪৬।

শ্রদ্ধাশতদল [স] বি ভক্তিরূপ পদ্মফুল। 'জ্ঞাত সতরশী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্রদ্ধাশীল [স] বিশ শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'কন্যার দায়িত্ববোধের প্রতিও একটু শ্রদ্ধাশীল হতে ...।' বেগম, ১৯৪৮।

শ্রদ্ধাশীলতা [স] বি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব। 'যৌতুক সমাধানের একটি পথ সেই শ্রদ্ধাশীলতার মধ্যেই নিহিত।' বেগম, ১৯৪৮।

শ্রদ্ধাঙ্গাদ [স] বিশ শ্রদ্ধার পাত্র। 'অতীত শ্রদ্ধাঙ্গাদ পরম ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের প্রতি ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

শ্রদ্ধাহীন [স] বিশ শ্রদ্ধা নেই এমন। 'মদ্য নাস্তিক্যবুদ্ধিবশে শ্রদ্ধাহীন হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধাহীনতা [স] বি ভক্তিহীনতা। 'শ্রদ্ধাহীনতার দুই একটা লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শ্রদ্ধেয় [স] বিশ শ্রদ্ধার যোগ্য। 'যে ব্রহ্ম যত প্রাচীন, ভারতবর্ষীয় লোকের নিকট তাহা তত শ্রদ্ধেয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রদ্ধেয়তা [স] বি মর্যাদা। 'মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এতো আচর্ষ বড়ো হয়ে দেখা দিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রদ্ধা [স] শ্রদ্ধা। 'আপনার শ্রদ্ধা নহে কর্মে যে দেখিছে নিরঞ্জন।' সুলতান, ১৭০০।

শ্রবণ [স] ১ বি কান। 'শ্রবণে কুন্তল শোভাও তোরে।' বটু, ১৪৫০। ২ বি শোনার কাজ। 'সেই নারী বসি নাম করিল শ্রবণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রবণশোচন [স] বিশ শোনা গেছে এমন। 'এইরূপ রাজব্যাক্য শ্রবণশোচন করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শ্রবণধার [স] বি কানে ধ্বনি প্রবেশের পথ। 'মহারাজের শ্রবণধারে কোণকোতোয়াল দাঁড়য়ে আছেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

শ্রবণপথ [স] বি কান; ধ্বনি শোনার ইন্ড্রিয়। 'শ্রবণপথের ব্যাঘাত কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই।' দর্পণ, ১৮২৯।

শ্রবণবিবর [স] বি কর্ণগহ্বর। 'বিমোহিত হত যাতে শ্রবণবিবর।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

শ্রবণ-মূল [স] বি কর্ণমূল। 'উঠবে হিয়া ওজরিয়া তব শ্রবণ-মূলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শ্রবণযোগ্য [স] বিশ তনবর উপযুক্ত। 'তোমার শ্রবণযোগ্য নহে সেই নাম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শ্রবণশক্তি [স] বি শোনার ক্ষমতা। 'প্রথর শ্রাবণশক্তি ও শ্রবণশক্তির বলে ... আক্রমণ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রবণ হস্তা [স] ক্রি কর্ণশোচন হওয়া। 'পরম্পর কুমারের শ্রবণ হইল।' ফরজুল্লাহ, ১৮৭৬।

শ্রবণাতীত [স] বিশ শোনার অতীত। 'অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয়।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শ্রবণার্থ [স] ক্রিবিধ শোনার জন্য। 'তাহার আশীর্বচন শ্রবণার্থে অপেক্ষা করিলেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রবণাহুত [স] বিশ রবাহুত। 'ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি শ্রবণাহুত হইয়া বিদ্যায় হন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শ্রবণেচ্ছা [স] বি শ্রবণের ইচ্ছা বা শোনার ইচ্ছা। 'ইহাতে তাহার শ্রবণেচ্ছা হইল।' তারিণী, ১৮০৩।

শ্রবণেচ্ছু [স] বিশ শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। 'সখান মনুয্যাম্রোই শ্রবণেচ্ছু।' দর্পণ, ১৮৩২।

শ্রবণেন্দ্রিয়মাহা [স] বিশ কানে শোনা যায় এমন। '... প্রথমশ্রেণে মানসেন্দ্রিয়মাহা; দ্বিতীয়াংশ শ্রবণেন্দ্রিয়মাহা।' প্রমথ, ১৮৯০।

শ্রবণেন্দ্রিয় [স] বি কান। 'সেদধি, ১৮৩৯। 'এ নিমিত্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

শ্রবণ [স] শ্রবণ। 'কণ্ঠে হার পরে কোহো শ্রবণে কুন্তল।' মালাধর, ১৫০০।

শ্রবতী [স] বি প্রাচীন ভারতের ভাষাবিশেষ। 'এই বঙ্গভাষা ... শ্রবতী হ্রস্বী ব্রীহীয়া পাকত্যা প্রাচ্যা বাহিনিক্যাবৃত্তিকা দাক্ষিণাত্যা এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা হইতে নির্গতা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

শ্রবা [স] শ্রবণ। 'ক্রি শ্রবণ করা। 'শ্রবে মল্লধ্বনি, নাসিকা দেবিয়া, ... তিলপুশ্প গেল।' ভবানী, ১৮২৫।

শ্রবাকব্য [স] বি কেবল শ্রবণ করা যায় এমন কাব্য। 'শ্রবাকব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রম [স] ১ বি পরিশ্রম। 'আতিশয় রক্তিশ্রমে আকুল হইলো ঘূমে।' বটু, ১৪৫০। ২ বি শ্রান্তি। 'শ্রমের কারণে হস্তী হৈল ঘন ঘনে।' বটু, ১৪৫০। ৩ বি কষ্ট। 'হাটতে আসিতে কিবা পথে পাইলাম শ্রম।' বিজয়, ১৬৫০।

শ্রমশ্রুতি [স] বিশ ক্রান্ত। 'মারিআ অনেক মৃগ হৈল শ্রমশ্রুত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শ্রমকাতর [স] বিশ পরিশ্রম করতে কষ্টবোধ করে এমন। 'তাঁরা শ্রমকাতর নন।' ওয়ালেদ, ১৯৪৩।

শ্রমকারী [স] বি শ্রমিক। 'শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ণনিপুণদিগের মধ্যে ...।' বর্ধিম, ১৮৭৯।

শ্রম-কিন্দ্রা [স] বি পরিশ্রমের চিহ্ন। 'শ্রম-কিন্দ্রা-কঠিন যাদের নির্দয় মৃতি-তলে/ত্রা ধরণী নজরানা দেয় ...।' নজরুল, ১৯২৯।

শ্রমক্রান্ত [স] বিশ পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত। 'পঞ্চমক্রান্ত পথিকবৃন্দের চক্রে অতি সুখপ্রদ বিহাংমক্রান্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রমক্লিষ্ট [স] বিশ পরিশ্রমে ক্লান্ত। 'শ্রমক্লিষ্ট দেহময় বিজড়িত বেদন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শ্রমক্ষম [স] বিশ শারীরিক কষ্ট স্বীকারের সমর্থ। 'শাবকগণ এইরূপে

শালিত-পালিত হইয়া, সক্ষম ও শ্রমক্ষম হইলে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

শ্রমঘাম [স] শ্রম+স ঘাম। বি শ্রমের ঘাম। 'শ্রমঘাম মদমদ মিলায় পবনে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

শ্রম জ্ঞানো ক্রি স্তম্ভির উদ্ভেক করা। 'নবকুমারের শ্রম জ্ঞানিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

শ্রমজ বিন্দু [স] বি শ্রমের ফলে উৎপন্ন ঘাম। 'কীবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু।' কমলাকান্ত, ১৮২০।

শ্রমজল [স] বি ঘাম। 'যাহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলি।' গোবিন্দ, ১৬০০।

শ্রমজাত [স] বিণ ঝটুনিজনিত। 'শ্রমজাত তৃষা কৃশা হয় এই বেলে।' চণ্ড, ১৮৫৮।

শ্রমজীবী [স] বিণ শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন। 'এই সব শ্রমজীবী মনুষ্যেরাই এদেশের আদিম অধিবাসী।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'অনেক শ্রমজীবী সোকাদিগের কর্ম স্থগিত থাকে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

শ্রমজীবীদল [স] বি শ্রমিক শ্রেণী। 'শ্রমজীবীদলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম।' নজরুল, ১৯২২।

শ্রমনিবিড় [স] বিণ শ্রমখনিষ্ঠ। 'শ্রমনিবিড় অনতিকায় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ... ইতাদি প্রস্তাবকে ... দীর্ঘকাল ধরে সমর্থন করে আসিছি।' শিব, ১৯৫৬।

শ্রমপরায়ণ [স] বিণ পরিশ্রমী। 'কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্রেশসহনশীল ও নিরীহ।' সোমস্বত্র, ১৮৬৮।

শ্রমবিভাগ [স] ১ বি শ্রমবিভক্তি। 'আমাদের নবসাহিত্যে কোনোরূপ শ্রমবিভাগ নেই।' প্রমথ, ১৯১৩। ২ বি শ্রম ও শ্রমজীবী সংক্রান্ত সরকার দপ্তর। 'বর্তমান শ্রম-বিভাগের আমূল সংক্ৰান্ত সাধন কল্পে একে যুগোপযোগী করা দরকার।' বেগম, ১৯৪৯।

শ্রমবিভাগনীতি [স] বি পেশাগতভাবে সমাজের শ্রেণী নির্ধারণ করার নীতি। 'শ্রমবিভাগনীতি মেনে পুরনানুক্রমে একই চর্চা করে সমাজের ক্রমোন্নতি এই পদ্ধতির মূলে ছিল।' নজরুল, ১৯২৫।

শ্রমবিমুখ [স] বিণ পরিশ্রম করতে অনিচ্ছুক। 'যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদুজ্ঞানদ্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালাভ মাসে দ্বারা উদরপূর্তি করে তাহার অসভ্য।' বিদ্যা, ১৮৫১।

শ্রমবিমুক্ততা [স] বি শ্রমবিমুক্ততা। 'বিলাসিতা, শ্রমবিমুক্ততা।' মিহির, ১৮৯৯।

শ্রমবিরোধ [স] বি শ্রমিকদের কাজ নিয়ে ঘৃণা। 'শিল্প এলাকায় শ্রমবিরোধ থাকা স্বাভাবিক।' আজাদ, ১৯৬৪।

শ্রমমাত্রা [স] ক্রিবিণ শুধু পরিশ্রম করে। 'নানা তীর্থ পর্যটনে শ্রমমাত্রা পথ হৈতে।' রামস্বাদ, ১৭৮০।

শ্রমযুক্ত [স] বিণ পরিশ্রান্ত। 'শ্রমযুক্ত হইল কৃষ্ণ মুখে ঘর্ম্মবিন্দু।' মালাধর, ১৫০০।

শ্রমরত [স] বিণ কাজ করছে এমন; কর্মরত। 'শ্রমরত ওই কাপিমাতা কুলি, দৌ-সারং।' নজরুল, ১৯২৮।

শ্রমলাভ [স] বিণ পরিশ্রম দ্বারা লাভ করতে হয় এমন। 'সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলাভ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

শ্রমলেশ [স] বি কম পরিশ্রম। 'জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিবেকে শ্রমলেশ ও ব্যাঘাতই ইতি।' দর্পণ, ১৮২১।

শ্রমশালিনী [স] বিণ ক্রী পরিশ্রম করতে পারে এমন। 'প্রাচীন অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ত্তে সুশৃঙ্খলিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শ্রমশিল্পী [স] বি কারিগর। '২০,০০০ শ্রমশিল্পী সমেত এখানে ৪০,০০০ বয়নশিল্পী ও ৬০,০০০ ব্যবসায়ী ছিল।' মাহেন্ত, ১৯৪৯।

শ্রমশীল [স] বিণ পরিশ্রমী। 'বঙ্গদেশের শ্রমশীল দুঃখী কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।' দিকৃষ্ণকাল, ১৮৬৯।

শ্রমশীলতা [স] বি পরিশ্রমশীলতা। 'সমবেতভাবে তারা কোনকালেও শ্রমশীলতার অভাব অনুভব করেন নাই।' মোয়াজ্জিন, ১৯২৮।

শ্রমসম্পাদিকা [স] বি ক্রী শ্রম ও শ্রমিক বিষয়ক সম্পাদক। 'ফরিদা মহিউদ্দীন শ্রম সম্পাদিকা।' বেগম, ১৯৭৪।

শ্রমসাহিষ্ণু [স] বিণ পরিশ্রমে কাতর নয় এমন। 'শ্রমসাহিষ্ণু পরিব্রাজকের বিহারকেন্দ্র।' কল্লল, ১৯১৩।

শ্রমসাহিষ্ণুতা [স] বি শ্রমশীলতা। 'অশেষ শ্রমসাহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং ব্যর্থতার চেষ্টার ফলে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শ্রমসাধ্য [স] বিণ পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত। 'বড় শ্রমসাধ্য কাজ।' ওয়ালী, ১৯৬৩।

শ্রমবীকার [স] বি পরিশ্রম করা। 'কাহারো কৃষিকর্মের শ্রমবীকার করিতে হইবে না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

শ্রমানুরাগী [স] বিণ পরিশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'শ্রমানুরাগী নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শ্রমার্জিত, শ্রমার্জিত [স] বিণ শ্রম দ্বারা অর্জিত। 'অকৃতি সহোদর কৃতি সহোদরের শ্রমার্জিত ধনের অংশী হইলেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯; 'শ্রমার্জিত শস্যরাজি সন্ধ্যা করিয়া গৃহে আনিল।' স্বপ্ন, ১৯৯৮।

শ্রমোৎপন্ন [স] বিণ পরিশ্রমজাত। 'বাণিজ্য, শ্রমোৎপন্ন শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

শ্রমোপজীবী [স] শ্রমোপজীবী। বিণ পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন। 'শ্রমোপজীবী ব্যক্তিগণের পরিবার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় নাই।' প্রজ্ঞা, ১৮৫৩। ২২৯

শ্রমোপজীবী [স] বিণ পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহকারী। 'বুদ্ধাশ্রমজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

শ্রমোপযোগী [স] বি পরিশ্রম করার জন্য উপযোগী। '... পুষ্টিকারক, বলাধারক, শ্রমোপযোগী দ্রব্য ভক্ষণ করা নিত্যম্ আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৫০।

শ্রমণ [স] বি বৌদ্ধ ভিক্ষু। 'শ্রমণগণের আলীকর্চনে প্রাণ মন উথলায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

শ্রমণশোভন [স] বিণ শ্রমণের উপযুক্ত। 'শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে।' সুধীশ্র, ১৯৩৪।

শ্রমি [স] শ্রমী। বিণ শ্রমশীল। 'পাদরি সাহেবের তুল্য শ্রমি ও নিপুণ মনুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

শ্রমিক [স] বি শ্রমজীবী। 'শ্রমিক-সংঘটলিকে আইনত মাসিয়া লওয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

শ্রমিক আন্দোলন [স] বি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে আন্দোলন। 'রুশিয়ার বলশেভিজম ও কম্যুনিষ্ট আওতায় বর্ধিত শ্রমিক আন্দোলনকে হাত করিতে যত্নবান হইয়াছেন।' এনসলাম, ১৯৩৭।

শ্রমিক-নেতা [স] বি শ্রমিকদের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি। 'যার

অসাধারণ সংগঠনী শক্তি সে শ্রমিক নেতা মজিদ।' মনসুর, ১৯৫৫।

শ্রমিকপাড়া [স শ্রমিক+পাড়া] বি শ্রমিকপন্থী। 'দুশে ওঠে দিন; শপথমুখর কিষাণ শ্রমিকপাড়া।' সূক্তান্ত, ১৯৪৮।

শ্রমিক-সংঘ [স] বি শ্রমজীবীদের সংগঠন। 'শ্রমিক-সংঘগুলিকে আইনত মনিয়া লওয়া।' নজরুল, ১৯২৬।

শ্রাদ্ধ [স] ১ বি মৃত্যুর পর হিন্দুদের পালনীয় ধর্মীয় আচার। 'কিন্নরপে করিব শ্রাদ্ধ কোন ভিধি মৃত্যু।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অপব্যয়। 'কেবল টাকার শ্রাদ্ধ।' ভবানী, ১৮২৫। ৩ বি শ্রদ্ধা। 'পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে বিতৃষ্ণা প্রীতির এবং শ্রাদ্ধের ব্যাঘাত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৪ বি ভক্তি দেখাতে গিয়ে একশেষ করা। 'আরও রোজ রোজ অনেক গুস্তা করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।' বিজ্ঞান, ১৯১২। ৫ বি দারুণ ব্যাঘাত। 'নানাবিধ বান্দা, চোখ চাওয়া ঘটে তাহে, নিদ্রার শ্রাদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

শ্রাদ্ধশাস্তি [স] বি হিন্দুধর্মভিত্তে মৃতের আত্মার শাস্তি কামনা করে পিতৃভাণ্ডার অনুষ্ঠান। 'শ্রাদ্ধশাস্তি যদি করি তো আমার নাম নবদীপ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্রাদ্ধ-সভা [স] বি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। 'এই কর্তারা নিত্য-সভা, নৈমিত্তিক-সভা, বুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা প্রকৃতিতে সর্বদাই বাস্তব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রাদ্ধাদিকারি [স শ্রাদ্ধাদিকারী] বি শ্রাদ্ধাদি কাজ করতে পারে এমন। 'তাঁহার স্মৃতি গোত্রাদী শ্রাদ্ধাদীকারি কিংবা ধন্যাদিকারি কেহ।' ওর্গ, ১৭৮৪।

শ্রাদ্ধাদিকারী [স] বি শ্রাদ্ধ করার অধিকারী। ওর্গ, ১৭৮৪।

শ্রাদ্ধাধীকারী [স শ্রাদ্ধাধীকারী] বি শ্রাদ্ধ করার অধিকারী। ওর্গ, ১৭৮৪।

শ্রান্ত [স] ১ বি ক্লান্ত। 'শ্রান্ত হৈয়া সিসুপল বলে দামোদরের।' মালাধর, ১৫০০। 'শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পড়ন্ত। 'বৈক্রান্তবিনীত অসীম সমস্তল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শ্রান্তকার্য [স] বি ক্লান্ত শরীর এমন। 'গোষ্ঠঘরে ফিরছে ধেনু শ্রান্তকার্য।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শ্রান্তগলা বি অবসন্ন কণ্ঠ। 'আজ কেমন শ্রান্তগলায় বলে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শ্রান্ততা [স] বি ক্লান্তি। 'তাঁহার গুণ ও বিদ্যাসোচনায় শ্রান্ততাবিধয়ক কর্ণেরে প্রায় কিছু আবশ্যকতা নাই।' দর্পণ, ১৮৩৭।

শ্রান্তদেহ [স] বি অবসন্ন শরীর। 'আহা, শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শ্রান্তধারা [স] বি শ্রান্ত হয়ে এসেছে এমন ধারা। 'শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শ্রান্ত নয়ন [স] বি ক্লান্ত চোখ। 'আজি প্রভাতেও শ্রান্ত নয়নে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্রান্তা [স] বি ক্লান্ত ক্লান্ত। 'তর্জনে অশ্লোকে নীতান্ত শ্রান্তা।' দর্পণ, ১৮৩৬।

শ্রান্তি [স] বি শারীরিক ক্লান্তি। 'তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

শ্রান্তিকর [স] বি ক্লান্তিকর; অবসাদজনক। 'বইয়ের লোক আমাদের

পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রান্তিজনক [স] বি ক্লান্তিকর। 'শ্রান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্রান্তিবোধ [স] বি ক্লান্তিবোধ। 'সে শীঘ্র শ্রান্তিবোধ করতে শুরু করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

শ্রান্তিভরা বি শ্রান্তিশ্রান্ত; ক্লান্ত। 'নয়নের শ্রান্তিভরা চাহনি মলিন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

শ্রান্তিভারাতুর [স] বি ক্লান্তি ভারাক্রান্ত। 'শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রান্তিমুগ্ধ [স] বি ক্লান্তিতে অবসাদমগ্ন। 'জ্ঞাতক সে দেখে শ্রান্তিমুগ্ধ উৎসাহিতের ঘর।' ফররুখ, ১৯৪৬।

শ্রান্তিহারা [স] বি ক্লান্ত হওয়া এমন। 'উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহারা শ্রান্তির উদ্দেশে দুঃখবীন নিকেতনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্রান্তিহারা [স] ক্রিবি শ্রান্তিহীনভাবে। 'মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা।' রবীন্দ্র, ১৯০১। 'রচিতহিলায় যাহা মোরা শ্রান্তিহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্রান্তিহারা [স] বি ক্লান্তি দূরকারী। 'ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

শ্রান্তিহীন [স] ক্রিবি শ্রান্তিহীনভাবে। 'শ্রান্তিহীন বহু রাত্রি জাগরণ যেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। 'তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্রাবণ [স] ১ বি বাংলা মাসবিশেষ। 'আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।' বড়, ১৪৫০; 'মোর দুই আঁবি ধারার শ্রাবণে/ সোটাআঁ সোটাআঁ কান্দে রাহী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি শ্রাবণের মতো বর্ণন। 'শ্রীমন্তের দুই চকু ধারা শ্রাবণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি শ্রাবণ মাসের মতো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। 'কোন ব্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বি শ্রাবণ মাসের বর্ণের আগত। 'অঝোর-বরণ শ্রাবণ জলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

শ্রাবণ-অন্ধকার [স] বি শ্রাবণ মাসের অন্ধকার। 'সে যে আসে আসে আসে কত শ্রাবণ-অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

শ্রাবণঘন [স] বি শ্রাবণের মেঘ। 'শ্রাবণঘন গহনমোহে নিবিড় তব চরণ ফেলে নিশার মতো নীরবে এসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি শ্রাবণের মেঘের মতো। 'শ্রাবণঘন-অন্ধকারে গন্ধ যেত অভিসারে - সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে ববর পেত কি?' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শ্রাবণদিন [স] বি শ্রাবণ মাস। 'ফাগুনদিনের বকুল চাঁপা শ্রাবণদিনের কোরা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

শ্রাবণধারা [স] বি শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির ধারা। 'বৈশাখমাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শ্রাবণনিশি [স] বি শ্রাবণের রাত। 'আজি এ শ্রাবণনিশি কাঁটে কেমনে।' নজরুল, ১৯২৯।

শ্রাবণমেঘ [স] বি শ্রাবণ মাসের মেঘ। 'শ্রাবণমেঘ হায় ভাবিয়া কুয়াশা।' নজরুল, ১৯২৯।

শ্রাবণরজনী [স] বি শ্রাবণের রাত। 'শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্রাবণরাত্রি [স শ্রাবণরাত্রি] বি শ্রাবণ মাসের রাত। 'আজি বরষামুখরিত শ্রাবণরাত্রি, স্মৃতিবন্দনার মালা একেসা গাঁধি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫; 'দুঃখের দশা শ্রাবণরাত্রি - বাদল না পায় মানা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

শ্রাবণ সংক্রান্তি [স] বি শ্রাবণ মাসের শেষ দিন। 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে দক্ষিণে আয়ন।' সুলতান, ১৭০০; 'শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় লোলা হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮১৯।

শ্রাবণ-সিঁচন বি শ্রাবণের বৃষ্টি। 'করিবে বাদলের শ্রাবণ-সিঁচনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

শ্রাবণী বিণ শ্রাবণ মাসের। 'শ্রাবণী ফুল ফুটেছে মোর মনের বিপিনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

শ্রাবন, শ্রাবোন [স শ্রাবণ] বি শ্রাবণ। হ্যাপহেড, ১৭৭২।

শ্রাবণী [স] বিণ শ্রবণেন্দ্রিয় সঞ্চয়ী। শ্রাবণ প্রত্যক্ষ [স] বিণ শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা দর্পন। 'আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রাবণ প্রত্যক্ষ।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

শ্রাবণী, শ্রাবণী বি ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত গঙ্গা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী। 'সপ্তমবারে শ্রাবণী নগরবাসী কতকগুলি বৌদ্ধকর্তাবলী শোকের সমজিবিয়াহায়ে সমুদ্রে যাইতেছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'শ্রাবণীপুরীর গঙ্গালগন প্রাসাদে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

শ্রী [স] ১ বি নামের পূর্বে শব্দাব্যাক্ত শব্দ। 'নিম্নহঃ শ্রীমৎসুন্দর'। বড়, ১৪৫০; 'শ্রীশ্রী'। প্রাণী, ৩। ওয়া, ১৭৮২। ২ বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'শ্রীরাগঃ'। বড়, ১৪৫০। ৩ বি (হিন্দু শাস্ত্র) প্রকৃতি; রাগ। 'নারীর সজ্ঞাসে রাধা জদি পাণ হএ/ শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে।' বড়, ১৫৭০। ৪ বিণ সুন্দর। 'নিরবধি হয়ে কৃষ্ণ বলে শ্রীবিদনে।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ৫ বিণ পূজ্যপাদ ব্যক্তির। 'শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে ভুলিয়া।' কৃষ্ণা, ১৫৮০। ৬ বি কনে। 'যেমন বরের শ্রী তেমন শ্রীরও শ্রী।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৭ বি চেহারা। 'যেমন বরের শ্রী তেমন শ্রীরও শ্রী।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৮ বি চঃ ভক্তি। 'কী কথার শ্রী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৯ বি লক্ষী। 'এই তো যথার্থ শ্রীনিবেশন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ১০ বি সরস্বতী। 'শ্রীপঞ্চমী' দিনে একটা বড়ো রকমের জলসা হত।' অবন, ১৯৪১।

শ্রীঅঙ্গ [স] বি সুন্দর ও পবিত্র দেহ। 'শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রীকিরীট [স] বি সুন্দর মুকুট। 'পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

শ্রীক্ষেত্র [স] বি তীর্থস্থান বিশেষ; পুরীধাম। 'ইহাতে পারে যে তাহার শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৭।

শ্রীখণ্ড বি শাবারবিশেষ। 'পুরাণপুরী, শ্রীখণ্ড এবং আনারসা ভোজন করে ...' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

শ্রীপাক্ষর [স] বি সংগীতের রাগিণীবিশেষ। 'শ্রীপাক্ষর।' বাহরাম, ১৬৫০।

শ্রীশোলো [স] শ্রী+আ ঘালা। বি লক্ষীর ভাগ্য। 'মিতিকার ঘট মধ্যে শ্রীশোলার হাট।' বাহরাম, ১৬৫০।

শ্রীঘর [স] শ্রী+ঘর। বি জেলখানা। 'সকাল হইয়াছে এমন সময় ঠেঁচাটা শ্রীঘরে পদার্পণ করিলেন।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

শ্রীঘরবাস [স] শ্রী+ঘর+স বাস। বি কারাবাস। 'জ্ঞানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করিহিমু কিনা।' মুজতাবা, ১৯৬৬।

শ্রীচরণ [স] বি পূজ্য ব্যক্তির চরণ। 'এক দৃষ্টে সবই চাহেন শ্রীচরণ।' কৃষ্ণা, ১৫৮০।

শ্রীচরণকমলেশু [স] বি বিনয়সূচক সম্বোধন (পাদপদ্মে)। 'শ্রীযুত

চন্দ্রিকাশ্রয়ক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেশু।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

শ্রীচরণদর্শন [স] বি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়া। 'বহুদিন শ্রীচরণ দর্শন করিনি।' নজরুল, ১৯৩৫।

শ্রীচরণাবিশদ [স] বি চরণপদ্ম। 'মহাশবির শ্রীচরণাবিশদে।' নজরুল, ১৯২৭।

শ্রীচরণেশু [স] বি শুকজনের কাছে লেখা চিঠির সম্বোধন। 'শ্রীচরণেশু দাদামহাশয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

শ্রীচরণ [স] শ্রীচরণ। বি পূজ্য ব্যক্তির চরণ; পূজ্য ব্যক্তি। ওয়া, ১৭৮২; 'এ জন্ম শ্রীচরণ দরশন করিতে জাইতে অশেষ ইহালাম।' চিঠিপত্রে, ১৮৪৫।

শ্রীছন্দহীন [স] বিণ সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলাহীন। 'সমকালীন শ্রীছন্দহীন গদ্যভাষাকে সহ্যেও সুবিন্যস্ত রূপদান করেছিলেন।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

শ্রীহাঁদ [স] শ্রীহাঁদ বি সৌন্দর্য। 'জীবনী একটা শ্রীহাঁদের জিনিস।' জীবন, ১৯৩৩।

শ্রীহার [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'শ্রীহাররূপে হরি তাঁ নিবো তোরে।' বড়, ১৪৫০।

শ্রীনিবেশন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) লক্ষীর আলয়। 'এই তো যথার্থ শ্রীনিবেশন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রীনিবাস [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'বেআকুল হই বাড়ারি দেবি তাঁ নিবাসি শ্রীনিবাসে।' বড়, ১৪৫০।

শ্রীপঞ্চমী [স] বি (হিন্দুধর্ম) সরস্বতী পূজার তিথি। 'শ্রীপঞ্চমীর দিন একটা বড়ো রকমের জলসা হত।' অবন, ১৯৪১।

শ্রীপতি [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'জ্যোতীর ঘরে ভোজন করিল শ্রীপতি।' মালাধর, ১৫০০।

শ্রীপদ [স] বি শ্রীচরণ; আরাধের চরণ। 'বিপদে শ্রীপদ ভরসা।' নজরুল, ১৯৩১।

শ্রীপদ-অমুজ [স] বি শ্রীচরণরূপ পদ্ম। 'জীবনসর্ব্বর্থ তব শ্রীপদ-অমুজ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

শ্রীপাক্ষচরণ [স] বি শ্রীচরণরূপ পদ্ম। 'ধরে শ্রীপাক্ষচরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রীপাট [স] শ্রীপাটক। বি তীর্থস্থান। 'কপালক্রমে তায় আবার, শ্রীপাট সুপ্রিম কোর্ট, - বিচারালয়'। সঞ্জয়, ১৮৬১।

শ্রীকল [স] বি বেল। 'কুচয়ুগ রাধা যোড় শ্রীকলে।' বড়, ১৪৫০।

শ্রীবাড়ারি বি সংগীতের রাগিণী বিশেষ। 'শ্রী বাড়ারি' বাহরাম, ১৬৫০।

শ্রীবর্জিত [স] বিণ সৌন্দর্যহীন। 'নিভান্ত শ্রীবর্জিত, অবিন্যস্ত ও ভাষামায়াবী বাঙলা গদ্য ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথমে ...' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

শ্রীবুদ্ধি [স] ১ বি উন্নতি। 'অস্বদেশীয় সমাচারপত্রের একসকল শ্রীবুদ্ধিই কহিতে হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি প্রসার। 'প্রাণিবিন্দ্যা উদ্ভিদবিন্দ্যা ধাতুবিন্দ্যা প্রভৃতির সমধিক শ্রীবুদ্ধি-সাধন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি সৌন্দর্য বুদ্ধি। 'এমন শিল্পসামগ্রী বিরল ... যার শ্রীবুদ্ধি অভাববীর্য।' স্মৃতি, ১৯৫৩।

শ্রীবৃন্দাবনশ্রুতি [স] বি (হিন্দুধর্ম) মৃত্যু। 'চৌরাগ্নি বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২০।

শ্রীভ্রষ্ট [স] ১ বিপ্ অসমৃদ্ধ। 'হিন্দু কালেক্সের চাকর ও শিক্ষক ন্যূন করিলে কালেক্স শ্রীভ্রষ্ট হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিপ্ ঐশ্বর্যহীন। 'অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

শ্রীমতি [স] বিপ্ সর্বাসুন্দর। 'কাগমারী সম্মেলনকে সকল দিক হইতেই শ্রীমতি করার চেষ্টা করিয়াছিল।' আজাদ, ১৯৫৭।

শ্রীমতি [স] শ্রীমতী। বি স্ত্রী (সহো) ভ্রম্যহিলা। 'সাধু শ্রীমতি বিবি আনা বাণীয়া।' মেয়র্স, ১৭৫৮।

শ্রীমতী [স] ১ বিপ্ সুন্দরী। 'বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি ভ্রম্যহিলা; নারীদের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫; 'রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাজী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন।' ওর্স, ১৮৫৫।

শ্রীময় [স] বিপ্ সৌন্দর্যনির্ভর। 'শ্রীমন্ত রচনা তারও মধ্যে শক্তি যে নেই তা নয়।' অবন, ১৯২৫।

শ্রীময় [স] বিপ্ ঐশ্বর্যমতিত। 'একটা সহজ সহজলভ্য সুন্দর আর শ্রীময় করে তুলতে পারে।' কায়সার, ১৯৬৫।

শ্রীমান [স] ১ বিপ্ (ম্যনা ব্যক্তির নামের পূর্বে প্রযুক্ত) মাননীয়। 'শ্রীমান মুলরকে অবশ্যত করিয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৫৬। ২ বি স্নেহভাজন বালক। 'নাদুস নুদুস গোবর-গণেশ যে শ্রীমান।' নজরুল, ১৯২৬।

শ্রীমুখ [স] বি সুন্দর মুখ। 'শ্রীঅন্ন শ্রীমুখ যেই করে দরশন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রীমুক্ত [স] বি ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ। 'শ্রীমুক্ত রাধাকান্তদেব বাহাদুরের পৌত্র ...।' স্তম্ভক, ১৮৫২।

শ্রীমুক্তা [স] বি স্ত্রী নারীদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'আমার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষী শ্রীমুক্তা সৌখিনী।' নজরুল, ১৯২৭।

শ্রীমুক্ত [স] বি ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ; মাননীয়। 'মহামহিম শ্রীমুক্ত মেঘ ডগলিশ সাহেব।' মেয়র্স, ১৭৫৬।

শ্রীমুক্ত ঐ [স] বি আদালত। 'তোমাকে শ্রীমুক্ত ঐ নালিশ করিয়া তোমাকে আনিয়া ছিল।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

শ্রীরঞ্জনী [স] বি সঙ্গীতের রাসগীবিশেষ। 'পঞ্চম একেবারে বর্জিত করিলে শ্রীরঞ্জনী ও বাসোঁতীতে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।' নজরুল, ১৯৩৫।

শ্রীরাগ [স] বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'তানপুরাটা কোলে করে তখন শ্রীরাগ ভাঁজছেন।' নজরুল, ১৯২৪।

শ্রীরামগিরী বি সংগীতের রাগবিশেষ। 'শ্রীরামগিরীরাগঃ।' বড়ু, ১৪৫০।

শ্রীল, শ্রীলশ্রীমুক্ত, শ্রীলশ্রীমুক্ত বাবু [স] বি ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'আসিএটিক সোসাইটির সিক্রেটার ছিলেন যে অভিম্যনা শ্রীলশ্রীমুক্ত ডাক্তর উইলসন সাহেব।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৮; 'রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীমুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন চতুর্দশী মহাশয় ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

শ্রীলশ্রীমুক্ত [স] বি ব্যক্তিনামের পূর্বে ব্যবহৃত সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'শ্রীলশ্রীমুক্ত মহারাজ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

শ্রী লাগা ক্রি সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়া। 'শ্রী লাগিয়াছে তাহার ঘরে।' শওকত, ১৯৫৮।

শ্রীলাভ [স] বি সৌন্দর্যলাভ। 'চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পূর্বে শ্রীলাভ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রীলী ঐ প্রাতি বি মুক্ত। ওর্স, ১৭৮২।

শ্রীলী ঐ প্রাতি বি মারা যাওয়া। 'তাহার শ্রীলী ঐ প্রাতি হইতে তাহার জাতি গোহাদি ...।' ওর্স, ১৭৮২।

শ্রীসম্পদ [স] বি ঐশ্বর্য। 'বন্দন করে বিশ্ব শ্রীসম্পদ ভূম্যসম্পদ নির্ভর্যরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শ্রীসম্পন্ন [স] বিপ্ সব দিকের বিবেচনায় ভালো হয়েছে এমন। 'এক্ষণে বস্তুমি ... সমগ্রাণ্ডে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

শ্রীসেক, শ্রীসেখ [স] শ্রী+আ শাখ্য বি সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। 'মুদেই শ্রীসেক নিজাম মুদালায় শ্রীসেক হেদাভুট্টা।' হ্যালহেড ১৭৭২; 'শ্রীসেখ আভট্টা উকীল যুট্রিতেমু।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

শ্রীহত [স] বিপ্ সৌন্দর্যহীন। 'হয়নি জীবন শুদ্ধ শ্রীহত যৌবনসুরাকরণে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৬।

শ্রীহারি [স] বি (হিন্দুপুরাণ) কৃষ্ণ। 'আমি দেব শ্রীহারি।' বড়ু ১৫৭০।

শ্রীহানি [স] বি সৌন্দর্যের ক্ষতি। 'শ্রীহানি হয় বলে পরিহার হও হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শ্রীহীন [স] ১ বিপ্ কদাকার। 'মানবজীবনটা অত্যন্ত শূণ্য শ্রীহী রূপে ঢেকে পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বিপ্ নিরানন্দ। 'কল্পগ্রূহে সেই শুদ্ধ শ্রীহীন সন্ধ্যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শ্রীহীনতা [স] বি কুশীতা; সৌন্দর্যহীনতা। 'তার ভিতরেও জীবনে সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে।' মানিক, ১৯৩৬।

শ্রীহীনা [স] বিপ্ স্ত্রী সৌন্দর্যহীন। 'শ্রীহীনা হতভাগ্য অনুরা কন্যা শরৎ, ১৯১৬।

শ্রীশাল [স] শৃগাল বি শিয়াল। 'শ্রীশাল বাসুদেব বধ করিল শ্রীহারি মালাধর, ১৫০০।

শ্রীতি বি সঙ্গীতের একটি শ্রুতি। 'শ্রীতি।' নজরুল, ১৯৩৫।

শ্রীমুসে [স] শ্রী+ফ মসিউ বি ইংরেজি মিস্টার শব্দের অনুরূপ। 'শ্রীমুসে নিক্লাদে কালোভাং সাহেব।' ভেরালি, ১৭৮৩।

শ্রীষ্টি [স] সৃষ্টি বি নির্মাণ। 'শ্রীষ্টি স্থিতি প্রদায় তুমি নারায়ণ।' মালাধর ১৫০০।

শ্রুত [স] বিপ্ শ্রবণ করা হয়েছে এমন। 'আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।' রামরায়, ১৮০১; 'চাকার ধ্বনিও শ্রুত হয় না নজরুল, ১৯২৭।

শ্রুতকাহিনী [স] শ্রুত+কাহিনী বি প্রচলিত গল্প। 'তাহার কথ শ্রুতকাহিনীর ন্যায়, তাহাদের নিকট কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাসীয় হইতে পারে না।' প্রমথ, ১৯২০।

শ্রুতব্য [স] বিপ্ শোনার উপযুক্ত। 'একরার লেখা না থাকে শ্রুতব্য ও মন্তব্য হইবেক না।' ক্যালগে, ১৭৯৩।

শ্রুতমাত্র [স] ক্রিবিপ্ শোনামাত্র। 'শ্রুতমাত্র পূর্ণ প্রাণ হেতু তোমার।' রামশ্রীশাল, ১৭৮০।

শ্রুত হওয়া ক্রি অবগত হওয়া; জানা। 'শ্রুত হওয়া গেল যে ... দর্পণ, ১৯৩২।

শ্রুতি

শ্রুতি [স] ১ বি কান। 'উভ করি দুই শ্রুতি' মুহুর্ত, ১৬০০। ২ বি বেদ। 'শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই' প্রভাকর, ১৮৩১। ৩ বি শ্রবণ। 'ভাষার পরম্পর শ্রুতি দ্বারাও অন্যাসেই জানিবে ...' অক্ষর, ১৮৪৮। ৪ বি বেদের কথা। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিস্বত্ব'। ৩৩, ১৮৫৮। ৫ বি (সংগীত) সা থেকে নি শব্দ সাভটি বরকে সৃষ্ণতর মোট বাইশটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, এই বিভাগগুলিকে শ্রুতি বলে। 'প্রধান তত্বাত সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া বাকে বলে শ্রুতি'। রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৬ বি শোনার ক্ষমতা। 'শ্রুতি আছে সেওয়ের কানে'। সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

শ্রুতিকটু [স] বিণ কর্ণশ্রুত; অন্তরে খারাপ লাগে এমন; বেসুরো। 'কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রুতিগম্য [স] বিণ শোনা যায় এমন। 'বিবিধ হৃদ্যোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চারণে আবৃত্তি করিত'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্রুতিগোচর [স] বিণ শোনা গেছে এমন; শ্রুত। 'কোন সার্থক... শ্রুতিগোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয়'। দর্পণ, ১৮২৬।

শ্রুতিধর [স] বিণ একবার শুনেই যেন রাখতে পারে এমন। 'মহাবিশ্ব কথক পবিত্র শ্রুতিধর'। আলোকল, ১৬৮০।

শ্রুতিপথ [স] বি কর্ণকূহর; কানের হিদ্র। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত'। ৩৩, ১৮৫৮।

শ্রুতিপথহত [স] বিণ শ্রুততে পায় না এমন। 'শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত'। ৩৩, ১৮৫৮।

শ্রুতিপাত [স] বি কর্ণপাত; শোনা। 'গবর্ণমেট ভাষাতে শ্রুতিপাতই করেন না'। দর্পণ, ১৮৩০।

শ্রুতিপৌরুষ [স] বিণ তনুতে পরাক্রমশীল। 'তোমাদের নামকরণের ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

শ্রুতিবীণ [স] বি বীণার প্রকারভেদ। 'বীণা ... গ্রাম্য করতে থাকল আমি রত্নবীণ আমি সরস্বতী-বীণ আমি শ্রুতিবীণ'। অবন, ১৯২৫।

শ্রুতিব্রহ্ম [স] বি শোনার তুল। 'আমজাদের শ্রুতিব্রহ্ম যার'। শওকত, ১৯৫৮।

শ্রুতিমধু [স] বিণ তনুতে ভালো লাগে এমন। 'কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

শ্রুতিমধুর [স] বিণ তনুতে মধুর এমন। 'এখন শ্রুতিমধুর করাসী ভাষার কথাবার্তা তনুতে পাইতছি'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

শ্রুতিমধুরতা [স] বি তনুতে ভালো লাগার অনুভূতি। 'শব্দের রস কি? অশ্রুত শ্রুতিমধুরতা'। প্রথম, ১৮৯০।

শ্রুতিমনোহর [স] বিণ তনুতে মধুর এমন। 'সে শ্রুতিমনোহর স্বরে জগৎ মুগ্ধ হইল'। কুরঙ্গদাস, ১৮৮১।

শ্রুতিমূল [স] বি কানের গোড়া। 'বাম শ্রুতিমূলে এক কুলা বিচ্ছিন্ন'। কৃন্দা, ১৫৮০।

শ্রুতিমন্ত্র [স] বি যে মন্ত্রের সাহায্যে কথা বা গান শোনা যায়। 'চাণীসের ঘরে ঘরে রেডিওয়ে শ্রুতিমন্ত্র'। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

শ্রুতিমূল [স] বি দুই কান। 'গির্দানী জিনিয়ে শ্রুতিমূল দিয়ে বিধি নির্ধারিত'। ভবানী, ১৮২৫।

শ্রুতিশিল্প [স] বি তনুে শুনে দেখা। 'একাত্ত তনুয়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথাই শ্রুতিশিল্প'। অনলা, ১৯২৯।

শ্রুতিশেখন [স] বি তনুে শুনে দেখা। 'শেলেট নেও, শ্রুতিশেখন শেখো'। বিকৃতি, ১৯২৯।

শ্রুতিশক্তি [স] বি শ্রবণ ক্ষমতা। 'কানে আর শ্রুতিশক্তি রাখানি'। শওকত, ১৯৩২।

শ্রুতিসুখ [স] বি শোনার আনন্দ। 'তিনি বারবার মধুরভাবে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্তেন'। মাইকেল, ১৮৫৪।

শ্রুতিসুখকর [স] বিণ তনুতে ভালো লাগে এমন। 'অতি সুমধুর ও শ্রুতিসুখকর পারসী ভাষা'। প্রভাকর, ১৯০১।

শ্রুতিস্মৃতি [স] বি বিদ্যুৎযন্ত্রীয় শাস্ত্রবিদ। 'তাঁরা কেবল শ্রুতিস্মৃতি অনুযায়ী বিধান দেন'। ধূর্তী, ১৯৩১।

শ্রব [স] বি কাণের নির্মিত যক্ষণাবিবিশেষ। 'যাকুও জলে যোগী শ্রব ভাসাইল'। ভবানী, ১৮২৫।

শ্রোণিবদ্ধ [স] ১ বিণ শ্রোণিবিন্যস্ত। 'বঙ্গাল সেন ... ভাষারদিগকে কুশীল বলিয়া স্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রোণিবদ্ধ করেন'। দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি সারিবদ্ধ। 'বাপীয়ার রবলসক বহুশ শ্রোণিবদ্ধ হইয়া চলিয়া যায়'। অক্ষর, ১৮৫৫।

শ্রোণী [স] ১ বি স্পন্দনায়। 'ব্রাহ্মণ শ্রোণী ও আরও কায়স্থগণও আনয়ন করিলেন'। উদয়ময়, ১৮০১। ২ বি গাল; দল। 'হলে শ্রোণী শরৎকালে গালাকে পার'। গৌর, ১৮২২। ৩ বি বিদ্যালয়ের পাঠদান বিভাগ। 'সংস্কৃত কালেক্টর যে একক কলোশ অর্থাৎ শ্রোণী আছে'। স্ক্রিপ্স, ১৮০০। ৪ বি ধরন; প্রকার। 'ঐ পর ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষার দুই শ্রোণীতে মুদ্রাঙ্কিত হইবে'। দর্পণ, ১৮৩৪। ৫ বি প্রজাতি। 'এই শ্রোণীর অন্তর্গত অপর জন্তুদের ন্যায় ... গাণহরণ করে না'। অক্ষর, ১৮৫৪। ৬ বি ভাড়া অনুযায়ী যানবাহনের উচ্চনীচ বিভাগ। 'প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রোণীর ভাড়া নিম্নরূপ'। অক্ষর, ১৮৫৪। ৭ বি সারি। 'পলাতুর শ্রোণী যেন মুক্তের লক্ষ্য'। ৩৩, ১৮৫৮। ৮ বি ধনের বিচারে সামাজিক গুণ। 'এরা যে শ্রোণী থেকে এসেছে একসা সে শ্রোণীর মানুষ কারও কাছে কোনো ...'। রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৯ বি পরীক্ষায় যোগ্য অনুসারে বিভাগ। 'পরীক্ষায় প্রথম শ্রোণীর উত্তীর্ণদের উঠা যায়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

শ্রোণীক্রমে [স] ক্রিবিণ সারিবদ্ধভাবে। 'পথের উভয় পার্শ্বে শ্রোণীক্রমে উদ্ভব রোশনাই ...'। দর্পণ, ১৮২৬।

শ্রোণীগত [স] ১ বিণ শ্রোণীসম্পর্কিত। 'যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রোণীগত বিশেষকৃত আছে'। রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বিণ সম্প্রদায়গত। 'সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রোণীগত ভেদ'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রোণীগতভাবে [স] ক্রিবিণ শ্রোণীর বিচারে। 'শ্রোণীগতভাবে ধর্মের প্রতি মতাবিভেদে উদাসীন্য মোটামুটি সবকাজেই দেখা যায়'। উত্তর, ১৯৬৬।

শ্রোণী-চেতনা [স] বি ধনী-দরিদ্রবিশেষে সামাজিক ভেদাত্মক সম্পর্কে জ্ঞান। 'সুস্থ শ্রোণী-চেতনা থেকে অসুস্থ সম্প্রদায়-চেতনা অনেক বেশী প্রবল'। উত্তর, ১৯৬৬।

শ্রোণীনির্বিচারে [স] ক্রিবিণ শ্রোণীনির্বিচারে। 'শ্রোণীনির্বিচারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সমান অধিকারভূত'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রোণীপূর্বক, **শ্রোণীপূর্বক** [স] ক্রিবিণ শ্রোণী সহকারে। 'সেবধি, ১৮৩৯।

শ্রোণীশ্রুতি [স] বি শ্রোণীবেশিত। 'সেই শ্রোণীশ্রুতিকে মুখোশে বেঁধে দেয়'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রোণী-প্রতিষ্ঠান [স] বি কোনো বিশেষ শ্রোণীর প্রতিনিষ্ঠাকারী

প্রতিষ্ঠান। 'মোহলেম লীগ হইতেছে মুছলমান বড়লোকদের শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান।' আজাদ, ১৯৩৯।

শ্রেণীপ্রধান [স] বিপ দলের নেতৃস্থানীয়। 'যাহারা মহাবলপরাক্রান্ত, শ্রেণীপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

শ্রেণীবদ্ধ [স] ১ বিপ সারি বাঁধা। 'শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য পোভা হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিপ ক্রমে ভর্তি। 'আরবি ও পারস্য ভাষাভাষি অধিবাসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি শ্রেণীবদ্ধ হন নাই।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বিপ শ্রেণীকরণ। 'এরূপ বিশদভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৪ বিপ সারিবদ্ধ। 'একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বিপ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। 'জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রেণীবদ্ধভাবে [স] ক্রিয়ার সারিবদ্ধভাবে। 'গৃহস্থ্যরের বিধবা-সখবা-কুমারী, শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' তারা, ১৯৪৩।

শ্রেণীবিশেষ [স] বি শ্রেণীগত বৈচিত্র্য বা শক্ততা। 'মুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণীবিশেষ হইতে যে চিত্রকলা এখনো মুক্ত।' বুলবুল, ১৯৩৬।

শ্রেণীবিন্যাস [স] বিপ নানা সারিতে সাজানো। 'পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিন্যাস ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্রেণীবিভক্ত [স] বিপ শ্রেণীবিন্যস্ত। 'তর্কশাস্ত্রে সরলরেখার দ্বারা সমস্ত জিনিসকে পরিপাটিকর শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শ্রেণীবিভাগ [স] বি শ্রেণীবিভাজন। 'বস্ত্র না থাকিলে তাহার শ্রেণীবিভাগ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শ্রেণীবিভেদ [স] বি শ্রেণীভেদ। 'ভারতবর্ষে কর্মবিভেদে শ্রেণীবিভেদ সুনির্দিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্রেণীবিরোধ [স] বি শ্রেণীদ্বন্দ্ব। 'সেই জন্যে শ্রেণীবিরোধে আমি সকল কর্মপ্রবর্তনার উৎস বুঝে পাই না।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রেণীবৈরী [স] শ্রেণীশত্রু। 'শ্রেণীবৈরীর সঙ্গে/ কোলাকুলি করি রম্ভে।' অনুপা, ১৯৭২।

শ্রেণীভূক্ত [স] বিপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। 'প্রচলিতমতের বিরুদ্ধ কথা তিন শ্রেণীভূক্ত হইতে পারে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শ্রেণীভেদে [স] বি পার্থক্য। 'বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই শ্রেণীভেদের মূলীভূত।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শ্রেণীভেদে ক্রিয়ণ ধরন অনুসারে। 'বোরখার কাপড় হয় শ্রেণীভেদে কমবেশি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান।' বেগম, ১৯৫৫।

শ্রেণীসম্মান [স] বি অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমাজের একাধিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ; শ্রেণীদ্বন্দ্ব। 'শ্রেণী-সম্মানের সর্বনাশক প্রভৃতিকে জাগাইয়া তোহার যে-চোটা ...।' বুলবুল, ১৯৩৭।

শ্রেণীসংঘর্ষ [স] বি অধিকার বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ; শ্রেণীসম্মান। 'তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে নেতিপ্রতিষ্ঠা সন্দেহ আর ভয়?' বিজ্ঞ, ১৯৪৪।

শ্রেণীসঙ্গী [স] বি সহপাঠী; ক্লাসমেট। 'ইকুপে, বেলার মাঠে সীতার কেটেছে দীর্ঘ শোকে শ্রেণীসঙ্গী তারা।' গজি, ১৯৭০।

শ্রেণীবার্ষ [স] বি গোষ্ঠীর বার্ষ। 'ভার মধ্যে প্রতিবিল্পী শ্রেণীবার্ষের প্রত্যাদেশে বোঝা পঞ্জম।' সুবীন্দ্র, ১৯৫৩।

শ্রেয় [স] ১ বি মঙ্গল। 'অতএব ইহাতে কি শ্রেয় আছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিপ বাঞ্ছিত। 'আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

শ্রেয়তম [স] বিপ চূড়ান্তভাবে হিতকর। 'যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শ্রেয়তর [স] বিপ তুলনামূলক হিতকর। 'তাকে শ্রেয়তর চালানির মূল জেনে নিখিলের।' জীবন, ১৯৩০।

শ্রেয়ঃ [স] ১ বিপ ইতিবাচক। 'আপনারদের ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্বাহ করাও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ বিপ উচিত। 'রাজা, কৃষক, শিল্পী, বণিক, সকলেরই সামান্যরূপে ধর্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্বথা শ্রেয়ঃ।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

শ্রেয়ঃকল্প [স] বিপ মঙ্গলরূপ। 'এই মহাত্মার চরিত্রকে আদর্শরূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা, তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শ্রেয়সী [স] বিপ স্ত্রী মঙ্গলজনক। 'সবকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

শ্রেয়স্কর [স] ১ বিপ অধিক মঙ্গলজনক। 'ইহাতে শিশু থাকে, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'মৃত্যু চোঁটাই শ্রেয়স্কর ইহায়ে।' উৎসব, ১৮৫৭। ২ বিপ যথেষ্ট। 'সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রেয়ো [স] শ্রেয়োঃ বিপ উচিত। 'আমির মরণে মৃত্যু শ্রেয়ো জ্ঞানিয়া তৎসংবাদখিনি ইহায়েন।' দর্পণ, ১৮২৪।

শ্রেয়োজ্ঞান [স] বি কল্যাণ-বোধ। 'অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্রেয়োনীতি [স] বি ঐতিহ্যবোধ। 'শ্রেয়োনীতিতে যা গঠিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শ্রেয়োদৃষ্টান [স] বি ঐতিহ্যের অনুষ্ঠান। 'শ্রেয়োদৃষ্টানের মধ্যে প্রজ্ঞা থাকে অনাপত্তকালে সত্যমুখের প্রত্যাশা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

শ্রেয়োবুদ্ধি [স] ১ বি ঐতিহ্যবুদ্ধি। 'এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি কল্যাণবুদ্ধি। 'ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রেয়োবোধ [স] বি মঙ্গলভেদনা। 'ভেদবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ একাবোধকে জাগিয়ে তোলবার ভার ধর্মের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯; 'শ্রেয়োবোধই ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্ম।' সন্ন্যাস, ১৯৭০।

শ্রেয়োপাঠ [স] বি পুণ্যার্জন। 'পুণ্য কর্মাদৃষ্টান দ্বারা শ্রেয়োপাঠ করিতে পারিবেন।' বজ্রিম, ১৮৮৭।

শ্রেষ্ঠ [স] ১ বিপ প্রধান। 'যথাস্থা জলুক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ পারদর্শী। 'রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিপ সেরা। 'সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ...।' সের্বি, ১৮৩৯। ৪ বিপ উঁচু। 'আদিকালে এই প্রকার উচ্চ ইহায়েছে যে, সে ছায়ে পক্ষ শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বিপ দ্রুতগামী। 'পাক্ষার দৌলী অস্থগণ সকল অশ্বের শ্রেষ্ঠ।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ বিপ ব্রাহ্মণ। 'শ্রেষ্ঠ বর্ণোত্তর পুরুষেরা ওকণ্ঠে কেহ বা ছত্রিশ কেহ বা চক্ৰিশ ... বর্ষ বোধ্যাশ্রয় করিয়া অবশেষে দার পন্নিহিত করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫২। ৭ বিপ উন্নত। 'সুখম বিদ্যাবুদ্ধিতে রাজতনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।' মণোরম, ১৮৬৯।

শ্রেষ্ঠতম [স] বিপ সবচেয়ে ভালো। 'সকল কাগজ হইতে তাহার

শ্রেষ্ঠতর

উপরে শ্রেষ্ঠতমরূপে মুদ্রা হইয়াছে।' নর্দপ, ১৮২৯।

শ্রেষ্ঠতর [স] ১ বিণ তুলনায় বেশি উন্নত। 'অনেক গুল্লী গ্রামাশেখা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হইবে।' নর্দপ, ১৮৩৮। ২ বিণ ওকৃততর। 'অতএব একটী শ্রেষ্ঠতর অনায় করিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

শ্রেষ্ঠতা [স] ১ বি উৎকৃষ্টতা। 'সমুদ্র শীতবর ... কারকার্য-শ্রেষ্ঠতার ধনিমাজে সন্নিবেশ সমাদৃত।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি শ্রেষ্ঠত্ব। 'আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শ্রেষ্ঠত্ব [স] ১ বি উৎকর্ষ। 'তুমি সফল হইতে মধু নির্ঘাস করিবার সৈন্য্য আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিবেক।' তারিখী, ১৮০৩। ২ বি প্রাধান্য। 'বিন্যাসেখা যে অন্যতম দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।' কৌমুদী, ১৮৩০।

শ্রেষ্ঠদণ্ড [স] বি সকলে সম্মান করে এমন অবস্থান। 'ভাষাকে জনসমাজে শ্রেষ্ঠদণ্ড স্থাপন করিয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪২।

শ্রেষ্ঠরূপ [স] বি উত্তম অবস্থা। 'সাহিত্যে কেবল আপনাই নিত্যরূপ শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রেষ্ঠসম্পদ [স] বি উত্তম সম্পদ। 'বৃত্তব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেখকড়া-পর্শ্ব সেটিলে হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

শ্রেষ্ঠা বিণ স্ত্রী শ্রেষ্ঠ। 'অমৃতম প্রাচীন কালের বেনসহিতা পর্ষদেও এই শ্রেষ্ঠা নদীর স্ত্রীবাচ্য আছে।' অক্ষর, ১৮৭৭।

শ্রেষ্ঠাভিমানি [স] শ্রেষ্ঠাভিমানি বিণ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। 'ইসলভীরেরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিয়া করিয়া থাকেন।' নর্দপ, ১৮৩২।

শ্রেষ্ঠানন্দ [স] বি প্রধান আনন্দ। 'সভাশক্তি হইয়া শ্রেষ্ঠানন্দে উপবেশনপূর্বক ...' নর্দপ, ১৮২৪।

শ্রেষ্ঠী [স] বি বনিক; শ্রেষ্ঠ। 'ইলাপুরে, মহাশয় নামে, অতি ঐশ্বর্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

শ্রেষ্ঠী [স] শ্রেষ্ঠী বিণ ব্যবসায়ী। 'এই মহা শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়টি সাক্ষ্যসম্মুখেই এদের মনিব ও অন্তর্গত।' সত্য, ১৯২০।

শ্রেষ্ঠিনী [স] বি স্ত্রী বনিক; শ্রেষ্ঠ। 'তিনি শ্রেষ্ঠিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

শ্রেণি [স] বি নিত্য। 'ধন শ্রেণির, গুরু উন্নত, সাদৃশ্য-কাটার মুখ্য।' নজরুল, ১৯২৫।

শ্রেণিচক্র [স] বি নিত্যঘণ্ট। 'তার মুখে রাখা শ্রেণিচক্র ...' ময়নুল, ১৯৬৮।

শ্রেণিদেলে [স] বি নিত্য। 'চাঁদ্রিয়া কাঁচলি গীন-তনী; শ্রেণিদেলে তড়িল মেখলা।' হাইকেল, ১৮৬১।

শ্রেতা [স] শ্রেতা বি শ্রেতা। 'ভবে মড়া বানর তালিল শ্রেতা জলে।' রবীন্দ্র, ১৮৬৯।

শ্রেতাব্য [স] ১ বিণ শ্রবণযোগ্য। 'বালিকাদের রহস্য আমাদের মত বৃদ্ধদের শ্রেতাব্য নয়।' হাইকেল, ১৮৭৩। ২ বি শোনা যায় যা। 'শিশুদেলে যে শ্রেতাব্য শ্রেতাব্য হবে।' ওয়ালী, ১৯৫৪।

শ্রেতা [স] বি যে শোনে। 'সব শ্রেতা বৈকুণ্ঠের বসিরা চক্স।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'অয় শ্রেতাগণ তন করি একমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রেতারূপে ক্রিণি শ্রেতা হিসেবে। 'পাবলিক গা-বেধা হয়ে শ্রেতারূপে ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রেতা [স] বি শ্রেতা। শ্রেতা [স] বি যারা বস্তুতঃ শ্রবণ করে। '... শ্রেতা [স] সর্বত্র চিত্তে ত্রি ত্রি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

শ্রেতা [স] বি যারা শোনে; শ্রেতাগণ। 'এতক্ষণ শ্রেতাগণ কৌনরূপে চূপ করিয়া বসিয়া ছিল।' মনসুর, ১৯৩৫।

শ্রেতা [স] বি শ্রেতাগণের অংশরূপে আয়োজিত সভা। 'সাহিত্যের শ্রেতাগণ আজ সর্বসাধারণই রাজ্যসনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

শ্রেতা [স] বি শ্রবণপ্রিয়। 'শ্রেতার সঙ্গে আত্মকে যুক্ত করে।' অবন, ১৯২৫।

শ্রেতা [স] বি অকুলীন বেদজ ব্রাহ্মণ। 'হিন্দুসুল শ্রেতার যে ব্রাহ্মণ সম্মান।' আশাওল, ১৮৮০।

শ্রেতা [স] বিণ স্ত্রী যে শোনে। 'যখন জানিতে পারিলেন, শ্রেতা নিদামায়া।' বর্জিম, ১৮৮২; 'কথককে ঘিরে শ্রেতা-শ্রেতারি ভিড়।' অচিন্ত, ১৯৫০।

শ্রেতা [স] বিণ হিন্দুশ্রম বেদ ও স্মৃতি-নির্ভর। 'শ্রেতা-শ্রম শ্রমিকী ত্রিমা।' নর্দপ, ১৮৩১।

শ্রব [স] ১ বিণ শ্রব। 'শ্রব হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী বীণা বসে যায় গড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বিণ আশ্রয়। 'সরিয়াবিরি মাধার শ্রব ঘোমটা টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সাকের ভাই।' শওকত, ১৯৫৮।

শ্রব [স] বি মন্ত্রগড়ি। 'বঙ্গের মতো শ্রব, শ্রবগড়ি।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

শ্রবতা [স] বি আদায়। 'সম্মানের পর শ্রবতার যে প্রবণতা দেখা দেয়।' আজাদ, ১৯৪৯।

শ্রবত্ব [স] বিণ বৌদ্ধ শিখিল হয়েছে এমন। 'শ্রবত্ব কলের মতন ছিল হয়ে আসিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

শ্রবতিলাষ [স] বিণ বাসনা-সংকীর্ণ। 'শ্রীভোজরাজ তন্মিবসে শ্রবতিলাষ হইলেন।' বৃদ্ধাঙ্কুর, ১৮১২।

শ্রাইস [স] বি কাশি; টুকা। 'শাইবকের মত উপড়ে উপড়ে শ্রাইস করে কেটে ...' মাহেনত, ১৯৪৯।

শ্রাঘা [স] ১ বি প্রশংসা। 'আপনার শ্রাঘা তনি সন্মান্যী সম্বোধে।' কৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পদ; অহঙ্কার। 'তার ভাষা দেখি শ্রাঘা করে ভক্তগণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রাঘীনীর [স] ১ বিণ প্রশংসনীয়। 'ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্রাঘীনীর সমকীর্তি ছিল, তাহাও সোপ হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বিণ গৌরবের। 'ও কথা বিশ্বাস করার চেয়ে আত্মহত্যা বহুক্ষেপে শ্রাঘীনীর।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

শ্রাঘাল [স] বি গৌরবের পাত্র। 'ফলতঃ তিনি ভারতভূমির অসাধারণ শ্রাঘাল।' অক্ষর, ১৮৪৯।

শ্রাঘী [স] বিণ দাম্বিক; অহংকারী। 'এক অহংকৃত পূর্ণ আত্ম শ্রাঘী ওয়ালী।' তারিখী, ১৮০৩।

শ্রাঘা [স] ১ বিণ ধন। 'নিরবধি জাগরিত এই করে শ্রাঘা।' কৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ শ্রাঘীনীর। 'সর্বদা তুমি শ্রাঘা।' পোলেসক, ১৮০১।

শ্রাঘোক্তি [স] বি প্রশংসা-পূর্ণ উক্তি। 'এতদেশীয় লোকেরদের ওতপ্রসূ কোন শ্রাঘোক্তি প্রকাশিত ছিল।' নর্দপ, ১৮৪০।

শ্রি [স] বি কোনো বস্তু কুলিয়ে রাখা বা টেনে তোলার জন্য শিকলির মতো

বাধা পটি। 'বা' হাত শ্রিংএ লটকানো অবস্থায় হালিমও অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।' মনসুর, ১৯৫৫।

শ্রিশ [হি] বি পা শিঙ্গে পড়া। 'শ্রিশ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায়।' মশীশ, ১৯৫৭।

শ্রিশার [হি] বি চটিজুতা। 'শ্রিশার পরিয়া গেলে জৌক ধরবার পক্ষে সুবিধা হইবে।' রোকেয়া, ১৯২২।

শ্রিষ্ট [স] কিণ আদিশনাবদ্ধ। 'এ-টির শ্রুতরা সন্তও হবে না কহু সঙ্গিনীর শ্রিষ্ট সহবাসে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩১।

শ্রীপদ [স] বি পায়ের গোদ নামক রোগ। 'হুলকায় গুরুভার শ্রীপদ ও গজেন্দ্রপাদী।' প্রমথ, ১৯১৬।

শ্রীল [স] কিণ শিষ্ট। 'পঙ্কিতমশাই শ্রীল অশ্রীল উভয় বস্ত্রই একই সূরে একই পরিমাণে বেড়ে যেতেন।' মুক্তভবা, ১৯৫২।

শ্রীলভাবোধ [স] বি সন্মমবোধ। 'শ্রীলভাবোধ সাহিত্য সূত্রির অন্তরায় - শিশুদের জন্য বিদ্যালয়, পরিণত বয়স্কদের জন্য রসমঞ্চ।' শিব, ১৯৫০।

শ্রীলভাহানি [স] বি নায়ীর সন্মমহানি। 'প্রায় দুই শতাব্দিক মুসলিম বালিকার শ্রীলভাহানি করা হয়।' বেগম, ১৯৪৭।

শ্রেজ [হি] বি বরফস্থলে চলার কুকুরের টানা গাড়ি। 'চোখের সামনে ভেসে উঠলো - শ্রেজ গাড়ী, বলাহরিন, ষ্ঠেত জমুক।' মাহেনও, ১৯৪৯।

শ্রেজবাহী [হি] শ্রেজ+স বাহী। কিণ শ্রেজ গাড়ি বহন করে এমন। 'তার সঙ্গে সুর মিলায় শ্রেজবাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা।' অন্নম, ১৯২৯।

শ্রেট [হি] ১ বি পাথরবিশেষ। 'এক ঘন ইঞ্চি বিশিষ্ট শ্রেট প্রায়শই চম্পিশ হাজার ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি যে কাপো পাথরের ফলকে লেখা হয়। 'একটা শ্রেট হাতে করে ... কবিতা লিখে যাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্রেট রঙ [হি] শ্রেট+রঙ। বি কালো রং। 'শ্রেট রঙের খড়া ও টিলা নিমাত্রিন।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্রেষ [স] ১ বি ব্যঙ্গ। 'রস দেখাইয়া বশ করিয়া এবং শ্রেষ ছাড়া কথা কহিয়া না।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি শব্দালঙ্কার বিশেষ। 'ভাষাতে শব্দ শ্রেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে।' দর্পণ, ১৮২৮।

শ্রেষব্যাক্য [স] বি প্রকল্প বিদ্রূপ; বক্তোক্তি। 'এটা বৃষ্টি হল শ্রেষব্যাক্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শ্রেষবাণ [স] বি বিদ্রূপের তির। 'তিনি মুসলমান সমাজের উপর

শ্রেষবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।' নবনর, ১৯০৫।

শ্রেষবিদ্রূপ [স] বি ঠাট্টা-পরিহাস। 'শব্দশ্রেণের আর একটি চর প্রকাশ ঘটাইল, 'ব্যক্তিগত' শ্রেষবিদ্রূপ বা রসরসিকতায় রমেন্দ্র, ১৯৭০।

শ্রেষভরে [কিণ] শ্রেষের সঙ্গে। 'সুরমা একটু শ্রেষভরেই তাহাকে ক'থা জানাইয়া দিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

শ্রেষভাষণ [স] বি শ্রেষপূর্ণ বক্তব্য। 'রামজয় তর্কচূষণের শ্রেষভাষণ আমরা ভনতে পাইনি।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

শ্রেষাশ্রিষ্ট [স] বিদ্য বিদ্রূপাত্মক। 'পরিমলের হাসিটাই এক শ্রেষাশ্রিষ্ট।' অজিত, ১৯৫০।

শ্রেযোক্তি [স] ১ বি রোষপূর্ণ উক্তি। 'শ্রেযোক্তি বক্তোক্তিতে নিপুণা মুহুঃপ্রায়, ১৮১২। ২ বি শব্দালঙ্কারবিশেষ - একই শব্দের একাধি অর্থে ব্যবহার। 'বক্তব্যায় নানা অনুপ্রাস ও শ্রেযোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি পদপদার্থের উদ্ভবতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

শ্রেয়া [স] বি কথ। 'সুগেঁতে ফেলিলে শ্রেয়া বদনে পড়য়।' আলোক, ১৬৮০।

শ্রেয়াঘন [স] কিণ শ্রেয়াঘড়িত। 'গনির শ্রেয়াঘন কঠ থেকে অর্থী ধনি বেরিয়ে এসে ... তোলপাড় তোলে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

শ্রোক [স] ১ বি পদ বা কাব্যের পঙ্ক্তি। 'শ্রোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ রু স্রুতি।' বৃন্দা, ১৫৮০: 'ইহা শ্রোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মন্ত। 'শিবানন্দের বালকেরে শ্রো করাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আয়াত। 'আজীবন সমাপিত কোরানের শ্রোকে।' শ্যামসুর, ১৯৬৩।

শ্রোকগুণ [স] বি শ্রোকের অংশবিশেষ। 'কোনো শ্রোকখ আমাদিগকে ভয় দেখাইতে ...পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

শ্রোকময় [স] কিণ শ্রোকপূর্ণ। 'ভাষাবত শ্রোকময় টীকা তার সংস্ক হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

শ্রোকাঙ্ক [স] কিণ শ্রোক রচিত। 'পঞ্চাশ শ্রোকাঙ্ক গ্রন্থের ভাষা অর্থ ... হাশা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

শ্রোকার্থ, **শ্রোকার্ক** [স] বি কাব্যপঙ্ক্তির অর্থার্থ। 'অদ্যাশি কাহ মুখে এই রমণীয় শ্রোকার্ক প্রস্তুত না হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শ্রোগান [হি] বি মিছিলের ধনি। 'আমাদের আন্দোলনের সফল অভিযুক্তিগুণে মূল শ্রোগান বা আওগাহ হবে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

শ্রোগান-মুখর [হি] শ্রোগান+স মুখর। কিণ শ্রোগানে ধনিময়। 'পতাকা-শোভিত শ্রোগান-মুখর কাঁথালো মিছিল।' শ্যামসুর, ১৯৭২।

য' বি বাংলা ব্যঞ্জনমণি ও বর্ণবিশেষ। যক্ষার [স] বি 'ষ' এই বর্ণ। 'অম্বসংখ্যা ও সাক্ষেতিক শব্দ ও জকার ও বকার ... প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে।' দর্পণ, ১৮২১।

য' [স সা] সর্ব তাকে। 'রুখোনি থাকিলে মো দিতো ষ মানার্থ্য।' বৃত্ত, ১৪৫০।

যকল [স সকল] বি সকল। 'হইল আকাশ বানি সুনিল যকলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

যট, যট [স যট] বিণ ছয় সংখ্যক। 'এবল যট ষড় নাথ বিহেন।' বাহ্যায়, ১৬৫০।

যটচক্র [স যটচক্র] বি যোগশাস্ত্রমতে দেহের ছয়টি কল্পিত চক্র বা হ্রান। 'যটচক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।' সুলতান, ১৭০০।

যটপদ [স যটপদ] ১ বি অমর। 'অঙ্গের সুগন্ধি পাই যটপদগণে ধাই।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ ছয় পা বিশিষ্ট। 'সে একটি যটপদ মক্ষিকা।' নজরুল, ১৯২৭।

যটপ্রবৃত্তি [স যটপ্রবৃত্তি] বি কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাসর্ষ - এই ছয়টি প্রবৃত্তি। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিত্যকারী যটপ্রবৃত্তিকে যড়বিশু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

যটরস [স যটরস] বি ছয় রস (তিক্ত, অম্ল, কটু, লবণ, কষা, মিষ্ট)। 'রাজযোগ্য নানা উপহার যটরসে।' আলগোল, ১৬৮০।

যটকর্প [স] বি ভূতীয় ব্যক্তির কর্ণ। 'মম্বা যটকর্পে প্রবিত্ত হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না।' রামদায়াম, ১৮৫৪।

যটচতুরিংগ [স] বিণ ছেচতুরি সংখ্যক। 'যটচতুরিংগে কৃষ্ণা ত্যগিনী, ১৮০৩।

যটত্রিংশ [স] বিণ ত্রিংশ সংখ্যক। 'যটত্রিংশে কথা।' ত্যগিনী, ১৮০৩।

যটপদ [স] বিণ ছয় পা আছে এমন। 'যটপদ পাতি ভাতি তুল রজিত।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

যড় [স] ১ বিণ ছয়। 'কল মূলে যড়কৃত সদাএ বসন্ত।' আলগোল, ১৬৮০। ২ বি যড়যন্ত্র। 'যুড়ো-রাভা জালছত্রের সঙ্গে যড় করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

যড়কৃত [স] বি ছয়কৃত। 'কল মূলে যড়কৃত সদাএ বসন্ত।' আলগোল, ১৬৮০।

যড়গুণধারিণী [স] বিণ স্ত্রী সন্ধি, বিগ্রহ, বান, আসন, যেষ, আশ্রয় - এই ছয় গুণকে ধারণকারী। 'যড়গুণধারিণী যড়নী শক্টি মণিনি সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যড়ঙ্গ [স] বি হাত, পা, মাথাবহু দেহেরে ছয়টি অঙ্গ। 'রাঘব্যও লইআ রাজা গুণিল যড়ঙ্গে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যড়ঙ্গ যোগ [স] বি যোগবিদ্যার 'পাতভঙ্গ শাখের মতে যড়ঙ্গ যোগ সাধনরূপী কর্তৃ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২১।

যড়মর্শন [স] বি হিন্দুশাস্ত্র মতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা, বৈশাখ, ন্যায় ও বৈশেষিক এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। 'বেদে দিলে চক্রে ধ্বা যড়মর্শনের সেই অঙ্কলো।' রামত্যাগ, ১৭৮০।

যড়ঙ্গল [স] বি যুগ্মাধার চক্রের দুই ইন্দি উপরে লিঙ্গমূলে অবস্থিত।

'যিদলে হিত্তি, বিদ্যা আকৃতি যড়ঙ্গে বারাম যোগান্তরে।' দালদ, ১৮৯০।

যড়ঙ্গামুজ [স] বি ছয় পাগড়িতুত পশু। 'হুল মূলে যড়ঙ্গামুজ নিয়োজিত।' চক্ৰ, ১৫৫০।

যড়বর্ণ বি যড়রিপু। 'সিংহরাশি সিংহলয় উক্ত এইগণ যড়বর্ণ অষ্টবর্ণ সর্ব সুলক্ষণ।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

যড়বংশিত [স] বিণ দ্ব্যস্তি সংখ্যক। 'যড়বংশিত কথা।' ত্যগিনী, ১৮০৩।

যড়বিধ [স] বিণ ছয় প্রকার। 'কৃষ্ণবরুণের হয় যড়বিধ বিলাস।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

যড়ভুজ দর্শন [স] বি (হিন্দু)পুরাণ চৈতন্যাসব। 'গ্রভুকে মিলিয়া পাইল যড়ভুজ দর্শন।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০।

যড়যন্ত্র [স] বি কারো বিরুদ্ধে পোপনে সংঘবদ্ধ চক্রান্ত। 'নিমক বিক্রয় করিয়ে লোহ যড়যন্ত্র হইত।' দর্পণ, ১৮৩৬।

যড়যন্ত্রহীন [স] বিণ কুটিলতা নেই এমন। 'যড়যন্ত্রহীন যন্ত্র এরকম প্রভাবিত্তে দেখে যাবে।' জীবন, ১৯৪০।

যড়যন্ত্রী [স] বি যড়যন্ত্রকারী। 'যড়যন্ত্রীদের সঙ্গে সমন্বরে সেও কি চটাবে।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৩।

যড়রিপু [স] বি কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাসর্ষ - এই ছয় রিপু। 'মনীষীগণ রিপুবৎ অনিত্যকারী যটপ্রবৃত্তিকে যড়রিপু নামে আখ্যাত করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

যড়ানন্দ [স] বি হিন্দুসেবতা কার্তিক, বার ছয়টি যুগ আছে বলে কল্পনা করা হয়। 'মউরবাহন পুঞ্জিল যড়ানন্দ পুঞ্জিল লক্ষী সরযতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যড়ৈর্ষ্য, যড়ৈর্ষ্য [স] বি প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য - এক্ষরে এই ছয়টি গুণ। 'যড়ৈর্ষ্য-পরিপূর্ণ বরহ ভগবান।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। 'যড়ৈর্ষ্য লাভের উপায় ...' নজরুল, ১৯৫৯।

যড়ৈর্ষ্যর্ময় [স] বিণ প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়গুণে পরিপূর্ণ। 'ভারতবর্ষ যদি বা টিকে রয় তবু উঠিত দেশপোতার মতই যড়ৈর্ষ্যর্ময় হবে তো।' অনুরা, ১৯২৮।

যড়ৈর্ষ্যর্ময়ী [স] বিণ স্ত্রী প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়গুণের অধিকারী। 'মা হইলেন যড়ৈর্ষ্যর্ময়ী।' হাসান, ১৯৬৭।

যড়নী [স] যোড়নী। বি (হিন্দু)পুরাণ দশমবিদ্যার অন্তর্গত অন্যতম দেবী। 'যড়গুণধারিণী যড়নী শক্টি রূপিনী সতি সত্য-সনাতনী সংসারসরসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যড়চক্র [স] বি যড়যন্ত্র। 'হিল না কি অনুমুদ রাজসভা-যড়চক্র, আঘাত যোগান?' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

যড়দর্শন [স] বি ভারতের বিখ্যাত ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। 'ব্যাকরণ ও কাব্যলভ্যার ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি যড়দর্শন।' দর্পণ, ১৮৩১।

যড়জ [স] বি বক্রাকারে প্রথম বর 'সা'। 'যড়জ, স্বষত, গাভার প্রভৃতি সহ সুরই তৈয়ার কর্তে।' বর্ধিম, ১৮৭৪।

যজ [স] বস ১ বি ওজ। 'এক ত মাসিণ পণ, লুটলে তার কুটলে বজা।'

ওষ্ঠ, ১৮৫৮। ২ বি পৌয়ার প্রকৃতির লোক। 'রেজিদের মধ্যে একটা বজা তেড়ে এসে বলিল, এ নেড়ে বোটা কে রে?' প্যাট্রী, ১৮৫৮। ৩ বি বদমাশ; অসচ্চরিত্র। 'বজা সব ভাবে গদগদ।' ওষ্ঠ, ১৮৫৮।

বজাশোহ বিপ বলিত প্রকৃতির। 'বড় বড় চোখ জ্বরবলন্ত বজাশোহের ছেলোটা।' আলফিন্স, ১৯৫৯।

বজামর্ক [স বজ+প মার্কা] বিপ বলিত ও পৌয়ার প্রকৃতির। 'পাঁচ ছয় জন বজামর্ক বিমাতা পুর।' কৌমুদী, ১৮৩১।

বজামাক [স বজ+প মার্কা] বিপ বাড়ের মতো পৌয়ার। 'তোমার দাদা যে বজামাক, সে রসিকতার কি ধার ধারে।' সীনবন্ধু, ১৮৬৬।

বজামার্কী [স বজ+প মার্কা] বিপ উদ্ভ্রান্তকৃত। 'এই দুর্বল মস্তিষ্কে ওই বজামার্কী ছেলের বাঁটা সহিতে হলেই ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

বজামি বি পৌয়ারের কাজ। 'বও ওকর শিক্ষা পেয়েও বজামি তার বিষ।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

বজাস [স] বি ছয় মাস। বজাসব্যাপী [স] ক্রিবিপ ছয় মাস যাবৎ। 'ঐ গ্রন্থেরে বজাসব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন দিবাকাল ... বিরাজ করে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বজেক [স শতেক] বিপ শতকে; একশত। 'এখানে মোকাম কর বজেক লক্ষর।' রূপরাম, ১৭৫০।

বজু [স] বি কোনো শব্দ লিখতে গেলে য ও স এর মধ্যে কোন য ব্যবহার করতে হয়, সেই জান। 'ছটক বাণী যোজন যোজন উড়িয়ে দিয়ে বজু গড়।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বজুবজু [স] বি বজবিধান ও পতুবিধান। 'বজুবজুর তত্ত্বও পাওয়া ভার।' দর্পণ, ১৮২৮।

ববরালী বি দারুণ দুঃখ। 'হের সে শবরো সিন্ধবর ভঙ্গা কিতিলি ববরালী।' চর্যা ৫০, ১২০০।

বম [স সম] ক্রিবিপ সসে। 'সিতে সিতে বিজালা বিহে বম ছুকুঅ।' চর্যা ৩৩, ১২০০।

ববহর [স শবধর] বি শবধর। 'চলিউঅ ববহর মাগে অববুই।' চর্যা ২৭, ১২০০।

বটবিংশ [স] বিপ ২৬ সংখ্যক। 'বটবিংশ ভেলিলে সে ব্রত পদ পাএ।' সুলতান, ১৭০০।

বটম [স বট] বিপ বট। 'রসুল আইল যদি বটম আকাশ।' সুলতান, ১৭০০।

বটমে ক্রিবিপ বটত। 'বটমে ঈশ্বর আলি নিজগণ রক্ষা।' বাহরাম, ১৬৫০।

বটি [স] বিপ বট। 'বটি লক্ষ সহস্র জালন্ত মহা দ্রোহ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বটিতম [স] বিপ ৬০ সংখ্যক। 'এক উপদেশকর্তা নিযুক্ত থাকিলা প্রায় বটিতম বালকে উপদেশ দেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

বটিবর্ষীয় [স] বিপ বট বছর বয়স্ক। 'একটি নবমবর্ষীয়া বালিকা বটিবর্ষীয় বছর সহিত বিবাহ গিলে।' তমোলুক, ১৮৪৮।

বটিসহস্র [স] বিপ ৬০ হাজার; অসংখ্য। 'অজন্ত বটিসহস্র বালকিলা লেখক এই কুভারতে ...।' ধর্মপ, ১৯১৩।

বট [স] বিপ ছয় সংখ্যক। 'বট পরিচ্ছেদে অথৈত-ভক্তের বিচার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বটক [স] বি ছয় চরণবিশিষ্ট যা। 'পার্থক্য শুধু বটকের মিসের বিশিষ্টতায়।' প্রমথ, ১৯১৩।

বট দিবস [স] বি ৬ তারিখ। 'জুলাই মাসের বট দিবসে ... এক ভাঙে নিমন্ত্রিত হবেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

বটাক [স] বি ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদ। 'বটাকের বিচ্ছকটি বিশেষ মনোহর।' কবিতা, ১৮৭৭।

বটী [স] ১ বি তিথিবিশেষ। 'যাত্রা আসি বাজিল ওড়ন বটী নাম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি বটী বিজিত। 'ব্রাহ্মত অনেক স্থলে বটী বিজিতের পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি ছয় মাত্রার তাণবিশেষ। 'রাগ কালী তাল বটী।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ বি (হিন্দু আচার) শৌকিক দেবীবিশেষ। 'সেখানে রাজত্ব করে সিংহবটী, গন্ধেবটী, খেঁচু, বটী ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বটী-ভঙ্গপুরুষ [স] বি বটী বিজিতমুক্ত পদের সঙ্গে অন্য পদের ভঙ্গপুরুষ সমাস। 'বটী-ভঙ্গপুরুষ কাকে বলে?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বটী পূজা [স] বি হিন্দুসমাজে শিবের জন্মের পর বট রাতে সন্তানের রক্ষাকারী বটী দেবীর পূজা। 'বটী পূজার ধুম (ধামের) সীমা থাকে না।' সুলত, ১৮৭১।

বটী বুড়ী বি হিন্দুমতে সন্তান রক্ষাকারী দেবী বটী। 'বটী বুড়ী বলিদ নিবাস তালপুর।' রূপরাম, ১৭৫০।

বটে ক্রিবিপ বটত। 'বটে রত্নবাহ দাস এতুর মিলিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বহজ [স সহজ] বিপ সহজ। 'রত্নগর বহজ কহেই।' চর্যা ২৭, ১২০০।

বাট [স] পা সটটি বিপ বাট। 'উক্ত পোড়ার বাট হাত।' রামরাম, ১৮০১।

বাঁড় [স বও] ১ বি বও। 'পাঁজর ভঙ্গিল মোর বাঁড়ের ওতার।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি লম্পট পুরুষ। 'বামুন বেটা তো কম বাঁড় নয়।' মাইকেল, ১৮৫৯।

বাঁড়জনা বি বাঁড় হিসেবে জনা। 'তার বাঁড়জনের জন্যে সাংঘাতিক দৈহিক শক্তি এবং অকুতোভয়।' হাসান, ১৯৬৯।

বাঁড়াবাড়ির বান বি বাঁড়ে বাঁড়ে লড়াইয়ের মধ্যে গর্জনকারী বান্যা। 'ভাটার নদীতে বেন বাঁড়াবাড়ির বান ডাকিলা গেল।' তারা, ১৯৪২।

বাঁড়া বি ফল ধরে না এমন গাছবিশেষ। 'মরনা-কাঁটা বাঁড়া গাছের দুর্ভোগা জঙ্গল।' বিজুতি, ১৯২৯।

বাট [স] পা সটটি বিপ ৬০ সংখ্যক। 'বিতীর নরকের দুঃখ বাট হাজার।' সুলতান, ১৭০০।

বাট, বাট বাট [স বটী] বি কোনো অপ্রত্যাশিত কাজের প্রতিকারের জন্যে বটীদেবীর নাম উচ্চারণ। 'বাট বাট - এই দ্যাশে দেয়ালি ক'রে ক'রে এইবার বাহার আমার ধুম আসচে।' বিজুতি, ১৯২৯। 'তুই ধাম নোকা। বাট। বালাই।' নজরুল, ১৯৩১।

বাটিনি [স বটী] বি হিন্দুমতে শিব জন্মের বট দিনে বটী দেবীর পূজা। 'ছয় দিনে বাটিনি করিল বেনেনী।' কেতকর, ১৬৫০।

বাটী [স বটী] বি হিন্দুমতে বটীদেবী। 'বাটী আজি রাঙী হৌক বলে বাবে বাবে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বাঠেরা [স বটী] বি হিন্দুসমাজে শিবের জন্মের পর বট রাতে বটীপূজা; খেটোরা। 'ছয় দিনে বাঠেরা পুজিল দিবা রাতি।' রূপরাম, ১৭৫০।

যাটি [পা সট্টি] বিণ যাট। 'যাটি হাজার ভাই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

যাটিজন বিণ যাটজন। 'এই লাহাজে প্রায় যাটিজন বোখাইবাসী নাবিক আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

যাণ বি পাশাৎ; চুন সুরকি ইট বাসু সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাকা কচা স্থান। 'যাটের ঘাসে কোলা মাখা কেটে।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

যাণ্যাসিক [স] ১ বি মুক্তার ছয় মাস পর কুম্বীয় অনুষ্ঠান। 'বলে লবিনদের আজ হবে যাণ্যাসিক।' কেতকা, ১৬৫০। ২ বিণ ছয় মাস পর পর প্রকাশিত হয় এমন। 'তালুকদারেরদের যাণ্যাসিক রিপোর্ট।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৬। ৩ বিণ ছয় মাস পর পর অনুষ্ঠিত হয় এমন। 'গত বুধবার মেকানিক্স ইনস্টিটিউটসনের যাণ্যাসিক সভা হইয়াছিল।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

যামা [স সমাঃ] ক্রি ঢোকা। 'দুইল দুখ কি বেটে যামাখ।' চর্য্য ৩৩, ১২০০।

যারা [স সারা] বি সার। 'এ তৈলোএ এতবি যারা।' চর্য্য ৩০, ১২০০।

যারে [স সঃ] সর্ব তারে। 'রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং কং বোড়ো খাই।' চর্য্য ৪১, ১২০০।

যিঅ [স সর্বি] বি সকল। 'ভব উলোলেঁ যিঅ বি বোলিআ।' চর্য্য ৩৮, ১২০০।

যিআলা [স শূলা] বি শিয়াল। 'নিতে নিতে যিআলা যিহে ঘম জুঅ।' চর্য্য ৩৩, ১২০০।

যিঅা [স সিঞ্চ] ক্রি সঁটে ফেলা। 'সহযলি লই যিঅা পানী।' চর্য্য ৪৭, ১২০০।

যিহ [স সিংহ] বি সিংহ। 'নিতে নিতে যিআলা যিহে ঘম জুঅ।' চর্য্য ৩৩, ১২০০।

যুক [স সুখ] বি সুখ। 'পরম যুক বসডি করিয়া ভোগ করহ।' মেয়র্স, ১৭৬৪। ৩ যুখ

যুকড় [স সুক্‌তা] বিণ চমকলার। 'যুকড় এসে রে কপাস ফুলিটো।' চর্য্য ৫০, ১২০০।

যুকা [স তচ্‌] ক্রি তকানো। যুকাইল ক্রি তকালো। 'মুখ যুকাইল মোর সাগর তরাসে।' মালাধর, ১৫০০।

যুকা [স তচ্‌] বিণ তচ্‌। 'আকাড় যুকা নাগিষ করি।' চিঠিপত্র, ১৮১৫।

যুকুনি [স শকুনি] বি শকুনি। 'তাহার কাছে যুকুনি গোটা কয়েক আছে।' চিঠিপত্র, ১৮৭৭।

যুক্‌তি [স বীকৃতি] বি যেনে নেওয়ার কথা। 'কোনো ২ বিসয়ের বেওয়ার যুক্‌তি রূপেতয়ার হইয়া পড়িয়াছে।' ক্যালগে, ১৭৯৪।

যুকোমল [স সুকোমল] বিণ অত্যন্ত কোমল। 'সিরিজল মুদমন জিনি যুকোমল।' মালাধর, ১৫০০।

যুক্‌বাবর [স অক্‌মফা বার] বি অক্‌বাবর। 'যুক্‌বাবর সন্ধের সময় এক ছেটে সোহার সিদ্ধক চুরি গিয়াছে।' ক্যালগে, ১৮০০।

যুক্‌পশক বি তুঙ্গশক। ওর্গা, ১৭৮২।

যুক্‌তে [স সুখ] ক্রিবিণ যন্ত্রের সঙ্গে। 'তাহার নিকট পাঠাইসে তিনি অনেক যুক্‌তে লইবেন।' ক্যালগে, ১৮৭৭।

যুখ [স সুখ] বি আনন্দ। 'এইরূপে করে গ্রন্থ আপনার যুখে।' মালাধর, ১৫০০। ৩ যুখ

যুখনা [স শুক] বিণ তকনা; বৃষ্টির সময় নয় এমন। 'যুখনা সময় বদলে কয়া আনে।' মিলার, ১৭৯৭।

যুগান্দ [স সুগন্ধী] বিণ সুবাসিত। 'যুগান্দ চন্দন দিকবত্ত পরিধান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

যুচরিতেষু ক্রিবিণ (চিঠিপত্রের শুরুতে) সোধোন বিশেষ - সুচরিত্রের অধিকারীর নিকটে। 'ইয়াদি ক... সকল মনলালয় শ্রীযুত রাখাক্ষ পাল তেলি যুচরিতেষু।' মেয়র্স, ১৭৫৭; 'শ্রীরামপ্রসাদ দাশ যুচরিতেষু।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

যুজন [স সুজন] বি সজ্জন। 'বিখণ্ড চাহ রাই রসিক যুজন।' মালাধর, ১৫০০।

যুদ [ফা সুদ] বি সুদ। 'ইহার যুদ ফিসতে সালি আনা ১০ দশ তক্তার হিসাবে।' মেয়র্স, ১৭৫৬।

যুদ খীসদে বি শতকরা সুদ। 'ইহার যুদ খীসদে দরমাহা ১ এক তক্তার হিসাবে দিব।' ওর্গা, ১৭৭০।

যুদি, যুদী [ফা সুদ] ১ বি সুদ। 'তোমার টাকার যুদির সঙ্গে আমার এলাকা নাহি।' হ্যালহেড, ১৭৭২। ২ বিণ সুদবিশিষ্ট। 'বারো টাকা যুদী নেট।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

যুদামত [স সুবিধা] ক্রিবিণ সুবিধামতো। 'জ্যেত ওলোদাজ কোম্পানী যুদামত আনিয়া বিক্রী করিত।' ক্যালগে, ১৭৯৭।

যুদে বিণ তচ্‌। 'সুত্বত যুদে আগামি মাঘের ৭ রোজের মধ্যে চালান করিছে চাহ।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

যুদা, যুজা, যুজী [স তচ্‌] ১ অব্য সহিত; সমেত। মেয়র্স, ১৭৫৭। 'যুজা' মেয়র্স, ১৭৭০। 'আমরা সপোষ্টা যুজী সর্কদা জাবিত।' ওর্গা, ১৭৭৯। ২ ক্রিবিণ পর্যন্ত। 'ফয়সল করন খিষা আবিরল যুদা তোমাকে আইমোরে ফেরাসত।' হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ ক্রিবিণ সহকারে। 'জমির কাত জয়া যায় একুন যুদা সাততী তচ্‌। ডেড় আনা।' ভেরগি, ১৭৮৩।

যুধা [স তচ্‌] বিণ খালি; শূন্য। 'যুধা হাতে নিজ ঘরে জাইব সর্কজন।' মালাধর, ১৫০০।

যুধারন [স তচ্‌] বি শুক উপায়। 'সেই সকল তরজমা যুধারনে করিবেন।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

যুনা [স স্‌] ক্রি শোনা। যুন কি শ্রবণ করা; শোনা। 'যুন যুন ভিলন্তমা যুন কই কথা।' মালাধর, ১৫০০। যুনহ ক্রি শোনা। 'যুনহ রাধিকা ভূমি আমাকার কথা।' মালাধর, ১৫০০। যুনি ক্রি শুনি; শ্রবণ করি। 'তাহাতে পোপিকা ধন্য ভাগবতে যুনি।' মালাধর, ১৫০০। যুনিয়া ক্রি শুনে। 'যুনিয়া গোপিকা সব হইয়া যুনার।' মালাধর, ১৫০০। যুনিয়া ক্রি শুনে। 'হংরেজীতে আরজ যুনিবেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭। যুনিয়া ক্রি শুনে। ওর্গা, ১৭৮২। যুনে ক্রি শোনে। হ্যালহেড, ১৭৭৩। যুনিলাম ক্রি জনলাম। হ্যালহেড, ১৭৭২।

যুনা [স স্বা] বি সোনা; স্বর্ণ। 'হরিদ কুম্ব জিনি জেন কাঁচা যুনা।' মালাধর, ১৫০০।

যুনাডন [স সনাতন] বিণ চিরন্তন। 'পূর্ন ব্রহ্ম যুনাডন পিরিতের বস।' মালাধর, ১৫০০।

যুদদ [স সুদদ] ১ বিণ মনোহর। 'হরিতকি বেলতত্ত সব জে যুদদ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিণ তিকমতো। 'তাহা সে যুদদ কহিতে পারিলেক না।' ওর্গা, ১৭৮২। ৩ ক্রিবিণ ভালোভাবে। 'যুদদ

তদারক এবং দৈনান্ত্রমতে পত্রপাতি কাশজ তৈয়ারি করিয়া ... । তঁাতি, ১৭৯২।

হৃদনরমত ক্রিবিগ্ন ভালেভাবে। 'হৃদ বিবাহ' ইচ্ছায় হৃদনরমত হইয়াছে।' বোশল, ১৭৭০।

হৃদরি [সুদরী] বিগ্ন রূপবতী। 'হেনই সমএ তথা রাধিকা হৃদরি।' মালাধর, ১৫০০।

হৃদার [সু সুদার] বিগ্ন সুদর শব্দের আঙ্গলিক রূপ। 'মেয়েটায় বড় হৃদার।' ওর্সী, ১৭৮২।

হৃদরম কোট [সু সুগ্রিম কোট] বি সর্বোচ্চ আদালত। 'কলিকাতার হৃদরম কোট।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

হৃদ্রম কোট বি সুগ্রিম কোট। 'ইন্সট সাহেব এককৌনটেইট জেনেবেল হৃদ্রম কোটের টরনী বাবু মজকুরের হইয়াছেন।' ক্যালগে, ১৮০০।

হুবিভামত [সু সুবিধা] বিগ্ন সুবিধামতো। 'তোমার কাজ হুবিভামত হোলাসারূপে জাহাতে চলিবেক তাহা লিখিতেছি।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

হুবুদ [সু সুবোধ] বিগ্ন অতিশয় হুদিমান। 'এখনে আমার সঙ্গ হাড়অ হুবুদ।' মালাধর, ১৫০০।

হুভ [সু শুভ] বিগ্ন শুভ। 'শ্রীযুত গুণজীর দুই কন্যার হুভ বিবাহ ...।' বোশল, ১৭৭০।

হুভখনি [সু শুভখনি] বি মঙ্গলখনি। 'হুভখনি কৃষ্ণরূপদাব্য্য দেখিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

হুভসবন্ধ [সু শুভসবন্ধ] বি শুভসবন্ধ। 'হুভসবন্ধ কায্যক্স প্রাপ্তি তোমার জেষ্ঠপুত্র ...।' ওর্সী, ১৭৮২।

হুভসবন্ধপত্র [সু শুভসবন্ধপত্র] বি শুভসবন্ধপত্র; বিতের আমন্ত্রণপত্র। 'সে হুভা এতর্বে হুভসবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।' ওর্সী, ১৭৮২।

হুভা [সু শুভ] ক্রি শোভা করা। হুভে ক্রি শোভা করে। 'হিরামনি মানিকা জে হুভে নানা হানে।' মালাধর, ১৫০০।

হুভা [সু শোভা] বি সৌন্দর্য। 'অতিসঅ রূপ হুভা গরুচনা সঙ্গে।' মালাধর, ১৫০০।

হুভাদিষ্ট [সু শুভদৃষ্টি] বি শুভদৃষ্টি। 'বাবাজীউর হুভাদিষ্ট শ্রীশ্রী কবিতহেনে।' ওর্সী, ১৭৮২।

হুভন [সু শোভন] বিগ্ন শোভায়ুক্ত; সুন্দর। 'তমাল বিক্ষেতে জেন লতাএ হুভন।' মালাধর, ১৫০০।

হুভেস [সু সুবেশ] বি সুবেশ; চিত্তাকর্ষক সাজ। 'রাবিয়া সাপিব কুন দেখিয়া হুভেস।' মালাধর, ১৫০০।

হুমলল [সু সুমলল] বি অত্যন্ত শুভ। 'অকটক হইল বিক অতি হুমলল।' মালাধর, ১৫০০।

হুমদল [সু সুমদল] বি মদনদেব। 'সিরিঅর হুমদল জিনি হুকোমল।' মালাধর, ১৫০০।

হুমধুর [সু সুমধুর] বিগ্ন অতিশয় মধুর। 'চলিয়া জাইতে অতি হুমধুর বাজে।' মালাধর, ১৫০০।

হুয়া [সু শী] ক্রি শোয়া। হুইতে ক্রি শয়ন করতে। 'চলিতে বসিতে কিবা হুইতে হুইতে।' মালাধর, ১৫০০।

হুরঙ্গ [সু সুরঙ্গ] বিগ্ন অত্যন্ত উজ্জ্বল রবিশিষ্ট। 'হুরঙ্গ সিদুর দিলা নৌকার

মাখাএ।' মালাধর, ১৫০০।

হুরন্ত হাল [আ সুরাতহাল] বি ঘটনার বিবরণ। 'হুরন্ত হাল পর নিবেদনক্স।' ওর্সী, ১৭৭৯।

হুরনর [সু সুর+নর] বি সেবতা ও মানুষ। 'হুরনরে রিসি গলে জপে অনুক্ষন।' মালাধর, ১৫০০।

হুরবি [সু সুরভি] বি স্বর্গের কামধেনু। 'হুরবি লইআ কৃষ্ণ জবে জাএ বনে।' মালাধর, ১৫০০।

হুরা [ফা সুরাহা] বি উপায়; কোনো ব্যবস্থা। 'কোন হুরাতে তোমার টাকা দিব।' ওর্সী, ১৭৮২।

হুর্কা হু হুর্কা

হুলকলা [হোলো+স কলা] বিগ্ন পূর্ণাবয়ব। 'কেহ বোলে হুলকলা পূর্ণ নিসাপতি।' মালাধর, ১৫০০।

হুললিত [সু সুললিত] বিগ্ন অনেক সুন্দর। 'ভবে সে চলিল নৌকা হুলি হুললিত।' মালাধর, ১৫০০।

হুসাজ [সু সুসজ] বি সুসজ্জা। 'বস্ত্র অলঙ্কার গৈরে বহল সুসাজে।' মালাধর, ১৫০০।

হুসার [সু সুসার] বিগ্ন সর্বোৎকৃষ্ট। 'হুনিআ গোপিকা সব হইআ হুসার।' মালাধর, ১৫০০।

হুস্ত [সু সুহা] বিগ্ন সুহ। 'চোটা করিবা মাত্র যেমন তুরাতেই হুস্ত হয়।' ওর্সী, ১৭৭৯।

হুট [সু হুটা] বি যতীন্দেবী। 'মেয়েও যেটের কোলে বছর গোনোরো হলো।' হুতায়, ১৮৬১।

হুটের বাছা হুটীর দাস - অমঙ্গল না হওয়া। উমেশ, ১৮৫৭।

হুেষ [সু শেষ] বিগ্ন শেষ। 'দিনে দিনে তনু হুেষ।' বড়, ১৪৫০।

হো [সু সঃ] সর্ব সে। 'জো হো চৌরী দুষখী।' চর্চা ৩৩, ১২০০।

হোড় [সু] ১ বিগ্ন ১৬ সংখ্যক। 'হোড় পরিক্ষেসে কৈশোরলীলার উদ্দেশ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'হোড় সাধিকা পূজা আনিল ধরনী।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বি হিন্দুদের শ্রাদ্ধে দান করার মতো হোড়োটি উপাদানের অন্যতম। 'ছয় স্বর্ষ হোড়ল ও ছোয়ানকই রূপার হোড়ল।' দর্পণ, ১৮১৮।

হোড়লকলা [সু] বি চতুর্ন বৃদ্ধি পাওয়ার হোড়োটি অংশের একাংশ; হোলো কায়ায় চাঁদ পূর্ণিমার পূর্ণত প্রাপ্ত হয়। 'চন্দ্র হোড়লকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিঞ্চ বিতরণ করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

হোড়ল দল পল [সু] বি (হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র) অনাহত চক্র। 'কর্তে গাঁথি হোড়ল দল পল দিল রাধি।' চর্চা, ১৫৫০।

হোড়ল দিবস [সু] বি ১৬ তারিখ। 'চতুর্ষ চন্দ্রের হোড়ল দিবসে তাহার যাত্রা করত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হোড়লবর্ষীয়া [সু] বিগ্ন স্ত্রী হোলো বছর বয়সী। 'চন্দ্রকলা নামে পরমসুন্দরী হোড়লবর্ষীয়া এক কন্যা জল লইতে সরোবরে যাইতেছে।' গৌর, ১৮২২।

হোড়শী [সু] ১ বিগ্ন হোলো বছর বয়সী। 'নিত্য হোড়শী হইর আন্ধার বচনে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। 'হাতি হইতে হাতির সমতটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এত অন্য হোড়শী সুন্দরীর প্রতি গজেন্দ্রশমন আরোপ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি সুন্দরী নারী। 'হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রায়তরী হোড়শী ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

বোড়েন

বোড়েনে *ক্রিবি* বোড়েনতমতে। 'বোড়েনে কলিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বোড়েনোশটার [সি] বি হিন্দুসের পূজায় বিহিত যোগোটি উপকরণ। 'আশন জীবনদশাশ্রয় বোড়েনোশটারে করিতে হয়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

বোড়ে বোড়ে *ক্রিবি* সরে সরে। 'ক্ষণে বোড়ে বোড়ে লক্ষ সেই দেবি ভাল।' কৃষ্ণ, ১৫৮০।

বোল, বোলো [পা সোলস] *বিশ* ১৬ সংখ্যক: বোলো। 'বোল শত গোশী।' বড়ু, ১৪৫০।

বোল আনা, বোলো আনা *বিশ* সমস্ত। 'বোল আনা পূর্ণ আমি সাধিনু সত্তর।' রূপরায়, ১৭৫০: 'সুরির মতন অমন বোলো-আনা শৈথিল্য আর-কোনো ছেলের দেখালে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বোলকলা, বোলোকলা *বি* পূর্ণাবয়ব চাঁদ (চাঁদের ১৬টি অংশ)। 'যেহ চাঁদ বোলোকলা।' বড়ু, ১৪৫০: 'অমন বোলোকলায় পূর্ণ চাঁদও ভিত্তার চাঁদ হয়ে গেলা।' নজরুল, ১৯৩১।

বোল বুটি *বি* (বাউল) সেহের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয় রিপু। 'বোল বুটি একই আড়া।' লালন, ১৮৯০।

বোলদশ *বিশ* ১৬ সংখ্যক: 'বোলদশ ডেনিসে প্রবেশি মনুরাএ।' মূলতান, ১৭০০।

বোলদাশ *বি* বোলো একার সুখ প্রত্যে তৈরি ধূপ। 'বোলদাসের কাঠ হাতে সেয়া কৈল বাণী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বোলোই [পা সোলস] *বিশ* ১৬ সংখ্যক: বোলো। ওর্সা, ১৭৮৫।

বোলোকড়া *বি* বোলো কড়ি। 'কনাকড়িও বোলোকড়ার সমুদ্র খরাতে চলে।' অবন, ১৯২৫।

বোলো-পেজি [বোলো+ইং পেজ+ইসি] *বিশ* বোলো পুটারিগি। 'ওর ভিতরও আট-পেজি, বাহো-পেজি, বোলো-পেজি আছে।' প্রমথ, ১৯১৮।

বোহিঅ [স শোহিত] *বিশ* শোহিত। 'তিঅ তথাবাহাভা বোহিঅ।' চর্য ৪৬, ২০০০।

টল [সি] *বি* সামনের দিকে বোলো হোটা দোকান। 'ছুটেছে ট্রেন, মানুষ, ট্রেন, টল, খড়ি ...।' হোসেন, ১৯৪০। *ট্র* টল

টাইশেও [সি] *বি* স্ত্রী। 'টাইশেও ও ক্রি টুয়েটশিও দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।' জামায়াত, ১৯৩৭।

টাতাজ [সি] *বি* মান। '১৭ বছর বয়সে শিশু বর্তমান আই এ টাতাজ অনারসে আরও করতে পারবে।' মাহেনত, ১৯৪৯। *ট্র* টাতাজ

টাক [সি] *বি* কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ। 'ট্রেনিং কেন্দ্রের টাক ...' তবিলে ২৪০ টাকা দান করেছেন।' বেগম, ১৯৬৫। *ট্র* টাক

টাম্প, ট্যাম্প [সি] *১* *বি* দলিল লেখার টিকিটযুক্ত কাগজ। 'টাম্প কাগজে লেখাড়া হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫: 'তিনি আট আনার ট্যাম্প খরচ করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। *২* *বি* ডাকটিকিট। 'ট্যাম্প সমগ্র করবার অভ্যাস থাকলে ...।' হাই, ১৯৫৮। *ট্র* ট্যাম্প

টাম্প কাগজ [সি] টাম্প+আ কাগজ। *বি* দলিল লেখার টিকিটযুক্ত কাগজ। 'রসিদ ও ছত্তী ও বড খরচিটী প্রকৃতি মূল্যক্রমে টাম্প কাগজে লেখাড়া হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫।

টটার [সি] *বি* মোটরগাড়ি চালু করার যন্ত্রাংশ। 'নীহার খালার বিশাল ছাপিয়ে পুলিশ ভ্যানের টটারটা গাড়ে ওঠে।' হাফিজ, ১৯৫৩।

টিক [সি] *বি* লাঠিবিশেষ। 'কমকটর, টিক ও ন্যাংগুলা পাগড়ী অতর্কী উঠে।' হুতাম, ১৮৬১।

ট্রিম [সি] *বি* বাশ। ট্রিমার, ট্রিমার [সি] *বি* বাশপালিত জাহাজ। 'রেল ট্রিমার তৈরী হয় নাই।' সবুজ, ১৯১৭: 'ট্রিমার হইতে যে বিশালকায় জাহাজী দেখিয়াছিস।' রোকেয়া, ১৯২২। *ট্র* ট্রিম

ট্রিমারঘাট *বি* জাহাজ ও অন্যান্য জলযান থামার জায়গা। 'ভক্তিতারা তটাইয়া ট্রিমারঘাটে গিয়া হাজির হইবেন।' হোলতান, ১৯২৩।

ট্রিয়ারিং, ট্রিয়ারিং [সি] *১* *বি* যানবাহনের চলন নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র। 'শক্ত হাতে ট্রিয়ারিং ধরে এক দুষ্টে তাকিয়ে আছে সাবেক।' হোসেন, ১৯৪০: 'ড্রাইভারের এক হাতে ট্রিয়ারিং।' হাফিজ, ১৯৫৩। *২* *বিশ* নীতিনির্ধারণী। 'সংশ্লিষ্ট বিরোধীদের ট্রিয়ারিং কমিটির সদস্য ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

ট্রীম রোলার [সি] *বি* রাস্তা মসৃণ করার জন্য ভারী ঢাকাওয়ালা গাড়িবিশেষ। 'এমন ট্রীম রোলার আর দেখা যায় না।' হাই, ১৯৪৭।

ট্রিডিও [সি] *বি* ছবি উঠানোর উপযোগী কক্ষ। 'কোন ট্রিডিও নাগেনি কাজ করে।' মাহেনত, ১৯৪৯। *ট্র* ট্রিডিও

ট্রুপিড [সি] *বিশ* নির্বোধ। 'চোপ ট্রুপিড।' গিরিশ, ১৮৮৯।

ট্রুয়ার্ড [সি] *বি* জাহাজের কর্মচারীবিশেষ। 'জাহাজে যাহারা চাকরের কাজ করে, তাহাদের ট্রুয়ার্ড বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। *ট্র* ট্রুয়ার্ড

ট্রুয়েডেন [সি] *বি* জাহাজের মহিলা কর্মচারীবিশেষ। 'ত্রীলোক ব্রীলোনের জন্য একটা ত্রীলোক ট্রুয়ার্ডে আছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ট্রেক [সি] *বি* মঞ্চ। 'বাস্তবীনের ট্রেকটা ভালো হয়েছে।' জীবন, ১৯৩২। *ট্র* টেক

ট্রেনিকোপ [সি] *বি* দূরত্বের স্পন্দন ও হাসপ্রবাস ত্রিভা বীক্ষণের যন্ত্র। 'ট্রেনিকোপের নল, যেখানে বলেন, চাকরাণী রাখিয়া দিবে।' রোকেয়া, ১৯৩১। *ট্র* ট্রেনিকোপ

ট্রেনশান [সি] *বি* হোটেী আকারের সমতলীয় বস্তুক। 'যাদের কাঁধে আলও হযত রাইফেল কি ট্রেনশানের ফিতের দাপ ...।' বেগম, ১৯৭২। *ট্র* ট্রেনশান

ট্রেনোমাকী [সি] *বি* বক্তব্য তাত্ত্বিকভাবে সংক্ষেপে শিবে রাখার লিখন-কৌশলবিশেষ; স্টটিপিস। 'ট্রেনোমাকী, টাইপগাইটিং, সীবন শিক্ষা এসব কাজ মেয়েরা সুন্দরভাবেই করতে পারে।' বেগম, ১৯৪৭। *ট্র* ট্রেনো

ট্রেশন, ট্রেশন [সি] *বি* যানবাহন হাড়া বা থামার স্থান। 'হিস্টরীস করে দোড়ে ট্রেশনে পোলাম।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭: 'লোহাটী ট্রেশনে রাখি ১১টার সময় যখন ট্রেন থাকিল।' রোকেয়া, ১৯২৪। *ট্র* ট্রেশন

ট্রোর [সি] *বি* ওদাম। ট্রোরকীপার [সি] *বি* ওদামরক্ষক। 'বিক্রমকারিণী, ট্রোরকীপার, পত্রীকর্মী ও তাদের শিক্ষাদাত্রী।' বেগম, ১৯৪৯। *ট্র* ট্রোর

ট্রোল [সি] *বি* মহিলাদের খাটো চাদর। 'কুরকুর করে বেড়ায় কুরাশার ট্রোল গারে দিয়ে।' হোসেন, ১৯৬৯।

ট্র্যাটিকিস [সি] *বি* পরিসংখ্যান। 'তাহারা হাট্টার সাহেবের 'ভারতীয় মুসলমান' নামক গ্রন্থ ও তাঁহার ২৪ পরগণার 'ট্র্যাটিকিস একাউন্ট' পাঠ করিবেন।' হিউজি, ১৮৮৫।

ট্র্যাভিং কমিটি [সি] *বি* স্থায়ী কমিটি। 'ট্র্যাভিং কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ...।' আজাদ,

১৯৬৪। প্র স্ট্যান্ডিং কমিটি

ট্যান্ড প্র ট্যান্ড

ঐ [হি] বি তরল পদার্থ পান করার নলবিশেষ। 'বাডা টোটে মিহি নড়ে কোকাকোলার ঐ।' শ্যামসুত্র, ১৯৭০।

ঐহিক [হি] বি ধর্মঘট। 'চাপরাশী, কোমালী ওরা ঐহিক করে আমাদের সাথে মিশতে আসতেছিল।' হাফিজুর, ১৯৫৩। প্র ঐহিক

ঐটি [হি] বি সড়ক। 'শিমুলার এমহর্ষ ঐটির পূর্বশাওঁ' বদনুত, ১৮২৯। প্র ঐটি

ঐচার [হি] বি সাধারণত রোগী বা আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরের বাহনবিশেষ। 'কিছুকণ পর ঐচারে করে যে মৃতদেহটাকে নিয়ে এসো।' হাফিজুর, ১৯৫৩। প্র ঐচার

য্যাঠায়া [স যঠা] বি হিন্দুযতে নবজাতকের যঠ দিনে যঠাদেবীর পূজা। 'হর দিনে য্যাঠায়া করিল জাগরণ।' মুকুল, ১৬০০।

AMARBOI.COM

স [স সহ] সর্ব সৈ। 'ক'বোয়ে না পায়িলো তাক ভয়িলো স বিকসী।' বড়, ১৪৫০।

স- [স] 'সহযোগে' বোঝায় এমন উপসর্গ। 'বোম মরুৎ স-অখর দোলে।' নজরুল, ১৯২২।

সমস্ত্র [স] বিধ অস্ত্রধারী। 'মনুষ্য সমস্ত্র হইলেও পরাক্রমশীল পতিদিশের সহিত ঋষ্মযুদ্ধে সমর্থ হইলেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

স-উল্লাসে [স] ক্রিবিধ উল্লাসের সঙ্গে। 'স-উল্লাসে' হে আয়ুশ্ন! বিধাতা আপনাকে দীর্ঘজীবী ও চিরজয়ী করুন।' মাইকেল, ১৮৭৪।

স-ওয়ার্ডার [স] স+ই ওয়ার্ডার। ক্রিবিধ আদেশনামাসহ। 'স-ওয়ার্ডার জেলার আশিয়া জাহাঙ্গীরকে লইয়া চলিয়া গেল।' নজরুল, ১৯৩১।

সৃ, সৃ সৃ [ধন্য] অব্য নিশ্বাসের প্রবল বেগসূচক শব্দ। 'যতীনের নিশ্বাস ফেলার সৃ সৃ শব্দের সঙ্গে ...' মানিক, ১৯৪০।

সর্ব [স বক] সর্ব স্ব। 'সর্ব সযেখণ সর্বজ বিভাৱেতে অলঙ্ক লঙ্কণ ন জাই।' চর্য্য ১৫, ১২০০।

সর্ব [স সব] বিধ সকল। 'তা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সখ মণ্ডল সএল ভাজই।' চর্য্য ১৬, ১২০০।

সজল [স সকল] ক্রিবিধ সকলে। 'সজল সমাইছ কাহি করিঅই।' চর্য্য ১, ১২০০।

সজলা [স সকল] বিধ সকল। 'মোহভগর লই সজলা অহরী।' চর্য্য ৩৬, ১২০০।

সজলানুত্তর [স সকল+অনুত্তর] বি সকল অনুত্তর। 'স্বপরাপর সৃ চেবই দারিক সজলানুত্তর মাণী।' চর্য্য ৩৪, ১২০০।

সএল [স সকল] বিধ সকল। 'বতিস তাজি ধনি সএল ব্যাপি।' চর্য্য ১৭, ১২০০।

সআকার [স সাকার] বিধ সাকার; মূর্তিমান। 'নিরাকার সআকার/ হলে দশ অবতার।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সআন [স সজ্ঞান] বিধ সেয়ানা। 'চল চল মাখব তোহ জে সআন।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সআনা [স সজ্ঞান] বিধ চতুর। 'অব সআনা জানি কহাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সই [স সখী] বি সখী। 'হিতবাণী তোরে কহি তন সই রতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সইমা বি সখীর মা। 'সইমা নাই।' গীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'সই-মা আমাদের ঘরে এসে মার শীর্ণ হাড়টি নিজের হাতে নিয়ে ...' নজরুল, ১৯২৪।

সইসাজাত [স সখী+স সজত] বি সখী ও সখীহানীর ব্যক্তি। 'ভাৱর সইসাজাতা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সই, সই [সহি|সহিহ] বি শাক্ষর। মেরুৎ, ১৭৫৭; 'দাঁ মহাশয় বাহুল্য ও ইংরেজি নাম সহি কতে পারেন।' হুতোম, ১৮৬১।

সই করা ক্রি শাক্ষর দেওয়া। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

সই-মোহর [আ সহিহ+কা মোহর] বি শাক্ষর ও সিল। 'তধু সই? সই-মোহর করে দিই, আন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

সই [আ সওয়া] ১ বিধ পুরোপুরি। 'ভাল বাসা আশা ভবে পূর্ণ হলো সই।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি শুক। 'বাবুদের নিজ নিজ বস্কিত মেয়ে মানুষদের রোজ সই হলো।' হুতোম, ১৮৬১। ৩ বি সোজা। 'মন সহজে কি সই হ'বা।' লালন, ১৮৯০। ৪ বি ঠিক। 'মন দিয়ে মন ওজন কি হয়।' লালন, ১৮৯০। ৫ বি অস্বীকার। 'বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৬ বি নিশানা; তাক। 'আখিমের গাল-সই করিয়া একটা চড় উঠান।' মনসুর, ১৯৫৫।

সইছা [স বেছা] বি নিজ ইচ্ছা। 'সইছাএ করিমুল বদল।' বাহরাম, ১৬৫০; 'নয় কাঠা আপন সইছা পূরক ২১ একুশ টাকা ...।' চিঠিপত্রে, ১৭৯৭।

সইছাএ [স বেছা] ক্রিবিধ বেছায়। 'সইছাএ দাশ রাজা বিহা দেয় তুঙ্গি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সইনা [স সেনা] বি সৈন্য। 'রাজার সইন্য দলে চৌষটি জুগিনী মেলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সইবানা [ফা শামিয়ানহা] বি সামিয়ানা। 'টোপিকে তাম্বু সইবানা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সইশ [ফা সুইস] বি সহিস; ঘোড়া দেখাশোনা করে যে। 'এ কায়ে আরং চক্ষিরেয়া মভার। সইশ ও ঘাসি আছে।' কেরি, ১৮০২।

সইস [ফা সাইস] ১ বি ঘোড়ার তত্ত্বাবধান। 'শ্রীমানিক সইসস্য যুচরিতেমু আগে তোমাকে সইসগিরিতে চাকোর রাখিলাম।' হ্যাংলহেড, ১৭৭২। ২ বি সহিস; যে ঘোড়ার দেখাশোনা করে। হ্যাংলহেড, ১৭৭২; 'জরচাস সইস, খেচবর্ষ অয়লায়ের বাগভোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে।' মশাররক, ১৮৯০।

সইসগিরি [ফা সাইস-গিরি] বি সহিসের কাজ বা পেশা। 'শ্রীমানিক সইসস্য যুচরিতেমু আগে তোমাকে সইসগিরিতে চাকোর রাখিলাম।' হ্যাংলহেড, ১৭৭২।

সউরভ [স সৌরভ] বি সৌরভ। 'সাহর নবহ সউরভ ন সহ গুজরি গীত ন গাষ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সউরে [ফা শহরং] বি শহরে। 'নোকে বলে সউরে মেয়েগুলো কিছু ঠমক মাঝা।' গীনবন্ধু, ১৮৬০।

সও [স শত] বিধ শত। মেরুৎ, ১৭৫৭; 'এক সও আঠাষ মোন পটিষ সের।' বোলাগ, ১৭৭৩।

সএ [স শত] বিধ শত। 'সাজনি জিবধু সএ পচাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সওকরা [স শতকরা] ক্রিবিধ শতকরা। 'আমি দালালি সওকরা ২১ দুই তক্কা আট আনার হিসাবে পাইব।' ওঙ্গী, ১৭৮২।

সওআ [স সপাদ] বিধ এক এবং এক-চতুর্থাংশ; সোয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

সওক [আ] বি শখ। 'এ খাতেরে ফকিরে হইল সওক।' গরীব, ১৭৬৫।

সওগাড [তু] বি দামি উপহার। 'কিন্তরং সওগাড দিয়া সিংহ রাজার নিকট প্রতিপন্ন হইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

সওগাডি বিধ উপহার বিষয়ক। 'চাকিয়ে বন্ধু তব সওগাডি-রেকাবি তাহাই দিয়ে।' নজরুল, ১৯২৮।

সওগাদ [তু সওগাড] বি উপহার। 'বাড়িবাড়া, সওগাদ, লোকবিদায়

প্রভৃতি সম্বন্ধে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সওদা [কা] ১ বি পণ্য। 'সওদার ও কল্লী ও ওয়াদা খেলাফির বিরোধ।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩। ২ বি বোচাকেনা। 'কোনো সওদা করি নাই।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সওদাগার, **সওদাগার** [কা] বি বড়ো ব্যবসায়ী। 'সে সওদাগারকে লইয়া আপনার বাটতে গেল।' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩; 'সওদাগার সাহেবদারের হোসে ... কর্ম করিতে পারিবেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯৯।

সওদাগরি, **সওদাগরী** [কা সওদাগর] ১ বি ব্যবসা-বাণিজ্য। 'বলদ ও মহিষাদি দ্বারা সওদাগরি করিত।' *দর্পণ*, ১৮২৪; 'সে সময়ে সেট বন্দ্য বাবুরা সওদাগরী করিতেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ২ বিণ ব্যবসায় সংক্রান্ত। 'সওদাগরী ... বিষয় ও দৈবঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয় ইত্যাদি ... আকর্ষণ বিষয় উপস্থিত হইবে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ৩ বিণ বাণিজ্যিক। 'একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারী বা সওদাগরি আপিস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সওদাগরা [কা সওদা] বি পণ্যসরবরাহ করার চুক্তি। *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

সওদাপাট [কা সওদা] বি পণ্য বোচাকেনা। 'দোকানে সওদাপাট হচ্ছে।' *হাই*, ১৯৫৮।

সওয়া [স সহ্য] ১ ক্রি সহ্য করা। 'সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ ক্রি সহ্য হওয়া। 'এত কষ্ট এত আনন্দের মানুষের কী করে সয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। **সছে** ক্রি সহ্য করছে। 'গীতার জোরে সছে দুটি' *ভিক্ষু*, ১৯১২। **সমো** ক্রি সহ্য হলো। 'আমার সহিব সব তোমারে তো সলো না।' *ভারত*, ১৭৬০। **সৈতে** ক্রি সহ্য করছে। 'আর আমি ছালা সৈতে পরিবেন।' *প্রাণনায়াগ*, ১৮৫৪। **সৈব** ক্রি সহ্য করবে। 'হনুমত কে ভর সৈব নি তোমার সৈতে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সরেখাকা বিণ সহ্য করে থাক। 'জাণো নিচুপ সরেখাকা ধুমায়িত রোখ।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সয়ে **বাওয়া** ক্রি সহ্য হওয়া। 'সোটা ওর সয়ে গেছে আপো থাকতেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সয়ে **যাবে** ক্রি সহ্য হবে। 'সয়ে যাবে - গীতার গুণ্য আছে অনেক জমা।' *ভিক্ষু*, ১৯১২।

সওয়া [স সপাদ] বিণ এক ও চার ভাগের এক ভাগ; সোয়া। 'গিল্লি শনিবারে একটা সুপুরি, পরসো ও সওয়া কুশকে ঢেলের মুসো বাদেন।' *হত্যোম*, ১৮৬১।

সওয়া শ, **সওয়া** শো [স সপাদ-শতা] বিণ একশত পঁচিশ। 'আমার যদি সওয়া-শো বরষ পরমায় থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'সওয়া শ বরষ আপো এ ডিড়িয়াখানার গোড়াপত্তন হয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

সওয়াবা [আ ছাওয়াবা] বি পুণ্য। 'ইহার সওয়াব যত কিতাবে বয়ান।' *গরীব*, ১৭৬৫।

সওয়ায়া [আ সিওয়া] অর্থ ব্যতীত। 'বেশে বাবুর ক্রিশ লক্ষ টাকার কোশানদির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায়া বিলক্ষণ দশ টাকা আসতো।' *হত্যোম*, ১৮৬১।

সওয়ায় [কা] ১ বি অধারোহী। 'জবনিপ্রা আসোমার জবন সওয়ায়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিণ অধারোহী। 'এক বড় ঘোড়া আছে ... কেহ অগ্যাপি তাহার উপরে সওয়ায় হয় নাই।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ বি বাহক। 'সওয়ায় অর্থাৎ ভোগবাহকেরদিককে এককালে পোশামাল করিয়া যাইতে দেয় না।' *দর্পণ*, ১৮২৫। ৪ বি পালক। 'মামা।

সওয়ায়ী আয়া' *রোকেয়া*, ১৯৩১।

সওয়ারি, **সওয়ারী** [কা সওয়ায়] ১ বি বাহক। 'কানুন করিলে এক সওয়ারী আশিবে।' *গরীব*, ১৭৬৫; 'সওয়ারি পতঙ্গের রক্তভূমি অর্ক জ্ঞেশ প্রসুতে ...' *রামরাম*, ১৮০১। ২ বি যান। *ভবানী*, ১৮২৩।

সওয়ারী **তানজান** [কা সওয়ায়+হি তামজান] বি মানুষবাহী সজ্জিত পালকি। 'যুবরোগীকে কলিকাতার নির্দিষ্ট এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সওয়ারী **হুতী** বি আগ্রোণ করা যায় এমন হাতি। 'রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হুতী।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সওয়ালা [আ] ১ বি আইনি নালিশের প্রব্র। 'সওয়ালে গোপাল হালদার এই জবাব দিতেছি।' *মেয়র্স*, ১৭৫৭। ২ বি জেরা। 'ম্যাজিস্ট্রেট অনেক সওয়ালা করিলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮। ৩ বি প্রব্র; সংশয়। 'আবার 'ধিনে' করিস 'সওয়ালা' এত বড় হৃদ্ধতা।' *বেনজির*, ১৯৩২।

সওয়ালা [আ সওয়ালা] বি প্রব্র। *মেয়র্স*, ১৭৫৭।

সওয়ালা **জওয়াব** [আ সওয়ালা+আ জওয়াব] বি প্রদোত্তর। 'মুন্দোলেহের সওয়ালা জওয়াব ইহা প্রথমে অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় আদান প্রদান করেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫।

সং [স স্ব-অ] ১ বি কৌতুককর বোধধারণ। 'আকর্ষণ সং করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২১। ২ বি ভাঁড়। 'সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ।' *যাইকে*, ১৮৬০।

সংগান বি এক্সকর কৌতুক গান। 'এ যাবার সংগান অনেক ভা জানে।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সংকেট [স] বি সমস্যা। 'অনেক সংকেট আছে প্রভার সংসয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **দ্র সংকেট**

সংকেটময় [স] বিণ বিপন্ন। 'অর্থনৈতিক অবস্থা নিদারুণ সংকেটময়।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সংকেটনাশন [স] বি সংকেটমোচন। 'কীণায় কোঠীতে নেই ধ্বংস-পর্ভ সংকেটনাশন।' *সুকাভ*, ১৯৪৮।

সংকেটপূর্ণ [স] বিণ বিপন্নজনক। 'সংকেটপূর্ণ পথে আস্তে ধীরেই এতদো উচিত।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৯।

সংকেটময় [স] বিণ সমস্যাপূর্ণ। 'সংকেটময় কর্মজীবন/ মনে হয় মজ সাহায্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সংকেটসংকুল [স] ১ বিণ সংকেটপন্ন। 'এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া আন্যাব্যবুর সংকেটসংকুল জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনয়ন করিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। ২ বিণ বিপন্নজনক। 'কোনো এক সংকেটসংকুল অভিনয়ে যাত্রা করিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সংকেটসংহর [স] বি বিপদ থেকে উদ্ধারকারী। 'জয় সংকেটসংহর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সংকেটপন্ন [স] বিণ সংকেটসংকুল। 'যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাকদমাঙ্গার অবস্থা অত্যন্ত সংকেটপন্ন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সংকেটাবস্থা [স] বি বিপন্নজনক অবস্থা। 'তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকেটাবস্থা উপস্থিত হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সংকেট দেওয়া ক্রি সম্পত্তি বিপন্ন করা। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

সংকলন [স] বি কথাবার্তা। 'অন্যোন্মো এইমত করি সংকলন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সংকরতা [স] বি মিশ্রণ। 'বর্ণের সংকরতা দিয়ে দুই সন্ধ্যার কী রমণীয় ছবিই দিয়ে চলেছে বিশ্বকর্মা।' অবন, ১৯২৫।

সংকলন [স] বি সমগ্র। 'বঙ্গভাষা সংকলিত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলন পূর্বক ...' দর্পণ, ১৮৩৮। **সংকলন**

সংকলন্যম্ [স] বি বিচিত্র রচনা একম করে গ্রন্থত গ্রহ। 'এরূপ একটি সংকলন্যম্‌য়ে এ বিপদ অবশ্যভাব্য।' মুরশিদ, ১৮৭০।

সংকলিত [স] ১ বি সম্মিলিত। 'তোমার কণ্ঠ নির্মালিত, রাগ রাগিণী সংকলিত ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি সম্পৃক্ত। 'জঘন্য জ্ঞানবদেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল সসক্ত থাকে না আর।' সূরীশ্র, ১৮৪০। ৩ বি সংকলন করা হয়েছে এমন। 'সে-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলাসাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

সংকলিতা [স] বিণ ক্রী গৃহীত; অন্তর্ভুক্ত। 'কণ্ঠহারে হবে সংকলিতা, গোপা ললিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সংকেলিউ [স সংকলিত] ক্রিবিণ সংক্ষেপে। 'বাম দাখিন দো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলখৈউ সংকেলিউ।' চর্যা ১৫, ১২০০।

সংকল্প [স] বি প্রতিজ্ঞা। 'আমরাও করিলাম সংকল্প তোমার।' বৃন্দা, ১৫৮০। **সংকল্প**

সংকল্পস্রোত [স] বি প্রতিজ্ঞারূপ স্রোত। 'তোমার সংকল্পস্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরদ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

সংকল্প হওয়া বি নাশিত হওয়া। 'যাহার নামে প্রাইজ উটবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।' দর্পণ, ১৮২২।

সংকল্পিত [স] ১ বি সংকল্প করা হয়েছে এমন। 'তার সংকল্পিত ডিসপেনসারি ও ফুলধর তৈরি হয়ে গিয়েছে।' প্রমথ, ১৯৩৩। ২ বি স্থিরীকৃত। 'সর্দারের সংকল্পিত মোক্ষদ্যার গুজব ডাক্তার সাহেবের কানেও আসিয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

সংকা [স শব্দ] বি ভয়। ডানকাল, ১৭৮৪।

সংকাশ [স] বিণ সদ্গুণ। 'জবা-কুসুম-সংকাশ রাস্তা অকণ রবি।' নজরুল, ১৯২৯।

সংকীর্ণ [স] ১ বি দূর্বল। 'উভয়ের সম্ভবে এক নতুন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি অপ্রশস্ত। 'রাশীকৃত জ্ঞানাল, সংকীর্ণ হুয়েন বাস।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি সীমিত; সীমাবদ্ধ। 'ব্রীহোক্তের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি প্রাণহীন; নিস্তাশ। 'সংকীর্ণ কন্ঠালে করেছে সন্ধ্যা।' বৃন্দ, ১৯৪৩। **সংকীর্ণ**

সংকীর্ণচিহ্ন [স] বিণ ক্ষুদ্রমনা। 'সংকীর্ণচিহ্ন শিক্ষকের মনস্তত্ত্বের লেনমাত্র প্রভেদ ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সংকীর্ণতা [স] ১ বি সংকট। '...ছপের সংকীর্ণতা হইতে পারে।' জ্ঞানাব্যবস, ১৮৩৬। ২ বি অপ্রশস্ততা। 'পিল্লের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিদ্যন্ত ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি ক্ষুদ্রতা। 'তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সমীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বি হীনতা। 'জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, বার্থ ও সংকীর্ণতায়।' মানিক, ১৯৩৬।

সংকীর্ণমনা [স] বিণ অনুদার। 'হুল-চেরা পথ ধরিয়া চলে তাহাকে লোকে হিসাবী, বিঘরী, সংকীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংকীর্ণন, সংকীর্ণণ [স] ১ বি তৎকীর্ণন। 'সংকীর্ণন মাঝে ভাই দিহ

গড়াগড়ি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি দেবতার নাম পান। 'হরিদাস কহে কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **সংকীর্ণন**

সংকীর্ণলক্ষণ [স] বিণ সংকীর্ণন-অনুরাগী। 'আহি আহি সংকীর্ণন-লক্ষণ মুরারি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সংকীর্ণিত [স] বিণ উচ্চারিত। 'সংকীর্ণিত ভাষা যেমন, তেমনি সংকীর্ণিত ভাষাও একটা ভাষা।' অবন, ১৯২৫।

সংকেতন [স সংকীর্ণন] বি গুণকীর্ণন। 'কী তবে? সংকেতন?' মানিক, ১৯৩৫।

সংকুচিত [স] ১ বিণ কুচিত। 'সংকুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুলে পাই নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ গুণোন্নত। 'যাধরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সংকুচিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিণ অপ্রসারিত। 'ভাই তার সংকুচিত হায়া রূপাকের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মগিনতা ভরি ...' সূরীশ্র, ১৯৩০। **সংকুচিত**

সংকুচিতচিত্ত [স] বিণ সংকীর্ণমনা। 'সংকুচিতচিত্ত সোনামণি দুই-একদিন ... উকিছুকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সংকুল [স] ১ বিণ সম্পূর্ণ। 'উঠিল শার্শূল পেয়ে সংকুল জীবন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ সমাকীর্ণ। 'মদকুল কোকিল কলরব সংকুল রঞ্জিত বানদ তানে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। **সংকুল**

সংকুলান [স] বিয়াতে কুলার এমন অবস্থা। 'ইহারও আয়ে রাজার ব্যয় সংকুলান হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'বরযাত্রীদের জাগ্রা সংকুলান হওয়াই শক।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সংকুচিত [স] বি ইঙ্গিত। 'তাহার কাছে পুজার সামগ্রী আনে এইরূপ সংকুচিত করে।' দর্পণ, ১৮২০। **সংকুচিত**

সংকেত-বাঁশরি বি সংকেতরূপ বাঁশি। 'সংকেত-বাঁশরি বনে বনে বাজে মনে মনে বাজে।' নজরুল, ১৯৩০।

সংকেতবাক্য [স] বি ইশারার ভাষা। 'এই সংকেতবাক্য এখানকার অধিবাসীদের কাছে অতি পরিচিত।' শওকত, ১৯৭২।

সংকোচ [স] বি বিধা। মাদোএল, ১৭৪৩; 'বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। **সংকোচ**

সংকোচিত [স] বিণ আড়ষ্ট। 'আপনাকে সংকুচিত করিয়া বহু সুখাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংকোচ-জড়িত [স] বিণ কুঠা মিশ্রিত। 'উৎপে-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাচ-মোচড় দিয়ে যা বলসনে।' মনসুর, ১৯৪৫।

সংকোচন [স] বি কমানো। 'বায় সংকোচন করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪০।

সংকোচপীড়িতা [স] বিণ ক্রী জড়সড় ভাবম্বল। 'সংকোচপীড়িতা সূচরিতাকৈ তাহার কথা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সংকোচবশ [স] বি সংকোচের কারণ। 'ব্যাকুল সংকোচবশে, পাছে ভুলে পায় অপমান।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সংকোচবিহীন [স] বিণ নিঃসংকোচ। 'সেই সংকোচবিহীন সংসারবিহীন অক্ষুণ্ণবিত দুই চক্ষু।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সংকোচভাব [স] বি কুচিত ভাব। 'আজ তাহার সে সংকোচভাব নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সংকোচমুক্ত [স] বিণ সংকোচ নেই এমন। 'আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সংকোচ্যইতি [স] বিণ বিধায়ী। 'সংকোচ্যইতি সংস্করণী সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সংকোচিত [স] বিণ কৃতিত। 'তাতে রঘুনাথের হয় সংকোচিত মন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংক্ৰমণ [স] বি সঙ্করণ। 'অন্ধকূশে মাথা ঠুকে নিত্য সংক্ৰমণ।' ফররুখ, ১৯৪৬।

সংক্ৰমিত [স] বিণ সঙ্করিত। 'কিয়দংশ পাঠকগণের মনে সংক্ৰমিত হয়।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৭।

সংক্ৰোড় [স] বিণ সম্পর্কিত। 'বাক্য সংক্ৰোড় কার্যের যে কোন প্রার্থনা এ মেং মাক্টিস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

সংক্ৰোড়ি [স] বি মাসের শেষ দিন। 'শ্রাবণ সংক্ৰোড়িতে দক্ষিণে আয়ন।' সুলতান, ১৭০০।

সংক্ৰোম [স] বি চলাচল; গমনপথ। 'উধাও নক্ষত্রপুঞ্জ মুমূর্ষুর সংক্ৰোম এড়ায়।' সুবীন্দ্র, ১৯২৯।

সংক্ৰোমক [স] ১ বিণ ছোঁয়াতে। 'কতক সংক্ৰোমক রোপে, কতক গ্রীহা যকৃতের দোষে ইহলোক হইতে অপসৃত।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ সঙ্করিত হয় এমন। 'সে অভিমান সংক্ৰোমক।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সংক্ৰোমকতা [স] বি সংক্ৰমণ করার বৈশিষ্ট্য। 'বাড়িটার সংক্ৰোমকতা তাকে আকর্ষণ করবে।' তার, ১৯৪৩।

সংক্ৰোমক ব্যাধি [স] বি ছোঁয়াতে রোগ। 'উহা একটা সংক্ৰোমক ব্যাধি ব্যাধীত আর কিছুই নহে।' আজাদ, ১৯৩৬।

সংক্ৰোমিত [স] বিণ সঙ্করিত। 'বিলাতী-বঙ্কন ... দেশবাসী সংক্ৰোমিত হয়।' এসলাম, ১৯৩২।

সংক্ৰোমিত হওয়া [স] ক্রি ছাড়িয়ে পড়া। 'অন্দরমহল পুরী সংক্ৰোমিত হইয়া পড়িল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সংক্ৰোমী [স] বিণ সংক্ৰোমক। 'রোমাঙ্কের সংক্ৰোমী বিষয়ে অলক্ষ্য সৌন্দর্য তব।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

সংক্রিয়া [স] বি পুণ্যকর্ম। 'সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে।' মাইকেল, ১৮৬২।

সংক্রা [স] সংখ্যা। বি পরিমাণ। 'পাপ পুণ্যো অনুসারে ভোগ্যভোগ্য দিবেন অন্যতো সংক্রা।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

সংক্র [স] সংখ্যক। বিণ ক্রম বা সংখ্যার পরিমাণ নির্দেশক। 'সত সংক্র পদা দ্বারা দুইটির সরিরে।' মালাধর, ১৫০০।

সংক্র [স] সংখ্যক। বি কপিল মুনি রচিত দর্শন শাস্ত্র। 'বেদান্ত মিমামস সংক্রা বেদে বিচারিল।' মালাধর, ১৫০০।

সংস্কৃত [স] ১ বিণ সংস্করণ করা হয়েছে এমন। 'ভারত রত্নসাগর কিল্লপে শোষিত হইয়াছিল, তাহার সংস্কৃত বৃত্তান্ত প্রণয় করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ অল্প পরিসরে সীমিত। 'উপক্রমণিকা এই সকল বিষয়ের সংস্কৃত বিবরণ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'মুদ্রবোধ অতি সংস্কৃত ব্যাকরণ।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

সংস্কৃতকাল [স] বি অল্প সময়। 'সংস্কৃতকালের মধ্যে কোনও সমাজের আমূল সাংগঠনিক রূপান্তর সাধিত হয়?' শিব, ১৯৫৬।

সংস্কৃতভূম [স] বিণ সবচেয়ে সংস্কৃত। 'কাহিনী প্রতিবারেই সংস্কৃতভূম বর্ণনায় শেষ করে দিয়েছেন।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

সংস্কৃতভাবে [স] ক্রিবিণ হ্রস্ব আকারে। 'সংস্কৃতভাবে বলেন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সংস্কৃতসার [স] ১ বি অনুরূপ ছোটো উদাহরণ। 'একে পৃথিবীর সংস্কৃতসার বলা যায়।' প্রমথ, ১৯২৫। ২ বি সারসংক্ষেপ। 'হিন্দুদর্শনের সংস্কৃতসার তো নয়ই, এমনকি তা ক্যারিকচার পর্যন্ত নয়।' প্রমথ, ১৯২৭।

সংস্কৃত [স] ১ বিণ আলোড়িত। 'বিশোল তরঙ্গমালায় সংস্কৃত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে এমন। 'তৃপ্ত, শৈশে, নদে সংস্কৃত আত্মার তীব্র রোষ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

সংক্ষেপ [স] ১ বি অল্প কথার বিবরণ। 'উঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অল্প কথায় বর্ণিত। 'ভ্রমণের সংক্ষেপ বিবরণ রামায়ণে আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ ছোটো। 'আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ সংযত। 'অধিক লোক ছোটোতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৫ বিণ হ্রাস। 'অমরতা কে সংক্ষেপ করিয়ে?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৬ সংক্ষেপ

সংক্ষেপরূপে [স] ক্রিবিণ সংক্ষেপে। 'ভাঃ মার্টিন কলিকাতার বর্ণনা সংক্ষেপরূপে করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

সংক্ষেপসার [স] বি সারসংক্ষেপ। 'তাহলেও সে-সব কথার সংক্ষেপসার দিলুম না।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সংক্ষেপা [স] ক্রি সংক্ষেপ করা। 'এই সত কথা কহ সংক্ষেপিয়া।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সংক্ষেপে ১ ক্রিবিণ অল্প কথায়। 'সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ বাহ্যাবলীভাব। 'সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া।' ভারত, ১৭৬০। ৩ ক্রিবিণ দ্রুত। 'সংক্ষেপে বলিতে গেলে হইং টিং ছাঁ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাঞ্জে চড়িয়া বসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সংকোচ [স] বি আলোড়ন। 'সেই পাতনজাত সংকোচে কম্পিত হইয়া ভূমিকম্পের উপগতি হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি উত্তাপতা। 'ভূমির সাগর-বন্ধ সংকোচে ভীষণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি উত্তেজনা; ক্ষোভ। 'এই বিরোধ সংকোচের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সংখ্য [স] বি সংখ্যা। 'মিলএ রমণী সত সংখ্যে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সংখ্য [স] সংখ্য। বি সঙ্খ। 'সেতাই পণ্ডিত সেখা করিল সংখ ধনিন।' রামাই, ১৭১০।

সংখ্যা [স] ১ বি গণনা। 'এ দিউড়ি সংখ্যা করিবার শক্তি কার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ সংখ্যক। 'গোমেদ ভূমিত অশ্ব শত সংখ্যা সবি।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ বি পরিমাণ। 'খরচা ও ব্যয়ের সংখ্যা জ্ঞানিয়া।' ডানকন, ১৭৮৪। ৪ বি রাশি লেখায় ব্যবহৃত ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক। 'এক দশ শত সহস্র ইত্যাদি দশভুজের সংখ্যা সর্বোচ্চ ভারতবর্ষে সৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৫ বি হিসাব। 'পৃথক পৃথক কলপরা শাখার সংখ্যা উক্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৬ বি পরিমাণ নির্ধারণ। 'বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য বলিবার নিমিত্ত গণনা জানা অভিশয় আবশ্যক।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৭ বি পত্রিক প্রকাশনার ক্রম। 'বেশাখের সংখ্যায় পুরস্কারযোগ্য গল্পটি বাহির হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৮ সংখ্যা

সংখ্যক [স] বিণ সংখ্যার পুরক। '৬৮৪ সংখ্যক।' দর্পণ, ১৮৩১।

সংখ্যাকারী [স] বি গণনাকারী। 'সংখ্যাকারিরা নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দীপ্তমান হওনে সে সময়েই এককালে লোপ হইল। বসন্ত, ১৮২৯।

সংখ্যাপরিষ্ঠ [স] বিণ সংখ্যার অধিক। 'সংখ্যাপরিষ্ঠ ছাড়া ... গৌরব

সংখ্যাগরিষ্ঠতা

করবার কতটুকু আছে।' নজরুল, ১৯৩৬।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা [স] বি সংখ্যার অধিক্য। 'এই সংখ্যাগরিষ্ঠতাই হ্রাস করিবার জন্য ...' জামায়াত, ১৯৪০।

সংখ্যাতত্ত্ব [স] বি সংখ্যার বৈশি। 'বুলনা জেলার মুসলমানরাই সংখ্যাতত্ত্ব।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

সংখ্যাতত্ত্ব [স] বি সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সংখ্যাতত্ত্বের ভয়ে 'বতন্ত্র-নির্বাক্তন চাচ্ছেন।' শিখা, ১৯৩১।

সংখ্যাতত্ত্ব [স] বি পরিসংখ্যান বিদ্যা। 'সংখ্যাতত্ত্ব এমন একটা জিনিস যাহা যারা যে-কোন হিসাব প্রমাণ করা যায়।' ইক্লাম, ১৯৪৫।

সংখ্যাভীতি [স] বি অসংখ্য। 'এইমত সংখ্যাভীতি তৈরী-ভক্তগণ ...।' কুন্দনাস, ১৯৪০।

সংখ্যাভীতি [স] বি স্ত্রী অসংখ্য। 'কাশ্মুলের চামর দুলাইয়া সংখ্যাভীতি সঞ্চিন্তন তাহার আসে-পাশে সর্বক্ষণ খিঁচিয়া রহিয়াছে।' শর্মসুন্দরী, ১৯৪৮।

সংখ্যাধিক্য [স] বি সংখ্যার অধিক্য। সংখ্যাধিক্যবিত্তার [স] বি সংখ্যাগত বৃদ্ধি। 'বহুর সংখ্যাধিক্যবিত্তারগত প্রচণ্ড উন্নতিতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সংখ্যাধিশি [স] সংখ্যা+কা নবীল [স] বি হিসেবি। 'সৃষ্টি সংখ্যাধিশি বটে কিন্তু হিসেবভঙ্গী নয়।' জীবন, ১৯৪৮।

সংখ্যানুপাত [স] ১ বি সংখ্যার অনুপাত। 'চাকুরীতে পঞ্চাশের সংখ্যানুপাত ব্যক্তিরা সেওয়া ইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪০। ২ বি সংখ্যা-ভিত্তিক পার্থক্য। 'মুহলমান ও অমুহলমান কণ্ঠচরীসের যে সংখ্যানুপাত।' আজাদ, ১৯৪৭।

সংখ্যান্তর [স] বি লিখিত বা মুদ্রিত সংখ্যার ভিন্ন রূপ। 'উঁহার পাঠান্তর, সংখ্যান্তর বা অন্য কোনরূপ ব্যতিক্রম-ঘটনা অসম্ভব নয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সংখ্যা-পর্যায় [স] বি সংখ্যাবোধ। 'সাত ও অনন্ত নানা প্রকার সংখ্যা-পর্যায়ের আবিষ্কার।' যেতাহার, ১৯৩৭।

সংখ্যাপাত [স] বি সংখ্যা উপস্থাপন। 'যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোনও ছানে, কেহ কোনও বস্তুর সংখ্যাপাত করে ...।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সংখ্যাবৃদ্ধি [স] বি সংখ্যার অধিক্য। 'নানাবিধ ব্যবসায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি ... হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সংখ্যাবৃদ্ধি [স] বি সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'সমগ্রলিঙ্গিতর অনুপাতে দেবদুর্গাধিক সংখ্যাবৃদ্ধি।' সৃষ্টি, ১৯০৭।

সংখ্যালঘিষ্ঠ [স] বি অসংখ্যাকৃত অল্প সংখ্যক। 'সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদের জাতীয় খাতারা ...।' মোহাম্মদী, ১৯০৪।

সংখ্যালঘু [স] বি সংখ্যায় কম। 'যে সকল প্রদেশে মুহলমানেরা সংখ্যালঘু।' মোহাম্মদী, ১৯০১।

সংখ্যালঘুত্ব [স] বি সংখ্যার অল্পতা। 'হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যালঘুত্ব ঘটাবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।' আজাদ, ১৯৪০।

সংখ্যা-শাশ্বততা [স] বি সংখ্যা কমে যাওয়া। 'ইহাতে মুহলমানদের যে সংখ্যা-শাশ্বততা ঘটবে ...।' আজাদ, ১৯৪০।

সংখ্যায়ত্তা [স] বি সংখ্যার স্বল্পতা। 'হাসপাডালের সংখ্যায়ত্তা নিয়ে বুসেটিস লেখক ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সংখ্যান্যায় [স] বি জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অংশের সমতা - এই নীতি। 'পাকিস্তানের যাতে সংখ্যান্যায়ের প্রাপ্ত বর্ধমান বৈশেষভাবে আলোচিত।' আজাদ, ১৯৪৪।

সংখ্যাহীন [স] বি অসংখ্য। 'ইউরোপে দৃষ্টবস্ত্রের সংখ্যাহীন বিন্দু।' শর্মসুন্দরী, ১৯৩৬।

সংখ্যায়িত [স] বি গণনা করা হয়েছে এমন। 'নূতন জন সংখ্যায়িত হইল।' হরহাসাদ, ১৮৮১।

সংখ্যে [স] বি সংখ্যা। 'যেরে যত জানে মানুষ-জনকে তত বেড়ে যায় হাড়ের সংখ্যে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সংখ্যে [স] সঙ্খ্যা বি অসংখ্য। 'পদার্থসেন ইন্ডের গুণ, ইহার কোন প্রকারে মুক্তার সংখ্যা নাই।' মুক্তাঙ্কর, ১৮১০।

সংগঠন [স] বি একাধিক লোক মিলে গড়ে তোলা দল বা প্রতিষ্ঠান। সংগঠনভার [স] বি সাংগঠনিক দায়িত্ব। 'পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ব্রহ্মল সাহেব মহোদয় ইহার সংগঠনভার সম্রাধে গ্রহণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সংগঠনমূলক [স] বি উন্নয়নমূলক। 'অর্থকে কোন শিল্পে সংগঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত না করিয়া ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

সংগঠনসম্পাদিত [স] বি যৌথ শক্তি। 'আমহ এবং উত্তরানাকে কাজে লাগানোর সংগঠনসমর্থ্য ও ব্যবহারিক বুদ্ধি ...।' শিব, ১৯৫৮।

সংগঠনী [স] ১ বি সংগঠনভুক্ত। 'সংগঠনী হিন্দুর দল ভারত ইহাতে প্রেসলমানের নাম নেপানা মুখিয়া তেলিবার অন্য ...।' এসলাম, ১৯২৯। ২ বি নদীর। 'কাউলিয়ারদের যে সংগঠনী যেটালিটির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।' হানাদী, ১৯৩০। ৩ বি গঠনমূলক। 'সামান্য উন্নয়ন প্রচেষ্টার ... সংগঠনী প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।' বেগম, ১৯৩০। ৪ বি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত এমন। 'সম্প্রতি কয়েক সংগঠনী কমিটির ভরফ থেকে এক ঘোষণার বলা হয়েছে।' বেগম, ১৯৬২।

সংগঠনী শক্তি [স] বি সংগঠনের কর্মতা। 'যার অসাধারণ সংগঠনী শক্তি সে শ্রমিক-সেতা মজিন।' মনসুর, ১৯৫৫।

সংগঠিত [স] বি গঠন করা হয়েছে এমন। '... তাহাতে যথার্থরূপে সংগঠিত।' দীপিকা, ১৮৮৭।

সংগত [স] ১ বি উপভুক্ত; সমীচীন। 'সত্যকথা, স্বার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বি গানের সঙ্গে বাজনার মিল। 'নূরু পারের উত্তরি সূতা গলার ঢাকের সংগতে নাচতে লেগেছে। হুতম, ১৮৬১। ৩ বি সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সংগত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ সংগত

সংগতি [স] ১ বি উদ্যায়; সুযোগ। 'কাগড় পাঠাইতে সংগতি হইছিল না।' তাঁতি, ১৯৯২। ২ বি কর্মতা। 'আমাদের এমন সংগতি সেই যে কারও দৃষ্ট দূর করতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি সামর্থ্য। 'চাকুর সংগতিতে কুশার না।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ সংগতি

সংগতিপন্ন [স] বি অর্থিকভাবে সচ্ছল। 'বঁহারা সংগতিপন্ন নহেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সংগতিসম্পন্ন [স] বি স্ত্রী অর্থসংহান রয়েছে এমন। 'সংগতিসম্পন্ন ঘেরেদেরও উচ্চ শিক্ষার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ...।' বেগম, ১৯৫৫।

সংগম [স] ১ বি মিলন। 'ছায়া-আলোর সংগমে দামিচী ছুপ করিয়া বসিয়া ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি মিলনস্থল। 'ইয়াবতীয় সংগম,

বঙ্গসাগর, ৭ কার্তিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। দ্র সম্মত

সংগমস্থল বি মিলনস্থান। 'এই ব্যক্তিগত মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সংগিন, সংগীন [ক। সঙ্গীন] ১ বি ভগ্নাবহতা। 'আজ ফুঁড়ে ঢেঁলা পরিয়ায়
সংগিন।' ফররুখ, ১৯৪৩। ২ বি ফলা। 'রুক্মতার সুতীক্ষ্ণ সংগীনে
দুর্ভিনীত ইচ্ছার জন্য।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩। ৩ বি বন্দুকের
অনুমোদনের ফলা। 'যেন বা তরুণ কোনো পাতে বুক অত্যাচারী
সংগীনের মুখে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৪। দ্র সঙ্গিন

সংগীনাকীর্ণ [ক। সঙ্গীন+স আকীর্ণ] বিণ ভয়ভর। 'সংগীনাকীর্ণ রাত
মানসে ঝরায় কতো কবিতার ফোঁটা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

সংগীত [স] ১ বি গীতবাদ্য। 'দামোদরশরৎ সংগীতরসময়।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বি সুর। 'বংশির সংগীতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি
সুললিত মধুর বাণী। 'আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত।' রবীন্দ্র,
১৮৯৪। দ্র সঙ্গীত

সংগীত [স সংগীত] বি গীতবাদ্য। 'বিবিধ সংগীত তাল সব
অনুবন্দে।' মাল্যধর, ১৫০০।

সংগীতকলা [স। বি গীতিশাস্ত্র। 'সংগীতকলা তো নাই।' রবীন্দ্র,
১৮৯৭।

সংগীতকার [স। বি সংগীত রচয়িতা। 'সংগীতকার তারা, নটরাজ
তারা।' অন্নদা, ১৯০৭।

সংগীতচর্চা [স। বি সংগীতের সাধনা। 'অনেকদিন অবধি সংগীতচর্চা
করেছি।' অবন, ১৯৪১।

সংগীতজ্ঞ [স। বি সংগীতশিল্পী। 'সে সংগীতজ্ঞ।' প্রমথ, ১৯২৪।

সংগীতভান [স। বি গানের সুর। 'জগৎ-মাতানে সংগীতভানে/ কে
দিবে এসের নাচায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সংগীতপ্রাণ [স] ১ বিণ সংগীতময়। 'ক্ষনি আপনই দানা বেঁধে
উঠেছে সমগ্র সংগীতপ্রাণ কাষের অন্তর হতে।' প্রমথ, ১৯২৭। ২
বিণ সংগীতে অনুরক্ত। 'সে গান শুনে আমি বুঝ আপনি সংগীতপ্রাণ
কিনা।' প্রমথ, ১৯৩৭।

সংগীতপ্রিয় [স। বিণ গান ভালোবাসে এমন। 'মনুস্বা' স্বাভাবিক
সংগীতপ্রিয় হয়।' ভদ্রমালুক, ১৮৭৪।

সংগীতপ্রিয়তা [স। বি গানের প্রতি অনুরাগ। 'বাজলির
সংগীতপ্রিয়তা এ অঙ্গুরের এক সুপরিচিত প্রবাদ।' ধৃষ্ণি, ১৯০১।

সংগীতপ্রীতি [স। বি সংগীতের প্রতি অনুরাগ। 'সংগীতপ্রীতি আমার
জন্মসুখ।' প্রমথ, ১৯৩৭।

সংগীতবিৎ [স। বিণ সংগীতবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'আমরা উচ্চশ্রেণীর
সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সংগীতবিদ্যা [স। বি সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। 'সংগীতবিদ্যা বলিতে
যাহা বোঝায়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সংগীতবিদ্যালয় [স। বি সংগীত শিক্ষার বিদ্যালয়।
'সংগীতবিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার প্রণী আছে।' রবীন্দ্র,
১৮৮১।

সংগীতবেত্তা [স। বি সংগীতবিশারদ। 'সংগীতবেত্তারা যদি ... তাহাই
আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সংগীতব্যবসায়িনী [স। বিণ স্ত্রী গান পরিবেশন করে উপার্জন করে

এমন। 'সংগীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অল্পত সংস্কৃতি ইহাদের
আছে।' তারা, ১৯৪২।

সংগীতব্যবসায়ী [স। বি যে সংগীতশিল্পী সংগীতবিদ্যাকে কাজে
লাগিয়ে জীবিকা উপার্জন করেন। 'যারা সংগীতব্যবসায়ী নন
বাংলাদেশে তাদের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সংগীতব্যাকরণ [স। বি সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র: নিয়মকানুন
'সংগীতব্যাকরণের বিতর্কতা বাঁচিয়ে রাখেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সংগীতভাবুক [স। বিণ সংগীতচিন্তক। 'যদুতটের মতো সংগীতভাবুক
আদুর্ভব ভরতে আর কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ।' রবীন্দ্র
১৯২৮।

সংগীতময় [স। বিণ সুললিত। 'একটি ছায়াময় শান্তিময় সংগীতময়
ছোঁতো স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সংগীতময়ী [স। বিণ স্ত্রী নামান্বিত। 'একটি সংগীতময়ী বিকীর্ণতার
মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সংগীতমুগ্ধ [স। বিণ সংগীতের মধুর ধ্বনিতে মোহিত। 'আবার
হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সংগীতরত্ন [স। বিণ গান গাওয়া অবস্থায়। 'সংগীতরত্ন সদলবলে
মোক্ষাঙ্কুর গায়েনের একটি ফোঁটা।' জয়ীম, ১৯৬১।

সংগীতরসিক [স। বি সংগীতের সমর্থকার। 'দার্শনিক বৈজ্ঞানিক
সংগীতরসিক প্রভৃতি।' প্রমথ, ১৯২৯।

সংগীতরীতি [স। বি সংগীতের ধরন; ধরানা। 'পরম্পরাগত
সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয়সাধনে যথার্থ
অধিকার জন্মে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সংগীতশালা [স। বি প্রমোদকক্ষ। 'তার সংগীতশালা এব
ভোজনমুহুরে ভিড়ি খেতপ্রস্তরে মজিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সংগীতশাস্ত্র [স। বি সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। 'সংগীতশাস্ত্র হতে এ
আদর্শ নিতে হবে।' প্রমথ, ১৯০৫।

সংগীতশিক্ষা [স। বি সংগীতবিষয়ক শিক্ষা। 'বিশ্ববিদ্যালয়ে
সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ... প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে।' রবীন্দ্র
১৯২৮।

সংগীতসজা [স] ১ বি গানের আসর। 'সংগীতসভায় সে ফেরা
সংযত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি গানের অনুষ্ঠান। 'শিক্ষার-পাঠ
রত্নময় সংগীতসভায় বসন্তদায়ের মধ্যমতকে সর্বদা ঠেঁয়ালি চল
...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সংগীতস্রোত [স। বি সংগীতের ধারা। 'অনাদিকালের পাছ যাহার
তব সংগীতস্রোতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সংগীতহারী [স। সংগীত+হারী] বিণ সুরহীন। 'কর্ত্ত আমার রূপ
আজিকে, বঁশি সংগীতহারী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সংগীতাত্ম্য [স। বিণ সংগীত নামধারী। 'গীতাঞ্জলি, গীতালি
গীতিমালা প্রভৃতি সংগীতাত্ম্য কাব্যচলোতে ...।' হুই, ১৯৫৪।

সংগৃহীত [স। বিণ বিশেষভাবে গোপনীয়। 'আর এক উপায়ে সংগৃহীত কি
কহে।' সুলতান, ১৭০০।

সংগৃহীত [স] ১ বিণ সমগ্র করা হয়েছে এমন। 'প্রাচীন সমগ্রকরে
সংগৃহীত রচনা।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ সংকলিত। 'ব্রতাদি
ইতিকর্তব্যতা নানা শাস্ত্র ইহাতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হয়। ... চলি

সংগোপন

ভাষায় প্রকাশ হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিপ ঘৃণিত। 'পাঠশালায় সাধারণ নিয়ম এই ... বয়স্কগণকে বালকগণ সংগৃহীত হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সংগোপন [স সংগোপন] ১ বিপ সাধারণ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি সুব গোপন হান। 'নির্জন হানেতে থাকে সখা সংগোপনে।' ভগ্নানী, ১৮২৩। ৩ বি সম্পূর্ণ হুকানো। 'বাগিকারগিপকে ... সর্বদা সংগোপনে সাধারণ রাখেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সংগোপ [স সংগোপন] বি গোপন। 'সংগোপে কীর্তন গিয়া দেখিবার ভরে।' কৃন্দা, ১৫৮০।

সংগোপনতা [স] বি সম্পূর্ণ গোপনীয়তা। 'ভাকে ঘিরে রয়েছে প্রোত্যাহার মতো বীভৎস সংগোপনতা।' ভগ্নানী, ১৯৪৫।

সংগোপনে ক্রিবিপ লোকচক্ষুর আড়ালে। 'ইযারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সম্মত [স] ১ বি সন্তোষ। 'হাকিমজের সমস্ত কবিতা সম্মত ও সম্মতি করেন।' নজরুল, ১৯৩২। ২ বি একসঙ্গে বা গুচ্ছে সম্মিত। 'মোর দিয়া ঐরাবত সম্মতিত ত্বণের পুঙ্খলে করিত না আজি কালাপাত।' সুশীল, ১৯৩০।

সম্মত [স] বি একত্রে গাঁথা হয়েছে এমন; আবদ্ধ। 'আমরা পাশাপাশি বসবাস করি অথচ আত্মীয়তার গ্রন্থিতে সম্মতিত হতে পারি না।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

সম্মত [স] ১ বি স্বেচ্ছা। 'সম্মে নিতে দামা পানি সম্মত কর জানি।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি সন্মেলন। 'তদনুযায়ী মহাপ্রতিভাকৃত নানা সম্মত আছে।' দর্পণ, ১৮২৩। ৩ বি আদায়। 'কোপানির কর্তৃত্বে তদপেক্ষা অধিক সম্মত হইতে লাগিল।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৪ বি সম্মত। 'আমরা তথিষ্মে সম্মত করত মহানন্দে প্রকাশ করিতেছি।' গুণ, ১৮৫৫। ৫ বি সমাহার। 'অনুকরণ-সম্মতহেই এক সঙ্গীত সম্মত হইত।' বর্জিত, ১৮৮৭।

সম্মত করা ক্রি একত্র করা। 'বালিকা বিষয়ক যে সকল প্রমাণ আছে তাহা সম্মত করা অতি কঠিন হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সম্মতকর্তা, **সম্মতকর্তা** [স] বি সম্মতকারী। 'এই সম্মতকর্তা।' দর্পণ, ১৮২৬।

সম্মতকার [স] বি সম্মত করে যে। 'প্রাচীন সম্মতকারের সঙ্গৃহীত বচন।' ভগ্নানী, ১৮২৮।

সম্মতহীত [স] বি সংকলিত। 'কতিপয় খোশগণ তদনুযায়ী সম্মতহীত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪০।

সম্মতাক [স] বিপ সম্মতকারী। 'শ্রীযুত হরিমোহন সেন ঐ টাকার সম্মতাক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

সম্মতীয় [স] ১ বি যুক্ত। 'সম্মতীয় হাতিয়া ইষ্ট্র পালাইয়া জ্ঞাএ।' মঙ্গলধর, ১৫০০। ২ বি সম্মত। 'প্রথমেই সম্মতীয় সমর্ম পতি অতি।' আলোড়ল, ১৬০০। 'আজি সত্য সত্যি সম্মতীয়।' আলোড়ল, ১৬০০। ৩ বি আপোদন। 'ধর্ম সম্মতীয় এক হইবে, নানা হানে সভা হান কর।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৪ বি বিশ্রাম। 'সতের শত উনিজই ত্রীতীয়ে ফরাশিপ রাখে ... যেতরত সম্মতীয় আরম্ভ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সম্মতীয়জরী [স] বিপ যুক্তজরী। 'সম্মতীয়জরী' স্বাধীন জাতির যুগে যুগে সেন দাম।' মাহেন্দ্রগ, ১৯৪৯।

সম্মতীয়সারথতা [স] বি সম্মতশীলতা। 'শান্ত, বিমর্ষ ও কৌতুকবিশ্ব সম্মতীয়সারথতা তার সর্ব অবয়বে।' হাসান, ১৯৬৭।

সম্মতীয়পরিচালন [স] বি যুক্ত পরিচালনা। 'যুক্তবিভাগীয় কর্তৃপক্ষপ সম্মতীয়পরিচালনকার্যে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

সম্মতীয়শীল [স] ১ বিপ সম্মতীয়: লজ্জা। 'এ জাতটা বড়ডো কটপরিচ্ছ আর তেমন সম্মতীয়শীল।' হাই, ১৯৫৮। ২ বিপ সম্মতীয়নরত। 'উৎসাহের বাক্যে বোঝাও অনড় হইয়া সম্মতীয়শীল অন-প্রত্যেকের দিকে বাজ করে।' শব্দকোষ, ১৯০৮।

সম্মতীয়ী [স] ১ বিপ আদোদানমুখী। 'পদানশীল মহিলায় সম্মতীয় একটি সম্মতীয়ী সৎসন গঠন করা হয়েছে।' বৈশ্য, ১৯৬৯। ২ বি প্রোহিতা। 'তিনি নতুন চেতনার জনক, সংস্কারমুখির জনক, সম্মতীয়ীর জনক।' শব্দকোষ, ১৯০৭।

সম্মতীয়গুটি [স] বিপ সম্মতীয় অক্ষয়। 'এ বালক নিত্যকৃত অসমর্ম সম্মতীয়গুটি।' দর্পণ, ১৮২৯।

সম্মে [স] ১ বি জোটে। 'শিকড়ের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, ১৯২৩। ২ বি সংগঠন। 'জনগণিক সংযুক্ত ও চালিত না করলে পারলে ...।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বি বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ। 'সেবেছি সংযুক্তের সব প্রমাণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সম্মেবদ্ধ [স] ১ বিপ সম্মতিত। 'শিকড়ের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত।' জ্যোতসন, ১৯২৩। ২ বিপ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। 'জনগণিক সংযুক্ত ও চালিত না করলে পারলে ...।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বিপ সম্মতীয়। 'সম্মেবদ্ধ ব্যবহার করে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সম্মেবদ্ধতা [স] বি একতা। 'সম্মেবদ্ধের মধ্যে সম্মেবদ্ধতা ও পারস্পরিক সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন।' বৈশ্য, ১৯৪৮।

সম্মেবদ্ধি [স] বি দলবদ্ধতার শক্তি। 'সে সম্মেবদ্ধি, ঐক্যবদ্ধি, সে ঐ শৌহবদ্ধি সংযুক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সম্মে-সম্মিতি [স] বি সম্মে-সম্মিতি। 'ধর্মকালকের জন্য কোন সম্মে-সম্মিতি নাই।' মনসুর, ১৯৪০।

সম্মেটন [স] ১ বি ঘটনা। 'মানোএল, ১৭৪৩: 'এক বার এমন সম্মেটন হইল যে শরীরের বসনকল পেটেই চিরিত হইতে রুট হইয়া এই স্থির করিলেক।' ভারতী, ১৮০৩। ২ বি স্থান। 'শিশুমুখীর সহিত আপনার তত সম্মেটন সম্মেটন সৎকরে আমলের মহারাজের নিকট প্রেরণ করাইলেন।' হাইকোলা, ১৮৭৩। ৩ বি সম্মেটন। 'বোধ হয়, মনুর অদৃষ্টে সম্মেটন সম্মেটন হয় নাই।' তমোদক, ১৮৭৪।

সম্মেট [স] ১ বি বিবাদ। 'ঘাটে দানী হর্বা তোড় করিল সম্মেট।' বড়, ১৪৫০। ২ বিপ সম্মেট। 'অসম্মেট কাজ পুন সম্মেট করাএ।' বড়, ১৪৫০।

সম্মেটনকামি [স সম্মেটনকামী] বিপ মিলন ঘটাতে চায় এমন। 'অশ্রম্যামল মিত্রাচলন পরকীর রমণী সম্মেটনকামি ভাড়াইয়া রাখিবদ দাম্য।' ভগ্নানী, ১৮২৫।

সম্মেটিত [স] ১ বিপ সংবলিত। 'মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাপ্তাহিক অনেক প্রকার সংবাদ সম্মেটিত পুস্তক।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯। ২ বিপ সম্মেটিত। 'ভিতরের পলি ঘারাও অনেক সময়ে তাহা সম্মেটিত হয়।' জগদীশ, ১৯২০।

সম্মেটি [স] ১ বি ভিত্তি। 'লোকের সম্মেটি দিন হৈল অবসান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরস্পর ঘর্ষণ। 'লটাপট জটাটুট সম্মেটি গলা।' ভারত, ১৭৬০।

সম্মেটি সম্মুখ [স] বিপ ভিত্তিবল। 'সব লোক আইলা হৈল সম্মেটি

সমৃদ্ধ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংঘটিত [স সংঘটিত] ক্রিবিণ নিকটস্থ। 'রক্তির সংঘটিত তোর করিব এখন।' মালধর, ১৫০০।

সংঘর্ষ [স] ১ বি বিবাদ। 'সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা কেমেন সংকোচজনক মনে হল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি সংশর্প। 'অসুন্দরের সংঘর্ষে ও সংযোগে যারা কঠিন, যারা অভিসন্ধিম্যে অভিসালিত অভিনির্ভূত নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি পারস্পরিক ক্রিয়া। 'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংঘর্ষণ [স] ১ বি সংঘর্ষ। 'উচ্চাপিতের সংঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি মিশ্রণ। 'অনার্য্যগণ আর্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্যধর্ম ও আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সংঘাত [স] ১ বি সমষ্টি। 'কুজল আদিত্য যেরু রবির সংঘাত।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বিরোধ। 'বিশ্বেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বি পারস্পরিক আঘাত। 'রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

সংঘাতভরঙ্গ [স] বি আঘাতে স্ট্র টে। 'বিরুদ্ধ এই সংঘাতভরঙ্গের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে এই কবিতাটি ... শ্রোতার অন্তিকে সঞ্চারিত হইছে।' শিব, ১৯৫০।

সংঘাতময় [স] বিণ ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ। 'সেই যুক্তিসম্মানী বোনদের সংঘাতময় স্মৃতিকাহিনী ভুলে ধরতে চাই।' বেঙ্গম, ১৯৭২।

সংঘাত-মাঝে ক্রিবিণ ঘন্ঘের মধ্যে। 'শক্তির সংঘাত-মাঝে বিদ্রোহ যিনি ছির ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সংঘাত-সংঘর্ষ [স] বি বিশৃঙ্খলা। 'রাজনৈতিক বৈস্রোত-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৬।

সংঘারা [স সংহার] ক্রি সংহার করলাম। 'মূল নবলিঙ্গোপ সংঘারা।' চর্চা ২০, ১২০০।

সমূহা [স] ক্রিবিণ ঘৃণা সহকারে। 'হীন অবলম্বন জ্ঞানে সমূহায় পরিত্যাপ করিতেছে।' এসলাম, ১৯৩৩।

সংঘোষণা [স] বি ঘোষণা। 'রাজার আগমন সংবাদ সংঘোষণা করাত যুবতীর মনোরূপ প্রজ্ঞাশাসনভয়ে অধৈর্য হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

সংঘোষণা [স] ১ বি সংবাদ প্রচার। 'এছ রচনার সংঘোষণা করা সিয়াহিন্দ।' বঙ্গদ্রুত, ১৮২৯। ২ বি আদর্শ। 'সাহেব অপরিহার্য অনিবার্য বীৰ্য গুণ সমৃদ্ধ সংঘোষণা সমূহ সংস্থাপন করিয়া ... গমন করিয়াছেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

সংঘটিত [স] বিণ সম্যকরূপে চিত্রিত। 'সংঘটিত ভাষা যেমন, তেমনি সংঘটিত ভাষাও একটা ভাষা।' অবল, ১৯২৫।

সংস্কক [স] বিণ নামক; নামধারী। 'অটালিকোপরি তৎস্বামীয় ঠাকুর সংস্কক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিগণে বাস।' বঙ্গদ্রুত, ১৮২৯।

সংস্কা [স] ১ বি খ্যাতি। 'সেই বংশে ভগীরথ পাইয়া বড় সংস্কা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি অভিধা; পরিচিতি। 'বিদ্যারত্ন মধ্যম সংস্কা তাহার শক্তি কি কি।' গোলোক, ১৮০১। ৩ বি কল্পিত রূপ। 'ভাবি সমাজের কোনো এক সংস্কা নিরূপণ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২০। ৪ বি চেতনা। 'এদিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংস্কা হইতে লাগিল।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সংস্জাত [স] ক্রিবিণ নামে। 'অন্য পজাবের জাতিবিশেষ পাছার সংস্জাত উক্ত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সংস্জান [স] বি ধারণা। 'অনেকে সংস্জান করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

সংস্জাহীত [স] বিণ সচেতন। 'লোকটাও সংস্জাহীত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সংস্জাবুদ্ধিমাসী [স] বিণ জ্ঞানবুদ্ধি নাশ করে এমন। 'আসল অপরাধী সে-সংস্জাবুদ্ধিমাসী মারাত্মক ভয়।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

সংস্জামূলক [স] বিণ পারিভাষিক। 'ইউরোপীয় ভাষায় সভ্যতার সংস্জামূলক শব্দই হচ্ছে নাগরিক জীবন।' ওয়াজেন, ১৯৪৩।

সংস্জালোপ [স] বি চেতনালোপ। 'প্রিয়নাথের একবারে সংস্জালোপ হয় নাই।' শরৎ, ১৯১৬।

সংস্জানুদ্য [স] বিণ চেতনানীল। 'এইরূপ প্রবন্ধনা দ্বারা তপনীকে সংস্জানুদ্য করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সংস্জাহীন [স] ১ বিণ জ্ঞানহীন। 'তরুণী আপাতত সংস্জাহীন।' শামশ্রু, ১৯৬২। ২ বিণ বাসুন্ধরী। 'তারপর ক্রমশ নিখর হয়ে গেল, ক্রমশ সংস্জাহীন।' শওকত, ১৯৭২।

সংস্জাপ [স] বি মনস্তাপ; শোক। 'অত্যন্ত সংস্জাপ হইয়াছে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

সংস্জদর্শন [স] বি বিশেষভাবে দেখা। 'যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহাশায়ের চিকিৎসালয়ের ফল সংস্জদর্শন করিয়াছেন ...।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৯।

সংস্জাহি [স] সন্নাহ বি দৃঢ়বন্ধন। 'আহোনিশি মদন মারে তারে শরে/হৃদয়ে নলিনীদল সন্নাহ করে।' বড়ু, ১৪৫০।

সংস্জাত [স] বিণ সমর্পিত। 'আমার বীৰ্য্য সংস্জাত মনে করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সংস্জদ [স সম্পদ] বি সম্পদ। 'এতক সংস্জদ ছাড়ি উদাসীন হইলা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সংস্জান [স সম্পদ] বিণ সম্পদ। 'জ্ঞেও ন আছল মন সেও তেল সংস্জান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সংস্জা [স সমর্পণ] ক্রি সমর্পণ করা। 'তোকা সংস্জিল আকারে।' বড়ু, ১৪৫০।

সংস্জুট [স সংস্জুট] বি করজোড়। 'সংস্জুটে প্রণাম করি বুইলো সব সখিজন।' বড়ু, ১৪৫০।

সংস্জুন [স সম্পূর্ণ] বিণ পূর্ণ। 'সংস্জুন পুনমীঠান তোছার বদন।' বড়ু, ১৪৫০।

সংস্জুণী, সংস্জুণী [স সম্পূর্ণ] বিণ ক্রী পরিপূর্ণ। 'সকলগুণসংস্জুণী রাধা চন্দ্রাবলী।' বড়ু, ১৪৫০; 'সব কলা সংস্জুণী তৌ দেহ যুগ্মান।' বড়ু, ১৪৫০।

সংস্জুগ, সংস্জুগ, সংস্জুগা [স সম্পূর্ণ] বিণ পরিপূর্ণ। 'চিঅ সহজ শূণ সংস্জুগা।' চর্চা ৪২, ১২০০; 'বোল কলা সংস্জুগ চন্দ্রবদন।' বড়ু, ১৪৫০; 'সংস্জুগ চন্দ্র তোছার বদন।' বড়ু, ১৪৫০।

সংস্জুপ [স সম্পূর্ণ] বিণ সম্পূর্ণ। 'এছের সংস্জা প্রেরণ করিলে পুস্তক সংস্জুপ হইলে পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

সংপ্রকাশিত [স সম্প্রকাশিত] বিণ পরিপূর্ণ। 'তাঁহার প্রতিমূর্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া ... যথার্থ স্মরণে তাঁহার ব্রহ্মপায়ব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

সংগ্ৰহি [স সম্প্ৰতি] ১ ক্ৰিবিপ অন্ধকালমধ্যে। 'মিথ্যা নহে শোকব্যাক্য সংগ্ৰহি ফলিল।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্ৰিবিপ সমসাময়িক কালে। 'সংগ্ৰহি কৈবৰ্দ্দাদি নানা জাতীয় গ্ৰন্থ অনেকই ...।' ভবানী, ১৮২৫।

সংগ্ৰহিক [স সম্প্ৰতিক] ক্ৰিবিপ আপাতত। 'সংগ্ৰহিক এক শুও তত্ত্বা সিদ্ধা আর বাটীর সকলের কাপড় ... পাঠাই।' ওয়া, ১৭৮২।

সংগ্ৰহিকাব [স] বি প্ৰতিবিধান। 'ঐ নিয়মসকল কেবল সংগ্ৰহিকাব এইশব্দক অঙ্গক।' দৰ্পণ, ১৮৩৩।

সংগ্ৰহদায় [স সম্প্ৰদায়] ১ বি সম্প্ৰদায়। 'নৰ্ত্তক বা না জানি কতক সংগ্ৰহদায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি জানবিজ্ঞানের শাখা। 'পণিত ও জ্যোতিষ দুই সংগ্ৰহদায়।' দৰ্পণ, ১৮২১। ৩ বি দল। 'ইসরেজী মতের সংগ্ৰহদায় করিয়াছেন।' দৰ্পণ, ১৮৩২। ৪ বি শ্ৰেণীভুক্ত ব্যক্তি। 'তাৎপৰ্য সংগ্ৰহদায় ছাত্রেরা যেহে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।' দৰ্পণ, ১৮৩৬।

সংগ্ৰহদায়িক [স সম্প্ৰদায়িক] বি শ্ৰেণীভুক্ত ব্যক্তি। 'পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংগ্ৰহদায়িকেরা ইসরেজী ভাষায় মূল বিধান ও পাঠবিষয়ের অভিসম্বন্ধরূপ পুস্তিকা দিলেন।' দৰ্পণ, ১৮৩৬।

সংগ্ৰহবৃত্ত [স সম্প্ৰবৃত্ত] বি নিয়ুক্ত। 'মহারাজ কাপীকৃষ্ণ বাহাদুর সম্প্ৰতি সংগ্ৰহবৃত্ত হইয়াছেন।' দৰ্পণ, ১৮৩০।

সংগ্ৰহবেশ [স] বি উত্তর। 'অদ্য নুতন বসনে সংগ্ৰহবেশ করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

সংগ্ৰহসারণ [স] বি বিস্তার। 'জগেছে কি হেতুহীন সংগ্ৰহসারণে -।' জীবন, ১৯৪৮।

সংগ্ৰহিতিক [স সম্প্ৰতিক] বিপ সম্প্ৰতিক। 'কবিরাজকে সংগ্ৰহিতিক দিগমুদ্রা খরচ দিবে।' ওয়া, ১৭৭৯।

সংগ্ৰহীতি [স সম্প্ৰীতি] বি ধেম। 'স্ত্রীরদের সঙ্গে তাহারদের সংগ্ৰহীতি হইকে।' দৰ্পণ, ১৮৩৮।

সংগ্ৰহেতি [স সম্প্ৰেতি] বিপ প্ৰতিষ্ঠিত। 'তাঁহার প্ৰতিমূৰ্ত্তি প্ৰতিবিম্বিত হইয়া আশিএটিক সোশিটিতে সংগ্ৰহেতি হইয়াছে।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৮।

সংগ্ৰহু [স সংগ্ৰহ] বিপ গ্ৰন্থকৃত। 'শয্যা নিমিয়া দাসী সংগ্ৰহু হনয়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সংগ্ৰহর্ভ [স] বি প্ৰলম্বকালীন মেঘ। 'অব্রবিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ভ সংগ্ৰহ ইত্যাদি নামক্ৰম দিয়ে মেঘতলো ধরা হয়েছে।' অবন, ১৯২৫।

সংগ্ৰহর্ন [স] বি সম্বানের সঙ্গে অভ্যর্থনা। 'দীপালী জ্বলে দিল অমাবস্যা মাসে মাসে মোর সংগ্ৰহর্নে।' সূচীন্দ্র, ১৯৩২।

সংগ্ৰহৎ [স] বি রাজা বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত অঙ্গ। 'বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্ৰসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাস চলতি করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংগ্ৰহৎ।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সংগ্ৰহৎসর [স] বি পূর্ণ এক বছর সময়। 'রাষ্ট্রে সংকীৰ্ত্তন কৈল এক সংগ্ৰহৎসর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংগ্ৰহণ [স] ১ বি নিবারণ। 'প্ৰভু কহে কর তুমি দৈন্য সংগ্ৰহণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সামলে রাখার কাজ। 'সদাই চঞ্চল বসন অঙ্কল সংগ্ৰহণ নাহি করে।' চিত্রাঙ্গী, ১৬০০। ৩ বি সাধ। 'বে দিন ইমাম হামিদ মজলীলা সংগ্ৰহণ করেন।' মণ্ডারক, ১৮৮৫। ৪ বি নিয়ন্ত্ৰণ। 'লোভ সংগ্ৰহণ করিয়া যে মানুষ বাদ-সাদ গিয়া বাছিয়া বাইতে জ্ঞানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংগ্ৰহণ করা কি আড়াল করা। 'কালেজের ছেলেদের দুঃখ হইতে তাহাকে সংগ্ৰহণ করিয়া রাখিবার জন্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সংগ্ৰহর্ক [স] বিপ বিকাশ ঘটায় এমন। 'একদিকে বাবসা-বাণিজ্য-প্ৰযুক্তির সংগ্ৰহর্ক ভাবনাচিন্তা ...।' শিব, ১৯৫৬।

সংগ্ৰহর্ন, **সংগ্ৰহর্ন** [স] বি বাড়ানো। 'পাঠশালার রীতিনীতি সংগ্ৰহর্ন ও সংগ্ৰহর্ন ...।' দৰ্পণ, ১৮৬৬।

সংগ্ৰহর্ন করা কি বাড়িয়ে তোলা। 'মধুময় স্নেহসঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংগ্ৰহর্ন করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সংগ্ৰহর্না [স] বি সম্বানের সঙ্গে অভ্যর্থনা। 'তাঁহার, মহাসমারোহে ... সংগ্ৰহর্না করিতে যাইতেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সংগ্ৰহর্তি, **সংগ্ৰহর্তি** [স] বিপ বাড়ানো হয়েছে এমন। 'এমত অভিমত হইয়াছে যে সংগ্ৰহর্তিরূপে স্থাপিত করা যাউক।' দৰ্পণ, ১৮৩৫।

সংগ্ৰহলি [স] বিপ সমন্বিত। 'অকাট্যমুক্তিসংগ্ৰহলি প্ৰমাণপ্ৰয়োগের উপরি প্ৰতিষ্ঠিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সংবাদ [স] ১ বি বহর। 'সংবাদ পাইয়া আইল পক্ষার বিদ্যমান।' বিজয়, ১৫৫০। ২ বি তথ্য। 'দুরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভূতম নক্ষত্রমণ্ডলের সংবাদ নিমেষমাত্রে এই অখোলাকে আয়নন করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সংবাদক [স] বি যে সংবাদ দেয়। 'সে সমাচার প্ৰতি অনাস্থা হইয়া সংবাদককে সমোচিত করা গেল।' রামরায়, ১৮০২।

সংবাদ-কাগজ [স সংবাদ+আ কাগজ] বি সংবাদপত্র; খবরের কাগজ। 'সেন্টে, মাথার 'পরে তদু কিছু সংবাদ-কাগজ।' শক্তি, ১৯৬১।

সংবাদদাতা [স] বি প্ৰতিবেদক; সংবাদ প্ৰদানকারী। 'রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন, কথা ছিল স্বনন সংবাদদাতা আসিলে ভূত এই রায় তাহার হস্তে দিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে শাশুরারের দৈত্যপুত্রী কথা বলেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সংবাদপত্র [স] বি খবরের কাগজ। 'তাঁহার অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সংবাদপত্রগুণা [স সংবাদ+বি গুণালা] বি সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষ। 'সংবাদপত্রগুণাশ্রমে মিথ্যা সংবাদ প্রচারে নামে মাত্র বন্দেলীর অন্তিভ বজায় আছে।' প্রচারক, ১৯০৬।

সংবাদপত্র-বিক্রেতা [স] বি সংবাদপত্র বিক্রি করে যে। 'সংবাদপত্র-বিক্রেতা বালকদের টীংকার সর্বাঙ্গেকা অধিক কাণ আকর্ষণ করে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সংবাদপাত্ৰিক [স] বি সংবাদপত্রের সম্পাদক। 'লেননীবল্লভপণি সংবাদপাত্ৰিককে যৌথার্থেই ভিত্তের মধ্যে একটা কোন ছোটো রক্স দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সংবাদবাহক [স] বিপ সংবাদ বহনকারী। 'স্বাস্থ্যসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

সংবাদবাহী [স] বি সংবাদবাহক। 'সংবাদবাহীর পরিচয় দিতে দিতে নক্ষত্রমণ্ডলে ছুটিয়াছে।' মণ্ডারক, ১৮৮৫।

সংবাদী [স] বি সংগঠিত মূল সূত্রের সহায়ক সূত্র। 'বিবাদী সংবাদী ও অনুবাদী সূত্রের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সূত্র।' প্রমথ, ১৯১৪।

সংবিত, সংবিত্ [স] বি চেতনা; হুঁশ। 'ভূমিত পড়িলা দেখে নাহিক সংবিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যাতে আমার ক্রময়ের হয় ত সংবিত্।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংবিদা [স] বি চেতনা। 'সংবিদা ঢলঢল ত্রিনয়ন উৎপল।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সংবিধান [স] বি রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।' সংবিধান, ১৯৭২।

সংবিধিবদ্ধ [স] বিধি সরকারি বিধানসম্মত। 'কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান।' সংবিধান, ১৯৭২।

সংবৃত্ত [স] ১ বিণ আবৃত; ঢাকা। 'নিবিড় নিবন্ধ কঙ্কালিকা ও কটিলকৃষ্ণিত অম্ববস্ত্রধারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোমগ্ন ভাবে সংবৃত্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'চাদরে মাথা বেঁটন করে সমস্ত দেহ সংবৃত্ত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বিণ সংকুচিত। 'কুচিত্ত ভীক ভাবে তাহার নবোন্মাদনাক্ষেপে সংযত সংবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সংবেশ [স] বি দ্রুত বেগ। 'কুমারের ঘুরখাওয়া ঢাকার সংবেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সংবেদন [স] বি অনুভূতি। **সংবেদনশীল** [স] বিণ অনুভূতিপ্রবণ। 'অত্যন্ত সংবেদনশীল, সকল মানবিক গুণের অধিকারী ...।' মুরশিদ, ১৯৭০।

সংবেদনা [স] বি অনুভূতি। 'যদি দরদেবর বদলে সংবেদনা শব্দ চালাবার প্রচুর করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।' জীবন, ১৯৪২।

সংবেশিত [স] বিণ সংযোহিত। 'মানুষের চেতনাকে সংবেশিত করা তাদের সাধ্যায়ত্ত।' শিব, ১৯৫৬।

সংবেষ্টন [স] বি পরিবেষ্টন। 'এক ছড়া যুঁই ফুলের গুচ্ছ সেই কেশরাজি সংবেষ্টন করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সংবোহাঁ [স] সংবোধা বি উপদেশ। 'আইস সংবোহাঁ কো পতিআই।' চর্যা ২৪, ১২০০।

সংবোহিঅ [স] সংবোধিতা বিণ সংবোধিত। 'কারোঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।' চর্যা ৪০, ১২০০।

সংবোধী [স] সংবোধী বি সংবোধী। 'আছরুঁ উচখণ সংবোধী।' চর্যা ৪৪, ১২০০।

সংভোগ্য [স] সংভোগ্য বি উপভোগ্য। 'সুরত সংভোগ্যে করী সফল জীবন।' বড়ু, ১৪৫০।

সংস্রম [স] সংস্রম বি সম্মান। 'সংস্রমে উঠিয়া কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন।' মালাধর, ১৫০০।

সংস্রান্ত [স] সংস্রান্ত বিণ অভিজ্ঞাত। 'কেহুং সংস্রান্ত ও বিবস্ত পদস্রান্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

সংসর্গান, সংসার্জন [স] বি পরিচর্যা করা। 'সবা লঞা কৈল গুটিচা-সংসর্গান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংমিলন [স] ১ বি মিশে যাওয়া। 'বাস্তবিক যেন তৈল ও জলের একত্র সংমিলন প্রকৃতিবিরুদ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি সংযোগ। 'কত শোভা আরো তার মণি সংমিলনে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সংমিলনবিহয় [স] বি বিরহযোগ। 'অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিহয়ের নিয়ত পূর্ববর্তী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংমিলিত [স] ক্রিবিণ সংমিলিত হয়ে। 'কান্দে নলকুবর দুঃখিত চন্দ্রিনী পঙ্কিনী সংমিলিত।' ভারত, ১৭৬০।

সংমিশ্রণ [স] ১ বি মিশন। 'সেমিটিক-ভাবের সহিত হিন্দুভাবের কোনো ভাবাত্মিক সংমিশ্রণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সমাবেশ। 'নানা বয়সের হেলেদের সংমিশ্রণ।' বেগম, ১৯৪৮।

সংমিশ্রণজাত [স] বিণ মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন। 'সেমীয়, নিম্নো প্রকৃতি নানা গোত্রজাত মানবের রক্ত-সংমিশ্রণজাত এক বিচিত্র জনসমষ্টি।' এনামুল, ১৯৫৫।

সংমুখ [স] সংমুখ বি অভিমুখ। 'গেলি কান্ধের সংমুখে।' বড়ু, ১৪৫০; 'বখানাদ্য তাহার ভাববিবরণ করিয়া তাহার সংমুখে রাখে।' রায়মোহন, ১৮৭৭।

সংমেলন [স] বি সংযোগ। 'উভয়ের সংমেলনের প্রতি সুস্থ বিবেচনা।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সংযত [স] ১ বিণ নিয়ন্ত্রিত। 'নিরুপ্তপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সংযত ... করাও সেইরূপ আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ শান্ত। 'চিন্তা সংযত করিয়া কথা সকল তর্কনৈল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বিণ শালীন। 'বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বিণ নিবৃত্ত। 'রসিকব্যাক্তে একটি সংযত করে রাখব।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সংযতকণ্ঠ [স] বি বিনীত কণ্ঠ। 'সংযত কণ্ঠে তথ্যটি উত্তর দিলেন - দানাপুর যাব।' বনমূল, ১৯৩৬।

সংযতভাবে [স] ক্রিবিণ বিনয়ের সঙ্গে। 'খুব সংযতভাবেই তিনি উঠিয়া গেলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

সংযতভাষী [স] বিণ পরিমিত কথা বলে এমন। 'প্রবাল সংযতভাষী।' সুদীপ, ১৯৭০।

সংযতমনা [স] বিণ শান্ত। 'অনেকতালি সংযতমনা ও ভাবোক্তদ্বন্দ্ব মনুষ্যের মহানসংগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সংযতা [স] বিণ স্ত্রী বিনীত। 'ভকতি যাহার অশ্রমত প্রত্নপদে সংযতা।' শতোত্তর, ১৯১২।

সংযতাত্মা [স] বিণ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। 'সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত করেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংযতেন্দ্রিয় [স] বি সংযমী। 'সংযতেন্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নয়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সংযম [স] ১ বি দমন। 'যত কৈলো সংযম/করিলো ব্রত নিয়ম।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি নিয়ন্ত্রণ। 'বাক-সংযম, ভাব-সংযম ইত্যাদি যে কিছু সংযম আছে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি পরিমিত। 'বাক্যে ব্যবহারে সংযম আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সংযমন [স] বি সংযত; নিয়ন্ত্রণ। 'স্বী ভাবে সমস্তকে সর্বদা সজ্ঞান এবং সংযমন করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সংযমবিশিষ্টা [স] বিণ স্ত্রী সংযমী। 'সংযমবিশিষ্টা যে সমাজের নারী।' নজরুল, ১৯২৭।

সংযমী [স] বিণ সংযম পালন করে এমন। 'অতুল সংযমী লোক।' শরৎ, ১৯১৬।

সংযোত্রা [স] ব-অঙ্গ+স যাত্রা বি শোভাযাত্রা। 'সপ্তদশা শাঙ্কিল সংযোত্রা আরছিল।' ভবানী, ১৮২৫।

সংযুক্ত [স] ১ বিণ সংলগ্ন। 'অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।' রামচন্দ্র, ১৭৮০। ২ বিণ যুক্ত। 'উচ্চাহার শিখা তৃণ সংযুক্ত

অগ্নির ন্যায় একেবারে জ্বল্জ্বলমান।' অক্ষয়, ১৮৪২। ৩ বিপ মিলিত। 'অন্য জাতির সহিত উদ্বাহসুদে সংযুক্ত না হইলে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৪ বিপ একরূপ। 'তাহারা মানুষের সহিত অভ্যস্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংযোগ্য [স] ১ বি সম্পর্ক। 'এমত সংযোগ্য করি অনুরাগ কেমতে গঠিল সে।' চম্পী, ১৫৫০। ২ বি মিলন। 'সংযোগ্য বিরোধ যত করে সেই নাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি বিনিয়োগ। 'কৃষিকর্মে আপনাদের লেন্দুপ ও ধন সংযোগ্য করিতে যে প্রতিবন্ধক।' বলদূত, ১৮২৯। ৪ বি সংস্পর্শ। 'চক্ষুর সহিত আলোক সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ৫ বি কারণ। 'ভূমি, কি সংযোগে, অকস্মাৎ এছলে উগ্ৰহিত হইলে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৬ বি সম্পৃক্ততা। 'এ সংযোগ্য নিভা নহে, দেখা যাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংযোগকরণ [স] বিপ মিশ্রিতকরণ। 'নানাপ্রকার সুপাকি দ্রব্য সংযোগকরণের বিধি আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সংযোগ্য-বিরোধ [স] বি পরিবর্তন। 'এই উদ্যান বর্ত্তুকু হইয়া অজুতি প্রকৃতির যতপ্রকার সংযোগ্য-বিরোধ সম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।
সংযোগ্যপরাকারী [স] বিপ সংযোগ্য তৈরি করে এমন। 'মূলবাড়ী ও দিনাজপুরের মধ্যে সংযোগ্যপরাকারী সড়ক বিধস্ত করে দিয়েছে।' জয়বাংলা, ১৯৭১।

সংযোগ্যশরী [স] বিপ প্রায় মিলিত হচ্ছে এমন। 'দুটি ক্র পরস্পর সংযোগ্যশরী হইয়াও মিলিত হয় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

সংযোগী [স] ১ বি সম্বন্ধ। 'বিরোগ্যশীল যমসংযোগ্য প্রান।' হ্যালহেড, ১৭৭৮। ২ বি ধ্যায়ী। 'সংযোগীর ভাসিরাছে সংযোগের যোগ।' গুণ, ১৮৫৮।

সংযোগোৎপন্ন [স] বিপ দুটি পদের মিলনের ফলে সৃষ্ট। 'সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংযোজন [স] বি সংযোগ স্থাপন। 'কুন্দকলিকা ইত্যাদি স্তম্ভ কৌলম্বহকারে সংযোজন করিয়া যে অপূর্ণ মূর্তি ...।' চম্পী, ১৮৪০।

সংযোজনী [স] বিপ স্ত্রী যোগসাধনকারী। 'দেশীয় সাহিত্যের সংযোজনী-শক্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সংযোজ্য [স সংযোজন>] ক্রি সংযোজন করা। **সংযোজিত** ক্রি সংযোজন করে; লাগিয়ে। 'বীণার বিন্দিত মুখ সংযোজিত।' বড়ু, ১৪৫০। **সংযোজিল** ক্রি মিলিত হলো। 'কমলে খঞ্জন সংযোজিল।' বড়ু, ১৪৫০।

সংযুক্ত [স] বিপ কামাত; অনুরাগযুক্ত। 'সমাস সংযুক্ত রাগি।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৭। 'ভাঙ্গা ইঞ্জেলি সামুদ্রা সংযুক্ত।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সংযুক্তশ [স] বি বিশেষভাবে রক্ষণ। 'প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করত চোঁচা কমলে টিঙ্গিনকে নির্জীব করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি রক্ষণাবেক্ষণ। 'পুরোপুরি সংরক্ষণের নাবী জানানো হয়।' বেগম, ১৯৪৮।

সংরক্ষণীয় [স] বিপ সংরক্ষণের যোগ্য। 'অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সংরক্ষা [স] বি রক্ষণাবেক্ষণ। 'সর্বভাষাভাষে শরীর সংরক্ষা অবশ্য কর্তব্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সংরক্ষিত [স] বিপ সুরক্ষিত। 'জীবনটা সুস্বপ্নেরে তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সংরচন [স] বি রচনা। 'আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সংরুদ্ধ [স] বিপ অবরুদ্ধ। 'কষ্টসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিপলিত হইয়া বহিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭০।

সংরুদ্ধ [স] বি শেখমত। 'অবৃষ্টিসংরুদ্ধ সমরোহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সংরচন [স] বি বিশেষভাবে নির্মাণ। 'সে ধুমকেতু দীপ্ত সেতুসংরচন করে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৮।

সংরাগ [স] বি ভীত অনুরাগ। 'আশেষব সামান্য মিলের আর ছন্দের সংরাগে।' শমসুর, ১৯৫৯।

সংলায় [স] ১ বিপ লাগোয়া। 'বৃহৎ বৃহৎ দেশীয় গোতে ঐরূপ এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বা জেলেডিকি সংলায় থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিপ সংযুক্ত। 'মরকের কিছুদিন পরেই অগ্নি সংলায় হইয়া তখাকার কিস্তর গৃহ দগ্ধ হওয়াতে ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিপ সম্পৃক্ত। 'ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

সংলাপ [স] ১ বি কথোপকথন। 'সংলাপ।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি আলোচনা। 'পাকি-নোতিত সংলাপ।' আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৩৬ (হরিতরঙ্গে উদ্ধৃত)। ৩ বি আলাপ। 'কর্মের মুহূর্ত্তগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলে মুহূর্ত্তর সংলাপ।' আহসান, ১৯৪৪।

সংলাপধনি [স] বি কথার আওয়াজ। 'সমস্ত বদিশিবিদে আরো মৃদু সংলাপধনি শোনা যায়।' শওকত, ১৯৭২।

সংলাপসুখী [স] বিপ কথোপকথনে অগ্রহী। 'কেউ নীরব কেউ মৃদু সংলাপসুখী।' শওকত, ১৯৭২।

সংলিষ্ট [স] ১ বিপ পুরোপুরি জড়িত এমন। 'দর্শনেদ্রিয়দ্বায়া বলিয়া ইহাতে কোনোপ্রকার ভাব সংলিষ্ট নহে।' প্রমথ, ১৮৯০। ২ বিপ সংযুক্ত। 'অভায় ভাবে সর্বত্র সংলিষ্ট হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বিপ লিষ্ট; ব্যাপ্ত। 'কার্যবীর নেশোদীয়ানও কখনোই আপনাদের কার্যের মধ্যে সংলিষ্ট হইয়া থাকিতেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংলেশ [স] বি তন্ময়তা। 'এবং কর্কসে সংলেশই বুঝাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংশ্লষ্টক [স] বি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাদল। 'সংশ্লষ্টক।' কারসার, ১৯৬৫।

সংশয় [স] ১ বি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভয়। 'তেজিবাংশয় শংকর পরতয়।' বড়ু, ১৪৫০: 'সার্বভৌম কহে ভূমি না কর সংশয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ধিবা। 'আপনোই এড়াইতে তাহার সংশয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি আশঙ্কা। 'সংশয় জীবন-আশা।' মুহুদন, ১৯০০। ৪ বিপ বিশ্ল। 'যখন বিপাক দেখ সংশয় জীবন।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সংশএ [স সংশয়] বি আশঙ্কা। 'মরম বিনেরে মোর জীবন সংশএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

সংশএ [স সংশয়] বি সন্দেহ। 'সংশএ পুরু অভিসার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সংশয়মস্ত [স] বিপ সংশয়ের আচ্ছন্ন। 'দাদু, ঐ এখনো শব্দটা সংশয়মস্ত কন্যাকর্তাদের মনকে সঞ্চার দেবার জন্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সংশয়তিমিরাজ্ঞ [স] বিপ ধিয়ার অন্ধকারে নিমজ্জিত। 'মানুষ নিজের সংশয়তিমিরাজ্ঞ ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংশয়রাবার [স] বি সংশয়রূপ সমুদ্র। 'সংশয়রাবার অন্তরে হবে পার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সংশয়শিঁশাচ [স] বি সংশয়রূপ শিঁশাচ। 'নিজেই সংশয়শিঁশাচকে অগ্রহান দেন।' প্রমথ, ১৯২৭।

সংশয় প্রবণতা [স] বি সম্প্রদেহের বোঝ। 'অভাব-জনন সমস্ত সংসারকে গিলে ধ'য়েছে কিছ হ্রির আহে সেই ... কুটিল সংশয় প্রবণতা।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

সংশয়বাদ [স] বি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী মতবাদ। 'এই উভয় দলেই সংশয়বাদ ও নাস্তিকতা সভাসন্ধানের তপস্যাভাজ ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সংশয়বাদী [স] বি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী। 'একজন ইংরাজ সংশয়বাদী ...।' রাজ, ১৮৭৪।

সংশয়বিহীন [স] বি বিশ্বাসহীন। 'সংশয়বিহীন অঙ্গপ্রাবিত দুই চকু।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সংশয়ভরা বি বিশ্বাসপূর্ণ। 'সংশয়ভরা জিজ্ঞাসু আশা ... এবার ভাবও এমন পরিষ্কার সূচিয়া থাকে।' মানিক, ১৯৪০।

সংশয়ভেদন [স] বি সন্দেহ নিরসনকারী। 'জয় সংশয়ভেদন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সংশয়মাত্র [স] বি সামান্য সংশয়। 'গ্রহপাঠের পর সে সম্পর্কে সংশয়মাত্র থাকে না।' শিব, ১৯৫৬।

সংশয়মিশ্রিত [স] বি সংশয়যুক্ত। 'শেখের চিঠিগুলিতে ক্রমেই তা সংশয়মিশ্রিত হয়ে উঠেছে।' শিব, ১৯৫০।

সংশয়মুক্ত [স] বি আশ্চর্যমুক্ত। 'মুখের দিকে তাকিয়ে বুকি সংশয়মুক্ত হয় নবিতুন।' কায়সার, ১৯৩২।

সংশয়শূন্য [স] বি সন্দেহবর্জিত। 'দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগতাবে বলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সংশয়-সাধারণ [স] বি সাধারণের ন্যায় সীমাহীন সন্ধ্যায় সংশয়-সাধারণ চর আদি সংযোগনে। গিরিশ, ১৮৮৭।

সংশয়হীন [স] ১ বি নিঃসংশয়। 'সংকটচরিত্র সংশয়হীন সম্পূর্ণ প্রকাশ প্রকাশ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি নির্জট; ভয়হীন। 'সংশয়হীন অবোধ চামেলি কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সংশয়াকীর্ণ [স] বি সন্দেহযুক্ত। 'যাহা নিচয় বলিয়া জানিয়াছি তাহা সংশয়াকীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সংশয়াক্ষেপ [স] বি অশিক্ষিত। 'পিতৃদাতার আবির্ভাব সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াক্ষেপ।' রবীন্দ্র, ১৯৮৭।

সংশয়াতীত [স] বি বিশ্বাসহীন। 'তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয় করে বাস।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সংশয়াত্তর [স] বি বিশ্বাসিত। 'সে আমাদের মতো সংশয়াত্তর জীক প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সংশয়ান্বিত [স] বি বিশ্বাসযুক্ত। 'এই প্রণুমায়েই সংশয়ান্বিত শশঙ্কিত হইয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সংশয়ান্বন [স] বি মর্যাপন্ন। 'তাহার জীবন সংশয়ান্বন ...।' জমতাবাজার, ১৮৬৮।

সংশয়ান্বিষ্ট [স] বি সন্দিগ্ধ। 'আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়ান্বিষ্ট।' গতিম, ১৯২১।

সংশয়াক্ষত [স] বি বিশ্বাসহীন। 'ধর্মশীল লোকেরাও ... মায়াবোমোদ

প্রকৃত করিতে সংশয়াক্ষত হইয়া থাকেন।' বন্দনর্দন, ১৮৭৪।

সংশয়িত [স] বি সংশয়পূর্ণ। 'বারবার সংশয়িতজীবন ইহতেছে।' বক্রিম, ১৮৮৭।

সংশয়ী [স] ১ বি সংশয়পোষণকারী। 'সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি বিশ্বাসিত। 'একটু ইতস্তত করে পথসংশয়ী পথিকের মতো।' মানিক, ১৯৪৭।

সংশয়োধারী [স] বি সন্দেহাতীত। 'এ কবি-প্রতিভা সংশয়োধারী।' শিব, ১৯৩০।

সংশয় [স] সংসার বি মর্ত্যলোক। 'নষ্ট হইল সকল সংশয়।' মালাধর, ১৫০০।

সংশয়িত [স] বি সংশয়যুক্ত। '... ততদিন আশাজীবী লোকের সংশয়িত মানসাত্মে ইচ্ছাস্তের উদয় হয় না।' মণ্ডাকর, ১৮৮৫।

সংশোধক [স] বি সংশোধনকারী। 'আগে আজীব্য হবেন তার পর সংশোধক হবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সংশোধন [স] ১ বি পরিবর্তন। 'কমিটির ভাবনিয়মের সংশোধন করা উচিত।' দর্পদ, ১৮৩৩। ২ বি শুদ্ধকরণ। 'সে শাস্ত্রের আর পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা নাই; সংশোধনেরও সম্ভাবনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'তিনি ... তৎক্ষণাৎ সেই ভুলের সংশোধন করেন।' বিন্দ্য, ১৮৭৩। ৩ বি কু-অভ্যাস দূরীকরণ। 'লোকের ভ্রম-নিবারণ, চরিত্র সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে...' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না।' বিন্দ্য, ১৮৬৩।

সংশোধনাধার [স] বি অপরাধপ্রবণতা দূর করতে যথোনে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। 'অপরাধী কিশোর সংশোধনাধার।' বেগম, ১৯৬৯।

সংশোধনার্থ [স] ক্রিবি সংশোধনের জন্য। 'তাহারাও সংশোধনার্থ সচেতিত হইয়া নিজ বুদ্ধি নিয়োজন করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সংশোধনী [স] ১ বি সংশোধনযোগ্য। 'একটি সংশোধনী মুসাবিনা বর্তমানে আইন পরিষদের আলোচনাবীনে আছে।' সওগত, ১৯৩৯। ২ বি সংশোধিত বিধান। 'নয়া সংশোধনীতে প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে ৪টি করে আসন সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করা হয়।' বেগম, ১৯৬৭।

সংশোধিত [স] ১ বি সংশোধন করা হয়েছে এমন। 'পর সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন।' দর্পদ, ১৮২৮। ২ বি পরিমার্জিত। 'এক প্রস্তাব তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাবারা সংশোধিত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না।' দর্পদ, ১৮৩৭।

সংশ্লিষ্ট [স] ১ বি যুক্ত। 'দাদার্য সংশ্লিষ্ট থাকুক না না থাকুক স্থানীয় লোক মায়েই সে কল দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি জড়িত। 'গণবাণীর সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট।' নরেন্দ্র, ১৯২৬। ৩ বি সম্পর্কিত। 'বিদেশে নার্সিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।' বেগম, ১৯৪৯।

সংশ্লিপ [স] সংগ্রহ বি সংগ্রহ। 'কোলাহল বরোনের সহিত সংশ্লিপ করে তবে ...।' কালগে, ১৭৯১।

সংশ্লিপ [স] ১ বি যোগাযোগ। 'স্বতঃপরতঃ কোন সংশ্লিপ রাখে।' কলকটর, ১৭৯৩। ২ বি সংযোগ। 'সে স্থলে তাহার সংশ্লিপ না থাকা অবশ্য উচিত কর্মের অন্যথা হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৩ বি সঙ্গিয়া। 'যথার্থ মানুষের একটা সংশ্লিপ পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা ভুলা থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ বি সম্পর্ক। 'যে আমাকে বাইরের সংশ্লিপে আসতে দেখলে ইর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সংসজ [স] সংশয় বি সংশয়। 'মুখ দেখি তিরিখ সংসজ ভেলা।'

বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সংসাদে পত্র অভিসার' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সংস্কৃত [স] ১ বিপ অনুরক্ত; আসক্ত। 'বিলাতী অশনবসনের সহিত সংস্কৃত দেখিতে চাহেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিপ দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ। 'সূন্য যেথা সূন্য নয়, তারাত্তর সংস্কৃত তড়িতে।' সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

সংসত্তা [স] বিপ সম্যক সত্য। 'এখন হইল মিথ্যা সংসত্তা বচন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সংসদ [স] ১ বিপ সঞ্চিন্তা। 'দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সঞ্চিন্তা যদি স্থাপিত হয় এবং তাহার যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়কে সম্পূর্ণভাবে বাহন করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিপ পার্লামেন্ট বা আইনপরিষদ। 'সংসদ নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

সংসদীয় [স] বিপ সংসদ সম্পর্কিত। 'সংসদীয় দলের নেতৃত্ব।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

সংসয় [স] সংশয়। 'সংসয়।' লীলায় খণ্ডাইতে গারি নাহিক সংসয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সংসর্গ [স] ১ বি সঙ্গ। 'একাকিনী গমন ও ব্যক্তিচারিণী সংসর্গ।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি সগম। 'পরন্তী সংসর্গে এক ক্ষণমাত্র সুখ।' গৌর, ১৮২২। ৩ বি যোগাযোগ। 'অপভ্রাণ্ড আনন্দেরই নিমিত্ত হইয়াছেন তপস্বীরা যা হউক কিংবা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গশূন্য হউক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি সাহচর্য। 'বীর সঙ্গে আমার সেই অল্পকালের সংসর্গ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সংসর্গদোষ [স] বি সঙ্গদোষ। 'পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সংসর্গশীলা [স] বি সংসর্গ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'প্রভাতের দিক দিয়ে সংসর্গশীলা।' জীবন, ১৯৩১।

সংসর্গলোভ [স] বিপ সাহচর্যের জন্য প্রবৃত্ত থাকে এমন। 'যদুপ্রসূতী'র 'বহু' এরকম প্রভাতকে রেখে যাবে, মানুষের সংসর্গলোভ।' জীবন, ১৯৪০।

সংসর্গী [স] বিপ সম্পর্কিত। 'বাবুর নিজ সংসর্গী ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণ বাবুরদিগের যাওয়ার অনুমতি থাকিবেন না।' ভবানী, ১৮২৮।

সংসর্গিত [স] বিপ আন্তঃ আন্তঃ বিস্তার লাভ করেছে এমন। 'সংসর্গিত, রাষ্ট্রীকৃত, আন্তঃকলিত কেশভার।' বর্তমান, ১৮৬৬।

সংসোধন [স] বি সম্পাদন। 'দেশের প্রভূত মঙ্গল সংসোধন করে।' সুলত, ১৮৭৩।

সংসোধনকার্য [স] বি সম্পাদিত কাজ। 'তবু তার সংসোধনকার্যে পরম-বিবাহীর মতো।' ওয়াশী, ১৮৬৪।

সংসোধিত [স] বিপ সংঘটিত। 'ঐতিহাসিকচিত্রালনে কীদৃশ বিশ্বায়নক কার্য সংসোধিত করিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'আরও অনেক প্রকার সামান্য সামান্য অত্যাচার মুসলমানদের উপর সংসোধিত হইত।' মিহির, ১৮৯২।

সংসার [স] ১ বি জগৎ। 'খির হউ সকল সংসার।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বিবাহ। 'তিন সংসার করিয়াছিলেন তনুয়ে জোতা জী বর্ভমানা।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ বি সমাজ। 'সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী নিজন বনবাসী।' অক্ষয়, ১৮৪০। ৪ বি গার্হস্থ্য জীবন। 'শেতু (পেসা) খাটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রাজস্বের কল্লে, তাতেই সংসার

নির্বাহ হতো।' হতোম, ১৮৬১। ৫ বি জী। 'তারার ভিত্তীয়পঙ্কের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া ভাস খেলিতেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৬ বি জীবন। 'এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ষিকের ঘরে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সংসার-কাজ [স] বি সাংসারিক জীবনের প্রাত্যহিক কাজ। 'প্রাণমি তোমারে চলিবা নাথ, সংসার-কাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সংসার-কান্দা [স] বিপ সাংসারিক জ্ঞানহীন। 'কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষা যে সংসার কান্দা।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সংসারকুপ [স] বি সংসারকুপ কুমা। 'যেমনে না পড়ো মুখি এ সংসারকুপে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সংসারকর্ম [স] বি সংসারের কতি। 'অন্যায়সে সংসারকর্ম কৃষ্ণের সেবন এক কৃষ্ণদামের ফলে পাই এত ধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংসারকর্মের [স] বি সমাজ। 'অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুমানসন্নিবিষ্ট প্রাণ কত আশি সংসারকর্মে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সংসারবর্ষ [স] বি সংসারের নিত্যদিনের ব্যয়। 'ননীবালা সংসারবর্ষ লইয়া বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত ... খাটান নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সংসারচক্র [স] বি সাংসারিক জীবন। 'অবশেষে কখন একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতিথির দিক্শি হইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'আমাদের কবিতা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন।' সবুজ, ১৯১৭।

সংসার-ছক [স] বি সংসাররূপ ছক। 'সংসার-ছক পেতে হায়, বসে বসে ম্যোরে নেপায়।' নজরুল, ১৯৩৩।

সংসারজ্ঞান [স] বি বাস্তবজ্ঞান; ইহজগৎগতিক জ্ঞান। 'গুরু শিক্ষা ছাড়াই কাঁছে লাগিতেছে, কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'তারার তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ...' প্রবন্ধ, ১৯১৬।

সংসারতাপ [স] বি সংসারের দুঃখ-কষ্ট। 'তব কাজ শিরে বহিতে, সংসারতাপ সহিতে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সংসারদুঃখ [স] বি সংসারের দুর্দশা। 'বস্ত্রিবে সংসারদুঃখ পাবে প্রেমানন্দ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংসারদুঃখিনী [স] বিপ জাগতিক ষোড়শালীন। 'যোগী আপনার ধ্যানেই মগ্ন; সংসার দুঃখিনী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সংসারধর্ম, **সংসারধর্ম** [স] বি গার্হস্থ্য জীবন। 'তাঁহা হইলে সংসারধর্ম প্রবৃত্ত হইয়া ...' বিদ্যা, ১৮৫১; 'আমি এ বয়স পর্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি ... সংসারধর্ম করি নাই।' বক্তব্য, ১৮৬৬।

সংসারধাম [স] বি গার্হস্থ্য জীবন। 'ইহাতে এমন যে সুলভ সুখ সংসারধাম, তাহাও বিপদরূপ বিষম-বিষমদৃষ্টি ... রোগের উৎপত্তি করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সংসারনদী [স] বি সংসাররূপ নদী। 'পরিভ্রমণাঙ্গী সংসারনদীর প্রোত চিরদিন প্রবাহমান।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সংসারনির্মুক্ত [স] বিপ সংসারবিমুক্ত। 'যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্মুক্ত আত্মার বিমুক্ত আনন্দজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংসারপতঙ্গ [স] বি সংসারে প্রাণী। 'জগৎপতিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ।' বক্তব্য, ১৮৭৮।

সংসারপথ [স] বি সংসাররূপ পথ। 'দীর্ঘ সংসারপথ একটা

একশাণ্ডিতে করিয়া চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সংসারশপাতক [স] বিংশ সংসার থেকে পলায়নকারী। 'সে সংসারশপাতক' অচিহ্ন, ১৯৫০।

সংসারপ্রবাহ [স] বি সংসাররূপ স্রোতঃ; জীবনপ্রবাহ। 'সংসারপ্রবাহে আপনায় সুখদুঃখ রাগদেহ বিপদসম্পদ লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সংসারবন্ধন [স] বি সংসারের বান্দন। 'এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সংসারবন্ধিনী [স] বিংশ স্ত্রী মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ এমন। 'বুদ্ধিরূপা বহুহারা সংসারবন্ধিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সংসারবর্তী [স] বিংশ সংসারে বর্তমান। 'সংসারবর্তী লোকগুলো একটি কল্লতরু পাইয়াছিল।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

সংসারবর্জ্য [স] বি সংসাররূপ পথ। 'সংসারবর্জ্যে পদার্পণ করিলে কৃতার্থ হওয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সংসার-বিরক্ত [স] বিংশ সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। 'অবশেষে মনোদুর্বে সংসার-বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসপ্রশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সংসারবিবাসী [স] বিংশ সংসার বিমুখ। 'সংসারবিবাসী মানবাত্মার প্রেম।' হাই, ১৯৫৪।

সংসার-বিরাগী [স] বিংশ সংসারের মাদ্যবন্ধন ছিন্নকারী। 'আমি সোভ-পরিশ্রুত সংসার-বিরাগী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সংসারভার [স] বি পারিবারিক দায়বদ্ধতা। 'সংসারভারকে লম্বা করুন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সংসারভারবিহীন [স] বিংশ সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা নষ্ট এমন। 'আমরা কি ইন্দ্রাজের মতো স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সংসার-মরু [স] বি সংসাররূপ মরু। 'সংসার-মরু মাঝে তুমি মেঘমায়া।' নজরুল, ১৯৩২।

সংসার-মরুভূমি [স] বি সংসাররূপ মরুভূমি; সংসাররূপ কঠিন জায়গা। 'তারে রাম রাম, তুমি আমার সংসার-মরুভূমির আরব-যোদ্ধা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সংসারমাঝারে [স] ক্রিবিংশ (সুখ-দুঃখময়) সংসারের মধ্যে। 'আজি তোরে পাঠাইব সংসারমাঝারে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সংসারমোচন [স] বি সংসারের দুঃখ-মূর্শশার অবসান। 'কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংসারমায়া [স] বি জীবনযাপন। 'তাঁহা হইলে, অন্যায়সে সংসারমায়া সম্পন্ন করিতে পারিবে।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'সংসারমায়া নির্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন।' প্রভাকর, ১৮৯২।

সংসারমুহুর্ত [স] বি বৈতে থাকার লড়াই; জীবনসংগ্রাম। 'সংসারমুহুর্তে জয়ী হয়ে দেশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ।' সবুজ, ১৯১৭।

সংসারশীলা [স] বি পার্থিব জীবন। 'আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারশীলা শেষ করিয়াও ...' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সংসার-শ্রম [স] বি সংসারের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিশ্রম। 'যেখানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ, দুমাইরে পৃথিবীর দুখ সুখ ফুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সংসারসজ্জায় [স] বি সংসারের কাজ-কর্ম। 'পুরুষের দুই বাহু কিশাঙ্ক-কঠিন/ সংসারসজ্জায়, সদা বন্ধনবিহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সংসারসমুদ্র [স] বি সংসাররূপ সমুদ্র। 'আমি এই সংসারসমুদ্রে দিবা একটি স্নেহা জমিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সংসার সাগর [স] বি সংসাররূপ সাগর। 'সংসার সাগর জ্বলি করিতে তারন।' মালাধর, ১৫০০।

সংসারসিন্ধু [স] বি সংসাররূপ সাগর। 'সমস্ত-সংসারসিন্ধু-মখি অমৃত ছিল সে আমার শিশু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সংসারস্রোত [স] বি সংসাররূপ স্রোতঃ; জীবনস্রোত। 'সংসারস্রোতে অজ্ঞাত পথে তালিয়া চলিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সংসারী [স] সংসার। বি সংসার; গার্হস্থ্য জীবন। 'কুলে কুল মা হোঁ রে মুগা উজ্বলি সংসারী।' চর্চা ১৫, ১২০০।

সংসারার্থক [স] বি সংসারের প্রধান কর্তা। 'সংসারার্থকেরা অন্য ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সংসারানিভিত্ত [স] বিংশ সংসারের অভিজ্ঞতাহীন। 'সংসারানিভিত্ত অপরিসমাপ্তী কোন অলঙ্কারিত বালক।' শরৎ, ১৯১৫ 'সংসারানিভিত্ত উদাসীনটিকে জানাইতে চাহে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

সংসারপ্রম [স] বি গার্হস্থ্য জীবন। 'অদাই আমি, সংসারপ্রমে জ্ঞানশি দিয়া ... আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সংসারপ্রমভাগ্যী [স] বিংশ সংসার ধর্ম ভাগ্য করেছে এমন। '... ভিক্ষুক ও সংসারপ্রমভাগ্যী প্রভৃতি জনগণ রাজকর হইতে মুক্তি ছিলো। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সংসারালস [স] বিংশ সংসারের প্রতি মায়া আছে এমন। 'সংসারালস সমস্ত মনুষ্য পাশব প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সংসারাসারতা [স] বি সংসারের অসারতা। 'সংপুরুষে সংসারাসারতা নিবৃত্ত পূর্বক ধর্মসম্বল অবশ্য কর্তব্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সংসারী [স] সংসারী। বিংশ সংসারী; সংসারার্থ পালনকারী। 'সংসারী মানব মাত্রেরই অর্থ প্রয়োজনীয়।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সংসারিক [স] সংসার। বিংশ সংসারী। 'বিভ্রান্ত ও সংসারিক, দুই ঠ পুরো সকলি আছে।' আজেনিয়ো, ১৭৪৩।

সংসারী [স] ১ বিংশ গার্হস্থ্য জীবনযাপনকারী। 'স্ত্রী পুরো কন সকলি আছে, তিনি সংসারী।' আজেনিয়ো, ১৭৪৩। ২ বি বিংশ লোক। 'দিন ফুরাল যে সংসারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ বি সংসারজ্ঞানসম্পন্ন। 'বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংসারসম্পন্ন।' অবন, ১৯২৫।

সংসৃষ্টি [স] বি প্রবাহ। 'ঘটনা-সংসৃষ্টির অর্থোপপত্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাহার।' শিব, ১৯৫৬।

সংসৃষ্টি [স] বিংশ সৃষ্টি; রচিত। 'এদেশে কখন প্রভা প্রভাব সংসৃষ্টি হইতে পারে নাই।' মূলত, ১৮৭৩।

সংস্কার [স] ১ বি পরিমার্জন। 'বিতীয় সংস্কার মুদ্রণের প্রয়োজনীয় দেখা দেয়।' গৌর, ১৮২২। ২ বি সংশোধন। 'প্রাচীন ব্যবস্থাপকে বিধিসকল খণ্ডন করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে পারেন নাই তমোলুক, ১৮৭৪। ৩ বি পরিমার্জিত রূপ। 'ইহা ইংরেজ আমলদারীর বিপত শতাব্দীর গড়ান বাঙ্গালা ভাষার নুতন সংস্কার নামে অভিহিত হইতে পারে।' এসলাম, ১৯১৫। ৪ বি এক দফা বইয়ের মতোগুলো কপি প্রকাশিত হয়। 'আমার সকল বইয়েরই এ সংস্কারপেই কেবল্যগ্রহণ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সংস্কার [স] ১ বি মুখতকি। 'আমলকি দিয়া কি না করিব সংস্কার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আচার; চালচলন। 'বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সুদূর সংস্কার হয়।' গৌর, ১৮২২। ৩ বি ধারণা। 'কতকগুলি নব্য সশস্ত্রায় নব্য সংস্কার সহকারে ...।' দর্পণ, ১৮২৮। ৪ বি বিশ্বাস। 'হিন্দু ধর্ম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সংস্কার আছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি উন্নতি। 'ব্যাকরণ এবং সাহিত্যশাস্ত্রে এই প্রকারে সংস্কার হইয়াছে।' বাল্মীকি, ১৮৩৬। ৬ বি অভ্যাস। '... ইরানী সংস্কারে বস্তুতঃ একসাথে বিশৃঙ্খল হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বি বিবাহাদি দশবিধ সামাজিক অনুষ্ঠান। 'পতি মরিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বিবাহ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।' বিদ্যা, ১৮৫৫। ৮ বি লোকচার। 'বহু শ্রুতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো তাহাতে মানবজীবনের রক্ত ধরিয়া যায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৯ বি প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসা প্রথা। 'মাঝে মাঝে তবু সংস্কার উঠিত জাগি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সংস্কারগত [স] ১ বি সংস্কারভিত্তিক। 'তা একভাবে এক ভঙ্গিতে চলে আসে জাতিগত সংস্কারগত একা থেকে।' অবন, ১৯২৫। ২ বি শব্দাবগত। 'বিবাহের প্রতি বিমুগ্ধতা তার সংস্কারগত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সংস্কারবদ্ধ [স] বি সংস্কারাচ্ছন্ন। 'সংস্কারবদ্ধ সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সহজাত যুক্তিবৃত্তি ভুলন অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাড়নায় ...।' শিব, ১৯৫০।

সংস্কারবর্জিত [স] বি কুসংস্কারমুক্ত। 'দারাপিকো সংস্কারবর্জিত অসাংস্কারিক সভ্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সংস্কারবান [স] বি পায়দারী। 'সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ সংস্কারবান হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সংস্কারবিমুক্ত [স] বি গৌড়ামুক্ত। 'মিলের চিন্তাধারা ছিল গণভাষিক, নীতিবোধ ছিল ধর্মীয় এবং পরাতন্ত্রগত সংস্কারবিমুক্ত।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কারমুক্ত [স] ১ বি বহুমূল্য ধারণাশূন্য। 'দুর্যোধে গিয়া সংস্কার মুক্তদৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই প্রত্যাশা লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'অচলা পর্বত সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়নি।' অরুণ, ১৯২৮। ২ বি চিরাচরিত ধারণা ও আচার থেকে মুক্ত। 'সব বিষয়েই মনকে সংস্কারমুক্ত না রাখলে চলবে কেন?' মুক্ততবা, ১৯৫২।

সংস্কারমুক্তি [স] বি গৌড়ামুক্তি ধারণা অতিক্রম। 'কতক অবশ্য আন্দোলন। কিন্তু অনেকটা সংস্কারমুক্তি।' অরুণ, ১৯৩৭; 'সংস্কারমুক্তি যদিচ বুদ্ধিজীবীর ইচ্ছামত।' সুনীলমুখো, ১৯৩৭।

সংস্কারমূলক [স] বি আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট। 'এই ধর্ম কেবলমাত্র সংস্কারমূলক, আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম রাজাকে এবং পূর্বপুরুষদের দেবতা বলে মানে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯; 'সংস্কারমূলক জটিল বিষয়ের সমাধান হয়ে থাকে তাদেরই অকপণ প্রচেষ্টার।' বেঙ্গল, ১৯৪৯।

সংস্কার-লাগিত [স] বি আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের সঙ্গে পোষিত। '... বিশ্বাস সম্পর্কে সংস্কার-লাগিত মনের খিঁচ-খন্ড দেখিয়েছেন।' শরীফ, ১৯৭০।

সংস্কারশূন্য [স] বি স্ত্রী সংস্কার নেই এমন। 'কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংস্কারসম্পন্ন [স] বি স্ত্রী সংস্কার মানে এমন। 'শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্ন, লজ্জাশীলা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সংস্কারাচ্ছন্ন [স] বি আভ্যন্তরীণ লালিত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। 'নারী ছিল অবহেলিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন।' বেঙ্গল, ১৯৫৯।

সংস্কারাপন্ন [স] বি শিক্ষাভ্রান্ত। 'এতদেশীয় ভাষায় দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সংস্কারাবদ্ধ [স] বি গৌড়। 'দীর্ঘদিনের সংস্কারাবদ্ধ মনকে বিস্তার দিলেন ভুলনবাবু।' নরেন্দ্র, ১৯৪৩।

সংস্কারার্জিত [স] বি প্রাপ্তিগত বিশ্বাসের মাধ্যমে অর্জিত। 'ন্যায় বা উচিততর সংস্কারার্জিত গুরুত্বটি দিয়ে তাদের মাপতে গেলে শুরু-পেরের হাদিস মেলে না।' শিব, ১৯৩০।

সংস্কার [স] ১ বি মেয়ামত। 'ইহারা বর্ষে বর্ষে গৃহ সংস্কার করে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি পরিবর্তন। 'ইসলামেরই সংস্কারের অভিনেতাকল্পে কর্তৃকক্ষে আবিস্কৃত।' সঙ্গম, ১৯২২।

সংস্কার-আন্দোলন [স] বি সামাজিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে সাহিত্য সম্মান। 'নজরগুতির পুরোহিতদের সংস্কার-আন্দোলন বা বিদ্রোহ ...।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কারকর্ম [স] বি ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজ। 'বিদ্যাসাগরের সংস্কারকর্মের অবদান অনেকখানি।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কারকামী [স] বি পরিবর্তন করতে চায় এমন। 'সংস্কারকামী মহাপুরুষদিগকেও ইসলাম চায় না।' মোয়াজ্জিন, ১৯২৮।

সংস্কারকর্ম [স] বি ইতিবাচক পরিবর্তনের কাজ। 'বিশ্ববী সংস্কারকর্মের জোড়ালো হাওয়া বইয়ে দিয়ে তিনি যে আলোচন সৃষ্টি করেছিলেন ...।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কারপন্থী [স] সংস্কার+স পন্থা। বি সংস্কারবাদী। 'তাহারা সংস্কারপন্থীদের কাজকে বাংলাভাষা বিরোধী চক্রান্ত ও যড়যন্ত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়ার অভিসাধী।' আজাদ, ১৯৬৮।

সংস্কারপাশ [স] বি সংস্কারক। 'সংস্কারপাশ, যে হকু, ভেঙে যাচ্ছে পুরোনো কলকাতা।' শক্তি, ১৯৬১।

সংস্কারপূর্ণ [স] বি ইতিবাচক পরিবর্তনমুখী। 'তাহাদের নিজস্ব, বিশিষ্ট ও সংস্কারপূর্ণ কর্মসূচির উপর জোর দিতে শুরু করিলেও ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

সংস্কারপ্রায়ী [স] বি নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা। 'সাহিত্যের ভিত নির্মাণের অক্লান্ত সাধনা এই একই সংস্কারপ্রায়ীদেরই বিভিন্ন ভঙ্গিমা।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কার প্রয়াসী [স] বি নতুনভাবে গড়ে তোলার আশ্রয়। 'নাদির সংস্কার প্রয়াসী হয়ে জাগতে আসেনি।' নজরুল, ১৯২৭।

সংস্কারবতী [স] বি স্ত্রী সংস্কার হয়েছে এমন। 'শিখন পঠনের দ্বারা এই ভাষা অত্যন্ত ভাবমাণ্য ও সংস্কারবতী হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সংস্কার-বিরোধী [স] বি সামাজিক উৎকর্ষে বাধা দেয় এমন। 'আর এক বিষয় কষ্টকর ... সংস্কার-বিরোধী সর্বাঙ্গিকদয় স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সংস্কারবিশিষ্ট [স] বি স্ত্রী পরিমার্জনকৃত। 'ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কারবিশিষ্ট ... জরমান, ইটালীয় এবং স্প্যানীয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সংস্কারবিহীন [স] বি মেয়ামত করা হয়নি এমন। 'সংস্কারবিহীন রাস্তাঘাট ... জনগণের দুর্ভাগ্যকে মর্যাদহীন করিয়া তুলিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭১।

সংস্কারসাধন [স] বি পরিমার্জনের কাজ। 'প্রচলিত ইসলাম ধর্মের

সংস্কারসামন 'আনিস, ১৯৬৪।

সংস্কৃত [স] বি প্রাচীন ভারতের আর্যদের সাধু ভাষা। 'ভাগবত শ্রোকময় টাকা তার সংস্কৃত হয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সংস্কৃতদেবী [স] বিশ সংস্কৃত ভাষা-প্রভাবিত; সংস্কৃতায়িত। 'আমি অনুবাদটি দ্বিধা সংস্কৃতদেবী করে দিশম।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

সংস্কৃতভাষা [স] বি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন। 'বনোয়ারির প্রধান শখ তিনটি - কুষ্টি, শিকার এবং সংস্কৃতভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সংস্কৃতজীবী [স] বিশ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করে জীবিকা উপার্জন করে এমন। 'সংস্কৃতজীবী পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষার নতুন রূপ ধারণের ফলে।' আজাদ, ১৯৬২।

সংস্কৃতজ্ঞ [স] বিশ সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ। 'কান্তান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ।' দর্পণ, ১৮২১।

সংস্কৃতপণ্ডিত [স] বি সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য আছে যার। 'বিদ্যাসাগরের চরিত্র-মহিমা ও পাণ্ডিত্যে অভিজ্ঞত বহু সংস্কৃতপণ্ডিতও ...।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কৃতবিদ্যা [স] বি সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক জ্ঞান। 'তাঁহার সংস্কৃতবিদ্যা সর্বাপেক্ষায় চমৎকারিণী।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সংস্কৃত-ব্যবসায়ী [স] বিশ সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা করে লাভবান হয় এমন। 'এতদেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতমহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবান্তর উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সংস্কৃত ভাষী [স] বিশ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে এমন। 'সংস্কৃত ভাষী হিন্দুদের পূর্বে দাক্ষিণাত্যে যে অন্য জাতিগুলোর অধিবাস ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সংস্কৃতমূলক [স] বিশ সংস্কৃত থেকে এসেছে এমন; সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। 'যাহা প্রাকৃতাদি সংস্কৃতমূলক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম উক্তব।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সংস্কৃতশাস্ত্রবিদ্যার [স] বিশ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। 'সংস্কৃতশাস্ত্রবিদ্যার শ্রীযুক্ত হ. হ. উইলসন যাহার গ্রন্থ হইতে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সংস্কৃতশিক্ষা [স] বি সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা। 'সংস্কৃতশিক্ষার কাজ অনেকটা অমসর হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সংস্কৃত-হ্রস্ব [স] বি সংস্কৃত ভাষার হ্রস্ব। 'ভাত-রস স্ববিধে পায়ন/ঢালি সংস্কৃত-হ্রসবে রাখিলা তেমতি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সংস্কৃত [স] বি প্রাচীন ভারতের আর্যদের সাধু ভাষা। 'এই বঙ্গভাষা সংস্কৃত ... দাক্ষিণাত্য পেশাটী আত্মী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অঙ্গাঙ্গ ভাষা হইতে নির্গত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

সংস্কৃতানুগামী [স] বিশ সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুগাণ আছে এমন। 'সংস্কৃতানুগামী পাঠকদের চোখে তাঁর স্থান তাই কালিদাসের পাশে।' শিব, ১৯৭৩।

সংস্কৃত [স] বিশ মার্জিত। 'জ্ঞানের নিমিত্তে আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কৃত করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'সংস্কৃতসুন্দর বুদ্ধিই মনীষা।' মোতাহের, ১৯৫০।

সংস্কৃতচিন্ত [স] বি মার্জিত মন। 'বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিসের সংস্কৃত চিন্ত ... নির্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সংস্কৃতসুন্দর [স] বিশ মার্জিত ও সুন্দর। 'সংস্কৃতসুন্দর বুদ্ধিই মনীষা।' মোতাহের, ১৯৫০।

সংস্কৃতি [স] ১ বি শিল্প-সাহিত্য, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, পোশাক-আশাক ইত্যাদি বাস্তবিক মানবিক উৎকর্ষধর্মী অর্জন। 'প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের পোণিতধারায়।' বনফুল, ১৯৩৬। ২ বি সভ্যতা। 'হিন্দু সংস্কৃতি আজ জগীষু ও জিঘাংসু উভয়ই।' মোহাম্মদী, ১৯৩৮। ৩ বি রীতি-নীতি। 'সরীতব্যবসারিনী হিসাবে একটা অল্প সংস্কৃতি হইবার আছে।' তারা, ১৯৪২।

সংস্কৃতিকর্মী [স] বি সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য কাজ করে যে। 'অহমিকার গুমটভরা অন্ধকারে সংস্কৃতিকর্মীর শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।' মোতাহের, ১৯৫০।

সংস্কৃতিকামনা [স] বি সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা। 'তাতে সংস্কৃতিকামনাই ব্যাক হয়েছে।' মোতাহের, ১৯৫০।

সংস্কৃতিকামী [স] বি সংস্কৃতিমনক ব্যক্তি। 'সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবানী হতে চায় না।' মোতাহের, ১৯৫০।

সংস্কৃতি-কেন্দ্র [স] বি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। 'পাকিস্তানের সংস্কৃতি-কেন্দ্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম ...।' বেগম, ১৯৪৯।

সংস্কৃতিগত [স] বিশ সংস্কৃতিনির্ভর। 'মুহুম্মানের ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ ...।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

সংস্কৃতি চেতনা [স] বি সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা। 'মহাবিশ্বের মধ্যে যে সংস্কৃতি চেতনার উন্মেষ ...।' উমর, ১৯৬৮।

সংস্কৃতিপন্থা [স] বি সাংস্কৃতিক ধারা। 'একালে বলা যেতে পারে যত সংস্কৃতিবান মানুষ তত সংস্কৃতিপন্থা।' মোতাহের, ১৯৫০।

সংস্কৃতিপরায়ণ [স] বিশ সংস্কৃতিমন। 'বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতিপরায়ণ ধনী ও মামী অভিভাৱতদের জন্যে ...।' হাই, ১৯৫৪।

সংস্কৃতিবান [স] বিশ সংস্কৃতিমন। 'অমরী ছাত্রসমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল।' হাফিজুর, ১৯৩৮।

সংস্কৃতিবানতা [স] বি সংস্কৃতিপরায়ণতা। 'তা ছিল বয়োমর্ম প্রকৃত সৌন্দর্য সংস্কৃতিবানতা।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কৃতিমন [স] বিশ সংস্কৃতি-সচেতন। 'উভয় দেশের সংস্কৃতিমনা কচিল শিক্ত ও মার্জিত মহিলাদের ...।' বেগম, ১৯৫১।

সংস্কৃতিমূলক [স] বিশ সাংস্কৃতিক। 'সংস্কৃতিমূলক কার্যের জন্য মুক্তহস্ত সাহায্যের আবেদন জানান।' বেগম, ১৯৫২।

সংস্কৃতিসংগৃহ [স] বিশ সংস্কৃতির সঙ্গে সংগঠিত। 'তা ছিল সুরতি ও সংস্কৃতিসংগৃহ সমস্যা-জাতীয় লক্ষ্য বিশেষ।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সংস্কৃতিসাধনা [স] বি সংস্কৃতিচর্চা। 'সংস্কৃতিসাধনা বহুভঙ্গিম জীবনের সাধনা।' মোতাহের, ১৯৫০।

সংস্কৃতিসেবী [স] বি সংস্কৃতিবিষয়ক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে যে। 'লভ্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্কৃতিসেবীর উপস্থিতিতে ...।' বেগম, ১৯৫১।

সংস্থা [স] ১ বি ব্যবস্থা। 'আমার টাকা শোধ হবে কেমনে তোর ঘরে আর সংস্থা নহে।' কেরি, ১৮০২। ২ বি প্রতিষ্ঠা। 'দেশীয় ও খেতাস শিল্পদ্রব্য ব্যক্তিদের নিয়ে এই দুই সংস্থা গঠিত হয়।' গৌর, ১৮২২।

সংস্থান [স] ১ বি প্রতিষ্ঠা। 'শিবিলি কিয়দ শাস্যাময় সকলি সংস্থান করিয়াছেন।' কেরি, ১৮০২। ২ বি ব্যবস্থা। 'সে স্থানে যেমত ২ বাতির সংস্থান আছে।' দর্পণ, ১৮১৮। ৩ বি ধারণ। 'অতঃ

লোকেরা সিনেমা প্রদর্শনস্থানের বিষয় স্থল হইবেক'। দর্পণ, ১৮২৮।
৪ বি গঠন। 'শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়ব সংস্থান ও তৎসংক্রান্ত
ব্যাবহিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বি বিন্যাস।
'তাহাকে সংস্থান বলিতেছি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৬ বি অর্থ ও
সম্পদের অধিকারী। 'বৌ সসোয়ী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্ন।' অবন,
১৯২৫। ৭ বি নির্মাণ-কৌশল। 'চিহ্নবস্তুর সংস্থান (composition),
তার বর্ণকল্পনা (colour scheme), তার অন্তর ... অল্প লোকেরই
জানা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সংস্থানহীন [স] বিণ ব্যবহৃত করতে পারেন এমন। 'ভাতকাপড়ের
সংস্থানহীন অনশন অর্ধাংশক্রিষ্ট প্রমিকেরা এর কর্ণধার।' নগরকল,
১৯২৬।

সংস্থাপক [স] ১ বি প্রতিষ্ঠাতা। 'অধিকশতাব্দী সোসাইটির সংস্থাপকই
তিনি ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি উদ্যোক্তা; আয়োজক। 'আমরা
এই সমস্ত সংস্থাপকদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।' সুপ্ত, ১৮৭১। ৩
বিণ প্রতিষ্ঠাকারী। 'এ স্বর্ণীয় সুদা ... আত্মভাব সংস্থাপক।' মণোরমক,
১৮৮৭।

সংস্থাপন [স] ১ বি আয়োজন। 'ধারারাজ - যথোপযুক্ত স্থানে সভা
সংস্থাপন বিশেষ-রূপে রচনা করাইয়া ...' মুদ্রাস্থ, ১৮১০। ২ বি
স্থাপন। 'পারস্যের পরিবর্তে ইন্দুরাজী সংস্থাপনকরণের যে সময়
উপযুক্ত ...।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বি বিশেষভাবে স্থাপন; প্রতিষ্ঠা।
'ভারতবর্ষের সর্বস্থানে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া
...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সংস্থাপনকরণ [স] বি প্রতিষ্ঠাকরণ। 'দুইদশম শতাব্দীর ও ধর্ম
সংস্থাপনকরণজনা এতদেশে শুভাগমন করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

সংস্থাপনা বি প্রতিষ্ঠা। 'পাঠশালা সংস্থাপনা করিবার বিশেষ তাৎপর্য
হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

সংস্থাপনার্থ [স] ক্রিবিণ স্থাপনের জন্য। 'যে অটালিকা নিষ্কিষ্ট
হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহৎস্থিতির ...।' দর্পণ,
১৮২৬।

সংস্থাপনার্থে [স] ক্রিবিণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। 'মহাশয় সমস্ত
সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন ...'
জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৬।

সংস্থাপিত [স] ১ বিণ স্থাপিত। 'ভক্তের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত
করা হইবে।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি স্থিতি। 'উনি আশ্রমসমীপে
সংস্থাপিত হইয়া থাকেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৩ বিণ প্রতিষ্ঠিত।
'পাঠশালা মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে।'।
জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৪। ৪ বিণ অধিষ্ঠিত। 'দেবদাজকে পূর্ববার
জিলাসকীর ইন্দ্রভূষণে সংস্থাপিত করিয়াছেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ৫ বিণ
প্রতিষ্ঠিত। 'মদুর পর আর কোন বিকল্প সমাজ-তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ
করিয়া নূতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই।' তত্ত্বালোক, ১৮৭৪।

সংস্থাপিতা [স] বিণ ঐ প্রতিষ্ঠিত। 'হিন্দু স্থানামক বিদ্যালয়ে
সর্বতরুণীপিকা নামী সভা সংস্থাপিতা হইল।' কৌমুদী, ১৮৩৩।

সংস্থিত [স] বিণ স্থিত। 'যোরতর অন্ধকার দিশতঃসংস্থিত হইল।' রত্নিম,
১৮৬৫।

সংস্থিতি [স] বি অবস্থান। 'অধমূলে শুক্রের নিকট সংস্থিতি'।
সুলাভান, ১৭০০।

সংস্থাপ [স] ১ বি যোগাযোগ। 'পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেস্তিরের
সংস্থাপে আলোক অনুভূত হয়।' রত্নিম, ১৮৭৫। ২ বি সাহচর্য।
'পৃথিবীর নিকটতম সংস্থাপে সে অনুভব করিতে পারিল ...।' রবীন্দ্র,

১৮৯২; 'বিদ্যোৎসাহী শিল্পানুরাগী স্বামীর সংস্থাপে এসে ...'
বেগম, ১৮৪৯। ৩ বি প্রভাব। 'অতীত বৌদ্ধধর্মালী সাহিত্যের
সংস্থাপেই ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

সংস্থাপ্ত [স] বিণ সংস্থাপিত। 'মানুষ মৃত্যুর দ্বারা কোন মানুষের
কর্তৃত্ব সংস্থাপ্ত করে।' রত্নিম, ১৮৭৪।

সম্ভব [স] ১ বি সম্পর্ক। 'তাহাতে অন্যান্য ভাষারো সম্ভব আছে'।
দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি সংস্থাপ। 'রাজ্য সংসারের সম্ভবে মনুষ্যের
ধর্মভেদ হয়।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ বি মিলন। 'তাহারা অবিশ্রাম
মানবহৃদয়ের সম্ভবে সর্বাত্মক সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র,
১৮৯৭। ৪ বি নৈকট্য; সংশ্লিষ্টতা। 'তপোবনের নিকট
দোকানবাজারের সম্ভব ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সম্ভবনীয় [স] বিণ সম্ভবনীয়। 'মুসলমান চিন্তাজীবী ও নেতারা
বাল্য সাহিত্যের সঙ্গে সম্ভবনীয়।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সংহত [স] ১ বিণ একত্র। 'সমস্ত বেদনাকে একতামাত্র আর্জবরের মধ্যে
সংহত করিয়া বলিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিণ সুদৃঢ়। 'ভারতের
চিন্তাকে যেমন এক স্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন।'।
রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সংহতরূপে [স] ক্রিবিণ সম্যকভাবে। 'সমাজের মর্মের মধ্যে নারী
এমন সুন্দররূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সংহতি [স] ১ ক্রিবিণ সঙ্গে। 'রত্নিরে সংহতি লেহ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২
বি সাহচর্য। 'বেশ্যার সংহতি করেছিলেন মহামতি।' ভবানী, ১৮২৫।
৩ বি উদ্ভা। 'একটা জাতির সংহতিক নষ্ট করিবার জন্য।' জ্ঞানদ,
১৮৩৩। ৪ বি সংগঠন। 'এই নারী সংহতিগুলি গড়ে উঠছে।' বেগম,
১৯৫২।

সংহতী [স] সংহতি। ১ ক্রিবিণ সঙ্গে। 'তৈসি সংহতী করি নিতে চাহো
রাবী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সাথী। 'রাখার হুঁস সংহতী।' বড়ু,
১৪৫০।

সংহরণ [স] ১ বি সংহরণ। 'এতদেশীয় দ্রব্যস্রোতের প্রতিবন্ধক
মানুষরূপে মিশ্রণ সংহরণ না করিলে পৌঁছিতে পারে না।' বঙ্গদূত,
১৮২৯। ২ বি ধ্বংসসাধন। 'দোহাই পেড়ে শক্তিমানেক অসংযত
শক্তি সংহরণ করতে বলা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সংহরা, সংহারা [স] সংহারা] ক্রি সংহার করা। সংহর ক্রি সংহার
করে। 'জ্ঞাত সংহর তোমকে কোণ ছার কাণী।' বড়ু, ১৪৫০।
সংহরিল ক্রি ধ্বংস বা হত্যা করলো। 'তনপান ছলে কাহ কাহ
সংহরিল।' বড়ু, ১৪৫০। সংহরী ক্রি সংহরণ করে। 'সংহরী সকল
দেহে গোণী এড়ি কুপসেহে।' বড়ু, ১৪৫০; 'সংহরী সকল দেহে'।
বড়ু, ১৪৫০। সংহার ক্রি সংহার করে। 'চন্দ সুজ্ঞ দুই চলা গিতি
সংহার পুণিলা।' চর্চা ১৪, ১২০০। সংহারি ক্রি বিনাশ করে।
'কৃষ্ণ হৈয়ো কোনজন তাহারে সংহারি।' মাল্যধর, ১৫০০।
সংহারিআ বি বিনাশ করে। 'দেওপাল সংহারিআ।' জ্ঞানভণ্ড,
১৬৮০। সংহারিতে ক্রি ধ্বংস করতে। 'এখন এ সব সংহারিতে
নাহি কাজ।' সুলাভান, ১৭০০। সংহারিব ক্রি সংহার করবে।
'আজী সংহারিব তোকে অতি গিনু দুঃ'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সংহারিমু
ক্রি নাশ করবে। 'খাইমু গুণিমু সংহারিমু সব থাক'। বৃন্দা, ১৫৮০।
সংহারিলো ক্রি সংহার করেছে। 'দৈত্য দলিলো আসুর সংহারিলো'।
বড়ু, ১৪৫০।

সংহার [স] ১ বি বিনাশ; ধ্বংস। 'ব্রহ্মা মহেশ্বর বসো স্থিতি সংহার'।
মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি হত্যা। 'যে ব্যক্তি এই দম্ভকে সংহার
করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪২।

সংহারক [স] বিণ বিনাশকারী। 'অপর ভাষা বাহা অতিদুরন্ত ধর্ম সংহারক পাশাখা জ্বলনো প্রচলিত করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সংহারকর্তা, সংহারকর্তা [স] বিণ হত্যাকারী। 'তোমার সংহারকর্তা এ হুবহু।' রামায়ণ, ১৮০১।

সংহারকর্মী [স] বিণ বিনাশক। 'ভৈরবী। সংহারকারী। ভৈরব। মাত্রে ভৈরব ভৈরব রসে।' গিরিশ, ১৮৮৩।

সংহারকাল [স] বি ধ্বংসপ্রাপ্তির সময়। 'হতভাগ্য ব্রিটিয় ধর্ম আশনার সংহারকাল পর্যন্ত এ বিষমর কলহ ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সংহারময়ী [স] বিণ বিধ্বংসী। 'এই অটিকা সংহারময়ী মূর্তি ধারণ করিত না।' সৎসর, ১৮৯৮।

সংহারমূর্তি [স] বি অতিশয় ভয়াবহ আকার। 'শক্তিশেল উন্মাদ করিয়া সংহারমূর্তি ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সংহোরা ক্রি হত্যা করা; বিনাশ করা। 'যে পরে তারকে সংহারি দুই রূপে আমি।' মাইকেল, ১৮৬০।

সংহোত্রী বিণ ক্রী বিনাশকারী। 'ওই মদুজ-সলন সংহোত্রী মূর্তি।' নবরঙ্গ, ১৯২২।

সংহিতা [স] বি পারবাণীর সংকলন। 'সংহিতা লক্ষদশ সহস্র বিসেতি।' কবীন্দ্র, ১৬৬৯।

সংহিতা-শ্রোত্র [স] বিণ সংহিতায় উল্লিখিত। 'বৈদিক-সংহিতা-শ্রোত্র চতুর্ন সূর্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা ... মনুষ্য কর্তৃক প্রকাশিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সঁদ্রসংবেদন [স] বি সমবেদন। 'সঁদ্রসংবেদন' সোদিখি সাভি।' চর্য ২৬, ১২০০।

সঁতাভা [স] সন্তাপ্ত। ক্রি সম্বৃত করে। 'বিরহ সহ্য-সঁতাভাএ দুহু সয়ীহএ মেলী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সঁপা [স] সমর্পণ। ক্রি সমর্পণ করা। মানোএল, ১৭৪৩: 'দুটি শিশু সঁপিল তোমার দুটি গায়।' রূপরাম, ১৭৫০। সঁপিতে ক্রি সমর্পণ করতে। 'সজীব সঁপিতে চাই নৃপতির আগে।' রূপরাম, ১৭৫০। সঁপিয়া ক্রি সমর্পণ করে। 'অযেত-শ্রীবাসের হাথে সঁপিয়া জননী।' বৃন্দা, ১৫৮০। সঁপিল ক্রি সমর্পণ করণো। 'দুটি শিশু সঁপিল তোমার দুটি গায়।' রূপরাম, ১৭৫০।

সঁপে বাওরা ক্রি সমর্পণ করা। 'তোমার আভিক্রে সঁপিয়া গেলাম তাঁহার চরণ ভলে।' রসীম, ১৯২৯।

সঁপুর্নো [স] সম্পূর্ণ। বিণ সম্পূর্ণ। 'যে সোম সঁপুর্নো পালান করিয়া ভজিতে পারে সে অমর হইএ।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

সঁভরন [স] সম্ভরণ। বি আভরণ। 'ন চেতএ সঁভরন কুন্তল চীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সঁত্রম [স] সত্ৰম। বি সমাদর; সন্মান। 'সঁত্রমে উঠিয়া সতে কামে অচেতন।' মালধর, ১৫০০।

সঁসার বি সংসার। 'সে হে সঁসারক সার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সক [আ শব্দক] বি শব্দ। 'প্রতি রবিরারে বাসানে বাইরা মনসে ধরিবা সকের যারা অরিবা।' ভবানী, ১৮২৫।

সক-আগ্রহ বি ঐক্য। 'সুবিমসেরও যে এদিকে খুব-সক-আগ্রহ ছিল তা নয়।' নবরঙ্গ, ১৯৪৫।

সকট [স শব্দক] বি যান। 'দখি দুজ ব্রত খোল সকটে সকটে ভরিয়া।' মালধর, ১৫০০।

সকটী বি শিশুর বেলানিবেশ। 'গল্পিকা খেলার সকটী।' মুহুদ, ১৬০০।

সকড়ী বিণ এটো। 'ছাড় - ছাড় - সেখিস সকড়ী হাত?' বিকুতি, ১৯২৯।

সকটক [স] বিণ কঁটামুক। 'এ পথ আমার পক্ষে সকটক ম্যালেয় উপর রেখে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

সকতি, সকতী [স শব্দক] বি সামর্থ্য; বল। 'সকতি না ভৈল তোর নেহার কারণে।' বহু, ১৪৫০; 'কোন সকতী আইসে আইহন গোআল।' বহু, ১৪৫০।

সকন্যা [স] ক্রিবিণ কন্যা সমেত। 'গঙ্গাধরগাওকে সকন্যা মোরোপঙ্ককে আনবার জন্য যানবাহন পাঠালেন।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

সকর বি সামুদ্রিক প্রাণীবিদ্যে। 'হাছরে সকরে খেয়ে ফেলে।' জীবন, ১৯৩৩।

সকরকন্দ [স] শব্দক। বি মিষ্টি আশু। বিদ্যা, ১৮৯১।

সকরটর [স] বি সেক্রেটারি। বি সরকারের সচিব। 'কৌনসলের সকরটর সাহেবের নিকট পহছিল।' ভাণ্ডাণে, ১৭৯৪।

সকর [স শব্দ] ক্রিবিণ শত করা; প্রতি একশতে। 'সকরা ৫ পাঁচ টাকা।' ভাণ্ডাণে, ১৭৮৪।

সকরুণ [স] ১ বিণ সময়। 'হিতোপদেশে কৈল এতু হুগো সকরুণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সকরুণ ভাষে কিছু করে নিবেদন।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বিণ বেদনার্ত। 'বানীতে কাহে বজাওরত সকরুণ রাখা নাম।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

সকল [স] ১ বি সব শোক। 'একে একে নাস করিব তোমার সকলে।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ সব। 'যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সঙ্গজন [স] বি সঙ্গায়িত ভাব; গল্পনাশূর্য অবস্থা। 'সঙ্গজনে বসে বানী।' কলঙ্কদ্রোণ, ১৮৭৬।

সঙ্গড় [স শব্দক] বি গোদান; শব্দক। 'সগড়ে ভিড়িআ লৈল বিভিন্ন কামান।' মুহুদ, ১৬০০।

সগড়ি বি এটো। 'মনে কছো শি রাখবে? সে বাসনে সগড়ি রেখে দেবে।' গিরিশ, ১৮৮৯।

সগল [স] বিণ বিচারকার; ঘনঘন। 'দন্তহিনে বড়াই সগল মুখ লাড়ে।' মালধর, ১৫০০।

সগর [স] সকল। বিণ সকল। 'সগর গোহাল জিনি/ সে গুনমতি ধনি/ কি কহে তাহেরি জাণে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সগরী ক্রিবিণ সমস্তই। 'সুন ভেল দেশ দিস সুন ভেল সগরী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সগর্জন [স] বিণ গর্জনপূর্ণ। 'নিজের লেজের সঙ্গে লড়াই করার সগর্জন ভান।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সগর্জনে, সগর্জনে ক্রিবিণ গর্জন সহকারে। 'জ্ঞাতীরতাবাদের শ্রোত সগর্জনে প্রবাহিত।' মোহনময়ী, ১৯০৯।

সগর্ভ, সগর্ভ [স] বি দস্তপূর্ণ। 'তারে নিশা করি কহে সগর্ভ বচনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সগর্ভে [স] ক্রিবিণ গর্ভের সঙ্গে। 'সগর্ভে' মহাশয়। আমাদেয় এ রাজবংশকে তবে কি হীনতর জ্ঞান করবেন?' মাইকেল, ১৮৭০।

সঙ্গদ্ব্যর্থ বি পশমি বস্ত্র। 'সঙ্গদ্ব্যর্থ শান দুই খান দশ গড়া।' মুহুদ, ১৬০০।

১৬০০।

সগাখ [স সময়ায়তি] কি প্রবেশ করি। 'মনিফুলে বহিরা ওড়িআগে সগাখ।' চর্যা ৪, ১২০০।

সগণ [স শকুন] বি শকুন। 'তঁহি তোলি শবরোহ কএলা কাশশ সগণ শিখাণী।' চর্যা ৫০, ১২০০।

সগণী [স শকুনিকা] বি ব্যাখ। 'কহো দূর পথে মো দেখিলো সগণী।' বড়ু, ১৪৫০।

সগণ [স] বিগ দিবা। ডাবানী, ১৮২৩।

সগোত্র [স] বিগ গোত্রভুক্ত। 'যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা রাগমালায় সগোত্র।' শিব, ১৯৭৩।

সগোত্রতা [স] বি সমসূত্রতা। 'তার আধ্যাত্মিকতারও একটা সগোত্রতা লক্ষ করা যায়।' হাই, ১৯৫৪।

সগোষ্ঠী [স] ক্রিবিগ গোষ্ঠীসহ। 'সগোষ্ঠী বদ হজমে মরিয়া যাইত।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সগোষ্ঠী [স সগোষ্ঠী] বি সগোষ্ঠী; নিজ সম্প্রদায়। 'আমরা সগোষ্ঠী মুখা সর্বদা ভাবিত।' ওসী, ১৭৭৯।

সগৌরব [স] বিগ গৌরবপূর্ণ। 'গৃহিণী সে কী সগৌরব মূর্তিতে দাঁড়াইয়া নবপুত্রবধুর সমুখে ঐ প্রাণতুলি শূন্যে উৎকীর্ণ করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সগৌরবে [স] ক্রিবিগ গৌরবের সবে। 'সগৌরবে রাজা অটবীতে বিরাজ করিতেছিলেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩; 'তিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগৎ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সঘন [স] ১ ক্রিবিগ বারবার; ঘন ঘন। 'সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিগ প্রচণ্ড। 'কৃষ্ণেরে আহ্বান করে সঘন হকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিগ গাঢ়। 'জ্বহ লোলনা সঘন হাতি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৪ ক্রিবিগ সবলময়ে। 'সংসার মাঝে মহামোহেধারে ছিল সদা থিরে সঘন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সঘনে ক্রিবিগ বারবারে। 'সাজ সাজ শবদে সঘনে পড়ে সাড়া।' রূপরাম, ১৭৫০।

সঘন [স] ১ বিগ মেঘাচ্ছন্ন। 'গগন সঘন অব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। 'অঁধিছোড়ি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাস্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ বিগ অতি নিবিড়। 'সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সঘৃণ [স] বিগ ঘৃণামুক্ত। 'অভিভাবকদের আপত্তি এমন কি সঘৃণ উপেক্ষার জন্যে তাঁকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকতে হয়েছে।' বেগম, ১৯৪৮।

সঘোটক [স] ক্রিবিগ ঘোড়া সহকারে। 'তিনি সঘোটক শূন্যে দুবার ডিগবাজি খেয়েছিলেন।' প্রমথ, ১৯২২।

সঙ [স য-অস] ১ বি সং; ভাঁড়। 'জিব নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙে দল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি ভাঁড়ামি; ঝুল রসিকতা। 'নটনটী করুক ব্যালো নাচ, সঙ, নিমোর গান, জাদু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিসে কৌতুক হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সঙওয়ালা বি জাদুকর। ওসী, ১৭৮৫।

সঙরণ [স স্রবণ] বি স্রবণ। 'ততক্ষণে সেই ভক্তের হয়ে সঙরণ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সঙরি [স স্রবণ] ক্রি স্রবণ করা। 'সঙরি ক্রি স্রবণ করি।' সেইক্ষণে

চলিয়া সঙরি হরি হরি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সঙিন [যা সঙ্গীন] বি বন্দুকের অগ্রভাগের ধারালো ফলা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুড়ি ... সঙের মতো সঙিন ঝম-ঝমর।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সঙিন ১ বিগ ভয়ানক; গুরুতর। 'অবহা এমন সঙিন।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বিগ কক্ষণ। 'বলো বড় ব্যাপারটা কী। সঙিন নিচয়।' নজরুল, ১৯৩১। ৩ সঙিন

সঙে ক্রিবিগ সবে। 'এক আকাশের তলে রব এক সঙে।' নজরুল, ১৯৪৫।

সঙট [স] ১ বি সমস্যা। 'এতেক সঙট পুয়া ভাব কি কারণ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি কঠিন বিপদ। 'সঙটে হইব ভতরর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিগ বিপদময়। 'হইল নিয়মভঙ্গ সঙট জীবন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি প্রলোভন। 'দিনে দিনে ভূমি নিতেছ আমার সে মহাদানেরই যোগ্য করে, অতি-ইচ্ছার সঙট হতে বাঁচারে মোরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৫ বি দূর্বল। 'সভাতার সঙট।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৬ সঙট

সঙট-ক্ষণ [স] বি বিপদের সময়। 'মোহলেম বারবার সমুখে বর্তমানে চরম সঙট-ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৪২।

সঙটজনক [স] বিগ উদ্বেগজনক। '১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উত্ত্বত বিশেষ সঙটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন।' হামিফুর, ১৯৫৩।

সঙটপুল [স] বিগ প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। 'মানুষ সঙটপুল পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে যেতেও থিখা করে না।' মোতাহের, ১৯৫০।

সঙট-সঙ্গীক্ষণ [স] বি মারাত্মক সংকট। 'এই রাজনৈতিক সঙট-সঙ্গীক্ষণে আজ সব চাইতে বড় প্রয়োজন ছিল ...' আজাদ, ১৯৬২।

সঙটহুল [স] বি বিপাক্কর জায়গা। 'ভরতর সিনুজলে গেলাঙ সঙটহুলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সঙটাকাক্কী [স] বিগ বিপদ অভিলীষী। 'তার সঙটাকাক্কী মন।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

সঙটাপন্ন [স] বিগ বিপদময়। 'আমি সঙটাপন্ন অসুস্থ কি জানি কোন অদ্রাষ্ট্র হয়।' মের্স, ১৭৭৩; 'ইহার নিকটাবর্তি থাকেনে সঙটাপন্ন হইতে হইবেক।' রামরাম, ১৮০১।

সঙর [স শঙ্কর] বি শিব। 'হম নহ সঙর হঁ বরনারী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সঙর [স] বিগ সম্মিলিত। 'অভিনব বিদ্যাবান পুরুষদিগের সহিত পূর্ণ-যৌবন কুলকামিনীগণের সম্মিলিত সমাগম ও সঙর ভোজনাদি ...' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সঙরজাতি [স] বি একাধিক জাতির মিশ্রণে গঠিত জাতি। 'রাজপুত্রো কষ্টিয়বংশসঙর সঙরজাতি মাত্র।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সঙরতু [স] বি হিন্দুযতে একাধিক জাতি-বর্ণের মিশ্রণ। 'সঙরতু ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সঙলন [স] ১ বি যুক্তকরণ। 'নানা শব্দ সম্মেহ ও ইসরেজীতে তদর্প সঙলনপূর্বক এক মহাকাব্য নির্মাণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বি একত্রকরণ। 'উদ্ভট কবিতা সঙলন করিয়া ...' মদনমোহন, ১৮৩৪। ৩ বি সম্মেহ। 'দুর্লভ সামগ্রী সকলের জড়ময় প্রতিমূর্তি ও চিত্রময় প্রতিক্রম সঙলন করিয়া রাধা সর্বতোভাবে বিবেশ।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৬ সঙলন

সঙলা [স সঙলন] ক্রি সংযুক্ত করা। 'সঙলা ক্রি যুক্ত করে।' ত্রুন্দন

সঙ্কলি বলে দৈবকী চরনে। মালাধর, ১৫০০। সঙ্কলিয়া ক্রি সংকলন করে। 'কৃতা সঙ্কলিয়া কৃষ্ণ চলি জায় ঘর।' মালাধর, ১৫০০। সঙ্কলি ক্রি সংগ্রহ করলে। 'তবেত আমার বাণ ছুজি সঙ্কলিল।' মালাধর, ১৫০০।

সঙ্কলিত [স] ১ বিণ এছিত; সংকলন করা হয়েছে এমন। 'অনাং প্রকরণ ভিন্নাং বস্তুে ক্রমেং সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বিণ সংকলিত। 'ইতিহাস ও পারমাণবিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বিণ গাঁথা হয়েছে এমন। 'বঙ্গভের কণ্ঠদেশে বহুসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সঙ্কলন^১ [স সংকলান] বি চাহিদা অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা থাকা। 'সদুপায়পূর্বক বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়া অশ্বাদির দেশ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ সংকলন

সঙ্কল্প [স] ১ বি প্রতিজ্ঞা। 'যেহে সঙ্কল্প যেহে ক্রিবেণী প্রবেশিলা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কিবা সঙ্কল্প করি পূজ্য দৈত্য ত্রিশুরারি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মনোবাসনা। 'মহাশয় সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়াতে প্রিয়জনের প্রয়োজনে ...।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৩ সংকল্প

সঙ্কল্পপ্রসূত [স] বিণ কল্পনাজাত। 'আমার সাহিত্যকীবন আমারই সঙ্কল্পপ্রসূত বটে।' সুধীন্দ্র, ১৯০৭।

সঙ্কল্পবদ্ধ [স] বিণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। 'যাহা করা সম্ভব তাহা করিতে বাসিলা সরকার সঙ্কল্পবদ্ধ।' জামায়াত, ১৯৪০।

সঙ্কল্পসিদ্ধি [স] বি বাসনার তৃপ্তি। 'সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুপাতে দৈবদুর্বিপাক সংখ্যাতুষ্টি।' সুধীন্দ্র, ১৯০৭।

সঙ্কল্পাঙ্কুশ [স] বিণ সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'এইরূপ সঙ্কলারূঢ় হইয়া ... তাদের সমুখে কহিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সঙ্কা [স] শঙ্কা। বি শঙ্কা। 'অপনে নাই মো কাহেরি সঙ্কা।' চর্চা ৩৭, ১২০০। ২ শঙ্কা

সঙ্কীরন [স সংকীর্ণি বি সংকীর্ণ। 'কর সঙ্কীরন রস নিরবাহ।' বিদ্যাগুপ্তি, ১৪৬০।

সঙ্কীর্ণ [স] বিণ সংকুচিত। 'সেখানে উহাকে কর্তৃত্ব এবং সঙ্কীর্ণ করে।' বক্রিম, ১৮৭৯। ২ সংকীর্ণ

সঙ্কীর্ণচিত্ত [স] বিণ সংকীর্ণমনা। 'ধর্মব্যবসায়ীদের মতো এতবড়ো সঙ্কীর্ণচিত্ত বিশ্বনিপেক্ষ আর হৃদয়ে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'যুগ যুগ ধরে কেবল ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকায় নারীকে সঙ্কীর্ণচিত্ত করে তুলেছে।' বঙ্গম, ১৯৪৯।

সঙ্কীর্ণচেতা [স] বিণ অনুদার; নিচু মানসিকতাসম্পন্ন। 'এই শ্রেণীর আলেমগণ সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া থাকেন।' এসলাম, ১৯২০।

সঙ্কীর্ণতা [স] ১ বি দারিদ্র্য। 'সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অনেক ক্রেশ পাইয়েছেন।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি অনুদারত্ব। 'অখুস্টানদের নিকট ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া খুস্টানবর্ষ আপন সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উস্তারের প্রশস্ত হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি নীচতা। 'মানসিক দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ...।' বিতুতি, ১৯৩১। ৪ বি হীনতা। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখুঁততা, সঙ্কীর্ণতা ও রসজানহীনতার কথা।' বলবুল, ১৯৩৬।

সঙ্কীর্ণহৃদয় [স] বিণ ক্ষুদ্রমন। 'আর এক বিষয় কটক ... সংস্কার বিরোধী সঙ্কীর্ণহৃদয় স্বাধীনপন্থায় সম্প্রদায়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সঙ্কীর্ণ হৃদয়া [স] বিণ ক্রী সঙ্কীর্ণ মনের অধিকারী। 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়া -

মোলক-ধারিনী ...।' দীপিকা, ১৮৮৭।

সঙ্কীর্ণন, সঙ্কীর্ণন [স] বি স্বাক্ষরের মহিমা বর্ণনাত্মক গান। 'মহা উ সঙ্কীর্ণনে আকাশ ভরিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ সংকীর্ণন

সঙ্কীর্ণনযজ্ঞ [স] বি বৈষ্ণবমতে হরিনাম কীর্তন। 'সঙ্কীর্ণনপ্রবর্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ণনযজ্ঞে তাঁরে ভজ্ঞে সেই ধন্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সঙ্কুচিত [স] ১ বিণ বিবৃত। 'সঙ্কুচিত হইলেক কিসের কারণে।' সুলভা, ১৭০০। ২ বিণ কুচিত। 'যক্ষকিঞ্চ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হই- সিখিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ সংকুচিত

সঙ্কুচিতা বিণ ক্রী জড়সড়। 'কেহ নিকট হইলে সংকুচিতা ... দীপিকা, ১৮৮৭।

সঙ্কুল [স] ১ বিণ সমাকীর্ণ। 'প্রবেশি নন্দনবনে/ কুমার হরিষ মনে/ ছ রিতু দেখিল সঙ্কুল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ পূর্ণ। 'জ্যোতির্বিদ আশ্রিতসঙ্কুল বিদ্যা ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৩ সংকুল

সঙ্কুলন [স] বি যথেষ্ট বা প্রয়োজনানুগ হওয়ার অবস্থা। 'সামাজি বলিয়া কার্য্য সঙ্কুলন করা যায়।' কেব্রি, ১৮০২।

সঙ্কুলহৃদয় [স] বিণ ব্যাকুলহৃদয়। 'স্বামীর মরণে শোকে সঙ্কুলহৃদয়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সঙ্কুলা [স সংকুল] বি ক্রোড়ে করা। 'এতেক কহিয়ে সেন সঙ্কুলা জলে মানিকরাম, ১৭৮১।

সঙ্কেত [স] ১ বি সূত্র। 'কৃষ্ণনাম হৈলো তাহা সঙ্কেত সর্বকামে কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ইঙ্গিত। 'চল সহচরী সবে/ কৃথা আছে মাথারে/ সঙ্কেত লই আবাহন।' ঘিটী, ১৬০০। ৩ বি লক্ষণ। 'না-তপে পাশ সঙ্কেত জাতা গুণী।' অলাপল, ১৬৮০। ৪ বি চিহ্ন। 'কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না।' দর্পণ, ১৮২৯। ৫ বি বৈমূর্তিক তরঙ্গ। 'টৌলীয়ায় অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৬ সংকেত

সঙ্কেত-বাক্য [স] বি বিশেষ অর্থপূর্ণ উক্তি। 'কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে কহ, দেবগণ।' মাইকেল, ১৮৬০।

সঙ্কেতস্থান [স] বি গোপন মিলনস্থান। 'কহিল সঙ্কেতস্থান যথৈ নিকট।' ভারত, ১৭৬০।

সঙ্কোচ [স] ১ বিণ বিধ্যস্ত। 'বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কুচ। 'পথ বোঝে পালাতো সঙ্কোচ ব মনে।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বি আত্মবিধ্যাসের অভাব। 'তাহা-আপন নুতন রাজার সম্মান সমাদর অভিশয় করিত, এবং সঙ্কোচ করিয়া দূরে থাকিত।' তারিণী, ১৮০০। ৪ সংকোচ

সঙ্কোচন [স] বি হ্রসীকরণ। 'তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সঙ্কোচহীন [স] বিণ বিধ্যহীন। 'ভানুমতীর ব্যবহার তেমা সঙ্কোচহীন।' বিতুতি, ১৯৩৮।

সঙ্কোচিত [স] ১ বিণ কুচিত। 'এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কোচিত কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ সংকুচিত; জড়সড়। 'দুগ্ধের নিক বিধানকর্তার হস্ত সঙ্কোচিত।' মণারমণ, ১৮৮৯। ৩ বিণ হ্রসীকৃত। 'বায় বরাদ ... নানাভাবে সঙ্কোচিত করিয়া রাখা হইয়াছে।' আজ্ঞা, ১৯৪৫।

সঙ্কোচন [স] বি সংকোচ। 'সঙ্কোচন কপালে বসের জ্বাবে ভালে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সংক্ষেপ

সংক্ষেপ [স] বি সংক্ষেপ; অগ্রবিত্তর। 'দুঃখ মাত্র অতএব কহিল সংক্ষেপে' বৃন্দা, ১৫৮০। **স্র সংক্ষেপ**

সংক্ষেপ [স সংক্ষেপ] বি সংক্ষেপ। 'সংক্ষেপে কহিল তোরে আর কব কি' মুরুদ, ১৬০০।

সম্ভ [স সম্ভ] বি সম্ভ। 'সম্ভ চক্ৰ গদা গর চতুর্ভুজ কলা' মালাধর, ১৫০০। **স্র সম্ভ**

সম্ভচূড় বি সর্পবিশেষ। 'হেনকালে সম্ভচূড় আইলা মায়ী ধরি' মালাধর, ১৫০০।

সম্ভা [স সম্ভা] বি সম্ভা। 'সকল নায়ে যত ধন নাহি তার সম্ভা' বিজয়, ১৬৫০। **স্র সম্ভা**

সম্ভা [স সম্ভা] বি সম্ভা। 'তাহা সম্ভার নাম সম্ভা করিলা অণুনি' মালাধর, ১৫০০।

সঙ্গ [স] ১ বি সঙ্গ। 'তেজ মোর সঙ্গ নাহি মোতে রঙ্গ' বড়, ১৪৫০। ২ বি সঙ্গ। 'আন নারী কর তোকে সঙ্গ' বড়, ১৪৫০। ৩ বি সঙ্গ।

'সেলে মান অধিক হোয় সঙ্গ' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৪ বি সঙ্গ। 'কুটিল বাহুলি কমলক সঙ্গ' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৫ বি সঙ্গ। 'ছানি বিধি আনি নিধি মিলাঅল সঙ্গ' বড়, ১৫০০। ৬ বি অনুসরণ। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে এক বস্তু বিনা সেই বিতায় না মানে' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৭ বি সঙ্গ। 'সর্বকাল তোমরা সঙ্গলে মোর সঙ্গ' বৃন্দা, ১৫৮০। **সঙ্গ** বিক্রিয় একত্রে। 'ছানি রবি সনি সঙ্গি উগল' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **সঙ্গে** বিক্রিয় সঙ্গে; সাথে। 'ভৌমীএর সঙ্গে জোই রজো' চর্য্য ১৯, ১২০০।

সঙ্গকামনা [স] বি আসঙ্গিকতা; সাহচর্য্য প্রত্যাশা। 'কেবলমাত্র সঙ্গকামনায় নিখিলনাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না' বনকুল, ১৯৩৬।

সঙ্গছাড়া [স সঙ্গ] বি সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। 'ওকে এবেই বাদি তোমার সঙ্গছাড়া করি' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সঙ্গদান [স] বি সঙ্গের দেওয়া। 'সঙ্গীর মতো নিরত সঙ্গ দান করে' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সঙ্গদোষ [স] বি কুসংসর্গজনিত চরিত্রদোষ। 'সঙ্গদোষে পাবে দুখ লোক ধর্ম পলায়' মুরুদ, ১৬০০।

সঙ্গ-পরশহারা বি সঙ্গীর সম্পর্কহীন। 'অজ বিভাবরী সঙ্গ-পরশহারা' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সঙ্গবশত, সঙ্গবশতঃ [স] বিক্রিয় সঙ্গদোষের কারণে। 'এই রূপে সঙ্গবশতঃ কুচরিত্র বারদিশের দ্বারা উপনিত হয়' অক্ষর, ১৮৪৫।

সঙ্গবিহীন [স] বি একাকী; নিঃসঙ্গ। 'শশিকৃষ্ণের পক্ষেও পট্টমায় এই দুই কবির নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সঙ্গদ্রষ্ট [স] বি সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন। 'তিনি বয়সাগের সঙ্গদ্রষ্ট হইলেন' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সঙ্গ-মাধুর্য্য [স] বি আনন্দময় সাহচর্য্য। 'মোনাটির আমজস্যের সঙ্গ-মাধুর্য্যে তাই পরিতৃপ্তির আদান পাইয়াছিল' লণ্ডনত, ১৯৫৮।

সঙ্গ লওয়া ক্রি সঙ্গে লেগে থাকা। 'একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আগসের মত তার সঙ্গ লইয়াছে অকথা' লণ্ডনত, ১৯৫৮।

সঙ্গলিলা [স] বি সঙ্গলিলাতর স্মৃতি। 'সিঙ্গলতা বোধ করলে সঙ্গলিলা সান্ধনা-আশাসের জন্যে' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সঙ্গরহস্য [স] বি সঙ্গরূপ রহস্য। 'সে সঙ্গরহস্য আমি করিডায় লাভ' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সঙ্গসাধনা [স] বি সাহচর্য্য। 'যারা আমাকে ইন্ডিয়-দ্বারা, সদসাধনা-দ্বারা জানে ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

সঙ্গসুখা [স] বি সঙ্গরূপ সুখ। 'এ শূন্য প্রানের পাত্র কোন সঙ্গসুখা দিয়ে ভরি' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সঙ্গহারা বি সঙ্গহারা। 'মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সাত্যাকের অঙ্ককারে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সঙ্গহীন [স] বি এক। 'চিক্কহীন সঙ্গহীন অঙ্ককার পথের পথিক' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সঙ্গত [স] ১ বি যুক্তিমুক্ত। 'আমার যথার্থ ও সঙ্গত দাওয়া যতক্ষণ না চলে ...' তারিণী, ১৮০৩; 'কোনো সঙ্গত কারণ আবিচার করতে পারেনি' মানিক, ১৯৩৫। ২ বি উপযুক্ত। 'অনন্তসেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি করে সঙ্গত হয়' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি সুরের মিল। 'দানেশ বীর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না' বঙ্কিম, ১৮৭৮। **স্র সঙ্গত**

সঙ্গত কথা [স] বি যুক্তিমুক্ত কথা। 'ইহা সঙ্গত কথা' উমেশ, ১৮৫৭।

সঙ্গভঙ্গিমিত [স] বি উচিত বা অনুচিত। 'সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাদেবেরা বিবেচনা করিলেন' দর্পণ, ১৮৩১।

সঙ্গতি [স] ১ বি অবস্থা। 'পক্ষ সঙ্গতি কৈল কালাক্রি আকারে' বড়, ১৪৫০। ২ বিক্রিয় সঙ্গে। 'রত্নির সঙ্গতি গৃহে করিল গমন' মালাধর, ১৫০০। ৩ বি মিলন। 'গোপালা ছাওয়াল সঙ্গে করাহ সঙ্গতি' মালাধর, ১৫০০। ৪ বি সাহচর্য্য। 'বাগের সঙ্গতি জ্ঞাত মাও উপেক্ষিয়া' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৫ বি উপায়। 'জ্ঞাত মোহিত যাত্রে জীবের সঙ্গতি' মানিকরাম, ১৭৮১। ৬ বি সঙ্গলতা। 'আমি জ্ঞাতো আছি কি করিব লোকের সঙ্গতি হয় নাই' ওসী, ১৭৮২। ৭ বি সহোদন; মিল। 'কাপড় পাঠাইতে সঙ্গতি হইছিল না অদ্য কাপড় এম জাবার কর্তৃ সঙ্গতিত পাঠাই' ভক্তি, ১৭৯২। ৮ বি জোড়া। 'টাকার সঙ্গতি না হলে হবে না' জেরি, ১৮০২। ৯ বি সামর্থ্য। 'আমার নায়ে যাবার সঙ্গতি নাই' জেরি, ১৮০২। ১০ বি (ব্যাকরণ) একটি বিশেষ ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনির পরিবর্তন। '... সঙ্গি ও সঙ্গতি, ছন্দোবিধি, শিখন পদ্ধতিতে শুদ্ধ বর্ণবিব্যাঙ্গ এবং (৬) যতিচ্ছেদ বিধান ইত্যাদি' হাই, ১৯৫৪। **স্র সঙ্গতি**

সঙ্গতিপন্ন [স] বি ধ্বনিত। 'ধ্বনতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সঙ্গতিপন্ন [স] বি ধ্বনিত। 'প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি এ কাজে ...' আজাদ, ১৯৫৫।

সঙ্গতিবিহীন [স] বি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। 'রাজনৈতিক পরিবেশ অতিমাত্রায় উত্তেজিত ও সঙ্গতিবিহীন হইয়া পড়িয়াছে' আজাদ, ১৯৬৪।

সঙ্গতিশালী [স] বি অবস্থাপন্ন। 'ভদ্রকুল মহিলাগণ তাহাদিগের স্বামী উপার্জনে সক্ষম, অথবা সঙ্গতিশালী' প্রভাকর, ১৯২২।

সঙ্গতিসম্পন্ন [স] বি অবস্থাপন্ন। 'অদ্য একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের হাতে সমর্পণ করেন' নজরুল, ১৯৩২।

সঙ্গতিহীন [স] ১ বি সঙ্গহীন। 'প্রজারা সঙ্গতিহীন' সাধনরী, ১৮৭৪। ২ বি অসামঞ্জস্য। 'সঙ্গতিহীন কথা' জীবন, ১৯০২। ৩

বিশ্ব সমগ্রস্বায়ী। 'তেমনি সঙ্গতিহীন যুক্তিহীন সামান্য সাধারণ।' জীবন, ১৯৩২।

সঙ্গতি [স সঙ্গতি] বি অবস্থা; দৃশ্যতি। 'আজি হেঁবে তোন্নার পাঁচ সঙ্গতি।' বড়ু, ১৪৫০।

সঙ্গত্যাগপন্ন [স] বিগ্ন ধনবান; আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এমন। 'ইদানী আশ্রমারি ডেব্র প্রভৃতি কাঠের কর্ম করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গত্যাগপন্ন হইয়াছে।' ভবানী, ১৮২৩।

সঙ্গত্যা [স সংগত] বিগ্ন উচিত; ঠিক। 'মহারাজার সাখ্যাত পণ্ডনের সঙ্গত্যা হইবেক না।' রামরায়, ১৮০১।

সঙ্গম [স] ১ বি যৌন মিলন। 'সৌতন সঙ্গম তবে প্রথম জীবন।' মলাধর, ১৫০০; 'বিনি নারী সঙ্গমে ঠাধে নাই (ফল)।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি নদীর মিলন স্থান। 'জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সম্পর্ক। 'তাছাড়ে তোমার সঙ্গম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি মিলন; দ্রবীভূত অবস্থা। 'রূপের পরিমিতির সঙ্গে গতিশীল প্রাণের অনির্দেশ্যতার সঙ্গমের ফলে ছন্দের জন্ম।' শির, ১৪৫০। ৫ সংগম

সঙ্গমসুখী [স] বিগ্ন সঙ্গমে তৃপ্ত। 'সঙ্গমসুখী রাডের পাখিরা শব্দ করে।' মাইনুদ, ১৬৩৩।

সঙ্গমস্থান [স] বি মিলনকেন্দ্র। 'আলেকজান্ডার চন্দ্রভাণ্ডা ও বিতভা নদীর সঙ্গমস্থান হইতে ... সিদ্ধনদী অভিমুখে যাত্রা করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সঙ্গস্থা [স] বি ব্যবস্থা। 'তাহারদের বসত বাস নির্বাহ নিশ্চিন্ত করণের সঙ্গস্থা করিয়া দিলে ...।' রামরায়, ১৮০১।

সঙ্গিন, সঙ্গীন [স] ১ বি বন্দুকের মাধ্যম বসানো ছোবার যন্ত্র। 'সঙ্গিন।' ওস, ১৭৮৫; 'বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া তাহাধের আক্রমণ করিল।' বক্রিম, ১৮৮২। ২ বিগ্ন জটিল। 'এ বড়ু পুঁহিন মোকদ্দমা।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭। ৩ বিগ্ন তরুতর। 'সরকার সাহেব বিপদকে অমন সঙ্গীন আকারে চিত্রিত করেন।' মনসুর, ১৯৫৫। ৪ সংগিন, সঙ্গিন

সঙ্গিনধারী বিগ্ন বন্দুকধারী। 'সামনে দু'জন সঙ্গিনধারী সাধারণ সৈনিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।' মুনীর, ১৯৬১।

সঙ্গী [স] বি সহচর। 'খ্রীয়াবাদার্থ্যোগোপাঙ্গি শ্রীকেশের সঙ্গী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সঙ্গি [স সঙ্গী] বি সহচর। 'দিখা মহাশোক গেলে পরলোক কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গি।' মুরদ, ১৬০০।

সঙ্গিনী, সঙ্গিনী [স] ১ বি স্ত্রী সঙ্গী। 'সোল শত রাখার সঙ্গিনী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সহচরী। 'সবের সঙ্গিনী সকল কামিনী।' দ্বিজেন্দ্র, ১৬০০।

সঙ্গিনীহীন [স] বিগ্ন স্ত্রী সঙ্গীহারা। 'প্রচ্ছন্ন ললাটেন্দ্রে সন্ধ্যার সঙ্গিনীহীন তারা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সঙ্গি লোক [স সঙ্গীলোক] বি সাথী। 'এমত বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

সঙ্গী-তারা [স] বি জোড়াতারকা। 'সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অংশট সঙ্গী-তারা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সঙ্গীবিহীন [স] বিগ্ন সাথীহীন। 'পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সঙ্গীভূত [স] বিগ্ন একাত্ম। 'মানুষে মানুষে সঙ্গীভূত হওয়ার যে

পরিপ্রাণী উৎসধারা ...।' শতকত, ১৯৫৮।

সঙ্গীলেক্ষ্যু বি বহুবান্ধব। 'একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গীলেক্ষ্যু নাই।' বিজুতি, ১৯৩১।

সঙ্গীহারা [স] বিগ্ন একাকী। 'বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দূশ সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সঙ্গীহীন [স] বিগ্ন নিঃসঙ্গ। 'আমারি মতন হয় সঙ্গীহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সঙ্গীহীনতা [স] বি সঙ্গী না থাকা। 'সেই সঙ্গীহীনতা যদি ট্রেনে কামরায় বিশদ ডাকিয়া আনে।' আজাদ, ১৯৬৪।

সঙ্গীত [স] ১ বি গান-বাজনা। 'জইসে করিসিনী সুনএ সঙ্গীত। বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'বিমলা নিজে পূর্ণধরে সঙ্গীত আর করিয়াছিলেন।' বক্রিম, ১৮৩৫। ২ বি কাব্য। 'নানা ছন্দে লিখি সঙ্গীত।' মুরদ, ১৬০০। ৩ বি আস্থান। 'ওই মহাসিদ্ধুর গুপের হয়ে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯১১। ৪ বি আশার বাণী। 'জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ সংগীত

সঙ্গীতকলা [স] বি সঙ্গীতবিদ্যা। 'ক্ষেমদ্বারীর সঙ্গীতকলার সমান পরিচয় পাইবার সুযোগ তো রামলোচনের ঘটিছিল না।' বনমূল, ১৯৩৬।

সঙ্গীতকার [স] বি গায়ক। 'যত কবি ও সঙ্গীতকারদের নাম জান আছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সঙ্গীতচর্চা [স] বি গান করা। 'বাড় কাঁপাইয়া তাহার সঙ্গীতচর্চা চলিছে লাগিল।' প্রভাত, ১৮৯৯।

সঙ্গীতজ্ঞ [স] বিগ্ন সংগীত বিষয়ে পণ্ডিত। 'সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদে মুখাবয়ব।' মাইনুদ, ১৬৬৬।

সঙ্গীত-তরঙ্গ [স] বি গানরূপ তরঙ্গ। 'সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ কেহ রটে ঢালি মনঃ, হেম তরঙ্গুলে নাচিলা কৌতুকে।' মাইনুদ, ১৮৬০।

সঙ্গীতদক্ষ [স] বিগ্ন সঙ্গীতে পারদর্শী। 'একজন সঙ্গীতদক্ষ বা যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

সঙ্গীতধর্ম [স] বি সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য। 'শঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁ কাব্যের সঙ্গীতধর্ম বিষয়ে ব্যাপক উদাসীন দেখা দেয় তাতে আচরণে করা অযৌক্তিক।' শির, ১৯৫০।

সঙ্গীতধ্বনি [স] বি সঙ্গীতের মূর্ছনা। 'এ যম সঙ্গীতধ্বনি মধু হে মানি।' মাইনুদ, ১৮৬০।

সঙ্গীতপিনাসু [স] বিগ্ন সঙ্গীতপ্রিয়। 'রামলোচনবাবুর জরাজীর্ণ বক্ষে মধ্যে যৌবনের সঙ্গীতপিনাসু মনের নিদ্রাতন্ত্র হইল।' বনমূল, ১৯৩৬।

সঙ্গীতপ্রাণ [স] ১ বিগ্ন সংগীতের প্রতি অনুরক্ত। 'তিনি ছিলেন যখা সঙ্গীতপ্রাণ।' প্রথম, ১৯৩৮। ২ বিগ্ন সঙ্গীতধর্ম। 'আবুতিই উৎ কাব্যের সঙ্গীতপ্রাণ ধর্মকে রক্ষা করিয়া গিয়াছে।' হাই, ১৯৫৪।

সঙ্গীতপ্রিয়তা [স] বি গানের প্রতি ভালোবাসা। 'মেঘে সঙ্গীতপ্রিয়তার একটি বরষা পাওয়া গিয়াছে।' আজাদ, ১৯৫৫।

সঙ্গীতবন্যা [স] বি গানের উৎসব। 'এখানে সমস্ত দেশবাসী সঙ্গীতবন্যা।' মুক্তবা, ১৯৫২।

সঙ্গীতবাহন [স] বিগ্ন সঙ্গীতকে বহন করে এমন। 'সঙ্গীতবাহন চিত্র প্রকাশ প্রকাশ?' শামসুল, ১৯৬৯।

সঙ্গীতবিদ্যা।স। বি সঙ্গীতশাস্ত্র। 'ইহাতে বাহারা সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যবসায়ী এবং গুণ্ধাদরূপে বিখ্যাত।' ভবানী, ১৮২৮।

সঙ্গীতময়। সাঁ বিণ সঙ্গীতপূর্ণ। 'মমুধ্বনি একটা সঙ্গীতময়
পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া ...' তারা, ১৯৪২।

সঙ্গীতযুদ্ধ [স] বি গানের লড়াই; কবিশ্রী। 'ভাবানী বেগের সঙ্গীতযুদ্ধ
ভাল হইত।' রাজ, ১৮৭৪।

সঙ্গীতরসজ্ঞ [স] কিং সংগীতের সম্বন্ধদার । 'গৌসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ' ।
মুজতবা, ১৯৫২ ।

সঙ্গীত-লহরী [স] বি সঙ্গীতরূপ তরঙ্গ। 'বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-
লহরী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সঙ্গীতশালা [স] বি সঙ্গীত শিক্ষার কেন্দ্র। 'রাজনন্দিনী' এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই।' মাইকেল, ১৮৬১।

সঙ্গীতশাস্ত্র [স] বি সংগীতবিষয়ক শাস্ত্র। সেবধি, ১৮৩৯; 'যদি আপনি ... নৃত্যানাট্য-সঙ্গীতশাস্ত্র বাংলা অনুবাদে পড়তে চান।' মুদ্রণ, ১৯৫৮।

সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ [স] বি সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত। 'তিনি ছিলেন
সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ' মজতব্য, ১৯৫৯।

সঙ্গীতশাস্ত্রী।স।বি সঙ্গীতবিশারদ; সঙ্গীতকলা বিশেষজ্ঞ। 'আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রীরা বলেছেন প্রতি রাগ-রাগিণীর নাকি নিজস্ব একটি রূপ আছে।' শিব. ১৯৫০।

সঙ্গীতশিক্ষক [স] বি সংগীতের গুরু। 'এখানে তিনি শীগগীর
সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে অভিজ্ঞাত মহলে পরিচিত হন।'
হাই. ১৯৫৪।

সঙ্গীত-শিক্ষা [স] বি সংগীত চর্চা। 'তাহারা সঙ্গীত-শিক্ষা করিতে পারিবে।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

সঙ্গীতশিল্পী [স] বি গায়ক বা বাদক। 'ঢাকার চারুকলাশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্রশিল্পী, কুশলী ...।' বেগম, ১৯৭২।

সঙ্গীত-সুখা [স] বি সঙ্গীতরূপ সুখা। 'সঙ্গীত-সুখার রস করি
বরিষণ।' *মাইটেকল*, ১৮৬৬।

সঙ্গীততত্ত্বনিতি [স] বিশ গীতবাদ্যধ্বনিত। 'রাজপথের দ্বিতীয় যামের
মদ্যনুরাগী সখা রূপ সঙ্গীততত্ত্বনিতি গণিকাধ্বনিত সকলই ...'
মুক্তাবা, ১৯৬০।

সঙ্গীতানুরাগ [স] বি সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা। 'বখিরের
সঙ্গীতানুরাগ যদি হয় কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সঙ্গীতানুষ্ঠান [স]বি গানের অনুষ্ঠান। 'একটি মনোস্ত সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।' বেগম. ১৯৬৯।

সঙ্গীতামোদী [স] বিপ সঙ্গীতপ্রিয়। 'সঙ্গীতামোদী, বিশ্বশান্তিকামী
বাহ্যঙ্গী হিসেবে বর্ণনা করা সম্ভব।' উষর ১৯৬৭।

সন্নীতালাপ [স] বি গুণনম্বনি। 'বিহঙ্গণ ... সন্নীতালাপ দ্বার
চতুর্দিকে আনন্দ বিস্তার করিতেছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

সঙ্গীতাসন [স] বি চেয়ার এবং গানের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত
খেলাবিশেষ। 'সঙ্গীতাসন' বেগম ১৯৭০।

मशीन द्रु मजिन

সঙ্গে [স সঙ্গ] ক্রিবিধ সাথে। 'অনাথা নারীক সঙ্গে নে।' বড়ু, ১৪৫০।
'আন্তে২ নবাব জাদার সঙ্গে এ দহার বড়ই এক হুদতা হইল।'

ब्रामराय, १८०१ ।

সঙ্গেপন ।স। বি অভিষয় গোপনীয়তা। সঙ্গেপনে ক্রিবিধ অভ্যন্ত
গোপনে। ‘সঙ্গেপনে কহিলেন সাবধান হবে।’ মানিকরায়, ১৭৮১।

সঙ্গোপনশীল [স] বিণ লুকিয়ে থাকে এমন। ‘অতিশয় চতুর
সঙ্গোপনশীল প্রাণী ইহারা।’ বনফুল, ১৯৩৬।

সম্বন্ধ [স] ১ বি বৌদ্ধ ভিক্ষু সমাজ। 'কহিল আমার সম্বন্ধ-সুন্দর ভয়হারা হাসি হেসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি সম্মান মানুষের গোষ্ঠী বা দল। 'সেই ইচ্ছা সম্বন্ধ নয়, শক্তি নয়।' জীবন, ১৯৪২। ৩ সংঘ

সম্ভবদ্ধ [স] কিং এক্যবদ্ধ। 'ঘরের বাইরে আসতে হবে, সম্ভবদ্ধ হতে হবে।' বেগম, ১৯৫৩।

সম্ভবদ্বিত্ব। (সি বি একা)। 'সম্ভবদ্বিত্ব ও কৰ্মতৎপৰতার দ্বারা প্রমাণ
করিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৪০।

সম্ভবিহারী [স] বিণ দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী। 'আমরা শিকারী, সৈনিক/ সম্ভবিহারী।' হোসেন, ১৯৬৯।

সম্বলশক্তি [স] বি দলবদ্ধতার শক্তি। 'সে সম্বলশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে
ঐ লৌহবস্তুর সম্বলশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সম্মতন [স] বি মিলন। 'অমুক নাপিতিনী ইহাকে সম্মতন করিয়া
দিয়াছে।' ভবানী, ১৮২৮।

সজ্জারাম [স] বি বৌদ্ধ মঠ বা আশ্রম। 'যশা তার অঙ্ককার সজ্জারামে
জেগে থাকে।' জীবন, ১৯৪৪।

সচল। সচল হতে সক্ষম। 'দুই দিকে সচল নিচল জগন্নাথ।' বৃন্দা,
১৫৮৩।

সচকিত | ১। ক্রিবিপ কন্তভাবে। 'অনিমিথে দেখে সচকিত'। মুহুন্দ,
১৬০০। ২। বিপ চমকিত। 'ইন্দু। (সচকিতে) সখি! কে যেন একজন
এ দিকে আসছে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৩। বিপ ক্ষণস্থায়ী। 'সচকিত
বপনের মতো জাগরণে পলায় সন্ধ্যায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সচকিত করা দ্রি চমকে দেওয়া। 'শঙ্কপত্রপরির্কীর্ণ বপথ সচকিত
করি, আমি রহিতাম চেয়ে, হেসে উঠিতাম গেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সচকিত হওয়া কি হতচকিত হওয়া। 'সচকিত হয়ে দেখে, সামনে
কাদের।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

সচকিতা।স। বিশ স্ত্রী চমকে ওঠে এমন। 'অতীতের বন্ধ-মহিলা যেন
লজ্জাবতী লতা; - পদ শব্দে সচকিতা।' নীপিকা, ১৮৮৭।

সচকীত [স সচকিত] বিশ ক্রম; ভয়চকিত। 'হেন সব গুণী কহস হৈল
সচকীত।' বড়, ১৪৫০।

সচঞ্চল [স] বিণ অস্থির। 'সচঞ্চল সর্বতনু প্রাণ কাঁপে ডরে।' রূপরাম।
১৭৫০।

সচন্দন [স] বিণ চন্দনযুক্ত। 'সচন্দন নবীন তুলসীদল কুণ্ডমাди স্থাপন
করিয়া ...' ডুবানী, ১৮২৫।

সচন্দ্রা যামিনী। [স। বি জ্যোৎস্না রাত। 'গ্রীষ্মের সচন্দ্রা যামিনী।' নজরুল
১৯৩১।

সচরাচর [স] ১ ক্রিবিণ সব সময়ে। 'জ্ঞে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।' চর্য
২০, ১২০০। ২ ক্রিবিণ সাধারণত। 'একর্ষের ভার সচরাচর
সহোদরেই হইয়া থাকে।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

সচরাচরে ক্রিবিণ সব সময়ে। 'তাহা সচরাচরে অবগত হইতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

সচল [স] ১ বিগ চলার ক্ষমতাসম্পন্ন। 'তঁাহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন।' রাজ্জ, ১৮৭৪। ২ বিগ

সক্রিয়। 'মন যখন সচল থাকে সে তখন শিক্ষার ... পরিপাক করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সচলতা [স] ১ বি গতিশীলতা। 'এই চারি দিকের সচলতা সজীবতা মুখরতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি চলনশীলতা। 'জড়কে চন্দ্রকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেয়া মারা ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সচিবকার [স] ক্রিবিণ চিবকার করে। 'হঠাৎ সচিবকার কান্না জুড়ে দিলে কিশোরী বালিকার মতো।' শওকত, ১৯৭২।

সচিত্র [স] বিপ ছবিযুক্ত। 'শাদা মানিকপত্রগুলোকে সচিত্র করে।' অবন, ১৯২৫।

সচিত্তিত [স] বিপ উন্মি। 'সচিত্তিত হইল ময়নার যুবরায়।' রূপরায়, ১৭৫০।

সচিব [স] ১ বি সহায়। 'মর্থনী সচিব গীতমর্থ সেই জনা।' ভারত, ১৭৩০। ২ বি মন্ত্রী। 'নরপতি-সমীপে যেমতি সচিব।' মাইকেল, ১৮৩০। ৩ বি ভারতবর্ষের দায়িত্বে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের মন্ত্রী। 'ভারত-সচিবদের স্নানবিহার ঘটিল নাকি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সচিবশ্রেষ্ঠ [স] বি প্রধানমন্ত্রী। 'তবে মন্ত্রী সারথ সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ।' মাইকেল, ১৮৬১।

সচিত্রাভা [স] উচ্চিভা বিপ উচ্চিভা। 'সচিত্রাভা একুনি রত্না উসা কুতজ্ঞানি।' রামাই, ১৭১০।

সচীবকার [স] ক্রিবিণ চিবকার সহকারে। 'দরিয়াবিবি আগাইয়া ... সচীবকার মূর্ত্তিত হইয়া পড়িল মাটির উপর।' শওকত, ১৯৫৮।

সচেতন [স] ১ ক্রিবিণ সজাগ হয়ে; চেতনাবিশিষ্ট হয়ে। 'নিদ্রা জাতি কামিয়া বসিল সচেতন।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিপ সজাগ। 'আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বিপ প্রাণবন্ত। 'ছেলেবেলায় এই পাশাপাশিরূপে যেমন সচেতন বোধ হইত ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৪ বিপ সচেতন; প্রাণবন্ত। 'নিভৃৎ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিব। জনা বাতাস যেমন ...' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

সচেতনভাবে [স] ক্রিবিণ সজ্ঞানে। 'সে উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সচেষ্ট [স] সচেষ্টিকা ক্রিবিণ কাপড় পরা অবস্থায়। 'সচেষ্ট করিল স্নান জয়যাত্রী সবে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সচেটে [স] ১ বিপ উদ্যোগী। 'ঠাট্টা করায় সচেটে।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বিপ চেষ্টাবিহীন। 'আমাদের মন যখন নিচেটে নিম্নিয়ে সেই সময়ে একটা সচেটে শক্তি ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিপ চেষ্টাশীল। 'তোমাকে একটু সচেটে করে না?' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সচেটেতা [স] বি প্রচেষ্টা। 'তাহাদেরই সচেটেতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সচেটেমতে ক্রিবিণ যথাযথ। 'রাজা বসন্তরায় সচেটেমতে প্রাক্কণীদিগকে পাঠাইয়া ... বাসা ও বাদ্য সমিধি গ্রহণ মতে দিয়া প্রথম সুখে বাসিতেনে।' রামরায়, ১৮০১।

সচেটিত [স] বিপ তৎপর। 'কাহ্নক ধারায় সচেটিত হইয়া কিছু প্রতুলের উপায় করহ আমার কহনাথিক।' রামরায়, ১৮০১।

সচরিত [স] বিপ সদাচারী। 'আমি সচরিত ও পবিত্রাণী।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সচরিত্র [স] বিপ স্ববদভাব; সদাচারী। 'রাজা বসন্তরায় প্রিয়খানী সচরিত্র

সরলাস্ত্রকরণ।' রামরায়, ১৮০১; 'তাঁহার প্রায় সকলেই সাধু ও সচরিত্র।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

সচরিত্রতা [স] ১ বি সত্যতা। 'দুহাবহায় কুশবৃত্তি সন্ধানায় সচরিত্রতার ব্যাঘাত জ্ঞানহিতই পারে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি সদাচারিতা। 'পুরস্কারের সঙ্গে তাঁহারদের সচরিত্রতার সান্নিধ্যই দেওয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩৭।

সচরিত্রা [স] বি, বিপ সৎ স্বভাববিশিষ্ট। 'সচরিত্রা ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া ... বিশদসাজ্ঞা ছিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'বিপক্ষামিনী নারী নাই তাহা নয়, কিন্তু সচরিত্রার ভাগ অনেক বেশী।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

সচ্চিদানন্দ [স] বি নিত্যজ্ঞানসুখ। 'সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ একই চিহ্নেই তাঁর ধরে তিন রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সচ্চিদানন্দপূর্ণ [স] বিপ নিত্যজ্ঞানসুখময়। 'সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ একই চিহ্নেই তাঁর ধরে তিন রূপ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সচ্ছন্দ [স] ১ বি স্বীয় ইচ্ছা। 'এখন আমাদের মত খরচ পত্রের সচ্ছন্দ মত নহে।' রামরায়, ১৮০১। ২ বিপ স্বাধীন। 'প্রজালোক সচ্ছন্দ হইয়া বসতি করিতে পারে।' রামরায়, ১৮০২।

সচ্ছন্দতা [স] বি স্বাচ্ছন্দ্য। 'সূতিকরী পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির সুখ সচ্ছন্দতা বর্ধনার্থ পৃথিবী মধ্যে যে যে বস্তু সজ্জন করিয়াছেন ...' এডাকর, ১৮৪৭।

সচ্ছন্দ [স] বিপ অভাবহীন; সম্পদশালী। 'অল্পবয়সে সচ্ছন্দ এরূপ কৃষক এদেশে অল্পমাত্রা দুই হয়।' সোমপ্রকাশ, ১৮৬৮।

সচ্ছন্দতা [স] ১ বি প্রাচুর্য। 'এখন ইহাদের সচ্ছন্দতার বাড়াবাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। 'কখনো সচ্ছন্দতা আসে কখনো অভাব।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ বি স্বতন্ত্রকৃত্তা। 'অশেষ অনুকৃতি নিয়ে পুঙ্কিত সচ্ছন্দতা।' আহসান, ১৯৬২।

সচ্ছন্দভাবে ক্রিবিণ সন্তোষিত অবস্থায়। 'দুনিয়ায় সচ্ছন্দভাবে দু-বেলা বাঁচবার জন্যে ...' ওয়াশী, ১৯৪৮।

সচ্ছন্দীলতা [স] সচ্ছন্দ্য বি সন্তোষসম্পন্ন অবস্থা। 'তত্ত্বা সচ্ছন্দীলত নিত্য প্রকাশ করিতেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

সচ্ছন্দ [স] স্বচ্ছন্দ্য বিপ স্বচ্ছন্দ্য। 'সচ্ছন্দ কামধেনু জ্ঞা করএ বিসরায়।' রামাই, ১৭১০।

সচ্ছন্দ [স] স্বচ্ছন্দ্য বি সুহৃদ। 'বিদ্যাগতি কহ এখন সচ্ছন্দ। অসে ভসম নহ মলয়জঙ্গম।' বিদ্যাগতি, ১৪৩০।

সচ্ছিদ্র [স] বিপ দ্বিগুণকৃত। 'বস্তু কর্তৃক মণি সচ্ছিদ্র হওয়ার পর আমি সূত্রে সুকৃষ করে বেতকলিক উত্তরে যাব।' মুক্তভাষা, ১৯৬৬।

সজ্ঞ [স] সজ্ঞা বিপ সজ্জিত। 'এবে সজ্ঞ কর কাহ আপণে পসার।' বড়ু, ১৪৫০।

সজ্ঞ [স] সজ্ঞা বি দ্রব্য। 'নানা সজ্ঞ গুরিয়া লয় পাখী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সজ্ঞান [স] বি জ্ঞানপূর্ণ হান। 'নিজনে নহে, যোগে নহে - সজ্ঞনে, কর্মের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সজ্ঞনতা [স] বি জনবহুল অবস্থা। 'সজ্ঞনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয় নিজ্ঞনতার সুবিধাটুকু ত্যাগ করিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সজ্ঞনহান [স] বি বাস্তবিত্ত। 'জলকর বনকর ও ব্যাঘাত ও সজ্ঞনহান ও বৃক্ষাত।' ওয়াশী, ১৭৮২।

সজ্ঞনে ক্রিবিণ মানুষের সঙ্গে। 'উঠে সজ্ঞনে গ্রামেরে লোক লোকান্তরে

যশোগাথা কত ছন্দে হে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

সজনসমাজ [স সজন-সমাজ] বি সজনগোষ্ঠী। 'সজনসমাজে হরিব সত্য বাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

সজন [স সজন] বি সখী। 'সজন কোপ করেন দুরন্ত।' ঘিটপী, ১৬০০।

সজনী বি সখী; প্রিয়মী। 'সজনী ডল কএ পেউন ন ডেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সজনে [স সোভজনে] বি ডাঁটাভাজীয়া এক ধরনের সবজি ও তার গাছ। 'সৌধীন চড়ক পার্শ্বক শেষ হলো বলেই যেন দূরুখে সজনে খাড়া কেটে গেলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

সজনেটাঁটা বি সবজিবিশেষ। 'গরানহাটায় সজনেটাঁটা/ কিনেছে পুলিস সাজন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সজনেতলা বি সজনে গাছের তলা। 'সজনেতলার ঘাটে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সজল [স] ১ বিণ জলপূর্ণ। 'সজল জলদরুচি জিনি সেহকণ্ডী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ অশ্রুপূর্ণ। 'উচ্চ করি হরি বোলো সজল নয়নে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'অপূর্বর নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।' শরৎ, ১৯২৬। ৩ বিণ জলবিশিষ্ট। 'দুইই সজল বৃহৎ পুষ্করিনী আছে।' দর্পণ, ১৮১৮।

সজলকোমল [স] বিণ অর্ধ ও নরম। 'পাঠাইহ তব চিত্তবাণি/ যৌনপ্রবে সজলকোমল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সজলসঙ্গী [স] বিণ বৃষ্টিযুক্ত ও শব্দযুক্ত। 'বিশুল হাস্যবধনি সজলসঙ্গীর মেঘনুভিতের মতো ভাঙিয়া পড়িল।' প্রমথ, ১৮৯৮।

সজলবন [স] ১ বিণ জলভরাপূর্ণ মেঘলা। 'আষাঢ় সজলবন আধারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বিণ অশ্রুপূর্ণ। 'ব্যাকুল প্রাণে সজলবন নয়ন পাতে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

সজলতা [স] ১ বি জল রয়েছে এমন অবস্থা। 'পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণবিচিত্রের চাপল্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সরলতা। 'স্বপ্নন মায়ের মমতা সজলতা এত স্বাভাবিক বলেই ...।' জীবন, ১৯৪৮।

সজলনয়ন [স] বি অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'কন্যা সজলনয়নে সর্বিশেষ সমস্ত ভক্তিরে পোতার করিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সজলনয়ান [স সজলনয়ন] বি অশ্রুপূর্ণ চোখ। 'ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় পিয়া মুখে আসে সজল নয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সজলমেঘ [স] বি জলপূর্ণ মেঘ। 'সজলমেঘ কার কাজল-নয়ন মনে করিয়ে দেয়।' নজরুল, ১৯২৭।

সজা [স সজ্ঞা] বি সজ্ঞা করা। **সজাজী** ক্রি সজ্ঞিত করে। 'যুত দখি দুর্ঘে পসার সজাজী।' বড়ু, ১৪৫০। **সজাইজী** ক্রি সজ্ঞিত করে। 'যমুনার পথে আকো ভার সজাইজী।' বড়ু, ১৪৫০। **সজাইলৌ** ক্রি সজ্ঞিত করলাম। 'বিশ্বর কবী সজাইলৌ যুত বোল দহী।' বড়ু, ১৪৫০। **সজাহ** ক্রি সজ্ঞিত করো। 'সজাহ অনল সবি তেজিব জিবন।' মালাধর, ১৫০০।

সজাগ [স সজাগর] ১ বিণ জাগ্রত। 'গিধিনি মন্তক উড়ে সমুখে সজাগ।' রপসার, ১৭৫০। ২ বিণ সচেতন। 'যে যেখানে আছে এক মুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বিণ সচল। 'ওহাচিড়ে করিছে সজাগ তার তুলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সজাগতা [স সজাগরতা] বি জাগ্রত অবস্থা। 'রুচি-আদর্শ সজাগতা সার্থক সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য।' শরীফ, ১৯৬৮।

সজাতিত্ব [স] বি সমশ্রেণীভুক্ততা। 'মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দূতরতা

আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সজাতীয় [স] বি নিজ গোষ্ঠীভুক্ত লোক। 'বিবাহসেওনে সজাতীয়ের ঘর পাওয়া ভার।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৩।

সজাতীয়া [স] বিণ ক্রী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। 'তাহারা সজাতীয়া।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সজার বি পায়ে বড়ো বড়ো কঁটাযুক্ত খরশোনের মতো জন্তুবিশেষ। 'কিচক কটক বনে লুকাই সজার।' মুকুন্দ, ১৬০০। **স্রী সজার**

সজিদা [আ সিজদাহ] বি সেজদা। 'শেষ রাত্রি সজিদা করিয়া মাগে বর।' জালাওল, ১৬৮০।

সজিনা বি সজনে। 'পথে পথে ফুলঝুরি সজিনা ফুলে।' নজরুল, ১৯২৮। **স্র সজনে**

সজিনা-সজনি বি সখা-সখী। 'ওগো আভিনার সজিনা-সজনি।' নজরুল, ১৯২৮।

সজী [স সজিত] বিণ সজ্জিত। 'ভার সজী করি লৈল নানদের নন্দন।' বড়ু, ১৪৫০।

সজীব [স] ১ বিণ জীবিত। 'সজীবে করহ প্রাণ ইথে মিথ্যা অভিশাপ মোহরত জঘ সতত্তর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ প্রাণবন্ত। 'অভিধিকে সজীব করিবার জন্যে এক পাত্রে তত্ত মও প্রস্তুত করিলেক।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ উজ্জল। 'জ্যোয়ার সময়ে সজীব গয়া পাইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বিণ সতেজ। 'ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বিণ চালু। 'আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৬ বিণ সচল; গতিশীল। 'দেহ সজীব থাকিতে আপনারা আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না।' মশাররক, ১৯০৮। ৭ বিণ টাটকা। 'মনে হয় স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী/ কবিতার মতো/ তুমুল ঘোষণা করে অশোকিক সজীব স্ববান্দ।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭৩।

সজীবতা [স] ১ বি উৎসুকতা; উদ্যমশীলতা। 'তাহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি প্রাণলব্ধি। 'সমাজের সজীবতার লক্ষণ নছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সজীবত্ব [স] বি প্রাণময়তা। 'তাহা তাহার মনোবাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিত্রি হইতে লাগিল।' বিভূতি, ১৯২৯।

সজীবন [স] বিণ জীবন্ত। 'তোমর পূজ মোর কাছে আছে সজীবন।' সুলতান, ১৭০০।

সজীবভাবে [স] ক্রিণব জীবন্তরূপে। 'প্রতিনিদিকে সজীবভাবে সরেক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সজুত বি শায়েস্তা। 'যদি ওই মাস্টারক সজুত না করা যায় ...।' কায়শার, ১৯৬৫।

সজ্জ [স সজ্ঞা] বিণ সজ্জিত। 'তুলিতে ধনুক নারে সজ্জ করিবারে।' মালাধর, ১৫০০।

সজ্জ [স সজ্ঞা] বি সরঞ্জাম। 'লইয়া পুজার সজ্জ চল আচায়েন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সজ্জ [ফা সবজী] বি ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি। **সজ্জপত্র** [ফা সবজী-স পত্র] বি ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি। 'সজ্জপত্র সজ্জাগ করিল যথাবিধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সজ্ঞান [স] বি শলোক। 'স্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্ঞান দুর্জন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সজ্জনসভা [স] বি ভদ্রলোকদের বৈঠক। 'সজ্জনসভার বা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সজ্জনসমাজ [স] বি সুধী সমাজ। 'তুষ্টি হইলেন গুনি সজ্জনসমাজ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সজ্জনী [স] সজ্জনা বি সজ্জন। 'পাত্র পুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী সজ্জনী।' অলাপণ, ১৬৮০।

সজ্জা [স] ১ বি সাজের উপকরণ। 'বাদশাহর রৌপ্যময় মটুকাকৃত সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল।' প্যারী, ১৫৫৮। ২ বি পোশাক-পরিচ্ছদ। 'লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ, তোমাতে দুর্দত্ত করি করেছে গোপন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

সজ্জা গজ্জা ১ বি সাজগোজ। 'সন্ধ্যাসী যে রকম সজ্জা গজ্জা করে বসেছিলেন।' হেতুম, ১৮৬১। ২ বি উদ্যোগ-আয়োজন। 'এমনি সজ্জা গজ্জা করে ব্যাড়াইন যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে।' হেতুম, ১৮৬১।

সজ্জায়বহণ [স] বি বেশধারণ। 'কলকাতার নতুন সজ্জায়বহণের এক অকৃতপূর্ব মুহূর্ত।' সুকান্ত, ১৯৪১।

সজ্জিত [স] ১ বিণ অঙ্গভূত। 'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ সাজানো হয়েছে এমন। 'গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সকল দৃষ্টিগোচর করিয়া, আহ্লাদে পূর্ণকিত হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সজ্জীভূত [স] বিণ সজ্জিত। 'রংসজ্জায় সজ্জীভূত হউন।' মীনবন্ধু, ১৮৭৩।

সজ্জাতি [স] বি সং স্হাভীয় বা সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। 'তাহাতে সজ্জাতি-কু-বিশিষ্ট লোক সেখানে যায় না।' দর্পণ, ১৮২৯।

সজ্জাত [স] বিণ বিদিত। 'অনেক পুরুষে সজ্জাত অভিজ্ঞতা দিয়েই ওরা বুঝেছে।' কায়সার, ১৯৬১।

সজ্জান [স] ১ বিণ সচেতন। 'সজ্জান করিএ স্মৃতি গমন সত্বর।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বিণ জ্ঞানকৃত। 'সেই পরিবর্তন এবং পরিবর্তন-সম্ভবনার কেন্দ্রস্থলে যে-একটি সজ্জান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই একদল লোক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সজ্জানতা [স] বি সচেতনতা। 'বাছা সবচেয়ে মায়ের সজ্জানতা যেমন প্রয়োজনীয়।' বেগম, ১৯৪৭।

সজ্জানপূর্বক, সজ্জানপূর্বক [স] ক্রিবিণ সজ্জানে। 'সজ্জানপূর্বক তোমাকে হুকুম দিতেছি।' মের্স, ১৭৭০। 'হরসুন্দর নন্দ পত ১৭ বৈশাখ শুক্লবার সজ্জান পূর্বক ৩ তীর নীচে ... পরলোক গমন করিয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সজ্জানে ক্রিবিণ জ্ঞাতসারে। 'সজ্জানে প্রবঞ্চনা করে চলবে সে।' জীবন, ১৯৩১।

সম্ভ্য [স] পদার্থ ১ বি কারখানা। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি গঠন। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সম্ভাষার [স] বি স্হাষারপূর্ণ অবস্থা; রাগাশ্রিত ভাব। 'কেমবরী সম্ভাষারে বসিলেন - ও ঠাকুরকে আজই বিদায় কর।' বনকুল, ১৯৩৬।

সম্ভার [স] ক্র- [স] ক্রি ঝরে পড়া। 'সম্ভারে ক্রি ঝরে পড়ে।' মুকুতা চিকুরভার সুসন সম্বারে।' কুঞ্জরায়, ১৭২০।

সমগ্রান [স] শয়ন বি শয়ন। 'আসাএ মন্দির নিশি গমাবাএ সুখে ন সুত সমগ্রান।' বিদ্যাপতি, ১৪৮০।

সম্ভারমাণ [স] ১ বি জমা। 'তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিল সম্ভার।' কুঞ্জরায়,

১৫৮০; 'কামানল চয় করিছে সম্ভার।' রামহসাদ, ১৭৮০। ২ বি প্রতিষ্ঠা। 'দুঃখ রহিল মনে স্বামী দিব অন্য জনে সম্ভার করিয়া ধরপারী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ ভিতর। 'বিভা দিল রাজকন্যা নানাবন ডিসার সম্ভার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি সম্ভার। 'করহ সম্ভার, উহা অতীত দুর্দত্ত।' শিশির, ১৮৮৭। ৫ বি রাশি। 'হৃদয়ের 'পরে লই তব শুশ্রূষা, কল্যাণসম্ভার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

সম্ভারকারি [স] সম্ভারকারী বিণ সম্ভার করে এমন। 'সম্ভারকারি ভাতারদিনের মধ্যে একজন।' বন্দুত, ১৮২৯।

সম্ভারন [স] ১ বি সজ্জিত ধন। 'সর্বব্যত কৃপণের শেষ সম্ভারন।' সুধীশ, ১৯৩২। ২ বি একাধিক গ্রহের সম্ভার। 'তিনখানা গল্প সম্ভারন ও একখানা নাটক।' মানিক, ১৯৪০।

সম্ভারশায় [স] বি কোনো কিছু সম্ভার করে রাখার পাত্র। 'অততি সম্ভারশায় কয়ে খালি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সম্ভারপ্রায়ী [স] বিণ জমা করতে চায় এমন। 'মধুকরশয় হিন্দু সম্ভারপ্রায়ী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সম্ভার ভাতার [স] সম্ভার-ভাতাপাত্র বি ব্যাক। সম্ভার ভাতারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি ...।' দর্পণ, ১৮২৮।

সম্ভারশীল [স] বিণ সম্ভার করে এমন। 'সম্ভারশীল জমিদার বাড়িয়া আপনং নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

সম্ভারশীলতা [স] বি জমানোর প্রবণতা। 'ক্ষমা ও দুর্বলতা, সম্ভারশীলতা ও মোহ, বিনয় ও কপটতা ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সম্ভার্য [স] ক্রিবিণ সম্ভারের জন্য। 'শ্রীমদপুরে যে সম্ভার্য বাক্স ছির হইয়াছে ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

সম্ভারি [স] সম্ভারী বিণ সম্ভারকারী। 'অকর্ণশা মধুমক্ষিকা সম্ভারি মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক হয়।' বন্দুত, ১৮২৯।

সম্ভারিত [স] বিণ সংগৃহীত। 'ও শেফালি, জানো কার সম্ভারিত খুদ তোমাকে দিলাম?' শক্তি, ১৯৭০।

সম্ভারী [স] বি সম্ভারকারী। 'এগো সম্ভারী, উভূত বা করিবে দান।' নজরুল, ১৯২৮।

সম্ভিত [স] বিণ জমা করা হয়েছে এমন। 'দিনে দিনে সম্ভিত ভৈল বিখর দহী।' বটু, ১৪৫০।

সম্ভিতার্থ [স] বি সম্ভিত টাকাকড়ি। 'পরস্পরে যে সম্ভিতার্থ অপহরণ করিবে, সে তথ্য অনেক নিবারণ হইয়াছে।' বজ্রিম, ১৮৯২।

সম্ভারমান [স] বিণ সম্ভার হয়েছে এমন। 'অপরমিত বাছা, অবিচলিত শক্তি এবং সম্ভারমান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সম্ভরণ [স] বি বিক্রয়। 'পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন থাকিয়া মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সম্ভরণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সম্ভরণক্ষেত্র [স] বি বিচরণের স্থান। 'দীর্ঘদিনের সম্ভরণক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া অন্তঃপুরে চাকুর কাছে ফিরিয়া আসিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সম্ভরণশীল [স] বিণ ছড়িয়ে পড়ছে এমন। 'রঙের পিত যেন সম্ভরণশীল।' শওকত, ১৯৫৮।

সম্ভরণমাণ [স] বিণ চলমান। 'বৃষ্টির দিনে দেখেছে সম্ভরণমাণ ট্রাম

সিঁমারের মতো ...।' শক্তি, ১৮৬৯।

সঙ্করা [স সঙ্করণ] > কি বিচরণ করা; দীতি পাওয়া। সঙ্কর কি গমন করে। 'বড়ই শাপি স সঙ্কর চোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সঙ্করে কি দীতি পার। 'দশন কিয়ে কত বিজুরি সঙ্করে।' বড়, ১৫৭০। সঙ্কর কি সঙ্কারিত হয়। 'খরতর বেশ সমীরণ সঙ্কর চকরিণ কর রোলে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সঙ্করিত বিপ বিচরণশীল। 'দিয়েছিলে ছালি শ্রেতসঙ্করিত ধ্বংসে উপসবের অতির দীপালী।' সুবিন্দু, ১৯২৯।

সঙ্কারি বিপ সঙ্কারিত। 'সন্ধানতে কিকিত অণ্ডে সঙ্কারি রহিল।' সুলতান, ১৭০০।

সঙ্কলন [স বি গতি। সঙ্কলনশীল।] > বিপ চলামন। 'ক্রত সঙ্কলনশীল অঙ্গুলিতলির সহিত।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সঙ্কলমান [স বিপ গতিশীল।] > সঙ্কলের সঞ্চালিত সঙ্কলমান ইচ্ছার বেশ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সঙ্কলিতা [স বিপ স্ত্রী আবেলিত।] > চৈতন্যবনে মম চিত্তবনে বাদীমল্লরী সঙ্কলিতা।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

সঙ্কা [স সঙ্কর] > কি যাওয়া। 'সকল দোষহীন হইল শুভদিন প্রথম বাসরে সঙ্করে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সঙ্কা [স সঙ্কর] > ১ কি সঙ্কর বা জমা করা। 'শোহা লাক্ষা সোন গব্য বিক্রম সঙ্কির বহু ধন।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কুল-ভাড়া বাধ্য কোলে করে সঙ্কিল।' জমী, ১৯০১। ২ কি গর্ভসঙ্কর হওয়া। 'সঙ্কিতে।' মানোএল, ১৭৪০। সঙ্কি কি সঙ্কিত করে। 'বহু ধন কড়ি সঙ্কি মনুষ্য সকলে।' সুলতান, ১৭০০।

সঙ্কার [স ১ বি গমনাগমন।] > 'কারে বলি যামি দিন শবের সঙ্কার।' বড়, ১৫৮০। ২ বি উপস্থিতি। 'বিপদ-কালিমে গিয়া হইয়া সঙ্কার।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ বি গর্ভসঙ্কার। 'মানোএল, ১৭৪০। ৪ বি আবির্ভাব। 'সেই হৈতে হইল জন্মের সঙ্কার।' রূপরাম, ১৭৫০। ৫ বি প্রচার। 'এইরূপে বিব্রাভন বে নাথিকমতের সঙ্কার করিয়াছিল ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৬ বি প্রচলন। 'কামশীর্ষেতে অনেক কাশাবধি হিন্দু ধর্মের সঙ্কার আছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৭ বি আরম্ভ। 'শীতের সঙ্কার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে।' অক্ষর, ১৮৫২। ৮ বি চলাফেরা। 'এই বিব্রন অরণ্যেতে জন্মপ্রাণীরও সঙ্কার নাই।' মাইকেল, ১৮৭৪।

সঙ্কারকেন্দ্র [স বি বিচরণের স্থান।] > 'তুমি বোঝা আমাদের আত্মার আকাশ, অপার সঙ্কারকেন্দ্র।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সঙ্কারণ [স বি সৃষ্টি।] > 'চিহ্নের কমলে মায়া হয় সঙ্কারণ।' তপ, ১৮৫৮।

সঙ্কারীণী বিপ স্ত্রী সঙ্করণশীল; আবেলিত। 'সে সঙ্কারীণী লতার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সঙ্কারমান [স বিপ গতিভাঙ।] > 'মেঘতোলা বেন সঙ্কারমান হয়ে উঠে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

সঙ্কারিত [স বিপ ব্যাধ।] > 'সমস্ত তুকেই দ্বাধু সঙ্কারিত আছে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সঙ্কারী [স ১ বি মনের যে ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না।] > 'সুদীপ সঙ্কিতভাব হর্বাদি সঙ্কারী।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ২ বি সংকুচিত অলম্ব্যভাঙের অনুভূতি। 'কাবের ভাববিশেষ।' 'হায়ী ও সঙ্কারী ভাব নানা প্রকার উদ্ভিদ হে।' বঙ্গবর্ষ, ১৮৭২। ৩ বি প্রপাদন। 'সংকীর্ণের তৃতীয় দ্রুত বা চরণ।' 'বাক্যও তো একটি নটনারায়ণ -

আহুয়ী, অন্তরা, আভোগ, সঙ্কারী পুরোপুরি।' প্রশম, ১৯০৮।

সঙ্কালন [স ১ বি চালানা।] > 'দুই হস্তে অশি-ধারণপূর্বক সঙ্কালন করিতে লাগিলেন।' রত্নিম, ১৮৬৫। ২ বি সভাচড়া। 'মহাকর্ণধর ইতস্ততঃ সঙ্কালন করিতেছেন।' রত্নিম, ১৮৭৪।

সঙ্কালিত [স ১ বিপ আবেলিত।] > 'সম্ভাতিত এবং সঙ্কালিত।' রত্নিম, ১৮৭৫। ২ বিপ পরিচালিত। 'গোকুল রক্ষা করিতে লিখনি যে সঙ্কালিত হইয়াছে ...।' মহাশয়, ১৮৮৯।

সঙ্কিত ব্র সঙ্কর

সঙ্কণ [স সংযোগ।] বি যোগাযোগ। 'কলিতার আনিবার কারণ সঙ্কণ করে।' ক্যাপসে, ১৭৮৭।

সঙ্কম [স সংযোগ।] বি সংযোগ। 'এক ক্ষণ করহ জদি সঙ্কম করিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সঙ্কাত [স ১ বিপ উভাত; উপপন্ন।] > 'সত্য সঙ্কাত সতে অকুর আমিল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিপ সংঘত। 'কোহতে রাবির আশি বচন সঙ্কাত।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সঙ্কি কি জমে ওঠা। সঙ্কর কি জমে। 'আশনি সঙ্কাবে সভা গীত আর নাটে।' রূপরাম, ১৭৫০।

সঙ্কীবন [স বিপ স্ত্রীর দান করে এমন।] > 'নিজের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের সঙ্কীবনশ্রেণী সাধনা করিয়ে বলিয়া মনকে আজ গুরুত করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'তব সুর-সঙ্কীবনে ফুলকলি-দল মুক্তি লাগি, মেলিয়ে চুপি'। আহসান, ১৯৪৪।

সঙ্কীবনী [স বিপ স্ত্রী প্রাণদান করে এমন।] > 'উপান কুশপাদি চিহ্নি সঙ্কীবনী মথিত করিল কুশল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মদনসঙ্কীবনী রাক্ষসকে সেবিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সঙ্কীবিত [স ১ বিপ পুনরুজ্জীবিত।] > 'সেই সুখানন্দ আমার করতলে সঙ্কীবিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯৮০। ২ বিপ পুনরুজ্জীবিত। 'পুনরায় সঙ্কীবিত করিয়া তুলিতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি জীবন। 'ভারতকে সঙ্কীবিত রাখিতে চাও তবে ...।' জগদীশ, ১৯১৮।

সঙ্কোষা [স সন্ধ্যা] > বি সন্ধ্যাবেলা। 'আজি সঙ্কোষালা যা হবে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সঙ্কোষণ [স সংযোগ।] ১ বি সংযোগ। 'কুমার সঙ্কোষণ হেঁচু বাড়িল মকরকেন্দ্র।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সম্পর্ক। 'শাহার সঙ্কোষে আশি অভিনয় রতা।' জালাল, ১৬৮০।

সঙ্কোণী কি যোগাযোগ করা। 'স্ট সেমে সঙ্কোণিয়া কৃষ্ণ পূর তিন জনে।' মালাধর, ১৫০০।

স্ট [স স্টা] > বিপ ছয় সংখ্যক। 'মা'হর স্ট পুর মোরে দেহ নৃপবর।' মালাধর, ১৫০০।

স্টকাল কি ছয়কাল। 'স্টকাল ভূকাল চান্দ্রায়ন ব্রত বিধি।' মালাধর, ১৫০০।

স্টা [স স্টা] > বি প্রত্যকর। 'এক্ষণ স্টের কাল পড়িয়াছে।' রামরাম, ১৮০১।

স্টা [ধন্য।] বি ক্রতভাসুচ লখ। 'স্ট করে চুখকাকুটী লৌহখণ্ড-বৎ বিনা দ্বিধায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

স্টকানো, স্টকানো [বি] কি পলায়ন করা। 'সাঁড়া না দিয়া স্টকিবার উপক্রম করিলেক।' তারিণী, ১৮০০; 'ইমানদার মাদুঘের সর্বনাশ করতাহে না স্টকানোহে?' ওয়ালী, ১৯৪৮। স্টকেই কি পলায়ন

করেছি। 'প্রাণ নিয়ে ড সটকেছি রে করবি এখন কী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সটকে পড়া ক্রি পলায়ন করা। 'একসময় আমাদের সটকে পড়তে হয়।' জীবন, ১৯৩২।

সটকাঁ [বি সটকা] বি নলবিশিষ্ট আলবোলা। 'সটকায় তামাক টানিতেছিলে।' বঙ্কিম, ১৮৮৮।

সটান ১ ক্রিবিধ নিশ্চিতভাবে। 'হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান ছলে ডুবিয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিধ লম্বালম্বিভাবে। 'মেরিকীয় লোকগণ ভাষ্যদের অশ্বতরের জিনের উপর মাথা দিয়া মাটিতেই সটান গুইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৩ ক্রিবিধ সোজাসুজি। 'গতিক দেখিয়া অধিক না গিয়া সটান পণার পার।' নজরুল, ১৯২৪।

সটানে ক্রিবিধ দ্রুততার সঙ্গে। 'সটানে পরেছি মোজা, ঘষে নিয়ে হাতের বোতাম।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সটীক [স সটিক] বি পত্র। 'বুধা যায় সটীক ফটিক জল ডাকে।' রামহাদয়, ১৭৮০।

সটীক [স] বিণ টীকাসহ। 'কপিলদেবকৃত সংখ্যাসূত্র সটীক নাগরী অক্ষরে ছাপা হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

স-ডালি বিণ উপটৌকনসহ। 'স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।' বনমল্ল, ১৯৩৬।

সডিয়াম [সি] বি রাসায়নিক মৌলবিশেষ। 'সডিয়ামের সঙ্গে ও ক্রোমাইনের সঙ্গে অক্সিজানের সংযোগবিশেষ লবণ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সড়ক [আ সরক] বি রাস্তা। ওসাঁ, ১৭৮৫; 'লোথায় বাড়ী কেউ জালে না কোন সড়কের মোড়ে।' সুকুমার, ১৯১৮।

সড়কি, সড়কী [স শলাকীয়া] বি বর্ণা। 'আমার তিনটে সড়কী আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'চলো ছুটে চল, সড়কী দুরাণ্ড।' জসীম, ১৯৩৩।

সড়কিওয়ালী [স শলাকীয়া>+বি ওয়ালী] ক্রি বর্ণা বা বস্তুম নিক্ষেপকারী। 'প্যারীসুন্দরীর সাদীয়ালাগল মধ্যে সড়কিওয়ালী সন্দর অনেক ছিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

সড়গড় বিণ আয়ত্ত। 'জদ্রতা রকর মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সড়ঙ্গ [স বড়ঙ্গ] বি সেহের ছয়টি অংশ বা অবয়ব। 'মামিরে আনিল ঘরে সড়ঙ্গে গুঞ্জিয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

সড়গড় [ধন্যা] বি পিছিলি কিছু সরে যাওয়ার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সড়া বিণ পচা। 'সড়া গন্ধে তৈললা গাই খাইতে না পারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সড়াক [ধন্যা] বি দ্রুত গতিতে কোনো কিছুর সরে যাওয়ার ফলে স্ট্র শব্দ। 'সড়াক করে লাফিয়ে ... গালিয়ে গেল।' জীবন, ১৯৩২।

সড়াতা, সড়াহ [ধন্যা] বি উপর থেকে পিছলে মাটিতে সরার শব্দ। 'মড়াত করে পড়েছি সড়াত করে।' নজরুল, ১৯২৬; 'সড়াং করে করুন সরিয়ে নেবে টেরও পারে না।' জীবন, ১৯৩১।

সড়ি [ও সড়কি] বিণ সিল। 'সড়ি পড়িআ রে মুঢ় ভাব মায়াই।' চর্যা ৪৫, ১২০০।

সড়িত [ও সড়কি] বিণ পচে গন্ধ হয়েয়ে এমন। 'লখাই সড়িত হৈল দেবীর কুপায়।' ক্ষেতকা, ১৫৬০।

সর্শে [স সর্গ] ক্রিবিধ সর্শে। 'এতেক সাজনি কিছার মানুষের রণে গরুড় সাজও কিবা মশকের সর্শে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সং [স] ১ বিণ জ্ঞানী। 'অতি বিদ্যান সংকবি এ কথা শুনিয়া ...।' রামরাম, ১৮০১। ২ বিণ সত্য। 'প্রকৃত যে শরীর, সেই বস্তু সং।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিণ সাধু। 'ধৃত শৃগাল কুটুকে সন্ধ্যাখিয়া কহিল, ভাই! তুমি কি সং পক্ষী।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৪ বিণ হুম্মী; বাস্তব। 'মায়াময় এ জহৎ নহে সং নহে সং যেন পদপত্রবৎ, তদুপরীরীর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সংকবি [স] বি ভালো কবি। 'সংকবি তুহুর গায়ক বাসাকিয়াতে ডালজ্ঞ।' রামরাম, ১৮০১।

সংকর্ম, সংকর্ম [স] বি ভালো কাজ। 'যশ সংকর্ম সব প্রচারিয়া দিব।' সুপত্ন, ১৭০০; 'ইহা হইতে রুত সংকর্ম হইবার সম্ভাবনা ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সংকাজ [স সংকার] বি পুণ্য কাজ। 'এসব হল সংকাজ।' ময়নিক, ১৯৪০।

সংকার [স] ১ বি অন্ত্যোক্তিবিধ। 'প্রার্থসক্তি কর গিয়া রাজার সংকারে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সম্মান; সমাদর। 'এখন এ দূত মহাশয়েরও আতিথ্য সংকারের আয়োজন করুন।' মাইকেল, ১৮৭৪। ৩ বি সেবা। 'অতিথি সংকার কথাটা কি শোনানি করুনো।' শিবরাম, ১৯৭০।

সংকার সমিতি [স] বি মৃতদেহের শেষকৃত্য করণের সংগঠন। 'ভাদের নিমন্তনায় গোড়াইবার জন্য সংকার সমিতি আছে।' মনসুর, ১৯৪০।

সংকার্য [স] বি পুণ্য কাজ। 'যে সকল লোক পৃথিবীতে সংকার্য করিয়া যান তাঁহার ঋতু হন।' হরহাদয়, ১৮৮১।

সংকীর্তি, সংকীর্তি [স] বি কল্যাণমূলক কাজ। 'যাহার ... সংকীর্তি কানী গয়া প্রকৃতি তাঁরই এখনও আছে।' গৌর, ১৮২২।

সংকীর্তিপত্র, সংকীর্তিপত্র [স] বি প্রশংসাপত্র। 'ইংরেজি বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুসচিত্র সংকীর্তিপত্র।' দর্পণ, ১৮২২।

সংকুল [স] ১ বিণ উঁচু বংশজাত। 'নীচজাতি হৈলে নহে ডঙ্কনে অযোগ্য। সংকুল বংশ নহে ডঙ্কনে যোগ্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বংশমর্যাদা। 'এই বিষয়ে দৃশ্যত করিয়া সংকুল ও বংশ রক্ষা করেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সংকুলশ্রদীপ [স] বি ভালো বংশের ছেলে। 'কোন সংকুলশ্রদীপ কনকপুষ্প সন্ধান সহ্য করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সংকুলোত্তর [স] বিণ ভালো বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'সে সংকুলোত্তর।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সংকৃত [স] বিণ সমাদৃত। 'অতিথির মতো তাঁকে সংকৃত করব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সংকৃতা [স] বিণ সম্মানিত। 'সুশীলা সুগতিচিহ্ন সংকৃতা সমুদ্র।' ময়নিক, ১৭৮১।

সংক্রিয়া [স] ১ বি ভালো কাজ। 'সেবতার ইচ্ছাক্রমে ইহার সংক্রিয়ার পরিসীমা রহিল না।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি সংস্কার। 'মহারথিগণের দৈহিক সংক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

সংগুণ [স] বি ভালো গুণ। 'সংগুণ শিক্ষা পাইয়া থাকে।' ইমান, ১৯০০।

সংজন [স] বি সাধু মানুষ। 'করে গদা, শাপী আমি, তুমি সংজন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সব্দীতি [স] বি সুনীতি। 'আদব তমিষ ও সাধারণ সব্দীতি।' ইমান, ১৯০০।

সংগন্ধাদর্শক [স] বিণ সং গন্ধ দেখান এমন। 'একজন অতিশয় সাধু, ধার্মিক ও সংগন্ধাদর্শক লোক ছিলেন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সংগরামর্শ [স] বি ভালো উপদেশ। 'তুমি আমাকে সংগরামর্শ যে হয় তাহা দিও।' কেরি, ১৮০২।

সংগষ্টী [স] বি অভিজাত লোকালয়; অল্পলোক অধ্যুষিত এলাকা। 'অশাসিত রাজ্যের ন্যায় বহুহাম এবং সংগষ্টী রাজধানীত্যাগিতে যোচ্ছাচার।' সুখাবর্ষণ, ১৮৫৫।

সংগাধ [স] বি উপযুক্ত বর। 'কন্যা যদি সংগাধে প্রদান করা হয়, তবে সে কন্যা দশ পুত্রদুলা।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সংগ্ৰহাশালক [স] বি সুঠাভাবে গ্ৰহা পালনকারী। 'ধন্য ধন্য ধার্মিক ... সংগ্ৰহাশালক।' ভবানী, ১৮২৫।

সংবিজ্ঞাতা [স] বি প্রশান্ত অবস্থা। 'মহাসাগরের কল কখনও কি সংবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিল হির।' জীবন, ১৯৪৮।

সংবল্য [স] বি ভালো মানুষ; সজ্জন। 'জমায় না ভিড় অসং এসে যেন গো সংবল্যকের দলে।' নজরুল, ১৯৩০।

সংবলা [স] বি উত্তম পরামর্শ। 'সংবলা যে হয় তাহা দিও।' কেরি, ১৮০২।

সংবিশ্বা [স] বি সুশিক্ষা। 'নিজেকে নানাভাবে সংবিশ্বায় শিক্ষিত করে তোলা।' সূক্তান্ত, ১৯৪৩।

সংবাসন [স] বি সত্যের পক্ষে কাজ করার সাহস; মনোবল। 'এ কু-অনুশাসনের উপেক্ষা করার একটুকু সংবাসন নেই এঁদের।' বেগম, ১৯৪৯।

সংবাসনিক [স] বিণ কল্যাণমুখী সাহসপূর্ণ। 'এই সংবাসনিক নৃপতি রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সংবাসহী [স] বিণ সং সাহসের অধিকারী। 'আমাদের বলবান ও সংবাসহী হতে হবে।' মোতাহার, ১৯৩৯।

সংবাহিত্য [স] বি শিক্ষামূলক রচনা। 'শিশুপাঠ্য ইংরেজী সংবাহিত্যের কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেছেন।' মুখশেষ, ১৯৭০।

সং^১ [সং সং] বি পিতা বা মাতার অন্য বিবাহ সম্পর্কিত। সংবাপ বি নিষিদ্ধ। মানোএল, ১৯৪৩।

সংমা^১ বি বিমাতা। 'তখন বাবুবে মায়ের চেয়ে সংমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সতমা, সত মা [সং সং] বি বিমাতা। 'সত মায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস।' বিজয়, ১৬৫০; 'সতমায়ের সেটা।' ওর্সাঁ, ১৭৭৯।

সত^২ [সং সত্য] বিণ সত্য। 'যে কাজ বোঁসো তোমাক তাত কর সত।' বড়ু, ১৪৫০।

সত^৩ [সং শতা] বিণ শত। 'পরসি পরাণে জাগ সত জাগই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সতত্ত্ব বিণ শত। 'তোমার হ্রদে সনাত সিক্তা ১৭৫ এক সতত্ত্ব পচাত্তর তক্তা।' মের্স, ১৭৫৭।

সতকুটী [সং শতকোটি] বিণ শত কোটি। 'প্রনাম্য সতকুটী।' ওর্সাঁ, ১৭৭৯।

সতজ্ঞপ [সং শতযুগ] বি একশত যুগ। 'সতজ্ঞপ হেন মোরা মনেতে

করি।' মালাধর, ১৫০০।

সতদল [সং শতদল] বি পদ্মকুল। 'কাম্বল পারুল ফুলে কুন্দ জোড় সতদলে।' মালাধর, ১৫০০।

সতলক্ষ [সং শতলক্ষ] বিণ অসংখ্য। 'সুবর্ন ভূসিত দেখি সতলক্ষ দাসি।' মালাধর, ১৫০০।

সতলক্ষকুটী [সং শতলক্ষকোটি] বিণ শতলক্ষকোটি; অসংখ্য। 'প্রনাম্য সতলক্ষকুটী।' ওর্সাঁ, ১৭৮২।

সতসহস্র [সং শতসহস্র] বিণ শত-সহস্র। ওর্সাঁ, ১৭৮২।

সতেক [সং শতেক] বিণ একশত। 'শাকে ডিএরইল সমুদ্র সতেক জোজন।' মালাধর, ১৫০০।

সতজ বি সত্য। 'আসনে বনাইল তারে সতজে পুজিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সতত [সং] ক্রিবিণ অনবরত; সর্বদা। 'সতত সে নৃত্যকলা তাহে চিড়ু রহি গেলা।' মালাধর, ১৫০০।

সতং [সং সত্য] ক্রিবিণ সবসময়ে। 'মুরচাবিল করিয়া সতং সাবধানে রহিয়াছে।' রামরায়, ১৮০১।

সততস্পন্দিত [সং] বিণ সর্বদা কম্পিত। 'তোমার যে-ঐশ্বর্যে বাক্য, মঙ্গল, সততস্পন্দিত।' বৃহৎ, ১৯০০।

সতত্ত্ব বিণ দ্বিবিবৃত্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

সতত্ত্ব^১ [সং] ক্রিবিণ বতত্ত্ব বি বেছোচার। 'তোমকে যবে বোল বড়ায় হেন সতত্ত্বের।' বড়ু, ১৪৫০।

সতত্ত্ব^২ [সং বতত্ত্ব] ১ বিণ স্ত্রী স্বাধীন। 'একলা সাধুর দারা আছিলো সতত্ত্ব^২।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ বেছোচারী। 'বিদ্যায় না দিয়া মতি সতে জাব অখোপতি কুলবধু হব সতত্ত্ব^২।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সতত্ত্ব^৩ [সং বতত্ত্ব] বিণ বেছোচারী। 'এ কালের বহু সব নহে সতত্ত্ব^৩।' বড়ু, ১৪৫০।

সতবর্ষ [সং শতবর্ষ] বি একটি ফুলের নাম। 'সতবর্ষ মালতি জুড়ি কুন্দ কুলবক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সতভিষা [সং শতভিষা] বি একটি নক্ষত্রের নাম; শতভিষা। 'কর হাফিজ ভুবন পতিশ বাতি সতভিষা।' গৌর, ১৮২২।

সতমা, সত মা^২ সং

সতর [পা সত্তরস] বিণ সত্তরো (১৭)। 'একুনে এক লক্ষ আশী হাজার হয় শত সতর।' দর্পণ, ১৮২২।

সতরই [পা সত্তরস] বি তারিখের ক্ষেত্রে সত্তরো সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সতরঙ্গি, সতরঙ্গী [আ শতরং] বি মোটা সুতায় তৈরি বড়ো রঙিন চাদরবিশেষ। 'দুলিচা গালিচা সতরঙ্গি মলমল।' রামরায়, ১৮০১। 'সতরঙ্গীশেড়ে বিণ সতরঙ্গি পাড়বিশিষ্ট। 'সতরঙ্গীশেড়ে, কুঁচশেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

সতরঙ্গ, সতরঙ্গ [আ শতরং] ১ বি মোটা সুতায় বোনা গালিচা বিশেষ। 'চামর পামরি তেট সতরঙ্গ গজঘোট পটি সতরঙ্গ লাখে লাখে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সতরঙ্গ গালিচা কত বিহার মসজিদে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি দাবা। 'এত বুলি সাহা সতরঙ্গ খেলা আনি।' আলগোল, ১৬৮০।

সতরঙ্গি [আ শতরং] ১ বি দাবা খেলা। ওর্সাঁ, ১৭৮৫। ২ বি

শতর্কি; পেতে বসার উপযোগী মোটা সুতায়ে তৈরি চাদরবিশেষ।
'সামিয়ানা, সতর্কি মিঞাদের বাড়ী হইতেই আসিত।' তারা,
১৯৪২।

সতরা [স সত্তর]। ক্রি সাতার কাটা। 'দখিন পবন সৌরভে জ্বি সতরব
দুহ বন দন দুই ছুরাবে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সতর্ক [স] বি সাবধান। 'বাখকে তাদ্প দশামন্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া
তর্ক করে...' মুফ্যজর, ১৮১৩।

সতর্ককারী [স] বিণ সতর্ক করে এমন। 'পঞ্চত্রয় মানুষের
সতর্ককারী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সতর্কতা [স] বি সাবধানতা। 'অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক
সতর্কতা হয়।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সতর্কতামিশ্রিত [স] বিণ সাবধানতামুক্ত। 'তাহার স্বর একটু
সতর্কতামিশ্রিত।' বিকৃতি, ১৯২৯।

সতর্কতামূলক [স] বিণ সাবধানী। 'যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না
থাকিলে মৌখিক আশ্বাস...' আজাদ, ১৯৫৭।

সতর্কদৃষ্টি [স] বি সাবধানী দৃষ্টি। 'অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টি রেখেছে
বাজলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।' সাপ্তাহিক বাংলা, ১৯৭১।

সতর্কবাণী [স] বি ইশিয়ারিসূচক বার্তা। 'পাছে কেহ এই
সতর্কবাণীতেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করেন...' আজাদ,
১৯৪১।

সতর্কভাবে [স] ক্রিবিণ সাবধানতার সাথে। 'অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক
অগ্রসরণ্য ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে তাহাকে স্মরণ্য
ভালোবাসি না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সতর্কিত [স] বিণ সতর্ক; সাবধান। 'কুঠীর লোককলমে সতর্কিত,
বিপদে আসছা নাই বলিলেই হয়।' মশাররফ, ১৮৪৫।

সতর্কিতা [স] বিণ স্ত্রী সাবধান। 'হাসনেবানু পুষ্ট হইতেই সতর্কিতা
ছিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫।

সতা [স সপত্নী] বি সপত্নী। 'পতি জাব দেশান্তর ঘরে সতা সত্তর।'।
মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র সতিন

সতাত বিণ বিমাতার গর্ভজাত। 'আর আবদুল খালেক সতাত
বোনের ছেলে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সতাতুনে [স] ক্রিবিণ গ্রহণ করে। 'শামব করিয়া সতাতুনে পথে পথে'
আলাওল, ১৬৮০।

সতাবএ [স সত্তর]। ক্রি উত্তর করে। 'চাঁদ সতাবএ সবিতাহ জীনি'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

স-তিথি বি স্থায়ী অতিথি। 'শার্শুরে লুকা মাফুসার মতো আর নড়তেই
চান না, তিনি তো স-তিথি।' নজরুল, ১৯২৭।

সতিন, সতীন, সতিনি, সতিনী [স সপত্নী] বি স্বামীর ভিন্ন স্ত্রী;
সপত্নী। 'বেড়িয়া বসিয়া সব সতিন লইয়া।' মালখর, ১৫০০;
'সৌভাগ্যে আগলি হৈল জিনিঞা সতিনি।' মালখর, ১৫০০; 'বুড়া
ভর্তা হবে আর চারি চারি সতিনী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'একই শাতড়ী
মোর বহল সতীন।' মর্তুজা, ১৭৫০; 'তোমার সতীন মরিলে তুমি
যদি একটু কান্দ, তা হইলে আমি...'। বঙ্কিম, ১৮৭২; 'ওকে সহিতে
পারতুম না।' ও হত আমার সতীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সতিনী ক্লাশা বি সতীনের দেওয়া যন্ত্রণা। 'তাহাকে সতিনী ক্লাশায়
দক্ষ করিতে লাগিলেন।' রোকেয়া, ১৯০৪।

সতীনবি বি সতিনের মেয়ে। 'বিমাতা সতীনবিকেও এমন পাত্রে
দিতে পারে না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সতীনশো বি সতিনের ছেলে। 'সন্ধ্যায় কি সতীনশোকে যত্ন করে?'
বঙ্কিম, ১৮৮৪।

সতী [স] ১ বিণ সাক্ষী। 'সে কি রাখিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।' বদু,
১৪৫০। ২ বিণ স্ত্রী নিশাপা। 'তুমি কুমারী সতী।' বিজয়, ১৬৫০।
৩ বিণ সহযত্ন। 'এই স্বর্ণ ভোগ সতী না হইলে পাই না।' দর্পণ,
১৮২৩। ৪ বি স্ত্রী। 'বানুর সতী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া
...'। জবানী, ১৮২৫; 'তোমার সুস্বনুতা সতী।' অন্নদা, ১৯২৯। ৫
বিণ ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার সোষ
নেই এমন। 'এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাি প্রকৃত
সতী।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

সতি [স সতী] বি পতিব্রতা; পতির রমণী। 'আমার গমন জেন সতি
নাহি জানে।' মালখর, ১৫০০।

সতীখ্যতি [স] বি স্বামীর চিতায় সহযত্না নারী হিসেবে খ্যতি।
'সতীখ্যতি রটাইব দুহিতার নামে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সতীত্ব [স] ১ বি (নারীর জন্য) পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বিবাহ-
বহির্ভূত যৌনতার সোষ না থাকা। 'সতীত্ব রহিব মোর তার আশা
লৈলে।' আলাওল, ১৬৮০; 'স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম সতীত্ব বজায়
রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি চারিত্রিক
বিশুদ্ধতা। 'এই মত ছলের দ্বারা আপন সতীত্ব প্রকাশ করিত।'।
চরিত্ররঙ্গ, ১৮৫৫।

সতীত্বপ্রাণি বি সতীত্ব রক্ষার গর্ব। 'সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ
দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সতীত্বগৌরব [স] বি সতীত্ব রক্ষার গর্ব। 'সতীত্বগৌরব প্রমাণের
একটা উপলক্ষ্যমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সতীত্বনাশ [স] বি সতীত্বহানি। 'এই তো সতীত্বনাশ।' নজরুল,
১৯২৭।

সতীত্বভঙ্গ [স] বি সতীত্বনাশ। 'কেবল রাজদণ্ডভয়ে, মদনসেনার
সতীত্বভঙ্গে পরাজয় হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সতীত্বময়ী [স সতীত্বময়ী] বি স্ত্রী সতীত্ব সম্পন্ন নারী। 'যে
সতীত্বময়ী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

সতীত্বহরণ [স] বি স্ত্রীলতাহানি। 'কুলকামিনীগণের সতীত্বহরণ,
দেবর্ষি চর্যাকরশ'। সোমহ্রদয়, ১৮৭৩।

সতীত্ব [স সতীত্ব] বি সতীত্ব। 'ব্রাহ্মার সতীত্ব নষ্টো করিলেন।'।
আন্তোনিয়া, ১৭৪৩।

সতীদাহ [স] বি স্বামীর মৃত্যুর পর জীবিত স্ত্রীকেও স্বামীর চিতায়
পুড়িয়ে মারার প্রথা। 'সতীদাহ গেছে উঠে, কন্যাদাহ থাকবে কি?'
সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সতীদাহ-রদ [স সতীদাহ+আ রদ] বি সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা
'সতীদাহ-রদ, বিধবা-বিপদ বাথিয়ে তো ঢেকে এনেছ ফাঁড়া'।
সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

সতীধর্ম, সতীধর্ম [স] বি সতীদাহ প্রথা। 'তাহারা যে সতীধর্ম
পুনঃসংস্থাপন কর্ণ এক পয়দায় সহী করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

সতী নারী [স] বি নিশাপা নারী। 'সে কি রাখিকা ভৈলী সীতা সতী
নারী।' বদু, ১৪৫০।

সতীনবারণ [স] বি সতীদাহ প্রথা রদ। 'গবর্নর জেনরেলের

সতীনিবারণ আইনেতে আমার অত্যন্ত সন্তুষ্টি।' দর্পণ, ১৮৩১।

সতীপণ [স] বি সতীপনা। 'যত সতীপণ সব মিছা জ্ঞান তারে।' বৃত্ত, ১৪৫০।

সতীপণা [স সতী+স পণ] বি সতীত্ব। 'সতীপণা-পক্ষী মোর করিয়ে বন্দী।' বাহরাম, ১৬৫০।

সতীপনা [স সতী+স পণ] ১ বি সতীত্বের গর্ব। 'জ্ঞত সতীপনা সব মিছা জ্ঞান তারে।' বৃত্ত, ১৫৭০। ২ বি সতীত্বের চুড়া গর্ব। 'এত সতীপনা কিসের জ্ঞানো?' নবরঙ্গ, ১৯৪৪।

সতীবিরুদ্ধ [স] বিণ সতীদাহ গ্রন্থার বিরোধী। 'সতীবিরুদ্ধ ক্রোমিজেনিয়ানের পক্ষে যে দরবার বাবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়া গিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

সতীব্যবহার [স] বি সতীদাহ গ্রন্থা প্রচলন। 'সতীব্যবহারের পুনঃস্থাপনবিষয়ে যে দরবার হইয়াছে...' দর্পণ, ১৮৩১।

সতীমঠ [স] বি 'স্বামীর চিতায় সহস্রতা নারীর স্মরণে নির্মিত মন্দির। 'সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানখায়ে কন্যার ভন্ডের পরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সতীরীতি [স] বি সতীদাহ গ্রন্থা। 'সাহেব কহিলেন সতীরীতি যশাস্বর ধর্ম ইহার ছুরিই প্রমাণ।' দর্পণ, ১৮৩২।

সতীরীতিবারণ [স] বি সতীদাহ গ্রন্থা রদ। 'সতীরীতিবারণের প্রথম চেষ্টক অবধা প্রথম ডাফের্ডি ব্যক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন...'। দর্পণ, ১৮৩৪।

সতীলক্ষ্মী [স] বি স্ত্রী সতীসাক্ষী ও লক্ষ্মীধরুণা। 'আমার সুখা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুক।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সতীসাক্ষী [স] বিণ পতিব্রতা। 'সতীসাক্ষী বড়ো জায়ের মতো' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সতীসাক্ষীগিরি [স সতীসাক্ষী-গিরি] বি সতী নারীর আচরণ। 'আমরা রোঁষে বেড়ে বাসন মেজে করছি সতীসাক্ষীগিরি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সতীসাক্ষী [স] বি বিহুদেতে সাক্ষীর মতো সতী। 'মেয়েদের একটামাত্র লক্ষ্য সতীসাক্ষী হয়ে ওঠা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সতী হওণ [স] বি প্রাচীন হিন্দুসমাজে যত স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়ে তীর মৃত্যুরণ। 'কোম্পানির আইনের দ্বারা সতী হওণ যে অবধি রহিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

সতীহত্যা [স] বি 'স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে একই চিতায় উঠিয়ে তীকে হত্যা। 'সতী হত্যার গ্রন্থা তাহার অন্তঃকরণকে প্রথমেই আকর্ষণ করিলেক।' অক্ষয়, ১৮৪২।

সতীন দ্র সন্তিন

সত্ন [স সন্] বিণ সাহসী। হালহেড, ১৭৭৮।

সত্নন [স সত্ন] বি সন্ত। 'নাইকো সত্নন, পড়ছে খসে ইসলামের আজ ছাদ।' নকরঙ্গ, ১৯২৯।

সত্নরি [স সত্ন] ক্রিবিণ সত্নর। মনোএল, ১৭৪৩।

সত্পদশন [স] বিণ অত্যন্ত বিনীত (দাঁতে তুল বা কুটা নিয়ে)। 'বিজ লীমানিক ভনে সত্পদশন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সত্পক্ষ [স] ১ বিণ আবেদনযুক্ত। 'বারবার রাজতনয়ের দিকে সত্পক্ষ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ... গ্রন্থান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২

বিণ অতিশয় আত্মযুক্ত। 'চাতকী যথা সত্পক্ষ নয়নে চাহে আকাশের পানে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সত্পক্ষনয়ন [স] বি অগ্রহী দৃষ্টি। 'প্রাচীর-সংলগ্ন টিকটিক-দম্পতির পানে সত্পক্ষনয়নে চাহিয়া রহিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

সতেজ [স] ১ বিণ সজীব। 'ঐ সকল শস্য সতেজ ও ফলশালি হয়।' প্রভাকর, ১৮৫০। ২ বিণ তেজি। 'শিষ্টাচারী সতেজ জ্ঞানান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ তেজযুক্ত। 'শান্তি কথার বলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।' শ্যামসূর, ১৯৭২।

সতেজাখিত [স] বিণ বলবান; প্রাণপূর্ণ। 'ক্রমে শাব্যার পশ্চব হওতা সতেজাখিত হইয়া হিন্দুদিগকে ছায়াপ্রদান করিতে পারিবেক।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

সতেজে ক্রিবিণ তেজ সহকারে। 'রুদরের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়েচড়ে আবার বেশ শুছিয়ে বসল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সতের [পা সন্তর] বিণ ১৭ সংখ্যক। 'গত বৎসরে সতের হাজার টাকা আয়।' দর্পণ, ১৮১৮।

সতেরোই [পা সন্তর] বিণ তারিখের ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যক। ওয়া, ১৭৮৫।

সতের কিস সতেরো; ১৭ সংখ্যক। '১৭৬২ সতের সপ্ত বাসান্টি সপ্তাঙ্গের্য, ১৭৬২।

সতেশ্বর [স] বি অলঙ্কার বিশেষ। 'গলে সতেশ্বর হার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সতেশ্বরী [স] বি শতকোটি। 'সতেশ্বরী নিবেদনঞ্জ।' ওয়া, ১৭৭৯।

সন্তম বিণ শ্রেষ্ঠ। 'বলো জয় নরোত্তম পুরুষ-সন্তম জয় তপস্বী রাজ হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সন্ত মা [সন্ত] বি বিমাতা। 'সন্ত মায়ের পায়ে সর্মগিআ মোর মারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সন্তর [পা সন্তর] বিণ ৭০ সংখ্যক। 'সন্তর হাজার অশ্ব কৈলা পরপাম।' সুলতান, ১৭০০।

সন্তরি [পা] বিণ ৭০ সংখ্যক। 'লহিতে হইলে সন্তরি টাকা লাগিবেক।' দর্পণ, ১৮২১।

সন্তরী [স সত্বর] ক্রিবিণ শিগগির; দ্রুত। 'এই ক্ষনে রথ মোর চাশায় সন্তরী।' হালহেড, ১৭৭৮।

সন্তা [স] বি অস্তিত্ব। 'প্রকৃত শরীরে যে সন্তা, তাহার সেই সন্তা তদ্ব্যতিরেকে তাহার সন্তা নাই।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সন্তাবোধ [স] বি অস্তিত্ববোধ। 'আত্মবিরোধী বহুমুখীনতার মধ্যে ব্যক্তির সন্তাবোধ সুসামঞ্জস্য এবং বিকাশধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটায়।' শিব, ১৯৫০।

সন্তাসাগর [স] বি অস্তিত্বরূপ সাগর। 'ভুব দিয়ে দেখো সন্তাসাগর তলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সন্তাধিকার [স স্তাধিকার] বি মালিকানা। 'কৃষকদিগের হস্তে ভূমির সন্তাধিকার নাই।' দিক্‌শঙ্কর, ১৮৬৯।

সন্তাধিকারী [স স্তাধিকারী] বি মালিক। 'সন্তাধিকারী না থাকতে তাহার তাহার সন্তাধিকারী হইতেছে না।' দিক্‌শঙ্কর, ১৮৬৯।

সন্তি [স] বি সত্য। 'সন্তি ছুগো দিল সাঁঝা বসুআ আমনি।' রামাই, ১৭১০।

সত্ৰু [স। বি ক্রিওদের শ্রেষ্ঠটি। 'সত্ৰু রজঃ তম তিন গুণের জননী।' ভারত, ১৭৬০।

সত্ৰুপত্ত [স। বি প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ: মহৎ-প্রযত্ন। 'সত্ৰুপত্তে ব্রহ্মাণী আপনি মহামায়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সত্ৰুপত্তা [স। বিণ অস্তিত্ব আছে এমন। 'তোমাতে যে গুণাভীত সত্ৰুপত্তা কহি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সত্ৰুপন্থা [স। বিণ সত্ৰাণী। 'সত্ৰুপন্থ্য সমরপড়ির অস্তিত্বশূন্য আলোর দেশ।' জীবন, ১৯৩২।

সত্ৰু [স। বি অস্তিত্ব। 'গুণ ছাড়া কোন বস্তুর সত্ৰুর সম্ভব হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

সত্ৰে [স। ক্রিবিণ বর্তমান থাকে অবস্থায়। 'জ্যোতসত্ৰে কনিষ্ঠের রাজ্যে হওয়া ধর্মবিরুদ্ধ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সত্ৰেও ক্রিবিণ থাকার বা করার পরও। 'কেতাব করা কর্ম সত্ৰেও মধ্যোঃ পাঠশালা দেখিতে যাইতেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

সত্ৰু [স। সত্ৰা বি প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। 'সত্ৰু রজ তম সোমাস্তি তিন গুণ ধারি।' মালাধর, ১৫০০।

সত্ৰুচিন্ত [স। সত্যচিন্ত বি সত্যনিষ্ঠ মন। 'নানা জ্ঞান নানা দান করিল সত্ৰুচিন্তে।' মালাধর, ১৫০০।

সত্ৰুর [স। সত্ৰকী বিণ সত্ৰক। 'সত্ৰুর হত্যা রাহি থাকে মাথনাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

সত্ৰুর [স। ক্রিবিণ দ্রুত। 'অস্ত্র লেগা রথে চড়ি খাইলা সত্ৰুর।' মালাধর, ১৫০০।

সত্ৰুরতা [স। বি শীঘ্রতা। 'তাহার কিছুমাত্র সত্ৰুরতা নাই।' বৈষ্ণব, ১৯০৭।

সত্ৰুরিত [স। বিণ গতিশ্রান্ত। 'কি উপসাহের সহিত সত্ৰুরিত হইয়া অধিকাংশ প্রচার করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সত্ৰুরে [স। ক্রিবিণ দ্রুত। 'আজ্ঞার পাপক রাখা আইস সত্ৰুরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সত্য [স। ১ বি চার যুগের প্রথম যুগ (হিন্দুপুরাণ)। 'সত্য য়োভা ঘাপর কপী আকে নিরঞ্জন কায়া।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ সঠিক। 'বোলে দামোদর সত্য বচনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ শাস্ত্যত। 'সত্য ধর্ম শাস্ত্যত জ্ঞানবন্ত ধীর।' বাহরাম, ১৬৫০। ৪ বি প্রতিজ্ঞা; শপথ। 'সমাহিত হৈয়া যদি সত্য কর তুজি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৭। ৫ বিণ বাস্তব। 'এই পৃথিবীর রূপ রক্ত সন্মত সত্য।' জীবন, ১৯৪২।

সত্যকর্মণ [স। বি সত্য বলা। 'সত্যকর্মণ সর্বাভিকরণে সর্বধা আবশ্যক হইয়াছে।' সেবধি, ১৮৩৯।

সত্যকাজ [স। সত্যকারী বি যথার্থ কাজ। 'কেউ এতটুকু সত্যকাজ করছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সত্যকার [স। সত্য+কার। ১ বিণ বাস্তব। 'যখন ভ্রাতাদিগকে সত্যকার কাজে ঋণটাইবার অবসর পাই না, তখন সত্যদের সহিত একটা বোকাপড়া করিয়া একটা কাচের ভান গড়িয়া তুলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ যথার্থ। 'সেদয়ানজি হইতে উজ্জ্বলা পর্যন্ত কেহই সত্যকার সজীবন মানুষের মতো হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'ওটা বুদ্ধি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সত্য-কারাগার [স। বি সত্যরূপ কারাগার। 'বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সত্যস্বাহি [স। বি সত্যের বন্ধন। 'অন্তর্দ্বারীর সামনে সত্যস্বাহিতে তো গাঁঠে পড়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সত্যাত্ম্য [স। বিণ শপথ থেকে বিচ্যুত। 'সত্যাত্ম্য হওয়ার পর আর বড় পায় নাই।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সত্যজ্ঞান [স। ১ বি যথার্থ জ্ঞান। 'অনুমানেরও বিনিদ্রান প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে, সত্যজ্ঞান তারও নেই।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বি সত্যনিষ্ঠা। 'সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্মশূন্যতা দুরূহ সেম্ব নাই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'খ্রিষ্টনবাবসিগণের ন্যায়পরতা ও সত্যজ্ঞানের উপর ... ভরসা আটুট রহিয়াছে।' প্রচারক, ১৯০৫।

সত্য-জ্যোতিঃ [স। বি সত্যরূপ জ্যোতিঃ। 'একশে বিদ্যা যেমন পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া সত্য-জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সত্য-ভোর বি সত্যের বন্ধন। 'বন্দর-বাস বর্ম ভোরের তে অস্ত্র সত্য-ভোর।' নজরুল, ১৯২৪।

সত্যতাঃ [স। ক্রিবিণ সত্যিকার ভাবে; প্রকৃত অর্থে। 'আমরা সত্যতাঃ মিলিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সত্যতম [স। বিণ চূড়ান্ত সত্য। 'সেই আদর্শকে সর্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্তুত করিয়া কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'মানুষ যে যৌবন হইয়াই সত্যতম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সত্যতর [স। বিণ যথার্থতর। 'বার্ষের চেয়ে পরাধীন সত্যতর এবং সেই দুঃসাহ্যসাধনার হারাই মানুষের লজ্জা সার্থক হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সত্যতা [স। ১ বি যথার্থতা; বিশ্বস্ততা। 'মহাধর্মনিগের প্রাজ্ঞতা আছে তাহার তত্ত্বিগত বিষয়ক সত্যতার কিছু সন্দেহ করিবেন না।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি প্রামাণিকতা। 'তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে।' রোকেয়া, ১৯২২। ৩ বি বাস্তবতা। 'বিশ্বশ্রেম নামক কবিতায়া ভাষা ও ভাবের যে নৈশুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোনো বালিকার রচনায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'জ্ঞাতের শিক্ষা, সত্যতা, তম্বন্ধনের ভাঙারে আসিয়া।' আলাদা, ১৯৪৯।

সত্যতে ক্রিবিণ বাস্তবিক। 'ম্যোএল, ১৭৪৩।

সত্য ভেজ বি প্রকৃত প্রত্যাপ। 'পরানী বলে নাই তোমাদের সত্য ভেজের নিষ্ঠা কি।' নজরুল, ১৯২৪।

সত্যত্ব [স। বি সত্যতা। 'ইহার সত্যত্বে প্রমাণ জীবাণুবতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সত্যদীক্ষা [স। বিণ সত্যকে অনুধাবন করতে পারে এমন। 'তিনি সত্যদীক্ষা'। বিতৃষ্ণি, ১৯৩১।

সত্যদীক্ষা [স। বি যথার্থ ধর্মোপদেশে বিশ্বাস স্থাপন। 'আমাদের জীবনের সত্যদীক্ষা হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সত্যদৃষ্টি [স। বি কৃত্রিমতাহীন দৃষ্টি। 'সহজ সত্যদৃষ্টি অনেক বেশী আটিকি।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সত্যদ্রষ্টা [স। বিণ যিনি সত্য অনুধাবন করতে পারেন; সত্যদীক্ষা। 'সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীরা উপর।' বিতৃষ্ণি, ১৯৩১।

সত্য-প্রোহি [স। বিণ সত্যের বিরোধিতাকারী। 'ন্যায়বিকারে সে-বাদী ন্যায়-প্রোহি নয়, সত্য-প্রোহি নয়।' নজরুল, ১৯২৩।

সত্য ধর্ম [স। ১ বি ন্যায় ধর্ম। 'সবে মিলে ভব সত্য ধর্ম ভারতে

প্রচারি' জ্যোতিষ্মত, ১৮৮৩। ২ বি মানবিক ধর্ম 'বদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিবে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সত্যনারায়ণ [স] বি লৌকিক দেবতা বা পীর, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ ও মুসলিমসমাজে সত্যপীর হিসেবে খ্যাত। 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' ৪৪, ১৮৫৮; 'সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ' বিজুতি, ১৯২৯।

সত্যনিষ্ঠ [স] বিশ সত্যবাদী। 'সত্যনিষ্ঠ, কৃতজ্ঞ, সাহসী ও বিশ্বস্ত সত্যনোর তাঁহার পুত্র নামের উপযুক্ত' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সত্যনিষ্ঠা [স] বি সত্যপরায়ণতা। 'তাঁহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সত্যপঞ্চাঙ্গ [স] বিশ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। 'সত্যপঞ্চাঙ্গ, বহাতিবিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তির তাঁহার ত্যাক্ষ্যপূর' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সত্যপর [স] বিশ সত্যনিষ্ঠ। 'বাস্তবিক তদ্রূপ নির্মল ও সত্যপর না হয়' রোকেয়া, ১৯২২।

সত্যপরতা [স] বি সত্যবাদিতা। 'যে সত্যপরতা, যে গভীরতা' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সত্যপরায়ণতা [স] বি সত্যবাদিতা। 'অসৌখ্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সত্যপাঠ [স] বি সত্যতা প্রমাণের জন্য লিখিত পাঠ। 'কবির অন্তর্ভাষী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সত্যপাল [স] বি সত্যের পালনকর্তা। 'সত্যপাল করতার অসত্য সংহার' বাহরাম, ১৬৫০।

সত্যপালন [স] বি প্রতিজ্ঞা রক্ষা। 'রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন সৌভাগ্য, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাসল্য প্রভৃতি' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সত্যপীর বি লৌকিক দেবতা অথবা পীর, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণ ও মুসলিমসমাজে সত্যপীর হিসেবে খ্যাত। 'দেশের যত পীর-মোরশেদ যথা - গাজী, মাদার, সত্য পীর ইত্যাদি' রোকেয়া, ১৯৩০; 'ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়/ সত্যপীরের সিলি' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সত্যপ্রতিজ্ঞ [স] বিশ সত্যের প্রতি দৃঢ়। 'এতবড়ো সত্যপ্রতিজ্ঞ যুগিতির হলে সংসার চলে না' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সত্যপ্রিয় [স] বিশ সত্যকে ভালোবাসে এমন। 'উদার ও সত্যপ্রিয় হয়, দিয়াগলে সেরপ শিকার পছতি নাই' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সত্যপ্রিয়তা [স] বি সত্যের প্রতি অনুরাগ। 'এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সত্যপ্রীতি [স] বি সত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'তাঁহাদের সত্যপ্রীতি না থাকায় তাঁহারা ন্যায়পরতা হইতে বিচ্ছিন্ন' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সত্যবত্তী [স] বিশ সত্যবাদিনী। 'ধর্মবস্ত পুরুষ কামিনী সত্যবত্তী' বাহরাম, ১৬৫০।

সত্য বলতে কি - সত্য কথা বলতে কোনো সংকোচ নেই। 'সত্য বলতে কি ... তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপছন্দ ভাষণে' সুশীল, ১৯৩০।

সত্য-বহির্গত [স] বিশ সত্যবিচ্যুত। 'সত্য-বহির্গত পথ অবলম্বন করিতে হইতছে' মুদ্রাস্থি, ১৯৩২।

সত্যবাক [স] বি সত্যকথা। 'সত্যবাক সে বড়ো কিছু নয়, কজন সত্যবান' নজরুল, ১৯২৫।

সত্যবাদী [স] বি সত্যকথা। 'ভাত কহে সত্যবাদী' মুকুন্দ, ১৬০০।

সত্যবাদি [স] সত্যবাদী। বি সত্য কথা বলে যে। 'সুদৃশিল সত্যবাদি সর্বজননে হিত' মালধর, ১৫৫০।

সত্যবাদিতা [স] বি সত্য কথন। 'দেবি, তৃতীয় বন্দীর সত্যবাদিতা' মশাররক, ১৮৮৭।

সত্যবাদিত্ব [স] বিশ সত্যনিষ্ঠ। 'সত্যবাদিত্বরূপে আশনারদিগকে জ্ঞান করেন' নর্দপ, ১৮৩৩।

সত্যবাদিনী [স] বিশ স্ত্রী সত্য কথা বলে এমন। 'তুমি জতি সুশীলা ও সত্যবাদিনী' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সত্যবাদী [স] বিশ সত্য কথা বলেন এমন। 'সত্যবাদী জিতেদ্বন্দ্ব মর্যাদা সাগর' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সত্যবান [স] বিশ সত্যপরায়ণ; হিন্দু পুরাণের চরিত্রবিশেষ। 'সত্যবাক সে বড়ো কিছু নয়, কজন সত্যবান' নজরুল, ১৯২৫।

সত্য-স্মারি [স] বি ঝটি জল। 'আর্ত স্বীকারের পক্ষে আমি সত্য-স্মারি, ভাবানের আখিল্লা' নজরুল, ১৯২৩।

সত্যবর্তা [স] বি প্রকৃত সংবাদ। 'আত্মজিহ্বাকামী মানুষের প্রাণে সত্যবর্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব এই পথেই' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

সত্যবিকার [স] বি সত্যের বিকৃতি। 'সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া যুগ্মের মন' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সত্যবিচার [স] বি সত্যতা যাচাই। 'সে সখকে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের স্বাধারকার প্রতিফল এবং সত্যবিচারের বিরোধী' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সত্যবিশ্বাসী [স] বিশ ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিশ্বাস করে এমন। 'আমাদের মধ্যে সত্যবিশ্বাসী আর নেই' নজরুল, ১৯২২।

সত্যবীর [স] বি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি লড়াই করেন। 'রাজা যুগিতির সত্যবীর ছিলেন' হরহাসদ, ১৮১৫।

সত্যবোধ [স] বি সত্যের অনুভূতি। 'বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সত্য-ব্যাপারী [স] বি সত্য ব্যবসায়ী। 'বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারী, সত্য কি চাল ভাল' নজরুল, ১৯২৫।

সত্যভক্ত [স] বিশ সত্যপ্রীতি। 'কলি কালে মানবী হইল সত্যভক্ত' বাহরাম, ১৬৫০।

সত্যভাষ [স] বি সত্য কথা। 'মোর থাক মিষ্টভাষা আর সত্যভাষ' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সত্যভাষণ [স] বি সত্য বক্তব্য। 'তাঁর সত্যভাষণ তাই বারবার এদের জড়ুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে' শিব, ১৯৫০।

সত্যভাষা [স] ১ বি সত্য কথা। 'বেতার্থ করিয়া রামা কহ সত্যভাষা' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ সত্যভাষী; সত্য কথা বলে এমন। 'কেহ ধীর কেহ চাষা মিথ্যাবাদী সত্যভাষা' কৃষ্ণাম, ১৭২০।

সত্যভাষিনী [স] বিশ স্ত্রী সত্য কথা বলে এমন। 'সত্যভাষিনী, ধৈর্যশীলা অনুভূতা' বৈশ্য, ১৯৪৮।

সত্যভাষিতা [স] বি সত্য কথা বলার গুণ। 'বলিততা, সত্যভাষিতা বা সংস্কারসহিতা' অজিতা, ১৯৫০।

সত্যভাষী [স] **বিশ** সত্যবাদী। 'এ প্রতিবিধি বড় বেশি সত্যভাষী হয়।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সত্যভূত [স] **বিশ** সত্যে পরিণত। 'সেই নায়ক যে অসম্ভবকে সত্যভূত করতে পারে।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সত্যব্রত [স] **বিশ** সত্য থেকে বিতাড়িত। 'সত্যব্রত হইলা তুমি মুনিষ্যের ঠাই।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সত্যব্রততা [স] **বি** সত্য থেকে বিচ্যুতি। 'যেখানে সত্যব্রততা সেইখানেই অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৩।

সত্যমুদ্র [স] **বি** আদর্শবাদের মূলনীতি। 'ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমুদ্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সত্যমানব [স] **বি** দৃঢ়চেতা মানুষ। 'সত্যমানব জাশো রে।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যমিথ্যা [স] ১ **বি** যথার্থতা এবং অযথার্থতা। 'সত্যমিথ্যার সারাবসনে গ্রাডগ্লোন করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারী জুজু বসিয়া আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিলে এবং সত্যমিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ২ **বি** সত্য ও মিথ্যা। 'সত্যের সত্য-মিথ্যা।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সত্যমূর্তি [স] **বি** প্রকৃত রূপ। 'বদশের সে সত্যমূর্তি যে কী আতর্ষ অপরাধ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যমূলক [স] **বিশ** সত্যনির্ভর। 'সাহিত্য সত্যমূলক।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সত্যবন্ধ [স] **বিশ** সত্যনিষ্ঠ। 'দেশের ন্যায়নিষ্ঠ সত্যবন্ধ, কল্যাণপ্রার্থী নেতা ও জনতা।' *আজাদ*, ১৯৬৩।

সত্যাত্ম [স] **বি** হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী চার যুগের প্রথমটি। 'মুক্তি করো সত্যাত্মে তপস্যা প্রচার।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সত্যরাজ্য [স] **বি** বাস্তব জগৎ। 'সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮।

সত্যরূপ [স] **বি** প্রকৃত চেহারা। 'নিজেকে যে উদাসীন সাজাবার এই-ই তোমার সত্যরূপ?' *জীবন*, ১৯৩৩।

সত্যলোক [স] **বি** সন্তুলোকের একটি। 'জীবলোকেরের ভুলোকাদি সত্যলোকপর্যন্ত ... পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সত্য-সত্য [স] **কিঞ্চিৎ** প্রকৃতই। 'আপনি কি সত্য-সত্য শালম্যাম মানেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সত্যসদন [স] **বি** সত্যধাম; সত্যের বসতি যেখানে। 'সংশয় হতে সত্যসদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সত্যসন্ধ [স] **বিশ** সত্যপ্রতিজ্ঞ। 'এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাঠ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সত্যসন্ধান [স] **বি** সত্যের খোঁজ। 'সত্যসন্ধানের সত্যতায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সত্যসন্ধানী [স] **বি** সত্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী ব্যক্তি। 'তাই গোড়া থেকে সত্যসন্ধানীর অদম্য উৎসাহ নিয়ে কথাটা আবার ভেবে দেখেন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যসন্ধিৎসা [স] **বি** সত্য অনুসন্ধান করার ইচ্ছা। 'এই নির্ভীক

সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।' *গ্রন্থম*, ১৯১৬।

সত্যসন্ধিৎসু [স] **বিশ** সত্য সন্ধানের আশ্রয়ী। 'সত্যসন্ধিৎসু দার্শনিকের কাছে সাহিত্য নিত্যভূই মুশাযীন।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্য-সন্ধী [স] **বিশ** সত্য-সন্ধানী। 'নরন-গহ্বরে জ্বলে সত্য-সন্ধী দৃষ্টির মহাশ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যসাধক [স] **বি** সত্যের সাধনা করে যে। 'নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সত্যসাধনা [স] **বি** সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। 'দার্যশিকো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্যসাধনার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সত্যসুন্দর [স] **বিশ** সত্যরূপ সুন্দর। 'আনন্দলোকে মল্লশালোরে বিরাজ সত্যসুন্দর।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'আমার পচাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্য-সৈনিক [স] **বি** উপযুক্ত সৈন্য। 'তার রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পচাতে এসে দণ্ডায়মান হন।' *নজরুল*, ১৯২৩।

সত্যহানি [স] **বি** প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ। 'আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটি প্রতি বিশ্বস্ত হই, তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২; 'কর্তব্য নে ইহা/পৌছিয়া সেওয়া বোধিমগ্নে/নহিলে সত্যহানি।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৪।

সত্যগ্রহ [স] **বি** ধর্মঘট। 'সেদিনকার সত্যগ্রহ, হরতালের কথা মনে করো দেখি।' *নজরুল*, ১৯২২; 'এ সত্যগ্রহ রক্ষা করাই উচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সত্যগ্রহী [স] **বি** সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আশ্রয়ী ব্যক্তি। 'সম্পর্কার দাখিল নয়, সত্যগ্রহীরা দাবি।' *অবন*, ১৯৫৫।

সত্যানুগত্য [স] **বি** সত্যের অনুসরণ। 'প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবি সত্যানুগত্য।' *শিব*, ১৯৫০।

সত্যানুবর্তিতা [স] **বি** সত্যপারায়ণতা। 'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অবজ্ঞারস্তানের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯।

সত্যানুরাগ **বি** সত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এই সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সন্ধ্যা করিতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সত্যানুরাগী [স] **বিশ** সত্যনিষ্ঠ। 'বিশ্বের ... সত্যানুরাগী রাজনীতি বিপ্লব।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সত্যানুসন্ধান [স] **বি** সত্যের সন্ধান। 'কমালটা ফিরে দিলেই কারে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫; 'দর্শন দর্শনেরই জন্য, অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান সত্যানুসন্ধানের জন্য।' *মুক্তবাণ*, ১৯৫৮।

সত্যানুসন্ধিৎসা [স] **বিশ** সত্য অনুসন্ধানের ইচ্ছা। 'সত্যানুসন্ধিৎস ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অধ্যাপক হইতে সন্মত হইতে পারেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সত্যাবেষণ [স] **বি** সত্যানুসন্ধান। 'নিউটন আজন্ম সত্যাবেষণে পর বসিয়াছিলেন, আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নগ্ন কুড়াইয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'মানবতরী সত্যাবেষণ কোনও সিঁদাতে পৌঁছে তর হতে পারে না।' *শিব*, ১৯৫৬।

সত্যাবেধী [স] **বিশ** সত্যের অনুসন্ধানকারী। 'একজন সত্যাবেধী বিশ্রোহীকে তাক্সা করার মতো শক্তি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সত্যায়িত

সত্যায়িত [স] বিপ্ণ বধ্যাবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে এমন। 'চুক্তিপত্র ক্রিপ্সে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে।' সচিবাবলি, ১৯৭২।

সত্যালোক [স] বিপ্ণ সত্যের আলো। 'অকল্পিত সে শৌর্ভের বুক প্রবল সত্যালোক।' কবরলুপ, ১৯৪৬।

সত্যাক্রিষ্টা [স] বিপ্ণ সত্যনিষ্ঠা। 'গভীর সত্যাক্রিষ্টতার জোরে তিনি বুকতে পেরেছিলেন যে ...' শিব, ১৯৫০।

সত্যাক্রীষী [স] বিপ্ণ সত্যনিষ্ঠ; সত্যপ্রিয়। 'হায় হায় সত্যাক্রীষী মানুষ কোথায়।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

সত্যাসত্য [স] বিপ্ণ সত্য-মিথ্যা। 'তুমার সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'উত্তম পঞ্চম সত্যাসত্য নির্ধারণ পুরসরণ প্রামাণিক রূপে জয় পরাজয় নিরূপিত হইত।' বঙ্গদর্শন, ১৭৭৪।

সত্যানী [স সত্য] বিপ্ণ সন্ন্যাসী। মানোদল, ১৭৪৩।

সত্যি [স সত্য] ১ বিপ্ণ সত্যতা। ওসী, ১৭৫২। ২ বিপ্ণ প্রকৃত। 'রাঁড়ের বের বাবহা বেয়েয়ে বলে কি সত্যি সত্যি যে কসে হয়।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ ক্রিবিপ্ণ সত্যিকারভাবে। 'পথ তুলেহিস সত্যি বটো' শিখে রাজা দেখতে চান?' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সত্যিকার [স সত্য+কার] বিপ্ণ প্রকৃত। 'কেটেহুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি করে আনলে প্রকৃতম তুলে মাছো যায় যে একটা সত্যিকার জন্তু তেতে বসেহি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বললে -।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সত্যিকারভাবে ক্রিবিপ্ণ প্রকৃতপক্ষে। 'মরিশাসনের পরিকল্পনা যারা সত্যিকারভাবে মানিয়া ...' আভাস, ১৯৪৬।

সত্যিকারের বিপ্ণ প্রকৃত; আসল। 'আমরা সমাজের ভিন গুণে ছিঁকি বকসে মদ খাচ্ছি - সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ-সুইর কর্তব্যবুদ্ধি প্রস্তুত করার মতো মদ।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'সত্যিকারের রাঙ্কুসি হয়ে দাঁড়াব।' নজরুল, ১৯২৪।

সত্যিকাল বিপ্ণ হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ - সত্যযুগ। 'সত্যিকালে এক বে ছিল রাজা আর ...' নজরুল, ১৯২৬।

সত্যি সত্যি ক্রিবিপ্ণ প্রকৃত প্রত্যয়ে; কার্যে। 'রাঁড়ের বের বাবহা বেয়েয়ে বলে কি সত্যি সত্যি যে কসে হয়।' উমেশ, ১৮৫৭।

সত্যে বিপ্ণ সত্য। 'সত্যে আইনমাঝ কবীলো তেজোতে।' বড়ু, ১৪৫০।

সত্যে সত্যে ক্রিবিপ্ণ সত্য সত্য। 'সত্যে সত্যে করিয়ে মো তেজো আর বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

সত্যোপলব্ধি বিপ্ণ সত্য অনুভব। 'নিজের ব্যাধকে ... সত্যোপলব্ধির উপায় ভাবা যেতে পারে।' অহিহুৎ, ১৯৭০।

সত্যো গুণ [স সত্ত্ব গুণ] বিপ্ণ (হিন্দুশাস্ত্র) প্রকৃতির তিন ধরনের গুণের মধ্যে প্রথম গুণ। 'সত্যো গুণে বিদ্যো পালন করেন।' আভোনিদ্যো, ১৭৪৩।

সত্যোন্ন [স সত্ত্ব] বিপ্ণ সত্ত্ব; ৭০। হ্যাসহেত, ১৭৭৮।

সত্র [স] ১ বিপ্ণ যজ্ঞ। 'মুর্ছি পড়ে সর্প শত সত্রাধিা তর্পিণ্য।' সত্যোন্ত্র, ১৯১২; 'পাঁথিরে কি মালা মাঝে-সত্রে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বিপ্ণ আশ্রম। 'অনেক সত্র আছে, ছায়াম ফিলাবে।' তর্জা, ১৯৪২।

সত্রাধিা [স] বিপ্ণ সত্রাধি। 'মুর্ছি পড়ে সর্প শত সত্রাধিা তর্পিণ্য।' সত্যোন্ত্র, ১৯১২।

সত্রস [স সদ্গুণ] বিপ্ণ সমান। 'তোমার সত্রস সেই সুদ পদাধরে।' মালাধর, ১৫০০।

সত্রাস [স] ক্রিবিপ্ণ ভয়াত্ন হয়। 'সত্রাসে' সে সতি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক বসন্ত।' মাইকেল, ১৮৬০।

সত্র [স সত্র] বিপ্ণ দুশমন। 'এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সত্র নএ।' মালাধর, ১৫০০।

সত্রক্ষয় [স সত্রক্ষয়] বিপ্ণ প্রতিকল্প নাপ। 'তার সত্রক্ষয় জাউক স্ত্র সুন জে ভনে।' মালাধর, ১৫০০।

সত্র [স সত্র] বিপ্ণ সত্র। 'ইশ্বরপরায়ণ সত্র ক্ষরকারী স্বরূপায় রক্ষিতা মহাশয়।' ওসী, ১৭৮২।

সদএ [স সদস] ১ বিপ্ণ কৃপাযুক্ত। 'বর মাগ বইলাত হইয়া সদএ।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিপ্ণ স্তম্ভস্বর। 'মাগের বচনে ভিম হইল সদএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সদহে [স] বিপ্ণ তেজসাক্তির ইতিবাচক রূপ। 'আনন্দাশে হ্রাদিনী সদহে সচ্ছিনী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সদকা [আ সদকাহ] বিপ্ণ সাহায্য দান। 'কেমতে করিবা রোজা সদকা নামাজ।' আলাওল, ১৬৮০।

সদগতি দ্র সমগতি; সমাপতি

সদগুণ [স-সদগুণ] বিপ্ণ ভালো বৈশিষ্ট্য। 'জগন্নাথ মিশ্রের পদবী পুরন্দর নন্দ-ব্রহ্মসেবকরণ সদগুণসাগর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সদগুণসাগর বিপ্ণ উত্তম গুণের আধার। 'জগন্নাথ মিশ্রের পদবী পুরন্দর নন্দ-ব্রহ্মসেবকরণ সদগুণসাগর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সদত [স সত্যত] ক্রিবিপ্ণ অনবরত; সর্বদা। 'জাইতে না দেখে পথ সদত ত্রুদন।' মালাধর, ১৫০০।

সদন [স] ১ বিপ্ণ আশ্রম; গৃহ। 'দুত হইয়া আসিআছি তোমার সদনে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিপ্ণ নৈকট্য। 'ব্রজ আমার সদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিপ্ণ সমীপ; নিকট। 'জুজ করি সেয় আত্মী জন্মের সদন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বিপ্ণ আশ্রয়স্থল। 'মহিলা সদনে আগ্রিভা মহিলাদের ...' বেগম, ১৯৭২।

সদনুকম্পা [স] বিপ্ণ সহানুভূতি। 'মহাপ্রাণের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়।' দর্পণ, ১৮২২।

সদনুগা [স] বিপ্ণ ভক্ত প্রবৃত্তি। 'বদলের সদনুগানে আপনার সদনুগাণ -।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সদনুগাণ [স] ১ বিপ্ণ ধর্মকর্ম। 'সকল সদনুগাণ দ্বারা সাধু বলিয়া পণনীয়।' বিদ্যা, ১৮৬০। ২ বিপ্ণ ভালো কাজ। 'বদলের সদনুগানে আপনার সদনুগাণ -।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সদবস্থা [স] বিপ্ণ উন্নতি। 'কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল?' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সদভাবে [স সদ্ভাব] ক্রিবিপ্ণ ভালোভাবে। 'আলো ডোবী তো পুষ্টি সদভাবে।' চর্চা ১০, ১২০০।

সদভিধা [স] বিপ্ণ সত্ত্বা সংজ্ঞা বা নাম। 'ক্ষমা, অহিংসা, মনীষা, বিবেকী ধিখা, অত্যাচারের সঙ্গে অসহযোগ, অসংশ্লিষ্ট ইষ্টের সদভিধা।' সুধীন্দ্র, ১৯৪৫।

সদভিধায় [স] বিপ্ণ সদিচ্ছা। 'সদভিধায়ের প্রয়োজনবশত তাহার আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন।' ভদ্রমোক্ষ, ১৮৭৪।

সদভাস্য [স] বিপ্ণ ভালো অভ্যাস। 'কল্পনাকে সমভাস্যের দ্বারা তীক্ষ্ণ রাখতে

হবে।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

সদমা [আ সদমাহ] বি আবাভ। 'আমার জানে বড় সদমা লেগেছে।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সদম্ভ [স] বিণ অহঙ্কৃত। 'ভনি মিশ্র তর্জের সদম্ভ বচনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সদম্ভ [স] ১ বিণ দয়াপরবশ। 'সরুপ কহন্ত যবে হওনি সদম্ভ।' বড়, ১৫৪০। ২ বিণ সুপ্রসন্ন। 'বড় স্নেহ করি বলে সদম্ভ বচন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ মমতাপূর্ণ। 'মাতৃভাষার প্রতি তো তোমার সদম্ভ আচরণ দেখা যাইতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সদম্ভবদয় [স] বিণ সজদয়। 'সদম্ভবদয় ভৈল রাধিকা যুবতী।' বড়, ১৫৫০।

সদম্ভবদয়া [স] বিণ ক্রী দয়াশূ। দয়াশূর্ণ দায়ের অধিকারী। 'ধুরনারে ভগবতী সদম্ভবদয়া কর গো কল্যায়মণী শিবরায়ের দয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সদম্ভা [স] বিণ ক্রী দয়াশূ। 'সদম্ভা হইয়ে নিজে কিছরের প্রতি।' কয়লুস্বেয়া, ১৮৭৬।

সদর [আ] ১ বিণ প্রধান। 'সেখানকার তাতিলোক সদর কোটাতে সরবরাহ করিবেক।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ২ বি প্রধান শহর। 'নিবেদনমিতি সন ১১৮০ সাল সদর সন ১১৮১ মশখল তেরিখ ১৩ কার্তিক।' মেয়র্, ১৭৭৪। ৩ বি অঙ্গুষ্ঠের বাইরে যে ঘর বা বাড়ি। 'তিনি থাকেন সদরে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৪ বি সমুদ্র। 'সদরে সাজ কছেহো ভাসো পাছবাড়িতে নাই বেড়া।' লালন, ১৮৯০।

সদর আমিন, সদর আমীন [আ] বি নিম্ন আদালতের বিচারক। 'কোজদারী মোতালকের নাজীর কিবা সদর আমিন।' হুসুফ, ১৮২৯; 'বাবু হরচন্দ্র ঘোষ জঙ্গল মহালের সদর আমীন।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সদর আমিনী [আ সদর+আমীন] বি নিম্ন আদালতের বিচারকের পদ। 'প্রধান সদর আমিনী।' দর্পণ, ১৮৩২।

সদরআলা [আ সদর+ই ওয়ালা] বি সাবজজ। 'পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা।' নীনবজ্জ, ১৮৭২।

সদর-আলো বি সাবজজ। 'বাপ মা চায় পড়ে তনে হবে সে সদর-আলো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সদরখান্না [আ সদর+আ খান্নাহা] বি সরকারি রাজস্ব। 'ঘর হইতে সদরখান্না দিতে হইত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সদর দক্ষতর [আ সদর+ফা দক্ষতর] বি প্রধান কার্যালয়। 'নির্বাচনী প্রচারকার্যের সদর দক্ষতর হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে।' আজাদ, ১৯৬৪।

সদর দরজা [আ সদর+ফা দরজাহা] বি প্রধান দরজা। 'মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে।' হেতয়, ১৮৬১।

সদর দেওয়ানী [আ সদর+ফা দেওয়ানী] বি সদর দেওয়ানের পদ বা কাজ। 'সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিটে সাহেব।' দর্পণ, ১৮৩১।

সদর-নায়েব [আ সদর+আ নাএব] বি জেলা শহরের তহশিল অফিসের প্রধান কর্মচারী। 'এখন সদর-নায়েব আমলাবর্ণ এবং প্রজারা উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সদরমেট [আ সদর+ই মেট] বি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সব দিক দেখানোর দায়িত্ব যার। 'এক দিন হউসের সদরমেট কর্ণে জবাব দিলে।' হেতয়, ১৮৬১।

সদরে সাধর [আ সদর] বিণ সকলেই মূল্য দেয় এমন। 'ইহারা

বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি আরও নানা উত্তম কর্ণেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে সাধর অর্থাৎ প্রচার আছে।' দর্পণ, ১৮২৮।

সদরি [আ সদর] বি কার্যকর্মবচিৎ হোটে। জামা। 'বিদ্যা, ১৮৯১; 'গায়ে ঘন বোতামের ইহুদীদের ন্যায় রসিন সদরি।' মশাররফ, ১৯০৮।

সদর্প [স] ১ বিণ হাঁ-বাচক। 'সুহৃদগণের হিতবাক্য সদর্প বোধ না করিয়া নির্বাক্ত জ্ঞানি।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সহজবোধ্য অর্থ। 'প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে দূরত্ব দশ সকলের সদর্প শিথিয়া সে প্রতিবন্ধকের অগ্নয়ন করিতেছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি সঠিক অর্থ। 'আভাসে আঁচ করে নিয়েছে সদর্পণী।' মণীশ, ১৯৩৩।

সদর্পক [স] বিণ ইতিবাচক। 'এমনতরো আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে বলি নগ্র্যক, সদর্পক নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সদর্প [স] বিণ অহঙ্কৃত। 'যাঁহার বিচার হুলে উঠেছুরে আক্ষান ও সদর্প বাক্য বিস্তার করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সদর্পে ক্রিবিণ দর্পের সঙ্গে। 'সদর্পে কন্দর্প নামে মীনখণ্ড রথী।' মাইকেল, ১৮৬২।

সদলঙ্কার [স] ক্রিবিণ সুন্দর উপমাদি সহযোগে। 'সুসংস্কৃতের সন্ধ্যাখ্যা সুকটে সদলঙ্কার ... সময়ে বিবৃত করিতেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সদলবলে [স] ক্রিবিণ দলের শোকজন সমেত। 'বর সদলবলে কন্যাকর্তার স্ত্রীকে আসিয়া পৌঁছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সদসং [স] বিণ সং ও অসং। 'সদসং কর্ণের এবং ফলাফলের বিশেষ বিশেষ রূপে জানিতে পারিল।' দর্পণ, ১৮২৮; 'সদসং সন্ধান প্রবৃত্তি।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

সদস্য [স] বি সভাসদ। 'সদস্য কেবল দস্য মোঘল পাঠান।' ভারত, ১৭৬০।

সদস্যপদ [স] বি সভাপদ; সদস্যতা। 'শিখদিগকে যতগুলি সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৭।

সদস্য-সংখ্যা [স] বি কোনো সংগঠনের সদস্যদের সংখ্যা। 'মোহাম্মদ-লীসের সদস্য-সংখ্যা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৩৭।

সদস্যসূত্র [স] বি ক্রী সদস্য; সভা। 'সদস্য - ১। টৌথুরীবাড়ীর মিসেস এস এম শামসুল আলম ...।' কেম, ১৯৪৭।

সদা [স] ক্রিবিণ সবসময়ে। 'সদা কহি কৃষ্ণ-হরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সদাই [স সদা] ক্রিবিণ সবসময়ে। 'তোমার তল্যার সদাই থাকে দামোদর।' মাদান, ১৫০০; 'কোয়া কুরের ঔষধ সদাই পাব কতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সদাএ [স সদা] ক্রিবিণ সবসময়ে। 'পুণ্য কর্ম করিল সদাএ অবিশ্রাম।' সুলতান, ১৭০০।

সদাকাল [স সদা+স কাল] ক্রিবিণ সবসময়ে। 'সংকীর্তনে আমোদ প্রমোদ সদাকাল।' মানিকগ্রাম, ১৭৮১।

সদাপাতি [স] বিণ সবসময়ে গতিশীল। 'কত দূরে যমশূরী ডয়করী দেখিলেন ভীম সদাপাতি।' মাইকেল, ১৮৬০।

সদাধূর্ণমান [স] বিণ সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে এমন। 'হেথা হতে চলে ফিরে দারামায়াহী/ওই সদাধূর্ণমান কর্মকণ্ডে ছাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সদাচল [স] ১ বিণ কখনো স্থির নয়। 'সদাচল সনোরেয় উম্মর ঠোলাঠিলেও ভাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিণ সবসময়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'শ্রুৎপতি হলেও

কুয়াশা সদাচঞ্চল।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

সদাচঞ্চল [স] কিণ্ণ সবসময়ে ভেসে বেড়ায় এমন। 'শ্রুগণতি হলেও কুয়াশা সদাচঞ্চল।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

সদাজাহাজ [স] কিণ্ণ সবসময়ে জাগরুক থাকে এমন। 'শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাহাজ, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিচেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; কিণ্ণ 'চোখে পড়ে মানুষের এই সদাজাহাজ যন্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সদাব্যখিত [স] কিণ্ণ সবসময়ে ব্যথা অনুভব করে এমন। 'বাপের উপর এশার ছিল সদাব্যখিত স্নেহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সদাব্রত [স] ১ কিণ্ণ সর্বদা পালনীয়। 'অবিরত যথ শত ধর্মব্রত সদাব্রত।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি সর্বদা ব্রত। 'মল্লোষ্ঠী মধুরত, পাইয়াছে সদাব্রত।' গুণ, ১৮৫৫।

সদায় [স সদা>] ক্রিবিণ্ণ সবসময়ে। 'জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সদাসতর্ক [স] কিণ্ণ সবসময়ে সাবধান থাকে এমন। 'মনুয্যচরিত্রের এটি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'যার ভরে জাগে সদাসতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে ঘাটী।' নজরুল, ১৯২৯।

সদাসত্ত্ব [স] কিণ্ণ সবসময়ে জীত। 'ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসত্ত্ব করে রাখে।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

সদাসন্নিহিত [স] কিণ্ণ সবসময়ে কাছে থাকে এমন। 'তার সদাসন্নিহিত ভূতা দুর্ঘটনের মাধ্যমে ...।' মুখশেষ, ১৯৭০।

সদা-সমাসীন [স] কিণ্ণ সর্বদা উপবিষ্ট। 'হৃদয়ে যিনি সদা-সমাসীন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সদাসর্বদা, সদাসর্বদা [স] ক্রিবিণ্ণ সবসময়ে। 'সদাসর্বদা উপযুক্ত গছে জ্বাহার নিকট মকদ্দমা সর্পর্ক করেন।' মেসার, ১৭৮৮; 'তাহাদের শিহনে সদাসর্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন।' শরৎ, ১৯১৩।

সদাসর্ব্বতা [স সদাসর্বদা] ক্রিবিণ্ণ সদাসর্বদা; সবসময়ে। ওয়াসী, ১৭৮২।

সদাহাস্য [স] কিণ্ণ সবসময়ে হাস্যরত। 'সদাহাস্য রঙিন শোশাকে নোঙরি মতো লাগে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সদাহিতকারী [স] কিণ্ণ সর্বদা কল্যাণকারী। 'সর্ব্বভূতে দয়া যার সদাহিতকারী।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

সদা^১ [ফা সওদা] বি পণ্য বেচাকেনা। 'মোর সনে সদা করি না পাবে কপট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সদাগা^১ [ফা সওদাগর] বি বণিক; বড়ো ব্যবসায়ী। 'হেনকালে সদাগর আসি বৈল তারে।' ঝালাধর, ১৫০০।

সদাগা^১রুস্ত [ফা সওদাগর+স সুত] বি সওদাগরের পুত্র। কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

সদাগরি [ফা সওদাগর>] বি বাণিজ্যিক। 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সদাগরী [ফা সওদাগর>] ১ বি বাণিজ্য। 'চলিলে রসুল করিতে সদাগরী।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি ব্যবসায় সংক্রমে। 'সুবিমল কাজ করত একটা সদাগরী অফিসে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

সদাচরণ [স] ১ বি উত্তম আচরণবিধি। 'সকলেরই উদ্ভার সদাচরণে।' বর্ধনেশ্বর মিথ্যা। যোগ যজ্ঞ মিথ্যা।' রব্বিম, ১৮৭৫। ২ বিণ্ণ সং

আচরণসম্বন্ধ। 'বিভিন্ন দলেন নেতা নির্বাচনী সদাচরণ ব্যবহার যদি সম্মত হন।' আজাদ, ১৯৭০।

সদাচার [স] ১ বি শাস্ত্রবিহিত আচার। 'তাঁহা প্রচলিত দোঁহে ভক্তি সদাচার।' কৃষ্ণরায়, ১৫৮০। ২ বি সভ্যবহার। 'সদাচার বিনয় ভূতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সদাচারপুত্র [স] কিণ্ণ সং আচরণকারী। 'তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপুত্র ... ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

সদাচারব্রত [স] কিণ্ণ সং আচরণ পরিচালনা করেছে এমন। 'তুমি কতকগুলো সদাচারব্রত মাতালের সঙ্গে সহবাস কর।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

সদাচারী [স] কিণ্ণ সদাচারসম্পন্ন। 'বসতি করবে তথি সদাচারী তত্ত্বমতি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

সদাচারোৎসুক [স] কিণ্ণ সং আচরণে আগ্রহাধ্বিত। 'সদা সদাচারোৎসুক স্বগ্রাণনিরপেক্ষ পরগ্রাণরক্ষক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সদাভিন [স] কিণ্ণ সত্যভন; চিরভন। 'সেন কন সত্যভন সবা মোর প্রভু।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সদাভ্রা [স] বি পবিত্র আভ্রা। 'মাতৃভূর সদাভ্রাকে চাচ্ছিল।' জীবন, ১৯৪৮।

সদানন্দ [স] কিণ্ণ সর্বদা আনন্দে থাকে এমন। 'বলবান সদানন্দ সচরিত্র সদাচারী পণ্ডিত।' রামরায়, ১৮০১।

সদানন্দময় [স] ১ বি পরমাভ্রা। 'স্বনারূপী সদানন্দময়।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বিণ্ণ সব সময় আনন্দে থাকে এমন। 'সদানন্দময় অস্তরকরণ।' নজরুল, ১৯৪১।

সদান্তর [স] বি নিরুদ্ভব হ্রদর। 'ঐকান্তিক সদান্তরে যদ্যপি তোমাকে মরে।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সদান্তরিকতা [স] বি একান্ত আন্তরিকতা। 'ভাইবোনের ভালোবাসা, বহুজনের সদান্তরিকতা, এসব কথা আর তুলনাম না।' মুজতাবা, ১৯৫৮।

সদাবরি বি তুল্যবিশেষ। 'রজন তুলি সদাবরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সদায়^১ ব্র সদা^১

সদায়^১ [ফা সওদা] বি পণ্যপ্রবো কেনাকাটা। 'সদায়ে করিয়া সাধু ভিঙ্গায়ে ভরা তোমার।' বিজয়, ১৬৫০। ব্র সদা^১

সদার [স] কিণ্ণ সতীক। সদারভূতা [স] কিণ্ণ স্ত্রী ও চাকরবাকরসহ। 'তাঁহারা সদারভূতা হইয়া সমাধাখন পূর্বক ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সদালাপ [স] বি প্রীতিকর কথা। 'সদালাপ বিশিষ্ট শোকের সমাদর রাজ্য সুখ।' রাজীব, ১৮০৫।

সদালাপবিশিষ্ট [স] কিণ্ণ মিষ্টভাষী। 'সদালাপবিশিষ্ট শোকের সমাদর রাজ্য সুখ।' রাজীব, ১৮০৫।

সদালাপী [স] কিণ্ণ মিষ্টভাষী। 'কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন।' রব্বিম, ১৮৭৩।

সদালোচনা [স] বি গঠনমূলক আলোচনা। 'সহৃদয়তা, সদালোচনা, শিল্প কৃতি বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ বিধান প্রভৃতি উন্নতিকর বিষয়ে অগ্রবর্তী না হইয়া।' প্রচারক, ১৮৯৯।

সদাশয় [স] ১ বিণ্ণ উদার। 'অনেক সদাশয় ইয়োজ আহেন।' রাজ, ১৮৭৪। ২ বিণ্ণ মহানুভব। 'এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ...

হিল।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদাশয়তা [স] বি মহানুভবতা। 'সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপতপে ... লোকের প্রীতিলাভ ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সদাশীল [স] বিশ শ্রী মহানুভব। 'এই সদাশীল শলনর কৌশলেই আজ আমার মন কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছে।' *মশাররক*, ১৮৮৫।

সদাশিব [স] ১ বি হিন্দু দেবতা শিব। 'সদাশিব বন্দিলাম বৃষভ বাহন।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। ২ বিশ শাস্ত্র প্রকৃতির। 'খুড় আমার সদাশিব।' *বিদ্যা*, ১৮৭৩।

সদিচ্ছা [স] বি শুভ কামনা। 'মহাশয়ের এরূপ সৎপ্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমার তাঁহার প্রশংসাবাদপূর্বক ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সদীয়ালা [আ সদী>] বি প্রতি একশো সৈন্যের অধ্যক্ষ। 'দফাদার জমাদার চলে সদীয়ালা।' *ভারত*, ১৭৬০।

সদুদ্ভা [স] বিশ দুঃখবতী। 'সবকসো ও সদুদ্ভা বোড়শ ধেনু।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সদুত্তর [স] বি যথাযথ জবাব। 'শিষ্টজন জিজ্ঞাসিলে পাই সদুত্তর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সদুদার [স] বিশ সং এবং উদার। 'সাদু শ্রীমতি বিবি আনা বাণ্টীয়া সদুদার করিতেছ।' *মেরুণ*, ১৭৫৮; 'রামনিধিধাম দত্তজা সদুদার চরিতেছ।' *ওর্স*, ১৭৮২।

সদুদ্দেশ্য [স] বি ভালো উদ্দেশ্য। 'মিথ্যাচার, বিশেষত সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে, এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লঙ্ঘিত হইতে পারি, কিন্তু এ কথা সত্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'ভারতের অনুসরণ করতে বলেছিলাম কোন সদুদ্দেশ্যে।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সদুপজীবিকা [স] বি সং উপার্জন। 'অন্যলোকের সদুপজীবিকা।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সদুপদেশ [স] বি মঙ্গলজনক উপদেশ। 'মৈত্র্যেই সেই সদুপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।' *গৌর*, ১৮২২।

সদুপদেশী [স] বিশ সং পরামর্শক। 'সত্যতা অভিমানী যুবকবৃন্দ এরূপ সদুপদেশী।' *হালিসহর*, ১৮৭১।

সদুপায় [স] ১ বি ন্যায় পথ। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যসেহ ধারণ সন্মুখি সখিবেনা সদুপায় চিন্তা ...।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ২ বি উত্তম উপায়। 'পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে।' *জ্ঞানোৎসব*, ১৮৩০। ৩ বি সুযোগ। 'ভারতবর্ষে ঐ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কার হইবারে অত্যন্ত সদুপায় হওয়াতে তিনি অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসম্পন্ন পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সদুপ [স] ১ বিশ তুল্য। 'কামাধ সদুপ শোভে জহিযগল।' *বটু*, ১৪৫০। ২ বিশ অনুকূল। 'সে ক্রমগতই সদুপশকে সদুপ, দূরকে নিকট, পরকে আগমার করিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সদুপকরণ [স] বি উপমা দেওয়া। 'অলংকার-শিল্পের মূলে হল সদুপকরণের নানা কৌশল।' *অবদ*, ১৯২৫।

সদুপী [স] বিশ তুল্য। 'দাবানল সদুপী সমালো লাউসেন।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সদুপ্ত [স] ১ ক্রিবিধ মুখোমুখি। 'সেই দুই রোহিণী শলী/সমুখ সদুপ্ত বসি/হরিষ বিধানে অনুবন্ধ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ২ বি বাস্তব। 'অদৃষ্টেতে থাকিলে সদুপ্ত দেখা পাই।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সদোষ [স] বিশ দোষযুক্ত। 'এই মহোপকারক সমাচারপত্র সদোষ হইতে ...।' *দর্পণ*, ১৮২৮।

সদপতি, **সদপতি** [স] ১ বি মৃত্যু। 'দুঃখ-শান্তি হয় সদপতি পাইয়ে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি সুবাহা। 'তাঁহার সদপতি করিবার বৃত্তি করিতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ৩ বি মুক্তি। 'জীবাজি তাজিয়া গ্রাম বীরের সদপতি লভিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯। ৪ বি রক্ষা। 'একটি বস্ত্র সর্বপের সদপতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাগিছায়ের যেকু' উন্নতি হয় ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৫ বি বিকাশ। 'আমার মনে আজ আর সন্দেহমাত্র নেই যে, কমল বালনের মতো চোখে ঝুঁপি দিয়ে ঝুঁপি গজীর মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সঙ্গতের সাহিত্যের কিংবা ললিতকলার চরম সদপতি নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯। ৬ বি মর্যাদা। 'জীবাজি তাজিয়া গ্রাম বীরের সদপতি লভিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৭ বি সুস্থল। 'যে জাতি আহার করে, অথচ হজম করে না, সে জাতি কখনোই সদপতি হ্রাস হইতে পারে না।' *স্বর্গচরিত্র দেবশর্পণ*, ১৯০০। ৮ বি যথাযথ ব্যবস্থা। 'নিয়মে আসে শোভনা তার চরম সদপতি।' *হেঁড়ার ক্ষত আরোপা হয়, দামীর লক্ষ্য চাকে, অদরকারী:* ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৯ বি সচ্ছলতা। 'আর্থিক সদপতি লাভে অন্য কবিরা রাজাবাদশাহদের প্রশংসাপীত পাইতেন।' *মাহেনগ*, ১৯৪৯।

সদুদ্বন্দ্ব, **সদুদ্বন্দ্ব** [স] ১ বিশ সুদৃষ্টি। 'নানাবিধ সদুদ্বন্দ্ব মাথাঘসা সোষ মেঘির তৈলিদিয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৮। ২ বি সুবাস; সুপ্রাণ। 'কুমুদমল সন্ধাকে চতুর্দিক আয়োজিত করিতেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

সদুপ্ত [স] বি উত্তম বৈশিষ্ট্য। 'কৃষ্ণের যে সাধারণ সদুপ্ত পঞ্চাশ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সদুপ্তক [স] বি প্রকৃত গুরু। 'এবে মই বৃষ্টিল সদুপ্তক বোড়ে।' *চর্য্য* ৩৫ ১২০০।

সদুপোশ, **সদুপোশ** [স] বি হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'সদুপোশ ১৬১৭৮৪। *দর্পণ*, ১৮১৯; 'জাতিতে সদুপোশ, মিসিগিট ডিপার্টমেন্টের কোর্স।' *হরয়সাদ*, ১৮৮৬।

সদুদ্ব্য [স] বি সমুদ্র গ্রহ। 'রাগ কেবল সদুদ্ব্যয়ের উপর।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সদুজাতি [স] বি বর্ণহীন সম্প্রদায়সমূহ। 'গ্রামের সদুজাতির অন্তর্গত বাহু মহাপরোহা বেশ খানিকটা চ্যার্ট হয়ে উঠেছেন।' *ভায়া*, ১৯৪৬।

সদুজ্ঞান [স] বি পুণ্যজ্ঞান। 'নির্মল শরীর দোহা সাধু সদুজ্ঞান।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সদ্বার [স] সদরদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'ছেলে খোপাবার সদর।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সদ্বারি [স] সদরদার। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সদুজীভ [স] বি ভালো উদারবণ। 'তাঁহাদের সদুজীভ অনুসরণ করিবেন ঢাকাছাত্রণ, ১৮৭৩।

সংগ্ৰহ [স] বি অভিজ্ঞতা বশে। 'ইনি সংগ্ৰহজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ দর্পণ, ১৮২২।

সংগ্ৰহজা [স] বিশ শ্রী সং সংগ্ৰহজাত। 'তুমি সুলক্ষণাধিতা, সংগ্ৰহজ সচরিত্রা কন্যা।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সংগ্ৰহজাত [স] বিশ সং সংগ্ৰহে জন্মেছে এমন। 'সংগ্ৰহজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ।' *দর্পণ*, ১৮২২; 'অনেক সংগ্ৰহজাত কন পুরোহিতদের সহিত বিবাহ করিতে ভালবাসে।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সম্বন্ধজাতা

সম্বন্ধজাতা [স] *বিশ* ক্রী সম্বন্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'সম্বন্ধজাতা মেয়ে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সম্বন্ধসূত [স] *বিশ* সম্বন্ধে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'মিদি জাতিদ্রষ্ট, সম্বন্ধসূত, ব্যয়োবৃক্ষ, ধার্মিক, ভায়াই এই রাজার তক্তি আছে।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৪৪।

সম্বন্ধোত্তর [স] *বিশ* সম্বন্ধে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'তথ্যাদি সম্বন্ধোত্তর কারণ শূন্যীয় বলি।' *দর্পণ*, ১৮৩৯।

সম্বন্ধা [স] *বি* উদ্ভব বক্তা। 'পরে এক সম্বন্ধা, চতুর, বুড়িমান, কার্যদক্ষ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ... মণাধেবরের নিকট পাঠাইলেন।' *বিন্দ্যা*, ১৮৪৭।

সম্বন্ধুতা [স] *বি* ভালো বক্তৃতা। 'গতবর্ষে ক্রীহুত মেডাক ও বীটন সাহেব ... সম্বন্ধুতা করিয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্বর্ধ [স] *বি* সংশ্লিষ্ট। 'ভায়ায় এতদ্রূপ সম্বর্ধে নিয়তই চলিবে।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সম্বিচ্ছন্দ [স] *বি* যথার্থ বিধান। 'ইহা সম্বিচ্ছন্দ মাত্রেরই সুপ্রাণ ও আয়শীল।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সম্বিচার [স] *বি* যথার্থ বিচার; সুবিচার। 'মেসিলেক যে তাহার রাজ্যে যদ্যপি সম্বিচার ও সুশাসন বটে।' *ভারতী*, ১৮৩০।

সম্বিচারক [স] *বিশ* খুবই সৎ বিচারকার্য। 'অজনায়েব ... প্রজাপালক সম্বিচারক লোকোপকারক।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সম্বিধ্যাশালী [স] *বিশ* সুশিক্ষিত। 'সম্বিধ্যাশালী সচরিত্রে সেবিয়া বহুত করিবে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫।

সম্ব্যবহার [স] *বি* উদ্ভব ব্যবহার; উৎকৃষ্ট প্রয়োগ। 'ইন্ডর কালে লাম্বিয়ার অলেকা তাহার সম্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম।' *দর্পণ*, ১৯১৭।

সম্বিবেকী [স] *বিশ* সুবিবেচনা বোধসম্পন্ন। 'কোন প্রজাতিতৈষী সম্বিবেকী ব্যক্তি।' *ভারত সংস্কারক*, ১৭৭৩।

সম্বিবেচক [স] *বিশ* সৎ বিবেচনাসম্পন্ন। 'হোয়ে সেবের সেব সম্বিবেচক তেইতো শিবের সৈন্য দশা।' *রামধন্য*, ১৭৮০।

সম্বিবেচনা [স] ১ *বি* উদ্ভব বিবেচনা। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যসেহ ধারণ সৃষ্টি সম্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ...' *যুত্বাঙ্ক*, ১৮১২। ২ *বি* সুবিচার। 'বর্তমান পরবর্তমানের সম্বিবেচনা।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮২৯।

সম্বীপা [স] *বিশ* ক্রী ধীপসহ। 'নিজ প্রভাবে ও মীতিবিদ্যাপ্রভাবে, সদাশাস সম্বীপা পৃথিবীর অবিচল্য অবিশ্রুতি ইহঁদের।' *বিন্দ্যা*, ১৮৪৭।

সম্বুদ্ধি [স] *বি* তত্ত্ববুদ্ধি। 'এ বড় দুঃখ মনুষ্যসেহ ধারণ সম্বুদ্ধি সম্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা ...' *যুত্বাঙ্ক*, ১৮১২।

সম্যক্তি [স] *বি* সাধু ব্যক্তি। 'ইহাও সম্যক্তির সুসুখিত অতিরিক্তিজন্য অন্য কি উপাঙ্গিক ইহঁতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬।

সম্যবহার [স] ১ *বি* উদ্ভব আচরণ। 'সদাচার সম্যবহার বিরুদ্ধ কর্তব্য করেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ *বি* কার্যকর ব্যবহার। 'জ্ঞানসিহ্নকে আমাদিগের সম্যবহার দ্বারা বাধ্য করিতে পারি, তবে সেও আমাদিগের মনোমত ...' *বঙ্কিম*, ১৮৬৫।

সম্যবহারী [স] *বি* সঠিক ব্যবহার করে এমন ব্যক্তি। 'বইয়ের সম্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সম্যদ [স] *বি* ভালো খাতে খরচ। 'তাহাতে সম্যদও অনেক হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সম্যাদ্যা [স] *বি* যথাযথ ব্যাখ্যা। 'সুসংস্কৃতের সম্যাদ্যা সুকৃতে সদলস্কার ... সমকে বিবৃত করিতেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

সম্যাব [স] ১ *বি* বহুভাব। 'সম্যাব হৃদয়ি সর্বজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সম্প্রীতি। 'অমিতার প্রজ্ঞাতে যে সম্যাব নাই।' *প্রামাণ্য*, ১৮৭৩।

সম্য [স] *বিশ* সন। 'সোম্যম্ভবে সেপি সম্য অন্তলন পশ্য।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্য, **সম্যদ** [স] ১ *বিশ* সাম্প্রতিক। 'প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগে সম্য।' *রামধন্য*, ১৭৮০। ২ *ক্রিয়ণ* এখনই। 'সম্য তার হয় যেন সবল নিপাত।' *মানিক্য*, ১৭৮১। ৩ *ক্রিয়ণ* সর্বোত্তম; এই যুদ্ধে। 'সম্য মেলিতেছে তরুণ তরুণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সম্যাপাতী [স] *বিশ* অতিশয় কন্যাস্বামী। 'কে না জানে অমুখি অমুখম সম্যাপাতী।' *মাইকেল*, ১৮৭৩।

সম্যাপাতী [স] *বিশ* অতি কন্যাস্বামী। 'সম্যাপাতী কুলের মতো নূরে গড়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সম্যাপ্রভাষাতা [স] *বিশ* ক্রী সর্বোত্তম ক্রিয়ার এসেছে এমন। 'বিলাত ইহঁতে সম্যাপ্রভাষাতা ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সম্যাপ্রসূত [স] *বিশ* সর্বোত্তম প্রসব করেছে এমন। 'পাশাপ দ্বন্দ্বা মাতা সম্যাপ্রসূত সন্তানকে পরিভাষণ করে।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সম্যাপ্রসূতি [স] *বিশ* সর্বোত্তম প্রসূতি হয়েছে এমন। 'তার সন্তানসকলটি অলোকমান্যায় রূপের প্রথম সাক্ষ্য পান।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সম্যাপ্রতি [স] *বিশ* কেবল সংঘটিত হয়েছে এমন। 'যেন কোন সম্যাপ্রতি দুর্ঘটনার শুভি ...' *গুয়াজল*, ১৯৩৩।

সম্য-দ্বি [স] *বিশ* এখনই হেঁড়া হয়েছে এমন। 'সম্য-দ্বি চক্ৰ-সুন্দর।' *নজরুল*, ১৯২৪।

সম্যজাত [স] *বিশ* মাত্র জন্ম নিয়েছে এমন। 'মিটারে, পক্ষায়ে সম্যজাত নব শিশুর প্রাণ রাখ হয় না।' *মহারক*, ১৮৮৯।

সম্যজাতা [স] *বিশ* ক্রী মাত্র জন্ম নিয়েছে এমন। 'আজো যেন তনি গুরা টুটি টিপে মারছে শিশুকে সম্যজাতা।' *কলকল*, ১৯৪৬।

সম্যতৈরি [স] *বিশ* সম্য-জাত তৈয়ারী। *বিশ* সর্বোত্তম তৈরি হয়েছে এমন। 'সম্যতৈরি মসজিদের পাশ দিয়ে।' *গুয়াজল*, ১৯৩৪।

সম্যনির্ঘটিত [স] *বিশ* সর্বোত্তম প্রসূত করা হয়েছে এমন। 'সম্যনির্ঘটিত জলটোখিনা একাই দু'হাতে উঠ করে।' *নজরুল*, ১৯৪২।

সম্য-পাড়া *বিশ* সর্বোত্তম প্রসব করেছে এমন। 'মুগুণির সম্য-পাড়া দুইটা আঙা ভাজিয়া দিয়াছে।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সম্যপাতী [স] *বিশ* কন্যাস্বামী। 'ভারতবর্ষের সম্যপাতী জীবিকা ... বৃত্তের উপর নির্ভর করে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সম্যপ্রকাশিত [স] *বিশ* সম্য প্রকাশ করেছে এমন। 'সম্যপ্রকাশিত মাসিকের মোসলেম ভারত-এর মুখপরে সম্পাদক মহাশয় ... বসেছেন।' *প্রমথ*, ১৯২০।

সম্যসূত [স] *বিশ* নবজাতক। 'সম্যসূত বহুসং ধনি।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সম্যসুন্দর [স] *বিশ* সর্বোত্তম রূপ প্রদান করেছে এমন। 'যে সম্য সম্যসুন্দর বঙ্গীয় মাদুরীর মতো সম্য।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সম্যকোটা *বিশ* সর্বোত্তম প্রসূতি। 'সম্যকোটা নিম্নকুলের পরাণ।' *বিভূতি*, ১৯৩১।

সম্যবর্তমান [স] *বি* সাম্প্রতিক কাল। 'এমন সময়ে সম্যবর্তমানে

প্রাকার ডিঙিরে দৃষ্টি পেল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত [স] বিণ সদ্য মুক্তিলভ করেছে এমন। 'পরানীন জীবন হতে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত দেশবাসী অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অনুরক্ত।' বেগম, ১৯৫২।

সদ্যমুক্ত [স] বিণ সবেমাত্র মারা গেছে এমন। 'সদ্যমুক্ত অবস্থায় সে-বে শিকানা-আশঙ্কায়-কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সদ্যরচিত [স] বিণ সবেমাত্র তৈরি করা হয়েছে এমন। 'সদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাকরে রানিয়া বাঁশের চোড়ায় তুংকর ...।' প্রভাত, ১৮৯৬।

সদ্যলব্ধ [স] বিণ অল্পদিনের পরিচয়প্রাপ্ত। 'তোমার সদ্যলব্ধ দিদি আর কাকীমার সম্বন্ধে রীতিমত কৌতুহল দেখা দিয়েছে।' সুকান্ত, ১৯৪৩।

সদ্যশৌক [স] বি সবেমাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে এমন শৌক। 'কিছুদিন সদ্যশৌকের দুলেহ বেদনা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সদ্যসদ্য [স] ক্রিবিণ তৎক্ষণাৎ। 'আপনার বর্ণনা সদ্যসদ্যই খেটে যাবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সদ্যসমাগত বিণ সম্প্রতি আরোপিত হয়েছে এমন। 'সদ্যসমাগত দারিদ্রের পীড়নে পুরুন্দর্য ...।' বঙ্কিম, ১৮৭২।

সদ্যসমাগতা [স] বিণ স্ত্রী সবেমাত্র এসেছে এমন। 'ভাঁহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সখোদন করিয়া বলিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সদ্যস্নাত্ত [স] বিণ একই আগে স্নান করেছে এমন। 'মাখার উপর সদ্যস্নাত্ত বরষার ঝড় নীলাশ্বর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

সদ্যস্নাত্তা [স] বিণ স্ত্রী এইমাত্র স্নান করেছে এমন। 'সদ্যস্নাত্তা আলুশোণিতা-কেশা।' নজরুল, ১৯২৭।

সদ্যস্তুট [স] বিণ নতুন প্রকৃতিত। 'সদ্যস্তুট প্রকৃতিত আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সদ্যুক্তি [স] বি উক্তন পরামর্শ। 'সৌচ্যবাক্যিক মহাপরোহা সদ্যুক্তিবিশিষ্ট স্বং অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সদ্যো [স] সদ্যঃ, সমাসে সদ্যো-। বিণ টটকা। 'সদ্যো রোহিত মৎস্য ও কাঁচা কলাইর ডাইল ও পুঁইশাক পাক।' দর্পণ, ১৮২১।

সদ্যোজ্ঞাত্ত [স] বিণ এইমাত্র নিদ্রা থেকে জাগরিত। 'সদ্যোজ্ঞাত্ত নবীন সৌন্দর্যের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সদ্যোজ্ঞাত্তা [স] বিণ সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে এমন। 'ধরিত্রীর সদ্যোজ্ঞাত্ত কুমারী মতো সুন্দর, সরল, শুভ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সদ্যোজীবী [স] বিণ ক্ষুদ্রজীবী। 'কিমা জলবিধ যথা সদা সদ্যোজীবী।' মাইকেল, ১৮৬১।

সদ্যোযুক্ত [স] বিণ নতুন আবির্ভাব ঘট এমন। 'একদিকে সদ্যোযুক্ত ইসলাম ধর্ম ও অন্যদিকে গ্রীক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ...।' শিব, ১৯৫৬।

সদ্যোবিবাহিত [স] বিণ সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে এমন। 'সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রান্নাখানের শোকাবহ দৃশ্যটা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সদ্যোদ্যুক্ত [স] বিণ সম্প্রতি ধ্বংস হয়েছে এমন। 'সদ্যোদ্যুক্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অন্ত হতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সদ্যোহিতা [স] বিণ স্ত্রী নতুন প্রতিষ্ঠিত। 'সদ্যোহিতা নগরীর জাগরণ কোলাহলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।' মণীশ, ১৯৫৭।

সদ্রস [স] সদৃশ বিণ সমান। 'অমেধ্য সদ্রস বহু তাহা নাই শুনি মালাধর, ১৫০০।

সধন [স] বিণ বিস্তার। 'তাহারা সধন অধন সকলকেই দানদান গ্রহণ করান।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

সধবা [স] বিধবা-। বি যার স্বামী বর্তমান। 'সধবা বিধবা আদি য নারীগণ।' রূপরাম, ১৭৫০।

সধবাকালীন [স] বিণ বৈধব্যের পূর্বকালীন। 'সধবাকালীন অবস্থা তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিকিৎসেটা বা চিক ... পরতেন।' মহাশেখর ১৯৫৬।

সধবাত্ত [স] বি সধবার অবস্থা। 'কোনোমতে টিকে থাকটা যাদের জাতীয় আদর্শ তাদের যেমন সধবাত্ত তেমনই বৈধব্য।' অন্নদ ১৯২৮।

সধর্মী [স] বি একই ধর্মের অনুসারী। 'হাসিমুখে হাত নেড়ে পলাত সধর্মীরে ডেকে ...।' সুকীর্ণ, ১৯০২।

সধর্মিণী [স] বি সধর্মিণী; স্ত্রী। 'অধ্যাপক কুরীর সধর্মিণী মাদা কুরি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সধায় [স] সহায় বি সহায়। মালোএল, ১৭৪৩।

সধুম [স] বিণ ধোয়ামিশ্রিত। সধুমনিধাস [স] বি ধোয়ামিশ্রিত দ্বাস 'স্টীমার ... সধুমনিধাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সদে [স] সঙ্গ-। ক্রিবিণ সাথে। 'কালি তার বিবাহ হইল আন সন হারাম, ১৬৫০।

সদে বি মদ্যবিক্রেতা। মালোএল, ১৭৪৩।

সদে [আ] ১ বি অদ্ভ। মালোএল, ১৭৪৩; 'তিন সন বুদ্ধিয়া পাই ইরসালে।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ বি বছর। 'সন মাস ভাত হুে দেবো।' গুণ্যদুয়াহ, ১৯৭৪।

সন বর সন ক্রিবিণ বছরের পর বছর ধরে। 'কিন্তিবন্দী মাফিক স বর সন মালভঞ্জারি করিবে।' ভেরলি, ১৭৮৩।

সনয়ত্ত বি সনের; বহুসরের। 'সনয়ত্ত বাকী ও বক্যাবাকী ভাগ্যদের জে থাকে ...।' ওর্সী, ১৭৮২।

সন সন [আ] ক্রিবিণ প্রতিবছর। 'পার্কিন সন২ জাহা পাই জে কিছু পাই নাই।' ভেরলি, ১৭৯৭।

সন হাল [আ] সন-হাল বি চলতি বছর। 'সন হালের ১ মে তারি হইতে।' দর্পণ, ১৮১৯।

সনখত্ত [স] সনক্কর বি সনক্করসহ। 'লেউছি নড়াঙল সনখত্ত ইন্দু রে বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সনপ্পর [স] বি নগরসহ। 'সে ব্রহ্মায়িতে যে আমরা সনপ্পর দক্ষ হই হইকেন, ১৮৫৮।

সনজো [স] সন্ধ্যা বি সন্ধ্যা। 'সনজো কালে শিস শোনা নাই।' তার ১৯৪৬।

সনতাপ [স] সন্ধ্যাপ বি সন্ধ্যাপ। 'কোন বিধি দিল সনতাপ।' বিজ্ঞ ১৬৫০।

সনদ [আ] ১ বি প্রত্যয়নপত্র। 'সনদ করায়া সনদ সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বঙ্কিম, ১৮৯৯। ২ বি বার্তা। 'পাশ দুনিয়ায় আনল যে রে/ পু বেহেশতি সনদ।' নজরুল, ১৯০২।

সনন্দ [আ] সনদ বি আদেশ; হুকুমদান। 'মহারাজার এক সন

করিয়া ডুরায় আশিতেষী।' ওয়া, ১৭৮২।

সন্দপত্র [আ সন্দ+স পত্র] বি প্রমাণপত্র; 'সুন্দরবন মধ্যে যে সন্দপত্রফলক পাওয়া গিয়াছিল ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সনমান [স সন্মান] বি সন্মান; 'ধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান।' রামাই, ১৭১০।

সনযোগ [স সংযোগ] বি সংযোগ; 'মানোএল, ১৭৪৩।

সনসন [সন্যাস] ১ ক্রিবিপ ক্রত গতিতে; 'করিতেছে সপঞ্চদশ, সনসন ছুটিছে কাকর।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিপ সন-সন শব্দযুক্ত; 'দুলিছে পবন সন সন বন-বীথিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সনাত্ত [আ শিনাথ] ১ বি চিহ্নিতকরণ; 'বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিপ চিহ্নিত; 'হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাত্ত করবে কে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'ভালো করে সনাত্ত না করে বেকসুর লোককে হেসে পোরা।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

সনাটা [সি বি এককভাবে পিয়ানো বা যৌথভাবে পিয়ানো ও বেহাগার মাধ্যমে বাজানোর জন্য রচিত এবং চার পর্যায় বিশিষ্ট যন্ত্রসংগীত বিশেষ; 'টমাস মনের উপন্যাস ...' বাথের সনাটা।' সুখীন্দ্র, ১৯৪০।

সনাত্ত [আ সন্দ+ত] বি ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে প্রচলিত তিন রকমের মুদ্রার এক রকম; 'তোমার স্থানে সনাত্ত সিকা ১৭৫ এক সত্তও পচাত্তর তকা।' মেয়র্, ১৭৫৭; 'সনাত্ত ৭৬ সাড়ে ছোয়াড়র তকা।' বোঙ্গল, ১৭৮০।

সনাত টাকা বি ব্রিটিশ শাসনামলে প্রচলিত মুদ্রাবিশেষ; দর্পণ, ১৮২২।

সনাতন [স] ১ বি 'স্বয়ং'; 'রজ বীজে জন্ম নহি সুন সনাতন।' রামাই, ১৭১০। ২ বিপ শাস্ত্র; 'এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাধার নিরঞ্জন রূপগ্রাম, ১৭৫০; 'হে সনাতন পর্বতকুল! তোমরাও এর সাক্ষী মাইকেল, ১৮৭৪।

সনাতনত্ব [স] বি চিরন্তনতা; 'তাহার স্নিক্ততা ও সনাতনত্বের আড়ালে।' বিজুতি, ১৯৩১।

সনাতনধর্ম, সনাতনধর্ম [স] ১ বি প্রচলিত ধর্ম; 'এদেশের সনাতন ধর্ম ... বেদ বিহিত উপাসনা।' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বি হিন্দুধর্ম; 'সনাতন ধর্ম বেদমূলক।' বঙ্কিম, ১৮৮৭; 'যাঁরা সনাতনধর্মের সেহাই দেন না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সনাতনপন্থী [স সনাতন+পন্থী] বি প্রাচীনপন্থী; 'যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ স্বর্গে দেশের লোকের সংস্কার দীর করতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৩; 'সমগ্রই সনাতনপন্থী মোক্সাদের সঙ্গে বুদ্ধির জেহাদে অবতীর্ণ হলেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সনাতনপ্রথা [স] বি পুরাতন নিয়ম; চিরকাল চলে এসেছে এমন প্রথা; 'সনাতনপ্রথাও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সনাতনী [স] ১ বি প্রাচীন; 'সমযোষে সনাতনী সন্তত সদয়।' মালিকরাম, ১৭৮১; 'তুমি সনাতনী আমিই নৃতন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ২ বিপ পুরানো; 'অতএব উক্ত বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে নিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সনাথ [স] বিপ সহায়বিশিষ্ট; 'আজয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সনাথী [স] বিপ স্ত্রী সহায়যুক্ত; 'সংপ্রতি অনাথা ইয়াহিস আমাকে

পাইলে সনাথা হবি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

সনান [স স্নান] বি স্নান; 'কামিনি করএ সনানে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সনাতি [স] বি সহোদর; 'শত্রু মোদের হটক সনাতি, দস্যু অথবা দাস।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

সনাল [স] বিপ ডোরযুক্ত; সনাল পটুকা বি ডোরযুক্ত কোমরবন্ধ; 'সনাল পটুকা তায় শোভে সৌদামিনী।' মালিকরাম, ১৭৮১।

সনি [আ সুবনী] বি সুনি; 'মুগলমান মতাবলম্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমতঃ সনি।' দর্পণ, ১৮২৯।

সনিধান [স সন্নিধান] বি নিকট; 'প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি বৃস সনিধানে।' মাসাধর, ১৫০০।

সনিবার [স শনি+ফা বার] বি শনিবার; 'সনিবার দিনে ধর্মপাদুয়ার দিব জে গড়িএ।' রামাই, ১৭১০।

সনির্বন্ধ [স] বিপ সনিবর; 'আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে ...' প্রথম, ১৯১৯।

সন্ত্য [স] বিপ নৃত্যযুক্ত; 'তার দুরন্ত কেন্দ্রিমুখ রাজ-অথ সন্ত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সনে [স সন্] ক্রিবিপ সাথে; 'আকা সনে হেন তেজু পরিহাস।' বড়ু, ১৪৫০।

সনেট [সি] বি দুইচরণপদী কবিতা; 'ইহুদি সভ্যতা গিরিক এবং অর্বাচীন যুগের উচ্চাঙ্গী সভ্যতা সনেট।' প্রথম, ১৯১৮।

সনেস [স সেনেশ] বি বধর; 'লৈবহ কৌন সনেসে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সনেই [স স্নেই] বি প্রথম; 'বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেই।' বড়ু, ১৪৫০।

সনোড়িয়া [স সংসারী] বি হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ; 'যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সন্ত [স] বি সন্তানসী; 'চার সেয়ালের চুন-সুরকি ভেদ করে কতিপয় সন্ত আর মিহি সোনালি চুলের সেবদূত আসতেন।' শ্যামসুর, ১৯৭০।

সন্তত [স] ক্রিবিপ সন্তত; 'সমযোষে সনাতনী সন্তত সদয়।' মালিকরাম, ১৭৮১।

সন্ততি [স] ১ বি সন্তান; 'বিবাহ করিলাম না হইল সন্ততি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি বংশধারা; 'আমি যাব আত্মীপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে।' সুখীন্দ্র, ১৯৪১।

সন্ততিসূত্র [স] বি সন্তানরূপ সূত্র; 'দেশের নানা জাতিকে এক সন্ততিসূত্রে বাঁধতে পারত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সন্ততি [স] স ততঃ ক্রিবিপ সবসময়ে; 'কশি ঘন গরজতি সন্ততি ভুবন ভরি বরিশস্তিয়া।' শেখর, ১৬০০।

সন্তত [স] ১ বিপ শোকাত; 'জয় জয় সন্তত জনের এক বহু।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ উত্তম; 'এক দেবালয় নিকটে কুলদায়িতে অত্যন্ত সন্তত তৈল পুরিত ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সন্ততচিত্ত [স] বি শোকাত মন; 'নিতান্ত সন্ততচিত্তে মরণে কৃতনিষ্ঠর হইয়া যবে গমন করিলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

সন্তব বিপ সরলা; 'জীব দএ সন্তব জুবতী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সন্তরণ [স] বি সাতার; 'প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিক্ত গমন।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সন্তরণকারী [স] বি সাতার দেয় যে; 'নদীজলে সন্তরণকারী।'

বিত্তি, ১৯৩১।

সত্ত্বরপদীলা [স] বি জলকেনি; জলবিহার। 'উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপনর সত্ত্বরপদীলা দেখিয়া লইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সত্ত্বা ক্রি সাতার কাটা। 'কিশোর কিশোরের আশা তারি সে সুরে সত্ত্বরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সত্ত্বী [সি] বি পাছারাদার। 'সারজন সত্ত্বী হাশন করিয়া কিয়দিক্তি নিমিত্ত ব্যতীত দর্শনালাপী লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

সত্ত্বর্ণ [স] ১ বি বস্ত্র। 'কত দিন কর ইহার ভাল সত্ত্বর্ণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সত্ত্বর্ণকরণ। 'নিতি নিতি জৈন্ত হোম দেব সত্ত্বর্ণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি খুব সাবধান। 'একটা ফল অতিসত্ত্বর্ণপণে আপনার নিকটে রাখিয়া ...' দর্পণ, ১৮২৭।

সত্ত্বর্ণপণে ১ ক্রিবিধ অতি সাবধানে। 'যেন অতি সসোপানে যেন অতি সত্ত্বর্ণপণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ ক্রিবিধ অতি যত্নে। 'একখানি লাল যেনারসি শাড়ি সত্ত্বর্ণপণে তাহার মলিন বস্ত্রের উপর জড়াইয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সত্ত্বর্ণ [স সত্ত্বর্ণ] বি সত্ত্বর্ণকরণ; তুষ্টিপ্রদ। 'মিস্ট অর্পণান সভায় সত্ত্বর্ণ করি।' মালাধর, ১৫০০।

সত্ত্বা [স সত্ত্ব] ক্রি উত্ত্ব করা। 'তার হার ঘনসার সার রে সেওলব সত্ত্বাওত মোহী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সত্ত্বাভা [স] বি তাড়না; যন্ত্রণা; ছালা। 'সতিনীর সত্ত্বাভনে সন্ধ্যা গেল বন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সত্ত্বাভা [স সত্ত্বাভন] বি বিশেষভাবে আলোড়িত করা। 'পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সত্ত্বাভিত হইলে ...' বহ্নি, ১৮৭৫।

সত্ত্বাভিত বি বিশেষভাবে আলোড়িত। 'মাধ্যাহ্নকালিক ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্বদা সত্ত্বাভিত করিতেছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সত্ত্বান [স] ১ বি ছেলেমেয়ে। 'আমার সত্ত্বান যেন থাকে দুখে ভাতে।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি পুত্র। 'শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণ সত্ত্বান।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি সৃষ্ট বস্ত্র। 'প্রতিযোগিতা যে অহমিকার সত্ত্বান সে তো একরকম জ্ঞান কথা।' মোতাধর, ১৯৫০।

সত্ত্বানগৌরব [স] বি সত্ত্বানের জন্য পর্ব অনুষ্ঠ। 'মাগের মুখ সত্ত্বানগৌরবে রক্তিমাতা লাভ করে।' গুয়ালী, ১৯৬৪।

সত্ত্বানতুল্য [স] বি সত্ত্বানের মতো। 'পূজ্য পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃতুল্য দারাকোকে ও সত্ত্বানতুল্য মুরাদবন্ধকে হত্যার উদ্দেশ্যে ...' মহাশেতা, ১৯৫৬।

সত্ত্বানধারণকর্ম [স] বি সত্ত্বান অনুদানে সক্ষম। 'সত্ত্বানধারণকর্ম নারী আমি পুয়েছি সর্বদা।' স্তিতি, ১৯৭০।

সত্ত্বানবতী [স] বি সত্ত্বান আছে এমন। 'নিসঙ্গত্বানকে সত্ত্বানবতী করা।' এসলাম, ১৯১৯।

সত্ত্বানবৎসল [স] বি সত্ত্বানের প্রতি স্নেহপরায়ণ। 'হরগোবিন্দও সত্ত্বানবৎসল কম নন।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

সত্ত্বানবৎসল্য [স] বি সত্ত্বানের প্রতি স্নেহ। 'পাখির সত্ত্বানবৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সত্ত্বানরত্ন [স] বি সত্ত্বানরত্ন রত্ন। 'আপনার যে সত্ত্বানরত্ন আছে।' নজরুল, ১৯৩১।

সত্ত্বানলিলা [স] বি সত্ত্বান অনুদানের আকাঙ্ক্ষা। 'তাহারও অন্তরে সত্ত্বানলিলা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।' বনফুল, ১৯৩৬।

সত্ত্বান-সত্ত্বতি [স] বি পুত্রকন্যা; ছেলেমেয়ে। 'সত্ত্বান-সত্ত্বতিদিশে জনা বলকারক আহারীয় প্রাণ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সত্ত্বানসমাহৃত্য [স] বি সত্ত্বানতুল্য সমাহৃত্য। 'মাতৃভাষা সত্ত্বানসমাহৃত্য আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সত্ত্বান-সম্পাদায় [স] বি শাসকসম্পাদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠী। 'সকলই মনে করিল, সত্ত্বানের জয় হইয়াছে, সত্ত্বান শক্তবে তাড়াইয়া যাইতেছে।' বহ্নি, ১৮৮২। 'সত্ত্বান-সম্পাদায়ের সতে কাঠান টমাসের যুদ্ধ হইল।' আজাদ, ১৯৩৬।

সত্ত্বানসম্ভাবনা [স] ১ বি সত্ত্বান প্রসবের সময়। 'দাকায়দীর পক্ষ সত্ত্বানসম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি গর্ভধারণের সম্ভাবনা। 'কিশোর সত্ত্বানসম্ভাবনা আছে বলিয়া কেহই আশা করেন না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সত্ত্বানসম্ভাবিতা [স] বি স্ত্রী অচিরেই সত্ত্বানের জন্য হবে এমন অবস্থাসম্পন্ন। 'রানি সত্ত্বানসম্ভাবিতা।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

সত্ত্বানসুলভ [স] বি সত্ত্বানের মতো। 'সত্ত্বানসুলভ প্রজ্ঞাভক্তিবে ছাত্রী মাথা নত করে দিবেছিলো।' বেগম, ১৯৪৯।

সত্ত্বানলীনা [স] বি স্ত্রী নিঃসত্ত্বান। 'সত্ত্বানলীনা রমণীর মনে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সত্ত্বানার্থ [স] ক্রিবিধ সত্ত্বানের আশায়। 'সত্ত্বানার্থ অস্থ পত্নীতে তাহার আশ্রিত নাই।' বহ্নি, ১৮৭৪।

সত্ত্বানোৎপাদন [স] বি সত্ত্বান অনুদান। 'বেদব্যাসবিক্রিয়ারী রাজা ক্ষেত্রে তিন সত্ত্বানোৎপাদন করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সত্ত্বাপ [স] ১ বি উত্তাপ। 'বহরবি ক্রিয় সত্ত্বাপে রে গণ্যগাণ গই পইঠী।' চর্যা ১৬, ১২০০। ২ বি ক্রোধ। 'যতক যতক তার আহি মনের সত্ত্বাপ সুখাছিল দিকুজগলে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি যন্ত্রণা। 'খরু মোর বিরহ সত্ত্বাপ।' বড়ু, ১৪৫০: বিরহ সত্ত্বাপে প্রীয়া আবে কোপমনে।' মালাধর, ১৫০০। ৪ বি অন্তর্দ্বার। 'তোমা দেখি সন্ধ্যা সত্ত্বাপ পারসি'। বৃন্দা, ১৫৮০। ৫ বি দুঃখ। 'কত না সংকট, কত না সত্ত্বাপ মানবশিত্তর তরে, কত না বিবাদ কত না বিলাশ মানবশিত্তর ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৬ বি অনুভূতি। 'এ সত্ত্বাপা ... সেবতা বুলিতে পারে এ পাশ আমার, আমি কি ভুলিতে পারি সে দুই তাহার, সে অধিম অধিমান?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৭ বি শোক। 'দুইটি কোলের ছেলে গেছে পর পর ... এ জনমে তাই হেন দারুণ সত্ত্বাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৮ বি অভিশাপ। 'চিঠি তব পড়িলাম, বলিবার নাই মোর, তাপ কিছ আছে তাহে, সত্ত্বাপ তাই মোর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সত্ত্বাপন [স] বি অনুভূতি। 'শতকোটি সেনা রেখে সত্ত্বাপন হল। মানিকরাম, ১৭৮১। বি অভ্যর্থনা। 'বিরহিজন সত্ত্বাপনে কাহারও সংকোচ নাই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সত্ত্বাপনানিশি [স] বি স্ত্রী দুঃখ নাশ করে এমন। 'সত্ত্বাপনানিশি নিদ্রা যোগে সকল প্রকার ভাবনা হইতে মুক্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

সত্ত্বাপত্তজন [স] বি যন্ত্রণা অবসান করে যে। 'তুমি এই নিমিত্তে সত্ত্বাপত্তজন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সত্ত্বাপহাঙ্গী [স] বি শোক-ছালা হরণকারী। 'সত্ত্বাপহাঙ্গী শরতে সন্ধ্যাকাল-ভাগে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

সত্ত্বাপিত [স] বি পতিতাপনুত। 'সত্ত্বাপিত মর্ম্মতল হতে।' সত্যেন্দ্র

১৯১০।

সঙ্গী [স] কিং সঙ্গায়ুত। 'সঙ্গী'র তাপ দূর মন প্রাণ হরে।
রঙ্গ, ১৮৫৮।

সঙ্গার [স সঙ্গরণ] বি সাতার। 'বাৎসর্য সঙ্গারে জাগি।' চর্চা ৩৭,
১২০০।

সঙ্গারিত [স সঙ্গরণ] কিং ভাসমান। 'সমুদ্রপোত সঙ্গারিত করিয়া
সুগম পথ গ্রস্ত করা যাইতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সঙ্গাল [স সমস্তপাল] বি সঁওতাল সম্প্রদায়। 'তিন মাসের মধ্যেই
সঙ্গালবানী পাহাড়তলী সকল অধিকার করিয়া লইবে।' সুখাবর্ণণ, ১৮৫৫।

সঙ্গালীয় [স সমস্তপাল] কিং সঁওতাল সংগ্ৰিষ্ট। 'সঙ্গালীয় সমাচার
লিখিতেই লেখনীর যুগ্ম কয় হইয়া গেল।' সুখাবর্ণণ, ১৮৫৫।

সঙ্গট [স] ১ বিগ্ম খুশি। 'বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সঙ্গট হইলেন।'
রামরায়, ১৮০১। ২ বিগ্ম পরিভূত। 'আহারে অতিশয় সঙ্গট
হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২; 'মানুষ এই জগতের জলাভ্রম করে কেবল
বাইরের জিনিষেই সঙ্গট থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সঙ্গটচিন্তে [স] ক্রিবিগ্ম খুশিমেনে। 'সারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক ক্ষুধি
লাভ করিয়া সঙ্গটচিন্তে সুখে কালযাপন করিতে পারে।' অক্ষর,
১৮৪৮; 'স্বামি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সঙ্গটচিন্তে গায়েোথান পূর্বক
অভ্যর্থনাদি করিল।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

সঙ্গট হওয়া ক্রি খুশি হওয়া। 'বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পরম সঙ্গট
হইলেন।' রামরায়, ১৮০১।

সঙ্গট-হ্রদয় [স] বি খুশিময়। 'উপজীব্য অবলম্বন করিয়া সঙ্গট-
হ্রদয়ে কালযাপন করিত।' অক্ষর, ১৮৫৪।

সঙ্গটী [স] ১ বিগ্ম ত্রী টুট। 'সঙ্গটী হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন।'
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিগ্ম ত্রী খুশি। 'সম্প্রতি জোয়ার সাহসে সঙ্গটী
হইল।' হরমসাদ রায়, ১৮১৫।

সঙ্গটি [স] বি সঙ্গোষ। 'সাধেব লোকেরদের সঙ্গটি হইয়াছে।' দর্পণ,
১৮২৯।

সঙ্গোষ [স] ১ বি খুশি। 'অল্পে সঙ্গোষ সিং যথাত পাতিয়া।' মাল্যধর,
১৫০০। ২ বি আনন্দ। 'কৃষ্ণে গায় প্রেম হবে পাইবে সঙ্গোষ।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০। ৩ বিগ্ম সঙ্গট। 'গোপাঙ্গি ভারে হয়েছে সঙ্গোষ।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০; 'হইল সঙ্গোষ আবু তালিবেব মন।' সুলতান,
১৭০০। ৪ বি সঙ্গটি। 'মহাশয়েরা অবশ্যই সঙ্গোষ পাইবেন।' দর্পণ,
১৮৩২।

সঙ্গসিত [স] সঙ্গোষিত। 'খুশি সঙ্গসিত বড়
বিদগদরাএ।' মাল্যধর, ১৫০০।

সঙ্গোষক [স] বিগ্ম সঙ্গোষজনক। 'প্রকৃত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন
সে অভিসঙ্গোষক।' দর্পণ, ১৮৩৬।

সঙ্গোষকর [স] বিগ্ম সঙ্গোষজনক। 'উক্ত রূপান্তর প্রকাশনান্তর
পাঠকবর্গের নিত্য সঙ্গোষকর হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩০।

সঙ্গোষগণ [স] বি পরিভূত হওয়ার গণ। 'সঙ্গোষগণটি মানুষের
একটি মহৎ গণ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সঙ্গোষজনক [স] ১ বিগ্ম সঙ্গট। 'এতদ্বিময় যুক্তি সিদ্ধ অশিচ সর্বত্র
মনাত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনাকর্তার সঙ্গোষদায়ক হয়।' দর্পণ,
১৮৩৪। ২ বিগ্ম তৃপ্তিদায়ক। 'আপন মনবিবেক নিকট প্রতিপন্ন হইলে
মানসে এরূপ সঙ্গোষজনক বাক্য লিখিয়া থাকিবেন।' দর্পণ, ১৮৩৬।

৩ বি তৃপ্তিজনক। 'তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গোষজনক নহে।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।
৪ বিগ্ম গ্রহণযোগ্য। 'সমস্যার সঙ্গোষজনক মীমাংসা।' আজাদ,
১৯৪৫।

সঙ্গোষজনকভাবে [স] ক্রিবিগ্ম আশানুরূপভাবে। 'সংখ্যা
সঙ্গোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না।' মোহাযমী, ১৯৩৩।

সঙ্গোষগণ [স] বি সঙ্গটকরণ। 'মার এত লোকের সঙ্গোষণ করতে
হয়, সে কি তিলাবের নিমিত্তেও বিশ্রাম করতে পারে।' মাইকেল,
১৮৬১।

সঙ্গোষণ [স] বিগ্ম অল্পে তৃপ্ত এমন। 'সুশীলা সাক্ষী ত্রীর
সঙ্গোষণান পাশ্চাত্যবায়ীর ...।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সঙ্গোষণবিধান [স] বি সঙ্গটি সাধন। 'দু'চার কথা ব'লে আমাদের খি
ঠাকরনের সঙ্গোষণবিধান করেন।' অন্নদা, ১৯২৯।

সঙ্গোষযুক্ত [স] বিগ্ম আনন্দিত। 'আমরা প্রভু হইয়া পরমসঙ্গোষযুক্ত
হইলাম।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

সঙ্গোষণসাধন [স] বি সঙ্গটিবিধান। 'জমিদারগণের সঙ্গোষণসাধন ও
তাহাদিগকে পক্ষি করিবার নিমিত্ত ...।' সোমহকশ, ১৮৭৩।

সঙ্গোষা [স] সঙ্গোষ। 'ক্রি সঙ্গট করা; খুশি করা। 'তারে সঙ্গোষিতে
কিছু বলেন চান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'বাস্তবিক অধিক মোর মন
সঙ্গোষিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

সঙ্গোষাধিত [স] বিগ্ম আনন্দিত। 'বিশ্বপয়রান বড়িয়া পরম
সঙ্গোষাধিত হইয়া পাঠ করিবেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

সঙ্গোষী [স] বিগ্ম ত্রী তৃপ্তিদানকারী। 'আয় গো অমলা,
সঙ্গোষী।' সঙ্গোষ, ১৯১১।

সঙ্গোষিত [স] বিগ্ম সঙ্গট। 'ভক্তসব সঙ্গোষিত হইলা গুনিয়া ...।' বৃন্দা,
১৫৮০।

সঙ্গোষী [স] বিগ্ম সঙ্গট। 'হে অন্তরঙ্গব! - তুমি সেই রজ্ঞাক
সঙ্গোষে সদা সঙ্গোষী রহিয়াছ ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সঙ্গোষে ক্রিবিগ্ম সঙ্গট চিন্তে। 'মাঝে দিন জননীর পরম সঙ্গোষে।' গিরিণ,
১৮৮৭।

সঙ্গোষ [স] বিগ্ম সঙ্গট; আনন্দিত। 'পুষ্প দেখি সঙ্গোষ হইলা
মহেশ্বর।' বিজয়, ১৬৫০।

সঙ্গোষ [স] সঙ্গোষ। বি খুশি। 'দ্রুৎ আলিঙ্গনে কারে সঙ্গোষ করিল।' মাল্যধর, ১৫০০।

সঙ্গস্ত [স] ১ বিগ্ম অতিশয় তীত। 'সেই সঙ্গস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলঙ্ক
গুণন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিগ্ম আতঙ্কিত। 'এই সঙ্গস্ত ভরুণ
প্রণীতগির মধ্যে উক্ত স্বভাষিত্যাদক যখন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সঙ্গস্ততা [স] বি ভীকৃত। 'এত সঙ্গস্ততা, এত অনায়সহিষ্ণুতা ...
দৈবাৎ পাছে পরপুরুষের ছোয়া লাগে।' অন্নদা, ১৯২৮।

সঙ্গাস [স] বি অতিশয় শব্দ বা তীতি। 'সঙ্গাসের বিহীনতা নিজেরে
অপমান।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'ভারতীয় সঙ্গাসবাদীদের কার্যকলাপের
শোচনীয় বার্থতা।' আজাদ, ১৯৪০।

সঙ্গাসবাদী [স] বি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যাকাণ্ডে
সমর্থনকারী। 'ভারতীয় সঙ্গাসবাদীদের কার্যকলাপের শোচনীয়
বার্থতা।' আজাদ, ১৯৪০।

সঙ্গাসিত [স] বিগ্ম শঙ্কিত। 'সমস্ত পাঠশালা সঙ্গাসিত করিয়া
তুলিলেন।' শরৎ, ১৯১৭।

সন্দ [স সন্দেহ] ১ বি সন্দেহ। 'নিদ্রাতে ভাঙিয়া গেলা মনে সন্দে লাগে।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ বি সংশয়। 'বিশ্ব পরাজয় ঘোর তার সন্দ নাই।' *কৃষ্ণায়*, ১৭২০।

সন্দ করা ক্রি সন্দেহ করা। 'প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে সেইটে ডারি সন্দ করি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সন্দজাল বি মায়াজাল। 'কেন জড়িয়ে রাখো সন্দজাল, রূপের আলো।' *গিরিশ*, ১৮৮৩।

সন্দর [স সুন্দর] বি সুন্দর। 'তার সন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সন্দর্ভ [সি বি রচনা; প্রবন্ধ]। 'তাহার সন্দর্ভ পুনঃপ্রকাশিত হইল।' *দর্পণ*, ১৮২৫।

সন্দর্শন [সি বি ভাষোভাষে দর্শন]। 'বালকমুখ সন্দর্শন করিয়া ... প্রতিপালন করুন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০; 'স্মৃতি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্টিতে গাম্ভীর্য্যান পূর্বক অভ্যর্থনা দিল।' *কৈলাসবাসিনী*, ১৮৬৩।

সন্দর্শনার্থ [সি] ক্রিবিধ দেখার জন্য। 'সেব সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্বিষয়ে তথ্যভেদী থাকিলেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সন্দল [আ বি চন্দন গাছ]। 'ঘন সন্দল কামুরের বনে ঘোরে এ দিল বেঁট।' *ফররুখ*, ১৯৪৩।

সন্দ্যাকাল [স সন্ধ্যাকাল] বি সন্ধ্যাবেলা। 'সন্দ্যাকালে যুনিলাম' *ভেরগি*, ১৭৮০।

সন্ধি [সি ১ বিধ সন্দেহজনক]। 'যেসকল কথা সন্ধি ও ব্যতিক্রম ও নিস্শরোজ্ঞান।' *ভানকান*, ১৭৮৪। ২ বি সন্ধিহান। 'পুরুষ বিবৃতি সন্ধিদ্ধ হইলে ভুল্লিবারপার্থ পণ্ডিতদিগ্যে জিজ্ঞাসা করিবেন।' *কুসুমী*, ১৮২৩। ৩ বি ভীত। 'এজন্য স্ত্রী লোক এ স্থানে বালক-বালিকাইতে সন্ধিদ্ধ হইবেন না।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২। ৪ বিধ সন্দেহপূর্ণবৃত্তি। 'বোধ করি সন্ধিদ্ধ স্বভাব ভার্য্য একটা ব্যাধির মধ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০। ৫ বিধ সন্দেহভাজন। 'সন্ধিদ্ধ লোকেরা কহিত, যাহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছন্দনামে প্রকাশ করিলেন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'গদ্যাকব্য নিয়ে সন্ধিদ্ধ পাঠকের মনে তরু চলছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

সন্ধিচ্ছিত্ত [সি বি সন্দেহহত মন]। 'যে সকল মহাশয়েরা বৈদিক ধর্ম বিষয়ে সন্ধিচ্ছিত্ত আছেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সন্ধিচ্ছিত্তা [সি বি সন্দেহ প্রবর্তা]। 'গবর্ঘেটের সন্ধিচ্ছিত্তা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২।

সন্ধিচ্ছিন্না [সি বিধ মনে সন্দেহ আছে এমন]। 'সন্ধিচ্ছিন্না আরো দলজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সন্ধিহান [সি বিধ সংশয়িত]। 'যাহা হউক, সৈনিক পুরুষ, করণ্ডকের অসম্ভবভারদর্শনে সন্ধিহান হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সন্দী [স সন্ধি] বি সন্ধি। 'নেতা কহিয়া দিল কাণের কর সন্দী।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সন্দীপনী [সি বি সঙ্গীতের একটি শ্রুতি]। 'সন্দীপনী' *নজরুল*, ১৯৩৫।

সন্দীপিত [সি বিধ প্রজ্জ্বলিত]। 'এই সঞ্জীবিত সন্দীপিত প্রকৃতির ঐশ্বর্যের ...।' *প্রমথ*, ১৯১৫।

সন্দীপী বি মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ। '... সন্দীপী ও চাটগামী নামে পরিচিত।' *এসলাম*, ১৯৮৮।

সন্দুক [আ বি শোহার তৈরি বায়ুবিশেষ; সিদ্ধুক]। 'সন্দুক ভরছ, গোলাও

কোম্বা খাইয়া পেটটা আর নাই ভরলা।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সন্দে [স সন্দেহ] বি সন্দেহ। 'না করিহ সন্দে পরমানন্দে।' *কৃষ্ণায়*, ১৭২০।

সন্দে বি সন্ধ্যা। 'কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা?' *বিক্রুতি*, ১৯২৯।

সন্দেশ [সি ১ বি উপহার]। 'আমর সন্দেশ লণ্ড বাহুর কন্ডনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি স্থানা দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'ভিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ বি সংবাদ। 'শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সন্দেশওয়ালা [স সন্দেহ+হি ওয়ালা] বি সংবাদবাহক। 'ও সন্দেশওয়ালা নাম আমি চোখ বুজিই বলে দিতে পারি।' *নজরুল*, ১৯২৭।

সন্দেশবহ [সি বি দূত]। 'কহ, রে সন্দেশবহ, কহ, তনি আমি।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সন্দেশ [স সন্দেশ] বি সন্ধ্যা। 'চিনী এক সের মজা সন্দেশ এক সের পাঠাই লইতে আজ্ঞা হইবেক।' *চিঠিপত্র*, ১৭৮৪।

সন্দেস [স সন্দেশ] বি স্থানাজাত মিষ্টিবিশেষ। 'সে সবে অমিল নীধি দএ সন্দেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০; 'সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সন্দেহ [সি ১ বি সংশয়]। 'তবে রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি অবিশ্বাস। 'আমি যে ইন্দ্রের পুত্র ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সন্দেহ করা ক্রি সন্দেহান হওয়া। 'সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

সন্দেহ-কুটিল [সি বিধ সন্দেহমিশ্রিত]। 'চোখ কুঁটিয়ে তাকালে তার দিকে সন্দেহ-কুটিল চোখে।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সন্দেহজনক [সি বিধ সন্দেহ জাগায় এমন]। 'নৃতনকে পুরাতনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস - সন্দেহজনক।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

সন্দেহপিপাচ [সি বিধ সন্দেহ-বাতিকৃষ্ট]। 'পণ্ডিত মাহ্রই সন্দেহপিপাচ।' *মুজতবা*, ১৯৪৯।

সন্দেহপীড়িত [সি বিধ সন্দেহে জর্জরিত]। 'কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিরোগশোকাকাতর সংসার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৪৫।

সন্দেহপূর্ণ [সি বিধ সন্দেহ-ভরা]। 'এই সন্দেহপূর্ণ সতর্কতা ভাষার মনের উপর একটা বোকার মতো চাপিয়া ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সন্দেহবন্ধন [সি বি সন্দেহের বাঁধন]। 'সন্দেহবন্ধন ছিড়ি লগ্নে পরিচর।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সন্দেহবাতিক [সি বি সবকিছুতে সন্দেহ রয়েছে এমন স্বভাব]। 'পরানের আছে সন্দেহ-বাতিক।' *ভারা*, ১৯৫৩।

সন্দেহবাদী [সি ১ বি সন্দেহ করে বার]। 'সন্দেহবাদীর সংখ্যা হ্রাস পাইল।' *মনসুর*, ১৯৩৫। ২ বিধ সর্বদা সন্দেহপ্রবণ। 'শরবতিই জবার সের সন্দেহবাদী টুকরির মার।' *কাগসার*, ১৯৬২।

সন্দেহভঞ্জন [সি বি সংশয়ের নিরসন]। 'দর্শনযাত্রা জ্ঞাপন করিলে অশ্বদানির সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।' *দর্পণ*, ১৮৩৬; 'মুখিঠিরের কীটকলাপে প্রভি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সন্দেহভঞ্জনপত্র [সি বি স্বীয় স্বভাবসম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনার্থে স্বাধীর প্রমাণপত্র]। 'সন্দেহভঞ্জন পত্র করিল লিখিত।' *মুহুদুদ*, ১৬০০।

সন্দেহভরা বিধ সন্দেহপূর্ণ। 'সন্দেহভরা চোখে বললেন, 'তুই তো

একটা আত্ম মর্কট।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

সন্দেহভাজন [স] বিশ্বে সংশয় উদ্বেককারী। 'প্রত্যেকেই প্রত্যেকে
সন্দেহভাজন।' শামসুর, ১৯৭২।

সন্দেহ-মিশ্রিত [স] বিশ্বে সন্দেহযুক্ত। 'মন ভরে উঠল হনুর মার
প্রতি সন্দেহ-মিশ্রিত কলুষায়।' প্রথম, ১৯৩৮।

সন্দেহযুক্ত [স] বিশ্বে সংশয়িত। 'পত্রের মধ্যে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন
তদ্বৎ অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হইলাম।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

সন্দেহসংকুল [স] বিশ্বে সন্দেহপূর্ণ। 'পরজাতির প্রতি সন্দেহসংকুল
বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সন্দেহসূচক [স] বিশ্বে সন্দেহের সূচি করে এমন। 'নোয়া
সন্দেহসূচক কটাক্ষ করা উচিত নয়।' বেগম, ১৯৪৯।

সন্দেহহূল [স] বিশ্বে সন্দেহের বিষয়। 'উইর তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এই
ভারতবর্ষে বর্তমান আছেন কি না সন্দেহহূল।' কৈলাসবাসিনী,
১৮৬৩।

সন্দেহে হুগুন বি সংশয় হওয়া। ওয়া, ১৭৫৫।

সন্দেহে হুগুয়া ক্রি সংশয়ের উদ্বেক হওয়া। 'মেয়েটির ভাবগতিক
দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহে হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সন্দেহা [স] সন্দেহা বি সন্দেহ। 'ইহে কিছু নাহিক সন্দেহ।' বড়ু,
১৪৫০।

সন্দেহাতীতভাবে [স] ক্রিবিধ নিশ্চিতরূপে। 'সন্দেহাতীতভাবে
আইনের শীকৃতি না থাকিলেও একমাত্র উর্দুই যে পক্ষতানের
রষ্ট্রভাষা হইতে চলিয়াছে ...' আজাদ, ১৯৫২।

সন্দেহাত্ত [স] বিশ্বে সন্দেহজনক। 'একরূপ সন্দেহাত্ত দৃষ্টি ফেলে
চন্দ্র।' শতকৃত, ১৯৫৮।

সন্দেহিত বিশ্বে সন্দেহ করা হয়েছে এমন। 'চিঠি এক বৌদির কাছে
সন্দেহিত হওয়ায় ...' সুকান্ত, ১৯৪১।

সন্দেহে ক্রিবিধ সাবধানে। মানোএল, ১৭৪৩।

সন্ধ [স] সন্দেহা বি সন্দেহ। 'সেবীর কৃপায় মনে নাহি কিছু সন্ধ'
কেতক, ১৬৫০।

সন্ধতা [স] সন্দেহতা বি সন্দেহসম্পত্তা। 'রাজার দৃঢ় সন্ধতার জট
হইল না।' দর্পণ, ১৮৩২।

সন্ধা [স] সন্ধা বি সন্ধ। মানোএল, ১৭৪৩।

সন্ধা ক্রি টুয়ে যাওয়া। 'তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া।' রবীন্দ্র,
১৯৩৬।

সন্ধপ [স] সন্ধপ বিশ্বে সামুদ্রিক; সাগরে জাত। 'করকচ ও সন্ধপ নমক
গোনের হাজার মোন।' ক্যালেন্স, ১৭৯৮।

সন্ধান [স] ১ বি ধনুক বাণ যোজনা। 'দারুন কুমুদশর সূচক সন্ধানে/
আতিশয় মোর মন হানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বোজ। 'আচ্ছনের
বাণ জিহী তাহার সন্ধানে।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি রহস্য উন্মোচন।
'তারার ক্রিয়ম টিমক তাহার মিম্যা ছলের সন্ধান করিয়া সিলেক।'
ভারতী, ১৮০৩। ৪ বি অনুশীলন; চর্চা। 'বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান
করা আবশ্যক বোধ করেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সন্ধানপটু [স] বিশ্বে অনুসন্ধানে দক্ষ। 'আমার সন্ধানপটু হাত এই
ইচ্ছা খানের রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম করলে।' রবীন্দ্র,
১৯৪০।

সন্ধানপত্র [স] বিশ্বে সন্ধানপত্র। 'তার সন্ধানপত্র ও প্রতীক্ষার প্রাপ্ত।'

মাহেনও, ১৯৪৯।

সন্ধানপত্রতা [স] বি সন্ধানের ইচ্ছা। 'তাহাদের মুখে একটা সন্ধির
উত্তরা এবং সন্ধানপত্রতার পটু প্রকাশ পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সন্ধান শোয়া ক্রি ধনুক শর যোজনা করা। মানোএল, ১৭৪৩।

সন্ধানি ক্রি সন্ধান করে। 'যে বন্দী গোপন পদ্ধতি কিশোরকে-
মাঝে বশুপক্ষে ফিরিয়ে সন্ধানি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সন্ধানী [স] বিশ্বে অনুসন্ধানকারী। 'অনেক ভাঙ্গানে এ যাবৎ
তাহাদিপক্ষে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করতঃ
...।' মশাররফ, ১৮৬৯।

সন্ধানী আলো বি অনুসন্ধানকারী আলো। 'উচ্চা-ক্লাসার সন্ধানী
আলো লইয়া আকাশ-বারী ...।' নজরুল, ১৯২৮।

সন্ধি [স] ১ বি সুরঙ্গ পথ। 'গিরিবির সিংহ সন্ধি পাইসে সবরো শোড়ি
কইসে।' চর্চা ২৮, ১২০০। ২ বি (ব্যাকরণ) দুই বর্ণের মিলন।
'পড়ে দন্ত প্রায়শক্তি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তাহার মধ্যে
এক বর সন্ধি আর ব্যঞ্জন সন্ধি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১১। ৩ বি রহস্য।
'জে জানে বন্দুর সন্ধি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি বিবদমান দুই
পক্ষের মধ্যে সন্ধি সম্পাদন। 'সন্ধি, ঝিহর, যান, আসন, ঘৈষ,
আশ্রয়, এই ছয় রাজত্বনে ... অতিশয় কুশল হও।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।
৫ বি রাজনৈতিক চুক্তি। 'মহারাজপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না কি।' মাইকেল, ১৮৬১। ৬ বি সমঝোতা।
'করিনেন্দ্র সন্ধির প্রার্থনা।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৭ বি মিলন। 'আমি
সন্ধি সন্ধি, প্রেমের মতো।' লালন, ১৮৯০। ৮ বি শান্তির জন্যে
যত্ন। 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্বামী সন্ধির জন্যে আশ্রয়শীল না
হইয়া পারেন না।' আজাদ, ১৯৩৬।

সন্ধিকাল [স] বি দুটি ভিন্ন পরিধিতির মধ্যবর্তী সময়। 'সন্ধিকালের
জন্মে সাময়িকভাবে আরবী-কারবী মিশ্রিত দোভাষী রীতির ব্যঙ্গ্যার
প্রচলন ...।' শরীফ, ১৯৭০।

সন্ধিকালীন [স] বিশ্বে মাঝামাঝি। 'জোয়ার-ভাঁটার সন্ধিকালীন গঙ্গার
মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সন্ধিকণ [স] বি দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়। 'সন্ধিকণে তিন দিন
মহা সুখভোগ।' ওজ, ১৮৫৮।

সন্ধিক্ত [স] বিশ্বে সন্দেহগ্রস্ত। 'তুমি সন্ধিক্ত হইও না।' মৃত্যুঞ্জয়,
১৮১২।

সন্ধিদূত [স] বি সন্ধিপত্র বাহক। 'বিশ্বকর্ষিবির হতে আসিতেছে
শিবিকা বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সন্ধিপত্র [স] বি চুক্তিপত্র। 'বৃষি ওয়াহা সন্ধিপত্রের সহিত দূতের
ন্যায় প্রেরিত হইয়াছে।' ভারতী, ১৮০৩।

সন্ধিপত্রা [স] বিশ্বে সন্ধি হয়েছে এমন। 'সন্ধিপত্রা ও জয়প্রাপ্ত দেশের
প্রধান।' দর্পণ, ১৮২০।

সন্ধিবন্ধন [স] বি একাত্মতা। 'তাহাদের পরস্পর সন্ধিবন্ধনের
সম্ভাবনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সন্ধিবিহীন [স] বি মৈত্রী এবং দ্রুততা। 'বিমলা এ বিষয়ে সন্ধিবিহীন
পতিতা।' বর্ষা, ১৮৬৫।

সন্ধিবিচ্ছেদ [স] বি ব্যাকরণে যুক্তশব্দ ভাঙার পদ্ধতি। 'যুক্ত
শব্দবর্ণের সন্ধিবিচ্ছেদ করে শিখছেন।' প্রথম, ১৯১২।

সন্ধিবৃত্তি [স] বি (ব্যাকরণ) সন্ধিযুক্তের ব্যাখ্যা। 'পড়ে দন্ত প্রায়শক্তি
সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সক্ৰিত্ত্ব [স] বি চুক্তিত্ত্ব করা। 'সক্ৰিত্ত্ব ... মনের কোণেও স্থান দিও না।' মশাররক, ১৯০৮।

সক্ৰিমূল [স] বি (ব্যাকরণে) সক্ৰিসূত্র। 'পড়ে দন্ত প্রায়পতি সক্ৰিমূল সক্রিবৃত্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সক্ৰিশর্ত [স] বি শাস্তিচুক্তির শর্ত। 'বৃত্তিগুলো কি সেই মুক্তান্তের সক্রিশর্ত নয়?' ধূর্তি, ১৯৩১।

সক্ৰিশাবল্য [স] বি দুই বা ততোধিক ভাবের মিলন বা সংঘর্ষ। 'ভাবোদয় ভাবশান্তি সক্রিশাবল্য।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সক্ৰিসূচক [স] বি যুক্ত বিরতিতে ব্যবহৃত হয় এমন। 'সেনাপতি সীমার কি মনে করিয়া সক্রিসূচক ত্রয় পতাকা উড়াইয়া দিলেন।' মশাররক, ১৮৮৫।

সক্ৰিহুল [স] বি দুই বিষয়ের সংযোগ বা মিলন যুক্ত। 'এই কাল পাশ ও পূণ্য উভয় পথের সক্রিহুল।' অক্ষয়, ১৮৫২।

সক্ৰিহান [স] ১ বি সক্রিহুল; সংযোগহুল। 'ত্রীকোণের পদতলের উপরিস্থিত সক্রিহান উল্লস থাকিলেও মহাপাশ।' মশাররক, ১৮৮৫। ২ বি মিলনের কেন্দ্র। 'এই সক্রিহান।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সক্ৰিহানেনেচ্ছ [স] বি মিলনপ্রত্যাশী। 'আমরা তো সচেতনভাবেই সক্রিহানেনেচ্ছ।' সিরাজুল, ১৯৭৪।

সক্ৰিনী [স] বি চিত্রশক্তি। 'আনন্দাংশে দ্বাদশী সদংশে সক্রিনী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সক্ৰুক [আ] সন্দুক বি সিদ্দুক। 'মাটি দিলা রসুলের সক্রুকেত ভরি সুলতান, ১৭০০।

সক্ৰে [স] সন্ধ্যা বি সন্ধ্যা। ওস, ১৭৮২; 'হুকুবর সন্ধের সময় এক ছোট লোহার সিদ্দুক চুরি গিয়াছে।' ক্যালগে, ১৮০০।

সক্ৰেতারা [স] সন্ধ্যাতারা বি সন্ধ্যার বেলা সন্ধ্যাকালে উদ্ভিত তারা। 'সক্ৰেতারা দেখা যে যায়/ভালের ফাঁকে ফাঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সক্ৰেদীপ [স] সন্ধ্যাদীপ বি সন্ধ্যাবেলার বাতি। 'সক্ৰেদীপ জ্বালাতে না জ্বালাতে দেখতে এসেছে।' মানিক, ১৯৩৬।

সক্ৰেবেলা [স] সন্ধ্যাবেলা বি দিনের শেষ ও রাতের শুরু সময়। 'সক্ৰেবেলার একটি পাহাড়ের নীচে ... দেখেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সক্ৰে হওরা বি সূর্য ভূবে যাওয়া। 'সক্ৰে হল, গৃহ অন্ধকার - মা গো হেথায় গ্রন্থী জ্বলে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'যেতে যেতে সক্ৰে হবে খড়কেভাটার হাটে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সক্ৰে [স] সন্ধ্যা বি সন্ধ্যা। 'হএ, ইহাতে সক্ৰে না করিবা।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

সক্ৰা [স] ১ বি দিন শেষ ও রাতের শুরু সন্ধ্যাকাল। 'পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবসরজনী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি দিনের যে কোনো আহার গ্রহণের কাল। 'এক সন্ধ্যা ভক্ত যদি থাকে তার ঘরে।' আলগল, ১৬৮০।

সন্ধ্যা-আলো [স] বি সন্ধ্যাবেলার আলো। 'সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন সিল গগন-পারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সন্ধ্যা-আহ্নিক [স] বি (হিন্দুধর্ম) তিন বেলা উপাসনা। 'পুরকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৪; 'সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া ঝটপট শব্দে বাহিরে আসিয়া ...।' শরৎ, ১৯১৬।

সন্ধ্যা-আহ্নিক [স] বি তিন বেলা উপাসনা। 'সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া

ঝটপট শব্দে বাহিরে আসিয়া ...।' শরৎ, ১৯১৬।

সন্ধ্যা করা ক্রি সন্ধ্যা প্রার্থনা করা। 'হিন্দু ব্যবহারমুক্ত অর্থ্য নমাত্র পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে।' দর্পণ, ১৮২৯।

সন্ধ্যাকাল [স] বি সন্ধ্যার সময়। 'পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈত তত্ত্বনা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সন্ধ্যা-কালো বি সন্ধ্যার মতো কালো। 'সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধ দেখিছ গুরে।' নজরুল, ১৯৩০।

সন্ধ্যাকাল [স] বি সন্ধ্যাকালের আকাশ। 'সেই সন্ধ্যাকালের অসীম চিত্রপটে উপরে ... সোনালি রেখা ঐক্য থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সন্ধ্যাকৃত্য [স] বি হিন্দুদের সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। 'তাঁহার জন সন্ধ্যাকৃত্যের জাগ্রা করিয়া দিয়া ...।' তারা, ১৯৪০।

সন্ধ্যাপূর্ণন [স] বি সন্ধ্যার সময়কার আকাশ। 'জলধারার কলশে সন্ধ্যাপূর্ণন আকুল করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সন্ধ্যাপোহুলি [স] বি পোহুলি লগ্ন। 'সন্ধ্যাপোহুলির রাত্রা রূপ ভূলে। নজরুল, ১৯২৯।

সন্ধ্যায়াত্মজ্ঞ [স] বি অস্তগামী সূর্যের শেষ স্থান আলোকচ্ছটা আবৃত। 'সন্ধ্যায়াত্মজ্ঞ সমস্ত বস্তুহি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সন্ধ্যাতারকা [স] বি সন্ধ্যার বেলা উদ্ভিত তারা। 'সে অমর অক্ষবিশ সন্ধ্যাতারকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সন্ধ্যাতারা [স] বি সন্ধ্যার বেলা সন্ধ্যাকালে উদ্ভিত তারা। 'সন্ধ্যাতার চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সন্ধ্যাতারার দেশ বি সন্ধ্যাবেলার আকাশ। 'লুকানো আলোর তাকালো দেশ সন্ধ্যাতারার দেশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সন্ধ্যাতিমির [স] বি সন্ধ্যার অন্ধকার। 'দিনের শেষে সন্ধ্যা-তিমির নামের পথের মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

সন্ধ্যাদীপ [স] বি সন্ধ্যার বাতি। 'সন্ধ্যাদীপ জ্বলল ঘরে।' রবীন্দ্র ১৮৮৩।

সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা [স] বি সন্ধ্যাদীপ জ্বলছে এমন। 'সন্ধ্যাদীপ জ্বালা পূর্ণন ঘরভাড়া পথে।' নজরুল, ১৯২৩।

সন্ধ্যা-দুর্ভী [স] বি সন্ধ্যার সংবাদবাহিকা। 'দুরারে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা করে সন্ধ্যা-দুর্ভী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

সন্ধ্যা দেবো ক্রি সন্ধ্যাবেলার গ্রন্থী জ্বালালে। 'ঘরে সন্ধ্যা দিবনে?' শরৎ, ১৯১৬।

সন্ধ্যাপবন [স] বি সন্ধ্যার বাতাস। 'সন্ধ্যাপবনে কুণ্ডভবনে/ নির্জল নদীতীরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সন্ধ্যাপূজা [স] ১ বি প্রাত্যহিক আরাধনা। 'মনের গুরে জন মরণশৌচ সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' রামকৃষ্ণদাস, ১৭৮০। ২ বি সন্ধ্যাকালের পূজা। 'একদিবস সন্ধ্যা পূজা বন্দনাদি না করিয়া দেখি।' ভবানী, ১৮২৫।

সন্ধ্যাশ্রয়ী [স] বি সন্ধ্যার বাতি। 'আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাশ্রয়ী জ্বালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সন্ধ্যাকুল [স] সন্ধ্যা+স ফুল বি সন্ধ্যাবেলার কোটে এমন ফুল 'আমার সন্ধ্যাকুলের মধু/এবার যে ভোগ করবে বঁধু।' রবীন্দ্র ১৯১৪।

সন্ধ্যাবন্দনা [স] বি হিন্দুধর্মমতে সন্ধ্যাকালীন ইশ্বরের বন্দনা 'গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরবরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন।

রহীত, ১৮৮৪।

সন্ধ্যাবার [স] বি সন্ধ্যার বাতাস। 'ধরার পূর্বে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবারে।' রহীত, ১৯১৪।

সন্ধ্যাবেলা [স] বি সন্ধ্যার সময়; দিন ও রাতের সন্ধিকাল। 'এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের হেলে ঘরে নিয়ে চলে।' রমহনাদ, ১৭৮০।

সন্ধ্যাতাড়া [স] বি দুর্বোধ্য ভাষা। 'সৌহার্য ও পদকহেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাতাড়া বলেছেন।' প্রমথ, ১৯১৭।

সন্ধ্যাক্রান্ত [স] বি সন্ধ্যার শেষ। 'সন্ধ্যাক্রান্তিগের ধ্যান ভাঙি উদাপতি কুমানন্দগের নৃত্য করিতেন ববে।' রহীত, ১৮৯৬।

সন্ধ্যাক্রমণ [স] বি সন্ধ্যার সময় বেড়ানো। 'আজকাল আমার সন্ধ্যাক্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে।' রহীত, ১৮৯৪।

সন্ধ্যামণি [স] বি সন্ধ্যাবেলায় কোটে এমন এক জাতের ফুল; সন্ধ্যামালতী। '(আজ) তোমার তরে এনেছি এই/ সন্ধ্যামণি ফুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সন্ধ্যামালতী [স] বি ফুলবিশেষ; সন্ধ্যামণি। 'সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছলে শুণু আশনারই গোপন গছে।' রহীত, ১৯১৩।

সন্ধ্যামেষ [স] বি সন্ধ্যাকালীন মেঘ। 'সন্ধ্যামেষের মায়ার মহিমা।' রহীত, ১৯২২।

সন্ধ্যাযাপন [স] বি সন্ধ্যা কাটানো। 'কোনোদিন হাছাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।' রহীত, ১৮৯২।

সন্ধ্যাযাত্রী [স] বি সন্ধ্যার কোটা ছুঁই ফুল। 'সন্ধ্যাযাত্রীর পঙ্ক-ভায়ে, পাছ যখন আসবে ঘরে।' রহীত, ১৯১৯।

সন্ধ্যার কাগজ বি সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশিত হর এমন সন্ধ্যাপত্র। 'চাঁকর করিয়া সন্ধ্যার কাগজ বেটিচেছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৮।

সন্ধ্যারত্নিন [স] বি সন্ধ্যা+রত্না সঙ্গীণা বি গোপালির হং। 'হুমুনাভ ডেউ সন্ধ্যারত্নিন/ মেঘখানি ভালোবাসে।' রহীত, ১৮৯০।

সন্ধ্যারতি [স] বি সন্ধ্যাবেলায় অরতি। 'মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাসর ঘণ্টা বাজতে লাগল।' রহীত, ১৮৯৪।

সন্ধ্যা রবি [স] বি অগ্ন্যমী সূর্য। 'যে পরাজয়ের গ্রানি মুখে মাখি চুলিবি সন্ধ্যা-রবি।' নন্দরূপ, ১৯২৯।

সন্ধ্যারাত্রি [স] বি সূর্যোদয়ের পরের রক্তিম আলোকছটা। 'সন্ধ্যারাত্রি ত্রিপিহি ত্রিলমের প্রোভাখানি বাকা।' রহীত, ১৯১৬।

সন্ধ্যারাত্রি [স] বি রাতের প্রথম প্রহর; সন্ধ্যার ঠিক পরবর্তী কিছু সময়। 'দুদিন পরে সন্ধ্যারাত্রি ...।' বিজুতি, ১৯৩৭।

সন্ধ্যারাত্র্যপরাগরঞ্জিত [স] বি সন্ধ্যার সূর্যের আলোর রঙানো। 'ইতরত উজ্জয়মান মাহারাত্র্য পাণ্ডিত্য সন্ধ্যারাত্র্যপরাগরঞ্জিত।' বনকুল, ১৯০৬।

সন্ধ্যাশোক [স] বি অগ্ন্যমী সূর্যের দ্বান আলো। 'একদিন সন্ধ্যাশোকে অক্ষয়ল ভরি চোখে।' রহীত, ১৮৯৬।

সন্ধ্যাশব্দ [স] বি সন্ধ্যার পাল করা হর এমন শব্দ। 'সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাশব্দ শব্দ না করেই সন্ধ্যাকালের মত লাল হয়ে উঠেছে।' হুমতলা, ১৯৪৯।

সন্ধ্যাসংবিভা [স] বি অরমিত সূর্য। 'পূণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসংবিভার বন্দনায় অহি হত।' রহীত, ১৮৯৯।

সন্ধ্যাসাধন [স] বি সন্ধ্যাশব্দ সাধন। 'কোন সন্ধ্যাসাধনের কুলে দুজনের ছিল আনানো।' রহীত, ১৮৮৬।

সন্ধ্যাসূর্য [স] বি অগ্ন্যমী সূর্য। 'সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নৃত্যভার পরিপূর্ণ।' রহীত, ১৯১৫।

সন্ধ্যা-বশন বি সন্ধ্যাকালীন বস্ত্র। 'অরি সন্ধ্যা-বশন-বিহারী।' রহীত, ১৯০০।

সন্ধ্যাবশনবিহারী [স] বি সন্ধ্যাবস্ত্র-বিহারী। বি সন্ধ্যার বস্ত্রে বিহার করে যে। 'অরি সন্ধ্যাবশনবিহারী।' রহীত, ১৮৯৭।

সন্ধ্যাস্থিক [স] বি (হিম্মত) দিনের বিশেষ তিন বেলা - ভোর, দুপুর ও সন্ধ্যার উপাসনা। 'সকালবেলায় সন্ধ্যাস্থিক সাধিয়া গোর ঘরের মধ্যে আসিতেই দেখিল ...।' রহীত, ১৯০৯।

সন্ধ্যো [স] বি সন্ধ্যা। 'সন্ধ্যো বেলা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও কুবে হাঁক ছাড়েন।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি জীবনলক্ষ্য। 'কার কি জানি কখন সন্ধ্যো হয়।' বিজ্ঞপ্ত, ১৮৯৭।

সন্ধ্যোক্তর [স] বি সন্ধ্যার পরবর্তী সময়। 'সন্ধ্যোক্তরে আনন্দন্তরে কন্যাকর্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

সন্নত [স] বিণ অবনত। 'আশন হাস্যাস্পদ ভ্রান্তি সন্নত করাইলেক।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

সন্নাসি [স] বি সন্ন্যাসী। বি বসোরত্যাগী ব্যক্তি। ওয়া, ১৭৮২।

সন্নাহ [স] বি সন্ন্যাস-সেব্যবরণ। 'রাজা হরীশ্চন্দ্রের সন্নাহযুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া ...।' রমহনাদ রায়, ১৮১৫।

সন্নিকট [স] বি নিকট। 'ভাষার সন্নিকটের মন্দিরা আদি মাদক সামগ্রীর নিকট ভাটী।' কলকাতা, ১৭৯৩।

সন্নিকটবর্তী [স] বিণ অত্যন্ত কাছে অবস্থিত। 'হঙ্গলী, কলিকাতা ও তেলারিকটবর্তী হায়েই অধিকাংশ গায়ক ও বাদনকার আবাসস্থল ছিল।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সন্নিকটস্থ [স] বিণ কাছাকাছি আছে এমন। 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

সন্নিকর্ষ [স] বি আকর্ষণ। 'অশ্বাদামির হর্ষ বিকর্ষ হইয়া বিমর্ষ সন্নিকর্ষ ...।' বলদুত, ১৮২৯।

সন্নিকট [স] বিণ নিকট। 'কলিকাতার নিম্নতলা সন্নিকট নিবাসি সীতাবর।' দর্পণ, ১৮০৩।

সন্নিধান [স] ১ বি নিকট। 'বিভিন্ন সুল্ল দেখি তার সন্নিধানে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি আকর্ষণ। 'কৃষ্ণের স্থানে আনি তারে করিল সন্নিধান।' মাল্যধর, ১৫০০।

সন্নিধানে ১ দ্রিক্রিয় সামনে। 'দ্বিবা এক সরোবর দেখি সন্নিধানে।' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ দ্রিক্রিয় নিকট। 'চৈতন্যপূর্ণ বৃক্স বা নির্জীব পর্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি ফল হইবে?' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সন্নিধি [স] বি নিকট। 'সাদি সমাজ হয় শেষে অনুরক্ত কুসুমিনী সন্নিধি চন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সন্নিধিবর্তী, সন্নিধিবর্তী [স] বিণ নিকটে অবস্থানকারী। 'চারুকন্যের কহিলেন যে তুলাল কাকুরজের সন্নিধিবর্তী ...।' রমহনাদ রায়, ১৮১৫।

সন্নিধ্য [স] বিণ নিকটবর্তী। 'এই চম্পানগর বর্তমান জগলপুরের সন্নিধ্য।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সন্নিপাত [স] ১ বিণ বিকার। 'কেহ বলে অর তার কাশে সন্নিপাতে।' অমলতল, ১৬৮০। ২ বি পতন। 'আশন সন্ন্য সন্নিপাত সমভিভায়াহরে ...।' দর্পণ, ১৮২৪। ৩ বি সম্পর্ক বিভাণ। 'তাহা এই

সমুদায় ভাষার সন্নিপাত বরষ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৪ বি সম্মিলন। 'তাহা এই সমুদায় ভাষার সন্নিপাত বরষ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বি বাত, কফ, পিত্তের সোষযুক্ত বিকার। 'সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

সন্নিবদ্ধ [স] *কিণ* উত্তমরূপে আবদ্ধ। 'ঘনসন্নিবদ্ধ বনভোগ্য।' বিজুতি, ১৯৩৮।

সন্নিবিষ্ট [স] *কিণ* বিন্যস্ত। 'উপন্যাসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সন্নিবিষ্টভাবে [স] *ক্রিণ* সন্নিবেশিতরূপে। 'বেন পরপর ঘন সন্নিবিষ্টভাবে গীটছাড়ায় বাঁধা।' আজাদ, ১৯৬৩।

সন্নিবেশ [স] *বি* সমাবেশ। 'এই এই নামে ... সঙ্গসমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সন্নিবেশিত [স] ১ *বিণ* সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এমন। 'উহা এক যন্ত্রোপর সন্নিবেশিত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ *কিণ* সম্বন্ধিত। 'ভরে ভরে সন্নিবেশিত আছে।' রত্নিম, ১৮৭৫।

সন্নিভ [স] *কিণ* সূদৃশ। 'ঈশানবাসুর ঘরের প্রমুখ-মস্তকাসন্নিভ সিঁচ্ছান।' রত্নিম, ১৮৮৪।

সন্নিহিত [স] ১ *বিণ* নিকটে অবস্থিত। 'লখন নগরের সন্নিহিত এক পাঠশালায় ... বিদ্যাভ্যাস হইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ *বিণ* নিকটবর্তী। 'কান্দাহারের সন্নিহিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিন্দুকুলে বাস করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সন্নিহিতবাস [স] *বি* ধারেকাছে বা আশপাশে বসবাস। 'মুহুরে যদি মুসলমান হইতেন বা মুসলমানের সন্নিহিতবাস করিতেন ...' মশায়রত, ১৮৮৯।

সন্নিহিতা [স] *কিণ* ত্রী নিকটবর্তী। 'ত্রী যদি সন্নিহিতা হয়েও বিমুখা থাকে।' অচিভা, ১৯৫০।

সন্নিহিতো [স] *কিণ* স্থাপিত। '... অকুমায়ীর উপরে পরমেশ্বর ওমত; সাকার যতি সন্নিহিতো হইলেন একটা।' আভোনিয়ো, ১৭৪৩।

সন্নীতি [স] *বি* সততার নীতি। 'বাগকেরা সন্নীতি পালন করে কি না ...' রাজ, ১৮৭৪।

সন্ন্যাস [স] *বি* হিন্দু বিবাস অনুযায়ী চার আশ্রমের সর্বশেষ আশ্রম। 'কোনো অবতারা প্রভু করেন সন্ন্যাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সন্ন্যাসি [স] *কিণ* সন্ন্যাসী। 'এবার সাজব সন্ন্যাসের সজ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সন্ন্যাস-আশ্রম [স] *বি* হিন্দু বিবাস অনুযায়ী জীবনের সন্ন্যাস পর্যায়। 'কঠিন এ সন্ন্যাস-আশ্রম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসধর্ম [স] *বি* সন্ন্যাসীর ধর্ম। 'বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিলে বিদ্যারূপ 'বামী' নামে খ্যাত হন।' অক্ষয়, ১৮৩০।

সন্ন্যাসবাদ [স] *বি* সংসারত্যাগী মতবাদ। 'পৌত্তলিকতাবাদ, বহুতবাদ, নিরীশ্বরবাদ, জ্ঞানব্রতবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি।' বঙ্গীশ, ১৯২২।

সন্ন্যাসব্রত [স] *বি* সন্ন্যাসীর ধর্ম বা ব্রত। 'পুত্রী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসপ্রদ্রম [স] *বি* হিন্দুধর্মের আদর্শ জীবনযাত্রার অন্যতম পর্যায়; সন্ন্যাস পর্যায়। 'তত্ত্বাকরো কহেন, কলিমুখে বেদোক্ত সন্ন্যাসপ্রদ্রম

নিবদ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সন্ন্যাসি [স] *কিণ* সংসারত্যাগী। 'সন্ন্যাসি-ব্রহ্মে যোরে করিবে নমস্কার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সন্ন্যাসিনী [স] ১ *কিণ* ত্রী গৃহত্যাগী। 'তোরা চিরকালই এমনি সন্ন্যাসিনী।' নজরুল, ১৯২২। ২ *কিণ* ত্রী যোগিনী; সংসার ত্যাগ করেছে যে নারী। 'যে বসিবে - ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি।' নজরুল, ১৯২৩।

সন্ন্যাসী [স] *কিণ* সংসারত্যাগী। 'সন্ন্যাসী প্রকাশনন্দ বসয়ে কানীতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সন্ন্যাসীগিরি [স] *কিণ* সন্ন্যাসী-কানী গিরি। 'বি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন।' 'অমন সন্ন্যাসীগিরি আমি যোগ বহর করছি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সন্ন্যাসীগ্রাবিত [স] *কিণ* সাদক অধ্যুষিত। 'ভাবুক ও সন্ন্যাসীগ্রাবিত বাংলাদেশের নরম কোমল ভাবশানিত জীবনের যথার্থ রূপ।' হাই, ১৯৪৪।

সন্ন্যাসীবেশ [স] *কিণ* সন্ন্যাসীর সাজ। 'সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সন্ন্যাসীশর্মা *বি* সাধুসুলভ আচার-আচরণ। 'এতদিন তোমার সন্ন্যাসীশর্মা গটা দেখে রাতবিরাতে কখনও খ্রিস্টীয়ানায় যের্বেতে সাহস পাইনি।' মুনীর, ১৯৬১।

সন্ন্যাসি [স] *কিণ* গৃহত্যাগী। 'এই অনুমানি বৈল সন্ন্যাসি তিনজনে।' মাদ্যধর, ১৫০০।

সন্ন্যাসিক [স] *কিণ* সাধুর সংস্কারবিবেশ। 'কায়হ কুশীন মৌলিক সন্ন্যাসিক মুখি বেড়ে প্রবৃত্তি।' চন্দ্রিক, ১৮৩৩।

সন্য [স] *কিণ* যোগ। 'আইলেন সন্য মাঝে পথভ্রজ হৈয়া।' মাদ্যধর, ১৫০০।

সপ [স] *কিণ* দোকান। 'আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।' তত্ত্ব, ১৮৫৮।

সপ [স] *কিণ* যোগ। 'হা - আপে সপের উপর মথমলের বিছানা পাড়িয়া তারপর মেজ লাগাইও।' কেরি, ১৮০২।

সপক [স] *কিণ* পক্ষাবলম্বী। 'তাহারা প্রথম গুণীর সপক হইয়া, উদ্যত রহিল।' ভারতী, ১৮৩৩।

সপক [স] *কিণ* ভান্ডাওয়াল। 'পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক হয়েছে।' মাইকেল, ১৮৫৯।

সপক [স] *কিণ* পক্ষসহ। 'সপক সমল সকলে বলে।' রামহরদাস, ১৭৮০।

সপতি [স] *কিণ* সন্মতকরণে অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন। 'সপতিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সপত [স] *কিণ* সত্য; সন্ত। 'সপত সব বাক্য।' বটু, ১৪৫০।

সপতি [স] *কিণ* সপত। 'রামা হে সপতি করহ তোর।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

সপতি [স] *কিণ* নিমজ্জিত। 'সপতির নিকটে না পার যাইবার।' বাহরাম, ১৬৫০।

সপতী [স] *কিণ* যামীর অন্য ত্রী; সতিন। 'ইয়েকী পাঠশালা সকল গর্বমেটেই আপন সন্তান, আর বাগলা পাঠশালা সকল সপতী সন্তান।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সপতীক [স] *কিণ* সতীক। 'বিশপতীক জীবনে নর, সপতীক জীবনে।' প্রবন্ধ, ১৯৩৭।

সপত্নী-কষ্টক [স] বি সতীনরূপ কাঁটা। 'তিনি সপত্নী-কষ্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন।' গোকোয়া, ১৯০৪।

সপত্নীপুত্র [স] বি সতিনের পুত্র। 'যেন সপত্নীপুত্রের অধীন তাহাকে না হইতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সপদ [স পদ] বি শপথ। 'সতশত করি আমি শিবের সপদ।' যুদ্ধদ, ১৬০০।

সপদ [স পদ] বি পদ। 'আজি রজনীত বড়ারি দেখিওঁ সপদে।' বড়, ১৪৫০।

সপনছ ক্রিবিপ স্বপ্নেও। 'সপনছ হরি তোহি ন বিসর।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

সপনগ [স] বিপ সাপনহ। 'সপনগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।' মাইকেল, ১৮৬১।

সপনবিভাগ [স পনর+বিভাগ] বি পনরভাগ। 'মুমই ৭ চেবই সপনবিভাগ।' চর্যা ৩৬, ১২০০।

সপরিজনে [স] ক্রিবিপ পরিবারের লোকজনসহকারে। 'তাকে সপরিজনে গিয়ে জলযোগ করে আসতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সপরিবার [স] বিপ পরিবারসহ। 'সপরিবারে কালি ছাড়িয়া চলিল।' মালাধর, ১৫০০।

সপরিবারে ক্রিবিপ পরিবার সমেত। 'খাদ্য সামগ্রি বহুরসরাধি সপরিবারে খাইয়া বাঁচনের উপযুক্ত।' রামরায়, ১৮০১।

সপরিহাস [স] বিপ পরিহাসসহ। 'মাধবী। (সপরিহাসে) তবে কাকে বলবি বল?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সপরাধ [স] বি উপহাস; সমর্পণ; সোপর্দ। 'মিয়ার, ১৭৯৭।

সপসাপ [ধন্য] বিপ জবজব। 'তারা প্রত্যেকেই ফেনগাধী, জামাকাপড় ভিজে সপসপ, শরীর কর্মমাক, হৃৎপিণ্ড বহির্হৃৎ।' হাসান, ১৯৬৭।

সপসাপা [ধন্য] ক্রি সপসপ শব্দ করা। 'পায়সপয়োধি সপসপয়োধি জরত, ১৭৬০।

সপসপে বিপ সম্পূর্ণ ভোজ্য; জ্বববু। 'বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল।' প্রথম, ১৯১৮।

সপাসাপ [ধন্য] ১ বি ক্রমাগত বেত মারার শব্দ। 'রেলওয়ের চাপরাশীরা সপাসাপ বেত মাচ্ছে।' হুতোম, ১৮৬১। ২ বি রসালো পদার্থের দ্রুত ভোজনের শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সপা [স সমর্পণ] ক্রি সমর্পণ করা। 'এই থাক আজ আমি সপিনু তোমারে।' গরীব, ১৭৬৫। সপিলেক ক্রি সমর্পণ করলেন। 'বাপকে আনিয়া বিদ্যে সপিলেক রাজ্ঞী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সপাং সপাং [ধন্য] বি ক্রমাগত লাঠি দিয়ে পেটানোর শব্দ। 'মহারোহ-ভরে সপাং সপাং বাড়ি দিল গিঠে গিঠে।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

স-পাঁচ বিপ সোয়া পাঁচ। 'মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ সেবো।' বিভূতি, ১৯২৯।

সপাঞ্জিত [স সোপাঞ্জিত] বিপ নিজের অর্জিত। 'আমার সপাঞ্জিত দৌলতে অংশ দায়োগ করে।' চিঠিপত্র, ১৭৯০।

সপাং সপাং [ধন্য] বি ছোরে বেত মারার শব্দ। 'গোক চলতে পারে না বলে সেজ যুতড়াইয়া সপাং সপাং মারিতেছে।' গ্যাট্রী, ১৮৫৮।

সপাদুক [স] বিপ ছুতা পরিহিত। 'আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সপারাদা [স] বি সোপর্দ। ওস, ১৭৮২।

সপার্বদ [স সপার্বদ] বিপ দলবলসহ। 'সপার্বদে সর্ব দেব আইলা দেখিতে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সপি [স সর্পি] বি বি। 'লবনেছ সুগা সপি দধি দুচ্ছ জল।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সপিং [স] বি কেনাকাটা। 'কিছা সারা দিনটা সপিং করিয়া বেড়াইবে।' দীপিকা, ১৮৮৭।

সপিণ্ড [স] বি একই বংশ জাত ব্যক্তি। 'চৌধুরী জ্ঞাতি ও সপিণ্ডের মধ্যে প্রায় একতর জ্ঞানো অধিক মান্য।' দর্পণ, ১৮৩০।

সপিণ্ড [স] বি হিন্দুসমাজে প্রচলিত শ্রাদ্ধ। 'কি কহিব মনস্তাপ/ রসে মেল খুড়া বাপ/ জাবদ না করি সপিণ্ড।' যুদ্ধদ, ১৬০০।

সপিণ্ডীকরণ [স] বি হিন্দুসমাজে প্রচলিত মানুষের মৃত্যুর পরের আচারবিধি। 'শিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সপ্লিমেন্টারি [স] বিপ সম্পূর্ণ। 'আবদুর রহমানকে পার্শ্বমোটি কায়দায় সপ্লিমেন্টারি শুধানেন।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

সপিনা [স] বি subpœna বি সমন; আদালতে হাজির হবার আদেশপত্র। 'ডাবলী, ১৮২৩; 'সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সপুট [স] বি ছোড়াহাত। 'সপুটে প্রণাম করি পরিহার মাগে।' সুলতান, ১৭০৭। 'সপুটাল কাতর অতি সপুটে করয়ে জ্বতি' কৃষ্ণরায়, ১৭৮৩।

সপুত্র [স] ক্রিবিপ পুত্রসহ। 'সপুত্র বান্ধবে বাড়ে লঙ্কার রাবণে ল।' বড়, ১৪৫০।

সপুত্রকন্যা [স] ক্রিবিপ পুত্র-কন্যাসমেত। 'শৈলেশ্বরবাবু পত্নী সপুত্রকন্যা পিজালায়ে গিয়াছিলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

সপুত্রী [স] ক্রিবিপ নিজের রাজসহ। 'রাবণের ন্যায় সপুত্রী বিনাশও হইতে পারে।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

সপুলকে ক্রিবিপ সানন্দে। 'আকাশসম্বা প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সপুশ্প [স] বিপ ফুলসহ। 'লক্ষী তাঁর অঙ্গে দিল সপুশ্প চন্দন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সপ্ত [স] বিপ সাত; ৭। 'সপ্ত লাংবে মোর চুরী করি বাঁধী।' বড়, ১৪৫০।

সপ্তআকাশ [স] বি সাত আকাশ। 'সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্বত, সপ্তবন, সপ্তআকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সপ্ত-ঋষি [স] বি সপ্তর্ষি; সাতটি নক্ষত্রের সমষ্টি। 'সপ্ত ঋষি ক'তু হয় গ্রহ আদি রবি।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

সপ্ত [স] বি (সংগীত) সা রে গা মা পা ধা নি - এই সাত স্বর। 'স্বরটাকে আর-এক সপ্তক নামিয়ে আনো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সপ্তকাত [স] বিপ সাত বস্ত্রবিশিষ্ট। 'সপ্তকাতলির পরিচয় দিতে হইলে একটি সপ্তকাত 'আমলায়ন' লিখিতে হয়।' নজরুল, ১৯২২।

সপ্তকথ [স] বিপ সাত স্তরবিশিষ্ট। 'সপ্তকথ গগন সজ্জিলা বিনি স্তম্বে।' বাহরাম, ১৬৫০।

সপ্তছড়ি [স সপ্ত] বি সাত লহরি। 'গলে সপ্তছড়ি হার নানা বর্ণে পাড়ে।' অমলগল, ১৬৮০।

সপ্ততিংগা [স] বি সাতটি নৌকার বহর। 'দুঃসাহসী সপ্ততিংগায় গাল

উড়িয়েছিল।' কারসার, ১৯৬২।

সম্ভতল [স] বিশ সাততলা। 'সেই পাণাজা বিজন বনে ... সম্ভতল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানেই থাকুক।' মঙ্গাররফ, ১৮৮৫।

সম্ভতি [স] বিশ ৭০ সংখ্যক। 'সম্ভতিপদ গণনার প্রায় সম্ভতি সংখ্যা পর্যন্ত।' বঙ্গদত্ত, ১৮২৯।

সম্ভতিংশং [স] বিশ সঁইত্রিশ সংখ্যক। 'সম্ভতিংশং কথা।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

সম্ভদলা [স সম্ভদল>] বি ফুল বিশেষ। 'ভূমিচাম্পা তুলিল সম্ভদলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সম্ভদশ [স] বিশ সতেরো সংখ্যক। 'সম্ভদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সম্ভদশধীপা [স] বিশ ত্রী সতেরো ধীপমুক্ত। 'আদিম পুরুষ লভে সম্ভদশধীপা সঙ্গার পৃথিবীর।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

সম্ভদশী [স] বি সতেরো বছর বয়সী তরুণী। 'একবিংশ শতাব্দীর কোনো সম্ভদশী লীলাছেলে ...।' বুদ্ধ, ১৯০৩।

সম্ভধীপ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) পৃথিবীর সাতটি প্রধান ধীপ। 'সম্ভ-ধীপ নব-বৎ মহিমা প্রকাশ।' বাহরাম, ১৬৫০।

সম্ভধীপা [স] বিশ ত্রী সাতটি ধীপমুক্ত। 'সম্ভসমুদ্রের সন্নিবেশ হইয়াছে। এইরূপে এই পৃথিবী সম্ভধীপা।' মুদ্রাক্ষর, ১৮১০।

সম্ভ নরক [স] বি (ইসলাম) সম্ভ নরক; সবচেয়ে ভয়ানক নরক। 'সম্ভ নরক হাবিয়া দোজখ।' নজরুল, ১৯২৩।

সম্ভপদী [স] বি হিন্দু বিয়েতে বর-বধুর একসঙ্গে সাত পা চুলা। 'সম্ভপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই হৃদয়নারের সুর ভেঙে।' এই অভ্যাসেই।' বিষ্ণু, ১৯০৭।

সম্ভপদীগমন [স] বি হিন্দু বিয়েতে বরবধুর একত্রে সাত পা চলা। 'চিরদিন ধরে আমাদের সম্ভপদীগমন হবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সম্ভপর্ব [স] বি ছাতিম গাছ। 'একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশূন্য বিশুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সম্ভপর্ব গাছের তলায় বসলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'সম্ভপর্ব-পল্লবের পবনহিল্লোল-দোল-ছন্দে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সম্ভপর্বত [স] বি প্রধান সাত পর্বত। 'সম্ভসমুদ্র, সম্ভপর্বত, সম্ভবন, সম্ভআকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সম্ভবহর [স] বি সাত বছর। 'তাহারা সম্ভববৎসর বয়স্কের হইলে বাসলা ভাষা শিক্ষার অনুরোধে ...।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সম্ভবন [স] বি সাত বন। 'সম্ভসমুদ্র, সম্ভপর্বত, সম্ভবন, সম্ভআকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সম্ভবার [স সম্ভ+ফা বার] বি সাত বার। 'ক্রমে ক্রমে তিন সম্ভবার।' মনিকরাম, ১৭৮১।

সম্ভবিশ [স] বিশ ২৭ সংখ্যক। 'সম্ভবিশ ভেদিলে সে হএত খেচর।' সুলতান, ১৭০০।

সম্ভবিশতি [স] বিশ সাতশ। 'সম্ভবিশতি দিবসীয় ষট সম্ভার।' দর্পণ, ১৮২২।

সম্ভম [স] ১ বিশ সাত সংখ্যার পুরক; সাততম। 'সম্ভমেত অংস অবতারে।' মালাধর, ১৫০০; 'সম্ভমে তোমার তপ বিদিত ভুবন।' বাহরাম, ১৬৫০; 'সম্ভম দিবসে তাকে তরুকে গোলা মারি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিশ উচ্চ। 'অল্পতেই সম্ভমে চড়িয়া বসেন।' জগদীশ,

১৯১৭।

সম্ভম সুর [স] ১ বি স্বরম্যামের সর্বোচ্চ স্বর। 'সম্ভম সুরে বাঁধ তব তান।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ২ বি উচ্চ কণ্ঠ। 'স্মৃতি বাঁধা উড়ে সম্ভম সুরে পাণ্ডিত লাগিল গান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সম্ভমী [স] বি অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরে সম্ভম তিথি বিশেষ। 'সম্ভমীত রহে চান্দ নাটিক যে তলে।' সুলতান, ১৭০০।

সম্ভমীপূজা [স] বি (হিন্দুধর্ম) সম্ভমী তিথিতে আয়োজিত দুর্গাপূজা। 'কাল সম্ভমীপূজা আরম্ভ হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সম্ভমুনি [স] বি হিন্দুপুরাণে সাতজন মুনি। 'যার কাছে তপস্যা করেন সম্ভমুনি।' রূপরাম, ১৭৫০।

সম্ভমে চড়া ক্রি চরম উষ্ণ হওয়া। 'তার বিশ্বাস, সে ভারী একটা অসমাপ্তসিদ্ধ কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সম্ভমে চড়ে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সম্ভরলা [স] বিশ সাত রঙে রঙিন। 'সম্ভরলা মেঘ।' আবদান, ১৯৫০।

সম্ভরবিশি [স] বি ত্রী সাতজন যোদ্ধা। 'পাঁচ-সাতজন অসামান্যর সঙ্গে - অর্থাৎ সম্ভরবিশীর মার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সম্ভর্ষি [স] বি উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী বিশেষ। 'সম্ভর্ষির মধ্যে পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সম্ভর্ষিমত্তা [স] বি সম্ভর্ষি নামক নক্ষত্রপুঞ্জ। 'সম্ভর্ষিমত্তা বায়ুকোণে বিলীনপ্রায়।' বঙ্গদত্ত, ১৭৫৮।

সম্ভলোকা [স] বি সাত ভুবন (হিন্দুপুরাণ)। 'ভুলোক আদি সম্ভলোক করিয়া সৃজন।' মনিকরাম, ১৭৮১।

সম্ভলপা [স সম্ভলপা] বি বিয়ের তত্ত্বাত্তকাল নির্ণয়ের চক্রবিশেষ। 'সম্ভলপা আদি লগ্ন করিয়া বিচার/বিবাহের লগ্ন পত্তা কৈল সারোদ্ধার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সম্ভলশালক, **শম্ভলশালক** [স] বি বিয়ের তত্ত্বাত্তকাল নির্ণয়ের চক্রবিশেষ। 'ধনিষ্ঠা বিশাখার বেধে সম্ভলশালক ভাষে।' গৌর, ১৮২২; 'কলা সম্ভলশালক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সম্ভসমুদ্র [স] বি প্রধান সাত সমুদ্র। 'পুরাণোক্ত সম্ভসমুদ্রের অতিক্রমণে যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে ...।' অক্ষর, ১৮৪৮; 'সম্ভসমুদ্র, সম্ভপর্বত, সম্ভবন, সম্ভআকাশ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সম্ভসাধার [স] বি সাত সাধার। 'সম্ভ সাগরে নূর শিলাইল বিশেষ।' সুলতান, ১৭০০।

সম্ভসিদ্ধ [স] বি হিন্দু পুরাণোক্ত লবণ, ইক্ষুবস, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ জল - এই সাত সাধার। 'সম্ভসিদ্ধ স্নান করি।' রূপরাম, ১৭৫০।

সম্ভসুর [স] বি সাত সুর - সা রে গা মা পা ধা নি। 'সংগীতবিদ্যার দ্বারে সম্ভসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সম্ভ 'স্ব' [স] বি ষড়্জ (স), ষড়্ধ (রে), গান্ধার (গা), মধ্যম (মা), পঞ্চম (পা), দৈবত (ধা), ও নিষাদ (নি) - এই সাত সুর। 'দমেল, সম্ভ স্ব' মিলাইয়া আর্চক ঐক্যতানবান্য বাজাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সম্ভস্বর [স] বি জলতরঙ্গ নামক বাদ্য। 'সম্ভস্বর শব্দধ্বনি পটহ দুলতি বেনি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সম্ভস্বর্ণ [স] বি সাতটি স্বর্ণ। 'সে পুষ্পের জ্যোত সম্ভ স্বর্ণ ব্যাপিত।' সুলতান, ১৭০০।

সত্ত্বব্দা [স] *বিশ* সাত বোন। 'তবনি বৈদ্য দশা প্রাপ্ত হই সত্ত্বব্দা'। *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সত্তা [স] *সত্তাহ* বি সত্তাহ। 'প্রতি সত্তা'। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সত্তাধ্ব [স] *বিশ* সাতটি ঘোড়া দ্বারা বাহিত। 'সত্তাধ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অসীকারে'। *সুনীল*, ১৯৬১।

সত্তাধ্ববাহিত [স] *বিশ* সাতটি ঘোড়া টেনে নিচ্ছে এমন। 'সত্তাধ্ববাহিত স্বর্গরথে যে দিব্যদ্যুতিমান দিবাকর পৃথিবীকে তাপ কিরণ দান করে ...'। *মহাশেতা*, ১৯৫৬।

সত্তে *বি* সত্তমভাগ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সত্তাহ [স] *বি* পরপর সাত দিন। 'সত্তাহ বোরাক দিল সকলেরে বাঁচাইল'। *ভারত*, ১৭৬০।

সত্তাহকাল [স] *বি* এক সত্তাহব্যাপী সময়। 'নির্বাচন অনুষ্ঠানের সত্তাহকাল এখনো বাকি'। *আজাদ*, ১৯৬৪।

সত্তাহানন্তর [স] *ক্রি* *বিশ* সত্তাহের মধ্যে। 'প্রতি ত্তরবারে ছাপা হয়ইয়া সত্তাহানন্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক'। *দর্পণ*, ১৮৩১।

সত্তাহান্তে *ক্রি* *বিশ* সত্তাহের শেষে। 'সত্তাহান্তে হয়তো এক-একবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন'। *নজরুল*, ১৯২৬।

সত্তাহাবিধি [স] *ক্রি* *বিশ* সাতদিন পর্যন্ত। 'আগামী সত্তাহাবিধি গৌড়িয় এবং ইসলামজয় ভাষায় প্রকাশ করিব'। *দর্পণ*, ১৮৩১।

সত্তাহীয় [স] *বিশ* প্রতি সত্তাহে একবার হয় এমন। 'এতদেশীয় লোকেরদের ভাবিষয়ক সত্তাহীয় রচনা'। *দর্পণ*, ১৮৩১।

সপ্ন [স] *বপ্ন* *বি* *বপ্ন*। 'সপ্ন দেখিয়া সোনাই উঠে শীত্রগতি'। *বিজয়*, ১৬৫০।

সপ্নহনে *বিশ* স্বপ্নের মতো। 'কি দেখিলে কি দেখিলে সপ্নহনে মানি'। *মালাধর*, ১৫০০।

সপ্রকাশ [স] *বিশ* উন্মুক্ত। 'অপ্রকাশকে সপ্রকাশ করবার জন্য ...'। *মোতাহার*, ১৯৩৭।

সপ্রকাশ্য [স] *বিশ* সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। 'ক্ষণেকে মুদিত আসা, ক্ষণে হয় সপ্রকাশ্য'। *তবানী*, ১৮২৫।

সপ্রণয় [স] *বিশ* প্রজ্ঞামুক্ত। 'সপ্রণয় সন্ধ্যাপন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল'। *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সপ্রতিভ [স] ১ *বিশ* চটপটে। 'হেলেটি খুব সপ্রতিভ'। *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।
২ *বিশ* অপ্রকৃতিত। 'কাহে বেঁধে কুঁড়ে পড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ...'। *টিক-দস্তর-মত্ত চাল চালছিল*। *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সপ্রতিভতা [স] *বি* চটপটে ভাব। 'এমন সপ্রতিভতা সরসীর যে কোপানিনই দেখেনি'। *নরেন্দ্র*, ১৯৪৮।

সপ্রতিভভাবে [স] *ক্রি* *বিশ* স্বতঃকর্তৃত্বাবে। 'সপ্রতিভভাবেই বলিলেন - জিনিসটা ভাল'। *বনফুল*, ১৯৩৬।

সপ্রমাণ [স] ১ *বিশ* প্রমাণিত। 'সংপ্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে'। *দর্পণ*, ১৮২৮। ২ *বি* তথ্যবহু প্রমাণ। 'রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন'। *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সপ্রমাণিত [স] *বিশ* প্রমাণিত। 'সুন্দর কী বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করেছে'। *অবন*, ১৯২৫।

সপ্রয়োজনক [স] *বিশ* দরকারি। 'সে পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক'। *দর্পণ*, ১৮২০।

সপ্রশংস [স] *ক্রি* *বিশ* প্রশংসা সহকারে। 'সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল'। *তারার*, ১৯৪২।

সপ্রস্তুত [স] *বিশ* পাথরসহ। 'সপ্রস্তুত সমস্ত কাগজ অরুপটে তাঁহার গোচর করলাম'। তিনি পাথরটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন।'। *বনফুল*, ১৯৩৬।

সপ্রাণ [স] *বিশ* প্রাঞ্জল। 'এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ'। *প্রথম*, ১৯২৭।

সপ্রাণিত [স] *বি* জীবন্ত। 'মস্ত সমস্ত সত্যের দ্বারা পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ ও সপ্রাণিত'। *অবন*, ১৯২৫।

সপ্রেম [স] ১ *বিশ* প্রেমযুক্ত। 'পারিষদপণে দেখি সব গোপবেশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ'। *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* *বিশ* আন্তরিকতার সঙ্গে। 'ফিশারের গ্রন্থকে সপ্রেম আশীর্বাদ করেছেন'। *মুক্তত্ব*, ১৯৫৯।

সফ [ফ] *সফেদী*। *বি* *সফেদা ফল*। 'সফ তালু তুত নেমু বাতাই ...'। *জেরি*, ১৮০২।

সফর [আ] ১ *বি* ভ্রমণ। 'অনেক সফর ভ্রমি নিরন্তর'। *মুহুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* চান্দ বৃকসেরে ঘিড়ীয়া মাস। 'সফরের ঠান আইল রাহুলের তলব হইল'। *গরীব*, ১৭৬৫।

সফর করন *বি* প্রবাস গমন; ভ্রমণ করা। ওয়া, ১৭৮৫।

সফরকারী [আ] *সফর+স* কারী। *বিশ* ভ্রমণকারী। 'যদি সফরকারীরা অযত্নবশত হইতেন ...'। *আজাদ*, ১৯৬২।

সফররত [আ] *সফর+স* রত। *বিশ* ভ্রমণ করছে এমন। 'সফররত জেন মার্কিন গার্ল কাউট'। *বেগম*, ১৯৬৮।

সফররতা [আ] *সফর+স* রতা। *বিশ* স্ত্রী ভ্রমণ করছে এমন। 'পাকিস্তানে সফররতা লেডি ক্রীপস সম্প্রতি চট্টামায়ে বলেন যে ...'। *বেগম*, ১৯৫৩।

সফরসূচী [আ] *সফর+স* সূচী। *বি* ভ্রমণসূচী। 'নির্বাচন উপলক্ষে উজির-নাখিররা যে সফরসূচী কার্যকরী করিতেছেন ...'। *আজাদ*, ১৯৬৪।

সফরিআ [আ] *সফর+*। *বিশ* বিদেশ থেকে আমদানিকৃত। 'রাজভেটে নিল সাহু সফরিআ ডেড়া'। *মুহুন্দ*, ১৬০০।

সফরা *বি* মেজ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সফরী [স] *সফরী*। *বি* পুঁটি মাছ। 'পন দুই ভাজে রামা সরল সফরী'। *মুহুন্দ*, ১৬০০।

সফরী [স] *বি* পুঁটিমাছ। 'জলের সফরী আহার করিতে বঁড়নী লাগিল মুখে'। *চিহ্নী*, ১৬০০।

সফরীপ্রোষ্ঠী [স] *বি* সরপুঁটি। 'মার্কামারা সফরীপ্রোষ্ঠী কলেজ অপেকা উৎকৃষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী ধারণ করে'। *মুক্তত্ব*, ১৯৫৯।

সফল [স] ১ *বিশ* সফল। 'রতি উপভোগে সফল পর পরিতোষ বনমালী'। *বহু*, ১৪৫০। ২ *বিশ* সার্থক। 'কাহ সমে রসে কর জীবন সফল'। *বহু*, ১৪৫০; 'আশা এখন সফল হবে'। *দর্পণ*, ১৮৩৭। ৩ *বিশ* ফলসহ। 'কপিল সফল তরু নৃত্য করে নট'। *মুহুন্দ*, ১৬০০।

সফলকাম [স] *বিশ* কৃতকার্য। 'অনেক স্থানে ষ্ট্যানপণ সফলকাম হইয়াছেন'। *মোহাম্মদী*, ১৯২৮।

সফল জনন [স] *সফলজন্য*। *বি* সার্থক জন্ম। 'কোথা সাধুজন্ম - কত দিনে হবে মম সফল জনম'। *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সফলতা [স] বি সার্থকতা। 'শ্রম সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩; 'নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অনুভব করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সফলা [স] ১ বিণ স্ত্রী সফল। 'এই বাঞ্চা সফলা হইবার নিমিত্ত।' ফরাস্টার, ১৭৯৫। ২ বিণ স্ত্রী সার্থক। 'যে আশা কখনই সফলা করিবেন না।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সফলাশ [স] বিণ আশাপূর্ণ। 'খ্রিস্টমাসগাম হইয়া সফলাশ হইতে পারিব।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

সফিনা, সফিনে [ই subpaena] বি সমন; তলবনামা। 'সাক্ষাই সাক্ষাদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬০; 'শমন, ওয়ারিন, উকীলের চিঠি ও সফিনে বাবুর অলঙ্কার হয়েছে।' হুতোম, ১৮৬১।

সফিস্ট [ই] বি বিশেষ মতধারার কূটতর্কবাদী দার্শনিক। 'কি সফিস্টদের চিন্তায়, কি রেনেসাঁসী সাধনায় ...।' শিব, ১৯৫০।

সফুয়া বি যে মাদুর বিক্রি করে। 'মালোশ, ১৯৩৮।

সফেদ [ফা] বিণ স্ত্রী সাদা। 'সফেদ পোখাক পরা কলেশের কাল।' রামতলাস, ১৭৮০।

সফেদা বি সাদা। 'মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

সফেদী [ফা সফেদী] বি ফলবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সফেদী গ্রন্থ সফেদ

সফেন [স] ১ বিণ ফেনাযুক্ত। 'সফেন উর্মিমালায় আহত ...।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ২ বিণ ফেনার মতো। 'কোথাও সফেন তরু কোথাও আর্দ্র আছিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বিণ ফেনা উঠায় এমন। 'মৌনের ঘিরেছে গান, শুক্রে করে করে আলিঙ্গন, সফেন চঞ্চল নৃত্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সফেক [ফা সফেদী] বি পেয়ারা। 'চক বেরু সফেক জলপায়ি থেকের।' বড়ু, ১৪৫০।

সফট [ই] বিণ নরম। 'আহা! কি সফট হাত।' মাইকেল, ১৮৬০।

সব [স সব] ১ বিণ সকল। 'সভাপতি আর সব সভাসদ জন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সবকিছু; সবটুকু। 'পরম পবিত্র সব অন্তস্ত মধুর।' মল্লাধর, ১৫৫০। ৩ বিণ সকলের। 'ভট্টাচার্য্য সব প্রতি বলেন হাসিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি সর্বস্ব। 'সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সবই বিণ সবই। 'এ ধন যৌবন বাড়ায় সবই অসার।' বড়ু, ১৪৫০।

সবকলা [স সর্বকলা] বি সমস্ত কৌশল। 'সবকলা জ্ঞান ভূমি কামাচার গতি।' মল্লাধর, ১৫০০।

সব ঋণ ক্রিবিণ সর্বকণ; সর্বদা। 'সব ঋণ মন বুঝে কাহাঞি দেখিতে।' বড়ু, ১৪৫০।

সব চেয়ে ক্রিবিণ সবকিছুর থেকে। 'এখানে মদের দোকানগুলোই সব চেয়ে জমকালো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সবজন [স সর্বজন] বি সবাই। 'তোমার রূপ দেখি/সব জন মোহে।' বড়ু, ১৪৫০; 'অনুশালা তোমার আমরা সবজন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সবজ্ঞাতা বিণ সবকিছু জানে যে। 'আমরা সবজ্ঞাতার জাত।' নজরুল, ১৯২৭।

সবভাতেই ক্রিবিণ সবকিছুতেই। 'সবভাতেই মোড়লি সাওকুড়ি

আবার মুখের ওপর চোপা।' নজরুল, ১৯২৭।

সব দিন ক্রিবিণ চিরদিন। 'বুড়া রাজা সব দিন বাচবে?' গিরিশ, ১৮৮৭।

সবদ্যা ক্রিবিণ সবমিলিয়ে। 'সবদ্যা হল দই কুড়ি এ নিতেই হবে বোন।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

সব পরিবারে ক্রিবিণ সপরিবারে। 'সর্ব গেল চান্দ বানিয়া সব পরিবারে।' বিজয়, ১৬৫০।

সব-প্রথমে ক্রিবিণ সবার আগে। 'অতএব সব-প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সবতুক বিণ সব কিছু গ্রাস করে এমন। 'আগুন সবতুক।' শ্রমসুল, ১৯৬২।

সব শিয়ালই এক সমান - সবাই এক পথের অনুসারী। 'কে যে ভাল কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান।' নজরুল, ১৯২৪।

সব-সুখ [স সর্বসুখ] ক্রিবিণ সব মিলিয়ে। 'সব-সুখ এমন একটা করণ যুগ-পাড়ানি গান ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সবসুখ জড়িয়ে-মড়িয়ে ক্রিবিণ সবকিছু মিলিয়ে। 'সবসুখ জড়িয়ে-মড়িয়ে কাইরো টুরিস্টজনের ভূষণ।' মুক্তাবা, ১৯৫২।

সব-সেরা বিণ শ্রেষ্ঠ। 'বিশ্বদাস বাঘ-শিকারে জেলার সব-সেরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সবহারী বি সব কিছু হারিয়েছে যে। 'হান হয়ে যায় সবহারাদের বহি।' সুভাষ, ১৪৪০।

সব-হারানো বি সব কিছু হারিয়ে গেছে যার। 'রুদ্র-মাঝে দেখব বুজ্ঞে একটা মিলন সব-হারানোর পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

সবছ বিণ সমস্তই। 'সিসিরক সবছ কএল নিরমূল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সবে ১ ক্রিবিণ কেবল। 'ভক্তিবল সবে মোর আছেয়ে উপায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ সর্ব সবাই। 'উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সবেই সর্ব সকলে। 'সবেই যোল পোষ হেন দখির পসারে।' বড়ু, ১৪৫০।

সবেমাত্র ক্রিবিণ কেবল। 'এক টাকা সবে মাত্র রহে অবশেষ।' রামতলাস, ১৭৮০।

সবের সর্ব সকলের। 'কহিতে লাগিলা সাধু সবের সমুখ।' সুলতান, ১৭০০।

সবেহ সর্ব সকলে। 'স্বএবরী সবেহ মাংস খাইল অবশেষে।' সুলতান, ১৭০০।

সব [ই] বি উপ-। সব-ইনসপেক্টর, সব ইনসপেক্টর, সব ইনস্পেক্টর, সবইনসপেক্টর [ই] বি সাব ইনসপেক্টর; উপ-পরিদর্শ। 'পুলিশের অনেক সব ইনস্পেক্টর অধ্যাহোহসে বিলকশ পুট।' এডুকেশন, ১৮৮৬; 'সব ইনস্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনটেইনল পাঠাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯; 'সবইনসপেক্টর সাহেব সভা বন্ধের আদেশ দেন।' শরিয়ত, ১৯২৫; 'এর জন্য সব-ইনসপেক্টরের সংখ্যা বাড়তে হবে।' মাহেশও, ১৯৪৯।

সব-ইনস্পেক্টরী [ই] বি পুলিশের উপপরিদর্শকের কাজ। 'পুলিশের সব-ইনস্পেক্টরী চাকরী।' ইন্দ্রাদুল, ১৯২০।

সবকমিটি [ই] বি উপ-পরিষদ। 'এক সবকমিটি কলিকাতায় ...

সবজ্জ

ভাওয়া সাধারণ কমিটির অধীনে। দর্পণ, ১৮৩৯।

সবজ্জ [হি] বি জন্মের নিম্নস্থ বিচারক। 'হোট জন্ম, সবজ্জ, ভিপুটি, মুদেফ।' বর্ধিম, ১৮৭৫।

সবভিবসন [হি] বি সাভিভিশন; মধ্যম। 'বসিরহাট সবভিবসনের অন্তর্গত ... নারিকেলবাড়িয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে বিদ্রোহী তীতুমীরের বাসস্থান ছিল।' বাচ্চ, ১৮৮১।

সবমেদিন [হি] বি সবমেদিন; যুদ্ধে ব্যবহৃত ডুবোজাহাজ। 'তিনি তাঁকে সবমেদিনের সর্বপ্রধান কাজে করে দেবেন।' প্রমথ, ১৯২২।

সবরেজিষ্টারী [হি] বি অক্সন নিবন্ধকের কাজ। 'তাদেরই শোক সামান্য দরমাহার সবরেজিষ্টারী পেরে ধন্য হয়ে।' যাহেনও, ১৯৪৯।

সবশেষে [স] ক্রিবিণ বংশের সকল ব্যক্তির সাথে। 'চারি ভাই সবশেষে করে চেতনের সেবা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তবে রাবনের কৈল সবশেষে নিশাট।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সবশেষে তোমরা সব নষ্ট হেবা তবে।' সুলতান, ১৭০০।

সবসে [স] সবসে। ক্রিবিণ গোষ্ঠীতন্ত্র। 'সবসে রাবণ বাজায় করিল সহায়।' মাল্যধর, ১৫০০।

সবক [আ] বি পাঠ। 'না পড়িঅ সবক জিকরি না করিঅ।' আলোড়ল, ১৬৮০।

সবজ্জা [হা] ১ বি সবজ্জ রঙবিশিষ্ট। 'এক জামা সবজ্জা হইল আর জামা লাল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি সবজ্জ সূতা। 'সাহারা গোবিত্তে সবজ্জার জাপে দাগ।' নরকল, ১৯২৪।

সবজ্জে বিণ সবজ্জ রঙের। 'তাতে সবজ্জে আর শাদা মিনাকারি দিয়ে নকশাকরা।' অবন, ১৯২৭।

সবজ্জাণি বিণ সবজ্জ রঙের। 'রূপালি সবজ্জাণি আচনপুড়িওমার কব্বা।' জীবন, ১৯৪৮।

সবজ্জি, সবজ্জী [হা সবজ্জী] বি আনাছ; তরিতরকারি। ওয়া, ১৭৮৫; 'একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথো এক ঝাঁকা ফল সবজ্জি আভা রুটি মাখন প্রভৃতি আহাব্যসামগ্রী লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'পিছন দিকটোতে শাক-সবজ্জির বেত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সবজ্জীওলা বি সবজ্জি বিক্রেতা। 'গ্রামের লাফুজীওলা, সবজ্জীওলা।' মুক্ততা, ১৯৪৮।

সবজ্জেকট, সবজ্জেক্ট [হি] ১ বি প্রজ্ঞা। 'ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সবজ্জেকটের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক ...' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি বিবরণ। 'এবারে সবজ্জেক্ট নিয়েকিলুম -' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সবৎপা [স] বিণ বাহুরসহ। 'সবৎপা ও সুদুর্গা ঘোড়ন ধেনু।' দর্পণ, ১৮২০।

সবদ [স বদা] বি শব্দ। 'বাণীর সবদে প্রাণ কেহু জ্ঞান করে ল।' বড়ু, ১৪৫০।

সবদি [স শদ্য] বি শব্দ; আওয়াজ। 'আগুন সবদি দিয়া বৈল পূর বানি।' মাল্যধর, ১৫০০।

সবর [আ] ১ বি বৈধ। 'সবর অধিক বস্ত্র নাহিক সর্বথা।' আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বি সহিষ্ণুতা। 'তার সবর ও শোকের ভিন্ন নান্যগতি।' নরকল, ১৯২৪।

সবর [স সত্বর] ক্রিবিণ সত্বর। 'বিলম্ব না কর সবরে যাও চলি।' সুলতান, ১৭০০।

সবর [বি] নৃপোষ্ঠবিশেষ। 'অক্স, পুণ্ডিন, সবর, মূতিব ইত্যাদি

আর্যজ্ঞাতির নাম পাওয়া যায়।' বর্ধিম, ১৮২২।

সবরি কলা বি কলাবিশেষ। 'বাইছা বাইছা কাটুমনে সবরি কলার পাত।' অবন, ১৯১৯।

সবরী [স বরল] বি শব্দী। 'উজ্জা উজ্জা পাবত তঁহি বসই সবরী বাণী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

সবরো [স বরল] বি শবর। 'উমত সবরো পাচল শবরো যা কর ওলী ওহাভা তোহৌরী।' চর্চা ২৮, ১২০০।

সবর্ষ [স] ক্রি একই সংবৎসর। 'পাথুরে-কমলা হিয়ার সবর্ষ না হলেও শোমার।' প্রমথ, ১৯১৫।

সবর্বা [স] ক্রিবিণ আপন বর্ণের মধ্যে। 'সকলেই অল্পে সবর্বা বিবাহ করিয়া কামত্যা ... শুল্কন্যা বিবাহ করিব।' বর্ধিম, ১৮৯২।

সবল [স] ১ বিণ শক্তিশালী। 'পতাসের দুই পা বড় ও সবল।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বিণ সাহসী। 'কন্যাসে উপলক্ষ্যে বেচাই প্রভুতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

সবলত্তর [স] বিণ শক্তিশালী। 'সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমুদ্রতর, সুন্দরতর, সবলত্তর হয়েছিলো।' পরদা, ১৯২৮।

সবলজা [স] বিণ বল আছে এমন অবস্থা। 'সবলজা ও সকলজা লাভ করে।' ত্রিপুর, ১৯০২।

সবলসেহা [স] বিণ স্ত্রী শক্তিশালী দেহের অধিকারী। 'সীরাঙ্গী সবলসেহা কামারীর সেই দা-খানা ...' তারা, ১৯৪২।

সবলসেহী [স] বিণ শক্তিসাম্পন্ন। 'সুহ সবলসেহী ভিক্ষুকের সন্ধ্যাধিক্য।' সত্যগাত, ১৯৩০।

সবল হওয়া ক্রি সাহসী হওয়া। 'দ্বন্দ্ব বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিদ্র দাও অপসারি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সবলা [স] বিণ স্ত্রী শক্তিশালী। 'কাম বলে পুরুষাশেধা অতি সবলা।' ভবানী, ১৮২৮।

সবলে ১ ক্রিবিণ সজ্জোরে। 'যেখানে উঠিতে চাও, সবলে ভুলিবি।' মহিকেল, ১৮৬৫; 'বাকুনদারপাণ মাথা নাড়াইয়া মাটির সবলে পরমাখসারে ডোল পিটাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিণ শক্তি প্রয়োগ করে। 'শত বরষের শাল যেমন সবলে এক দিনে কাটুরিয়া করে ভূমিসাং।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সবলোটি [স সর্বলুট] বিণ সবলজাত। 'হরিতকর বুড়ো এক রকম সবলোটি গোয়ের চকর লোক।' হুতোম, ১৮৬১।

সবলোটি [স সর্বলুট] বিণ যাচ্ছেতাই। 'সবলোটি দবলোটি কথা মুখে কখনে।' চক্কিলা, ১৮৩১।

সবলুহামনে ক্রিবিণ সন্ধান সহকারে। 'সবলুহামনে তাঁকে স্মরণ করছি।' জিহ্মা, ১৯৫০।

সবা, সবাই [স সর্বা সর্ব সকল মানুষ। 'তা সবা লইয়া তুমি আসিয়া সত্বর।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'মধ্যে গাঞ্জি বসেছে সবাই।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সবাইকার বিণ সকলের। 'একখানা করে সবাইকার বের করতেই হবে।' অগিত্য, ১৯৫০।

সবাকার [স সর্ব+কার] বিণ সবার। 'গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সবাকারে ১ ক্রিবিণ সবাইকে। 'সবাকারে মিল করিয়া বণ্টন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ সকলের উদ্দেশ্যে। 'একে একে

সবাকারে ছালাম আমার।' গরীব, ১৭৬৫।

সবান [সর্ব] সর্ব সবার। 'তা সবান মহিমা কহিতে নহি আঁটি।' আলফল, ১৬৮০।

সবানের সর্ব সবার। 'তুমি প্রাণপতি আমা সবানের আশ।' আলফল, ১৬৮০।

সবামাঝে ক্রিবিপ সকলের মধ্যে। 'সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সবার [সর্ব] সর্ব সকলের। 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' চক্ৰ, ১৬৫০।

সবারে সর্ব সকলকে। 'এই কথা শিয়া তুমি কহিও সবারে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ - অনেকে মিলে কাজ করলে তাতে হারজিতের জন্য লক্ষ্য থাকে না। 'আর সবাই মিলিয়া করি কায হারি জিনি নাই লাজ।' গৌর, ১৮২২।

সবি [সর্ব] সর্ব সবাকারে। 'সবি অনুমান।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সবাকাবে [স] ১ ক্রিবিপ সবাই মিলে। 'সবাকাবে দেবিব আজি প্রভুর চরণ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিবিপ বহুরূপের সঙ্গে। 'তবে কৃষ্ণ সবাকাবে গেলে নৈবতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সবিতা [স] বি সূর্য। 'সাজিল সবিতা মির নিজগণ সঙ্গে।' বাহরাম, ১৬৫০।

সবিত্তমত্তল [স] বি সৌরমত্তল। 'অশ্রুত চরণে করিয়াছে প্রদক্ষিণ সবিত্তমত্তল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সবিধান [স] বিপ শশিক্ষিত। 'কতিপয় সবিধান বহুর চোয়ায় ঐ হস্তা ...।' এডুকেশন, ১৮৫৭।

সবিদ্যা [স] বিপ বিদ্যান; পণ্ডিত। 'অবিদ্যা সবিদ্যা বুদ্ধপ্রাক্ষণ সমান।' ভবানী, ১৮২৫।

সবিন্দ্রপ [স] বিপ বিদ্রব ক্রিবিপ উপহাসের সঙ্গে। 'গ্রন্থাত সবিন্দ্রপ ম্বরণ করাতে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সবিনয় [স] ক্রিবিপ বিনয়ের সঙ্গে। 'অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সবিনএ [স] সবিনয়া ক্রিবিপ বিনীত হয়ে। 'ছালাম করিল আসি অতি সবিনএ।' বাহরাম, ১৬৫০।

সবিনয়ে ক্রিবিপ বিনয়ের সঙ্গে; বিনীত হয়ে। '(প্রণামপূর্বক সবিনয়ে) বসতে আজ্ঞা হোক।' মাইকেল, ১৮৭৪।

সবিস্রম [স] বিপ মায়াময়। 'ভার আলাপ, নর্মালপা - অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিস্রম।' প্রমথ, ১৯৩৭।

সবিরাম [স] বিপ বিরতি আছে এমন। 'প্রতিবেশিনীর সবিরাম মূঢ় হাস্য।' সৃষ্টি, ১৯২৮।

সবিরোধ [স] বিপ বিরোধযুক্ত। 'কাহারো ভোগদখলী কোনো সবিরোধ তুমি।' ফকস্টার, ১৭৯০।

সবিশেষ [স] ১ ক্রিবিপ বিস্তারিতভাবে। 'কেন কেন কহ সবিশেষ।' হালহেড, ১৭৭৫। ২ ক্রিবিপ বিশেষরূপে। 'শাখাপ্রাশাদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সবিশেষে ক্রিবিপ বিশেষভাবে। 'মহিষীর গীত যেন দশমীর শেষে/পড়িতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সবিশেষে ক্রিবিপ বিশেষে; বিশেষরূপে। 'তোমার আরঞ্জীর হকিকত সবিশেষে জ্ঞাতো হইলাম।' ওর্স, ১৭৮৮।

সবিশ্বাদ [স] বিপ বিশ্বদ্যাস্ট্র ফুটে উঠেছে এমন। 'সবিশ্বাদ নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৭।

সবিক্রিপসিয়ান, সবিসক্রিপসন [স] বি চাদা। 'সবিক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাদা করিয়া কড়কলিন ঢাকা জমা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৫। 'দস্ত বাবু বাটোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবিসক্রিপসন হাজার টাকা নিয়ে বিদেশে গিলেন।' হুতায়, ১৮৬১।

সবিত্তর [স] বিপ বিস্তারিত। 'তিনি কোর্পোরেশনের প্রদর্শিত প্রণালীর সবিত্তর বিবরণ ভূম্যন্তে প্রচার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

সবিত্তার [স] ক্রিবিপ বিশদভাবে। 'প্রকৃতক্রে সবিত্তার যোগ-শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সবিত্তারে [স] ক্রিবিপ বিশদভাবে। 'সবিত্তারে বর্ণন করুন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সবিস্ময় [স] ১ বিপ বিস্ময়পূর্ণ। 'জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময় ঠারে ঠারে কহে হরিবাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ বিস্ময়পন্ন। 'বীরের বহন কম দেখি রাজা সবিস্ময়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিপ বিস্মিত। 'এত ভবি কর্ণসনে সবিস্ময় মন।' রূপরাম, ১৭৫০।

সবিস্ময়ে ক্রিবিপ বিস্মিতভাবে। '(সবিস্ময়ে) এ কি মহারাজ।' মাইকেল, ১৮৭০।

সবিস্মিত [স] বিপ বিস্ময় ভাবাপন্ন। 'সবিস্মিত হই সবে ভাবে মনে মন।' বাহরাম, ১৬৫০।

সবীজ [স] বিপ বীজসহ। 'এই তুমি দিয়েছো আমাকে - এই সবীজ দেশ, নির্জন দেশ।' বুদ্ধ, ১৯৭১।

সবুজ [স] সবুজ ১ বি হৃদয় ও নীলের মিশ্রণে তৈরি রং। ওর্স, ১৭৮২। ২ বিপ সবুজ রঙের। ওর্স, ১৭৮২। ৩ বি সবুজ রঙের মূল্যবান পাথরবিশেষ; মরকত। ওর্স, ১৭৮৫। ৪ বি তরুণ। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুজ, আদমরাসের বা মেরে তুই বাঁচা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বিপ যৌবনপ্রাপ্ত। 'জীবন সবুজ হয়ে ফলে।' জীবন, ১৯০৬।

সবুজ চা [সবুজ+চা] চা বি একপ্রকার চা। 'কান্দুলী সবুজ চা।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

সবুজতর [সবুজ+স তর] বিপ অধিক সবুজ। 'বাসের সবুজতাকে আর একটি সবুজতর করে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সবুজতা [সবুজ+স তা] বি সবুজ ভাব। 'বাসের সবুজতাকে আর একটি সবুজতর করে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সবুজ পত্র [সবুজ+স পত্র] বি সবুজ রঙের পাতা। 'অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুক খেতবর্ণ মাসিক পত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সবুজ পাথর [সবুজ+স প্রস্তর] বি পান্না; মরকত। ওর্স, ১৭৮৫।

সবুজবর্ণ [সবুজ+স বর্ণ] বি সবুজ রং। 'গাঢ় এবং সরস সবুজবর্ণ ধারণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সবুজ মাটি [স সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাটি] বি সবুজ মাটির পথে বসে অমি দেখিতে চেয়েছি জল। 'জীবন, ১৯৪০।

সবুজমাঠ বি সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। 'তরুণশ্রমীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজমাঠ চোখে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সবুজহিল্লোল [সবুজ+স হিল্লোল] বি সবুজের টেটে। 'আশোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সবুজাত [সবুজ+স আভা] বি সবুজের মতো। 'সবুজের সাথে নিজেকেও সবুজাত দেখি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সবুজীকরণ [সবুজ+স ই-করণ] বি পাকিস্তানীকরণ; আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ আমদানি করা। 'কলা বাহ্যিক শব্দ ব্যবহারের বেলায় সবুজীকরণের প্রভাব ধর্মের পরিচয় নয়, বরং পাকিস্তানের উভয়দেশের দুর্বল খোশসূত্রকে শক্ত করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।' মুরশিদ, ১৯৭১।

সবুট বি বুট (জুতা) সহ। 'তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠাং।' নজরুল, ১৯২৪।

সবুর [আ সবর] ১ বি ধৈর্য: ধীরতা। ওর্সা, ১৭৮৫; 'একবার সবুরের দেশে য় দেখি দম্ব কসে।' লালন, ১৮৯০। ২ বি ধৈর্যশীল। ওর্সা, ১৭৮৫। ৩ বি অপেক্ষা। 'আর কুড়ি দিন কাল সবুর করুন।' কেরি, ১৮০২; 'সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বি সহ্য। 'মোরা আর সবুর করতে পারিলে।' প্যারী, ১৮৫৮।

সবুর করা বি ধৈর্য ধরা। 'আমাদের সবুর করিবার সময় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'আর-একটু সবুর করো - সমস্ত ঘটনাটি তনিয়ে বুঝি হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সবুরি, সবুরী [আ সবর+] ১ বি ধৈর্যশীল। 'ভাল চাহ আপনাকে করব সবুরি।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ধৈর্যশীলতা। 'সবুরী।' ওর্সা, ১৭৮৫।

সবুরে মেওয়া ফলে - ধৈর্যে সুফল লাভ হয়। উমেশ, ১৮৫৭।

সবুজি [স বি ক্রমবর্ধমান। 'এই সবুজি রাজস্ব জিল্ল প্রজ্ঞাকে নিয়মিত রূপে দান প্রকারে বাব দিতে ছে।' এডুকেশন, ১৮৭৭।

সবে [স সব]। ক্রিবিধ কেবল। 'দেখ না ভ্রমর ভ্রমিছে সবে।' মদনমোহন, ১৮০৪; 'তখন সূর্য সবে অস্ত গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সবেধন [সবে+স ধন] বি একমাত্র সম্বল। 'সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মুট।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সবেধন ছিল মন করিয়াছি দান।' ভবানী, ১৮২৫।

সবেধন নীলামণি - সর্বশেষ অবলম্বন। 'এই কটি সবে ধন নীলামণিকে নিয়ে আমাদের যা কিছু গৌরব।' অন্নদা, ১৯২৮।

সবেমাত্র [সবে+স মাত্র] ১ ক্রিবিধ কেবল। 'সবে মাত্র স্বাইলা কামেরে ফিতি।' অলাভ, ১৬৮০; 'কাল দুপুরকো সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রিবিধ এইমাত্র। 'সূর্য সবেমাত্র উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সবেগ [স বি দ্রুতগতিসম্পন্ন। 'বিপর্যস্তভাবে ধারণ করাইবার শক্তিযুক্ত সবেগ দ্রুতসম্মেলন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সবেগে ১ ক্রিবিধ বুঝ জোরে। 'প্রাণীকে অতর্কিতভাবে বলপূর্বক ধৃত ও উৎক্ষেপেবেগে উত্থাপিত করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ ক্রিবিধ দ্রুত। 'তখন সবার্বে সবেগে প্রতিকূল শ্রোতের বন্ধ বিদীর্ণ করে টেটের উপর দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সবেদন [স ১ বি সহানুভূতিশীল। 'ঘীরে বও সন্নয়ন - সবেদন পরান।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিগ বেদনামুক্ত। 'তারই স-বেদন আবেদনখানি।' নজরুল, ১৯২৮।

সব্দ [স শব্দ] বি শব্দ; আওয়াজ। 'ভাঙ্গিল সন্টানন সব্দ গেল দূর।' মাল্লখর, ১৫০০।

সব্বাই [স সব]। বিগ সবাই। 'পেখমি দহদহি সব্বাই শুন।' চর্যা ৩৫, ১২০০।

সব্বাই [স সব+] সর্ব সকলেই। 'কতো নাম করবো সব্বাই আসবে।' উমেশ, ১৮৫৭।

সব্বোনাশ [স সর্বনাশ] বি সর্বনাশ; মহাবিপদ। 'হায় সব্বোনাশ।' মানিক, ১৯৩৯।

সব্য [স বি উভয়]। 'সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সব্যসাচী [স বি উভয় হাতে শর চালনায় সমানভাবে নিপুণ। 'নবনীনির্মিত বাহুশাশে সব্যসাচী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সব্যজ্ঞানধার [স বি পা ক করা তরকারিসহ কড়াই। 'নতুবা সব্যজ্ঞানধার তাহার প্রতি নিশ্চিত হইয়া আঘাতিনী করেন।' জ্ঞানকোষদায়, ১৮৫২।

সব্য ভব্য [স সভ্য]। বিগ শাস্তিশিষ্ট। 'সব্য ভব্য সুশীলতায় এতদ্রুপেরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

সব্রি-আম বি আমের জাতবিশেষ। 'একই বামু জাম, সব্রি-আম।' মণীশ, ১৯৩১।

সভ [স সব] ১ বিগ সকল। 'নট দেখি যুগে সভ সোক।' মাল্লখর, ১৫০০। ২ সর্ব সবাই। 'ভূমিতে বসিয়া সভে বসিয়া বসন।' মাল্লখর, ১৫০০।

সভায় [স বিগ ভীত। 'কি করিব পহরি সভয় তঙ্করী।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

সভয়-চিত্ত [স বিগ ভয়কাতুরে। 'অন্য অন্য প্রকার অর্থের আচরণে অনবৃত্ত থাকিলে সর্বদা সভয়-চিত্ত ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সভয়ে [স ক্রিবিগ ভীত অবস্থায়। 'পঞ্চমবর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রশ্ন তব্বিয়া সভয়ে মাড়কেনেড়ে গিয়া নীলীন হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সভা [স সর্বা ১ সর্ব সকলের। 'সজ্জা আনল কুণ্ড সভা বিদ্যামনে।' মাল্লখর, ১৫০০। ২ সর্ব সবাইকে। 'তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিগ সকল। 'সভা হৈতে কর জলি মুখ পাটোখরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সভাক সর্ব সবাইকে। 'সভাক সন্ধ্যা করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সভাকার বিগ প্রত্যেককে; সকলের। 'হেন রিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' মাল্লখর, ১৫০০। সভাক সর্ব সবাইকে। 'সভাকে তুলিল ভিন্ন ভুবন দুর্ভর্যে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সভান বিগ সকল। 'সভানের লপাটে দেখি সিদ্ধুর উল্লস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সভানে সর্ব সকলে। 'তান বাক্য সভানে লৈল পরিমাদি।' সুলতান, ১৭০০। সভার বিগ সবার। 'আনন্দধরঙ্গ চিত্ত হইল সভার।' বৃন্দা, ১৫৮০। সভি বিগ সব। 'সরণ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধকার।' রামায়, ১৭১০। সভে সর্ব সকলে। 'দুয়ারি প্রহরি তারা সভে নিদ্রা গেল।' মাল্লখর, ১৫০০।

সভা [স ১ বি আসন। 'সব দেবের মেলি সভা পাতিল আকাশে।' বহু, ১৪৫০। ২ বি অনুষ্ঠান। 'তুহুধনে নাহি সভা তাহার সমান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি আসর। 'তবে বৃদ্ধ নৃপবর আদেশিল অনুচর সভা এক করিতে পাশার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি বৈঠক; সম্মেলন। 'সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২। ৫ বি সমিতি; সংগঠন। 'এঙ্গলো ইটিয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন।' কৌমুদী, ১৮৩০; 'তত্ত্বোবাধিনী সভা হইতে একজন উপাচার্য তথাকার সমাজে নিযুক্ত হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৬ বি জনসমাবেশ। 'বাসালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজি বক্তৃতা

কেন করিয়া থাকেন?' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বি ছটলা। 'তাহারই উপর
কানের দলের সভা বসিয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সভাকবি [সি] বি রাজসভার কবি। 'মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন
তোমার সভায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'সভাকবির দল শিল্পীর দল সৃষ্টি
হয়ে কবির লড়াই গানের লড়াই ইত্যাদি শুরু হল।' অবন, ১৯২৫।

সভাকর্মনির্বাহক, সভাকর্মনির্বাহক [সি] বি সমিতির পরিচালক।
'সভাপদে সম্মানিত ইইবার প্রত্যাশা করিলে প্রথমতঃ
সভাকর্মনির্বাহককে জ্ঞাপন করা আবশ্যক।' কৌমুদী, ১৮০০।

সভাক্ষেত্র [সি] বি সভাস্থল। 'সভাক্ষেত্রে না গেলে এই পরিবারে ...।'
রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সভাগায়ক বি রাজা বা ভূমিদায়ের নিযুক্ত প্রধান গায়ক। 'সেকালের
সেরা ওতাড় যদুভট্ট ... আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন।' রবীন্দ্র,
১৯২৫।

সভাপুংহ [সি] বি যেখানে সভার অধিবেশন হয়। 'রাজসভাপুংহ হেন
ঠাই নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সভাঞ্জন [সি] বি সভাপ্রাঞ্জন। 'যে বাণীতে উঠে নাচি, মহাগণন-
সভাঞ্জে আলোক-অঙ্গুরী তারার মাথা পরি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫;
'মানবের সভাঞ্জে সেখানেও আছে জেগে স্বপ্নের বিচার।' রবীন্দ্র,
১৯৪০।

সভাঞ্জন [সি] ১ বি সভায় উপস্থিত লোকজন। 'তন ভাই সভাঞ্জন
কবিত্বের বিবরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সর্বজন। 'তন মোর
নিবেদন হাসে পাছে সভাঞ্জন।' রূপায়ম, ১৭৫০।

সভাতল [সি] বি সভার স্থান। 'দাঁড়ান সে সভাতলে ছদ্মকল্পে।'
মাইকেল, ১৮৬১।

সভানেতৃত্ব [সি] বি সভাপরিচালনা। 'বেগম, ভূমিদায়ের রহমান
সভানেতৃত্ব করেন।' বেগম, ১৯৪০।

সভাধ্যক্ষ [সি] বি সভার প্রধান। 'তব সভাধ্যক্ষ হতে কোং এক সহস্র
মুদ্রা দেওয়া যাইবে।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৯।

সভানেত্রী [সি] বি স্ত্রী সভার প্রধান। 'সভানেত্রী - মিসেস এম
আজিম, সহসভানেত্রী - মিসেস রকিউদ্দীন আহমদ।' বেগম,
১৯৪৭।

সভানেত্রীত্ব [সি] বি সভানেত্রীর দায়িত্ব। 'সূচাক দেবীর সভানেত্রীত্বে
... অধিবেশন হয়ে গিয়েছে।' বেগম, ১৯৪৭।

সভাপণ্ডিত [সি] ১ বি কুল-পুত্রোচিত। 'সভাপণ্ডিত মহাশয় ...
বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কটচেন।' হুজুম, ১৮৬১। ২ বি
রাজার নিযুক্ত দরবারের পণ্ডিত। 'তিনি পুণ্ডরসেনের মন্ত্রী, অনামতে
তিনি বিজয়পালের সভাপণ্ডিত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সভাপণ্ডিত [সি] ১ বি সভার প্রধান। 'সভাপণ্ডিত আর সব সভাসদ
জন।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রধান পরিচালক। চেয়ারম্যান।
'কৌশলের সভাপণ্ডিত শ্রীযুত লার্ড চেম্বেরলিন ...।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩
বি সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। সের্ঘি, ১৮৪০। ৪ বি
সংগঠনের প্রধান। 'শ্রীযুক্ত রাজা রাখাকান্ত বাহাদুর সভাপণ্ডি
হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

সভাপণ্ডিত্ব [সি] ১ বি সভার প্রধান। 'রাজনারায়ণ বাহাদুর প্রথমতঃ
সভাপণ্ডিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি
সভাপণ্ডিত দায়িত্ব পালন। 'উদ্বোধিত সভাপণ্ডিত্ব করিয়া প্রদেশ পাল
ডাঃ ফেলাসানা ...।' বেগম, ১৯৪৯।

সভাপ্রতি [সি] ক্রিবিণ সভার উদ্দেশ্যে। 'তাহারা পরাবলোকনে
যথাসাধ্য সভাপ্রতি জ্ঞাপন করেন।' কৌমুদী, ১৮৩০।

সভাবর্ষক, সভাবর্ষক [সি] বি সভাবৃদ্ধিকারী। 'সভাবর্ষক লোক
সংগ্রহ আবশ্যক।' দর্পণ, ১৮২১।

সভাতত্ত্ব [সি] বি সভা সমাপন। 'সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাতত্ত্ব
করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সভাভদ্রন [সি] বি রাজদরবার। 'রাজা রূপসেন, সভাভদ্রনে সিংহাসনে
আসীন হইয়া ... বীরবরকে অর্ধরাজ্যের করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সভাভুক্ত [সি] বিণ সভার সঙ্গে যুক্ত। 'তাহারা সকলে এই সভাভুক্ত।'
অক্ষয়, ১৮৪৩।

সভামঞ্চ [সি] বি সভা করার নির্দিষ্ট স্থান বা বেদী। 'সভামঞ্চের অনূরে
... খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল।' মনসুর, ১৯৪৫।

সভামণ্ডপ [সি] বি সভা করার নির্দিষ্ট ঘর বা স্থান। 'কতিপয় পরম
সুন্দর যুবা পুরুষ আসিয়া রাজমন্দের হস্তধারণপূর্বক নৃপতি
সন্নিধানে সভামণ্ডপে লইয়া গেল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

সভামধ্যে [সি] ক্রিবিণ সকলের মাঝে। 'সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে
বিবসন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সভামাণ্য [সি] বিণ জনসমাবেশে গ্রহণযোগ্য। 'বাগী লোক
সভামাণ্য।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

সভাসংগঠিত [সি] বিণ সমিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। 'সভাসংগঠিত
কর্তৃপক্ষকে ... উপযুক্ত মহিলাকে সদস্য মনোনীত করতে দাবী
জ্ঞাপন করেছে।' বেগম, ১৯৫৫।

সভাসং [সি] বি সভার সদস্য। 'যৌগীকে আসিবার কারণ সভাসং
পণ্ডিতদিশকে পাঠাইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সভাসদ [সি] বি সভায় যোগদানকারী ব্যক্তি। 'সভাপতি আর সব
সভাসদ জন।' বড়ু, ১৪৫০।

সভাসমিতি [সি] ১ বি ছোটোবড়ো বৈঠক। 'ইহার উপরে আবার
সভাসমিতিতেও যোগ সিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি নানারকম
সংগঠন। 'এইজন্যই সভাসমিতি তরুণবর্তক লেখালেখি
বাদপ্রতিবাদ।' রবীন্দ্রনাথ, ১৯০৭।

সভাসম্পাদক [সি] বি সভার কর্ম-সচিব। 'সভাসম্পাদক এক জন
নিযুক্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সভাসীন [সি] বিণ সভায় উপবিষ্ট। 'রঞ্জনী প্রভাত হইলে রাজা
সভাসীন হইয়া আপন মন্ত্রীকর্ম্যার সহিত সুমন্দের পরিণয় সম্বন্ধ স্থির
করিলেন।' মশাররফ, ১৮৬৯।

সভাহু [সি] বিণ সভায় উপস্থিত। 'জ্যোতিষিক জ্যোতিষের বহুবিধ
গ্রন্থ লইয়া সভাহু হইলেন ...।' রায়রাম, ১৮০১।

সভাহু [সি] ১ বি বৈঠকস্থান। 'তার কত বড়াই করিস সভাহুতে।'
গব্বি, ১৭৬৫। ২ বি উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি। 'সভাহুতেও আমার
কোনো সম্মান নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সভাব [সি] বিণ ১ বি বরষ। 'ভিন্নর সভাব মণে করে।' বড়ু, ১৪৫০।
২ বি সভাব। 'নারি সভাব কএল হয়ে মান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সভ্য [সি] ১ বি সদস্য। 'এই পদে এই সভ্যরা স্বাক্ষর করিয়াছেন।'
দর্পণ, ১৮২২। ২ বি সন্মান ব্যক্তি। 'যদ্যপি প্রব্রিট হন তবে
সভ্যপণ্ডিত মাঝে তাঁহারা স্থান পাইবেন না।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বিণ
উন্নত। 'ভারতবর্ষ সভ্য হইবার বিবেচনা।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বিণ
জ্ঞ; সাধুজন। 'আপনাদিগকে সভ্য ও ধার্মিক বলিয়া অভিমান

সভ্যগর্বিত

করেন।' অক্ষর, ১৮৫০। ৫ বি সনেন সদস্য; সাহেব। 'তৎকালে পার্শ্বিয়েমেন্টের একজন সভ্য ভাষার বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫০। ৬ বি সভায় উপস্থিত সদস্য। 'তিনি সভ্যদিকে সম্মোহন করিয়া কহিলেন।' বক্তৃতা, ১৮৭৪। ৭ বিণ আধুনিক; শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্পায়নের ফলে উন্নত। 'সময়ের দুর্যমূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যতীত খুব অনুভব করা যেত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সভ্যগর্বিত [স] বিণ সভ্যতার বড়াই করে এমন। 'সভ্যগর্বিত কোনো চুরোণীয় জাতি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সভ্যজ্ঞপৎ [স] ১ বি উন্নত দেশসমূহ। 'সম্রা সভ্যজ্ঞপৎ ভারতজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত।' অক্ষর, ১৮৮৪। ২ বি উন্নত সমাজ। 'নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজ্ঞপৎের মধ্যগমন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সভ্যজাতি [স] বি উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী জাতি। 'সভ্যজাতিদিগের পুরাত্ত পঠ করিলে ...' অক্ষর, ১৮৪৮।

সভ্যভর [স] বিণ অধিক শিল্প। 'এদেশীয় সভ্যভর নব্যসম্প্রদায়। তোমারা ... অক্লেশ কমলাভীর্বা বিলাত-ক্ষেত্র দর্শন করিতে পার।' অক্ষর, ১৮৪৭।

সভ্যনামিক [স] বি (ব্যবহারে) নামে মাত্র সভ্য। 'সভ্যনামিক পাতালে খোদা/রূমেছে ঘুটের ধন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সভ্যনীতি [স] বি শিল্প নীতি। 'সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সভ্যপদ [স] বি সদস্যপদ। 'হিন্দু মুসলমান সভ্যপদ গ্রাহী হিন্দু মুসলমান ভোঁটাদাসদের নিষ্ঠা যেতে বাধ্য হবেন।' শিখা, ১৯০১।

সভ্যপদব্যাপ্য [স] বিণ সভ্য অভিযাত্রার অধিক। 'তাহাকে সভ্যপদব্যাপ্য করা যাইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সভ্যবাদী [স] বি অভিভাভাবাদী। 'হিন্দু জাতীয়তা ও বাতন্ত্রের সভ্যবাদীদের আর সমুদ্র বহিঃক্ষেত্র না।' আজাদ, ১৯৪৬।

সভ্যবিধি [স] বি সভ্যতার নীতিনীতি। 'মেশিনদ্বারা তঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সভ্যবেশী [স] বিণ সভ্যতার সুখোশ-পরা। 'সভ্যবেশী ভণ্ড পণ্ড মারতে ডগান কারে?' নক্ষত্র, ১৯২৯।

সভ্যভব্য [স] বিণ শুভ। 'সভ্য সান্নিধ্যি চতুঃপাতি কলাচর্য লোকে সভ্যভব্য হইতে লাগিল।' বরেন্দ্র, ১৮৮১।

সভ্যমণ্ডলী [স] বি সাধারণ। 'লোপাতি সভ্যমণ্ডলীর কটিকর হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সভ্যমি [স] সভ্য। বি সাধুতা; শুভ্রতা। 'যদি ... কোনো প্রভা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্টি হতে যেতে চাই নে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬।

সভ্যশ্রেণী [স] বি সদস্যবর্গ। 'সভ্যশ্রেণীর সন্ধ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৪।

সভ্যসদ [স] বিণ সভ্যসদ। 'সভ্যসদ সৈতাপন সমভিব্যাবহারে ...' ফরজ্জো, ১৮৭৬।

সভ্যসমাজ [স] বিণ সমাজ। 'সভ্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সভ্যসুজন [স] বি সভ্যসদ ও সুখজন। 'চলি গেল যবে সভ্যসুজন ...' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সভ্য [স] বি ক্রী সদস্য। 'উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য ইহা একটা অস্থায়ী কর্তৃপরিষদ গঠিত হইবে।' বেগম, ১৯৪৮।

সভ্যাভিমানী [স] বিণ সভ্য বলে গর্ববোধ করে এমন। 'কে বলিতে পারে সভ্যাভিমানী ইউরোপীয়দিগের বর্তমান নিয়মসমূহ সময়ে অব্যবহার্য হইবে না। ততোমুখ, ১৮৭৪।

সভ্যাসভ্য [স] বি নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব। 'আমাদের সমাজ এখন হয়েছে প্রবীণ-নবীন ওরফে সভ্যাসভ্য।' প্রমথ, ১৯৮১।

সভ্যতা [স] ১ বি সৌজন্য। 'বাবুর শিল্প সভ্যতাতে যথাব্যোম্য সবর্গিত হইয়া ...' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি শুভ্রতা। 'সভ্য প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল।' দর্পণ, ১৮২৯। 'বায়ান্স বকম মুখভক্তি করিতে পারি, এবং অস্ত্রীল গালিগালাজে দিয়া আপন সভ্যতা এবং সনিকতা প্রচার করিতে পারি।' বক্তৃতা, ১৮৭৫। 'বোতাকে আমরা শিতকাল হতেই সভ্যতা বলে শিখেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বি জীবনব্যাপনের সৌন্দর্য ও প্রগতি। 'পুরুষেরা কিরূপে সর্বত্রোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইবেন।' দর্পণ, ১৮০৮। ৪ বি সামাজিক উৎকৃষ্টতা; জাতিগত সংস্কৃতি। 'তৎকালে বিদেশীয় কোন জাতি এমত সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই।' অক্ষর, ১৮৪৭। 'পূর্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত, হইয়াছিল।' বক্তৃতা, ১৮৮৭। 'পিত্তিলেশন, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিই তাই তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদেও জাতিয় পাওয়া সহজ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ বি কোনো সংস্কৃতিরই জাতিতে বৈশিষ্ট্য। 'যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৬ বি আধুনিকতা। 'অজি সভ্যতার অন্তরীণ আড়ম্বরে, উচ্চ আক্ষর্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বি সংস্কৃতি। 'সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফলস অবকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সভ্যতাদর্শী [স] বিণ সভ্যতার জ্ঞান গর্ভিত। 'সভ্যতাদর্শী আর্ষণ্য।' বিজুতি, ১৯০৮।

সভ্যতাদিশণ [স] বি শিষ্টাচার ওপদসমূহ। 'চোঁটা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুশ্রম সভ্যতাদিশণ বুদ্ধিবল্য প্রাপ্ত হইয়াছে।' জ্ঞানবেষণ, ১৮০০।

সভ্যতাদ্রষ্টব্য বিণ সভ্যতাসূচ। 'দ্যুতভিদ্ধা ইত্যাদি সভ্যতাদ্রষ্টব্য বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সভ্যতানামধারী [স] বিণ সভ্যতার নাম ধারণ করা হয়েছে এমন। 'সভ্যতানামধারী মানব আদর্শ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সভ্যতাত্ত্বিক [স] বিণ ক্রী শিল্প সভ্যতা নিয়ে অভিমত আছে এমন। 'সভ্যতাত্ত্বিকানী ইউরোপীয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের তদীয় মুখ ব্যতীত সর্বত্র আবৃত্ত করা হাটে মাঠে বাহির হন।' রোকেয়া, ১৯০৪।

সভ্যতাত্ত্বিকানী [স] বিণ আপন সভ্যতা নিয়ে অহংকারকারী। 'আধুনিক সভ্যতাত্ত্বিকানী মানব-সম্প্রদায়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সভ্যতামদ [স] বি সামাজিক উৎকৃষ্টতার অহংকার। 'সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্ণপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সভ্যতামর্জিত [স] বিণ উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন। 'বর্তমান সভ্যতামর্জিত সুরকিসলত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' অক্ষর, ১৮৫৪।

সভ্যতানুগ [স] বিণ সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে এমন। 'সভ্যতানুগ উন্নতশীল বিজ্ঞানানুগ ব্যক্তিত্ব ... বিরত হইলেন।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সভ্যতানীল [স] বি সুধীজন। 'সেবিত সভ্যতানীল প্রকৃতি কুটিল।' আলোণ, ১৬৩০।

সভ্যতাসন [স] বি সভ্যতার আসন। 'জাগতিকতা পরিহার পূর্বক সভ্যতাসনে আসীন হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সভ্যতাসম্পন্ন [স] বিণ সুশীল। 'সভ্যতাসম্পন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া তার শকে সম্ভব হয় না।' মোতাহের, ১৯৫০।

সভ্যতাসূচক [স] বিণ সভ্যতার চিহ্নবাহী। 'দৃঢ়তীক্ৰীড়া ইত্যাদি সভ্যতাসূচক বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সভ্যতা-শ্রোত [স] বি সভ্যতারূপ শ্রোত। 'ভাস্কর সভ্যতা-শ্রোতে নিভা তব তরী।' মাইকেল, ১৮৭২।

সম [স] সম। ত্রিবিধ সমে। 'আলো তোষি তোএ সম করিবে য সাধ।' চর্য্য ১০, ১২০০।

সম^১ বি তালের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো বোকের স্থান। 'কেবল একটি নির্দিষ্টস্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সম^২ [স] বিণ সমান; সদৃশ। 'তিলফল জিগী নাসা কমু সম গলে।' বটু, ১৪৫০।

সমঅংশ-ভাগী [স] বিণ সমান অংশীদার। 'ঘাতকের হিংসারূপ এ অত্যাচারে/ মনে হল আমারও সমঅংশ-ভাগী।' সিকান্দার, ১৯৬১।

সম-অংশীদার [স+কা] বি সমান অংশীদার। 'মোসলমানে প্রতিনিধিত্বকে সম-অংশীদাররূপে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক'। আজাদ, ১৯৪১।

সম অঙ্গ [স] বি জোড় সংখ্যা। 'আর ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্কে সম অঙ্গ বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সম-অধিকার [স] বি সমান অধিকার। 'মাদুর' নামে তার মানবীয় সর্ব প্রয়োজনের সম-অধিকার।' নজরুল, ১৯২৬।

সমঅনুভূতি [স] বি একই অনুভূতি; সহমর্মিতা। 'স্পষ্ট হয়েছে তার সমঅনুভূতি।' মানিক, ১৯৪৭।

সম-ঊর্ধ্ব [স] বিণ সমান উর্ধ্ব। 'মরবার পরও যে বিধ শাস্ত সম-তেজা সম-ঊর্ধ্ব হয়ে থাকবে।' নজরুল, ১৯২৭।

সমকক্ষ [স] ১ বিণ সমান প্রতিযোগী। 'সমকক্ষ নহিলে লুফে ক্ষেত্ৰ নহে।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিণ সমতুল্য। 'জীবজগতের কোন দ্রব্যসামনশীল জন্তুই ধাবনে ইহাদের সমকক্ষ নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'রক্তো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৩ বিণ সমপায়েব। 'বদান্যতায় সর্বদূত শ্রীমান করণের সমকক্ষ।' মাইকেল, ১৮৭৪। ৪ বিণ সমান প্রতিভাধর। 'তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তি সমকক্ষ নহেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সমকক্ষতা [স] ১ বি তুল্য প্রতিযোগিতা। 'তাহাদিগের সহিত সমকক্ষতা করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৬। ২ বি তুল্যতা। 'প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কী আবশ্যক ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি সমান মর্যাদা। 'পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য আমাদিগকে বাহা করিতে হয়।' রোকেয়া, ১৯২১।

সমকক্ষতা করা [স] ক্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা; সমানে সমান পাড়া দেওয়া। 'মহিলারা পুরুষদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৮।

সমকক্ষরূপে [স] ত্রিবিধ সমান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। 'পুরুষের

সমকক্ষরূপে সবকিছু করিবার অধিকার তাহার আছে।' বেগম ১৯৪৭।

সমকর্মিতা [স] বি সমান কাজ করা। 'কমরেডশিপ বা সমকর্মিতা যুগ।' অচিন্তা, ১৯৫০।

সমকায় [স] বিণ এক আকৃতির। 'আকাশে অগণ্য তারকারাণি বিরাজ করছে; কিন্তু সকলেই তো সমকায় নয়।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সমকাল [স] ১ ত্রিবিধ একই সময়ে। 'প্রভু অমৃত বিকার, অ সাত্তিক ভোদনে হয় সমকাল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি এক কাল। দর্পণ, ১৮২০; 'মাক্তাতার সমকালে আমাদের দেশে হয়তে সবই ছিল ... কিন্তু তখন ইতিহাস ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বি সমকালীন। 'অতএব ইনি গুপ্তদিশের সমকাল বা পরবর্তী।' রবীন্দ্র ১৮৭৫।

সমকালবর্তী, সমকালবর্তী [স] বিণ সমকালের; একই কারের 'প্রথম রাজা গোনদর্ঘ্য যুগিষ্ঠিরের সমকালবর্তী ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'তাঁদের সমকালবর্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল।' প্রমথ, ১৯১২।

সমকালিক [স] বিণ একই সময়ের। 'বিক্রমাদিত্যের সমকালিক সংস্কৃত হইতে মনু রামায়ণের সংস্কৃত অনেক প্রাচীন।' অক্ষয় ১৮৪৭।

সমকালীন [স] বিণ সমসাময়িক। 'কবিকল্পণের সমকালীন ব্যক্তি দর্পণ, ১৮৩০।

সমকুলোত্তর [স] বিণ একই বংশ থেকে উদ্ভূত। 'সমকুলোত্তর ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণিগ্রহণ হইলে সে কুলে অত্যন্ত দোষপার্শ্বে' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমকৃষ্টি [স] বি একই রকম সংস্কৃতি। 'সমকৃষ্টি-সম্পন্ন পরিবারে মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' বেগম, ১৯৪৮।

সমকেন্দ্রি [স] সমকেন্দ্রী বিণ একই কেন্দ্রবিশিষ্ট। '... সমকৌর্ষীচিত্র কেবলি থাকে।' বলদর্পণ, ১৮৭২।

সমকোণ [স] বি নবই (৯০) ডিগ্রির কোণ। 'একটি শাখা আস পর্বতমালার সঙ্গে সমকোণ করে ...।' বিজুতি, ১৯৩৭।

সমক্রিয়া [স] বি সমান কার্যকর্মতা। 'ঔষধের সমক্রিয়া সম্বন্ধী একটি গবেষণামূলক বিষয় ব্যাখ্যান করি।' জগদীশ, ১৯২৬।

সমক্ষেত্র [স] বি অভিন্নক্ষেত্র। 'গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রা বিষুবরেখার প্রায় সমক্ষেত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সমগোত্র [স] বিণ অনুরূপ গোত্রের। 'শিবরাম তো বিশে' সমগোত্র।' অচিন্তা, ১৯৫০; 'সে তাদের সমগোত্র।' শওকৎ ১৯৫৮।

সমজাতীয় [স] বিণ সমান শ্রেণীভুক্ত। 'সূচনার দ্বারা প্রবর্তিত। মানসিক ক্রিয়া তাহারই সমজাতীয় সহজ প্রকৃতি।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাধ্য দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৮১।

সমজ্ঞানী [স] বি একই রকম জ্ঞানের অধিকারী। 'তাঁহার সমজ্ঞানীরা ধন্য।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সমভল [স] বিণ উচ্চনিষ্ঠ নয় এমন। 'চতুর্দিকে সমভল ভূমি মধ্যবর্তী মথুরা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫; 'আমাদের দেশে স্তরে স্তরে সে করে; এখানে আকাশ সমভল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সমভলক্ষেত্র [স] বি সমভল ভূমি। 'কৌশাণীর চতুর্দিকই বিস্তী সমভলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সমভলগামী [স] বিণ সমভলে গমন করে এমন। 'কখনও-কখনও

সমতলভূমি

সমতলগামী, কৃতিত নিম্নগামী। 'জগদীশ', ১৯১৭।

সমতলভূমি [সি] বি উচ্চ-নিম্ন নয় এমন ভূমি। 'চতুর্দিক সমতল ভূমির মধ্যবর্তী মন্ডুকা'। 'বক্তৃতা', ১৮৭৫; 'উত্তরদেশ অর্থাৎ সাইবেরিয়া সমতলভূমি'। 'প্রথম', ১৯২৫।

সমতা [সি] ১ বি সমদৃষ্টি। 'সমতা কোর্ট জলিত চতালী'। 'চর্যা ৪৭, ১২০০। ২ বি সিরসন। 'বিধবাবিধবা প্রচলিত হলে দেশের ... কত পাশের হ্রাস হবে, যাক্ষীকন পতি শোক প্রভৃতি কত যন্ত্রণার সমতা হবে?' উৎসব, ১৮৫৭। ৩ বি সাম্য। 'অবস্থার নীলতা ও সমতা'। 'এসলাম', ১৯১৮।

সমতান [সি] বি একই সূত্র। 'ওর আটের সঙ্গে আর ছনের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে'। 'রবীন্দ্র', ১৮৯৫।

সমতাবস্থা [সি] বি সমান অবস্থা। 'এক সময় বৃক্ষের আপন নিঃশব্দ আর সমতাবস্থা যাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগে রাখিয়াছিলেন'। 'ভারতী', ১৮০৩।

সমতাল [সি] বি সমান তাল হয় এরকম। 'বাপা দূর করিবার জন্য সমতাল যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সন্মত হইয়াছিলেন'। 'জগদীশ', ১৯১৬।

সমতুল [সি] বি সমান তুল্য; সমান। 'নারদের বোল বেশ সমতুল'। 'বক্তৃতা', ১৮৫০।

সমতুল্য [সি] বি সমান তুল্য। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী বসনে সমতুল্য'। 'চর্যা ৪০, ১২০০।

সমতুল্য [সি] ১ বি সমকক্ষ। 'সমতুল্য ঘর'। 'দর্পণ', ১৮০১। ২ বি সমান মর্যাদাসম্পন্ন। 'ধর্মপুস্তানে ধর্মব্রত মুখিতির সমতুল্য'। 'মাইকেল', ১৮৭৩।

সম-ভেজা [সি] বি সমান ভেজসম্পন্ন। 'মরবার পরও যে-কিছু শাখত সম-ভেজা সম-ভ্রা হয়ে থাকবে'। 'নন্দলাল', ১৯২৭।

সমত্ব [সি] বি অনুরূপতা। 'সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্বভেদে) ঈশ্বরের আরাধনা'। 'বক্তৃতা', ১৮৭৫; 'সমত্ব, অর্থাৎ সকলে আত্মক জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ তাৎপর্য'। 'বক্তৃতা', ১৮৯২।

সমত্ববোধ [সি] বি অভিন্নতার চেতনা। 'হেলের সমত্ববোধে বিব্রত হন'। 'মণীশ', ১৯০৩।

সমদর্শিতা [সি] বি পক্ষপাতহীন দৃষ্টি। 'তাহারা সকল বস্তুতে সমভাব ও সমদর্শিতা জানাইবার উদ্দেশ্যে ...'। 'অক্ষর', ১৮৫০।

সমদর্শী [সি] ১ বি সবাইকে সমান কর্তৃত্ব দেয় এমন। 'ফকির বিজয়, পণ্ডিত ... এবং হিন্দু মুসলমান সমদর্শী'। 'বক্তৃতা', ১৮৮৪। ২ বি পণ্ডিত। 'জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন'। 'বিদ্যা', ১৯১১।

সমদাবিদার [সি] সম-স্বাক্ষর দাবিদার। বি সমান অধিকার প্রার্থনাকারী। 'মানবীয় অধিকারে তারা সর্বত্র সমদাবিদার'। 'বোধ', ১৯৪৯।

সমদুরবিনী [সি] বি স্ত্রী সমবায়ী। 'তাঁহার সমদুরবিনী হইয়া অকরমরী রজনী উপস্থিত হইল'। 'মণিরত্ন', ১৮৬৯।

সমদুরবর্তী, সমদুরবর্তী [সি] বি সমান দূরে অবস্থিত। 'তাহা সূর্যের সমদুরবর্তী দেখি'। 'বক্তৃতা', ১৮৭৫।

সমদৃষ্টি [সি] বি অপক্ষপাতী আচরণ। 'আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম'। 'কৃষ্ণদাস', ১৫৮০।

সমদৃষ্টি [সি] দ্রিষ্টব্য পরস্পর সম্মুখ। 'ক্ষমের বহিমে চাহে/মনে অনেক নাহি ভাবে/সমদৃষ্টি কেনে নিরীক্ষণ'। 'কাহিনী', ১৬৫০।

সমশেষ [সি] বি সম্মত শেষ। 'বহে সে সঙ্গীতে যবে মজ্ঞ ফুজাতরে সমশেষে'। 'মাইকেল', ১৮৬৩।

সমধরাতল [সি] বি সমতল ভূপৃষ্ঠ। 'জলপ্রোতে ইহা ক্রমে সমধরাতল হইতেছে'। 'সাক্ষরী', ১৮৭৫।

সমধর্মী, সমধর্মী [সি] বি এক ধর্মাবলম্বী। 'সমধর্মী কৃষ্ণ মোহন কন্যা উজ্জ্বল করে দিলেন'। 'জ্যোত্স্না', ১৮৬১।

সমধর্মী, সমধর্মী [সি] বি সমান সামর্থ্য লাভ করেছে এমন। 'কিছুদিন পরে রোমও মিশরের সমধর্মী হইয়া পড়িল'। 'অক্ষর', ১৮৪৯।

সমপদী [সি] বি সমান পদমর্যাদার অধিকারী। '... ন্যায় পারিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণির সমপদী হইলেন'। 'দর্পণ', ১৮৩৫।

সমপর্ষী [সি] বি একই মনের। 'গ্রন্থখনাৎ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, কী করিয়া ইরোজের সহিত সমপর্ষী ব্রহ্ম করিয়া চলিতে হয় আমি তাহাই অশ্রু দৃষ্টান্ত দেখাইব'। 'রবীন্দ্র', ১৮৯৮।

সমপৃষ্টি [সি] বি সমান পৃষ্টি। 'প্রপতির জন্য চাই উভয়ের পূর্ণ বিকাশ, উভয়ের সমপৃষ্টি'। 'বোধ', ১৯৫০।

সমপৃষ্ঠা [সি] বি অভিন্ন সম্যক জ্ঞান। 'এই বস্তুতত্ত্ব পৃথিবীর ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে যদি সমপৃষ্ঠা মনে বরণ করতে পারি'। 'ওয়াশেল', ১৯৪৩।

সমপ্রাণ [সি] বি অন্তরঙ্গ। 'সমপ্রাণ সখা মোর দোস্ত হযমন'। 'সত্যোক্ত', ১৯১৭।

সমপ্রাণতা [সি] বি প্রানের সমতা। 'সেই উদারতা সরলতা সমপ্রাণতা যেন এর বাইরে ভিতরে'। 'নন্দলাল', ১৯২৭।

সমবয়সিনী [সি] বি সমান বয়সের। 'এই চিরযৌবনা উর্বশী একদিন বিক্রমের সমবয়সিনী ছিল'। 'অন্নদা', ১৯২৮।

সমবয়সী [সি] বি সমান বয়সের। 'করিবে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন'। 'রবীন্দ্র', ১৮৯৯।

সমবয়স্ক [সি] বি একই বা সমান বয়সের। 'যে সকল সমবয়স্ক বালক লেখাপড়া জানিত, তাহাদের নিকটে গিয়া ...'। 'বিদ্যা', ১৮৫৬।

সমবয়স্ক [সি] বি সমান বয়সের। 'সমবয়স্ক রমণীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ... থাকে'। 'অক্ষর', ১৮৪৬; 'ব্রাহ্মণবৃক্ক সমবয়স্কা দেখিয়া, আনন্দপূর্বক, তাহার ভাব লইলেন'। 'বিদ্যা', ১৮৪৭।

সমবিকিরণ [সি] বি একইভাবে আলোক বিচ্ছুরণ। 'মহাপুণ্যে পবিত্র সমবিকিরণের ফলে একদিন এই বিশ্বব্রহ্মণ্ডের বিলয় অবশ্যম্ভাবী'। 'শিব', ১৯৬০।

সমবুদ্ধি [সি] বি সমানবুদ্ধিসম্পন্ন। 'মানুষ যদি সমবুদ্ধি হয় তা হলে ...'। 'প্রথম', ১৯১৬।

সমবেশ [সি] বি অভিন্ন পণ্ডিত। 'ইহা ঠিক সমবেশে সরল পথে চলিতেছে না'। 'মোহনহর', ১৯০৭।

সমবেত [সি] ১ বি একত্র; এক স্থানে মিলিত। 'সমবেত সাধুগণের সঙ্গে কত সাজে'। 'মানিকরায়', ১৭৮১। ২ বি সমবায়ী। 'সমবেত বেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি'। 'রবীন্দ্র', ১৯৩১।

সমবেদক [সি] বি সমবায়ী; সমান বেদনা অনুভবকারী। 'একজন ইসবর তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেঁটিত'। 'রবীন্দ্র', ১৮৮১।

সমবেদন [স] বি সহানুভূতি। 'সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন ... নিবেদন, সমবেদন, - আমি তাহাতে নছি।' বক্সিম, ১৮৭৪।

সমবেদনশীল [স] বিণ সমবেদনাপূর্ণ। 'সমবেদনশীল হ্রদয় দিয়ে কবি এ করুণ দৃশ্য একেছেন।' হাই, ১৯৪৯।

সমবেদনা [স] বি সহানুভূতি। 'আমরা বন্ধুর নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সাহায্য চাই ও সেই জন্যই বন্ধুকে চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'রাজলক্ষীরই, প্রতি সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সমবেদনাপরায়ণ [স] বিণ সমব্যথী; সমবেদনা বোধকারী। 'তোমার মতন সমবেদনাপরায়ণ ...'। জীবন, ১৯৩৩।

সমবেদনাভরা [স] বিণ সহানুভূতিপূর্ণ। 'তবে সময়বিশেষে সমবেদনাভরা গাছী'। মানিক, ১৯৪০।

সমবেদনাশীল [স] বিণ সহানুভূতিশীল। 'নঈমার প্রতি খানিকটা ... সমবেদনাশীল হইয়া উঠে।' মনসুর, ১৯৫৫।

সমব্যবসায়িনী [স] বিণ স্ত্রী একই পেশায় নিয়োজিত। 'কেবল সমব্যবসায়িনী যিসের কাছেই নয় ... শান্তজীর কাছেও তরল দুই মনিব-বাড়ির গল্প করে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

সমব্যবসায়ী [স] বিণ একই পেশায় নিয়োজিত। 'বড়ো উকিলের বড়ো উকিল বন্ধু থাকে - সমব্যবসায়ী কিনা।' মানিক, ১৯৩৭।

সমব্যাহারী [স] বি সঙ্গী। 'আপন সমব্যাহারীগণের সহিত উপস্থিত হইয়া ...'। তারিণী, ১৮০৩।

সমভাগ [স] বি সমান ভাগ। 'সমভাগ, গাঁথে নাস, কেশর ধাতকী ...'। রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সমভাগিনী [স] বিণ স্ত্রী সমান অংশ পায় এমন। 'পুত্র দুগুণে সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহস্রী।' রোকেয়া, ১৯২১।

সমভাব [স] বি একসমান ভাব; সাম্য। 'বঙ্গভাষা'র প্রতিপত্তি সভারে সমভাব।' মালধর, ১৫০০।

সমভাবে [স] বিণ একইরূপে। 'পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সমভাষা [স] বি একরকম ভাষা। 'উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সমভিষ্যাপী [স] বিণ বিকৃত। 'নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিষ্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতায় ...'। জীবন, ১৯৪৮।

সমভিষ্যাহার [স] বি সাহচর্য। 'লক্ষণ বিখ্যাতের সমভিষ্যাহারে ... সুরম্য বৈশাখী নগরে আগমন করিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।

সমভিষ্যাহারী [স] সমভিষ্যাহারী বিণ সঙ্গে আছে এমন। 'তাঁহার সমভিষ্যাহারী সাহেবও তদ্রূপ কার্যে প্রাণ্ড হইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সমভিষ্যাহারিনী [স] বিণ স্ত্রী সহসামী। 'তোমায় উহার সমভিষ্যাহারিনী হইতে হইবে না।' বিন্দা, ১৮৬৩।

সমভিষ্যাহারী [স] বিণ সঙ্গে থাকে এমন; সঙ্গী। 'তাঁহার সমভিষ্যাহারী বিচক্ষণ ব্যক্তির হিন্দুর আচার ব্যবহার ধর্মাদি যেরূপ দর্শন করেন।' অক্ষর, ১৮৫০।

সমভিষ্যাহারে [স] ১ ক্রিবিণ সঙ্গে নিয়ে। 'স্ত্রী সমভিষ্যাহারে যুদ্ধ হানে যাওয়া উপযুক্ত নয়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ ক্রিবিণ সঙ্গে। 'আপন সৈন্য সন্নিপাত সমভিষ্যাহারে ...'। দর্পণ, ১৮২৪; 'এক দরমাস পার্শ্বমেটে দেওনার সমভিষ্যাহারে লইয়া বিলায়েতে

গিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সমভিষ্যাহৃত [স] বিণ সহগামী। 'বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র চারি জন পরিচারক সমভিষ্যাহৃত হইয়া ...'। দর্পণ, ১৮৩০।

সমভূমি [স] সমভূমি বি সমতলভূমি। 'ভারতবর্ষ সীমারোলা বৃষ্টিয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র ১৯০৫।

সমভূমি [স] ১ [স] বি সমতলভূমি। 'বাপানে অতি উত্তম সমভূমি পাকা রাস্তা।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ মাটির সমান্তরাল। 'বহির্বি পড়িয়া সমভূমি প্রায় হইল।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বিণ ভূমিসাথ 'দামেশ্বররাজ্য সমভূমি করিতে জীবন পণ।' মশাররফ, ১৮৮৭।

সমভূমিতা [স] বি সমান্তরালতা। 'সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজ্যত্যা পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সমভ্যাহার [স] সমভিষ্যাহার/সমব্যাহার বি সাহচর্য। 'রাজা ঃ সমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয় ১৮১২।

সমভ্যাবলম্বী [স] বিণ একই মতের অনুসারী। 'কয়েকজন সমভ্যাবলম্বী ব্যক্তিসহ সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।' আজাদ, ১৯০৭।

সমমর্খালা [স] বি সমান সম্মান। 'নারীরা আজও পুরুষে সমমর্খালায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।' বেগম, ১৯৫২।

সমমাত্রা [স] বি প্রতিটি পরে সমান সংখ্যক মাত্রার তাল। 'তাঁকে সমমাত্রা থাকিলেই খেতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সমমৃত্যু [স] বি সমতুল্য। 'আমি হেন সুভ নাছি সমমৃত্যু।' আলোড় ১৬৮০।

সমযোগ্য [স] বিণ সমান যোগ্যতাসম্পন্ন। 'অদ্যাবধি বি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সমযোষ [স] বি সমান যোদ্ধা। 'দুই জন সমযোষ সমান উপকর পাইয়াছে।' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭২।

সমরোষা বি সমান্তরাল রেখা। 'জঙ্ঘর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলে সমরোষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সমরস [স] বি শূন্যতা করুণার অভেদ অবস্থা। 'তিম মরণ অত্যা। সমরসে গগন সমাধ।' চর্য ৪৩, ১২০০।

সমরসময় [স] বি যুদ্ধকালীন সময়। 'সমরসময়, ভয়ে কেঁপেচা পাঁহে ছিল বলে বেঁকে রাখিল।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

সমরোষা [স] বি একই সমান্তরাল। 'আমার মতের সমরোষা চা না।' প্রমথ, ১৯৮৮।

সমরূপ [স] ক্রিবিণ একই রকমে। 'ঐ সুখীর সুবিখ্যাত মহাশয়ে বর্ষাধ শ্রুগ সমরূপ প্রতিবিচিত।' জ্ঞানাবেশব, ১৮৩৮।

সমলোভী [স] বিণ সমান লোভী। 'পাকসটি যারি কেহ বেদাই দূরে সমলোভী জীব।' মাইকেল, ১৮৬১।

সমশক্তিমান [স] বিণ সমান শক্তির অধিকারী। 'মানুষের ভাগ্য নি হুধি দুই সমশক্তিমান জড়ের বিলাস।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সমশিক্ষিত [স] বিণ একই রকম শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'আমাদের সমাে সমশিক্ষিত সমশিক্ষিত দুজন স্ত্রী-পুরুষ কি একরকম।' নরেন্দ্র ১৯৫৬।

সমশির [স সমশীর্ষ] বিধ একই উচ্চতাসম্পন্ন। 'অর্দ্ধ হাত পুর দুর্বা সমশির।' রায়রায়, ১৮০১।

সমশ্বর [স সমসর] বিধ সমান সমান। 'কোন মতে অন্য হৈব তার সমশ্বর।' আলাওল, ১৬৮০।

সমশ্রেণিতা [স] বি সাদৃশ্য; একজাতীয়তা। 'কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাদ্রেই একটা সমশ্রেণিতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সমশ্রেণীভুক্ত [স] বিধ একই পর্যায়ভুক্ত। 'কবিগণের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না।' প্রমথ, ১৮৯০।

সমসংখ্যক [স] বিধ সমান সংখ্যক। 'উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সমসংখ্যক চাকরীর দাবী ...।' আলাওল, ১৯৪০; 'সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

সমসাময়িক [স] বিধ একই সময়ের। 'খ্রীষ্টবর্ষকে বিচন্দ্র ভট্টের সমসাময়িক হিরে করিয়াছি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সমসূচী [স] বি সমান সুখের অধিকারী। 'হে সুরভি, সমসূচী এদেশে কি তোমা সকলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সমসূত্রে [স] ক্রিবিধ অভিন্নসূত্রে। 'সেই সমসূত্রে মৈথিল অর্থাৎ সেখানকার দেশী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির গান ও কাব্যে ...।' হুই, ১৯৪৫।

সমস্বচ্ছ [স] বি সমপর্যায়। 'মানুষের মতো মানুষের সমস্বচ্ছের মতো মেশা।' জ্ঞানদা, ১৯২৯।

সমস্থলী [স] বি সমতল স্থান। 'অতিশয় মনোলাভ প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ি তদুপর বিস্তৃত সমস্থলী তদুপরি ক্ষুদ্র সবুজোপরি ইষ্টকান্দান।' চন্দ্রিকা, ১৮০০।

সমস্বর্গ [স] বি সমান মমতা। 'সকলধর্ম প্রতি সমস্বর্গে প্রকাশ করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সমশ্বর [স] বিধ সম্মিলিতকর্তৃ। 'কূটপায় থেকে দেখা বস্তিকলাহরী বালখিলা নাটীদের সমশ্বর নামসংকীর্ণ।' সুশীল, ১৯৪০।

সমশ্বরে [স] ১ ক্রিবিধ মিলিত কর্তৃ। 'গেয়েছিল সমশ্বরে বিরহের গাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ ক্রিবিধ একসাথে। 'সমশ্বরে' আন্তে, আমরা কেউ জানি নে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সমস্বার্থ [স] বি অভিন্ন স্বার্থ। 'সমস্বার্থের মানুষ কাঁবে কাঁধ দিয়ে কাজ চালায়ে যেতে পারে।' হাসান, ১৯৬৯।

সমক্ষে [স] ক্রিবিধ সামনে। 'সাহেবেরদেবের সমক্ষে ভারতবর্ষীয় অবস্থার বিষয়ে ... সাক্ষ্য দিবে।' দর্পণ, ১৮৩১; 'সমক্ষে চিরকালই অনুবিধা।' মুরাজ্জিন, ১৯৩২।

সমগ্রা [স] বিধ ময়। 'সমগ্রা হইল রাজা শোকসিদ্ধ নীরে।' মনিকরায়, ১৭৮১।

সমগ্র [স] ১ বিধ সব। 'নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৮। ২ বিধ সম্পূর্ণ। 'তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বিধ পূর্ণাঙ্গ। 'সত্যকে আমরা এক মুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সমগ্রতা [স] বি সম্পূর্ণতা। 'উজ্জ্বল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সমগ্রসর [স] বি সামগ্রিক রূপ। 'একটি সমগ্রসরের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সমগ্ররূপে [স] ক্রিবিধ পরিপূর্ণরূপে। 'তাহাকে সমগ্ররূপে দেবা ও বোঝা আমাদের কর্ম নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সমগ্রসত্য [স] বি অসত্য সত্য। 'সমগ্রসত্যের অনুসন্ধান একদিকে যেমন মানুষের বিকাশ-সম্ভাবনার দিশতক প্রসারিত করে দেয় ...।' শিব, ১৯৫০।

সমগ্রদার [স] বি সমগ্র+দার। ১ বিধ রসজ্ঞ। 'সমগ্রদার লোকের লক্ষণ এই যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিধ বোঝা; বিচক্ষণ। 'সকল বিষয়েই সমগ্রদার বলিয়া মনে করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সমগ্রদারসম্প্রদায় [সমগ্রদার+স সম্প্রদায়] বি সমগ্রদার শ্রেণী। 'এই যে সমগ্রদারসম্প্রদায়, এরা খুশী হওয়া আর খুশী করার মধ্যে দীক্ষিত।' মোতাহের, ১৯৫০।

সমজ্ঞে ওঠা [স] বি বুঝতে পারা। 'তা এখনো সমজ্ঞে উঠতে পাচ্ছিলে।' সর্বক, ১৯১৭।

সমাজদার [স] বি সমগ্র+দার। বি সমগ্রদার। 'আসল সমাজদার, খানদানী কদমদানরা বলেন সেখানে।' মুক্তত্বা, ১৯৬০।

সমর্ক [স] বি বুঝি; বিবেচনা। 'ইহার আপন সমর্ক ও দস্তর মতো ...।' ক্যালসে, ১৭৮৯।

সমর্কদার [সমর্ক+দার] ১ বিধ বিবেচক। 'সমর্কদার মানুষের সঙ্গে কথা কইলে প্রাণ ঠাণ্ড হয়।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি রসজ্ঞ জন; সর্বপ্রতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। 'সমর্কদার পাইয়া সে যেন বাড়িয়া গেল।' শব্দ, ১৯১৭।

সমর্কবুদ্ধি [সমর্ক+স বুদ্ধি] বি রসজ্ঞতা। 'এ উৎকট সমর্কবুদ্ধিতে গম্বীর অনেক মাদুর নষ্ট হয়ে গেলেও ...।' নজরুল, ১৯২৭।

সমর্কী, সমর্কীনা [সি সমর্কী] ১ ক্রি ব্যাখ্যা করা। মনোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি এজাহার দেওয়া। মনোএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রি বোঝা। মনোএল, ১৭৪৩। ৪ ক্রি সত্যকর করা। 'তনহে মাঝিয়া বাত তোমাকে সমর্কবাই।' গরীব, ১৭৬৫। সমর্কল ক্রি বুঝা। 'সমর্কল তব হম সুকণ্ট সোয়।' বিন্যাপতি, ১৪৬০। সমর্কাই ক্রি বুঝিয়ে। 'কলা যাইবে আমারে সমর্কাই।' মর্জু, ১৭৫০। সমর্কাইয়া ক্রি বুঝিয়ে। 'তাহাদিগকে সমর্কাইয়া সালিস তুরায় রফা করিয়া দিবেক।' হ্যাগহেড, ১৭৭৩। সমর্কায় ক্রি বোঝায়। 'আনোয়ার! পঞ্জায়/ বুঝা লোকে সমর্কায়।' নজরুল, ১৯২২। সমর্কিয়ে ক্রি বুঝিয়ে। 'এরে দুটো কথা দাও সমর্কিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। সমর্কি ক্রি বুঝে গনে। 'সমর্কি কর কবির মন রে।' লালন, ১৮৯০।

সমর্কোতা [সি সমর্কোতা] বি আপোস। 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমর্কোতা ও সহযোগিতা শিথিতে হইবে।' বেগম, ১৯৫৩।

সমর্কোত্তা, সমর্কোত্তা [সি] বি সমর্কোতা; বোঝাপড়া। 'তবন একটা সমর্কোত্তা হল।' মুক্তত্বা, ১৯৫২; 'আপনাআপনি যদি একটা সমর্কোত্তা হয়।' সুশীল, ১৯৭০।

সমগ্রস [স] বি আপোস। 'সুখিতা কার্যের গতি/ ধায়া আইল লক্ষণতি/ কন্দল ভাঙ্গিল সমগ্রস।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সমগ্রণা [স] বি সামগ্র্য; সর্ভ। 'সমগ্রণার প্রয়োজন আমাদের জীবনে যত বেশি, সমগ্রণায় পৌঁছানো আমাদের পক্ষে ততই কঠিন।' শিব, ১৯৫০।

সমত [স] বি সমতা। বি ঐকমত্য। 'তোমার বচন রাখা সবই আতত/ পরদায় পাণ নাহি ঘুরী সমত।' বড়ু, ১৪৫০।

সমত [স] বি সমতা। বি অনুকূল মত। 'সমত দিলেও আলি লকায়ক

বুলি।' সুলতান, ১৭০০।

সমতী। [স সমতি] বি সমতি; অনুমতি। 'বোলদ কাহেরে রাখাক দেউ সমতী ন।' বড়, ১৪৫০।

সমথিক। [স বি সমথিক] বি সমথিক। 'তখাকর কৃষিকর্মের সমথিক জীবিত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমথি। [স সমথিকা] বি সমথিক। 'বাপের সমথি তুল্য প্রতাপে অপার।' রুক্মিণ, ১৬৮৯।

সমথ্যম। [স বি সমথ্যম]। মাদোএল, ১৭৪০।

সমন। [স বি আসালতে হাকির হওয়ার নির্দেশনামা; সিনা। 'দরখাস্ত মতে আপন সমন তাঁতিদিগের উপর।' মেয়াদ, ১৭৮৭।

সমন-জারি। [স সমন+জা জারি] বি আসালতে হাকির হওয়ার আদেশ প্রচার। 'যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই।' রুক্মিণ, ১৮৩৭।

সমনস্তর। [স সমনস্তর] বি মুকুতর। 'ডম্বরে বিদ্যাপতি শেষ সমনস্তর তুয়া বিনু গতি নহি আরা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সমনস্ক। [স বি মনোযোগী] 'সোকালয়ের মাঝখানে এসে পড়ে সমনস্ক হয়ে ওঠে।' রুক্মিণ, ১৯২৯।

সমনোবোধ। [স ক্রিবি মনোবোধের স্তরে। 'কাহে যেনে বৃকে পড়ে খুব সমনোবোধ অথচ সপ্রতিভভাবে...'। রুক্মিণ, ১৮৯০।

সমনস্তর। [স ক্রিবি সর্বত্র। 'বাহিরে মুখস্তরাপি অসংখ্য প্রবা সমনস্তর বিকৃত রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমস্ত। [স বি সমস্ত]। 'বিনি অমস্ত ও সমস্ত সরগ্রহণ করিতে সমর্থ।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

সমস্তি। [স সমস্তী] বি স্তীর বড়ো ভাই। মাদোএল, ১৭৪০।

সমস্তীয়। [স সমস্তীয়] বি সম্পর্কিত। 'বে কর্ম কেবল আমারদিগের সমস্তীয়।' তারিখী, ১৮০৩।

সমস্তর। [স ১ বি সমস্তর] 'অসমস্তি এক তাঁতির সমস্তর করিবার কারণ ...।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সমাজকৃত হওয়ার কাজ। 'জাতি নষ্ট করিতে পারেন অথবা জাতির সমস্তর করিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বি প্রায়চিত্র। 'আমি তো আর তোমার মার পেটের বন না যে আমার বিদ্যানায় গুলে তোমার সমস্তর করতে হবে?' মীনবহু, ১৮৭২। ৪ বি একীভূতকরণ। 'সংলাকরের সমস্ত বিপরীতের সমস্তর হুদ কোনো একটি সত্ত্বের মধ্যে না ঘটে, তবে তাকে ইন্ড মস্তা বলে মনো যায় না।' রুক্মিণ, ১৯১৩। ৫ বি মিলন। 'উভয় সম্প্রদায়ের মহাত্মা বারো জনেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাস্তবতার এই বিরুদ্ধের সমস্তর সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।' রুক্মিণ, ১৯২৯। ৬ বি সামঞ্জস্য। 'পারস্পরিক সমস্তর সাধন।' লেখক, ১৯৪৮।

সমস্তরকর। [স ক্রিবি সামঞ্জস্য তৈরির লক্ষ্যে। 'প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমস্তরকরে বিশপ বার্কলের ... পাঠাভিলাষকৃত করা সম্পর্কে প্রস্তাব দিলে ...।' রমেন্দ্র, ১৯৭০।

সমস্তরার্থী। [স বি মিলনপ্রসঙ্গী। 'নন্দকলের সমস্তরার্থী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে বলেন।' সুদীপমুখো, ১৯৭১।

সমস্তরহীনতা। [স বি সমাপ্তিগতির অভাব। 'কর্তৃপক্ষের কাজের মধ্যে সমস্তরহীনতার জন্য নারবাণীকেই অনেক সময় দুর্ভোগ গোহাইতে হয়।' আলো, ১৯৬৮।

সমস্তী। [স বি মিলিত। 'বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, সত্যপীরের পাঁচালি, ময়মনসিংহ গীতিকাব্য এবং বিশুপ পট্টী সাহিত্য ও সঙ্গীতে

হিন্দু-মুসলমানের সমস্তরী ভাবনায় অক্লিমাত্রপে প্রতিফলিত হয়েছে।' সঙ্গীত, ১৯৭১।

সমস্তি। [স বি সমস্ত]। 'বদনবির তীক্ষ্ণধার দৃষ্টোদয়সমস্তি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সমস্তিরিত। [স সমস্তি] বি সমস্তি; সম্ভাব। 'মা বাপের বচন রাখ সমস্তিরিত থাক।' রুক্মিণ, ১৬৮৯।

সমস্ত। [স সমস্তী] বি আদালত। 'সমস্ত হইআ আমি বলি তুমারে।' মাদোএল, ১৭৪০।

সমস্তান। [স ১ বি সমস্তে। 'তাহার টাকা ও সামগ্রী সমস্তান হইতেছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ। 'তদীয় আহ্বাদাদি সমস্তান করিয়া দিত।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সমস্তর। [স ১ বি দলবদ্ধ। 'ঢাল খাড়া লই সবে হও সমস্তর।' বুলি, ১৮০০। ২ বি মিলন। 'প্রথম, দ্বিতীয় ... চারিটি সমস্তরের ফল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বি সম্প্রদায়। 'আমাদের এই অমিল-কর্ত্ত সমস্তরের চোটে।' রুক্মিণ, ১৯৩৫। ৪ বি সমস্তের প্রায়শ। 'তাদেরই সমস্তরে ক্রমে পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে অব্যবহারী জীব।' রুক্মিণ, ১৯০৮। ৫ বি সম্প্রদায়। 'বাস্তবজীবী মানব সমস্তরের চিন্তালোকে তিনি কত বড়।' আলো, ১৯৫৯।

সমস্তর। [স সমস্তর] বি একতা। 'সকল বালক মিলি করি সমস্তর।' বাহ্যম, ১৬৫০।

সমস্তরতত্ত্ব। [স বি সমস্তরবিষয়ক ধারণা। 'জীবিকায় সমস্তরতত্ত্ব এই কথা বলে।' রুক্মিণ, ১৮৩৭।

সমস্তরপ্রণালী। [স বি সমস্তিগত সহযোগিতার পদ্ধতি। 'সমস্তরপ্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে।' রুক্মিণ, ১৯২১।

সমস্তরী। [স ১ বি সমস্তের কর্মপ্রণালী। 'চতুর্থ সমস্তরী কারণ অনায়াসেই গলনা করা মাইতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি দলবদ্ধ। 'চিনেও চেনে না দাবলী অসমস্তর/সমস্তরী অপরাতে।' সুদীপ, ১৯০৯।

সমস্তি। [স সমস্তি] বি হৃৎ; জ্ঞান। 'যেমনে উটিল কুম্ভ পাইআ সমস্তি।' মাদোএল, ১৭৪০।

স-যৌবনা। [স বি যৌবনময়। 'সিলান-ততি স-যৌবনা রোমাঞ্চিক ধরা।' নন্দকল, ১৯২৫।

সমস্ত। [স ১ বি সমস্তোচিত। 'উঠি কর সময় বাত।' বড়, ১৪৫০। ২ বি নির্দিষ্টকাল। 'সময় উপেক্ষিতা রহিতা সোবান।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি যথার্থ স্বপ্ন। 'কিছা করন প্রভু সময় সুখী।' কৃষ্ণদাস, ১৮০০। ৪ বি প্রতিকূল মুহূর্ত্ত। 'এ সংসারে এমন এক জন নাই যে, তাঁর সময়ে সন্তুষ্ট করে।' হস্তাম, ১৮৬৬।

সমএ। [স সমস্ত] বি সময়; কাল। 'কুমুদিত তরুণ বসন্ত সমএ।' বড়, ১৪৫০।

সময়-অবধি। [স ক্রিবি সময় পর্যন্ত। 'লার্ড কর্ণওয়ালিসের চিরকালীন বন্দাবনের সময়অবধি ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

সময়-অসময়। [স ১ বি সময়গত বাধ্যবদ্ধতা। 'এর কি আর সময়-অসময় আছে?' রুক্মিণ, ১৮৮৯। ২ বি অনুকূল ও প্রতিকূল সময়। 'রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈশ্বরে গান গাইতেছে।' রুক্মিণ, ১৯১২।

সময়কার। [স সময়+কার] বি কালের। 'ইহা সেই সময়কার

সময়ক্রমে

রাষ্ট্রনীতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সময়ক্রমে [স] ১ ক্রিবিপ এক পর্যায়ে। 'সময়ক্রমে বাঙ্গলাহের প্রত্যয়ে অনুশীত হইয়া ...'। রামরাম, ১৮০১। ২ ক্রিবিপ যৌগে ধীরে। 'তাঁহা কালেই সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে।' লর্ণপ, ১৮০২।

সময়ভাঙিত [স] বিপ যুগবিশিষ্ট ধারা নিয়ন্ত্রিত। 'ক্রমাগত সময়ভাঙিত তারা।' শামসুর, ১৯৬৬।

সময় দেওয়া ক্রি সুযোগ দেওয়া। 'অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় নিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সময়সোষ [স] বি কালের প্রতিকূলতা। 'কৃতিয়া সময়সোষে দুঃস্থ কায়হুজাতীয় মহাশয়ের গুরু মহাশয়ের কৰ্ম করিতেছেন।' ভবানী, ১৮২৫।

সময়-ধারা [স] বি কালের প্রবাহ। 'অলস সময়-ধারা বেয়ে মন চলে শূন্য-পানে চেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সময় নষ্ট [স] বি সময়ের অপব্যয়। 'অনর্থক বা অনিষ্টকর কৰ্মে যে সময় নষ্ট করে ...'। অক্ষয়, ১৮৫২।

সময়নিষ্ঠাধীন [স] বিপ সময়ানুবর্তিতা সেই এমন। 'এখানকার সমাজজীবনে প্রাদেশীশনৈবেশিক কালের ... সময়নিষ্ঠাধীন, ভাষানিষ্ঠর অনিত্য্যাস ... প্রবল থেকে গেছে।' শিব, ১৯৫৬।

সময় পোহানো ক্রি সময় পার করা। 'সময় পোহাতে যায়, মলয়ালী ভয় পায় আভিবশত।' জীবন, ১৯৪৮।

সময়বিধু [স] বি খুব সামান্য সময়। 'এখানে শিশির করে সময়বিধুর মতো কুহলিন নক্ষত্রে থেকে।' জীবন, ১৯৩০।

সময়বিশেষে [স] ক্রিবিপ কখনো। 'সময়বিশেষে সত্যকেও গোপন করতে হয়।' দীনবন্ধু, ১৮৭০।

সময়বিশীন [স] বিপ কাল নির্ধারিত নেই এমন। 'গ্রহ-গ্রহে চান্না আছে সময়বিশীন তরু জাল।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

সময়ব্যাপী [স] ক্রিবিপ সময় জুড়ে। 'বঙ্গেরের অধিকাংশ সময়ব্যাপী প্রবর উভাপ, সরবরাহ বিষয়ক অসুবিধা ...'। মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সময়মত ক্রিবিপ যথাসময়ে। 'আমি সময়মত গ্যারান্টি দিলাম।' মূলতবা, ১৯৫২।

সময় যাবতী ক্রি কালক্ষেপ হওয়া। 'প্রথমতী তাকে পোষ মানিয়ে আপনায় করে নিতে কিছু সময় যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সময়যাপন [স] বি সময় কাটানো। 'কেবল সময়যাপনের জন্যে একটা কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সময়সংকেত [স] বি কালের লক্ষণ। 'তোমরা সকলে মিলে বুকে নিতে সময়সংকেত।' পঙ্কি, ১৯৬৯।

সময়-সময় [স] ক্রিবিপ মাঝে-মধ্যে। 'সময়-সময় বেন বুকে উঠতে পারি না।' ওয়ালী, ১৯৪২।

সময়সাপর্ণ [স] বি সময়রূপ সমুদ্র। 'নালা উপহার আনে সময়সাপর্ণ থেকে তুলে।' সুদীপ, ১৯৬১।

সময়সাপেক্ষ [স] ১ বিপ কালসাপেক্ষ। 'মনের স্বাধীনতা একবার লাভ করতে পারলে ... সারিবর্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।' গ্রন্থ, ১৯০৫। ২ বি অধিক সময়ের ব্যাপার। 'গাছের লিখনভঙ্গি ব্যাঘ্র অনেক সময়-সাপেক্ষ।' জগদীশ, ১৯১৯।

সময়সীমা [স] বি সময়ের গতি। 'বিশেষী কোশানীতলির জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।' আজাদ, ১৯৬৪।

সময়স্রোত [স] বি সময়ের ধারা। 'আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গার স্থির হয়ে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সময় হওয়া ক্রি উপযুক্ত কাল আসা। 'বেলা আর নাই যাকি সময় হয়েছে নাকি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

সময়ান্তিপাত [স] বি সময় কাটানো। 'একটার অবলম্বনে সময়ান্তিপাত করে।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

সময়াতীত [স] বিপ নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে এমন। 'ঘাটে গমন করেন তচ্ছন্দ্য সময়াতীত হওনে।' লর্ণপ, ১৮৩৬।

সময়ানুবর্তিতা [স] বি সময়নিষ্ঠা। 'যে-কালে বেকছি তাতে সময়ানুবর্তিতা অসম্ভব।' আলটিমিন, ১৯৬০।

সময়ানুযায়ি [স] সময়ানুযায়ী। ক্রিবিপ কাল অনুযায়ী। 'সিংহের সাথে যাহা হউক সমস্তই সময়ানুযায়ী।' রামরাম, ১৮০১।

সময়ানুরূপে [স] ক্রিবিপ যথাসময়ে। 'সময়ানুরূপে দুট মতি প্রতিষ্ট হইল আসিয়া দাঁড়ের অন্তরে।' রামরাম, ১৮০১।

সময়ানুলারে [স] ১ ক্রিবিপ সময় মেনে। 'যে কেহ সময়ানুলারে কর্ত না করে তাহার ...'। চট্টোপাধ্যায়, ১৮০৫। ২ ক্রিবিপ সুযোগমতো। 'কহিয়া সময়ানুলারে আসিয়া।' ভবানী, ১৮২৫।

সময়ান্তর [স] বি অন্য সময়। 'আমি প্রসঙ্গকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সময়াবধি [স] ক্রিবিপ সময়কাল পূর্বত। 'বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি অনেকানেক কবিহুলালিক ...'। মনমোহন, ১৮৩৪।

সময়সঙ্গ [স] বি সহস্বায়ের সময়; সমকাল। 'আসন্ন সময়সঙ্গ কলিত সর্বত্র।' লর্ণপ, ১৮২৮।

সময়হত [স] বিপ সময়ের আঘাতপ্রাপ্ত। 'অবচ সময়হত আপাত-বস্তুর দ্বন্দ্ব বিধাখিত মনে।' সুদীপ, ১৯৬১।

সময়ে-অসময়ে ক্রিবিপ যেকোনো মুহুর্তে। 'সময়ে-অসময়ে, উপলক্ষ থাক বা না থাক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সময়ের হাত বি দুঃখর। 'সময়ের হাত সৌন্দর্যের করে না আঘাত।' জীবন, ১৯৪০।

সময়ে সময়ে ক্রিবিপ কখনো কখনো। 'তাঁহার সময়ে সময়ে সমাপত হইয়া ... যত্ন সর্বত্র সম্পন্ন করিতেন।'।

সময়োচিত [স] বিপ সময়ের উপযোগী; যুগোপযোগী। 'সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সময়োগোযোগিতা [স] বি বিশেষ সময়ের পক্ষে উপযুক্ততা। 'সেইসব গ্রন্থাবের বৌদ্ধিকতা বা সময়োগোযোগিতা সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না।' আজাদ, ১৯৫৭।

সময়োগোযোগী [স] ১ বিপ যুগোপযোগী। 'বর্তমান সময়োগোযোগী বিধি ব্যবস্থা করিতে চেষ্টে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি বিশেষ কোনো সময়ের জন্য উপযুক্ত। 'উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োগোযোগী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সময় [স] বি যুগ। 'তা সব মাইল কাছ বিষম সময়ে।' বড়, ১৪৫০।

সময় [স] ১ বি যুগ। 'তা সব মাইল কাছ বিষম সময়ে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি প্রাপ্তবয়স্ক। 'বহু আছে যমরাজের সময়, অথচ তথু এক কোলাই তরে, আমরা দৌঁছে অমর দৌঁছে অমর।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ও বি বহু। 'শান্তি যোগা স্থল সেবারে সময়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সময়-অলস [স] বি হুঙ্কর। 'হমেছে সাক্ষ্য দৌঁছে সময়-অলসে,

দারুণ নিশীথে। পিতঃ, প্রথম চরণে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সমরকৌশল [স] বি যুদ্ধনীতি। 'উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে ... সীড়িয়া অধিকৃত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'অসাধারণ সমরকৌশলে ব্যুর জাতি অচিরে বিধ্বস্ত হইবে।' মিহির, ১৮৯৯।

সমরক্ষেত্র [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে বিমুখিল।' মাইকেল, ১৮৬০।

সমর-ঘাত [স] বি যুদ্ধের আঘাত। 'সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিষ্ঠুর স্নেহ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সমরজয়ী [স] বি যুদ্ধ জয় করেছে এমন। 'আমার সমরজয়ী অমর তরবারি।' নজরুল, ১৯২৫।

সমরযীর [স] বি যুদ্ধে স্থির এমন। 'সাক্ষিল মহাবীর বিধম সমরযীর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সমরনীতি [স] বি যুদ্ধনীতি। 'সমরনীতি বিশারদ রাজচক্রবর্তী আসেনকজার ... আদেশ প্রদান করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সমরপদ্ধতি [স] বি যুদ্ধকৌশল। 'সামরিক শক্তি যে তারা বহু আগে থেকেই জেনেছে, তাও তাদের সমরপদ্ধতিতে বোঝা গিয়েছে।' মহাশেখত, ১৯৫৬।

সমরবন্যা [স] বি যুদ্ধরূপ বন্যা। 'সমরবন্যা যবে অবসান সোনার ভারত বিপুল শূন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সমরব্যাপার [স] বি যুদ্ধনীতি। 'বর্তমানকালীন সমরব্যাপারে আলোড়িত প্রতীতি প্রচলনে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সমরবাড়া [স] বি যুদ্ধবাড়া। 'সমরবারের অভিযানের সাধি-মুষ্টি বোড়া হয়।' নজরুল, ১৯৩১।

সমরশিক্ষা [স] বি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। 'কৃষ্ণাঙ্গী অনন্ত তপস্বী সমরশিক্ষা করলেন।' মহাশেখত, ১৯৫৬।

সমরসজ্জা [স] বি যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তান জগতের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্য।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৭।

সমরসাগর [স] বি সমররূপ সাগর। 'রাজা মহাবল ... সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষপ্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'যেন সে অমর সমর-সাগর, গ্রহণ করেছে নব কলসের, একটি বিরাট গানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সমরসাজ [স] সমরসজ্জা বি রণসজ্জা। 'সকলেই পরিপূর্ণ সমরসাজে সজ্জিত।' মুনীর, ১৯৬১।

সমর-সাধনা [স] বি যুদ্ধ-প্রয়াস। 'সমর-সাধনা সার্থক করতে হ'লে ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সমরহেতু [স] ক্রিয়াকর্ম যুদ্ধের কারণে। 'সাজিলা সমরহেতু অধিক শোভিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

সমরা [স] সমর। 'সমর' ক্রি যুদ্ধ করা। 'নগর লাউসেনে সমরল দুইজনে।' মনিকরাম, ১৭৮১; 'সমরবিষে প্রাণপণে অমর, জননি, তার জন্যে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সমরাগ্নি [স] বি যুদ্ধরূপ আগুন। 'উত্তর মধ্যে সমরাগ্নি প্রক্ষলিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমরানল [স] বি যুদ্ধক্ষেত্র। 'অব, শিবির, অস্ত্র, যুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরানল - সকলই দেখিতে পাইবে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

সমরানল [স] বি যুদ্ধরূপ আগুন। 'এই সমরানল যে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরিষ্কার।' প্রমথ, ১৯১৪।

সমরায়োজন [স] বি যুদ্ধের প্রস্তুতি। 'রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদে সমরায়োজন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সমরাজ [স] বি যুদ্ধার। 'পাকিস্তান সমরারের উপর ইন্স-মার্কিন সামরিক মিশনের নিয়ন্ত্রণ।' আজাদ, ১৯৬০।

সমরভেৎসকন [স] বি শ্রীমতীকালীন ছুটি। 'সমরভেৎসকনে কালেজ বন্ধ হয়েছে।' হতেম, ১৮৬১।

সমর্ষ [স] ১ বি দক্ষ। 'মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরুজাতে সমর্ষ।' কুজদাস, ১৫৮০। ২ বি শক্তিশালী। 'এবে সে নবীর দীন হইল সমর্ষ।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি যোগ্য। 'সেই সমর্ষ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সমর্ষবয়স [স] ১ বি প্রাপ্তবয়স; পরিণত বয়স। 'সমর্ষবয়সের বিশ্বব ময়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি বিয়ের জন্য উপযুক্ত বয়স। 'সংগাভ্রকে উপেক্ষা করা সমর্ষবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ।' রবীন্দ্র, ১৯৪৩।

সমর্ষা [স] বি দক্ষী সক্ষম। 'শিক্ষা দিতে সমর্ষা হইবেক।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সমর্ষিত [স] বি দক্ষ সর্জনশীল। 'দেশবাসীর সমর্ষিত ও লোকায়ব গণ্ডগন্ডে স্থাপন অপরিহার্য্য।' আজাদ, ১৯৪৫।

সমর্ষক [স] বি সমর্ষনকারী। 'প্রস্তাবক ও সমর্ষক সকলেই বিভিন্ন জেলায় কৃষক ও শ্রমিক।' নজরুল, ১৯২৬।

সমর্ষন [স] বি পক্ষাবলম্বন। 'আমার পেছনে তাদের সমর্ষন নাই।' পাশা, ১৯৭১।

সমর্ষনকারী [স] বি দক্ষ সমর্ষন আছে এমন। 'আধুনিক রাজনীতিতে ব্যবস্থাপকেরা ... এই মডেলই সমর্ষনকারী।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সমর্ষনযোগ্য [স] বি দক্ষ সমর্ষন করা যায় এমন। 'রানির আচরণ একান্ত সমর্ষনযোগ্য।' মহাশেখত, ১৯৫৬।

সমর্ষণ [স] ১ বি স্থান। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্ষণ।' কুজদাস, ১৫৮০। ২ বি প্রদান। 'এত বলি কিছু আগে করি সমর্ষণ।' কুজদাস, ১৫৮০; 'হাতে হাতে শ্রীমন্তে করিল সমর্ষণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি নিয়োজন। 'আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্ষণ করতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সমর্ষণ [স] সমর্ষণ। 'বি' বৃত্ত ত্যাগ করে দান। 'বাণ আসি কৈল মোরে কৃষ্ণ সমর্ষণ।' মালার, ১৫০০।

সমর্পা [স] সমর্ষণ। 'কি সমর্পা করা। সমর্পাএ কি সমর্পা ক'রে 'জলে সমর্পাএ পুত্র রাখুক আদিত্য।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সমর্পিতে কি সমর্পণ করতে। 'সমর্পিতে চাহি তারে তোকার চরণ।' বাহরাম, ১৬৫০। সমর্পাএ কি সমর্পণ করবে। 'এহি মাটি তান তরে সমর্পিব পএগাথবে।' বাহরাম, ১৬৫০। সমর্পিল কি সমর্পণ করলে। 'তোমার পাএ সমর্পিল নিজ কলসের।' মালার, ১৫০০। সমর্পিল কি সমর্পণ করলে। 'দামোদরবর্ষণ ঠাঞি তারে সমর্পিলা।' কুজদাস, ১৫৮০। সমর্পিলুঁ কি সমর্পণ করলাম। 'দেই তুলসী তিত দেহ সমর্পিলুঁ দয়া জনি ছোড়ি মোয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সমর্পিত [স] ১ বি অর্পিত; সমর্পণ করা হয়েছে এমন। 'কমিট সাহেবের সমর্পিত তার নির্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন।' বল্লভ ১৮২৯। ২ বি প্রদত্ত। 'কর্ম নির্বাহের ভার ... সমর্পিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩২।

সমর্পিতা [স] ১ বি দক্ষী নিজেই উপসর্গকারী। 'জিলা কোশাহতে

সমর্পিতা চিরদিন।' শামসুর, ১৯৫৯। ২ বিংশ স্ত্রী নিবেদিত।
'আজীবন সমর্পিতা কোরানের গ্লোকে।' শামসুর, ১৯৬৩।

সময় [স] বিগ্ন মলিন । ‘সপক্ক সময়, সকলে বলে ।’ রামপ্রসাদ, ১৭৮০ ।

সমলংকৃত, সমলঙ্কৃত [স] বিপ সম্যকভাবে অলংকৃত। 'বকীয় তেজঃপ্রভাবে এই সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেছিলেন।' মাইকেল, ১৮৭৩; 'আমাকে ... অমরাবতীর মন্দিরমালা সমলংকৃত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সমলতা [স] বি অপরিব্রতা। ‘ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিন্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শাস্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।’ বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমষ্টি [স] ১ বি একাধিক বস্তুর সন্নিবেশ। 'সমুদ্রের জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি বহুজন; গণমানুষ। 'সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টির সংহারে।' সুধীন্দ্র, ১৯২৮।

সমষ্টিক। 'স' বিধ সম্পূর্ণ; সামষ্টিক। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম সংক্ষেপে ...'। জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৬।

সমষ্টিকাংশ [স] বি সম্পূর্ণ অংশ। 'তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্ম সংক্ষেপে ...'। *জ্ঞানান্বেষণ*, ১৮৩৬।

সমষ্টিগত [স] বিধ সমষ্টি সম্পর্কিত। ‘মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে।’ রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সমষ্টিতত্ত্ব [স] বি স্বাতন্ত্র্যহীন গোষ্ঠীবদ্ধতার তত্ত্ব। ‘খাঁটি ব্যক্তিতত্ত্ব
কিংবা খাঁটি সমষ্টিতত্ত্বের দোষ একই।’ ধূর্জটি, ১৯৩১।

সমষ্টিবাদ [স] বি স্বাভাব্যহীন গোষ্ঠীবদ্ধতার তত্ত্ব। 'রব না, রব না
লুক, লুক বামনের এ সমষ্টিবাদে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩১।

সমষ্টিবান্ধ [স] বিণ সর্বতোভাবে চঞ্চল। 'তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টিবান্ধ হয়ে পড়ে বন্ধ হয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ধারণ করে।' প্রথম, ১৯১৪।

সমষ্টিভূত [স] বিগ একত্র। 'সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে
রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সমসর [স] বি সমান । 'আমি ত নৃপতি সনে দিলাঙ উত্তর তো ছার বেটার
সনে নঞিব সমসর ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সমস্যা [ফা সমূহ] বি ক্ষুদ্র ত্রিকোণ খণ্ডিত মাংসের রুটিবিশেষ। 'কলিয়া
দোলমা বাগা সেকটী সমসা।' ভারত, ১৭৬০।

সমস্কৃত [স] বিগ্ৰহ সংস্কৃত; সংস্কার করা হয়েছে এমন। মিলার, ১৭৯৭।

সমস্ত [স] ১ বি সম্মত। 'বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত।' বৃন্দা,
১৫৮০। ২ বিণ সম্পূর্ণ। 'রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত
সকালবেলাটা কেটে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সমস্তখন [স সমস্তক্ষণ] ত্রিবিধ সবসময়ে । 'মুখু' যারা তাদেরই তে
সমস্তখন ছুটি ।' রবীন্দ্র, ১৯২২ ।

সমস্তদিন [স] ক্রিবিণ সারাদিন। 'বিচারালয়ে গোমস্তা সমস্তদিন বসাইয়া রাখে।' সত্যার্থব, ১৮৫৫।

সমস্যা [স] ১ বি সাক্ষ্যে। 'রবীন্দ্র' সমস্যা হেঁচু দিলেক দেখায়ে।
 রূপের, ১৭৫০ ২ বি সমাধাৎক সমস্যা প্রোক। 'রাব্ধী' সমস্যা
 ছিল পর পণ্ডিত তৎকাল সমস্যা পুরিয়া মিলেন। 'কেব্রি, ১৮১২ ৩
 বি বামোদ্য। 'নব্য হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হয়মাকে।
 রবীন্দ্র, ১৮৮৮ ৪ বি অন্তরায়। 'কিন্তু তবু ভূমিই থাকো, সমস্যা
 যাক বুঢ়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০০ ৫ বি বিশদ। 'মানুষের সর্বস্বাসী
 সোডের হাত থেকে অনর্যাক রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে
 দাঁড়াইয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮

সমস্যাাকীর্ণ [স] বিণ সমস্যাসঙ্কুল। 'সমস্যাাকীর্ণ এ জগতে এস
একবার।' ফররুখ, ১৯৬৩।

সমস্যা'কুল [স] বিণ সমস্যায় জর্জরিত। 'সমস্যা'কুল চিন্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬; 'তার প্রশ্নে সকলেই সমস্যা'কুল হলেন।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

সমস্যাশিষ্ট [স] বিধ সমস্যা-জর্জরিত। 'প্রাত্যহিক এ বর্ত্তেই সাক্ষাৎ
পাওয়া যাবে সমস্যাশিষ্ট মানুষের মুক্তি।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সমস্যাঙ্কজরিত, সমস্যাঙ্কজরিত। [স] বিণ সমস্যায় পরিপূর্ণ। 'পূর্ব
পাকিস্তানের সমস্যাঙ্কজরিত কৃষককুলই যদি স্বার্থ সাহায্য না পায়
...।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সমস্যাবহুল [স] বিধ প্রচুর সমস্যা রয়েছে এমন। 'এই সামাজিক অনাচার যান্ত্রিক যুগের সমস্যাবহুল জীবনে আর চলতে পারে না।' বেগম, ১৯৫৩।

সমস্যাবিমূঢ় [স] বিপ সমস্যার হতাশাম্বল। 'সমস্যাবিমূঢ় কাঞ্চাল
মানুষের অসামর্থ্যকে ঢাকবার জন্যে।' শরীফ, ১৯৬৮।

সমস্যাময়।স। বিণ সমস্যায় পরিপূর্ণ। ‘বিচিত্রতম ব্যক্তিত্বের মধ্যে
তেমনি সমস্যাময় সংসার নিজেরই ঐশ্বর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়।’
অনুদা, ১৯২৮।

সমস্যামূলক [স] বিন অসুবিধাজনক। 'সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক।' বিভূতি, ১৯৩১।

সমা' [স সম্মি] বিগ সম। 'গণ্ডুল শোভিত কমলদল সমা।' বড়, ১৪৫০।

সম্মানিত বিবসর । 'গোস্তাখিলে এক সমা তথা ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সম্মান। 'স সমায়াতি' ক্রি প্রবেশ করা। সমায়া ক্রি ঢোকে। 'তিম মরগ জগতা রে মরসে গণন সমায়া'। চর্চা ৪৩, ২২০০। সমায়াড় ক্রি ঢুকোলে। 'কোড়ি ময়ে একু হিহিহি সমায়াড়'। চর্চা ২, ২১০০। সমাহি ক্রি প্রবেশ করলে। 'হরস সে দূখ সুখ তর্জি শিমা কহিহে সুন্দরি সমাহি বাহ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সমাই ক্রিবিগ মিশে। 'লহি তিমিরবধ সমাই'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সমাওত ক্রি লীন হলে। 'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সম্মা | সম সবী সর্ব সবাই। 'আর সেই বলাবল সম্মাই বুঝত'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সম্মাকৈ ক্রিণিণ সম্মাইকে। 'হেম মতে বিশ্য বিরে সম্মাইক পালন্ত'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সম্মাইরে সর্ব সবাইকে। 'দাড় বন্দি করি রাজা সম্মাইরে রাণিল'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সম্মাক সর্ব সকলকে। 'মোর সব সখির সামুড়ি ধান গির্জা হেন বোল তা সম্মাক কিছু জরহিলা'। বড়ু, ১৪৫০। সম্মার শিশু সবাই। 'তোার বোলেঁ তা আমার লাই মুখে লাগি'। বড়ু, ১৪৫০। সম্মাই বিল সকলে। 'এঁয়ে এঁয়ে সম্মাই হুই সম্মাই'। মালাধর, ১৫০০।

সমাংশ [স] বি সমান ভাগ । ‘উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া গও ।’ বিদ্যা,
 ১৮৬৩ ।

महाकीर्ण [म] विष परिव्याप्त । 'नाना यान-महाकीर्ण जलसंसिद्ध राजमार्ग ।'
अक्षय १८८८ ।

সম্যাকুল [স] বিণ ব্যাকুল। 'ভাবে সম্যাকুল চিত্ত নারদে গায়েন গীত।'
যুক্ত ১৬০০।

সমাকৃষ্ট [স] বিধ সম্যকভাবে আকৃষ্ট। 'অদম্য মনোরথে সমাকৃষ্ট হইয়াই
'কাম্যকামল' ১৮৫৮।

समाधान [स] विद्य असाविक । 'समासादिकेन दर्शक यम काव असाव' ।

সমাজেন্দ্র ' ওয়াশী, ১৯৪৪।

সমাপ্ত [স] ১ বিপ উপস্থিত। 'এ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাপ্ত হইলে ...'। দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি মিলিত। 'ইউরোপীয় ও এতদেশীয় লোক সমাপ্ত হইয়াছিলেন'। দর্পণ, ১৮৩০।

সমাপ্ততা [স] বিপ ক্রী এসেছে এমন। 'রজনী সমাপ্ততা'। মণাররক, ১৮৯০।

সমাপ্ত [স] ১ বি জমায়েত। 'ইশ্রুজীয় লোক ও বাকলি লোকেরদের সমাপ্ত হইয়াছিল'। দর্পণ, ১৮১৯। ২ বি আশ্রয়। 'যদি কোন বিজ্ঞান, লোকের হয় সমাপ্ত, আলাপন নাহি তার সাথে'। ভবানী, ১৮২৫।

সমাপ্তন [স] ১ বি সম্মেলন। 'কুররাজ রাজ্য করিবার বাসনায় সমাপ্তন করিয়াছেন ...'। দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি উপস্থিত। 'ইসলমীয় বহুবিধ লোকের সমাপ্তন হইয়াছিল'। চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৩ বি প্রত্যাবর্তন। 'পরমাশ্রমে পূজা করত নিকটতনে সমাপ্তন করেন'। জ্ঞানানুশাসন, ১৮৫২।

সমাতার [স] ১ বি বরষ; সর্বোদ। 'হুসি দিয়া সমাতার পাঠাইহ যাকে'। মালধার, ১৫০০। ২ বি নালিশ। 'স্বনয়নে দেখিয়া টেকিয়ার থানার জমাদারের নিকট সমাতার করিল'। ভবানী, ১৮২৮।

সমাতার কাগজ [স সমাতার+আ কাগজ] বি সংবাদপত্র। 'যদি সমাতার কাগজে এক সপ্তক লেখার রীতি থাকিত'। দর্পণ, ১৮৩৬।

সমাতারপত্র [স] বি সংবাদপত্র। 'কলিকাতার ইংরেজী সমাতারপত্রে ছাপা হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮২১।

সমাজেন্দ্র [স] ১ বিপ অভিজ্ঞত বা আশ্রয়। 'সংকট গ্রহে সাজিত ভারতবর্ষ সমাজেন্দ্র রহিয়াছে'। বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বিপ হুঁসে গেছে এমন; আবৃত। 'স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেইজন্য এই স্রোত কুমুদে কল্যাণে পড়ে শৈবালে সমাজেন্দ্র হইয়া আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

সমাজেন্দ্রিত [স] বিপ আবৃত; ঘিরে রেখেছে ভ্রম। 'হ্যানটি তাল জাতীয় বৃক্ষে সমাজেন্দ্রিত'। অক্ষয়, ১৮৪৭। 'অর্ধবস্ত্রে দেহ সূচ্যরূপে সমাজেন্দ্রিত করিয়া'। বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সমাজ [স] ১ বি সম্প্রদায়। 'কঠ হইব তোরে মিশ্রসমাজে'। বড়, ১৪৫০। ২ বি সঙ্গ। 'সামি সমাজ হম পেসে অনুরক্তি কুমুদিনী সন্নিধি চন্দা'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি দল। 'কুলীন্যায়ের এক কীর্তনীয়-সমাজ'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি জাতি। 'কলঙ্ক রাশিবি ভূই আরব সমাজ'। বাহরাম, ১৬৫০। ৫ বি সময়েত জন। 'বলিসেল সমাজেত অধিক উজ্জল'। বাহরাম, ১৬৫০। ৬ বি সংঘ; সমিতি। 'ধর্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করায়নেন'। দর্পণ, ১৮৩০। 'পানী নশরে, ফ্রেঙ্ক একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে'। বিদ্যা, ১৮৬৩।

সমাজকর্তা, **সমাজকর্তা** [স] বি সমাজের নেতা। 'সেই সমাজকর্তা ...'। বঙ্কিম, ১৮৭৯। 'সমাজকর্তাদের মতে স্বর্ধর্ম পালন করে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সমাজকর্মী [স] বি সমাজসেবক। 'সমাজ কল্যাণের জন্য সংগঠন ও লক্ষ্যে সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর অভাব রয়েছে'। বেগম, ১৯৬০।

সমাজকল্যাণকর [স] বিপ সমাজের মঙ্গল হয় এমন। 'জনহিতকর ও সমাজকল্যাণকর প্রচেষ্টার প্রতিও গভীর মনোযোগ দিতেছেন'। আজাদ, ১৯৪৩।

সমাজকল্যাণমূলক [স] বিপ সমাজের জন্য মঙ্গলময়। 'এই যৎসামান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজই যথেষ্ট নয়'। বেগম, ১৯৪৯।

সমাজকাঠামো বি সমাজের গঠন। 'পূর্বনির্দিষ্ট সমাজকাঠামোতে একটি গ্রামজীবনে বাইরে থেকে আঘাত ...'। সনৎ, ১৯৭০।

সমাজকৃত্য [স] বি সামাজিক আচার পালনের কাজ। 'সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দৃষ্টান্ত হইয়া পড়িয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সমাজগত [স] বিপ সমাজের অর্ন্তগত। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল'। রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সমাজগতপ্রাণ [স] বিপ সমাজের প্রতি আন্তরিকভাবে দায়িত্বশীল। 'সামান্য পরসার সোডে এই বিজ্ঞানবাহির করিলেন কিনা সমাজগতপ্রাণ ইসলামের জন্য জান-কোরবানকারী মওলানা সাহেব'। সওগাত, ১৯২৯।

সমাজচিত্র [স] বি সমাজের বিবরণ; সমাজের ছবি। 'বাংলার উৎকৃষ্ট সমাজচিত্র দেখিতে পাই'। হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

সমাজচেতনা [স] বি সামাজিকচেতনা। 'অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণসাহি করে রাখে'। মোতাহের, ১৯৫০।

সমাজচেতনাবাদী [স] বি সমাজচেতনা। 'মূল্যবোধহীন সমাজচেতনাবাদীদের রচনার চেয়ে যে ভাষা বেশী মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহই নেই'। মোতাহের, ১৯৫০।

সমাজচ্যুত [স] বিপ সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত; একঘরে। 'আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য'। বঙ্কিম, ১৮৭৩। 'নীচজাতিবে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সমাজছাড়া বিপ সমাজচ্যুত। 'মহিলা দেহনিবন্ধ সতীত্বের অত্যাচারে সমাজছাড়া হয়ে প্রেম ও সন্মানের অভাবে অসার্থক হচ্ছেন'। অনন্দ, ১৯২৮।

সমাজ জমাত [স সমাজ+আ জামাআত] বি ওঠা-বসা; সামাজিকতা। 'সমাজ জমাত করিতে নারাজ'। সাম্যবাদী, ১৯২৩।

সমাজজীবন [স] বি সামাজিক জীবনধারা। 'তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সমাজতত্ত্ব [স] বি সমাজবিদ্যা। 'ওই রে আকাশ জুড়ে ছড়ায় সমাজতত্ত্ব'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সমাজতত্ত্বকারী [স] বি সমাজবিদ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'তৎকালের সমাজতত্ত্বকারী ইতিহাসবেত্তা বা পৌরাণিক আমাদিগকে বিশেষ কিছু অবগত করেন না'। ভদ্রমূলক, ১৮৭৪।

সমাজতত্ত্বজ্ঞ [স] বি সমাজবিধি প্রণেতা। 'মনুর পর আর কোন বিচক্ষণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়া নতন নিয়ম সংস্থাপিত করেন নাই'। ভদ্রমূলক, ১৮৭৪।

সমাজতত্ত্ববেত্তা [স] বিপ সমাজবিধির বিশেষজ্ঞ। 'বাবস্থাপক সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্মোপদেশী, নীতিবেত্তা'। বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমাজতন্ত্র [স] বি ব্যক্তি ও শ্রেণীর মালিকানা বিশেষ করে সবার কল্যাণের জন্য উৎপাদনের সহায়ক সব বস্তু রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন - শাসনব্যবস্থা-সংক্রান্ত এই মতবাদ। 'রাজ্যতন্ত্রই বলা, সমাজতন্ত্রই বলা আর ধর্মতন্ত্রই বলা'। রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সমাজতন্ত্রবাদ [স] বি সমাজতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থা। 'সমাজতন্ত্রবাদ বা এ ধরনের কোনো ভাবধারায় তাহার বিশ্বাসী নহেন'। আজাদ, ১৯৬৩।

সমাজতন্ত্রবাদী [স] বি সমাজতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী যে 'তিনি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী'। বেগম, ১৯৪৮।

সমাজতত্ত্বী [স] *বি* সমাজতত্ত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী। 'একটি সরকারী এশেভারে কংগ্রেস সমাজতত্ত্বী দলের একটি চমকপ্রদ ঘড়োয়ের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪১।

সমাজতত্ত্বী [স] *বি* সমাজরূপ তত্ত্বী। 'পত্নীতলি ভুলে দিলে সমাজতত্ত্বী কোনাকুনি চলে জীরে আটকে যাবে।' *প্রথম*, ১৯৫৫।

সমাজতাত্ত্বিক [স] *বি* সমাজবিদ্যাবিষয়ক। 'এর জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে।' *বেগম*, ১৯৪৮।

সমাজতাত্ত্বিক [স] *বি* সমাজতত্ত্বমূলক। 'সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থা চালু করার কথা বলিয়াছেন।' *সওগাত*, ১৯৪৭।

সমাজদর্শন [স] *বি* সমাজের সঙ্কোচ দর্শন। 'এই বোধ উদারতাত্ত্বিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ...।' *শিব*, ১৯৭০।

সমাজদর্শন [স] *বি* সমাজ সঙ্কোচ দর্শন। 'এই বোধ উদারতাত্ত্বিক সমাজদর্শনের এবং আর্থরাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ...।' *শিব*, ১৯৭০।

সমাজদৃষ্টি [স] *বি* সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। 'উন্নীতশ্রমপায়রণতা, বিকৃত সমাজদৃষ্টি এবং কুৎসিত মনোবৃত্তির সৃষ্টি।' *উন্নয়ন*, ১৯৬৮।

সমাজ দেওয়া [স] *বি* সমাজে স্থান দেওয়া। 'ইউরোপেরিকার টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে?' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজদেবতা [স] *বি* সমাজরূপ দেবতা। 'সমাজদেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়িভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন।' *প্রথম*, ১৯১৪।

সমাজদেহ [স] *বি* সমাজরূপ দেহ। 'বিরাত সমাজদেহকে পশু ও অশাস্য করিয়া তুলিতেছে।' *বেগম*, ১৯৩৫।

সমাজদেহী [স] *বি* সমাজবিদেহী। 'তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদেহী হইয়া পড়ে।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমাজদ্রোহী [স] *বি* সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে। 'ধর্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও স্বভাউদ্রোহীর পরিণাম বাহা হইয়া থাকে।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

সমাজধর্ম [স] *বি* সামাজিক জীবনাচার। 'সমাজধর্মের অনুশাসনের শত বন্ধনে বাঁধা।' *তারা*, ১৯৪৩।

সমাজনাশকতা [স] *বি* সমাজ নাশের ভাব। 'আর্ট মায়েরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৪৫।

সমাজনিষ্ঠা [স] *বি* সমাজ কর্তৃক নিষ্ঠা। 'সমাজনিষ্ঠা ইরাজকে সর্বদাই বিশেষ কর্তব্যপন নির্দেশ করিয়া দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজনিষিদ্ধ [স] *বি* সমাজে নিষিদ্ধ। 'তবে সেই সমাজনিষিদ্ধ আচরণের জন্য অপরাধীর চরিত্র সংস্কারকেরাও দায়ী।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজ-নিরপেক্ষ [স] *বি* সমাজের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন। 'সমাজ-নিরপেক্ষ সাহিত্য বলে আসলে কিছু নেই।' *উন্নয়ন*, ১৯৬৮।

সমাজনীতি [স] *বি* সামাজিক নীতি। 'আপনাদিগের সমাজনীতির আদোলনই অধিকতর প্রার্থনীয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সমাজনীতিক [স] *বি* সমাজের নীতি নির্ধারণকারী। 'সমাজনীতিকেরা তার অন্তর যেন স্পর্শ করতে পারছে না।' *গুয়াজেল*, ১৯৪৩।

সমাজনেতা [স] *বি* সমাজপতি। 'সেতলি ইংরেজ শাসন পূর্ববর্তী বাঙালি সমাজনেতাদের মধ্যে দ্রুত।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজনৈতিক [স] *বি* সমাজনীতিবিষয়ক। 'আমাদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টবস্থার ভিত্তি।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সমাজপতি [স] *বি* সমাজের নেতা। 'মহারাজা বিরক্রমাদিত্য সমাজপতি যশবর মহা সমাজ হইল।' *রাসরায়*, ১৮০১।

সমাজ-পদ্ধতি [স] *বি* সামাজিক রীতি। 'তার জন্যে দায়ী সমাজ-পদ্ধতি।' *বেগম*, ১৯৪৭।

সমাজপরিচালক [স] *বি* সমাজপতি। 'তার প্রতিশ্রুতি ... সমাজপরিচালকের নানাবিধ পরিকল্পনার হিসেবে অনির্দেশ্য ও অনির্ভরযোগ্য উপাদান।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজ পাওয়া [স] *বি* সমাজে স্থান পাওয়া। 'এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজপালন [স] *বি* সমাজের কল্যাণ করা। 'সমাজপালনটা তা হলে কি কেবলমাত্র ভ্রষ্টপালন?' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজপ্রাণ [স] *বি* সমাজের কল্যাণে অগ্রহী। 'ভাই সমাজপ্রাণ পুরুষ।' *প্রচারক*, ১৯০৩।

সমাজপ্রিয় [স] *বি* সমাজে বাস করতে পছন্দ করে এমন। 'মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব।' *অন্নদা*, ১৯২৯।

সমাজবন্ধ [স] *বি* একসঙ্গে সমাজে বাসকারী। 'সমস্ত জীব সমাজবন্ধ হইয়া বাস করে।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সমাজবন্ধন [স] *বি* সমাজের বন্ধন। 'যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না।' *রোকেয়া*, ১৯২১।

সমাজবর্তী [স] *বি* সমাজে বাস করেন এমন। 'সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমাজবাদ [স] *বি* সমাজতত্ত্ব। 'এমনকি তৌহিদবাদ ও সমাজবাদ এক সঙ্গে চলিতে পারে না।' *আজাদ*, ১৯৭০।

সমাজবিজ্ঞান [স] *বি* সমাজতত্ত্ব। 'ইতিহাস, ভূগোল ... রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১।

সমাজবিজ্ঞানী [স] *বি* সমাজতত্ত্বের পণ্ডিত। 'সমাজবিজ্ঞানীগণ একে বিশেষ এক সমাজ কাঠামোর অপরিসীম অঙ্গ বলে মত প্রকাশ করেছেন।' *বেগম*, ১৯৬৯।

সমাজবিদ [স] *বি* সমাজবিজ্ঞানী। 'রাজনৈতিক, সমাজবিদ এবং আর পাঁচজন স্থির করবেন।' *মুক্ততাব*, ১৯৬৮।

সমাজবিদ্রোহ [স] *বি* প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা প্রতিবাদ। 'দ্বন্দ্ব-কলোজের হাওয়ায় তাগের বৈষম্য ঘটতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮।

সমাজবিদ্রোহী [স] *বি* সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধাচারী। 'পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সমাজবিধাতা [স] *বি* সমাজের বিধানকর্তা। 'সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবিধাতা [স] *বি* সমাজের বিধানকর্তা। 'সমাজবিধাতাদের সর্বত্র এইরকম উক্তি।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সমাজবিধি [স] *বি* সামাজিক বিধান। 'সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সমাজবিধির বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজবিন্যাস [স] *বি* সমাজ গঠন। 'এছলামের সামাজিক নীতি

সমাজবিদ্যাসে অনিবার্য।' *আজাদ*, ১৯৬২।

সমাজবিপ্লব [স] বি সামাজিক পরিবর্তন। 'কত ধর্ম ও সমাজবিপ্লব তরলিত হইয়া উঠিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমাজবিপ্লবিক [স] বি সমাজবিপ্লবী। 'বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইয়া একজন ঘোর সমাজবিপ্লবিক হইয়া উঠেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সমাজবিরোধী [স] বিণ সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারী। 'সমাজবিরোধীরা যখনই সুযোগ পায়, তখনই মাথা তোলে।' *আজাদ*, ১৯৬০।

সমাজবিষয়ক [স] বিণ সমাজ-সম্পর্কিত। 'তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২০।

সমাজবুদ্ধি [স] বি সামাজিক বুদ্ধি। 'সহজ ও আকর্ষণীয় সমাজবুদ্ধি যে আলোড়ন তোলে।' *হাই*, ১৯৫৪।

সমাজবৃদ্ধ [স] বি সমাজরূপ বৃদ্ধ। 'মনুষ্য সমাজবৃদ্ধের পত্র।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৭৮।

সমাজবোধ [স] বি সামাজিক অনুভূতি। 'বাণ্যবিশিষ্ট ও ব্যর্থতা ভিঙিয়ে তার মধ্যে এল সমাজবোধ, কল্যাণবোধ।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সমাজব্যবহার [স] বি সামাজিক আচরণ। 'আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজব্যবস্থা [স] বি সামাজিক শৃঙ্খলা। 'ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় যে করে বৈশ্য-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।' *সবুজ*, ১৯২০।

সমাজভুক্ত [স] বিণ সমাজের অঙ্গভুক্ত। 'তাহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।' *বিক্রম*, ১৮৯২।

সমাজ-ভেদ [স] বি সামাজিক পার্থক্য। 'ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

সমাজভ্রষ্ট [স] বিণ সমাজভ্রাত। 'কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাকে সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজ-মনিব [স] বি সমাজপতি। 'এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

সমাজময় [স] ক্রিণ সমাজ জুড়ে। 'আমাদের সমাজময় ধাপের পর ধাপ।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজমরু [স] বি রুক্ষ সমাজ। 'সমাজমরু সবসময়ই প্রতিভাতরুর রস তবে নিতে চায়।' *মোতাহের*, ১৯৫০।

সমাজ-মূল [স] বি সমাজের ভিত্তি। 'উন্নত আচরণ ঢেলে ভাসাও সমাজ-মূল দূরে।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সমাজযন্ত্র [স] বি সমাজকাঠামো। 'সমাজযন্ত্রের অংশ হিসেবেই তার দায়।' *শিব*, ১৯৫০।

সমাজরক্ষা [স] বি সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখা। 'সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সমাজরক্ষী [স] বি সমাজের রক্ষাকারী। 'সমাজরক্ষীদের আর ডাবনা থাকে না।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সমাজশক্তি [স] বি সামাজিক শক্তি। 'নরনারী সমাজশক্তির দুই দিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

সমাজশাসনতন্ত্র [স] বি সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিধান। 'এই সভ্যতার ... সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সমাজশাস্ত্র [স] বি সমাজবিজ্ঞান। 'সমাজশাস্ত্র, রাজনীতি ও ধর্মশাস্ত্র

আদি বিষয়ের আলোচনা ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২।

সমাজশাস্ত্রী [স] বি সমাজতত্ত্ববিদ। 'অনেক ব্যাতিমান সমাজশাস্ত্রীও যোগদান করেছেন যে ...।' *শিব*, ১৯৬০।

সমাজশৃঙ্খল [স] বি সামাজিক বন্ধন। 'সমাজশৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে .. ভারতবর্ষে থাকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমাজসংশোধন [স] বি সমাজব্যবস্থার সংস্কার। 'সমাজসংশোধনে বঙ্গদেয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমাজসংস্কার [স] ১ বি সমাজে প্রচলিত সংস্কারসমূহ। 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ২ বি সমাজের রীতি আচার, বিধান ইত্যাদি উন্নত করার উদ্যোগ। 'চৌচিড়ে দান করে চৌচিড়ে সমাজ সংস্কার করে, চৌচিড়ে খবরের কাগজ চালায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৩ বি সমাজের অসঙ্গতি দূর করে সমাজকে ত্রুটিমুক্ত করা। 'অমি সমাজসংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সমাজসংস্কারক [স] ১ বিণ সমাজের খারাপ দিকগুলো দূর করে এমন। 'সমাজসংস্কারক ও দেশকালোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।' *অক্ষয়*, ১৮৫০। ২ বি সমাজের দোষত্রুটি সংশোধন করতে চেষ্টা করে যে। 'সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ ব্যাভিলাভ করা যায় - বিশেষ সংস্কার পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরনের হয়।' *বিক্রম*, ১৮৭৫; 'কোনো কোনো সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদান প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সমাজসংস্কারক [স] বি সমাজের সংস্কার করা। 'গত অধ্যায়ে সমাজসংস্কারের কথাটি উঠিয়াছিল।' *বিক্রম*, ১৮৭৫।

সমাজসংস্কারমূলক [স] বিণ সমাজ-সংস্কার বিষয়ক। 'শিক্ষাবিত্তা ও সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে ...।' *মুরশিদ* ১৯৭০।

সমাজসংস্কৃতি [স] বি সমাজ ও সংস্কৃতি। 'রেনেসাঁসের অসম্পূর্ণত এবং তার উত্তরাধিকারের সমকালীন অবস্কারের সঙ্গে ... বরী সমাজসংস্কৃতির সম্পর্কও বিচারণীয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজসংস্থাপক [স] বিণ সমাজসংস্কারক। 'সমাজসংস্থাপক সৌ মহাশয় পুরুষের মনোবাহ্য এতদিনে পূর্ণ ...।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সমাজসংস্থাপন [স] বি সমাজসংস্কার। 'তিনি সমাজসংস্থাপন ও social reformer হইবার প্রয়াস পান নাই।' *বিক্রম*, ১৮৭৫।

সমাজসচেতনতা [স] বি সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা। 'সমাজসচেতনতাই বীর জিত্তির প্রধান অংশ।' *মুরশিদ*, ১৯৭০।

সমাজসমালোচনা [স] বি সামাজিক পর্যালোচনা। 'প্রাথমিক কয়েকটি নাটক আজ সমাজসমালোচনা হিসাবে ...।' *মহেন্দ্র* ১৯৪৯।

সমাজসম্মতি [স] বিণ সমাজ অনুমোদিত। 'ইহা সমাজসম্মত নহে বক্রিম', ১৮৭৩।

সমাজসম্মানিত [স] বিণ সমাজে সমাদৃত। 'শিক্ষা, চাকরি সমাজসম্মানিত পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চ ডিন জাতের প্রাধান্য .. সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

সমাজসেবক [স] বিণ সমাজের সেবাকারী। 'সকল সমাজসেবক ব্যক্তিবর্গের অন্তর সমাজের দূরবাহ দর্শনে কানিতছে।' *সত্যগো* ১৯২৯।

সমাজসেবা [স] বি সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজ। 'খান বাহাদুর সমাজসেবায় সেহমদ উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।' *প্রচারক*, ১৯০৬।

সমাজসেবার্থী [স] বিণ সমাজকল্যাণমূলক। 'সমাজসেবার্থী ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।' বেগম, ১৯৬৯।

সমাজসেবামূলক [স] বিণ সমাজের কল্যাণ করে এমন। 'এক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন।' বেগম, ১৯৭২।

সমাজসেবিকা [স] বি ক্রী সমাজের সেবাকারী। 'তধু গৃহিণী নয় সমাজসেবিকা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।' বেগম, ১৯৭৩।

সমাজসেবী [স] বি সমাজের মানুষের মঙ্গলকারী। 'তুচ্ছ হবার, সমাজসেবী হবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করেছে।' অন্নদা, ১৯২৮।

সমাজস্থ [স] বিণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত। 'তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

সমাজস্থিতি [স] বি সামাজিক অবস্থান। 'দ্বিধা সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের করে নিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সমাজস্ট্রী [স] বি সমাজের পত্তনকারী। 'ভরতবর্ষের মনু, বেদব্যাস প্রভৃতি সমাজস্ট্রীরা ...।' ওয়াক্কেল, ১৯৩৩।

সমাজহিত [স] বি সামাজিক কল্যাণ। 'কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সমাজহিতৈষী [স] বিণ সমাজের কল্যাণকামী। 'সমাজহিতৈষী অনারেবল খান বাহাদুর।' প্রচারক, ১৮৯৯।

সমাজী [স] বিণ সমাজে বাস করে এমন। 'সমাজী মানুষ সমাজবাসর জন্যে আমাদের স্মৃতি থেকে ...।' হাই, ১৯৫৪।

সমাজীয় [স] ১ বিণ সমিতির। 'অশ্বৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণার সভা ডেকে ভীত।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি সমাজে বসবাসকারী। 'আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি।' রাজ, ১৮৭৪।

সমাজে ওঠা [স] ক্রি সমাজের উচ্চতরশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া। 'সমাজে ছোট উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

সমাজোন্নতি [স] বি সমাজের উন্নতি। 'সাধারণের সহিত ধর্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সমাজ [স] সমাজ। 'তিনিএহা হাসিবে সব দেশের সমাজ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সমাজা [স] বি সম্যক আজ্ঞা। 'তুমি দিবে আজ্ঞা সাধিবে সমাজা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সমাপা [স] সমান। বিণ সমান। 'ছায়া মাঝা কাঅ সমাপা।' চর্যা ৪৭, ১২০০।

সমাদ [স] সংবাদ। বি সংবাদ। 'বুলিঙ্গা পাঠাইবো দুখ সমাদে/ কাহ মাহাদানী লাগিল বাদে।' বটু, ১৪৫০।

সমাদর [স] ১ বি অত্যধিক স্নেহ। 'মণিপুরী হাতে ধরি সমাদরে বসাইলা তাকে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি শ্রদ্ধা। 'তাহারা আপন নূতন রাজার সমাদর সমাদর অতিশয় করিত।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি অভ্যন্তর যত্ন। 'নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরস্কারে মূল্য প্রদানপূর্বক ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ৪ বি কদর। 'কৌলীনা প্রথার সমাদর থাকাতো এদেশের অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

সমাদরণীয় [স] বিণ সম্মানিত। 'সমাদরণীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত।' দর্পণ, ১৮৩২।

সমাদরপূর্বক, সমাদরপূর্বক [স] ক্রিবিণ বিশেষ আদরের সঙ্গে।

'মজাদি উৎসব-কার্যে সমাদরপূর্বক নিমন্ত্রণ করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সমাদরযোগ্য [স] বিণ কদর করা যায় এমন। 'বদেশের কোন পদার্থই সমাদরযোগ্য বোধ করেন না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সমাদরে ১ ক্রিবিণ যত্ন সহকারে। 'সমাদরে যের কাঁপি বাণিবেক এই।' ভারত, ১৭৬০। ২ ক্রিবিণ আদর করে। 'মর দেখি বিয়ে দিলে, সমাদরে জনক জননী।' ভবানী, ১৮২৫।

সমাদর্শ [স] বিণ অভিন্ন আদর্শের। 'আতাত অপমান ও অভাব, সমাদর্শ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সমাদৃত [স] ১ বিণ সম্মানিত। 'ছয় পারচার খেলায় সরপেচ কলপায় সমাদৃত হন।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বিণ অতিশয় আদৃত। 'বিবি ও সাহেব লোকেরা গত মাত্রই সমাদৃত হন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সমাদৃত্য [স] বিণ ক্রী জ্ঞানের জন্য আদৃত। 'পারস্য বিদ্যা সমাদৃত্য ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সমাদ্বার বি হিন্দু বংশধারবিশেষ। 'রাম সমাদ্বার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ, ভাল দিবস দেখিয়া যাওয়া কর।' রাজীব, ১৮০৫।

সমাধা [স] বিণ সম্পন্ন। 'ইহাতে কার্য সমাধা হইয়া আর উর্দ্ধও হইতে পারিবেক।' কেঁরি, ১৮০২।

সমাধা [স] সমাধান। ক্রি সমাধান করা; সমরণ করা। সমাধিরা ক্রি সমাধান করুক। 'ব্রাহ্ম সমাধিরা সতী চলায় যান ঘরে।' রূপরায়, ১৭৫০। সমাধিল ক্রি সমরণ করলো। 'উড়ি ধানে আতব ততুল সমাধিল।' রূপরায়, ১৭৫০।

সমাধা করা [স] ক্রি সম্পন্ন করা। 'জটিলতম সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় দলই নূতন।' ইসলাম, ১৯৩২।

সমাধান [স] ১ বি প্রতিকার। 'তত্ব মুখ নিরবি তরবি জীউ যায়ত কতবি করব সমাধান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি শেষ। 'আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ব্রাহ্মণে ভোজনের সামি সমাধান করিতে।' ওসী, ১৭৮২। ৩ বিণ সম্পন্ন। 'জ্ঞাবিধি পিণ্ডনা প্রাঙ্ক হইল সমাধান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি নিষ্পত্তি। 'উপবেশন পূর্বক, গণিতবিষয়ক প্রশ্ন সমাধান করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

সমাধানকল্পে [স] ক্রিবিণ সমাধানের জন্যে। 'জটিলতম সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় দলই নূতন।' ইসলাম, ১৯৩২।

সমাধান-কাতর [স] বিণ সমাধানের জন্যে কাতর। 'সমাধান-কাতর জগতে তাই জাগতিক ও জৈবিক সর্বব্যাপারে সৃষ্টি হয়েছে নানা মত ও পথ।' শরীফ, ১৯৬৮।

সমাধানান্তর [স] ক্রিবিণ শেষ করার পরে। 'একদা প্রভাকর দৈনিক কার্য সমাধানান্তর লোহিত বসনাকৃত হইয়া পতিমাচলে গমনোদ্দ্যোগ করিতেছেন।' মশারফ, ১৮৬৯।

সমাধি [স] ১ বি ধান। 'অঁচমাস আসন আদি ধোয়ান সমাধি।' মালধার, ১৫০০। ২ বি সমাধান। 'ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সংযম। 'পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন।' বাহরায়, ১৬৫০। ৪ বি ধ্যানস্থ অবস্থা। 'কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ৫ বি অস্ত্যেষ্টি। '৮ তারিখে সন্ধ্যাখণের সম্রাটমুকুন্দ তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮৩২। ৬ বি তপস্যা। 'সমাধিনির্গীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব?' মাজে, ১৮৫৯। ৭ বি মুক্ত্য। 'রতে দিস সমাধিপলন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৮ বি নিতরুতা। 'সোখানকার জনন্য সমাধিপলন

গিরিগুহার সমস্ত বহিলাহ'। রবীন্দ্র, ১৯০০। ৯ বি স্মৃতিসৌধ।
'সমস্তল থেকে উঠু করে সমাধিনির্মাণ'। আনিস, ১৯৬৪।

সমাধিক্রিয়া [স] বি মৃত্যুর পর সমাহিত করার অন্তর্ধানবিশেষ। 'চ তারিখে সৈন্যখিপের সন্ত্রাসানুরূপ তাহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮৩২।

সমাধিক্ষেত্র [স] বি গোরস্থান। 'মিশর দেশের এক সমাধিক্ষেত্রে ৩০০০ বৎসরের একটি পলাচু প্রাপ্ত ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

সমাধিত [স] বিণ মীমাংসিত। 'গোলটেবিলের দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আশানুরূপেই সমাধিত হইয়া গিয়াছে।' মোহন্যাদী, ১৯৩১।

সমাধিনির্মাণ [স] বি স্মৃতিসৌধ তৈরি। 'সমস্তল থেকে উঠু করে সমাধিনির্মাণ'। আনিস, ১৯৬৪।

সমাধিনির্মাণ [স] বিণ তপস্যা ঘরা জ্ঞাত। 'সমাধিনির্মাণ বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব?' মাইকেল, ১৮৫৯।

সমাধিবীত [স] বিণ ধ্যানমগ্ন। 'নিশ্চিন্ততার ভেতর সমাধিবীত করে রেখে দিল'। জীবন, ১৯৪৮।

সমাধিবর [স] বি সংঘনী লোক। 'পরম সমাধিবর দেবিয়া মদন।' বাহ্যাম, ১৮৫০।

সমাধিভূত [স] বিণ ধ্যানমগ্ন। 'ভাবতে-ভাবতে কেমন সমাধিভূত হইল'। জীবন, ১৯৪৮।

সমাধিভূমি [স] বি সমাধিক্ষেত্র। 'একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সমাধিমগ্ন [স] সমাধিমগ্ন। বিণ ধ্যানমগ্ন। 'অনাদি কালের ধ্যান সমাধিমগ্ন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সমাধিমগ্ন [স] বিণ নিস্তব্ধ। 'সেখানকার জনশব্দ সমাধিমগ্ন গিরিগুহার সমস্ত বহিলাহ'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

সমাধি-মন্দির [স] বি কবরের উপর নির্মিত ভূতল। 'প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সমাধিশয়ন [স] বি মৃত্যুশয্যা। 'রতে দিস সমাধিশয়ন'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সমাধিস্তম্ভ [স] বি কবরের উপর তৈরি স্মৃতিস্তম্ভ। 'তাহাদের সমাধিস্তম্ভে দ্বিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্য্য লিখিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমাধি [স] ১ বিণ ধ্যানমগ্ন। 'পুস্তকাগারে ... আজীবন সমাধি হয়ে রয়েছে।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ বিণ কবরস্থ। 'ওকে কাফন দিয়ে সমাধি করিলেন।' সেলিনা, ১৯৬৯।

সমাধিরূপবাদ [স] বি সমান অধিকারের নীতি। 'জগতে ও জীবন জ্ঞানসূত্রে সমাধিরূপবাদ ও সুযোগবাদের ধ্বনি।' শরীফ, ১৯৬৮।

সমাধ্যায়ি [স] সমাধ্যায়ী। বিণ সহপাঠী। 'শিমলার এঙ্গলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলি সমাধ্যায়ি বালক ...' কৌমুদী, ১৮৩০।

সমাধ্যায়ী [স] বি সহপাঠী। 'শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০।

সমান [স] সমান। বি সমান। 'একবার কর দেব আশ্চর্য সমান।' বড়ু, ১৪৫০।

সমান [স] ১ বিণ তুল্য; সদৃশ। 'আত্মর দেখিলো নাসা গরুড় সমান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ সমতুল্য। 'মরণ রে, তুই মম শ্যাম সমান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সমানত [স] বিণ অতিশয় বিনয়ী। 'সমানত হয়ে শোনো সংসারের প্রথম সবক'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

সমানতা [স] বি সাম্য। 'ঐতিহাসিক কালে প্রীতি, সমানতা স্বাধীনতা'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সমানধর্ম [স] বিণ সমমনা। 'ভবভূতির সমানধর্ম বিপুল পৃথিবীয়ে মিলিতেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সমানধর্মাবলম্বী [স] বিণ একই স্বভাবগুণসম্পন্ন। 'তখন সব তাহার কাছে যেন সমানধর্মাবলম্বী ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সমানভাগী [স] বিণ সমান অধিকারী। 'সকলকেই যেরূপ ধনে সমানভাগী করিতে চাহেন ...' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

সমানভাবে [স] ক্রিবিণ সমান রকমে; সমপরিমাণে। 'অপর সজাতির সমানভাবে হিত সাধনা করতে পারবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সমানরূপে [স] ক্রিবিণ সমানভাবে। 'সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে সমানরূপে মান্য হয়।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

সমান-সমান বিণ একই অবস্থাসম্পন্ন। 'দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ে লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান।' ওয়াক্লেব, ১৯৪৩।

সমানা [স] বিণ স্ত্রী সমতুল্য। 'তুমি সাক্ষিণী সমানা হইয়া পতি পুত্রাদির সহিত চির সুখিনী ও স্বভাগ্যনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পথপ্রদর্শিনী রূপে ... কাল অতিবাহিত কর।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

সমানাধিকার [স] বি একই রকম অধিকার। 'কর্মকরণে স্ত্রী শূদ্রে সমানাধিকার।' জ্ঞানবেষণ, ১৮৩৩।

সমানে ক্রিবিণ সমানভাবে। 'দগুতা কাঁদে যবে সমানে আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ হে কিয়ার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। 'নয় রাতির ধরে সমানে খিঁচেরে হয়েছিল।' অবন, ১৯৪১। বিণ সমান। 'সব' পরে তা সমানে দৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ক্রিবিণ সমান তালে। 'স্বামীর আময়ে মেজোরানী যে বিলিতি সবান মাখতেন আজও সমানে ভাই চলছে রবীন্দ্র, ১৯১৫। ক্রিবিণ পুরো দমে। 'তাকে সমানে খোরাক দিছি অথচ তার কাছ থেকে কাজ আশায় করছি নে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সমানে সমান বিণ সমান সমান; সম পরিমাণ। 'পাঁচ সহোদরে সমানে সমান অংশ।' দর্পণ, ১৮২৭।

সমানোত্তর করণ বি উত্তর দেওয়া। ওয়া, ১৭৮৫।

সমানান্তরাল [স] বিণ সর্বত্র এবং সর্বদা সমান দূরত্ববিশিষ্ট। 'জগতে যা সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সমস্ত তুমি দেখে নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমানান্তরালতা [স] বি সমদূরবর্তিতা। 'অতএব সমানান্তরালত সংমিলনবিহরের নিয়ত পূর্ববর্তী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমানীত [স] সমানিত। বিণ সমানিত। 'দূর দেশে সমানীত'। ভারত, ১৭৬০।

সমানুপাতিক [স] বিণ সাদৃশ্য বিশিষ্ট। 'তার অস্থ তুষ্টি-রুটি যত্ন সমানুপাতিক।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

সমানুভূতি [স] বি সহানুভূতি। 'সমানুভূতি সমগ্রায়ের দরকার নেই জীবন, ১৯৪৮।

সমানুরূপ [স] বিণ যথেষ্ট; বিশেষ; এই রকম। ওয়া, ১৭৮২।

সমাস্তর [স] বিণ সমান দূরত্ব অবস্থিত; সমান ব্যবধানমুক্ত। 'ব্যোমে

পরিধি-পরে সমান্তর নক্ষত্রগ্রহী।' সূর্যস্তু, ১৯৩১।

সমান্তরাণ [স] বিণ সর্বত্র এবং সর্বদা সমান দূরত্ববিশিষ্ট। 'প্রথম দূটি বিভাগে সমান্তরাণ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'নদী বাক্যে বাক্যে সমান্তরাণ ভাবে ঘুরে কাশীরে চুকেছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সমাপন [স] ১ বি শেষ। 'রাত্রি দিন নব তোরায় নাম সমাপন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সম্পন্নকরণ। 'নানামতে দানাদি ক্রিয়া সমাপনের বিলম্ব উপায় থাকে।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৩ বি সার্বক। 'আপন শেষ শিখাটি ফুলবে এ জীবন - আমায় ব্যথার পুঞ্জ হবে সমাপন।' রবীন্দ্র, ১৯১৮। ৪ বি পরিপাতি। 'হায় এ কী সমাপন! অমৃতপাত্র ভাঙিল, করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সমাপনান্তর [স] ক্রিবিণ সমাপ্ত হওয়ার পরে। 'গ্রন্থ সমাপনান্তর অবিলম্বে তৎসমীপে প্রেরণ করা যাইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সমাপনান্ত্রে ক্রিবিণ শেষ করে। 'প্রভাক্ষিক গীতিবন্দনা সমাপনান্ত্রে আশ্রয়কণ্ঠ 'স' স্ব কর্মে নিমুক্ত হইয়াছেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

সমাপা [স] ক্রি সমাপ্ত করা। 'সতে গেলা নিকেতনে সমাপিতা হাট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সমাপিত [স] বিণ নিষ্পাদিত; নিষ্পন্ন। 'সায়ং সন্ধ্যা বিধি সমাপিত হইয়াছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সমাপাত [স] বি সংঘটন। 'যে অনবচ্ছেদ ও পরিবর্তনের সমাপাত দেখা যায় ... তার ভিতরে ... মানবীয় অর্থবহতা বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শক্তি নেই।' শিব, ১৯৫৬।

সমাপ্ত [স] ১ বি শেষ। 'ইতি জন্মাত্ম সমাপ্ত' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ সমাপ্ত। 'যে সবে সমাপ্ত রূপ সূর্যের দেখিলা।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বিণ সম্পূর্ণ। 'কলিকাতায় যে গুহ্য হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে।' দর্পণ, ১৮২৮।

সমাপ্তকারী [স] বিণ শেষ করেছে এমন। 'সেলাই শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রীদের মধ্যে ...।' বেগম, ১৯৬৬।

সমাপ্তা [স] বি ক্রী শেষ। 'ইতি ষষ্ঠী কথা সমাপ্তা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সমাপ্তি [স] বি শেষ। 'সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সমাপ্তিসীমা [স] বি জীবনের শেষ সময়। 'জীবনের সমাপ্তিসীমায় শেষ শিক্ষা এই-ই ছিলো বাকি।' বৃদ্ধ, ১৯৪৩।

সমাপ্তিহীন [স] বিণ নিরবসান। 'কাল চলছে সমাপ্তিহীন যাত্রার অনন্ত তমিষার পানে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

সমাবরণ [স] বি দুইটি জ্যোতিষ্ক একই রেখায় আসার ফলে একটির অনূধ্যা হওয়া অবস্থা। 'ইহা জ্যোতিষে সমাবরণ (occultation) বলা যাইতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সমাবর্তন, সমাবর্তন [স] বি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত চতুরাশ্রম ব্যবস্থায় শিক্ষা সমাপন ও গুরুগৃহ থেকে বিন্যাসম্বহরে আচারবিশেষ। 'বিবাহের পূর্বে গুরুর নিকট পাঠ সমাপ্তির বিন্যাস গ্রহণ স্বরূপ যজ্ঞার স্নান বিধিকে সমাবর্তন কথা যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সমাবিষ্ট [স] বিণ সমবেত। 'এক ইন্ডির মধ্যে সমাবিষ্ট।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সমাবৃত্ত [স] বিণ সম্পূর্ণ আবৃত। 'রাষ্ট্রকাল এরূপ অন্ধতমসে সমাবৃত্ত হয়।' বিন্দ্যা, ১৮৬৩।

সমাবেদন [স] বি সহানুভূতি। সেরথি, ১৮৩৯।

সমাবেশ [স] ১ বি সংকুলান। 'শাছে ভূমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি একত্রে অবস্থান। 'দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অগ্রকৃত নহে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ৩ বি সন্নিবেশ। 'উভয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য সমাবেশ।' মোহনদাসী, ১৯৩৫।

সমাক্ষ [স] বি আকর্ষ। 'ঘোরতর শব্দ সমাক্ষ হওয়াতে বৃষ্টি ভয়েতে বনছলী কম্পাখিত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

সমারী [স] সংবরণ ক্রি সংবরণ করা। 'ফোই কবির ধনি বাধি সমারি।' শেখর, ১৬০০।

সমাক্ষ [স] বিণ বিশেষভাবে উপস্থিত। 'দিনের বেলায় যেই সমাক্ষ চিত্তার আঘাত ইম্পাতের আশা গড়ে।' জীবন, ১৯৪৪।

সমাক্ষ [স] সমাক্ষ [স] বিণ বিশেষভাবে অধিষ্ঠিত। 'সমাক্ষ মহাপজা দেবী হইল দশভুজা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সমারোপিত [স] বিণ সম্যকভাবে রোপণ করা হয়েছে এমন। 'রজনীর প্রতি অরুণাশের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সমারোহ [স] ১ বি আভরণ। 'এমন সমারোহের ব্যাপারে সামাজিক ব্রাহ্মণকে কি কিছু দিবে না।' কেরি, ১৮০২। ২ বি উৎসব। 'বিবাহ ইত্যাদি সমারোহের কার্যে বিনা বেতনে ...।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

সমারোহ [স] বি অধিষ্ঠান। 'পরম পরিতত্ত্ব সত্য ধর্মরূপ মহামন্ত্র সমারোহেই গোপান বরুণ।' অক্ষর, ১৮৫৪।

সমার্বক [স] বিণ একই অর্থবিশিষ্ট। 'বহুত্ব বুঝাইবার জন্য সমার্বক দুই শব্দের যুগ্মতা ব্যবহৃত হয়, যেমন লোকজন, কাজকর্ম, চেষ্টাপুণে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১। 'সব শব্দের সমার্বক হচ্ছে সকল: এরা সকলেই চলে গেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'এই তিন জনপদ যেন বালাদেশের সমার্বক হইয়া উঠে।' এনামুল, ১৯৫৫।

সমার্ববোধক [স] বিণ সমান অর্থ প্রকাশ করে এমন। 'আকুল শব্দজাত আউল শব্দেরও সমার্ববোধক বলতে চান।' হাই, ১৯৫৪।

সমার্থিনী [স] বিণ ক্রী একই অর্থবিশিষ্ট। 'তুলনামূলক বেছোচারিতার সমার্থিনী প্রেম আমাদেরও আছে নাকি?' শক্তি, ১৯৭০।

সমার্পণ [স] সমর্পণ বি সমর্পণ। 'কুস্তির কোমতে কৈল পুত্র সমার্পণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সমাল [স] স+আ মাল বিণ মালামালসহ। 'সমাল পরিবারে রেলপথ দিয়া ...।' অন্নদা, ১৯৪২।

সমালঙ্ঘিতা [স] বিণ অলঙ্কারশোভিত। 'রত্নালঙ্কারজাল-সমালঙ্ঘিতা এক উজ্জ্বল-যৌবনা অর্পু যোড়ণী।' শিরাজী, ১৯১৮।

সমালোচক [স] বি সমালোচনা অথবা নিন্দা করে যে। 'গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না।' বঙ্কিম, ১৮৭২; 'এই সমালোচকবর্ণ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগের সমতুল্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সমালোচন [স] বি সমালোচনা। 'সমকালিক গ্রন্থের সমালোচনে ভুগ্ন হইবেন নাই।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সমালোচনা [স] বি দোষগুণের বিচার। 'ভাস্করপরে ইহার প্রতিবাদ ও সমালোচনা হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪২; 'সাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সমালোচনাশাস্ত্র [স] বি সাহিত্যের মান বিচার করা হয় যে শাস্ত্রে। 'তাহাকে সমালোচনাশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধবার চেষ্টা মিথ্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সমালোচনা-সাহিত্য [স] বি সাহিত্যের দেশে গণ বিচারভিত্তিক লিখিত আলোচনা। 'সমালোচনা-সাহিত্যে নাম করতে পারবে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সমালোচিকা [স] বি স্ত্রী সমালোচনাকারী। 'সমালোচিকা তপস্বী দেবীর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় ...।' বনমূল, ১৯৩৬।

সমালোচিতব্য [স] কিং সমালোচনা করা হবে এমন। 'সমালোচিতব্য বিষয়ের বাংলা সাহিত্যের অভাব থাকলেও সমালোচনার কোনো অভাব নেই।' প্রশম, ১৯১২।

সমালোচ্য [স] ১ কিং সমালোচনার যোগ্য। 'তুলনা করিবার জন্য সমালোচ্য গ্রন্থ এক এক বৎ ক্রম করিবেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ কিং বিষয়ীভূত। 'তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সমগ্রায় [স] বি সমর্থন। 'প্রভাকরকারকের পক্ষ সমগ্রায় করিয়া থাকি।' দর্পণ, ১৮৩১।

সমাপ্তি [স] বিণ রক্ষিত; সম্যক আশ্রয়প্রাপ্ত। 'তাই তাঁর সমাপ্তি/কিবা পত্নী পত্নী প্রীত/সকলোতে জন্মায় বিরাগ।' গুণ, ১৮৫৮।

সমাস [স] বি একাধিক পদের একপদে সংক্ষেপণ। 'পড়িল সমাসবৃত্তি কদম্ব তক্তিত।' রূপরাম, ১৭৫০।

সমাসবন্ধ [স] বিণ দুইয়ের অধিক পদের যোগে তৈরি এমন। 'তা দুইই সমাসবন্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে পর্ববর্তিত হয়েছে।' সুশীলমুখো, ১৯৭০।

সমাসিকা [স] বি সমাস। 'পড়িল ব্যাকরণ-টিকা/গণবৃত্তি সমাসিকা/অমর স্তম্বর বর্ণ নানা।' মুকুন্দ, ১৮০০।

সমাসে ক্রিবিণ সহযোগে। 'তাহার কারণ ও উদাহরণ সমাসে ঐ নবাববিল্লাসে কথিত আছে।' ভবানী, ১৮২৮।

সমাসন্ন [স] বিণ অত্যন্ত নিকটবর্তী। 'সমাসন্ন সেই উদয়কর দিন প্রচণ্ড গর্জনে এগিয়ে আসছে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

সমাসীন [স] বিণ উপবিষ্ট; বসে আছে এমন। 'অগ্রবাসীরা ভোজনাবসানে সুখানন্দে সমাসীন হইয়া ...।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সমাহরণ [স] বি একত্রীকরণ। 'একাক্ষর কোষ যেদিনী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরসর ... অভিধান প্রকাশিত হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সমাহার [স] সমাধান/ক্রি সমাধান হওয়া। 'সদল সমাহার কাহি করিঅই।' চর্চা, ১, ১২০০।

সমাহিত [স] সমাহিত। ১ বিণ নিম্ন। 'গীতে সমাহিত মন।' মুকুন্দ, ১৮০০। ২ বিণ ধ্যানমগ্ন। 'সমাহিত হোয়া জদি সৈতা কর তুচ্ছ।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯। ৩ বিণ সমাধি। 'তাঁহার কলেবর ফ্রোয়েনগারের এক দেবাগারে সমাহিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ৪ বিণ শান্ত। 'ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বিণ সুত। 'আমি যাব আত্মোপমা সমাহিত সন্ততিতে রেখে।' সুশীল, ১৯৪১।

সমাহিত হওয়া ক্রি নিম্ন বাক্য। 'গৌর দাঁড়ি ও গম্ভীরের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সমাহিত ১ বি ময়ত। 'মিহে আঙ্গুলসমাহিত; নিরাসক্তি আসক্তিরই তেজ।' সুশীল, ১৯৩০। ২ বি হিরত। 'গ্রন্থপত্রের বুয়দ উপল-লেখায় মূঢ় তরসে সমাহিত চায়।' শওকত, ১৯৫৮।

সমাহত [স] বিণ সংগৃহীত। 'আমার সমাহত কোমল নবীন তৃপ্তকর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সমিতি [স] বি বৈঠক। 'ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সমিধ [স] ১ বি যজ্ঞীয় কাঠ। 'খনিও, বনান্তর হইতে, কল, পুশ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি আতন। 'সমিধ হইল পবিত্র।' নজরুল, ১৯২৫।

সমিধবাহী [স] বি যজ্ঞের উপকরণ বহনকারী। 'শ্বেতপুষ্প সমিধবাহী।' বিকৃতি, ১৯৩১।

সমিন্দ্রি [স] সমবন্ধী। বি পারিবিশেষ। 'সমিন্দ্রির অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

সমিভ্যারে [স] সমভিভ্যাহার। ক্রিবিণ সমভিভ্যাহারে। 'বলরাম সহিত সুদ্রা সমিভ্যারে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সমিভ্যারি [স] সমভিভ্যাহার। ক্রিবিণ সঙ্গে। 'বসু সমিভ্যারি নানান প্রকারি বৃত্তিতে দিন যাপন করেন।' রামরাম, ১৮০১।

সমিভ্যারী [স] সমভিভ্যাহার। বিণ সঙ্গী। 'রাজার সমিভ্যারী কণাভেরা গনিয়া কহিতেছেন।' রামরাম, ১৮০২।

সমিভ্যারে [স] সমভিভ্যাহারে। ক্রিবিণ সমভিভ্যাহারে; সঙ্গে। 'বলরাম সহিত সুদ্রা সমিভ্যারে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সমিল [স] ১ বিণ মিল আছে এমন। 'বাছা বাছা কোমল ও সমিল শব্দ, উপমা, রূপক, ফুলের নাম ...।' মোতাহার, ১৯৩৭। ২ বিণ ঐক্যভাবিক। 'যন্ত্রের সমিল শব্দে তোমাকে মুছেছি।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

সমিল ছন্দ [স] বি ছন্দের মিল। 'সমিল ছন্দের খাতিরে আমাদের সব সময়ে ভাব প্রকাশের পক্ষে অগ্রয়োজনীয়, এমনকি অবান্তর কথা যোগ করে নিতে হয়।' শরীফ, ১৯৬৮।

সমিস্যে [স] সমস্যা। বি সমস্যা। 'এ এক বিষয় হল সমিস্যে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সমীকর [স] বিণ সামঞ্জস্য বিধান করে এমন। 'রাবীরে সূর্য্যে জেলে বাদীর সন্ধানে ফিরিব অজীনা কুলে সমীকর আঁখারের নীচে।' সুশীল, ১৯৩৩।

সমীকরণ [স] বি সমশ্রেণীভুক্ত করা। 'পরে লক্ষণসেন পুরোঁছা মুখ্য অস্তিত্ব কুলীনদিগের উনিবংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সমীক্রিয়া [স] বি সমীকরণ। 'তাঁহার কালে যে সকল কঠিন কঠিন সমীক্রিয়া এবং কুটিল গণিত ও অন্য অন্য বিষয়ের সিক্তা হয় ...।' অক্ষর, ১৮৪৭।

সমীচীন [স] ১ বি যথার্থ। 'গ্রহা। (সমীচীন রূপে পঙ্কিকা দেখিয়া) না মহাশয়! কল্য দিল হইবে না।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ উচিত। 'কর্তারায় শর্য্য তাহাই সমীচীন বোধ করেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ৩ বিণ যুক্তিযুক্ত। 'ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতিজ্ঞেরা যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সমীচীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ বিণ যুক্তিবাদী। 'মেহতা ব্যাঙ্গ্যক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ দেশীয় সমীচীন ব্যক্তিমাত্রের মত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সমীচীনতা [স] ১ বি উচিত্য। 'সংগতি, সমীচীনতা, সমীকরিতা, সমঞ্জস প্রভৃতি শব্দের অজ্ঞাতনে ইহাতে উচিত্যের ভাব আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি যথার্থতা। 'এই মন্তব্যের সমীচীনতা

বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি রচনাই সর্মথন করবে।' মুখশলে, ১৯৭০।

সমীপে ১ *ক্রিবিণ* নিকটে। 'আনিক্রা রূপিল পুশ ঘার সমীপে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *ক্রিবিণ* মধ্যে। 'শিশুরূপে থাকে প্রভু বালক সমীপে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *ক্রিবিণ* সামনে। 'হাজরাত মোহাম্মদ সমীপে দূতরর জ্ঞানমুখে অতি দুঃখিত ভাবে অবিকল নিবেদন করিল।' *মশাররফ*, ১৯০৮। ৪ *ক্রিবিণ* বাকর। 'চতুর্থ দূত বলোরা (বসরার) শাসনকর্ত্তা সমীপে প্রেরিত হইল।' *মশাররফ*, ১৯০৮।

সমীপশেষ [স] বি নিকটবর্ত্তী স্থান। 'বিক্রয়-গৃহের সমীপশেষে দরদায়মান ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৭।

সমীপশাসিত [স] বিণ নিকটে স্থাপিত। 'যোগী, আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক, সমীপশাসিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপবাসিনী, **সমীপবাসিনী** [স] বিণ স্ত্রী নিকটবর্ত্তী। 'সমীপবাসিনী পুত্ররীমধ্যে গাজখোঁতার্থ গমন করিয়াছিল।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'সে রাজসভার সমীপবাসিনী হইলে ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপবর্ত্তী, **সমীপবর্ত্তী** [স] বিণ নিকটে অবস্থিত। 'সুখসাগরের সমীপবর্ত্তী পালপাড়া গ্রাম।' *দর্পণ*, ১৮৩২; 'সমীপবর্ত্তী বকুলবৃক্কের কক্ষে অনুবন্ধন ও সরোবরে অবগাহনপূর্বক ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সমীপস্থ [স] বিণ নিকটবর্ত্তী। 'সিংহাসন সমীপস্থ শ্রীভোজরাজকে সজস্রী পুণ্ডলিকা কহেন।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সমীপস্থ [স] *ক্রিবিণ* নিকটে; সমীপে। 'চন্দ্রিকাকালশক মহাশয় সমীপস্থ।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সমীভাষা [স সমভিষায়াহা] বি সান্নিধ্য। 'শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজ সমীভাষার লইয়া ...।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সমীর [স] বি বাতাস। 'সীতল সমীর' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমীরণ [স] বি বাতাস। 'দুঃ সমীরণ করে দুহাকার গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০।

সমীরণ-ধ্বনি [স] বি বাতাসের শব্দ। 'তনি ধীর সমীরণ-ধ্বনি।' *গিরিশ*, ১৮৮৭।

সমীরণস্রোত [স] বি বায়ুস্রবাহ। 'সেই সমীরণস্রোতে কৃত কী আসিত ভেসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সমীরশোষিত [স] বিণ বাতাসে স্ট। 'পশ্চবনে হংসী সমীরশোষিত তরলিত্রাঙ্গে নাড়িতেছে।' *বর্কম*, ১৮৫৫।

সমীরশাস [স] বি বাতাস। 'প্রত্যেক সমীরশাসে হহ করিয়া উড়িয়া যাইতেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সমীরিত [স] বিণ প্রবাহিত। 'ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সজ্জারিত সমীরিত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সমীহ [স] ১ বি যত্ন। 'পোষাককে এমন যে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে সেবিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোষাক কুলাইয়া রাখিবার আলাদা যত্ন মনে করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ২ বি পরোয়া। 'মাঝে মাঝে চরা-পাড়া সেই পল্লার টান ছিল না তাকে সমীহ করবার মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০। ৩ বি সন্মান প্রদর্শন। 'কর্ত্তাকে কৃত ভয় সমীহ করতেন।' *অবন*, ১৯৪১।

সমীহশীল [স] বিণ সমীহ করে এমন। 'মফের সকলেই তার প্রতি সমীহশীল।' *ওয়ালী*, ১৯৬২।

সমীহিত [স] ১ বিণ বাহিত। 'সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সমীহিত।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বিণ যথাসাধ্য। 'তৎ প্রস্তাব ঘরা সমীহিত সিদ্ধ

করিব।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সমুগ [স] বিণ মৃত বা মায়াসহ। 'নীল পদ্ম খড়্গ ক্রান্তি সমুগ বর্ণর।' *ভারত*, ১৭৬০।

সমুখ [স সমুখ] বি সমুখ। 'সুন্দরী রাধা সুপ সমুখে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সমুখেত *ক্রিবিণ* সমুখে। 'করজোড়ে সমুখেত দাড়াইল রাণী।' *আলাওল*, ১৮৮০।

সমুখাসমুখি [স সমুখ] *ক্রিবিণ* যথাসমুখি। 'দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সমুচিত [স] ১ বিণ যথাবাহিত। 'সমুচিত দান ঘাট তোর না জার্য।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বিণ ন্যায়সংগত। 'লব্ধ দোষে গুরু দণ্ড নহে সমুচিত।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বিণ উপযুক্ত। 'সমুচিত চিকিৎসা না হওয়াতে মূর্খ বৈদ্যদের বিদ্যায় দৃষ্টিয়াই লোক মারা পড়িতেছে।' *জ্ঞানদেব*, ১৮৩৬। ৪ বিণ যথার্থ। 'আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'আর্থ নারীর একেমন প্রথা, সমুচিত দিব সাজা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'সমুচিত উত্তর দিবে।' *শিবরাম*, ১৯৭০। ৫ বিণ সুসঙ্গত। 'পাণিঘরের ছলে বাহুঘর শব্দের প্রয়োগ সমুচিত হয় নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সমুচীত [স সমুচিত] বি সমুচিত; উচিত কাজ। 'অব যোদন নহ সমুচীত।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সমুচ্চ [স] ১ বিণ অতি উচ্চ। 'সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবাসিনী অদৃশ্য-সমীপসাগরে কর্ণশেখ প্রবেশ করিত পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২। ২ বি উচ্চকণ্ঠ। 'প্রধান নায়কের নায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ বি আড়ম্বর। 'যে আলোকের যে জ্যোতির যে সমুচ্চের সন্ধান পাইয়াছেন ...।' *সবুজ*, ১৯২১। ৪ বিণ আড়ম্বরপূর্ণ ও গৌরবময়। 'সবীতের রসায়নে চেয়েছিল করিত নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' *সুবীন্দ্র*, ১৯২৮। ৫ বিণ সর্বোচ্চ। 'তাদেরই নবমজ্জয় সব চেয়ে সমুচ্চ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সমুচ্চয় [স] বি পরিমাণ। 'কৃত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সমুচ্ছল [স] বিণ উচ্ছলিত। 'তার সমুচ্ছল কলকথা, তার হাস্য, তার অশ্রুশালি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সমুচ্ছাস [স] বি প্রবল উচ্ছাস। 'সমুদ্রের বুদবুদের মতো অগণন সমুচ্ছাস।' *জীবন*, ১৯০০।

সমুজ [সি সমজা] বি বিবেচনা। *ভবানী*, ১৮২৩।

সমুজ্জল [স] ১ বিণ অত্যন্ত উজ্জল। 'সমুজ্জল করজালে আরবি মেদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ বিণ শীতল। 'এক বিন্দু নয়নের জল: কালের কপোলতলে ওষ সমুজ্জল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫। ৩ বিণ ক্রিশাল। 'সেদিনের যে প্রভাবে উজ্জ্বলী ছিল সমুজ্জল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯। ৪ বিণ স্বমহিমায় ভাবর। 'বর্ণবিচিত্রো সমুজ্জল শাণ্ডীপার মেয়েদের ভিড়।' *ভারা*, ১৯৪৩।

সমুজ্জ্বলা [স] বিণ স্ত্রী অতি উজ্জ্বল। 'কুন্দ-ধবলদল ... অতি সুনির্মাণ, সুখ-সমুজ্জ্বলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সমুজ্জ্বা [সি সমজা] *ক্রি* বোঝা। *সমুজ্জ্বার* *ক্রি* বুঝাও। 'বিদ্যাপতি ভন মাধব নিকরন কাহে সমুজ্জ্বায খেদ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *সমুজ্জ্বা* *ক্রি* বোঝে। 'প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুজ্জ্বা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমুজ্জ্বর্ত্তা [স] বিণ অভিশয় উজ্জ্বর্ত্ত। 'সমুজ্জ্বর্ত্তা হয় সদা লালসা প্রহান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সমুৎসর্গ [সি] বিণ ভাষ্যভাষ্যে খোদাই-করা। 'ভক্তির বিজয়স্তম্ভ সমুৎসর্গ অর্চনার ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সমুত্তীর্ণ [সি] বিণ উপস্থিত। 'সাহেব ইসলাম দেশে সমুত্তীর্ণ হইলে তাঁহার ছবি প্রস্তত করা যায়।' দর্পণ, ১৮৩৭।

সমুখ [সি] বিণ প্রকৃতিত। 'সমুখ প্রত্যুষ কণপাতের পক্ষবিধ্বন।' সুখীন্দ্র, ১৯৫৩।

সমুখান [সি] বি সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ। 'স্বতন্ত্রতা লাভোদেশে রাজ প্রতিকূলে সমুখান করিয়াছে।' সুলত, ১৮৭৩।

সমুখ্যায়ী [সি] বিণ উত্থাপনকারী। 'অবশিষ্ট অংশ বাদ সমুখ্যায়ী বস্ত্রদর্শন, ১৮৭৪।

সমুখিত [সি] বিণ উত্তৃত। 'সমুখিত জলবিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সমুৎপন্ন [সি] বিণ সংঘটিত। 'গুরু জমিদার কেন, এই বিপ্লব ঘরা ... হিন্দুস্তানীশাসকেরই অধিক অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়াছে।' সুলত, ১৮৭৩।

সমুৎসারিত [সি] বিণ সম্পূর্ণ দূরীভূত। 'গণনকুমিৎ হইতে নক্ষত্রপুণ্ডলিককে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সমুৎসুক [সি] ১ বিণ জ্ঞানার ব্যাপারে অভিযয় অগ্রহী। 'অমি বড় সমুৎসুক হইলাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বিণ অত্যাধসী। 'বাহারা আনচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাহাদিগকেই হিন্দুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বিণ আনন্দিত। 'অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিরা সৌন্দর্যে ও সম্ভাভার করে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৪ বি সম্যকভাবে উৎসুক। 'সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সমুৎসুকা [সি] বিণ স্ত্রী অভিযয় অগ্রহী। 'বিদ্যাভ্যাসেরিয়ে তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক অতি প্রণয় অনুরাগ দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

সমুদয় [সি] বিণ সমস্ত। 'এ সমুদয় বোল আনাতে মিশ্রিত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সমুদায় [সি] বিণ সমস্ত। 'বালক আরকী ও পারষ শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক ...।' চরিত্রচরণ, ১৮০৫। 'এই সমুদায় সন্মিলনে অষ্টাবক্রবিন্দিসংবাদ সূচিত করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

সমুদিত [সি] ১ বিণ সমলয়। 'আকাশের ইন্দ্র সব দেব সমুদিত।' বাহ্যঙ্গ, ১৬৫০। ২ অবা সমুহ; গণ। 'বসিয়াছে বিদ্যামানে ক্ষত্রি সমুদিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সমুদার [সি] ১ বিণ অতি উদার। 'এ ভজনালায়ের যে ভাবটি মনকে অধিকার করে সে হচ্ছে এর সুনির্মল সমুদার গাধী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। 'অজস্র ঐশ্বর্য মোরে অগিয়াছে সমুদার বিধি।' সুখীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বিণ শান্ত। 'রচ্যে তার সমুদার কায়াটি।' রবীন্দ্র, ১৯৪৫।

সমুদ [সি] ১ বিণ সমুদ্র। 'গণ সমুদে উলিখা পইঠা।' চর্য ৩৫, ১২০০।

সমুদা [সি] ১ বিণ সমুদ্র। 'মাতামোহা সমুদারে অঙ্ক ন বুখসি বাহা।' চর্য ১৫, ১২০০।

সমুদ্রত [সি] বিণ উত্তরতীর্ণ। 'তাই বলে তার সমুদ্রত কৃষ্ণ পতাকা।' নজরুল, ১৯৩০।

সমুদ্রার বি উক্তকরণ। 'বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্রার করা যাইত।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সমুদ্রত [সি] বিণ উক্তত। 'সেলাস ও স্ট্যাটিস্টিক্স হইতে সমুদ্রত

কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সমুদ্রব [সি] বি উৎপত্তি। 'উচ্চদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্রবের আবশ্যকতা হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সমুদ্রাবিত [সি] বিণ সম্পূর্ণ প্রকাশিত। 'তাঁহার চিত্তে এ দোষ সমুদ্রাবিত হয় নাই।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

সমুদ্রত [সি] বিণ উৎপন্ন। 'সর্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মাণ্ড হইতেই সমুদ্রত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সমুদ্রেন [সি] বি প্রকাশ। 'সে হইলো তার জন্যে এক স্বাভাবিক সমুদ্রব বা সমুদ্রেন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সমুদ্র্যত [সি] ১ বিণ তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হবে এমন। 'সাক্ষী জননীর দৃষ্টি সমুদ্র্যত বাজ ওরে পুণ্যভীত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ সূচিত। 'শক্তির সরল তেজে সমুদ্র্যত দাবাগ্নির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সমুদ্র [সি] ১ বি সাগর। 'লাফে ডিগ্রাইল সমুদ্র সতকে জোজন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সংসার। 'এ সমুদ্রে আর কত হব নাকো পথহারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সমুদ্র-আদোলন [সি] বি তরলিত সমুদ্রের আদোলন। 'বাংলাদেশেই সমুদ্রযাত্রার আদোলন প্রায় সমুদ্র-আদোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সমুদ্রকণ্ডোল [সি] বি সমুদ্রের গর্জন। 'নিম্ন হইতে গর্জর সমুদ্র-কণ্ডোল উঠিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'সমুদ্রকণ্ডোলেরই মতো একতান।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সমুদ্রকূল [সি] বি সমুদ্রের সৈকত। 'বৈসেন সমুদ্রকূলে প্রাণীচানন্দন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সমুদ্রগত [সি] বিণ সমুদ্রে পতিত। 'তাঁহা এইকপে গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩০।

সমুদ্রগর্জন [সি] বি সমুদ্রের ডেউয়ের মতো উচ্চ শব্দ। 'সেই আর্তনাদই পরে মুখর হয়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদের সমুদ্রগর্জনে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

সমুদ্রগামী [সি] বিণ সমুদ্রের পানে গমন করে এমন। 'সমুদ্রগামী গঙ্গাসিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও কলানুসন্ধানরহিতা ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। 'সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পঞ্চত্রয় হইয়া ...।' বিজুতি, ১৯২৯।

সমুদ্রঘড়ি বি সামুদ্রিক ঘড়ি। 'কোনো এক সমুদ্রঘড়ির দিকে ভেসে যায় তারা।' জীবন, ১৯৪০।

সমুদ্রঘূষ বি সামুদ্রিক পাখিবিশেষ। 'দিগন্ত সাগরের সমুদ্রঘূষের শাদা শাদা পালক।' জীবন, ১৯৩২।

সমুদ্রচর [সি] বিণ সমুদ্রে থাকে এমন। 'সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সমুদ্রচিল বি সমুদ্র এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ; অ্যালবট্রাস। 'সমুদ্রচিলের সাথে ... কথা বলে দেখিয়াছি আমি।' জীবন, ১৯৩০।

সমুদ্রভট [সি] বি সমুদ্রের তীর। 'সমুদ্রভটের পরান্ত সীমা পর্য্যন্ত ... রাজ্যমধ্যে ভুক্ত করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সমুদ্রভরঙ্গ [সি] বি সাগরের ডেউ। 'সমুদ্রভরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি উৎপলেন কোলাহলি।' মাইকেল, ১৮৬০।

সমুদ্রতল [সি] বি সাগরের নিম্নস্থ ভূমি। 'এমন কোন ভূবরী আছে যে ওকে সেই সমুদ্রতল থেকে তুলে আনবে?' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

সমুদ্রতীর [স] বি সাগরের তীর। 'কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৬; 'সমুদ্রতীরে আপনমনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সমুদ্রতুল্য [স] বিণ সাগরের সঙ্গে তুলনীয়। 'সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য ... মাধুর্যময়, - চাক্সলো কুলগ্রাভী' বরদর্শন, ১৮৭৪।

সমুদ্রঘার [স] বি সাগরের তীর। 'দক্ষিণ সমুদ্রঘারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে।' সুনীল, ১৯৬৬।

সমুদ্রপথ [স] বি সমুদ্রে সৌযন চলাচলের পথ। 'তঁেহো কহে সমুদ্রপথে করিয়া গমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'আহাজ গঙ্গাসাগর হইতে সমুদ্রপথে যায়।' দর্পণ, ১৮৩১।

সমুদ্রপার [স] বি বিদেশ। 'ভিকার হুলি ঘাড়ে করিয়া সমুদ্রপারে যাইতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সমুদ্রপীড়া [স] বি সমুদ্রে ভ্রমণের সময়ে শারীরিক অসুস্থি। 'সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিধি জ্ঞান কিন্তু কী রকম তা জান না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সমুদ্রপৃষ্ঠ [স] বি সমুদ্রের উপরিতল। 'মালডেন নামক দ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৩২ আট শত বর্গমাইল উন্নত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সমুদ্রপোতা [স] বি সামুদ্রিক জাহাজ। 'সমুদ্রপোতা সম্ভারিত করিয়া সুগম পথ গ্রস্তত করা যাইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সমুদ্রবন্ধ [স] বি সমুদ্রের উপরিতল। 'সমুদ্রবন্ধে দ্বীপ দ্বীপান্তর গমনাগমন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সমুদ্র-বিচারী বিণ সমুদ্রে বিচরণকারী। 'সমুদ্রের বিরুদ্ধে, সমুদ্র-বিচারী নাবিকদের বিরুদ্ধে।' কায়সার, ১৯৬২।

সমুদ্র-বেলা [স] বি সাগরের তীর। 'চিরদুর্লভের একটি রত্নকণ শতকল ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সমুদ্রবৈষ্ণব [স] বিণ সাগর দিয়ে ঘেরা। 'সেখানকার সমুদ্র সমুদ্রবৈষ্ণব।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সমুদ্রমহন [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) দেবতা এবং অসুরগণ মিলিত হয়ে মন্দরপর্বতকে দণ্ড করে এবং বাসুকীকে দড়ি করে সমুদ্র মহন করে অমৃত তোলার ঘটনা। 'সমুদ্রমহনে নিধি, উপজিল যত বিধি।' রামসঙ্গীত, ১৭৮০; 'ইন্ড্রের উচ্চৈশ্বর্যের জন্য সমুদ্রমহন করিতে হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি সাগরকে আলাড়ন। 'কলধনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমহন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সমুদ্রযাত্রা [স] ১ বি জাহাজে চড়ে সমুদ্রে যাত্রা। 'বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি সমুদ্রপথে বিদেশ গমন। 'সমুদ্রযাত্রায় স্বাধীনতা জন্মায়।' হররসাদ, ১৮৮১। ৩ বি (হিন্দু আচার অনুযায়ী) সমুদ্রপথে গমনের নির্দিষ্ট আচার। 'বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সমুদ্রযাত্রী [স] বিণ সমুদ্রে গমনকারী। 'যখন হিন্দুর সমুদ্রযাত্রী ও সামুদ্রিক বণিক ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমুদ্রযান [স] বি সমুদ্রে চলাচলের যান। 'তখন সমুদ্রযান নির্মাণ জাতিবিশেষের নিরূপিত বৃত্তি ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমুদ্রযোগে ক্রিবিণ সমুদ্র পথে। 'তাহারা সমুদ্রযোগে আগমন করিয়া মিশরাদি বহিঃদেশের স্থলাভিষিক্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমুদ্ররোগ [স] বি সমুদ্রভ্রমণের সময়ে বমি বমি ভাব; সী সিকনেনস। 'প্রায় সকলেরই সমুদ্ররোগে মাথা ঘুরিয়া বমি হইয়াছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

সমুদ্রলঙ্ঘন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) সমুদ্র অতিক্রম করা। 'কার্তিক সমুদ্রলঙ্ঘন করেছেন ময়ূরে চড়ে।' প্রমথ, ১৯২৭; 'হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনে এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাইনে, কারণ আমাদের দৃষ্টি বদলে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সমুদ্রশঙ্কল [স] বি অ্যালবট্রিস পাখি। 'বোললোয়ার এই সমুদ্রশঙ্কলের সঙ্গে কবির তুলনা করেছেন।' শিব, ১৯৫০।

সমুদ্র-সিনা [স] সমুদ্র+ফা সীনা বি সমুদ্রবন্ধ। 'সমুদ্র-সিনা ফেড়ে ছুটে চলে কিশতী।' ফররুখ, ১৯৪৩।

সমুদ্রসীমা [স] বি সমুদ্রসৈকত। 'কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত কীচক্সত্রালোকিত অনাগত রাত্রি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সমুদ্রীয় [স] বিণ সামুদ্রিক। 'লঙ্কার মধ্যে যে সমুদ্রীয় পথ ছিল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

সমুদ্রের ইচা বি গলদা চিড়ি। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সমুদ্রের পিঠ বি সাগরের উপরিতল। 'সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সমুদ্রোচ্ছ্বাস [স] বি সমুদ্রে জলের ক্ষীতি। 'সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুঃ-কষ্টায়ে ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সমুদ্রবন্দ [স] বি সমুদ্র। 'পথের ক্রেশ মোর সমুদ্রবন্দ' নজরুল, ১৯৩৯।

সমুদ্রকলি বি এক ধরনের শিকার নাম। 'সমুদ্রকলি সীকা বানাইয়া নীরবে দৌবিছে বসি।' জসীম, ১৯৩১।

সমুদ্র [স] সর্বাধ বি সম্পর্ক। 'সমুদ্র না মানে সে ডাগিনা মাউলানী।' বড়, ১৪৫০।

সমুদ্রত [স] ১ বিণ অতি উন্নত। 'দেখিতে পাইতেছি এখনো তাহার সমুদ্রত লগাত ও উদার নৈরম্মল হইতে সেই পুরাতন বিবাহসম্বন্ধায় অপরিত হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বিণ অতিশয় সমৃদ্ধ। 'সমুদ্রত শিক্ষা ও সভ্যতায় সমৃদ্ধিত রুচি ও নীতিতে ...' সত্যজী, ১৯১৮। ৩ বিণ বেশ উচ্চ। 'সমুদ্রত গ্রীবা তাই অবনত করি।' সুনীন্দ্র, ১৯২৯।

সমুদ্রতি [স] বি উন্নতি। 'তাহাদিগের সমুদ্রতি করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।' বরদর্শন, ১৮৭২।

সমুদ্রহিত [স] বিণ কাছেই উপস্থিত। 'রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রতিশ্রুত সময় সমুদ্রহিত দেখিয়া ...' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সমুদ্রহিতা [স] বিণ ক্রী নিকটে উপস্থিত। 'গৃহীণী ... হাতের বাউটির বিল বৃত্তিতে বৃত্তিতে কর্তা মহাশয়ের নিকটতেন সমুদ্রহিতা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সমুদ্রার্জন, **সমুদ্রার্জন** [স] বি স্যাক অর্জন। 'মিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণনিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাপি সমুদ্রার্জন করিয়াছেন ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সমুদ্রা [ফা] সমুদ্র বি সিনাডার অনুরূপ ভাষা ও শুকনা খাদ্য বিশেষ। 'খাদ্যের উপর এক রকবাবী সমুদ্রা।' ইয়াদুল, ১৯২০।

সমুদ্র [স] সমুদ্র বিণ পথে। 'ওগাঁ, ১৭৮২।

সমুদ্র [স] ১ বিণ মূলসহ। 'মক্কা তাইকা দেশ সমুদ্রে নাপিত।' সুলতান, ১৭০০; 'ছোট ছোট গাছ সমুদ্রে আহার করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিণ সম্পূর্ণ। 'কুরায় সমুদ্র প্রকাণ্ড হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সমূলক [স] ১ বিণ সত্য। 'ব্যাপি ইহা সমূলক হয় তবে তাঁহার প্রতি দোকের যে রূপা হইয়াছিল এইরূপে তৎপরিবর্তে ঘৃণা জন্মিলে।' দর্পণ, ১৮৪০। ২ বিণ যুক্তিসঙ্গত। 'সে নিম্না সমূলক।' স্বর্গম, ১৮৮৭।

সমূলকতা [স] ১ বি কারণ। 'এই রূপ সংকরের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।' স্বর্গম, ১৮৮৭। ২ বি বার্থ্যার্থ। 'তিন সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সমূলচ্ছেদ [স] বি সমূলে উচ্ছেদ। 'বা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না।' হুতম, ১৮৬১।

সমূলে নির্মূল, সমূলে নির্মূল বি চিরতরে উচ্ছেদ। 'তোমরা সেই অগ্ন্যুৎপাদক প্রভুর ব্যবহার সমূহকে একেবারে সমূলে নির্মূল করিয়া সাধারণকে সুখী কর।' কৈশোরবাসিনী, ১৮৬৩।

সমূলোৎপাটন [স] বি সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণ। 'উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমন বহুস্থল ইহা আছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটন করা অনায়া।' দর্পণ, ১৮৩০।

সমূলোৎপাটিত [স] বিণ মূল সমেত উঠে গেছে এমন। 'বৃক্ষসকল সমূলোৎপাটিত হইয়া ... পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

সমূহ [স] ১ বিণ সমস্ত; সব। 'পৃথিবী সমূহ পত্র সারনা করিয়া জ্ঞেয়।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ বিণ অনেক। 'সমূহ শিকারী কুকুরের শব্দে ভড়কিল।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

সমূহতন্ত্র [স] বি সমাজতন্ত্র। 'সমূহতন্ত্র কি socialism-এর মূল তরঙ্গমা?' প্রথম, ১৯২০।

সমূহমান্য [স] বিণ সবার সম্মানের যোগ্য। 'বিসিদ্ধিহীন সমূহমান্য ও নিপথ্যমণ্ডল মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকাভাষা বিদ্বেষন করিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩০।

সমূহ [স] ১ বি সমাগম। 'সমূহ দেখিয়া আগনার শাখা গায়।' বৃন্দা, ১৮৮০। ২ বিণ ঐশ্বর্যশালী। 'রাজা নানা ধনসেত সমূহ ইহা দান-মানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৩ বিণ অভিজাত। 'সমূহ সুবুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন।' জ্ঞানদেব, ১৮৩৭।

সমূহতম [স] বিণ সম্পদশালী; সবচেয়ে উন্নত। 'মূল্য সত্রাজ্যের সমূহতম প্রদেশে।' আনিস, ১৯৬৬।

সমূহতর [স] বিণ আরও সমূহ; অত্যন্ত উন্নত। 'এতেই তো সমূহতর হামনি গড়ে ওঠে।' লিপিগুহার রায়, ১৮২৫। 'সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমূহতর।' অন্ননা, ১৯২৮।

সমূহশালী [স] বিণ সম্পদশালী; ঐশ্বর্যশালী। 'কত শত সমূহশালী গ্রাম নগর প্রোথিত বা মৃতিকাবৃশ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সমূহসম্পন্ন [স] বিণ সম্পদশালী। 'অবিনীত অসত্য লোকেরা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সমূহসম্পন্ন ও সুবিনীত হইয়া উঠিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সমূহা [স] বিণ ব্রী ধনুশর। 'অজ্ঞ প্রজাগণে লসাসম্পদ ছড়িয়ে দেয়লক্ষী ফুলে ফলে সমূহা।' মহাভোজ, ১৯৫৬।

সমূহি [স] ১ বি ঐশ্বর্য। 'রজাতীয়দিগের ক্রমশঃ সুখ-সমূহি ও উৎসাহ বর্ধিত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বি বৈদিত্য। 'কত সমূহের সমূহি গাছ ঘন নীল।' আহসান, ১৯৬২।

সমূহিকামী [স] বিণ উন্নয়নকামী। 'প্রগতি ও সমূহকামী সরকার

বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন।' বেঙ্গল, ১৯৪৮।

সমূহিশালিনী [স] বিণ ব্রী সমূহিশালী; সম্পদশালী। 'নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমূহিশালিনী করিলেন।' স্বর্গম, ১৮৮৪।

সমূহিশালী [স] বিণ সম্পদশালী। 'আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমূহিশালী মনে হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'তখন নুতন রাজধানীর নুতন-সমূহিশালী কর্মকর্তা বণিক সম্প্রদায় সন্মোহনীয় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমাদের উত্তেজনা চাহিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সমে [স সম>] ক্রিবিণ সাধে। 'নাদের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি যোর নেহা।' বড়, ১৪৫০।

সমেধ [স] বিণ মেঘমুক্ত। 'নির্মেঘ ও সমেধ আকাশ।' হৃৎপ্রসাদ, ১৮৭৮।

সমেত [স সম>] ১ অব্য যুক্ত। 'বান সমেত ধনুক কৈল বান বান।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ অব্য সহ। 'পার্বত্য প্রদেশে নানা উপহার সমেত ক্রতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'বাংলাদেশে দূতগণ যেন শীঘ্র-সমেত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সমেধ [স সম>] অব্য সহ। 'টট সমেধ টাকা অনিয়া দিব।' জেরি, ১৮০২।

সমেদ অব্য সমেত। 'পুন্ডরায় সিদ্ধুক সমেদ জিনিসপত্র রাখিলেন।' ভট্টাচার্য, ১৮০০।

সমেতিত [স সমুচিত] বিণ উপযুক্ত। 'ইহা বই নাহি কীর্তি যোর সমোচিত।' মাল্যধর, ১৫০০।

সমেত [স] বিণ সর্বোচ্চ। 'আত্মীয়তার সমেত ক্ষেত্রে তঁরবার চেষ্টা করছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সমোচ্ছল [স] বিণ সমুচ্ছল; অত্যন্ত উচ্ছল। 'হেমকুট-হেমপূর্ণ-সমোচ্ছল তেজে গোদিকে রখীল।' হাইকেল, ১৮৬১।

সমোপিত [স] বিণ আনন্দজনক। 'নানারূপ বাদ্যধ্বনি ময়ল সমোপিত।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সমোশর [স সমসার] বিণ সমতুল্য। 'আগী সমে বান করে ইল সমোশর।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সমোসার [স সমসার] বিণ সমান। 'যুটিয়া হইল কলই ভাত সমোসার।' বিজয়, ১৮৫০।

সমোসা [স] বিণ সিন্ধুভার অনুরূপ ভাষা শুকনা বাদ্যবিশেষ। 'পারাটা, সমোসা ভাষার সৌভ্য কি চমৎকার - বলিহারি হাই।' রোকেয়া, ১৯০৪।

সম্পত্তি [স] ১ বি ধনসম্পদ। 'অচলা কমলা জোর সম্পত্তি বিশাল।' যুদ্ধল, ১৬০০। ২ বি সম্পদ। 'এ নৌকাত ধনদ্বয়ের সম্পত্তি।' মানিক, ১৯৩৬।

সম্পত্তিত [স সম্পত্তি] বি সম্পদ। 'সম্পত্তিতেব হিসাব।' মাদোএল, ১৭৪০।

সম্পত্তিনামা [স সম্পদ+নামা] বি সম্পদের তালিকা। 'হিসাব চিঠি আরম্ভ সম্পত্তিনামা খত গুণারহ।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

সম্পত্ত [স সম্পত্তি] বি সম্পত্তি; ঐশ্বর্য। 'পানের সম্পত্ত আরি দাসী লগ্না রাখে।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

সম্পত্তিবাতি [স] বিণ সম্পত্তি সন্দেশ। 'একজন বিশ্ববার সম্পত্তিবাতি মায়ালা তঁরাকে কিছুকাল থাকে বিব্রত করিতেছে।' বনকুশ, ১৯৩৬।

সম্পত্তিমান [স] বিণ সম্পদশালী। 'সে শহর অভিনয় সম্পত্তিমান

হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮১৯।

সম্পত্তিশাসিনী [স] কিং ক্রী বিত্তশালী। 'এক সম্পত্তিশাসিনী ধর্মপরায়ণা নারী এই ধর্মপ্রশ্রমের মধ্যে আনুতুল্য করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সম্পত্তিহীন [স] কিং সম্পত্তি নেই এমন। 'কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত আছেন যে আমরা সম্পত্তিহীন।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৪।

সম্পত্ত্য [স] সম্পদ। বি সম্পত্তি; ঐশ্বর্য। 'সম্পত্ত্যে ম্পাদি দুখে দুখি না হইল।' মঙ্গলাধর, ১৫০০।

সম্পত্ত্যশালী [স] বি ঐশ্বর্যশালী। 'বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্য সম্পত্ত্যশালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সম্পদ [স] ১ বি বিত্ত। 'অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পায়ুর্ন সম্পদে বিদ্যদহি তেলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি গৌরব। হেন বুঝি মদনে বাড়িল সম্পদ।' মঙ্গলাধর, ১৫০০। ৩ বি অহঙ্কার। 'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি ঐশ্বর্য। 'পশ্চিম দেশ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছে সে অতিবিপুল প্রচণ্ডশক্তি সম্পন্ন যন্ত্রের মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৫ বি সম্বল। 'এতেই তার বিপদ, এতেই তার সম্পদ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সম্পদ-গৃহ [স] বি ধনভাণ্ডার। 'ভাষিয়া সম্পদ-গৃহ করিলা উজার।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

সম্পদছায় [স] বি সম্পদের আভ্রয়। 'রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সম্পদমদ [স] বি সম্পদরূপ মদ। 'সম্পদমদ পিয়ে অবিরত।' গিরিশ, ১৮৮৩।

সম্পদময়ী [স] কিং ক্রী সম্পদের অধিকারী। 'সম্পদময়ী সে সবার চেয়ে। নারী হলে প্রিয়তমা।' সিকান্দার, ১৯৪৫।

সম্পদশালী [স] কিং সমৃদ্ধিশালী। 'ভার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্যে এবং বাতাস্যপরতায় সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

সম্পদশী [স] বি ঐশ্বর্যময়তা। 'বহুকালের একটা সম্পদশীর আভা থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সম্পদহীন [স] কিং বিত্তহীন। 'অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পত্নীবালাককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যন্ত্রে।' বিকৃতি, ১৯২৯।

সম্পদোচিত [স] কিং সম্পদমূলভ; সম্পদের উপযুক্ত। 'ভয় করিলেও সম্পদোচিত সন্মান কেহ দেয় না।' ভায়া, ১৯৪২।

সম্পন্ন [স] সমুদ্র। বি সমুদ্র। 'নিজ বলে বাহিলে সম্পন্ন হয় পার।' আলোক, ১৬৮০।

সম্পন্ন [স] ১ বি সম্পন্ন। 'তাহা নিয়মেদেহ সম্পন্ন হইবেক।' তাজিনী, ১৮০৩। ২ কিং সম্পদশালী। 'সেই দেশ অভিশয় সম্পন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি সম্পাদন। 'জনশ্রুতি হইয়াছে যে ... সমাজোপকরণ সম্পন্ন করিবেন।' দর্পণ, ১৮২৬। ৪ কিং সম্পূর্ণ। 'ভরুর্কর ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৮। ৫ কিং সম্পাদিত। 'নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।' দর্পণ, ১৮৩১। ৬ কিং বিশিষ্ট। 'পুরুষের ন্যায় অনুভবশক্তি সম্পন্ন স্ত্রীজাতির এমন দূরবাহ্য সতিহি অজ্ঞাত।' এডুকেশন, ১৮৭৩। ৭ কিং সম্ভল। 'সম্পন্ন ব্যক্তিরূপ তাহাতে উপকৃত হইলেন।' তমোদক, ১৮৭৪। ৮ কিং দীর্ঘজীবী; বিশাল। 'পৃথিবীতে সম্পন্ন গাছের পাতা খরে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

সম্পাদকরণার্থ [স] ক্রিবিং সম্পাদন করণের জন্য। 'এ ব্যাপার

সম্পন্নকরণার্থ ঐ টাকার পাঁচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সম্পন্নতর [স] কিং অপেক্ষাকৃত পরিণত। 'আমার সন্তার রূপমত উন্মোচন যে গুণে বর্তমান তা থেকে সম্পন্নতর উন্মোচনে উত্তীর্ণ হওয়াতেই আমার সন্তার মুক্তি।' শিব, ১৯৫০।

সম্পন্নপ্রায় [স] কিং প্রায় শেষ হয়েচে এমন। 'তোমার যে কার্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সম্পর্ক [স] ১ বি আত্মীয়তা। 'আমি কহিলাম সখ্যো জীবনাবধি, জীবনাবধিই সম্পর্ক।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি সংস্পর্ক। 'কুমারখাতীর কাহার-ব্যবসায়ী সিরাজ সাইয়ের সম্পর্কে আসেন।' হাই, ১৯৫৪।

সম্পর্ক পাতানো ক্রি সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। 'মনের কাছে মনের সম্পর্ক পাতানোর কথা।' হাই, ১৯৪৭।

সম্পর্ক-বিরুদ্ধ [স] কিং পরস্পর সম্পর্কহীন। 'সম্পর্ক-বিরুদ্ধ ক্রী পুরুষেরা ... পরস্পর ব্যতিচার-দোষে দূষিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সম্পর্করহিত [স] কিং সম্বন্ধবিহীন। 'এ দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পর্করহিত সত্য।' প্রমথ, ১৯১৪।

সম্পর্করিত্ত [স] কিং বিশিষ্ট। 'সম্পর্করিত্ত মানুষ ভিড়ের শামিল হয়, যুবকতায় নিরাপত্তা খোঁজে।' শিব, ১৯৫৬।

সম্পর্কশূন্য [স] কিং সম্পর্কহীন। 'আমার সহিত সর্ব প্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সম্পর্কহীন [স] কিং নিরস্পর্ক; সম্পর্ক নেই এমন। 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ... আলোচনা তুলিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে।' মানিক, ১৯৪০।

সম্পর্কহীনতা [স] বি সম্পর্ক না-থাকা। 'সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হলো না।' উমর, ১৯৬৮।

সম্পর্কহীন্য [স] কিং সম্পর্ক নেই এমন নারী। 'তখন, সম্পর্কহীন্য, স্বপ্নে গঠে মন্দিরা বাড়িয়ে।' শক্তি, ১৯৭০।

সম্পর্কিত [স] কিং সম্পর্কযুক্ত। ফরস্টার, ১৯৯৩; মহিলা সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় স্থাপন।' বেগম, ১৯৭৫।

সম্পর্কীয় [স] কিং সম্পর্কিত। ভানকান, ১৭৮৪; 'কর সম্পর্কীয় যাবস্ত ভূমির স্থির রাজস্ব।' ফরস্টার, ১৭৯৩; 'ভাতর-বতর-সম্পর্কীয় গৃহপ্রচলিত যে সকল ক্রিয়ম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সম্পর্কীয়া বি ক্রী জ্ঞাতি। 'কন্যাটি বড়ভাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকট-সম্পর্কীয়া।' প্রভাত, ১৮৭৭।

সম্প্রাত [স] ১ বি অভিলাষ। 'দারুন সম্প্রাত যুনি নাহি বুঝি দিত।' মঙ্গলাধর, ১৫০০। ২ বি প্রতিফলন। 'হাতের আলোকসম্প্রাতে স্রুয়গের মধ্যে ...।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি প্রতিফলিত। 'কখনো কখনো সম্প্রাত হয়ে সৃষ্টি করেছে যেমন আভা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৬।

সম্প্রাতন [স] বি ধারণ। 'বাক্য না নিয়মের মুখে শোক সম্প্রাতন।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সম্প্রাতী বি পাণিবিশেষ। 'জটাই সম্প্রাতী শিবে সুপর্ণ তিতির।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সম্প্রাদক [স] ১ বিং প্রক্রিয়াকারক। 'তুলস সম্প্রাদক নৃতন যন্ত্র ...।' দর্পণ, ১৮২৬। ২ বি সংবাদপত্র সম্পাদনকারী। 'প্রভাকরসম্প্রাদক

বাঁকৌশলদ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পাইতেনে।' দর্পণ, ১৮৩১। ৩ বি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান। 'শ্রীমুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সম্পাদকগিরি [স সম্পাদক+গি] গিরি বি সম্পাদকের কাজ। 'সম্পাদকগিরি করলে তুমি কেবল জীবনভরে পরের লেখার বানান ভুল তথ্যই যাবে।' নবরত্ন, ১৯৫২।

সম্পাদকতা [স বি সম্পাদকের কাজ। 'যিনি সম্পাদকতা করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও গায়।' দর্পণ, ১৮৩১।

সম্পাদকি [স সম্পাদক+] বি সম্পাদনার কাজ। 'অল্প বয়সে সম্পাদকি নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সম্পাদকীয় [স সম্পাদকীয়] ১ বি সম্পাদকের কাজ; সম্পাদনা। 'লেখা বেছে নিতে না জানলে সম্পাদকী করি কোন সাহসে?' প্রমথ, ১৯২৭। ২ বি সম্পাদক ব্যবহার করে এমন। 'সম্পাদকী টেবিলে গোড়া নাগ বসে আছে।' অরিত্ত, ১৯০১।

সম্পাদকীয় [স] ১ বি সম্পাদকের করণীয়। 'মহাযেদার্থবে নিয়ুজিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম রক্ষার প্রকাশ করিতেছি ...' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৪০। ২ বি পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য ও মতামতের জন্যে নির্ধারিত। 'আহমদী সম্পাদক সম্পাদকীয় তত্ত্ব যাহা লিখিয়াছেন ...' মণোরম, ১৮৮৯। ৩ বি পত্রিকা সম্পাদকের নিবন্ধ। 'অনেক খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ... মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫। 'সম্পাদকীয় লিপি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৬।

সম্পাদকীয় তত্ত্ব [স বি (ইংরেজি এডিটরিয়াল কলামের অনুবাদ) পত্রিকা সম্পাদকের অভিমতসূচক নিবন্ধ ছাড়া হয় পত্রিকার প্রকৃত কলামে। 'বিগত ১৫ই শ্রাবণ আহমদী সম্পাদকীয় তত্ত্ব যাহা লিখিয়াছেন ...' মণোরম, ১৮৮৯।

সম্পাদিকা [স বি স্ত্রী কাব্যনিবাহক। 'যুগ্ম সম্পাদিকা'—মিসেস একে খান।' বেগম, ১৯৪৭।

সম্পাদন [স] ১ বি নির্ধারণ। 'পুস্তকের প্রাধান্য গণনায় অল্পবী ত্রুটি কহেন এ বিধানে দ্বন্দ্বের একত্ব সম্পাদন ...' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সমাধান। 'পুস্তকোক্ত ভাবদুগ্ধকার সম্পাদন হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮২৮। ৩ বি পরিচালন। 'শ্রীমুক্ত ডি এল রিচার্ডসন সাহেব এতৎ পত্রের সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ৪ বি নির্বাহী। 'ভূখ্যায় যখন 'হাথিকারে' হ্রিত করেন, তখন তাঁহারকে নিজগুণে বাসার বায় সম্পাদন করিতে হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৫ বি সৃষ্টি। 'সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া রামধনুর বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে।' কুরুজাবিনী, ১৮৮৫।

সম্পাদন ভার [স বি সম্পাদনার দায়িত্ব। 'ভারতী নামক একটী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করে।' বেগম, ১৯৪৯।

সম্পাদনার্থ [স] ক্রিবি সম্পাদনের জন্যে। 'এই কর্ম সম্পাদনার্থ চৌকিতে বসুন।' দর্পণ, ১৮২২।

সম্পাদনার্থে [স] ক্রিবি সম্পাদনের জন্যে। 'কল্যাণসূচক কার্য-সম্পাদনার্থে গমন করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সম্পাদিত [স] ১ বি সম্পন্ন। 'তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত।' বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বি সম্পাদনকৃত। 'হারানবাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সম্পাশ, **সম্পাস** [স সম-পাশ] ১ ক্রিবি সমীপে। 'দূর হস্তে অগ্নি আসি, কলম সম্পাস।' আলোড়ন, ১৯৬০। ২ ক্রিবি পাশে। 'আনি

দিল্য বদ্বিগাধা থাকিতে সম্পাশ।' সুলতান, ১৭০০।

সম্পট [স] ১ বি অঙ্গলিপার। 'করিয়া সম্পট শামি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অঙ্গর। 'বক্ষের সম্পটে বাঁধি প্রেমসী নারীরে।' আহসান, ১৯৫০।

সম্পূরণ [স বি পূর্ণ। 'যাহা চাহ মম বরে হবে সম্পূরণ।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সম্পূর্ণ [স] বি পূর্ণ। 'সে সময়ে তাঁহার গর্ত নয়মাস সম্পূর্ণ হইয়াছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সম্পূর্ণচিত্ত [স বি সম্পূর্ণ অন্তরকরণ; আন্তরিক ভাব। 'অতি দুঃখের কথাও সম্পূর্ণচিত্তে গ্রহণ করে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

সম্পূর্ণভ [স] বি পূর্ণপূর্ণ। 'পূর্বকথিত পুরোহিত মহাশয়ের গল্প সম্পূর্ণভ মাঠে মারা যায়।' হাসান, ১৯৬৭।

সম্পূর্ণতা [স বি পূর্ণপূর্ণতা। 'তাঁহার নিষ্কাশ ধর্ম সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সম্পূর্ণতাভ [স] বি পূর্ণপূর্ণতা পেয়েছে এমন। 'বর্ষাজলপূর্ণ ভরসিগীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

সম্পূর্ণত্ব [স বি পূর্ণপূর্ণতা। 'মন্ত্র ভাসে বৈদিক উপাসনার সম্পূর্ণত্ব লক্ষিত হয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সম্পূর্ণভাবে [স] ক্রিবি পুরোপুরি। 'সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তনাহীন কবিতা অকল্পনীয়।' শিব, ১৯৭৩।

সম্পূর্ণরূপে [স] ক্রিবি পুরোপুরিভাবে। 'স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সমদান করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সম্পূর্ণাঙ্গ [স] বি কোনো জাতি নেই এমন দেহধারী। 'একজন সম্পূর্ণাঙ্গ মানুষের শরীরের সব-কিছু কার্যকর থাকে সত্ত্বেও সে কানা-বোঁড়া-বোনা-নপুংসক হয়ে পড়েন।' ময়নান, ১৯৬৮।

সম্পূর্ণী [স সম্পূর্ণী বি পূর্ণপূর্ণ। 'সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই।' বচু, ১৫৭০।

সম্পূর্ণী [স সম্পূর্ণী বি পুরো; পুরোপুরি। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

সম্পূর্ণরূপ [স] বি পূর্ণপূর্ণরূপ। 'একটি সম্পূর্ণরূপ আর্থিক বিবৃতি।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

সম্পূর্ণতা [স] বি সম্মিলিত অবস্থা। '... এদের পরস্পর নির্ভরতা ও সম্পূর্ণতাই ফুটে উঠেছে।' আনোয়ার, ১৯৭০।

সম্প্রোষ্য [স] বি পালনীয়। 'দীর্ঘ গ্রন্থ গজ হস্ত স্থানে এই সমুদায় ব্যাপার সম্প্রোষ্য হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

সম্প্রচারিত [স] বি সম্প্রচার হয়েছে এমন। 'সংবাদ সারা শহরে সম্প্রচারিত হয়ে পড়ল।' ওয়ালী, ১৯৪৩।

সম্প্রতি [স] ১ ক্রিবি বর্তমান সময়ে। 'সম্প্রতি আইন মুক্তি কীর্তন কারনে।' বুদ্ধা, ১৫৮০। ২ ক্রিবি যথাস্থি। 'সম্প্রতি আমার ধান নিড়ায়ে এখন।' কেতক, ১৬৫০। ৩ বি সম্ভাবনা। 'কোন মতে জিনিবারে না দেখে সম্প্রতি।' সুলতান, ১৭০০। ৪ ক্রিবি কেবল। 'সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল।' দর্পণ, ১৮১৯। ৫ ক্রিবি কিছুদিন আগে। 'একটি নূতন চিঠিমার লাইন সম্প্রতি বুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সম্প্রতিকার [স] বি সাম্প্রতিক। 'সম্প্রতিকার ঘটনা সকল মনে পড়লে, মনে নিত্যন্ত চঞ্চল হয়।' মাইকেল, ১৮৭৪।

সম্প্রদান [স] ১ বি হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের নিকট কনেকে অর্পণ। 'বর পাই যথার্থবি তনয়া করিয়ে সম্প্রদান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি

সম্প্রদান কারক

কন্যার বিয়ে দেওয়া। 'শ্রীমতি জ্ঞানমণিকে মাহ বৈসাকে সোদরা মহাসয় পার সহিং নাপরাকৌন জাইবেন সম্প্রদান করিব ইহা হির করিআ ...' চিঠিপত্রে, ১৮৩৬।

সম্প্রদান কারক [স] বি বচু ভাগ করে দান করা হয় যে কারকে। 'কর্তা যাহাকে উদ্দেশ করিয়া দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সম্প্রদায় [স] ১ বি গোষ্ঠী; দল। 'এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি' বৃন্দা, ১৫৮০; সম্প্রদায় হেল চকিল গায়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কমিটি; সমষ্টি। 'গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পঙ্কন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় হির ইহায়েছে।' দর্পণ, ১৮১৮। ৩ বি দল। 'এমত নর্তকী প্রায় তিন চারি সম্প্রদায় আইল।' ভাবনী, ১৮২৫। ৪ বি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী। 'বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিয়া শিক্ষা গ্রাহ হন।' জ্ঞানদেব, ১৮৩৮। ৫ বি সমাজ। 'বহিক সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৬ বি জাতি। 'সম্প্রদায় ব্রহ্মদে ভারতে বাঙ্গালিদের বিশেষ বিভেদ আছে।' মশাররফ, ১৮৮৯। ৭ বি মতবিরোধ। 'আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায়ভেদ ইহায়েছে বটে।' অক্ষয়, ১৮৮৮।

সম্প্রদায়গত [স] বিণ গোষ্ঠীভুক্ত। 'অপমানটাকে তাহারা সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।' তারা, ১৯৪২।

সম্প্রদায়-চেতনা [স] বি গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা। 'ভারতীয় সমাজ জীবনে সিংহী বিদ্রোহের পর ... সম্প্রদায়-চেতনা দেখা দিল।' উমর, ১৯৬৬।

সম্প্রদায়প্রবর্তক [স] বি নতুন একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলে যে। 'সম্প্রদায়প্রবর্তক ইন্ডিয়ানদের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সম্প্রদায়বিভাগ [স] বি সম্প্রদায় বিভাজন। 'ভারতবর্ষে শ্রেণী বিভাগের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে এইভাবে দেখা দিল সম্প্রদায়বিভাগ।' উমর, ১৯৬৬।

সম্প্রদায়ভুক্ত [স] বিণ সমাজের অন্তর্গত। 'বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত মূলমামান সাধকরা আউল' হাই, ১৯৫৪।

সম্প্রদায়ী [স] বিণ সম্প্রদায় মতাবলম্বী। 'সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সম্প্রবাহক [স] বিণ পরিবাহক। 'উদ্ভিদের এইরূপ সম্প্রবাহক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই বিজ্ঞানমণ্ডলীর এত দিন বিশ্বাস ছিল।' জগদীশ, ১৯২৬।

সম্প্রভাত [স] বিণ প্রতিভাত। 'সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম।' বকিম, ১৮৭৫।

সম্প্রসারণ [স] ১ বি বিস্তার। 'পৃষ্ঠ পর্ব্বত কপালকুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল।' বকিম, ১৮৬৬। ২ বি প্রসারিতকরণ। 'সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সম্প্রসারণশীল [স] ১ বিণ বিকাসমান। 'সম্প্রসারণশীল শক্তি সমস্ত জগৎকেই ক্রমে প্রাণাতিক প্রভাবের অর্জুত্ব করে।' শিব, ১৯৫৬। ২ বিণ প্রসারণশীল। 'সম্প্রসারণশীল সরকারি ব্যবস্থায় এই শিক্ষিতজনদের নিয়োগ -' শিব, ১৯৫৬।

সম্প্রসারিত [স] বিণ পরিবর্তিত। 'কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাই ইহা পৃষ্ঠ ও সম্প্রসারিত হইতে পারে।' আজাদ, ১৯৫৫।

সম্প্রীতি [স] বিণ আনন্দিত। 'দুজনে সম্প্রীতি হব যেন হীরা হেম।'

রূপরাম, ১৭৫০।

সম্প্রীতি [স] ১ বিণ সুসম্পর্ক। 'বিশেষ সম্প্রীতি হইলে আহারের সুখ তো আছেই সময়াসুয়ারে বিহারও হইবেক।' ভাবনী, ১৮২৮। ২ বি শ্রীতিপূর্ব সম্পর্ক। 'বামী ক্রীতে সম্প্রীতির সম্ভাবনা কি।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সম্প্রীতি-সেতু [স] বি ভাষাবাসানরূপ সেতু। 'তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু উক্তন করিয়া বিবাদ প্রোত প্রবল করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সম্প্রীতিস্থাপন [স] বি শ্রীতিপূর্ব সম্পর্ক সৃষ্টি। 'সম্প্রীতিস্থাপন অল্পদিনের মধ্যেই।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

সম্বৎ [স] সংবৎ বি বছর। '১৮৬১ সম্বৎ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে যবনাধিকারে ৬৫১/৩/২৮ দিন গড় হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০; 'তাহার পর বিক্রমাদিত্যের সম্বতের আদ্য হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সম্বৎসর [স] ১ বি পরিস্পৃহ বহর। 'বৈশাখে হইতে হইল লুণ্ঠ সম্বৎসর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সারা বছর। 'সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়।' হুতোম, ১৮৬১।

সম্বৎসর ক্রিবিণ সারা বছর জুড়ে। 'সম্বৎসরের কেঁদে কাটাতে শরীল খারাপ হবে না একটু?' মনিক, ১৯৩৯।

সম্বন্ধ [স] ১ বি আত্মীয়তা। 'মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাণিয়া মাউলানী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি সম্পর্ক। 'তোরা সময়ে আছে মোর নিয়র সম্বন্ধ।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি বিবাহ। ওয়া, ১৭৮২; 'আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ স্থিতিত আমাকেও অনেকে কহিয়াছে।' কেরি, ১৮০২। ৪ বি বিবাহের সন্তান। 'পিতা জাতিকুল হিঁক করিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২১। ৫ বি বিবাহ সংক্রান্ত আত্মীয়তা। 'তলহি তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কহে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৬ বি বিষয়। 'সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৭ বি মিল; সামঞ্জস্য। 'উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৮ বি (ব্যাকরণ) সম্বন্ধপদ। 'কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধে বহুবচনে বালো প্রায় সমুদয় ...' হাই, ১৯৫৪।

সম্বন্ধচ্যুতি [স] বি সম্পর্কহীনতা। 'জ্ঞানের রাজ্যেও এই সম্বন্ধচ্যুতির উল্লেখ করলে।' ধর্ম্মী, ১৯৩১।

সম্বন্ধজ্ঞান [স] বি সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান। 'কার্য্যকারণের সম্বন্ধজ্ঞানটা বাহ্যজ্ঞানেরই অংশ।' প্রমথ, ১৯২০।

সম্বন্ধজ্ঞাপক [স] বিণ সম্পর্ক প্রকাশক। 'আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মায়।' বকিম, ১৮৭৫।

সম্বন্ধ নির্ণয় [স] ১ বি বিবাহের প্রস্তাব হির বা পাকা করা। 'পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।' রাজীব, ১৮০৫। ২ বি হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মর্যাদার উচ্চ-নীচতা নির্ণয়। দিগ্বিদ্যারায়ণ ভট্টাচার্য, ১৮৭৫।

সম্বন্ধপথ [স] বি সম্পর্কসূত্র। 'অনুপস্থিতির সঙ্গে উপস্থিতির সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সম্বন্ধবদ্ধ [স] বিণ সম্পর্কযুক্ত। 'এসলাম ধর্ম্মের সহিত অপরিসংখ্য সম্বন্ধবদ্ধ গুণ্ড, গোছল ...' ইমান, ১৯০০।

সম্বন্ধবন্ধন [স] বি সম্পর্ক স্থাপন। 'জমিদারগণ প্রজাদিগের সহিত সম্বন্ধবন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' সাধারণী, ১৮৭৪।

সম্বন্ধবাচক [স] বিণ আত্মীয়তা নির্দেশক। 'কতকগুলি জাতিবাচক সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সমগ্রই করি।' প্রমথ, ১৯১৪।

সম্বন্ধবিশিষ্ট [স] **বিশ** সম্পর্কিত। 'তাহারা প্রত্যেকে মিকাদোর সহিত ... সম্বন্ধবিশিষ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সম্বন্ধবিশীন [স] **বিশ** সম্পর্কহীন; সংযোগহীন। 'ভারতবর্ষের প্রয়োদশে করিয়া বহু দূরস্থ সম্বন্ধবিশীন জাতিবাদের দাসবিক্রয় গ্রন্থ।' সোমকাল, ১৮৭৩।

সম্বন্ধ ভাঙা **ক্রি** বিয়ে ঠেকানো। 'আমি ভাবছিলাম, সম্বন্ধ ভাঙি কী করে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সম্বন্ধশক্তি [স] **বি** পারস্পরিক সম্পর্কের শক্তি। 'সে সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তি, সে এী হেঁথের সজ্ঞাশক্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সম্বন্ধে ১ **ক্রি** **বিশ** আত্মীয়তায়। 'শালী সম্বন্ধে সম্বোধন নারায়ণে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **ক্রি** **বিশ** সম্পর্কে। 'নহসি মাউলানী রাখা সম্বন্ধে শালী।' বড়ু, ১৪৫০।

সম্বন্ধি, **সম্বন্ধী** [স **সম্বন্ধী**] ১ **বি** ব্রীর বড়ো ভাই। 'সম্বন্ধি এবং সালা মহাশয় ভাজনেন।' ওস, ১৭৭৯; 'আমার সম্বন্ধী আমাকে দেখায় যেতে লিখেছে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ **বিশ** সম্পর্কিত। 'হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিতৃত ধর্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ...।' দর্পণ, ১৮২২।

সম্বন্ধীয় [স] ১ **বিশ** সম্পর্কিত। 'রামমোহন রায় ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় এ কালীন উপস্থিত ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ **বিশ** বিষয়ক। 'একজন দিলি লোকের ধর্মসম্বন্ধীয় তর্ক উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সম্বন্ধো [স **সম্বন্ধ**] **বি** সংযোগ। 'আমি কহিলাম সম্বন্ধো জীবনাবধি জীবনাবধি সম্পর্ক।' ভবানী, ১৮২৫।

সম্বরণ [স] ১ **বি** সংবরণ। 'সম্বরণ নহে জীবনবাসের ক্রমশঃ বৃদ্ধা, ১৪৮০। ২ **বি** নিবারণ। 'দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।' বলা, ১৪৮০। ৩ **বিশ** সমাপ্ত। 'অবশেষে ইতিহাসের পত্র স্থাপনপূর্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

সম্বরী [স **সম্বরণ**] ১ **ক্রি** প্রশমিত করা। 'তবে ভিমসেন বির আপনা সম্বরী।' মালাধর, ১৫০০। ২ **ক্রি** সংবরণ করা। 'চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে আগয়ান।' চণ্ডী, ১৫৫০। ৩ **ক্রি** গুছিয়ে রাখা। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৪ **ক্রি** সম্যেত করা। 'নিজ অঙ্গ আছাদিয়া রাখন্ত সম্বরী।' সুলতান, ১৭০০। ৫ **ক্রি** ধৈর্য ধরা। 'সম্বর সম্বর প্রাণনাথ।' গিরিশ, ১৮৮৭। **সম্বর** **ক্রি** সংবরণ করে। 'চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে আগয়ান।' চণ্ডী, ১৫৫০। **সম্বরএ** **ক্রি** গুছিয়ে রাখে। 'সম্বরএ গীমহার কটির বসন।' আলোড়ল, ১৬৮০। **সম্বর সম্বর** **ক্রি** ধৈর্য ধরে, ধৈর্য ধরে। 'সম্বর সম্বর প্রাণনাথ।' গিরিশ, ১৮৮৭। **সম্বরী** ১ **ক্রি** প্রশমিত করে। 'তবে ভিমসেন বির আপনা সম্বরী।' মালাধর, ১৫০০। ২ **ক্রি** সম্যেত করে। 'নিজ অঙ্গ আছাদিয়া রাখন্ত সম্বরী।' সুলতান, ১৭০০। **সম্বরীয়া** **ক্রি** সংবরণ করে। 'পঞ্চভূতসিদ্ধি দশ বায়ু সম্বরীয়া।' আলোড়ল, ১৬৮০। **সম্বরী** **ক্রি** সংবরণ করে। 'চন্দ্রাণী বোলয় কেলি কলা না সম্বরী।' আলোড়ল, ১৬৮০।

সম্বরী [স **সম্বর**] **বি** গরম তেলে মশলা ছেড়ে দেওয়া। 'তোমার মুতমালা কেড়ে নিয়ে অথলে সম্বরী দিব।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

সম্বর্তন, **সম্বর্তন** [স] **বি** আবর্তন। 'চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেকদণ্ডের উপর সম্বর্তন করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সম্বর্তনকাল [স] **বি** আবর্তনকাল। 'তদীয় সম্বর্তনকাল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সম্বর্ধনা, **সম্বর্ধনা** [স] **বি** সম্বন্ধনের সাথে অভ্যর্থনা। 'তাহারদিশের যথোপযুক্ত সম্বর্ধনা নামামতেই হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২; 'দলিত হাজার কর্তে বিপ্লবের আভো সম্বর্ধনা।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

সম্বর্ধিত [সম্বর্ধিত] ১ **বিশ** সম্বন্ধান্বিত। 'তাঁরা লীগ মহলের বাইরেই বেশি সম্বর্ধিত হন।' আজাদ, ১৯৪৬। ২ **বিশ** সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে এমন। 'যখনই যেতাম সম্বর্ধিত হতাম।' অচিন্তা, ১৯৫০।

সম্বল [স] ১ **বি** পাশেয়। 'পুরীশোসাক্ষির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ **বি** অর্থ। 'মানে মানে পাঠান সম্বল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ **বি** জীবিকার উপায়। 'দিনের সম্বল হেতু প্রতিদিন বধে পতপাশে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ **বি** যাতায়াত-ব্যয় ও খাদ্যাদি। 'পথের সম্বল দিলে পরিতে বসন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ **বি** কামাই। 'দিনের সম্বল দিবার দিনে খাইবারে।' সুলতান, ১৭০০। ৬ **বি** জীবিকা। 'ঘুটে বেচা আমান সম্বল।' ভারত, ১৭৬০। ৭ **বি** সম্মিত সন্ত্য। 'কাবুল দেশ হইতে সয়দাদার এই দেশে সম্বল ক্রয় করিতে আসিবেন।' চণ্ডীকরণ, ১৮০৫। ৮ **বি** অবলম্বন। 'সম্বল কিছুই নাই মুখে মালাশাটি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ৯ **বি** আহার। 'এই লুচি ব্রাহ্মণের পোঁরের সম্বল।' ওস, ১৮৫৮। ১০ **বি** আসল। 'এই ধরগিরি যাহা সম্বল।' নজরুল, ১৯২৬। ১১ **বি** একমাত্র অবলম্বন। 'মানুষের সম্বল নৌকা।' মানিক, ১৯৩৬।

সম্বলবিশিষ্ট [স] **বিশ** অবলম্ব্যসম্পন্ন; ধনী। 'কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সম্বলিত [স] ১ **বিশ** সংবলিত; রয়েছে এমন। 'প্রসন্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ **বিশ** সংযোজিত। 'ইসলামী ভাবাদর্শ সম্বলিত মুসলিম ইতিহাসের ছোটোখাটো ঘটনাকে।' হাই, ১৯৫৪।

সম্বা [স **সম্ব**] ১ **ক্রি** ঢোকা। 'তাত না সম্বাএ চুরী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ **ক্রি** মিলিত হওয়া। 'তক পক্ষ সকলে সম্বায় হয়ে সুখে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সম্বাদ [স] **বি** খবর। 'জানাইল বকল কথা সম্বাদ প্রস্তুত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সম্বাদপত্র [স] **বি** সংবাদপত্র। 'মেজলির সাহেবেরদিশের পোচার্বে সম্বাদপত্র পাঠাইবে।' দর্পণ, ১৮২৪।

সম্বাদী **ক্রি** সংবাদ দেওয়া। 'অব জদি জাই সম্বাদহ কান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সম্বাহা ১ **ক্রি** সম্বাহণ। ২ **ক্রি** সম্বাহণ **ক্রি** সম্বাহণ করে। 'কৃষ্ণি সবে সম্বাহা দিলি জেনে মতে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **সম্বাহবে** **ক্রি** সম্বাহন করে। 'মুদ্র মুদ্র ভাবে সম্বাহব বরন্তু।' মুরারি, ১৫৭০। **সম্বাহি** **ক্রি** সম্বাহণ করে। 'পরম সন্তোষ হইল অজ্ঞান সম্বাহি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **সম্বাহিব** **ক্রি** সম্বাহণ জানাবো। 'আগি তোমো সম্বাহিব নিজ সেসে গীয়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **সম্বাহিয়া** **ক্রি** **বিশ** সম্বাহণ করে। 'তক সম্বাহিয়া আইল আশানা সেসএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **সম্বাহিল** **ক্রি** সম্বাহণ করলো। 'ধৃতরট্টে আদি করি কৃষ্ণি সম্বাহিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সম্বিত, **সম্বিত** [স] ১ **বিশ** চেতনাতুষ্ণ। 'অবর হেরি রহল ধনি সম্বিত কশিত ঘন ঘন অঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ **বি** জ্ঞান। 'ভার সম্বিত ফিরে আসে।' শিবরাম, ১৯৫০; 'ফিরে গেতে চায় না সম্বিত।' ফরকুশ, ১৯৬৩।

সম্বিতমান [স] **বিশ** সজ্ঞান। 'খবর পাঠাবার মত সম্বিতমান লোক ও-ই তো একমাত্র।' মুলতাব, ১৯৬০।

সম্বন্ধহারা [স] *বিপ* অচেতন। 'সে যেন সম্বন্ধহারা হইয়া পড়িল।' *বিজুতি*, ১৯৩১।

সম্বিদা [স] *বি* গীজা। 'মদারি-সম্প্রদায়ী লোকের জটাদারণ, ভাষ্যলপন, অগ্নিসেবন ও প্রচুর পরিমাণে সম্বিদা সেবন করিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্বিদাসেবন [স] *বি* গীজার ধোয়া পান। 'বীরাচারী শাস্তসম্প্রদায়ের সারসেবনের ন্যায় শৈবদিগের সম্বিদাসেবন ইষ্ট-সামান্যর একটি অঙ্গবিশেষ।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

সম্বিধান [স] *বি* ব্যবস্থা; সংস্থান। 'তবে কৃষ্টি করিলেক অল্প সম্বিধান।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্বৃত [স] *সংবৃত্ত* *বিপ* ঢাকা। 'অঘরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪।

সম্বুদ্ধি [স] *বি* সম্যক বর্ধন। 'বাহিরের যোগে তার সম্বুদ্ধি ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সম্বেষণ [স] *সংবেদন* *বি* সংবেদন। 'সম্বেষণে সর্বত্র বিচারেতে অলক্ষ্য লক্ষণ ন জাই।' *চর্য্য* ১৫, ১২০০।

সম্বেদন [স] *বি* অনুভব। 'মনোবুদ্ধির এই ছড়িয়ে-পড়া রসলোপণ পাভাগুলির সম্বেদনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

সম্বেস *বিপ* নিদ্রা। 'শার্দূল অশন পেয়ে সম্বেস গেলিল।' *মানিকরাম*, ১৮৮১।

সম্বেখন [স] *বি* সম্বেষণ। 'যবে মা বলিয়া তোমারে করিব সম্বেখন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'তাদের সার সার বলে সম্বেখন করতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্বেখনী [স] *বি* আহ্বান। 'শুভলে বাজে তব সম্বেখনী।' *নন্দকল*, ১৯০১।

সম্বেখনা [স] *সংবেদন* ১। *ক্রি* সম্বেখন করা। 'শালী সম্বেখন সম্বেখনা নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২। *ক্রি* সম্বেখন করা। 'পবন সম্বেখনা বাহুরে।' *বাহুরাম*, ১৬৫০। **সম্বেখন** *ক্রি* সম্বেখন করা। 'শালী সম্বেখন সম্বেখনা নারায়ণে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বেখি** *ক্রি* সম্বেখন করে। 'পবন সম্বেখি বোলে হতবুদ্ধি।' *বাহুরাম*, ১৬৫০। **সম্বেখি** *ক্রি* সম্বেখন করে। 'জন্মোজয় সম্বেখি আ বলিলেক পুনি।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্বেখি** *ক্রি* সম্বেখন করে। 'বড়ারিক সম্বেখি এ বুলিল চলে।' *বড়ু*, ১৪৫০। **সম্বেখি** *ক্রি* সম্বেখন করে। 'কোরেণ সর্বল সম্বেখিয়া দুঃখ-মা এ শিতক কোলেত করি নিজ গৃহে যাএ।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্বেখে** *ক্রি* *বিপ* সাক্ষ্য; প্রবোধে। 'বিপি কাহ সম্বেখে গমন তোর নাই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সম্বেখিত [স] *বিপ* ডাকা হয়েছে এমন। 'কসাই নামেও সম্বেখিত হইতেন না।' *মহাররক*, ১৮৮৯।

সম্বন্ধি [স] *সম্বন্ধী* *বি* স্বীয় বড়ো ভাই। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সম্বব [স] ১। *বি* সম্ভাবনা। 'বড়ু পুনে সম্বব আদর যুরারি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২। *বিপ* হতে পারে এমন। 'অসম্ভবও সম্ববজ্ঞান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮। ৩। *বিপ* বাস্তব। 'সহস্র রকমের সম্বব অসম্বব গল্প তৈরি রেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৪। *বি* সম্ভাবনার স্তর। 'বাস্তব থেকে সম্ববে পৌছানার যে আকৃতি তা থেকে রোমাণ্টিক মোজারের উদ্ভব।' *শিব*, ১৪৫০।

সম্ববজ্ঞান [স] *বি* হতে পারে এমন অনুভব। 'অসম্ভবও সম্ববজ্ঞান করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

সম্ববতঃ [স] *ক্রি* *বিপ* হয়তো। 'তাহার পুরের নাম বিদর্ভ, যাহার হইতে সম্ববতঃ বিদর্ভদেশের নাম হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সম্ববপর [স] *বিপ* হতে পারে এমন। 'রাক্ষ-নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হওয়া কখনই উচিত ও সম্ববপর নহে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

সম্ববমত [স] *বিপ* করা যেতে পারে এমন। 'সম্ববমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতীতের পরিশ্রম তেমন গঠিত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সম্ববা [স] *সম্বব* >। *ক্রি* সম্বব হওয়া। 'পাঠকের সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্বব হইতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্বা [স] *সম্ব* >। *ক্রি* প্রবেশ করা। **সম্বাইল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'বাসে সম্বাইল উদর ছাড়াই বাহুরে।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্বায়** *ক্রি* প্রবেশ করে। 'কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সম্বায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। **সম্বায়ল** *ক্রি* প্রবেশ করলো। 'তড়িত লতাতলে তিমির সম্বায়ল আঁতরে সুসুখি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্বাবনা [স] ১। *বি* সম্ভব; সংস্থান। 'চারি কড়ার সম্বাবনা তোমার ঘরে নাঞি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সম্বাবনা কেবল বলদ।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২। *বি* খোঁজা। 'আমার বিরচনায় তাহার এমন কিছু সম্বাবনা নাই।' *তারিণী*, ১৮০৩। ৩। *বি* হবে বা ঘটবে এমন ভাব। 'ব্যবাদির প্রান্তির সম্বাবনা আছে।' *দর্পণ*, ১৮২৪। ৪। *বি* আশা। 'প্রাচীনদিগের লিখিত সমস্ত শাস্ত্র ... মনঃপূত হইবার সম্বাবনা নাই।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ৫। *বি* শঙ্কা। 'আরো একটা ভয়কের সম্বাবনার কথা মনে উদয় হল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩। ৬। *ক্রি* উপক্রম। 'বিবাহের সম্বাবনামায়েই কি সেটা ডাকিয়া যায় না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সম্বাবি [স] *সম্বাবনা* *বি* সম্বাবনা। 'বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে সোধ হইবার সম্বাবি নাই।' *প্রজ্ঞার*, ১৮৩১।

সম্বাবনাপূর্ণ [স] *বিপ* সম্বাবনাময়। 'দৃষ্টি তার সম্বাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে।' *গুণাজেদ*, ১৯৪৩।

সম্বাবনাময় [স] *বিপ* সম্বাবনাপূর্ণ। 'সম্বাবনাময় ভবিষ্যতের ইস্তিত পাওয়া যায়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সম্বাবনারূপে [স] *ক্রি* *বিপ* সম্বাবনা হ'য়ে। '... জ্যোতিষ্কনা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিল সম্বাবনারূপে, অণুরূপে।' *আইয়ুব*, ১৯৭৩।

সম্বাবনাশালী [স] *বিপ* সম্বাবনাময়। 'সেই অশেষ সম্বাবনাশালী ভাষাতে রচিত বাহিত্য কয়েক শতাব্দী ধরে...' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্বাবনানীল [স] *বিপ* সম্বাবনা নেই এমন। 'সাহিত্যের দৃষ্টি সম্বাবনানীল অতীতের দিকে নয়।' *গুণাজেদ*, ১৯৪৩।

সম্বাবনীয়াতা [স] *বি* সম্বাবনাময়তা। 'যেই সম্বাবনীয়াতার ক্ষেত্রে আসা গেল, অমনিই কর্মোচ্ছার উৎস খুলল।' *ধূর্জতি*, ১৯৩১।

সম্বাবিত [স] *বিপ* সম্বব হবে এমন। 'জনপদের অধিক উপকার সম্বাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেন ও ব্যয়ভার ইতি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সম্বাব্য [স] *বি* সম্ববপরতা। 'পরিণাম আর সম্বাব্যের ভয় নিয়ে দিন কাটে নিত্য।' *সুকাণ্ঠ*, ১৯৪৮।

সম্বাব্যতা [স] *বি* সম্ববপরতা। 'বাস্তব মানুষ হইল না, এল সখকের সম্বাব্যতা।' *ধূর্জতি*, ১৯৩১।

সম্বার [স] *বি* প্রণামসম্মি। 'আজি কেন দেখি এত ভেটের সম্বার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্বার *বি* সম্বা; ফৌড়ন। 'ডাল সম্বার দিবার সময় হাঁচিতে হাঁচিতে বেদম হইয়া আসে।' *মানিক*, ১৯৪০।

সম্ভাষা [স সম্বরণ] *ক্রি* সামলাণো। 'কেবা নাচে কেবা গায় সম্ভাষিতে নারে কারো বোলা।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সম্ভাষণ [স সম্ভাষণ] ১ *বি* অভিবাদন। 'অসনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষণ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বি* বক্তা। 'বিজ্ঞান সমস্তই রাজসভায় সম্ভাষণ রূপে থাকিতেন।' *রামরায়*, ১৮০১। ৩ *বি* আলাপ। 'আমাদের সহিত সম্ভাষণ কর না।' *রামরায়*, ১৮০২।

সম্ভাষণ [স] ১ *বি* প্রীতি ও কুশল বিনিময়। 'মাতৃ বহিন সঙ্গে করি সম্ভাষণ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* আমন্ত্রণ। 'রাজ সম্ভাষণে যাই পৌড় শহর।' *রূপরায়*, ১৭৫০। ৩ *বি* অভিযর্থনা। 'সমাপ্ত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সম্ভাষা [স সম্ভাষণ] ১ *বি* আলাপ-আলোচনা। 'সবে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *বি* অভিযর্থনা। 'সম্ভাষা করিল নৃপ করে কহ দিয়া।' *আলোগল*, ১৬৮০। ৩ *বি* আশ্রয়ন। 'মান্য করি লাগিয়া সম্ভাষা করিবারে।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বি* কুশল বিনিময়। 'যৌতুক দেওনের ছলার সম্ভাষা করিলেন।' *রামরায়*, ১৮০১।

সম্ভাষা [স সম্ভাষণ] ১ *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'সম্ভাষিতা মহীপালে কহিব উত্তরকালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *ক্রি* আহ্বান করা। 'যবে প্রণয়-বচনে সম্ভাষিত এ দাসীরে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। **সম্ভাষণ** *ক্রি* সম্বোধন করে। 'জ্যেষ্ঠ ভাই বলিয়া কর্পর সম্ভাষণ।' *রূপরায়*, ১৭৫০। **সম্ভাষি** *ক্রি* সম্বোধন করে। 'জিজ্ঞাসিয়া নৃপতিএ সম্ভাষি সভানরে।' *সুলতান*, ১৭০০। **সম্ভাষিয়া** *ক্রি* অভিবাদন করে। 'যুনি সম্ভাষিয়া রাজা করে নিবেদন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **সম্ভাষিত** *ক্রি* আহ্বান করলে। 'পড়িয়া কবিত্বাবাণী সম্ভাষিত নৃপমুনি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভাষা [স সম্ভাষণ] ১ *ক্রি* সম্ভাষণ করা; সম্বোধন করা। 'তবে ত্যারে কাহ্ন বা সম্ভাষে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *ক্রি* আহ্বান করা। 'নৃপকল্পে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাষিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভাষিল** *ক্রি* আহ্বান করলে। 'বালকরূপে পিতৃ মাতৃ দু'হা সম্ভাষিল।' *মালাধর*, ১৫০০। **সম্ভাষে** *ক্রি* সম্বোধন করে। 'তবে ত্যারে কাহ্ন বা সম্ভাষে।' *বড়*, ১৪৫০।

সম্ভাষা [স সম্ভাষণ] *বি* আলাপ-আলোচনা। 'সম্ভাষা করিতে গেলা বসুদেবের ঘর।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্ভ [স সম্ভ] *বি* হিন্দুদেবতা শিব। 'দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু সম্ভ গরল করু গ্রাসে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভসেধর *বি* কৈলাস পর্বত। 'জনি হেয় নিখিঁত সম্ভসেধর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সম্ভক্ত [স] *বিণ* বাওয়া হয়েছে এমন। 'বায়ুসংসর্গে সম্ভক্ত পূর্বসূত্রে অস্পষ্ট স্মৃতি।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

সম্ভূত [স] *বিণ* জাত; উৎপন্ন। 'উহা যুক্তিফল সম্ভূত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮।

সম্ভূত *হওয়া* *ক্রি* আবির্ভূত হওয়া। 'হরিশ্চন্দ্রপরিহীত হিমকরবন্দনা সীমন্তিনীসমূহ সম্ভূত হয়।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সম্ভেদ [স] ১ *বি* অবস্থা। 'যেহেন সম্ভেদ হই যখন।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বি* গভীর রহস্য ভেদ। 'চণ্ডীর চেতন গভীর রচিয়া সম্ভেদ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সম্ভোক্তা [স] *বি* পাঠক। 'সে যুগের কবিরা নিশ্চিন্ত করে জানতেন তাদের কাব্যের নির্দিষ্ট সম্ভোক্তা কারা।' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভোগ [স] ১ *বি* রতিক্রিয়া। 'কাহ্নাক্রির সম্ভোগ করসে।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বি* উপভোগ। 'সম্ভোগীরা সম্ভোগেতে না হয় সম্ভোগ।' *গুণ*, ১৮৫৮; 'জ্ঞান লাভান্তে, বোধ হয় জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতে

পারেন নাই।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সম্ভোগ করা *ক্রি* উপভোগ করা। 'যবনী বারানসীদিগের যাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভোগতত্ত্ব [স] *বি* ভোগবিলাসবাদ। 'কাণ্ড যখন নিয়মামুগত্যের উপরে অভিতিক্ত হোই দিয়ে রেনেসাঁয়া সম্ভোগতত্ত্বের বিরুদ্ধে যুঁগা নিম্নহস্তকে গ্রহণ করলেন...' *শিব*, ১৯৫০।

সম্ভোগালঙ্কন [স] *বি* রতিক্রিয়া-উত্তর শারীরিক লঙ্ঘন। 'সম্ভোগালঙ্কন প্রভাবতির ব্যক্ত হেল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সম্ভোগশাস্ত্র [স] *বি* রতিবিদ্যা। 'তারা ছিলেন একই সঙ্গে কবি ... ব্যারামকৌশলী, যোদ্ধা এবং খাদ্য, সুরা ও সম্ভোগশাস্ত্রে সুরসিক।' *শিব*, ১৯৫৬।

সম্ভোগসুখ [স] *বি* উপভোগের আনন্দ। 'সম্ভোগসুখ ভগ্নাচ্ছন্ন, অথচ কর্মক্ষমের যাইতেও পা ওঠে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২।

সম্ভোগাত্মক [স] *বিণ* উপভোগ্য। 'শুভ্র ও মিলন বিরহ প্রভৃতি সম্ভোগাত্মক কাঠামোর ভিতর দিয়া।' *হাই*, ১৯৪৪।

সম্ভোগী [স] ১ *বিণ* উপভোগী। 'যে সকল গ্রন্থ বস্তাভাষ্য অনুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়েরা তদুপকার সম্ভোগী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* সম্ভোগকারী। 'সম্ভোগীর সম্ভোগেতে না হয় সম্ভোগ।' *গুণ*, ১৮৫৮।

সম্ভোগি *ক্রি* সম্ভাষণ করা। 'শিব সম্ভোগিয়া গেল চটিকার পাশে।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সম্ভ্রম [স] ১ *বি* সমাদর। 'সম্ভ্রমেত গিয়া রাজা উসার মন্দিরে।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ *বি* ব্যাকুলতা। 'দোহা দেখি মহাশক্তুর হইল সম্ভ্রম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ৩ *বি* শ্রদ্ধা। 'কেহ বলে এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৪ *বি* সম্মান। 'সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সম্ভ্রমপূর্ণ [স] ১ *বিণ* সম্ভ্রম। 'পুরুষেরাও মহিলাদের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হওয়ায় ...' *মোতাহার*, ১৯৩৭। ২ *বিণ* বিনয়পূর্ণ। 'সম্ভ্রমপূর্ণ গান্ধীরের হস্তবশেষ ...' *তারা*, ১৯৪৩।

সম্ভ্রম বাহির হওয়া - (বাস) কৃ-কীর্তি প্রকাশ পাওয়া। 'তোমার সম্ভ্রম বাহির হইলে কত কত বাবু আসিয়া আপনা হইতে কাবু হইবেক।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সম্ভ্রমবিশিষ্ট [স] *বিণ* সম্মানিত। 'যাঁহার কুশীন জামাতা তিনি বংশের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রমবিশিষ্ট হন।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সম্ভ্রমভরে *ক্রি*বিশ্ৰ প্রদান করে। 'সম্ভ্রমভরেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া উত্তর করিয়া প্রণাম করিয়া ...' *তারা*, ১৯৪০।

সম্ভ্রমসূচক [স] *বিণ* শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় এমন। 'রামমোহন রায়ের নিমিত্ত সম্ভ্রমসূচক এক মহাভোজ প্রস্তুত।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সম্ভ্রমভিলাষী [স] *বি* মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করে এমন। 'জনগণ সন্নিধানে য' য' নামে সম্ভ্রমভিলাষী হইয়া ...' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভ্রমভিলাষী হওয়া *ক্রি* মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করা। 'জনগণ সন্নিধানে য' য' নামে সম্ভ্রমভিলাষী হইয়া ...' *ভবানী*, ১৮২৫।

সম্ভ্রমার্শ [স] *ক্রি*বিশ সম্মানের জন্য। 'উইলসন সাহেবের সম্ভ্রমার্শ' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সম্ভ্রমিত [স] *বিণ* সম্মানিত। 'সম্ভ্রমিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জুন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সম্মে-নত বিপ সম্মান প্রাপ্তির ফলে বিনয়ী হয়েছে এমন। 'সম্মে-নত এই ধরা নেবে অজলি পাতি মোদের দান।' নজরুল, ১৯২৯।

সম্মামক [স] বিপ সম্মান জাগায় এমন; সম্মানজনক। 'ওঁহাংর বিষয়ে সম্মামক উল্যোক কিছু করা যায় নাই।' প্রভাকর, ১৮৩০।

সম্মাঙ [স] ১ বিপ সম্মানিত; অভিজাত। 'সম্মাঙ লোকের কারণ নিয়মপর নিরূপিত হইয়াছে।' ডানকন, ১৭৮৪। ২ বিপ মর্যাদাপ্রাপ্ত। 'অনেক বন্ধ কায়ত্ত পূর্ব দেশ ত্যাগ করিয়া যাহার আসিয়া সম্মাঙ হইলেন।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিপ অভিজাত ব্যক্তি। 'এ সভায় সম্মাঙসমূহ সমাগত হইলেন ...।' দর্পণ, ১৮১৯। ৪ বিপ অর্থবিশ্বশালী। 'বহু সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্মাঙ বাণিজ্য্যগারের অসম্মম ও কর্ম বন্ধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৬ বিপ হাউস অব লর্ডসের সদস্য। 'সম্মাঙদের গৃহে একটা সুসজ্জিত সিংহাসন আছে।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫। ৭ বিপ প্রভাবশালী। 'দস্যুত্ববৃত্তিতে সম্মাঙ লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রদত্তি অনেক বিষয় বেশ সভ্যভাবে অজিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সম্মাঙ করা [স] বিপ সম্মানিত করা। 'মহারাজা বসন্তরায় খেতাব দিয়া অতি সম্মাঙ করিয়া ...।' রামরাম, ১৮০১।

সম্মাঙতা [স] বিপ অভিজাত্য। 'যতই সম্মাঙতার তিলকহাণা থাক।' অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

সম্মাঙবংশীয় [স] বিপ অভিজাত বংশের। 'আমি যে একজন বাঙালি সম্মাঙবংশীয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সম্মাঙশালী [স] বিপ মর্যাদাপ্রাপ্ত। 'লোকটি সম্মাঙশালী অভিভাবক।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সম্মাঙা [স] বিপ স্ত্রী অভিজাত। 'একটি গ্রামের জৈনকা সম্মাঙা মোহনেশ মহিলাকে জানি।' বেগম, ১৯৮৮।

সম্মত [স] ১ বি ইচ্ছা। 'মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি রাজি। 'সম্মত হইয়া জদি না বহর মোরে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিপ ন্যায্য। 'আপনকার বিচার সম্মত হয় দেখিয়াইয়া দিবেন।' রামরাম, ১৮০২। ৪ বিপ স্বীকৃত। 'আমরা এই সভ্যদেশ-সম্মত অধিকার প্রাপ্তিকে পৃষ্ঠদেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সম্মত করানো [স] বিপ রাজি করানো। 'একজন রমণী মধ্যস্থ হইয়া উভয় পক্ষকে সম্মত করাইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সম্মত হওয়া ১ বিপ রাজি হওয়া। 'আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাতি নয়টার সময় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিপ উদ্যত হওয়া। 'আমরা যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সম্মতকার্য, সম্মতকার্য [স] বিপ স্বীকৃত কাজ। 'পিতার সম্মতকার্য পৃথিবীতে কে লঙ্ঘন করিতে পারে?' গৌর, ১৮২২।

সম্মতপ্রার্থ্য [স] বিপ প্রায় রাজি। 'মনে মনে, মঙ্গিগুচের প্রার্থনায় সম্মতপ্রার্থ্য হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সম্মতা [স] বিপ স্ত্রী রাজি। 'অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না।' দর্পণ, ১৮১৯।

সম্মতি [স] ১ বি অনুমতি। 'তাহার সম্মতি লৈয়া ভক্তসুখ দিতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'শিব হতে আন গিয়া তাহান সম্মতি।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি অনুকূল মত; সমর্থন। 'বিস্য ব্রোহ্ম কৃপ আদি চারির সম্মতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি নিজের মত। 'সাধেব কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিলেন না।' এডুকেশন, ১৮৮৬। ৪ বি স্বীকৃতি।

'কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সম্মতিপত্র [স] বি অনুমতিপত্র। 'সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

সম্মতিসূচক [স] ১ বিপ সমর্থন আছে এমন। 'এ সিদ্ধান্তে সকলেই একবাক্যে সম্মতিসূচক ভোট দিয়েছেন।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বিপ স্বীকৃতিসূচক। 'সম্মতি-সূচক সায় দিয়াছিলেন।' শওকত, ১৯৫৮।

সম্মতী [স] সম্মতি বি সম্মতি। 'তোরা বোলে না দিলো সম্মতী।' বড়ু, ১৪৫০।

সম্মত্যানুসারে [স] ক্রিবিপ সম্মতি অনুসারে। 'সকলের সম্মত্যানুসারে তাহাদিগকে ... জিজ্ঞাসা করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সম্মত্বসর [স] সম্মত্বসর বিপ সারা বছরের। 'রাত্তরদিন মাসপক্ষ সম্মত্বসর কাশ।' মালধর, ১৫০০।

সম্মতিত [স] সম্মতিত ১ ক্রিবিপ সহকারে। 'অন্য কাপড় মএ জাবার ফর্ম সম্মতিত পাঠাই।' তর্জিত, ১৭৯২। ২ বিপ সংবলিত। 'হরের রকমে ৬৩ ধান ফেরত কাপড় জাচাইয় ফর্ম সম্মতিত পাঠাইয়াছেন।' তর্জিত, ১৭৯২।

সম্মাদ [স] সংবাদ বি ববর; সংবাদ। 'উসার সম্মাদ কীছু কহিব তোমারে।' মালধর, ১৫০০।

সম্মান [স] ১ বি সমাদর। 'সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে।' বড়ু, ১৪৫০: 'আহার্য বিস্তর সম্মান করিল।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি প্রশংসা। 'প্রত্যেক লোকের নিমিত্তে সম্মান পাইবার এই বড় নিচয় পূর্ণ।' তারিণী, ১৮০৩।

সম্মানকর [স] বিপ চাহিদাজনক। 'দম্ভকুণ্টের সম্মানকর স্থান ভর্জিত চিহ্নি একচেটে করিবার উপক্রম করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সম্মানকর্তা, সম্মানকর্তী [স] বি মর্যাদা করে যে। 'সবার সম্মানকর্তা করেন সবার হিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সম্মানকামী [স] বিপ সম্মান-অভিলাষী। 'তবু ঘোঁচা লাগে নীতিবোধে নয়, সম্মানকামী আভিজাত্যবোধে।' কায়সার, ১৯৬৫।

সম্মানজনক [স] বিপ মর্যাদাবিশিষ্ট। তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সম্মাননা [স] বি সম্মানস্বাপন। 'ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না, প্রত্যুত তাহার সম্মাননা করাই হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭: 'যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসুয়জ্ঞ ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সম্মাননীয় [স] বিপ সম্মানিত। 'সমাজ যাহাকে মর্যাদাভাবে সম্মাননীয় করিয়া তোলে, সমাজ তাহারই দ্বারা সম্মানিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সম্মানপ্রাপ্ত [স] বিপ সম্মানিত। 'বিশেষে সম্মানপ্রাপ্ত নৃপতির সম্মান বদেশে লাভব হয়।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

সম্মানবশত [স] ক্রিবিপ সম্মান হেতু। 'স্বর্ধবশত নহে ... নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সম্মানবশত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সম্মানবোধ [স] বি মান-মর্যাদা জ্ঞান। 'তার সম্মানবোধ এবং দায়িত্ববোধ চলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সম্মানভাজন [স] বিপ সম্মানের পাত্র। 'কর্মতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যবিশেষজ্ঞগণের সম্মানভাজন হইয়া উঠিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০: 'রাজারা সম্মানে ... সম্মানভাজন ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সম্মানলঙ্ঘ [স] বিপ সম্মানিত। 'হিন্দু-বঙ্গের বহু সম্মানলঙ্ঘ প্রতিনিধি

মিঃ বি.সি. চ্যাটার্জী।' আজাদ, ১৯৩৬।

সম্মানসূচক [স] ১ বি মর্যাদাসূচক। 'তিনি ... সম্মানসূচক তাৎপল্যবয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ বিণ সৌজন্যমূলক। 'চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা আটপুঠে কাঠ-সভারভার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষার না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সম্মানহানি [স] বি মর্যাদা নষ্ট হওয়া। 'বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীয়দের নোবেদনায় তারাপদকে যখন কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সম্মানহীন [স] বি সম্মান নেই যার। 'আজ এই সম্মানহীনের দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সম্মানান্তিত [স] বিণ সম্মানিত। 'পতিভাগিনকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্তিত করিয়াছেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২।

সম্মানার্হ [স] বিণ সম্মানের যোগ্য। 'যোগ্যসনে যা পরম সম্মানার্হ, সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সম্মানান্ধ [স] বিণ সম্মানের পান্দ। 'সর্বসাধারণের সম্মানান্ধ হইয়া ... কালধাপন করিতে লাগিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সম্মানি [স] সম্মানী) বি কাজের পারিশ্রমিক। 'দিল বস্ত্র বিভূষণে পুত্র-সহ মিশ্রের সম্মানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সম্মানিত [স] বিণ মান্য। 'সম্মানিত ব্যক্তি দলপতি হইয়া থাকেন।' ভাবানী, ১৮২৩।

সম্মানিতা [স] বি স্ত্রী মর্যাদাবান। 'রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সম্মানী [স] ১ বিণ সম্মাননীয়; সম্মানযোগ্য। 'যেহে সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাহাদের জন্যে ঐ ব্যবস্থা।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। ২ বি সম্মান সেবারূপে জনৈক প্রদত্ত উপঢৌকন। 'বিচ্ছিন্ন' সম্পাদক নিজে এসে দশ টাকা সম্মানী দিয়াছিলেন।' মানিক, ১৯৫৬।

সম্মান্য [স] বিণ সম্মানিত। 'এই বিষয়ে লেখকের সম্মান্য মিত্র ... প্রমুখ্য অবগত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সম্মার্জন [স] ১ বি পোষন। 'অক্ষরজলে করে সম্মার্জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরিকারকরণ। 'সম্মার্জন পরিবর্তন করে চলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সম্মার্জনা করা ক্রি পরিকার করা। 'সুপুংহীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জনা করা।' প্রথম, ১৯০৫।

সম্মার্জনা হওয়া ক্রি সংস্কার হওয়া। 'নাচতে গিয়ে যদি উঠানটারও সম্মার্জনা হয়ে যায় তো ভালোই।' অনুদা, ১৯২৮।

সম্মার্জনী, সম্মার্জনী [স] ১ বি পরিকার করার উপকরণ - ঝোটা, কাড় ইত্যাদি। 'কিন্তু ঘটসম্মার্জনী বহুত চাহিয়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তাহাকে সম্মার্জনী গ্রহণ করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'কতই সম্মার্জনীর ব্যবস্থা করিবে।' দীপিকা, ১৮৮৭। ২ বি ঝাঁটার মতো পুছ। 'বাইরে থেকে যখন আসে উচ্ছব্ধি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধমকেহু ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সম্মার্জিত [স] বিণ পরিষ্কৃত। 'একটা সম্মার্জিত ব্রাহ্মণগ্রন্থী পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

সম্মিত' [স] সম্মিত) বিণ চেতনা। 'উঠিল ভদ্রকরাজ সম্মিত গাইয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সম্মিত' [স] বিণ পরিমিত। 'সম্মিত নয়ন তুলি।' জীবন, ১৯২৭।

সম্মিলন [স] ১ বি অনেকের মিলন বা সমবেত হওন। 'চিত্তব্রঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভিত্তি উদ্ভাপন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'যেমনি সম্মিলন, অমনি অস্ত্রের বর্ষণ।' মশারফ, ১৮৮৭; 'বঙ্গদেশের কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪ ২ বি সম্মেলন। 'আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়-বিজয়া সম্মিলন যে একটা নূতন জীবন লইয়া অশ্রুভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সম্মিলনী [স] ১ বি সভা; পরিষদ। 'এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি মিলন। 'মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি সমাবেশ। 'সে কথা বলিবার জন্যে আজ এই সম্মিলনীর আয়োজন।' মনসুর, ১৯৪৫।

সম্মিলিত [স] ১ বি যুক্ত। 'যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায়।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বিণ মিলিত। 'চারি চকু সম্মিলিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয় তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ বিণ একত্র। 'সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি।' বিভূতি, ১৯৩১। ৪ বিণ যৌথ। 'তাদের সম্মিলিত সমর্থন আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৫ বিণ একত্র থাকে এমন। 'যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ [স] বি জাতিসংঘ। 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীস নিকট ...।' আজাদ, ১৯৪৬।

সম্মিশ্রণ [স] সম্মিশ্রণ) বি সম্যকভাবে মিশ্রণ। 'বাতাবিক সম্মিশ্রণ।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'সেই ভালোমানন্দ, স্পষ্ট অস্পষ্ট, ব্যাচ অব্যচ, বার্ষ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে যে আমার মূর্তি তোমাদের প্রকাশ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সম্মিশ্রিত [স] সম্মিশ্রিত) বিণ মিশ্রে গেছে এমন। 'হ্রিগুণ সকল ধূলি সঙ্গে সম্মিশ্রিত।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

সম্মুখ [স] ১ বিণ সামনের। 'খুলনা চতীর পদ করিয়া ডাবনা সম্মুখ-দুয়ারে বহি দিলেন খুলনা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ ক্রিণ সামনে। 'বাহারাম আনি শীত খানক সম্মুখ।' আলগোল, ১৬৮০। ৩ বিণ মুখোমুখি। 'মুদ্রাদে সম্মুখ যুদ্ধে পতিত হইলেন।' হরহাসদ, ১৮৫১; 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু ...।' মাইকেল, ১৬৩১। ৪ বি সম্মুখ ভাগ। 'সম্মুখ হইতে ছাউনিওয়াদা বাঁধা নৌকাগুলো দৈত্যদের পায়ের মাগে বড়ো বড়ো চট্টিজতার মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'মুণ্ডিতের সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে কোথাও কল্পনাকে অপরিষ্কৃত রাখিবার পথ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৫ বি পান। 'সম্মুখ সম্মুখ দিয়ে ধানের ধারা চলছে - এ না হলে মানুষের অপমান হত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সম্মুখ-পানে ক্রিণ সামনের দিকে। 'সম্মুখ-পানে নবমুগ আজি মেঘক উদার দিগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সম্মুখবর্তী, সম্মুখবর্তী [স] সম্মুখবর্তী) বিণ সামনে অবস্থিত; সম্মুখস্থ। 'সম্মুখের সম্মুখবর্তী যাত্রিক লোকদের নিবাসস্থান।' দর্পণ, ১৮২০।

সম্মুখবর্তিনী [স] বিণ স্ত্রী সম্মুখ উপস্থিত। 'বৃদ্ধা সম্মুখবর্তিনী হইবামাত্র, রাজকন্যা সামদরপূর্বক বসিতে আসন দিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সম্মুখবর্তী [স] ১ বিণ সামনে উপস্থিত। 'বীরবর ... তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ সামনে

অবস্থিত। 'কৃষ্ণের সম্মুখবর্তী' অবস্থিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ মুখোমুখি। 'অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনন্দনা পাছরমণীর সম্মুখবর্তী হবারাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সমৃদ্ধ যুদ্ধ [স] বি মুখোমুখি লড়াই। 'মন্ত্রদেব সমৃদ্ধ যুদ্ধে পতিত হইলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

সমৃদ্ধ সন্ধ্যা [স] বি মুখোমুখি লড়াই। 'সমৃদ্ধ সন্ধ্যায়ে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

সমৃদ্ধ-সমর [স] বি মুখোমুখি যুদ্ধ। 'দিত্তিকুল উজ্জ্বলি, কোন মহারথী বিমুখিয়া দেবরাজে সমৃদ্ধ-সমরে বসে?' মাইকেল, ১৮৬০।

সমৃদ্ধহু [স] বিণ সামনে অবস্থিত। 'আমার সমৃদ্ধহু ঐ শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সমৃদ্ধীন [স] বিণ সমৃদ্ধে উপস্থিত। 'আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সমৃদ্ধীন করিয়াছি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সমৃদ্ধে [স সমৃদ্ধ-] ১ ক্রিণিণ সামনে। 'সমৃদ্ধে হসেনপূর গড় পাড়া কত দূর।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তাহাদের সমৃদ্ধে উপস্থিত হইয়া বলিভেজেন।' মশাররক, ১৯০৮। ২ বিণ মুখোমুখি। 'অমিতে কানন মাঝ, সমৃদ্ধে যুবকরাজ।' রামহাসদ, ১৭৮০।

সম্মেলন [স] বি সভা। 'সম্মেলন মোটামুটি সফল হইয়াছিল।' আজাদ, ১৯৪১।

সম্মোদিত [স সম্মোহিত] বিণ সম্মোহিত। 'হেনকালে উম্মর ছায়াদ সম্মোদিত।' বাহরায়, ১৬৫০।

সম্মোহ [স] বি অভ্যস্ত মোহ। 'সম্মোহ পাইল জাতে দেবচক্রপানি।' মালাধর, ১৫০০।

সম্মোহন [স] ১ বি হিন্দু পুরাণমতে কন্দর্পের বাণবিশেষ। 'সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ মোহাবিষ্ট করে এমন। 'সম্মোহন-বীণা করে ধরি, সুকুমার কর্তৃক বধা দেয় আনিবার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি আকর্ষণ। 'উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'অর্থের প্রবলতা বেড়ে 'তুমি আছো এই সম্মোহনে খুলতে যাই মুক্তার তামস।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সম্মোহনশক্তি [স] বি সম্যকভাবে যুদ্ধ করার শক্তি। 'যে দুর্বোধাতা সম্মোহনশক্তির মতো।' মানিক, ১৯৫৫।

সম্মোহিত [স] ১ বি মোহাক। 'যেমন সম্মোহিত ছাড়া কেউ নিজের ব্যক্তিক সমাজে ছাড়তে পারে না।' শরীদুল্লাহ, ১৯৩১। ২ বিণ পরিপূর্ণভাবে বিমুগ্ধ। 'সাক্ষ্য-গৌরবে সম্মোহিত কামাল পাশা কিন্তু এই দুই সাধন-ক্ষেত্রের স্বাভাব্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।' মোহাম্মদী, ১৯৩১।

সম্যক [স সম্যক] ১ ক্রিণিণ পুরোপুরি। 'জীব হওয়া কেবা সম্যক পারে বলিবারে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিণিণ পর্যাণ পরিমাণে। 'ভোজন হইলে আসিয়া দেবিলেক, সম্যক নানা প্রকার ঝোলা।' তাবিগী, ১৮০৩। ৩ বিণ সম্পূর্ণ। 'সম্যক গুণশালি বস্তুও যদি অন্যায়ালব্ধ হয় ...।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫। ৪ ক্রিণিণ ভালোভাবে। 'সর্ব জন্মের সম্যক সুবিদিত আছে।' দর্শন, ১৮২২। ৫ ক্রিণিণ উত্তমরূপে। 'সম্যক বিবেচনা না করিয়া কাঠ আহারে আসিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ৬ বিণ যথাযথ। 'সম্মোহনে আমার আধখানা হলেও সম্যক বোধে যা যে আমার কম যান না।' শিবরাম, ১৯৭০।

সম্যকরূপে [স] ক্রিণিণ পরিপূর্ণভাবে। 'পিরিখিখরের প্রান্তভাগ আর সম্যকরূপে নয়নসোচার হয় না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সম্যগ [স সম্যগ] বিণ সম্পূর্ণ। 'তথাপি সম্যগ উপযোগী একটি প্রবৃতি ...।' বরদর্শন, ১৮৭২।

সম্যগরূপ [স] বিণ পুরোপুরি; সম্পূর্ণ। 'সম্যগরূপে বিদ্রোহিতার নিবারণ।' চাক্রাক্ষর, ১৮৭৩।

সম্যা বিণ শাস্তিদায়ক। মানোএল, ১৭৪৩।

সম্রাজ্ঞী [স] বি রানী। 'পত্না তাদের সম্রাজ্ঞী।' নজরুল, ১৯৩০।

সম্রাট [স] ১ বি রাজাদের রাজা। 'যাগজ্ঞ পূজা ইত্যাদির সম্রাটের আশ্রয়।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি বহু দেশের অধিকারী। 'দুই বংশের রাজাদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন।' মুক্তাভর, ১৮১০। ৩ বিণ শ্রেষ্ঠ। 'পরিকল্পনাটি চিত্রকর-সম্রাট শ্রীমুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।' নজরুল, ১৯২২।

সম্রাটপুত্রী [স] বি সম্রাটের কন্যা। 'সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সম্রাট-সৈন্য [স] বি সম্রাটের সৈন্যবাহিনী। 'সম্রাট-সৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সম্রাটোচিত [স] বিণ সম্রাটের মতো। 'সে সম্রাটোচিত ভগিতে ওটার দিকে চেয়ে চেয়ে পরভ করতে লাগল।' হাসান, ১৯৬৯।

সমুসর্গ [স সংসর্গ] বি মেলামেলা। 'সে তাহারদিশের সমুসর্গ ত্যাগ করিয়া ...।' হাবিগী, ১৮০৩।

সমযত [স] ক্রিণিণ যত্নসহকারে। 'তুলি সমযতে তব কাব্যোদ্যানে ফুল।' মাইকেল, ১৮৬১।

সময় [স] ক্রিণিণ যত্নের সঙ্গে। 'এই তীর্থদেবতার ধবণীর মন্দির-গ্রন্থণে, যে পুজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইবু সযত্ন চয়নে, সায়হের শেষ আয়োজন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সময়পালিত [স] বিণ যত্নের সঙ্গে পালন করা হয়েছে এমন। 'সময়পালিত ঝামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সময়রক্ষিত [স] বিণ অতি যত্নে সংরক্ষিত। 'গোঁড়ার সময়রক্ষিত চিঠিখানি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সময়পালিত [স] বিণ যত্নের সঙ্গে রক্ষিত। 'এটি আমাদের নিজস্ব সময়পালিত উত্তরাধিকার।' শিব, ১৯৫৬।

সময়-সম্বন্ধ [স] বি যত্নের সঙ্গে সঞ্চিত যা। 'নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে জমা-করা, প্রবন্ধনার ভরা নিফলতার সময় সম্বন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সময়-সঞ্চিত [স] বিণ যত্নের সঙ্গে জমানে হয়েছে এমন। 'এই সময়-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল।' শরৎ, ১৯১৭।

সময়ে [স] ক্রিণিণ যত্নের সঙ্গে। 'তিনি সময়ে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সম্যা [স শয্যা] বি বিছানা। 'সিসু স্তন পিএ করে সম্যাতে গমন।' মালাধর, ১৫০০।

সয় [স শত] বিণ শত সংখ্যক। 'ধাইল দ্রুতপদ সোল সয় মহানদ ধাইল বাহাদ বিপাশা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সয় [স সম] ১ ক্রিণিণ সাথে। 'মেঘমালা সয় তড়িতলতা জন্ম হিরদয়ে সেল দই সেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ অবা হতে। 'কতি সয় রঙ্গ ধনি আনলি চোরি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সরচান [স শোন] বি বাজপাখি। 'মাংস হেতু রণ জেন সরচান সরচানে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরযতান [আ শয়তান] বি অস্ত্র অস্তিত্ব; (ইসলাম) ঈশ্বর-বিরোধী কষ্ট সৃষ্টিবিশেষ। 'মুসলমান বলিল - সরযতান, কাফের! তাকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে হইবে।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

সরযতানি, সরযতানী [আ শয়তান] ১ বি পিশাচরূপ শয়তান। 'পিশাচা-সরযতানী।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ২ বি শয়তানের কাজ; অস্ত্র চক্রাস্তমূলক কাজ। 'সরযতানী' বিদ্যা, ১৮৯১।

সরযদাগীর [ফা সওদাগার] বি সওদাগর; বণিক। 'এক সরযদাগরকে তাহার নিকট পাঠাই।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫।

সরযন [স শয়ন] বি শয়ন। 'না করিহ পাঠে সরযনে।' বড়ু, ১৪৫০।

সরযন গুর বি শয্যার প্রান্ত। 'সৃতি রহিল রাগি সরযন গুর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সরযন ঘর বি শয়নগৃহ; শোবার ঘর। 'একই নীন রাতের মধ্যে একই জোনকে সরযন ঘরে লইয়া সরযন করায়।' হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

সরযনতল [স শয়ন-তল] বি শয্যাতল। 'সবি পরবোধি সরযনতল আনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সরযমড়া [স শব+মড়া] বি শবমৃত। 'চৌষটি যোগিনী সঙ্গে সাজে সরযমড়া।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সরযম্বর [সি বি আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভিতর থেকে কন্যার নিজের পাত্র নিত্যান। 'লঙ্ঘনের দিব বিভা সরযম্বর রচিয়া।' মাসাধার, ১৫০০।

সরযলাপ [আ সয়ল+ফা আব] বি নিগ্রপেশ। 'কেহ ঘরে ঢুকিয়া-কুকু খুলিয়া সরাপ সরযলাপ করিল।' ভবানী, ১৮২৫।

সরযলাব [আ সয়ল+ফা আব] বি প্রাবিত। 'দুর্ঘিহা পানিতে সরযলাব হয়ে যেত।' নজরুল, ১৯২২।

সর্যা [স সখা] বি বন্ধু। 'সয়ার মন ভুলাতে আমি এক ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুনটি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সরয়া [স সকল] ১ বিণ সকল। 'তান ঘরম্ জন্মিয়াছে সরয়া সংসার।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি সংসার। 'সকল সরয়া রেখা স্বর্গবাস গেল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সরয়ালসুখ [স সকলসুখ] বি সংসারসুখ। 'সকল সরয়ালসুখ সব থাকে পত্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সরয়ালি [আ সওয়ালা] বি প্রপ্ন। 'আপুনি রামাই পার করিল সরয়াল।' রামাই, ১৭১০।

সরয়ালি [স সখী] বি বন্ধুত্ব। 'সরয়ালি পাতায় গৌড়া ভাই সনে, বাজায় সুবহর বীণ।' জসীম, ১৯৩১।

সরয়েখা কাঁচ সওয়া

সরে যাওয়া চ সওয়া

সরয়া [স নী] ক্রি গুরে। 'অধিক দিক বলে ছোট হয়্যা গুনিস দুবলা রয়াছি সরয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরয়ার - সইয়ের। 'খুদ কিছু ধার নিহ সরয়ার ভবনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সর [স শর] বি বাণ। 'মনে মনমথ সর আরতী রসিক কাহাঞি কইল যুগুতী।' বড়ু, ১৪৫০।

সরসদ্বাণ [স সরসদ্বান] বি তিরি নিক্ষেপ। 'একে সরসদ্বাণে বিদ্ধ পরম নিবাসে।' চণ্ডী ২৮, ১২০০।

সর [সি] ১ বি স্থান-দেওয়া দুধের উপরে জমাত বেঁধে যে পুরু তর তৈ হয়। 'ঘৃত দধি দুধ সর নবনী পিষ্টক।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আস বহ। 'এবাদ আছে, জাশের মা গলা পায় না, জাশের কুপায়াই।' মাছের মুড়া আর দুধের সর পায়? রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি স্ত্রী অন্তর। 'যেই শৈবালের সর পড়ে আসছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

সরগড়া বিণ আন্তর পড়ে আছে এমন। 'পরিচ্ছার কাপো সরগ জল।' হাসান, ১৯৭৪।

সরগুরিয়া বি দুধের সর দিয়ে তৈরি মিষ্টান্নবিশেষ। 'সেটি সরপুরি নয়।' প্রমথ, ১৯৬১।

সরপুলী বি সরের পুর দেওয়া পুলি পিঠা। 'রসামৃত সরভাজা অ সরপুলী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সরভাজা বি মালাই; সর ভেজে তৈরি একপ্রকার মিঠাই। 'রসামু সরভাজা আর সরপুলী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সর, সর [স সর] বি সরোবর। 'রক্তোৎসব আসে যেন নীল স মাঝে।' চণ্ডী, ১৫৫০; 'উক্লুণ করিকর নাভি গভীর সর।' মুকুন্দ ১৬০০।

সর-উর [স সর] বি সরোবরের বন্ধ। 'ফুটল শতদল সর-ই মাঝে।' বরদর্শন, ১৮৭৪।

সরসংশোভিনী [সি] বিণ সরোবর শোভা করে এমন। 'কাহ বিহাশল তাপে তাপিত সে সরসংশোভিনী।' মাইকেল, ১৮৬১।

সরবর [স সরোবর] বি সরোবর। 'সরবর ভাজিঅ ভোখী খা মোলাশ।' চণ্ডী ১০, ১২০০।

সরভালা বিণ পুরুভাজা। 'সরভালা পাড় আর বন্যভাসানো ক্ষেত ওয়ালা, ১৯৮৮।

সরোবর [স সরোবর] বি সরোবর। 'হংস রএ সরোবরে শুআ পাঙ্করে।' বড়ু, ১৪৫০।

সরোঅরময়ী [স সরোবরময়ী] বিণ সরসীলীনা। 'সুন্দরি রাখা সরোঅরময়ী।' বড়ু, ১৪৫০।

সর [সি] বি স্যার; ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত উচ্চ খেতাববিশেষ। 'সর ডেবি আক্তরগোনি সাহেব।' দর্পণ, ১৮২৮।

সর [স শর] বি নল-বাণ্ডার গাছ। 'কাটার মধ্যে হইতে এক অগ্নি নিপ হইবেক যে লবনার সর বৃক্ষদিকেও গ্রাস করিবেক।' তারিণী ১৮০৩।

সরঅ [স সকল] বিণ সকল। 'সরঅ নারী মাঝে উজিল চীরা।' চণ্ডী ১২০০।

সরংজাম [ফা সরআনজাম] বি সরঞ্জাম। 'এই সকল সরংজাম লইব মুটিয়া মজুর ও বেহার দশ হাজার।' দর্পণ, ১৮১৯।

সরকার [ফা] ১ বি জমিদার। 'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বংশানাম-বিশেষ। 'রাঢ়ে বসে সুসচার পদ যে সরকার।' পেশ্বর, ১৬০০। ৩ বি মধ্যবৃত্তভাগী। 'বহ সর করতলে।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৪ বি দক্ষতর। 'আমি সাহেবে সরকারে দশ হাজার টাকা কর্ম্ম করিয়া ...' ওর্গা, ১৭৮২। ৫ গুরু। ওর্গা, ১৭৮৫। ৬ বি দেশপরিচাল্যকারী রাষ্ট্রীয় কাঠামে 'প্রজিন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরি; হইল।' দর্পণ, ১৮১৯। ৭ বি হিসাবরক্ষক। 'সরকার ও মা দৌবারিক প্রভৃতির বেতন নান সংখ্যায় ৭০ টাকা।' জ্ঞানাবেষ ১৮৩৪; 'একদল ছাত্র আমহ ... গৃহস্থঘরের বাজার-সরকার প্রভৃ

কাছে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৮ বি রাষ্ট্র।
'যুরোপীয় শক্তির ভাঙার স্টেট অর্থাৎ সরকার।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সরকার-ই-আলা বি সরকারের প্রধান ব্যক্তি।' দ্বিতীয় তখনশীন সরকার-ই-আলা।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

সরকারগিরি [ফা সরকার+গা গিরি] বি আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ; হিসাব শেখার কাজ। 'রাজা ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্ণের ঘারা ...' লর্ণণ, ১৮৩০।

সরকারবাহাদুর [ফা বি সম্মানিত সরকার। 'একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সরকারবিরোধী [ফা সরকার+স বিরোধী] বি সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারী। 'সরকারবিরোধী সোমেশ্বরকে তিনি ঘরেও রাখেন নাই।' তারা, ১৯৪০।

সরকারলোক [ফা সরকার+স লোক] বি সরকারি কর্মচারী। 'সরকারলোকে কিছু খুস দিয়া ও মীলের দানন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে।' লর্ণণ, ১৮২২।

সরকারি, সরকারী [ফা সরকার+] ১ বি সরকারি কর্তৃক নির্ধারিত। 'কাপড় সরকারি গোছদে দাখিল না করে জদি।' হ্যালেনহেড, ১৭৭৩। ২ বি সাধারণের; সকলের। 'নিজে হই সরকারী মুটে।' রামশ্রদা, ১৭৮০। ৩ বি রাষ্ট্রীয়; সরকারের। 'সরকারি বায়ে প্রত্যক বেহারাকে একই টা ঘড়ী দেওয়া যায়।' লর্ণণ, ১৮২৭। ৪ বি আদায় ও ব্যয়ের হিসাব রাখার কাজ। 'বোধ হয় গুরুত্বশায়গিরি অপেক্ষা সরকারি ভালো।' প্যারী, ১৮৫৮। ৫ বি রেলিমিটি অফিস; নিষেধন দফতর। 'সরকারিতে ইহার নকল আছে।' বক্তিম, ১৮৭৮; 'কিছু বা দরওয়ানজীকে দিও, আর কিছু বা সরকারীতে দিও।' বক্তিম, ১৮৮৪। ৬ বি সাধারণ। 'যারা মালজাদা তারা গরু কাছে বড়ো বেশি সরকারি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৭ বি কর্তৃত্ববাদী। 'উভয়েই সরকারী গলায় কথা বলে, ব্যক্তির বেশিষ্টার উপরে ঠায়ারেলার চালাতে ভালোবাসে।' ঘোড়াঘাট, ১৯৫০।

সরকারি ভাষা, সরকারী ভাষা ১ বি প্রধান ভাষা। 'সেই ভাষা বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বি রাষ্ট্রভাষা; দাপ্তরিক ভাষা। 'বাংলা ভাষাকে পূর্ববঙ্গের সরকারী ভাষা ঘোষণা করিয়া ...' বৈশম, ১৯৪৮।

সরকারী খাম বি রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত চিঠিপত্রাদির আচ্ছাদন বা লেফাফা। 'সব সম্বন্ধই কি সরকারী খামের ছাপ-মারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সরকারে আলী বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'এতদোলের নাম হচ্ছে ঝুগা, রঙ, সরকারে আলী, বাসা, সবনাম।' মাহেনগ, ১৯৪৯।

সরক [স] বিপ রক্তাত। 'অথরের কোণে সরক হাসি।' শরৎ, ১৯১৩।

সরখত [ফা বি লিখিত চুক্তি। ওর্সা, ১৭৮২।

সরখতপত্র [ফা সরখত+স পত্র] বি চুক্তিপত্র; শর্তপত্র। 'এতোদর্বে সরখতপত্র দিয়া গেল।' হ্যালেনহেড, ১৭৭২।

সরখেল বি বাঙালি ব্রাহ্মণের বংশনাম-বিশেষ। 'সূর্যদাস সরখেল তার ডাই কৃষ্ণদাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সরগ [স] বি স্বর্ণ। 'আল রাখে জার ধূনী সরগ দুজারে।' বড়, ১৪৫০।

সরগদুআরে বিক্রি স্বর্ণের দরজায়। 'আল রাখে জার ধূনী সরগদুআরে।' বড়, ১৪৫০।

সরগড় বি স্বাভাবিক। 'তা-পর আপনি সরগড় হয়ে যাবে।' নজরুল, ১৯৩০।

সরগরম [ফা] ১ বিপ পরিপূর্ণ। 'টাল মাটাল না করিদে বৈঠকখানা শোকে সরগরম ও জমজমা হয় না।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বিপ জমজমাট। 'এ দিকে রকমারি বাবু বুকে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে।' ছেতাম, ১৮৬১।

সরজনন [হি] বি শল্যচিকিৎসক। 'সুচিকিৎসক শ্রীমুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরকার।' লর্ণণ, ১৮৩১।

সরজমিন, সরজমীন [ফা সরজমিন] ১ বিক্রিণ ঘটনাস্থানে। 'তাহার নকসা সরজমীন দুটে।' ক্যালশে, ১৭৮৭। ২ বিক্রিণ ঘটনাস্থানে উপস্থিত থেকে। 'মীর মুশররফ হসেন কুঠিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন।' মুক্ততাবা, ১৯৬৬।

সরজালা [স শরজালা] বি বাগসমূহ। 'সরজালা করি বৃষ্টি রাখ নারায়ন।' মালানথর, ১৫০০।

সরজু বি একটি নদীর নাম। 'দাইল কুড়ী কানা ধায় গোমতী সরজু কংসাবতী।' মুক্তদ, ১৬০০।

সরজাম [ফা] ১ বি যুদ্ধের আয়োজন। 'এজিদার সরজাম দেখিনু নয়নে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি মালপত্র। ওর্সা, ১৭৮৫।

সরজামি, সরজামী ১ বিপ সরজামসংক্রান্ত। 'ঘরের সরজামী জীনিষ ফর্দে দেখা হইল।' মের্স, ১৭৫৮। ২ বি আদায়কারীর খরচ। 'সরজামি ক্রমশ নগদীর মাইনেটা দেখেন।' তারা, ১৯৪০।

সরগ [স] বি শরণ। 'মতি হারাইলো বুলিতে না জাণো ভইলো তোর বরগে।' বড়, ১৪৫০।

সরণ, সরণী [স] ১ বি পথ। 'আগলয়ে সিংহের সরণি।' মুক্তদ, ১৬০০; 'ওহায় সন্ধ্যায়া গঙ্গা না পান সরণী।' মুক্তদ, ১৬০০; যখন আঁধারে ভরিবে সরণী, তুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ২ বি নিয়ম। 'নাঈজ জানি গীতের সরণি।' রূপরায়, ১৭৫৮।

সরত [আ শরৎ] বি যে নিয়মের ওপর ভিত্তি করে চুক্তি হয়; শর্ত। 'নিলামের সরত মাফক কিম্বত দাখিল করিয়া লয় নাই।' ক্যালশে, ১৭৮৭।

সরতী [স শরৎ] বি বাংলা ঋতুবিশেষ। 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।' মালানথর, ১৫০০।

সরতর বিপ শরৎকালের। 'সরতর কিআ তুরে বসন্তের মালী।' রামাই, ১৭১০।

সরতি [প সতি] বি লটারি। 'আদালতের ঘরে সরতি খেলা হইবেক।' ক্যালশে, ১৭৮৪।

সরদ [স শরৎ] বিপ শরদ; শরৎকালের। 'সরদ সমধর সরিস সুন্দর বদন লোচন সোল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সরদ-চাঁদ বি শরৎকালের চাঁদ। 'জননী-লোচন ফাঁদ বদন সরদ-চাঁদ।' মুক্তদ, ১৬০০।

সরদার [ফা] ১ বি দলপতি। 'সরদার কাছে কাছে তরাসে পলায় পাছে ...' কুম্ভার, ১৭২০; 'বালকদিগের সরদার যটক চক্রবর্তী টেট করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি সেনাপতি। 'তন্মধ্যে ছোলেমানুষের সরদার আমির খুদি।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বিপ দাপুটে। 'কোথাও বা সরদার সরদার কেরানীরা বলাবলি করছে ...' প্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি নেতা। 'গঙ্গাচরণ পাল বিদ্রোহীদিগের সরদার।' সুলভ, ১৮৭০। ৫ বি ডাকাত দলের প্রধান। 'সদার

মহাশয় দেরি না সয়, তোমার আশায় সবাই বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সরদারি [ফা সরদার] ১ বি ফৌজরদালালি। 'খাটের খাটের মঠের ইটের সরদারি টোঁকাদিরি কুয়াচুরি পোষারি করিয়া ...' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি কর্মচারীদের নেতার কাজ। 'কোনখানে এক পাটকলে সে করছেহে সর্দারি' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ৩ বিপ সর্দারির। 'সেই ছেলটাই তালুকদারের সর্দারি পদ পেয়ে, জেলখানাতে মরছে পড়ে দাশা করতে যেরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সরদি গরমি [ফা সর্গ-গরম] বি তাপ-শেতোর আশঙ্কি প্রভাবে স্ট পীড়াবিশেষ। 'সরদি গরমির খায়ে গন্ধ হয় না জো কি?' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

সরন [স স্মরণ] বি মনে করা। 'আপদ কালেতে আশ্রা করিবা সরন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সরনাগাথ [স শরণার্থী] বি আশ্রয়ার্থী। 'সরনাগাথরে পানিষ দুর্গতিরে দয়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

সরনশিখ বি কল্লিত শীপবিশেষ। 'সরনশিখের তীরে তীরে কোথা পাখিরা ধরেছে গান।' ফররুখ, ১৯৪৩।

সরশীপ বি কবিকল্পনায় চিত্রিত শীপ। 'সরশূল মুচুক যন্ত্রকাকে সঙ্গে নিয়ে সরশীপে এসে উঠল।' হাই, ১৯৪৯।

সরপটে [হি সরপট] ক্রিবিপ দ্রুত। 'সভাপতিত মহাশয় সরপটে শিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিশ্বদাললের এবং বিশপক্ষের ব্রাহ্মদের নাম কাটচেন।' হুতম, ১৮৬১।

সরপোট [হি সরপত] বি সরপত তৃণ দিয়ে বুনানো আসন। 'সরপোট বসে খাব খুসী মেয়া খুসী।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

সরপড়া দ্র সর

সরপুরিয়া দ্র সর

সরপুলী দ্র সর

সরপুটি [স সফরী-প্রোষ্ঠী] বি বড়ো আকারের পুটিমাছবিশেষ। 'একটা বড় সরপুটি মাছ।' বিতুতি, ১৯২৯।

সরপেচ [ফা] বি পাগড়ির চারপাশে জড়ানো জরির কিতা। 'ছব দত্ত আড়ালী চামর মোরছল সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল।' জরত, ১৭৬০।

সরপোষ [ফা] বি ঢাকনা। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'একখানা বড় থালায় রাখিয়া উপরে একটা ঝানপোষ বা সরপোষ ঢাকা দেন।' রোকেয়া, ১৯০৪।

সরফরাজ [ফা] ১ বিপ উণ্মুক্ত। 'জেরা মজকুর সরকারের কোনো কার্য পুরনায় সরফরাজ হইতে পরিবেক না।' ক্যালগে, ১৭৯৮। ২ বিপ মাতব্বর। 'বেটা কি সাওণোড় ও সরফরাজ।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৩ বিপ কৃতার্থ। 'তাতে আমি বড়োই সরফরাজ হলাম।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

সরফর্দা বি সংগীতের তালবিশেষ। 'নাচলে দোদার দাদরা তালে/ কারফাতে সরফর্দাতে।' নজরুল, ১৯২৭।

সরফা বি সরকারি। 'সেখানে সরফা ওজন পূর্বমত পাওয়া যায় না।' দর্পণ, ১৮৩৭।

সরবত, **সরবৎ** [আ শরবত] বি শরবত; মিষ্ট নীতল পানীয়। 'আয়েষা মুখে সরবত সিক্ত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'আমিও চা ছেড়ে ... সরবৎ ধরলাম।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

সরবতি [আ শরবত] ১ বি একপ্রকার মসলিন কাপড়। 'বদনবাশ, সরবতি, কাসিয়া, কুম্বীস, ডুরিয়া।' মাহেনও, ১৯৪৯। ২ বি এক প্রকার বড়ো শেখ। 'সেখু গুটা সরবতি/ দাও তা হলে সরবৎ-ই।' অন্নপা, ১৯৫৪।

সরবন্দ [ফা] বি পাগড়ি। 'মালদই নলাটী চিকুপ সরবন্দ।' রামধনসাদ, ১৭৮০।

সরবর দ্র সর

সরবরাহ [ফা] বি জোণান। 'জদি সরবরাহ হুন্দর মত হয় হরগিজ গড়িবেক না।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

সরবরা [ফা সরবরাহ] ১ বি সরবরাহ। 'খাসা হুন্দর ফৈন কাপড় সরবরা হবেক।' তাজি, ১৭৯২। ২ বি পরিশোধ। 'তিন বৎসরে যে বক্রিকর তাহা এ পোলাম হইতে সরবরা হইতে পারে।' রামধন, ১৮০১।

সরবরাহক বিপ সরবরাহকারী। 'ববর সরবরাহক হয় রহমত।' মণীশ, ১৯৬৩।

সরবরাহকার বি সরবরাহকারী। 'বাছের সরবরাহকার ও কর্মকর্তা হইলেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

সরবস [স সর্বথ] বি সর্বথ। 'কানুর বাণীটী দুপুরিয়া ডাকাতি সরবস হরি নিলে।' চিত্রী, ১৬০০।

সরবক্ট [হি] বি কর্মকর্তা। 'কতকগুলি সিবিলা সরবক্টকর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' জ্ঞানাবেশ, ১৮৩৪।

সরভ [স শরভ] বি সিংহের থেকে বহনান আট পা বিশিষ্ট কল্লিত প্রাণীবিশেষ। 'সরভে সরভে ধরে টুসাইয়া মুখে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরভাট্টা দ্র সর

সরভাট্টা দ্র সর

সরম [ফা শরম] ১ বি লজ্জা। 'কুলের করম ধৈর্য ধরম সরম মরম ফাঁসী।' চিত্রী, ১৬০০। ২ বি সন্ত্রম। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সরম-ভিত্ত [ফা শরম+স ভিত্ত] বিপ লজ্জাক্রিষ্ট। 'আনন্দের সরম-ভিত্ত অনুপ্রসঙ্গিকোচে চাপা দেওয়া গেল না।' মানিক, ১৯৩৫।

সরম ভরম [ফা শরম+] বি লাজলজ্জা। 'একটু কি সরম ভরম নাই মনের মইবে?' নরেন্দ্র, ১৯৪৭।

সরমরাট্টা বিপ লাজরাট্টা। 'বসল হঠাৎ ঘোমটা তোমার সরমরাট্টা মুখখানি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সরমশক্তি [ফা শরম+স শক্তি] বিপ সলজ্জ। 'বৃত্তের উপর সে তার সরমশক্তি দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চায়।' বনমুখ, ১৯৬৩।

সরমহারা [ফা শরম+হারা] বিপ লজ্জাহারা। 'এল সরমহারা নিল মরম হরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সরমজান [ফা সরগ্রাম] বি সরগ্রাম; সামগ্রী। 'পুজার সরমজান নগদ দিয়া ...' বোমল, ১৭৭০।

সরভাট্টা [স শরভাট্টা] বি শরভাট্টা। 'সরভাট্টা মোহোদধি করিমু বন্ধন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সরমা [স] বি স্ত্রী কুকুরী। 'সরমাকে নগ্ন করে সারমেরদের ...' জীবন, ১৯৪০।

সরমাই [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'অর্দ্রা - সরমা - রোহিণী - বাণরাজা ...' জীবন, ১৯৩০।

সরমেলা [স শরমেলা] বিপ লঙ্কিত। 'এই কথা শুনিয়া সরমেলা হইল আলী।' রবীন্দ্র, ১৭৬৫।

সরমু, সরমু [স সরমু] বি নদীবিশেষ। 'মাধবেন্দ্র চলিয়া সরমু দেখিবারে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ধাইল দ্রুতপদ ঘোল শয় মহানদ সরমু ধায় বেগজতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরল [স ১ বি শাল গাছ। 'সরল ভালা ভিলোল।' বড়, ১৪৫০। ২ বি অকপট। 'আমরা সরল পিরীতি গরল লাগিল আমায়াময়।' চক্ৰ, ১৫৭০। ৩ বি শান্তি। 'হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবিকি সরল।' কুজলাস, ১৫৮০। ৪ বি পবিত্রতা। ওর্সা, ১৭৮৫। ৫ বি নরম স্বভাব। ওর্সা, ১৭৮৫। ৬ বি সোজা। 'রাজপথের ন্যায় সরল সমস্ত প্রশস্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৭ বি সহজ। 'সরল হয়ে করবি কবে ফকিরি।' লালন, ১৮৯০।

সরল কথা [স বি সাধারণ কথাবার্তা। 'সর্বদা সরল কথা মুখে।' ভবানী, ১৮২৫।

সরলচিত্ত [স বি অকপট হৃদয়; উদার মন। 'সরলচিত্তে তোমার হস্তে গ্রাণ সর্মপণ করিলাম।' উমেশ, ১৮৫৭।

সরলতা [স বি উদারতা। 'পরন্তু হইয়া সরলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

সরলতাব্যঞ্জক [স বি সারল্য প্রকাশক। 'দেশের কুলী-মন্ডরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি।' অন্নদা, ১৯২৯।

সরলতাময় [স বি অকপট। 'বাল্য অচ্যুতায় সরলতাময়।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

সরলপাঠা [স বি সহজে পড়া যায় এমন। 'সরলপাঠা ইংরেজি জ্যোতিষ্মত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সরলপুটি [স সরল-প্রোচী] বি মাছবিশেষ। 'রূপালি রঙের সরলপুটি।' অবন, ১৮৯৬।

সরলপ্রকৃতি [স বি সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কতস্থানে দেখেছি।' অন্নদা, ১৯২৯।

সরলপ্রাণ [স বি অকপটচিত্ত। 'বড়ই সরলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, গীরভক্ত লোক।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সরলপ্রাণী [স বি উদারমনা। 'সরলপ্রাণা নইমা স্বামীর মনের এ সব খবর জানে না।' মনসু, ১৯৫৫।

সরল বিশ্বাস [স বি কুটিলতাহীন বিশ্বাস। 'আপনার সেই সরল বিশ্বাসের উপর আমি প্রভাব রাখা করেছিলাম।' গিরিশ, ১৮৯৬।

সরলবিশ্বাসী [স বি অকপটে বিশ্বাস করে এমন। 'এই অশিক্ষিত সরলবিশ্বাসী পরের মানুষ মেরোও তার বাবার কত হিতৈষী।' মনসু, ১৯৫৩।

সরলরোখা [স বি এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু পর্যন্ত দিক পরিবর্তন না-করা বিকৃত রেখা। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরোখাক্রমে প্রাবৃত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সরলরোখাক্রমে [স ক্রিবিপ সোজাসুজিভাবে। 'ইহারা ঠিক পুরোভাগে সরলরোখাক্রমে প্রাবৃত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সরলরৈখিক [স ১ বি নির্ভ্রুট। 'ব্যাপারটি সহজ ও সরলরৈখিক করিয়া নিলেই হয়।' আজাদ, ১৯৬৪। ২ বি সরল রেখার মতো। 'সরল রৈখিক নীল কটন ইম্পাত।' শামসুল, ১৯৬৯।

সরল শান্তি [স বি সহজ শান্তি। 'ঘুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র,

১৮৯৭।

সরলস্বভাব [স বি অকপট সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'ন্যায় পথপ্রায়ী সরলস্বভাব কৃষক।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'সরলস্বভাব কুরঙ্গ।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সরল-স্বভাবা [স ১ বি অকপট সরল স্বভাবযুক্ত। 'ধর্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়মুগালা।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩। ২ বি কুটিলতা জানে না এমন স্বভাবের। 'হরিশীর মতো চকিত নয়না, মেঘের মতো সরলস্বভাবা।' হাসান, ১৯৬৩।

সরলহৃদয় [স ১ বি অকপট মন। 'সত্য পরিচর্যা ও বিকৃত সরলহৃদয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি সরলমনা। 'সরলহৃদয় উদারচিত্ত পরেশবাবু কত সমাদরের সহিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সরলহৃদয়া [স বি অকপট সরলমনা; অকপট। 'সরলহৃদয়া সাক্ষী তোমাকে ... আশ্রয় করিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সরলা [স বি অকপট সরল স্বভাববিশিষ্ট। 'সরলা সীমন্ত যেন সুধীর সরলা।' আলিওল, ১৬৮০।

সরলাভ্যকরণ [স বি কুটিলতা নেই এমন অন্তঃকরণবিশিষ্ট। 'প্রিয়বাদী সত্যকির সরলাভ্যকরণ প্রধান২ লোকেরদিগকে।' রামরায়, ১৮০১।

সরলীকরণ [স বি সাধারণীকরণ। 'ধার্মিকদের মতো তাদের মনও সরলীকরণের দিকে।' মোতাহের, ১৯৫০।

সরষা, সরষা [স বি সর্ষাপ বি সরিষা। 'সরষার তেল।' মানোএল, ১৭৪৩।

সরষেখেত বি সরিষার খেত। 'রাতার ধারে ... আশুদ-লাশ্য সরষেখেত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সরষেফুল দেখা দিলেহার হওয়া। 'আমরা বলে তাই এক একদিন সরষেফুল দেখি।' বিভূতি, ১৯০১।

সরস [স ১ বি রসপূর্ণ। 'বারেক কাঙ্কের কর সরস রীত।' বড়, ১৪৫০। ২ বি রসিক। 'সংগীণ পরসে সরস যদি হোই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ৩ বি কীচা। 'দোখও সরস গুয়া বিভূবিধা গান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি উন্নত মানের। 'জদি তাজি খবরদার না হয় ও কাপড় সরস না করে ...' হ্যাংলডে, ১৭৭৩। ৫ বি সতেজ। 'মানস-সরসে সরস কমলকুল বিকশিত যথা।' মাইকেল, ১৮৬১। ৬ বি সিক্ত। 'কৃপানির্বর পড়িছে অরিয়া/ শত শত দেশ সরস করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৭ বি মনোহর। 'নিভা জাগে সরস সংগীত মধুরিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৮ বি রসসিক্ত। 'মাটি যত সরস থাকে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সরসচিটা [স সরসচিত্ত] বি সরসচিত্ত। 'কালভেত্ত রুজিতা আনন্দে সরসচিটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরসতর বিপ অতি সরস। 'তুচ্ছ হৃদয় করো প্রেমে সরসতর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সরসতা [স বি রসপূর্ণতা। 'তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিহেতন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সরস রকম [স সরস+আ রকম] বি উন্নত মানের। 'কাপড়ের রকম ... জেন নবদা সহি সরস রকম হয়।' হ্যাংলডে, ১৭৭৩।

সরসহৃদয় [স বি হৃষ্টচিত্ত। 'সরসহৃদয়ে যদি বগড়ির কুজরায়।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সরস [স বি সরোবর। 'মানস-সরসে সরস কমলকুল।' মাইকেল, ১৮৬১।

সরসডি়ি বি সড়সডি়ি; শুকনা সিদ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষ। 'চড়চডি়ি সরসডি়ি পোড়া আর ভাজা।' তত, ১৮৫৮।

সরসদ্বাণী দ্র সর

সরসর [ধন্য] ১ বিণ অবিরাম সর শব্দকারী। 'গিরগিটি সরসর শব্দে ছুটিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি বায়ুহবাহরে ফলে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের আঙ্গাঙ্গলে সৃষ্ট শব্দ। 'শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সরসা [স] বিণ ক্রী রসাণো। 'কতু মধ্যে সরসা বরষা মনে গণি।' তত, ১৮৫৮।

সরসিআ [স সরস] বিণ রসাণো। 'নরশির ঝায় জেন সরসিআ গুয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরসী [স সরস] ১ ক্রি সজীব হওয়া। 'নিশির শিশিরবিন্দু সরসে যেমতি প্রসন্ন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ ক্রি রসযুক্ত হওয়া। 'শাখায় বন্ধলে পরে উঠি সরসিয়া নিশিচ জীবনরসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রি আনন্দ দান করা। 'মধুরজনীতে রেখে সরসিয়া ঘোহের মদির জলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সরসিজ [স] বি পদ্য। 'সরসিজ খাইল গজে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরসিজ্ঞাসন [স] বি পদ্যাসন। 'বাশীকি দেবিলেন সবিতুমন্তল-মধ্যবর্তী সরসিজ্ঞাসন ... শঙ্খচক্রধারী মুরারি বিরাজ করিতেছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সরসী [স সরস] বি রসিক। মামোএল, ১৭৪৩।

সরসী [স] বি সরোবর। 'নিশীথে চন্দ্রিয়া যথা সরসীর জলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সরসী-আরশি [স সরসী+স আদর্শিকা] বি সরসীরূপ আরশি; জলরূপ আরশি। 'বিমল সরসী-আরশির পরে অপরূপ রূপারশি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

সরসীকাঁদ বি পুকুরের ন্যায় ফাঁদ। 'আমি পাতিয়া সরসীফাঁদ/ জনম জনম কাদি।' নজরুল, ১৯২৯।

সরসীবালা [স] বি সরসীরূপ বালিকা। 'হায় গো রূপসী সরসীবালা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সরসীকুহ [স] বি পদ্য। 'সকল সরোবরে সরসীকুহ প্রকাশ হইয়াছে।' যতীন্দ্র, ১৮১২।

সরসীকুহলোচন [স] বিণ পদ্মের মতো চোখ। 'কামিনীর মুখমণ্ডল, জয়ন্তী, বাহুলতা, বিবোধী, সরসীকুহলোচন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সরসী [স] বি যোড়শী। বিণ যোড়শী। 'সরসীর নাড়ীছেদ করিল তখন।' রূপময়, ১৭৫০।

সরসতী [স সরসতী] বি বিদ্যার দেবী। 'লম্বি সরসতী বন্দো তাঁহার দুই নারী।' মালাধর, ১৫০০।

সরসতী [স] ১ বি বিন্দুবিধাস অনুযায়ী বিদ্যাদায়ী দেবী। 'চন্দ্রা সরসতী ডান আইল জিজ্ঞাসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নদীর নাম বিশেষ। 'ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা অজয় সরসতী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরসতীহার [স] বি গলায় অলঙ্কারবিশেষ। 'গোপহার সরসতীহার সাতনরীও তার গলায় গুতপ্রোতভাবে দেওয়া হয়েছিল।' প্রমথ, ১৯৪০।

সরহদ [ফা সর+আ হদ] ১ বিণ চুক্তিকৃত। 'সরহদ কাপড় একসীমুত না হগতে অনেক কথা জন্মিয়াছে।' হাঙ্গলহেড, ১৭৭৩। ২ বি চুক্তি।

'গোলে দলি - দুই পায়ে গোলামীর সীমা ও সরহদ।' ফররুখ ১৯৬৩। ৩ বি চারদিকের সীমানা। 'দেয় হাতছানি আমার আপ সরহদ।' শামসুর, ১৯৭২।

সরহদ [ফা সর+আ হদ] বি চারদিকের সীমানা। 'আশন২ সরহদ পর্যন্ত দস্যুভয়নিবারণার্থ প্রমথ।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সরা [স সরাব] ১ বি হাঁড়ির ঢাকনা। 'সেই বর জুয়া কন্যা তোমা ফুল্লরা/ ধরিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞের সরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি মাটির ছোটো পাত্র। 'সরা ধরিয়া বাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

সরা-চাণা বিণ ঢাকনা-দেওয়া। 'সরা-চাণা হাড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সরা [আ] বি ইসলামি আইন। 'হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল বস্তু, ১৮৭৯।

সরাওয়ালা [আ শরা+হি ওয়ালা] বি ওয়াহাবি সম্প্রদায়; উনি শতকের মৌলবানী মুসলিম সম্প্রদায়। 'এই মতাবলম্বীদিগকে একচে ঐ সকল স্থানে সরাওয়ালা বলে।' হিতভিষি, ১৮৯৫।

সরার আমলা [আ সরা+আ আমলা] বিণ ইসলামি আইন বিষয়-কর্মকর্তা। 'সরার আমলার দেয়া ফতওয়া যাযা হউক ...।' ফরস্টার ১৮৩১।

সরাশরিয়ত [আ] বি ইসলাম ধর্মীয় আইনকানুন। 'হঠা সরাশরিয়তের খেলাপ বলতে শুরু করল কেন ফেলু মিঞা? কায়সার ১৯৬৬।

সরা [স সরণ] ১ ক্রি চলে যাওয়া। 'অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া হঠা মুহার মধ্যে সরিয়া পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ ক্রি সচল হওয়া। 'তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ ক্রি সূঁ হওয়া। 'কষ্ট যে রোখ করে, সুর তো নাহি সরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩। ৪ ক্রি সায়ে দেওয়া। 'কষ্ট দিতে মন সরিল না।' বিভূতি, ১৯৩৮। ৫ ক্রি স্থান পরিবর্তন করা। 'আল সরতে সরতে কার জমি কে কোথায়।' শ্যামল, ১৯৬৭।

সরে থাকা ক্রি সরে যা আড়ালে অবস্থান করা। 'কেবল থাকিস সরে সরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সরে পড়া ক্রি পালিয়ে যাওয়া। 'টান্টবাজিসোহ জাতীয় স্থল-কল্যা নাড়ু করাইয়া সরিয়া পড়িতে ইহবে, তাহা নয়।' নজরুল, ১৯২২।

সরে যাওয়া ক্রি আড়াল হওয়া। 'আমি তবে সরে যাই অন্তরালে রবীন্দ্র, ১৮৩০।

সরা [স সরণ] ক্রি মনে করা। সরি ক্রি সরি; সরণ করি। 'রজা বজিলা রাজা ব্যাসের বাক্য সরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সরিয় ক্রি সর করা। 'সরিয় আপদকালে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সরিলেক দি সরিলেক, সরণ করলো। 'তাহা সুনি জ্ঞেজয় সরিলেক চিত্তে কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সরাই [ফা] ১ বি পথিকদের বিশ্রামাগার। 'ক্রমে ক্রমে অনেক সরা এড়াইয়া ...।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি আবাসিক হোটেল; অর্থে বিনিময়ে থাকার ঘরবিশেষ। 'পরিশেষে তিনি তথা ইহতে সরাইয়ে ফিরিয়া আসিয়া লিবরণুলে প্রস্থান করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

সরাইওয়ালা [ফা সরাই+হি ওয়ালা] বি সরাইখানার মালিক। 'সহদ সরাইওয়ালাও স্বরং এসে উপস্থিত।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

সরাইখানা [ফা] বি পাহাশা। 'সরাইখানার শিল্পিশালায় মাতি জীবন, ১৯২৭।

সরাক [স শ্রাবক] বি জৈন সম্প্রদায়ের লোক। 'সরাক বৈসে গুজরা

জীবজন্তু নাড়িঃ কাটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরাগ [স] বিণ রঙিন। 'জীবনমন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে।' প্রমথ, ১৯১৫।

সরানো [স স্] ক্রি স্থানান্তরিত করা। 'সহজ বলে তাহাদিগকে সরাইয়া বহা গমন অসম্ভব।' মশাররফ, ১৯০৮।

সরাইয়া লওয়া ক্রি গ্রাণ হরণ করা। 'যম তাহাদিগকে নিজন্তে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে ভাহাদের মরণের আর উপায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সরাগ [আ শরাব] ১ বি পোদার। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি মদ; মাদক দ্রব্য। 'সরাগের রক্তানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

সরাগি [স সরাগী] বি যুগ্ম-বিনিয়ম। 'সরাফি কর্ম করিবার নিমিত্তে খোলা হাইবেক ...' দর্পণ, ১৮১৯।

সরাব [আ শরাব] ১ বি মদ। 'সরাব খাইয়া তলওয়ার হাতে করিয়া ...' হ্যালহেড, ১৭৭২। ২ বি মাদক পানীয়। 'কেহ সরাব তৈয়ার করিতে ও বিক্রী করিতে পারিবেক না।' ক্যালগে, ১৭৮৯।

সরাবখানাই [আ শরাব+কা খানাহ] বি মদের দোকান। 'সরাবখানাই হল মশগুল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

সরাবত [আ বি হাঙ্গামা; মাদলামি। 'হয় তো কোন বেশ্যার বাড়িতে গিয়া শের সরাবত করিয়া তাহার বেশ ধরিয়া টেনে বা মশারি পোড়ান।' গ্যারী, ১৮৫৮।

সরাগ [স মরাগ] বি পাখিবিশেষ। 'হয়গুছে লোম ফাঁদে ... দলপিপি সরাগ বাদুড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরাগীয়া বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'চট্টগ্রামে রোসাগী, দাঁড়ালিয়া, সরাগীয়া।' এসলাম, ১৯১৮।

সরাগরিত্ত্ব সরা

সরাগসরি [স সরাগসর]। ক্রিবিণ স্পষ্টভাবে; সোজাসুজি। 'রাধাকান্ত সরাগসরি একথা অস্বীকার করেন।' গৌর, ১৮২২।

সরাগসর [স] ক্রিবিণ সোজাসুজি। বিদ্যা, ১৮৯১।

সরিক [আ শরিক] বি অংশীদার। ক্যালগে, ১৭৮৯; 'পরগনে কুঞ্জীর সরিক জমিদার।' দর্পণ, ১৮৩২।

সরিকান [আ শরিক] বি অংশীদারগণ। ক্যালগে, ১৭৮৯।

সরিকানা [আ শরিক] বি অংশীদারি। বিদ্যা, ১৮৯১।

সরিক [আ শরিক] বি অংশীদারি। 'কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সরিং [স] বি নদী। 'উদ্দামবেগে খাই তরঙ্গ সিকু-শেল-সরিংতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'একি সরিং রঙ্গ, শত তরঙ্গ নৃত্যভঙ্গ নির্বর।' খিঞ্জেস্ত্র, ১৯১২।

সরিসেলম [স] বি একাধিক নদীর মিলনস্থল। 'সরিসেলম দেখা হাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সরিনৃত্য বি নৃত্যবিশেষ। 'ভাবপর স্ত্রী চরিত্রের সরিনৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষীনৃত্য করা হয়।' মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

সরিক [ই শেরিক] বি নগরপাল। 'কলিকাতায় সরিক টি সি প্রৌড়ন সাহেবের প্রতি।' দর্পণ, ১৮২৫।

সরিগ [ই শেরিক] বি নগরপাল। 'সরিগের বিলসীল আছে।'

ক্যালগে, ১৭৯১।

সরিক [আ শরীক] বিণ শ্রমুদ্র। 'আপনার মেজাজ সরিক।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

সরিক [আ শরিক] বি দত্তর। 'খালিসা সরিফাতে হাজির হইয়া খরিদ করহ।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

সরিক [আ শরীক] বি আতাকল। ওর্স, ১৭৮২।

সরিম বি পাখিবিশেষ। 'ক্ষিপ্তে চড়ুই গাখটিল বাদুড় সরিম।' রূপরাম, ১৭৫০।

সরির, সরীর [স শরীর] বি দেহ। 'সুমরি পুরুষ নেহা দশখ সরীর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'সরির ছাড়িল রাজা সোকাবুল হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সরিষা [স সর্ষপ] বি তেলবীজবিশেষ। 'গোধুম কিনে বুড়িআ সরিষা মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'গোধূমে সরিষা গোটা যথকশ থাকে।' সুলতান, ১৭০০।

সরিষাকুল দেখা - বিষম সঙ্কটাপন্ন হওয়া। 'নতুবা বিষম সংকট - একেবারে চারিদিকে সরিষাকুল দেখে।' পার্শ্বী, ১৮৫৮।

সরিসা [স সর্ষপ] বি সরিষা। 'তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সরুসা [স সর্ষপ] বি সরিষা। 'বাটুল সরুসা নিয়া ফলাইল।' বিজয়, ১৬৫০।

সরিস [স সর্ষপ] বিণ সদৃশ। 'সরদ সসম্বর সরিস সুন্দর বদন লোচন কুঞ্জী' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সরীসে বিণ সদৃশ। 'হরি সরীসে জগত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সরীর স সরির

সরীসূপ [স] বি বৃকে ভর করে চলে এমন জীব। 'আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসূপ বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সরু [স] ১ বিণ চিকন। 'অর্ধ গুরু অর্ধ সরু।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি অল্প। 'মোটা বা সরু মাহিনায় যখন বছন্দে দিন কাটাইতে পার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সরুগলা বি হালকা কট। 'আর স্বাভাবিক সরুগলা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সরুচাল [স সরু+চাল] বি একপ্রকার চিকন চাল। 'সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সরু সুর [স] বি মিহি রাগ। 'সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটা কতক ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সরুঅ [স বরুণ] বি বরুণ। 'সত্য সত্যেবরণ সরুঅ বিচারেতে অলঙ্ঘ লঙ্ঘন ন জাই।' চর্চা ১৫, ১২০০।

সরুঅ [স সরু] বিণ সূক্ষ্ম; পাতলা। 'আধ মুখ ঢাকিলে সরুঅ বসনে।' বড়ু, ১৪৫০।

সরুঅ [স বরুণ] বি বরুণ। 'পেখ তে ডুসুহ সহজ সরুঅ।' চর্চা ৩০, ১২০০।

সরুই [স সরু] বিণ সরু। 'এক স লী সরুই নাগ।' চর্চা ৩, ১২০০।

সরুত [আ লহুত] বিণ শর্ট। 'বিলামের সরুত খবর সেয়া জাবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

সরুপ [স বরুণ] ১ বিণ হিসাবের। 'আমি খোষ রেজাতে আমার সরুপ সরকারের টরনীর মালিক তোমাকে করিলাম।' মেয়র্স, ১৭৬৬। ২

ক্রিবিণ হিসাবে। 'ইহার ব্যায়র্থে পনের সরূপ একসও তন্মাত্রা সিকায় নির্যয় করিলাম।' ওর্সী, ১৭৮২।

সরূপেঁসি [স সরূপ>] ক্রিবিণ যথার্থ ব'লে। 'তোম্কে গাঙ্গ বারানসী সরূপেঁসি জ্ঞান।' বড়ু, ১৪৫০।

সরূপ্যে [ফা শোরগুয়া] বি ঝোল। ওর্সী, ১৭৮৫।

সরূপ্যে বি কৃপাবিশেষ। 'ইতল বেতল সরূপ্য মরুয়া ফুল কন্যারা।' কসীম, ১৯৩৩।

সরুত [আ শব্দ] বি শর্ত। 'সরুত নিলাম এই প্রথম দফা চাউল মজকুরের নমুনা।' ক্যাপপে, ১৭৯৬।

সরূপ [স সরূপ] ১ বিণ সঠিক। 'সরূপ করিআ বেলা আকার ঠাই।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি প্রকৃত রূপ। 'আকার থানত বৃত্তি কহিআর সরূপ।' বড়ু, ১৪৫০।

সরুসাত্র সরিষা

সরে [স সরূপ>] ক্রি চলে। 'তাক দেখি মোর পাখ আও নাহি সরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সরে বিণ সর। 'বেদ্যবাটীর সরে রাখায় কয়েকজন বার ভরে হো হো মার মার ধর শব্দে চলিয়াছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

সরেওয়ার [আ সরাহ+ফা ওয়ার] ক্রিবিণ বিস্তারিত; বিস্তারিতভাবে। 'সরেওয়ারে লিখিবে।' তর্জি, ১৭৯২।

সরেজমিন, সরেজমীন [ফা সার-জমিন] বি ঘটনায়ল। 'সরে জমীন।' মিশার, ১৮০০; 'সেনিকে সরেজমিন তদারক কিছু কঠিন নয়।' শওকত, ১৯৭২।

সরেজমিনে, সরেজমীনে [ফা সার-জমিন] ক্রিবিণ ঘটনাহিসে। 'মাজিস্ট্রেটসাহেব স্বয়ং সরেজমীনে উপস্থিত।' লক্ষ্মী, ১৮৩৪; 'এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সরে থাকা দ্র সন্ন্যাসী

সরে পড়া দ্র সন্ন্যাসী

সরেশ [স সরস>] বিণ উৎকৃষ্ট। 'সহরে কবিরাজরা আবার এঁদের হাতে এক কাটি সরেশ।' হস্তোত্তর, ১৮৬১।

সরেশ [স সরস>] ১ বিণ চমৎকার; প্রাণবন্ত। 'বড়ো সরেশ পেয়েছি বলি সরেশ -।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ শক্তিশালী। 'আমার বা হাতের একখানা সরেশ আবার কাট খেলে সে নাক ... ফেলেট হয়ে যাবে না।' মুক্তভাবা, ১৯৫২।

সরো [ফা] বি সাইন্সেস গাছ। 'সরোর মতন সরল-ডুমু/ টাটকা তোলা গোলাপ ফুল।' নজরুল, ১৯৫৯।

সরোজর দ্র সর

সরোকার [ফা] বি অধিকার; অঙ্কিয়ার। 'তাদের কি সরোকার আছে আমায় যা তা বলবার?' নজরুল, ১৯৪২।

সরোজ [স] বি পদ্ম। 'নাভি সরোজ মুখে আর সোলা দলে।' মালাধর, ১৫০০।

সরোজনয়নী [স] বিণ স্ত্রী পনের মতো চোখ আছে এমন। 'সুন্দরী সর্বমুখী সরোজনয়নী।' সীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সরোজমলি [স] বি সরোজরূপ রবি। 'ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া।' মাইকেল, ১৮৬১।

সরোজিনি [স সরোজিনী] বি স্ত্রী পদ্মিনী। 'হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল-

সরোজিনী।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সরোজিনী [স] বি স্ত্রী পদ্মিনী। 'রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী সব চাতুরী এই।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

সরোদ বি বীণার মতো তারযন্ত্রবিশেষ। 'হৃদয়ে ওরে সাতা-সরোদে শাব্যত বজ্রার।' নজরুল, ১৯২৪।

সরোদিন [স] ক্রিবিণ কান্নারত অবস্থায়। 'শিত। (সরোদেন) আঁ, আঁ তু! যে বলি কোতোকে, তবে আবার কোতা কে?' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সরোবর [স] বি বড়ো জলাশয়; হ্রদ। 'ইংস সরোবর পাইলো অবশি।' বড়ু, ১৪৫০।

সরোরুহ [স] বি পদ্ম। 'তহি তহি সরোরুহ ভরই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সরোরুহ [স সরোরুহ] বি পদ্ম। 'সিরে সিন্দুর মন্তল মলিন বদন সরোরুহে।' মালাধর, ১৫০০।

সরোরোধ [স] বি সরোবরের তীর। 'স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধ যত।' মাইকেল, ১৮৬২।

সরোধ [স] বিণ তৃষ্ণ। 'মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোধ বচন।' কৃষ্ণদাস ১৫৮০।

সরোধে ক্রিবিণ রাশের সঙ্গে; রোষের সঙ্গে। 'গোত্রোধানপূর্ব্ব কিঞ্চিৎ সরোধে' তবে কি মহারাজের এই ইচ্ছা।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সরুঁরা, সরুঁরা [স] বি চিনি। 'দুত মধু কইল সরুঁরা রাসি রাসি।' মালাধর, ১৫০০; 'মধু সরুঁরা বহল আনি দিল।' সুলতান, ১৭০০।

সরুঁর [স সরুঁরা] বি চিনি। 'বৃক্ষ হোন্তে সূজে ফল সুখাদ সরুঁর।' আলাওল, ১৬৮০।

সর্গ [স স্বর্গ] বি স্বর্গ। 'সর্গে দুন্দুবি বাজে পুষ্পবৃষ্টি হল।' মালাধর ১৫০০।

সর্গপুরি [স স্বর্গপুরী] বি দেবতাদের আবাসস্থল। 'কৃষ্ণ প্রনমিএ রাজা সর্গপুরি জায়।' মালাধর, ১৫০০।

সর্গবাস [স স্বর্গবাস] বি মৃত্যু। 'কুরুক্ষেত্রে জুড়ে পড়ি হই সর্গবাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সর্গমর্ত্য পাতাল [স স্বর্গমর্ত্যপাতাল] বি দ্বিত্ববন। 'সর্গমর্ত্য পাতালেত কহ্যার না গনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সর্গলোক [স স্বর্গলোক] বি ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যু-পর যেকোনো বাস করেন; বেহেস্ত। 'সংকার কর্ম্মতি জীরা হেতু সে সর্গলোক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সর্গো [স স্বর্গ] বি ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেকোনো বাস করেন; বেহেস্ত। ওর্সী, ১৭৮২।

সর্গু [স স্বর্গ] বি ধর্মবিশ্বাসীদের মতে পুণ্যবানরা মৃত্যুর পর যেকোনো বাস করেন; বেহেস্ত। 'সর্গু মর্ত্য পাতালে।' বড়ু, ১৪৫০।

সর্গি [স] বি পরিচ্ছেদ। 'ভিলোন্টামাস্তব কাব্য: প্রথম সর্গ।' মাইকেল, ১৮৬০।

সর্গিন [স মড়গণ] বি ছয়টি রাজগুণ: সন্ধি, ক্রোধ, যান, আসন, ঘেষ, আশ্রয়। 'সর্গিন সভার তত্ত্ব সুন নারায়ন।' মালাধর, ১৫০০।

সর্জ, সর্জ [স সজ্জা] ১ বিণ প্রস্তুত। 'মালাকারে বর দিয়া কুবজ সব কৈল।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি প্রস্তুতি গ্রহণ; কোনো কিছু করা জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। 'বক রাক্ষসে বলি দিতে সর্জ কৈল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সর্জ্যমান [স সর্জ্য>] বিণ সজ্জিত। 'এই রূপে সামন্তেরা সর্জ্যমা

হইয়া মহাদত্ত গৌড়ে গতি করিল।' রামরাম, ১৮০১।

সর্জতরু, সর্জতরু বি একপ্রকার গাছ। 'এই পাদপ ব্যতীত এখানে সররা বা সর্জতরু, দেবদারু, আখরোট, চনার, সফেদা প্রভৃতি বহুবিধ সুবৃহৎ বৃক্ষনিচয় পরিদৃষ্ট হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সর্জন, সর্জন [স] ১ বি প্রকাশ। 'তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জন করিয়াছিলেন।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ২ বি সৃষ্টি। 'এক সমাচার পত্র গঠ ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রথরতর কর প্রকাশপূর্বক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩২।

সর্জিত [স] বিশ সমৃদ্ধ; পরিপূর্ণিত। 'অত্যন্ত অমৃতে হইবে পূজকে সর্জিত হে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সর্জ্য [স] বিশ সজ্জিত। **সর্জ্য করা** ক্রি সজ্জিত করা। 'এই অগ্ৰকাশক্রমে ছোলেমান সেনা সর্জ্য করিয়া সে সুবোধ আপন করতল করিলেন।' রামরাম, ১৮০১।

সর্টকাট [বি] সর্ট-কাট। বি সহজ উপায়; সহজ পথ। 'বাঙালির ছেলে সর্টকাট ভালোবাসে।' মণীশ, ১৯৩১।

সর্টিফিকট [বি] বিশ শংসাপত্র। 'আমরা পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইয়াছি।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৪।

সর্ত, **সর্ত** [স বৃত্ত] বি মালিকানা। 'একটি কোঠা দিয়াছিলেন সর্ত ত্যাগ করিয়া।' মেয়র্স, ১৭৭০।

সর্তধিকার, সর্তধিকার [স বৃত্তাধিকার] বি মালিকানা। 'দানবিক্রম সর্তধিকার তোমার আমার তালুক আমল দখল আবাদ।' ওর্স, ১৮৮২।

সর্ত, **সর্ত** [অ শব্দ] বি সর্ত। 'সর্ত ও পরবর্ষ মতোওয়াতীর পালন করেন।' মুয়াজ্জিন, ১৯৩৩।

সর্তধীন [অ শব্দ+স অধীন] বিশ সর্তের অধীন। 'সর্বদা সর্তধীন ধারা বলিয়াই মানিতে হয়।' রোকেয়া, ১৯২২।

সর্তর, সর্তর [স সত্বর] ক্রিবিপ সত্বর। 'সর্তরেই দ্বিতীয় খণ্ড 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি।' হত্যাম, ১৮৬৮।

সর্তি [প সর্তিয়া] বি লটারি। ওর্স, ১৭৮৫।

সর্তি, সর্তি [স সত্য] বি সত্য। 'আমি কহিতেছি সর্তি বটে।' মেয়র্স, ১৭৭৫; 'নামের একতা সর্তি আছে।' উত্তি, ১৭৯২।

সর্দার, সর্দার [ফা] ১ বি দলপতি; নেতা। 'সও বিহিত পরে তাক্রি যে সর্দার।' সুলতান, ১৭০০; 'দল নেতৃত্ব ঘরে গিয়া স্বকর্মে সর্দারের কণা ওল।' রোকেয়া, ১৯৩১। ২ বি লাঠিয়াল। 'এখনই তার পাঁচজন সর্দার পাঠিয়ে মোকাবেলা করে আনা যাক।' মগারফ, ১৮৬৯। ৩ বি পাহারাদার; প্রহরী। 'সর্দার নিযুক্ত রাতে ... হাঁক দিয়ে যায় চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৪ বি পাকা লোক। 'ফুটবল সর্দারের 'পরে ভাই এত অজ্ঞত জ্ঞতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৫ বি শিশু ধর্মাবলম্বী পুরুষদের উপাধি বিশেষ। 'সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

সর্দারজী বি সম্মানিত শিশু পুরুষ। 'শিশু সর্দারজীদের জালবন্ধ দলিত হরেক রকম বাহার।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

সর্দারনি বিশ ক্রী মহিলা সর্দার। 'সর্বদেশে কাজের সর্দারনি।' মণীশ, ১৯৩৩।

সর্দার বাহাদুর [ফা সরদার-বাহাদর] বি সম্মানিত দলপতি। 'আমি অফিসার হয়ে 'সর্দার বাহাদুর' খেতাব পেলাম।' নজরুল, ১৯২২।

সর্দারি, সর্দারী [ফা সরদার] বি দলপতির কাজ। 'ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'সে আলকাশানের ডাকাত দলের সর্দারী করতে প্রস্তুত।' মুজতাবা, ১৯৫২।

সর্দি [ফা] ১ বি কফরোগ। 'এখানে ঘেরকম কাশি-সর্দি প্রাদুর্ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কারণে নাক দিয়ে ঝরে যে তরল পদার্থ। 'সর্দি জমে, কাশি জমে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সর্দি গরমী [ফা] বি অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে সৃষ্ট রোগবিশেষ। 'সর্দি গরমী হয়ে গলাচরণ মারা গেছে বহুব্রাহ্মকে আসে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

সর্দিগর্ষি, সর্দিগর্ষি [ফা] বি অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে সৃষ্ট রোগবিশেষ। ওর্স, ১৭৮৫; 'ক্রমে যমীরা নিত্যক্লান্ত হয়ে পড়লো ... অনেকের সর্দিগর্ষি উপস্থিত।' হত্যাম, ১৮৬১।

সর্ন, সর্ন [স বর্ণ] বি সেনা। 'তবে সর্ন আনিব জিনি বিজীষণ।' কবীন্দ্র, ১৮৬৯।

সর্প [সি] বি সাপ। 'সর্প মারি নারায়ণ সাপ খণ্ডাইল।' মালাধর, ১৫০০।

সর্পকশা বি লাঠি। 'সে স্বহস্তস্থিত সর্পকশা দ্বারা কামোপাসকদিগকে তাড়না করিয়া ... দিতেছিল।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সর্পচিকন [স সর্পচিক্তব্য] বিশ সাপের মতো সর্প। 'সর্পচিকন জিহ্বায় তার মুতার ইষিত।' ফররুখ, ১৯৪৩।

সর্পভুক্তি [সি] বিশ সাপের ওখা। 'জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্পভুক্তি।' নজরুল, ১৯৩১।

সর্পদষ্ট [সি] বিশ সাপে দংশন করেছে এমন। 'তাঁহার সর্বশরীর সর্পদষ্ট মুহার মত ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।' প্রভাত, ১৮৯৭।

সর্পদষ্টাত্তর [সি] বি সাপের কামড়ে কাতর হয়েছে যে। 'সর্পদষ্টাত্তরকে আত্মজ্ঞান যে রকম বশুে নিয়ে আসে ...।' মুজতাবা, ১৯৬০।

সর্পপুঞ্জ [সি] বি সাপের লেজ। 'সর্পপুঞ্জের মত তার সুদীর্ঘ বেলীটি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

সর্পবান্ধ [সি] বি সর্প নামক বান। 'সর্পবান্ধ ক্ষুরবান্ধ শিখিলা নিশিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

সর্পবাস [সি] বি সাপের আবাস। 'কুল মখলুক আজ সর্পবাস হল জালিমের।' ফররুখ, ১৯৪৬।

সর্পমিথুন [সি] বি সাপের সন্মিলন। 'সব এক জায়গায় বহু সর্পমিথুনের জড়াজড়ির মত।' শওকত, ১৯৬২।

সর্পমুজ [সি] বি সাপ বিনাশের যন্ত্র। 'সর্পমুজ জন্মেজয় পোড়াইল যথা লক্ষ সাপে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সর্পরূপ [সি] বি সাপের আকৃতি। 'সর্পরূপ ছাড়ি বিনাশের মুর্তি ধরি।' মালাধর, ১৫০০।

সর্পাঘাত [সি] বি সর্পদংশন। 'ব্রহ্মশাপে সর্পাঘাতে মৈল পরীক্ষিত।' রূপরাম, ১৭৫০।

সর্পিণী [সি] বি স্ত্রী সাপ। 'চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া দলিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সর্পিলা [সি] বি অঁকাবঁকা। 'নাচে শুধু ডুম্বাবহ সর্পিলা শিখাগুলি।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

সর্পিলাতা [সি] বি অঁকাবঁকা অবস্থা। 'ধূলি-ধূসর পথের সর্পিলাতা ওই দিকে অন্ধকারে উখাও।' হাকিমজুর, ১৯৫০।

সর্পা [স সর্প] বি সাপ। 'সত্তাহের মধ্যে সর্পা দহশিবকে এসে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সর্পি [স সর্পি] বি ঘি। 'অগ্নি ত্বালি সর্পি ঢালি ...' *ভারত*, ১৭৬০।

সর্পিষ [স সর্পি] বি ঘি। 'সর্পিষে সম্বর্য রাখ কলিঙ্গার দেহ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সর্বকাজ [সর্ব সর্বকাজ] বি কর্তা। 'আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সর্বকাজ হয়।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সর্ব, **সর্ব** [স ১] বি সব। 'সর্ব বিচুরিল তথ্যতা নার্টে।' *চর্চা* ৪৪, ১২০০। ২ *বি* সমুদ্র। 'হরিসেন সর্ব চিত্ত সর্ব শক্তিধর।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ৩ *বি* সব রকমের। 'সর্ব বর্ষভারে দহে ডব ক্রোধ দাহ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্ব-অঙ্গ, **সর্ব-অঙ্গ** [স] বি সমস্ত শরীর। 'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণস্রোমোদয় আউলায় সর্ব-অঙ্গ অশ্রুপা বয়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্ব-অন্তকারী [স] *বি* সবকিছু ধ্বংস করে এমন। 'পালাইলা মহিষ বাহনে সর্ব-অন্তকারী যম।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সর্ব-অভিপ্রায় [স] 'বি সকল ইচ্ছা। বুঝিলাম সর্ব-অভিপ্রায় জ্ঞান মদ্য।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সর্ব-আভরণহীন *বি* সব রকমের অলংকারবর্জিত। 'যেখানে লয়েছে ধরা, অনন্তকুমারীত্রত, হিমবন্ত্রপরা, নিচসঙ্গ, নিম্পৃষ, সর্ব-আভরণহীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সর্ব-উদ্ভবসহ *বি* সব রকমের উপদ্রব সহ্য করতে পারে এমন। 'আদিরসের সহিত যেন তাহার কোনো-একটি সর্ব-উদ্ভবসহ কুঁহিতার সম্পর্ক ছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সর্বসহ [স] *বি* সমস্ত সহ্যকারী। 'সর্বসহ হারেসে সর্ব সর্বসহা বসুন্ধরা।' *শতক*, ১৯৪৬।

সর্বসহা [স] *বি* সমস্ত সহ্যকারী। 'হৃদয় সহায় সর্বসহা যৌন ধর্মি মাতা।' *নলকল*, ১৯২৫।

সর্বকনিষ্ঠ [স] *বি* বয়সে সবচেয়ে ছোটো। 'তাঁহারা ভাই ভগিনীতে দশটি ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ।' *বিদ্যা*, ১৮৫৬।

সর্বকর্তা, **সর্বকর্তা** [স] ১ *বি* সবকিছুর প্রভু। 'সর্বকর্তা প্রভু মোর কেবল সোক্তর।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ *বি* সৃষ্টিকর্তা। 'সর্বকর্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন।' *জ্ঞানাম্বেশণ*, ১৮৩৭। ৩ *বি* সবশক্তিমান। 'সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সমস্তে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি "সর্ববৈৎ এবং সর্বকর্তা"।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সর্বকর্মপত্কারী [স] *বি* সবকিছু নষ্ট করে দেয় এমন। 'সর্বকর্মপত্কারী নবদীপের অনাবশ্যক বাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সর্বকল্যাপকারী [স] *বি* সৃষ্টি সবকিছুর কল্যাণকারী। 'সর্বকল্যাপকারী কবিতা তাকে বন্ধন করবে না।' *অচিন্ত্য*, ১৯৫০।

সর্বকাম, **সর্বকাম** [স] *বি* সব কাজ। 'কৃষ্ণনাম হেলা তাহা সঙ্কেত সর্বকামে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বকার্য, **সর্বকার্য** [স] *বি* সব কাজ। 'সর্বকার্য সিদ্ধ হব হেন প্রায় লবি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বকাল, **সর্বকাল** [স] *বি* চিরকাল। 'মোর দান সর্বকালে।' *বড়*, ১৪০০; 'সর্বকাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ *ক্রি* *বি* চিরস্থায়ী। 'সর্বকালের জন্য স্থির রাখিবো...' *ফরাস্টার*, ১৭৯৫।

সর্বকাল *বি* সম্পূর্ণ কালো। 'সর্বকাল পরিচ্ছদ স্বপ্নে দরশন।' *সুলতান*, ১৭০০।

সর্বকালীন [স] *বি* সব যুগের। 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্বশনে সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানব গণ আনন্দ ও উপভোগ লাভ করিতে পারিবেন।' *হরপ্রসাদ*, ১৮৮১।

সর্বকণ্ঠ, **সর্বকণ্ঠ** [স] *ক্রি* *বি* সবসময়ে। 'সর্বকণ্ঠ চিন্তা চর্চা অক্ষর পড়।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'পুত্র শোকে গালি মেরে পাড়ে সর্বকণ্ঠ।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সর্বকন, **সর্বকন** [স] *বি* সবকণ্ঠ। *ক্রি* *বি* সবসময়ে। 'সর্বকন ঘোমাইল ঘারিকার জন।' *মালাধর*, ১৫০০।

সর্বকন, **সর্বকন** [স] *বি* সবকণ্ঠ। *ক্রি* *বি* সবসময়ে; সর্বদা। 'দানছল্লে বাটপাড় সর্বকন।' *বড়*, ১৪৫০।

সর্বগত [স] *বি* সবব্যাপী। 'যেহেতু ভগবান সর্বগত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সর্ব গা, **সর্ব গা** *বি* পুরো শরীর। 'লজা মারিত বেঁটে দেহো সর্ব গায়।' *কৃষ্ণদাস*, ১৭২০।

সর্বগাও, **সর্বগাও** [স সর্ব-] *বি* সমস্ত শরীর। 'বিষের জালে চকিতর গোড়ে সর্বগাও।' *বিজয়*, ১৬৫০।

সর্বগামী [স] *বি* সর্বত্র গমন করে এমন। 'সত্য সর্বগামী।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সর্বগুণসম্পন্ন [স] *বি* *বি* সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট। 'ইংরেজ ত্রীলোকেরা সর্বগুণসম্পন্ন না হইলেও ...' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫; 'সর্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাহাকে উৎপন্ন করিবেন তিনিই ইহার পতি হইবেন।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সর্বগুণসম্পন্ন [স] *বি* *বি* সর্বগুণে গুণাধিত। 'সর্বগুণসম্পন্ন সীতা সর্বগুণসম্পন্ন বামী লাভ করবে ...' *মুখসেন*, ১৯৭০।

সর্বগুণাকর [স] *বি* *বি* সর্বপ্রকার গুণের অধিকারী। 'চূড়ামণি নামে সর্বগুণাকর শুকপক্ষী, সর্ব কাল, তাঁহার সন্নিহিত থাকিত।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

সর্বগুণাধার [স] *বি* *বি* সর্ব গুণসম্পন্ন। 'সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সর্বগুণাধিত [স] *বি* *বি* সকলপ্রকার গুণসম্পন্ন। 'সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণাধিত।' *অবন*, ১৯২৫।

সর্বগুণালয় [স] *বি* *বি* সকল গুণের আধার। 'আসাদীন্দ্র শাহ সর্বগুণালয়।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সর্বগুণাধিত, **সর্বগুণাধিত** [স] *বি* *বি* সর্বগুণাধিত। *বি* *বি* অনেক গুণে গুণী। 'মহামহীম মহীমাসমূহ সর্বগুণাধিত ধর্ম অবতার।' *গুর্গ*, ১৭৮২।

সর্বভর, **সর্বভর** [স] *বি* *বি* সবার প্রভুত্ব ব্যক্তি। 'তুমি সর্বভর তুমি জগতের আর্ধ্য।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সর্বমাসী, **সর্বমাসী** [স] ১ *বি* *বি* সবকিছু গ্রাস করে এমন; সবকিছু অধিকার করে এমন। 'সর্বমাসী বলিদগিরের ... হতে আসিয়াছে।' *জঙ্ঘর*, ১৮৪৮; 'একটি বৃহৎ সর্বমাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে ... অতিক্রমের।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ২ *বি* *বি* সবকিছুর প্রতি মানোযোগ দেয় এমন। 'তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি/ সর্বমাসী আঁখি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

সর্বমাহ্য [স] *বি* *বি* সর্বজনীন। 'সর্বমাহ্য সমবেদনা অনামুদ্রিক ও স্বভাববিরোধী।' *সুশীল*, ১৯৩৭।

সর্বঘট

সর্বঘট, সর্বঘট [স] বি সব স্থান। 'সর্বঘটে থাকী সেই সকল করাএ।' মালাধর, ১৫০০।

সর্বচিত্তনা [স] বি সমগ্র চিত্তনা। 'ওস্তা-সৌরভে যে সঙ্গীত মধুরিমা আছে সে তো সর্বচিত্তনে প্রকাশ করে।' যুক্ততর, ১৯৯০।

সর্বজন, সর্বজন [স] বি সকল মানুষ। 'জ্ঞক রক সর্বজনে করিয়া বিনএ।' মালাধর, ১৫০০; 'দ্রুতগুরু সর্বজনে কহেস্ত দোষণা।' বাহরায়, ১৬৫০।

সর্বজনমাধ্য [স] বিণ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। 'এ কথা একপ্রকার সর্বজনমাধ্য হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সর্বজন-চেনা [স] বিণ সকলের পরিচিত। 'সর্বজন-চেনা রসচোরদের নেতা।' যাহেনগ, ১৯৪৯।

সর্বজন পরীক্ষিত, সর্বজন পরীক্ষিত [স] বিণ সকলের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেছে এমন। 'সর্বজন পরীক্ষিত সত্য।' আজাদ, ১৯৩৩।

সর্বজন-দ্রীড়ি [স] বি সকলের ভালোবাসা। 'এরা দেখি, এরা শোভী, এরা চাহে সর্বজন-দ্রীড়ি।' নজরুল, ১৯২৩।

সর্বজন-বন্দনীয় [স] বিণ সকলের বন্দনা করা উচিত এমন। 'বিন্যাসদ্বার চট্টিজা-সমভদ্র ভাঁহার সর্বজন-বন্দনীয় চরণামূল্য টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সর্বজনবিসিত, সর্বজনবিসিত [স] বিণ সবার জানা; সর্বজন-জ্ঞাত। 'সকলেই এ কথা জানে; কিন্তু এরূপ সর্বজনবিসিত বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্চে কেন।' মাইকেল, ১৮৭০; 'বাঙ্গালী যে হুঁচুখাশা সবার অবস্থা হয়েছে তা ত সর্বজনবিসিত।' প্রমথ, ১৯২০।

সর্বজনবোধম্য [স] বিণ সকলের দিকে বোধার উপদেশ। 'অত্যাশায়েক প্রকাশ করিয়া, সাধারণ মানবরূপে সর্বজনবোধম্য।' হাই, ১৯৫৪।

সর্বজনমান্য, সর্বজনমান্য [স] বিণ সকলের নিকট মাননীয়। 'চাকর সর্বজনমান্য নবাব খাজা শহিদুল্লাহ বাহাদুর।' গভারক, ১৯০৬।

সর্বজন-সত্য [স] বিণ সর্বসাধারণের সত্য। 'সেখানে একটি সর্বজন-সত্য তাকে মেয়েদের উদ্দেশে বললেন, যুদ্ধে জয়সামান্য করেছি, কিন্তু সে ক্ষয় নিরর্থক হবে যদি তোমরা আমাদের অনুকূল্য না কর।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সর্বজনসমক্ষে [স] ক্রিণ সর্বজনের সামনে। 'আমি সর্বজনসমক্ষে সনকোচে দুটি-চারটি কথা বলি।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বজনবীকৃত [স] বিণ সকলে বীকার করে এমন। 'একথা এক হিসাবে সর্বজনবীকৃত।' উমর, ১৯৬৮।

সর্বজনহিতৈষী, সর্বজনহিতৈষী [স] বিণ জননহিতৈষী। 'অশেষ গুণাকর সর্বজনহিতৈষী দয়্যাসাগর।' দর্পণ, ১৯৩২।

সর্বজনা [স] বিণ সর্বসব। 'সিঙ্গেল নগরে চমকিত সফরে হইল সর্বজনা।' মুহুদ, ১৬০০।

সর্বজনীন [স] বিণ সকলের। 'ভূমি যার পুত্র প্রভু সে সর্বজনীন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সর্বজনীনতা [স] বি সর্বজনীয় হওয়ার বৈশিষ্ট্য; সর্বজনের নিকট আদর্শন আছে এমন গুণ। 'ইহাকে বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা।' নজরুল, ১৯২২।

সর্বজ্ঞতা, সর্বজ্ঞতা [স] ১ বি ফুলাচাচবেশ; কলাবত্তী। 'সাঁজাতা

পাঁজাতা কাটিল সর্বজ্ঞতা।' মুহুদ, ১৬০০; 'কাঞ্চন মাখবীলতা শোণ সর্বজ্ঞতা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি হিন্দু দেবী দুর্গা। 'জগৎজননী ভূমি ভূমি সর্বজ্ঞতা।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সর্বজ্ঞী [স] বিণ সবচেয়ে সফল। 'রিত্ত যার সর্বহারা সর্বজ্ঞী বিশ্ব তারা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সর্বজ্ঞাতিক [স] বিণ মহাজ্ঞাতিক। 'দুরথের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, সর্বজ্ঞাতিক।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সর্বজ্ঞাতি [স] বি সকল জ্ঞাতি। 'স্বজ্ঞাতির যিনি দেবতা, সর্বজ্ঞাতির দেবতাই তিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সর্বজ্ঞাতীয় [স] বিণ সকল জ্ঞাতীয়। 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যদ্বন্দনে সর্বদেশীয় সর্বজ্ঞাতীয় ও সর্বজ্ঞাতীয় মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১; 'এই সর্বজ্ঞাতীয় সম্পদকে আরও কহতে গেলে বিশেষ জ্ঞাতীয় আধারটিকে আরও কহতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সর্বজীব, সর্বজীব [স] বি সকল প্রাণী। 'তন বহি মহাশয় থাক সর্বজীবের অন্তরে।' মুহুদ, ১৬০০; 'সর্বজীবের সমগ্রাণ।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ [স] বিণ সবকিছু জানে এমন। 'সর্বজ্ঞ গ্রন্থ জানেন যার সেই জ্ঞান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সকল সর্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বরূপ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সর্বজ্ঞতা [স] বি সব বিষয় অবহিত। 'সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন ...' ব্রহ্ম, ১৮৯১।

সর্বজ্ঞেতা [স] বি সবার চেয়ে বড়ো যে। 'শাস্ত্রে বিধান আছে সর্বজ্ঞেতা যদি কোনো কারণে প্রজ্ঞাগুলি না দিতে পারে তবে সেবে সর্বকর্তা।' যুক্ততর, ১৯৫৯।

সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞেতা [স] বিণ সবার জ্ঞাত। 'কলিযুগে দেখছি, পিতা যদি সর্বজ্ঞপ্রদয়ে পুত্রের তত্ত্বানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়।' মাইকেল, ১৮৭০; 'আহার-বিহার-আচারে সর্বজ্ঞেতার শাস্ত্রের অনুশাস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সর্বতত্ত্ব [স] বি সকল বিষয়। 'সর্বতত্ত্ব জানিয়াও কররে ব্রাহ্মতা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সর্বতত্ত্বপ্রবীক্ষী [স] বিণ সাধারণতত্ত্ব সমর্থক। 'প্রোশাস, আর্মিসির সাম্প্রদায়িক ও সর্বতত্ত্বপ্রবীক্ষী ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

সর্বতত্ত্ব প্রবীক্ষী [স] বি সর্বসাধারণের তত্ত্বের অনুরূপ পদ্ধতি। 'প্রদেশের রাজ্যশাসনকার্য সর্বতত্ত্ব প্রবীক্ষীতে সম্পাদিত হইত।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সর্বতোব্যাপী [স] বিণ সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'ক্ষমতা সর্বতোব্যাপী হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সর্বতোভাবে, সর্বতোভাবে [স] ১ ক্রিণ পুরোপুরি; সম্পূর্ণভাবে। 'সর্বতোভাবে।' বোশাল, ১৭৭০; 'অসত্য যাতনার সর্বতোভাবে নিরাকার করিতাম।' বিদ্যা, ১৮৯২। ২ ক্রিণ সব প্রকারে। 'সর্বতোভাবে পরীর সত্ত্বা অবশ্য কর্তব্য।' নৃত্যভূষণ, ১৮১২।

সর্বতোমুখী, সর্বতোমুখী [স] বিণ বহুমুখী। 'স্বকচরিত্র নির্মাণে সর্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৭; 'আমরা বাঙালী সর্বতোমুখী পটনমূলক ব্রত গ্রহণ করি।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সর্বতোয়ানী [স] বিণ স্ত্রী সবকিছু ত্যাগ করছে এমন। 'আমি কত দুখে সর্বতোয়ানী হইতছি।' ব্রহ্ম, ১৮৭৩।

সর্বভাণী [স] বিণ সবকিছু ত্যাগ করেছে এমন। 'আমি ইচ্ছাক্রমে সর্বভাণী।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

সর্বত্র, সর্বত্র [স] ১ ক্রিণ সব জায়গায়। 'সর্বত্র আমার আঙ্গা কবছ কখন।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'মানির আশীর্বাদে হয়ে সর্বত্র কুশল।' বিজয়, ১৬২০। ২ বিণ সব জায়গায়। 'সেই ধারা সর্বত্রে চলন হবেক।' ভানকান, ১৭৮৫; 'তাহারদের প্রতিপালন অনুগত তোষণ বৈরি বিমর্শন করনতে সর্বত্রে তাহার সুখাতি।' রামরায়, ১৮০১।

সর্বত্রাণী [স] ১ বিণ সব স্থানে গমনকারী। 'নিজুতে সেবিব আজি এ আমি, সর্বত্রাণীয়ে।' রতীশ্র, ১৯৩২। ২ বিণ সব জায়গায় গেছে এমন। 'আমার কবিতা, জালি আমি, গেলেও বিভিন্ন গণ্য হয় নাই সে সর্বত্রাণী।' রতীশ্র, ১৯৪১।

সর্বত্রব্যাপী বিণ সবখানে আছে এমন। 'এই নিয়ম সর্বত্রব্যাপী।' অক্ষর, ১৮৫০।

সর্বনির্দেশনযুক্ত [স] বিণ সব দর্শন কর্তৃক সমর্থিত। 'অনিত্য বস্তু সে তো সর্বনির্দেশনযুক্ত।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বদর্শী, সর্বদর্শী [স] বিণ সব কিছু দেখতে সক্ষম। 'পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।' গৌর, ১৮২২; 'সর্বদর্শী বাবা আমার প্রতি পরম ভূতি।' পদ্য, ১৯১৭।

সর্বদলীয়, সর্বদলীয় [স] বিণ সব দলের সমন্বয়ে গঠিত। 'সর্বদলীয় কোয়ালিশন উল্ফমেটের গন্ধপাতী।' মনসুর, ১৯৩৫; 'একটি সর্বদলীয় থানা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৫৬।

সর্বদায়মুক্ত [স] বিণ সকল দায় থেকে মুক্ত। 'তারই মুক্ত-নিহত চেতনা, সর্বদায়মুক্ত।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

সর্বদুখনিবারী [স] বিণ ক্রী সব দুখ দূর করে এমন। 'সর্বদুখনিবারী সজ্ঞা-সাদিশি বিদ্যাসেবীর পদ্যভূতি হইয়া গমন করিতে লাগিলাম।' অক্ষর, ১৮৪৯।

সর্বসেব [স] বি সমস্ত সেবাত। 'সেবাভিগণ্যে সর্বসেবের অধিগতি বলিয়া অসীকার করিয়া আসিয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

সর্বদেশ [স] ক্রিণ সমস্ত দেশে। 'যে নামে খোতাব পড়ায়ই সর্বদেশ।' বাহরায়, ১৬২০; 'তথাপিও জয়ী সর্বদেশ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সর্বদেশজ্ঞতা, সর্বদেশজ্ঞতা [স] বিণ অনেক দেশ জয় করেছে এমন। 'ভদ্রাসনে উঠাকে প্রায় সর্বদেশজ্ঞতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সর্বদেশীয়, সর্বদেশীয় [স] বিণ সকল দেশের। 'সর্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাপরমেশ্বরের প্রতি আমার নিবেদন।' দর্পণ, ১৮২১; 'এমন একটি মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিব, যখনই সর্বদেশীয় সর্বজাতীয় ও সর্বজাতীয় মানব গণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সর্বসেহ [স] বি সমস্ত শরীর। 'সেই আবেগবিহীন অবস্থায় সে বলিতে থাকে আমার সর্বসেহে কৃষ্ণ।' উজ্জ্বল, ১৯৫৪।

সর্বসেহব্যাপী [স] বিণ পুরো শরীরে ব্যাপ্ত। 'একটি প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বসেহব্যাপী।' রতীশ্র, ১৯৩০।

সর্বস্বজাতীত [স] বিণ সকল স্বত্বের উর্ধ্বে এমন। 'আমার আত্মা ... নিত্য সর্বস্বজাতীত।' নজরুল, ১৯২৭।

সর্বদ্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা [স] বিণ সবকিছু দেখেন এমন। 'ধর্মখাঞ্চ

ভবিষ্যে সর্বদ্রষ্টা সর্বব্যাপি পরমেশ্বরের তত্ত্ব করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

সর্বধন, সর্বধন [স] বি সকল ঐশ্বর্য। 'সর্বধনে সম্পন্ন নন্দের নাগরি।' মাল্যবর, ১৫০০।

সর্বধর্মবানী, সর্বধর্মবানী [স] বিণ সকল ধর্মের সারসংক্ষেপে বিদ্যারী। 'নাম মায় মতাক্রান্ত সর্বধর্মবানী।' গঙ্গ, ১৮৫৮।

সর্বধর্মশার [স] বি সকল ধর্মের মূল। 'অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মশার।' দীপ্তেশ্বর, ১৯৬৮।

সর্বধর্মসৌ [স] বিণ সমস্ত ধর্মাবাকারী। 'কুশলিত সর্বধর্মসৌ জন্তর খাসরোথ-করা-আলিশন।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সর্বনাশ, সর্বনাশ [স] ১ বি দারুণ ক্রতি। 'তার স্পর্শ হইলে সর্বনাশ হইবে মোর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কৃষ্ণকণ্ঠে ছুড় করি সর্বনাশ হইল।' কবীশ্র, ১৬৮৯। ২ বি বিনাশ। 'বিলম্ব হইলে রাজা করে সর্বনাশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ভবিষ্যৎ ক্রতি। 'অবশেষে জানিলেন যে সর্বনাশের স্বীকৃতি রোপণ করিতে চাহেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বি জীবাণ লোকনাশ। 'হীহাতে গুরু বরিকদের সর্বনাশ হইল।' অক্ষর, ১৮৪৮। ৫ বি বিপদ। 'এ কি সর্বনাশ! ইস - ইস! বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠিলেন।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৬ বি দুঃসময়। 'এক জনের গৌরব মাস, এক জনের সর্বনাশ।' এডুকেশন, ১৮৯০।

সর্বনাশক, সর্বনাশক [স] বিণ সর্বনাশ সাধনকারী। 'শ্রেণী-সম্মারের সর্বনাশক প্রবৃত্তিতে জগাদীয়া তোলার যে-চেষ্টা ...।' বৃন্দাবন, ১৯৩৭।

সর্বনাশকর, সর্বনাশকর [স] ১ বিণ ধ্বংসাত্মক। 'এই সর্বনাশকর নৈসর্গিক উপভবেত যখন ... দগ্ধিত লোককর্ম ঘটিয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বিণ ক্রতিব। 'ইহুদি-নীতির সর্বনাশকর পরিণামের উপশমে উপায় নির্দেশ করিতে না পারিয়া ...।' বৃন্দাবন, ১৯৩৭।

সর্বনাশফুল [স] সর্বনাশ+ফুল। বি অনিষ্টকর ফুল। 'পর্কের প্রাপ্তের বৃন্তে ফুটে উঠেয়া সর্বনাশফুল।' সুনীল, ১৯৬১।

সর্বনাশা [স] ১ বিণ সর্বনাশকারী। 'হিল যত মনোআশা নিল কাল সর্বনাশা।' রতীশ্র, ১৮৭৪; 'চৈতন্য এতবেড়া সর্বনাশা অধিকারের নিবদ্ধি আলিশন সহিতে পারে না।' রতীশ্র, ১৯১৪। ২ বি ধ্বংস। 'বাত্ম আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফীদে।' রতীশ্র, ১৯২২।

সর্বনাশিনী [স] বিণ ক্রী সর্বনাশী। 'চাপা আমার সর্বনাশিনী কুসুম্বতি মুতিমতী হইয়া আসিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সর্বনাশিণী বিণ সর্বনাশ। 'সেই সে মৃত্যুত সর্বনাশিণী/ কবির পরাম উঠিল জাগিয়া।' রতীশ্র, ১৮৯৩।

সর্বনাশী, সর্বনাশী [স] ১ বিণ ক্রী সর্বনাশকারী। 'রামপ্রসাদ বলে এবার মাগে ডাকবে সর্বনাশী বসে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'সর্বনাশী, তোর ঘরে আনন ফ্লালাইয়া দিব।' রতীশ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ সর্বনাশ করে এমন। 'পদে পদে মুখে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ফুল।' রতীশ্র, ১৯২৫।

সর্বনিম্ন, সর্বনিম্ন [স] বিণ সবচেয়ে কম; ন্যূনতম। 'এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শ্রেণীর এক ...।' রতীশ্র, ১৯৩১; 'সর্বনিম্ন কর্তৃপক্ষের ভিত্তিতে বিরোধীদের ঐক্যের কথা বলা হইতেছে।' আজাদ, ১৯৪৬।

সর্বনিয়ন্ত্রা, সর্বনিয়ন্ত্রা [স] বি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে যে। 'বোদা বা সর্বনিয়ন্ত্রা তাদের স্বজাতিপ্রেম এবং ঐশ্বর্যের অসুপাতে এই সব

গণাবলীর দ্বারা ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সর্বনামে, **সর্বনামে** [স সর্বনাম] ১ বিণ সর্বনাম করে এমন। 'একি সর্বনামে কথা'। উমেশ, ১৮৫৭; 'কে কোথা তলায় শেষে?' সর্বনামে সর্বসের ফেরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ ক্ষতিকর। 'ঐ সর্বনামে পাখী রীতিয়া দিতে হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সর্বপরাধীনতা [স] বি সকলপ্রকার দাসত্ব। 'আজিকে সর্বপরাধীনতার দর।' নজরুল, ১৯৩০।

সর্বপাচাষী, **সর্বপাচাষী** [স] বিণ সবচেয়ে পিছনে আছে এমন। 'সর্বপাচাষী রথে আরোহণ করিলে, অধিক বিদ্র।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সর্বপাশপাশ [স] বিণ সকল পাশপাশেচাকারী। 'সকালে যে সর্বপাশপাশকে ডাকাডাকি করেছিল।' হাসান, ১৯৬৭।

সর্বপাশী [স] বিণ সবকিছু পান করে এমন। 'জানি না বুকের কত নিচে নেমে যায় এর সর্বপাশী শেকড়।' শঙ্ক, ১৯৭১।

সর্বপ্রকার, **সর্বপ্রকার** [স] ১ বিণ সব প্রকার। 'উত্তম মধ্যম অধম সর্বপ্রকার লোকেরই সম্মুখ'। দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিণ সবরকম। 'সর্বপ্রকার শিক্ষণীয় বিষয় এই ব্রহ্মা ইত্যদেই সমুদ্রত ইয়াচ্ছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'অন্যুত দেখখানি সর্বপ্রকার বাহ্যব্যবজিত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সর্বপ্রকারে, **সর্বপ্রকারে** [স] ক্রিবিণ পুরোপুরি। 'মোকাম সর্বপ্রকারে তৈয়ার হবক।' ক্যান্সে, ১৭৮৭।

সর্বপ্রতাপাধিত [স] বিণ সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী। 'সর্বপ্রতাপাধিত ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করলেই এই দন্তকবিধান স্বীকার করে ...।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

সর্বপ্রথম [স] ১ বিণ সবচেয়ে সামনের; সর্বপ্রথম। 'অমি ঐ ছাত্রকে প্রথম সর্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম।' বিদ্যা, ১৮৩৬। বিণ সবচেয়ে পুরানো; সবচেয়ে আদি। 'বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা।' বরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

সর্বপ্রথমে, **সর্বপ্রথমে** [স] ক্রিবিণ সবার আগে। 'ইরোজই বোধ হয় সর্বপ্রথমে ...।' প্রচারক, ১৯০৪; 'সর্বপ্রথমে গিরিবি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সর্বপ্রধান, **সর্বপ্রধান** [স] ১ বিণ সবচেয়ে প্রধান। 'তন্মতে ক্লাইব সর্বপ্রধান'। অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ সবচেয়ে প্রধান যে। 'ভাষ্যের সর্বপ্রধানের নাম যুবটো।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৩ বিণ যুবা। 'অমততা অসমাপ্তিই তাহার সর্বপ্রধান ব্যাখ্যা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বিণ সর্বশ্রেষ্ঠ। 'যিনি সনাতন ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রধান রক্ষক।' প্রচারক, ১৯০০।

সর্বপ্রাচীন, **সর্বপ্রাচীন** [স] বিণ সবচেয়ে পুরানো। 'পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রীক হিরোডোটাস।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সর্ববন্ধক [স] বি সকল বন্ধন হেদ। 'শেষে করিলেন তান সর্ববন্ধক'। বৃন্দা, ১৮৫০।

সর্ব-বাহ্যকল্পতরু [স] বি শব্দের গাছবিশেষ, যা সকল ইচ্ছা পূরণ করে। 'সর্ব-বাহ্যকল্পতরু গ্রন্থ বিশম্বর'। বৃন্দা, ১৮৫০।

সর্ববাসিসম্মত, **সর্ববাসিসম্মত**, **সর্ববাসীসম্মত** [স] বিণ সবার মত আছে এমন। 'ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ববাসিসম্মত?' দীনবন্ধু, ১৮৭৩; 'তাঁহা সর্ববাসিসম্মত'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সর্ববাদীস্বীকৃত [স] বিণ সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত। 'একথা সর্ববাদীস্বীকৃত যে ...।' এনায়েল, ১৯৫৫।

সর্ববিজয়ী, **সর্ববিজয়ী**, **সর্ববিজয়ী** [স সর্ববিজয়ী] ১ বিণ যাবতীয় বিষয়ে জয়লাভকারী। 'সর্ববিজয়ী ইসরাজে লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া যথার্থ পাইয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ২ বিণ সর্বত্র বিজয়ী। 'এই সাধনা ও সংকল্প চিরস্থায়ী হউক, সর্ববিজয়ী হউক।' আজাদ, ১৯৩৭। ৩ বিণ সকল দিক জয়ী করে এমন। 'বিশ্বে তাহাদের সমস্ত সর্ববিজয়ী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সর্ববিশ্বিত [স] বিণ সকলের জানা আছে এমন। 'পাক-ভারতীয় সত্ত্বাভাববিরাগী জাতীয় আন্দোলন যে ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত একথা সর্ববিশ্বিত।' উমর, ১৯৬৬।

সর্ববিশ্যে, **সর্ববিশ্যে** [স সর্ববিশ্যে] বি সব রকমের বিদ্যা। 'সর্ববিশ্যেতেই বিহারদ'। রামরায়, ১৮০১।

সর্ববিশ্ব, **সর্ববিশ্ব** [স] ১ বিণ সব রকম। 'বেকন ও লাক, নিউটন ও লাগলাস ... প্রভৃতি সর্ববিশ্ব তত্ত্বগত প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্মপ্রত্যয়ে ভিত্তি করি।' অক্ষয়, ১৮৪৮; ২ বিণ সকল; তাবৎ। 'ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারম্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ববিশ্ব জ্ঞান জানে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সর্ববিশ্বাসমুগ্ধ [স] বিণ সব ধরনের বিশ্বাসিতা থেকে মুক্ত। 'সর্বলোভ, সর্ববিশ্বাস-মুগ্ধ কমিল পুরুষ তিনি।' কায়সার, ১৯৬৫।

সর্ববিশ্বম, **সর্ববিশ্বম** [স] ১ বি সর্বকিছু। 'অবদান করুন আমার সর্ববিশ্বময়েই সুখি হইয়াছি।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি সব ক্ষেত্র। 'যোদ্ধা' ব্যুর সর্ববিশ্বময়েই বিজয় এবং অশঙ্কপাতি।' জ্ঞানাম্বেশ্বর, ১৮৩৬।

সর্বমুগ্ধ [স] বি সকল রকমের বুদ্ধি। 'সর্ববুদ্ধি হরিলোক এক নিম্পা পাশ'। বৃন্দা, ১৮৫০।

সর্বব্যাপক [স] বিণ সর্বব্যাপী। 'ভৌতিক বিষয়ে সত্য আপন সর্বব্যাপক ঐচ্ছা প্রমাণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

সর্বব্যাপি, **সর্বব্যাপি** [স সর্বব্যাপী] বিণ সর্বত্র বিরাজকারী। 'ধর্মাব্যাক্ত তদ্বিশেষে সর্বপ্রতি সর্বব্যাপি পরমেশ্বরের রূপ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

সর্বব্যাপি, **সর্বব্যাপী** [স] ১ বি সর্বত্র বিরাজ করে যে। 'হে সর্বব্যাপি, সর্বজ, কে জানে মহিমা তোমার?' মাইকেল, ১৮৬০। ২ ক্রিবিণ সর্বত্র। 'সর্বব্যাপী বিদ্যমান আছেন ঈশ্বর।' গিরিশ, ১৮৮৭। ৩ বিণ সর্বত্র প্রসারিত। 'সর্বব্যাপী নিরঙ্কজ আমার বন্ধকে দুই হাতে বেঁটন করে ধরেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সর্বব্যাপ্ত [স] বিণ সর্বত্র বিস্তৃত। 'যে অখণ্ড ও সর্বব্যাপ্ত রূপ প্রত্যক্ষ করি ...।' সুদীপমুখো, ১৯৭০।

সর্বভাগ [স] বি সব অংশ। 'তবু না হেরিব সর্বভাগ'। মাইকেল, ১৮৬৩।

সর্বভারতীয় [স] বিণ সমগ্র ভারতে প্রচলিত। 'যদি সর্বভারতীয় ভাষা বলিয়া আদৌ কোনো ভাষা ভারতবর্ষে থাকে ...।' আজাদ, ১৯৪১।

সর্বভুক, **সর্বভুক**, **সর্বভুক** [স] ১ বিণ সবকিছু বিস্মৃত করে এমন। 'সকলি করেছে গ্রাস সর্বভুক কাল।' রস, ১৮৫৮। ২ বি অগ্নি। 'সর্বভুক, প্রাণেশিলে নিবিষ্ট কাননে।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বিণ সবকিছু খায় এমন। 'অনেক পুরোহিত সর্বভুক'। বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৪ বিণ সবকিছু গ্রাস করে এমন। 'সব-ভাতে দই হয়ে মৃত্যু সর্বভুক'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সর্বভূত, **সর্বভূত** [স] ১ বিণ সর্বত্র বিদ্যমান। 'চতুর্দলে অশান

সর্বভূতেত্বে ব্যান।' চরী, ১৫৫০। ২ বি সকল গ্রামী। 'সর্বভূত-হৃদয় জানয়ে সর্ব ভক্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০: 'সীমন্ত চিকুর খড়গ ধার জোর/ সর্বভূত মনে আস।' আলোচন, ১৬৮০। ৩ বি সকল উপাদান। 'তিনি যে সর্বভূত বিরাজমান এ অনুভূতি ব্যক্ত করতেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সর্বভূমিনতা [স] বি সর্বজনীনতা। 'স্বস্ত্য ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সর্বভোলা বিণ সব ভুলিয়ে দেয় এমন। 'চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে, চঞ্চলের সর্বভোলা দানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সর্বমএ [স সর্বময়] বিণ সর্বব্যাপ্ত। 'কিবা এথা কিবা তথা তুষ্টি সর্বমএ।' সুলতান, ১৭০০।

সর্বময় [স] বিণ সর্বব্যাপী। 'শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমেঘে সর্বময় না হইবে?' বর্জিম, ১৮৭৪।

সর্বময়ী [স] বিণ স্ত্রী সর্বসেবা। 'বাপের আদরে সে সর্বময়ী ছিল।' শরৎ, ১৯১৩।

সর্বমানবচিন্তা [স] বি সমগ্র-মানুষের মন। 'সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিন্তার মহাদেশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সর্বমানবীয় [স] বিণ সকল মানুষের। 'একদিকে আছে ব্যক্তিমানুষের প্রাতিভিক অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যদিকে সর্বমানবীয় ঐক্যে আস্থা।' শিব, ১৯৫০।

সর্বমুক্তি [স] বি সমাপ্তিগত মুক্তি। 'কেবলমাত্র individual salvation-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সর্বমুখী [স] বিণ সব দিকে গমন করে এমন। 'সুখের আলো সর্বমুখী।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সর্বরক্ষা [স] - বাঁচোয়া; আশিস। 'সর্বরক্ষা - ছেঁবিবাহ করেনি।' শরৎ, ১৯১৭।

সর্বরিক্ত [স] বিণ সম্পূর্ণ সঞ্চলীন। 'সর্বরিক্ত অক্ষসিদ্ধ সৈন্যের দীক্ষায় দীর্ঘকাল, ব্রাহ্ম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সর্বলীলা, সর্বলীলা [স] বি সব ধরনের জীবনযাপন। 'সর্বলীলা।' মালাধর, ১৫০০।

সর্বলুক, সর্বলুক [স সর্বলোকা বি সকল মানুষ। 'আইহনের পঙ্ক্তি রাধা সর্বলুকে কএ।' মালাধর, ১৫০০।

সর্বলোক, সর্বলোকা [স] ১ বি সকল মানুষ। 'সর্বলোকে ত্রাহি ত্রাহি হলে হাত তুলি।' বৃন্দা, ১৫৮০: 'রাজা ত্রৈল হইলে সর্বলোকে কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হইবেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি সমগ্র জগৎ। 'সর্বলোকের বিজয়িনী এক নারী।' নজরুল, ১৯৩১।

সর্বলোকাত্মা [স] বিণ সকল লোকের আত্মা। 'তা সর্বলোকাত্মা এবং সর্বলোকপ্রিয়।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকপ্রিয় [স] বিণ সবার কাছে প্রিয়। 'তা সর্বলোকাত্মা এবং সর্বলোকপ্রিয়।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকবিদিত [স] বিণ সবার জানা। 'সর্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

সর্বলোকম্যন্য [স] বিণ সবাই মানে এমন। 'একটা সর্বলোকম্যন্য সাহিত্যিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বলোক-শিক্ষণীয়, সর্বলোক-শিক্ষণীয় [স] বিণ সবলোকের

শেখা উচিত এমন। 'সর্বলোক-শিক্ষণীয় উৎকৃষ্ট শাস্ত্র।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সর্বলোকসামান্য [স] বিণ সবার কাছে সাধারণ। 'ও-বস্ত্র সর্বলোকসামান্য।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বলোকস্বীকৃত [স] বিণ সর্বজন ঘাড়া স্বীকৃত। 'এ কথা সর্বলোকস্বীকৃত।' প্রমথ, ১৯১৪।

সর্বলোভ [স] বি সবকিছুতেই লোভ। 'সর্বলোভ, সর্ববিলাসমুক্ত কামিল পুরুষ তিনি।' কায়নার, ১৯৬৫।

সর্বশক্তি, সর্বশক্তি [স] ১ বি সর্বপ্রকার শক্তির অধিকারী যে। 'সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ সর্বশক্তিমান। 'সর্বশক্তি মরমের মুখের সমুদ্রে, দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তললতা, মুহূর্তে তুমি নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি সমস্ত শক্তি। 'তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে, সর্বশক্তি লয়ে মোর।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সর্বশক্তিময় [স] বিণ সর্বশক্তিমান। 'পথের দিশারি এক সে সর্বশক্তিময়।' নজরুল, ১৯৪১।

সর্বশক্তিমান, সর্বশক্তিমান [স] বিণ সর্বপ্রকার শক্তির অধিকারী। 'বৈষ্ণব হইয়া মুগ্ধমানদের দেবতাকে সর্বশক্তিমান বলিয়া মানেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯: 'লোকটা সর্বশক্তিমান নয়।' মালিক, ১৯৩৬।

সর্বশক্তিমানত্ব [স] বি সর্বময় ক্ষমতার মালিকানা। 'নিজের সর্বশক্তিমানত্বটাকে সর্দপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

সর্বশক্তিশালী [স] বিণ সব দিক থেকে শক্তিশালী। 'বাংলা সাহিত্য সর্বাসুন্দর ও সর্বশক্তিশালী হয়ে উঠবে না।' প্রমথ, ১৯১৭।

সর্বশক্তি [স] বি সকল ক্ষম। 'সত্যপথের সর্বশক্তি ছাই হয়ে যায় ক্রলে।' নজরুল, ১৯৪১।

সর্বশরীর [স] বি সমস্ত দেহ। 'তাহার সর্বশরীর কাপিতে, ও নয়নঘর হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সর্বশাস্ত্র, সর্বশাস্ত্র [স] বি সকল বিদ্যা। 'সর্বশাস্ত্রে বিশারদ রূপে গুণে বিনয়ধর্ম।' বাহরায়, ১৬৫০: 'সর্বশাস্ত্রে বিশারদ মহিমা সাগর।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯।

সর্বশাস্ত্রবিৎ, সর্বশাস্ত্রবিৎ [স] বিণ সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'ভূমি সর্বশাস্ত্রবিৎ।' বর্জিম, ১৮৭৯।

সর্বশাস্ত্রবিশারদ [স] বিণ সকল বিদ্যায় সমান পারদর্শী। 'সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত সুসার।' বাহরায়, ১৬৫০।

সর্বশাস্ত্রবেত্তা [স] বিণ সব শাস্ত্রে পণ্ডিত। 'সর্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকেন।' কেরি, ১৮১২।

সর্বশাস্ত্রসম্যক্ত [স] বিণ সকল শাস্ত্র কর্তৃক অনুমোদিত। 'দানবশূরী যে পাড়ালে ... এ কথা তো হিন্দুর সর্বশাস্ত্রসম্যক্ত।' প্রমথ, ১৯১৬।

সর্বশী [স সর্বালী] বিণ সর্বভূক। 'সর্বশী ছাগল তোমার খাইল শৃগালে।' মুহূর্ত, ১৬০০।

সর্বতত্ত্ব, সর্বতত্ত্ব [স] ১ বিণ সবাইকে নিয়ে। 'রাজাৎ বিক্রমাদিত্যের রুখতে পরিতুষ্ট হইয়া সর্বতত্ত্ব উজ্জয়িনীতে গিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বিণ সব মিলিয়ে। 'গ্রেট বিটেন ও আয়ারল্যান্ডে সর্বতত্ত্ব এগারটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

সর্বতত্ত্বা, সর্বতত্ত্বা [স সর্বতত্ত্ব] বিণ সর্বমোট। 'আটার হাজার টাক

হয় সর্বভদ্র।' দর্পণ, ১৮১৮।

সর্বভদ্রতা [স] বি সব রকমের শুভ করেন যিনি। 'সর্বভদ্রতাতা কল্যাণ করুন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সর্বশেষ [স] ১ ক্রিবিণ সবশেষে। 'মানকট ধরিতে শিখিল সর্বশেষ।' মানিকম্বর, ১৮৮১। ২ বিণ সর্বশেষে। 'শ্রেণীর সর্বশেষ হস্তান গিয়া উপবিষ্ট হইল।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'বছরের শেষে সর্বশেষ শ্রেণীও খোলা সম্বর হবে।' ওয়াশী, ১৯৬৪। ৩ বিণ সব শেষে ঘটেছে এমন। 'পাখিতে চাহিছে হিয়া পুতান্ন ক্রান্ত বরষের সর্বশেষ গান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবোধনা, দূরের হৃদয় রবে এনে দেয় মনে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৪ বি সবার শেষ যা। 'তার সর্বশেষ, আপনি ঝুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সর্বশেষক, সর্বশেষক [স] বিণ সব কিছু শেষক করে এমন। 'ইহারা একপ্রকার সর্বশেষক।' সোমগ্রন্থ, ১৮৬৮।

সর্বশ্রীময় [স] বিণ সর্বাসুন্দর। 'সুরলোকের অসম্পূর্ণতা সর্বশ্রীময় করে দিতে।' মুক্তবা, ১৯৬০।

সর্বশ্রেণী [স] বি সকল স্তর। 'সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের উপর চরম নির্বাচন চালানো হচ্ছে।' বেগম, ১৯৭০।

সর্বশ্রেষ্ঠ [স] বিণ সর্বোত্তম। 'বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানিহ কেবল।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহাদের বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮০০।

সর্বসম্যক [স] ক্রিবিণ সবার সামনে। 'ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহস্থি, এসকল সর্বসম্যক ব্যক্ত করা বিধেয় নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সর্বসম্মত, সর্বসম্মত [স] বিণ সর্বমোট। 'সর্বসম্মত ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মণ পাট ছিল।' শিখা, ১৯০১।

সর্বসম্মত [স] ১ বিণ সর্ববিকৃত। 'জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজ্ঞতার যে-সকল সর্বসম্মত অধিকার আছে, তাহা ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ সকলের সম্মতিযুক্ত। 'সদস্যগণের সন্নিবিষ্ট ও সর্বসম্মত অনুমোদে ...' মনসুর, ১৯০৫; 'চ্যামিৎ কমিটির সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ...' আজাদ, ১৯৬৪।

সর্বসম্মতি [স] বি সবার অনুমতি। 'সাহেব সর্বসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৭।

সর্বসম্মতিক্রমে, সর্বসম্মতিক্রমে [স] ক্রিবিণ সকলের সম্মতি অনুসারে। 'বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্বের যাহার যাহা-কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সর্বসম্মতিক্রমে ওই বলি বন্ধ হওয়া তাহার প্রকমাত্র বারণ নির্দিষ্ট হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'প্রজাবল্লী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।' নলকল, ১৯২৬; 'চ্যামিৎ কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়াছিলেন।' আজাদ, ১৯৬৪।

সর্বসহা, সর্বসহা [স] বিণ সর্ববিকৃত সহ্য করে এমন। 'খেয়াতি ক্রিতির নাম বটে সর্বসহা।' কুঞ্জরায়, ১৭২০; 'আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁজো সর্বসহা।' লক্ষ্য, ১৯৫৫।

সর্বসাক্ষ্যে, সর্বসাক্ষ্যে [স] ক্রিবিণ মোটের উপরে। 'তারা সর্বসাক্ষ্যে প্রায় এক ডজন।' নলকল, ১৯৩০; 'সর্বসাক্ষ্যে প্রায় শতকরা ৫০ জন।' মোহাম্মদী, ১৯৩৩।

সর্বসাক্ষী, সর্বসাক্ষী [স] বি সব কিছুর সাক্ষী যে। 'তোমারে যে প্রেমচ্ছন্দ দিয়েছেন হেসে সর্বসাক্ষী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

সর্বসাধারণ, সর্বসাধারণ [স] ১ বিণ সব রকমের। 'এই রূপ হওয়াতে সর্ব সাধারণ উপকার হয়।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি

জনসাধারণ। 'সর্বসাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল তাহা সামান্যতই অশুদ্ধ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যোতে পরিপূর্ণ।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'বিজ্ঞান তাহাই সর্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি সাধারণ লোক। 'সর্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেক্ষণ করিতেন না।' বিদ্যা, ১৮৬৩; 'সর্বসাধারণে এই কাগজগুলি অধিক পড়িয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৪ বি অনাসব লোক। 'সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দানি ছিল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সর্বসুখ, সর্বসুখ [স] বি পূর্ণ আনন্দ। 'বৃন্দাবন বৈস তাহা সর্বসুখ পাইয়ে।' কুঞ্জরায়, ১৫৮০; 'সর্বসুখ পলাতিব মন হইব শান্ত।' আলোড়ন, ১৮৬০।

সর্বসুখময়, সর্বসুখময় [স] বিণ সবসময়ে সুখ বিরাজ করে এমন। 'এই সর্বসুখময় উপকূল দেব।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সর্বসুখ, সর্বসুখ [স] সর্বভদ্র। বিণ মোট। 'সর্বসুখ পক্ষাণ হাজার টাকা হইলে।' দর্পণ, ১৮২৩; 'প্রাথমিক সর্বসুখ জনচারকে যাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল।' বনফুল, ১৯৩৮।

সর্ব সুদ্ধা, সর্ব সুদ্ধা [স] সর্বভদ্র। বিণ মোট। 'ব্রাহ্মণ সর্ব সুদ্ধা বয়িল বিবাহ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

সর্বসুখী, সর্বসুখী [স] সর্বভদ্র। বিণ মোট। 'সর্বসুখী ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল।' দর্পণ, ১৮২৩।

সর্বসুখসুখার্থী [স] বিণ সবদিক থেকে শুভলক্ষণযুক্ত। 'তিনিও সর্বসুখসুখার্থী।' মাইকেল, ১৮৫৯।

সর্বসুখক্ষা [স] বিণ স্ত্রী সকল প্রকার শুভ লক্ষণসম্পন্ন। 'রানি হবার উপযুক্ত সর্বসুখক্ষা কন্যা পাওয়া কঠিন।' মহাভোতা, ১৯৫৬।

সর্বসেস, সর্বসেস [স] সর্বশেষ। ক্রিবিণ সবশেষে। 'সর্বসেস মূনিবরে করিছে কর্ণপাত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সর্বস্বান্ন [স] বি সব জায়গা। 'সর্ব অন্তর্ভাবী প্রভু জানে সর্বস্বানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সর্বস্ব, সর্বস্ব [স] ১ বি সবকিছু। 'খেলিমু কপট সারি সে জাইব সর্বস্ব হারি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি বাজেয়াবকরণ। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি সম্পত্তি। মানোএল, ১৭৪৩।

সর্বস্বতা [স] বি সম্মত। 'আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে।' জীবন, ১৯৪২।

সর্বস্বধন, সর্বস্বধন [স] বি বহু কষ্টে অর্জিত সম্পদ। 'তঁহার সর্বস্বধন বৌদ্ধপ্রতিমা ... সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সর্বস্বপনকারী [স] বিণ সর্বস্বের শপথ করে এমন। '... কখনও বা লিয়র-এর মতো এক একপ্রকার সর্বস্বপনকারী উন্মত্ত বৃদ্ধ।' শিব, ১৯৬০।

সর্বস্বহারা [স] বিণ সমস্ত সম্বল হারিয়েছে এমন। 'চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্বস্ব-হারা, সারাটি বরষা ভুই কঁদিয়া হইলি সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'যদিও তুমি সর্বস্বহারা হও ... কুহ পরোয়া নেই।' নলকল, ১৯২৬।

সর্বস্বান্ত [স] ১ বিণ সর্বহারা। 'মোকদ্দমাও ঘটে তাহাতে সর্বস্বান্ত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'অগ্নিদাহে সর্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি পুনর্বীর, পূর্বের ন্যায়, বিষম দুখে পড়িলেন।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি সর্বনাশময়। 'তঁাহারা প্রজারা সর্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সর্বস্বাধারণ, সর্বস্বাধারণ [স] বি সর্বস্ব লুটন। 'কৌশলে লোকের সর্বস্বাধারণ করিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সর্বস্বাধাতা, সর্বস্বাধাতা [স] বিণ সবকিছু হারিয়েছে এমন। 'ঐ সর্বস্বাধাতা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়াছেন।' মথুরা, ১৮৭৩।

সর্বস্বীকৃত [স] বিণ সকলেই মেনে নেয় এমন। 'গ্রামে গ্রামে একটি সর্বস্বীকৃত সহজ ব্যবহার ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূখ্য সকলের মধ্যেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৭; 'ইহা একরূপ সর্বস্বীকৃত মত।' এনামুল, ১৯৫৫।

সর্বস্বীকৃতভাবে [স] ক্রিবিণ সবাই স্বীকার করে এমনভাবে। 'পৃথিবীর সেরা দার্শনিকের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবে তিনি একজন।' শিব, ১৯৫০।

সর্বহারা, সর্বহারা [স] বিণ নিঃস্ব। 'এক পবিত্র মন্তক রক্ষার জন্য আজ সর্বহারা হইলাম।' মশাররফ, ১৮৮৫; 'রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজরী বিধে তারা।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'সর্বহারা।' নজরুল, ১৯২৭; 'হাদেস ভরে আমার জগন্নাথ সর্বহারা।' নজরুল, ১৯৩৫।

সর্বহিতৈষিতা, সর্বহিতৈষিতা [স] বি সকল বিষয়ে কল্যাণ করার ইচ্ছা। 'মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্বহিতৈষিতা, সদাশরতা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপণে সর্বোৎকৃষ্ট।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সর্বহৃদয় [স] বি সকল হৃদয়। 'কাশো আলায় সর্বহৃদয় ভরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সর্বহৃদয়সমাদী [স] বি সকলের মন স্পর্শ করে এমন। 'যদি তিনি সর্বহৃদয়সমাদী হতে পারেন, সেটা তার হিসাবের উপরিপাওনা।' শিব, ১৯৭৩।

সর্বাহেশদর্শী, সর্বাহেশদর্শী [স] বি সকল দিক জ্ঞান আছে যার। 'সে মনুষ্যজাতির সর্বাহেশদর্শী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সর্বাহেশে, সর্বাহেশে [স] ১ ক্রিবিণ প্রত্যেক অঙ্গের সবক্ষেত্রে। 'সর্বাহেশে ভরসা মোর চরণে তোমার।' বাহরাম, ১৮৮০; 'সর্বাহেশে যে প্রকারে অত্যাশুট বৈভব বর্ণনা আছে।' অক্ষয়, ১৮৮৪। ২ ক্রিবিণ পুরোপুরিভাবে। 'তাহারা অবিশ্রাম মনঃহ্রদয়ের সন্তোষে সর্বাহেশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'সভার হস্তে কার্যভার থাকিলে সর্বাহেশেই মঙ্গলের সম্ভাবনা।' মশাররফ, ১৯০৮।

সর্বাহেশে, সর্বাহেশে [স] সর্বাহেশে ক্রিবিণ সমস্ত দিক বিবেচনার। 'বিশিষ্ট এবং সর্বোচ্চ ম্যেট্রাটির সর্বাহেশে বুন্দনি।' ওঙ্গ, ১৭৭৯।

সর্বাহরণানীয়ে [স] বি সবার আগে গণ্য করতে হয় এমন যারা। 'সর্বাহরণানীয়ের মধ্যে স্থান পাইল।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সর্বাহরণ্যা [স] বিণ সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য্য পেয়েছে এমন। 'এখন ইংরাজ প্রতাপের প্রেসিডেন্ট সর্বাহরণ্যা করিয়াছে -।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সর্বাহ্রজ [স] বি সবার আগে জন্মেছে যে। 'জীৱ অল্পদি দিয়ে গ্রামভারি সর্বাহ্রজের কপালে ভিলক দেয়।' মুক্ততবা, ১৯৯০।

সর্বাহ্রজী [স] বিণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'ইহাদের দেশের সর্বাহ্রজী।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

সর্বাহ্রজী, সর্বাহ্রজী [স] বিণ সবচেয়ে সামনে আছে এমন। 'সর্বাহ্রজী ...' রথে আরোহণ করিলে, অধিক বিয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সর্বাহ্রজ, সর্বাহ্রজ [স] ১ ক্রিবিণ সকলের সামনে। 'যাহারা বিবাহদিগসময়ে রাতায় সর্বাহ্রজ উত্তরারাম আরোহণ করিয়া নৃত্য করে ...।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রিবিণ সবার আগে। 'সর্বাহ্রজ ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'বেশই সর্বাহ্রজ

প্রমাণ।' উমেশ, ১৮৫৭।

সর্বাহ্র, সর্বাহ্র [স] বি সমস্ত শরীর। 'সর্বাহ্রের সুন্দরী তোড়।' বড়ু, ১৪৫০; 'সর্বাহ্রের সুন্দর রূপ প্রভুত্ব বদনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সর্বাহ্রিনন্দনীয় [স] বিণ সব দিক দিয়ে নিন্দ্যযোগ্য। 'শেখাপড়ায় সর্বাহ্রিনন্দনীয় হস্তীমু ছিলেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

সর্বাহ্রিষ্যট [স] ক্রিবিণ সমস্ত শরীর জুড়ে। 'না থাকে সর্বাহ্রিষ্যট সরস সম্পূর্ণতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সর্বাহ্রিম্মনে [স] ক্রিবিণ মনোগ্রামে। 'শিশিরলিঙ্গ বাতাসের দ্বারা সর্বাহ্রিম্মনে অভিনন্দিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সর্বাহ্রিসম্পূর্ণ [স] ১ বিণ সবদিক থেকে পরিপূর্ণ। 'কীটসের লেখা সর্বাহ্রিসম্পূর্ণ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ নিশ্চুত; কোথাও বুঁত নেই এমন। 'সর্বাহ্রিসম্পূর্ণ পরমার্থিক কবিতা।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বিণ আগামোড়া সম্পূর্ণ; পরিপূর্ণ। 'একটি সর্বাহ্রিসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সর্বাহ্রিসুন্দর, সর্বাহ্রিসুন্দর [স] বিণ সমস্ত অংশই নিশ্চুত এমন। 'অভিন্ন কার্তিক যেন সর্বাহ্রিসুন্দর।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'আমি তোমার মত সর্বাহ্রিসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই।' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'তাহার দ্বারা সর্বাহ্রিসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে।' শরৎ, ১৯১৩।

সর্বাহ্রিসুন্দরী, সর্বাহ্রিসুন্দরী [স] ১ বি পরিপূর্ণ সুন্দরী নারী। 'নিতি জ্ঞাৎ সর্বাহ্রিসুন্দরী বনপথে যমুনা নদরী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ স্ত্রী পরিপূর্ণ সুন্দর এমন। 'সর্বাহ্রিসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সর্বাহ্রীণ, সর্বাহ্রীণী, সর্বাহ্রীণ [স] ১ বিণ সম্পূর্ণ। 'হুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্বাহ্রীণ মঙ্গল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'প্রকৃতিপুঞ্জের সর্বাহ্রীণ সুখাধেশ্য করি।' মাইকেল, ১৮৭৪। ২ বিণ সামগ্রিক। 'তাহার নিচ্যাম ধর্ম সর্বাহ্রীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ...।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সর্বাহ্রীণভাবে [স] ক্রিবিণ সম্পূর্ণরূপে। 'এমনি সর্বাহ্রীণভাবে প্রত্যক্ষোচর হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সর্বাহ্রিক [স] বিণ পুরোপুরি। 'সর্বাহ্রিক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সর্বাহ্রিক [স] বিণ সর্বজনীন। 'আমরা বুদ্ধি দেশবাসী মানুষ সাধারণের সর্বাহ্রীণ, সর্বাহ্রিক ও সার্বজনীন মুক্তি।' আজাদ, ১৯৩৬।

সর্বাহ্রীদৌ [স] ক্রিবিণ সবকিছুর আগে; সর্বাহ্রীয়ে। 'সেই গুঢ় কারণের অনুসন্ধান করা আমাদের সর্বাহ্রীদৌ উচিত হচ্ছে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সর্বাহ্রীদ্যে [স] ক্রিবিণ সবার আগে। 'সেইমতে সর্বাহ্রীদ্যে আইলা আই হানে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সর্বাহ্রীধিক, সর্বাহ্রীধিক [স] বিণ শীঘ্রাহীন; সবচেয়ে বেশি। 'এ জীবনে মম সর্বাহ্রীধিক পাণ মোর, ওগো সর্বোত্তম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'তাহাদের সর্বাহ্রীধিক কর্তব্য দৃষ্টিহীনদের কল্যাণসাধনে তৎপর হওয়া।' আজাদ, ১৯৫৫।

সর্বাহ্রীধিক, সর্বাহ্রীধিক [স] বিণ সর্বোচ্চ স্থানীয়। 'কার্যের সর্বাহ্রীধিক ইহারদিগকেই করিয়া মহালের বন্দোবস্ত প্রমুখ ...।' রামরায়, ১৮০১।

সর্বাহ্রীনাযকতা [স] বি চূড়ান্ত নেতৃত্ব। 'প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাহ্রীনাযকতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে।' সর্বোত্তম, ১৯৭২।

সর্বাহ্রীধ্যক, সর্বাহ্রীধ্যক [স] ১ বিণ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। 'শ্রীহরিকে

মহারাজা বিক্রমাদিত্য খেতাব দিয়া সর্বাধ্যক্ষ মুখ্য পাত্র ... করিলেন।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি প্রধান প্রতিনিধি। 'ইংলণ্ডীয় অধ্যক্ষেরা কি সুখিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্বাধ্যক্ষ করিয়াছেন।' সুধাবর্ণ, ১৮৫৫। ৩ বি সর্বাধিনায়ক। 'সমগ্র সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ বা কমান্ডার-ইন-চিফ-এর পদ গ্রহণ করলেন।' মহাশোভা, ১৯৫৬।

সর্বানুভূতি [স] বি সব ধরনের অনুভূতি। 'ইন্দ্রিয়ের সর্বানুভূতির ক্ষয় করে বেলে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।
সর্বান্তকরণ, সর্বান্তকরণ [স] বি সমস্ত মন। 'আমাদের সর্বান্ত সর্বান্তকরণ ... আত্মা দে আগামোড়া টল-টল ধল-ধল করে দুলে গুটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সর্বান্তকরণে, সর্বান্তকরণে [স] ১ ক্রিণি আন্তরিকভাবে। 'সর্বাভ্যর্থন সর্বান্তকরণে সর্বথা আবশ্যক হইয়াছে।' দেবর্ষি, ১৮৩৯। ২ ক্রিণি সমস্ত অন্তর দিয়ে। 'সর্বান্তকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অগ্নিতে না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ ক্রিণি মনোপ্রাণে। 'নীতিগুলির আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করিতেছি।' মোহানন্দী, ১৯৩২।

সর্বান্তকারী, সর্বান্তকারী [স] বি পুরোপুরি শেষ করতে পারে এমন। 'এইরূপ সর্বান্তকারী বিজ্ঞায়াভিলাষী জাতি।' বন্দর্শন, ১৮৭২।

সর্বাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা [স] ১ বি সবচেয়ে। 'সর্বাপেক্ষা অল্পে এই জিয়া আবশ্যক।' ফরস্টার, ১৭৯৫। 'এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি সবচেয়ে ভালো। 'হিন্দুদের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক সর্বাপেক্ষা যে দুই গ্রামাধিকারী' দর্পণ, ১৮৩০।

সর্বাবয়ব [স] বি সম্পূর্ণ দেহ। 'সর্বাবয়ব সুশ্লিষ্ট গঠন ছিল বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সর্বভীষ্ট, সর্বভীষ্ট [স] বি সকল ইচ্ছা। 'জয় জয় শ্রীযাদি প্রভুভগবৎ সর্বভীষ্ট পূর্তি হেতু যাহার স্মরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সর্বারোহ, সর্বারোহ [স] ১ ক্রিণি সবার আগে। 'সর্বারোহ তথা পিতা।' আশাভল, ১৬৮০। ২ ক্রিণি সর্বগ্রন্থে। 'সর্বারোহ এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা ...' রামরায়, ১৮০১।

সর্বারাধ্য, সর্বারাধ্য [স] বি সকলের আরাধ্য। 'এই তিন তত্ত্ব সর্বারাধ্য করে মানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'এতদেশীয় লোকেরা কেবল আলস্যের অনুপ্রাণী হইয়া সর্বারাধ্য শিল্পবিদ্যার অনাদর করিতেছেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

সর্বার্থ, সর্বার্থ [স] বি সব প্রয়োজন। 'সংস্কৃত ... সুশোভন সর্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সর্বার্থসাধক [স] বি সব রকমের উন্নতিসাধন করে এমন। 'বকীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তারা সর্বার্থসাধক অথবা বিশ্ববী ছিলেন না।' শিব, ১৯৫৬।

সর্বার্থে [স] ক্রিণি সকলের সঙ্গে। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সর্বাত্মর [স] বি সবকিছুর আশ্রয়স্থল। 'তুমি সর্বাত্মর, এ কি শুধু শূন্যতা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সর্বাবশ্যহরণ, সর্বাবশ্যহরণ [স] বি সবকিছু অপহরণ। 'তাহাদের সর্বাবশ্যহরণ করিতে লাগিল।' পংসর, ১৮৯৮।

সর্বোন্নিয়, সর্বোন্নিয় [স] বি সকল ইন্দ্রিয়। 'সর্বোন্নিয় তত্ত্ব হয় শ্রবণে যাহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সর্বোর্বী, সর্বোর্বী [স] ১ বি সর্বকমতাসম্পন্ন। 'সমস্তের সর্বোর্বী কর্তা রাজা বসন্তরায়।' রামরায়, ১৮০১। 'তাহারাই সর্বোর্বী হইয়া হেলেকে খেজমত চালাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সর্বপ্রধান ব্যক্তি। 'চড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত বৈদ্যদের পাটে প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বোর্বী যত।' সুখীন্দ্র, ১৯৪০।

সর্বোর্ব, সর্বোর্ব [স] বি পুরোপুরি। 'তুমি তাকে বোলা সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বোর্ব মিথ্যা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সর্বোর্বময়ী [স] বি সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী। 'আমাদের মাতৃত্বময়ী পৃথিবীর স্বর্ণ, শিতা সর্বোর্বময়ী।' নরফুল, ১৯২৭।

সর্বোর্বলক [স] বি সকল ঐশ্বর্যলক। 'ভাঙ্গোবাসার মধ্য দিয়ে যে সন্তান জন্ম লাভ করে, সে হয় সর্বোর্বলক।' বেগম, ১৯৪৭।

সর্বোজ্ঞান [স] সর্বজ্ঞ; বিগ সবজ্ঞাত। 'তিনি সর্বোজ্ঞান সকালে জানন।' আভেনিয়ে, ১৭৪৩।

সর্বোজ্ঞি [স] সর্বজ্ঞি; বিগ সর্বজ্ঞী। 'তিনি আপনে সর্বোজ্ঞি ধর্মে রাজ।' আভেনিয়ে, ১৭৪৩।

সর্বোর্বকট, সর্বোর্বকট [স] বি সবচেয়ে ভালো। 'নিখিল ব্রহ্মাও রূপ সর্বোর্বকট এই মাহাকে পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র বরূপ বিবেচনা করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'কলেজ হইতে উত্তীর্ণ উপাধিধারীদের মধ্যে সর্বোর্বকট ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া ...' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫। 'বাহাদুরদের সর্বোর্বকট ইতিহাস লিখিয়াছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

সর্বোর্বকট, সর্বোর্বকট [স] বি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়ার গুণ। 'এই সর্বান নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকরণ মধ্যে সর্বোর্বকট তা সর্বোর্বকটে পারিয়েন ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সর্বোত্তম, সর্বোত্তম [স] বি সর্বশ্রেষ্ঠ। 'হেন কৃষ্ণাময় চেতনা না মানে যেই জ্ঞান/সর্বোত্তম হইলে তারে অসুরে গণন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'সর্বোত্তম সেই এই বেদের প্রকাশ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সর্বোদয় [স] বি সার্বিক উত্থান। 'রেনেসাঁস কি সর্বোদয়ের সমর্থক?' শিব, ১৯৫৬।

সর্বোদীর্ঘ [স] বিগ সম্পূর্ণ উত্থান ঘটায় এমন। 'আমার মানবত্বীর্ষী দর্শনের এবং সর্বোদীর্ঘ দর্শনের অভিমুখ্য একই দিকে।' শিব, ১৯৫৬।

সর্বোন্নত [স] বিগ সবচেয়ে উন্নত। 'ব্রহ্মাও পর্যবেক্ষণার্থ ধবলগিরির সর্বোন্নত শিখর দেখে আরোহণ করিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সর্বোপকারক, সর্বোপকারক [স] বিগ সবার উপকার করে এমন। 'সর্বোপকারক সমাচার ছাপাই।' দর্পণ, ১৮২১।

সর্বোপরি, সর্বোপরি [স] ১ ক্রিণি সবার উপরে। 'শ্রীগদ্যদ্বন্দ্ব দাশ শাখা সর্বোপরি কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ সবচেয়ে। 'সমাচার চন্দ্রিকা পরে সর্বোপরি সুখোদিত যে এক কবিতা আছে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ ক্রিণি সবকিছুর উপরে। 'সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি এ দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সর্বোর্ব, সর্বোর্ব [স] বিগ সবচেয়ে উপরের। 'মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্বোর্ব জ্বরে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সর্বথা, সর্বথা [স] ১ ক্রিণি সর্বত্র। 'যাহার প্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্বথা।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'কাশীয়াস ব্যাস তুমি না পাবে সর্বথা।' জয়ন্ত, ১৭৬০। ২ ক্রিণিগ সবকিছু। 'সর্বথা দিলাম মুখা।' রক্তক, ১৬৫০।

সর্বথা [স সর্বথা] ১ ক্রিবিণ সর্বত্র। 'প্রাণী হিমে সর্বথাএ'।
আলাওল, ১৬৮০। ২ ক্রিবিণ নিশ্চয়। 'গৌরব না করি কাটবি
সর্বথাএ'। সুপতন, ১৭০০।

সর্বধা [স সর্বধা] ক্রিবিণ সব জায়গায়। 'সর্বধা বিধাতা সৃষ্টিলা
অনুশাস'। বাহরাম, ১৬৫০।

সর্বদা, সর্বদা [স] ১ ক্রিবিণ সবসময়ে। 'তথাপি সর্বদা বামা
বক্রাধার'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'চলন্ত নৃপের পায়ে রনু খুনু করয়ে
সর্বদা'। বিজয়, ১৬৫০। ২ বি সমস্ত সময়। 'তারাকে সর্বদার সঙ্গী
হিসাবে পাইব'। মাহেনত, ১৯৪৯।

সর্বধরা বি ভিত্তি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিসা সর্বধরা হিরামুদী চন্দ্রতারা'।
মুকুন্দ, ১৬০০।

সর্বনাম, সর্বনাম [স] বি (ব্যাকরণ) বিশেষ্যের বদলে ব্যবহৃত শব্দ।
'নানা সর্বনাম ও ইঙ্গরেদী ধাতু'। দর্পণ, ১৮৩৬।

সর্বমঙ্গলা [স] বি হিন্দুদের দীর্ঘা। 'ফল মূল উপহার নৈবিত্যে পোজলা
করিআ পুজেন ঘটে সর্বমঙ্গলা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সর্বর করা ক্রি রাজ্য শাসন করা। 'সর্বর করিতে'। মানোএল, ১৭৪০।

সর্বিস [হি] বি বিভাগীয় চাকরি। 'গবর্নমেন্ট বা অন্য সর্বিসে না গিয়া'।
হস্তসাদ, ১৮৮৬।

সর্ভে [হি] বি জরিপ। 'আমাকে জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে লাগিয়ে
দিলেন'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সর্বন [স সর্বন] বি ব্রাহ্মণ। মেয়র্স, ১৭৫৬।

সর্ব্যা [স শব্দ] বি বিদ্যনা। 'রামির সর্ব্যাতে গিয়া গোপিনি সৃষ্টিলা
মালাধর, ১৫০০।

সর্বপ [স] বি সরিষা। 'প্রধান শস্য ছোলা, তিল, সর্বপ'। অক্ষয়, ১৮৪১।

সর্বপতৈল [স] বি সরিষার তেল। 'মুসলমান জ্যোতিষ নাসিকায়
সর্বপতৈল দিয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত আছেন'। প্রচারক, ১৮৯৯।
'বিশুদ্ধ সর্বপতৈল-সহযোগে'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সর্বব [স সর্বপ] বি সরিষা। 'সর্বব পুটিল ভরা বাক্যা নিল কোল
সরা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সর্বা [স সর্বপ] বি সরিষা। 'গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্বা কাপাস'।
মুকুন্দ, ১৬০০।

সর্বে [স সর্বপ] বি সরিষা - তেলবীজবিশেষ। 'সর্বের মধ্য ত্যাগ'।
দীনবন্ধু, ১৮৭২। 'সরিষা - সর্বে'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'পুঙ্করের ধারে
ধারে সর্বে খেতে পূর্ণ হয়ে যায়'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সর্বে-ইলিশ বি সরিষা সহযোগে রান্না করা ইলিশ। 'বাঙালীর সর্বে-
ইলিশ, মালাই-চিড়ি, ডাব-চিড়ি, বাঙালী বিধবার নিরামিষ ...'।
মুক্ততা, ১৯৫৮।

সর্বে ক্ষেত বি সর্বের ক্ষেত। 'সর্বে ক্ষেত ছুটিয়ে দিলে'। রবীন্দ্র,
১৯৩১।

সর্বক্ষেত বি সরিষার ক্ষেত। 'তখন ছিল সর্বে-ক্ষেতে ফুলের আঙন
লাগা'। রবীন্দ্র, ১৯০০। 'পুঙ্করের ধারে সর্বক্ষেত'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সর্বে-পড়া বি মদ্রপূত সরিষা। 'ও ভূত সর্বে-পড়া অনেক ধুনো/
দেখে তলে হল ধুনো'। নজরুল, ১৯২৪।

সর্বে হেরা ক্রি সর্বে দেখা। 'সুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্বে'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সলখ বি বহু কামানের যুগ্মগণ গোলাবর্ষণ। 'কামানের হুড়হুদি ... সলখে

বাণের গড় হয়'। ভারত, ১৭৬০।

সলগ্রাম [ফা শলগ্রাম] বি কপি জাতীয় সবজি। 'কোপি সলগ্রাম সলুপা
পালল ...'। কেরি, ১৮০২।

সলজ্ঞ [স] বিণ লজ্জামুক্ত। 'সে চকিত সলজ্ঞ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া
গিয়াছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'জ্ঞানসড়ো নির্বোধ কাঁচামাছ ভাব কিছু
নাই অথচ কেমন সলজ্ঞ সসম্মত ব্যবহার'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সলজ্ঞভাবে [স] ক্রিবিণ লজ্জাকভাবে। 'হাসিতে হাসিতে সলজ্ঞভাবে
দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭। 'কৃতিতা
তরুণী সলজ্ঞভাবে মাথা নাড়িল'। বনফুল, ১৯০৬।

সলজ্ঞাশঙ্কা [স] বি সংকোচ ও সংশয়। 'সেই কবিতার মুকুলগুলি
সলজ্ঞাশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করল'। নজরুল, ১৯২৬।

সলজ্ঞা [স সলজ্ঞ] ১ বিণ স্ত্রী লজ্জিত। 'বিবি এই কথা শুনিয়া
সলজ্ঞা হইয়া পের্টের ব্যথার ওজর করিলেন'। ভবানী, ১৮২৮। ২ বি
লজ্জাকভাবে। 'উষা-পত্নিনীর ন্যায় সলজ্ঞায় ইবৎ ফুটুখুখী'। মাইকেল,
১৭৭৩।

সলজ্জিত [স] বিণ লজ্জুক; লজ্জামুক্ত। 'শ্রিতহাস্যে নাহি চল
সলজ্জিত বাসরশয্যাতে শুদ্ধ অর্ধরাতে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সলজ্জে ক্রিবিণ লজ্জাসহকারে। 'সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও
আমি আমার ভ্রম বুদ্ধিতে প্যারি নাই'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'রেণু সলজ্জে
বলল'। নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

সলতে [আ সলীতাহ] বি প্রাণী জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত পাকানো সূতা বা
কাপড়। ভদ্রা, ১৭৮৫। 'যে কাপড়ে সলতে পাকাছম সে কাপড়
যাদের নাই'। গিরিশ, ১৮৮৯। 'দাসীরা সলতেবোলায় বলে উল্লংগের
উপর সলতে পাকাত'। রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সলতে-তার [আ সলীতাহ+ফা তার] বি বৈদ্যুতিক বাত্বের ভিতরে
প্যাকানো তার। 'বিজলি বাতির সলতে-তারের ভিতর দিয়ে ...'।
রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সলতেখাণী বি এক জাতের আম। 'পুঁইদের সলতেখাণী-তলায়'।
বিভূতি, ১৯২৯।

সলন [হি] বি তরকারি; ব্যঞ্জন। বিদ্যা, ১৮৯১।

সলবন [স স-সলবা] বিণ লবণ-মিশ্রিত। 'সলবন মুদ্রাঙ্কুর আলা খানি
খানি'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সলভ [হি] বি সমাধান। 'প্রবেশের পর প্রবেশে সলভ হইতে লাগিল'।
শরৎ, ১৯১৩।

সলমাচুমকি [আ সলমা+চুমকি] বি সোনা বা রূপার চকচকে পাকানো
বুটী-দানা। 'তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা গুড়না'।
প্রমথ, ১৯১৮। 'সলমা-চুমকি-দেওয়া কিংবাবের পোশাক পরা'।
অবন, ১৯৪১।

সলা [স শলাকা] বি শলাকা। 'সকল গায়ে হানিল পীহার সলা'। বিজয়,
১৬৫০।

সলি [স শলাকা] বি শলাকা। 'সর সলি লাগে মোর কানের কুজল'।
বড়ু, ১৪৫০।

সলা [আ শলাহ] বি সন্ধি। 'বাদশাহের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি অর্থাৎ
সলা হইল'। দর্পণ, ১৮২৬।

সলা পরামর্শ [আ শলাহ+স পরামর্শ] ১ বি মন্ত্রণা। 'উকীল
মোক্তারদিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে তাহার জোয়েই
হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়'। দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি আশা-প-

সলা-মন্ত্রণা

- আশোচনা। 'কারো সাথে সলাপরামর্শ করেছেন বলে তিনি।' মণীশ, ১৯৬৩।
- সলা-মন্ত্রণা [আ সলাহ+স মন্ত্রণা] বি পরামর্শ। 'লোকজনকে ব্যাচার বিরুদ্ধে লড়াইর সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।' মুক্তবাবা, ১৯৪৯।
- সলা [আ সলাহ] বি পরামর্শ। 'এ ব্যাপারে আমি কি সলা দিবার পারি।' মনসুর, ১৯৫৫।
- সলাগাত [আ সলামাত] বি সম্মত; সেলামি। '২১ একুশ টাকা সলাগাত সেলামী সরব দত্তবন্দন লইয়া ...।' চিত্রপরে, ১৯৭৭।
- সলাকা [স শলাকা] বি কাঠি। 'সোহার সলাকা দিয়া শেখিল সফুরে।' সুলতান, ১৭০০।
- সলাদুলা [স বিপ লেজবিশিষ্ট]। 'এক সলাদুলা, অপর লাদুলা'। বক্তিম, ১৮৭৪।
- সলাজ [স সলাজ] বি সজ্জিত ডাৰ। 'সজ্জিত স্বপনের মতো জাগরণে পশার সলাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।
- সলিকা [আ সলীকাহ] বি প্রতিভা। 'পৃথিবীকে বীর সলিকা দেখাইতে হইবে।' রোকেয়া, ১৯২১।
- সলিতা [আ সলীতাহ] বি পলিতা। 'সুও মীপের সলিতাতে গুণ্ড শিবা লাগল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।
- সলিতালতা [আ সলীতাহ+স লতা] বিপ সলতে ছপ লতা। 'সলিতালতা রূপসী গোড়ে নিবিড় তরী ভরে ...।' শক্তি, ১৯৬১।
- সলিল [স বি জল; পানি। 'নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে।' মালধার, ১৫০০।
- সলিলকুমা [স বি জলবিন্দু। 'তাতল উপল কোলে সলিলকুমা'। ঝরোদ্রসাদ, ১৯২৫।
- সলিল ছাওয়া বিপ জলপূর্ণ। 'আমি চেয়ে দেখি মোরও আঁখি সলিল-ছাওয়া।' নজরুল, ১৯৩২।
- সলিলধারা [স বি জলাধারা। 'অঁখির সলিলধারা।' নজরুল, ১৯০০।
- সলিলপ্রবাহ [স বি জলপ্রোত। 'একদিন এক নদীতীরে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন আর নরনাগারে সলিলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছেন।' হরহাসান, ১৮৮১।
- সলী [স শলা] বি তির বিদ্ধ হওয়ার বাখা (এখানে রূঢ় ব্যাকজনিত বাখা)। 'ধামলী বোলের প্যাডিক সলী।' বটু, ১৪৫০।
- সলুক [আ সলুক] বি সন্ধ্যা। 'জিন-শরীর সঙ্গে সলুক না থাকিলে মানুষ এত সক্তিমান ও ক্ষমতাসালী হইতে পারে না।' মনসুর, ১৯৫৫।
- সলুকা বি শাক বিশেষ। 'আমিরা তুয়া সলুকা টেনেটেন।' বিজয়, ১৬৫০।
- সলুশন [বি] বি দ্রব্য। 'মেহনি-প্রসঙ্গের সলুশন মাগিয়ে বিবিআনের কদম মোবারক মেয়াদক করা হল।' মুক্তবাবা, ১৯৪৯।
- সলোত্র সওয়া
- সলোম [স বিপ সোমযুক্ত। 'পাখির পালক ও সলোম পতঙ্গের প্রতি অনভ্যন্তের একটু বিশেষ টান সেবা যার।' প্রমথ, ১৯২০।
- সল্ল [স স্বল] বিপ হোটে। অল্প। 'সেখায় এক সল্ল হান।' রামরায়, ১৮০১।
- সল্লভ [স বিপ সাধু ব্যক্তির লভ্য। 'জয় গোপবস্ত্রত ভক্তসম্প্রদ।' ভারত, ১৭৬০।

- সন্তোকে [স বি সাধুব্যক্তি। 'তাহাকে সন্তোকে জ্ঞান করিয়া যদি বল।' ডবানী, ১৮২৬।
- সশঙ্ক [স বিপ শঙ্কিত। 'অপরায় বিনে পত সনাই সশঙ্ক।' মুকুন্দ, ১৬০০।
- সশঙ্কচিহ্নিত [স] ক্রিবিপ ভীত হয়ে। 'আমি অবাক হইয়া নিশ্পন্দশরীরে, সশঙ্কচিত্তে, এই বিচ্ছিন্নচরিতা রমণীর মানসিক শক্তির আশোচনা করিতেছিলাম।' বক্তিম, ১৮৭৪।
- সশঙ্কিত [স বিপ শঙ্কাতুত; ভীত। 'মনে সশঙ্কিত রাখে লাউসনের আশে।' রূপরায়, ১৭৫০।
- সশব্দ [স বিপ শব্দযুক্ত। 'ওঠাখর কামড়িয়া সশব্দ বিকট নষ্ট তয়ানক বদন ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।
- সশব্দবিপলিত [স বিপ শব্দ করে গলে এমন। 'সশব্দবিপলিত-নবনী-সুখি রুচিহনের উপরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।
- সশব্দে [স] ক্রিবিপ আওয়াজ করে। 'তাহার মূর্খের কাছে আসিয়া এমন শব্দে শিরচালন করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।
- সশরীর [স] সর্ব স্বয়ং; নিজে। 'সশরীরে গণিবে, স্মৃতি, তুমি প্রেতপুরে আজি শব্দেই প্রসাদে।' মাইকেল, ১৮৬১।
- সশরীরে ক্রিবিপ জীবিত অবস্থায়। 'মিষ্ণুতীরে জন্ম মরণ ও সশরীরে বৃষ্টিরোষে বৃত্তান্তে বিশ্বাস।' অক্ষয়, ১৮৪৪; 'সশরীরে কোন্ নর পোছে সেইখানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।
- সশস্ত্র [স বিপ সস্ত্রস্ব দিয়ে সজ্জিত। 'সশস্ত্র সার্কেট-নল।' নজরুল, ১৯০১।
- সশস্ত্রে ক্রিবিপ অস্ত্রস্ত্র সহকারে। 'সাহেব একজন মাত্র সিপাহী সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বলরায় উঠিলেন।' বক্তিম, ১৮৮২।
- সশিষ্য [স ক্রিবিপ শিষ্যসহ। 'এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া উদর পুরিয়া।' ভারত, ১৭৬০।
- সস্তর [স স্বতর] বি স্বামী বা স্ত্রীর বাবা। 'সামী মোর দুকুরার সাতকী সস্তর।' বটু, ১৪৫০।
- সশৈল [স বিপ পর্বতসহ। 'সশৈল কানন সিদ্ধ ধরনী মল্ল/ যশোদা কুন্ডের মুখে দেখিল সকল।' মুহুদ্র, ১৬০০।
- সস্ত্রজ [স বিপ স্ত্রজাশীল। 'Inhuman Nature-রে সস্ত্রজ হবার পক্ষে আমার কোথায় বাধে, তা উপরে ইঙ্গিতে জানিয়েছি।' প্রমথ, ১৯২১।
- সস্ত্রম [স বিপ স্ত্রমসহ। 'যে ব্যক্তি স্ত্রমকর্মী, বার্ধাশ্র, জলসংসার তার সস্ত্রম কারাবাস।' রবীন্দ্র, ১৯১২।
- সস্ত্রম কারাবাস [স বি স্ত্রমযুক্ত কারাবাসের শাস্তি। 'শিশুরে ... প্রতি সস্ত্রম কারাবাসে বিধান করিও না।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'এক মাস সস্ত্রম কারাবাস।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।
- সস্ত্রেশ্বরী [স বিপ সমজাতীয়। 'অর্ঘ্যদের সস্ত্রেশ্বরী বা সমকক নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
- সস্ত্রধর [স শব্দধর] বি ঠান। 'রাধামুখমনি স্ত্রেন যুতে সস্ত্রধর।' মালধার, ১৫০০।
- সস্ত্রুর [স স্বতর] বি স্বতর শব্দের বানানভেদ। 'মের্স, ১৭৭০; 'সস্ত্রুর মহাসর প্রীতকলমকলসে।' ওর্গা, ১৭৭৯।
- সস্ত্রুরবাটী [স স্বতরবাটী] বি স্বতরবাড়ি। 'ওর্গা, ১৭৮২।
- সস্ত্রুরি [স স্বতর] বি স্বামী বা স্ত্রীর মা। 'সস্ত্রুরির ননি দিদি রাজার হুদান।' মালধার, ১৫০০।

সসুর [স স্বতর] বি বামী বা বীর পিতা। 'সসুর সাগুড়ি শ্যামি সমে নিসেনিল।' মালাধর, ১৫০০।

সট [স ঘট] বিণ ছয় সংখ্যার পূরক। 'দন্তাভ্রমে মোহাজোণি সট রূপ ধরি।' মালাধর, ১৫০০।

সটমেত [স ঘটত] ক্রিবিণ ঘটত। 'সটমেত আর গুরু চন্দ্র মহাসয়।' মালাধর, ১৫০০।

সটবান্ধিত [স সৌতবান্ধিত] বিণ সুলক্ষণযুক্ত। 'বিসিট এবং সটবান্ধিত মেয়াদটির সর্বার্থসে হুন্দরি।' ওঙ্গী, ১৭৭৯।

সটি [স ঘট] বিণ ঘট; ঘট। 'সটি লক্ষ সহস্র জ্ঞানত মহা সোলক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সটি [স সটি] বি সটি। 'তিনি এক হইলে কি তিনি সটি ছাড়া?' আভোনিয়া, ১৭৪৩।

সস [হি] বি কোনো খাবারের 'বাদ-গন্ধ ইত্যাদি বৃদ্ধির জন্য এর সঙ্গে পরিবেশিত খোলজাতীয় চাটনিবিশেষ। 'বিত্তর টম্যাটো রস আর উটটার সস।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

সসংকোচ [স] বিণ কুচিত। 'ভাঁরা অভ্যন্ত সংকোচ ভাবে থাকতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সসংকোচে, সসঙ্কোচে ক্রিবিণ কুচিতভাবে। 'তখন রাজশ্যালক সসংকোচে কহিলেন, নহবত বসিবে নাকি?' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'অনভ্যন্ত সাজ লজ্জায় জড়িয়ে অস রহিল একান্ত সসংকোচে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'দেখিল তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

সসংক্ষে [স] বিণ সংকোচ। 'রাজকন্যা পুনরায় সংক্ষে হইয়া দেখিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সসক [স শপক] বি বরগোশ। 'সসক সৈলক গোখা নরুল সালি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সসঙ্কাত বিণ সসঙ্কাত। 'অসংকাত পানি পান সসঙ্কাত সির।' মালাধর, ১৫০০।

সসঙ্কল্প [স] বিণ সংকল্প আছে এমন। 'ধৌত মুতি পরি সসঙ্কল্প গুণধাম।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সসঙ্ক [স] বিণ সঙ্কিত। 'সসঙ্ক হইল যত রাজসোনাগণ।' রূপরায়, ১৭৫০। ২ বিণ সঙ্কামুক্ত। 'পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসঙ্ক অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের বাহীনক্ষেত্রে তার সমগ্রণ ব্যাবহিক হতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সসঙ্কী [স] বিণ অন্তঃসূত্র। 'বীলোকেরা যথাকালে সসঙ্ক থাকে, তাহারদের তাত্বেকালিক মানসিক ভাবানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সসম্ভাবহা [স] বি গর্ভাবহা। 'পুস্তিকা-মহিষী সসম্ভাবহায় যাদু প্রবাহান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সসম্ভান [স] ক্রিবিণ সম্ভানসম। 'তিনি সম্ভানে আমাদের অনুবর্তিনী হইবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সসময় [স] ক্রিবিণ যথাযথ সময়ে। 'সসময় যক্ষিক গুস্তান করিব।' ওঙ্গী, ১৭৭৯।

সসমারোহ [স] বিণ আড়ম্বরপূর্ণ। 'সকলেই চায় সসমারোহ প্রকাশ।' মোতাহের, ১৯৫০।

সসমারোহে ক্রিবিণ আড়ম্বর সহকারে। 'রথ চলেছে রাজপথ বেয়ে

সসমারোহে।' বুলবুল, ১৯৩৬।

সসম্ভ্রম [স] ১ বি সসম্ভ্রমযুক্ত। 'অপ্রভৃত মনে সম্ভ্রমেতে বাহিরি বলিলেন।' রামরায়, ১৮০২। ২ বিণ ভ্রম। 'কাঁচুমাড় জড়োসড়ে নির্বোধ অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সসম্ভ্রমে [স] ১ ক্রিবিণ সম্ভ্রনে সসে। 'সসম্ভ্রমে কালযাপন করিবে অসমর্থ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ ক্রিবিণ কৃত্যের সঙ্গে। 'সুন (জ্ঞানান্তিকে সসম্ভ্রমে) সখি! আমার অপরাধ হয়েছে।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সসম্মান [স] ক্রিবিণ মর্যাদাসহকারে। 'হেরথকে সে-ই সসম্মানে অভ্যর্থকরণ।' মানিক, ১৯৩৫।

সসরসিংগ [স শশধরপুত্র] বি খরগোশের শিং। 'বালুআতেরে সসরসিংগে আকাশে ফুলিলা।' চর্য্য ৪১, ১২০০।

সসরি [স সু] ক্রি শিথিল হয়ে। 'নীলী সসরি ভূমি পলি গেলি বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সসর্জ্জমান বিণ সর্জিত। 'দিল্লীধর সমস্ত সৈন্য সসর্জ্জমান হইয়া গৌড়ে রাহি হইয়াছেন।' রামরায়, ১৮০১।

সসর্প [স] বিণ সাপযুক্ত। 'পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস অপেক্ষা ভয়ানক।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সসহর [স শশধর] বি শশধর। 'কাজ গ কারণ সসহর টালিউ।' চর্য্য ১৮ ১২০০।

সসহায় [স] ক্রিবিণ সাহায্যকারীসহ। 'মুখিঠিরাপি আশিয়া সসৈন্য সসহা দুর্ঘোষনাথিকে যুদ্ধে নষ্ট করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সসা [স শশ] বি বরগোশ। 'সসা জেন মসাতলা জলৌকা ফুল্লরতৎকার মুকুন্দ, ১৬০০।

সসাক [স শশ] বি বরগোশ। 'সসাক হরিণ বরা লতাপাশে বাড়ে ঘ আসিবে মহাবীর ডাক করি কাছে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সসা [স শশ] বি সর্বাঙ্গবিশেষ। 'ইহার বীচি চের পাইব কিন্তু লাউ সস হীম।' কেরি, ১৮০২।

সসাপরা [স] বিণ সাপরসহ। 'সসাপরা শৈল মঠে উলমল।' কৃষ্ণদাস ১৫৮০; 'সসাপরা ধরা নিজে করিল শাসন।' বঙ্কিম, ১৮৬০; 'ব্যক্তি সসাপরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে।' রোকেয়া, ১৯০৭।

সসাজ [স সসঙ্ক] বিণ সঙ্কিত। 'চড়িবারে দিল তারে সসাজ বায়ন মুকুন্দ, ১৬০০।

সসাড় [স] বিণ সাড়া দেয় এমন। 'সসাড় ও অসাড় বলিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।' জগদীশ, ১৯১৬।

সসান [স শাশান] বি শাশান। 'ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পতর হাড় এ ঘর সসান সমান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সসািবহান [স] বিণ সতর্ক অবস্থায় আছে এমন। 'সসািবহানে রাজা রক্ষার্থে নিযুক্ত।' রামরায়, ১৮০১।

সসার [সি] বি ছোটো থালা; পিরিত। 'নবমী চাঁদের সসারে ও কে সে চান্দনি-পিরাজি ঢালি।' নবরত্ন, ১৯২৮।

সসি, সসী [স শালি] বি চাঁদ। 'সুজ লাউ সসি লালেশি তঙী।' চর্য্য ১৫ ১২০০; 'পুনু আনন পুনয় সসী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সসিরেখ [স শশীরেখা] বি চন্দ্রকলা। 'কহিলে নুকাএত গিা সসিরেখ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সসীম [স] ১ বিণ সীমাবদ্ধ। 'আমরা সসীম সে সম্পর্কে কাহারও কো

সঙ্গীমতা

সদেহ নাই' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ *বিশ* সীমিত। 'আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল, কিছুকাল হইতে সেট স্বেচ্ছাচারি বন্ধন করিয়া সীমিত করিতে বসিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ *বি* সীমা আছে যার। 'সঙ্গীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বলিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ *বিশ* সীমাবদ্ধ। 'অসীম ভাঙার সঙ্গীম হইয়াছে।' শরৎ, ১৯১৩।

সঙ্গীমতা [স] *বি* সীমাবদ্ধতা। 'স্বস্ত্যস্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্যপ্রকাশের পরিমাপ্যতা অর্থাৎ তার সঙ্গীমতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

সসেজ [হি] *বি* মাংসের পুর দেওয়া অনেকটা কলার মতো আবারমুহূর্ত ভেঙ্গে ঝাঙয়ার খাদ্যবিশেষ। 'জরম নিয়ে এল ডজনবানেক সসেজ।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

সসেমিয়া [স] *বিশ* হতভম্ব। 'প্রতিপক্ষকে একেবারে সসেমিয়া বানিয়ে ছাড়তেন।' মুকুন্দেন, ১৯৭০।

সসৈন্য [স] *ক্রি* *বিশ* সৈন্য সমেত। 'সসৈন্য সহিতে মুহম্মদক ধরিসু।' সুপতন, ১৭০০।

সসোঁধর [স] *শব্দ* *বিশ* *বি* চাঁদ। 'ভারান বোঁঠ জেন সসোঁধর।' মালাধর, ১৫০০।

সস্তা [স] *সস্তা* ১ *বিশ* সুলভ। 'যখন যে বস্ত্র অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাকে সুলভ বা সস্তা বলে।' *বিদ্যা*, ১৮৫১। ২ *বিশ* তুচ্ছ। 'সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ *বিশ* সহজেই মেলে এমন। 'ভাঁওও যদি হয় মোর অবস্থা সুখ হবে না এমন সস্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ *বিশ* নিম্নমানের। 'তা অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন।' প্রমথ, ১৯৫২।

সস্তাই [স] *সস্তা* *বি* সুলভতা। *মালোএল*, ১৭৪৩।

সস্তা-গজা *বি* অল্প দামে পাওয়ার অবস্থা। 'আগে সস্তা-গজার দিন ছিল।' *বিশ্বস*, ১৯৫৩।

সস্তাগোছেরে *বিশ* নিম্নমানের। 'এমনকি অরশাদকে জড়াইয়া একটা সস্তাগোছেরে কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।' বনমুখ, ১৯৩৬।

সস্তাদর [ফা] *বি* কমদাম। 'গিলির ভিতরে সস্তাদরের একটা হোটেল।' *আলাউদ্দিন*, ১৯৫৮।

সস্তাদরে *ক্রি* *বিশ* কম পরিচর্য। 'অনেকে পুরাতন চর্চা করিয়া সস্তাদরে নামে কিনিতে।' *বহিষ্কৃত*, ১৮৭৫।

সস্তেন [স] *কৃত্য* *বিশ* *বিশ্বাস*। 'কাগীঘাটে সন্তেনকাউন্ডারের তব পাঠ তুক তাক।' *হুতোম*, ১৮৬৬।

সস্তানর [স] *কৃত্য* *বিশ* *পাশ* *মুক্তি*। 'আপন দূরীকরণ। 'আপন কৃপানর হইএরা সস্তানর করিবেন।' *চিঠিপত্র*, ১৭৫৫।

সস্তীক [স] *বিশ* *ব্রী* *সহ*। 'সস্তীক স্বর্ণকারকে ... আহ্বান করিলেন।' *চন্দ্রচরণ*, ১৮০৫।

সস্থান [স] *বস্থান* *বি* নিজের বাড়ি। 'সকল স্থানে প্রস্থান করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সস্নেহ [স] *বিশ* স্নেহপূর্ণ। 'গৃহধামিনী সস্নেহে বচনে বলিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সস্নেহে *ক্রি* *বিশ* *স্নেহের* *সহ*। 'উভয়ে একত্র হইলে ... সস্নেহে সহযোগে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সস্বাভাবিক [স] *বিশ* স্বাভাবিকভাবে হয় এমন। 'পাঠান আমলেই বাংলা

ভাষার সবচেয়ে বেশী স্বাভাবিক পুষ্ট হয়।' *মালোএল*, ১৯৪৯।

সম্মিত [স] *বিশ* *মুদু* *বাসিত*। 'যে-কোনো বস্তুর থেকে পেতেছে সম্মিত স্থান।' *জীবন*, ১৯৩০। 'সম্মিত আননে ভায়র সীতার কাটা দেখিতে লাগিল।' *নজরত*, ১৯৩১।

সম্য [স] *সম্য* *বি* *শস্য*। 'কপিতা হরিব কীর সস্য বসুমতী।' *বৃত্ত*, ১৪৫০।

সম্যাদাতা [স] *শস্যাদাতা* *বি* *শস্যাদানকারী*। 'কেহো ব্রহ্মা কেহো হতা কেহ সম্যাদাতা।' *মালাধর*, ১৫০০।

সহ [স] ১ *অব্য* *সহ*। 'মঙ্গলপনর সহ ভেল অনুরূপ।' *বিদ্যাগতি*, ১৪৬০। ২ *বি* *সহী*। 'প্রতিদিন শত শত নব নব ফুল যত ফুটিবেক, তোর সহ হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সহ-অধ্যায় [স] *বি* *হেলোমেয়েদের* *একসঙ্গে* *লেখাপড়া*; *সহশিক্ষা*। 'সহ-অধ্যায় বা কো-এডুকেশন।' *বেশম*, ১৯৪৮।

সহঅবস্থান [স] *বি* *একত্র* *অবস্থান*। 'শান্তি ও সহঅবস্থান আমরাও চাই।' *আজাদ*, ১৯৬৫।

সহকর্মী, সহকর্মী [স] *বি* *দ্বী* *একই* *সঙ্গে* *একই* *কাজ* *করে* *হে*। 'সুপ্রতিসম্পাদনা নারীকে সহকর্মীরূপে সকল যান্ত্রিকতাকে পুরুষ মর্যাদে কামনা করিয়া থাকেন।' *বেশম*, ১৯৪৭। 'নোয়াখালী ক্রস্টের অকপট সহকর্মী এই নারী মহাআজীবী সাহেব বহুর একমুখ অনন্য প্রতীকধারণ করেছেন।' *বেশম*, ১৯৪৯।

সহকর্মী [স] *বি* *একই* *অফিস* *কর্মরত* *ব্যক্তি*। 'ওর উপরিওয়ালা সা সহকর্মী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ২ *বি* *সহযোগী*। 'মজিন হালিমের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সহকার [স] *বি* *সহায়তা*। 'বায়র সহকার জিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।' *অক্ষয়*, ১৯৪৩। 'সহজে সুবের যোগ, গিলুর পক্ষম জোগ, আদ্য তায় করে সহকার।' *ওষ*, ১৮৫৮।

সহকারি [স] *বি* *সাহায্যকারী*। 'ত্রি কুলের শিষ্টবিশিষ্ট সহকারিদের মধ্যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বিশ* *সহকারী*। 'ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারী শ্রীরামপুরস্থ ডাক্তর মার্সন।' *দর্পণ*, ১৮৩৭।

সহকারিতা [স] *বি* *সহযোগিতা*। 'সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাহা। যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব।' *চন্দ্রচরণ*, ১৮০৫।

সহকারিত্ত্ব [স] *বি* *সহকারীর* *কাজ*। 'নিখ্যা সহকারিত্ত্ব ব্যক্তিরকে ...।' *সেবিত*, ১৮৩৯।

সহকারী [স] ১ *বি* *সহায়তাকারী*। 'পিতা অব্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাহাদের কি পর্য্যন্ত অসং প্রবৃত্তি ...।' *রামমোহন*, ১৮২৩। 'তাহাদের সহকারিত্ব দ্বারা সম্পাদিত হয়।' *কৃষ্ণাবলী*, ১৮৮৫। ২ *বিশ* *সহকারী*। 'তিনি স্বরূপের ও ভ্রাকামন ও হারউইক ও উমালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র।' *দর্পণ*, ১৮৩৪।

সহকারী সম্পাদক [স] *বি* *সম্পাদকের* *কাছে* *সাহায্যকারী* *ব্যক্তি*। 'বড়োলাট হোটেলটি সম্পাদক সহকারী সম্পাদকের উচ্চতর ব্যক্ততাকে কিছুদূর গণ্য না করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সহকারে [স] *ক্রি* *বিশ* *সহযোগে*। 'এ কলমেতে যদি বাবু কাবু না হয় তবে কাল সহকারে সত্যর বন্ধারেই নির্ভর করিবা।' *ভ্রানী*, ১৮৮২।

সহকার্য, সহকার্য [স] *বি* *সহায়তা*। 'তবে পরস্পর সহকার্য করিবেক।' *তান্দ্রী*, ১৮০৩।

সহপাত্রী [স] *বিশ* *দ্বী* (হিন্দুসমাজ) স্বামীর চিতার আরোহণ করে মৃত্যুবরণে উদ্ভাত। 'আপন স্বামির শবদে সহপাত্রী হইতে উদ্ভাত।'

দর্পণ, ১৮২৬।

সহগমন [স] বি (হিন্দুসমাজ) মৃত 'স্বামী'র চিতায় আত্মবিসর্জন। 'তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে ...' দর্পণ, ১৮১৯।

সহগমনোচ্ছুক [স] বিণ স্ত্রী (হিন্দুসমাজ) স্বামীর চিতায় আরোহণ করে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক। 'সহগমনোচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ সন্মানপূর্বক রাখিয়াছিলেন ...' দর্পণ, ১৮৩১।

সহগমনোদ্যাতা [স] বিণ স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক। 'যদিও সহগমনোদ্যাতা স্ত্রী কিম্বিকাল অনাহারেও ছিলেন ...' দর্পণ, ১৮৩১।

সহগামিনী [স] ১ বিণ স্ত্রী সহমরণে গমনকারী। 'বসন্তরায়ের স্ত্রী সহগামিনী হওনের উদ্যোগি হইতে মুগ্ধ আনন্দ করিতে ...' রামরায়, ১৮০১। ২ বিণ স্ত্রী সঙ্গী। 'জীবনের চলার পথে মেয়েরা আজ পুরুষের সহগামিনী।' বেগম, ১৯৭৭।

সহগামী [স] বিণ সহযাত্রী। 'সময় করে উঠতে পারলে থোকা-খুকুর সফরে মায়াদের সহগামী হ'ন।' অন্নদা, ১৯২৯।

সহচর [স] বি সঙ্গী। 'নাহি কেহ সহচর অসুর দেবতা নর।' মুহুন্দ, ১৬০০।

সহচরী [স সহচরী] ১ ক্রিপ্রসহযোগে। 'সন্ত প্রথমেত জন্ম রূপ দক্ষিণা সহচরী।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সঙ্গী। 'তবু যদি সহচরী, মনকে কঠিন করি।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

সহচরী [স, সম্যো সহচরী] ১ বি সঙ্গী। 'চল সহচরী সবে।' গিষ্ঠী, ১৬০০। ৩ বি সঙ্গী। 'চামর বাতাস দিব হুয়া সহচরী।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'সখীকে কহিলেন, সহচরী! মশাররক, ১৮৬৯।

সহচরিনী [স] বি স্ত্রী সঙ্গী। 'আপন আপন সহচরিনী, অর্থাৎ ছুকা সঙ্গ লইয়া ...' ভবানী, ১৮২৫।

সহজীবন [স] বি একত্রে জীবন যাপন। 'সহমরণ সঙ্গ, সহজীবন লাভ কর।' নজরুল, ১৯৩১।

সহসুখী [স] বিণ কারো দুঃখে একেইরকম ব্যথিত। 'ঈশ্বরকে সহপাখিক বলা হয়নি ... কিন্তু সহসুখী বলা হয়েছে একাধিকবার।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সহযমিনী, সহযমিনী [স] ১ বি স্ত্রী পত্নী। 'অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহযমিনীকে কহিল, যদি তুমি সাহসদ মনে পুত্রদান কর।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ স্ত্রী (সঙ্গীত) সমধর্মবিশিষ্ট। 'মুলতানী, দীপক রাগের সহযমিনী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সহযমী [স] বি একই ধর্মাবলম্বী। 'সহযমীদের সাথে জীবনের আত্মত্যাগ, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা।' জীবন, ১৯৪৮।

সহযাত্রিকত্ব [স] বি একই দেশের নাগরিকত্ব। 'তার স্থান বহুত, ভ্রাতৃত্ব ও সহনাগরিকত্ব আজ অসিয়া দখল করিতেছে।' আজাদ, ১৯৫৬।

সহপাখিক [স] বি সহযাত্রী। 'খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে সহপাখিক বলা হয়নি বোধকরি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সহপাঠিকা [স] বিণ স্ত্রী এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। 'হরিনাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সহপাঠিনী [স] বি স্ত্রী একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে যে। 'সে সন্ধ্যায় সহপাঠিনীও ফাঁকি দিয়ে আমার মুখরক্তার সুবিধা করে দিয়েছিল।' সূর্য্য, ১৯৪৫।

সহপাঠী [স] বি এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। 'তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সহবসিনী [স] বি স্ত্রী একসঙ্গে বসনী। 'জায়েদা অন্যান্য সহবসিনীদের দিকে তাকালে ...' শওকত, ১৯৭২।

সহবাস [স] ১ বি একত্রে বসবাস। 'সামু সঙ্গে সহবাসে পুরুষ-পরশবাসে।' মুহুন্দ, ১৬০০। ২ বি একত্রে অবস্থান। 'পণ্ডিত-লোকদের সহবাস ও শাস্ত্রাদুশীলন করিলা না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

ও বি সান্নিধ্যগ্রহণ। 'অন্য পুরুষাবলোকন ও সহবাস।' দর্পণ, ১৮২২; 'মতিলাল যেমন বাপের বেটা - যেমন সহবাস পাইয়াছিল ...' গ্যারী, ১৮৫৮। ৪ বি যোগাযোগ। 'ইসরেকী উত্তম জ্ঞানে ও ইশ্বরপ্রিয় মহাশয়দিগের সহিত সর্লদা সহবাস আছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি সঙ্গম। 'তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন।' হেতুম, ১৮৬৩।

সহবাসযোগ্য [স] বিণ একসঙ্গে বাস করা যায় এমন। 'খুঁজে যমককে তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পানী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সহবাসসুখ [স] বি সান্নিধ্য। 'তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সে হেতু।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সহবাসিনী [স] বি স্ত্রী সঙ্গী। 'স্ত্রী জাতি পুংজাতির সহবাসিনী।' জ্ঞানরঞ্জন, ১৮৫২।

সহবাসী [স] বিণ স্ত্রী একসঙ্গে বাস করে এমন। 'তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সহমরণ [স] বি মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় মৃত্যু বরণ। 'সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে ...' রামমোহন, ১৮১৮।

সহমরণ-প্রথা [স] বি (হিন্দুসমাজ) স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে এক চিতায় স্ত্রীর জীবন ত্যাগ করার প্রথা। 'হিন্দু সমাজে সহমরণ-প্রথা প্রথমে বিদ্যমান ছিল না।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সহমরণশোদ্যাতা [স] বিণ স্ত্রী সহমরণে যেতে উদ্যোগী। 'নিকটস্থ দুই স্ত্রী এই চারি জন সহমরণশোদ্যাতা হইল।' দর্পণ, ১৮২৩।

সহর্ময়ী [স] বিণ সমবায়ী। 'পুরোনো গাছের সাথে সহর্ময়ী।' জীবন, ১৯৪০।

সহমৃত্যু [স] বিণ স্ত্রী মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছে এমন। 'গ্রাণ্ডমালে মোং চাউবারা মাটে সহমৃত্যু হইলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

সহমৃত্যু [স] বি সহমরণ। 'মেলে স্বামীর সঙ্গে সহমৃত্যু যাইবা।' জাগাওল, ১৬৮০।

সহযাত্রী [স] বিণ স্ত্রী একই সঙ্গে গমনকারী। 'ও তো আমার সহযাত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সহযাত্রী [স] বিণ একসঙ্গে গমনকারী। 'সহযাত্রী বণিকেরা তাহার ... গ্রন্থাদি সাধারণতঃ নিক্ষেপ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধর্মার কর্তে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সহশিক্ষা [স] বি ছেলেমেয়ে এক প্রতিষ্ঠানে একত্রে শিক্ষা। 'সহশিক্ষার নামে স্কুল-কলেজগুলিকে প্রেম্যডিনের ...' এসলাম, ১৯৩০; 'এখানে অবিশিষ্ট সহ-শিক্ষার কথা এসে পড়ে।' বেগম, ১৯৪৮।

সহ-শিক্ষামন্ত্রী [স] বি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধস্তন মন্ত্রী। 'উত্তরে সহ-শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, ...' মুক্তবা, ১৯৫৮।

সহ-শিক্ষায়তন [স] বি ছাত্র ও ছাত্রীরা একত্রে লেখাপড়া করার প্রতিষ্ঠান। 'সহ-শিক্ষায়তনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহযোগিতা বিস্তার লাভ করে না।' *বেগম, ১৯৪৮।*

সহসংগ্রহ [সি] বি বহুভূতপূর্ণ সম্পর্ক। 'পরম্পরের সহসংগ্রহে অবস্থান প্রমাণীকৃত হইতে পারে।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।*

সহসাত্মক [সি] বি সংগঠনের সহকারী সভাপতি। 'সাতাত্মকী - মিসেস এম আজিম ...।' *বেগম, ১৯৪৭; 'সংসদের সহসাত্মকী আনোয়ারা বেগম।' বেগম, ১৯৬৯।*

সহ-সম্পাদিকা [সি] বি স্ত্রী সম্পাদকের সহকারী। 'সহ-সম্পাদিকা অর্ডার' *কমিটি' বেগম, ১৯৪৯।*

সহ-সেনাপতি [সি] বি সহকারী সেনাপ্রধান। 'সেনাপতি, সহ-সেনাপতি, অধ্যক্ষক, পাদতিক - জয়-পরাজয় কারো ইচ্ছাধীন নয়।' *মুরী, ১৯৬১।*

সহাধ্যায়িনী [সি] বি সহপাঠী। 'নিশি প্রফুল্লের এক প্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।' *বঙ্কিম, ১৮৮২।*

সহাধ্যায়ী [সি] বি সহপাঠী। '... আর, তাঁহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যায়ীরা আপনাদিগের শ্রাভা জ্ঞান করিতেন।' *বিদ্যা, ১৮৫৬।*

সহাবস্থান [সি] বি ভিন্ন মতালম্বীদের পাশাপাশি অবস্থান। 'ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, রিক্সে, ডক্টরজর্জের শাশ্বতপূর্ণ সহাবস্থানে ছিলো না বাধা কোনো।' *শামসুর, ১৯৭২।*

সহ বি সহ কভার মতো। 'তা সে সহই হোক আর অসহই হোক।' *বেগম, ১৯৫০।*

সহও *দ্র সহ*

সহকার [সি] বি আমগাহ। 'কোকিল কুহলে বসী সহকার ডালে।' *বঙ্গ, ১৪৫০।*

সহকার *দ্র সহ*

সহজ [সি] ১ বি বাধ্যতামূলক। 'বংশ গ ছাড়ল সহজ উন্মোচ্য।' *চর্চা ১৯, ১২০০। ২ বি স্বভাব। 'সহজে রূপসী নব যুবতী।' বঙ্গ, ১৪৫০। ৩ বি অবলীলা। ভবানী, ১৮২০। ৪ বি নির্দোষ। 'যুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শাস্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি 'স্বাভাবিক। 'সহজ দিনের ছায়া প্লাবন হয়ে যাবে।' আহসান, ১৯৪৪।**

সহজ অবস্থা [সি] বি স্বাভাবিক অবস্থা। 'আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনোই ...।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

সহজসৌচ্য [সি] বি সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। 'মন আমাদের সহজসৌচ্য নয়।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

সহজতা [সি] বি স্বাভাবিকতা। 'স্বাধীনতার পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য।' *রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

সহজত্ব [সি] বি সরলতা। 'কেবল মিষ্টত্বের বা সহজত্বের জন্য কোন ভাষা দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে নাই।' *শহীদুল্লাহ, ১৯৩১; 'নিজের গ্রামের অভ্যন্তর সহজত্বের প্রতি অনুরাগ-বশত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।*

সহজপটু [সি] বি অনায়াস দক্ষতা। 'যে-সব আবরণকে সহজপটুকে অভরণ করে তুলেছে ...।' *রবীন্দ্র, ১৯২৯।*

সহজবুদ্ধি [সি] বি সহজাত প্রবৃত্তি। 'পরিবার ও আত্মরক্ষার জন্য সকল সময়ই তাদের সহজবুদ্ধির উপর নির্ভর করে চলতে হয়।' *১৯৩৭।*

মোতাহের, ১৯৫০।

সহজপ্রাণ [সি] বি সহজেই পাওয়া যায় এমন। 'সহজপ্রাণ বিলাতি জিনিসের পক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চলতে পারে।' *প্রমথ, ১৯০৫; 'সহজপ্রাণ আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।*

সহজবন্ধ [সি] বি মূল বক্তব্য; আসল কথা। 'সহজবন্ধ না যায় লিখন।' *কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।*

সহজবাদী [সি] বি সহজেই সবকিছু মেনে নেয় এমন। 'মানুষ শত সহজবাদী, সুবিধাবাদী স্বাভাবিক হলেও ...' *বাধা পায়।' জীবন, ১৯৩১।*

সহজবুদ্ধি [সি] ১ বি সহজাত বুদ্ধি। 'সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধি লব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া ...।' *প্রমথ, ১৯২০। ২ বি সাধারণ বুদ্ধি। 'মেয়েদের সহজবুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।*

সহজবুদ্ধি [সি] বি সহজাত বুদ্ধি থেকে প্রাপ্ত। 'সকল দেশেই দর্শন-বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের সহিত মনুষ্যসাধারণের সহজবুদ্ধি লব্ধ জ্ঞানের একটা তুলনা করিয়া ...।' *প্রমথ, ১৯২০।*

সহজবোধ [সি] বি সহজে বুঝতে পারা যায় এমন। 'যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত বন্ধুর মতো সহজবোধ জিনিস নিয়ে সে খুশি।' *জীবন, ১৯৩২।*

সহজবোধ [সি] বি সহজে বোকা যায় এমন। 'তার উপর আবার সহজবোধ।' *প্রমথ, ১৯১৫; 'সহজবোধ অসংখ্য বই ও পত্রিকা সম্বন্ধেই করা হয়।' বেগম, ১৯৫০।*

সহজলভ [সি] বি সহজলভ্য। 'আমাদের জন্য সুযোগ্যতাকে সহজলভ্য না করিতে ...।' *আজাদ, ১৯৪৯।*

সহজলভ্য [সি] বি সহজলভ্য। 'সহজে লাভ করা যায় এমন। 'যে বস্তু যে দেশে সহজলভ্য ...।' *মহারাজ, ১৮৮৯।*

সহজলভ্য [সি] বি সহজে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে এমন। 'সহজলভ্য স্ত্রীর পরস্পরী সুদূর দূরত্ব রহস্যময় রূপ প্রথম কদিন দেখতে পেল সুব্রত।' *নরেন্দ্র, ১৯৪৯।*

সহজসাধ্য [সি] বি অনায়াসে সম্পন্ন করা যায় এমন। 'যদি কেবল দেশের জন্য যত্ন সহজ করা হয় ও বাংলা দেশের অভাবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে সহজসাধ্য ও সম্ভবপর হয়।' *রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।*

সহজানন্দ [সি] বি সহজ আনন্দ। 'সহজানন্দ মহাশয় শীলো।' *চর্চা ২৭, ১২০০।*

সহজে *ক্রিয়* অনায়াসে। 'সহজে খির করী বাকুণি সান্দে।' *চর্চা ৩, ১২০০।*

সহজ [সি] বি (সংগীত) শুদ্ধ স্বর; কর্তৃ অথবা কোমল নয় এমন স্বর। 'এ প্রণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল সুরই এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে।' *বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।*

সহজাত [সি] ১ বি জন্মগত। 'অনেক অভ্যাবিত্যাদীদের মতে সহজাত সুবিধাগুলি জীববাহকো ছাড়া হয়।' *রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি স্বাভাবিকভাবে জাত; মৌলিক। 'বিদ্যাশাণ্ডে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বৃষ্টিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৯১৩; 'পরিবারসুলভ সহজাত একটা অভিমান রয়েছে তার।' ১৯৩৭।*

জীবন, ১৯৩২। ৩ বিপ স্বভাবগত। 'বৃদ্ধ বয়সের সহজাত ধর্ম'।
বেগম, ১৯৪৭।

সহজিয়া ১ বি লোক-ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। 'তাহারা কর্তাভজ্ঞা ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব'। ছোলতান, ১৯২৩। ২ বিপ সহজ পথের। 'বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ৩ বি সাধন পদ্ধতিবিশেষ। 'সহজিয়া – বাউলের পেশ এ'। নজরুল, ১৯২৯।

সহজী বি বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষ। 'সহজী সম্প্রদায়ের মত অতি নিষ্কৃৎ ও অতীব উদার।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সহদ [আ সহদা] বি মধু। 'ইমামের কথা যে সহদ সাগর।' গরীব, ১৭৬৫।

সহদর [স সহোদর] বি এক মায়ের গর্ভজাত ভাই। 'তুমি ছোট সহদর জুড়তি পরিণয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সহন [সি বি সহ্যকরণ]। 'আসত নিফল দুখ সহন না জ্ঞাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

সহনশক্তি [সি বি সহ্য করার ক্ষমতা]। 'বিধাতা তারই তুল্য সহনশক্তিও আমাকে দিয়েছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

সহনশীল [সি বিপ সহিষ্ণু]। 'কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্রেশসহনশীল ও নিরীহ।' সোমস্বকায়, ১৮৬৮।

সহনশীলতা [সি বি সহিষ্ণুতা]। 'সহনশীলতার গণী তাহাকে কোনপ্রকারে কোনদিকে সম্বোধিত করিল না।' তারা, ১৯৪২।

সহনশীলা [সি বিপ স্ত্রী সহ্য করার করার উপযুক্ত]। 'মা যদি সহনশীলা ও উদার মতাবলম্বী হন।' বেগম, ১৯৪৭।

সহনাতীত [সি বিপ সহ্য করা যায় না এমন]। 'এ তিরস্কার সহনাতীত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

সহনীয় [সি ১ বিপ সহ্য করা যায় এমন]। 'সহনীয় না হইল সত্যীর'। রস, ১৮৫৮। ২ বিপ নরম। 'পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় করে বললুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সহনীয়তা [সি বি সহ্য করার অবস্থা]। 'সহনীয়তার সীমা পার হয়ে গেছে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

সহবত, **সহবৎ** [আ সুবত] ১ বি ভবাত। 'তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি আবদ-কায়দা। 'দাদামশায় তাকে ... সহবৎ শিক্ষা দেন।' বিজুতি, ১৯৩১।

সহবতি [আ সুবতী] বিপ সঙ্গী। 'চক্রবর্তী গোপাল দেয়ান সহবতি।' ভারত, ১৭৬০।

সহবতি দ্র সহ্য

সহযোগ [সি ১ বি যৌনমিলন]। 'স্ত্রীজাতির পুরুষসহযোগ বাতীত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা হওয়া অসম্ভব নহে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি সহযোগিতা। 'গদ্যাদ্যের সহযোগ-ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সহযোগকারী [সি বিপ সহযোগিতা করতে চায় এমন]। 'মোহশেম শীপ যে-কোনো এক বা একাধিক সহযোগকারী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিলিয়া ...।' আজাদ, ১৯৪২।

সহযোগি [সি সহযোগী] ১ বিপ সাহায্যকারী। 'আমাদের সহযোগি কর্মকর্তা হুই প্রিয় সাহেবেরা উক্ত বিদ্যালয়ের ...।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বিপ সহযোগী। 'সহযোগি ব্রিটিশদের প্রীতি ঘরা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সহযোগিতা [সি বি সাহায্যতা]। 'সমাজের নিম্নতরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'আজ ইংরেজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি।' নজরুল, ১৯২২। 'উভয়কেই আকর্ষণীয়তা, আদর্শ-পরায়ণতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা শিক্ষিতে হইবে।' বেগম, ১৯৫৩।

সহযোগিতামূলক [সি বিপ সহায়তাকারী]। 'বিস্তারিত ব্যক্তিগত সহযোগিতামূলক যোগা ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই।' আজাদ, ১৯৫৬।

সহযোগী [সি ১ বিপ সমমনা]। 'বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী শেখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি সহযোগিতা করেন যিনি। 'আমরা সহযোগীর সহিত একমত।' আজাদ, ১৯৩৭। ৩ বি সহকর্মী। 'আমাদের একজন বিজ্ঞ সহযোগী কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছেন ...।' আজাদ, ১৯৩৯।

সহযোগী সম্পাদক [সি বি সম্পাদককে সহযোগিতা করেন এমন ব্যক্তি]। 'সহযোগী সম্পাদক মৌলভী নবী নেওয়াজ খান এম-এ।' বকীল, ১৯১৮।

সহযোগি [সি ১ ক্রিবিপ সঙ্গে]। 'দিক নারি সহযোগে দিক অলঙ্কার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ ক্রিবিপ সঙ্গে নিয়ে। 'কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৩ ক্রিবিপ যুক্ত হয়ে। 'পিতা মাতার তত্ত্ব শোণিত সহযোগে মনুষ্যের সৃষ্টি।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

সহরূপ [সি বিপ সহর্ষ; আনন্দিত]। 'এতক বচন ভূপ শুনে হয় সহরূপ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সহরূপ শব্দ

সহর [ফা শহর] বি শহর। 'সহর সেলিমাবাদ তাহাতে সন্তানরাজ।' মুফস্স, ১৮০০।

সহরতলি, **সহরতলী** বি উপশহর। 'বিদ্যা, ১৮৯১: 'সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী খ্যাতিলাভ করেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৫।

সহরপনা বিপ শহর রক্ষার জন্য চতুর্দিকে ঘেরা প্রাচীর আছে এমন। 'চৌদিকে সহরপনা ঘায়ে চৌকী জন্ম জন্ম।' ভারত, ১৭৪০।

সহরবদর বিপ শহর ত্যাগ করেছে এমন। 'সহরবদর হইয়া জাইব।' ওর্গা, ১৭৮২।

সহরবাসী বিপ নগরবাসী। 'সহরবাসী লোকের ধান্য চাল অবধি যাবদীয় সমিধি।' রামরাম, ১৮০১।

সহরআ বিপ শহুরে। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

সহরে সহরে ক্রিবিপ শহর থেকে শহরে। 'জয়ৎ কার ধনি দিয়া টেঁড়ি মারিল সমস্ত সহরে।' রামরাম, ১৮০১।

সহরত [আ বি ইশতেহার; প্রচার]। 'বড় ছোট লোককে সহরত দেওয়া জাইতেছে।' ক্যালগে, ১৭৮৫।

সহরদ্ধ [ফা সর-এ হদা] বি সীমানা; সহরদ্ধ। 'ক্ষমতার সহরদ্ধ সন্নির্ভ হতে ঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াবে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সহরিশ [সি সহর্ষ] বিপ আনন্দিত। 'আমিনার সনে রক্তি ভুলিলেস্ত মহামতি সহরিশ হইয়া বিশেষ।' সুলতান, ১৭০০।

সহশে **সহশে** [আ সহলঃ] ক্রিবিপ ধীরে ধীরে। 'রস ইচ্ছ কি দেই দয়া করিলে বলিয়া ছলিয়া সহশে সহশে।' ভারত, ১৭৬০।

সহস্র [সি সহস্র] বিপ হাজার হাজার; হাজার সংখ্যক। 'সহশ্রে ক্রম্বাধী অধিক তাহান।' বাহরাম, ১৬৫০।

সহসা [স। ক্রিবিণ হঠাৎ। 'সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখির গান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সহস্রাত [স সহস্রাৎ ক্রিবিণ শীঘ্র। 'জন্মান্তরে বাহ্য সিদ্ধি হৈতে সহস্রাত' আলোড়ল, ১৬৮০।

সহস্রোত্তি [স। বিণ হঠাৎ-ওঠা। 'অন্ধকারে সহস্রোত্তি দিবাকরের মত' অজিত, ১৯৫০।

সহস্র [স। ১ বিণ হাজার। 'বোল সহস্র তোর সন্নিগণ' বড়ু, ১৪৫০; 'তিনকোণ পথ হইল সহস্র যোজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ অসংখ্য। 'সহস্র বদনে গায় এই গুণমালা' বৃন্দা, ১৫৮০।

সহস্রগুণে [স। ক্রিবিণ হাজারগুণে। 'ন্যায়গণাধারী সরলস্বভাব কৃষক, অন্যায়োজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সহস্রাঙ্গী [স। বিণ একসঙ্গে অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করতে পারে এমন। 'আজ ঠিক যে-সময়টাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারবার জন্যে সহস্রাঙ্গী যন্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সহস্রচক্ষু [স। বিণ গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন; হাজার চক্ষুবিশিষ্ট। 'লোক বলে বিজ্ঞজন সহস্রচক্ষু।' শ্যামসুর, ১৯৫৯।

সহস্রদল [স। বি পদ্য; সহস্র পাপড়িবিশিষ্ট। 'সহস্রদল কিরণ বিহারি' নজরুল, ১৯৩১।

সহস্রথা [স। বি হাজার ভাগ। 'অপরিসীম বেচিহে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রথা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সহস্রক্ষণা [স। বিণ হাজার ফণাবিশিষ্ট। 'সহস্রক্ষণা বাসুকির সম বহি সে।' নজরুল, ১৯৩০।

সহস্রবৎসর [স। বি হাজার বছর; অসীম সময়। 'সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সহস্রবার [স সহস্র+স বার। ক্রিবিণ অনেকবার; অসংখ্যবার। 'সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সহস্রবিরোধপূর্ণ [স। বিণ অসংখ্য সংঘাতবিশিষ্ট। 'জীবনের সহস্রবিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সহস্রলোচন [স। বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'রাজ্য দেখেছে সহস্রলোচন যদি হয়।' রূপরায়, ১৭৫০।

সহস্র সহস্র [স। ১ বিণ হাজার হাজার; অসংখ্য। 'সহস্র সহস্র লোক এক নায় চলে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ হাজার হাজার। 'সহস্র সহস্র লোক বসি স্থানে স্থানে।' আলোড়ল, ১৬৮০।

সহস্রাংশে [স। বি হাজার ভাগ। 'ইংলও দেশের সহস্রাংশের একাংশও এতদেশে প্রচলিত নাই।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সহস্রাণ্ড [স। বি সূর্য; অসংখ্য রশ্মিবিশিষ্ট। 'যে সহস্রাণ্ডমণ্ডল, দুর্লক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মজিত হইয়া প্রাণীদিগের দর্শনশয্যাতীত ছিল ...' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সহস্রাঙ্ক [স। বি হিন্দুদেবতা ইন্দ্র; সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট। 'মনুয্য শরীর হলে, সহস্রাঙ্ক ক্ষিতিতলে।' রামশ্যামদাস, ১৭৮০।

সহস্রাঙ্কী [স। বি (হিন্দু পুরাণ) দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। 'সহস্রাঙ্কী লিপি বাহন গজমাতা।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সহস্রাহু [স। বিণ হাজার বছরের আয়ুঃবিশিষ্ট। 'এ লেখক শতায়ু হন, সহস্রাহু হন।' মুক্তভাষা, ১৯৬০।

সহস্রী [স সহস্রাৎ] বিণ স্ত্রী হাজার। 'বোলা সহস্রী গোপিনীয়ে

বোলা সহস্রী কৃষ্ণ হইয়া রম্যেণ করিলেন।' অজোনিয়া, ১৭৪৩।

সহস্রেক [স। বিণ এক সহস্র; হাজার খানেক। 'সহস্রেক যেদিন তৈল তার কলেগেবে।' বড়ু, ১৪৫০; 'প্রসাদ উবিলি যায় সহস্রেক জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সহস্রার [স। বি (ভক্ত) ষট্চক্রের অন্যতম চক্র, এর অবস্থান মন্তকে কল্পিত; আত্মা চক্র। 'সহস্রারে হয় পঞ্চ সহস্রক দল।' চণ্ডী, ১৫৫০।

সহা [স সহ্য>] কি সহ্য করা। সহর্থে কি সহ্য করি। 'মদনবাসে মুকুলি অহোহো সহর্থে জীব অপনে।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৩০। **সহবহি** কি সহ্য হবে। 'সে নহি সহবহি হমর পরান।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০। **সহয়** কি সহ্য করে। 'ভাগিনার ক্রোধ মায়া অবশ্য সহয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **সহি** কি সহ্য করি। 'তে কারণে সহি জত বলে অবৈভার।' মালাধর, ১৫০০। **সহিষ্ঠা** কি সহ্য করার ক'রে। 'মঞ্জুরি সহিষ্ঠা তোক আণিলো মো ভাঙ্গী।' বড়ু, ১৪৫০। **সহিতে** কি সহ্য করতে। 'সাহিত্য তাহাকে সহিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। **সহির্থে** কি সহ্য করতে। 'এহা দুখ বড়ায়ি গ সহির্থে না পারী।' বড়ু, ১৪৫০। **সহিব** ১ কি সহ্যইবে। 'দেব ধরম কি সহিব তোরে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি সহ্য করাবে। 'আমরা সকল তবে না সহিব আর।' বৃন্দা, ১৫৮০। **সহিবাক** কি সহিতে; সহ্য করতে। 'সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী।' বড়ু, ১৪৫০। **সহিবে** কি সহ্য করবে। 'এক ন শতদুঃখ কেমন সহিবে।' বাহরাম, ১৬৫০। **সহিমু** কি সহ্য করবে। 'কতক সহিমু দুখ প্রাণ নহে হিরু।' বাহরাম, ১৬৫০। **সহিয়া** কি সহ্য করে। 'এ সব সহিয়া কোন কুটো মানুষ টিকিতে পারে?' প্যারী, ১৮৫৮। **সহিল** কি সহ্য করিল। 'তাহার সহিল আক্ষে দেব বনমালী।' বড়ু, ১৪৫০। **সহিলাস্ত** কি সহ্য করলাম। 'সহস্রেক ধেনু সহিলাস্ত তবু নাহি এটি।' মালাধর, ১৫০০। **সহিলেক** কি সহ্য করলেন। 'প্রানে কৃত সিঁদেক অপূরণে তাপ।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। **সহিলো** কি সহ্য করেছি। 'সহিলো সাহসনগালী।' বড়ু, ১৪৫০। **সহে** ১ কি সহ্য হয়। 'এহে নহি সহে পর পুরুষের নেহে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ কি সহ্য করে। 'পারনার দুখা মোর স্বরিতে না সহে।' কবীন্দ্র, ১৬৯৯। **সহৌ** কি সহ্য করে। 'তোমার কারণে আঙ্কি সহৌ মুনবির।' মালাধর, ১৫০০।

সহানো [স সহ্য>] কি সহ্য করানো। **বিন্দ্য**, ১৮৯১।

সহাএ [স সহ্য। বিণ সাহায্যকারী। 'কেহো এথা নাইক সহাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

সহাএ [সহায়। ক্রিবিণ অবলম্বনে; সাহচর্যে। 'লক্ষণ সহাএ সাধিলো মান।' বড়ু, ১৪৫০।

সহানুভূতি [স। ১ বি দরদ। 'বন্দেীয়দিগের মধ্যে সহানুভূতি ও একতা স্থাপন আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি অনের দুঃখ-বেদনায় তার সঙ্গে সমান অনুভূতি; সমবেদনা। 'সহানুভূতি কাহাকে বলে?' মশাররক, ১৮৮৫।

সহানুভূতিপুট [স। বিণ সমবেদনাসম্পন্ন। 'সদ্য আলোকপ্রাপ্ত বৃটিশের সহানুভূতিপুট প্রাক্ষ্যবাদ।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সহানুভূতিপূর্ণ [স। বিণ সহানুভূতিশীল। 'সহানুভূতিপূর্ণ দুই চোখে কার্যব্য যুটিয়া ওঠে।' শওকত, ১৯৫৮।

সহানুভূতিভরা বিণ সহানুভূতিশীল; দরদভরা। 'নিবারণ তাকে ভাত খাইতে বারণ করে ... সহানুভূতিভরা কোমল গলায়।' মানিক, ১৯৪০।

সহানুভূতিমূলক [স। বিণ দরদ আছে এমন। 'তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে।' মানিক, ১৯৬৬।

সহানুভূতিশীল [স] বিপ সমবেদনাপূর্ণ। 'একটা সহানুভূতিশীল মমতামধুর স্নিগ্ধ জীবন চলত।' জীবন, ১৯৩২; 'সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহিলাদের ঘর ও বাইরের জীবনে ...' বেগম, ১৯৭১।

সহানুভূতিশীলা [স] বিপ স্ত্রী সমবেদনাবিশিষ্ট। 'মেয়েটিকে মনে আছে, আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীলা?' সুকান্ত, ১৯৪২।

সহানুভূতিসূচক [স] বিপ সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন। 'একটি সহানুভূতিসূচক বিবৃতি দিয়েছেন।' সপ্তপাত, ১৯৪০; 'বিদ্যাসাগরের রচনায় বাণীকির দয়া ও সহানুভূতিসূচক ব্যবহার অধিকতর বাস্তব।' মুখলেশ, ১৯৭০।

সহানুভূতিহীন [স] বিপ সহানুভূতি নেই এমন। 'সহানুভূতিহীন হয়ে মানুষের মুখের দিকে তাকানো যাদের অভ্যাস।' জীবন, ১৯৩২; 'শিক্ষিত সমাজের এক বৃহৎ অংশ এর প্রতি সহানুভূতিহীন।' বেগম, ১৯৫৩।

সহাবা [স] স্বভাব। বি স্বভাব। 'ছড়পিঁ সখল সহাবে সুখ।' চর্চা ৯, ১২০০; 'আইস সহাবে জই জ্ঞপ বুঝি তুট বাফা তোরা।' চর্চা ৪১, ১২০০।

সহায় [স] ১ বি অপ্রায়; অবলম্বন। 'তোমরা দুঁহে হয় জদি আমার সহায়।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি ভরসা। 'একভর কর তার শ্রীকৃষ্ণ সহায়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি সহায়তা। 'যাহারা লিখিবেন তাহারা অনেক সহায় পাইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৪ বি সুবিধাকারী। 'আমাদের সেই আড়খরের সহায় হয়েছে চৌরঙ্গির বিলিতি দোকানগুলো।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

সহায়ক [স] বিপ সহায়তা করে এমন। 'বুলাদি এখন জামাল সাহেবের সহায়ক।' পাশা, ১৯৭১।

সহায়কারী [স] বি সাহায্যকারী। 'যদি আমি আরও সহায়কারী পাই তো ভালোই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সহায়তা [স] বি সাহায্য; সহযোগিতা। 'তাহার সহায়তাতো যাইয়া জামের দড়ি কাটিয়া খও খও করিলেক।' তারিঙ্গী, ১৮০৩; 'শেষমহিদের সহায়তায় আপনি রাজা হইল।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

সহায়তা করা [স] বি সমর্থন করা। 'শ্রমরুপার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সহায়তাকার্য [স] বি সহযোগিতা। 'নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সহায়বান [স] বিপ সাহায্যকারী। 'সহায়বান মদনকে কেবলমাত্র পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সহায়ত্ব [স] বিপ সহায়ক। 'আমাদের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ত্ব হয়।' প্রথম, ১৯০৫।

সহায়শূন্য [স] বিপ কোনো সহায় নেই এমন। 'সহায়শূন্য, বহুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য রূপে সম্পূর্ণ একাকী।' বিকৃত, ১৯৩১।

সহায়সম্পন্ন [স] বিপ সহায়তাবিশিষ্ট। 'সহায়সম্পন্ন না হয়েও উপায়কুশল।' অচিন্ত্য, ১৯০৫।

সহায়হীন [স] বিপ অসহায়; নিঃস্ব। 'সহায়হীন দরিদ্র কৃষকদিগকে তাহাই বাধ্য হইয়া দিতে হইতহে।' দিক্শঙ্কর, ১৮৬৯।

সহায়হীনা [স] বিপ স্ত্রী সাহায্যহীন; সঙ্গীহীন। 'আমরা দুজনে সহায়হীনা, সঙ্গে কেউ নাই।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সহায়্যেষণ [স] বি অপ্রায় অনুসন্ধান। 'পুত্রীকৃত কিশোরবকের সহায়্যেষণ করিতে করিতে ...' বক্রিম, ১৮৮৭।

সহায়ী [স] বিপ স্ত্রী সহযোগী। 'অত্যন্ত যোগ্যতামস্ত সহায়ীর ভাগী হওন সর্বদা নির্বুদ্ধিতা।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

সহাস [স] সহাস্য। ক্রিবিপ আনন্দের সঙ্গে। 'লখএ কোকিল গাএ সহাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সহাসবদন [স] সহাস্যবদন। বি হাসিমুখ। 'সহাসবদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সহাস্য [স] ১ বিপ হাস্যোচ্ছল। 'তনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।' ভারত, ১৭৬০। ২ ক্রিবিপ হাসির সঙ্গে। 'উভয়ে একত্র হইলে ... সল্লেখে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সহাস্যাবদনে [স] ক্রিবিপ হাসিমুখে। 'সকলে ... সহাস্যাবদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন।' বিদ্যা, ১৮৯২।

সহাস্যামুখ [স] বি হাসিমুখ। 'দাক্ষরীণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যামুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সহাস্যামুখে [স] ক্রিবিপ হাস্যোচ্ছল মুখে। 'হোকরা সহাস্যামুখে বলিল - ওগুলো ট্রেনে যেতে ধীরে-সুধে শেষ করবেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

সহাস্যাসহচরী [স] বি স্ত্রী হাস্যপ্ররায়ণ সঙ্গিনী। 'তাকে আমার একটা বহুপরিচিত সহাস্যাসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সহিঁ, সহী [স] স সখী। বি সখী। 'বাজই অলো সহি হেফসু খীণা।' চর্চা ১৭, ১২০০; 'এড়ি জাএ গোআলিনী সহী।' বড়ু, ১৪৫০।

সহিঁ [আ সহিহ] বি স্বাক্ষর। 'আমী আপনার নাম সহি করিয়াছি।' মের্স, ১৭৭৭; 'হাপন সহি দি লিখিয়া দেও।' হ্যালহেড, ১৭৭২; 'যে ব্যক্তি সহী করিলেন তিনি পঞ্চদশ টাকাতো পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২২; 'বাবু সহি করিলেন টাকা খলিফা বুখিয়া লইলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

সহি সনদ [আ] বি স্বাক্ষর। 'আমাকে সহি সনদ করিতে যাহা বলিলেন আমি তৎক্ষণাৎ করিব।' গ্যারী, ১৮৫৮।

সহিঁ, সহী [আ] ১ ক্রিবিপ গুচ্ছভাবে; ঠিক ঠিক। 'পৈতালিষ তজ্জা চৌদ্ধ আনা আটা গণা খাঙ্গন সহি দিবা।' মের্স, ১৭৬৪; 'তনিতো পাইলাম যে আরও ভাগ সহী হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৮। ২ বিপ অনুযায়ী। 'কাপড়ের রকম ... জেন নমুনা সহি সরস রকম হয়।' হ্যালহেড, ১৭৭৩; 'নমুনা সহী [নমুনা অনুযায়ী] খাটা করিয়া মোকাম কাশীমাজারের কুতীতে দিব।' ওর্গা, ১৭৮২। ৩ বিপ যথাযথ। 'এইক্ষণে ৮০০০ টাকাপর্যন্ত সহী হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সহি করা [স] ক্রি প্রস্তুত করা; ঠিক করা। 'নাদন দিয়া ঘোড়া সহি করিয়াছি।' বোগল, ১৭৭০।

সহি-সলামতে [আ] ক্রিবিপ নিরাপদে। 'কখন তোকে আবার এ যমের মুখ থেকে সহি-সলামতে ফিরিয়ে আনেন।' নজরুল, ১৯২৭; 'বাংলাদেশের বাজু-শাশপের রেখা সহি-সলামতে।' নজরুল, ১৯২৮।

সহিত [স] ১ অব্য সংযুক্ত। 'বকীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিপ সঙ্গে। 'ধামালী সহিত কাহাঐ বোলে তিখ বাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

সহিতত্ব [স] বি সংযুক্ততা। 'সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সহিতে অব্য সঙ্গে। 'সজ্জোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সহিদ [আ সহীদ] বি ধর্মযুদ্ধে নিহত। 'সহিদদিগের জন্য স্বর্ণগায় সর্বদা

উন্মুক্ত।' মশাররফ, ১৯০৮।

সহিন্য [স সৈন্য] বি যোদ্ধা। 'বন্দি করিবার তাহে সহিন্য পাঠাএ।' মালাধর, ১৫০০।

সহিগি [হি সহেলী] বি সহচরী। 'রাজার এক সহিগি পলায়ন করিয়া কোথায় ছিল।' রামরাম, ১৮০১।

সহিষ্ণু [স] ১ বিগ সহনশীল। 'সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদনা গম্ভীর মধুর বচন মধুর চোরা অতি ধীর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিগ আন্তরিক। 'সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুরের আনামোনার প্রতি তেমন দৃষ্ণাত করেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সহিষ্ণুকর্ত [স] বি সহনশীলতা প্রকাশ পায় এমন স্বর। 'কালো মুখে কিন্তু সহিষ্ণুকর্তে বলে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সহিষ্ণুতা [স] বি সহনশীলতা; ধৈর্য। 'দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃন্দম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'ডেকুসিয়ানরি প্রকৃত্ত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম আর নাই।' দর্পণ, ১৮২৫।

সহিষ্ণুভাবে [স] ক্রিবিগ সহনশীলতার সহিত। 'প্রোতবিনী এমন সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সহিস, সহীস [আ সাইস] ১ বি চালক। 'হুতুম করহ তুমি এবার সহিসে আমি।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ঘোড়ার তড়াবধায়ক বা পালক। 'এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী ...।' দর্পণ, ১৮১৯; 'পাড়ির হররা সহিসের পরিস পরিস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরমাণ্ডির টাণেতে রাঙা কেশে উঠে।' হুতাম, ১৮৬১।

সহীকারি [স সহকারী] বিগ চাঁদা-দেওয়া। 'ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশীদার একমু হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮১৯।

সহরে [যা শহর] বিগ সহরে; শহরবাসী। 'সহরে বানরে পরিণত হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সহদয় [স] ১ বিগ সহদয়বান। 'প্রিয় সহদয় মহাশয়েরা ... হৃদয়পুঙ্খ বিকশিত করিতে পারেন।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি হৃদয়বান ব্যক্তি। 'নকশা খানির দৃশ্যতে দেখিলেই সহদয় মাঝেই তা অনুভব কন্তে সমর্থ হবেন।' হুতাম, ১৮৬২।

সহদয়তা [স] ১ বি সহানুভূতিশীলতা। 'সহদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণে ভূষিত।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বি আন্তরিকতা। 'সহদয়তাগুণ অজ্ঞানিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি বিদম্বতা। 'সবসাহিত্যকে বিশেষভূতীয় এবং প্রতিভাহীন বলায় সহদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না।' প্রমথ, ১৯১৫।

সহদয়-হৃদয়সংবাদী, **সহদয়হৃদয়সংবাদী** [স] বিগ সহদয়বান শীল হৃদয়কে স্পর্শ করে এমন। 'কাব্যবস্ত্র হচ্ছে সহদয়-হৃদয়সংবাদী।' প্রমথ, ১৯২৭; 'ফলত সং লেখক সহদয়হৃদয়সংবাদী হতে পারলেই চিরজীব্য।' শিব, ১৯৩০।

সহদয়া [স] বিগ স্ত্রী কন্যাতা আছে এমন। 'পরমা সুন্দরী সহদয়া বধু।' জীবন, ১৯৩২।

সহট [স] বিগ অতিশয় আনন্দিত। 'শাখায় শাখায় সুগুট, সহট, সুকর্ট, বিজিতপক্ষ পক্ষী ... কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সহেতু [স] বিগ কারণবিশিষ্ট। 'সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ।' ভারত, ১৯০১।

সহেলা [হি সহেলী] বি মেয়েলি গানবিশেষ। 'সহেলা গায়ন্ত সবে বিবাহ মঙ্গল।' সুলতান, ১৭০০।

সহেলী [হি] বি সহী। 'যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।' ভারত, ১৭৩৬।

সহোদর [স] ১ বি নিকটাত্মীয়। 'কার মোর কুটুম্ব সহোদর নাই মতী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি এক মায়ের গর্ভজাত ভাই। 'কেহো বিভিসন রূপে তাহার সহোদর।' মালাধর, ১৫০০। ৩ বিগ এক মায়ের গর্ভজাত। 'সহোদর ভ্রাতা।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সহোদরা [স] বি এক মায়ের গর্ভজাত ভগিনী। 'ভ্রাতৃ হই সহোদরা করিএ প্রহার।' সুলতান, ১৭০০।

সম্মা সর্ব সকলকে। 'সম্মা পার কর যাইউ মথুরার হাটে।' বড়ু, ১৪৫০। **সম্মাক** সর্ব সকলকে। 'ঘোল শত গোপীজন সম্মাক তেজিয়া।' বড়ু, ১৪৫০। **সম্মাকি** সর্ব সাই। 'সম্মাকি যুগতি করি পুছিল বড়ায়।' বড়ু, ১৪৫০। **সম্মাত** ক্রিবিগ সবচেয়ে। 'সম্মাত বড় যাক তোমার নেহা।' বড়ু, ১৪৫০। **সম্মাতেরি** সর্ব সকলেই। 'তা দেখি সম্মাতেরি লোভে।' বড়ু, ১৪৫০। **সম্মে** সর্ব সাই। 'সম্মে হইআ একমতী।' বড়ু, ১৪৫০। **সম্মেই** সর্ব সকলেই। 'সম্মেই চিঠিয়া মুগিল ব্রন্ধার গাঁব।' বড়ু, ১৪৫০। **সম্মেই** সর্ব সকলেই। 'সম্মেই চাহেস্ত তোকে রোম্ব বনমাশী।' বড়ু, ১৪৫০।

সহ্য [স] ১ বি শীকার। 'প্রতিপালক ধমকাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে।' মদনমোহন, ১৮৫০। ২ বিগ সহনীয়। 'আর ক্রেস সহ্য হুইয়া বিদ্যা, ১৮৫৬।

সহ্য করা ক্রি সয়ে যাওয়া। 'প্রতিপালক ধমকাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে।' মদনমোহন, ১৮৫০।

সহ্যতণ [স] বি সহ্য করার প্রবৃত্তি। 'এই ক্ষুদ্র শক্তির সহ্যতণ ক্ষমতা যতটুকু।' নজরুল, ১৯২৭।

সহ্যশক্তি [স] বি সহ্য করার ক্ষমতা। 'সে বিশৃঙ্খল সহ্যশক্তি নেই।' নজরুল, ১৯২৭।

সহ্যশীল [স] বিগ সহ্যশক্তি বেশি এমন। 'সাম্প্রদায়িক মর্যাদাক পরোপকারক সহ্যশীল মনুষ্য ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৭।

সহ্যাতীত [স] বিগ সহ্য করা যায় না এমন। 'এ-বিপজ্জনক বীতশ্রম মগকরা সহ্যাতীত।' ওয়ালী, ১৯৬২।

সহি [স সহ্য] বি সহ্য। 'সহি না করিতে পারা রুখে গেল শেষে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সাহর [স সাগর] বি সাগর। 'কত হনুমতে সাহর লাঁঘল কিছু ন গুনু তরাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সাই [স স্বামী] বি প্রভু। 'না জানে আবেরে আপে কাজি হবে সাই।' গরীব, ১৭৬৫।

সাইকোলজি, **সাইকোলজি** [হি] ১ বি মনোভাব। 'তা হলে আছে কোথায়? কেবল সাগির সাইকোলজির মধ্যে?' রবীন্দ্র, ১৯৮২। ২ বি মনস্তত্ত্ব। 'সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সাইকোলজিকাল, **সাইকোলজিকেল** [হি] বিগ মানসিক। 'তাদের ভিতর সাইকোলজিকাল ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই ... উদ্দেশ্য।' প্রমথ, ১৯৩০; 'সিগারেটের আনন্দটা আসলে সাইকোলজিকেল।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

সাইকিয়াট্রিস্ট [হি] বি মনোরোগ চিকিৎসক। 'তখন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যায়।' মুক্তাবল, ১৯৫২।

সাইকেল [bi cycle] বি পায়ে চালিত দুই চাকার যান। 'একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে।' বিজুতি, ১৯৩১: 'ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সাইকেলভ্যান [সাইকেল+ই ভ্যান] বি সাইকেল সদৃশ তিন চাকার গাড়ি বিশেষ। 'সাইকেলভ্যানে তড়িৎ কলসী।' শ্যামল, ১৯৬৭।

সাইক্লো [হি] ১ বি ঘূর্ণিবাত্যা। 'আমি সাইক্লোন, আমি ঘূর্ণি।' নজরুল, ১৯২২। ২ বিশ ঘূর্ণিবাত্যার মতো। 'একটা আওয়াজের সাইক্লোন ঝড় উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাইক্লোনিক [হি] বিশ ঘূর্ণিঝড়বৎ। 'বিষাদের সমুদ্রে সাইক্লোনিক মন্বনের মতো।' মানিক, ১৯৪৭।

সাইজ [হি] বি আকার। 'ওতে তোর সাইজও বাড়বে।' শিবরাম, ১৯৪০।

সাইজমত বিশ সুবিধাজনক পরিমাপের। 'সাইজমত বিরাট একসঙ্গে অনেকটা জমি।' শ্যামল, ১৯৬৭।

সাইড [হি] বি পক্ষে। 'ডাকতদের সাইডে না গিয়ে ...।' শিবরাম, ১৯৭০।

সাইড পকেটওয়ালা [হি] বিশ পাশে পকেট আছে এমন। 'এদেশে এরকম সাইড পকেটওয়ালা পাঞ্জাবি হয় না।' মুক্তভাব, ১৯৬০।

সাইড বিজিনেস [হি] বি প্রধান ব্যবসার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক ব্যবসা। 'তবু যদি একটা কিছু সাইড বিজিনেস করতে পারত।' আলুডম্বিন, ১৯৭৫।

সাইনবোর্ড, সাইনবোর্ট [হি] বি দোকানের বা প্রতিষ্ঠানের নামফলক। 'সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপ্রতিচ্ছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'উকীলপাড়া-বুদিরাম উকীল' সাইনবোর্ট খোদা আছে।' গিণিস, ১৮৮৬: 'ওই হবে সাইন বোর্ড।' নজরুল, ১৯২৫।

সাইনিং [হি] বিশ চকচকে। 'নানা রকম রকম বেশকিছু কফ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বৃণল আঁটা সাইনিং স্টেনের।' হুতোম, ১৮৬১।

সাইলি [হি] বি বিজ্ঞান। 'সাইল বিদ্যায় উপদেশে প্রদানার্থে ইউনিবের্সিটি স্থাপন করিবেন কহিলেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭।

সাইপ্রেস [হি] বি ফুলবিশেষ। 'ডালিয়া বিন্দ্রোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সাইকার টেলিগ্রাম [হি] বি সাক্ষেতিক ভাষায় লেখা টেলিগ্রাম। 'আগেই এখানে সাইকার টেলিগ্রাম এসে গেছে।' নজরুল, ১৯৩০।

সাইমত বি মিতাচারী। মানোএল, ১৭৪৩।

সাইযানা [ফা শামিয়ানা] বি চাঁদোয়া। 'আমাদের বাড়ির সামনে সাইযানা খেতে আসার করে দিতাম।' মানিক, ১৯৩৬।

সাইমুম [আ] বি অত্যন্ত তত্ত্ব মরুঝড়। 'মরু-সাইমুম তাজামে চড়ি কোন 'পরীবারু আসে?' নজরুল, ১৯২৮।

সাইরেন [হি] ১ বি বিশদ-বশি। 'আমার বিভিন্ন রাতে সতর্ক সাইরেন ভেঁকে যায়।' সুকান্ত, ১৯৪৮: 'সাইরেন বেজেছে - ছুটি, বারোটায় রাতে।' শক্তি, ১৯৬৫। ২ বি সতর্ক করার জন্য তীব্রধ্বনি স্ট্রিকারী যন্ত্র। 'সাইরেনের আওয়াজের মতো ভর্তুহরির একখানা ডাক।' শিবরাম, ১৯৭০।

সাইরেন-শব্দ [হি] সাইরেন+শ শব্দ বি সাইরেনরূপ শব্দ। 'চিমিরির মুখে শোনো সাইরেন-শব্দ।' সুভাষ, ১৯৪০।

সাইলেন্ট [হি] বিশ নীরব। 'ভালুকো তনেছি সাইলেন্ট ওয়ার্কার।' শিবরাম, ১৯৪০।

শিবরাম, ১৯৪০।

সাঁউ [স সাধু] বি মাতব্বর। 'তুই তবু সাঁউকারি করবি?' জীবন, ১৯৩২।

সাঁউকারি বি মাতব্বর। 'তুই তবু সাঁউকারি করবি?' জীবন, ১৯৩২।

সাঁউখুরি বি সাধুরি। 'তোদের আর সাঁউখুড়ি করতে হবে না।' শিবরাম, ১৯৪০।

সাঁওকুড়ি বি মুকলিয়ানা। 'সবতাহেই মোড়লি সাঁওকুড়ি আবার মুখের ওপর চোপা।' নজরুল, ১৯২৭।

সাঁওখুড়ি বি মাতব্বর। 'ওদের কথা বলবার আর সাঁওখুড়ি করবার কী আছে?' নজরুল, ১৯২৪।

সাঁওখোড়ি বি ভালো মানুষ (উপরহাসে)। 'জাঁ! বেটা কি সাঁওখোড়ি ও সরফাজ।' প্যারী, ১৮৫৮।

সাঁউথ [স সাধু] বি সাধু। 'চোরের নাও সাঁউথের নিশানা।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

সাঁউভ বস্ত্র [হি] বি গ্রামোফোন যন্ত্রের যে অংশে রেকর্ডের উপর দিয়ে ঘোরা সূচ সংযোজিত থাকে। 'রেকর্ডটা ঘুরিয়ে সাঁউভবস্ত্র চালিয়ে দম কষতে লাগল।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

সাঁএব [আ সাহিব] বি সাহেব; কর্তা। 'সাঁএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়।' মশাররফ, ১৮৬৯।

সাঁএবি বিশ সাহেবি; কর্তাগিরি; বিলাসিতা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁএব [আ সাঘর] বি অম্রণ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁও [ফন্যা] বি নাকে শ্রেণীর টান ধরা। মানোএল, ১৭৪৩।

সাঁওখোড়ি হ্র সাউ

সাঁওন [স সাবণ] বি সাবণ। 'সাঁওন ঘন সম কক্ষ দুমদান।' বিদ্যাগতি, ১৮৩০।

সাঁওয়াল [স শাবক] বি পুত্র। 'আবদুল্লা করিয়া খুইলা সাঁওয়ালের নাম।' সুলতান, ১৭০০।

সাঁওয়াল [আ সওয়াল] বি প্রশ্ন। 'হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সাঁওয়াল আছে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

সাঁওয়াল [আ সওয়ালা] বি একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'জলওয়ালা, পান্নাযাকার, দুবলিজাল, সাঁওয়াল।' মাহেনত, ১৯৪৯।

সাঁওস [স সাহস] বি সাহস। 'বাপজি আপনার কাছে আসছি সাঁওস করেন না।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সাঁওসি [স সাহসী] বি সাহসী। মানোএল, ১৭৪৩।

সাঁং [আ সাকিন] বি সাকিনের সংক্ষিপ্ত রূপ; স্থান; ঠিকানা। মেয়র্স, ১৭৫৭: 'এহা য়েখে কালে বাঁ নামে সাং তথা ...।' হ্যাগহেড, ১৭৭২।

সাঁং [আ সাহিব] বি সাহেবের সংক্ষিপ্ত রূপ। মেয়র্স, ১৭৫৭।

সাঁংকেতিক [হি] বিশ সংকেতকারক; না জানলে বোঝা না যায় এমন। 'সাঁংকেতিক অক্ষর লেখা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাংখ্য [স] বি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। 'সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুণ্য আশ্রম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সাংখ্যকার [স] বি সাংখ্যদর্শন রচয়িতা। 'চুটকি সূত্র গোটা সত্তর দিখিল সাংখ্যকার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

সাংখ্যজ্ঞাত [স] বিশ সাংখ্যদর্শন থেকে স্ট। 'তাহা সাংখ্যজ্ঞাত

সাংখ্যদর্শন

বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্তি ময়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সাংখ্যদর্শন [স] বি কলিঙ্গ মুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। 'সাংখ্যদর্শন ও কোমুখদর্শন নিরীখণ হইলেও ...' বরদসর্জন, ১৮৭২।

সাংখ্যবৈজ্ঞানিক [স] বিণ সাংখ্য নামক দর্শনশাস্ত্রবিদ। 'ভার্কিক সাংখ্যবৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপি বৈজ্ঞানিক ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সাংখ্যানুকারী [স] বি সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ। 'কুমারসম্বদের ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সাংখ্যিক [স] বিণ সংখ্যাবিশিষ্ট। 'ওদের সাংখ্যিক ভাদিকা নেড়েচেড়ে দেখতে পাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সাংগঠনিক [স] ১ বিণ গঠনমূলক। 'নেমে এলেন কাজে - জাতির সাংগঠনিক কাজে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ বিণ সংগঠন-সংক্রান্ত। 'এ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক শাখার সম্পাদিকা।' কোম, ১৯৫৩।

সাংগঠনিক সম্পাদিকা [স] বি স্ত্রী সংগঠনের কার্যনি সম্পাদনকারী। 'সাংগঠনিক সম্পাদিকা - কোম ...' কোম, ১৯৭২।

সাংগাঁ [স সম] বি এক রকমের বিবাহ। 'এবার একটা সাংগা-টাংগা কর।' রায়সার, ১৯৬২।

সাংগীতিক [স] বিণ সাংগীতের চর্চা করে এমন। 'টিক সেই সময়ে বিষ্ণু জড়ো করেছে নিচের ঘরে তার সাংগীতিক অঞ্জলির।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯।
দ্র সাংগীত

সাংগ্ৰামিক [স] ১ বিণ যোদ্ধা। 'একজন সাংগ্ৰামিক কর্মচারীকে সমভিষ্যাহারে করিয়া, যোম-বান আরোহণপূর্বক ...' অক্ষয়, ১৮৪৪। ২ বিণ ব্রহ্মসংগ্রাম। 'এ সাংগ্ৰামিক বিদ্যালয়।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সাংখ্যিক [স] ১ বিণ বিশ্লক্ষক। 'শশ এক বস্ত্র বাহাতে কঁদে ...' পঙ্কজিন্দার এমন সাংখ্যিক।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বিণ মজ্জাস্থক। 'সনা হাস্যকর এবং সাংখ্যিক বটে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ কঠিন। 'কেহ কেহ সাংখ্যিক পন্থাতে যাযা পাইয়া থাকে।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বিণ তরুণ। 'সেই অলোকসামান্য বৃক্ষমূলে সাংখ্যিক ফুটার প্রহার করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫। 'সাংখ্যিক আহত অবস্থার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

সাংখ্যিক মুহূর্ত [স] বি কঠিন সময়। 'এ রকম সাংখ্যিক মুহূর্ত হেরেবের জীবনে আর আসেনি।' মানিক, ১৯৩৫।

সাংবৎসরিক [স] বিণ বৎসরান্তে করণীয়। 'একদিন, হরবল্লভের শিতার সাংবৎসরিক হ্রাদ উপস্থিত।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সাংবাদিক [স] বি সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও পরিবেশনকারী। 'এতদুপলক্ষে বহু সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ...' কোম, ১৯৪৭। 'মহিলা সাংবাদিকদের এক সভায় বলেন।' কোম, ১৯৪৮।

সাংবাদিকতা [স] বি সংবাদ কন্ঠার কাজ। 'এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নিঃশব্দ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

সাংবাদিক মহল [স] সাংবাদিক+আ মহল। বি সাংবাদিক সমাজ। 'কলিকাতার সাংবাদিক মহলে এক অনাবশ্যক বিতর্কের সৃষ্টি হয়।' আজাদ, ১৯৪০।

সাংবাদিক সম্মেলন [স] বি বিশেষ সংবাদ জানানোর জন্য আরোপিত সাংবাদিকদের সমাবেশ। 'সাংবাদিক সম্মেলনে ...' সেক্রেটারী ঘোষণা করেন।' কোম, ১৯৬৮।

সাংঘাত [স] বি হিন্দুর ধর্মপুস্তক উদ্দেশ্যে যাত্রীসমূহের সমাবেশ। 'চল বনি টপাইএ লইয়া সাংঘাত।' রূপায়, ১৭৫০।

সাংঘাতীন বি যোদ্ধা। 'সমবেত সাংঘাতীন সঙ্গে কত সাজে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সাংসারিক [স] ১ বিণ পারিবারিক। 'নানা প্রকার সাংসারিক সুখানুভব করিতেছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বিণ ইহজগৎপতিক। 'যে বিদ্যার জন্য মনুষ্য সাংসারিক কার্যের পরমোপায়ক হন ...' প্রভাকর, ১৮৪৭। ৩ বিণ সামাজিক। 'মুরগীশ কবি হইলে এইখানে সাংসারিক সত্যের নকল করিতেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ বিণ সংসারী। 'মামুলী ধরনের সাংসারিক জীব।' বিতুতি, ১৯৩১। ৬ বিণ প্রচলিত বীতিসম্প্রদায়। 'সাংসারিক অর্থে সে হয়তো কৃতকাম নয়।' জিতিয়া, ১৯৫০।

সাংসারিকতা [স] বি জীবন-যাপন। 'সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সাংসুর [স সংসার] বিণ সংসারী। 'সাংসুর ভোক্তা আমনি।' রায়মাই, ১৭১০।

সাংস্কৃতিক [স] বিণ সাংস্কৃতি-সম্পর্কিত। 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক জীবনকে রূপদান করিবার কাজে।' কোম, ১৯৪৭। 'মহিলা সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, জনকল্যাণমূলক কাজ ...' সাংস্কৃতিক কার্যক্রম।' কোম, ১৯৭০। দ্র সাংস্কৃতি

সাংঘাতিক [স] সাংঘাতিক। বি সাংঘাতিক। '... গীতা তাহা সাংঘাতিক হইল।' রবীন্দ্র, ১৮০২।

সাঁই [স] বি ১ বি প্রভু। 'সাঁই, এক বিনে মাওলা এক বিনে আর নাহি কোই।' মর্জ্জা, ১৭৫০। ২ বি ভক্ত। 'মনোহরের মতো সাঁই জোয়ার হারে যেতে চায়।' মণীশ, ১৯৬০।

সাঁই [স] সাঁই। বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নিমাইচরণ সাঁই।' সের্ঘি, ১৮৪০।

সাঁইগ্রিণি বিণ ৩৭ সংখ্যা। 'দ্বীযুত বড় সাঁইগ্রিণি হাজার পাঁচ শত টাকা ডেন্ডন।' দর্শন, ১৮২০।

সাঁইবাঁবালা বি এক জাতের বাবলাগাছ। 'নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাঁবালা বন।' বিতুতি, ১৯২৯।

সাঁই সাঁই [সন্ধ্যা] ১ বিণ বাৎসরিক বায়ুনিরসনজনিত। 'তার গলার সাঁই সাঁই শব্দ তলিয়া রামমণি তিন্ত অন্য নান আয়ার মনে আসিত না।' বঙ্কিম, ১৮৪৪। ২ বি প্রকল বেগে চলার ভাবগমক শব্দ। 'ছোট শন শন শন বর বর বর সাঁই সাঁই।' নজরুল, ১৯২২।

সাঁওতাল [স] সাংস্খ্যপাল। বি ভারতবর্ষের আদিবাসী জাতিবিশেষ। 'কোল, জীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বন ও পর্বতনিবাসী লোক প্রথম সম্প্রদায়-ভুক্ত।' অক্ষয়, ১৮৫০। 'মহাজন পণ্ডিত সাঁওতালগণের রাজ বিদ্রোহ।' বরদসর্জন, ১৮৭২।

সাঁওতালসম্বন্ধ [সাঁওতাল+স সম্বন্ধ] বি সাঁওতাল সম্প্রদায়। 'সাঁওতালসম্বন্ধের আদিমানবীর চোখ।' শঙ্ক, ১৯৬৯।

সাঁওতালিণি বিণ সাঁওতাল জাতিভুক্ত। 'সাঁওতালিণি হেলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সাঁওতালিয়ারি বিণ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। 'খেতো বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়ারি বউ।' নজরুল, ১৯২৫।

সাংঘাত [স] বি ধর্মদ্রষ্টার এককোষ বসায়।

সাঁওতালী বিণ সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত। 'হাওগুর তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬। 'সাঁওতালী পার্শ্ব শেষ হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সাঁক [স শাক] বি শাক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁকআলু [স শঙ্ক>+মু আলু] বি শঙ্কের আকৃতিবিশিষ্ট আলুবিশেষ।
বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁকড়ি [স সংকীর্ণ] বিপ সঙ্কীর্ণ। 'জমনুক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাতি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সাঁকাল [স সংক্রমণ? ক্রিবিপ সড়ন; তাত্ত্বাতি।] 'সাঁকাল চল তোকে দক্ষিণ সাগরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাঁকো [স সংক্রমণ? বি সেতু।] 'খন্দকের সাঁকো দিলা ঘাইতে সৈন্য বাট।' সুলতান, ১৭০০।

সাঁখ [স শঙ্খ] বি শঙ্খ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁখা [স শঙ্খ>] বি শঙ্খ দিয়ে তৈরি ছড়ির মতো অলঙ্কারবিশেষ।
বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁখারি [স শঙ্খ>] বি শঙ্খ দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা যার পেশা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁখচুরি [স শঙ্খচূর্ণী] বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত সখা নারীর প্রেতাত্মা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাঁগা বি কাঁধ। 'সাঁগা দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সাঁঙ্গে [স সহ>] ক্রিবিপ সঙ্গে। 'সাত ডিঙ্গা করি সাঁঙ্গে আনে অমরার গাঙ্গে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁচ [স সত্য] বিপ বিস্তৃত; বাঁটি। 'প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।' রামধনসাদ, ১৭৮০।

সাঁচা ১ বিপ বাঁটি। 'তবে জানি জানী সব সাঁচা কথা কহে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ নির্দেশ। 'তাহাতে পরীকাতে সীতা সাঁচা বইলেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩। ৩ বিপ সত্য। ভবানী, ১৮২৩।

সাঁচানি ক্রিবিপ সত্য কিনি। 'সাঁচানি চাহিল বাঁধে তোমার কাটিবারে।' সুলতান, ১৭০০।

সাঁচে ক্রিবিপ সত্য করে। 'জিজ্ঞাসিলে উত্তর কহিব সব সাঁচে।' সুলতান, ১৭০০।

সাঁচা [তুল হি সাচা] বিপ বাঁটি; আসল। 'এগুলি তো সব সাঁচা পাখর?' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সাঁচানা বিপ প্রস্তুত। 'বাছা খুয়া শাক দুয়া করিল সাঁচনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁচা দ্র সাঁচ

সাঁচা [স সিহ>] ক্রি সজিত করা। 'গঙ্গার জল সাঁচরি বহুরে করি বাও।' সুলতান, ১৭৫০।

সাঁচি [স সঙ্কড়া] বি সঙ্কড়। 'সাঁচি খরসি মধু মনে ন লজাসি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সাঁচি, সাঁচী [স সত্য] বি উন্নত জাতের পানবিশেষ। 'অপূর্ব পানদানে সাঁচি পান বাসলা পান এবং নানা প্রকার মসলা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জয়ন্তী জোয়ান ধনে সুপারি।' ভবানী, ১৮২৮; 'খাবার চাই, টটকা খাবার, সাঁচী পান ...।' হোসেন, ১৯৪০।

সাঁচীত [স সঙ্কন] বি সঙ্কন। 'হাস কলা সে হরএ সাঁচীত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সাঁছ বি দেরি। যানোএল, ১৭৪৩।

সাঁজ [স সঙ্ঘা] বি সঙ্ঘা। 'সাঁজ হৈল বেলা পেল প্রতি ঘরে বাতি।' সুলতান, ১৭৫০।

সুলতান, ১৭৫০।

সাঁজা বি সঙ্ঘাপ্রদীপ। 'সাঁজা দেহ গতি ভাই আননিত মন।' রামাই ১৭১০।

সাঁজাসাঁজি বি প্রায় সঙ্ঘা। 'এসব করিতে বেলা হলো সাঁজাসাঁজি। ভবানী, ১৮২৫।

সাঁজাকুড়া [স সজ্জিত-কুণ্ড?] বি সংযুক্ত কুণ্ডের মতো আসন। 'বরুণে সাঁজাকুড়া কনক আকুড়া হিরামুখি নামে জায় চন্দনের পুড়া।' মুকুন্দ ১৬০০।

সাঁজারু [স শঙ্করী] বি গায়ে কাঁটামুক্ত খরগোশের মতো প্রাণিবিশেষ সজারু। 'বাদুড়ের পাক অন্য সাঁজারুর কাঁটা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ সজারু

সাঁজুড়া ক্রি একসঙ্গে বাঁধা। সাঁজুড়িআ ক্রি একসঙ্গে বেঁধে। 'সাঁজুড়িআ পাশে পাশে আনয়ে চামরি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁজুড়ি বি মালার মতো বন্ধন। 'বিহঙ্গ বাটুলে বধে লতায় সাঁজুড়ি বাঁধে কান্দে ভারে কালু আইসে ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁজুতি বি হিন্দুস্তানের আচরীয়বিশেষ। 'অগ্রহায়ণ মাসে ইহার সাঁজুতি ও ঘোঁসী ধারণ প্রভৃতি ব্রত আচরণ করিয়া থাকে।' কৈলাসবাসিনী ১৮৬৩।

সাঁজোয়া [স সজ্জা] বি বর্ম। 'সাঁজোয়া শোভিছে যতক শুরে।' রস ১৮৫৮।

সাঁজুয়া [স সজ্জা] বি বর্ম। 'শোভন সাঁজুয়া গায়।' মানিকরাম ১৭৮১।

সাঁজোয়ায় [স সজ্জা>] বিপ বর্মপরিত; বর্মখারী। 'সাঁজোয়ায় সমীরণ ...।' শুভ, ১৮৫৮। দ্র সাঁজোয়ায়

সাঁজা [স সজ্জা] বি সাঁজোয়া; বর্ম। 'সাঁজিল শব্দর কোল সাঁজা দিয় গায়।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সাঁঝ [স সজ্জা] বি সজ্জা। 'সাঁঝ ভৈল আইলো বিহানে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাঁঝতারা [স সজ্জাতারা] বি সজ্জাবেশায় সবার আগে যে তারার উদিত হয়; তরু গ্রহ। 'যুগল ভ্রমর কে সেবেছে কবে, সাঁঝতারা কেব কহ।' জসীম, ১৯৫১।

সাঁঝবাতি [স সজ্জাবর্তিকা] বি সজ্জাকালীন বাতি। 'ঘরে সাঁঝবাতি দেখিলে আবার নিবিয়ে দেয়।' ইসহাক, ১৯৫৫।

সাঁঝ-বেলা বি সজ্জাবেলা। 'বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে।' রবীন্দ্র ১৯১৯।

সাঁঝরাত বি সজ্জারাত। 'বলেছে সে কাল সাঁঝরাতে।' জীবন ১৯৩৬।

সাঁঝ-সকাল বি সকাল-সজ্জা। 'পথের সাথী আমরা রবির/ সাঁঝ সকালে চলরে সবে।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

সাঁঝসকালে ক্রিবিপ সকালে এবং সজ্জাকালে। 'সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে রাগ-রাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিথ আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪; 'কোকিল ডাকে বকুলডালে/ যে মাগছে সাঁঝসকালে।' নজরুল, ১৯৩৫।

সাঁঝা [স সজ্জা] বি সজ্জা। 'সন্তি জুগে দিল সাঁঝা বসুয়া আমনি। রামাই, ১৭১০।

সাঁঝের বেলা বি অন্তিম সময়। 'গানের খরনাতলায় তুমি সাঁঝে বেশায় এলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

সাঁঝো [স সজ্জা] ক্রিবিপ সজ্জাবেলায়। 'পিটা দুইএ এ তিন

সাঁটা

সাঁথো । চর্চা ৩৩, ১২০০ ।

সাঁটি বি ল্পানো । 'নয়ান ঢোল ঢাম সাঁটার কছরুৎ করছিল ।' মাহেনভ, ১৯৯৮; 'কপালে ঢিকিট সাঁটি কোন রকমের?' মুক্তভাৱ, ১৯৫৯; ...

সাঁটানো কি ল্পানো । 'সোকা নোলকানো সাঁটানো ল্পানো ...' রবীন্দ্র, ১৯০১ ।

সাঁটি বি গুণাবিশেষ । 'ভাঁটি সাঁটি কাটিল আড়ায়ে ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সাঁটে কথা বি সারকথা । 'ও বন্ধ হছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানার সাঁটে-কথা ।' প্রমথ, ১৯১৭ ।

সাঁড় [স ঘা] ১ বি ঝাঁড় । 'সাঁড় চায়া বুলে লেন বাধানিঞা পাই ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । ২ বিণ শ্রেষ্ঠ । 'ধনে হইতে চাপ হইল সজমাতে সাঁড় ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সাঁড়াইশ [স সন্দর্শিকা] বি সাঁড়াশি । মাহেনভ, ১৯৪৩ ।

সাঁড়াশি, সাঁড়াশি [স সন্দর্শিকা] বি বড়ো ও কোয়ালো চিমটা । 'সাঁড়াশিএ ধর্য্য আসে ... জ্বাপুশ সমান সাবল ।' মুকুন্দ, ১৬০০: 'সাপের গলায় দিব সুবর্ণ সাঁড়াশি ।' কেতক, ১৬৫০ ।

সাঁড়াশিডি বি সাঁড়াশা । 'আনিয়া গাছ সাঁড়াশিডি ।' ভারত, ১৭৬০ ।

সাঁড়রা' [স সত্তরপ] কি সাঁতার কাটা । সাঁড়রে কি সাঁতার কাটে । 'লখিরের জলময় সাঁতরে পর শয় ফুটল পুতীক ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সাঁড়রিয়া কি সাঁতার কেটে । 'সাঁড়রিয়া ধরিব এখন ।' কেতক, ১৬৫০ । সাঁড়রে কি সাঁতার কেটে । 'আন তো ভাই আমি হাছি জলচলের জাতি, আশন মনে সাঁতরে বেড়াই, ভসি যে দিনরাত ।' রবীন্দ্র, ১৮৬৬ ।

সাঁড়রা' বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ । 'রাধানাথ সাঁড়রা ।' সেরবি, ১৪৪০ ।

সাঁড়রান বি সাঁতার কাটা । ওঙ্গী, ১৭৮৫ ।

সাঁড়লা বি শ্যাঙলা । 'কোথাভাড়া আর সাঁতলাপাড়া ।' হাসন, ১৯৬৭ ।

সাঁতলাধরা বিণ শ্যাঙলাযুক্ত । 'অঘটনের কটালতা, সাঁতলাধরা ইটের খোয়া ।' হাসন, ১৯৭৪ ।

সাঁতলাপাড়া বিণ শ্যাঙলাযুক্ত । 'কোথাভাড়া আর সাঁতলাপাড়া ।' হাসন, ১৯৬৭ ।

সাঁতলানো [স সম+হি তলনা] কি মশলা ও সামান্য তেলে আখাখি ভাজা; সাঁতলানো । বিন্দ্য, ১৮৯১ ।

সাঁতলন [স সম+হি তলনা] বিণ গরম তেলে সামান্য ভাজা হয়েছে এমন । 'সাঁতলন মহরির বাসে ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সাঁথলানো [স সম+হি তলনা] কি গরম তেলে সামান্য ভাজা । 'সাঁথলানো সাঁথলানো ।' রবীন্দ্র, ১৯০১: 'সে মাছকে কেটে-কুটে সাঁথলে পিচ্চ করে ...' রবীন্দ্র, ১৯৫১ ।

সাঁতার [স সত্তরপ] বি পানিতে ভাসমান অবস্থার বিচরণ । 'কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে ।' বৃন্দা, ১৫৮০ ।

সাঁতার কাটা কি সাঁতার দেওয়া । 'মাছগুলো উলটো দিকে সাঁতার কাটার কসরত দেখাতে হাইত ।' রবীন্দ্র, ১৯৪০ ।

সাঁতার-কাটা ১ বিণ সাঁতার কাটা হয়েছে এমন । 'এই পুকুরে তারই সাঁতার-কাটা বারি ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪ । ২ বি সাঁতার কাটার কাজ । 'আগন সুখের সাঁতার-কাটা সেই জানে, ডবলাপার মাঝখানে ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

সাঁতার দেওয়া কি সাঁতার কাটা । 'সাঁতার দিতে গিয়ে অভয়ত বৈশি

হাত-পা হোঁড়া অগুঁটারই প্রমাণ দেয় ।' রবীন্দ্র, ১৯০৪ ।

সাঁতারন বি সাঁতার কাটা । ওঙ্গী, ১৭৮৫ ।

সাঁতারপ ১ বি সাঁতার কাটে যে । মাহেনভ, ১৭৪৩ । ২ বি সাঁতার চর্চাকারী; সাঁতারকারী । 'নামজাদা সাঁতারক' । বিজুতি, ১৯৩৭ ।

সাঁথলানো [স সত্তরপ] কি সাঁতার কাটা । 'একজন মাঝি রশি দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁতরে ভাসার গিয়ে টানতে লাগল ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২ ।

সাঁতোয়া বিণ সত্তম । 'সমির বিবাদ ভরা বশাচ্ছন্ন সাঁতোয়া আকাশে ।' ফররুখ, ১৯৪৩ ।

সাঁদানো [স সত্তা] কি ঢোকা । 'গর্জের ভিতরে সাঁদাইয়া শূকরিত হইল ।' মুক্তাধর, ১৮১৩ ।

সাঁপ [স শাপ] বি অভিগাণ । 'কুর্ভ হৈয়া বলে মুনি সাঁপ বচন ।' মালাধর, ১৫০০ ।

সাঁপাঙ্গ [স শাপ+অঙ্গ] বি অভিগাণের চূড়ান্ত । 'সাঁপে সাঁপাঙ্গ কর সুন মহাসয় ।' মালাধর, ১৫০০ ।

সাঁপে বর - সাঁপে বর; অমঙ্গল করতে গিয়ে মঙ্গল হওয়া । 'সাঁপে বর শুভাবৃত্ত দিল দূঢ় পথ ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সাঁপুড়া [স সম্ভা] বি হাতবায়ন । 'বামকরে তামূল সাঁপুড়া ।' মুকুন্দ, ১৬০০ ।

সাঁছুই বি জাতি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ । 'অভয়কুমার সাঁছুই ।' সেরবি, ১৪৪০ ।

সাঁড়া [স সম্ভ] কি প্রবেশ করা । সাঁড়াইলে কি প্রবেশ করলো । 'সাঁড়াইলে বক পেতে ।' মালাধর, ১৫০০ । সাঁতার কি প্রবেশ করে । 'ভক্ত সাঁতার গাড়ে ভরে কক্ষমান/ ভাঙ্কিয়া মহিষ ধরি উপাড়ে বিঘাণ ।' মুকুন্দ, ১৬০০ । সাঁতলাএ কি ঢোকে; প্রবেশ করে । 'জেই সাঁতলাএ সেই অবস্য থাকএ ।' মালাধর, ১৫০০ ।

সাঁধা কি প্রবেশ করা । 'দৈবে সাঁদাইল মোর পালের ভিতর ।' মালাধর, ১৫০০ ।

সাঁরা কি উপাটন করা । 'আবু জেহেলক বেড়ি সবে সাঁর পিয়া দাড়ি ।' সুলতান, ১৭০০ ।

সাঁদাশ [স শস্য] বিণ ভিতরে শাঁস আছে এমন । বিন্দ্য, ১৮৯১ ।

সাঁসে জলে [স শস্য+স জল] বিণ মোটোনোটা । 'এর মধ্যে বড় মানুষ বা সাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমকল্পে বামন থাকে ।' হুজাম, ১৮৬১ ।

সাঁক' [স শাক] বি শাক । 'সাকে গিলে কানাসোখা পাখী ।' কুৎ, ১৪৫০ ।

সাঁক' [স সক্রম] বি সাঁকো । 'চিখপুরের সাঁকর উত্তরে আছে ।' কালদে, ১৭৮৪ ।

সাঁকরেন [আ শাপিবদ] বি শিখ । 'দাদা, তোমার সাঁকরেন হইলাম ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪ ।

সাঁকরেনী বি শিখাফ; কোলাগিরি । 'ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাঁকরেনী করে ।' মুক্তভাৱ, ১৯৫২ ।

সাঁকসেস [হি] বি সফলতা । 'ইয়েরিজিতে বলে সাঁকসেস ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯ ।

সাঁকসেসমুহ [হি] বিণ সফল । 'সাঁকসেসমুহ হতে পারছি না ।' মনসুর, ১৯৪৫ ।

সাঁকার [স] ১ বিণ যুঁটমান । 'পরমেশ্বর সাঁকার হইয়াছিলন এক বার নর উদার করিতে ।' আভোনিয়া, ১৭৪৩ । ২ বিণ আকারযুক্ত ।

‘নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।’ ভারত, ১৭৬০; ‘সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়ভঙ্গময় হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন।’ রবীন্দ্র, ১৯৮৫। ৩ বি আকার আছে যার। ‘সাকার-নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সাকারবাদী [স] বি ঈশ্বরের মূর্তি আছে এই মত। ‘ঐ সমস্ত মঠ সাকারবাদীদের তীর্থস্থানেই প্রস্তুত।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

সাকারভাবে ক্রিবিধ আকার আছে এমনভাবে। ‘গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ঈশ্বরের সাকারভাবে উপাসনা করিতে হইবে কি নিরাকারভাবে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সাকারা [স] বি স্ত্রী আকার আছে যার। ‘ইনি সাকারা।’ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্মিত।’ বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সাকারীকরণ [স] বিণ আকার দান। ‘নিরাকার সৌন্দর্য সাকারীকরণ, এসব তো তাদের কাছে অর্থবিহীন পাশলের প্রলাপ।’ মোতাহের, ১৯৫০।

সাকি, সাকী [আ] বি মদ পরিবেশনকারী। ‘যে মদ দেয় তাকে পারসীতে সাকী বলে।’ মাইকেল, ১৮৬০; ‘ওগো সাকি, আর কেন?’ নজরুল, ১৯২৪।

সাকিদার [আ সাকি+ফা দার] বি পরিবেশনকারী। ‘সাকিদারদের যমরাতি উপদেশ দিয়া হালিম সকলে লইয়া বিদায় হয়।’ মনসুর, ১৯৫৫।

সাকিন [আ] বি ঠিকানা; আবাস। ‘দ্বীআলমচন্দ্র দাস সাকিন চুনাখালী।’ হ্যাগহেড, ১৭৭০।

সাকিনা [আ] বি অধিবাসী। ‘তাহা এ দেশের সাকিনাদেরই সুন্দর বুখিয়া ...।’ হ্যাগহেড, ১৭৮৬।

সাকিম, সাকীম [আ সাকিনা ১ বি বসতিস্থান]। ‘মের্স’, ১৭৫৭; ‘পাকীলীওয়াল চারি পাচ ভাতির নাম সাকীম পরবানা জীলা ...।’ তওঁতি, ১৭৯২। ২ বি ঠিকানা। ‘সাকীমে পরগনে চুনাখালি।’ হ্যাগহেড, ১৭৭২; ‘সর্বসাকিম শান্তিপুর।’ দর্শন, ১৮৩৬।

সাকুব [স স+আ ওয়াফুফ] বিণ সুচ্ছিন্ন। ‘সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম বুঝে।’ প্যারী, ১৮৫৮।

সাকৌ [স সম্ভ্রম] বি সাকো; সেতু। ‘দোজখ উপরে সাকো রাহা বড় দূর।’ গরীব, ১৭৬৫।

সাক্ত [স শাক্ত] বিণ হিন্দু শাখানুযায়ী শক্তির উপাসক। ‘গুটিকতক গ্রন্থ আছে, সে গুলি যতদিন পূরণ না হইছে, তত দিন সাক্তই থাকবেন।’ হুতাম, ১৮৬১।

সাক্রোশ [স] বিণ বিহুঙ্ক। ‘জবাবদিহিতার জন্যে সাক্রোশ তলব পড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাক্ষর [স] বি অক্ষরজ্ঞান আছে যার। ‘সাক্ষরেরা ঐ নিরক্ষর বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রধান উপাধ্যায়ের ...।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

সাক্ষরতা [স] বি অক্ষরজ্ঞান। ‘তবু কিছুটা সাক্ষরতা বেঁচে থাকে।’ মূলতবা, ১৯৫৮।

সাক্ষাৎ [স] ১ বি দর্শন। ‘স্বর্ঘ সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সন্মোহিত।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ স্বয়ং। ‘সাক্ষাৎ কর্দর্প যোছে মহামুগ্ধ বীর।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ‘ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ আমি দেখিবা সাক্ষাৎ।’ মুরদ, ১৬০০। ৩ বি সাক্ষারিণী। ‘পূর্বের উজ্জ্বল-হারে এবে সাক্ষাৎ আবারে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ ক্রিবিণ সরাসরিভাবে। ‘সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে

সাক্ষাৎ।’ মানিকগ্রাম, ১৭৮১। ৫ ক্রিবিণ সামান্যসামনি। ‘তা সাক্ষাতে থাকিয়া চুক্তি করিবেক।’ হ্যাগহেড, ১৭৭৩। ৬ ক্রিবি সাক্ষাতে; উপস্থিতিতে। ‘ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগের সাক্ষাৎ দি করিয়া স্বাক্ষরে লিখিয়া দিবেন।’ ডানকন, ১৭৮৪। ৭ ক্রিবি কাছে। ‘সেই ধারা ... সাহেবদের সাক্ষাতে যাইবেক।’ ডানকন ১৭৮৫। ৮ বিণ প্রত্যক্ষ। ‘সেই দেশীয় ভাষাই তাহার সাক্ষ প্রমাণ।’ অক্ষয়, ১৮৮৬। ৯ বিণ তুল্য। ‘শত্রুবিদ্যায় সাক্ষ পাণ্ডর্যমণি ফাটুনি।’ মাইকেল, ১৮৭৩।

সাক্ষাত [স সাক্ষাৎ ১ বি দর্শন। ‘চান্দর অণচয় ওয়ার সাক্ষ নাই।’ বিজয়, ১৬৫০। ২ বিণ স্বয়ং। ‘চতুর্ভুজ হইলা সাক্ষ নারায়ণ।’ রূপরাম, ১৭৫০। ৩ ক্রিবিণ সম্মুখে। ‘বসিলেক নই সাক্ষাত।’ সুলতান, ১৭০০।

সাক্ষাতে ১ ক্রিবিণ প্রত্যক্ষভাবে। ‘সাক্ষাতে না দেখা দেন পরো। এত দয়া।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ সামনে। ‘মজ্নু সাক্ষা পুনি উড়িয়া আইলা।’ বাহরাম, ১৬০০।

সাক্ষাৎ করা ক্রি দেখা করা। ‘কঙ্কের ঘর পুলিশ দাও, এই ত্রীলে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেক।’ বঙ্কিম, ১৮৬৫।

সাক্ষাৎকার [স] ১ বি দর্শন। ‘দুই ভাই হৃদয়ে ফালি অন্ধকার/ ডাণবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; ‘ব্রহ্মস্বরূপে যে সাক্ষাৎকার সেই তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা নয় ...।’ রামমোহন, ১৮১৭। ২ বি অনুভব। ‘স্ত্রী সন্মোহে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয় মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বিণ উপস্থিতি। ‘এই যুগলিখরে, এই নীলাব যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে।’ বঙ্কিম, ১৮৮২।

সাক্ষাৎকার করা ক্রি প্রত্যক্ষ করা। ‘নৃত্য গীত বাধ্য সাক্ষাৎকরিয়া ...।’ মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সাক্ষাৎকার লাভ ক্রি দর্শন লাভ। ‘অভিমুখ্য প্রভৃতিরও অণম্য স্থা গমন করিয়া কৃষ্ণহৃদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।’ বঙ্কিম, ১৮৭৭।

সাক্ষাৎপরিচয় [স] বি প্রত্যক্ষ দর্শন। ‘আমরা দেখির দৃষ্টিতে য সাক্ষাৎপরিচয় পেরেছি।’ প্রমথ, ১৯২০।

সাক্ষাৎপূজা [স] বি সামান্যসামনি নিবেদন। ‘হে গোরক্ষনাথ য সাক্ষাৎপূজায় দাসকে বঞ্চিত করলেন।’ গিরিশ, ১৮৮৭।

সাক্ষাৎপ্রার্থিনী [স] বি স্ত্রী সাক্ষাৎকারদাতা। ‘সুব্রত আড়চো অন্য়না সাক্ষাৎপ্রার্থিনীর দিকে একবার তাকিয়ে সেখল।’ নবর ১৯৪৯।

সাক্ষাৎভাবে [স] ক্রিবিণ সরাসরি। ‘সুযোগ হলো কায়েদে আজম সাক্ষাৎভাবে দেখবার।’ মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সাক্ষাৎসম্পর্ক [স] বি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। ‘জমিদারি সেবেরতার সঙ্গে য কোনোরূপ সাক্ষাৎসম্পর্ক আছে তিনিই জানেন।’ প্রমথ, ১৯১৯; ‘ও মহা শ্রেষ্ঠি সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎসম্পর্কেই এদের মনিন ও অন্তর্যাত সবুজ, ১৯২০।

সাক্ষাৎ সম্মুখ [স] ক্রিবিণ প্রত্যক্ষভাবে। ‘ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ সম রাজব দিচ্ছেন না।’ বরদর্শন, ১৮৭৪।

সাক্ষাৎ হওয়া ক্রি দেখা হওয়া। ‘যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষ হইল।’ বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সাক্ষাত ভিক্ষা ক্রি সাক্ষাৎ প্রার্থনা। ‘আসিয়াছি তোমার সাক্ষ ভিক্ষার কারণ।’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাক্ষাতে ১ ক্রিবিণ প্রত্যক্ষভাবে। ‘সাক্ষাতে না দেখা দেন পরো। এত দয়া।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ সামনে। ‘মজ্নু সাক্ষা

পুনি উড়িয়া আইসা।' বাহরাম, ১৬৫০।

সাক্ষ্যাত ক্রিষি সরাসরি উপস্থিতিতে। 'সাহেব খানীন্দ সাক্ষ্যাত তজবিজ্ঞ আতা হএ।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

সাক্ষ্যাত ক্রিষি সরাসরি উপস্থিতিতে। 'তাহা সাক্ষ্যাতে নিবেদন করিবো।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

সাখ্যাত [স সাক্ষ্য] বি সাক্ষ্য। 'ছয় মাসের পরে একবার সাখ্যাত পাইলাম।' রামরাম, ১৮০১।

সাক্ষী [স] ১ বি প্রমাণ। 'এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্বজন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সাক্ষ্য। 'হেসটিংস নানাশ্রকার ছল করিয়া, নানাশ্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়া ও কৃত্রিম সাক্ষী উপস্থিত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৩ বিণ প্রত্যক্ষদর্শী। 'দেবি! আপনিই এর সাক্ষী।' মাইকেল, ১৮৭৩। ৪ বি কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষকারী। 'সাক্ষী স্বরূপ ব্যাকর করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সাক্ষি [স সাক্ষী] বিণ প্রত্যক্ষদর্শী। 'বীরের নগরে রজনী বাসরে তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাক্ষী-উকিল [স সাক্ষী+আ ওয়াকীল] বি ইসলাম ধর্মমতে বিয়ে পড়ানোর সময় কন্যার সম্মতি কেনে আসে যে। 'মোস্তা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী-উকিল ডাকি।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

সাক্ষীশোপাল, সাক্ষীশোপাল [স] ১ বি হিন্দু অবতার কৃষ্ণের মূর্তিবিশেষ। 'সাক্ষীশোপাল দেখিব্যরে কটক আইসা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'দেখি সাক্ষীশোপালের লাবণ্য মোহন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নিষ্ক্রিয় দর্শক। 'তাহার সহ্যমিথী তৎকালে সাক্ষীশোপালস্বরূপ ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

সাক্ষী ভাঙানো [স] সাক্ষীকে বিরুদ্ধ পক্ষে নেওয়া। 'সাক্ষী ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সাক্ষীসাবুদ [স সাক্ষী+আ ছবুত] বি সাক্ষী ও প্রমাণ। ওর্গা, ১৭৮৫। 'সাক্ষী-সাবুদ তুমি পাবা কই?' মনসুর, ১৯৫৫।

সাক্ষ্যেচ্ছ [স] ক্রিষি খেদের সঙ্গে। 'অতি স্নেহেচ্ছ ও সাক্ষ্যেচ্ছ সেটি প্রকাশ করতই যে অগ্নিপ্রাব তরু হল।' জিহ্মুর, ১৯৭০।

সাক্ষ্য [স] ১ বি সাক্ষী কর্তৃক আদালতে ঘটনাদির বর্ণনা; জবানবন্দি। 'উত্তর পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিউরী হয়।' দর্পণ, ১৮৩০। 'চন্দ্র সূর্য দেও সাক্ষ্য।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি প্রমাণ। 'ভারতীয় প্রাচীন কীর্তিসমূহ সাক্ষ্য বহন করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সাক্ষ্যদান [স] বি সাক্ষ্য দেওয়া। 'ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষ্যদানের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সাক্ষ্যপ্রমাণ [স] বি সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায়। 'তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। 'কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

সাক্ষ্যমঞ্চ [স] বি আদালতের সাক্ষ্যদানের মঞ্চ। 'শীর্ণ অনুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সাক্ষ্যসাবুদ [স সাক্ষ্য+আ ছবুত] বি সাক্ষীর বক্তব্য ও প্রমাণাদি। 'উত্তর পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ডিউরী হয়।' দর্পণ, ১৮৩০।

সাক্ষ্যবরূপ [স] বি দৃষ্টান্ত। 'কি প্রকারই বা ভাড়াটিয়াদের ধর্মকর্ম ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্যবরূপ অদ্যাবধি উক্ত রত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সাখা [স শাখা] বি গাছের ডাল। 'সাখা পল্লব কুমুদে বেআপল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সাখী, সাখি [স সাক্ষী] ১ বিণ প্রত্যক্ষদর্শী। 'এহা মোর বনে রাধা কেহো নাহি সাখী।' বড়ু, ১৪৫০; 'মনের মানস কথা মন তাহে সাখি।' মণালার, ১৫০০। ২ বি সত্যতা। 'তাহাক দেখিলে মোর বেগে পায়িলে সাখী।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বিণ সাক্ষী। 'লক্ষ জন আছে সাখি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাখির্ধি ক্রিষি সমক্ষে; সামনে। 'বড়ায় সাখির্ধি বোল সত্য বচনে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাণ [স শাক] বি শাক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাগর [স] বি সমুদ্র। 'মুখিরা পেলাইবো কেশ জাইবো সাগর।' বড়ু, ১৪৫০।

সাগরকূল [স] বি সমুদ্রতট। 'দক্ষিণে সাগরকূল উত্তরে হিমালয়।' বাহরাম, ১৬৫০।

সাগরকৌরী [স সাগরকুমারী] বি (হিন্দুপুরাণ) সাগরকুমারী; লক্ষী। 'তোকে সাগরকৌরী।' বড়ু, ১৪৫০।

সাগর-বোঁজা বিণ সাগরের সাক্ষ্য পেতে চায় এমন। 'সাগর-বোঁজা নির্ধর সেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সাগরপর্ষ [স] বি সাগরের তলদেশ। 'তাহার ... বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদি সাগরপর্ষে নিক্ষেপ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'সাগরপর্ষে, নিরসীম নভে, দিগদিশন্ত জুড়ে/ জীবনোদ্ভবে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে।' নজরুল, ১৯২৯।

সাগরপুঞ্জ [স] বি সমুদ্রের পানি। 'সে-রাজ্যচালকদিগের কলঙ্ক সমস্ত সাগরপুঞ্জেও বৌত ছইবার নয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সাগরতট [স] বি সমুদ্রের তীর। 'চাকরী চাকরী শব্দে হিমালয় হইতে সাগরতট পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।' তমোলুক, ১৮৭৪।

সাগরতল [স] বি সাগরের তলদেশ। 'আঁখার সাগরতলে একটি রতন জ্বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'সাগরতলে কিংবা সাগরপারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সাগরতীর [স] বি সমুদ্রতট। 'কোনোটা শরম-চল বধুর গালে - সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সাগরবৌত [স] বিণ সমুদ্র উপকূলীয়। 'উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগরবৌত কন্যাকুমারী।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সাগরপঞ্চামাষী [স] বি সমুদ্র পঞ্চের যাত্রী। 'উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপঞ্চামাষী?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সাগরপাণি নির্মিত/নির্মিত [স] ১ বি বিদেশে তৈরি। 'চর্য কোমল হইলেও সাগরপাণিনির্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বি সমুদ্রের উপকূল। 'সাগরপাণের বনের ধারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সাগরবন্ধ [স] বি সমুদ্রপথ। 'প্রবল বেগে সাগরবন্ধ বিদীর্ণ করিয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সাগরবলাকা [স] বি সাগর অঞ্চলের বক জাতীয় এক প্রকার পাখি; অ্যালবট্রস। 'সাগরবলাকা অধীর চিৎকার হানে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৯।

সাগরবিলাস [স] বি সমুদ্র ভ্রমণ। 'নমুখে জাগিয়া থাক সাগরবিলাস।' নজরুল, ১৯৩১।

সাগরবেলা [স] বি সমুদ্রের তীর। 'সাগর বেলায় অধীর বায়ে বনের ছায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭; 'আর কতদিন সাগরবেলায় খামকা বসে তুলব হাঁট।' নজরুল, ১৯৪২।

সাগরময়ন [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) অমৃত তোলার জন্য দেবতা ও অসুরদের সমুদ্রময়ন। 'সমুদ্র ময়ন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে, গিরীশের ঘটিল কি রঙ্গ।' বঙ্কিম, ১৮৬০। ২ বি হুদুস্থল কাণ্ড। 'সাগরময়নের মতো হুদুগে গোকের কোলাহলে উঠেছে গধে।' নজরুল, ১৯২৪।

সাগরমার্গ [সি] বি সমুদ্রপথ। 'উহাদের সাগরমার্গে বা স্থলপথে দূরদেশ অমণ্ডে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সাগরমেখলা [সি] বি সমুদ্রবেষ্টিত। 'সাগরমেখলা শ্বেতবীপাখিটীটী বাণিজ্যলক্ষী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সাগর-যাত্রা [সি] বি সমুদ্রে গমন। 'তুমি না দেখাও সাগর-যাত্রা ...' বঙ্কিম, ১৯৫৮।

সাগর-শুকুন [সি] বি সামুদ্রিক পাখি। 'আশা তব ওড়ে লুঙ্গ সাগর-শুকুন।' নজরুল, ১৯২৮।

সাগর-শোষা বি লল নিরশেষকারী। 'বাশ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে।' নজরুল, ১৯২৪।

সাগর-সঙ্গত [সি] বি সাগরের অনুকূপ। 'আমার নীহারে জানে তরঙ্গ-বিক্ষেপ আজ সাগর-সঙ্গত।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সাগরসঙ্গম, সাগরসংগম [সি] ১ বি সাগরে ছুব দেওয়া। 'সাগর সময়ে শরীর তেআগিবো।' বঙ্কিম, ১৮৫০। ২ বি সাগরের সঙ্গে নদীর মিশন হান। 'সাগরসঙ্গম দেখি কর্ণধারে রঙ্গ।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সাগরসম [সি] বি সমুদ্রের সমান। 'অলঙ্কার সাগর-সম রাখবীয় চমু বেড়িছে তাহার।' মাইকেল, ১৮৬১।

সাগর-সৈকত [সি] বি সমুদ্রের বাসুকায়ম তীর। 'ভারতবর্ষের সাগর-সৈকতে এমন কতই ঘটে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

সাগরসৈকতবাসিনী [সি] বি সাগরতীরে অবস্থিত। 'আমি হলে তোর ওই বর্ষাভ্রাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচির বর্ণনাটা ...' নজরুল, ১৯২৭।

সাগরোচ্ছিত [সি] বি সাগর থেকে সৃষ্ট। 'ঋতু-মণ্ডিত সাগরোচ্ছিত ভালবাসি এই দেশ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

সাগর' [সি] বি কলার জাতবিশেষ। 'মৌসুমের এই প্রথম ছড়ি, মোটাজা বাইশ হালি সাগর।' আলোউদ্দিন, ১৯৭১।

সাগরী [সি] বি বিদ্যাসাগর-রচিত। 'বাংলা গদ্যের অধুনাবির্ভিত রূপের মধ্যে ভাই আজও সাগরী গদ্যের সুবাস অনুভব করা যায়।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সাগরেন্দ্র [আ] সাগর' বি শিখ্য। 'ভাঁহার সাগরেন্দ্রপদিকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত।' রাজ, ১৮৭৪।

সাগরেন্দি বি চোপারি। 'গৌফ গুঠার আগে থেকে সাগরেন্দি ধরেছে।' মহোজ, ১৯৬১।

সাগীতিয়া বি সাঙ্গা তথা সাময়িক বিবাহ করেছে এমন। 'হের আইস সাগীতিয়া বর তোরে কোলে করি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাত [প] বি এক ধরনের পায় গাছের ডেডরকার নরম পদার্থ থেকে তৈরি দানাদার খাদ্যবিশেষ, যা দুধ-সহযোগে রান্না করে পায়ের জাতীয় খাবার তৈরি করা যায়। 'বিদ্যা, ১৮৯১: 'খি একবাটি সাত হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাতদানা [প] সাত+ফা দানহ) বি এক ধরনের পায় গাছের ডেডরকার নরম পদার্থ থেকে তৈরি দানাদার খাদ্যবিশেষ। 'ভালজাতীয়

একপ্রকার বৃক্ষ ... হইতে সাতদানা প্রস্তুত হইয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সাতনি বি সেতন কাঠ। কালগে, ১৭৮৯।

সামিক [সি] ১ বি সবসময়ে যজ্ঞের আওন প্রকল্পিত রাখে এমন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। 'এক উদ্যান ... সামিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিলেন ...' দর্পণ, ১৮২৮। ২ বি পুরোহিত; অধ্যাপক। 'ভাতা বাংলার রাষ্ট্র যুগে আদি পুরোহিত, সামিক বীর শ্রীবীরন্দ্রকুমার ...' নজরুল, ১৯২২।

সায়হ [সি] বি অয়হ আছে এমন। সায়হে ক্রিবিধ অয়হের সাথে। 'পূর্তবিজ্ঞানবিশারদ বিপুলমতি ক্রনেল সাহেব অয়হাদ্য ইহার সংগঠনভার সায়হে গ্রহণ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'সে সায়হে কৌতুহলে সমস্ত কথা ভলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সাত্তড় বি নৌকাবেশে। 'বড় এক সাত্তড় নৌকা ভাঁটার সময় মাথগলার কাদায় আটকে আছে।' মহোজ, ১৯৬১।

সাত্তা, সাত্তা [স] সঙ্গত ১ বি বন্ধু। 'সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, সাত্তা, পড়াশুনা তো সাঙ্গ করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি অসং কাজের সহচর। 'নিশাচর সাত্তাতের মতো, নিষিদ্ধ কাজে যাওয়ার জন্য যে ডাকে সংকেতে।' আলোউদ্দিন, ১৯৬৩।

সাত্তানি বি ক্রী বন্ধুত্ব। 'খুদু বলে, আমার সঙ্গে, সাত্তানি কি পাড়াবি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সাত্তাতি [স] সঙ্গত বি বন্ধু। 'তম্বেহে পরাণ সুবল সাত্তাতি, কে ধনী মাজিছে গা।' চক্ৰী, ১৮৫০।

সাত্তম [স] সঙ্গম বি সাকো। 'ধামায়ে চাটিল সাত্তম গাঢ়ই।' চর্য্য, ১২০০।

সাত্তেতিক [সি] ১ বি ইতিজ্ঞাপক। 'অঙ্গসংখ্যা ও সাত্তেতিক শব্দ।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি হেয়ালিপূর্ণ। 'ইহাদের ধর্মসংস্কারের মধ্যে দেহতত্ত্ব ও প্রকৃতিসাধন সংক্রান্ত অনেকের নিগূঢ় ভাব সাত্তেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সাত্ত [স] সঙ্গ বি সাঙ্গা বা সাময়িক বিবাহ। 'আলো ভোদি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।' চর্য্য, ১০, ১২০০।

সাত্তা বি একরকমের সাময়িক বিবাহ। 'আমার মনে মনে ইচ্ছা, মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করিয়া ফেলি।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সাত্তে [স] সঙ্গ বি ক্রিবিধ সঙ্গে। 'মুদ্রন সাত্তে অবসরি জাই।' চর্য্য, ৩২, ১২০০।

সাত্তা-করা বি সাঙ্গা নামের সাময়িক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। 'স্যাঙ্গা করা কড়ই রাঁড়ি মেয়েটা।' নজরুল, ১৯২৪।

সাত্ত' [সি] ১ বি অবসান। 'সাত্তা সাঙ্গ করিয়া করিল বহু স্থতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সম্পাদন। 'তোমার প্রসাদে জেন যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সমাপ্ত। 'উত্তর প্রত্যুত্তর সাঙ্গ হইলে ...' ভালকল, ১৭৮৪।

সাত্ত করন বি সমাপ্ত করা। ওঁরা, ১৭৮৫।

সাত্ত হওয়া ক্রি সমাপ্ত হওয়া। 'সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে, ফুটাইবে দু-দিনের খেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সাত্তা ক্রি শেষ হওয়া। 'সাত্তিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সাক্ষ্য [স] বি সন্নিতি। 'বাদসাহী লঙ্কর পার হওনের সাক্ষ্য পায় না।' রামায়ণ, ১৮০১।

সাক্ষ্যি দ্র সাক্ষ্য

সাক্ষি [ফা সন্নি] বি সন্নি। 'চন্ডি জারে বহায় বীরের পাখানকায় শেল সিলি গায় নাহি ফুটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাক্ষ্যিক [স] বিণ সৎগীতময়। 'তুমি সাক্ষ্যিক বিকালের দিকে এই বাধে এসে বসো একধারে।' শক্তি, ১৯৬৬।

সাক্ষ্যোপাধি [স] ১ ক্রিবিণ সতী হিসেবে। 'সাক্ষ্যোপাধি আছে যাবৎ অবতার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দলবল। 'করম চোরা তাঁর সাক্ষ্যোপাধি চোর জাতিতে সংহত ও কাতারবন্দী করিতেছেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

সাক্ষ্যপাশ [স সাক্ষ্যোপাধি] ১ ক্রিবিণ আদ্যন্ত; আগাধোড়া। 'সাক্ষ্যপাশ রূপে সামুদায়িক নাহি আমি ...।' রামায়ণ, ১৮০১। ২ বি শিষ্য-সাব্দ। 'হায় হায় করে উঠল পীর সাহেবের সাক্ষ্যপাশ।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সাক্ষ্যাত্মিক [স] বিণ ভয়ঙ্কর; বিপজ্জনক। 'সেই অঙ্কল যেমত সাক্ষ্যাত্মিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঙ্কল নয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

সাক্ষ্য [স সত্য] বি সত্য। 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা।' চর্চা, ১২০০।

সাক্ষ্য [স সত্য] ১ বি সত্য। 'বাসাস করিয়া দিব যদি কহ সাচা।' কৃষ্ণায়, ১৭২০। ২ বিণ সৎ; সাধু। 'কৃষ্ণানির কাজ ভালমতে সরসোহ হইবে জদি তুমি এ দক্ষায় সাচা হইতে পারহ।' হালহেড, ১৭৭৩।

সাক্ষ্যান [স শোনা] বি বাজপাখি। 'সাক্ষ্যান উড়িল জেন লইয়া ক্ষুদ্র পক্ষি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাক্ষ্যার [স] বিণ আচারনিষ্ঠ। 'পরম সাক্ষ্যার সর্ব লোকে আপক্ষিত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সাক্ষ্যি লওয়া ক্রি সুস্থ হওয়া। 'সাক্ষ্যি লইতে ...।' মানোএল, ১৭৪৩।

সাক্ষ্যি বি রোগমুক্তি। মানোএল, ১৭৪৩।

সাক্ষ্যি [স] ১ বি মন্ত্রী। 'তোমাতে সাক্ষ্যি করি মারি দুই ভূপ।' মালধর, ১৫০০। ২ বিণ সুলভ; সস্তা। 'পূর্ববৎ শস্য জন্মে না কর অধিক লাগে সুভাষা প্রজায়া সাক্ষ্যি মূল্যে শস্য বিক্রয়ে সম্ভব হয় না।' দর্পণ, ১৮৩০।

সাক্ষ্য [স সত্য] ১ বিণ বাটী। 'দুনিয়া সাক্ষ্য নয়—মুই একা সাক্ষ্য হয়ে কি করবো?' গায়ী, ১৮৫৮। 'উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাহার সাক্ষ্য রূপার জরি উপর হইতে বর্ণন করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি সত্য। 'আমরা যে গাই সাক্ষ্যারই জয়গান।' নন্দরুল, ১৯২২।

সাক্ষ্য [স] বি সচ্ছলতা। 'এপর্যন্ত অনায়াসেই সাক্ষ্য পূর্বক উক্ত বিন্যাসের ব্যাঙ্গি দিয়া নির্কাহ করিতেছি।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩০।

সাক্ষ্য [ফা সাক্ষ্য] ১ বি আবরণ। 'কেতকী কুমুম যেন ধূলীর্ধ সাক্ষ্য।' বটু, ১৪৫০। ২ বিণ সজ্জিত। 'রক্ষীপনে নরক করুক অতি সাক্ষ্য।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি প্রকৃতি। 'আপনাদের সাক্ষ্য করিতে দোল ফুরাল।' গায়ী, ১৮৫৮।

সাক্ষ্য করতে দোল ফুরানো - প্রকৃতি নিতেই সময় শেষ। 'আপনাদের সাক্ষ্য করিতে দোল ফুরাল।' গায়ী, ১৮৫৮।

সাক্ষ্যোজ [বি সাক্ষ্যোজ; বেশভূষা। 'বিনা কোন সাক্ষ্যোজ ও কোন উপদেষ্টা কিম্বা উত্তরসাধক ব্যতিরেক, কৌতুহল হলে উপস্থিত হইল।' তারিখী, ১৮০৩।

সাক্ষ্যোজ বি বেশভূষা। 'ভাল, আমরা শোষণড়া সাক্ষ্যোজ করি।' গৌর, ১৮২২। 'পুণের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সবচেয়ে বেশি; তিনি সবচেয়ে বেশি সাক্ষ্যোজ করে এসেছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সাক্ষ্যোজ করা ক্রি সাক্ষ্যোজ করা। 'যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাক্ষ্যোজ করিয়া কিত্তী নীলাচল আরামে আসন গ্রহণ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সাক্ষ্যর, সাক্ষ্যার [ফা সাক্ষ্য+র] বি অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরার ও সাক্ষ্যার ঘর। 'আমি সাক্ষ্যরের কর্ত্তা হইচি।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩। 'ওলিকে বড়মা সাক্ষ্যয়ের যাবে, তোর জন্যে বসে থাকবে নাকি।' বিমল, ১৯৫৩।

সাক্ষ্য ১ বি প্রকৃতি। 'গুনরপি কৃষ্ণ মারিতে করহ সাক্ষ্য।' মালধর, ১৫০০। ২ বি সজ্জা। 'রাঘব পতিতের তাঁরা বাদির সাক্ষ্য।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। 'দেখিআ জলের হিতি চিত্তিত কলিঙ্গপতি সাক্ষ্য করিয়া আনে নায়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ব্যবস্থা। 'জলের উপরে কক হিতির সাক্ষ্য।' রামাই, ১৭১০। ৪ বি সজ্জা গ্রহণ। 'পূজার উপযোগে মেনে তারও লাগি পূজার সাক্ষ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সাক্ষ্য বি সাক্ষ্যোজ। 'তপন শশী হেরিছে বসি তোমার সাক্ষ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সাক্ষ্যি সাক্ষ্যী ১ বি সজ্জা। 'রথের সাক্ষ্যি দেখি গোকে চমকীর।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০। 'সনকা গুণীকা সঙ্গে অপর সাক্ষ্যি।' মনসুর, ১৭৫০। ২ বি সাক্ষ্যোজ উপকরণ। 'কিঙ্কর করিয়া দিল দোলায় সাক্ষ্যী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাক্ষ্য [ফা সাক্ষ্য+স অস্ত] ১ বিণ মানানসই। 'যে যে কর্ম এক ব্যক্তিতে আদ্রোজনক ও সাক্ষ্য হয়।' তারিখী, ১৮০৩। ২ বিণ সাজে এমন। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাক্ষ্যোশাক [ফা] বি সাক্ষ্যোজ উপকরণ ও পরিধেয় বস্ত্র। 'খিয়েটারের সাক্ষ্যোশাকের দোকানে।' মানিক, ১৯৩৬। 'নতুন সাক্ষ্যোশাকের ফরমাশ গেল গুস্তারের কাছে।' বিমল, ১৯৫৩।

সাক্ষ্য বাজ বি সাক্ষ্যোজ। 'সঙ্গে চলে ধুমসী করিয়া সাক্ষ্য বাজ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সাক্ষ্যোজ [ফা সাক্ষ্য+স সজ্জা] বি সাক্ষ্যোজ; বেশভূষা। 'সাক্ষ্যোজা গ্রহণ অবলম্বন আমাদের তেমন মানায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'তাদের প্রাসাদ ও সাক্ষ্যোজা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাক্ষ্য-সরঞ্জাম [ফা সাক্ষ্য+ফা সরঞ্জাম] ১ বি প্রকৃতির উপকরণসমূহ। 'এত জিনিষ-পত্র লোক-লস্কর সাক্ষ্য-সরঞ্জামের আবশ্যক হতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বি সাক্ষ্যোজ। 'তাহার সাক্ষ্য-সরঞ্জাম দখলের উপযুক্ত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি সজ্জা ও উপকরণ। 'তাদের ব্যস্ততা সাক্ষ্য-সরঞ্জাম দেখে মনে হলো যেন অগ্ন্যগ্নি নোবাহিনী।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সাক্ষ্য দ্র সাক্ষ্য

সাক্ষ্য [স সাক্ষ্য] বি সাক্ষ্য। মানোএল, ১৭৪৩।

সাক্ষ্য [ফা] বি যুক্ত; দাস্তা। 'জমিদারের পক্ষে আধিম বখশিশের বদলে সাক্ষ্য লড়িয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

সাক্ষ্যোজ [স সজ্জা] বি সাক্ষ্যোজ; বর্ম। 'সাক্ষ্যোজ অঙ্গেই শোভা পাইতেছে।' মনসুর, ১৮৫৮।

সাজগুয়ালা [স সহযোজক>] বি বর্মধারী। 'সাজগুয়ালা সমেত কাটে কত জনে জনে।' গরীব, ১৭৬৫। **দ্র** সাজোয়ালা

সাজনা^১ [স বজনা বি সখা। 'রতনা মে যোতন সাজনা রে বাবিস ন তেজিঅ দেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সাজনা^২ **দ্র** সাজ

সাজনি^১ **দ্র** সাজ

সাজনি^২ [স বজনা বি সজনি। 'হমর বচন সুন সাজনি।' চিত্রপ্তি, ১৬০০।

সাজস [ফা সাজিশা] বি ষড়যন্ত্র। 'মটসেজ যদি সাজস প্রমাণ হয়?' গিরিশ, ১৮৮৯।

সাজা^১ বি ব্যবহারের জন্যে তৈরি করা। 'চাল বাছা আর পান সাজা।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

সাজা^২ [ফা সাজ>] ১ কি প্রস্তুত হওয়া। 'সৈন সাজল মমুমখিকা কুল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ কি সজ্জিত করা। 'সাজাইল অনেক যতনে।' বড়, ১৫০০। ৩ কি বেশ ধারণ করা। 'জরীর কাপড় ও পরিচ্ছন্ন কোটার দ্বারা, আপনি বড় মাংস সাজে।' তারিখী, ১৮০০। ৪ কি মানানসই হওয়া। 'এখানে তোমাকে সাজে না।' শরৎ, ১৯১৭। 'অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমার শুধু সাজে।' নজরুল, ১৯২২। সাজ কি প্রস্তুত হও। 'সাজ সাজ বলিয়া টমকে দিল তরা।' মালাধর, ১৫০০। সাজ ১ কি ব্যবহারের জন্যে তৈরি করে। 'এক ছিলিম তামুর সাজ দেবি।' বক্রিম, ১৮৭৮। ২ কি সাজাও। 'ঢেলে সাজ দেবি।' বক্রিম, ১৮৮৭। সাজল কি সাজলো। 'সৈন সাজল মমুমখিকা কুল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সাজহ কি সাজাও। 'ঝট কুঁচা সাজহ পসারা।' বড়, ১৪৫০। সাজাইআ কি সাজিয়ে। 'সমু' বর্গ সাজাইআ সুবর্ণ আবাস।' আলোড়ল, ১৬৮০। সাজাইয়া কি সাজিয়ে। 'দারকে সাজাইয়া রথ আনি নিমগতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাজাইল কি সাজাশো; সজ্জিত করলে। 'সাজাইল অনেক যতনে।' বড়, ১৪৫০। সাজায়া কি সাজালাস। 'ভাসু' সাজায়া। 'চিত্রপ্তি, ১৬০০। সাজাহ কি সাজাও; সজ্জিত করে। 'সানদে সমায়ে সাজাহ লইয়া ছাতি।' মানিকরাম, ১৭৮১। সাজি কি সেজে। 'বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। সাজিআ কি সজ্জিত করে। 'মায়ের হাব্যাসে মরি তুরাএ সাজিআ তরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। সাজিআ কি সাজিয়ে। 'বৃত্ত দধি দুধ ঘোলে সাজিআ পসার।' বড়, ১৪৫০। সাজিউ কি সাজাই। 'পসার সাজিউ দধি দুধে।' বড়, ১৪৫০। সাজিয়া কি সজ্জিত হয়ে। 'সমর করিতে সব সাজিয়া রিলে।' সুলতান, ১৭০০। সাজিল কি সজ্জিত হলো। 'সুনি জোদে বলরাম সাজিল আশনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সাজিলৌ কি সজ্জিয়ে। 'বৃত্ত দুর্ঘে সাজিলৌ পসারা।' বড়, ১৪৫০। সাজে কি শোভা পায়। 'তোর বোল মোত নাহি সাজে।' বড়, ১৪৫০। সাজ্যা ১ কি সাজিয়ে। 'পুসিআ পলিআ বালা কারে সাজ্যা দিল ভাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি সেজে। 'সেনাপতি সাজ্যা চল মৃগয়া কারণ।' রূপরাম, ১৭৫০। সাজ্যাছে কি সেজেছে। 'আর তুয়াহ সিংহল জাতো সাধু সাজ্যাছে ডিসা।' মুকুন্দ, ১৬০০। সাজ্যে কি সেজে। 'বুড়ো বয়সে সং সাজ্যে সং কসে হলো।' হেতম, ১৮৬২।

সাজানী বি কনে সাজানোর উপকরণ। 'বরকে এখানে সাজানী দিয়ে কনকে ঘরে আনতে হয়।' বেগম, ১৯৫২।

সাজানো [ফা সাজ>] ১ বিপদ সুন্দরভাবে স্থাপিত। 'ঘরের চারি ধারে কোঁচ ঢৌকি সাজানো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপদ ক্রিয়। 'পাকাভা অতুজি সাজানো জিনিস।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সাজানো-গোজানো বি সাজগোজ। 'সাজানো-গোজানোর দ্বারা

আমাদের চিত্তকে ... ঠাণ্ডিয়া ধরা হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সাজাসাজি বি মানানসই হওয়া না-হওয়া। 'আমাদের আবাস সাজাসাজি কি?' শরৎ, ১৯১৭।

সাজিয়া গুজিয়া ক্রিয়ণ সাজগোজ করে। 'সাজিয়া গুজিয়া গহন পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক।' বক্রিম, ১৮৯২।

সাজা^১ [ফা বি বজ]। 'সুন্দর রূপ সাজা না দিলে বাছানার টাকা দিবে না।' কেরি, ১৮০২।

সাজাই [ফা] বি শক্তি। 'বেহুদা সাজাই জদি করহ তবে তাতি তোমার নামে ... নালিস করিতে পারিবেক।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

সাজাহাড [ফা সাজা+স গ্রাণ্ড] বিপদ অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়ে এমন। 'আমাদের দেশে সাজাহাড বা বিপদপামী কিশোরদের সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা নেই।' বেগম, ১৯৬৯।

সাজাই^১ [স সজা>] বি সাজ। 'শশনাদ নাউফলা পরিলা সাজাই।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

সাজাই^২ **দ্র** সাজা

সাজান ঘর বি আসবাবপত্র ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত ভাড়ার বাড়ি। 'এ রকম সাজান ঘর ভাড়া কেবল লগুনে নয়, ইংলণ্ডের সর্বত্র ...।' কুঙ্করাম, ১৮৮৫।

সাজি, সাজী [স সজি] ১ বি ভাল। 'ফুলের সাজিতে ছুঁমি বলিবে উজিয়া।' মালাধর, ১৫০০। 'ভাতি ভাতি বহুদপী আইসে সাজি সাজি।' আলোড়ল, ১৬৮০। 'সাজীত দুখিয়া ফুলাট তুলিয়া বাঁধে নাগরী চুলে।' চঞ্জি, ১৫৫০। ২ বি উপহার। 'পানের সাজি এনেছি সাজি।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৩ বি পুজার থালা। 'এনেছ বহিয়া রিত তোমার পুজার ফুলের সাজি।' রবীন্দ্র, ১৯০০। 'অর্থ্য নিবেদিত হওয়ার পর শূন্য সাজি।' নজরুল, ১৯২৭।

সাজিমাটি বি স্মারজাতীয় মাটি। 'সে কি সাবান না সাজিমাটির ডোয়া?' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সাজো আতুল বি অনামিকা আতুল। 'মানেএল, ১৭৪৩।

সাজোয়ালা [স সহযোজক>] বি জোর করে টাকা আদায় করার জন্য যে বিশেষ কর্মচারীকে পাঠানো হয়; বর্মধারী সৈনিক। 'সাজোয়ালা হইক সূজন সর্বভক্ত।' ভারত, ১৭৬০। **দ্র** সাজগুয়া, সাজগুয়া

সাজোশ [ফা সাজিশা] বি ষড়যন্ত্র। 'পাইকেল সহিত সাজোশ করিয়া ঐ কুরুর্থে পুনরায় প্রবর্ত হয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সাজ্য [স সাহায্য] বি সাহায্য। 'মানেএল, ১৭৪৩।

সাজ্যাতা বি একপ্রকার শাক। 'সাজ্যাতা পাজ্যাতা বন-পুই তুলে বলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাজি [স সজি] বি কুড়ি। 'পাঁচ সাত সাজি পুরি চলে নিজ ধাম।' রামহরাদ, ১৭৮০।

সাজি [স বামী] ১ বি মনের মানুষ। 'যথা দেখে মোর সাজি।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি স্বপ্ন। 'এবে ব্রিহগত সাজি।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৩ বি বামী; পতি। 'ফুল-সাজি যে ফকির আছে ফুলকে তার ভালবাসে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সাজি সাজি [সন্যা] বি সাঁই সাঁই লম্ব। 'সাজি সাজি করিয়া বাণ জায় ছুরিতে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাজী [স শরী] বি শরী; বাবলা জাতীয় গাছ। 'অপামার্গ বাঘনলা সাজী তোলে অল্পকলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাঁট [সন্যা] ১ বি ছাঁট; ছিট। 'ঘন কেকুয়ালা পড়ে জলে লাসে সাঁট।'

মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ সমস্ত। 'তামা বলি ফিরে দিল সাটে।' ভারত, ১৭৬০।

সাটল [হি] বি অল্প ব্যবধানে অবস্থিত স্থানগুলোর মধ্যে নিয়মিত চলাচল করে এমন ট্রেন। 'ট্রেন আসে, ধামে, হাটে, ছুটে যায়/ উত্তম সময়, মেলা, গুডস, সাটল, স্পেশাল, প্যাসেঞ্জার।' হোসেন, ১৯৪০।

সাটী বিণ সাটা; জাঁটা। 'সাটা কর্ক করিয়া পাঠাইবে।' তাঁতি, ১৭৯২।

সাটানো বিণ টানানো। 'আমি হিলাম ইজ্জেল সাটানো ক্যানভাসের সামনে।' আল-উদ্দিন, ১৯৬০।

সাটাসাটি বি শাসন। 'উৎসাহে রহমতের সাটাসাটি ও দৌড়োদৌড়ি বাড়িয়া যায়।' মনসুর, ১৯৫৫।

সাটি, সাটী [স ঘটি] বিণ ঘটি; ৬০ সংখ্যক। 'আড়কোট ২৬০ দুই সও সাটী ডঙ্কা।' মেয়র্স, ১৭৫৮; 'এক সত সাটি সিকা।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

সাটিন, সাটীন [হি বি মিহি ও মৃণ রেশমি বস্ত্র। 'সে বহুমূল্য সাটিন, কিম্বাণ ইত্যানি রেশমী বস্ত্রে বড়া বোকাই।' রোকেয়া, ১৯১৮; 'কেহে সাটিনের পায়জামা গোটা বনুট লাগান।' ভবানী, ১৮২৮।

সাটী দ্র সাটি

সাটী [স শাটী] বি পাড়মুক শাড়ি। 'ভাল সাটী পরিহিতা।' বরদর্শন, ১৮৭২।

সাটীহার [স ঘটী] বি নবজাতকের হর দিনে হিন্দুদেবী ঘটীর কাছে শিশুর কল্যাণ কামনায় অনুষ্ঠেয় কর্ম। 'তে কারণে বিধি যত দুখগণ পেলিখ সাটীহারে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাড় ১ বি তেতনা। বিদ্যা, ১৮৯১; 'যখন একদিকে প্রবল হয়ে জেলে গঠে অন্য দিকে তাদের আর-কিছুই সাড় থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫; 'সাড় নাই মেয়ের।' তারা, ১৯৪০। ২ বি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। 'তারদিকের রসহীনতায় আমাদের চেতনকে যখন সাড় থাকে না, তখন ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৩ বি তেজ; শক্তি। 'তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না।' মানিক, ১৯৩৬।

সাড়ঘর [স] বিণ আড়ঘরপূর্ণ। 'এক্ষণকার বদান্যতা সাড়ঘর।' রাজ, ১৮৭৪; 'বিক্ষেপ বাণ নিক্ষেপে তাদের সাড়ঘর আনন্দোদ্ভাস।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সাড়া [স শ্রু] ১ বি শোরশোল। 'বাহ বাহ বলিআ পড়িআ গেল সাড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হস্তার। 'সাড়া মারিয়া বাঘা আইলে ধীরে ধীরে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি আহানের উত্তর। 'সাড়া না দিয়া সটিকবার উপক্রম করিলে।' তারিণী, ১৮০৩।

সাড়া দেওয়া ক্রি জবাব দেওয়া। 'সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল দ্রিয়মাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সাড়া পাওয়া ক্রি পাণ্ডা পাওয়া। 'যখন সুখদুঃখ সমেত ভালোবাসার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাড়াগিণি [সাড়া+স গিণি] বি সাড়া গিণিবদ্ধ করার যন্ত্র। 'সাড়াগিণিতে সময়ের সূক্ষ্মাংশ পর্যন্ত নিরূপিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

সাড়াশব্দ [সাড়া+স শব্দ] বি কথা বা নড়াচড়ার শব্দ। 'সাড়াশব্দ কোথায় গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সাড়াশব্দীন [সাড়া+স শব্দীনা] বিণ সম্পূর্ণ শব্দহীন। 'পশুন্য, জনন্য, সাড়া-শব্দীনা/ ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'অনেকক্ষণ সাড়াশব্দহীন হয়ে গভীর চোখ খুলে ...।' জীবন, ১৯৩২।

সাড়াডড়ি বি সাড়াশব্দ। 'সাড়াডড়ি আর পাতি নে।' নীনবন্ধু, ১৮৭২।

সাড়াগিণি [স সন্দর্শিকা] বি সাড়াগিণি; হাতিয়ার বিশেষ। 'সোনার সাড়াগিণি দিয়া মাথা চাপি ধরে।' বিজয়, ১৬৫০।

সাড়ি, সাড়ী [স শাটী] বি শাড়ি। 'হুকারে ছিট্টিয়া দড়ি পরিআ পাটের সাড়ি সোল বসনের হইল রামা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'শাইআ ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী সেবি বড় বীরের হরিস।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'সাড়ীপরা বিণ শাড়ি পরিহিত। 'সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

সাড়ে [স সার্থ] বিণ অর্ধশব্দ। 'বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সাড়ে দুয়ারত বি সমাপ্তি। 'আমার চিঠির এইখানে আজ সাড়ে চুয়ারত।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সাড়ে তিনগঞ্জী বিণ সাড়ে তিন গজবিশিষ্ট। 'হনুমানের ন্যাকের মত সাড়ে তিনগঞ্জী দরবারি নল নয়।' মুক্ততা, ১৯৫২।

সাঁথ বি ধান। 'ভনই লুই আক্ষে সানে দিঠা।' চর্যা ১, ১২০০।

সাণাতি বি টের; জ্ঞানান। 'সিংহল জাইতে সাধু পাইল আরতি/ লহনা দুর্বলা মুখপাইল সাণাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাণ [স শাণ] বি ঝাঁড়। 'গোআলকুলে কি তোকে উপজিল সাণ।' বড়ু, ১৪৫০।

সাণাল বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীযুত বাবু মধুসূদন সাত্তাল।' দর্পণ, ১৮৩০।

সাত [পা সত্ত] বিণ ৭ সংখ্যক। 'এহার দান সাত লক্ষ মোরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাতকুল [সাত+স কুল] বি বংশের সমস্ত ধারা। 'মাহার সাতকুলে কেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাতকুলখাণী বি সাত কুল ধারণ করেছে এমন ব্যক্তি (পালিবিশেষ)। 'সাতকুলখাণীকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেরেও ভালবাসে।' বিজুতি, ১৯২৯।

সাত-খুন মাপ বি গুরুতর অপরাধের শাস্তি না হওয়া। 'ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সাতগুটি [সাত+স গুটি] বিণ সাতটা। 'সাত গুটি বিহু তাত করি আনুশাম।' বড়ু, ১৪৫০।

সাতগুটি [সাত+স গোষ্ঠী] বি সবাই। 'সাতগুটি মিলে করচে কি দেখ না।' শরৎ, ১৯১২।

সাত ঘাটের জল বি নানা জামণা। 'ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্য নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ানো।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সাত ঘাটের জল এক করা - বহু কষ্ট করে একত্র করা। 'সাত ঘাটের জল এক করে সে ভরতে পারে।' জগদীশ, ১৯৩৩।

সাত ঘাটের জল খাওয়ানো ১ ক্রি নাজেহাল করা। 'বদীতে করবে কী ভাই! কত বদীর সাত পুরুষকে আমি সাত ঘাটের জল খাইয়ে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ ক্রি চার দিকে ঘুরিয়ে বেড়ানো। 'আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গণনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাতখাটের পানি খাওয়ানে - বিপদে ফেলা। 'তোমরা জিতলে আওয়ামী লীগকে এবার যে সাতখাটের পানি খাওয়াতে ...'। গাশা, ১৯৭১।

সাতচারি বি শিতদের বেলাবিশেষ। 'নিরবধি সাতচারি খেলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাতজন [সাত+স জন] ক্রিবিণ কোনো কালে। 'সাতজন বউয়ের মুখ দেখিলে না।'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

সাতজনে ক্রিবিণ কোনো কালে। 'সাতজনে তাদের দেশের শান্তরে লেখে না।'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সাত তাল বি (বাউল) মানবদেহের কল্পিত সাতটি স্তর। 'মানুষ-মক্কী কুদরতি কাজ উঠেছে রে আজগেবি আওয়াজ সাত তাল ভেদিয়ে।'। লালন, ১৮৯০।

সাতনড়ি [সাত+স নল] বি গলার সাত প্যাঁচওয়ালা অঙ্কারবিশেষ। 'সুন্ডার সাতনড়ি, ডায়মনকাটা চিক তাবিল বাজু হাতের কড়া শর্ষ গোটা চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাঞ্জর ইত্যাদি।'। ভবানী, ১৮২৮।

সাতনায়্যা [সাত+নয়] বিণ সাত নয় অর্থাৎ তেষাতি। 'আনিলেন রূত ছিল নগরের নড়ি সাতনায়্যা বন্দে বিশ্বকর্ম ধরে দড়ি।'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সাতনরি, সাতনরী বি সাত প্যাঁচওয়ালা কঠহার। 'অসেতে শোভে বিভূতি ভাজিয়া গলার সাতনরী।'। কেতকা, ১৬৫০; 'সাতনরি আর পাঁচনরি হার।'। নজরুল, ১৯৩৯।

সাতনরি শিকা বি এক ধরনের শিকা। 'রাখিও ট্যাপের মোয়া বোঁধে তুমি সাতনরি শিকা ভরে।'। জঙ্গীম, ১৯২৭।

সাতনলা [সাত+স নল] বি পাণি ধরার ফাঁদ। 'সাতনলা জাল আঠা ফান্দে।'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সাতনলি বি যে বন্দুক দিয়ে একসঙ্গে সাতটি তলি ছোঁড়া যায়। 'সাতনলি দিয়ে বনের পাখী মারে।'। বিভূতি, ১৯৩৮।

সাতনলী [সাত+স নল] বিণ সাতপ্যাঁচওয়ালা। 'তোমারই গলার গলা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার।'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সাতনলী হার বি সাতপ্যাঁচওয়ালা কঠহার। 'তোমারই গলার গলা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার।'। রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সাতপাঁচ বি ভালো-মন্দ নানা কথা। 'সাত পাঁচ সখি শুণী বড়ায়ি গো রাখার বচনে।'। বটু, ১৪৫০; 'সাতপাঁচ ডেবে আমি ... দূরে থাকতেন।'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সাত পাক বি হিন্দুবিষয়ে বর-কনের একসঙ্গে সাত পাক ঘোয়ার রীতি। 'লুকিয়ে কঁরে আসব বিয়ে লুকিয়ে হবে সাতটি পাকও।'। সত্যভট্ট, ১৯১২।

সাতপাক মোচড় খাওয়া - অস্থির অবস্থা হওয়া। 'তখনই যেন জান্নাতি সাতপাক মোচড় খেয়ে ওঠে।'। নজরুল, ১৯২৭।

সাতপুরু বি সাত স্তর। 'এ দেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া তাহাতে নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবেই এ দেশ ভাল হয়।'। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাতপুরুষ [সাত+স পুরুষ] ১ ক্রিবিণ বংশানুক্রমে। 'আমার এখানে সাত পুরুষ বাস।'। দীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ বি পূর্বপুরুষ। 'তার সাতপুরুষের দেশের ভিটার।'। শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

সাতপুর্বে [সাত+স পুরুষ] ক্রিবিণ বংশানুক্রমে। 'আমরা সাতপুর্বে মুনিব।'। ইমদাদুল, ১৯২০।

সাতভাই বি সাতটি তারাসংবলিত নক্করমঞ্জরীবিশেষ। 'আমার সেই পরাণ সাত ভাই, কালপুরুষ ও অন্যান্য তারাতলি ঝকিতেছে।'। কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সাত ভুতের বেদনা - অপরের কষ্ট নিজের কাঁধে পড়া। 'খামখা সাত ভুতের বেদনা এসে জান্নাতি কচলে কচলে দিয়ে যায়।'। নজরুল, ১৯২২।

সাতমহল [সাত+আ মহল] বিণ সাত মহলবিশিষ্ট। 'সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন।'। অবন, ১৮৯৬; 'সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছুটফটিয়ে তুলেছিল।'। রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সাতমহলা [সাত+আ মহল] বিণ সাত মহলবিশিষ্ট। 'সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে।'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সাত রাজার ধন মাণিক - অতি মূল্যবান বস্তু। 'তুমিই আমার সাত রাজার ধন পুরা মাণিক।'। ভবানী, ১৮২৮।

সাতলহরী [সাত+স লহরী] বিণ সাত প্যাঁচওয়ালা। 'সম্বৎসরকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নখ, কণ্ঠে চিক্‌চিকি বা চিক, কণ্ঠি, সাতলহরী মুক্তাহার ... পরতেন।'। মহাশেখা, ১৯৫৬।

সাত সও বিণ সাতশো। 'মিহি সোমুয়া তিন হাজার খান নয়ানযুক ঝিলপু সাত সওখান শুড়ান ছয় লোকা।'। ওর্সা, ১৭৮২।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার - বহুদূরের স্থান। 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে।'। নজরুল, ১৯২২।

সাত সমুদ্র [সাত+স সমুদ্র] বি সুদীর্ঘ পথ। 'যাঁহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া ... আসেন।'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সাত সমুদ্র তীর - বহু দূর। 'রাগ করবেন বাবা বুঝি দিল্লি থেকে ফিরে; ততক্ষণ যে চলে যাব সাত সমুদ্র তীরে।'। রবীন্দ্র, ১৯২১।

সাত সমুদ্র তের নদীর পার - সুদীর্ঘ দূর। 'আমি কেবল যাই একটাবার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান - বিস্তারিত তফাত। 'বিলাতফেরতদের সঙ্গে তাহলে আমাদের সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান এতদিনে ঘুচল।'। নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

সাত সমুদ্র তেরো নদী - রূপকভাবে ব্যবহৃত বহু দূরবর্তী স্থান। 'সেই গল্পের তেপান্তরের মাঠে এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী দ্বান জ্যোৎস্নায় ধু ধু করছে।'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সাত সাগর - বিস্তীর্ণ অঞ্চল। 'সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে, আমি যাই ভেসে দূর দিশে।'। রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সাত সাগর পার - বহুদূরের স্থান। 'আনবে যে সাত সাগর পারের বন্দিনী দেশলক্ষীকে।'। নজরুল, ১৯২৬।

সাতো সত্তরে ক্রিবিণ মাঝে মাঝে। 'সাতো সত্তরে বাজান আসিলে গলাটি ধরিয়া তাঁর।'। জঙ্গীম, ১৯৩১।

সাতোসরী, সাতেশরী, সাতেশ্বরী [সাত+সর] বিণ সাত নদীহার। 'কাটা বৈরাে সাতেশরী হারে।'। বটু, ১৪৫০; 'অখিত উপর ছিল সাতেশরী হারে।'। বটু, ১৪৫০; 'পলে সাতেশরী হার আর নানা অলঙ্কার ...'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

সাত [স সহিত] ক্রিবিণ সাতো। 'করিল অনেক পাণ বালকের সাত।'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাত্তে [স সহিত>] ক্রিবিপ সাথে। মানোএল, ১৭৪৩। 'বসন্তরায়কে সাত্তে করিয়া পুজার অটালিকায়।' রামরায়, ১৮০১।

সাত্তি বি মুহুর্ত। মানোএল, ১৭৪৩।

সাত্তকড়া [স 'বাদকারী>] বি কমলাজাতীয় ফল। 'চালিতা তেজুলি সাত্তকড়া।' বড়ু, ১৪৫০।

সাত্তচল্লি [পা সন্তচল্লীস] বি ৪৭ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাত্তভাড়াডি ১ ক্রিবিপ খুব দ্রুত। 'তারা সাত্তভাড়াডি নিমলার বাপান হেড়ে রাস্তায় বেরল।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯। ২ ক্রিবিপ ব্যস্তসমস্ত হয়ে। 'সমুহ শলাপ তনে সাত্ত ভাড়াড়াডি।' শামসুল, ১৯৬৯।

সাত্তসকাল বি খুব ভোর। 'সাত্তসকালে গোসল সেরে ... মগি ঘরে এসে ঢুকলো।' হাকিমুর, ১৯৫৩; 'বোধহয় সাত্তসকালে এসেছিলো খেত নিজেতে।' মান্নান, ১৯৬৮।

সাত্তসান্নি [পা সন্তসট্টি>] বি সাত্তসান্নি। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাত্তা [পা সন্ত>] বি সাত্ত ফৌটামুক্ত তাস। 'ইচ্ছাবনের সাত্তাও এখন হরতনের টেকা অপেক্ষা অধিক বলশালী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সাত্তা নয়া বিপ সাত্ত নয় অর্থাৎ তেজগি। 'সাত্তা নয়া বন্দে বিশাই ধরিলেন সূতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাত্তা [পা সন্ত] বি সাত্ত ফৌটাবিশিষ্ট তাস। 'চারি রস যদি এইরূপেই হইল, তবে সাত্তা আট্টা এ সব কি?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সাত্তাইশ, সাত্তাইস [পা সন্তবীসতি] বিপ সাত্তাশ। 'শত শত ফুলে অলি মালতীর বহু সাত্তাইস ভাষায় রোহিণীনাথ ইন্দু।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সাত্তাইশ ব্রহ্মাও অলি সব উপজিল।' সুলতান, ১৭০০।

সাত্তাইষ বিপ সাত্তাশ; ২৭ সংখ্যক। 'এক সত্ত সাত্তাইষ তরু ঘাটতি।' ওর্স, ১৭৮২।

সাত্তাইসা বিপ সাত্তাশে। 'বধুকে এ বাটিতে সাত্তাইসা অন্নদান করে আনান গিয়াছে।' ওর্স, ১৭৭৯।

সাত্তাস্তর [পা সন্তসন্ততি] বিপ ৭৭ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাত্তা ধুলি বি শিশুদের খেলাবিশেষ। 'তেপাতা বাঘচালি খেলে ঘাধু সাত্তা ধুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাত্তান [পা সাত্তান] বিপ বিস্ত্রশালী। 'চন্দ্র গোলদার সাত্তান, ৩/৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সাত্তানরুই [পা সন্তনরুতি] বিপ ৯৭ সংখ্যক। 'সাত্তানরুই বৎসর হইল।' দর্পদ, ১৮১৯।

সাত্তানরি বিপ সাত্তানরুই। হ্যালহেড, ১৭৭৮।

সাত্তানো ক্রি যন্ত্রণা দেওয়া। 'আমারে সাত্তাইবার লাগি এই ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ।' মনসুর, ১৯০৩।

সাত্তান্ন [পা সন্তপঞ্জরাস] বিপ ৫৭ সংখ্যক। 'হরেক তরো ৫৭ সাত্তান্ন খান ছোট বড়তে আমার ছাদে ছিল।' তেরলি, ১৭৯৪।

সাত্তার [স সন্তর] বি সাত্তার কাটা। 'কিনারা নাহি সেখি না জানি সাত্তার।' গরীব, ১৭৬৫।

সাত্তারিয়া [স সন্তর] বি সাত্তার কেটে। 'সাত্তারিয়া নও দিন জল মধ্যে ভাসে।' বিজয়, ১৬৫০।

সাত্তাশ [পা সন্তবীসতি] বিপ ২৭ সংখ্যক। 'এক টন সাত্তাশ মশের অধিক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সাত্তাস বিপ ২৭ সংখ্যক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাত্তাশী [পা সন্তবীসতি] বিপ ৮৭; সংখ্যাবিশেষ। 'সাত্তাশী উপরে তিনের স্থিতি।' চট্টী, ১৫৫০।

সাত্তি [স শান্তি] বি শান্তি। 'দোষ পাইলে নাকে কানে করে সাত্তি।' বড়ু, ১৪৫০।

সাত্তিশয় [স] বিপ অতিশয়। 'কোন বৈয়াক বা উৎসব-ঘটিত ব্যাপারে সাত্তিশয় নির্দিষ্ট থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'ঐ রমণী সাত্তিশয় বলিত।' প্রভাকর, ১৮৫৬।

সাত্তুই [পা সন্ত>] বিপ সাত্ত সংখ্যক। ওর্স, ১৭৮৫।

সাত্তিক [স] বিপ সন্তপনসম্পন্ন। 'এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্তিক বিকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সাত্তিকতা [স] ১ বি সাধুতা; সন্দেহ। 'এর মধ্যে সাত্তিকতার গন্ধ তো আছে পাই না।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ২ বি সন্তুগুণময়তা। 'পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাত্তিকতার অভিশ্রুতকে পরিহাস করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সাত্তিকতা [স] বি সন্ত, স্নেহ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কল্প, বিবর্ততা, অশ্রু ও মূর্ছা — এই আট প্রকার ভাব। 'সাত্তিকতার অবলম্বনপূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাংপর দেবসেবনে বাসুদেবকে 'ময়ন করতঃ ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'স্নেহ, কল্প, মূর্ছা, রোমাঞ্চ, শীৎকার প্রভৃতি সাত্তিকতার প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়।' প্রমথ, ১৯১৫।

সাত্তিক্তি [স] বিপ স্ত্রী সন্ত গুণসম্পন্ন। 'বিদ্যাভ্যাস করিলে ... সাত্তিক্তি ও সাক্ষী হইতে পারে।' দর্পদ, ১৮৩৪।

সাত্তি [স সহিত>] ১ ক্রিবিপ সাথে। 'মাঘব ইন্দ্রের পুরী শচী জগন্নাথ/অথৈত আচার্য প্রকট হৈলো সেই সাথ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ পার্শ্ববর্তী। মানোএল, ১৭৪৩।

সাথে ক্রিবিপ সঙ্গে। 'তুমি যাইতে মোরে নিয় সাথে।' বিজয়, ১৬৫০।

সাথের-সাথী বি নিতাসঙ্গী। 'তুমি হাতের কাছে সাথের-সাথী নও।' নজরুল, ১৯২৮।

সাথি, সাথী [স সহিত>] ১ বি পথপ্রদর্শক। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি সঙ্গী লোক। মানোএল, ১৭৪৩; 'এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে?' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ ক্রিবিপ সঙ্গে। 'বলে চল লড়ি গিয়া ইহয়া এক সাথি।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি সখ্য; বন্ধুত্ব। 'আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সাথিবিহীন [সাথি+স বিহীন] বিপ নিঃসঙ্গ; একাকী। 'যেখানে সাথীবিহীন তালগাছের মাথায়।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

সাথিহারা, সাথীহারা বিপ সঙ্গী নেই এমন। 'বাতাবিহুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথিহারা রাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'সাথীহারা ঘরে মন আমার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সাথিহীন বিপ নিঃসঙ্গ। 'সাথিহীন নির্জননীল ঘিরে দিবারাতি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।' নজরুল, ১৯৩৬; 'যেথা আমি সাথিহীন একা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সাথোক [স সাথক] বিপ সার্থক। 'দুর্লভ জন্মো সাথোক হ-এ, যদি কারণীয় পিতারে সার্থক।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

সাদ [স শব্দ] বি শব্দ। 'ভদ্রই কল্পন কলএল সাদে।' চর্চা ৪৪, ১২০০।

সাদ [স সাথ] বি সাথ; ইচ্ছা। 'সাদ লাগে কাফাঈ দেখিবারে।' বড়ু, ১৪৫০।

সাদে সাদে ক্রি ইচ্ছা করে। 'সাদে সাদে করে গোড়া মৃত্তিকা
ওক্ষণ'। কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

সাদ [স যাদ] বি গর্ভবতী নারীকে সুখাদু খাদ্যাদি খাওয়ানোর
অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সাত মাসে বহুগণ দেই তারে সাদ'। মুকুন্দ,
১৬০০। দ্র সাধ^১

সাদকা [আ সদকাহ] বি দান। '(তোরা) আমানতের হিসসা সাদকা দে
খোদার রাহে'। নজরুল, ১৯৩২।

সাদর [স স-আদর] বিপ্ৰীতিপূর্ণ। 'সমভাবে সদয় ও সাদার ব্যবহার
করিতেন'। বিদ্যা, ১৮৮১।

সাদরশত্রু [স] বি প্রশংসাপত্র। 'বড়ো বড়ো সোকের কাছ হইতে
অনেক সাদরশত্রু আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি
লাভ করিলেন'। রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

সাদরসম্ভাষণ [স] বি সাদরযুক্ত অভ্যর্থনা। 'সাদরসম্ভাষণ করিয়া ...
দাদীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন'। বঙ্কিম, ১৮৭৩।

সাদরে ১ ক্রিবিপ্ৰ সম্বন্ধটিতে। 'শাশেলপুরে যাদাসিকি বসিবে সাদরে'।
রূপায়াম, ১৭৫০। ২ ক্রিবিপ্ৰ আদর করে। 'সাদরে গলাটি ধরে'।
দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সাদা [ফা সাদহ] ১ বিপ্ৰ শুভ্র। 'যানোএল, ১৭৪৩। ২ বিপ্ৰ সহজ-সরল।
'যানোএল, ১৭৪৩: 'একেবারে ঘরের কথা - সাদা ভাষা'। রবীন্দ্র,
১৯০২। ৩ বিপ্ৰ সেবা হয়নি এমন। 'সাদা কাগজ এবং কলমকাটা
সেখান হইতে পাঠাইবেন'। ওর্সা, ১৭৮২। ৪ বিপ্ৰ ধবল। 'ছড়িটি
বেল দানটন (রং বেরং ... সাদা, ম্লিন, ভাল) টাশান হুয়েছে'
হুতোয়, ১৮৬১। ৫ বিপ্ৰ সোজা। 'সাদা কথা এই যে ...'। রবীন্দ্র,
১৯০২। ৬ বিপ্ৰ নিরাসক্ত। 'ভাষার সাদা মনটির উপরে একটা পুঞ্জ
ধরিল'। কবীন্দ্র, ১৯১৪। ৭ বিপ্ৰ স্পষ্ট। 'ব্যাপারটা নিতাইই সাদা'
রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সাদাই [ফা সাদহ] বি সরলতা। 'যানোএল, ১৭৪৩'।
সাদাটে বিপ্ৰ প্রায় সাদা। 'পাথরচাপা বিবর্ধ - সাদাটে ঘাস'
আলাউদ্দিন, ১৯৫৯।

সাদামাটি ১ বিপ্ কালকর্ণশূন্য। 'সব বেন উড়কাটের ব্যাপার -
সাদামাটা কাঠখোঁদা বটে'। মুক্তভাষা, ১৯৪৯। ২ বিপ্ অনাকর্ষণীয়।
'সাদামাটা চেহারা'। মুক্তভাষা, ১৯৫২। ৩ বিপ্ সাধারণ। 'যে-সব
ভূমি দেখেছি, শুধুমাত্র সেগুলোর সাদামাটা বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত
থাকি'। মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

সাদামাটিভাবে ক্রিবিপ্ বিনা অলঙ্কারে। 'দরবারী কানাদা
ভারালপের সঙ্গেই গেল, সাদামাটি ভাবে গেল নয়'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সাদা লোক বি সহজ-সরল ব্যক্তি। 'সুপারিটেভেট সাহেব সাদা
লোক, কোর কাপ বোঝেন না'। হুতোয়, ১৮৬১।

সাদা সাদা বিপ্ সাদাটে। 'ছোটো ছোটো মেঘগুলি/ সাদা সাদা
পাখা ভুলি ...'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সাদাসিধা [ফা সাদহ] বিপ্ সহজ-সরল। 'বৃক্ষভূর বুদ্ধি ও
বালকভূর সাদাসিধা নিশ্চিত ভাব'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সাদাসিধে [ফা সাদহ] বিপ্ সাধারণ ধরনের। 'কোনোপ্রকার ভান
নেই; অত্যন্ত সাদাসিধে'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সাদাসিধা [ফা সাদহ] বিপ্ সাধারণ। 'সাদাসিধা রকমের খাওয়া
পাখা এবং উচ্চ রকমের আবনা চিন্তা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সাদাসিধে বিপ্ নিরীহ। 'সাদাসিধে লোক'। প্যারী, ১৮৫৮।

সাদা [স সাধ<] ক্রি আদায় করা। 'কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের
ছড়ড় ভাতা করে বারোইয়ারি পুজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েছেন'।
হুতোয়, ১৮৬১।

সাদাজলানী বি কাগজ কলম খরচ বাবদ কর। 'কাছারির কাগজ কলম
খরচের জন্য সাদাজলানী দিতে হইবে'। সুলভ, ১৮৭৩।

সাদার পাতা বি পানের সঙ্গে খাওয়ার তামাক পাতা। 'সাদার পাতা
আনেনি ভাই বেজার সবার মন'। জঙ্গীম, ১৯২৯।

সাদাসাদি বি অনুরোধ। 'কোনো খেলাতেই নামাবার জন্য অত্যধিক
সাদাসাদি করতে হত না'। মুক্তভাষা, ১৯৫৯।

সাদি [ফা সাদী] ১ বি উৎসবের ভোজ। 'সাদি খাইয়া সোনাইর হরষিত
মন'। বিজয়, ১৬৫০। ২ বি বিয়ে। 'তোমার সাথে আমার সাদি
হইল'। বঙ্কিম, ১৮৬৫।

সাদিপুুরিয়া বিপ্ সাদিপুুরে বাস করে এমন। 'শ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুুরিয়া
গোপাল'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সাদিয়ানা, সাদীয়ানা [ফা শাদিয়ানাহ] বি বিবাহ উৎসবের বাদ্য।
'নরকত তুলিয়া দাও বুঝ সাদিয়ানা'। গরীব, ১৭৬৫। 'ঠোতা সাদিয়ানা
বাদ্য বাজিয়া উঠিল'। মশাররফ, ১৮৮৫।

সাদী [স] বি অশ্বারোহী সৈন্যদল। 'চুর্ন রথ অগণ্য, নিয়াদী, সাদী, শূদী,
রথী'। মহিৎকো, ১৮৬১।

সাদু [স সাধু] বি সওদাগর। 'তনিয়া সাদুর কথা রাজা আওসরে'। মুকুন্দ,
১৬০০।

সাদুল বি পাণিবিশেষ। 'মিতিকার পাঞ্জরে সাদুল পক্ষী থাকে'। বাহরাম,
১৬৫০।

সাদু [স লদ] বি শব্দ। 'জ্ঞপ জ্ঞপ দুধুহি সাদু উছলিখা'। চর্যা ১৯,
১২০০।

সাদুশ্য [স] বি মিল। 'নানা ভাষার শব্দবিশেষের সাদুশ্য প্রশংসা করা
আবশ্যক হইয়াছে'। অক্ষয়, ১৮৫০: 'এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদুশ্য
কোথায়'। বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সাদুশাস্তী [স শ্রাদুশাস্তি] বি শ্রাদু ও তার পরবর্তী করণীয় কাজ। 'মেহর্গ,
১৭৬৯'।

সাধ [স] বি বাসনা; আকাঙ্ক্ষা। 'সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি'।
মিষ্টক, ১৬০০: 'ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি'। রবীন্দ্র,
১৮৯১।

সাধ ও সাধের বিবাদ - সামর্থ্য ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যকার ব্যবধান।
'তথ্য সাধ ও সাধো বিবাদ এ-যাবৎ ঘোচেনি'। সূরীন্দ্র, ১৯০৭।

সাধবাজার [স সাধ+ফা বাজার] বি সাধের বাজার। 'কী আনন্দময়
এই সাধবাজারে'। লালন, ১৮৯০।

সাধ মেটানো ক্রি বি বাসনা পূরণ করা। 'চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া
হেমন্তের দুঃখা ষিগপতর আবেশে চাপিয়া ধরিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাধ সাধনা ১ ক্রি ইচ্ছা করা। 'বড়ো সাধ যায় তারে/ ফুল হরে
থাকি ঘিরে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রি ইচ্ছা হওয়া। 'আমার নয়নে
তোমার বিবাহবি দেখিয়া হইতে সাধ যায় তব কবি'। রবীন্দ্র,
১৯১০।

সাধহীন [স] ক্রিবিপ্ স্পৃহাহীনভাবে। 'কনস্টেবল শ্রুতি ও বিষাদে
নুয়ে সাধহীন হেঁটে চলে গেলো'। ইলিয়াম, ১৯৭২।

সাধের বিপ্ শিল্পের অর্জন-করা। 'না জানে সাধের যাতনা যত'।

সাধের তরী

রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সাধের তরী বি শবের নৌকা। 'দেখতে দেখতে সাধের তরী হয়ে ওঠে বোঝাই-তরী।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

সাধ^১ [সি 'সাধ' বি গর্ভবতী নারীকে সুখাদ খাদ্যাদি ষাওয়ানোর অস্ত্রানবিশেষ। 'নয় মাসে নিদ্রায়ের সাধ দেই ব্যাধ।' মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র সাধ^২

সাধক [সি] ১ বি উপাসক। 'সৈনিক হইয়া ভজন করিলে পদ্ধতি সাধক হই।' চিহ্নিত, ১৬০০; 'সাধক ইয়া রূপ রহিলা দেখাই।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি সম্পাদনকারী। 'তৎকর্তৃ সাধকের সশক্তি।' দর্পণ, ১৮২৫।

সাধন [সি] ১ বি সাধনা। 'সাধন বিনহি ভোগল মনু মান।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ বি সাফল্য। 'তোকা হতে না হএ জদি রাঙ্কের সাধন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বি সম্পাদন। 'আপন কার্য সাধনের নিমিত্ত ধন্য বিক্রয় করার আবশ্যক।' দর্পণ, ১৮১৯। ৪ বি আদায়। 'তনুযো একজন কর সাধনেতে প্রবৃত্ত থাকেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ বি বিন্যাস। 'ইহারেজী পদ সাধন ও ভূগোলীয় বৃত্তান্তের আদিপর্ব।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৬ বি সম্পন্ন। 'কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য সাধন হইতে পারে?' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৭ বিণ সহায়। 'শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসি প্রধান সাধন।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সাধনশাখ [সি] বি সাধনার রীতি। 'সেই সাধনপথের যাত্রীকে পার্থিব ভোগলাসার পথ হইতে রক্ষা করিয়া ...।' উদ্ধৃতি, হাই, ১৯২৪।

সাধন-প্রণালী [সি] বি সাধনার পদ্ধতি। 'এই দুটি সাধন-প্রণালী পরিকল্পিত হয়েছে শুধু সেই উদ্দেশ্যেই।' যাহেনও, ১৯৪৯।

সাধনভক্তি [সি] বি আরাধনা ও ভক্তি। 'সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদয়ম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সাধনমার্গ [সি] বি সাধনপথ। 'পাতপতসম্প্রদায়ের সাধনমার্গ উপহারকাজক হয় প্রকার ক্রিয়া ছিল।' প্রথম, ১৯১৭।

সাধনরীতি [সি] বি সাধনার পদ্ধতি। 'ভাঁহার সাধনরীতি কহিতে চমৎকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সাধনসঙ্কল্প [সি] বি সম্পন্ন করার ইচ্ছা। 'ব্যর্থমনোরথ হইয়া এতৎসাধনসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সাধনাশ [সি] বি সাধন সঙ্গী। 'সোয়াস্তি নাইক চিত্তে সাধনাশ বিনে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সাধনার্থ [সি] ক্রিবিণ সাধনের জন্য। 'এই বিষয় সাধনার্থ উত্পাদনারূঢ় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পদচ্যুত ... করা উচিত নহে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সাধনা [সি] ১ বি অনুরোধ। 'আমি সাধনা করি আপনাদিগকে বিনায় করুন আমাকে।' রামরায়, ১৮০১। ২ বি সিদ্ধি। 'ভাঁহার কার্য সাধনা কর্ত্তে ইরাজী পাঠনা, পাঠ্য গ্রন্থের অভাব।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'গুণাবের কাছে হ'ত তাঁর সুবের সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ বি আরাধনা। 'কামরিসুর শাস্তিসাধন করিয়া চরমে পবন পবিত্র প্রেমমায় অলম্বন করা এ সাধনার উদ্দেশ্য।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৪ বি নিষ্ঠা। 'ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্য করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সাধনা করন বি যন্ত্র নেওয়া। ওর্গা, ১৭৮৫।

সাধনাবিমুখ [সি] বিণ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত। 'ইহারা সাধনাবিমুখ শিক্তি ব্যক্তি।' ফজলুল, ১৯১৩।

সাধনান্যাক্ষ [সি] বিণ সাধনার মাধ্যমে অর্জিত। 'তা সাধনান্যাক্ষ ব্যাপার

আর সাধনার প্রভাব থাকেই।' মোতাহের, ১৯৫০।

সাধনাসাধ্য [সি] বি চেষ্টাসাধ্য। 'সীমাবাদন বিশেষ সাধনাসাধ্য।' প্রথম, ১৯১৮।

সাধনাসাপেক্ষ [সি] বিণ প্রচেষ্টাসাপেক্ষ। 'বৃহত্তর উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সাধিনীয়া বিণ প্রার্থনাকারী। মানোএল, ১৭৪৩।

সাধনীপদ্ধতি [সি] বি প্রণয়নকৌশল। 'গড়ে উঠল এই দেশের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচনার সাধনীপদ্ধতি।' শিখ, ১৯৫৬।

সাধন [সি, সাধু শব্দের বহুবচন] বি সাধুজন। 'মিথ্যা বল সাধবের কন্যা ছুঁমি নও।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সাধর্য [সি] বি সমর্থমিতা। 'কুমুর সাধর্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাধা^১ [সি সাধন] ১ ক্রি অভিমান নিবৃত্তির জন্য অনুনয় করা। 'লক্ষণ সহার্থ/সারিলা মান।' বড়ু, ১৪৫০; 'ধনী কথি লাগি সাধসি মান।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। ২ ক্রি সম্পন্ন করা। 'সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ ক্রি বাস্তবায়ন করা। 'তথী গোঁলে তোর কাজ সাধিবা হরিষে।' বড়ু, ১৪৫০। ৪ ক্রি কামনা করা। 'তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী।' চট্ট, ১৫৫০। ৫ ক্রি অনুরোধ করা। 'নৃত্য সেবিবার তরে সাধয়ে আপনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৬ ক্রি উপলব্ধি করা। 'শিখা কহে স্বধরতু সাধি অনুমানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৭ ক্রি জ্ঞাপন করা। 'সাধিলেন নিজ বাহা পৌরাণ শ্রীহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৮ ক্রি রক্ষা করা। 'কলযৌত কর দান সাধ হিঙ্কর মান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৯ ক্রি পূর্ণ করা। 'মন দিয়া দুয়া মোর সাধ হইল সমান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ১০ ক্রি সহ্য করা। 'কমতে সাধিবা পুর মহাকট যোগ।' আলোড়ল, ১৬৮০। ১১ ক্রি আদায় করা। 'সাধিবা তোমার অসীকার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ১২ ক্রি অর্জন করা। 'এ সকল হোত্তে গুণ যথেক সাধিবা।' সুলতান, ১৭০০। ১৩ বি অনুনয়-বিনয় করা। 'ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বৃথিস না।' গৌর, ১৮২২। ১৪ ক্রি সঙ্গীত চর্চা করা। এতদিন যে সেধেছি সুর।' রবীন্দ্র, ১৯১০। সাধ ক্রি সম্পন্ন করো। 'সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান।' বড়ু, ১৪৫০। সাধয়ে ক্রি অনুরোধ করে। 'নৃত্য সেবিবার তরে সাধয়ে আপনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। সাধিছি ক্রি অভিমান ত্যাগের জন্য অনুনয় করলে। 'সত্বরে সরগি সাধসি রাই।' শেখর, ১৬০০। সাধলো ক্রি সাধনা করলে। 'সাধলে সে মত রসিক মহাশয়।' লালন, ১৮৯০। সাধসি ক্রি অনুনয় করো। 'ধনী কথি লাগি সাধসি মান।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। সাধহ ১ ক্রি সম্পন্ন করো। 'মিছাই সাধ হইল দান হুঁরা আহিনর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি রাখে। 'কলযৌত কর দান সাধ হইল যোগ মান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি পূর্ণ করো। 'মন দিয়া দুয়া মোর সাধ হইল সমান।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি সম্পন্ন করো। 'সাধহ আপনা কার্য মোরে বলি দিয়া।' সুলতান, ১৭০০। সাধি ১ ক্রি কামনা করে। 'তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী।' চট্ট, ১৫৫০। ২ ক্রি সম্পন্ন করি। 'মিছা করি দান সাধি রাখিবা গোপিনী।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি অনুনয়-বিনয় করি। 'ইহাতেই তোদের সাধি, ইহা বৃথিস না।' গৌর, ১৮২২। সাধিছি ক্রি সম্পন্ন হয়। 'দান সাধিছি রতি পতিআশে।' বড়ু, ১৪৫০। সাধিছে ক্রি সম্পাদন করছে। 'ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন মরকতারের কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। সাধিতে ১ ক্রি সাধন করতে; সম্পাদন করতে। 'সুমনাথে বর্ষা সাধিতে নারায়ণ।' মানিকরায়, ১৭৮১। ২ ক্রি পূরণ করতে। 'সাধিতে মনের সাদ ঘটে যদি পরমাদ ...।' মাইকেল, ১৮৬২। সাধিতে ক্রি সম্পন্ন করতে।

'কাহ্ন সময়ে সাধিতৈ না পাশিলো রতীসিধী।' বড়ু, ১৪৫০। সাধিব ১
ক্রি অনুনয় করবে। 'বড়ায়ির বোল প্রাণেণ আল সাধিব আপন
মানে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি আদায় করবে। 'সাধিব তোকার
অসীকার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সাধিবা ১ ক্রি সহ্য করবে। 'কেমতে
সাধিবা পুত্র মহাকষ্ট যোগ।' অলাপল, ১৬৮০। ২ ক্রি সাধন করবে।
'কি কর্ম সাধিবা মাও চিহ্নিলা কি ফলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সাধিবৌ
ক্রি সাধন করবে; বাস্তবায়ন করবে। 'তবী গেলৈ তোর কাজ
সাধিবৌ হরিয়ে।' বড়ু, ১৪৫০। সাধিয়া ১ ক্রি সাধন করে। 'অধিক
সাধিয়া ধর্ম আরাধিয়া পাইবুঁ গুণের ধাম।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ ক্রি
অনুনয়-বিনয় করে। 'সাধিয়া কথা কহিলো যদি কেহ উত্তর না দিয়া
...'। মশাররফ, ১৯০৮। সাধিলা ১ ক্রি সম্পন্ন করলে। 'কান্দাইয়া
গোপী দান সাধিলা যথায়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ ক্রি অর্জন করলো।
'এ সকল হোন্তে গুণ যথেক সাধিলা।' সুলতান, ১৭০০। সাধিলাম
ক্রি সাধন করলাম। 'ধামু বলে বেটীলা সাধিলাম তোর কাজ।' বিজয়,
১৬৫০। সাধিলেন ক্রি জ্ঞাপন করলেন। 'সাধিলেন নিজ বাহু
গৌরব শ্রীহরি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। সাধিলেই ক্রি সাধন করলে।
'সাধিলেই আপনার কাজে।' বড়ু, ১৪৫০। সাধিখোঁ ক্রি নির্ভর
জনা অনুনয়-বিনয় করলো। 'লক্ষণ সহাঈ/ সাধিখোঁ মান।' বড়ু,
১৪৫০। সাধীল ক্রি সাধন করলো। 'সুতী মারিখা কমণ কাজ
সাধীল।' বড়ু, ১৪৫০। সাধৌ ক্রি সাধন করবে। 'সাধৌ কাম তার
উপদেশে।' বড়ু, ১৪৫০। সেখেছি ক্রি চর্চা করেছি। 'এতদিন যে
সেখেছি সুর।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সাধা^১। ১ সাধা ১ বি সাধ: ইচ্ছা। 'সজনি বিহি কি পুরায় সাধা।'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি আদায়। 'বারেইয়ারির বিত্তি সাধার বিষহ
নানা উত্তর কথা আচে।' হুতোম, ১৮৯১।
সাধা-সম্মী পায়ের ঠেলা - হেলায় সুযোগ নষ্ট করা। 'সেই হয়
সাধা-সম্মী পায়ের ঠেলাই।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

সাধাসাধনি বি সাধাসাধি। 'সাধাসাধনিতৈ নাই কলও।' অন্নদা,
১৯৩১।

সাধাসাধি বি বার বার অনুনয়-বিনয়। বিদ্যা, ১৮৯১: 'কখনো মান-
অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাধারণ^১। ১ বিণ সামাজিক মর্যাদাসীন। 'ইহতে অপারন সাধারণ
দরোবস্ত লোকের আনন্দ।' রামায়ণ, ১৮০১। ২ বিণ সর্বজনীন।
'পিসিটিস সেখানকার সাধারণ অধিকার নির্বিশেষে করিয়া আপনি রাজা
হইয়াছিল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ নিরীশেব। 'সর্বস্ব সাধারণ
হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২২। ৪ বি জনগণ। 'যেহেতু সাধারণের
সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল।' বন্দুত, ১৮২৯: 'সাধারণ
বাস্তবির সহিত বিদ্যাসাগরের যে-একটি জাতিগত সুমহান প্রভেদ
সেহিতে পাওয়া যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৫ বিণ গভাণুগতিক;
বিশেষত্বহীন। 'যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয়
ছিল।' বন্দুত, ১৮২৯। ৬ বিণ সর্বস্তরের। 'সাধারণ জনগণের
আবাদনার্য তত্ত্বকবিতার্য যথার্ত রূপে ভাষায় পুর্যাদি নানা
জ্ঞানবাক্যে ভাসিত করিয়া ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ৭ বিণ মোহা;
প্রাথমিক। 'সাধারণ ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক।' দর্পণ,
১৮৩৫। ৮ বি গরিব লোক। 'আপামর সাধারণের হিত সাধন
করেন।' মশাররফ, ১৮৬৬।

সাধারণ গৃহ^১। ১ বি মিলনায়তন। 'কলেজের লোক ব্যতীত এখানে
একদল অধ্যাপক আছেন, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ গৃহে ...।'
কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

সাধারণ ঘর বি হলঘর। 'সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল।' দর্পণ,

১৮২২।

সাধারণজন^১। ১ বি সাধারণ মানুষ। 'সাধারণজন-পশপ এড়াই
নিজেরে পৃথক করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সাধারণ জ্ঞান^১। ১ বি সহজ জ্ঞান। 'সাধারণ জ্ঞানে বুঝিয়া দেখ
মশাররফ, ১৯০৮।

সাধারণত^১। ১ ক্রিবিণ সচরাচর। 'এই স্থান সাধারণত পীতৃস্রব্দান
অক্ষয়, ১৮৫৪।

সাধারণতত্ত্ব^১। ১ বি জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত
রাষ্ট্রশাসন। 'আমেরিকা যন্ত্রের অন্তঃপ্রাচী সাধারণতত্ত্বে
রাজপুরুষেরা ...' ধর্মপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সাধারণতা^১। ১ বি সর্বজনীনতা। 'সম্পত্তিমায়েবই সাধারণতা স্থাপ
করিবার মত ...।' বক্তিম, ১৮৭৯।

সাধারণতাত্ত্বিক^১। ১ বিণ জনগণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত
'সাধারণতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থা ইহিতে অসাধারণ সবকিছুর ...
আজাদ, ১৯৫৬।

সাধারণ নির্বাচন, সাধারণ নির্বাচন^১। ১ বি সর্বজনীন ভোটদানে
মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। 'সাধারণ নির্বাচন না করি
কোনোদিকেই অগ্রসর হইবার উপায় নাই।' আজাদ, ১৯৪৫
'সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ...
বেগম, ১৯৭১।

সাধারণ পাঠশালা^১। ১ বি উচ্চমানের বেসরকারি স্কুল। 'গতিকতক এশি
ও পুস্তান স্কুল আছে, তাহাদের পবলিক স্কুল অর্থাৎ সাধারণ
পাঠশালা বলে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

সাধারণপাঠ্য^১। ১ বিণ সর্বসাধারণের পাঠ্যযোগ্য। '৩ খানি সম্পাদি
গ্রন্থ এবং ১৪ খানি সাধারণপাঠ্য।' মুখলেশ, ১৯৭০।

সাধারণভাবে^১। ১ ক্রিবিণ সহজে। 'মুদ্রায়ন্ত্র সাধারণভাবে
বিদ্যাভ্যাসের একমাত্র উপায়।' অক্ষয়, ১৮৫৬। ২ ক্রিবিণ স্বভাবত
'সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কিছু জ্ঞানে না
রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সাধারণরূপে^১। ১ ক্রিবিণ স্বাভাবিকভাবে। '... হাবের অহাব
ধনীতে আমার স্বামী আপনায় উচ্চ লক্ষ্যচন্দ্র সিংহ সহি
সমানাহসে সাধারণরূপে একযোগে ভোগবা দাখিয়া ...।' গঙ্গান
১৮৪৪।

সাধারণ লোক^১। ১ বি বিশেষ পরিচয়হীন মানুষ। 'সাধারণ লোকে
কাজ নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাধারণ শিক্ষা^১। ১ বি সর্বজনীন শিক্ষা; সবার জন্য যে শিক্ষা
'তাহার মূলই একতা এবং সাধারণ শিক্ষা।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সাধারণ সভা^১। ১ বি সকল সদস্য উপস্থিত হতে পারে এমন সভা
'সাধারণ সভা আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুমতি দিবেন।' দর্পণ
১৮৩০।

সাধারণবীকৃত^১। ১ বি সর্বজনবীকৃত। 'উপনিবেশতত্ত্বে শাসিতজ্ঞে
বিশ্বাসস্বাভাব্য যে অতি অল্প একথা সাধারণবীকৃত।' শিব, ১৯৫৬।

সাধারণমোদপ্রমোদ^১। ১ বি স্বাভাবিক বিদোদন। 'পতিতবর্ষে
সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণমোদপ্রমোদের স্বর্ষতা।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সাধারণে বি সাধারণ মানুষ। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে
হুতোম, ১৮৬১।

সাধারণশোদ্যোগ^১। ১ বি জনসাধারণের উদ্যোগ। 'ঐ ভারি বিদ্যাল

স্থাপন সাধারণ্যোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে হইতে পারে না। দর্পণ, ১৮৩৮।

সাধারণ্য [স] বি সাধারণ মানুষ। 'প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ইন্ডারচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন।' বর্ধিম, ১৮৭২; 'যাঁরা এই সাধারণ্য অশ্রমের কর্তাব্যক্তি নন, ক্রিয়াকর্ম তাদের অধীন নয়, তারা থাকেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'নিজের দোষ সাধারণ্য দেখতে অক্ষম।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

সাধারণ্যক [স] বি জনসাধারণের মুখপাত্র। 'স্বভাবত আমি আরম্ভক তবু ... আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাধারণ্যে [স] ১ ক্রিবিণ সবাইকে। 'অতএব সাধারণ্যে কহি।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ ক্রিবিণ সাধারণ মানুষের মধ্যে। 'তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন।' বর্ধিম, ১৮৭২; 'জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা প্রাকৃত নামে অভিহিত হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সাধারণ [স সাধারণ্য] বিণ বৈশিষ্ট্যহীন; সর্বজনীন; সবার; তুচ্ছ; ন্যূন্য। ওয়ালী, ১৭৮২।

সাধাসাধি ১ বি অনুরোধ। 'পাও না অশোক, পাও, বলি তারে কত সাধাসাধি করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বি মান ভাঙানো। 'কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাধি [স সহিত] বি সাধি। 'সাধি না পাইলে এক কি করিব দোষে।' আলোড়ন, ১৯০০।

সাধিত [স] বিণ সম্পাদিত। 'মধুমক্ষিকা দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার সাধিত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সাধু [স] ১ বিণ সং। 'সাধু জনে পড়াব কুদান নাহি নিব।' মালধর, ১৫০০। ২ বি সন্ন্যাসী। 'সাধু নিদা অনিলে সুকৃতি যের ক্ষয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি সং লোক। 'সাধু উদ্ধারিত্ব দুই বিশাশি সব।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৪ বি বণিক। 'ধন লোভে ভুজি সাধুর দারা তোমার, আমি চেড়ি বটা পারা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ মার্জিত। 'ইসরেক্সী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদকরণে ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ৬ বি সিদ্ধপুরুষ। 'আরজ আমার সাধুর হাতে মানুষ হয়ে মানুষ কাটে।' লালন, ১৮৯০। ৭ বিণ মহৎ। 'মস্ত্রীমণ্ডলীর সাধু উদ্যমে সর্বান্তঃকরণে সহায় হউক।' আজাদ, ১৯৪০।

সাধু-অসাধু বি সং লোক ও অসং লোক। 'এই অহৈতুক পালনে এসব অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সাধুই [স সাধু] বি সাধুতা; সাধুত্ব। ওয়ালী, ১৭৮৫।

সাধুকবি [স] বি সাধক কবি। 'রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধুকবি বলে গণ্য।' প্রমথ, ১৯২৮।

সাধুগিরি [স সাধু+গি] গিরি বি সাধুর বৈশিষ্ট্য। 'সাধুগিরি ফলাতে গুরু করেচে।' মণীশ, ১৯৫৭।

সাধুঘাটী [স] বিণ সাধু হত্যাকারী। 'ভূমি কোথা পেলে এই সাধুঘাটী অত্র।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

সাধুচিত্ত [স] বি সাধুর মন। 'বালা বৃদ্ধ সকলে কম সাধুচিত্ত আনন্দময়।' লালন, ১৮৯০।

সাধুজ্ঞান [স] বি বণিক সম্প্রদায়। 'নানাদেশ হইতে আইসে সাধুজন তব দেশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাধুতা [স] ১ বি অভিজ্ঞতা। 'সাধু লোক সাধুভাষায়ই সাধুতা প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বিণ ধর্মিকতা। 'কেহ সাধুতার

বশবর্তী হইয়া তাহাদিগের প্রভাবে অসম্মত হয়।' সোমপ্রকাশ, ১৮৭৩।

সাধুত্ব [স] বি সাধুগিরি। 'এমন সাধুত্ব বেশিদিন টেকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সাধুপদ্ধতি [স] বি যথোপযুক্ত পদ্ধতি। 'ভাঁর শকলের সাধুপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে ফরাশি ভাষাতেই ...।' প্রমথ, ১৯১৭।

সাধুপুত্র [স] বি (সমোদনে) স্বামী। 'তন শুন সাধুপুত্র/রসনিষ্ঠু অমিয় তরঙ্গ।' আলোড়ন, ১৯০০।

সাধুপুরুষ [স] বি ধর্মপরায়ণ লোক। 'রাজ্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করা সাধুপুরুষের কর্তব্য।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সাধুপ্রকৃতি [স] বি উত্তম গুণাবলী। 'আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিতে অপমান করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সাধুপ্রয়োগ [স] বি (ব্যঙ্গ) শিষ্টপ্রয়োগ। 'তাহার মুখের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কৌতুকলাপের ভাণ্ডারে অনেকদিন পর্যন্ত সঞ্চিত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সাধুবর [স] বি সম্মান ব্যক্তি। 'অধিন ফকির কহে তন সাধুবর।' গরীব, ১৭৬৫।

সাধুবাংলা [স সাধু+বাংলা] বি প্রামাণ্য লিখিত বাংলা ভাষা। 'সাধুবাংলার ব্যাকরণন পদ্ধতি অকটবদ্ধ।' সুলীন, ১৯৪০।

সাধুবাক্য [স] বি প্রশংসাসূচক শব্দ; সাধুভাষার বাক্য। 'এ কথাটা কি লম্বা শব্দ সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সাধুবাদ [স] ১ বি সারাস; ধন্যবাদ। 'মুখর নুপুরশালি সেন ঘন করতালি দেবশব্দ বলে সাধুবাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রশংসা। 'চার দিশে সাধুবাদ জয়ংকার ধ্বনি করিতেছে।' রামরায়, ১৮০১।

সাধুবাদপ্রদান [স] বি ধন্যবাদ প্রদান। 'মহাশয় মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদপ্রদান ও ... আলিঙ্গনন করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৯১।

সাধুবাদযোগ্য [স] বিণ প্রশংসার উপযুক্ত। 'তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সাধুবাদী [স] বি সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষ অবলম্বনকারী। 'সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও ছুতোয়ী ভাষার সঙ্গে এক পর্যন্তিতে বসিয়ে সেন।' প্রমথ, ১৯১৭।

সাধুবুদ্ধি [স] বি উত্তম বুদ্ধি বা জ্ঞান। 'চিত্তনুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বিধিগতা।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সাধুবেশ [স] বি সাধুর পোশাক। 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সাধুবেশী [স] বিণ দেখতে সাধুর মতো। 'সাধুবেশী ধর্মব্যবসারী – দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সাধুভাবে [স] ক্রিবিণ সং মানুষের মতো। 'যার দ্বারে অর্গল নেই সেই অপভ্রাতা চোরকে সাধুভাবে ধর্ষণপেসে দিতে বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সাধুভাষা [স] ১ বি মার্জিত লিখিত ভাষা। 'ইসরেক্সী গ্রন্থ [Johnson's Rasselas] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদকরণে ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা। 'তাহার পূর্বে বঙ্গীয় সাধু ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল না।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'তা শুধু সাধুভাষারই নটনো গোকার দুখ।' প্রমথ, ১৯১৩।

সাধুভাষী [স] বি সাধুভাষার পক্ষ অবলম্বন করে যে। 'তর্কাক হলে

সাধুভাষীরা যে প্রতিপক্ষের ভাষার 'বরুণটি দেখতে পান না।' প্রমথ, ১৯১৭।

সাধুমহন্ত [সি] বি সাধু-সন্ন্যাসী। 'লালন বলে সাধুমহন্ত সিদ্ধ হয় আপনারে চিনে।' লালন, ১৮৯০।

সাধুমার্গানুগমন [সি] বি সংগত অনুসরণ। 'সদ্ধর্ষশিক্ষা পূজা সাধুমার্গানুগমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সাধুর বাজার বি সাধুসভা। 'সাধুর বাজার কি আনন্দময় অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়।' লালন, ১৮৯০।

সাধুলোক [সি] ১ বি সঙ্জন। 'সাধুলোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পায়।' আলোড়ন, ১৬৮০; 'সাধু লোক সাধুভাষাধারাই সাধুতা প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। 'তথায় সাধুলোক বলিলে ... বৈষ্ণব উদাসীন বুঝায়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সাধুশীল [সি] বিণ সং আচরণকারী। 'তোমার মত নিষ্পৃহ ও সাধুশীল ত্রীলোক দেখি নাই।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সাধুশীলতা [সি] বি সত্তা। 'তাহার নিষ্পৃহতা ও সাধুশীলতার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিগেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সাধুশ্রী [সি] বিণ সং শ্রী। 'ইয়াদি শ্রীর্দ্ধ সাধুশ্রী তিলকরাম পাল ঘুরিরতেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

সাধু-সংকল্প [সি] বি ভাসো কাজের শপথ। 'নরকের পথ সাধু-সংকল্প দিয়ে বাঁধানো।' প্রমথ, ১৯২০; 'মরুপথকে বার্ঘ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সাধুসঙ্গ [সি] ১ বি ধার্মিকের সাহচর্য। 'সাধুসঙ্গ মেলা করি মন স্থির কর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি সং লোকের সান্নিধ্য। 'সাধুসঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধুসঙ্গ তেমনি অগুণকারী।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সাধু সঙ্জন [সি] বি ভাসো লোক। 'কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সঙ্জনও বাদ গেল না।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সাধুসঙ্গ [সি] বি ফকির-সন্ন্যাসী। 'মানুষ নিয়ে যায় সাধুসঙ্গদের কাছে।' মুক্ততা, ১৯৬০।

সাধুসমাগম [সি] বি সাধুলোকের সংস্পর্শ। '... জন্মান্তরীণ পুণ্যসম্মত ব্যক্তিরেকে, সাধুসমাগম লভ হয় না।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সাধুসম্মত [সি] বিণ উত্তম। 'সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্ন-করা সাধুসম্মত প্রেম।' অন্নপা, ১৯২৮।

সাধু সাধু [সি] অবা প্রশংসাসূচক ধ্বনি। 'সাধু সাধু করিয়া সঙ্কল প্রশংসা।' সুলতান, ১৭০০।

সাধু-সাহিত্য [সি] বি সাধুভাষায় রচিত সাহিত্য; মার্জিত সাহিত্য। 'আমার বিশ্বাস একালের সাধু-সাহিত্যে ফলার চলে না।' প্রমথ, ১৯১৭।

সাধুস্তম [সি] বি মহাদার্মিক; মহাযোগী। 'কোথা সাধুস্তম - কত দিনে হবে মম সফল জন্ম।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সাধুবাকচি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'গুরুচরণ সাধুবাকচি।' সেবধি, ১৮৪০।

সাধুখাঁ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামনিধি সাধুখাঁ।' সেবধি, ১৮৪০।

সাধুশ্রী [সি] বিণ শ্রদ্ধাশীল। 'তথাপি সাধুসং হই দেখে সর্বজন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সাধ্বানি [সি] সাধ্বী। বি সাধুর স্ত্রী। 'সাধুর সাধ্বানি ছুটি ঘরের গৃহিণী।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্ত, ১৬০০।

সাধ্বী [সি] ১ বিণ সন্তান। 'পূর্বকার সাধ্বী স্ত্রী গুণ কদাচ বিদ্যা শিথিতে না।' গৌর, ১৮২২। ২ বিণ স্ত্রী সাধু। 'তাহার সাধ্বী স্ত্রী ষান্নি মরনে মৃত্যু প্রেয়াঙ্গ জন্মিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৪।

সাধ্বীপনা বি সতীপনা। 'পুরুষেরা বোকা, তারা আমাদের সরলা, অশ্বলা - এই নামের আড়ালেই আমরা সাধ্বীপনা করে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সাধ্য [সি] ১ বিণ করতে পারা যায় এমন; সাধনযোগ্য। 'নিচয় করিতে নারে সাধ্যসাধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি ক্ষমতা। 'সাপ (বলে) রাহুল আমার সাধ্য নাই।' গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি অধিকার। 'কি কণ্ঠের দ্বারা কেহ আপনাকে উপেক্ষিত মানে তবে তাহার সাধ্য আছে ...।' কবচস্টার, ১৭৯৩। ৪ বিণ সম্ভব। 'বাহুত কন্যার পাণ্ডিত্য বি পর্য্যন্ত তাহা বর্ণন করা সাধ্য নহে।' গৌর, ১৮২২।

সাধ্যক্রমে [সি] ক্রিণি সাধ্য অনুযায়ী। 'আপন সাধ্যক্রমে ... তাহা সরবরাহ ও আশ্রম বরিব।' ডানকান, ১৮৮৫।

সাধ্যপন্ন [সি] ক্রিণি যথাসাধ্য। 'সাধ্যপন্ন যন্ত্রেও যাহা বিস্তৃত হইতে লোকে অসমর্থ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সাধ্যমত [সি] ক্রিণি যথাসাধ্য। 'আপন সাধ্যমতে যে কার্যে প্রব হইল।' ডানকান, ১৭৮৪; 'শিক্ষিত, বিনীত ও সম্প্রতিষ্ঠারী করিবায় নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সাধ্যমতে ক্রিণি ক্ষমতানুযায়ী। 'ভাল বন্দা জেনে তাহা সাধ্যমতে কতর করে না।' দর্পণ, ১৮৩১।

সাধ্যসাধন [সি] বি সাধ্যসাধি। 'নিচয় করিতে নারে সাধ্যসাধন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সাধ্যসাধনা [সি] ১ বিণ খুব চেষ্টা করা হয়েছে এমন। 'অনেক সাধ্যসাধনা করিবেন।' ডবানী, ১৮২৮। ২ বি সাধ্যসাধি। 'ভাগি আদিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহায়ে বাধ্যহায়েতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'আপনি সাধ্যসাধনা করণে ছুটি লোভে পারবেন না।' নজরুল, ১৯২৭।

সাধ্যাত্তিরিক [সি] বি সামর্থ্যের অতিরিক্ত। 'এই খ্যাতির প্রেলোভে নিজের সাধ্যাত্তিরিক কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃ হইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সাধ্যাত্তীত [সি] ১ বিণ অসাধ্য। 'সে কহিল, যদি সাধ্যাত্তীত না হয় অবশ্য করিয়া।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ সাধন সম্ভব নয় এমন। '... তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখ এবং সাধ্যাত্তীত কর্তব্য করান আমাদের অবশ্যকর্তব্য কর্তব্য বিবেচন করিতে হইবেক।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বিণ সামর্থ্যের থেকেও বেশি। 'সাধ্যাত্তীত পরিশ্রম করিয়া ...।' প্রভাকর, ১৮৫৩। ৪ বি অসহনীয়। 'কাহ্নক ও সঙ্গ বা ... তাহার সাধ্যাত্তীত।' শরৎ, ১৯১৭।

সাধ্যানুযায়ী [সি] ক্রিণি যোগ্যতা অনুসারে। 'সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার সুযোগ পাইবে।' ইয়দাদুর, ১৯২০।

সাধ্যানুসারে [সি] ১ ক্রিণি যতটা সাধ্যে কুলায় এমনভাবে। এডমন ১৭৯৩; 'সেই সভার যথাক্রমে সহায়তা আমি আপনার সাধ্যানুসারে করিতেছি।' অক্ষয়, ১৮৪১; 'সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিচয় যত্নবতী থাকিবে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ ক্রিণি ক্ষমতা অনুযায়ী। 'ধনশালী মহাশয়েরা ... জনসমাজের স্ত্রীপুত্র-সাধনায়ে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সাধ্যান্ত [সি] বিণ সাধ্যের মধ্যে আছে এমন। 'বায় নির্বাহ কর

তাদের কখন সাধ্যায়ত্ত নহে।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৩; 'মনুয়ের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সাধি [স সাধা] বি ক্ষমতা। 'গান শোনে সে কাহার সাধি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সানি [ফা সয়ন] বি যোগ্যতা; অবগুণ্ঠন। 'মায়ে সুরতি দান সান দেই মায়ে।' বড়ু, ১৪৫০।

সানি [স সন্ধ্যা] ১ বি সন্ধ্যত; ইশারা। 'ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি ভক্তৃতি। 'নআনের সানে মায়ে থাকিয়া পরাণ।' আলোড়ল, ১৬৮০।

সানি [আ সেহেন] ১ বি অস্ত্রে ধার দেওয়ার পাখর। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি ইট। 'সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালায় চারি।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি পাকা মেঝে। 'কঠিন সানের উপর বারবার মস্তকাঘাত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সান পাড়া ক্রি বজাওয়া হওয়া। 'মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।' বড়ু, ১৪৫০।

সান-বাঁধানো বিণ ইট-পাথরের তৈরি। 'সান-বাঁধানো বেদীটার ওপর নরহরি মহাপাত্রের ক্রিয়হস্তো।' বিমল, ১৯৫৩।

সানি [স স্নান] বি স্নান। 'সারা গায়ের চোখের জলে করিয়া গেল সান।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

সানি [হি বি সূর্য]। সানবাধ [হি বি সূর্যস্নান]। 'একজনও ... নেই যে সন্ধ্যাকালেকো এই সানবাধ না নেয়।' জীবন, ১৯৩২।

সানকি, সানকী বি মাটির বাসন। 'লবঙ্গ দালতিনি হাড়ি হরেক রকম সানকী।' ক্যালগে, ১৭৮৪; 'সানকি।' বিদ্যা, ১৮৮১।

সানন্দ [স] বি পরমানন্দ। 'হরগৌরী সানন্দে দেখিল অক্লান্তী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানন্দাশিত্ত [স] বিণ আনন্দিত। 'সকলি সানন্দাশিত্ত হইয়া সজ্জিত করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সানন্দা [স] বিণ স্ত্রী আনন্দদীপ্ত। 'বয়ন উজোর তহি নয়ন সানন্দা। নীল নলিনী দউ পুঙ্কল চন্দা।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।

সানন্দিত [স] বিণ আনন্দিত। 'প্রজা পায় পুরোহিত নাচে হয়্যা সানন্দিত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানন্দে দ্রিবিণ আনন্দের সঙ্গে। 'কোটালা সানন্দে বেড়িল বীরের ঘর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানা [আ সেহেন] ক্রি সান দেওয়া। 'কাননে প্রবেশে বীর/ গায়ে সানা তিন ভিন্ন/ ঘন ঘন গোকে দেই তার।' মুকুন্দ, ১৬০০। সানাম্যা ক্রি সান দিয়ে। 'শিলায় সানাম্যা বাশি পাটি চাছে রাশি রাশি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানাই [ফা শানহা] বি তাঁতযন্ত্রের চিকনির মতো অংশ। সানাকর বি তাঁতের চিকনি নির্মাণকারী। 'সানা বাঙ্কিয়া নাম ধরে সানাকর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানাই বি সৈন্য। 'এগার শিখর থানা চপ্পিল হাজার সানাই।' রূপরাম, ১৭৫০।

সানা-ভাত বি ধানাদার পাইকের জন্য প্রজ্ঞার দেওয়া কর। 'পার্বণি পক্ষ-জাওড়া সোনে সানা-ভাত ধানকাটা কলম-কসুরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানাই বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'পঙ্কজন সানা।' সেবধি, ১৮৪০।

সানাই [ফা শাহনাই] বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'ঢোল দগর সানাই মদুবানা তার আসোয়ারি হয় সানিয়ানা।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'কত সানাই পৌ ধরিয়া গাইবে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সানাইদার [ফা শাহনাইদার] বি শানাইবাদক। 'দীন সানাইদার ... কসুনোচী শাহনাইতে আশিল।' বিজুতি, ১৯২৯।

সানাইয়া, সানাইয়া [ফা শাহনাইয়া] বি শানাইবাদক। 'ডাকিছে তাদের যেন ঘরে সানাইয়া।' নজরুল, ১৯২৮; 'সানাইয়া ভয়রো বাজায়।' নজরুল, ১৯২৮।

সানাকি, সানিকি [আ সেহেন] বি সানকি; ছোটো মাটির থালা বা বাসন। 'সানিকি।' মানোএল, ১৭৪৩; 'সানাকি করিতে চল ঢেকুর ভিতর।' রূপরাম, ১৭৫০।

সানটিরিয়া [হি] বি আরোগ্যানিবাস। 'অন্যান্য সানটিরিয়াতে এরকম হলের প্রয়োজন হয় না।' মুক্তবা, ১৯৫২।

সানোটোরিয়াম [হি] বি আরোগ্যানিবাস। 'তার যন্ত্রারোগীর সানোটোরিয়ামটি আমি যদি দেখতে যাই।' মুক্তবা, ১৯৫২।

সানালি [শাহলাল] বি লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'জোকাখরি, সানালি, পাগলচান, গ্রেম-ফকির ... দলতলি।' হেদায়েত, ১৯৩৬।

সানি [ফা শাহনাই] বি সানাই। 'ঘন বাজে সানি রনজয় বেনি শুকরাটে উঠিল রুম্প।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানি [আ হিউ-ধিডয়]। 'আপন জাঁকে সানি জাহের করিয়া সফরাজ হয়।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সানিবাশ [আ সানি+বাশ] বিণ পিতৃভৃত্য। 'মিনসে যে ওর সানিবাশ।' নজরুল, ১৯৩০।

সানু [স] বি শিবার। 'সুজিলা পৃথিবী মধ্যে রত্নসানুগিরি।' মনিকরাম, ১৭৮১।

সানুদেশ [স] বি পাহাড়ের উপরিস্থ সমতলভূমি। 'অগিয়া সানুদেশ স্লিদ্ধ গম্বীর উঠুক তান।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২; 'দেবে কি গুল্লের ক্ষুদ্র সানুদেশ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সানুমান [স] বিণ সানুবিশিষ্ট। 'কোথা আছে সানুমান অক্লান্তী।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সানুশ্রিট [স] বিণ পাহাড়ের উপরিস্থ সমতলভূমির কাছাকাছি। 'কখনো বহনুরে সানুশ্রিট হয়ে শিখর চুখন করে।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

সানুরুম্প [স] বিণ অনুকম্পামুক্ত। 'চলিএ তাহার কথা হৃদয়ে পরম বেথা সানুরুম্পে বলেন বচন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সানুকুল [স] বিণ দরদি। 'প্রজাপণের প্রতি সানুকুল হইয়া ...।' চন্দ্রিক, ১৮৩১।

সানুকূল্য [স] বি আনুকূল্য। 'ইউরোপদেশীয় বিধবমগণের সানুকূল্য সাহায়ে ...।' দর্পণ, ১৮২২।

সানুমহ [স] বিণ অনুগ্রহবৃত্ত। 'এই সানুমহ প্রস্তাবের বিষয় অবগত ছিলেন না।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

সানুনয় [স] ক্রিবিণ বিনয় সহকারে। 'আমরা জমিদারের নিকট সানুনয় নিবেদন করি।' মুক্ত, ১৮৭৩।

সানুনাসিক [স] বিণ নাকী। 'সানুনাসিক কৃষ্ণি কাঁদুনির খরে ঠাঁইগায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সানুনাসিকতা [স] বি নাকী সুর। 'অক্ষয় বিলাপের সানুনাসিকতার রাজপথের মাফখালে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সানুনাৰ্ণ [স] ক্রিবিণ অনুৰাণের সঙ্গে। 'শ্রেতভাগ সানুনাগ যম্প যম্প কাশিছে।' ভারত, ১৭৬০।

সান্ত [স শান্ত] বিণ নিবৃত্ত। 'উদ্ধব পাঠায় সান্ত কৈল গোপনারি।' মালাধর, ১৫০০।

সান্ত দান্ত বিণ শান্তশিষ্ট; নয় ও দ্রুত। 'তিলেকনাথ রায় তলয়ার বাহাদুর দিল্লজব্রা প্রতিপালক সান্ত দান্ত দয়ানিশ ক্ষেমানন্ত গরিব নেওয়াজ।' ওর্সাঁ, ১৭৮২।

সান্ত [স] বিণ সঙ্গীম। 'সান্ত ও অনন্ত নানা প্রকার সংখ্যা-পর্যায়ের আবিষ্কার।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সান্তনা [স সান্তনা] বি প্রবোধ। 'এই রূপে সান্তনা করেন নারায়ন।' হ্যাসহেড, ১৭৭৮।

সান্তর [স] ক্রিবিণ কিছুক্ষণ পরপর। 'অর্ণানের সান্তর গর্জনে বাসুকির নাভিহাস।' সূরীন্দ্র, ১৯৩২।

সান্তরা [স] সম্ভরণ। 'সান্তরা কঁটা।' 'তপের সমুদ্রে সান্তরিতে নাহি কুল।' আলগোল, ১৬৮০। 'সান্তরিস্তা' ক্রি সান্তর কেটে। 'আম্বা লতা সান্তরিস্তা রাখিল পরাণে।' বড়, ১৪৫০।

সান্তলন [স] ক্রি সান্তলনো; অধিচ্ছ। 'ঘৃত জীরা সান্তলনে রাছিবে পালর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সান্তা [স সান্তনা] ক্রি সান্তনা দেওয়া। সান্তাইয়া ক্রি সান্তনা দিয়ে। 'সান্তাইয়া আদমক কহিলা বচন।' সুলতান, ১৭০০। সান্তাইল, সান্তাইল ক্রি সান্তনা দিলো। 'সান্তাইল রোদন নবীর হস্তে ধরি।' বাহরাম, ১৬৫০; 'চরণে ধরিয়া কৃষ্ণে তাকে সান্তাইল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সান্তায় ক্রি সান্তনা দেয়। 'আশাস বচন-হসে সুখিষ্ট সান্তায়।' আলগোল, ১৬৮০। সান্তাও ক্রি সান্তনা দাও। 'আশাস বচন বুলি সভাক সান্তাও।' আলগোল, ১৬৮০।

সান্তাঙ্গী বিণ সান্তাতলার উদযাপন করে এমন। 'বিহু' পালাবো না সান্তাঙ্গী-উৎসবে।' শক্তি, ১৯৬৬।

সান্তি [স শান্তি] বি শান্তি। 'রাম দাখিল সো বাটা ছাড়ী সান্তি বুলখেউ নংকলিউ।' চর্চা ২৬, ১২০০।

সান্তি বিণ শান্তিপূরী। 'সান্তি জোড়ী।' ওর্সাঁ, ১৭৮২।

সান্তনা [স] ১ বি শান্ত। 'মুরাবিত্তত্তের প্রভু সান্তনা করিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি আশাস। 'সে সকল সান্তনার বচন।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি প্রবোধ। 'পাত্র মন্ত্রীয়া নানাপ্রকার সান্তনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাশনোদন করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বি প্রবোধবাক্য। 'কত দুখ আছে যেখান মানুষের সান্তনা কোনোকালে প্রবেশও করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সান্তন [স] ১ বি সান্তনা। 'শান্তি নিরাময়, শান্তি সুন্দরন, সান্তন অণুবিহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি প্রশমন। 'সান্তন কর ধরিত্রীর বিরহভাগ কাদন।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সান্তনাজনক [স] বিণ প্রবোধ মেলে এমন। 'সেটা কিছুমাত্র সান্তনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সান্তনাদাতা [স] বিণ সান্তনাদানকারী। 'সান্তনাদাতা তুমি দুঃখত্রাতা।' নজরুল, ১৯৩২।

সান্তনাদায়ক [স] বিণ আশাসপূর্ণ। 'মানুষের করুণ কণ্ঠও সান্তনাদায়ক।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সান্তনাপূর্ণ বিণ আশাসপূর্ণ। 'তাহাদের গুণাধরে সেই স্নেহভাবায় জড়িত বাসনাহীন সান্তনাপূর্ণ সুখাখ্যেত মুদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায়

না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সান্তনাবাক্য [স] বি প্রবোধবাক্য; আশাসসূচক কথা। 'পাত্র মন্ত্রীয়া নানাপ্রকার সান্তনাবাক্য কহিয়া রাজার শোকাশনোদন করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সান্তনা বোধ হওয়া - শান্তি অনুভব করা। 'রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা সেহেতে পেতুম, আমার ভাঙ্গী একটা সান্তনা বোধ হত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সান্তনাময় [স] বিণ ভ্রাম্যশপূর্ণ। 'অতৃপ্ত ইচ্ছাতপির বিবাদটৌ সান্তনাময় লাগণময় হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সান্তনাসুখা [স] বি সান্তনারূপ অমৃত। 'তোমার সান্তনাসুখা অম্বরবরিসম পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

সান্তনানীহীন [স] বিণ প্রবোধহীন। 'সান্তনানীহন সেই কান্না কেঁদেছে আত্মার পরাভবে।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

সান্তি, সান্তী [বি সেন্টি] বি সপ্ত পাহারাদার। ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'এখানকার সান্তিরে অখিনায়করূপে রিলভভার হাতে চারিদিকে ...' নজরুল, ১৯২৪।

সান্তা [স সক্তি] ক্রি প্রবেশ করা। 'অগ্নি বান সান্তি তবে জাগএ অনল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সান্তার বি মনিহারি দ্রব্যাদির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহকারী পেশাজীবী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। '... সান্তাররা জীবিকা অর্জন করে।' সাম্যবাদী, ১৯২৩।

সান্ত [স] ১ বিণ ঘন। 'চিত্তার্পিত মুকুরের তলে দিপত্তের যুগ্মগিরি শোষনান্ত গীবরতা পায়।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিণ গভীর। 'শোচনীয় কালের বিপাকে হারিয়ে ফেলেছি সেই সান্ত বিবাস।' জীবন, ১৯৪৪।

সাক্ষ [স স্কাক্স] বি স্কাক্স। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সাক্ষস বি সন্ধ্যম; ডয়। 'লাজ ডয় সাক্ষসে কেহো কীছু নাহি কহি।' মালাধর, ১৫০০।

সাক্ষা [স সক্তি] ক্রি প্রবেশ করা। সাক্ষঅ ক্রি ঢেকে। 'এক সে তত্তিনিগী দুই ঘরে সাক্ষঅ।' চর্চা ৩, ১২০০। সাক্ষাইল ক্রি প্রবেশ করলো। 'দারুণ দেবের মায়া আসি কোন পথ দিয়া নারিকলে সাক্ষাইল শানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। সাক্ষায় ক্রি প্রবেশ করে। 'জয়নাল আবদীন এসে মশজিদে সাক্ষায়।' গরীব, ১৭৬৫। সাক্ষি ক্রি প্রবেশ করে। 'গণবর সারস সাক্ষি শুনিয়া।' চর্চা ১৭, ১২০০। সাক্ষিল ক্রি ঢুকলো। 'পকর্ভে সাক্ষি অল্প হইল মেঘময়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সাক্ষিলেক ক্রি ঢুকলো। 'বাউ অল্প সাক্ষিলেক সভার বিম্বয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাক্ষা ক্রি গীজানো। 'সহজে খির কবী বাকশি সাক্ষে।' চর্চা ৩, ১২০০।

সাক্ষি [স সক্তি] বি সক্তিহল। 'নাসা খণ্ডপতিচক্ষু ডরম ডরে কুচগিরি সাক্ষি নিবাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সাক্ষ্য [স] বিণ সাক্ষ্যাকালীন। 'যখন গীতিব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে ব্যাদিগন্ধ, সাক্ষ্য সন্ন্যাসে কর্ণে আসিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সাক্ষ্য আইন [স সাক্ষ্য+আ আইন] বি সাক্ষ্য থেকে ভোর পর্যন্ত অথবা অন্য নির্ধারিত সময়ে বাইরে না বের হওয়ার আইন। 'সাক্ষ্য আইন জারি করার পরও আন্দোলনের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে।' বেগম, ১৯৪৮।

সাক্ষ্য আজান [স সাক্ষ্য+আ আজান] বি সাক্ষ্যবেলায় নামাজের

আহ্বান। 'সাক্ষ্য আজ্ঞান ধ্বনি তাহারই জানাজা নামাজের আহ্বানের মতো।' নজরুল, ১৯৩১।

সাক্ষ্য উপাসনা। [স] বি সাক্ষ্যবেলার উপাসনা। 'সাক্ষ্য উপাসনা শেষ করিয়া পরেশ হাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সাক্ষ্য কাণজ [স সাক্ষ্য+আ কাণজ] বি সাক্ষ্যকালে প্রকাশিত হয় এমন ধ্বনের কাণজ। 'সাক্ষ্য কাণজগুলোর অবিকাশে আরও মুখরোচক এবং আরও মজার।' হাই, ১৯৫৮।

সাক্ষ্যকৃত্য [স] বি (হিন্দুধর্ম) সাক্ষ্যকালীন উপাসনা। 'মন দিয়া সাক্ষ্যকৃত্য সমাপন করিয়া ...।' শরৎ, ১৯১৭।

সাক্ষ্য চা [স সাক্ষ্য+চা চা] বি সাক্ষ্যকালীন চা-এর আয়োজন। 'কাল সাক্ষ্য-চায়ের টেবিলে ক্লাস্ত করুণ বেশে এসে হাজির।' নজরুল, ১৯২৭।

সাক্ষ্যনামাজ [স সাক্ষ্য+ফা নামাজ] বি (ইসলাম) সূর্যোত্তের অব্যবহিত পরের নামাজ। 'আজ হয়তো কাদের সাক্ষ্যনামাজে আসবে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সাক্ষ্য পরিচ্ছদ [স] বি সাক্ষ্যবেলায় পরার পোশাক। 'সাক্ষ্য পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিছলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সাক্ষ্য-পরিধেয় [স] বি সাক্ষ্যয় পরা হয় এমন। 'বিশেষতঃ সাক্ষ্য-পরিধেয় তে নিত্যই আপত্তিকর।' রোকেয়া, ১৯০৪।

সাক্ষ্যগ্রন্থাধন [স] বি সাক্ষ্যকালীন সাজসজ্জা। 'সাক্ষ্যগ্রন্থাধনে রূপ যেন বদলে গেছে মল্লিকার।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯; 'আর কখনো সাক্ষ্যগ্রন্থাধন সেরে চন্দনকাঠের টোকাতে বসবেন না রানি।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

সাক্ষ্য বৈঠক [স] বি সাক্ষ্যবেলার আসর। 'সপ্তাহে সপ্তাহে এক সাক্ষ্য বৈঠক জমিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সাক্ষ্য ভাষা [স] বি অস্পষ্ট ভাষা। 'সাক্ষ্য ভাষায় করিনিকো দৃকপাত।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

সাক্ষ্যভোজ [স] বি ভিনার, নৈশভোজ। 'আজ সাক্ষ্যভোজ একটা নামজাদা রেস্টোরাণ্টে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সাক্ষ্যভোজ্ঞন [স] বি রাতের খাবার; নৈশভোজ। 'সকলে বেশতৃপ্ত পরিবর্তন করে সাক্ষ্যভোজ্ঞনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'সার্ডিন মাছ সহযোগে সাক্ষ্যভোজ্ঞন।' বিজুতি, ১৯৩০।

সাক্ষ্যভ্রমণ [স] বি সাক্ষ্যকালীন ভ্রমণ। 'সুরেন জলযোগ সমাপনান্তে তাহার প্রাত্যহিক সাক্ষ্যভ্রমণে বাহির হইতে বাহিরেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

সাক্ষ্যসভা [স] বি সাক্ষ্যকালীন আড্ডা। 'স্বাতীকে আর দেখা গেলো না একতলার সাক্ষ্যসভায়।' বৃদ্ধ, ১৯৪৯।

সান্ন চাকুরিয়া [স স-অন্ন<] বি ব্যক্তি। 'এক সান্ন চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে ...।' দর্পণ, ১৮২১।

সান্নিধ্য [স] বি নিকটবর্তী হান। 'সমুদ্র সান্নিধ্য চাঁদ বাঁ মছন্দীর জমিদারি ছিল।' রায়রাম, ১৮০১।

সান্নিপাত [স] বি রোগবিশেষ; বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষজাত রোগ। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'দারুণ সান্নিপাত - মুহুর্তে জল দেওয়া ভালো নহে।' গায়ী, ১৮৫৮।

সান্নিপাতিক [স] বি বাত, কফ ও পিত্তের দোষযুক্ত বিকার রোগ। 'সান্নিপাতিক রোগী সদাসর্ব্বক্ষণ জলপান করিতে চাহে।' চন্দ্রিকা,

১৮৩১।

সাধয় [স] বি সম্পর্কযুক্ত। 'বিশুদ্ধের ব্যাকরণ নিরবয়, আদ্যন্ত সাধয়।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৯।

সান্যাল বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সম্ম সান্যালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮০।

সাপ [স সর্প] বি একপ্রকার সরীসৃপ; সর্প। 'তর্ভা গেলো হইবি যেহু বানিআর সাপ।' বড়, ১৪৫০।

সাপ-কোষ বি সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় দংশনকারী প্রাণী। 'হয়তো সাপ-কোষের বাসা হয়েছে।' বিমল, ১৯৫৩।

সাপ-খেলা বি সাপ দিয়ে দেখানো খেলা। 'সাপ-খেলাবার বাঁশি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সাপ খেলানো বি সাপকে নাচানো। 'শূন্যে বাজায় ... সাপ খেলাবার বাঁশি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সাপখোঁপ বি সাপ ও সরীসৃপ জাতীয় দংশনকারী প্রাণী। 'আর সাপখোঁপ বাঘ-ভালুকই থাক।' শরৎ, ১৯১৭।

সাপচর্যা বি সাপ চলাচল করে এমন। 'তবু আমি সাপচরা অন্ধ পথে।' জীবন, ১৯৩২।

সাপ-দন্ড বি সপাঘাত। 'হেন বৃকি খুন্সনারে হৈল সাপ-দন্ড।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাপসিঁদা বি সাপকে মারার মতো; নির্দয়। 'আচ্ছা করিয়া সাপমারা ঘুরে দিলেন।' মনসুর, ১৯৩৫।

সাপা [স সর্প-] বি স্ত্রী সাপ। 'কৃষ্ণ নাহি সপাএ সাপা চিত্তে মনে মনে।' মাগাধর, ১৫০০।

সাপাধাই বি বিশ্বধর সাপ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সাপিনী [স সর্পিনী] বি স্ত্রী সাপ। 'তার নেহে বিকলি সাপিনী।' বড়, ১৪৫০।

সাপে আর নেউলে - ভীষণ শত্রুতা; সাপ আর বেজির সম্পর্ক। 'কদাশ দুইটেকে যেন সাপে আর নেউলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সাপে কাটা কি সাপে কামড় দেওয়া। 'গুলিলাম গুত্রায়ে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সাপে কামড়ানো কি সাপের কামড় দেওয়া। 'আমরা বলি সাপে কামড়ায় বা কুকুরে আঁচড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সাপে-খাওয়া কি সাপে খেয়েছে এমন। 'সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সাপে নেউলে - চিরশত্রু; চিরবিরুদ্ধ। 'আমি তো এ সাপে নেউলে ভালোবাসায় বিলকুল রাজি নই।' নজরুল, ১৯২৪।

সাপের আড়ত বি সাপের গর্ত। 'সাপের আড়তে, নীল পাখির চিক্রারে/ লোকতলো গলুয়ের চোখ হয়ে যায়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৯।

সাপের ছুঁচো গোলা - ১ কি উভয় সফটক পড়া। 'ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গোলা।' নজরুল, ১৯২২। ২ বি উভয়সফটক। 'আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো গোলা অবস্থা।' নজরুল, ১৯২৭।

সাপের দংশন বি সাপের ছোলে। 'কি জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।' জসীম, ১৯২৭।

সাপের পাঁচ পা দেখা - অত্যন্ত স্পর্ধার ফলে অহেতুক বাড়াবাড়ি করা। 'তা হলে ডুয়ের ফুল এবং সাপের পাঁচ পাও দেখতে

পেতাম।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শাপ^১ [স শাপ] বি শাপ; অভিশাপ। 'রিসিপুয় সাপে পাচর হইল অন্ত।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাপমোচন [স শাপমোচন] বি অভিশাপ খণ্ডন। 'স্বস্মৃতি কর্তৃক সাপমোচনের উপায় কখন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাপে বর হওয়া – কৃতি করতে গিয়ে উপকার হওয়া। 'সেটা সাপে বর হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শাপ^২ [আ সাধ] বি পরিচর। ডাবনী, ১৮২৩।

শাপক্ষ [স] বি নিরপেক্ষ। 'বিচার শাপক্ষ না করিয়াই বাদিকে হাজতে থাকিতে কহেন।' প্রভাকর, ১৮৫৩।

শাপটী [স সম্পটী] ক্রি জড়িয়ে ধরা। শাপটি ১ ক্রি জড়িয়ে বা আপটে ধরে। 'বাম করে শাপটি হেলনে গজলে।' মাইকেল, ১৮৬৬। ২ ক্রিবিধ শাপট দেখিয়ে। 'ওঠে অন্ধা আপট দাপট শাপটি।' নজরুল, ১৯২২। শাপটীআ ক্রি জড়িয়ে। 'শাপটীআ ধরে মাটি।' রামাই, ১৭১০।

শাপটিয়া ধরা ক্রি আপটে ধরা। 'শাপটিয়া ধরিলেক আলির কোমর।' সুলতান, ১৭০০।

শাপটে ধরা ক্রি আপটে ধরা। 'পাহাড় তাকে ডাকছে তাকে নদীর মতন শাপটে ধরছে বুকে।' শক্তি, ১৯৬১।

শাপনকাঠ [আ শাপন+স কাঠ] বি শাপনকাঠ। 'মেটো ঠেল ডামর শাপনকাঠ মধু মোম হস্তিন্দ।' দর্পণ, ১৮২৬।

শাপসিক্ত [স শাপসিক্ত] বি শ্রুত; বৈরিতা। 'শাপসিক্ত ভাব কীহু না করিই মনে।' মাধবর, ১৫০০।

শাপরাধি [স] বিণ অপরাধী। 'এ দেশীয় অনেকানেক ধন্য।' শক্তি এ বিষয়ে সম্যক শাপরাধি আছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

শাপরাধি [স] শাপরাধী। বিণ অপরাধী। 'ঈশ্বরের শাপরাধি হইব।' ডানকান, ১৭৮৪।

শাপরাধী [স] বিণ অপরাধী। 'হেদে গুন কই শাপরাধী হই।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

শাপরাহ [স] বি বিকাশ। 'এতক্ষণ শাপরাহ বলে ধরাধর।' মানিকরাম, ১৭৮১।

শাপলা বি শাপলা ফুল। শাপলার লতা বি শাপলা ফুলের ডাঁটা। 'আজকে রূপার মনে পড়ে নাক শাপলার লতা দিয়ে।' জসীম, ১৯২৯। প্র শাপলা

শাপা^১ প্র শাপ

শাপা^২ [স শাপ] ক্রি অভিশাপ দেওয়া। সাপিয়াছে ক্রি অভিশাপ দিয়েছে। 'সাপিয়াছে অঁবসু বসিত ব্রাহ্মণে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। সাপিলেক ক্রি অভিশাপ দিলেন। 'তান পুড়ে সাপিলেক মনে ক্রোধ করি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শাপাস্ত [স] বি সর্বগ্রকারী অভিশাপ। 'শাপের সাপাস্ত দেয় সুন তপোবন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

শাপার [সি] বি নৈশভোজের তুলনায় দেহিতে হওয়া হয় রাতের এমন হালকা খাবার। 'ঘরের তুলিয়ে হাওয়া খেতে, বা শাপার খেতে গিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শাপুড়ে [স সর্প] বি সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। 'শাপুড়ের ভুড়ুড়ের কপালে পড়িলে।' ভারত, ১৭৬০।

শাপুড়িয়া [স সর্প] বি সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। বিদ্যা, ১৮৯১।

শাপুড়িয়া [স সর্প] বিণ শাপুড়ে; সাপ ধরা বা সাপের খেলা দেখানো যার পেশা। 'আমি যেন শাপুড়িয়া মারি মস্ত-মার -।' নজরুল, ১৯২৪।

শাপেক্ষ [স] ১ বিণ আবশ্যক। 'তুমি শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথের বা সহচর শাপেক্ষ নহে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪। ২ বিণ (অন্যকিছুর উপর) নির্ভরশীল। 'বৃহত্তর উপভুক্ত শক্তি সাধনা শাপেক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শাপেক্ষা [সি] বি অপেক্ষা। 'কর্ম নির্বাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত মনুষ্যের শাপেক্ষা করিলে।' দর্পণ, ১৮৩৯।

শাপেক্ষিত [স] বিণ নির্ভরশীল। 'যদি ইখ্রাও ভারতবর্ষীয় উপলব্ধি প্রবোধ শাপেক্ষিত করেন।' বঙ্গবত, ১৮২৯।

শাপেক্ষে [স] ক্রিবিধ সর্পসিক্ত পদে। 'কোন আইনের বিধানাবলী-শাপেক্ষে ...।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

শাপোটারি [সি] বি সমর্থক। 'নারাজি দলের শাপোটারি যত।' নজরুল, ১৯৪১।

শাপটা [স সর্প] বি সাধারণ মানের। 'অনেকে শাপটা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক করেন না।' হুতোয়, ১৮৬১।

শাপ্তাহিক [স] ১ বিণ প্রতি সপ্তাহে। 'সাপ্তাহিক প্রবাস্য।' বঙ্গবত, ১৮২৯। ২ বিণ প্রতি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হয় এমন। 'এক নতুন সাপ্তাহিক স্থান পায়।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'সম্বাদিনী-নামক সাপ্তাহিক পত্র লিখিয়াছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৪ ক্রিবিধ সপ্তাহকালীন; এক সপ্তাহের মধ্যে। বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সাপ্তাহিকী [স] বিণ প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এমন। 'সাপ্তাহিকী পত্রিকা [সি] বি প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। 'স্থান দৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা সাধারণ ধারানুসারে প্রকাশ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

সাপ্লাই [সি] বি জোগান; সরবরাহ। 'ডিমান অনুসারে সাপ্লাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সাক [স] বি স্পষ্ট। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'কাজকে উজালা ধরিলে সাক দেখা যায়।' ক্যালগে, ১৭৮৯। ২ বিণ ফরসা। ওয়া, ১৭৮৫। ৩ বিণ সরাসরি। 'এমত না লিখিয়া সাক প্রমাণ লিখিতেন।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বিণ মরলামুখ। 'আ তারে তো পরায় না সাক জামা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৫ বিণ নিশ্চেষ্ট। 'দুশমন সব বিলকুল সাক হো গিয়া।' নজরুল, ১৯২২। ৬ বিণ শতহীন। 'সাতকানি জমি সাক কাণ্ডা করে দিয়ে যে পাঠী ঠিক হয়েছিল।' আলোড়িন, ১৯৫৪।

সাক্ষকথা [আ সাফ+স কথা] বি স্পষ্টকথা। 'সাক্ষকথা শুনে মনের ভাবটা ... কমে গেছে।' জীন, ১৯৩২।

সাক কখন বি পরিচর করা। ওয়া, ১৭৮৫।

সাক করা ক্রি আবর্জনা পরিচর করা। 'কান্তিচন্দ্র ক্ষমকালের জন্য বন্দুক সাফ করার ডিল দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'পাড়ার জঙ্গল সাফ করার দিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

সাক থাকা ক্রি ময়লামুখ থাকা। 'জামাকাপড় যেন আমার সাফ থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সাক দেওয়া ক্রি তন্ন তন্ন করা। 'দুনিয়া সাক দিয়াও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করিতে না পারিয়া ...'। মনসুর, ১৯৫৩।

সাকসফা [আ সাক্>] বিণ নিরশেষ। 'পরে সব যখন সাকসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

সাকসাফাই বিণ পরিত্যক্ত। 'আপদ বিদায় হয়ে ময়লা সাকসাফাই হল।' মনোজ, ১৯৬১।

সাকসুতরা [আ সাক্>] বিণ আবর্জনাহীন। 'কলিকাতা ক্রমে ক্রমে সাকসুতরা হওয়াতে পীড়াও ক্রমে ক্রমে কমিয়া গেল।' প্যাট্রী, ১৮৫৮; 'ঢাকা শহরকে সাকসুতরা করিয়া জনবাহ্যের উন্নতির জন্য অভিযান।' আজাদ, ১৯৬০।

সাক সুতারো, সাকসুথরো [আ সাক্>] বিণ পরিত্যক্ত। 'বেশ্ট, বাভেলিয়র, বুট, পটি দস্তার মতো সাক সুতারো করে রাখতে হবে।' নজরুল, ১৯২৭; 'লভন সাকসুথরো জামাশা।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

সাকসুফা [আ সাক্>] বিণ পরিত্যক্ত-পরিষ্কৃত। 'নিজেতে একটু সাকসুফা করিয়া পিরহানটা গায়ে ছুলিয়াছে মাত্র।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

সাকসোফা [আ সাক্>] বিণ পরিত্যক্ত; নির্মল। 'সাকসোফা ... ধবধবে চাদরের সঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সাক্কাই [আ সাক্>] ১ বি দোষমুক্তকরণ। 'আমরা নানা রূপ সাক্কাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি কেমিত্য। 'সজনতার সাক্কাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ বিণ দোষমুক্ত হবার মতো। 'আমার সাক্কাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ বি হাত দিয়ে চুরির কাজে দক্ষতা। 'তোমার হাত সাক্কাই আছে বটে।' শিবরাম, ১৯৫০। ৫ বিণ পটু; দক্ষ। 'সুন্দর চেহারা, সাক্কাই হাত, উপস্থিতি বুদ্ধি।' মনোজ, ১৯৬১।

সাক্কাই করা ক্রি দোষমুক্ত করা। 'সাক্কাই করিবার কোনো উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

সাক্ষল [স সাক্ষল] বিণ সফলতা। 'নিরঞ্জন নাম জপে জানিয়া সাক্ষল।' বাহরাম, ১৬৫০।

সাক্ষল্য [স] ১ বিণ সফল। 'সাক্ষল্য হইল আঁধি মনিয়া নির্ভর।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি সফলতা। 'উপকারকেই একমাত্র সাক্ষল্য বলিয়া জ্ঞান করা কুপণতার কথা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বি সাক্ষ্যকতা। 'ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাক্ষল্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৪ বি পরিপূর্ণতা। 'এই সোনার লক্ষ্যপুঞ্জী আমার সব নয় - এর বাইরে আমার মুক্তি আছে - সে আমার প্রেমের সাক্ষল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সাক্ষল্যমণ্ডিত [স] বিণ সফল। 'প্রদশনী এবার অধিকতর সাক্ষল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' বুলবুল, ১৯০৬; 'আংশিকভাবে সাক্ষল্যমণ্ডিত হলেও পরিপূর্ণতায় তারা এখনও পৌঁছেন।' বেগম, ১৯৪৮।

সাক্ষল্যালাত [স] বি সফলতাপ্রাপ্তি। 'এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, বুদ্ধি সাক্ষল্যালাত-সম্মুখে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের জর্জানি ভাষার পূর্ববর্তী জর্জানির অপেক্ষা ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'সাক্ষল্যালাত করিলেও সার্বিক অবস্থার কোন পরিবর্তন আসিবে কিনা।' আজাদ, ১৯৬৪।

সাক্ষী [আ] বি মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান, - শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাক্ষী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' রোকেয়া, ১৯২৪।

সাক্ষেন্দা [ফা] বি ফলবিশেষ। মানোএল, ১৭৪৩।

সাক্ষেন্দি [স সাক্ষেন্দি] বিণ সাদা। মানোএল, ১৭৪৩।

সাব [স সর্প] বি সাপ। 'অঙ্গুর সাব জেন ঘন নিবাস ছাড়ে।' মালাধর, ১৫০০।

সাব^১ [আ সাহিব] ১ বি সাহেব; ইংরেজ অন্ত্রলোক। 'মেমন সাব জুটিয়ে খানা দিচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ বি সাহেবের সংক্ষিপ্ত রূপ। 'কুলি বলে এক বাবু সাব' তারে ফেলে দিল নীচে টেলে।' নজরুল, ১৯২৭; 'দোস্তের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে 'অউই সাব'।' রোকেয়া, ১৯০০।

সাব^২ [বি উপ-।

সাব ইলপেষ্টর, সাবইনপেষ্টর, সাব-ইনপেষ্টর [বি] বি গুলিশ বাহিনীর উপ-পরিদর্শক। 'চপ চপ (কোট সাবইনপেষ্টরের প্রতি) দারোগা রিপোর্ট পড়' মহারফ, ১৮৬৯; 'গুলিশের পেনশনভোগী সাব সাব-ইনপেষ্টর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪; 'সাব ইলপেষ্টর ও ... ইহাতে তরু করিয়া কনট্রোল পর্যন্ত।' আজাদ, ১৯৪৭।

সাব-এডিটর [বি] বি সহ-সম্পাদক। 'সুরেন মুখোপায়েই কাগজের সাব-এডিটর।' নরেন্দ্র, ১৯৫২; 'চেষ্টা করলে সাব-এডিটরের কাজ পেতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

সাব-এডিটরি [বি] বি সহ-সম্পাদকের কাজ। 'ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটরি লইতে ইহল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সাক্ষ্য [বি] বি সূত্রপথ। 'সাক্ষ্যের আধার পরিণয়ে হঠাৎ দেখি ...' বুক, ১৯৭১।

সাবকমিটী, সাব-কমিটী [বি] বি উপপরিষদ। 'সাবকমিটির সভাপতি।' মনসুর, ১৯৪০; 'কেন্দ্রীয় মহিলা সাহায্য সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে।' বেগম, ১৯৪৭।

সাবজজ [বি] বি জজের অধস্তন বিচারক। 'আমার বাবাজান যখন সাবজজ।' নজরুল, ১৯২৭।

সাবভিভিন [বি] বি জেলার অধীনে প্রশাসনিক উপবিভাগ; মহকুমা। 'আমারও জন্মস্থান ঐ সাবভিভিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪; 'আপনাদের বাড়িওতো মূলীয়া সাবভিভিনে?' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

সাবভিভিনাল [বি] বিণ মহকুমায় কর্তব্যবর্ত। 'একজন সাবভিভিনাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া ...।' বনফুল, ১৯০৬।

সাবভেপুটি [বি] বি ডেপুটির অধস্তন পদে নিযুক্ত ব্যক্তি। 'অখিলবাবু সাবভেপুটি।' বনফুল, ১৯০৬।

সাব-পোস্টমাস্টার [বি] বি পৌণ ডাকঘরের প্রধান। 'সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীরনিষ্ঠক মধ্যাকে দীর্ঘ ছুটির দিনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সাবরেজিস্ট্রার [বি] বি দলিলপত্র নিবন্ধনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি; সহনিবন্ধক। 'ভেলাপোকা পাখি হলো, সাবরেজিস্ট্রার হাকিম হলো।' নজরুল, ১৯২৩।

সাবরেজিস্ট্রারি [বি] বি অধস্তন নিবন্ধকের কাজ। 'সাবরেজিস্ট্রারি, দারোগাগিরি ... ইত্যাদি একটার পর একটার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন হাকিম কিছুই হইতে পারিল না।' মনসুর, ১৯৫৫।

সাবরেজিট্রি [বি] বি অধস্তন নিবন্ধকের দস্তর। 'দাতব্য চিকিৎসালয়, সাবরেজিট্রি এবং অন্যান্য অনেক অফিস উহার পার্শ্বে অবস্থিত।' আজাদ, ১৯৬৪।

সাবলেট [হি] বি নিজের ভাড়া করা বাড়ির অংশবিশেষ অন্য ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া। 'ওদের পড়বার ঘরটা ... জনতিনেক ছোকরাকে সাবলেট করেছে' নরেন্দ্র, ১৪৪৯।

সাবস্টেশন [হি] বি (বিদ্যুৎ বিতরণ ইত্যাদির জন্য) উপকেন্দ্র। 'স্থানীয় সাবস্টেশনগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতে হয়।' আজাদ, ১৯৬৮।

সাবক [স সাবকা] বি বাতাস; শিশু। 'নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাবকাশ [স] ১ বি অবকাশ। 'যে সাবকাশ আছে তাহা আমি ত্যাগ করিতে পারি না।' দর্পণ, ১৮২০। ২ বি সুযোগ। 'এই সাবকাশে ... তাঁহারদিগকে তাঁহার প্রণাম।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সাবকাশক্রমে [স] ক্রিবিণ সুযোগ অনুযায়ী। 'সেই সাবকাশক্রমে আপন শ্রিয়তম ডাকওয়ালাকে বারগাছ হইতে ডাক দিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

সাবকাশবিশিষ্ট [স] বিণ অবসরবিশিষ্ট। 'যদিও আমরা কখন সভাতে উপস্থিত হইতে সাবকাশবিশিষ্ট হই নাই।' কৌমুদী, ১৮৩০।

সাবকাশ [স সাবকাশ] বি অবকাশ। 'এখান হইতে জাইতে সাবকাশ হইল না।' ডেরলি, ১৮০০।

সাবগুঠন [স] ক্রিবিণ ঘোমটালহ। 'দীপ দেখিবামাত্র সাবগুঠনে নন্দ্রুখী হইয়া বসিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

সাবঘোড় বিণ সাপের মতো প্যাঁচানো। 'গ তে সাবঘোড় গুকার দেও।' ভবানী, ১৮২৫।

সাবধান [স] ১ বিণ মনোযোগপূর্ণ। 'সাবধান মনে রাখা সুন মোর বেটা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ একত্রাঙ্কিত। 'আদিগুণ কখন তুমি কখন সাবধানে।' বৃন্দা, ১৫০৮। ৩ ক্রি ইশিয়ার হওয়া। 'সাবধান, মনেরমা বাসনা হইতে আশ্রি জন্মে, আশ্রি হইতে অর্থ জন্মে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬। ৪ বিণ সতর্ক। 'মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৫ বিণ সতেন্ত। 'প্রথম হতেই আপনাদের সাবধান করে দিতে অনেক চেষ্টা করছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সাবধানতা [স] বি সতর্কতা। 'আমারদিগের সাবধানতা বৃষ্টি এই রোগ-শোক-দুঃখময় পৃথিবীর অত্যাশুভ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সাবধানতাবৃত্তি [স] বি সতর্কতাবৃত্তি। 'আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সাবধানবাণী [স] বি সতর্কতার বাণী। 'এই সাবধানবাণী যারা লঘু চিন্তাবশত উড়িয়া দিতে সাহসী হইবেন ...' আজাদ, ১৯৪০; 'হাসের গুণর দিয়ে যেন না হাঁটে সে জন্মে আইনের সাবধানবাণী ছাপানো রয়েছে।' হাই, ১৯৫৮।

সাবধান হওন ক্রি সাবধান হওয়া। ওগা, ১৭৮৫।

সাবধানী, সাবধানী [স] ১ বিণ ধিযাশিত। 'বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকুচিত হয়, নিষ্ক হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ সতর্ক। 'মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধানী বিষয়ী সোকেরা ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বিণ হিসাবি। ওগে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মতো ফিরে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বি সতর্কবান। 'সাবধানিরা বাঁধ বাঁধে সব।' নজরুল, ১৯২৬। ৫ বিণ সাবধান করে এমন। 'ওখানে ছিল একটি সাবধানী সতেজ।' ওগাঙ্গী, ১৯৪৫।

সাবধানে ক্রিবিণ মনোযোগ সহকারে। 'সাবধানে স্নেহ সমে

গন্ধর্বের গণে।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সাবন [স শাবনা] বি শ্রাবণ। 'আসাড় গেলে সাবন মাস কর্তী রানি। রামাই, ১৭১০।

সাবমেরিন [হি] বি ডুবোজাহাজ। 'হাসর কুতীর ভিমে চলে সাবমেরিন নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীল।' নজরুল, ১৯২৮।

সাবরমতী বি একটি নদীর নাম। 'সেই সাবরমতী নদীর ধারে পায়চারির সঙ্গে ...' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সাবর্ণ [স] বি হিন্দু ব্রাহ্মণের গোত্রবিশেষ। 'সাবর্ণ গোত্রের রাজা।' মুকুন্দ ১৬০০।

সাবল [স শর্বলা] বি খনন করার সোহার অস্ত্রবিশেষ। 'দুই বাহ সোহা: সাবল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সাবলীল [স] বিণ স্বচ্ছন্দ। 'বাংলার সামনে আমি রবীন্দ্রমুকুর ধরিয়া যতবার পরানীল এক সাবলীল কুকুর, বিবিত হইয়াছে ততবার। রবীন্দ্র, ১৯৩৭; 'চাই শ্রোতৃপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা। নজরুল, ১৯৪১।

সাবলীলতা [স] বি স্বচ্ছন্দতা। 'অভিনিহিত সৌষ্টব ও সাবলীলত ব্যাহত হবে না।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সাবহিত [স] বিণ অবহিত। 'চারি ভাই কৃষ্ণনাম গান সাবহিত।' মুকুন্দ ১৬০০।

সাবাড় [স সর্বাঙ্ক] ১ বিণ নিঃশেষ। 'জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবা কত্তে হবে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিণ হত্যা। 'কন্ড কাবার কুকুরে! করবে সাবাড়।' নজরুল, ১৯২৬।

সাবান [প, আ] বি ময়লা দূর করার জন্য সোডা, স্কার, চর্বি ইত্যাদি দিতে তৈরি দ্রব্য। 'মোনোএল, ১৭৪৩; 'জলে সাবান ঘর্ষণ করিলে যে ঝুঁঝু উঠে ...' অক্ষয়, ১৮৫২।

সাবানালি [আ সাবুন+ফা দানি] বি সাবান রাখার পাত্র। 'সাবানালি, ক্রিমের কৌটো, ম্যাকাসারের তেল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সাবালক [ফা সা+আ বালিগ+] বিণ প্রাপ্তবয়স্ক। 'আমার ছেলে এখনে সাবালক হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাবালকত্ব [সাবালক+স ত্ব] বি সঙ্কমতা। 'একলক্ষী হয়ে সাবালকত্ব পাবার জন্য বন কায়দা করে ...' মুলতাব, ১৯৫৯।

সাবালগ [ফা সা+আ বালিগ+] বিণ প্রাপ্তবয়স্ক। 'কুমার বাহাদুর সাবালগ হইল।' হুজুঙ্গাদ, ১৮৮৬।

সাবালেশ [ফা সা+আ বালিগ+] বিণ প্রাপ্তবয়স্ক। 'আমি ১ সাবালেশ।' মনসুর, ১৯৫৫।

সাবাস [ফা শাহাবা] অর্থ প্রশংসাধর্ম। 'সাবাস কর্পূর বীর লাউসে কদ।' রূপরাম, ১৭৫০; 'বহুরূপিণি বিদ্যাদারি। সাবাস।' গিরিশ ১৮৮৯।

সাবাসি [ফা শাহাবা] ক্রি প্রশংসা করি। 'সাবাসি কর্পূর ভাই ধন তোর হল।' রূপরাম, ১৭৫০।

সাবিস্ত বি সুলভ। 'মনোএল, ১৭৪৩।

সাবিক্তি [স] বিণ হিন্দুপুত্রদের সন্তানারী সাক্ষিত্রী নামক চক্রি। 'মা আমা সাবিক্তি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

সাবিদ [আ ছবুত] বি প্রমাণ। 'লাড়কার কাপড় মেরা নাহিক সাবিদ গল্লী, ১৭৬৫।

সাবু [প সাগো] বি এক রকমের পাম গাছের মজ্জা থেকে তৈরি দানাদা

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, যা দুধ ও মিষ্টি সহযোগে পায়সের মতো রান্না করা যায়। *বিদ্যা*, ১৮৯১; 'সাবু দেয়নি তোমাঘ?' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

সাদুদানা [প সাঙ>] বি এক রকমের পাম গাছের মক্ষা থেকে তৈরি দানাদার শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সাবুত [আ সবুতা বি প্রমাণ। 'সাবুত দেখুন।' ওর্সা, ১৭৮৫।

সাবুদ [আ সবুতা বি প্রমাণ। 'সাবুদ করিতে পারেন আমি নিসা করিব।' *মের্স*, ১৭৫৮; *হ্যালহেড*, ১৭৭২।

সাবুদ দেখুন বি সাক্ষ্য দেওয়া। ওর্সা, ১৭৮৫।

সাবুরগা বি একপ্রকার জামদানি শাড়ি। 'বালেশ্বর, ছুরিয়া, গোদা, সাবুরগা প্রভৃতি।' *মহেনও*, ১৯৪৯।

সাবেক [আ সাবিক] *বিশ* পুরানো। 'সাবেক নব্বর মত সেই সময় চুক্তি হকে।' *হ্যালহেড*, ১৭৭০।

সাবেককাল [আ সাবিক+স কাল] বি পূর্ববর্তী সময়। 'কাজেই যুরোপ সাবেককালের ক্ষয়িবংশীয়েরা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সাবেককালে [আ সাবিক+স কাল>] *বিশ* আগের যুগের। 'মনোহরলালের ছিল সাবেককালে বড়োমানুষি চাল।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সাবেকি, সাবেকী [আ সাবিক>] *বিশ* সেকলে। 'সেই সাবেকী শ্যামবাজারে থাকে।' *জীবন*, ১৯৩২; 'সাবেকী মতে রাখিতে হইলে ...।' *ইসদাহ*, ১৯৩২।

সাকাস [ফা শাহবান] বি প্রশংসাচক শব্দ - সাবাস। 'সাকাস দিই, সাকাস তোর শমশারে।' *নজরুল*, ১৯২২।

সাব্যস্ত [স ১ *বিশ* গ্রহণযোগ্য। *ডানকান*, ১৭৮৫; 'ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।' *বসন্ত*, ১৮২৯। ২ *বিশ* প্রমাণিত। 'নালিশ প্রকৃত প্রভাবে সাব্যস্ত হইলে ...।' *ডানকান*, ১৭৮৫। ৩ *দ্বিবি* অপরিণত। 'আদালতের সাহেবানের কর্তৃত্ব আছে কে তাহা সার্বাস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা।' *ফস্টার*, ১৭৯৩। ৪ *বিশ* বিবেচিত। 'করগ্রাণ্ডির যোগ্য সাব্যস্ত হইলে প্রজা বশিষ্ঠ হবে যায়।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

সাঁভানে [স সন্>] *ক্রি* প্রবেশ করা। 'এত বলি মহারাষ্ট্র/সাঁভাইল পুরি মাঝ/ কোটাল বিদায় হইয়া যায়।' *কুঙ্গাস*, ১৭৭০।

সাঁভিনবেশ [স] *ক্রি* *বিশ* আভিনবেশ সহকারে; মনোযোগসহ। 'তাহার দিকে সাঁভিনবেশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সাঁভিলাষ [স] *বিশ* ইচ্ছুক। 'তারে দেখি প্রভু হৈল সাঁভিলাষ মন।' *কুঙ্গাস*, ১৫৮০।

সাঁব [স] ১ বি সামবেদ; চতুর্বেদের অন্যতম। 'ঋণ যজ্ঞ সাম অথর্ষ চারী বোব।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি সাম্য বাক্য। 'এমন বলিয়া সাধু নানাবিধ সাম দূর কৈল লহনার কোথের বিরাম।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বি পরস্পরের ক্ষতি না করার শর্তে করা সন্ধি; রাজনীতিতে প্রাচীন চার নীতির একটি। 'ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, এই উপায় চতুষ্টয়েতে অতিশয় কুশল হও।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সামগান [স] বি সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'সামগান উঠে বনপল্লবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯; 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু সরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন।' *সবুজ*, ১৯১৭।

সামগীতি [স] বি সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর -

সামগীত শব্দহারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সামগীতি [স] বি সামবেদের মন্ত্রগীতি। 'বিচিত্র ভরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর শান্ত সামগীতি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সামদণ্ড [স] বি বেদের বিধান। 'সামদণ্ড ভেলাভেদ বিচার করিব।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সামবেদ [স] বি হিন্দুশাস্ত্র চতুর্বেদের প্রথমটি। 'তাত কণ্ঠের ম্রবে মধুর সামবেদ গান।' *অবন*, ১৮৯৬।

সামমন্ত্র [স] বি সামবেদের মন্ত্র। 'সামমন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুগত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সামরব [স] বি মধুর ধ্বনি। 'প্রথম প্রভাত তব উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সাম্ [আ শাম] বি সন্ধ্যা। 'সাম হলেই খেঁটার বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সাম্ [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'ধনশক্তি সাম।' *সেবধি*, ১৮৪০।

সামইক [স সাময়িক] *বিশ* সাময়িক। 'পরিণয়ের সামইক মঙ্গল।' ওর্সা, ১৭৭৯।

সামগ্রিকতা [স] বি সম্পূর্ণতা। 'সামগ্রিকতা আজ আকাশে বাতাসে।' *ওদ্রুদ*, ১৯৪৮।

সামগ্রিকভাবে [স] *বিশ* সম্পূর্ণরূপে। 'শিক্ষা সামগ্রিকভাবেই আজ বিপন্ন।' *কোথ*, ১৯৪৮।

সামগ্রী, সামগ্রী [স] ১ বি রান্নার জিনিসপত্র। 'সামগ্রী আনহ নৃসিংহের স্নান পাক করি।' *কুঙ্গাস*, ১৫৮০। ২ বি দ্রব্যাদি। 'দিব্য সামগ্রী দিবা রাত্র দিবা অলঙ্কার।' *কুঙ্গাস*, ১৫৮০; 'তাহার সন্নিকটের মদিরা আদি মাদক সামগ্রীর একই ভাটী।' *ফরস্টার*, ১৭৯৩। ৩ *বিশ* সামগ্রিক। 'উনিও সামগ্রী আয়োজন করনশা আমিও করিণা।' *কেরি*, ১৮০২। ৪ বি উপহার। 'রাজা ... রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুক্সা এক দূতকে পাঠাইলেন।' *চঞ্জীচরণ*, ১৮০৫। ৫ বি জিনিসপত্র। 'কাঠের নানা মত সামগ্রী।' *রামরায়*, ১৮০১।

সামগ্র্য [স] ১ বি সাদৃশ্য। 'তাহার সামগ্র্য করিতে হইবে।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১৩। ২ বি সঙ্গতি। 'আমাদের ভেতরকার সমস্ত সামগ্র্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯; 'হঠাৎ হঠাৎ বহুপাত সেই সামগ্র্য ভেঙে সিঁহিল।' *শওকত*, ১৯৭২।

সামগ্র্যচেষ্টা [স] বি সঙ্গতির চেষ্টা। 'উভয়ের সামগ্র্যচেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা-অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩০।

সামগ্র্যবন্ধ [স] *বিশ* সঙ্গতিপূর্ণ। 'অতি সহজেই সমস্ত শোভন পরিপাটি এবং সামগ্র্যবন্ধ হইয়া আসে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সামগ্র্যবোধ [স] বি সমন্বয়-চিন্তা। 'অগ্রয়জুর্মির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামগ্র্যবোধ নীতিত হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সামগ্র্যশূন্য [স] *বিশ* সঙ্গতিহীন। 'জগতটা যেন এদের থেকে ভিন্ন, সামগ্র্যশূন্য।' *ওয়াশি*, ১৯৪৭।

সামগ্র্যসহীন [স] *বিশ* সঙ্গতিবিহীন। 'মানবদেহের এরূপ সামগ্র্যসহীন অসঙ্গতিক বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১; 'অসুত সামগ্র্যসহীন অর্থবিহীন।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

সামটি ধরা ক্রি পাঁজাকোলে ধরা। 'সামটি ধরিতা তোলে মাথার উপর।' গরীব, ১৭৬৫।

সামদান বি বাতি রাখার আধার। 'সামদান ৪' মের্স, ১৭৬২।

সামদেশ [অ সাম+স দেশ] বি সিরিয়া। 'সামদেশে চলিলেস্ত যথ সনাপার।' সুলতান, ১৭০০।

সামনা [ক্রি] বি সম্মুখ। 'সামনা-সামনি হলে কেবল ... হাসির আভা।' নজরুল, ১৯২৭।

সামনা করা ক্রি মুখোমুখি হওয়া। 'বাবর প্রশুঙ্ক হলো বিপদের সামনা করতে।' শামসুল, ১৯৭৩।

সামনা-সামনি ক্রিবিধ মুখোমুখি। 'সামনা-সামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখন ঘরে অবোধ হওয়া খেলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'সামনা-সামনি হলে কেবল ... হাসির আভা।' নজরুল, ১৯২৭; 'অমিত সামনাসামনি বসে বললে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সামনে ক্রিবিধ সম্মুখ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

সামনেকার বিপ সামনের। 'অমি আমার সামনেকার ঐ সরাবনী শালতাল-মহাদ্বারতীরের দলে ভিড়ে গেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সামনে মাস বি সামনের মাস; আগামী মাস। 'সামনে মাসে আর কাউকে কিছু না দিই তোমার কপার বস্ত্র কিনে দেবোই।' হুই, ১৯৫৯।

সামন্ত [স] ১ বি সৈন্য। 'সামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা।' মুকুন্দ, ১৮০০। ২ বি প্রজা। 'পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লি গেছে ছিল।' রামায়ণ, ১৮০১। ৩ বি অধীনস্থ রাজা। 'অমি কেন সামন্তের বাহলা না করিয়া এ একাদশ জুইয়ারদিলকে আপন কাবুর মধ্যে না আনি।' রামায়ণ, ১৮০১; 'ভেবে দেখুন, প্রেমের সন্তান নেই, সামন্তও নেই, অথচ প্রেম বিখ্যজী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'বিজয়াদিত্যের প্রভুত্ব আমার অসহ্য বোধ হয়, অমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পূর্ববুদ্ধি।' রবীন্দ্র, ১৯২১। ৪ বি প্রধান সেনাপতি। 'মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মন্ত্রের নিকটে গিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সামন্তকন্যা [স] বি সামন্তপ্রধান রাজার মেয়ে। 'সামন্তকন্যা মন্ত্রিকা কুলসুম পরীর ছেলের হাতে বন্দী।' হুই, ১৯৪৯।

সামন্ততন্ত্র [স] বি এক ধরনের মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জনগণ কোনো একজন জমিদারের কাছ থেকে আশ্রয় এবং জমি পেতো এবং তার বিনিময়ে সেই জমিদারকে ধর্ম দিতো ও তার জন্যে যুদ্ধ করতো। 'করিক্স সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের চেষ্টা।' আনিস, ১৯৬৪; 'ভূমিনির্ভর এই ব্যবস্থার নামই সামন্ততন্ত্র।' উমর, ১৯৬৮।

সামন্ততান্ত্রিক [স] বি সামন্ত প্রণেয় মতো। 'প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের কুলস্ত নিদর্শন।' তারা, ১৯৪০।

সামন্তবাদী [স] বি সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী। 'কোশপানির রাজ্যশাসন-নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তবাদী।' আনিস, ১৯৬৪।

সামন্ত রাজ [স] বি অধীনস্থ রাজা। 'সামন্ত রাজগণ সেইগুলি ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন?' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সামন্তশাসন [স] বি সামন্ততন্ত্র। 'তখনও দেশে হিন্দু আমলের সামন্তশাসন চলিতেছিল।' এনামুল, ১৯৫৫।

সামন্ত [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'শীলমণি সামন্ত।' সেবধি, ১৮৪০।

সামবায়িক [স] বি সমবায়ভিত্তিক। 'রত্নজীবনের যে পরিকল্পনা,

সামবায়িক জীবনের যে ছবি বাংলাদেশের বাইরের ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সাময়িক [স] ১ বি সময়োচিত। 'সে তাহাকে এই সাময়িক পরামর্শ দিলেক।' ভারতী, ১৮০৩। ২ বি অল্পসময় স্থায়ী। 'তিন দিবস বাস করিয়া সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায় কালক্ষেপণানন্তর ...।' দর্পণ, ১৮২৪। ৩ বি সমসাময়িক। 'সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহায়ীলালের আর-একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সাময়িকতা [স] বি অস্থায়িত্ব। 'আমাদের যশ অশশ এমনই সাময়িকতার।' জীবন, ১৯৩১।

সাময়িক পত্র [স] ১ বি সমকালীন বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আছে এমন পত্রিকা। 'সাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা। 'ইংরেজি সাময়িক পত্র সম্পাদকগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সাময়িক পত্রিকা [স] বি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত পত্রিকা। 'বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা ...।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

সাময়িকভাবে [স] ক্রিবিধ সময়োচিতভাবে। 'কথাটা সাময়িকভাবে গোপালের কানে লাগে।' মানিক, ১৯৩৬।

সাময়িক সত্য [স] বি বিশেষ সময়ের সত্য। 'তারও তো সাময়িক সত্য, ঐকিক সত্য, সাময়িক সত্য।' নজরুল, ১৯২৭।

সাময়িক সাহিত্য [স] বি সমকালীন বিষয় নিয়ে রচিত সাহিত্য। 'এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লোকের পক্ষে অবনতিকর।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সামর [স] শ্যামল। 'সামর সুন্দর এ বাট আদল তাঁ মেরি লাগলি আঁখি।' বিদ্যাপতি, ১৪৮০।

সামরিক [স] ১ বি সমর সম্পর্কিত। 'সামরিক পুস্তিকাদের নিপুণতা ও চিত্রকলার সুস্পষ্ট প্রমাণ।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি যুদ্ধবিষয়ক। 'বিজ্ঞানসম্মত সামরিক শিক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।' নজরুল, ১৯২৭। ৩ বি সেনাবাহিনী সম্পর্কিত। 'রোজা বা প্রথমে সামরিক বিভাগের মন্ত্রী, তারপরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সামরিক আইন [স] সামরিক+আ আইন। বি সেনাবাহিনীর আইন। 'শ্রীষ্ট গ্যাঙ্গেটাইনে সামরিক আইন জারি হইবে।' ইঙ্গলজ, ১৯৩৬।

সামরিক কায়দা [স] সামরিক+আ কায়দা। বি সামরিক বাহিনীর কৌশল। 'মেয়েদের সামরিক কায়দায় শিক্ষাদানের জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন।' বেগম, ১৯৪৯।

সামরিক চক্র [স] বি সামরিকবাহিনীর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী; জাভা। 'সামরিক চক্রের চিন্তাধারা একই দিকে প্রবাহিত।' পাশা, ১৯৭১।

সামরিক চুক্তি [স] বি দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সামরিক বিষয়ে সহযোগিতা চুক্তি। '...সামরিক চুক্তি হইতে বাহির হইয়া আসিলে ...।' আজাদ, ১৯৫৭।

সামরিক বাহিনী [স] বি সেনাবাহিনী। 'সুপ্রকল্পিতভাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ...।' আজাদ, ১৯৬৪।

সামরিক সেনাদল [স] বি যুদ্ধের সেনাবাহিনী। 'চলো জায়াত যানবাহন সামরিক সেনাদল।' নজরুল, ১৯৪১।

সামরী [স] শ্যামল। বি কালো। 'উর পর সামরী বেনী।' বিদ্যাপতি,

১৪৬০।

সাম্রাজ্য বি ১২ কড়া কড়ির খেলা। 'তপোপাত্য বাঘচাচি খেলে সাধু সাভা
খুলি সাম্রাজ্য সবই তিনাতা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সামর্থ্য [সংস্কৃত] বি মেঘবিশেষ। 'আবর্ত সামর্থ্য মেঘ গ্রোন পুঙ্কর'
মালশর, ১৫০০।

সামর্থ্য [স] ১ বি শক্তি। 'শরীরে সামর্থ্য নাহি যুগে নাহি রস।' ভারত,
১৭৬০। ২ বি 'ভাবাতিক ক্ষমতা'। 'তাঁহার মতো গল্পগজব করিতে
পারায় আর কাহারো সামর্থ্য নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৩ বি বিনয়।
'অনেকের গরীব-মানুষী করিবার সামর্থ্য নাই। এত ভাড়াদের টাকা
নাই যে, গরীব-মানুষী করিয়া উঠিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বি
সম্মান। 'আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ
সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়।' রবীন্দ্র,
১৯১৫।

সামর্থ্যে [স সামর্থ্য] বি সামর্থ্য। 'শক্তি সামর্থ্যে বল গিয়ান'
আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

সামর্থ্যসই [স সামর্থ্য+আ সহি] ক্রিয়ণ সাধ্য অনুসারে। 'সেই সকল
ভরজমা বুধারনে করিবেন আপন বুধের সামর্থ্যসই।' কালশে,
১৭৮৭।

সামর্থ্য [স সামর্থ্য] ১ বি সমর্থ। 'এ ছয় সতিনী মনে নাহি গণি সামর্থ্য
মোর পরানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি শক্তিমত্তা। 'দয়া সামর্থ্যের অতি
সুন্দর গুণ।' ভারতী, ১৮৩৩।

সামর্থ্যী [স সমর্থ+] বিণ বলবান। 'এক নেকড়িয়া ... এক সামর্থ্যী পুট
কুকুরের পথে ওগুটিত হইল।' ভারতী, ১৮৩৩।

সামর্থ্যবিহীন [স] বিণ স্ত্রী সামর্থ্যবিহীন। 'যে স্ত্রী রোষাদি হেতু
বলভ্য কাতরা, কিম্বা সামর্থ্যবিহীন।' বন্দর্শন, ১৮৭৪।

সামর্থ্যসম্পন্ন [স] বিণ সামর্থ্য আছে এমন। 'বভা-হিন্দু
শক্তিসামর্থ্যসম্পন্ন প্রাণীরাও ... সাহস করে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সামর্থ্যবিশিষ্ট [স] বিণ শক্তিবিশিষ্ট। 'সামর্থ্যবিশিষ্ট দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের
মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনভ্যায় নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সামর্থ্যানুসারে [স] ক্রিয়ণ সামর্থ্য অনুযায়ী। 'তাঁহারা ... স্ব স্ব
সামর্থ্যানুসারে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া অপরতন্ত্রভাবে জীবন যাপন
করে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সামর্থ্য [স] বিণ স্নেহযুক্ত। 'কর্ণ সামর্থ্য হায়ে সূর্যসদর্শনপূর্বক শরাসন
পরিভ্রমণ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সামল [স সাম্যল] বিণ শ্যামল; কৃষ্ণবর্ণ। 'সামল কোমল দেহ তোকার।' বড়ু,
১৪৫০। 'সামল কোমল দেহ তোকার।' বড়ু, ১৪৫০।

সামলা [আ শমলা] বি এক প্রকার পাগড়ি। 'শ্রীমন্তের মাথায় সালের
সামলা।' হুতোম, ১৮৬১।

সামলাপাতো [হি সম্ভা<] ১ বি ঠেকানো। 'এখন দুটাপাট করিতে দিলে
পাতো ইহাদিককে সামলানো দায় হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ ক্রি
সংবরণ করা। 'আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে
পারছেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি সহিতে পারা। 'যে ঋণভার
কাঁধে চাপিয়েছে, তাহারই ভার সামলানো দুসোধ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।
৪ ক্রি সংযত হয়ে। 'যেদিন বরচন্দ্র সামলায় চলেতে হয়।' রবীন্দ্র,
১৯০৫। ৫ ক্রি রক্ষা করা। 'কোনদিকে খেলে কোন দিক
সামলায়।' মনসুর, ১৯৩৫।

সামলাইতে ক্রি রক্ষা করতে। 'সামলাইতে।' মানোজ, ১৭৪৩।

সামলে থাকা ক্রি সংযত থাকা। 'দেখিস হুনিয়ার, গুলো সামলে
থাকা ভার।' গিরিশ, ১৮৮৩।

সামলে নেওয়া ক্রি রোধ করা। 'অক্ষ সামলে নিয়ে বললে, দাদা,
তোমার বাগিচে ...' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সা-মহাজন বি হিন্দুদের সাহা উপাধিধারী সুদের ব্যবসায়ী। 'উত্তরবঙ্গে
সে নামের কোনো সা-মহাজন নেই।' প্রমথ, ১৯২২।

সামাজিক [স] ১ বিণ সমাজ-নিয়ন্ত্রক। 'এমন সময়োহেরে ব্যাপারে
সামাজিক ব্রাহ্মণকে কি কিছু দিবে না।' কেরি, ১৮০২। ২ বি
সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। 'তাবৎ সামাজিকেরদের সিধ্য উপযুক্ত মত
দিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০। ৩ বি সদস্য। 'সামাজিকেরা সকলে
বিবেচনাপূর্বক বঙ্গব্রহ্মীনাংমে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন।' দর্পণ,
১৮৩০। ৪ বিণ সমাজ-সম্পর্কিত। 'মনুষ্যের সামাজিক অবস্থা এবং
প্রয়োজন ...' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৫ বি বিদগ্ধমহল। 'পুরাতন প্রবন্ধ
বিষয়ক সমাজ সামাজিকের অন্তরঙ্গণ আকর্ষণ করিতে পারে না।' রামনারায়ণ,
১৮৫৪। ৬ বিণ সমাজবীকৃত। 'গৃহকর্ম এবং সামাজিক
ধর্ম প্রভৃতি ... উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া আসিয়াছে।' অক্ষয়,
১৮৫৪। ৭ বিণ সম্মানী। 'যেমন সঙ্গতি, তেমন ... দানসামগ্রী, ও
সামাজিক দিয়াছিলেন।' প্যারী, ১৮৬০।

সামাজিকতা [স] ১ বি সামাজিক সম্পর্ক। 'তাঁতির সহিত
সামাজিকতা না করিতে হির কাহাতে ...' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি
সভ্যতা। 'সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে ...' রবীন্দ্র,
১৮৮২।

সামাজিক পদ্ধতি [স] বি সামাজিক রীতি। 'নিজ্জন্দের সামাজিক
পদ্ধতি ভাষিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া ছুটিবার কোনো
উপায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সামাজিক সত্য [স] বি সামাজিকভাবে সত্য। 'তারও তো সামাজিক
সত্য, সৌন্দর্য সত্য, সাময়িক সত্য।' নজরুল, ১৯২৭।

সামাত্র্য [স] ক্রিয়ণ মস্ত্রীসমেত। 'তাছাতে সামাত্র্য সাব্বাব বর্গের সহিত
সংগরিবারে থাকা যায়।' রামরায়, ১৮০১।

সামান [ফা] বি সাজ-সরঞ্জাম; সামগ্রী। 'শোন দামাম কামান ডামাম
সামান।' নজরুল, ১৯২৪। '(তার) কোরবানির সামান নিয়ে চল
রাহে।' নজরুল, ১৯৪১।

সামান্য [ফা সামান্য] বি আসবাবপত্রাদি। 'আবদুদুয়াহ্ কহিল আমার
নাহিক সামান।' গরীব, ১৭৬৫।

সামান্যে ক্রি গ্রহণ করা। 'সামাই ক্রি গ্রহণ করে।' 'ভান আন্ডিনে
সামাই বাম আন্ডিনে আসি।' সুলতান, ১৭০০। 'সামাইল ক্রি গ্রহণ
করলো।' 'কাজির ঘরে ভান্না কাপ তাহা দিয়া সামাইল সাপ।' বিজয়,
১৬৫০। 'সামায় ক্রি গ্রহণ করে।' 'তুমার বচন মোর না সামায়
কানে।' বড়ু, ১৫৭০।

সামান্য [স] ১ বিণ অল্প। 'সর্বলোক জ্ঞানিল জেন সামান্য রজনী'
মালশর, ১৫০০। ২ বিণ সাধারণ। 'সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী
অপেক্ষায় পুরুষ বেশি।' দর্পণ, ১৮১৩। ৩ বিণ তুচ্ছ। 'একজন
ইয়েরজকে সামান্য জ্ঞান করে।' দর্পণ, ১৮২৭। ৪ বিণ গরিব। 'এই
মহানগরে ... ধনীজন জননী বহুদীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক
আছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৫ বিণ অন্য পাঁচজনের মতো রক্তমাসের।
'যাহারা যীতবৃত্তিহীন সামান্য মানুষ বিয়া থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী,
১৮৮৫। ৬ বিণ সহজ। 'প্রত্যেকে কঠিন হাঁতে চেলে দিতে হবে -
সে কি সামান্য ব্যাপার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৭ বিণ গুরুত্বহীন। 'আমার
আজ্ঞাকে শুনে শুনে সিক্ত করে নেওয়া ... সামান্য ব্যাপার নয়'।

রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সামান্যকাণ্ড [স] বি হিন্দুরতের করণীয় আচারাদি। 'সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকাণ্ড এই দুই হল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান।' অবন, ১৯১৯।

সামান্যক্ষণ [স] ক্রিণিণ কিছুক্ষণ; অল্প সময়। 'মু... সামান্যক্ষণ চুপ করে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সামান্যতঃ, সামান্যতঃ [স] ক্রিণিণ সাধারণতঃ। 'সামান্যতঃ সম্বাদপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ প্রচার হইয়া থাকে।' দর্পণ, ১৮৩০।

সামান্যতম [স] ১ বিণ অভিযয় সাধারণ। 'যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্বাদ উপেক্ষা করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ২ বিণ তুচ্ছতম। 'স্বন্দুরের সামান্যতম লহরীলীলা পর্যন্ত গণনার বিষয় হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ সবচেয়ে ক্ষুদ্র। 'সামান্যতম কণাটুকুকে পক্ষত্বে প্রাপ্তকর্ত্ত অর্কভে ধরবে।' অন্নদা, ১৯২৮। ৪ বিণ সবচেয়ে কম। 'আইন ও শৃংখলার গ্রহিবদ্ধনের সামান্যতম শিথিলতাও ... অসামাজিক সুযোগের সম্ভাবনার ইতস্ততঃ করিবে না।' আজাদ, ১৯০০।

সামান্যতা [স] ১ বি ক্ষুদ্রতা। 'অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে পদে অপমান করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সাধারণ নিয়ম। 'বিশেষ্যপদ একবচন ও বহুবচন রূপ গ্রহণ করিলেই সামান্যতা পরিহার করে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বি তুচ্ছতা। 'একে যদি তথ্যমানের সামান্যতা থেকে পৃথক করে এটির নিজের অস্তিত্বপৌরবে দেখি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৪ বি সাধারণীকরণ; সরাসরি এক করে দেখার প্রবৃত্তি। 'অধিকাংশ সমাজেই ব্যক্তিগত অনন্যতাকে মতদূর সম্বন্ধ স্বর্ক করে সামাজিক সামান্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে।' শিব, ১৯০০।

সামান্যরূপে [স] ক্রিণিণ সাধারণভাবে। 'কেরি সার্বভৌম অসামান্য গুণবান করিয়া সামান্যরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সামান্য্য [স] ১ বি ক্রী বৈশ্য। 'অতএব যে পুরুষ পরক্ৰীতে অথবা সামান্য্যতে প্রশস্ত হইয়া নিভান্ত আসক্ত ...।' ভবানী, ১৮২৮। 'সামান্য্যদের সোহাগ বরিদ ক'রে চিরন্তনীয় অভাব মিটাতে হবে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বিণ ক্রী সাধারণ। 'নহে রে সামান্য্য নারী, এই লোণে মনে।' মাইকেল, ১৮৬৬। 'দেবী নহি, নহি আমি সামান্য্য নারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সামান্য্যার্থ [স] বি হিন্দুরতের করণীয়বিশেষ। 'প্রথমে সামান্য্যকাণ্ড – যেমন আচমন, ষষ্টিব্রতচন ... সামান্য্যার্থ।' অবন, ১৯১৯।

সামান্য্যার্থ [স] বি সাধারণ অর্থ। 'সন্দটিতে যে বিশেষার্থ ছাড়াও একটি সামান্য্যার্থ আরোপিত হয়েছে এটি আজ অনস্বীকার্য।' শিব, ১৯৫৬।

সামান্যি [স] সামান্য্য। 'সামান্যি ক্রিণ সামান্য; অল্প। 'এক সামান্যি দুঃস্থ।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সামার [সি] ১ বি গ্রীষ্মকাল। 'সামার-ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল।' শিবরাম, ১৯৫০। ২ বিণ গ্রীষ্মকালীন। 'সামার ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য।' বেগম, ১৯৬২।

সামাল [সি] ১ বি রক্ষণ। 'মানেএল, ১৯৪৩। ২ বি সাবধান। 'সামাল সামাল বলে করেন হাঁকনি।' গরীব, ১৯৬৫।

সামাল করা ক্রি সাবধান করা। 'নিমাইকেটকেও সামাল করা আছে।' মনোজ, ১৯৬১।

সামাল সামাল – সাবধান হওয়া বা করার সংকেত। 'হে ডায়

সামাল-২ তোমার জাঁকজমকরূপ কুহুতি টুপি কেড়ে নিয়ে ফুরতি ভেদে দিবে।' দর্পণ, ১৮৩১।

সামালা [সি] সামালা। 'সামালা ক্রি সামাল দিয়ে 'সেইক্ষণে সামালি হস্তীকে চেসে দেন।' রূপরাম, ১৭৫০। সামালিঞা ক্রি সামাল দিয়ে। 'সামালিঞা দ্রব্য যত নৌকা তুলিল।' রূপরাম, ১৭৫০। সামালিত্তে ক্রি রক্ষা করতে। 'সামালিত্তে নারে বিবি হইল কমজোর।' গরীব, ১৭৬৫। সামালিব ক্রি রক্ষা করা। 'সামালিব এই শুল কার পানে চাহিয়া।' প্রভাত, ১৭৬০। সামালিয়া ক্রি সংযত করে। 'ঝারি ফলা সামালিয়া উত্তম্বধ ধায় রূপরাম, ১৭৫০। সামালে ক্রি সামাল দেয়। 'দাবাল সদু' সামালে লাউসেন।' রূপরাম, ১৭৫০।

সামি' [স] বামী। বি বামী। 'সামি সমাজ হম পেমে অনুরজি কুমুদিনি' সন্নবি চন্দা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সামি' [আ] বিণ যথার্থ। 'ব্রাহ্মণ ভোজনের সামি সমাধান করিতে ওয়া, ১৭৮২।

সামিগণি [স] সামমী। বি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। 'আনি পূজো সামিগণি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সামি' [স] সামমী। বি সামমী। 'খাওনের অপূর্ণ সামি আনিয়া দীলেন হ্যাংহেড, ১৭৭৩। দ্র সামমী

সামি' [স] সামমী। বি সামমী। 'খাদ্য সামি গুটর মদে দিয়া পরম সুখে রাখিতেছেন।' রামরাম, ১৮০১। 'তাবৎ সামি' দর্পণ, ১৮২২।

সামিয়ানা [ফা শামিয়ানা] বি চাঁদোয়া। 'সামিয়ানা চারি দিশে ছেমহল ছাতেতে।' রামরাম, ১৮০১। 'বড় সামিয়ানাটা আনবার বাবদ বিক্রি, ১৯২৯। 'সামিয়ানার চাদরদানা ফুলছে সবার মাথার পরে কলসী, ১৯৩০।

সামেয়ানা [ফা শামিয়ানা] বি চাঁদোয়া। 'সামেয়ানা ফর ফর ... গ্যারী, ১৮৫৮।

সামিল, সামীল [আ শামিল] ১ বিণ অন্তর্ভুক্ত। 'সেখানকার আলফ কোটি ছাড়াইয়া ঘরঘাটার সামিল করিয়া।' হ্যাংহেড, ১৭৭৩। 'চান সহরের সামীল পোতার গোলাহাঘের মধ্যে আছে।' ক্যালগে, ১৭৯৯। 'বারবাকপুরের সামিল ও তনুদাহিত্তি যে তালুক।' দর্পণ, ১৮২৬। বি যোগ। 'এক সামীলে।' ফরস্টার, ১৭৯৩।

সামিলা [আ শামিল] বি অধিকার। 'মানেএল, ১৭৪৩।

সামী' [স] বামী। ১ বি প্রভু। 'পুজ তু চাটিল অনন্তর সামী' চর্যা। ১২০০। ২ বি বামী। 'ঘরের সামী মোর সর্ব্বক্ষে সুন্দর।' ক। ১৪৫০।

সামী' [আ শাম] বি সিরিয়ার অধিবাসী। 'আরবী মিসরী সামী ভূর-হাবসী রুমী খোরাসানী উজবেকী সকল।' আলগল, ১৬৮০।

সামীপ্য [স] ১ বি সমীপবর্তিতা; হিন্দুতে ইষ্টদেবতার সান্নিধ্যর মুক্তিবিশেষ। 'সাশোক, সার্ট, সামীপ্য, সারুপ্য এবং একত্ব অর্থ সাঙ্খ্য।' বর্জিম, ১৮৯২। ২ বি নৈকট্য। 'প্রাণের সামীপ্য নিয়ে যে যেন সর্ব্বমূল্যধার।' আহসান, ১৯৫৯।

সামু [স] সমুখ। ক্রিণিণ সমুখে। 'সাজে বেআকুলি সামু ন হেরএ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সামুক [স] শবুক। বি শাবুক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সামুদাইক [স] সামুদায়িক। বিণ সম্পূর্ণ। 'সার পাখ রূপে সামুদাইক না

সামুদায়িক

আমি ...।' রামায়, ১৮০১।

সামুদায়িক [স] বিণ সকল। 'কায়স্থের পরিজন লোকেরদিগকে সামুদায়িক লোককে পৃথক বহু অপ্রকারে ...।' রামায়, ১৮০১।

সামুদ্রিক শাস্ত্র [স] বি দেহের চিহ্ন দিয়ে ভবিষ্যতের স্তম্ভভক্ত নির্ণয়ের শাস্ত্র। 'আমি সামুদ্রিক শাস্ত্রাব্যবসায়ী পণ্ডিত।' মৃত্যুরায়, ১৮১২।

সামুদ্রিক [স] ১ বিণ সমুদ্রে পাওয়া যায় এমন। 'সামুদ্রিক রত্নের পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ সমুদ্রে চলাচল করে এমন। 'ঋগ্বেদ সহিতার দ্বিতীয়ধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৩ বিণ সমুদ্রে বাস করে এমন। 'কৃষ্ণ কুন্তীরাদি সামুদ্রিক জন্তু।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জন্তুর মাংস।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ বিণ সমুদ্রপথে সংঘটিত হয় এমন। 'হৃলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে ভাষ্যদের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯। 'সামুদ্রিক দস্যু।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বিণ সমুদ্রের মতো। 'সামুদ্রিক অত্যাচার হতে মৃত্যু-সুগভীর ডাক উঠে আসে।' ফররুখ, ১৯৪৩। ৬ বিণ সমুদ্রের উপকূলে স্থাপিত। 'বাংলা একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর।' বৈশ্য, ১৯৪৯।

সামুদ্রিকবেত্তা [স] বিণ জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ। 'রাজা, সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া, দেহপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণপঞ্জীকার্কে, আত্মপ্রদান করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সামুদ্রাই [জা] বি শক্তিশালী জ্ঞাপনি যোদ্ধাসম্প্রদায়। 'সেলুলয়েডের ঘর-সাজনা জ্ঞাপনী সামুদ্রাই পুতুল।' বিজুতি, ১৯৩১।

সামুদ্রী বি যুগের প্রলেপ সেওয়া পিঠাবিশেষ। 'চুধী রুটি রামরোটে যুগের সামুদ্রী।' ভারত, ১৭৬০।

সামুদ্রিক [স] বিণ সমুদ্র। 'প্রতি যুগের বিশিষ্ট অববিন্যাস সেই যুগের ... মাতব্বর প্রেমীর সামুদ্রিক স্বার্থের প্রকাশ মাত্র।' শিব, ১৯৫৬।

সামোনি [ই স্যামনি] বি সাদা আঁশযুক্ত গোলাপি রঙের সুবাসু মাছবিশেষ। 'সামোনি মাছ, বাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রান্সুইটার।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

সালমন [ই] বি সাদা আঁশযুক্ত গোলাপি রঙের মাংসবিশিষ্ট সুবাসু মাছবিশেষ। 'সেই সব সমুদ্র-সালমন বাতাসেও ধরা পড়ে।' শক্তি, ১৯৬৬।

সামোভার [ই] বি চায়ের পানি ঝাল সেওয়ার জন্য ধাতুর তৈরি মধ্য-এশিয়ায় জনপ্রিয় নলযুক্ত পাত্রবিশেষ। 'তাম্বকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

সাম্পর্কিক [স] বিণ সম্পর্কজনিত। 'কোনও সমাজই এখন আর সাম্পর্কিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত নয়।' শিবি, ১৯৬৬।

সাম্পান [ই] বি সমুদ্রের উপকূলসমীপে একপ্রকার ছোটো নৌকা। 'সাম্পান মাঝি বুঁজে ফেরে তোরে ভাটিয়াপি গানে কান্দি।' নজরুল, ১৯২৯।

সাম্পিন [ই শ্যাম্পেন] বি উৎসব ইত্যাদিতে ব্যবহৃত দামি মদবিশেষ। 'পানিবারে শটীগানের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পাটি আছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সাম্প্রত [স] বি বর্তমানকাল। 'অস্থাবর প্রেমাদের শব অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাণ্ডব।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

সাম্প্রতিক [স] ১ ক্রিবিণ সম্প্রতি। 'বহুদূরে বিদায় হয়ে সাম্প্রতিক যাই।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ আজকালকার। 'প্রাচীন কৃষাবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ।' সূরীন্দ্র, ১৯৫৩।

সাম্প্রতিকতা [স] বি সমকালীনতা; প্রকৃতি। 'কালগম্বীর প্রবহমানতায়

সাম্প্রতিকতা যদি কবিকের জন্মেও মিশে যায়।' সন্দে, ১৯৭০।

সাম্প্রতিকী [স] বি বর্তমানতা। 'তাই সাম্প্রতিকীর প্রসাদধনা কীর্তি যে কালগম্বীর ভাসবেই, এমন কথা বোলা চলে না।' সন্দে, ১৯৭০।

সাম্প্রদায়িক [স] ১ বিণ আপন সম্প্রদায়ের। 'সাম্প্রদায়িক র্ম্যাদক পরোপকারক সহায়ীল মনুষ্য ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ বি সম্প্রদায়ের লোক। 'কতকগুলি নব্য সাম্প্রদায়িক একত্র সমাগম পূর্বক পান-বন-লালসায় সৌদূর্ণ হইয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। 'এই সর্বাঙ্গ মত ও সাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক মতভেদ।' হোলভান, ১৮৯৩। 'ইউরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধূয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বিণ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিধিষ্ট। 'তখন সাম্প্রদায়িক লোকেরা রামমোহন রায়কে তহাদিগের শত্রু মনে করিত।' অক্ষয়, ১৮৪৭। 'বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সাম্প্রদায়িকতা [স] ১ বি জাতিগত ভেদ। 'ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও অস্ত্রশ্রেণী বিভাগ উঠাইয়া দিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি সম্প্রদায়গত ভাব। 'অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তেমনকে বেঁধে করে ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী [স] বি সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন। 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীপসম্বিস্তার কু-কীর্তির কথা ...।' মনসুর, ১৯৪৩।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা [স] সাম্প্রদায়িক+দাঙ্গা দাঙ্গাহাঙ্গামা বি একপ্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতা। 'বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সাম্বিক [স] সম্যক। ক্রিবিণ সম্পূর্ণরূপে। কালগম্ব, ১৭৮৯।

সাম্বসরিক [স] বিণ বার্ষিক। 'সাম্বসরিক শ্রাব্দের দিবসে অব্যাহত ঘর।' রামায়, ১৮০১।

সাম্বা, সাম্বা [স] সন্ধ্যা। ক্রি প্রবেশ করে। 'সাম্বা কি প্রবেশ করে; ঢোকে।' 'মোর কানে না সাম্বাও তোর দুটি বাণী।' বড়ু, ১৪৫০। 'সাম্বা কি নাও (প্রবেশ করে)।' 'শরণ সাম্বা হ'তবে বাড়ারি পাএ।' বড়ু, ১৪৫০। 'সাম্বাইয়া কি ঢুক; প্রবেশ করে।' 'হুসে সাম্বাইয়া সেদা পাভাল ভুবেনে।' 'মালাধর, ১৫০০। 'সাম্বাইল কি প্রবেশ করবে।' 'বাধুরহুসে সাম্বাইল তিতরে তিতরে।' 'মালাধর, ১৫০০। 'সাম্বাএ কি প্রবেশ করে।' 'কুজ নাহি সাম্বাএ সাপা তিত্তে মনে মনে।' 'মালাধর, ১৫০০। 'সাম্বায়া কি প্রবেশ করে।' 'ওহায় সাম্বায়া গঙ্গা না পান সরণী।' 'মুকুন্দ, ১৬০০।

সাম্বার [স] সম্ভার। বি উপকরণ; রন্ধনের মশলা। 'মানিকরাম, ১৭৮১।

সাম্বী বি বলয়। 'সুবর্ণের সাম্বী হিয়ার বাক্সিলাম।' বড়ু, ১৪৫০।

সাম্বাষ [স] সম্ভাষ। বি আলাপ। 'যে মিত্রের সহিত সাম্বাষ করিলে ...।' রামায়, ১৮০২।

সাম্য [স] ১ বিণ শান্ত। 'তখনই সেই সকল তরল সাম্য হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ২ বি সামঞ্জস্য। 'শাস্ত্রিক গঠন বিষয়ে ইতর জ্ঞানদিসের সহিত বহু অংশে তাহার সাম্য আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বি বৈষম্যহীনতা। 'বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লবের উদ্দেশ্য।' 'যক্ষিম, ১৮৭৩। ৪ বি সমতা। 'অমি'কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বি মিল। 'যে-বাংলা ... বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেক ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই।'

রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সাম্যগত [সি] বিংশ শতাব্দী। 'সাম্যগত নহে মোর ক্রোধ নহে দূর।'
সুলতান, ১৭০০।

সাম্যতত্ত্ব [সি] বি সাম্যবাদ। 'এই বাক্য সাম্যতত্ত্বের মূল।' বঙ্কিম,
১৮৭৯।

সাম্যধর্মী [সি] বিংশ সমর্থনী। 'তার কেন্দ্রের শরীরটাকে পরব করে
দেখা গেল সে সাম্যধর্মী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সাম্যনীতি [সি] বি সমতার নীতি। 'সাম্যনীতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সাম্যবাদ [সি] বি সকলের সমান অধিকার এরূপ বিশ্বাস বা মতবাদ।
'এছাড়াও একত্ববাদ, সাম্যবাদ, সভ্যতা।' এসলাম, ১৯১৯;
'সাম্যবাদের কথা সকল দেশের সকল মানুষের কথা।' নজরুল,
১৯২৬।

সাম্যবাদিনী [সি] বিণ স্ত্রী সমদর্শী। 'সিক্তসখী! হে সাম্যবাদিনী!'
সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সাম্যবাদী [সি] ১ বিণ সবার সমান অধিকার এই মতবাদে বিশ্বাসী;
কমিউনিস্ট। 'সাম্যবাদী দলের কনফারেন্সের সভাপতি তিকুই
বলেছেন।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি সবার সমান অধিকারে বিশ্বাস
করে যে। 'সাম্যবাদী। নয়-সারীয়ে করতে অভ্যস্ত-জ্ঞান/বন্দিনীদের
গোরস্থানে রচলে গুলিতান।' নজরুল, ১৯২৯।

সাম্যভাব [সি] বি সমভাব; ভাবের সমতা। 'মানসিক প্রকৃতির
সাম্যভাবই বস্তুত্বগোপনিত প্রাণ কারণ।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সাম্য-লোক [সি] বি সাম্যের জগৎ। 'জ্ঞাত-সমাজের নাই সেখা হাঁস
জ্ঞানার্থের সাম্য-লোক।' নজরুল, ১৯২৪।

সাম্যসাধন [সি] বি সমতা বিধান। 'যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে
সাম্যসাধন না হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সাম্যাত্মক [সি] বিণ সমতাবিশিষ্ট। 'ব্রীহি ধর্ম সাম্যাত্মক হইলেও
...।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

সাম্যাবতার [সি] বি সমতার মূর্তিময় প্রকাশ। 'সাম্যাবতার যীতব্রীহি।'
বঙ্কিম, ১৮৭৯।

সাম্রাজ্য [সি] ১ বি ছোটো ছোটো রাজ্য নিয়ে বহু বিস্তৃত রাজ্য। 'এ পর্যন্ত
হিন্দু রাজ্যের সাম্রাজ্য ছিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি রাজত্ব।
'অবধীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সাম্রাজ্যতন্ত্র [সি] বি পররাজ্যকে নিজের অধীনস্থ ও প্রভাবিত করার
মতবাদ। 'উনিশ শতকে উদ্ভূত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ... ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভগ্নিদার মাত্র।' শিব, ১৯৫৬।

সাম্রাজ্য-নির্মাণ [সি] বি ছোটো ছোটো রাজ্য দখল করার মাধ্যমে
বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠনকারী। 'ইতিহাসে তিন জন সাম্রাজ্য-নির্মাণ
বিশেষ পরিচিত।' বঙ্কিম, ১৮৭৭।

সাম্রাজ্যপ্রাচীর [সি] বি সাম্রাজ্যের সীমানা। 'প্রাণশক্তি অতিমিষ্ট
সাম্রাজ্যপ্রাচীর লঙ্ঘন করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সাম্রাজ্যবাদ [সি] বি পররাজ্যের উপর অধিকার বিস্তারের নীতি।
'মোহাম্মদ লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক।' আজাদ, ১৯৩৯;
'এখন সাম্রাজ্যবাদের নামে যে শোষণ আরম্ভ হল তার শেষ নেই।'
মুক্ততাব, ১৯৫২।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী [সি] বিণ পররাজ্যের উপর কর্তৃত্ববিস্তারকারী
নীতির বিরোধী। 'জাতীয় আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করলে
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনও।' উমর, ১৯৬৬।

সাম্রাজ্যবাদী [সি] ১ বিণ পররাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তারের নীতিতে
বিশ্বাসী। 'সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল, স্কলভেস্ক ...।' সওয়াগত, ১৯৪৫।

সাম্রাজ্যভুক্ত [সি] বিণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। 'যখন থাট্টা সর্বপ্রথম
মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ...।' মাহেন্দেব, ১৯৪৯।

সাম্রাজ্যবিশ্বাসী [সি] বি রাজ্যবিস্তারের বেশা। 'সাম্রাজ্যবিশ্বাসী
ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণগুলোর অন্যতম।' হাই
১৯৫৮।

সাম্রাজ্যলোলুপতা [সি] বি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি
'সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সাম্রাজ্যঅধিকার [সি] বিণ ঔপনিবেশিক। 'হিজরি সেনের চান্দুমা
গণনার শকাব্দের সৌরমাসের গণনার বৈলক্ষ্যে ও সাম্রাজ্যঅধিকার
সময়ের বর্ধের উপর ভগ্নমাসের কদাচিত্ত বর্ধবস্ত্র গণনা ...
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সাম্রাজ্যিক [সি] বিণ সাম্রাজ্যবাদী। 'সকল সাম্রাজ্যিক দেশে
অগ্রশব্দের কঁটাবনের চাষ অল্পের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে
রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সামুজ্য [সি] ১ বি পরমাত্মা ও জীবাত্মার একাত্বতা। 'অবাচক লক্ষ লক্ষ
বাসনা সামুজ্য মোক্ষ ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।' রামহৃদয়, ১৭৮০
২ বি ভেদহীনতা। 'সালোচ্য, সাটি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং এক
অর্থ্য সামুজ্য।' বঙ্কিম, ১৮৯২; 'উৎসবে বাসনে ... আমরা সহ
প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সামুজ্য রক্ষা করতে পা
...।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৩ বি মিশ। 'উভয়ের মধ্যে কেবল সামীপ
নয়, আত্মিক সামুজ্য ও সামুদ্য থাকে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সায় [সি] ১ বি সমৃদ্ধি। 'দান দিতে চান রায় নাহি দেন হিজ সায়।' মুকুন্দ
১৬০০; 'সকল কথায় সায় দিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি
শেষ। 'হরি হরি বন নতে পালা হৈল সায়।' রূপরায়, ১৭৫০।

সায় দেওয়া ১ ক্রি সমৃদ্ধি দেওয়া। 'এ কথায় সায় দিয়া যাই
অনেকে ধিবা করেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ ক্রি সমর্থন করা
'হৈলো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না।' নজরুল, ১৯১৯।

সায় পাওয়া ক্রি সমর্থন পাওয়া। 'আমাদের মনের ভিতর থেকে সা
পাওয়া যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সায়-সন্ধ্যা ক্রিবিণ সন্ধ্যানের সঙ্গে। 'সব গিয়েটিয়ে সায়-সন্ধ্যা
বাঁচার মতো যাও ছিল ...।' কাজসার, ১৯৬৫।

সায়শায় ক্রিবিণ সম্বন্ধভাবে। 'ভবানীচরণ কহে লও সায়শায়
ভবানী, ১৮২৫।

সায়ং [সি] ১ বিণ সন্ধ্যাকালীন। 'উষাচার্য্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করি
বসিলেন।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সন্ধ্যা। 'পিতা-পুত্র, অশ্বেষ
করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সায়ংকাল, সায়ংকাল [সি] বি সন্ধ্যাকাল। 'সায়ংকাল উপস্থিত হইল
বিদ্যা, ১৮৪৭; 'কি মনোহর সায়ংকাল।' উমেশ, ১৮৫৭।

সায়ংকালীন [সি] বিণ সন্ধ্যাকালীন। 'সায়ংকালীন জলদ-জায়ে
মনোহর শোভা সদর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৮;
'অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখিলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধা
পড়ছে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সায়ংকালে [সি] ক্রিবিণ সন্ধ্যাকালে। 'সায়ংকালে তাঁরা
সাত্তাশটি শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রজ্ঞাবিষ্ট হইলেন।' অক্ষ
১৮৪৯; 'শীতাত্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি হঠাৎ সায়ংকালে এক
দক্ষিণের বাতাস উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সায়ংপ্রাত, সায়ংপ্রাতঃ [স] বি সন্ধ্যা ও সকাল। 'দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বৈষ্ণ-টৌকিতে যাত্রতা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

সায়ংসন্ধ্যা [স] বি সন্ধ্যাবেশার উপাসনা। 'ভট্টাচার্য্য বাসার গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে বলিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

সায়ংসময়ে [স] ক্রিবিং সন্ধ্যার সময়ে। 'পিতা-পুত্রে, অবেশম করিতে করিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সায়ন্টিস্ট্র সায়ন্টিস্ট

সায়ন্টন [স] ১ বি সন্ধ্যাবেশা। 'সায়ন্টনের ক্রান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ায় 'পরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বিণ সন্ধ্যাবেশার। 'সায়ন্টন শান্ত অথচ উজ্জল আকাশে।' ওয়ালী, ১৯৪৩; 'শহরের মানুষরা সায়ন্টন ঘরাভিমুখ চাক্ষুসে ধরনের করে কাঁপছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

সায়বানী [ফা শামিয়ানহ] বি চাঁদোয়া। 'গঙ্গাজল চামর সহিত সায়বানী।' রসরাম, ১৭৫০।

সায়বানি [ফা শামিয়ানহ] বিণ শামিয়ানযুক্ত। 'সায়বানি দোলা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সায়মানা [ফা শামিয়ানহ] বি চাঁদোয়া। মানোএল, ১৭৪৩।

সায়বান [শামিয়ানহ] বিণ চাঁদোয়াযুক্ত। 'সমুখে বিচিত্র এক দোলা সায়বান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সায়ংপ্রাতঃ [স সায়ংপ্রাতঃ] ক্রিবিং সকালে-সন্ধ্যায়। 'দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে ...।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

সায়র [স সাগরঃ] বি সমুদ্র। 'বিরোধে সায়রে উপনিত।' মাল্যধর, ১৫০০।

সায়ী [প] বি পেটিকোট; নারীদের নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসবিশেষ। 'সায়ী-ব্লাউজ, কামিজ-ফ্রক প্রভৃতি।' তারা, ১৯৪৩।

সায়াল্প্র সায়েল

সায়াক [স] বি সন্ধ্যা। 'কল্য সায়াক ছয় ঘণ্টা সময়ে ...।' দর্পণ, ১৮৩৯।

সায়াক-আকাশ [স] বি সন্ধ্যার আকাশ। 'তোমার চরণপাত মোর শুক সায়াক-আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সায়াকচ্ছায়া [স] বি সন্ধ্যার অন্ধকার। 'নিয়ন্তে নামিল আসি সায়াকচ্ছায়ার নিভৃত গগনপ্রান্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৬৬।

সায়াক্শপ্রতিমা [স] বি সন্ধ্যাবেশার মূর্তরূপ; সায়াকরূপ প্রতিমা। 'শরভের সায়াক্শপ্রতিমা সংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সায়াক্শলেখা [স] বি সন্ধ্যার লাল আভা। 'কোমল সায়াক্শলেখা বিষন্ন উদার প্রান্তরের প্রান্ত-অবলম্বন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সায়াক্ষিক [স] বিণ সন্ধ্যাকালীন। 'সায়াক্ষিক দিপত্তের সীমন্তে বিলীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সায়ন্টিস্ট, সায়ন্টিস্ট্র [ই] বি বিজ্ঞানী। 'এক কথায় সায়ন্টিস্টের পক্ষে আর্টিস্ট।' প্রমথ, ১৯১৬; 'আমরা সায়ন্টিস্টরাও বলি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সায়ল, সায়ল, সায়াল্প্র [ই] ১ বি বিজ্ঞান। 'সায়ল, তার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের জন্যে অপরাধিত যত্ন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'এ হিসাবে সায়লকেই ইউরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।' প্রমথ, ১৯৩০; 'সায়লের শেষ-ফসল পর্যন্ত তারা পায়।' রবীন্দ্র,

১৯৩১। ২ বি কলাকৌশল। 'আমি গান-বাজনার সায়ল জানিনে।' প্রমথ, ১৯৩৭।

সায়ের [আ সাহিবঃ] ১ বি ইংরেজ বিচারক। 'সায়েরের পিরিতায় রম্য থাকিবার জন্যে এই সকল দুঃলোকের হাজিরজামিন হইলেন।' এডমন, ১৭৯০। ২ বি ইংরেজ কর্মকর্তা। এডমন, ১৭৯২। ৩ বি পুরুষমুর্তি চিত্রিত তাসবিশেষ; কিং। 'বাহ! বিবি দেব না তো কি? সায়ের কোথা।' মাইকেল, ১৮৬০। ৪ বি ইংরেজ। 'সায়েরবা যে বোনের গালে চুম্বা খায়।' মাইকেল, ১৮৬০।

সায়েরবসো [আ সাহিবঃ] বি সাহেব ও সম্রাট ব্যক্তি; ইউরোপীয় লোকজন। 'সায়েরবসোরা খদ্দর সস্তর সাফসুতরা করে সব কিছু একেছেন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯; 'তবে বোম্বাই শহর, সেখানে সায়ের-বসোদের ব্যাপার।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

সায়েরি, সায়েরী [আ সাহিবঃ] ১ বিণ সাহেবরা খাওয়া-দাওয়া করে এমন। 'সায়েরি হোটেলের সাতগুণ দাম দিয়া চিড়ি মাছের মাথা।' মানিক, ১৯৪০। ২ বিণ ইংরেজরা বলে এমন। 'ইংরেজী শব্দের প্রাণেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েরী ইংরেজী হয়।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

সায়ের [আ] বি বাড়তি কর। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ...।' ওয়ালী, ১৭৮২।

সায়েরাত [আ] বি বাড়তি কর; মাতল। 'তাহা কখনো কখনো সায়েরাতের-কুঁচুলি সামিল আসিত।' মেয়ার, ১৭৯২।

সায়েরি কিসুপী নারী। 'কিসনরাম তল অভরণ আকর রসগুণ সায়েরি সাজে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

সায়েরী [ফা শামিসুহ] বি শাসন। 'একটু এমিক ওমিক করলেই কানে ধরে তাকে সায়েরী করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮; 'এরা পাললকে কি ভাবে সায়েরী করতে হয় সে কথা বিলম্ব জ্ঞানে।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

সায়োস [স সাহস] বি সাহস। 'আমাদের কি সায়োস হয় চাচা বর সহসার পিয়ে কোভাও মেতে?' হাসান, ১৯৬৪।

সার [স] ১ বি উৎকর্ষ জিনিস। 'ফুল পুর ফল খাৎ ক্রিভবনে সার।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ স্থির; ঠিক। 'সকল সার্থি যুগলী করিয়া মণ্ডত করিল সার।' বড়, ১৪৫০। ৩ বি সন্ধ্যা। 'তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি গুণ অর্থ; ভাংপার। 'অবধানে কর্ণধর তনু পুরাণের সার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ শেষ। 'তোমার আন্ধার মধ্যে এহি দেখা সার।' সুলতান, ১৭০০। ৬ বি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক পদার্থ। 'ভূম্যর্থে কি প্রকার সার ভাল।' দর্পণ, ১৮২০। ৭ বিণ প্রকৃত। 'তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করাহিতেন তাহাতে সার শিক্ষা হইত।' প্যারী, ১৮৫৮। ৮ বি প্রতিভা। 'যে শোকের ভিতরে সার থাকে সে শোক উচ্চ পদ অথবা বিভ্রম পাইলেও হেসে দোলে না।' প্যারী, ১৮৫৮। ৯ বিণ অবলম্বন। 'সার করি যোগাচার/ শিব নাকি আছেন শৃঙ্গানে।' গুণ, ১৮৫৮। ১০ বি গুণ। 'তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দেবে, আমার মানুষটুকু কোষায় গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ১১ বি ফলাফল। 'বাঁধারমিহি সার হলো।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

সার কথা [স] বি আসল কথা; প্রধান কথা। 'আমার সার কথা শ্রেম, শুভি ও সমদৃষ্টি।' হাই, ১৯৪৬।

সারকর্ষ, সারকর্ম [স] বি প্রধান কাজ। 'লাশ্চাট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সারকর্ম হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সারকুঁড় [স সারকুণ্ড] বি গোবর পড়িয়ে সার তৈরি করা হয় যেখানে -

আঁজাঝুড়। 'আসতে রানি নৌড়ে সারফুঁড় হতে কাঁকাড়া ধরে।' *নজরুল*, ১৯২৬; 'কোথায় ডুবেছিলে, বাসায় না সার-ফুঁড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

সারণশ [স] *বিশ* মূল্যবান। 'এই মনুশ্রোক্ত লোক-হিতকর সারণশ উপদেশটি ...' *অক্ষয়*, ১৮৪৬; 'আপনার সারণশ বচন অবশ্যই আদরণীয়।' *মশাররফ*, ১৮৮৭।

সারণ্যবী [স] *বি* শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণকারী। 'নীর পরিত্যাগী ক্ষীরভক্তি হৃৎসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্বক অবশ্যই সারণ্যবী হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮৪০।

সারত [স] *বিশ* প্রকৃত; মূলত। 'হামিম ... সারত একজন বামপন্থী।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সারতত্ত্ব [স] ১ *বি* মূল কথা। 'বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুশ্রী এ মতের সারতত্ত্ব প্রচার করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; ২ *বি* মর্মার্থ। 'ইসলাম ধর্মের সারতত্ত্ব।' *বাসনা*, ১৯০৮।

সার-ধন [স] ১ *বি* মূল্যবান সম্পদ। 'কোনো কথা না বলিয়া হৃদিতঃ ক্রপাতের সার-ধন হত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০। ২ *বি* মূলবস্তু। 'আমরা অসাধবান হইলেই জীবনের সারধনটি চুরি যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সারশ্রান্ত [স] *বিশ* মাটি উর্বর করার সার সেওয়া হয়েছে এমন। 'উৎকৃষ্ট সারশ্রান্ত পর্বাত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিত্রণ কাঁঠালগাছটির মতো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারবত্তা [স] ১ *বি* সারাংশ। 'অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭। ২ *বি* সার পদার্থ। 'যে দুই দিনের পর দিন সারবত্তা হারিয়ে ফেলেছে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সারবস্তু [স] *বি* মূলভাব; সারমর্ম। 'আজ্ঞানের এই সারবস্তুকে সংহার করিয়া ... কঠোর দত্ত দিয়া বেড়াইতেছেন।' *এসলাম*, ১৯৩২।

সারবান [স] *বিশ* উৎকৃষ্ট। 'সমস্ত সারবান পুটিকুস্ত্রব্য।' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সারভাগ [স] *বি* উৎকৃষ্ট অংশ। 'সুরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক।' *প্রভাকর*, ১৮৩১।

সারভূত [স] ১ *বিশ* শ্রেষ্ঠ। 'তথাপি সংসারশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ *বিশ* সারবস্তুতে পরিণত। 'ব্রাহ্মণপদরূপ ইহজনের সারভূত করে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৯।

সারমর্ম, সারমর্থ [স] ১ *বি* মূল অংশ। 'তথ্যচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমর্থ সংক্ষেপে ...' *জ্ঞানাবেষণ*, ১৮৩৬। ২ *বি* মূল কথা। 'তাহার সার মর্থ এই যে ...' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২। ৩ *বি* সারাংশ। 'তাহার সারমর্থ নিয়ে সংক্ষেপে লেখা গেল।' *বঙ্কিম*, ১৮৮৭।

সারমুক্তিকা [স] *বি* সারমুক্ত মাটি। 'সারমুক্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না।' *বঙ্গদূত*, ১৮২৯।

সারশূন্য [স] *বিশ* অসার। 'ব্রুডার সারশূন্য বোলসটা এতকাল কোনক্রমে ঝাড়া ছিল।' *মনসুর*, ১৯৫৫।

সার সংকলন [স] *বি* উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অংশের সংগ্রহ। 'সেই সকল পত্রের সার সংকলন এতক্ষেপে প্রচার হয়।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫।

সারসংগ্রহ [স] *বি* সারসংক্ষেপ। 'শাস্ত্র সকলের সারসংগ্রহ' *অক্ষয়*, ১৮৪৭; 'ব্যবহারশাস্ত্রের সারসংগ্রহ পাঠ ... করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সার সত্তা [স] *বি* মূল বা প্রকৃত সত্তা। 'নামাজ পড়াতী কি ধর্মের সার সত্তা?' *নজরুল*, ১৯২৭; 'বিস্মৃত ভাঁড়ার ঘরে জতীতের সারসত্তা।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সারনীল [স] *বিশ* মূল্যবান। 'এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সারার্শ [স] ১ *বি* মর্মার্থ। 'রামায়ণ ও ভারতের মধ্যে যে সারার্শ আছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* মূল বা শ্রেষ্ঠ অংশ। 'সারার্শে সম্বলন করিয়া রাখিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫। ৩ *বি* সংক্ষিপ্ত রূপ। 'গতির সারার্শে কত দিতে পারে?' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সার্যসার [স] ১ *বি* মর্মবস্তু। 'শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভাগবদীতা সর্ব শাস্ত্রের সার্যসার হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ *বি* মর্মস্থল। 'অন্ধকারের সার্যসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকো।' *জীবন*, ১৯৪২।

সার্যসারা [স] *বিশ* ক্রী শ্রেষ্ঠ। 'শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈলে হয় সার্যসারা।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সার্যর্ষ *বি* মর্মার্থ। 'বক্তব্যবাহক্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে বিস্তারি না বর্ণি সার্যর্ষ কহি অজ্ঞাকরে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বেদের সার্যর্ষ।' *জ্ঞানাবেষণ*, ১৮৩৩।

সারালো [স] *সার*। *বিশ* মূল্যবান। 'রানীর বুদ্ধি যেমন সারালো/তেমনি ছুরের মতন ধারালো।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সারোদ্ধার [স] *বি* প্রকৃত তাৎপর্ষ্য। 'সারোদ্ধার আমি বিজ্ঞতার দ্বারা নিঃসন্দেহ এই বুদ্ধিমান, যে উন্মাদি ধন বটে।' *তারিণী*, ১৮৩৩।

সার^১ [স] *স্বর* *বি* স্বর; ধ্বনি। 'কোণ দিশে সার গীসারের' *বড়ু*, ১৪৫০।

সার^২ [স] *বি* নামের আগে রাজস্বত্ব সম্বানসূচক উপাধিবিশেষ। 'সার চার্লস দ্য মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো।' *হুতোয়*, ১৮৬১।

সার^৩ [স] *সারি* ১ *বি* সারি। 'বাবুকে আসতে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেতে চক্কো।' *হুতোয়*, ১৮৬১। ২ *বি* বহর। 'শিরাজের মদ - মরকুমির পথ, উটের সার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সারবন্দী, সারবন্দি *বিশ* সারিবদ্ধ। 'আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালডাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।' *অচিহ্ন*, ১৯৫০।

সার-বাঁধা *বিশ* সারিবদ্ধ। 'ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকায় আসুক উল্লস' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪; 'বাতীর আটোঁসাঁটো সারবাঁধা দাঁত ঝকঝক করে উঠলো হাসিতে।' *বুদ্ধ*, ১৯৪৯।

সার-সার *বিশ* সারি সারি। 'সার-সার মাটিপো অন্ধকূপ।' *মণীল*, ১৯৫৭।

সারঅর [স] *সাপর* *বি* সাপর। 'ভাগ তরফ কি সোষাই সারঅর।' *চর্যা* ৪২, ১২০০।

সারং *বি* (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। 'রাগ মিশ্র সারং তাল ঝাপতাল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সারক [স] *বিশ* বিরোচক; জোলাপ। 'স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-মাহর।' *গুণ*, ১৮৫৮।

সারকুশার [স] *বি* বিজ্ঞ। 'বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে শতকরা ৩০-এর সরকারী সারকুশার জারী হয়।' *মোহাম্মদী*, ১৯৩১।

সারণম [সা+রণ+ম] *বি* উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিকবিশেষ। 'কত কত কলায়ত, ধাড়ি ও আতাই বীণা, মৃদঙ্গ ... লইয়া ফ্রশদ, ধক ...

ডেরানা, সারশম, চতুরং ও নরগল মশগুল হইয়া আছে।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

সারঙ [স সারঙ] *বি* (সমীত) রাশবিবেশ। 'এক-আখটা সারঙ, এক-আখটা কানাড়া তৈরি হলো।' *দুর্জি*, ১৯৩১; 'এ আকাশবীণায় গৌরসারঙের আলাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সারঙ্গ [স শার্গ] *বি* হিন্দুদেবতা মদন। 'সারঙ্গ আসিয়া চরণ মজিয়া পরাল সিনাক চীরে।' *শেখর*, ১৬০০।

সারঙ্গধর [স শার্গধর] *বি* হিন্দুদেবতা বিষ্ণু। 'আঙ্কে দেব সারঙ্গধরে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সারঙ্গী [স সারঙ্গ] *বি* এসরাজের মতো বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সারিস্পার উন্নত সংকরণ। 'সেই সারঙ্গীর সংখ্যাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। **সারঙ্গ**

সারঙ্গিয়া [স সারঙ্গ] *বি* সারেসিবাদক। 'এককৃত গুণীগণ খাড়ি কলগুয়াত কাওয়াল কথক সারঙ্গিয়া তবলিয়া ডাঁড় প্রভৃতি।' *ভবানী*, ১৮২৮।

সারঙ্গীওয়াল *বি* সারেসিবাদক। 'কোন অন্দ্রলোক মুসলমান বাইজির জেডুয়া সারঙ্গীওয়ালকে মেয়েদের মাষ্টার করে?' *প্রমথ*, ১৯৩৮।

সারঙ্গল [সি] *বি* শল্যচিকিৎসক। *ভবানী*, ১৮২৩।

সারঙ্গল [সি সারঙ্গল] *বি* পুলিশ কর্মকর্তা। 'সারঙ্গল সমুদ্রী স্থাপন করিয়া নিয়ন্ত্রিত নিমন্ত্রিত বাতীত দর্শনাক্ষিণ লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিষাণ করেন।' *বন্দুত*, ১৮২৯।

সারটীকিটো, সারটিপিকট, সারটীপিকট *ত্র* সাটিফিকেট

সারণশক্তি [সি] *বি* চালন করার শক্তি। 'তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সারথি, সারথী [সি] *১* *বি* রথচালক। 'হুমুদান মাহাবীর হৈলা সারথী' *বড়ু*, ১৪৫০; 'অন্তরিকে চলে রথ ভূতলে সারথি।' *মুকুন্দ*, ১৮৩৮; *২* *বি* পরিচালনাকারী। 'উন্মত্ত সহায় তুচ্ছি পরম সারথি।' *বৃহদ্রাম*, ১৯৫০; 'সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪। **৩** *বি* গাড়ির ড্রাইভার। 'সারথীরা প্রচলিত রীত্যাঙ্গারের বাম দিকের পথ দিয়া আপন রথ চালনা করে।' *অক্ষর*, ১৮৫৫।

সারথ্য [সি] *১* *বি* সারথির পেশা বা কাজ। 'সারথ্য কর্ণে নিযুক্ত হইয়া ...।' *দর্পণ*, ১৮২৫। *২* *বি* সারথির ক্ষমতা। 'বিশ্বেদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সারাদী [স সারাদ] *বিশ* শরৎকালীন। 'দাম-চম্পকে কাম পূজল জইসে সারাদ চন্দ।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সারাদীয়া [স সারাদীয়া] *বিশ* শরৎকালীন। 'সারাদীয়া পর্বের কিঞ্চিৎ পূর্বে হইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সারাদীয়া পর্ব, সারাদীয়া পর্ব [স সারাদীয়া পর্ব] *বি* দুর্গাপূজা। 'সারাদীয়া পর্বের কিঞ্চিৎ পূর্বেই হইতে এই সভা আরম্ভ হইয়াছে।' *কৌমুদী*, ১৮৩০।

সারাদীয়া [স সারাদীয়া] *বিশ* গ্রী শরৎকালীন। 'সারাদীয়া পূজার রচনা করিয়া থাকেন।' *কৈরী*, ১৮০২।

সারাদী [সি] *১* *বি* হিন্দুদেবী দুর্গা। 'সারাদা সহায় যায় বীরসিংহপুর।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০। *২* *বি* হিন্দুদেবী সরস্বতী। 'পৃথিবী সমুহ পর সারাদা করিয়া জোড়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সারাদ্র [সি] *বিশ* হিন্দুদেবী। 'আদ্র মাহিয়া কেবা সারাদ্র বানাইল রে।' *বিচিত্রী*, ১৬০০।

সারান [স সংকোচ] *বি* আরোপ্য। 'প্রভু দরশন বিনে সারান না হএ।' *বাহরাম*, ১৬৫০।

সারমেয় [সি] *বি* সুকুর। 'তোমার সারমেয় নির্লজ্জ তোষামোদকারী' *গোষ্ঠী* *লইয়া* খাও-সাও আর পা চাটো।' *নরকল*, ১৯২২; 'মকট এবং সারমেয় কদম একত্রেই অবমান করে না।' *মুক্ততত্ত্ব*, ১৯৫২।

সারল্য [সি] *বি* সরলতা। 'ভাষাদিগের সারল্য স্বীকার করা বাইতে পারে।' *অক্ষর*, ১৮৪৯। *২* *বিশ* সরলভাব। 'মধুর-স্বপনে-মাখা সারল্য-প্রতিমা-আঁকা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০। *৩* *বি* অকৃত্রিমতা। 'ইংরেজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮। *৪* *বি* আড়ম্বরহীনতা। 'বর্তমান যুরোপে ভাব ও চিন্তার অপরিমিত বহুলভাৱ রচনার এই মহৎ বিস্তৃত সারল্য রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সারল্যভরে *ক্রি* *বিশ* সরলতার সঙ্গে। 'এমন সব কথা সারল্যভরে জোখলদা ফাঁস করিয়া ফেলেন যে ...।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সারল্যরূপে [সি] *ক্রি* *বিশ* সহজভাবে। 'সারল্যরূপে কর্মনির্বাহের সম্ভাবনা বটে।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সারল্যহীন [সি] *বিশ* সরলতা নেই এমন। 'তখান একরূপ সারল্যহীন ও কোপন-সভাব হইতে পারেন।' *অক্ষর*, ১৮৫৫।

সারস [সি] *বি* বক্সাজীয়া পাখিবিশেষ। 'নুপুর-কীটখিণী-ধ্বনি হংস-সারস জিনি/ কুন্তলধ্বনি চটক লাগায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৫৮০; 'শেষকানা মাছরাঙ্গা সারস গাঙ্গলি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সারসপাখি *বি* বক্সাজীয়া পাখিবিশেষ। 'নহে তো কেহ সারস-ত-রস-সারসপাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারসী *বি* গ্রী সারস। 'সারস সারসী নাচে দৌঁছে মস্তজ্ঞান।' *রাধাকান্ত*, ১৭৮০।

সারসন [সি] *বি* পুরুষের কটিবন্ধ। 'রাজ-আভরণ দেখে। শোভে কটিদেশে সারসন।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সারস্বত [সি] *বিশ* বিদ্যাবিশয়ক। 'আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত হ্যায়গথ রচিত হইয়াছে, বরীয়া সাহিত্য পরিষদকে তাহার কেন্দ্রবিন্দু সংহত অংশে বলা হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সারস্বত-রস [সি] *বি* বিদ্যা; ললিত কলা। 'নহে তো কেহ সারস্বত-রস-সারসপাখি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সারী [সি] *১* *ক্রি* লুকানো। 'চরণ নুপুর উপর সারী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। *২* *ক্রি* তৈরি করা। 'ঔষধ সারিয়া ঘৃত দিলেন কপালে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *৩* *ক্রি* সংশোধন করা। 'ভাবি সারহ আপনা।' *আলাওল*, ১৬৮০। *৪* *ক্রি* রক্ষা করা। 'তুচ্ছি সবে আতবড়ি লই যাও আকারে সারি।' *সুলতান*, ১৭০০। *৫* *ক্রি* সমাধি করা। 'মোনোজাত পড়ে শিশু সারিয়া নামাজ।' *গরীব*, ১৭৬৫। *৬* *ক্রি* সম্পন্ন করা। 'নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। *৭* *ক্রি* সমোহিত করা। 'কত ছুতার ডেকে আনি সারিতে এই ভাঙ্গা তরলি।' *লালন*, ১৮৯০। *৮* *ক্রি* আরোপ্য লাভ করা। 'আমার পেট কামড়ানো একবারের সেরে গেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫। *৯* *ক্রি* খাটছ করা। 'এক-একদিন তাহার ঊর্দ্ধা ভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সারী [সি] *সি* *বিশ* পুরো; সমস্ত। 'সারাদিন ইঁড়শি বাও ছড়ি নবুড়ি পাও।' *কেতকী*, ১৬৫০।

সারাক্ষণ *ক্রি* *বিশ* সব সময়ে। 'আমার এ মন সঁপিয়া তোমারে লইব তোমার মন, হৃদয়ের খেলা খেলিয়া কাটাইব সারাক্ষণ।' *রবীন্দ্র*,

১৮৭৭; 'এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সারাক্ষণ শলবৃত্ত থাকিতে হয়, পাছে বিনয়ের অভাব প্রকাশ পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সারাক্ষুতি [স সর্বকণ্ঠ্য] ক্রিবিপ সারাক্ষণ। 'সারাক্ষুতি যাওয়া আসা করি লেনিচি।' মীনবন্ধু, ১৮৩০।

সারান্ন [স সর্বকণ্ঠ্য] ক্রিবিপ সারাক্ষণ; সবসময়ে। 'চারি দিকে লোকজন/ চলিতেছে সারান্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সারাপায়ে বি সমস্ত দেহে। 'কিশলয়ের সাদা পাশে শিউরে ওঠা আমার সারা গায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২২; 'চুপি চুপি কী করণ কথা কহিল সারাপায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সারাক্ষন্না [সার+স জন্না] ১ ক্রিবিপ সমস্ত জীবনব্যাপী। 'একজন নিজের খেলায় সারাক্ষন্না কাটায়া গেল।' বিজুতি, ১৯৩১। ২ বি সমস্ত জীবন। 'ওই একটু বাণী - তার শীতি কত, আলো করে দিল আমার সারা জন্ম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সারা জীবন [সার+স জীবন] ক্রিবিপ জীবনভর। 'সারা জীবন দিল আসো সুর গ্রহ চাঁদ।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সারাদিগ্ধন [সার+স কণ্ঠ্য] ক্রিবিপ সারাক্ষণ। 'সারাদিগ্ধন ঘুম না জানে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সারাদিন [সার+স দিন] ক্রিবিপ পুরোদিন; দিনভর। 'সারাদিন বঁড়ুপি বাও হাবুড়ি নবুড়ি পাও।' কেতকা, ১৮৫০; 'সারাদিন বাদল বহল, সারাদিন ঘুঁই গড়ে, সারাদিন বইছে বাদল-বার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সারাদিনমান ক্রিবিপ সারাদিন ধরে। 'সুখে সারা দিনমান প্যাসিত করিয়া পান, এখন তো মিটেছে ভিয়াখ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'সারাদিনমান খোয়াতে বসে এই মুচু আশা লালন করিবে মীরেন, ১৯০০।

সারাদিবিপ [সার+স বিপ] ক্রিবিপ সমস্তদিন। 'সারাদিবিপ হেসে নোলে, লেখে না তো কেউ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সারাদিশি ক্রিবিপ সমস্ত রাত। 'আছি সারাদিশি হয়ে র পথ চাটিয়ে, আছি তুচ্ছ্য কাড়র ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮২; 'সারাদিশি, জেমে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সারাবেলা [সার+স বেলা] ক্রিবিপ সবসময়ে। 'রাহ্মীহবাহ-পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী বেশা আপন-সনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'রাহ্মীহবাহ ও পাতিয়াসন্তলা সারাবেলা ছুব দিয়া গুণিল তুড়িয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সারারাত ক্রিবিপ রাতভর। 'মোদের কি সারারাত এখানে ঠেঁড়য়ে থাকি হবে।' মাইফেল, ১৮৮০।

সারারাতি ক্রিবিপ পুরো রাতব্যাপী। 'আঁধার আকাশে বহিতেছে যায় অখিরাঁয় সারারাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'মুখায় যারা সারারাতি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সারারাত্রি [সার+স রাত্রি] ক্রিবিপ সমস্ত রাত ধরে। 'সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সারারি [স সারি] ১ বিপ সমাধ। 'এখন কি লাজ আর কাজ হইল সারা।' কুরুদাম, ১৭২০; 'তোমার হোসো তল, আমার হোসো সারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি ধ্বংস। 'যম আশিয়া সকল অধিকার করিলেক আর তাহার সকলে একরা সারা হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বি জীবননাশ। 'সেইখানে ব্যামোহেতে সারা হইল।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বি একাকার। 'বাহু মেয়ে নের বুকক মায়ে/ মন নিয়ে সি সারা হই।' গিরিশ, ১৮৮০। ৫ বিপ উজ্জ্বলিত। 'ওরা বে কেন হেসে সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৬ বিপ কান্ন। 'পেটফুলে হয় গো সারা

উজ্জি সেবা সেহি প্রায়।' লালন, ১৮৯০। ৭ বিপ সম্পন্ন। 'এমনি ভাবে সবার ঘরে মজল করি সারা।' জঙ্গীম, ১৯২৯; 'গৌফ উঠতে না উঠতেই কোরান ফেৎফ করা সারা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সারা হওয়া ১ ক্রি সমাপ্ত হওয়া। 'এই তো সব কর্ম সারা হলো।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রি হুয়ান হওয়া। 'কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও।' বহিন, ১৮৮৪। ৩ ক্রি আবুল হওয়া। 'চাঁদ হেসে এই হল সারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সেয়ে আসা ক্রি কাজ শেষ করা। 'অনেকগুলি ঘর আরকের মধ্যে সেয়ে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সেয়ে ওঠা ক্রি সুস্থ হওয়া। 'তুমি সেয়ে ওঠো।' নজরুল, ১৯০০।

সেয়ে ফেলা ১ ক্রি সম্পন্ন করে ফেলা। 'সেরি কেন ঠিকুর, সেয়ে ফেলা তুয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ ক্রি মেয়ে ফেলা। 'আমার কোনো ব্যামোব্যামো নেই, আমাকেই তো সেয়ে ফেলার জো করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৩ ক্রি যেটোনে। 'সমস্ত লোমলাল এক দিনে সেয়ে ফেলাই ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৪ ক্রি সমাপ্ত করা। 'তবে শীঘ্র শীঘ্র সেয়ে ফেলো-না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সেয়ে সুরে [স সারি] ক্রিবিপ প্রয়োজন অনুযায়ী আবৃত করে। 'কানপড় চোপড়তনো সেয়ে সুরে গায় সিকি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭; 'টেল্টুলে সেয়েসুরে নিয়ে বেগ চিটকটি হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল সুরা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সারাল [স সারস] বি (সংস্কৃত) একটি রানিগিরি নাম। 'গুরবী বড়ারি পাছে সারাল মাঘুরী সেনাকারী, মাশলী আইসে কল্যাণ সুন্দরী।' আলোড়ল, ১৬৮০। ৫ সারং

সারালো, সারান ক্রি মেয়ামত বা সন্ধান করা। বিদ্যা, ১৯১১; 'জুতা সারাই করািয়া নেওয়ার পরে ...।' মানিক, ১৯৪০; 'বই বাঁধাই, খড়ি সারান, কাঠের কাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে।' বেগম, ১৯৪৯। ২ ক্রি সারিয়ে তোলা। 'মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সারাসরি বিল লামোয়া। 'উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সারাসরি লখা তিন দালান।' রামরায়, ১৮০১।

সারাসোরা ক্রি সমাধ। 'হেসে বাহা হাড় লাজ, সারাসোরা হলো কাথ।' রামহোসান, ১৭৮০।

সারি [স ১ বি পক্ষি]। 'আলি কালি বেগি সারি মুলেয়া।' চর্য ১৭, ১২০০। ২ বি শ্রেণী। 'সালভীরা মালা ভাবে বোহে সারি সারি।' বড়, ১৫৭০। ৩ বিপ শ্রেণীবদ্ধ। 'সারি করি চরুদিয়ে এড়ে কুন্ডলন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সারিবা [স সারি] ক্রিবিপ সারি দিয়ে। 'চারিদিকে নিরঞ্জন সারিবা ধর্ম কিনা।' রামাই, ১৭১০।

সারিবন্দী ১ বিপ সারিবদ্ধ। 'হাসের কিনারায় সারিবন্দী বসে ঘুরছে-ফিরছে।' ভারা, ১৯৪৩। ২ ক্রিবিপ সারিবদ্ধভাবে। 'সারিবন্দী চারা পুঁতিবার জন্য আইল সোজা করিতে হইবে।' শতকণ্ঠ, ১৯৪৮।

সারিবাধা বিপ সারিবদ্ধ। 'পঁচাতে সারিবাধা পাইনের সুখিচি ছায়াখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সারি সারি ক্রিবিপ শ্রেণীবদ্ধভাবে। 'লাহলের ইস জেন দস্ত সারি সারি।' মালান, ১৫০০।

সারি [স ১ বি লোকসমীচনেষ]। সারিয়ার [স সারি+হি ওয়াস]। বি সারিয়ার গায়ক। 'সারিয়ার গারি গায়ে গাবরে গায়ে গীত।' বিজয়, ১৯৫০।

সারিগান [স] বি লোকসঙ্গীতবিশেষ। 'সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'দাঁড়ি-মুখে সারি-গান লা-শরিক আত্মা' নজরুল, ১৯২২।

সারি [স সারী] বি শালিক। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' মাল্যধর, ১৫০০।

সারিসুয়া [স সারী+স শুক] বি জোড়া শালিক পাখি; শুক ও সারী। 'সারিসুয়া দিল এত দুখ' মুকুন্দ, ১৬০০।

সারি বি গুটি। 'কালি রান্নি পাশা সারি আনিল পার্বতী' মুকুন্দ, ১৬০০; 'বুঝাই জতন করি না খেলির পাখা সারি' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সারিচএ বি পাশার গুটিসমূহ। 'পুনি গীয়া সকুনি লইল সারিচএ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সারি বি একপ্রকার কচু। 'নাটা কাঠাল বিচি সারি গোটা দশ' মুকুন্দ, ১৬০০।

সারি সারি ১ বি শ্রেণীবদ্ধ। 'তাড়াডাতি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতন চলে, সারি সারি নারিকেল বাগানের এক পাশে' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ ক্রিবিণ শ্রেণীবদ্ধভাবে। 'নন্দমস্তনী সারি সারি বসিয়াছে শুক কুতুহলী ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সারিকা [স শাটী] বি শাড়ি। 'সারিকা সিন্দূর পেড়ি পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি' মুকুন্দ, ১৬০০।

সারিকান [স] বি শালিক। 'এক গোট সারিকা পতিত তণ্ডবায়ী' অলাভল, ১৬৮০।

সারিন্দা [স সারঙ্গ] ১ বি তার ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'মানোদ্র, ১৭৪৩; 'কেডা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে' জসীম, ১৯৩১। ২ বি গিটার। ওর্গা, ১৭৮৫।

সারিন্দাওয়ালা বি সারিন্দা বাজায় যে। ওর্গা, ১৭৮৫।

সারী [স] বি শালিক। 'ময়মন বিদেশ হইতে বাহুড়িয়া আসিয়া সারীকে দেখিতে না পাইয়া ...' চন্দ্রচন্দ্র, ১৮০৫; 'সোনার বাটার ঘুয়ায় মুখরা সারী' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সার্লিপ্য [স] বি সমরুপতা। 'সালোক্য, সার্লি, সামীপ্য, সার্ল্য এবং একত্ব অর্থাৎ সার্ল্য' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সারেং, সারেঙ [ফা সরহঙ্গ] বি নৌযান বা জাহাজের পরিচালক। 'নোঙর তুলানে কিনা এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'কোন দিওয়ানার সারেং কানে' জীবন, ১৯২৭; 'ছুটি-পাওয়া সারেঙ হাঁকা হাতে বসে ছিল দাওয়ায়' হোসেন, ১৯৪০; 'কোথায় সোকনি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর' জসীম, ১৯৫১।

সারেঞ্জ [স সরহঙ্গ] বি জাহাজের পরিচালক। 'সারেঞ্জও অনুভব করে কর্তৃত্বের ভারিত্ব' ওয়ালী, ১৯৪৫।

সারেংগী বিণ ঘোড়ার প্রজাতিবিশেষ। 'সারেংগী ঘোড়ী ছুটিয়ে শিতপুরকে নিয়ে তিনি চলেছেন' মহাশেখর, ১৯৫৬।

সা রে গা মা পা বি সংগীতের স্বর। 'হেথা সা রে গা মা পা-য়ে সুসুসুয়ে গুহ' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সারেংগামা বি সঙ্গীতের স্বরসংকট। 'তুচ্ছ সারেংগামায় আমায় গলদর্শন ঘামা/বুঝি আমার যেমনই হোক, গান দুটি নয় সূক্ষ্ম' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সার্মি বি স্বরসংকট; সারেংগামা। 'প্রকৃতি তাঁর একতরায় যে সকাতর সার্মি আলাপ করেন মানুষে শুধু তা নকল করে' প্রমথ, ১৯১৬।

সারেঞ্জ [স সারঙ্গ] ১ বি (সংগীত) বিলাবল ঠাটের সাত স্বরবিশিষ্ট রাগ। 'সারেঙ্গ রাগ' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সারেঙি। 'সেতার, সারেঙ্গ, এসারেঙ্গ, বেহালায় অপেক্ষা কি শতীশ সুকট?' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ৩ সারঙ্গী

সারেঙ্গী, সারেঙ্গি [স সারঙ্গ] বি সারিঙ্গার মতো তার ঘষে বাজাতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্র। 'বীণ রবাব শরদু সেতার এসুয়ার সারেঙ্গী প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বীণ বা বৈরাগির একতরায় কিছুই নয়' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'একটা সারেঙ্গি এনে দাও' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সারেঞ্জ প্র সারেং

সারেংগার [হি] বি আঙ্গুসমর্পণ; ধরা দেওয়া। 'আমি চললাম কাকা, থানায় সারেংগার করতে' তারা, ১৯৪০।

সার্কাস [হি] বি মানুষ ও বিভিন্ন জীবজন্তুর বিভিন্ন ক্রিয়া-কৌতুকের প্রদর্শনী। 'শীতের সময় কলিকাতায় অনেক ... তামাশা আসিয়া থাকে, সার্কাস, অপেরা ইত্যাদি' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'বালকপুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায়' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সার্কাসওয়ালা [হি সার্কাস+হি ওয়াল্লা] বি সার্কাসের দল আছে যার। 'অপরটি কিনিল এক সার্কাসওয়ালা' জসীম, ১৯৪৪।

সার্কুলার [হি] ১ বি বিজ্ঞপ্তি। 'এই সার্কুলার দ্বারা ইংরেজ গবর্নমেন্ট ঘোষণা করেন' নবনর, ১৯০৫। ২ বি ঘোষণা। 'ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল' বিজুতি, ১৯৩১।

সার্কো [হি] ক্রিয়াকোটি থানা নিয়ে গঠিত পুলিশ বাহিনীর বিশেষ অঞ্চল। 'দাখৌড়ি থানা ও সার্কলের ২৪ জন ইন্সপেক্টর' আজাদ, ১৯৪৭।

সার্কিম প্র সারেংগামা

সারি [হি] বি তদ্রাশি। 'আমি তোমাকে সারি করব' শিবরায়, ১৯৫০।

সার্গোলাই, সার্গো লাইট [হি] ১ বি সন্ধানী তীর আলো। 'ঐতিহাসিক সার্গো লাইট দ্বারা তাহার অসত্যতা বা অর্ধ সত্যতা জগতের সামনে প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে' এসলাম, ১৯১৬; 'আপনি কখনও স্ট্রিমারের সার্গোলাই দেখিয়াছেন কি?' রোকেয়া, ১৯২২। ২ বি অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'ব্যক্তিটি চোখের সার্গোলাই বুলিয়া লইল' নজরুল, ১৯৩১।

সার্জ [হি] বি পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'ব্রাউন রঙের সার্জের জামা' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সার্জেন্ট, সার্জেন্ট [হি সার্জেন্ট] বি পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫; 'তিনি সার্জেন্ট দিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া আপন কুঠরীতে আনয়ন করাইলেন' অক্ষয়, ১৮৫০; 'পরগণহাটায় সর্জেন্টেরা/কিনেছে পুলিশ সার্জেন্ট' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সার্জেন্ট [হি] বি পুলিশ কর্মকর্তা। 'সার্জেন্টদল রিভলবার হাতে' নজরুল, ১৯৩১; 'ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্জেন্টরা এসে পড়ল' শিবরায়, ১৯৫০।

সার্জেন্ট [হি] বি শল্যচিকিৎসক। 'যেন পাকা সার্জেন্টের অপারেশন' মুক্ততবা, ১৯৫২।

সার্জেন্ট [হি] বি অস্ত্রোপচারকারী। 'হাসপাতালের এগ্রন-পরা সার্জেন্টদের দল' মুক্ততবা, ১৯৫২।

সার্জারি [হি] বি অস্ত্রোপচার; অপারেশন। 'আমার অবিশ্যি সার্জারিতে বিদ্যাবুদ্ধি নাই' তারা, ১৯৫৩।

সার্টি [হি] বি জামা। 'হিটের সার্টে বাংলা অ্যানাটমির সৌন্দর্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে।' অবন, ১৯২৫; 'কোনোটা বা সার্টির হাতা, পাঞ্জাবির তুল।' শিবরাম, ১৯৪০।

সার্টিন [হি] বি এক ধরনের রেশমি কাপড়। 'সার্টিনের কাবা যেন বাবুদের গায়।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

সার্টিকিফেট [হি] ১ বি প্রত্যয়নপত্র। 'এক সার্টিকিফেট দেখাইলেন কন্টার যন্ত্রের বিদ্যা তাহা পূর্বে লিখিয়াছি।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি সনদপত্র। 'অতি নিপুণতাসূচক সার্টিকিফেট।' দর্পণ, ১৮৩৬। ৩ বি প্রমাণপত্র। 'সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের সার্টিকিফেট পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ বি প্রশংসাপত্র। 'অভিমান্য সার্টিকিফেট বিতরণের নেশায় বেচারী বস।' রোকেয়া, ১৯২৬।

সার্টিকিফেট, সারটসিপকট, সারটসিপকট [হি] বি সার্টিকিফেট; প্রমাণপত্র। 'জাহার হাানে এ উপকের নব্বয়ের সারটসিপকটে থাকে।' কালাগে, ১৭৮৯; 'লাভ শোকসানের রকম বিনা সারটসিপকট কাগজ আমানত দিতে হইবেক।' কালাগে, ১৭৯৬।

সার্টিকিফেটওয়াল [হি] সার্টিকিফেট+হি ওয়াল। বি প্রসিদ্ধ। 'এদের কাছে সার্টিকিফেটওয়াল ফলারেরা কলকে পায় না।' হুজুম, ১৮৬১।

সার্টিন [হি] বি সেলা মাছের মতো এক জাতের ছোটো মাছ। সে বছর জালে সার্টিন মাছ পড়েছিল বিস্তর।' রবীন্দ্র, ১৯৩২; 'সার্টিন মাছ সহযোগে সাক্ষ্যভোজন।' বিকৃতি, ১৯৩৩।

সার্বিক [স] ১ বি সফল। 'নাম সার্বিক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি।' কুঙ্গারাম, ১৫৮০; 'মরণ সার্বিক।' মাহেন্দ্র, ১৭৪৩; 'তাকে একবার ভাল করে দেখে জীবন সার্বিক করি।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি ধন্য। 'ভাগ্যও বদ্বপকারিণী পাঠক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া সার্বিক হইতে পারে।' অক্ষর, ১৮৫২; 'সার্বিক জন্ম আমার জন্মেছি এ দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সার্বিকতম [স] বি সফলতম। 'র্যাগে, রিলুকে বা ইউরোপে জীবনের যে সব অতলম্পর্ষ অভিজ্ঞতাকে তাদের সার্বিকতম কবিতার মধ্যে ...।' শিব, ১৯৫০।

সার্বিকতর [স] বি অধিকতর সার্বিক। 'তার বংশগত রাজ উপাধি আজ বাংলা দেশের সর্বজনের মনে সার্বিকতর হয়ে মুদ্রিত হল।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সার্বিকতা [স] ১ বি সফলতা। 'জীবনের সার্বিকতা কিসে হয়?' অক্ষর, ১৮৫৪; 'সার্বিকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি যথার্থতা। 'আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি। বোধ হয় আমার নামের সার্বিকতার জন্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি পূর্ণতা। 'কেবল অহংকার-পরিভ্রষ্ট জন্ম নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্বিকতা অনুভব করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সার্বিকতাসূন্য [স] বি অসার্বিক। 'মহাকালের কাছে দু'-দশ লাখ বছর সার্বিকতাসূন্য একটি নিমেষ মাত্র।' বৃক্জীতি, ১৯৩১।

সার্বিকতা-সাম্বন্ধ [স] বি সামান্য বয়ে আনে এমন। 'জীবনের সার্বিকতা-সাম্বন্ধ পরোপকারব্রতের চিরজীবন ব্রতী ছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

সার্বিকভাবে [স] ক্রিবিধ সফলতার সঙ্গে। 'এই বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, এই বিশ্বাসকে সার্বিকভাবে প্রমাণ করা যায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৭; 'রবীন্দ্রনাথ এবং অরবীন্দ্রনাথই সার্বিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন।' হাই, ১৯৫৪; 'রাজনীতি সম্প্রথম সার্বিকভাবে সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো।' উমর, ১৯৬৬।

সার্বিকসাধন [স] বি সফল সাধনার ফলে যা পাওয়া গেছে। 'এসো মোর সার্বিকসাধন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

সার্বিকায়িত [স] বি সার্বিক; সফল। 'বহু দেশেই আজও আশ্রমিক সভ্যতার বহুমুখী সম্ভাবনা সার্বিকায়িত হয়ে ওঠেনি।' শিব, ১৯৫০।

সার্বিক্য [স] ১ বি সার্বিকতা। 'আপন সার্বিক্যে সংক্ষেপে তার কোনো সংশয় থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি সফলতা। 'ব্যর্থতা ও সার্বিকতার উপলব্ধির পথে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সার্বিকবাহ [স] বি বিকলদল। 'সার্বিকবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চলে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সার্বিক [স] সাত্ত্বিক। বি সত্ত্বগুণ সম্পর্কিত। 'সঘন কপিত তনু সার্বিক লঙ্ঘন।' মালধার, ১৫০০।

সার্বি অব্য নিমিত্তে। 'জগতেত জীবন হইল মোর সার্বি।' বাহরাম, ১৬৫০।

সার্ব, সার্ব [স] ১ বি সাড়ে। 'তস্য পরে নাকী ধরে সার্ব তিন কোটি।' চাঁক, ১৫৫০। ২ বি সেড়। 'উপযুক্ত পাত্র বৃক্ষিয়া সার্ব লক্ষ সুবর্ণ দি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮০২; 'তিনি প্রথমতঃ ঐ সমস্ত, ব্রাহ্ম প্রচলিত শীল অর্থাৎ সার্ব ক্রোশের দ্বি অনুমান করিয়াছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

সার্বশতাব্দীব্যাপী [স] ক্রিবিধ সেড় শতাব্দী কাল জুড়ে। 'সার্বশতাব্দীব্যাপী এই সংঘটনকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া সম্ভব।' শিব, ১৯৫৬।

সার্বসত্ত, সার্ব-সত্ত [স] বি সাড়ে সাত সংখ্যক। 'সার্ব-সত্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।' কুঙ্গারাম, ১৫৮০।

সার্বৈক, সার্বৈক [স] বি সেড়। 'মহারাজ প্রায় সার্বৈক বৎসর রাণীর সহিত ...।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'সার্বৈক হস্তগরিমিত-অবশ্যনাবৃত্তা ...।' নীপিকা, ১৮৮৭।

সার্ব-, সার্ব- [স] বি সর্বকালের।

সার্বজনিক [স] বি সর্বজনীন; সর্বসাধারণের। 'কালীকঙ্ক সার্বজনিক সবাতর্গত ত্রীশিকা সম্পাদিকা শ্রীমতী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'হুদানীয়া ন্যাশনাল সভাকে ... সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সার্বজনীন, সার্বজনীন [স] ১ বি সব মানুষের জন্য। 'এই সার্বজনীন কুরবেতে সকলেরই অপ্রতিভা প্রথিত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ২ বি সর্বকালের কল্যাণকর। 'সম্পূর্ণ জিন্নজাতীয় ভাবের সহিত যমিনী সংস্কারের দ্বারা তার কলয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশেষ করে দেখাতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'মুদ্রোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এলিনটা সার্বজনীন ভাড়াড়ের পথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বি সর্বজনবিস্তৃত। 'এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ডয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বি সর্বজনের বোধগম্য। 'ভাষা সার্বজনীন নয়, অথচ এই সভা সার্বজনীন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৫ সর্বজনীন।

সার্বজনীনতা [স] বি সর্বকালের গ্রহণযোগ্যতা। 'আপনার সার্বজনীনতা - সার্বজনীনতা - উদারতা -।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সার্বজন্য [স] ১ বি প্রকাশ। 'সার্বজন্য অভিসারে ভেঁকে ডুলাবে কি পূরণপূর্বকবে?' সুধীশ, ১৯৩৩। ২ বি সবার জন্য কল্যাণকর। 'মৃত্যুর কবাত সুলে রেখে, চলে গেলে সার্বজন্য সুখার সন্ধানে।' সুধীশ, ১৯৩৮।

সার্বজাতিক [স] বি সর্ব জাতীভিত্তিক। 'শিক্ষাি আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালক্রমে দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক

সার্বভৌম

সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১: 'কোপেনহেগেনে সার্বভৌমিক ম্যাথামেটিকস কনফারেন্স হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সার্বভৌম, সার্বভৌম [স] ১ বিপ সম্মত। 'সার্বভৌম পুথিবিধানের একেশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৯৮৯। ২ বি সংকৃত পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। 'পণ্ডিত-পারা সার্বভৌম আলিম ডাকিয়া।' কৃন্দান, ১৫৮০। ৩ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রঘুনাম সার্বভৌম মহাপ্রবীর একট টোল ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮। ৪ বি সর্বভূমির অধিপতি; সম্রাট। 'আপনার পূর সম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়া সম্রাতি সার্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছেন।' জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ১৯৩৭।

সার্বভৌমত্ব, সার্বভৌমত্ব [স] বি সর্বময় কর্তৃত্ব। 'বিভাগীয় কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা প্রত্যয়ে ...' আলো, ১৯৪৬: 'মুক্তিমুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন।' সর্ববিধান, ১৯৭২।

সার্বভৌমিক [স] ১ বি বিশ্বব্যাপী। 'প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কর্তব্য ও ভদ্রনুগ্রহ প্রকৃতি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎসাহ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৯১। ২ বি বৈশ্ব। 'সংগীতশাস্ত্রের আদিম উপর ও ইতিহাস এবং নৃত্য সার্বভৌমিক রূপটির সর্বজন ও সর্বপ আদর্শ প্রকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭: 'বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক।' জগদীশ, ১৯১৭। ৩ বিপ সার্বভৌমিক। 'মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সার্বভৌমিকতা [স] ১ বি বিশ্বব্যাপ্তি। 'আপনার সার্বভৌমিকতা - সার্বভৌমতা - উদারতা -।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি সর্বময় ক্ষমতা। 'বিশ্বশক্তিতে কার্যকারণবিশিষ্ট সার্বভৌমিকতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সার্বভৌমিকত্ব [স] বি বৈশ্বিকতা। 'ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

সার্বভৌমিক কিং সার্বভৌমিক। 'এসবের কোনও সার্বভৌমিকি ভিত্তি থাকে না।' শিব, ১৯৬০।

সার্বিক [স] বি সামগ্রিক। 'যে নারী জগৎপতির সূচনা সেবা যাচ্ছে তা আলৌ সার্বিক নয়।' বেঙ্গল, ১৯৩৭।

সার্ত্তি [স] বি পরিবেশন। 'ডিম-গোলকর গোলটেবিল/ করবে সার্ত্তি অর্থতিম।' নজরুল, ১৯৩১।

সার্ত্তি [স] বি টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, পিংপং ইত্যাদি খেলায় বল ঝুড়ে দান দেওয়া। 'তাহলে শুরু করে তোমার সার্ত্তি।' শিবরাম, ১৯৫০।

সার্ত্তি [স] বি পরিবেশন। 'তাদের ছেলেরা এখন সার্ত্তি ক্লাবগুলি করছে।' গিগিলি, ১৮৮৬।

সার্ত্তিস [স] ১ বি পরিবেশন। 'একটি বাস সার্ত্তিস খেলার দাবী জানানো হয়।' বেঙ্গল, ১৯৪৮। ২ বি সেবা। 'তুমি গান শাও, গীতা বিস্তারি কর, - সত্যি কিনা? সে তো সার্ত্তিস।' শ্যামল, ১৯৬৭।

সার্ত্তি [স] বি জরিপ। 'কাবের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ত্তি বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চারদিকে তথ্যের সীমানা একে পাকা পিলপে তুলতে চায় ...' রবীন্দ্র, ১৯২৪: 'রক্তাঘাত সার্ত্তি করতে বেরোবে কে?' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সার্ত্ত্যর [স] বি জরিপকারী। 'সার্ত্ত্যর পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্ত্তি করে নিয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সার্ত্তি [স] বি চাকর। 'সেকেন্ড ক্লাস সার্ত্তি ওরফে ফার্স্ট ক্লাস কুক।' শিবরাম, ১৯৭০।

সার্ত্তি [স] বি শালিক পাখি। 'সার্ত্তির পাখির আড়ে সুখা হৈল লুকি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সার্ত্তি [স] বি সমান ঐশ্বর্য। 'সালোকা, সার্ত্তি, সার্মাণ্য, সার্মাণ্য এবং একত্ব অর্থশ শাস্ত্রা' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সার্মি, সার্মি, সার্মি [স] বি সার্মি। 'বি কাচের দরজা বা জানালা।' 'তাহার কাশ এই, সার্মি কাচে নির্মিত।' বিন্দ্য, ১৮৫১: 'সার্মিগ্রেহিত মিত্রালাকে প্রী কল্যার গৌরবাক্তির উপর হীরকামের শোভা ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৯: 'সার্মিগলা লালে' লাল হয়ে গিয়ে একাকার।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

সাল [স] বি শাল। 'বি গাছবিশেষ; শাল গাছ।' 'কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সালটীঘর [স] বি শাল+ই টীঘর। 'বি শাল কাঠ।' 'ঘনক সালটীঘর।' ক্যালো, ১৭৪৪।

সালতি [স] বি শাল। 'বি শালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোটো কিছু ক্রুতসামি বোকা।' 'সালতি সা সা করিয়া চলিয়াছে।' গায়ী, ১৮৫৮।

সাল [স] বি শাল। 'বি নিদাশাল বেদনা।' 'স্ব পাইল বহুল মরমে রহিল সাল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি ফলা; শূল। 'সূচ হইয়া চোকে, পরে সাল গুঁড়ো বাহির হন।' প্রভাকর, ১৮৫৮।

সাল [স] ১ বি অর্থ; বছর। 'আঠার শত শোনের সালে আশী হাজার গাট।' দর্পণ, ১৮৯৯। ২ বি বসাব। 'আমাদের সেপে তিন শাক প্রচলিত; সবেক, শকবাং ও সাল।' বিন্দ্য, ১৮৫১।

সাল তামাম [স] বি সাল+আ তামাম। বি বছরের শেষ। মেয়র, ১৭৮৭।

সাল তামামি, সালতামামি [স] বি সাল+আ তামাম। ১ বি বছর শেষের হিসাব। 'সাল তামামি করার কাগজ আখেরি ফিরিল নাগাদি দাবিল করিবেক।' হোলহেত, ১৭৭৩: বিন্দ্য, ১৮৯১। ২ বি বছর শেষের দক্ষিণ। 'মুদ্রো হিসাব ভুললে তবে মিলবে সালতামামি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৩ বিপ ব্যবসায়িক। 'দেশের সমস্ত সালতামামি নিবন্ধ বড়ো খাতার প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫: 'আজ আমাদের কারখানায় সালতামামি পরব।' মুক্ততাবা, ১৯৫২।

সালপাহালি [স] বি বছরের প্রথম হিসাব বা উৎসব। 'সালতামামি আর সালপাহালির পোলকথা।' জীবন, ১৯৪৮।

সাল [স] বি শাল। 'বি পশমি চালর।' 'তাহারদিকে গুঁড়ি বস্ত্র ও সাল দোসলা ও নগদে চারি শত টাকা ...' দর্পণ, ১৮২২।

সাল [স] বি একত্বকার ধান। 'গোলায় তোলে সে ধান-ব্রশ সাল, তিলক কাচারী/ বালাম, ঝাঁয়াইজালি, দুধের-মাঠের কিয়ারি।' ফররুল, ১৯৬৩।

সালগুয়ার, সালগুয়ার [স] বি গোলা পান্নামা বিশেষ। 'তালি-দেওয়া সালগুয়ার চটা কমিজ।' জমির, ১৯৩৯: 'তুখ সালগুয়ার পরিচো না, ধরো হাতে তলোয়ার ধরো।' নজরুল, ১৯৪১।

সালশম [স] বি শলশম। বি মূল্যভাষ্যের সবজি বিশেষ। 'কশি, সালশম, গাজর, বেদনা, পেঁতা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৪।

সালঙ্ক, সালঙ্ক [স] বি সালঙ্ক। বি অলঙ্কার। 'কুলের কলঙ্ক করি সালঙ্ক।' চণ্ডি, ১৫৫০।

সালঙ্কার, সালঙ্কার [স] ১ বি অলঙ্কার। 'তোমার বচন সালঙ্কার মন।'

বিত্তী, ১৬০০। ২ বি অতিরঞ্জন। 'আমি খুব বড়োরকম সালকের দিয়েই বলব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বিণ কাব্যালঙ্কার সংঘলিত। 'সে সন্ধে সালঙ্কার বিবৃতি সেবার প্রয়োজন নেই।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

সালঙ্কার, সালেকোরা [স] ১ ক্রিবিণ ক্রী গহনার সজ্জিত হয়ে। 'যেহেতুকে কহিলেন যে তুমি সালঙ্কার যাইও না।' চণ্ডীচরণ, ১৮০৫। ২ বিণ ক্রী গহনার সজ্জিত। 'এই কন্যাটির সালেকোরা মূর্তি আশা করো না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সালঙ্কারে [স] ক্রিবিণ কাব্যালঙ্কার সহযোগে। 'সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া কাসেম সুরুকে তুলিত করিয়া দিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সালঙ্কারিক [স] বিণ হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়বিশেষ। সাত্তিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

সালন [হি] বি ভরকারি। বিদ্যা, ১৮৯১: 'ভাতের পাশে দিল এক করসুল সালন।' কায়াসার, ১৯৬২।

সালবোট বি বড়ো পাত্রবিশেষ। 'রূপের সালবোটে সোনাকপোর তবক-মোড়া পান।' অবন, ১৯২৭।

সালয়ে [স শেল]। ক্রি শেল হানে। 'সুন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মহব আজি।' বিন্যাপতি, ১৪৬০।

সালসা [পা] বি রক্তশোধক কবিরাজি ওষধ। 'সালসা ত্যোপচিন মারকুলি প্রভৃতি বাইরা আরাম হইলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

সালা [স শ্যালক] বি শালা; স্ত্রীর ছোটো ভাই। 'সখি এবং সালা মহাশয় ভাজেনহু।' ওর্সা, ১৭৭৯।

সালাজ [স শ্যালকজয়া] বি শ্যালকের স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

সালাকি বি ক্রী শ্যালকের মেয়ে। ওর্সা, ১৭৮২।

সালাগো বি শ্যালকের ছেলে। ওর্সা, ১৭৮২।

সালাত [আ সালাদ] বি মিশ্রিত ফল ও সবজির কাঁচা খাদ্যবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮৫।

সালানা [কা সালিনান] বিণ সালিয়ানা; বার্ষিক। '৩০/১২/৪৯ ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সালানা জলসা হয়ে গেছে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সালাম [আ] ১ বি মুসলমানদের অভিবাদনবিশেষ। 'কহিলেজ সালাম মনেত মারা বাসি।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি শান্তি। 'সরকার সালাম।' বেনজীর, ১৯৪৫।

সালামি [স সালাম] বি নজরানা। 'বার্ষিক সালামিরও সে প্রতুলতা নাই।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সালি [স শালি] বি সালিগানা। 'সালি তরুল গছ বাড়ি নানা ফল বাসা দধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সালি [কা] বিণ মূল্যবান। 'কোম্পানির গরান সালি তাধা।' মের্য, ১৭৫৬।

সালি [স শ্যালিকা] বি শ্যালিকা। 'সালিপতির পুত্র বাবাঞ্জীউ ক্যানবরেহু।' ওর্সা, ১৭৭৯। ২ শালী, সালী

সালিকি বি ক্রী শ্যালিকার মেয়ে। ওর্সা, ১৭৮২।

সালিপতি বি শ্যালিকার বামী। 'সালিপতির পুত্র বাবাঞ্জীউ ক্যানবরেহু।' ওর্সা, ১৭৭৯।

সালিশো বি শ্যালিকার ছেলে। ওর্সা, ১৭৮২।

সালিক [স সারিকা] বি শালিক পাখি। 'কাঠকোঠের পেচা টায়া কাদকোঁচা

মহরিয়া সালিক ডাঙ্ক ভামফুড়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সালিকা [স সারিকা] বি শালিক পাখি। 'পায়রা কশোত লিবি লিখে গাঙ্গলি কুলিঙ্গ সালিকা ডোঁটা টোঁটা কেলিঙ্গ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সালিনি [স শালিনী] বি অধিকারিনী। 'লক্ষির সমান সেই রূপের সালিনি।' মালাধর, ১৫০০।

সালিয়ানা, সালিআনা [কা সালিয়ান] ১ বিণ চরিত্রহীনা। 'সালিয়ানা নারী তুমি বিবাদের আগল।' বিজয়, ১৬৫০। ২ ক্রিবিণ সারা বছরে। 'ইহার দুই সালি আনা দশ তছার হিসাবে দিব।' মের্য, ১৭৫৬। ৩ বিণ বার্ষিক। 'তোমাকে কুটী করিতে পাটা দীপাম সালিআনা।' বোঙ্গল, ১৭৭০: 'সালিয়ানা চলন ১২ বার তছার হিসাবে।' মের্য, ১৭৭২। ৪ বি বাৎসরিক বাজনা। 'তাহার সালিয়ানা দশ টাকার জায়গীর আছে।' দর্পণ, ১৮২২। ৫ বি বাৎসরিক চাঁদা। '৭৭৭৯১২০ টাকা খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়।' দর্পণ, ১৮২৯।

সালিশ [আ সালিস] বি মধ্যস্থ। 'সালিশ মেলে মিটামিটে চোঁটা কর।' কোম, ১৯৫৫।

সালিশি, সালিশী ১ বিণ মধ্যস্থতামূলক। 'লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশী নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ ক্রি বিচারসভা। 'কু-কু-কু - কেমন শব্দভেদনার হাঁকডাক, সালিশি, নির্জনতা।' জীবন, ১৯৪৮। ৩ বি মধ্যস্থ দ্বারা বিচার। 'সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেল।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

সালিশ ১ বি অভিযোগ। 'চৌধুরিকে সালিশি ছাটলেন।' হালহেত, ১৭৭৩। ২ বি বিবাদের মীমাংসা। 'এই দুই সোকে সালিশ লইয়া ফরাবা করিলাম।' ওর্সা, ১৭৮২। ৩ বি মধ্যস্থতা। ডানকান, ১৭৮৫।

সালিস ১ বি বিবাদের মীমাংসা। 'ভাঙ্গিগণকে সমঝাইয়া সালিস তুয়ার হক্বা করিয়া দিবক।' হালহেত, ১৭৭০। ২ মধ্যস্থতাকারী। হালহেত, ১৭৭৩: 'মেয়ার হুদার তরফে আমাকে সালিস দেখেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৩ বি মধ্যস্থতা। ডানকান, ১৭৮৫। ৪ বিণ আশোসমূলক। 'যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও স্বল নষ্ট না হয়রা সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত?' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সালিসনামা [আ সালিস+নামা] বি মধ্যস্থতার দলিল। 'সালিস লইলে পরে সালিসনামা দাখিল হইলে...' হালহেত, ১৭৭৩।

সালিস-নিষ্পত্তি [আ হালিহ+স নিষ্পত্তি] বি সালিপের মাধ্যমে মীমাংসা। 'সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিষ্পত্তি দেশে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সালিসি [আ হালিহ] বি মধ্যস্থ ব্যক্তি নিয়ে বিচার। 'সালিসি-সভায় মকদ্দমা মিটাইবার বশোবস্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সালী [স শ্যালিকা] বি শালী; সালিকা। 'মাতিজ সাহু নবপ ঘরে সালী।' চর্য ১১, ১২০০। ২ শালী, সালি

সালী [স শালি] বি সর আমন ধান। 'তাহাতে আমার নিজ কিসমতের সালী জমী...' চিঠিপত্র, ১৭৯৭।

সালু [আ শালা] বি এক ধরনের লাল কাপড়। 'পেরালা করা চা, চুইট, জপে করা রুল, ডিকানটের ব্রাডী ও কাচেত গ্রাসে সোপার ঢাকনি, সাহু মোড়া।' হুতোম, ১৮৬১।

সালুআবুত [আ শাল+স আবুত] বিণ লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। 'সালুআবুত মাজারের আশপাশে ঘরা আসে।' ওহালী, ১৯৪৮।

সালুতে-মোড়া বিণ লাল কাপড় বেষ্টিত। 'সালুতে-মোড়া কালর-খোলানো নিশেন-ওড়ানো এক মহন্তখানা উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সালুক [স সালুক] বি শাপলা গাছের মূল। বিদ্যা, ১৮৯১।

সালুন [আ সালিম] বি রান্না করা তরকারি; ব্যঞ্জন। 'এক পাকে সালুন বানিয়ে ফেলতে পারে।' কীবন, ১৯৩৩।

সালেক [আ সালিক] বি অধ্যাত্ম পথের পথিক। 'সালেকের রাহপাশা, মজ্বি হয় আশেপাশে দেওয়ানা।' লালন, ১৮৯০।

সালোক্য [স] ১ বি ইষ্ট দেবতার সঙ্গে অবস্থান। 'সালোক্য, সার্টি, সামীপ্য, সারপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সালু্য্য।' বক্রিম, ১৮৯২। ২ বি একাত্মতা। 'জীবাত্মা-পরমাত্মার ... এরূপ সালোক্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সাল্ট [হি] বি লবণ। 'সাল্ট এক্জেন্ট অর্থাৎ লবণ বাগিছার সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিক্ত হয়।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

সাল্ট এক্জেন্ট [হি] বি লবণ ব্যবসার প্রতিনিধি। 'সাল্ট এক্জেন্ট অর্থাৎ লবণ বাগিছার সম্পাদক।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

সাল্টপোর্ট [হি] বি লবণ দেওয়া দূকরের মাংস। ক্যালসে, ১৭৮৫।

সাল্টবিক [হি] বি লবণ দেওয়া গরুর মাংস। ক্যালসে, ১৭৮৫।

সাল্লাদিত [স সাল্লাদিত] বিণ প্রযুক্ত। 'অবসেসে বর দিব সাল্লাদিত মনে।' কবীন্দ্র, ১৯৮৯।

সালি [হি] সাশা বি শার্শি - জানালায় কাচের পাতা। 'পচ্চিমের সালির ভিতর দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পাচের কাছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সাতড়ি, সাতড়ী দ্র শাতড়ি

সাত্শয় করা [স সাত্শয়] ক্রি সাত্শয় করা। মাদোএল, ১৭৪৩।

সাত্শ [স] বিণ অক্ষয়ুত। 'চাবুক বাইয়া সাত্শ নেড়ে ও সজল নাসিকায় গবর্ঘেন্টের প্রতি অভিমান করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোমিক বিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সাত্শ আঁখি [স] বিণ অক্ষয়ুত চোখ। 'চুখিলা সে সাত্শ আঁখি দেব অসুখারি সোহাগে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সাত্শনয়ন [স] বি অক্ষয়ুত চোখ। 'দীনভাবে, শীর্ণশরীরে, সাত্শ নয়নে, দিনপাত করিতেছে।' অক্ষর, ১৮৫৫।

সাত্শনেত্র [স] বি অক্ষয়ুত চোখ। 'সাত্শনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাহুড়ি, সাহুড়ী দ্র শাহুড়ি

সাহুজ [স] বিণ জানু, চরণ, হস্ত, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, দৃষ্টি ও বাক্য এই আট অঙ্গের দ্বারা কৃত প্রণাম। 'শিহরি অম্বতলে সাহুজে পড়িল।' মাইকেল, ১৮৬০; 'সাহুজে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে।' মাইকেল, ১৮৬২।

সাহুজ প্রণাম [স] বি মাটিতে উণ্ডু হয়ে শুয়ে প্রণাম। 'মতিলাল তাহাকে দেখিবামাত্রে নিকটে যাইয়া সাহুজে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

সাস [স সাস] বি শাতড়ি। 'সাস বচন হম তীখ লই গেল।' বিদ্যাপতি, ১৮৬০।

সাসপেগু [হি] বিণ সাময়িকভাবে পদচ্যুত। 'তিনজন উচুপদস্থ কর্মচারীকে সাসপেগু করা হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৯; 'সাসপেগু না হলেই বা কী?' শামসুল, ১৯৭৩।

সাসপেল [হি] বি উৎকর্ষা বা উৎপেগের ভাব। 'ছোট গল্পের সাসপেল আগেই তেজ দেব।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

সাসা, সাসানো [স সাস] ক্রি শাসন করা। সাসি বি শাসন করি। 'সর্ব রাজ্জ সাসি দিতে অর্জুন গরিত।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯। সাসিআ ক্রি শাসন করে। 'শশগর পৃথিবি সাসিআ দিবা তোকে।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯। সাসিবে ক্রি শাসন করবে। 'সার্কজৌম পৃথিবি সাসিবে একেশ্বর।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯। সাসে ক্রি শাসন করে। 'বিসেয় প্রভাবে রাজা সাসে বসুমতী।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সাসি [হি] স্যাহা বি সারি: কাচের জানালা। 'তখন দুয়ার বন্ধ করে বন্ধ করে সাসি।' সত্যেন্দ্র, ১৯২২।

সাসু [স সাস] বি শাতড়ি। 'মারিহ সাসু নশদ ঘরে সালী।' চর্যা ১১, ১২০০।

সাসুড়ি, সাসুড়ী দ্র শাতড়ি

সাসুয় [স] বিণ স্বীকৃতি। 'সাসুয় কৌতুহলে সে অনেকবার খিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সাত্তর [স শাত্ত] বি শাত্ত। 'চারি বেদ নাহি ছিল সাত্তর বিচার।' রামাই, ১৭১০।

সাত্তি [স শাত্তি] বি সাত্তা। 'চোরবাদে জেন তোমারে সাত্তি করে।' মাদোএল, ১৫০০।

সাত্ত [স শাত্ত] বি শাত্ত; ধর্ম। সাত্ত অনুষ্ঠান [স শাত্ত অনুষ্ঠান] বি ধর্মোষ্ঠান। 'তবে রাজা সুতকনে সাত্ত অনুষ্ঠান।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯। দ্র শাত্ত

সাত্তমত [স শাত্তমত] ক্রিবিণ বিধি অনুযায়ী। 'সাত্তমত কর্ম করিলে কিছু মন্দ নয়।' মাদোএল, ১৫০০।

সাত্তসমত [স শাত্তসমত] বিণ শাত্তের সমত আছে এমন। ওগাঁ, ১৭৮৪।

সাহ [স শাহ] বি রাজা। 'একক্সর সাহ দিল্লির তক্তে বাদসাহ হইলেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

সাহঙ্কার [স] বিণ অহংকারপূর্ণ। 'ব্যস্ত আকালন করিয়া সাহঙ্কার বাক্যে কহিতে লাগিল ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

সাহচর্য, সাহচর্যা [স] বি সান্নিধ্য। 'আসঙ্গলিলাতে অন্যান্য ইতর বৃত্তির সাহচর্য থাকিলে ...।' অক্ষর, ১৮৪৯; 'তার সাহচর্য-সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সাহচর্যজনিত [স] বিণ আনুযায়িক; মূল শব্দের সঙ্গে জড়িত। 'প্রত্যেক ভাবারই শব্দগুলির একটি সাহচর্যজনিত পরিমতল রয়েছে।' হাই, ১৯৫৪।

সাহড় [স শাখেট] বি শ্যাওড়া; পেগড়া। 'সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।' বড়ু, ১৮৫০।

সাহর [স সহকরা] বি আয়। 'সাহর সউরভ গদন ডরে।' বিদ্যাপতি, ১৮৬০।

সাহস [স সাহস] বি ভয়হীনতা। মিলার, ১৯৭৭।

সাহস [স] ১ বি উদার। 'নেউটিয়া জাহ ঘর না কর সাহস।' মাদোএল, ১৫০০। ২ বি ভয়হীনতা। 'কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সাহসদায়িনী [স] বিণ স্ত্রী সাহস প্রদানকারী। 'যে ... বিপদে সাহসদায়িনী।' বক্রিম, ১৮৮৪।

সাহসবিকৃত [স] বিণ সাহসিকতাপূর্ণ। 'আনন্দ-উজ্জ্বলপরমায়, সাহসবিকৃত বক্ষপট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সাহসাস্থিত [স] বিপ সাহসিকতাপূর্ণ। 'সে চায় প্রার্থ্যাস্থিত
বৈচিত্র্যাস্থিত সাহসাস্থিত জীবন।' অনলা, ১৯২৮।

সাহসি [স সাহস] বিপ সাহস আছে এমন। 'দেশের দুঃখ মোচনে
সাহসি হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

সাহসিক [স সাহস] ১ বিপ সাহসী। 'ইহাতে দেখিবে কোন
সাহসিক জন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিপ উৎসাহযুক্ত। 'এমত সাহসিক
ব্যাপার নির্বাহদুষ্টে বোধ হয় যে ...।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সাহসিকতা [স] বি ভয়হীনতা। 'অচিন্ত্য অপরূপ সাহসিকতা নিয়ে
যুদ্ধ করছে দারা।' নজরুল, ১৯২২; সুব্রহ্মাচারীর বিরাট কল্পনা ও
আত্মপ্রত্যয়ের সাহসিকতা দেখতে পাই।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সাহসিকা [স] ১ বি স্ত্রী সাহসী। 'দেখিছ না গঙ্গা সাহসিকা।'
রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বিপ স্ত্রী সাহস জোয়ার এমন। 'তোমার
ভালোবাসার বিপুল সাহসিকা শক্তির জন্য।' নজরুল, ১৯০০।

সাহসিনী [স] বিপ স্ত্রী নির্ভীক। 'মাতাও বীরবতী ও সাহসিনী।'
সিরাজী, ১৯১৮।

সাহসী [স] বিপ নির্ভীক। 'সকল হইতে সাহসী এক বেঙ।' তারিণী,
১৮৩৩।

সাহসে ভর করা কি সাহস সম্বন্ধ করা। 'সাহসে ভর করিয়া
একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।' বঙ্কিম,
১৮৭৮।

সাহ্য [স শাখা] বি শাখা। 'মণতরু পাঙ্কহিমি তসু সাহ্য।' চর্য্য ৪৫,
১২০০।

সাহ্য্য কি আদায় করা। সাহ্য কি আদায় করে। 'এবে পাশ কাঙ্ক্ষু সাহ্য
সাহ্য আদায়েন।' বড়, ১৪৫০। সাহ্যে কি আদায় করে: বহুভুত করে।
'বাটে বাটোআজী কী সাহ্যে সাহ্যাদাণ।' বড়, ১৪৫০।

সাহ্য্য [ক] সাহ্য বি রাজ্য। 'যে হুসেন সাহ্য সর্ব উত্তমঃ' দেশে। বৃন্দা,
১৫৮০।

সাহ্য্য [স সাহ্য] ১ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রক্তেশ্বর সাহ্য।'
সেবিত, ১৮৪০। ২ বি ব্যবসায়ী। 'নরসুন্দরে ও সাহ্য ... বিবাদ
হইয়া ছিল।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

সাহান্য [ক] সাহান্য বি (সমীচ) রাতের তিনীয়া প্রহরে গেল রাগবিশেষ।
'রাগ সাহান্য।' আলোড়ন, ১৮৮০: 'সাহান্যের সূত্র অচল ও গভীর,
যাহাতে আমোদ-আহ্লাসের উল্লাস নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সাহায্য [স] ১ বি সহায়তা। 'হাদুশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ ... পুত্রক
সকল দ্বারা এ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিশের সাহায্য করিবেন।' দর্পণ,
১৮১৯। ২ বি আর্থিক সহায়তা। 'কতকগুলীন ধনি লোকের
সাহায্যদ্বারা ... চতুষ্পাতী করিয়াছি।' দর্পণ, ১৮৩৬।

সাহায্য করা কি সহায়তা দান করা। 'মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য
করা ভালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সাহায্যকারক [স] বি সাহায্য করে এমন। 'হাসপাতালের
ধনদাতার ও সাহায্যকারকেরদের প্রথম [বার্ষিক] সভা হয়।' দর্পণ,
১৮৩০।

সাহায্যকারি [স সাহায্যকারী] বিপ সহায়ক; সহায়তাকারী। 'এমত
বিষয়ে তাহার সাহায্যকারি ও সঙ্গি লোক সকলেই দোষী হইতেছেন।' দর্পণ,
১৮২৭।

সাহায্যকারী [স] বি সহায়তাকারী। 'পূর্বে কৌমুদীর লেখক ও
সাহায্যকারী যিনি ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২।

সাহায্যকৃত [স] বিপ সহায়তা করা হয়েছে এমন। 'যদি সমুদায়
সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট আর সাহায্য না দেন।' অমৃতবাজার,
১৮৭০।

সাহায্য গ্রহণ বি সহায়তা নেওয়া। 'রীতিমতো শিক্ষালাভ করিতে
হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা
যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সাহায্যদান [স] বি সহায়তা প্রদান। 'পরম্পরের মঙ্গলসাধনের জন্য,
পরম্পরকে সাহায্যদানের জন্য ...।' গ্যাজেট, ১৯৪৩।

সাহায্যপাণ্ডা [স] বিপ সাহায্যকারী। 'তিনি অবিলম্বে জনসমূহের
সাহায্যপাণ্ডা হইবেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সাহায্যপ্রার্থী [স] বিপ সহায়তাপ্রার্থী; সহযোগিতা প্রত্যাশী। 'এই
কারণেই অধিকতর সাহায্যপ্রার্থী।' অক্ষয়, ১৮৪৬: 'বড়বাড়ির মানুষ
তারই সাহায্যপ্রার্থী।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সাহায্যলাভ [স] বি উপকার। 'উদাহরে দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই
বিশেষ সাহায্যলাভ হয় না।' বঙ্গবন্ধু, ১৮৭৪: 'কুহু কুহু প্রবন্ধে
শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না।' রবীন্দ্র,
১৮৯৮।

সাহায্যে লাগা কি উপকারে আসা। 'কী বা সাহায্যে লাগে সে।'
শওকত, ১৯৫৮।

সাহায্য [স সাহায্য] বি সাহায্য। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সাহার [স সহকার] বি আমগাছ। 'মুকুলিণি আশ সাহারে।' বড়, ১৪৫০।

সাহারা [আ] বি আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি।
'মহে হয় মরু সাহার, দূরে মায়াঘর পুরে দিতেছে দৈত্য পাহারা।'
রবীন্দ্র, ১৮৯০: 'আর মর্যে সাহার-গোবি-ছাপ।' নজরুল, ১৯২২; 'সাহারা
গোবিত্তে সবজার কাশে দাশ।' নজরুল, ১৯২৪।

সাহারা-প্রান্তর বি সাহার মরুভূমির বিস্তীর্ণ ভূমি। 'ওদিকে দেখেছ
ওই সাহার-প্রান্তরে, মধ্যে দিক্‌দেবী ত্তর বালুকার পরে।' রবীন্দ্র,
১৮৮৩।

সাহিত্য [স] ১ বি কাব্য। 'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।' ভরত,
১৭৬০। ২ বি যোগ। 'সিংহপট্টীর সহিত সাহিত্য করিয়া বাস
করিলেক।' কোরি, ১৮১২। ৩ বি সৃজনশীল রচনা। 'সাহিত্য পাঠ
দ্বারা সাত্ত্বিয় বিত্তক আনন্দ অনুভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪২।

সাহিত্য-অনুসক্তি [স] বিপ সাহিত্যেরে অনগ্রহী। 'তিনি সাহিত্য-
অনুরক্তি অ-সভ্য বাংলাদেশেই রয়ে গেলেন।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সাহিত্য-আকাশ [স] বি সাহিত্যরূপ আকাশ। 'সাহিত্য-আকাশে
আপাততঃ বৃথ রাজারই জয়মান কীর্তিত হতে লাগল।' মোতাহার,
১৯৩৭।

সাহিত্য করা কি যোগাযোগ করা। 'রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া
... লীড়ান্বনেই ঐশ্বর্য্য পুরুষের বাস করিতেন।' দর্পণ, ১৮২০।

সাহিত্যকর্ম, সাহিত্যকর্ম [স] বি সাহিত্যিক রচনা। 'তাহার
সাহিত্যকর্মকে নৈতিকতার কোন মাপকাঠিতে অবধা কোন আদর্শের
মানদণ্ডে বিচার করা হইয়াছে।' আলোড়ন, ১৯৬৪।

সাহিত্যকর্মী, সাহিত্যিকর্মী [স] বি সাহিত্যিক। 'অজ্ঞ
ও অনুরূপবর্গীয় সাহিত্য কর্মী।' আলোড়ন, ১৯৬২।

সাহিত্যিকার [স] বি সাহিত্য কর্ম করেন যিনি। 'বিজিল্ল দেশে বিজিল্ল
কালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক-একজন সাহিত্যিকার আপন কীর্তি
শতভাষে প্রভিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫: 'বিশ্বের

উপর সাহিত্যকারের ছন্দের অধিকার কতখানি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্য-কুঞ্জ [সি] বি সাহিত্যক্ষেত্র। 'সাহিত্য-কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া ...' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সাহিত্যক্ষেত্র [সি] বি সাহিত্যজগৎ। 'ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে কু-বর্ণ বলিয়া খ্যাতি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'বীরভূমির পৌরব কীর্তন, বিজয়-সঙ্গীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্র ধনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার ভাষা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতার আকর্ষণ হল।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

সাহিত্যম্রহু [সি] বি সাহিত্যের বই। 'ইংরেজি সাহিত্যম্রহু কিনিবার থরতা যোগািতে হইত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যচর্চা [সি] বি সাহিত্য অধ্যয়ন ও প্রণয়ন প্রচেষ্টা। 'আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'সাহিত্যচর্চায় তাঁহাদের নিদারুণ অবহেলা।' মোহাম্মদী, ১৯০৪।

সাহিত্যজগৎ [সি] বি সাহিত্যের ভুবন। 'সাহিত্যজগতের এক মহৎ উন্নতি।' প্রচরক, ১৯০১।

সাহিত্যতত্ত্ব [সি] বি সাহিত্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।' প্রমথ, ১৯১৪।

সাহিত্যদরসী [সি] সাহিত্য+দর্শন। বি সাহিত্যের অনুরাগী। 'বাংলা সাহিত্যদরসী মুসলিম মনীষী কবি আলাওল।' হুই, ১৯৪৯।

সাহিত্যদর্পণ [সি] বি সাহিত্যরূপ দর্পণ। 'তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে।' প্রমথ, ১৯১৪।

সাহিত্যধারা [সি] বি সাহিত্যের আদর্শ। 'কোন কোন সাহিত্যধারার পূর্বচলনা একালে হয়েছিল।' আনিস, ১৯৬৪।

সাহিত্যদীর্ঘ [সি] বি সাহিত্যের আবাস। 'একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যদীর্ঘ রচনা করিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সাহিত্যদূরী [সি] বি সাহিত্যরূপ নগরী। 'বড়ো বড়ো সাহিত্যদূরী চলনশীল পলিমুক্তিকার মধ্যে নিহিত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্য-প্রধানতা [সি] বি সাহিত্যের প্রধানতা। 'একখানি ভাল চিঠি, যার মধ্যে আছে সাহিত্য-প্রধানতা।' সুকান্ত, ১৯৪১।

সাহিত্য-প্রয়াস [সি] বি সাহিত্য রচনার ইচ্ছা। 'তার সাহিত্য-প্রয়াসের একটি বড় অংশ এই সামাজিক দায় মেটাতেই উৎসর্গিত হয়েছে।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সাহিত্যবাজার [সি] সাহিত্য+বাজার। বি সাহিত্যরূপ বাজার। 'দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সাহিত্যবিচার [সি] বি সাহিত্যের মূল্যায়ন। 'জনসাধারণের প্রতি আর যে কোনো বিষয়ে আস্থা স্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচারে সবথেকে সেই অস্ত্রের উপর আদ্য নির্ভর করা চলে না।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিন্দার পর্য্যবসিত হয়।' সবুজ, ১৯১৭।

সাহিত্যবিচারক [সি] বি সাহিত্য সমালোচক। 'যে গুদর্শন ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্ররূপটিকে সেখিচে পান, তিনিই যথার্থ সাহিত্যবিচারক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারকের হাতে সর্বদাই দেশতে পাই আদর্শবাদের নিষ্ঠা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

সাহিত্যবিজ্ঞান [সি] বি সাহিত্যের রূপ রীতি ইত্যাদির তাত্ত্বিক জ্ঞান; সাহিত্যতত্ত্ব। 'ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আশ্রয়শ্রী করেছি।' প্রমথ, ১৯২০।

সাহিত্যবিন [সি] বি সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানী। 'মহিলা সাহিত্যবিনদের অভাবে পুরুষ সাহিত্যিকগণ ...' বৈশম, ১৯৫৯।

সাহিত্যবীর [সি] বি বড়ো মাপের সাহিত্যিক। 'যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অশ্রুতমাত্রের পৌরবোধোদধা করিবার ভার লইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্যবোধ [সি] বি সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা। 'যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সাহিত্যবোধশক্তি [সি] বি সাহিত্যের রস বোধার সামর্থ্য। 'আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সাহিত্যব্যবসায়ী [সি] ১ বি সাহিত্য সংক্রান্ত বিপণনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি। 'তাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়ী, সাহিত্যব্যবসায়ী ছিলেন না।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬। ২ বি সাহিত্যিক; সাহিত্যচর্চাকারী। 'যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সাহিত্যভোক্তা [সি] বি সাহিত্যের পাঠক; সাহিত্য উপভোগ করে যে। 'প্রেরণা শুধু সাহিত্যভোক্তাকেই মুক্তির বাদ দেয় না, সাহিত্যভোক্তাকেও সে বাদে সম্মুখ করে তোলে।' শিব, ১৯৫০।

সাহিত্যভোগ [সি] বি সাহিত্য উপভোগ। 'সাহিত্যভোগের অকৃমিম উৎসাহ ...' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সাহিত্য-মাত্র [সি] সাহিত্য+মাত্র। বি সাহিত্যরূপ মাত্র। 'ভবিষ্যতে তুমি কৃষিকর্মে সাহিত্য-মাত্রে পল্লিতে উঠি কি না, তার এখনও নিশ্চয়তা নেই।' নজরুল, ১৯২৭।

সাহিত্যমৌলীজন [সি] বি সাহিত্য ভাষাবাসে এমন ব্যক্তি। 'বাংলা সাহিত্যমৌলীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন।' মুলতবা, ১৯৫৯।

সাহিত্যম্রহু [সি] বি সাহিত্যচর্চারূপ যন্ত্র। 'এই সাহিত্যম্রহুর পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

সাহিত্যরচনা [সি] বি সাহিত্যসৃষ্টি। 'যেখানে সাহিত্যরচনার লেখক উপলক্ষমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্যরচয়িতা [সি] বি সাহিত্যিক। 'সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে এ ধরনের যুগবিভাষা করা অত্যাবশ্যক।' আনিস, ১৯৬৪।

সাহিত্যরথী [সি] বিখ্যাতনামা সাহিত্যিক। 'সাহিত্যরথী সুশীলবর বন্ধিমবাসু হইতে আরম্ভ করিয়া ...' নবনর, ১৯০৩; 'নিভাসই যদি ছুই সাহিত্য রথী না হোস।' নজরুল, ১৯২৭।

সাহিত্যরস [সি] বি সাহিত্যের রস। 'সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমানে জল মিশাইয়া ... ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সাহিত্যরসভোগ [সি] বি সাহিত্যের রস উপভোগ। 'পিতৃকালের সাহিত্যরসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সাহিত্যরসিক [সি] বি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। 'যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাশঙ্ক্য কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমরা এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'তাঁহা সাহিত্যরসিকের তত মনোবলক হয় নাই।' সগোপ্য, ১৯২৬।

সাহিত্যরাজ্য [সি] বি সাহিত্যের ভুবন। 'সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য

বড়ো কম নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্যলোক [স] বি সাহিত্যজগৎ। 'সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সাহিত্যশক্তি [স] বি সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা। 'যদি আমাদের সাহিত্যশক্তি থাকে।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

সাহিত্যশাস্ত্র [স] ১ বি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার কৌশল নিয়ে আলোচনা। 'সাহিত্যশাস্ত্রে ঐ জনের উত্তম সংস্কার ইহা আছে।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি সাহিত্যকর্ম। 'ওবাণি সাহিত্য-শাস্ত্রের মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পুস্তক।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সাহিত্যশিক্ষা [স] বি সাহিত্য বিষয়ে বিদ্যালয়। 'এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে ক্রিস্টেরও সাহিত্যশিক্ষা হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৮৮।

সাহিত্যসম্ভান [স] বি নিজের রচিত সাহিত্যকর্ম; সাহিত্যরূপ সম্ভান। 'সাহিত্যসম্ভানের এক-একটি ব্যক্তিগত বাস্তব্য পরিচুত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্যসভা [স] বি সাহিত্যশিল্পবিষয়ক সভা। 'প্রাদেশিক সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু-একটি কথা।' প্রথম, ১৯১৪; 'কলেজের সাহিত্যসভায় সেদিন বলেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সাহিত্যসমালোচনা [স] বি সাহিত্যের দোষগুণ বিচার। 'তার পরে বাকিটা সাহিত্যসমালোচনা করে শয্যাসায়ী হয়ে পড়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

সাহিত্যসম্মিলন [স] বি সাহিত্যবিষয়ক সম্মেলন। 'দলবদ্ধ হয়ে ... গড়তে পারি শুধু সাহিত্যসম্মিলন।' প্রথম, ১৯১৪।

সাহিত্য সম্মেলন [স] বি সাহিত্য বিষয়ক সমাবেশ। 'আমায় সাহিত্য সম্মেলনে ডেকেছেন।' নজরুল, ১৯২৮; 'সাহিত্যসম্মেলন প্রত্যাগির একটা পার্শ্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সাহিত্যসাধক [স] বি সাহিত্যচর্চাকারী। 'তাঁকে সাহিত্যসাধক শিল্পীর জীবন যাপন করতে দেখি।' হাই, ১৯৪৯।

সাহিত্যসাধনা [স] বি সাহিত্যচর্চা। 'বহুবন্সর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করছি।' রবীন্দ্র, ১৯১৯; 'তাঁহার সাহিত্যসাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হবে।' নজরুল, ১৯২২।

সাহিত্যসৃষ্টি [স] বি সাহিত্য রচনা। 'সাহিত্যসৃষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোক যেখানে দায় নেই।' রবীন্দ্র, ১৯৩০; 'যে সাহিত্যিক মানুষ সবচেয়ে যত বেশি অনুসন্ধান-তৎপর তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তত বেশি মূল্যবান হবার সম্ভাবনা।' শিব, ১৯০০।

সাহিত্য-সেবা [স] বি সাহিত্যসাধনা। 'অন্যদলে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শব্দের জিনিস, তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মচর্চা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'বিজ্ঞানাগারে, সাহিত্য-সেবায়, বাগিছায় ...।' মুরাজ্জিন, ১৯৩২।

সাহিত্যসেবী [স] বি সাহিত্য-অনুরাগী। 'অন্যদলে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শব্দের জিনিস, তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মচর্চা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'সাহিত্যসেবী এবং অহিংসেন্দ্রসেবী একই জ্ঞেয় জীব নয়।' প্রথম, ১৯১৩।

সাহিত্যসৌধিন [স] সাহিত্য+সূচ শব্দকী। বিণ সৌখিন সাহিত্যসুলভ। 'তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল সাহিত্যসৌধিন এবং আন্তর্নির্ভরতাশূন্য।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সাহিত্যসৌখ [স] বি সাহিত্যকীর্তি। 'বিরাত বিশাল অনবদ্যাস-মনোহর সাহিত্যসৌখ রচনা করিতে হইবে।' শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

সাহিত্যস্রষ্টা [স] বি সাহিত্যিক; সাহিত্য সৃষ্টি করে যে। 'ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে ভার প্রভাব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সাহিত্যহর্য [স] বি সাহিত্যরূপ প্রাসাদ। 'সাহিত্যহর্য অজডেদী ইয়া উঠিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্যাকাশ [স] বি সাহিত্যের আকাশ। 'ইরাজি-সাহিত্যাকাশ ইহাও নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে ইহিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্যচার্য [স] বি সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত। 'সাহিত্যচার্যেরা কেউ দৃষ্টি ভালো কথা বলেননি।' প্রথম, ১৯১৪।

সাহিত্যানুরাগ [স] বি সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা। 'এইজন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সাহিত্যানুরাগী [স] বিণ সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা আছে এমন। 'লোকটির নাম তা-; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সাহিত্যাদোলন [স] বি সাহিত্য বিষয়ক আন্দোলন। 'আজকের সাহিত্যাদোলনের উদ্গাঢ়া যুরোপ।' শরীফ, ১৯৬৮।

সাহিত্যমোদী [স] বি সাহিত্যপ্রিয়। 'সাহিত্যিক, সাহিত্যমোদী মহিলা ও ছাত্রদের ...।' মোহাম্মদী, ১৯৪৪।

সাহিত্যালোচনা [স] বি সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। 'অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সাহিত্যিক [স] ১ বিণ সাহিত্য বিষয়ক। 'সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বিণ সাহিত্যের উপযোগী। 'আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ...।' দর্পণ, ১৯২১। ৩ বি সাহিত্য রচয়িতা। 'আমার সাহিত্যিক ও কবি বন্ধুবর্গকে পাঠেবা হয়েছে।' নজরুল, ১৯২১। বিণ সাহিত্যিকদের। 'সাহিত্যিক-সমাজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ৪ বিণ সাহিত্যের উপযোগী। 'কৃত্রিম হাঁচে ঢালাই করে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা খাড়া করে তাই নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৫ বিণ সাহিত্যলেখক। 'সাহিত্যিক হরিদাসবাবু ... ব্যাখ্যা করলেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সাহিত্যিকগিরি [স] সাহিত্যিক+গিরি। বি সাহিত্যিকের কাজ। 'মনের সুখে সাহিত্যিকগিরির আশ্রয়ই দেওয়া।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

সাহিত্যিক-বন্দনা বি সাহিত্যমূলক। 'তিনি খেতভূজা ভারতীর যে-বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক-বন্দনা।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সাহেব [আ] সাহিব। ১ বিণ প্রধান। 'সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোয়াইবে শির।' কৃষ্ণকান্ত, ১৭২০। ২ বি সম্মানিত ব্যক্তি। 'ফরযাদী মহারাজ মনসবদার সাহেব নবাব আর কানোয়াই ডার।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি বাদশাহী সম্মানের উচ্চ সম্বোধনবিশেষ। 'নবাব সাহেব সহসা এমত করিবেন না।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বি ইংরেজ। 'বাসলি কিয়া সাহেবে ফকেরে সাধ্য নহে।' দর্পণ, ১৮২১। ৫ বি কর্মকর্তা। 'বোজবিরমুর প্রধান সাহেব।' দর্পণ, ১৮২২। ৬ বি খেতাব লোক। 'নেটিব বা সাহেব বলিয়া কোন ঘুণাসূচক বাক্য নাই।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৭ বি তাসবিবিশেষ। 'তাদের সাহেব, তাদের বিবি, টেকা এবং গোলামের বাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৮ বি কর্তা। 'আপিসের সাহেব এনেছেন দেখছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সাহেবগিরি [আ সাহিব+গিরি] বি সাহেবের কাজ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সাহেবজাদী [আ সাহিব+জাদী] ১ বি সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'চাকরদের হুজুর অপেক্ষা সাহেবজাদীকেই বেশী ভয় পায়।' রোকেয়া, ১৯২৪। ২ বি সাহেবের কন্যা। 'সাহেবজাদী ... সম্পূর্ণ হাল-ফ্যাশনের

মেয়ে।' মনসুর, ১৯৫৫।

সাহেবতনয় [আ সাহিব+স তনয়] বি সাহেবের ছেলে।
'সাহেবতনয়গণ বোম্বাই ট্রেনে' প্রভাত, ১৮৯৬।

সাহেবলোক [আ সাহিব+স লোক] বি ইংরেজ সরকারের
প্রতিনিধি। 'হুজুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিকে
প্রধান কর্তৃ সেন না।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সাহেব-সমাজ [আ সাহিব+স সমাজ] বি ইংরেজগণ। 'সাহেব-
সমাজ আসিয়েন আজ, এরা এলে হবে নিদে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সাহেবসুবা [আ সাহিব+আ সুবা] বি কর্তাব্যক্তি। 'জিলায়
সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোগলকে এই ঘরের অবগুষ্ঠন মোচন হয়।'
রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সাহেব-সুবা [স সাহিব+] বি সাহেব এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।
'সাহেব-সুবোর কাছে উপস্থিত হয়ে দরবার করা তাঁর সাহসে কুলোত
না।' প্রমথ, ১৯১৬।

সাহেবা [আ সাহিব+] বি সম্ভ্রান্ত মহিলা। 'বাঙ্গিলা বিদ্যালয়ের
সুপারিন্টেন্ডেন্ট - ফাতেমা বেগম সাহেবা।' রোকেয়া, ১৯২৯।

সাহেবান [আ সাহিব+] বি স্ত্রী সাহেবগণ। 'হুজু মল্লিযুত বড়
সাহেবের ও কৌশল সাহেবান মোকাম ...।' ক্যালগে, ১৭৮৪;
'শহরের বাবদী সাহেবান।' দর্পণ, ১৮১৯।

সাহেবানা [আ সাহিব+] বিণ ইউরোপীয়দের মতো। 'চাল চেলেছে
সাহেবানা।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

সাহেবি, সাহেবী [আ সাহিব+] ১ বিণ সাহেবদের মতো।
'ছোটাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ।' হুতাম, ১৮৬১। ২ বিণ
ইউরোপীয়। 'আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া ...।' বন্ধিষ, ১৮৭৫।
৩ বি সাহেবের আচরণ। 'সাহেবি গিয়াছে।' নজরুল, ১৯২২।

সাহেবি খানা [আ সাহিব+খি খানা] বি পাতাতোর বাদ্য।
সাহেবি খানায় বিগড়ে যাবে।' নজরুল, ১৯২৪।

সাহেবি-ভাবাপন্ন [আ সাহিব+স ভাবাপন্ন] বিণ ইউরোপীয় ভাব
নিরে প্রভাবিত। 'খাঁরাই সরকারি চাকরি করেন, তাঁরাই সাহেবি-
ভাবাপন্ন।' ধূর্তি, ১৯৩১।

সাহেবিয়ানা [আ সাহিব+আ আনা] ১ বি ইউরোপীয়দের আচরণ।
'উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ বি
সাহেবসুলভ আচরণ। 'তাঁহার সাহেবিয়ানা বহুসমাজে ও
বৈঠকখানায়' প্রভাত, ১৮৯৮।

সাহেবীপনা বি বাবুয়ানা ভাব। 'কী যে সব সাহেবীপনা এদের।'
নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

সাহেবীয়ানা [আ সাহিব+আ আনা] বি সাহেবসুলভ আচরণ। 'কাজে
কর্তে কথাবার্তায় সাহেবীয়ানার চাইতে নবীয়ে কবীমের পায়বন্দ।'
মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সাহেবের পিণের বি সাহেবদের। ওর্গা, ১৭৮২।

সাহেবের সরকার বি ইংরেজ সরকার। 'ঘোষ ময়ুকের সাহেবের
সরকারে শালিষ করিয়াছে।' ওর্গা, ১৭৮২।

সাহ [স সাহ্য] বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ। 'রামকুমার সাহ' সেবধি,
১৮৪০।

-সি - ক্রিয়াবিক্তি-বিশেষ (বর্তমান কালের তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ)।
'জ্ঞে তো মুঢ়া অজ্ঞসি ভাঙী পুত্ৰহু সন্দক পাব।' চর্চা ৪১, ১২০০;
'দানম্বলে রোক্ষসি বাটে।' বড়ু, ১৪৫০।

সি ১ অবা ও। 'জই তুমহে তুসুকু অহেই জাইবে মারিহ সি পঞ্চম্বলা।'
চর্চা ২৩, ১২০০। ২ অবা পদ্যাবিশেষ। 'দেখিতে সি পাইএ
কাখাতি ডকিতে না পাই।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ সর্ব সে। 'লার্জে সি
হারামিএ কাজ।' বড়ু, ১৪৫০।

সিঅনি [স সিখন+] বি সেতপাত্র। 'নাঈগ গাড়ি পাতে বীর না ধরে সিঅনি
অঞ্জলি করিয়া হনুমান তোলে পানি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিঅর [স সিখরা] বি মস্তক। 'নব কিশলয় শয়নে সূতিল বানীত সিঅর
সিঅরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সিঅলি [স শেফালী] বি শিউলি। 'রজন মালতি জাতি সিঅলি অতসী।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

সিআ [ফা সিয়া] বি কালো। 'আর বানি সিআ রঙ্গ অধিক পোতন।'
বাহয়াম, ১৬৫০।

সিআইডি [ডি] ১ বি অপরাধী অনুসন্ধান বিভাগ। 'যুবকদের শাস্তি দিবার
জন্য সিআইডি আছে।' রোকেয়া, ১৯২২। ২ বি শোয়েদা। 'সমস্ত
সি. আই. ডি. পুলিশ' নজরুল, ১৯৩০; 'সি. আই. ডি.-দের হাতে
অপরাধী যাবে ফসকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সিআঁ কি এসে; আগমন করে। 'রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে।' বড়ু,
১৪৫০।

সিআর [স শূণ্য] বি শিয়াল। 'সিআর কা জগেরা সীণ জনমএ'
বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সিউতি [স সোচনী] বি ভাত; পাত্রবিশেষ। 'সিউতি হইল সোনা দেখিতে
দেখিতে।' হাম্বহেত, ১৭৭৮।

সিউরান [স শিহর] কি শিহরিত হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

সিআন [স সম্ভ্রান্ত] বিণ চতুর। 'তোকেজি বড় সিআন।' বড়ু, ১৪৫০।

সিআনী বিণ স্ত্রী চতুর। 'আপনাক রাধি যে কাজ করে তাক বুলিএ
সিআনী।' বড়ু, ১৪৫০।

সিউলি [স শেফালী] বি শিউলি ফুল। 'বনকরবীর মুরা অতসী সিউলি
পারিজাত।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'সকলি পারুলি কেয়া সিউলি সুরতি
জয়া।' কুস্তরাম, ১৭২০।

সিং বি উত্তর ভারতীয় বংশনাম-বিশেষ। 'পাড়ে, দোবে, চোবে, সিং, চার
জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল।' মণাররক্ষ, ১৮৯০।

সিংগি [স সিংহ] বি সিংহ। 'মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে
আসছিলেন।' হুতাম, ১৮৬১।

সিংগিনী বি সিংহী। 'আর সিংগিনী! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা
বুঝতে পারেনি।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

সিংগিমাতুল বি সিংহমাতা। 'সিংগিমাতুল হাসে।' নজরুল, ১৯৩১।

সিংচই [স সিখন+] কি সৈঁচি। 'পঞ্চ দুখোলে সিংচই পানী ন পইসই
সাকী।' চর্চা ১৪, ১২০০।

সিংদরজা [স সিংহ+জা দরওয়াজা] বি প্রধান ফটক; সিংহদ্বার।
'আশামাদের সিংদরজায় টাঙিয়েছে কোন কসাই।' নজরুল, ১৯২২।

সিংহাদ [স সিংহানাদ] বি সিংহের গর্জন। 'সিংহাদ ছাড়ি বলে সম্রাট
ভিতরে।' আলখর, ১৫০০।

সিংকো বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'ব্রহ্মদেশের সমুখ্রে দেখিতে পাই খামটি,
সিংকো, শিমশি, চুলকাটা শিমশি।' বন্ধিষ, ১৮৯২।

সিংভোঙ্গা [স শূন্য+] বিণ দুর্বল। 'গৃহিণী এঁচরে পালা, কর্তা সিংভোঙ্গা বড়
বিড়বনা।' তমোলুক, ১৮৭৪।

সিংহে'।[স] ১ বি বিভাগ শ্রেণীর শক্তিশালী বন্য পর্বতবিশেষ। 'সিংহ জিন্দী ভোর আতি মাথা খিনী।' বড়, ১৪৫০। ২ বি রাশিচক্রের ব্যৱোটি রাশির অন্যতম। 'সিংহ কন্যা মনিসুর চক্রতে বসতি।' সুলতান, ১৭০০।

সিংহ-আসন [স] বি সিংহাসন; রাজাসন। 'বিশ-পিতার সিংহ-আসন/ গ্রাম-বন্দীতে অধিষ্ঠান।' নজরুল, ১৯২৪: '(মো) সিংহআসন হতে সেমে বসেহে সেখ দুলির তলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

সিংহগর্জন [স] বি উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ। 'বনোয়ারি সিংহগর্জনে গর্জিয়া উঠিয়া শীলকণ্ঠকে বলিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪: 'অভ্যচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিশ্রুত প্রবলকে বিহার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সিংহদ্বীপ [স] বি সিংহের খাড়ের মতো খাড়বিশিষ্ট। 'সিংহদ্বীপ সিংহদ্বীপ সিংহের হস্তার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সিংহটাল [স সিংহ-] বি সিংহবিক্রম। 'হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহটাল।' বড়, ১৪৫০।

সিংহদরজা বি প্রধান প্রবেশ-দ্বার। 'বৈশাখী সিংহদরজা পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে, গভীর রাত্রে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সিংহদরোজা [স সিংহ+স দরওয়াজা] বি প্রধান ফটক। 'সিংহদরোজায় প্রস্থ, অনিদ্রায় আমি বেন থাকি।' মাহমুদ, ১৯৬৬: '১৯৭৩ জন শামসুর রাহমান হচ্ছে জেডো সিংহদরোজার।' শামসুর, ১৯৭৪।

সিংহদুয়ার [স সিংহদ্বার] বি প্রধান ফটক; সদর দরজা। 'সিংহদুয়ারে বাকিল বিদ্যাপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সিংহদ্বার [স] ১ বি প্রধান ফটক। 'নির্ভিচ্ছন্ন হুত্ব বাড়া রহে সিংহদ্বারের।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'মণ্ডতের দেহে সুখের আবার জিন্দগানীর সিংহদ্বার।' কররূপ, ১৯৪৬। ২ বি ঋশত পথ। 'মরণের সিংহদ্বার দিয়া সশার হইতে ভুমি অন্তরে পশিলে আসি ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২: 'এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে, মরণের সিংহদ্বার হয়ে এসো পার।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সিংহদ্বার-বাগে ক্রিবিণ প্রধান ফটকের দিকে। 'আধারের দীপ সিংহদ্বার-বাগে, রক্তবর্ণ অস্ত্রশয্যে ছোটে রথ লক্ষ্যনুয় আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সিংহদাদ [স] ১ বি সিংহের ডাকের মতো ধনি। 'শোলাব টোপার শিরে ঘন সিংহদাদ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি তর্জন-গর্জন। 'স্মৃতিত কুতীভা নিতা যতই কলক সিংহদাদ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সিংহেশুট [স] বি সিংহের শিট। 'সিংহেশুটে দুর্গা বন্দো মহিষমর্দিনী।' রূপরায়, ১৭৫০।

সিংহবাহিনী [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গা (সিংহ বাহন যার)। 'জয় জয় জয় দুর্গা জয় নিরঞ্জন সেবক শ্বরশে উর সিংহবাহিনী।' মানিকগঙ্গা, ১৭৮১।

সিংহবীর্য, সিংহবীর্য [স] বি সিংহের মতো শক্তিবিশিষ্ট। 'সিংহবীর্য সিংহবীর্য সিংহের হস্তার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সিংহভাগ [স] বি প্রধান অংশ। 'তাঁহার সিংহভাগ থাকিতে হইবে ইহাই তাঁহার দাবী।' আলাদ, ১৯৭১।

সিংহমধ্য [স] বি সিংহের কোমর। 'সিংহমধ্য সম মধ্যে পোতে দ্রবী।' বড়, ১৪৫০।

সিংহমাথা [স সিংহমাথা] বি সিংহের মাথার মতো সরু কোমর।

'মাথদেশে সেবি সিংহমাথার আকার।' বড়, ১৪৫০।

সিংহমুখ [স] বি সিংহের মতো মুখবিশিষ্ট। 'নরদেশ সিংহমুখ গর্জনে বিস্তার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সিংহমুখী [স] বি সিংহের মুখের মতো আকারের। 'গড়ে ডিসা সিংহমুখী নামে ডিসা গুজাণেবি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিংহরথ [স] বি সিংহরথ বাহন। 'কৌতুকে হাসেন মাতা সিংহরথে বসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিংহরাশি [স] বি রাশিচক্রের পঞ্চম রাশিবিশেষ। 'সিংহরাশি সিংহলায় উচ্চ গ্রহাণ্য যড়বর্ণ অষ্টবর্ণ সর্ব সুলক্ষণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সিংহলাদ [স সিংহলাদ] বি সিংহলাদ। 'আসমানেনে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

সিংহ-ছন্দ বি সিংহ-ছন্দ রিচার্ডকে নর্যাস কবি কহিতেনে, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃশিতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সিংহাসন [স] ১ বি মর্যাদাপূর্ণ আসন। 'পাদ্যঅর্থ দিল তবে নির্বা সিংহাসন।' মলাধর, ১৫০০। ২ বি রাজার আসন। 'একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি পালদীপ। '... মানবভক্তার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি দূত আসন। 'তাঁহার অন্তরে মধ্যে বিদ্যাসের সিংহাসন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সিংহাসনচ্যূত [স] বি রাজাসন থেকে বিতাড়িত। 'হামিদ বান আজ সিংহাসনচ্যূত ও নির্বাসিত।' প্রচারক, ১৯০৮।

সিংহাসনাক্রান্ত [স] বি ক্ষমতাসীন। 'যে দেশের রাজা সিংহাসনাক্রান্ত এবং অন্য দেশবাসী, সেই দেশ পরভ্রম।' বটম, ১৮৮৭।

সিংহাসনাক্রান্তা [স] বি ক্রী সিংহাসনে বসে আছে এমন। 'সিংহাসনাক্রান্তা মরু-বাহিনী পদ্মা।' নজরুল, ১৯৩০।

সিংহিনী [স] বি ক্রী বিভাগ ও বাঘ শ্রেণীর বড়ো ও শক্তিশালী জন্তুবিশেষ। 'শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ তুলে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সিংহী, সিংহি [স] বি ক্রী বিভাগ ও বাঘ শ্রেণীর বড়ো ও শক্তিশালী জন্তুবিশেষ। 'একটা বড় সুসজ্জা সিংহের মাদি বাছা।' ক্যান্সে, ১৭৯৫: 'সিংহী এক বড় হয় না, এবং খাড়ো কেসর নাই।' মদনমোহন, ১৮৫০।

সিংহে' [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সিবাকর সিংহে'। সেরথি, ১৮৪০।

সিংহেব্রিডী [স] বি সংস্কৃত হ্রস্ববিশেষ। 'সিংহ-ব্রিডী ছন্দে।' নজরুল, ১৯২৫।

সিংহেল [স] বি শ্রীলঙ্কা। 'চলিল সিংহেল দেশে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিংহেল দ্বীপ [স] বি ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দ্বীপবিশেষ; শ্রীলঙ্কা। 'ফাযিল সিংহেল দ্বীপের পরিমাণ উত্তমরূপে বিখ্যাসেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সিংহেলবাসী [স] বি শ্রীলঙ্কাবাসী। 'সিংহেলবাসী ববিকদিগের বিস্তৃতরূপে বাসিগ্যাসেন ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সিংহেলিআ [সিংহেল] বি সিংহেলের লোক। 'সিংহেলিআ বড় ঠক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিংহলী *কি* সিংহলের অধিবাসী। 'সিংহলী? কি জানে।' মুজতবা, ১৯৫২।

সিংহলীয় [সিংহল+স ঈয়] *কি* সিংহল দেশীয়। 'মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক ...' *বক্তিম*, ১৮৯২।

সিংহা [স শ্বা] *কি* শিঙা। 'সিংহা কাড়া ঘন বাজে পড়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঁচা [স সিং>] *ক্রি* সেঁচে ফেলা। *সিঁচিতে ক্রি* সেঁচেতে। 'সিঁচিতে জনম গেল।' *চণ্ডী*, ১৫৫০।

সিঁচা^১ *কি* সেঁচে-তোলা। 'মিছা কথা সিঁচা জল কত ক্ষণ রয়।' *ভারত*, ১৭৬০।

সিঁটকানো *ক্রি* ঘৃণা অথবা তুচ্ছতার কারণে নাক কুঁচকানো। 'প্রতাবটা তনে মুক্তিদান নাক সিঁটকোয়।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিঁড়ি, সিঁড়ী [স শ্রেণী] *কি* উপরে-নীচে ওঠানামার সোপান। 'সোহার ঝাঝিল পাড়ি বন্ধন করিল সিঁড়ি।' *কেতকা*, ১৬৫০; 'অভিশয় মনোমোহা প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ী।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০।

সিঁড়িঘর *কি* সিঁড়ির ঘর। 'সিঁড়িঘর মাড়িয়ে দোতলায় উঠলাম।' *ময়ান*, ১৯৬৮।

সিঁড়ি ঝাড় *কি* সিঁড়ি আকৃতির এক প্রকার আলোকসজ্জা। 'প্রথমে কাগজের ও অক্ষরের হাত ঝাড়, পাঁজা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে ঢোয়া।' *ছতম*, ১৮৬১।

সিঁতি [স সীমন্ত] *কি* সিঁথিতে পরার অলংকার। 'দুকূল, কাঁচদি, সিঁতি, কঞ্চা, কিত্তিবী।' *মাইকেল*, ১৮৬২।

সিঁথা *কি* সিঁথি। 'স্নিগ্ধহসিত বদন-ইন্দু, সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৪; 'সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়ত-চিহ্ন।' *শরৎ*, ১৯১৭; 'সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর।' *জঙ্গম*, ১৯৩৩।

সিঁথি [স সীমন্ত] ১ *কি* মাথার চুল দুইভাগে করলে যে রেখার সূচী হয়। 'সিঁথির সিঁদুরে আমার না পড়িল কালি।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *কি* সিঁথির অলংকার। 'রমণীরা মোতির সিঁথি পরে না কেউ কেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

সিঁথিপথ *কি* সিঁথির মতো সরুপথ। 'সিঁথিপথে লতানো বিহাভ ঝাঁজ।' *শঙ্ক*, ১৯৬৯।

সিঁথি পাটি *কি* সিঁথিতে পড়ার উপযুক্ত অলংকার। 'শিরে শোভে সিঁথি পাটি।' *সুলতান*, ১৭০০।

সিঁথে [স সীমন্ত] *কি* মাথার চুল দুইভাগে বিভাজ্য করলে যে সরু রেখার সূচী হয়; সিঁথি। 'বেণী নাহয় এলিয়ে রবে/ সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সিঁথেকাটা দাড়ি *কি* সুবিন্যস্ত দাড়ি। 'মোচড়ানো গৌর, সিঁথেকাটা দাড়ি।' *অবন*, ১৯২৭।

সিঁথি [স সীমন্ত] *কি* সিঁথি। 'সুবর্ণ সিঁথি শিরে/ অন্তুরি দিআ করে/ আলীশ করিল যোজনা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিঁতি *কি* সিঁথি। *ম্যোএল*, ১৭৪৩।

সিঁথা *কি* সিঁথি। 'সিঁথার সিঁদুর মোর আছ এ উজ্জ্বল।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

সিঁদ [স সন্ধি] *কি* সিঁধ। 'মানসে কাটিল সিঁদ।' *চণ্ডী*, ১৫৫০। *প্র* সিঁধ

সিঁদকাটি *কি* ঘরের দাওয়ায় সুড়ঙ্গ ঝুঁড়তে ব্যবহৃত হয় এমন শাবলবিশেষ। 'নামকরা সিঁদেল চোরসেজও হাত থেকে সিঁদকাটি

পড়ে যেতো।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সিঁদকাটি *কি* সিঁধ খনলে ব্যবহৃত শাবলবিশেষ। 'শড়া মাটি সিঁদকাটি যতনে লইয়া।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিঁদমুখী [সিঁদ+স মুখী] *কি* সিঁদের দিকে মুখ করে আছে এমন। 'সিঁরাঙ্গ সাঁই কয় লালন বয় ফাঁদ পেতে শুই সিঁদমুখী।' *লালন*, ১৮৯০।

সিঁদাল, সিঁদেল *কি* সিঁধ খননকারী। 'ইন্দুর মৃত্তিকা তুমি আমি সিঁদাল চোর।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সিঁদেল-চোর *কি* সিঁধ খননকারী চোর। 'ঘরে যে সিঁদেল-চোর ঢুকিয়াছে।' *নজরুল*, ১৯২২; 'নিভাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর।' *তার*, ১৯৪০।

সিঁদ [স সন্ধি] *কি* সিঁধ; চুরি করার জন্য চোর ঘরের দেয়ালে বা দাওয়ায় যে সুড়ঙ্গ করে। 'রামকুমার কলুর বাটীতে - সিঁদ কাটিয়া সর্ব্ব্ব লয় -' *চিঠিপত্র*, ১৮৩৩।

সিঁদারি [স সন্ধি] *কি* সিঁদেলের কাজ। 'চোর ডাকাতের সনে করেছে সিঁদারি।' *মায়িকরাম*, ১৭৮১।

সিঁদুর [স সিঁদুর] ১ *কি* হিন্দু সন্যাসদের কপাল ও সিঁথিতে পরার এক রকমের লাল ঝড়াবিশেষ। 'কেসু কুসুম করু সিঁদুর দান।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ *কি* সিঁদুরের মতো কিছু। 'সিঁদুর প্রকৃতিভাবে দিল পরাইয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৮।

সিঁদুর-আলো *কি* রক্তিম আলো। 'মিলায় সিঁদুর-আলো, গোখলি সে হুঁই কালো।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

সিঁদুরকোটা *কি* এক জাতের আম। 'তুই বরং সিঁদুরকোটা-তলার থাক।' *বিকৃতি*, ১৯২৯।

সিঁদুর-চন্দন *কি* সিঁদুর ও চন্দন। 'আগে দড়ি-বাবার গারে সিঁদুর-চন্দন লাগা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সিঁদুরচর্চাতি [স সিঁদুরচর্চাতি] *কি* সিঁদুর-মাখা। 'একটি ছোট উঁচু টিলায় বধ্যভূমি, সিঁদুরচর্চাতি যুগকাঠ।' *হাসান*, ১৯৬৭।

সিঁদুর চিহ্ন [স সিঁদুরচিহ্ন] *কি* অত্যন্ত ক্ষীণ রেখা। 'তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে/ সিঁদুর চিহ্নের মতন সখা।' *শঙ্ক*, ১৯৬৬।

সিঁদুর পরা *ক্রি* সিঁথিতে সিঁদুর আলোপ করা। 'সোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া ভ্রমের ডাকিতে হাসিতে হাসিতে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সিঁদুর-বিন্দু *কি* সিঁদুরের বিন্দু; লাল বিন্দু। 'অতি যত্নে সীমন্তটি চিহ্নে, সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই শিরে?' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

সিঁদুর-কোঁটা *কি* সিঁদুরের বিন্দু। 'সিঁদুর-কোঁটা অলকছটা মুক্তা গাথা কেশে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সিঁদুর ভাঙা *ক্রি* সিঁদুর মুছে যাওয়া; বিধবা হওয়া। 'আগে বুঝি নাই তোমারো মাথার সিঁদুর ভেঙেছে তাতে।' *জঙ্গম*, ১৯২৯।

সিঁদুর মাখা^১ *ক্রি* সিঁদুর দিয়ে রাজানো। 'তার কপালে সিঁদুর মাখিরে সামনে বসে ভক্তিমুরে ঘটা নাড়ফেলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সিঁদুর-মাখা^২ *কি* সিঁদুর-রাজানো। 'একটি নারী সিঁদুর-মাখা বিম্বকে প্রণাম করছে।' *নরেন্দ্র*, ১৯৪৬।

সিঁদুর মুছা *ক্রি* বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু নারীর সিঁদুর মুছে ফেলা; বিধবা হওয়া। 'মঞ্জলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৮।

সিঁদুর মেঘ *কি* সিঁদুরের মতো লাল রঙের মেঘ। 'কোঁটা-ভরা সিঁদুর

দিব, সিঁদুর মেঘের গায়।' জসীম, ১৯২৯।

সিঁদুরিয়া বিণ সিঁদুরের মতো; লাগছে। 'সিঁদুরিয়া ... আম।' জসীম, ১৯৩০।

সিঁদুরী বিণ সিঁদুরের মতো লাল রঙের আম ধরে এমন। 'সিঁদুরী গাছের তলায় আসিয়া ... আম কুড়াবার সুখ।' জসীম, ১৯৩১।

সিঁদুরে বিণ সিঁদুরের মতো লাল। 'সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ণ করে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া খুব আতঙ্ক লাগিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

সিঁদুরে রঙ বি সিঁদুরের মতো রঙ। 'সন্ধ্যা হবে না সিঁদুরে রঙের ভাৱে হাসিবে না ফুল।' জসীম, ১৯২৯।

সিধ [স সক্তি] ১ বি কিশোর দেয়ালের মীটে বান্দু সেবার গর্ত। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি বাইরে থেকে ঘরের ভিত্তে কাটা সুড়ঙ্গ। 'মেঘানে চোর, সেইখানেই সিধ।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

সিধ কাটা ক্রি গোপনে সুড়ঙ্গ খনন করা। 'মরমে কেটেছে সিধ, নয়নের কেড়েছে নিদ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'আমি যা চাই তা আমি সিধ কেটে নিতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সিধ-কাটা বিণ সিধ কেটেছে এমন। 'কেন মার সিধ-কাটা ধুতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সিধকাটি [স সক্তি+স কাটিকা] বি সিধ কাটার ছোটো শাবলবিশেষ। 'সিধকাটিটা তুলে ... মারতে আসে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সিধকাটি [স সক্তি+স কাটিকা] বি সিধ খননে ব্যবহৃত ছোটো শাবলবিশেষ। 'তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিধেলের সিধকাটি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সিধ মুখ বি সুড়ঙ্গের মুখ। 'মনোহরের প্রবান সিধ মুখটিতে কোনো প্রকার মরমে পড়লেই হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সিধালচোর [স সক্তি+স কাটিকা] বি সিধ কেটে চুরি করে এমন চোর। 'কলিকাতায় সিধালচোরের ভয় কোনকালে ছিল না।' দর্পণ, ১৮৩০।

সিধেল [স সক্তি] বি সিধ কেটে চুরি করে যে। 'তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিধেলের সিধকাটি এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সিধেল চোর বি সিধ খননকারী চোর। 'দারুণ সিধেল চোরে, ঘরে যে তোমার প্রবেশ করিয়া সব ঘরে চুরি করে।' জসীম, ১৯৩৩।

সিধনো ক্রি ঢোকানো। 'বিদ্যদত্ত সিধতেই পারবে না।' জীবন, ১৯৪৮।

সিয়ে [স সিধ] ক্রি সেলাই করে। 'শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সিক [ফা সীখ] বি শিক। সিকপোড়া [ফা সীখ+পোড়া] বি শিকে পোড়ানো মাংস। 'ছাল খসাইয়া প্রিয়ে কষা সিকপোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিককাটি [ফা সীখ] বি শিক। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সিকড় [স শিখর] বি শিকড়। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

সিকতা [স বি বান্ধু]। 'বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। বঙ্কিম, ১৮৬৬।

সিকদার [আ সীখ+ফা দার] ১ বি রাজস্ব আদায়কারী। ওর্স, ১৭৮২। ২ বি কোষাধ্যক্ষ। ওর্স, ১৭৮২। ৩ বি বংশনাম-বিশেষ। ওর্স, ১৭৮২।

সিকদারান বি সিকদারগণ। ওর্স, ১৭৮২।

সিকনি বি শিকনি; নাকের কক্ষ শ্রেণী। 'তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন।' মুক্তভা, ১৯৬৬।

সিকন্দেরি [ফা সিকান্দার] ১ বি লম্বা তুল। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি লাভ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সিকল [স শৃঙ্খল] বি শিকল। 'পাপপুণ্য বেগি তিড়িৎ সিকল মোড়িৎ' ক্ষ্মাঠালা।' চর্যা ১৬, ১২০০।

সিকলি [স শৃঙ্খল] বি বিছা; কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। 'কানবালা, হীরা, পান্না, ধূপকুঁড়ি, মুক্তার সাজলিড়ি, ডায়মনকাটা টিক তাবিজ বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোটা চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাণ্ডুর ইত্যাদি।' ভবানী, ১৮২৮।

সিকন্ত [ফা শিকন্তি] বিণ নিঃস্র। 'প্রজারা সিকন্ত হইয়া পড়িল।' প্যারী, ১৮৫৮।

সিকন্তি, সিকন্তি বি ভাতা; ডাঙন। 'নদীগর্ভে সিকন্তি হইয়া গিয়াছিল।' বিষ্ণুতি, ১৯৩৮; 'নদীর সিকন্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সিকা, সীকা [স শিক্যা] বি পত্র বুলিয়ে রাখার জন্য দড়ির তৈরি উপকরণ। 'বাহক ঘোড়িআ তেরহ কৈল সীকা।' বড়ু, ১৪৫০; 'সিকায় করিয়া অর্ন্ত লৈহ সব ছাড়াগেল।' মালধর, ১৫০০।

সিকা, সিখা [স শিক্স] ক্রি শেখা। সিকাইল, সিখাইল ক্রি শেখানো। 'উজ্জ্বলের দয়া করি জোপ সিখাইল।' মালধর, ১৫০০; 'বলিবেক বৃক্ষে সিখাইল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সিখাম ক্রি শেখাও। কৃষ্ণায়, ১৭২০। সিখায় বি ক্রি শিখানো। 'সুন সুন মুখনি মুখ উপদেশ। হাম কিয়াব চরিত বিসেস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সিখিতে ক্রি শিখতে। 'তিহো তোমাকে কাগজ সিখিতে জেখানে সোপরোধ করিয়া সেন সেইখানেই মনের মধ্যে আমদ করিয়া ... লিখনপড়ন সিখীবা।' ওর্স, ১৭৮২। সিখীবা ক্রি শিখবে। 'লিখনপড়ন সিখীবা।' ওর্স, ১৭৭৯।

সিকা [আ সিকাহ] বি সিকি; এক টাকার এক-চতুর্থাংশ মূল্যমানের মুদ্রা। 'মোল্লা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিকার, সীকার [ফা বি শিকার] 'বড় ঘোড়ায় আরোহন হইয়া সিকারের নাম করিয়া ...' হালহেড, ১৭৭৩; 'ব্যাঘ্র সীকার করে।' দর্পণ, ১৮২১।

সিকারি [ফা শিকার] বি, বিণ শিকারি। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

সিকি [আ সিকাহ] ১ বি চার ভাগের এক ভাগ; এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ মূল্যমানের মুদ্রা। 'হালহেড, ১৭৭৮; 'হরে দরে বৃষ্টিতে টাকায় নাই সিকি।' রামহরাদ, ১৭৮০। ২ বিণ অতি সামান্য। 'আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সিকিটাক ক্রিবিণ একটুশানি। 'দুই রাত্তা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

সিকে [আ সিকাহ] বি টাকার চার ভাগের এক ভাগ – চার আনা মূল্যের মুদ্রা। 'ভোর ঠেঁয়ে এগায়ে সিকে পাওয়া যাবে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সিকিউরিটি [ই বি জামিন]। 'তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সিকীপুংস [স শিখীপুংছ] বিণ শিখীপুংছ। 'সিকীপুংস রত্নমালা দিয়া বান্দে কেন।' মালধর, ১৫০০।

সিকা, সীকা [আ সিকাহ] ১ বি রূপার মুদ্রা। 'সিকা সিকা কাটিল মগত বাহী' কমি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ আঠারো শতকে তিন রকম রূপের টাকার এক রকম। 'সিকা টাকা।' মের্স, ১৭৬৬। ৩ বি বাদশাহী আমলের মুদ্রা। 'সীকা ২৮০০ আটাইশ সত।' ডেরলি, ১৭৯৪; 'প্রথমপ্রকার পুরান সিকা পাই পরসী।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সিক্ত [স] ১ বিণ ভিজা। 'জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে।' অক্ষয়, ১৮৪৩। ২ বিণ নিষিক্ত। 'স্ত্রী জাতির গর্ভেতে তত্র সিক্ত হইলে মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

সিক্ত করা ক্রি ভেজানো। 'বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে গ্রাণ সিক্ত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

সিক্তকেশ [স] বি ভেজা চুল। 'সিক্তকেশ শুকিয়ে বেঁধেছেন আবাড়া ছন্দে।' মহাশেখা, ১৯৫৬।

সিক্ততা [স] বি ভেজা অবস্থা। 'রোদ টেনে নেবে সব সিক্ততা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬২।

সিক্তপক্ষ [স] বিণ ভানাভেজা। 'সিক্তপক্ষ পাখি তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী।' নজরুল, ১৯২৯।

সিক্ত-পলক বিণ পলক সিক্ত এমন। 'রুক অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সিক্তবসন [স] বি ভেজা কাপড়। 'সিক্তবসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহিয়া।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সিক্তবসনা [স] বিণ স্ত্রী ভেজা কাপড় পরে আছে যে। 'সজল কাজল-পক্ষ কে সিক্তবসনা একা ভিজে -।' নজরুল, ১৯২৪।

সিক্ত হওয়া ক্রি ভিজতে যাওয়া। 'সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩; 'মুখে-মুখে সিক্ত হব/ রক্তে মোদের পুণীতল।' নজরুল, ১৯২৬।

সিক্রেটের [হি] বি সচিব; সম্পাদক। 'আসিএটিক সোসাইটির সিক্রেটের ছিলেন যে অভিমাত্রা শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত ডাক্তার উইলসন সাহেব।' জানাবেশব, ১৮০৮।

সিকা দিকা [স শিকাদীকা] বি শিকাদীকা। 'কনিত দুই ভাইকে সিধু পাগলে সিকা দিকা ও ডরন পোশন ...।' চিত্রিতপ্তে, ১৭৯৩।

সিখর [স শিখর] বি চূড়া। 'জবে মন্দ করে গিরি সহস্র সিখর।' মালাধর, ১৫০০।

সিখি বি ময়ূর। **সিখিকুল** [শিখীকুল] বি ময়ূরের দল। 'সিখিকুল নাচত অলিঙ্গ জল/ বিজকুল আন পড় আসিষ মন্ত্র।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সিখিপুচ্চ [স শিখীপুচ্চ] বি শিখীপুচ্চ। 'সিখিপুচ্চে নানা গুপ্তে সাজনি সুন্দর।' মালাধর, ১৫০০।

সিখিবান [স শিখা-বান] বি অগ্নিরাণ। 'গগনে হানে সিখিবান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিগদারগিরি [আ সীখ+কা দার+ফা গিরি] বি সিকদারের কাজ। 'জাহানাবাদ পরগনা সিগদারগিরিতে মহারাজার সরকার।' ওসী, ১৭৮২।

সিগনাল [হি] ১ বি সংকেত। 'মিটিয়রজিস্ট তোমার মুখ দেখলে বাড়ির সিগনাল দিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি গাড়ি থামানোর বিপদ-সংকেত। 'ভাঁব বিপুল দেহ নিয়ে গাড়ির অ্যালার্ম সিগনালের শেকল ধরে খুলে পড়লেন।' শিবরাম, ১৯৪০।

সিগনেল [হি] বি সংকেত প্রদর্শক। 'সিগল সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।' মুক্তত্যা, ১৯৫২।

সিগন্যাল [হি] বি সংকেত। 'লোহার চাকর চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাঝিরে সিগন্যাল পড়ে।' বিজুতি, ১৯২৯; 'সিগনালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।' বিজুতি, ১৯৩১।

সিগারেট [হি] বি পাতলা কাগজে মোড়া ধূমপানের উপকরণবিশেষ। 'সিগারেট ফেলিয়া দিয়া ... কোমলবয়সে বসিতাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।' রোকেয়া, ১৯২৬।

সিগারেট [হি] বি ধূমপানের উপকরণবিশেষ; সিগারেট। 'পুঁজি মুরোলে নিঃশব্দে সিগারেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পছন্দ থাকে না।' ওরুদা, ১৯২৯; 'পাইপ সিগারেট খাওয়া বন্ধারোগীদের বারণ নয়?' মুক্তত্যা, ১৯৫২।

সিগারেট-কেস বি সিগারেট রাখা হয় এমন ছোটো বাস। 'বিজেন সিগারেট কেসে বের করলে।' জীবন, ১৯৩২; 'ওর সিগারেট-কেসটা ভরে দে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সিগারেট-খাবেরা বিণ সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ ব্যবহৃত। 'ওরক সিগারেট-খাবেরা দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে ওগী বানিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সিগারেট-বাস্ত্র-বাহিনী বিণ সিগারের বাস্ত্র বহন করে এমন। 'এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতেই অগডেন কোম্পানির সিগারেট-বাস্ত্র-বাহিনী বিলাতি নদীতীরে মূর্তি বরিয়া পড়িবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সিগারি [হি] বি সিগারেট। 'দক্ষিণ হস্তে জাঁতাকল, বাম হস্তে প্রকাণ্ড সিগারি।' নজরুল, ১৯৩০; 'সিগার সিগারেটের অভ্যাচারে সমুদ্রের সোনা হাওয়া জলসাঘরে নাক গলাতে পারেন।' মুক্তত্যা, ১৯৫২।

সিগারখেকো বি ঘন ঘন সিগারেট টানে এমন লোক। 'পাঁড় সিগারখেকো ...।' মুক্তত্যা, ১৯৫২।

সিগারেটখোর [হি সিগারেট+ফা খোর] বিণ সিগারেটে আসক্ত। 'সিগারেটখোর জুদলোক শুদ্ধিত।' বনমূল, ১৯৩৬।

সিগ্রেট [হি] বি সিগারেট। 'দেশলাই জ্বালছি, সিগ্রেট ধরাব।' শিবরাম, ১৯৪০।

সিগ্রেটকেস [হি] বি সিগারেটের বাস। 'সিগ্রেটকেস খুলে ধরে বলি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সিগিড়ি বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রামকৃষ্ণ সিগিড়ি।' সেরথি, ১৮৪০।

সিগ [স শীড়া ক্রিবিণ অতি দ্রুত]। 'জাহাতে সিগ অগ্নি লাগে ইহা দিয়া ছাইতে পারিবা না।' ক্যালসে, ১৮০০।

সিগ্গতি [স শীম্গতি] বিণ দ্রুতগামী। 'সিগ্গতি পাইল রনহানে।' মালাধর, ১৫০০।

সিগ্গ [স শীড়া ক্রিবিণ শীঘ্র]। 'মোঙ্গল করিল কার্জ লগ্ন সিগ্গ করি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সিগ্গতর বিণ আরও শীঘ্র; দ্রুত। 'রথ চালাইয়া দেহ অতি সিগ্গতর।' হ্যাসহেড, ১৭৭৮।

সিগাড়া, সিগারী [স শূরাটকা] ১ বি মশলা মিশানো আদু, কপি প্রভৃতির পুর দেওয়া তেলের ভাজা খাদ্যবিশেষ। 'ছানাবড়া নিমকী খেয়ে সিগারী গজা খাজা খাজা বাদাম কিসমিস পেতা মোহনভোগ অকৃত।' ডবলী, ১৮২৮; 'সিগাড়া আদুভাজা পটলভাজা যাই হোক না কেন।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি পানিফল; তিন কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার জলজ

ফল। 'কুহরি সিঁড়ি', এমন-কি 'আসুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'শুকুর থেকে সিঁড়িয়ার ফল কেউ কেউ তুলে নিয়ে চলে গেলে। জীবন, ১৯৪২।

সিঁড়ি [স শূঁ।] বি বিশেষ্য: কঁটাওয়া জিঙল মাছবিশেষ। 'মাগরের ছোট ভাই সিঁড়ি নাম যার।' তন্ত, ১৮৫৮।

সিঁড় [স শূ।] বি শিঃ। 'জমা পাড়রের সিঁড় চাতকের তুত।' মুহূদ, ১৬০০।

সিঁড় [স সিংহ] বি সিংহ। 'শোর সিঁড় অন্যজন বোলহ শূলা।' আলোড়, ১৬৮০।

সিঁড়ল [ই] বিণ একজনের পিছনে একজন এমন। 'সিঁড়ল লাইন।' নজরুল, ১৯২২।

সিঁড়া [স শূ।] বি ঝুঁ দিয়ে বাজানোর জন্য বাঁশি জাতীয় বায়বন্ত্র; শিরা। 'এভাবে ভোজান করি সিঁড়া বাঁহায়া।' মাল্যধর, ১৫০০।

সিঁড়াদার [স শূ.+ফা দার] বি শিঁড়াদারক। 'পনমুখে সিঁড়াজোড় বেতে সিঁড়াদারে।' মুহূদ, ১৬০০।

সিঁড়ান্থনি [স শূ.+ধনি] বি বাঁশির শব্দ। 'সিঁড়ান্থনি করিবামর এক একখানা পলো ও লাঠি হাতে করিয়া মুহূর্তমধ্যে ... ডাক ছাড়িতে থাকে।' অমৃতবাজার, ১৮৭৩।

সিঁড়ানিয়া [স সিঁড়ান্য] বি শিকনিযুক্ত নাসিকাওয়লা ব্যক্তি। মাল্যধর, ১৭৪৩।

সিঁড়ার [স শূ।] বি কেশ-বিন্যাস। 'মুহূর লই অব করই সিঁড়ার বিন্যাসিত, ১৪৬০।

সিঁড়ার-পটার বি কেশবিন্যাস। 'পিরে সেবি তারা সব সিঁড়ার-পটার করহে।' প্রমথ, ১৯৩১।

সিঁড়ারবেত বি গাছবিশেষ। 'সেআকুল ডামাকুল সিঁড়ারবেত ... করিল তেত।' মুহূদ, ১৬০০।

সিঁড়ারা ঐ সিঁড়ারা

সিঁড়াসন [স সিংহাসন] বি সিংহাসন। 'ভক্তি করি সমাধিয়া দিল সিঁড়াসন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সিঁড়ি [স সিংহ] বি সিংহ। 'প্রতিমের নকল সিঁড়ি ভেঙ্গে ফেল, আসল সিঁড়ি হয়ে বস।' প্রমথ, ১৬৬১; 'বাঘ সিঁড়ির নামে ডরাইলা?' মালিক, ১৯৩৬।

সিঁড়িমামা [স সিংহ+স মামকা] বি সিংহমামা। 'সিঁড়িমামা কোথা থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সিঁড়ি, সিঁড়ী বি মাছবিশেষ। 'মনে সেই সিঁড়ি মাছে কঁটার খোঁটা।' কায়সার, ১৯৬২; 'সিঁড়ীমাছ নড়িতেছে।' জলীম, ১৯৬৪।

সিঁড়িল [ই] বিণ ছোটো কাপের পরিমাণ। 'তখন জেবে সিঁড়িল চায়েরও খেতে থাকত না বলে রেস্তোরাঁর টোকবার উপায় ছিল না।' মুক্ততা, ১৯৫৮।

সিঁটা [স সিঁড়ান] কি সেজন করা। 'সুনিতে অহুত রসে সরির সিঁটার।' মাল্যধর, ১৫০০।

সিঁ-চরণ [স শীচরণ] বি পদপ্রস্থ। 'অধীনের সিঁদেন আছে - আপনাদের সিঁ-চরণে।' তার, ১৯৪০।

সিঁড়াদা [আ সিঁড়াদা] বি (ইসলাম) দুই হাত, দুই হাঁটু, কপাল ও নাক মেয়েতে ঢেঁকিরে আঁরাবকে প্রথম। 'তোমারে এবার মুহূদ আরবাবসী সিঁড়াদা করিবেন।' নজরুল, ১৯২৮।

সিঁড়ান-ময় [আ সিঁড়ান+স ময়] বিণ সেজন্যের নিবিষ্ট। 'কেবলা রোকে সিঁড়ান-ময় হোজা সিঁড়ান।' মাহেবত, ১৯৪৯।

সিঁড়ান [স সূজন] বি সূজন। 'বা হোজে সিঁড়ান হৈল মানব দুর্লভ।' বাহরাম, ১৬৫০।

সিঁড়ান [ই] ১ বিণ কতুকাণীন; বৌসুমি। 'সিঁড়ান মূলের বীজগুলি নিয়ে হুড়াইয়া দিও ঘীরে।' জলীম, ১৯২৭। ২ বি বৌসুমি। 'পটলের সিঁড়ানটা কবে?' শিবরাম, ১৯৪০।

সিঁজা, সিঁজানো [স সিঁজ] কি সিঁজ করা। 'ঢাকনি গাতিতে দিয়া সিঁজাইলুম।' বিজয়, ১৬৫০।

সিঁজিল [আ সিঁজিলা] বি পারিগাটা; ব্যবহা। 'বীধন নেই, শূজলা - সিঁজিল কিছু নেই।' নজরুল, ১৯২৭।

সিঁঞান [স সিঁজান] বিণ চতুর। 'না বহসি তার তুই সিঁঞানের কাজ।' বড়, ১৪৫০।

সিঁঞান [স ১ বিণ সিঁজ। 'আয়েথা মুখে সরবত সিঁঞান করিলেন।' বজ্রিম, ১৮৬৫। ২ বি বর্ণ। 'বিবাহ সমস্ত লক্ষ প্রীতি এই ছেলোটার প্রতি সিঁঞান করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সিঁঞা [স সিঁজ] কি সেজন করা। সিঁজ কি সেজন করে। 'শাবি ঘুটি উঠে তাকে না করিহ লাজে।' বড়, ১৪৫০। সিঁজটি কি সিঁজ করি; সিঁজিত হোক। 'অমৃত সিঁজটি দুই আঁবী।' বড়, ১৪৫০। সিঁজহ কি সিঁজান করে। 'প্রেমশলিখারে সিঁজহ শুভ নয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সিঁজি কি সেজন করি। 'ভক্তিভক্তর হইল সিঁজি ইছা-পানি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। সিঁজিত কি সিঁজ করত। 'উদবেল উদাম মুক্ত উদার এবাহে সিঁজিতে তোমায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। সিঁজিবেক কি সেজন করবে। 'তার বাপে সিঁজিবেক আধ নাথ শাবী।' বড়, ১৪৫০। সিঁজিয়া কি সেজন করে। 'সিঁজিয়া সিঁতল জল মালোশি কল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সিঁজিল কি সিঁজান করলে। 'সুনি রাজা ঘৃণিত অমৃত সিঁজিল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সিঁজিলা কি বরালো; সিঁজান করলো। 'আকাসের বাক্য বেন অমৃত সিঁজিলা।' সুপতন, ১৭০০। সিঁজিলেক কি সেজন করলেন। 'তুইতক্ষনে সিঁজিলেক ব্যাস বাক্য সুনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সিঁজিত [স] বিণ জল ছিটের ভেজানো হয়েছে এমন। 'সিঁজিত জলকণাবিখৌত নব মস্তকায় মতো সিঁজেও শুভ, নিদ্রাল' বজ্রিম, ১৮৮৭।

সিঁজানী বি কনের সাক্ষাৎ বাবদ বরণকরে কাছে দাবিকৃত অর্থ। 'টাকা পরমা গয়েজলী, সিঁজানী, দেয়াগিরা, মাড়ুল সেলামী এইব।' রতন, ১৯২৫।

সিঁট, সীট [ই] ১ বি আসন। 'সিঁজের সীটে যাবার পথে এক ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা মারলেন।' প্রমথ, ১৯১৬; 'আমারও একখানা গাড়ী আছে - বারো সূতে একটি সীট।' রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'সামনের সিঁটে মাঝবয়সি মহিলা।' শিবরাম, ১৯৭০। ২ বি মেসে ঘুমানোর নির্ধারিত বিছানা। 'আপন আপন সিঁটে লবা হইয়া পড়িল।' নজরুল, ১৯৩১।

সিঁট [ই] বি নকশা-করা ছাপানা কাপড়। 'সিঁটের জামা বি ছাপমুক্ত কাপড়ের জামা।' 'সিঁটের জামা গায় পরে সে সেজেছে আজ নবশা নবীন।' জলীম, ১৯৩৩।

সিঁটকে মিটকে [সম্মান্য] ক্রিণ এতোমেলো পড়ে থাকা অবস্থায়। 'ওমা এ যে সিঁটকে মিটকে রয়েছে, ঘুমী কোথ আছে নাকি?' গিরিশ, ১৮৮৯।

সিটি [ধন্য] বি বশির শব্দ। 'পরিপাটি সিটি বাসোদ্যাম করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

সিটি, **সিটী** [হি] বি নগরকেন্দ্র। 'পূর্ব-মধ্য বিভাগকে সিটী বলে; এই স্থানটি দেখিয়া কলিকাতার বড়বাজারের কথা মনে পড়ে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

সিটি-ফাদার [হি] বি নগরপাল। 'সিটি-ফাদারের চা খাবার পেয়ালায় কিংবা আট ইঞ্চুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি।' অবন, ১৯২৫।

সিটে [স শিট] বি ফলের বর্জ্য অংশ। 'নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সিঠা [স শিট] বি টানটান বা শক্ত হয়ে আছে যে। *ম্যানেজল*, ১৭৪৩।

সিডিশন [হি] ১ বি রাজদ্রোহিতা। 'ইংরাজ সিডিশন-দমনের জন্য সর্বদা উদ্ভাত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩; 'এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন।' *নজরুল*, ১৯২৫। ২ বি অব্যাহতা। 'বস্ত্র, সেটা ডিভারজদের বিরুদ্ধে সিডিশন।' *রবীন্দ্র*, ১৯১২। ৩ বি কোড। 'কোটি সিডিশন দমন করতে ক্ষুধাহন্ত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪৮।

সিডিসন বি রাজদ্রোহিতা। 'সিডিসন পরচার।' *রোকেয়া*, ১৯২২;

সিড়িসিড়ি [ধন্য] বি শীত লাগার অনুভূতি। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিড়ি, **সিড়ী** [স শ্রী] ১ বি ঘরের কাছে পাথরের তৈরি বসার জায়গা। *ম্যানেজল*, ১৭৪৩। ২ বি সোপান। 'সিড়ীর নীচে এক ছুটা সোনার হার পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল।' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'ছুমি আর অন্ধকার সিড়ি দিয়ে অমন করো যাওয়া আসা করো না।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬০। **দ্র সিড়ি**

সিড়ী ভাষা ক্রি সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করা। 'সিড়ী ভাষিয়া দোতালা, তেতালা, চৌতালা ... অবশেষ করিয়া বেড়ান।' *যশু*, ১৮৫৭।

সিড [স] ১ বিণ শুদ্ধ। 'ই সে সিড ত্রয়োদশী বুড়্যা হইল স্বর্ণবাসী।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিণ সাদা। 'কেহ দেখিয়াছেন সিডবসন পুটী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সিডপক্ষ [স] বি শুক্লপক্ষ। 'সিডপক্ষে জ্যেমন বাড়েন শশিকলা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিডবসনা [স] বিণ সাদা পোশাক পরিহিত। 'কেহ দেখিয়াছেন সিডবসনা পত্নী।' *রোকেয়া*, ১৯২২।

সিডাত [স] ১ বি সাদা আঙ্গুর পূর্ণ চাঁদ। 'পূর্ণ-সিডাত-বিভাস বিকাশিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮। ২ বিণ সাদা আশোময় চাঁদের মতো। 'সংহত শরীরে ত্রাঙ্কর সিডাতও কান্তি।' *স্বধীন্দ্র*, ১৯৪০।

সিডাত [স] বিণ ঈষৎ প্রস্রুত। 'অধরে সিডাত হাসি।' *স্বধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিডাতধর [স] বিণ সাদা পোশাক পরিহিত। 'দৈবেদ্য এনেছে অতিক্রম কাশবন সিডাতধর শ্যামল আখিন।' *স্বধীন্দ্র*, ১৯৩৩।

সিডাসিত [স] বিণ শুদ্ধ ও কৃষ্ণ। 'সিডাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিড [স শীতা] বি শীত। 'জলেতে থাকিয়া সিতে বড় কষ্ট পাই।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিড বস্ত্র [স শীতবস্ত্র] বি শীতবস্ত্র; গরম কাপড়। 'বাবাজীর সিড বস্ত্র দোলাই বুটাদার ...।' *ওর্ডা*, ১৭৭৯।

সিডল [শীতল] বিণ শীতল। 'সিডল চন্দন আসে যুলাখ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিডা [স শীতা] বি (হিন্দুপুরাণ) শীতা; রামের স্ত্রী। 'সিডা রামে দুখ

পাইল সুখ চক্রশাধী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিডাব [স শীতা] বিণ দ্রুতগতি। *ম্যানেজল*, ১৭৪৩।

সিডাবি ক্রিণ দ্রুতভাবে। *ম্যানেজল*, ১৭৪৩।

সিডার [স] বি বীজাঙ্কণীয় তারের বাদ্যযন্ত্র; সেতার। 'বানী সিডারের মিলিত সুরে খেলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সিডি, **সিধা**, **সিধি** **দ্র সিধি**

সিদ, **সিদারি** **দ্র সিদ**

সিদা [স সিদ্ধ] বি খাদ্যসামগ্রী। 'সিদা দেওনের ভাত্তা ও কাঙগালি লোককে মাস ২ খরয়াত ...।' *রামরাম*, ১৮০১।

সিদা [হি সিধা] বিণ সরল। *ভবানী*, ১৮২৩।

সিদাসিদি ক্রিণ সোজাসুজি। 'সিদাসিদি, আড়াআড়ি, কোনাকুনি।' *কায়সার*, ১৮৬২।

সিদান [স সিদ্ধ] বি রান্না করে খাওয়ার মত চাল, ডাল, নানা দ্রব্য দান। 'এহাতে সিদান লইতে তুজার জুআএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সিদে [স সিদ্ধ] বি আহার্য দ্রব্যাদি। 'আমি সিনের বিষয় বিবেচনা করা যাবে বলোম।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৩।

সিদে [হি সিধা] ক্রিণ সোজা। 'যে দিকে টেনে নে যায়, সেই দিকে যাই, - সিদে চলে চল।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

সিদেসিদি বিণ সাদাসিদ্দে; সরল। 'আমার সোয়ামি ছিল সিদেসোখা মনিব।' *নজরুল*, ১৯৪২।

সিদেসিদি ক্রিণ বরাবর। 'চোখের সিদেসিদি আর একটা রাস্তা গিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

সিদ্ধি [স সিদ্ধি] বিণ সিদ্ধ। 'সিদ্ধি হৈব কাম তুচ্ছি হয়ত সন্তোষ।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিদ্ধ [স] ১ বিণ সাধনায় সফলকাম। 'দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ-ভারতে।' *বৃন্দা*, ১৫০০। ২ বি অর্থি। 'প্রলয় বুঝিআ সিদ্ধ ছাউনে নিজহান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বিণ নিষ্পন্ন। 'পড়এ সাধুর বাল্য ক খ আঠার ফলা আত আত সিদ্ধ বানান।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৪ বিণ সফল। 'কাম্য কর্যা সিদ্ধ হৈল মনের বাসনা।' *রূপরাম*, ১৭৫০। ৫ বিণ পূর্ণ। 'অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন।' *দর্পণ*, ১৮১৮। ৬ বিণ প্রচলিত। 'লোক পরম্পরা মাত্র সিদ্ধ জনবর প্রযুক্ত স্ত্রী পোকের পাঠবিষয়ে দোষ জ্ঞান করিয়া ...।' *পৌর*, ১৮২২। ৭ বিণ হীমায়িত। 'তাহা প্রমায়ান্তর ঘরা সিদ্ধ না হইলে শিক্তি বলিয়া পরিগ্রহিত হইতে পারে না।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭। ৮ বিণ ধর্মপরায়ণ। 'সিদ্ধ বংশ। একরূপ কর্ম কটা লোকে করতে পারে।' *গান্ধী*, ১৮৫৯। ৯ বিণ প্রমায়িত। 'তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায় সিদ্ধ করিয়াছেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সিদ্ধকাম [স] বিণ অসীম লাভে সফল। 'বিদরমান সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

সিদ্ধকর [স] বি সাধনায় সফলকাম কর। 'তত্ত্বামৃতপান ও সিদ্ধকরর সঙ্গ।' *ফজল*, ১৯১৩।

সিদ্ধসেহ [স] বি পথিক দেহ। 'সিদ্ধসেহ চিহ্নি করে তাহাই সেবন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সিদ্ধশুরু [স] ১ বি সাধনায় সফলকাম মানুষ। 'পর্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক বাহিনী সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন।' *দর্পণ*, ১৮২২। ২ বি সাধু। 'কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি গুকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়।' *রবীন্দ্র*,

১৯২৯।

সিদ্ধমনোরথ [স] বিণ অতীত পূর্ণ হয়েছে এমন। 'সিদ্ধমনোরথ না ইহা কান্ত হয় না' জলদীপ, ১৯১৮।

সিদ্ধমন্ত্র [স] বি সিদ্ধি প্রদানকারী মন্ত্র। 'বিচারি নানা তন্ত্র দিলেন সিদ্ধমন্ত্র' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিদ্ধযোগী [স] বিণ সাধনার সিদ্ধি লাভ করেছে এমন। 'পরমসুখ সিদ্ধযোগী মাড়তক ঘুয়াবতার' নজরুল, ১৯৩৫।

সিদ্ধহস্ত [স] বিণ অত্যন্ত দক্ষ। 'বর্ষা ক্রমেণ সেই ব্যক্তি সধিশেষ শিক্তি এবং সিদ্ধহস্ত' মশাররফ, ১৮৮৫।

সিদ্ধা [স] বি তথি। 'সিদ্ধার শরীরে যদি ক্রোধ উপজিত' আলোচন, ১৬৬০।

সিদ্ধাসনা [স] বিণ সাধু রমণী। 'কোন মেঘশ্যামলৈল মুক্ত সিদ্ধাসনা' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সিদ্ধার্চা [স] বি সাধনতর। 'বৌদ্ধ সিদ্ধার্চাদের গুণ সাধনার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে' হাই, ১৯৫৪।

সিদ্ধার্শ [স] বি সাধনার বন। 'সিদ্ধার সহস্রাণে আহরে নিত্য' রবীন্দ্র, ১৫৫০।

সিদ্ধাসিদ্ধ [স] বিণ প্রমাণিত। 'আমাদের রান্না জরনদের কাছে এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন' মুক্তাবা, ১৯৫২।

সিদ্ধি [স] বিণ তাপে ফোটানো বা রান্না করা। 'দেবিলেক সিদ্ধি ধান্য মেসিঙ্গে অতুরে' বিজয়, ১৬৫০।

সিদ্ধপঙ্ক [স] বিণ গগন পানিতে রান্না করা; সিদ্ধি, কলী। 'আর সন্ধ্যাকালে সিদ্ধপঙ্ক আতপতভুলের অন্ন আহার' ভদ্রা, ১৮২৫।

সিদ্ধান্ত [স] বি সিদ্ধি চ্যাসের ভাষা। 'ইশানবীহুস ঘরের প্রমুখ-মন্ত্রিকাসন্নিত সিদ্ধান্ত' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

সিদ্ধান্ত [স] ১ বি মত। 'তোমার সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে' বই জানে। 'কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মীমাংসা। 'সিদ্ধান্ত করএ কেহ করে পূর্বপক্ষ' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি মনের কথা। 'পশুর সিদ্ধান্ত বুদ্ধি কহ মনুষ্যেরে' সুলতান, ১৭০০। ৪ বি বিচার-বিশ্লেষণ। 'ইহা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা করে' অকর, ১৮৪৭। ৫ বি স্থির ধারণা। 'বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

সিদ্ধান্তজ্যোতিষ [স] বি জ্যোতির্বিজ্ঞান। 'অমুনতন তত্ত্ববিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ' অকর, ১৮৫৫।

সিদ্ধান্তানুযায়ী [স] ক্রিবিণ মত অনুসারে। 'কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী যে সকল বাধাসিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে' ছোলতান, ১৯২৩।

সিদ্ধান্তিত [স] ১ বিণ সাব্যস্ত। 'এ পক্ষ এক্ষণে অন্তরীম বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বিণ মীমাংসিত। 'কোন কল্পনা সিদ্ধান্তিত ব্যাপারকে অত্যন্ত সত্যবৎ বর্ণনা করিবার অবিকার তাঁহাদের অব্যাহ ও অব্যাহাত' অকর, ১৮৫৪। ৩ বিণ বিবেচিত। 'হাসিলে দর্শনবিরে কোন ধারায় অপর্যায় বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবেন' এডুকেশন, ১৮৮৬।

সিদ্ধান্ত [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সত্যদাস কলপ সিদ্ধান্ত আদি কন্ত পারিষদ' ভারত, ১৭৬০।

সিদ্ধান্তশিরোমণি [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'সেবধি, ১৮৪০।

সিদ্ধান্তশেষর [স] বি সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। 'সেবধি,

১৮৪০।

সিদ্ধি [স] ১ বি সাফল্য। 'নিজ মনোরথ সিদ্ধি তখন জানিল' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ পূর্ণ। 'বার মৃত্যু সিদ্ধি হয় বহুচিত্র সকল' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ সফল। 'সিদ্ধি হৈব কাম তুচ্ছি হয়ত সন্ধ্যায়' কবীন্দ্র, ১৬৬৯। 'যদি সিদ্ধি হয় তবে প্রায় সফল হয়' গৌর, ১৮২২। 'নিজ দর্পণে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা সিদ্ধি করিবেন' দর্পণ, ১৮২৩। ৪ বি জ্ঞান। 'আজ আজ সিদ্ধি শিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান' দর্পণ, ১৮৩১।

সিদ্ধিকামী [স] বিণ সফলতা প্রত্যাশাকারী। 'রূপাসি মানুষ ঐতিহ্যের অনুকার্যে মার্জিত, রোমাস্তিক মানস বসীয়াতারা বাকুরে সিদ্ধিকামী' শিব, ১৯৫০।

সিদ্ধিদাতা [স] ১ বি হিন্দুদেবতা গণেশ। 'সিদ্ধিদাতা তত্ত্বময়' মনিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ সফলতাদায়ক। 'বেধবিধ সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে' বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাদের প্রতি লোকের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সিদ্ধিদারী [স] বিণ স্ত্রী সফলতা দেয় এমন। 'বীণা-বিধারী সিদ্ধিদারী মানস-ভাসন-দাপিনী মা' নজরুল, ১৯২২।

সিদ্ধিবর্তিকা, সিদ্ধিবর্তিকা [স] বি বিজয়ের আলোকবর্তিকা। 'হাতে হাতের জ্ঞানের মশাল মাথার সিদ্ধিবর্তিকা' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সিদ্ধিবিধারিনী [স] বিণ স্ত্রী সাফল্য দানকারী। 'সিদ্ধিবিধারিনী দমুলদলনী' নজরুল, ১৯৩৫।

সিদ্ধিমন্ত্র [স] বি মোক্ষলাভের মন্ত্র। 'কোন তীর্থে কোন তপ/ কোন সিদ্ধিমন্ত্র রূপ' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সিদ্ধিলাভ [স] বি সফলতা অর্জন। 'বেধবিধ সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে' বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাদের প্রতি লোকের ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। 'দারাগিলো সংস্কারবর্জিত অসাম্প্রদায়িক সভ্যসাধনার সিদ্ধিলাভ করেছিলেন' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সিধী [স] সিদ্ধি বি সিদ্ধি। 'আজি হবিষ মোর কাকের সিধী' বড়, ১৪৫০।

সিদ্ধি [স] বি গাঁজাজাতীয় মাদক দ্রব্য; ভাঙ। 'দোকতা ভাঙা গাঁজা চরম সিদ্ধি আনি যত' ভদ্রা, ১৮২৫।

সিদ্ধিপান [স] বি ভাস্কর্য। 'শৈবরা জলমিশ্রিত বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধিপানের ন্যায় বিজয়া মূখ্যমান করিয়া থাকেন' অকর, ১৮৫০।

সিধা [স] সিদ্ধা ১ বি শিশুসুখ। 'প্রত্যক ক্রোশের পাশেরে তিন সিধা আমরা আশিরা কলিরে হারাইবেরে' আত্মনির্ঘোষ, ১৭৪৩। ২ বিণ সহজ-সরল। 'তখনো আমি সিধা ফিলাম' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সিধে [স] সিদ্ধা ১ সোজা। 'একটিমাত্র সিধে রাহা আছে' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রিবিণ খোলাগুলি। 'হেয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৩ ক্রিবিণ সোজা পথে। 'ভরু করে বিচার করে, অল্প লোক সিধে থাকতে পারে' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সিধে করা [স] সিদ্ধা করা; শিক্ষা দেওয়া। 'তোমার বড় বাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানার তিনি না বাড়ান' বঙ্কিম, ১৯৪০।

সিধেসোথা [স] সাধারণ। 'সিধেসোথা গোবেতার মানুষ' ওলাপী, ১৯৬৪।

সিধে হওয়া ১ ক্রি যথার্থ শিক্ষা লাভ করা। 'তোমার পিঠি লাল কর, তবে তুমি সিধে হবে' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ ক্রি সোজা হওয়া;

বাড়া হওয়া। 'সুদীর্ঘ তাঁড়ির উপর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।'
রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সিধ্যাণন [স সিধ্যাণ] বিপ সিধ্যাণ। 'সিধ্যাণন বচনে প্রামাণ্য আদরিল।'
কবীন্দ্র, ১৯৮৯।

সিধ্যা^১ [স সিধ্য] বি সিদ্ধ করে খাওয়ার মতো চাল, ডাল, ঘি, লবণ, আলু ইত্যাদি তোলা। 'ব্রাহ্মণ পতিতেরা অনেকে নিমন্ত্রণপত্র ও সিধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৮৮।

সিধে [স সিধ্য] ১ বি সিদ্ধ করে খাওয়া যায় এমন খাদ্য সামগ্রী। 'রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুলছ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'রাজবাড়ি থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল।' প্রমথ, ১৯৩১। ২ বি উপহার হিসেবে দেয় খাদ্য সামগ্রী। 'উদ্ভোঁদাখার চড়ে সিধে নিয়ে চলেছে।' জীবন, ১৯৪৮।

সিধেপত্তোর [স সিধ্য] বি সিদ্ধ করে খাবার যোগ্য চাল-ডাল ইত্যাদি আহার্য সামগ্রী। 'মুজোবাড়ির সিধেপত্তোর সব দিয়ে আসবে।' বিমল, ১৯৩৩।

সিন^১ [স সেনা] অর্থ সেন। 'তুমিই সিন পায় রাখতে চাও না।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সিন^২, সীনা [সি] ১ বি দৃশ্য। 'ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার, সীন আঁকবার।' অবন, ১৯৪১। ২ বি নাট্যমঞ্চের পর্দা। 'কেহ বা সিন ফেলিয়া মিবার জন্য চোঁচাইতে লাগিল।' শরৎ, ১৯১৭।

সিনারি [সি] বি দৃশ্য। 'রাঁটির নাচারাল সিনারি শুনেছি সুবিখ্যাত।'
শিবরাম, ১৯৭০।

সিনজুরি বি গাছবিশেষ। 'সিনজুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে ...'
মানিক, ১৯৩৭।

সিনা, সীনা [সি] বি বন্ধুত্ব। 'এমাম শির বরাবর কি সিনা বন্ধুত্ব দাঁড়াইবেন।' মনসুর, ১৯৩৫; 'তোমার সীনা টিড়িয়ার।' মুজিব, ১৯৬৬।

সিনাকলিজা [সি সিনা+হি কলজা] বি পত্নী বা পাথির স্নান করা বৃক্কের মাংস ও কলিজা। 'তিন খালা মুগী-রোউ, তিন খালা সিনাকলিজা।' মুজিব, ১৯৪৯।

সিনান [স স্নান] বি স্নান। 'কাহার কলিল পুস্কর পুনা সিনান।' বড়ু, ১৪৫০; 'ধারায়ন্তে সিনান করি যন্তে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সিনান-গুটি [স স্নান-গুটি] বিপ স্নানে পবিত্র। 'সিনান-গুটি স-সৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা।' নজরুল, ১৯২৫।

সিনায়্যা [স স্নান] বি স্নান করা। 'সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে।' বড়ু, ১৪৫০।
সিনায়লৌ কি স্নান করলাম। 'অমিয়া সরোবরে সাথে সিনায়লৌ সবার পড়ল পরান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সিনায়িল কি স্নান করালো। 'সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে।' বড়ু, ১৪৫০।

সিনিক [সি] বি নেতিবাচী। 'এতে মানুষ সিনিক হয়ে যায়।' ধূর্তি, ১৯৩১; 'তার মতো সিনিকের কাছেও তাঁদের আলো জগতের আর সব আলোয় মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।' মানিক, ১৯৩৬।

সিনিক্যাল [সি] বি নেতিবাসে বিশ্বাসী। 'আমাদের দেশটাই একটু সিনিক্যাল হয়ে পড়ছে নাকি?' ধূর্তি, ১৯৩১।

সিনিজম [সি] বি নেতিবাদ। 'সিনিজম হলো একপ্রকারের মূর্ত্য।' ধূর্তি, ১৯৩১।

সিনিয়র, সীনিয়র, সিনিয়ার [সি] ১ বি প্রধান কর্মচারীর পদশ্রাভ।

'সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান পদ শ্রাভ।' বঙ্গভূমি, ১৮২৯। ২ বিপ অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। 'বাজিতপুরের সিনিয়র উকিল।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ বিপ পদমর্যাদার কোঠা: উচ্চতর। 'ভিকিট বোর্ডের সবচেয়ে সীনিয়র।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬; 'ইনি নিচরই এ-আপিসের সিনিয়ার এপ্রেন্টিস।' মুজিব, ১৯৫২।

সিনেট [সি] বি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভা। 'সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য-সংখ্যা।' মোহনদাসী, ১৯৩৫।

সিনেটর [সি] বি সিনেটের সদস্য। 'সিনেটরগণ তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ভগ্নায়ম হয়ে ... সন্ধান প্রদর্শন করেন।' বেগম, ১৯৫১।

সিনেমা [সি] ১ বি চলচ্চিত্র। 'এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। ... এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের হল। 'এই কয় বছরের মধ্যে ... ৩০টি সিনেমা শহরে এবং ৪৬টি গ্রামে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সিনেমাগ্যাল্লা [সি সিনেমা+হি গ্যাল্লা] বি চলচ্চিত্রকার। 'তার সময়ে সিনেমাগ্যাল্লা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সিনেমা-ছবি বি চলচ্চিত্র। 'সিনেমা-ছবিতে গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে তো ক্ষণকালের বুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সিনেমান্ট্রী বি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। 'সিনেমান্ট্রীর ছবি নিয়ে দুই দশকোপের তুলনা-দ্বন্দ্ব চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সিনেমাশোভন [সি সিনেমা+স শোভন] বিপ সিনেমাভেতু জনপ্রিয়। 'রাস্তা দিয়ে কে পবিত্র সিনেমাশোভন গান হৈকে চলে যায়।' ময়লা, ১৯৬৮।

সিনেমাহল [সি] বি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের হল; প্রেক্ষাগৃহ। 'রাস্তাঘাটে, সিনেমাহলে ... সর্বত্রই ভোগ করতে হচ্ছে মেয়েদেরকে অনেক রকম অসুবিধা।' বেগম, ১৯৪৮।

সিনেমা হাউস [সি] বি ছবিগৃহ; সিনেমাহল; প্রেক্ষাগৃহ। 'সিনেমা হাউসের সামনে এসে থামল।' জীবন, ১৯৩২।

সিনেহ [স স্নেহ] বি স্নেহ। 'হরি হরি দারুন তোহারি সিনেহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সিন্ডিকেট [সি] বি কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সভা। 'সেনেট ও সিন্ডিকেট ... সেখানে আজও আমার যত বড়ো ইহুয়া উঠিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সিন্দ [স সন্ধি] বি সন্ধি। 'সিন্দ ডাকা চুরি কৈল কোন জনার ঘরে।' রূপরায়, ১৭৫০।

সিন্দাওন বি প্রবেশ করা; ঢোকা। ওঙ্গী, ১৭৮৫।

সিন্দুক [আ সন্দুক] ১ বি সোহার তৈরি বাস্তবিশেষ; পেটিকা। মানোএল, ১৭৪৩; 'রাখিছে তোমার ঘরে সিন্দুক ভিতরে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি অর্থভান্ডার। 'তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

সিন্দুকতা [আ সন্দুক] বি ছোটো সিন্দুক। মানোএল, ১৭৪৩।

সিন্দুবার বি গাছবিশেষ। 'সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জুন ... তরুতে শ্যামায়মান।' বিদ্যুতি, ১৯৩১।

সিন্দুরী বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্দুরী রাগিণী গাহি তার পাছে ছিরি।' আলোড়ন, ১৬৮০।

সিন্দুর [স] ১ বি সিন্দুর। 'মুখিরা পেলাইবো বড়ারি সিন্ধের সিন্দুর।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি রক্তিম চিহ্ন। 'লোহিত কমলকরে পুরবের দার পুঞ্জিয়া, 'সিন্দুর দিল সীমন্তে উদার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সিন্দুর [স] সিন্দুর। 'কেশপাশে পোড়ে তার সুরস সিন্দুর।' বড়ু, ১৪৫০। 'শিরেত সিন্দুর সুর তরুতর/হেবিতো না পারে আশ।' আলোক, ১৬৮০। 'সম্ব সিন্দুর আমি জতর কখন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সিন্দুরিয়া [স] সিন্দুর। 'বিপ সিন্দুরের মতো রাজা। 'সিন্দুরিয়া মেঘ নদ আইল প্রতাপদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিন্দুরিয়া [স] সিন্দুর। 'বিপ লাল রঙের। 'সিন্দুরিয়া মেঘ হয়ে আসমানে রহিল।' গরীব, ১৭৬৫।

সিন্দুরচর্চিত [স] বিপ সিন্দুর দ্বারা নিয়মিত রঞ্জিত। 'তন্ত্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চিত এবং পুঞ্জিত হইতেছে না।' প্রথম, ১৯১৪।

সিন্দুররঞ্জিত [স] বিপ সিন্দুরদ্বারা। 'সৌচিত্র সিন্দুররঞ্জিত, অধিকতর পিণ্ডাচ বভাবের।' হাসান, ১৯৬৭।

সিন্দুরলিখিত [স] বিপ সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত। 'বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিতে সিন্দুরলিখিত করিয়া...' প্রথম, ১৯১৪।

সিন্দুরলিখিত [স] বিপ সিন্দুর দ্বারা। 'সিন্দুরলিখিত মুখটা বুকের ওজারকোটের তিতর।' জীবন, ১৯৩১।

সিদ্ধ [স] সিদ্ধি। 'বি সিং। 'তোমার জন্য এক ভাল মানুষের ঘরে সিদ্ধি দিয়াছি।' ভবানী, ১৮২৮।

সিদ্ধি, সিদ্ধী ১ বি সিদ্ধুর অধিবাসী। 'লাহোরী মূলভানী সিদ্ধি কাম্বুদী দক্ষিণী সিদ্ধী কাম্বুদী আর বসদেশী।' আলোক, ১৬৮০। ২ বি সিদ্ধু দেশের বাসী। 'দেশী ভাষা পঞ্জাবী, সিদ্ধী পঞ্জাবী, বলাচী এবং ব্রাহ্মী।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। 'দেশের নিজ নিজ মাতৃভাষাও রয়েছে - যেমন : সিদ্ধি, পঞ্জাবী, পহ্লও বেলুচ।' বেঙ্গল, ১৯৫২।

সিদ্ধীভাষী বিপ সিদ্ধি ভাষা ব্যবহারকারী। 'সিদ্ধীভাষী, পহ্লভাষী ... জনগণের উপর ঐ দুটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে।' হাফিজুর, ১৯৫০।

সিদ্ধু [স] ১ বি সাগর। 'চন্দ্র সূর্য সিদ্ধু পিরি নদী উপবনে।' বৃন্দা, ১৪৮০। ২ বি ভারতবর্ষের পশ্চিমাত্মনের প্রদেশবিশেষ। 'পঞ্জাব সিদ্ধু ওজরাট মরাঠা।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ৩ বি ভারতবর্ষের পশ্চিমাত্মনীয় নদীবিশেষ। 'হিমালয় পর্বত বেটনপূর্বক সিদ্ধুনদী উৎস্রম করিয়া...' অক্ষর, ১৮৪৯।

সিদ্ধুকুল [স] বি সাগরের তীর। 'সিদ্ধুকূলে আমরা তনি ডাঙা ডেউরের তান।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। 'কেন আমরা আনলি যাগো মহাবাহীর সিদ্ধুকূলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

সিদ্ধুগর্ভ [স] বি সমুদ্রের তলদেশ। 'নিম্নে জাগে সিদ্ধুগর্ভ গুহা অন্ধকার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

সিদ্ধুঘোটক [স] বি সমুদ্রের প্রাণীবিশেষ। 'দেখা গিয়াছে সিদ্ধুঘোটক শিকারী কর্তৃক আহত হইলে, একবার জলমগ্ন হয়...' অক্ষর, ১৮৫২।

সিদ্ধুচিল [স] সিদ্ধু+চিল। বি সমুদ্র এলাকায় বিচরণকারী চিলবিশেষ; অ্যালবট্রাস। 'সিদ্ধুচিল - মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাকো কেউ।' জীবন, ১৯৩০।

সিদ্ধুকুল [স] বি সমুদ্রের জল। 'বান্দু যেহে সিদ্ধুকূলের বরষে এক

কথা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'হাঁকছে বাদল ঘিরিঘিরি নাচেহে সিদ্ধুকুল।' নজরুল, ১৯২৬।

সিদ্ধু-ডাকাডাক [স] সিদ্ধু+ডাকাডাক। বি সাগর পাড়ের ডাকাডাক; ব্রিটিশ। 'তোরা করিস লাঠালারি (আর) সিদ্ধু-ডাকাডাক পুঠোহে ধান।' নজরুল, ১৯২৪।

সিদ্ধুতরঙ্গিত [স] বিপ সাগরের ন্যায় ক্রান্তালিত। 'কত সিদ্ধুতরঙ্গিত হৃদয় করে...' সুরেশ্বর, ১৯২০।

সিদ্ধুতীর [স] বি সমুদ্রের কূল। 'সিদ্ধুতীর স্থান অতি রম্য মনোহর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সিদ্ধুনদ [স] বি প্রাচীন সিদ্ধুসভার অববাহিকায় অবস্থিত বিখ্যাত নদ। 'পণ্ডিতের নদী সিদ্ধুনদের সঙ্গে মিশে...' প্রথম, ১৯২৫।

সিদ্ধু-নীর [স] বি সমুদ্রের জল। 'লঙ্কিতে গেল হিমালয়, গেল ভবিতে সিদ্ধু-নীর।' নজরুল, ১৯২৯।

সিদ্ধু-পরে ক্রিষিপ সাগরের উপরে। 'উর্মিময় সিদ্ধু-পরে, তরীখানি যেতছিল ধীরি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

সিদ্ধুশার [স] বি সাগরের গুণ্ডার। 'ভূমি বালো সিদ্ধুশারে গুণ্ডা বিদেলিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'মলিন আলোয় পাখা মেলে সিদ্ধুশারের ঘাষি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সিদ্ধুপোত [স] বি সমুদ্রের জাহাজ। 'বকে তব চলে সিদ্ধু-পোত ওরা যেন তব গোয়া কপোতী-কপোত।' নজরুল, ১৯২৮।

সিদ্ধু-বেলা বি সাগরের উপকূল। 'শূন্য মরুময় সিদ্ধু-বেলাতে, বন্যা মাটিয়াছে কল্ল বেলাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সিদ্ধু-মাঝে ক্রিষিপ সাগরের মধ্যে। 'সেই সিদ্ধু-মাঝে সূর্য দিনবাঘা করি দেয় সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৪০।

সিদ্ধুরাজ [স] বি সমুদ্র। 'করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিদ্ধুরাজ, কোন রাজকুমারীর লাগি।' নজরুল, ১৯২৮।

সিদ্ধুরোখা [স] বি সমুদ্রের জলের চিহ্ন। 'কোথার তার নীচুকরি জল, কোথার দূর-দূরান্তের সিদ্ধুরোখা।' মুক্তবাব, ১৯৫২।

সিদ্ধু-লহর [স] বি সাগরের ঢেউ। 'সিদ্ধু লহর মাঝে।' নজরুল, ১৯২২।

সিদ্ধুকুল [স] বি সামুদ্রিক পাখিবিশেষ। 'সিদ্ধুকুল উড়ে গেল কূলে আপন কুসার পানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'সিদ্ধুকুল বসিত না আসি ভিড় করে আজ নদীতীরে।' নজরুল, ১৯২৯।

সিদ্ধুকুল [স] বি সমুদ্রতীরী বকজাতীয় পাখিবিশেষ। 'হে সিদ্ধুকুল।' জীবন, ১৯৪৪।

সিদ্ধুনাদ [স] বি সমুদ্রদ্বারা। 'রঘুনাদে কহে যাদো কর সিদ্ধুনাদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সিদ্ধু [স] বি সংগীতের রাগণীবিশেষ। 'রাগণী সিদ্ধু - ভাল জং' মগারবল, ১৮৮৯।

সিদ্ধু-কাঞ্চি বি (সংগীত) রাগণীবিশেষ। 'সিদ্ধুকাঞ্চি যং।' নজরুল, ১৯০২। 'ওর গান বলছে সিদ্ধু-কাঞ্চির সুরে - চলে যাবি এই...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সিদ্ধুছড়া বি সর্পাতের রাগণীবিশেষ। 'রামকিনী সিদ্ধুছড়া হুঁতল রাগণী ছড়া।' রঙ্গদাস, ১৭৫০।

সিদ্ধুড়া বি কাঞ্চি ঠাঁয়ের উড়ন সম্পূর্ণ রাগ (কানোড়া জাতীয়)। 'সিদ্ধুড়া রাগ।' মালাবর, ১৫০০।

সিন্ধু-বারোয়া বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'হঠাৎ সন্ধ্যায় সিন্ধু-বারোয়ায় লাগে তান, সমস্ত আকাশে বাজে অনাদি কাশের বিরহবেদনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সিন্ধু-ভৈরবী বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সিন্ধু-ভৈরবী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সিন্ধুরা বি (সংগীত) রাগের নাম। 'সিন্ধুরা বা আশাবরি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

সিন্ধোড়া বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'সিন্ধোড়ারাগ।' বড়ু, ১৪৫০।

সিন্ধুক [অ সন্ধুক] বি বড় আকারের মজবুত এক ধরনের বাজ। 'কেমন সন্ধান করে করে সিন্ধুক ডেঙে নিয়ে এসেছে।' শিরিশ, ১৮৮৯।

সিন্ধুবার বি শ্বেত নিসিন্দা গাছ। 'মুখুর মধুর সিন্ধুবারে।' বড়ু, ১৪৫০।

সিন্ধুর [স সিন্দুব] বি সিঁদুর। 'সভানের ললাটে দেখী সিন্ধুর উজল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সিন্ধি, সিন্ধী [ফা শীশীনী] বি চাল ও মিষ্টিসহযোগে রান্না করা মিষ্টান্ন: পীরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগবিশেষ। 'সত্যপীরের সিন্ধি।' মশাররফ, ১৮৯০। 'দরগাহতলা দুধে ভাসে, সিন্ধী আসে ডাড়ে।' জসীম, ১৯২৯।

সিশ [স সীপ] বি পূজায় ব্যবহৃত এক ধরনের চামচ। 'পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ নীপে গন্ধ গলাজল সিপে দান করে কনক বসন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সিপহু বি সুগন্ধিবিশেষ। 'লোবান সিপহু আর আখীর আভর।' সুলতান, ১৭০০।

সিপসরকার [হি শিপ+ফা সরকার] বি অন্যান্য উপার্জনকারী (জাহাজ বন্দরে ডিকুলে তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহকারী কোম্পানির কর্মচারী, যারা বেতনের বাইরে অন্যান্য আয়ও করে)। 'সেক্সন দেখা কোণিশির মত কলুর ঘাগির বলদ বললি হলে, পাগড়ি বাঁধা দল্লের প্রথম উলু ... সিপসরকার ও বুকিং ক্লাক দেখা দিলেন।' হুজুর্গ, ১৮৮১।

সিপাই [ফা সিপাহী] ১ বি অঝারোহী। মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি ফৌজী বাহিনীর সদস্য। কালপে, ১৭৮৯। 'তার পেটোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়াল দরোয়ান, হরকরা, সেপাই।' হুজুর্গ, ১৮৬১।

সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি - বি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের পর ঢাকার উত্তিরা নতুন ফ্যাশনের যে শাড়ি তৈরি করে। 'সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি।' হুজুর্গ, ১৮৬১।

সিপাই সরওয়ান বি অঝারোহী সৈন্য। ওর্গা, ১৭৮৫।

সিপারা [ফা সিপারাহ] বি কোরানের অধ্যায়বিশেষ। 'মালুর চলছে কোরান শরিফের দ্বিতীয় সিপারা।' কায়রান, ১৯৬২।

সিপাহসালার বি সেনাপতি। 'প্রিয় মন্ত্রী যারওয়ানকে সেই যুদ্ধে সিপাহ-সালার পদে বরণ করিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৮৫। 'শোঁন সিপাহসালার কামাল ভাই-এর কামাল।' নজরুল, ১৯২২।

সিপাসালার [ফা সিপাহীসালার] বি সেনাপতি। 'আছে নীন, নাই সিপাসালার/আছে শাহি তখত, নাই মালিক।' নজরুল, ১৯২৯।

সিপাহী, সিপাহি [ফা বি সৈন্য। ওর্গা, ১৭৮৫; 'সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।' দর্পণ, ১৮২৫; 'কাবুলে সিপাহিব্যারাকে রাত জেপে আলোচনা করছে সিপাহিরা।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

সিপাহী অভ্যুত্থান [ফা সিপাহী+ই অভ্যুত্থান] বি ১৮৫৭ সালে সংঘটিত নানা সাহেব-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সৈন্যদের বিদ্রোহ। 'সিপাহী অভ্যুত্থানেই তার সর্বপ্রধান উদাহরণ।' উমর,

১৯৬৮।

সিপাহীবিদ্রোহ [ফা সিপাহী+ই বিদ্রোহ] বি ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের বিদ্রোহ। '১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহ হয়।' রাজনারায়ণবসু, ১৯০৯।

সিফাই, সীফাই [ফা সিপাহী] বি সৈনিক; ফৌজি বাহিনীর সদস্য। 'হস্তুরে সিফাই সব আছে করো জুড়ি।' কুজুমার, ১৭২০; কালপে, ১৭৮০।

সিফাহী [ফা সিপাহী] বি সৈনিক। 'সিফাহী পলটন দুই তেপ লইয়া নবাব বাটার চকে উপস্থিত হইল।' দর্পণ, ১৮২১।

সিপি, সিন্ধী [স সীপ] বি খিনুক। 'সিন্ধী জলে সতত করয় সিন্ধু স্নান।' আলোড়ল, ১৬৮০; 'সিপি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

সিফত, সিফত [আ] ১ বি মহিমা। 'পর্যায়বাদের সিফত।' আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বি মাহাত্ম্য। 'তাহান সিফত আশি তনিয়াই সার।' সুলতান, ১৭০০।

সিফাং [আ] বি গুণ। 'আর কোন সিফাং চাইনে।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

সিফর [আ সিফর] বি ঢাল। 'মারিলেক জুলফিকার সিফর উপর।' সুলতান, ১৭০০।

সিফরা ক্রি সীপা। 'সিফরিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

সিফরানে ক্রি সীপানো। 'সিফরাইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

সিবা [স শিব] বি হিন্দুদেবতা শিব। 'তবে সে জাইতে পারি সিবের পাস।' কুজুর্গ, ১৬৮৯।

সিবা [স শিবা] বি শূণালী। 'সিবা সত সকট গহন গড়িরে।' মালারধর, ১৫০০।

সিবাশি বি স্ত্রী শূণালী। মানোএল, ১৭৪৩।

সি-বিচ [হি বি সমুদ্র সৈকত]। 'বোরমাথ সি-বিচে আমার মতো রঙীন চামড়ার লোক বুঝ কমই দেখলাম।' হাই, ১৯৫৮।

সিবিলা [হি ১ বি বেসামরিক। 'সিবিলা কিবা মিলিটির চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বি শরকারি। 'কতকগুলি সিবিলা সরবটে কর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৪। ৩ সিভিল]।

সিবিলা সারজন [হি] বি সরকারি উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মচারী বা কর্মচারী। 'কতকগুলি সিবিলা সরকারেকর্তৃক এক কমিটি রচনা করা হইয়াছে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৪।

সিবিলা সারজন [হি] বি জেলার প্রধান সরকারি চিকিৎসক। 'গবর্নমেন্ট কর্তৃক এই কর্মে হাঙ্গলির এক জন সিবিলা সারজনকে অর্পণ করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

সিবিলা সার্বিস, সিবিলা সার্কিস [হি] বি সরকারের উচ্চপদস্থ বেসামরিক চাকরি। 'সিবিলা সার্কিসের সাহেবদিককে ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সিবিলায়ন [হি] বিপ ইংরেজ আমলের সরকারি উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারী। '... সিবিলায়ন সাহেবেরা ফোর্ট উইলিয়াম কালেক্ট হইতে বহিষ্কৃত হইলেই আমারদিগের ধনপ্রাণের কর্ত্তা হইয়া বসেন।' প্রভাকর, ১৮৫০।

সিভিক সেল [হি] বি নাগরিক বোধ। 'কমুনিটি সেল আছে কিন্তু সিভিক সেল নেই।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

সিভিল [হি] ১ **বিপ** দেওয়ানি। 'এক দফা ক্রিমিন্যাল, আর এক দফা সিভিল' গিরিল, ১৮৮৬। ২ **বিপ** আদালতে সম্পাদিত। 'সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ৩ **বিপ** বেসামরিক। 'সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।' বেগম, ১৯৬৫।

সিভিল ওয়ার [হি] বি গৃহযুদ্ধ। 'এক পক্ষ কাল হিন্দু-মুসলমানের সিভিল ওয়ার সম্ভবপর।' অন্নদা, ১৯৩৭।

সিভিল কোর্ট [হি] বি দেওয়ানি আদালত। 'একজন সিভিল কোর্টের পেয়াদা।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সিভিল ডিফেন্স [হি] বি বেসামরিক প্রতিরক্ষা। 'সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।' বেগম, ১৯৬৫।

সিভিল বাহিনী [হি সিভিল+স বাহিনী] বি সরকারি আয়লা। 'সিভিল বাহিনী, কি এত কসুর।' নজরুল, ১৯২৪।

সিভিল বিবাহ [হি সিভিল+স বিবাহ] বি আদালতে সম্পাদিত আইনসিদ্ধ বিবাহ। 'সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সিভিল সার্জন [হি] বি জেলার প্রধান সরকারি চিকিৎসক। 'সিভিল সার্জন চন্দ্রাকে কিজাসা করিল, কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'সিভিল সার্জন করিয়াছিল কত।' মনিক, ১৯৩৬।

সিভিল সার্ভিস [হি] বি সরকারি বেসামরিক উচ্চপদস্থ চাকরি। 'সেদিন ট্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে ... দরখাস্ত দাখিল করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সিভিলিয়ান [হি] বি ইংরেজ আমলের উচ্চপদস্থ বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা (আইসিএস)। 'আমি যদি ব্যারিস্টার কিংবা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সিভিলিজেসন [হি] বি সভ্যতা। 'সিভিলিজেসন সত্তা গ্রিসিস নয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সিম [স শিব] বি শীতকালে জুন্যোমে সবজিবিশেষ। 'বার্তাকু নিমিতে সিম করিল সুপাক।' রূপরাম, ১৭৫০। **দ্র শিম**

সিমইল [স শিম্বলী] বি শিমুল। 'দস্ত সিমইলের ফুল।' বিজয়, ১৬৫০।

সিমলি [স শিম্বলী] বি এক প্রকার তুলাশাছ। 'সিমলি পলাস সত গুয়া জলপাই কত।' মাল্যধর, ১৫০০।

সিমুলি [স শিম্বলী] বি শিমুল। 'সিমুলি ছাতিন আননা নিম পারুলি দেবদারু মারুপা সিম।' মুহুদ্র, ১৬০০।

সিমস্ত্রিনী [স সীমস্ত্রিনী] বি সখবা নারী। 'সিমস্ত্রিনী লইয়া কেশ সাজাইয়া।' চন্দ্র, ১৫৫০।

সিমপ্যাথি, **সিম্প্যাথি** [হি] বি সমবেদনা। 'আমাদের উপর তাদের কানাকড়ি সিম্প্যাথি নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'সিমপ্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সিমপ্যাথোটিক [হি] **বিপ** সমবায়ী। 'আমি সিমপ্যাথোটিক গ্র্যাত পিয়ানো কি কটেক্স পিয়ানো সে সম্বন্ধেও জ্ঞম হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সিমফনি, **সিম্ফনি** [হি] বি অর্কেস্ট্রার জন্যে রচিত তিন-চার ভাগে বিভক্ত দীর্ঘ সঙ্গীতসমিধান। 'তার শেষ কটি সিমফনি।' মুক্তাব, ১৯৫৯; 'রক্তের নাচে ওরু হবে সিমফনি সুর।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

সিমা [স সীমা] বি শেষ। 'রূপের অবধি ভূমি গুনের সে সিমা।' মাল্যধর, ১৫০০।

সিমাবদলি [স সীমা-বদলী] **বিপ** সীমার মধ্যে; সীমানা দিগে চিহ্নিত।

ডানকান, ১৭৮৪।

সিমুম [আ সমুম] বি মরুভূমির ভয়াবহ বায়ুঝড়। 'আজও ভ্রমে বর্বর সিমুম সেবা সাহার-পোবিত্তে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩১; 'একোবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সিমুম [আ সমুম] বি সাইমুম; মরুভূমির ভয়াবহ বায়ুঝড়। 'কেটে যায় ঈশান্যকণ্ঠের দুস্তর সিমুম কালের খেলায়।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

সিমেন্ট [ই] বি দালান তৈরিতে ইট জোড়া লাগানোর জন্য বালির সঙ্গে মেশানো এক প্রকার ঝড়া; বিলতি মাটি। 'সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাথা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সিম্পাঞ্জী [হি] বি আফ্রিকার বানরবিশেষ। 'জিফ্রা আসে ১৮৩৪ সালে। সিম্পাঞ্জী, জলহস্তী ও সাপ ১৮৫০-এ।' হাই, ১৯৫৮। **দ্র সিম্পাঞ্জি**

সিম্পোজিয়াম [হি] বি আলোচনা সভা। 'মহিলাদের ভূমিকা শীর্ষক এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৬৬; 'এক সিম্পোজিয়ামের প্রধান অতিথি ছিলেন ...।' বেগম, ১৯৬৮।

সিম্বলিস্ট [ই] বি প্রতীকবাদী। 'একে বোধহয় সিম্বলিস্ট বা প্রতীকতত্ত্বী আখ্যা দিলে বিশেষ ভুল হবে না।' শিব, ১৯৭৩।

সিয়র [স শিবরা] বি শিয়র। 'তার উরে দিলো মো সিয়রে।' বড়ু, ১৪৫০।

সিয়ালি [স শৈবাল] বি শৈবাল। 'সিয়ালিতে সোড়ে সরবর।' মাল্যধর, ১৫০০।

সিয়া [স সিয়া] **বিপ** কালো। 'দেখিলাম সিয়া মূখ কাদে জারে জার।' গরীব, ১৭৬৫; 'নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

সিয়াই বি লেখার কালি। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়াপোস বি কালো রঙের মাদুর। 'আপন মজলিঙ্গে বসে সিয়াপোস হইয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

সিয়া বাস বি কালো কাপড়। 'এক খানি বস্ত্র পরি সিয়া বাস পরিবরি।' সুলতান, ১৭০০।

সিয়াহ বি কালি। 'অলস দু-বাজু দু-চোখে সিয়াহ।' নজরুল, ১৯২৮।

সিয়াকুলি [স শূণালকলি] বি বন্য লতাবিশেষের ফল। 'আম জাম সিয়াকুলি কালচিত ফল।' মুহুদ্র, ১৬০০।

সিয়াত বি নিষেধ। 'নয়টা নালা আছে তাহার গুজুর পানি সিয়াত যাহার।' নজরুল, ১৯২২।

সিয়ান [স সজ্ঞান] ১ **বিপ** বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ **বিপ** সিদ্ধ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৩ **বি** চালাক; সুচতুর। 'সিয়ানে সিয়ানে কোলাকুলির মত, দুজনে ভাব করিব।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

সিয়ানাপি [স সজ্ঞান] ১ **বি** দূর্ততা। ওয়া, ১৭৮৫। ২ **বিপ** দূর্ত; ওয়া, ১৭৮৫।

সিয়ানা [স সজ্ঞান] **বিপ** দূর্ত। ওয়া, ১৭৮৫।

সিয়ানি [স সজ্ঞান] ১ **বি** বুদ্ধিমত্তা। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ **বি** সিদ্ধকরণ। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়ানো [স সজ্ঞান] **বিপ** বুদ্ধিমান। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সিয়ান বি শিকনি। 'নাক বেয়ে তার সরছে সিয়ান।' নজরুল, ১৯২৬।

সিয়ানি [স সীবন] বি সেলাই। 'সুইচে সেয়ানি দিয়া করিল নির্ধান।' বি

বিজয়, ১৬৫০।

সিয়ানি^১ ক্র সিয়ান^২

সির [স শির] বি মাথা। 'বিক্রমাল পরিধান সিরে জটা ধরি।' *মালাধর*, ১৫০০। ক্র শির

সিরেতে ক্রিবি মাথায়। 'তাহান আদেশ তবে সিরেতে ধরিয়া।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সিরোহিতা [স শিরোহিতা] বিণ ক্রী মাথায় তুলে-রাখা। 'কারন অহনিসি সিরোহিতা শ্রীমুত ...।' *ওর্গা*, ১৭৮২।

সিরকা [ফা] বি টক বাদের তরল পদার্থবিষয়; তিনিয়ার। ওর্গা, ১৭৮৫; 'বিলিতী সিরকার বোতল।' *মুক্ততবা*, ১৯৪৯।

সিরজা, সিরজানো [স সজ্ঞন] ক্রি সৃষ্টি করা। 'পিরীতি বলিয়া এ ভিন আখর সিরজিল কোন খাতা।' *ঘিচকী*, ১৬০০।

সিরশেচ [ফা সরশেচ] বি একধরনের পাগড়ি। 'জ্ঞাও জিগা, সিরশেচ, মুভার মালা।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সিরবেরজ [ফা সর+ফা বিরজ] বি উন্নত মানের ডাত। 'প্রতাহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোফতা শোশোয়াজা কাবাব সিরবেরজ ...।' *ডবানী*, ১৮২৮।

সিরল বিণ প্রধান। 'কে কোকে ছড়িবে সিরল ভাগ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সির সির [স্রন্য] বি শিরশের অনুভব। 'বর্খোয়তে সতেজ তরুণ্যের নব শীতবাসুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২; 'গা সিরসির করিয়া আসিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সিরা [ফা] বি রস। 'মোরকার সিরা (চিনির ঘন রস) কুলিয়া গেল।' *রোকেয়া*, ১৯০৪।

সিরাজাম-মুনীরা [ফা] ১ বি উজ্জ্বলকরী প্রদীপ। 'সেখো সিরাজাম-মুনীরা কুলিবে।' *ফররুখ*, ১৯৪৩। ২ বি অন্ধকার বিনাশক প্রদীপ-মশাল। 'ছানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে।' *কোটি প্রভাত*। *ফররুখ*, ১৯৪৬।

সিরাঙ্গী বি কবুতরের জাতবিষয়ে। 'লকা, সিরাঙ্গী, মুকি কত কী নামের আর চেহারার পায়রা।' *অবন*, ১৯২৭।

সিরাঙ্ক বি এক ধরনের পায়রা। 'গেরোবাজ সোটন লকা সিরাঙ্ক মুখবি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রা।' *প্রমথ*, ১৯৩২।

সিরানা [ফা শির] বি শিশান। 'হাত বাড়াইয়া সিরানার পাশের হারিকেনটা কমাইয়া দিল।' *মনসুর*, ১৯৫৩।

সিরাপ [হি] ১ বি শরবত তৈরির উপকরণবিষয়ে। 'গোটা দুই ভিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে।' *বিকৃতি*, ১৯৩১। ২ বি তরল ওষুধবিষয়ে। 'ঢ্যাবলেট, সিরাপ, চা, টমাটো কোশা।' *শামসুল*, ১৯৬৯।

সিরাল দেওয়ান [স শিরা] ক্রি জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষের সূচনা করা। 'জমিতে সিরাল দিতে পারে নাই।' *কেরি*, ১৮০২।

সিরি, সিরী [স শ্রী] বি সুন্দর। 'লোভুঅ বদন সিরি অছি ধনি তোরি।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৩০; 'গীণ পণ্ডথর সিরী।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিরিঅল [স শ্রী-অল] বি সুন্দর শরীর। 'সিরিঅল সুমদন জিনি যুকোমল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিরিঞ্জ [হি] বি চামড়া ছিদ্র করে শরীরে ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়ার সূচ ও পিচকারি। 'সিরিঞ্জ লইয়া আরও কাঁপাইয়া দাও।' *নজরুল*, ১৯৩১; 'বক্ত নেবার সিরিঞ্জটা বার করেন ডাক্তার।' *শিবরাম*, ১৯৭০।

সিরিনি [ফা শীরীনী] বি চাল ও মিষ্টি-সহযোগে রান্না করা মিষ্টান্ন। 'বেসাইআ কেহ হাটে শিরের সিরিনি বাটে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিরিফল [স শ্রীফল] বি বেগ। 'দাড়িম সিরিফল গণনে বাস করু সন্মু গরল করু আশে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সিরিয়স [হি] বি লুক্ক; আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। 'নক্ষত্ররাজ সিরিয়স ... সূর্যের প্রভাববিশিষ্ট।' *বক্তিম*, ১৮৭৫; 'সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অশ্লষ্ট সঙ্গী-ভারা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

সিরিয়াস, সিরিয়স^১, সীরিয়াস [হি] ১ বিণ আশঙ্কাজনক। 'তত সিরিয়াস নয়, হাড়-টাড় ভাঙে নাই; কোমরেই একটু চোট লাগিয়াছে মারা।' *বনসুল*, ১৯৩৬। ২ বিণ গুরুত্বপূর্ণ। 'কিছু সীরিয়াস কথা বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮। ৩ বিণ গভীর। 'অত সিরিয়স হচ্ছে কেন?' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

সিরিশতা, সিরিতা [ফা সরিশতা] বি দস্তুর; নবিশত্র। *ডানকান*, ১৭৮৪; ওর্গা, ১৭৮৫।

সিরিশতাদার [ফা সরিশতা-দার] বি আদালতের প্রধান কেরানি। 'যদি সিরিশতাদার মীরমুলী পেশবার নাজীর ইত্যাদির কর্মকাণ্ডকী হয়য়া ...।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩৩।

সিরিশতালার [ফা সরিশতা-দার] বি দস্তুরের কেরানি; ভারখাণ্ড কর্মচারী। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সিরেস্তাদার [ফা সরিশতা-দার] বি আদালতের বড়ো কর্মচারী। 'এখানে সাজীর আছে সিরেস্তাদার ও অজোখ্যারাম সরকার।' *ভাঁতি*, ১৯৬১।

সিরিশ^১ [স শিরীয] বি গাছবিষয়ে। 'সিরিশ করকট বনচালিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সিরোপা [ফা সরআপা] বি খেতাব। 'জুরালোকের খেলায়াফ সিরোপা হইল।' *দর্পণ*, ১৮৩৩।

সির্কা [ফা সির্ক] বি শর্করা অথবা বেতসার জাতীয় পদার্থ গাঁজিয়ে তৈরি অন্নবিষয়ে। ওর্গা, ১৭৮৫।

সির্কা^২ [আ সিরাহা] বি রূপার মুদ্রা। 'জে কি রূপিয়া সির্কায়ে কোন২ নিরিখে সিলহট কিচা ঢাকা ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সির্ক [স সির্কি] বিণ সম্পন্ন। 'জুহিতীর সঙ্গে বসি জঙ্ক সির্ক করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সির্নি [ফা শিরিনি] বি চাল ও দুধ দিয়ে রান্না করা মিষ্টি খাদ্য; মিষ্টান্ন। *হালাহেজ*, ১৭৭৮।

সিল^১ [স শীলা] বি 'স্ভাব'। 'কুলে সিলে রাজা তুমি সংসার ভিতরে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সিল^২ [হি] বি চিহ্নিত মোহর। *যেয়র্গ*, ১৭৫৭।

সিল মারা ক্রি মোহরাক্তি করা। 'মারা দুতিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বানদাকি যেন সিল মেরে আঁটা।' *মুক্ততবা*, ১৯৫২।

সিলমোহর [হি শীল+ফা মোহরা] বি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'এই ব্যাপারীর হও খরিদার/ লগ ও রে ইহার সিলমোহর।' *নজরুল*, ১৯৩২।

সিলন, সিলান [স শিলিদ] বি পাল্লায় জাতীয় মাছবিষয়ে। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সিলহটে [শ্রীহটে] বি সিলেট। 'জে কি রূপিয়া সির্কায়ে কোন২ নিরিখে সিলহটে কিচা ঢাকা ...।' *ক্যালগে*, ১৭৮৭।

সিলা [স শিলা] বি পাথর। 'সতুরে লইয়া গেল সিলার উপরে।' *মালাধর*,

১৫০০।

সিলাই বি নদীর নামবিশেষ। 'আমোদর দামুদর খাইল দারেকব্বর সিলাই চন্দ্রভাণা।' মুহুঙ্গ, ১৬০০।

সিলাই [স সীবান] বি সেলাই। 'এক হাজার গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

সিলাবৃষ্টি [স সিলাবৃষ্টি] বি বৃষ্টির সাথে বরফপাত। 'সাতদিন সিলাবৃষ্টি করিল অসিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সিলিং, সিলিঙ [হি] বি ঘরের মধ্যে ছাদের ভিতরের দিকের অংশ। 'একপাশে চেয়ার আদ্যনা দেওয়াজ আলনা, সিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানালার নক্সাকাটা পর্দা।' অন্নদা, ১৯২৯: 'দেয়ালে আর সিলিং-এ ব্যালু দৃষ্টিতে ঝুঁজে বেড়ায় তার টিকটিকিকে।' মানিক, ১৯৩৮।

সিলিং স্ক্যান [হি] বি ঘরের ছাদ থেকে ঝোলানো বৈদ্যুতিক পাখা। 'সিলিং স্ক্যানটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে দিল সে।' শিবরায়, ১৯৭০।

সিলিকন [হি] বি পাথর, বলি ইত্যাদিতে বিদ্যমান অখণ্ড উপাদান। 'সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ নানাবিধ মৃত্তিকা ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সিলিঙ্গ [হি সিলিঙ] বি ইংল্যান্ডের মুদ্রাবিশেষ; এক পাউন্ডের ২০ ভাগের এক ভাগ। 'দুই সিলিঙ্গ এক পেনি ইয়েঞ্জি হিসাবে ...।' ক্যালসে, ১৭৮৬।

সিলিম [ফা চিলম] বি তামাকের কলিকা। 'এক সিলিম তামাক সাজিয়া টানিতে শুরু করিলেন।' মাহেবু, ১৯৪৯।

সিলী বি মুক্তের ধনিসংকেত। 'শত শত সিলী পড়ে রাউত মাহুত বেড়ে তনি পুরী ধায় সর্বজনা।' মুহুঙ্গ, ১৬০০।

সিলেকশন [হি] বি সংকলন। 'কুলে কোনো সিলেকশন-বইউ-আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সিলেকশন বোর্ড [হি] বি নির্বাচিত বা মনোনীত কর্মীর কর্তৃপক্ষ। '... সিলেকশন বোর্ডে যথেষ্ট সংখ্যক মোসলমানের স্থান হয়।' মোহাম্মদী, ১৯৩৪।

সিলেটে [হি স্রেটে] বি যে কোনো পাথরের ফলক লেখা হয়। 'সিলেটে নাম লিখিয়া ... উপরে পাঠাইয়া দিলেন।' জঙ্গীম, ১৯৬১।

সিলেবল [হি] বি অক্ষর; নিম্নাসের এক গ্রন্থে যে ধ্বনিকুঁড় উচ্চারণ করা যায় [তো+মাই=দুই সিলাবল]। 'পয়লা সিলেবলে আকসেস্ট দেওয়া।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

সিলেবাস [হি] বি পাঠ্যসূচী। 'মজব ও মাদ্রাসার সিলেবাস একান্ত অদৃষ্ট।' সত্তাগ্যত, ১৯২৯।

সিল্ফ [হি] বি রেশম। 'বাবুর পাইনাগেলের চাপকান, শেটি ও সিল্ফের রুমাল।' হুতোম, ১৮৬১।

সিল্টা বি পাখিবিশেষ। 'সিল্টা পাখীর ঝাঁক কাঁটা-বাঁশঝাড়ের উপর উড়িয়া আনিয়া বসিতেছে।' বিকুন্টি, ১৯০৮; 'সিল্টা আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্তি।' বিকুন্টি, ১৯০৮।

সিশ [স শীর্ষ] বি সিমি। 'সিশের সিন্দুর তোর লাসে।' বড়, ১৪৫০।

সিষা [স সীসক] বি ধাতু বিশেষ। 'সিষা আট সও কীষা এক হাজার মোন কিনিয়াছিল।' মেম্বের, ১৭৫৭।

সিযু [স শিত] বি শিত। 'কনিঙ্ঘ দুই ভাইকে সিযু পালনে সিদ্ধা দিক্ষা ও ভবন গোপন ...।' চিটিপত্র, ১৭৯৩। ব্র শিযু

সিযুমতি [স শিতমতি] বি শিত্তর মতো জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। 'আমি অতি সিযুমতি।' ওর্দা, ১৭৮২।

সিষ্ট [স শিষ্ট] বি সুশীল। 'দুই মারি গোসাঞি করেন সিষ্টের পালন।' মালাধর, ১৫০০।

সিষ্টি [স সৃষ্টি] বি সৃষ্টি। 'কে সিষ্টি করিয়াছে তাহানদিগেরে।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

সিস [স শীর্ষ] বি সিমি। 'চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর।' বড়, ১৪৫০।

সিসে [ধন্যাব্য] বি শিস ধ্বনি। 'সিস করিতে।' ওর্দা, ১৭৮২।

সিসা [ফা শিনা] বি কাচ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সিসা [স সীসক] বি ভারী ধাতুবিশেষ। 'সাত মোন সিসা আর ... দিয়া আজান হইব।' হ্যাগলেড, ১৭৭২।

সিসে বি ভারী ধাতুবিশেষ; সিসা। 'অনড় আড়ট কট সিসের শলাকা।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

সিসি [ফা শিশা] বি শিশি; কাচের তৈরি ছোটো বোতল। 'সার্সি, আরসি, সিসি, বোতল, গোলস, ঝাড়, লর্ডন ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সিসির [স শিশির] বি শীত। 'হেরি সিসির রিহু আগে দল ভঙ্গ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ব্র শিশির

সিসু [স শিতা] ১ বি শৈশবকাল। 'আখ জনম হম নিসে গোছায়সুঁ জরা সিনু কতদিন গেলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি শিত। 'জন্মিব সিনু তবে।' মালাধর, ১৫০০। ব্র শিশু

সিসুকাল [স শিতুকাল] বি শৈশব। 'সিসুকালে না মাইলে হৈব বড়কাল।' মালাধর, ১৫০০।

সিসুবুজি [স শিতবুজি] বি শিতসুলভ বুদ্ধি। 'সিনু বুজি হেহু তুজি পায় এত তাপ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সিসুরুশ [স শিতরুশ] বি শিতর চেহারা। 'মোহিয়া বাপমাএ সিসুরুশ ধরি।' মালাধর, ১৫০০।

সিসু [স শিংশপা] বি বৃক্ষবিশেষ। 'ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে ডিন-চারি/সিমুগাছ পাণ্ডুলিলায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ব্র শিশু

সিসুসু [স] বি সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। 'এ সেই ধরনের ... সিসুসু, অমিত কৌতুহলী, মহাদেশীয় ব্যক্তিত্ব ... যার প্রকুরণের বিবরণ লিখেছিলেন ভাসারি।' শিব, ১৯৫৬।

সিসেম কাঁক [ফা] - আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত এমন বাক্যাংশ, যা উচ্চারণ করলে দরজা আর্পনি খুলে যায়। 'সিসেম কাঁক বলিবা মাত্র দশপালায়ের ঘর খুলিয়া গেল।' রোকেয়া, ১৯১৮।

সিস্টার, সিস্টার [হি] বি হাসপাতালের সেবিকা। 'সিস্টার রিভার কি অন্যান্য দেখ দেখি।' রোকেয়া, ১৯২২; 'এইতো সিস্টার আইছে একটা সুই দিবে টিক হইয়া যাইবে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

সিয্য [স শিযা] বি ভক্ত। 'জয়মুনি নামে আছে সিযা জে আকার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ব্র শিষ্য

সিহর [স শিখর] বি শিখর। 'গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবগো লোড়িব কইসে।' চর্চা ২৮, ১২০০।

সিহরণ [স শিহরা] বি শিহরণ। 'বিদ্যা, ১৮৯১।

সিহরা [স সহরা] ক্রি সিহরিত হওয়া। 'সিহরিয়া ক্রি রোমাঞ্চিত হয়ে। 'বলিতেও অসি সিহরিয়া উঠে।' মশাররফ, ১৮৮৯। 'সিহরিলা ক্রি

সিহরিত হলো। 'সিহরিল অস ধ্যান হইল ভস'। ভারত, ১৭৬০।

সিহরান [সি শিহর] ক্রি সিহরিত হওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১।

সিহাল [সি শৈবাল] বি শেওলা। 'লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল'। বড়, ১৪৫০।

সিহোড়া বি গাছবিশেষ। 'করেকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনো হুড়ি'। বিজুতি, ১৯৩৮।

সী-অফ [হি] বি বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, জাহাজঘাট ইত্যাদি পর্বত গিয়ে কাউকে বিদ্যা জানানো। 'ভালো থাকলে এয়ারপোর্টে তোমাকে সী-অফ করতে যেতাম'। সুনীল, ১৯৭০।

সীপ [স পূ] বি শিশু। 'সিঅর কা জেও সীপ জনমএ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সীধা বি সিধি। 'সীধার সিন্দুর জিনিয়া অরুণ কানে কর্ণবালা টেঁচি'। দ্বিজী, ১৬০০; 'সীধার সিন্দুর ন্যানে কাজের'। বিচক্টি, ১৬০০।

সীধি [স সীমন্ত] বি মাথার চুল দুইভাগে বিন্যস্তের ফলে সৃষ্ট সরুরেখা। 'কনক সীধি শিরে মঙ্গলসূত্র করে'। রূপরায়, ১৭৫০।

সীকভাজা [ফা সীখ] বি শিককাবাব। 'অন্ন খাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া'। ভারত, ১৭৬০।

সীকরা [আ শকর] বি পানিবিশেষ। 'সীকরা বহরী বাসা বাজ কুরমুতী'। ভারত, ১৭৬০।

সীকল [স শুল্ক] বি শিকল। 'লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন/ চক্টি মন্তরীয়া বীর ভোলে তক্তফল'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সীঙলি [স শেকলী] বিণ শিউলি রঙ। 'সীঙলি গামছা দিব ভূষিত ক্তর'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সীচা, সীচানো [স সিচ] ক্রি ভিজানো। 'জনি বিমল বিক্রম দল সুধারসে সীচি ধরু গজমোতি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সীজ, সীয [হি] বিণ অমিকার; জন্ম। 'মহুদ চালতলো ত এখনই সীজের সীজ করবে'। মনসুর, ১৯৪৫; 'সকলের গিণ্ডল, বন্দুক ... পুলিস সীয করে'। মনসুর, ১৯৫৫।

সীজন [হি] বি বসন্তকাল; সুসময়। 'সীজনের সময় লভনে এইরকম আলোড়ন'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সীটকার [সিটকা] বি কুখন। 'নাসিকা সীটকার করা'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সীতম [ফা সিতম] বি অত্যাচার। 'ইমামে সেখিয়া তাদের বাড়িল সীতম'। গরীব, ১৭৬৫।

সীতল [স সীতলা] বিণ শীতল। 'জেহ হল সীতল সেহ ডেল তীখ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **স্রী সীতল**

সীতা [সি বি (হিন্দুপুরাণ) রামায়ণোক্ত রামের স্ত্রী। 'সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সন্তী নারী'। বড়, ১৪৫০।

সীতানাহ [সি বি (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'কিষা যথা সেতুবকোপরে কনকগুণশক, বহি সীতা সীতানাহ'। মাইকেল, ১৮৬০।

সীতাপতি [সি বি (হিন্দুপুরাণ) রামচন্দ্র। 'মোর মনে লয় এই সীতাপতি রাম'। কুঙ্করাম, ১৭২০।

সীতাকুশী বি লাঙলের রেখার মতো সরল লম্বা। 'মহালে গ্রবেশে সীতাকুশী হাড়খাল'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সীতাভোগ [সি] বি এক জাভের ধান। কুঙ্করাম, ১৭২০। ২ বি মিষ্টান্নবিশেষ। 'সদেধ, মিহিধানা, সীতাভোগ'। বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সীধা [স সীমন্ত] বি সিধি। 'মুক্তাশালী সীধার সিন্দুর শোভা পায়'। কুঙ্করাম, ১৭২০।

সীধু [সি] বি সুধা। 'ছড়ায় বাতাস বরিষা-নারীর মুখের সীধু'। সত্যেন্দ্র, ১৯১২; 'বিশুর অধর-সীধু বেনে নিঙড়ে কাঁচা আতুর চোমায়'। নজরুল, ১৯২৫।

সীফল [স শীফল] বি বেল। 'ডালিষ সীফল রূপি বিকল'। রামাই, ১৭১০।

সীবন [সি] বি সূচিকর্ম। 'টাইপরাইটিং, সীবন শিক্ষা এসব কাজ মেয়েরা সুন্দরভাবেই করতে পারে'। বেগম, ১৯৪৭।

সীবিগর [পি] বি রূপার কাপ। 'সীবিগর ১ এক'। মের্যস, ১৭৬২।

সী-বিহঙ্গ [ফা সিমুণ] > সী+স বিহঙ্গ। বি ফারসি উপকথার কাল্পনিক পানি; সমুদ্রে বিচরণকারী পানি। 'সী-বিহঙ্গ শাখায় ধরেছে নতুন জান'। ফররুখ, ১৯৪৬।

সীম [স সীমা] বি সীমা। 'পহেলিই বৈঠবি সয়নক সীম/ আধ নেহারবি বঙ্কিম সীম'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সীম [স শিখ] বি সীতকালীন সবজিবিশেষ। 'সীম - আর সীম - হাত বাড়ালেই মুঠি ভরে সেইকশে'। জসীম, ১৯৩১।

সীমন্ত [সি] বি সিধি। 'সীমন্ত চিকুর খণ্ড ধার জোর/ সর্বভূতে মনে আস'। আলোড়ন, ১৬৮০; 'জানো বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা'। নজরুল, ১৯৩১।

সীমন্ত সিন্দুর [সি] বি সিধির সিন্দুর। 'তব সীমন্ত সিন্দুর মাগে'। নজরুল, ১৯৩১।

সীমন্তা [স সীমন্ত] বিণ স্ত্রী সিন্দুরের রেখাযুক্ত। 'বরুণা সীমন্তা যেন সুধীর সরলা'। আলোড়ন, ১৬৮০; 'সুকিত-সীমন্তা - নথবিভূষিতা - গৃহকার্যনিরতা'। সীপিকা, ১৮৮৭।

সীমন্তিনী [সি] বি সখবা নারী। 'প্রহ্লানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল'। বিদ্যা, ১৮৪৭; 'যবে নৃত্য-পরিশ্রম ক্রান্ত সীমন্তিনী ছাড়েন নিখাস ঘন'। মাইকেল, ১৮৬০।

সীমা [সি] ১ বি চূড়ান্ত অবস্থা। 'অমৃত নিগুঢ় প্রেমের মাধুর্য মহিমা/ আপনি আবাদি প্রভু দেখাইল সীমা'। কুঙ্করাম, ১৫৮০। ২ বি অস্ত। 'আমার দুখের নাহি সীমা'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সীমানা। 'বর্ধমান জিয়ার সীমা এই উত্তর রাজসাহী ও ...'। দর্শন, ১৮৯১। ৪ বি গতি। 'সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৫ বি গ্রাম। 'এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে'। মণাররফ, ১৯০৮।

সীমাবোরা বিণ সীমাবদ্ধ। 'টিকি নাকো পৃথিবীর সীমাবোরা বকে'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

সীমাচিক [সি] বি সীমানা নির্দেশক চিহ্ন। 'নদীর এপারের মাঠে কোথাও স্তম্ভ সীমাচিক নেই'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সীমাজান [সি] বি মরাজান। 'কিষ্ট সীমাজান হরেছে চিত্তার কৃপার'। ধূমক্টি, ১৯৩১।

সীমাতিক্রান্ত [সি] বিণ অসীম। 'অন্তরের সীমাতিক্রান্ত অনুরাগ'। অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

সীমাতীত [সি] বিণ সীমার অতীত। 'প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সীমাজোহিত [সি] বিণ অসীম। 'জীবনকে কারও মনে হয় সীমাজোহিত কৌতুক'। মানিক, ১৯৪০।

সীমাবদ্ধ [স] ১ বিপ সীমানা চিহ্নিত। 'যে রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তাহার নাম পরিধি।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ বিপ অস্থায়ী। 'পার্শ্ববিন্যাস যে সীমাবদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ বিপ সংকীর্ণ। 'আমাদের সমস্ত কর্তব্য আজকাল সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে।' মেঘদূত, ১৯৩৭।

সীমাবর্তী, সীমাবর্তী [স] বিপ সীমানা বা চৌহদ্দির কাছাকাছি। 'বৃদ্ধ উল্লিখিত উপাসনা-মন্দিরের সীমাবর্তী গুহস্থানে বর্ষা লুকাইয়া রাখিয়া একেবারে হাসানের নিকট হইল।' মহাশয়, ১৮৮৫।

সীমাবিবাদ [স] বি সীমানা নিয়ে বিবাদ। দর্পণ, ১৮২৭।

সীমাবিভাগ [স] বি সীমারেখা। 'প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সীমামুক্ত [স] বিপ অব্যবহৃত। 'সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর-এক দিকে সীমামুক্ত করে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সীমায়িত [স] বিপ সীমাবদ্ধ। 'মানুষের অন্তর্ভুক্ত দেহের দ্বারা সীমায়িত।' শিব, ১৯৫৬।

সীমারেখা [স] বি সীমানা। 'তুমি কি করেছ মনে দেখেছে, পেয়েছ তুমি সীমারেখা মম?' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'এল না তুমি সীমারেখা-পারে।' নবরঙ্গ, ১৯২৮।

সীমান্তজ্ঞান [স] ১ বি সীমানা অতিক্রম করা। 'তার চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামন্তসংযোগ তাঁকে তাঁর সংসারমায়ায় ও ধর্মকর্মে সর্বত্রকার সীমান্তজ্ঞান হতে নিয়ন্ত্রণ করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২ বি নিজ রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করার প্রাচীন অনুষ্ঠানবিশেষ। 'সীমান্তজ্ঞান নামে একটি প্রাচীন সমুদ্র অনুষ্ঠানের অনুরূপ হতো।' মহাভারত, ১৯৫৬।

সীমান্থন [স] বিপ অসীম। 'সীমান্থন ব্যোমপাভাবের।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সীমা-সংখ্যা [স] বি ইয়তা: সীমা অথবা সংখ্যা। 'তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।' অচিন্ত্য, ১৯০০।

সীমাসরহদ, সীমাসরহদ [স] সীমা+সরা সর+আ হদ। বি চতুঃসীমা; সীমানা। 'বক্সা আদায়, সীমাসরহদ স্থির এবং ... সমস্ত পরিচালক করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'দুনিয়ার সীমাসরহদ নির্দেশ করে তিনি সত্ত্বীপের (পৃথিবীর) মালিক হইল।' হাই, ১৯৫৪।

সীমান্থন [স] বি কিনারা; প্রান্ত। 'সে সকল বস্তুর সীমান্থন অথবা কেহ আছে যেমন সরোবর।' মৃৎশয়, ১৮১২।

সীমাবর্ষণ [স] বি সীমা দিয়ে আবদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীর 'বর্ষ'। 'যেদেরা হল সীমাবর্ষণের ইন্দ্রাণী।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সীমাহ (স) সীমা। বি পরিসীমা। 'তোমার বুদ্ধতাত তোমার গমনাবধি ইহার দুঃখের সীমাহ নাই।' রামায়ণ, ১৮০১।

সীমাহারা [স] সীমা+হারা। বিপ সীমানা ছাড়িয়ে যায় এমন। 'সীমাহারা মহা অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সীমাহীন [স] ১ বিপ অসীম। 'তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার তরু গগনেতে, আবারের ভাবে যেন নুইয়া পড়েছে মাটির পানেতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'ছদয়ের সীমাহীন আশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিপ ব্যাপক। 'ইতিপূর্বে বীধ নির্মাণ কার্যে সীমাহীন দূর্নীতি হইয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৭।

সীমিতকরণ [স] ১ বি নির্দিষ্টকরণ। 'এই খণ্ডতা বা সংকীরণ আদোলনের ক্ষেত্র সীমিতকরণ।' আনোয়ার, ১৯৭০। ২ বি

নিয়ন্ত্রণ। 'সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।' সহবিধান, ১৯৭২।

সীমানা [স] ১ বি এলাকা। 'কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালার তের হাজার।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি প্রান্ত। 'আদালতি এক বুটো পেড়ে চেনে না সীমানা কার।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি সীমাবদ্ধতা। 'মানুষ সহজগতির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদূরকে করেছে প্রত্যক্ষ ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৪ বি সীমা। 'সাজের তো তার সীমানা নেইম কার কাছে তার চাবি?' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সীমানা-বেঁধা বিপ সীমানা ছুঁয়ে আছে এমন। 'তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-বেঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সীমান্তাপেক [স] বিপ সীমানা নির্দেশক। 'সীমান্তাপেক বাবলা কাঠের বৃটি।' বিজুতি, ১৯৩৮।

সীমানাবদ্ধ [স] বিপ পরিবেষ্টিত। 'পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সন্তানের দ্বারা কল্কটিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সীমানাহীন [স] ১ বি যার সীমানা নেই। 'চিনিয়ে দিলাম সীমানাহীনের চিকানা।' সুভাষ, ১৯৪০। ২ বিপ অসীম। 'যেখানে আকাশ অনেক বড়, সীমানাহীন।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

সীমান্ত [স] ১ বি দেশের শেষপ্রান্তে অবস্থিত যে দেশ। 'সীমান্ত রাজ্য সকল একা হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ২ বি সীমা। 'আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড় করিয়া না আঁকি ও তাহার বিপরীত দিকের সীমানা যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়ায়ম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৩ বি সীমারেখা। 'সে যৌবন কোনো দিকে কোনো সীমান্ত মানেনি।' অন্নদা, ১৯২৮। ৪ বি প্রান্ত। 'জেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে।' মানিক, ১৯৩৬।

সীমান্তজ্ঞান [স] বি সীমান্ত বিষয়ক চিন্তা-চেতনা। 'ঠিক এই সাধারণ সীমান্তজ্ঞানের অভাব থেকে মুসলমান আক্রমণ ... সম্ভব হয়।' অন্নদা, ১৯৩৭।

সীমান্তদেশ [স] বি নারীদের পক্ষে পুরুষ-মহলের কাছাকাছি যে পর্বত বাওয়া যায় তার সীমানা। 'চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সীমান্তনীতি [স] ১ বি পারস্পরিক সম্পর্কের সমঝোতা। 'দাম্পত্যলীনার সীমান্তনীতি।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি সীমানা সংক্রান্ত নীতিমালা। 'ভারত পূর্ববর্তের সীমান্তনীতি ক্রমশই সীত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সীমান্ত-গ্রহণী [স] বি সীমানা অতিক্রম বা অবৈধ অনুপ্রবেশ চেষ্টাতে দায়িত্বের গ্রহণী। 'এই যে সীমান্ত-গ্রহণীর কথা ভাবতে হয়।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সীমান্তবর্তী [স] বিপ সীমানার শেষপ্রান্তে অবস্থিত। 'সীমান্তবর্তী পাহাড়তলুর চূড়া থেকে ...।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সীমান্তর [স] বি অন্য সীমা। 'এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্বন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ ...।' অক্ষর, ১৮৫০।

সীমান্ত-রক্ষা-নীতি [স] বি দেশের সীমানা অঞ্চল রক্ষাসংক্রান্ত কৌশল। 'সনাতন সীমান্ত-রক্ষা-নীতির অটল শাসনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থা [স] বি সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 'রট্টগঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সীমান্তরক্ষী [স] ১ বিপ দেশের সীমান্ত এলাকার প্রহরী। 'সীমান্তরক্ষী সেনাদলকে পরাজিত করে।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বিপ সীমান্তের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে এমন। 'সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে শাক ফোঁজের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।' কালাত্তর, ১৯৭১।

সীমান্তরাল [স] বিপ দিগন্তরেখা পর্বত। 'রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্ভাস জলপ্রপাত।' শরৎ, ১৯১৭।

সী-মোরগ [ফা] বি রূপকথার বৃহদাকার পাখি। 'বৃহি সী-মোরগ সাথীহার্য তার দরিয়ার শেষ রাতে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

সীয়া [আ সিয়াহ] বি মুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ; শিয়া। 'সীয়া অর্থাৎ আলী ও তাহার দুই পুত্র হাসেনে হোসেনের মতানুযায়ী।' দর্পণ, ১৮২৯।

সীয়ানো [স সী>] ক্রি সেলাই করা। 'ক্ষেপে বস্ত্র সীয়া ক্ষেপে দিবা সূত কাটে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

সীরপেড়ে [কি] সীর নামের পাড়বিশিষ্ট। 'দোরাবাপেড়ে, সীরপেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভাবনী, ১৮২৮।

সীরিয়াবাসী [সিরিয়া+স বাসী] বি সিরিয়ার অধিবাসী। 'পূর্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়াবাসীর দ্বারা ইউরোপগতও প্রেরিত ...।' অক্ষর, ১৮৪৯।

সীল [স সীল] বি চরিত্র। 'ভূত স্বপ্ন গৌরব সীল সোভাব।' বিন্যাসিত, ১৪৬০।

সীল [হি] বি সামুদ্রিক মাছবিশেষ। 'সীল তিমি প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্যই তাহাদের প্রধান খাদ্য।' অক্ষর, ১৮৫৪; 'ভ্রম-মহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।' মুক্ততাবা, ১৯৫৯।

সীল [হি] বি মুদ্রাঙ্কনের উপকরণ। 'এক দিন, ছুভাল, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সোনার সীল পাইলেন।' বিন্যাস, ১৮৫৬।

সীলমোহর [হি সীল+ফা মোহর] বি মুদ্রাঙ্কন করে সম্পাদিত। 'একবারে দস্তখত-সীলমোহর করা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সীস [স শিষ্য] বি শিষ্য। 'আলে ওরু উএসই সীস।' চর্যা ৪০, ১২০৮।

সীস [স শীর্ষ] বি শির। 'বাঙালী বন্দিয়া সীসে গাইল বড় চণ্ডীদাসে।' বড়ু, ১৫৭০।

সীস [স সীসক] বি সীসা; ভারী ধাতুবিশেষ; লেড। 'স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রত্ন, দস্তা, এই আটটি প্রধান ধাতু।' বিন্যাস, ১৮৫১।

সীসক [স বি সীসা]। 'এখানে লৌহ তাম্র সীসক প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে।' অক্ষর, ১৮৪১।

সীসময় [স] বিপ সীসা দিয়ে তৈরি। 'এক্ষণে যেমন সীসময় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করা যায় ...।' অক্ষর, ১৮৫৪।

সীসমহল [ফা শিশমহল] বি কাচের তৈরি ঘর। 'সীসমহলের রূপসী দলের বোমটা আজিকে খোলা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

সীসা [স সীসক] বি দস্তার মতো এক রকমের ধাতব পদার্থবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫; 'রাস্তা তাম্রা দস্তা সীসা পিষ্টল।' ভাবনী, ১৮২৩।

সীসা ঢালা [বিপ সীসা ঢালাই করে তৈরি-করা]। 'এসব তো সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সীসের [বি] রূপালি রং। 'স্থির হয়ে এলো সীসেরঙের অজস্র জলরাশি আর বদলে গেল পাটটির উজ্জ্বল রং।' হাসান, ১৯৬৭।

সী-সিকনেস [হি] বি সমুদ্রগাড়া। 'সী-সিকনেসের কথা কে মনে করেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সু [স] বিপ উত্তম। 'আজানুলখিত ভুল্ল সুনাভি গভীর।' বন্দা, ১৫৮০।

সুঅঞ্চল [স সু-অঞ্চল] বি সুন্দর আঁচল। 'সুঅঞ্চলে ছুঁলে রক্তাবলী।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুঅণ [স স্বপ্ন] বি স্বপ্ন। 'পেখু সুঅলে অদশ জইসা।' চর্যা ৪৬, ১২০০।

সুঅধ্যায় [স সু-অধ্যায়] বি সুখময় পর্ধ্য। 'সুঅধ্যায় পর্বের প্রায় হয় হল আজ।' জীবন, ১৯৪০।

সুঅনুগতা [স সু-অনুগতা] বিপ স্ত্রী প্রচণ্ড অনুগত। 'তোমার সুঅনুগতা সতী।' জল্পনা, ১৯২৯।

সুঅভিনেত্রী [স সু-অভিনেত্রী] বি গুণী অভিনয় শিল্পী। 'তথু সুঅভিনেত্রী হিসেবেই নয়, সুলেখিকা বলেও তিনি আমাদের কাছে পরিচিত।' বেগম, ১৯৪৯।

সুআ [স সুতা] বি পুত্র। 'বাধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহবিহ বেড়া।' চর্যা ৪১, ১২০০।

সুআ [ক্রি] শোয়া। সুইআ ক্রি তয়ে। 'সুইআ নিদ্রা জাহ হেম-বাটে।' মুকুল, ১৬০০।

সুই [বি (সংস্কৃত) রাগবিশেষ। 'রাগিণী সুই।' বড়ু, ১৫৭০।

সুই [স সুচি] বি সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতব শলাকা। ওর্গা, ১৭৮৫।

সুইচ [স সুচি] বি সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতব শলাকা। 'সুইচে সেয়ানি দিয়া করিল-নির্মাণ।' বিজয়, ১৬৫০।

সুই-মুদ্রা [বিপ সুই পড়লেও শব্দ শোনা যায় এমন। 'সভায় সুই-পড়া নিবন্ধিতা বিবাজ করিতে লাগিল।' মনসুর, ১৯৪০।

সুইকাতা [বি সুচের মতো কাঁটাওয়ালা গুল্ম। 'সুইকাতা ও সৈকির জলশে ভরা একটা কাণ্ডায়া।' মনোজ, ১৯৬১।

সুই দেওয়া [ক্রি ইনজেকশন দেওয়া। 'এইতো সিস্টার আইছে একটা সুই দিবে ঠিক হইয়া যাইবে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

সুইচ ও সুই

সুইচ [হি] ১ বি এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে গমন। 'সাহিত্যিকের মনটাকে অমর্যের লাইন থেকে ডিটেকটিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বি বিদ্যুতের গতিপথ বন্ধ করা ও খুলে দেওয়ার কৌশলবিশেষ। 'সুইচ অফ করে এখন তুলেই হয়।' শিবরাম, ১৯৪০।

সুইচ অফ করা [ক্রি বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ১৯০৭।

সুইট [হি] বি হোটেলের বিশেষ কক্ষসমষ্টি, যেখানে শোবার, বসার ও রান্নার ঘর সমন্বিত থাকে। 'অন্যায়সে গ্রেট ইস্টার্নে সুইট নিতে পারেন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

সুইট [হি] বিপ মধুর; মিষ্ট। 'লামটা খুব ভালো দিয়েছে, বোচরাম! ডারি সুইট।' সুশীল, ১৯৭০।

সুইটস [হি] বি মিষ্টি; মিষ্টান্ন। 'কী ভাগ্যি কানন্ট সুইটস ভালোবাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুইডেনী [হি] বিপ সুইডেনদেশীয়; সুইডিস। 'সুইডেনী, নয়ওয়ের ভাষা, রূস প্রভৃতি স্লাবনিক ভাষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুইগা [স সন্ন] বি স্বপ্ন। 'সুইগা হথ বিদারম রে।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

সুইমিং [হি] বি সাঁতার। 'অনেক সুইমিং ক্লাব আর স্পোর্টস ক্লাবের কী দুর্দশা দাঁড়ালে ভাবতেও কান্না পায়।' শিবরাম, ১৯৫০।

সুইমিং কস্টিউম [হি] বি সাতারের পোশাক। 'সাহেব-মেমরা সুইমিং কস্টিউম পরে নেমে গেছে।' জীবন, ১৯৩২।

সুইসাইড [হি] বিণ আত্মঘাতী। 'অবশ্য সেটা সুইসাইড গোল ছিল।' মুক্তন, ১৯৫৯।

সুগঠনবদন [স সু-গঠা] বিণ সুন্দর চৌতমুখ মুখমল। 'বিচিত্র চিত্রিতরূপ সুগঠনবদন।' জ্ঞানাবেশ্বৰ, ১৮৩৮।

সুখরিজা [স 'সুখ' >] ক্রি 'সুখ' করে। 'তাহা সুখরিজা বিকলী ভৈলো।' বড়ু, ১৪৫০।

সুখরী [স 'সুখ' >] ক্রি মনে করে; চিন্তা করে। 'ভাক সুখরী দৈবকী কাশে বড় ভরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুউট [হি] বি গুড়। 'সুউট ১৮০০ মোন।' দর্পণ, ১৮২১।

সুট [হি] বি গুড়। 'সুট ২৯৫৮ নস্তা।' দর্পণ, ১৮২২।

সূকা [স শিখ' >] ক্রি শৌকা। 'হাতে হাতে স্বর্ণ পাই বোকা গন্ধ সূকে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

সূখা [স শিখ' >] ক্রি শৌকা। 'ক্ষণেক কাল তাহাকে সূখিয়া ছাড়িয়া লেখ।' তরঙ্গী, ১৮০৩।

সুট, সুচ [স সূচি] বি সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতুনির্মিত শলা। ওয়া, ১৭৫৫।

সুটকি [স শুক] ১ বিণ শুকানো। 'ও সুটকি মাছ বেচে।' স্বপ্নম, ১৮৭৪। ২ বিণ শুকনা; রোপা। 'তা বাকবি বইকী লা সুটকী! ছেলে তোর ...।' নজরুল, ১৯০০।

সুটকে বিণ পাতলা; শুকানো। 'আয়রে আমার নোয়ারামুটা সুটকে রে।' সূর্যম্বর, ১৯১৮। 'পুয়ে-লাগা সুটকে ছেলে।' নজরুল, ১৯২৯।

সুটি [স শিখি] ১ বি গুটি; কলাই, মটর প্রভৃতির বীজকোষ। 'ফুলসেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুটি।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বি বীজের 'আলা বা শুকনা ডাঁটা। 'বনঝাউয়ের সুটি বিছানো।' বিভূতি, ১৯৩১। ৩ গুটি

সুড় [স শু] বি পত্রবিশেষের লম্বা নাক। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুড়ি [স শৌকি] বি মদবিভ্রতা। 'কোন ভাগে সুড়িগণের সোকান।' রামরায়, ১৮০১।

সুড়ি বিণ সুর ও বীকা। 'যাতায়াতের সুড়ি পথ।' বিভূতি, ১৯৩১।

সুড়িগল বি সুরের বীকা পথ। 'দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে সুড়িগল।' বিভূতি, ১৯৩৩।

সুন্দর, সুন্দরী [স সুন্দরী] বি সুন্দরবনের বিখ্যাত কাঠবিশেষ; সুন্দরী। 'তোমার কনে গড়াতে দিয়েছি, যেটা যেটা সুন্দরীর চোলা দিয়ে।' গিরিশ, ১৮৮৯। 'সুন্দরী' বিদ্যা, ১৮৯১।

সুঁনি, সুঁদী বি শাপলা: কুমুদ। 'তয়া শালি হরিসেবু তয়াথুবি সুঁদী।' ভারত, ১৭৬০। 'নীল শালুক সুঁদি ও কী ফুটে আছে।' নজরুল, ১৯৩২।

সুঁপা [স সমর্পণ] ক্রি সমর্পণ করা। 'সুঁপে সেহ শমনের কাছে।' ভারত, ১৭৬০।

সুক [স শুকা] বি টিয়া পাখি। 'সারি সুক নাদ পুরে মউরি পেখম ধরে।' মালাধর, ১৫০০।

সুক [স সুখ/বি সুখ] 'মোর সুক ভল কৈলে চোরা বান মারী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুকতলা [স সুখ] > বি পায়ের আরামের জন্য জুতার মধ্যে যে নরম চামড়া ব্যবহৃত হয়। 'বাবা, সুকতলার ছোরে ঘটীরাম ভেপুটি হয়েছে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬। 'পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার

জুতো।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সুক দুখ [স সুখ-দুখ] বি সুখদুঃখ। 'তবে যে সুক দুখ কহো।' আত্মনিয়োগ, ১৭৪৩।

সুকবাস [স সুখ] > বি আরাম। 'তোমার বড় দেখি সুকবাসের শরীর হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২।

সুকটদেশ [স বি সুন্দর কোমর। 'সুকটদেশে পর, গ্রহ-পতি হৈম সারসন, যেন আলোক সাগরে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুকটিন [স ১ বিণ অভ্যস্ত কঠিন। 'ব্যবহার করা সুকটিন।' দর্পণ, ১৮২৯। ২ বিণ শক্ত। 'তুফানী সুকটিন শতদীর্ঘ ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮। ৩ বিণ সুকটোর। 'তোমা লাগি যা করেছে কঠিন সে কাজ, সুকটিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ৪ বিণ শুকনা। 'সুকটিন শিলা মস্ত হয় রসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৪ বিণ ছোঁড়া কঠিন এমন। 'সবচেয়ে সুকটিন অবাক বাঁধন।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সুকটোর [স ১ বিণ নির্মম। 'হায় ধর্ম, এ কী সুকটোর দণ্ড তব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বিণ দুঃপটন। 'পতিব্রী ছাঁদের সুকটোর এবং সুন্দর তার চেহারা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সুকট [স ১ বিণ কঠিনের মধুর এমন। 'বিখ্যাত সুকট বিশালবৃন্দ অপেক্ষা হীলানস পাইবার ঘোষণা।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বি মধুর কট। 'রজনীর কট-সাথে সুকট মিশাও।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

সুকটি [স সুকটী] বি মনোহর কঠোর অধিকারী নারী। 'সুকটি করুল করে, এ অধমই তোমার মরদ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সুকটী [স বিণ দীর্ঘ মধুর কঠোর অধিকারী। 'সুকটী মিসেস কে, এম, আজাদ।' বেঙ্গল, ১৯৫৯।

সুকনকাসন [স বি স্বর্ণ-নির্মিত সুন্দর আসন। 'দেখিলেন সেবগণ মন্দির-দুয়ারে বসি সুকনকাসনে বিশদবসনা ভক্তি - শক্তিকুলেশ্বরী।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুকপট [স বিণ প্রবলক। 'সমবল তব হম সুকপট সোয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুকবি [স বি উৎকট কাব্যরচয়িতা। 'রচিয়া সুহৃদ সুকবি মুকুন্দ পাচালি কৈল রচনা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুকমোল [স সুকোমল] বিণ সুকোমল। 'হাতে পদ পায় সুকমোল বরির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুকর [স সুকর] বি শূকর। 'সিংহ ভাঙ্গুক আর মহিষ সুকর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুকর [স বিণ অনায়াসে করা যায় এমন। 'স্নান-প্রসাধন সুকর হবে ব'লে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপস্থিত করা হচ্ছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

সুকরবার [স শুক্র] > বি শুক্রবার। 'সুকরবার দিনে নিশ নিশেতে।' রামায়, ১৭১০।

সুকল বি গাছবিশেষ। 'চামলী সুকল গোচনে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুকল্লিত [স বিণ সুচিহ্নিত। 'একটি সুকল্লিত পরিকল্পনা বাড়া করিয়া ...।' আজাদ, ১৯৪৫।

সুকাছ [স সু-কাছ] বি ভালো কাজ। 'বিহা বলে, গ্রীষ্মে বড় করেছি সুকাছ।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

সুকানন [স বি সুন্দরশোভামুখ বন। 'অতুল এ পুরী সে ভাগে: সুরমা হর্য সুকানন মাঝে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সুকাঙ [স বিণ সুখী। 'একদা ত্রীশ্ব ছিল সুকাঙ পুরুষ, দীর্ঘকায়।'

গামসুর, ১৯৬৬।

সূকাভি [সি] বি মনোহর রূপ। 'সরের সূকাভি দেখি যথা পড়ে খসি কৌমুদিনী।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সূকাব্য [সি] বি উৎকৃষ্ট কাব্য। 'সূকাব্যের অপেক্ষা অকাব্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫: 'ইচ্ছার অভাবে সূকাব্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও মানুষ নীচেই থেকে যায়।' *মোহাভের*, ১৯৫০।

সুকিকরী [সি] বি উত্তম দাস-দাসী। 'সুকিকরীবদ যথা নরেন্দ্র সমীপে দাঁড়ায়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকিনি [সি] শকুনি। 'দৈত্য রাজের মাথে পড়ে সুকিনি সিঁহিনি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুকীর্তি, **সুকীর্তি** [সি] ১ বি সুখ্যাতি। 'মরিলে শহীদ হয় জিনিলে সুকীর্তি হয়।' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ বি দৃষ্টান্তমূলক ভালো কাজ। 'কেরি সাহেবে এতাবৎ পরোপকারঘটিত সুকীর্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।' *দর্শণ*, ১৮৩৪।

সুকীর্তি-তপন বি সুকীর্তিরূপ সূর্য। 'সুকীর্তি-তপন-করে ভারত উজ্জ্বল করে অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছো বিলীন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

সু-কু [সি] বি ভালো ও মন্দ। 'বাতাস একাধারে সু-কু দুয়েরই ধরন সেয়ে।' *অবন*, ১৯২৫।

সুকুতা [সি] অচপম। বি তিক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ; সুজো। 'দশ প্রকার শাক নিম্ন সুকুতার খোল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুকুমার [সি] ১ বি স্নিগ্ধ। 'প্রথম বয়স প্রভু অতি সুকুমার' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি স্নেহপূর্ণ। 'তিনিই তাহাদের শিক্ষাতরু ও তাহার সুকুমার কোড়াই তাহাদের সুকো শিক্ষাহান।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ৩ বি মধুর। 'তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৪ বি সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'সে আমার শৈশবের কুঁড়ি, সে আমার সুকুমার আমি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩। ৫ বি কোমল। 'সুকুমার প্রাণটুকু তার কিছু যেন জানে না, চোখে শুধু সুবের স্বপন লেগে আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪। ৬ বি সুন্দর পুত্র সন্তান। 'সুকুমার পাবে নীচ কোলে।' *গিরিশ*, ১৮৮৭। ৭ বি সুন্দর। 'তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভস্মি গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৮ বি সুন্দর। 'আপনার সর্করা সরল সুকুমার সৌন্দর্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। ৯ বি ললিত। 'গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, গুজরা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' *বেগম*, ১৯৪৯। ১০ বি সুজনশীল। 'আসল কাজ হল ... সুকুমারবৃত্তি এবং মননশক্তির বিকাশসাধনের ব্যবস্থা করা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সুকুমার কলা [সি] বি ললিত কলা। 'গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, গুজরা ও সংগীত ছাত্রীদের শিক্ষণীয়।' *বেগম*, ১৯৪৯।

সুকুমারতা [সি] বি কমনীয়তা। 'ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, প্রভৃতি গুণাবলী।' *প্রভাত*, ১৮৯৫।

সুকুমারবিদ্যা [সি] বি শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ক বিদ্যা। 'লাভজনক যন্ত্রবিদ্যার চেয়ে আনন্দদায়ক সুকুমারবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ জানা ...।' *মোহাভের*, ১৯৫০।

সুকুমারবৃত্তি [সি] বি সুজনশীলতা। 'তাদের সুকুমারবৃত্তির বিকাশ অথবা জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি কোনটাই হচ্ছে না।' *উমর*, ১৯৬৮। 'আসল কাজ হল ... সুকুমারবৃত্তি এবং মননশক্তির বিকাশসাধনের

ব্যবস্থা করা।' *শিব*, ১৯৭৩।

সুকুমারমতি [সি] বিণ কোমল মনবিশিষ্ট। 'সুকুমারমতি তরুণ যুবকো যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে উহার নাম কাব্য-তরু।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুকুমারী [সি] ১ বিণ ক্রী অতি কোমল। 'উহাদের মধ্যে কোন কামিনী অধিক সুকুমারী।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিণ সুন্দরী। 'সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন।' *মাইকেল*, ১৮৫৯; 'সুকুমারী মহিলা ... অধিষ্ঠাত নৃত্যে রত।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুকুলশাল [সি] বিণ সুনিপুণ। 'আত্মসের সুকুলশাল সক্রিয়তায়।' *জীবন*, ১৯৪৮।

সুকৃতি [সি] ১ বি স্বকর্ম। 'সুকৃতির ভাল দুকৃতির কার্য বাধ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সুকৃতি দুকৃতির ফলে পড়িবে খয়ের জালে জতনে চিন্তিহ পরলোকে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিণ সৌভাগ্যবান। 'সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ্য হইবে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বি কীর্তি। 'ইন্দ্রের সমান তোর হইব সুকৃতি।' *রূপরায়*, ১৭৫০।

সুকৃতি [সি] বি কীর্তি। বি স্বীকার করে নেওয়া। *ডানকান*, ১৭৮৪।

সুকৃষ্টিম [সি] বিণ অতি কৃষ্টিম। 'দূর থেকে মনে হত সুকৃষ্টিম আভিভাত্যের প্রতীক।' *অভিহু*, ১৯৫০।

সুকেশিনী, **সুকেশিনি** [সি] ১ বিণ ক্রী সুন্দর চুলের অধিকারী। 'আমি পাঠানু মধুরন সুকেশিনী উর্বরীয়ে।' *মাইকেল*, ১৮৬০; 'কি সাহসে, সুকেশিনি, হৃদয় তোমারে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬। ২ বি অকৃষ্টিম। 'রমা সুকেশিনী কেশববাসনা, মুরাসুর মিলি যবে সুকেশি সাগরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুকোমল [সি] বিণ মৃদু মধুর। 'ভক্তমুখে সুকোমল ভাষ।' *মুকুন্দ*, ১৬০০; 'সুকোমল মধুরকীত উপদেশ পুরুরের সহিত উদয় হইলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সুকোমল সুন্দর সুরে সুর দিতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭। **সুকোমলা** [সি] বিণ ক্রী মৃদু মধুর। 'সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

সুকৌশল [সি] ১ বি ভালো উপায়। 'কোন প্রকার অভিরেক উৎসাহ দেওয়া সুকৌশল বোধ করিবেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯। ২ ক্রিয়ণ দক্ষতার সম্বন্ধে। 'সমস্তে বেষ্টিয়া ধরি সত্ত্বগুণে দেহখানি তার সুকোমল সুকৌশলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ৩ বিণ দক্ষতাপূর্ণ। 'অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্ত্রর ভেদে করে যেখানটা অনাবৃত হল ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৪।

সুকৌশলসম্পন্ন [সি] বিণ ভালো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এমন। 'সুকৌশল সম্পন্ন প্রবল বেগবান বাণেশীর পোত।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

সুকৌশলী [সি] বিণ সঠিক কৌশল অবলম্বন করে এমন। 'দৃশ্যবস্তুর মর্যাদা বুঝে যে উপমা দিতে পারে সেই হল সুকৌশলী।' *অবন*, ১৯২৫।

সুজো বি তিক্তবাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'শাক সুজা ঘন্ট বিনে না করে জোজন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুজ বি তিক্তবাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'কাদার সুজ, ইটের ঘন্ট - একদিন আপনি খেয়ে দেখে না?' *বঙ্কিম*, ১৮৮২; 'উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের সুজ।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

সুজন বি তিক্তবাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'ভূমুরের সুজন, খোড়ের ঘন্ট।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

সুজানি বি তিক্তবাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুজো বি তিক্তবাদের ব্যঞ্জনবিশেষ। 'তোতো আর সুজো বাদ

দিলে।' মঙ্গীল, ১৯৬৩।

সুক্রাকার [স শুক্র] বিপ যার আকার শুক্রনা।' হ্যাসহেড, ১৭৭৮।

সুক্রাবার [স শুক্র] বি শুক্রবাস।' সুক্রাবার দিনে নিজে থাকি আতপ ততুল খাইএ।' রায়হী, ১৭১০।

সুক্র [স শুক্র] বিপ শেখ।' সুক্ররূপ ধরিল পোশাকি সনোৱ কারণ।' মাসাধর, ১৫০০।

সুক্র [স সু] বিপ মিহি।' রূপালে টনক নড়ে সুক্র ধৃতি নাখি উড়ে।' মুহুদ, ১৬০০।

সুক্র [স সু] বি সুখ।' ইন্দ্রপ্রহরে সুক্রে রাক্ষ করহ নির্ভয়।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুক্র [স] বি শুভসময়।' গ্রহেস্তে গ্রহেস্ত তব কখন সুক্রণে।' মাইকেল, ১৮৬৬; 'হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমনকালটি তাহাদের নিজের পক্ষে সুক্রণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্রণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুক্রীণ [স] বিপ অতি সর।' কাম-সুখা বাড়ায়ে হৃদয়ে কামীর। সুক্রীণ কটি; নীল পটবাসে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সুখ [স] ১ বি আনন্দ।' দুহেরে সুখে একু করিআ ভুজই ইন্দী জাগী।' চর্য ৩৪, ১২০০। ২ বি স্বাস্থ্য।' মনোএল, ১৭৪৩। ৩ বি আশ্রয়।' 'রিসুখি সুখে করে জোপ।' রামহাস, ১৭৮০: 'সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আশ্রয়।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বি আনন্দময় অনুভূতি; ভূতি।' 'তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সুখ-অনিদ্রা [স] বি সুখনারক জামতাবহা।' 'তয়ে তয়ে সুখের অনিদ্রার ... সেই গান মনে পড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুখ-আশা বি সুখের বাসনা।' মরিবার সাথ বিপিন আমার, কত ছিল সুখ-আশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সুখ-আশে ক্রিয়ণ সুখের আশায়।' 'আলেয়ার পিছে এলি সুখ-আশে।' নজরুল, ১৯২৯।

সুখকর [স] ১ বিপ সুখদায়ক।' 'হৃদয়-গ্রন্থকর সদা সুখকর।' ৩৪, ১৮৮৫। ২ বিপ আশ্রয়দায়ক।' 'হাতির পিঠে মাছত বসিয়া তাহাকে মাঝেমাঝে অল্প দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৩ বিপ আনন্দদায়ক।' 'এক দল বলিতেছে, ছেলের পিছা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সুখকুজ [স] বি সুখের ঘর।' 'এই যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মানবের সুখকুজ।' বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৭৪।

সুখকোলাস [স] বি সুখের কোলাস পর্বত।' 'সন্ধ্যায়ে দিতে কোল ছাড়ি সুখকোলাস।' নজরুল, ১৯০৫।

সুখচর [স] বিপ সুখদায়ক।' 'তাহাতে সুখ চলে সুখচর হয়।' ভগবতী, ১৮২৮।

সুখছায় [স] বি আশ্রয়দায়ক ছায়া।' 'সুখছায়ে মথুরায়ে এসে এসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সুখজ [স] বিপ আনন্দিত।' 'পরিচয় দিয়ে তার করাব সুখজ।' মলিকরায়, ১৭৮১।

সুখজনক [স] ১ বিপ আনন্দদায়ক।' 'সুখজনক কর্তব্য করিলে যদি পাপ হইবে ...।' ভগবতী, ১৮২৮। ২ বিপ স্বাস্থ্যদায়ক।' 'কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ, এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুখজাল [স] বি সুখের বিস্তার।' 'সব সুখজালে বহু জ্বালালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সুখটান বি আতঙ্গী টান।' 'হাঁকটোতে সুখটান মেয়ে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

সুখতন্ত্রা [স] বি সুখের শিখর আবেশ।' 'আঁধার-গহন নিখি নিখিবে ভাঙিয়ে না সুখতন্ত্রা।' নজরুল, ১৯০১: 'সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্ত্রা দীন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সুখতরঙ্গ [স] বি সুখরূপ ঢেউ।' 'ব্রহ্মপুত্রী সুখতরঙ্গে তানিলা।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুখতরী [স] বি সুখরূপ তরী।' 'জলন্যাসের সুখতরী ডুবিয়ে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

সুখতরঙ্গ [স] বি সুখরূপ তরঙ্গ।' 'ভূমি নিরে যাও, সে সুখতরঙ্গ যত মূল।' জঙ্গীম, ১৯০৩।

সুখতলা [স শুখ] বি পারের আরামের জন্য জুতার ভিতরে নরম আরামদায়ক যে চামড়া থাকে।' 'যার সুখতলা আকারে ও কাঠিন্যে তার কাহ্নেও বেঁধতে পারে।' প্রমথ, ১৯২৩।

সুখদ [স] ১ বিপ আশ্রয়দায়ক; সুখকর।' 'সেবানকার যাহ সুখদ।' রূপ, ১৮১৮। ২ বিপ সুখর।' 'এ কালেজ ঘর যে প্রকার সুখদ হইয়াছে ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

সুখদা [স] বিপ ক্রী সুখদানকারী।' 'সুখদা সুখদা মল্লরঞ্জীতলা, সুখদা বরনা জননী।' মহাশেখর, ১৯০৮।

সুখদায়ক [স] বিপ আশ্রয়দায়ক।' 'জীবনের জন্য সুখদায়ক হয়।' ভগবতী, ১৮০৩: 'আরাম অপেক্ষা সৌন্দর্যের প্রশংসা তাহাদের নিকট অধিক সুখদায়ক।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

সুখদায়িনী [স] বিপ ক্রী আশ্রয়দায়ক; আনন্দের অনুভূতি উদ্রেক করে এমন।' 'রজনী কি সুখদায়িনী।' অক্ষর, ১৮৪৩।

সুখদিন [স] বি সুখের সময়।' 'ওগো সুখদিন হায়/ যবে চলে যায়/ আর ফিরে আর আসে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সুখদুঃখ [স] বি সুখ ও দুঃখ।' 'আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখ বিবেচনা নাই।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সুখদুঃখবল [স] বিপ ভালোমন্দমিশ্রিত।' 'সুখদুঃখবল, বহু মোহামন্দ জীবন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

সুখদুঃখভাগিনী [স] বিপ ক্রী আনন্দ ও বেদনার অংশীদার।' 'আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুখদুঃখভার [স] বি সুখ ও দুঃখের।' 'বিশ বসনের তব সুখদুঃখভার ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সুখদুঃখোত্তীর্ণ [স] বিপ সুখ ও দুঃখের অনুভূতি অতিক্রম করে এমন।' 'আনন্দিত না-বলে বলা উচিত সুখদুঃখোত্তীর্ণ প্রাণভিত্তি আত্ম।' আইয়ুব, ১৯৭০।

সুখদুঃখ [স শুখ-দুঃখ] বি সুখ ও দুঃখ।' 'অবধ একেই সুখবিষে মিশে মম সুখদুঃখ ভাঙিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সুখ-ধরণী বি সুখের জগৎ।' 'এ সুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুখধাম [স] বি সুখের জগৎ।' 'বুঝি এই হৃদয়কে বর্ণলোক সমান সুখধাম করিবারও মন্ত্রণা করিতে পারে।' অক্ষর, ১৮৪৯।

সুখন্দী [স] বি সুখরূপ নন্দী।' 'আমি শুধু কুড়াই হাঙ্গি সুখন্দী

উপকূলে ।' দ্বিজেন্দ্র, ১৯১১।

সুখনিদ্রা [স] বি সুখের ঘুম। 'অকসোদয় কাল পর্য্যন্ত সুখনিদ্রা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'সখা, আন্তর লেপেছে ঘরে, আমি শুধু এনেছি নবদান। সুখনিদ্রা দিয়েছি ভাঙারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সুখনিমিত্ত [স] ত্রিবিধ সুখের প্রয়োজনে। 'সকল ইন্দ্রিয়কেই সুখনিমিত্ত আপন আপন কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিল।' ভবানী, ১৮২৫।

সুখনিশি [স সুখ-নিশা] বি সুখের রাত্রি। 'সুখনিশি অবসান, গেছে হিমি গেছে গান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'সাধ না মিটিতে হল সুখনিশি ভোর।' নন্দকল, ১৯২২।

সুখনীড় [স] বি সুখের বাসা। 'সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'পাহাড়ের গায়ে গায়ে তাদের সুখনীড় বেঁধে আছে।' বেগম, ১৯৭৩।

সুখপরবশে [স সুখ+স পরবশ] ত্রিবিধ সুখে মগ্ন হয়ে। 'তদভাবে চৈবৈব সুখপরবশে ও একতার মর্ম্ম অবশতে ... নিস্তেজঃ ইহয়া পড়িয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সুখপরিমল [স] বি সুখরূপ মধু। 'সুখপরিমল পান করে কটায় গ্রহর কতো।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

সুখপাণি [স সুখপানী] বি সুখরূপ পানি। 'সুখপাণি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সুখপাঠ্য [স] বিণ সহজে পাঠযোগ্য; পাঠ করে সুখ লাভ হয় এমন। 'বিবিধ আয়োজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, শ্রমশূন্য, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়িতে পায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।' প্রমথ, ১৯১৩।

সুখপ্রত্যাশী [স] বিণ সুখের আশা করে এমন। 'ভারত ইহকালের সুখপ্রত্যাশী নহেন।' তমোলুক, ১৮৭৪।

সুখপ্রাণ [স] বিণ আনন্দময়। 'পঞ্চমকরুণ গথিকবৃন্দের চক্রে শুভি সুখপ্রদ বিভ্রামকেন্দ্র।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুখপ্রিয়তা [স] বি ইন্দ্রিয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা। 'চতুর্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল।' রাজ, ১৮৭৪।

সুখবতী [স] বিণ স্ত্রী সুখী। 'আপনাদিকে সুখবতী জ্ঞান করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সুখবন্ধন [স] বি সুখের বান্দন। 'চিরজনীর সুখবন্ধন/ সেই গৃহমাঝে টানে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুখবিকাশক [স] বিণ সুখের উদ্রেককারী। 'ফিউডাল প্রজ্ঞার ... জন্মতে সুখবিকাশক সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সুখবিলাস [স] বি আনন্দ উপভোগ। 'নানা সুখবিলাসে ও সন্দর্ভেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ কাল ক্ষেপণ।' দর্পণ, ১৮১৮।

সুখবিলাসিনী [স] বি সুখভোগে মগ্ন নারী। 'শোনা ওশো সুখবিলাসিনী, কতদিন এখানে আসিনি।' শীরেন, ১৯৫৪।

সুখবিহার [স] বি সুখময় বিচরণ। 'কুসুমজরীর সৌরভ ... কামিনীভীরবতী সুখবিহারের সৌন্দর্যবশু জামত করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুখবেদনা [স] বি অতিরিক্ত সুখের প্রভাবে সৃষ্ট বিরহবোধ। 'নয়নে অবিকল করিবে ছলছল/ সুখবেদনা মনে বাজিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সুখবোধ [স] বি সুখের অনুভব। 'আমার এমন সুখবোধ হইল যে,

সে আর তুমি কি বুঝিবে।' প্রভাত, ১৮৯৬; 'সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়ভূক্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সুখব্যাকুলতা [স] বি সুখমিশ্রিত ব্যাকুলতা। 'সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণ-তলে দিব নিদ্রনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুখভাগিনী [স] বিণ স্ত্রী সুখী। 'সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।' দর্পণ, ১৮২২।

সুখভোগ [স] ১ বি সুখ উপভোগ। 'সৃষ্টি পুরুষ কিএ সুখভোগ হেতু।' মুদ্রদ, ১৬০০। ২ বি সুখে থাক। 'সুখভোগ না ছিল কপালে।' বিজয়, ১৬৫০।

সুখভোগলালসা [স] বি সুখভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'জমিদারেরা এত সুবিধা সন্ধান করিয়াও আলাসা, সুখভোগলালসা ... যদ্ব কিছুই করেন নাই।' সুলভ, ১৮৭৩।

সুখভোগিনী [স] বিণ স্ত্রী সুখ ভোগকারী। 'আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?' মাইকেল, ১৮৫৯।

সুখভোগ্য [স] বিণ মজাদার। 'সুখভোগ্য খাদ্যপণ্যের সুখকবাহী ধোয়া।' অন্নল, ১৯২৯।

সুখভোগে ত্রিবিধ আনন্ডিত মনে। 'নানাবিধ উপহার ভুঞ্জে সুখমনে।' জালাওল, ১৬৮০।

সুখময় [স] ১ বিণ সুখকর। 'অদ্যকার সুখময় সময় অতিশয় পবিত্র ও পরম সুখপ্রদ।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ আনন্দপূর্ণ। 'ইহারা ছায়াপটভূমিতে ওপারের কোনো সুখময় ভবনে বাস করেন।' হরহাসদ, ১৮৮১। ৩ বিণ ভূত্বাদায়ক। 'একটী সুখময় ধর্ম্মবাহী উদ্ভিত হয়।' দীপিকা, ১৮৭৭।

সুখময়ী [স] বিণ স্ত্রী সর্বদা সুখী। 'তুমি সুখময়ী।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

সুখমেলা [স] বি সুখের সমাহার। 'হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুখযৌবন [স] বি আনন্দময় যৌবন। 'শেষে দেখিব - পড়িব সুখযৌবন/ ফুলের মতন বসিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুখরঞ্জনী [স] বি সুখের রাত। 'বল গো সজনী, এ সুখরঞ্জনী, কোনখানে উদিসাছে, বনমাঝে কি মনমাঝে?' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'অঞ্চল ছায়া সুখরঞ্জনী সম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সুখরতি [স] বি সুখকর মিলন। 'যা লঞা সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারী।' বড়ু, ১৪৫০।

সুখরত্ন [স] বি সুখরূপ বস্তু। 'তিনি আমাদের মনোরূপ রত্নধনিতো ... সুখরত্ন নিহিত রাখিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুখরস [স] বি সুখরূপ রস। 'প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুখরাসি [স সুখরাসি] বি সুখের রাসি। 'যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাসি রে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সুখলোক [স] বি স্বর্গ। 'আতিথ্যের অপরাধ রবে না মরমে/ ফিরে গিরে সুখলোকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুখলোভাতুর [স] বিণ সুখের জন্য লোভূর্ণ। 'সুখলোভাতুর আশায় দিচ্ছে আশ্রয় জ্বালিয়ে।' শীরেন, ১৯৫৪।

সুখশূন্য [স] বি আরামদায়ক বিহীন। 'যাহারা মাতৃভূমির আকানে মুহূর্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের সুখশূন্য হইতে গায়েখান করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'ঘরে দিনে পুরুষের পালাজে প্রশস্ত

সুখশয্যা।' যানিক, ১৯৪০।

সুখশয়নাগার।[স] বি সুখদায়ক শয্যা। 'ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল লুপ্তুর আবির্ভাব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুখশান্তি।[স] বি আনন্দ ও শান্তি। 'মহাসুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি করে। তবে সুখশান্তি দান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সুখশান্তিকামী।[স] বিণ সুখ ও শান্তি কামনা করে এমন। 'জাগতিক সুখশান্তিকামী ... বলিয়া উপলব্ধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুখশান্তিময়।[স] বিণ সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ। 'আরবের বহু স্থানেই এসলামের জয় বিঘোষিত সুখশান্তিময় বায়ু স্রবাহিত।' মঙ্গলরায়, ১৯০৮।

সুখশান্তিহীন।[স] বিণ আরাম-আয়েশহীন। 'কাটলেম কত শত দিন/ প্রিয়মান সুখশান্তিহীন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সুখশূন্য।[স] বিণ আয়েশহীন। 'ধনসম্ভার্যাদির ন্যায় সুখশূন্য, ততফলশূন্য, মহতশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও ...।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সুখশ্রান্ত।[স] বিণ পরিতৃপ্ত। 'জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুখশ্রাব্য।[স] বিণ শোনা আনন্দদায়ক এমন। 'সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সুখসন্ধ্যা।[স] বি আনন্দময় সন্ধ্যা। 'বসি গিয়া বাতায়নে, সুখসন্ধ্যাসমীরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুখসভ্যতা।[স] বি উন্নত সভ্যতা। 'দ্বীভ্রষ্ট দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগের সুখসভ্যতা লাভের ... প্রতিবন্ধক আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুখসমৃদ্ধি।[স] বি সুখ ও উন্নতি। 'রজাতীয়দিগের ক্রমশঃ সুখসমৃদ্ধি ও উপোহ বর্ধিত হইবে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সুখসজ্জা।[স] বি সুখ আধান। 'যে স্বাভাবিক সীতারিহা তাহাতেই বহুল বোধ করিয়া সুখসজ্জা করেন।' জ্ঞানার্থেশ্বর, ১৮০৩।

সুখসজ্জাপোষণযোগী।[স] বিণ আনন্দ উপভোগের উপযোগী। 'তাহাদের বহুতর সুখসজ্জাপোষণযোগী দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সুখসম্মিলন।[স] বি আনন্দময় মিলন। 'খোদাতায়ালার সহিত সুখসম্মিলন।' ফজল, ১৯১৩।

সুখসাগর।[স] বি সুখরূপ সাগর। 'তা দেখিলে তুচ্ছ হবে এ সুখসাগর।' ভবানী, ১৮২৮।

সুখসাধি।[স] বিণ সুখ+স সহিত<> বি সুখের সময়কার বস্তু। 'যতক সুখসাধি এখনি যাবে যার।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সুখ-সাধ।[স] বি সুখের বাসনা। 'পড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ।' নজরুল, ১৯৩৫।

সুখ-সাধক।[স] বিণ সুখ বয়ে আনে এমন। 'তাহারদের ঐহিক পারায়ক সুখ-সাধক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হউক।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সুখসাধন।[স] বিণ সুখ আনয়নকারী। 'ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

সুখসিন্ধু।[স] বি সুখের সাগর। 'সতে সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ভক্তবৃন্দ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুখসুপ্ত।[স] ১ বিণ আনন্দময়। 'সুখসুপ্ত সরসী-নীরে এসো।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বিণ পরিতৃপ্ত। 'সুখসুপ্ত মুখানি তব দেখে পুনঃ প্রাণ পাই

প্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সুখ-সুবিধা।[স] বি আরাম ও আনুক্য। 'নবপ্রতিষ্ঠিত রাজত্বের সুখ-সুবিধার স্বর্ণ-তোরায় উদ্ভাষিত হইবে।' সত্যজ্ঞান, ১৯২৭।

সুখসেবা।[স] বি সুখভোগ। 'আপনানন্দ সুখসেবা ও সংসারমাত্রা নির্বাহ ... করিয়া থাকেন।' প্রভাকর, ১৮৯২।

সুখসেবা।[স] ১ বিণ উপভোগ্য। 'মুমলমানেরা রমণীকে সুখসেবা দ্রব্যমধ্যে গণ্য করেন।' ভ্রমোদক, ১৮৭৪। ২ বিণ সেবন করে সুখ পাওয়া যায় এমন। 'যে ও জুন মাসে বায়ু অতি সুখসেবা।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সুখসৌভাগ্য।[স] বি সুখ ও সৌভাগ্য। 'অন্যের সুখ-সৌভাগ্যদর্শনে মনে কষ্টবোধের নামান্তরই মাৎস্যর্য।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুখস্লিষ্ট।[স] বিণ আনন্দদায়ক। 'এই সুখস্লিষ্ট হাসির মধ্যে ... অপরাধের স্মৃতিচিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।' নরেন্দ্র, ১৯৫৩।

সুখস্পর্শ।[স] বিণ স্পর্শ করলে আরাম বোধ হয় এমন; আরামদায়ক। 'এক বদন আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ।' দর্পণ, ১৮২৩।

সুখস্বচ্ছন্দতা।[স] বি আরাম-আয়েশ। 'জীবিকানির্বাহ ও সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুখস্বচ্ছন্দে।[স] ক্রিণি আরাম ও আয়েশের সঙ্গে। 'স্ব স্ব কার্যে রত থাকিবা সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সুখস্বপ্ন।[স] সুখস্বপ্ন। বি সুখের স্বপ্ন। 'দুখানি অগ্নি আঁখিপাতা, মাঝে সুখস্বপ্ন-আভাস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সুখস্বপ্ন।[স] বি সুখের স্বপ্ন। 'আমার সুখস্বপ্ন তুল্য।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; 'পুরুষকে স্বর্গীয় দেবতা ভাবিয়া সর্বদা প্রণয় ও সুখস্বপ্নের চিন্তা করে না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫; 'কত সুখ আশা আসিবে যাইবে হায়, সুখ-স্বপ্নের প্রায় ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সুখস্বর্ণ।[স] বি স্বর্গীয় সুখ। 'সুখস্বর্ণ মাঝে কেন আনিছ বহিরা হাফসনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'এত বেশি সুখস্বর্ণ পাব যে তা যেন ধারণা ও করতে পারা যায় না।' জীবন, ১৯৩২।

সুখস্বচ্ছন্দ্য।[স] বি আরাম-আয়েশ। 'শক্তিতে ও ভক্তিতে যাবারা দুর্বল, তাহারাি কেবল সুখস্বচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'নাতবা-এর সুখস্বচ্ছন্দ্য, নতুন চঃ।' ধূলীতি, ১৯৩১।

সুখস্বাস্থ্যসম্পদ।[স] বি সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদ। 'তোমরা সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুখস্মৃতি।[স] বি বিশপ দিনের যেসব কথা মনে পড়লে মন পুলকিত হয়। 'অঁখি হাসি-ঢালা, মন সুখস্মৃতি-সম্যাকুল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'সেই প্রীতি সেই রাজ্য সুখ-স্মৃতি স্মরি।' নজরুল, ১৯২৩।

সুখহীন।[স] বিণ নিরাশ্রয়। 'ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ডবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে প্রমিছ দীনপ্রাণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সুখাকর।[স] বিণ সুখদায়ক; আনন্দদায়ক। 'দোষাকর নিষাকর লোকে কবে সুখাকর।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সুখাত্তর।[স] বিণ সুখের জন্যে আকুল। 'ধর সুর সুমধুর/ গাও, গীত-সুখাত্তর।' সত্যজ্ঞান, ১৯১৪।

সুখানুভব।[স] বি সুখ অনুভব; আনন্দ উপভোগ। 'দরিদ্র-ব্যক্তি গ্রহণ ধন প্রলাভে যে প্রকার সুখানুভব ...।' গুণ, ১৮৫৫।

সুখানুভূতি [স] বি সুখর অনুভূতি। 'শব্দকে শান্তি দেওয়ার সুখানুভূতি সীর্ষস্থায়ী হয়।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

সুখাশিত [স] বিণ আনন্দিত। 'আহরিত্য কৃতমত, সবে হয়ে সুখাশিত, নানামত লাগিল খাইতে।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

সুখাবহ [স] ১ বিণ সুখমিশ্রিত। 'কৌতুকও সেইজাতীয় সুখাবহ দুঃখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বিণ সুখকর। 'বর্তমানের চেয়ে অধিকতর ক্ষুদ্র সুখ বা সুখাবহ না হওয়াই সম্ভব।' সত্যগাত, ১৯৪৪।

সুখাবিষ্ট [স] বিণ তনলে আবেশ জাগে এমন; ক্ষতিসুখকর। 'পংক্তির মোলায়েম সুখাবিষ্ট ধ্বনিবিত্তরের পর হঠাৎ যখন তলি ...।' শিব, ১৯৫০।

সুখাবেশ [স] বি সুখ-বিহ্বলতা। 'সুখাবেশে অবশ হইয়া অভিযোগে কোন বিরল স্থানে আশেবিশেষ যতনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন।' দর্পণ, ১৮২৮।

সুখাভিলাষ [স] বি সুখলাভের ইচ্ছা। 'সুখাভিলাষে মস্ত কুরসের মত যৌবনভরসে।' দর্পণ, ১৮২৮।

সুখার্থে [স] ক্রিবিণ সুখের জন্য। 'মিথ্যা সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যুতক্রিয়া করসে পুরুষবৃন্দাঃ ক্ষেপণ করে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সুখালস [স] বিণ সুখে অলস। 'এসো মিলন-সুখালস নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সুখালোচনা [স] বি আনন্দদায়ক কথোপকথন। 'সুখালোচনাকে সূত্রীক করিয়া টানিয়া লইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সুখাশয় [স] বি সুখ রূপ স্থান। 'অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সম্ভরণ করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুখাশা [স] বি সুখের আশা। 'সেই ভাবি সুখাশা সম্ভানসমের হইবারে সমাজের অনিষ্ট করিতেছে।' অমোঘক, ১৮৭৪।

সুখাশ্রম [স] বি সুখের ঠিকানা। 'মৃত্যাই পরম বহু সুখাশ্রম তুমি।' বামাবোধিনী, ১৮৮২।

সুখাশন [স] বি আনন্দদায়ক আসনবিশেষ। 'রূপোর সুখাসনে বর।' হুতায়, ১৮৬১।

সুখাসীনা [স] বিণ ক্রী আরামে উপবিষ্ট। 'যমুনাভীরের গবাকে সুখাসীনা ঘোড়নী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সুখাশাদ [স] বি পরিভূক্তিকর শাদ। 'সঙ্গীবিহীন দুর্জয় এই পরিভ্রমণ/রক্তচন্দ্রায় এনেছে কেবলই সুখাশাদ।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

সুখাশ্বাদন [স] ১ বি আনন্দ উপভোগ। 'ভোগবিলাসী ব্যক্তির তদনুসরণ সুখাশ্বাদনে সমর্থ নহেন।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি ভূতির অনুভূতি। 'রসভেদের কবিতা পাঠে ততোধিক সুখাশ্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন।' শুভ, ১৮৫৫।

সুখিত [স] বিণ সুখী। 'সকল প্রাণী সুখিত হোক, শঙ্করীন হোক; সুখী অধিসিত হোক।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সুখিনী [স] বিণ ক্রী সস্ত্রী। 'এ অধিনী সুখিনী কেবল তব পাশে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুখী [স] ১ বিণ সুখি। 'মুরারিওগ্রেণ্ডে ঐক্য বড় সুখী মনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ সুখ ভোগকারী। 'কুলের বউহারী সুখী দুইই অকিম্বদ।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ নরম। 'মাদনেএল, ১৭৪৩। ৪ বিণ তৃপ্ত। 'নির্দন ব্যক্তি শাকান্ন আহার দ্বারা তদপেশকা অল্প সুখী হয়েন না।' অক্ষয়, ১৮৪৪; 'খাদ্যসুখে সুখী হয়ে ব্যাঘ্র করে মুখে।' শুভ, ১৮৫৮; 'সুখী হৃদয়ের সুখের গান তলিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।'

রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বিণ সস্ত্রী। 'কবিতা গান দ্বারা এ প্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অভিশ্রু সুখী করিতেন।' দর্পণ, ১৮২৫। ৬ বিণ আনন্দিত। 'তপো সুখী প্রাণ, তপোমাদের এই ভব-উৎসব-ঘরে, অচেনা অজ্ঞান পাগল অভিযি, এদেশিল ক্ষণতরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৭ বিণ প্রসন্ন। 'মেজাজ কিছু সুখী ও শৌখিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সুখী কখন বি সুখী করা। ওগো, ১৭৮৫।

সুখীতর [স] বিণ অধিক সুখী। 'তার হতে সুখীতর অন্য কোন জন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সুখেচ্ছা [স] বি সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা। 'কেহবা সুখেচ্ছায় নির্ভর করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৮।

সুখে থাকলে ভুতে কিলার/কিলোয় - সুখের মর্যাদা না বুঝে কেচ্ছায় দুঃখ বরণ করা। 'তোমার দেখছি - সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়।' বিকৃতি, ১৯৩১; 'কিন্তু সুখে থাকলে আবার ভুতে কিলোয়।' ওয়ালী, ১৯৬২।

সুখের দিন বি সুখের দিন। 'আহা কী সুখের দিন, দৌঁছে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'সুখের দিনের বহুরূপ গেল দূরে।' আহসান, ১৯০০।

সুখের পায়রা বি সুখের রক্ত। 'তারা দু-দশটি সুখের পায়রা, নদীর পুতুল।' নজরুল, ১৯২৪।

সুখের বাদশা বিণ চরম সুখী। 'বাড়িতে গেলে আমার বউও আমাকে সুখের বাদশা বানিয়ে দেয়।' জীবন, ১৯৩৬।

সুখোচ্ছাস [স] বি সুখ ও উচ্ছাস। 'অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলিয়ে কবির একান্ত সুখোচ্ছাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুখোদয় [স] বি আনন্দের উদ্বেগ। 'কল-ভূদনী সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'যাহার যাহাতে রুচি, সেই দ্রব্য তারে চুতি, তার ভাতে হয় সুখোদয়।' ভবানী, ১৮২৫।

সুখোদিতা [স] বিণ ক্রী সুখদায়ক। 'সমাচার চন্ডিকা পরে সর্বোপরি সুখোদিতা যেন এক কবিতা আছে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

সুখোদ্যাস [স] বিণ পরম আনন্দিত। 'আচার্যরত্ন জীবন হৈল মনে সুখোদ্যাস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুখনা রুটি [স] শুভ+রুটি বি বিকৃত। 'যানেএল, ১৭৪৩।

সুখবর [স] সু-আ বর। বি শুভ সংবাদ। 'আজ রাজাকে সুখবর দিয়েছি।' অবন, ১৮৯৬; 'খবরটি সুখবর নয় - পৌলোম্যর তোমাকে শাল-দোশলা বকশিশ দিয়ে ফেলতে হচ্ছে করছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সুখর [স] সুখার। বিণ অত্যন্ত ধারালো। 'সুখর বড়শ মনুজ মুখ।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

সুখা, সুখানো [স] শুভ+ক্রি শুকানো। সুখাঅল ক্রি শুকিয়ে গেলে। 'রক্ত বর পশুপান সুখাঅল তনু।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। সুখাইবেরে ক্রি শুকাবে। 'ক্যাগলে, ১৭৮৭। সুখাইল ক্রি মিলন হলো। 'ভৃঙ্গাএ আকুল তনু সুখাইল মুক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। সুখাইলে ক্রি শুকানো হলো। 'আমি সুখাইলে তোমার কি হব হিত।' মাল্যধর, ১৫০০। সুখাই ক্রি শুকায়ে। 'ঠৈ নহি কমল সুখাই।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সুখাএ ক্রি শুকিয়ে। 'মুর জগো মুড়াই ... অপদাই পেল সুখাএ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সুখাশ্রি ক্রি শুকালো। 'ভৃঙ্গায় সুখাশ্রি গলা।' মুহুদ, ১৬০০।

সুখা [স] শুভ+ক্রি শুকানো। 'আমরা মরি না, সুখা মাটি শুধু তাকায় শংকাকুল।' ফররুখ, ১৯৪৩।

সুখান্দ [স] বি উন্নত মানের খাবার। 'ভূতগণেরা নানাবিধ সুখান্দ মিষ্টান্ন মদ্য মাংস প্রভৃতি আনিয়া প্রস্তুত করিলেক।' ডাবানী, ১৮২৫।

সুখানি [স শুক] বিণ শুক; মরা। 'মঞ্জরে সুখান কাঠে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুখানা [স শুক] বিণ শুকনা। 'সুখানা চালাতে বস্যা কলবদায়ে কউ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুখুনা [স শুক] বিণ শুকানো। 'সুখুনা কাঠেত জেন অগ্নির সমে খেলা।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুখানি [আ সুকানী] বি লৌকা বা জাহাজে হাল ধরে যে ব্যক্তি। 'দু'হাতে ধরে কত শক্তি, বোঝে না সুখানি।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

সুখ্যাত [স] বিণ সুখ্যাম অর্জনকারী। 'তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১।

সুখ্যতি [স] বি সুখ্যাম; যশ। 'এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার/ চিড়া-মদি-মহোৎসব সুখ্যতি বাহার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'পঙ্কজ গৌড়েতে জার পরম সুখ্যতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুখ্যতি করা কি প্রশংসা করা। 'এ অস্থানিককে কোনমতেই সুখ্যতি করিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সুখ্যতিপত্র [স] বি সংবর্ধনাপত্র। 'বিদ্যার ও সুখ্যতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বায়ালি ভাণ্ডারান একত্র হইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২।

সুখ্যতি-প্রয়াসী বিণ সুখ্যতি চায় এমন। 'উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে সুখ্যতি-প্রয়াসী নিমন্ত্রক দেখিবেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুখ্যতিমান [স] বিণ সুখ্যামের অধিকারী। দর্পণ, ১৮২২।

সুগঠন [স] ১ বিণ সুন্দর গঠনসম্পন্ন। 'অতি সুগঠন তেজ-বিকল্প' কেতক, ১৬৫০। ২ বিণ সুন্দরভাবে নির্মিত। 'সে সুগঠিত সুগঠন।' রামরাম, ১৮০১। ৩ বিণ স্বাস্থ্যবান। 'ইচ্ছা-অতি সুগঠন পুরুষ।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সুগঠনা [স] বিণ স্ত্রী উত্তম গঠনসম্পন্ন। 'সর্ব অঙ্গ সুগঠনা তুলনাবর্জিতা।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬; 'নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব দেহ, অতীব সুগঠনা, কেশ-সম্পদে সমৃদ্ধ।' মহাশব্দত, ১৯৫৬।

সুগঠিত [স] ১ বিণ উত্তম গঠনসম্পন্ন। 'একখনি পাতলা টুকটকে চোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'এই সুললিত সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের যত গন্ধ যত মুখ ছিল, সকলি কি করিয়াছ পান।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ সুবিন্যাস। 'একটা সুগঠিত এবং সুগঠিত মত বাড়ী করিতে পারি, তবে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিণ সামগ্র্যসম্পূর্ণ। 'অংশতলির মধ্যে সুগঠিত একা ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বিণ বলিষ্ঠ। 'সুগঠিত মাংসেশী।' বিকৃতি, ১৯০১।

সুগঠিতদেহ [স] বিণ উত্তম গঠনের দেহধারী। 'পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

সুগঠিতদেহা [স] বিণ স্ত্রী উত্তম গঠনের দেহবিশিষ্ট। 'প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

সুগতি [স] ১ বিণ সুফল। 'একনারী দুই পতি নারিক সুগতি।' বাহরাম, ১৬০০। ২ বি ভাগ্যে অবস্থা। 'দুর্গতি-সুগতিসুখে মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সুগতিক [স] বি সুব্যবস্থা। 'কেবল একটা সুগতিক ইহায়েছে।' রামরাম, ১৮০১।

সুগন্ধ [স] ১ বিণ মধুর গন্ধযুক্ত; সুবাসিত। 'সুগন্ধ নীতল বাইউ পুন্স বরিষণ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি সুবাস। 'তরু হোন্তে সুগন্ধ চৌদিকে আমোদিত।' সুগতান, ১৭০০। ৩ বি সৌন্দর্য। 'জনের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সখ্যতা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুগন্ধি বিণ সুগন্ধবিশিষ্ট। 'সুগন্ধি চন্দন দিব্যবস্ত্র পরিধান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুগন্ধ-কিঞ্চী বি সুগন্ধরূপ কিঞ্চী। 'সেইকক্ষে তুমি একাকিনী দক্ষিণবায়ুর হৃদে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঞ্চী বসন্তবন্দনা নৃত্যে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

সুগন্ধভর [স] বিণ অধিক সুবাসিত। 'অগুরু-পুন্স-চন্দন গুড়ে হৃৎ সুগন্ধভর।' নজরুল, ১৯২৫।

সুগন্ধকর্তা [স] বি সুবাসিত। 'বাভাস ইত্যাদি-আতরের সুগন্ধকর্তা বহন করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সুগন্ধবাহী [স] বিণ মিষ্টি গন্ধ বহনকারী। 'সুগন্ধোপা খাপায়েমের সুগন্ধবাহী ঘোরা।' অন্নদা, ১৯২৯।

সুগন্ধ-শাস [স] বি সুবাসিত নিশ্বাস। 'তোমারি সুগন্ধ-শ্বাসে সক্র ভিত্তি ভরি -।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সুগন্ধি, সুগন্ধী [স সুগন্ধ] বিণ সুগন্ধযুক্ত। 'সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসে।' বড়ু, ১৪৫০; 'সুগন্ধী ধূম আশিয়া আমাকে বিবেল করিয় দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুগন্ধেশ্বরী [স সুগন্ধেশ্বরী] বি চন্দন। 'দেবদারু আগুরু নবধব সুগন্ধেশ্বরী।' বড়ু, ১৪৫০।

সুগভীর [স] ১ বিণ সর্বত্র ব্যাপ্ত। 'আমরাও সেইরূপ সুগভীর বায়ুরানিতে মগ্ন হইয়া গিয়াছি।' অক্ষর, ১৮৫৪। ২ বিণ অতল। 'সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর, রত্নময়ী বসুন্ধার বরে।' শুভ, ১৮৫৮। ৩ বিণ অত্যন্ত ঘন। 'চৌদিকে অতল শুভ সুগভীর রানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'সুগভীর তামসীর দ্বিপ্রায়ে যেন স্রোতির্ময় তোমার আভাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ প্রাণা। 'চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বিণ আনন্দঘন। 'এই শরতের সুগভীর দিনগুলি আর এমন অশুভভাবে পাব না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ বিণ ঘনিষ্ঠ। 'কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্তিত্বের মধ্যে সেইপ্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৭ বিণ শক্ত। 'সুগভীর ভিত্তির উপর্য উপরিতাবে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৮ বিণ অতি গাঢ়। 'সুগভীর রং দিল একে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

সুগভীর-ভাবে ক্রিণ অতিশয় গভীরভাবে। 'এই রকম সচ্চার্য্য দুশা আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীর-ভাবে ভালো লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুগম [স] ১ বিণ সহজভেদ্য। 'আগম নিগম দুর্গম সুগম শ্রবণ নয়ন মনে।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিণ সুভাব্যে পরিচালিত। 'দেখিলেক যে তাহার রাজ্য যদ্যপি সিদ্ধির ও সুগম বটে।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ বিণ সুগঠা। 'কামরূপপীরের যাব্যাবিষয় সুগম গ্রহ অদ্যাপিও কুরাপি দৃষ্ট হয় নাই।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ বি সুযোগ। 'দুর্ভিগ লোকের ইন্দ্রকৌলি পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩২। ৫ বিণ সহজে চলাফেরার উপযুক্ত। 'আহাতেও সমুদ্রপোতা সম্ভারিত করিয় সুগম পথ প্রস্তুত করা বাইতেছে।' অক্ষর, ১৮৮৮।

সুগমতা [স] বি বোধগম্যতা। 'অর্ধসুগমতার অনুবোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ক্র্যাকটের মধ্যে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সুগমার্থ [স] বি সহজ অর্থ। 'মুক্তবোধের সুগমার্থ প্রকাশক।' দর্পণ,

১৮৩৮।

সুগমী [স] ১ **বিশ** ধীর ও স্থির। 'পাত্রাণ চলল কাল নরকভূত রণমালা
সুগমীর বীর পুরন্দর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ **বিশ** অভ্যন্তর গম্ভীর। 'স্বর
কর মর মর উঠিতেছে সুগমীর গাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ **বিশ** খুবই
আভরিক ও গুরুত্বপূর্ণ। 'এ কী সুগমীর মেহবেলা অতুনিবি।' রবীন্দ্র,
১৮৯৩।

সুগম্য [স] **বিশ** সহজে চলাফেরার উপযুক্ত। 'প্রজ্ঞার নিকটে টাকা লইয়া
দুর্গম্য পথকন্ডল সুগম্য করিয়াছেন।' জ্ঞানচৈতন্য, ১৮৩২।

সুগায়ক [স] ১ **বি** দক্ষ গায়ক। 'সুগায়ক সুবাদক হইতে গেলে বহু
পরিশ্রম করিতে হয়।' শরীফুল্লাহ, ১৯৩১। ২ **বিশ** ভালো গান করে
এমন। 'আমরা সুবসিক সুগায়ক রূপচাঁদপক্ষীর নিন্দা করবার জন্য
...।' মেতাহার, ১৯৩৭।

সুগায়িকা [স] **বি** স্ত্রী ভালো গান করে যে। 'একজন সুগায়িকা শব্দেদ
হতে সঙ্গে এনেছেন।' মাইকেল, ১৮৫৯।

সুগার [সি] **বি** চিনি। 'বিলাতি সুগার হতে পান নিস্তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সুগুণ [সি] **বি** উত্তম গুণ। 'সত্যত থাকে রে সুগুণ কুদেহে ভাব বিধির
বিধানে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুগৃহিণী [সি] **বি** উত্তম গৃহিণী। 'সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের
সম্পাদনা করা।' প্রথম, ১৯০৫; 'এই রীতে নারী হয় সুগৃহিণী।'
সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

সুগোচর [সি] **বিশ** ভালোভাবে অবগত। 'এতদেশস্থ সমস্ত লোকের
যাদুশোণকার ইয়াহুয়ে তাহা সুগোচর করি।' দর্পণ, ১৮২২।

সুগোচ্যার্থ [সি] **ক্রি**ণিণি ভালোভাবে জানানো। 'রাজার সুগোচ্যার্থ
আনকার প্রশংসনীয় পরে প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সুগোপন [সি] ১ **বিশ** খুব নিহিত। 'জনম যার কামনা-লোকে মনে
সুগোপন দেশে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ২ **বিশ** যত্নে লুকায়িত।
'অপ্রকাশ সুগোপন বেদনার মতো।' নজরুল, ১৯২৯।

সুগোল [সি] ১ **বিশ** নিখুঁত বস্তুর মতো। 'সুগোল টিপ কেটেচ' সীনবন্ধু,
১৮৬৭। ২ **বিশ** সুন্দর পোলাকার। 'সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল
মুখছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ **বিশ** প্রায় গোল। 'দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সুগোল,
গুচ্ছবিশিষ্ট কোন দৈত্য নয়।' শতকৃত, ১৯৫৮।

সুগৌর [সি] **বিশ** অতিশয় ফরসা। 'মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘাসের
বিন্দু' নরেন্দ্র, ১৯৪৯; 'সুগৌর সুন্দর চেহারা।' অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

সুগ্রহ [সি] **বি** আনুকূল্য; সৌভাগ্য। 'পুরুষ কবির ভালে আছে কোনো
সুগ্রহ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সুগ্রাহ্য [সি] **বিশ** ভালোভাবে বিবেচ্য। 'ঐ দরখাস্ত যে তথ্যর সুগ্রাহ্য হইবে
ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।' দর্পণ, ১৮৩০।

সুদৃষ্ট [সি] **বি** সুখচিত্র। **বি** আতসবাজি। 'সুদৃষ্ট ভয়ঙ্কর সখনে ছুছদরি।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

সুদ্রাঘ [সি] **বিশ** (সঙ্গীত) রাগিণীবিবেশ। 'সুদ্রাঘ - কাকি ঠাটের রাগিণী।'
নজরুল, ১৯৩৫।

সুদ্রাঘ [সি] **বি** সুগন্ধ। 'নাসা কহে পঙ্খিনী সে তরঙ্গ-সুদ্রাঘ।' রামধন্যদা,
১৭৮০।

সুত **বি** চীনের প্রাচীন মুদ্রাবিশেষ। 'চীনে সুত মুদ্রা।' জীবন, ১৯৩২।

সুস্মা [সি] **বি** সু+অস্মা **বি** সন্ম। 'বাটত মিলিন মহাসুখ সুস্মা।' চর্যা চ,
১২০০।

সুস্মা [সি] **শিক্**্রি শৌক্য। 'পুষ্প সুস্মিয়া চাহে বিধের গন্ধ পায়
তাতে।' বিজয়, ১৬৫০।

সূচ [সি] **বি** সেলাই করার সূক্ষ্ম ধাতুনির্মিত শলা। ওয়া, ১৭৮৫।

সূচ **কুটো** **ক্রি** খোঁচা দেওয়া। 'সে-চাওয়ার গায়ে কী যে সূচ
ফুটোছে থেকে-থেকে।' ওয়া, ১৯৪৩।

সূচক [সি] **সূচক** **বিশ** সূক্ষ্ম। 'সূচক রক্তক কুচের ঝট্টল তাতা পড়ি গেল
দিগী।' বহু, ১৪৫০।

সূচত্বর [সি] ১ **বিশ** সুনিপুণ। 'তোম্বা বিনে কেবা পারে হইতে সূচত্বর।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ **বিশ** খুব চালাক। 'আপনি সূচত্বর রাজনীতিজ্ঞ
এবং সমরকুশল বীরপ্রাণী সেনানী।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সূচত্বরা [সি] **বিশ** স্ত্রী অতিশয় চালাক। 'সূচত্বরা দূতী এক আনে তত্ত্ব
করে।' মহম্মদুল্লাহ, ১৮৭৬।

সূচন্দন [সি] **বি** সুগন্ধী চন্দনের গাছ। 'তোমার পরশে সূচন্দন-বৃক্ষশোভা
বিষবৃক্ষ ধরে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সূচরিত [সি] **বিশ** ভালো চরিত্রের অধিকারী। 'এবে সূচরিত ভৈল সুন্দর
কাকারি।' বহু, ১৪৫০।

সূচরিতা [সি] **বি** স্ত্রী সৎসভাব। 'বলিলা সংসারে নাই হেন সূচরিতা'
আলাওল, ১৬৮০।

সূচরিতাষিত [সি] **বিশ** উন্নত চরিত্রের। 'মনুষ্যের প্রথমে সুসভাব ও
সূচরিতাষিত হওয়া আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সূচরিত্ব [সি] **বি** উত্তম সভাব। 'সিদ্ধেশ্বরের সূচরিত্ব বলে যেতে পেয়েছিল।
দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সূচরিত্বা [সি] **বিশ** ভালো চরিত্রের অধিকারিণী। 'সূচরিত্বা বসুমতী
জয়া বিজয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

সূচলো [সি] **সূচি**। **বিশ** তীক্ষ্ণ। 'চোখ সূচলো ছোট আর সূচলো করে ধরে
ঝেড় সূচলো।' কায়সার, ১৯৬২।

সূচো [সি] **সুজ্ঞান** **ক্রি**ণিণি মসৃণ করে। 'সূচো ছোট ভাষা দুই মুঠী'
বহু, ১৪৫০।

সূচাক [সি] ১ **বিশ** অতি সুন্দর। 'গমন সূচাক হসে বসন নিহনি'
আলাওল, ১৬৮০; 'পারস্য ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিসূচাক লিখিত
কাজ লিপি দর্শনে গেল।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ **বিশ** যথার্থ।
'আলালভের কর্ম সূচাক বিচারমতে নির্বাহ করেন।' দর্পণ, ১৮৩২।
৩ **বিশ** অতি প্রশস্ত। 'পাপ সমুদ্রের সূচাক পর।' দর্পণ, ১৮৪৮।

সূচাকরূপ [সি] **ক্রি**ণিণি নিয়মমাক্ষিক। 'এক ভূমিতে পুনঃপুনঃ একরূপ
শস্য বপন করিলে সূচাকরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সূচাকরূপে [সি] ১ **ক্রি**ণিণি সুশৃঙ্খলভাবে। 'তাহা এই সভার দ্বারা
সূচাকরূপে সম্পন্ন হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪১। ২ **ক্রি**ণিণি
দক্ষতাসহকারে। 'সূচাকরূপে কার্যনির্বাহ হইতে পারে।' এসদ্যম,
১৯১৯; 'উনার প্রশস্তিগায়করা সেই টাইট-রোপ-ডানসিং কর্মটি
শিল্পিত সূচাকরূপে সম্পন্ন করেন।' মুক্তভাব, ১৯৫৮।

সূচাকহাসিনী **বি** স্ত্রী অতি সুন্দর কণ্ঠের হাঙ্গ। 'এসো
সূচাকহাসিনী।' নজরুল, ১৯৩৪।

সূচিকন [সি] **সু+সি** **ক্রি**ণিণি **বিশ** অতি মনোহর। 'রূপ সূচিকন।' উমেশ,
১৮৫৭।

সূচিকব্ধক [সি] **বি** ভালো চিকিৎসক; অভিজ্ঞ ডাক্তার। 'দুর্গনিকের
সূচিকব্ধক শ্রীযুত ডাক্তার হালিভে সাহেব।' দর্পণ, ১৮৩১।

সূচিকিৎসা [স] বি রোগ নিরাময়ে ভালো চিকিৎসা। 'কুষ্ঠরোগের কোনো সূচিকিৎসা ছিল না।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

সূচিকণ [স] ১ বিণ অভ্যন্ত উজ্জ্বল। 'তোমার সহধর্মিণী সূচিকণ শকটরোধে প্যাশালা হইতে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিবেন।' তমোলুক, ১৮৭৪। ২ বিণ লাবণ্যময়। 'তার তত্ত্ব সূচিকণ গ্রীবাবন্ধাবহার উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিবেশ আলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। 'তার সূচিকণ সোনালি চুল।' জীবন, ১৯৩২।

সূচিক্রিত [স] বিণ নিশ্ণতার সঙ্গে অঙ্কিত। 'দুই একটি চরিত্র সূচিক্রিত হইলেই তাহার প্রশংসা করা যায়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সূচিস্তা [স] বি উত্তম ভাবনা। 'অলোকসামান্যভাবে সূচিস্তাকে অধিকার করে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

সূচিস্তিত [স] ১ বিণ সুপরিচয়িত। 'এর অবদুষ্টির কারণ ছিল সূচিস্তিত বিরাট ধ্বংসকাজ।' মাহেনও, ১৯৪৯। ২ বিণ যথাযথ বিচারে বিবেচনা করে করা হয়েছে এমন। 'একটি সূচিস্তিত ও তদ্যদূর্ধ্ব প্রবন্ধ লিখেছেন।' মুক্ততা, ১৯৫৮।

সূচিমুখি [স] সূচিমুখী বি এক জাতীয় সুন্দর হাঁস। 'সূচিমুখি নামে হংসি তথাই রহিল।' মালাধর, ১৫০০।

সূচিমান বিণ দুরারোহ। মনোএল, ১৭৪৩।

সূচির [স] ১ বিণ দীর্ঘ। 'দেখিল কাকের মুখ সূচির সমএ।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ অতি দীর্ঘ। 'এখনো সমুখে রয়েছে সূচির শব্দী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সূচিরকাল [স] ১ বি দীর্ঘকাল। 'পঁচাতে সূচিরকালের ইতিহাস নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ ক্রিবিণ দীর্ঘ সময় ধরে। 'সূচিরকাল নিরীক্ষণ করিয়া 'অথ যেমন আত্মা কবিরেন তাহাই হইবে' বলিয়া দৃঢ়কৈ বিন্দ্য করিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সূচিরসঞ্চিত [স] বিণ দীর্ঘকালের সঞ্চিত। 'শিশিরবিস্তারিত প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সূচিরসঞ্চিত অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বন্ধুতলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সূচিন ৫ সূচনি

সূচেতনি [স] সূচেতন। বিণ ক্রী সচেতন। 'রাহি সূচেতনি কাকু সেয়ান।' শেখর, ১৬০০।

সূচেষ্টিত [স] বিণ বিশেষভাবে প্রস্তুতি। 'আপন পুস্তকদিগকে শিক্ষা দেওনে সূচেষ্টিত।' দর্পণ, ১৮২৯।

সূচেহারা বি সূক্ষ্মল অবস্থা। 'যে সমাজের সূচেহারা নেই তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন।' প্রমথ, ১৯১৬।

সূচোল বিণ সূক্ষ্ম। 'টোঁটের বা দিকের প্রান্তটা সূচোল দাঁতের তীক্ষ্ণায়ে চাপিয়া পায়চারী শুরু করিয়া দিলেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সূছেড়ে [স] সূছদ। ক্রিবিণ বহুভেদে। 'কবজী ন লেই বেড়ী ন লেই সূছেড়ে পার করেই।' চর্যা ১৪, ১২০০।

সূছদ [স] সূছদ। ক্রিবিণ সুন্দর ভণিতে। 'জোঁর ভুজমুখ মোরি বেড়ল ততাই যয়ন সুছদ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সূছাঁদ [স] সূছদ। বি সুন্দরাকৃতি। 'মুখ হইল সর্কজন দেখিয়া সূছাঁদ।' ভারত, ১৭৬০।

সূছাদ [স] সূছদ। বিণ সুন্দর। 'হিরা বিবি দেখিতে সূছাদ।' বিজয়, ১৬৫০।

সুজ [স] সূখী বি সূখ। 'সুজ লাউ সসি লাগেলি তাজী।' চর্যা ১৭, ১২০০।

সুজন [স] ১ বিণ ভালো মানুষ। 'তনিঞা না তন রাধে সুজন গুয়ািল।' বড়, ১৫৭০। ২ বি স্ববাক্তি। 'ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুজনা [স] সুজন। বি সং লোক। 'তারে সে বলিবে তাই চতুর সুজনা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুজন, সুজনী [স] সোজন। ১ বি নকশা-করা গালিচা; মোটা চাদর। 'সুজন চাদর দিলা বসিতে বিবিশণ।' সূতন, ১৭০০। ২ বি মহলামুখ রাখতে যে কাপড় দিয়ে বিহান ঢেকে রাখা হয়। 'সুজন দিয়ে বিহানটা ঢেকে রাখলেও ত পারতে।' জীবন, ১৯৩২। ৩ বি বিহানার জন্য নকশা-করা মোটা চাদর। 'একটা বিরাট সুজনী পেতে রেখেছে।' শামসু, ১৯৬২।

সুহনি [স] সোহনি বি নকশা-করা আন্তরঙ্গ বিশেষ। 'গদির উপর সুহনি পাড়া।' দীনমু, ১৮৭২।

সুজনা [স] বিণ সার্থক জন্ম। 'ধনপূত্র দুই যার সে বড় সুজনা।' বাহরাম, ১৬৫০।

সুজলবতী [স] বিণ নির্মল জলের অধিকারী। 'আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সুজলা [স] বিণ ক্রী পর্যাপ্ত জলপূর্ণ। 'ভাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই ... সুজলা সুফলা জন্মী জনাবুদির দর্শন পাইয়াছেন।' হুমহাদ, ১৮৮১।

সুজ্জাতি [স] বিণ উচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন। 'সুজ্জাতি অজ্জাতি হই আর কি করিবে।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

সুজান [স] সুজন। বিণ সুজন। 'ও নব নাগর রসিক সুজান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'সুপণ্ডিত রসিক সুজান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুজি [বি] সুজী বি গমের ময়না-জাতীয় চূর্ণবিশেষ। 'কেক নামে সুজিতে মেটাই করে নানা।' গুণ, ১৮৫৮।

সুজ্জাত [স] বিণ বিশেষভাবে অবগত। 'বন্ধুভূমিহ সকলেই সুজ্জাত আছেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

সুজ্জানী [স] বিণ অতি জ্ঞানী। 'বন্দি সমাহিতে সুজ্জানীর পা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সুখী [স] ৩খ-১ ক্রি শোধ করা। 'জরমে সুখিতে নারো এ তন তাহার।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রি বোঝা। 'না সুখিলা যথেক জননী সুখাইল।' বাহরাম, ১৬৫০। ৩ ক্রি সহ্য করা। 'যে জন আপনা বুঝে পরদুখ তারে সুখো।' হ্যাসহেজ, ১৭৭৮। সুখাইল ক্রি বোঝা। 'না সুখিলা যথেক জননী সুখাইল।' বাহরাম, ১৬৫০। সুখাইল ক্রি পরিশোধ করলে। 'সুখাইল নিবুহুতলে।' বড়, ১৪৫০। সুখি ক্রি পরিশোধ করে। 'সুখি যাহা মোর সব দানে।' বড়, ১৪৫০। সুখিতে ক্রি শোধ করতে। 'জরমে সুখিতে নারো এ তন তাহার।' বড়, ১৪৫০। সুখিলা ক্রি বুঝা। 'না সুখিলা যথেক জননী সুখাইল।' বাহরাম, ১৬৫০। সুখি ক্রি সহ্য করে। 'যে জন আপনা বুঝে পরদুখ তারে সুখো।' হ্যাসহেজ, ১৭৭৮।

সুখীল [স] ৩খ-১ বি ধার শোধ। 'ততেরক সুখীল গেল মোর মাহাদানে।' বড়, ১৪৫০।

সুট [সি] ১ সোটে; প্রহ। 'এক সুট গিলাটির গহনা চাহিয়া আনি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সুট [সি] বি মাথলা। 'একটু ভাল সুট হাল খালি পোশাক নাও না।' গিরিশ, ১৮৮৬।

সুট [সি] বি কোট-প্যান্ট টাইয়ের সমন্বয়ে পাকাত্য পোশাক। 'সকলেই

সূট করে

ড্রেস সূট পরে গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সূট করে ক্রিবিধ বুধ দ্রুত। 'লাবণ্য সূট করে সরে এসেছে।' সুনীল, ১৯৭০।

সূটিকি, সূটকী ১ বিধ লুকনা; রোগা। 'এমন কী ... সূটিকি হয়ে মর-মর হলেও না।' নজরুল, ১৯২৬।

সূটকেশ [হি] বি কাপড়চোপড় রাখার ছোটো হালকা বাস্ত্র বা শেটাকবিশেষ। 'চিলের সূটকেশটা মধুসূদন বাব্বের উপর রেবেছে।' মনোজ, ১৯৬১।

সূটকেস [হি] বি কাপড় রাখার ছোটো চামড়ার বাস্ত্র। 'আমার সূটকেসে লেখা নাম পড়ে ফেলেছিস।' নজরুল, ১৯৩১; 'এমন সময় সূটকেস হাতে এসে উপস্থিত তৌখী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯; 'আমার সূটকেসে তো দুখানার বেশি ধরবে না।' শিবরাম, ১৯৪০।

সূটান [স সুহান] বিধ সূঠাম। 'রঞ্জন গঙ্গন রামা গমন সূটান।' বাহরাম, ১৬৫০।

সূঠান [স সুহান] ১ বিধ সূঠাতি। 'সেখি স্থান সূঠান সুন্দর বড়বদন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সুন্দর নির্মাণ। 'আগা পাছা সূঠান করি সাজাইল নাও।' বিজয়, ১৬৫০।

সূঠাম [স সুহান] বিধ সূঠাতি। 'চন্দনলেপিত অঙ্গ তিলক সূঠাম।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সুবলন বাহর সূঠাম।' শেখর, ১৬০০।

সূঠাম-তনু [সুহান+স তনু] বিধ সূঠাতি সেধধারী। 'মানসপটে পরিশ্রমপটু, সংসার-অভিজ্ঞ, সূঠাম-তনু দরিয়াবিবির কোন ছায়া ভাসিয়া উঠে না।' শওকত, ১৯৫৮।

সুডোলা ১ বিধ কানায় কানায় ভরপুর। 'নিগন্তবিকৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিণী পরিপূর্ণিট দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বিধ সূঠাতি। 'ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়িকে কত যত্নে সুগোল সুডোলা করিতে ইচ্ছায়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিধ সুন্দর গঠনবিশিষ্ট। 'জাহাঙ্গীরের অনাবৃত সূঠাম সুডোলা বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া বহিল।' নজরুল, ১৯৩১।

সুডোলাভাবে ক্রিবিধ বাচ্ছন্দ্যে। 'পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোলাভাবে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সুডোলা [স সু+হি ডোলা] ১ বিধ নিটোল। 'যে-সকল উপদেশ জীবনযাত্রা(য়) সর্বদা ব্যবহার্য তাহাকে সরল লঘু এবং সুডোলা করিয়া গড়িতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিধ নিখুঁত। 'প্রশস্ত সুডোলা কপাল।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বিধ সুন্দর আকারযুক্ত। 'দিগির কালো জলে সুডোলা পাখাণ-সুড়ি যেমন।' নজরুল, ১৯৩০

সুড় সুড় [ধন্যনা] ১ বি মাথা নিচু করে চুপচাপ স্থান পরিবর্তন। 'মাসুরির উপর গিয়া সুড় সুড় করিয়া ভইয়া পড়িলেন।' গ্যারী, ১৮৫৮। ২ ক্রিবিধ বিনীতভাবে। 'টাকা বাঁশ করে দাও সুড় সুড় চলে যাচ্ছি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

সুড়-সুড় করে ক্রিবিধ বিনীতভাবে। 'তার চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড়-সুড় করে রাজী হবে।' বিজুতি, ১৯৩১।

সুড় সুড় বি মৃদু সুড়সুড়ির ভাব। 'সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড় সুড় করে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুড়সুড়ি [ধন্যনা] ১ বি কাড়কুড়। 'আরুণোত্তমো রাঙিরে তার পায়ের তেলোয় সুড়সুড়ি দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বি মৃদু শিরশির ভাব। 'গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লখা পালক লয়ে।' সুহৃদয়, ১৯১৮।

সুড়কি [স শলাকীয়] বি সড়কি; এক ধরনের বহনম। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

সুড়কিওয়ালা বি সড়কি বহনকারী। 'টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

সুড়কী বি ইটের গুড়া। 'ইট, চুনা, সুড়কী, বালি, লোহার একটা বিরাট বিরাট ঝুপ।' মাহেনাথ, ১৯৪৯। **সুড়কি**

সুড়ঙ্গ [স সুরঙ্গ] বি মাটির নীচের গর্ত বা গল। 'সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।' ভারত, ১৭৬০।

সুড়ঙ্গপথ বি মাটির নীচের পথ। 'লজ্জননগরের পাদদেশপ্রবাহিতা তেঁমস নদীর তলভূমি-মধ্যস্থিত সুড়ঙ্গপথ।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুড়া [স শুও] বি শুড় বা গলা। 'গলায় বাকিয়া দিব কচ্ছপের সুড়া।' বিজয়, ১৬৫০।

সুড়ু [ধন্যনা] বি দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'সুড়ু করিয়া সরিয়া পড়িল।' বিজুতি, ১৯৩১।

সুণত [স সূন্যতা] বি সূন্যতা। 'চিঅ কহবার সুণত-মাদ্বে।' চর্যা ১৩, ১২০০।

সুণা [স ক্র+ ক্রি শোনো। সুণ বি শোনো। 'আপণে সুণ ল বোল রাধা ল গোআলী।' বড়, ১৪৫০। **সুণতে** ক্রি অনে। 'জাসু সুণতে ডুইই ইলিআল।' চর্যা ৩০, ১২০০। **সুণহ** ক্রি শোনো। 'সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আশ্রয়ী।' বড়, ১৪৫০। **সুণিআ** ক্রি অনে। 'এ বোল সুণিআ।' বড়, ১৪৫০। **সুণী** ক্রি অনে। 'মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেবাজে।' বড়, ১৪৫০। **সুণে** ক্রি কনহে। 'সুণে মৃগকল বসে।' বড়, ১৪৫০।

সুত [স। ১ বি পুত্র। 'নন্দসুত কাহাঞিকে রুচে।' বড়, ১৪৫০। ২ বিধ জাত। 'আমরাও নাহি অন্ন মানুসের সুত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুতমিত্র [স। বি পুত্র ও হিতৈষী। 'সুতমিত্র সবার দুখ আমার মরণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

সুতস্থান [স। বিধ পুত্রঘর। 'সমর্পিতা সুতস্থানে সনিবন কম্যা।' ময়নিকরাম, ১৭৮১।

সুত [স সুত] ১ বি জাল। 'মাকড়ের সুত।' মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি সুতা। মনোএল, ১৭৪৩: 'ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া ... গুজরান করিতেন।' বিদ্যা, ১৮৯১। ৩ বি রাজমিথিদের মাপ দেওয়ার সুতা। 'সে যখন ফুটগাছ, কল্লিক আর সুত নিয়ে হিকরেট টানতে টানতে কাজে যায়।' নজরুল, ১৯৩০।

সুত ঠাণ্ডি বি দই, খোল, চাপাকা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি শরীর শীতলকারী খাদ্যদ্রব্য। 'দর্শকরা ... বাড়িতে এসে সুত ঠাণ্ডি, জোলাপ ও ডাকতারের যোগাড় দেখতে লাগলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

সুতরঙ্গ [স। বি উত্তাল ঢেউ। 'কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সুতরল [স। বিধ অতিশয় তরল। 'সুতরল জলদলে কাঞ্চি রজতভেজ/শোভিল পুলকে - যেন নুতন গগনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুতরাং [স। অথ অতএব। 'সাহেবেরা অসমত হইলেন সুতরাং তাহারা কান্ড হইলেন।' দর্পণ, ১৮২২; 'সুতরাং অতীতমত ব্যবহার করেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

সুতলি [স সুহা] বি সুরু বশি। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুতস্থান [স সী+স স্থান] বি শয্যা। 'তত্ত্ব ভুও ভুভোগে সুতস্থানে বসি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সূতা [স শয়ন] কি শোয়া। সূত কি শয়ন করে; শো। 'আজি রাজী সূত পিঠা' অইহনের ঘরে।' বড়, ১৪৫০। **সূতায়া** কি শোয়াসো। 'সব সব মেসি সূতায়া পাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **সুতি** কি শয়ন করতে। 'বিবি আয়েশার সনে সুতি একসুরে।' সুলতান, ১৭০০। **সুতিঅ** কি শয়ন করে। 'সুসখীর মধ্যে আছে সুতিঅ তুলি।' মালাধর, ১৫০০। **সুতিআ** কি শুয়ে। 'সুতিআ আহিলো আদি।' বড়, ১৪৫০। **সুতিব** কি শয়ন করবে। 'কি সুতিব আকো চতুরিয়ে।' বড়, ১৪৫০। **সুতিয়া** ১ কি শুয়ে। 'আহে সুতিয়া দেবি তেজি অর্ধপানি।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি ঘুমিয়ে। 'সুতিয়া আহিনু কীরসাণর ভিতর।' বৃন্দা, ১৫৮০। **সুতিল** কি শয়ন করসো। 'নব কিশলয় শয়নে সুতিল।' বড়, ১৪৫০। **সুতিলী** কি শয়ন করলো। 'বনেএক কাহের বরুত সুতিলী।' বড়, ১৪৫০। **সুতিলু** কি শয়ন করলাম। 'কোলে নাহি সুতিলু আমি সিসুকালে।' মালাধর, ১৫০০। **সুতিলৌ** কি শয়ন করসো। 'সুতিলৌ কদমতসে।' বড়, ১৪৫০। **সুতী** কি শুয়ে। 'ধাকিলো মো কাহকোলে সুতী।' বড়, ১৪৫০। **সুতোলা** কি শুলো। 'সঅল সুফল করি সুহে সুতোলা।' চর্য্য ৩৬, ১২০০। **সুতেলি** কি শুলাম। 'হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়ে।' চর্য্য ১৮, ১২০০।

সূতা [স] বি স্ত্রী মেয়ে; কন্যা। 'পলিহ আমার সূতা দেব চক্রপানি।' মালাধর, ১৫০০।

সূতাসুত [স] বি কন্যা এবং পুত্র। 'শিভা মাতা দারা সূতাসুতে রাধি।' কীর্ত্তনসঙ্গীত, ১৯২৫।

সূতা [স সূত্র] ১ বি নানা ধরনের আঁশ দিয়ে তৈরি সূত্র। 'নাটাই মলিন সূতা অঙ্ক দরে দিল।' রূপরাম, ১৭০০। ২ বি সুরের সুর। 'কোখার দুরে গেল সুরের খেলা, কোখার ভাল গেল ভাসি।' সুরের সূতা ছিড়ি পড়িল খসি অশ্রুমুক্তর রাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সূতা ছালা হওয়া কি টেকে দেওয়া। 'সূতা ছালা হইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

সু-তাক [স সু-তরুণ] বি সঠিক লক্ষ্য; যথাযথ কৌশল। 'মহুনে সু-তাক না জানে যারা।' লালন, ১৮৯০।

সুতান [স] বি সুমধুর সুর। 'বাজত বাঁশ সুতানে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

সুতান চলা কি অশ্বাদির দ্রুত গমন করা। মানোএল, ১৭৪৩।

সূতাপিত [স সুতন্ত] বি তন্ত। 'কপে বিঘড়ুলা কর সূতাপিত মহী।' রামসঙ্গীত, ১৭৮০।

সূতার [স সু-] বি সুস্বাদু। 'রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার।' গুণ, ১৮৫৮।

সূতার'র সুতার

সূতারী [স] ১ বিণ তারাবাদ্য। 'নিশাভাগে দাসী তব সুতারী শব্দী।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বি উজ্জ্বল তারা। 'সুগন্ধ; সুরয়ে জ্যোত্স্না; সুতারী আকাশে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সূতার্কিক [স] বি তর্কে যে পটু। 'সুবিচারক এবং সূতার্কিক বটে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সুতাল [স] বি সুতান। 'ভবুর ডিগ্‌মিডিম শিলায় সুতাল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সুতি, সুতী [স সূত্র] বিণ সুতার তৈরি। 'হররকম সুতি কাপড়।' কালসে, ১৭৮৭।

সুতি কাপড় বি তুলার সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়। ওঁস, ১৭৮৫।

সুতীবর [স সুত্র-বরুণ] বি সুতায় তৈরি কাপড়। 'ভারতবর্ষ এবার ভেসে গেল ইংরেজি টুপিট ও সুতীবর।' সনৎ, ১৯৭০।

সুতীমাল [স সুত্র+মা মাল] বি সুতার তৈরি পণ্য। 'বৃটিশ সুতীমাল উৎপাদনের পক্ষে মূল স্বার্থ।' সনৎ, ১৯৭০।

সুতিক [স] বিণ অতি তিতা। 'টেনে নেয় সুহে নেয় আঁথারের সুতিক মসিরা।' ফররুখ, ১৯৬৩।

সুতিবি [স] বি শুভ তিথি। 'ষষ্ঠ মাসে শশিততে সুতিবিএ সাথ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সুতীক্ল [স] ১ বিণ বৃথ ধারাসো। 'শমনের কোষমুক্ত সুতীক্ল অসি সর্বকণ যে মন্তকোশরি রয়েছে।' মাইকেল, ১৮৭৩। ২ বিণ তীব্র তেজবিশিষ্ট। 'অশুশো আধারে বসি সুতীক্ল ক্রিগে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বিণ প্রচণ্ড। 'সূরি মতো অতিসূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ল স্বর্বার উদয় হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ বিণ অত্যন্ত প্রখর। 'খুবই সুতকূর সুতীক্ল দৃষ্টি তার।' অবন, ১৯২৫।

সুতীজ [স সুতীজ] বি পুণ্যস্থান। 'কে না সুতীজে তপ কৈল ভাগ্যমতী।' বড়, ১৪৫০।

সুতীত্র [স] ১ বিণ অতিকাতর। 'জানায় সুতীত্র তৃষা সুতীক্ল করণ ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ১ বিণ প্রবল। 'জীবন সুতীত্রভাবে পরিস্কৃত হয়ে ওঠেনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ প্রকট। 'এত সুতীত্র প্রদোদ!' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ ধর। 'ছোটো নদী, সুতীত্র প্রোত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৪ বিণ তীক্ষ্ণ। 'চিলের সুতীত্র ধনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৫ বিণ প্রখর। 'তনিত সে মাথা করে নিচু, কিংবা যদি সুতীত্র চাহনি বিন্দুধবানী ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৬। ৬ বিণ কঠোর। 'জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতছে জমা সুতীত্র অক্ষমা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ৭ বিণ অত্যন্ত কড়া। 'করবে পান সুতীত্র মদিরা।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

সুতীত্রতা [স] বি করুণতা। 'বালিকার স্বাভাবিক সুতীত্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুতুহ [স সুতুহ] বিণ অত্যন্ত উচু। 'সুতুহ তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।' রামসঙ্গীত, ১৭৮০।

সুতুরবান বি উটের চালক। 'সুতুরবানের বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ডরে নাচে।' নজরুল, ১৯২৮।

সুতুরবাহিনী বি উটবাহিনী। 'খালেদ! তোমার সুতুরবাহিনী।' নজরুল, ১৯২৮।

সুতুত [স] বি পরিতুত। 'ঋষভারাদীপনীও সুতুত নিভৃত অবসানে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সুতো [স সূত্র] বি সুতা; তন্ত্রী। ওঁস, ১৭৮০; 'আমার হাতে কড়ি-বাঁধা একশাখি লাল সুতো বেঁধে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সুতোকাটা ১ বি তুলো দিয়ে সুতো তৈরি করা। 'নিজের চরকার নিজের সুতো কাটার আমায়ের আমায়ের আছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ২ বিণ লাটাই থেকে ছিড়ে গেছে এমন। 'সুতোকাটা বুড়ির পেছনে ছোটো।' নজরুল, ১৯৩০।

সুতোশোন [স সুত্র] বি পিঠে বিধবার অন্নবিশেষ। 'সন্ন্যাসীরা বাগ, দশলক্ষি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাড়ে নাড়ে কাণীঘাট থেকে আসতে লেগেছে।' হজোম, ১৮৬১।

সুত্র [স সূত্র] বি সন্ধান। 'স্বারিকা পাইয়া সুত্র অনেক জতনে।' মালাধর, ১৫০০।

সুখী [স সেবতী] বি ঐতিহ্য জাতীয় পুষ্পবিশেষ। 'সুখী কনক কেতকী

পারলি দুলালী। বড়, ১৪৫০।

সুদ [ফা সুদ] বি স্বপ্নের টাকার জন্যে নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান। 'যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া হইবে না।' দর্পণ, ১৮১৯; 'আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

সুদ-আসল [ফা সুদ+আ আসল] বি ঋণ ও তার সুদ। 'ওমা সুদ-আসলে এ সংসারের বেড়েই চলে সেনা।' নজরুল, ১৯৩৫।

সুদ কথা [কি সুদের হিসাব করা। 'তখন গোমস্তা সুদ কবিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুদখোর [ফা ১ বি সুদ হার জীবিকা অর্জনের উপায়। বিন্দ্যা, ১৮৯১; 'সুদখোরের বাড়িতে খাওয়া অথবা তাহারে বাড়িতে দাওৎ করিয়া খাওয়ান।' ইন্দ্রদাস, ১৯২০। ২ বি সুদ গ্রহণ করে এমন। 'সে সুদখোর।' মনসুর, ১৯৫৫।

সুদগ্রাহী [ফা সুদ+স গ্রাহী] বি সুদখোর। 'আর বাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ গ্রাহী।' জ্ঞানবেষণ, ১৮০০।

সুদ বাজার [ফা বি সুদের ব্যবসা। 'সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন।' দর্পণ, ১৮২১।

সুদতত্ত্ব [ফা সুদ+স তত্ত্ব] ক্রিবিপ সুদসহ। 'একালের যাবতীয় দুঃখের পাতলা পরকালের প্রচুরতর সুবর্ত্তোপে সুদতত্ত্ব আদার হয়ে যাবে।' আইনুভ, ১৯৭৩।

সুদসুজ [ফা সুদ+স শুভ] ক্রিবিপ সুদ-সমত। 'তার পরে বৌটা দিয়া সুদসুজ আদায় করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সুদী, **সুদি** [ফা সুদ+] বি সুদ সক্রম। 'জমিদারলোক গুণগরর সুদি করজ পানেন।' কাগজে, ১৭৮৬; 'তবে সেখ সুদী কারবার তেজাতি, চাষ - সবটোতেই আছে ওরা।' কারসার, ১৯৬৫।

সুদীকর [ফা সুদ+আ করজ] বি সুদের বিনিময়ে ধার গ্রহণ। 'মহাজনের দিকট সুদীকর গ্রহণ করে।' এসলাম, ১৯১৯।

সুদে আসলে [ফা সুদ+আ আসল+] ১ ক্রিবিপ কমিশন ও মুদখন মিলিয়ে। 'ভালর জন্য বলাই, সুদে আসলে কড়ার গড়ার শোধ দিও।' গিরিশ, ১৮৮৯; 'প্রকৃতির খাতার সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪। ২ ক্রিবিপ বাড়তি বয়সহকারে। 'পূর্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্ভাত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সুদের সুদ [ফা সুদ+] বি অমানাদী সুদের টাকার উপর সুদ; চক্রবৃদ্ধির সুদ। 'সুদের সুদ দুই আনার হিসাবে।' সত্যার্থ, ১৮৫৫।

সুদের হার [ফা সুদ+] বি আসলের উপর সুদ দেওয়া মাত্রা। 'চক্রবৃদ্ধির উপরেও সুদের হার।' দেহান্তর, ১৯২৪।

সুদ [স শুদ] বি শুদ। 'অর্ন্তো করে ও সুদ বননকে বহন করে।' দর্পণ, ১৮২৫।

সুদক [স ১ বি সুদগুণ। 'সুদক শিল্পকারো ... কথ সাধনে ব্যস্ত।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বিপ পাকা। 'অবকাশ ও ভিত্তি পেলেই, সুদক নিদ্রক যেন বিশেষ কোনো কথা কয়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৩ বিপ সুদুট। 'আশা করি কোনো সুদক পরিচয়সহকিত ব্যক্তি সেই গ্রহণশিথিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সুদক্ষিণ [স বি অতি উদার। 'যে দান অনতিপূর্বে সুদক্ষিণ প্রেরণীর কাছে পেয়েছি তদস্যাবলে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সুদক্ষিণা [স বি ক্রী উদার। 'তুমি গ্রেহে সুদক্ষিণা বটে।' শঙ্ক, ১৮৬৯।

সুদজী [স সুদজী] বি যে নারীর দাঁত সুন্দর। 'সুদজী সুন্দর ভাষা সুখ

সমতুল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সুদরানো [স শুদ+] কি সংশোধিত হওয়া। 'অনেকে সুদরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েছে।' হুতাশ, ১৮৬৮।

সুদর্শন [স ১ বি দেখতে সুন্দর। 'দ্রাক্ষা সুদর্শন।' বড়, ১৪৫০। ২ বি বিষ্ণুর চক। 'বিষ্ণু-চক সুদর্শন রক্ষক থাকিত।' বৃন্দা, ১৫০৫।

সুদর্শনচক্র [স বি দেবতা বিষ্ণুর চক। 'আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই তা হলে ঐ দুটা ঠীকে ...।' মাইকেল, ১৮৫৯; 'এই বাহনটা যেন তীক্ষ্ণ সুদর্শনচক্রের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'এই সুদর্শন-চক্রে ভোর/অত্যাচারীর টুটল জোর যে টুটল ওমের।' নজরুল, ১৯২৪।

সুদর্শন বি পোকারবিশেষ। 'কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।' বিজুতি, ১৯২৯।

সুদল [স বিপ পূর্ণ প্রস্তুতি। 'ও তব ধবল মূর্তি সুদল কমলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুদশা [স বি ভালো অবস্থা। 'সুদশা আজি তব সুভাষ্যের বলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুসিন [স ১ বি শুভদিন। 'বঠ মাসে সুসিনে শিতকে অন্ন দিল।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি ভালো সময়। 'দুর্দিন মুচিব, সুসিন হইবে; জুসুদ হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৬৫। ৩ বি সমৃদ্ধি-কাল। 'ইন্দ্রজিৎ বর্ষন সুসিনে ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুদীক্ষিত [স বি ভালোভাবে দীক্ষা লাভ করেছে এমন। 'নানা বলে সুদীক্ষিত ও বাণিজ্যমত্রে সুদীক্ষিত।' অক্ষর, ১৮৪৬।

সুদীর্ঘ [স ১ বি বৃহৎ। 'সভা হৈতে সুদীর্ঘ কলসের।' বৃন্দা, ১৫০৮। ২ বি বহুদূর দূরী। 'সুবেশা বারাসনাথগ সঙ্গে মাসক মদে উনুত হইয়া সুদীর্ঘ চাঁকোর ...।' অক্ষর, ১৮৪৭; 'তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, হোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি বড়ো আকারের। 'কোন ব্যক্তি এক সুদীর্ঘ প্রভাব রচনা করিয়া তাঁহারে দেখিতে দিয়াছিলেন।' অক্ষর, ১৮৫২; 'বড়ির আশ্রয়ন সুদীর্ঘ জানালা সব।' জীবন, ১৯০০। ৪ বি অনেকটা। 'সেই দশ বসরের কত সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুদীর্ঘকাল [স বি অনেক কাল। 'বান্দীসভাসমূহ অতুতপূর্ণ বিজ্ঞতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিরত ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুদীর্ঘতম [স বি বৃহৎ বেশি কাল দূরী। 'সূত্রি ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়।' জীবন, ১৯৪২।

সুদ [স শুদ] ১ ক্রিবিপ কেবল। 'সুদ কি ব্যবহা বেরয়েছে, রাড়ের বের আবার আইন হয়েছে।' উমেশ, ১৮৭৭। ২ বিপ শুদ। 'সুদ পড়া কি, - অনেকে সুদরেচেন।' হুতাশ, ১৮৬৮।

সুদুর্গতি [স বিপ ক্রী দুর্গতি হয়েছে এমন। 'সুদুর্গতি রাণী/স্বরে জল দুঃদেহতে।' কয়কুরোলা, ১৮৭৬।

সুদুর্গত [স বিপ অভ্যস্ত অনবদী। 'দুঃখ সুদুর্গত আজ হতে, ধর্মরাজ লহো তুলি লহো, দেখো তুমি মোর শিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। 'সেখাই দাঃ সুদুর্গত সেইখানে তার ভয়।' নত্যাশ, ১৯১২।

সুদুর্গত [স ১ বিপ প্রবেশ করা অভ্যস্ত কষ্টসাধ্য এমন। 'অরজেনী দুর্গ সুদুর্গত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিপ যেখানে যাওয়া খুব কষ্টসাধ্য। 'সুদুর্গত দুর্গদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুদুর্গত [স বিপ দুঃগত। 'সুদুর্গত কত দুঃখব্যাখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুদুর্গত [স ১ বিপ অভ্যস্ত কঠিন। 'অনুদ জাতি রক্ষা পাওয়া সুদুর্গত

হইয়াছে'। দর্পণ, ১৮৩৯। ২ বিপ লাভ করা সুকঠিন এমন। 'আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না আমাদের সুদূর্ভাগ্য আত্মীয়তা?' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুদূর্গতা [স] বিপ ত্রী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন এমন। 'লতি যেন বাণী সুদূর্গতা'। সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

সুদুর্ভর [স] বিপ অত্যন্ত কঠিন। 'এক ব্যক্তিহইতেও সম্পন্ন হওয়া সুদুর্ভর'। দর্পণ, ১৮২৬।

সুদূর [স] ১ বিপ অনেক দূরবর্তী। 'সুদূরে দূর হউক'। দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিপ বহু বিস্তৃত। 'সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, আনন্দের উপেক্ষা ও নিদার মথোও তাহাকে অবিচল বল প্রদান করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি অনেক দূরে স্থান। 'সুদূরের সুখ ধারা বাহু-ভরে পরানে আমার'। রবীন্দ্র, ১৯১০। ৪ বি অসীম। 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাশরি'। রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৫ বিপ বহু দূর। 'তনি জাহাজের ডাক সুদূর বন্দরে'। প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

সুদূরমতল [স] বিপ অত্যন্ত গভীর। 'চোখের গভীরে সুদূরমতল কাম্পিয়ানের টলটলে নীল রৌদ্রে'। শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

সুদূরচারী [স] বি সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এসেছে যে। 'সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে'। ফররুখ, ১৯৪৬।

সুদূরতম [স] বিপ সবচেয়ে দূরের। 'আমাদের পদতলের তৃণাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'আমার এই নিকটতম মানুষটি আমার সবচেয়ে সুদূরতম'। নজরুল, ১৯২২।

সুদূরতরঙ্গ [স] বিপ আরও দূরবর্তী। 'আমার ভালবালী সুদূরতরঙ্গ নির্জনে গিরে কুিয়েছেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুদূরতা [স] ১ বি অতিশয় দূরত্বের ভাব। 'নির্গিণ্ড সুদূরতা'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি ধরা-ছোয়ার অতিশয় দূরত্ব। 'দিকৃষ্ণালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবতষ্ঠিত হইয়া আছে'। রবীন্দ্র, ১৯১২।

সুদূরত্ব [স] বি অতিশয় দূরত্বের ভাব। 'এমন একটা সুদূরত্ব প্রকাশ পাইতেছে'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সুদূরদর্শী [স] বিপ বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পায় এমন। 'সুদূরদর্শী মহাবীর আসেকজাওয়ার যে বাণিজ্যবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুদূরপর্যাহত [স] ১ বিপ ঘটা প্রায় অসম্ভব এমন। 'বহু অংশী হইয়া এক কর্ম নির্বাহ করা সুদূরপর্যাহত'। দর্পণ, ১৮২৮। ২ বিপ অতি দূরবর্তী। 'রাফনাটাকে শতদ্রিষ্ট করিয়া সেই দ্বিপ্রপঞ্চে আপন সৃষ্টি নানিকা ও চঞ্চল কৌতুহল প্রবেশ করাইয়া দিবে - মাঝে হইতে সংগীতও ততই উত্তরোত্তর সুদূরপর্যাহত হইবে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বিপ বহুদূরত্ব। 'বসন্ত আজ সুদূরপর্যাহত, হেমন্ত ওই দৌলুল অঙ্ককারে'। সৃষ্টি, ১৯৩৩।

সুদূর-প্রসারিণী [স] বিপ ত্রী অত্যন্ত ব্যাপক। 'তার বেদনা-করুণ প্রাণে, তার সুদূর-প্রসারিণী প্রজ্ঞার জগতে'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সুদূরপ্রসারিত [স] বিপ বহু দূর বিস্তৃত। 'কী সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেনোনা দেখিতে পাইলাম'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

সুদূরপ্রসারী [স] বিপ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'সে কল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী'। তারা, ১৯৪২।

সুদূরবর্তী [স] বিপ অনেক দূরের। 'সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিথিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সুদূরবিস্তীর্ণ [স] বিপ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'ওপারের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা ...'। রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'আপনাকে মিলিয়ে নেব শস্যশেষে প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সুদূরবিস্তৃত [স] বিপ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 'সুদূরবিস্তৃত মায়াময় মরীচিকারাজ্যের দিকে একদৃষ্ট চেয়ে থাকি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুদূরবিশুদ্ধ [স] বিপ অনেকাংশে শুদ্ধে যাওয়া। 'এই রৌদ্ররাজ্য সুদূরবিশুদ্ধ শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুদূরসন্ধানী [স] বিপ ভবিষ্যতের সমৃদ্ধি সন্ধান করে এমন। 'তাদে: ফসল পড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী/ তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি -'। সত্যেন্দ্র, ১৯৪৮।

সুদূরস্থ [স] বিপ অনেক দূরের। 'ব্রাহ্মণও সেইরূপ সুদূরস্থ, সেইরূপ নির্গুণ'। রবীন্দ্র, ১৯০৯। 'দেখ স্পষ্টতর করে দেখেছে সুদূর মহীয়ান ও নিকটস্থ কনীয়ানকে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সুদূরস্থিত [স] বিপ অনেক দূরে অবস্থিত রয়েছে এমন। 'সুদূরস্থিত তারকার রাজ্যে উপস্থিত হই'। জগদীশ, ১৮৯৫।

সুদূরিকা [স] বি দূরে থাকে যে। 'সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল। নজরুল, ১৯২৮।

সুদৃঢ় [স] ১ বিপ অব্যর্থ। 'দারুন কুসুমের সুদৃঢ় সন্ধান আতিশয় মোহন হানে'। বহু, ১৪৫০। ২ বি প্রতিষ্ঠা। 'প্রথমে সুদৃঢ় দেও পায় ধন সুখ'। আলাউল, ১৬৮০। ৩ বিপ দৃঢ়। 'হতী, অশ্ব বহারোহণেতে সুদৃঢ় হও'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৪ বিপ পাকাপোক্ত। 'কোন বিষয় যদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুন বিবেচিত হইলে তাহ সুদৃঢ় হয়'। দর্পণ, ১৮২০।

সুদৃঢ়রূপে [স] ক্রিবিপ অত্যন্ত মজবুতভাবে। 'সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সুদৃশ্য [স] বিপ সুন্দর। 'নানাদিগে বাজা করাতের অতি সুদৃশ্য হইয়াছে দর্পণ, ১৮২৯।

সুদৃষ্টান্ত [স] বি আদর্শ উদাহরণ। 'সুচরিতাকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সুদৃষ্টিপাত [স] বি সুনজর প্রদান। 'মহাশয়েরা সুদৃষ্টিপাত করিবেন দর্পণ, ১৮৩৮।

সুদৃ [স] শুদ্ধ। ১ বিপ বিতজ। 'সুদৃ সুব্রহ্মের মোর কিস্কিনী'। বহু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিপ সহকারে। 'ওহে সুদৃধর পুরকের প্রীতি ভুলিয়া আমার অং সুদৃ চুরি করিয়া লইলা'। চরিত্রচরণ, ১৮০৫। ৩ ক্রিবিপ জুড়ে। 'সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদৃ'। রাজীব, ১৮০৫। ৪ বিপ নির্ভুল। 'সুদৃ বিদ্যা দান করিতেন'। দর্পণ, ১৮২৮।

সুদৃতা [স] শুদ্ধতা। বি শুদ্ধতা। 'সুদৃতা - অর্থাৎ পরগ্ৰীণমনঃ করা'। গ্যাঙ্গী, ১৮৬০।

সুদৃসিল [স] শুদ্ধনীল। বিপ শুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন। 'সুদৃসিল সত্যবা সর্বজনে হিত'। মাল্যধর, ১৫০০।

সুদৃ [স] শুদ্ধ। ১ বিপ সহ: সমেত। 'সুদৃসুকা হস্তির টাকা'। ক্যানন ১৭৮৬। ২ ক্রিবিপ সহকারে। 'রাজা ... রুমদেবের ছত্রপতির নিক্ত নানা জাতীয় সামগ্রী সুদৃ এক দৃষ্টকে পাঠাইলেন'। চরিত্রচরণ ১৮০৫। ৩ ক্রিবিপ সহযোগে। 'এক জন সুবোধ সয়দানসরক ৫ সুদৃ ... পাঠাইলেন'। চরিত্রচরণ, ১৮০৫।

সূক্তাসয় [স শুক্তাশয়] **কিণ** পরিভা। 'সতে সূক্তাসয় সতে সকল কণ্ঠি'।
মালাপর, ১৫০০।

সুদুর [স সুদূর] **বি** হিন্দু কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাস ইত্যাদি অত্রাক্ষণ
সম্প্রদায়ের লোক। 'হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদুর, সেবা করে মরি
পাড়াসুদুর'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সুদুমাত্র [স শুকুমাত্র] **কিণ** শুধু; কেবল। 'সুদুমাত্র আমাদের দেশীয়মণ্ডলীর
মধ্যে বন্ধ'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুদ্বি [স শুদ্বি] **১** বি জ্ঞান। 'না বুঝ আপনা হিত বিপরীত সুদ্বি'। বাহরাম,
১৬০০। **২** বি নিশানা। 'অন্ধকার রজনী না পাএ পছ সুদ্বি'।
বাহরাম, ১৬৫০।

সুদ্রুঢ় [স সুদ্রুঢ়] **কিণ** অত্যন্ত কঠিন। 'সুদ্রুঢ় হইয়া চকু তাহাতে রহাএ'।
মালাপর, ১৫০০।

সুধ [স শুধ] **কিণ** শুদ্ধ। 'বিরমানন্দ বিলক্পণ সুধ'। চর্যা ২৭, ১২০০।

সুধ [ফা সুদ] বি সুদ। ওসাঁ, ১৭৮২।

সুধন্য [স শুধ] **১** **কিণ** শ্রমাদন্য। 'ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া এম'।
মুকুন্দ, ১৬০০। **২** **কিণ** অতি প্রশংসনীয়। 'সুধন্য কৌসলকাল্য'।
মুকুন্দ, ১৬০০।

সুধবল [স শুধ] **কিণ** অত্যন্ত সাদা। 'রসে সুধবল পাখা কিত্তরি অধরে'।
মাইকেল, ১৮৬৬।

সুধবর্ণ [স শুধ] **কিণ** বি সংস্কার; শোধনোন্ম। 'কুশসিত নিয়মের সুধবর্ণ না
হয় তথাপি ...'। দর্পণ, ১৮৩৩।

সুধরান করা [স শুধ] **কিণ** সংযত করা। মানোএল, ১৭৪৩।

সুধরানো [স শুধ] **কিণ** সংশোধিত করা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুধর্মী [স শুধ] বি দেবসভা। 'একদিন ইন্দ্রাণয়ে হইল সুধর্মী'। মানিকরাম,
১৭৮১।

সুধা [স শুধ] **১** **কিণ** সুধাময়। 'বদন শরত চান্দ সুধা হাসি করে'। বড়ু,
১৫৭০। **২** বি চাঁদ। 'সুধা ছানিয়া কেবা শু সুধা ঢেলেছে রে'।
চিট্টী, ১৬০০। **৩** বি অমৃত। 'যশ সুধা হরি নিল'। সুলতান,
১৭০০। **৪** বি পানি। 'বৃষ্টির সুধা'। ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

সুধাঅধরিণী [স শুধ] **কিণ** অধরে সুধা আছে এমন। 'সুধাঅধরিণী,
মরুভাষিণী, শ্রীমতী রূপবতী প্রাণাধিকা'। ফয়জুরেসা, ১৮৭৬।

সুধাং [স শুধ] বি চাঁদ। 'মদন রাজার ঝঁড়, দেব সুধানিধি সুধাং'।
মাইকেল, ১৮৬০।

সুধাংনৈনিধি [স শুধ] বি সুধার নিধি; চাঁদ। 'কি বলিয়া সেখিবে, হে
সুধাংনৈনিধি'। মাইকেল, ১৮৬২।

সুধাংসুবদন [স শুধ] বি চাঁদমুখ। 'তিলফুল জিনি নাসা সুধাংসুবদন'।
কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুধাংসুবদনী [স শুধ] বি স্ত্রী চাঁদের ন্যায় মুখ যার। 'সুধাংসুবদনী
আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই'। মীনবন্ধু, ১৮৬৬।

সুধাকণা [স শুধ] বি মাধুর্যের কথা। 'পানের পান্থবনে আবার ডাকো
নিমন্ত্রণে, তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান'। রবীন্দ্র,
১৯২৩।

সুধাকণ্ঠ [স শুধ] বি সুমধুর কণ্ঠ। 'যোরে ডেকেছিলে ঘরে/তোমার
কর্ণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠেরে'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সুধাকর [স শুধ] বি চাঁদ। 'শোভে তারা সুধাকর মাঝে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সুধাকর-কররাশি [স শুধ] **কিণ** জ্যোত্স্না। 'সুধাকর-কররাশি সম লো
শ্যামের হাসি'। মাইকেল, ১৮৬১।

সুধাকুণ্ড [স শুধ] বি অমৃতময় জলাশয়। 'কল্লভেম সুধাকুণ্ড গজ ঐরাবত'।
আলাওল, ১৬৮০।

সুধাকোষ [স শুধ] বি সুধার আধার। 'সুধাকোষের সুগন্ধ তার পারলে না
আর রাখতে বেঁধে'। রবীন্দ্র, ১৯০৬।

সুধাধোর [স শুধা+ধা ধোর] **কিণ** সুধা পানকারী। 'জীবন কি নীরত
সম্রাট এক সুধাধোর'। জীবন, ১৯৩০।

সুধাগন্ধ [স শুধ] বি সুধার গন্ধ। 'সুধাগন্ধ এসেছে আজি নব বসন্ত
পবনে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সুধাগীতি [স শুধ] বি সুমধুর সংগীত। 'কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল
সুধাগীতিরবে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

সুধা ঝারি বি অমৃতের পাত। 'সাগর হইতে উঠিয়া আসিলে হাতে
লয়ে সুধা ঝারি'। অনলা, ১৯২৭।

সুধাধার [স শুধ] বি চাঁদ। 'দিয়ে আঁখি সুধাধার, প্রাণদান দাও তার ...'।
মদনমোহন, ১৮৩৪।

সুধাধারা [স শুধ] বি অমৃতের প্রবাহ। 'হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস
হইয়া আছে'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

সুধা-নদী [স শুধ] বি অমৃতের নদী। 'হলেও জব চির-অমর, হয়তো ও-
মদ সুধা-নদী'। নজরুল, ১৯৩০।

সুধা-নিকেতন [স শুধ] বি সুধার ঘর। 'বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা-
নিকেতনে'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সুধা-নিব্বর-করা [স শুধা-নিব্বর] বি সুধার বরনাদারা বরছে এমন।
'সুধা-নিব্বর কুল ডুবেছে সুধা-নিব্বর-অরা'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

সুধানিধি [স শুধ] বি অমৃতের ভাগ্যর। 'মুখে মুখে পান করে কত
সুধানিধি'। রূপরাম, ১৭৫০।

সুধাপসরা [স শুধা+স প্রসার] বি সুধার ভাগ্যর। 'সুধাপসরা ধূল্যায়
দেবে ন্যূন করি'। রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সুধাপাত্র [স শুধ] বি সুধার পাত্র। 'আমার ভাবলক্ষী সুধাপাত্র নিয়ে বসে
আছেন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুধাপানসভা [স শুধ] বি মদ্যপানের সভা। 'ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা
তার চেয়ে কাছে নয়'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সুধাবচন [স শুধ] বি মধুর বাক্য। 'সে সুধাবচন, সে সুখপরশ, অঙ্গে
বাজিছে বাঁশি'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুধাবর্ষণ [স শুধাবর্ষণ] বি অমৃত বর্ষণ। 'জুড়াবে হিয়া
সুধাবর্ষণে'। রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সুধাবাণী [স শুধ] বি মধুর বাক্য। 'লায়লীর সুধাবাণী শুনিয়া ...'।
বাহরাম, ১৬৫০।

সুধাবাদ [স শুধ] বি প্রশংসা বাক্য। 'বারেক বে দেখে মুখ সুধাবাদ
তার'। ভবানী, ১৮২৮।

সুধাবিন্দু [স শুধ] বি অমৃতের ফোঁটা। 'সেই সুধাবিন্দু হল কত সিন্ধু'।
মানিকরাম, ১৭৮১।

সুধাবিশ [স শুধা ও বিষ] বি অমৃতের ফোঁটা। 'অধর ঐকেছি সুধাবিশে মিশে'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুধাভাণ্ড [স শুধ] বি অমৃতের পাত্র। 'কোমরহিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া

রহিয়াছে।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৫।

সুধামধু [স] **বি** মধুরস। 'মৃদুমন্দ হাসি সুধামধু রাশি তড়িৎ চমকে জ্বলি।' **আলাওল**, ১৬৮০।

সুধা-মধুর [স] **বি**ণ সুধার মতোই মধুর। 'প্রাণের সকল সুর, উঠবে আপনি বেজে সুধা-মধুর।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৫।

সুধাময় [স] ১ **বি**ণ চন্দ্রালোকিত। 'সুধাময় দেখি পুণী নেতের পতাকা।' **মুকুন্দ**, ১৬০০। ২ **বি**ণ অমৃতপূর্ণ। 'বৈষ্ণবের শাক অন্ন অতি সুধাময়।' **রূপরাম**, ১৭৫০।

সুধাময়ী [স] ১ **বি**ণ ক্রী সুধায় পূর্ণ এমন। 'সুধাময়ী মেয়েটি সে যেথায় গুটিত।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৬। ২ **বি**ণ ক্রী শ্রুতিমধুর। 'ধরো ছুঁমি ধরো সুর সুধাময়ী বীণা-যন্ত্রে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

সুধামাথা **বি**ণ সুধার ভরা। 'কত সুধামাথা কথা, কত হাসিমাথা আঁবি।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৪। 'কোমল অঙ্গুলি শিরে বুলাইছে ধীরে ধীরে, সুধামাথা প্রিয়-পরশন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৬। 'সে অধরে সেই সুধামাথা হাসি।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯০৮।

সুধামুখময় [স] **বি**ণ মুখমাথা মুখবিশিষ্ট। 'সুধামুখ-ময় - কিছু - কিছু নাহে আর।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৪।

সুধামুখী [স] **বি**ণ মধুরভাষী; মুখমাথা মুখবিশিষ্ট। 'সুধামুখী কো বিধি নিরমিল বালা।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০; 'সুলাচনা শকুন্তলা সুধামুখী শলিকা ...।' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০।

সুধারস [স] **বি** অমৃতত্বলা রস। 'অরুণিম অধরে সুধারস বরিখত।' **বিদ্যাপতি**, ১৪৬০; 'হাস অতি সুধারস ধার।' **সুলতান**, ১৭০০।

সুধার হাট **বি** সৌন্দর্যের হাট। 'সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিধি' হৈ গরবিনী।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৮।

সুধা সঙ্গীত [স] **বি** সুধারূপ সঙ্গীত। 'সুধা সঙ্গীতে ডাকে দ্রোলোকে ছলোকে।' **রবীন্দ্র**, ১৯১০।

সুধাসন্ধান [স] **বি** অমৃতের খোঁজ। 'মরণের মাঝে পেল সুধাসন্ধান।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯১৬।

সুধাসম [স] **বি**ণ অমৃতের সমান। 'সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু।' **রামপ্রসাদ**, ১৭৮০।

সুধাসমুদ্র [স] **বি** সুধার সাগর। 'কাঁহা এই সঙ্গ সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

সুধাসাগর [স] **বি** অমৃতের সাগর। 'সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করু শুধু হলাহল।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৫।

সুধাসাগরতীর [স] **বি** অমৃত-সাগরের তীর। 'তৃষিত যেজন ফিরে তব সুধাসাগরতীরে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

সুধাসার [স] **বি**ণ অভিশয় মধুর। 'মনস্যের বানি কহে জিনি সুধাসার।' **মালাধর**, ১৫০০।

সুধাসিক্ত [স] **বি**ণ সুধাপূর্ণ। 'সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলে নে তুলে নে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৪; 'এমন করিয়া প্রতি জীবনের দগ পল সুধাসিক্ত করি।' **প্রেমেন্দ্র**, ১৯৩২।

সুধাসিক্ত [স] **বি** অমৃতের সাগর। 'পরিপূর্ণ সুধাসিক্ত খেজুরের কাঠে।' **গুণ**, ১৮৫৮; 'গুরু নাম সুধাসিক্ত পান কর তাহাতে বিন্দু।' **লালন**, ১৮৯০।

সুধায়ুদ্ধ [স] **বি** অমৃতময়। 'সুধায়ুদ্ধ সমীরণ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৬।

সুধাশ্বর [স] **বি** মধুর ধ্বনি। 'বিহঙ্গ গান গাছে প্রভাবে, সে সুধাশ্বর

প্রচারে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩; 'কার সুধাশ্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৮।

সুধাস্রোত [স] **বি** মধুর ধারা। 'আশনাকে সংস্কৃতি করিয়া স্বছে সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৭।

সুধা-হাস [স] সুধা-হাস। **বি** সুধারূপ হাসি। 'চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

সুধা^১ [স **তথ্য**] ১ **ক্রি** পবিত্র করা। 'আনিঞা সিত্যাএ রাম পরিক্ষাএ সুধিল।' **মালাধর**, ১৫০০। ২ **ক্রি** শোধ করা। 'সুধিব তোমার লোন।' **মুকুন্দ**, ১৬০০।

সুধানো [স **তথ্য**] **ক্রি** জিজ্ঞাসা করা। **বিদ্যা**, ১৮৯১।

সুধাম [স] **বি** পবিত্র স্থান। 'লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।' **মাইকেল**, ১৮৬১।

সুধারা [স] ১ **বি** সূত্ৰ ব্যবস্থা। 'ব্রজানন্দ বাবু নিমুক্ত হওয়ার কর্মের সকল সুধারা হইয়াছে।' **দর্পণ**, ১৮৯৯; 'কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় না।' **ভাবানী**, ১৮২৫। ২ **বি** প্রোতদ্ভিনী। 'বেয়ে যাও তুমার, তোমার সুধারায় যেন তারা না ডোবে।' **লালন**, ১৮৯০।

সুধারাবিশিষ্ট [স] **বি**ণ নীতিবান। 'হরকরাপত্রের সুধারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

সুধারামতে [স] **ক্রি**ণ সূত্ৰভাবে। 'এইরূপ উৎপাত ঘটিলে সংসার সুধারামতে চলিতে পারে না।' **পার্বী**, ১৮৫৮।

সুধার্মিক, **সুধার্মিক** [স] **বি**ণ অভিশয় ধর্মপরায়ণ। 'এই রাজ্য যেন সুসভা সুধার্মিক, সুশাসক, প্রজাবৎসল ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের রাজ্যই নহে।' **প্রভাকর**, ১৮৫৮।

সুধি [স **সকি**] **বি** সন্ধান। 'কংসে সুধি পাইলো হইবো তোকে আশোনে।' **বড়ু**, ১৪৫০।

সুধি^১ [স সুধী] **বি** চেতনা। 'দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি যত তত করি না হয়ে সুধি।' **ফিটজি**, ১৬০০।

সুধিঞ **ক্রি**ণ পথে। 'কমণ সুধিঞ মাইবো কথা তার লাগ পাইবো।' **বড়ু**, ১৪৫০।

সুধী^১ [স] ১ **বি** সন্ধান। 'কথা গিয়া পাইব আক্ষে কাহাঞির সুধী।' **বড়ু**, ১৪৫০; 'তোকে নাহি জান সুধী।' **বড়ু**, ১৪৫০। ২ **বি** সুখ। 'গোপত সুধীর ভাব বেহত পাইবু।' **আলাওল**, ১৬৮০।

সুধী^২ [স] **বি**ণ জ্ঞানী। 'সুধী তুমি ডাকি নীরা/ গ্রহণ করিয়া ক্ষীর ...।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৭; 'সুধী ব্যক্তির বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন।' **শরৎ**, ১৯১৭।

সুধীশ্বর [স] **বি**ণ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 'সাহিত্যরথী সুধীশ্বরের বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ...।' **নবনর**, ১৯০৩।

সুধীবর [স] **বি**ণ সুপণ্ডিত। 'সুধীবর মহাশয়ের।' **দর্পণ**, ১৮৩৯।

সুধী সমাজ [স] **বি** শিকিত ও ভ্রম জনগোষ্ঠী। 'তমসুনের মশালবাহী সুধী সমাজকে আজ অবহিত হইতে হইবে।' **আজাদ**, ১৯৪৯।

সুধীর [স] ১ **বি**ণ ধীর-ধির। 'জন জন অরে কিয় পরম সুধীর।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **বি**ণ বিবেক। 'সর্ব শায়ে বিশারদ পরম সুধীর।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ৩ **বি**ণ ধীর-মধুর। 'এমন সুধীর স্বরে, সখী, কহিব তোমার কানে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮০। ৪ **বি**ণ অভিশয় ধীরতা। 'অঙ্গবিন্দু সুধীয়ে ঢকায়।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

সুধীয়ে **ক্রি**ণ অত্যন্ত ধীরে। 'আসিব সুন্দর সুধীয়ে।' **কৃষ্ণরাম**

১৭২০; 'মুখানি তুলিয়া চাও, সুধীরে মুখানি তুলিয়ে চাও।' রবীন্দ্র,
১৮৮০।

সুধু। (স অঙ্ক) ত্রিবিধ শুধু। 'ঘটকের মুখে সুধু কুলীনের চোপা।' শুধু,
১৮৫৮। দ্র শুধু

সুধুমাত্র জীবন শুধু; কেবল। 'সুধুমাত্র বেছে খাই অমলের মাহ'।
 গুণ, ১৮৫৮।

সূন' [স শূন্য] বিণ শূন্য। 'সূন তান্ত্রি ধনি বিলসই রম্মা।' চর্যা ১৭,
১২০০।

সুন করুণরি [স শূন্য+করুণা] বিণ শূন্য করুণার। 'সুন করুণরি
অভিনচারে কাঅবাক্টিঅ।' চর্যা ৩৪, ১২০০।

ସୁନ^୧ [ସ ଧ୍ବନା ବି କୁକୁର । ‘ହେନ କାଳେ ସୁନ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶରୀର ।’ ବାହରାମ,
୧୬୫୦ ।

সুনগর [স] বি সুদৃশ্য পুরী। 'হেরি সুনগর-কান্তি ভ্রান্তিমদে মাতি।
মাইকেল, ১৮৬০।

সুনজর [স সু+জা নজর] বি প্রসন্ন দৃষ্টি। 'ওগো তারও পানে চেয়ে
সুনজরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫; 'জোহরাকে অভ্যস্ত সুনজরে
দেখেছিলেন।' নজরুল, ১৯৩১।

সুনন্দ [স] বিপ সুন্দর। 'তাইতো দ্বিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে
আমারই বন্দরে।' শামসুর, ১৯৭০।

সুনন্দন। স। স। ১ বি সুপুত্র। 'তত্ত্বক্ষেপে পুত্রজন প্রসবিল সুনন্দন।
বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ অতি মনোহর। 'শান্তি নিরাময়, কাঙ্ক্ষি
সুনন্দন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুনয়না। [স] বি দ্বী সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'ইংরেজ সুনয়নার চোখ মেঘমুখ
নীলাকাশের মতো পরিষ্কার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুনসান বিগ নীরব। 'দিন-দুপুরেই গোরস্থানের মতো সুনসান হয়ে
রয়েচে।' নজরুল, ১৯২৭।

সুন।' পা সুযাতি কি শোনা। সুন কি শোনা। 'আশ্বন বধরণ সুনতে
বিষাভী'। চর্চা ২, ১২০০। সুনইহি কি তনিয়েছে। 'গাভ
সুনইহিই চান্দক চোরি'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। সুনইতে কি তনতে
'সনেইহেই সুনইতে কদম বহলা'। বিদ্যাগতি, ১৪৬০। সুনন্ত কি
তনছে। 'সুনন্ত জুজের কথা বলে ধনজয়'। কবীশ্র, ১৬৮৯। সুন
কি শোনা। 'সুনইহে দিখির দান সুন গো সাইলি'। বহু, ১৪৫০
সুনি কি তনছে। 'তা সুনি মার গুদরছে'। রে সত্ন মজল শব্দে ভাজই
চর্চা ১৬, ১২০০। সুনির্বা কি তনে। 'সুনির্বা সরস আমির্বা আবিব
ভোর মধুর চমকে'। বহু, ১৪৫০। সুনিহি কি তনছে। 'সুনি' হে
বড় দাতা সুনিহি প্রবনে।' কবীশ্র, ১৬৮৯। সুনির্বা কি তনে: প্রব
করে। 'সুনির্বা চালাল তহা আইল হায়াহ'। মালাধর, ১৫০০
সুনিএইলাহি কি তনিয়েছে। 'পূর্বে ছবে সুনএইলাহিও তাঁ
নাম'। মালাধর, ১৫০০। সুনিতে কি তনতে। 'সুনিতে অমৃত তন
সরির নিয়ম'। মালাধর, ১৫০০। সুনিম্ব কি তনছে। 'আজী ন
সুনিম্ব আশি কর সমাচার'। কবীশ্র, ১৬৮৯। সুনিয়া কি তনে
'সুনিয়া সদএ হইল সেবে জগাপান'। কবীশ্র, ১৬৮৯। সুনিঙ্গে
তনতে গেলে। 'সুনি গেলে সনে পাবই সুন বাড়ায় ল'। বহু, ১৪৫০
সুনিলেগে কি তনয়েনে। 'সুনিলেগে ধ্বংস হইয়া অনুরে'। কবীশ্র
১৬৮৯। সুনী কি তনি। 'তার মুখে জাফারি রূপকথা সুনী'। বহু
১৪৫০। সুনি কি শ্রবণ করে। 'সাহজামান সুনো বাত
হুজোতে'। গরীব, ১৬৭৫।

সূনা^২। স শূন্য। ১ বিধ শূন্য। 'সূনা পাস্তুর উহ ন দিসই তান্তি ন বাসতি

জাংস্তে । চর্যা ১৫, ১২০০ । ২ বিগ খালি । 'আগে সূনা ঘটে নারী
হাঁছী জিঠিহো না বারী ।' বড়ু, ১৪৫০ ।

সুনা^৩ [স বর্ণ] বি সোনা । 'বসিল সুনার খাটে ।' রামাই, ১৭১০ ।

সুনাগর [স] বিধ খাঁটি প্রেমিক । 'ভজ সুনাগর রাজ ।' বাহরাম, ১৬৫০ ।

সুনাদ [স সু-নাদ] বি অতি মধুর ধ্বনি। 'কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ সে
পুরে।' মালাধর, ১৫০০।

সুনাদিনী [স] বিপ ক্রী মধুর গুণনধ্বনি করে এমন। 'সুনাদিনী
বিহঙ্গিনীদল।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুনাদী [স] বিংশ মধুর গুণনধনি, করে এমন। 'সুনাদী বিহঙ্গ।'
মাইকেল, ১৮৬০।

সুলাম [স] বি সুখ্যাতি। 'দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম, সুলাম, যশঃকীর্তি, পরদুঃখকাতরতা ...।' মশাররফ, ১৮৮৫।

সুনাসিকা [স] বিণ শ্রী সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট। 'সুশোচনা সুনাসিকা
মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জন করা গেল।' দর্শণ, ১৮২৮।

সুনিকুজবন।স।বি মনোহর বাগান। 'স্বর্ণকান্তি ধরি ফুলকুল ফোটে নিত্য
সুনিকুজবনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুনিষ্কিণ্ড [স] বিণ অব্যর্থভাবে ছোঁড়া হয়েছে এমন। 'একটি সুনিষ্কিণ্ড সুকঠিন প্রস্তরখণ্ড আসিয়া মস্তকে আঘাত করিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

সুনিতম [স] বি সুন্দর কটিদেশ। 'সুনিতম মাঝে হেমহার সাজে।' ভবানী,
১৮২৫

সুন্দি। 'পরিশ্রমের পর যেরূপ সুন্দি উপস্থিত হয়
'অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুনিপুণ। (স) বিধ দক্ষ। 'রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০।

সুনিপুণ। [স] বিধ জী অত্যন্ত দক্ষ। ‘বালিকাটি হারমোনিয়াম-সহযোগে থিরেটার-সঙ্গীত গাহিতে পারে এবং রন্ধন ব্যাপারেও নাকি সুনিপুণ।’ বনফুল, ১৯৩৬।

সুনিবিড় [স] বিধ বুঝ গাঢ়; বুঝ আন্তরিক। 'এই রকম সম্ভার দৃশ্য আমার
যে কী সুনিবিড় সগভীর-ভাবে ভালো লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুনিয়ন্ত্রিত। সা ১ বিপ সুসংযত। 'এই আত্মপ্রবৃত্তিসম্মত ... সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রক্ষা করাই আত্মসংযম।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিপ সুন্দরভাবে পরিচালিত। 'সুনিয়ন্ত্রিত করিছ লোকে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সুনিয়ম [স] ১ বি সুন্দর ব্যবস্থা। 'অপরূপ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫। ২ বি যথাযথ বিধান। 'আদালতসম্পর্কীয় কোন ২ সুনিয়ম করিতে ...।' দর্পণ, ১৮৩১।

সুনিয়মিত [স] বিধ অতিশয় নিয়ন্ত্রিত। 'ইংরাজের সুনিয়মিত
সুবিচারিত গবর্মেণ্ট।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুনিয়ামক [স] বিধ সৃষ্ট ব্যবহাসম্পন্ন। 'যে২ সুনিয়ামক ব্যাপার
নিষ্পত্তিকরনের ভার আপনকার পরপদহু ব্যক্তির প্রতি থাকিল।'
দর্পণ, ১৮৩৫।

সুনিরাপত্তা (স) বি কঠোর সুরক্ষা। 'কঠিন আঘাত লাগে সুনিরাপত্তায়'।
সুফাত, ১৯৪৮।

সুনির্ধাত [স] বিণ সুনিচ্ছিত। 'বেঁচে থাকলেই বাঁচা সহজ, মরলে মৃত্যু
সুনির্ধাত।' শঙ্খ, ১৯৬৬।

সুনির্দিষ্ট, সুনির্দিষ্ট [স] বিণ সুনির্ধারিত; সুবিন্যস্ত । ‘কারণ তখন সুনির্দিষ্ট

বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি হয় নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'লেখনী' স্বভাবতই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুনির্বাচিত, সুনির্ধারিত [স] *বিণ* সুন্দররূপে নির্মিত; সুষ্ঠু। 'একটি সুনির্ধারিত পরিকল্পনা।' *আজাদ*, ১৯৫৭।

সুনির্বাচিত [স] *বিণ* সুন্দরভাবে মনোনীত। 'সুনির্বাচিত সুমার্জিত রসাবাদনের পথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুনির্বাছ, সুনির্বাছ [স] *বি* যথার্থভাবে সম্পাদন। 'তাহা ভবিষ্যতে সুনির্বাছ হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'সত্ত্বকাজ যাতে সুনির্বাছ হয় সেই প্রার্থনা করছিলেন।' *মহাশ্বেতা*, ১৯৫৬।

সুনির্ভীক [স] *বিণ* খুব সাহসী। 'এ মিছিলে মোরা অগ্র-যায়ী সুনির্ভীক' *নজরুল*, ১৯২৮।

সুনির্মম [স] *বিণ* অত্যন্ত নিষ্ঠুর। 'গেয়েছো লাঞ্ছনা, ঘৃণা, সুনির্মম, বিবাদ, বিরস।' *করুণ*, ১৯৬৩।

সুনির্মল, সুনির্মল [স] ১ *বিণ* পরিষ্কার। 'উপনিষদ কহে যারে ব্রহ্ম সুনির্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* স্বচ্ছ। 'জ্যোত্স্নাবতী রামি দশ দিনা সুনির্মল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'সত্ত্বাবের সুনির্মল শত শত শব্দল তাহে আর নানা জলমূল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৩ *বিণ* অমলিন। 'মধু হোয়ে সেই জল মিষ্ট অতি সুনির্মল।' *সুলতান*, ১৭০০। ৪ *বিণ* তত্ব। 'রজত নির্মিত যাহা অতি সুনির্মল।' *রামনারায়ণ*, ১৮৫৪। ৫ *বিণ* সুশীল; মেঘমুক্ত। 'সুনির্মল গগনের অনন্ত লগাট।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুনির্বাছা বিণ ক্রী অতি তত্ব। 'কুন্দ-ধবলদল ... অতি সুনির্মলা, সুখ সমৃদ্ধলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুনির্বাণ, সুনির্বাণ [স] *বিণ* সুগঠিত। 'সর্ব অঙ্গ সুনির্বাণ সুসংগঠিতমাতন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুনিচয় [স] *বিণ* সুনির্দিষ্ট। 'সত্য কর কবিতা ছবিতে সুনিচয়।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুনিচিত [স] ১ *বিণ* অবশ্যই। 'সত্যভাবে কহে তথা জ্ঞাবা সুনিচিত।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ *বিণ* সম্পূর্ণ সন্দেহহীন। 'বিবাদবিষয় তদানি তদন্ত সুবোধিত সুনিচিত ন্যায়রূপে নিশ্চিন্ত বীকার করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২।

সুনিচিতভাবে *বিণ* আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। 'সহজ মধুর সুনিচিতভাবে আলাজতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুনিষ্ঠ [স] *সুনিষ্ঠা* *বিণ* সুনীতিপরায়ণ। 'জিতিপ্রিয় ধর্ম্যে কর্ষে বড়িহি সুনিষ্ঠ।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুনীতি [স] ১ *বি* সং নীতি। 'সুনীতির পক্ষেই ইহয়া আসিবে।' দর্পণ, ১৮৩৩। ২ *বি* উৎকৃষ্ট নীতি। 'বঙ্গাল সেনা যাহার সুনীতি দেখিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

সুনীতিপরায়ণ [স] *বিণ* নীতিবান। 'আপনাদিগকে সত্য ও সুনীতিপরায়ণ বলিয়া অভিমান করেন।' অক্ষয়, ১৮৫১।

সুনীতিবতী [স] *বিণ* ক্রী সং নীতিসম্পন্ন। 'পরম সুনীতিবতী অভিনব ইন্দ্রিমতী।' *সুলতান*, ১৭০০।

সুশীল [স] *বিণ* গাঢ় শীল। 'সুশীল শাড়ি মোহনকারী উরুলিতে দেখি পাশ।' *চিহ্ন*, ১৫৭০; 'সুশীল চাদরে এসো দুই তুচ্ছা নয় হয়ে বসি।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

সুশীলবরনী [স] *সুশীল+স বর্ণ*। *বিণ* গাঢ় শীল রঙের। 'তুলি মেঘভার আকাশ তোমার করেছ সুশীলবরনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সুশীল রাগ [স] *বি* শীল রঙ; আকাশ। 'সুশীল রাগে সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে।' *নজরুল*, ১৯২৫।

সুনোয়া [স] *বিণ* ক্রী সুন্দর চোখবিশিষ্ট। 'প্রেমের সুবর্ণ রঙে সুনোয়া যুতি।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুনেহ [স] *স্রেহ* *বি* উত্তম প্রেম। 'ভনই বিন্যাপতি এখন সুনেহ।' *বিন্যাপতি*, ১৪৬০।

সুন্দর [স] ১ *বিণ* মনোহর। 'বোলহ সুন্দর কাঞ্চ রাধার উদ্দেশে।' *বড়* ১৪৫০। ২ *বিণ* লাভন্যায়। 'নিষা অলংকার শোভে সুন্দর শরীর। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ *বিণ* উত্তম। 'দয়া সামর্থ্যের অতি সুন্দর গুণ। তারিণী, ১৮০৩। ৪ *ক্রিবিণ* ভালোমতো। 'সেই ভূমিতে তামাক ও তুলা ... সুন্দর জন্মিচ্ছে।' দর্পণ, ১৮২০; 'ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি।' দর্পণ, ১৮৩১। ৫ *বিণ* সুসুন্দর। 'সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৬ *বি* সুন্দরশীলতা। 'আমার সুন্দর প্রথা এলেন ছোটো গল্প হয়ে।' *নজরুল*, ১৯২৬।

সুন্দরকান্তি [স] *বি* সৌন্দর্য। 'শ্রীমুখ সুন্দরকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুন্দরতম [স] *বিণ* সবচেয়ে সুন্দর। 'রজনীর অঙ্গ-পরে পতি প্রভাতের হাসি দিয়ে শোভা অনুপম, বিকট সৌন্দর্য তব করিবে সুন্দরতম।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'নয় নয় তুমি সুন্দরতম।' রবীন্দ্র ১৯২৭; 'আমি তোমাদের নই, ভ্রান্ত অবয়ব তবু যাহা বলয়ে সুন্দরতম।' *শক্তি*, ১৯৬১।

সুন্দরতর [স] *বিণ* আরও সুন্দর। 'কমা বরো, ধৈর্য ধরো, হউৎ সুন্দরতর বিদ্যায়ের রূপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'প্রতিদিনের জগৎটাকে নে ... সৌন্দর্যেরে তুলি বলিয়ে সুন্দরতর করতে পারে না।' *অন্নদা* ১৯২৮; 'বহু অসুন্দর লাইন সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।' *নজরুল* ১৯৩০; 'তিনি এ প্রেমকে সুন্দরতর পূর্ণতর করতে প্রয়াসী হলেন। আইয়ুব, ১৯৭৩।

সুন্দরতা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'সুন্দরতা নিরুদ্ধন আদরে কমলে। শীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সুন্দরশানী [স] *সুন্দর+শান* *পদ*। *বিণ* সৌন্দর্যময়। 'ভোর এ সুন্দরশান মুখখানা দেখে আমি ভুলিগে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সুন্দরবোধ [স] *বি* সুন্দরের চেতনা। 'সুন্দরবোধকে বোধন্যয় করা কাব্যের উদ্দেশ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সুন্দরমত [স] *ক্রিবিণ* সুন্দররূপে। *কাল্যানে*, ১৭৮৭।

সুন্দররূপ [স] *ক্রিবিণ* সুদৃঢ়ভাবে; সুন্দরভাবে। *ডানকান*, ১৭৮৫ 'শাসন সুন্দররূপ করিতে পারে নাহি।' *কৈরী*, ১৮০২।

সুন্দররূপে [স] *ক্রিবিণ* ভালোভাবে। 'ইহাড়া ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অন্তর্বিচার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিচার্য পরীক্ষা তাবৎ ভাগ্যবৎ বাঙ্গালী ও ইরোজ ও বিবির সম্মুখে অতি সুন্দররূপে দিয়াছে।' দর্পণ ১৮২৩।

সুন্দরশীল [স] *বি* রূপবান; উত্তম। 'রুদ্ধ উৎসে মূলে গেল, সে সুন্দরশীল।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

সুন্দরা [স] *বিণ* ক্রী শোভিত; সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'এই ফলশস্যসুন্দর বসুন্ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুন্দরি [স] *সুন্দরী* *বিণ* ক্রী সৌন্দর্যের অধিকারী; রূপবতী। 'আতঃ চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী।' *বড়*, ১৪৫০।

সুন্দরিনা [স] *সুন্দরী+স পদ*। *বি* নিজেতে সুন্দরী প্রমাণের চেষ্টা।

‘অষ্টগ্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায়।’ রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সুন্দরী [স। ১] **বিশ** ক্রী সৌন্দর্যের অধিকারী। ‘বকুলভাঙতে আছে সে সুন্দরী সতী।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ **বি** সুন্দর যে নারী। ‘আবক্ষ ডুবায়ে জলে বসিয়া সুন্দরী।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুন্দরীতর [স।] **বিশ** সবচেয়ে সুন্দর। ‘আপনাদের পূত্রবধূতি সুন্দরীতর হয়ে উঠবে।’ ধৃষ্টি, ১৯৩১।

সুন্দরীদল [স।] **বি** সুন্দরীগণ। ‘তরুণলগতি ব্রতভী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ।’ মাইকেল, ১৮৬০।

সুন্দরী-গ্রাণ [স।] **বিশ** উদারমনা। ‘বাঁরা সুন্দরী-গ্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি ভাবাবিক।’ প্রমথ, ১৯১৪।

সুন্দারী [স। সুন্দরী] **বিশ** সুন্দরী। ‘নিঅ ঘরিশী নামে সহজ সুন্দারী।’ চর্য্য ২৮, ১২০০।

সুন্দরবন [স।] **বি** দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গভীর বনবিশেষ। ‘সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন।’ দর্পণ, ১৮৩০।

সুন্দরবনে **বিশ** সুন্দরবনের। ‘মেঘের পাশে পড়ছে যেন সুন্দরবনে বাঘ।’ জসীম, ১৯২৯।

সুন্দরি **দ্র** সুন্দর

সুন্দরি, **সুন্দরী** [স। সুন্দর] **বি** গাছবিশেষ। ‘অগধ কপিথ সুন্দরী।’ বড়ু, ১৪৫০; ‘আবদুস, জারুল, সুন্দরি, পশরি, কৃপা কটকি প্রভৃতি কাঠ নানা কার্যেপযোগ্য হয়।’ অক্ষর, ১৮৪১।

সুন্দরী **দ্র** সুন্দর

সুন্দা **বি** এক ধরনের মসলা। ‘এ নায়ের বধু সুন্দা ও মেধি মাটিতেছে হাসি হাসি।’ জসীম, ১৯৩৩।

সুন্দীবেত **বি** এক রকমের বেত। ‘আটনের গায়ে সুন্দীবেতের হইয়াছে কারুকাঙ্ক।’ জসীম, ১৯৩৩।

সুন্ধি **বি** শালগা। ‘সুন্ধি কেতলী সম সাজাইআ দহী।’ বড়ু, ১৪৫০।

সুন্ন [স। শূন্য] **বিশ** শূন্য। ‘সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহ রে পাস।’ চর্য্য ১, ১২০০।

সুন্নত [আ।] **বি** পুরুষদের অম্রভাগের চামড়া কাটার আধা-ধর্মীয় রীতি। ‘সুন্নত করিয়া নাম বোলালা হাজাম।’ মুকুন্দ, ১৬০০; ‘বী বাহাদুরের হেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি।’ হেতুম, ১৮৬১।

সুন্নি, **সুন্নী** [আ। সুন্ননি] **বি** মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। **বিদ্যা**, ১৮৯১; ‘মুসলমান, - শিয়া, সুন্নী, বানাসী, সার্বী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।’ রোকেয়া, ১৯২৪; ‘ইহা সুন্নিগণ সহ্য করিবে কোন প্রাণে?’ জামায়াত, ১৯৩৯।

সুন্ধ্য [স। শূন্য] **বিশ** খালি। ‘সুন্ধ্য ঘরে থুইয়া সিতা লক্ষন চলিল।’ মালাধর, ১৫০০। **দ্র** শূন্য

সুপ [স। সুপ; ই সুপ] **বি** খোল; তরল খাবারবিশেষ। ‘স্নাক্ষিবে মুসুরি সুপ দিখা টাংজল।’ মুকুন্দ, ১৬০০; ‘এক চাচ্য গরম সুপ মুখে লইয়াই তিনি ভৎক্ষণাং তাহা ভোজন পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯; ‘সুপ, কাটলেট, রোস্ট, পুডি।’ মণীশ, ১৯৬৩।

সুপ-প্রেট [হি।] **বি** সুপ খাওয়ার থালা। ‘একটা সুপ-প্রেটে খানিকটা পাখলা গুড়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুপ [স। সুপ] **বি** চাদুনি; কুলা। **মোনেএল**, ১৭৪৩।

সুপক [স। ১] **বিশ** উত্তমরূপে পেকেছে এমন। ‘অনুপক বৃক্ষ ফল সুপক সকল।’ সুলতান, ১৭০০; ‘সুবাদ সুপক উত্তম ফল।’ মুহাঞ্জর, ১৮১২। ২ **বিশ** প্রবর; তীব্র। ‘রূপ - প্রেম - খ্যাতি - সুপক

বীরের ভিতর ...’ জীবন, ১৯৩০।

সুপক্ষ [স। বপক্ষ] **বি** বপক্ষ। ‘সুপক্ষের সম্বোধে বিপক্ষ পাছে হাসে।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

সুপু [স।] **বিশ** অতি দক্ষ। ‘লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপু।’ বহির্ম, ১৮৭৪।

সুপঠনীয় [স।] **বিশ** সহজে পাঠযোগ্য। ‘এই গ্রন্থ লোকেরদের সুপঠনীয় হইবে।’ দর্পণ, ১৮৩৪।

সুপত্তি [স। ১] **বিশ** অত্যন্ত জ্ঞানী। ‘পরম বৈজ্ঞব্য তেঁহো সুপত্তি আর্ঘ্য।’ কুজদাস, ১৫৮০; ‘সুপত্তি বসিক সুজান।’ মুকুন্দ, ১৬০০। ২ **বি** শাস্ত্রজ্ঞ। ‘এক্ষণে বৈদ্যক শাস্ত্রের সুপত্তি দুষ্প্রাপ্য।’ চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

সুপত্তিতা [স। সুপত্তি] **বিশ** ক্রী বিদুষী। ‘এক সুপ্তা ... সুপত্তিতা, সুলোচনা সোচনপথের পথিক হলেন।’ শ্রীনকট, ১৮৬৩।

সুপথ [স।] **বি** শুভপথ। ‘কুপথ সুপথ জ্ঞান তাহে মন মোহিল।’ ভাষ্য, ১৭৬০।

সুপথ্য [স।] **বি** চিকিৎসার সময়ে রোগীর উপযুক্ত খাদ্য। ‘তিন দিনে কইল রামা সুপথ্য পাচন।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

সুপদ্য [স।] **বিশ** সুন্দর ছন্দবিশিষ্ট। ‘বাঞ্চে বাদ্য সুপদ্য মঙ্গল জয়ধনি।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

সুপবিদ্য [স।] **বিশ** সম্পূর্ণ নিশ্চাপ। ‘কোন পকিৎসভাবা কুমারী, কি সুপবিদ্য অদৃষ্ট যুবা।’ মাইকেল, ১৮৭৩।

সুপরিটেশিয়ান [হি।] **বি** কুসংস্কার। ‘দৈবকর্ম পিতৃকর্মকে সুপরিটেশিয়ান অর্থাৎ প্রমাত্ত্বক বুদ্ধির কর্ম করিয়া থাকেন।’ দর্পণ, ১৮৩২।

সুপারামর্ষ [স। ১] **বি** উত্তম মুক্তি। ‘এক সুপারামর্ষ আছে।’ রাজীব, ১৮০৫। ২ **বিশ** দিকনির্দেশনা। ‘পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপারামর্ষ ছাড়া।’ জীবন, ১৯৫৪।

সুপরি [স। সুপারী] **বি** সুপারি। ‘সুপরি মৌরী খায় না বড়দা।’ অনুদা, ১৯৫৫।

সুপরিকল্পিত [স।] **বিশ** ভালোভাবে পরিকল্পিত। ‘সোজা কথায় সুপরিকল্পিত, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব কার্যক্রম ...’ আজাদ, ১৯৫৪; ‘সুন্দর সুপরিকল্পিত চৌকোবা আসন।’ জসীম, ১৯৬১।

সুপরিকল্পিতভাবে [স।] **ক্রি** বিপ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। ‘সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ...’ আজাদ, ১৯৬৪।

সুপরিচালন [স।] **বি** সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা। ‘রাষ্ট্রের সুপরিচালন ও সুনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সংবাদপত্রের দায়িত্ব অপরিহার্য।’ মাহেনত, ১৯৪৯।

সুপরিচালিত [স।] **বিশ** সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। ‘তাকে সুপরিচালিত করে একটি সুশিলা একব্যক্তি বাদীনতা সময়ে পরিণত করবার ...।’ মহাশেখত, ১৯৫৬।

সুপরিচিত [স।] **বিশ** ভালোভাবে জানাঅনা আছে এমন। ‘তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১; ‘মানুষের মন জিনিষটা তেমন সুপরিচিত নয়।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুপরিচ্ছদ [স।] **বিশ** শোভন শোশাক পরিহিত। ‘আসে পাশে স্বাস্থ্যবান সুপরিচ্ছদ গুটি কয়েক মানুষ।’ মাহেনত, ১৯৪৯।

সুপরিচ্ছন্ন [স।] **বিশ** সুবিন্যস্ত। ‘বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিন্যস্ত সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাকে সহজ

গতি এবং কাঁচকুশলতা দান করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সুপরিচ্ছন্নতা [স] বিশ ভাষ্যেভাবে জানা আছে এমন। 'পাখির তত্বাক্ষর বহনিতর ও ব্যাপারসমূহের বিষয় ... সুপরিচ্ছন্নতা ছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুপরিণত [স] ১ বিশ সুপূর্ণ। 'অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজক সার্থক করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বিশ পরিণতি লাভ করা। 'ঘাটের শিশু বতরুশ না ঘট আকারে সুপরিণত হয় ততরুশ সে মাটি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বিশ পূর্ণ। 'আলবর্তি-তে যে বিকাশের সূচনা তারই সুপরিণত প্রকাশ লেগুনাদে দা ভিকির ব্যক্তিতে।' শিব, ১৯৫৬।

সুপরিণতি [স] বি উত্তম সমাপ্তি। 'আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুদরভাবে সাধারণ প্রকৃতির অধীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।' রবীন্দ্র, ১৮১১। 'এই সর্বোত্তম সুপরিণতির অপর গাঠনিক পরম বিশ্বাসের বিষয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সুপরিপক্বতা [স] বি পরিপূর্ণ বিকাশ। 'তার ... কর্তব্যের আমরা তনি জয় দক্ষ-হয়ে-যাওয়া সেই সুপরিপক্বতার সুখ।' আইজুব, ১৯৭৩।

সুপরিমল [স] বি মধুর গন্ধ। 'অবিল জগত পুণিল সুপরিমলে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুপরিমিত [স] বিশ পর্যাপ্ত মাত্রাবিশিষ্ট। 'সুন্দর সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুপূর্ণলিত সুন্দর' অবল, ১৯২৫; 'তার প্রকৃত ব্যাপ্তি সুপরিমিত বাক্যকারণ সৌন্দর্য দেখে ভারী আনন্দ পেলুম।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সুপরিচ্ছত [স] বিশ সুপরিচ্ছন্ন। 'সেই প্রত্যাগামী যান ও সুপরিচ্ছত পথ বিন্যাসন নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুপরিষর [স] বিশ প্রসারিত। 'গুরুবীর্য সুপরিষর সুপ্রসারিত সোপান।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সুপরিষ্কৃত [স] বিশ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিষ্কৃত হাই ও সুপরিষ্কৃত নাসানলি স্রুতিপোতার হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'সুপাঠ অনুভবের মধ্যে সুপরিষ্কৃত হয়ে উঠত না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুপারীকৃত [স] বিশ ভাষ্যেভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন। 'সুনিশ্চিত সুপারীকৃত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুপার্ণ [স] বি পলকড়। 'সুপার্ণের অরে যেন পানায় ভুজ্বল।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

সুপা [স] সম্প্রদান। 'কি সম্প্রদান করা।' প্রাসের সমান সুপে দিন তেরা হাত।' গবীর, ১৭৬৫।

সুপাঞ্চ [স] ১ বিশ সম্পূর্ণ পাকা। 'বিদিলি হিয়া যেন ডালিখ সুপাঞ্চ।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বি উত্তমরূপে রান্না। 'দুই পরসার বাজারে সুপাঞ্চ হইবার বিষয় কি।' ভবানী, ১৮২৮।

সুপাচ্যা [স] বিশ সহজে পরিণাম হয় এমন। 'বাহা খাই তাহা মাহাতে পুষ্টিকর ও সুপাচ্যা হয়।' বেগম, ১৯৪৮।

সুপাঠক [স] বি সুন্দর পড়তে পারে যে পাঠক। 'সুপাঠক আদ্যা দিব সুনিবে গুণাঞ্চ।' মুহুদ, ১৬০০।

সুপাঠ্য [স] বিশ সহজে পাঠ করা যায় এমন। 'কথাগুলি যে সুপাঠ্য তাহা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সুপাতিত্ব [স] বি উত্তম বিন্যাস। 'কবিতা পরিম্প্রবর্তিতকরে সুপাতিত্ব

হয় না।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সুপাঠ্য [স] ১ বি উৎকৃষ্ট ব্যক্তি। 'মহাপাঠ্য সুপাঠ্য স্বকীরণ ওই।' রামকেশব, ১৭৮০। ২ বি গুণবান ছেলে। 'তুমি সুপাঠ্য তোমার প্রব্রের উত্তর দ্বারা অবশ্যই যথার্থোপদেশ করিব।' ভবানী, ১৮২৩।

সুপাঠী [স] বি বিবাহের জন্য উত্তর পাঠী। 'তত্ত্বও সুপাঠী হুটল না।' জীবন, ১৯০২।

সুপার [স] সুপার। 'বিশ সম্পন্ন।' 'আমি সে পারিব কর্ম সুপার করিতে।' বাহরাম, ১৬৫০।

সুপারগ [স] বিশ বৃহৎ পায়দার। 'বিচারে সুপারগ ছিলেন।' প্যাঠী, ১৮৫৮।

সুপার্য [স] বিশ বৃহৎ পায়দার। 'অব্রে সন্ত্রে সুপার্য হইল মোহাম্মদ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সুপারভাইজার [স] বি তত্ত্বাবধানকারী। 'এ জন মুহম্মদান গণনাভারী, সুপারভাইজার ... নিবৃত্ত হইয়াছেন।' আজাদ, ১৯৪১।

সুপারভাইজারি [স] বি তত্ত্বাবধানের কাজ। 'হাপিমের এজেলির সুপারভাইজারি করিয়া তিনি অরদিনেই বাড়িতে দালান খেঁচিয়াছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

সুপারি [স] বি আত্মপদ। 'মানেএল, ১৭৪৩।

সুপারি, **সুপারী** [স] বি কলবিশেষ; গুণক। 'কালসেল, ১৭৮৯; 'সুপারি আপন স্বীকে দেয়।' দর্পণ, ১৮২৫; 'লবণ ও সুপারী ও তামাক ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়।' বন্দুত, ১৮২৯।

সুপরি [স] সুপারী। বি গুণি আকৃতির কলবিশেষ। 'পিত্তি শনিবারে একটা সুপরি, পয়সা ও সওয়া মুহুরে হলের মুদ্রা বাদেন।' হেজাম, ১৮৬১।

সুপারিটেন্টে, **সুপারিনটেন্টে** [স] ১ বি তত্ত্বাবধায়ক। 'পাঠশালায় সুপারিটেন্টে সাহেবেরা।' দর্পণ, ১৮৩৭; 'ঢাকা মাদ্রাসার তখনকার সুপারিনটেন্টে ছিলেন।' মোহাম্মদী, ১৯৪০। ২ বি পুলিশ কর্মকর্তা। 'খানার সুপারিটেন্টে সাহেব সেই সময় রৌদ ফিরে যাছিলেন।' হেজাম, ১৮৬১।

সুপারিটেন্টে [স] বি মারোগার উপরস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। 'আমি আমার সুপারিটেন্টে সাহেবকে বলবো।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

সুপারিনটেন্টে [স] বি তত্ত্বাবধায়ক। 'হোটেলে পালানো ছেলে সুপারিনটেন্টে সাহেবের কাছে ধরা পড়বে বলে ভয় গায়।' হাই, ১৯৪৭।

সুপারিটেন্টে [স] বি তত্ত্বাবধায়ক। সুপারিটেন্টে সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ ঘোষেন না।' হেজাম, ১৮৬১।

সুপারিটেন্টে [স] বি তত্ত্বাবধায়ক। 'লিটরিকমিটার আফানুনারে সুপারিটেন্টে করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

সুপারিশ, **সুপারিস** [স] বি নিরুপাধ। 'বি অপরের জন্য অনুরোধ। 'অধ্যক্ষ সুপারিশ বৃত্তিয়া বিদায় দেয়।' দর্পণ, ১৮২১; 'ঐ অধ্যাপন ব্যক্তিকে তাহার গুরু পুরোহিত প্রকৃতির সুপারিস আনিয়া দেয়।' ভবানী, ১৮২৩।

সুপারিস চিঠি বি কারও জন্যে অনুরোধ জানিয়ে লেখা চিঠি। 'কাঁদো মুখ করিয়া একদান সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সুপারিশপত্র [স] বি নিরুপাধ+স পত্র। 'বি কোনো কিছুর জন্যে সুপারিশ করে লেখা পত্র।' 'বহর ভিনেক আছে হািমকে ... সুপারিশপত্র দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।' মনসুর, ১৯৫৫; 'চৌধুরীর নিকট

সুপারিসপত্র

সুপারিসপত্র। 'জমীম, ১৯৬১।

সুপারিসপত্র [ফা সিফারিশ+স পত্র] বি কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করে লেখা পত্র। 'সুপারিসপত্রের নম্বর ৮ টাকা।' দর্পণ, ১৮৫১।

সুপারিসি [ফা সিফারিশ] বি অপরের জন্য অনুরোধ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সুপীত [স] বিশ অত্যন্ত দৌরবর্ধনশিষ্ট। 'সভা হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলমেব।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুপীন [স] বিশ অতিশয় পুষ্ট। 'গজেন্দ্র জিনিয়া রক্ত হৃদয় সুপীন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুপীবর [স] বিশ সুপুষ্ট। 'আজ্ঞানুযিত ভুজ সুপীবর বন্ধ।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুপুট [স সুপুট] বিশ সুগঠিত। 'সুপুট নাসা ভিলফুলে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুপুত্র [স সুপুত্র] বি উপযুক্ত সন্তান। 'একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্র।' নজরুল, ১৯২৪।

সুপুত্র [স] বি যোগ্য ছেলে। 'বাপের সুপুত্র হ'য়ে বাস্তবী খোলাে।' গিরিশ, ১৮৮১।

সুপুত্রবতী [স] বি সুসজ্জনের জননী। 'সুপুত্রবতীকে অধিক দূর সাইতে হইল না।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সুপুরুষ [স] ১ বিশ সুন্দর। 'সুপুরুষ গর্ভভ ধরল আনুপূর্ণ।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি সুযোগ্য পুরুষ। 'পণ্ডিতা শনিএ পুত্র হয় সুপুরুষ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি সম্ভব। 'অতি সুদীল সুপুরুষ ধাত্বিক বিচক্ষণ।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি সুন্দর সুগঠিত দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি। 'এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সুপুরুষ, সুপুরুস [স সুপুরুষ] বি প্রেমিক পুরুষ। 'প্রকৃতি পরেবিশ সুপুরুষ গেম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'অতঃ দিস নবরস সুপুরুষ গেম।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুপুষ্ট [স] ১ বিশ স্বাস্থ্যবান। 'শাখায় শাখায় সুপুষ্ট, সছট, সুকট, বিক্রিপক পক্ষী ... কর্ণানন্দ সম্পাদন করিতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। ২ বিশ পরিপাক। 'সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গনের ফল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

সুশেয় [স] বিশ পানযোগ্য। 'গোদুষ্ক স্বভাবতঃ সুশেয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

সুস্ত [স] ১ বিশ নিস্তব্ধ। 'সুস্ত গড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর স্রমে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; 'জলের ধারে সুস্ত গ্রাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ বিশ ঘুমন্ত। 'কুকুশে নির্বোধ নাটক বা সুস্ত সিংহের অঙ্গে হস্তরক্ষণ করিলে সুস্ত।' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'কোথায় সুস্ত্রাশ্রয় সুস্ত সুন্দরীর মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিশ অনড়; স্থির। 'জলের উপর গ্রামের সুস্ত ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুস্ত থাকা ক্রিা নিস্তব্ধ থাকা। 'পাখির যে গান সুস্ত থাকে, এনেছ তাই মৌন নুপুর ভরি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সুস্তরাত্র [স] বি ঘুমন্ত রাত; নিস্তব্ধ রাত। 'এই সুস্তরাত্রো তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সুস্তসলিলপূর্ণ [স] বিশ স্থির জলে ভর্তি। 'হালিকালে সুস্তসলিলপূর্ণ গর্তের মত উজ্জ্বল।' সত্যজ, ১৯২১।

সুস্তাবস্থা [স] বি অপ্রকাশিত অবস্থা। 'প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রস্তাবভাবে অথবা সুস্তাবস্থায় বিরাজ করছে।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সুস্তি [স] বি ঘুম। 'এসো সুস্তি, এসো শান্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুস্তি-অস্তরাল ক্রিবিণ ঘুমের আড়াল। 'ভোরের আগের যে গ্রহের শুক্ল অক্ষরকার 'পরে, সুস্তি-অস্তরাল হতে দূর সূর্যোদয় বনময় পাঠায় নৃতন জাগরণী ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সুস্তিজাল [স] বি ঘুমের আবেশ। 'সুস্তিজালজড়িত নিশীথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সুস্তিভঙ্গ [স] বি নিদ্রাভঙ্গ। 'সুস্তিভঙ্গের আলসেমিটা কাটিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলেছে সূর্য।' কায়সার, ১৯৬২।

সুস্তিমগ্ন [স সুস্তিমগ্ন] বিশ ঘুমে মগ্ন। 'সুস্তিমগ্ন বিহঙ্গনীড় কুসুম কাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুস্তিমগ্ন [স] বিশ নিদ্রিত। 'আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুস্তিমগ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুস্তিময় [স] বিশ ঘুমন্ত। 'কাছের সুস্তিময় নিশ্চন্দ্রীপ গৃহ-গবাঙ্ক চন্দ্রশালা-হর্যামালা।' মূলতর্ক, ১৯৬০।

সুস্তিমৌন [স] বিশ ঘুমে নিঃশব্দ। 'সুস্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকূটরে করিলা প্রবেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সুস্তিসমুদ্র [স] বি শান্ত সাগর। 'সুস্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে চিরজীবন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সুস্তিসুনিবিড় [স] বি গভীর তস্ত্রায় আচ্ছন্ন। 'সুস্তিসুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার ভিমির।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সুস্তোখিত [স] বিশ ঘুম থেকে জাগরিত। 'সুস্তোখিত ব্যমিকে শৃণাল উত্তমোত্তম সর্ববাদি কাহতে ভুলিয়া গেল।' সত্যজ, ১৮১৩।

সুস্তোখিতা [স] বিশ ক্রী ঘুম থেকে জাগরিত। 'সুস্তোখিতা চাকরাণী ব্রহ্মল একটা পোলযোগ উপহিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সুস্তকট [স] ১ বিশ পর্যাপ্ত। 'সুস্তকট হিতৈষণা সন্তোঃ ইবসেন এখনও নাট্যকারদের শীর্ষহাস্য।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিশ মারাত্মক। 'বরঞ্চ অমায় সুস্তকট।' আজাদ, ১৯৫৭।

সুস্তকটাবে [স] ক্রিবিণ অত্যন্ত প্রকটভাবে। 'সর্বদেহে সুস্তকটাবে প্রকাশ পেয়েছে।' তারা, ১৯৪৩।

সুস্তকাশ [স] ১ বিশ স্পষ্ট। 'হেল যথ ব্যাধি নাশ অত্র হৈল সুস্তকাশ।' মূলতর্ক, ১৭০০। ২ বি সুন্দরভাবে প্রকাশ। 'বাজনে পবন বাস, চালনেতে সুস্তকাশ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০; ৩ বি সুন্দর বিকাশ। 'কদমকমলে বাসে কর সুস্তকাশ।' মালিকায়, ১৭৮১।

সুস্তকাশিত [স] বিশ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। 'তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণেক পার্শ্বে সুস্তকাশিত হইল।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'আলোকমায়ার সর্বলক্ষ্যকে সুস্তকাশিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ১ বিশ প্রতিফলিত। 'অন্তরে তার যে মধুমাসুরী পুঞ্জিত, সুস্তকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সুস্তকাশ্য [স] বিশ সুন্দরভাবে প্রকাশিত। 'সুস্তকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্য-ভরা।' ওগ, ১৮৫৮।

সুস্তকৃতি [স] বি ভালো স্বভাব। 'আপনে সর্বো কর্তা, এবং সুস্তকৃতি জ্ঞানে।' আভেনিয়ে, ১৭৪৩।

সুস্তচারিত [স] বিশ ব্যাণকভাবে প্রচার পেয়েছে এমন। 'পেখ ফয়জুদ্দাহর সুস্তচারিত গ্রন্থের নাম 'গোষ্ঠ-বিজয়'।' এনামুল, ১৯৫৫।

সুস্তচর [স] বিশ অত্যধিক। 'সুদীর্ঘ অবসর, সুলব পরিচ্ছদ, সুস্তচর শিষ্টাচার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'তাঁহার সুস্তচর শুষ্করাজির অন্তরালে ঈশ্বরাণী।' বনকুশ, ১৯৩৬।

সুস্তশালীবদ্ধ [স] বিশ সুবিন্যস্ত। 'গদ্যের সুস্তশালীবদ্ধ নিয়মটি।' রবীন্দ্র,

১৯০৭।

সুপ্রাঙ্গীসিদ্ধ [স] **বি** উপম গুণতিতে নিম্ন। 'তহার ... সুপ্রাঙ্গীসিদ্ধ প্রাকৃতিক পদমর্যাদা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।' অক্ষর, ১৮৪৬।

সুপ্রতিপালন [স] **বি** ভালোভাবে পরিচালন। 'ফ্রি কুল সুপ্রতিপালনার্থ ...' দর্পণ, ১৮৩৫।

সুপ্রতিষ্ঠ [স] **১** **বি** পৌরবাচিত। 'সুপ্রতিষ্ঠ সমুখ সম্মুখে দৃশ্য মৈল।' রূপরাম, ১৭৫০। **২** **বি** ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'সুপ্রতিষ্ঠ করিবারে মরসোকে সিংহাসন তব।' সুকীর্ণ, ১৯৩২।

সুপ্রতিষ্ঠিত [স] **১** **বি** যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন। 'সুপ্রতিষ্ঠিত প্রীতিভিক্ত সদস্যর।' মীনবন্ধু, ১৮৬৩। 'আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮। **২** **বি** সুরক্ষিত। 'নিজের সম্পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। **৩** **বি** সুস্বীকৃত। 'উচ্চারণের অবস্থা ঘাই হোক, সর্বত্রই এর বানানের সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। **৪** **বি** সহজ। 'শিক্ষা, চাকরি, সমাজসংঘনিত দেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চ তিন জাতের প্রাধান্য ... আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' শিব, ১৯৫৬।

সুপ্রতুল [স] **বি** যথার্থ। 'তাহার অতিমত কর্তব্য সম্পন্ন করিলেই সেই কর্তব্য সুপ্রতুল হইতে পারে।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৫।

সুপ্রত্যক্ষ [স] **১** **বি** সর্ব্ব দেখতে পাওয়া যায় এমন। 'আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষমুখময় প্রদরলীলাকে কবি একটি সুবিশাল্য ঐতিহাসিক রসভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। **২** **বি** সূক্ষ্ম। 'রূপের স্পষ্টতার যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপের ...' রবীন্দ্র, ১৯২৫। 'এই রইলো আমি রূপের সঙ্গে বাঁধা এই পার্থক্য ভিতরে বাহিরে সুপ্রত্যক্ষ।' অবন, ১৯২৫। 'রাগি বজ্র অশ্লিষ্ট আকাশে সুপ্রত্যক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। **৩** **বি** স্পষ্ট দেখা যায় এমন। 'পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অজস্বিহিত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

সুপ্রথা [স] **বি** সমাজে প্রচলিত উত্তম রীতিনীতি। 'সকোর, কুসংস্কার, কুসংখা, সুপ্রথা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।' বেঙ্গল, ১৯৪৯।

সুস্বকুল [স] **বি** অতিশয় আনন্দিত। 'সুস্বকুল নলিনী - প্রেমানন্দ মন।' মাইকেল, ১৮৬১।

সু-প্রবল [স] **বি** অত্যন্ত প্রবল। 'সেখানে জাগাও সাড়া সু-প্রবল।' ধরনধর, ১৯৪৩।

সুপ্রবাহ [স] **বি** প্রোত। 'বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুপ্রবাহিত [স] **বি** প্রবাহমান। 'সুপ্রবাহিতর বায়ু সুপ্রবাহিত।' মণাররক, ১৯০৮।

সুপ্রভাত [স] **১** **বি** সুন্দর সকাল। 'আজি সুপ্রভাত বৃষ্টি পুহাইল রজনী।' মালারাম, ১৫০০। 'যেদিন আমার অসান হইবে, সেদিনই আমি সুপ্রভাত বলিব।' বঙ্কিম, ১৮৮২। **২** **বি** সকালবেশার অভিনয়ন; শুভ মর্শি। 'এক ইংরেজী এসে অতি দীর্ঘত বসে তাঁদের 'সুপ্রভাত' অভিবাদন করলে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯।

সুপ্রভাতা [স] **বি** সুপ্রভাত। 'বি শুভ সকাল।' 'একি আনন্দ আজি আমার সুপ্রভাতা।' রামরাম, ১৮০২।

সুপ্রয়োগ [স] **বি** সুন্দর প্রয়োগ; যথার্থ ব্যবহার। 'বিভিন্ন অলঙ্কারদির সুপ্রয়োগে কাব্যবানি সুপ্রযোজ্য করে তুলেছেন।' হুই, ১৫৫৪।

সুপ্রশস্ত [স] **১** **বি** সুপ্রশংসিত; চতুর্ভা। 'তহার গমনাগমনের এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তত করা আবশ্যক।' অক্ষর, ১৮৫৪। 'সুপ্রশস্ত স্বর্ণপদ দিয়া

চলিলা দিক্‌শাল-দল শরয় হরশে।' মাইকেল, ১৮৬০। **২** **বি** নানা বাবাবে পূর্ণ। 'রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত জোজনের আয়োজন হয়ে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। **৩** **বি** বড়ানোড়ো। 'হাস্যকৌতুক গল্পগোষ্ঠে এই অনতি-উচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। **৪** **বি** সহজ; অনুকূল। 'এইবার সংক্ষেপে কন্যান্যদের পথ সুপ্রশস্ত হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সুপ্রশস্ত [স] **বি** অতিশয় শাস্ত। 'নন্দী সুপ্রশস্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

সুপ্রসন্ন [স] **১** **বি** অতিশয় সদয়। 'ভক্ত নায়েক মাতা হও সুপ্রসন্ন।' মুকুন্দ, ১৬০০। **২** **বি** অনুকূল। 'প্রিয় বন্ধু সুকুমারের অনুষ্ট কি সুপ্রসন্ন।' মণাররক, ১৮৬৯। '৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২। **৩** **বি** সহায়। 'লক্ষী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন বায়ুন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সুপ্রসন্নতা [স] **বি** আনুকূল্য। 'দ্বিতীয় দিনেও এমন সুপ্রসন্নতা আশা করা বাড়াবাড়ি হবে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সুপ্রসন্ন্য [স] **বি** ঐ অতি প্রসন্ন। 'অতিবাৎ দৌভাগ্য লক্ষী তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন্য হইলেন।' নবদল, ১৮৯৮।

সুপ্রসিদ্ধ [স] **১** **বি** ব্যাপ্তিসম্পন্ন। 'চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ সৈন্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭। **২** **বি** সুপ্রতিষ্ঠিত। 'আমুর্বেশীর সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

সুপ্রাচীন [স] **বি** অতিশয় প্রাচীন। 'এই সুপ্রাচীন গ্রন্থে অর্ধবিশোত, বাসিষ্ঠ্য ও বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা-সংক্রীয় এসব দেখিতে পাওয়া যায়।' অক্ষর, ১৮৪৮।

সুপ্রাণ্য [স] **বি** সহজ পাওয়া যায় এমন। 'অভিভাবিকার চেয়ে ঢের সুপ্রাণ্য।' জীবন, ১৯৩২।

সুপ্রিয়কোট, সুদ্রীমকোট [স] **বি** সর্বোচ্চ আশাল। 'সুদ্রিমকোটের জুরিঘরে।' দর্পণ, ১৮২৫। 'সুদ্রিম কোট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বঙ্গের হইল।' দর্পণ, ১৮৩০। 'সুদ্রীমকোটের দ্বিতীয় বিচারপতি প্রীমুত স্যার জন পিটার এ্যাট প্রকৃতি অনেকোকে সন্তোষ বাকি ...' হুইকর, ১৮৪৭।

সুখিরবাদিনী [স] **বি** ঐ মিষ্টভাষী। 'শরয় সুদর্শী তিনি সুখিরবাদিনী।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সুখীত বিপ প্রসন্ন। 'সুখীত যনে তাহাদিগকে কহিলেন।' অক্ষর, ১৮৪৭।

সুফলা [স] **১** **বি** ফল। 'সফল সুফল করি সুখে সুতেল।' চর্য্য ৩৬, ১২০০। **২** **বি** ভালো পরিণাম। 'ইহাতে অবশ্যই সুফল দর্শিবে।' দর্পণ, ১৮৩৩। **৩** **বি** ভালো ফল। 'হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। **৪** **বি** উপকার। 'মহতের আশ্রয়ে থাকিলে সকল সময় যদি বা কোনো প্রত্যক্ষ উপকার না পাওয়া যায় তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষ সুফল আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুফলদায়ক [স] **বি** শুভকর। 'জ্ঞাতির পক্ষে কখনও সুফলদায়ক নহে।' এসলাম, ১৯৩৫।

সুফলপ্রদ [স] **বি** ভালো ফল দেয় এমন। 'আশা করা যায় তা সুফলপ্রদ হবে।' মাহেনত, ১৯৪৯।

সুফলা [স] **১** **বি** ঐ উৎকৃষ্ট ফল জন্মে এমন। 'তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই ... সুফলা সুফলা জন্মী জনভূমির দর্পন পাইরাছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। 'আমি দেশকে যা বলিয়ারি, আর কাহাকেও যা বলি নাই, কেননা, সেই সুফলা সুফলা ধরনী ভিত্তি আমরা অনন্যমাতৃক।' বঙ্কিম, ১৮৮২। **২** **বি** সহজে ফল জন্মে এমন। 'আমাদের জনভূমি সুফলা সুফলা, চাষ করিয়া ফল পাইতে

কট নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সুফল [স সু+ফা ফল] বি ভালো ফল। 'এই এক নূতন ও অকুট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সুফল জন্মিতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩১।

সুফি, সুফী [আ সুফী] বি মুসলমান মরমি সাধক, যারা মনে করেন প্রাচীর সবে সৃষ্টির সম্পর্ক প্রেমের। 'পেড়ায়ার শাহ সুফি দুনিয়ায় বিহিত।' গল্প, ১৭৬৫; 'তিনি হয়তো বা সুফি-দরবেশও ছিলেন।' নজরুল, ১৯০০।

সুফীকবি বি সুফি মতাবলম্বী কবি। 'এ সাহিত্যের উজ্জ্বলতম দিনে রহস্যবাহী সুফিকবিরা ...।' মাহেনা, ১৯৪৯।

সুফীপ্রভাব [আ সুফী+স প্রভাব] বিণ মুসলিম মরমি সাধনার প্রভিঞ্চন। 'মুসলমান বাউলদের ওপর সুফীপ্রভাব পড়ায় তারা আরও বিশেষভাবে তত্ত্বাবেধী।' হাই, ১৯৫৪।

সুবাংশ [সি বি অভিজাত বংশ] 'সৌন্দর্যভিমানী অমায়িক সুবংশের ছেলের জন্য ...।' জীবন, ১৯৩২।

সুবক্তা [সি বিণ চমৎকার ভাষণদানকারী] 'কোন পরিহাস-প্রিয় সুবক্তা পুরুষ ভাষার পিতাকে ক্লিঙ্গাস করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সুবন্ধিম [সি বিণ ভালোভাবে বাক্যনো] 'মলয়াবাসের তীর সুবন্ধিম।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সুবচনী [সি বি হিন্দু লৌকিক দেবীবিশেষ] 'সুবচনী পূজা করি মনকামনা সিদ্ধি করিলে।' কেরি, ১৮০২।

সুবচনি [সি সুবচনী] বি হিন্দু লৌকিক দেবীবিশেষ। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনি পূজা দিলেন।' তবানী, ১৮২৫।

সুবঙ্গ [সি সুবর্ণ] বিণ সুবর্ণ; সোনা। 'হাথে তুলী লৈল কাফাঙ্কি সুবঙ্গের বাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

সুবৎসর [সি বি শুভ বৎসর] 'দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক ...।' চুক্তি, ১৮৭৪।

সুবদনী [সি ১ বিণ সুন্দর মুখের অধিকারী। 'সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি স্ত্রী সুন্দর মুখের অধিকারী। 'শুন ওলো সুবদনি, বদনকমলখানি ...।' মদনমোহন, ১৮৩৪; 'শোন সুবদনি, কহিতে সরম-কথা।' গিরিশ, ১৮৯৬।

সুবক্ত [সি বিণ (সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা) সুপ্ অর্থ্য বিভক্তি যুক্ত হয়েছে এমন] 'ওরফবাক্যে সিআ কর্তৃ চিহ্নিল অনেক বর্ণ অষ্টশবি সুবক্ত পালিন।' মুহুদ, ১৬০০।

সুবন্দোবস্ত [সি ১ বি উন্নত ব্যবস্থা] 'আমি রাজপুত্রগণের যুদ্ধের যে সুবন্দোবস্ত দেখিয়াছি ...।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ২ বি সুন্দর ব্যবস্থা। 'তার স্রাম পান বেশপরিবর্তনের আশ্রয় সুবন্দোবস্ত আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'পানির কলের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম।' মনসুর, ১৯৩৫।

সুবল্ল [সি সুবর্ণ] বিণ স্বর্ণনির্মিত। 'সুবল্ল অশ্রুর সোতে বলদা দুই করে।' মালাধর, ১৫০০।

সুবর্ণ [সি ১ বি সোনা। 'কোথা হইতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ সোনা দিয়ে তৈরি। 'একদিন উঠিয়া সুবর্ণ নিংহাসানে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বিণ সোনালি। 'সুবর্ণ গোখিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী অযাত্রিক পাণ দরশন।' মুহুদ, ১৬০০। ৪ বিণ সুন্দর রঙবিশিষ্ট। 'ভীতরক্ত সুবর্ণ নিবন্ধ শাখামূল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ৫ বি স্বর্ণমুদ্রা। 'তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সুবর্ণ আলর [সি বি স্বর্ণনগরী] 'কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, সুবর্ণ আলর।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুবর্ণ-কবচ [সি বি সোনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কারবিশেষ] 'উক্ত কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ-কবচ।' মাইকেল, ১৮৬১।

সুবর্ণকার [সি বি স্বর্ণকার] 'এক জন যুবা সুবর্ণকার এই কৌটটি প্রস্তুত করে আনয় দেয়।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

সুবর্ণকুঞ্জ [সি বি সোনার তৈরি কানের অলঙ্কারবিশেষ] 'সুবর্ণকুঞ্জ কর্ণে স্বর্ণারদ বালা/পায়েতে নুপুর বাজে কঠে পুষ্পমালা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুবর্ণ-খচিত [সি বিণ সোনার কাজ করা] 'পতাকারাজীর সুবর্ণ-খচিত পূর্ণতারার চমকপ্রদ কিরণ।' মথুরারক্ষ, ১৯০৮।

সুবর্ণগর্ভা, **সুবর্ণগর্ভা** [সি বিণ গর্ভ থেকে সুসন্ধান জন্মে এমন] 'যাবদীর্ঘ লোক তোমাকে সুবর্ণগর্ভা কহিবেক।' রাজীব, ১৮০৫।

সুবর্ণ-গোখিকা [সি বি সোনালি রঙের গুইসাপ] 'সুবর্ণ গোখিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী।' মুহুদ, ১৬০০।

সুবর্ণজড়িত [সি বিণ স্বর্ণখচিত] 'সুবর্ণজড়িত যেন হিয়া।' মুহুদ, ১৬০০।

সুবর্ণ-ভট্টনী [সি বি কলিত সোনালি জলের নদী] 'বহে নিরবধি নদী কলকল্যে কল - সুবর্ণ-ভট্টনী।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুবর্ণদায়ী [সি সুবর্ণদায়ী] বিণ স্বর্ণদানকারী। 'এক ভরি পরিমিত সুবর্ণদায়ী কুতলবয় রাজাকে দিলেন।' যতুগুণ, ১৮১২।

সুবর্ণদায়ী [সি সুবর্ণদায়ী] 'রামায়ণে যবদীপ ও সুবর্ণদায়ীর পৃথক পৃথক নিশেধ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুবর্ণপঙ্কজ [সি বি সোনার পাতা] 'কামিলা দাদশ জনা সতে হয়া দৃশ্যনা গড়ে তারা সুবর্ণপঙ্কজ।' মুহুদ, ১৬০০।

সুবর্ণপদ্ম [সি বি সোনার পদ্ম] 'এই সরোবরে সুবর্ণপদ্ম বিরাজ না করিলেও, ইহার নৈসর্গিক সুমহার তুলনা নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুবর্ণপ্রতিমা [সি বি সোনার মূর্তি] 'সর্বক অসু-নির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা-ভান সর্বক অসু সুলক্ষণময়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুবর্ণপ্রভ [সি বিণ সোনালি] 'ভলির মত অজলির গায়ের রঙ অত সুবর্ণপ্রভ না।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

সুবর্ণফুল [সি সুবর্ণ+ফুল] বি সোনার ফুল। 'কেহ তুলিলা সুবর্ণফুল।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুবর্ণবনিক [সি বি সোনা ব্যবসায়ী; বণিক সম্প্রদায়বিশেষ] 'সুবর্ণবনিক সেসে রক্ত কাম্বল কয়ে।' মুহুদ, ১৬০০।

সুবর্ণ-বরণ [সি সুবর্ণ+স বর্ণ] বিণ সোনালি রঙের। 'রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ - পড়িল টোদিকে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুবর্ণমণ্ডিত [সি বিণ সোনার মোড়ানো] 'নহে যজ্ঞযজ্ঞ ও-ফলক সারি সারি সুবর্ণমণ্ডিত।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুবর্ণমাল্য [সি ১ বিণ সোনা দিয়ে তৈরি] 'ভাবার অভ্যন্তরে কীর্তিদেবী এক সুভার সুবর্ণমাল্য সিংহাসনে উপবিষ্ট।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ সোনার টুকরার মতো। 'সুবর্ণমাল্য ভাঙুপুসে সে ত্রয় নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলো এমন কী অন্যায় কার্য হই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সুবর্ণমাজনী, **সুবর্ণমাজনী** [সি বি সোনার বাড়] 'সুবর্ণমাজনী

লৈয়া করে পথ সমোজ্জন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুবর্ণরোণ [স] বি উত্তম সুযোগ; সুবর্ণ সুযোগ; গোভেন অপরতুনিটির অনুবাহ। 'আজ তাই সুবর্ণযোগ সে হাত ছাড়া করলো না।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সুবর্ণরচিত [স] বিণ সোনার তৈরি। 'সুবর্ণরচিত নিল অসুরি পাশুলি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুবর্ণ-রশ্মি [স] বি সোনালি আলো। 'বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।' মাইকেল, ১৮৬৫।

সুবর্ণরেখা [স] বি একটি নদীর নাম। 'ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সুবর্ণরেশু [স] বি সোনার রণা। 'নদীবালু হয়ত সুবর্ণরেশু মিশানো।' বিজুতি, ১৯৩১।

সুবর্ণলঙ্কা [স] বি (হিন্দু পুরাণ) স্বর্ণের মতো ঐশ্বর্যপূর্ণ লঙ্কাপুত্রী। 'সমীচের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা।' সুধীন্দ্র, ১৯২৮।

সুবর্ণ-লতিকা [স] বি স্বর্ণলতা। 'মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত, স্বীর দেখে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুবর্ণসদন [স] বি স্বর্ণমন্দির। 'বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণসদন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুবর্ণ সুযোগ [স] বিণ উত্তম সুযোগ। 'তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না।' নজরুল, ১৯২২।

সুবর্ণ-সুখ [স] বি সোনালি আঁশ। 'এর জন্য একে ... সুবর্ণ-সুখ বলা হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সুবর্ণ [স] সুবর্ণি বি সোনা। 'সুবর্ণের পাক সুবর্ণের মুরতি।' মালাধর, ১৫০০।

সুবর্ণ [স] সুবর্ণি বিণ সোনা। 'মারিতি রূপে কেহো সুবর্ণ মুণি বৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সুবর্ণ [স] বি পরিমিত বৃষ্টি। 'বহুক হাওয়া ছুরের ধারে - হ'বে সুবর্ণ।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সুবলন [স] বিণ সূচ্য। 'হেমজন্তু প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সুবলয়িত [স] বিণ শক্তিসম্পন্ন। 'জটিল সুবলয়িত দেহাবয়বে অল্প কয়েকবাক্য অলঙ্কার।' অনুরা, ১৯২৯।

সুবলিত [স] ১ সুগঠিত। 'সুবলিত হস্তদ কমলনয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ শক্তিশালী। 'সুবলিত এক তনু করিলা সৃজন।' সুলতান, ১৭০০।

সুবসুখারিণী [স] বি স্ত্রী বিশেষ রত্ন ধারণকারী। 'কোথা সে বসুধা শ্যামা, সুবসুখারিণী তোমার?' মাইকেল, ১৮৬০।

সুবহ-সাদেক, **সুবহে-সাদেক** [আ] বি উষা; ভোর। 'বুকের রক্তে সুবহসাদেক আনিয়া হলে শহীদ।' নজরুল, ১৯৩৭; 'এই সুবহসাদেকের পঞ্চদ্বীপিতে ছিল যে অঙ্কুরা রাহি।' বেগম, ১৯৪৭।

সুবা [কা সুবাহ] বি প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'লুটিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী/সেই পাশে তিন সুবা হইল নারকী।' জগত, ১৭৩০।

সুবাদার [কা] বি প্রাদেশিক শাসনকর্তা। 'গুত্তবা ওগিদে সেবা আছে সুবাদার।' গল্পীব, ১৭৬৫; 'সুবায় সুবাদারেরা বৈষ্ণবচারী।' বঙ্কিম,

১৮৭৯।

সুবাদারি [কা সুবাদার] বি প্রাদেশিক শাসকের পদ। 'তিনিই সুবাদারি কার্যে নিযুক্ত হইলেন।' রামরাম, ১৮০১।

সুবাভাস [স] বি অনুকূল বায়ু। 'ওরে এমন সুবাভাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে বৈলো।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

সুবাদ [স] বি সম্পর্ক। 'সব জ্ঞাতি নয়, যাদের সঙ্গে সুবাদ বেশ ঘনিষ্ঠ।' শওকত, ১৯৭০।

সুবাদক [স] বি দক্ষ যন্ত্রদ্বী। 'যেমন সুপায়ক সুবাদক হইতে গেলে বহু পরিশ্রম করিতে হয়।' শরীফুল্লাহ, ১৯০১।

সুবান [আ] বিণ চমৎকার। 'বড়ই ছুরং তার দেখিতে সুবান।' গল্পীব, ১৭৬৫।

সুবানী [স সুবানী] বি সুমিষ্ট কথা। 'কিসনরাম কহ সুবানী।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

সুভাস [স] বি সুগন্ধ। 'জাতকি ও কেতকি কুসুম সুভাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুবাস-আভাস [স] বি সুগন্ধের আভাস। 'সুবাস-আভাসখানি মনে হয় যেন জানি, রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

সুবাসভরা [স সুবাস+ভরা] বিণ সুগন্ধযুক্ত। 'শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসভরা।' বিজুতি, ১৯৩১।

সুবাস-রেশু [স] বি সুগন্ধি রেশু। 'দুইধারে ঘন কেয়ার কুঞ্জ ছড়িয়ে সুবাস-রেশু।' জসীম, ১৯৫১।

সুবাসানুরাগ [স] বি সুগন্ধের প্রতি অনুরাগ। 'যশের সুবাসানুরাগ না হয় কবিতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়।' মজতাবা, ১৯৬০।

সুবাসিত [স] বিণ সুগন্ধযুক্ত। 'সুবাসিত জল নব্য পাঠে সমর্পিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তবে সুবাসিত করও গজদাঁটের ধরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুবাসিনী [স] বি স্ত্রী সুগন্ধযুক্ত নারী। 'আয় সুবাসিনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

সুবাসী [স] বিণ সুগন্ধী। 'সেদিন এনেছে সুবাসী তেল।' অঙ্গাউকিন, ১৯৫৮।

সুবিক্রেয় [স] বিণ সহজে বিক্রয়োযোগ্য। 'সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সুবিক্ষ্যাত [স] বি পুং বিখ্যাত। 'ঐ স্বধীর সুবিক্ষ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমস্ত প্রতিবিম্বিত।' জ্ঞানদেবশেখর, ১৮৩৮।

সুবিক্ষণ [স] ১ বিণ অতিশয় বুদ্ধিমান। 'তিনি একজন খ্রীষ্টবিশ্বপুণ্য ও সুবিক্ষণ বটেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫। ২ বি সঠিক বিবেচনা বোঝে সম্পন্ন। 'আমাদের সুবিক্ষণ লেটনট বাহাদুর।' সোমজকাশ, ১৮৭৩।

সুবিচার [স] ১ বি ন্যায় বিচার। 'হাকিম তাহাদের সহায় হইয়া সুবিচার করিতেছেন।' সুলভ, ১৮৭৩। ২ বি যথাযথ বিবেচনা। 'তারা অন্য জাতির প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুবিচারক [স] বিণ ন্যায় বিচারকারী। 'আমারদিশের খ্রীষ্টান গবর্ণমেন্টে আপনারদিশাকে সুভা, সুবিচারক এবং প্রজা হিঁতেই বলিয়া যে অভিমান করেন ...' প্রজাকর, ১৮৫১।

সুবিচারকতা [স] বি সুবিচার। 'জিলা নবাবীশের মাজিস্ট্রেট শ্রীযুত

আর সি হলকট সাহেবের সুবিচারকতা'। দর্পণ, ১৩৩৩।

সুবিচারিত [স] বিণ সুন্দরভাবে বিচার করা হয়েছে এমন। 'ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্নেন্ট'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুবিচার্যকারী, সুবিচার্যকারী [স] বিণ সুবিচারক। 'সুবিচার্যকারী দয়াদ্রুতিত শ্রীবিজয়মিত্যের ভুল্য কেহ নাই'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সুবিচিত্র [স] বিণ সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'সেখানে পথের রেখাও যেমন মুক্ত পথের রূপও তেমন সুবিচিত্র'। অবন, ১৯২৫।

সুবিজ্ঞান [স] বিণ খুব নির্জন। 'সুবিজ্ঞান নিলয়ে বাসা বিরহবিষয়'। রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'জ্যোৎস্না অনিমিষ, চারি দিক সুবিজ্ঞান'। রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুবিজ্ঞ [স] ১ বিণ পাণ্ডিত্য আছে এমন। 'সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ ঘরা, বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া ...'। বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বিণ চালাক। 'এক চতুর শৃণাল একদিন এক সুবিজ্ঞ বরকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সুবিজ্ঞতম [স] বিণ সবচেয়ে বিজ্ঞ। 'আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য ...'। মাইকেল, ১৮৫৯।

সুবিদ্যা [স] বিণ সুযোগ। 'সকালে বিকালে এমণের অতিসুবিদ্যা হইবেক'। দর্পণ, ১৮২০।

সুবিদিত [স] বিণ ভালোভাবে জানা আছে এমন। 'সুবিদিত উজ্জানি সমাধে'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সুবিদ্য [স] বিণ সুবিধান। 'সুবিদ্য হইয়া তুমি না ভাবিলে মনে'। মালাধর, ১৫০০।

সুবিদ্যা [স] ১ বিণ অনুকূল। 'বহুকালাবধি রেজকী ... চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিদ্যা হইত'। চন্দ্রিকা, ১৩০০। ২ বিণ সুযোগ। 'বাত্তবিক এ সুবিদ্যা ত্যাগ করা সাধারণ লোকের কর্ম নয়'। অক্ষয়, ১৮৪৮। ৩ বিণ উপায়। 'মশাকে জড়াইয়া ধরিবার কোনো সুবিদ্যা হইয়া উঠে না'। রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৪ বিণ লাভ। 'বাংলা-সুবিদ্যের শিখিবার এক বিশেষ সুবিদ্যা এই যে বাংলায় নূতন কথা বলা যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৫ বিণ জুসেই। 'তোমাদের কাহকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিদ্যা হইবে না'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সুবিদ্যা-অসুবিদ্যা [স] বিণ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা। 'কোনো সুবিদ্যা-অসুবিদ্যার কথা চিন্তাই করিনি'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সুবিদ্যা করা ক্রি উপায় করা। 'উষ্ম পর্বের দরকার হয় তো আমি সুবিদ্যা করে দিতে পারি'। গিরিশ, ১৮৮৬।

সুবিদ্যাবাদ [স] ক্রিবিণ সুবিদ্যা অনুযায়ী। 'বণিকেরা সুবিদ্যাক্রমে হুল ও নদীযোগে বিকিষ রাডো লইয়া যাইত'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুবিদ্যাজনক [স] বিণ উপযোগী; অনুকূল। 'স্থানটি সুবিদ্যাজনক হওয়ায় ... পদ্মদ্রব্য পরিচালিত করিত'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

সুবিদ্যাবান [স] বিণ সুবিদ্যা-মুদ্রা দর। বি অল্প দাম। 'গ্রামের বাড়ির কাছেই ক' বিদ্যে জমি পাওয়া যাচ্ছে সুবিদ্যাবান'। ময়ান, ১৯৬৮।

সুবিদ্যাবাদ [স] বিণ ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু সুবিদ্যার কথা বিবেচনা। 'সুবিদ্যাবাদের আশ্রয়প্রাপ্তি বার্ষপতর অজুহাতে?' মানিক, ১৯৪৭।

সুবিদ্যাবাদিত্ব [স] বিণ ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু সুবিদ্যার কথা বিবেচনা। 'হিন্দু মুসলমানের সুবিদ্যাবাদিত্বের পথ হলো আরও পরিষ্কৃত'। উমর, ১৯৬৬।

সুবিদ্যাবাদী [স] বিণ ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে কাজ করে এমন। 'তাহলে সবাই সুবিদ্যাবাদী আপনারা'। বিকৃতি,

১৯৩১।

সুবিদ্যাতোষী [স] বিণ অন্যায় সুযোগ ভোগকারী। 'কতিপয় সুবিদ্যাতোষীদের জীবনের সংগঠন'। বেশম, ১৯৫২।

সুবিদ্যামতো [স] ১ ক্রিবিণ সুযোগক্রমে। 'সুবিদ্যামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে ...'। রবীন্দ্র, ১৮৯১। বিণ সুবিদ্যাজনক। 'কয়লাতোলা এবং সৈন্যানিবাসের পক্ষে একটি সুবিদ্যামতো আড্ডা হয়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ ক্রিবিণ ভালোরকম। 'সৈনি পড়া সুবিদ্যামত হইলই না'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। বিণ জুসেই। 'একদিন সুবিদ্যামতও তেমন সুবিদ্যামতো নাই'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ক্রিবিণ সুবিদ্যা হবে এমন। 'মানুষের দুর্বলতার মাশে ধর্মকে সুবিদ্যামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

সুবিদ্যামোহ [স] বিণ সুযোগমতো। 'একসময় বিশেষ সুবিদ্যামোহে কলিকাতার পালাইয়া গেলাম'। রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুবিদ্যাপ্রকাশী [স] বিণ সুবিদ্যা-প্রকাশকারী। বিণ সুবিদ্যাবাদী। 'একদল সুবিদ্যাপ্রকাশী এবং কয়েকটি স্বার্থীও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে'। আজাদ, ১৯৬৩।

সুবিদ্যা হওয়া ক্রি সুযোগ হওয়া। 'আজ আপনার সঙ্গে কথাবার্তার সুবিদ্যা হবে না'। রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সুবিদ্যে [স] বিণ সুবিদ্যা। 'তাতে সুবিদ্যে হচ্ছে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না'। রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুবিদ্যাবাদী [স] বিণ সুবিদ্যাবাদী। বিণ ন্যায়-অন্যায় বাদ দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে কাজ করে এমন। 'মানুষ শত সহজবান্দী, সুবিদ্যাবাদী, স্বার্থবাদের হলেও ...'। বাখা পায়'। জীবন, ১৯৩১।

সুবিদ্যান [স] বিণ উত্তম নিয়ম; সুব্যবস্থা। 'সব সুবিদ্যান দান দেহ ত আকারে'। বড়ু, ১৪৫০।

সুবিধি [স] বিণ সুবিধা। 'সুবিধির বিধ বিদিত জগতে'। মাইকেল, ১৮৬১।

সুবিদীত [স] বিণ শিষ্ট। 'অবিনীত অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সুবিদীত হইয়া উঠিল'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুবিদীতা [স] বিণ স্ত্রী বিনয়ী। 'সুবিদীতা, বশব্দা, রোজা-পালিনী'। বেশম, ১৯৪৮।

সুবিদ্যাত্ত [স] বিণ যথাস্থানে সুন্দরভাবে সাজানো আছে এমন। 'সুবিদ্যাত্ত পক্ষ্মর রজত ও হরিদ্রা বর্ণে পরমসুন্দররূপে চিত্রিত'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুবিপুল [স] বিণ অতি বড়ো। 'দিল্লীর দরবার-নামক একটা সুবিপুল অতুলি'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সুবিবাহ [স] বিণ ভালো বিয়ে। 'ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্য লাভ'। বৃন্দা, ১৫৮০।

সুবিবেচক [স] বিণ বিচক্ষণ। 'মহাশয়ের সুবিবেচক পাঠকদিগের নিমিত্তে ...'। দর্পণ, ১৮২৭।

সুবিবেচনা [স] বিণ সুবিচার। 'সুবিবেচনা পূর্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের মঙ্গলজনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন'। বন্দুত, ১৮২৯।

সুবিবেচনাসিদ্ধি [স] বিণ সুবিচারসম্মত। 'এই সুবিবেচনাসিদ্ধি নিয়মে সর্বদেশীয় শিক্ষকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুবিবেচিত [স] বিণ সুন্দরভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এমন। 'সুবিবেচিত লক্ষ্য ও আদর্শের বিরোধিতা'। আজাদ, ১৯৪৭; 'তাকে

সুবিবেচিত কল্যাণের পথে পরিচালনার নির্দেশই সাংবাদিক প্রদান করবেন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সুবিভক্ত [স] *বিণ* যথার্থভাবে শ্রেণীবদ্ধ। 'জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিভ্যত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করে ...' *সুনীলমুখো*, ১৯৭০।

সুবিদ্যাল [স] *বিণ* অত্যন্ত বিরল। 'সীরবাসীরব সেই সৌম্য নীনবেশ/ সুবিরল, নাহি যাচ্ছে চিত্তাচেষ্টাশেষ?' *রবীন্দ্র*, ১৯০১।

সুবিলাসী [স] *ক্রিবিণ* সীলায়িত ভরিতে। 'কীর্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সুবিশাল [স] *বিণ* অতিশয় বৃহৎ। 'গ্রাসিছে তাঁদের কায় ফেলিয়া আঁধার ছায়া সুবিশাল রাহুর আকার।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪; 'আমিও এই ঋতু-বৃষ্টি-বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সুবিধ [স] *বি* সুদের পৃথিবী। 'কে সুক্ষিলা এ সুবিধে।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

সুবিভর *বিণ* বিকীর্ণ। 'তুমি একটি সুবিভর মনোরাজ্য দখল করিয়া রাখিয়াছ।' *অক্ষয়*, ১৮৫৬।

সুবিভার [স] *বিণ* বিভারিত। 'সেসব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিভার।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

সুবিভীর্ণ [স] *বিণ* সুপ্রশস্ত। 'সুবিভীর্ণ ভারতভূমি অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'সুবিভীর্ণ প্রান্তরের বন্ধের উপর ... জড়শয়ানে শয়ান রহিয়াছি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুবিভূত [স] ১ *বিণ* বিশাল। 'বঙ্গভূমি এক্ষণে একটি সুবিভূত রুগ্ননিবাস হইয়া উঠিয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬। ২ *বিণ* বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়িত। 'এমন।' *বোম্বাইয়ের সুবিভূত গর্জন*। *বৃদ্ধ*, ১৯৭১।

সুবিভূতা [স] *বিণ* সুপ্রশস্ত। 'বৈধ সুবিভূতা পুরী অক্ষরকুণ্ডল'। *বঙ্কিম*, ১৮৭৩।

সুবিহিত [স] *বিণ* যথোচিত। 'বৈষয়িক কর্ম সম্পাদনের সুবিহিত রীতি অবলম্বন ... করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯; 'একটি সুবিহিত শৃঙ্খলার ভাব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সুবীর [স] *বিণ* অতিশয় বীরে। 'ভূমিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুবুদ্ধি [স] *বি* তত্ত্ববুদ্ধি। 'পরম সুবুদ্ধি করি সবে বাধানিল।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমাদের অতীত সুবুদ্ধি হয়নি এখনো।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুবুদ্ধিবশত [স] *ক্রিবিণ* তত্ত্ববুদ্ধি হেতু। 'সুবুদ্ধিবশত ওরূপ দাঙ্কিততা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সংগত।' *প্রমথ*, ১৯১৩।

সুবুদ্ধী *বিণ* চমৎকার বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। 'একটা বড় সুবুদ্ধী সিংহরি মাদি বাছা।' *ক্যালসে*, ১৭৯৫।

সুবুদ্বী [স] *সুবুদ্ধি* *বিণ* সুচতুর। 'পথে জারিচর্চ কথা কহে সুবুদ্বী বড়ার।' *বড়ু*, ১৪৫০।

সুবৃষ্টি [স] *বি* প্রচুর বর্ষণ। 'ভবে সেই পুরে ইস্র সুবৃষ্টি করিল।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবৃহৎ [স] ১ *বিণ* বৃহৎ। 'চতুর্দিকে স্থলবেষ্টিত নিসর্গসম্বৃত সুবৃহৎ জলাশয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪। ২ *বিণ* বৃহৎ প্রসারিত। 'সীমা উত্তীর্ণকরণ এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪।

সুবে [স] *বি* প্রদেশ। 'সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার।' *দর্পণ*, ১৮২১। *দ্র* সুবা

সুবেদার [স] *বি* সুবেদারের কাজ। 'সুবেদারি পদপ্রাপ্ত

হইয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮২৪।

সুবেদী [স] *বিণ* সুবেদনশীল। 'সুবেদী সঙ্করণ এবং অনুদানী ধর্মপ্রবাহ মিলে যে প্রতিরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল ...' *শিব*, ১৯৭৩।

সুবেশ [স] ১ *বি* উত্তম সজ্জা। 'নেত বসন রাখা পিঙ্গিলে সুবেশ।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বি* অভ্রূষন। 'একদিন পাঁচ সাত দশজন সুবেশ কর্তৃব কোন মহত্ব্য আর্বরনা পরিহার করা ...' *আজাদ*, ১৯৫৬।

সুবেশধারী [স] *বিণ* উত্তম পোশাক পরিহিত। 'ওই গাড়ি সুবেশধারী স্থলকায় শ্বায়েদীটিতে ...' *মানিক*, ১৯৩৭।

সুবেশা [স] *বিণ* স্ত্রী সুন্দর সাজসজ্জামুখ। 'সুবেশা স্বভাব রসে সদ কাল ফিরে সঙ্গে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুবেস [স] *সুবেশা* *বি* উত্তম সাজসজ্জা। 'বামিরে সেবএ কেহো সুবেস করিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবেসা [স] *সুবেশা* *বিণ* স্ত্রী উত্তম সাজসজ্জা। 'অনেক সুবেসা নারি পরিচারক করি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুবেহ *সাদেক*, *সুবেসাদিক*, *সুবে সাদেক* [আ] *বি* উষাকাল: প্রাতঃকাল। 'এখন সুবেহ সাদেক - মোয়াজ্জিন আছান দিতেছেন। *যোকেল*, ১৯৩০; 'সুবেসাদিকের স্পন্দন যেন আরো মৃদু হয়ে আসে।' *করকর*, ১৯৪৩; 'সুবে সাদেকের সূর্যের প্রতিশ্রুতি এবং টুকরো কালোমেঘ এসে ঢেকে ফেলে।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯; 'সুবে-সাদেকের তীব্র তত্ত্বায় নির্মেষ।' *শামসুর*, ১৯৬৩।

সুবেড়ির ঢাল *বি* কালপুরুষ। 'সুবেড়ির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে যোড় নামের আকার এক নীহারিকা আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৫।

সুবো [স] *সুবা* *বি* সাহেব। 'যত কালের সুবো, যেন সুবো, ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।' *তত্ত্ব*, ১৮৫৮।

সুবোধ [স] ১ *বিণ* সুজ্ঞান। 'এক জন সুবোধ সয়দাগরকে ধন সুদ্রা .. পাঠাইয়াছি।' *চরিত্র*, ১৮০৫। ২ *বি* শুভ উপলক্ষী সম্পন্ন। 'ভূমি অতি সুবোধ ইহা জ্ঞাত হইয়া তোমাকে এরূপ উপদেশ করিলাম। *ভবানী*, ১৮২৫। ৩ *বিণ* সুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'রম্বো অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন ...' *বিন্দ্যা*, ১৮৫৬।

সুবোধমানস [স] *বিণ* বিচক্ষণ। *ওর্গ*, ১৭৮৫।

সুবোধ [স] *বিণ* সহজে বোঝার উপযোগী। 'সর্বসাধারণের সুবোধ বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সুব্যক্ত [স] *বিণ* স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। 'কিয়ং ভরসাজনিকা কথা সুব্যক্ত পূর্বক করিলেন।' *দর্পণ*, ১৮৩০; 'আমরা গভীর সুখ বলি - অর্থাৎ যে-সময়ের সকল অংশই একেবারে স্পষ্ট সুব্যক্ত নয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সুব্যবস্থা [স] *বি* সুবন্দোবস্ত। 'আমার শিতার কাছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর কোয়ার সুব্যবস্থা হয়।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সুব্যবস্থিত [স] *বিণ* সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে এমন। 'এম অব্যবস্থিতস্তি শুভকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমা: সাধ্যাতীত।' *প্রমথ*, ১৯১৪।

সুভ [স] *তত্ত্ব* *বিণ* শুভ। 'ভার সুভ দিন জৈল।' *বড়ু*, ১৪৫০। *দ্র* শুভ

সুভক্ষণ [স] *তত্ত্ব* *বি* উত্তম সময়; যক্ষণজনক সময়। 'সুভক্ষণে প্রসন্ন হই একই দিবসে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভতিথি [স] *তত্ত্ব* *বি* সুসময়সূচক তিথি। 'ভদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমি সুভতিথি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুভ দরসন [স] *তত্ত্ব* *বি* শুভদর্শন। 'বি শুভদর্শি বিনিময়।' *বর কৈন্যা করিলে*

সুভদিন

সুত দরসন। কবীন্দ্র, ১৬৮১।
 সুভদিন। স। ততদিন। বি মঙ্গলকর দিন। 'বিবাহের কৈ সুভদিন।' মালাধর, ১৫০০।
 সুভযোগ। স। শুভযোগ। বি শুভসময় বা কাল। 'সুভদিন সুভযোগ রেহিনি নিশাপতি।' মালাধর, ১৫০০।
 সুভাসুত। স। শুভাত্ত। বি শুভ-অশুভ। 'বাড়ি সো তর সুভাসুত গানী।' চরিত্র ৪৫, ১২০০।
 সুভূষণ। বি জ্ঞানধার। 'ধন্য জ্ঞান্য, হে সুভূষণ, তব ভব-ভলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।
 সুভূষিম। স। বি সুপার ভবিষ্যৎ। 'তার আশোকিত সুভূষার মুখের রেখা এবং সুভূষিম গ্রীবা অঙ্ককারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল।' ১৮৯৩।
 সুভূষণ। স। বি উত্তম। 'ভাষ্যরূপের সুভূষণ হইবেক।' জ্ঞান্যবেষণ, ১৮৩৯।
 সুভূষণ। স। বি শাস্ত্রশিষ্ট। 'পত্রাটী সুভূষণ বটে।' কেরি, ১৮০২।
 সুভা। স। সুবাহ। বি প্রশংসা। জনকান, ১৭৮৪।
 সুভাগিনী। স। বি স্ত্রী অত্যন্ত জ্ঞান্যবতী। 'সুভাগিনী মনোরমে সুচরিত পতি সঙ্গে সুখ বিশালএ নিবস্তর।' বাহ্যম, ১৬০০।
 সুভাগ্য। স। বি সৌভাগ্য। 'সুদশা আজি ভব সুভাগ্যের বলে।' মাইকেল, ১৮৬৬। 'এমন সুভাগ্য আমার হবে হবে।' লালন, ১৮৯৩।
 সুভাজন। স। বি সন্মান্য ব্যক্তিবর্গ। 'জোড় করি কর, পৌড় সুভাজনে।' মাইকেল, ১৮৬৬।
 সুভাদুট। স। শুভাদুট। বি সৌভাগ্য। 'আমার ভাবি সুভাদুট দুটি মস্তিষ্ক মস্তিষ্কাদে নব পরিচ্ছেদ ধারণ করিয়াছে।' উমেশ, ১৮৫৭।
 সুভাবনীয়তম। স। বি সুকল্পিত। 'দূরে সুভাবনীয়তম কাল পাখির ডাক।' জীবন, ১৯৪৮।
 সুভালাভালি। ক্রিবিধ নির্বিঘ্নে। 'ভাল হবে - সুভালাভালি কেটে যাবে।' জীবন, ১৯৪৮।
 সুভাবিত। স। ১। বি সুপার ভাষার বলা। 'বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাবিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।' রবীন্দ্র, ১৯১৬। ২। বি হিতোপদেশ। 'বিশ্বের সংস্কৃত সুভাবিত মুখ।' বুদ্ধতবা, ১৯৫২।
 সুভাবিত। স। বি সুকল্পন। 'মৌলসী সাহেবের সুভাবিতাবলী যে সাহিত্যে স্থান লাভ করেনি ...' গ্রন্থ, ১৯২৬।
 সুভাবী। স। বি মধুরভাবী। 'সংকবি ভূষুধ গায়ক বাসাকিয়াতে ভালমত সুভাবী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়।' রামরায়, ১৮০১।
 সুভাসিত। স। সুবাসিত। বি সৌভাসিত। 'আলু খার কেহো সুভাসিত কর্পর।' মালাধর, ১৫০০।
 সুভিক্ষ। স। বি অল্পচার্য। 'সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
 সুভিক্ষা। স। বি সুপার গ্রাহ্য। 'আঘাত অশমন ও অভাব, সমাদর্শ নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।
 সুভূজাবিশিষ্ট। স। বি সুন্দর বাহ্যসম্পন্ন। 'এই দীর্ঘ শালভরনির্মিত, সুভূজাবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।
 সুভূষণ। স। বি সুন্দর সাজসজ্জা। 'সাজতে কুহুড়া তোর, হেন সুভূষণে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুভূষণ। স। বি স্ত্রী সুন্দর ভূষণবিশিষ্ট। 'রক্তবর্ণী সুভূষণা আসন অমূল।' ভারত, ১৭৬০।
 সুভূষণী। স। সু-ভূষণ। ক্রি সজ্জা করা। 'দ্রৌণী গজবাহী সুভূষণল।' বাহ্যম, ১৬৫০।
 সুভূজিক। স। বি শাস্ত্রানুসার। 'হে সুভূজিক আমি ভাত ছাড়িয়াছি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।
 সুম। ক্রি আনন্দ করা। মনোএল, ১৭৪০।
 সুম। ক্রি সন্মুখ। ক্রিবিধ সামনে। মনোএল, ১৭৪০।
 সুমঙ্গল। স। বি অত্যন্ত কল্যাণকর। 'সুমনল আশীর্বাদ বরবিশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। 'যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল-করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।
 সুমঙ্গলা। স। বি স্ত্রী অত্যন্ত কল্যাণকর। 'নন্দন-দাম্পণী সুমঙ্গলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। 'চির-ওচ্ছাদাবিশী ... সুমঙ্গলা।' নজরুল, ১৯৩১।
 সুমুখ। [বি সমুখ] ক্রিবিধ মুখে তলে। 'সুমনে উজ্জল সাধন কর নিকটে ধন পেতে পার।' লালন, ১৮৯০।
 সুমুখিত। স। বি সুসোভিত। 'শ্বেত বীণাসুমুখিতকর।' মনিকরায়, ১৭৮১।
 সুমুখি। স। ১। বি সুমুখ্য। 'আরিয়া দেবের সুমুখি জলী।' বড়, ১৪৫০। ২। বি সুবুদ্ধি। 'কবি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমুখী।' বড়, ১৪৫০। 'সুমুখি কুখি যত/তোমার মাথায় সেত/চারিবেদে তোমার মুখিয়া।' কেতক, ১৬৫০। ৩। বি সুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'পড়াইআ তলাইআ পুর করিহ সুমুখি।' মুকুন্দ, ১৬০০।
 সুমুখর। স। ১। বি সুমুখি। 'বায় বাণী সুমুখরে।' বড়, ১৫৭০। ২। বি স্ত্রীকর্তৃক। 'জালিয়াকে কিছু কর সুমুখর বাণী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩। বি নিত্যানন্দক। 'বাঁজা গজা সরভাঙ্গা অতি সুমুখর কাঁচাচোরা বাদ্যমণ্ডিত আভা অনুশাম।' ভবানী, ১৮২৫। ৪। বি আনন্দদায়ক। 'হুদ মুখি সহযোগে সুমুখর লাঞ্ছনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।
 সুমুখ্য। স। বি সুপার কতিবিশিষ্ট। 'সুমুখ্য মৃগরাজ লিলা নিজ মাঝা।' মাইকেল, ১৮৬০।
 সুমুখ্যমা। স। বি স্ত্রী সর ও সুগঠিত কোমরবিশিষ্ট। 'নিবিড়-নিতম্বী সহ্য সহ চিরশোখ চাকুন্ধ্যো; সুমুখ্যমা তিলোত্তমা বামা।' মাইকেল, ১৮৬২।
 সুমনা। বি সুশীলা। 'সহসা সে সুমনা হয়েয়ে বিবসনা।' সুবীন্দ্র, ১৯৩২।
 সুমন্দ। স। ১। বি শীঘ্রগতিবিশিষ্ট। 'সুমন আরকলি লকুম একহর।' জ্ঞান্যবেষণ, ১৬০০। ২। বি মধুর গতিসম্পন্ন। 'ভাষ্যকর সুমন্দ সুগন্ধ সুশীতল মারুত হিত্তোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল।' অক্ষর, ১৮৪৯। 'সুমন শরীর - সহ গন্ধ।' মাইকেল, ১৮৬০।
 সুমন্দপাণ্ডি। স। বি শীঘ্র গতি। 'যে দেখে সুমন্দপাণ্ডিতে সুদূর নালিশে গিয়া পৌঁছায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।
 সুমন্দপাণ্ডি। স। বি স্ত্রী মৃদুভাবী। 'তুমি বিদেশিনি গো, সুমন্দপাণ্ডি।' নজরুল, ১৯০৪।
 সুমন্দার। বি মধুর বস স্ত্রীকর্তৃক ভাস্কর্যবিশেষ। 'সত্ত্বরা, সুমন্দার, আর যত যত।' মাইকেল, ১৮৬০।
 সুমরা। স। 'সুমন' ক্রি 'সুমন' করা। 'জে ফুল তমর মিন্দর সুমর বাস বিসরএ ন পার।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০। 'সুমরি ক্রি 'সুমন' করি। 'সুমরি বালভ নব নেহ।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।
 সুমসাম। ক্রিয়া। বি নিবন্ধ। 'সব যদি সুমসাম, তুমি কেন কাঁচো আর?'

নজরুল, ১৯২২।

সুমহৎ [স] **বিণ** অতি উদার। 'তাহা যে কেবল সুমহৎ জাতীয়তাবের প্রয়োচনার তাহা বলিতে পারি না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সুমহতী [স] **বিণ** ব্রী খুবই মহৎ। 'তার সুমহতী কল্পনার একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত।' বিজিত, ১৯৩৮।

সুমহত্তর [স] **বিণ** আরও উদার। 'দিনের আশোর সুমহত্তর রহস্যহোতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সুমহান [স] **বি** অতি মহান। 'ইহশরকালব্যাপী সুমহান গ্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুমাংস [স] **বি** সুখাদু মাংস। 'নিজের সুমাংস নিয়ে এরা ...।' জীবন, ১৯৮৮।

সুমাংসী [স] **বিণ** সুখাদু মাংসধারী। 'নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি সুমাংসী সর্বনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

সুমানুষ [স **সমনুষ্য**] **বি** ভালোমানুষ। 'একটি সুমানুষের কন্যা ছিন্ন করিয়া আনুন।' কেরি, ১৮০২।

সুমার [কা **ওয়ার**] ১ **বি** গণনা। 'টাকার হিসাবের সুমার শিবিবার জন্যে ...।' জালপে, ১৭৮৬। ২ **বি** হিসাব। 'তিন সুবার উসুল তহসিল সুমার উপলি গুয়াকিফ হএন।' রামরাম, ১৮০১।

সুমারনবিশ **বি** হিসাবরক্ষক। 'বেচারার কাছ থেকে নারের গোমস্তা জমানবিশ সুমারনবিশ ... দু-পরসা আদায় করে নেয়।' প্রমথ, ১৯১৯।

সুমারি, **সুমারী** [কা **সুমার**] ১ **বি** হিসাব-নিকাশ। 'মাসে মাসে দুকু গণি বসাইছে সুমারি।' আলোণ, ১৬৮০। ২ **বি** গণনা। '১৯০১ সালের আদম সুমারী।' মিহির, ১৯০২।

সুমার **বিণ** সমান। 'চেঁড়ার সুমার বুদ্ধি তোমার ডুল্ল সুমারী জানালে।' লালন, ১৮৯০।

সুমাঙ্জিত, **সুমাঙ্জিত** [স] **বিণ** পরিশীলিত। 'তাঁহাদিগের বুদ্ধি সুমাঙ্জিত না থাকতে তাঁহারা আপনাদের অনেক বিষয়ের অভাব মোচন করিতে সমর্থ ছিলেন না।' অক্ষর, ১৮৫৫; 'সুনির্বাচিত সুমাঙ্জিত রসাদানদের পথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সুমিতা [স] **বি** ক্রী পরিমিতি জানসম্পন্ন। 'বুঝিবে কি, হে সুমিতা, অতন্ত্রিত সে অমানিশিথে ...।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৩।

সুমিত্র [স] **বিণ** বন্ধু। 'সুমিত্র লোকেরদের প্রমুখ্য এই বাক্য লবণ করিয়া ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সুমিশ্রিত [স] **বিণ** সমমিশ্রিত। 'ভাষ্যবুদ্ধি সুমিশ্রিত কার্য চারুতর।' আলোণ, ১৬৮০।

সুমিষ্ট [স] **বিণ** অত্যন্ত মিষ্ট। 'কীলোকেরা নানা প্রকার সুখাদু ও সুমিষ্ট ভক্ষ্য ও পেষ প্রস্তুত করিতেছে।' অক্ষর, ১৮৮৮।

সুমিষ্টবারি [স] **বিণ** সুখাদু পানি। 'কোন লবণাঘু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করয়ে তার সুখাদু নষ্ট করে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সুখীমাংসা [স] **বি** সুস্থ সমাধান। 'এ দুটির অমরা যদি সুখীমাংসা করতে পারি ...।' প্রমথ, ১৯১৮।

সুমুখ [স **সমুখ**] **ক্রিণ** বিপদে। 'আড় আঁধি হাসে নটী দাড়াইয়া সুমুখ।' বিজয়, ১৬৫০।

সুমুখি [স **সুমুখী**] **বি** সুন্দরী। 'কিবা রসাতলে থাকি সুমুখি বিন্যারে

দেখি ...।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

সুমুখী [স] **বি** সুন্দরী। 'সুমুখী গৃহেগো তোহি স্বরূপ কহি মোহি।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

সুমুদ [স **সমুদ্র**] **বি** সমুদ্র। 'দন্দ সুমুদ হোএ জীব দএ পার।' বিন্দ্যাপতি, ১৪৬০।

সুমুদ্রি [স **সমুদ্র**] ১ **বি** পানিবিশেষ (স্ত্রীর বড়ো ডাই অর্থে)। 'আমিন সুমুদ্রি সযান বাণ।' নীনবন্ধু, ১৮৬০। ২ **বি** স্ত্রীর বড়ো ডাই। 'আমায়োর মোলব বাবুর এক সুমুদ্রি সাবডেপুটী হয়ে আইছেন।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সুমুদ্রির পো **বি** পানিবিশেষ (স্ত্রীর বড়ো ডাইয়ের ছেলে অর্থে)। 'সুমুদ্রির পো, আলোসুদ্র নদীতে ডুব দেলেন।' শক্তি, ১৯৬৯।

সুমূল্য [স] **বি** সুলভ মূল্য। 'ইঙ্গলও দেশে যে প্রকার বস্ত্র সুমূল্যে নির্মিত হয়।' দর্পণ, ১৮৩১।

সুমুখেশা [স] **বি** সুদৃশ্য কণ্ঠভূষণ। 'এই দেব সুমুখেশা, দেখি ভাব মনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুমুজ্জ্বল [স **সু+আ** **মিজ্জা**] **বি** ভালো মন: খোশমেজাজ। 'তবে তাহার সুমুজ্জ্বল লেখাপড়া অভ্যাস করে।' ভবানী, ১৮২৫।

সুমুখা [স] **বিণ** অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সেই ত সুমুখা আর কুবুদ্ধি সসোর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সুমেকর [স] **বি** (হিন্দুপুরাণ) পর্বতবিশেষ। 'যেহ শোভ করে সুমেকর গঙ্গার ধারে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুমেকর ধরধর [স] **বি** (হিন্দুপুরাণ) সুমেকর পাহাড়। 'যেন দেখি গ্রন্থিক সুমেকর ধরধর।' আলোণ, ১৬৮০।

সুমেকরশিখর [স] **বি** (হিন্দুপুরাণ) পর্বতচূড়া। 'সুরেশ্বরী দুই ধারে পড় যেন সুমেকরশিখরে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুমেরীয় [স] **বিণ** সুমেকর: উত্তর মেকর। 'সুমেরীয় বস্ত্রমের মতো যেন ...।' জীবন, ১৯৩০।

সুখর [স **সুখ**] **বি** হাতের চুরি। 'চলিতে সুখর বাজে কিচ্ছগী নেপূর।' আলোণ, ১৬৮০।

সুখদ্ব [স] **বিণ** যত্নবান। 'আপনার কন্যাদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুখদ্ব হইবেন।' দর্পণ, ১৮২৯।

সুখজ্ঞানী [স] **বিণ** সুমিষ্ট ব্যাখ্যানি। 'সুখজ্ঞানী সুগাণ যেইকপে তনএ।' বহরাম, ১৬৫০।

সুখশ [স] **বি** সুখাতি। 'নির্ফল সুখশ দশদিক করে আলো।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সুখুজি [স] **বি** ভালো পরামর্শ। 'ইহাও সযুক্তির সুখুজির অতিরিক্তিজন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে।' দর্পণ, ১৮৩৬।

সুখুক্তিসংগত [স] **বিণ** অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। 'সোতাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুখুক্তিসংগত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুযুগ [স] **বিণ** শোভনভাবে সলগ্ন। 'শবশিত সুশ্লিষ্ট সুযুগ প্রবণে।' মনিকরাম, ১৭৮১।

সুযুত [স+যুত] **বিণ** সন্মোখিত। 'ছেলে একবার বিপড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার।' গ্যারী, ১৮৫৮।

সুযোগ [স] ১ **বি** সুবিধা। 'এই বর্তমান সুযোগ পাইয়া না করেন তবে ...।' বন্দুত, ১৮২৯। ২ **বি** অবকাশ। 'ক্রমশঃ ধর্ম্মাচ্ছ অনুবাদ করিতে সুযোগ পাইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

সুযোগশ্রয়সী [স] *কিণ* সুযোগসন্ধানী। 'চলে ব্যাঘ্র গুণ্য-আবরণে, সুযোগশ্রয়সী।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুযোগবাদ [স] *বি* সুবিধা গ্রহণের নীতি। 'জগতে ও জীবন জনসমূহে সমাধিকারবাদ ও সুযোগবাদের ধ্বনি।' *শরীফ*, ১৮৬৮।

সুযোগলাভ [স] *বি* সুযোগ-সুবিধা পাওয়া। 'বাজালির মধ্যেই জগদীশ ও প্রকৃচ্ছত্র সুযোগলাভ করিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৬৫।

সুযোগ-শিকারী [স] *বি* সুযোগ+ফ শিকার>। *কিণ* সুযোগ সন্ধানী। 'সুযোগ-শিকারী নেতার দল এখন হইতেই তাঁহাদের পথ ...' *জিজ্ঞেহেন*। 'শরিয়তে', ১৮৩৩।

সুযোগসন্ধানী [স] *বি* সুযোগ সন্ধানকারী। 'সুযোগসন্ধানীর দল পরিচিত হয় দেওয়ান ও বেনিয়ান নামে ...।' *সনৎ*, ১৮৭০।

সুযোগ-সুবিধা [স] *বি* বিভিন্ন ধরনের আনুভূত্যা। 'সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রও প্রসারিত করা হোক।' *বেগম*, ১৯৪৮; 'সরকারী সুযোগ-সুবিধাকে নির্বাহীরা কাজে লাগাইয়া ...।' *আজাদ*, ১৯৬৪।

সুযোগ্য [স] ১ *কিণ* যোগ্যতাসম্পন্ন। 'সুযোগ্য কৃতবিশ্ব শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ *কিণ* সবদিক দিয়ে উপযুক্ত। 'সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৪।

সুযোগ্যো [স] *কিণ* গ্রী সব বিবেচনায় উপযুক্ত। 'পরিতালনের জন্য একজন সুযোগ্যো ... নিযুক্ত করা ইউক' *বেগম*, ১৯৪৮।

সুযোজ্ঞা [স] *বি* সুদূর দৃষ্টি। 'শদের সঙ্গে শদের সুযোজনায় গাই খাড়া।' *শরীফ*, ১৯৬৮।

সুখ্যা [স] *সুখ্য*। *বি* সুখ্য। 'প্রভাত হল, সুখ্য উঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সুয়া^১ *বি* সুতারের তুরপুন। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়া^২ [স] *কিণ* সৌভাগ্য>। *কিণ* সৌভাগ্য। 'তৎক্ষণাৎ দাঁড়া সুয়া পান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুচনি পূজা দিলেন।' *ভবানী*, ১৮২৫।

সুয়োরানী [স] *বি* আদরের রানী। 'সুয়োরানীর দুলাল' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

সুয়াতা [স] *বি* সুতা। *বি* ছুতা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়াদ [স] *বি* বাদ। *বি* বাদ। 'সুয়াদ পাইতে।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়ামি [স] *বি* বামী। ১ *বি* বামী। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* মালিক। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সুয়ার, স্য়ার [স] *বি* শুর। *বি* শুর। ওয়া, ১৭৮২।

সুয়াত্ত [স] *বি* স্তি। *বি* স্তি। 'না দেখি তাহার স্তি না পাও সুয়াত্ত।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

সুর^১ [স] ১ *বি* সুর্য। 'এক কাহাঞি যাইব দূর আত যাদ সুর।' *বড়*, ১৪৫০। ২ *বি* দেবতা। 'সমুদ্র মথিয়া অমতে তুই কৈল সুরে।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

সুরগুরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) বৃহস্পতি। 'নগরেত সুরগুরু মিথুনে অর্জকায়।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

সুরজন [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) সুরলোকের তথা স্বর্গের বাসিন্দা; দেবতা। 'সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ' *বড়*, ১৪৫০।

সুরতরু [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) কলবৃক্ষ। 'সুরতরু লেখনী বিসার' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুরতু [স] *বি* দেবত। 'শৌর্য-প্রভাবে মরণোত্তর সুরতু-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

সুর^২ [স] *বি* সুর্য। 'অন্ধকার মুচিল হৈল সুর উদয়।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

সুরধনী [স] *বি* সুরধনী। *বি* গঙ্গা। 'লম্বী সরস্বতী তুমি সুরধনী নীতা।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুরধুনি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদী; গঙ্গা। 'ঢারত সুরধুনি ধারা।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

সুরধুনিজলগর্ভা [স] *বি* গঙ্গাজলগর্ভ কলস। 'সুরধুনিজলগর্ভা/ অষ্ট তল্ল দুর্গা/ হেমবারি করে আরাধন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরধুনী [স] *বি* গঙ্গা নদী। 'নয়নে বহয়ে সুরধুনী শত ধায়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'আমার শ্রাণে স্নেহের সুরধুনী বইরেছেন তো মা।' *নজরুল*, ১৯২২।

সুরধুনীজলধারা [স] *বি* গঙ্গানদীর জলধারা। 'নাচিছে ঝড়ের বেগে/ সুরধুনীজলধারা।' *নজরুল*, ১৯২৯।

সুরধুনী-ধারা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের গঙ্গার ধারা। 'পীঠিল জেতে বার হল সুরের সুরধুনী-ধারা।' *অবন*, ১৯২৫।

সুরধুনি [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের নদী; গঙ্গা। 'বামদিশে সুরধুনি সমুখে বিভাল।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

সুরনদী [স] ১ *বি* গঙ্গা নদী। 'সুরনদীর জলে সাধু করিল গাথু।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ *বি* সুররূপ নদী। 'সুরনদীর কূল ডুবোছে সুখা-নিঝর-ঝারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯১১।

সুরনন্দী [স] *বি* দেবতা ও মানুষ। 'সুরনর ধরহর - ব্রহ্মজিহবুর জুয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০।

সুরপতি [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র। 'অনিগ্রো কুল্ল মোরে দেহ সুরপতি।' *মাল্যধর*, ১৫০০।

সুরপতী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের রাজা; ইন্দ্র। 'সুরপতী জায়ে মোর বাণীর বারতা।' *বড়*, ১৪৫০।

সুরপুত্র [স] *বি* (হিন্দুযতে) অমরলোক বা স্বর্গ। 'মইলো মুকুতি কিবা সুরপুত্র জাইএ।' *বড়*, ১৪৫০।

সুরপুত্রী [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'একি অশুরপ অলম্বী তেলি সুরপুত্রী।' *আলাওল*, ১৭৫০।

সুরবর [স] *বি* হিন্দুদেবতা ইন্দ্র। 'কপটে আছল্যাক রমিল সুরবরে।' *বড়*, ১৪৫০।

সুরবালা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অলম্বা। 'কন্যাটি সুরবালা না হয়ে, সভাই নরবালা।' *মাইকেল*, ১৮৭৪।

সুরবালিকা [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অলম্বা। 'সুরবালিকার বেশ ক্রিয়বসন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬।

সুরবৃন্দ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) দেবতাপন। 'মাহেশের জগন্নাথ সহ সুরবৃন্দে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

সুররাজ [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের রাজা; ইন্দ্র। 'সুররাজজকুল কৃষ্ণাঙ্গল' *বড়*, ১৪৫০।

সুরলোক [স] *বি* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গ। 'বিভা কৈল পতপতি সুরলোকে হইলাত মহিতা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুরলোকবাসিনী [স] *কিণ* গ্রী (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গলোকের বাসিন্দা। 'সুরলোকবাসিনী দেবী?' *বিনোদিনী*, ১৮৭৫।

সুরলোকবাসী [স] *কিণ* (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের অধিবাসী। 'সুরলোকবাসী দেবতাদের উদ্ভব নাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১।

সুরসভা [সি বি (হিন্দুপুরাণ) দেবলোকের সঙ্গীতের আসর। 'স্থপিতহৃদ সুরসভার অভিশাশে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সুরসুন্দরী [সি বি (হিন্দুপুরাণ) অমরা। 'অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম প্রভায়।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুরসেনানী [সি বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্গের সেনাপতি। 'সুরসেনানী সুরেন্দ্র, - গ্রন্থে করিলা।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুরাধনা [সি বি (হিন্দুপুরাণ) অমরা। 'বাজিবে মঙ্গলমঞ্জ, সুরাধনাগণ/ করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিনন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুরাচার্য, সুরাচার্য্য [সি বি (হিন্দুপুরাণ) দেবতরু। 'সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।' রামত্নাসদ, ১৭৮০।

সুরাসুর [সি সুর+অসুর] বি (হিন্দুপুরাণ) দেব-দানব। 'সিসু হৈয়া জে করে তা না পারে সুরাসুরে।' মালাধর, ১৫০০।

সুরেন্দ্রলোক [সি বি সুরের স্বর্গ। 'সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সুরেশ্বরী [সি বি লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাগারী, সুরেশ্বরী, হালিম চান ... দলগুলি।' হেদায়েত, ১৯৩৬।

সুরেশ্বরী ধার [সি বি গঙ্গার স্রোত। 'যমুনার মাঝে কিবা সুরেশ্বরী ধার।' অঙ্গাণ্ডল, ১৬৮০।

সুরেশ্বর [সি সুরেশ্বর বি (হিন্দুপুরাণ) সুরপতি ইন্দ্র; দেবতা শিব। 'পর্বত মারিলে কি করিব সুরেশ্বর।' মালাধর, ১৫০০।

সুর [সি ১ বি কলরব। 'সংসারের অশেষ সুর/ ভিতরে এল ছুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি সংগীতের সুবিন্যত স্বর। 'গানগুলিই তোমাকে সুর বসিয়ে দিতে হবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সুর অভ্যাস [সি বি সুর অনুশীলন। 'আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর অভ্যাস ও রাগরাগিণী শিক্ষার শ্রেণী আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুর-উর্মি [সি বি সুরের মূর্তি; সুরের তরঙ্গ। 'দীপায়মন সুর-উর্মির মুখরতার মাঝে বসে আছি।' নজরুল, ১৯৩৬।

সুর-ওয়ালা [সি সুর+হি ওয়াল। 'কিণ সুরবিশিষ্ট।' খুব কোমল সুর-ওয়ালা সকল বেলাকার গানের মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুর কাটা [সি চিড়ার বাঁধন ছিন্ন হওয়া। 'তবুনি সুর কেটে গেল।' বুদ্ধদেব, ১৯৪৯।

সুরকানা [সি সুরজ্ঞানহীন। 'কাঁটবনবিহারিণী সুরকানা দেবী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সুরশত [সি 'কিণ সুর সংগ্রিষ্ট। 'কবিতায় বাক্য অন্য একটি সুরগত অর্থের ইঙ্গিত করে বটে।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

সুরশাল্য [সি বি সুরে বাঁধা পান। 'দুর্গার উদ্দেশে এই সুরগান করিয়া ... লুপ্তন করিত।' আজাদ, ১৯৪৫।

সুরজাল [সি বি সুরের জাল। 'হৃদয়ে সাগরের সুরজাল।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

সুরজ্ঞান [সি বি সুরের জ্ঞান; সুর বিচার করার ক্ষমতা। 'যার সুরজ্ঞান নেই তাকে কোনোরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা ...' প্রমথ, ১৯১২।

সুরস্বচ্ছার [সি বি সুরের অনুরণন। 'সুত্র ঘরে বিচিরি সুরস্বচ্ছার গুঠে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সুর-দরঙ্গী [সি সুর+ফা দর+গি] 'কিণ সুরের প্রতি টান আছে এমন। 'ফুলকি মোরা সুর-দরঙ্গী রইবো বামুণ গানে।' মাহেনগু, ১৯৪৯।

সুরদলনী [সি বি (যাফ) সুর ভঙ্গকারী দেবী। 'সুরদলনীর করি এ নিয়ে যজনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সুর ধরা [সি বাজা; বেজে ওঠা। 'এই সময়ে সানাইয়ে আবার সুর ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সুরধ্বজ [সি 'কিণ সুর ভালোবাসে এমন। 'ফরাসিজাতি অত্যন্ত সুরধিয়।' ধৃষ্টি, ১৯৩১।

সুরবাঁধা [সি সুর+স বন্ধন] 'কিণ সঠিকভাবে সুর বের হওয়ার উপযোগী। 'কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সুরবাহার বি বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'সে আবার স্থির হয়ে তার সুর-বাহারে পুরবীর মূর্তি ফোটাতে।' নজরুল, ১৯২২।

সুরবাহারটার সুর বাঁধতে পারলুম না। 'নজরুল, ১৯২৪।

সুরবিন্যাস [সি বি রীতি অনুযায়ী সুরের বিন্যাস। 'আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুরবিলাসী [সি 'কিণ সুরশৌখিন। 'সংগীতের ভেতর সুরবিলাসী কিন্নরের মতো ঘুরে বেড়াবে সে।' জীবন, ১৯৩২।

সুরবোধ [সি বি সুরের জ্ঞান। 'রাখিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তা হলে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুরব্যাঞ্জন [সি বি সুরের মূর্তি। 'সে-সুত্রাকতার মধ্যে তার কেরাভের সুরব্যাঞ্জন।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সুরভঙ্গী [সি বি সুরের শৈলী। 'যন্ত্রতত্ত্ব স্পষ্টরূপে গমক ও মীড়ের স্বরে ভাবানুগত ব্যাক্ত্যভি ও সুরভঙ্গী দ্বারা গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।' মোহাম্মদ, ১৯০৭।

সুর ভাঙা [সি সুর অনুশীলন করা। 'সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুর মিলানো [সি সুরের সঙ্গতিসাধন করা; খাপ খাওয়ানো। 'আমার এই নতুন জীব সবে আমার পুরানো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারছি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সুরযন্ত্র [সি বি বাদ্যযন্ত্র। 'তুমি শুধু সুরযন্ত্র। তুমি শুধু বণ্ড। ফররুখ, ১৯৪৩।

সুররানী [সি সুররাজ্ঞী বি সুরের রানী। 'অভিসারিকার বেশে আছিতে দাঁড়াবে, এক প্রাণে, সুররানী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সুর লাগা [সি বর আবশ্যক। 'কোন কোন রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মাস্তুরের আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুর-শাজাদা [সি সুরের রাজকুমার। 'ওরে অলস, রাখ আয়োজন সুর-শাজাদা আসল ঘর।' নজরুল, ১৯২৯।

সুরশিল্পী [সি বি গায়ক বা বাদক। 'আগনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুরশিল্পী হতে পারেন।' নজরুল, ১৯৩১।

সুরশৃঙ্গার [সি বি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 'গুঞ্জনসুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সুরশৈলী [সি বি সুরের স্টাইল বা ভঙ্গি। 'রবীন্দ্রনাথের সুরশৈলী খুব কাছে এসেও আপন শৈলীতে সমৃদ্ধ।' আইয়ুব, ১৯৩০।

সুরলব্ধক [সি বি সাধারণাধাপানি এই সাতটি স্বর। 'যার কাছে শু শুধির সুরলব্ধক সরলিণি।' অবন, ১৯২৫।

সুর-সভা [সি ১ বি সংগীতের আসর। 'ভারতের বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুত্তির আখড়ায় নামিয়াছে।

রবীন্দ্র, ১৯১৭; 'দিবস রাত্রি সুর-সজা মাঝে যে সুখ করে পান।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। ২ বি স্বপ্নলোক। 'সুরসজা হতে হেথা নৃত্যপরা অপরকন্যা ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সুরসমিধান [স] বি সুরের সম্যক মিলন। 'তানপুরার চারটি তারের গতিভারেক সুন্দর সুরসমিধানের সহিত সুর মিলাইয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি, তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুরসৌরভ [স] বি সুরের মূর্তি। 'সুরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সুরহাটী [স] বি সুর রচয়িতা। 'সুরহাটীর বিরাট কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাহসিকতা দেখতে পাই।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সুরহারা [স] সুর+হারা ১ বিণ সুর হারিয়েছে এমন। 'সুরহারা যীণা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'ফুটো সেতারের সুরহারা তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ২ বিণ মিত্তক বৈধ এমন। 'কেন আজ সুরহারা হাণি, যেন সে কুয়াশা মেলা হেমন্তের বেলা?' রবীন্দ্র, ১৯৩৫। ৩ বিণ সুর হারিয়ে গেছে এমন। 'হিম্ন যবে হল তার ফেলে গেলে ভূমি পরে ... ফেরে সে ফাগুন হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরহারা মূর্ত্যতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সুরালাপ [স] বি কণ্ঠে গলা মিলিয়ে কথা বলা। 'রেডিও সঙ্গীতের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া সুরালাপ শুরু করিয়া দেয় নাই।' আজাদ, ১৯৫৫।

সুরালাপ [স] ১ বি বিভক্ত মন। 'সুরালাপ পান করার পরে জল পান করিবার প্রয়োজন ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি সুরের নির্ঘাস। 'মৌসেন নির্ঘাস মৌসুর সুরালাপে সিম্বে গগনের পারে।' সুপ্রভা, ১৯৩২।

সুরাসুর [স] ১ বি দেবতা এবং অসুর। 'আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্বন চলছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ২ বি সুরের সঙ্গে মিল সুরের। 'অনেক সময় তুমি গদ্যার কার্য করে - সুরাসুরের এমন যুদ্ধ বাধে যা প্রায় যুরোপের মহাযুদ্ধের সমকক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৩ বি সুর ও সুরহীনতা। 'হেথা সা রে গা মা পা-য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সুরে ক্রিবিণ সুখের। 'সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সুরের আমেজ বি সুরের বৈশিষ্ট্য; সুরের মেজাজ। 'উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সুরের ঠাট বি স্বরসমূহের নানা ধরনের বিন্যাস। 'আশনিই কচলগুলি সুরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সুরের দূতী বি সুর নিয়ে আসে যে। 'সুরের দূতীকে পাঠাও কাহার খবরে?' অন্নদা, ১৯২৭; 'দূরের বন্ধু সুরের দূতীকে পাঠালো তোমার ঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সুরেলা বিণ মধুর সুরযুক্ত; সাংগীতিক। 'আদিল সুরের ছিল সুরেলা দিল।' ধর্মজি, ১৯০১।

সুরে লাগা ক্রি সুরের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য হওয়া। 'সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সুরঙ্গ [স] সুরত বি সুরত। 'অহিনিগি সুরঙ্গ পসঙ্গে জাগ।' চর্যা ১৯, ১২০০।

সুরকি, সুরকী [ফা সুরকী] বি ইটের গুড়া। 'মানোএল, ১৭৪৩;

'বাদশাহের নাম গিঝিয়া সুরকীখারা প্রথম প্রথিত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২০; 'তাহাদিশের ঐ স্থানে মিয়াদ খাটিতে নয়তো হরিং বাটীতে সুরকি কুটিতে হয়।' প্যারী, ১৮৫৮; 'একটা ঘর তৈরি হবার সময় কত চুন সুরকি মাল মসলার অপব্যয় হয় ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৮ সুরকি

সুরকি-সেওয়া বিণ সুরকি বিছানো। 'বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছোট ঘাসের মাঠে খোয়া ও সুরকি-সেওয়া রাস্তায় ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সুরকি-লাল বিণ ইটের গুড়ার মতো রংবিশিষ্ট। 'প্যাকালের সুরকি-লাল কোটের পরকেট ...।' নজরুল, ১৯৩০।

সুরখ [ফা সুরখী] বিণ লালরঙা; রক্তিম। 'রক্তিন আঞ্জি স্থান আত্মনা সুরখ রঙের সুরখিতে।' নজরুল, ১৯২৮।

সুরক্ত [স] বিণ গাঢ় লাল। 'সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন।' চণ্ডী, ১৫৫০।

সুরক্ষা [স] বি সংরক্ষণ। সুরক্ষার্থে [স] বি সংরক্ষণের জন্য। 'পশাদির জাতি বন্ধন্যার্থে এবং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন।' দর্পণ, ১৮২০।

সুরক্ষিত [স] বিণ বিশেষভাবে রক্ষিত। 'উহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সুরক্ষিতা [স] বিণ স্ত্রী উত্তমরূপে রক্ষিত। 'এতদেখীয়া বিদ্যা সুরক্ষিতা হইয়া বর্জিতা হয়।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সুরগতি [ফা সুরাখ+গতি] বি নৌকার দ্বিধে রোধ করা বা জোড়া মিলন হানে বসুন্ধর্য গতি; শব্দ-পাট-নির্মিত পলিতা। 'ঘলা পাড়ী সুরগতি দিল সুরগতি।' বহু, ১৪৫০।

সুরঙ্গ [স] ১ বিণ উজ্জ্বল রংবিশিষ্ট; সুসোহিত। 'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।' বহু, ১৪৫০; 'মাছিছা বন্যচন্দ্র সুরঙ্গ সিন্দুর।' আলোক, ১৮৮০। ২ বি আনন্দ। 'হাথতে লগুড় বানী বাএ সে সুরঙ্গে।' বহু, ১৪৫০।

সুরঙ্গমা [স] বি (হিন্দুপুরাণ) সুরসুন্দরী; অমরা। 'আইস গুরু মোরে দাও সুরা সুরঙ্গমা।' আলোক, ১৮৮০।

সুরঙ্গিনী [স] বিণ স্ত্রী সুন্দরী। 'তরঙ্গিনী হেমঙ্গিনী সুরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী।' বর্জিম, ১৮৭৫।

সুরঙ্গিন বিণ অতিশয় রঙিন। 'কুলাগ্রাণী নদী এক পূর্ণতার পথে সুরঙ্গিন।' ফররুখ, ১৯৩৩।

সুরঙ্গিম [স] বিণ রঙিন। 'তাহার মধ্যেত এক সুরঙ্গিম ধ্বজ।' আলোক, ১৮৮০।

সুরঙ্গ [স] বি কমলালবু। 'সাজিয়া সুরঙ্গ নিল বাটা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুরঙ্গ [স] বি মাটির চীনের পথ। 'বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে-সুরঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সুরঙ্গ-পথ বি মাটির তলা দিয়ে পথ। 'গোপনে দুর্গ-প্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ-পথ আছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সুরঙ্গ-প্রান্ত বি সুরঙ্গের শেষ সীমা। 'এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ-প্রান্তে পৌছিয়া নীচ হইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

সুরগতি [স] ১ বিণ সুবিন্যস্ত। 'তরঙ্গস্ন লতাএ জড়িত সুরগতি।' বাহরাম, ১৬৫০। ২ বিণ ভালোভাবে লিখিত। 'তাহাতে যদি সুরগতি গ্রহ সকল প্রকাশ হয় ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সুরঞ্জিত [স] ১ বিণ সুন্দরভাবে সাজানো। 'রাজাধিরাজ মহারাজের সুরঞ্জিত রক্তনশালা হইতে ...।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বিণ সুন্দর রঙে রঙ করা এমন। 'বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্তাখানি।' রবীন্দ্র,

১৯০১।

সুরট বি সংগীতের রাগিণী বিশেষ। 'সেতারে আলাপ করেছে তরু সুরট-মল্লার' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সুরত [স সুরতি] ১ বি যৌনসঙ্গম। 'সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিগ আনন্দসম। 'সুরত নিরুজ্জ্বল বেদি ভলি ভেলি জনম পৌতি দুহু যানস মেলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুরতক্রান্ত [স সুরতিক্রান্ত] বিগ সঙ্গমজনিত কারণে প্রান্ত। 'জুড়াও সুরতক্রান্ত সীমন্তিনী দলে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সুরতসুখ [স সুরতিসুখ] বি সঙ্গমজনিত সুখ। 'সুরতসুখে কাহ মুকুতি নয়নে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুরত [আ সুরাত] বি চেহারা। 'এক এক ধান্দার পায় এমন সুরত।' গরীব, ১৭৬৫।

সুরতহাল [আ সুরাত+আ হাল] বি ঘটনার অবস্থা। ওগাঁ, ১৭৮২; 'রীতিমত সুরতহাল ও লাস ভদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সুরখাল [আ সুরাত+আ হাল] বি ঘটনার বিবরণ। 'পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের সুরখাল করা যৌকুপ করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

সুরতি [স বি যৌনসঙ্গম] 'আর সুরতি চাহে বলে।' বড়ু, ১৪৫০।

সুরতী [স সুরতি] ১ ক্রি যৌনসঙ্গম। 'আবারী রাধা নহে সুরতী যোগে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিগ আকৃতি। 'বরুণ অরুণ গ্রহ অনন্ত সুরতী।' বাহয়্য, ১৬৫০। ৩ বিগ রূপসী। 'সতি সুরী কাসিত পরম সুরতী বিজয়, ১৬৫০।

সুরথী [স বি দক্ষ রথচালক। 'বাতাকারে উড়িলা সুরথী ধনুসখে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুরব [স বি সুখ্যাতি। 'সুরব সৌরভ হয়ে, দৃশ্যদিক যশ লয়ে, প্রকাশিবে শুভ সমাচার।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ বিগ সুমুখ। 'যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুবস, যাহা মনোহর।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সুরভি [স বি সুবাস। 'ভুগুত্তল কুসুম সুরভি কর আনে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুরভিত [স বিগ সুবাসিত। 'পরিমল-সুরভিত কুন্তল।' নজরুল, ১৯৩১।

সুরভিবাস [স বি সুগন্ধী। 'শবনর সুরভিবাস দিয়ে আমাকে পরোমিত্রিয়ায়ীত করে দিতে পারে।' মুক্তবা, ১৯৩০।

সুরভিধাস [স বি সুরভিত নিধাস। 'লভিয়া তোর সুরভিধাস যায় না তোরে বাখানি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সুরভি-সিদ্ধ [স বি খুব সুবাসযুক্ত। 'তোমার তুলনা করেছি আপন মন/ কাহন বলে সুরভি-সিদ্ধ হাজার ফুলের সাথে।' শিকান্দার, ১৯৪৫।

সুরভী বিগ সুবাসিত। 'কেতকীকেশের কেশপাশ করো সুরভী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সুরমা [ফা সুরমহি] বি চোখে লাগানোর হালকা কালচে-নীল রঙের চঁড়া; আকস্মিকি। 'গোঙ্গল করিয়া চক্রে সুরমা পড়িবা।' আলাওল, ১৬৮০। দ্র সূরমা

সুরমা-টানা বিগ সুরমা আঁকা রয়েছে এমন। 'গাছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুরমা-টানা ডাগর-পানা।' নজরুল, ১৯৩৯।

সুরমা বি নদীর নাম। 'আমি সুরমা।' হাই, ১৯৫৪।

সুরম্য [স বিগ অভিজ্ঞ যমোহর। 'সুরম্য দীপ্তি তট।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুর-রিয়ালিজম [বি] বিগ পরাবাস্তববাদ। 'সুর-রিয়ালিজম দাদাইজম যার জ্ঞানে তঁরা বুঝতে পারবেন।' মুক্তবা, ১৯৬৬।

সুর-রিয়ালিস্টিক [বি] বিগ পরাবাস্তববাদী। 'নৃতন শহরের সব কিছু গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়।' মুক্তবা, ১৯৫২।

সুরস [স বি রসপূর্ণ কাব্য। 'সরস কবি সুরস ভনে।' বিদ্যাপতি ১৪৬০। ২ বিগ রসসিদ্ধ। 'সুরস অধর মধ্যে সুধারস অতি। আশাওল, ১৬৮০। ৩ বিগ সুবাদ। 'নানাবিধ সুরস সামগ্রী আহর' করিয়া ভোজন করিতে দেন।' অক্ষর, ১৮৫০; 'নানাবিধ সুর ফলমূল আহরণ করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৬৩। ৪ বিগ তৃপ্তিদায়ক। 'কহিলে ভায়র কাছে হইবে সুরস।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সুরসাল [স বিগ রসযুক্ত খাবার। 'সুরসাল ব্যঞ্জন মিষ্টা পরমাণাদি পাচক ইন্দ্র।' ভবানী, ১৮২৫।

সুরসাল [স বিগ অত্যন্ত উপভোগ্য। 'মধুর যন্ত্র সুরসাল, মধুর মধুর করতাল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'কদম্বকুলে পুঞ্জে পুঞ্জে প্রাঙ্গণ সুরসাল।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি চমৎকার রসযুক্ত। 'সুরসাল ফল দিবে না সে ছায়া।' নজরুল, ১৯৩০।

সুরসিক [স বিগ রসবোধসম্পন্ন। 'সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যা করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২২; 'সুরসিক লোক সব করে অনুমান।' গুপ্ত ১৮৫৮।

সুরসিকা [স বিগ স্ত্রী রসবোধসম্পন্ন। 'সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনি মহাশয় লোকের স্ত্রী।' দর্পণ, ১৮২১।

সুরসরি [স সুরেখরী] বি গন্ধাবার। 'সিরে সুরসরি নহি কুসুম সেনী। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুরা [স বি মদ্য। 'স্রী হই করিলে রূপ/ বহিলে অসুরগণ/ সমরে করিলে পান সুরা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সুরাপাত [স বি মদের পাত্র। 'একজন তপোভক্ত করি, উচ্চহার অগ্নিরসে ফাটনের সুরাপাত ভরি, নিয়ে যায় প্রাণমন হরি।' রবীন্দ্র ১৯১৫; 'কবিকে সুরাপাত আগাইয়া দিয়া।' নজরুল, ১৯৩১।

সুরাপান [স বি মদ্যপান। 'দারিদ্র্যের সুরাপান সত্তরে তেজিবে। সুলভন, ১৭০০।

সুরাপায়ী [স বিগ সুরা পানকারী; মদ্যপ। 'সুরাপায়ী ব্যক্তি কি চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না।' মাইকেল, ১৮৬৯।

সুরাপোয়ালা [স বি মদের পোয়ালা। 'জাগো তরলিত অগ্নি গে সুরাপোয়ালা।' নজরুল, ১৯৩০।

সুরাবাহী [স বিগ মদ বহনকারী। 'মনে হয় জুড়ি শুধু সৌ সুরাবাহী।' স্বরূপ, ১৯৪৩।

সুরারাগঞ্জিত [স বিগ মদের নেশায় রঙিন। 'তখন হীর প্রেমত্রিচিতে, সুরারাগঞ্জিত কমলনেত্র বিক্ষরিত করিয়া, চিত্রিতক জম্বুগণিলাসে মুখমণ্ডল ...।' বঙ্কিম, ১৮৭২; 'সাহেবেবের সুরারাগঞ্জিত নয়নে ...।' নজরুল, ১৯১৯।

সুরাল [স বিগ যেখানে মদ খাওয়া ও বিক্রির ব্যবস্থা আছে। 'সকালবেলায় যেমন পিচ্ছার ঘটা, সন্ধ্যার সময় তেমনি আবা সুরালয়ের ঘটা।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সুরাসক্ত [স বিগ নেশামগ্ন; মদে আসক্ত। 'জুবনবিখ্যাত এরিস্টট

লিখিয়াছেন, সুরাসক্ত শ্রীশ্রণ আত্মসদৃশ সন্ধান সকল প্রসব করে।' অক্ষয়, ১৮৫০; 'সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সুরাসমুদ্র [স] বি হিন্দুপুরাণ মতে মদের সাগর। 'শ্রীরসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র প্রভৃতি পুরাণোক্ত সন্তসমুদ্রের অস্তিত্বঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সর্বত্রই বিখ্যাত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুরাসেবন [স] বি মদসেবন। 'বীরাচারী শাক্তসম্প্রদায়ের সুরাসেবনের ন্যায় শৈবদিগের সখিদাসেবন ইষ্ট-সাধনার একটি অবশিষ্টাংশ।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সুরাধ্ব [ধা] ১ বি গর্ভ। 'সুরাধ্ব সন্ধান করে কোন পথে আসে যায় চোর।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ কীধ্বা। 'কবজা নিসাড়, কলিজা সুরাধ্ব, থাক চুমে মীলা তাজ।' নজরুল, ১৯২৪।

সুরাধ্ব [স] ১ বিণ স্মৃতি সুর। 'সুরাধ্ব সুরাধ্ব যেইক্ষণে ভনএ।' বাহরাম, ১৭৫০। ২ বিণ সুরাধ্ব। 'কী বৈদিকে ধিরলো ক্রয় হল না সুরাধ্বের উনয়।' লালন, ১৮৯০।

সুরাধ্বাঞ্জিত [স] বিণ সুন্দর বর্ণের রঙ করা। 'বিহঙ্গপদের পক্ষসদৃশ, সুরাধ্বাঞ্জিত, সূচ্যাক পক্ষসমূহ জানিয়া অত্যন্ত অল্লাপিত হইয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুরাধ্বনা **দ্র সুর**

সুরাচার্য, সুরাচার্য্য দ্র সুর

সুরাচার্য্য [স] বিণ উত্তম রাজা। 'কি সুরাচার্য্য, প্রাণ তব রাজ-সিংহাসন।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুরাত [আ] বি চেহারা। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'সুরাতে করিলে সৃষ্টি আকার কি সে নিরাকার।' লালন, ১৮৯০।

সুরানি বি পাঠান গোষ্ঠীবিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতানী বিটানি, হনি পাঠান বসিল নানা জাত।' মুহুদ, ১৬০০।

সুরালাপ দ্র সুর

সুরাসার দ্র সুর

সুরাসার দ্র সুর, **সুর**

সুরাহা [স] সুরাহা রাহা বি সমাধান। 'জানুফাল পরিশ্রান্ত হইল, কিন্তু গল্পের কোনও সুরাহা হইল না।' বনফুল, ১৯৩৬; 'সেখানে হয়তো এই বিলের ব্যবস্থা না হোক, এর সুরাহার একটা হৃদিস মিলতে পারে।' শিবরাম, ১৯৪০।

সুরাহি, **সুরাহী** [আ সরাহী] বি জলশাখা/বিশেষ: কুজো। 'রতিন করি মাটির সুরাহী নকশবন্দের নয়নে নীর।' ফররুখ, ১৯৪৬; 'সুরাহি থেকে পানি ঢেলে সে গলা সিক্ত করে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সুরির [স শরীরা] বি শরীর। ওঙ্গা, ১৭৮২।

সুরীত [স] বি সঙ্গকর্ম। 'নারীরে বধিলে কার্য কি হৈব সুরীত।' সুলতান, ১৭০০; 'সুরীতে পালিমু শিত গৌরব ধরিয়া।' সুলতান, ১৭০০।

সুরীতি [স] ১ বিণ ভাসো ব্যবস্থা। 'তথ্যার বাসলা শিক্ষার সুরীতি নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি উত্তম প্রথা। 'ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সুরু [আ শুক] বি আশ্রয়। 'নিলাম সুরু হবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭; 'চিতা সাজাইতে সুরু করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

সুরুচি [স] ১ বি উন্নত রুচি। 'বর্তমান সভ্যতামার্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি অতিক্রান্ত। 'লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট ...।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সুরুচিকর [স] বিণ সুরুচিযুক্ত। 'বাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থাকে।' রোকেয়া, ১৯২১।

সুরুচিপূর্ণ [স] বিণ উৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন। 'এমনই সুরুচিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়।' বেগম, ১৯৫২।

সুরুচিগ্রন্থি [স] বিণ মার্জিত রুচিসম্পন্ন। 'কোন সুরুচিগ্রন্থি গ্রন্থসমূহই তাহা গলাধরুকের করিতে সমর্থ নহে।' দর্শন, ১৯২৬।

সুরুচিবিগর্হিত [স] বিণ মার্জিত রুচিহীন। 'কতকগুলি রমণীয় চিত্র - কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত - অবর্ণনীয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সুরুচিসংগত, সুরুচিসঙ্গত [স] বিণ মার্জিত রুচিসম্মত। 'বর্তমান সভ্যতামার্জিত সুরুচিসঙ্গত আচারব্যবহার ... দেখিতে পাই।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'ইতর উদাহরণ দেওয়াটা সুরুচিসংগত নয়।' প্রমথ, ১৯১২।

সুরুচিসম্পন্ন [স] বিণ উৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন। 'মুসলমানকে শিক্ষিত করবার জন্য, সুরুচিসম্পন্ন করবার জন্য ...।' বৃন্দাবন, ১৯৩৩।

সুরুচিসম্পন্ন [স] বিণ স্ত্রী উত্তম রুচিসম্পন্ন। 'শ্রীমতী উষা - বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্ন, আলোকপ্রজ্ঞা জুড় তরঙ্গী।' বনফুল, ১৯৩৬।

সুরুজ, **সুরুজ** [স সুর্য বি সুর্য]। 'পূর্বের সুরুজ পশ্চিমে আঘ জাএ ল।' বড়ু, ১৪৫০; 'সুরুজের উজালা তাহে আছার হইল।' গরীব, ১৭৬৫।
সুরুজময় [স সুর্যময়] বি সৌরজগৎ। 'সংপূর্ণ চন্দ্রের দুই পাশে যেহে উইলি সুরুজময়ল।' বড়ু, ১৪৫০।

সুরুয়া [আ সুর'ওয়া] বি রান্না করা খাবারের কোল। ওঙ্গা, ১৭৮৫; 'কাসিতে ইপিকা, বাতে চানেল এবং আরোণ্যে সুরুয়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সুরূপ [স] বিণ সুদর্শন। 'তাঁহার ব্রীদন্ত নামে সুরূপ, সুশীল, শাস্ত্রস্বভাব এক গুরু ছিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সুরূপা [স সুরূপ] বিণ স্ত্রী সুশী। 'যেহেন সুরূপা সব তেহেন চাতুরী।' আলগোল, ১৬৮০।

সুরে দ্র সুর

সুরেখ [স] বিণ সুন্দর রেখাযুক্ত; সরল। 'সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।' বড়ু, ১৪৫০।

সুরেখলি বিণ শুভলক্ষণযুক্ত। 'উঁউহ সুরেখলি আখি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সুরেদ্রলোক দ্র সুর

সুরেলা দ্র সুর

সুরেখরী দ্র সুর

সুরেখর দ্র সুর

সুর্কি, **সুর্কী** [ফা সুরখী] ১ বি ইটের গুঁড়া। 'রামায়ণ মহাভারত রচনাতে চুন সুর্কী মসলার কার্য্য করিয়াছিল।' এসলাম, ১৯১৭। ২ বিণ ইটের গুঁড়ার মতো লাল। 'সুর্কি রং চাহারখানার ঢিলে আরবি পায়জামা।' নজরুল, ১৯৩০। **দ্র সুরকি**

সুর্ধি, **সুর্ধী** বি ইটের গুঁড়া। 'সুরে সুর্ধীর ঘন লালী উজীষে ইরানি দুরানি তুর্ধির।' নজরুল, ১৯২৪; 'রতিন আজি দ্যান আন্তানা সুর্ধর রঙের সুর্ধিতে।' নজরুল, ১৯২৮।

সুর্ধ [ফা] বিণ লাল বর্ণের। **সুর্ধ-তাজ** [ফা সুর্ধ+আ তাজ] বি লাল রঙের টুপি। 'জেগেছে তুর্ধি সুর্ধ-তাজ।' নজরুল, ১৯৩২।

সূৰ্জ, **সূৰ্য্য** [স সূৰ্য বি সূর্য] 'আপনার ভুবনে গেল সূৰ্য্য যোহাজন'। **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

সূর্যহে - শোন হে। 'নহে নহে হেন কথা সূর্যহে ব্রাহ্মণে।' **মালাধর**, ১৫০০।

সূর্য্য, **সূর্য্যী** [আ সূর্যমহা বি সূর্যম; চোখে লাগানোর হালকা কাগজে নীল ওঁড়াবিশেষ] 'শ্রুতীসুন্দরীর চোখের সূর্য্যর বাহার নিয়ে তারিক করছিলাম।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২; 'বিবি মোদের সূর্য্যী আঁকা চোখ।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯১৫। **দ্রু সুরমা**

সূর্য্যাদানি [স বি সূর্যম রাখার ছোটো পাত্রবিশেষ] 'একটি দায়ী সূর্য্যাদানি গুর নিজের বলে দেওয়া।' **আলাউদ্দিন**, ১৯৫৯।

সূল [স সূল বি সূলকৃতি অত্র; মিশূল] 'বান বৃথ করি সূল আইসে কৃষ্ণের ঠাঙি।' **মালাধর**, ১৫০০।

সূলক্ষণ [স ১ বি শুভ লক্ষণ] 'সিহেরাশি সিংহলয় উত্ত গ্রহণয় যড়বর্ণ অর্ধর্ণ সর্ব সূলক্ষণ।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫০০। ২ **বিণ** শুভ লক্ষণযুক্ত। 'সর্ব সূলক্ষণ কেন্যা পদমা সোদয়ী।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

সূলক্ষণময় [স বিণ শুভ লক্ষণযুক্ত] 'সর্ব অস সূনিখাঁয় সূর্বপ্রতিমা-জান সর্ব অস সূলক্ষণময়।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫০০।

সূলক্ষণমুজা [স বিণ ক্রী সূলক্ষণবিগিষ্ট] 'এ বালিকা সকল সূলক্ষণমুজা।' **বটম**, ১৮৮২।

সূলক্ষণ্য [স সূলক্ষণ্য বিণ শুভ লক্ষণযুক্ত] 'ঘরের সামী ঘের সর্বকোষে সুন্দর আছে সূলক্ষণ্য দেখা।' **বটু**, ১৪৫০।

সূলক্ষণ্যখিতা [স বিণ ক্রী শুভ লক্ষণ্যসম্পন্ন] 'তুমি সূলক্ষণ্যখিতা, সহংশা, সচ্চরিতা কন্যা।' **বটম**, ১৮৮৭।

সূলক্ষণ [স সূলক্ষণ বি শুভ লক্ষণ] 'দের কে সূতামার পুর বড় সূলক্ষণ।' **মালাধর**, ১৫০০।

সূল্য [স বি শুভলক্ষণ] 'যে ল্যয়ে নিমনি কন্যারানি সূর্বর্ণগুণে প্রবেশ করেন সেই সূল্যে।' **মাইকেল**, ১৮৭৩; 'তোমাদের সম্মিলিত প্রাপের যুগল তরুলতা সূল্যে রোপিত হল।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৬।

সূল্যশন [স সূল্য] বি শুভ সময়। 'কন্যা বিবাহের এর কবে সূল্যশন।' **বৃন্দা**, ১৫৮০; 'সেই সূল্যশন এল এভদিনে।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৫; 'হিলন-সূল্যশনে, কেন বন, নয়ন করে তোরা ফুলহা।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪১।

সূল্য [স সূর্য্য বি বিণ] 'বিচিত্র সূল্য দেখি তার সন্নিধানে।' **মালাধর**, ১৫০০।

সূল্যতান [আ সূল্যতানা বি সূল্যতানের রাজ্য] 'পাতশাহী শিরণা সূল্যতানী সূল্যতানং।' **জরত**, ১৭৬০।

সূল্যতানা [আ সূল্যতান] বি ক্রী রানী। 'সূল্যতানা। আমি গোলাম তোমার।' **সত্যেন্দ্র**, ১৯১০।

সূল্যতানি, **সূল্যতানী** [স সূল্যতান] ১ **বিণ** সূল্যতানের। 'পাতশাহী শিরণা সূল্যতানী সূল্যতানং।' **জরত**, ১৭৬০। ২ **বিণ** রাজকীয়। 'বনাত আউলান রকম সূল্যতানি।' **কালিঙ্গ**, ১৭৮৪।

সূল্যপানি [স সূল্যপানি বি হিন্দুদেবতা শিব] 'কন্যা সূনিগ্রো তারে বলে সূল্যপানি।' **মালাধর**, ১৫০০।

সূলভ [স ১ **বিণ** সহজ] 'সবার সূলভ বানী রাখার হৈল কাল।' **মিঠকী**, ১৬০০। ২ **বিণ** শক্ত। 'সবে ময়র বাজারে সূলভ আছে ফুল।' **কৃষ্ণদাস**, ১৭২০; 'সূলভ প্রণশো।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১। ৩ **বিণ** সহজলভ্য। 'নানাবিধ গ্রন্থায়া পাঠের দিনে সূলভ করিতেছেন।' **কৌমুদী**, ১৮০০; 'আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সূলভ করিয়া

রাখিয়াছিল।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৪। ৪ **বিণ** কল্যাণকর। 'সেখ-খনে যাহাতে সূলভ হয় তাহাই করিয়া দিও।' **প্যারী**, ১৮৫৮। ৫ **অব্য** মতো। 'আমি দেখিয়া অবধি সুবন্ধন-সূলভ অনবধি থাকি নাই।' **কৃষ্ণকমল**, ১৮৫৮। ৬ **বিণ** মানান-সই। 'একদিকে জরা ও অপরদিকে যৌবন-সূলভ ক'র এ দুইয়ে মিলে আমাকে ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৪।

সূলভতা [স বি সহজ অবস্থা] 'জীবনোপায়ের সূলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা ...।' **রাজ**, ১৮৭৪।

সূলভত্ব [স বি সহজতাপ্রাপ্যতা] 'শস্যাদির সূলভত্ব এবং দূর্ভুক্ত জগদীশ্বরের হস্তগত।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

সূলভ পাক বি সহজ রান্না। 'সূলভ পাক যাহা অনায়েসে সম্পন্ন হয়।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

সূল্য [স বিণ বেশ লম্বা] 'সূল্য পরিচ্ছেদ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৮।

সূল্যিত [স ১ **বিণ** প্রতিমুদ্র] 'সূল্যিত তপী অমরের বেল।' **বটু**, ১৪৫০। ২ **বিণ** সুদৃশ্য। 'কমল সোচন যিনি বাহ সূল্যিত।' **গদী**, ১৭৬৫। ৩ **বিণ** অত্যন্ত কোমল। 'সূল্যিত বাহর ভকিটি শিল্পরমুত অদৃশ্য পাখির মতো।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

সূল্যিতা [স বিণ রূপবতী] 'সুচরিতা সূল্যিতা নির্মালা উজ্জ্বলা।' **বাহরাম**, ১৬৫০।

সূল্যীত [স সূল্যিতা বিণ সূল্যিত; মধুর] 'নানা বাদ্য মোদল সূল্যীত সূল্যীত।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯।

সূলুক [আ বি সন্ধান বা বোঝাবর] 'গরে সন্ধান সূলুক করা ও ধরা পাকড়ার কর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল বিচার করিতেন।' **প্যারী**, ১৮৫৮।

সূলুকসন্ধান [আ সূলুক+স সন্ধান] বি বোঝ-খবর; শুও বিষয়ের বোঝ। 'পুরানো লোক, হুঁরি সূলুকসন্ধান জানে।' **কিছুটি**, ১৯৩১।

সূলুপ [বি হুপ] বি এক মাত্রলগুয়ানা ছোটো জাহাজবিশেষ। 'লক্ষ টাকার সূলুপ ও বজরাশির জলে ডালিতে-২ জল হইয়া গেল।' **দর্পণ**, ১৮৩০।

সূলুপা [আ সলব বি সূলুপি গুপ্ত] 'সূলুপা মানান ভাতি।' **আলাওল**, ১৬৮০।

সূলেশক [স বিণ ভালো লিখতে পারে এমন] **দর্পণ**, ১৮২২; 'সূলেশক হইলে কিবা অকবিত্যায় বিলক্ষণ সৈলুপ থাকিলে আটপট তত্তা যেতামাধিকা হইত।' **বসন্ত**, ১৮২৯।

সূলেশিকা [স বি ক্রী শুণী লেশক] 'শুণ্য শুভদিনেই হিন্দুবেই নয়, সূলেশিকা বলেও তিনি আমাদের কাছে পরিচিত।' **বেদম**, ১৯৪৯।

সূলোমানী বিণ অলৌকিক গুণসম্পন্ন। 'ইহার ভিতর সূলোমানী সূর্য্য ছিল।' **প্রভাত**, ১৮৫৫।

সূলোচন [স বিণ সুন্দর নয়নবিগিষ্ট] 'আহা মরি কত গুণ ধরে সূলোচন।' **গুণ**, ১৮৫৮।

সূলোচনা [স বিণ ক্রী সুন্দর নয়নবিগিষ্ট] 'তারকের গুণনামে সূলোচনা যুগে যোগে।' **কৃষ্ণদাস**, ১৭২০।

সূলোচনে [স সূলোচনা বি ক্রী সুন্দর নয়নবিগিষ্ট] 'সূলোচনের আশীর্বাদ শুন সূলোচনে।' **শিল্পি**, ১৮৮৭।

সূলুপ্ত [স বিণ উত্তম] 'সাম বিদ্যে সূলুপ্ত হেতু সূলুপ্ত বাসরে।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

সূশস্য [স] বি উত্তম ফসল। 'সূশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সূশাণ [স সু+শাণি] বিণ সূতীক্ল। 'তাই কি সূশাণ বাণ হান প্রতিদিন।' *মদনমোহন*, ১৮৩৪।

সূশাণিত [স সু+শাণিত] বিণ সূতীক্ল। 'বামাণশের সূশাণিত কষ্টবর হইলে অতিশয় মনোহারিনী হয়।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

সূশাণ্ড [স] বিণ অত্যন্ত শাস্ত। 'লোক বড় আপেক্ষিক বিরক্ত সূশাণ্ড।' *বৃন্দা*, ১৮৬০।

সূশাশন [স] বি সূত্ব শাসন। 'সভ্যতার সূশাশনে সৃষ্টিলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সূশাসিত [স] বিণ ভালোভাবে পরিচালিত। 'প্রজাপালকের বসতি বাহ্যে হইয়া পদ্মাপল্লি সূশাসিত হয়।' *রামরাম*, ১৮০২।

সূশিক্ষা [স] বি উৎকৃষ্ট শিক্ষা। 'আপনার কল্যাণদিকে সূশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

সূশিক্ষিত [স] বি উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'এতদেশীয় সূশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারিত হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮৩১।

সূশিক্ষিতপট্টক [স] বি শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষতা। 'সে সূশিক্ষিতপট্টকের উপরে বাহাদুর লইবে এ তো সহ্য করা চলে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সূশিক্ষিতা [স] বিণ স্ত্রী যথার্থ শিক্ষিত। 'তারারা এতকাল ... রক্ষনাগণের কষ্টে হইয়া বেড়ীটানা দিয়ায় সূশিক্ষিতা ছিলেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪২; 'সূশিক্ষিতা রমা বাই যেমন।' *কৃষ্ণতাবিনী*, ১৮৮৫।

সূশিষ্ট [স] বিণ বিনীত। 'সূশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জন করে থাকে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সূশীত [স] বিণ সূশীতল। 'আমার বাজনীতে উঠে সূশীত বায়।' *কেতক*, ১৮৫০।

সূশীতল [স] ১ বিণ ভূত্বিকের ঠাণ্ড। 'বহু সূশীতল বায়।' *বড়*, ১৮৫০। ২ বিণ স্নিগ্ধ। 'শিউলি ফুলের সূশীতল গন্ধে পরিপূর্ণ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ বিণ শান্ত। 'তখন তোমাদের কটিকে সূশীতল করে রেখেছিল কে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

সূশিতল [স] বিণ সূশীতল। 'অতি সুশিতল বাউ পুষ্প বরিসন।' *কলীঙ্গ*, ১৮৯৯।

সূশীতলতা [স] বি বেশ শীতল অবস্থা। 'রবে চন্দন-সূশীতলতা।' *নজরুল*, ১৯৪১।

সূশীতলা [স] বিণ সুস্নিগ্ধ। 'মধুর বচনে তোর প্রাণ সূশীতল মোর।' *কেতক*, ১৮৫০।

সূশীল [স] ১ বিণ অতিশয় জড়। 'সূশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য ক্ষীর/মধুর বচন মধুর চোঁটা অতি ধীর।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বিণ সৎ। 'হুম্মাহী জন সূশীল নহে।' *আভোতানিয়ে*, ১৭৪৩।

সূশীলতা [স] বি উত্তম স্বভাব। 'কুররের সূশীলতা দর্শনে হর্ষাধিত হইয়া বলিলেন ...।' *ফয়জুল্লাহ*, ১৮৭৬।

সূশীলা [স] বিণ সচ্চরিত্রা। 'সূশীলা করিব দান ইথে নাই আন/প্রতিজ্ঞ করিল রাজা সালবাহন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুতক [স শিতক] বি শুভক; ডলফিনজাতীয় জলচর প্রাণীবিদ্যে। 'কৃষ্ণীর হাম্বর লিখে ঘড়িয়ার সুতক/রোহিত আদি মৎস্য লিখি বিশাই প্রচুর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুত্বজল [স] ১ বিণ অত্যন্ত শৃঙ্খলাবিশিষ্ট। 'অতিসুত্বজলরূপে প্রকাশ

হইতেছে।' *দর্পণ*, ১৮৩৬। ২ বিণ নিয়মিত। 'কথাগুরুবনের ভাষায় সুত্বজল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮২। ৩ বিণ সুবিন্যস্ত। 'সুত্বজল অবসর সে তো প্রাপণপ পরিগ্রহের ফল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭। ৪ বিণ শৃঙ্খলাবদ্ধ। 'সমাজকে সুন্দর সুগঠিত সুত্বজল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুত্বজলতা [স] বি সুন্দর বিন্যাস। 'এই সুত্বজলতা সবচেয়ে সুস্পষ্ট।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সুত্বজলরূপে *ক্রিবিণ* উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। 'ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা সুত্বজলরূপে সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সুত্বজলা [স] বি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। 'আমার চাকের সুত্বজলাতে নির্ভর করিতে পারি।' *তারিণী*, ১৮০৩; 'সভ্যতার সুশাসনে সুত্বজলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সুত্বজলাবদ্ধ [স] বিণ সুন্দরভাবে সাজানোশোছানো। 'সব কিছুই সুত্বজলাবদ্ধ।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সুত্বজলিত [স] বিণ অত্যন্ত শৃঙ্খলিত। 'সুখদ সুন্দর সুগঠিত সুন্দর সুত্বজলিত সুন্দর।' *অবন*, ১৯২৫।

সুশোভন [স] ১ বিণ সুন্দর। 'কাচের বদন আতি সুশোভন।' *বড়*, ১৪৫০। ২ বিণ যথোপযুক্ত। 'খিতীএ পাইব পর্যাখরী সুশোভন।' *সুলতান*, ১৬০০। ৩ বিণ শোভা পাচ্ছে এমন। 'বংশপ্রসাদে শুভাঙ্গর সুশোভিত।' *কুজরাম*, ১৭২০। ৪ বিণ সুদর্শন। 'ইংলণ্ডে শত শত সুশোভন গির্জা ও প্রাসাদ নির্মিত হইল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৫ বিণ স্তম্ভিকটু না হয় এমন। 'পরশ্বরের পাখ্যের উপর সামন্তস্যের আভরণ বিছাইয়া দেওয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

সুশোভনরূপে [স] *ক্রিবিণ* দৃষ্টিকটু না হয় এমনভাবে। 'নারীর মত সুঠা এবং সুশোভনরূপে কি গৃহস্থালী, কি বাহিরের কাজ ...।' *বেণম*, ১৯৪৭।

সুশোভিত [স] ১ বিণ সুসজ্জিত। 'ইউনিভার্সে তারে সুশোভিত কৈলা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'সুহৃদয়ে সুশোভিত নাগ যজ্ঞ উপরীত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১; 'নব পল্লবিত, ফলে সুশোভিত।' *বহ্মি*, ১৮৩০; 'কদলীপদে সুশোভিত শ্রুতি, সন্দেশ, মিহিাদনা ...।' *বহ্মি*, ১৮৭৮। ২ বিণ সুবিন্যস্ত। 'কক্ষটি অতি প্রশস্ত, অতি সুশোভিত, প্রস্তরনির্মিত হর্ম্যতল ...।' *বহ্মি*, ১৭৬৫।

সুশোভিনী [স] বিণ স্ত্রী অতিশয় সৌন্দর্য বর্ণনাকারী। 'বন-সুশোভিনী লতা।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

সুশ্বেত [স] বিণ উজ্জ্বল ত্বক। 'উজ্জ্বল বর্ণ, সহ রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভূজা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুশ্রাব্য [স] ১ বিণ স্পষ্টমধুর। 'ইহা সচিকচপ্ন মায়েরই সুশ্রাব্য ও আদরীয়।' *দর্পণ*, ১৮৪০। ২ বিণ বাহ্যত শুনে ভালো মনে হয় এমন। 'যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ...' *বাণীনতা* শব্দে তাহিনতা শব্দের অপভ্রংশ নহে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৩ বিণ সোভনীয়। 'উত্তরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌদ্দবৃতির একটি সুশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

সুস্রী [স] ১ বিণ সুন্দর। 'সতি সুস্রী কাসিত পরম সুস্রী।' *বিজয়*, ১৬৫০। ২ বিণ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। 'লোকবত্তর সুস্রী দেখতে হওয়া চাই।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

সুশ্রেণীক্রমে [স] *ক্রিবিণ* যথার্থ অনুক্রম অনুসারে। 'অকারাদি ককারাজ সুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া লক্ষ্যমধুরা সংলক্ষ্য অভিধান প্রকাশিত হইবেক' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

সুশম [স] *বিণ* সুন্দর। 'কানড় কুসুম কেবা সুশম করিল রে' চিত্রী, ১৮০০।

সুশমা [স] *বি* সৌন্দর্য। 'অতি পূর্বকৃত বৃণ হইতেই কান্ধীর আচর্য্য সৌন্দর্য্য সুশমার অনুগ্রহে ...' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুশমাতন্ত্র [স] *বি* সৌন্দর্যতন্ত্র। 'শক্তিতন্ত্র থেকে সুশমাতন্ত্রে এসে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সুশমা পিপাসু [স] *বিণ* সৌন্দর্য পিপাসু। 'সেটা সুশমা পিপাসু মনের সৌন্দর্য-তৃষ্ণা' নজরুল, ১৯২৭।

সুশমায় [স] *বিণ* সুন্দর। 'করেছে সুশমায় সেহাশে থিরিয়ে' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

সুশমায়ী [স] *বিণ* স্ত্রী মনোমুগ্ধকর। 'সুশমায়ী চন্দ্রমার নয়ান কামানী' পতি, ১৯৩৬।

সুশমাত্ত [স] *বিণ* সুখ্য। 'বর্ণযোজনা এক আচর্য সুশমাত্ত জিহ্বা রচনা করেছে' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সুশমাসৌষ্ঠব [স] *বি* সমভাষ্য সৌন্দর্য। 'তাকে আবৃত করে আছে তার সুশমাসৌষ্ঠব' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সুশমিত [স] *বিণ* সমভাষ্য। 'ব্যক্তি ... বহুব্রী বিকাশের জন্য চাই অনুভূতির পরিশীলন, মনের সুশমিত সম্মতা' শিব, ১৯৫৬।

সুখামা [স] *বিণ* সুখ্য। 'কপিত মনোরথ জরাজীর্ণ করে সুখামা' কৃষ্ণকুমার, ১৭২০।

সুখির [স] *বিণ* বায়ু সহযোগে বাজানো বাদ্য এমন সুখিত্বীয় বাদ্যযন্ত্র। 'ভূতীরে সুখির চারি ঘন ঘনে জান' আলোড়ন, ১৮৮০।

সুখু [স] *বিণ* ঘুমন্ত। 'সুখু আয়েয়গিরির আর দ্বিভাঙ্গ হইবে না' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সুখু [স] *বিণ* স্ত্রী গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। 'সেই নিশীথকালে, সুখু সুন্দরীর সৌন্দর্যপ্রভা - দূর হোক' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

সুখু [স] *বিণ* গভীর ঘুম। 'শিতরঙ্গ প্রোতের মধ্যে সুখুতির তেলায় ...' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সুখুস্তিময় [স] *বিণ* গভীর নিদ্রাময়। 'অধুনা দেবদেবী যে বড়ই বিস্মিতপ্রায়, সুখুস্তিময় অধর' হৃদয়, ১৯৬৭।

সুখুলোক [স] *বি* গভীর ঘুমের লগ্ন। 'পাতকের মন ঝল্ললোক হতে সুখুলোকে চলে যেত' হেমশ, ১৯২৭।

সুযু [স] *বি* মানবদেহে কল্পিত নাকীবিশেষ। 'সর্বত্র ধরি রাখে সুযুর পথ' আলোড়ন, ১৮৮০।

সুযুমণা [স] *বিণ* সুযু। 'বি (তত্ত্ব) সুযু'। 'মধ্যেস্থিত সুযুমণা সদা প্রবল বহে' চন্দ্রী, ১৫৫০।

সুযুমানা [স] *বিণ* সুযু। 'বি মেরুভূতের বহির্ভাগে ইড়া ও পিরলা নাকীর মধ্যবর্তী কল্পিত নাকী'। 'ইড়া পিরলা সুযুমানা সাকী' বহু, ১৪৫০।

সুযুর্বা, **সুযুর্বা** [স] *বিণ* সুযু। 'বি মেরুভূতের বাইরের দিকের কল্পিত নাকীবিশেষ'। 'তাহার প্রধান আছে সুযুর্বা নামে নাড়ি' মালাধর, ১৫০০।

সুহু [স] *বিণ* অতি সুন্দর। 'আগনি কহিবে সুহু এহার উপায়' রূপায়, ১৭৫০।

সুহুতা [স] *বি* ক্রটিহীনতা। 'সুহুতা ও শৃঙ্খলার সাথে গড়িয়া তুলিতে হইলে' আজাদ, ১৯৫৯।

সুহুভাবে [স] *ক্রিবিণ* সূচকরূপে। 'শিতর ভবিষ্যৎ খুব সুহুভাবে গড়ে উঠবে না' বেগম, ১৯৪৭।

সুসংগঠিত [স] ১ *বিণ* সূচকরূপে। 'এটা সুসংগঠিত এবং সমৃদ্ধিশালী শহর' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯। ২ *বিণ* উত্তমরূপে সংগঠিত। 'সুসংগঠিত সমাজ সেবার ইতিহাস অসমাপ্ত থেকে যায়' বেগম, ১৯৬২। ৩ *ক্রিবিণ* ঐক্যবদ্ধভাবে। 'মহিলাদের বেছুর সুসংগঠিতভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা উচিত' বেগম, ১৯৬৬।

সুসংগত, **সুসংগত** [স] ১ *বিণ* ঐতিহ্যপূর্ণ। 'সৈনিক উন্নতিসাধনের সঙ্গে এইরূপ জ্ঞানাবলকবিশ্বাসের সুসংগত সমাবেশ ... হইয়া থাকে' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ *বিণ* সুকৃতিপূর্ণ। 'বিশুদ্ধ লোকের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুসংগতভাবে [স] *ক্রিবিণ* যথাযথভাবে। 'অত্যন্ত সুসংগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করিত বাঘ হয়' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সুসংগতি [স] *বি* সামঞ্জস্য। 'তিনি দেশকালপাত্রের সুসংগতি, রচনাকৌশল ঘটনাসংস্থানের প্রতি সুকণা মাত্র করেন না' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সুসংবেদ [স] *বিণ* সুবুদ্ধি। 'ভবিষ্যৎ চলার পথ তৈরী করার জন্য সুসংবেদ পরিকল্পনাও রচিত হওয়া উচিত' হাই, ১৯৪৯।

সুসংবাদ [স] *বি* শুভ সংবাদ। 'সুসংবাদ পরিচয়ও ... প্রসন্ন হইতে পারিলেন না' শরৎ, ১৯১৬।

সুসংযত [স] *বিণ* সুসংযত। 'আমার ভাতৃজ্ঞার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলওলিকে বার বার অব্যাহতচারনে উৎসাহিত করিয়া তুলিল' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সুসংস্কারাজ্ঞ [স] *বিণ* সংস্কারে পরিপূর্ণ। 'সুসংস্কারাজ্ঞ, অনুদার ও সীমাবদ্ধজ্ঞানের অধিকারিণী মাতা' বেগম, ১৯৪৮।

সুসংস্কারী [স] *বিণ* উৎসর্গ সাধনকারী। 'আমরা সুসংস্কারী দল' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সুসংহত [স] *বিণ* ঐক্যবদ্ধ। 'পথে ঘাটে গৃহে সকলই সুসংহত, সুবিহিত' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সুসংস্থান *বি* বাগবিশেষ। 'তবেই সুসংস্থান জড়িল রত্নখণ্ড' মালাধর, ১৫০০।

সুসঙ্গ [স] *বি* ভালো মানুষের সঙ্গ। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুসজ্জা [স] *বিণ* স্ত্রী উপযুক্ত সাজ। 'তোমরা সকলে সুসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হও' রাজীব, ১৮০৫।

সুসজ্জ [স] *বিণ* পরিপাটিভাবে সাজানো। 'নিরঙ্ক সুসজ্জ মাধুর্য বেশ ধারণ করিয়া ...' বর্ণপ, ১৮২৮।

সুসজ্জিত [স] ১ *বিণ* সুন্দরভাবে সাজানো। 'মানক প্রবীর রিকমাধিকার জন্য সুসজ্জিত আপ্যায়িত বিদ্যমান রহিয়াছে' অক্ষয়, ১৮৪৬। 'মহোৎসবের সময়ে আশানদিগের স্ত্রী সকল সুসজ্জিত করিয়া ...' মননমোহন, ১৮৫০। ২ *বিণ* সুন্দর পোশাক পরিহিত। 'সুসজ্জিত খানসামা এসেও সেলাম করছে না' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সুসজ্জিতা [স] *বিণ* স্ত্রী সাজগোছ করে আছে এমন। 'সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সূসভ্য [স] বি প্রকৃত কথা। 'অমিত বলয়ে প্রভু কহিলা সূসভ্য।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সূসন [স সূসন] ক্রিবিধ সশব্দ। 'মুকুতা চিকুরভার সূসন সবারে।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

সূসজ্জিত [স] বি সুপূত্র। 'মুনির সে সুসজ্জিত।' আলোড়ন, ১৬৮০।

সূসন্তান [স] বি সন্তত্বসম্পন্ন সন্তান। 'দন্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরি ...।' দর্পণ, ১৮৩২।

সূসভ্য [স] বিণ উন্নত সভ্যতার অধিকারী। 'পোতুগীশেরা ... পূর্বে সুসভ্য ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪১।

সূসভ্যজাতীয় [স] বিণ সংস্কৃতিবান। 'সর্বোৎকৃষ্ট সুসভ্যজাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতিপাত্র ও ভক্তিভাজন হইয়া যান।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সূসভ্যতা [স] বি উন্নত সভ্যতা। 'মূল্যবোধ ও বিচারনীলতার অভাব মানে - সুসভ্যতার অভাব।' মোতাফের, ১৯৫০।

সূসমগ্রস [স] ১ বিণ সামগ্র্যসম্পূর্ণ; ভারসাম্যবিশিষ্ট। 'দেখুন উক্ত স্তম্ভের প্রাচীন ব্যাখ্যায় কেমন সুসমগ্রস কথা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ সুগঠিত। 'মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমগ্রস।' ব্রহ্মদেব, ১৯২৯। ৩ বিণ ঋণ ঋণ এমন। 'মুছলমানের পৃথক জাতিত্ব স্বীকৃতির সাথে এই দাবী একান্তভাবেই সুসমগ্রস।' আজাদ, ১৯৪১।

সূসমতল বিণ মসৃণ। 'মেখে সুসমতল নয়।' শওকত, ১৯৫৮।

সূসমনাদ বিণ সুস্বরা

সূসময় [স] ১ বি অনুকূল সময়। 'ওবে হরিণ এক বড় সুসময় কেননা পুষ্প সর্বত্র বিকসিত হইয়াছে।' চরিত্রচর্চা, ১৮৫৫। ২ বি শুভকাল। 'এ সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর।' মাইকেল, ১৮৭০। ৩ বি বালিত সময়। 'মধুপমুখের গন্ধমাতাল দিনে/ ওই জানালায় পঞ্চমনি লব চিনে, আসিবে সে সুসময়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫। ৪ বি সুযোগ। 'দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তের, এই সুসময় ফুয়ার পাছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

সূসমর্থ [স] বিণ সামর্থ্য আছে এমন। 'যত মূল্যের অলঙ্কার ক্রীণগকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুদযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

সূসমাচার [স] বি শুভ সংবাদ। 'এত সুসমাচারের পর কিঞ্চিৎ সুসমাচার।' দর্পণ, ১৮১৯।

সূসমাধি [স] বিণ সুন্দরভাবে সমাধি। 'মনের ভাবকে সুসমাধি ভাষায় বিন্যাস করিতে পারলে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সূসমাজি [স] বিণ সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে এমন। 'সে একটি অনির্বচনীয় সুসমাজির মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সূসমাহিত [স] বিণ সুসম্পন্ন। 'বহুকোটি অর্থব্যয়ে অষ্টাদশ বৎসরে সুসমাহিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সূসমীচীন [স] বিণ সুসক্ত। 'তাহা আমাদের সুসমীচীন বোধ হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

সূসমৃদ্ধ [স] বিণ অতি ঐশ্বর্যশালী। 'সূসমৃদ্ধ রাজ্য।' দর্পণ, ১৮৩৮।

সূসম্পন্ন [স] বিণ সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন। 'পাপ তাপ হবে ছদ্ম নানা রস সুসম্পন্ন।' ভারত, ১৭৬০; 'পূর্ণাহিত ঋণা যোগকর্ষ সুসম্পন্ন হইল ...।' দর্পণ, ১৮২৮।

সূসম্পাদন [স] বি ভালোভাবে সম্পন্ন করণ। 'পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া

তাহার কর্ষ সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সূসম্পিত [স সু-সম্প্রীত] বিণ আনন্দিত। 'ফলা পেয়ে লাউসেন সুসম্পিত মনে ...।' মানিকরায়, ১৭৮১।

সূসম্পূর্ণ [স] বিণ পরিপূর্ণ। 'পুষ্কর্য বেষণ ঝাণছাড়া আর মেয়েরা বেষণ সুসম্পূর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সূসম্বন্ধ [স] ১ বিণ অভ্যন্তর সংহত। 'বৃদ্ধ এইতলিকে ... সুসম্বন্ধ করিয়া, ইহাদিকে চিরজ্ঞানরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিণ সুদৃঢ়। 'আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বন্ধ নয়।' প্রমথ, ১৯৪১।

সূসম্বাদ [স] বি ভালো সংবাদ। 'নানাবিধ সুসম্বাদ সঙ্ঘয় করিয়া প্রকাশ করেন।' দর্পণ, ১৮২২।

সূসম্পাদিত [স] বিণ ভালোভাবে সম্পন্ন। 'তাহা নিঃশেষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুবাদ, সুখ্যাতি ও বলদায়ক হয় না।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সূসম্মত [স] বি অধিক মাত্রায় একমত হওয়া। 'তাহার সভ্যতার বিষয়ে আমরা সুসম্মত বটি।' দর্পণ, ১৮৩৩।

সূসর [সুসর] বিণ মধুর স্বর; সুস্বর। 'বাজাও সুসর বাঁদী নান্দনের নন্দন।' বড়ু, ১৪৫০।

সূসরঃ [স] বি সুন্দর সরোবর। 'যথা নিশাঅবসানে মানস-সূসরঃ।' মাইকেল, ১৮৩০।

সূসর্মা, সুসর্মা বিণ সুস্বরা

সূসহ [স] বিণ গ্রহণ উপযোগী; সহনীয়। 'আমাদের মনের কাছে সুসহ কীর্তির পক্ষে ভীড়ভক্তের যতটুকু আবশ্যক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সূসাহি [স] বিণ সহজে সাধন করা যায় এমন। 'তুমি অনুরোধ করিলে অসাধ্যও সুসাহি করিতে পারি।' ভবানী, ১৮২৮।

সূসার [স] ১ বিণ সুব্যবস্থা। 'রাখে দাপের কর সুসারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ পুণ্য। 'বেদ জ্ঞায় মানিমু সুসার।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ বিণ সুযোগ। 'নানান কর্মিক দিলা কার্যেতে সুসার।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৪ বি সুকল। 'সময় গঞিয়া গেল না আহিল সুসার।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৫ বিণ সুদৃঢ়। 'নির্ভাহ পুরী সুসার।' ভারত, ১৭৬০। ৬ বি সুবিধা। 'মেনওগারী জাহাজ ... তৈয়ার ও তাহার ব্যয় ব্যাসনের সুসারের কারণ ...।' ফরাস্টার, ১৭৭৭।

সূসারী [সুসার] ক্রি শেষ করা। 'সুসারিতে নিশি গেল আধা।' দ্বিতী, ১৬০০।

সূসারানুসারে [স] ক্রিবিধ সুবিধা অনুযায়ী। 'পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্ব স্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৪।

সূসারি [স] সুদৃঢ়। 'দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের আওয়ারি সারি সারি বিকুর সদন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সূসারিত [স] বিণ সম্পদশালী। 'সর্বক পৃথিবী মোর সুসারিত হব।' মালদার, ১৫০০।

সূসান্ত [স সুস্থিত] বিণ সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বাগি মারিয়া আমি তোমারে করিব সুসান্ত।' মালদার, ১৫০০।

সূসাহস [স] বি সং সাহস। 'কর্তব্য সাধনে ধীর বীর সু-সাহসে।' নজরুল, ১৯২২।

সূসাহিত্য [স] বি উচ্চমানসম্পন্ন সাহিত্য। 'সূসাহিত্য সৃষ্টি অবশ্য সাহিত্যসেবীগণের দায়িত্ব।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

সুসাহিত্যবিদ [স] বি সুসাহিত্যিক। 'সুসাহিত্যবিদ আমাদের সমাজে নাই।' *মিহির*, ১৯০৩।

সুসাহিত্যিক [স] বিণ উত্তম সাহিত্যরচয়িতা। 'বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজ-রাজভাসের ভিতর তো নেই-ই।' *মুক্ততাবা*, ১৯৪৯।

সুসিঁতল [স সুশীতল] বিণ অতিশয় ঠাণ্ডা বা শীতল। 'ফিলাতল বৃন্দাবনে সুসিঁতল স্থানে।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসিদ্ধ [স] বিণ সম্পূর্ণ সম্ভল। 'নিভান্ত আপন যুক্তি সুসিদ্ধ করিত।' *তারিঙ্গী*, ১৮০৩।

সুসুক [স শিতক] বি ভলগিন জাতীয় জলার প্রাণীবিশেষ; শুক। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

সুসুনী [স সুনিম্নক] বি শাকবিশেষ। 'মরে গেল দীনে-দান সুসুনীর শাক।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭।

সুসুজি [স সুসুজি] বি গভীর নিদ্রা। 'মধুর মনে হয় এই সুসুজিকে।' *জীবন*, ১৯৩২।

সুসুরা [স স্বতর] বি স্বতর। 'সুসুরা নিদ্রা গেল বহুজি জাগায়।' *চর্চা* ২, ১২০০।

সুসুরে বি বরশোণ। 'উয়ার লেগে আমরা সুসুরে মেরে এনেছি।' *তারা*, ১৯৪০।

সুস্বচ্ছন্দ [স] ক্রিবিণ সুস্বাস্তিসুস্বরূপে। 'ভায়া ভাহারদিগের সুস্বচ্ছন্দে জাত হইতেই হইবে।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

সুসেব [স সুসেব্য] বি সুব্যবহা। 'গৃহস্ত আচরে কর জ্ঞানের সুসেব।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুসেজ্জা [স সুসজ্জা] বি আরামদায়ক কালাশয়ন। 'এই থাকে সুসেজ্জা করিব তিন জন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুসৌরভ [স] বি সুস্রাব। 'ক্লাস্তা সীমন্তিনী ছাড়ে সুসৌরভ ঘন, পুরি সুসৌরভে দেব-সভা।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সুস্ক [স শুষ্ক] বিণ শুষ্ক। 'সুস্ক ভূমি প্রকাশ হউক।' *কেরি*, ১৮০১।

সুস্ত [স সুহ] বিণ শান্ত। 'সুস্ত কর আপনার হিয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুস্তি [স] বি আশাস। 'বিষয় কর্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী।' *চন্দিকা*, ১৮৩০।

সুস্তির [স সুস্তির] বিণ শান্ত। 'সুস্তির হইলা প্রভাবতি।' *মালাধর*, ১৫০০।

সুহ [স] ১ বিণ রোগমুক্ত। 'ভরে সুস্তি সুহ হই হাটীয়া বেড়াজ।' *বৃন্দা*, ১৫৮০; 'সরজন রচনাব্যাস তিন দিন মধ্যে মহারাজকে সুহ করিয়াছেন।' *দর্পণ*, ১৮৩১। ২ বিণ শান্ত। 'লোকে অপশব্দ গায় সুহ নহে মন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বিণ স্বস্তি। 'ডোকার প্রশাদে সুহ পাই এক দশে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৪ বি সাহস। *মানোএল*, ১৭৪৩। ৫ বিণ সুস্থির। 'সেই অবধি রাক্ষসের প্রজা লোকেরা সুহ হইয়া থাকিল।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

সুহকায় [স] বিণ স্বাস্থ্য ভালো আছে এমন। 'যে সকল সুহকায় থাকি উত্তম স্থানে বাস করে।' *অক্ষর*, ১৮৪৮; 'পট্টাভাসের হেলেরা অধিক সুহকায়।' *কৃষ্ণভাবিনী*, ১৮৮৫।

সুহুতর [স] বিণ আরও সমৃদ্ধ। 'একটুকু আত্মবিশ্বাস যদি তার থাকতো তবে ... তার স্বাস্থ্যে জগৎ হতো সুহুতর।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সুহুতা [স] বি রোগশীলতা। 'শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুহুতার হেতু।' *অক্ষর*, ১৮৪৮।

সুহুতাকামী [স] বিণ সুহ হতে চায় এমন। 'সুহুতাকামী এই তিন আদোষন নতুন এক সভ্যতার পোষাপত্তন করবে।' *শিব*, ১৯৫৬।

সুহুমতি [স] বি প্রকৃতহুতা। 'এমন ভাবা সুহ-মত্তিদের পরিচায়ক নয়।' *ওয়ালী*, ১৮৪৫।

সুহুশল [স] বিণ রোগমুক্ত ও শক্তিশালী। 'তাকে আবার সুহুশল করতে পারা যাবে না।' *প্রমথ*, ১৯২৭।

সুহা [স] বিণ স্ত্রী সুহ। 'মহিষী শব্যাক সুহা হয়েছেন।' *দীনবন্ধু*, ১৮৭৩।

সুহিক [স] বিণ স্বস্তিপ্রাপ্ত। 'রাজা সুহিক কর্মফলে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সুহির [স] ১ বিণ শান্ত। 'ভয় না পাইব বলি সুহির করিল।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ বি দৃষ্টান্তর অভাব। 'মনে বড় সুহির।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ৩ বিণ সুনিশ্চিত। 'একবিশিষ্ট ও সুহির অধিকারে কিঞ্চিৎ হানি স্বীকার করিয়া থাকেন।' *তারিঙ্গী*, ১৮০৩। ৪ বিণ অটল। 'মন সুহির হইলে জীব অঙ্গার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২। ৫ বিণ নির্ধারিত। 'লগ্ন সুহির হইল।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুহিরতা [স] বি ধৈর্য। 'নিত্য-অস্থির স্বভাবের লোকের ... সুহির মতো অতল সুহিবতার সংসর্গ ভারী আবশ্যক।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সুহিরা [স] বিণ স্ত্রী অচল। 'সুহিরা লক্ষী অস্থিরা হইলেন।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুহীর [স সুহির] বিণ শান্ত। 'জলেত গ্রবেস কর হইয়া সুহীর।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

সুন্নাত [স] বিণ উত্তমরূপে সিত। 'সেখানে ভূমিও সুন্নাত গাছের সখা পাবে।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

সুন্নি [স] ১ বিণ অত্যন্ত পেলব। 'উন্মাদে যে সকল সুন্নি ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রভৃৎ আছে।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৫। ২ বিণ অত্যন্ত শীতল। 'বালুকামর প্রান্তরে সুন্নি বায়ু বহিয়া ...।' *মশাররফ*, ১৮৮৫।

সুস্পষ্ট [স] ১ বিণ পরিষ্কার। 'বৃহদারব্যাক উপনিষদে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।' *গৌর*, ১৮২২; 'ইহার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে ...।' *দর্পণ*, ১৮৩০। ২ বিণ স্বচ্ছ। 'সর্বত্র সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ বিণ নির্ভরযোগ্য। 'চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ৪ বিণ প্রত্যক্ষ। 'এইরকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের হুল প্রত্যয়ের অনুকূল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯। ৫ বিণ সুপরিষ্কৃত। 'এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

সুস্পষ্টীকরণ [স] ক্রিবিণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। 'বঙ্গোপীয়া বিন্দা সুস্পষ্ট রূপে দেখাইবার কারণ এই কাজে উচ্চ এক স্থান নির্মাণ হইবে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্পষ্টীকৃত [স] বিণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। 'লক্ষ মানবকণ্ঠে সুস্পষ্টীকৃত দাবীতে দিগন্তল মুখরিত।' *মহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

সুস্বপন [স সুস্বপ্ন] বিণ নিদ্রিত অবস্থার সুন্দর বিবরণের অনুভব। 'প্রথম ঘরের নিশি/সুস্বপন দেখি বসি।' *বটু*, ১৪৫০।

সুস্বভাব [স] বিণ ভালো স্বভাববিশিষ্ট। 'তাহারদের মধ্যে যাহারা সুস্বভাব হইয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২২।

সুস্বভাবশালি [স সুস্বভাবশালী] বি সুস্বভাবের অধিকারী। *দর্পণ*, ১৮২০।

সুস্বর [স] ১ বি মিষ্ট স্বর। 'নারী হেন কানে লোক সুস্বর করিয়া।' *বৃন্দা*,

সুশ্রলহরী

১৫৮০। ২ বি সুকঠ। 'শীত জনিবয়ে দিলা গাইন সুশ্র'। বাহরাম, ১৬৫০।

সুশ্রলহরী [সি] বি মনোরহ সুর-তরঙ্গ। 'পক্ষিগণ ... সুশ্রলহরী বিস্তার করত ...'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সুশ্র [সি] ক্রিবিণ মধুর কণ্ঠে। 'সুশ্রের কোরান যদি পড়িতে লাগিলা।' সুলতান, ১৭০০।

সুশ্রাগতম [সি] সু+স+স আগতম্। - আগমন শুভ হোক। 'স্বাগতম, সুশ্রাগতম। দম্ভকারণে স্বাগতম।' মূলীক, ১৯৬৬।

সুশ্রাদ [সি] বিণ উৎকৃষ্ট স্বাদবিশিষ্ট। 'ইহার জল লবণাক্ত নহে, পরন্তু সুশ্রাদ।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'যাহা খাইতে ভাল লাগে, তাহাকে সুশ্রাদ বলে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

সুশ্রাদু [সি] ১ বিণ উত্তম স্বাদযুক্ত। 'কত সাধ বেতে সাদ সুশ্রাদু অমল।' ভারত, ১৭৬০; মনসা দেওয়া স্তম্ভক সুশ্রাদু চর্চণ্যালেহা পদার্থকে স্বাদু বলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বিণ সুমধুর। 'সুশ্রাদু স্তম্ভক উত্তম ফল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সুহ [সি] সুখ। 'সখল সুশ্রল করি সুখে সুতোলা।' চণ্ডী ৩৬, ১২০০।

সুহা বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'সুহা - কাফি ঠাটের ছয়টি স্বরবিশিষ্ট রাগিণী।' নবরঙ্গ, ১৯০৫।

সুহই বি রাগের নাম। জিহ্বী, ১৬০০।

সুহাগকমল বি নক্ষত্রবিশেষ। 'তঁর হাতে কুঙ্কমের সুহাগকমল আঁকবে না কানী।' মহাশব্দেতা, ১৯৫৬।

সুহায় [সি] সহায়। বি সহায্য। 'জয়ন্ত পাঠায়া দিব সুহায় তাহারে।' মালাধর, ১৫০০।

সুহাস [সি] বিণ সুন্দর হাসিমুখ। 'সুহাস মুখে সরসীর জলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুহাসিনি [সি] সুহাসিনী। বিণ হাস্যময়ী। 'যাও চলি, সুহাসিনি, অভয়, হৃদয়ে।' মাইকেল, ১৮৬০।

সুহাসিনী [সি] বিণ স্ত্রী মধুরহাসিনী। 'ভূবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী।' মাইকেল, ১৮৬৬।

সুহদ [সি] বি বহু। 'সুহদের বাক্য তারা কেহো নাহি ধরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সুহৃদ [সি] বি বহু। 'সুহৃদদেরে শুভ বিষয় প্রকাশ করা নিত্যন্ত নিষিদ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সুহৃৎ [সি] বি বহু। 'তিনি আমার পুরম সুহৃৎ।' বিদ্যা, ১৮৭৭।

সুহৃদবর [সি] বি শ্রেষ্ঠবহু। 'সুহৃদবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

সুহৃদবর [সি] বি সুবিকৃত বহু। 'সুহৃদরে সুশোভিত/ নাশ যজ্ঞ উপশিত।' মানিকগঞ্জ, ১৭৮১।

সুহৃদসম [সি] বি বহুগোষ্ঠী। 'তাঁহার সুহৃদসম্মের আশা ছিল ...' আজাদ, ১৯৪২।

সুহৃদসন্তা [সি] বি বহুসন্তা। 'দিগে ছুই বেশ জবা সাজানো সুহৃদসন্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

সুহৃদসম্মিত [সি] বিণ বহুতুল্য। 'একালে তা হয়েছে সুহৃদসম্মিত।' প্রমথ, ১৯১৭।

সুহৃদর [সি] বি শ্রেষ্ঠ বহু। 'সুহৃদর সত্যোক্ত দত্ত ...'। শব্দীমুদ্রাহ, ১৯৩১।

সুহৃদরেন্দ্র [সি] ক্রিবিণ সুহৃদ সমীপে। 'মহাশয় সুহৃদরেন্দ্র।' দর্পণ, ১৮৩১।

সুহৃদর্শ [সি] বি বহু। 'দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... সুহৃদর্শের মুখাবলোকন করিয়া পুনর্কিত হইতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সুহৃদবান্ধব [সি] বি বহুবান্ধব। 'সুহৃদবান্ধবের প্রেমের আনন সকল মনেতে জন্মিত হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সুই [সি] বি সূচি। বি সূচ। 'প্যারিকে ডাকিয়া একটা নির্দায়া করিয়া সুই সূচা করিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।' গৌর, ১৮২২।

সূক [সি] বি বেষের যেকোনো একটি সম্মা কবিতা বা ত্রোয়। 'ক্বেদেদ সংহিতার ভিত্তিয়াধারে পক্ষবিশেষিত সূকো সামুদ্রিক লোকের উল্লেখ আছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সূক [সি] বি শুক্ল। বি সুকুতা নামের তরকারি। 'চই ময়ীত সূক দিয়ে সব ফল-মূলে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সূক্ষ [সি] ১ বিণ তীক্ষ্ণ। 'দ্রুতত পুরুষে বাস সূক্ষ গতি।' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ বিণ সূক্ষ। 'সূক্ষ বেত বায়ুপুঞ্জ পুণ্ডিনের সম'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিণ তীক্ষ্ণ। 'সূক্ষ সূত্রি বড় সাম্রাজ্যে নিপুণ দণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৪ বিণ পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'আমার সূক্ষ কর্মের ধারা কখন কোন মূলেরে সৌগন্ধির হাস্য পায় নাহি।' তারিণী, ১৮০০। ৫ বি বধ্যবস্ত্র। 'ইহাতে সূক্ষ সূক্ষ না হইয়া বরণ মাদ্য হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৬ বি সূক্ষ বুদ্ধি। 'আমি এক সূক্ষ বার করি।' মীনবহু, ১৮৬৩। ৭ বিণ সোপান। 'আজও একটুকু সূক্ষ কথা আছে যে, কৈরীর মাথা কটীয়া সুশ্রপণর শইয়া যাইবে।' মণ্ডারক, ১৮৮০।

সূক্ষকার্যকম [সি] বিণ অত্যন্ত সূক্ষ কাজ করতে সক্ষম। 'বিজ্ঞানরত্নী মনীষিগণ মস্তিষ্কপরিচালনে এক্ষণ সূক্ষকার্যকম যন্ত্রের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সূক্ষদ্রাণ [সি] বিণ ত্রাণদ্রাণের সূক্ষশক্তিবিশিষ্ট। 'রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষদ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি বরন্ত চক্ষু।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সূক্ষচিত্তা [সি] বি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা। 'অসংখ্য সূক্ষচিত্তার বাধনে যে বাঁধা সেই তো ক্রি বিকেন্দ্র আর ক্রি বিকেন্দ্র কালচাচের দান।' মোতাহের, ১৯৫০।

সূক্ষচেতন্য [সি] বি স্থল নয় এমন উপলব্ধি। 'বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষচেতন্যই তাদের চালক।' মোতাহের, ১৯৫০।

সূক্ষজগৎ [সি] বি বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবকল্পনার জগৎ। 'তাঁহলে বিজিগীষু মানুস স্থল বস্তুরাজ্যের পরিবর্তে অন্য কোন সূক্ষজগৎ জয় করবার প্রেরণা লাভ করত।' মোতাহের, ১৯৫০।

সূক্ষতত্ত্ব [সি] বি গূঢ় মতবাদ। 'এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সূক্ষতম ১ বিণ সূক্ষাসূক্ষ। 'মিনি ফটো নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ অতিশয় সূক্ষ। 'বিষয় সূক্ষতম পদার্থের অলঙ্কার মর্ম বীর্ণ করবার জন্য বিরাট বৈদ্যুতবলীর কারখানা বসল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সূক্ষতর [সি] বিণ ১ অতিশয় মিহি। 'তাঁহাকে যে মাঝড়সার জালের চেয়ে সূক্ষতর তুলুতর সহস্রা সূত্রে বাঁধিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ অধিক সূক্ষ। 'ডাক্তারবাবু গলা ঝাঁকরি দিয়া শুষ্কপ্রাচীরে তরঙ্গী ও অন্তর সহযোগে সূক্ষতর করিতে লাগিলেন।' বনকুল, ১৯০৬।

সূক্ষতা [সি] ১ বি পুঙ্খানুপুঙ্খতা। 'বিবেচনার সূক্ষতা ও বুদ্ধির

তীক্ষ্ণতা। দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ। 'সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই যেটা জন্তুতলো ভারী তাঁপরে পড়বে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সূক্ষ্মভাষাধীন [স] বি সুদ্বন্দ্বকণ। 'তাতে অনুভূতির সূক্ষ্মভাষাধনের চাইতে অনুভূতির জড়ভূষণটির সম্ভাবনাই বেশি।' শিব, ১৯৫০।

সূক্ষ্মদর্শি [স] সূক্ষ্মদর্শী। বিণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'ফলতঃ সূক্ষ্মদর্শি বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্য স্বীকার করিবেন ...' প্রভাকর, ১৮৫০।

সূক্ষ্মদর্শিতা [স] বি গভীর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। 'সূক্ষ্মদর্শিতায় তাঁহার প্রতি বিনয়ের মন বিষ্ময়মিশ্রিত ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সূক্ষ্মদর্শিনী [স] বিণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শিনী ও অত্যন্ত সদিচ্ছ-সভাবা।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সূক্ষ্মদর্শী [স] বিণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। 'মায়াবাদীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সূক্ষ্মদৃষ্টি [স] বি তীক্ষ্ণদৃষ্টি। 'যিনি তথ্যানুসন্ধান-তৎপর হইয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই বস্তুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।' অক্ষয়, ১৮৫৬।

সূক্ষ্মধূলি [স] বি অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা। 'সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সূক্ষ্মধী [স] বিণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। 'সূক্ষ্ম-ধী জাবের এখানে বাধা দিয়া বলিল।' মাহেনব, ১৯৪৯।

সূক্ষ্ম বিবেচনা [স] বি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা। 'সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।' রামহরসাদ, ১৭৮০।

সূক্ষ্মবুদ্ধি [স] বি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। 'তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যথেষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত ক্রিবিধ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে। 'অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই ... সমাপ্ত করিলেন।' ভবানী, ১৮৫৫।

সূক্ষ্মবৃত্তি [স] বি তীক্ষ্ণ রসবোধ। 'হিনি এই গল্প প্রথম বলিয়াছেন, তাঁহার সূক্ষ্মবৃত্তি আছে।' আলাদ, ১৯৪৬।

সূক্ষ্মমর্মী [স] বিণ সংবেদনশীল। 'ঘোষেনবাবুর সূক্ষ্মমর্মী মন আড়াই মণ ওজনের মেনদুগটাকে টানিয়া হিচড়াইয়া গোয়াবাগানের উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল।' বনমূল, ১৯৩৬।

সূক্ষ্মরূপে [স] ক্রিবিধ গভীরভাবে। 'যথার্থ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার বস্তুপাণ্ডব সংপ্রকাশিত হয় নাই।' জ্ঞানদেবদেব, ১৮৩৮।

সূক্ষ্মরেখিণী [স] বিণ ত্রী কীণাঙ্গী; তথ্য; কীণসেহী। 'ভূমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিণী।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সূক্ষ্মলোক [স] বি অস্পষ্ট ভূবন। 'দূরদূরান্তরে পরমেন্দ্রিয়াতীত কোন সূক্ষ্মলোকে বলীল হয়ে গিয়েছে।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

সূক্ষ্মশরীর [স] বিণ শীর্ণকায়। 'সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন কীণজীবী তীক্ষ্ণ মানুষটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সূক্ষ্মশিল্প [স] বি সূক্ষ্ম অনুভূতিনির্ভর শিল্প। 'ইউরোপে এই সকল শব্দের যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে তাহার নাম অনুবাদ করিয়া সূক্ষ্মশিল্প নাম দেওয়া হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম [স] বিণ অতিশয় ক্ষুদ্র; আশুপীকণিক। 'গন্ধদ্ব্যয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু চতুর্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

সূক্ষ্মসূত্র [স] বি মিহি সূত্র। 'অনেক সূক্ষ্মসূত্র একত্র করিয়া প্রকাশ

মদমস্ত হস্তিকেও বন্ধ করা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

সূক্ষ্মা [স] বিণ ত্রী সূক্ষ্ম। 'ধর্মসা সূক্ষ্মা গতিপ্রযুক্ত চতুর্থাবারে স্বীকার করাতো ...' দর্পণ, ১৮২৪।

সূক্ষ্মাঘ [স] বিণ তীক্ষ্ণ। 'স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাঘ হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সূক্ষ্মাভিসূক্ষ্ম [স] বিণ অতিশয় সূক্ষ্ম। 'বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাভিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাতন ...' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সূক্ষ্মাভিসূক্ষ্মভাবে [স] বিণ অতি সূক্ষ্মভাবে। 'যাহারা সূক্ষ্মাভিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সূক্ষ্মানুভূতি [স] বি বিবু গভীরভাবযুক্ত চেতনা। 'সূক্ষ্মানুভূতির অপর নাম আত্মা।' মোহাচারে, ১৯০০।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম [স] ১ বিণ পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকতে সুতরাং বিচারের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হওনের ক্রটি জন্মে।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ বিণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। 'সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধানবিষয়ে অত্যন্ত সহিষ্ণুতা ও সবিশেষ নৈপুণ্য থাকাতো ...' বিদ্যা, ১৮৪৯।

সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম [স] বিণ অতি সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম নয় এমন। 'সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারের ফল।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

সূচক [স] বিণ জ্ঞাপক। 'মহিমা বিশ্বের রূপ কল্যাণসূচক।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সূচন [স] বি আশ্রয়। 'এহো বাহ্য হেতু পূর্বে করিয়াছি সূচন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সূচনী [স] বি আশ্রয়। 'গল্পপতি নিজেই তাহার সূচনা করিয়া দিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'জ্যোতিষের সূচীপত্র আপনাদের করিছে সূচনা নিত্যকাল মহাকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সূচি, সূচী [স] ১ বি সূচিকর্ম। 'সূচীবাবনায়িরা ... অগ্ন্যভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি সূচ। 'কিছু নারি তুলিতে বাছিয়া এ সূচি।' মাইকেল, ১৮৬০।

সূচ [স] সূচি। বি সূচ। 'সূচে যেন বিদ্যে পেট দূর হইল জীবনের আশ।' মুক্তকণ, ১৬০০।

সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও ফাল হইয়া বহির্গত হয় - কৌশলে ঢুকে সর্বনাশ করা। 'অল্প কথাতেই ইংরেজদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে, সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও ফাল হইয়া বহির্গত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

সূচিকা [স] বি হুঁচ; সূচ। 'সহস্র সূচিকার দ্বারা যেন বিদ্য হইতেছে।' মশাররক, ১৮৮৫।

সূচিভেদ্য [স] বিণ জমাট। 'সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সূচিমুখ [স] বিণ সক্র মুখবিশিষ্ট। 'সেই সমাজের সূচিমুখ কটকখচিত ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সূচিশিল্প [স] বি বসনশিল্প। 'চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রুপ-নির্মাণ ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'শিল্প কর্ম ও সূচি শিল্প।' এসলায়, ১৯১৯।

সূচীকর্ম [স] বি সেলাইয়ের কাজ। 'তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জন করিতে লাগিল।' বিদ্যা,

সূচীকার্য

১৮৩০।

সূচীকার্য, সূচীকার্য [স। বি সেলাইয়ের কাজ। 'বেশী দরকার পাওয়া-বিজ্ঞান, ধর্মী-বিদ্যা, শিশুশালন, রায় ও সূচীকার্য শিক্ষা দেওয়া।' বৈশম, ১৯৪৮। 'গ্রামা মেয়েদের সূচীকার্য।' বৈশম, ১৯৪৮।

সূচীপত্র [স। ১ বি বইয়ের শুরুতে দেওয়া পৃষ্ঠানবহরসহ বিষয়তালিকা। 'সর্বদা ভূমিকা, সূচীপত্র, পরিশিষ্ট প্রভৃতির প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৩: 'ছোটিদের সূচীপত্রে আপনায় করিছে সুন্দা নিত্যকাল মহাকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি অগাধ বিষয়। 'এ যেমন মহাভারতের সূচীপত্র গলাথরকণ করা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি সূচনা। 'ভাষ্যর অনন্ত পর্বের পালা একেবারে সূচিপত্রের সাহায্য দেওয়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি অনুষ্ঠানপত্র। 'আজ রাতে রামায়ণ থেকে যে-অভিনয় হবে তার একটি সূচীপত্র পাঠাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সূচীতদ্যো [স। বিপ সূত্র তদ্য কহতে পারে এমন; জমাট। 'বিজ্ঞপির বাতি দ্ব্যেলে সূচীতদ্যো অঙ্ককারের মধ্যে অভিশারিকাদের পক্ষ দেখার।' গ্রন্থ, ১৯১৪।

সূচীময় [স। বিপ কষ্টকর। 'বৈধেছে সূচীময় ফুলের ডোরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

সূচীমুখ [স। ১ বি সূত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। 'হীরকের সূচীমুখ শবাবের ঘুরি/হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। ২ বি সূত্রের মতো ধারালো মুখবিশিষ্ট। 'অতুড় কুবক আজ সূচীমুখ লাভের মুখ/নির্ভয়ে রচনা করে জন্মী কাব্য এ মাটির বুকে।' সূর্যজ, ১৯৪৮।

সূচীপঞ্জি [স। বি সূচ দিয়ে সেলাইয়ের কাজ। 'আরোহা পিতৃবর নতমুখে সূচীপঞ্জি নিয়ে যায়।' ওয়ালী, ১৯৪২।

সূচ্যম [স। ১ বিপ সামান্যতম পরিমাণ। 'সূচ্যম ভূমিকর করা দূরে থাকুক ... সূত্রের ন্যায় তরু হইয়া গেল।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি সূত্রের অগ্রভাগ। 'ক্রমে ক্রমে সূচ্যাকার কোশবিন্যাসসম্রোহর নিকটে গিয়া সূচ্যাবৎ সমাধ হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫। ৩ বিপ সূচ অগ্রভাগ। 'দোদুল্যমান বোঁদার সূচ্যম ভাগ্যবৃক্সও সেবা বাবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

সূচ্যমবুদ্ধি [স। বি তীক্ষ্ণবুদ্ধি। 'আপনার কাজ সুবিশিষ্টে সূচ্যমবুদ্ধি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

সূচ্যমভূমি [স। বি সামান্য পরিমাণ ভূমি। 'তারা বিনাঘবে সূচ্যমভূমি ছাড়বে না।' অন্নদা, ১৯৩৭।

সূচ্যমবেদিনী [স। বি সামান্য পরিমাণ ভূমি। 'সূচ্যমবেদিনী নাহি দিব।' নবীনচন্দ্র সেন, ১৮৭৭: 'সূচ্যমবেদিনীলাজী' মুমুক্সুরে ক্ষমিতে শেবাও অপূরণে অপূরণত।' সূরীন্দ্র, ১৯০২।

সূজি [স। বি সূজী। বি বায়াম্পবিশেষ: সূজি। 'লোকদিগকে সূজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৬।

সূজ্জ [স। বি সূজী। 'তখনত সূজ্জ শহরি পরতুর আঁজা পাইল।' রায়হী, ১৭১০।

সূজ্জ [স। বি সূজী। 'চন্দ্র সূজ্জ আলাক গ্রহ তারাপন।' রায়হী, ১৭১০।

সূড়া [স। বি সূর্য। বি সৌরীয় পথ। 'পাতিয়া বাতরা দড়া/আগলে বনের সূড়া/কাননে করিল মহামার।' মুকুন্দ, ১৯০০।

সূর্ণ [স। বি সূর্য। 'সরহ লক্ষি বর সূর্ণ গোহালী।' চর্চা ৩৯,

১২০০।

সূত [স। ১ বি জন্ম। 'এই ত বিহীত সূত শ্রীমোহর্যশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিপ পুর। 'নানাভাবে সূত করে জগদ্রাথ-সূত।' বৃন্দা, ১৫৮০: 'চলিল সাদুর সূত বিনায় হইয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি ছুতার: সূতধর। 'সূত কন্যা আনিয়া মিলেক তান দানী।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি রথের সারথি। 'হে সূতাভূজ ... আমাকে লইয়া যাইও।' বঙ্কিম, ১৮৮৭: 'আমি সূতসুখাই হই, আর যেই হই।' নজরুল, ১৯২২।

সূতাভূজ [স। বি সারথিসূত্র। 'হে সূতাভূজ ... আমাকে লইয়া যাইও।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সূত [স। বি সূতা। 'যেন সূত বাকিয়াছে মালিয়ার পাতি।' সুলতান, ১৭০০।

সূতা [স। বি সূতা। 'প্যারিক ভাকিয়া একটা নির্ধাণ করিয়া সূই সূতা কিনিয়া আনিয়া আরম্ভ করি।' পৌর, ১৮২২।

সূতাকটন বি সূতা পাকানো। 'বিশেষতঃ সূতাকটন অতিআত্ম্য অঙ্গুলির দ্বারা ...' দর্পণ, ১৮৩১।

সূতাকটনী বি বস্ত্রের জন্য সূতা কাটে দ্বারা। 'তত্ত্ববায় ও সূতাকটনীদ্বারা উভয় কথ্য শূন্য হয়।' দর্পণ, ১৮৩৬।

সূতা [স। বি সূতা পাকানো। 'সূতা কাটিয়া উভয় পুয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার পাঠাইতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫: 'সূতা কেটে আর বস্ত্র হুনিয়া।' নজরুল, ১৯০০।

সূতাকাটা বিপ সূতা তেরি হর এমন। 'দুটি আত্মিক সূতাকাটা কল।' মারেনও, ১৯৪৯।

সূতার [স। বি সূতার। 'পাশ হইতে শশী সূতার সড়কে উঠিল।' মনসুর, ১৯৩৮।

সূতি [স। বি সূতা। 'সূতিকর্ম, সূতিকর্ম' [স। বি সূতার প্রব্যাদি তৈরি করার কাজ। 'হায়েরা ... সূতিকর্ম, তত্ত্ব-তনন প্রভৃতি শিল্পকর্ম শিক্ষা করিত।' জঙ্কর, ১৮৫৪।

সূতিকা [স। ১ বি আতুড়ঘর। 'আজ সূতিকা পূজা, আজ অন্নপ্রাশন, ... কতই অন্নোদ।' ভদ্রেশ্বর, ১৮৭৪। ২ বি প্রস্তুতির রোগবিশেষ। 'বহুদিন তুফেলি সূতিকার জ্বরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫: 'সূতিকা রোগে আক্রান্ত।' শরৎ, ১৯১৭।

সূতিকা আলয় [স। বি আতুড়ঘর। 'সূতিকা আলয় আর শশানের চিতা।' জীবন, ১৯২৭।

সূতিকাগার [স। বি আতুড়ঘর। 'পূর্ব অয়্যপ্তের রাজধানী ডবলিন নগরীর সাধারণ সূতিকাগারে অনেক শিশুর আত্ম হতনা হইত।' জঙ্কর, ১৮৫২।

সূতিকাগৃহ [স। বি আতুড়ঘর। 'সূতিকাগৃহের জন্য কাঠ চাই।' রাজ, ১৮৭৪।

সূতিকাধর [স। বি সূতিকা+ধর। বি আতুড়ঘর। 'মাকে মানুষ সূতিকাধরের থেকেই পায়।' জীবন, ১৯৪৮।

সূতিকা পূজা [স। বি আতুড়ঘর। 'পূজিত যবে পালিত সন্তোষবিশেষ।' 'আজ সূতিকা পূজা, আজ অন্নপ্রাশন ... কতই অন্নোদ।' ভদ্রেশ্বর, ১৮৭৪।

সূতিকাবাস [স। বি আতুড়ঘর। 'আঁখার সূতিকাবাস তালি/হেরে গ্রন্থ দিক্‌সীমা।' নজরুল, ১৯৪১।

সূতিকালর [স। বি আতুড়ঘর। 'অতি অস্বাভাবিক স্থান সূতিকালরে রমণীশয়ের অকাল মৃত্যু।' বিনোদিনী, ১৮৭৭।

সূতিকা-রূপী [স সূতিকা+স রূপী] **বিণ** সূতিকা রোগগ্রস্ত। 'মাথার ওপর একটা ছাদ আর সূতিকা-রূপী বউ'। **বিলল**, ১৯৫৩।

সূতিকাঘটী [স] **বি** নবজাতকের ষষ্ঠ দিনে পালিত হিন্দু আচারবিশেষ। 'সাদরে সূতিকাঘটী ষষ্ঠ দিনে।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

সূতিমাস [স] **বি** প্রসবের মাস। 'সূতিমাস হতে সূত প্রসব হইল।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

সূত্র [স] **১** বি ইতি। 'সেই সব দীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। **২** বি প্রাক। 'এই অন্তলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। **৩** বি উপায়। 'আজি ছাড়াইব তোমা করি এক সূত্র।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০। **৪** বি সংজ্ঞা। 'কিছু মাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। **৫** বি পৈতা। 'শিখা-সূত্র ঘুটাইলে সে কৃষ্ণ পাই।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। **৬** বি সূতা। 'বঁধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র।' **যতুন্দ**, ১৬০০। **৭** বি বাধন। 'পুত্রিণী রসের সূত্রে সুবলিত হার।' **রাহরাম**, ১৬৫০। **৮** বি উৎস। 'বিবিধসূত্রে জাত হওয়া যায়।' **অক্ষয়**, ১৮৪৮। **৯** বি বৈদ্যশাস্ত্র সংকলনবিশেষ। 'প্রথম সভার অধিবেশন হইয়া সূত্র নামক বৈদ্যশাস্ত্র সংকলিত হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৫০। **১০** বি কোমল দণ্ড। 'তন্মধ্যে যে সূত্রগাহি সবাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গব্ভকেশর।' **অক্ষয়**, ১৮৫২। **১১** বি কাগজ। 'সম্ভাষীয়া বিদ্যোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নানা বাদ বিতর্ক চলিতেছে।' **সুখাবর্ণণ**, ১৮৫৫। **১২** বি বেদের অংশবিশেষ। 'দৈনিক গ্রন্থ চারি অংশে বিভক্ত - ছন্দ-মন্ত্র-ব্রাহ্মণ এবং সূত্র।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭২। **১৩** বি নিয়ম। 'সকল ব্যাকরণেই দুই প্রকার সূত্র আছে।' **বঙ্গদর্শন**, ১৮৭২। **১৪** বি সপক্ষ। 'ব্যাক্তির রক্ষি পঙ্কিতে সাথে শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন।' **বেগম**, ১৯৪৮।

সূত্রকার [স] **বি** ব্যাখ্যাকারী। '৯০/৯১ সূত্রে সূত্রকার সে যোষে অপনীত করিলেন।' **বঙ্কিম**, ১৮৮৭।

সূত্রগণ [স] **বি** প্রাকসমূহ। 'শেষলীলার সূত্রগণ কেন্দ্রে কিছু বিবরণ।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

সূত্রোষ্ট্র [স] **কিণ** মূলহীন; শেকড়হীন। 'ওষু একখানি সূত্রোষ্ট্র বাণী'। **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

সূত্রধর [স] **১** বি ছুতার; পেশাজীবী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। 'সূত্রধরে দেই বই।' **যতুন্দ**, ১৬০০।

সূত্রধর^২ **বি** ধারাবাহিকতা বহন করে যে। 'কই সেই ভাবের সূত্রধর।' **অভিভূত**, ১৯৫০।

সূত্রধার [স] **১** বি নাটকের কাহিনী-সূত্র ধরিয়ে দেন এমন চরিত্র। 'সূত্রধার।' **কীর্ত্তিবিলাস**, ১৮৫২; 'সূত্রধারের প্রবেশ।' **নগররস**, ১৮৬৯; 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিনোদীন্দ্র ফরমাশে, এছাড়া তার সূত্রধার হইলেন সংকৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর-ভদ্রবউয়ের সম্বন্ধ।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৭। **২** **কিণ** সূত্রগ্রহণেতা। 'রবীন্দ্র সিদ্ধি প্রার্থিনী নয় সূত্রধার গণেশের কাছে।' **সুখীন্দ্র**, ১৯৫৩।

সূত্রধারী^১ [স] **কিণ** পরম্পর সম্পর্কযুক্ত। 'আগে পাছে সব কথা এক সূত্রধারী।' **সুলতান**, ১৭০০।

সূত্রধারী^২ [স] **বি** শরীরে সূত্র বা পৈতা ধারণ করে যে; ব্রাহ্মণ। 'কৃষ্ণিতহৃদয় সূত্রধারীদিগের দ্বারা অদ্যাবধিও ভ্রমশিক্ষা প্রদান।' **অক্ষয়**, ১৮৪৬।

সূত্রপাত [স] **বি** আক্রম। 'এইরূপেই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৪৮।

সূত্রবর্ণন [স] **বি** সারাংশ বর্ণনা। 'এই আদিলীলা কৈল সূত্রবর্ণন।' **অক্ষয়**, ১৮৪৮।

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সূত্রবাহী [স] **বি** শরীরে সূত্র বা পৈতা বহন করে যে; ব্রাহ্মণ। 'ব্রাহ্মণ-বেশধারী কপট সূত্রবাহীদিগের উপর অচলা ভক্তি।' **অক্ষয়**, ১৮৪৬।

সূত্ররূপী [স] **কিণ** সূতার মতো সূক্ষ্ম। 'সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করে মারতে পারি।' **নজরুল**, ১৯২৭।

সূত্র-সম্ভারক [স] **বি** ধর্মসংস্কারে নতুন পথ প্রদর্শনকারী। 'সেই নরলোকনিবাসী সূত্রধর সন্তান বিশ্বরাজ্যের সূত্র-সম্ভারক বলিয়া পূজিত হইল।' **অক্ষয়**, ১৮৪৪।

সূত্রসোপান [স] **বি** শুষ্ক হওয়া মাত্র। 'সূত্রসোপানেই পার্শ্ববর্তী কনট্রোলকে তৎক্ষণাৎ খবর দেয়।' **এডুকেশন**, ১৮৭৩।

সূদন [স] **কিণ** হত্যাকারী। 'আমি স্ট্রাট-সূদন।' **নজরুল**, ১৯২২।

সূদ্র [স] **শূদ্র**। **বি** শূদ্র। 'অবল হেতু সূদ্রে লংঘিত ব্রাহ্মণে।' **বঙ্কিম**, ১৪৫০।

সূধ [স] **শূদ্র**। **কিণ** শুদ্ধ। 'ছড়াইব সবল সহাবে সূধ।' **চর্চা**, ১২০০।

সূন [স] **শূন্য**। **কিণ** শূন্য। 'সূন স্বেজ হিয় সালায়ে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' **বিদ্যাসপ্তি**, ১৪৬০।

সূন [স] **শূন্য**। **কিণ** শূন্য। 'সূন দুআরে ধর্ম দিলা দরসন।' **রামাই**, ১৭১০।

সূন্য [স] **শূন্য**। **কিণ** খালি। 'নাহিক বলদেব সব সূন্য পাইয়া।' **মালানব**, ১৫০০।

সূপ [স] **বি** ঝোল। 'শুভা রুধা ব্যঞ্জন এক সুপ আর শাক।' **কৃষ্ণদাস**, ১৫৮০।

সূপকার [স] **বি** বাবুটি। 'সূপকারকে ডাকিয়া জিন্মাসা কর ইহা কেমন করিয়া পাক করিল।' **কেরি**, ১৮০২।

সূপকারিণী [স] **বি** স্ত্রী বাবুনি। 'বাজ্ঞানাদি সূপাক হয় তবেইতো সূপকারিণীর গল্পনা হইতে রক্ষা।' **জ্ঞানানুসংগ**, ১৮৫২।

সূপকুশল [স] **বি** রান্নার পায়দার্পী। 'বর্তমান অনেককানেক সুপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জাত।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

সূপশাণ্ড [স] **বি** রান্না বিষয়কবিদ্যা। 'মহাশয়েরা নানাবিধ কুতূহলনামে সুপশাণ্ড একাশে সুলভাভিক্তা করিয়াছেন।' **দর্পণ**, ১৮৩১।

সূখ্যি [স] **সূখী** **বি** **সূখ**। 'তার আকাশেতে সূখি উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।' **ধ্বজেন্দ্র**, ১৯১২; 'বহন সূখ্যিমামা পটল ভূলিনেন।' **নজরুল**, ১৯২২।

সূখ্যিমামা [স] **সূখ**। 'জাগো আমার লক্ষী মেয়ে সূখ্যিমামা জগোছে।' **ভ্যোভ্র**, ১৯০৮।

সুর [স] **১** বি **সূর্য**। 'প্রভাত সময়ে যেন উরি গেল সুর।' **বঙ্কিম**, ১৪৫০। **২** **বি** বংশনাম-বিশেষ। 'আদিল সূরের ছিল সুরেলা দিল।' **ধ্বজি**, ১৯৩১।

সূরুজ [স] **সূর্য** **বি** **সূর্য**। 'আকাশেরি চাঁদ সূরুজে মুখ দেখে পায় লাজ।' **জসীম**, ১৯২৯।

সূর্য [স] **সূর্য** **বি** **সূর্য**। 'কহিলাম, বৃষ্টি পূবের সূর্য সন্ধ্যাতে উদিল আসি।' **জসীম**, ১৯৩০।

সূর্তি [প] **বি** লটারি বেলা। 'প্রতিমাতে সূর্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া।' **দর্পণ**, ১৮২২। **ত্র** **সরতি**

সূর্তি [হি] **বি** পানের সঙ্গে খাবার স্নানিক তামাকের ভড়া। 'নশি চুর্কট

সূর্তি গুলি।' সূর্যমার, ১৯২০।

সূর্য [সি বি কুলা। 'প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্যেত থুইয়া।' আলোচন, ১৬৮০।

সূর্য, সূর্য্য [সি ১ বি সূর্য। 'তোকে সূর্য্য তোকে চান্দ।' বড়ু, ১৪৫০; 'সূর্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সম্রাজিত ...।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। 'রাত্রির বিবরে জীবনের সব স্বপ্ন সূর্য হয় সোনার শিখরে।' মহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সূর্য-কণা [সি বি সূর্যের আলোক বিন্দু। 'তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

সূর্যকর [সি বি সূর্যের রশ্মি। 'নাহি পশে সূর্যকর আঁধার নরকে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই, এই সূর্যকরে এই পুণ্ডিত কাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সূর্যকরদীপ্ত [সি বি সূর্যের আলোর আলোকিত। 'নৌকায় বসিয়া সূর্যকরদীপ্ত জলে হুসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সূর্যকরোজ্জ্বল [সি বি সূর্যের আলোর উজ্জ্বল। 'এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'অগ্নি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সূর্যকরোজ্জ্বলতা [সি বি সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতা। 'তবুও সূর্যকরোজ্জ্বলতাকে ভালোবেসে।' জীবন, ১৯৪০।

সূর্যকান্দা [সি সূর্যকান্দা। বিপ দিনের বেলা দেখতে পায় না এমন। ওর্গা, ১৮৫১।

সূর্যকান্ত, সূর্য্যকান্ত [সি বি আতসময়ি। 'সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিশেতে জড়িত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

সূর্য্যকান্তমণি, সূর্য্যকান্তমণি [সি বি আতসময়ি। 'তুনি চন্দ্রকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অয়্যকান্তমণি।' রাজীব, ১৮০৫।

সূর্যকিরণ, সূর্য্যকিরণ [সি বি সূর্যের আলো। 'সূর্য্যকিরণও সূর্য্যকিরণ-সংহারক বাস্পকে উৎক্লিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।' ভূকুমার, ১৮৪৯; 'সূর্য্যকিরণ অসহ্য।' রবিন্দ্র, ১৮৭৫; 'সূর্যকিরণ পান' করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সূর্যকুণ্ড [সি বি অগ্নিকুণ্ড। 'সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার।' নজরুল, ১৯২৬।

সূর্যগ্রহণ, সূর্য্য-গ্রহণ [সি বি সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করার সময়ে চাঁদের আড়ালে সূর্যের ঢাকা-পড়ার অবস্থা। 'এই নিমিত্ত সকল অমাবস্যাতে সূর্য্য-গ্রহণ ঘটে না।' অক্ষয়, ১৮৪৫; 'প্রাণসে নামাল অকালসন্ধ্যার ছায়া সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সূর্যঘড়ি বি সূর্যের আলোতে যে ছায়া পড়ে তা দেখে সময় নির্ধারণের যন্ত্রবিদেষ। 'সূর্যঘড়ি চিনেছিল।' জীবন, ১৯৪০।

সূর্যচন্দ্রালোকিত [সি বি সূর্য-চাঁদের কিরণে আলোকিত। 'এই সূর্যচন্দ্রালোকিত শোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সূর্যছবি [সি সূর্য+আ সর্বাঙ্ঘ বি সূর্যরূপ ছবি। 'হেমন্তের সূর্যছবি।' জীবন, ১৯৪০।

সূর্যজ্যোতি [সি বি সূর্যের আলো। 'বিল্যরূপ দীপ্যমান সূর্যজ্যোতি সে সমুদয়ের একমাত্র মূল কারণ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

সূর্য-ঝড় [সি বি সূর্যের মতো উত্তপ্ত মল্লঝড়। 'সাহসার সূর্য-ঝড় লুপ্ত হিয়-শব্দী-আতলে।' ফররুখ, ১৯৪০।

সূর্যতত্ত্ব [সি বি সূর্যের তাপে উত্তপ্ত। 'যত উষ্মা তাঁদে সূর্যতত্ত্ব দিনের

নির্যাতনে।' সিকান্দার, ১৯৪৬।

সূর্যতাড়সে বি সূর্যের উত্তাপ বা প্রভাব। 'সূর্যতাড়সে জনকে যদিও করে ঘের ফলবান।' জীবন, ১৯৪৪।

সূর্যতাপ, সূর্য্যতাপ [সি বি সূর্যের উত্তাপ। 'সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সূর্যতারা [সি বি সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র। 'কাঁপিল গগন শত আঁধি মুদি নিবায় সূর্যতারা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'সূর্যতারা দলে দলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সূর্যদীপ্ত [সি বি সূর্যের আলোর উজ্জ্বল। 'সূর্যদীপ্ত আকাশের আমন্ত্রণ-লিপি/ সাথে করে নিয়ে এসো দিগন্তের মহাদেশ থেকে।' সিকান্দার, ১৯৪৫।

সূর্যদীপ্তি [সি বি সূর্যালোক। 'লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে।' সূর্য্যত, ১৯৪৮।

সূর্য দেখা ক্রি সময় দেখা। 'মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক।' দর্পণ, ১৮২১।

সূর্যদেব [সি বি সূর্য। 'নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্যদেবের অন্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।' বিন্দ্যা, ১৮৪৭; 'সূর্য্য দেব পূর্ব দিক আলোকময় করিয়া।' উমেশ, ১৮৫৭।

সূর্যপঙ্ক [সি বি সূর্য্যে থাকিবে তৈরি। 'এক-এক দল মানুষ সূর্যপঙ্ক কাপা-মুখি, হাড়িকুড়ি তৈজসপত্র গড়ার শিল্প-কৌশল ...।' অবন, ১৯২২।

সূর্যপরিবার [সি বি সৌরমণ্ডল। 'সূর্যপরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ো সকল গ্রহকেই ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সূর্যপুরুষ [সি বি বীরপুরুষ। 'মানবতার সূর্যপুরুষ চায়।' জীবন, ১৯৪০।

সূর্যগ্রন্থক্সি [সি বি সূর্য্যকে মধ্যে রেখে চতুর্দিক বেটন। 'সূর্যগ্রন্থক্সির যেমন সৌর বছর তিনশো পঁয়ষাট দিনের পরিমাণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সূর্যগ্রন্থদীপ [সি বি সূর্যরূপ গ্রন্থদীপ। 'নিত্য সূর্যগ্রন্থদীপ জ্বালি।' নজরুল, ১৯৩৫।

সূর্যগ্রন্থ, সূর্য্যগ্রন্থ [সি বি সূর্যকিরণ। 'সূর্যগ্রন্থ অপেক্ষায় দীপজ্যোতিতে তাঁহাকে অধিক রূপমান দেখায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সূর্যমূল বি সূর্যরূপ মূল। 'মূলের আকাশে রাশি আসে, মিল, তদ্রূপ উজ্জ্বল সূর্যমূল।' অমিয়, ১৯৩৯।

সূর্যবংশ [সি বি অসোধ্যার রাজকুল। 'সূর্যবংশে দশরথ নামে মহাশয়।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'রাজার স্বল্প শাখায়রূপ সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সূর্যবন্দনা [সি বি সূর্যের কৃতি। 'সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সূর্যবাণ [সি বি সূর্য নামধারী বাণ। 'চন্দ্রবাণ সূর্যবাণ দেখিতে অল্পত।' বাহরায়, ১৬৫০।

সূর্যবিজ্ঞান [সি বি সূর্য-সংক্রান্ত বিজ্ঞান। 'সূর্যবিজ্ঞান না-জানা সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।' মানিক, ১৯৩৬।

সূর্যবিদ্ধ [সি বি সূর্য্যালোকিত। 'আমার তিমির রাশি অকস্মাৎ সূর্যবিদ্ধ হলো।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

সূর্যবিষ, সূর্য্যবিষ বি সূর্যালোক। 'সূর্যবিষ সর্বনাশ ঘন-মুর্তি।' অক্ষয়,

১৮৪৯।

সূর্যবিরহিতা [স] *বিশ্ব* ক্রী *সূর্য*হীন। 'কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যেন সূর্যবিরহিতা রাত্রির মতো অন্ধকারে ছিল।' *অন্নদা*, ১৯২৮।

সূর্যব্রত, **সূর্যব্রত** [স] *বি* রাজধর্মবিশেষ; এমনভাবে কর আদায় করা যাতে প্রজাদের কষ্ট না হয়। 'রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্যব্রত, ... পৃথিবীব্রত; এই সত্ত্ব ব্রত।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১০।

সূর্যভীরা [স] *বিশ্ব* সূর্যালোকে ভীত। 'ধ্বংসের ফটলে যেন সূর্যভীরা ক্রোদাক্ত দাদুর্ভী।' *সূর্য*স্ত, ১৯২৭।

সূর্যভোগ [স] *বি* এক জাতের ধানের নাম। 'সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল।' *কুরুদাস*, ১৭২০।

সূর্যমণি [স] *বি* স্কলবিশেষ। 'সূর্যমণি তুলিল তালার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

সূর্যমণ্ডল, **সূর্যমণ্ডল** [স] *বি* সৌরজগৎ; সূর্য ও তার আশেপাশের পরিবেশ। 'সূর্যমণ্ডল কোন অনির্দেশ্য অনির্বচনীয় কারণবশতঃ স্থানান্তর হইয়া পতিত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৮; 'সূর্যমণ্ডল সময়ে সময়ে কলঙ্কিত লক্ষ্য হয়।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূর্যময় [স] *বিশ্ব* সূর্য আছে এমন। 'অপূর্ব বড়ভূজ মূর্তি কোটি সূর্যময়।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

সূর্যমুখী, **সূর্যমুখী** [স] ১ *বি* সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এমন হলুদ ফুলবিশেষ। 'চন্দ্রমুখী সূর্যমুখী অতলী ধাতকী।' *ভারত*, ১৭৬০; 'সূর্যমুখীর বর্ণে বসন লইয়া রয়েছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৮। ২ *বি* একপ্রকার বাগবিশেষ। 'কুমারী, কনকতারার, সূর্যমুখী; হাসি কলসি স্ত্রীর আঁচলি, পাশপাই ধাম।' *করকম্প*, ১৯৬০।

সূর্যরশ্মি, **সূর্যরশ্মি** [স] *বি* সূর্যের আলো। 'তাহার ঐশ্বর্য সূর্যরশ্মি পতিত হইয়া ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'সূর্যরশ্মি তরঙ্গমালাটে পরায় ইন্দ্রদ্রুম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

সূর্যলোক [স] *বি* সৌরজগৎ। 'বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি, সূর্যলোক।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

সূর্যশর [স] *বি* সূর্যের রশ্মিশর শর। 'আমার জন্মের ভোর সূর্যশরে আহত মাটিতে।' *সুদীপ*, ১৯৬১।

সূর্যশ্রাঙ্গ [স] *বিশ্ব* সূর্যের প্রথর তাপে অবসন্ন। 'সূর্যশ্রাঙ্গ লাল তাল হিঙ্গাল ছায়াতে/ সে বপুর্না গরবের কঁপে কঁপে মরে।' *হোসেন*, ১৯৪০।

সূর্যসনাথা [স] *বিশ্ব* সূর্য যার স্বামী। 'অজুরিত মুকুতিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

সূর্যসমেত [স] *বিশ্ব* সূর্যসহ। 'সূর্যসমেত আকাশখানা সূর্যমার চোখের সমুখে দুলিতে লাগিল।' *বনফুল*, ১৯৩৬।

সূর্যসাকী, **সূর্যসাকী** [স] *বিশ্ব* সূর্যকে সাকী রাখা হয়েছে এমন। 'পূর্বে এক ধর্মসাকী অথবা সূর্যসাকী তমসুকে কাজ চলিত।' *রাজ*, ১৮৭৪।

সূর্যসিদ্ধান্ত [স] *বি* সূর্যের প্রকৃতি, গতিবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ। 'তিনি সূর্যসিদ্ধান্ত ও জাতকর্ণাবের যে রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহা উভয়ই অপ্রামাণ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

সূর্যস্তব [স] *বি* (হিন্দুধর্ম) সূর্যকে স্তব করার ব্রত। 'যেগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্যস্তব।' *অবন*, ১৯১৯।

সূর্যস্নান [স] *বি* দেহে সূর্যকিরণ উপভোগ। 'শীতকালে শিশুদের জন্মে সূর্যস্নানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' *বেশম*, ১৯৪৭।

সূর্যহাসি [স] *সূর্য*+*হাসি*। *বি* সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল হাসি। 'সূর্যহাসির সোনার-চিকন বালিশের আভা।' *শামসুর*, ১৯৫৯।

সূর্যহীন, **সূর্যহীন** [স] *বিশ্ব* সূর্য বা আলো নেই এমন; অন্ধকার। 'বহুদীন জীবন আর সূর্যহীন জগৎ উভয়েই তৃপ্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৫; 'আকস্মি পিশাশ নিয়ে সূর্যহীন ও সৌর আকাশে।' *বীরেন্দ্র*, ১৯৫৬।

সূর্যাহ, **সূর্যাহ** [স] *বি* সূর্যের শরীর। 'সূর্যাহ হইতে পৃথিবী বিকিরিত হইয়াছে।' *বর্ষিম*, ১৮৭৫।

সূর্যভাস [স] *বি* সূর্যের দীপ্তি। 'মহাতেজোময় বসু কোটি সূর্যভাস।' *কুরুদাস*, ১৫৮০।

সূর্যার্থ, **সূর্যার্থ** [স] *বি* (হিন্দু আচার) সূর্য পূজার অর্থ। 'সূর্যার্থ দিয়া এক হাড়ী দৃত ককদশে করিয়া ঐ অগ্নিকূটে বস্প দিয়া পড়িল।' *দর্পণ*, ১৮২১।

সূর্যালোক [স] *বি* সূর্যের কিরণ। 'গাছালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন কোথা হতে জেগে ওঠে গৃহের মাঝারে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৪।

সূর্যালোকহীন [স] *বিশ্ব* সূর্যের আলো নেই এমন। 'সূর্যালোকহীন আকাশের সেন্যে পৃথিবী সংকুচিত।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

সূর্যালোকিত [স] *বিশ্ব* সূর্যের আলোয় আলোকিত। 'তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সূর্য্য, **সূর্য্যাত্ত** [স] *বি* দিনের শেষে সূর্য অদৃশ্য হওয়া। 'যখন সূর্য্যোতে চন্দ্রদায় হইল।' *চরিত্র*, ১৮০৫; 'তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোত্তরে পর ... প্রতিঘণ্টা করিতেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯।

সূর্য্য আইন [স] *সূর্য্য*+*আইন*। *বি* ব্রিটিশ শাসনামলের ভূমি বিষয়ক আইনবিশেষ। 'সেই নিয়মানুবর্তিতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এদেশে সূর্য্য আইন নামে প্রচলিত জায়া।' *অন্নদা*, ১৯৩৭।

সূর্য্যত-আভা *বি* সূর্য্যোত্তর সময়কার আলো। 'দ্বান সূর্য্যত-আভা সুরুশরভিম লজ্জার মতো সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

সূর্য্যাত্তকাল [স] *বি* সন্ধ্যাবেলা। 'শীতের সূর্য্যাত্তকাল তাহার সমস্ত শয়নশরটিকে নববিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬; 'সূর্য্যাত্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষতার একটা সৌন্দর্য আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৫।

সূর্য্যাত্তচ্ছটা [স] *বি* অস্তায়মান সূর্যের আভা। 'প্রলয়কালের সূর্য্যাত্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

সূর্য্যত-পানে *কি*বিশ্ব সূর্য্যোত্তর দিকে। 'প্রশান্ত সূর্য্যত-পানে উঠিছে উজ্জ্বলি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

সূর্য্যাত্তভূমি [স] *বি* পাচ্চাত্য দেশ। 'সূর্য্যাত্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া ... হস্তক্ষেপ করে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

সূর্য্যাত্তলোক [স] *বি* যেখানে সূর্য অস্ত যাবে মনে করা হয়। 'উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উত্তীর্ণ সূর্য্যাত্তলোকে কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

সূর্য্যি, **সূর্য্যি** [স] *সূর্য্যি* *বি* সূর্য্যি। 'প্রভাত হোয়ো, সূর্য্যি ওঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

সূর্য্যিমামা, **সূর্য্যিমামা** *বি* সূর্যরূপ মামা। 'আমাদের আলোকদাতা সবিভা সূর্য্যিমামা।' *নজরুল*, ১৯২২।

সূর্যের পথ বি রাশিচক্র। মানোএল, ১৭৪৩।

সূর্যোৎসারিত [স] বিণ সূর্য থেকে উত্থত। 'সূর্যোৎসারিত পৃথিবী।' জীবন, ১৯৩২।

সূর্যোত্তাপ [স] বি সূর্যের উত্তাপ। 'কঠোর গ্রীষ্মে সূর্যোত্তাপে জাগা -।' সূক্ত, ১৯৪৮।

সূর্যোদয়, সূর্যোদয় [স] বি দিনের শুরুতে সূর্যের প্রকাশ; প্রভাত। 'সূর্যোদয় কালে ঐ শুভ জলমধ্যাহ্নেতে নির্গত হইয়া বর্ধমান হন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'সূর্যোদয় হইয়াছে ... অনুদরগে প্রবৃত্ত হইব।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সূর্যোপরি, সূর্যোপরি [স] বি সূর্যের উপর। 'সূর্যোপরি পুনঃ পতিত হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সূর্যোপাসক [স] বি সূর্যদেবতার উপাসক। 'আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সূহি বি (সংগীত) রাসের নাম। 'যমক ছন্দ রাগ সূহি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

সৃষ্টি [স সৃষ্টি] বি সৃষ্টি; স্রজন। 'আমার প্রাসাদে সৃষ্টি থাকিব তোমারে।' মাল্যধর, ১৫০০।

সৃষ্টি [স] বি গুণগ্রন্থ। 'সৃষ্টিতে রক্তের ধার।' ভারত, ১৭৬০।

সৃষ্টি [স] বি গুণগ্রন্থ। 'শূণ্য কেবলমাত্র সৃষ্টি লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সৃষ্টি [স সৃষ্টি] বি মাদি শিয়াল। 'সৃষ্টিতে আত্ম জ্ঞান আত্ম এক পানি।' মাল্যধর, ১৫০০।

সৃষ্টি [স সৃষ্টি] বি শিং। 'দুইখানি সৃষ্টি সোতে মস্তক উপর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৃষ্টি [স সৃষ্টি] বি শূর্য। 'কামভাবে সৃষ্টিতে হইল সৃষ্টি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৃষ্টি [স] বি সৃষ্টি। 'সৃষ্টি পালক নশক মুক্তি দাতক।' আভিনিবো, ১৭৪৩।

সৃষ্টি [স] বি সৃষ্টি। 'অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিদন/ অবিনশ্চ বিধি ভাল না জানে সৃষ্টি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সৃষ্টিহাড়া সৃষ্টি কত মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সৃষ্টি করা ১ সৃষ্টি করা। 'যে সৃষ্টি করে তাহার ছাঁচ থাকে না, সে গড়ে তার ছাঁচ চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ সৃষ্টি তৈরি করা। 'ছোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রামি সৃষ্টি করিতে পারিব না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সৃষ্টি কর্তা [স] বি প্রাণী; সৃষ্টি কর্তা। 'প্রাণি বোধ হইলেই তৎকণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমর্থু করিয়া দিয়া লীলাময় সৃষ্টি কর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃষ্টি কর্তা।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সৃষ্টি কারি [স সৃষ্টি কারী] বিণ সৃষ্টি কারী। 'সম্ভব ভাণ্ডার সৃষ্টি কারি ব্যক্তিদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম।' দর্শন, ১৮২৪।

সৃষ্টি কারী [স] বিণ যিনি সৃষ্টি করেন। 'ভগবান পরম পিতা ... সৃষ্টি করেন সৃষ্টি কারী।' নজরুল, ১৯৩২।

সৃষ্টি-কৃষ্টি [স] বি সৃষ্টি কৃষ্টি। 'ইহাদের সৃষ্টি-কৃষ্টি অভাবে, বিরহে।' নজরুল, ১৯২৬।

সৃষ্টি কক্ষ [স] বিণ সৃষ্টি কক্ষ। 'মানুষ সৃষ্টি কক্ষ জীব এ কথা যেমন

সত্য ...।' শিব, ১৯৬০।

সৃষ্টি চলা ক্রি সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকা। 'আমার ভিতরেও তেমন অনাদিকাল ধরে একটা সৃষ্টি চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সৃষ্টি চেষ্টা [স] বি সৃষ্টির প্রয়াস। 'তবেই তাহার সৃষ্টি চেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সৃষ্টি দিন [স] বি সৃষ্টির দিন। 'এই পৃথিবীর নাড়ি সাথে আছে সৃষ্টি-দিনের যোগ।' নজরুল, ১৯২৬।

সৃষ্টি ধর্মী [স] ১ বিণ সৃষ্টি নীলম্বর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সাহিত্য সেইরূপ সৃষ্টি ধর্মী, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণ ধর্মী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ২ বিণ সৃষ্টি নীল। 'একমাত্র সৃষ্টি ধর্মী লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব।' মুখলিঙ্গ, ১৯৭০।

সৃষ্টি নির্ভর [স] বিণ সৃষ্টি নীল। 'সৃষ্টি নির্ভর শিক্ষাসাহিত্যের কালজয়ী মূল্য তাঁরা বোঝেন না অথবা বুঝতে চান না।' শিব, ১৯৫৬।

সৃষ্টি-প্রলয় বি সৃষ্টি ও সৃষ্টি নীল। 'সৃষ্টি-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী আমি চাই বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই সৃষ্টি মর্তী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সৃষ্টি-বেদন [স] বি জন্ম সেওয়ার সময়কার শারীরিক কষ্ট। 'ঋষে দেখে ভয় কেন তোর? - প্রলয় নূতন সৃষ্টি-বেদন।' নজরুল, ১৯২২।

সৃষ্টি-শক্তি [স] বি সৃষ্টি শক্তি। 'এই সৃষ্টি শক্তির অর্থও ঐক্যসূত্র যখন একত্রিত অনুভব করা যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৃষ্টি-শক্তি নীল বিণ সৃষ্টি করার শক্তি আছে এমন। 'মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে বুধি। সেই বুধি সৃষ্টি-শক্তি নীল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সৃষ্টি নীল [স] বিণ সৃষ্টি নীল। 'আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃষ্টি নীল হইয়া উঠিয়াছে।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সৃষ্টি সংগীত [স] বি সৃষ্টির গান। 'নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃষ্টি সংগীতে ... আনো নবযজ্ঞত।' নজরুল, ১৯৩১।

সৃষ্টি-সমুদ্র [স] বি সৃষ্টির সমুদ্র। 'সৃষ্টি-সমুদ্রের উর্মিল উদ্ভালত।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

সৃষ্টি সামর্থ্য [স] বি সৃষ্টি শীলতা। 'লেখক ক্ষতিক্রমেও সৃষ্টি সামর্থ্যে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন।' শিব, ১৯৭৩।

সৃষ্টি-বপন [স সৃষ্টি বপন] বি সৃষ্টির বপন। 'প্রলয়ের মাঝে হেরে নব সৃষ্টি-বপন।' নজরুল, ১৯৩৩।

সৃষ্টি হওয়া ক্রি তৈরি হওয়া। 'এতদিন আমার এবং আমার বামীর মধ্যে কেবল অন্ধকার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর-একটা ব্যবধান সৃষ্টি হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সৃষ্টি অভিজ্ঞতা [স] বি সৃষ্টির অভিজ্ঞতা। 'কাব্যরচনার মধ্যে একদিকে যেমন কবির সৃষ্টি অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন আবেগ মূর্ত হয়ে ওঠে ...।' শিব, ১৯৫০।

সৃষ্টি-উত্তাপ [স] বি সৃষ্টির উত্তাপ। 'আবার তোমাকে পাই ফলনের সৃষ্টি-উত্তাপে।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

সৃষ্টি শক্তি [স] বি নতুন কিছু সৃষ্টির শক্তি; সৃষ্টি নীল। 'এক ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভব এবং সৃষ্টি শক্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের সমস্ত সৃষ্টি শক্তির মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

সৃজিত [স] **বিশ** সৃষ্ট। 'শিবের সৃজিত বস্ত্র নাম হ'ল চিনি।' ওগু, ১৮৫৮।

সৃজিত হওয়া **ক্রি** সৃষ্টি হওয়া। 'চৌদিকে তব নৃতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'তাহাদের সংযোগে-বিয়েগো নিয়ত কত চিত্তবিম্বি অকৃতপূর্ব ইতিহাস সৃজিত হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৃজ্যমান [স] **বিশ** সৃষ্টি হচ্ছে এমন। 'এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরকে সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৃজা [স সৃজন<] **ক্রি** সৃজন করা। **সৃজিষ্ঠা** **ক্রি** সৃজন বা নির্মাণ করে; ব্যবস্থা করে। 'বাটেতে সৃজিষ্ঠা দান/ করি তার আপমান/ তোর মোর সাধিব মান' বড়ু, ১৪৫০। **সৃজিবার** **ক্রি** সৃষ্টি করার। 'চিত্তামণি তবে চিন্তিত বৈভবে সৃষ্টি সৃজিবার জন্যে।' মানিকরাম, ১৭৮১। **সৃজিয়া** **১** **ক্রি** বাতলে দিয়ে। 'প্রবোধ করেন হর উপায় সৃজিয়া' মুকুন্দ, ১৬০০। **২** **ক্রি** সৃষ্টি করে। 'আপনা অশ্রোত তরু সৃজিয়া রাখিলা' সুলতান, ১৭০০। **সৃজিল** **ক্রি** তৈরি করলে; সৃজন করলে। 'কামে হতচিৎ হৈয়া সৃজিল গ্রীষ্মার' মালাধর, ১৫০০; 'কেহ বলে কোন বিধি সৃজিল সন্ধ্যা' বৃন্দা, ১৫৮০। **সৃজিলা** **১** **ক্রি** সৃষ্টি করেছি। 'আমি সে সৃজিলা দান' বড়ু, ১৫৭০। **২** **ক্রি** সৃষ্টি করলে। 'চতুর্দশ ভুবন সৃজিলা অবিলম্বে' বাহরাম, ১৬৫০। **সৃজিলুম** **ক্রি** সৃষ্টি করলাম। 'সৃজিলুম আকাশ স্ক্রিতি তোমার কারণ' সুলতান, ১৭০০। **সৃজিলে** **ক্রি** তৈরি করলে; নির্মাণ করলে। 'হুমি সৃজিলে আয়ার ধল রূপ করি' মালাধর, ১৫০০। **সৃজিলেন** **ক্রি** সৃষ্টি করলেন। 'সৃজিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি' মানিকরাম, ১৭৮১। **সৃজিলেছে** **ক্রি** সৃষ্টি করলেন। 'সৃজিলেছে দিবাকর পশী দিগন্ত' রামি। 'আলাওল, ১৬৮০।

সৃষ্টি, সৃষ্টী **বি** তকনা আদা। 'সৃষ্টি জ্ঞানানিকাঠ তাম্রকি' বিলাতি শরিসা। 'ক্যালগে, ১৭৮৪; 'সৃষ্টী' 'ক্যালগে, ১৭৮৫।

সৃষ্ট [স] **বিশ** খলিত। 'সৃষ্ট হয়ে পড়ে গেছে ধূসর সে সৃষ্টিত গোখলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সৃপ্যমান [স] **বিশ** গতিময়। 'সাপের ফণার মতো সৃপ্যমান জগৎসংসার।' শক্তি, ১৯৭০।

সৃষ্ট [স] **বি** জন্ম। 'সুরি বেচারী একজন্মিন পাস করবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সৃষ্টি [স] **১** **বি** জগতের সমস্ত প্রাণী ও জড় পদার্থ। 'কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে।' বড়ু, ১৪৫০। **২** **বি** উৎপাদন; উৎপাদিত জিনিস অথবা প্রাণী। ওগু, ১৭৮১; 'শিল্পকার ধাতুপ্রভা সৃষ্টি করিতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৩। **৩** **বি** প্রতিষ্ঠা। 'বঙ্গভাষার বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্বাবধিনী সভার সৃষ্টি হইল।' অক্ষয়, ১৮৪৩। **৪** **বি** প্রবর্তন; আবিষ্কার। 'ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা সৃষ্টজ্ঞানরূপে সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, এই নয় অঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। **৫** **বি** উৎপত্তি। 'দবধীশের ভাষার বিভক্তি-শূন্য সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া কবি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সৃষ্টি-আসন **বি** সৃষ্টির আসন। 'ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে ওকে দেখিছি বিধাতার বামপাশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সৃষ্টি-ইতিহাস **বি** সৃষ্টির ইতিহাস। 'পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সৃষ্টি-উৎসাহ **বি** সৃষ্টির উৎসাহ। 'বসন্তসংহিতা একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

সৃষ্টিকথন [স] **বি** সৃষ্টি সম্পর্কিত কথা। 'শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সৃষ্টিকর [স] **বি** নির্মাণকারী। 'সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের কোলায়।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা [স] **১** **বি** স্রষ্টা। 'সৃষ্টিকর্তা দয়াকর সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগ্যে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। **২** **বি** আবিষ্কারক। 'আর্য্যভট্টও হিন্দুদিগের বীজগণিতের সৃষ্টিকর্তা নহেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'ওরু তত্ত্বাচার্য ... তিনিই এ মহৌষধির সৃষ্টিকর্তা।' মাইকেল, ১৮৭৩।

সৃষ্টিকল্পনা [স] **বি** সৃজনী চিন্তা। 'মৌলিক সৃষ্টিকল্পনার রামধনুছোঁতা তার সীমাবদ্ধ সাহিত্যকর্মে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে।' সুনীলমুখো, ১৯৭০।

সৃষ্টি-কাম [স] **বি** সৃষ্টির কামনা। 'যেদিন স্রষ্টার বুক জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম' নজরুল, ১৯২৮।

সৃষ্টিকল্পনা [স] **বি** কল্পনার মতো মনোরম এই সৃষ্টিজগৎ। 'ফুলে ফলে বিচিত্র এই সৃষ্টিকাব্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মলাভ করেছে।' সবুজ, ১৯১৭।

সৃষ্টিকার [স] **বিশ** সৃষ্টিকারী; সৃজনশীল রচনাকার। 'রবীন্দ্রশ্রদ্ধা ছিলেন সৃষ্টিকার' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

সৃষ্টিকার্য্য, সৃষ্টিকার্য্য [স] **বি** সৃষ্টিকর্ম। 'তাহার পরে সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া, ভগবান সর্বশেষে ... এতুইমোদিপক সৃষ্টি করেন।' প্রমথ, ১৯২০; 'সৃষ্টিকার্য্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে সংযত আনা চাই, মাধ্যম করে নয়, তার নিয়মকে স্বীকার করে।' শিব, ১৯৫০।

সৃষ্টিকাল [স] **বি** জন্মকাল। 'সৃষ্টিকালের প্রত্যুৎপন্ন হতে তোমারি প্রত্যুৎপন্ন -' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সৃষ্টিকালাবধি **ক্রি** **বিশ** সৃষ্টির আরম্ভ থেকে। 'সৃষ্টিকালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সৃষ্টিকুশল [স] **বিশ** রচনায় দক্ষ। 'মুছলমানদের মধ্যে এমন সৃষ্টিকুশল সাহিত্যিক এখনো দেখা যায়িতেনে না।' আজাদ, ১৯৪২।

সৃষ্টিকৌশল **বি** সৃষ্টির নিপুণতা। 'পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশল।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

সৃষ্টিকৌশলী [স] **বিশ** সৃষ্টিকর্মে পারদর্শী। 'এই পরমরমণীয় দেহ বিহঙ্গ অল্পত সৃষ্টিকৌশলী জগৎপতির একটি অপূর্ব সৃষ্টি।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সৃষ্টিক্রিয়া [স] **বি** নির্মাণের কাজ। 'সৃষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমানে যেন পশেছি একেলা চুপে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সৃষ্টিকর্ম [স] **বিশ** সৃজনশীল। 'যে কবি সৃষ্টিশীল নহেন ... প্রশংসা নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সৃষ্টিকর্মতা [স] **বি** সৃষ্টিশীলতা। 'অসামান্য সৃষ্টিকর্মতার অধিকারী হয়েও তিনি এমন কিছু লিখে যেতে পারলেন না ...' শিব, ১৯৫০।

সৃষ্টিক্ষেত্র [স] **বি** শিল্পভাষা। 'তার বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি ... কাশজরী জ্ঞান করি।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সৃষ্টিচক্র [স] **বি** সৃষ্টির অবিরাম আবর্তন। 'যতদিন না জগতের কল্যায় বস্ত্র সৃষ্টিচক্র থেকে মুক্তি পায় ততদিন মহামানবেরও মুক্তি নেই।' অন্নদা, ১৯২৮।

সৃষ্টিচাতুৰ্য্য, সৃষ্টিচাতুৰ্য্য [স] **বি** সৃষ্টিদক্ষতা। 'তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুৰ্য্য কিছুই নাই।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সৃষ্টিছাড়া [স সৃষ্টি+ছাড়া] ১ বিণ অকৃত। 'কলকোতার নিত্য নতুন নতুন হস্তক, সকল তুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আকৃতব'। হুতোম, ১৮৬১: 'ভূই কী সৃষ্টিছাড়া/ নাইকো সাড়া/ রয়েছিস কোন নিশার ঘোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২: ২ বি বাউজুলে। 'ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সৃষ্টিতৎপর [স] বিণ কলহাসু। 'জাতীয়তার আধার না হলে আত্মনিকতা সৃষ্টিতৎপর হয় না।' অন্নদা, ১৯৩৭।

সৃষ্টিদাতা [স] বি শ্রুতি; সৃষ্টিকর্তা। 'সৃষ্টিদাতা রজোত্তমের বিপুলসান্নাশ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সৃষ্টিধর [স] বি সৃষ্টিকর্তা। 'সত্তাশ শকটে সৃষ্টিধর করে সম্বরণ।' সুধীন্দ্র, ১৯২৯।

সৃষ্টিধর্মিতা, সৃষ্টিধর্মিতা [স] বি সৃজনশীলতা। 'সাহিত্য জমিনে সৃষ্টিধর্মিতার লেবেল আঁচিয়া ...।' আভাস, ১৯৬৪।

সৃষ্টিধারা [স] বি সৃষ্টির প্রবাহ। 'তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সৃষ্টিনৈশুধ্য [স] বিণ সৃষ্টি ক্ষেত্রে তৃণপনা। 'মানব বিশ্ববিধাতার অভ্যুত সৃষ্টিনৈশুধ্য-পটয়াসী জ্ঞানধারাগাতীতা মহীয়শী শক্তির পরিচয় স্বরূপ ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সৃষ্টিপট [স] বি সৃষ্টির ছবি। 'মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে এই ক্ষীণ অর্থহীন অভিজ্ঞের রেখা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সৃষ্টিপতি [স] বি সৃষ্টিকর্তা। 'সৃষ্টি হেতু সৃষ্টিপতি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সৃষ্টি-পাপ [স] বি জন্মানন্দের অপরাধ। 'আমি স্রষ্টার বৃকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ-হাহাকার।' নজরুল, ১৯২১।

সৃষ্টিপাল [স] বি সৃষ্টির পালনকর্তা। 'জয় জয় সৃষ্টিপাল জয় দুইবার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সৃষ্টিপ্রকরণ [স] বি শিল্পমাধ্যম। 'আট একটি সৃষ্টিপ্রকরণ। প্রথম, ১৯০৫।

সৃষ্টিপ্রায়স [স] বি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। 'নূতন এক আদর্শের সৃষ্টিপ্রায়সে নিরত আছেন।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সৃষ্টিপ্রলয় [স] বি সৃষ্টি ও ধ্বংস। 'সৃষ্টিপ্রলয় বলয় হয়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে।' নজরুল, ১৯০৫।

সৃষ্টিপ্রাচুর্য [স] বি সৃষ্টির আধিক্য। 'সৃষ্টিপ্রাচুর্যে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিলাভ করেছে।' আনিস, ১৯৬৪।

সৃষ্টিপ্রাক্ত [স] বি সৃষ্টির প্রথম যুগ। 'সৃষ্টিপ্রাক্তে মানব-মন যে জ্ঞানভরে সন্নিবিষ্ট ছিল, ইদানীন্তন যুগে সে গুর এত সুদূর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সৃষ্টিপ্রেম [স] বি সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা। 'সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পন্যোভের এই বিরোধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সৃষ্টিপ্রেরণা [স] বি চরনার অনুপ্রেরণা। 'ব্রাহ্মিক কার্যকারণবোধ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিপ্রেরণা পরস্পরের বিরোধী নয়।' শিব, ১৯৫৬।

সৃষ্টিবদল [স সৃষ্টি+আ বদল] বি সৃষ্টিক্ষেত্রে পরিবর্তন। 'কাব্যে এই-যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সৃষ্টিবৈচিত্র্য [স] বি সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্রতা; নানা বাদের সৃষ্টি। 'তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সৃষ্টিবৈষম্য [স] বি সৃষ্টির ভেদাভেদ। 'প্রাণীজগতের এইরূপ

সৃষ্টিবৈষম্য ও চিত্তহারিত্ব ব্যাপার যেমন লোকনীয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সৃষ্টিব্যাপার [স] বি সৃজনশীলতা। 'মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সৃষ্টিময় [স] বিণ সৃষ্টিশীল। 'সৃষ্টিময় অনন্ত অক্ষের কাটাকাটি।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

সৃষ্টিমুহূর্ত [স] বি সৃষ্টি করার সময়। 'বেশী ভাগ প্রতিভাবানই তো সৃষ্টিমুহূর্তে মহান, পরমুহূর্তে সাধারণ।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৃষ্টিমূলক [স] বিণ সৃজনশীল। 'জীবন মরশের সন্ধিক্ষণে সৃষ্টিমূলক কোন কিছুর কথা চিন্তা করা যায় না।' এনাশুল, ১৯৫৫।

সৃষ্টিরক্ষা [স] বি সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে সংরক্ষণ। 'আজি যদি রক্ষা হয়, তবেই সৃষ্টিরক্ষা হইবে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সৃষ্টির ক্ষেত্র বি পৃথিবী। 'বিরাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আতশবাতির খেলা আকাশে আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সৃষ্টিশীলা [স] বি জন্মানন্দ প্রক্রিয়া। 'যে গুরুটাকে নির্বাহ করা হয় তার দ্বারা সৃষ্টিশীলা চলে না।' অন্নদা, ১৯২৮।

সৃষ্টিশোণ [স] বি বিধ্ব-জগতের ধ্বংস। 'ব্রাহ্মণত্ব ও বিদ্যা পাইলে এখনই সৃষ্টিশোণ করিবে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সৃষ্টিশক্তি [স] বি নতুন কিছু সৃষ্টির শক্তি। 'ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূল্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সৃষ্টিশূন্য [স] বি সৃষ্টির সর্বোচ্চ চূড়া। 'অতি দুর্গম সৃষ্টিশূন্যের অসীম কৌশলের মহাকল্পের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সৃষ্টিশীল [স] বিণ সৃজনশীল। 'মানুষের সৃষ্টিশীল চিত্তে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সৃষ্টিশীলতা [স] বি সৃজনশীলতা। 'সাহিত্যিক সৃষ্টিশীলতাও যথার্থভাবে হতো।' উমর, ১৯৬৮।

সৃষ্টিসুখ [স] বি সৃজনশীলতার আনন্দ। 'একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'আজ সৃষ্টিসুখের উদ্ভাসে।' নজরুল, ১৯২৩।

সৃষ্টিস্থিতি [স] বি উৎপত্তি ও সংরক্ষণ। 'ভাষার সৃষ্টিস্থিতি এইরূপ।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

সৃষ্টি [স সৃষ্টি] বি জগৎ। 'দেবিল সকল সৃষ্টি কিং কার নঞ।' মাধবদাস, ১৫০০।

সে [স] সঃ ১ সর্ব সেই। 'তব সে মুখা উজ্জল পাঙ্কল।' চর্যা ২১, ১২০০; 'বকুলভাঙতে আছে সে সুন্দরী সতী।' বড়ু, ১৪৫০; 'ধর্ম হিংসা জ্বৈর করে অকালে সে মরে।' মালাধর, ১৫৫০। ২ অবা তো। 'গুরু বোব সে সীস কাল।' চর্যা ৪০, ১২০০; 'আমি সে জানিল সব তোমার মহিমা।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ সর্ব যে। 'হের সে শবরো নিরেবন ডলীলা ফিটিলি ধবরালাী।' চর্যা ৪০, ১২০০। ৪ অবা তা। 'দৈবে সে জ্ঞানএ যার যথেন ঘটনে।' বড়ু, ১৪৫০। ৫ বিণ উক্ত। 'সে দেব সনো দেহো ব্যাঘাইলো।' বড়ু, ১৫৮০। ৬ সর্ব এ। 'হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।' বড়ু, ১৫৭০। ৭ সর্ব সেই স্থান। 'সে হইতে উৎপাত হইয়া পৌরে রাজধানী স্থানে গতি করিলেন।' রামরাম, ১৮০১। ৮ সর্ব সৎ। 'নাকি বিহারন্তে সেব বাপুড়া।' চর্যা ২০, ১২০০। ৯ স্টেটু কিং বি সেই সামান্য অংশ। 'পরিভুক্তির যে সুখ স্টেটুও তাহার চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ১০ সর্ব ক্রিয়ণ সর্বজগৎ; সেভাবে। 'সেমেদে লইয়া যাহা যমুনার পার।' বড়ু, ১৪৫০। ১১ সর্ব তাহা। 'আইলি সখি সবে সাথে হমার/ সে সবে ভেলি নিকহি বিধি

পার' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **সেঁসি** সর্ব সেই। 'অতি মহাবল সেঁসি
তোকার যম।' বড়, ১৪৫০। **সেহ** ১ সর্ব সেই। 'জ্ঞাতের জ্ঞানার্থে/
সেহ আমি রাজপথে।' বড়, ১৫৭০। ২ সর্ব সেও; তাও। 'শ্রীফল
সদৃশ কূট সেহ মোর বৈরি।' বড়, ১৫৭০। **সেহি** ১ **বিশ** সেই। 'যে
কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে/ সেহি শব্দ চকু গদা শারঙ্গ ধরে।' বড়,
১৪৫০। ২ **বিশ** সেই। 'সেহি সে তোকার নারি কহিল নিশ্চিত।'
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **সেহিমতে** **ক্রি**বিশ সেই মতো। 'সেহিমতে করিবো
তোকার উপকার।' বড়, ১৪৫০। **সেহে** **ক্রি**বিশ সেকন্দ। 'তুখ গুণ
গৌরব সীল সোভাব/ সেহে লঞ চড়লিহ তোহরী নাব।' বিদ্যাপতি,
১৪৬০। **সেহেন** **বিশ** সেকন্দ। 'সেহেন বর কেসরি।' মালাধর,
১৫০০। **সেহো** সর্ব সেও; সে আবার। 'নপুংসক সেহো কহসদাশে।' বড়,
১৪৫০। **সেহৌ** সর্ব সেও। 'সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাগিলো
ভালো।' বড়, ১৪৫০।

সে-ময় **বিশ** সে-পূর্ণ। 'আমি-ময় সে আমার/ আমারে সে-ময়
করয়ে রে।' স্বীকৃতপ্রসাদ, ১৯২৫।

সেঅথী [সে বেক্তী] **বি** স্টেডি ফুলবিশেষ। 'যুধী কেশর সেঅথী।' বড়,
১৪৫০।

সেআড়ি **বি** গাছ বিশেষ। 'সেআড়ি লইআ ডেউ জাহ তুমি তথা।' মুকুন্দ,
১৬০০।

সেআয় [আ সিওয়া] অবা ব্যতীত; উপরন্ত। 'উঁতি, ১৭৯২।

সেআলী [স শেফালিকা] **বি** শিউলি ফুল। 'নাগেশ্বর কেশর আর তিলিণ
শিরিষ বহল মহল সেআলী।' বড়, ১৪৫০।

সেই [স সেঃ] ১ **বিশ** পূর্বোক্ত। 'সৈবকীর উদরে গেল যে কেশ ধরল সুই
বলন্ত নান অতিশয় বল।' বড়, ১৪৫০। ২ **বিশ** অভিন্ন। 'ধরতক
দেখাইল আনি সেই নারি।' মালাধর, ১৫০০। ৩ **কি** সে সময়।
'সেই হৈতে রহি আমি এই কুঙ্কহাবো।' কৃষ্ণদাস, ১৫৬০।

সেইমত, **সেমত** ১ **বিশ** সে রকম। 'মেয়, ১৭৫৭। ২ **ক্রি**বিশ
সেকন্দে। 'জালে যেমন বন্দী মীন, সেইমত রাহিনি।' ভবানী,
১৮২৫।

সেইরূপ **বিশ** সেকন্দ; সেরকম। 'সে সেই রূপ কথা সারা রাত্র
কহে।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

সেইস সর্ব তাই। 'বিধাতা লেখিল কর্ম সেইস হইব।' মালাধর,
১৫০০।

সেইরূপ ১ **ক্রি**বিশ সেই রকম। 'পাখী সকলও দিনের বেলায়
সেইরূপ করিয়া থাকে।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ **বিশ** সেরকম।
'সত্তরপ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছি।' বিদ্যা, ১৬৮০।

সেই সকল **বিশ** সেই সব; সেসব। 'সেই সকল সামগ্রীই পুটিকর
...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

সেউ [সেবা] **বি** আপেলের ন্যায় ফলবিশেষ। 'মেঠাই যত বরকী বুন্দে
খটুর সেউ জিলাপি মতিচূর লুচি কচুবি ...।' ভবানী, ১৮২৮।

সেও [সেবা] **বি** আপেল-জাতীয় ফল। 'বদানা সেও ও জলসোভা
খাইয়া টপুগা মারিতে আরম্ভ করিলেন।' গান্ধী, ১৮৫৮।

সেওই **বি** সেই-ই। 'মানোএল, ১৭৪৩।

সেওই **বি** সেমাই। 'তাহার মতন চেকন সেওই কে কাটিতে পারে।'
জসীম, ১৯২৯।

সেঁওয়াই **বি** সেমাই। 'সেঁওয়াই খাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় সেদিন।'
হাই, ১৯৪৭।

সেওড়া **বি** গাছবিশেষ। 'খেজুড়, কুল, আঁকড়, সেওড়া প্রভৃতি গাছে ...
তারা, ১৯৪২।

সেওয়া [আ সিওয়া] অবা ব্যতীত; উপরন্ত। 'সেই হিসাবে সেওয়ায় আ
আমার সহি কোনো কাম কাজ নাহি।' মেয়, ১৭৫৭। 'তোমাতে
ডাঙা সেওয়ায় রোজ ইতলাক সমেত ১০ দস টাকা দিলাম
হ্যালহেড, ১৭৭২।

সেওয়ায় **ক্রি**বিশ বিষয় অনুযায়ী। 'আড়াই বিঘার পূর্ব আ
সেওয়ায় বায়ে জমি।' ডেরি, ১৭৮৩।

সেঁউতি, **সেঁউতী** [স সেঁচনী] ১ **বি** এক ধরনের ছোটো নৌকা। 'কাঠে
সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ।' ভারত, ১৭৬০। ২ **বি** জমিতে পাা
সেচের লম্বাকৃতি কাঠের ডোড়া। 'একটু দূরে রাতে-পরিত্যক্ত সেঁউ
নজরে পড়ে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

সেঁউতি [স সেবতী] **বি** গোলাপের মতো এক ধরনের ফুল। 'সেঁউ
গোলাপ নাগকেশর সুশঙ্খ।' রামহাসদ, ১৭৮০।

সেঁউতির মালা **বি** সেঁউতি ফুলের মালা। 'কোন দিন সেঁউতির মা
হতে তার খরে গেল বৃদ্ধতলি।' নজরুল, ১৯২৬।

সেঁউতিলাতা **বি** সেঁউতি ফুলের লতা। '... আর সেঁউতিলাতা তাহা
জড়াইয়া ...' বিচিত্রা রহিয়াছে।' হরহাসদ, ১৮৮১।

সেঁঙলি [স শৈবাল] **বি** শ্যাওলা। 'কোন বিধি সিরঞ্জিল সোতের সেঁঙলি
চই, ১৫৫০।

সেঁক **বি** গরম পানি বা কাপড় দিয়ে তাপ প্রয়োগ। 'এমন করে সেঁ
দেবো।' বিজুতি, ১৯৩১।

সেঁকতাপ **বি** গরম পানি বা কাপড়ের তাপ দেওয়া। 'ঘরে গি
সেঁকতাপ দিচ্ছে।' নোভেল, ১৯৬১।

সেঁকা [ধন্য] **বিশ** ঝলসানো। 'সেই সেঁকা খাসী আনি ঝএব
সকলে।' সুলতান, ১৭০০।

সেঁকা [ধন্য] **ক্রি** ভাঙা। 'উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকি
আনিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। **সেঁকিল** **ক্রি** ঝলসানো। 'ভাল মতে সে
খাসী আনলে সেঁকিল।' সুলতান, ১৭০০।

সেঁকুল কাঁটা **ত্র** সেরাকুল

সেঁকো **বি** এক প্রকার খাতব বিষ; আর্সেনিক। 'চারিদিকে পামগাছ
খোলা মদ - বেশালায় - সেঁকো - কেরোসিন।' জীবন, ১৯৪৮।

সেঁকোবিষ **বি** একপ্রকার খাতব বিষ; আর্সেনিক। 'করেছো অমৃ
অধোঘাষী সেঁকোবিষ।' শক্তি, ১৯৬৫।

সেঁগাতিন **বি** সখী। 'সই সেঁগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো
মানিকরায়, ১৭৮১।

সেঁটা **ক্রি** নিক্ষেপন করা। 'পুখরি সেঁটিয়া বেউলা অবশ্য চাহিবে ঘর
বিজয়, ১৬৫০। 'সেঁটিয়া [স সেঃ] **ক্রি** পানি তুলে ফেলে। 'ত
সেঁটে আগে ভাগে।' জসীম, ১৯৩১।

সেঁটুন্দী **বি** যা দিয়ে জল সেঁটা হয়। 'কখনো বা টিনের কখনো
বেতের সেঁটুন্দী হাতে জলের কাছে এগিয়ে যেত।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

সেঁজি **বি** কঁটাওয়ালা তলাবিশেষ। 'সুঁকাটা ও সেঁজির জললে ডরা এক
জায়গা।' নোভেল, ১৯৬১।

সেঁজুতি [স সন্ধ্যা] **বি** সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফুলাবার ব্রতবিশেষ। 'অ
কি এরা, তখন করে, সাজ সেঁজুতির ব্রত দেবে।' দীপিকা, ১৮৮৭।

সেঁজোতি [স সন্ধ্যা] **বি** সেঁজুতি। 'এখন আর কি তারা সাজী নি

সাঁজ-সেঁজোড়িত ব্রত গাবে।' ৩৪, ১৮৫৮।

সেঁটে কি খেয়ে। 'রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে, এক দৌড়ে পথার পার।' গিরিশ, ১৮৮৩।

সেঁত [স সিক্ত] বি নাক দিয়ে বের হওয়া শ্রোমা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেঁতসেঁত [স সিক্ত] বি ভিজা ভিজা অবস্থা। 'পথখাট পেঁতসেঁত সেঁতসেঁত করিতেছে।' গারী, ১৮৫৮।

সেঁতসেঁতে বিণ প্রায় ভিজা এমন। 'ঢলা ফেলা করি সেঁতসেঁতে ভিজেমাতী লল কাদার উপরে।' মশাররক, ১৮৮৯।

সেঁতানি বি জলো জায়গা। 'খরার সময় সব সেঁতানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত।' তারা, ১৯৪০।

সেঁদা [স সক্তি] কি প্রবেশ করা। 'তবেত রোঁক সেঁদোর পাভালে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

সেঁদানো কি প্রবেশ করানো। 'নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

সেঁধা [স সক্তি] কি প্রবেশ করা। 'নভেলিষ্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিবি সোনার জলে বাঁধানো একখানি তক্তকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সেঁয়াকুল বি বুনা ফলবিশেষ। 'গোলমরিচের মত শুকনা সেঁয়াকুল।' বিজুতি, ১৯২৯।

সেঁকুল কাঁটা বি শিয়াকুল কাঁটা। 'পায়ের তলায় ঘাস ফুটছে সেঁকুল কাঁটা খরাপাড়ার রাশি।' শক্তি, ১৯৬১।

সেঁসা [স শাসু] কি শাসানো। 'মুই ফোজদুরি করবো সেঁসয়ে এটিচি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সেক' [আ শেখ] বি মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'বীরবর হবিবউল্লা আর সেক সেনউল্লা।' মুকুন্দ, ১৬০০। প্র শেখ

সেক' [স সিচ] বি আন্তে আন্তে তাপ প্রয়োগ। 'তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

সেকটী [সন্য] বি একপ্রকার ঘট ব্যঞ্জন। 'কালিয়া সোলমা বাগা সেকটী সমসা।' ভারত, ১৭৬০।

সেকম [কা শিকম] বি গর্ত। 'দাখিল হইল বুড়ির সেকম ভিতর।' গরীব, ১৭৬৫।

সেকরা [স স্বর্ণকরা] ১ বি স্বর্ণকরা। মানোএল, ১৭৪৩। 'সেকরার কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি।' বিদ্যা, ১৮৬০। ২ বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'সন্যত সেকরা।' সেবধি, ১৮৪০।

সেকরানি বি স্বর্ণকারের স্ত্রী। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেকসন, সেকসন [সি] ১ বি অনুচ্ছেদ বা আদেশ বা ধারা। 'সেকসন লেখা কোয়ারি মত কদুর খানির বলদ।' হতেম, ১৮৬১। ২ বি শাখা। 'এক সেকসনে পড়েছি।' অচিভ্য, ১৯৫০।

সেকহেঙ [সি] বি হ্যাডসেক; কর্মমর্দন। 'সেকহেঙ অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্বক সন্ধান প্রদান করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

সেকহ্যাঙ [সি] বি কর্মমর্দন। 'বাবু উপরে এলেন ... সেকহ্যাঙ, শুভ ইচ্ছা'ং ও নমস্কারের ভিড় চুকতে আদ খটা লাগলো।' হতেম, ১৮৬১।

সেকাটী [সি] বিণ দ্বিতীয়। 'ফাট সেকাটী ধারত ঘোঁষা ক্লাস।' দর্পণ, ১৮৩২।

সেকান্দরী [কা] বিণ সিআন্দার শাহ প্রবর্তিত। 'সেই হস্তে লেখ্যও তারিখ

সেকান্দরী।' আলফোল, ১৬৮০।

সেকাল [সে+স কাল] বি অতীত কাল। 'সে কালের সঙ্গে এক কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন।' রাজ, ১৮৭৪।

সেকালীন বিণ পুরাতন ঢঙের। 'একেত কাবা, তার উপর সেকালীন কাব্য।' হাই, ১৯৫৪।

সেকুটরি, সেকুটারি [সি] বি সভা বা সমিতির সম্পাদক। 'সেকুটারি।' দর্পণ, ১৮২৩। 'সেকুটরি ... অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪। প্র সেকুটরি

সেকুঙ [সি] ১ বিণ দ্বিতীয়। 'সেকুঙ হবে' যাবে কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৩। 'এ রে গিলিয়া দি সেকুঙ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ২ বি সময়ের একক; এক ঘণ্টার ষাট ভাগের এব ভাগ। 'মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকুঙ মেয়াদ পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'গতিবেশ এক সেকুঙে প্রায় দুশো মাইল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেকুঙ ইয়ার [সি] বি দ্বিতীয় বর্ষ। 'কালেজে সেকুঙ ইয়ারে পড়িলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। 'ছুটির পর সেকুঙ ইয়ারে উঠিতে গিবে না।' বিজুতি, ১৯৩১।

সেকুঙ ক্লাস [সি] বি রেলগাড়ি সিমার প্রকৃতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। 'কেহ ফার্ট ক্লাসে, কেহ সেকুঙ ক্লাসে, কেহ থার্ড ক্লাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'আমরা সেকুঙ ক্লাসে উঠিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'একজন আরোহী সেকুঙ ক্লাসে হইতে অবতরণ করিলেন।' রোকেয়া, ১৯২৪।

সেকুঙ ম্যাটারি [সি] সেকুঙ মাসটার+সি বি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কাছ। 'একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেল স্কুলে সেকুঙ ম্যাটারি-পদ প্রাপ্ত হইলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সেকুঙহ্যাঙ [সি] বিণ পূর্বাবহত। 'সেকুঙ-হ্যাঙ আসবাবের সেকানো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'একটা সেকুঙহ্যাঙ টাইপ-রাইটার।' জীন, ১৯০২।

সেকুওয়ারি [সি] বিণ মাধ্যমিক (স্কুল)। 'প্রায়মরি, সেকুওয়ারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সেকেন ক্লাস [সি] সেকুঙ ক্লাস [সি] বি রেলগাড়ি সিমার প্রকৃতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। 'সেকেন ক্লাস ও গুডস ও লসেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল।' হতেম, ১৮৬১।

সেকুেলে [সে+স কাল] ১ বিণ পুরানো। 'অলঙ্কার প্রতিকার যাহারা সেকুেলে তাহার বাসালীভর।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বিণ প্রাচীন যুগের আদর্শবিশিষ্ট। 'তিনি সেকুেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন।' জগদীশ, ১৯১৮। ৩ বিণ পুরানো আমসেলে। 'সেকুেলে নবাবী চাল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। 'যদিও সেকুেলে আমিরী দশা থেকে আমাদের বাড়ি মেবে পড়েছিল অনেক নীচে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সেকুেহ্যান [সি] শেইক হ্যান্ড [সি] কর্মমর্দন। 'শীলকরদিগের মধ্যে অনেকেই মাঝিভেৎ বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকুেহ্যান করেন।' প্রভাকর, ১৮৪৮।

সেকুেটরি, সেকুেটরী [সি] ১ বিণ সরকারি। 'সেকুেটরি দপ্তরে কৌশলের ঘরে তহকীকে বুঝা জাবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৭। ২ বি সম্পাদক। 'ঐ সম্পাদকের সেকুেটরী যীযুত বাবু শিবচন্দ্র ঠাকুর।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বি কলেজের ছাত্রী পরিদর্শক। 'এক জন ইউরোপীয় সেকুেটরী সাহেব এ ছাত্রদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যার্থ নিযুক্ত আছেন।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৪। প্র সেকুটরি

সেকুেটরিয়ট [সি] বি প্রশাসন। 'সেকুেটরিয়টের উপরিতরে বায়ুমতল বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সেক্রেটারি, সেক্রেটারী [হি] বি সম্পাদক। 'অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও বাজারীকে মনোনীত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৯; 'বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

সেক্রেটারিগিরি [হি সেক্রেটারি+গি পি] বি সহকারীর কাজ। 'ঠিক এই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিগিরি জুটে গেল।' নবোদয়, ১৯৫১।

সেক্রেটারিবাবু [হি সেক্রেটারি+ফা বাবু] বি সম্পাদক বাবু। 'মিসেস বোস মেদবল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিচয়ই সেক্রেটারিবাবুর ভাইপোটা ...' বনফুল, ১৯৩৬।

সেক্রেটারিয়েট আপিস [হি] বি প্রশাসনিক দপ্তর। 'সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাগেন্টিস।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সেক্রেটারী জেনারেল [হি] বি প্রধান সেক্রেটারি; মহাসচিব। 'সেক্রেটারী জেনারেল বেগম ...।' বেগম, ১৯৬৩।

সেস্ত্র [হি] ১ বি পুরুষ ও নারীর ভেদ। 'আমাদের সমাজে একটা সেস্ত্র সম্বন্ধে আরেকটা সেস্ত্র একান্ত বহুভেদন।' অন্নদা, ১৯২৯। ২ বি যৌনতা। 'সেস্ত্র-এর বাড়াবাড়ি?' জীবন, ১৯৩৩।

সেস্ত্রলেন্স [হি] বিণ নারীসুলভ গুণহীন। 'এর দরুন মেয়েরা সেস্ত্রলেন্স বা পুরুষাঙ্গী হয়ে উঠছে এমনও নয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

সেস্ত্রোলাজি [হি] বি যৌনবিদ্যা। 'উক্ত দুই শাস্ত্র যেটে ... যে শাস্ত্র বাবোনা হয়েছে—যার নাম সেস্ত্রোলাজি।' প্রমথ, ১৯৩৭।

সেখ [আ শেখ] বি মুসলমান বংশনাম-বিশেষ। 'সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাতান।' ভারত, ১৭৬০। দ্র সেখ

সেখর [স শিখর] বি অগ্রভাগ। 'উদারিলে আমা ভূমি দসন সেখরে।' মালাধর, ১৫০০।

সেখা [স শিখ] > ক্রি শেখা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেখানো [স শিখ] > ক্রি শিক্ষা দেওয়া। বিদ্যা, ১৯৬১।

সেখানকার [হি] বিণ সেই স্থানের। 'সেখানকার আলাদা কোটি ছাড়াইয়া ধারহাটার সামিল করিবা।' হ্যালহেড, ১৭৭৩।

সেখানো [সে+স স্থান] > ক্রিণ সে স্থানে। 'অনেক মোচলমান আছে তো সেখানে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

সেখেন [সে+স ক্ষণ] > বি সে স্থান। 'সেখেনে একটি গুঁটি আর বুড়ি থাকে রেখে এসেছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সেতন, সেতণ [হি সাতনা] বি শক্ত বাহুবিশেষ যা দিয়ে আসবাপত্র নির্মিত হয়; টীক। 'বন হইতে সেতণ কাঠ আনে।' দর্পণ, ১৮২৬।

সেতনকাঠ বি সেতন গাছের চিরানো কাঠ। 'শালকাঠের কড়িবরণা ও সেতনকাঠের জানলা-দরজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সেত্তাত [স সত্ত] > বি (খোরাণ কাছের) বস্তু; চেলা। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেত্তাতনি [স সত্ত] > বি স্ত্রী (খোরাণ কাছে) বান্ধবী। বিদ্যা, ১৮৯১।

সেত্তাতিনী [স সত্ত] > বি বান্ধবী। 'কেহ ডাকে এস সেই চল সেত্তাতিনী।' ভারত, ১৭৬০।

সেচন [সা] ১ বি সিদ্ধ। 'উৎসাহ সেচন বিনা যেন ভাড়া চক্ক না হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ২ বি কৃষিকাজে জল সেচা। 'ভূমিতে জল সেচন করক না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'আলবালে করিতেছে সপিল সেচন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'একটা সেচনপত্ৰতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সেচনী বি জল সেচন করার পাত্র। 'সেচনী ব্যজ্ঞনী ব্রুনি আর ব্রুনি

ডালা।' কেতক, ১৬৫০।

সেচা [স সিচ্] > ক্রি সেচন করা। সেচিল ক্রি সেচন করলে। 'শীঘ্রে সেচিল কাছ রাখার মর্মে।' বড়ু, ১৪৫০।

সেছাপূর্বক [স সেছাপূর্বক] ক্রিণ সেছাপ্রসঙ্গিত হয়ে। 'আপন সেছাপূর্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম।' ওর্স, ১৭৮২।

সেছ [পা সেয়া] বি শয্যা। 'ফুল সেছ বিছাইয়া রহয়ে ধৈর্যনি হৈছা।' ঘিটগী, ১৬০০।

সেছা [পা সেয়া] বি বিছানা। 'নানা ফুলে সেছা বিছাইয়া এ।' বড়ু ১৪৫০।

সেজি [পা সেয়া] বি শয্যা। 'তিঅ খাউ ঝাট পড়িলা সবরো মহাসুতে সেজি ছাইলী।' চর্যা ২৮, ১২০০।

সেজ [ফা সে] বিণ তৃতীয়। 'কড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বড়িয়া।' ভারত, ১৭৬০।

সেজো বিণ তৃতীয়। 'পূবের বাড়ীর সেজোদানা।' ওত, ১৮৫৮।

সেজো বউ বি তৃতীয় পুত্রের বউ। 'ভিজি চুলের ঝুটি বেঁধে/ বচে আছেন সেজোবউ।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সেজ [বি] বাতি। 'বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে।' বক্রিম, ১৮৭৫।

সেজবাতি বি কাচের আবরণযুক্ত বাতি। 'আমি সেজবাতি সাং করবো।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সেজদা [আ সিদ্দাহ] বি কপাল মেঝেতে ঠেকিয়ে আঘাতের কাণ্ডে আহ্বানবিবেদনের ইসলামি নিয়ম। 'মসজিদদের বিচে আলী সেজদ করিতে ...।' গরীব, ১৭৬৫।

সেজদা বি তৃতীয় বা সেজো ভাই। 'সেজদা এসে ধমক লাগায়।' অন্নদা, ১৯৭২।

সেজদি বি তৃতীয় বা সেজো বোন। 'সেজদি আছে নাকি ওপরে? সুদীল, ১৯৭০।

সেজন্য [সে+স জন্য] ক্রিণ সেই কারণে। 'তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হই না।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সেজা [স শত্ৰু] বি সর্বসে কাটায়ুক্ত জন্তবিশেষ; সজ্ঞার। 'কাক পিণ পক্ষী আদি/ শিবা সেজা চতুষ্পদী/ যোগাইলা সজান আহার।' বাহরাম, ১৬৫০।

সেজ্ঞাক [স শত্ৰু] বি সর্বসে কাটায়ুক্ত জন্তবিশেষ; সজ্ঞার। 'কেশদাম সেজ্ঞাকর কাটার মত দণ্ডায়মান।' দীনবন্ধু, ১৮৩০।

সেজা দ্র সেজা

সেজি দ্র সেজা

সেজেজে [ফা সাজ] > ক্রিণ সাজসজ্জা করে। 'সেজেজে রেলপথে করো অভিসার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সেজো দ্র সেজ

সেজ্যা [স সজ্জা] ক্রি সজ্জিত হয়ে। 'সেজ্যা আত্মা শিশুপাল হাতে বাবে সুতা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

সেজুরি [হি] ১ বি শতাব্দী। 'নাইটিছ সেজুরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ f (ক্রিস্টে শোভায়) শতাব্দী। 'আমি কি রাত্রাধরের পিছনে বাতাবিনে দিয়ে ঘন ঘন সেজুরি করিনি?' যুক্তভাব, ১৯৫৮।

সেট [স শ্রেণী] বি শ্রেণি; হিন্দু অর্থ-ব্যবসায়ী শ্রেণীর বংশনাম-বিশেষ। 'শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব।' দর্পণ, ১৮১৯। দ্র শ্রেট

সেঠ [স শ্রেষ্ঠ] বি সেঠ; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের বংশনাম। 'সেঠ আর বসাক তাঁতের শ্রেষ্ঠ যারা।' ৩৩, ১৮৫৮।

সেটো [হি] বি একই ধরনের জিনিসের সমষ্টি। 'ভাঁড় খুঁচি চাদরের সেট নতুন বস্ত্রেই হয়।' হুতোম, ১৮৬১; 'ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সবকিছু হস্তাঙ্গি এক সেট প্রবন্ধমালা।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সেটুই দ্র এস

সেটেলমেন্ট, সেটেলমেন্ট [হি] ১ বিণ ভূমি ব্যবস্থা সংক্রান্ত। 'তিনি গবর্নমেন্টে একজন বড়ো চাকুরে - সেটেলমেন্ট অফিসার।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বি ভূমি-জরিপ বিভাগ। 'গ্রামে আসিল সেটেলমেন্টের আমিন।' রূপায়, ১৯৬৪।

সেটো [হি] বি ব্রিটীয় চার্চ কর্তৃক পবিত্র বলে ঘোষিত ব্যক্তি। 'মিতবুস্ট এবং সেট পল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'চার্টের তাবৎ সেটদের কাছে কান্নাকাটি করে খাবো সেবন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

সেটোর [হি] বি কেন্দ্র। 'এসবের প্রায় দিলে সেটোরের দুর্নিম হবে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

সেটিমেন্ট [হি] বি ভাবানুভূতি; আবেগ। 'তুমি যে সেটিমেন্টের কতটা ধার ধারো তা তো আমার জানতে বাকি নেই।' প্রমথ, ১৯২৭।

সেটিমেন্টাল [হি] বিণ আবেগপ্রবণ। 'এত সহজে সেটিমেন্টাল করিয়া দিতে পারে।' মানিক, ১৯৬৬।

সেটিমেন্টালিজম [হি] বি আবেগ-প্রবণতা; ভাবাবেগ-সর্বভাব। 'ইহা সেটিমেন্টালিজম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেত [স শ্বেত] বি সাদা রঙের বস্ত্রবিশেষ। 'কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট সাড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেতাঞ্চল [স শ্বেতাঞ্চল] বি শ্বেতবন। 'সেতাঞ্চল লাগি কেহ লাগ নাহি পায়।' অলাওল, ১৬৮০।

সেতখানা [আ সহ+খা খানা] বি মলমূত্র ত্যাগের স্থান; পায়খানা। 'সেতখানা, ১৭৮২।

সেতখর [হি] বি সেপ্টেম্বর; ইংরেজি নবম মাসের নাম। ডেব্লি, ১৭৭৬; 'ইমসানের ফব্রুয়ারির রকমগরি ও নাগাএদ সেতখর গুয়াসীল বাকীর ...।' তাঁতি, ১৭৯২।

সেতল [স শীতল] বি গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্তের পর কিয়ৎকাল ফলমূলের যে ভোগ সেওয়া হয়। 'ক্ষিরাহা উত্তর আড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাদ) সেতল খেলেন।' হুতোম, ১৮৬১।

সেতা [সেখা] ক্রিণিণ সেখানে। 'মোর সেতা বহুকাল থাকে নাহি হয়।' ভবানী, ১৮২৫। দ্র সেখা

সেতাবি [ফা শিতাব] ক্রিণিণ দ্রুততার সঙ্গে। 'সেতাবি চুমিয়া মর্ষ লিলেক তুরিত।' গরীব, ১৭৬৫।

সেতাবিও ক্রিণিণ দ্রুততার সঙ্গে। 'খুব সেতাবিও আদালত করিবা।' হ্যাংহেড, ১৭৭৩।

সেতাম [ফা শিতাম] বি অনায়া আঘাত। 'আগে কারে পরে নাহি পৌছাই সেতাম।' গরীব, ১৭৬৫।

সেতার [ফা শিতার] বি পাঁচটি প্রধান তার ও কয়েকটি অপ্রধান তারযুক্ত বাস্যযন্ত্রবিশেষ। 'তানপুরা বীণাযন্ত্র যন্ত্র সেতার।' ৩৩, ১৮৫৮।

সেতারী ১ বি সেতারবাদক। 'তিনি ছিলেন চমৎকার সেতারী।' প্রমথ, ১৯৩৩। ২ বিণ সেতারের। 'তারপর গুস্তাদ সেতারী বাজনা আরম্ভ ...।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

সেতারী [ফা শিতার] বি তারা। 'সেতারী রূপ হল কখন/কী ছিল তার আগে তখন।' লালন, ১৮৯০; 'নূরজাহানের জ্যোতি ... জোহরা সেতারী, এ সবকিছু কারও মতই নেই।' নজরুল, ১৯৩১।

সেতু [স] ১ বি বাঁধ। 'কল্লিঘাটে সেতু বাকি জিপিসো মো লাভা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি পুল; সাকো। ওসী, ১৭৮৫; 'নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপর এক সেতু নির্মাণ করা আবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি সম্পর্ক। 'পরস্পর নির্ভর্যের সাধারণ সেতুকে উল্লেখন ... করিলেন।' দর্পণ, ১৮২৯। ৪ বি পথ। 'খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৫ বি যোগ। 'ইহাই অমৃতের সেতু।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সেতুপথ [স] বি সংযোগ পথ। 'শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা দৃষ্টি হৃদয়ের সেতুপথে পারাপার করতে পারে।' সুভাষ, ১৯৪০।

সেতুবন্ধ [স] ১ বি সেতুনির্মাণ; সংযোগ। 'তবে কৈলো সেতুবন্ধ আশে দারদারী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) ভারত ও সিংহলের মধ্যবর্তী সেতু। 'উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, পশ্চিমে হিঙ্গলাজ।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি সাকো। 'ওই দেখেছিল তার সেতু-বন্ধ।' নজরুল, ১৯৩০।

সেতুবন্ধন [স] ১ বি সেতুনির্মাণ। 'তাহারা গৃহনির্মাণ ও সেতুবন্ধন বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২। ২ বি কোনো কিছুর মধ্যে সংযোগ। 'জয়হরি দেখিলেন আপনার কার্যের সেতুবন্ধন কিছুই হইতেছে না।' প্যারী, ১৮৫৯। ৩ বি ভারত ও পূর্বাঞ্চল মধ্যে বাঁধ নির্মাণ। 'বাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৪ বি মিলন; তফাত ঘোচানো। 'জৈতু ও স্মিত-স্মৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সেতুবন্ধনী [স] বিণ সংযোগ স্থাপন করে এমন। 'কাটুক আমার জীবনময়মে সেতুবন্ধনী দিন।' বিষ্ণু, ১৮৩৭।

সেতু বাঁধা ক্রি যোগাযোগ ঘটানো। 'কলরবে সেতু বাঁধে সবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'কত আর সেতু বাঁধি সূরে সূরে তালে তালে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সেৎলাক্রমে [স মেজারক্রমে] ক্রিণিণ মেজারক্রমে। ফরাস্টার, ১৭৯৩।

সেখা ক্রিণিণ সেখানে। 'সেতাই পণ্ডিত সেখা করিল সংখ ধনি।' রামাই, ১৭১০।

সেখাকার বিণ সেখানকার। 'অজানা সে সেখ - সেখাকার লাগি উঠিয়াছে জাগি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সেখায় ক্রিণিণ সেখানে। 'ভাকিদ খবর গিয়া আনহ সেখায়।' গরীব, ১৭৬৫।

সেখো [স সহিত] বি সঙ্গী। 'এবার সেখোর সাথে যাইয়া ক্ষেত্রের রথে জগন্নাথ করিব দর্শন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সেদ [স বেদ] বি ঘাম। 'কাঁপি উঠু তনু সেদ বহি গেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সেদ [স সাধু] বি সাধু। 'পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

সেদিক [সে+স দিক] বি ওই দিক; সেই দিক। সেদিককার বিণ ওই দিকের। 'বিহারীর নিকটে সেদিককার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সেদিন [সে+স দিন] বি সেই দিন; অতীতের কোনো দিনবিশেষ। 'যেখানে তোমরা সেদিন দেখেছিলে?' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'ইংরেজের ছেলেকে সেই কর্মে নিযুক্ত করিয়া আমাদের প্রামোশন বন্ধ করা হইল,

সৈদিন আমাদের ফোডের আর সীমা হাফিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সৈদিনকার বিপ সৈদিনের। 'সৈদিনকার ডায়ারিতে সৌভূকহাস্যে
সমুদ্রে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সৈদিনকারের দ্বিবিপ সৈদিনের মতো। 'সৈদিনকারের গণপ বলায়
হয়ে গেল রক।' নজরুল, ১৯২৬।

সেনোঁদোঁ [স সন্ধি] ক্রি সৈঁধনো; প্রবেশ করা। 'মা গো নাম কল্পি
প্যাটের মধি হাত পা সেঁদোয়।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সেধে সেধে ক্রিবিপ যেচে। 'এত করে সেধে সেধে এত করে কেঁদে
কেঁদে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সেন [স] বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। '... মোহন সেনের কন্যা।' দর্পণ,
১৮২৫।

সেনীয় [স] বিপ সেন আমলের। 'সেনীয় স্থাপত্য-পদ্ধতি এই ময়
বর্ণিত প্রদেশের বিভিন্ন লোক দ্বারা অনুসৃত হয়ে ...' মাহেনও,
১৯৪৯।

সেনউইজ [ই স্যানইউইচ] বি দুই টুকরা পটুটির মাঝখানে মাংস সবজি
ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার। 'ডিনারে ওকবর্ট খেসেন তিনখানা
সেনউইজ।' মুজতবা, ১৯৫২।

সেনসার [ই] বি প্রকাশিত হওয়ার আগে সেরারি যাচাই। 'প্রচার ওপর
সেনসার মোসন আন।' নজরুল, ১৯৩১।

সেনা [স] ১ বি সৈনা। 'আইল সকল সেনা সঙ্গে প্রেত ভূত দানা।' মুকুন্দ,
১৬০০; 'তাহার একজন জর্মন সেনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বি
বৃষ্টিধারা। 'মকুন্দজের সেনা।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

সেনাছাউনি বি সেনাবাহিনীর ব্যাংক। 'সেনাছাউনিতে প্রস্তুত
ধুমায়িত হয়ে উঠেছিল।' মহাশেখত, ১৯৫৬।

সেনাধিপতি [স] বিপ সেনা প্রধান। 'সেনাধিপতি কার্তিকেয় ...
ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি ঐ অবস্থাতেই কর্তৃত্ব ইহরাছে।' অক্ষয়,
১৮৫৪।

সেনাধাথ [স] বি সেনাপতি। 'আমি দ্রুতবেগে সেনাধাথের নিকট...
সংবাদ দিলাম।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

সেনানায়ক [স] ১ বি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। 'সৈন্যেরা স্পষ্ট
বিত্রোহী ইহয়া অধিকাংশ ইরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল।' রবীন্দ্র,
১৮৭৭। ২ বি সেনাঅধ্যক্ষ। 'আপনাকে আমাদের সেনানায়ক
হতে হবে।' ওয়ালী, ১৯৪২।

সেনানায়কতা [স] বি সেনাপতিত্ব; সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব।
'সেনানায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সেনানিবাস [স] বি সৈন্যদের বসতি। 'ইংলন্ড থেকে আফ্রিকার
কোনো-এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সেনানী [স] বি সৈনিক। 'সেনানীদিগের রাণীগণ গমনের কারণ।' সুধাবর্ণ,
১৮৫৫; 'সেনানী আশি সহস্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

সেনাপতি [স] ১ বি সেনানায়ক; সৈন্যদলের প্রধান। 'দুই সেনাপতি
কৈল ভক্তি-প্রচারণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'লোখাঝোখা নাহি জ্ঞাত চলে
সেনাপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা। 'দ্বিতীয়
সেনাপতি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

সেনাপতিত্ব [স] বি সেনাপতির কাজ। 'ওই ধৃতরাষ্ট্রের সেনাপতিত্ব
তিনি করুন।' নজরুল, ১৯২২।

সেনাবলী [স] বি ব্যাটালিয়ন; সৈন্যদল। '৩১ গণিত সেনাবলীর

৪০০ সিপাহী।' সুধাবর্ণ, ১৮৫৫।

সেনাবাহিনী [স] বি সামরিক বাহিনী। 'সেনাবাহিনীর নিশান।' ওস
১৭৮৫।

সেনাবিভাগ [স] বি সামরিক বিভাগ। 'সেনাবিভাগে অবিচার আর
প্রকট।' মহাশেখত, ১৯৫৬।

সেনাসংক্রান্ত [স] বিপ সেনাবাহিনীর। 'সেনাসংক্রান্ত লোক
বিপক্ষীয় সৈন্যদিগের গতিবিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল।' অক্ষয়,
১৮৫৪।

সেনা-সামন্ত [স] বি সৈন্য ও অন্যান্য লোকজন। 'বেসে ও বেসেনি
দল এর সহচর-সহচরী, সেনা-সামন্ত।' নজরুল, ১৯৩১।

সেনাক্ত [স] শিনাখত। বিপ শনাক্ত; চিহ্নিত। 'সে ব্যক্তি সেনাক্ত করে
অশক্ত।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সেনিটোরিয়াম, সেনিটোরিয়াম, সেনিটোরিয়াম [ই] বি হাসপাতালে
মতো চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের স্থান যেখানে দীর্ঘস্থায়ী
রোগাক্রান্ত লোকেরা থাকে। 'এ ত সে সেনিটোরিয়াম নয়।' জ্যোৎস্না
১৯২৪; 'চিকিৎসকেরা তাঁকে সেনিটোরিয়ামে পাঠাইবার পরাম
দিয়েছেন।' মনসুর, ১৯৫৫; 'সেনিটোরিয়ামের তো কথাই ওঠে না
মাহেনও, ১৯৪৯।

সেনী [স] প্রেণি বি প্রেণী। 'সিরে সুরসরি নহি সুমুখ সেনী।' বিদ্যাপতি
১৪৬০।

সেনেট [ই] বি আইন-সভা। 'তিনি মির্জা, কোর্ট, সেনেট, এবং অন্য অ-
রহস্য সভাতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২; 'সেনেটে
মেঘর কর।' বহিষ্কৃত, ১৮৭৪।

সেনেট হাউস [ই] বি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন
'সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেওয়ানী।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সেনেথ [স] প্রেথ বি ভালোবাসা; দান। 'ভিক্ষায় সেনেথ-কীরে তুধি
সোহাগ ভরে।' নজরুল, ১৯২২।

সেট [ই] বি সূচনী তরলবিশেষ। 'সেট মাথানো নেট পেপারে।' জীক
১৯৩২।

সেটোর [ই] বি মধ্যমার্গ। 'সেটোরে পড়ে আছে ভারতের স্বাধীন
ফুটবল।' নজরুল, ১৯৪১।

সেটোর-ফরওয়ার্ড [ই] বি ফুটবল খেলায় মাঝমার্গের অগ্রগণ্য
খেলোয়াড়। 'মোহনবাগানের সেটোর-ফরওয়ার্ড গোল দিতে পার
যা হয়।' শিবরাম, ১৯৪০।

সেটিমেট [ই] বি তাপ মাপার এককবিশেষ, যাতে পানির সঠিক
তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি ও সর্বোচ্চ একশো ডিগ্রি। 'উষ্ণতা বৃদ্ধি হই
ক্রমে ৬০ ডিগ্রি সেটিমেটে উঠিল।' জগদীশ, ১৯২৬।

সেটিমেট [ই] বি ভাবাবেগ। 'ইহা সেটিমেট বটে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সেটিমেটাল, সেটিমেটাল [ই] বিপ ভাবপ্রবণ। 'সেটিমেটো
আলোচনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'এ-সব কথা শোনানো সেটিমেটাল
রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সেট্রীশ [ই] বিপ কেন্দ্রীয়। 'আমি আলিপুর সেট্রীশ জেলে রাজ-কয়েদি
নজরুল, ১৯২৭।

সেত [ই] বি সেট; খ্রিস্টধর্মীয় চার্চ কর্তৃক পবিত্র ঘোষিত ব্যক্তি। 'এ
খ্রিষ্টা ঘর সেত জেমস নামে খ্যাত হইবেক।' দর্পণ, ১৮২০।

সেশা [ই] বি আদমশ্রমবিধি; লোকগণনা। 'সেশা ও স্ট্যাটিস্টিক্স

সেলস-রিপোর্ট

হইতে সমুদ্র কণা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সেলস-রিপোর্ট [হি] বি আদমতমারির প্রতিবেদন। 'লোকসাধারণ কেবল সেলস-রিপোর্টে তালিকাভুক্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সেপটিক [হি] বি রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত যা। 'যদি মায়া যার সেপটিক হার।' শিবরাম, ১৯৭০।

সেপটিসিন [হি] সেফটিসিন বি নির্যাসে ব্যবহার করা যায় এমন এক ধরনের পিল। 'আজকে আমি একশতাংশ সেপটিসিন চাইব।' মনোজ, ১৯৬১। ব্র সেফটিসিন

সেপাই [ফা সিপাই] বি সাধারণ সৈন্য। 'মাস দুই অবধি গোরা ও সেপাই ও সাহেবলোক ...।' ক্যাপ্টেন, ১৭৮৫।

সেপাইগিরি বি সৈনিকের কাজ। 'সেপাই লোকের হাতে বন্দুক ধরিয়ে তাদের সেপাইগিরি দেখাল।' অন্নদা, ১৯৩৭।

সেপাই-সাত্তী বি সাধারণ সৈন্য ও সমগ্র গ্রহণী। 'সেপাই-সাত্তী তাঁর সঙ্গে আরও অস্ত্র নিয়েছেন।' মুক্তভাষা, ১৯৪৯।

সেপাই-সাত্তী বি সাধারণ সৈন্য ও পাহারাদার-সৈন্য। 'সেপাই-সাত্তী নাড়ি-নক্সা।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

সেপাই [ফা সিপাই] বি সৈন্য। ভবানী, ১৮২৩।

সেফাই [ফা সিপাই] বি গ্রহণী। 'হাসান হইল বাদশা হোসেন সেকাই।' গবীর, ১৭৫৫।

সেফাই [স সিপাই] বি সেপাই। 'সেফাই জমাদার মাদুস জাকর।' ভারত, ১৭৬০।

সেপায়া [ফা সিপায়া] বি তিনবা বিশিষ্ট ছোটো টেবিল। 'একটা রুগার সেপায়ার উপরে যে গাছ ছিল ...।' হোটে, ১৮৬৫।

সেপ্টেম্বর [স] বি খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০।' মজুমদার, ১৮২০।

সেপ্টেম্বর [হি] বি সেপ্টেম্বর - খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '১ সেপ্টেম্বর-মঙ্গলবার।' দর্পণ, ১৮১৮।

সেপ্টেম্বর [হি] বি সেপ্টেম্বর - খ্রিস্টাব্দের নবম মাস। '১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

সেক [হি] বিপ নির্বিজ্ঞ। 'ভ্যামন ভ্যামন আত্মীয় হলে (সেক্ আর্যাইত্যাসের জন্য) রেজট্টী করে পাঠান যাবে।' হুতোম, ১৮৬১।

সেকটিসিন [হি] বি কাণড় বা কালাজ ইত্যাদি সংযুক্ত রাসায়নিক কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের পিল, যার সুচালো মাথা আবৃত রাখা যায়। 'মুনি সেকটিসিন ভরে রাখলে সেকামার।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সেক-ডিশোজিট [হি] বি সুরক্ষিত অর্থ বা সম্ভ্রমণ। 'সিন্দুকের মধ্যে নিজেসক সেক-ডিশোজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সেকো-সাইড [হি] বি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন। 'হর্ষবর্ধন 'সেকসাইডে' থাকে।' শিবরাম, ১৯৪০।

সেকুত [আ] বিণ ৩বা। 'তোমার সেকুত কি করব?' গাবী, ১৮৫৮।

সেকাই, সেপাই ব্র সেপাই

সেকালিকা [স শেফালী] বি সেকালি ফুল গাছ। সেকালিকা বৃক্ষের উপর।' মাল্যধর, ১৫০০।

সেব বি গাছবিশেষ। 'পুষ্পিত সেব গাছ থেকে।' নজরুল, ১৯২২।

সেবক [স] ১ বি ভক্ত। 'সেবকে লক্ষ্যবৈ গুরু।' বড়ু, ১৪০০। ২ বি

সেবাকারী। 'সামী মোর সেবক তোকার।' বড়ু, ১৪০০। ৩ বি পূজারী। 'জগদ্বা-সেবক যত রাজপাক্ষান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি সন্ন্যাসী: দূত। ওর্দা, ১৭৮৫।

সেবক-প্রধান [স] বি মুখ্য সেবাকারী। 'আজ্ঞার আত্মাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেবকবন্দল [স] বিণ সেবকের প্রতি শ্রদ্ধাধারণ। 'অমৈত বন্দল ভূমি সেবকবন্দল।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সেবক-সিংহ [স] বি সেবক-প্রধান। 'মওলানা শওক আলী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন সেবক-সিংহ।' মোয়াজ্জিন, ১৯৩৮।

সেবকানুসেবক [স] বি সেবকের সেবক; ভূক্ত সেবক। ওর্দা, ১৭৮২।

সেবতি, সেবতী [স সেকতী] বি স্টেটি ফুল। 'হরিকল্পত সেবতী কর্পুরমালতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সেবতি কর্ত্তি ছুটি ইন্দ্র মূল তোলে আতি।' মুক্ত, ১৬০০।

সেবন [স] ১ বি উপাসনা। 'করিব সেবন জদি আসি পুনর্বার।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সেবা। 'ছোটে সেবনে রত শ্রীলক্ষণ নাম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি কাজ। 'উত্তম হৈয়া কাজ করে তুচ্ছ সেবন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বি ভক্ষণ বা পান। 'কুরের ঔষধ ব্যাধী বৈদ্য মহাশয়েরা-কি সেবন করায়।' দর্পণ, ১৮৩১। ৫ বি উপভোগ। 'ভুক্ত-পুষ্টভোগ মূল দক্ষিণ সমীচীন সেবনে -।' ওর্দা, ১৭৮৫।

সেবন করা কি পান করা। 'ঔষধ সেবন করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

সেবনশাল বিণ সেবনকারী। 'মাদক-সেবনশাল উক্ত স্বামী।' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭২।

সেবনার্থ [স] বিক্রিয় সেবন বা উপভোগের জন্য। 'বায়ু সেবনার্থ পরিগ্রহণ করিতেছিলেন।' বর্ধম, ১৮৭৪।

সেবা [স] ১ বি যত্ন করা। 'থাকিব যোগিনী হইয়া তোমার সেবিয়া।' বড়ু, ১৪০০। ২ বি উপাসনা করা। 'জা সেবি কর্ত্তিকবিধি জগতে অধিকার।' মাল্যধর, ১৫০০। ৩ বি সমাজ করা। 'সেবিতো।' মনোএল, ১৭৪০। ৪ বি বন্দনা করা। 'তোমার চরণ সেবি।' রূপরাম, ১৭৫০। সেবউক কি সেবা করুক। 'বৃষ্টিবা মুষ্টি সব না সেবউক আর।' সুলতান, ১৭০০। সেবি ১ বি উপাসনা করে। 'জা সেবি কর্ত্তিকবিধি জগতে অধিকার।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি বন্দনা করি। 'তোমার চরণ সেবি।' রূপরাম, ১৭৫০। সেবিয়া কি সেবা করে। 'থাকিব যোগিনী হইয়া তোমার সেবিয়া।' বড়ু, ১৪০০। সেবিতো ১ বি উপাসনা করতে। 'সদাএ করুনা করি সেবিতো করতারা।' সুলতান, ১৭০০। ২ বি সম্মান করতে। 'সেবিতো।' মনোএল, ১৭৪০। সেবিষ কি সেবা করে। 'কুন্ডিএ সেবিষ তোমার বকল বরিসা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। সেবিয়া কি উপাসনা করে। 'বৈষ্ণব জন জন সেবিয়া হরিরে।' মাল্যধর, ১৫০০। সেবিল কি সেবা করলে। 'আরজনে দুই জনে সেবিল চরণানি।' মাল্যধর, ১৫০০। সেবিলা কি সেবা করলে। 'প্রভুকে সেবিলা রহি সন্তোষ অস্তরে।' সুলতান, ১৭০০। সেবিলা কি সেবা করলে। 'অভিভূত ইচ্ছা করি সেবিলা কাম ঐরি।' মুক্ত, ১৬০০। সেবিলে কি সেবা করলে। 'সর্বসিদ্ধ হয় সদা সেবিলে চরণ।' মাল্যধর, ১৭৮০।

সেবী কি উপাসনা করে। 'আর পুত্র পাইব আকি কোন সেব সেবী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। সেবে কি উপাসনা করে। 'সুত রাখা সূর্য সেবে পুত্র অবলাসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। সেবেন কি সেবা করেন। 'আগলে সকল রূপে সেবেন আপনে।' বৃন্দা, ১৫৮০। সেবাখিলি কি সেবা করেছিলো। 'এইরূপে রাখব সেবতা সেবাখিলি।' রূপরাম,

১৭৫০। সেব্যাহে কি সেবা করছে। 'ফুটরা সেব্যাহে হর তারে মিলে এই বর কাম সম জিনিঞা মুরতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেবা^১ [স] ১ বি সেবায়ত্ত; অঙ্কবা। 'ঘরত রাখিঁয়া বাড়ারি সেবা করিবে।' বড়, ১৪৫০। ২ বি পরিচর্যা। 'ওজ্জ্বালমির-মাজ্জনা সেবা মাগি নিল।' কুজদাস, ১৫৮০। ৩ বি কাজ। 'তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিহাসন।' কুজদাস, ১৫৮০। ৪ বি উপাসনা। 'এক মনে সেবা করে সঙ্কর পার্শ্বতি।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫ বি দেখাশুনা। 'দুই প্রতিভানকেই নানাভাবে সেবা ও সাহায্য করেছেন।' গৌর, ১৮২২। ৬ বি চর্চা। 'মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদিন্যায়।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০। ৭ বি ভোজন; খাওয়ানো। 'আমায় ভোজ্যসামগ্রী দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সেবা করা কি প্রণাম করা। 'ব্রিত্তর আকৃতি আছিলে তাহানে সেবা করিতে গেলে।' মানোএল, ১৭৪০।

সেবাকারি [স] সেবাকারী। বিণ সেবক। 'সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ।' দর্পণ, ১৮২২।

সেবাকারী [স] বি সেবক। 'বাসিজ্যাকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ...' অক্ষয়, ১৮৪৪।

সেবাকার্য, সেবাকার্য [স] ১ বি উপাসনা। 'শ্রীমূর্তি নিকটে তেঁহে করে সেবাকার্য।' কুজদাস, ১৫৮০। ২ বি সেবামূলক কাজ। 'সেবাকার্যে সে যতটা কষ্টকর ...' মনসুর, ১৯০৫।

সেবাকেন্দ্র [স] বি চিকিৎসা-শিবির। 'বিভিন্ন অঙ্গুলে কয়েকটি লবণরাসনা ... ও সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।' বেগম, ১৯৬৭।

সেবাত [স] সেবা। বি সেবাকারী। 'মোসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের দানাদির দারাই তাঁহার অর্থাৎ সেবাতের অধিকতর আনুকূল্য হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সেবাতি [স] সেবা। বি পূজারী। 'প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস সেবা ব্রাহ্মণদ্বারা নিবেদিত।' দর্পণ, ১৮২৯।

সেবাদাসী [স] ১ বি বৈষ্ণবদের পরিচর্যাকারিণী দাসী। 'কোলীখারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।' ওজ, ১৮৫৮। ২ বি উপপত্নী। 'ভক্ত তোরা পুজিস তারেই যোগ্যাস খোরাক সেবাদাসী।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বি স্ত্রী আভাবহ। 'রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সেবার্থ, সেবার্থ [স] বি পরিচর্যা ব্রত। 'সেবার্থ নারীর সর্বপ্রোক্ত গুণ।' বেগম, ১৯৫১।

সেবার্থী [স] বিণ সেবামূলক। 'দেশের ... সেবার্থী একাজে অগ্রসর হলেন।' মনসুর, ১৯৪৫।

সেবানিশুপতা [স] বি সেবার দক্ষতা। 'তাহার সেবানিশুপতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও শীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে ...' বনফুল, ১৯৩৬।

সেবা-নিপুণতা [স] বিণ স্ত্রী সেবা করতে পারদর্শী। 'এই সেবা-নিপুণা লাবণ্যময়ী মেয়েটি ... সমাজে শীকৃতি লাভ করুক।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

সেবাপন্ন [স] বি উপাসক। 'আমি তোমারই সেবাপন্ন হইতে পারি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সেবাপরাশ্রম [স] বিণ সেবার্থের প্রতি অনুবাসী। 'আপন সেবাপরাশ্রম হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সেবাপরাশ্রা [স] বিণ স্ত্রী অত্যন্ত সেবার্থী। 'সেবাপরাশ্রা হা গুরুজনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

সেবাপূজা [স] বি পূজা ও অন্যান্য কাজ। 'অনেক সেবালয় উন্নীত করিয়া সেবাপূজার নিরুপস্থ করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

সেবাপূর্ণ [স] বিণ স্বল্পমর্ম। 'তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরুণ রয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সেবাবিমুখ [স] বিণ সেবা-বদ্ধ করতে অনাময়ী। 'সেবাবিমুখ দেশানুরাগের মুদুমূলকতা তখন শিক্ষিত মজলীর মধ্যে প্রবে করিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সেবাব্রত [স] বি সেবার্থম। 'নারিহকে সেবাব্রত হিসেবে গ্রহণে জনো ...' বেগম, ১৯৬৮।

সেবাব্রতী [স] বিণ স্ত্রী সেবা বা পরিচর্যা জীবনের ব্রত এমন। 'এ আশ্রয়-প্রার্থী শিবিরে সেবাব্রতী হিন্দু নারীদের সম্মুখে এক দুর্গা মুসলিম নারী এইভাবে চাঁককার করিয়া উঠে।' বেগম, ১৯৪৮।

সেবাময়ী [স] বিণ স্ত্রী সেবাতপস্পন্ন। 'নারী শক্তিময়ী সেবাময়মতাময়ী কর্মিষ্ঠা রূপে নেমে আসুন।' বেগম, ১৯৪৭।

সেবামূলক বিণ সেবার্থী। 'সেবামূলক কাজের প্রতি নারী-জাতি যে প্রবণতা রয়েছে।' বেগম, ১৯৫১।

সেবায়তি [স] সেবা। বি সেবাকারীর কাজ। 'রাধাকান্ত স্ত্রী সেবায়তি অধিকার।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সেবায়ত্তে [স] সেবা। বি পূজারি। 'সেই কারণে সেবায়ত্তে হইব অযোগ্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সেবা-অঙ্কবা [স] বি যন্ত্র ও সেবাশোনা। 'সেবা-অঙ্কবা করিয় কাটে, আবার ...' শরৎ, ১৯১৭।

সেবালম [স] বি সুস্থদের সেবা দেওয়া হয় এমন কেন্দ্র। 'কু যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবালম প্রকৃতিতেই ঘুরে বেড়াত।' নজরুল, ১৯২২।

সেবাসঙ্ক [স] বি সেবামূলক সংগঠন। 'নারী সেবাসঙ্কের চতু বার্ষিক সাধারণ সভা।' বেগম, ১৯৪৯।

সেবাসমিতি [স] বি জনসেবামূলক সংঘ। 'প্রেম এল, সেবাসমি হল।' অবন, ১৯৪১।

সেবা-সুখা-ভরা বিণ সেবারূপ অমৃত পূর্ণ। 'সেবা-সুখা-ভরা ল তুমি এ ধরায় দিয়েছিলে ধরা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

সেবাসুজ্ঞা [স] সেবাসুজ্ঞা বি সেবায়ত্ত। 'সেবাসুজ্ঞা করে।' কৌ ১৮০২।

সেবাহস্ত [স] বি যন্ত্রের ছোঁয়া। 'সর্বত্রই নানা আকারে বিমোদিত সেবাহস্ত অনুভব করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সেবিকা [স] ১ বিণ পত্নী। 'সেবিকা স্ত্রী জামরা।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ বি স্ত্রী সেবার উপাসক। 'আমাদিগকে সেবসিংহাসনে বসাই এ-যে চিত্রব্রতধারিনী সেবিকা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি রোগীদের স্বেচ্ছাকারী। 'সেবিকা বিদ্যালয় ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে বেগম, ১৯৭২।

সেবিতা [স] বিণ স্ত্রী সেবা পাচ্ছে এমন। 'জ্ঞানাদা যেন রাজারা' শত শত দাসী-সেবিতা।' মশাররক, ১৮৮৫।

সেবী বিণ সেবাকারী। 'আমি হার একমাত্র সেবী।' মাহমুদ, ১৯৬৩

সেব্য [স] ১ বিণ পূজনীয়। 'সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন

সেব্যমান

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিণ উপভোগ্য। 'মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণ-
জাল পরম সুখ-সেবা বলিয়া অনুভূত হয়।' অক্ষর, ১৮৪৯: 'এ
প্রকার সুখ সেবা আর নাই আছে।' ৪৪, ১৮৮৫।

সেব্যমান [স] বিণ সেবা পাওয়ার যোগ্য। 'তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই
সেব্যমান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেভিসে [হি] বিণ সজ্জী। 'অবশেষে সংসারী হইয়া দাণ্ডায়ার বসিয়া
সেভিসে ব্যাচের খাড়া বুলিশাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

সেভিসে অ্যাকাউন্ট/এ্যাকাউন্ট [হি] বি সজ্জী হিসাব। 'শ'খানেক
টাকা আছে ব্যাচের সেভিসে অ্যাকাউন্টে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮: 'হাজার
টাকার এক সেভিসে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন একবার।' শিবরাম,
১৯৭০।

সেভিসে ব্যাচ [হি] বি সজ্জী ব্যাচ। 'সেভিসে ব্যাচের টাকার
সহিত ফুলের হেডমাস্টারের দিকট।' প্রজ্ঞাত, ১৮৯৬।

সেমেত ত্রিবিণ সে-রকম। 'বটে তাহার পরে কেহ আর সেমেত নাই।'
কেন্দ্রি, ১৮০২।

সেমাঈ [হি] বি মন্দা দিয়ে তৈরি সুতার মতো বায়বিশেষ, যা তিনি-
নহযোগে রাগ্না করে খেতে হয়। 'সেমাঈসহ জলযোগের সুব্যবস্থা।'
বেগম, ১৯৪৯।

সেমিকোলন [হি] বি যতিচিহ্নবিশেষ। 'কমা সেমিকোলন চলেবে।' রবীন্দ্র,
১৯০৭।

সেমিজ [সেমিজ] বি মহিলাদের লম্বা টিলা পোশাকবিশেষ। 'বিশাটী
বহিজ, সেমিজ, ও মোহা।' নবরত্ন, ১৯০৫: 'সেই একবস্ত্রের দিনে
সেমিজ পরাটা নির্লক্ষ্যতার লক্ষণ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

সেমিজ-পরা বিণ সেমিজ-পরিহিত। 'হঠাৎ ঢিলে সেমিজ-পরা
পাত্তবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বসিল হেঁচো খাড়া হয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সেমিটিক [স] বিণ মধ্যপ্রাচ্যে ও পশ্চিম এশিয়ার নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীবিশেষ
সক্রেস (আরব ও ইহুদি)। 'সেমিটিক-জাতির সহিত হিন্দুজাতির
কোনো স্বাভাবিক সংমিশ্রণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সেমিটি [হি] বিণ সেমেটিক নামক জাতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'আরবরা
সেমিটি, চীনারা মসোণীরা।' মুক্ততর, ১৯৫২।

সেমীয়ভাষা বি আরবি, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা। 'আর্যভাষা ও
সেমীয়ভাষা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

সেমিনার [হি] বি আলোচনা সভা। 'সরকারের দ্বারা অর্থ হেল্প
একুশশস্যের যৌথ উদ্যোগে ... সেমিনারটি আরম্ভ হয়েছে।' বেগম,
১৯৬২।

সেয়তী [স সেক্কা] বি সেউতি ফুল। 'মাত্রী লবণ সেয়তী।' বড়ু, ১৪৫০।

সেয়াকুল বি কীটজাতীয় গুণ্ডাবিশেষ। 'নারী মনে পায় গিলে যত্নে নাই
বাইরাহ/ সেয়াকুলের কীট।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেয়াক্ত বিদ্যা [আ সিয়া+আ যত+স বিদ্যা] বি বার্তাবিদ্যা।
'বার্তাবিদ্যা অর্থাৎ সেয়াক্ত বিদ্যা শিখিয়া ... পণ্ডিতা হইয়াছিলেন।'
গৌর, ১৮২২।

সেয়াকশোস বি পত্রবিশেষ। 'উল্লুহ ভট্টক মেড়া, সেয়াকশোস তৈল গড়া।'
রামধন্যদাস, ১৭৮০।

সেয়ান [স সজ্জান] ১ বিণ চতুর। 'রাহি সুচেতনি কাকু সেয়ান।' শেখর,
১৬০০। ২ বিণ বুদ্ধিমান। 'অজ্ঞান সময়ে হইল পরম সেয়ান।'
বাহরাম, ১৬৫০।

সেয়ানান [স সজ্জান] ১ বিণ চালাক। 'ধর্মকেতু ভায়া সনে কইনু সেনা
সেনা/ তাহা হইতে তাইসেনা হইয়াহ অধিক সেয়ানান।' মুকুন্দ, ১৬০০।
২ বিণ খুশি। 'ভাই তুমি বড় সেয়ানান।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিণ
বুদ্ধিমান। 'আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানান হল বুঝি।' রবীন্দ্র,
১৯১০।

সেয় [কা] বি ওজন মাপার একক: এক মনের চল্লিশ তাপের এক ভাগ;
এক কিলোগ্রাম থেকে প্রায় একশো গ্রাম কম। 'তুমি খাইতে পার দশ
সের চাউলের স্নান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০: 'পাঁচটা ওষাক দিব শুড় তিন
সের।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সেয়থানেক বিণ প্রায় এক সের পরিমাণ। 'সেয়থ-ঘিরের বন কৃষে
সেয়থানেক দুধার মাসে।' মুক্ততর, ১৯৪৯।

সেয়টাইক বিণ সেয়থানেক। 'আম সেয়টাইক কাপাইল আনিতে
হবে।' কেন্দ্রি, ১৮০২।

সেয়ী বিণ সের পরিমাণ। 'আড়াই-সেয়ী আত ইলিশ খেয়েও
আপনার পেটের অনুশ করবে না।' মুক্ততর, ১৯৫৮।

সেয়েক বিণ থানেক। 'সন্ধ্যা হলে সেয়েক তল্লা পেতো খেতে।'
মালিকরাম, ১৭৮১।

সেয়েক থানেক বিণ প্রায় এক সের পরিমাণ। 'রূপাইর মা দিনে
এনে সেয়েক থানেক ধান।' জসীম, ১৯২৯।

সেয়েক পাচেক বিণ প্রায় পাঁচ সের পরিমাণ। 'ঘর হতে সে এনে
দিশ সেয়েক পাচেক চাল।' জসীম, ১৯২৯।

সেয়িক [যা সরক] বিণ বেয়ড়া। 'সাকী বড় সেয়িক।' বঙ্কিম,
১৮৭৫।

সেয়া [কা সর] বিণ স্রেট। বিদ্যা, ১৮৯১: 'তাহার মাঠে আছে সেশ এক
সেয় সেশের সেয়া।' খিজেস্ট, ১৯১২।

সেয়াত [আ সিরাত] বি পথ। 'গরুরে করিল সেয়াত পার।' নজরুল,
১৯২৪।

সেয়ামিক [হি] বি মৃণাল। 'চীনা সেয়ামিক এবং দক্ষিণ-ভারতের ব্রো
সবকে এসের জানের অস্ত্র সেই।' মুক্ততর, ১৯৫৮।

সেয়ি [হি সেয়ি] বি এক ধরনের মদ। 'এক আদলিন সেয়িটে
স্যামপিনটারও আবাদ নেওয়া হয়।' হেজম, ১৮৬১।

সেয়ুস বিণ তেমন। 'সেয়ুস না সেখি অজি ছাড়িবে পরান।' মাল্যধর,
১৫০০।

সেয়ে গুটা দ্র সারা

সেয়েক [আ সিরক] বিণ কেবল; প্রেফ। 'সেয়া সেয়েক মাছ ধরবার জাল
জানি।' গান্ধী, ১৮৫৮।

সেয়েব [আ সিরক] ত্রিবিণ কেবল। 'মুই সেয়েব কেচরির ভেতর
অনেক তামসা দেখেলাম।' সীনবতু, ১৮৬০।

সেয়েক [আ সিরক] বিণ শুধুমাত্র। 'যা করেছেন তা প্রেফ আমাদের
প্রেরণার।' নজরুল, ১৯২৪।

সেয়ে কেয়া দ্র সারা

সেয়ে সুয়ে দ্র সারা

সেয়েতা [কা সুরিপতায়] বি দক্ষতর। 'হাকীমী সেয়েতার বড় পরিচা।'
দর্পণ, ১৮২৫।

সেয়েতাদার [কা সুরিপতায়+কা দার] বি সেয়েতার প্রধান কর্মদার।
'সেয়েতাদারদিগের বেতনের তুল্য হয়।' বরদুত, ১৮২৯।

সেরেস্তাদারি, সেরেস্তাদারী বি সেরেস্তাদারের কাজ। 'প্রধান বিচারাদেশের সেরেস্তাদারি কর্তে প্রায় ১০ বৎসর নিযুক্ত'। দর্পণ, ১৮৩১: 'জজ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্তে প্রবৃত্ত আছি।' প্রভাত, ১৮৯৬।

সেহাঁপূর্বক, সেহাঁপূর্বক [স 'সেহাঁপূর্বক' ত্রিবিধ নিজের ইচ্ছায়। ওর্সাঁ, ১৭৮২।

সেল [স শল্য+বি শেল। 'এড়িলেক সেলগাছ কুন্ডের উদ্দেশে।' মালখর, ১৫০০।

সেলজাঠা [স শল্য+স জ্যাঠা বি বৃহদাকার ফুলারবিশেষ। 'সেলজাঠা মুসল বরিলে সর্বজননে।' মালখর, ১৫০০।

সেলপাট [স শল্য+স পাট বি অল্পফলক। 'এড়িলেক সেলপাট সেবি গদাধরে।' মালখর, ১৫০০।

সেলেখানা [স শল্য+ফা খানা বি অল্পশালা। 'সেলেখানা গোলাতলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ।' কবিত্তম, ১৮৮৪।

সেল [হি বি এক ব্যক্তির জায়গা হয় এমন ছোটো ঘর; কারাকক্ষ। 'একটা সেলের মত ঘর হলেই চলে।' জীবন, ১৯৪৮।

সেল [হি বি বিক্রয়। 'সেল পারচেজ অর্থাৎ কেনা-বেচা ব্যবসায়ের লাভ।' ভার্য, ১৯৪৩।

সেল ট্যান্ড [হি বি মালামাল বিক্রয়ের উপর আরোপিত কর। 'সেল ট্যান্ড আর আদায় হৈতেছে না।' মনসুখ, ১৯৪৫।

সেলসম্যান [হি বি বিক্রয়কারী। 'সোকালের সেলসম্যান চুপে ভেদে দেখে।' জীবন, ১৯৩০।

সেলসরকার [হি সেল+ফা সরকার বি বিক্রয়-কর্মকর্তা। 'কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধী।' দর্পণ, ১৮৩০।

সেলদারি [হি বি সেলারি; এক রকমের সবজি। ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

সেলক-ডিটারমিনেশন [হি বি আত্মনিয়ন্ত্রণ। 'আত্মদের সম্বন্ধে সেলফ-ডিটারমিনেশন যদি না বাটে।' প্রমথ, ১৯২০।

সেলর [হি বি নাবিক। 'মহাআত্মা সেলর ও পোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের সোকান, এমটি হাউস, সাত পুকুর ও মন্দমায় নিয়ে ব্যাডান।' হেতাম, ১৮৬১।

সেলাই [আ দ্রাল। ১ বি সুচ-সূতা দিয়ে কাপড় জোড়া দেওয়ার কাজ। 'ছাকিশ হাতের মধ্যে সেলাই'। কালগো, ১৭৮৫; 'নানাপ্রকার পোসাক ও গনিচটের ধলে পর্যন্ত সেলাই হয়ই থাকে।' প্রভাকর, ১৮৫০। ২ বি সেলাই করা হচ্ছে এমন কাপড়। 'একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সেলাই-করা [বিশ সেলাইযুক্ত। 'শায়ে সেলাইকরা কাপড় পরা বাবা।' মুজতবা, ১৯৫২।

সেলাই কল বি সেলাই করার মেশিন। 'সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আদিয়া দেয়া।' বিভূতি, ১৯৩১।

সেলাই-ফোঁড়াই বি সূচিকর্ম। 'পানবাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই ... ইত্যাদি শিবিতে শিবিতে যে সব মেয়ে।' মালিক, ১৯৪০।

সেলাই মেশিন [সেলাই+ই মেশিন] বি কাপড় সেলাইয়ের কল। '১০টি সেলাই মেশিন গ্রহণ করেছে।' বেগম, ১৯৪৯।

সেলাইহীন [সেলাই+স হীন] বিশ সেলাই করা হয়নি এমন। 'তার পদনে ঢিকান পাড়ওলা সেলাইহীন শাদা লুডি।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

সেলাপটী [তু চলবতী] বি হাত ধোয়ার বাসনবিশেষ। 'একটা বাদী

সেলাপটী লইয়া হাত মোয়াইতে আসিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

সেলাম [আ সালাম] ১ বি শান্তি কামনা-জ্ঞাপক অভিবাদন। 'ফিরিয় ফিকির করে' হাজ্জ সেলাম।' কুফরাম, ১৭২০; 'সাহেব সেলাম। কবী, ১৮০১। ২ নমকর। ওর্সাঁ, ১৭৮৫; 'দুই হাতে সেলাম কর - ইনি ধর্মাবতার।' রবিত্তম, ১৮৭৯।

সেলাম করন বি অভিবাদন করা। ওর্সাঁ, ১৭৮৫।

সেলাম পাহ বি আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়ে রাজাকে সালাম করে 'নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায়।' ভারত, ১৭৬০।

সেলাম ঝুঁকা ক্রি সালাম দেওয়া। 'লাঠীয়ালের দুহাতে সেলায় ঝুঁকিয়া ... লোক সম্মুখ করিতে ছুটিল।' মশাররফ, ১৮৯০।

সেলামত [আ সালাম+] বি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সম্বোধন। 'নকীব ফকারে মহারাজ সেলামত।' ভারত, ১৭৬০।

সেলামালকী [আ সালাম+] বি সালাম দিয়ে অভিবাদন 'সেলামালকীর সঙ্গে পানের সোনা উপহার দিয়ে বাবুর অভ্যর্থনা করে লাগলো।' হেতাম, ১৮৬১।

সেলামালকীর শুণা বি সালাম দিতে ত্রুটি। 'লোকের খাতির ও সেলামালকীর শুণা কতেন না।' হেতাম, ১৮৬১।

সেলামি, সেলামী [আ সালাম+] ১ বি অভিরিক্ত খাজনা। 'সেলামী বাসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি কর্মচারীসে: মুশি করার জন্য দেওয়া বাড়তি টাকা। 'সেলামী দিলেন সবে চতুর্থাং তার।' ভারত, ১৭৬০; 'তোমার নিত্যন্ত খবরদারি ও মোকর্দি গোমস্তা দিলের স্থানে সেলামি ও রেসসত কিছু লইবে না। হ্যালহেড, ১৭৭৩। ৩ বি কর। 'হাকীমের চৌখাই সেলামি দিয়া। ওর্সাঁ, ১৭৮২; ২১ একুশ টাকা সলাগাত সেলামী সব দত্তবদন্ত লইয় ...।' চিঠিপত্র, ১৭৯৭।

সেলামের উপর সেলাম বি বারো বারো অভিবাদন। 'সেলামের উপ: সেলাম বা গলগলীকৃত বস্ত্রে ললাটদেশে করস্পর্শ করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৯২০।

সেলাহাতি বি সেলাহাতি

সেলুট [হি বি কূচকাণ্ডায়ের সালাম গ্রহণের জন্য ডান হাত কপালে তুলে দাঁড়ানো। 'শেরুট দেখেন, সেলুট নেন।' মুজতবা, ১৯৫৯।

সেলুন [হি ১ বি বিলাসবহুল বাড়ি কেরন। 'যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলু: কামরা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ২ বি চুলকাটা ও দাড়ি কাটানোর জন্য নাগিতের সোকান। 'সেলুন হচ্ছে চুল ছাটার সোকান।' শিবরাম, ১৯৪০।

সেলুন-গাড়ি বি রেলগাড়ির বিলাসবহুল কামরা। 'সেলুন-গাড়ি থেবে রাজা নামল দলবল নিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সেলুলয়েড [হি বি বহু প্রাস্তিক। 'খেলনার রক্তিন দোকানে সেলুলয়েডে মতো প্রেম হত।' জীবন, ১৯৩০।

সেলোট [হি বি স্ট্রেট; স্থলের হেলোয়েসের লেখার জন্য ব্যবহৃত কার্টে ফ্রেমে বাঁধানো পাথর। 'সেলোট লইয়া ছবি আঁকে।' প্যারী, ১৮৫৮।

সেশন [হি ১ বি সৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীতে গঠিত আদালতবিশেষ। 'বিলাসপুর জিলার সেশন আদালত মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বি শিফারবার্। 'সেশনের শুরুতে ম্যুনিজিটিটে ক্লাস করতে গিয়ে ... এ হাসির সম্মুখীন হয় আলোউলিন, ১৯৫৫।

সেশন আদালত, সেশন আদালত [হি সেশন+আ আদালত] f

ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীনে গঠিত আদালত। 'সেসন আদালতে সোপর্ক হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৪; 'বিশালপুর জিলার সেসন আদালত।' মশাররফ, ১৮৬৮।

সেশন জজ [হি] বি ফৌজদারি মামলার বিচারক। 'জেলা ও সেশন জজ শিখ অশহরনের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।' বেগম, ১৯৬৫।

সেশ [স শেখা বি শেখ। 'আরজে সেখে ৬ ছয় আমী জবাব সিদ্দাহি।' মের্স, ১৭৫৭।

সেস বিগ শেখ। 'চট্টকোডি ভগার মোর লইআ সেস।' চর্চা ৪৯, ১২০০।

সেসু বিগ শেখ। 'আঁসু ধুপি ধুপি গিরবর সেসু।' চর্চা ২৬, ১২০০।

সেঠ [স শ্রেষ্ঠ] বিগ প্রধানতম। 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সেঠ তুঙ্গশতে।' মালখার, ১৫০০।

সেস' দ্র সেখ

সেস' [হি] বি কর। 'জমিদাররা রেভিনিউ বা সেস হিসাবে যে টাকা রাজকোষে প্রদান করিয়া থাকেন।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

সেসন দ্র সেশন

সেই সর্ব সেই। 'এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সেহরা [হি] বি ফুল বা জুরির তৈরি টোপার। 'ভারী ফুলের 'সেহরা' তাহার কপালে বাঁধিয়া দেওয়া হইল।' রোকেয়া, ১৯৩১।

সেহরা বি ফুলের তৈরি টোপার। 'শিরে বান্দি সেহরা।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

সেহেরা বি টোপার। 'ফুলের সেহেরা পরাইয়া দাও।' নজরুল, ১৯২৮।

সেহাযাকাতি [হি সেহরা+কাতি] বি শোশার টোপারের কাতি। 'সকলো সেহাযাকাতির মত কয়েকখানা হাড় আছে শুধু।' জীবন, ১৯৪৮।

সেহরি, সেহরী, সেহেরি [আ সাহরী] বি মুসলমানরা রোজা রাখার জন্য শেখরাতে যে খাবার খায়। 'রোজাকালে সেহরী খাইব প্রতিভিন্ড।' আলফা, ১৬৮০; 'সেহরি খেয়ে কাটিল রোজা, আজ সেহেরা বাখ।' নজরুল, ১৯৪১; 'মুসাফির সেহেরি খাওয়ার যোখা গুনিয়াই জাগিয়া উঠিল।' জঙ্গীম, ১৯৬০।

সেহলা বি শেঙলা। 'সে বানী বাজে নিটুর আমারে সৌতের সেহলা করি।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

সেহেতু [সে+স হেতু] ক্রিবিগ সে কারণে। 'তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সেহেতু।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সেহেলি [হি সাহেলী] বি বাহরী। 'ফাগুনের ফুল-সেহেলি।' নজরুল, ১৯২৮।

সৈ [স সখী] বি সই। 'সৈএরে করহ সাবধান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৈ [স শামী] বি প্রয়োগ। 'সৈ কন্না ক্রি প্রয়োগ করা। 'মোড়ার উপর চারুক সৈ করেন।' মশাররফ, ১৯৮০।

সৈ' দ্র সওয়া

সৈকত [স] বি সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বালুকাময় বিস্তৃত ভূমি। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সূত মিত রমণি সমাজে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সৈজ্ঞা [স শয্যা] বি বিছানা। 'প্রভাতে উঠিল রাজা সৈজ্ঞা পরিহরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৈজ্ঞা [স সত্য] ১ ক্রিবিগ সত্য সত্য। 'রাজা বোলে সৈজ্ঞা তোকা বচন পালিবি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি প্রতিজ্ঞা; শপথ। 'সমাহিত হৈয়া জদি সৈজ্ঞা কর তুগি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৈজ্ঞাদান [স সত্যদান] বি সত্যকার দান। 'সৈজ্ঞাদান দিবা জদি বোল ভনিকিত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৈজ্ঞাবাদী [স সত্যবাদী] বিগ সত্যবাদী। 'সৈজ্ঞাবাদী জিতিন্দ্রিয় মেজ্ঞাদা সাধর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৈজ্ঞাল্য [স শৈথিল্য] বি শিথিলতা। ফরস্টার, ১৭৯৩।

সৈদ [আ সৈয়দ] বি মুসলমান বংশনাম-বিশেষ; সৈয়দ। 'সৈদ মহামুদ খান।' আলফা, ১৬৮০।

সৈন [স সৈন্য] বি সৈন্য। 'সৈন সাজল মধুমখিকা কুল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সৈন্যপত্নী [স] ১ বি সৈন্যপতির পদ। 'যে বেদজ, সেই সৈন্যপত্নী, রাজ্য, দখলভুক্ত এবং সর্বলোকোপপত্ত্যের যোগ্য।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি সৈন্যপতির কাজ। 'পক্ষপাতবকে লাক্ষিত করবার সৈন্যপত্নী গ্রহণ করেছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

সৈনাহল [স স্বর্ণালি] বি শঙ্করসুন্দী। 'মালতী মধুর বাড়িআল সৈনাহল।' বড়ু, ১৪৫০।

সৈনিক [স] বি সৈন্য। 'এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিকে লড়াই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সৈন্য [স] বিগ বনিজ লবণবিশেষ। 'সৈন্যক বিহনে ঘোড়া শালে মরে জোড়া জোড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মোটা চাউল, সৈন্যক, ঘি ও কাঁচকালা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সৈন্যবী [স] বি (সরীত) রাণিগণবিশেষ। 'সৈন্যবী রাণিগণকে নীতগিষ্ঠীরা সাধারণত সিন্দূড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।' নজরুল, ১৯৩৫।

সৈন্ধা [স সন্ধ্যা] বি রাতের প্রথম ভাগ। 'সৈন্ধা কালে উত্তরিল গকুলনগর।' মালখার, ১৫০০।

সৈন্য [স] বি যোদ্ধা। 'সৈন্য সামন্ত সমে বহু পাত্রগন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৈন্যক্ষয় [স] বি যুদ্ধে সৈন্য নিহত হওয়া। 'রণক্ষেত্রে গ্রহিষ্ট হইয়া, বিপক্ষক্ষয়ের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সৈন্যদল [স] বি সৈন্যবাহিনী। 'নরপতি পুরুষ যৌদ্ধবৃন্দমধ্যে নিবাহী সৈন্যদল বর্তমান ছিল।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সৈন্যদারী [স] বি নারী সৈনিক। 'সৈন্যদারী, সৈন্যদারীরা কোথায় চলে গেছে আজ।' জীবন, ১৯৩২।

সৈন্যবল [স] বি সৈন্যবাহিনী। 'আমার ধনবল, বুদ্ধিবল, সৈন্যবল কিছুই নাই।' মশাররফ, ১৮৮৫।

সৈন্যবাহিনী [স] বি সৈন্যদল। 'সৈন্যবাহিনী দাঁড়াইয়া।' নজরুল, ১৯২২।

সৈন্যবাহু [স] বি সৈন্যবাহিনী। 'সৈন্যবাহুর এই আড়ালটা সরিয়া যায়।' বিজিত, ১৯৩১।

সৈন্যভার [স] বি সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব। 'মোর হাতে দাও সৈন্যভার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সৈন্যশিবির [স] বি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের থাকার অস্থায়ী আবাস। 'ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় নির্ভরে সৈন্যশিবিরে থাকিয়া আহত সৈন্যদের ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

সৈন্যশ্রেণী [স] বি সৈনিকদের সারি। 'চক্কর পলকে সৈন্যশ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমায় যাইতেছে আসিতেছে।' মশাররফ, ১৯০৮।

সৈন্যসামন্ত [স] বি সেনাবাহিনী ও সহযোগী ব্যক্তিবর্গ। 'সৈন্যসামন্ত সমে বহু পাজগন।' কবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সৈন্যধিপ [স] বি প্রধান সেনাপতি। '৮ তারিখে সৈন্যধিপের সম্মানরূপ ভাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮৩২।

সৈন্যধ্যক্ষ [স] বি সেনাপতি। 'তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যধ্যক্ষ ছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সৈন্যপত্ন্য বি সেনাপতির দায়িত্ব বা পদ। 'বিক্ষিপ্ত জাতির সৈন্যপত্ন্য নিলে নিজ হাতে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সৈব দ্র সমুদ্র

সৈয়দ [আ] বি মুসলমান বংশানু-বিশেষ। 'আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোল্লা কাজী।' মুকুন্দ, ১৬০০। 'পশ্চিম ঘায়ে রহে সৈয়দ উমর গাজি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৈয়দজাদা [আ সৈয়দ+জা জাদা] বি সৈয়দপুত্র। 'এই যে সৈয়দজাদা বাঘ বাচ্চা বাঘ।' গরীব, ১৭৬৫।

সৈরিণি [স বৈরিনী] বিণ বেচ্ছাচারিনী। 'পুণ্য গুণ পও সেবি সৈরিণি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

সৈরিক্তী [স] ১ বি ক্তি প্রাচীন ভারতীয় পেশাজীবী জাতিবিশেষ। 'সৈরিক্তী, নাগকন্যা, আতীরী ...।' ব্রহ্মদর্শন, ১৮৭২। ২ বি ক্তি অন্তঃপুরচারিণী। 'আমার ঘরেও আজ সৈরিক্তী বাঁধে না ...।' বীরেন্দ্র, ১৯৬৭।

সৈলক [স শল্যক] বি সজার। 'গোধিকা যাত্রিক নয়/সকল সুরাসে কয়/কৃষ গজা শশক সৈলক।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৈটব [স সৌটব] বিণ সুগঠিত। 'সৈটব বস্তক কীট সম্ভ্রোতা সম্ভ্রোত।' আলগোল, ১৬৮০।

সৈসব [স শৈশব] বি শৈশব। 'সৈসব জৌবন দুই মিলি গেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোঁ [পা] ১ সর্ব সোঁ। 'জো এণ্ড বুঝ এ সোঁ এণ্ড বীরা।' চর্যা ২০, ১২০০। ২ ক্রিযণ সেরূপ; তেমনই। 'যো নব জলধর সোঁ হয় ভলবর।' বাহরাম, ১৬৫০।

সোআ [স সপাদ] বি এক এবং এক-চতুর্থাংশ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সোআগ [স সৌভাগ্য] বি আদর। 'আমার প্রভুর সহিত সোআগ করিও।' তারিখী, ১৮৫০।

সোআখ [স বখ্তি] বি বখ্তি। 'তা সেবিআ সখ বন না পাও সোআখ।' বড়, ১৪৫০।

সোআদ [স বাদ] বি বাদ। 'তপত দুখ নালে না পীএ ছুড়ায়িলে সোআদ তাএ।' বড়, ১৪৫০।

সোওয়াদ [স বাদ] বি বাদ। 'সোওয়াদ বাসা।' মুজতবা, ১৯৫২।

সোআমী [স স্বামী] বি স্বামী। 'সোআমী ছায়াতে মারে বাড়ি।' কিতাবী, ১৬০০।

সোআশ [স শস্য] বি শস্য। 'পেছটী সাডর সোআশে।' বড়, ১৪৫০।

সোআস্ত [স বখ্তি] বি সুখ। 'চিরে নাহি সোআস্ত।' মালখর, ১৫০০।

সোই [পা সো] সর্ব সেই। 'পার উআরে সোই গজিই।' চর্যা ৩২, ১২০০।

সোই সর্ব সেই। 'জে জে উজু বাটে শেলা অনাবাটা উইলা সোই চর্যা ১৫, ১২০০।

সোওয়ার [খা] বিণ আরোহী। 'গায়ের উপর সোওয়ার হয়ে গল্প ছুটে চারদিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। 'অক্লেশে দুখার পিঠে সোওয়ার হলেন মুজতবা, ১৯৪৯।

সোওয়ার [স স্বরণ] বি 'স্বরণ করা। সোওয়ারিয়া 'স্বরণ করে। 'প্রা জাউক মোর সোওয়ারিয়া শীহরি।' মালখর, ১৫০০। 'সোআরিখা' বি 'স্বরণ করে। 'আহোমিশি কারাখির গুণ সোআরিখা।' বড়, ১৪৫০। 'সোআরিখ'ে 'স্বরণ করেতে; 'স্বরণ করতে। 'তাক সোআরিখ'ে মো মনে বাড়ে তাপ।' বড়, ১৪৫০। 'সোআরিহ' বি 'স্বরণ করো; মর রেখো। 'তোকে সোআরিহ বড়ায়ি আন্ধার বাপী।' বড়, ১৪৫০। 'সোআরী' বি ধ্যান করে; 'স্বরণ করে। 'রাধার রূপ সোআর' গেবদিলে।' বড়, ১৪৫০। 'সোআরে' বি 'স্বরণ করছে। 'আহোমিশি তোর নাম সোআরে ল।' বড়, ১৪৫০।

সোবোর [স সংসার] বি সংসার; পরিবার। 'বহরশেধ ধানকড়া পাঁচ সোবোরাদা চলে।' হাসান, ১৯৬৭।

সৌউরি বি যম। 'সৌউরি কর তার দখিন পদে পার।' রামাই, ১৭১০।

সৌকা বি সৌকা; গন্ধ নেওয়া। 'পোকখরা সৌকা ভার দেশে যায় কচি গুণ, ১৮৫৮।

সৌকাসুঁকি বি পরস্পর গন্ধ নেওয়া। 'তখনই ছাড়াছাড়ি পা সৌকাসুঁকি।' গুণ, ১৮৫৮।

সৌত, **সৌং** [স স্রোত] বি স্রোত। 'খর সৌত পাণী রাধা বড় বহে বাএ বড়, ১৪৫০। 'সৌং করে সৌং ঠেলে ভাটি গাও ছেড়ে।' গুণ, ১৮৫৮।

সৌতের ফুল বি স্রোতে ভাসা ফুল। 'ওই বাহ আর ওই তনু - লং ভাসিছে 'সৌতের' ফুল।' জসীম, ১৯২৯।

সৌতে সৌতে ক্রিযণ স্রোতের টানে। 'সৌতে সৌতে ও যে ভাসি যাইবে ভাঙিয়া রূপার ফুল।' জসীম, ১৯২৯।

সৌতা [স স্রোত] বি স্রোত প্রবাহ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'ওই দেখা যায় ম নদীর সৌতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সৌতা বিণ স্রোতস্রোতে। 'জল পড়ে খানিকটা খানিকটা দেওয়াল সৌত আর কালো।' অবন, ১৯২৭।

সৌদর বন [স সুন্দর] বি সুন্দরবন। 'দস্তরা সৌদর বন আবাদ কু কতে।' হেতম, ১৮৬৩।

সৌদা [স সুগন্ধ] ১ বিণ সুগন্ধ। 'ভাজিলে সুবাদ আরো সৌদা গ ছোটে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বিণ শুকনা মাটিতে পানি পড়ে উৎপ গন্ধের মতো। 'বাঙলা দেশের সৌদা সৌদা গন্ধ অনেকক্ষণ হ বন্ধ।' মুজতবা, ১৯৪৯।

সৌদাঘরা বি গন্ধমাখা। 'করবীর সৌদাঘরা পরিমল ফুল।' নজরুল, ১৯২৯।

সৌদা জল বি ভিজ্যামটির ভ্যাপসা গন্ধযুক্ত জল। 'সৌদা জে শিশিরের গন্ধ শুণ্ডু পায়।' জীবন, ১৯৩২।

সৌদা-মাখা বি সুগন্ধের মিশ্রণ। 'সৌদা-মাখা দিসনে বেশ নজরুল, ১৯৩৩।

সৌদাল বিণ সৌদা। 'ছাতকুড়োর সৌদাল গন্ধ।' জীবন, ১৯৩২।

সৌদাল বি হৃদয় বর্ণের ফুলগাছবিশেষ। বিদ্যা, ১৮৯১। 'আঁখি নিচু কা থাকে সৌদাল ফুঁড়ি।' নজরুল, ১৯২৮।

সৌদালি [স স্বর্ণালি] বি হুদুদ বর্ণের ফুলপাছবিশেষ। 'রামশর কাটিল সৌদালি আর শোণা।' রূপায়াম, ১৭৫০।

সৌদালী ঐ সৌদা

সৌপা [স সমর্পণ] ক্রি সমর্পণ করা। সৌপাল ক্রি সমর্পণ করলো। 'বিবি বড় দারুন/ বখিতে রসিক জন/ সৌপাল তোহারি নয়নে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সৌপিনু ক্রি সমর্পণ করলাম। 'কি আর পরাণে/ সৌপিনু চরণে/ দাস করি মনে আশ।' দ্বিষ্টপ্তি, ১৬০০।

সৌসর ১ বি বহুত্ব। 'অনসে জনে সৌসর।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি সঙ্গী। 'বিদ্যানাম সৌসর সৌসর নাহি সাথে।' ভারত, ১৭৬০।

সৌসাইআ [ধন্য] ক্রিবিণ শৌ শৌ শব্দে এগিয়ে। 'সর্প জেনে সৌসাইআ জাএ অলঙ্কিত।' বাহরাম, ১৬৫০।

সৌ সৌ [ধন্য] বি বাতাসের প্রবল বেগসূচক শব্দ। 'ঝড় যেনে সৌ সৌ করে সাপুড়ের মতো বাশি বাজাতে লাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সোক [স শোক] বি দুঃখকষ্ট। 'নাহি রোগ নাহি সোক পুষ্পের পরসে।' মালাধর, ১৫০০।

সোকাকুল [স শোকাকুল] বিণ শোকে কাতর। 'হাতাসএ গোবিদাই সোকাকুল হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০।

সোকানি [আ সুকানী] বি জাহাঙ্গীর হাল ধরে যে ব্যক্তি। 'কোথায় সোকানি কোথায় সারেং, সাগরে উঠেছে জোর।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

সোকরি [স স্বর্ণকার] বি সেকরা। মনোএল, ১৭৪০।

সোকুর [আ শুকর] ক্রি কৃতজ্ঞতা। 'সর্বকর্তা গুরু মোর কেবল সোকুর।' অজাওল, ১৬৮০।

সোণা বি পতাদেশ; নিতথ। 'সোণার তলে মাথা ঝুইয়া মারে উভাঙ্কিল।' বিজয়, ১৬৫০।

সোত্তর [স স্বরণ] বি স্বরণ। 'পসিহা দারুন পিউ পিউ সোত্তর/ বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোত্তরণ, সোত্তরন বি স্বরণ। 'স্রীরাম লক্ষন কৈল গরুড় সোত্তরন।' মালাধর, ১৫০০। 'হাসিনুয় নবীর বাক্য হইআ সোত্তরণ।' বাহরাম, ১৬৫০।

সোত্তরা, সোত্তরা [স স্বরণ] ক্রি স্বরণ করা। সোত্তরি ক্রি চিত্তা ক'রে; স্বরণ ক'রে। 'নহেবা ছাড়িবে গ্রান সোত্তরি নয়ারণ।' মালাধর, ১৫০০। সোত্তরে ক্রি মনে ক'রে; স্বরণ ক'রে। 'একবার জেইননে তোমাকে সোত্তরে।' মালাধর, ১৫০০। সোত্তরী ক্রি মনে ক'রে; স্বরণ ক'রে। 'সোত্তরী কাকের বাণী না রহে মোর পরানী।' বড়ু, ১৪৫০।

সোচ্চার [স] বিণ প্রবল। 'সোচ্চার প্রতিবাদ।' মুরশিদ, ১৯৭১।

সোচ্চারভাবে ক্রিবিণ সুস্পষ্টভাবে। 'প্রায় সব মার্গসঙ্গীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

সোজা [স সহজ] ১ বিণ লঘমান। 'মানুষ ... দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ বিণ সিঁধা। 'সোজা পথ এটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ বিণ সরল। 'সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ বিণ প্রত্যক্ষ; সরাসরি। 'গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও।' বঙ্কিম, ১৮৮২। ৫ ক্রিবিণ খাড়াভাবে। 'পর্বতেরে সানুদেশ আরোহণ করা যায় না, কেন না, পাখাড় সোজা উঠিয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৬ বি সহজ। 'ভূমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৭ ক্রিবিণ নিচিন্তে; নির্বিষে। 'গপাগপ খাও না সোজা দেয়ালে টেসান

দিয়ে।' নজরুল, ১৯২৬।

সোজা কথা বিণ সাধারণ কথা। 'এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলো বলিতে বড় মজবুত।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সোজা বাংলা বি সহজ ভাষা। 'সেই হচ্ছে প্রকৃত তরুণ, যুগ-প্রবর্তক, যাকে বলে - সোজা বাংলায় - পাইওনিয়ার।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সোজাভাবে ১ ক্রিবিণ সহজভাবে। 'শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস করিয়া কাটনা করা যাইবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ২ ক্রিবিণ উল্টা নয় এমনভাবে। 'সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিগটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বিণ সরলভাবে। 'গহর মিল্লী ব্যাপারটা সোজাভাবে গ্রহণ করিল না।' শওকত, ১৯৫৮।

সোজাসুজি ১ ক্রিবিণ সরলভাবে। 'চিমটি উদ্ভাবন করিয়ায় - সোজাসুজি অথবা ঘুর্যমান।' জঙ্গীম, ১৮৯৫। ২ বিণ সরাসরি। 'তোমার আমার এই-যে প্রশ্নয় নিতান্তই এ সোজাসুজি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বিণ প্রত্যক্ষ। 'তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৪ ক্রিবিণ সোজাভাবে। 'সর্দিকে সোজাসুজি সর্দি বলেই মুক্তি, মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সোটো [আ] বি জাতি। 'তুকিয়া লোহার সোটো মজবুত করিয়া।' গল্পীব, ১৭৫৫।

সোটাবরদার [আ সোটা+বরদার] বি লাঠিধারী। 'সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুবরদার ও নওবত ইত্যাদি।' দর্পণ, ১৮১৯।

সোডা [হি] বি রাসায়নিক পদার্থ। 'সোডা পোতাস প্রভৃতি ... শরীরমধ্যে আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সোডাভাট্টার, সোডাওয়াটার [হি] বি সোডিয়াম বাইকার্বনেট মিশ্রিত পানীয়বিশেষ। 'রি গ্রেন কুইনাইন, সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন।' গিরিশ, ১৮৮৯। 'স্বামী হেখানে রাখালা সোডাওয়াটার চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সোডা পানি বি সোডিয়াম বাইকার্বনেট মিশ্রিত পানীয়বিশেষ। 'সোডা পানির ব্যবহার খুবই দেখা যাইতেছে।' এসলাম, ১৯১৫।

সোডিয়াম [হি] বি মৌল পদার্থবিশেষ। 'আমি শেলা করিব, সোডিয়াম ও গরমজল লইয়া।' রোকেয়া, ১৯২২।

সোডুশ [স যোডুশ] বিণ ঘোড়শ; যোলাতম। 'শ্রীমতি মৌনাবতি সোডুশ বরিন্যা।' হালহেড, ১৭৭৩।

সোড়ুসি [স যোড়ুশী] বিণ স্ত্রী ঘোড়শী; ঘোষা বহুরের। 'নিতা সোড়ুসি হইয় আশ্বার বচনে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোণত [স শূন্যতা] বি শূন্যতা। 'সোণত রুখ মোর কিস্পি প থাকিউ।' চর্যা ৪৮, ১২০০।

সোণা [স স্বর্ণ] বি সোনা। 'স্বজাতি অনুগা সোণাতে সোহাগা।' দ্বিষ্টপ্তি, ১৬০০। ঐ সোনো

সোণা ধরিতে ছাই ধরা - মূল্যবান কিছু চেয়ে তুচ্ছ জিনিস পাওয়া। 'আপনিই আকারে ফুল করিয়াছেন! সোণা ধরিতে ছাই ধরিয়াছেন।' মশাররফ, ১৮৮০।

সোণা ফেলে অঞ্চলে গির - যত্নের সামগ্রী ফেলে অযত্নের সামগ্রীকে যত্ন করা। 'হায়! সোণা ফেলে অঞ্চলে গির এ বড় খেদের

বিঘর।' দর্পণ, ১৮২৯।

সোণার কাটি রূপার কাটি - অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'রামভদ্রবাবু
সিমলের রায়বাহাদুরের সোণার কাটি রূপার কাটি ছিলেন।' হুতাশ,
১৮৬১।

সোণার সংসার বি সুখসম্পূর্ণ সংসার। 'আমার সোণার সংসারে
অপণ দিয়ে এখন রঙ্গ দেখতে এসেছে।' উন্মেষ, ১৮৫৭।

সোত' [স স্রোত] বি স্রোত। 'কোন বিধি সিরঞ্জিল সোতের সৈণ্ডিল।'
চন্দ্রী, ১৮৫০।

সোত' [স শত] বিণ শত। 'এক সোত টাকা।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

সোৎকর্ষ' [স] বিণ উৎকর্ষযুক্ত। 'তাহার দিকে সোৎকর্ষ দৃষ্টিপাত করিতে
করিতে ...।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

সোন্তর [পা সন্তর] বিণ সন্তর সংখ্যক। 'হাট সোন্তর বৎসর বয়সক্রমেয়
...।' রাজ, ১৮৭৪।

সোৎসাহে [স] ক্রিবিণ উৎসাহের সঙ্গ। '(সোৎসাহে) আপনার কাছে
এসব কথা বলা আমার পক্ষে খুঁটাত।' রবীন্দ্র, ১৯০১;
'নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে কহিল ...।' রবীন্দ্র,
১৯০৩; 'সোৎসাহে শিরচালনপূর্বক খাড়া হইয়া বলিল।' শরৎ,
১৯১৬।

সোৎসুক [স] বিণ অত্যন্ত আগ্রহী। 'অগতঃই এই দুঃসাহসিক কার্যের
ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

সোৎসুকা [স] বিণ স্ত্রী অত্যন্ত উৎসুক। 'কামিনী। (সোৎসুকা) কি
বলুক কি বলি মা গো সভা করি বল।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

সোথ' [স শোথ] বি স্কীতিরোগ। বিদ্যা, ১৮৯১।

সোদ [স শোধ] বি শোধ; পরিশোধ। মের্স, ১৭৫৭; 'জোয়ারীসোদা সোদ
করি।' হ্যালহেড, ১৭৭২; 'আঁত আনি দানদেবী সোদ।' তাঁতি,
১৭৯২।

সোধ [স শোধ] বি শোধ। 'গোলাহাটে সোধ দিল ঘাদশ কাহন।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

সোদর [স সহোদর] ১ বিণ নিকট সম্পর্কিত। 'সোদর ভগিনী হত্যা হেন
তোর কাজ।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ সহোদর। 'প্রাণের সোদর ভাই
গেল পরলোক/ উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।' মুকুন্দ,
১৬০০।

সোদরপ্রতিম বিণ সহোদরের মতো। 'আমাদের সোদরপ্রতিম
পরমাত্মীয় বন্ধু কৃষ্ণবিহারী ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সোদরপ্রতিমেয় [স সহোদরপ্রতিমেয়] ক্রিবিণ ভ্রাতৃত্বপ্রতিম ব্যক্তির
সমীপে। 'সোদরপ্রতিমেয়।' নজরুল, ১৯০৬।

সোদরস্নেহ [স সহোদর+স স্নেহ] বি সহোদরার মতো স্নেহ।
'শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতির সোদরস্নেহ।' হরপ্রসাদ,
১৮৭৮।

সোদরা [স সহোদরা] বি স্ত্রী সহোদরা; ছোটো বোন। 'বর্ণ লই উঠিল
সোদরা কাটিবার।' সুলতান, ১৭০০।

সোদেয় [স সহোদর] বিণ সহোদর। 'তোমার ধর্ম সোদেয় বোন।'
জঙ্গীম, ১৯২৭।

সোদা [স সোখা] বিণ সোজা। 'দোই সাহেবের। মুইও সোদা হইচি।'
দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সোদেণ [স] বিণ উৎকর্ষপূর্ণ। 'প্রভু তাহে কহে কিছু সোদেণ বচনে।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সোথত্র সোদ

সোখা [স শোখন] ক্রি পরিষ্কার করা। 'সে পাণী সোখিলো তার আপে।'
বড়, ১৪৫০।

সোনা [স স্বর্ণ] ১ বি মূল্যবান ধাতুবিশেষ; সোনা। 'সোনার কটুআ দুটি
মাথিকে পুরায়া।' বড়, ১৪৫০। ২ বি মাছবিশেষ। 'তিস্ভী টেসর
পুটি চান্দাপুড়া সোনা।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি মূল্যবান পদার্থ।
'বাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিতলের ...।'
বঙ্কিম, ১৮৭২। ৪ বিণ বাঁটি। 'কোন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া ঠিক করিব
যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৫ বি আদরের
ধন। 'আমার এমন সোনার মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৬ বিণ
স্বর্ণময়। 'সোনা কঁরে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কাশো।'
রবীন্দ্র, ১৯০১। ৭ বি প্রিয়। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায়
ভালোবাসি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৮ বি সোনার মতো উজ্জ্বল আলো।
'প্রভাত তারি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নেচে ফুঁসে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।
৯ বি কসল। 'তোমারি সোনা বোকাই হলো, আমি তো তার ভেলা।'
রবীন্দ্র, ১৯২৮। ১০ সোণা।

সোনাল [স স্বর্ণালি] বি সোনালু গাছ। 'সোনালির ফল।'
মানোএল, ১৭৪৩।

সোনা-কপালী বি সৌভাগ্যবান। 'সোনা-কপালী, তেমার মুখে কাঁট
যাই।' শওকত, ১৯৫৮।

সোনামুড়কী বি ছোট মাছবিশেষ। 'মায়া সোনামুড়কীর খোল ভাজ
সার।' ভারত, ১৭৬০।

সোনাকুরি বি গাছবিশেষ ও তার ফুল। 'পাশেই দুটি তিনটি
সোনাকুরি প্রচুর পল্লবে প্রস্ফুট।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সোনাদানা ১ বি সোনা ও অন্যান্য রত্ন। 'সোনাদানা তুচ্ছ তার
ঠাই।' ডাবনী, ১৮২৫। ২ বি মূল্যবান পদার্থ। 'সোনাদানা কিছু
আনেনি সঙ্গে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি অলঙ্কার। 'কামারপিল্লির গায়ে
সোনাদানা চড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ৪ বি প্রার্থ। 'সোনাদানা দিবে
মানুষ করত, শেষে একটা ফ্রেট তেতে ফেলেছিল তা সইল না।'
শওকত, ১৯৫৮।

সোনাদিখা বি এক জাতের ধান। 'আমি সোনাদিখা ধান বুনিয়াছি।'
জঙ্গীম, ১৯৬০।

সোনাকলা বিণ সোনালি ফসল ফল্য এমন। 'সোনাকলা ইরাবতীর
দুধারে/ উপত্যকায়/ ব-দীপে, নীলকান্ত মণির/ যিকিমিকি সোপে।'
সুভাষ, ১৯৪০।

সোনা ফলানো ক্রি ফসল উৎপাদন করা। 'কৃষক শ্রেণী হাড়ভাঙ্গ
পরিশ্রম করিয়া মাঠে সোনা ফলার।' আজাদ, ১৯৫৫।

সোনাবাঙ্কা বিণ সোনা দিয়ে বাঁধানো। 'পিতলবাঙ্কা কেহ ব
রূপাবাঙ্কা, কেহ সোনাবাঙ্কা হাঁকতে ...।' ডাবনী, ১৮২৫।

সোনা ব্যাং, সোনাব্যাং বি সোনালি রঙের এক রকমের ব্যাং।
'সোনা ব্যাং।' ওসী, ১৭৮৫; 'সোনাব্যাং যতই মক্কম শবে
কোলাব্যাংয়ের অভ্যর্থনা করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

সোনামানিক ১ বি অলঙ্কার। 'শৈলবালা সোনামানিক স্বকমব
করিয়া শরদপুণে চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি মূল্যবান
পদার্থ। 'সোঁকা-জরা সোনামানিক বয়ে, আতকে আর শ্যামকে নেব
সাথে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। ৩ বিণ সাদৃশ্য প্রিয়। 'সোনা মানিক ভাইটি
আমার গুণে।' নজরুল, ১৯২২।

সোনামুখ ১ *বিশ* সোনার মতো উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট। 'শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে।' নজরুল, ১৯২৬। ২ *বি* সোনার মতো উজ্জ্বল মুখ। 'সোনালী উষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি।' জসীম, ১৯২৭।

সোনামুখি সুই *বি* এক প্রকার সূচ। 'এক ডজন সোনামুখি সুই।' শ্যামসুল, ১৯৬২।

সোনামুখী ১ *বি* আমের প্রজ্ঞাভিবেশ। 'আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।' বিভূতি, ১৯২৯। ২ *বিশ* সোনার রঙের মুখ এমন। 'এ দুর্দিনে এরকম সোনামুখী খুশবোদার সিংগারেট পেল কেয়ার।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

সোনামুখা [সোনা+স মুখা] *বি* উজ্জ্বল পীতবর্ণের মুখ ভালবিশেষ। 'সকলেরি সোনা আছে সোনামুখ তাই।' ওগ, ১৮৫৮।

সোনামুঠো *বি* পরিপূর্ণ একমুঠি সোনা। 'আঠের চেষ্টা মুঠোমুঠোকে সোনামুঠো করা।' প্রমথ, ১৯০৫।

সোনায় সোহাগা *বি* চমৎকার মিলন। 'সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৯; 'সকল সময়ে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে সেখানেই সোনায় সোহাগা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সোনার *বি* সেকরা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনার কাটি রূপার কাটি - অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'বটতলার বকেশ্বরবাবু কাচুস সাহেবের সোনার কাটি রূপার কাটি ছিলেন।' প্যারী, ১৮৫৮।

সোনার কাঠি *বি* রূপকথায় বর্ণিত ঘুম-ভাতানোর সোনার কাঠি। 'সোনার কাঠি? পরল সেগে উঠবে জেগে হরষ-রস-কাকলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। *বিশ* রূপকথায় বর্ণিত সোনার কাঠির মতো জাদুকরী। 'আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সোনার কাঠি ছোঁয়ানো *ক্রি* জাণিয়ে তোলা। 'সোনার কাঠি ছুঁয়ে দিল মহানিন গাছের ফুলের মজরিতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সোনার কাঠি-রূপ *ক্রি*বিশ সোনার কাঠির মতো। 'ফুলের গন্ধ চূপে চূপে অজি সোনার কাঠি-রূপে ভঙাচো তার চিরমুগের ঘুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সোনার কাঠি রূপার কাঠি - রূপকথায় বর্ণিত জাদুকরী কাঠি যার স্পর্শে যথারূপে জীবিত হয় ও মৃত্যু ঘটে। 'সোনার কাঠি, রূপার কাঠি পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সোনার গণন *বি* সোনা রঙের আকাশ। 'বিবাহের রঙে রাজ্য হয়ে আসে সোনার গণন রে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

সোনার-চাঁদ *বিশ* অত্যন্ত আনন্দের। 'এমন সোনার-চাঁদ ভাইগো থাকিতে -।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

সোনার জল *বি* সোনার পাতলা পর্দা বা সোনালি রং গিলটি। 'সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সোনার টাকা *বি* স্বর্ণমুদ্রা। ওগ, ১৭৮২।

সোনার পাখরবাটি - অলীক বস্তু; অবাস্তব ধারণা। 'আপাতত সোনার পাখরবাটি অথবা আকাশকুসুমের মতো নিরূপাখ্য সামগ্রী।' সূর্য্য, ১৯০৭।

সোনার পাখর বাটি - অসম্ভব ও অসঙ্গত বস্তু। 'একে সোনার পাখর বাটি ... এর মতোই একটা অর্থহীন অনর্থ মনে করে।' নজরুল, ১৯২৭।

সোনার বরণ *বিশ* সোনালি রঙের। 'মাথের মেয়ে সোনার বরণ,

নাই কোথা তার তুল।' জসীম, ১৯২৯।

সোনার-বরন *বিশ* সোনালি। 'দাও আমারে সোনার-বরন সুরের ধারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

সোনার মাস *বি* সোনালি ধান ফলে এমন মাস। 'অগ্রহায়ণ মাসকে সোনার মাস বলিয়া থাকে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

সোনার রেখা *বি* আলোর রেখা। 'নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সোনার স্বপন *বি* উজ্জ্বল স্বপ্ন। 'গুণো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সোনার হরিণ *বি* দুর্লভ বস্তু। 'আমার সোনার হরিণ চাই।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

সোনার হাসি *বিশ* মিষ্টি হাসি। 'রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

সোনাকুশা *বি* সোনা ও রূপা। 'যে সকল সোনাকুশা।' ক্যালসে, ১৭৮৯।

সোনাল [স স্বর্ণালি] *বি* সোনালু গাছ ও তার ফল। 'ফল সোনালের।' *মানোএল*, ১৭৪৩।

সোনালতা *বি* স্বর্ণলতা। 'বুক হতে খুলি সোনা লতাগুলি কেন গেলে পায়ে দলে?।' জসীম, ১৯৩১।

সোনালি, সোনালী [স স্বর্ণ<] ১ *বিশ* সোনার মতো। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ *বি* সোনালি রঙ। 'সোনালী সহিত পলা শঙ্কর কর'ে' কুসুমী, ১৮২৫; 'সায়াহের মলিন সোনালি পলে পলে বদল করিছে' মুগ্ধ মৃগন তরসহীন জলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। ৩ *বি* অলঙ্কারবিশেষ। 'অর্থাৎ, মুড়িকি মাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈঁতে, তাবিল, বাজু, স্বর্ণ, পদ্মনবি, পাসা, কুমকা, ইত্যাদি পরেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ *বিশ* সোনালি আভাস-মেশানো। 'যখন এই সাক্ষ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তরকরণ পরিপূর্ণ হয়ে জলিবাটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ *বিশ* সোনার মতো রঙের। 'গাড় সোনালি-সমুদ্র নিতরস চলেন উপর দিয়া আপন কালিয়া বহিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৬ *বি* গাছবিশেষ। 'শ্রীহট্টের বনাঞ্চলে জন্মে গরাণ, বাবুল ও সোনালী প্রভৃতি গাছ।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনালিআ [স স্বর্ণ<] *বিশ* সোনালি রঙের। 'সোনালিআ নবচাঁ ত্যাহবে করিল বা।' মুহুদ, ১৬০০।

সোনালি ধান *বি* সোনারঙা ধান। 'সোনালি ধানের পাশে।' জীবন, ১৯৩২।

সোনালি-রৌদ্র [সোনালি+স রৌদ্র] *বি* সোনা রঙের রোদ। 'মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সোনালী বন্ধন *বি* দৃঢ় বান্ধন। 'হৃদয়িত্তের অন্যতম সোনালী বন্ধন।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনালী মাঝারি *বিশ* কামোলাহীন উত্তম মাঝপথ। 'প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা ... সেখানে গোস্তেন মীন বা সোনালী মাঝারি বলে কোনো উপায় নেই।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

সোনালীলতা *বি* স্বর্ণলতা। 'আজো, আমার বাছটি নাকি গো সোনালীলতার হার?' জসীম, ১৯২৯।

সোনা-সোনা *বিশ* স্বর্ণ-উজ্জ্বল। 'কংকরে ফলাব মোরা বুক-টানা সোনা-সোনা ধান।' *মাহেনও*, ১৯৪৯।

সোনে [স স্বর্ণ<] *ক্রি*বিশ সোনায়। 'সোনে ভরিলী করুণা নাথী।' *চর্চা*

৮, ১২০০।

সোনোলা বিধ সোনালি রঙের। 'সোনোলা আতুলগুলি, অফুটো চাঁপার কলি।' অমৃত, ১৯০০।

সোনাই [স হ্রস্ব] ক্রি শোনা। সোনাই ক্রি শোনো। 'তবে কৃষ্ণ কহিলেন সোনাই অর্জুন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোন্ত [স ব্রহ্ম] বি স্রোত। 'কুল লই খরে সোন্তে উজ্জ্বল।' চর্যা ৩৮, ১২০০।

সোন্দর [স সুন্দর] বি সুন্দর। 'দিক্স অলংকার সোন্তে সোন্দর সরির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোন্দরী বি সুন্দরী; স্ত্রী স্ত্রীলোক। 'এমত সোন্দরী ছাড়ি জাইমু কি কারন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোন্দা বি বীজবিশেষ; স্নানের আগে এটা বেটে গা মাজা হয়। 'দেশাল সোন্দা নাহি চাই আমি।' জসীম, ১৯৩৩।

সোন্ধা [স সুন্ধা] বিণ সুন্ধিবিশেষ। 'সোন্ধা সুরুচুম কর্পূর চন্দন আনিল মুখা শিকড়।' চক্ৰ, ১৫৫০।

সোন্দাদ [স] বি খুব উজ্জ্বল; উন্মাদ। 'সোন্দাদ সাগর খায় রে সোল।' নজরুল, ১৯২৫।

সোপ [হি] বি সাবান। 'সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

সোপরোধ [ফা সুপূর্ণ] বি সোপর্দ। 'ভিয়ে তোমাকে কাগজ সিথিতে জ্বোনে সোপরোধ করিয়া দেন।' ওর্দা, ১৭৮২।

সোপর্দ [ফা সুপূর্ণ] বি বিচারার্থে সমর্পণ। 'অতাসম্বর এতৎকুরন্তে ঐ কাজীকে ... সোপর্দ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৮; '১৫০০ টাকার জমানিতে দণ্ডরাজে সোপর্দ করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৮।

সোপর্দকরা বিণ হস্তান্তর করা হয়েছে এমন। 'তার দায়িত্বে সোপর্দকরা কোনো জিনিস।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

সোপাধি [স স-উপাধি] বি পদমর্যাদা। 'কলিকাতায় অনিয়া কোন এক সোপাধি সম্ভ্রম করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৩।

সোপান [স] ১ বি সিঁড়ি। 'কাশীতে বাক্সিা স্নানবাণীর সোপান।' ভরত, ১৭৬০; 'এই বাল্য বিবাহই আমাদিগের দুর্ভাগ্যের সোপান ব্রহ্মণ।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩। ২ বি ব্যবস্থা। 'ব্যাকরণ সৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বসভাষা শিক্ষিবার অত্যন্ত সুপম সোপান করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৪। ৩ বি সিঁড়ির ধাপ। 'কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সোপানশ্রেণী [স] বি সিঁড়ির ধাপের সারি। 'অতিশয় মনোহোভা প্রথমতঃ জ্ঞানোপারি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিঁড়ি।' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

সোপারিশ [ফা সিমারিশ] বি সুপারিশ। 'কতক সোপারিশ দ্বারা ... হজির থাকে।' দর্পণ, ১৮২১।

সোপারেশ বি কারো অনুকূলে কিছু অনুরোধ। 'পে-কমিশনের সোপারেশ গ্রহণ।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯; 'ওলাদা বোর্ড গঠনের সোপারেশ করা হয়েছে।' বেগম, ১৯৫৩।

সোফা [হি] বি বসার জন্য গদি লাগানো আসনবিশেষ। 'সোফায় ঠাসান দিয়ে নভেল পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

সোফা-কেন্দারী বি সোফার মতো গদি-জটা আরামদায়ক চেয়ার। 'এখন সোফা-কেন্দারীর বাড়িরে বহুস্থল বহুবিরিডি কার্পেটের অর্থ ও সম্মান দিলুম পদমলিত করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সোফাসেট [হি] বি গদিযুক্ত আসনসমষ্টি। সোফাসেট বি সোফাসেটযুক্ত। 'সোফাসেট আসনবাবে আস্ত আলাদা।' শিবরাম, ১৯৭০।

সোফেদ [ফা সফেদ] বিণ সাদা। 'সৈনিকদের সকলের পরিধানে সোফে পোষাক।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সোবন [স সুবর্ণ] বিণ সুবর্ণনির্মিত। 'সোবন বাছুরী পুত্ৰী রূপসী রাখিকা বড়, ১৪৫০।

সোবহান আত্মাহ [আ] ~ (ইসলাম) সূতিকর্তার নামে বিশ্বয় প্রকাশ। 'সোবহান আত্মাহ রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়ায় অশ্রুপ্রাবনে সেজদা হান।' গোকেরা, ১৯২২।

সোবান আত্মা ~ (ইসলাম) সূতিকর্তার নামে বিশ্বয় প্রকাশ। 'মা' আত্মা, সোবান আত্মা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ করুন।' মুক্ততর ১৯৪৯।

সোবে [আ সুবাহ] বি সবেহ। 'লোকে সোল করবে, তোর উপর সো করবে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

সোবেহ সাদেক [আ সুবাহ সাদিক] বি অতি ভোরবেলা। 'আমরা জাতী জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের সোবেহ সাদেকে দাঁড়িয়েছি মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

সোবেসাদেক [আ সুবাহ সাদিক] বি অতি ভোরবেলা। 'ঘটনা ঘটেছিল সোবেসাদেকের সময়।' কায়সার, ১৯৬৫।

সোভন [স শোভা] বিণ শোভন। 'কালিঙ্গ পুলিশ কুজবন সোভন নব = প্রেমবিভোর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোভা [স শোভা] বি শোভা। 'শোভিতের ততিনি কাচ সম বলনি মুকদ, ১৬০০।

সোভা [স শোভা] বি শোভা পাওয়া। সোভিছে ক্রি শোভা পায়ে 'মুকতার মাঝে জেন সোভিছে এবাল' মালশ্বর, ১৫০০। পায়ে ক্রি শোভিত হয়; শোভা পায়। 'হিরামন মানিক মকুট সোভে সিরে মালশ্বর, ১৫০০।

সোভিত বিণ শোভিত। 'পল্লবরাঘব চরনজুগ সোভিত।' বিদ্যাপতি ১৪৬০।

সোভাব [স বভাব] বি বভাব। 'ভনই বিদ্যাপতি নারী সোভাব বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোভিয়েট [হি] বিণ সোভিয়েট ইউনিয়নের। 'মকৌ থাকতে সোভিয়ে ব্যবস্থা সম্বন্ধ ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল সোভিয়ে বোমার বর্ষণে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতি বি সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় নীতি। 'রাশিয় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

সোভিয়েত বিণ রাশিয়ার রাজ্যসমূহ-সংক্রান্ত। 'সোভিয়েত রিপাবলি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্বত হয়ে গেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

সোম [স] ১ বি হিন্দুদেবতা শিব। 'তুমি স্বর্ণ তুমি সোম তুমি হস্তাশন মুকদ, ১৬০০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) চন্দ্র। 'সোমের সহিত ক সন্ধ্যাবিশেষ।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি বাঙালি হিন্দু বংশনা: বিশেষ। 'দুর্গাচরণ সোম।' সের্গি, ১৮৪০।

সোমবার [স সোম+ফা বার] বি সন্ধ্যাহের একটি দিন। 'সোমব রতী তিথি যেই মাসে মাসে।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

সোমযোগ [স] বি হিন্দুদেবতা শিবের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ। 'পতিতবর্গে কহিলেন মহারাজ সোমযোগ করুন।' রাজীব, ১৮০৫।

সোমরস [স] বি অমৃতরস। 'দেবতার মুখে হাসি ফোটে ফিরে/ সোমরসে ভিজ়া শঙ্খতটে। সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

সোমসূর্য [স] বি ঠান্ড ও সূর্য। 'সৃষ্টিশেষের প্রলয়ে সোমসূর্য নিতে গিয়েছে।' বিজুতি, ১৯৩৭।

সোমস্ত [স সমর্থ] ১ বিণ সমর্থ। 'পূর্বের মনুষ্য সব সোমস্ত শরীর।' সুলতান, ১৭০০। ২ বিণ যৌবনপ্রাপ্ত। 'সোমস্ত বৌ কী ছাতে উঠে।' উমেশ, ১৮৫৭।

সোমথ [স সমর্থ] বিণ বয়ঃপ্রাপ্ত। 'সোমথ মেয়ে।' নজরুল, ১৯২৪।

সোমালি বিণ আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার অধিবাসী। 'একটা সোমালি কুশী।' বিজুতি, ১৯৩৭।

সোমার বি কাগড়ের নাম। 'মিহি সোমার তিন হাজার বান নয়ানমুক কাগড় সাত সওখান গুড়ামু হয় নৌকা।' ওর্স, ১৭৮২।

সোমোজ [হি সমঝ] বি উপলক্ষ। 'মান্নির ভাই নচ্য কথা সোমোজ কতি পারে না।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সোয় [স সঃ] সর্ব সেই। 'সমকল ভব হম সুকপট সোয়।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোয়া [স শীঃ] ক্রি শোয়া। সুই ক্রি শয়ন করি। 'তবে সুইয়ে কেহে এতক বেআজ।' বড়ু, ১৪৫০। সুইশে ক্রি গলে। 'স্বরে, ১৭২০। সুওরা ক্রি শুইলাম। 'আচলে আচলি বাকি শুলাম এক ঠাই।' বিজয়, ১৮৫০। সুয়াইল ক্রি শোয়ালো। 'সুয়াইল সকট উপরে।' মালধর, ১৫০০। সুয়িলো ক্রি গলাম; শয়ন করলাম। 'কাহু কোসে করি সুয়িলো।' বড়ু, ১৪৫০। সুতি ক্রি শুয়ে। 'সুতি রহলি রাগি সয়নক ওর।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সোজ ক্রি শয়ন করে। 'বাহির চন্দ্রকিষোর সোজ।' বড়ু, ১৪৫০। সোয়ে ক্রি শয়ন করে; শোয়। হ্যালহেড, ১৭৭৩।

সোয়াক [আ শওক] বি শব্দ। 'ভদ্রলোকের সন্তান একরূ হইয়া সোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮২৫।

সোয়াণ [স সৌভাণ্যঃ] বি রোগ; যন্ত্র। 'সোয়াণে য়াগুলি হেল দেবি সত্যভামা।' মালধর, ১৫০০।

সোয়াগিনী [স সৌভাণ্যঃ] বিণ আদরগীয়া। 'মাগী তোমার সোয়াগিনী হইয়াছে ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

সোয়াগা দ্র সাহাণ্য

সোয়াথ ১ বি বাদ। 'নানা উপদ্রবে ইহা না পাই সোয়াথ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি বস্তি। 'তবু ত দারুণ চিতে সোয়াথ না পাইলু।' দ্বিজী, ১৬০০।

সোয়াদ [স বাদ] বি বাদ। 'আলিএ মুসিলেস্ত সোয়াদ না বুখিলাম বাই।' সুলতান, ১৭০০।

সোয়াদা [কা সওদা] বি বাণিজ্য। 'মাসোএল, ১৭৪৩।

সোয়াধিন [স স্বাধীন] বিণ অধীন। 'ভোহর সোয়াধিন করব পরান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোয়াব [আ সওয়াব] বি ইসলামি মতে পুণ্য; সৎ কাজ। 'তারা ভোর সারা জীবনের সোয়াব এবং পোনাহ দাখিল করবে।' মাল্লান, ১৯৬৮।

সোয়ামি, সোয়ামী [স স্বামী] বি পতি। 'তোমার সোয়ামী আলি থাকিবেন সবে।' সুলতান, ১৭০০। 'এত লোকের এত সোয়ামি মরছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'চন্দ্র সম সোয়ামীর খ্যাতি।' জঙ্গীম, ১৯৩৩।

সোয়ায় বিণ ছাড়া। 'সরকারের পাণ্ডা সোয়ায় অজ বাকী ১৮৩৯৫/১০ চলন।' তাঁতি, ১৭৯২।

সোয়ার [কা সওয়ায়] ১ বি আরোহী। 'সোয়ার যোড়ার পিঠে।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বিণ অন্তর্ভুক্ত। 'অনুগ্রহ করে যদি ঐ ষোয়ার এক বার সোয়ার হন।' হেতুম, ১৮৬১।

সোয়ারি [কা সওয়ায়ঃ] ১ বি চৌদোলা। 'সোয়ারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া নিকট হইতে হাটিয়া সাহেবের নিকটে আইল।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি আরোহী। 'একখানা জ্ঞাননা সোয়ারি যাইতেছিল।' গ্যারী, ১৮৫৮; 'যোড়া বোজে খালি হাফা সোয়ারী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

সোয়াশ [আ সওয়াশ] বি গ্রন্থ। 'সোয়াশের কৌশলে আসামীর সাবায়ত অপরাধ আরো সাবায়ত হইতে পারে।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

সোয়াস [স খাস] বি খাস। 'তবে সে বৃখিণু সোয়াস আছে।' দ্বিজী, ১৬০০।

সোয়াস্তি [স স্বস্তি] বি স্বস্তি। 'খাইতে সোয়াস্তি নাই হইতে ভুখ।' দ্বিজী, ১৬০০।

সোয়াস্তি হওন ক্রি নিরুদ্বেগ হওয়া। ওর্স, ১৭৮৫।

সোয়েটার [হি] বি উর্জাসে পরার পশমি বস্ত্রবিশেষ। 'সোয়েটার, পুণ্ডর, ওভারকোট ... এসব জড়িয়ে কী হয়।' শিবরাম, ১৯৪০।

সোর [কা সোরা] ১ বি হুঁচোলা; কোলাহল। 'পুতী মাঝে সোর/ ধরা গেল চোর।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি উচ্চলব্দ; গোল। 'সোর সারাবাত এত কিসের লাগিয়া।' গ্যারী, ১৭৬৫। ৩ বি চিককার। ভবানী, ১৯২৩।

সোরশোল [কা শোর+কা গল] ১ বি হৈচৈ। 'তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরশোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি বিতর্ক। 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা লইয়া যতই কেন সোরশোল উপস্থিত হোক না কেন ...।' আজাদ, ১৯৯১।

সোরবজ [কা শোরঃ] বি রাগ-সংগীতের শৈলীবিশেষ। 'কত কত কলায়ত ... সোরবজ, ভেরানা, সারগম, চতুরং ও নরত্তলে মশগুল হইয়া আছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

সোরসার বি মিলিত কণ্ঠের বাদ-প্রতিবাদজনিত সাড়াশব্দ। 'চাকর বাকর দেখে করে সোরসার।' ভবানী, ১৮২৫।

সোরত [আ শুহরত] বি ঘোষণা। 'সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর।' রামহরদাস, ১৭৮০।

সোরহ সহস [স যোড়শ সহস্র] বিণ ষোলা হাজার। 'সোরহ সহস গোপীপতি কাহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোরা [কা শোরহ] বি বারুদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ; সোরা। 'সোরা ভরিবার কারল নৌকাকে বওয়া দিলাম।' বোগল, ১৭৭৩।

সোরাই [আ সরাই] বি পানি রাখার পাত্র; কুঁজো। 'খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সোরাই-ভরা বিণ পানপাত্র-ভরা। 'সোরাই-ভরা রঙিন শরায়।' নজরুল, ১৯৩০।

সোরাই, সোরাই বি কুঁজো; সোরাই। 'সোরাইর জল পান করিতে আমায় অনুমতি করুন।' মশাররফ, ১৮৮৫; 'মাটির সোরাই মস্তানা হলো আতুরি খুনে তিতি।' নজরুল, ১৯২৫।

সোর্স [হি] বি উৎস; সূত্র। 'আমি সবচেয়ে ভালো সোর্স পেলাম।' নরেন্দ্র, ১৯৫০।

সোল [পা সোলস] বিণ যোশো। 'নাভি সরোজ মুখে আর সোল দলে।' মালাধর, ১৫০০।

সোল আনা বিণ পুরোপুরি; সবাই। 'সোল আনা অনাহুতা কোথা হইতে এক অবশ্যেই সন্যাসি আসিয়া ছিল।' ওর্সা, ১৭৮২।

সোলকলা বি চাঁদ বৃদ্ধির যোশো অংশ। 'পুরিমার চাঁদ জেনে উদয় সোলকলা।' মালাধর, ১৫০০।

সোলএরী বিণ (তারিখের বেলায়) যোশোতম। কাল্যণ, ১৭৯২।

সোলহ [পা সোলস] বিণ যোশো। 'সোলহ সহস গোপি মহ রাণি। পাট মহাদেবি করবি হে আনি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সোলো [পা সোলস] বিণ যোশো। 'জনিমুল তাহার সোলো তনয়া রূপিনী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সোলস্যা [পা সোলস] বিণ যোশো বছর বয়স্ক। 'কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআহ ঘরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সোলী [হি] বিণ একমাত্র। 'দার্ষিকতার সোল এজেঙ্গী।' মোহাম্মদী, ১৯২৭।

সোলী [হি] বি জুতার তলার অংশ। 'কাঠের সোল দেওয়া ... কাপড়ের জুতা।' মানিক, ১৯৪০।

সোলী [স শোলক] বি শোল; এক প্রকার মাছ। 'সাহেব সোলমাছ ধরতে গিয়েছিল কুঠির দীঘিতে।' রনোজ, ১৯৬১।

সোলক [স শ্লোক] বি শ্লোক। 'সটি লক্ষ সহস্র জানজ মহা সোলক।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সোলজার [হি] বি সৈন্য। 'গৌড়ারা ... রিভিউয়ের সোলজারদের মত দল বেঁধে দু'থাক হলো।' হুতোয়, ১৮৬১।

সোলতান [আ সুলতান] বিণ সুলতান। 'সোলতান আল্লাউদ্দীন দিল্লীর ইশ্বর।' আলগল, ১৬৮০।

সোলপা বি শাকবিশেষ। 'মহরি সোলপা খন্যা খিরপাই বেত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সোল পাট বি শন ও পাট। 'সোল পাট দিআ কৈল জোয়ের ছায়নী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সোলো বি জলে জলনে এমন হালকা তৃণবিশেষ; শোলা। 'আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্টা পরিয়া উটমত হাঁকাইয়া আঙ্গিন করিতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সোলটুপি বি সোলা দিয়ে তৈরি টুপি। 'আনন্দমন্ডে সাহেবের মতো সোলটুপি পরিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সোলো [আ সলাহ] বি শীমাংসা; শক্তি। ওর্সা, ১৭৮৫। সোলো মানা ক্রি সক্রি স্বীকার করা। ওর্সা, ১৭৮৫।

সোলোমানী [আ] বিণ সোলোমান নবি-প্রবর্তিত। 'সোলোমানী মালা ধরে জগে পীর পেগম্বর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সোল্লাস [স] ১ ক্রিবিণ উল্লাস-সহযোগে। 'তার পূর্ণ স্রোত ... সহিত্তোর ভিতরই সোল্লাসে সবেশে বয়ে চলেছে।' প্রমথ, ১৯১৮। ২ বিণ উল্লাসযুক্ত। 'সোল্লাস ঘোর ঘোষে বিজয়-বাজ গরজি আজ।' নজরুল, ১৯২৫।

সোলুট [স] বিণ ব্যাখ্যাত্মক। 'সোলুট বচন-রীতি মান গর্ব ব্যাক্ত্রি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সোশালিস্ট [হি] বিণ সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিশ্বাসী। 'আমি নিজে সোশালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সোশিয়লজি [হি] বিণ সমাজবিজ্ঞান। 'সাইকলজি এবং সোশিয়লজি যে বটানির অন্তর্ভুক্ত।' প্রমথ, ১৯১৪।

সোশিয়ালিস্ট [হি] বিণ সমাজতান্ত্রিক। 'সোশিয়ালিস্ট, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তারা ব্যাত।' বক্তব্য, ১৮৯২।

সোশ্যাল কনশাসনেস [হি] বি সমাজসচেতনতা। 'এই শ্রেণীর প্রপ্তো মূল হচ্ছে সোশ্যাল কনশাসনেস।' প্রমথ, ১৯২০।

সোশ্যালিজম [হি] বি সমাজতন্ত্র। 'সোশ্যালিজমের বল রক্ত বাড়ি উঠিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সোশ্যালিষ্ট [হি] ১ বি সমাজবাদী। 'দুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিষ্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ সমাজতান্ত্রিক। 'প্রায় সমস্ত সোশ্যালিষ্ট প্রত্নই নার্তিকতায় গোঁড়ালি প্রচার করিয়া আসিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

সোহই [স ওয়াডি] ক্রি শোষে। 'ভাগ্যতরঙ্গ কি সোহই সারঅর।' চর্চা ৪২ ১২০০।

সোস [স] বিণ শুভ। 'সরোবর সোসে কমল অসিলাএল।' বিদ্যাপতি ১৪৬০।

সোসাইটি, সোসাইটী [হি] বি সোসাইটি; বহু সদস্য নিয়ে গঠিত সভা দর্পণ, ১৮২২।

সোসর [স সদৃশ] ১ বিণ সমতুল্য। 'সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তার নারিক সোসর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বিণ শেষ। 'হাসন হাসন যুদ্ধ পালা এইখানি সোসর।' বিজয়, ১৬৫০।

সোসর [স স্বতরা] বি স্বতর। 'করিব উত্তম কুলে আমার সোসর।' কেতক, ১৬৫০।

সোসাইটি, সোসাইটী [হি] সমিতি। 'ব্রহ্মবল সোসাইটীর গদ্য পদ রচিত পুস্তকের প্রমাণে।' প্রভাকর, ১৮৩১। 'সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে।' বক্তব্য, ১৮৭৯।

সোসার [স সদৃশ] বিণ সমতুল্য। 'রত্নসেন গড় কৈল কাছানি সোসার।' আলগল, ১৬৮০।

সোসালিস্ট [হি] বিণ সমাজতান্ত্রিক। 'এই সোসালিস্ট দল ভারতে যুবকদিগকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে।' আজাদ, ১৯৪১।

সোসিয়ালিস্ট [হি] বি সমাজতন্ত্রের অনুসারী। 'সোসিয়ালিস্টরা ও সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সোস্যালিজম [হি] বি সমাজতন্ত্র। 'সোস্যালিজম-এর গোলকধাঁধা ঘুরে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

সোস্যালিষ্ট [হি] বি সমাজতান্ত্রিক দল। 'রুবিয়ার বলসেভিক, নি জার্মানীর সোস্যালিষ্ট, কি ইংল্যান্ডের ন্যাশনালিজেশন পক্ষী ...।' সবুজ ১৯২০।

সোসেটি [হি] ১ বি সমিতি। 'সোসেটির অন্তঃপাতি হইয়াছিলেন।' দর্পণ ১৮২৯। ২ বি বহু সদস্য নিয়ে গঠিত সভা। 'লজনে মিসনরি সোসেটির ধর্মোপদেশক।' দর্পণ, ১৮৩৭।

সোহা [স শুভ] ক্রি শোভা পাওয়া। 'চালনি সোলনি নেত্র নীলোৎপন্ন সোহে।' আলগল, ১৬৮০। সোহাওল বিণ সুশোভিত হলো। 'কুন কুসুম জরি মেখে সোহাওল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। সোহাও ক্রি শোভা পায়। 'চেতন পাশু চিত্তাঞ আকুল হরষে সবে সোহাও।' বিদ্যাপতি

সোহং, সোহং [স] বিণ অহঙ্কারী। 'দুপাতা ইংরেজি পড়ে সব সোহং হয়ে উঠেছে।' প্রমথ, ১৯১৮।

সোহংবাদ [স] বি আত্ম ও ব্রহ্ম এক - এই মতবাদ। 'রাসভরাত্তো সোহংবাদের ঘটলন নেই।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৭; 'নিখিল নাথির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত।' সুধীন্দ্র, ১৯৪৫।

সোহংবাদ, সোহংবাদ [স] বি আত্ম ও ব্রহ্ম এক - এই দার্শনিক তত্ত্ব। 'কর্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সোহং তত্ত্ব, সোহং তত্ত্ব বি আত্ম ও ব্রহ্ম এক - এই দার্শনিক তত্ত্ব। 'সুপ্রাচীন সোহং তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।' ওদুদ, ১৯৪৬।

সোহং [স] স্মরণ বি স্মরণ। 'হেনকালে মনেত হইল সোহংর।' বাহ্যাম, ১৬৫০।

সোহংত [আ] তহরত বি ঘোষণা। 'আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহংত দিমু?' ওয়ালী, ১৯৪৮।

সোহাণ [স] সৌভাগ্য ১ বি ভালোবাসা। 'পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাণ।' আলগল, ১৬৮০। ২ বি আদর। 'কত সোহাণ করেছি চুম্বন করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি খাতির। 'ওদের কাছে সোহাণ করে লৌকিকতা করতে যাওয়া স্বকামার একশেষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সোহাণ-স্বরা বিণ আদর করে পড়ে এমন। 'বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাণ-স্বরা সংগীতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সোহাণ-তরঙ্গরাশি বি আদরের তরঙ্গ। 'সোহাণ-তরঙ্গরাশি অস্বখানি দিবে গ্রাসি, তরঙ্গসি পড়িবে আসি উলসে পলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সোহাণপানি বি বিবাহের আচার বিশেষ। 'অধিবাস ও সোহাণপানিও না করিবে।' মনোএল, ১৭৪৩।

সোহাণ-বান্দন বি আদরের বন্দন। 'যৌবননদী করিবে সজাগ, আসিবে নিশীথে, বাধিবে সোহাণ-বান্দনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সোহাণ-ভরা বিণ আদরের। 'সোহাণ-ভরা প্রাণের কথা শুনিতে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সোহাণ-মদ বি আদররূপ মদ। 'প্রভুর পদে সোহাণ-মদে দৌল কলেবর।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সোহাণমাখা বিণ রুহেপূর্ণ। 'মোদের নীল গগনের সোহাণ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সোহাণ-যত্ন বি আদর-যত্ন। 'আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাণ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বিকৃত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সোহাণ-যাচনা বি আদর-ভিক্ষা। 'ধনী কুটুম্বের সোহাণ-যাচনার লজ্জা আমার সহ্য হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

সোহাণশালিনী [সোহাণ+স শালিনী] বিণ স্ত্রী সোহাণযুক্ত। 'রূপটানে তোরা মুখটি মাজা সোহাণশালিনী।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

সোহাণ-সুধাপান বি আদররূপ অমৃত পান। 'নিশিদিন তোমার সোহাণ-সুধাপানে অঙ্গ মোর হয়েচে অমর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সোহাণি ১ বিণ আদরপ্রাপ্ত। বিদ্যা, ১৮৯১। ২ বিণ অতি প্রিয়। 'পুটুরানি বাগ-সোহাণি, নন্দদুলাল মানিক যার।' নজরুল, ১৯২৬।

সোহাগিনি, সোহাগিনী বিণ স্ত্রী আদরপ্রাপ্ত। 'পাছ সন্ন কামিনী বহুত সোহাগিনী চন্দ্র নিকট জইসে তারা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। 'সোহাগিনি।' বিদ্যা, ১৮৯১।

সোহাগী বি সোনা গলাবার জন্যে ব্যবহৃত স্কার জাতীয় পদার্থ। 'বজ্রাতি অনুগা সোহাগে সোহাগ্য।' হিত্তী, ১৬০০।

সোহাগী [স শোভিনী] বিণ শোভা ধারণকারী। 'করণে কুজল সোহাগী।' কুজরাম, ১৭২০।

সোহাগী [স শোভিনী] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'বাহার - পরজ ও সোহাগীর যোগে উৎপন্ন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

সৌ [পা সো] সর্ব সেই। 'জো বো টোর সৌ দুখারী।' চর্য্য ৩৩, ১২০০।

সৌ অর্থ সরে। 'বাল্লু সৌ মন্ত নীতি মিলাবহি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

সৌক্য, সৌক্য [স] ১ বি সুবিধা; অনায়াস-সাধ্যতা। 'আমাদিগের আজীব, আরাম ও সৌক্যার্থে যে সকল বস্ত্র আবশ্যক, পৃথিবীতে তসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে।' বিদ্যা, ১৮৫৫। ২ বি সম্প্রসাধারণ। 'সমাজের শিক্ষা সৌক্যের জন্যই সরকার।' মোহাম্মদী, ১৯৩০।

সৌক্যকারী, সৌক্যকারী [স] বিণ সহজসাধ্য করে এমন। 'বিশ্রাম্যবহ উৎকর্ষ ও কার্য-সৌক্যকারী উন্নতি মানববুদ্ধিবেলে সংশোধিত হইয়াছে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সৌকুমার, সৌকুমারী [স] ১ বি কর্মনীয়তা। 'তোমার সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি লজ্জিত। 'কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্ডিকা।' যোকেয়া, ১৯২১।

সৌখিন [স শওকীন] ১ বিণ বিলাসী। 'সৌখিন বাবুসকলে সক করিয়া সকের বিলাসপুন্দের যাত্রা ...।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বিণ শাখের। 'সৌখিন চড়ক পার্কণ শেষ হলো।' হেতুম, ১৮৬১। ৩ বিণ রুচিসম্পন্ন। 'সৌখিন কুটিওয়াল মুখে হাতে জল নিয়ে জলযোগ করে সেতরটি নিয়ে বসেচেন।' হেতুম, ১৮৬১।

সৌখীনতা [স শওকীন+স তা] বি শখের বিষয়; বিলাসিতা। 'এ-বিলাস যাদের নেই তাদের জন্য ব্যক্তি-বাখীনতা এখানে সমস্যা নয় - সৌখীনতা।' ওদুদ, ১৯৪৮।

সৌগণ বি মদ বিক্রেতা। 'নগরের একপাশে বহু সৌগণ বৈসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৌগন্ধ [স] বিণ সুগন্ধ। 'শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দা দ্বিবিধ পবন।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

সৌগন্ধী [স] বিণ সুগন্ধবিপ্লিষ্ট। 'অন্তত বায়ু চন্দনে সৌগন্ধী।' সুধীন্দ্র, ১৯৫৩।

সৌগন্ধ্য [স] বি সৌরভ। 'সর্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্ধের সৌগন্ধ্যে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

সৌজন্য [স] ১ বি ভদ্রতা; শিষ্টাচার। 'আপনার সৌজন্যাদি নির্মল গুণধারা তত্ত্বদেনীয় লোকেরদিগকে অতিশয় আত্মীয়ত করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২০।

সৌজন্যতা [স] বি শিষ্টাচারিতা। 'মেয়েদের সৌজন্যতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দান।' বেঙ্গল, ১৯৬৮।

সৌজন্যবোধ [স] বি ভদ্রতাজ্ঞান। 'একটা সাধারণ সৌজন্যবোধ নেই।' মোতাহার, ১৯৩৭।

সৌজন্যময়ী [স] বিণ স্ত্রী শিষ্টাচারী। 'বঙ্গ-দেখা অকরীর মতো নেমে আসে মোহিনী সৌজন্যময়ী রাহি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

সৌজন্যমূলক [স] বিপ্ অদ্ভুতপূর্ণ। 'এইসব সৌজন্যমূলক হাসিতে কোনো ফল হয় না।' ইলিয়াস, ১৭৯২।

সৌজন্যসম্মত [স] বিপ্ শিষ্টাচারসম্মত। 'সৌজন্যসম্মত সূযোগ অমিতর ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

সৌজন্য-সহকারে ক্রিয়ি স্বভাবের সঙ্গে। 'সৌজন্য-সহকারে এই দরীরবক্ষীর দল তাঁহাদিগকে দান করা হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

সৌজন্যসুন্দর [স] বিপ্ অদ্ভুতমোচিত। 'ব্যবহারে একটু নির্লিপ্ত হইতে সৌজন্যসুন্দর।' অচিন্তা, ১৯৫০।

সৌদা [স] সওদা বি বাণিজ্য; পণ্য। মনোএল, ১৭৪৩।

সৌদাগরি [স] সওদাগর। বি ব্যবসা-বাণিজ্য। 'সৌদাগরি কি বাজারে ফলে না আপিসে জন্মে?' প্যারী, ১৮৫৮।

সৌদামিনী [স] বি বিদ্যুৎ। 'মেঘে সৌদামিনী কলা।' দ্বিচক্ৰী, ১৬০০।

সৌধ [স] বি অট্টালিকা; প্রাসাদ। 'প্রাণনাথ সৌধ ঘরে কর বাস।' মুকুন্দ, ১৬০০। বি কাঠামো। 'এত হাথাকার ও শিকা হাথার সেখানে কেমন করে রত্নায় সৌধ নির্মাণ করবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সৌধচূড়া [স] বি সৌদের চূড়া। 'ব্যাবিলনের অত্যাশ্চর্য সৌধচূড়ার পতনবার্তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সৌধ-ছাদ বি অট্টালিকার চূড়া। 'সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্য স্তব্ধ, আকাশেরে করিছে স্তব্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৫৩।

সৌধশির [স] বি প্রাসাদের উপরিভাগ। 'শত শত গৃহচূড়া হীরকমণ্ডিত/ শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি কাঞ্চন-নির্মিত।' মাইকেল, ১৮৬০।

সৌন্দর্য, সৌন্দর্য্য [স] ১ বি রূপ। 'সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য (শ্রেয় বিষয়)-স্রষ্টার।' কুরুদাস, ১৫৮০। ২ বি শোভা। 'সৌন্দর্য্য রাশি রাশি-পুঞ্জ ঠাই ঠাই।' বিজয়, ১৬৫০: 'বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজ-চিত্তকে আকৃষ্ট করে।' রব্বিম, ১৮৭৫। ৩ বি মনোহারিণী। 'সৌন্দর্য্য স্নান নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৪ বি শোভনতা। 'সকলপ্রকার সৌন্দর্য্য, উদার ও মহত্ত্ব যে দৃশ্যকে বারংবার স্পন্দিত-উদ্বোধিত করিয়াছে...' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

সৌন্দর্য্য-আভাস বি সৌন্দর্যের পরিচয়। 'তুমি কি গেয়েছ নিজ সৌন্দর্য্য-আভাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সৌন্দর্য্য-উজ্জ্বল [স] বিপ্ সৌন্দর্য্যদীপ্ত। 'আমার সৌন্দর্য্য-উজ্জ্বল আনন্দের মহুত্তলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সৌন্দর্য্যকাব্য [স] বি সৌন্দর্য্য দিয়ে রচিত কাব্য। 'মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্য্যকাব্য রচনা করে দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সৌন্দর্য্যকামনা [স] বি সৌন্দর্য্য-পিপাসা। 'সৌন্দর্য্যকামনাই তার সব হস।' জীবন, ১৯৩২।

সৌন্দর্য্যচর্চা, সৌন্দর্য্যচর্চা [স] ১ বি সৌন্দর্যের অনুশীলন। 'জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিন্যাসচর্চা সৌন্দর্য্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অস্বিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি রূপচর্চা। 'ভগিনীপাণ, সৌন্দর্য্যচর্চার দোহাই দিবেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫: 'ফ্যানশ ও সৌন্দর্য্যচর্চার প্রতিবাদেও তাঁরা আপা থেকে গোড়া পর্যন্ত পড়বেন।' কোম, ১৯৪৯। ৩ বি সুন্দরের পরিচয়। 'মুরোপে সৌন্দর্য্যচর্চা সৌন্দর্য্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধ্রুয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সৌন্দর্য্যচেতনা [স] ১ বি সৌন্দর্য্য সম্পর্কে সচেতনতা। 'এই সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার দৃশ্যে যত সৌন্দর্য্য

বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ২ বি সৌন্দর্য্যবোধ। 'মানুষের সৌন্দর্য্যচেতনা বাড়়, মানুষ সৌন্দর্য্যবিচারক হয়।' জন্ম, ১৯২৯।

সৌন্দর্য্যছবি [স] সৌন্দর্য্য+আ সর্বাধু বি সৌন্দর্যের চিত্র। 'তখন তোমার সৌন্দর্য্যছবি আমার পড়বে তাঁকা।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

সৌন্দর্য্যজগৎ [স] বি সুন্দরের জগৎ। 'আমাদের সৌন্দর্য্যজগৎ যে বৎ ও বর্ষ হয়ে পড়ে।' অবন, ১৯২৫।

সৌন্দর্য্যজ্ঞানিকা [স] বিপ্ জ্ঞী সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক। 'এই ছাত্রটি সৌন্দর্য্যজ্ঞানিকা বিদ্যা।' রব্বিম, ১৮৮৭।

সৌন্দর্য্যজ্ঞ [স] বিপ্ সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে এমন। 'রূপ সযত্নে অঙ্ক হয়ে লোক সৌন্দর্য্যজ্ঞ হতে পারে না।' প্রমথ, ১৯০৫।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান [স] বি সুন্দর সম্পর্কে ধারণা। 'অশিক্ষ কিবা কৃশিকার দোষে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাববশতঃ, কিছুমাত্র আনন্দ উপভোগ করেন না।' প্রমথ, ১৯২০: 'যে ছেলের একটি মাত্র সৌন্দর্য্যজ্ঞান হয়েছিল।' অবন, ১৯২৫।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব [স] বি সৌন্দর্য্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ব বাহ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ভুল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সৌন্দর্য্যতা, সৌন্দর্য্যতা [স] বি শোভা। 'নগরের সৌন্দর্য্যতা হেতু কিছু কালের নিমিত্ত প্রজার প্রতি প্রদানানুমতি হইয়াছিল।' পূর্ণচন্দ্র ১৮৬৩।

সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক [স] বি সৌন্দর্য্যবোদ্ধ। 'আবার বলিল সেই সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক।' জীবন, ১৯৩৬।

সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা [স] বি সৌন্দর্য্য লাভের ইচ্ছা। 'সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা পিপাসা মনের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা।' নজরুল, ১৯২৭।

সৌন্দর্য্যধারা [স] বি সৌন্দর্য্যরূপ স্রোতবিনী। 'তাহারে কলাও স্নান অভিমুখে সৌন্দর্য্যধারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সৌন্দর্য্যনিষ্ঠা [স] বি সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ। 'বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব ... গৃহকারীর সুকৃতি এবং সৌন্দর্য্যনিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬।

সৌন্দর্য্যপনা [স] সৌন্দর্য্য+পনা বি সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। 'প্রেম ও সৌন্দর্য্যপনাই যে তাদের একমাত্র উপজীব্য হয়ে তাতে আর বিচি কি?' মাহেনও, ১৯৪৯।

সৌন্দর্য্যপিপাসা [স] বিপ্ সুন্দরের প্রতি আগ্রহী। 'এমন সব হ্রাস সৌন্দর্য্যপিপাসা প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য।' বিজুতি, ১৯৩৮।

সৌন্দর্য্যপূজা [স] বি সুন্দরের বন্দনা। 'মুরোপে সৌন্দর্য্যচর্চা সৌন্দর্য্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধ্রুয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সৌন্দর্য্যপ্রবাহ [স] বি সৌন্দর্য্যরূপ স্রোতধারা। 'চারি দিকে ছুটি এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্যপ্রবাহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৌন্দর্য্যপ্রভা [স] বি সৌন্দর্য্যরূপ দ্যুতি। 'সেই নিশীথকালে, সুগুণ সুন্দরীরা সৌন্দর্য্যপ্রভা - দুখ হৌক।' রব্বিম, ১৮৭৪।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয় [স] বিপ্ সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরক্ত। 'আনন্দ অতুলনীয়ত্ব তপে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ... জনসমাজের চিত্ত আকর্ষ করিয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা [স] বি সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ। 'সত্যি-সত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বেশি আছে?' রবীন্দ্র ১৮৯৫।

সৌন্দর্য্য ফোটা ক্রি সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাওয়া। 'বাম্প-আকারে যখ

পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটেনি।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

সৌন্দর্য-বিকাশ বি সৌন্দর্যের প্রকাশ। সৌন্দর্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না, যে সংসারদম্ব।' বঙ্কিম, ১৮৮২; 'সেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ, মধু তার করো ভুজি পান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সৌন্দর্যবিচারক [স] **বিশ** সৌন্দর্য যাচাইয়ে সক্ষম। 'মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ছে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়।' অন্নদা, ১৯২৯।

সৌন্দর্যবিদ [স] **বি** সৌন্দর্যপ্রাণী। 'রবীন্দ্রনাথকে আমি নীতিবিদ হিসেবে দেখি, সৌন্দর্যবিদ হিসেবে দেখি।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৌন্দর্যবিভা [স] **বি** রূপছটা। 'আজ্ঞা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যবেত্তা [স] **বিশ** নন্দনতাত্ত্বিক। 'রবীন্দ্রনাথকে সৌন্দর্যবেত্তা বললে কিছুই বলা হয় না।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৌন্দর্যবোধ [স] **বি** সুন্দরের উপলব্ধি। 'দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

সৌন্দর্যভুক [স] **বিশ** সৌন্দর্যপিপাসু। 'সংস্কৃতি সৌন্দর্যভুক।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৌন্দর্যভ্রষ্ট, সৌন্দর্যভ্রষ্ট [স] **বিশ** সৌন্দর্য হারিয়েছে এমন। 'শ্রীহীন, সৌন্দর্যভ্রষ্ট ঘর-বাড়িতে ভরা।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

সৌন্দর্যমণ্ডিত [স] **বিশ** মনোমুগ্ধকর। 'কালিদাস কয়েকটি সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্য দর্শকের সমুখে উপস্থিত করেছেন।' মুখলেশ, ১৯৭০।

সৌন্দর্যময়, সৌন্দর্যময় [স] **বিশ** সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অরুণ ভয়ভীষণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'এ দেশও মধুর সৌন্দর্যময় বোধ হয়।' প্রমথ, ১৯২০।

সৌন্দর্য-মাথা, সৌন্দর্যমাথা **বি** সৌন্দর্যমণ্ডিত। 'ভুবনমুখ্য ত আরিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই—আমার সৌন্দর্য-মাথা।' বঙ্কিম, ১৮৮২; তোমার নয়নে হত তা সৌন্দর্য-মাথা।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

সৌন্দর্যরক্ষা [স] **বি** সৌন্দর্য বজায় রাখা। 'মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যরক্ষা কোনোদিনও আর মিটেবে না।' জীবন, ১৯৩২।

সৌন্দর্যরসভোগ [স] **বি** সৌন্দর্যের রস আশ্বাদন। 'সৌন্দর্যরসভোগ আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

সৌন্দর্যরসিক [স] **বি** সৌন্দর্য উপভোগকারী। 'তবে তিনি প্রকৃতই সৌন্দর্যরসিক।' গুপ্ত, ১৯৪৬।

সৌন্দর্যরূপে [স] **ক্রি**বিশ সুন্দরভাবে। 'ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্যরূপেই হচ্ছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

সৌন্দর্যলক্ষী [স] **বি** সৌন্দর্যরূপ লক্ষী; সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী। 'আজ্ঞাবিশুতা সৌন্দর্যলক্ষী।' বিজুতি, ১৯৩১।

সৌন্দর্যলোক [স] **বি** সুন্দরের ভুবন। 'অপরূপ সৌন্দর্যলোকে সৌন্দর্যের উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

সৌন্দর্যশালিনী [স] **বিশ** সৌন্দর্য অপরূপ। 'তাহাকে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে।' সিরাজী, ১৯১৮।

সৌন্দর্যশালী [স] **বিশ** সুকুমার। 'অপরূপ সৌন্দর্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শে ...।' প্রমথ, ১৯১৫।

সৌন্দর্যসত্তা [স] **বি** সৌন্দর্যের মেলা। 'পার্কে সেদিন সৌন্দর্যসত্তা বসিয়াছিল।' প্রমথ, ১৮৯৮।

সৌন্দর্যসজ্জা [স] **বি** সৌন্দর্য উপভোগ। 'প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসজ্জা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যসাধন [স] **বি** সৌন্দর্য সৃষ্টি। 'এই সৌন্দর্যসাধনের জন্য স্থিতির প্রয়োজন।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৌন্দর্য সৃজন, সৌন্দর্য সৃজন **বি** সৌন্দর্য সৃষ্টি। 'সৌন্দর্য সৃজনের বিবিধ উপায়া আছে, যথা কৌকিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

সৌন্দর্য-সৃষ্টি **বি** সৌন্দর্য রচনা করা। 'মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

সৌন্দর্যবাদ [স] **বি** সুন্দরের আশ্বাদ। 'সে-জন্য সৌন্দর্যবাদকে তথা রসকে ব্রহ্মবাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৌন্দর্যবীকারকারী [স] **বিশ** সৌন্দর্য বুঝতে পারে এমন। 'সৌন্দর্যবীকারকারী রুচি তেমন পাকা হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

সৌন্দর্যপ্রাণী [স] **বি** সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী। 'রবীন্দ্রনাথের মূল্য সৌন্দর্যপ্রাণী হিসেবেই, নীতি প্রচারক বা আদর্শদাতা হিসেবে নয়।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৌন্দর্যহানি **বি** সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়া। 'যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্যহানি হইল বলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সৌন্দর্যহীন [স] **বিশ** সৌন্দর্য নেই এমন। 'ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সৌন্দর্যাত্মক [স] **বিশ** সৌন্দর্যপ্রধান। 'এ সব সৌন্দর্যাত্মক কবিতার নামগন্ধও থাকে না, থাকে উদ্দীপনাসম্ভারী বিরোহাত্মক কবিতার ছাড়াছড়ি।' মোতাহের, ১৯৫০।

সৌন্দর্য [স] **বিশ** সৌন্দর্য রূপের অধিকারী। 'ছায়াটি সুবুড়ি বটে সৌন্দর্য সূত্রী।' কেরি, ১৮০২।

সৌন্দর্যনুভূতি [স] **বি** সৌন্দর্যের অনুভব। 'নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যনুভূতি ...।' মুক্ততর, ১৯৫৯।

সৌন্দর্যভিমাত্রী [স] **বিশ** সৌন্দর্য নিয়ে অহংকারী। 'সৌন্দর্যভিমাত্রী অমরিক সুবংশের ছেলের জন্য ...।' জীবন, ১৯৩২।

সৌন্দর্যহত [স] **বিশ** সৌন্দর্যে মোহিত। 'তোরাও কি আজ সৌন্দর্যহত রূপ-বিমুগ্ধ পন্থারা পথিকের মতো।' নজরুল, ১৯২৬।

সৌভাগ্য [স] ১ **বি** শুভভাগ্য। 'সৌভাগ্যে আগিল লৈল জিনিঞা সন্তিনি।' মায়ার, ১৫০০। ২ **বি** কাব্যের অন্তর্গত সৌন্দর্য। 'কোন কোন কাণ্ড এবং প্রকৃতির ফলে কাব্যদেহে এই সৌভাগ্য ... সম্ভারিত হয়।' শিব, ১৯৭০।

সৌভাগ্যক্রমে [স] **ক্রি**বিশ অনুকূল ভাগ্যবশত। 'অদ্য সৌভাগ্যক্রমে, এই অশ্রমে প্রবেশ করিয়া ...।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

সৌভাগ্যবর্ষ [স] **বি** ভাগ্যের বড়াই। 'লোকনিন্দা লোকশ্রুতি সৌভাগ্যবর্ষ এবং মান-অভিमानে শ্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

সৌভাগ্যজনক [স] **বি** সৌভাগ্যের কারণ। 'ইহা আমারই সৌভাগ্যজনক হইবে।' সুকান্ত, ১৯৪২।

সৌভাগ্যভিলক [স] **বি** সৌভাগ্যের লক্ষণ। 'সৌভাগ্যভিলক চারু লগ্নে উজ্জ্বল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সৌভাগ্যবতী [স] **বিশ** ভাগ্যবান। 'বামীর সৌভাগ্যবতী পতি সঙ্গে

দুঃখিল রতি।' মুহুদ, ১৬০০।

সৌভাগ্যবান [স] বি ভাগ্যবান। 'তুমি বড় সৌভাগ্যবান।' দীপিকা, ১৮৮৭। ২ বিণ ঐশ্বর্যশালী; উন্নত। 'পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহামন্ত্রের সূচনা করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

সৌভাগ্যমুক্ত [স] বিণ ভাগ্যবান। 'ভাঁহার সৌভাগ্যমুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া ...' জ্ঞানদেব, ১৮৩০।

সৌভাগ্য-লগন বি সুসময়। 'দিগন্তের স্বর্ণবর্ণের কতবার বায়ে বায়ে এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

সৌভাগ্যশশী [স] বি সৌভাগ্যরূপ চাঁদ। 'মন্দের সৌভাগ্য শশী কখনই সমভাব থাকে না।' মশাররফ, ১৮৬৯। 'সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণকর্ণের শেষকলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

সৌভাগ্যশালিনী [স] বি স্ত্রী সৌভাগ্যের অধিকারী। 'অনুনা বসভূমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সৌভাগ্যশালী [স] ১ বিণ ভাগ্যবান। 'সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবান ব্যক্তি জীবনের শরীরে ও বৃক্ষের পত্রেরে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিল্প ও যেরূপ অস্বত ব্যাপার অবলোকন করেন ...' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বিণ ঐশ্বর্যমণ্ডিত; উন্নত। 'মনে করি যে, অন্য দেশের আয়োজনগুলোকে, সম্পদগুলোকে কোনো উপায়ে সশরীরে হাঙ্গির করলেই বৃষ্টি আমরাও সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠব।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

সৌভাগ্যসূর্য [স] বি সৌভাগ্যরূপ সূর্য। 'সৌভাগ্যসূর্যকে অন্তর্গত হইতে বাধ্য করিয়া।' কোহিনুর, ১৯২৪।

সৌভাগ্যস্রোত [স] বি সৌভাগ্যরূপ স্রোত। 'এখানকার সর্ব্ব লোকের সৌভাগ্যস্রোত রোধ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫০।

সৌভাভূত [স] বি পরম্পর সম্প্রীতিমুক্ত ভ্রাতৃত্ব। 'ভানের চিত্তের পড়ে উঠবে মহান সৌভাভূত।' হাফিজুর, ১৯৫০।

সৌভাত্র, সৌভাত্র্য [স] বি পরম্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বমূলক সম্প্রীতি। 'মানবপন পরম্পর সৌভাত্র্য ও সৌভাত্র্যরূপ প্রীতিময় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবে।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভাত্র ও পারিবারিক প্রেম।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

সৌম্য [স] ১ বিণ প্রশান্ত। 'এই শান্তি, এই মধুরতা, দিক সৌম্য দ্বান কান্তি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বিণ প্রসন্ন। 'উৎসবেরে ধর্মসমাজে এই শুভপ্রভাবী সৌম্য প্রভুত্বমূর্তি যেভাবে বিদেশীকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিণ মনোহর। 'সৌম্য ভাঁহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

সৌম্যগন্ধীর [স] বি ধীর গন্ধীর ভাব। 'সূর্য্যদীপ্ত সৌম্যগন্ধীর সায়াক ভাঁহাদের দিব্যবাসনাকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে শীলিত করিয়া দিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। 'ভাঁহার সেই সৌম্যগন্ধীর উন্নত গৌরবাত দেহ।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

সৌম্যমূর্তি [স] সৌম্যমূর্তি বিণ প্রসন্ন চেহারা। 'সৌম্যমূর্তি নাজীর সেখায় নির্ভয়ে চলে যায়।' জসীম, ১৯৫১।

সৌম্যমূর্তি [স] বি প্রসন্ন বা সুন্দর চেহারা। 'এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে ... বিরাজমান রহিয়াছে।' বিদ্যা, ১৯১১।

সৌম্যরশ্মি [স] বি প্রশান্ত কিরণ। 'নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

সৌম্যতত্ত্বাব [স] বি প্রশান্ত পবিত্র ভাব। 'মুখে ধার্মিক ব্যক্তির সৌম্যতত্ত্বাব।' ওয়ালী, ১৯৬৬।

সৌম্যসুন্দর [স] বিণ শান্ত সৌন্দর্যময়। 'ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যবাহী, হে সৌম্য-সুন্দর, চাঁহি তব যুগ্মপানে ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'বার্ধক্যের কী সৌম্যসুন্দর মূর্তি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

সৌর [স] বিণ সূর্য-সম্বন্ধীয়। 'হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষ্যে ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সৌর-কর [স] বি সূর্যের আলো। 'অজভৌম সৌরধিধরে সৌর-কর প্রতিফলিত হইতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

সৌরকরময় [স] বিণ সূর্যরশ্মিপূর্ণ। 'সৌরকরময় চীন, রুশের হৃদয়।' জীবন, ১৯৪৮।

সৌরগতি [স] বি সূর্যের বেগ। 'তুমি পলে পলে মরণের পথে সৌরগতির ন্যায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছ।' দর্পণ, ১৯২৬।

সৌরচিকিৎসা [স] বি সূর্য্যদানের মাধ্যমে প্রদত্ত চিকিৎসা। 'যক্ষ্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ ...' প্রবন্ধ, ১৯২৯।

সৌরজগৎ [স] বি সূর্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহ মিলে যে জগৎ। 'সূর্য্য এবং গ্রহ দুমকেতু নমটি রূপে সৌরজগৎ শব্দে উক্ত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

সৌরতাপ [স] বি সূর্যের উত্তাপ। 'বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌরতাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সৌরতেজঃ [স] বিণ সূর্যের মতো তেজস্বী। 'চিরন্তন রথী সৌরতেজঃ রথে শুর পলিলা সজ্জামে।' মাইকেল, ১৮৬১।

সৌরদেশ [স] বি সূর্যরূপ দেশ। 'মুহূর্তের মধ্যে সৌরদেশে উপনীত হইল।' জগদীশ, ১৮৯৫।

সৌর-পরিবার বি সৌরজগৎ। 'একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌর-পরিবার গেল, একটি তরুলতাপতঙ্গী-শোভিত পৃথিবী গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

সৌর বছর [স] সৌর বৎসর] বি পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে; ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮.৭৬৮ মিনিট। 'সূর্য্যদাক্ষিণ্যের যেমন সৌর বছর তিনশো নয়ষটি দিনের পরিমাপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

সৌরমন্ডল [স] বি সৌরজগৎ। 'এ পৃথিবী সৌরমন্ডলের অন্তর্ভূত।' প্রথম, ১৯২৫।

সৌরমান [স] বি সৌর হিসাব। 'হিজরি সনের চান্দ্রমান গণনার শকাব্দের সৌরমানের গণনার বৈলক্ষ্যে ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

সৌর-মাস [স] বি সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে যে-সময় লাগে, তার বারো ভাগের এক ভাগ; মাস। 'সৌর-মাসের কোনদিনে তাহা লিখিত নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সৌর-রশ্মি [স] বি সূর্যের কিরণ। 'প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুসুমে সৌরময়ী নৃত্য ভাঁহার আর ভালবাসেন না।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

সৌরলোক [স] বি সৌরজগৎ; সূর্যকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান গ্রহ-উপগ্রহের যে জগৎ; আকাশমন্ডল। 'সৌরলোকে সে ছুটেছে।' সুশীল, ১৯৩২।

সৌরশব্দাব [স] বি সূর্যের মতো বৈশিষ্ট্য। 'নীল বনপত্টিমি ফলভরে নিয়ে যায় সৌরশব্দাবের দিকে।' শঙ্ক, ১৯৭১।

সৌরধিপতি [স] বিণ সূর্যরূপ অধিপতি। 'অন্যজন বাংলা সাহিত্যের সৌরধিপতি।' মাহেনও, ১৯৪৯।

সৌরাধিন [স] বি সৌর পঞ্জিকার আধিন মাস। 'আসিল শরৎ সৌরাধিন।' নজরুল, ১৯৩০।

সৌরোৎপাত [স] বি সূর্যের মধ্যকার ঝড়। 'সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সৌরভ [স] ১ বি সুগন্ধ। 'অঙ্গুর পবন রসের সৌরভে লাখ লাখ অলি ধারে।' চিত্তী, ১৬০০। ২ বি সৌন্দর্য। 'দুঃখের পাসালে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১: 'যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৌরভ-আভাস [স] বি সুগন্ধের আভাস। 'ভাবনা ভরিল মোর সৌরভ-আভাসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সৌরভ-উজ্জ্বল [স] বি সুগন্ধের প্রাচুর্য। 'বনের হৃদয় হতে সৌরভ-উজ্জ্বল বয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

সৌরভবিন্দু [স] বিণ সুগন্ধবিন্দু। 'সৌরভবিন্দু পুষ্প।' নজরুল, ১৯২২।

সৌরভমুহুর [স] বিণ সুবাসে অলস। 'ঘন সৌরভমুহুর পবনে জাগে কে জাগে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

সৌরভময় বিণ সুগন্ধময়। 'ওই বসের শেষ কীর্তির দেশ সৌরভময় ধাম।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

সৌরভময়ী [স] বিণ স্ত্রী সুগন্ধ আছে এমন। 'বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী ময়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সৌরভ লগ্নয়ী ক্রি সুগন্ধ নেওয়া। 'ল'ও তার মধুর সৌরভ, দেখো তার সৌন্দর্য-বিকাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

সৌরভ-সম বিণ সুগন্ধের মতো। 'পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার প্রেম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

সৌরভসম্পদ [স] বি সৌরভরূপ সম্পদ। 'প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা বুঁজি/মমরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

সৌরভসুখা [স] বি সুখার মতো সৌরভ। 'সৌরভসুখায় করে পরান পাগল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

সৌরভ-সুখমা [স] বি সুগন্ধের সৌন্দর্য। 'একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভ-সুখমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

সৌরভিনী [স] বিণ সুগন্ধময়। 'আপনার দাতুক পরোপকারিত্ব ও কুজ্ঞতা প্রভৃতির সূখ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে।' হত্যায়, ১৮৬৮।

সৌরভিনী [স] বি (সরীত) একটি প্রকৃতি। 'সৌরভিনী।' নজরুল, ১৯৩৫।

সৌরভী [স] বি সুগন্ধ। 'মুকুল মন সুবাসে তব গোপনে সৌরভী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সৌরভ্য [স] বিণ সুগন্ধময়। 'কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ/সৌরভ্য অধর-রস।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

সৌরাজ্য [স] বি সুশাসিত রাজ্য। 'তাহার সৌরাজ্যের চিহ্ন সর্বত্র দেখিতে পাইলাম।' কৃষ্ণকমল, ১৫৮৮।

সৌরি [স] বি (জ্যোতিষ) শনি। 'কর্মস্থানে সৌরি, রিপু হানে নিশাকর।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

সৌল [স শব্দ] বি শোল মাছ। 'সৌল পোনা কিনে দুয়া চেড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

সৌলভ্য [স] বিণ সহজে লাভ করা যায় এমন। 'শকটাদি গমনাধ্যমেনে অতি সৌলভ্য হইয়াছে।' জ্ঞানদেব, ১৮৪০।

সৌশীলা [স] বি সততা: ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'জমীদার আপনাদের সৌশীলা ক্রমে মুসলমান বাদশাহকর্তৃক রাজত্বপ্রাপ্ত হন।' দর্পণ, ১৮৩০।

সৌম্য [স] বি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য। 'চোয়াল দুটো হঠাৎ সৌম্যমের কোনো নিয়ম মানলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

সৌষ্টব [স] ১ বি উৎকর্ষ। 'সেবার, সৌষ্টব দেখি আনন্দিত মনে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সৌন্দর্য। 'মোহন সৌষ্টবে নাচে যেন বিন্যাসধরী।' অম্বাভঙ্গ, ১৬৮০। ৩ বি স্বাচ্ছন্দ্য। 'স্বতন্ত্রতার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত সৌষ্টবেতে দাসত্ব অপেক্ষা ভাল।' তারিণী, ১৮০৩। ৪ বি শৃঙ্খলা। 'সভার সৌষ্টব অত্যন্তর্য্য।' দর্পণ, ১৮২০। ৫ বিণ মনোহর। 'এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্টব নাচ তামাসা বাজা রোশনাই আসত বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮২২। ৬ বি সৌন্দর্য। 'উত্তম শ্যামবর্ণা অঙ্গ সৌষ্টব আছে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৭ বিণ সুখী। 'তাহারদিগের আশ্রমভেতে দৃষ্টি সৌষ্টব আছে।' জ্ঞানদেব, ১৮৩৭। ৮ বি উন্নতি। 'তবে দেশের সৌষ্টব হওনের অতি বিলম্ব হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৮। ৯ বি শৃঙ্খলা। 'নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্টব রক্ষা করতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩। ১০ বি সুষ্ঠুতা। 'সৌষ্টব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। ১১ বি সুগঠন। 'শরীরের অতিসূতিক্তে নিরন্তর করে দিয়ে নিরন্তর সৌষ্টব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

সৌষ্টবহীন [স] বিণ উৎকর্ষহীন। 'বর্তমানের ভারতব্রত, লক্ষ্যাকাতর, স্বাধ্যহীন, শ্রীহীন, সৌষ্টবহীন, ধর্ষাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়! ওয়াজেদ, ১৯৪০।

সৌষ্টবাক্ষিক [স] সৌষ্টবাক্ষিকী বিণ উৎকর্ষকামী। 'সৌষ্টবাক্ষিক মহাশয়েরা সদ্যুজ্জ্বলিত স্ব-অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন।' দর্পণ, ১৮০৫।

সৌষ্টবান্বিত [স] বিণ সুষ্ঠুতাবিশিষ্ট। সেবধি, ১৮৩৯।

সৌষ্টবার্ণ [স] ক্রিবিণ উৎকর্ষের জন্যে। 'এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্টবার্ণ এক দিকে ...' দর্পণ, ১৮৩৮।

সৌসাদৃশ্য [স] ১ বি নিষ্ঠুত সাদৃশ্য। 'ব্রীহদানদিগেরও সহিত কর্তৃত্বজাদিগের মতের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বি শোভা। 'প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য ...' মাইকেল, ১৮৫৯।

সৌহার্জ [স] সৌহার্য্য বি সৌহার্য্য: বন্ধুত্ব। 'আমি আহি প্রিয় বন্ধু সৌহার্জ তোমার।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

সৌহার্য্য, সৌহার্ক, সৌহার্দ্য [স] ১ বি বন্ধুত্ব। 'এই অতি উচিত ঠাওরাইলেক যে এ উত্তম বন্ধুত্বের সহিত সৌহার্ক করি।' তারিণী, ১৮০৩: 'আদ্যোক্তি ও সৌহার্য্য প্রকাশ অপেক্ষা অধিক অনুরাগ আর কাহার নিকট প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি সম্প্রীতি। 'সৌহার্দ্যে স্থির।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

সৌহার্দ্যবন্ধন [স] বি বন্ধুত্বরূপ বান্ধন। 'সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

সৌহাদ্য [স] ১ বি বন্ধুত্ব। 'তাবৎ লোকের সহিত সৌহাদ্যপূর্বক এতকাল কেপ করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি সম্প্রীতি। 'বাঙালির সঙ্গে বেহারীর সৌহাদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাঝেই জানেন।'

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

সৌন্দর্যনি বি বন্ধুত্ব। 'হ্যাঁ, জননান্তর সৌন্দর্যনি নয়, এ জনেরই ব্যাপার।' হাসান, ১৯৬০।

সৌন্দর্যভাব [স] বি সম্প্রীতি। 'প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌন্দর্যভাব সহজে সন্মিলিত হয়। থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

কচ [হি] বি কটল্যান্ডের অবিবাসী। 'কখনো কখনো কোনো কচ লেখক কচ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪১; 'ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান আর কচ এই চারজনই মিলে একটা চটুইজাতির ব্যবস্থা করল।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

কচম্যান [হি] বি কটল্যান্ডের লোক। 'কচম্যান - ? সে সঙ্গে নিয়ে এল তা ভাইকে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

কচ্ছ [স] ১ বি কাঁধ। 'গিরিসম কচ্ছ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।' মালধার, ১৫০০। ২ বি গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়। 'ভাগবতের প্রথম কচ্ছ এই উল্লেখ আছে যে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

কচ্ছ-আলম্বন [স] বি কাঁধে ধারণ। 'কতক দায়িত্ব করে কচ্ছ-আলম্বন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

কচ্ছদেশ [স] বি কাঁধ। 'এই বলিয়া ... কচ্ছদেশে আঘাত করিবামাত্র ... ভূতল পতিত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কচ্ছভঙ্গি [স] বি কাঁধ নাড়া। 'ঈশ্বর কচ্ছভঙ্গির পরে জবাব আসার পূর্বেই ক্যান্টন আবার ওদায় ...।' শতকৃত, ১৯৭২।

কচ্ছানোলন [স] বি কাঁধ নাড়া। 'নিত্য ও কটিনোলন কটাকটকি কচ্ছানোলন, এককথায় সর্ব অঙ্গের দান।' মুক্ততবা, ১৯৫৯।

কচ্ছারু [স] বি কাঁধে চেপে আছে এমন। 'তিনি কখনও স্নায়ুর ও অনুহে প্রত্যাশী নহেন, কাহারও কচ্ছারু হয়।' প্রবন্ধ না। 'বনফুল, ১৯০৬।

কচ্ছাবার [স] বি শিবির। 'ওই পরশারে যেথা কচ্ছাবে নীপ গুহ কচ্ছাবারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কচ্ছন [স] কচ্ছন। বি স্পন্দন। 'আচমিতে বাম উরু করিল কচ্ছন।' মালধার, ১৫০০।

কচ্ছার [হি] বি পতিত। 'আমরা কচ্ছার অর্থৎ ব্রাহ্মণ।' ধূর্তি, ১৯৩১।

কচ্ছারশিখ, কচ্ছারশিখ [হি] বি বৃষ্টি। 'সেবেলে কেঁদো কেঁদো কচ্ছারশিখ হোল্ডার।' বঙ্কিম, ১৮৮৪; 'যেমন করিয়া ইউক তাহাকে কচ্ছারশিখ পাইতেই হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

কাইলাইট [হি] বি ঘুলালি। 'মাথার ওপরে কাইলাইট।' শামসুল, ১৯৫৬।

কাইফেশ্যার [হি] বি আকাশচুম্বী ইমারত। 'বুমের সৈকতে ওড়ায় ধ্বজা অসহ বুমের কাইফেশ্যার।' বুদ্ধ, ১৯৬৬।

কাউট [হি] বি তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও জনসেবার মনোবৃত্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনবিশেষের সদস্য। 'এক যে ছিল কাউট।' অন্নলা, ১৯৪১।

কাউন্সেল [হি] বি দূর্বৃত্ত। 'কাউন্সেল কোথাকার।' বনফুল, ১৯০৬।

কাউ [হি] বি ঘাঘরার মতো পোশাক। 'কোট, পাউ ও কাউ রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল।' রোকেয়া, ১৯২১।

কপিং রোপ [হি] বি লামানো খেলার দড়িবিশেষ। 'কপিং রোপটা দু হাতে ধরে মাথার কাছে তুলতে গিয়ে স্বাভাৱি খেমে গেলো।' বুদ্ধদেব, ১৯২১।

১৯৪৯।

কীম [হি] বি পরিকল্পনা। 'ভিন্ন ভিন্ন জাতির কীম অব লাইফ আছে, কি ...।' রবীন্দ্র, ১৯২১; 'ভাড়াভাড়া কীম ও জরীপ করিতে ইহায়ে বলিয়া তাতে অনেক ক্রটি রহিয়া গিয়াছে।' সওগাত, ১৯৪০।

কুটার [হি] বি দু চাকার মোটরযানবিশেষ; মোটর সাইকেলবিশেষ। 'কুটার-দলিত শাদা-লাল হাঁসগুলো বারান্দার কফিন্টে ...।' শামসুল, ১৯৬৬।

কুল [হি] বি বিদ্যালয়। 'কুলমেটর।' দর্পণ, ১৮১৯; 'কিমেল সেন্সে কুল।' দর্পণ, ১৮৩১; 'আমে একটি কুল সংস্থাপিত করাইলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭২। ২ ই কুল

কুল-আমল [হি] কুল+আ আমল। বি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়। 'কুল-আমলে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেই এই পর্ব আঁ শেষ করব।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

কুল-ইনস্পেক্টর [হি] কুল ইনস্পেক্টরের কাজ। 'সে কুল-ইনস্পেক্টর কাজে পেনসন নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

কুল-কলেজ [হি] বি কুল ও কলেজ যেখানে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা আছে। 'কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করলে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

কুল কামাই [হি] কুল ক্রি কুলে অনুপস্থিত থাকা। 'কমলার অনুরোধে বুড়া সেদিন কুল কামাই করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

কুলকলেজপাঠ্য [হি] কুল-কলেজ+পাঠ্য। বি কুলকলেজে পাঠ্যপুস্তক। 'যদি বিক্রির জন্যে সাক্ষ্যে কিছু কুলকলেজপাঠ্য বই।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

কুলধর [হি] কুল+ধর। বি বিদ্যালয় ভবন। 'কুলধরটি লোকাল হইতে কিছু দূরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

কুলজীবন [হি] কুল+প জীবন। বি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নকালীন সময়। 'তার কুলজীবন, মাসপয়লা কাগজে কবিতা প্রতিযোগিতা যোগ দিয়ে প্রথম হওয়া।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

কুলপাঠ্য [হি] কুল+পাঠ্য। বি কুলের পাঠ্যপুস্তক। 'কোলে কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী থেকেও তাঁরা ...।' প্রমথ, ১৯১২; 'আমার পুঁথি সৌরভগত কুল-পাঠ্য পুঁথিধার চেয়ে বেঙ্গল-পাঠ্য সূর্য চৌ লক্ষণে বড়ো ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

কুল-পালানে [হি] কুল থেকে পালায় যে। 'কুল-পালানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

কুলফেরতা [হি] কুল+ফেরতা। বি বিদ্যালয় থেকে প্রত্যাপ্ত। 'এ কুলফেরতা হাবা ছেলের কথাটা না ফুরোতেই।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

কুল-ফ্রেজ, কুলফ্রেজ [হি] বি বিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু। 'আমার কুল-ফ্রেজ ভজরির কুণ্ড।' প্রমথ, ১৯৩১।

কুল-বই [হি] কুল+আ বই। বি পাঠ্যপুস্তক। 'কুল-বইগুলির প্রতি ন্যূনমাত্রিক পরিমাণে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কুলবয় [হি] ১ বি অপরিপক্ব। 'কেহ বলে, তুমি কুল বয়।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ বি কুলে পড়ুয়া ছেলে। 'কি ইয়ারগাচের কুল বয়, নি বাহ্যত্বের ইনকলিড, সকলেই হাফ আফাইড চনতে পাগল।' হুতোম, ১৮৬১।

কুলবাড়ি [হি] কুলের ভবন। 'বেলা হইলে সে কুলবাড়ি দেখিতে গেল।' বিজুতি, ১৯৩১।

ফুল-বালক বি ফুলে লেখাড়া করে যে বালক। 'ফুল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ফুলমাটির [হি] বি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'ফুলমাটির আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন...'। রাজ, ১৮৭৪।

ফুলমাটির, ফুলমাটির [হি] বি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। 'ফুলমাটিরেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়াচ্ছেন।' হত্যাম, ১৮৬১; 'ফুল-মাটিরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথি পর বন্ধ করে...'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ফুলমাটির, ফুলমাটির [হি ফুলমাটির]। বি ফুলে শিক্ষকতার কাজ। 'আমি গেলুম পশ্চিমের এক শহরে ফুলমাটির করতে।' প্রথম, ১৯৩০; 'ফুলমাটিরী, সোদান, ঢালানী ব্যবসা, ফটোয়াফী কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই।' বিতুতি, ১৯৩১।

ফুল-মিসট্রেস [হি] বি স্ত্রী ফুলশিক্ষক। 'এক মরা পাড়াগায়ে তাকে গিয়ে ফুল-মিসট্রেস হতে হবে।' প্রথম, ১৯২৪।

ফুলমেটির [হি] বি ফুলের শিক্ষক। দর্পণ, ১৮১৯।

ফেট [হি] বি নকশা। 'তারা ইংরেজদের ফেটমাত্র করে নিয়েছেন।' হত্যাম, ১৮৬১।

ফেটিং [হি] বি তলায় লোহার পাত লাগানো বুট পরে বরফের উপরে দ্রুত গতিতে চলা। 'বরফের উপর ফেটিং করতে করতে।' জীবন, ১৯৩২।

ফেট [হি] বি বরফের উপরে সোড়ানোর ধাতব-তলাবিশিষ্ট জুতা। 'ইংরাজ যুবকেরা ফেট নামক লোহাবাধানো কাঠের খড়ম পায়ে দিয়া সর সর করিয়া...'। কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

ফেপটিসিজম [হি] বি সন্দেহবাদিতা; পশায়নবাদিতা। 'ফেপটিসিজমের প্রভাব না থাকলে যে সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না, এটা এককমক অবিসংবাদিত সত্য।' মোতাহের, ১৯৫০।

ফেল [হি] ১ বি বেতনের ধাপ। 'আমাদের খ্রিষ্টপাল হাঙ্গেল সিনিয়র ফেলে উন্নীত হয়েছেন।' রশীল, ১৯৬০।

ফেল [হি] বি পরিমাপের উপকরণ। ফেলকাটি [হি ফেল+কাটি] বি মাপকাঠি। 'বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে ফেলকাটি হয়ে।' শক্তি, ১৯৬৯।

ফোয়ার [হি] ১ বি ছোটো পার্ক। 'ফোয়ার, রাসা, বাগান - সব জনশূন্য।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি সের্য ও প্রেরের গুণফল; বর্ণ। 'আটত্রিশ ফোয়ার ফুট।' শ্যামল, ১৯৬৭।

ফোয়াশ [হি] বি ফলের রসের পানীয়। 'লেমোনেড, জীমটো, অরেঞ্জকোয়াশ এই সব।' শিবরাম, ১৯৭০।

ফোর [হি] বি খেলা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে কোনো পক্ষের অর্জিত পয়েন্ট বা খ্যাতি নির্দেশক সংখ্যা। 'রাঞ্জিরা ততই হাসিয়া করে ফোর।' নজরুল, ১৯৪১।

ফ্যাশেঞ্জর [হি ফ্যাশেঞ্জর] বি শহরের আবর্জনা পরিষ্কারক। 'ফ্যাশেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁচে বেরিয়েছে।' হত্যাম, ১৮৬১।

ফু [হি ফু] বি বাতুর তৈরি প্যাচওয়ালা পেরেক। 'একদিনে ফু বুঝাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে।' জগদীশ, ১৮৯৫। ২ বি ফুপ

ফু ড্রাইভার [হি] বি প্যাচ খোলা বা কখনোই হাতিয়ারবিশেষ। 'ফু ড্রাইভার, কাটিং প্রাস ... দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

ফুপ [হি ফু] বি বাতুর তৈরি প্যাচবিশিষ্ট পেরেক। 'ফুপ দিয়ে এটে

দিব কি রকম দেখেনে।' সুকুমার, ১৯১৮।

ফুলন [স] ১ বি বিদ্যুতি। 'কদাচ যেন, বাক্যের ফুলন হয় না।' মদনমোহন, ১৮৪৯; 'স্বায়ত-শাসনপ্রথাধী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-ফুলন হইতে পারে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া যথার্থ কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি শিথিলতা। 'করেছে কি ক্ষমা যতকৈ আমার ফুলন পতন ক্রটি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'স্বাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম ফুলন সবচেয়ে শক্তি অতি কঠোর।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৩ বি অব্যাহতি আচরণ। 'তার স্বামীর দিকে ব্যবহারের ক্রটি চরিত্রের ফুলন ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ফুলদললা [স] বি স্ত্রী আঁচল বসে পড়ছে এমন। 'ফুলদললা চলচ্ছল অমি মল্লী মল্লী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

ফুলিত [স] ১ বিপ পতিত। 'গোসাইর চরণাবিশিষ্ট ফুলিত রজো গ্রহণেই অহিক হয়।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বি শিথিল-মাওয়া। 'প্রস্তরনির্মিত সোপানাবলীর সপ্রসবে ঘোড়কের চরণ ফুলিত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৬৫; 'ফুলিত চরণে ছুটিছে কাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৩ বিপ অসংযত। 'ফুলিত শিথিল কামনার ভার।' রবীন্দ্র, ১৯১৯। ৪ বিপ বিদ্যুত। 'প্রসাদ-অমৃত-মন্ডনে ফুলিত ভিত্তি হল যে পূণ্যময়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

ফুলিতকেশা [স] বি স্ত্রী এলোচুলবিশিষ্ট। 'সেই ফুলিতকেশা লুপ্তিবসনা নারী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফুলিতগম [স] বি বিদ্যুতযাত্রা। 'শরীর লোহিত বর্ণ ফুলিতগমন।' রামসুন্দর, ১৮৫৪।

ফুলিতচরণা [স] বিপ ক্রান্ত পায়ে চলে এমন। 'অধরেতে ফুলিতচরণা/মদিরহিষ্টোলাময়ী হাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ফুলিতচরণে [স] ক্রিবিপ পা পিছলে যাচ্ছে এমনভাবের। 'তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হারিণী/ফুলিত চরণে ছুটিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

ফুলিতহঙ্গ [স] বিপ হঙ্গবিদ্যুত। 'ফুলিতহঙ্গ সুরসভার অভিশাপে...'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

ফুলিত হওয়া [স] বিপ বিদ্যুত হওয়া। 'প্রেমের আদর্শ অনেক ফুলে ফুলিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ফুলিতা [স] বি স্ত্রী চ্যুত। 'পতিতোদ্ধারিণী বর্ণ-ফুলিতা জাহ্নবী সম বেগে জাগো।' নজরুল, ১৯৩১।

ফালন [স] বি অপসারণ। 'পলাশীর মাঠে যে কলঙ্ক অর্জন হয়েছিল তার ফালন হবে।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

স্টক [হি] বি অংশাদারিত্ব; শেয়ার। 'কোম্পানির স্টক যাদের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটাধিকারী।' মহাশেখর, ১৯৫৬।

স্টক এক্সচেঞ্জ [হি] বি পুঁজিবাজার। 'এবং স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট তত্ত্বগুলির দিকে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৮।

স্টপেজ [হি] ১ বি যাত্রাবিরতি। 'মাত্র দু-মিনিট স্টপেজ।' নজরুল, ১৯৩১। ২ বি বাস-ট্রেন ইত্যাদির যাত্রী উঠানামার জন্য নির্ধারিত স্থান। 'পরের স্টপেজে গকে নামিয়ে নেবে।' মানিক, ১৯৩৬।

স্টল [হি] ১ বি একবারে সামনের দিকের আসনের সারি। 'গ্যালারির নীচে স্টলে মেঝেরা বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি সামনের দিকে উন্মুক্ত ছোটো দোকান। 'একটা খবরের কাগজের স্টল।' অরুণ, ১৯২৯। ৩ বি টল

স্টাইপেড ট্রাইপেড

স্টাইল [হি] ১ বি জু। 'বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল।'

রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি বিশেষত্ব। 'মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটিই আমাদের স্টাইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ বি ধরন। 'টেকনিক, স্টাইল, ও-সব কিছু নয়।' অবন, ১৯৪১।

স্টাইলগত [ই স্টাইল+স গত] বিপ শৈলীগত। 'সে পার্থক্য ভাষাগত নয় স্টাইলগত।' প্রমথ, ১৯১২।

স্টাডি [ই বি পড়াশোনার ঘর। 'এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্টার্ভাড [ই বিপ চলনসই। 'মহাকাব্যের স্টার্ভাড মাপ ধরে নিয়েছেন।' প্রমথ, ১৯২৭। **স্টার্ভাড**

স্টাক [ই বি অফিসের কর্মী। 'নিজের, স্টাকফেরের মাইনে আনতে কলকাতা গিয়েছিল।' শ্যামল, ১৯৬৭। **স্টাক**

স্টার [ই বি জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী। 'আপনার নতুন স্টার দেখতে এলাম।' নরেন্দ্র, ১৯৫০; 'দূর থেকে সিনেমা স্টার, পলিটিশিয়ান, ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছিল।' মুক্তভবা, ১৯৫৯।

স্টারবোর্ড [ই বি জাহাজের চাল পাশ। 'স্টারবোর্ড গিয়ে আরেক জাহায্য থমকে দাঁড়াল সারেস।' ওয়াগ্নী, ১৯৪৫।

স্টার্ট দেওয়া [ই স্টার্ট+দেওয়া] ক্রি চালু করা। 'ইন্জিনে স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে।' মানিক, ১৯৪৭।

স্টিম, স্টীম [ই বি বাষ্প। 'এঞ্জিনের স্টীমের মতো তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'এঞ্জিনের স্টিম।' বিজুতি, ১৯৩১। **স্ট্রি**

স্টিমনৌকা [ই স্টিম+নৌকা] বি বাষ্পচালিত ছোটো জাহাজ। 'একটি ক্ষুদ্র হিপছিপে তক্তকে স্টিমনৌকা যেমন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্টীমবোট [ই বি বাষ্পচালিত নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি। 'তাহাকে স্টীমবোটের পক্ষে আবহ গাধাবোটের মতো...'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্টীমরোলার [ই বি রাস্তা ইত্যাদি সমতল করার জন্য ইঞ্জিন-চালিত খুব ভারী এবং বড়ো ঢাকা। 'স্টীমরোলার ব্লাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমতল সমতল করিয়া দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্টিমার, স্টীমার [ই বি বাষ্পচালিত জাহাজ। 'স্টীমারের মধ্যে আমাদের আলাপ-পরিচয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'যখন স্টিমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেঁটন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্টিমার লাইন [ই বি জাহাজ চলার নিয়মিত পথ। 'একটি নূতন স্টিমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্টীমার-কোম্পানি [ই বি জাহাজের মালিক-সমূহ। 'এহণের স্নান-উপলক্ষে কোনো স্টীমার-কোম্পানি কাল যাত্রী লইয়া গ্রিবেগী রওয়ানা হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

স্টীমার ছাড়ি [ক্রি জাহাজের ঘাট ত্যাগ করা। 'স্টীমার ছাড়িবার এখানে বিলম্ব আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

স্টীমার-যাত্রা [বি জাহাজ-ভ্রমণ। 'এ কি সমস্তই এইবারকারে স্টীমার-যাত্রার ফল?' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

স্টীমার লাগা [ক্রি জাহাজ ঘাটে ভেড়া। 'দুইবেলা নিয়মিত স্টীমার আশিয়া লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্টিল [ই ১ বি ইস্পাত। 'স্টিল ট্রাঙ্ক? হ্যাঁ, তাও আছে আমাদের কাছে।' শিবরাম, ১৯৪০। ২ বিপ ইস্পাতের মতো কঠিন। 'মুখ একেবারে

স্টিল হয়ে গেছে।' শ্যামল, ১৯৬৭।

স্টীল-লাইফ [ই বি ক্লীক নেই এমন বিষয়ের চিত্র। 'তার মতে একটি ওয়াটারকালার আরেকটি স্টীল-লাইফ।' আলটিমিন, ১৯৫৫

স্টুডিও [ই ১ বি শিল্পকর্ম চর্চার কেন্দ্র। 'আর্ট স্টুডিওয়ের রত্নক দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আশেয় স্টিয়াইয়া গৃহিণীর সম্মুখ ধরিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'এই লোকচল হলে শেখবার স্টুডিও পড়বার লাইব্রেরি।' অবন, ১৯২৫। ২ বি সিনেমার ছবি তোলা ঘর। 'এখানকার একটা ফিল্ম স্টুডিওয় চাকরির চেষ্টাটাই আম বোঝে আসা।' শিবরাম, ১৯৫০। ৩ বি ছবি আঁকার ঘর। 'একত আর্টিস্টকে জানি, তিনি অনেকদিন থেকে বলে এসেছিলেন স্নাতকোত্তর স্টুডিও আমার অধিকারে না গেলে আমার হাতের কা দেখতে পারব না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯। **স্টুডিও**

স্টুয়ার্ড [ই বি বিমানে যাত্রীদের দেখাশোনা করে যে ব্যক্তি। 'প্রেম স্টুয়ার্ড ঐতে করে সামনে লজ্জেলস ধরেছে।' মুক্তভবা, ১৯৫৮। **স্টুয়ার্ড**

স্টেজ [ই বি মঞ্চ। 'ডেকের উপর একটা স্টেজ বাঁধা হচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'বগত ডিঙি যত ভালোই হোক স্টেজ ছাড়া আর কোথা প্রোডাক্টের কর্তৃপক্ষের হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। **স্টেজ**

স্টেট [ই ১ বি রাষ্ট্র। 'কখনো বা লোকে আশা করিয়াছিল স্টেটের ঘা মানুষের সকল দুর্দশা মোচন হইতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্টেটপ্রিন্সিপাল [ই বি রাজবন্দী। 'রেসুমে স্টেটপ্রিন্সিপাল হয়ে ব' আছেন।' নজরুল, ১৯৩০।

স্টেট [ই এস্টেট] বি ধর্ম বা পুণ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানকৃত সম্পত্তি। 'ওয়াশিং স্টেটলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়।' মুরাক্ষি, ১৯৩৩।

স্টেডিয়াম [ই বি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বহুসংখ্যক দর্শক-আসনবিশিষ্ট খেলার মাঠ। 'সম্প্রতি ঢাকা স্টেডিয়ামে ... বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।' বেগম, ১৯৬৬।

স্টেথিস্কোপ, স্টেথোস্কোপ [ই বি রোগীর হৃৎস্পন্দন ও নিশ্বাসের শ শোনার যন্ত্র। 'ডাক্তারবাবু রোগীর টিকি-মূলে স্টেথিস্কোপ বসাই জোর গ্রন্থারি চলে রোগ নির্ণয় করিতেছেন।' নজরুল, ১৯২; 'ধার্মামিটার স্টেথোস্কোপ কোনোটাই কাজে লাগে নাই।' মানিক, ১৯৩৬।

স্টেথস্কোপ, স্টেথস্কোপ [ই বি রোগীর হৃৎস্পন্দন ও নিশ্বাস শব্দ শোনার যন্ত্র। 'এর ভেতর থেকে তো স্টেথস্কোপ ইন্স ক যাবে না।' ইমদাদুল, ১৯২০; 'ডাক্তারের বেশ পরে স্টেথস্কোপ গলায় সুগিয়ে ... আমাকে বলছে।' মুক্তভবা, ১৯৪৯। **স্টেথিস্কোপ**

স্টেনগান [ই বি এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। 'স্টেনগান কা নিয়ে হেঁটে যায়।' মাহমুদ, ১৯৬৬; 'পশ্চিমা জোয়ান আসে তো স্টেনগান হাতে।' শামসুর, ১৯৭২। **স্টেনগান**

স্টেনো [ই বি স্টাটিস্টিকার। 'অফিসের স্টেনো না হলে আধুনিক মনে জীবন মাটি হয়ে যায়।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬। **স্টেনোগ্রাফী**

স্টেশন [ই বি রেলপাথি ছাড়ে ও ধামে যেখানে। 'গাড়িতে চড়িয়াছে এখনও পর্যন্ত স্টেশন ফুয়ার নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; 'এক জ রেঙ্গোয়ে স্টেশনের ডোজনশালায় ঝাইতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। **স্টেশন**

স্টেশনপাথ [ই স্টেশন+পাথ] বি স্টেশনে যাওয়ার পথ। 'আঁকাবাঁ

গলি/ রেলের স্টেশনপথে গেছে চলি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

স্টেশনমাস্টার [হি] বি স্টেশনের প্রধান কর্মচারী। 'স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

স্টেশন মাস্টার [হি] বি কোনো রেলওয়ে স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা। 'স্টেশন মাস্টার অবতারকে বন্ধ টিকেটইনি পথিক।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

স্টোভ [হি] বি কেরোসিন তেলে চালিত বহনযোগ্য ধাতব চুলাবিশেষ। 'রান্নার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিচ্ছলী ইত্যাদি গরীব-দুখীরও চাই।' অন্নদা, ১৯২৯।

স্টোর [হি] বি রকমারি জিনিসের সোকান। 'কোনো বড় স্টোরে ফোন করলেও পেতে পারি।' শিবরাম, ১৯৪০। **স্টোর**

স্টোরকিপার [হি] বি ভাণ্ডাররক্ষক। 'সহকারী স্টোরকিপার হয়ে এসেছে।' বিজুতি, ১৯৩৭।

স্টোর-রুম [হি] বি ভাণ্ডার ঘর। 'স্টোর-রুম থেকে প্রচুর খাবার এনে সব চেয়ে বেড়ো একটা কেবিনের মধ্যে আমরা আশ্রয় নিলাম।' শিবরাম, ১৯৪০।

স্ট্যাভ, স্ট্যাভ [হি] ১ বি প্রাণী হওয়া। 'আপনি বুঝি এই পোস্টটার জন্য স্ট্যাভ করে চান?' ইন্দাদুলা, ১৯২০। ২ বি যানবাহন দাঁড়াবার জায়গা। 'পরের স্ট্যাভে একজন উঠে গেল।' জীবন, ১৯৩২।

স্ট্যাভ করা [হি] মেথা তালিকার স্থান পাওয়া। 'স্ট্যাভ ত করবেই, তাহাড়া কত বই সে পড়েছে।' জীবন, ১৯৩২।

স্ট্যাভিং কমিটি [হি] বি স্থায়ী কমিটি। 'স্ট্যাভিং কমিটির মেম্বর হিসাবে ... সাক্ষ্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।' মনসুর, ১৯৪০। **স্ট্যাভিং কমিটি**

স্ট্যাভার্ড [হি] বিপ্ প্রমিত; আদর্শ। 'স্ট্যাভার্ড টাইম [হি] বি প্রমিত সময়। 'নতুন সময় - ইতিমান স্ট্যাভার্ড টাইম।' তারা, ১৯৪৩।

স্ট্যাভার্ড গ্যার্ড [হি] বি মানসম্পন্ন গৃহ। 'ভাঁহার পরিমিতি ও স্বীকৃতিপত্র এখনো স্ট্যাভার্ড গ্যার্ড বলিয়া গণ্য।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

স্ট্যাম্প [হি] ১ বি সরকারি মাস্তুল-টিকিট। 'স্ট্যাম্প-সেওয়া দলিলের শর্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ বি ডাকটিকিট। 'সবুজ কাগজখানায় আবার স্ট্যাম্প লাগানো।' শিবরাম, ১৯৫০। **স্ট্যাম্প**

স্ট্রবেরি [হি] বি লতনো গাছে জন্মে এমন বেগুনি রঙের ছোট রসালো জামবিশেষ। 'তারা ইংল্যান্ডের স্ট্রবেরি ফল অত্যন্ত ভালোবাসতেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্ট্রাইক [হি] বি ধর্মঘট; ক্লাস বর্জন। 'আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।' বিজুতি, ১৯৩১। **স্ট্রাইক**

স্ট্রাইপ [হি] বি ভোরা। 'গোরা তাকিয়ে দ্যাখে স্ট্রাইপের শার্ট-টা সে উল্টো করেই গায়ে দিয়েছে।' শিবরাম, ১৯৫০।

স্ট্রীপল [হি] বি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই। 'কি অবস্থা থেকে স্ট্রীপল করে কবে কোথায় উঠেছে।' ইন্দিয়া, ১৯৭২।

স্ট্রাটোজি, স্ট্রাটোজী [হি] বি প্রতিপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়ার কৌশল। 'না ছিল তাঁদের ইউরোপীয় স্ট্রাটোজীর জ্ঞান।' অন্নদা, ১৯৩৭; 'ফসকে যায় তার আজকের রাজনৈতিক স্ট্রাটোজি।' মানিক, ১৯৪৭।

স্ট্র্যাটেজি [হি] বি রণকৌশল। 'মৌলানাচ্ছে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি মহাশয়ে তালিম দিলেন।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

স্ট্রাপ, স্ট্র্যাপ [হি] বি চামড়া, কাপড় বা প্রাস্টিকের তৈরি ফিতা। 'চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা ঢোকো থলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮;

'বাগের স্ট্র্যাপের রঙ মেলানো রয়েছে রক্ত-রক্তা ব্লাউজের সঙ্গে।' মুক্তভা, ১৯৫৯।

স্ট্রীট [হি] বি রাস্তা। 'সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙা স্ট্রীট?' রবীন্দ্র, ১৯০৩। **স্ট্রীট**

স্ট্রীট ডাইরেক্টর [হি] বি রাস্তার পরিচিতিমূলক নির্দেশিকা। 'গুধু স্ট্রীট ডাইরেক্টর দেখে তার চেহারা নোনা যায় না।' নরেন্দ্র, ১৯৫৬।

স্ট্রোচার [হি] বি রোগী বহন উপযোগী খাটবিশেষ। 'স্ট্রোচারের 'পরে গিয়ে ...' জীবন, ১৯৩০। **স্ট্রোচার**

স্ট্র্যাটেজি **স্ট্রাটেজি**

স্ট্র্যাপ **স্ট্র্যাপ**

স্তুতিক [স] বি স্তুতি। ১ বিপ্ মধুর। 'স্তুতিক জমুনার জল স্তুতিক জে বায়।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিপ্ হতবুদ্ধি। 'মোনোএল, ১৭৪০।

স্তন [স] ১ বি প্রাণবন্ত নারীবন্ধুর দুগ্ধাধার গ্রন্থি। 'এড় এড় স্তন মোর জ্বাএত পরানি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি বুকের দুধ; স্তন্য। 'সেদিন নিলাম স্তন কোষেতে করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ৩ বি মূল্যবোধ। 'অনেকগুলি সহজ সত্য আমার অজ্ঞাত কালের স্তন হইতে পান করি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্তনতট [স] বি বক্ষস্থল। 'নরমেঘ প্রলয়ের শিখা প্রতিভাত করি তার রৌশ্য তনুতটে।' সুশীল, ১৯২৯।

স্তনভূমি [স] বি স্তনের প্রান্ত। 'সুমসৃণ স্তনভূমি আরম্ভি রেখা।' শিবদাস, ১৯৬১।

স্তনদুগ্ধ [স] বি স্তননিঃসৃত দুধ। 'সুখা লাগিলে তোমার স্তন-দুগ্ধ পিবা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

স্তন দেওয়া [স] বি স্তন্যকৃত স্তন্য পান করতে দেওয়া। 'আপন শিশুর স্তনে দিয়ে তারে স্তন্য পান করছে যত্নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্তনপান [স] বি মায়ের বুকের দুধ পান। 'স্তনপান করে প্রভু স্বয়ং হাসিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

স্তনভার [স] বি স্তনের ভার। 'স্তনভারে, একে নারে, চলিবারে, ললনা।' মদনমোহন, ১৮৩৪।

স্তনাম্ব [স] বি স্তনের বোটা। 'বাসনার নিয়ছি অধীর মুখে স্তনাম্ব কোমল।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

স্তনাক্ষয় [স] বি স্তন্য হ্রাস। 'কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষে স্তনাক্ষয় বসন্তসেনার জ্বাভিষেক।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

স্তনাবর্তন, স্তনাবর্তন [স] বি স্তন আবৃত্তকরণ। 'স্তনাবর্তনের অন্য বর আবশ্যক করে না।' দর্পণ, ১৮২৭।

স্তনামৃত [স] বিপ্ স্তন্য; মায়ের বুকের দুধ। 'স্তনামৃত দিয়া জসোদা কোন পদে জ্ঞাএ।' মালাধর, ১৫০০।

স্তনন [স] বি ধনি; গর্জন। 'আকাশ-জড়ানো ঘন বন, মাঝে মাঝে দূরাগত সমুদ্র-স্তনন।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

স্তনিত [স] বিপ্ ধনিত। 'নিখাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাধীরে সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্তনিতগাধী [স] বিপ্ গাধীর গর্জনপূর্ণ। 'মেঘের স্তনিতগাধীর মহাশব্দে তালিম দিলেন।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

স্তন্য [স] বি স্তননিঃসৃত দুধ। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় স্তন্য প্রসব করে এবং স্তন্যপান করাইয়া থাকে।' ইন্দিয়া, ১৮৫১; 'মাতার

তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তন্যাকীররস [স] বি অমৃতের মতো মাতৃদুগ্ধ। 'মাতৃদুগ্ধেহবিগলিত

তন্যাকীররসে পান করি হাঙ্গে শিশু আনন্দে অঙ্গস'। রবীন্দ্র, ১৯০১।

তন্যাদান [স] বি বুকের দুধ খাওয়ানো। 'স্বকীয় শরীর-নিঃসৃত

তন্যাদান দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন'। অক্ষয়, ১৮৫৪।

তন্যাদায়িনী [স] বিণ বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এমন। 'প্রাচীন

সভ্যতার তন্যাদায়িনী ধাত্রীর মতো'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তন্যদুগ্ধ [স] বি তন্যনিঃসৃত দুধ। 'অংশগণ শিশু তন্যদুগ্ধপান করিয়া

পরিভূক্ত হইয়াছে'। বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

তন্যপান [স] বি মায়ের বুকের দুধ পান। 'কোনও কোনও প্রাণী,

মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং তন্যপান করাইয়া থাকে'। বিদ্যা,

১৮৫১।

তন্যপায়ী [স] বিণ মায়ের বুকের দুধ পান করে জীবন ধারণ করে

এমন। 'কোনও কোনও প্রাণী, মনুষ্যের ন্যায় সন্তান প্রসব করে এবং

তন্যপান করাইয়া থাকে; ইহাদিগকে তন্যপায়ী কহে'। বিদ্যা,

১৮৫১।

তন্যপিপাসু [স] বিণ তন্যের জন্যে পিপাসার্ত। 'এই নবগাত,

মুদ্রকায়, তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তন্যবাহিনী [স] বিণ স্ত্রী দুগ্ধস্রোতা। 'চিরকল্যাণময়ী ভূমি ধন্য ...

জাহ্নবী-বমুনা-বিগলিত-করুণা, পূর্ণাঙ্গীমুখ-তন্যবাহিনী'। রবীন্দ্র,

১৮৯৭।

তন্যভারাতুর [স] বিণ দুগ্ধভারাতনু। 'তাঁহার হৃদয় তন্যভারাতুর

তনের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল'। রবীন্দ্র,

১৯০২।

তন্যসিক্ত [স] বিণ তনের দুষ্টে ভেজা। 'আমরা স্বদেশশাস্ত্রীর

তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষঃস্থলের'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তন্যসুধা [স] বি তন্যরূপ অমৃত। 'যেন মাতঙ্গ তন্যসুধা-হেন'।

রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তব [স] বি আরাধনা; প্রার্থনা। 'ব্রাহ্মার তব'। মালাধর, ১৫০০; 'মুখক

উড়িতে নারে একমনে তব করে'। রূপরাম, ১৭৫০।

তব কবচ [স] বি (হিন্দুধর্ম) গ্রোক বা মন্ত্রাদি। 'কম্পিত গুণাধর

হইয়া তব কবচ পড়ে'। ভবানী, ১৮২৫।

তবপাখা [স] বি প্রশংসা-কীর্তন। 'তার তবপাখা মনে মায়াজালের

বিভার করেছে'। অগাউডিন, ১৯৬০।

তবগান [স] বি প্রার্থনা সংগীত। 'তপনের করে তবগান'। রবীন্দ্র,

১৮৮৩।

তবন [স] তবন। বি ভ্রুতি; আরাধনা। 'বিতুর তবন কৈল প্রীয়ারমে

চরন'। মালাধর, ১৫০০।

তবনীয় [স] বিণ প্রশংসনীয়। 'তার ভার সহিবে না কারো তবনীয়

যাড়ে'। অমিয়, ১৯০৯।

তবমন্ত্র [স] বি ভ্রুতি বা পূজা করার মন্ত্র। 'এই কামনায় তবমন্ত্রের

আবুতি'। রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তবস্ততি [স] বি গুণকীর্তন। 'সম্ম স্তুতি উষাদেবীর তবস্ততিতে

বিপূর্ণ'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

তবহীন [স] বিণ গুণকীর্তন ছাড়া। 'স্ববহীন তাই রয়েছি দাঁড়িয়ে

সারাটি ক্ষণ'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

তবক [স] ১ বি গ্রোক বা মন্ত্রের বিভাগ। 'দ্বিতীয় তবকের তৃতীয়

কারিকার ব্যাখ্যাস্থলে ...'। বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বি শুদ্ধ। 'মেঘের

তবকে তবকে আকাশের বৃক ভেদে উঠেছে'। রবীন্দ্র, ১৯২২। ৩ বি

গাছের অংশবিশেষ। 'বহু শাখা-প্রশাখায় পত্রপুষ্পের বড়ো বড়ো

তবক'। রবীন্দ্র, ১৯০৪।

তবকিত [স] বিণ তোড়া-বাঁধা। 'এসো অমরুত হাওয়ায়, তবকিত

সবুজ পাতার কিশোর মূর্তির ঠাঁকে-ঠাঁকে'। নীরেন, ১৯৫৪।

তব্ধ [স] ১ বিণ বাকবদ্ধ। 'তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে রহিয়া দুইজন'। বাহরাম,

১৬৫০। ২ বিণ নীরব। 'তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিময় চরাচর'।

রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'খোশো খোশো, হে আকাশ, তব্ধ তব নীল

যবনিকা'। রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বিণ স্থির। 'বৃক্ষের ন্যায় আকাশে তব্ধ

হইয়া আছেন সেই এক'। রবীন্দ্র, ১৯০১; 'তোমার পল্পবদল, কত

তব্ধ, কত-বা চঞ্চল'। রবীন্দ্র, ১৯২৯। ৪ বিণ তীব্র। 'সুদীর্ঘ দাঁড়িয়ে

ঘরে নিঃশব্দে তব্ধ ঘুণা নিয়ে'। রবীন্দ্র, ১৯০২।

তব্ধচিত্ত [স] বি শুদ্ধিত হৃদয়। 'তব্ধচিত্তে তনেছিনু গর্জন তোমার'।

রবীন্দ্র, ১৯২৫।

তব্ধতম [স] বিণ একান্ত নীরব। 'এই বিভাবরী বড়ই ক্রান্ত বড়ই

তব্ধতম'। জসীম, ১৯৫১।

তব্ধতা [স] ১ বি নীরবতা। 'রজনীতে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর তব্ধতা

প্রযুক্ত'। অক্ষয়, ১৮৪৩; 'তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে একা একা

সেখা রহিবে বসিয়া'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বি গম্ভীরতা। 'বাপান জুড়ে

গাছের ছায়া আর অব্যাবহিক তব্ধতা'। মানিক, ১৯৩৫।

তব্ধদীঘি বি শান্ত জলাশয়। 'এখানে ঘুমের পাড়া, তব্ধদীঘি অতল

সুতির'। ফররুখ, ১৯৪৩।

তব্ধনিবিড় [স] বিণ কোলাহলহীন। 'তব্ধনিবিড় গহন অরণ্যময়

পাহাড়ে ...'। সুকান্ত, ১৯৪১।

তব্ধভাব [স] বি ধর্মধমে অবস্থা। 'তাতে নিঃসন্দেহে তব্ধভাব'।

গোলা, ১৯৬৪।

তব্ধভাবে ক্রিণি স্থিরভাবে। 'এগুলি তব্ধভাবে বিচার করিয়া

দেখিবার বিষয়'। রবীন্দ্র, ১৯০৫।

তব্ধস্তর [স] বি বাহ্যমণ্ডলের দুটি স্তরের উপরের স্তর। 'পৃথিবীর এ

স্তরের নাম দিয়েছেন stratosphere, বায়লায় আমরা বসব

তব্ধস্তর'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তব্ধ হওয়া ক্রি বাকবদ্ধ হওয়া। 'তব্ধ হইয়া গুনিবি কেবল'। রবীন্দ্র,

১৮৮৩।

তব্ধাহত [স] বিণ নীরব। 'যেমন নিম্পন্দ হয়ে গেল, তেমনি

তব্ধাহত'। নজরুল, ১৯২৬।

তব্ধ [স] ১ বিণ শুদ্ধিত। 'প্রেমভরে সুবদনি তনু জনি তব্ধ'। বিদ্যাপতি,

১৪৬০। ২ বি হুঁটি। 'দুই মহাভূজ যেন কনকের তব্ধ'। বৃন্দা,

১৫৮০। ৩ বি সমাধির উপর স্থাপিত তব্ধ। 'তাহাদের সমাধিস্তম্বে

ত্রিবিধ অক্ষরে এই যুদ্ধের তাৎপর্যার্থ লিখিত হয়'। অক্ষয়, ১৯৪৯;

'তব্ধ বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রে যে সকল সাঁওতাল বাস করিতেছিল'।

সংস্কর, ১৮৯৮। ৪ বি প্রধান নির্ভর। 'সেই অনুদানগুলি সেই

লোকচাচারের তব্ধ'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ বি সর্ববাদপত্রের কলা।

'টাইফুন-এর জগৎপ্রকাশক তব্ধে আমাদের নাম নাহয় নাই উঠল'।

রবীন্দ্র, ১৯০৮।

তব্ধন [স] বি হিন্দুদেবতা কন্দর্পের বাণবিশেষ। 'তব্ধন মোহন আর

দহন শোষণে'। বসু, ১৪৫০।

তত্ত্বপ্রাকার [স] বি ধাম ও দেয়া। 'পর্বতভা হইতে বোদিত তত্ত্বপ্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

তত্ত্বিত [স] ১ বিণ নিচল। 'শরদ্রন তত্ত্বিত দেখিআ মহারীতে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ হতবাক। 'হুদির অতি ক্ষুদ্রতা ও অকিঞ্চিরতা উপলব্ধি করিয়া ... তত্ত্বিত।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'চিঠি পড়িয়া আশা তত্ত্বিত হইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বিণ নিরশদ। 'তত্ত্বিত দশদিশি, তত্ত্বিত কানন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৪ বিণ নিবারণ; দমিত। 'অভ্যাচারীর দমকে তত্ত্বিত করা যাবে না।' নজরুল, ১৯২৪।

তত্ত্বী [স] বিণ তত্ত্বিত। 'সকলে বন্ধন দেখিয়া তত্ত্বী হইও না।' রামায়ণ, ১৮০২।

তত্ত্ব চড়ানো [স] বিণ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলামে সমালোচনা করা। 'সম্পাদক যেন তনতে না পায়, তত্ত্ব চড়াবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

তত্ত্ব [স] ১ বি পর্ব। 'কোটি কোটি শতাব্দীর তিরোধানের পর যে সকল তত্ত্ব আসিবে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বি পরত। 'রৌদ্রতত্ত্ব স্থাপকার মেঘস্তর।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি পটি। 'তুলার তত্ত্ব দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপালদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তত্ত্বচাট [স] বিণ তত্ত্বচাট। 'জয়-পরাজয়ের গুরুত্ব হয়ে সকল পার্থিব ও অপার্থিব হিসাবনিকাশের অতীত।' মানিক, ১৯৩৫।

তত্ত্বচুন্দা [স] বিণ তত্ত্বচুন্দা। 'নীচে তত্ত্বচুন্দা প্রস্তর।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

তত্ত্ববিন্যস্ত [স] বিণ তত্ত্ববিন্যস্ত। 'নীচে তত্ত্ববিন্যস্ত ধানের খেত।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

তত্ত্ববিন্যাস [স] বি তত্ত্ববিন্যাস। 'মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবিচিত্র্য নাই, তত্ত্ববিন্যাস নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

তত্ত্বীভূত [স] বিণ জম্যতি। 'সুন্দর গন্ধ সর্বত্র এমন তত্ত্বীভূত হয়ে আছে।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

তত্ত্বের তত্ত্বের ১ ক্রিবিণ ধরে ধরে। 'তত্ত্বের তত্ত্বের সন্নিবেশিত আছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ২ ক্রিবিণ পরতে পরতে। 'চৈতালি ফসলে তত্ত্বের তত্ত্বের পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে সৌন্দর্যের আশ্রয় লাগিয়া গিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ ক্রিবিণ ক্রমাধারে; পর্যায়ক্রমে। 'তত্ত্বের তত্ত্বের তোলে সুখাম হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৪ ক্রিবিণ প্রতিটি পর্যায়ে। 'সমাজের তত্ত্বের তত্ত্ব ... আবর্জনা পুণীকৃত হয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯৩৬।

তত্ত্ব [স] স্থল বি কুল। 'জল জন্ত তত্ত্ব জন্ত সুন্দর মূর্তি ধরে।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্ব [স] স্থান বি আসন। 'কৃতবৃক্ষা সতর্কধী অকুর এক তান।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্বানী [স] স্থান বি স্নান। 'এতটা জলে তান করেন নিজেই নৈরাকার।' রামাই, ১৭১০।

তত্ত্বাপন [স] তত্ত্বান বি উপাসনা। 'জার জেই মত্রে কৈল অগ্নির তত্ত্বাপন।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্বাপনা [স] স্থাপন। ক্রি স্থাপন করা। তত্ত্বাপি ক্রি স্থাপন করণে। 'ব্রাহ্মণে বিদায় দিতে তত্ত্বাপি বহু দেবে।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্বাপিতা [স] স্থাপিতা বিণ ক্রী স্থাপিত। 'নানা পাঠশালা তত্ত্বাপিত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

তত্ত্বাননা [স] স্থাপন। বি স্থাপন। 'তাহাতে প্রথিবীর ত্যাকনা করিলেন।' আন্তোনিয়ো, ১৭৪৩।

তত্ত্বান [স] স্থাপন বি স্থাপন। 'উভার তত্ত্বান করি তবে সে চিনিবা।' সুলতান, ১৭০০।

তত্ত্বামূলি বিণ ইত্যমূল নগরীতে উৎপন্ন। 'তত্ত্বামূলি-সুরমা-মাখা তার কালো আঁবির পাতা।' নজরুল, ১৯২২।

তত্ত্বিমিত [স] ১ বিণ খাপসা। 'তত্ত্বিমিত দশদিশি, তত্ত্বিত কানন।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ নিতুনিহু। 'বুড়ির রায়ে তত্ত্বিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকটোর হইয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বিণ ক্রিয়োগ্র-পড়া। 'যখন তত্ত্বিমিত শ্রান্ত নীরব মধ্যাহ্ন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

তত্ত্বিমিতদীপ [স] বিণ গ্রন্থীপে কীপ আলো জ্বলছে এমন। 'ওই গ্রামেরই দিনের অস্ত্রে তত্ত্বিমিতদীপ রাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

তত্ত্বিমিতালোক [স] বিণ ক্ষীণপ্রভ। 'কৃষ্ণপক্ষের তত্ত্বিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোত্স্না।' বিজুতি, ১৯৩৮।

তত্ত্বির [স] স্থির বিণ দৃঢ়। 'তত্ত্বির সঙ্গলি উসা তির কৈল মতি।' মালাধর, ১৫০০।

তত্ত্বিত [স] বিণ আরাধ্য। 'অমরবৃন্দ কর্তৃক তত্ত্বিত ব্রহ্মা।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

তত্ত্বিত [স] ১ বি বন্দনা। 'প্রণাম করিয়া তত্ত্বিত করিল বিজুতি।' মালাধর, ১৫০০; 'উর্দ্ধমুখে তত্ত্বিত করে দেখি জগন্নাথ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মন্ত্রপাঠ। 'সন্ধ্যা সার করিআ করিল বহু তত্ত্বিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি খোশামোদ। 'আপন আপন মতলব হাসিল জন্য নানা প্রকার তত্ত্বিত করিতেছে।' প্যারী, ১৮৫৮।

তত্ত্বিতকথা [স] বি প্রশংসাবাক্য। 'দেবতাদিগের তত্ত্বিতকথা বলিবার সময় ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তত্ত্বিতগর্ভ [স] বিণ প্রশংসাপূর্ণ। 'এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণামুগত তত্ত্বিতগর্ভ গীত ধারা, ভগবতী কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

তত্ত্বিত-পাইয়ে বি প্রশংসাসূচক গান গায় যে; চাটকার। 'সাথে ... তত্ত্বিত-পাইয়ে নিয়ে যেতেও ভালো না।' নজরুল, ১৯২৭।

তত্ত্বিত-ধ্বনি [স] বি বন্দনা-বাক্য। 'লুটায় ধরণীতলে, করে তত্ত্বিত-ধ্বনি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

তত্ত্বিতিন্দা [স] বি প্রশংসা ও সমালোচনা। 'দেশের লোকের তত্ত্বিতিন্দা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'যাহার কীপায় তত্ত্বিতিন্দার কুরে, কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

তত্ত্বিতবাদ [স] বি প্রশংসা। 'শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাস করিয়া তত্ত্বিতবাদ করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

তত্ত্বিতবাদলাভ [স] ক্রি প্রশংসা অর্জন করা। 'তত্ত্বিতবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জন আর কোনো প্রমাণ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তত্ত্বিতময় [স] বিণ প্রশংসাপূর্ণ। 'ইতিহাস/ তত্ত্বিতময় পোকের উজ্জ্বাস।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

তত্ত্বিতমিনতি [স] তত্ত্বিত+মিনতি বি সাকারত প্রার্থনা। 'আমি নিজে গিয়ে তাদের তত্ত্বিতমিনতি করে এলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

তত্ত্বিতমিত্রাশ্রয় [স] বিণ মিত্র কথার প্রশংসা পছন্দ করে এমন। 'গ্রন্থকরদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে তত্ত্বিতমিত্রাশ্রয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

তত্ত্বিতযোগ [স] বিণ প্রশংসায়োগ্য। 'সেক্সপিয়ারের তত্ত্বিতযোগ্য এবং নিউটন অতি বরণীয় বটে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

তত্ত্বিতী [স] তত্ত্বিত বি (হিন্দুপুরাণ) প্রশংসা বা আরাধনা। 'তত্ত্বিতী তুঘিল

হরি জলের ভিতরে।' বড়, ১৪৫০।

ত্বুপ [স] ১ বি রানীকৃত। 'কত শত গ্রাম নগর প্রোথিত বা মুক্তিকা ত্বুপ হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি চিবি। 'কী করে দাঁড়িয়ে আছে, জড় পাথরের ত্বুপ।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

ত্বুপাকার [স] ১ বি রানীকৃত। 'সুদৃশ অশ্ব, ত্বুপাকার বর্ণ, বিচিত্র আনন, বর্ণ ও রত্নখচিত গজদন্তময় যান।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ বিণ অবিন্যত। 'একটা ত্বুপাকার ডাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্গাবদ্ধ ডাব কিছুই মনে নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বিণ পাহাড়ের মতো। 'ত্বুপাকার রাজ্যভার ক্ষুদ্রে নিয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

ত্বুপাকৃতি [স] বিণ ত্বুপাকার। 'তাহার তুলনায় হিমালয় ত্বুপা ত্বুপাকৃতি বর্ণবর্ণ কর্কর-রাশি সদৃশ।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ত্বুপীকৃত [স] ১ বিণ ত্বুপ করা হয়েছে এমন। 'ফুল ত্বুপীকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া, আমি ফুল গাঁথিতাম।' বঙ্কিম, ১৮৭৪। ২ বিণ সম্ভিত। 'বহু হতভাস্যের পদযুগ্ম "গণবাণী" অবিশেষ ত্বুপীকৃত গণবাণীকেও ছাড়িয়ে উঠেছে।' নজরুল, ১৯২৬। ৩ বিণ রানীকৃত। 'ত্বুপীকৃত শবের মাঝে ...' নজরুল, ১৯২৭।

ত্বুয়মান [স] বিণ প্রশংসিত। 'এইসকল মনুষ্যকর্তৃক ত্বুয়মান যে দানবীর রাজা বড়াই।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

ত্বয়ে [স] বি চুরি; অপহরণ। 'তাহার নাম ত্বয়ে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

ত্বোক [স] বি আখাল। 'নাগিনীন্দী অনেক বুঝিয়া ত্বোক দিয়া বিদায় হইল।' ভবানী, ১৮২৮।

ত্বোক দেওয়া [স] কি মিথ্যা আখাল দেওয়া। 'মা এ এক বাক্যে বহুদুঃখ মৌলবী সাহেবকে ত্বোক দিয়াছে।' শওকত, ১৯৫৭।

ত্বোকবাক্য [স] বি প্রবেশ বাক্য; মন-ভুলানো কথা। 'মহাবল্লভ তাঁহাকে ত্বোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

ত্বোকাসনা [স] বি সামান্য স্থান। 'রবীন্দ্রনাথের শিশু হিসাবে যদি নিতান্তই আমাকে কোনো ত্বোকাসন দেওয়া হয় তবে সেটা হবে সর্বনিম্নে।' মুক্তাবা, ১৯৫৯।

ত্বোত্র [স] বি প্রোক। 'ত্বোত্র সমুদ্রায় প্রবণপূর্বক দুর্গত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

ত্রি [স] ত্রী বি নারী। 'ত্রি হেঁরা এত ভূমি করিলে সাহস।' মালাধর, ১৫০০।

ত্রিকলা [স] ত্রীকলা বি নারীসুলভ চতুরতা। 'এ সে জানে ত্রিকলা মোহন চাতুরী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ত্রিবিধিয়া [স] ত্রীবিধ। বি ত্রীবিধকারী। 'ত্রিবিধিয়া বলি জেন বলএ সংসারে।' মালাধর, ১৫০০।

ত্রিবিজি [স] ত্রীবিজি বি ত্রীবিজি; নারীর চতুরতা। 'কিবা জানে ত্রিবিজি।' কবীন্দ্র, ১৬৬৯।

ত্রিয়া [স] ত্রী। বি নারী। 'ত্রিয়া জাতি হীনমতি কি বুদ্ধি তোমার।' অলাওল, ১৬৮০।

ত্রী [স] ১ বি নারী। 'বুলে ত্রী পুরুষে সব লোক প্রভু সঙ্গে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি পত্নী। 'ত্রীজিত হইয়া ত্রীর কাটে নাক কান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

ত্রী-আচার [স] বি বিবাহে নারীদের মাসলিক অনুষ্ঠান। 'তবে রজা ত্রী-আচার করে যথাবিধি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

ত্রীউদাসীনতা [স] বি পত্নীর প্রতি অবহেলা। 'দাদাসাহেব তার

ত্রীউদাসীনতা সমর্থন করে বলেছিলেন, 'কেবল কথা বলে না।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ত্রী-ওয়াল্লা [স] বিণ পত্নী আছে এমন। 'ত্রী-ওয়াল্লা বহুদূরে ওপর তোমাদের এত রাগ।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

ত্রীল [স] বি ত্রীঘাতী। 'আমার এই আজ্ঞা মানিস ত্রীল কি তাহার দুঃখপাতা কদাচ হইবি না।' রামরায়, ১৮০১।

ত্রীজনসুলভ [স] বিণ নারীসুলভ। 'নয়নভারা ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত হতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

ত্রীজাতি [স] বি নারীকুল। 'ঋতি স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে ত্রী জাতির আদৌ অধিকার নাই।' প্রভাকর, ১৮৩১।

ত্রীজাতীয় [স] বিণ নারীসমাজের। 'তাহারা যদি ত্রীজাতীয় হয়ে তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যভাবোহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

ত্রীজিত [স] বিণ পত্নীর অনুগত। 'ত্রীজিত হইয়া ত্রীর কাটে নাক কান ...' বৃন্দা, ১৫৮০।

ত্রীত্যাগ [স] বি পত্নীকে বর্জন। 'পুরুষ কিন্তু ত্রীত্যাগ করিয়া অনবরত অন্য ত্রী গ্রহণ করতে পারিবে।' বৈষ্ণব, ১৯৪৭।

ত্রী ত্যাগ করা [স] বি পত্নীকে ত্যাগ দেওয়া। 'মানোএল, ১৭৪৩।

ত্রীদাহ [স] বি মৃত স্বামীর সঙ্গে তার পত্নীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। 'তাবহ হিন্দুর দেশে একরূপ বহুনাতি করিয়া ত্রীদাহ করা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে।' রামমোহন, ১৮৮৮।

ত্রীধন [স] ১ বি নারীর ধনসম্পদ। 'রানীদের ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ... নিউটিন হলো।' হুজুর, ১৮৬১। ২ বি দেনমোহর। 'অমুরের পুরকে এত ত্রীধনে মহম্মদী চার দশে বিবাহ করতে রাজী।' মুক্তাবা, ১৯৬০।

ত্রীধর্ম, **ত্রীধর্ম** [স] বি প্রজনন-কমতা। 'প্রায়ই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ত্রীলোকের ত্রীধর্ম রহিত হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫২।

ত্রীধর্মহীনিতি [স] বি নারীদের স্বভাব। 'এইটেই ত্রীধর্মহীতির বিরুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ত্রীপরিজ্ঞান [স] বি নারীর পোশাক। 'পাভাতা ও মালাবার ত্রীপরিজ্ঞানের বিভিন্নতাও প্রায় তদনুরূপ।' হুম্বা, ১৯২০।

ত্রীপরিজন [স] বি নারী ও পরিবার। 'অমরা যাদের স্বম্মিমন বলে থাকি অরুণা ছিল তাদের সাধনার স্থান। সেই সেই ছিল ত্রী-পরিজন নিয়ে তাদের গার্হস্থ্য ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ত্রীপাঠশালা [স] বি যেমেনের স্কুল। 'এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।' গৌর, ১৮২২।

ত্রীপাঠা [স] বিণ নারীদের পাঠোপযোগী। 'ত্রীপাঠা শিশুপাঠা স্কুলপাঠা এবং অপাঠা প্রবন্ধসম্পদ।' হুম্বা, ১৯১৪।

ত্রীপুরুষ [স] ১ বি নারী-পুরুষ। 'ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ, বিনিতা, বালক ...' বঙ্কিম, ১৮৬৬; 'গৌণ প্রয়োজনও ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'ত্রীপুরুষ মায়েরই মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ তাহা এদেশে জন্মিতে পারে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ বি স্বামীত্রী। 'প্রাচুর্যময় হইতে ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মত্তভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ত্রীধব [স] ১ বি নারীহত্যা। 'নহে ত্রীধব দিব তোমার উপরে।'

মালাধর, ১৫০০। ২ বি যুত স্বামীর সঙ্গে ত্রীকে চিতায় তুলে যারা। 'কিঞ্চিৎ কাল অবধি শরম্পরায় এক্রূপ বন্ধন করিয়া ত্রীবধ করিয়া আসিতেছেন।' রামমোহন, ১৮১৮।

ত্রীৰ্পণ [স] বি সমবেত নারী। 'সভাহ্ লোকেরা ও ত্রীৰ্পণের গন্ধকর্ষণেরে সৌন্দর্য্য দেখিয়া ...' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

ত্রীবিদ্যা [স] বি নারীশিক্ষা। 'ত্রীবিদ্যাবিশয়ক একক সত্ত্বাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

ত্রীবিদ্যালয় [স] বি মেয়েদের বিদ্যালয়িকার স্থান। 'তেনন ত্রীবিদ্যালয় কই?' বক্তিম, ১৮৭৯।

ত্রীবিরোধ [স] বি ত্রীত্যাগ। 'সীতার নিকাসন সামান্য ত্রীবিরোধ নহে।' বক্তিম, ১৮৮৭।

ত্রীবুদ্ধি, ত্রীযুক্তি [স] ১ বি নারীর জ্ঞান। 'ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়করী।' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বি নারীসুলভ বুদ্ধি। 'ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮; 'এলার ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

ত্রীব্রেশ [স] বি নারীরূপ। 'ত্রীব্রেশ ধরিল যদি রাজার সন্ততি।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

ত্রীভাব [স] বি নারীসুলভ আচরণ। 'কৃষ্ণনামবিশিষ্টমন সদা হরিদাস/অরগ্যে রোপিত হেল ত্রীভাব-প্রকাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

ত্রীভারাক্রান্ত [স] বিণ পত্নী গলম্বহ হয়ে আছে এমন। 'অকম পুত্র আপনাকে ত্রীভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ত্রীমন্তলী [স] বি নারীসমাজ। 'অজ্ঞান তিমিরাবৃত্ত ত্রীমন্তলীর দৃঢ়বন্ধ দূরবাহুকে স্মরণ করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৬।

ত্রীমহল [স] ত্রী+আ মহল। বি নারীসমাজ। 'ত্রীমহলে অসম্ভব মানহাসিকের কাণ্ড করিয়াছে।' মধ্যাহ্ন, ১৮৭৩।

ত্রীমারী [স] বি নারীমৃত্যু। 'ত্রীমারী শিশুমারী দূর হতে পৃথক।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

ত্রীমূর্তি [স] বি নারী। 'শ্বেতবসনপরিধানা কে বলিয়া আছে। ত্রীমূর্তি বলিয়া তাহার বোধ হইল।' বক্তিম, ১৮৬৬। বি নারীমূর্তি। 'দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপট্ট শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।' বক্তিম, ১৮৭৪।

ত্রীমুগ্ধ [স] বি ত্রীরূপ রত্ন। 'ত্রীমুগ্ধ লাভ।' বিদ্যা, ১৮৪৭; মশাররক, ১৮৬৯।

ত্রীলিঙ্গ [স] ১ বি ত্রীবাচক। 'যুক্তিশল ত্রীলিঙ্গ।' বিদ্যা, ১৮৭৩। ২ বি নারীজাতি। 'ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর নপুংসকে শাসিত কর।' শালন, ১৮৯০।

ত্রীলোক [স] বি নারী। 'শাস্ত্রের শাসন কেবল ত্রীলোক আর শূত্রের।' জ্ঞানসৌম্য, ১৮৩৩; 'ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এক্রূপ সুন্দরী দেখি নাই।' বক্তিম, ১৮৬৬।

ত্রীলোকঘটিত [স] বিণ নারী সম্পর্কিত। 'ত্রীলোকঘটিত অর্থাৎ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

ত্রীশক্তি [স] বি নারীর গুণ বা বৈশিষ্ট্য। 'সে বলিত, ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ত্রীশরীর [স] বি নারীসহ। 'পুরুষের ভাগ্য আর ত্রীশরীর চরিত্র নদীর।' সুনীল, ১৯৬৬।

ত্রীশিকার [স] ত্রী+শা শিকার। বি নারীকে আকৃষ্টকরণ। 'রূপ যে ত্রী-শিকারের বাণের রৌপ্য-ফলকের চেয়েও কঠিন হয়ে বাজে।' নজরুল, ১৯২৭।

ত্রীশিক্ষা [স] বি নারীশিক্ষা। দর্পণ, ১৮২২। 'এইকালে ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তিদের আশু যত্ন করা উচিত।' অক্ষয়, ১৮৪২।

ত্রীসঙ্গ [স] বি নারীর সঙ্গ। 'ত্রীসঙ্গের অভাবই চাকর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ত্রীসভা [স] বি নারীদের সমিতি। 'অনেক ত্রীসভাও তাঁহার সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছিল।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ত্রীসমাজ [স] বি নারী সম্প্রদায়। 'ত্রীসমাজে তিনি বিশেষ রূপ প্রিয় হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪২।

ত্রীসহবাস [স] বি নারীসম্ম। 'ইহার সমুচিত ঔষধ ত্রীসহবাস।' মশাররক, ১৮৮৫।

ত্রীসুলভগুণ [স] বি নারীদের সহজাত গুণাবলি। 'কত সাহসিকতা ও ত্রীসুলভগুণের পরিচয় দিয়াছিলেন।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ত্রীস্বত্ব [স] বি ত্রীর অধিকার। 'রাজা রাজদ্বার ত্রীস্বত্বে উপত্রীতে অনুগ্রাহী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়।' নীনবন্ধু, ১৮৭৩।

ত্রীস্বভাব [স] বিণ নারীসুলভ। 'পদ্মেতে তাঁহার বুদ্ধি ও ত্রীস্বভাব লক্ষ্যর বিষয় অতিপ্রশংস্যা।' দর্পণ, ১৮৩৪।

ত্রীস্বভাবসুলভ [স] বিণ নারীর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'সুত্রতমহিয়ারা ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা, বিনয়, দয়ামায়া, স্নেহ ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ত্রীস্বাধীনতা [স] বি নারীদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার। 'অগ্রে তাহাদিগের অন্তর্ভুক্তকরণে জ্ঞানের বীজ রোপিত হউক, তবে ত্রীস্বাধীনতার চেষ্টা করিব।' অক্ষয়, ১৮৪২; 'পুরুষেরা ত্রীলোকের মান বজায় রাখিতে না জানিলে ত্রীস্বাধীনতা কখনই থাকিতে পারে না।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

ত্রীস্বাধীনতা-যুগ [স] বি ত্রীলোকের স্বাধীনতা আছে এমন যুগ। 'তার কাঠামো পদ্যের হলেও ত্রীস্বাধীনতা-যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অঙ্গকোচে প্রবেশ করত।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

ত্রীহত্যা [স] ১ বি যুত স্বামীর সঙ্গে জীবিত পত্নীকে চিতায় তুলে মারা। 'এমন করিয়া ত্রীহত্যা সর্ব্বথা না কর।' রামমোহন, ১৮১৯। ২ বি নারীহত্যা। 'আমি কি এই বুড়ায়সে ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ত্রৈণ [স] ১ বি ত্রীর বসীভূত পুরুষ। 'ত্রৈণ মদ্যপানে প্রকৃত অনুগ্রহ করে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি ত্রীকে অতিরিক্ত ভালোবাসে এমন পুরুষ। 'যে ব্যক্তি ত্রীকে কিছু বিশেষরূপ ভালোবাসে সাধারণতঃ লোকে তাহাকেই ত্রৈণ বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

ত্রৈণতা [স] বি ত্রীর প্রতি অস্বাভাবিক আনুগত্য। 'রাজার ত্রৈণতা সর্ব্বনাশের কারণ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

স্থকিত [স] স্থগিত। ১ বিণ স্থির। 'স্থকিত হইয়া উট রহিল দাগাই।' সুপত্ন, ১৭০০। ২ বিণ বিরত। 'কিছুকাল সেই স্থানে স্থকিত হইয়া ...।' রামায়ণ, ১৮০১। ৩ বিণ বদ্ধ। 'এ প্রযুক্ত কালি পর্য্যন্ত কাটনি স্থকিত রাখিলেক। তারিণী, ১৮০৩।

স্থগিত [স] ১ বি চাকর থেকে বরখাস্ত করা। ডানকন, ১৭৮৪। ২ বিণ

হির। 'মহোৎসব' হুগিত হইয়া ঈশ্বং গতিতে পত্যা আসিয়া।
মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ৩ বিগ বন্ধ। 'শিক্ষা বিক্ষিপ্তকাল হুগিত করিতে
হইল।' কৌমুদী, ১৮৩৪। 'শ্রীনের লাটিন পাঠ হুগিত রহিল।' বিদ্যা,
১৮৫৬।

হুগিত করা ১। 'ক্রি বন্ধ করা।' শিক্ষা বিক্ষিপ্তকাল হুগিত করিতে
হইল।' কৌমুদী, ১৮৩৪। ২। 'ক্রি গতিরোধ করা।' 'প্রচণ্ডগামী
নৈমিত্তিক রথ সহসা হুগিত করা সুকঠিন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হুগিতযাত্রা [স] বিগ চলা থামিয়েছে এমন। 'পাইনগাহের দল
হুগিতযাত্রা পদাভিকের মতো খাড়া রয়েছে।' অল্পদা, ১৯২৯।

হুজিল [স] 'ক্রি সমস্ত হান। 'হুজিলে পাভিল লইয়া ধান।' মুকুন্দ,
১৬০০।

হুপতি [স] বি গৃহাদি নির্মাণকারী; নির্মাণের নীলনকশাকারী। 'হুপতি
মোদের করেছে বরুধুধরের ভিত্তি।' তেতোত্র, ১৯১২। 'আমাদের
আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন সুশিখণ হুপতি ছিলেন।' রবীন্দ্র,
১৯৪১।

হুবির [স] বিগ চলার শক্তিশীন; চসনশীল নয় এমন। 'যদি হুবির বলিয়া
তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাণ বসুদেবকে পূজা করিলে না
কেন?' বক্তিম, ১৮৭৫। 'ভাবিনি তোমার নিষ্ঠার প্রস্তরমূর্তি, আমানুশ,
হুবির, নিশ্চয়।' সুধীন্দ্র, ১৯৩১। 'কালের নির্মম বেশ হুবির জীতীরে
চলে নাশি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হুবিরতা [স] ১। বি বার্যক। 'হুবিরতা ও কর্ণভা ছাড়া মুখে তার
অন্য কোনো কিছুই ছাপ নেই।' জীবন, ১৯৩২। ২। বি মুহূর্ত।
'হুবিরতা, করে তুমি আসিবে বল তো।' জীবন, ১৯৪২।

হুবিরত্ব [স] বি জড়ত্ব। 'নৃতন ঋতুতে হঠাৎ নৃতন ফুল-ফল-ফলস্বরের
দাবি আসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায় তবে সেই
হুবিরতাই হুবিরত্ব প্রমাণ করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭। নিউ স্কীমের
হুবিরত্ব এসে গেল।' সপ্তগত, ১৯৪১।

হুল [স] ১। বি হান। 'গতহুল শোভিত কমলদল সমা।' বড়ু, ১৪৫০। ২।
বি ভূপৃষ্ঠ। 'কিবা জল কিবা হল কিবা পারাপার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩।
বি ভকনা ডাঙা। 'হুল নাই পায় দুব্বা মরে তখি।' মুকুন্দ, ১৬০০।
৪। বি জলশূন্য জায়গা। 'সমুদ্রেরে আজা দিল তুজি হও হুল।'।
কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৫। বি প্রশংসা। 'যে হুলে হানিমানের ত্রীণ গুণ বর্ণনা
করা হইয়াছে, সে হুল উকুত করি।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৬। বিগ দৃষ্টান্ত।
'মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির শৌর্যবের ও আদর্শ হুল বটেন।'।
রবীন্দ্র, ১৮৮৫। ৭। বি বিষয়। 'এমন কতকগুলি হুল আছে যেখানে
অন্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতায় প্রমাণ নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হুলকমল [স] বি ফুলবিশেষ; হুলপত্র। 'উরু যুগ শোভে রামকদমী
হুলকমল চরণে।' বড়ু, ১৫৭০।

হুলচর [স] বিগ হুলে বসবাসকারী। 'তাহাদের মধ্যে কতকগুলি
হুলচর, অর্থাৎ কেবল হুলে থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১।

হুলজ [স] বিগ হুলজাং। 'হুলজ বৃক্ষের বহুল ভিন্ন অন্য অন্য
অনেক ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

হুলপথ [স] বি ভূমির উপরে তৈরি সড়ক। 'হুলপথে গমনে কিছু
প্রতিবন্ধক হয় নাই।' দর্পণ, ১৮২৫।

হুলপদ্ম [স] বি ফুলবিশেষ। 'সে পদ ফুল অধিক নির্মল কদম
হুলপদ্ম জিতি।' সুলতান, ১৭০০।

হুল-প্রদেশ [স] বি হুল-ভাগ। 'হুল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায়
সত সামান্য, কত ক্ষুদ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

হুলবাসী [স] বিগ হুলে বসবাসকারী। 'কেমনে বাঁচিবে বল হুলবা
নর।' গুণ, ১৮৫৮।

হুলবিহারী [স] বিগ হুলে চড়ে বেড়ায় এমন। 'সমুদ্র হুলবিহা
জীব নয়নপথবর্তী হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হুলবেতস [স] বি এক ধরনের বেতগাছ। 'হুলবেতসের বনে ম
ডাকিডাচ্ছে।' বিজুতি, ১৯৩৩।

হুলবেষ্টিত [স] বিগ ভূমি দিয়ে ঘেরা আছে এমন। 'চতুর্ধি
হুলবেষ্টিত নিসর্গসম্বৃত সুবৃহৎ জলাশয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হুলভাগ [স] বি ভূমির অংশ। 'পৃথিবীর হুলভাগ জলময় সমু
পরিবেষ্টিত নয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হুলযান [স] বি হুলে চলে এমন যান। 'এই শক্তির বলে ট্রামগাড়
মোটগাড়ী প্রভৃতি হুল-যান ... পরিচালিত হইতেছে।' অক্ষ
১৮৫৪।

হুলাধিকারী [স] বিগ হুলাধিভিক্ত। 'এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাতে
হুলাধিকারী হইল ইসরায়েল।' এনামুল, ১৯৫৫।

হুলাবধারণ [স] বিগ জায়গা নির্ধারণ। 'ইহাতে বৈয়াকরনিকসিমে
মধ্যে পাণিনির হুলাবধারণ হইল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

হুলাধিভিক্ত [স] বিগ হানে অধিষ্ঠিত। 'তাহারা সমুদ্রযোগে আগ
করিয়া মিশরাদি বণিকগণের হুলাধিভিক্ত হইল।' অক্ষয়, ১৮৪
'তোমার হুলাধিভিক্ত।' বক্তিম, ১৮৭৫।

হুলী [স] ১। বি পাত। 'গৃহস্থে সে সবার জীতের হুলী হয়ে।' বৃ
১৫৮০। ২। বি হান। 'তাহাতে নির্জন হুলী অতি অনুপম।' সুলতা
১৭০০।

হুলাধী [স] হুলাধি বি হুলাধি। 'তিন ভাব হুলাধী আর সম্ভারি প্রতীক
আলাপ, ১৬৮০।

হুগু [স] বিগ হির। 'হুগুভাবে বৈসে বিক্ষুব্ধতার উপর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হুগুবৎ [স] বিগ তত্ত্বের মতো; হির। 'তাহার মন্তব্য তাহার হুগু
অল হুগু এবং তাহার উদ্যম তাক্ষবল্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯১
'সকলে হুগুবৎ নিশ্চয় করে মুখের উপর সিলমোহর এঁটে রে
দিয়েছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

হুগুভাবে [স] ক্রিবিগ হির হয়ে। 'হুগুভাবে বৈসে বিক্ষুব্ধ
উপর।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হান [স] ১। বি নিকট। 'গালিহো সাসুড়ী হানে না পাইল আকী।' ব
১৪৫০। 'তাহার হানে হইতে যাহা উচিত জানেন তাহার কথক ...
ডানকান, ১৭৮৫। ২। বি অবস্থান। 'সত্য মোর লীলা কর্ম সত্য সে
হান।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩। বি জায়গা। 'সভাবসুন্দর হানে শো
গাউগণের।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'সেই হানে তার অশ্ব পদে পরশিল
আলাপ, ১৬৮০। ৪। বি অশ্রয়। 'যদ্যপি প্রব্রিট হন ত
সভাপতির মধ্যে তাহার হান পাইবেন না।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫।
সকুলানের জায়গা। 'ভাই বলে কি কিরবে-ভূমি, আছে, তা
হান।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৬। বি প্রশংসা। 'হান দাও ... জায়ত ভগব
হে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৭। বি পরীক্ষায় কৃতকার্যতার ক্রম। 'বি.
পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম হান।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হান করা [স] বি পছন্দমতো জায়গা করা; খাপ খাইয়ে নেওয়া। 'মন
যখন নৃতন নীড়ে আশনার হান করে নিতে পারে না-হলে উড়-ই
করতে থাকে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হানকালপাদ্রোতি [স] বিগ যথোপযোগী। 'হানকালপাদ্রোতি

হয়েছে কি না সন্দেহ করি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হানকালপাদ্রোষ্ঠীর্ণ [স] বিণ হান, কাল ও পাত্রের উপর নির্ভরশীল নয় এমন। 'ব্রাহ্মিক মন যে রূপকে হানকালপাদ্রোষ্ঠীর্ণ বলে কল্পনা করে, রোমান্টিক মন তাকেই ...।' শিব, ১৯৫০।

হানকালশোর্ধ [স] বিণ হান ও কালের অতীত। 'মানুষের বিকাশের ইতিহাসে তাদের কৃতির হানকালশোর্ধ মূল্য সুপ্রত্যক্ষ।' শিব, ১৯৫৬।

হানচ্যুত [স] বিণ জায়গা থেকে অপসারিত। 'পাট ... অভিনব কোন পণ্য হারা হানচ্যুত হতে পারে।' শিখা, ১৯৩১।

হানচ্যুতি [স] বি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিচ্যুতি। 'কিঞ্চিৎ হানচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করেন।' বক্রিম, ১৮৭৫।

হানজ্ঞাপক [স] বিণ হান নির্দেশক। 'এই সমস্ত জনপদের অধিকাংশের নাম ... হানজ্ঞাপক।' এনামুল, ১৯৫৫।

হান দেওয়া কি জায়গা দেওয়া। 'মনে হান দেওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাননির্ভর [স] বিণ হানের উপর নির্ভরশীল। 'হাননির্ভর কোন বস্তুর সমস্তকে নিয়ে কালের নুকে যে ক্রমাগত পথ চলা ...।' সনৎ, ১৯৭০।

হানদ্রষ্ট [স] বিণ নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে চ্যুত। 'সহস্র বৎসরেও তত্তাবহের হানদ্রষ্ট মনুষ্যকে লক্ষিত হয় নাই।' বক্রিম, ১৮৭৫।

হানদ্রষ্ট [স] ১ বিণ হানচ্যুত। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বিণ নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অপসারিত। 'তারা হইলে তুমি হানদ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইবে।' রামনায়ায়ণ, ১৮৫৪।

হানশোভা [স] বি হানগত সৌন্দর্য। 'সুরমার রেখা হানশোভায় ভরিয়ে তুললেন।' শওকত, ১৯৬২।

হানসংকীর্ণতা [স] বি জায়গার অপ্রণততা। 'হানসংকীর্ণতা বহির্ভূত কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হান-সমুদ্র [স] বি অসীম হান। 'হান-সমুদ্রের ভিতর দিয়া অগতের পর জগৎ দেখান হইল।' মোতাহার, ১৯৩৭।

হানান [স] বি সমতুল্য। 'হানান-বাতিরকে সেই অপরিস্রব পটভূমিতে এগুলোয় উপস্থাপন দৃষ্টরূপে।' সূর্যকান্ত, ১৯৫৩।

হানান্তর [স] ১ ক্রিবিণ অন্য জায়গায়। 'তাহার হানান্তর যাওয়াতে সকলেই দুঃখী হইল।' দর্পণ, ১৮২০; 'হানান্তরে বলা হইতেছে যে ...।' বক্রিম, ১৮৯২। ২ বি তত্ত্বজ্ঞা; অনুবাদ। 'যাহা আমাদের জিনিস তাহা এক জাতি হইতে আর-এক জাতিয় হানান্তর করা চলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হানান্তরিত [স] বিণ এক হান থেকে অন্য স্থানে সরানো। 'আগে কেন জাল অববিন্দকে হানান্তরিত কল্যোম না।' গীণবন্ধু, ১৮৬৭।

হানান্তরী [স] বিণ দেশান্তরী। 'পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে হানান্তরী ... হয়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

হানান্তরে ক্রিবিণ অন্য কোনো স্থানে। 'পূত্র লয়ে যাই হানান্তরে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হানাত্তাব [স] বি জায়গার স্বল্পতা। 'এ স্থানে কিঞ্চিৎ কাল পরে হানাত্তাব হবক।' রামরায়, ১৮০১।

হানাত্তাবিক [স] বিণ পদে অধিষ্ঠিত। 'কদিন তুমি আমার হানাত্তাবিক থাকবে।' প্রমথ, ১৯৪১।

হানার্শণ [স] বি জায়গা বরাদ্দ। 'আপনকার অমূল্য দর্পণে হানার্শণ

করেন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

হানাহান [স] বি তাগো জায়গা ও খায়গ জায়গা। 'নাহি জানে হানাহান।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হানিক [স] ১ বিণ হানীয়। 'হানিক কলবায়ুর স্বাভ্যুপদে ...।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ আঞ্চলিক। 'রাশিয়ার region study অর্থাৎ হানিক তথা সম্বন্ধের উল্লেখ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

হানী [স] হানীয়। বিণ স্থানে বসবাসকারী। 'বিচ্ছেদ জন্মিয়া নানা হানী করিতেছে।' দর্পণ, ১৮৮৬।

হানীয় [স] ১ বিণ স্থানে অবস্থিত। 'অটালিকোপরি তৎহানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরনির্দেশের সমভিন্যাহারে প্রতিযোগিতাপে বাস।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বিণ হান-সম্পর্কিত। 'হানীয় আত্মশাসন ত হানবিশেষে আত্মশাসন।' বক্রিম, ১৮৭২। ৩ বিণ সমতুল্য। 'ইহারা কেহ বা শিত্তহানীয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্থানে ক্রিবিণ নিকটে; কাছে। 'গালিহো সাহুড়ী স্থানে না পাইল আকী।' বড়ু, ১৪৫০; 'সুত রাখার স্থানে তবে কহিল স্বপ্নন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

স্থানেতে ক্রিবিণ স্থানে। ডানকান, ১৭৮৪।

স্থানে স্থানে [স] হান>। ১ ক্রিবিণ নানা স্থানে। 'উভ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ ক্রিবিণ এখানে-ওখানে। 'বিবিধ-কুরুর ধন স্থানে২ ভাটার পূর্ণিত শাস্ত্রমতি সুপ্রকৃতি ...।' রামদাস, ১৮০১।

স্থানোপযোগী [স] বিণ হান সংকলন হয় এমন। 'দুইশত মনুষ্যের স্থানোপযোগী এক বৃহৎ পাতে ... যাত্রা করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

স্থাপক [স] ১ বিণ প্রতিষ্ঠাতা। 'পাঠশালার স্থাপক শ্রীমুত বাবু ধারকানাথ ঠাকুর।' দর্পণ, ১৮৮৬। ২ বি প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তি। 'ছেলোরা কলোজের স্থাপকদের দত্ত অর্থ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।' কৃষ্ণজবিনী, ১৮৮৫।

স্থাপত্য [স] বি ভবনাদি নির্মাণ বিষয়ক বিদ্যা। 'জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য।' বক্রিম, ১৮৮৭।

স্থাপত্যকলা [স] বি নির্মাণশিল্প। 'সিদ্ধুর মুসলিম স্থাপত্যকলা তাহার অন্যতম।' মাহেনত, ১৯৪৯।

স্থাপত্যনীতি [স] বি নির্মাণনীতি। 'বিভিন্ন ধরনের মুসলিম স্থাপত্যনীতি দেখতে পাই।' মাহেনত, ১৯৪৯।

স্থাপত্য-পদ্ধতি [স] বি ভবনাদি নির্মাণনীতি। 'মুসলিম স্থাপত্য-পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি অনাকৃষ্ট থাকবার বহু কারণ ছিল।' মাহেনত, ১৯৪৯।

স্থাপত্যবিদ্যা [স] বি পৌরবিদ্যা; দাশানকোঠা নির্মাণের বিদ্যা। 'এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যার সুদক্ষ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্থাপত্যশালা [স] বি জাদুঘর; ভাস্কর্য প্রকৃতি দর্শনের ঘর। 'স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্থাপত্য-সৌন্দর্য [স] বি নির্মাণের সৌন্দর্য। 'নিকোতনগুলির স্থাপত্য-সৌন্দর্য, তাদের উদ্দেশ্যের শোভা, তাদের বেষ্টনীর মনোহরিত্ব ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

স্থাপন [স] ১ বি প্রতিষ্ঠা। 'পুন সেই তিনবার করিল স্থাপন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি নিয়োগ। 'চারি কুতুব স্থাপনা করিল চারিজন।' আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি উপস্থাপন। 'ইন্দ্রপ্রহৃত গীয়া করিল

স্থাপন। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ বি প্রবর্তন। 'নূতন আইন স্থাপন করেন।' দর্পণ, ১৮২৭। ৫ বি নির্ধারণ। 'সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হয়েছে।' দর্পণ, ১৮২৯। ৬ বি অনুষ্ঠিত। '১৯ শ্রাবণ এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ৭ বি রাখা। 'পঞ্চদশী সন্ধ্যাসীরা আপনাদের চারিদিকে চারি স্থানে ও সমুখে অন্য স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া তপস্যা করেন।' অক্ষয়, ১৮৫০। ৮ বি স্থাপিত। 'কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চলাইয়া যাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৯ বি প্রতিষ্ঠিত। 'কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।
স্থাপন-কর্তা। [স] বি স্থাপনকারী। 'যেদিন স্থাপিত হয়েছিল সেদিন স্থাপন-কর্তা জগবন্ধু কবিরাজ মহাশয় ...।' তারা, ১৯৫৩।

স্থাপনকারি। [স] স্থাপনকারী। বি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত এমন। 'তাহারা পরিশ্রম করিলেই বিদ্যালয় স্থাপনকারি মহাশয়দিগের আশা পরিপূর্ণ হইবে।' জ্ঞানদেবগণ, ১৮৩৬।

স্থাপনোপযোগী। [স] বি উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা যায় এমন। 'দৈর্ঘ্যের আংশিক অংশওদিকে যুগ এবং স্থাপনোপযোগী করে নিবার চেষ্টা করেন।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

স্থাপনা। [স] ১ বি অবস্থান। 'তাহার মুখ্য কারণ পুণীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুণীসের বহুতর আইন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বি প্রতিষ্ঠা। 'দাতব্য বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও ছাত্রদিগের পরীক্ষার বিষয় আপন করিতেছি।' দর্পণ, ১৮৩৬।

স্থাপিত। [স] বি প্রতিষ্ঠাকারী। 'সমাজস্থাপিতা দয়ানন্দ বামীর প্রচারিত ভবের গুণ এই যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্থাপি। [স] স্থাপন। [স] স্থাপন করা। স্থাপি কি প্রতিষ্ঠা করি। 'অর্থক্স নাশিয়া ধর্ম স্থাপি মহিহলে।' মাল্যধর, ১৫০০। স্থাপি আছে কি স্থাপন করেছে। 'তার মাঝে স্থাপি আছে রক্ত সিংহবাহিনী।' আলোড়ন, ১৬৮০। স্থাপিলে কি স্থাপন করলে। 'সম্পদ বিপদ ভূমি দারু দুর্বা করহ ভূমি কাননে স্থাপিলে পলাশে।' মুকুন্দ, ১৬০০। স্থাপিয়াছে কি স্থাপন করেছে। 'আচার্য্যের স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। স্থাপিল কি স্থাপন করলে। 'স্থাপিল গণেশ পঞ্চ সেবতার পূজা।' রঙ্গরায়, ১৭৫০।

স্থাপিত। [স] ১ বি গঠিত। 'বজ্রের স্থাপিত আমি ইহা অধিকারী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। 'দশদিক সমুদ্রীয় ভুবন স্থাপিত।' বাহরায়, ১৬০০। ২ বি প্রতিষ্ঠিত। 'তাহা এই স্থানে স্থাপিত করিস।' রামরায়, ১৮০১। ৩ বি নিশ্চিত। 'আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সন্ধ্যারে থাকি।' দর্পণ, ১৮২১। ৪ বি প্রকাশিত। 'ক্ষমতা ইহার বিরপরপন্ন অধ্যাদির দৃষ্টির ঘটনা হয় নাই ইহলে বিশেষ বিররণ লিপি স্থাপিত হইত।' কৌমুদী, ১৮০০। ৫ বি প্রসারিত। 'যে ভূমি সমুদ্রের অধিক দূর পর্যন্ত স্থাপিত আছে তাহার শেষ ভাগকে অন্তরীপ কহা যায়।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৬ বি বীকৃত। 'অশোক রাজার শিল্পলিপি দ্বারা ও অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থাপিত হইয়াছে।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ৭ বি প্রচলিত। 'তৎপরিবর্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৮ বি প্রোথিত। 'পুত্রেরা মনে করিল, এ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, পিতার গুণ্ডন স্থাপিত আছে।' বিদ্যা, ১৮৬৬। ৯ বি উপস্থাপিত। 'বাত্সা সাহেব পার্লামেন্ট পর্যন্ত উচ্চ স্থাপিত করিয়াছেন।' এডুকেশন, ১৮৯০। ১০ বি গঠিত। 'ভক্ত অগভ্র স্থাপিত তোমার পাদশীর্ষে, তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে আজ রেখে যাব ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্থাপিতা। [স] ১ বি ক্রী স্থাপিত। 'প্রধান নগরেতে ... পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি ক্রী অধিষ্ঠিত। 'বাহার ঘরে

এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও ...।' বঙ্কিম ১৮৭৪।

স্থাপ্য। [স] ১ বি রেখে-দেওয়া। 'পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি সম্বন্ধী। 'স্থাপ্য ধন প্রজা হরে এ দুঃখ কহি করে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

স্থাবর। [স] ১ বি পৃথিবী। 'তোমার সন্তান সব জল স্থল স্থাবর আকাশ। কেতক, ১৬৫০। ২ বি সব কিছু। 'বীজ মধ্যে স্থাবর রাখিলে লুকায়িয়া।' আলোড়ন, ১৬৮০। ৩ বি সরানো যায় না এমন। 'যোগাঙ্গিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

স্থাবরজন্ম। [স] ১ বি অচেতন ও চেতন; জীব ও জড়। 'কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জন্ম/কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্ণন। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পরস্পর বিপরীত। 'সমস্তটা জড়িও স্থাবরজন্মের একটা অবসর যুগ্মী।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্থাবরভূত। [স] বি জড়ভূত। 'তোমার এই বনেদি স্থাবরভূত গৌরব করিব জিনিস নয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

স্থাবরাদি। [স] বি স্থানান্তরিত করা যায় না এমন সম্পদ ও অন্যান্য। 'তিন সহোদরে পৃথক হইয়া আপন আপন চিহ্নিত বিভক্ত স্থাবরাদি ধনে ভোগবান থাকিয়া ...।' চিত্রিতপত্র, ১৮২৯।

স্থায়ী। [স] স্থায়ী। বি স্থাপনযোগ্য কিছু। 'নিরঞ্জন আদমের ঘটে স্থাব থুইলা।' সুলতান, ১৭০০।

স্থায়ীভাবে। স্থায়ীভাবে

স্থায়ী। [স] বি স্থিত। 'অখ্যাত ও পাপ কল্পপর্যন্ত স্থায়ী।' গৌর, ১৮২২।

স্থায়িত্ব। [স] ১ বি স্থিতি। 'তলুতের আর স্থায়িত্ব অধিক সি থাকিলে না।' অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বি দীর্ঘায়ু। 'আমরা প্রদীপে উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

স্থায়িত্ব-তত্ত্ব। [স] বি স্থায়িত্ব সম্পর্কিত তত্ত্ব। 'তাহাকে উন্নতি-স্থায়িত্ব-তত্ত্ব অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

স্থায়িত্ব লাভ করা। [স] বি টিকে থাকা। 'কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

স্থায়ী কমিটি। [স] স্থায়ী-ই কমিটি। বি স্থায়ীভাবে কাজ করেছে এমন কমিটি। 'যে স্থায়ী কমিটি হবে আপনাকে তো তার প্রেসিডেন্ট হতো হবে।' মানিক, ১৯৩৬।

স্থায়ীভাবে, স্থায়ীভাবে। [স] ১ ক্রিবি স্থিতিশীল অবস্থায়। 'অন্তরঙ্গের উপরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ ক্রিবি বহুমূল্যভাবে। 'কর্ম্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারবহু স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ৩ ক্রিবি চিরকাল রক্ষা পাবে এমনভাবে। 'সে চিত্রিত লি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্থায়ী বি পাত। 'আহার্য রাখার স্থায়ী।' অবন, ১৯২৫।

স্থিত। [স] ১ বি বিশ্রাম। 'সুকাইয়া দুই প্রহর যার ঘরে স্থিত কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অবস্থিত। 'বকিংহাম প্যালেস লন্ডনে দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে স্থিত।' কৃষ্ণদাসী, ১৮৮৫।

স্থিত্য। [স] ১ বি বিদ্যাজ্ঞানী। 'স্থিত্যী সঞ্জয় ভদ্রায় না ব্যাধি সৃষ্টী, ১৯০৩। প্রায় যখন স্থিত্যী অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, মনটো রোগ-অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ২ বি স্থি-বুদ্ধিসম্পন্ন। 'এই স্থিত্যী মানুষটির কৌতুকোদ্ভাস প্রবাহাবলী তুলনা মেলা কঠিন।' শিব, ১৯৭০।

হিতপ্রজ্ঞ [স] ১ বি হির প্রজ্ঞাপূর্ণ। 'হিতপ্রজ্ঞ কে ভেদবুদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ?' বিষ্ণু, ১৯৪৪। ২ বিণ পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। 'পিছনের দিকে তাকালে পারেন এমন হিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নানুবিধী ... মুনিশ্রবর আমি দেখিনি।' মুক্তত্যা, ১৯৪৯।

হিতবার্থভোগী [স] বিণ হ্যায়ী বার্থ ভোগকারী। 'সমাজের অতিরঞ্জনশীল হিতবার্থভোগী শ্রেণী ...' আনোয়ার, ১৯৭০।

হিতা [স] বিণ ক্রী বিদ্যমান। 'নিভৃতদেশে গুপ্তনাবৃত্ত হিতা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

হিতাবস্থা [স] বি সাবকে অবস্থা। 'দহ্যামের হিতাবস্থা ফিরাইয়া আনা ও হামলা সম্পর্কে তদন্তের দাবী পূরণ করিয়া ...' আজাদ, ১৯৬৫।

হিতি [স] ১ বি বিদ্যমানতা। 'শ্রী হিতি প্রলংঘ্য জাহার কারন।' মালধর, ১৫০০; 'সুহি হিতি প্রলয় যাহার পাসে করে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি হিততা। 'শক্তি সনে তথি একে হিতি গতি।' মনিকরাম, ১৭৮১। ৩ বি হ্যায়ী। 'মহাজ্ঞান দিয়া সৌন্দর্যে তাহারদের হিতি করিয়া দেন।' রামরায়, ১৮০১। ৪ বি অবস্থান। 'আশনার এখানে কিছুকাল হিতি আছে।' কেরি, ১৮০২। ৫ বি অশ্রয়। 'এইখানেই আমার হিতি।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

হিতিক্রিয়া [স] বি হিতিক্রম কর্ম। 'শব্দ ও চক্র হিতিক্রিয়ার প্রতিমা।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

হিতিগতি [স] বি হিতিশীলতা এবং গতিশীলতা। 'জগদীশ্বরকে বাদ দিলে বাঁহাদের নিকট আমাদের হিতিগতি চিন্তাচেষ্টা ক্রিয়াকর্ম একেবারেই নিরর্থক ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'তাহার হিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হিতি পাওয়া ১ ক্রি হিতিশীলতা। 'নারী স্বভাবতই যে-হিতি পেয়েছে বলে বাসে ধীরে ধীরে সেই হিতিকে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ ক্রি হির হওয়া। 'কর্মনিষ্ঠ, চঞ্চল তার মনও হিতি পায় না।' এই অন্ধকারে।' শতকৃত, ১৯৫৮।

হিতিযোগ্য [স] বিণ বাস করতে পারে এমন। 'মৎস্যাদির হিতিযোগ্য ...' অক্ষয়, ১৮৪৩।

হিতিশীল [স] বিণ প্রারিনপন্নী। 'হিতিশীল ও গতিশীল দলভূতরা প্রতিরায়ে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক ...' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হিতিশীলতা [স] বি হিরতা। 'পাটের মূল্যের হিতিশীলতা এবং বিদেশী প্রতিযোগিতায় ...' আজাদ, ১৯৬৪।

হিতিস্থাপক [স] বিণ প্রসারণ-সংকোচন করার পরেও আগের অবস্থায় চলে যেতে পারে এমন। 'এই বিবেচনায় উদাহরণকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও হিতিস্থাপক করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

হিতিস্থাপকতা [স] বি সহজে প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়ার যোগ্যতা। 'দুপয়ের হিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়বার উপায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'সম্প্রতি সেই সহজ হিতিস্থাপকতাও আমি হারিয়েছি।' সুদীপ্ত, ১৯৩৭।

হিতিস্থাপন [স] বি হিরতাবিধান। 'কপালকুণ্ডলার চিত্র চঞ্চল হইলে কে তাহার হিতিস্থাপন করিবে।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

হিতি [স] হিতি বি বসতি। 'সে দেব সনে নেহা বাড়াইলোঁ হএ বিষ্ণুপরে হিতি।' বড়ু, ১৪৫০।

হিতীয় বিণ হ্যায়ী। 'হিতীয় হালের অপেক্ষায় শকুনির মতো বাসে

রয়েছে।' ওয়ালী, ১৯৪৪।

হির [স] ১ বিণ অচঞ্চল। 'মোর চিত্র নহে হির।' বড়ু, ১৫৭০। ২ বিণ হ্যায়ী। 'চও মুণ্ড আদি বীর রূপে কেহ নহে হির।' রূপরাম, ১৭৫০। ৩ বিণ নির্ধারিত। 'একটি সুমানুষের কন্যা হির করিয়া আনুন।' কেরি, ১৮০২। ৪ বিণ প্রাণশীল। 'যখন জড় ও হির স্বভাব জানিলে ...' তারিণী, ১৮০৩। ৫ বিণ নির্ধারিত। 'ভাল দিবস হির করিয়া যাত্রা কর।' রাজীব, ১৮০৫। ৬ বিণ গতিত। 'গলাঙ্গাণে বন কাটাইয়া গমন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় হির হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৮১। ৭ বিণ প্রতিষ্ঠিত। 'যে বাহু শ্রীরামপুরে হির হইয়াছে তাহাতে ...' দর্পণ, ১৮৯৯। ৮ বি জোশাড়া। 'দাশালের আগিয়া কহিলেক বাবুড়ী টাকা হির করিয়াছি।' ভবানী, ১৮২৫। ৯ বিণ শান্ত। 'তাহার মূর্ত্যুভ্যন্তর হির থাকিতে ভালবাসে না।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ১০ বি বিশ্বাস। 'স্বতস্তুই বলিয়া হির।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ১১ বিণ বহু। 'শান্তি পাই, শান্তিহীন না করিলে হির।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হিরচপলা [স] বি ক্রী হিরবিন্দু। 'এ কী এ, এ কী এ, হিরচপলা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হিরচিও [স] বি শান্ত মন। 'অব্যাকুলিত হিরচিও এ সকল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য?' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হিরতর [স] ১ বিণ নিশ্চিত। 'আগে বাবাজীউর হিরতর রাজেন্দ্রতি ...' বড়ু, ১৭৭৯। ২ বিণ হিতিশীল। ওয়া, ১৭৮২; 'সদ্যেটের সৈনিকেরা হিরতর।' জীবন, ১৯০০।

হিরতরানুগ [স] বি বিশেষ অনুগাণ। 'পরম পুরুষেতে হিরতরানুগ হয় না।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

হিরতা [স] ১ বিণ অবিলম্ব। 'সৌদামিনী রয়ে, হিরতা কবে।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০। ২ বি নিশ্চয়তা। 'এই প্রকারে তাহার ব্যক্তের যদি কিছুমাত্র হিরতা থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার হিরতা কি।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ৩ বি মিতৈয়। 'প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের হিরতা হওয়া চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বি হ্যায়িত। 'বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের হিরতা থাকে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হিরতীত্র [স] বিণ হির ও তীক্ষ্ণ। 'হিরতীত্র চক্ষু অন্ধকারে উলমল করে উঠল।' নজরুল, ১৯৩০।

হিরত্ব [স] ১ বি হিরতা। 'বালাভায়ায় হিরতা বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই ...' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি হ্যায়িত। 'আমাদের কিছুর মধ্যেই হিরত্ব নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হিরত্ব লাভ করা ক্রি হিতি। 'ওই সচল অস্ত্রগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে ... নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে হিরত্ব লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

হিরনিবন্ধ [স] বিণ হিরভাবে নিবদ্ধ। 'রাজবেতাবের কুহেলিকাঙ্কন গিরিত্বার প্রতি করুণ গোলুপ দৃষ্টি হিরনিবন্ধ করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

হিরনিচয় [স] বিণ দৃঢ়চক্কর। 'অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও হিরনিচয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হিরনিশ্চিত [স] বিণ সুনিশ্চিত। 'আমি সত্যায় ফিরব এই বিষয়ে ছবি হির নিশ্চিত।' আগাডাখিন, ১৯৬০।

হিরপ্রজ্ঞ [স] বিণ অবিলম্ব প্রজ্ঞার অধিকারী। 'বেণীবাবু হিরপ্রজ্ঞ

...।' গ্যারী, ১৮৫৮।

হিরপ্রতিজ্ঞ [স] ১ **বিপ** অবিচল। 'হিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্মকারক মৃত মেজর সর্ক সাহেব।' **দর্পণ**, ১৮৩০। ২ **বিপ** প্রতিজ্ঞায় অটল। 'জুজুরী ধরে হিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বন্ধবাবুর বাড়িতে গেলোম' **হেতাম**, ১৮৬১।

হিরপ্রভা [স] **বি** যার দীপ্তি হির। 'হিরপ্রভা ভাবে নিতা ক্ষণপ্রভা রূপী' **মাইকেল**, ১৮৬২।

হির বিশ্বাস [স] **বি** নিশ্চিত ধারণা। 'আমার হির বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা ...' **রবীন্দ্র**, ১৯২৩।

হিরবিশ্বাসী [স] **বিপ** সুনিশ্চিত। 'পোড়া কপাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই খবর একরূপ হিরবিশ্বাসী ছিলেন।' **মনসুর**, ১৯৫৫।

হিরবুদ্ধি [স] **বি** অবিকল বুদ্ধি। 'এইরূপ কার্য নির্বাহার্থে ধৈর্য, দায়, ও হিরবুদ্ধি আবশ্যক।' **অক্ষয়**, ১৮৫০।

হিরভাবে [স] ১ **ক্রিবিপ** শাস্তভাবে। 'নৌকা সকল জলোপরি প্রবান হইয়া হিরভাবে চলে।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯। 'অনেকরূপ হিরভাবে থাকিয়া, শেষে দীর্ঘনিবাস দুকাইয়া ...।' **বঙ্কিম**, ১৮৭২। ২ **ক্রিবিপ** দৃঢ়ভাবে। 'পূর্বাপেক্ষা হিরভাবে উত্তর করিলেন, "আর কিছুই চাই না।" **বঙ্কিম**, ১৮৬৫। ৩ **ক্রিবিপ** অচঞ্চলভাবে। 'হিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।' **বঙ্কিম**, ১৮৭২।

হিরমতী [স] **হিরমতি** **বিপ** স্ত্রী অবিকল। 'পরম সুনীতিবতী অতিশয় হিরমতী।' **সুলতান**, ১৭০০।

হিরমস্তিষ্ক [স] **বিপ** ধীরস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন; ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা। 'হিরমস্তিষ্ক অভিজ্ঞ চিকিৎসক চাই।' **দর্শন**, ১৯২৬।

হিরমুদ্রা [স] **বি** চিত্রিত অঙ্গভঙ্গি। 'বাসনার হিরমুদ্রা সম্পন্ন যদি করে নাতিমূল।' **মাহমুদ**, ১৯৬৬।

হিররূপে [স] **ক্রিবিপ** ধীরতা সহকারে। 'ইহাদের মুখে একটি নিরন্তরপরাময় বৎসল ভাব, হিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৭।

হিরলক্ষ্য [স] **বিপ** হির হয়ে থাকে এমন; অপলক। 'যত দিন পর্যন্ত ... তোমার বাহ বলিষ্ঠ চক্ষু হিরলক্ষ্য না হয়।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭। 'হিরলক্ষ্য নয়নের কার্যকর যেরূপে হিরলক্ষ্য।' **সুশ্রী**, ১৯২৯।

হিরসঙ্কল্প, **হিরসঙ্কল্প** [স] **বিপ** হিরপ্রতিজ্ঞ। 'কর্তব্যাকর্ষে হিরসঙ্কল্প' **বঙ্কিম**, ১৮৭৩; 'পিয়ালো বাজাবেন বলে বাড়ি থেকে হিরসংকল্প হয়ে এসেছেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

হিরসিদ্ধান্ত [স] **বি** স্থায়ী যীমান্স। 'বোঝাপড়া হয়ে একটা হিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১।

হিরস্লিদ্ধ [স] **বিপ** অটল অথচ কোমল। 'হিরস্লিদ্ধ দৃষ্টি' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

হিরা [স] **বিপ** স্ত্রী শাস্ত। 'তখন রায়ের বনিতা হিরা হইলেন।' **রাজীব**, ১৮০৫।

হিরানন্দ [স] **বি** নির্বল আনন্দ। 'আননে হিরানন্দের নিদর্শন প্রকাশ পাইতে লাগিল।' **অক্ষয়**, ১৮৪৯।

হিরানুসারে [স] **ক্রিবিপ** সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। 'এই হিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্জমান দেয়াছেন।' **দর্পণ**, ১৮১৯।

হিরা [স] **হিরা** **বি** হিরতা। **তর্জা**, ১৮৫০।

হিরীকৃত [স] ১ **বিপ** নির্ধারিত। 'বেতন অভ্যঙ্গ হিরীকৃত হইয়াছে জৌমুগী, ১৮৩১। ২ **বিপ** নির্ণীত। 'সমুদ্রের রাণীকৃত জল ... নীলব দেখায় কেন, তাহার কারণ এ পর্যন্ত হিরীকৃত হয় নাই।' **বিদ্যা** ১৮৫১। ৩ **বিপ** নিশ্চল। 'দুই চক্ষু হিরীকৃত করিয়া, প্রাণত্যা করিল' **অক্ষয়**, ১৮৫৫।

হিরীকৃত [স] **বিপ** স্থিরতাপ্রাপ্ত। 'সেই রস কঠিন হইয়া ... হিরীকৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

হীর [স] **হিরা** **বিপ** অবিকল। 'মন্ত্রণা করিয়া হীর করণীর সঙ্গে করীন্দ্র, ১৬৮৯।

হীরচিহ্ন [স] **হিরচিহ্ন** **বি** অবিকল মন। 'হীরচিহ্নে দুই নয়ন মুদ্রি করিয়া ধ্যান করিতেছেন।' **গ্যারী**, ১৮৬০।

হীরা [স] **হিরা** **বিপ** স্ত্রী হির। 'বরমহিলা বলিলে ব্রহ্মি হীরা, হীর শাড়া।' **দীপিকা**, ১৮৮৭।

হুল [স] **হুল** ১ **বিপ** পুরু। 'কটিভে বন্ধ দৃঢ় হুল পট্টডোরি।' **কৃষ্ণদাস** ১৫৮০। ২ **বিপ** (হিন্দুপুরাণ) মোটাসোটা। 'শিবস্তু মহামতি হু তনু বর্ষ অতি' **কৃষ্ণরাম**, ১৭২০; 'হুল চাকচিক্য শরীর ও উদ বভাব' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১০। ৩ **বিপ** (হিন্দুপুরাণ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। 'বিরোচন ত্র্যক্ষর অভিশ্রায় বৃষ্টিতে না পারিয়া এই হুল শরীরে সেই আত্মা ...।' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১০। ৪ **বিপ** প্রধান। 'গত বৎস হুলে ২য় ২য় কর্ম এই দেশে নিশ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি' **দর্প** ১৮২০। ৫ **বিপ** মোটামুটি। 'হুল বিবরণ লিখিতেছি।' **দর্প** ১৮২৩। ৬ **বিপ** বিস্তারিত। 'উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার হুল বিবরণ' **দর্প**, ১৮২৩। ৭ **বি** সারমর্ম। 'তাহার হুল আমরা তর্জ করিয়া প্রকাশ করিতেছি।' **দর্পণ**, ১৮২৩। ৮ **বি** মূল বিষয়। 'এক্ষণে হুল প্রকাশ করা গেল।' **দর্পণ**, ১৮২৫। ৯ **বিপ** কঠিন। 'তবে অম্যান হই যে তত্রস্থ লোকেরদিশের প্রাণ সংস্থানের বিষয় হু হইবেক' **দর্পণ**, ১৮২৮। ১০ **বিপ** বৃহৎ। 'ধ্বংসপথের ব্যাঘাত' **হুল** পদার্থ দৃষ্টি হানি হয় নাই।' **দর্পণ**, ১৮২৯। ১১ **বিপ** মূল। 'যেখানে হুল লক্ষিত বৃষ্টিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে ব পরিচয়।' **বঙ্কিম**, ১৮৭৫। ১২ **বিপ** অসম্ম। 'আমাদের প্রা অত্যন্ত হুল গোছের রসিকতা নিষ্কপে করিয়াছেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫। ১৩ **বিপ** নীরস; অতি সাধারণ। 'এই জ্যোৎস্নার কবিতাটুকু ছাঁকি লইয়া এমনি হুল মূহূর্ত্তলিকে অপূর্ব করিয়া তুলিত?' **মানিক** ১৯৩৬।

হুল কথা **বিপ** প্রধান কথা। 'হুল কথা হীমান্সা ইহাতে কই হইল বঙ্কিম, ১৮৯২।

হুলকায় [স] ১ **বিপ** মোটাসোটা। 'এক্ষণে ও-যেরূপ হুলকায়, বিশ্বসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না।' **অক্ষ** ১৮৪৯। ২ **বি** বৃহত্তর। 'হিন্দুসমাজের ভাষান্তির সহস্র ... প্রাচীন ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় হুলকায় হইয়া উঠিতেছিল।' **রবীন্দ্র** ১৮৮৫। ৩ **বিপ** বৃহৎকার। 'রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়া রমাই ভাঁড়ের মতে হুলকায় দেওয়ানজী তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৭।

হুলকায়া [স] **বিপ** স্ত্রী মোটাসোটা। 'দুজন হুলকায়া গৃহিণীর মাে পড়িয়া মতির পরম বোধ হইতেছিল।' **মানিক**, ১৯৩৬।

হুলত [স] **বিপ** সাধারণভাবে। 'হুলত পুরুষে বাম সুস্থ গতি।' **চাঁ** ১৫৫০।

হুলতনু [স] **বিপ** বিশাল দেহের অধিকারী। 'পরম আচার্যি কৌটাকটা হুলতনু হিরণি কুণ্ড' **রবীন্দ্র**, ১৯১৫। 'হুলতনু ভয়ংক

বাধা ।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

স্থলতম বিপ অতিশয় স্থল। 'সুখতম তর্ক-জ্ঞান এবং স্থলতম জড়ত্ব বিজ্ঞান করিয়া সরল সবল অটল ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'ধনসম্পদের স্থলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্বাবকগণের বর্ণনামানক অধঃকৃত করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

স্থলভার [স] ১ বিণ অপেক্ষাকৃত গুরু। 'তাহার সমীপবর্তিনী অন্য নাকী পূর্বোক্তা স্থলভার হইয়া পূর্বোক্ত নাকীর কার্য সমাধা করে।' অক্ষয়, ১৮৪৮। ২ বিণ অপেক্ষাকৃত মোটামোটা। 'আদ্যো তাহার স্থল শরীর লইয়া স্থলভার উপাধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্থলভা [স] ১ বি হটপটতা। 'তাহার শরীরের আকার, স্থলভা, তারবস্ত্র যেরূপ, তিনি তৎপরিমাণে ঐ সকল বিষয় প্রাপ্ত হইবেন নাই।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ বি স্থলদৃষ্টি। 'দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থলভা ভেদ করিয়া বর্ধন দেখা দেয় ...' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৩ বি অসুস্থতা। 'সদীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থলভা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

স্থলভূত [স] ১ বি প্রাচুর্য। 'আহারপট লোক যদি খানার স্থলভূতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০০। ২ বি দৈহিক বিপুলতা। 'ব্যায়ামভাষ্যে যদি স্থলভূত না কমে।' বেগম, ১৯৪৯।

স্থলদর্শিতা [স] বি সূক্ষ্ম জিনিস দেখিতে পারার অক্ষমতা। 'এ কথা বলায় শুধু স্থলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়।' প্রথম, ১৯১৫।

স্থলদর্শী [স] বিণ অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। 'তাহারা নিত্য স্থলদর্শী।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

স্থলদৃষ্টি [স] বি সাধারণ দৃষ্টি। 'তবু মোটামোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থলদৃষ্টি এড়ায় না।' অন্নদা, ১৯২৯।

স্থলদৃষ্টিসম্পন্ন [স] বিণ অগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। 'ডাক্তারি স্থলদৃষ্টিসম্পন্ন লোক।' বনমূল, ১৯৩৬।

স্থলনিতিবিনী [স] বিণ ক্রী সুপট নিতিবিশিষ্ট। 'স্থলনিতিবিনী মমুরভাগিনী গল্পের গামিনী।' ভবানী, ১৮২৫।

স্থলবুদ্ধি [স] বি বুদ্ধিতে সুস্থতা নেই এমন। 'স্থলবুদ্ধি বিধাক্রান্ত বিকৃতচেতনদের মধ্যে মিলেমিশে বেশ থাকত।' তারা, ১৯৪৩।

স্থলবৃত্তান্ত [স] বি মোটামোছের বিবরণ। 'কলিকাতা নগরের স্থলবৃত্তান্ত করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত হইলাম।' ভবানী, ১৮২৩।

স্থলভাগ [স] বি বড় অংশ। 'তার স্থলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে।' মুক্তভা, ১৯৪৯।

স্থল স্থল [স] বিণ প্রধান প্রধান। 'আমরা আপাততঃ কয়েকটি স্থল স্থল বিষয়ের প্রতি দেখাইব।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

স্থললাভ [স] বিণ মোটা অঙ্কের অর্জলাভ। 'কর্ণশানয়নমুদ্রিত পূর্বক স্থললাভ ফলাকাকী হইয়া ব'ই বাগিচা ...' দর্পণ, ১৮৩৮।

স্থলাকায় [স] বিণ স্থলকায়। 'বোঁচা বোঁচা গৌড়ওয়ালা স্থলাকার জ্ঞানলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকণ্ঠ হইয়া গড়িয়াছিলেন।' বনমূল, ১৯৩৬।

স্থলাগিনী [স] বিণ ক্রী মোটামোটা। 'একটি স্থলাগিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল।' বনমূল, ১৯৩৬।

স্থলানীয়া [স] বিণ ক্রী স্থল দেখের অধিকারী। 'স্থলানী বলিলেই ইহার নিশা হইবে।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

স্থলার্ধ [স] বি সাধারণ অর্থ। 'মহাশয়ের মতের স্থলার্ধের সহিত আমি নিত্য একা ...' দর্পণ, ১৮৩৮।

স্থলানোর [স] বিণ পেট মোটা এমন। 'এক স্থলানোর বানর।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

স্থৈর্য, স্থৈর্য [স] ১ বি নির্ভরতা। 'সাহেব লোকের আজ্ঞামতে পুনঃ স্থৈর্য হইল।' ডানকান, ১৭৮৪। ২ বি নির্দিষ্টতা। 'বিবাহকালীন বরপাড়া ১০/৫টা তাহার স্থৈর্য নাই।' দর্পণ, ১৮২৭। ৩ বি স্থিরতা। 'পরমেশ্বরের নিরাক্ত উপাসনা, সুমতির স্থৈর্য, সাধুসং ...' প্যারী, ১৮৬০। ৪ বি মানসিক দৃঢ়তা। 'বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

স্থৌল্য [স] বি স্থলতা। 'সেই প্রকাত স্থৌল্য মত আপনাকে বিতার করে।' তারিণী, ১৮৩৩।

স্নব [স] ১ বিণ উন্মাদিক। 'এইপ্রকার লোকদিগকে ইংরাজীতে স্নব বলে।' কৃষ্ণজানি, ১৮৮৫। ২ বিণ চালবাজ। 'এক কথায় স্নব।' অচিভ্য, ১৯৫০।

স্নবারি [স] বি উন্মাদিকতা। 'হেনরি জেমস-এর অনবদ্য উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে প্রায়ই ভেবেছি যে কথকের 'স্নবারি'।' সুশীল, ১৯৩৭।

স্নবিশ [স] বিণ উন্মাদিক; অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা না-দেখিয়ে অশ্রদ্ধার মনোভাব দেখায় এমন; অন্যের তুলনায় নিজেকে বড়ো মনে করে এমন। 'স্নবিশির ইংরেজিতে ক্রটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

স্নাইপ [স] বি কাদাবোঁচা পাখি। 'বুড়, লালশিরে, স্নাইপ, বুনোমুগী, বাগিশা ...' জীবন, ১৯৩২।

স্নাতক [স] ১ বি শিক্ষার্থী। 'শ্রীবাস নারদ-কাছ স্নাতক শ্রীরাম।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি স্নানকারী ব্যক্তি। 'ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ।' সুশীল, ১৯৩৭।

স্নাতা [স] বিণ ক্রী স্নান করেছে এমন। 'ওই স্নাতা সুন্দরীর চারু নৃপেরে রত্ন-মুখ।' নজরুল, ১৯২৭।

স্নান [স] বি অবাহন; গোসল। 'কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।' বড়ু, ১৪৫০; 'স্নান করাইয়া রাজা দেহত মেশানি।' মালাধর, ১৫০০; 'স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

স্নান-আহার [স] বি স্নান ও খাদ্য গ্রহণ। 'পরমেশ্বর এ ভিটার স্নান আহার করিতে দেন, এমন বোধ হয় না।' গীনবন্ধু, ১৮৩০।

স্নানকারী [স] বি স্নান করছে যে। 'জলধারায় এমন অতীতিক্ত জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানকারী ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

স্নানক্রিয়া [স] বি স্নানের কাজ। 'পরে তৈল মর্দন করিয়া ... স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর ... ভোজন করেন।' ভবানী, ১৮২৩।

স্নানঘর [স] বি স্নানের ঘর। 'আমার গতির দৌড় ছিল স্নানঘর পর্যন্ত।' রঙ্গীল, ১৯৩৬।

স্নানদান [স] বি স্নানের কাজ। 'প্রাতঃক্রিয়া করিয়া করিল স্নানদান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

স্নান-প্রসাধন [স] বি স্নানের সময়ে ব্যবহৃত সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্য। 'স্নান-প্রসাধন সুকর হবে বলে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপস্থিত করা হচ্ছে।' অন্নদা, ১৯২৯।

স্নানযাত্রা [স] ১ বি (হিন্দু ধর্মমতে) জ্যোতি-পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের স্নান-উৎসব। 'এই বার স্নানযাত্রার সময়ে ...' দর্পণ, ১৮১৯;

‘বসেছে আজ রথের তলায়/ স্নানখাতার মেলা -’ রবীন্দ্র, ১৯০০।
২ বি (হিন্দু আচার) গঙ্গায় স্নানের জন্য যাত্রা। ‘কখন মাহেশের
স্নানখাতা সন্দর্শনে যান।’ ভবানী, ১৮২৫।

স্নানরতা [স] বিপ স্নান করছে এমন। ‘স্নানরতা একটি যুবতী
নারীকে দেখতে পায়।’ ওয়ালী, ১৯৬৪।

স্নানশালা [স] বি স্নানের ঘর। ‘স্নানশালায় ফোয়ারার মুখ হইতে
গোলাগাঙ্গী জলখারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্নানতন্ত্র [স] বিপ স্নানের কারণে তন্ত্র। ‘জলের রহস্যগর্ভ থেকে
একটি স্নানতন্ত্র অলৌকিক জ্যোতিষিভিমা উদ্গিত।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্নানসেবা [স] বি স্নানের কাজ। ‘জনপদবৃক্ষের স্নানসেবায় চক্ষু
উৎসজলসঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ।’ রবীন্দ্র, ১৯২৯।

স্নানস্নিগ্ধ [স] বিপ স্নানের ফলে স্নিগ্ধ। ‘স্নানস্নিগ্ধ শরীরের ... বাড়ির
দিকে তাহার যাত্রা।’ রবীন্দ্র, ১৯১২।

স্নানাগার [স] বি স্নানের ঘর। ‘ইহার নিকটস্থ এক মনোরম স্নানাগার
সমুদ্রতীরে বিরাজমান আছে।’ অক্ষয়, ১৮৪২।

স্নানাদি [স] বি স্নান ও আনুষ্ঠানিক কাজ। ‘বিধিযত কৈল তেঁহে
স্নানাদি-তর্পণ।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

স্নানান্তে [স] ক্রিবিপ স্নানের শেষে। ‘স্নানান্তে শ্বেত চন্দ্রদী শাড়ি ও
সাদা চেলি পরছেন।’ মহাশেখা, ১৯৬৬।

স্নানার্থ [স] ক্রিবিপ স্নানের জন্য। ‘... পুত্তলিকা তাহাতে স্থাপন
পূর্বক স্নানার্থ গমন করে।’ কৈলাসবাসিনী, ১৯৬৩।

স্নানার্থিনী [স] বিপ স্নান করি উদ্দেশ্যে আসে এমন। ‘স্নানার্থী
স্নানার্থী জনপদবৃক্ষের বাহুলা নেই।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্নানার্থী [স] বি স্নানের উদ্দেশ্যে আগত যে। ‘শেষরাত্রি হইতে পথে
স্নানার্থীদের ভিড়।’ বিকৃতি, ১৯২৯।

স্নানাগার [স] বি স্নানের জায়গা। ‘স্নানাগরে জলস্রোয় দিলেন দর্শন।’
রঙ্গ, ১৮৫৮।

স্নানাত্মক [স] স্নান-গুণক বিপ ঋতুকাল শেষে স্নান করে পবিত্র-হওয়া।
‘স্নানাত্মক হয়ে রানী চতুর্থ দিবসে ...।’ মানিকরায়, ১৭৮১।

স্নানাহার [স] বি স্নান ও খাওয়া। ‘নিরুদ্বেবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া
তারপর চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

স্নানাত্মিক [স] বি স্নান ও উপাসনা। ‘আমার শব্দকে স্নানাত্মিক
নামাইয়া দাও।’ বঙ্কিম, ১৮৮২।

স্নানীভূত [স] বিপ স্নানশরূপ। ‘রাজবরোধবাসিনীগণের স্নানীভূত
রূপলাবণ্য দৃশ্যস্তের ‘মরগ-পথে আসিল।’ বঙ্কিম, ১৮৮৭।

স্নায়ব [স] বিপ স্নায়ু সংক্রান্ত। ‘বায়ব অপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর
তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ...।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্নায়বিক [স] বিপ স্নায়ুসংক্রান্ত। ‘আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত
বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে?’ জগদীশ, ১৯১৬।

স্নায়বিক অভিজ্ঞতি বি স্নায়ুজনিত কারণে অভিজ্ঞত হওয়ার অবস্থা।
‘অধিকাংশ অপরাধের মূলে আছে স্নায়বিক অভিজ্ঞতি।’ রবীন্দ্র, ১৯৩১।

স্নায়বিক রোগ [স] বি স্নায়ুঘটিত রোগ। ‘স্নায়বিক রোগমগ্ন পরিবারে
জন্মে কি?’ বেগম, ১৯৪৮।

স্নায়বীয় [স] বিপ স্নায়ুসংক্রান্ত। ‘স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ
লক্ষণ আছে।’ জগদীশ, ১৯১৬।

স্নায়ু [স] বি জীবদেহের অনূভূতি ও গতিসঞ্চারণক সূক্ষ্ম সূত্রসমূহ; স্নায়ুতন্ত্র
‘নাসিকারন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে।’
বিদ্যা, ১৮৫১।

স্নায়ুকেন্দ্র [স] বি অনুভূতির কেন্দ্র; মস্তিষ্ক। ‘স্নায়ুকেন্দ্রে উচ্চকিত সে-
নায়িকা শ্রেয়সী আমার।’ আহসান, ১৯৫৯।

স্নায়ুজাল [স] বি স্নায়ুসমূহ। ‘মহেন্দ্রের গীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল
হইয়া আসিয়াছে।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্নায়ুতন্ত্র [স] বি সংবেদনশীলতা। ‘ভারতবাসীকে তোমাদের
ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে সূক্ষ্ম করেননি।’ রবীন্দ্র
১৮৯৩।

স্নায়ুতন্ত্রী [স] বি সংবেদনশীলতা। ‘বাদের স্নায়ুতন্ত্রী ছোটো বড়ো
সকল প্রকার আঘাতেই খন খন করে বেজে ওঠে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্নায়ুবিকার [স] বি স্নায়বিক বিকলতা। ‘ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার
ঘটিত নাকি।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

স্নায়ুমণ্ডলী [স] বি স্নায়ুজাল। ‘আমার স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে ...।’ বিকৃতি
১৯৩১।

স্নায়ুসূত্র [স] বি স্নায়ুতন্ত্র। ‘যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যক্ত
করে ...।’ জগদীশ, ১৯১৬।

স্নিগ্ধ [স] ১ বি শোভাময়। ‘বরিসনের ধারা পায়্যা গিরি স্নিগ্ধ হৈল।
মালধার, ১৫০০। ২ বিপ সুন্দর। ‘নিখল শীতল স্নিগ্ধ করিল
মনেরে।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বিপ মধুর। ‘বিন্দু মৃদু সদৃশ
গুণীল স্নিগ্ধ করণ তুমি।’ কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিপ অত্যন্ত
ফলনশীল; উর্বর। ‘স্নিগ্ধ বাহুর।’ মনোএল, ১৭৪৩। ৫ বিপ তাহা
‘এই বৃক্ষের ডাল ও পাতা সর্বদা স্নিগ্ধ থাকে।’ দর্পণ, ১৮২০। ৬
বিপ লাভ্যমান্য। ‘তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা।’ রবীন্দ্র
১৮৮৮। ৭ বিপ নয়নজুড়ানো। ‘ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল।’ রবীন্দ্র
১৮৯২। ৮ বিপ স্নেহপূর্ণ। ‘স্নিগ্ধ মাতৃপাণি চিত্তাত্ত্ব ভালে তার তাকে
তালে বারম্বার হানি।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৯ বিপ সুমিষ্ট। ‘মধু-
কণ্ঠধরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড়ো ভালো করিলে।’
রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্নিগ্ধকর [স] ১ বিপ সুশীতল। ‘কোন নিভৃত স্নিগ্ধকর ছায়ায়ম হ্রাৎ
দিত্তা যায়।’ অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিপ মধুর। ‘করকটি বেলায় উভ
বড় স্নিগ্ধকর।’ বঙ্কিম, ১৮৭৫।

স্নিগ্ধকান্ত [স] বি লাভ্যমান্য যে। ‘স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসে।’
রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্নিগ্ধকারণ্য [স] বি কোমল করুণা। ‘এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারণ্য
আমার বুকে কেমন ...।’ নজরুল, ১৯২৪।

স্নিগ্ধগন্ধ [স] বি মধুর সুবাস। ‘ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘ
স্নিগ্ধগন্ধ।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

স্নিগ্ধগন্ধী [স] বিপ স্নেহপূর্ণ অথ গন্ধী। ‘অনুপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগন্ধী:
মুখে সমুদ্রে স্নেহে ভক্তকে বহুস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন ...।’
রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্নিগ্ধতম বিপ অতিশয় স্নেহপূর্ণ। ‘কল্যাণ কঠোর কাষ্ঠ, ক্ষম
স্নিগ্ধতম।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

স্নিগ্ধতা [স] ১ বি উর্বরতা। ‘মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি কোমলতা
‘তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাধি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা
সহিষ্ণুতা আছে।’ রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি লাভ্য। ‘মুখের উপ:
একটা শান্তির স্নিগ্ধতা অবতীর্ণ হইল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৬।

শ্লিষ্ট নবীন [স] বিণ কোমল। 'শ্লিষ্ট নবীন রৌদ্রাট ... আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শ্লিষ্টনয় [স] বি শ্লিষ্টপূর্ণ চোখ। 'স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ শ্লিষ্টনয় উত্থাপিত করিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্লিষ্টনোত্রা [স] বিণ সুন্দর চোখওয়ালা। 'ধূম্রবর্ণা, শ্লিষ্টনোত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাস্যরব করিল।' বনকল, ১৯৩৬।

শ্লিষ্টশ্যাম [স] বিণ সতেজ ও সবুজ। 'ঐ শ্লিষ্টশ্যাম পার্ক ছেড়ে চলে যায়।' শ্যামসুর, ১৯৬৬।

শ্লিষ্টস্বর [স] বি কোমল স্বর। 'মাথায় হাত বুলাইয়া শ্লিষ্টস্বরে কহিলেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

শ্লিষ্টহসিত [স] বিণ মৃদুময় হাসিপূর্ণ। 'শ্লিষ্টহসিত বদন-ইন্দু।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্লিষ্টোজ্জ্বল [স] বিণ মনোরম ও উজ্জ্বল। 'গন্ধদীপ শ্লিষ্টোজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করিতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৬৩।

স্নেহ [স] ১ বি আদর। 'তা সভারে স্নেহ করি নদের নন্দন।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি সৌজন্য। 'তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন উদ্ধব।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি মমতা; ভালোবাসা। 'মনেরে পেষণ করি বার কর স্নেহ।' তপ্ত, ১৮৫৮।

স্নেহঅক্ষল [স] বি স্নেহের আঁচল। 'তুই মুছিয়ে দিবি দুঃখজ্বালা তোর স্নেহঅক্ষলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

স্নেহ-অধিকার [স] বি স্নেহের অধিকার। 'তপ্ত নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার প্রচারিল - যেতে আমি দিব না তোমায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্নেহ-অশ্রু [স] বি স্নেহের অশ্রু। 'জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে, তাদের উগ্রতা পরে, প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

স্নেহ-আঁধি [স] বি স্নেহ-অশ্রু। 'এই গানে রেখে যার মোর স্নেহ-আঁধি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

স্নেহআঁচল [স] বি স্নেহ-অক্ষল। 'স্নেহের আঁচল টেকে স্নেহআঁচলে।' নজরুল, ১৯৩৫।

স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশ [স] বি স্নেহযুক্ত আলিঙ্গনের বন্ধন। 'স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশে বন্ধ না হইলে, কীদে ভ্রমিতে পড়ে হয়ে স্রিয়মাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

স্নেহ-উপহার [স] বি স্নেহযুক্ত উপহার। 'স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই, কী যে দেব তাই ভাবনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

স্নেহকরস্পর্শ [স] বি প্রীতিময় হাতের ছোয়া। 'তোদের সেই সেরাপূর্ণ স্নেহকরস্পর্শ রয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্নেহকল্যাণময় [স] বিণ স্নেহ ও আশীর্বাদপূর্ণ। 'সে প্রশংসা-ভরা স্নেহকল্যাণময় অক্ষকাতর দৃষ্টি।' নজরুল, ১৯২২।

স্নেহকাতর [স] বিণ ভালোবাসার বিহবল। 'সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্নেহকারী [স] বিণ স্নেহ করে এমন। 'স্নেহকারী জন-প্রাণ হুমি দেবপুত্র।' মাইকেল, ১৮৬৬।

স্নেহকোমলতা [স] বি বাসল্যের মাধুর্য। 'বাজালী নারীর স্নেহকোমলতার ও দোষগুণের সমাবেশ।' হাই, ১৯৫০।

স্নেহ-কোল [স] বি স্নেহপূর্ণ কোল। 'ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্নেহসুখা [স] বি স্নেহের আকাক্ষা। 'তব চোখে-মুখে এ অভূতি এ

কী স্নেহ-সুখা।' নজরুল, ১৯২৩।

স্নেহশোণা [স] বি মায়াবর শোণা। 'এ কী সুশ্রীর্ণ স্নেহশোণা অতুনিধি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহশক্তি [স] বিণ স্নেহপূর্ণ। 'কথাতলি যে অত্যন্ত স্নেহশক্তি এবং নয়দ্র হৃদয় হইতে উৎখিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

স্নেহচিক [স] বি স্নেহের চিক। 'অজ্ঞত তুচ্ছ প্রাকৃতিক স্নেহচিক লোভনীর দেহে।' শক্তি, ১৯৬১।

স্নেহছোয়া [স] বি পৃষ্ঠশোষণতা। 'বাংলা ভাষা একদিন মুছলমানের স্নেহছোয়ায়ই পুট হইয়াছিল।' আজাদ, ১৯৪১।

স্নেহ-জ্বালাতন [স] বি স্নেহের জ্বালাতন। 'কলহাস্যে ধৈর্যময়ী মাতার মতন, পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্নেহ-ডোর [স] বি ভালোবাসার বন্ধন। 'নিমেষে ছিড়িয়া ফেলে দৃঢ় স্নেহ-ডোর।' নজরুল, ১৯২২।

স্নেহতটিনী [স] বি স্নেহরূপ তটিনী। 'সারা গায়ে তার নাচিছে হেলায় স্নেহতটিনীর জল।' জসীম, ১৯২৭।

স্নেহদৃষ্টি [স] বি প্রীতিপূর্ণ চাহনি। 'সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির ধারা আমার লগাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্নেহদেবী [স] বি স্নেহরূপ দেবী। 'স্বর্গে গেছে স্নেহদেবী বসুন্ধারি নন্দিনী।' সুতোয়, ১৯১৬।

স্নেহধন [স] বি আদরের ধন। 'আমারি তোরা বালিকা মেয়ে/ আমারি স্নেহধন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

স্নেহধারা [স] বি স্নেহরূপ ধারা। 'বসুধা-যশোদার স্নেহধারা উৎখালা।' নজরুল, ১৯৩১।

স্নেহধারা [স] বি স্নেহরূপ ধারা। 'মুমন্ত মুখের 'পরে বরষিছে স্নেহধারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

স্নেহনদী [স] বি স্নেহরূপ নদী। 'মায়ারূপী হায় কত স্নেহনদী/ জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি।' নজরুল, ১৯৩৩।

স্নেহ-নির্ভরিতা-বন্ধন [স] বিণ ক্রী স্নেহরূপ করনার মতো। 'সংসার-মরুর স্নেহ-নির্ভরিতা-বন্ধন ভগ্নিগণ।' নজরুল, ১৯২২।

স্নেহনীড় [স] বি স্নেহরূপ আবাস। 'তখন সেই ভাতা সমাধন স্নেহনীড় পরিভ্রমণ করিয়া পাখির মতো স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। 'ছাড়িয়া স্নেহনীড় সুদূর বনহায়।' নজরুল, ১৯৩১।

স্নেহনীল [স] বি স্নেহরূপ জল। 'জুড়াও তাহারে স্নেহনীল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহপরায়ণ [স] বিণ ক্রী মমতাময়। 'মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সন্মুখতা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'সে তাহার স্নেহপরায়ণ মাতার বড়ই অনুগত ছিল।' ইমদাদুল, ১৯২০।

স্নেহপরিপূর্ণ [স] বিণ স্নেহশীল। 'স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকর্ষা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্নেহ-পানি [স] বি ভালোবাসার হাত। 'নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পানি।' নজরুল, ১৯২৮।

স্নেহপাত্র [স] ১ বিণ পছন্দের। 'সংস্কৃত ও আরবীবিদ্যা শিক্ষাদানেরই তাৎকালিকতাব্যয় লোকের স্নেহপাত্র যে পর্বশব্দ ...।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিণ প্রীতিভাজন। 'তিনি ... পরিজনবর্গের স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

স্নেহপাত্রী [স] বিণ ক্রী স্নেহাস্পদ। 'আমার জীবনশেখাও

স্নেহপাত্রী।' মাইকেল, ১৮৫৯।

স্নেহপাথের [স] বি ভালোবাসার পথের সম্বল। 'স্নেহপাথেরটুকু সম্ভব করিয়া আনিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্নেহপালিত [স] বিণ ভালোবাসার সঙ্গে লাগিত। 'আশলব-স্নেহপালিত সূচরিতাকে তিনি মনের মধ্যে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

স্নেহপুস্তি [স] স্নেহ+স পুস্তিকা বিণ স্নেহরূপ পুস্তকের মতো। 'কায়ের সহিত একান্তসংলগ্ন স্নেহপুস্তি মানবহৃদি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

স্নেহপুস্তী [স] স্নেহ+স পুস্তিকা বিণ স্নেহরূপ পুস্তকের মতো অতি আদরের। 'এই স্নেহপুস্তী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো।' গিরিশ, ১৮৮৯।

স্নেহপূজা [স] বি স্নেহরূপ পূজা। 'স্নেহপূজার ভোগ দেব মা, অক্ষপূজাগুলি।' নজরুল, ১৯০৫।

স্নেহপূর্ণযের [স] ক্রিবিণ দরদামাধা কটে। 'ভূপতি স্নেহপূর্ণকটে কবিল, আজ যে তোমার পড়া নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

স্নেহবন্দর্শন [স] বি আদর বা সোহাগ দেখানো। 'তাহার প্রতি সান্ত্বনয় স্নেহবন্দর্শনপূর্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

স্নেহ-প্রশাত [স] বি স্নেহরূপ ধারা। 'স্নেহময়ী মহানারীর স্নেহ-প্রশাত।' নজরুল, ১৯২৭।

স্নেহব্রশ [স] বিণ স্নেহশীল। 'মাতার স্নেহব্রশ কলমের ... উপর বেশি ভরসা রাখে।' নজরুল, ১৯৩১।

স্নেহ-প্রেম [স] বি স্নেহ-ভালোবাসা। 'স্নেহ-প্রেম গোপন মনের আশ্রয়, জীবনের দুঃখ সুখ, মর্মের বেদনা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহবচন [স] বি স্নেহময় কথা। 'আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া পেয়েছি বরণমধ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহবতী [স] বিণ স্নেহশীল; বাৎসল্যপায়ণ। 'রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

স্নেহবন্ধ [স] বি স্নেহের বাঁধন। 'মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

স্নেহবন্ধন [স] বি স্নেহের বাঁধন; প্রীতির সম্পর্ক। 'রাজ্ঞীযের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহবশত [স] ক্রিবিণ স্নেহজনিত কারণে। 'তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিশ্রুত হইয়া ব্যাকরণ-লক্ষ্য-পূর্বক ভগিনীকে ডাই বলিয়া থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'মানুষ বলিয়া প্রজ্ঞাবশত ও বদশী বলিয়া স্নেহবশত ... ভালোবাসিতাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্নেহবাক্য [স] ১ বি আদরমাত্রা কথা। 'সর্বদা স্নেহবাক্যে তৃষিতে হয়।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি প্রীতিপূর্ণ আশা। 'স্নেহবাক্যে অমৃতভাবিক করিয়া কহিলেন।' ভবানী, ১৮২৮।

স্নেহ বাসা বি ভালোবাসা। 'সর্ব লোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে। বৃন্দা, ১৫৮০।

স্নেহবাহুডোর [স] স্নেহবাহু+ডোর বি স্নেহের আলিঙ্গন। 'তব স্নেহবাহুডোর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

স্নেহবিলগিত [স] বিণ স্নেহপরায়ণ। 'গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিলগিত গৃহলক্ষ্মীটির মতো দেখিতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

স্নেহবিচলিত [স] বিণ স্নেহেই নির্গত। 'ভীম নীরবে আর কিছু

তনিতে পায় না - কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিশূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যলাগি তনিতে লাগিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

স্নেহ-বিজড়িত [স] বিণ মমতাময়। 'বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অঙ্গ।' নজরুল, ১৯২৪।

স্নেহবিতরণ [স] বি স্নেহ করা। 'প্রীতিবচন ও স্নেহবিতরণ দ্বারা ... সম্বন্ধ হওয়া উচিত।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

স্নেহবিহীন [স] বিণ ক্রী মমতাহীন। 'স্নেহবিহীন ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্নেহবিহেলা [স] বিণ ক্রী স্নেহে অভিজ্ঞত। 'পানীরের মতো স্নেহবিহেলা।' মানিক, ১৯৩৩।

স্নেহবুহু [স] বিণ স্নেহের কাঙাল। 'হতভাগোরা যেমন রাক্ষসের মতো স্নেহ-বুহু ...' নজরুল, ১৯২৭।

স্নেহবৃত্তি [স] বি বাৎসল্যপরায়ণতা। 'নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্নেহব্যাধি [স] বিণ স্নেহে আকুল। 'রাজলক্ষ্মীর স্নেহব্যাধি মুখের ডাব।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্নেহ-ভালোবাসা বি স্নেহ ও ভালোবাসা। 'সেখানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর স্নেহ-ভালোবাসা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহভাজন [স] ১ বিণ প্রিয়। 'স্নেহভাজন জন্মভূমিকে দুঃখভারাক্রান্ত বিনয়াক্ত দেবিয়া যাহার অন্তরেণ বিনীর্ণ না হয়, সে মানব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ২ বিণ স্নেহ প্রত্যাপ্য করে এমন। 'স্নেহভাজন রবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৫ বি স্নেহের পাত্র। 'সে আমার নিভাঙই স্নেহভাজন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

স্নেহমমতা [স] বি আদরমাত্রা। 'ভালবাসা মগিনার দিক দিয়ে স্নেহমমতা।' জীবন, ১৯০১।

স্নেহময় [স] ১ বিণ প্রীতিপূর্ণ। 'এরূপ অসামান্য স্নেহময় ভাব ... পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিণ আদরের। 'যাহার নিকটে অতিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জন করে।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

স্নেহময়ী [স] বিণ ক্রী স্নেহরত। 'প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ স্নেহময়ী জননী ... ক্রেশ স্বীকার করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'লজ্জাশীলা - স্নেহময়ী - সরলা।' দীপিকা, ১৮৮৭।

স্নেহমরা বি স্নেহমরা। 'হিসা-হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুক মরুভূমে।' নজরুল, ১৯২৩।

স্নেহমাথা বিণ মমতাজড়িত। 'কিবা তোর সুখাকর্ষ, স্নেহমাথা বর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'স্নেহমাথা নত দু নয়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'স্নেহমাথা হাতে ধারণ বিধব্রত এ পৃথিবীর খতে বুজিয়ে চলছে প্রীতি-উজ্জ্বলতার আরোহণ-পরল।' কায়সার, ১৯৬২।

স্নেহমিশ্রিত বিণ মমতা-ভরা। 'আমরা শৈশবকালে স্নেহমিশ্রিত যন্ত্র দ্বারা লাগিত হইয়াছি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

স্নেহমুগ্ধ [স] বিণ প্রীতিমুগ্ধ। 'দেবিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি -/ স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্নেহমেরুর [স] বিণ মায়াময় ও কোমল। 'ভাসে মরুতটে কী স্নেহমেরুর ছায়া মেঘের।' ফররুখ, ১৯৪৬।

স্নেহবন্ধ [স] বি স্নেহবর্ণ যন্ত্র। 'স্নেহবন্ধের আভিলাষের কোন কুল-কিনারা কসতে পারে না আজহার।' শওকত, ১৯৫৮।

স্নেহরস [স] বি ভালোবাসার রস। 'মৃদু কণ্ঠস্বর স্নেহরসে স্নিগ্ধ।' অক্ষয়, ১৮৫২; 'মুরোপীর চিরকুমারীর নারীহৃদয়জিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিখিল ব্যায় করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১; 'স্নেহরসে সমস্ত অন্তর আগুত হইয়া যায়।' বনকুল, ১৯৩৬।

স্নেহরূপা [স] বিণ স্ত্রী আদরিণী। 'স্নেহরূপা কন্যা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

স্নেহশক্তি [স] বিণ স্নেহের কারণে কোমল। 'তনি শ্রিতহাসে ব্রহ্মার্চি কহিলা তারে স্নেহশক্তি ভাষে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

স্নেহ-তৃষ্ণা [স] বিণ স্নেহহীন। 'ভূবে গেল ধরা-মার স্নেহ-তৃষ্ণা মাটি।' নজরুল, ১৯২৪।

স্নেহশূন্য [স] বিণ নির্দয়। 'ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্বতোভাবে স্নেহশূন্য দুই হইতেছে।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

স্নেহশূন্যতা [স] বিণ স্ত্রী স্নেহ থেকে বঞ্চিত। 'কন্যা ... স্নেহ শূন্যতা, আদর শূন্যতা, অনুগ্রহ শূন্যতা।' বিনোদিনী, ১৮৭৫।

স্নেহশালিনী [স] বিণ স্নেহময়ী। 'তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাপনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল সেপন করবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহশীতল [স] বিণ স্নেহের কারণে শীতল। 'তার স্নেহশীতল ছায়াময় চোখ বিকরিত হয়।' হৃদিজ্বর, ১৯৫৩।

স্নেহশীল [স] বিণ স্নেহপ্রবণ; সরল। 'খোকাটারও ভাঙ্গী স্নেহশীল ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্নেহশীলতা [স] বি দরদ। 'বভাবসিক্ত স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রহ্মসুন্দরী শ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্নেহশীলা [স] বিণ স্ত্রী স্নেহপ্রায়ণ; স্নেহময়ী। 'স্নেহশীলা যদি অনেক বিবেচনা করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহ-সংগীতস্বর বি স্নেহ-ভরা সংগীতের শব্দ। 'এই ছড়টি মাঝে আমাদের পিতৃপিতামহগণের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্নেহসজল [স] বিণ স্নেহসিক্ত। 'জননীর সম স্নেহসজল/ শীল গাঢ় গণনতল।' নজরুল, ১৯৩১।

স্নেহসজীব [স] বিণ ভালোবাসা পেয়ে প্রাণবন্ত। 'যখন স্নেহসজীব আশ্রয়হীন দেহ দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর সুন্দর শ্যামল হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

স্নেহসঞ্চার বি স্নেহের সঞ্চার। 'মধুময় স্নেহসঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও বাহ্য সবেৰ্জন করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

স্নেহসমুদ্র [স] বি স্নেহরূপ সমুদ্র। 'কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আশ্রয় ও প্রতিশ্রুতি তাহাতে স্নেহসমুদ্র কেবল সুন্দরভাবে তরলিত হইয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'স্নেহসমুদ্র উফেল হইয়া উঠিল।' বিজুতি, ১৯৩১।

স্নেহ-সিংহাসন [স] বি স্নেহরূপ সিংহাসন। 'বিহারী এই চিরসুখহীন রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে ... বিরাজ করিত।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্নেহসিক্ত [স] বিণ স্নেহপূর্ণ। 'সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সন্ধান প্রভাতের সমুদয় পাখির গান লুটিয়া লইত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'কোনো উত্তর না পাইয়া পুনর্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

স্নেহসিক্তিত [স] বিণ স্নেহসিক্ত। 'অল্পপূর্ণার স্নেহসিক্তিত নিঃশব্দ

আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'পিতামাতার স্নেহসিক্তিত স্বপনের কোনো দূরভাঙেও তাঁই ছিল ...।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

স্নেহসুখা [স] বি স্নেহরূপ অমৃত। 'শীতল স্নেহসুখা করো দান, দাও প্রেম, দাও শান্তি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১; '(আমি) মন্দ এত হতাম না মা/ মায়ের স্নেহসুখা পেলে।' নজরুল, ১৯৫৫।

স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী [স] বিণ স্ত্রী স্নেহ ও সৌন্দর্য বয়ে আনে এমন। 'স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনই সে আধ্যাত্মিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্নেহস্পর্শ [স] বি প্রীতিপূর্ণ স্পর্শ। 'তার কাছ থেকে এমন একটি চোখের দৃষ্টি, এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্নেহহৃক্ট [স] বিণ মমতাপ্রকাশক। 'দুইখানি স্নেহহৃক্ট গুলনের ছায়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

স্নেহস্বর [স] বি আদরভরা কণ্ঠ। 'তার সেই স্নেহস্বর ভেদি দূর-দূরান্তর, কেন এ কোলের পরে আসে না শীরবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'পরশবারু তাহাকে স্নেহস্বরে ডাকিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

স্নেহ-হস্ত বি স্নেহমাখা হাতের ছোঁয়া। 'জড়ায় দে আমার মাথায়, স্নেহ-হস্ত বুঝায় দে গায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

স্নেহহার্য বি স্নেহবঞ্চিত যে। 'এ স্নেহহার্যর বড়ো বোন।' নজরুল, ১৯২৭।

স্নেহহাস্য [স] বি স্নেহের হাসি। 'পরেশ স্নেহহাস্য হাসিয়া কহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

স্নেহহীন [স] বিণ মমতাহীন। 'স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে সহস্র রাগিণী।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'মামির স্নেহহীন চক্ষু ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্নেহা [স] স্নেহ বি ভালোবাসা। 'না পুরিল মন স্নেহা রহিল বেদ অন্তরে দারুণ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

স্নেহাকাক্ষিণী [স] বিণ স্নেহপ্রত্যাশী। 'স্নেহাকাক্ষিণী মনোদিকিকে কমা করিও।' শরৎ, ১৯১৭।

স্নেহাতিশয্য [স] বি মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ। 'অকারণ স্নেহাতিশয্যে যেসব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্নেহাত্তর [স] বিণ স্নেহভারের জন্যে কাড়ল। 'স্নেহাত্তর হিয়া নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে লাগিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্নেহাদর [স] বি স্নেহ ও আদর। 'আহাণ্মানে হাউক বড়লোকদের এ স্নেহাদরের ভাঙমি।' মনসুর, ১৯৫৫।

স্নেহাধিকা [স] বি অগরিময়ে স্নেহ। 'আমি স্নেহাধিকাবশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম।' প্রভাত, ১৮৯৫।

স্নেহাক [স] বিণ বিচার-বিবেচনাহীন স্নেহে অন্ধ। 'স্নেহাক পিসিমার আদরে তাহার শে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্নেহাবিষ্ট [স] বিণ স্নেহপ্রাপ্ত। 'স্নেহাবিষ্ট বসন্তকীর্তি কেহ করেন তবে তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' ভবানী, ১৮২৮।

স্নেহার্শ [স] বিণ স্নেহসিক্ত। 'স্নেহার্শ ভক্তিভরে লুপ্তিত হইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্নেহাশিস [স] বি স্নেহ ও আশীর্বাদ। 'অন্যান্য ছেলেদের স্নেহাশিস জানায়ে ...।' নজরুল, ১৯২৬।

স্নেহাস্পদ [স] বিণ স্নেহের পাত্র। 'স্নেহাস্পদ সন্ধানদিগকে প্রাণ

হইলে ... আনন্দ উৎপাদন করে।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'সুখদূঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

স্নেহে ক্রিষণ সমাদর করে।' পুনঃ স্নেহে সিংহাসনে বসানে তোমার।' গিরিশ, ১৮৮৭।

স্নেহে। [সি] বি তেল; চর্বি। 'বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ।' ওগু, ১৮৫৮।

স্নেহপদার্থ [সি] বি তেল, চর্বি, ঘৃত ইত্যাদি পদার্থ। 'স্নেহপদার্থ এই প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছে।' নজরুল, ১৯২৭।

স্নেহময় [সি] বি চর্বিযুক্ত। 'চীনাবাদামের মধ্যে যে স্নেহময় পদার্থ আছে তা দ্বিগুণ ভিতরে পাওয়া যেতে পারে ...।' বেগম, ১৯৪৯।

স্নো [সি] ১ বি তুষার। 'অভিশপ্ত তুষার পড়িয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে স্নো বলে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি সুখের প্রসাধনীবিশেষ। 'স্নো, ক্রীম, টুপ পাণ্ডার।' জামায়ত, ১৯০৪।

স্ন্যাপশট [সি] বি হাত-ক্যামেরার সাহায্যে তোলা স্থিরচিত্র। 'আমি গোটা পাচেক স্ন্যাপশট নিম্মু।' মুক্তান্ত, ১৯৫২।

স্পঞ্জ [সি] বি প্রাণীবিশেষ। 'পলা ও স্পঞ্জ নামক প্রাণী এই প্রেমীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

স্পঞ্জ^১, স্পনজ ১ বি জল শোষক ছিদ্রবহুল রাবারজাতীয় বস্তু। 'স্নানাগারে গিয়া অনেকটা সাবান ও স্পঞ্জের সন্ধ্যাবহার করিলেন।' রোকেয়া, ১৯২২; 'সন্ধ্যার স্নোয়ার মুষ্টি উঠে আসে সূচত্বর/কক করে নিষাসপ্রস্রাব/ বাস্পাক স্পনজ-হাতে।' বিজ্ঞ, ১৯৪১। ২ বি ন্যাডেল। 'রেশমী ফিতের বেঁধে, দৃঢ় হস্তে, স্পঞ্জে কর্ণটে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

স্পঞ্জ-বাধ [সি] বি ডেজা নরম স্পঞ্জ বা কাগড় দিয়ে গা মুছে স্নান। 'একটা স্পঞ্জ-বাধ নিশেই তারা ঘষেই মনে করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্পন্দ [সি] বি স্পন্দন। 'স্পন্দনরহিত প্রতিমাকে দেখিয়া হৃদয়ের নির্মাতার প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান হয়।' অক্ষয়, ১৮৪০; 'ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দনহীন পতিত রহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

স্পন্দমান [সি] ১ বি কল্পমান। 'যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিপুণ একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ বিণ অস্থির। 'নয় রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।' গামসুর, ১৯৭২।

স্পন্দরহিত [সি] বিণ নিস্তাপ। 'স্পন্দনরহিত প্রতিমাকে দেখিয়া ইহার নির্মাতার প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান হয়।' অক্ষয়, ১৮৪০।

স্পন্দহারী বিণ স্থির; অকম্পিত। 'স্পন্দহারী হৃদয় আমার।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

স্পন্দনহীন [সি] ১ বিণ স্থির। 'ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দনহীন পতিত রহিল।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'মেনকা, উর্বরী, দেখ, স্পন্দনহীন যম।' মাইকেল, ১৮৬১। ২ বিণ অচল; অমুদ্র। 'কেবল স্পন্দনহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ৩ বিণ অসাড়। 'সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দনহীন হয়ে লেল।' মাইকেল, ১৮৫৯।

স্পন্দরহিত [সি] বিণ স্পন্দনহীন। 'একে বারে স্পন্দনরহিত হয়েছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

স্পন্দন [সি] বি কপ্পন; মৃদু নড়াচড়া। 'তাহার অঙ্গস্পন্দনও হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল।' দর্পণ, ১৮১১; 'ঠিক যেন সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্পন্দনজাত [সি] বিণ স্পন্দন থেকে উৎপন্ন। 'মানবের ক্ষণমুখর

কৃৎপিত স্পন্দনজাত নয়।' মুক্তান্ত, ১৯৬০।

স্পন্দনশীল [সি] বিণ অবিরাম স্পন্দিত হয় এমন। 'প্রাণীদেহে একটি স্পন্দনশীল যন্ত্র আছে।' জগদীশ, ১৯২৬।

স্পন্দনহীন [সি] বিণ স্থির। 'স্পন্দনহীন পাখরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে এগুলি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

স্পন্দনী [সি] বি স্পন্দন। 'স্বাভাবিক স্পন্দনী বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

স্পন্দিত [সি] বিণ কম্পিত। 'উর্ধ্ববিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিসোল কটাক।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

স্পর্ধা, স্পর্ধা [সি] ১ বি আকালন। 'আপনি ও অন্যান্য প্রধান রাজ্যগণের স্পর্ধা নহে।' রামরাম, ১৮০২। ২ বি অহঙ্কার। 'ইংরেজদের স্পর্ধার কথাগুলো এখনো আমি ভুলিনি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮। ৩ বি প্রহারা। 'কারণ সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েসের সেই অত্যাতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্পর্ধাপূর্বক, স্পর্ধাপূর্বক [সি] ক্রিণ সাহসের সঙ্গে। তাহার। 'স্পর্ধাপূর্বক দর্প করিয়া প্রথমাঙ্ক পথে প্রস্থান করিল।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'আধুনিক লেখক সে কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্পর্ধাখাত, স্পর্ধাখাত [সি] বিণ দুসাহস-প্রাপ্ত। 'তাদেরই হাঙলগো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্ধাখাত হয়।' বরদুত, ১৮২৯।

স্পর্ধাবাক্য, স্পর্ধাবাক্য [সি] বিণ উক্ত্যপূর্ণ কথা। 'স্পর্ধাবাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

স্পর্ধাবান [সি] বিণ উদ্ধত। 'চোর, রাক্ষসের সহায়তায়, সাহসী ও স্পর্ধাবান।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

স্পর্ধাবেগ [সি] ১ বি গুণ গতি। 'বল্লাবাহিনী বৈশাখী/ স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়/ বনস্পতির শাখাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি স্পর্ধাযুক্ত অবস্থা। 'ভালোবাসার সেই স্পর্ধাবেগ তার মনে নেই।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

স্পর্ধাভার, স্পর্ধাভার [সি] বি অহঙ্কার। 'এমন স্পর্ধাভার, এ শুধু তোমার কবিরই রহিল।' জগীশ, ১৯০১।

স্পর্ধামদমত্ত [সি] বিণ অহঙ্কারে মগ্ন। 'স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের উর্ধ্বে বহুমাত্র আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্পর্ধিত [সি] ১ বিণ স্পর্ধাপূর্ণ। 'স্পর্ধিত যবন, তোরায় দেখ রে, সজীভ-রতন, করিতে রক্ষণ ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ বিণ উদ্ধত। 'স্পর্ধিত কুকুর যত বর্ধিত হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৩ বিণ দুঃসাহসিক। 'একদিকে মানসিক দাসত্ব, অন্যদিকে স্পর্ধিত উৎসাহ।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ৪ বিণ বেপরোয়া। 'অভ্যন্তরীণ স্পর্ধিত জয়যাত্রার।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্পর্শ [সি] ১ বি ছোয়া। 'ছুরে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি অনুভব। 'সভাঙ্গ সমস্ত মহাশয়েরা সেইরূপ হর্ষকে স্পর্শ করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪১। ৩ বি সান্নিধ্য; সঙ্গ। 'ভায়ায় যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ বি অস্পৃশ্যতা। 'প্রাতঃকথানপূর্বক প্রায় জনকতক মিসি যাঁহা শান্ত্রমতে স্পর্শ পাপ ...।' জ্ঞানকল্যোদয়, ১৮৫২।

স্পর্শক [সি] বি স্পর্শ করে যে। 'স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

স্পর্শ করা

স্পর্শ করা ক্রি উল্লেখ করা। 'সে-বিষয়টি সে স্পর্শই করে নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

স্পর্শকাতর [স] বি সংবেদনশীল। 'তাহার ছোট ছোট সুকুমার কণাগুলি, তাহার মুখ স্পর্শকাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলমালে একেবারে দুপ করিয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮২; 'তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যার ... ভাবিয়ে দেয়।' মুক্তবা, ১৯৪৯।

স্পর্শকাতরতা [স] বি সংবেদনশীলতা। 'অতখানি স্পর্শকাতরতা ভাল নয়।' মুক্তবা, ১৯৫৮।

স্পর্শক্রমকতা [স] বি সংস্পর্শ ঘারা সংক্রমণ। 'তাহাদের স্পর্শক্রমকতা ইহঁতে আপন অভিজ্ঞাতকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্পর্শদোষ [স] বি স্পর্শজনিত দোষ। 'আমরা স্পর্শদোষ সবচেয়ে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

স্পর্শন [স] বি ছোঁয়া। 'ওর অঙ্গের হর তার দর্শন স্পর্শন'। কুন্ডলাস, ১৫৮০।

স্পর্শনাড়ী [স] বি স্নায়ু। 'দেহে যেসব অনুভূতি ঘটেছে ... ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্পর্শনীল [স] বি স্পর্শ করার বোধ্য। 'ঘন নিশ্বাসের স্পর্শনীল শাস'। মাল্লান, ১৯৬৮।

স্পর্শবিরহ [স] বি স্পর্শ কামনার সৃষ্টি ব্যকুলতা। 'আমাকে গোটা ভাতবরষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিছিল।' অন্ননা, ১৯২৯।

স্পর্শভীক [স] বি কায় ও স্পর্শের ভয়ে ভীত হয় এমন। 'ভিড়ের বাইরে - আত্মবীড়ান্য, স্পর্শভীক মেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

স্পর্শমিলি [স] ১ বি পরস্পাঘর্ষ। 'হুলির মধ্যে স্পর্শমিলি ছিল'। দর্পণ, ১৮৮৮। ২ বি ছোঁয়া। 'স্নেহের প্রথম উদার স্পর্শমিলি সেখানে আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

স্পর্শময় [স] বি স্পর্শ করা যায় এমন। 'স্পর্শময় বর্ষা এলো।' হুজ, ১৯৪৩।

স্পর্শমাত্র [স] ১ ক্রিবিপ ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে। 'স্পর্শমাত্র সেই কৃত হৃদয়ে গলিল।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। ২ বি সামান্যতম স্পর্শ। 'এখানে আলোনা মাটিতে স্নেহের স্পর্শমাত্র নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ও বি প্রভাব বিস্তার। 'তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

স্পর্শযোগ্য বিপ স্পর্শ করা যায় এমন; বাস্তব। 'কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দূর স্পর্শযোগ্য ও তিরস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪৪।

স্পর্শলোভাতুর [স] বি স্পর্শ পেতে অতিশয় সোচ্চল। 'আমাকে যেন চিরদিনের জন্য স্পর্শলোভাতুর করে রেখে গেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

স্পর্শশূন্য [স] বি স্পর্শহীন। 'গবর্ণমেন্টও এ দোষ স্পর্শশূন্য নছেন।' সোমসংগ্রহ, ১৮৭০।

স্পর্শগ্নান [স] বি স্পর্শরূপ গ্নান। 'প্রথম আলোকে স্পর্শগ্নান হবে তার।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

স্পর্শি [স স্পর্শ] ক্রি স্পর্শ করা। স্পর্শি ক্রি স্পর্শ করে। 'তার এক কণ্ঠ স্পর্শি আপনা ঘোষিতে।' কুন্ডলাস, ১৫৮০। স্পর্শিবি ক্রি স্পর্শ করাবে। 'কণ্ঠক ময় না স্পর্শিবি'। গিরিশ, ১৮৮৭।

স্পর্শভীত [স] বি স্পর্শ ছোঁয়া যায় না এমন। 'আকাশ যখন স্পর্শভীত

অবিচল মহিয়ার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্পর্শাতুর [স] বি স্পর্শ সামান্য স্পর্শই কাতর। 'ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল'। নরেন্দ্র, ১৯৩১।

স্পর্শানুমেয় [স] বি স্পর্শ অনুভব করা যায় এমন। 'তারা কেবল স্পর্শানুমেয়।' প্রমথ, ১৯৩০।

স্পর্শাভিলাষী [স] বি স্পর্শের পরীয়ে ছোঁয়া পেতে চায় এমন। 'ওদের অনেকেই পোটকাটা, কিংবা স্পর্শাভিলাষী, কিংবা বিনা টিকিটের যাত্রী।' মুক্তবা, ১৯৩১।

স্পর্শালু [স] বি স্পর্শকাতর। 'বন স্মীর মতো ভীক, স্পর্শালু'। নরেন্দ্র, ১৯৩১।

স্পর্শালুতা [স] বি স্পর্শের আবেশ। 'শিয়ার শিয়ার রক্ত যেমন টপক করে ফুটে, স্পর্শালুতাও তেমনি।' নরেন্দ্র, ১৯২৭।

স্পর্শশিষ্য [স] বি তুচ্ছ। 'তুচ্ছ স্পর্শশিষ্য'। বিদ্যা, ১৮৫১।

স্পর্শ [স] ১ বি পরিহার। 'তাহার স্পর্শ উত্তর কিছুই আসে নাই।' রামায়ণ, ১৮০২। ২ ক্রিবিপ পরিহারভাবে। 'বৃন্দারগণকোপনিষদে স্পর্শ শিষ্যহে'। দর্পণ, ১৮২২। ৩ ক্রিবিপ ভালো করে। 'তাহার পৈতৃকারিগৃহস্থায়ীবে না ইহা আমরা স্পর্শ জানি।' দর্পণ, ১৮৩১। ৪ ক্রিবিপ সরাসরি। 'স্পর্শ অথবা অর্থাভিক্রমে জীবনের লিখন পটভূমির নিষেধ ছিল'। দর্পণ, ১৮৩৪। বিপ স্পর্শ। 'অভিবিলাশ স্মৃতির স্পর্শ ও অস্পর্শ সমস্ত কঠোর'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

স্পর্শিত [স] ১ ক্রিবিপ পরিহারভাবে। 'এজন আইন স্পর্শিত অন্যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ ক্রিবিপ স্পর্শিত। 'আমাদের রশ্মি মিলে কানের উপর ফেলিলে ইহা স্পর্শিত দেখা যায়।' জগদীশ, ১৮৯৫। ৩ ক্রিবিপ প্রত্যক্ষভাবে। 'এই আশা স্পর্শিত বা অলক্ষ্য মনকে উৎসাহ দিকেও পারে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্পর্শিতর [স] ১ বি অতিশয় স্পর্শ। 'যদি অনেকবার তাহাদের দেখিতাম, তবে তাহারা আমাদের স্মৃতিতে স্পর্শিতর হাপ দিতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিপ সুনির্দিষ্ট। 'আমাদের কাছে গভীরতর ও স্পর্শিতর রূপে প্রতীয়মান হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বিপ অধিক বোধগম্য। 'সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পর্শিতর করা আমার অসম্ভব।' প্রমথ, ১৯১৫।

স্পর্শিতা [স] ১ বি প্রকাশিত হয়েছে এমন অবস্থা। 'তাহার স্পর্শিতা ও অস্পর্শিতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায়।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ পরিভূততা। 'পুণ্যমেঘের বর্ণায় এক স্পর্শিতাতে।' মাহমুদ, ১৯৬৮।

স্পর্শিতা পাওয়া ক্রি স্পর্শ হয়ে ওঠা। 'এ প্রভাব প্রথমে ফরাশি কবিরের মধ্যে স্পর্শিতা পায়।' শিব, ১৯৭০।

স্পর্শবক্তা [স] বি স্পর্শ কথা বলে এমন। 'লোকটির নাম তা—: বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুসারী, চিন্তাশীল, স্পর্শবক্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্পর্শবাসিতা [স] ১ বি বোলাগুলি কথা বলা। 'স্পর্শবাসিতা, দুর্দর্শিতা অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।' দর্পণ, ১৯২৫। ২ বি স্পর্শ কথা বলার অভ্যাস। 'সত্য ও স্পর্শবাসিতা এবং ন্যায়।' নরেন্দ্র, ১৯২৭।

স্পর্শবাসিনী [স] বি স্পর্শ কথা বলে এমন। 'হাড়ির মধ্যে সে ছিল স্পর্শবাসিনী।' প্রমথ, ১৯১২।

স্পর্শবাদী [স] বি স্পর্শ কথা বলে এমন। 'স্পর্শবাদী আখ্যায়,

যেতে আঁজি বাবাজীর ঘেঁষে।' ডাবানী, ১৮২৫; 'তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ কষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সতৃপ্তিত হইতেন না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্পষ্টভাবে [স] ১ *ক্রিয়ণ* সরাসরি। 'এই "আমরা" কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ *খোলাবুলিভাবে*। 'কথা স্পষ্টভাবে আকার ইমিতে কহিয়া শেবে কহিলেন।' মণ্ডারক, ১৯০৮। ৩ *ক্রিয়ণ* পরিকারভাবে। 'আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করিছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

স্পষ্টভাবে [স] *বিশ* সরাসরি কথা বলে এমন। 'আমি কাক স্পষ্টভাবে, কাক ডাক বলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

স্পষ্টরূপে [স] ১ *ক্রিয়ণ* গভীরভাবে। 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ... পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন।' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ *ক্রিয়ণ* প্রকাশ্যভাবে। 'নিম্নবর্ণ আঘাত করলে বড়ো বেশি স্পষ্টরূপে অভিমান প্রকাশ করা হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্পষ্টাঙ্করে [স] ১ *ক্রিয়ণ* পরিষ্কার ভাষায়। 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে ও স্পষ্টাঙ্করে লিখিতে পারি ...।' অক্ষর, ১৮৪৭। ২ *ক্রিয়ণ* সরাসরি। 'মিনি প্রতিবাদ করছেন তাঁকে তিনি স্পষ্টাঙ্করে বলেন, জ্ঞান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্পষ্টাভাস [স] *বি* সুব্যক্ত ইঙ্গিত। 'অপরিচিতের দিকে তাকানোর ... স্পষ্টাভাস আমাকে ঠেকালে।' বজ্রতর্জ, ১৯০০।

স্পষ্টাঙ্গাঙ্গি ক্রিয়ণ খোলাবুলি। 'সে সবার স্পষ্টাঙ্গাঙ্গি বোঝাপড়া অবলম্ব্যই হয়ে যেতে পারবে।' জীবন, ১৯০৩।

স্পষ্টীকৃত [স] *বিশ* স্পষ্ট করা হয়েছে এমন। 'চিত্তবাহু আঁকিতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

স্পষ্টি [স] *বি* ওড়র। 'সকলে ধরে নিলে যে, তিনি ব্রুকলন স্পষ্টি' প্রমথ, ১৯২৩।

স্প্যানিয়ার [স] *বি* স্পেনদেশের অধিবাসী; হিস্পানি। 'স্প্যানিয়ারা এবং পোর্তুগীশের দর্পকাজী।' অক্ষর, ১৮৪১।

স্প্যানিশ [স] *বি* স্পেনীয়দের ভাষা; হিস্পানি। 'ফ্রেড ও স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষার এইরূপ উত্তর হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

স্প্যানিস [স] *বিশ* স্পেন দেশের; হিস্পানি। 'নাচিছে স্প্যানিস টাঙ্গো মীল ডেয়ের।' জীবন, ১৯০৩।

স্পানী [স] *বি* ইস্পাহান। *বি* ইস্পাহান থেকে আসা গারম্যাবাসী। 'সুরানি মোহানী স্পানী কিতাপী বিটানি হনি পাঠান বলিল নানা জাত।' মুহুদ, ১৬০০।

স্প্যানীয় [স] *বিশ* স্পেন+স ইয়। *বি* স্পেনের ভাষা। 'ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ... জরমান, ইটালীয় এবং স্প্যানীয়।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

স্পিড, **স্পীড** [স] *বি* গতি। 'স্পিড একটু কমাও।' মানিক, ১৯৩৬; 'কি গুস্তব স্পীড ছিল হাতের।' নরেন্দ্র, ১৯৮৮।

স্পীডবোট [স] *বি* দ্রুতগতিসম্পন্ন ছোটো নৌযানবিশেষ। 'মাত্রে মাত্রে স্পীডবোট ছুটে যায়।' শ্যামল, ১৯৭৭।

স্পীডোমিটার [স] *বি* গতিবেগ নির্দেশক যন্ত্র। 'স্পীডোমিটারের মতো আমাদের হৃৎপিণ্ড উদ্ভায়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

স্পিরিট, **স্পিরিট** [স] *বি* বিত্তক মদ। 'না আমি স্পিরিট বাব না।' মীনবল, ১৮৬৬। ২ *বি* রাসায়নিক তরলবিশেষ। 'স্পিরিট দিয়া ঘরিলে মতির বাহুতে মল্লা গুঠে।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ *বি* জ্বালান

তরলবিশেষ। 'একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া জল গরম করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'মোটর গেলোয় ও স্পিরিট যদিও বেশীরা ভাপ বড় লোকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।' আজাদ, ১৯৪০। ৪ *বি* সামর্থ্য। 'কারো বিদ্রোহ করার মত স্পিরিট নাই।' বেঙ্গল, ১৯৪৮। ৫ *বি* ভেল। 'এখানেই মেয়েলিগুণের ঢোলাই হয়ে গেছে, অগণবস্তার গাদ গেছে মেয়ে, বেরিয়ে এসেছে বাঁটি স্পিরিট।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'কোথাও সেই স্পিরিট নেই।' শিবরাম, ১৯৭০।

স্পিরিট-মেশানো *বিশ* অ্যালকোহল মেশানো। 'ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধী কেশটিক ও দামী এসেল কিনিরে আনিরেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

স্পীকার [স] *বি* রাষ্ট্রের আইনসভার সভাপতি। 'সেইখানে প্রেসিডেন্টের মতো একজন (যাকে স্পীকার বলে) ... বসে থাকেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্পৃশ্য [স] ১ *বিশ* (হিসু) আচার অনুযায়ী স্পর্শ করার যোগ্য। 'যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য ... কিছু জ্ঞান নাই।' হরহাস্য, ১৮৮১। ২ *বিশ* ছোয়া যায় এমন। 'রূপ দৃশ্য ইহল কেন, রূপ যদি মাখিবার মত স্পৃশ্য ইহল না কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

স্পৃশ্য-স্পৃ *বিশ* জরজরিত। 'যে তরুর খুদ ... এবং বহুবিধ গ্রন্থে স্পৃষ্ট হইয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ২ *বিশ* স্পর্শ করা হয়েছে এমন। 'আমি তাহার অন্ন বাই নাই - তাহার স্পৃষ্ট জলও বাই নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

স্পৃষ্ট অন্ন [স] *বি* ছোয়া লাগা খাবার। 'আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৪; 'এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্পৃহা [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'ইহার কারণ জানিবার স্পৃহা করিলেক।' ডাকিনী, ১৮৩৩। ২ *বি* শোভ। 'উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা কখন করেন নাই।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩ *বি* অগ্রহ। 'সুখে বাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; ৪ *বি* বাসনা। 'জাগের তৃষ্ণাইন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো ... বিশেষভাবে সৌলুপ হয়ে উঠতে হয় না।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

স্পৃহানী [স] ১ *বিশ* কাম্য। 'এই সমস্যাে অনেক গুলি স্পৃহানীর বহু আছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ *বি* লোভনীয়। 'সুখ যদি আমাদের চক্রে ডেমন স্পৃহানীর চকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্পৃহানীতা [স] *বি* কামনান্বিত। 'চোখে কেমন স্পৃহানীতা, দৃষ্টি ঘোলাটে।' হাল্কিন্দ্র, ১৯০৩।

স্পৃহী [স] *বিশ* ইচ্ছুক; অভিলাষী। 'সিংহের সঙ্গে মৃগয়া করিবার সন্তপ্ত স্পৃহী ইহল।' ডাকিনী, ১৮৩৩।

স্পেনীয় [স] *বিশ* স্পেন+স ইয়। *বিশ* স্পেন দেশের। 'প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংল্যান্ডের নটক শীঘ্রই বাতর্জ্য লাভ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

স্পেশিফিক বুক [স] *বি* বানান লেখার বই। 'মরে সাহেবকৃত ইসরোজী স্পেশিফিক বুক' দর্পণ, ১৮৩০।

স্পেশাল [স] *বিশ* বিশেষ। 'টেনলেন স্পেশাল ট্রেন গুস্তব তাখবার জন্য টেনিগ্রাফ করা গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্পেশালিস্ট [স] *বি* বিশেষজ্ঞ। 'সুখ বড়ো একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।' মানিক, ১৯৪০।

স্পেশিয়াল [স] *বিশ* বিশেষ। 'একজন স্পেশিয়াল কমিশনের নিয়ুক্ত

করিলেন।' সংস্ক, ১৮৯৮।

শেষশ্যাল [হি] বিশেষ। 'চুমক লাগিয়ে 'শেষশ্যাল' ভাবে ওদের তৈরি করানো হয়েছিল।' শিবরাম, ১৯৪০।

শ্পোর্টস [হি] ১ বি বেলাখুলা। 'শিশু সত্তাহে শ্পোর্টস, অভিনয় গল্পের আসর ...' ১ বৈশাখ, ১৯৪৮। ২ বি ক্রীড়ামোদী। 'টেনিস-পাঙ্গলিনী শ্পোর্টস রমণী।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

শ্পোর্টসম্যান [হি] বি খেলোয়াড়। 'সে সবার সেরা শ্পোর্টসম্যান।' শিবরাম, ১৯৪০।

শিশ্রু [হি] বি ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়বিশেষ। 'শিশ্রুগুয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় প্রকার গাড়ী ... ২ টাকা।' প্রভাকর, ১৮৫১।

শিশ্রু [হি] বি ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়বিশেষ। 'ঘড়ির শিশ্রুর উপর শিশ্রু এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না।' বক্রিম, ১৮৯২।

স্প্যানিয়ার্ড [হি] বি স্পেনের ভাষা। 'কন্যায়, জার্মান এবং স্প্যানিয়ারের পরেই পৃথিবীতে বাংলায় ছান।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

স্প্যানিয়ার্ড [হি] বি স্পেনের অধিবাসী। 'প্রথমে বিতরণ করলেন বাজারীদের, ... তারপর আর সবাইকে অর্থাৎ ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, এবং স্প্যানিয়ার্ডদের।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

স্প্যানীয় [হি] স্পেন+স ইয়া বি স্পেন দেশের। 'করাসিনী খেই খেই করছেন স্প্যানীয় রাজপুত্রের বেশে মিশকালো নিয়্যার সঙ্গে।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

স্প্যারো [হি] বি চড়ই পাখি। 'ভাঙা ও ঐ কুকু-টাকে/ ব্র্যাকবার্ড স্প্যারো-টাকে।' অন্নদা, ১৯২৯।

স্পঞ্জ [স] স্পন্দন বি মুদু কম্পন। 'বাম উরু নেয় বাহ করিল স্পঞ্জ।' মালাধর, ১৫০০।

স্পটিক [স] ১ বি স্বচ্ছ পাথরবিশেষ। 'স্পটিক নির্মিত ঘাট পরম সুন্দর। রামধন্য, ১৭৮০। ২ ক্রিষ্ণ স্পটভাবে। 'দুদশক পরে স্পটিক মনে পড়ে ...' শ্যামসুন্দর, ১৯৭২।

স্পটিক-জল [স] বি 'স্পটিকের মতো স্বচ্ছ জল। 'স্পটিক-জলের মতন বেকানো।' শক্তি, ১৯৬১।

স্পটিকদীপ [স] বি 'স্পটিক নির্মিত বাতি। 'স্পটিকদীপে গন্ধতলে জ্বালায় না কেউ বাতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

স্পটিকপাথর [স] বি স্বচ্ছ বর্ণহীন পাথরের তৈরি পাত্রবিশেষ; ক্রিস্টালের বাটি। 'স্পটিকপাথরে কতকগুলি আপেল নাশপাতি নারায়ণ ... সজ্জিত রাখিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্পটিকমণ্ডিত [স] বি বিশেষ ধরনের স্বচ্ছ ও ভদ্র পাথরে সজ্জিত। 'পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুৎস্কুল, স্পটিকমণ্ডিত, কাগজবৃত্ত, ক্রিষ্ণভিত্তি, নীলযবনিকাগ্রন্থ শয়নশালা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্পটিকশালা [স] বি ক্রিস্টাল পাথরে সজ্জিত ঘর। 'এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্পটিকশালায় প্রান্তবেদিলে বসে অন্ন আহার করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্পটিকস্বচ্ছ [স] বি কাচের মতো পরিষ্কার। 'স্পটিকস্বচ্ছ জল সীপ প্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্পটিকস্বচ্ছশিল্পা [স] বি শ্রী স্বকবকে পরিষ্কার জলপূর্ণ। 'এক পার্শ্ব দিয়া স্পটিকস্বচ্ছশিল্পা স্নিগ্ধ নদীতি অতি নম্রমধুর শ্রোতে প্রবাহিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্পন্দন [স] স্পন্দন বি স্পন্দন; মুদু কম্পন। 'স্পন্দন করএ ডানি আঁখি।' মুক্তন, ১৬০০।

স্পন্দন [স] বি আকালন। 'তাহারা যখন দুইজনে স্পন্দন করিয়া যাইতেছিল।' তারিণী, ১৮০৩।

স্কীটা [স] স্কটিশ বি ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'স্কীটা হই গবগব শাসন পড়া।' চর্যা ৪৭, ১২০০।

স্কীত [স] ১ বি জেগে উঠেছে এমন। 'অন্ধর পাথরের উপরে কিঙ্কিৎ স্কীত হইয়া উঠে।' নর্দপ, ১৮২১। ২ বি ফুলে উঠেছে এমন। 'চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্কীত হইয়া উঠে।' অক্ষয়, ১৮৪৫। ৩ বি ফোলায়। 'দেশাচারকে স্কীত তাকিয়ার মতো বানাইয়া লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ৪ বি ধনবান। 'অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই-সব জন্মের উপবৃত্ত ভোগ করিয়া স্কীত হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বি উজ্জ্বলিত। 'সহসা অগ্রবাস্পে হ্রদ স্কীত হইয়া উঠিয়া তাহার কঠরোধ করিয়া ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৬ বি প্রসারিত। 'ভারত গবর্মেণ্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্কীত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

স্কীত-উদর [স] ১ বি মোটা পেটওয়ালা। 'স্কীত-উদর যুবক সন্তানদ্বয়ের বিশল্প মূর্তি দৃষ্টিগোচ্রে পতিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২ বি বিকৃত অঙ্গল। 'দক্ষিণ-আফ্রিকা স্কীত-উদর ও ও পরিপূর্ণ দেহ লইয়া দিব্য হাঁকডাক-সহকারে পাখাণির করিয়া বেড়াইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্কীতউদরসংঘটিত [স] বি ভুঁড়ওয়ালা। 'ব্যাপারির মেদবহুল স্কীতউদরসংঘটিত দেহটি।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

স্কীতকর্ত [স] বি মোটা গলাবিশিষ্ট। 'দৌবনের রূপে স্কীতকর্ত কপোতের ন্যায় সর্পাকর্ বেড়াইত।' বক্রিম, ১৮৭৫।

স্কীত-কলেবর [স] বি ফাঁপানো। 'এমনিধারা স্কীত-কলেবর অনেক সহবান।' তারা, ১৯৪০।

স্কীতকায় [স] বি গুরুতর। 'স্কীতকায় অপমান অকর্মের বন্ধ হতে রক্ত গতি করিতেছে পান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

স্কীতভর [স] বি অধিক মোটা। 'শিলে নিয়ে স্কীতভর হলো।' কায়সার, ১৯৬২।

স্কীতপাল [স] বি বাতাসে ফুলে-ওটা পাল। 'উচ্চতটে অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাহুল এবং স্কীতপালের কিয়ংংশ দেখা যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্কীতপেশী [স] বি পেশীবহুল। 'স্কীতপেশী গুরুগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।' বরফুল, ১৯৩৬।

স্কীতবন্ধ [স] বি বন্ধ-ফোলানো। 'পরিপাটি-বেশমারী গর্বোদ্ধত স্কীতবন্ধ যোহিত্যোহনকে দেখিতে গাইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্কীতভাব [স] বি মন্ত আবেগ। 'মনের স্কীতভাব বা উন্মত্তভাব নিয়ত আত্মপ্রাধান্যের স্থাপনে উন্মত্ত।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

স্কীতমত্ত [স] স্কীত+ফা মত্ত বি বিকরিত। 'তার রক্তাক্ত স্কীতমত্ত চোখ দুটি ঘোরে।' ওয়াসী, ১৯৬৪।

স্কীতরক্তচোষ [স] বি রাগে কোলা লাল চোখবিশিষ্ট। 'মাংসল গুণল দেখে স্কীতরক্তচোষ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্কীতশিরা [স] বি শিরা ফুলে উঠেছে এমন। 'নখ কাটা হয়নি, স্কীতশিরা রোমশ।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

স্কীতি [স] বি প্রসারতা। 'মনের মধ্যে খুব একটা স্কীতি অনুভব করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

স্মৃতি অনুভব করা বি গর্ববোধ করা। 'মনের মধ্যে একটা স্মৃতি অনুভব করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

স্মৃতি-মাঝে দ্বিবিধ স্বার্থের বাহুল্য মাঝে। 'স্বার্থের সমাপ্তি অপগাতে। অকস্মাৎ পরিপূর্ণ স্মৃতি-মাঝে কলুষ আঘাত বিদীর্ণ বিপরী করি পূর্ণ করে তারে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

স্মৃত্যোর [স] ১ **বিণ** মোটা। 'সত্যকথিত কথা ও ঘটনা জোড়া তাদ্রা দিয়া এক-একটা স্মৃত্যোর পুস্তক রচিত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **বিণ** ঢোলা। 'সেখানে আর স্মৃত্যোর পাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষণটুকু ধাস করিয়া লইয়া যায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। ৩ **বিণ** পেট-মোটা। 'স্মৃত্যোর জয়ঢাকাটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যানানের আড়ম্বরকে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৪ **বিণ** অমজিষ্ট রুচির। 'স্মৃত্যোর বর্বর সভ্যতা।' ফররুখ, ১৯৪৩।

স্মৃত [স] ১ **বিণ** স্পষ্ট। 'স্মৃত করি কহ তুমি নাই কিছু ভয়।' কুজুদাস, ১৫৮০। ২ **বিণ** প্রকাশিত। 'নহ স্মৃত গবতী তনি সাধু দিল নিদ্রানন্দ।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ **বিণ** স্পষ্ট। 'দুই প্রকারের ধনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্মৃত আর-একটি স্মৃত।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

স্মৃত-কাহিনী [স] স্মৃত+কাহিনী। বি বিশদ বৃত্তান্ত। 'সহজ দেবভাষাতেও দেবলোকের স্মৃত-কাহিনী বলিয়াছেন।' সবুজ, ১৯২১।

স্মৃততর [স] **বিণ** আরও স্পষ্ট। 'মুখে চক্ষে যেন স্মৃততর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

স্মৃতনোমুখ **বিণ** প্রায় প্রকৃতিত। 'স্মৃতনোমুখ যৌবন কি অপূর্ব সুখময় আত্মপ্রকাশ করিতেছে।' বিজুতি, ১৯০১।

স্মৃতি [স] **বিণ** বিকশিত। 'স্মৃতিত বিকশিত পুষ্পের ন্যায় ...।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

স্মরণ [স] ১ **বি** প্রকাশ। 'রসাতলারবেশে হৈল বিয়োগ স্মরণ।' কুজুদাস, ১৫৮০। ২ **বিণ** ব্যক্ত। 'আমার বাক্য স্মরণ না হইতে হইতেই ... কহিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ **বিণ** বিছুরিত। 'নভোমন্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ... ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্মরণ হইতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

স্মরা [স] **স্মরণ**। **ক্রি** প্রকাশিত হওয়া। 'স্মর ক্রি প্রকাশিত হও। 'হৃদয়ে কন্দরে স্মর করুণে আপনি।' মানিকরায়, ১৭৮১। 'স্মরক ক্রি স্মরণ হোক। 'স্মরক আমার হৃদয়েতে অবিরাম।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'স্মরে ক্রি প্রকাশ পায়।' প্রেমমুখে প্রভুর সংসার নাহি স্মরে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

স্মরিত [স] ১ **বিণ** প্রকাশিত। 'উদায় স্মরিত স্বাধীনবৃত্তি মহাতারা ... রাজ্যমাঝে ভুত করিয়াছিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭। ২ **বিণ** কবিশিত। 'স্মরিত ফুলের উত্তলা গন্ধে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২। ৩ **বিণ** কীত। 'স্মৃতির নাসারক্ত স্মরিত হইয়া উঠিল।' মানিক, ১৯৪০।

স্মরিতখারা [স] **বিণ** স্মরিত হচ্ছে এমনতারা। 'কল্পনানৈবেদ্যে একটা স্মরিতখারা রুট তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন।' বনফুল, ১৯০৬।

স্মৃতি [স] **বি** আত্মনের ফুলকি। 'স্মৃতি তার পাখায় শেল ঝলকালের ছন্দ, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারাই আনন্দ।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

স্মৃতিবর্ষণ [স] **বি** আত্মনের ফুলকির বিচ্ছুরণ। 'চক্ষুধিকি চৌকাঠকি শব্দ ও স্মৃতিবর্ষণ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্মৃতিসমার **বি** যে কোনো স্মৃতি। 'ধর ধর অগ্নিশিখার স্মৃতিসমার অন্ধকারে গুহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্মৃত [স] ১ **বিণ** বিকশিত। 'আমাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিসকল স্বাধীনসে

স্মৃত হইত।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ২ **বিণ** উৎসুক। 'কৃৎসীকৃত ধূমে সজাগ স্মৃত ও মৃত হইয়া উঠিল।' সিরাজী, ১৯১৮; 'ভীক রসনার ধ্রোণা উদার স্মৃত মুখর শোচনে।' সুবীন্দ্র, ১৯২৬। ৩ **বিণ** প্রকাশিত। 'প্রাচীন পুষ্পের অমর অবদান স্মৃত গোলাপের কুঞ্জে।' সুবীন্দ্র, ১৯০২।

স্মৃতি, স্মৃতি [স] ১ **বি** প্রকাশ। 'তাহার স্মৃতি সম্যকরূপে হওয়া দুষ্কর।' অক্ষয়, ১৮৪৩; 'ধর্মজ্ঞানের সম্যক স্মৃতি হয় না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ **বি** আনন্দ। 'সে আমোদ নাই সে স্মৃতি নাই।' বিনোদিনী, ১৮৭৫। ৩ **বি** স্বতঃস্ফূর্ততা। 'তাঁহার ভক্তির স্মৃতি দেখিলাম কই।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৪ **বি** উৎসুকতা। 'একরকম বলিষ্ঠ স্মৃতি ভাব থাকা চাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৫ **বি** উৎসাহ। 'আত্মচিন্তাবৃত্তিকে স্মৃতি দিবে না।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

স্মৃতিবাজ [স] **স্মৃতি**+**ফা** **বাজ** **বিণ** আমুদে। 'ইলা খুব স্মৃতিবাজ মেয়ে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

স্মৃতিবিশিষ্ট, স্মৃতিবিশিষ্ট [স] **বিণ** আনন্দিত। 'শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, স্মৃতিবিশিষ্ট ও সুস্থ ও স্মৃতিবিশিষ্ট থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

স্মৃতিময়ী [স] **বিণ** স্মৃতিময়। 'দেহ উন্নত, কান্তি স্মৃতিময়ী।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

স্মৃতিমুগ্ধ **বিণ** আনন্দিত। 'তাহাদিগকে ... স্মৃতিমুগ্ধ বোধ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫২।

স্মৃতিসাধন [স] **বি** পরিপূর্ণ বিকাশ। 'আপনার যোগ্যতার স্মৃতিসাধন করিতে পারেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্মৃতিসে **ক্রি** **বিণ** আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে। 'আজ লিখনেওয়ালার তোসের মর্যাদা স্মৃতি-সে জোর লোকে।' নজরুল, ১৯২২।

স্মোরণ [স] **বি** বিকোরণ। 'এই স্মোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উস্কিয়ে দিতে না পারে ধামাতে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

স্ব [স] **বিণ** নিজ। 'স্ব-ইচ্ছা বি নিজের ইচ্ছা। 'স্বাধারা স্ব-ইচ্ছা সাধনে অক্ষম ও ধন, মান রক্ষা করিতে দুর্বল।' ভদ্রমল্লিক, ১৮৭৪; 'পরদিন স্বইচ্ছায় নফল রোজা রাখে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

স্ব স্ব [স] **বিণ** নিজ নিজ। 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নামে সন্তমভিলাষী হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

স্বওরন [সমগ্র] **বি** 'স্মরণ। 'আচম্বিতে গোফুল পুরি হইল স্বওরন।' মালধার, ১৫০০।

স্বপ্নশ্রেয়স [স] **স্বপ্নশ্রেয়স** **বি** নিজের কল্যাণ। 'সুতকে শিখিয়ে দেয় স্বপ্নশ্রেয়স বাণী।' মানিকরায়, ১৭৮১।

স্বকপোলকল্পিত [স] **বিণ** স্বীয় কল্পনাপ্রসূত; নিজের মনগড়া। 'তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোশাগল তনুগো সঙ্গ্রহীত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪০; 'স্বকপোলকল্পিত মহন্ত লাভ করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্বকপোলপ্রতি [স] **বিণ** মনগড়া। 'স্বদ্বারের দর্পণে আমারদিগের স্বকপোলপ্রতি বিষয়মাত্র থাকিবে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

স্বকবিত্ত [স] **বি** নিজের কবিত্তক্তি। 'প্রাচীন শ্লোক অভ্যাস করিয়া স্বকবিত্ত স্থাপন করিতেছেন...'। মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

স্বকর [স] **বি** নিজ হাত। 'চিন্তালাট তোমারি স্বকরে রয়েছে তিলকাক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

স্বকর্ণ [স] **বি** নিজ কান। 'এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

স্বকর্ম, স্বকর্ম [স] **বি** নিজের কর্মক্ষেত্র। 'সে ... স্বকর্মে আসিয়া স্বামির

নিরুত বর্ণাধরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

বকর্মার্জিত [স] *বিণ* নিজের কর্ম দ্বারা অর্জিত। 'বকর্মার্জিত ফলভোগ করিতেছেন।' *বহির্মণ*, ১৮৭৮।

বকলম [স] *ব+আ কলম*। *বি* নিজের চেষ্টা। 'কর্তা বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন।' *হুতাশ*, ১৮৬১।

বকল্লিত [স] ১ *বিণ* মনগড়া। 'বকল্লিত ভাষ্যমেবে করে আচ্ছাদন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিজেই কল্পনা করে নিয়েছে এমন। 'একজন বার্ষপের বকল্লিত নেতা সমাজের মাথায় কুঠারঘাত করতঃ ...।' *দর্পণ*, ১৯২৮।

বকাজ [স] *বি* নিজের করণীয় কাজ। 'অর্জুন, বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে ...।' *মাইকেল*, ১৮৬৬।

বকামিনী [স] *বি* আপন পত্নী। 'রসরাজ একি ভাবে, দুঃখাবর্ষে, রেখে বকামিনী।' *কলকল্পে*, ১৮৭৬।

বকামী [স] *বিণ* আত্মকামী। 'ক্লান্তিকরে বরদায় করে যে রোমান্টিকতা তা অশ্রু-চিহ্নিত, বকামী, নির্জাননির্ভর।' *শিব*, ১৯৫০।

বকার্য, **বকার্য্য** [স] *বি* নিজের কাজ। 'বকার্য সাধন করাই কর্তব্য।' *পূর্ণচন্দ্র*, ১৮৩৬; 'সুরমাঝে বকার্য সাধিতে নারায়ণ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

বকার্যোদ্ধার, **বকার্যোদ্ধার** [স] *বি* নিজের কার্য সাধন। 'অন্যশ্রেয় কপট প্রেম অর্থাৎ বকার্যোদ্ধার হেতু।' *ডাবানী*, ১৮২৮।

বকাল [স] *বি* নিজের কাল। 'বশেন যেমন একটা আছে বকালও তেমনি একটা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

বকীয় [স] ১ *বিণ* নিজের। 'পাছে শ্যাম বংশীমুখ বকীয় স্বরূপ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'বকীয় চন্দন শব্দ দিআ হব নিরাতঙ্ক।' *বৃক্স*, ১৬০০। ২ *বিণ* মৌলিক। 'তিনি এ অংশেও যে বকীয় কবিদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।' *বহির্মণ*, ১৮৭৫।

বকীয়গণ [স] *বি* নিজের মানুষেরা। 'মহাপাত্র সুপাত্র বকীয়গণ ওই।' *রামহাসদ*, ১৭৮০।

বকীয়তন্ত্রী [স] *বিণ* আপন ব্যক্তিত্বাত্ম্যে বিশ্বাসী। 'জনসন বিদ্যাসাগরের মতই অপ্রতিদ্বন্দ্ব এবং বকীয়তন্ত্রী ছিলেন।' *রমেন্দ্র*, ১৯৭০।

বকীয়তা ১ *বি* নিজেরতা। 'শক্তির বকীয়তা নেই।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৭। ২ *বি* বৈশিষ্ট্য। 'আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ডুলে যাই যে, বাংলার একটি বকীয়তা আছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩১। ৩ *বিণ* মৌলিকত্ব। 'তাহার মধ্যে লেখকের বকীয়তা, নির্ভীকতা এবং অকৃত্রিম দৃঢ় ধারণা প্রকাশ পাইত।' *রবীন্দ্র*, ১৯৮৮; 'তার প্রত্যেক গানে একটা originality ছিল, যাকে আমি বলি বকীয়তা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

বকীয়ত্ব [স] *বি* নিজেরতা। 'যতগুলি কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেরই মাধা তাহার প্রতিভার বকীয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৮; 'বকীয়ত্বের বরাত দিয়া গৌরব করিতে বলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

বকীয়া [স] ১ *বিণ* শ্রী নিজ পত্নী সম্পর্কিত। 'বকীয়া পরকীয়া ভাবে বিবিধ সংস্থান।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিণ* শ্রী বিবাহিত। 'বাবু তাহার বকীয়া কামিনীকে প্রহার করেন।' *ডাবানী*, ১৮২৮। ৩ *বি* স্বামীর প্রতি অনুরক্ত নায়িকা। 'নায়িকা বকীয়া কি সামান্য ...।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭২; 'বকীয়া তো পদকর্তাদের মতে কর্মীনারী।' *প্রমথ*, ১৯১৮।

বকীয়েদার [স] *বি* নিজের পেট। 'বাবুদিগের সন্তোষ জন্মাইয়া

বকীয়েদার পরিতোষ করে।' *ডাবানী*, ১৮২৮।

বকৃত [স] *বিণ* নিজের রচিত। 'নানাবিধ বিষয়ে বকৃত কাব্যপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে।' *দর্পণ*, ১৮২৯।

বকৃতভঙ্গ [স] *বি* নিজের ইচ্ছায় কৌলীন্যপ্রথা লঙ্ঘনকারী। 'তাহাদিগকে বকৃতভঙ্গ বলা যায়।' *ক্লেদাসবাসিনী*, ১৮৬৩। ২ *বিণ* নিজের দ্বারা শাবলজাত। 'গুণ্ডান গলার জোরে বকৃতভঙ্গ সুর চালাতে লাগলেন।' *ধূর্তি*, ১৯৩১।

বকৌস্তিক [স] *বিণ* আত্মকেন্দ্রিক। 'যদি তারা ক্ষমতালোভী, বকৌস্তিক, বার্ষপায়ণও হিংসুক না হয়।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

বকৌশল [স] *বি* নিজ কুশলতা। 'তোমার ভার উদ্ধার করিতে দেব-বংশ, -দেবরিশু ধ্বংস বকৌশলে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বখাত সলিলে ডুবে মরা - *বি* নিজের তৈরি জলাশয়ে নিজেই ডুবে মরা। 'আমি বখাত সলিলে ডুবে মরি প্যামা।' *দানরথি*, ১৫৭৭।

বগণ [স] *বি* সঙ্গী। 'অনাদিন প্রাতঃকালে বগণ সমভিষাহ্যারে পূর্বোদ্ধিত কল্যাণসূচক কার্য্য-সম্পাদনার্থে গমন করিতেন।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

বগুত [স] *বিণ* অন্যকে না শুনিয়া নিজে-বলা; মনোগত। 'ভক্ত। (বগুত) ইং, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

বগুত-উক্তি [স] *বি* আপন মনে করা উক্তি। 'লেখকের বগুত-উক্তিও ছায়ে মনে সুদীর্ঘ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

বগুতকথন [স] *বি* নিজে নিজে কথা বলা। 'সময়ের বগুতকথনে বোরবার কান পাতি।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৬৬।

বগুতোক্তি [স] *বি* নিজে নিজে কথা বলা। 'তার আত্মার সেই গভীর বগুতোক্তি শুনেতে পাব।' *অগ্নিত্র*, ১৯৫০।

বগুণ [স] *বি* নিজ যোগ্যতা। 'রেনেসাঁসের কৃতি শুধু বগুণেই অমূল্য নয়।' *শিব*, ১৯৫৬।

বগোম [স] *বি* নিজ বংশ। 'তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার বর্ষ, আমার বগোম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

বগৌরবে [স] *ক্রি* আপন মহিমায়। 'তারা সেই স্বাধীন সার্বভৌম আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্রের সত্যিকার দাবিদার হতে পারে বগৌরবে।' *বেগম*, ১৯৪৭।

বগুণ [স] *ব+বি বর্ণ*। 'পুণ্য কইলো বগুণ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ।' *বড়ু*, ১৪৫০।

বগুহ [স] *বি* নিজের লেখা বই। 'এই লীলা বগুহে রঘুনান দাস।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

বগুহাম [স] *বি* যে গ্রামে নিজের জন্ম হয়েছে। 'মুখোপাধ্যায় পরিবারের, বগুহামে ও পার্শ্ববর্তী বহুতর গ্রামে, আদিপতের সীমা ছিল না।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

বগুহামু [স] *বিণ* নিজ গ্রামের। 'বগুহামু ব্রাহ্মণদিগের পদধূসির আশা।' *শরৎ*, ১৯১৬।

বগুর [স] *ব+বৃত্ত* *বিণ* সমগোত্রভূত। 'ইহার যে তাহাদের বগুর।' *শরৎ*, ১৯২৬।

বগুরন [স] *ব+বর্ণ* *বি* স্বরূপ। 'প্রতিদিন আমারে করাইব বগুরন।' *মালাধর*, ১৫০০।

বগুরা [স] *ব+বৃত্ত* *ক্রি* স্বরূপ করা। 'বগুরি ক্রি স্বরূপ করি।' *হরিশে* *লড়িয়া* *মুনি* 'বগুরি নারায়ন।' *মালাধর*, ১৫০০। 'বগুরি ক্রি স্বরূপ

ক'রে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বর্গরীয়া।' মালাধর, ১৫০০।

ব'চকে [স] *ক্রিবিণ* নিজ চোখে। 'বিহারের যে সকল ধারা কথায় করিয়াছি তাহা সমস্ত ব'চকে দেখিয়া শিখিবা।' ভবানী, ১৮২৮। 'ব'চকে ও ব'কার্শে সকল দেখিয়া গনিয়া আইলে যেমত সুবিচারের সম্ভাবনা।' মধ্যস্থ, ১৮৭৩।

ব'ছে [স] ১ *বিণ* যা মধ্য দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে এমন। 'উহা কাচের ন্যায় ব'ছে।' বিদ্যা, ১৮৫১। ২ *বিণ* নির্মল। 'ব'হে কলকল রবে ব'ছে প্রবাহিনী।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৩ *বিণ* ভিতর দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে এমন। 'দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ ব'ছে।' জগদীশ, ১৮৯৫। ৪ *বিণ* ব'হুদল। 'ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এই কাব্যখানি এমন ব'ছে, এমন উজ্জ্বল।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৫ *বিণ* ঘর্ষহীন। 'মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর ব'ছে প্রাঞ্জল ভাষায়।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

ব'ছে বাস [স] *বি* ফিনফিনে শোকার। 'এ ব'ছে বাস করে মোরে পরিবাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

ব'ছেতা [স] ১ *বি* স্পষ্টতা। 'তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল ব'ছেতা আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ২ *বি* নির্মলতা। 'শরতের রৌদ্র এবং আকাশের ব'ছেতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ব'ছেদুটি [স] *বি* পরিষ্কার চোখ। 'কাসেরের কুকীর্তিটি ব'ছেদুটিতে দেববার পথে আর বাধা নাই।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

ব'ছেলীল [স] *বিণ* নির্মল নীল। 'ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো ব'ছেলীল ...।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ব'ছেব'হি [স] *বিণ* সুস্বরূপি আছে এমন। 'উদার মতাবলম্বী ব'ছেব'হি নামরিকণা সমাজসেহের এই পক্ষপাতিত্ব দূর করতে অগ্রণী হনুর্ক।' বেগম, ১৯৫২।

ব'ছেমলিলা [স] *বিণ* অতিশয় পরিষ্কার জলবিশিষ্ট। 'কুণ্ড মধ্যে ব'ছেমলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিলা।' বলদর্শন, ১৮৩৪।

ব'ছেদ [স] ১ *ক্রিবিণ* বাধাহীনভাবে। 'নিবৃত্ত করিঞা কৈল ব'ছেদে গমন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *বিণ* নিশ্চিন্ত। 'অনুযোগ ব'ছেদ আছে।' জেরি, ১৮০২। ৩ *বিণ* সুখ। 'মহাতে ব'ছেদ শরীরে দীর্ঘকাল জীবদ্দশায় থাকিতে পারেন।' জ্ঞানবেশণ, ১৮৩৬। ৪ *বি* নিশ্চিন্ততা। 'পরিণামে সুখ, ব'ছেদ ও শান্তিরসেও জন্মজন্মি দিতে হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫০। ৫ *বিণ* নিজস্ব ছন্দবিশিষ্ট। 'একটা গল্পের হিসাবেও তাহাদের ব'ছেদ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৬ *বিণ* অব্যাহত। 'সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও ব'ছেদ গতি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

ব'ছেদপতি [স] *বিণ* অব্যাহত সম্পন্ন। 'কোনো রেখা গায়ের পথের মতো মুক্ত এবং ব'ছেদপতি।' অবন, ১৯২৫।

ব'ছেদচিহ্নে [স] *ক্রিবিণ* স্বাভাবিকভাবে। 'তাহার অভাব সত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত ব'ছেদচিহ্নে আহোরনিদ্রা ও অপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩। 'ব'ছেদচিহ্নে এ আনন্দ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি।' প্রমথ, ১৯১৪।

ব'ছেদভা [স] ১ *বি* স্বাধীনতা। 'মুক্তারপণবিষয়ে ব'ছেদভার সম্পূর্ণ অগ্রহণ।' দর্পণ, ১৮৩৫। ২ *বি* বাহুদান। 'সূরে, সুরায়, নৃত্য চকলভায়, স্বর-মুক্তির ব'ছেদভার সরাইখানায় আবার বন্যা ডাকল।' শওকত, ১৯৬২।

ব'ছেদপূর্বক, **ব'ছেদপূর্বক** [স] *ক্রিবিণ* বাহুদ্যের সঙ্গে। 'ভূমি প্রতিদিন ব'ছেদপূর্বক বাইরা আইসহ।' গোলাক, ১৮০১।

ব'ছেদবিহার [স] *বি* অব্যাহত বিচরণ। 'তাহাদিপকে ইহার নিজের পার্শ্বে ব'ছেদবিহারের স্থান দিয়াছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

ব'ছেদবোধ করা *ক্রি* নিশ্চিন্ত বোধ করা। 'তাহাতেই ব'ছেদবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া কৃষ্ণ জল্পনায় কৃষ্ণ কালক্ষেপ করেন।' জ্ঞানবেশণ, ১৮৩০।

ব'ছেদভাব [স] *বি* স্বাভাবিক অবস্থা। 'জলে ছেড়ে দিলেই সে আবার ব'ছেদভাব ধারণ করবে।' নজরুল, ১৯২৬।

ব'ছেদে [স] ১ *ক্রিবিণ* নির্বিঘ্নে। 'ব'ছেদে করেন তবে প্রসাদ ভোজন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ *ক্রিবিণ* নিশ্চিন্তে। 'বুঝি আমি ব'ছেদে ... নির্ভর করতে পারি।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ *ক্রিবিণ* স্বাধীনভাবে। 'অনল রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া নারী নগরীকে ব'ছেদে পরমানন্দে রাখেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৪ *ক্রিবিণ* সুখে। 'প্রযাদি সুখ হইলেই প্রজাসকল ব'ছেদে থাকিবেক।' দর্পণ, ১৮৩০। ৫ *ক্রিবিণ* সহজে। 'আপন ধর্ম পড়ীকে ব'ছেদে জনসমূহের মধ্যে ...।' দর্পণ, ১৮৩১। ৬ *ক্রিবিণ* নিজ ইচ্ছামতো। '... আমিও পক্ষীর মত ব'ছেদে উড়িয়া বেড়াইতে পারি।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৭ *ক্রিবিণ* স্বাধীনতা নিয়ে। 'সুখে ব'ছেদে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৮ *ক্রিবিণ* আরামে। 'তাদের পরে এই জাহাজের লোপের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ ব'ছেদে আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৯।

ব'জন [স] *বি* আত্মীয়বর্গ। 'ভাই ভাতিজা বোটা আর যতক ব'জন।' গরীব, ১৭৬৫।

ব'জনত্যাগী [স] *বিণ* আপনজন ত্যাগকারী। 'ব'জনত্যাগী পরলোকগত প্রায় হয়।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

ব'জন-পরিজন *বি* আপনজন ও অনার। 'লোকের অভাব, অর্থের অভাব, ব'জন-পরিজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব'জন-পরিজন *বি* আপন ও বনিজজন। 'ব'জন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

ব'জন-ব্রীতি [স] *বি* আপনজনদের প্রতি পক্ষপাত। 'সাম্প্রদায়িক কার্যপূর্ণ, ব'জনব্রীতি ও অন্যায় দুর্নীতির চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইতেছে।' আজাদ, ১৯৪০।

ব'জনবর্গ [স] *বি* আত্মীয়-ব'জন। 'পুনরাগমন দেখিয়া ব'জনবর্গ মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৮। 'মিগিলে ব'জনবর্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ব'জনবিচ্ছেদ [স] *বি* আত্মীয়-পরিজন বিয়োগ। 'ভারতবর্ষ ... রোগশোক ব'জনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

ব'জনবিধুর [স] *বিণ* ব'জনদের জন্য দুঃখিত। 'ভাই আর বোন ব'জনবিধুর পরিজন।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

ব'জনবৃত্ত [স] *বি* আপনজনদের বলয়। 'ব্রৌচতায় পৌঁছবার আগেই আমার ব'জনবৃত্তের ব্যাসার্ধ দূরবিস্তৃত হয়।' শিব, ১৯৫৬।

ব'জনসমাজ [স] *বি* আত্মীয় সমাজ। 'অন্যান্য বিলাতি গান ব'জনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

ব'জন-সায়র *বি* আত্মীয়ব'জনরূপ সাগর। 'ব'জন-সায়রে মাঝে মাঝে গটে উঠে।' শক্তি, ১৯৬৬।

ব'জনি *বি* প্রণয়িনী। 'পিরিতি-নগরে, বসতি ব'জনি/ পিরিতে গঠিত অস।' গিরিশ, ১৮৮৩।

বঙ্গনী বি সবা। 'ভক্তিদেবীর বঙ্গনী, একপ্রাণা দোঁহে।' মাইকেল, ১৮৬০।

বঙ্গাত [স] ১ **বিশ** একই গোত্র বা সমাজভুক্ত। 'বঙ্গাত বঙ্গাত ইববঙ্গদের সম্বন্ধে কী রকম ব্যবহার করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ **বিশ** সমবভাবিশিষ্ট। 'আমি দেখছি মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে বঙ্গাত।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ **বি** নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত। 'গাছালাদের বঙ্গাত বংশেই জানে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বঙ্গাত-ঢোলা-মারা **বিশ** বঙ্গাভীয়কে খাড়া মারে এমন। 'পজিটিভ বৈদ্যুতের বঙ্গাত-ঢোলা-মারা মেজাজ নিয়েএই প্রোটিনওগো ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বঙ্গাতি [স] ১ **বি** নিজের জাতি। 'বঙ্গাতি অনুগা সোণাতো সোহাগা।' চিত্রী, ১৬০০। ২ **বি** নিজ শ্রেণী। 'দীপ্তির ইচ্ছা, আমাকে প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গাতির গুণগান বেশি করিয়া গনিয়া লইবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৩ **বি** বংশোদ্ভূত লোকজন। 'আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়-বঙ্গাতি আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বঙ্গাতিজ্ঞান [স] **বি** নিজের জাতি সম্পর্কে সচেতনতা। 'আর্যদের এই বঙ্গাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের বংশদক্ষ্যানের প্রতিরূপ ছিল।' প্রমথ, ১৯১৫।

বঙ্গাতিদ্রোহী [স] **বিশ** নিজ জাতির বিরুদ্ধাচরণকারী। 'ধর্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী ও বঙ্গাতিদ্রোহীর পরিণাম বাহা হইয়া থাকে।' প্রচারক, ১৯০৬।

বঙ্গাতিপ্রিয় [স] **বিশ** নিজ জাতির প্রতি প্রীতি আছে এমন। 'বঙ্গাতিপ্রিয় পাচাত্য জাতি।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বঙ্গাতিপ্রিয়তা [স] **বি** নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা। 'আমাদের মধ্যে এরূপ বংশোদ্যোগ ও বঙ্গাতিপ্রিয়তা নাই।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৫৫।

বঙ্গাতিপ্রীতি [স] **বি** নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা। 'আমরা যত্নে বংশপ্রীতি বলি আসলে তা বঙ্গাতিপ্রীতি।' প্রমথ, ১৯২০।

বঙ্গাতি বংশল [স] **বিশ** নিজ জাতির প্রতি মমত্ব বোধকারী। 'বঙ্গাতি বংশল, সমাজহিতৈষী, উন্নতহৃদয়।' প্রচারক, ১৯০১।

বঙ্গাতি-বংশল্য [স] **বি** বংশাত্যবোধ। 'একটির মূলে আছে বংশদী-বংশল্য আর একটির মূলে আছে বঙ্গাতি-বংশল্য।' প্রমথ, ১৯২০।

বঙ্গাতিশ্রেমিক [স] **বিশ** নিজ জাতিকে ভালোবাসে এমন। 'আমরা যদি বৈদেশ বঙ্গাতিশ্রেমিক জাতিদের দিকে লক্ষ্য করি ...।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বঙ্গাতি-বিরোধী [স] **বিশ** নিজ জাতির বিরোধিতা করে এমন। 'বঙ্গাতি-বিরোধী, নষ্টমতি ব্যক্তির তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

বঙ্গাতিসুলভ [স] **বিশ** বঙ্গাতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'কমা করা তাঁদের বঙ্গাতিসুলভ করণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বঙ্গাভীয় [স] ১ **বিশ** নিজের জাতীয়। 'বঙ্গাভীয় ভাষার উপকার পক্ষে চোটা বিজাভীয় নহে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ **বি** নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা। 'ধর্মব্রত বঙ্গাভীয় বঙ্গাভীয়ের পরিহার করিতে লাগিলেন।' কৃষ্ণকলম, ১৮৫৮। ৩ **বি** একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আমাদের পরম নীরস বঙ্গাভীয়ের পক্ষে মন্দ হইল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বঙ্গাভীয়ত্ব [স] **বি** বঙ্গাভীয় ভাব। 'তাহাদের বঙ্গাভীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বঙ্গাভীয়বর্ণ [স] **বি** নিজ জাতির লোকজন। 'তাঁহারা বঙ্গাভীয়বর্ণের প্রতিনিধি ব্রহ্মণ।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বঙ্গাভীয়া [স] **বিশ** দ্বী একই জাতের। 'সে ইহাদের বঙ্গাভীয়া।' মালিক, ১৯৩৭।

বত, **বতঃ** [স] **ক্রি**বিশ নিজে। 'বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে।' বল্লভ, ১৮৭৮।

বতই [স] **বতঃ**। **ক্রি**বিশ সবনময়ে। 'এ কথা মনে বতই উদয় হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বত-উৎসারিত [স] **বিশ** বতঃকৃত। 'দুটি দেহ যেন বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বত-উত্থ [স] **বিশ** নিজ থেকে উৎপন্ন। 'বহাদুরী মন থেকে তা বত-উত্থ হয়েছিল।' প্রমথ, ১৯২০।

বতই [স] **বতঃ**। ১ **ক্রি**বিশ সবনময়ে। 'বতই আমাদের নয়ন সমক্ষে উৎস্থিত।' দীপিকা, ১৮৮৭। ২ **ক্রি**বিশ নিজে থেকেই। 'হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে বতই প্রকাশমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বতঃ-উদ্ভাবনীশীলতা [স] **বি** বাতাবিক উদ্ভাবনীশক্তি। 'মানুষের একটা অবস্থাকে বতঃ-উদ্ভাবনীশীলতা অথবা উদ্ভাবনী বলা যাইতে পারে।' জগদীশ, ১৯১৬।

বতঃচাষিত্ব [স] **বিশ** সবনময়ে চালনা করা হচ্ছে এমন। 'বতঃচাষিত্ব পা দুইটি তাকে যেমনি বুশি লইয়া যাইতেছে।' মনসু, ১৮৫৫।

বতঃপরতঃ [স] **ক্রি**বিশ নিজের ইচ্ছাক্রমে। 'বতঃপরতঃ কোন সংগ্রহ বাধে।' ফরক্টার, ১৭৯৩।

বতঃপরিকৃত [স] **বিশ** আপনা-আপনি প্রকাশিত। 'বৈষম্য ব্যাপারটি কার্যতঃ বতঃপরিকৃত ...।' আজাদ, ১৯৬৭।

বতঃপ্রকাশমান [স] **বিশ** নিজ থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে এমন। 'ঘটনাটি এমনি বতঃপ্রকাশমান ...।' আজাদ, ১৯৭০।

বতঃপ্রদত্ত [স] **বিশ** যেজন্ম আরোপিত। 'যে পঙ্কজোত্তর ক্ষমতা গ্রামের লোকের বতঃপ্রদত্ত নহে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বতঃপ্রবর্তনা [স] **বি** বতঃকৃত প্রেরণা। 'তার বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বতঃপ্রবৃত্ত [স] ১ **বিশ** বেছাচালিত। 'তিনি তাঁহার বিন্দ্য বৃদ্ধির বিষয় সর্ববিধ অবগত ছিলেন; এই নিমিত্ত, বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ কথা লিখিয়া পাঠান।' বিন্দ্য, ১৮৫৬। ২ **বিশ** বতঃপ্রসোদিত। 'এইটুকু বংশমান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির ... ফলে একটি মহাবাক্য লিখিতে বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন?' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ৩ **ক্রি**বিশ নিজের ইচ্ছায়। 'বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বামীর পা টেপে।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বতঃপ্রসূত [স] **বিশ** স্বপ্রসোদিত। 'শিক্ষিত জনগণ বতঃপ্রসূত হয়ে বাংলার বুক থেকে নিরঙ্করতা নির্মূলের অভিযানে ...।' বেগম, ১৯৭২।

বতঃলিখিত [স] **বিশ** কোনো চিন্তাভাবনা না করে লেখা হয়েছে এমন। 'কোনো প্রকারে কি বতঃলিখিত হইতে পারে?' জগদীশ, ১৯১৬।

বতঃসম্পন্ন [স] **বিশ** নিজের দ্বারা সম্পন্ন। 'অসভ্যদিগের বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি ... ঘটিয়া থাকে।' বল্লভ, ১৮৭৫।

বতরসিদ্ধ [স] ১ **বিশ** প্রায়েণ অপেক্ষা রাখে না এমন। 'সেই জ্ঞান যে অগ্রভা ইহা অপেক্ষা বতরসিদ্ধ সত্য আর কি আছে' অক্ষর, ১৮৪৮। ২ **বিশ** স্বাভাবিক। 'ইহাই আমাদের মানবপ্রকৃতির বতরসিদ্ধ ধর্ম' অক্ষর, ১৮৫৪। ৩ **বিশ** বতাবসিদ্ধ। 'সেইরূপ বিদ্যা বাসালীর বতরসিদ্ধ' বহির্ম, ১৮৭৫। 'মানব নীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ বতরসিদ্ধ, এক অংশ বুদ্ধিসিদ্ধ' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ **বিশ** সর্বজন-বীকৃত। 'অন্যের মুখে যা বা বতরসিদ্ধ মিথ্যা, যা উদ্ভাসের অভ্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বতরসুট [স] **বিশ** নিজে সূটি হয়েছে এমন। 'বতরসুট বলিয়া স্থির' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বতরস্পন্দন [স] **বি** নিজস্ব ক্পন্দন। 'বতরস্পন্দন ভিতরের কোনো অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ঘটয়া থাকে' জগদীশ, ১৯২০।

বতরসুর্ভ [স] **বিশ** নিজের থেকে প্রসোদিত। 'মাতার গুণ একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে বতরসুর্ভ বলিবার কোনো বাধা দেখি না' রবীন্দ্র, ১৯০৩। 'বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো বসন্তের নিকৃষ্ট ফুল ফোটার মতোই এই লীলা সহজ বতরসুর্ভ' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বতরসুর্ভতা [স] **বি** নিজের থেকে প্রকাশ। 'উদ্ভেগযোগ্য শিক হলো তার বতরসুর্ভতা' উমর, ১৯৬৮।

বতরসুর্ভি [স] **বি** নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; স্বকীয়তা। 'সুটির বতরসুর্ভি থেকে বহিষ্ট করে থাকে সুটির চকুম করা ঘোষা' অন্ননা, ১৯২৯।

বতস্ত [স] **বতস্ত** ১ **বি** বাতস্ত। 'কোন হলে জাব বর নহে বতস্তরে' বড়, ১৫৭০। ২ **বিশ** পৃথক। 'শিতা আমা ইহা জামি আর এক খান বতস্তর পুরী নির্মাণ করি' রামরায়, ১৮০১।

বতস্ত [স] ১ **বিশ** পৃথক। 'বুনিদ শিখীতির হম বতস্ত আচার' চণ্ডী, ১৫৫০। ২ **ক্রিবি** এককভাবে। 'বতস্ত নাটিতে এড়ু মোর কোন শক্তি' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ **বিশ** অধীনতাধীন। 'বতস্ত কখন বতস্ত থাকিতে যোগ্য নহে' দর্পণ, ১৮২২। ৫ **বিশ** একাকী। 'আমি শুধু সে বাতাল ভিত্তে বতস্ত দাঁড়য়ে থাকি' সুধীন্দ্র, ১৯২৮।

ব-তস্ত **বিশ** নিজের উপর নির্ভরশীল। 'এই উভয়ের মধ্যে ব-তস্ত কেহই নহে, উভয়েই পরতস্ত' অক্ষর, ১৮৫৪।

বতস্তজাতীয় [স] **বিশ** ভিন্ন ধরনের। 'তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটা বতস্তজাতীয়' রবীন্দ্র, ১৮৫৫।

বতস্ততা [স] ১ **বি** স্বাধীনতা। 'বতস্ততার সহিত দিনপাতের সম্ভাবনা অভ্যন্তর সৌন্দর্যেতে দাসত্ব অপেক্ষা জগৎ' তারিণী, ১৮০৩। ২ **বি** বাতস্ত। 'বীর বতস্ততা রক্ষা করিয়া ...' অক্ষর, ১৮৪৯।

বতস্তবর্ধী, **বতস্তবর্ধী** [স] **বিশ** আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'বাতালি মেয়েদের কুণকোর অন্যান্য দেশের চেয়ে একটু বতস্তবর্ধী' বেঙ্গল, ১৯৪৮।

বতস্ত নির্বাচন [স] **বি** বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত আসনে আলাদা নির্বাচন। 'পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৩৭-এ বতস্ত নির্বাচনে' মাহেশ্বর, ১৯৪৯।

বতস্ত পত্র [স] **বি** পৃথক সংবাদপত্র। 'অনুবাদিকা বতস্ত পত্র নহে' দর্পণ, ১৮০১।

বতস্তশিয়ার [স] **বি** ব্যক্তিবাতস্ত্যবাদ। 'উদারতা, বতস্তশিয়ারতা, স্বাধীনতার জন্য জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত' গ্রন্থকর, ১৯০৩।

বতস্তরা [স] **বতস্ত**। 'বতস্ত'। 'নারী যার বতস্তরা সে জন জীয়েতে মরা' ভারত, ১৭৬০।

বতস্ত্রাশিত [স] **বিশ** স্বাভাবিক। 'কতকগুলি বিপাকিত ও বতস্ত্রাশিত (autonomous) দেশ আছে' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বতস্ত্রাসত্তা [স] **বিশ** আলাদা অস্তিত্ব আছে এমন। 'ভাই কালাচাঁদ মানুষ বতস্ত্রাসত্তা, আলাদা মানুষ' মেঘাভের, ১৯৫০।

বতরী [স] **বি** নিজের নৌকা। 'বতরিতে ভুলি তোরে বেড়াবে কি পারে' মাইকেল, ১৮৬৬।

বতচন্দ্র [স] **বিশ** বেচ্ছাচালিত। 'বতরনিত ধ্রুপুঙ্খ এই বতচন্দ্র-শকট' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

বতচেত [স] **বিশ** বেচ্ছায় চোঁকাগরী। 'দামিড়বোধের বতচেত স্নায়ুজাল' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বতস্তর [স] **বতস্ত**। **ক্রিবি** ইচ্ছামাফিক। 'বতস্তরে আপনার কার্য উদ্ধারি' সুদানত, ১৭০০।

বতো- [স] **বতস্ত**। **বিশ** নিজ। 'বতোসংসারিত' [স] **বিশ** নিজ থেকে জেনেছে এমন। 'এই জ্বিনিতগুলো বতোসংসারিত হয়ে তার ধানের ভিতর এসেছে' জীবন, ১৯৩২।

বতোনীড়া [স] **বিশ** ঝাঁ নিজে থেকে আলোড়িত। 'তিনি বতোনীড়া ও খেতবর্ণী' অবন, ১৯২৫।

বতোবিরোধ [স] **বি** আত্মবিরোধিতা। 'জীবনের গতি বতাবতই ... অনেক বতোবিরোধ, অনেক পূর্বপারের অসারকল্পা থাকে' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বতোবিরোধী [স] **বিশ** বিরোধী। 'সর্বমাতা সমবেদনা অমানবিক ও বতোবিরোধী' সুধীন্দ্র, ১৯০৭।

বতাবুজ [স] **বিশ** বতস্তকৃত। 'মানুষের অপরিমেয় ইচ্ছাপ্রতির বতাবুজ বিকোরাণ থেকে বেনসিনের জ্বল' শিব, ১৯৫৬।

বতাবেসে [স] **ক্রিবি** বতস্তকৃত গতিতে। 'এই বদল হওয়ার বৌক ... এমন বতাবেসে চলছে যেন এ সঞ্জীব পদার্থ' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

বতোলক [স] **বিশ** নিজে অর্জিত। 'কাজ ইহাকে বতোলক বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বসনে' বহির্ম, ১৮৮৭।

বড় [স] ১ **বি** মালিকানা। 'পর্যব্রি ভূমিতে তালুকদারের বড় নাই' দর্পণ, ১৮৩৯; 'আইনের অনুসারে যাহার যে বড় আছে' এডুকেশন, ১৮৭০। ২ **বি** উত্তরাধিকার। 'তাহার পাঁচ-ছয় সহস্র কপরের গৈড়ত বড় সমান গ্রন্থাবে বজার জামিয়ারে' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ **বি** প্রভাব। 'ব্রাহ্মণ আপন বড় এতদূর পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৪ **বি** অধিকার। 'দানপাত বড় সাব্যস্ত করতে হয় প্রতিদিনই অসুস্থ করে' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বড়বান [স] **বিশ** স্বত্বাধিকারী। 'অপরকে তাহাতে বড়বান করিবারও তাহার অধিকার আছে' বহির্ম, ১৮৭৯।

বড়লোপ [স] **বি** মালিকানার বিলোপ। 'যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের বড় লোপ করিতে চায়' রবীন্দ্র, ১৮৮০। 'বড়লোপের ভিত্তিতে রাজাধিকারের যে নীতির সঙ্গে ডালহৌসির নাম জড়ানে ...' মহাশেখর, ১৯৫৬।

বড়শূন্য [স] **বিশ** শূন্যত্ব। 'জীবনের কতগুলো পরিচিত বড়শূন্য কথা' জীবন, ১৯৪০।

বড়-বামিড় [স] **বি** মালিকানা ও কর্তৃত্ব। 'বাসালা ভাষাতেও আমাদের বড় বামিড় হিমুর অপেক্ষা কম না ইহা বোধী হইবে' এসলাম, ১৯১৭; 'মৌলবি মগসুরের নির্যুত বড়-বামিড় বতিল' মনসুর, ১৯৫৫।

বঙ্গভাষিকার [স] ১ বি মৌলিক অধিকার। 'মनुযের বঙ্গভাষিকার (rights of man) বলিয়া একট সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫। ২ বি আইনগত অধিকার। 'ভারতবাসীসের বঙ্গভাষিকার বিস্তার করার জন্য কনগ্রেস যে চেষ্টা করিতেছেন ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৩ বি মালিকানা। 'সমস্ত সঙ্গত বঙ্গভাষিকারকে এই মাতৃভূমির বুকে সবলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে।' আজাদ, ১৯০৭।

বঙ্গভাষিকারী [স] বিণ মালিক। 'তাহাতে সমান বঙ্গভাষিকারী আট পুত্র।' দর্পণ, ১৮৩০।

বঙ্গভাষিক [স] বি মালিকানা। 'বঙ্গভাষিকের বিচার ... ইত্যাদি যাবতীয় নালিশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।' মশাররফ, ১৮৯০।

বঙ্গলহু [স] বিণ একই মতানুসারী। 'বঙ্গলহু তাবৎ অধ্যাপকদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৪।

বঙ্গদেশ [স] ১ বি নিজের দেশ। 'এড়াইল বঙ্গদেশ বিদেশ কত আর।' ভারত, ১৭৬০। ২ বিণ বঙ্গদেশীয়। 'বঙ্গদেশ বঙ্গদেশীয় অন্য প্রধান মহাশয়েরাও উপস্থিত ছিলেন।' জ্ঞানদেবদণ্ড, ১৮৩৬।

বঙ্গদেশ-আকাশ বি বঙ্গদেশের আকাশ। 'আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের বঙ্গদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বঙ্গদেশজাত [স] বিণ নিজের দেশে উৎপন্ন। 'অর্ধ হচ্ছে যা বঙ্গদেশজাত নয়।' ধূর্তজি, ১৯০১।

বঙ্গদেশজ্ঞান [স] বি নিজের দেশবিষয়ক জ্ঞান। 'আর্যদের এই বঙ্গদেশজ্ঞান সমস্ত ভারতবর্ষের বঙ্গদেশজ্ঞানের প্রতিকূল ছিল।' প্রমথ, ১৯১৫।

বঙ্গদেশভক্ত [স] বি নিজের দেশ সম্পর্কিত জ্ঞান। 'বঙ্গদেশভক্ত সেভাবেই শেখাবার চেষ্টা করে আমার বঙ্গদেশ সবার উপরে।' বিক্রম, ১৯৫৬।

বঙ্গদেশত্যাগী [স] বিণ নিজের দেশ ত্যাগকারী। 'বঙ্গদেশত্যাগী জয়সের পক্ষে ইউনিসিস-এর মতো এগিক উপন্যাস দেখা সম্ভব হয়েছিল।' শিব, ১৯৭৩।

বঙ্গদেশ-দর্শনোৎসুক [স] বিণ নিজের দেশ দেখতে আগ্রহী। 'বঙ্গদেশ-দর্শনোৎসুক দূর-প্রবাসী ব্যক্তিরা ... গুলকিত হইতে পারেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বঙ্গদেশঘেঁষী [স] বিণ নিজ দেশকে ঘূষা করে এমন। 'বঙ্গদেশঘেঁষী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বঙ্গদেশপ্রোহিতা [স] বি দেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান। 'তবেই তাহাদের বঙ্গদেশপ্রোহিতা ঘৃণিত।' ইসলাম, ১৯০৩।

বঙ্গদেশপ্রোহী [স] বিণ নিজ দেশের বিরোধিতাকারী বা নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিরোধী। 'বঙ্গদেশপ্রোহী কুলাস্বরের পক্ষে নহে?' মশাররফ, ১৯০৮। 'বঙ্গদেশপ্রোহীর ন্যায় ...' এসলাম, ১৯১৭।

বঙ্গদেশপ্রত্যাগত [স] বিণ নিজ দেশে ফিরে এসেছে এমন। 'তাঁহারা বঙ্গদেশপ্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষণ-প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বঙ্গদেশপ্রিয় [স] বিণ নিজের দেশকে ভালোবাসে এমন। 'জন কতক বঙ্গদেশপ্রিয় ব্যক্তি বিলাতি দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ...' প্রমথ, ১৯২০।

বঙ্গদেশপ্রাণ [স] বিণ দেশপ্রেমিক। 'তিনি যদি প্রকৃতিই বঙ্গদেশপ্রাণ

ব্যক্তি হইতেন।' এসলাম, ১৯১৭।

বঙ্গদেশপ্রিয়তা [স] বি নিজদেশের প্রতি ভালোবাসা। 'এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক বঙ্গদেশপ্রিয়তা।' রাজ, ১৮৭৪।

বঙ্গদেশপ্রীতি [স] বি নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'এই বাস্তবপ্রীতিই ক্রমে প্রসারলাভ করিয়া বঙ্গদেশপ্রীতিতে পরিণত হয়।' প্রমথ, ১৯১৪।

বঙ্গদেশপ্রেম [স] বি নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'আত্মপরতা অপেক্ষা বঙ্গদেশ-প্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ধরিয়া বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'আমিও বই-পড়া বঙ্গদেশপ্রেমকেই জানি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বঙ্গদেশপ্রেমিক [স] বি বঙ্গদেশকে ভালোবাসে যে। 'তাঁহারা বাক্যসার বঙ্গাদিগের অপেক্ষা ভালো বঙ্গদেশপ্রেমিক।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বঙ্গদেশপ্রেমিকতা [স] বি নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'মৃতপ্রাণ জাতিকও বঙ্গদেশপ্রেমিকতা ও বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পুনর্জীবিত করিয়াছেন।' ছায়াবীথি, ১৯৩৩।

বঙ্গদেশ প্রেমিকা [স] বি স্ত্রী বঙ্গদেশের প্রতি গভীর প্রেম আছে যার। 'কমলাদেবী একজন বঙ্গদেশ প্রেমিকা।' বেগম, ১৯৪৮।

বঙ্গদেশবৎসল [স] বিণ দেশপ্রেমিক। 'বঙ্গদেশবৎসল ও ধার্মিক।' এসলাম, ১৯১৯।

বঙ্গদেশবদ্ধ [স] বিণ বঙ্গদেশীয়; নিজ দেশের প্রতি অনুরক্ত। 'আমরা সংসারে দ্বিভুক্ত অথবা অনুরক্ত, বঙ্গদেশবদ্ধ অথবা সার্বভৌমিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বঙ্গদেশ-বাৎসল্য [স] বি নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'বঙ্গদেশ বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

বঙ্গদেশ-বিশেষ বি নিজের দেশ ও অন্যের দেশ। 'নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অনঙ্গরূপে খুলেছিল বঙ্গদেশ-বিশেষের সকল অভ্যাগতের জন্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বঙ্গদেশভূমি [স] বি নিজের জন্মস্থান। 'বঙ্গদেশ বঙ্গদেশভূমি ঐক্যবদ্ধ তুর্গী নৌজোয়ান।' করকর, ১৯৪৬।

বঙ্গদেশমাতৃকা [স] বি দেশমাতা। 'তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের বঙ্গদেশমাতৃকা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বঙ্গদেশমাতৃকা [স] বি নিজের দেশের সেবা। 'ধর্ম সাহিত্য বঙ্গদেশসেবা প্রকৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন।' তদুদ, ১৯৪৯।

বঙ্গদেশবাসী [স] বি নিজ দেশের বাসিন্দা। 'আত্মীয়বর্জন বঙ্গদেশবাসী বর্জন করে আমরণ থাকতে হয় বঙ্গদেশ থেকে বহু দূরে।' মুক্তভাষা, ১৯৫৮।

বঙ্গদেশস্থ [স] বিণ নিজ দেশের। 'হে আমার বন্ধুগণ ও বঙ্গদেশস্থ লোক।' তারিণী, ১৮০৩।

বঙ্গদেশহিত বি বঙ্গদেশের মঙ্গল। 'তাহাকে বঙ্গদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাতে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বঙ্গদেশহিতকর [স] বিণ দেশের জন্য মঙ্গলজনক। 'আমাদের বঙ্গদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বঙ্গদেশহিতৈষিতা [স] বি নিজ দেশের মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'মন্য তাঁহার বঙ্গদেশহিতৈষিতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। 'এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা বঙ্গদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বদেশহিতবী [স] ১ **বি**ণ দেশের হিত কামনা করে এমন। 'হে বদেশ হিতবী বন্ধুগণ।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩। ২ **বি** দেশের হিত কামনাকারী। 'জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে, বদেশহিতবীও।' বনকুল, ১৯৩৬।

বদেশানুরাগ [স] **বি** নিজ দেশের প্রতি অনুরাগ। 'তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্তিমান বদেশানুরাগ আছে।' হরহৃদয়, ১৮৭৮।

বদেশানুরাগী [স] **বি**ণ বদেশের প্রতি মমতামূলক। 'বদেশানুরাগী চিত্রবাসী ব্যক্তি ... একান্ত উৎসুক হইয়াছেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বদেশাভিমান [স] **বি** নিজের দেশ নিয়ে অহংকার। 'আমরা যখন প্রায় পঁচিশ-তিন বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব লইয়া বদেশাভিমান অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। 'একটা বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বদেশিনী **বি** স্ত্রী নিজ দেশের নাগরিক। 'এঁদের সকলেই আমার বদেশিনী নন।' নজরুল, ১৯৩১।

বদেশী, **বদেশি** [স] **বদেশীয়**। ১ **বি** নিজ দেশের বাসিন্দা। 'বদেশি বিদেশী বাসে যায় অনায়াসে।' ভবানী, ১৮২৫। 'এইরূপ খুশিতে বদেশী বিদেশী সকলেই নবাবুর মনোভিলাস পূর্ণ করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। ২ **বি**ণ নিজের দেশবিশয়ক। 'বদেশী গান।' নজরুল, ১৯৩২। **বি**ণ দেশপ্রেমমূলক। 'আমার মতো যারা কব্যা রচনা করতে পারেন তারা কেউ কেউ বদেশী গান তৈরি করি।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

বদেশী-আন্দোলন **বি** ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী বিদেশী পণ্য বর্জন করে বদেশী পণ্য ব্যবহারের রাজনৈতিক আন্দোলন। 'আমাদের দেশে যখন বদেশী-আন্দোলন উসিহিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বদেশী গান **বি** দেশাত্ত্ববোধক গান। 'কেউ কেউ বদেশী গান তৈরি করি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

বদেশী নিমক **বি** বদেশে তৈরি লবণ। 'বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অভ্যস্ত একটা টান হইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বদেশী-প্রচার **বি** বিদেশী পণ্য বর্জন করে বদেশের পণ্য ব্যবহারের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচার। 'দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক বদেশী-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বদেশী মার্কা **বি** নিজ দেশের পণ্যচিহ্ন। 'বিলাতি শিকারই ট্রেডমার্কা উড়াইয়া বদেশী মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মতো।' নজরুল, ১৯২২।

বদেশী যুগ **বি** বদেশি আন্দোলনের সময়। 'এই যে বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলাম।' অবন, ১৯৪১।

বদেশীয় [স] **বি**ণ নিজ দেশের। 'বদেশীয় লোকের সহিত আলাপে সংকুত কিংবা তদনুযায়ী ভাষা কহেন।' দর্পণ, ১৮২৩।

বদেশীয়তা [স] **বি** বদেশের বৈশিষ্ট্য। 'আজ বদেশের বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বদেশীয় ভাষা [স] **বি** নিজ দেশের ভাষা। 'এ বালক সকল বদেশীয় ভাষা ভালরূপে জ্ঞাত হউক।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

বদেশীয় রাজা **বি** নিজ দেশের রাজা। 'সমাজসংসোধনের বদেশীয় রাজার বাতাবিক অধিকার।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বদেশীর দিন **বি** মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতে বদেশী আন্দোলন চলার সময়। 'ইন্তকা দিয়েছি কাজে বদেশীর দিনে।'

রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বদেশী-সঙ্গীত **বি** দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে উপজীব্য করে রচিত গান। 'শ্যামা-সঙ্গীত ও বদেশী-সঙ্গীত রামপ্রসাদী সুরে গী হইয়া থাকে।' মেঘাভার, ১৯৩৭।

বদেশী-সহায়তাবর্জিত **বি**ণ বদেশের সহায়তা পায় না এমন। 'একজন ভীত জন্ত অশিক্ষিত বদেশী-সহায়তাবর্জিত দরিদ্র কৃষককে আশা-ভরসা কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বদেশোৎপন্ন [স] **বি**ণ নিজের দেশে উৎপন্ন। 'বদেশোৎপন্ন শস্য সর্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে।' অক্ষর, ১৮৪৮।

বদৈহিক [স] **বি**ণ নিজ দেহের। 'যেটা তাদের বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বদ্বারা [স] **ক্রি**ণ নিজ থেকে। 'প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বদ্বা উৎপন্ন হইলেন।' জ্ঞানানুকরণ, ১৮৫২।

বধন [স] **বি** নিজের সম্পদ। 'বধন রক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তির ...।' সের্ব, ১৮৩৯।

বধব **বি** নিজের যামী। 'তবে চারি সন্তানী বধবে সমাহিত।' মানিকরা, ১৭৮১।

বধর্ম, **বধর্ম** [স] ১ **বি** নিজের ধর্মকর্ম। 'দুই দিন লাগি কেনে বধ ছাড়িয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ **বি** নিজের ধর্ম। 'তাঁহারা কখন বধ প্রতি ঘেঁষি হইতে পারিবেন না।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৫।

বধর্মহ্যাত, **বধর্মহ্যাত** [স] **বি**ণ নিজ ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত। 'অধিক ধনাধীন বধর্মহ্যাত হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

বধর্মহ্যাত হওয়া **ক্রি**ণ নিজ ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। 'অধি ধনাধীন বধর্মহ্যাত হইয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

বধর্মহ্যাসি [স] **বি**ণ বিপর্যয়। 'যে কোনো একটা বিশেষ ক্ষণের বি না কিছু বধর্মহ্যাসি ঘটে।' হাই, ১৯৫৪।

বধর্মত্যাগিনী, **বধর্মত্যাগিনী** [স] **বি**ণ স্ত্রী নিজ ধর্ম ত্যাগকারিণী। 'যে সকল নীচ কুলোহরা - বধর্মত্যাগিনী - চরিত্রহীন রমণী ...।' দীপিকা, ১৮৮৭।

বধর্মত্যাগী [স] **সমাসে** -ত্যাগি-। ১ **বি** নিজ ধর্ম ত্যাগ করিছে। 'অহংক্রম জানামি এবং বধর্মত্যাগীদের কুকর্ম ভয়ে সাধু বধর্মপাল মহাশয় যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১। ২ **বি** নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত। 'বধর্মত্যাগী হইতে দিব না।' প্রচার, ১৯০১।

বধর্মপ্রোহী [স] **বি**ণ নিজ ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারী। 'আমি না বিশ্বাসপাতক, বধর্মপ্রোহী, পরানুগোণী, হীনচেতা, কাপুরুষ।' মুন্সী, ১৯৬১।

বধর্মনিষ্ঠ [স] **বি**ণ নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। 'বধর্মনিষ্ঠ মৌল সাহেব বীরবলের নম পর্যন্ত মুখে আনেন না।' প্রমথ, ১৯২৬।

বধর্মপালক [স] **বি**ণ নিজ ধর্ম পালনকারী। 'অহংক্রম জানামি এ বধর্মত্যাগীদের কুকর্ম ভয়ে সাধু বধর্মপালক মহাশয় যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন ...।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

বধর্মবিপর্গিত, **বধর্মবিপর্গিত** [স] **বি**ণ ভাবধর্মের বিরুদ্ধাচরণ। 'বধর্মবিপর্গিত বর্জিত।' বধর্মবিপর্গিত মন্ত্রণা, উৎকোচ প্রদান ও গ্রহ ইত্যাদি।' অক্ষর, ১৮৮৪।

বধর্মবিরুদ্ধ **বি**ণ ভাববিরুদ্ধ; অস্বাভাবিক। 'আজ সে উঠেছে : ওঁটার আগেই, এটা ওর বধর্মবিরুদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বর্ধমত, বর্ধমত [স] ক্রিবিণ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী।
'বর্ধমত দিয়া দিয়া কিংবা করারামা লইয়া ...' ডানকান, ১৭৮৪।

বর্ধমানুগত্য [স] বি নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য। 'সেই প্রবল বর্ধমানুগত্যের দিনেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রানির পতাভার তলায় যোগ দিল।' মহাহেতা, ১৯৫৬।

বর্ধমানুরাগী [স] বি নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আছে যার। 'আমাদের দেশের বর্ধমানুরাগী অনেকই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বর্ধমাবলধিণী, বর্ধমাবলধিণী [স] বিণ স্ত্রী নিজের ধর্ম অবলম্বনকারিণী। 'আমার বর্ধমাবলধিণী বোনো সর্বাঙ্গিক বিবেচনা করে ... জীবন সার্থক করতে চেষ্টা করবেন।' বেগম, ১৯৫২।

বর্ধমী, বর্ধমী [স] ১ বিণ নিজ ধর্মের অনুসারী। 'পতি এর বর্ধমী যবন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'বজাতি-বাসল্যা হচ্ছে বর্ধমী বিদেশী নিকিচ্যারে বর্ধমী বাসল্যা।' প্রমথ, ১৯২০। ২ বি নিজ মতের অনুসারী। 'তার ভবিষ্যৎ বর্ধমী তার কাব্য রীতিমত প্রচার করছিল।' হাই, ১৯৫৪।

বন [স] বি ধ্বনি। 'বনে বিধাণ সান।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

বনন [স] বি ধ্বনি। 'পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেপুর বননে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

বনয়ন [স] বি নিজের চোখ। 'বনয়নে দেখিয়া ... সমাচার করিল।' ডবানী, ১৮২৮।

বনা [স] বনা ক্রি শব্দ করা। 'অরণ্য যথা চিরনিশিদিন/ শুধু মর্মর বনিছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

বনাম [স] বি নিজের নাম। 'প্রভুও হইলা তুট লইয়া বনাম।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বনামখ্যাত [স] বিণ নিজ নামে বিখ্যাত। 'খেলাকৃতীদিগের শিরোমণি - বনামখ্যাত মণ্ডলানা আবুল কালাম আজাদ।' দর্শন, ১৯২৫।

বনামধন্য [স] বিণ নিজ নাম ধন্য করেছে এমন। 'বনামধন্য সাহিত্যিক সূর্যকান্তের সঙ্গে সখ্য ছিরি।' মানিক, ১৯৪০।

বনামধন্য [স] বিণ স্ত্রী নিজ নামে সর্বত্র প্রশংসিত। 'আজ কবি ... যখন বনামধন্য।' নজরুল, ১৯২৮।

বনামা [স] বনাম্য] বিণ সুপরিচিত; নিজ নামে পরিচিত। 'বিশেষতঃ সেই স্ত্রীলোক বনামা যাহারদিগের নাম করিলে অনায়াসে বাবুগণে জালিতে পারেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বনামেধন্য বিণ বনামধন্য। 'বনামেধন্য ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবেক।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বনিত [স] বিণ ধ্বনিত। 'তোমার চাদের ডাঙা-গড়ার ছন্দে বনিত হয়ে উঠি।' বৃহ, ১৯৭১।

বনিযুক্ত [স] বিণ নিজেকে নিযুক্তকারী। 'মানবজাতির বনিযুক্ত জাতি।' অচিন্ত, ১৯৫০।

বনিয়ন্ত্রিত [স] বিণ নিজের নিয়ন্ত্রণে আছে এমন। 'আপনার কাল-বন্ধকে স্বতন্ত্র, বনিয়ন্ত্রিত শক্তি ভাবছেন।' ধ্বজিত, ১৯০১।

বনির্মিত [স] বি নিজেকে গঠন করার ইচ্ছা। 'দু-দিন জনের নাম উল্লেখ করি উনিশ শতকী ... বনির্মিতসার প্রতিশিথি হিসেবে যাদের গণ্য করা চলে।' শিব, ১৯৫৬।

বপ [স] বিণ সমস্ত। 'আমূল হইতে পত্র তলাইল বপ।' মানিকরাম, ১৭৮১।

বপক্ষ [স] বি আত্মপক্ষ। 'যথার্থপালপা করিয়া বপক্ষ স্থাপন পাতিত্য নয়

...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বপক্ষপাতী [স] বিণ নিজের অনুকূল। 'তাদের বপক্ষপাতী আইনকানুন এবং শিল্পবিপ্লবের চাপে বাংলার বিখ্যাত ব্রহ্মশিল্প লোপ পায়।' শিব, ১৯৫৬।

বপক্ষভুক্ত [স] বিণ নিজ দলভুক্ত। 'অন্য সময়ের লোকচারকে বপক্ষভুক্ত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বপক্ষীয় [স] বিণ নিজ পক্ষের। 'হঠাৎ বপক্ষীয় সৈন্যদিগের বিশ্রোহিতা দেখিয়া মহাভীত হইল।' মশাররফ, ১৮৮৭।

বপ্পা [স] বপ্পা বি বপ্প। 'বপনে মই দেখিল ভিহ্বৎ বপ্প।' চর্চা ৩৬, ১২০০। দ্র বপন

বপ্পী [স] বি নিজ স্ত্রী। 'পুরুষেরা বপ্পীদিগকে অবহেলা করিয়া ...।' সূচাকর, ১৮৩১।

বপ্পদ [স] বি নিজের অধিকৃত কর্মভার। 'তাহারদিগকে পুনরায় বপ্পদে অর্পণ করিবা।' রামরায়, ১৮০২।

বপ্পন [স] বপ্পা বি বপ্প। 'চর্চা দেখা দিলেন বপ্পনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। দ্র বপ্পন

বপ্পন-অঙ্কন [বপ্পন+স অঙ্কন] বি বপ্পরূপ কাজ। 'মম মোহের বপ্পন-অঙ্কন তব নয়নে দিয়েছি পরায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বপ্পন-কুমার [বপ্পন+স কুমার] বি বপ্পে কামনা করা হয় এমন কুমার। 'বপ্পন-কুমার ফিরি যে আমি মন ভুলিয়ে।' নজরুল, ১৯৩২।

বপ্পনবহিন বিণ বপ্পের মতো গভীর। 'বপ্পনবহিন নিবিড়তমিরতলে।' কৃত্তিবী, ১৯২৭।

বপ্পনচারিণী [বপ্পন+স চারিণী] বি স্ত্রী বপ্পে বিচরণকারী। 'যে ছিল আমার বপ্পনচারিণী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

বপ্পনচারী [বপ্পন+স চারী] বি বপ্পে বিচরণকারী। 'জ্ঞেপে দেখি মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ বপ্পনচারী।' নজরুল, ১৯২৯।

বপ্পন চোর [বপ্পন+স চোর] বি বপ্পে দেখা দেয় যে। 'গুণো আমার আড়াল-ধাক্কা গুণো বপ্পন চোর।' নজরুল, ১৯২৮।

বপ্পন-ছায়া [বপ্পন+স ছায়া] বি বপ্পের মতো অস্পষ্ট ছবি। 'ওকি মায়া, কি বপ্পন-ছায়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বপ্পনজাল [বপ্পন+স জাল] বি বপ্পের জাল। 'শূন্যে বোনো বপ্পনজাল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

বপ্পন-ভরী বি বপ্পরূপ ভরী। 'বপ্পন-ভরীর তোরা নেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বপ্পন-দুয়ার [বপ্পন+স দ্বার] বি বপ্পের দরজা। 'বপ্পন-দুয়ার বুলে এলো অরুণ-আলোকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

বপ্পন দেখন ক্রি বপ্প দেখা। ওগা, ১৭৮৫।

বপ্পনদোলা বি বপ্পরূপ দোলা। 'আয়রে ভোলা খোলা-খোলা বপ্পনদোলা নাচিয়ে আয়।' সুকুমার, ১৯১৮।

বপ্পনধারী [বপ্পন+স ধারী] বিণ স্ত্রী বপ্পকে পোষণ করে এমন। 'আসিছে রাত্রি বপ্পনধারী।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বপ্পন-নদী [বপ্পন+স নদী] বি কল্পনার নদী। 'লুটাইয়া পড়ে কৃষ্ণবনে বপ্পন-নদীর পার।' জসীম, ১৯৫১।

বপ্পননির্মীলিত [বপ্পন+স নির্মীলিত] বিণ বপ্পে মুদ্রিত। 'বপ্পননির্মীলিত হ্রস্বগুহারে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বপনপার [বপন+স পার] বি বপনের জগৎ। 'বপনপারের ডাক জনেছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বপনপাশ [বপন+স পাশ] বি বপনের বন্ধন। 'বীথিব বপনপাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

বপনপুরী [বপন+স পুরী] বি কল্পনার জগৎ। 'চলেছে বপনপুরীর মধুমাল্য-মন্দিরে।' জগদীশ, ১৯৩৩।

বপন-ফসল [বপন+আ ফসল] বি বপনরূপ ফসল। 'বপন-ফসলের বিহনে বিহনে।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বপন-বন বি বপনরূপ অরণ্য। 'যে থাকে মনে বপন-বনে, ছায়ার দেশে ভাবের কূলে, সে বুঝি কিছু দিয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বপন-বাউল [বপন+বাউল] বি বপু সেবায় যে বাউল। 'এই পথ কবে বপন-বাউলের যুবা-নবীরে রবে ভরেছিল কতবার।' জীবন, ১৯৩০।

বপনবিহারী [বপন+স বিহারী] বি বপুে বিচরণকারী। 'কোথা গো বপনবিহারী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বপনময়ী [স বপনময়ী] বিপ ক্রী কালক্রমে; মায়াময়। 'অন্ধকারে সন্ধ্যাঘূর্ণিত বপনময়ী ছায়া ... কায়াবিহীন মায়ী।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বপনমাঝে ক্রিবিপ বপনের ঘোরে। 'বপনমাঝে বাজিয়ে গেল মধুর রাগিণী।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

বপন-মালা [বপন+স মালা] বি বপনের মালা। 'আমার গীতা বপন-মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বপনমালিকা [বপন+স মালিকা] বি বপনরূপ মালা। 'গেঁথে চিত্ত বপনমালিকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বপন-রাজ্য [বপন+স রাজ্য] বি কল্পনার রাজ্য। 'বপনের রাজ্য এই বপন-রাজ্যের জীবগণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বপনরূপিনী [বপন+স রূপিনী] বিপ ক্রী বপুত্ব। 'বপনরূপিনী অলোক সুন্দরী অলকাল অলকানুগী-নিবাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বপনলিখন [বপন+স লিখন] বি বপু রচনা। 'অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার বপনলিখন।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বপনলোক [বপন+স লোক] বি বপনের জগৎ; কল্পলোক। 'আমার বপনলোকে দিশাহারা।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বপনসংহীত [বপন+স সংহীত] বি কল্পনার সংহীত। 'উঠাইছে মহা-হ্রস্বে মহা এক বপনসংহীত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বপনসজ্জাত [বপন+স সজ্জাত] বিপ বপুে উদ্ভূত। 'বপনসজ্জাত সেই সুন্দরের সুন্দরের তরে।' বুদ্ধ, ১৯৩০।

বপন-সমান বি বপনের মতো। 'কে যেন বাজায় বাঁশ, বপন-সমান পশিতেছে কানে, ভেদিয়া দীপ্তিরাশি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বপন-সুরা [বপন+স সুরা] বি বপনের দেশ। 'বপন-সুরার ঘোরে।' জীবন, ১৯২৭।

বপনবরূপ বিপ বপনের মতো। 'এ সখি কি দেখিনু এক অপরূপ/ ভনাইতে মানব বপনবরূপ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

বপনবরূপিনী [বপন+স বরূপিনী] বি বপনের মতো যে। 'বপন-বরূপিনী প্রাণে দাও পেতে অক্ষয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বপরাপন [স] বি আত্মপ্রণবেদ। 'বপরাপন ন চেয়েই দারিক সন্তানপুত্র মণী।' চর্চা ০৪, ২০০১।

বপা ক্রি সমর্পণ করা। 'মাতায় সব মাতায় বপিআ রাজার পায়।' মুকুন্দ ১৬০০।

বপাক [স] বি নিজের জন্য আলাদা রান্না। 'বপাক না হলে খান না রবীন্দ্র, ১৯০৯।

বপু [স] বি নির্দিষ্ট অবস্থায় জেগে থাকার অনুভূতি। 'কিবা বপু কীবা তা দেখিল মোহন।' মাল্যধর, ১৫০০।

বপু-আভা [স] বি কল্পনার আসো। 'বপু-আভায় বর্ণ হলো চে ময়লা গলি।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

বপুকথা [স] বি বপুে দেখা বিষয় বা ঘটনা। 'সভে মেগি বপুক করে বিচার।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'মিলনবন্দী মানুষ মিলিয়ে, এ ন বপুকথা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বপুকহক [স] বি কল্পনার মায়। 'কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় বপুকহক আবিষ্টি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বপুকট [স] বি দুর্বোধ্য বপু। 'অমেয় অব্যয় বপুকট।' জীবন ১৯৪৮।

বপুগড়া [স] বি ক্রী বপুজ্ঞান বাক্তি। 'একজন সুন্দরী রমণী ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিরুদ্ধ হয়ে বপুগড়ার মতো চলেছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বপুঘোড়া [স] বপু+ঘোড়া বি বপুরূপ ঘোড়া। 'ওরে আমার জোহা হাওয়ার বপুঘোড়ার চড়নদার।' সুকুমার, ১৯১৮।

বপুঘোর [স] বি বপুে বিভোর অবস্থা। 'মুগ্ধ ওরে, বপুঘোরে/ য প্রাণের আসন-কোশে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বপু-চাকা বি বপুরূপ চাকা। 'ঘুরের গাড়িতে চেপে বপু-চাকার তুলে সে কোথায় চলেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

বপুচারণা [স] বি বপুচরিতা। 'রসীদা বিবি আশার পর এখা বপুচারণা অবিশি অনেকখানি হাস পেয়েছে।' শওকত, ১৯৭২।

বপুচরিতা [স] বি বপনের জগতে বিচরণ। 'বপুচরিতা নিত বৃথা।' সুবীন্দ্র, ১৯০৩।

বপুচরী [স] বি বপনের মধ্যে বিচরণকারী। 'আনন্দ লোকের নিঃ বপুচরী তুমি।' নজরুল, ১৯৩০।

বপুচালিত [স] বি ঘুরের মধ্যে বিচরণকারী। 'সে যেন বপুচালিতে মতো ... সিঁড়ি দিয়া বামিয়া যাইতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বপুচিত্র [স] বি বপনের ছবি। 'সে বপুচিত্রটা কী সুন্দর।' নজরুল ১৯২৪।

বপু-চোখ [স বপুচক্ষু] বি বপুচক্ষুর চোখ। 'নন্দনের বপু-চোখ নিতা-নুতনের সীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

বপুছবি [স] ১ বি বপুরূপ ছবি। 'দাছপালা চারি ভিতে সংঘীতে মাথুরীতে মগ্ন হয়ে ধরে বপুছবি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি বপু মতো সুন্দর ছবি। 'রাত্রির আকাশকে বপুছবিতে পূর্ণ করি তুলিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বপুছবি [স বপু+আ সর্বা] বি কল্পনার ছবি। 'সে মায়াসুরে বপুজ্ঞানি কতরসে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বপুচুট বিপ বপু ভেঙে গেছে এমন। 'সদা বপুচুট বিতর্কাসক মন বশলি।' জীবন, ১৯৪৮।

বপুজড়িত [স] বিপ বপুবিশে ধারা আচ্ছন্ন। 'কিছুক্ষণ প বপুজড়িত ঘুমে আবিষ্টি হয়ে পড়ল।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বঙ্গজড়িমা [স] বি আলস্য। 'বঙ্গজড়িমা পলকে ভাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বঙ্গজাল [স] বি স্বপ্নরূপ জাল। 'তাহার সুখবঙ্গজাল ছিন্নবিছিন্ন হইয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বঙ্গজীবী [স] বিণ কল্পনাবিলাসী। 'ভাণেরি-র বঙ্গজীবী বাসুকিই উকি পাড়ত।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৭।

বঙ্গপুত্রে [স] বিণ বঙ্গপাতর। 'বঙ্গপুত্রে দীর্ঘ রাত্রি-শেষে বসন্ত অন্তরে ভব।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

বঙ্গদর্শী [স] ১ বি বঙ্গ দেখতে পছন্দ করে যে। 'অন্তরের চিরন্তন কথাগুলিকেই বঙ্গদর্শীর কল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ বঙ্গ দেখতে পছন্দ করে এমন। 'সে সংসারানভিজ্ঞ, বঙ্গদর্শী।' বিজুতি, ১৯৩১।

বঙ্গ-দূর্গ [স] বি স্বপ্নরূপ দূর্গ। 'অসংখ্য মুহূর্তে গড়ে তোলা বঙ্গ-দূর্গ মুহূর্তে চুরমার।' সূরীন্দ্র, ১৯৪৮।

বঙ্গ-দেখা বি বঙ্গ দেখা হয়েছিল এমন। 'বঙ্গ-দেখা রাতের নিদ্রামাঝে, ওই ঘরে, ওই মাঠে...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বঙ্গদেবী [স] বি বঙ্গ দেখায় যে দেবী। 'আইস এবে, তুমি, আমি, বঙ্গদেবী সহ।' মাইকেল, ১৮৬০।

বঙ্গদোষ [স] বি ঘুমের মধ্যে রক্তিশূলন। 'কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায় বঙ্গদোষ কি হয় না রে দেখায়।' লালন, ১৮৯০।

বঙ্গধনি [স] বি বঙ্গময় ধনি। 'ভিড়ের দ্রিসীমায়; বঙ্গধনি শুধু।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

বঙ্গন [স বঙ্গ] বি বঙ্গ। 'সুত রাধার স্থানে তবে কহিল বঙ্গন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বঙ্গ-নিকেতন [স] বি বঙ্গের আবাস। 'ভাঙিয়াছে আমাদের বঙ্গ নিকেতন।' হোসেন, ১৯৪০।

বঙ্গপারী [স বঙ্গ+ফা পরী] বি বঙ্গের পরী। 'দেখবে, তুমি মানবী না, বঙ্গপারী না।' শঙ্ক, ১৯৬৬।

বঙ্গপাখি [স বঙ্গপক্ষী] বি কল্পনায় দেখা পাখি। 'সারা দেহ যেন মুনিয়া আলিছে/ বঙ্গপাখির পালকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বঙ্গপুরী [স] বি বঙ্গের জগৎ। 'লাল পরী গো! লাল পরী! বঙ্গপুরীর অকলী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বঙ্গপ্রবণ [স] বিণ বঙ্গ দেখতে পছন্দ করে এমন। 'বঙ্গপ্রবণ শিশুমন।' বিজুতি, ১৯৩১।

বঙ্গপ্রবাহ [স] বি বঙ্গের স্রোত। 'বঙ্গপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমালা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বঙ্গপ্রসূ [স] বিণ বঙ্গ সৃষ্টিকার। 'বঙ্ক্য স্পর্শে পরিণত বঙ্গপ্রসূ সে-গাঢ় দুখন।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

বঙ্গপ্রায় [স] বিণ বঙ্গের মতো। 'বঙ্গপ্রায় কি সেবিন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বঙ্গবৎ [স] বিণ বঙ্গের মতো। 'ঘটনা এবং কার্য্য বঙ্গবৎ কাহারও কাহারও মনে জাগিতে লাগিল।' মশাররফ, ১৮৮৫।

বঙ্গবর্ণন [স] বি বঙ্গের বিবরণ। 'প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রায়ের বঙ্গবর্ণন উপলক্ষে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বঙ্গবহ [স] বিণ বঙ্গ হয়ে আনে এমন। 'গেল ছুঁয়ে বঙ্গবহ মলয়।' সূরীন্দ্র, ১৯৩১।

বঙ্গবাণী [স] বি বঙ্গে পাওয়া কোনো উক্তি। 'বঙ্গবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।' বিজু, ১৯৩৭।

বঙ্গবাসর [স] বি বঙ্গের বাসর। 'বঙ্গবাসরে বিরহিণী বাড়ি মিছে সায়রাতি পথচার।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

বঙ্গবিবরণ [স] বি বঙ্গে দেখা ঘটনার বিবরণ। 'বঙ্গবিবরণ বলতে চাই।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

বঙ্গবিলাস [স] বি বঙ্গের দেখা বিলাসিতা। 'একদিন যা বঙ্গবিলাস ছিল ধীরে ধীরে বাস্তবতা তাকে স্পর্শ করতে চলেছে।' বৈশম, ১৯৪৭।

বঙ্গবৃত্তান্ত [স] বি বঙ্গে দেখা ঘটনার বিবরণ। 'লিখিত একটি চমৎকার বঙ্গবৃত্তান্ত আছে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

বঙ্গভঙ্গ [স] বি বঙ্গের সমাপ্তি। 'বঙ্গভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

বঙ্গময়া [স] বিণ বঙ্গে বিভোর। 'মধুরের ধ্যানাবেশে বঙ্গময়া আঁবি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বঙ্গমদন [স] বিণ বঙ্গে উন্মাদনাপূর্ণ। 'বঙ্গমদন-নেশায় মেধা এ উনুত্ততা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

বঙ্গময় [স] ১ বিণ কল্পনিক। 'পৃথিবীর বঙ্গময় আবরণের মত।' বক্রিম, ১৮৮২। বিণ বঙ্গের মতো মনে হয় এমন। 'ইতালিয়ার এই বঙ্গময় কবিতা জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিলাসিতা' রবীন্দ্র, ১৮৮১। বিণ বঙ্গভরা। 'বঙ্গময় শক্তিময় পৃথিবীদণ্ডী-তানে বাঁধিয়াছ প্রাণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ বঙ্গ ধারা আচ্ছন্ন। 'সবসুদ্ধ মিলে বুঝ একটা বঙ্গময় ভাব।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বঙ্গময়তা [স] বি বঙ্গের আবেশ। 'কেমন দুলিয়ে দাও বঙ্গময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।' শ্যামসুন্দর, ১৯৭০।

বঙ্গময়ী [স] ১ বিণ স্ত্রী বঙ্গভরা। 'চন্দ্র-সূর্য-তারকার অন্ধকার বঙ্গময়ী ছায়া জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে কায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিণ বঙ্গাবেশ ধারা আচ্ছন্ন। 'ফুলো না মোদের সাগা সঙ্গীত বঙ্গময়ী সে গাথা।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮। ৩ বি স্ত্রী বঙ্গে দেখা দেয় যে। 'বঙ্গময়ী।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

বঙ্গমায়ী [স] বি স্বপ্নরূপ মায়ী। 'মধ্যাক্ষরীটিকায় দিপ্সতে ষোঁজে সে বঙ্গমায়ী।' রবীন্দ্র, ১৯২২। 'শ্যামকান্তিময়ী কোন বঙ্গমায়ী ফিরে বৃষ্টিজলে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বঙ্গমালা [স] বি বঙ্গ দিয়ে গাথা মালা। 'মিলি কত নাগবালা বঙ্গমালা করিবে রচনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বঙ্গমুগ্ধ [স] ১ বিণ বঙ্গে ভরা। 'অবিরুদ্ধে এত বড়ো শোক, নাই মর্ত্যভূমে, জাগরণ নাহি যার বঙ্গমুগ্ধ ঘুমে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বিণ বঙ্গ ধারা আচ্ছন্ন। 'কে জানে কখন কেটেছে তোমার বঙ্গমুগ্ধ রাত।' ফররুখ, ১৯৪৩।

বঙ্গমুগ্ধ-মতো বিণ বঙ্গমুগ্ধের মতো। 'কী কথা বলিতেছিল, কী জানি প্রেমসী, অর্ধ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি, বঙ্গমুগ্ধ-মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বঙ্গমূর্তি [স] বি কল্পনার প্রতিমা। 'হৃদয়ের গূঢ় অভিকৃতি কত বঙ্গমূর্তি আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বঙ্গমূলক [স] বিণ কল্পনিক। 'ভূতীর বঙ্গমূলক উপকরণ-রচনায় প্রবৃত্ত করিছিল।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বঙ্গমোহম্মী [স] বিণ ক্রী বঙ্গাবেশ ঘরা আছেন। 'অগ্নি বঙ্গমোহম্মী, সেখা দাও একবার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বঙ্গবনিকী [স] বি বঙ্গরূপ পর্দা। 'বসে গেল যামিনীর বঙ্গবনিকী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বঙ্গরাজ [স] বি বঙ্গের রাজ। 'জানিলে কোন বঙ্গরাজের তনতে যে পায় ডাক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বঙ্গরাজ্য [স] ১ বি কল্পনার জগৎ। 'বঙ্গরাজ্য ভেঙ্গে যাবে খর অশ্রুজলে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বি মায়ামুক্ত রাজ্য। 'বিশুদা কি মায়ারাজ্য ছিল?' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'বঙ্গরাজ্য ছিল ও জনয় - প্রবেশিয়া সেখিনু সেখানে এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষ্ণা, প্রাণপাণি কানে এই বাসনায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বি বঙ্গ দিয়ে পূর্ণ যে রাজ্য। 'বঙ্গরাজ্য হতে এসে ভেঙ্গে বঙ্গরাজ্য দেশে যাই।' বিজ্ঞপ্তি, ১৯০০।

বঙ্গ-রানী [স] বঙ্গ+রানী। বি বঙ্গরূপ রানী। 'অলক্ষ্য থেকে বঙ্গ-রানী সবতলিকে একটি ক্ষীণ সুতো দিয়েই গঁথে দিচ্ছে।' নজরুল, ১৯২২।

বঙ্গরূপিনী [স] বিণ বঙ্গরূপিনী। 'বঙ্গরূপিনী তুমি আকুণ্ঠিয়া আছ পথ-থোয়া মোর প্রাণের বর্ণভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বঙ্গলক্ষ [স] বিণ বঙ্গে লাভ করেছে এমন। 'বঙ্গলক্ষ ঔষধটা খাইতে তুলিয়ো না।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বঙ্গলোক [স] বি কল্পনার জগৎ। 'দূরে বহুদূরে বঙ্গলোকে উজ্জয়িনীপুরে বৃজিতে গেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'বঙ্গলোকের চাৰি।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

বঙ্গশয়ন [স] বি বঙ্গময় শয্যা। 'বাহির হয়েছি বঙ্গশয়নে' করিয়া হেলা/রাবিলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বঙ্গশ্রুত [স] বিণ বঙ্গে শোনা গেছে এমন। 'বঙ্গশ্রুতের বঙ্গশ্রুত গান।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বঙ্গসঙ্গিনী [স] বি বঙ্গের সঙ্গিনী যে। 'অরবিন্দ-মাথখানে পাদপদ্ম রেখেছে তোমার, অতি লঘুভার ... হে বঙ্গসঙ্গিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। 'তোমার বঙ্গসঙ্গিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বঙ্গসম [স] বিণ বঙ্গের সমান। 'বঙ্গসম চমৎকার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বঙ্গসমান [স] ক্রিবিণ বঙ্গের মতো। 'কানে লেগেছিল বঙ্গসমান।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বঙ্গসম্বা [স] বিণ ক্রী বঙ্গেই সম্বব এমন। 'বঙ্গসম্বা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বঙ্গসহচরী [স] বি বঙ্গের সঙ্গী। 'তোমারে বন্দনা করি বঙ্গ-সহচরী।' নজরুল, ১৯২৮।

বঙ্গসায়র [স] বঙ্গসায়রা। বি বঙ্গরূপ সাগর। 'নানা আকৃতির মেঘমালা বঙ্গসায়রে নিমগ্ন।' বনকুল, ১৯৩৬।

বঙ্গসারথি [স] বি বঙ্গের রথচালক। 'বঙ্গসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?' বিজ্ঞ, ১৯৩৭।

বঙ্গ-সিঁড়ি [স] বঙ্গ+সিঁড়ি। বি বঙ্গের সিঁড়ি। 'আমার নয়নে সে যে বঙ্গ-সিঁড়ি খোলে।' হোসেন, ১৯৪০।

বঙ্গসুখা [স] বি বঙ্গরূপ সুখ। 'গোলাপের বর্ণে-বর্ণে বঙ্গসুখা মাখা।' বৃক, ১৯৩০।

বঙ্গসৌখ [স] বি বঙ্গের প্রাসাদ। 'মনীষীর হৃদয়ের প্রেম ... অন্তহীন

বঙ্গসৌখ গড়ে।' জীবন, ১৯৩০।

বঙ্গশ্রুতি [স] বি বঙ্গের শ্রুতি। 'বিলীয়মান সনাতন বঙ্গশ্রুতি যেন শামসুর, ১৯৫৯।

বঙ্গ-হাঁস [স] বঙ্গ+হাঁস। বি বঙ্গরূপ হাঁস। 'চৈতন্যের নীলে কবে বঙ্গ-হাঁস ভাসে।' শামসুর, ১৯৭০।

বঙ্গহীন [স] বিণ বঙ্গশূন্য। 'হয়তো মৃত্যুর পরে ঢাকা সব অন্ধকারে বঙ্গহীন চিরশূন্য চক্রে চেপে রয়ে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'যদি পারতু ... ভূবে যেতে শ্রুতিহীন, বঙ্গহীন অতল ঘুমের মধ্যে।' বৃক, ১৯৪০

বঙ্গাকাশ [স] বি বঙ্গের আকাশ। 'অবশেষে বঙ্গাকাশে অগ্নানকুসুমে পবিত্র হবে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বঙ্গাকুল [স] বিণ বঙ্গাকুল। 'বঙ্গাকুল আঁধি মুদি তারিতোই মনে রাহংস ভেঙ্গে যায় অপর আকাশে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'বাতায়ন পথে দুটি প্রসারিত করিয়া দিয়া বঙ্গাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম বনকুল, ১৯৩৬।

বঙ্গাচ্ছন্ন [স] ১ বিণ তন্ময়। 'ঝিমায় তারার দীপ বঙ্গাচ্ছ আকাশে আকাশে।' ফররুখ, ১৯৪৩। ২ বি বঙ্গে বিভোর যে। 'বঙ্গাচ্ছন্নের মতো একমনে কাজ করে চলেছি।' আলাউদ্দিন, ১৯৬০।

বঙ্গাত্তর [স] বিণ বঙ্গাচ্ছন্ন। 'বঙ্গাত্তর দুইটি আঁধি শূন্যপানে তুলে রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'বঙ্গাত্তর চোখে কালো ছায়ার গাঢ় অতল রহস্য মানিক, ১৯৩৫।

বঙ্গাদেশ [স] বি বঙ্গে লব্ধ নৈব আদেশ। 'সমচারণপত্রের রীতিব ঐশিক শক্তিদ্বারা অথবা বঙ্গাদেশে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।' দর্পণ, ১৮৩১।

বঙ্গাদ্য [স] বিণ বঙ্গে প্রাপ্ত। 'এক বঙ্গাদ্য ঔষধ ছিল।' ব্রাহ্ম, ১৮৭৪।

বঙ্গাবস্থা [স] বি বঙ্গের আবেশ। 'রাধা বঙ্গাবস্থায় ভাব করিতেছেন।' হাই, ১৯৫৪।

বঙ্গাবিষ্টি [স] বিণ বঙ্গে বিভোর। 'নিজের সেই সুগভীর বঙ্গাবি বাল্যকালের উদ্ভাত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫

বঙ্গাবেশ [স] বি বঙ্গের ঘোর। 'তিনি, বঙ্গাবেশে শয্যাপরিভা করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

বঙ্গাবেশময় [স] বি বঙ্গপূর্ণ। 'পাখিদের করুণকলাধর্নিঃ বঙ্গাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বঙ্গাভাস [স] বি বঙ্গের অভাস। 'কোন বেদনার মায়া বঙ্গাভা ভাসে মনে মনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

বঙ্গাভিত্ত [স] ১ বিণ বঙ্গে আচ্ছন্ন। 'বঙ্গাভিত্তের মতো বলি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ কল্পনায় আচ্ছন্ন। 'অপু বঙ্গাভিত্তে মত একার উপর বসিয়া রছিল।' বিভূতি, ১৯৩১।

বঙ্গাভ্যাস [স] বিণ বঙ্গে আচ্ছন্ন। 'বঙ্গাভ্যাস মুহুর্ৎ আঁধিপাতে।' জীবন ১৯২৭।

বঙ্গাভ্যাস [স] বিণ বঙ্গময়। 'আমার বিগতবঙ্গ জীবন পুনর বঙ্গাভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে।' বনকুল, ১৯৩৬।

বঙ্গাভাস [স] বিণ বঙ্গাত্তর। 'বঙ্গাভাস আঁধি দুটি তুলি দিবাভোয়া ...' জীবন, ১৯৩০।

বঙ্গাভাস [স] বিণ বঙ্গাচ্ছন্ন। 'বঙ্গাভাস নিশা নীল তার আঁধিসম

সূত্র, ১৯৩১।

বঙ্গাভাষা [স] বি বঙ্গাভাষ্য ভাব। 'তাহার বোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা বঙ্গাভাষ্যতাই ছদ্মবেশ।' বনমূল, ১৯৩৬।

বঙ্গালোক [স] বি বঙ্গের আলোক। 'বঙ্গালোকে ছিল জেগে মুসকর: সুরভি আখর।' ফররুখ, ১৯৬৩।

বঙ্গালোকিত [স] বি বঙ্গোলোকিত। 'বঙ্গোলোকিত রসমঞ্চে সুবন্দী সফরন এবং অনুবাদী ধনিপ্রবাহ মিলে ...' শিব, ১৯৭৩।

বঙ্গাহত [স] বি অগ্রকৃতি। 'দুই ভগিনী বঙ্গাহতের মতো চলিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বঙ্গিল [স] বি বঙ্গের মতো। 'গাছতলোতে বঙ্গিল ছায়া।' ওয়ালী, ১৯৩৯।

বঙ্গ-পাওয়া ১ বি বঙ্গ-পাওয়া গেছে এমন। 'এমন বঙ্গ-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'বঙ্গ-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে কপে-কপে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। ২ বি বঙ্গের মধ্যে বিভোর হয়ে আছে এমন; বঙ্গ-পেয়ে বসেছে এমন। 'কুমুদিনী বেরিয়ে এল যেন সে বঙ্গ-পাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বঙ্গের দিন বি বঙ্গের মতো সুন্দর দিন। 'বেদনা-বিহীন বঙ্গের দিন।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

বঙ্গোষিত [স] বি বঙ্গাভ্যস্ত নিন্দা থেকে জেগেছে যে। 'সে বঙ্গোষিতের মত এবার বলে।' মনসুর, ১৯৫৫।

বঙ্গকাশ [স] বি আপনা থেকে ব্যক্ত। 'যা বঙ্গকাশ নয় তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না।' প্রমথ, ১৯১৪।

বঙ্গপ্রোদিত [স] বি নিজ থেকে উৎসাহ পেয়েছে এমন। 'মানুষ তাহার বঙ্গপ্রোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রভাবিত হয়।' জগদীশ, ১৯১৬।

বঙ্গপ্রতিষ্ঠা [স] ১ বি যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। 'মাতৃভাষাকে বঙ্গপ্রতিষ্ঠা করবার লোভ।' প্রমথ, ১৯১৭। ২ বি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। 'তবু রবে অজ্ঞানশীল বঙ্গপ্রতিষ্ঠিত চেতনার তলে।' সূত্র, ১৯২৯।

বঙ্গপ্রধান [স] বি স্বয়ংপ্রধান। 'আমরা কেহই বঙ্গপ্রধান নহি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বঙ্গপ্রধানত্ব [স] বি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। 'তাহারই দেবত্ব ও বঙ্গপ্রধানত্ব বীকার করিয়া অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।' অক্ষয়, ১৯৫৪।

বঙ্গপ্রীতি [স] বি নিজের লিখিত। 'তাহার বনাম খ্যাত বঙ্গপ্রীতি ... এক গ্রন্থ বঙ্গদূত।' দর্পণ, ১৮২৯।

বঙ্গপ্রাণিনির্দেশক [স] বি নিজের জীবন সম্বন্ধে গল্পপাতশূন্য। 'সদা সদাচারোৎসুক বঙ্গপ্রাণিনির্দেশক পরপ্রাণনির্দেশক।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বঙ্গরক্ষ [স] বি সমরয়সী। 'নবীনযুবারা ... বঙ্গরক্ষ ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৫।

বঙ্গবর্ণ [স] বি বঙ্গভাষা; ব-সম্প্রদায়ের। 'তার আমার অন্তরঙ্গ, আমার বঙ্গবর্ণ, আমার বঙ্গোদ্র।' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

বঙ্গবর্জিত, বঙ্গবর্জিত [স] বি আত্মপ্রতিষ্ঠিত। 'মহতের এই ধর্ম বঙ্গবর্জিত লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা কবি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বঙ্গল [স] বি নিজ বীরত্ব। 'ভুবন জিনি জিনিলা বঙ্গলে দিগ্বিজয়ী।' মাইকেল, ১৮৬১।

বঙ্গলে ক্রিবিধ জোর করে। 'ওকে এখান হতে বঙ্গলে লয়ে যায়।'

মাইকেল, ১৮৫৯।

বঙ্গল [স] ১ বি নিজের অধিকার। 'বঙ্গল নহে বিরহীণী রামা রি।' বাহরাম, ১৮৫০। ২ বি নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'জদর হয়েছে লগ্নু বায়ী বঙ্গল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

বঙ্গলীভূত [স] বি নিজের অধিকারভূত। 'রাজ্যসমূহকে বঙ্গলীভূত করিয়া ধীসটিব কর্ণসটিব সভাহ পতিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বঙ্গাক্যপ্রতিপালন [স] বি নিজের কথা রাখা। 'রাজা বঙ্গাক্যপ্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ দৌহমরী দাবিদা প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বঙ্গাস [স] বি নিজ আবাসন। 'বোশের ও ভোপের অভিশাষে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাহার বঙ্গাসের সার্থীও অসার্থী হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

বঙ্গাছবল [স] বি আপন শক্তি। 'ওলাওঠারোগ বঙ্গাছবলে পূর্ব রোগরাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর ...' দর্পণ, ১৮২৪।

বঙ্গিরোধী [স] বি নিজের অবস্থানের বিরোধী। 'এই-সব বঙ্গিরোধী কথা মানুষের সহজ বুদ্ধির সহজ ভাষার সীমার বাইরের কথা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'বঙ্গিরোধী সামাজিক জটিলতার মত এও আর এক বঙ্গিরোধী ঘটনা।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

বঙ্গবুদ্ধি [স] বি নিজ বুদ্ধি বা জ্ঞান। 'বঙ্গবুদ্ধির সেই তো ধাঁধার কল্পকথার লক্ষ সূচক।' সূত্র, ১৯২৬।

বঙ্গবুদ্ধিজীবী [স] বি নিজের বুদ্ধিতে জীবিত উপার্জনকারী। 'যাহারা বঙ্গবুদ্ধিজীবী তাহারাই বা কী করিবেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বঙ্গবন [স] বি নিজ গৃহ। 'যে যাহার সবে যায় বঙ্গবনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বঙ্গবাস [স] ১ বি প্রকৃতিগত। 'সুবেশা বঙ্গবাস রঙ্গে/ সদা কাল ফিরে সবে।' মানিকরায়, ১৮১১। ২ বি বেশিষ্ঠা; প্রকৃতি। 'যখন জড় ও স্থির বঙ্গবাস জানিলেক।' তারিণী, ১৮০৩; 'সকল ধর্মেই এই মানব-বঙ্গবাস লক্ষিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ৩ বি প্রাকৃতিক পরিবেশ। 'এই সময়ে বঙ্গবাসের কান্ড একেবারে লেশ পাইয়া যায়; প্রকৃতি সমস্ত গাছপালা ফুল পাতা হারাইয়া ... যেন কান্দিতে থাকে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ৪ বি চরিত্র। 'পড়াশনো করো, ছাড়া শাস্ত আঘাতে, মেখে ঘষে ভোল রে বাপু বঙ্গবাস চাষাড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বঙ্গাবকবি [স] বি যার মধ্যে সহজাত কবিত্বের গুণ রয়েছে। 'বঙ্গাবকবি কহে পেনো না সে সজার।' অবন, ১৯২৫।

বঙ্গাবকৌতুহলী [স] বি কৌতুহলী প্রকৃতিসম্পন্ন। 'বঙ্গাবকৌতুহলী হালধুগুণ দাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বঙ্গাবগত [স] ১ বি সহজাত। 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার বঙ্গাবগত পেশা আসমানদারি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি বঙ্গাবসূলভ। 'তার মধ্যে বঙ্গাবগত চেতনার প্রাচুর্য।' ওয়ালী, ১৯৪৭।

বঙ্গাবচরিত্র [স] বি চারচলন। 'মানুষের বঙ্গাবচরিত্র বা অন্তরের কথা বোঝা তার পক্ষে সহজ নয়।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

বঙ্গাবজ [স] বি বঙ্গাবজাত। 'ইহা একরূপ বঙ্গাবজ।' বঙ্গদর্পণ, ১৮৭৪।

বঙ্গাবজরী [স] বি বঙ্গাবকে জয় করেছে এমন। 'বঙ্গাবজরী হতে আবার আমাদের সেই বলে।' নজরুল, ১৯৫৯।

‘বভাবজ্ঞা’ [স] বিণ ক্রী বভাবজ্ঞাত। ‘ভাষা কতদূর অনুকৃতা। এবং কতদূর বভাবজ্ঞা।’ বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

‘বভাবজ্ঞাত’ [স] বিণ প্রকৃতিগত। ‘গীত মনুয্যের এক প্রকার বভাবজ্ঞাত।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

‘বভাবতঃ’, ‘বভাবতঃ’ [স] ১ ক্রিবিণ ভাববিভক্তভাবে। ‘বভাবতঃ গীতসি সত্যত চক্ষুসমিতি’ ভারত, ১৭৬০: ‘বভাবতঃ কেবল মনুষ্যতে আছে ...’ সেবধি, ১৮৩৯। ২ ক্রিবিণ চরিত্রগতভাবে। ‘বভাবতঃ তিনি জ্ঞানী তদ্যতিরেকে নানা ঔপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ।’ দর্পণ, ১৮৩২। ৩ ক্রিবিণ প্রকৃতপক্ষে। ‘বর্ষ বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল, পেরিতে অতি সুন্দর ...’ বিদ্যা, ১৮৫১। ৪ ক্রিবিণ প্রকৃতিগতভাবে। ‘নীড়চ্যুত ভরুণ ইপল পক্ষী যেমন বভাবতই ... শৈলকূলায়ের প্রতি ধাবমান হয় ...’ রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

‘বভাবতই’ ক্রিবিণ ভাববিভক্তভাবে। ‘প্রব্রবণের জল বভাবতইই সর্বদা উজ্জ্বল থাকে।’ অক্ষর, ১৮৫২।

‘বভাবদন্ত’ [স] বিণ সহজাত। ‘এ হল নারীর বভাবদন্ত গড়াইয়ের রীতি।’ রবীন্দ্র, ১৯৪০।

‘বভাব-দুর্গন্ধ’ [স] বিণ ‘বভাবতই দুর্গন্ধমুক্ত।’ ‘বভাব-দুর্গন্ধ যে ফুল, সে দোষ ভেদা ফুলের নয়।’ সমকল, ১৯২৪।

‘বভাবদোষবশতঃ’ [স] বি সহজাত দোষের কারণে। ‘সে, বভাবদোষবশতঃ, কেবল দুশীল, দুচরিত্র বালকগণের সহিত কুসিত ক্রীড়ায় আসত।’ বিদ্যা, ১৮৪৭।

‘বভাববর্ধ’, ‘বভাববর্ধ’ [স] ১ বি সহজাত বৈশিষ্ট্য। ‘জীবের বভাববর্ধ ইন্দ্রিয়জনন।’ বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য। ‘প্রাণীর বভাববর্ধ হচ্ছে নিজের আভ্যন্তরীণ সমুচিত বৈশিষ্ট্য করা।’ ওজস্বেন, ১৯৪৩।

‘বভাব না যার ম’লে – মানুযের বভাব অপরিসরীয়।’ ‘বভাব না যার ম’লে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

‘বভাববদ্য’ [স] বি ভাববিক বদ্য। ‘বভাববদ্যার মতো যেন তার ...’ জীবন, ১৯৪০।

‘বভাববর্নন’ [স] বি বীর অনুকৃতির বর্ণনা। ‘বভাববর্নন ও রত্নপরিভ্রম থেকে আত্ম করে ধর্মসঙ্গীত প্রেম-সঙ্গীত বদনৌ-সঙ্গীত, উপসব-সঙ্গীত ...’ মোহন্যর, ১৯৩৭।

‘বভাববর্ধ’ [স] বিণ ‘বভাবগতভাবে নির্ণয়।’ ‘যে ব্যক্তি শিক্ষার ও অভ্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খ বভাববর্ধের নহে।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

‘বভাববিশ্রোহী’ [স] বিণ প্রকৃতিগতভাবে বিশ্রোহী। ‘বভাববিশ্রোহী বভাববিশ্রাসীকে প্রভাষি করে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

‘বভাববিরুদ্ধ’ [স] বিণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ‘সেটি আমার বভাববিরুদ্ধ।’ গীনবন্ধু, ১৮৭৩: ‘তিনি জ্ঞানেন কোনটা বভাববিরুদ্ধ, কোনটা বভাববিরুদ্ধ।’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

‘বভাববিশ্রাসী’ [স] বি প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বাসী যে। ‘বভাববিশ্রাসী বভাববিশ্রাসীকে প্রভাষি করে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৫।

‘বভাব-বৈজ্ঞানিক বি অনুগতভাবেই বিজ্ঞানী।’ ‘বর্তমান প্রবন্ধের ইচ্ছার উদ্দেশ্য করা যাইতেছে সে বোধ করি ‘বভাব-বৈজ্ঞানিক।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

‘বভাবব্রজ’ [স] বিণ ‘ভাববিক বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসেছে এমন।’ ‘যাকে মানুস করা হয় ... সে একটি গোষা বাঘের মতো ‘বভাবব্রজ।’ অমরা, ১৯২৮।

‘বভাববামাতাল’ [স] বিণ সহজাতভাবে বেশগম্ভীর। ‘মন্দের দিকেই বভাববামাতাল পুঙ্খব্রজভার যৌক বেশি।’ রবীন্দ্র, ১৯১৫।

‘বভাবব্রমুখরা’ [স] বিণ ক্রী ‘বভাবত কথা বেশি বলে এমন।’ ‘বায়-বাড়ির বভাবব্রমুখরা ঘোরে, সন্টার কলংগরায়ণা ইয়া উঠিল।’ তারা, ১৯৪০।

‘বভাবসংগত’, ‘বভাব-সঙ্গত’ [স] ১ বিণ বভাবের সঙ্গে সমন্বিতপূর্ণ। ‘পড়াভাষা করা এই অধিব্রটি বালিকার বভাবসংগত ছিল না।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বিণ প্রকৃতিগত। ‘এই ভাব-বৈচিত্র্যই মনোরম ও বভাব-সঙ্গত।’ মোহন্যর, ১৯৩৭।

‘বভাবসাধ্য’ [স] বিণ বভাবের উপযুক্ত; ভাববিহীন। ‘আমাদের বভাবসাধ্য অন্য কোনোমত পথ অবলম্বন করাই প্রায়।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

‘বভাববিসিদ্ধ’ [স] ১ বিণ ‘ভাববিক।’ ‘সে হাসের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি ‘বভাববিসিদ্ধ নহে?’ অক্ষর, ১৮৪৮। ২ বিণ প্রকৃতিগত। ‘ভারতবর্ষীয়দিগের ‘বভাববিসিদ্ধ নিচেটাইয়া ফল।’ রবীন্দ্র, ১৮৭৪। ৩ বিণ ‘বভাবজ্ঞাত।’ ‘বদনের প্রতি ‘বভাববিসিদ্ধ প্রীতি ...’ রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বিণ সহজাত। ‘বভাববিসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় না।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮। ৫ বিণ বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ‘তিনি জ্ঞানেন কোনটা বভাববিসিদ্ধ।’ রবীন্দ্র, ১৯০৩।

‘বভাববিসিদ্ধতা’ [স] বি সহজাত প্রবণতা। ‘সেপের বভাববিসিদ্ধতা প্রযুক্ত উৎকর্ষের ভয় তাহারদের মনে লুপ্তই রহিয়াছে।’ দর্পণ, ১৮৩৩।

‘বভাবসুন্দর’ [স] বিণ প্রকৃতিগতভাবে সুন্দর। ‘বভাবসুন্দর হাসে শোভে গাজীপথে।’ বৃন্দা, ১৫৮০।

‘বভাবসুলভ’ [স] বিণ ‘বভাবজ্ঞাত।’ ‘স্রব তাহার বভাবসুলভ গাথীর ও গৌরবের সহিত যাক নাভিয়া, চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া কহিল ...’ রবীন্দ্র, ১৮৮৭: ‘তিনি তাঁর বভাবসুলভ স্রবধার ভাষায় বললেন।’ মননুর, ১৯৩৫।

‘বভাবসৌন্দর্য’ [স] বি প্রকৃতির সৌন্দর্য। ‘বিশ্বাসিত্রা নিজে বভাবসৌন্দর্যের জন্য বড়োই পাগল।’ হরহাসদ, ১৮৮১।

‘বভাবসৌম্য’ [স] বিণ ‘বভাবত মনোহর; অক্রিয় শোভাসম্পন্ন।’ ‘শান্ত স্নেহপূর্ণ বভাবসৌম্য মুখ।’ রবীন্দ্র, ১৯০৮।

‘বভাব-হিষ্ট’ [স] বিণ ‘বভাবগতভাবে হিষ্ট।’ ‘বভাব-হিষ্ট শক্তিসামর্থ্যসম্পন্ন প্রাণীরাও ... সাহস করে না।’ অক্ষর, ১৮৫৪।

‘বভাবজ্ঞাত’ [স] বিণ ‘বভাব দ্বারা চালিত।’ ‘জমিদার মায়েই পঞ্চদশ লুইয়ের বভাবজ্ঞাত।’ সোমভাষণ, ১৮৭৩।

‘বভাবানুকরী’ [স] বিণ অকৃত্রিম। ‘প্রসাদগুণবিশিষ্ট এবং বভাবানুকরী।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

‘বভাবান্বিত’ [স] বি অন্য ভাব। ‘মানুষের সাধনাও এর ভাব থেকে বভাবান্বিতের সাধনা।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

‘বভাবোক্তি’ [স] বি বভাবগত উক্তি। ‘বিশদ তখনই ঘটে যখন নানা কারণে কথিত পদ্য বভাবোক্তি এবং অর্থবস্তুর নামে ...’ শিব, ১৯৩৩।

‘বভাবা’ [স] বি নিজের ভাষা। ‘ইমলগীরেয়া যেমন বভাবা অন্তঃস্বরূপে সমগ্রপুঙ্খক লেখেন।’ দর্পণ, ১৮৩১।

‘বভাবী’ [স] বিণ একই ভাষায় কথা বলে এমন। ‘জেনেছে তাহার বভাবী।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪।

‘বমত’ [স] বি নিজ মত। ‘মহাশয় বমত সংস্থাপনার্থে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ

প্রশিষ্ট প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন ... '। জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৬।

সমতবিঘাতক [স] **বি**গ্ন নিজে মতের বিরোধী। 'সমতবিঘাতক মীমাংসা করেননি কোনো অবস্থায়'। অতিষ্ঠা, ১৯৫০।

সমথাবর্তি [স] **সমথাবর্তী** **বি**গ্ন নিজের মথের। 'সমথাবর্তি আত্মনুরূপ বীজদায়ক ফলদ বৃক্ষ'। কৌরী, ১৮০৮।

সমদিস [স] **বি** নিজসমদিস। 'সমদিসে প্রদানিলা বাণীর চরণে'। মাইকেল, ১৮৬৬।

সমহিমা [স] **বি** আপন গৌরব। 'দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত হতে হতে তিনি তাঁর সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন'। হাই, ১৯৫৪।

সমার্ঘ্যত [স] **বি**গ্ন নিজের অবস্থান থেকে বিঘাত। 'অনেক যথার্থ ক্ষমতাবান সাহিত্যিক পর্যন্ত সমার্ঘ্যত হতে পারেন'। শিব, ১৯৭৩।

সমি [স] **সাম্মি** **বি** পতি। 'সমি ভিক্ষা দেহ মোরে তুঙ্গ ইশ্বর'। মালাধর, ১৫০০।

সমুর্জিত **ক্রি**য্য সুস্থ দেখে; বহাল তবিয়েত। 'আমি তার পাশে সমুর্জিত বিরাজমান'। আলোউদ্দিন, ১৯৬০।

সমূলত্ব [স] **বি** মূলের সঙ্গে যোগ আছে এমন প্রকৃতি। 'পূর্বোক্ত প্রমাণগুলির সমূলত্ব স্থাপিত হইল'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

সমুগ [স] **বি** নিজের কাল। 'জিরক ও স্থগতি হিসেবে তিনি সমুগ কর্ম অর্থে ও প্রতিপত্তি অর্জন করেননি'। শিব, ১৯৫৬।

সমু [স] ১ **বি**গ্ন স্বাধীন। **ম্যানেএল**, ১৭৪৩। ২ **সর্ব** নিজে। 'তিনি সমু কথা, যেমতে কথাএ সৃষ্টি করিলেন সেমতে কথাএ রাখিলেন'। আয়েনিয়ে, ১৭৪৩।

সমক্রিয় [স] **বি**গ্ন নিজে নিজে চলে এমন। 'সমক্রিয় রাইফেলের কাজও... পালশ, ১৯৭২।

সমঞ্জসী [স] **বি**গ্ন স্বশক্তিতে বিরাজমান। 'সমঞ্জসী খোদাআলার আশ্রয় ...'। প্রচারক, ১৮৯৯।

সমকুট [স] **বি**গ্ন আত্মসুখী। 'নিজেদের নিয়েই তারা সমকুট'। জীবন, ১৯৪৮।

সমগ্রপ্রকাশ [স] **বি**গ্ন শক্তিতে প্রকাশিত। 'সত্য সমগ্রপ্রকাশ'। নজরুল, ১৯২৩।

সমগ্লেষণ [স] **বি**গ্ন নিজে লিখতে পারে এমন। 'সমগ্লেষণ যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা এই দুর্ভ্রম কার্য সম্পন্ন হইয়াছে'। জগদীশ, ১৯২৬।

সমগোষ্ঠি [স] **বি**গ্ন নিজের প্রগতিপূর্ণ। 'প্রেম তাকে দিল সাত্ত্বনা, দিল সমগোষ্ঠি তুষ্টির ঘর'। নীরেণ, ১৯৫৪।

সমসম্পূর্ণ [স] **বি**গ্ন অন্যের সহায়তা ছাড়াই কাজ করতে পারে এমন। 'প্রত্যেকটি সেটেল সমসম্পূর্ণ'। মুক্তভাষ, ১৯৬৬।

সমসম্পূর্ণতা [স] **বি**গ্ন বিনির্ভরতা। 'গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূল কথা সমসম্পূর্ণতার ধারণা ...'। সনৎ, ১৯৭০।

সমসৈনিক [স] ১ **বি**গ্ন নিজ চেষ্টায় সাফল্যপ্রাপ্তকারী। 'সমসৈনিক লোকটির কাছে'। জীবন, ১৯৩২। ২ **বি**গ্ন নিজের নীতিতে চালিত। 'সে-যে সমসৈনিক এবং সে কারণে মূল্যবান - সব মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই মানবতন্ত্রী প্রত্যয় সক্রিয়'। শিব, ১৯৫০।

সমং **সময়** **বি**গ্ন নিজ জ্ঞান। 'সকলকে সমং সময় সভাহ হইতে হইবেক'। উমেশ, ১৮৫৭।

সমং হওয়া **ক্রি** স্বাধীন হওয়া। **ম্যানেএল**, ১৭৪৩।

সমমু-প্রকাশ [স] **সমগ্রপ্রকাশ**। **বি** আপন শক্তিতে প্রকাশ। 'আমি সেই

চিত্রগন সমমু-প্রকাশের বীণা'। নজরুল, ১৯২৩।

সমংগের, **সমংগর** [স] ১ **বি**গ্ন আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কন্যা কর্তৃক পাত্র নির্বাচনকারী। 'তিনি কৈন্যা রাজার হইব সমংগর'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯; 'তখন রাজা কন্যার সমংগরের আদেশ দিলেন'। বিদ্যা, ১৮৪৭; 'যথা সমংগরস্থলে, রাজেন্দ্রমঙ্গল'। মাইকেল, ১৮৬০। ২ **বি**গ্ন মনোনীত। 'তোমার সমংগর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেঁতাভাতা?'। দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

সমংগের-সজা [স] **বি** আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কন্যা কর্তৃক পাত্র বেছে নেওয়ার অনুষ্ঠান। 'রসমংগের উপরে যখন সমংগের-সজার আবির্ভাব হল'। প্রমথ, ১৯১৬।

সমংগরসমারোহ [স] **বি** কন্যা কর্তৃক পতি নির্বাচন অনুষ্ঠান। 'সমংগরসমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে'। মাইকেল, ১৮৬১।

সমংগরা [স] ১ **বি**গ্ন স্ত্রী আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পাত্র নির্বাচনকারিণী। 'সমংগরা-রূপবতী রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া'। মাইকেল, ১৮৬০। ২ **বি**গ্ন স্ত্রী নিজের স্বামী নিজে নির্বাচন করে এমন। 'শিবসাক্ষ্য-সমংগরা হবি না কি'। বক্রিম, ১৮৬৫।

সমংগপ্রভা [স] **বি**গ্ন স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্ত। 'পীনপয়োধ্যা যুতাতি; সু-উজ্জ্বল; নিত্য-প্রভাময়ী সমংগপ্রভা'। মাইকেল, ১৮৬২।

সমংগর **দ্র** **সমংগর**

সমংগরত্যা [স] **বি**গ্ন বিনির্ভরতা। 'প্রাতিবিকের সমংগরতয়ার প্রভাষী হওয়া সুকৃষ্ণে রেনেসাঁসী বিশ্ববীক্ষায় ...'। শিব, ১৯৬০।

সমু, **সমু** [স] ১ **বি**গ্ন সমুস্ট। 'সমু মানসহর নিরমর নীর'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'অসামুখিক সমুস্ট বলে মনে হয়'। রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ **বি**গ্ন হিন্দুসেবতা শিব। 'প্রভা - সমুস্টর পদাঙ্গে স্থান যার'। মাইকেল, ১৮৬০; 'নাটিছে সুন্দর নাচে সমু'। নজরুল, ১৯৩০।

সমুসুকুম [স] **বি**গ্ন যৌবন। 'পুরুষ পরল রসে গেল চারি মাস খুসার সমুসুকুম পরকাল'। মুকুন্দ, ১৬০০।

সমাম্মী [স] **সাম্মী** **বি** **সাম্মী**। ওগাঁ, ১৭৮২।

সর [স] ১ **বি**গ্ন সুর। 'সুরলীর সরে রহিবে কি ঘরে গোফুল যুবতীগণে'। চন্দ্রী, ১৫৫০। ২ **বি**গ্ন কর্তৃকনি। 'কোকিল লগিত সর'। ভদ্র, ১৫৭০। ৩ **বি**গ্ন ভাষা। 'দনাজি পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর সরে'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ **বি**গ্ন স্বাস। 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম ধরিল বিশেষ নাকে নাহি সর'। বিজয়, ১৬৫০।

সরকৌশল [স] **বি**গ্ন কথার চতুরতা। 'ব্যক্তিকের দিব্য স্পষ্টতা আছে ছেলেটির ... সে কি সরকৌশলের সিদ্ধি শুধু'। জীবন, ১৯৪৮।

সরগাধী [স] **বি**গ্ন কথবরের গধীরতা। 'মহীশের সরগাধীর্থে ননী কক্ষ হইয়া উঠিল'। তারা, ১৯৪০।

সরম্মা [স] **বি**গ্ন সঙ্গীতের (সারেগামা ইত্যাদি) সঙ্গস্বর। 'যে কড়িপুরতা আর-সমস্ত সরম্মা ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিব'। রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'বীণাতে যা বাজছে তার সরম্মামের প্রতির স্ফূর্ত্যসুস্থ বিভাগজান ...'। অবন, ১৯২৫।

সরচাতুর্ঘ্য, **সরচাতুর্ঘ্য** [স] **বি**গ্ন সুরের কৌশল। 'গীতের ... সরচাতুর্ঘ্য এবং শব্দচাতুর্ঘ্য'। বক্রিম, ১৮৮৭।

সরজ্ঞান [স] **বি**গ্ন সঙ্গীতের সুর বিষয়ক জ্ঞান। 'দু-জনের মধ্যে যেমন সরজ্ঞান বিষয়ে বিষয় অমিল'। অবন, ১৯২৫।

বরধ্বনি [সি] বি ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস কোথাও বাধা না পেয়ে উচ্চারিত হয় যে ধ্বনি। 'যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রাণাশিত হয়, তাহাকে বর-ধ্বনি বলে।' সুনীতি, ১৯৩৯; 'সাতকে বরধ্বনি এবং ছত্রিণাশি ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ স্থান।' হাই, ১৯৫৩।

বরবর্ষ [সি] বি কঠনালি থেকে ওঠে পর্যন্ত কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না-হয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তার প্রতীক; অ হতে ঠ পর্যন্ত বর্ষ। 'শিশিলাক্ষা, প্রথম ভাগ, বরবর্ষ।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

বরবর্ষ [সি] বি বকৃত। 'শব্দভেদী সমারোহের বরবর্ষ মুহূর্তে হয়ে গেল আবর্তন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বরবহুল [সি] বিণ সুরের প্রাধান্যবিশিষ্ট। 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বরবহুল আর রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণীবহুল।' মোতাহার, ১৯৩৭।

বরবান [সি] বিণ কণ্ঠবরসম্পন্ন। 'পারে গোদ, অতি চমৎকার ভেঁকধারী ভেঁকের ন্যায় বরবান।' ভবানী, ১৮২৮।

বরভঙ্গ [সি] বি বেসুর। 'সুচিত বরভঙ্গ তার কেকার রবে যড়জে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বরভঙ্গী [সি] বিণ কণ্ঠধ্বনির বিশেষ রূপ। 'উপযুক্ত বরভঙ্গীর সহিত বলিলে।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বরভেদ [সি] ১ বি ভাঙা গলায় কথা বলা। 'বৈবর্ণ্যাক্ষ বরভেদ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি কণ্ঠবরের বৈচিত্র্য। 'করিয়া বরভেদ ব্রাহ্মণ পড়ে বেদ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বরমামুর্ষ [সি] বি গলায় মিষ্টত্ব। 'কণ্ঠে বরমামুর্ষের অভাব থাকিলে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

বরমুর্তি [সি] বি বররূপ মূর্তি। 'বীপার তার তারা চাইতে বরমুর্তিকে পেতে।' অবন, ১৯২৫।

বরম্বল [সি] বি গলায় ভিতরে ধ্বনি উচ্চারণের স্থান; বরভঙ্গী। 'গলায় বরম্বলের উপরটায় আত্মল চকিয়ে ...' হাই, ১৯৫৪।

বরযোজনা করা ক্রি আয়োজ্য করা। 'গঙ্গার অথচ ঈশ্বর কার্ণাময় বীরকণ্ঠে বরযোজনা করিয়া কহিলেন।' হরমসাদ, ১৮৮১।

বরলহরী [সি] বি সুর-তরঙ্গ। 'মনোহর, যথা বাঁশীর বরলহরী।' মাইকেল, ১৮৬১।

বরলিপি [সি] বি পানের সুর যাতে লিপিবদ্ধ থাকে। 'দীপ্তির পিয়ামো বাজাইবার বরলিপি বইখানা তোমরা এত করিয়া মুক্তিভেদিলে ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'গানগুলির বরলিপি করে বন্ধু দিলীপকুমার।' নজরুল, ১৯২৭।

বরলীলা [সি] বি বরের খেলা। 'কণ্ঠের বরলীলা।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বরলগ্ণতি [সি] বি হার্মনি; একটি বরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্য বর বাজানো অথবা উচ্চারণ করা। 'যুরোপীয় সংগীতে যে হার্মনি অর্থাৎ বরলগ্ণতি আছে, আমাদের সংগীতে তাহা চলিবে কি না।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বরসংস্থান [সি] বি যেখানে ধ্বনির উত্তর হয়। 'তার বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৭।

বরসমষ্টি [সি] বি (সঙ্গীতের) বরসমূহ। 'আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বরসমাবেশ [সি] বি বরের একতান। 'একটা মূল বরসমাবেশ কানে আসছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বরসম্মিলন [সি] বি একতান। 'বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটি বরসম্মিলন স্থাপিত করবে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বরসাম্য [সি] বি বরের সমতা; বরসঙ্গতি। 'এইরূপ বরসাম্য কো এবং কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় ভাবায় দেখা যায়।' শ্রীমদ্রায়, ১৯৩১।

বরসুধা [সি] বি সুররূপ অমৃত। 'বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল বরিলো বরসুধা।' মাইকেল, ১৮৬০।

বরাঘাত [সি] বি উচ্চারণের সময়ে শব্দের নির্দিষ্ট স্থানে জোর বা ব প্রয়োগ; অ্যাকসেন্ট। 'বাংলা উচ্চারণে ব্যাকরণমাত্রেই যে বরাঘাতের সূচনা হয়।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বরেনসুরে ক্রিবিণ মিষ্টভাষায়। 'কত ভালোবেসে মুন বরেনসুরে বাি তাকে।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

বরৈ [সি] বি বর্ণ। 'আপনি হইএ বর ঈশ্বর তবে কেন।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বর [সি] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'লালচাঁদ বর।' সেবাই, ১৮৪০।

বরগ [সি] বি বিখাসীদের মতে, মৃত্যুর পরের বাসস্থান। 'আসিবে নেমে বরগ হতে করুণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

বরগ-গলা [সি] বর্ণগলা। বি (হিন্দুপুরাণ) বর্ণের গলা। 'পেলে দেখে সুন্দরের বরগ-গলা।' নজরুল, ১৯২৬।

বরণপ্রভা [সি] বর্ণপ্রভা। বি বর্ণের উজ্জ্বলতা। 'উন্নত সঙ্গীর স্ত বরণপ্রভায় মানবের মর্তমুখি করেছে উজ্জ্বল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বরচিত [সি] ১ বি নিজের দ্বারা লিখিত বা প্রণীত। 'এই সময়েই, তিঁ বরচিত অক্ষরদ্বারা গ্রন্থও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন।' বিদ্যা, ১৮৬৬। ২ বিণ নিজের নির্মিত। 'বরচিত গৃহে যরিল দুর্মি পুরোচন।' মাইকেল, ১৮৬০। ৩ বিণ নিজে রান্না করছে এমন। 'তাহার বরচিত ব্যঞ্জন।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৪ বিণ নিজের সৃষ্টি। 'বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে রবীন্দ্র, ১৯১৬। ৫ বিণ নিজের কল্পিত। 'দুর্বলের বরচিত স্রষ্টা চেহারা।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৬ বিণ নিজের দ্বারা সজ্জিত। 'মাথা বরচিত পাপড়ি।' ধর্মপথ, ১৯৪০।

বরণ [সি] বরণ। বি বরণ। 'ম্যোএল, ১৭৪৩।

বরণার্থ [সি] বরণার্থ। বিণ স্মারক। 'ম্যোএল, ১৭৪৩।

বরন [সি] বরণ। বি বরণ। 'তর্ক, ১৭৮২।

বরা [সি] বরণ। ক্রি স্মরণ করা। 'বরি ক্রি বরণ করে।' 'তোমা বঁ আসিবি আপনি।' আলোড়ল, ১৬৮০।

বরাজ [সি] ১ বি স্বাধীনতা। 'বরাজে বরাজ অপেক্ষা গৌরবের কথা। কি ভাই? শশুরবর, ১৯০৮। 'স্বস্ত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও বরা চলিতে পারে কিনা সেটা আসল কণ্ঠ নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি অধিকার। 'সে জয় করতে বেগোল আপন বরাজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

বরাজ-টরাজ বি স্বায়ত্তশাসন বা অনুরূপ ব্যবস্থা। 'বরাজ-টরা বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রক করে থাকেন।' নজরুল, ১৯২২।

বরাজ-বরাজ বি স্বায়ত্তশাসন বা অনুরূপ ব্যবস্থা। 'কর্তা হবার শ সবাইই, বরাজ-বরাজ ছল কেবল।' নজরুল, ১৯২৪।

বরাজমন্ত্র [সি] বি নিজ দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহ করার আদর্শ; বরাজ আন্দোলনের লীলা। 'দেশধর্মপুঙ্কর নিক হইতে বরাজমন্ত্রও গ্রন্থ কলিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

‘বরাজ সাধনা’ [স] বি ‘বাথিকারে’র গ্রন্থ। ‘বরাজ সাধনার’ শক্তিবলে আয়ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ পোড়ার মধুচক্রে পরিণত।’ নজরুল, ১৯২৬।

‘বরাজী ১’ বিণ বরাজ আন্দোলনে বিশ্বাসী। ‘কর্ণপোশনের বরাজী কর্ণধারণ এবার ঐ অন্যায় ব্যবহার ব্যতিক্রম করিয়া ...।’ দর্শন, ১৯২৪: ‘বরাজীরা ভাবে নারাজ, নারাজ ভাবে তাহাদের অঙ্কুশ।’ নজরুল, ১৯২৫। ২ বিণ বাহীন। ‘পৃথিবীতে বরাজী এমন কোনো দেশই নেই ...।’ রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

‘বরাজ্য [স] বি নিজ দেশ। ‘বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল।’ অক্ষয়, ১৮৪৮।

‘বরাট [স] ১ বি ঈশ্বর। ‘বিরোটের ক্রানের কেড়েই বরাটের জ্ঞান অন্ধুরিত হয়।’ প্রমথ, ১৯১৩। ২ বিণ বিশ্বব্যাপী বিকৃত। ‘সীমাহীন মাঠ, আকাশ বরাট।’ সূরীন্দ্র, ১৯৩৮।

‘বরাট্রি [স] বিণ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ক। ‘বরাট্রি উজীর [স] বরাট্রি+আ ওয়াজির] বি বরাট্রি মন্ত্রী। ‘কেন্দ্রীয় বরাট্রি উজীর ও সাবেক বিচারপতি।’ আজাদ, ১৯৩২।

‘বরাট্রি মন্ত্রী [স] বি যে মন্ত্রী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ‘প্রাদেশিক বরাট্রি মন্ত্রীর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।’ বেগম, ১৯৬৫।

‘বরাট্রি সচিব [স] বি বরাট্রি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকর্তা। ‘প্রধানমন্ত্রী, বরাট্রি সচিব ও রাজস্ব সচিবের সঙ্গে দিল্লীতে ভারত সরকারের সহিত যে কথাবার্তা হয় ...।’ জামায়াত, ১৯৪০।

‘বরীশ্বর [স] বি হিন্দুপুরাণ মতে ‘বর্ণের’ অধিপতি; ইন্দ্র। ‘নাচিত অলরাহুল, যবে শটিগতি, বরীশ্বর।’ মাইকেল, ১৮৬০।

‘বরীশ্বরী [স] বি ‘বর্ণের’ রানী। ‘শূন্যমার্গে কান্দনে বিষাদে একাকিনী বরীশ্বরী।’ মাইকেল, ১৮৬০।

‘বরূপ [স] ১ বি আপন রূপ। ‘বরূপে জীও কাফাক্রি ভোর আলিঙ্গনে।’ বহু, ১৪৫০। ২ বি প্রকৃত রূপ। ‘পাছে শ্যাম বংশীমুখ বরূপে বরূপ।’ কুন্দনাস, ১৫৮০; ‘বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী।’ বাহরাম, ১৫০০। ৩ বিণ তুল্য। ‘সুগন্ধি বরূপ ভোলা দেখি মোর মন।’ সুলতান, ১৭০০; ‘উক্ত সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির বহুলাধারি অঙ্কুর বরূপ ছিলেন।’ দর্পণ, ১৮৩৭। ৪ অব্য জন্য। ‘ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাধরদের বরূপ ৫ টাকা মাসিক পাইবেন।’ দর্পণ, ১৮২৩। ৫ বি অস্তিত্ব। ‘মর্তের প্রাঙ্গণতে দেবতার দেখেছে বরূপ।’ রবীন্দ্র, ১৯৪১।

‘বরূপাবয়ব [স] বি প্রকৃত অবয়ব। ‘যথার্থ সুস্বরূপে তাঁহার বরূপাবয়ব সংগ্রহকর্তা হয় নাই।’ জ্ঞানোন্মেষণ, ১৮৩৮।

‘বরূপা [স] বিণ স্ত্রী সদৃশ। ‘প্রকৃতি বরূপা দেবি স্রীটির পালনি।’ মাল্যধর, ১৫০০।

‘বরূপিনী [স] বিণ স্ত্রী সদৃশ রূপের অধিকারী। ‘কন্যা রূপে লক্ষীবরূপিনী।’ মাইকেল, ১৮৭৪; ‘ব্রাহ্মের রাজধানী ভূতলে অমরাবতী বরূপিনী জগদ্বিখ্যাত প্যারিস মহানগরীতে যে অধিষ্ঠিত।’ প্রচারক, ১৮৯৯।

‘বরূপেশি ক্রিবিণ সত্য বলে।’ ‘হুমি গল্পা বারাদসী বরূপেশি জ্ঞান।’ বহু, ১৫৭০।

‘বর্ণ [স] ১ বি (হিন্দুপুরাণ) দেবতাদের বাসস্থান। ‘বর্ণে রাখু মর্তে রাখু তলে পাছ তখি।’ বহু, ১৫৭০; ‘আজি মোর বর্ণ হতে বিদায়ের দিন, হে দেব, হে দেবীগণ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি আকাশ। ‘বর্ণেত

ফেলিলে থুক বদনে লাগয়।’ আলাওল, ১৬৮০। ৩ বি পরলোক। ‘তাহার পররাড্রে তিনি বর্ণ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন।’ রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ বি সৌন্দর্য-জগৎ। ‘আমার বর্ণ আমার সৌন্দর্যকল্পনার চরম তীর্থ।’ রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৫ বি পৃথিবীর উর্ধ্বে কল্পিত অসীম অপর্যায় জগৎ। ‘মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া বর্ণের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান চোখে পড়ে না।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

‘বর্ণকরা [স] বিণ বর্ণগ্ৰাস্ত। ‘বর্ণকরা কনিচ জীবন – করিসনে তার অপব্যয়।’ নজরুল, ১৯৪১।

‘বর্ণখেলনা বি বর্ণীয় লীলা। ‘আমরা দুজন বর্ণখেলনা গড়িব না ধরণীতে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৮।

‘বর্ণগত [স] বিণ মুক্তাবরণ করেছে এমন। ‘বহুকাল কর্ম করিয়া বর্ণগত হইয়াছেন।’ ডাবারী, ১৯২৩।

‘বর্ণগামী [স] বিণ বর্ণে গমন করে এমন। ‘বর্ণগামী সিঁড়ি।’ জীবন, ১৯৪০।

‘বর্ণগচারী [স] বিণ বর্ণে বিচরণকারী। ‘ভিতরে সে বর্ণগচারী, বাহিরে সে নরক-কীট।’ নজরুল, ১৯৪২।

‘বর্ণচূড় [স] বি বর্ণচূড়া। ‘পড়িল খসিয়া গৌরীশঙ্কর হিমালয় শির বর্ণচূড়।’ নজরুল, ১৯২৪।

‘বর্ণচূড় [স] ১ বি বর্ণ থেকে বিভাজিত। ‘যার হলে বর্ণচূড় হয়ে দেবদূর।’ গিরিশ, ১৮৮৭। ২ বিণ দৃষ্টান্তহীন আনন্দময় জগৎ থেকে বিভাজিত। ‘বর্ণচূড় কৈশোরের অভিব্যক্ত অরুদ্রস্ত ক্রতে।’ সূরীন্দ্র, ১৯২৮।

‘বর্ণ-জনিভা [স] বি (ধর্ম্মবিবাস) বর্ণের জনক। ‘পৃথিবীর পিতা বর্ণ-জনিভা তিন লোক বাধা বীর বিধানে।’ সত্যভদ্র, ১৯০৮।

‘বর্ণভ [স] বিণ পরলোকগত; বর্ণবিধা। ‘আমরা বর্ণভ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুচ্ছাসিন পালন করণমু।’ মুজতবা ১৯৬৬।

‘বর্ণভূ [স] বি মুচ্ছা। ‘রোম রাজত্ব হারিয়ে বর্ণভূ লাভ করল।’ প্রমথ, ১৯১৭।

‘বর্ণদূত [স] বি (মুসলিমবিবাস) বর্ণের বার্তাবাহক; ক্ষেপনশতা। ‘ভাকিসে আলিত বর্ণদূত।’ নজরুল, ১৯২৮।

‘বর্ণদৃষ্টি [স] বি মহত্তম দৃষ্টি। ‘বর্ণের স্মৃতি শুধু নয়, তিনি পাইয়াছেন বর্ণদৃষ্টি।’ সবুজ, ১৯২১।

‘বর্ণদ্বার [স] বি (মুসলিমবিবাস) বর্ণের দরজা। ‘সহিদদিগের জন্য বর্ণদ্বার সর্বদা উন্মুক্ত।’ মগারফর, ১৯০৮।

‘বর্ণদ্বাম [স] বি বর্ণ। ‘ভাজি হার সংসার হাইব বর্ণদ্বামে।’ গিরিশ, ১৮৮৭।

‘বর্ণপথ [স] বি দেবলোকে যাওয়ার রাস্তা। ‘বর্ণপথে কলকর্তে অঙ্গরী করিয়া।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

‘বর্ণ-পায়ে ক্রিবিণ (হিন্দুবিবাস) বর্ণের ওপায়ে। ‘কাকা বলেন, সময় হলে সবাই চলে যায়, কোথা সেই বর্ণ-পায়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯২১।

‘বর্ণপুং [স] বি হিন্দুমতে দেবতাদের বাসস্থান। ‘যাহার প্রসাদে জীব যায় বর্ণপুংরে।’ রূপরাম, ১৭৫০।

‘বর্ণপুত্রী [স] বি হিন্দুমতে বর্ণলোক। ‘পুত্রিয়াছে বর্ণপুত্রী মহাকালাহলে/ বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবার।’ মাইকেল, ১৮৬০।

‘বর্ণপ্রাণ্ডি [স] বি মুচ্ছা। ‘হঠাৎ বাল্লভারামের বর্ণপ্রাণ্ডি হইল।’ বঙ্কিম, ‘বর্ণেত

১৮৭৪।

বর্ণ-ফেরতা [বি] বর্ণ থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'বহু, ডেমনই বর্ণ-ফেরতা।' নজরুল, ১৯০৯।

বর্ণবায়ু [স] বি বর্ণের বাতাস; মধুর বাতাস। 'বর্ণবায়ুর নিখাস লাগে গায়।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

বর্ণবাস [স] ১ বি মৃত্যু। 'কুরুক্ষেত্রে মুছে পড়ি হইল বর্ণবাস।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বি বর্ণলাভ। 'ব্রাহ্মণ পুষ্টিয়া যুধিষ্ঠিরের বর্ণবাস।' রূপরায়, ১৭৫০।

বর্ণবাসী [স] বি বর্ণের অধিবাসী; পরলোকবাসী। 'অস্তকালে বর্ণবাসী হইব সে সব।' বাহরায়, ১৬৫০।

বর্ণবিলাসী [স] বি সুখের সন্ধানী। 'সাবধান বর্ণ বিলাসীর দল।' নজরুল, ১৯৩০।

বর্ণভান [স] বি বর্ণজ্ঞান। 'চান্দ দেখি পৃথিবীর হৈল বর্ণভান।' বৃন্দা, ১৫৮০।

বর্ণভূমি [স] বি বর্ণভূম্য সুবদায়ক স্থান। 'ধূলিময় যে-ভূমি সেই তো বর্ণভূমি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বর্ণভিত্তি [স] বর্ণভিত্তি বি বর্ণের ভিত্তি। 'ধরতর কীপে বর্ণভিত্তি।' নজরুল, ১৯৩০।

বর্ণভোগ [স] বি বর্ণের সুভোগ। 'এই বর্ণ ভোগ সতী না হইলে পাই না।' দর্পণ, ১৮২৩।

বর্ণভ্রষ্ট [স] বি বর্ণ (ধর্ম)বিশ্বাস) বর্ণভ্রষ্ট। 'আদিম মানব বর্ণভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বর্ণময়ী [স] বি বর্ণ স্ত্রী বর্ণময়ী। 'যাত্রা করি বর্ণময়ী করুণার পথে পুণীর ধরি সত্যের আদেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বর্ণমর্ত [স] বি পরকাল ও ইহকাল। 'এ অনন্ত চক্রাবর্ত বর্ণমর্ত ছেয়ে সব চেয়ে পুরাতন কথা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বর্ণমর্ত্যপাতাল, **বর্ণমর্ত্যপাতাল** [স] বি (ধর্ম)বিশ্বাস) পৃথিবী, বর্ণ ও পাতাল; ক্রিষ্টবন। 'বর্ণমর্ত্য পাতালেত কাহার না গণি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বর্ণমহিলা [স] বি কল্পিত অলরা। 'আমি বর্ণমহিলা নই।' দীনবন্ধু, ১৮৭৩।

বর্ণমুখী [স] বি বর্ণ সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 'পড়ুক বিমলবিভা পূর্ণ রূপরশি বর্ণমুখী কমলনয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

বর্ণরথ [স] বি (হিন্দু)বিশ্বাস) বর্ণের রথ। 'মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে দেখিতে না পাই কিছু - হেথা স্বর্ণকাল রাখে তব বর্ণরথ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বর্ণরাজ্য [স] বি বর্ণরূপ রাজ্য। 'সেই বর্ণরাজ্য কল্পনাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে।' মোতাহার, ১৯৩৭।

বর্ণলাভ [স] বি ফললাভ; মৃত্যুলাভ। 'শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মানে মদ/ হাতে হাতে বর্ণলাভ গ্রাস্ত ব্রহ্মপদ।' ওত, ১৮৫৮।

বর্ণলোক [স] বি (ধর্ম)বিশ্বাস) মৃত্যুপরবর্তী বাসস্থান। 'সবকার কর্তৃক ক্রীয়া হেতু গেল বর্ণলোক।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

বর্ণলোভ [স] বি বর্ণে যাওয়ার বাসনা। 'বর্ণলোভ নাহি মোর।' বৃন্দা, ১৯৩০।

বর্ণসভা [স] বি বর্ণের সভা। 'ওই আলোক-মাতাল বর্ণসভার মহাসন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বর্ণসাধন [স] বি বর্ণ লাভের জন্য সাধনা। 'তঁাহারা তাহা বর্ণসাধন বোধ করিয়া থাকেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯; 'না রে, না রে, হবে না তোর বর্ণসাধন।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

বর্ণসিঁড়ি বি বর্ণে ওঠার সিঁড়ি। 'ব্যান্তের অঙ্কের ক্ষীতি ছিল যার বর্ণসিঁড়ি, তার।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

বর্ণসুখ [স] বি অপার্থিব আনন্দ ও অতুলন সুখ। 'তাই বলে বর্ণসুখ/ কোথা শাব, কোথা হেথা অনিচ্ছিত মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্ণসোপান [স] বি বর্ণের সিঁড়ি। 'বর্ণসোপানে রাখি নি চিহ্ন।' নজরুল, ১৯৩০।

বর্ণস্থান [স] বি (ব্যব) বর্ণে অবস্থানরত। 'বিবিধে বর্ণস্থান করিয়া ঐ বাবুদিগের ... কটাক করিতেন।' ডবলিউ, ১৮২৮।

বর্ণশ্রুতি [স] বি বর্ণের শ্রুতি। 'দানবের বর্ণশ্রুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।' সবুজ, ১৯২১।

বর্ণ হাতে পাওয়া ক্রি অবিন্দ্যীয় আনন্দ লাভ করা। 'মুহূর্তও দেখা গেলে বর্ণ হাতে পাই যেন।' জ্যোতির্বিদ্যুৎ, ১৮৮১।

বর্ণাঙ্কুর [স] বি (হিন্দু)বিশ্বাস) মৃত। 'পাতুরাজ্য বর্ণাঙ্কুর হইলে পর, ধৃতশত্রু যুদ্ধিরক্রে ... রাজ্যভিষিক্ত করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বর্ণারোহণ [স] বি (হিন্দু)বিশ্বাস) মারা যাওয়া। 'তাহার পর যুদ্ধির প্রৌপদী ও জীমাদি ভ্রাতার সহিত বর্ণারোহণ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

বর্ণার্শ [স] ক্রি বর্ণে যাওয়ার জন্য। 'যে অজ্ঞানপুরুষেরা বর্ণার্শ কর্ষ করে তাহাদের এ বড় বুদ্ধিমত।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বর্ণী বি বর্ণের দূত। ওয়া, ১৮৫৫।

বর্ণীর [স] ১ বি (ধর্ম)বিশ্বাস) বর্ণীর দূত; এঙ্গেল; ফেরেশতা। ওয়া, ১৮৫৫। ২ বি প্রয়াত। 'বর্ণীর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ...।' দর্পণ, ১৮২২। ৩ বি মৃত্যুর পর বর্ণে যাবেন এমন। 'বর্ণীদায়ের মৃতদেহ অবেশণ করিয়া ... বর্ণীর, নারকী ... বাহিয়া লইতে হইবে।' মশাররক, ১৮৮৫। ৪ বি বর্ণজাত। 'কিন্তু সে প্রেম বর্ণীর।' দীপিকা, ১৮৮৭। ৫ বি অপার্থিব। 'জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি বর্ণীর বলে মনে হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৬ বি বর্ণের। 'বর্ণীর শক্তিবির মেঘের আশ্রয়ে করিতেছে।' মশাররক, ১৯০৮।

বর্ণীয়তা [স] বি বিতুড়তা। 'গির্জা ... ফেলিয়া আপন বর্ণীয়তা প্রকাশের চেষ্টা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বর্ণে চড়ে বসা ক্রি পরম নিশ্চিন্তে থাকা। 'বর্ণদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে বর্ণে চড়িয়া বসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বর্ণেত্তর [স] বি বর্ণের থেকে নিকট। 'মৃত্যুর পর বর্ণেত্তর হানে গেলে মানুষকে বোধ হয়, অধিক দিন যত্না ভোগ করিতে হয় না।' প্রথম, ১৯২০।

বর্ণোদ্যান [স] (ধর্ম)বিশ্বাস) বি বর্ণের উদ্যান। 'বর্ণোদ্যানবরূপ এই অতুলশোভাসম্পদ স্থানের সর্ববস্তই অতীব মনোহর।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

বর্ণোপম [স] বি বর্ণের তুল্য। 'বর্ণোপম জননীর অঙ্ক পরহিরি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বর্ণ [স] ১ বি সোনা। 'বর্ণ ৫৯৮০০ তঙ্কা।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি সোনাগি। 'উচ্চ বর্ণ ছাদ, ফনীশ্র যেমতি, বিস্তারি অমৃত ফণা, ধরেন আদরে, ধরারো।' মাইকেল, ১৮৬১। ৩ বি মূল্যবান সম্পত্তি। 'আত্মবিক্রয়ের বর্ণ কোনকালে সক্ষম করিনি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

স্বর্ণ-অগ্নি বি সোনালি রঙের আতন। 'দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্বর্ণ-অলংকার বি সোনার তৈরি অলংকার। 'সোমর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার, সঁপি দিয়া শূন্যল তোমার নিতে পারি নিজ দেহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্বর্ণ-আলোক বি সোনালি আলো। 'সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'আকাশের বন্ধ হতে ডানা ভরি তার, স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

স্বর্ণকঙ্কণ [স] বি সোনার কঁকন। 'স্বর্ণকঙ্কণের বনবন্ধার আবার যেন সে তনিতে পাইল।' বনফুল, ১৯৩৬।

স্বর্ণকণা [স] বি সোনার কণা। 'উৎশির তেঁতুল; কাঁঠাল, যার ফলে স্বর্ণকণা গোতে শত শত।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণকণিকা [স] বিণ পেরুয়া। 'তাহার মস্তকে স্বর্ণকণিকা জটাভার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

স্বর্ণকমল [স] বি স্বর্ণরূপ পদ্মফুল। 'এখানে নিরন্তর অনূপম দিব্য স্বর্ণকমল সকল বিকশিত হইয়া আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

স্বর্ণকরোজ্জ্বল [স] বিণ সোনালি আলোয় উজ্জ্বলিত। 'যাঁদের প্রতিভা ইত্যাদিকে স্বর্ণকরোজ্জ্বল করে রেখেছিল সেইসব ভাবুক ও সাহিত্যিক ...' শিব, ১৯৫৬।

স্বর্ণকলস [স] বি সোনার কলস। 'মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্বর্ণকান্তি [স] ১ বি সোনার সৌন্দর্য। 'স্বর্ণকান্তি ধরি ফুলফুল কোটে নিতা।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বি সোনালি আভা। 'রৌদ্রকিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাস্থে যেন ঝলমল করিতেছে।' বনফুল, ১৯৩৬।

স্বর্ণকার [স] বি সোনা দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করে যে। 'কাজি ইহা প্রত্যেক দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ...' চরিত্রচরণ, ১৮০৫।

স্বর্ণকুঁকী [স] স্বর্ণকুক্কি। বিণ গর্তে স্বর্ণরূপ সম্ভান ধারণকারী। 'স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্ভা জননী তোমার।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

স্বর্ণ-কুহেলিকা বি সোনালি আলোর মায়াজাল। 'ক্ষণিক প্রস্রায়ে, মিলাইল লয়ে তার স্বর্ণ-কুহেলিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

স্বর্ণকূল [স] ১ বি স্বর্ণপুত্রী। 'অকূল আবুল শোক দুলে রে, ধায় কোন দূর স্বর্ণ-কূলে রে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ বি সোনালি পূর্বাঞ্চাল। 'বাণীহস্তের উত্তে প্রভাতের স্বর্ণ কূলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

স্বর্ণ গোট [স] স্বর্ণ-। বি অলঙ্কারবিশেষ। 'বাজু হাতের কড়া স্বর্ণ গোট চাবির সিকলি; চন্দ্রহার গোলমল পাওজর ইত্যাদি।' ডাবানী, ১৮২৮।

স্বর্ণচক্রবর্ত্ত [স] বি সোনার চাকাওয়ালা রথ। 'সারথি সহ স্বর্ণচক্রবর্ত্তে উদয় অলে আপি দরশন দিলা।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণচাঁপা [স] স্বর্ণচম্পা। বি ফুলবিশেষ। 'উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

স্বর্ণচামেলি বি সোনারচামেলি ফুলবিশেষ। 'সে কোন স্বর্ণচামেলি বনের আভায় এ মাটি হল বিকুঁই?' ফররুখ, ১৯৪৬।

স্বর্ণ-চুড়ি [স] স্বর্ণ+চুড়ি। বি সোনার চুড়ি। 'ফুল কিনি স্বর্ণ-চুড়ি।' মৃদুস, ১৬০০।

স্বর্ণচূড় [স] বিণ সোনার চূড়াবিশিষ্ট। 'লোকটির নাম বদলে তাঁকে

স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'স্বর্ণচূড় শাহী আমামায় ঢেকে দিও দীর্ঘ শির যোগলবিশালে।' হোসেন, ১৯৪০।

স্বর্ণচূড়া [স] বি সোনালি রঙের শিখর। 'ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

স্বর্ণছাদ বিণ সোনালি শিখর। 'জন্ম সারি সারি ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ।' মাইকেল, ১৮৬১।

স্বর্ণছোটা [স] বি সোনালি আভা। 'কিংখার-আন্তরঙ্গের স্বর্ণছোটা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্বর্ণ জুব্বী [স] স্বর্ণ+ই জুব্বী। বি দাঁও বহুর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে উৎসব। 'মহারানী ডিটোরিয়ার স্বর্ণ ও হীরক জুব্বী দেখিয়াছি।' মোহাম্মদী, ১৯৩৫।

স্বর্ণভিষ [স] বি সোনার ভিষ। 'সরকারের শুক-হংস স্বর্ণভিষ এসব করা বন্ধ করে দেবে।' মুজতাবা, ১৯৪৯।

স্বর্ণভট [স] বি স্বর্ণময় ভট। 'যে কল্লভর নন্দনকাননে, মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণভটে শোভে প্রভাসময়।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণভদ্র [স] বি সোনার ভার। 'দক্ষিণ করে ধরিয়া যাত্র/ বনন রণন স্বর্ণভদ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

স্বর্ণধালি [স] স্বর্ণধালি। বি সোনার থালা। 'তাহাকে একখানি স্বর্ণধালির মত দেখি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

স্বর্ণপক্ষ [স] বি সোনার পাখা। 'মাটিতে সূতানো আজ সেই স্বর্ণপক্ষ, তনুতুল সুরকণ, ১৯৪০।

স্বর্ণ পঞ্চদারি [স] স্বর্ণ-। বি সোনার তৈরি অলঙ্কারবিশেষ। 'তাহারা ... স্বর্ণ পঞ্চদারি, পাশা, কুমকা, ইত্যাদি পরেন।' ডাবানী, ১৮২৮।

স্বর্ণপাথ [স] বি স্বর্ণনির্মিত পথ। 'সুপ্রশস্ত স্বর্ণপাথ দিয়া চলিলা নিকশাল-দল পরম হরষে।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণপাত্র [স] বি সোনার তৈরি পাত্র। 'সিংহের দুক্ষ স্বর্ণপাত্রে রয় মেটেপাত্রে দিলে ওমন কেমন দেখায়।' লালন, ১৮৯০।

স্বর্ণপিঞ্জর [স] বি সোনা দিয়ে তৈরি ঝোঁট। 'পাখীকে স্বর্ণপিঞ্জরে ... প্রতিশালন করিলেও সে যেমন আপন প্রিয় নিকতন বন বিম্বৃত হইতে পারে না।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

স্বর্ণপুতলী বি সোনার পুতুল। 'নরেন্দ্র সমীপে দাঁড়ায় - উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণপুত্রী [স] বি স্বর্ণময় প্রাসাদ। 'আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুত্রী কিছুই নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত [স] বিণ সোনালি আলোয় উজ্জ্বল। 'দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রহ্লাদকাল।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

স্বর্ণপ্রসবিনী [স] বিণ স্বর্ণ ফলার এমন। 'উর্বরতায় যাহাকে বলে স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি।' তারা, ১৯৪০।

স্বর্ণবশিক [স] বি সোনার ব্যবসায়ী; হিন্দু বণিক সম্প্রদায়বিশেষ। 'স্বর্ণবণিক এক নুতন রাজ্য প্রস্তুত করিতেছেন।' দর্পণ, ১৮২৬।

স্বর্ণবিভা [স] বি সোনার আলোক। 'ভারকণ্ডের স্বর্ণবিভা, চিবুক-নিটোল শুভ্রভার।' ফররুখ, ১৯৬৩।

স্বর্ণবিভূষিত [স] বিণ সোনা দিয়ে অলঙ্কৃত। 'প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূষিত।' দর্পণ, ১৮৩০।

স্বর্ণবীণা [স] বি সোনার তৈরি বীণা। 'স্বর্ণবীণা করে, গাইছে মধুর গীত।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণবেত্র [স] বি সোনার বেত। 'স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে।' দর্পণ, ১৮২৫।

স্বর্ণমণ্ডিত [স] বিণ স্বর্ণমণ্ডিত। 'স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

স্বর্ণময় [স] ১ বিণ সোনার তৈরি। 'এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে উত্তরীলা বিরিকির মন্দির-সমীপে স্বর্ণময়।' মাইকেল, ১৮৬০। ২ বিণ সোনাগি। 'সায়াকে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘমাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

স্বর্ণময়ী [স] বিণ স্ত্রী স্বর্ণমণ্ডিত। 'কত দূরে শোভিল অথরে স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুত্রী।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণ-মায়ামূণ [স] বি জাদু দিয়ে তৈরি সোনার হরিন। 'এই স্বর্ণ-মায়ামূণ তোমারে দিয়েছে ধরা?' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

স্বর্ণমুদ্রা [স] ১ বি স্বর্ণের মুদ্রা। 'দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বড় স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি পিনি; ইংল্যান্ডের পুরানো সোনার মুদ্রাবিশেষ। 'আমাদের দেবার ইচ্ছে ছিল কিছু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছু ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

স্বর্ণমুণ [স] বি সোনার হরিন। 'স্বর্ণমুণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২; সত্যেন্দ্র, ১৯১১; 'স্বর্ণ-মুণ সম কলি/ পলাতক দিশান্ত-শিকার।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪০।

স্বর্ণমূর্তি [স] বি সোনার প্রতিমা। 'স্বর্ণমূর্তি' বিদ্যা, ১৮৬০; 'অনুমোদন ভিক্ষা করছেন সীতার স্বর্ণমূর্তিকে পার্শ্বে নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য।' মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০।

স্বর্ণমুখা [স] বিণ অভ্যন্ত উচ্চমূল্যের। 'এই রাজাবিরাজ বাজিত স্বর্ণমুখা সামগ্রী ... পারসীক বণিকদের করায়ত্ত হইয়া পড়িল।' অক্ষর, ১৮৪৯।

স্বর্ণমেঘ [স] বি সোনাগি রঙের মেঘ। 'তাই আমি শুভ্রিত্তেছি। সূর্য্যস্তের স্বর্ণমেঘন্তরে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

স্বর্ণমুণ [স] বি অভ্যন্ত ভালো সময়। 'মুসলমানের স্বর্ণমুণ।' মোহাম্মদী, ১৯৩২।

স্বর্ণরথ [স] বি সোনাগি রথ। 'স্বর্ণ আসেন স্বর্ণরথে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

স্বর্ণরাগ [স] বি সোনাগি আভা। 'আকাশ থেকে আকাশে সূর্য্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

স্বর্ণরোখা [স] বি নদীবিশেষ। 'স্নান করি স্বর্ণরোখা নদী ধনা করি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

স্বর্ণরেণু [স] বি সোনার কণিকা। 'অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু মাখা হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪; 'সুবর্ণরেখার বাগিতে পানিতে স্বর্ণরেণু।' নজরুল, ১৯২৭।

স্বর্ণলঙ্কা [স] বি স্বর্ণের মতো ঐশ্বর্যপূর্ণ লঙ্কা নগর। 'বৈরিন্দল বেড়ে স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?' মাইকেল, ১৮৬১। 'ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৯।

স্বর্ণলতা [স] বি লতারবিশেষ। 'তনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে।' রস, ১৮৫৮।

স্বর্ণলম্বিকা [স] বি বনলতাবিশেষ। 'তোমার শিখরে ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলম্বিকা।' মাইকেল, ১৮৬০।

স্বর্ণলেখা [স] ১ বি উজ্জ্বলতা। 'লেখা স্বর্ণলেখা জগতের প্রান্তরকালে দিয়েছিল দেখা আদি অন্ধকার-মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি

সোনাগি অক্ষর। 'মীড়তলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

স্বর্ণশস্যময়ী [স] বিণ স্ত্রী সোনার ফসলে পূর্ণ। 'স্বর্ণশস্যময়ী হোবার ধরা।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

স্বর্ণশস্যশালিনী [স] বিণ সোনার ফসল ফলে এমন। 'আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুষ্পভূমি ভারতবর্ষ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

স্বর্ণশিল্পির বি সোনার নুসর। 'পায়ে উঠল স্বর্ণশিল্পির ও পদানুসূরী।' মহাশেতা, ১৯৫৬।

স্বর্ণশীর্ষ [স] বিণ সোনাগি রঙের শিখ আছে এমন। 'শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যকিরণের উপর।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

স্বর্ণশ্যোন [স] বি সোনাগি বাজপাখি। 'বিশ্বনবীর রশ্মিশীত স্বর্ণশ্যোন নিবিল ভুবনে মেলেছে সে পাখা।' ফররুখ, ১৯৪৬।

স্বর্ণসিংহাসন [স] বি সোনার তৈরি সিংহাসন। 'গোপুস্তের স্বর্ণপুনরাব স্বর্ণসিংহাসনে।' মাদিকরাম, ১৭৮১।

স্বর্ণসুখা [স] বি সুবর্ণময় সুখ। 'স্বর্ণসুখা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

স্বর্ণসিন্দুর [স] বি পারদ ও গন্ধকযুক্ত কবিরাজি ঔষধবিশেষ। 'বলের মধ্যে ডালিমের রসের সঙ্গে স্বর্ণসিন্দুর মেড়ে জিত দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

স্বর্ণসীতা [স] বি সোনা দিয়ে বানানো সীতা মূর্তি। 'স্বর্ণসীতা গড়ে পাশে বসাতে পারেন।' নজরুল, ১৯২৭।

স্বর্ণসূর্য্যরশ্মি [স] বি সোনাগি সূর্য্যকিরণ। 'বাতাসেরা রুদ্ধবাস আর লাখো-লাখো স্বর্ণসূর্য্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ়।' বিষ্ণু, ১৯৪১।

স্বর্ণ-বাক্স [স] বি উজ্জ্বল নিদর্শন। 'এও এক মহাবৈপ্লবিক সুদূরপ্রসারী স্বর্ণ-বাক্স।' মালেনেও, ১৯৪৯।

স্বর্ণ শ্মিত্তি [স] স্বর্ণ-বি অলঙ্কারবিশেষ। 'ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণ শ্মিত্তি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

স্বর্ণহাঙুর বি সোনাগি হাঙুর। 'না জানি কোন স্বর্ণহাঙুর শূন্য হাওয়ার গ্রাস গিলছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

স্বর্ণহার [স] বি সোনার মালা। 'কণ্ঠে বহুবিন্দু মণিমুদ্রা স্বর্ণহার।' বৃন্দা, ১৫৮০।

স্বর্ণাকর [স] বি সোনার তৈরি অক্ষর। 'সম্মুখেই রাজবাটির প্রবেশ-ঘরে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলকে স্বর্ণাকরে এই লিখিত আছে ...।' মণাররথ, ১৮৬৯।

স্বর্ণাধেয়ী [স] বিণ সোনা অনুসন্ধানকারী। 'একজন বড় স্বর্ণাধেয়ী পণ্টক।' বিভূতি, ১৯৩৭।

স্বর্ণাত [স] বিণ সোনাগি আভ্যবৃত্ত। 'জার্মান মহিলায় স্বর্ণাত কুন্তল অনেকাংশে হীন।' জগদীশ, ১৮৯৫।

স্বর্ণাভরণ [স] বি সোনা দিয়ে তৈরি অলঙ্কার। 'সে ... স্বর্ণকর্মে আসিয়া স্বামির নিকট স্বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪।

স্বর্ণাতা [স] বি সোনাগি রঙের আভা। 'দিশন্তে স্বর্ণাতা: দূরে আলোর ইন্দিব।' ফররুখ, ১৯৪৬।

স্বর্ণাঘু [স] বিণ স্বর্ণোজ্জ্বল। 'পদ্মার কি মেঘনার নীলকন্ঠ স্বর্ণাঘু জটায়।' বীরেন্দ্র, ১৯৫১।

স্বর্ণালঙ্কার [স] বি সোনার গহনা। 'খোজেন্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত।' চণ্ডীচরণ, ১৯০৫।

বর্গোঙ্কল [স] **বিণ** সোনার মতো উজ্জ্বল। 'তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের অবিচলিত বর্গোঙ্কল রেখা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩; 'জ্ঞানলা দিয়ে বর্গোঙ্কল সূর্য্যাকের দিকে তাকায়।' ওয়াশী, ১৯৬৪।

বর্গোলক [স] **বি** বর্গ। 'ভূলোক, ভুবর্গোলক, বর্গোলক ...।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

বর্গলিখিত [স] **বিণ** নিজে লিখেছে এমন। 'এই লিপি বৃক্ষের বর্গলিখিত এবং ব্যাকরিত হওয়া চাই।' জগদীশ, ১৯১৬।

বর্গ [স] ১ **বিণ** খুব অল্প। 'আমাদের সহায় সম্পদ অর্ধবল লোকল লেখক পাঠক সমস্ত বর্গ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ **বিণ** অল্পবয়সী। 'তাহার এই বর্গ জীবনের আশিশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বর্গ-আয়ু [স] **বিণ** ক্ষণজীবী। 'বর্গ-আয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আশিষিত দিন।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বর্গখ্যাত [স] **বিণ** খুব বিখ্যাত নয় এমন। 'আমরা বহুখ্যাত ও বর্গখ্যাত বাঙালির পরিচয় পাই যারা প্রত্যেকে প্রাতিবিক্রিতাসম্পন্ন।' শিব, ১৯৫৬।

বর্গচেতন [স] **বিণ** সামান্য ধারণা রাখে এমন। 'আমাদের সমাজে একটা সোজা সম্বন্ধে আরেকটা সোজা একান্ত বর্গচেতন?' অন্নদা, ১৯২৯।

বর্গজল [স] **বিণ** অল্প জলবিশিষ্ট। 'বর্গজল নদীর মতো বুদ্ধি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বর্গজীবী [স] **বিণ** অল্প আয়ুসম্পন্ন। 'একজন বর্গজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বর্গজ্ঞান [স] **বিণ** জ্ঞানের বহুতা আছে এমন। 'এখানে কেবল যে দুর্বলচেতা ও বর্গজ্ঞান মানুষের কথা বলছি তা নয়।' মোতাহার, ১৯৩৭।

বর্গতা [স] **বি** অপ্রতুলতা। 'তাহার প্রমাণ পদের বর্গতা।' প্রজেক্টর, ১৮৪৭।

বর্গতা-বশত [স] **ক্রিবিণ** বর্গতার কারণে। 'সামর্থ্যের বর্গতা-বশত যদি বা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয়, তবু ...।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

বর্গতাহেতু [স] **ক্রিবিণ** অল্প হওয়ার কারণে। '... পুতিন এবং নাকের ব্যাধান বর্গতাহেতু বেগে দেখায় ...।' শওকত, ১৯৭২।

বর্গদৃষ্টি [স] **বিণ** ভালো দেখতে পায় না এমন। 'এই বর্গদৃষ্টি বর্গদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্গপরিসর [স] **বিণ** ক্ষুদ্র গতিবদ্ধ। 'অন্য মানবসত্তা ক্রমাগত বর্গপরিসর।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

বর্গপ্রাণ [স] ১ **বি** ব্রাহ্ম্য জীব। 'এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও বর্গপ্রাণ পরম ধর্ম ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ২ **বিণ** ব্রাহ্ম্য। 'অন্নদামঙ্গল বর্গপ্রাণ হলেও কাব্য।' প্রমথ, ১৯১৪। ৩ **বিণ** অল্প বাতাস-পূর্ণ। 'বর্গপ্রাণ ধনি।' হাই, ১৯৪৪।

বর্গবল [স] **বিণ** দুর্বল। 'বর্গাবৃত ব্রাহ্মাহারী ব্রহ্মমান বর্গবল ভারতবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্গবাক [স] **বিণ** অল্প কথা বলে এমন। 'বর্গবাক কর্মচারী গদি থেকে উঠে দাঁড়াশো।' ইলিয়ান, ১৯৭২।

বর্গবিবাহ [স] **বি** ব্রহ্মসংখ্যক বিয়ে। 'নামজাদা মানুষের বিবাহ বর্গবিবাহ।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

বর্গবুদ্ধি [স] **বিণ** সীমিত বুদ্ধির অধিকারী। 'নিজের বর্গ বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে তাঁহাদের বিনা সাহায্যে যাঁহা-কিছু করে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া বিচার্য্য করেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'বিদ্যালয়ের বর্গবুদ্ধি, অভ্যাসশ্রমী সহকর্মীরা ... প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাত্তা দেননি।' শিব, ১৯৭৩।

বর্গবেতনভোগী [স] **বিণ** সামান্য পারিশ্রমিক পায় এমন। 'বর্গবেতনভোগী, ভিন্নহানবাসী, রেকর্ডকারী কর্মচারিণ্য সামান্য সামান্য লোভের বশীভূত হইয়া।' জামায়াত, ১৯৩৯।

বর্গভাষা [স] **বিণ** কম কথা বলে এমন। 'এরা বাপের মত বর্গভাষা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

বর্গভাষণ [স] **বি** অতি অল্প কথা বলা। 'এর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্গভাষণে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

বর্গভাষী [স] **বিণ** কথা কম বলে এমন। 'এই বর্গভাষী বর্গদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'বর্গভাষী, কথা যায় বেধে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

বর্গমান **বিণ** অল্প সম্মান লাভ করে এমন। 'বর্গাবৃত ব্রাহ্মাহারী ব্রহ্মমান বর্গবল ভারতবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্গরক্ত [স] **বিণ** অল্প রক্তবিশিষ্ট। 'রক্তবর্গ দেহ ক্রান্ত হয়ে রইল পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বর্গশক্তি [স] **বিণ** কম ক্ষমতাসম্পন্ন। 'আপন বর্গ শক্তি-অনুসারে আপন-বর্গের অনুভূতিতে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬; 'বাসের ভিতরে দুপাশে বর্গশক্তি বাতি।' হাসান, ১৯৬৩।

বর্গসম্পত্তি [স] **বিণ** অল্পবিত্ত; নিম্নবিত্ত। 'বর্গসম্পত্তি সম্পন্ন কৃষকেরা কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিকীকরণের কথা কল্পনাও করিতে পারে না।' আজাদ, ১৯৫৭।

বর্গসভা [স] **বিণ** অল্পশক্তিত; অল্পশক্তি। 'আমাদিগকে বর্গসভা বলিয়া অবজ্ঞা কর।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বর্গহারা [স] **বিণ** ক্ষমহারা। 'নতুনদের মতো এমন বর্গহারা জিনিষ আর কিছুই নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্গাক্ষর [স] **বি** অতি অল্পবর্ণ। 'বর্গাক্ষরে সর্বদেবের করিনু বন্দন।' রূপরায়, ১৭৫০।

বর্গাল [স] **বিণ** অপূর্ণ। 'পুরাকালীন জীবন বর্গাল ছিল।' সূর্য্য, ১৯৩৭।

বর্গাধিক [স] **বিণ** কমবেশি। 'পরম সুন্দরের বর্গাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেল।' অবন, ১৯২৫।

বর্গাবয়ববিশিষ্ট [স] **বিণ** ছোট সংগঠনবিশিষ্ট। 'নগরের ভাষা দৃঢ়বদ্ধ, ঘন সংগঠিত, বর্গাবয়ববিশিষ্ট।' বসদর্শন, ১৮৭৪।

বর্গাবশিষ্ট [স] **বিণ** সামান্য অবশিষ্ট আছে এমন। 'একটি বর্গাবশিষ্ট পেনসিল, অসোয়াপাত মসীলিও একটি ভেঁতা কলম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বর্গাবৃত [স] **বিণ** অল্প বস্ত্রে আবৃত। 'বর্গাবৃত ব্রাহ্মাহারী ব্রহ্মমান বর্গবল ভারতবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বর্গায়তন [স] **বিণ** কম আয়তনবিশিষ্ট। 'একে বর্গায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয় ...।' প্রমথ, ১৯১৩।

ব্রাহ্ম্য [স] **বিণ** অল্প আয়ুবিশিষ্ট। 'কলিকাতার কীর্ণবর্ণ ব্রাহ্ম্য কেরানিদের লইয়া সে কী করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

ব্রাহ্মলোকিত [স] **বিণ** অতি অল্প আলোকিত। 'ব্রাহ্মলোকিত তৃতীয়

শেখীর কামরার মধ্যে ওই বৃত্তটাকে অত্যন্ত কর্দর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বনকুল, ১৯৩৬।

বল্লাহার [স] বিপ অল্প বাদক। 'এ কথা সত্য বটে বল্লাহার এবং অনুহার প্রবৃত্তিমানের একটি উপায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

বল্লাহারশীর্ণ [স] বিপ কম খাওয়ার দরুন শুকনা। 'দেখিলাম অনুসোকে বল্লাহারশীর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বল্লাহারী বিপ অল্প খায় এমন। 'বল্লাভ বল্লাহারী বল্লমান বল্লবল ভারতবাসী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বল্লীভূত [স] বিপ কমে গেছে এমন। 'বাল্যায় প্রাক্ষণসংখ্যা বল্লীভূত হইয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

বশক্তি [স] বি আত্মশক্তি। 'বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলে, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভেঁটা হইয়া পেল, বশক্তি অবলম্বিনী হইল ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫; 'নিধানশক্তি বশক্তির প্রভাবে প্রাণ কারণ এবং ধারণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বশাসন [স] বি ব্যয়শাসন। 'নাগরিক বশাসনের উচ্ছেদ, স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার ভাঙন - এসবই ঘটে রেনেসাঁসের কালে।' শিব, ১৯৫৬।

বশ্রমজীবী [স] বি বশ্রান পেশার মানুষ। 'এখন আসে অসংখ্য বশ্রমজীবীর দল।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বশ্রোণী [স] ১ বি বশ্রাতি। 'আপনারদের বশ্রোণী লোক সপরিবারে আনমন করিতে ...।' রামায়ণ, ১৮০১। ২ বিপ একই বশ্রোণীভূত। 'তুমি যদি আমার বশ্রোণী না হও।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

বসবিরণ [স] বি আপন সর্ববৃন্দ। 'দস্যু বসবিরণ বাহিরে রাখিয়া সন্মুখ বাটোতে।' দর্পণ, ১৮২৪।

বসদৃশ [স] বিপ নিজের মতো। 'বৃক্কেরদিগকে বসদৃশ সুবাসিত করেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

বসমাজ [স] বি নিজ সম্প্রদায়। 'ইংরেজী শিক্ষিত বিষয় বসমাজের মানুষের সমস্যাও তাদের বিচলিত করেন।' শরীত, ১৯৭০।

বসমুখ [স] বিপ বসোঘিৎ। 'বসমুখ সে কোন দেবতার বিরাতারি সম্মুখে ...।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

বসম্পর্কীয় [স] বিপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 'স্নেহবিশিষ্ট বসম্পর্কীয় কেহ হয়েন তবে তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকরণ করিতে পারেন না।' ভবানী, ১৮২৮।

বস-সম্পূর্ণ [স] বিপ বসংসম্পূর্ণ। 'বলাটাই বস-সম্পূর্ণ সত্য।' মানিক, ১৯৩৫।

বসসম্প্রদায় [স] বি নিজের সম্প্রদায়। 'সবলেই বসসম্প্রদায় অনুসারে ও-এছের ব্যাখ্যা করেন।' প্রমথ, ১৯২৭।

বসমত [স] বিপ বেচ্ছাকৃত। 'বস্তি আদি সাদর লেখিয়া বসমত।' মানিকরায়, ১৭৮১।

বস, বসু [স] বি বোন। 'তখনই বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সম্ভবস।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বসুভাষণ [স] বিপ বোনের মতো। 'এই সকল বসুভাষণ পুরাতনী উদ্যোগের মধ্যে প্রথম অপর পচা প্রত্যহ গমন করেন।' অবন, ১৯২৫।

বসাম্যমত [স] ক্রিবিপ নিজের শক্তি অনুযায়ী। 'পবন যেন ... বসাম্যমত মহা বল প্রকাশে প্রলয়ভয় উপস্থিত করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৪৩।

বসাময়িক [স] বিপ সমকালীন। 'বসাময়িক কৃষ্ণের বিশ্বাসঘাতকতা।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'রূপ ও সনাতন ভূতাদের বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাদু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৪৪।

বসুভাষণ দ্র বসু

বস্তি [স] ১ বি চিঠির শুরুতে লেখা মঙ্গলসূচক শব্দ। 'বস্তি আগে লিখিআ লিখিল ধনপতি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সুখ। 'পরিপূর্ণ বস্তি এবং সজোষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বস্তিকর [স] বিপ বস্তিকরক। 'ব্যাপারটা বিশেষ বস্তিকর মনে হল না।' অজিত, ১৯০০।

বস্তিবাক্য [স] বি মাসলিক বাক্য। 'বেদ উচ্চারণ করি বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

বস্তিবাচন [স] বি মঙ্গলকাক্ষের শুরুতে বস্তি শব্দ উচ্চারণ। 'প্রথমে সামান্যকাত - যেমন আচমন, বস্তিবাচন।' অবন, ১৯১৯।

বস্তিভাবা [স] বিপ বস্তিভাবূর্ণ। 'তার বর্তমান বস্তিভরা মনের পক্ষে।' ওয়ালী, ১৯৬৪।

বস্তিহীন [স] বিপ অমঙ্গলসূচক। 'সবশেষে বস্তিহীন কাল্লা নড়েচড়ে বেড়ায় ঘরের আনাচে কানাচে।' হাসান, ১৯৬৭।

বস্তিক [স] বি হিন্দুবিবাস অনুযায়ী মাসলিক চিহ্নবিশেষ। 'বস্তিক সিন্দুর কচ্ছল কর্পূর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বস্তিকলাহন [স] বি জার্মানির নাৎসি বাহিনীর বস্তিক চিহ্ন সংবলিত পতাকা। 'কূটপার থেকে দেখা বস্তিকলাহন বালখিলি নাট্যসীদের সমর্থক নামসংকীর্ণন।' সূরীন্দ্র, ১৯৪০।

বস্তিকা [স] বি হিন্দুবিবাস অনুযায়ী মাসলিক চিহ্নবিশেষ। 'পালার বস্তিকাতোলা মুছে ফেলে।' জীবন, ১৯৪৮।

বস্ত্যয়ন [স] বি আপদ দূর করার জন্য হিন্দু ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ। 'আরোগ্যের কারণ অনেক বস্ত্যয়ন প্রকৃতি করাইয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

বস্ত্যয়নকারক [স] বিপ হিন্দু বিবাস অনুযায়ী আপদদূরকারী বস্ত্যয়ন নামক অনুষ্ঠানকারী। 'বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ।' দর্পণ, ১৮২২।

বস্ত্যোন [স] বস্ত্যয়ন। বি হিন্দু ব্রতানুষ্ঠানবিশেষ। 'এবার যেন আমার একটি মেয়ে হয়, এই সংকল্প করে কালি কিছু বস্ত্যোন করিবেন বলুন।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বহু [স] ১ বিপ সুখ। 'ব্যক্তি বহু শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়।' অক্ষয়, ১৮৫০। ২ বিপ সবল। 'যেথা মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক, দূরতায়, বহু, প্রাণতিক।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৯। ৩ বিপ নিশ্চিন্ত। 'জাতীয় ধারায় আজো যে পুরাপুরি বহু ও সুসভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।' জালাদ, ১৯৬০।

বহু হৈয়া ক্রিবিপ ধীরগতিতে। 'চারিবার প্রদক্ষিণ কৈল বহু হৈয়া।' সুলতান, ১৭০০।

বহ্বান [স] ১ বি নিজ বাসস্থান। 'কয়ে এত বহ্বানে প্রস্থান ভগবান।' মাসিকরায়, ১৭৮১। ২ বি মূল জায়গা। 'গাড়ি ফের বহ্বানে লইয়া যা।' ফেরি, ১৮০২।

বহ্বানচ্যুত [স] বিপ মূল জায়গা থেকে আগাদ। 'কখনো তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া বহ্বানচ্যুত করিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বহ্বানীয় [স] বিপ নিজের স্থানের; স্থানীয়। 'এখানকার বহ্বানীয় প্রতিভা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বসভাবানুবর্তিতা

বসভাবানুবর্তিতা, বসভাবানুবর্তিতা [স] বি নিজ বসাব রক্ষা করার
ওণ। 'আপন প্রকৃতি পরিপালন করিবার ওষকে ইন্দ্রিবিদ্যুয়গিতি
অর্থাৎ বসভাবানুবর্তিতা কহে।' বসদর্শন, ১৮৭২।

বসাবানী [স] বি নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন। 'বসাবানী হন যেতে বিলম্ব না
সয়।' ফরজুদেসা, ১৮৭৬।

বসাবাস [স] বি নিজ নিজ ঘর। 'সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করণান্তর সভ্যেরা বসাবাসে প্রস্থান করিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

বহন্ত [স] বি নিজের হাত। 'বহন্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে।' বৃন্দা,
১৮৫০।

বহন্তকৃত [স] বি নিজের হাতে করা হয়েছে এমন। 'আমাদের
কল্যাণরপিনী গৃহলক্ষীর বহন্তকৃত রতনে' রতীশ্রু, ১৯০৭।

বহন্তকৃতি [স] বি নিজের হাতে চাষ করা হয়েছে এমন। 'তাহাদের
বহন্তকৃতি ক্ষেত্র সকল।' সঙ্গল, ১৮৯৮।

বহন্তরচিত [স] বি নিজের হাতে তৈরি। 'আমাদের বহন্তরচিত
শতাব্দিময় কছা।' প্রমথ, ১৯১২।

বহন্তে [স] ক্রিবিদ নিজ হাতে। 'বহন্তে গেড়ে বাহিঃ।' রতীশ্রু,
১৮৪৪।

বহায় [স সহায়] ১ বি সাহায্যকারী। 'অমিয় বহায় হব পাশে মযারন।'
মাল্যধর, ১৫০০। ২ বি অবলম্বন। 'একাকি মরিব তারে না শিব
বহায়।' মাল্যধর, ১৫০০।

বহাএ [স সহায়] সাহায্য। 'রাজ হসিগন আনি করিব বহাএ।'
মাল্যধর, ১৫০০।

বহায়ন [স] বি সহায়তা। 'জৈ জন না করে তোমার বহায়ন
সেইজন কিবা হরি সেবার ভাণন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বহ্রিয়ন [স সহায়] বিদ্য শাসন। 'বহ্রিয়ন করিহ না করিহ বৃদ্ধিমন।'
মাল্যধর, ১৫০০।

বাহে [স] বি নিজের অংশ। 'বাহে বিভিদ্ভাংশরণে হইয়া বিভার।'
কৃষ্ণদাস, ১৮৫০।

বাহর [স] ১ বি সহ: দত্তবত। ভানকন, ১৭৮৫: 'সেটি তাঁহার বাহর
প্রীতশ্রুনাথ বসু।' রতীশ্রু, ১৮৯১। ২ বি অস্বীকার। 'কদাচারী হইয়াও
ধর্মদাসের চান্দার বাহর ...।' কৌমুদী, ১৮৩০। ৩ বি প্রভাব।
'বাহ্য কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্শ্ব ক্রিয়ায় বাহর পড়নি।' রতীশ্রু,
১৯০৭। ৪ বি চিত্ত। 'আপন বাহর পেছে রেখে।' রতীশ্রু, ১৯২৫:
'ভালইয়া দিবে তুমি মৃত্যুর বাহর।' আহসান, ১৯৪৪। ৫ বি
উপস্থিতি। 'বিশিষ্ট চিত্তা জনতার বাহরেতে মিশে গেছে মাটির
তলার।' আহসান, ১৯৪৪।

বাহর অভিধান [স] বি কোনো দাবি বা প্রস্তাবনার পক্ষে বাহর
সমর্থন। 'একটি মহিলা কলেজ ছাণনের দাবিতে সভা, শোভাযাত্রা,
পোস্টারিং, প্রচারগ্রন্থ বিলি ও বাহর অভিধান শুরু করেছেন।' বঙ্গম,
১৯৭২।

বাহরকার [স] বি বাহরগত। 'সভায় প্রায় গন্ধবিশিষ্ট বাহরকার
উপস্থিত ছিলেন।' কৌমুদী, ১৮৩২।

বাহরকারি [স বাহরকারী] ১ বি বাহর করেছেন এমন।
'কলিকাতার বাহরে অর্থাৎ মধ্যস্থল নিবাসি বাহরকারি মহাশয়দিগকে
জ্ঞাত করা যাইতেছে।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি প্রতিপ্রতিকব্দ ব্যক্তি।
'কল ৫ জন ছাত্র ছিল ... বাহরকারিগণের স্থানে টাকা না পাওনের
সত্তা না থাকিত তবে আরো অধিক বালক আসিত।' দর্পণ, ১৮৩৬।

বাহরকারী [স] ১ বি বাহর করেছেন যে। 'সীতে বাহরকারীর নিকট
আপন নাম ও নিবাসনসমেত সমাচার পাঠাইলেন।' দর্পণ, ১৮২৬। ২
বি প্রতিপ্রতিকব্দ। 'পুস্তকালয়ের বিখ্যে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি
বাহরকারী হইতে পারেন।' দর্পণ, ১৮৫৫।

বাহরকারিহীন [স] বি দত্তবত নেই এমন। 'তার প্রেমিকের
বাহরকারিহীন হস্তশিপি।' আলোড়িন, ১৯৬৬।

বাহরিত [স] ১ বি বাহরবিগিষ্ট। 'সম্পাদকসমীপে বাহরিত পর
শ্রেণ করিবেন।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি স্বীকৃত। 'তবে
ভঙ্গমসিপাতে বাহরিত কর সর্বনাশ।' সুপ্রীত, ১৯২৮।

বাপাত [স] ১ বি ততকামনাসম্পন্ন। 'বাপাত অনুজ্ঞাবাদী বিজ্ঞ করে
বেদধর্মনি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অভিনন্দন। 'সেবণ, দেবীপণ,
বাপাত। আপনাদের কৃপণ।' রতীশ্রু, ১৮৯১: 'বাপাত ফরিদপুরের
ফরিদ।' নজরুল, ১৯২৪।

বাপাত করা ক্রি অভিনন্দিত করা। 'সাহিত্যিক বা মনীষীসমাজ যে
উপযোগ্য প্রবন্ধতা অথবা মতবাদের পাপাত করবেন না, এটাই
প্রত্যাশিত।' শিব, ১৯৬০।

বাপাতম [স] বি আপন শুভ হোক জানিয়ে অভিনন্দন। 'বাপাতম
বাপাতম।' নজরুল, ১৯২২।

বাপাতসম্প্রদায় [স] বি সাদর অত্যাধন। 'আর দিনের মত মুখের
হাসিত্যপ্রতিসম্মান নেই।' মুকুন্দ, ১৬৪৮।

বাহ্যম্য [স] ১ বি বহ্যমত। 'অমদেয়ী বাসস্তিক বাহ্যম্য অনুভব
করিতে পারা যায়।' অক্ষর, ১৮৫৪: 'যে দেশে জীবনের বাহ্যম্য
লোকের অভ্যাস।' বহিষ, ১৮৯২। ২ বি সুসংবিধ। 'যেই
বেতনকর ডাকার প্রকৃতিয়া সমস্ত বাহ্যম্য ভোগ করিতেছেন।' রতীশ্রু,
১৮৯৫।

বাহ্যম্যকর [স] বি বহিষায়ক। 'কয় সমাজের পক্ষে সুসুখলা
কিছুমাত্র বাহ্যম্যকর নয়।' অন্নরা, ১৯২৮।

বাহ্যম্যদীতি [স] বি বাহ্যমতের নীতি। 'এ দেশের বাহ্যম্যদীতির
সঙ্গে ভাল রেখে গৃহস্থালী গড়া ...।' অন্নরা, ১৯২৯।

বাহ্যম্য [স] বি বাহ্যমত। 'সংসারে বাহ্যম্য ছিল।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

বাহ্যাতিক [স] বি বাহ্যাতিক সম্পর্কিত। 'তাহাতে বাহ্যাতিক অভিমানের
অপমৃত্যু ঘটিতে পারে।' রতীশ্রু, ১৯০৮। বি জাতীয়। 'দেশে দেশে
আমরা মানুষকে তার বিশেষ বাহ্যাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে বহিত
করে দেখেছি।' রতীশ্রু, ১৯১৯: 'এই একটা দেশের লোক বাহ্যাতিক
বার্ষের উপরেও সমস্ত মানুষের বাস্তবের কথা ...।' রতীশ্রু, ১৯৩১।

বাহ্যাতিকতা [স] বি বাহ্যাতিকতা। 'একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে
বহুভাড়া করিতেছে একবার বাহ্যাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া
আনিতেছে।' রতীশ্রু, ১৯১১: 'ব্যাশনালিকম্ব বা বাহ্যাতিকতার পথে
এ-সমস্যার সমাধান ...।' মোহাম্মদী, ১৯০৮।

বাহ্যাত [স] বি নিজের জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা। 'আমাদের
ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অতিক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং বাহ্যাত ও
বাসেলিকতা প্রকৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিচা নিজেকেই শক্তির
সিকড়ে ডুপাইয়া ...।' রতীশ্রু, ১৯১৮।

বাহ্যাত-অভিমান বি নিজের জাতীয় পরিচয় ও বার্ষ নিয়ে
অহংকার। 'বাহ্যাত-অভিমানকে জলাঞ্জলি দিলে তবে তিনি আমাদের
কাছে এসেছেন, এবং সেই মহিমাতেই তাঁর জীবন দীপ্যমান।' রতীশ্রু,
১৯১৬।

বাহ্যাতবাদী [স] বি নিজ সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। 'ধর্মীয় ঐতিহ্যের

বড়াই এবানকার শহরে রাজ্যতাবাদীদের প্রধান সখল।' শিব, ১৯৫৬।

রাজ্যতাবোধ [স] বি জাতীয়তাবোধ। 'আজকের দিনে যখন অভিহিত রাজ্যতাবোধ অসংঘত ঔদ্ধত্য উদ্ভূত হয়ে রক্তপ্রাণের মানবসমাজের সমস্ত উদ্ভার সীমানা বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, তখনকার যুগের সর্বপ্রতি প্রকাশ সর্বমানবিকতা।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

রাজতন্ত্রিক [স] বিশ ব্যক্তিভাষিক। 'রাজতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐক্যিক প্রণালীতে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

রাজতন্ত্র [স] ১ বি স্বকীয়তা; নিজস্বতা। 'প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলিশীয় নাটক শীঘ্রই রাজতন্ত্র লাভ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭। ২ বি বৈশিষ্ট্য। 'যেদের ব্যবহারে কলিকালোচিত রাজতন্ত্রের দূর্লক্ষ্য।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪। ৩ বি শাধীনতা। 'তোলে তারা স্বাভাবিক গান - বাঁচাবে যাদের নাকি প্রতীতি কবল থেকে।' আহসান, ১৯৪৪।

রাজতন্ত্রচারিণী [স] বিশ ক্রী নিজের ইচ্ছায় চলে এমন। 'পাণীয়সী রাজতন্ত্রচারিণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

রাজতন্ত্রধর্মী, **রাজতন্ত্রধর্মী** [স] বিশ আশাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'সে রাজতন্ত্রধর্মী, গোলে হরিবোলের জগতে তার নিজস্ব বন্ধ হয়ে আসে।' মোতাহের, ১৯৫০।

রাজতন্ত্রপন্থ [স] বিশ ব্যক্তিভাষিক। 'রাজতন্ত্রপন্থ ইংরাজদিগের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

রাজতন্ত্রপরতা [স] বি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা। 'রাজতন্ত্রপরতায় সম্পদশালী ইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

রাজতন্ত্রবিশোধী [স] বিশ স্বাভাব্য বিনষ্টকারী। 'তারা অনেকে দুই বিভিন্ন রাজতন্ত্রবিশোধী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।' শিব, ১৯৬০।

রাজতন্ত্রবোধ [স] বি নিজস্ব উপলব্ধি। 'ধর্ম-সম্প্রদায় রাজতন্ত্রবোধও আবার একধরনের পৌত্তলিকতার অনুদৈর্ঘ্য।' আনিস, ১৯৬৪।

রাজতন্ত্রভাব [স] বি স্বকীয় ভাব। 'পরম্পরের রাজতন্ত্রভাবের অসম্পাদিত অবস্থাই তাহার প্রধান কারণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

রাজতন্ত্রহীন [স] বিশ নিজস্বতা নেই এমন। 'অন্যো সবাই নামধারী ব্যক্তি, কিন্তু রাজতন্ত্রহীন।' জিবুর, ১৯৭০।

রাজতন্ত্রো [স] ক্রিবিণ আশাদাভাবে। 'কলিকাতার লিটেরের গেস্টেট রাজতন্ত্রে প্রকাশিত না হইয়া বাসাল হেয়ালভুক্ত হইল।' দর্পণ, ১৮৩৬।

রাজী [স] বি নক্ষত্রবিশেষ। 'পাণিয়া পক্ষীই রাজী নক্ষত্রের জলের শাদ-এই অবগত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

রাজি [স] রাজী বি নক্ষত্রবিশেষ। 'কর ছাবিশ ডুবন পটিল রাজি সতভিমা।' গৌর, ১৮২২।

শাদ [স] ১ বি আশাদ; জিজ্ঞা দ্বারা স্পর্শ করে পাওয়া অনুভূতি। এডমন, ১৭৯৩; 'যাহার শাদ লগনের যোত্র তাহার ছিল না।' তারিণী, ১৮৩০। ২ বি অনুভূতি। 'তাতে কেবল মানসিক শাদ খরাগ হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শাদগ্রহণ [স] বি আশাদনের অনুভূতি গ্রহণ। 'আহারে যাহার পক্ষপাতের সংঘম আছে সেই করে শাদগ্রহণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

শাদ হওয়া ক্রি ভূতি হওয়া। 'গালাগালি দিয়ে আর শাদ হয় না।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

শাদহীন [স] বিশ শাদ নেই এমন। 'তাহার কাছে নিতান্তই

শাদহীন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

শাদিত বিশ শাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন। 'ভাবনা, বা অনুভূতি - যা এখনো শাদিত হলো না।' বুদ্ধ, ১৯৭৭।

শাদিয়া [স] শাদ+। বিশ শাদযুক্ত। *মানোমেল*, ১৭৪৩।

শাদু [স] শাদ+। ১ বি শাদ। 'এইছে শাদু আর এসাদে না পাই।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বিশ ভালো শাদবিশিষ্ট। 'শাদু নহিলে জাতি সে খেল ব্যঞ্জন হাইবে কে।' চিট্রা, ১৬০০।

শাদেশিক [স] ১ বি নিজ দেশবাসী। 'আমাদের শাদেশিকগণ সাধা বলিয়া গণ্যই করেন না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বিশ শদেশের। 'শভাবতই শাদেশিক পক্ষায়েতে পরিণত হইতে পারিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শাদেশিকতা [স] বি শদেশপ্রীতি। 'ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে শাদেশিকতা।' রবীন্দ্র, ১৯০৫; 'চিরে-নাট্যে ধর্মে শাদেশিকতায়, ... জাতীয়তার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শাদেশিকতাবোধ [স] বি নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা। 'তিনি ভারতবাসীর মনে শাদেশিকতাবোধ জাগাতে প্রয়াসী হন।' বেগম, ১৯৫০।

শাধিকার [স] ১ বিশ বেচ্ছাকৃত। 'ইহা নিত্য করিয়া রাজ্যধারে গিয়া শাধিকার ব্যাপার করিতে লাগিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫। ২ বি নিজদের অধিকার। 'দেশের অধিকাংশ লোক শাধিকার উপলব্ধি এবং সেটা স্বাধিকারে দাবি করতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১। ৩ বি শাধীনতা। 'সচেতন হোক তারা শাধিকার সব্বারে জানায়ে।' আহসান, ১৯৪৪।

শাধিকারহ্যাত [স] বিশ নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত। 'দশরথ পুত্রকে শাধিকারহ্যাত এবং নির্বাসিত করিয়া ...' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

শাধিকারগ্রহণ [স] বিশ নিজের অধিকার সম্পর্কে অঙ্গ। 'যে অঙ্গ প্রেমসম্রাজ্ঞ আশাধিকার শাধিকারগ্রহণ করে, তাহা ভর্তৃহাণের দ্বারা খণ্ডিত।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শাধিকারপ্রাপ্ত [স] বিশ নিজ অধিকার ফিরে পেয়েছে এমন। 'যদি প্রমুদ ... শাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মত কাছে থাকিত।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

শাধিকৃত [স] বিশ কর্তৃত্বাধীন। 'যদি জয়দাম জাতি শাধিকৃত দেশে বাহ্য্য রূপে বসতি না করেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

শাধীন [স] ১ বিশ আত্মনির্ভরশীল। 'ঈশগণকে শাধীন করত মূর্ত্যুভাব লুপ্ত হইতে ...' দর্পণ, ১৮৩৮। ২ বিশ প্রতিবন্ধকতাহীন। 'তাহারা শাধীন ও সুখী ছিলেন।' জ্ঞানদেবগণ, ১৮৩৯। ৩ বি বিশেষী লোকের দ্বারা শাসিত নয় এমন; সার্বভৌম। 'যে জাতি শাধীন সে জাতির লোকেরা শাধীনভাবে চিন্তা করিতে কোন বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫৫। ৪ বিশ মুক্ত। 'রাজভোগে থাক অপেক্ষা, শাধীন থাকিয়া, আহাদের ক্রেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ৫ বিশ মৌলিক। 'খিত্যি বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি শাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শাধীনগতি [স] বি স্বাধিকার গ্রহণত্যা। 'আমাদের হৃদয়ের শাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শাধীনচিন্ত [স] বিশ মুক্তমনা। 'পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া শাধীনচিন্ত উদ্ভূত-শীল হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।' নরসিং, ১৯২২।

শাধীনচিন্তাতা [স] বি নিজের মতো ভাববার মনোভাব। 'এই

স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ আজ ... দেখতে চাই।' নজরুল, ১৯৪০।

স্বাধীনচিন্তা [স] বি মুক্তচিন্তা। 'আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীন-
চিন্তাপ্রসূত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'স্বাধীন চিন্তার বালাই দেশে থাকবে
না।' গান্ধী, ১৯১১।

স্বাধীনচেতা [স] ১ বিণ বেচ্ছায্যি; স্বমতাবলম্বী। 'এরা যে
নিজেদের ... স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দূল বলে প্রমাণ করে।' প্রমথ,
১৯০৫। ২ বিণ স্বাধীনতার চেতনাসম্পন্ন। 'স্বাধীনচেতা ও
নীতিবিরম্ভ।' এললাম, ১৯১৯।

স্বাধীনতা [স] ১ বি মুক্ত অবস্থা। 'আপন স্বাধীনতাব্যবহাতে ত্যক্ত
হইয়া ঈশ্বরের হানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' তারিণী,
১৮০০। ২ বি মুক্তি। 'জীজ্ঞাসিত স্বাধীনতা কোন কাগজে অপ্রসিদ্ধ।' ভবানী,
১৮২৮; 'হিন্দু জীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান।' স্বাধা
ভাস্কর, ১৮৪৯; 'ক্ষুদ্র ফুল, আশনার সৌরভের সনে নিয়ে আসে
স্বাধীনতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬; 'প্রজ্ঞা স্বাধীনতা পাইলে ...'।
একুশকণ্ঠ, ১৯৭৩। ৩ বি বাধ্যহীনতা। 'এদের ধর্ম-পথের
স্বাধীনতা, রেখে না মা, আর রেখে না।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ৪ বি
ক্ষমতা। 'জীলোকদিগকে বহিঃশমন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া
হইতেছে।' রাজ, ১৮৭৪। ৫ বি পরাধীন নয় এমন অবস্থা। 'ইংলেণ্ডে
রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে।' বঙ্কিম,
১৮৭৫। ৬ বি বিদেশ কর্তৃক শাসিত নয় এমন। 'স্বাধীনতা রক্ষার
জন্য।' মশাররফ, ১৯০৮। ৭ বি স্বাধীনভাবে কাজ করার সমর্থ্য।
'বাহিরে আসিয়াহি কিংবদন্তি পাই নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

স্বাধীনতা-উপার্জন [স] বি অন্তিপ্রান্তে সোকাচার থেকে স্বাধীনতা
লাভ। 'সংস্কারপের অর্থ স্বাধীনতা-উপার্জন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

স্বাধীনতাকামী [স] বিণ মুক্তিকামী; স্বাধীনতা-প্রত্যাশী।
'স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর চিন্তা ও দুটি সেদিকে আকৃষ্ট
হইয়াছে।' সওগাত, ১৯২৮; 'স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র - বিশেষ করে
মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সাথে একাবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হউক।' বেঙ্গল,
১৯৪৮।

স্বাধীনতা দিবস [স] বি স্বাধীনতা অর্জনের স্মারক দিন। 'ঈদ-প্রীতি
সম্মিলন ... স্বাধীনতা দিবস ... মিলাদ ...'। বেঙ্গল, ১৯৪৮।

স্বাধীনতাপহারী [স] বি স্বাধীনতাকে অপহরণ করতে চায় যে।
'স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল।' নজরুল,
১৯২২।

স্বাধীনতা-প্রধান [স] বিণ স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এমন।
'দুরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব
...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮।

স্বাধীনতাপ্রিয় [স] বিণ স্বাধীনতা পছন্দ করে এমন। 'স্বাধীনতাপ্রিয়
দুরোপের কর্তব্যনীতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা [স] বি স্বাধীন মতামতের স্বতঃস্ফূর্ততা। 'তার
অসামান্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা সর্বদা ফুটে বেরিয়েছে।' প্রমথ, ১৯২০।

স্বাধীনতাব্যবস্থা [স] বি মুক্ত অবস্থা। 'আপন স্বাধীনতাব্যবহাতে ত্যক্ত
হইয়া ঈশ্বরের হানে একজন রাজার প্রার্থনা করিলেন।' তারিণী,
১৮০০।

স্বাধীনতাবাদী [স] বিণ স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। 'সাম্য-মৈত্রী-
স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকেত অগ্রহণ করে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্বাধীনতাতত্ত্ব [স] বিণ বাধ্যহীনতা পছন্দ করে এমন। 'স্বাধীনতাতত্ত্ব
বলে সে রাগরাগিণীর অসবর্ণ বিবাহের ছিল একনিষ্ঠ ঘটক।' প্রমথ,

১৯৪০।

স্বাধীনতা-রক্ষা [স] বি সার্বভৌমত্ব রক্ষা। 'ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ
দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের
হাতে।' নজরুল, ১৯২২।

স্বাধীনতালুক [স] বি মুক্তিলোভী। 'দেখ, ভিড় দেখ
স্বাধীনতালুকের।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

স্বাধীনতাশূন্যতা [স] বি পরাধীনতা। 'বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে
ভিত্তি প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতাশূন্যতা।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

স্বাধীনতা সন্ধ্যা [স] বি স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সন্ধ্যাম।
'ভারতের স্বাধীনতা সন্ধ্যামের এক মহা সাহসী যোদ্ধার তিরোধান
হইল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

স্বাধীনতা-সমর [স] বি মুক্তিসন্ধ্যা। 'ভারতের স্বাধীনতা-সমরের
সেনানীগণের যথেষ্ট গৌরব।' নজরুল, ১৯২৬।

স্বাধীনতাসুখ [স] বি স্বাধীনতার সুখ। 'যাকে যদিও পাও এ
আশা অধীন জীবনে স্বাধীনতাসুখ।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

স্বাধীনতাহীনতা [স] বি পরাধীনতা। 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে
চায়।' রঙ্গ, ১৮৫৮।

স্বাধীনত্ব [স] বি স্বাধীনতা। 'এক জন বঙ্গদেশের পূর্বদিক্শ্রদেশে
স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন।' দর্পণ, ১৮৩০।

স্বাধীনত্বরূপে [স] ক্রিবিণ স্বাধীনতার সঙ্গে; স্বাধীনভাবে। 'এক জন
বঙ্গদেশের পূর্বদিক্শ্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন।' দর্পণ,
১৮৩০।

স্বাধীন বাঙালি বেতার বি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের
সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেতারকেন্দ্র। 'স্বাধীন বাঙালি বেতারের কথা
গুনছে।' গান্ধী, ১৯৭১।

স্বাধীনবিবাহ [স] বি স্বাধীনভাবে পছন্দের মাধ্যমে বিয়ে।
'বাস্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীন বিবাহ আসিয়া পড়ে।' রবীন্দ্র,
১৯০৮।

স্বাধীনবুদ্ধি [স] বি মুক্তচিন্তা। 'ছাত্রের স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয়
দিতোছে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

স্বাধীনবৃত্তি [স] ১ বি স্বনির্ভর পেশা। 'কৃষি বাণিজ্যাদি স্বাধীনবৃত্তি
এবং সুসীতি ও সুনীতি শিক্ষা যে অত্যাবশ্যক।' অক্ষয়, ১৮৪৬। ২
বিণ স্বাধীন মনোভাবসম্পন্ন। 'উদ্যম স্ক্রুতি স্বাধীনবৃত্তি মহাঅস্বা
বিন্দ্য সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

স্বাধীনভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা [স] বি যে নারিকা তার নায়ককে
নিজের বশীভূত করতে সক্ষম। 'তারে গিয়ে হৃদে ধরি স্বাধীনভর্তৃকা
করি।' ভারত, ১৭৬০।

স্বাধীনভাবে [স] ক্রিবিণ অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তভাবে। 'এই দুই
কেন্দ্র থেকে বালপাটোপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা অসুদিত ও স্বাধীনভাবে
রচিত হয়।' গৌর, ১৮২২।

স্বাধীনমনা [স] বিণ মুক্তমনা। 'প্রত্যেক বিষয়ে স্বাধীন দেশের
স্বাধীনমনা নারীদের প্রয়োজন বেশী।' বেঙ্গল, ১৯৪৭।

স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন [স] বিণ স্বাধীনচেতা। 'আমার বহু
সেখাপড়া-জ্ঞান স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন। কয়েক বিয়ে করতে
চেয়েছিলেন।' বনফুল, ১৯৩৬।

স্বাধীন সম্বন্ধ [স] বি সহজ সম্পর্ক। 'মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন
সম্বন্ধ ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

স্বাধীনা [স] *বিশ* ক্রী মুক্ত। 'ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন, যে ক্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন।' অক্ষয়, ১৮৪২; 'বেচ্ছাচারিণী, স্বাধীনা ... সাজসোভনা চলনা।' দীপিকা, ১৮৮৭।

স্বাধীনী *বিশ* ক্রী নিজের অধীনস্থ। 'এ স্বাধীনী তব স্বাধীনী শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষিণী।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

স্বাধুর্ভিতা, স্বানুর্ভিতা [স] *বি* নিজের আনুগত্য। 'পরের অনিষ্ট না ঘটলেই ইহা স্বানুর্ভিতা।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

স্বানুকূপ [স] *বিশ* নিজের মতো। 'স্বানুকূপ পুত্র।' দর্পণ, ১৮৮১।

স্বান্ত [স] *বিশ* সর্বস্বান্ত। 'ভ্রান্ত অশান্ত স্বান্ত হইয়া অধৈর্য দোষে কর্ণ্য।' ভবানী, ১৮২৮।

স্বান্তকরণ [স] *বি* নিজের অন্তঃকরণ। 'রাজা ওনিয়া স্বান্তকরণে পরামর্শ করিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

স্বান্তর [স] *বি* নিজ অন্তর। 'শুনামূর্তি সাত বার স্বান্তরে ভাবেন।' মানিকরাম, ১৭৮১।

স্বান্তে *বি* সন্মুখ্যে ব্যক্তি। 'সদনে আইল স্বান্তে হয়ে শোকমুত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

স্বাপ [স] *বি* নিদ্রা। 'স্বাপ ভঙ্গ শার্দূলের তবু নাই হেল।' মানিকরাম, ১৭৮১।

স্বাপক [স] *বপক* *বি* নিজের পক্ষ। 'ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলোচ্চক ব্যক্তিতা এমনতর নির্ভর কর্ণে কেহই স্বাপক হইয়া বলেন।' পূর্ণচন্দ্র, ১৮৩৬।

স্বাপ্নিকতা [স] *বি* কল্পনা; স্বপ্ন। 'ভাঁদের চোঁটার মধ্যে বাতববাসী'র বুদ্ধি যতখানি ছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল স্বাপ্নিকবাসীর স্বাপ্নিকতা।' আজাদ, ১৯৩৬।

স্বাবকাশ [স] *বি* নিজ অবকাশ। 'স্বাবকাশ বতন্ত্র অসুখস্বাবি'। প্রভাকর, ১৮৪৭।

স্বাবর্তন [স] *বি* নিজেকে আবর্তন; লাটিমের মতো আবর্তন। 'ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মনুস্কদের চার দিকে ঘোরা খুবই দ্রুতবেগে ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

স্বাবলখন [স] *বি* স্বনির্ভরতা। 'এইরূপে আমাদের স্বাবলখন।' রোকেয়া, ১৯২১; 'এতে আমাদের স্বাবলখনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

স্বাবলখনতা *বি* স্বনির্ভরতা। 'এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্তব্যে যেমন পরমুখগোষ্ঠী করিতেছে তেমনই স্বাবলখনতা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।' প্রচারক, ১৯০৩।

স্বাবলম্বী [স] *বিশ* আত্মনির্ভরশীল। 'তৎপরে শারকসকল স্বাবলম্বী হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখগোষ্ঠী গুণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

স্বাভাবিক [স] ১ *বিশ* স্বভাবগত। 'ভাষার স্বাভাবিক চোর।' দর্পণ, ১৮২২। ২ *বিশ* প্রাকৃতিক। 'সুমাত্রা, যাবা (বা যব) প্রকৃতি ষীপ ইহাদের স্বাভাবিক আবাসস্থান।' অক্ষয়, ১৮৫৪; 'বহির স্বাভাবিক আবেগ ধুম।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। ৩ *বিশ* সহজাত। 'অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৪ *বিশ* প্রত্যাশিত। 'শেখর এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটাই স্বাভাবিক সম্পর্ক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

স্বাভাবিকতা [স] *বি* স্বভাববিস্তৃত। 'অনভ্যন্ত অলংকার পরিয়া উহাদের মুখশ্রীর স্বাভাবিকতা যেন চলিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩;

'নিঃসঙ্কোচ স্বাভাবিকতাটাকে হিম করে ফেলেছে।' জীবন, ১৯৩১।

স্বাভাবিকভাবে [স] ১ *ক্রি* *বিশ* অকৃত্রিমভাবে। 'আমাদের অন্তঃকরের সজীব হইয়া উঠিয়া বাহিরের সজীব শব্দকে স্বাভাবিক গ্রহণ করিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮; 'তাহার প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবার আনুকূল্য পায় নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ *ক্রি* *বিশ* প্রকৃতিগতভাবে। 'স্বাভাবিকভাবে নর-নারীর মধ্যে প্রেমবিভা হয়েছে।' বেগম, ১৯৭২।

স্বাভাবিকরূপে *ক্রি* *বিশ* স্বভাবতই; স্বাভাবিকভাবে। 'এই অংশে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করি' তুলিতে পারিবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

স্বাভাবিকী [স] *বিশ* সহজাত। 'তাহারদের এ প্রকার স্বাভাবিকী শক্তি থাকিতে পারে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

স্বাভাবিক [স] *বিশ* নিজ ভাষাভুক্ত। 'বাদেশিকতা এবং স্বাভাবিক আ স্বাভাবিক বার্ষ ও স্বাভাবিক অটুই দেখেই ...' শরীফ, ১৯৬৬।

স্বাভিপ্রায় [স] ১ *বি* ইচ্ছা। 'আমাদের স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করা সুকঠিন দর্পণ, ১৮৩৩। ২ *বি* নিজের ইচ্ছা। 'তিনি যে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮৩৮।

স্বাভিমত [স] *বি* নিজের মত। 'সাবধান হও যাহাতে তোমার স্বাভিমত ব্যর্থ হয় ...।' দর্পণ, ১৮২০।

স্বাভিলাষ [স] *বি* নিজ অভিলাষ। 'অবলার অপর ধরিয়া অন্তঃসুরের লই' স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া ... গিয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

স্বামী [স] ১ *বি* পতি। 'স্বামীর নিজ ঘন খুজি কানাকড়ি' বড়, ১৫৭০। ২ *বি* মালিক। 'শরত কুলীন তুমি সকল পত্নের স্বামী।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'তাহার পর তাহারাজী বুদ্ধকে বলিলেক, তুমি আইস আমাদিগের স্বামী হও।' তারিণী, ১৮০৩। ৩ *বি* অভিভাবক। 'স্বামীরদেব ন্যায় আশাসিত।' সুধবর্ণ, ১৮৫৫। ৪ *বি* গুরু। 'জাহের আছে ক্রিসসারে আমায় দয়া কর স্বামী।' লালন, ১৮৯০।

স্বামি [স] স্বামী ১ *বি* পতি। 'স্বামিরে ছাড়িলেক ভয় বখিলেক লাজ মালাধর, ১৫০০। ২ *বি* মালিক। 'সে ... স্বকর্ণে আসিয়া স্বামি নিকট বর্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৪। ৩ *বি* স্বত্বাধিকারী। 'স্বামীর স্বামীরদেব নামও শিখিত আছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

স্বামিত্ব [স] ১ *বি* স্বামীর অধিকার। 'যেপার্থ্যন্ত ঐ স্বামীর নিকট থাকিবেক সেই পার্থ্যন্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক।' দর্পণ, ১৮২৭। ২ *বি* অধিকার। 'নারী আপন স্বত্ব-স্বামিত্ব বৃদ্ধিমা আনাকে নরেন্দ্র ন্যাশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে।' রোকেয়া, ১৯২১; 'তাকে অপমান করবা যে-স্বামিত্ব তার আছে সেই অধিকার খাটতে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

স্বামিধ্যান [স] *বি* গভীরভাবে স্বামীর চিন্তা। 'অন্ধকার, নীর শিলাকর্ণ গুহামধ্যে একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলি' চেতনা হারাইল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

স্বামিন [স] ১ *বি* প্রভু। 'স্বামিন, তোমার আদেশ পালন হইল না রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ স্বামী। 'ওগো স্বামিন।' নজরুল, ১৯২৪।

স্বামিনী [স] *বি* ক্রী প্রভু। 'অমর স্বামিনীকে একটু হান দেন বিদ্যা, ১৮৬৩।

স্বামিপরতন্ত্রতা [স] *বি* স্বামীর অধীনতা। 'ইহাতে ভার্য্যা স্বামিপরতন্ত্রতা প্রাপ্তিই হয়।' রামমোহন, ১৮১৭।

স্বামিসন্দর্শন [স] *বি* স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'আশা আর কিছুতে না - আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বামিসহবাস [স] বি বামীর সঙ্গে বসবাস। 'অদুর্ভাগ্যে বামিসহবাসে বঞ্চিত।' বক্রিম, ১৮৮৪; 'বাল্যকালে বামিসহবাস অথবা বিবাহিত রমণী, প্রাণপাত দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্বেই যৌবনদশায় উপনীত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

বামীপুহ [স] বি বামীর বাড়ি। 'য়েয়েকে যদি বামীপুহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

বামীঘাতিনী [স] বি স্ত্রী বামী হত্যাকারী। 'বামীঘাতিনীর স্থান কি ইহলোকে কোন স্থানে হইবে?' মশাররফ, ১৮৮৫।

বামীজি [স] বামী+হি ক্রি বি সাধুসন্ন্যাসী। 'আমি আসিয়াছি জামিয়া বামীজি খুশি হইলেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৬; 'আমি জানি ঐ-সব বামীজিদের কী করে আদর-যত্ন করতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বামীদেবতা [স] বি বামীরূপ দেবতা। 'বামীদেবতা স্ত্রীর হস্ত হইতে এরূপ অর্ঘ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনো গ্রহণ করেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'সে বিমলার মনগড়া বামীদেবতা নয়।' জল্পনা, ১৯২৮।

বামী-পরিভাষ্য [স] বিণ স্ত্রী বামী কর্তৃক বর্ণিত। 'বড়লোকের বাড়ির বামী-পরিভাষ্য রূপসী বউ।' বিবল, ১৯০৩।

বামীপাশলা বিণ স্ত্রী বামীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। 'আজকালকার মেয়েরা এতই বামীপাশলা।' মনসুর, ১৯৫৫।

বামীপুজা [স] বি বামীসেবা; প্রভু জ্ঞানে পতিসেবা। 'বামীপুজার কর্তব্যতার সবক্ষেপে সংস্কারটাকে বিতর্ক রাখবার জন্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বামীপ্রাণ [স] বি প্রাণতুল্য বামী। 'তার বামীপ্রাণও স্নিগ্ধ হয়ে বাঁচত।' জীবন, ১৯৩২।

বামীভীরু [স] বিণ স্ত্রী বামীকে ভয় করে এমন। 'ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও বামীভীরু মানুষ।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

বামীরাক্ষস [স] বি বামীরূপ রাক্ষস। 'বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হয়য়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বামীসম্মাধাণ [স] বি বামীকে বরণ। 'কাপড় বদলাইয়া বামীসম্মাধাণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।' প্রভাত, ১৮৯৭।

বামীসুখ [স] বি বামীর সব আচরণে সুখী হওয়ার অবস্থা। 'এইরূপ বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্ম্যে মন দিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'বামীসুখ বুঝ কম মেয়ের ভাগ্যেই ঘটে।' বেগম, ১৯৪৭।

বামীসুখাভিলাষিনী [স] বিণ বামীর সুখ প্রত্যাশী। 'তার মতো বামীসুখাভিলাষিনী ... মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে।' নজরুল, ১৯২৭।

বামীসেবা [স] বি পত্নী কর্তৃক বামীর পরিচর্যা; পতিসেবা। 'অকোখে বামীসেবা যে করে।' গৌর, ১৮২২।

বামীসোহাগিনী [স] বিণ স্ত্রী বামীর অতি প্রিয়। 'প্রমীলার মতো বামীসোহাগিনী হয়ে সহমরণ নয়, সহজীবন লাভ কর।' নজরুল, ১৯৩১।

বামীবধু [স] বি বামীর অধিকার। 'বামীবধুে স্বভূবান বাংলার তাবৎ পুরুষশালী জন্ম হয়ে যাবেন।' নজরুল, ১৯২৭।

বামীহস্তা [স] বিণ বামী হত্যাকারী। 'বামীহস্তা জ্ঞাদাকে দেখিতে এজিদের বড়ই সাধ হইয়াছে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

বামীহীন [স] ১ বি অভিভাবক নেই যার। 'বামীহীনের ন্যায় অশাসিত।' সুধাবর্ষণ, ১৮৫৫। ২ বিণ বিষবা। 'যাহারা অল্পবয়সে

বামীহীন হইয়া পিতা ভ্রাতা কিংবা দেবর স্বতন্ত্রের ঘরে থাকে।' সুভদ্রা, ১৮৭৩।

বায়ন্ত [স] ১ বিণ নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 'অনেকপ্রকার চেষ্টা করিয়া আত্মসং করিতে না পারিয়া কপট প্রণয় ব্যবহারে বায়ন্ত করিতে যত্ন করিল।' মুক্তাঙ্ক, ১৮১৩; 'বায়ন্তশাসন চিরদিনই আমাদের বায়ন্ত।' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ২ বি নিজের অধীনতা। 'আমার স্বতন্ত্র সত্তা চেয়েছিলে বায়ন্তে আনিতে।' সুধীন্দ্র, ১৯৩১।

বায়ন্ত করা ক্রি নিজের আয়ত্তে আনা। 'যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা বায়ন্ত করিতে পারি তাহার কারণ আমাদের নিজে জীবন আছে বলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

বায়ন্তশাসন [স] ১ বি নিজের দ্বারা শাসনের ক্ষমতা। 'রিপন আমাদিগকে বায়ন্তশাসন দিয়াছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ২ বি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। 'ব্যতিক্রম, অপচার নিষিদ্ধ সে নৈরাশ্যে নিচয়; পরিণতি স্বতঃসিদ্ধ, অনিবার্য বায়ন্তশাসন।' সুধীন্দ্র, ১৯২৮। ৩ বি শ্বশাসন। 'মুসলমান বায়ন্তশাসন-চালিত দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বায়ন্ত-শাসনপ্রণালী [স] বি শ্বশাসনের কাঠামো। 'বায়ন্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

বায়ন্তশাসনশীল [স] বিণ বায়ন্তশাসিত। 'বায়ন্তশাসনশীল প্রতিদানবিশিষ্ট ইচ্ছা করিলে এই ভাগ্যের অর্থ সাহায্য করিতে পারেন।' আজাদ, ১৯৩৯।

বায়ন্তশাসিত [স] ১ বিণ শ্বশাসিত। 'একটি বায়ন্তশাসিত সংস্থা ঠাকুরের জন্য বিশেষরূপে মহাসের পক্ষ থেকে দাবী করা হচ্ছে।' বেগম, ১৯৭০। ২ বিণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও নিজস্ব আইন দ্বারা পরিচালিত। 'এই নীতি সরকারি, আধাসরকারি, বায়ন্তশাসিত এবং আধা বায়ন্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।' বেগম, ১৯৭২।

বারাজিক [স] বিণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা সম্পর্কিত। 'বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বার্ধ [স] ১ বি বীয অর্থ; নিজের টাকা। 'এ পাঠশালা ... রায়চৌধুরী বার্ধ ব্যয়ের দ্বারা স্থাপিত করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮৩৬। ২ বি নিজের প্রয়োজনসিদ্ধি। 'তাহাদিগের বার্ধে বড় আঘাত করিয়াছিল।' কুরুবন্দন, ১৮৫৮। ৩ বি বৈধরিকতা। 'ওরে বার্ধ, তুই কতটুকু, তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ৪ বি সম্পদ বাড়ানোর সোভ বা চিন্তা। 'ক্ষমতা ও বার্ধ-বিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বার্ধকলঙ্কিত [স] বিণ বার্ধের কারণে কলঙ্কিত। 'যদি কি করে বার্ধকলঙ্কিত হয়ে তার নিরঞ্জন হারিয়ে বসে ...।' মোতাহের, ১৯৫০।

বার্ধকোলাহল [স] বি বার্ধ নিয়ে গোলযোগ। 'সংসারের বার্ধকোলাহলের মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বার্ধগত [স] বিণ বার্ধসংগঠিত। 'বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর্থিক-বার্ধগত রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনারূপে থাকবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'মানুষের মধ্যে বার্ধগত আর্মির চেয়ে যে বড়ো আমি ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বার্ধঘাতী [স] বিণ বার্ধকে বিনাশ করে এমন। 'তার্টা এই দলের জাতীয় বার্ধঘাতী আচরণের প্রতিবাদও করিয়াছেন।' আজাদ, ১৯৫৭।

বার্ধজ্ঞান [স] বি জ্ঞানের মতো বার্ধচিত্রার বিস্তার। 'ইস্পিরিয়ালিজম বার্ধজ্ঞান বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বার্ধ-ঋতিকা [স] বি বার্ধরূপ ঋড়। 'বাংলার সাহিত্যিকদের বর্তমানের সীমাবদ্ধ বার্ধ-ঋতিকার ঘাট-প্রতিঘাতে বিক্লু'। ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বার্ধতত্ত্ব [স] বি বার্ধ-চিন্তা। 'জাতীয় বার্ধতত্ত্বই মনুষ্যত্বের চরম লাভ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বার্ধতরী [স] বি বার্ধরূপ তরী। 'বাহি বার্ধতরী, শুণ্ড পর্বতের পানে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বার্ধত্যাগ [স] বি নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জন। 'বার্ধত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার।' রবীন্দ্র, ১৯৬৭।

বার্ধত্যাগী [স] বি নিঃস্বার্থ। 'বার্ধত্যাগী মোসলমান মহাপুরুষেরা।' ফজল, ১৯১৩।

বার্ধদানব [স] বি বার্ধরূপ দানব। 'মহাকাব্য বার্ধদানবের সহিত লড়াই।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বার্ধদীপ্ত [স] বি বার্ধসিদ্ধির জন্য ব্যয়। 'বিকুলিস, বার্ধদীপ্ত লুকু সভ্যতার মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বার্ধধন [স] বি নিজের সম্পদ। 'দ্রুত হস্তে লুট লও সর্ব বার্ধধন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

বার্ধপঙ্ক [স] বি বার্ধরূপ কাদা। 'মুখে শাস্ত্র, বার্ধপঙ্ক জ্বলে সতেজ, ১৯১৬।

বার্ধপর [স] ১ নিজের ভালো দেখে এমন। 'স্ত্রী পুরুষেরা দ্বাধের রীতি বার্ধপর।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বিপ পক্ষপাতদূর। 'হিতকাদুনে মা আর তার বার্ধপর হুই।' হাসান, ১৯৩৬।

বার্ধপরতত্ত্ব [স] বি একান্ত বার্ধের অধীন। 'অন্তঃকরণ বার্ধপরতত্ত্ব হইয়া আত্মসুখ সাধনেই ব্যয় থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বার্ধপরতা [স] বি নিজের ব্যাপারে মগ্নতা। 'বার্ধপরতাই যে মিরত্বার মূলীভূত ...।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

বার্ধপরায়ণ [স] বি অগরের সুযোগ-সুবিধা না দেখে কেবল নিজের বার্ধসাধনে ডগ্গর। 'আর এক বিষম কটিক ... সংস্কার বিরোধী সন্তীর্ণহৃদয় বার্ধপরায়ণ সম্প্রদায়।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বার্ধপরায়ণা [স] বি স্ত্রী বার্ধের চিন্তা করে এমন। 'মতিবিরি এ হুলে কেবলমাত্র বার্ধপরায়ণা।' বঙ্কিম, ১৮৬৬।

বার্ধপাশ [স] বি বার্ধের বন্ধন। 'মোচন করে বার্ধপাশ মোচন করে হে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বার্ধ-পিশাচ [স] বি বার্ধের জন্য পিশাচের আচরণ করে এমন; বার্ধপর। 'বার্ধ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুত্তর পাস রে মান।' নজরুল, ১৯২৪।

বার্ধপ্রধান [স] বি বার্ধ প্রধান পায় এমন। 'এই বার্ধপ্রধান জগতে স্থায়িত্ব-লাভের আশা করতে পারে না।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বার্ধবাদী [স] বি বার্ধপর। 'রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমী বার্ধবাদীদের অনুকূল হইবে না।' আজাদ, ১৯৪৭।

বার্ধবিরোধ [স] বি বার্ধসংক্রান্ত বিবাদ। 'এই বার্ধ বিরোধ ও বিরোধের প্রাচীর প্রতিদিনই কটীত ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

বার্ধবিরোধিতা [স] বি বার্ধবিরুদ্ধ কাজ। 'গরীবদের বার্ধবিরোধিতা কোনো কিছু নাই।' আজাদ, ১৯৩৯।

বার্ধবিশিষ্ট [স] বি বার্ধ আছে এমন। 'কমিটি গঠিত হইয়াছিল পরস্পর বিরোধী বার্ধবিশিষ্ট সদস্যের সমন্বয়ে।' আজাদ, ১৯৩৬।

বার্ধবিসর্জন [স] বি বার্ধত্যাগ। 'আমাদের বার্ধবিসর্জনের স্পৃ-উদ্রেক করে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

বার্ধবোধ [স] বি নিজের উপকার বা লাভ বিষয়ক চিন্তা। 'যেবা বার্ধবোধ প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে যুগোপ দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিতে আকুল করিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'হাজার বার্ধবোধের মতোই একটি সংকীর্ণ বার্ধ চিন্তা।' কায়সার, ১৯৬৫।

বার্ধরক্ষক [স] বি বার্ধরক্ষাকারী। 'বড় ব্যবসায়ীর মুখপাত্রে এ বৃষ্টি সম্রাজ্ঞাবাদের বার্ধরক্ষক।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বার্ধরক্ষা [স] বি অন্যের কাছ থেকে নিজের লাভকে রক্ষা কর 'তাহা বার্ধরক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে বটে, তথা মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'রাষ্ট্র বার্ধরক্ষা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

বার্ধরত [স] বি বার্ধপর। 'বার্ধরত মানুষের শক্তি নিজের নিজে চিরদিন সংযুক্তিত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বার্ধশূন্য [স] বি বার্ধ নেই এমন। 'এরূপ ... বার্ধশূন্য প্রা-প্রীতির দুইদিক পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।' অক্ষয়, ১৮৫ 'বদশের প্রতি তাঁহার কী বার্ধশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল।' রবী-১৮৮৫।

বার্ধসম্মান [স] বি নিজের মঙ্গলসাধনের প্রচেষ্টা। 'ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও বার্ধসম্মানের বাইরে ...।' রবী-১৯০৫।

বার্ধসংশ্লিষ্ট [স] বি বার্ধ জড়িত আছে এমন। 'নিতান্ত বার্ধসং-যুক্তি ছাড়া আর কান্দুরই আকর্ষণ থাকিবার কথা নয়।' সওগা-১৯৪৬।

বার্ধসন্ধী [স] বি বার্ধাঘেষী। 'বার্ধসন্ধী পুরুষ প্রকৃতি একদেশনির্ভার ফলে সেদের বৃহত্তম নারীসমাজকে যে ঠকতে হ ...।' বেগম, ১৯৫৩।

বার্ধসম্পর্কহীন [স] বি বার্ধের সম্পর্ক নেই এমন। 'বার্ধসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

বার্ধসম্বন্ধ [স] বি বার্ধের সম্পর্ক। 'বার্ধসম্বন্ধের ভিতরে রয়ে শাসনব্যবহার যথার্থ সত্য ভূমিকা।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

বার্ধসম্বন্ধীয় [স] বি বার্ধসংশ্লিষ্ট। 'কৃষ্ণগত ঐক্য; ভাষামূলক ঐ বার্ধসম্বন্ধীয় ঐক্য; এবং আদর্শমূলক ঐক্য।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বার্ধসম্মুখ [স] বি বার্ধমুখ। 'তাঁহাদের বার্ধসম্মুখত।' নব-১৯১৬।

বার্ধ-সর্বস্ব [স] বি কেবল নিজের লাভ বোঝে এমন। 'বার্ধ-সর্ব-স্ব মাজকদিগের কুসংস্কারময় আচার ও ধর্মপ্রচার।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বার্ধসাধন [স] বি বার্ধসিদ্ধি। 'রাজপুরুষেরা বার্ধসাধন যত লক্ষ্যহলে রাখিয়াছিলেন।' ভারত সংস্কারক, ১৮৭৪।

বার্ধসিদ্ধি [স] বি নিজের হিতসাধন। 'বার্ধসিদ্ধি ছাড়া ভারত ইংল্যান্ডকে কী দিতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'এখানে কার্যসিদ্ধি মা বার্ধসিদ্ধি নয়।' নজরুল, ১৯২২।

বার্ধসীমানা [স] বি বার্ধের সীমানা আবদ্ধ। 'মানুষের অন্তরে এ

দিকে পরমানব, আর-এক দিকে 'বার্ধসীমাবদ্ধ জীবমানব'। রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

বার্ধসূখ [স] বি বার্ধপূর্ণ সূখ। 'বার্ধসূখ প্রবল হয়ে দেখা দেয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

বার্ধসুবিধা [স] বি নিজস্ব প্রয়োজন ও আনুকূল্য। 'শ্রেণীগত বার্ধসুবিধা, জাতিগত বার্ধসুবিধা— এই সব বার্ধসুবিধা নিয়েই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কারবার।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

বার্ধসেবী [স] বিণ বার্ধ-পরায়ণ। 'গেরুয়া বসন পরিহিত বার্ধসেবী উদরপূজক।' মোসলেম, ১৯২৭।

বার্ধহানি [স] বি বার্ধনাশ। 'দৈববলে তাঁহার বার্ধহানি হইলেও অবসন্ন হন না।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭; 'প্রকৃত গুণী লোকের বার্ধহানি হয়সা থাকে।' মনসুর, ১৯৪০।

বার্ধহীন [স] বিণ বার্ধ নেই এমন। 'বার্ধহীন এমন উপদেষ্টা তাহারা কোথায় পাইবে?' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'হিতৈষীর বার্ধহীন অত্যাচারে যত, ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিকৃত।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

বার্ধাধিকারী [স] বিণ বার্ধের অধিকারী। 'কায়েমী-বার্ধাধিকারী হিন্দু ভ্রাতারা এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন।' সওয়াত, ১৯৩৯।

বার্ধাঙ্ক [স] ১ বিণ নিজের বার্ধে বিবেচনামূলক। 'কতকগুলি বার্ধাঙ্ক তোষামোদপ্রিয় অর্ধশেলুপ পারিষদবর্গ।' প্রচারক, ১৮৯৯; 'রাবণ যখন বার্ধাঙ্ক হয়সা অধর্ম প্রবৃত্তি হইল ...' রবীন্দ্র, ১৯০১। ২ বি কেবল নিজের ভালোর প্রতি মনোযোগী। 'বার্ধাঙ্কের ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি।' বেগম, ১৯৫৯।

বার্ধাশ্বেষণ [স] বি নিজের লাভ অশ্বেষণ করা। 'রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও পোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই বার্ধাশ্বেষণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

বার্ধাশ্বেষী [স] বিণ নিজের মঙ্গল বা লাভ বোঝে। 'মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক, বার্ধাশ্বেষী।' মোহাম্মদী, ১৯৩৬।

বার্ধাহত [স] বিণ বার্ধে আঘাত লাগে এমন। 'নিজেদের বার্ধাহত মানসিকতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়।' আজাদ, ১৯৩৯।

বার্ধী [স] বিণ বার্ধবাদী। 'একদল সুবিধাশিকারী এবং কায়েমী বার্ধীও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।' আজাদ, ১৯৬৩।

বার্ধোদ্ধত [স] বিণ বার্ধপরতায় হিতাহিত জ্ঞানহীন। 'বেদনারে করিতেছে পরিস্রাব বার্ধোদ্ধত অবিচার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বার্ধোদ্ধার [স] বি উদ্দেশ্য সাধন। 'ধর্মশত ও জাতিগত বার্ধোদ্ধারের জন্য।' ছোলসান, ১৯২৩।

বার্ধোন্নতি [স] বি নিজের উন্নতি। 'বার্ধোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২; 'বার্ধোন্নতিকে বলপূর্বক চাপিয়া রাখিতে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বালয় [স] বি নিজ গৃহ। 'অবশেষে বাবু বালয় হইতে আলয়ই স্বতন্ত্রলয়ে প্রেরণ করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

বাল্লম [স] বি অচময় থেকে রক্ষা। 'এতদ্বর্ষে বাতীর বাল্লম করিয়াছেন।' জ্ঞানাস্বপ্ন, ১৮৩২।

বাল্লিত [স] বিণ বাল্লবী। 'বাল্লিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উদ্দেশ্য লোকের কর্তব্য।' মুতাজ্জর, ১৯১২।

বাল [স] শাস। বি নিঃশাস। 'বাসে সন্ধ্যাইল উদরে ছাড়াগাল বাহুরে।' মালোথর, ১৫০০।

বাল্লি, বাল্লী [স] বাল্লি বি সোয়াল্লি; বাল্লি। 'কেনে উঠে কেনে বৈসে বাল্লি

নাহি পাএ।' মালোথর, ১৫০০; 'অহোবাহু জুজু করি বাল্লী নাহি পাএ।' মালোথর, ১৫০০।

বাহ্য [স] ১ বি বস্তি। 'তথাপিও মাথা মুগাইলে বাহ্য পাও।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি শরীরের সুস্থতা। ওস, ১৭৮৫; 'চিকিৎসালয়ে বাস করিয়া বাহ্য হয়।' দর্পণ, ১৮৩০। ৩ বি আয়ু। 'ঈশ্বরানুমহে চিকিৎসক বাহ্য পাইলেন।' দর্পণ, ১৮৩৪।

বাহ্যকর [স] বিণ শরীরের জন্য উপকারী; বাহ্যসম্মত। 'প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, বাহ্যকর ভ্রমণ আমাদের ...' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

বাহ্যকামনা [স] বি মঙ্গল প্রত্যাশা। 'গ্রামে গ্রাম ঠিকিয়ে নববর্ষের বাহ্যকামনা করলে।' অন্নদা, ১৯২৯।

বাহ্যকেন্দ্র [স] বি যেখানে স্থানীয় জনসাধারণকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। 'এ অঞ্চলের বাহ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।' তারা, ১৯৫৩।

বাহ্যক্ষয় [স] বি শারীরিক ভয়দুশা। 'অকারণে অর্থব্যয়, বাহ্যক্ষয়, মানসিক অশান্তি।' অন্নদা, ১৯৩৭।

বাহ্যগত [স] বিণ শারীরিক অবস্থা সঞ্জন। 'ইলা মিত্রকে বাহ্যগত কারণে অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' বেগম, ১৯৬৩।

বাহ্যচর্চা [স] ১ বি শরীরচর্চা। 'কী অমিতোদ্যম বাহ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা।' অন্নদা, ১৯২৯। ২ বি শারীরিক পরিচর্যা। 'রূপচর্চা বাহ্য চর্চার সম্মত অসারীভাবে জড়িত।' বেগম, ১৯৪৮।

বাহ্যজনক [স] বিণ শরীরের জন্য উপকারী; বাহ্যকর। 'সমুদ্রের ঢেউ বাহ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

বাহ্যভক্ত [স] ১ বি বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান। 'সেখানে অজ্ঞান ও বাহ্যভক্ত সম্মিলিত অনাচার ছিল পর্বতপ্রমাণ।' রবীন্দ্র, ১৯৩১; 'হেরফের মুখে বাহ্যভক্ত সম্পর্কীয় উপদেশ ঢলল।' মানিক, ১৯৩৫। ২ বি বাহ্যবিষয়ক শাস্ত্র। 'সেটা অর্থভক্তের বা বাহ্যভক্তের বা সৌন্দর্যভক্তের তুল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

বাহ্যানাশ [স] বি বাহ্যহানি। 'ফলে মানুষের বাহ্যানাশের পথ উন্মুক্ত না হয়সা পারে না।' আজাদ, ১৯৪৯।

বাহ্যানাশক [স] বিণ শরীর নষ্ট করে এমন। 'বাহ্যানাশক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মর্হাৎতা প্রযুক্ত গুটিবির খাদ্যের অভাব।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

বাহ্যানিবাস [স] বি দুর্বল, অক্ষম বা সদ্যরোগমুক্ত মানুষের জন্য নির্মিত অশ্রয়; বাহ্যকেন্দ্র। 'নানা স্থানে বাহ্যানিবাস স্থাপনের চেষ্টা করেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বাহ্যনীতি [স] ১ বি বাহ্যবিষয়ক নিয়ম-কানুন। 'শিক্ষা ও বাহ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া ... অভিজ্ঞতা তুলিয়াছিলেন।' মানিক, ১৯৩৬। ২ বি বাহ্য ভালো নিয়ম। 'বাড়িতে বাহ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।' মানিক, ১৯৩৬।

বাহ্যপাল [স] বি মদপানের সময়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। 'ভিনারের পর যথীরা কাঞ্ছনের বাহ্যপাল এবং গুণগান করলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

বাহ্যপালন [স] বি সেহেরে সুস্থতা রক্ষা। 'তখন বাহ্যপালন করিতে পরস্পরকে সতর্ক করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

বাহ্যবতী [স] বিণ স্ত্রী সুস্থতাসম্পন্ন। 'প্রতি নারীকে রূপবতী বাহ্যবতী ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়।' অন্নদা, ১৯২৯; 'বাহ্যবতী কিশোরী মেয়েটি।' বিভূতি, ১৯৩১।

বাহ্যবিজ্ঞান [স] বি বাহ্যবিষয়ক বিজ্ঞান। 'সমস্ত হিন্দুসমাজ মিলে কুমোর জলের গুটিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাপুতুলমূলক বাহ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'সর্বজনের মধ্যে বাহ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ যাতে পরিব্যক্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বাহ্যবিধান [স] বি বাহ্য-ব্যবস্থা। 'আমাদের দেশের বাহ্যবিধান-টোটা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব?' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহ্যবুদ্ধি [স] বি বাহ্যের উন্নতি। 'বাহ্যবুদ্ধি হইয়া কত ব্যক্তির মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে।' অক্ষর, ১৮৫২।

বাহ্যভঙ্গ [স] বি বাহ্য ভেঙে গেছে এমন অবস্থা। 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হচ্ছে বাহ্যভঙ্গের জন্য।' নজরুল, ১৯২৬।

বাহ্য ভাঙা কি রোগা হওয়া। 'আপনার বাহ্য খুব ভেঙ্গে গেছে মা।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

বাহ্যমন্ত্রী [স] বি বাহ্যবিষয়ক মন্ত্রী। 'বাহ্যমন্ত্রী মহোদয় এ-সমকে বিশেষভাবে অবহিত হয়েই কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করবেন।' বেগম, ১৯৪৯।

বাহ্যরক্ষা [স] বি সুস্থতা রক্ষা। 'সে সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয়োক্তি মনের বাহ্যরক্ষার প্রতিকূল এবং সত্যবিচারের বিরোধী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'যদি আমরা দেশের বিদ্যালিকা বাহ্যরক্ষা বাণিজ্যবিত্তারের চেষ্টা করি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

বাহ্যলাভ [স] বি বাহ্যের উন্নতি। 'তা হলেই বাহ্যলাভ করবে শক্তিলতা করবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮; 'বাহ্যলাভের পন্থা সুগম নয় হইলে বাঙালীর জীবন-সম্বোধনে টোকা দায়।' আজাদ, ১৯৩৭।

বাহ্যলী [স] বি বাহ্যিক সৌন্দর্য। 'বন্যার পানি আর আঁখুলী বয়ে নিয়ে অটুট রাখে দু'প্রাণের বাহ্যলী।' কায়সার, ১৯৬৬।

বাহ্যলীসম্পন্ন [স] বি বি সুবাহ্যবতী। 'সুপৌরকার সেই বাহ্যলীসম্পন্ন মেয়েটির।' বিকৃতি, ১৯৩১।

বাহ্য-সম্পন্ন [স] বি বি বাহ্যবান। 'ইউরোপের লোকেরা যেমন বাহ্য-সম্পন্ন।' নজরুল, ১৯২২।

বাহ্যসম্মত [স] বি বি বাহ্যগ্রন্থ। 'মুক্ত বায়ুতে বাহ্যসম্মত ব্যায়ামচর্চার জন্য ব্যায়ামাগার।' বেগম, ১৯৪৯।

বাহ্য সম্পাদিকা [স] বি ক্রী কোনো সংগঠনের বাহ্যবিষয়ক কার্যাদি সম্পাদনকারী। 'বাহ্য সম্পাদিকা - বেগম ...।' বেগম, ১৯৭২।

বাহ্যসাধন [স] বি সুস্থতাবিধান। 'নির্দোষ আমোদ বাহ্যসাধন পক্ষে অভ্যস্ত উপকারী।' অক্ষর, ১৮৫২।

বাহ্যসাধনার্থ [স] ক্রি বি সুস্থ থাকার জন্য। 'বাহ্যসাধনার্থ শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা আবশ্যিক।' অক্ষর, ১৮৫২।

বাহ্যহানি [স] বি বাহ্যনাশ। 'আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশত বাহ্যহানের বাহ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'তাহার বাহ্যহানি হয় নাই।' বিকৃতি, ১৯৩১।

বাহ্যহারা [স] বাহ্য+হারা বি বি নষ্টবাহ্য; বাহ্যহীন। 'বাহ্যহারা মাতৃজাতির সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন।' বেগম, ১৯৪৯।

বাহ্যহীন বি বি সুবাহ্য সেই এমন। 'হাস্যহীন ক্রীড়াহীন বাহ্যহীন অকালপক্ক প্রবীণতার অন্ধকার কণিগুণে অবতীর্ণ হইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বাহ্যহীনতা [স] বি অসুস্থ। 'শিতদের অপরিপুষ্টতা ও বাহ্যহীনতা দেখা দিচ্ছে।' বেগম, ১৯৭১।

বাহ্যহীনা [স] বি ক্রী অসুস্থ। 'বাহ্যহীনা মেয়ের।' সওগা, ১৯২৬।

বাহ্য্যাপার [স] বি হাসপাতাল। 'নেটিব হাসপাতাল অর্থ একদেশীয় লোকেরদের বাহ্য্যাপার ...।' দর্পণ, ১৮২৪; 'একটি কে অপারেটিভ বাহ্য্যাপার স্থাপন করা হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

বাহ্য্যেষ্ট্রী [স] বি বাহ্য্যক্র পরিবেশ অশেষণ করে যে। 'বারি হতে দর্শক ও বাহ্য্যেষ্ট্রী ... পদার্পণ করতে শুরু করে মাহেনও, ১৯৪৯।

বাহ্য্যার্থ [স] ক্রি বি সুস্থ হওয়ার জন্য। 'সাহেবী গীতিত হইয়া পারি নগরে বাহ্য্যার্থ গমন করিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩৯।

বাহ্য্যাবাহ্য [স] বি সুখ ও অসুখ। 'কল্লান্তের অনিবার্য অবসাদ বা বাহ্য্যাবাহ্য ...।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বাহ্য্যোৎসার [স] বি সুবাহ্য ফিরে পাওয়া। 'সেটাও কেউ হুই বলে না, কারণ তা ... বাহ্য্যোৎসারের উপায়।' আইয়ুব, ১৯৭০।

বাহ্য্যোল্লি [স] বি শারীরিক অবস্থার উন্নতি। 'পল্টী অঙ্ক নারীকেন্দ্র স্থাপন করে পল্টীমেয়েদের বাহ্য্যোল্লি সাধন।' বেগ ১৯৪৯।

বাহ্য্যোল্লয়ন [স] বি বাহ্যের উন্নতি। 'ছাত্রছাত্রীদের বাহ্য্যোল্লয়নে কাজে ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয়।' বেগম, ১৯৬৮।

বাহ্য [স] বি (হিন্দুপুরাণ) অগ্নির জ্বী। 'জামো বাহ্য সীমন্তে রক্ত-টোকা নজরুল, ১৯৩১।

বিল্ল [স] বি বি নিঃ; অর্ধ। 'ধরণী আছে প্রতীকিতে অর্থা ধরি বি হাতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

বীকরণ [স] বি নিজের করে নেওয়া। 'অনুকরণই চুরি, বীকরণ চুরি নয় রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'প্রতিভার স্বর্ধ বীকরণ - অনুকরণ নয়।' গদু ১৯৪৬।

বীকরণ-বৃত্তি [স] বি বীকার করে নেওয়ার স্বভাব। 'রবীন্দ্রনাথ গভীর কালিদাসপ্রীতিতে তাঁর সেই বীকরণ-বৃত্তি কার্যকরী হয়েছে গদু, ১৯৪৬।

বীকর্তব্য, বীকর্তব্য [স] বি বি বীকারযোগ্য। 'ইহা অবশ্য বীকর্তব্য বর্জ্য, ১৯৯২।

বীকার [স] ১ বি একমত। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'একব্যাক্যায় মুক্তক বীকার করিয়া থাকেন।' জ্ঞানরত্নোদয়, ১৮৫২। ২ বি সম্মত। 'রাজা কানু হইয়া ঈশ্বর দর্শনায় বালকের দিশকে পাঠাইতে বীক করিল।' রামায়ণ, ১৮০১। ৩ বি গ্রহণ। 'তাহারা কহিলেক, তু আমাদিগের রাজ্য হও ... জৈদুন নিজ পৌরুষ ক্রমে ইহা বীকার করিয়া ...।' ভারতী, ১৮০৩। ৪ বি মেনে নেওয়া। 'শেষো পুস্তকের বিষয়ে আমরা বাহ্যতা বীকার করিলাম।' দর্পণ, ১৮০৩। বি প্রতিশ্রুতি। 'মাসিক বেতন দিতে বীকার করিয়া ... কালো নিযুক্ত করিলাম।' চন্দ্রিকা, ১৮০৩।

বীকার করা ১ ক্রি মেনে নেওয়া। 'সৈন্যের নিকটে আসিয়া পরাধ বীকার করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২১। ২ ক্রি সম্মত হওয়া। 'পূর্বনির্দিষ্ট বেতনে সেই সকল কর্ম বীকার করিলেন।' ভবা ১৮২৫।

বীকারোক্তি [স] ১ বি ইতিবাচক উক্তি। 'ইহাই এই বীকারোক্তি ইতি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বি দোষ বীকারসূচক উক্তি। 'আসা বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।' মনসুর, ১৯৫৫।

বীকার্য, বীকার্য্য [স] বিণ বীকার করার যোগ্য। 'তাহাতে দোষভাব ইহা অবশ্যই বীকার্য্য।' দর্পণ, ১৮৩৮।

বীকৃত [স] ১ বিণ বীকার করা হয়েছে এমন। 'সরল করকরা বীকৃত হইল যে আমি তোমাদিগের মধ্যে একজন হইলাম।' তারিণী, ১৮০০। ২ বিণ রাক্তি। 'এ ব্যক্তি বীকৃত হইলে পর সে চলিল।' কেরি, ১৮১২।

বীকৃতা [স] বিণ ক্রী বীকার করেছে এমন। 'সমুদ্র চিত্রে বীকৃতা হইয়া ...' ফয়জুররাস, ১৮৭৬।

বীয়া [স] ১ বিণ নিজে। 'বীয়া সম্বন্ধাত্তেজুক বহুজনের মনোরঞ্জন ছিলেন।' দর্পণ, ১৮২২। ২ বিণ বংশগত। 'বীয়া ব্যবসায় করিয়া উপজীবিকা গ্রাহ্য হইতেন।' দর্পণ, ১৮৩৩। ৩ বিণ আপন সম্প্রদায়ের। 'আমি এই হলে বীয়া ভগিনীপণের প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বীয়াচ্ছায় [স] বি নিজের ছায়া। 'দাসবর্ণকে বীয়াচ্ছায়া বরুণ দেখিবে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

বীয়ায় [স] বিণ ক্রী স্বামীর প্রতি প্রেমভাবাপন্ন। 'বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।' ভারত, ১৭৬০।

বেচ্ছা [স] ১ বি নিজের ইচ্ছা। 'তাহাদিগের বেচ্ছা ভিন্ন মৃত স্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায়।' দর্পণ, ১৮২৪। ২ বি অভিলাষ। 'যাহার যেমত বেচ্ছা হয় সেইমত আশ্রমত জানিয়া প্রেমালিন দিবা।' ভবানী, ১৮২৮।

বেচ্ছাকর্মী [স] বি বেচ্ছাসেবক। 'একদল বেচ্ছাকর্মী ও একজন লেডী ডাক্তার প্রেরণ করেন।' বেগম, ১৯৬৫।

বেচ্ছা-অন্ধ [স] বি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ যে। 'এই বেচ্ছা-অন্ধগুলো বক পালকির মধ্যে চড়ে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৪।

বেচ্ছাকৃত [স] বিণ নিজ ইচ্ছায় করা হয়েছে এমন। 'তপস্যা আদ্যের বেচ্ছাকৃত নয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

বেচ্ছাক্রমে [স] ক্রিবিণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে। 'ঠাকুর বা ঠাকুরাণী বেচ্ছাক্রমে যাহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান।' অক্ষর, ১৮৫০।

বেচ্ছাচার [স] বিণ নিজের ইচ্ছামতো সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এমন। 'পূর্ণশূণ্য-বলে বেচ্ছাচার পুত্র তার।' মাইকেল, ১৮৬২।

বেচ্ছাচারী [স] বি নিজের ইচ্ছামত আচরণ। 'পঞ্চম বৎসরে বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন।' বঙ্কিম, ১৮২২।

বেচ্ছাচারমূলক [স] বিণ নিজের ইচ্ছামতো করা হয় এমন। 'উচ্ছৃঙ্খল ও বেচ্ছাচারমূলক স্বৃতিত অভিনয়।' মোহাঙ্কিন, ১৯০৪।

বেচ্ছাচারি [স] বেচ্ছাচারী। ১ বিণ নিজের ইচ্ছামতো জীবনযাপনকারী। 'তাহাতে যাহা লেখেন তাহার ভাষণীয় বেচ্ছাচারি হওয়া উত্তম।' দর্পণ, ১৮৩১। ২ বিণ নিজের খোয়ালখুশি অনুযায়ী আচরণকারী। 'রাজার জ্ঞাতি বলিয়া অভিমানভরে প্রদেদ মধ্য একপ্রকার বেচ্ছাচারি হইয়াছেন।' প্রভাকর, ১৮৬০।

বেচ্ছাচারিতা [স] বিণ ক্রী নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণকারী। 'তবে কি আমি বেচ্ছাচারিতা।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

বেচ্ছাচারিতা [স] বি নিজের খোয়ালখুশি অনুযায়ী আচরণ। 'ইহা স্বাধীনতা নহে, ইহা বেচ্ছাচারিতা।' হাগিসহর, ১৮৭১; 'ইগিয়বেলসের বেচ্ছাচারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৯।

বেচ্ছাচারিত্ব [স] বি নিজের ইচ্ছামতো আচরণ। 'বেচ্ছাচারিত্ব দোষে অর্থপাত্তে যাউন, তাহাতে রাজ্যের কি?' মশাররফ, ১৮৪০।

বেচ্ছাচারী [স] বিণ নিজের খোয়ালখুশি মতো আচরণকারী। 'তাহাতেই বেচ্ছাচারী হইবেক।' চন্দ্রিকা, ১৮৩৩।

বেচ্ছাতারী [স] বিণ বৈরাচারী। 'তুরস্কের বর্তমান বেচ্ছাতারী শাসনকর্তা।' এসলাম, ১৯৩২।

বেচ্ছাতারিক [স] বিণ বেচ্ছাচারী। 'দেশের আদত শাসনকর্তা বেচ্ছাতারিক।' নজরুল, ১৯২২।

বেচ্ছাদাসী [স] বি ক্রী নিজের ইচ্ছায় সেবাকারী। 'তারা বেচ্ছাদাসী।' মাদিক, ১৯৪০।

বেচ্ছাধীন [স] বিণ নিজের অধীন। 'বালকদিগের একপ্রকার বেচ্ছাধীন ...' অক্ষর, ১৮৫০।

বেচ্ছানিধন [স] বিণ আত্মবিশ্বসী। 'এক দল লুণ্ঠনকারী দস্যুর বেচ্ছানিধন মন্ত।' জালাদ, ১৯৪৫।

বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ [স] বিণ যথোচ্ছ। 'গভর্ণমেণ্ট বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ ব্যয় একদম বন্ধ করিয়াছেন।' জামায়াত, ১৯৩৮।

বেচ্ছানির্বাসন [স] বি নিজে সরে যাওয়া। 'আমি প্রায় বেচ্ছানির্বাসন নিরেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

বেচ্ছানীত [স] বিণ বেচ্ছায় আনীত। 'সে সেবতার ন্যায় সপৌরবে থাকিয়া বেচ্ছানীত উপহার চায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

বেচ্ছানুযায়ী [স] ক্রিবিণ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। 'বেচ্ছানুযায়ী নৃকদিকে সর্বস্থানেই পরিচালিত করিতে পারেন।' অক্ষর, ১৮৫৪।

বেচ্ছানুসারে [স] ক্রিবিণ নিজের ইচ্ছানুযায়ী। 'মেঘাণ বেচ্ছানুসারে নবীন নবীন তৃণ দল ঘারা মর্মন করিতেছে।' অক্ষর, ১৮৪৩; 'রাজা কদাচ বেচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন না।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

বেচ্ছাঙ্ক [স] বিণ নিজের ইচ্ছায় অন্ধ থাকে এমন। 'আমাদের বেচ্ছাঙ্ক মহারাজ।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বেচ্ছাপূর্বক, বেচ্ছাপূর্বক [স] ক্রিবিণ নিজের ইচ্ছায়। 'বাবুসকল আপন বেচ্ছাপূর্বক শিক্ষা করেন।' ভবানী, ১৮২৫।

বেচ্ছাপ্রণোদিত [স] বিণ নিজ ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। 'সকলেই বেচ্ছাপ্রণোদিত।' প্রমথ, ১৯০৫।

বেচ্ছাবন্দী [স] ১ বিণ নিজের ইচ্ছায় ধরা দেয় এমন। 'আপনার পিতৃভ্রাতা আসিছে সে বেচ্ছাবন্দী হয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ বিণ অনুগত। 'তুই থাক চিরদিন বেচ্ছাবন্দী দাস।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বেচ্ছাবিক্রীত [স] বিণ নিজের ইচ্ছায় বিক্রি হয় এমন। 'কোনো বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসবৃত্ত লিখিয়া দিয়া যান না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

বেচ্ছাবৃত্ত [স] বিণ ইচ্ছাধীন। 'রবীন্দ্রনাথ এবং গোয়েটে উভয়েই ... রাষ্ট্রশাসনের চাইতে বেচ্ছাবৃত্ত সমবায় পদ্ধতিকে বেশি মূল্যবান বলে জানতেন।' শিব, ১৯৫০।

বেচ্ছাব্রতী [স] বিণ বেচ্ছাসেবী। 'এই বিদ্যালয়ে বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা ...' রবীন্দ্র, ১৯৫৫।

বেচ্ছামত [স] ক্রিবিণ ইচ্ছামতো। 'ঐ কুন্ডের তীরে হস্ত পাতিলে বেচ্ছামত মন্যম পাইল।' দর্পণ, ১৮২১।

বেচ্ছালঙ্ক [স] বিণ নিজে অর্জিত। 'বেচ্ছালঙ্ক সুস্বর্ণশ্রেণী চিনিতে পারিতেছি।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

বেচ্ছাশ্রম [স] বি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিশ্রম। 'বেচ্ছাশ্রমে বিপুল জনপদ গড়ে তুলতে ... মেয়েরাও সাত্রাহে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসে।' বৈশ্য, ১৯৭২।

বেচ্ছাসেবক [স] বিশ বেচ্ছায় সেবাকারী। 'শক্তিশালী ও সুসজ্জিত বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিবে।' মনসুর, ১৯৪০।

বেচ্ছাসেবকদল [স] বি 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেবাদানকারী সংঘ।' এ কাজের জন্য সাহিত্যের বেচ্ছাসেবকদল কই? শহীদুল্লাহ, ১৯৩১।

বেচ্ছাসেবকবাহিনী [স] বি বেচ্ছায় সেবাকারীর দল। 'শক্তিশালী ও সুসজ্জিত বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিবে।' মনসুর, ১৯৪০।

বেচ্ছাসেবা [স] বি নিজের ইচ্ছায় করা সেবা। 'দেশের কাজে অগ্রে চলে - বেচ্ছাসেবার দুহুং বরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

বেচ্ছাসেবিকা [স] বি স্ত্রী বেচ্ছাকর্মী। 'বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে বিনা দ্বার্ষ্যে মেয়েদের কাজ করা উচিত।' বৈশ্য, ১৯৪৮।

বেচ্ছাসেবী [স] বি নিজের ইচ্ছায় সেবাদানকারী। 'বেচ্ছাসেবীরা অবশ্য কম্যুনিষ্ট ছিল না সকলে।' গুপ্তি, ১৯৫১।

বেদ [স] বি ঘাম। 'ক্ষণে রূপ ক্ষণে বেদ ক্ষণে মুছা যায়।' বৃন্দা, ১৯৮০।

বেদকণা [স] বি ঘামের বিন্দু। 'এসে শিশিরের মতো বেদকণা মুছে মিহি রুমালে হাওয়ায়।' শামসুর, ১৯৫৯।

বেদগন্ধী [স] বিশ ঘামের গন্ধযুক্ত। 'তারা প্রত্যেকেই বেদগন্ধী জামাকাপড় ভিজে সপসপ, শরীর কর্মমাক্ত, হৃৎপিণ্ড বহিঃস্থ হাসান, ১৯৬৭।

বেদজ [স] বিশ বেদ থেকে উৎপন্ন। 'যে সক্রিয় জীব পূর্বে "বেদজ" ...।' বসদর্শন, ১৮৭২।

বেদবিজড়িত [স] বিশ ঘামে ভিজেছে এমন। 'বেদবিজড়িত চূর্ণকৃত্তনের শোভা।' বক্তিম, ১৮৮৪।

বেদবিন্দু [স] বি ঘাম। 'বেদবিন্দু লগাটে উদয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

বেদ-মুক্তা [স] বেদ-মুক্তা বি ঘামরূপ মুক্তা। 'বেদ-মুক্তোর ফাঁটা আঁকা মুখখানি।' কায়সার, ১৯৬২।

বেদসিক্ত [স] বিশ ঘামে ভেজা; ঘর্মাক্ত। 'পদ করেছি এর বেদসিক্ত জাদু এড়াতেই হবে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

বেদস্রুতি [স] বি ঘাম নিঃসরণ। 'লগাটে বেদস্রুতি হইতে লাগিল।' বক্তিম, ১৮৬৬।

বেদাক্ত [স] ১ বিশ ঘর্মাক্ত। 'আপাদমন্তক বেদাক্ত হইল।' বক্তিম, ১৮৭৩। ২ বিশ ঘামে ভেজা। 'বেদাখের স্তব্ধতে বেদাক্ত দুপুরে ...।' শামসুর, ১৯৭২।

বেদাক্তিত [স] বিশ ঘামে ভেজা। 'তাহার বেদাক্তিত লজ্জাশীতল হতে একটা গোড়ামালা দিয়া জড়ানীয়া তাহাকে টানটান করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

বৈক্য [স] বি স্বীকৃতি জ্ঞাপন। 'বৈক্য করিলে রাজা বসন্তরায়কেও ঐখানে ডাকিয়া ...।' রামরাম, ১৮০১।

বৈর [স] বিশ বেচ্ছা। বৈরতন্ত্র [স] বি বেচ্ছাচারিতা। 'সে যদি বৈরতন্ত্রের দিকে বোকে।' সূরীন্দ্র, ১৯৩৭।

বৈরতাত্ত্বিক [স] বিশ বেচ্ছাচারী। 'দারিদ্র্য ছিল বৈরতাত্ত্বিক সরকারের হাতে।' মোহাম্মদী, ১৮০৯।

বৈরবৃত্ত [স] বিশ বেচ্ছাচারী; স্বাধীন। 'যুগে গেছে ব্রহ্মজ্ঞের প্রকাশ

ছবিতৈ বৈরবৃত্ত রেখার সংপতি।' সুখীন্দ্র, ১৯৩০।

বৈরচ্যার [স] বি বেচ্ছাচার। 'কণ্ডমী কাটা ঢাকা পড়ে চে বৈরচ্যারের কালো ছায়ায়।' করকণ, ১৯৪৬।

বৈরচ্যারী [স] বিশ বেচ্ছাচারী। 'রাষ্ট্রভাষা শব্দটার উৎপত্তি হতে বৈরচ্যারী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

বৈরচ্যারিতা [স] বি বেচ্ছাচারিতা। 'ফ্রান্সে বৈরচ্যারিতার উৎপত্তি ... পারম্পরিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে।' উমর, ১৯৬৬।

বৈরীশী [স] ১ বিশ স্ত্রী ব্যক্তিচারিণী। 'অন্যায়সে বৈরীশীর মায়ায় হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্মফলে বঞ্চিত হইলাম।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ অসন্তী। 'হায়, ভোজবালা কুন্তী - কে না জ্বোন তারে বৈরীশী মাইকেল, ১৮৬২। ৩ বিশ স্ত্রী বেচ্ছাচারিণী। 'নিম্নে এসো শৃঙ্খলি - বৈরীশী।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

বৈরিতা [স] বি বেচ্ছাচারিতা। 'যত পারি দূরে রাখি অনুশোচ মলময় কীটের বৈরিতা।' শামসুর, ১৯৬৬।

বৈরী [স] বি বৈরচ্যারী ব্যক্তি। 'চড়ে বসে নিহত বা নির্বা বৈরীদের পাটে প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বাত্ম।' সুখীন্দ্র, ১৯৪০।

বৈরাদ [স] বি নিজের পেট। 'বৈরাদ পুরসে অক্ষম প্রত্যেক রোগির ক প্রতিদিন আড়াই আনা করিয়া পাইবেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

বৈরার্জিত, বৈরার্জিত [স] বিশ নিজের অর্জিত। 'সামান্য মূল্যার্থে বাহ্যিক বৈরার্জিত ধন ব্যয় করিয়াছেন।' দর্পণ, ১৮ 'মহাভাব্যক্তির শরীর সর্বদা বৈরার্জিত পুণ্যে পবিত্র।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

বৈরাল্পক [স] বিশ নিম্নে উপলব্ধি করেছে এমন। 'বৈরাল্পক হওয়া চা শরীর, ১৯৬৮।

বৈরাদ [স] বাদ বি বাদ। 'মধুর বৈরাদে ভরে যায় প্রাণমন।' শ, ১৯৬৯।

বৈরাদিত্তির [স] বস্ত্রিহীন বৈর বস্ত্রি হরণ করে এমন। 'সেখানে কে বাগড়া তার পক্ষে বৈরাদিত্তির।' শওকত, ১৯৭৩।

বৈরগরণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণ করিলে তোমা তুমি মোরে ঠা বামা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'আমার বনিতা সেই ক বৈরগণ।' মালাধর, ১৫০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

বৈরগণ [স] বৈরগণ বি বৈরগণ। 'বৈরগণে জড়িয়া জায় দূরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

স্মরণশা [সি বি প্রেম। 'উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পূর্বরাগ সংক্রান্ত স্মরণশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

স্মরণ-শ্রবণ [সি বি হিন্দু দেবতা মদনের বা কামদেবের অস্ত্র। 'কিন্তক, কেতকী, স্মরণ-শ্রবণ উভে/ কেশর সুন্দর রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্মরণরশ [সি বি হিন্দুদেবতা মদনের বাণ। 'স্মরণরে জরজর কাঁপে কলেরব।' *কৃষ্ণায়ম*, ১৭২০।

স্মরণর [সি বি হিন্দুদেবতা শিব। 'পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরণর।' *রামায়ণ*, ১৭৮০।

স্মরণ [সি ১ বি জ্ঞপ। 'যে দেব স্মরণে পাশ বিমোচনে।' *বড়ু*, ১৪৫০; 'সকল আপদ খণ্ডে মোহর স্মরণে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০। ২ বি উচ্চারণ। 'জাগিবে লায়ণী নাম করিয়া স্মরণ।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ বি মনে পড়া। 'বৃন্দাবন পূর্বশীলা হইল স্মরণ।' *মদনিকরম*, ১৭৮১। ৪ বি স্মৃতি। 'বাইরে নাচ কিবা রোশনিয়া করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয়।' *দর্পণ*, ১৮২৬।

স্মরণ-অতীত [সি বি স্মরণ করা কঠিন এমন। 'স্মরণ-অতীত সময়ের অভিশাপে।' *মণীশ*, ১৯৩৯।

স্মরণ করা ক্রি মনে করা। 'যখন তোমাকে স্মরণ করিব।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

স্মরণকাল [সি বি অতীতের স্মরণযোগ্য সময়। 'স্মরণকালের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।' *বেশম*, ১৯৪৮।

স্মরণ-গীতা বিধি স্মৃতি দিয়ে গীতা এমন। 'দুসহ কোন দারুণ দুখে স্মরণ-গীতা করুণ গাথা, দুর্ঘম কোন সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের মৃত্যুমালা বজ্রপাতের গর্জনে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্মরণচিহ্ন [সি বি মনে করিয়ে দেয় এমন চিহ্ন। 'তোমার পূর্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধরুন করিয়া ফেলিলে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮০; 'ঐ মেয়েটিতে তাঁর ত্রী তার শরীরমনের একটি কীর্ত্তি স্মরণচিহ্ন রেখে গিয়েছে।' *প্রমথ*, ১৯১৬।

স্মরণতত্ত্ব [সি বি স্মৃতিরূপ সূতা। 'দুসহ দুখের স্মরণতত্ত্ব দিয়ে গীতা সেই দারুণ কাহিনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মরণতীর [সি বি স্মৃতিপট। 'তাদের স্মরণতীরে মহিমার বিস্তর পাতাকা উর্ধ্ব তুলে ধরো।' *সিদ্ধানন্দার*, ১৯৪৮।

স্মরণ থাকা ক্রি মনে থাকা। 'পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

স্মরণপট [সি বি স্মৃতিরূপ পট। 'সুদূর কোন স্মরণপটে জাগিল ময়ীচিকা।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬।

স্মরণপটছা [সি বি স্মৃতিরূপ পটে সন্নিবিষ্ট। 'শ্রীর স্মরণপটছা মূর্তির কাছে নন্দ্যো নয়, রম্যো নয়।' *বিক্রম*, ১৮৮৪।

স্মরণপথ [সি বি স্মৃতিপট। 'তোমার পূর্বরমণীর মরণবৃত্তান্ত এক বার স্মরণপথে আনন্দন কর দেখি।' *দীনবন্ধু*, ১৮৬৭; 'পাশ্চাত্য আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না।' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

স্মরণপথারূঢ় [সি বি স্মরণপথার (কোনো) কিছু মনে পড়ছে এমন। 'কত ক্রীড়া করেছে স্মরণপথারূঢ় হলে মনটা চঞ্চল হয়।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

স্মরণ রাখা ক্রি মনে রাখা; বিবেচনা করা। 'সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদ্রাতি অর্থে ধ্বংস - তাহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্যতৎপর হইতে হইবে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মরণশক্তি [সি বি মনে রাখার ক্ষমতা। 'কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে।' *অক্ষয়*, ১৮৫২; 'টাকা বাহির করিয়া দিবাস বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৭।

স্মরণশক্তিওয়ালা [সি স্মরণশক্তি+হি ওয়ালা] বিধি মনে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন। 'ভীষণ স্মরণশক্তিওয়ালা বৈজ্ঞানিক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

স্মরণসভা [সি ১ মৃত ব্যক্তির স্মরণে আয়োজিত সভা। 'যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিন্যাসপত্রের স্মরণসভা আহ্বান করেন ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২। ২ বি কোনো কীর্তির স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান। 'দাদা বলে, চিত্তির! পেটে যে স্মরণসভা আপনার কীর্তির।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

স্মরণস্তম্ভ [সি বি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ঘটনা স্মরণ রাখার জন্য নির্মিত স্তম্ভ বা ভাস্কর্য। 'স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১।

স্মরণ হওয়া ক্রি মনে পড়া। 'মাঝে মাঝে এই স্বপ্ন হইবে স্মরণ দূর স্বপনম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

স্মরণ-হারা বিধি স্মৃতি হারিয়ে গেছে এমন। 'জীবনে যারা স্মরণ-হারা, তবু মরণ জানে না তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৫।

স্মরণপাত [সি বিধি স্মরণপঞ্জী। 'জমিদারের স্মরণপাত হও।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

স্মরণপাঠী [সি বিধি স্মরণ করা কঠিন এমন। 'বদেশের স্মরণপাঠীত অঙ্কতম প্রাচীন কালিক পুরাবৃত্ত সমস্ত আলোচনা করেন।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

স্মরণপত্র [সি বিধি অবিস্মৃত। 'সমুদায় বিষয় বালকদিগের নেত্রপথে স্মৃতিপত্র পঠিত হইয়া নিরন্তর স্মরণরূঢ় থাকে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৯।

স্মরণার্থ [সি ক্রিবিধি স্মরণ রাখার জন্য। 'উইলসন সাহেবের স্মরণার্থ ও তাঁহার তৃত্যর্থ এবং উপকার স্মরণার্থ।' *দর্পণ*, ১৮৩০।

স্মরণীয় [সি বিধি স্মরণযোগ্য। 'ভদ্রকাল পর্যন্ত তাঁহার স্মরণীয় থাকেন।' *দর্পণ*, ১৮২৫; 'বরুণীয়া তারা, স্মরণীয় তারা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

স্মরণীয়তা [সি বি মনে রাখার অবস্থা। 'স্মৃতিকর্ত্তরূপে বিদ্যাসাধারণের যে স্মরণীয়তা আরও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরালে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯; 'আছে কি আমাদের স্মরণীয়তার কিছু?' *শক্তি*, ১৯৬১।

স্মরণীয়ভাবে [সি ক্রিবিধি মনে রাখার মতো করে। 'কেমন বুড়িয়ে হেঁটে স্মরণীয়ভাবে গলি আর এতেনিউ নিউস পেরিয়ে যায়।' *গামসুন*, ১৯৬৬।

স্মরণে আসা ক্রি মনে পড়া। 'শাবন রাতে যদি স্মরণ আসে যোরে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

স্মরা [সি স্মরণ+। ক্রি স্মরণ করা। 'নানা ভাতি স্মরে লোকে সেকান্দরী নাম।' *আলোচন*, ১৬৮০। **স্মর** ক্রি স্মরণ করা। 'মরণ সমএ হৈল স্মর করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। **স্মরএ** ক্রি স্মরণ করে। 'বৃক্ষ পরে রহিয়া স্মরএ করতার।' *সুলতান*, ১৭০০। **স্মরয়ে** ক্রি স্মরণ করে। 'কাজীর বোটা স্মরয়ে যোদায়।' *বিজয়*, ১৬৫০। **স্মরি** ১ ক্রি স্মরণ করে। 'রজনী বজিলা রাজা ব্যাসের বাক্য স্মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ স্মরণ করে। 'মরণসাধারণতীয়ে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৬। **স্মরিব** ক্রি স্মরণ করবো। 'সব আনন্দ-মাখারে তোমারে স্মরিব জীবননাথ।' *রবীন্দ্র*, ১৯০১। **স্মরিয়** ক্রি স্মরণ করো। 'স্মরিয় আপদকালে।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। **স্মরিয়া** ক্রি স্মরণ করে। 'কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া ...।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

শ্রীলা ক্রি শ্রবণ করলে। 'দেবেশ্র অমনি শ্রীলা বিমানবরে।' **মাইকেল**, ১৮৬০। **শ্রীলে** ক্রি শ্রবণ করলে। 'কিন্তু প্রাণমন কাঁদে গো শ্রীলে এ সকল কথা।' **মাইকেল**, ১৮৬১। **শ্রীলেক** ক্রি শ্রবণ করলেন। 'তাহা তুনি জনমেজয় শ্রীলেক চিত্তে।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯। **শ্রী** ক্রি শ্রবণ করে। 'ঐকান্তিক সঙ্গীতের যদ্যপি তোমাকে শ্রীয়ে।' **মানিকরাম**, ১৭৮১।

শ্রীমান, **শ্রীমান** [স] বিণ শ্রবণ করছে এমন। 'মহাভারতের কর্তা যে বাস, ইহা শ্রীমান।' **বঙ্কিম**, ১৮৮৭।

শ্রীয়া [সি] বি চোরাতালানি। 'শ্রীয়ায় সযত্নে কেউ কেউ নিজ নিজ কীর্তি রচনা করছিলেন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৩।

শ্রাগল করা [সি] ক্রি চোরাকারবারি করা। 'আপনি এটা শ্রাগল করে নিয়ে যাছিলেন।' **মুক্তাবা**, ১৯৫৮।

শ্রাগলার [সি] বি চোরাতালানি। 'শ্রাগলার আশোচক সম্পাদক তরুণীর দল, কবিতা বোঝে না।' **মহমুদ**, ১৯৬৩।

শ্রারক [স] বিণ শ্রবণ করিয়ে দেয় এমন। **শ্রারক-চিহ্ন** [স] বি শ্রুতি চিহ্ন। 'আমার বিদেশী নাম বাধে তব অব্যাহা জিহ্বায়; কৃষা ও-শ্রারক চিহ্ন।' **সুধীন্দ্র**, ১৯২৯।

শ্রারকতা-শক্তি [স] বি শ্রবণশক্তি। 'কত কত ব্যক্তির শ্রারকতা-শক্তি-হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে।' **অক্ষয়**, ১৮৫২।

শ্রারকসিপি [স] বি কোনো বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে শ্রবণ করিয়ে দেওয়ার জন্য লেখা পত্রবিশেষ। 'অভিযোগ উপস্থাপন করিয়া একটি শ্রারকসিপিও তাঁরা প্রেরণ করিবেন।' **আজাদ**, ১৯৪৬।

শ্রার্ত [সি] ১ বিণ চটপটে। 'কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যুদ্ধে শ্রার্ত দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল করে অল্পনা, ১৯২৯। ২ বিণ পরিপাটি; কেতাদুরস্ত। 'কি শ্রার্ত সাজপোশাক।' **মানিক**, ১৯৩৬।

শ্রার্ত, **শ্রার্ত** [স] ১ বিণ হিন্দু-শ্রুতিশাস্ত্রে উক্ত। 'প্রাচ্যেচন্ত ব্রহ্ম গ্রহণেতেও পাপ হয় ইহা প্রাচীন শ্রার্ত ...।' **মৃত্যুঞ্জয়**, ১৮১৩। ২ বি শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞ। 'শ্রুতিশাস্ত্রে পণ্ডিত।' 'এক মহাবৈয়াকরক ও দুই শ্রার্ত।' **দর্পণ**, ১৮২২; 'পণ্ডপতি ঠাকুর কেবল বৈয়াকরণ আর শ্রার্ত নহেন।' **বঙ্কিম**, ১৮৬৫।

শ্রার্ত সংক্কারাদি [স] বি হিন্দু-শ্রুতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্বাত্ত্বিক। 'ব্রাহ্মণেরা পন্থাতীর্থ লোকের শ্রার্ত সংক্কারাদি পৌরোহিত্য কর্ম করিয়া থাকেন।' **অক্ষয়**, ১৮৪৭।

শ্রিত [স] ১ বিণ উচ্ছল। 'প্রতি অল্প আপনার যোধদলের রক্তস্রোতে শ্রিত হবে।' **মাইকেল**, ১৮৭৪। ২ বিণ স্নিগ্ধহাস্যে উজ্জাসিত। 'শ্রিত শব্দের আভাস লেগেছে বিহ্বল ভাবের।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

শ্রিত-উদয়াকরণ-কিরণ-বিলাসিনী বিণ স্ত্রী উচ্ছল উদয়াকরণের কিরণে বিলাসী। 'শ্রিত-উদয়াকরণ-কিরণ-বিলাসিনী পূর্ণসিঁতারে-বিভাস-বিকাশিনী নন্দনলক্ষী সুমঙ্গল।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৮।

শ্রিতচক্ষু [স] বিণ হাসিভরা চোখবিশিষ্ট। 'সমুদ্রের পরপার থেকে তাই শ্রিতচক্ষু নাবিকেরা আসে।' **জীবন**, ১৯৪৮।

শ্রিতপরিহাসপটু [স] বিণ ঠাঠাভাষাশায় দক্ষ। 'শ্রিতপরিহাসপটু বৈদ্যের আভাস পাওয়া যায়।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৭।

শ্রিত-বিকশিত [স] বিণ মৃদু হাস্যোচ্ছল। 'শ্রিত-বিকশিত বয়েন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৭।

শ্রিতমুখ [স] বি হাসিমুখ। 'শ্রিতমুখে স্বামীর বন্ধুদের উপহার গ্রহণ

করছেন।' **নরেন্দ্র**, ১৯৪৮।

শ্রিতমুখী [স] বিণ স্ত্রী হাসিভরা মুখবিশিষ্ট। 'শ্রিতমুখী লাবণ্যে দিকের তাকিয়ে অনিমেষে বলল।' **নরেন্দ্র**, ১৯৫০।

শ্রিত-অশ্রমুখী বিণ হাস্যোচ্ছল অশ্রমুখবিশিষ্ট। 'সে চঞ্চল চি চামেলি শ্রিত-অশ্রমুখী তরুণী রজনীগন্ধা আয়ছে উৎসুক।' **রবী**, ১৮৯৯।

শ্রিত-সম্মতি বি হাস্যোচ্ছল সম্মতি। 'মালতীর শ্রিত-সম্মতিতে ছিল সে গাথিত নৃত্যগিরে পুষ্পহার সদ্য-তোলা কুঁড়ি মল্লিকা।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৯।

শ্রিতস্নিগ্ধ [স] বিণ মৃদু হাসিতে কোমল। 'শ্রিতস্নিগ্ধ মুখমুখে চিত্তের নিভুত আলোতে ...।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৪।

শ্রিত-বল্প বি হাস্যোচ্ছল বল্প। 'শ্রিত বল্পের আভাস লেগে বিহ্বল তব রাতে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৯।

শ্রিতহাস [স] শ্রিতহাস্য। বি বুঝ অল্প হাসি। 'কত শ্রিতহাসে কাঁদে দেবীর গর্ভ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৬।

শ্রিতহাসি [স] শ্রিতহাস্য। বি মৃদু হাসি। 'ঝড়ের বেলা তো শ্রিতহাসি।' **রবীন্দ্র**, ১৯১৪।

শ্রিতহাস্য [স] বি মৃদু হাসি। 'সুখে আমরা শ্রিতহাস্য হাসি।' **রবী**, ১৮৯৭।

শ্রিতহাস্য-বিকশিত [স] বিণ মৃদুহাসিতে বিকশিত। 'উদার কপে লাগে শ্রিতহাস্য-বিকশিত লাজ।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৫।

শ্রিতহাস্যে [স] ক্রিবিণ হাসি মৃদু করে। 'শ্রিতহাস্যে নাহি সলঙ্কিত বাসরশয্যাতে গুরু অধরাতে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৫।

শ্রিতহাস্যভরে ক্রিবিণ মৃদু হেসে। 'শ্রিতহাস্যভরে কঙ্করা বলিলেন - আমার কিসের দরকার বল।' **বনফুল**, ১৯৩৬।

শ্রিত্যধার [স] বি সামান্য হাসিমুখ ঠোট। 'তুমি বসে এক প শ্রিত্যধার তামুল-রঙিন।' **হোসেন**, ১৯৪০।

শ্রিতি [স] বিণ উজ্জাসিত। 'ভালেতে পোড়িছে ভাল কারো শ্রিতি।' **রামনারায়ণ**, ১৮৫৪।

শ্রিরিতি [স] শ্রুতি/বি শ্রুতি। 'শ্রিরিতি স্বপনে তার রাজাসন।' **সত্য**, ১৯১৪।

শ্রুত [স] বিণ শ্রবণ করা হয়েছে এমন। 'সকল লোক অপারম্পর্য হইয়া আসিতেছে।' **বঙ্কিম**, ১৮৮৭।

শ্রুতি [স] ১ বি শ্রবণ। 'তারে দেখি মহাভক্তুর কৃষ্ণ-শ্রুতি হৈছে কৃষ্ণনা, ১৫৮০। ২ বি শ্রবণশক্তি। 'আপনার শ্রুতি গেল ত ভালি কেনে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ৩ বি হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রাধাৰ্ম্যে ধর্মসংহিতা। 'বেদান্ত এক। ও শ্রুতি এক।' **দর্পণ**, ১৮২১। ৪ অতীতের জ্ঞান। 'বহু শ্রুতি অন্তঃস্বাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের। এখনো তাহাতে মানবজীবনের রক্ত খরিয়া যায় নাই।' **রবী**, ১৮৯৭।

শ্রুতি-উৎসব [স] বি বিশেষ ঘটনা শ্রবণ করে অনুষ্ঠিত উৎসব-অনুষ্ঠান। 'তাঁদের শ্রুতি-উৎসব সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হ উচিত।' **ওয়ালেদ**, ১৯৪৩।

শ্রুতি-উপবন [স] বি শ্রুতিরূপ উপবন। 'যেন তারা সত্য = শ্রুতি-উপবন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯০।

শ্রুতিওয়াল [স] শ্রুতি+হি ওয়াল। বিণ হিন্দু শ্রুতিশাস্ত্রে পারদ

'অনেক অনেক ব্যাকরণবনশী ও শ্রুতিওয়াল ভট্টাচার্য আসিয়াছিল।' ভবানী, ১৮২৫।

শ্রুতিকষ্টক [স] বি শ্রুতিরূপ কঁটা। 'হয়তো আমার শ্রুতিকষ্টক বিধিবে ও অন্তর।' নজরুল, ১৯৩১।

শ্রুতিকথা [স] বি অতীত কালের কাহিনী। 'বাশের শ্রুতিকথায় সুখার আর কোন অমাহ নেই।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

শ্রুতিকর [স] বিণ শ্রবণশক্তি বাড়ায় এমন। 'বল-মেধা-শ্রুতিকর শোষ-সোষ নাশে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

শ্রুতিকাহিনী [স] শ্রুতি+কাহিনী বি অতীত ঘটনার বিবরণ। 'সেই শ্রুতিসংগ্রামী বোনদের সংঘাতময় শ্রুতিকাহিনী তুলে ধরতে চাই।' বেঙ্গল, ১৯৭২।

শ্রুতিক্রন্দে [স] বি মন। 'এই সকল মহানন্তরূপ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদের শ্রুতিক্রন্দে বিদ্যমান থাকিবেন।' রাজ, ১৮৭৪।

শ্রুতিগন্ধ [স] বি শ্রুতিরূপ গন্ধ। 'শহীদের বলকিত রক্তের বুদ্ধদে শ্রুতিগন্ধে ভরপুর।' শামসুর, ১৯৭০।

শ্রুতিগম্য [স] বিণ শ্রবণযোগ্য। 'তা যথার্থরূপে শ্রুতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

শ্রুতিচিহ্ন [স] বি স্মারকচিহ্ন। 'বিলাসভবনের শ্রুতিচিহ্ন কোথায় পেল?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রুতি-জাগরণকারী [স] বিণ শ্রুতি জাগিয়ে তোলে এমন। 'তেমনি দৈবিন সেই ওই মুখখানি শ্রুতি-জাগরণকারী রাণিগীর মতো।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শ্রুতিজাল [স] বি জালের মতো ছড়িয়ে থাকা শ্রুতিসমূহ। 'রেখে গেল শুধু তার নিপাত-প্রসার শ্রুতিজাল।' ফররুখ, ১৯৪৬।

শ্রুতি-তর্পণ [স] বি শ্রুতি নিবেদন। 'অহং-রেবা-কুল মোর এ শ্রুতি-তর্পণ।' নজরুল, ১৯২৬।

শ্রুতিদীপ [স] বি শ্রুতিরূপ প্রদীপ। 'জীবনের শ্রুতিদীপে আজও দিতেছে যারা স্রোতি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

শ্রুতিপট [স] বি শ্রবণপট; শ্রুতিফলক। 'কথাটা আমার শ্রুতিপটে লেখা থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

শ্রুতিপথ [স] বি শ্রবণপথ। 'শ্রুতিপথে জাগরুক হওয়াতে অক্ষয়বাবুর সন্দর্ভন জন্য মন ব্যাকুল হইল।' রাজ, ১৮৭৪।

শ্রুতিপাশাঙ্ক হওয়া [স] শ্রুতিপাশাঙ্ক+হওয়া ক্রি মনে পড়া। 'সেই সকল বিপদের কথা তখন শ্রুতিপাশাঙ্ক হওয়াতে বহুবিচ্ছেদে মন আকুল হইল।' যশোরক, ১৮৬৯।

শ্রুতিপুরাণ [স] বি হিন্দু ধর্মসংহিতা ও পুরাণাদি। 'শ্রুতিপুরাণ পড়িলেই পণ্ডিত হয় না।' ভবানী, ১৮২৫।

শ্রুতি-পূজা [স] বি শ্রুতিচারণ; শ্রুতিতর্পণ। 'সিরাজের আমরা যতই শ্রুতি-পূজা করি।' সওগাত, ১৯৩৯।

শ্রুতি-প্রতিমা [স] বি শ্রুতিরূপ প্রতিমা। 'শ্রুতি-প্রতিমা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শ্রুতিবদ্ধ [স] বিণ শ্রুতিতে রক্ষিত। 'অনেক লোকের দ্বারা শ্রুতিবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের ভাঙ্গার ভরিয়া তুলিগেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্রুতিবার্ষিকী [স] বি শ্রুতিচারণ করে অনুষ্ঠেয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান। 'রোকো সাণাওয়াং হোসেনের শ্রুতিবার্ষিকী উপলক্ষে বসায় ...।' বেঙ্গল, ১৯৪৮।

শ্রুতিবাহিনী [স] বি শ্রুতিরূপ মালা। 'আজ বসে বসে পাঁচিস নে আর বাঁচিস নে শ্রুতিবাহিনী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

শ্রুতিবিষ [স] বি শ্রুতিরূপ বিষ। 'জ্যোত্স্নায় ভেজা ঠোটে পান করছে পূর্বপুরুষের শ্রুতিবিষ।' শামসুর, ১৯৫৯।

শ্রুতিবিহীন [স] বি শ্রবণ ও বিশ্বরণ। 'শ্রুতি-বিহীন একই জাতি। একই স্থানে বাস করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'শ্রুতিবিহীন নানা বর্ণে রঞ্জিত দুঃখসুখের বাসধনামা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

শ্রুতি-বিশ্রুতি-বিজড়িত [স] বিণ শ্রুতি ও বিশ্ব্রুতিতে জড়িয়ে আছে এমন। 'শ্রুতি-বিশ্রুতি-বিজড়িত কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

শ্রুতিভার [স] বি শ্রুতির ভার। 'তাই শ্রুতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

শ্রুতিভ্রষ্ট [স] বিণ শ্রুতি লোপ পেয়েছে এমন। 'শ্রুতিভ্রষ্ট উল্কাভ্রষ্টী চলে কোন মতে।' সুলভ, ১৯৪৮।

শ্রুতিমন্দির [স] ১ বি শ্রুতিরূপ মন্দির। 'জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের শ্রুতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি শ্রুতিভ্রষ্ট। 'তার কবরের উপর একটি শ্রুতিমন্দির বাড়ী করা।' প্রমথ, ১৯৩২।

শ্রুতিময় [স] বিণ শ্রুতিপূর্ণ। 'জ্ঞানমাজ, পুণ্য শ্রুতিময়, নিবিড় গোটানো একপাশে।' শামসুর, ১৯৭০।

শ্রুতিমন্দির [স] বিণ শ্রী প্রভূত শ্রবণশক্তি আছে এমন। 'শৈশবের শ্রুতিমন্দির ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

শ্রুতিযোগসূত্র [স] বি শ্রুতির যোগসূত্র। 'ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞানতত্ত্বের শ্রুতিযোগসূত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্রুতির পট বি মন। 'শ্রুতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

শ্রুতিরশ্মি [স] বি শ্রুতিরূপ রশ্মি। 'শ্রুতিরশ্মি-হারা সেই বনির আসন।' অমির, ১৯৩৮।

শ্রুতিরূপ [স] বি শ্রুতির অবয়ব। 'মানুষের প্রতিভার প্রেরণায় তার যত কিছু শক্তি সমষ্টি চালিত হয়ে এই দুই পথ ধরে শক্তিরূপ ও শ্রুতিরূপ পয়ে চলেছে।' অবন, ১৯২৫।

শ্রুতিরোষা [স] বি শ্রুতিচিহ্ন। 'সামীর মনের শ্রুতিরোষা মুছিয়া দিতে হইবে?' মানিক, ১৯৪০।

শ্রুতিলিপি [স] বি শ্রুতির লেখা। 'আপনার শ্রুতিলিপি চিত্তপটে একে একে যায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শ্রুতিলেখা [স] বি শ্রুতির চিহ্ন। 'কোন আধারের গভীর তলে রেখে শ্রুতিলেখা।' জীবন, ১৯৩০।

শ্রুতিসোক [স] বি শ্রুতির জগৎ। 'মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান শ্রুতিসোক।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

শ্রুতি লোপ পাওয়া ক্রি শ্রুতিশক্তি হারিয়ে যাওয়া। 'সৌন্দর্য ডুবিছে, বৃদ্ধি কমিতেছে, শ্রুতি লোপ পাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

শ্রুতিশক্তি [স] বি শ্রবণ করার ক্ষমতা। 'হিমাশ্রের বক্তৃতাশক্তি, শ্রুতিশক্তি, কল্পনাশক্তির সবিসেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

শ্রুতিশাস্ত্র [স] বি হিন্দু ধর্মসংহিতা। 'কিন্তু শ্রুতিশাস্ত্র পুরাণশাস্ত্র এই চতুর্দশ বিদ্যা ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

শ্রুতিশাস্ত্রব্যবসায়ী [স শ্রুতিশাস্ত্রব্যবসায়ী]। বিপ হিন্দু শ্রুতিশাস্ত্র বিশারদ। 'শ্রুতিশাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ... দরখাস্ত দিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮২৪।

শ্রুতিসভা [স] বি শ্রুতগণসভা। 'সেঁউতি বৃথী জবা আনবে ডেকে ক্ষপে ক্ষপে কবির শ্রুতিসভা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্রুতিসম্পদ [স] বি শ্রুতির ভাণ্ডার। 'একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন শ্রুতিসম্পদ।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

শ্রুতিসুখকর [স] বিপ মনে করতে ভালো লাগে এমন। 'অতি সুমধুর ও শ্রুতিসুখকর পারসী ভাষা।' প্রচারক, ১৯০১।

শ্রুতিসুধা [স] বি শ্রুতিরূপ সুধা। 'ভরা থাক শ্রুতি সুধায় বিনায়ের পাত্রখানি।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

শ্রুতিতত্ত্ব [স] বি শ্রুতি রক্ষার্থে নির্মিত তত্ত্ব। 'ভাষ্যের শ্রুতিতত্ত্ব।' নজরুল, ১৯২২।

শ্রুতিভ্রাতা [স] বিপ শ্রুতিময়। 'ঐশ্বর্যের তন্ত্রী – পাল-তোলা তরঙ্গের শ্রুতিভ্রাতা দীপ্ত জলধান।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৩।

শ্রুতিস্পন্দন [স] বি শ্রুতির আন্দোলন। 'যুগযুগান্তরবাহিত শ্রুতিস্পন্দন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্রুতিহারা বিপ শ্রুতি হারিয়ে গেছে এমন। 'খ্যাতিহারা সেই শ্রুতিহারা সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত শীলাঘরে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

শ্রুতিহীন [স] বিপ কোনো শ্রুতি নেই এমন। 'যদি পারতুম ... চুপে যেতে শ্রুতিহীন, স্বপ্নহীন অতল ঘুমের মধ্যে।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

শ্রেণিঃ সপ্তী [স] বি ভীত গন্ধের বাতালো লবণ। 'শ্রেণিঃ সপ্তী শুকছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

শ্রোতরন, শ্রোতরাঃ শ্রুতরশ

শ্রোসর বিপ সমক্ষ। 'কোহোত জিনিতে নারে একোই শ্রোসর।' মালাধর, ১৫০০।

শ্র্যন্দন [স] বি রথ। 'মদন-শ্র্যন্দন যেমন অপরাঞ্জিতা কাননে চলে মধুকালে মধুগতি।' মাইকেল, ১৮৬৩।

শ্র্যন্দমান [স] বিপ গতিশীল। 'করুণার উন্মেষেই বিগলিত হইয়া শ্র্যন্দমান হইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

শ্র্যমস্তক [স] বি (হিন্দুপুরাণ) মণিবিশেষ। 'মাঘবের বকে তুমি ছিলে কি গো শ্যামস্তক মণি।' জীবন, ১৯০০।

শ্র্যংশন [স] বি অনুমোদন। 'বাজেট শ্র্যংশন করে নিতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্র্যন্তালা [স] শৈবালা বি শেওলা। 'বাঁধানো ডিঙির গায়ে শ্র্যন্তালা পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্র্যন্তসৈতে [স] সিন্ধু> ১ বিপ প্রায় ডিঙ্গা। 'একটা শ্র্যন্তসৈতে ঘরে একটা তক্তা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিপ অলস। 'আর এই পরপদানত/শ্র্যন্তসৈতে জাত বুদ্ধিহত।' অশ্বিনী, ১৯২০।

শ্র্যন্তসৈতে বিপ প্রায় ডিঙ্গা। 'শ্র্যন্তসৈতে পাটকেলের জ্বলি অন্ধকার চিরে ...' কায়সার, ১৯৬২।

শ্র্যন্তা বি শেওলা। 'মাঝে মাঝে শ্র্যন্তা-পড়া দাগ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

শ্র্যকরা [স] সিন্ধু> বি স্বর্ণকার। 'শ্র্যকরাদ দূর্গপ্রদীপ সামনে নিয়ে রাখালা দিবার উপক্রম করিতে।' হেতুম, ১৮৬৩।

শ্র্যকরাগাড়ি [স] সিন্ধু>+গাড়ি বি কম ভাড়ার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ।

'শ্র্যকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কাশীঘাটে চলিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

শ্র্যকারিন [স] বি অত্যন্ত মিষ্টি রাসায়নিকবিশেষ। 'বড় ব্রেন মিষ্ট্রী, ওড় ছোট ব্রেন শ্র্যকারিন, শ্র্যকারিন।' রোকেয়া, ১৯৩১।

শ্র্যজ্ঞাত [স] সিন্ধু> ১ বি বন্ধু। 'ছেলেবেলাকার কলকাতা মনে পড়ে, ও পুকুরতোলাই ছিল আকাশে শ্র্যজ্ঞাত, শহরের মধ্যে ওইখানটাকে দ্যালোক ভুলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত।' রবীন্দ্র ১৯১৯: 'কি বল ভাই শ্র্যজ্ঞাত?' নজরুল, ১৯২২। ২ বি চেলা। 'ক' শিত বেঁধে বেড়াঘাত করেছে রে এই কুর শ্র্যজ্ঞাত।' নজরুল ১৯২৪।

শ্র্যজ্ঞানি বি সখী। 'আমার শ্র্যজ্ঞানিকে ডেকে দাও।' রবীন্দ্র ১৯২২।

শ্র্যজ্ঞা-করাঃ শ্র্যজ্ঞা

শ্র্যটিয়ার [স] বি বাস্তুশাস্ত্র রচনা। 'ইউরোপীয় সমস্ত সাহিত্যেই ... শ্র্যটিয়ার-এ সমৃদ্ধশালী।' নজরুল, ১৯৩০।

শ্র্যটিউল্ট [স] বিপ অনাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় এমন। 'সেই শ্র্যটিউল্ট মাস্টার যখন হেড মাস্টারের হুড়ো খেয়ে ...' মুক্ততবা, ১৯৬০।

শ্র্যটিউইচ [স] বি মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই টুক মাখন-মাখানো রুটি। 'দুটো বড় শ্র্যটিউইচ বানাল বাবর।' শ্যামসুন্দর ১৯৭২।

শ্র্যভেল, শ্র্যভাল [স] বি চামড়া বা রবারের হালকা জুতা। 'পায়ে পুরনে একজোড়া শ্র্যভাল।' নবরত্ন, ১৯৪৫: 'বাড়িতে সারাক্ষণ শ্র্যভে পড়ে থাকা।' বুদ্ধদেব, ১৯৪৯।

শ্র্যভাল [স] বি চামড়া বা রবারের হালকা জুতাবিশেষ। 'হেঁ শ্র্যভাল পায়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে।' শিবরাম, ১৯৭০।

শ্র্যনিটেরিয়াম [স] বি দীর্ঘশ্রীতির রোগে আক্রান্ত লোকদের আবাসি চিকিৎসকেন্দ্র। 'এখন সে শ্র্যনিটেরিয়াম বন্ধ হয়ে গেছে।' জীবন ১৯৩৩।

শ্র্যনিটেরী ইলপেটর [স] বি স্বাস্থ্য বিভাগীয় পরিদর্শক। 'একটা মা শ্র্যনিটেরী ইলপেটর এই অফিসে।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

শ্র্যনিটেশন [স] বি শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা। 'শ্র্যনিটেশনের দৌলতে দেশকে যেদিন স্বর্ণ করে তুলব।' প্রমথ, ১৯১৯।

শ্র্যটিউইচ [স] বি মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই খ মাখন-মাখা রুটি। 'শ্র্যটিউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গুজুজব্বা আবা গান।' বিকৃতি, ১৯৩১।

শ্র্যনিটইচ [স] বি মাঝখানে মাংস মাছ সবজি ইত্যাদি দেওয়া দুই খ মাখন-মাখা রুটি। 'আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখান শ্র্যনিটইচ, আর পাঁচটি সিগারেটের দাম।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

শ্র্যজামি বি চালাকি। 'শ্র্যজামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন রবীন্দ্র, ১৮৮১।

শ্র্যামপিন [স] বি ফ্রান্সে উপাদিত এক ধরনের মদ, যা সাধারণত উৎসব পান করা হয়। 'এক আদুনি সেরিতে শ্র্যামপিনটারও আশাদ নেও হয়।' হেতুম, ১৮৬১।

শ্র্যামল [স] শ্র্যামল বিপ শ্র্যামবর্ণবিশিষ্ট। 'শ্র্যামল সুন্দর কৃষ্ণ মনে ভাবিয়া।' মালাধর, ১৫০০।

শ্র্যামলতা [স] শ্র্যাম-লতা বি ফুলবিশেষ। 'শ্র্যামলতা ঘাটফুল কাল্যাক তোলে মৌল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

স্যাম্পেল [হি] বি নমুনা। 'এক একবানা যা স্যাম্পেল, বীভৎস'। শ্যামল, ১৯৬৭।

স্যামনা [স সন্ধান] বি ধৃত। 'পেয়াদাটা ভারি দুট্ট স্যামনা'। রবীন্দ্র, ১৯০৩।

স্যালক [স শ্যালক] বি ক্রীড় ছোটো ভাই। 'তাহার স্যালকেরা সরকার সঙ্ঘামের কাছারিতে কাননাগো দণ্ডের মুখরি ছিল'। রামায়ণ, ১৮০১।
স্যালিপতি [স শ্যালিক] বি ক্রীড় ভয়ানক; ভয়রা ভাই। 'সাপুর বিহাই আইসে নামে রাম দাঁ/ আইলা স্যালিপতি ভাই জসমন্ত বা'। মুকুন্দ, ১৬০০।

স্যালোজ বি শ্যালকের স্ত্রী। ওঙ্গা, ১৭৮২।

স্যালাইন ওয়াটার [হি] বি লবণ ও চিনি মেশানো জল। 'স্যাণ্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যালাইন ওয়াটারের বহু ব্যাণ'। ইলিয়াস, ১৯৭২।

স্যাল্যাড [হি] বি সালাদ; বিভিন্ন রকমের কাঁচা সবজি মেশানো খাবার। 'ক্রারার মার পাঠানো স্যাল্যাডটা খা ভাই'। মুক্তভা, ১৯৫২।

স্যালুট [হি] বি অভিবাদন। 'অফিসারকে দেখে জওয়ান দুজন মিলিটারি কামনায় স্যালুট দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল'। শওকত, ১৯৭২।

স্যালুন [হি] বি রেলপাড়ি ইত্যাদিতে বিলাসবহুল বড়ো কেবিন। 'রাশি রাশি জিনিসপত্র, একটা স্যালুনের সামনে'। নজরুল, ১৯০১।

স্যালুলয়েড [হি] বি একধরকার পাতলা বহু প্রাস্তিকের পদার্থ। 'একটা সত্তা স্যালুলয়েডের চিরুণী'। শওকত, ১৯৫৮।

স্যাস [স শাস] বি নিশাস। 'ঘন ঘন স্যাস ছাড়ে গোপিকা সকল'। মালাধর, ১৫০০।

স্যুটকেস [হি] বি কাপড়চোপড় রাখার ছোটো ব্যাগ। 'স্যুটকেস হাতে কেউ কান্ডিমান দ্রুত হেটে যায়'। শ্যামসূর, ১৯৬৮।

স্যুটিং [হি] বি চলচ্চিত্রে চিত্রগ্রহণ। 'সব নিয়ে দু-তিন দিনের স্যুটিং'। নবরত্ন, ১৯৫০।

স্যুরেয়াসিগি [হি] বিপ পরাবাস্তববাদী। 'ইয়েরোপে যে স্যুরেয়াসিগি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ...'। শিব, ১৯৭৩।

স্যোজ্জভাই [ফা সে] বি তৃতীয় ভাই। ওঙ্গা, ১৭৮২।

স্যোজে দ্র সাজা

স্রক [সি] বি মালা। স্রক-চন্দন [সি] বি মালা ও চন্দন। 'তোমাদের জন্যে স্রক-চন্দন নয়'। নজরুল, ১৯২৬।

স্রখা [স শ্রু] বি শ্রদ্ধা। 'সুনিতে রহস্য কথা স্রখা লয়ে মনে'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

স্রবন [স শ্রবণ] বি শোনা। 'স্রবনে সজ্জাস দুঃখ সোক নাহি রয়ে'। মালাধর, ১৫০০। দ্র শ্রবণ

স্রবনক পথ বি কান। 'স্রবনক পথ দুঃখ লোচন লেল'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

স্রবনেচ্ছা [স শ্রবণেচ্ছা] বি শোনার ইচ্ছা। 'পরাগলের মহাভারত স্রবনেচ্ছা'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

স্রবা [স শ্রু] ক্রি করিত হওয়া। স্রবএ ক্রি করে। 'ধারারূপে স্রবএ নয়ন'। আলাওল, ১৬৮০। স্রবিলি বি করিত হলে। 'বিন্দু বিন্দু হই যত স্রবিলি রকত'। আলাওল, ১৬৮০। স্রাবে ক্রি বিস্তারিত। 'নয়ান যুগলে স্রাবে মুকুতার হার'। বাহরাম, ১৬৫০।

স্রাবিতর [সি] বিপ অপেক্ষাকৃত ক্ষয়শীল। 'স্রাবিতর শব্দে প্রবনীয়া ভূমিই বুঝায়'। বক্রিম, ১৮৯২।

স্রাম [স শ্রম] বি শৈবিক ব্রাহ্মণ। 'ভুজাইয়া স্রাম তার ঘৃণ্য সকল'।

মালাধর, ১৫০০।

স্রমজল [স শ্রম-জল] বি ঘাম। 'আঁচরে স্রমজল মোছল মোরি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

স্রটত্ব [সি] বি স্তিক্তিকর্তা। 'পাত্তত্ব হর্ষত্ব স্রটত্বের সূচনাও বেদে আছে'। বক্রিম, ১৮৯২।

স্রষ্টা [সি] বি স্তিক্তিকর্তা। 'তোমা আরোপিতা যবে বিশ্ব-মাত্রে স্রষ্টা'। মাইকেল, ১৮৬৬।

স্রষ্টাত্রয়ী [সি] বি তিন রয়িতা। 'উপরোক্ত স্রষ্টাত্রয়ী অনাখারণ সৃষ্টি প্রতিভায় একদিনেই ক্রশ-সাহিত্যকে ...'। আজাদ, ১৯৩৭।

স্রষ্টা-রাজা [সি] বি স্রষ্টারূপ রাজা। 'সে স্রষ্টা-রাজা সম্বন্ধে কোনো খবর রাখো কি?'। নজরুল, ১৯২৭।

স্রষ্টাসম [সি] বিপ স্রষ্টার মতো। 'স্রষ্টাসম যারা গোপনে কোথায় সৃজন করিছে জাতি'। নজরুল, ১৯২৬।

স্রস্ত [সি] ১ বিপ শিথিল। 'স্রস্ত কেলভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬। ২ বি শ্লিষ্ট জন। 'এ-টির স্রস্তরা সস্তত হবেন না কতু সন্ধিনীর স্রিষ্ট সহবাসে'। সূরীন্দ্র, ১৯০১।

স্রাঙ্ক [সি] স্রাঙ্ক বি মৃতের উদ্দেশে স্রাঙ্কপূর্বক অন্ত্রাদি দান। 'বনফুলে বাপের করিল স্রাঙ্ক দানে'। মালাধর, ১৫০০। দ্র শ্রাঙ্ক

স্রাঙ্কশাস্তি [সি] স্রাঙ্কশাস্তি বি মৃতের আত্মার শাস্তির জন্য স্রাঙ্ক অনুষ্ঠান। 'স্রাঙ্কশাস্তি কর পিয়া রাজার সৎকারে'। মালাধর, ১৫০০।

স্রান [সি] স্রান বি স্রান। 'জল দিয়া স্রান স্রান করাইল'। মালাধর, ১৫০০।

স্রাণ্ডিত

স্রাণ্ডিত [সি] স্রাণ্ডিত ক্রি সৃষ্টি করা। 'মায়াতে স্রাণ্ডিত সিদ্ধ নাম বৈতরণী'। রামাই, ১৭১০। দ্র স্রাণ্ডিত

স্রী [সি] বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'স্রীরাগ'। মালাধর, ১৫০০। দ্র স্রী

স্রীপা [সি] স্রীপা বি শ্রীপা। 'স্রীপা ইয়া আসি ভাঙিলে কেসরি'। মালাধর, ১৫০০। দ্র স্রীপা

স্রীপালি [সি] স্রীপালি বি স্রী শ্রীপাল। 'স্রীপালি রূপে দেবি আসে মোহামাও'। মালাধর, ১৫০০।

স্রীল [সি] স্রীল বি চূড়া। 'পালাইয়া রহিল তবে পর্বতের স্রীল'। মালাধর, ১৫০০। দ্র স্রীল

স্রীলি [সি] স্রীলি বি পর্বত। 'সুবর্নের স্রীলি ডাকি আনিল তথাই'। মালাধর, ১৫০০।

স্রীদার [সি] স্রীদার বি রতিক্রিয়া। 'কামে হতচিত হৈয়া স্রীজল স্রীদার'। মালাধর, ১৫০০। দ্র স্রীদার

স্রীজন [সি] স্রীজন বি নির্মাণ; সৃষ্টি। 'মাঝে করি বলয়া স্রীজন'। মালাধর, ১৫০০। দ্র স্রীজন

স্রীজা [সি] স্রীজা ক্রি সৃজন করা। স্রীজিয়া ক্রি সৃষ্টি করে। 'ঘরে আনি জসোনা উপায় স্রীজিয়া'। মালাধর, ১৫০০। স্রীজিল ক্রি সৃষ্টি করিলো। 'মনেত ভাবিয়া রাজা উপায় স্রীজিল'। মালাধর, ১৫০০। স্রীজিলা ক্রি সৃষ্টি করিলো। 'রুসিয়া বৈষ্ণব স্রীজিলা তখন'। মালাধর, ১৫০০।

স্রীজিত [সি] স্রীজিত বিপ সৃষ্টি। 'অসেস গভির আমি তোমার স্রীজিত'। মালাধর, ১৫০০।

স্রীটি, স্রীটী [সি] স্রীটি বি সৃষ্টি। 'প্রকৃতি বক্রুপা দেবি স্রীটির পালনি'। মালাধর, ১৫০০। 'ভূমি দেব নারায়ণ স্রীটী স্থিতি কারণ'। মালাধর,

১৫০০।

সুতিশীল [স] **বিশ** পতনশীল। 'নির্বাক হইতে বর্ষের শব্দে সুতিশীল।' **কৃষ্ণকমল**, ১৮৫৮।

স্রব [স] **বি** যন্ত্রশব্দ। 'ভাঙ্গিল দশন স্রবের মারিয়া বাড়ি।' **মুহুদ্র**, ১৬০০।

শ্রেক দ্র **সেরেক**

শ্রেষ্ঠ [স] **শ্রেষ্ঠা** **বিশ** **শ্রেষ্ঠ**। 'বধুর শ্রেষ্ঠ বধু তুষ্টি পরিহার মাগি আকি।' **কবীন্দ্র**, ১৬৮৯। **দ্র শ্রেষ্ঠ**

শ্রোত, **শ্রোতঃ** [স] ১ **বি** প্রবাহ। 'সর্প প্রায় ইহা গঙ্গার শ্রোতে ভাসে।' **বৃন্দা**, ১৫৮০। ২ **বি** শ্রোতবিনী। 'জগৎ-শ্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩।

শ্রোতঃপথ [স] **বি** শ্রোতবিনী। 'বহিছে জলশ্রোত কলরবে শ্রোতঃপথে জল যথা বরিবার কালে।' **মাইকেল**, ১৮৬১; 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি বিচারের শ্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি।' **রবীন্দ্র**, ১৯০১।

শ্রোতঃশাখা [স] **বি** যা দিয়ে শ্রোতের একটি শাখা বয়ে গেছে; খাল। 'একটা স্ত্রী শ্রোতঃশাখা।' **বিকৃত**, ১৯০১।

শ্রোতকন্যে [স] **বি** শ্রোতঃপথ কন্যা। 'তারি তলায় বাড়ি বাজায় শ্রোতকন্যার নাচ।' **অমিয়**, ১৯৩৯।

শ্রোতঃ [স] **বিশ** গতিময়। 'শ্রোতঃ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও।' **বিকৃত**, ১৯৩৭।

শ্রোতঃরঙ্গ [স] **বি** শ্রোতের ডেউ। 'ছুটিয়া চলেছে শ্রোতঃরঙ্গ পাহাড়ি বহিষীসম।' **নজরুল**, ১৯০০।

শ্রোতঃধারা [স] **বি** শ্রোতবিনী। 'ধরা যায় না কিশলয়গুচ্ছে প্রবাহমান শ্রোতঃধারাকে।' **আহসান**, ১৯৫৯।

শ্রোতঃপূর্ণ [স] **বিশ** শ্রোত আছে এমন। 'চাই শ্রোতঃপূর্ণ নদীর মতো সাবলীল জীবনধারা।' **নজরুল**, ১৯৪১।

শ্রোতঃবাহী [স] **বিশ** শ্রোত বেয়ে গমনকারী। 'শ্রোতঃবাহী নৌকার মতো সন্ধ্যাধর।' **আহসান**, ১৯৬২।

শ্রোতঃশীল [স] **বিশ** প্রবাহমান। 'তার শ্রোতঃশীল গতি দেখে চলার আনন্দে জীবনে নিজেও মগ্নতুল।' **হাই**, ১৯৫৪।

শ্রোতঃবতী [স] ১ **বি** নদী। 'শ্রোতঃবতীসকলের জলে ... শুভ তুষারখণ্ডমুহ দেখিতে অতি সুন্দর।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪; 'শ্রোতঃবতী খাভালে যেমতি কল্পাশিনী।' **মাইকেল**, ১৮৬০। ২ **বিশ** শ্রোত আছে এমন। 'না মানে যেমন বাঁধ শ্রোতঃবতী নদী।' **মগারফ**, ১৮৬৯।

শ্রোতঃবিনী [স] **বি** স্ত্রী নদী। 'শ্রোতঃবিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৬।

শ্রোতঃহীন [স] **বিশ** নিপল। 'শিরদাড়া বেয়ে শ্রোতঃহীন দাঁড়িয়ে পড়লো নীতল প্রাণহীন রক্ত।' **ইলিয়াস**, ১৯৭২।

শ্রোতঃবর্ত [স] **বি** শ্রোতের পাক। 'ও কি পিশাচ নদী দুলছে বাপাঙ্কল গলিত শ্রোতঃবর্ত।' **শক্তি**, ১৯৬১।

শ্রোতঃমিষ্ট [স] **বিশ** ধাবমান। 'তবু একই কেন্দ্রে সমস্ত চিত্তা শ্রোতঃমিষ্ট হইতে লাগিল।' **শওকত**, ১৯৫৮।

শ্রোতে গা ভাসানো ১ **ক্রি** শ্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া। 'যে সকল দাঁড় ও পাল-বহীন নৌকা শ্রোতে গা-ভাসান দেয়, প্রায় তাহার বিলাশ-সমুদ্রে গিয়া পড়ে।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩। ২ **ক্রি** নিশ্চেষ্টভাবে হাত-পা ছেড়ে দেওয়া। 'আত্মশ্রদ্ধ আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার শ্রোতে গা ভাসান দিয়েছে।' **রবীন্দ্র**, ১৯৩৯। ৩ **ক্রি** গভাসনশক্তিকভাবে কিছু

করা; অন্য পাচজনের মতো করা। 'সে যে ... শ্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়েছে।' **মাদিক**, ১৯৪০।

শ্রোতে ভাসা **ক্রি** গভাসনশক্তিকভাবে চলা। 'তবু যাওয়া আসা, তবু শ্রোতে ভাসা।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

শ্রোতঃধার [স] **বি** মিলনস্থল। 'পন্ডিত পুবে আকি একাকার -/ মহাসম্মে শত শ্রোতঃধার।' **মাহেন্দ্র**, ১৯৪৯।

শ্রোতঃধারা [স] **বি** শ্রোতের প্রবাহ। 'ব্রহ্মাভিমুখী যোদ্ধাভিমুখী বেগবতী শ্রোতঃধারা ...' **রবীন্দ্র**, ১৯০২; 'লক্ষ কোটি উষ্মতের অক্ষতবার শ্রোতঃধারা।' **ফররুখ**, ১৯৬৩।

শ্রোতঃনাদ [স] **বি** শ্রোতের গর্জন। 'অসির গুঞ্জর, শ্রোতঃনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি।' **মাইকেল**, ১৮৬২।

শ্রোতঃবাহিত [স] **বিশ** শ্রোতের সাথে ভেসে এসেছে এমন। 'শ্রোতঃবাহিত কঙ্কালমালা।' **বন্দর্শন**, ১৮৭৪।

শ্রোতঃবেশ [স] **বি** শ্রোতের প্রবাহ। 'শ্রোতঃবেগচালিত ভাসমান তত্ত্বযাচরকসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর।' **অক্ষয়**, ১৮৫৪।

শ্রোতঃমুখ [স] ১ **ক্রি** **বিশ** শ্রোতের সঙ্গে। 'শ্রোতঃমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মতো।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮১; 'এই বেলা দাঁড়া তুই, শ্রোতঃমুখে ভাসিল নে আর।' **রবীন্দ্র**, ১৮৮৩। ২ **বি** শ্রোতের উজান। 'কয়েকটি ছোট নৌকা শ্রোতঃমুখে মছুর গতিতে ভাসিতেছে।' **বনকুল**, ১৯৩৬।

শ্রোতঃহীন [স] **বিশ** শ্রোত নেই এমন। 'ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীবানি শৈবালে জর্জর, হির শ্রোতঃহীন।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯৬; 'শ্রোতঃহীন চেতনায়, গাঢ় গুঢ় অতল সলিলে।' **শ্রেয়স**, ১৯৪০।

শ্রোতঃরমি [আ] **পতঃ** **বিশ** সতঃ। **মামোএল**, ১৭৪৩।

স্রাইড [হি] **বি** অপূর্ণীকণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার জন্যে কাচবক্সের উপর কোনো বস্তুর গাভলা প্রলেপ। 'নানা মাইক্রোসকোপের স্রাইডস।' **রবীন্দ্র**, ১৯৪০।

স্রাইস [হি] **বিশ** টুকরা। 'স্রাইস পাউরটি।' **জীবন**, ১৯৩২।

স্লিপ [হি] **বি** চিরকুট। 'স্লিপগুলো দাঁড়িয়ে থেকে ছাপিয়ে আনো।' **রবীন্দ্র**, ১৯০৭।

স্লিপার [হি] ১ **বি** রাতের রেলপাড়িতে যাত্রীদের শোয়ার জায়গা। 'স্লিপারের ওপর ইটকি-বোঁচকা সুন্দর আমাদের টুড়ে ফেলে।' **জীবন**, ১৯৩১। ২ **বি** চটি জুতা; স্যাভেল। 'স্লিপারটা হঠাৎ লক্ষিয়ে উঠে।' **জীবন**, ১৯৩২।

স্লিপিং সুট [হি] **বি** যুমানোর সময়ে পরিধেয় পোশাক। 'স্লিপিং সুট পরে শোবার ঘরের বাইরে বেরোনো যাবে না।' **হাই**, ১৯৫৮।

স্লোজ [হি] **বি** কুকুরে টানা গাড়ি। 'অন্য গাড়ি আর স্লোজের মধ্যে পার্থক্য কি?' **বিকৃত**, ১৯৩১।

স্লোট [হি] **বি** কালো পাথরের তৈরি লেখার ফলক। 'বুকের উপর স্লোট রেখে ... একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।' **রবীন্দ্র**, ১৮৯২।

স্লো [হি] **বিশ** (ক্রিকেট খেলায়) বিশেষ ধীরগতিসম্পন্ন। 'ফাস্ট মিডিয়ম স্লো গুণিগি বোলার।' **মুক্ততা**, ১৯৫৮।

স্লোগান [হি] **বি** মিছিলের ধ্বনি। 'স্লোগানও দিয়েছিলেন মূলতঃ তাঁরাই।' **বেগম**, ১৯৪৮।

স্ল্যাড [হি] **বি** অপশল। 'স্ল্যাড-বিকীর ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত।' **রবীন্দ্র**, ১৯২৮।

হু বি বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে অকার সংযুক্ত।' রামধন্যাস, ১৭৮০।

হ- ১ সত্বেী বিভক্তিবিশেষ; -এ। 'গণশহ জিম উজ্জোলি চান্দে।' চর্যা ৩০, ১২০০। ২ সত্বেী বিভক্তিবিশেষ; -র। 'আসা বহল পাতহ বাহা।' চর্যা ৪৫, ১২০০। ৩ অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎকালের; -ও। 'তোজ্ঞে কেহু সে বোল বোলহ আকারে।' বড়, ১৪৫০।

হইচই [খন্যা] বি শোরশোল। 'গ্রামে একটা হইচই পড়ে গেল।' নজরুল, ১৯০১।

হইরই [খন্যা] বি বিশৃঙ্খলা; হুতশোল। 'বরাডয়-বাণী ওই রে কার তনি, নহে হইরই এবার।' নজরুল, ১৯২২।

হই হই [খন্যা] বি হৈচৈ; গোলমাল। 'হই হই হায় হায় করে কোন জন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হইহই ব্যাপার [খন্যা হইহই+স ব্যাপার] বি হৈচৈ ফেশার মতো ঘটনা। 'হইহই ব্যাপার। রইরই কাণ।' নজরুল, ১৯২৭।

হইতহ অথ হতে; থেকে। 'গুরু বলে গঙ্গা কত দূর এথা হইতে।' বৃন্দা, ১৫৮০। এ হতে

হউজ [house] বি নীল তৈরির কারখানা। 'কুলিরা বোকা বোকা নীল শিটি মাথায় করিয়া হউজের বাহিরে ফেলিতেছে।' মশাররফ, ১৮৯০।

হউস [হি] বি সওদাগরি অফিস। 'শেষে এক সদয় হুদয় মুচ্ছকী আশনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম দিলেন।' হুতায়ম, ১৮৬১।

হওয়া [স হু] ১ কি ঘটা। 'কহসের কারণে হএ সূত্রির বিশাশে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি পরিণত হওয়া। 'কহসের বিষএ আশে হইএ মাহাদানী।' বড়, ১৪৫০। ৩ কি জন্ম নেওয়া। 'এবে হতে সৈবকীয় যত গুবর্ হএ।' বড়, ১৪৫০। ৪ কি জন্মগ্রহণ করা। 'পুয়া হবের রাজা উপায় চিন্তা কর।' মালধার, ১৫০০। ৫ কি পরিবর্তিত হওয়া। 'যৌন হউলে ভনু হইবেক লাউ।' বড়, ১৫৭০। ৬ কি পক্ষ হওয়া। 'সভারে হইআ বামা চলিলা জুড়ুটী ভীমা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৭ কি পাওয়া। 'অধনের ধন হঅ অপরকে পুত্র পায়।' মানিকরাম, ১৭৮১। ৮ কি কাজে লাগা। 'না, না, এ বলি হবে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ৯ কি পক্ষাবলম্বন করা। 'ওর হইবে কথা বলতে খুব ভালো লাগে।' জীবন, ১৯৩০। হঅ ১ কি হও। 'আমাক দেখিআ তেহু না হঅ বিকল।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হই। 'অধনের ধন হঅ অপরকে পুত্র পায়।' মানিকরাম, ১৭৮১। হআ ১ কি হয়ে। 'সীতা হই বকণ শাসন পড়া।' চর্যা ৪৭, ১২০০। 'শোভএ নিলে হই।' বড়, ১৫৭০। ২ কি হওয়া ক্রিয়ার উক্তম পুরুষের বর্তমান কালের রূপ। 'আমি ভুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।' রামধন্যাস, ১৭৮০। হইআ ১ কি হয়ে। 'সভারে হইআ বামা চলিলা জুড়ুটী ভীমা।' মুকুন্দ, ১৬০০। হইএ ১ কি হয়ে। 'কহসের বিষএ আশে হইএ মাহাদানী।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হয়ে। 'কাত হইএ কত করিলায় ভটি।' মানিকরাম, ১৭৮১। হইও ১ কি মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা। 'উচিত বচনে মায় না হইও দুঃখিণ।' বাহরাম, ১৬৫০। হইতহ ১ কি হভা। 'পক্ষ জদি হইতহ উড়া জাইতায় ঘর।' মুকুন্দ, ১৬০০। হইনু ১ কি হলাম। 'নির্নিপু হইনু মোতে বিষয় না হয়ে।'

কুরুদাস, ১৫৮০। হইনু ১ কি হলাম। 'দারুণ দৈবের ফলে হইনু বাদি মায়াজালে।' মুকুন্দ, ১৬০০। হইব ১ কি হবে। 'বড়াকে ঘাড়ি কেন হইব একাকিনী।' বড়, ১৫৭০। ২ কি হয়ে। 'বেইশবনে থইব তথা হইব প্রণয়ে।' বিজয়, ১৬৫০। হইবা ১ কি হবে। 'রজনী প্রভাতে কালি না হইবা বাহির।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হইবাত্তে ১ কিবিশ হওয়ার জন্য। 'আপন বামির শবসহ সহানুভূতি হইতে উদ্যত হইবাত্তে।' দর্পণ, ১৮২৬; 'সেই ভাবি সুশাশা সন্ধানপাশের হইবাত্তে সমাজের অনিষ্ট করিতেছে।' তমোদক, ১৮৭৪। হইবি ১ কি হয়ে যাবি। 'তথা গেলে হইবি ঘের বাদিআর সাপ।' বড়, ১৪৫০। হইবে ১ কি হবে। 'আসরে হইবে অধিষ্ঠান।' মানিকরাম, ১৭৮১। হইবৈ ১ কি হবে। 'কহসে সুধি পাইলে হইবৈ তোকে আপোষে।' বড়, ১৪৫০। হইবেক ১ কি হবে। 'হইবেক তোর মোর সুরভী কাফাখি ল।' বড়, ১৪৫০। হইবেন ১ কি হবে (সন্ধানসূচক নয়)। 'নিলাম নয় ঘড়ির সময় হইবেন।' কালগে, ১৭৮৫। হইমু ১ কি হবে। 'অরোণা প্রব্রিষ্ট মুক্তি হইমু সর্বথা।' বৃন্দা, ১৫৮০। হইয় ১ কি হোয়া। 'রাজঘারে বাহির না হইয় কদাচন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হইয়া ১ কি হয়ে। 'অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ।' বড়, ১৫৭০। হইয়াখি ১ কি হয়েছিল। 'তাহার একক খানের মহকুফ হইয়াখি।' কালগে, ১৭৮৭। হইয়ে ১ কি হয়ে। 'সম্মতিত হইয়ে তবে প্রণমে অর্জুন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হইল ১ কি হোলা। 'পঞ্চদশ দিবস হইল পরমান।' মালধার, ১৫০০। হইলু ১ কি হোলা। 'প্রমে ময় রতুগর্ভ হইলা তখন।' বৃন্দা, ১৫৮০। হইলাও ১ কি হলাম। 'সর্ব রাজা জিনি হইলাও নৃপমুনি।' মালধার, ১৫০০। হইলাম ১ কি হলাম। 'বিশ্বে না দেখিএ বড় হইলাম বিশ্ময়।' মানিকরাম, ১৭৮১। হইলী ১ কি হয়েছিল। 'মোর ব্রতভঙ্গ করি হইলী কহসের কাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০। হইলু ১ কি হলাম। 'চকোর চঞ্চলমতি হইলু উপান।' বাহরাম, ১৬৫০। হইলুম ১ কি হলাম। 'পাত্তএ বোলেন মুই হইলুম বৈরাগ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হইলে ১ কি হলে। 'রজনী সময় হইলে মাগিকা গ্রীণ জুলে অপরূপ পুরীর অন্তর।' বাহরাম, ১৬৫০। হইলেক ১ কি হোলা। 'কুরুক্ষেত্রে সমরতে হইলেক অন্ত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হইলেন্ত ১ কি হোলা। 'হইলেন্ত মিকাইল উকিল নিচএ।' সুলতান, ১৭০০। হইলৌ ১ কি হলাম। 'আকুলি হইলৌ ঘুমে।' বড়, ১৪৫০। হইল্য ১ কি হোলা। 'রাজসম্মতয়ে হইল্য শ্রীমন্তের তুয়া।' মুকুন্দ, ১৬০০। হউ ১ কি হোক। 'তুই হউ হৈবে জগন্নাথে।' বড়, ১৪৫০। হউব ১ কি হবে। 'বাস্য বোলে জনমেজয় কি হউব অখল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হউ কি হোক; ফুট। 'মাঝ বৃন্দাত হউ তোর মোর রতী।' বড়, ১৪৫০। হউক ১ কি হোক। 'আল দুইহার হউক কুল।' বড়, ১৪৫০। হএ ১ কি হয়। 'কহসের কারণে হএ সূত্রির বিশাশে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হয়ে। 'অগ্রসর হএ জায কহিলেন হেসে।' মানিকরাম, ১৭৮১। হএছে ১ কি হয়েছে। 'মায়ের হএছে এথা অকার মরণ।' মানিকরাম, ১৭৮১। হএন ১ কি হন। 'খাইয়া জে তুই হএন রায় নারায়ন।' মালধার, ১৫০০। হএ নহে - সভ্য হোক বা মিথ্যা হোক। 'হএ নহে রাধা আনুপে লেখা কর।' বড়, ১৪৫০। হও ১ কি হওয়া ক্রিয়ার বর্তমান অনুজ্ঞা রূপ। 'কন্যোএ বোলে তুনি জদি হও অর্জুন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হওন বি হওয়া। 'ঐ তিন সুবায় পদার্পণ হওনের ফরমান ও ভিবিবিচার খোলাফ পাওনেতে কৃত্যব...'। রামরাম, ১৮০১। হওন্ত ১ কি হয়। 'মদি সে হওন্ত তাকি সহএ আকার।' সুলতান, ১৭০০। হওক ১ কি হোক। 'সেই সৌরীর বয়ে হওক সভার সম্পদ।' বিজয় ১৫০০। হওত ১ কি হয়ে। 'রাজসভায় উপনীত হওন্ত জিজাসা করে।' বড়, ১৮২৭। হওয়ে ১ কি হয়ে

ওঠা; হও 'কর্ণে কেন হওরে চালা'। রামধন্যসাদ, ১৭৮০। হওগি কি হোস। 'সকল কহও যবে হওনি সদয়।' বড়, ১৪৫০। হক বিপ হোক। 'এই মত হক জোরে সকল মহান্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০। হকু কি হোক। 'কানা হকু বোড়া হকু এক পুর দিবে।' রূপরায়, ১৭৫০। হাঁ কি হোক। 'সেন কল মহারাজা মাগ হস মোরে।' মানিকরায়, ১৭৮১। হস্ত ১ কি হয়। 'নিরঞ্জন ভজি কেন হস্ত নিরঞ্জন।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি হও। 'সোদন সফল কর্তা হস্ত কৃতকৃতা।' বৃন্দা, ১৫৮০। হচ্চি কি হচ্চি। 'আমরা সত্বর প্রস্তুত হচ্চি।' গিরিশ, ১৮৮৭। হচ্চে ১ কি ঘটছে। 'এত বিলম্ব হচ্চে কেন।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ কি হচ্ছে। 'আমায় ভোজ্যাসাম্যি দিন, কারণ গুরু-সেবার সময় অতীত হচ্ছে।' গিরিশ, ১৮৮৭। হঞা কি হয়ে। 'চিৎ দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। হঞা কি হয়ে। 'শাকিব যোগিনী হঞা তোরাঁক সেবিঞা।' বড়, ১৪৫০। হঞেছে কি হয়েছে। 'বার ভেজছে হঞেছে দীপতি।' বৃন্দা, ১৫৮০। হত কি হওয়া ক্রিয়ার সাধারণ অতীত রূপ; হতো। 'কণেক নলিনীশোভা হত বিম্বাগমে।' রামধন্যসাদ, ১৭৮০। হতেছে কি হচ্ছে। 'রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর।' ভারত, ১৭৬০। হতম কি হতাম। 'মাথা হুড়ু হতম সারা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। হন কি হওয়া ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের সম্ভাব্য রূপ। 'অনুকূলা অচঞ্চলা হন আমা প্রতি।' মানিকরায়, ১৭৮১। হনু কি হলাম। 'তোমার লাগিয়া হনু দানী।' বড়, ১৪৫০। হব কি হবে। 'তোমা সিনু বধিলে মোর হব অগঙ্গা।' মালাধর, ১৫০০। হবা কি হবে। 'লোহা যেমন পরসে সোনা হবা সে মতে।' লালন, ১৯৯০। হবি কি হওয়া ক্রিয়ার অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থ রূপ। 'না হবি অসতী।' চণ্ডী, ১৫৫০। হবে কি সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে হওয়া ক্রিয়ার নামপুরুষের রূপ। 'আশা পূরে তবে, হেন দিন হবে।' রামধন্যসাদ, ১৭৮০। হবেক কি হবে। 'পুত্র হবেক রাজা উষাচিন্তা করি।' মালাধর, ১৫০০। হবেন কি হওয়া ক্রিয়ার সম্ভাব্য মধ্যম পুরুষের সম্ভাব্য রূপ। 'বোগল, ১৭৭০। হবু ১ কি হও। 'আমাকে দেখিয়া তেন না হয় বিকল।' বড়, ১৪৫০। ২ কি রূপ পায়। 'যথাতথা জনক সবার শ্রেষ্ঠ হয়।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ কি ঘটে। 'সঙ্করসে হয় বিদ্রাঘন।' রূপরায়, ১৭৫০। ৪ কি হয়ে ওঠে। 'গরুড়গোে জন্ম হলে সে হয় মথেনো হলে।' রামধন্যসাদ, ১৭৮০। ৫ কি সৃষ্টি হয়। 'এই সংসার আপনি হয়, কালক্রমে আপনি যায়।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। হয়ত ১ কি হয়। 'বিশ হয় জীর্ণ হৈব হয়ত অমর।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ কি হবে। 'সিদ্ধি হৈব কাম তুচ্ছি হয়ত সজ্ঞান।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হয় কি হয়ে। 'এহা দেবী মহারাজা অগ্নি হয় জলে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হয়ি কি হয়ে। 'বিষয় হয়িআ খলিগি হাস তোর।' বড়, ১৪৫০। হয়িএ কি হই। 'হয়িএ আক তোর প্রিয় কাহ।' বড়, ১৪৫০। হয়িতে কি হত। 'সাহ নাহি পার হয়িতে হেন ভাল নাহি।' বড়, ১৪৫০। হয়িবে কি হবে। 'কেমনে হয়িবে নিস্তার।' বড়, ১৪৫০। হয়িল কি হলা। 'এবো রাজা হয়িল ধনের কাতর।' বড়, ১৪৫০। হয়িশা কি হয়েছো। 'হয়িবে হয়িশা তবো সজল নয়নে।' বড়, ১৪৫০। হয়িশা কি হলে। 'লীলাতনু তবো এই হয়িশা হো গোআল।' বড়, ১৪৫০। হয়িশাহো কি হলাম। 'চুরিগি হয়িশাহো তোরা যানে।' বড়, ১৪৫০। হয়িশী কি হলা। 'উত্তরলী হয়িশী রাহী বাশীর নাদে।' বড়, ১৪৫০। হয়িলে কি হলে। 'ভূখিল হয়িলে কাহাঞি দুই হাখে না বাইএ।' বড়, ১৪৫০। হয়িলৌ কি হলাম। 'তোমার বিরহে যৌ হয়িলৌ বেকাফুলী।' বড়, ১৪৫০। হয়ে কি হয়। 'মের্স, ১৭৫৭। হয়ে আসা কি পরিণত হওয়া। 'সম্মাত অন্ধকার হয়ে এসেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। হয়েইছে কি হয়েই গেছে। 'ভালো হয়েইছে জানলে কী করে?' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হয়েছে কি হয়েছে। 'গাল সেওয়া হয়েছে।' হতোয়, ১৮৬৮। হয়েছিলুম কি হয়েছিলাম। 'বাড়ী সুখ লোক কি কাণা হয়েছিলুম?' উমেশ মিত্র, ১৮৫৭। হয়েছো কি হয়ে গেছে। 'ভাতে ধর্মমারা যায় হয়েছো আচ্ছন্ন।' মানিকরায়, ১৭৮১। হয়েনি কি হন। 'ওক কৃষ্ণকর হয়েনি শাওরে থায়ে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। হয়ে যাওয়া কি হওয়া। 'মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোরে, যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি তোরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। হয়্যা কি হয়ে। 'কল হুয়া গেল মোর যিবেনের ডার।' বড়, ১৫৭০। হয়্যাছে কি হয়েছে। 'হিরা নিদ্যারে বলে কি হয়্যাছে পুর কোলো।' মুকুন্দ, ১৬০০। হয়্যা কি হয়ে। 'নেকা চল হয়ে রামা কহে সেই কি।' রামধন্যসাদ, ১৭৮০। হল কি হলা। 'নদীয়া নগর হল দিবসে আধার।' মানিকরায়, ১৭৮১। হলান কি হলেন। 'নিচর হলান বায় আনাদা ঠাকুর।' মানিকরায়, ১৭৮১। হলু কি হলাম। 'একে কলঙ্গিন হলু তাহে তুমি বৈশু।' মালাধর, ১৫০০। হলুম কি হলাম। 'আমরা হলুম বুড়ো মানুষ।' উমেশ, ১৮৫৭। হলো কি হয়েছে। 'হলে অনুকূল ব্যাধি দূরে গেল।' মানিকরায়, ১৭৮১। হলোম কি হলাম। 'আমার সেই যে কাপী, মনের কাপী হলোম কাপী তার বিষয় বশে।' রামধন্যসাদ, ১৭৮০। হলো কি ঘটলো। 'কেহল আমার আশা ভবে আসা, আসামার হলো।' রামধন্যসাদ, ১৭৮০। হল্য কি হলা। 'জাহাতে হল্য কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে।' মালাধর, ১৫০০। হল্যা কি হলা। 'শক্তি হল্যা ভিন ইথে নাহি ভিন।' মানিকরায়, ১৭৮১। হল্যান কি হলেন। 'মুর্তিমুদ সাফাতে হল্যান জুলালী।' মানিকরায়, ১৭৮১। হলো কি জন্ম নিলো। 'জগ পাছে হেনে মরিয়াম।' সুলতান, ১৭০০। হেছ কি হোয়ো। 'মোহর কারণে পিতা না হৈছ চিন্তিত।' বাহরাম, ১৬৫০। হেছা কি হয়ে। 'সেই সে কালএ মর্য হেছা অতি দীর্ঘ।' অলাওল, ১৬৮০। হেই কি হই। 'মাকুল সময়ে ইহার ভাই হেই আমি।' মালাধর, ১৫০০। হেইএ কি হয়ে। 'হেই প্রমোদিচরিত না করিলা ভক্তিনিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। হেই কি হোয়ো। 'চিত্ত স্থির কর কাপী না হেও আকুল।' অলাওল, ১৬৮০। হেই কি হয়েছো। 'মননে মুর্ছিত হেই দিলের নিমিত্ত।' বিষয়, ১৬৫০। হেই কি হয়েছে। 'উদরে গুরসে জন্ম না হৈত অগার।' বাহরাম, ১৬৫০। হেত কি হতো। 'শব হৈত রাঢ়ে বসে।' ভারত, ১৭৬০। হেত কি হত। 'জ্যেট ভাই না হৈতা জবে আলী মাঝিকুম তবে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হেতে কি হত। 'সহ হৈতে প্রবৃদ্ধ সংসার অরুণ।' মালাধর, ১৫০০। হেনু কি হলাম। 'ওষধ করিল জাত তত রক্ত হেনু ভিত।' মুকুন্দ, ১৬০০। হৈব কি হবে। 'এভেকো তোমার তার হৈব নেবাচক।' বড়, ১৪৫০। হৈবা কি হবে। 'হুকি হৈবা পাটেবরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হৈবে কি হবে। 'এহি দুই কেশ হৈবে বসুন্দের ঘরে।' বড়, ১৪৫০। হৈবেক কি হবে। 'যে হৈবেক দেবকীর পুর অষ্টম।' বড়, ১৪৫০। হৈবেব কি হবে। 'নান্দ গোপ সূর্ণিলে হৈবেব কোণ গজী।' বড়, ১৪৫০। হৈবৌ কি হবে। 'মোএ আগোষ হৈবৌ হোকে জাইবো মার।' বড়, ১৪৫০। হৈয়া কি হয়ে। 'সবির ছাড়িল রাজা সোকাবুল হৈয়া।' মালাধর, ১৫০০। হৈয়াছি কি হয়েছি। 'কদয়ে বিকল হৈয়াছি মোরা।' রামধন্যসাদ, ১৭৮০। হৈয়াছিল কি হয়েছিলো। 'হৈয়াছিল না কি দেখা।' চণ্ডী, ১৫৫০। হৈয়াছিল কি হয়ে। 'রাজার আদেশ পায়্যা প্রদক্ষিন হৈয়ায়।' মালাধর, ১৫০০। হৈল ১ কি হলা। 'হেন সব ভণী কল হৈল সচকীত।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হলাম। 'তোমার কারণে হৈল পবির হৈল আঁজি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হৈলা ১ কি হলা। 'হৈলা হৈলা কাহাজি নিজ মতিমায়ে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হয়েছিলো। 'হনুমান মাহাবীর হৈলা সাধনী।' বড়, ১৪৫০। হৈলাও ১ কি হলেন। 'ভজতে সদয় হৈলাও আপনে প্রীতির।' মালাধর, ১৫০০। ২ কি হলাম।

'ভেড়িয়ার হেলাঙ উপনীত' মুকুন্দ, ১৬০০। হেলাম কি হলাম।
'তোমার প্রাণে বসী হেলাম তন বিনোদ রায়'। ফিউ, ১৬০০।
হেলাহো কি হলাম। 'আজি হেতে আকার হেলাহো একমতী' বড়,
১৪৫০। হেলা কি হলাম। 'বর মাগ শব্দর সদয় হেলা অমি।'
রুপারাম, ১৭৫০। হেলা কি হলাম। 'পুত্র দারা সঙ্গে মুখি হেলা
পরশন'। আলগল, ১৬৮০। হেলাম কি হলাম। 'সিদ্ধিমনে বন্দি
হেলাম নাই দেবী তছি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হেলা কি হলে। 'আমাকে
সদয় হেলা হরি'। মালাধর, ১৫০০। হেলা কি হলাম। 'অবল
হেলা তোম সখি কবি পারে' বড়, ১৪৫০। হেলা কি হলে।
'অন্তে ব্যতে বাহির হেলা গদাধর'। মালাধর, ১৫০০। হো কি হয়।
'জহি মণ ইন্দিবণ হো গঠা'। চর্য ৩১, ১২০০। হো কি হয়।
'পেলে মান অধিক হো সঙ্গ'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হোই ১ কি
হও। 'চৌকোভি বিমুখা ছইসো ভইসো হোই'। চর্য ৩৭, ১২০০।
২ কি হয়। 'বুদ্ধনাটক বিস্মা হোই'। চর্য ১৭, ১২০০। ৩ কি
হবে। 'হোইবো দাসী তোরী'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হোই কি
হোয়ো। 'জে অগিরিখ তা ন হোইখ উদাস'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
হোইব কি হবে। 'জই তুমহে শোখ হে হোইব পারগামী'। চর্য ৫,
১২০০। হোইতি কি হয়। 'বনহি গমন কক হোইতি দোমর মতি'।
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হোক কি ঘটুক। 'ইচ্ছামুখ্য হোক তোর পুথি
ভিতর'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হোক-না কি না হয় হোক। 'আমার
সকল রসন ধারা তোমাতো আঞ্জ হোক-না হারা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।
হোণ কি হোক। 'গীত রচ ধর্মের পৌরব হোণ বাড়'। মানিকরাম,
১৭৮১। হোতি কি হয়। 'ভাই ভাই বিজুর চমকয় হোতি'।
গোবিন্দ, ১৬০০। হোয়ত কি হয়। 'রসিক কারণ রসিকা হোয়ত'।
চর্য, ১৫৫০। হোয়তা কি হবে। 'হোয়তা হে কিএ বখাঙ্গী'।
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হোয়ল কি হয়। 'এসন হোয়ল পহিল বিলাস'।
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হোয়ে কি হয়ে। 'তুমি সেই সাঁচে নিখিত
হোয়ে মনোময়ী হয়ে নাচ'। রামচন্দ্র, ১৭৮০। হোল কি হোল।
'খটল পৌছিত হোল কীণ কলেবর'। মানিকরাম, ১৭৮১। হোসি
কি হোয়ো। 'বচনে বস হোসি জু'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হোই কি
হোয়ো। 'সাক্ষত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোই'। চর্য ৫, ১২০০।
হোহিসি কি হোয়ো। 'বলনীবন পদসত্তে হোহিসি এহুমণা'। চর্য
২৩, ১২০০। হোহ কি হও। 'এ বণ ছাড়ী হোহ ভাঙে'। চর্য ৬,
১২০০। হৌক ১ কি হোক। 'মাতী আজি রাড়ী হৌক বলে বারে
বারে'। কুমার, ১৫৮০। ২ কি হবে। 'ফড়বড়ী হইল আকি কি
হৌক আকার'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হতেই না পারা - আসৌ সম্ব না হওয়া। 'কোনো আসোচনা
হতেই পারে না'। রবীন্দ্র, ১৮৬৬।

হতে-না-হতেই কিংবদন্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার
ঠিক পরে। 'আবুটি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাভার হাত চেপে
ধরল'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হয়ে যাবার কি মৃত্যু হওয়া। 'তার ত হয়ে গেছে কবে'। ফিজেন্দ্র,
১৯১২।

হওয়ালা [আ] বিণ নিকটবর্তী। 'জেলা হওয়ালা শহরের পুলীসের
দারোগা'। দর্পণ, ১৮২৬।

হংগামা [ফা হাসামহা] বি দাস। 'রাজ্যানের হংগামা চুকতে চুকতে হুজু
উঠলো'। হতেম, ১৮৬৬।

হংস [স] ১ বি হাঁস। 'হংস রএ সরোবরে ত্যাহো পাঞ্জরে' বড়,
১৪৫০। ২ বি সন্ধ্যাসীমবেশ। 'সুতসহিভার জ্ঞানযোগে বধে তারি
প্রকার সন্ধ্যাসীর বিবরণ সন্নিবেশিত আছে; কুটীচক, বহদক, হংস ও

পরমহংস'। অক্ষর, ১৮৫০।

হংসকিঞ্চিদী [স] বি (সংগীত) রাগিণীবিবেশ। 'হংসকিঞ্চিদী'।
নজরুল, ১৯৩৫।

হংসপতি [স] বিণ হাঁসের মতো ধীরগামী। 'রূপতে রতির পতি,
গমনতে হংসপতি'। তবানী, ১৮২৮।

হংসদূত [স] বি সংবাদবাহক হাঁস। 'শুভ্র একটি হংসদূত কোন
বিরহিণীর হয়ে ...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হংসপক্ষ [স] বি তরুচক হস্তরেণ। 'এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া
বিধির সৃষ্টি কিরাইবার কল্পনা করিতেছ'। বঙ্কিম, ১৮৯২।

হংসবলাকা [স] বি হাঁসপাখি। 'আমার গানের হংসবলাকা পাতি'।
রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

হংসবীজ [স] বি হাঁসের ডিম। 'এই শীতে হংসবীজ অতি মনোহর'।
গুপ্ত, ১৭৫৮।

হংসখিণ্ডন [স] বি হাঁসের স্নোড; হংস ও হংসী। 'আঁচলখানির
প্রান্তটিতে হংসখিণ্ডন আঁকা'। রবীন্দ্র, ১৯০০।

হংসরূপী [স] বিণ স্ত্রী হাঁসের রূপবিশিষ্ট। 'দমক্করীর সামনে হংসরূপী
নলের আবির্ভাব'। বিমল, ১৯৫৩।

হংসলতা [স] বি ফুলবিষয়। 'ফুলের গড়ন ... হংসলতা'। বিজুতি,
১৯৩৮।

হংসহুগ [স] বিণ হাঁসের মতো সাদা। 'হংসশুভ্র মেঘের কালর সোলে
অঙ্গি চত্ৰাভ্যপতলে'। রবীন্দ্র, ১৯২৫।

হংসসারি [স] বি হাঁসের সারি। 'হংসসারির দুলালো মালিকা'।
নজরুল, ১৯৩৫।

হংসি [হংসী] বি স্ত্রী হাঁস। 'ব্রাক্ষার বাহন হংসি পাঠাও তুরিতে'।
মালাধর, ১৫০০।

হংসিনী [স] বি স্ত্রী হাঁস। 'হংসিনী'। রবীন্দ্র, ১৯১১; 'ওঠো বুনে
হংসিনী আমার'। মাহমুদ, ১৯৬৬।

হংসী [স] বি স্ত্রী হাঁস। 'জুলিয়া হংসীসদৃশ পদবিক্ষেপে ... আসিয়া
বসিল'। কুমকমল, ১৮৫৮।

হংসীশ্বেত [স] বিণ হাঁসের মতো সাদা। 'নারী ... হংসীশ্বেত
নিরংসার মতন কঠিন'। জীবন, ১৯৪০।

হক [আ] ১ বিণ ন্যায্য। 'নজর করিয়া হক ইনসাব করিবেন'। মেয়র্স,
১৭৫৮; 'ধর্ম অবতার গরিবের ভাগে হক ইনসাব করিবেন'। ওর্স,
১৭৮২। ২ বি ন্যায্য অধিকার। 'এ কারণ উত্তিদিদের হক ও
ধরিদারদের হক রক্ষা কারণ হকুমদানা নতুন'। মেয়ার, ১৭৮৭। ৩
বিণ সত্য। তবানী, ১৮২৩। ৪ হক

হক কথা [আ হক+স কথা] বি যথার্থ কথা। 'সর্দারজী হক কথা
বলেছিলেন'। বুজতাবা, ১৯৪৯।

হকতা'লা [আ] বি হকতায়াল্লা; আত্মা। 'আত্মায় গুরে হকতা'লায়
পায়ে তেলে যারা অবহেলায়'। নজরুল, ১৯২৪।

হকদার [আ হক+দা দার] বি স্বত্বাধিকারী। হ্যালহেড, ১৭৭৮;
'সকলেই পার্শ্বপীর হকদার'। বঙ্কিম, ১৮৭৯।

হকনাহক [আ হক+ফা না+আ হক] ১ ক্রিবিধ সত্যমিথ্যা। বিদ্যা,
১৯১১। ২ বি ন্যায্য-অন্যায্য। 'হালিসে মত বেননাখী হকনাহক
এই বঙ্কিতা কেন লইতেছে?' মনসুর, ১৯৫৫।

হকচকানো ১ ক্রি উজ্জ্বলিত হওয়া। 'রস শব্দ উচ্চারিত হতে শুনে তার

মনটোও হকচকিয়ে উঠে।' হাই, ১৯৪৭। ২ ক্রি হতভব হওয়া।
'তবে ব্যাপারি হকচকিয়ে ওঠে।' ওয়ালী, ১৯৪৮। ৩ ক্রি বিস্ময়ে
অভিতূত হওয়া। 'ড্রাইভার হকচকিয়ে যায়।' শিবরাম, ১৯৭০।

হকানো [ক্রি] হকানো। 'হাসে-হাসে পেটে হকাচ্ছে।' জীবন, ১৯৪৮।

হকার' [স হ-কার] বি 'হ'—এই বর্ণ। 'অকার হকার বর্ণে আকার
সমৃদ্ধ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

হকার' [হি] বি ফেরিওয়ালা। 'একদিন একজন 'হকার' দাদাকে কিছু
জিনিস বেচিয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হকি, হকী [হি] বি খেলাবিশেষ। 'ভারতীয় হকি দল।' বুলবুল, ১৯৩৬;
'খেলেতে গেলে হকী তার/ প্রাণে বাঁচাই ডাউট।' অন্নদা, ১৯৪১।

হকিস্টিক [হি] বি হকি খেলায় বল চালানার জন্য ব্যবহৃত ব্যাট।
'হাচো হাতে হকিস্টিক।' ধর্মপ, ১৯৩১।

হকিকত, হকীকত [আ] ১ বি সত্য। 'হকীকত, হৌদিহ, ইমান
মহারর'। আল-ওল, ১৬৮০। ২ বি ইসলাম ধর্মাবলম্বীর ধার্মিকবিশেষ।
'শরীয়ত তরিকত হকিকত মারফত এ চারি মজলিলে করএ
এবাদত।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি কুশল; অবস্থা। 'মহাশএর
হকিকত সমস্ত শ্রীযুত মহারাজা বাহাদুর সাহেবকে নিবেদন
করিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭০। ৪ বি তথ্য। 'নমক বিকিরি হকিকত
সুন্দর রূপে জানানো জাইতেছে।' ক্যালগে, ১৭৮৭।

হকিগত [আ হকিকত] বি অবস্থা। 'বাতো দফা হকিগত সিথীতে
আড়স মজকুরে হুকুম গিয়াছে।' তাঁতি, ১৭৯২।

হক্ক [আ] ১ বিণ সত্য। 'সাঁই সিরাজের হক্কের বচন, ভেবে কহে ফক্কি
লালন।' লালন, ১৮৯০। ২ বি ব্যাঘ্য অধিকার। 'এ সংসারে মুসলি
কোনো শহরের সত্যতার হক্ক থাকে।' মুক্ততবা, ১৯৫২। ৩ বি হক্ক
হক্কগত [আ হক+স গত] বিণ ন্যায় অধিকার, সুরে প্রাপ্য।
'প্রাদেশিক জনসংখ্যার হিসাবে তারা তাদের হক্কগত রাশিয়া পাচ্ছে
কি?' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

হণ দ্র হণ্ডা

হসাম [ফা হসাম] ১ বি মারামারি। 'লোকের হসামে লোক মারা
পড়িয়াছে।' দর্পণ, ১৮২১। ২ বি কলহ। 'ভবানী, ১৮২৩।

হসামা [ফা হসাম] বি দাস্য। যুদ্ধ। '১৭৫৬ সালের যুন মাসে নবাবি
হসামার সময় ...' মের্যে, ১৭৫৭।

হসামিআ [ফা হসাম] বি দাস্যকারী। বিদ্যা, ১৮৯১।

হসামী [ফা হসাম] বি দাস্যকারী। 'দস্যু ও সকল হসামী লোক।' মের্যে, ১৭৮৭।

হসেরিয়ান [হি] বি হাকেরি থেকে আনা। 'একটা বড় হসেরিয়ান হাউও
পাদরি লং সাহেবকে কামড়ে দিলে।' হেস্তা, ১৮৬৬।

হজ, হজ্জ [আ] বি মক্কা এবং এর অদূরবর্তী কয়েকটি স্থানে পালিত
মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মনিষ্ঠান। 'তবে পরমাণরে হজ
নামাজ ওজারি।' সুলতান, ১৭০০; 'হজ্জে আকবর ও হজ্জে আখের
অর্থাৎ বড় হজ্জ ও ছোট হজ্জ।' মোহাম্মদী, ১৮৩১।

হজ্জ-যাত্রী [আ হজ+স যাত্রী] বি হজ্জ পালনের জন্য মক্কা নগরীর
উদ্দেশে গমনকারী ব্যক্তি। 'দু-একজন হজ্জ-যাত্রী।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

হজম [আ] ১ বি নিশেষণ। 'অনুগ্রহ করিয়া কীকি দিলেই অক্কেসে হজম
হওয়া বাইত।' গ্যারী, ১৮৫৯। ২ বি আত্মসাত। 'এ টাকা বজ্জাতি
করে হজম করা তো অসম্ভব কন্ম নয়।' হাইকেল, ১৮৬০। ৩ বি
পরিপাক। 'আমি গো মাংস হজম করিতে পারি।' মশাররফ, ১৮৮৯।

৪ বি সহ্য। 'এই নির্দয় অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?'
রোকেয়া, ১৯৩০। ৫ বি গায়েব। 'রেডিও সেট, লাউডস্পিকার,
গানের রেকর্ড যা ছিল, এমনকী তার পিনওলি পর্যন্ত সব হজম।' শিবরাম, ১৯৫০।

হজমশক্তি [আ হজম+স শক্তি] বি পরিপাক করার ক্ষমতা। 'তার
হজমশক্তি নিত্য তার চেয়ে বেশি।' মনসুর, ১৯৩৫।

হজমি, হজমী [আ হজম] বিণ খাদ্য পরিপাকে বা হজমে সহায়ক।
'ঢাকাটা সিকিটা দক্ষিণ পায়ে হজমী টিকির জোরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭; 'পকেটে থাকে হজমি গুড়ো।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হজমিগুলি [আ হজম+হি গুলি] বি পরিপাকের সহায়ক বড়ি।
'ক্ষমতানুসারে হজমিগুলিরও আশ্রয় লইতে হয়।' মশাররফ, ১৮৮৯।

হজরত, হজরৎ [আ] ১ বি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। দেখা কৈল
হজরতে।' ভারত, ১৭৬০; 'হজরতের প্রশংসামূলক গজল গাইয়া
...।' বোম্ব, ১৯৪৯। ২ বি মহাত্মা। 'তিনি হজরত জিনিয়াই সিদ্ধ।'
হেস্তা, ১৮৬৩; 'হজরত! আমাকে নিত্যমু শ্রীলোক মনে করিবেন
না।' মশাররফ, ১৮৮৫। ৩ বি নামের আগে ব্যবহৃত সম্মানসূচক
পদবি। 'হজরৎ মোহাম্মদ বা অন্যান্য অবতার বা নবী।' আহমদী, ১৯২৬।

হজরতা [আ হজরত] বি মহান নারী। 'সেনাপতি ছিলেন হজরতা
শহরবানু।' রোকেয়া, ১৯৩১।

হজিমত [আ হাজিমত] বি শান্তি। 'হজিমত খাশি সব কজমাত কুফরে।' গরীব, ১৭৬৫।

হজুর [আ হজুর] ১ বি উপস্থিতি। 'বিস্তর বিস্তর তহফা আদি দিয়া
বাদসাহের হজুরে দরপেস হইলেন।' রামরাম, ১৮০১। ২ বি
বরাবর। 'মুন্সি আসিয়া সাহেবের হজুর নজর দিয়া দেখা করিলে
...।' কেরি, ১৮০২। ৩ বি কর্তৃপক্ষ। 'এই বিষয়ে হজুরে এমত এক
দরখাস্ত করেন।' দর্পণ, ১৮২৮। ৪ বি মনিব। 'আজ কতদিন পরে
হজুরের দর্শন পেয়েছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৫ বি হজুর

হট' [স হট] ১ বি ঝগড়া; বিবাদ। 'মোর সনে করি হট চরণে লজিআ
বট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি অকারণ বিরোধ। 'বিখাতা করিল হট।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ হটর। 'ভবানী, ১৮২৩।

হট' [হি] বি গরম। হটওয়াটার গ্রেট [হি] বি খাদ্য গরম রাধবার থালা।
'হটওয়াটার-গ্রেট নামক দিয়া পুশ পায়ে ... রাশিয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

হট ফেভারিট [হি] বিণ খুব গছন্দের। 'এদের ভেতর হট ফেভারিট
কে?' শিবরাম, ১৯৭০।

হটর হটর [ধন্যা] ১ বি দ্রুতগতি নির্দেশক শব্দ। 'হাটুরিয়া নৌকা হটর
হটর করিয়া যাইতেছে।' বঙ্কিম, ১৮৭৩। ২ বি গরুর গাড়ির চাকার
শব্দ। 'গরুর গাড়ি হটর হটর করিয়া চলিল।' শরৎ, ১৯১৭।

হটহট [ধন্যা] বি হঠাৎ। বিদ্যা, ১৮৯১; 'হটহট করিয়া কলিকাতায়
যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসংগত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হট্টা [হি হট্টা] ক্রি সেরে খাওয়া। 'পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাত
কাল।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

হট্টোনা [হি হট্টা] বি সরিয়ে দেওয়া। বিদ্যা, ১৮৯১। 'একত্রিশ
হাজার সাড়ে সাত-সাত দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিবেছিলেন না?'
রবীন্দ্র, ১৯২২।

হট্টাৎ [স হট্টাৎ] ক্রিণ অকস্মাৎ। 'আমরা হট্টাৎ শীঘ্র মতের ও যথার্থের
বিশেষ অনুচিত কর্তব্য করিতে পারি না।' জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৭।

প্র হটাত

হটাত [স হটাত] ক্রিবিপ আচমকা। 'আর বাঁস পরান দরমা এবং জাহাজে হটাত অগ্নি লাগে।' ক্যান্সার, ১৮০০।

হট্টেনটট [হি/বি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম আদিবাসী জনগোষ্ঠী। 'বাঙালি যদি হট্টেনটট হত, তবে কোনো দূর্বল ছিল না।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

হট্ট [স] হি হাট। 'অবজীনাগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'অবজীনাগর থেকে সারি উপদ্রুত হট্টমাকে ফিরে যেন অব্যাহত চিত্তকর।' সুশীল, ১৯২৮।

হট্টমোলা বি হাটের মতো হট্টে। '২৫/৩০ জন বালক এক শ্রেণীতে পড়িলে হট্টমোলা হয়।' প্যারী, ১৮৫৮।

হট্টমন বি সম্মিলিত মতামত। 'আপনিই কতবার গণপূজার বিপক্ষে আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে হট্টমন একটি মিথ্যামত।' ধূলিটি, ১৯৩১।

হট্টমনির [স] বি বহুজনের আগমনে পরিপূর্ণ যে ঘর। 'আমার বিনা কাজের হট্টমনিরে অবকাশের ক্রিকম অভাব।' নজরুল, ১৯২৪।

হট্টমালা বি হাটের মতো হট্টে। 'সব সময় শোকজন আসছে মাছে, একটা হট্টমালার মতন।' সুশীল, ১৯৭০।

হট্ট [স] ১ বি বল প্রয়োগ। 'হট্ট করি নাহ কয়ল জত কাজ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি ঝগড়া; বিবাদ। 'ভূমি হট্ট কৈলে আর হট্ট সে বাড়িবে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হট্টকারিতা [স] ১ বি অবিবেচনা। 'নীতিমায়ে হট্টকারিতার নিন্দা আবেহ বটে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি গোঁয়াভূমি। 'হট্টকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল।' নজরুল, ১৯২২।

হট্টকারী বিপ ভেবে চিন্তে কাজ করে না এমন; গোঁয়ার। 'সর্বগোঁয়ার মুখিতিরের চেয়ে হট্টকারী ভীম বাস্তব।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হট্টতা [স] বি হট্টকারিতা; অবিবেচনা। 'তাহারদিগের আকর্ষণ কিংবা হট্টতা ঘটায় তাহাই তাহার অর্থে।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

হট্টরঙ্গ [স] বি দুটের চক্রান্ত। 'এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হট্টরঙ্গে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হট্ট [ধন্য] বি গরু, মহিষ প্রভৃতি ভাড়াতে ব্যবহৃত রাখালের শব্দ। হট্ট হট্ট [ধন্য] বি অবিয়াম হট্ট শব্দ। 'শিটে একটা লাঠির গুতো মেরে হট্ট হট্ট শব্দ করতে থাকে -।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হট্টযোগ [স] বি হিন্দু যোগশাস্ত্র অনুযায়ী যোগবিশেষ। 'এখানে সুবিকিতে ইটোতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হট্টযোগ চলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হট্টা [স] ক্রিবিপ অকস্মাৎ। 'মাকড়সার জালে হট্টাৎ জড়াইয়া পড়িল।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। প্র হট্টাৎ

হট্টাৎ-আরম্ভ [স] বি আকস্মিক-সূচনা। 'ইহাদের মধ্যে হট্টাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৮২।

হট্টাৎকার [স হট্টাৎ] বি তাড়াহুড়া। 'হট্টাৎকারের কারণ এই মতে প্রাপ্তি আমার হইল।' রামরায়, ১৮০১।

হট্টাৎ-গজিয়ে-ওঠা বিপ আকস্মিকভাবে গজিয়ে উঠেছে এমন। 'আমার এ ব্যাপ্তি আধুনিক মন্তব্যের ইচ্ছানুই পশিমাটি-পরে হট্টাৎ-জগিয়ে-ওঠা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হট্টাৎ-সেবতা [স] বি হট্টাৎ করে সেবতা হয়ে উঠেছে যে। 'সংসারে হট্টাৎ-সেবতায়ই সাংঘাতিক।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হট্টাৎ-ধনী বিপ রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে এমন। 'হট্টাৎ-ধনীরা ন্যায় তাহার যথেষ্ট অথবা প্রয়োগ করিতেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হট্টাৎ-নবাব বি রাতারাতি নবাব হয়েছে যে। 'যে ব্যক্তি হট্টাৎ-নবাবের মতো সর্বানুই আপাদমস্তক সচেতন সে যন্ত্রির পক্ষে এই ন্দ্রতা দুঃসাহ্য।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হট্টাৎ-পাওয়া বিপ হট্টাৎ করে প্রাপ্ত। 'তোমার এই হট্টাৎ-পাওয়া ছোট চিত্তিখানি।' নজরুল, ১৯২৭; 'হট্টাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হট্টাৎ-বর্ষণ [স] বি আকস্মিক বৃষ্টি। 'হট্টাৎ-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা যেমন নেমে আসে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হট্টাৎ-বাঁশি বি আকস্মিকভাবে বেজে উঠেছে যে বাঁশি। 'কখন পথের বাহির থেকে হট্টাৎ-বাঁশি উঠল ডেকে, পথহারাকে করে সচেতন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হট্টাৎ-হওয়া বিপ হট্টাৎ হয়েছে এমন। 'আমার হট্টাৎ-হওয়া মন/আমনা/তারি' পরে রূপ নিয়ে চলে যায়।' অমিয়, ১৯৩৮।

হট্টাৎ-হাওয়া [স হট্টাৎ+আ হাওয়া] বি হট্টাৎ করে আসা দমকা হাওয়া। 'ভূমি হট্টাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হট্টা, হট্টানো [হি হট্টা] ক্রি ঠেকানো। 'মায়ায় গমন হট্টা' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হট্ট বি বাজুগি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'কৃষ্ণসখা হট্ট।' সের্বি, ১৮৪০।

হট্টকবি বি গাছবিশেষ। 'হট্টকচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হট্টকানো ক্রি পিছলে যাওয়া। 'তাদের পা হট্টকে গিয়েছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হট্টপা বি নদীতে হট্টাৎ যে বান আসে। 'হ-হ করে অশ্রু হট্টপা বান হয়ে গেল।' নজরুল, ১৯২২।

হট্টপা, হট্টপা [স সর্প] ১ বি বাজুগি বংশনাম। 'মনে বড় কুহুসী/কান্দে কড়ির থালি/হট্টপা তরাজু করি হাথে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি সর্পাধার। 'নত শির যেন ধীর হট্টপীর সাপ।' ভারত, ১৭৬০।

হট্টবড় [ধন্য] ক্রিবিপ দ্রুততার সঙ্গে। 'হট্টবড় তড়বড় করে যে-দুটো কথা বললেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হট্টহট্ট [ধন্য] ১ বিপ দ্রুত চলার শব্দ। 'ঠেলিলে চলিল রথ হট্টহট্ট করি।' কৃষ্ণরাম, ১৫৮০। ২ বি জোরে তানার শব্দ। 'অমনি দুয়ারী টানিল হট্টকা খরি হু হু হু হু হু হু।' মাইকেল, ১৮৬১; 'হট্টহট্ট করিয়া টানিয়া খরের ভিতর লইয়া আসিল।' বর্ধিমা, ১৮৭৪। ৩ বি দ্রুত পড়ার শব্দ। 'শেষের দিকে হট্টহট্ট করে সব কিছু পিলে ফেলে।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

হট্ট হট্ট করে ১ ক্রিবিপ অত্যন্ত দ্রুততা ও ব্যস্ততার সঙ্গে। 'এমন হট্ট হট্ট করে কথার পর কথা হাসির পর হাসি বিছিয়ে চলতে পারে।' জীবন, ১৯৩২। ২ ক্রিবিপ একনাগাড়ে। 'তিনি হট্ট হট্ট করে বসি করে কেলসেন।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

হট্টহট্টানি [ধন্য] বি জোরে তানার শব্দ। বিদ্যা, ১৮৯১।

হট্টহট্টিয়ে ক্রিবিপ দ্রুততার সঙ্গে। 'হট্টহট্টিয়ে অনেক কথা বলে সে একবার থেমে ...।' ওয়াশী, ১৯৪৭।

হট্টহট্টে বিপ শিল্প। 'পাথরবন চলাপথের উপর স্নো পড়তে উহা অভিশয় হট্টহট্ট হয়।' কৃষ্ণজাবিনী, ১৮৮৫।

হড়ামড়া [স হডঃ] বি মোটা দানার তৈরি জপমালা। 'গলায় বেঁধে হড়ামড়া শিরনি খাওয়ার ফিকিরি।' লালন, ১৮৯০।

হড়াহড়ি [ধন্য] বি ঝগড়া। 'কালি আইল বেটী মাখামউড়ি আমা সনে আঙ্কি করে হড়াহড়ি।' মুকুল, ১৬০০।

হড়িয়াল ঘুঘু বি পাখিবিশেষ। 'একটা বড় হড়িয়াল ঘুঘু।' বিভূতি, ১৯৩১।

হণ [স হনন] বি হনন। 'হণ বিগু মাসে জুসু পদ্মবন পইসহিণি।' চর্যা ২৩, ১২০০।

হত [স] ১ বিণ যায়োল। 'কামবানে হত হৈয়া আপনা পাসরি।' মাল্যধর, ১৫০০। ২ বিণ নিগ্রহবিত। 'যদি কর মমতা হত হয় যমতা।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বিণ নিহত। 'অনেক লোক হত হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৫। ৪ বিণ আশাহত। 'আমার মন তো, আমার করলা হত।' লালন, ১৮৯০।

হতকর্ম [স] বিণ বিমূঢ়। 'হতবুদ্ধি হতকর্মের মতো দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হতকুসিত [স] বিণ অতিশয় বিকীর্ণ। 'এই ভাড়াচোরো হতকুসিত মুখ আঁকত মানুষের বয়ে গেছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪২।

হতগরবা বিণ ক্রী মৃগাহীন। 'রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

হতগৌরব [স] বিণ গৌরব হারিয়েছে এমন। 'হতগৌরব নদনদীর খাতের দাশে কলাঙ্কিত বঙ্গদেশ নয়।' ওয়াজেদ, ১৯৪৩।

হতচকিত [স] বিণ আকম্পিক। 'দুনিয়ার মানুষ হতচকিত বিশ্বস্ত্র স্তম্ভিত হয়েছে।' হাফিজুর, ১৯৫৩।

হতচিহ্ন [স] বিণ মৃগমতি। 'কামে হতচিহ্ন হৈয়া সুকীর্ণ প্রীতার।' মাল্যধর, ১৫০০।

হতচিহ্ন [স] বিণ অচেতন; সংজ্ঞাহীন। 'কামে হতচিহ্ন হৈয়া হির নহে মতি।' মাল্যধর, ১৫০০।

হতচেতন [স] ১ বিণ অচেতন। 'কেহ বা হতচেতন অবস্থায় বিকট চীৎকার করিয়া ...।' মশায়রফ, ১৮৮৫। ২ বিণ নিশ্চায়। 'যে হতচেতন বালুকার পরে ছিলো তৃণহীন প্রতিষ্ঠা চাষের।' শক্তি, ১৯৭০।

হতচেতন্য [স] বিণ অচেতন। 'তাকে পাওয়ার জন্য আত্মহারা ও হতচেতন্য হয়ে পড়েন।' হাই, ১৫৫০।

হতচ্ছাড়া ১ বি দূর্ভাগ্য ব্যক্তি। 'এ হতচ্ছাড়া কে নিয়ে তুমি কি করবে?' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিণ দুর্দশাগ্রস্ত। 'ঘরটা একবারে হতচ্ছাড়া হয়ে রয়েছে।' জীবন, ১৯৪৮।

হতচ্ছাড়া বিণ হতভাগিনী। 'ও হতচ্ছাড়া কার কপালে পড়ে, কে জানে।' নজরুল, ১৯২৭।

হতজীব [স] বিণ মৃত। 'তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি।' মাইকেল, ১৮৬১।

হতজ্ঞান [স] ১ বিণ অচেতন। 'মদিরা পানে ... আসক্ত হইয়া এককালে মোহাস্ত্র এবং হতজ্ঞান হইলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮। 'হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে।' মাইকেল, ১৮৬২। ২ বিণ জ্ঞানশূন্য। 'বর্ণমুদ্রা অবলোকন করিয়া হতজ্ঞান হন্ত মনেই বিবেচনা করিতে লাগিল।' মধু, ১৮৫৭।

হতদরিদ্র [স] বিণ অতিশয় দরিদ্র। 'হতদরিদ্র গ্রন্থার উপর

জমাবুকির চাপ।' প্রমথ, ১৯১৯।

হতদীর্ঘ [স] বিণ ভয়; ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'খামার বাড়িটা যে হতদীর্ঘ তার কারণও এই।' আলোড়িন, ১৯৫৯।

হতশ্রম [স] বি বাধাপ্রাপ্ত শ্রম। 'আছে শুধু অশ্রিতসীম ব্যথা হতশ্রমের নিচুপতা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

হতশ্রী [স] বিণ নিহত। 'হতশ্রী ব্যক্তি, অন্ত্যস্তরে, ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহতা হয়।' বিনো, ১৮৪৭।

হতশ্রায় [স] বিণ মুমূর্ষু; প্রায় মৃত। 'সুতজ্ঞানের হতশ্রায় ধর্মরত উদ্ধার করিয়া দেওয়া।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হতবল [স] বিণ শক্তিহীন। 'মহোৎসব যথা যায় চলি হতবল মহৌষধগণে।' মাইকেল, ১৮৬১।

হতবাক [স] বিণ বাকহীন; মুখে কথা আসে না এমন। 'বিশ্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল।' মানিক, ১৯৩৬।

হতবাক্ষা [স] বি আশাহত যে। 'সে বিস্মোহ হতবাক্ষার।' শরীফ ১৯৩৮।

হতবিস্ত [স] বিণ ধনসম্পদহীন; বিস্তহারা। 'শুধু হতবিস্ত খানদানি বেদ আর হায় আফসোস।' কায়সার, ১৯৬২।

হতবিধি [স] বিণ মন্দভাগ্য। 'সবি হে সন মোর হতবিধি-বল। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হতবীর্য [স] বিণ দুর্বল। 'আপনকার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

হতবুদ্ধি [স] ১ বিণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'একাকিনী অরণ্যে কান্দএ হতবুদ্ধি।' বাহাদুর, ১৬৫০। ২ বিণ নির্বোধ। 'বুলিয়া তোমরা সব হতবুদ্ধি অতি।' সুলতান, ১৭০০।

হতবুদ্ধিতা [স] বি বুদ্ধিহীন। 'সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে হতবুদ্ধিতা এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।' উমর, ১৯৬৮।

হতবুদ্ধিগ্রাস [স] বিণ বুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়েছে এমন। 'তাহার শক্তি দেখিয়া ... হতবুদ্ধিগ্রাস হইয়া থাকি।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হতব্যক্তি [স] বি আত্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'হতব্যক্তির রক্ত পরিষ্কারে সুবিহার জন্য ব্যবস্থা।' শতকত, ১৯৬২।

হতভব ১ বিণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। 'আমি তো হতভব।' ধূর্তি ১৯০১। ২ বিণ স্তম্ভিত। 'বহু হতভব।' মানিক, ১৯৩৮।

হতভাগ্য [স] হতভাগ্য্য বি দূর্ভাগ্য যে; ভাগ্য খারাপ যার 'হতভাগ্যারদিগের ভাগে সুখ বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে।' দর্পণ ১৮৩০।

হতভাগি [স] হতভাগ্য্য্য বি ক্রী অভাগ্য; ভাগ্য খারাপ হয়েছে এমন 'মালা দেওয়ার ভাগ নিয়ে কি, এমনই হতভাগি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হতভাগিনী [স] হতভাগ্য্য্য্য বি ক্রী অভাগ্য; দূর্ভাগ্য। 'এমন হতভাগিনী ছুই একটাও মেয়ে বিউতে পাগিলেন।' রামনারায়ণ ১৮৫৪।

হতভাগী [স] হতভাগ্য্য্য্য বি ক্রী ভাগ্যবিড়ম্বিত। 'আমার মত হতভাগী নিরপরাধ আর নাই।' গোেকা, ১৯০৪।

হতভাগ্য [স] ১ বি দূর্ভাগ্য লোক। 'হতভাগ্য পোলও দেশেও দেখ যাইতেছে।' বঙ্গদূত, ১৮২৯। ২ বিণ হতচ্ছাড়া। 'হতভাগ্য অত্যাচারী স্ববননিপের অধীনে এই রাজ্য ছিল।' জ্ঞানান্বেষণ ১৮৩৮।

হতভোষা বিণ হতভম; সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। 'কবিরাজ কিছুমূর যাইরা হতভোষা হইয়া ধর্মকিয়া দাড়াইলেন।' *প্যারী*, ১৮৫৮।

হতমতি [স] ১ বিণ বুদ্ধি লোপ পায় এমন। 'এইরূপে মন রাজ হৈল হতমতি' *আলাওল*, ১৬৮০। ২ বিণ কুবুদ্ধিসম্পন্ন। 'হতবুদ্ধি পাগল দিল হতমতি।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হতমনোরথ [স] বিণ বার্থ অভিলষী। 'হতমনোরথ পার্বতীর দুখে ও লজ্জার মধ্যে কাব্য শেষ করিতেন।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হতমান [স] বিণ অপমানিত; সমানহারা। 'লোকের নিকট হতমান ও অপদস্থ হইতে হয়।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হতশ্রদ্ধ [স] বিণ শ্রদ্ধাহীন। 'সহজ মানুষের দর্শনের উপর যে এতটা হতশ্রদ্ধ ...।' *প্রমথ*, ১৯১৭।

হতশ্রদ্ধা [স] ১ বিণ অপছন্দ। *মানোএল*, ১৭৪৩। ২ বি অক্সা। 'কন্য়ার প্রতি জনক জননীর এরূপ হতশ্রদ্ধা কেন।' *জ্ঞানানুরোদয়*, ১৮৫২।

হতশ্রী [স] ১ বিণ সৌন্দর্যহীন। 'এমন সুন্দর উদ্যান, একেবারে হতশ্রী হইয়া যাইবে।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩। ২ বিণ সম্পদহীন। 'সত্তম্যাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই।' *বঙ্কিম*, ১৮৬৬।

হতা [স] বিণ ক্রী বিনষ্ট; ধ্বংসপ্রাপ্ত। 'অতিদর্পে হতা লভা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৮।

হতাদর [স] ১ বি অমর্যাদা। 'গীদাতি বহুদেপে দর্পন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।' *বনদত্ত*, ১৮২৯। ২ বিণ অপমানিত। 'প্রোশাস এই রূপে হতাদর হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৯। ৩ বি অবজ্ঞা। 'তাহারদিগের প্রতি ঐশিক নিয়মের লঙ্ঘনপূর্বক হতাদর এবং যাবজ্জীবন অন্তিহত ব্যবহার' *জ্ঞানানুরোদয়*, ১৮৫২। ৪ বিণ অনাদর। 'এমন করে হতাদরে রেখেই বাগান' *কীরোদমসাদ*, ১৯২৫।

হতাহত [স] বিণ আহত ও নিহত। 'তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আরও এই দুইদী পক্ষে বিস্তর হতাহত।' *সংগীত*, ১৯২৯।

হতাশ [স] ১ বিণ নিরাশ। 'চিআইআ হতাশ করে কৌকিল-নিবনে।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ বিণ অসহায়। 'হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উরুড় হয়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৫।

হতাশ-সমান [স] বিণ হতাশার মতো। 'নানা ঠাই ঘুরে মরে হতাশ-সমান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হতাস [স হতাশ] বিণ নিরাশ। 'মূর্খরূপে গর্ভবাসে কৃষ্ণ চিন্তিয়া হতাস।' *মাসাধর*, ১৫০০।

হতাশী [স] বি আশাহীন। 'দশজনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করিলে হতাশা হইব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৬।

হতাশাময় [স] বিণ হতাশায় নিমজ্জিত। 'অবস্থার বিপাকে জনসাধারণও আজ সম্পূর্ণ দিশাহারা, হতাশাময়।' *আজাদ*, ১৯৭০।

হতাশাধিপীড়িত [স] বিণ হতাশায় জর্জরিত। 'আবিযাখিজীর্ণ হতাশাধিপীড়িত অবসাদমগ্ন ইন্ডিয়ের লীলা ক্ষেত্র এই আমাদের আধুনিক জগতের প্রতিনিধি।' *সবুজ*, ১৯২১।

হতাশাবাদী [স] বিণ হতাশা সৃষ্টি করে এমন। 'যে উপন্যাসভাষা হতাশাবাদী সেগুলো আমাদের পড়া উচিত নয়।' *জীবন*, ১৯৩১।

হতাশী ক্রিবিণ হতাশ হয়ে। 'নিরুদ্ধেপে তাকায়ে তোমার আঁখি; সংকুচিত পায়ের তলায় হতাশী লুটায় রবে।' *সুশীল*, ১৯৩৩।

হতাশাস [স] ১ বিণ হতাশাময়। 'হতাশাস হওয়া উচিত নয়।' *অক্ষয়*,

১৮৪৬; 'তিনি শ্রবণমায়, অতিমায় ব্যাকুল ও হতাশাস হইয়া ...।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭। ২ বিণ নিরাশ। 'হতাশাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৩। ৩ বি নিরাশ। 'সহস্র রমির শেষে হতাশাস আনে শিহরণ।' *মাহে নব*, ১৯৪৯।

হতে [স কু] অব্য থেকে। 'অন্তঃপুর হতে জন্ম নিকল রাজন।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ৫ হইতে

হতে অব্য হতে; থেকে। 'এবে হতে দৈবকীর যত গব্ব হই।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হনে অব্য হতে; থেকে। 'আসিয়া মিলিয়া নাহি জানি কোথা হনে।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হস্তে অব্য হতে; থেকে। 'স্বর্ণ হস্তে বচন কুমিত না নামিত।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হৈতে অব্য হতে; থেকে। 'কন্ধ্যা হৈতে আইলা তোকে কিবা তোর কাজে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হোতে অব্য থেকে। 'তানা হোতে সুন তোমার বংসের উদ্যায়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হোতে অব্য হতে; থেকে। 'তাহা হোস্তে সকল সেই সে জগহর্তা।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হতে-না-হতেই দ্র হওয়া

হতোচ্ছাদিত লক্ষীছাড়া। 'হারা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাদিত, একচকো।' *দীপক*, ১৮৭২। ৫ হতচ্ছাদিত

হতোচ্ছাদিত [স] বিণ নিরুচ্ছাদিত। 'তুমি হতোচ্ছাদিত হইও না।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হতোশি [স] বি মদভোগ্যের খেদোক্তি। 'হা হতোশি।' *মুনীর*, ১৯৬৬।

হতোশি [স] বি মরে গেলাম এমন খেদোক্তি। 'তখন রাজা, হা হতোশি বলিয়া ... প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৪৭।

হতকী [স হরীতকী] বি হরীতকী। 'হতকী বয়ড়া অক্ষন।' *রামাই*, ১৭১০।

হত্বেল বি এক প্রকার হুলদ রঙের পাখি; হরিয়াল। 'সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হত্বেল ঘুঘুদের ঘরে।' *জীবন*, ১৯৩০।

হত্যা [স] ১ বি বুন; প্রাণনাশ। 'ব্রহ্ম হত্যা পাপ জন্ম কর ধনজয়।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯। ২ বি অতীত সিদ্ধির জন্য ধরনা। 'ভারকেশ্বরে হত্যা দিতে বাইবে।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হত্যাকাণ্ড [স] বি বুন। 'কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হত্যাকারিণী [স] বি ক্রী হত্যা করে যে। 'নিষ্ঠুর হত্যাকারিণীর কাহিনী।' *গয়ালী*, ১৯৬২।

হত্যাকারী [স] বিণ বুনী; হত্যাকার। 'সেই গোহত্যাকারী কৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকণ্ঠশব্দে উগর হোমার বিশ্বাস।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হত্যা দিয়ে পড়া ক্রি প্রার্থনা পূরণের জন্যে ধরনা দেওয়া। 'এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হত্যা দেওয়া ক্রি মনোবাসনা সিদ্ধির জন্য দেবালায়ে বা প্রতিমার সামনে একনাথোড় অবস্থান; ধরনা দেওয়া। 'মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব, দেখি তিনি আমাদের কী গতি করেন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৯।

হত্যা-মুণ [স] বি বলি দেওয়ার হাড়িকাঠ; বলির সময়ে পড়কে আটকে রাখার ফাঁদ। 'হত্যা-মুণে আঁজি শিশুর বলিদান।' *নজরুল*,

১৯৩১।

হত্যাশীলা [স] বি নির্বিচারে হত্যা। 'নাৎসী নরপতদের হত্যাশীলাকেও ... ম্যান করে দিয়েছে।' *জয়বাংলা*, ১৯৭১।

হত্যাশীলা [স] বি হত্যা করার স্থান। 'এ জগৎ মহা হত্যাশীলা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হত্যা [স হত্যা] ১ বি হত্যা। 'পুত্ৰী হত্যা নাশ হত বজ্রকাশ।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ বি আশা পূরণের জন্য ধরনা। 'তারকেছরে হত্যা দিতে শোক গ্যালা।' *হুতোম*, ১৮৬১।

হত্যাধিক [স হত্যাধিক] **বিণ** হাতধোয়ার কাজে ব্যবহৃত। 'কর মকরন্দ হত্যাধিক নীর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হদ [স হদ] বি হ্রদ। 'সুর মোহাবন্দ পদ সহদ সাগর হদ।' *গল্পিব*, ১৭৬৫।

হদ [আ হদ] বি সীমা। 'হদ দেওয়া' *মানোএল*, ১৭৪৩; 'আবু নওয়াস, তুমি হদ ছাড়িয়ে যাছ।' *শওকত*, ১৯৬২।

হদ দেওয়া বি সীমা নির্দেশ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হদিশ [আ হাদিস] ১ বি সন্ধান। 'এই অর্ধের সিধু শালনের হদিশ নাএক হয়।' *চিঠিপত্র*, ১৭৯৩। ২ বি উদাহরণ। 'তোমাদের ইতিহাস থেকে হদিস নেওয়ার মত হবে।' *মুক্ততাব*, ১৯৫৮।

হদিস, **হদীস** [আ হাদিস] ১ বি ঠিকানা। 'এ রহস্যের ত হদিস খুঁজে পাইনে, বহু! নজরুল, ১৯৪১; 'তার মনের হদিস পাওয়া যায় না।' *ওয়ালী*, ১৯৪৮। ২ বি উপায়। 'আর খুঁসে তার বদলাই নিতে হয়, তার হদীস তো জানিনে।' *মুক্ততাব*, ১৯৪৯। ৩ বি কারণ। 'এই গোটা ব্যাপারটার কোন হদিশ পায় না শাদু।' *হাসান*, ১৯৬৩। ৪ বি বোজ; সন্ধান। 'কে কোথায় গুম খুন হয়ে যায়, মেলে না হদিস।' *শামসুর*, ১৯৭২।

হদ [আ] বি সীমানা; প্রান্ত। ওয়া, ১৭৮২। ২ **বিণ** স্তম্ভক। 'হদ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে।' *দর্পণ*, ১৮২১। ৩ **বিণ** চরম। 'নীলকরের হদ নীলে নীলে সন্ধান নিলে ...।' *ওগ*, ১৮৫৮। ৪ **বিণ** চূড়ান্ত। 'প্যালানাথ বাবু ... খোসপোসারী হদ' *হুতোম*, ১৮৬১। ৫ **বিণ** মেট। 'তাদের জন্যে দুপাশে হদ দশখানি বেঁধি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮১। ৬ **বিণ** হয়রান। 'মোগলপাঠান হদ হক ফার্সি পড়ে তিতি।' *শ্রমখ*, ১৯২৭; *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হদ দেওয়া বি সীমা নির্দেশ করা। *মানোএল*, ১৭৪৩।

হদমতন **বিণ** অনেক বেশি। 'কেউ পড়ছেন হদমতন, কেউ পড়ছেন অল্প।' *সুহমার*, ১৯২০।

হদমুদ বি চেষ্টার শেষ না রাখা। 'সুখের জন্য আমি করব হদমুদ।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৫।

হদমুদা **ক্রিবিণ** খুব বেশি হলে। 'খাপয়েলে হদমুদা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে।' *দর্পণ*, ১৮৩৮।

হদমুদ [আ হদ+স রূপ] **বিণ** পূর্ণরূপ। 'ভিল পরিমাণ জায়গা সে যে হদমুদ তাহার মাঝে।' *লালন*, ১৮৯০।

হদ হওয়া **ক্রি** অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া। 'মহাচুট হদ হয় অল্প তড়িয়ে।' *অন্নদা*, ১৯৫৫।

হদো [আ হদ] বি সীমা। 'তাহাদের বয়সক্রম হদো দশ এগার বছর।' *রাঙ্গ*, ১৭৮৪।

হদ্য [স হার্দ্য] বি আন্তরিকতা। 'হেস্যা হেস্যা হদ্য করে হনুমান ভনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হথা [স হত, পা হথ] বি হাত। 'অকট জোইআ রে মা কর হথা পোন্হা।' *চর্যা* ৪১, ১২০০।

হন [স] বি হত্যা। 'রাজা প্রতাপাদিত্য কোন ক্রমে হননের হিন্দু পায় না।' *রামরাম*, ১৮০১।

হননকারী [স] **বিণ** হত্যাকারী। 'পরায়ীতনার মতো জীবন-হননকারী তীব্র হালাল আর নাই।' *নজরুল*, ১৯২২।

হননহল বি হত্যার হল। 'দৈত্য অনুর হননহলে/ ঠাই দিস তুই চরণতলে।' *নজরুল*, ১৯৩৫।

হননপ্রিয় [স] **বিণ** হত্যা পছন্দ করে এমন। 'একগাছি দড়ি কিছা ফুর - বা-কিছু হননপ্রিয়।' *শামসুর*, ১৯৬৬।

হননেছা [স] বি হত্যার ইচ্ছা। 'নিরপরাধী লোকের হননেছা।' *মৃত্যুঞ্জয়*, ১৮১২।

হননে-গ্রন্থ [স] **বিণ** হত্যা করতে উদ্যত। 'আবার হননে-গ্রন্থ শব্দকে কমা করে ...।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হনহন [ধন্য] বি দ্রুত গমনের ডাববাচক শব্দ। 'উত্তরপবনে বহি ডাকে হনহন।' *হুমুদ*, ১৬০০।

হনহনান্তি [ধন্য] **ক্রি** হনন করে। 'দারা গুর হনহনান্তি' *ওগ*, ১৮৫৮।

হনহনিআ [ধন্য] **বিণ** দ্রুত যায় এমন। *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হনহনিরে **ক্রিবিণ** দ্রুতগতিতে। 'হাতে পানের কোঁটা, ঘোষাড়াতে হনহনিরে ঢলে নাগিপকুঁটা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হনা **ক্রি** বর্ষিত হওয়া। 'হেরিতাই হদয় হনএ পঁচবানে।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হনিমুন [হা] বি মধুচন্দ্রিমা। 'তাকে লইয়া কুন্দ চলি হনিমুনে।' *মানিক*, ১৯৩৬।

হনু **ত্র** হওয়া

হনু [স] বি হনুমান। 'হনুর টিকি সে পুছে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৭।

হনুমতী [স] **বিণ** স্ত্রী হনুমান। 'হনুমতী হয়েছিস তুই, হচ্ছে আমার শাকা।' *সুভাস্ত*, ১৯৪৮।

হনুমন্ত [স] বি হনুমান। 'হনুমন্ত সেবি মন্দবীর হৈল ভীম।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হনুমন্তা বি হনুমান। 'রাম কাজে হনুমন্তা' *বহু*, ১৪৫০।

হনুমান [স] বি এক প্রকার বড় বানর; রামায়ণে বর্ণিত রামের অনুচর। 'হনুমান মহাবীর হৈলা সারথী।' *বহু*, ১৪৫০।

হনুমানধ্বজা বি গরুর গাড়ি। 'চড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমানধ্বজাতি পর্যন্ত সব এদেশী।' *বিভূতি*, ১৯৩৮।

হনুমানী **বিণ** হনুমানের মতো। 'হঠাৎ সিংহিনী এক হনুমানী লফ দিয়ে ...।' *মুক্ততাব*, ১৯৫২।

হনুমান [স হনুমান] **বিণ** বানরের মতো স্বভাববিশিষ্ট। 'দালালেরা একে হনুমান ...।' *ভাবনী*, ১৮২৫।

হনু [স] বি চোয়াল। 'মস্তক সুগঠন, হনুয় অনুন্নত।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হন্টন বি হাঁটা। 'ঘোড়া নাই? বাস, পায়ে হন্টন।' *নজরুল*, ১৯২৪।

হনুদন্ত ১ **বিণ** এলোমেলা। 'বাগিশ দুটোও তেমনি হনুদন্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩২। ২ বি এডো-খেরডো অবস্থা। 'ইক গিরেছে হনু-দন্তর মাঠে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১। ৩ **বিণ** খুব ব্যত। 'সেই

সিঁড়িটা দিয়েই হৃদয়ন্ত হয়ে ছুটে আসেন।' শিবরাম, ১৯৫০।

হুতা [স] বি হত্যাকারী। 'ফ্রেঞ্জর সাহেবের হত্যাকে যিনি ধরিয়া দিবেন।' দর্পণ, ১৮৩৫।

হত্যারক [স] বি হত্যাকারী। 'মহারাজা আপনি হইল হত্যারক।' রূপরাম, ১৭৫০।

হুতা [স হু] ক্রি আঘাত করা। 'সখনে থর শর হুতয়া।' শেষর, ১৬০০।

হুশর [ই হানড্রড] বি তাস খেলায় উচ্চমান নির্দেশক তাসের সমষ্টি। 'পড়তা হিল ভাল যখন, কি হাতে হুশর উখন, মেয়ে তাস করিতাম হতলো?' মশাররক, ১৮৬৯।

হন্যে [স হন্য] বিশ ক্রিষ্ট। 'পুজারা তো হন্যে কুকুরের মতো খেপে রয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

হন্নে [স হন্য] বিশ উন্মত্ত। 'সমিদি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়া।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

হন্যমান [স] বিশ নিহত হচ্ছে এমন। 'এমত বীরগণ কর্তৃক হন্যমান প্রায় নরনিহাদেবকে দেখিয়াছি।' হরপ্রসাদ, ১৮১৫।

হুতম পঞ্জম [ফা] বি সাত পাঁচ; বিবিধপ্রকার। 'হুতম পঞ্জমের কাজ ছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

হুতা [ফা হুতা] ১ বি সত্তাহ। 'হালাহেত, ১৭৭৩: 'অফিসে এক হুতা ছুটি নিতে হা।' হুতাম, ১৮৬৩। ২ বিশ সাত। 'সে বিখাতা পুরুষের হুতাপুরুষ উদ্ধার করবে।' নজরুল, ১৯২৭।

হুতাকাবারি [ফা হুতাত+প আকারবঃ] বিশ সত্তাহাত্তিক। 'কোনিদিদের হুতাকাবারি অভিযান দেখে...'। জীবন, ১৯৪৮।

হুতাপুরুষ [ফা হুতাত+স পুরুষ] বি সাতপুরুষ। 'সে বিদ্যুত পুরুষের হুতাপুরুষ উদ্ধার করবে।' নজরুল, ১৯২৭।

হুতাত্তর [ফা হুতাত+স তর] ক্রিবিপ পুরো সত্তাহ হুতুটে। 'হুতাত্তর বান, যাকে কিছু নেই।' আলোউমিন, ১৯৩৩।

হুতাত [ফা] বি সত্তাহ। 'জানুয়ারী মাসের পহেলা হুতাতয় চট্টগ্রামে একটা বিরাট প্রদর্শনী...'। মাহেনও, ১৯৪৯।

হুতসটি বি মন্ত্রপূত করে হুতান। 'হুতসটি দিয়া তাহার রহাইল মতপে হইল উপনীতি।' রামাই, ১৭১০।

হুবন [স] বি যজ্ঞ। 'শরদ্বত হুবনেতে কর না উজ্জল।' তবানী, ১৮২৫।

হবা [স ছু] বি হওয়া। 'দও পূর্ণ হবা মায়েই...'। রামরাম, ১৮০১: 'সন্তান হবামায়ে আমার নিকটে সে সন্তানকে আনিবে।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০। ৫ হওয়া

হবামাত্র ক্রিবিপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। 'আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বসি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হবি [স] ১ বি বি। 'যেমন হবিঃ প্রয়োগ করিলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।' বিদ্যা, ১৮৪৭। ২ বি যজ্ঞের দায়বস্ত। 'সে গ্রানি মুখিতে শত শতাব্দী দিতেছি যা প্রাণ-হবি।' নজরুল, ১৯২৯।

হবিকার্ত [স] বি যজ্ঞের কার্ত। 'ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞ দত্ত সিংহাসন হবিকার্ত হবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হবিষ্য [স] বি হিন্দুস্ততে খাওয়ার আমিষবর্জিত খি-ভাত। 'হবিষ্যের নিমিত্ত উল্যাগী হইলেন।' দর্পণ, ১৮২১।

হবিষ্যান [স] বি আতপ চালে রান্না নিরামিষ খাবার। 'নিজের হবিষ্যান নিজে পাক করিয়া...'। বিনোদিনী, ১৮৭৫।

হবিষ্যান্নজীবী [স] বিশ হবিষ্য ভোজনকারী। 'হিল জাত হবিষ্যান্নজীবী, হল ক্রমে খেচরান্নজীবী।' অবন, ১৯২৫।

হবিষ্যান্নপুষ্টি [স] বি নিরামিষভোজী। 'হবিষ্যান্নপুষ্টি দেহ ভবিষ্যের ডারে হলো মরণসম্ভবা।' সুদীপ, ১৯৬১।

হবিষ্যাণী [স] বিশ হবিষ্যান্ন ভোজনকারী। 'হবিষ্যাণী ধার্মিকচূড়ামণি হুড়র পক্ষে...'। বিদ্যা, ১৮৭৩।

হবিষ্যি [স হবিষ্য] বি (হিন্দু আচার) যি মেশানো আতপ চালের ভাত। 'বাতু এদিকে আবার পরম বৈটব ... কি সোমবারে হবিষ্যি করেন।' মাইকেল, ১৮৬০।

হবিষ্যি-করা বিশ নিরামিষ-খাওয়া। 'তোমার ঐ কাঁচকলাভাতের হবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে?' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হবিষ্য [স হবিষ্য] বি হবিষ্য। 'সুক্রবার দিনে গো খিঅর করিব হবিষ্য।' রামাই, ১৭১০।

হবু বিশ ভবিষ্যতে হবে এমন; ভাবী। 'আমার হবু-বউমা।' নজরুল, ১৯০১।

হবু কবি বিশ ভবিষ্যতে কবি হবে এমন। 'তুই একটা প্রকাণ্ড হবু কবি বা কবি-কিশলয়।' নজরুল, ১৯২৭।

হবু চবু বিশ হতবুদ্ধি। 'শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।' হুতাম, ১৮৬১।

হব্য [স] ক্রি হোমে দেওয়া হয় এমন বস্তু। 'বাসনা-হুতায়ির হব্য সমগ্র জগিতে থাকিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হব্যকব্য [স হব্য] বি (হিন্দু আচার) যজ্ঞের যি ও পিতৃশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি; পুজার উপচারাদি। 'মহাপড়া যজ্ঞমনোরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদমন্ত্র বলে জানত।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হব্য-ভন্ড [স] বি যজ্ঞভন্ড। 'হব্য-ভন্ড তপস্বিনী মাথে ভালে যথা।' মাইকেল, ১৮৬২।

হম [স অহ] সর্ব আমি। 'অবনত আনন কএ হম রহলিহ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হমর** সর্ব আমার। 'সে নহি সহবহি হমর পরান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হমই** সর্ব আমিও। 'হমই মরব ধসি আগী।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হমার** সর্ব আমার। 'আইলি সি সবে সাথে হমার।' বিদ্যাপতি, ১৫৭০। **হমারি** সর্ব আমার। 'ঐষ বর্জিত রোগ হমারি।' বাহরাম, ১৫৫০। **হমে** বি আমি। 'হমে হসি হেরলা খোরা রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হমবর্ণ [সি] ক্রি ধোঁকাবাজ। 'সোকে যখন বলিবে শ্রীকান্তা হমবর্ণ, হিপোপ্যিট।' অরুণ, ১৯১৭।

হবা [ধন্য] বি গোরুর ডাক। **হবাধ্বনি** [ধন্য হবা+স ধ্বনি] বি গোরুর ডাক। 'হবাধ্বনি যাহা গো-শিত গো-বুদ্ধের।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হবা [ধন্য] বি গোরুর ডাক। 'গাভী হবা শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।' ময়ূ, ১৮৫৭।

হবিত্তি বি আকালন; তর্জনগর্জন। 'তোর এই মর্দানা হবিত্তিতে ... কিছুমাত্র আসে যায় না।' নজরুল, ১৯২৭।

হ-য-ব-র-ল বি বিশ্লথল অবস্থা। 'তখনকার সমস্ত বিদ্যাতত্তি হ-য-ব-র-ল হইয়া একড়ে খোঁষাখোঁষি করিয়া থাকিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩: 'দুনিয়ার সব কলরব হ-য-ব-র-ল' একটেরে।' নজরুল, ১৯২৪।

হযরত ৫ হযরত

হযুর [আ হুজুর] বি শ্রদ্ধার পাত্র; কর্তা; উপরওয়াল। 'বোফল, ১৭৭০।

‘ইখরের দরগায় হযুরে বাজা করি তাহাতেই অজ্ঞান বিশেষঃ’
ওর্ণা, ১৭৮২। **হ্র হুহুর, হুহুর**

হয় [স] বি যোড়া। ‘দস সহস্র হয় দিল অতি বেগবতঃ’ কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হয়গজ-রব [স] বি হাতি-ঘোড়ার ডাক। ‘হয়গজ-রব শুনি কাঁপয় মেদনী’ মুকুন্দ, ১৬০০।

হয়গতি [স] বি ঘোড়ার গতি। ‘হয়গতি হয় আরোহণে।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

হয়গ্রীব [স] বি ঘোড়ার গলার মতো গলা। ‘হার দিব হয়গ্রীবে হাতে হেমচুড়ী।’ মানিকরাম, ১৭৮১।

হয়-দল [স] বি অশ্বচাহিনী। ‘হয়-দলে আগুয়ান রাঘব ঘোষাল।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

হয়-পদতালি [স] বি ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ‘হয়-পদতালি উড়াইছে ধূলি।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

হয়পুচ্ছ [স] বি ঘোড়ার লেজ। ‘হয়পুচ্ছ লোম ফাঁদে কত সামুখোলে বাসে।’ মুকুন্দ, ১৬০০।

হয়বুহ [স] বি অশ্বকুল। ‘হয়বুহ মিশালা হুয়ারব সে রবের সহ।’ মাইকেল, ১৮৬০।

হয়রাজ [স] বি শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। ‘আমি তুমিযাছি সে হয়রাজের হুয়া।’ প্রেমেন্দ্র, ১৯৩২।

হয়ারোহণ [স] বি অশ্বারোহণ; ঘোড়ায় চড়া। ‘হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায়।’ রাজীব, ১৮০৫।

হয়েশ্বর [স] বি শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। ‘কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবতঃ উচ্চৈঃস্বরে হয়েশ্বর।’ মাইকেল, ১৮৬০।

হয় ১ অব্য হ্যাঁ। ‘হয়, আছে।’ মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি সম্মত। ‘ওই বিষজ্ঞী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়।’ নজরুল, ১৯২৬।

হরতো ক্রিবিণ সম্ভবতঃ। ‘সেতো দেখি গোঁসেরে হরতো নিন।’ ক্রেবি, ১৮০২।

হয় হয় বিণ আসন্নপ্রায়। ‘কথার তোলপাড় করিতে করিতে ভোর হয় হয়।’ গ্যারী, ১৮৬০।

হয়দ্রজন [ই হাইড্রোজেন] বি হাইড্রোজেন; একটি মৌলিক গ্যাস। ‘হেলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন ও হয়দ্রজন নামক পদার্থ আছে ...।’ অক্ষয়, ১৮৫০।

হয়রান [আ] ১ বিণ বিষয়। ‘ওহাবের মউত দেখে হোসেন হয়রান।’ গরীব, ১৭৮৫। ২ বিণ পরিশ্রান্ত। ‘তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান হা হলে ভার প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হয়রাফি [আ হয়রান] ১ বি অযথা কামেলা। ‘হয়রাফি কিবা সে তহমত।’ এডমন, ১৭৯০। ২ বি অসুবিধা; দুর্গতি। ‘এডমন, ১৭৯২।

হয়রাণ [আ] ১ বিণ নাকাল। ‘এতদিন আমার জ্ঞানকে এত হয়রাণ করেছে জ্ঞান!’ মণাররফ, ১৮৬৯। ২ বি ক্রান্ত। ‘এত হয়রাণ হয়ে গেলার খবর দিতে হত না।’ রোকেয়া, ১৯৩২।

হয়রান-পরিশান [আ হয়রান] +ফা পরেশান। বিণ পরিশ্রান্ত। ‘প্রজাকে যে কি পর্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায়।’ প্রমথ, ১৯১৯।

হয়রানি, হয়রানী [আ হয়রান] বি কামেলা; কষ্ট। ‘তিন মাইল কাঁচা রাজায় পালকি করে তবে আমাদের গায়ে পৌছনো যায়। সেদিন তোমাদের কী হয়রানি।’ রবীন্দ্র, ১৯১৪। ‘বিনা পাশে শান্তি এ যে, দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম এ নয়, হয়রানী।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

হয়াত [আ] বি আয়। ‘মানোএল, ১৭৪৩।

হয়েইছে হ্র হওয়া

হর [স] বি হিন্দুদেবতা শিব। ‘আকে হরী আকে হর আকে মহাযোগী।’ বড়ু, ১৪৫০; ‘ত্রিংশপামিনী গলা হরে শিরে ধরে।’ বড়ু, ১৪৫০।

হরগৌরি, হরগৌরী [স হরগৌরী] ১ বি হিন্দুদেবতা শিব ও দেবী পার্বতী। ‘পুন্ড্রিণাও হরগৌরি কায়মনচিত্তে।’ মালধর, ১৫০০; ‘হরগৌরী এক অঙ্গ বেদ পরমান।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি (সংগীত) তালবিশেষ। ‘রাগ বসন্ত। হরগৌরী।’ বড়ু, ১৫৭০।

হরজায়া [স] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী দুর্গা। ‘মহাজীমা ভয়ঙ্করী বিশ্বরূপা খড়্গেশ্বরী দুর্গাভিনাশিনী হরজায়া।’ জ্ঞপরাম, ১৭৫০।

হরধনু [স] বি হিন্দুদেবতা শিবের ধনুক। ‘এ যেন হরধনুর টান ছিলোতে হেনেছে কেউ প্রবল টকোর।’ নীরেন, ১৯৫৬।

হর-রমা [স] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী চণ্ডী। ‘হর-রমা দেখা দে মা/ মা তো কঠিন নম গো কাঙ্ক।’ গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

হর-ললনা [স] বি স্ত্রী হিন্দুদেবী দুর্গা। ‘একী লো একী লো হলনা/ মোরে নিদয়া হর-ললনা।’ গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

হর হর [স, ধন্যনা] বি অবিরাম ‘হর’ ধ্বনি; রাজপুতদের যুদ্ধের ধ্বনিবিশেষ। ‘দাও করতালি বসো হর হর শঙ্কর।’ নজরুল, ১৯২২; ‘হর হর হর শব্দে পুরিল গগন।’ রম, ১৮৫৮।

হরহরি [স] বি হিন্দুদেবতা শিব ও বিষ্ণু। ‘সঙ্গীতে মোহিত হরহরি।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হর [ফা] বিণ সকল। ‘তার হিসাব রাখে কোন কাচারি হর সময়।’ লালন, ১৮৯০।

হর ওড় [ফা হর+আ ওতা] ক্রিবিণ প্রতি মুহূর্তে। ‘তারি মাঝে ‘কাবা’ আভার ঘর দুলে আজ হর ওড়।’ নজরুল, ১৯২৪।

হরবার [ফা] ক্রিবিণ প্রতি বার। ‘হরবার আবোয়াবে ঐ জমার দেড়া ঘিণণ।’ এডুকেশন, ১৮৭৩।

হররোজ [ফা] ক্রিবিণ প্রতিদিন। ‘হররোজ চালুকেলা সাড়ে পাঁচ খায় ডালা।’ কৃষ্ণরাম, ১৭২০; ‘তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও।’ গ্যারী, ১৮৫৮।

হরকত [আ] ১ বি খারাপ আচরণ। ‘ফেরেশতার স্বপন আর শয়তানের হরকত।’ গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বাধা। ‘এমন রূপ কাজের হরকত হয়।’ মেয়ার, ১৭৮৭।

হরকরা [ফা] ১ বি পত্রবাহক। ‘চোর কিয়া হবা হরকরা।’ ভারত, ১৭৬০। ২ বি ওড়ার। ওর্ণা, ১৭৮৫। ৩ দূত। ওর্ণা, ১৭৮৫; ‘জনেক তগমাওয়ালা হরকরা ধানায় পাঠাইয়া কুটীর উদ্ধার করিলেন।’ ভবানী, ১৮২৬। ৪ বি দ্রুতগামী পদাতিক বা পািক। ‘তার পেটোনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান, হরকরা, সেপাই।’ হুতোম, ১৮৬১।

হরকরাআন [ফা আন, বহুব] বি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্র পৌঁছে দেয় যারা। ওর্ণা, ১৭৮২।

হরগিজ, হরগীজ [ফা] ১ ক্রিবিণ সবসময়ে। ‘আমার মনস্ত দালাল রাখিয়া হরগিজ কাজ করিতাম না।’ হ্যালহেড, ১৭৭৩। ২ বি কোনো কারণে। ‘তাহাতে হরগীজ তাহার দুই ধানের জোয়াদা দাদনি দিবে না।’ হ্যালহেড, ১৭৭৩।

হরগীস [ফা] ক্রিবিণ কখনো। ‘প্রব্রুএর বচন দেন যে তাহা হরগীস

হরণেজ

প্রকাশ করিবেন না।' ক্যাগগে, ১৭৮৭।

হরণেজ [ফা] অব্য আসৌ। 'হরণেজ এজিমে সে কবুল নাহি করে।' গরীব, ১৭৬৫।

হরণাড়ি [সা] ক্রিবিপ সবসময়ে। 'হরণাড়ি হাজির তামাম।' গরীব, ১৭৬৫।

হরণচন্দ [ফা হরণচন্দা] ক্রিবিপ পুরোপুরি। 'না পারিলে এই কাম করিতে হরণচন্দ।' গরীব, ১৭৬৫।

হরণচন্দ [ফা হরণচন্দ] ক্রিবিপ পুরো; যতোই হোক। 'বাকী করব্বক কড়া হরণচন্দ বাকী থাকিবেক না।' তাঁতি, ১৭৯২।

হরণটি বি বুঝে পাখিবিশেষ। 'পাহাড়ি বনটিয়া, হরণটি প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কুলন।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হরণ [সা] ১ বি চুরি। 'মুনি হরণে কড়া জ্ঞত কৈল গদাধরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি নাশ। 'আমারি করিতে চাহে জীবন হরণ।' মদনমোহন, ১৮৩৪। ৩ বি ব্যয়। 'এই পাঠশালা নির্মাণেতে যতকাল হরণ হইবে।' দর্পণ, ১৮৩৯। ৪ বি ভাগ। 'তাহারদের সংখ্যা চারি দিন হরণ করিলে... অবগত হওয়া যায়।' দর্পণ, ১৮৩৯। ৫ বি অপহরণ। 'তোমার হরণ-শীত গাব বকাসরে।' মাইকেল, ১৮৬৬। ৬ বি জয়। 'আমি দেশের মন হরণ করে আনব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হরণ করা ক্রি কেড়ে নেওয়া। 'এই যে গ্রামবাসিনী সুন্দরী সরলতা আজ এরাটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষাপুত্রের মন অতিক্রান্তভাবে হরণ করিয়া লইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হরণী [সা] বিপ হরণকারী। 'বালরাসিনী সজলনয়নে গাহিছে পুরানহরণী।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হরতকি হরীতকী

হরতন [ওলাজ হরতন] বি তাসের চিহ্নবিষয়। ওসা, ১৭৮৫; 'বাকী ইকাদানের টেকায় হরতনের বিবি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

হরতেন বি হরতন; তাসের চিহ্নবিষয়। 'হরতেন রইছে পায়ের বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান ককে পাবে কি?' মুক্ততবা, ১৯৫২।

হরতাল [ওজারাত] বি বিকোত প্রকাশ করার জন্য যানবাহন, হাট-বাজার, নোকানপাট, অফিস-আদ্যাদি ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা; ধর্মঘট। 'হরতালের কথা মনে করো দেখি।' নজরুল, ১৯২২; 'পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান-হাত হরতাল করে বসে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হরতেল [সা হরিতাল] বি পারদমুগ্ধ হৃদয়াদি বিষাক্ত ধাতববিশেষ। 'তার চেয়ে বানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে বান-না কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হরদম [ফা] ১ বি সবসময়। 'হরদমে নাম রাখবো হিতি এখন ভুলেছ তারে।' লালন, ১৮৯০। ২ ক্রিবিপ অনবরত। 'হরদমই দেখি তার মুখ চাছে, চলাছেই হরদম।' শিবরাম, ১৯৪০।

হরদম ক্রিবিপ প্রতিমিত। 'হরদমে জিকির যে করিব সর্বক্ষণ।' সুলতান, ১৭০০।

হরধনু হর

হরক, **হরণ** [আ হারুক] ১ বি বর্ণ। 'ভালা বুনা না কহে হরক।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি ভাষা। 'ফারসি ও বাজলা হরকে তৈয়ার করিয়া ইত্বাহারমাদা দিয়াজাইতেছি।' কাশলগ, ১৭৮৬। ৩ বি হাপার অক্ষর। 'সখাদ পরে মুদ্রাচিত্রপেশা তিন গুণ বড় হরণ।' দর্পণ, ১৮৩০।

হরবকত, **হরবকথ** [ফা হরণাক্ত] ক্রিবিপ সর্বদা; সবসময়ে। 'বলকান মেমেনের প্রেমিকরা হরবকতই মারমুখো হয়ে আছে।' মুক্ততবা, ১৯৫২; 'দিগ্ভ্রবাসীর মনে হরবকথ জাগিয়ে রাখবে যে অনুভূতি সেটা হচ্ছে, ভয়-বিশ্বাসতা।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

হরবকত [ফা] ক্রিবিপ সবসময়ে। 'এই জঙ্গলে হরবকত গুকে একলা ফিরতে হয়।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হরবিজ্ঞ বিপ নানা-রকম। 'কিছু দিন চাষাবাদ করিয়া হরবিজ্ঞ ফসলের দ্বারা বিশ্লক্স যোগে করিয়াছিল।' গারী, ১৮৫৮।

হরবোলা [ফা হর+বোল] বিপ নানা প্রকার উচ্চারণ কথা বলতে পারে এমন। 'বুঝি দেখী চৌধুরাণী হরবোলা।' বঙ্কিম, ১৮৮২।

হররা [ধনরা] বি হারির উচ্চ শব্দ। 'হারির হররা।' নজরুল, ১৯২৪।

হরহোজ হর

হর-ললনা হর

হরষ [সা হর্ষ] বি আনন্দ। 'আমার হিয়াধানি হারালো সীমা বিপুল হরষে, উৎখলি উঠে বাণী।' রবীন্দ্র, ১৯১১; 'এমন করে করিব বুকুর নিবিড় হরষ দিয়া।' নজরুল, ১৯২২।

হরষণ [সা হর্ষণ] বি আনন্দ। 'বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ।' নজরুল, ১৯২৬।

হরষণ বি আনন্দ। 'রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

হরষস [সা হর্ষস] বি আনন্দের নির্ধাস। 'হরষস বরষি যত ভূষিত ফুল-পাতে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

হরষা [সা হর্ষ] ১ বিপ আনন্দিত। 'নিখিল-চিত্ত হরষা/ ঘন গৌরবে আসিছে মত বরষা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ ক্রি হাসা। 'আধারে তারাতলি হরষিছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

হরষিত [সা হর্ষিত] বিপ আনন্দিত। 'হেনমতে বাণী পাঠ্য হরষিত মণে।' বড়, ১৪৫০; 'দেখি হরষিত বড় হইলা হিমালয়/ অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হরষা ক্রি আনন্দিত হওয়া। 'হরষিতে কামদের মৃদার সবে।' মালাধর, ১৫০০; 'হরষিতে সেই বর দিল উমাগতি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হরষিত [সা হর্ষিত] বিপ আনন্দিত। 'অবধিয়া বান রাজা হরষিত মনে।' মালাধর, ১৫০০।

হর হর হর

হরহরি হর

হরা [সা হরণ] ১ ক্রি অপহরণ করা। 'সুরতি দেহ তাকে নাহি হরো।' বড়, ১৪৫০; 'হরিব পৃথিবীভার করিব দেব কাজ।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রি দূর করা। 'মুর্ছিতা হৈয়া রামা হরিলো তেজন।' মালাধর, ১৫০০। ৩ ক্রি দূর হওয়া। 'সুনীলে অধর্ম হরে পরলোককে ভরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৪ ক্রি হত্যা করা। 'জীব সব হরি আঁকি বসি এহি ঠাম।' সুলতান, ১৭০০। হর ক্রি হরণ করে। 'করি চিত্তা হর মোর কেশ।' মুকুন্দ, ১৬০০। হরএ ক্রি হরণ করে। 'হাস কলা সে হরএ সীতাত।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হরয়ে ক্রি হরণ করে। 'দম্যবৃত্তি করিয়া হরয়ে পর নারি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। **হরল** ক্রি হরণ করলো। 'মনোমগ্ন কতই কদয় পরিপূরল আনন্দে হরল গেথান।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হরলা** ক্রি হরণ করলো। 'দেখইতে সুনইতে কদয় হরলা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। **হরহ** ক্রি হরণ করে। 'এবে কেহে হরহ পরাণে।' বড়, ১৪৫০। **হরি** ১ ক্রি হরণ করে; চুরি করে।

'আক্ষলের সোনা মোর/ কে না হরি লখা গেল।' বড়, ১৪৫০। ২
 কি হারিয়ে। 'রাজাএ মাগাএ ডিক্সা রাজ্যপাট হরি।' বাহরাম,
 ১৬৫০। ৩ কি হত্যা করি। 'জীব সব হরি আকি বসি এহি ঠাম।' *সুহানতান*, ১৭০০। *হরিশা* কি হরণ করে। 'হরিশা মন নিলি বাধা।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। *হরিশা* কি হরণ করে। 'শ্রীধররূপে হরিশা নিবো
 প্রেরে।' বড়, ১৪৫০। *হরিঞা* কি হরণ করেছিলো। 'আদিবণে
 প্রবৃত্তে হরিঞাছিল চোরে।' বৃন্দা, ১৫৮০। *হরিঞা* কি হরণ করবে।
 'হরির পুণ্ড্রবিভার করিব দেব কাজ।' *মালাধর*, ১৫০০। *হরীবেক* কি
 হরণ করবে। 'ব্রহ্ম বেদ হরীবেক ইন্দ্রে হরির পাণী।' বড়, ১৪৫০।
হরীবো কি অশহরণ করবে। 'মো কেহে হরীবো তোরা বাশী।' বড়,
 ১৪৫০। *হরিয়্যা* কি হরণ করে। 'কোথা জালি জালি হরিয়্যা
 পরনারি।' *মালাধর*, ১৫০০। *হরিল* কি হরণ করলে। 'ওরুপদ্রী
 তারাক হরিল শশধরে।' বড়, ১৪৫০। 'লজ্জানুটি হরিল ভাগিনা
 বনমালী।' বড়, ১৪৫০। *হরিশা* কি হারালো। 'মুখিতা হোয়া রামা
 হরিশা চেতন।' *মালাধর*, ১৫০০। *হরিলেক* কি হরণ করলো।
 'হরিলেক হার মোর বাল গোপালো।' বড়, ১৪৫০। *হরিলেহে* কি
 হরণ করলে। 'কমন আন্তরে তোকে হরিলেহে মনে।' বড়, ১৪৫০।
হরিশো কি হারালো। 'শরীরত হরিশো চেতনে।' বড়, ১৪৫০।
হরী কি হরণ করে। 'দ্বন্দ্বত বদন করী মন মোর নিল হরী।' বড়,
 ১৪৫০। *হরু* কি হরণ করুক। 'নিরন্তর শুন কহি হরুক তার মন।' *মালাধর*, ১৫০০। *হরে* ১ কি হরণ করে। 'নরী বড় রাধা দেখিলে
 প্রাণ হরে।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হারিয়ে। 'জ্ঞান বুদ্ধি হরে রাজার
 দেবদাসা লাগে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ কি দুঃ হয়। 'সুনিলে অধর্ম
 হরে পরদাসকে তরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। *হরো* ১ কি হরণ করি।
 'আল যলি মোহে হরো পরনারী।' বড়, ১৪৫০। ২ কি হরণ করবে।
 'সুরতি দেহ তোকে নাহি হরো।' বড়, ১৪৫০। *হর্যা* কি হরণ
 করে। 'রাজা বড় পাণচিহ্ন/ ছলে হর্যা লয় বিস্ত/ তন্মাহি হরেশের
 দুহাচার।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরা [স হরণ] ১ কি মনোযোগ আকর্ষণ করা। 'বেদব্রতী হেতে হরে
 সেই মোর মন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ কি হারিয়ে যাওয়া। 'জ্ঞান
 বুদ্ধি হরে রাজার দেবদাসা লাগে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ কি
 অতিবাহিত করা। 'দিবানিশি রোদনেতে কেবল কাল হরি।' ভবানী,
 ১৮২৫।

হরাবতী বি একটি নদীর নাম। 'হরাবতী নরাবতী খাইল লঘুমাতি।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরি [স] ১ বি হিন্দুমতে ঈশ্বর; প্রধান তিন দেবতার অন্যতম ভগবান
 বিষ্ণু; অবতার কৃষ্ণ। 'অসুরকুললন হরি মোর নাম।' বড়, ১৪৫০।
 ২ বি সিংহ। 'হরি ডরে হরিন জইসে জিব ডোল।' *বিদ্যাপতি*,
 ১৪৬০।

হরিপত [স] *বিপ* ঈশ্বরের প্রতি অনুগত। 'কোন ভোগি নহে দিগ
 হরিগত মন।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিচরণ ব্রত [স] বি (হিন্দু) আচার) ব্রতবিশেষ। 'হরিচরণ ব্রত -
 বহুরের প্রথম মাসে।' অবন, ১৯৯১।

হরিচিহ্ন [স হরিচিহ্ন] *বিপ* ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। 'ভূঞ্জিল সকল
 সুখ হরিচিহ্ন হোয়া।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিশজন [স] বি হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী নিম্নশ্রেণীর তথা সামাজিক
 মর্যাদাহীন হিন্দু সম্প্রদায়। 'হরিশজন বলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করি
 না।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২; 'হরিশজনদিগকে বর্তমান দুঃসহ্য হইতে উদ্ধার
 করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।' *আজাদ*, ১৯৩৬; 'যেখানে যে কেহ ছিল
 আত্মীয় পরিজন, অভিজাতবংশীয় কেহ, কেহ হরিশজন।' *রবীন্দ্র*,

১৯৩৯।

হরিশজন-বর্ণ বি নিম্নশ্রেণী। 'যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে
 হরিশজন-বর্ণ থেকে উপরের পদ্ধতিতে উঠেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হরিশজন-শ্রেণীয় *বিপ* গৌণ শ্রেণীর। 'আমার আত্মল আছে মাত
 ভিনতি, বাকি দুটো বুড়ো আত্মল আর কড়ো আত্মল, তারা হরিশজন-
 শ্রেণীয়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৪।

হরিভাগিকা [স] বি ভদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী। 'হরিভাগিকা তিথি
 বলিল শ্রীহরি।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিশ্বনি [স] বি হিন্দুদের 'হরিবোল' ধ্বনি। 'হরিশ্বনি করে লোক
 স্বর্ণ-মণ্ড্য ভরি।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিশাম [স] বি হিন্দুমতে ঈশ্বরের নাম। 'ক্রন্দনের ছলে বোলাইল
 হরিশাম।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০।

হরিশামসংকীর্তন [স] বি বৈষ্ণবদের সুর করে হরিশাম কীর্তন।
 'ভাৱের অভিনায় হরিশামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে।' *রবীন্দ্র*,
 ১৯৩৭।

হরিপদ [স] বি হিন্দুমতে অবতার কৃষ্ণের আশ্রয়। 'গুনরাজ যান বলে
 হরিপদে আস।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিশূপা [স হরিশূপা] বি তুলসী পাতা বা গাছ। 'হরিশূপা চন্দ্রকলা
 কর্পূরা কুসিলা।' *মালাধর*, ১৫০০।

হরিশ্রেয় [স] বি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। 'হরিশ্রেয়ের দীক্ষা নিলেন
 রাজাবানী।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হরিশংখীয় [স] *বিপ* হিন্দু অবতার কৃষ্ণের বংশধর সম্বন্ধীয়।
 'হরিশংখীয় ব্যচনের সহিত সঙ্গত হইতেছে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৭।

হরিবড়ি [ধ্বন্য] বি এটাওটা। 'মর কেন হরিবড়ি কাটের মালা টিপে
 হা রে।' *লালন*, ১৮৯০।

হরিবাসর [স] বি ঘাদশী তিথির প্রথম পাদ। 'একাদশী, হরিবাসর ও
 রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উথান ও শয়নে নিষ্কলা করে থাকেন।' *হজোম*,
 ১৮৬১।

হরিবোল [স হরি+বোল] বি হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে
 উচ্চারিত 'হরিবোল' ধ্বনি। 'হরিবোল বলিয়া কাণ্ডারী গীত গায়।' *রূপরাম*,
 ১৭৫০।

হরিভক্তি [স] বি হিন্দুমতে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি। 'হরিভক্তি
 পেয়ে সে বৈকুণ্ঠে বায় সুখে।' *মালিকরাম*, ১৭৮১।

হরিভক্তি উড়ে যাওয়া - শব্দা নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'আমার হরি ভক্তি
 উড়ে গেছে।' *উমেশ*, ১৮৫৭।

হরিভোগ [স] বি এক জাতের ধানের নাম। 'দোসুতী শীতলজিরে
 হরিভোগ খায়।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হরির লুট বি হিন্দুমতে ঈশ্বর বা কৃষ্ণের নামে বাতাসা হড়িয়ে
 দেওয়া। 'হরির লুট দিব?' *রবীন্দ্র*, ১৯৭৭।

হরিশংকীর্তন, **হরিশঙ্কীর্তন** [স] বি হিন্দুমতে ঈশ্বরের গণ বর্ণনার
 গান। 'আনন্দে বিহ্বল মন করে হরি-সঙ্কীর্তন।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০;
 'অহোয়ার্ত্তি করে জেবা হরিশংকীর্তন।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হরিশপা [স] বি হিন্দু ধর্মীয় সভা। 'হরিরহরকে হরিশপার বাড়ী হইতে
 বাহির হইতে হইল।' *বিভূতি*, ১৯২৯।

হরিশাখন [স] বি হিন্দুমতে ঈশ্বরের সাধনা। 'জন্ম জন্ম মানবদেহ
 ধরি আর হরিশাখন করি।' *গিরিশ*, ১৮৯৬।

হরিহর [স] ১ বি হিন্দুদেবতা বিষ্ণু ও শিব। 'ফাটাই হরিহর বাক্স জমা।' চর্চা ৪৭, ১২০০; 'ইহাতে পুজিলে হরিহর স্বর্ণবাসী।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ অহেন্দ্য। 'তোমার বাপের সঙ্গে আমার হরিহর আত্মীয়তা ছিল।' প্যারী, ১৮৫৯।

হরি হরি [স] অবা খেদোক্তি; হায় হায়। 'হরি হরি কিসকে চলিলে বাড়ায় মদুয়া নগর।' বড়ু, ১৪৫০।

হরিঅ [স হারিতা বিণ আহত। 'দশবল রঅণ হরিঅ দশ দিলে।' চর্চা ৯, ১২০০।

হরিকুন্ড [স] কুন্ডকারের কলসি। 'হরি-হরিকুন্ড কটিনতিখ।' আলাওল, ১৬৮০।

হরিড়া [স হরীতকী] বি হরীতকী গাছ। 'আচ্ছন্ন গর্জ্জন হরিড়া।' বড়ু, ১৪৫০।

হরিণ [স] বিণ সুপরিচিত চতুস্পদ প্রাণীবিশেষ। 'কমলবদনী রাখা হরিণনয়নী।' বড়ু, ১৪৫০; 'শশার হরিণ বরা হ্রল পাসে বাক্কে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হরিণআঁখি [স] হরিণ-অঁখি বিণ হরিণের ন্যায় চোখবিশিষ্ট। 'ব্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি দৃষ্টি রাখি হরিণ-আঁখি।' রবীন্দ্র, ১৯০০; 'যার হরিণআঁখি সে কি কাজল পরে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

হরিণ-কিন্দ্র [স] বিণ হরিণের মতো দ্রুত। 'কিন্দ্র তখন কোন বনে, হায়/ হরিণ-কিন্দ্র তোমার সে যৌবন।' শ্যামসুন্দর, ১৯৬৬।

হরিণঘাটা বি নদীবিশেষ। 'গোমতী, যমুনা, তিস্তা, মধুমতী, হরিণঘাটার বহমান গতিভ্রাতা।' ফররুখ, ১৯১৬।

হরিণ-চোখ [স হরিণচক্ষু] বি হরিণের চোখের ন্যায় চোখ। 'দেখেছি তার কালে হরিণ-চোখ।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হরিণদৃষ্টি [স] বি চক্ষু দৃষ্টি। 'চকিত হরিণদৃষ্টি অতুল মনোহর পৃথিবী/ অনাসক্ত চৈতন্যের অছায়া প্রায়।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

হরিণনয়নী [স] বিণ হরিণের মতো সুন্দর চোখের অধিকারী। 'কমলবদনী রাখা হরিণনয়নী।' বড়ু, ১৪৫০।

হরিণনেত্র [স] বি হরিণের মতো চোখ। 'হরিণনেত্রে বিমল হাস।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

হরিণলোচনা [স] বিণ স্ত্রী হরিণের মতো চোখবিশিষ্ট। 'ওগো তোমার চোখে কাজল দিয়ে/ হরিণলোচনা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

হরিণ-শাবক বি হরিণের বাচ্চা। 'হরিণ-শাবক দুটি প্রাণভরে ধায় ঘুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হরিণশিশু [স] বি হরিণের বাচ্চা। 'তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাঘের রাজ্যে বাস করিস।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হরিণ-সাথে ক্রিণিণ হরিণের সঙ্গে। 'হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়নে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হরিণ-হারিনী বি হরিণ ও হরিণী। 'ভরাসে চমকিয়ে হরিণ-হারিনী খলিত চরণে ছুটিছে কাননে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হরিণহৃদয় [স] বি হরিণের মতো হৃদয়। 'কাদে প্রত্যহ হরিণহৃদয় যার।' শ্যামসুন্দর, ১৯৫৯।

হরিণা [স হরিণা] বি হরিণ। 'অপণা মাংসে হরিণা বৈদী।' চর্চা ৬, ১২০০।

হরিণি [স হরিণী] বি স্ত্রী হরিণ। 'হরিণা হরিণির নিলঅণ জাণী।' চর্চা ৬, ১২০০।

চর্চা ৬, ১২০০।

হরিণী [স] বি স্ত্রী হরিণ। 'হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিণা তো।' চর্চা ৬, ১২০০।

হরিং [স] ১ বিণ সবুজ। 'কোন স্থান ধূসর, কোন স্থান হরিং, কোন কোন স্থান বা রক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়।' অক্ষর, ১৮৪৯। ২ বিণ হলুদ। 'ব্রীহিহৃহ পরিপক্ব হরিং আকার।' চর্চা, ১৮৫৮।

হরিত [স হরিণ] বিণ সবুজ। 'সকল বর্ণ অসেক্ষা, হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিকরূপ দেখিতে পারা যায়।' বিদ্যা, ১৮৫১।

হরিততর বিণ অতি সবুজ। 'হরিততর আজি পল্লব।' নজরুল, ১৯৩১।

হরিংকোষ [স] বি সবুজকোষ। 'সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিংকোষে চিহ্নিত।' বঙ্কিম, ১৮৮৪; কোথায় এমন হরিংকোষ আকাশ-ভলে মেখে।' বিজ্ঞেন্দ্র, ১৯১২।

হরিংবর্ণ [স] বিণ সবুজ। 'কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত কারো বা হরিংবর্ণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হরিং-সমুদ্র [স] বি সবুজ রঙের সাগর। 'চারিপাশের উচ্চনিচ শস্যক্ষেত্রে হরিং-সমুদ্রের হিত্রোলের ন্যায়।' প্রশস্ত, ১৯২০।

হরিংবর্ণ [স] বিণ হলুদরঙা। 'হরিংবর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

হরিতকী দৃষ্টান্ত

হরিতাল [স] ১ বি হলুদবর্ণের খাতবিশেষ। 'প্রবল বদলে কুরঙ্গ দিবে হরিতাল বদলে হীরা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ হলুদ। 'হরিতাল বর্ণ তার করিব সন্ধান।' সুলতান, ১৭০০। ৩ বি পাখিবিশেষ। 'ঠেটা ভেটা ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।' ভারত, ১৭৬০।

হরিতালী [স] বি সাদা মেঘের মতো নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ। 'গগন-মণ্ডলে যে দক্ষিণোত্তর-ব্যাধিনী গুহ্রবর্ণ রেখা হরিতালী ও ছায়াপথ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।' অক্ষর, ১৮৪৭।

হরিতালী চন্দ্র [স] বি নটচন্দ্র। 'হরিতালী চন্দ্র দেখিলো ভদ্র মাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

হর্তেল [স হরিতালি] বি উজ্জ্বল খাতব পদার্থবিশেষ। 'হর্তেলের মত গায়ের রঙ।' বিজুতি, ১৯৩১।

হরিদ্রা [স] বি হলুদ। 'সিন্দুর হরিদ্রা তৈল খই কলা নারিকেল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হরিদ্রাচিহ্ন [স] বি হলুদের রং। 'গায়ে-হলুদের হরিদ্রাচিহ্ন লইয়া শলী ইহাংশুর হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হরিদ্রাজল [স] বি হলুদের জল। 'দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অন্ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হরিদ্রাক্কর [স] বি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সংক্রান্ত ব্যাধি যার প্রতিক্রিয়ায় গায়ের চামড়া হলুদ হয়ে যায়। 'হরিদ্রাক্করের চিকিৎসার জন্য ... হাসপাতাল আছে।' মধেনগ, ১৯৪৯।

হরিদ্রাভ [স] বিণ হলুদ রঙের। 'বহু ও হরিদ্রাভ ...।' বিজুতি, ১৯৩৭।

হরিন্যায় [স] বিণ সবুজময়। 'নবশংশে হরিন্যায় শাশল।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮।

হরিমটর খাঁওড়া - উপাস্য থাকা। 'সারাদিন উপোস মশাই শুধু খাও হরিমটর।' নজরুল, ১৯২৬।

হরিমটুক বি না খেয়ে থাকা। 'তবেই সে দিন নির্ঝাঁহ হইত নতুবা হরিমটুক।' *কেরি*, ১৮০২।

হরিয়াল [স হরিভাল] বি যুযুজাতীয় হলদ বা সবুজ রঙের পাখিবিশেষ। 'হরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত।' *গুণ*, ১৮৫৮।

হরিয়েক [ফা হরইয়াক] *বিশ* নানা রকম; হরেক। *কাগপে*, ১৭৯৬; 'সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া ...' *বঙ্কিম*, ১৮৮৪।

হরিলেবু বি একপ্রকার ধান। 'তদা শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুদী।' *ভারত*, ১৭৬০।

হরিষ [স হর্ষ ১ বি আনন্দ। 'হরিষে মেলিলি বড়ায়ি তাহার পাশে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ *বিশ* আনন্দিত। 'এ নিমিত্তে আজি মোর হরিষ অন্তর।' *সুলতান*, ১৭০০।

হরিষবদনে *ক্রিবি* হাসিমুখে। 'আনুমতি কর রাখা হরিষবদনে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরিষে বিবাদ বি আনন্দের মধ্যে বিতর্ক। 'হরিষে বিবাদ আছে মন করোনা এ কথায় পোসা।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হরিস [স হর্ষ] বি আনন্দ। 'রতির বচনে কাম হরিস মনে করি।' *মাসাফর*, ১৫০০।

হরী [স হরি] বি কৃষ্ণ। 'কথা গিরাঁ চাহিবো মো হরী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হরীতকী [স] বি এক প্রকার নীতবর্ণ কদম্ব ফল। 'তুলসী গুবাক হরীতকী ডানি করে।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হরতকি [স হরীতকী] বি হরীতকী। 'হরিনামের হরতকি' *নজরুল*, ১৯৪১।

হরিতকী [স হরীতকী] বি গাছবিশেষ। 'কুন্টকী জীফল জে বহেরো হরিতকী।' *কবীন্দ্র*, ১৬৮৯।

হর্তকি [স হরীতকী] বি ছোটো গুটি আকৃতির কদম্ব ফল, যার এমন এক প্রকার ডেইজ উদ্ভিদ। 'মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হরীন [স হরিণ] বি হরিণ। '৩ দফা হরীনাদি চরিবার স্থান ও তাহার ...' *কাগপে*, ১৭৮৪।

হরুফ [ফা হরুফ] বি হরফ; বর্ণ। 'কোরাণ শরীফ নাখিল হবার আগে আরবী হরুফ পত্রিকা কি অপরিহা ছিল, সে তরু বেকার।' *মাহেনত্ত*, ১৯৪৯।

হরেক [ফা হরইয়াক] ১ *বিশ* নানা রকমের। *মেরস*, ১৭৫৭। ২ *বিশ* প্রত্যেক। 'হরেক মাসের ক্রিয়া তইয়ার করিয়া ...' *হ্যালহেড*, ১৭৭৩।

হরেক রকম [ফা হরইয়াক+আ রকম] বি বিভিন্ন ধরন। 'মেং এস সাহেবের স্থানে আমানত কাপড় হরেক রকমের।' *মেরস*, ১৭৫৭।

হরেক রকমে *ক্রিবি* নানা প্রকারে। 'হরেক রকমে ৬০ ধান ফেরত কাপড় জাচারি ফর্ম সংলিগ পাঠাইয়াছেন।' *উর্ভি*, ১৭৯২।

হরে দরে [ফা হর-দর] *ক্রিবি* গড়গড়তায়। 'হরে দরে বুকিতে টাকায় নাই সিকি।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হর্তুত [আ হজ্জত] বি ঝামেলা; ক্যাসাদ। 'শেষ নাম সাঙ্গ হও সাক্ষীর হর্তুত।' *মানিকরাম*, ১৭৮১।

হর্ষ দ্র হর্ষ

হর্তকি দ্র হরীতকী

হর্তা, হর্তা [স] ১ বি হরণ করে যে। 'তুমি হর্তা তুমি কর্তা নির্লেপ নিরঞ্জন।' *মাসাফর*, ১৫০০। ২ বি হরণকারী। 'উপকর্তা দুঃখ হর্তা পবিত্র শরীর।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হর্তাকর্তা, হর্তাকর্তা [স] বি সর্বময় কর্তা। 'নয়দয়া হইলে অপ্রকাশিত হর্তাকর্তা যোজনকর্তার কি প্রয়োজন।' *দর্পণ*, ১৮৩৫; 'আমি উহার হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্তুত, হর্তুত [স] বি সাহোদরকারিতা। 'পাত্তু হর্তুত ঐষ্ট্রের সুনাদও বেদে আছে।' *বঙ্কিম*, ১৮৯২।

হর্ডেল দ্র হরিভাল

হর্দী [স] *বিশ* ক্রী ক্ষমতাময়ী। 'নগরাধিপতী কর্দী হর্দী মহাদেবী।' *রঙ্গ*, ১৮৫৮।

হর্দম [ফা] *ক্রিবি* সারাক্ষণ। 'মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্ন [হ] বি সতর্কতামূলক ধ্বনি উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ; গাড়ির তেঁপু। 'মোটর হর্নের আওয়াজ।' *বিত্ততি*, ১৯৩১।

হর্প [হি] বি সতর্কতামূলক ধ্বনি উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ; তেঁপু। 'মোটর-হর্নের আওয়াজে।' *বিত্ততি*, ১৯৩৮।

হর্ম্য, হর্ম্য [স] বি মনোহর অট্টালিকা। 'বক্ষক্ষম্যার মায়াবলে, নিমিষমায়ে, পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম্য আবিস্কৃত হইল।' *বিনায়া*, ১৮৪৭।

হর্ম্যচূড় [স] বি অট্টালিকার চূড়া। 'ওই দেখো দূরে ... কত হর্ম্যচূড়ে দিগন্তেরে করিছে দংশন।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৫।

হর্ম্যচূড়া [স] বি প্রাসাদশিখর। 'ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হর্ম্যভল [স] বি অট্টালিকার মেঝে। 'বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্যভলে শয়ন করিয়া।' *বঙ্কিম*, ১৮৭৮।

হর্ম্যমালা [স] বি সুন্দর অট্টালিকাসমূহ। 'কাছের সুস্তিময় নিশ্চলীপ গৃহ-পবাক চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা।' *মুক্তাবতা*, ১৯৬০।

হর্ম্যশোভিত [স] বি প্রাসাদ সজ্জিত। 'হর্ম্যর-বেদি তার মাঝে কত, হর্ম্যশোভিত রাজপথে শত।' *নজরুল*, ১৯২২।

হর্ম্যক, হর্ম্যক [স] বি সিংহ। 'অগ্নিময় চক্ৰ যথা হর্ম্যক, সরোষে কড়মড়ি ভীম দম্ভ।' *মাইকেল*, ১৮৬১; 'ব্রিটিশ হর্ম্যক কটাকে বিহ্বল।' *বঙ্গদর্শন*, ১৮৭৪।

হর্ষ [স] ১ বি আনন্দ। 'নানা ভাব উঠে প্রকৃত হর্ষ শোক রোগ।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০। ২ *বিশ* আনন্দিত। 'রায় হর্ষ হইয়া কহিলেন কহ কি।' *রামরাম*, ১৮০১।

হর্ষকম্পাখিত [স] *বিশ* উজ্জ্বলিত। 'চামটিকের মত হর্ষকম্পাখিত।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হর্ষকোহল [স] বি আনন্দধ্বনি। 'জগতের হর্ষকোহল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হর্ষণান [স] বি আনন্দগীত। 'মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয়/ জাগিল হর্ষণান।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হর্ষচিত [স] *বিশ* পুলকিত; আনন্দিত। 'ইহাতে রাজা বসন্তরায় হর্ষচিত হইলেন।' *রামরাম*, ১৮০১।

হর্ষচিহ্ন [স] *বিশ* আনন্দিত। 'বিবির মাতা হর্ষচিহ্ন হইয়া আডডিজীকে সঙ্গে লইয়া ... সেই স্থানে উপনীত হইলেন।' *ডাবনী*, ১৮২৮।

হর্ষধ্বনি [স] বি আনন্দময় শব্দ। 'হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হর্ষপূর্ণ [স] আনন্দিত; হাসি-মাখা। 'গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হর্ষবাণী [স] বি আনন্দ বার্তা। 'হর্ষবাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল।' নজরুল, ১৯২২।

হর্ষবিষাদ [স] বি যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ। 'সভাহু লোকেরা ও জীবগণের গুরুত্বসেনের সৌন্দর্য দেখিয়া ... হর্ষবিষাদে বিবিধচিন্ত হইলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১০।

হর্ষ-বিহার [স] বি আনন্দময় ভ্রমণ। 'পাখার ছন্দ ভ্রমণ কি দেবে বেঁধে/ হর্ষ-বিহারে দূর দিগন্তকোণে?' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

হর্ষবেদনা [স] বি আনন্দবেদনা। 'এইরকম পাতার হিত্তোল ... প্রকাশের হর্ষবেদনা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হর্ষভরে [স] বি আনন্দের সঙ্গে। 'কণ্ঠিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষভরে কর্মহাস্যে নৃত্য করি প্রসারিত করে ঝাঁপাইতে চাহে শিশু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'মুদ্রাবর্ণা, স্নিগ্ধনেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাস্যরব করিল।' বনফুল, ১৯৩৬।

হর্ষমুক্ত [স] বি আনন্দিত। 'তাঁহা পণ্ড পান্য ধনেতে পূর্ণ ও উন্নত ও হর্ষমুক্ত ছিল।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

হর্ষ-শোক [স] বি আনন্দ ও দুঃখ। 'সবার অর্থ করি পায় প্রভু হর্ষ-শোক।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হর্ষাখিত [স] বি আনন্দিত। 'হর্ষাখিত লীলাপাদ হইতে প্রহাসনান্ত ...।' দর্পণ, ১৮২২।

হর্ষিত [স] বি আনন্দিত। 'সাহেব ... পরম হর্ষিত হইয়াছিলেন।' বঙ্গদূত, ১৮২৯।

হর্ষিতকান্তি [স] বিগ্হ হাস্যোচ্ছল। 'ঈষৎ হর্ষিতকান্তি অমৃতভ্রমণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হর্ষোচ্ছ্বাস [স] বি অতি উৎফুল্লতা। 'অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সন্তোষ ... মুমাইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হর্ষোৎসুক [স] বি আনন্দিত। 'পোটাবার হর্ষোৎসুক বদনে বলিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

হর্ষোন্মত্ত [স] বিগ্হ আনন্দে দিশেহারা। 'চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উদ্ভ্রমণ করিতে থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৪।

হর্ষ [স] হর্ষা বিগ্হ পূজিত। 'হর্ষ হৈলো জসোদা রোহিনি।' মালাধর, ১৫০০।

হর্ষেল [স] হার্সেল বি একটি গ্রহের নাম। 'শনি ৯৯০০০০০০ যোজন এবং হর্ষেল ২০১৬০০০০০ যোজন দূরে থাকিয়া পরিক্রমণ করে।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

হল [স] বি লাভ। 'হস্তে হল মুষল দেখিলা নিতানন্দ।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'রাশিয়ার কৃষি ... নুতন হলের স্পর্শে অহল্যাত্মিতে প্রশংসকর হয়েছো।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

হলকর্ষণ [স] বি লাভ ঘারা ভ্রমি চাষ। 'এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ...।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

হল-চালনা [স] বি হালাচাষ। 'বহুস্ত হল-চালনা করা দুষ্য নহে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হলধর [স] বি বলরাম। 'মহামত হৈলো প্রভু হলধর ভাবে।' বৃন্দা,

১৫৮০।

হলবাহন [স] বি কৃষি। হলবাহনানিকর্ম, হলবাহনানিকর্ম [স] বি কৃষিকার্য। 'অর্থকরী কৃষ্ণিৎ বিনোদ্যাজ্ঞনে স্বজাতীর ধর্ম হলবাহনানিকর্মে নিদিত তত্ত্ববোধ করিয়া ...।' ভবানী, ১৮২৫।

হলবিদারগরোখা [স] বি হালাচাষের চিহ্ন। 'কৃষির হলবিদারগরোখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হলযন্ত্রাধারী [স] বিগ্হ (হিন্দুপুরাণ) লাভধারী। 'রামেরই হলযন্ত্রাধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

হলযোগ্য [চাষ+য যোগ্য] বিগ্হ চাষের উপযোগী। 'অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯।

হলমুখ [স] বি (হিন্দুপুরাণ) বলরাম। 'হলমুখ-রাসকলিতা কহয়ে পুরাণে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হল [স] বি গাভানবর্ণ। 'ব র ল ব হ ইহাকে হল বলি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১১।

হলন্ত [স] বিগ্হ ব্যভ্রান্ত। 'বালসা ভাষায় হলন্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

হলবর্গ [স] বি শেষে 'স্বরমুক্ত নয় এমন বর্ণ। 'হলবর্গে য যোগ করিতে হইলে, ঐ এইরূপ লিখিতে হয়, ইহার নাম য ফলা।' মদনমোহন, ১৮৪৯।

হলমার্কা [স] বি হলমার্কা বি ছাপ। 'বিশেষের হলমার্কা না দেখিতে পাইলে কোনো সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দেহ হইয়া থাকেন।' জগদীশ, ১৯১৮।

হল [আ] বি মিশ্রণ। 'সুধা তেমনি আছে গরলে হল করে।' লালন, ১৮৯০।

হল [স] ১ বি ভোজনকক্ষ। 'কপালের হলের বা বড় ঘরের এক দিকে ছাদে ও অপরদিকে কর্তৃপক্ষীদের বসিয়া আহার করেন।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮৫। ২ বি বহুলোক বসতে পারে এমন বড়ো কক্ষ। 'প্রথমে একটা পরীক্ষাশালা বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি-বা ঠিক সেন্ট-হলের মতো না হইত ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। ৩ বি ছাত্রাবাস। 'কোন ছাত্রের আহার বন্ধ হলের ডিউ না দিয়ে।' জঙ্গীম, ১৯৫১।

হল কামরা [স] হল+প কামরা বি বড়ো ঘর। 'তাহুত সরকারী ভবনের হল কামরায় উঠানো হল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

হলধর [স] হল+ধর বি বড়ো ঘর; অভিটোরিয়াম। 'একটা মাথারি হলঘর।' বিজুতি, ১৯৩১।

হলকা [আ হলকাহ] ১ বি দল। 'ঘোড়া হলকা হাতী।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি উত্তর। 'ফিং দিয়ে ওঠা হলকা বস্ত্র।' নজরুল, ১৯২৪। ৩ বি উত্তর বায়ুপ্রবাহ। 'আতনের হলকার মত তত্ত্ব।' বিজুতি, ১৯৩৮। ৪ বি উত্তাপ। 'বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের হলকা যখন লাগে।' বেগম, ১৯৪৮।

হল্কা বি গরম বাতাসের প্রবাহ। 'রৌদ্রের বাতাস আতনের হল্কা।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

হলগী [স] হলগ+স ঈর্ষা বিগ্হ হলগীভের। 'অতঃ হলগী সাহেবেরা ও আরমানীয় সাহেবেরা ...।' দর্পণ, ১৮২২।

হলদী, হলদী [স] হলদী+স বি হলদী। 'কাক হলদী বেন তোমার বরণ।' বড়ু, ১৪৫০; 'মিলি যখন বন জনি এ ধূপ হলদী আনি।' সুলতান, ১৭০০।

হলদী কোটার গান বি হলদী কোটার সময়ে গাওয়া হয় এমন এক ধরনের লোকগান। 'সারা মাঠ ভরি গাইছে কে যেন হলদী কোটার গান।' জঙ্গীম, ১৯২৯।

হলদী কোটা বিগ ভড়া হলুদের মতো রঙের। 'কাল সে আসিবে, রাই-সরিষার হলদী কোটার শাড়ী।' জসীম, ১৯৩০।

হলদে বিগ হলুদ বর্ণবিশিষ্ট। 'চৌটা সায়া, যুনের চামড়া হলদে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫; 'পাত্তালি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বরে বরে পড়ে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৯৫।

হলদেটে বিগ হলুদাভ। 'লগা হলদেটে পাকা দাড়ি।' হাসান, ১৯৬৪।

হলদে পাখি বি হলুদ রঙের পাখিবিশেষ। 'দূলে যায় হলদে পাখি সোঁদাল শাখায়।' নজরুল, ১৯২৮।

হলদে-সবুজ বি হলুদ মেশানো সবুজ রঙ। 'পাতার রঙ হলদে-সবুজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হলফ [আ] ১ বি শপথ। 'হলফ করিতে আইসে ...।' দর্পণ, ১৮২৩। ২ বি শপথনামা। 'প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

হলফ [আ হলফ] বি শপথ। 'মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, নানা হলফ কতে প্রস্তত।' গিরিশ, ১৮৮৯।

হলফ-পড়া বিগ হলফ পড়েছে এমন। 'হলফ-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে সোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাহা করে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হলফ করে/করিয়া বলা ক্রি দিবি দিয়ে বলা। 'না ভাই, হলফ করিয়া বলিতে পারি না।' রোকেয়া, ১৯২৪; 'আমি হলফ করে বলতে পারি।' নজরুল, ১৯২৭।

হলফনামা [আ হলফ+নামা] বি শপথনামা। 'হলফনামাকল্পে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৩।

হলফ নেওয়া ক্রি আদালতে সত্য করা বলার দ্বন্দ্ব অর্থ। 'আদালতে হলফ নিলে কোন পরিচার মিথ্যা স্বীকৃতি দিয়ে এসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হলোপ [আ হলফ] বি সত্য বলার জন্য যে শপথ করা হয়। 'অন্যায়ের হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে।' নীনবন্ধু, ১৮৬০।

হলাহল [ক্ষণা] বি দ্রুততার ভাব। 'কেবলি লতিয়ে ওঠে হলাহল ক'রে বিভিন্ন গ্রন্থের।' শ্যামসুর, ১৯৭০।

হলান দ্র হওয়া

হলাহল [স] বি বিষ। 'অমৃত ভেজি কিয়ে হলাহল শীরলু সম্পদে বিপদহি ভেলি।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হলাহলজ্বালা [স] বি বিষের জ্বালা। 'ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে ভাঁহার বাকাহলাহলজ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হলাহলময় [স] বি বিষময়। 'মহা হলাহলময় - সাংঘাতিক অস্ত্রবিশেষ।' মশাররক, ১৯০৮।

হলাহলযন্ত্রণা [স] বি বিষের জ্বালা। 'এই কূট হলাহলযন্ত্রণা।' নজরুল, ১৯২৭।

হলাহল-লোক [স] বি বিষের উৎস। 'নাহি জানি কোন ফসিমনসার হলাহল-লোকে।' নজরুল, ১৯২৪।

হলাহলি গলাগলি বি অন্তরঙ্গতা। 'দুই-এক দিনের মধ্যেই হলাহলি গলাগলি ভাব হইল।' প্যারী, ১৮৫৮।

হলিডে [সি] বি ছুটি। 'হলিডে বা ছুটি উপভোগ করা কথাটি আমাদের দেশে নেই।' হাই, ১৯৫৮।

হলুদ [স হরিদ্রা] ১ বি রান্নায় ব্যবহৃত মসলাবিশেষ। ওর্গা, ১৭৮৫;

'হলুদের জলে গুলে এক ফোঁটা ঝাল।' ওর্গা, ১৮৫৮। ২ বিগ হ রক্তবিশিষ্ট। 'হলুদ বর্ণ।' ওর্গা, ১৭৮৫। ৩ বিগ হলুদাভ। 'সব কাক ঘরে ফেরে - তখন হলুদ নদী।' জীবন, ১৯৪২।

হলুদপাখি বি কাপড়ে হলুদ লাগিয়ে ক্ষতস্থানে সেক। 'হলুদ বাঁহতে কপালে জৌক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোষা মুজতবা, ১৯৪৯।

হলুদ পাখি বি হলুদ রঙের পাখিবিশেষ। 'নিম ডালে বসে থ হলুদ পাখি।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হলুদ বোঁটা বি হলুদ রঙের বোঁটা। 'যখন হলুদ বোঁটা শেফা কোনো এক নরম শরতে।' জীবন, ১৯৩২।

হলুদমণি বি পাখিবিশেষ। 'হলুদমণি পাখি - বাংলা দেশের অ তাহারা ...।' তারা, ১৯২৯।

হলুদ-মাখা বিগ হলুদযুক্ত। 'হলুদ-মাখা হাতে কাশো প্লেটেট ও অক্ষ লিখে দিচ্ছেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫৫।

হলুদাভ [স] বিগ হলুদে। 'চৌটারে ফাঁক দিয়ে একটা হলুদাভ একটা শাদা দাঁত।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

হলোপ দ্র হলফ

হল্লা [সি] বি চৌচাটে। 'কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম, ১৮৭৫।

হল্লাক বিগ হাল্লা। 'বেচারি হর্ন দিয়ে দিয়ে একেবারে হল্লাক হয়ে গে সুইল, ১৯৭০।

হলীশ [আ] বি মাদকদ্রব্য ভাং। 'ভিতরে আফিও আর হলীশ।' মুজতবা, ১৯৪৯।

হলীস বি গাভা; ভাং। 'প্রথম তো মিশর থেকে তাড়ালেন হলী মুজতবা, ১৯৫২।

হট্টেল [সি] বি ছাত্রাবাস। 'হট্টেল গিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিল রবীন্দ্র, ১৯০৩; 'বার বার চোঁটা চলেছে হট্টেলের ভেতরকার ছাত্র ওপর লাঠি চার্জ করার।' হামিঙ্ক, ১৯৫৩।

হট্টেল বি ছাত্রাবাস। 'হট্টেলে যত ছাত্র।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হস [স হর্ষ] বিগ আনন্দিত। 'হস হন এমনমথবাসে।' বটু, ১৪৫০।

হসি [স হর্ষ] বি হাসি। 'আধ আঁচর খসি আধ বদন হি বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হসিত [স] ১ বিগ হাস্যযুক্ত। 'যামিনীর হসিত নয়নে লেগেছে ২ দুমখোর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিগ প্রস্তুতি। 'একি শ্যাম হসিত বিকশিত বন কিশলয় পল্পব।' হিঙ্গেন্দ্র, ১৯১২।

হসকানো ক্রি অভিবাহিত হওয়া। 'বিশটা বছর হসকে গেছে।' জী ১৯৪৮।

হসস্তিকা [স] বি আন্তর রাখার পাত্র। 'বন্ধু ঘনিয়ে বস শীতের হ হসস্তিকার পাশে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

হসপিটাল [সি] বি হাসপাতাল। 'বাদব মেমোরিয়াল হসপিটাল।' মা ১৯৩৬।

হসপিটাল [সি] বি হাসপাতাল। 'একটা হসপিটাল হওনের হইয়াছে...।' দর্পণ, ১৮২৪।

হসব-নসব [আ নসব] বি বৈবাহিক সম্পর্ক। 'ওদের সঙ্গে কোন পু হসব-নসব নেই।' ইমদাদুল, ১৯২০।

হস্টেল দ্র হস্টেল

হস্ত [স] ১ বি হাত। 'সুল হস্তে কার্তিক আছে তাহার দুয়ারে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অধিকার। 'কৃষ্ণর-বৃষ্টি দাসত্ব করিব, তজ্ঞাত বেশমণ্ডুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না।' অক্ষয়, ১৯৪৯।

হস্তক [স] বি হাত। 'কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা।' আলোড়ল, ১৬৮০।

হস্তক্ষেপ [স] ১ বি প্রতিবন্ধকতা। 'ধর্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না।' দর্পণ, ১৮৩৭। 'তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক।' দর্পণ, ১৮৩৯। ২ বি উপযোগ দেওয়া। 'অনেক লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ইঞ্জিনিয়ার বা পৃষ্ঠবৈজ্ঞানিক বহুরার এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন।' অক্ষয়, ১৮৫৪। ৩ বি হাত দেওয়া। 'কেহ আমার মস্তকে হস্তক্ষেপ না করে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হস্তক্ষেপণ [স] বি নিয়ন্ত্রণ। 'সাঁকতোলার বিদ্রোহ ঘটানায় হস্তক্ষেপণ করেন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

হস্তগত [স] বিণ হাতে এসেছে এমন; আয়ত্তাধীন। 'যে কর্ম আছিল মোহের হস্তগত।' বাহরাম, ১৬৫০। 'অন্যাসেই লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌণীকী হস্তগত করিলেন।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হস্তগতা [স] বিণ স্ত্রী অধিকারভুক্ত। 'অবিলম্বে উপস্থিত পাত্রের হস্তগতা হও।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

হস্তগ্রহি [স] বি এক হাত দিয়ে আর এক হাত ধরে থাকা। 'যতদূর চোখে যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রহির মতো শিথলবলয়।' বল্লভ, ১৯২৯।

হস্তচালিত [স] বিণ হাতের দ্বারা চালিত। 'হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের উপর হইতে আমদানী ভক্ষ ...।' আজাদ, ১৯৭১।

হস্তচিকি [স] বি হাতের ছাপ। 'সেই হস্তচিকি আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হস্তচ্যুত [স] বিণ হাতছাড়া। 'পশ্চিমদেশীয় বণিকদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

হস্ততাল [স] বিণ বশীভূত। 'জেন মতে প্রকারে সজ্ঞ করি হস্ততাল।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হস্ততোলন [স] হস্ততোলন। ক্রি হাত উঠানো। 'নামেবের বিরুদ্ধে কৌশলে হস্ততোলন করিয়াছে।' গ্রামবার্তা, ১৮৭৩।

হস্তঘষ [স] বি দুই হাত। 'হস্তঘষ ও পাদঘষ নিগড়-বন্ধ করিয়া রাখে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

হস্ত দেওন ক্রি মাগাল পাওয়া। ওয়া, ১৭৮৫।

হস্তপদ [স] বি হাত ও পা। 'সুবলিত হস্তপদ কমলনয়ন।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হস্তপাদানিয়ুক্ত বিণ হাত পা আছে এমন অবয়বযুক্ত। 'পরমেশ্বরকে হস্তপাদানিয়ুক্ত ও কাম-কোষাদি বিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া ... তদীয় প্রসন্নতা লাভার্থে উৎসুক হইতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হস্তপরিমিত [স] বিণ এক হাত পরিমাপ। 'বৈঠকবানায় চমৎকৃত হস্তপরিমিত উক্ত গদির উপর বসিলেন।' ভবানী, ১৮২৫।

হস্ত পাতি ক্রি হাত পাতি; সাহায্য প্রার্থনা করা। 'এখন ঘারে ঘারে হস্ত পাতি কেনে রব ধরি ধরি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হস্ত-প্রমাণ [স] বিণ হাতের সমান। 'স্মৃতিপত্র ৩৫০০ হস্ত-প্রমাণ ওলন্দাজ ফেলিয়া দিয়াও ...।' অক্ষয়, ১৮৫২।

হস্তপ্রসারণ [স] বি হাত বাড়ানো। 'তাঁহারা হস্তপ্রসারণ করিলেই তাহা পাইতে পারেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হস্তবশ [স] বিণ বশীভূত। 'বাবুদিগের হস্তবশ হইয়া থাকে।' ভবানী, ১৮২৫।

হস্তবদ [স] হস্ত+বদ। বি জমিদারির প্রদেশ মোট রাজস্ব। 'জমিদারের যে হস্তবদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

হস্তবুধ [স] হস্ত+বুদ। বি জমিদারির প্রদেশ মোট রাজস্ব। 'আর মহলের হস্তবুধ হইতে হাজার টাকা কমি দেয়।' কেরি, ১৮০২।

হস্তমার্জন [স] বি হাতের স্পর্শ। 'হস্তমার্জনে জানিলেন, ঘার বহির্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

হস্তমুষ্টি [স] বি হাতের মুষ্টি। 'হস্তমুষ্টি শিখিল হইয়া গেল।' নজরুল, ১৯২২।

হস্তরচিত [স] বিণ হাতের তৈরি। 'হস্তরচিত বিগ্রহ আমার সম্মুখ করে সুখী না হই।' গ্রন্থ, ১৯০৫।

হস্তলিখিত [স] বিণ হাতে-লেখা। 'সুন্দর সুন্দর কবিতাপূর্ণ হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুস্তক সকল কীটদষ্ট হইতেছে।' প্রচারক, ১৮৯৯।

হস্তলিপি [স] বি হাতের লেখা। 'জিহবিন্দ্রা, হস্তলিপি, সঙ্গীত, কিছু কিছু শিল্পকলা ও ব্যায়াম বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

হস্তলেখ [স] বি হস্তলেখন। 'চাহিলেক দৃষ্টে দৃষ্টে হস্তলেখ দিল বন্ধে।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হস্তশিল্প [স] বি শিল্পশুশ্রূষাসম্পন্ন হাতে তৈরি প্রযাতি। 'মেয়েদের জন্য হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা ও উপাধ্বনের ব্যবস্থা।' বেগম, ১৯৪৮।

হস্তসংকোচ [স] বি ব্যয়সংকোচন; হাতখরচ কমানো। 'জীবিকা নির্বাহের জন্য অমর উপায়ে একেবারে হস্তসংকোচ করিতে হইবে।' মশাররফ, ১৮৮৫।

হস্তখলিত [স] বিণ হাত থেকে পড়ে-যাওয়া। 'অনন্তর হস্তখলিদি খৌতকসমূহ জলে নামিবারাম হস্তখলিত জলকণা কপি-তপসীর অঙ্গে নিক্ষেপ হইল।' মশাররফ, ১৮৬৯।

হস্তস্থিত [স] বিণ হাতে আছে এমন। 'হস্তস্থিত বৈদ্য।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

হস্তস্পর্শ [স] বি হাতের ছোয়া। 'উহা কনিম্বকালে রজকের হস্তস্পর্শ করিয়াছিল এমন বোধ হয় না।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হস্তাক্ষর [স] বি হাতের লেখা। 'তাঁহার হস্তাক্ষর সকলে অগ্রহ করিয়া লইল।' দর্পণ, ১৮২০।

হস্তাক্ষরাক্ষিত [স] বিণ 'হস্তাক্ষিত'। দর্পণ, ১৮২৪।

হস্তাগ্রাণ [স] হস্তাগ্রাণ। বিণ স্ত্রী গ্রাণ। 'সে ভূমি তাহারদিশের হস্তাগ্রাণ হইয়া ...।' ফরাস্টার, ১৭৯৩।

হস্তাক্ষ [স] বি হাতের তাদুর রেখা। 'দেখুন দেখি হস্তাক্ষ আর কি লিখতেছে।' উমেশ, ১৮৫৭।

হস্তান্তর [স] বি মালিকানা বদল। 'এই বঙ্গাদি প্রদেশের প্রায় তাবৎ জমিদারের জমিদারী হস্তান্তর হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩৩।

হস্তান্তরযোগ্য [স] বিণ মালিকানা বদলের উপযুক্ত। 'জ্যোতমাদ্রেই সর্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্তব্য'। প্রমথ, ১৯১৯।

হস্তান্তরিত [স] বিণ অন্যের অধিকারভুক্ত। 'স্বরাজ্য হস্তান্তরিত হইল'। অক্ষয়, ১৮৪৯।

হস্তাবেশ [স] বি প্রভাব। 'এখানে 'জোলা' (Zola) সম্প্রদায়ের স্থূল হস্তাবেশে স্পষ্টই দেখিতেছি।' সবুজ, ১৯২০; 'এই দিহ্ননাগের স্থূলহস্তাবেশে থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হস্তামর্শন [স] বি হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ। 'তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন।' রোকেয়া, ১৯২২।

হস্তামলকবৎ [স] বিণ অতি সহজ। 'তিনি আমাদের শত্রুদলকে যে বৃদ্ধি করবেন, সে বিষয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক।' মাইকেল, ১৮৭৩।

হস্তার্ণব [স] ১ বি হস্তক্ষেপ। 'আর, টকানির অধীশ্বর এ বিষয়ে হস্তার্ণব না করিলে, তাঁহাকে আরও গুরুতর নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।' বিদ্যা, ১৮৪৯। ২ বি হাত রাখা। 'তিনি আপনার কাশালপ্রসঙ্গে হস্তার্ণব করিয়া গগন-মণ্ডল নিরীক্ষা করিতেছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৯। ৩ বি হাত দেওয়া। 'যদি কোন নৃতন বিষয়ে হস্তার্ণব করেন, তাহা হইলে ...।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

হস্তক ক্রিবিধ হাতে। 'সামুদ্রে দিল মূহ হস্তক ধরি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হস্তী [স] বি হাতি। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/বিড়াল চীন দেশে। জাগরণ, ১৬৮০।

হস্তিজুত [স] হস্তিযুথ। বি হাতির পাল। 'হস্তিজুত মৈকে জেন্দু সিংহের বিরুদ্ধ।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হস্তিভুজ [স] বি হাতির দাঁত। 'মেটো তৈল ভাঙার সাপনকাঠ মধু মোম হস্তিভুজ।' দর্পণ, ১৮২৬।

হস্তিনী [স] ১ বি কামশায়ে বর্ষিত চারপ্রকার স্ত্রীজাতির একপ্রকার। 'পদ্মিনী চিত্রিনী আর শকিনী হস্তিনী।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি স্ত্রী হাতি। 'সিংহ আপনার কোড়গত শৃণালীকে ছাড়িয়া হস্তিনীকে গ্রহণ করে।' গৌর, ১৮২২।

হস্তিপাক [স] বি গজারোহী। 'কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

হস্তিমূর্খ [স] বিণ অত্যন্ত নির্বোধ। 'এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য নাহি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

হস্তিশাল [স] বি হাতির থাকার ঘর। 'অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া/হস্তিশালে হাতি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হস্তিশালা [স] বি হাতি রাখার ঘর। 'রাজবাটী ও হস্তিশালা ও ঘোটকশালা ও দুই-শিবালায়।' দর্পণ, ১৮৩০।

হস্তিতত্ত্ব [স] বি হাতির গুণ। 'হস্তিতত্ত্ব জিনিয়া বাহ পরম সুন্দর।' বিজয়, ১৬৫০।

হস্তীসেহ [স] বিণ হাতির শরীরের মতো বড়ো। 'গুরু হস্তীসেহ ভুঁড়খানা ভাঙী গোহ হয়ে গিয়েছেন।' মুক্তভাব, ১৯৫৮।

হস্তীমূর্খ [স] বিণ অত্যন্ত নির্বোধ। 'লোখাপড়ায় সর্বানন্দিন্দীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন।' মুক্তভাব, ১৯৫২।

হস্তীমূর্খতা [স] বি অতিশয় নির্বুদ্ধিতা। 'হাতীর পিঠে চড়ে লড়াই

করতে নেমে হস্তীমূর্খতার পরিচয় দিলেন।' অন্নদা, ১৯৩৭।

হস্তীমুখ [স] বি হাতির পাল। 'একটা প্রকাণ্ড হস্তীমুখ।' বিভূতি, ১৯৩৭।

হস্ত্যশ্ব [স] বি হাতি ও ঘোড়া। 'মনুরের গণ্যামের অভ্যন্ত জে হস্ত্যশ্ব শকটাদির গগন সুদূরপর্যায়ত।' দর্পণ, ১৮৩৩।

হা [ধন্য] ১ বি হতবুদ্ধি অবস্থা। 'বিবি হাঁ শব্দ নির্গত করিয়া হা করি রহিলেন।' ভাবনী, ১৮২৮। ২ অব্য অনুতাপ ও সেরাশ্যাব্যাক্ত শব্দ। 'হা! মুঢ় মনুষ্য! তুমি কি ইহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর কৌশ মনেতেও কর্তব্য করিতে পার?' অক্ষয়, ১৮৪৪। ৩ বি হা-করা মুখ। 'গর্ত এক রয়েছে বড়ো হা করে।' মাহমুদ, ১৯৬৬। ৪ অ সমাধানে। 'হা খাতিয়া, ছেলেবেলা হতেই এমন দুর্বল হৃদয় লা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৫।

হা-ঈশ্বর [হা+স ঈশ্বর] - দুর্ভাগ্যে আফসোস করে স্মৃতিকর্তার স্মরণ। 'হা-ঈশ্বর, তখন একাকী বিধ্বস্ত দু'চোখ বুঁজে পড়ে থাকি মাহমুদ, ১৯৬৩।

হা-কপাল [হা+স কপাল] বি হতভাগ্য। 'আর স্পর্ধার মেরুদণ্ডে সে আদাম হা-কপাল শিরশির করে গুঠে।' শব্দ, ১৯৫৫।

হা-ক্রান্ত [হা+স ক্রান্ত] বিণ প্রচণ্ড ক্রান্ত। 'ঘুরে ঘুরে সে হা-ক্রান্ত অতিষ্ঠ, ১৯৫০।

হানাহ [হা+স নাহ] - (সম্মে) যে প্রভু। 'হানাহ হানাহ করি বহুবিধ বিশাণীয় রূপদন করিতেছেন।' রামায়ণ, ১৮০১।

হাই [ধন্য] ১ বি আশু বা তদ্রূপ কারণে বিবৃত মুখভঙ্গিবিবরণ। 'হাসিআত হাই তুলে কমলশোভনে।' মালধর, ১৫০০; 'প্রথম হাই তুললেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩। ২ বি হুঁ। 'মানোএল, ১৭৪৩।

হাই তোলা ক্রি আসলজন্মিত অবস্থায় মুখ হা করা। 'হাসিআত হ তুলে কমলশোভনে।' মালধর, ১৫০০; 'ভুজপাপ উদাস গা ভা হাই তোলে।' রামজসাদ, ১৭৮০।

হাই দেওয়া ক্রি হুঁ দেওয়া। 'হাই দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

হাইকোর্ট [হি] বি উচ্চ আদালত। 'ঠিক যেন এক জন হাইকোর্ট প্রিড প্রিড করছেন।' হস্তাম, ১৮৬১।

হাইজিন [হি] বি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। 'পড়েছিলাম হাইজিনে।' শিবরাম, ১৯৭৮

হাইজিনিক [হি] বিণ স্বাস্থ্যসম্মত। 'হাইজিনিক মেজার হিসেবে ক্রিচি পাউডার ছড়িয়ে দাও।' মনসুর, ১৯৪৩।

হাইজ্যাক [হি] বি ছিনতাই। 'মাসবানেক আগে স্বামীবাগে ... হাইজ্যাক করে ওর টাকা পরস্যা কেড়ে নিয়েছে।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

হাইড্রলিক [হি] বিণ বিশেষত জলের চাপ দ্বারা চালিত। 'হাইড্রলিক জাঁতায় পেঁষা কাব্যপিণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হাইড্রোজেন [হি] বি মৌলিক গ্যাস। 'সে গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ রোকেয়া, ১৯২২।

হাইড্রোকোবিয়া [হি] বি পানি সেখানে ভয় পায়, এমন রোগ। 'দুইজনরই হাইড্রোকোবিয়া অর্থাৎ জলাভক্ত হইয়াছে।' বনফু, ১৯৩৬।

হাইড্রান্ট [হি] বি জলকির কাজে ব্যবহৃত নালার পাশে স্থাপিত জলের কণ। 'হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুঠরোগী ঢেটে সের জল।' জীবন, ১৯৪৮।

হাইদরি হাঁক [আ হায়দর+হাঁক] বি হজরত আলীর রণ-হুন্ধ্য। 'হাইদরি হাঁক হাঁকা চাই।' নজরুল, ১৯২৪।

হাইদার

হাইদার [আ হায়দর] বি প্রচণ্ড হুম্মার। 'হাকো হাইদার, নাই নাই ডর।' নজরুল, ১৯২২।

হাইপথেসিস [হি বি গারেশা বা অনুসন্ধানের জন্যে কোনো প্রারম্ভিক প্রস্তাব বা অনুমান। সাধারণত তাঁর সম্বন্ধে কি যে হাইপথেসিস করবেন, তা বলা যায় না।] প্রমথ, ১৯২৬।

হাইবাস ১ **বিণ** অকূল। 'কান্দিয়া হাতাস রাম জাবিয়া হাইবাস।' মালানথর, ১৫০০। ২ **বি** কামনা। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হাইরোড [হি বি মহাসড়ক। 'দিল্লির হাইরোড ধরে বেরিয়ে পড়লেন সেবে এসেছি।' শিবরাম, ১৯৭০।

হাইল [স হল] বি সৌকা চালানো বা ঘোরানোর জন্য ব্যবহৃত বৈরাবিশেষ। 'এক একবার ছতরির উপর বসছে—এক একবার হাইল ধরে ঝিকে মারছে।' পান্থী, ১৮৫৮।

হাই-হিল, হাইহীল [হি ১ বি উঁচু গোড়ালিযুক্ত চপ্পল। 'হাইহীলের জামায় খ্রীস্টান স্যাডেল।' বেগম, ১৯৫১। ২ **বিণ** উঁচু তলবিশিষ্ট। 'হাই-হিল জুতো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামো।' শামসুর, ১৯৬৩।

হাই হিলওয়ালা [হি হাইহিল+হি ওয়াল। **বিণ** উঁচু গোড়ালিবিশিষ্ট। 'হাই হিলওয়ালা জুতোয় ফের কালি পড়েছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

হাউই [ফা বি আকাশপামী আতশবাজি। 'নানার্বণ বাক্সি গোড়ো অনেক হাউই উড়ে।' আলোড়ল, ১৬৮০।

হাউই-কাটা **বিণ** আতশবাজি বিক্ষোভিত-হওয়া। 'পাগলা আবেগের হাউই-ফাটা আতশমুরি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হাউটাই [খন্যা বি গোলমাল। 'স্কের হাউটাই চাও কি বাপু।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

হাউট বি মাটির ঢিবি। 'তকনো মাঠে চলবে ছুটে—হাউট টুটে/কঠিন মাটি ধূল ধূলানুধূল।' জসীম, ১৯৫১।

হাউণ্ড [হি বি এক ধরনের শিকারি কুকুর। 'একটা বড় হেসেরিয়ান হাউণ্ড পাদরি লং সায়েবকে কামড়ে দিলে।' হুজুম, ১৮৬১।

হাউমাউ [খন্যা বি বহুজনের হাউশাল। 'সভাগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।' রব্বিম, ১৮৭৪।

হাউরুয়া [স হার] **বিণ** পরাজিত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

হাউস ১ **বি** সভা; পার্লামেন্টের অধিবেশন। 'একটা বড়ো ঘরে হাউস বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ **বি** বাড়ি। 'ওদের ফার্নিশড হাউস।' শিবরাম, ১৯৭০।

হাউস অব কমল বি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। 'আমরা সেদিন হাউস অব কমলে গিয়েছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

হাউস-কীপার [হি বি সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত বাড়ি। 'হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকরা তদারক করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

হাউস কোট [হি বি মেয়েদের বাড়িতে পরার পোশাকবিশেষ। 'নাইটিং ওপর হাউস কোট জড়ানো।' সুশীল, ১৯৭০।

হাউস টিউটর [হি বি ছাত্রাবাসের দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক। 'বোধ হয় হাউস টিউটর আপা।' মুন্সীর, ১৯৬৬।

হাউস-বিলাস [আ হাওয়স+স বিলাস] বি সাধ-আল্লাস। 'মাঝে মধ্যে এক আখটা রান্তির বাড়ি আসা ছাড়া অন্য কোনো হাউস-বিলাস

নাই।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

হাউস বি শব্দ। 'এক হাউসের খেপলা জালবানি কেলিয়া দিয়া আসিল।' জসীম, ১৯৬৪।

হাউ **হাউ** [খন্যা ১ বি প্রচণ্ড বাতাসে বাঁশগাছের শব্দ। 'বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি উচ্চস্বরে কান্নার শব্দ। 'ধর্মদাস হাউহাউ করিয়া কান্দিয়া কহিল।' শরৎ, ১৯১৭। ৩ বি গা মোচড়ানোর শব্দ। 'হাউ-হাউ শব্দে গা মুচরোর।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হাএ হাএ হ্র হ্র

হাওদা [আ হওদজ] বি হাতির পিঠে বসার জন্য পাতা আসন। 'রৌপ্যময় হাওদাসমেত এক সওয়ারী হকী।' দর্পণ, ১৮৩৬।

হাওয়া [আ বি ইসলামি-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম সৃষ্ট মানবী। 'আইলা আদম সন্ধি হাওয়া বিবি সনে।' সুলতান, ১৭০০।

হাওয়া ১ [আ বি বাতাস। 'ভবানী, ১৮২৩; 'হাওয়ার চিড়ে কথার দবি ফলার দিচ্ছে নিরবধি।' লালন, ১৮৯০। ২ বি দম। 'হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর।' লালন, ১৮৯০। ৩ বি অনুভূতির স্পর্শ বা ছোয়া। 'ওইকুঁ যে চাওয়া দিল একই হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৪ বি প্রবাহ। 'সুদের হাওয়া চলে গগন বেয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৫ বি সুবাস। 'অপূর্ব তার চোখের চাওয়া অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১৪। ৬ বি অবস্থা; পরিস্থিতি। 'আর-এক হাওয়া অদ্রমহলে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১। ৭ বি প্রভাব। 'আমাদের সকলের গায়ে দর্শনের হাওয়া লেগেছে।' মুক্ততবা, ১৯৫৮। ৮ বি উদ্ভাও। 'কার্বণ পলিস হাওয়া, সান্না গায়েব।' মুক্ততবা, ১৯৬০।

হাওয়া আফিস [আ হাওয়া+ই আফিস] বি আবহাওয়া আফিস। 'হাওয়া আফিসের ন্যায় অকর্মণ্য আফিস রাখিয়া লাভ কি।' জগদীশ, ১৮৯৫।

হাওয়াই [আ] **বিণ** মিথি; পাতলা। 'সবুজ হাওয়াই কাশড়।' বিকৃতি, ১৯২৯।

হাওয়াই কেন্দ্রা [আ হাওয়া+আ কেন্দ্রা] বি আকাশকুসুম। 'অখণ্ড ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রভাষা রচনার কল্পনা হাওয়াই কেন্দ্রা ছাড়া কিছুই নয়।' আজাদ, ১৯৪১।

হাওয়াই জাহাজ [আ হাওয়া+আ জাহাজ] বি উড়োজাহাজ। 'কেউ হাওয়াই জাহাজে উড়তে পারবে না।' মনসুর, ১৯৪৫।

হাওয়াই ট্যান্সি [আ হাওয়া+ই ট্যান্সি] বি মোটরগাড়ি। 'স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যান্সি রয়েছে।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

হাওয়াই শার্ট [আ হাওয়া+ই শার্ট] বি হাফহাতা জামাবিশেষ। 'পরনে পাখুন আর ঘিরে রঙের হাওয়াই শার্ট।' শওকত, ১৯৭২।

হাওয়া তঁা কি হুহু ওঠা। 'বর্তমান কালে হিন্দুমানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে ...' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হাওয়া করা কি বাতাস দেওয়া। 'বকবক না করে মাথায় হাওয়া কর।' মানিক, ১৯৩৯।

হাওয়া খাওয়া ১ **ক্রি** ঘোরাঘুরি করা। 'ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা সাপার খেতে গিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ **বি** মুক্ত বায়ু সেবন। 'গল্প করা, পানবাঞ্ছনা করা ও হাওয়া খাওয়া সেখানে তাহাদের প্রধান কাজ।' কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫।

হাওয়াখানা [আ হাওয়া+ফা খানা] বি (বাউল) প্রাণবায়ু। 'থাকতে ঘরে হাওয়াখানা/মণ্ডলা বলে ডাক রসনা।' লালন, ১৮৯০।

হাওয়াখোর [আ হাওয়া+ফা খোর] বিণ বায়ু সেবনকারী।
'হাওয়াখোর বুড়োবুড়ি।' হোসেন, ১৯৪০।

হাওয়া-গাড়ি [আ হাওয়া+গাড়ি] বি হাওয়াই যান; উড়োজাহাজ।
'মত্ত হাওয়া-গাড়ি' রবীন্দ্র, ১৯২২।

হাওয়াদার [আ হাওয়া+ফা দার] বিণ বাতাস চলাচল করে এমন।
'বাসস্থানও পরিকৃত এবং হাওয়াদার হওয়া উচিত।' রোকেয়া, ১৯২১।

হাওয়া দেওয়া ক্রি চম্পট দেওয়া; পালিয়ে যাওয়া। 'স্টান
বৃণহাতিমুখে হাওয়া নিশুম।' নজরুল, ১৯২৪।

হাওয়া-পরী বি হাওয়াব্রহ্ম পরী। 'মেক-পরিহাসনে মিশে গেল
হাওয়া-পরী।' নজরুল, ১৯২৫।

হাওয়া-বদল [আ] বি স্বাভাবিক উন্নতির জন্য স্থান পরিবর্তন।
'হাওয়া-বদল চাই - এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল।' রবীন্দ্র,
১৯৩৫।

হাওয়ার গাড়ী বি মোটর গাড়ি। 'ওখানে হাওয়ার গাড়ী দেখেছি।'
বিজুতি, ১৯৩৮।

হাওয়াশূন্য [আ হাওয়া+স শূন্য] বিণ বাতাসহীন। 'হাওয়াশূন্য
তরুণ্য মাঠশান্তর আর বিকৃত ধানক্ষেত।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

হাওয়াহালকা [আ হাওয়া+আ হালকান] বিণ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে
যায় এমন হালকা। 'কেউ-বা আনল হাওয়াহালকা শাড়ি।' রবীন্দ্র,
১৯৪১।

হাওয়ান [আ হাওয়ান] বি পশু; জানোয়ার। 'বাতাস এমন ঘেন্নাভর
হাওয়ানের দল সর্বত্র তড়িয়ে ফেরে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হাওয়ালা [আ হওয়ালা] ১ বিণ কারো ক্ষমতার অধীনে। 'মানোএল,
১৭৪৩। ২ বিণ দাগিত্তে নিয়োজিত। 'এই-আহলিনামা নেপাল
সরকারে লিখিয়া ষা ময়ুকুরের হাওয়ালে করা গেল।' ক্যালগে,
১৭৯২। ৩ বি জমা। 'হোজি সাহেবের নিকট হাওয়ালে ইয়াছিল।'
ক্যালগে, ১৭৮৫।

হাওয়ালা [আ হওয়ালা] বি জিন্মা। 'আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের
হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য।' মশাররফ, ১৮৯০;
'সবইনুপেষ্টের পরওয়ানা কনস্টেবলের হাওয়ালা করিল।' বকিম,
১৮৯২।

হাওয়ালাদার [আ হওয়ালা+ফা দার] বি বাঙালি বংশনাম-বিশেষ।
সেবধি, ১৮৪০।

হাওলা [আ হওয়ালা] বি জিন্মা। 'এত বলি চাকর-নফর ডাকাইয়া/
ফজ্জারে দিল বিবি হাওলা করিয়া।' মনসুর, ১৯৪৩।

হাওয়াস [আ] বি জ্ঞান। 'তেনমতে দীপ্তি হইল চণ্ডীর হাওয়াস।' বিজয়
১৫০০।

হাওর [স সাগর] বি সাগরের মতো পানির বিস্তীর্ণ প্রান্তর; বড়ো বিল।
'হাওর আচ্ছন্ন করে পাহাড়ের কোণ থেকে এলো বৃষ্টি।' মাহেনও,
১৯৪৯।

হাওলাত [আ] ১ বি ধার। 'এ রকম বিবি আমার হাওলাত রাখেন
আড়কট ১০১।' মের্স, ১৭৫৮। ২ ক্রিণিণ প্রথমে। হ্যাঙ্গহেড,
১৭৭৮।

হাওলাত করা ক্রি ধার করা। 'বিষুবৃষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত
করে এনেছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাংখাই [স অহঙ্কার] বি অহঙ্কার। 'মহৎ ব্যক্তির হাংখাই প্রায় অল্প হয়।'

তাকীর্ণী, ১৮০৩।

হাংগার-স্টাইক [হি] বি অনশন ধর্মঘট। 'পাহারাওয়ালারা হাংগ
স্টাইকের ভয় দেখাতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হাঃ হাঃ [ধন্যা] বি অইহাসির শব্দ। 'হাঃ হাঃ, ভায়া থায়া বড়ো।' রবী
১৮৮১।

হাঁ [ধন্যা] ১ বিণ উন্মুক্ত। 'প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে স
লেশে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ অব্য সম্ভব বা বীকৃতিসূচক শ
'হাঁ, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ বি খোলা। 'অ
'অতিক্রম সিংহের হাঁয়ের মতো অশ্রুত শূন্যতা।' শামসুর, ১৯৫৯

হাঁ-করা ১ বিণ খোলামেলা। 'প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দে
তাক লেগে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ ফাঁক-করা। 'দাঁড়ি
বাঁশের চৌঁট হাঁ-করা জাল।' মানিক, ১৯৩৬। ৩ বিণ হাঁ হয়ে ৩
এমন। 'দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিতাই আছি।' রবী
১৯৪০।

হাঁ করে ক্রিণিণ অবাকভাবে। 'সভার লোকেরা হাঁ করে চেয়ে রই
রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হাঁ-খোলা বিণ ঢাকনা নেই এমন। 'তারও পিছে এসেছে হাঁ-খ
ডাস্টবিন ...।' গতি, ১৯৬১।

হাঁ-ধর্মী ১ বিণ (বিদ্যুৎ সম্বন্ধে) ধনাত্মক। 'তর্জমা করলে দাঁড়ায়
ধর্মী আর না-ধর্মী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বি সবকিছুতেই স
প্রকাশ করে এমন ব্যক্তি। 'সকলের চার দিকে এই হাঁ-ধর্মীর ম
আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হাঁ হাঁ [ধন্যা] ১ বি ধন্যাত্মক শব্দবিশেষ। 'আড়ভিজী হাঁ হাঁ ক
হাত ধরিয়া কহিলেন।' ভবানী, ১৮২৮। ২ বি শূন্যতা নির্দে
শব্দ। 'সব যে হাঁ-হাঁ করছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হাঁই [ধন্যা] বি হাঁই; স্নায়ুসমূহের অবসাদজনিত কারণে হাঁ ক
'তাহাতে হাঁই উঠিলে মুখের দৃষ্টি ...।' ভবানী, ১৮২৫।

হাঁই মারা ক্রি পরিণামের সময়ে মুখ দিয়ে উল্কাহবাক্ত ধ্বনি ব
'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

হাঁইয়ো বি ভারী জিনিস স্থানান্তর বা এ ধরনের অতি পরিপ্র
কোণের সময় করা ধ্বনি। 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।' রবী
১৯২৭।

হাঁউ [স অহু্য] সর্ব আমি। 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।' চর্চা
১২০০।

হাঁউমাউ [ধন্যা] বি উচ্চতর জন্দন। 'নিজের অন্যে কিছুমাত্র হাঁউ
করিনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাঁউমাউখাঁউ [ধন্যা] বি রূপকথার রাক্ষস বা রাক্ষসীর মানুষ বা 'অ
ক্রীমজন্তু খেয়ে ক্ষুধাশক্তির ব্যস্ততা-প্রকাশক গর্জন। 'শোনা।
হাঁউমাউখাঁউ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হাঁক [স হজ্জার] ১ বি চিৎকার। 'ফাতেমার হাঁকে কিছু না হবে উহা
গরীব, ১৭৬৫। ২ বি উচ্চতর হাঁকডাক এবং দম্ব প্রকাশ করিয়া ...' ভব
দিয়া যাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। দ্র হাঁক

হাঁক উঠা ক্রি ধুম পড়া। 'বোচা-কেনার হাঁক উঠেছে।' রবী
১৯১২।

হাঁকডাক ১ বি অহঙ্কার প্রকাশক ডাকাডাকি। 'আপন রম
মানোরমাণে বহুবিন্দু হাঁকডাক এবং দম্ব প্রকাশ করিয়া ...' ভব
১৮২৮। ২ বি শোরগোল। 'বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গে

হাঁকড়ানো

রবীন্দ্র, ১৮৯১। ৩ বি হুয়ার। 'হাঁকড়ানোকে ডাকাত আমি রোখো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

হাঁকড়ানো কি গর্জন করা। 'শের-নর হাঁকড়ায়।' নজরুল, ১৯২২।

হাঁক সেওয়া ১ কি উচ্চারণের ডাকডাকি করা। 'শৃঙ্গালের দল হাঁক দিয়া হাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১১। ২ বিশ উচ্চ শব্দ করা। 'আর ভালো নয় মোটগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক সেওয়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

হাঁকাহাঁকি [স হুয়ার] বি উচ্চ কণ্ঠে অবিরাম ডাকা। 'ডাকডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিত্যকাল অল্প হয়নি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হাঁকিনি [স হুয়ার] বিশ ক্রী সম্পর্কে চলিয়ে নিয়ে বেড়ায় এমন। 'কোঁঠোনা গাড়ি ঘোড়ি হাঁকিনি।' শীনবন্ধু, ১৮৬৬।

হাঁকার [স হুয়ার] বি উচ্চারণের চিৎকার। 'হুশ হুশ দুপ দাপ হুয়ার হাঁকার।' ভারত, ১৭৬০।

হাঁকা [স হুয়ার] ১ কি বোঝা করা। 'অভিশাপ হাঁকি নগরের' পর দিয়া খেয়ে চলিয়াছি ভিমিররশ্মি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। হাঁকিয়া কি হেঁকে। 'কুড়ীয়েতে ধরে গাশে কিবা কোপে বাড় ডাঙে রখিয়া হাঁকিয়া সেও ঘোড়া।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০। হেঁকা কি হাঁকি হেড়ে। 'ধুমসী চলিল হেঁকা সচলল গডি।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হাঁকানো [স হুয়ার] ১ কি চালনা করা। 'এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ কি সম্পর্কে (গাড়ি) চালানো। 'বিলকাট কাশড় পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিদার বসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ কি তড়ানো। 'মেঘেঘরে হাঁকিয়ে দিলে।' শব্দ, ১৯১১।

হাঁকারা [স হুয়ার] কি উচ্চ স্বরে ডাকা বা আহ্বান করা। হাঁকারিয়া, হাঁকারিয়া কি উচ্চ স্বরে ডেকে। 'দানা হাঁকারিয়া কড়া করিল হাসল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কোঁঠো হুয়া দাই কলে হাঁকারিয়া।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

হাঁকিয়া সেওয়া কি তাড়িয়ে নেওয়া। 'সে আমাদের হাঁকিয়ে দিলে আমরা কি করিতে পারি?' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

হেঁকে হেঁকে ১ ক্রিবিধ সম্পর্কে। 'ষড়্দ সোলা দেয় হেঁকে হেঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ ক্রিবিধ অবিরাম চিৎকার করে। 'তোমার আসন-পরে বসাতে চাই নাম আমায় হেঁকে হেঁকে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

হাঁকুচ-পাঁকুচ বি হাসিতোষণ। 'শাবার জন্যে হাঁকুচ-পাঁকুচ করে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাঁকুলি [স আকুল] বি আকুল। 'কি আলো রাখে ঐ জে হাঁকুলি একলা।' বড়ু, ১৪৫০।

হাঁসর [স হারক] ১ বি হাঙ্গর; ভিমিলাতীয়া সামুদ্রিক প্রাণীবিদ্যে। 'সাগরে হাঁসর কুড়ীয়ারি জলজন্তু বাস।' ভদ্রানী, ১৮২৩। ২ বি হাঙ্গরের মতো আশ্রয়ী মানুষ। 'পরানিন্দাপারায়ণ অনেক জন হাঁসর কলিচাকা বাস করিতেছে।' ভদ্রানী, ১৮২৩।

হাঁসো [সহ] অর্থ স্বামী বা জীর পরম্পরের প্রতি সম্মোহনে ব্যবহৃত শব্দ। 'কনহু ওলো হাঁসো।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

হাঁচড়া বি ব্যঙ্গি বিন্দু বন্দনাম-বিশেষ। 'লক্ষীনারায়ণ হাঁচড়া।' সেকহি, ১৮৪০।

হাঁচপাড়া [সহ] হসপিটাল বি হাসপাতাল। 'তোমাদের হাঁচপাড়াতে নিয়ে চলে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাঁচি [সহ] তুল স হাঙ্গি বি নাক-মুখ দিয়ে হঠাৎ সজোরে ও শব্দে বাত

ত্যাগ করা। 'হাঁচি আমি চালাএ যে এই তার ধর্ম।' সুলতান, ১৭০০।

হাঁচন বি হাঁচি সেওয়া। গুণী, ১৭৮৫।

হাঁচা কি হাঁচি সেওয়া। হাঁচি কি অন্যতর শ্রমসাধ্য কাজ নিয়ে ইসকাসন করা। 'বুকে ভাব দেয় যে জন তার ভার নিতে হাঁচ।' রামধন্যাদ, ১৭৮০। হাঁচে কি হাঁচি দেয়। 'চাকুরী কতেক আছে নাক কচাঙ্গিয়া হাঁচে।' কৃষ্ণায়াম, ১৭২০।

হাঁচিমত [হাঁচি+স গ্রন্থ] বিশ হাঁচিতে আক্রমণ। 'বাহাদ হাতির গুঁড়ে হাঁচিমত অহিংস শকট।' সত্য, ১৯৪০।

হাঁচি, হাঁচী [সহ] বি হাঁচি। 'হাঁচী জিত্তি আর উইট না মানিসো।' বড়ু, ১৪৫০; 'কেমন দারুণ বোলা আইলাঙ তাকবশালা হাঁচি জোতি না পড়িল বাধ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাঁচো [সহ] বি হাঁচির শব্দ। 'আবার আমি হাঁচো হাঁচো আক্ক করে দিগেছি।' মুলতবা, ১৯৫২।

হাঁটকানো [স উদঘাটন] কি কোনো কিছু খুঁজবার জন্য ওলটপালট করা। 'তুই যে সূতা হাঁটকিয়াছিল তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।' কেরি, ১৮০২। হাঁটকে ক্রিবিধ উলট-পালট করে। 'সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করদুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। হাঁটকে খোঁজা কি উলট-পালট করে সন্ধান করা। 'সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করদুম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হাঁটা, হাঁট, হাঁটা [বি হাঁটনা] ১ কি গিয়ে চলা। 'রথ আরোহণে কিবা যাইব' হাঁটিয়া।' সুলতান, ১৭০০; 'কোনমতে হাঁটবেক কোমল শৃঙ্গারিণী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯; 'হাঁটিতে না পারে কেহ হইল আকুল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। ২ কি পরিভ্রমণ করা। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' জীবন, ১৯৪২। হাঁটিতে ক্রিবিধ হাঁটার সময়ে। 'আরবেক অভ্যাস হাঁটিতে দুই কর/মুই বাকিয়া রাখে পৃষ্ঠের উপর।' সুলতান, ১৭০০। হাঁটরা কি হেঁটে। 'রথ আরোহণে কিবা যাইব' হাঁটিয়া।' সুলতান, ১৭০০। হাঁটাবাক কি হাঁটার; চলার। 'হাঁটাবাক বল নাহি।' বড়ু, ১৪৫০। হেঁটে কি গিয়ে চলে। 'নানা জীর্ণ পৃষ্ঠটনে প্রমদার পথ হেঁটে।' রামধন্যাদ, ১৭৮০। হেঁটে হেঁটে ক্রিবিধ অবিরাম গিয়ে হেঁটে। 'হুশ-যুগাঙ্গ আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

হাঁটাচলা বি চলাফেরা। 'তোমার হাঁটাচলা আর হয় না।' জীবন, ১৯৩২।

হাঁটাইটি বি ঘোরাফেরা। 'তিন দিন হাঁটাইটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

হাঁটিনি বি হাঁটা। 'জোর হাঁটিনি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

হাঁট [স আঁট] বি গায়ের মধ্যবর্তী ভাঁজ; জানু। 'হাঁট পাতিতে।' মাদেনাএল, ১৭৪৩।

হাঁটখি ক্রিবিধ হাঁট শব্দ। 'হাঁটখি রান্নে স্নিগ্ধ হচ্ছে পানীর শব্দ।' বীরেন্দ্র, ১৯৬৪।

হাঁটজল বি হাঁট পরিমাণ জল। 'সে শব্দে যাইতে না-যাইতে আমার হাঁটজল হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাঁটজোকা বিশ হাঁট পরিমিত। 'তিনি মাসে একদিন দাড়ি নৌক কামাভেন এবং পরভেন হাঁটজোকা ধৃত।' মুলতবা, ১৯৫২।

হাঁট-ঢাকা বিশ হাঁট পর্যন্ত ঢাকে এমন। 'হাঁট-ঢাকা পাজায়া আর শিরহান পরিয়াছিলেন।' শব্দকোষ, ১৯৫৮।

হাঁটতর ক্রিবিধ হাঁট পরিমাণ ডুবন্ত অবস্থায়। 'কাশের বনে দাঁড়ায়ে

রহিল হাঁউডর। জীবন, ১৯৪২।

হাঁড়ল ১ বি বড়ো গর্ত; ওহা। ওঁস, ১৭৮৫। ২ বি কর্তৃক রোগ; ক্যানসার। ওঁস, ১৭৮৫।

হাঁড়া [স হাঁকা] বি হাঁড়ির মতো বড়ো পাতাবিশেষ। 'সদেশের হাঁড়া।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

হাঁড়াপানা বিশ হাঁড়িপানা; হাঁড়ির মতো বড়ো ও গোল আকৃতিবিশিষ্ট। 'তার চেহারায় জর্মনগুর ... হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য ঝুঁজি।' মুক্তবা, ১৯৬৬।

হাঁড়ি, হাঁড়ী [স হাঁড়ী] ১ বি পাতাবিশেষ। 'ভোজন করিয়া খাই হাঁড়ি দশ খাঁরি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'রাক্ষিবে মুড়িয়াত সাক হাঁড়ী দুই তিন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি বালতি। মানোএল, ১৭৪৩। ৩ বি ভাজার পত্র। মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বিশ (বেদনায়) গম্ভীর। 'মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৫ হাঁড়ী, হাঁড়ি

হাঁড়ি আঁচড়া [হাঁড়ি+স আকর্ষ] বি হাঁড়ি চেঁছে তোলা। 'কৃকপত্নী হাঁড়ি আঁচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীর জন্য রাখিয়া ...।' মশাররফ, ১৮৯০।

হাঁড়ি করা কি গম্ভীর করা। 'মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাঁড়িকাড়া বি হাঁড়ি পরিহারের কাজ। 'রাধাবাড়া হাঁড়িকাড়া যুচেছে বালাই।' অমৃত, ১৯০০।

হাঁড়িকুড়ি [স হাঁড়ী] বি ভেঙ্গসপত্র। 'একটি বুড়ি তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাঁড়িকুড়িপূর্ণ বিশ হাঁড়ি, কলস প্রভৃতিতে পূর্ণ। 'বৃক্ষজিহ্ম, পুরাতন হাঁড়িকুড়িপূর্ণ।' শওকত, ১৯৫৮।

হাঁড়ি চড়া কি রান্না হওয়া। 'দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হাঁড়িঠেলা বি রান্না-বান্না। 'তারপর সরাদিন হাঁড়িঠেলা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা।' আলাদ, ১৯৬৩।

হাঁড়িপাড়া [হাঁড়ি+স প্রাচ] বিশ গম্ভীর। 'পূর্বোক্তে নাগর মুখ হাঁড়িপাড়া ছিল।' ভবানী, ১৮২৫।

হাঁড়িপাতিল বি বাসনকোশণ। 'লোকের বাড়ির হাঁড়িপাতিল ... ভালোশ করিতে লাগে।' মনসুর, ১৯৫৫।

হাঁড়িপানা [হাঁড়ি+স পণ] বিশ বিষম; গম্ভীর। 'কর্কট হাঁড়িপানা মুখ করে বসে আছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

হাঁড়িপোরা [হাঁড়ি+স পূর্ণ] বিশ হাঁড়িভরা। 'খাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুটি।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

হাঁড়িবেড়ি বি বিশেষভাবে মুড়ি ভাজার সময়ে গরম হাঁড়ি ধরার হাতিয়ারবিশেষ। 'আমার এই হাঁড়িবেড়ি ধরা হাত কখনই লেখনী ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইত না।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

হাঁড়ি ভাঙা কি গোপন কথা ফাঁস করা। 'আদালতে কী রকম হাঁড়ি ভাঙল।' জীবন, ১৯৪৮।

হাঁড়িমুখ বি হাঁড়ির মতো কালো মুখ। 'চিত্রগুণের মজলিশে হাঁড়িমুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতো দেখিতে না হই।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'দাড়িভরা হাঁড়িমুখের ভয়ে।' নজরুল, ১৯৩১।

হাঁড়ির মতো গলা বি গম্ভীর স্বর। 'হাঁড়ির মতো গলা করিয়া

অবিচলিত গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাঁড়ি শিকের ওঠা কি অত্যন্ত অভাবে পড়া। 'ভাববে ঠাকুরের ই দেখতি শিকের উঠেছে।' বিভূতি, ১৯২৯।

হাঁড়ী কাড়া কি ভোজন করা। 'বাবুরা বাইলীর বাড়ীতেই ই কাড়িয়াছিলেন।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩২।

হাঁড়িআ, হাঁড়িরা [স হাঁড়ী] ১ বিশ প্রকাণ্ড। 'হাঁশে বাকো হাঁড়ি চামর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিব বড়ো ও ঘন লোমবিশিষ্ট। 'হাঁড়ি চামর গৌণ।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হাঁড়িয়া বি ভাত থেকে প্রস্তুত মদবিশেষ। 'হাঁড়িয়া বাইছিল সব বড় মাকিরা।' তারা, ১৯৪০।

হাঁড়িটাচা বি পাখিবিশেষ। 'তোমার চেয়ে হাঁড়িটাচা ভাল।' কা ১৮৭৫।

হাঁড়োল বি নেকড়ে বাঘ। 'শালার গলা তো নয় যেন হাঁড়োল।' ও ৯ কে রে। নজরুল, ১৯৩০।

হাঁদা বিশ বোকা। 'ব্যারালচাকো হাঁদা হেমনো।' দীনবন্ধু, ১৮৬০।

হাঁদারাম বি অবজ্ঞাসূচক শব্দ। 'শালা হাঁদারাম।' নজরুল, ১৯৩১

হাঁদু [কা হিন্দু] বি হিন্দু। 'হাঁদুর মধ্য সাধু।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

হাঁপ [ধন্য] বি দীর্ঘশ্বাস; দম। 'বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ তপ্ত, ১৮৫৮।

হাঁপ ছাড়া বি মানসিক উদ্বেগের অবসানের পর সহজ ও স্বাভা নিশ্বাস ফেলা। 'লিখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭ কি বিদ্রাম নেওয়া। 'কর্মকে বহন করিয়া চলি, হাঁপ ছাড়িবার স পাই না।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হাঁপ ছেড়ে/হাঁড়িয়া বাঁচা কি শ্রান্তিলাভ করা। 'নাচ ফুরিয়ে ৫ আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮০; 'লিখিয়া হাঁপ ছাড়ি বাঁচলাম।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭; 'অমনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন নজরুল, ১৯২৭।

হাঁপ জিরানো কি দম ফেলা। 'দাঁড়াও বাপু ... একটু হাঁপ জিরে দাও।' বিভূতি, ১৯২৯।

হাঁপ-ধরা ১ কি শ্বাস ঘন হয়ে আসা। 'আবার ঝুলে পড় একটু' হাঁপ ধরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭। ২ বিশ শ্বাস ঘন হয়ে আসে এ। 'তারাদের হাঁপ-ধরা হওয়া বয়।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

হাঁপ-ধরানো বি দম বন্ধকরা। 'দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধর অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হাঁপানি [ধন্য] ১ বি শ্বাসকটের রোগবিশেষ। 'কাশি কাশি দিবাঃ হাঁপায় হাঁপানি - মহাপীড়া! বিসৃক্তি গাতজ্যোতিঃ অখি।' মাইনে ১৮৬১। ২ বি ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ ও গ্রহণ। 'কেবল হাঁপানিই সা রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হাঁপানো [ধন্য] ১ কি হাঁসফাঁস করা। 'রবির কিরণে জেনে বৃ হাঁপএ।' বাহরাম, ১৭৫০; 'সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল ৭ রামশ্রমাদ, ১৭৮০। ২ হাঁপা হাঁপায়ে হওয়া। 'বুকের ভিতরটা হাঁপা উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯২৮। হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্রিয়ার দ্রুত ও গ্রহণ ও ত্যাগ করতে করতে। 'হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগি বন্ধিম, ১৮৭৮।

হাঁপাইপি বি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে। 'এখনই ছেলের জন্য হাঁপাইপি শওকত, ১৯৫৮।

হাঁপিকাশ বি শ্বাসকটজনিত কাশিবিশেষ। 'আমার মামা হাঁপিকা

হাঁপিয়ে উঠা/ওঠা

মানুষ' জীবন, ১৯৩২।

হাঁপিয়ে উঠা/ওঠা ১ ক্রি অতি আকুল হওয়া। 'শীতলি বল, আমার এলা হাঁপিয়ে উঠছে।' গিরিশ, ১৮৮৯। ২ বিপত্তমোহিত পরমের ফলে ঘর্মাক্ত। 'কাল গিয়েছে কখন-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২। ৩ ক্রি ক্রান্তিতে অসহ্য বোধ হওয়া। 'হাওয়া-বদল চাই - এই কথাটা আজ হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হাঁক [ধন্য] বি দীর্ঘশ্বাস; দম। হাঁক ছাড়া [ধন্য] ক্রি ক্রান্তি দূর করা। 'সকল বেলা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লাবে হাঁক ছাড়েন।' হুতম, ১৮৬১; 'নাহি হাঁক ছাড়িবার অবসর তিলমাত্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হাঁক ছেড়ে বাঁচা ক্রি দুর্ভাগ্যমুক্ত হওয়া। 'মহেন্দ্র হাঁক ছেড়ে বাঁচিল।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হাঁক ধরা ১ ক্রি পরিশ্রমের কারণে শ্বাসের বেগ হওয়া। 'হাঁক ধরে গিয়েছিল।' জীবন, ১৯৩১। ২ বিপ শ্বাস নেওয়ার শা শা শব্দের মতো। 'উত্তর-পশ্চিমের আম-বাগানে শোনা গেল হাঁক-ধরা একটা আওয়াজ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হাঁকানি বি হাঁপানি; শ্বাসকষ্ট। 'সব শালারে হাঁকানির ব্যায়াম।' হাসান, ১৯৬০।

হাঁকানো ক্রি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। 'প্রাপটা করে হাঁকানি হাঁকানি।' হিজল, ১৯১২; 'তারপর না হাঁকানোর ভান করে।' হাসান, ১৯৬২। দ্র হাঁপানো

হাঁফাল [স উৎফাল] বি লাফ। 'হাফি বোড়া রণে পড়ে সিংহের হাঁফাল।' রূপরায়, ১৭৫০।

হাঁয়ে অবা সাযোদনসূচক শব্দ; গুরে। 'হাঁয়ে পুঁটে বলেই থোকার শ্রীযুত দাশা স্টান।' নজরুল, ১৯২৬।

হাঁশপাঁশ, হাঁশফাঁশ [ধন্য] বি অস্থিরতা প্রকাশ। 'পূর্ব-বিন্দি তরঙ্গ হাঁশপাঁশ করে ঘন শ্বাস শ্বোলেতে থাকে।' নজরুল, ১৯২৭; 'মুই আশবাব-ঠাশা হাঁশফাঁশ-করা গুমোট ঘরে।' বুদ্ধ, ১৯৪৩।

হাঁস' [স হংস] বি উভচর পাখিবিশেষ। 'পাহাড় তাহার কুছ/জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস।' রামশ্রীসঙ্গ, ১৭৮০।

হাঁসডিম্ব [স হংসডিম্ব] বি হাঁসের ডিম। 'হাঁসডিম্ব পারা জলে মধুর ভাসে।' মুনন্দ, ১৬০০।

হাঁসময় [স হংসময়] বিপ অনেক হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে এমন। 'নদীর কিনারে আর হাঁসময় বিশে।' শামসুর, ১৯৭২।

হাঁস-হাঁসানি বি মন্দা ও মাদি হাঁস। 'বল্লর কলমে নীচের লোকেরা হাঁস-হাঁসানির মত ঘাড় বাকিয়ে ... তাকায়।' জীবন, ১৯৪৮।

হাঁসা [স হংস] বিপ হাঁসের মতো সাদা রঙের। 'মনোহর হাঁসা মূর্তি কামিজ খুলিয়া।' গুণ, ১৮৫৮।

হাঁসী বি স্ত্রী হাঁস; মরাল। 'বুনে হাঁস-হাঁসীদের সনে ফেরে পরবাসী প্রিয় আর প্রিয়া।' জীবন, ১৯০০।

হাঁস' বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'রুক্মিণীকান্ত হাঁস।' সেবধি, ১৮৪০।

হাঁসপাতাল দ্র হাসপাতাল

হাঁসফাঁস [ধন্য] ১ বি অস্থিরতা প্রকাশক শব্দ। 'হাঁস ফাঁস করে যত পাজ্যখোকা নেড়ে।' গুণ, ১৮৫৮। ২ বি অতি কষ্টে ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'হাঁসফাঁস করে দৌড়ে টেসনে গেলাম।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

হাঁসফাঁস করা ক্রি ঘনঘন শ্বাস ফেলা। 'মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

হাঁসফাঁসানি [ধন্য] বি ইচ্ছনের শব্দ। 'আর জাহাজের হাঁসফাঁসানি, আওনের তাল, খালসিদের গোলমাল ... এস-সকল গঙ্গার প্রতি অভ্যস্ত অভ্যাস বদলিয়া বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাঁসলি, হাঁসলী [স হংস] বি মেয়েদের কণ্ঠের অলংকার। 'আকাশ হতে নামল কি চান হাঁসলীপরা অইমী।' জন্মী, ১৯২৭; 'আমি হাঁসির হাঁসলি ফিরি করি।' নজরুল, ১৯৩২।

হাঁসলি বি গলায় পরার অলংকারবিশেষ। 'নুকের হাঁসলি।' মানোএল, ১৭৪৩।

হাঁসলী গয়না বি গলায় পরিধেয় এক প্রকার অর্ধচন্দ্রাকৃতির অলংকার। 'ঠিক হাঁসলী গয়নার মতো।' তারা, ১৯৪৬।

হাঁসিল [আ হাঙ্গিল] ১ বি ভূমিস্থ। 'তাহার হাঁসিলে প্রতিবৎসর পয়ষাট হাজার টাকা উৎপন্ন হয়।' দর্পণ, ১৮৮৮। ২ বিপ আবাদি। 'এ সকল জমি হাঁসিল হইয়া মাঠ-হারে বিলি হয়।' প্যারী, ১৮৫৮। ৩ বি লাভ; অর্জন। 'তার কাছ থেকে আমি এস্তার এলেশম হাঁসিল করেছি।' মুক্তবা, ১৯৫২। দ্র হাঁসিল

হাঁক বি উচ্চৈঃস্বরে ডাকা; চিৎকার। 'কোথা যায় নাটগীত কোথা যায় হাঁক।' বৃন্দা, ১৮৫০। দ্র হাঁক

হাঁকাহাঁকি বি উচ্চ স্বরে ডাকাডাকি। 'ওস', ১৭৮২।

হাঁকা/হাঁকি ক্রি হুকার দেওয়া। 'হাকিয়া কহিবে ভাই এই হকিকত।' গুণী, ১৭৬৫।

হাঁকপাল দ্র হা

হাঁকলবিকল [স আকুল] বিপ গভীরভাবে ব্যাকুল। 'হাঁকলবিকল' বড়, ১৪৫০।

হাঁকান্দ [স ক্রন্দন] বি হাহাকার করে কান্না। 'হাকান্দ করুণা করো ভূমিত পোটারিখী।' বড়, ১৪৫০।

হাঁকিকী [আ হকীক] বি সত্য বিবরণ। 'লালন বলে তার হাঁকিকী বলিতে ডরাই।' লালন, ১৮৯০।

হাকিম', হাকীম' [আ] ১ বি বিচারক। 'অধিকারী হাকিম অথও নাম ধরে।' বাহরাম, ১৬৫০; 'হাকীম' হাঙ্গলহেত, ১৭৭২; ওস', ১৭৮২। ২ বি সরকার। 'হাকীমেরে চৌখাই সেলামি দিয়া আপন নামে পাঠা করিয়া ...।' ওস', ১৭৮৪।

হাকিমগিরি [আ হাকিম+গিরি] বি বিচারকের কাজ। 'সে শহরে যাচ্ছে হাকিমগিরি করতে।' ওয়াসী, ১৯৬৮।

হাকিমহুকুম [আ] বি বিচারকের আদেশ। 'হাকিমহুকুম শিরে বহে।' কুফরাম, ১৭২০।

হাকিমি, হাকীমী [আ হাকিম] বিপ হাকিম বা বিচারকের মতো। 'তার ছিল পুরো হাকিমি মেজাজ।' প্রমথ, ১৯৩১।

হাকিমের কুনাপার বিপ হাকিমের কাছে দোষী। 'জদি সাবুদ করিতে না পারি তবে হাকিমের কুনাপার।' হাঙ্গলহেত, ১৭৭২।

হাকীমান আমলা [আ হাকিম] বি বিচারালয়ের কর্মকর্তা। 'অষ্টম শিবস ১৩ ফাদুন পর্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা ...।' দর্পণ, ১৮১৯।

হাকিম', হাকীম' [আ] বি চিকিৎসক। 'যাঁহারা সমাজের হাকিম (সমাজ-সংস্কারক) চিকিৎসা করিবেন তাঁহারা।' রোকেয়া, ১৯০১।

হাকিমি, হাকিমী [আ হাকিম>] বিপ ইউনানি; ভেষজ বিষয়ক চিকিৎসা পদ্ধতি। 'হাকিমি মতে অবশ্যই ভক্তি আছে।' মশাররফ, ১৮৮৯। 'কবিবাকী, হাকিমী - সকল প্রকার চিকিৎসাই শরৎ অতিক্রম করিয়াছে।' রোকেয়া, ১৯২৪।

হাকিমী বিদ্যা [আ হাকিম>+স বিদ্যা] বি আয়ুর্বেদিক শিক্ষা। 'মদ্রাসস্থাপিত হাকিমী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ক্লাস খোলা প্রয়োজন।' হেদায়াত, ১৯৩৬।

হাকুনি [হাকুনি] বি উচ্চের পরে শব্দ। 'হরি বলে হাকুনি হুকার হান হান।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হাকুপাকু বি প্রশংসা। 'তামলি পদায় উঠি করে হাকুপাকু।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হা-ক্রান্ত হ্রা

হাগলাও বি ঘোটা দেওয়া। 'নাদিআ এড়িনু হাগলাইনু ডাইল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাগা ক্রি মলভ্যাগ করা। 'হাগিতে।' মানোএল, ১৭৪৩; 'ট্রেবিলে খান, কমাডে হাগেন।' হুতম, ১৮৬১।

হাঙন্তি [স হন>] বি মলভ্যাগ করে যে। 'কথায় বলে হাঙন্তির লাজ নাই দেখন্তির লাজ।' প্রভাকর, ১৮২২।

হাঘর বিপ আশ্রয়হীন। 'ওদের ঘরবাড়ী নেই, হাঘরের দল।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হাঘরে বিপ নিচুবনীয়। 'সে হাঘরেরে ছেলে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হাঙর, হাঙ্গর [স হারক] বি স্তন্যপায়ী হিংস্র বড়ো আকারের সামুদ্রিক প্রাণীবিশেষ। 'কুম্ভীর হাঙ্গর নহে দেখিলে সে গিলে।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'আমরা হাঙর-কুমির-তিমির সাথে নিত্যবসত করি।' বুদ্ধকল, ১৯২৬।

হাঙরমুখো বিপ হাঙরের মুখযুক্ত। 'হাঙরমুখো পালকি।' বিজুতি, ১৯৩১।

হাঙ্কার [স হুকার] বি গর্জন। 'সুমেরু সমুদ্র আইসে তোমার হাঙ্কারে।' আলাওল, ১৬৮০।

হাঙ্কর দেওয়া [স হুঙ্কার>] ক্রি হুঙ্কার করা। 'হাঙ্কর দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

হাসাম [ফা হাসামহ] ১ বি বামেলা। 'রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাসাম।' বহ্নিম, ১৮৭৮। ২ বি গোলমাল। 'বড় বৌ, কাল কিছু হাসাম করেছিলুম?' গিরিশ, ১৮৮৯। ৩ বি বাকবিত্ত। 'অনেক হাসাম করে নিক্রিত কাষ্টম-হাউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাসামা [ফা হাসামাহ] ১ বি বিবাহ। 'ভূমি কতই হাসামা করিতে।' বিদ্যা, ১৮৫৬। ২ বি গোলমাল। 'দিনরক্তক বড় হাসামা গেল।' বহ্নিম, ১৮৭৮। ৩ বি অবস্থিত উদ্যোগ। 'বিবাহের বয়সের আগেই আবার বিবাহের হাসামা।' শওকত, ১৯৫৮।

হাসামা-হুজ্জত, হাভামা হুজ্জত [ফা হাসামাহ+আ হুজ্জত] ১ বি দালা-হাসামা। 'বকর-ঈদে হাভামা হুজ্জতের হুমকীতেও গো-কোরবানী মওকুফ হয়ে যারনি।' মাহেনও, ১৯৪৯। ২ বি বাহা-বিপত্তি। 'বহু হাসামা-হুজ্জতের পর আবার গাড়ি চলে।' মনসুর, ১৯৫৫।

হাছি [স হুছি] বি হাচি। 'হাছি জিঠী কেহো তাত না দিল বিরোখা।' বড়, ১৪৫০। দ্র হাচি

হাছুন বি ঝাঁটা। 'একহাতে হাছুন, আর হাতে কুলা।' জসীম, ১৯৩৩।

হাছেল [আ হাসিল] বি অর্জন। 'ভৌগোলিক পাকিস্তান তাহারা হাছেল করিয়াছিল।' আজাদ, ১৯৬২। দ্র হাসিল, হাসিল

হাজত, হাজ্জ [আ] ১ বি প্রয়োজন। 'হাজত নিয়তে স্নান জ্ঞান মোহাব্বিল।' আলাওল, ১৬৮০। ২ বি হাজ্জনা। 'ফিরিয়া ফিকির করে হাজ্জ সেলাম।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ৩ বিপ বহাল। 'এ হুকুম হাজত আছে।' হাফেজ, ১৭৭৩। ৪ বি কারাগার। 'নাইতে আজকে কি হাজতেই থাকতে হেজা।' মাইকেল, ১৮৬০। দ্র হাজুত

হাজত-ঘর বি বিচারগামী আসামির জন্য সাময়িক কারাগার। 'এই হাজত-ঘরে বসেও ...' নজরুল, ১৯২২।

হাজততোপ বি হাজতে বাস; আটক থাকা। 'বৎসরখানেক হাজততোপের পর।' বিজুতি, ১৯৩১।

হাজরা [ফা হাজার>] ১ বি রাজকর্মচারী-বিশেষ। 'পত্নর হাজরা মন্য খাইবে প্রজার শস্য।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মৌজে নানুরে বৈশ্যনাথ হাজরা ও সদাশিব হাজরা ও কালীচরণ হাজরা তিন সহোদরে পৃথক হইয়া ...' চিঠিপত্র, ১৮২৯। ৩ বি বৃক্ষবিশেষ। 'হাজরা তলায় শেলালের বাসা, শেওড়া গাছের গোড়ে ...' জসীম, ১৯৫১।

হাজরি [আ] বি উপস্থিতি। 'খাবার সময় হাজরি ছিলে না, এখন খাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরো পাওনা।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হাজি [আ হাজার>] ১ বিপ নষ্ট। 'বরন্যার জলে হাজা হইয়াছে।' ওসী, ১৭৭৯। ২ বি পানি-কাদায় তৈরি পচা ঘা। 'বাড়ির পাকে পায়ে হাজা হয়।' মানিক, ১৯৩৬।

হাজাতকো [আ হাজার>+স শুক>] বিপ প্রাণব বা অতিবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয়ে গেছে এমন। 'মহাবাজারিরাঙ্গ বয়াল সেন আমাদিপকে যে নিকর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাতকো নাই।' রামনায়াণ, ১৮৪৪।

হাজা ১ ক্রি জলে পচে যাওয়া। ওসী, ১৭৮২। ২ ক্রি পানি-কাদায় পচে যাওয়া। 'পাকচক্রে হেজে পুড়ে দম্ব হরে বসে যায়।' জীবন, ১৯৩১।

হাজিয়া যাওয়া ক্রি নষ্ট হয়ে যাওয়া। 'সেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে।' মানিক, ১৯৩৬।

হাজিল [আ হাজার>] ক্রি নষ্ট হওয়া। 'হাজিল বিশের শস্য তারে না ডরাই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেজে যাওয়া ক্রি গলে বা পচে যাওয়া। 'সমুদ্রে নোনাঙ্গে হেজে যায়?' জীবন, ১৯৩৩।

হাজাম [আ হজ্জাম] বি মুসলিম রীতি অনুযায়ী পুরুষদের অঙ্গভাগের চামড়া কাটার কাজ করে যে ব্যক্তি। 'সুন্নত করিয়া নাম বোলোদা হাজাম।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাজামত বানানো [আ] বি ক্ষৌরকাজ করা। 'তিনি প্রতিদিন ভোরে নিয়মিত ভাবে হাজামত বানাতেন।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হাজার [ফা] ১ বিপ দশ শত। 'পশ্চিমের বেরুনিগ্রা আইল দফর মীঞা সঙ্গে জন দুই হাজার।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিপ অসংখ্য। 'হাজার বাক্সনা পড়িল ঝড়ুনা।' ডেকর, ১৬৫০। ৩ বিপ অশেষ। 'খোদার দরগায় বলে শুকুর হাজার।' গরীব, ১৭৬৫।

হাজারই ক্রিবিপ যতই। 'হাজারই ইহাদিপকে নিন্দা করি আর ভয় দেবাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হাজার করা ক্রিষ্ণ প্রতি হাজারে। 'হাজার করা ৯৯৯ জন মোহলমান লেখক ...।' *হেলতান*, ১৯২৩।

হাজার চেষ্টা বি প্রাণশয্য চেষ্টা। 'হাজার চেষ্টাতেও ঘুম আসে না।' *হুমায়ুন*, ১৯৭২।

হাজার টান বি নানামুখী আকর্ষণ। 'ফিরিস নে আর হাজার টানে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৬।

হাজার হাজার [ফা] কিণ অসংখ্য। 'হাজার হাজার বাজী ইরাকি তুর্কি ভাজী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাজারি [ফা] ১ বি হাজার সৈন্যের নায়ক। *মানোএল*, ১৭৪৩; 'নকি বুকাবে সদা হাজারির তুর'। *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০। ২ বি বহুদল বংশনাম-বিশেষ। *সেবধি*, ১৮৪০।

হাজারী নাচ বি নাচবিশেষ। 'তারা নেচেছিল খোলা তলোয়ার-ঘুরিয়ে কাবুল দেশের হাজারী নাচ।' *অবন*, ১৯৪১।

হাজি, হাজী [আ হজ] বি হজ্জ করছেন যিনি। 'লইব আঞ্জার নাম হাজী হবে মিলি।' *সুলতান*, ১৭০০; 'যেজন কাব্য গিয়াছে, হাজি হইয়াছে, অথচ যাহার মনের রূপটা ক্ষীণ হয় নাই ...।' *অক্ষয়*, ১৮৫০।

হাজির, হাজীর [আ] কিণ উপস্থিত। 'দাফনে হাজির হই সন্নত পালিবা।' *আলাওল*, ১৬৮০; 'চোরেয়ে হাজির কর তলল কুইনী।' *কৃষ্ণরাম*, ১৭২০।

হাজির-জবাব [আ] বি তাত্ক্ষণিক বুদ্ধিগত উত্তর প্রদান। 'হিফৎ হাজি নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব।' *মুজতাব*, ১৯৪৯।

হাজিরজামিন [আ] বি নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন অঙ্গীকারে জামিন। 'সায়েরের সিরিতায় রুম্ম থাকিবার জন্যে এক সৰুল দুষ্টলোকের হাজিরজামিন হইবেন।' *এডমন*, ১৭৯০। ২ বি হাজীর-জামিনী কিণ নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হইতে হবে এমন। 'হাজির জামিনী দিয়া মুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' *এডুকেশন*, ১৮৭৩।

হাজিরা [আ হাজির] বি উপস্থিতি। *ওর্স*, ১৭৮৫।

হাজিরা চালানি কিণ হাজির রয়েছে এমন। 'হাজিরা চালানি আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল।' *মশাররফ*, ১৮৬৯।

হাজিরান [আ হাজির] বি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। 'এইমাত্র হাজিরানে-মজলিস ... ভুড়ি-ভোজন করিয়াছেন।' *মনসুর*, ১৯৪৫।

হাজিরা বই [আ হাজির] +আ বই বি উপস্থিতি থাকা। 'এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যত।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

হাজিরা [আ হাজির] বি উপস্থিতি। 'সেনী চৌকীদারের হাজিরি করিয়া রিপট দাখিল করিয়াছিল।' *ভেরলি*, ১৭৮০; 'অনেক সাহেবলোক হাজিরিতে আসিবেন।' *কেরি*, ১৮০২।

হাজির দেওয়া কিণ উপস্থিতি জানান দেওয়া। 'মার কাছে হাজির দেওয়া হাজি উপায় থাকে না।' *শতভক্ত*, ১৯৫৮।

হাজিরজামীন, হাজীর জামিন [আ] বি নির্দিষ্টকালে আদালতে উপস্থিত হতে হবে এমন অঙ্গীকারে জামিন। 'আমী রামজীবন দাসের হাজিরজামীন হইলাম।' *হ্যালহেড*, ১৭৭২; 'ইহার আমি হাজীর জামিন হিলাম।' *ওর্স*, ১৭৮১। ২ হাজিরজামিন

হাজিরান [আ] কিণ উপস্থিতি। 'হাজিরান মজলিসকে পুনঃপুনঃ গ্যারান্টি দান করিলেন।' *মনসুর*, ১৯৩৫।

হাজুত [আ হাজত] বি হাজত। 'হরিপালে হাজুত করিয়া ধরে আনে।' *মানিকরাম*, ১৭৮১। ২ হাজুত

হাট [স হট] ১ বি নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে কেনাবেচা করা যায় এমন স্থান। 'হাট বাটে রাধা রাধিবারে।' *বটু*, ১৪৫০। ২ বি মেলা। 'অবতার তুমি এঁহে পাতিয়াছ হাট।' *কৃষ্ণদাস*, ১৫৮০; 'মর্ত্যেত নামিদ নেন সুধাকর হাট।' *বাহরাম*, ১৬৫০। ৩ বি ভিড়। 'তবু কেন হাটের মাঝে আসতে দিয়েছিলে।' *মাহমুদ*, ১৯৬৬।

হাট করা' কি হাট থেকে জিনিসপত্র কেনা। 'পিতৃসেব ... কোমরগায়ে হাট করিতে গিয়াছিলেন।' *বিদ্যা*, ১৮৯১।

হাট-খোলা বি হাটবাজারের জায়গা। 'পুরুষেরদিগকে ক্রিষেকীর হাট-খোলায় আনি।' *দর্পণ*, ১৮২১।

হাটতলা বি হাটের জায়গা। 'ওই হাটতলা।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাটদান [হাট+স দান] বি হাটকর বা হাটের কর। 'বাটদান হাটদান লইলো রাজধরে।' *বটু*, ১৪৫০।

হাটকিরতি কিণ হাট থেকে ফিরছে এমন। 'মাঝে মাঝে হাটকিরতি পোকস গাড়ির সার।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৯।

হাট-ফেরত কিণ হাট থেকে ফিরে এসেছে এমন। 'হাট-ফেরত পসারিগীরা আজহারের দোকানে ভিড় করে।' *শতভক্ত*, ১৯৫৮।

হাটবাজার [হাট+ফা বাজার] বি হাট ও বাজার; যেখানে বেচাকেনা হয়। 'পঞ্চ ও হাটবাজারের প্রজালোককে মারপিট ও হেঙ্গাম করিতেছে।' *কালসে*, ১৭৮৫; 'চারিদিকেই হাট বাজার, সদাসর্বদা উল্লসকর্ষ বিষয়-আশয়ের চিন্তা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হাট বাজার করা কিণ বেচাকেনা করা। 'হাট বাজার করবে?' *পাশা*, ১৯৭১।

হাটবাট বি হাটবাজার – সব জায়গা। 'হাইলেক হাট বাট স্বর্ণ পাটামরে।' *আলাওল*, ১৬৮০।

হাটবার [হাট+ফা বার] বি হাটের দিন; সপ্তাহের যে দিনে হাট বসে। 'হাটবারে জোরবেলা বস্তা-বহা গোকাটকে ভাড়া দিয়ে টেলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাটহুদ [হাট+আ হুদ] বি সব বিষয়। 'তার প্রেতলোকের হাটহুদ জানেন তিনি।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৮।

হাটা [স হট] বি হাট। 'কোন ঠাই কীসারি হাটা।' *রামরাম*, ১৮০১।

হাটারি ১ কিণ অতি সুলভ; খেলো; অর্থহীন। 'হাটারি বাজারি কথা নয়।' *রামফোঁস*, ১৮১৭। ২ বি হাটে ক্রয়-বিক্রমকারী। 'পরদিনস নোকানি পশারি হাটারি বাজারি হারী মৌলী যে যেখানে আছে ক্রমেই সকলকেই বিক্রাসা করিতেই ...।' *ভবানী*, ১৮২২।

হাটুআ [স হট] কিণ হাট সন্ধ্যায়; হাটে বিক্রয়যোগ্য। 'হাটুআ সোকেঁরে তোয়ে দিরা ফুল ফলে।' *বটু*, ১৪৫০।

হাটুরিয়া [স হট] কিণ হাটে যাচ্ছে বা আসছে এমন। 'হাটুরিয়া নৌকা হাটের হাটের করিয়া হাটতেছে।' *বক্শিম*, ১৮৭৩।

হাটুরে বি হাটে আসে বা যায় যে। 'হাটুরে যেসুড়ে ফাসুড়ে চাষাড়ে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০২; 'ঠিক দুপুরে ধায় হাটুরে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১২।

হাটে বাজারে ক্রিষ্ণ যেখানে সেখানে। 'বাগের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে পাঠশালা স্থাপন করেন।' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩২।

হাটের দিন বি হাটবার। 'সৈনিন সোমবার হাটের দিন।' *রবীন্দ্র*,

১৮৯৩: 'কাটল বেলা হাটের দিনে লোকের কথার বোঝা কিনে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

হাটের বার বি যে দিনে হাট বসে। 'বসন বেচিতে এসেছে কবীর একদা হাটের বারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হাটের মেলা বি হাটের ভিড়: হাটের সমাবেশ। 'যখন সাঁকের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

হাটের লোক বি হাটে যাতায়াতকারী লোকজন; সাধারণ মানুষ। 'হাটের পরে আঁধার নামে, হাটের লোকে ফিরল গ্রামে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬: দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা - গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া। 'আমি বলি, 'স্বিয়ে হাটে ভাঙি হাঁড়ি।' নজরুল, ১৯২৬।

হাটের হাড়িনী বি স্ত্রী উপেক্ষার পাত্র। 'মনে ভয় করে, রাজরানী হায়ে পাছে হাটের হাড়িনী হন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হাটোড়া [স হট] বি হাটে কেনাবেচা করে যে। 'হাটোড়া মেলায় বয় চরখি এড়াইয়া জায়।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাট করা' ক্রি খোলা। 'জানালানী হাট করে কাছে এসে বসলে কী হয়।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হাটক [স] ১ বিণ সোনার তৈরি। 'গলল হাটক খুঁ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।
২ বি সোনা। 'হাটক বেষ্টিত ঘর।' আলগোল, ১৬৮০। ৩ বি সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। 'দান দক্ষিণা হাটক।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

হাটা' দ্র হাঁটা

হাটা' দ্র হাট

হাটি [স হড] বিণ চূড়ান্ত। 'মুখ কেবল চালা হাটি।' কেরি, ১৮০৩।

হাঠা' দ্র হাটা

হা-ডু-ডু, হাড়ুডু বি কাবাড়ি; খালি হাতে দু পক্ষের মধ্যে ধরা-ধরির খেলা। 'আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উঠা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭:
'লাঠি বেলা, হাড়ুডু ইত্যাদি খেলা তু দূরের কথা।' মনসুর, ১৯৫৫।

হাড়ি [স হড] বি হাড়। 'লালমুখ হাড়িসার অসিনি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

হাড়িওয়ালা বিণ হাড় আছে এমন। 'আমি হতে চাই তাঝা রক্ত-মাংসের শব্দ হাড়িওয়ালা দানব-অসুর।' নজরুল, ১৯২৫।

হাড়ি-চামড়াসার বিণ কচ্ছালসার। 'এই মানুষ জীর্ণ হাড়ি-চামড়া সার।' নজরুল, ১৯৪১।

হাড়িসার বিণ কচ্ছালসার। 'লালমুখ হাড়িসার অসিনি।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

হাড় [স-হড] বি অস্থি। 'গলায় হাড়ের মালা চন্দ্রকলা মাথে।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০।

হাড়কাঁপুনি বিণ হাড়ে কাঁপুনি ধরায় এমন। 'হাড়কাঁপুনি জাড় ইয়াকেই বলে।' হাসান, ১৯৬৪।

হাড় কালি হওয়া ক্রি অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা। 'উঃ, হাড় কালি হয়ে গেল রে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাড়কিপটেমিগিরি বি অত্যন্ত কৃপণতা। 'গল্পটার প্রতিপাদ্য বন্ধ হবে, হয় ক্ষুদ্রদের হাড়কিপটেমিগিরি ...।' মুলতান, ১৯৫২।

হাড়কৃপণ বিণ অতি কৃপণ। 'আজ নিঃস্বয় বটে, তার উপর হাড়কৃপণও বটে।' ভার, ১৯৪৬।

হাড়খাল বি সংকীর্ণ জলপথ। 'মোহানেতে সীতা-কুণি প্রবেশে হাড়খাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাড় গাড়া বিণ কবর আছে এমন। 'সাত পুরুষের হাড় গাড়া বাড়ী।' কেরি, ১৮০২।

হাড় গিলগিলে [হাড়+ও গিল(লতা)]> বিণ শকুনির মতো। 'হাড় গিলগিলে চেহারা।' কায়সার, ১৯৬২।

হাড়গিলা [হাড়+ও গিল(লতা)]> বি শকুনিজাতীয় মাংসানী পাখিবিশেষ। 'শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটেটল।' ভারত, ১৭৬০।

হাড়গিলে [হাড়+ও গিল (লতা)]> ১ বি শকুনিজাতীয় মাংসানী পাখিবিশেষ। 'হাড়তক্ত গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে।' গুপ্ত, ১৮৫৮।
২ বিণ অভ্যন্ত কৃপণ। 'রসকল্পন্য হাড়গিলে চেহারা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

হাড়গোড়া বি ছোটোবড়ো হাড়। 'মাংসের হাড়গোড়া কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হাড়গোড়াহীন বিণ অস্থিহীন। 'লইয়া মাছের মতো হাড়গোড়াহীন তুলতুলে নরম।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

হাড়গ্নম বিণ মর্মগত। 'একটা অসহনীয় পরিস্থিতি এসেছে হাড়ে হাড়ে হাড়গ্নম না করা পর্যন্ত ...।' ধূর্তি, ১৯৩১।

হাড়-চামড়া বিণ কচ্ছালসার। 'হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে বুকে।' নজরুল, ১৯৩৯।

হাড়চামড়া বের করা বিণ শীর্ণকায়। 'ক্ষয়ক্বেশে হাড়চামড়া বের করা, আখ-ন্যাটো বেগুনসিদ্ধ মৃত মুখওয়ালা চাষা মজুর।' নজরুল, ১৯২৬।

হাড়জিরজিরে বিণ কচ্ছালসার। 'ভাত খাচ্ছে হাড়জিরজিরে রোগাটে মেরো।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

হাড় জুড়ানো - কষ্টের শেষ হওয়া। 'বিধবা হইলে হাড়জুড়াল বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন।' তমোপক, ১৮৭৪: 'তোরে হাড় গুড়াইয়া দিব।' চন্দ্রা বলিল, 'তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হাড় জুলা ক্রি অতিশয় বিরক্ত হওয়া। 'তনিয়া হাড় জুলিয়া গেল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

হাড়জ্বালানী [হাড়+স জ্বল]> বিণ দারুণ যন্ত্রণার উদ্রেক করে এমন। 'হাড়জ্বালানী ডাকিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাড়জ্বালানে [হাড়+স জ্বল]> বিণ অতিশয় জ্বালাতন করে এমন। 'ভাল হাড় জ্বালানে লোক।' গিরিশ, ১৮৯৬।

হাড়জ্বালানো বিণ যন্ত্রণাদায়ক। 'হাড়জ্বালানো ননদিনি সোফিকে ডেকে এনে খুব কুটিকুটি হয়ে হাসচিস।' নজরুল, ১৯২৭।

হাড়পাঁজরা বি হাড়পোড়া। 'জ্বরে জ্বরে বাহ্যর হাড়পাঁজরা বার করে ফেলোতে।' শরৎ, ১৯১৬।

হাড়পাকা [হাড়+পাকা] ১ বিণ প্রবীণ। 'তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শব্দ - বিশেষতঃ আমাদের মতো হাড়পাকা বুড়ো লোকের।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ পাকামিতে পড়া। 'ভাবলুম ভারতবর্ষের রোসে বলসা তকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত কাঁজালো বুনে আয়তো-ইতিমানে সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুড়েছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাড়পোড়া [হাড়+পোড়া] বিণ শূন্য। 'লেখা পড়া হাড়পোড়া।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

হাড়-কাটানো বি শরীরের হাড় পর্যন্ত ফেটে যাবে এমন। 'হাড়-কাটানো কনকনে বাতাস।' নজরুল, ১৯২৭।

হাড়বের-করা বি পাকা বদমাশ; অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির মানুষ। 'এখানে পড়ে আছে হাড়বের-করের হাড়মাস।' শক্তি, ১৯৬৯।

হাড়-বের-করা বি জীর্ণশীর্ণ। 'সড়ির ঢাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'একটা রোগী হাড়-বের করা পক্ষি খড় চিবুচ্ছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫১।

হাড় বের হওয়া কি বাড়তি পরিগ্রহে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়া। 'হাড় বের হল বসন মেজে, সূতির পান-তামাক সেজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হাড়ভাংগা বি অতি শ্রমসাধ্য। 'দিনভর হাড়ভাংগা খাটনি।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

হাড়ভাঙা [হাড়+স ভঙ্গ] বি খুব শ্রমসাধ্য। 'হাড়ভাঙা মেহনত হয়।' গিরিশ, ১৮৮৯।

হাড়ভাঙা [হাড়+স ভঙ্গ] ১ বি হাড়কাঁপানো। 'প্রকৃতিদেবী ত একেবারে বিমুখা, তাহার পর হাড়ভাঙা শীত।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি শ্রমসাধ্য। 'হাড়ভাঙা কলম শিখরের পর ...।' মীপিকা, ১৮৮৭। বি হাড় ভেঙে যাবে এমন। 'পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিঠ একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। ৩ বি অত্যধিক। 'ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে।' রবীন্দ্র, ১৯২৫; 'হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া মাঠে সোনা কলয়া।' আজাদ, ১৯৪৫।

হাড় ভাঙা ভাঙা করা কি খুব জ্বালাতন করা। 'হোঁড়রা আমার হাড় ভাঙা ভাঙা করিয়াছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

হাড়মালা বি অস্থিমালা। 'ফেলি দূরে হাড়মালা, রক্ত কঠমালা পরিল।' নীলকণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব? মাইকেল, ১৮৬০।

হাড়মাস বি হাড় ও মাস। 'হাড়মাস যে চিল-শকুন-শোয়াছে খিড়ে খাবে।' তারা, ১৯৪৬।

হাড়মোটা বি দৃঢ়। 'এই সমুদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হাড় যুড়ানো কি স্তম্ভি লাভ করা। 'বিধবাদের বে হলে, এ দেশের লোকের হাড় যুড়ায়।' উমেশ, ১৮৫৭।

হাড়সম্বল বি হাড়িসার। 'হাড়সম্বল কাটা কঠিন পা।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

হাড়সার বি হাড়ই আছে এমন। 'বসন্তের দাগডা হাড়সার একটি নোরা নয় হাত।' আলোকিন্দিন, ১৯৫৭।

হাড়হুহু বি নাড়ি-নকর। 'মানসের হাঁদ অনুসারে গড়ে গুঁঠে সমস্ত ছবিতার হাড়হুহু।' অবন, ১৯২৫।

হাড়হাভাত বি একেবারে নিঃশ্র অবস্থা। 'হাড়হাভাতের গ্রানি বেদনার হাভাত ...।' জীবন, ১৯৪৪।

হাড়হাভাতে, হাড়হাভাতে ১ বি একেবারে নিঃশ্র। 'হাড় হাভাতেরা সৌখিন দোরারের দলে মিশলেন।' হুতাম, ১৮৬৩; 'আর হাড়হাভাতে ও হাভাতে তো সবাই।' নজরুল, ১৯২৬। ২ বি শরীরাঘাত। 'হতচ্ছাড়া হাড় হাভাতে।' মণীশ, ১৯৬৩।

হাড়হিম বি শরীরের হাড় পর্যন্ত শীতে কাঁপে এমন। 'হাড়হিম শীতে সুলাভন গনমের কফটার গলায় জ্ঞানো।' শ্যামসু, ১৯৭০।

হাড়হীন বি নির্দিষ্ট আকার নেই এমন। 'দৃশ্যস্পের হাড়হীন মিহিল।' বুদ্ধ, ১৯৪০।

হাড়ে চটা কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া। 'সকলে হাড়ে চটয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাড়ে ছিবলে বি খুব লঘু আচরণবিপ্লিষ্ট। 'বাঙালি জাতটে হাড়ে ছিবলে।' প্রমথ, ১৯৩১।

হাড়ে হাড়ে ১ বি শরীর। 'যত চুশী তত খুশী হাড়ে হাড়ে রস।' গুপ্ত, ১৮৫৮। ২ ক্রিবিপ মর্মে মর্মে। 'ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে সুরযুগীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ ক্রিবিপ প্রবলভাবে। 'ক্রান্তিকের কেশা রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চটে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাড়কাট, হাড়কাঠ [স অর্ধ+স কাঠ] বি যে কাঠের উপর পাঠার ঘাড় রেখে বলি দেওয়া হয়। 'প্রায় সকলকেই হাড়কাটে মাথা দিতে হয়।' গ্যারী, ১৮৫৯; 'ছাপশিতকে হাড়কাটে ফেলে বলি দিয়ে যাঁরা মনে করেন ...।' প্রমথ, ১৯২০।

হাড়কাট বি পতাবির জন্য কাঠের তৈরি ফাঁদবিশেষ। 'পাঁটা হাড়কাটে ফেলিয়াছি।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

হাড়কাঠ বি যে কাঠের ফাঁদে ঘাড় রেখে পত বলি দেওয়া হয়। 'হাড়কাঠে ফেলে দিই ঘরে দুটি ঝাঙ।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

হাড়াই ডোমাই [স হাড়িক+প্রা ডোবা] বি ইতরমো। 'হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

হাড়ামদ্যাস [ধন্য] বি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও লাফালাফির ভাববাচক। 'বসন্ত হাড়ামদ্যাস কথা।' জীবন, ১৯৪৮।

হাড়ি, হাড়ী [স হাড়িকা] ১ বি হিন্দু পেশাজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। 'হাড়িকে ডাকিয়া সব দূর করাইল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ। 'চাউল বাগদী হাড়ী ভোম ঘুটা তুটী।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি কাঠ নির্মিত যন্ত্রবিশেষ। 'হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভায়ুগা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাড়িকি [স হাড়িক+বি] বি তন্ত্রমূলক হাড়িকন্যা। 'এতো হাড়িকী চণীর পুজার মত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

হাড়ির কোড়া বি কাঠের যন্ত্রবিশেষ। 'ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।' ভারত, ১৭৬০।

হাড়ি বি পতাবির জন্য কাঠের তৈরি ফাঁদবিশেষ। 'হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভায়ুগা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ হাড়িকা

হাড়িয়া [স হর] বি প্রকাণ্ড। 'ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া তাল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাড়িয়া কাবাব বি এক ধরনের কাবাব। 'হাড়িয়া কাবাব? - খেলাঘ কখন।' রশীদ, ১৯৬০।

হাড়ী [স হা] বি হাড়ি। 'হাড়ীত ভাত নাই নিতি আবেশী।' চর্য্য ৩৩, ১২০০। ২ হাড়ি

হাণা [স হন] কি আঘাত করা। হাণ কি আঘাত করে। 'হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।' বড়ু, ১৪৫০। হাণএ কি আঘাত করে। 'হাণএ সকল গাএ।' বড়ু, ১৪৫০। হাণিআ কি আঘাত করে। 'হাণিআ তাক নাগো হাণিএ ধরি মুনিবংশে।' বড়ু, ১৪৫০। হাণিএই কি আঘাত করবে। 'মরমে হাণিএ তাগে মমমম্বাণে।' বড়ু, ১৪৫০। হাণিল কি হানলো। 'হাণিল কুহামণি।' বড়ু, ১৪৫০। হাণী কি হেনে; প্রহার করে। 'অতি আদভূত বিধি ঘাএ হাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

হাণে কুলে ক্রিবিপ এহেন বংশে। 'হাণে কুলে এখো নাহি পাটাবী

তিয়া' বড়, ১৪৫০।

হাতি, হাথী [স হাথী] বি হাড়ি; রান্নার পাত্র। 'কাল হাথির ভাত না খাও।' বড়, ১৪৫০; উচ্ছিষ্ট-গর্ভে ত্যক্ত হাথীর উপর।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। **হাড়ি, হাড়ী**

হাতিয়া [স হতিকা] বি প্রকাণ্ড। 'ফুললরা পসার করে নগরে চাতরে/ হাতিয়া চামর বেতে চারি পশের দরে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাতুল পাখুল [স হাতুলো] বি অসোহাগো অবস্থা। 'কাশড়ে, কাগজে বইয়ে হাতুল পাখুল।' বিজুতি, ১৯৩১।

হাত [স হস্ত] ১ বি মানবদেহের অঙ্গবিশেষ; হস্ত। 'হাত জোড় করি ডকতি কর।' বড়, ১৫৭০; 'বাড়ায়ছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ ক্রিবিপ অধীনে। 'বিশুদের তার সমর্পিল জার হাত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ বিপ অনুপাত। 'জবতক হানিফ মর্দ নাহি হয় হাত।' গরীব, ১৭৬৫। ৪ বি দৈর্ঘ্য মাপার একক; হাতের মধ্যম আঙুল থেকে কনু পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। 'হাঙ্গাহে, ১৭৭৮; 'পাঁচ হাত প্রসস্ত গল্পের সেয়ালা' রামরাম, ১৮০১। ৫ বি গতি। 'নাহোড় হইলে হাত কি।' দীনবন্ধু, ১৮৬০। ৬ বি প্রভাব। 'জমিদারের পক্ষে এই দণ্ড জমিদারেরই হাত।' বঙ্কিম, ১৮৭৯। ৭ বি অধীন। 'আমার হাতে তো রায়ের নেই।' গিরিশ, ১৮৮৯। ৮ বি অবদান। 'পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৯ বি কাহ। 'আর-কাহারও হাত হইতে কিছুই লইব না।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হাত উঠানো [স হাত উঠা] ক্রি হাত তুলে প্রতিবাদ বা দাবি জানানো। 'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে ক্রান্তেরা উঠিয়েছে হাত।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হাতকড়া [হাত+স কটক] বি হাতের বান্ধন হিসেবে ব্যবহৃত শৃঙ্খলযুক্ত লৌহ-বলয়; বেড়ি। 'তোমার হাতের হাত-কড়া হবে নী।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হাতকড়ি [হাতকড়া] বি অপরাধীর হাত বান্ধতে ব্যবহৃত শৃঙ্খলযুক্ত লোহার কড়া। 'এই হাতকড়ি মাথায় মারিয়া আসানার মাথা কাটা হবে।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

হাত করা ১ ক্রি বেশে আনা। 'চালুগুলিন বেটীয়া হাত করিয়া শ্রীপাশাধর পোন্দরের দোকানে দাখিল করিবা।' ওর্দা, ১৭৭৯। ২ ক্রি দখল করা। 'এমন সুখানু গ্রাস কেমন করিয়া হাত করিতে পারিব।' ডারসি, ১৮০৩।

হাত-করাত বি এক হাত দিয়ে চাপানো যায় এমন ছোটো করাত। 'ছুরি, ছোট হাত-করাত, দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

হাতকর্জা [স হস্ত+ফা করজ] বি অলঙ্কার ধার। 'হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর টাই।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

হাতকাটা [হাত+কাটা] বিপ হাতাশূন্য। 'হাত-কাটা জ্যাকেট।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হাতকাটারি [হাত+স কর্তরিকা] বিপ কর্মপটু। 'হাত কাটারি মানুষ থাকিলে অবশেষে সব হবে।' পৌর, ১৮২২।

হাতকোড়ি [হাতকড়া] বি হাতকড়া। 'দারপা জলদি পাকড়ো লোককে হাতকোড়ি লাগাও।' মশাররফ, ১৮৯০।

হাত-খরচ [হাত+আ খরজ] বি ব্যক্তিগত খুচরা ব্যয়। 'হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু।' বিজুতি, ১৯৩১।

হাতখাকতি [হাত+খাকতি] বি অভাব। 'এদিকে হাত খাকতি হইয়াছে।' গ্যারী, ১৮৫৮।

হাত খোলা ক্রি লুহু ইত্যাদি খোলা গুরু হওয়ার জন্য গুটির ঢকা বা এক পড়া। 'হাতে তোর দান পড়ে না/ হাত খোলে না তাদ্ভাতাড়ি।' নজরুল, ১৯৩৩।

হাতগড়া [হাত+গড়া] ১ বিপ কষ্টনাশ্রুত। 'একখাটা আমি হাতগড়া করিয়া উপস্থিত করি নাই।' মশাররফ, ১৮৮৯। ২ বিপ হাতের তৈরি। 'ইংরেজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই আটিক্তিক হয় না।' শ্রমধ, ১৯০৫।

হাতগণিতা [স হস্তগণিতা] বি হাতের রেখা দেখে ভাগ্য গণনা করে যে। 'সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাত-গণিতা।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হাতগাড়ি [হাত+গাড়ি] বি হাতে টানা গাড়িবিশেষ। 'হাতগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা ... বিতরণ করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হাত গুটানো ক্রি ক্ষান্ত দেওয়া। 'এরই মধ্যে হাত গুটালে চলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাতঘড়ি বি হাতে পরায় ঘড়ি। 'ম্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হাত চলা ক্রি মারামারি করা। 'হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

হাতচালা বি সাপুড়নের মন্ত্রবিশেষ। 'হাতচালার মন্ত্রটুকু দিয়েছিল।' শব্দ, ১৯১৭।

হাত-চালাচালি বি মারামারি; যুদ্ধ। 'সেকালে সর্বদাই রাজ্য নিয়ে যে হাত-চালাচালি হত তার গোড়ায় ছিল এই ইচ্ছা।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

হাতটিটা বি চিরকুট। 'ফাজিলওয়ালকে বেবাক না ফাজিলি দিয়া হাতটিটা মুরতুব করিবে।' তাঁতি, ১৭৯২।

হাতটিচি বি ছোটো চিঠি। 'বারিখিবাবু আমাকে অপের দিন একখানি হাতটিচি পাঠিয়েছিলেন।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

হাতটিচে [স হস্ত+হি চিঠা] বি রসিদ। 'পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোগালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতটিচে নিয়ে তিন মাস হাঁটবে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচেন।' হুজুম, ১৮৬১।

হাতচোর [স হস্ত] বি পকেটমার। ওর্দা, ১৭৮৫।

হাতছাড়া [হাত+ছাড়া] ১ বিপ হাতের নাগালে বাইরে চলে গেছে এমন। 'সরাসরি ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়া হইল।' দর্পণ, ১৮৬৮। ২ বিপ হস্তহাত। 'হাত হাত ছাড়া করা হবে না।' উমেশ, ১৮৫৭। ৩ বিপ বেদখল। 'সব হাত-ছাড়া হয়ে গেল।' পাশা, ১৯৭১।

হাতছানি বি হাতের ইশারা। 'হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪; 'হাতছানিতে ডাকে আমায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হাতজোড় [হাত+জোড়] বি দুই হাত যুক্তকরণ। 'হাত জোড় করি ভক্তি কর।' বড়, ১৫৭০।

হাতজোড়া বি হাতে কাজ আছে এমন অবস্থা। 'আমার হাতজোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে ...।' শব্দ, ১৯১৪।

হাত টান ১ বি অর্ধভাষা। 'অন্তত দু'আনা পয়সা দরকার, যা হাত টান।' শওকত, ১৯৮৮। ২ বি অর্ধসংকেত। '... বুঝ হাত-টানা না থাকলে কসরৎ' মণীশ, ১৯৬৩।

হাতটানা ১ বিপ হাত দিয়ে টেনে চালাতে হয় এমন। 'হাতটানা গাড়ী ইত্যাদি লঞ্চারে রাস্তায় প্রত্যহ যাওয়া আসা করে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। ২ বি অর্ধসংকেত। '... বুঝ হাত-টানা না থাকলে অমন প্রভাবে রাজি হওয়ার মতো লোক তিনি নন।' শওকত,

১৯৭২।

হাতটানের দোষ বি চুরির অভ্যাস। 'কেউ কাজে গাফিলতি করে, কাজে হাতটানের দোষ আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

হাতড়াওন বি হাত দিয়ে খোঁজা। ওসাঁ, ১৭৮৫।

হাতড়ানো [স হত্‌ৱ] ১ ক্রি খোঁজা। 'হাতাড়িয়া রঞ্জার ধরিল ডানি হাথ।' রূপরাম, ১৭৫০। ২ ক্রি হাত দিয়ে অনুসন্ধান করা। 'কেহ ... চরি দিকে আহর-সামগ্রী হাতড়াইতেছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। হাতড়ায় ক্রি হাত বুলিয়ে বুলিয়ে খোঁজে। 'হেটে যক্ষ হারয়ে উপরে হাতড়ায়।' ভরত, ১৭৬০। হাতড়িয়া ক্রি হাতড়ে; হাত দিয়ে বুঁজে। 'রাষ্ট্রায় বাহাদের না চলিলে নয় কেবল তাহারাই হাতড়িয়া চলিতেছে।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫। হাতড়ে ক্রি হাতিয়ে; খোঁজ করে। 'আন্দাজে হাতড়ে ফিরি কোথা তার লতাপাতা।' লালন, ১৮৯০। হাতাড়িয়া ক্রি হাত দিয়ে অনুসন্ধান করে। 'হাতাড়িয়া রঞ্জার ধরিল ডানি হাথ।' রূপরাম, ১৭৫০।

হাতড়িয়ে বেড়ানো ক্রি বুঁজে ফেরা। 'অন্ধের মতন হাতড়িয়ে বেড়ানো।' নলরূপ, ১৯২৭।

হাতড়ে বেড়ানো ক্রি বুঁজে ফেরা। 'বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খটখট শব্দে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাতড়ে মরা ক্রি ঘাঁটাঘাঁটি করে হেরান হওয়া। 'মৃত দর্শন হাতড়ে মরেছি।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

হাতড়ে হাতড়ে ক্রিবিধ বুঁজে বুঁজে। 'জন-সংঘের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ করে নিয়ে।' মণীশ, ১৯৫৭।

হাততালি ১ বি করতালি। 'ইহারা আনন্দে হাত তালি দিয়া হাসিতে থাকে।' মদনমোহন, ১৮৪৯। ২ বি প্রশংসা। 'কৃষ্ণমুকুতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো দেশে সেভাবে খুবীত হতে পারে না।' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

হাততোলা বি অধীনতা। 'শব্দরশালা হয়েছেন একজিকিউটর', তার হাততোলায় থাকতে হবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

হাততোলা ১ বি উত্থল। 'জমিদার হাড়ী আর কাউকেও নিত্যা নিয়মিত কৃষকের হাত-তোলা খেতে হয় না।' প্রমথ, ১৯২০। ২ বি উচ্ছিন্ন। 'পরের হাত-তোলা খাওয়ার দরকার নেই আমার।' শওকত, ১৯৫৮।

হাত থেকে বাঁচা ক্রি কোনো কিছু থেকে রক্ষা পাওয়া। 'এ যাত্রায় অনেক বকুনীর হাত থেকে বেঁচে গেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হাত দেওয়া ১ ক্রি বিরোধিতার জন্য হস্তক্ষেপ করা। 'কত লোকে রুত বলেছিল, যে কেউ হাত দিয়ে রাখতে পাল্লে?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রি হাত দিয়ে স্পর্শ করা। 'বাগিকা দুয়ারে হাত দিয়ে তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ৩ ক্রি প্রবৃত্ত হওয়া। 'কুমার-সতীর সেই দেখাটায় হাত দিয়ে পরেছে?' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাত দেখা ক্রি হাতের রেখা বিচার করে ভাগ্য নির্ণয় করা। 'সে তো মা গোড়া মুখীর হাত দেখে টিক বলেছিল।' উমেশ, ১৮৫৭।

হাত ধরা ক্রি বিশেষভাবে অনুরোধ করা। 'বাগীকি কাদিয়া কাদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

হাতধরা ১ [হাত+ধরা] ১ বিণ বশীভূত। 'সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা।' বঙ্কিম, ১৮৮৪। ২ বিণ হাত ধরে থাকে এতদ্যেগো। 'সকলেরই বুকে একটি, কাঁধে একটি, হাত-ধরা একটি।' মানিক, ১৯৩৫।

হাত ধরাধরি করে ক্রিবিধ এক সঙ্গে। 'পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হাতনাড়া [হাত+নাড়া] ১ বি হাতের ধাক্কা। 'হাতনাড়া দিএ হর হেলালেন পয়।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বি হাতের ভঙ্গি। 'মেয়ে নিয়ে রাত-দিন ঘরে-বাইরে মুখনাড়া হাতনাড়া সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম।' নলরূপ, ১৯২৭।

হাত নিশাপি করা ক্রি কাউকে আঘাত করার এবল ইচ্ছা হওয়া। 'হাত করে নিশাপি, মাঝে রেখে পোস্টপিস।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হাতনে [স হত্‌ৱ] বি হাপড়। 'একজন তার হাতনে ফোকে তার জায়গায় বার পিঠে।' লালন, ১৮৯০।

হাত পাকানো ক্রি অভ্যাস দ্বারা পটু হওয়া। 'হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদার-সেহস্তার কাজ শিখাইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাতপাখা [হাত+পাখা] বি হাতে ঘুরানোর পাখা। 'সন্ধ্যাসীরা ক্লাস্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেলে -।' হতেম, ১৮৬১।

হাত পা ছোঁড়া ক্রি রাগের প্রকাশবরূপ হাত-পা চলনা করা। 'যখন গর্জন করে হাত পা ছুঁতে থাকে সেও মিঠি লাগে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হাত পাড়া ক্রি অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। 'বেতনের জন্য হাত পাড়েন।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হাতপাতাপাতি বি একে অন্যের কাছে চাওয়া-চাওয়ি। 'তামাকের জন্য হাত-পাতাপাতি পর্বন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' মুক্তভা, ১৮৬০।

হাতপাতা রোগ [হাত+পাতা+স রোগ] বি ঘৃণ খাওয়ার বদ অভ্যাস। 'আর সারজন বৌরও হাতপাতা রোগ আছে।' মাইকেল, ১৮৬০।

হাত পা নাড়া ক্রি অনভিপ্রেত আচরণ। 'আমার কাছে অত হাত-পা নাড়া কেন?' গিরিশ, ১৮৮৭।

হাতফেরি বি হাতবদল। 'প্রায় পাঁচ-সাত বার হাতফেরির পর এই বন্ধিধবিরে।' শওকত, ১৯৭২।

হাতবদল [হাত+আ বদল] বি এক হাত হতে অন্য হাতে যাওয়া। 'হাতবদল হতে হতে যোগল অধিকারে এল শ্বেলশখও।' মহাস্থেতা, ১৯৫৬।

হাতবাজ [হাত+ই বজা] বি টাকা রাখার ছোট বাজ। 'হাতবাজ মুন্সিয়া একটি বিচিত্র চাষি লইয়া।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

হাত বাড়ানো ক্রি থাবা পেওয়া। 'কাল মুহূর্ত হাত বাড়িয়েছিলো আমার ঘরে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হাত বাগিশ বি হাতরূপ বাগিশ। 'হাত বাগিশে মাথা রেখে।' ওবায়দুল্লাহ, ১৯৭৪।

হাত বুলানা ১ ক্রি আদরের পরশ দেওয়া; সান্ত্বনা দেওয়া। 'আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি আশীর্বাদ করা। 'ওকঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাতবেহাতি বি এক হাত থেকে অন্যহাত হওয়া। 'চুরিচামারির বা হাতবেহাতির মোহর থাকতে পারে, কিন্তু নেই বংশতালিকা।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হাতবোমা [হাত+প বোমা] বি বোমাবিশেষ। 'ব্যাক্ত হাত বোমা দিয়ে আক্রমণ চালাম।' জয়বাংলা, ১৯৭১।

হাতব্যাপ [হাত+ই ব্যাপ] বি হাতে বহনযোগ্য ব্যাপ। 'ভাক্তরের হাতব্যাপটা' শরৎ, ১৯১৭।

হাতভারি [হাত+স ভারী] বিপ কৃপণ। 'বড়ো হাতভারি – বাস্তব থেকে টাকা বাহির করিতে হইলে বিশ্বাস দায় হয়।' প্যারী, ১৮৫৮।

হাত মারা কি ঘুস নেওয়া। 'মিথ্যা এক মোক্ষমার ভয় দেখাইয়া আমার হানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।' দর্পণ, ১৮৩৭।

হাত মিলানা বি সাক্ষাতের তৎকালে পরস্পরের হাত মিলিয়ে হালকা ঝাঁকুনি দিয়ে অভ্যর্থনা; করমর্দন। 'তারপর হাত মিলানা, বুক মিলানা শেষ হলে।' মুক্তবাব, ১৯৪৯।

হাতমুখ বি হাত ও মুখ। 'জটিলতার মধ্যে হাতমুখ জড়িয়ে গেলে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাতঘণ [হাত+স ঘণ] বি দক্ষতার খ্যাতি। 'তোমাদের কপাল আর আমার হাত ঘণ।' উমেশ, ১৮৫৭।

হাত লাগানো কি যোগ নেওয়া। 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

হাত-লাঠি বি মারামারিতে ব্যবহৃত লাঠি। 'হাতে হাত-লাঠি, মশাল জ্বালিয়া ...।' কসীম, ১৯৩৩।

হাতসান [স হত] বি হাতের ইস্তিত। 'হাতসানে কহে কথা না করে শবদ।' বিজয় ১৬৫০।

হাতসানি বি ইশারা। 'এত বলি হেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হাত সাফাই ১ বি হাতের পটু। 'বন্ধু আবুল মনসুরের হাত সাফাই শেষে বিদিত হুয়'। নজরুল, ১৯৩০। ২ বি চুরি। 'এক ক্রান্তি পাউডার হাত-সাফাই করে নিয়ে দিতে পারিনি।' নরেন্দ্র, ১৯৪৪।

হাত-হাত ক্রিবিপ ভবকাণ। 'তখন আমরা যে হাত-হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব ...।' প্রমথ, ১৯১৮।

হাতহাতিয়ার বি হাতের অস্ত্র। 'বাচার আশায় হাতহাতিয়ার/মৃত্যুতে মন দি।' লক্ষ, ১৯৫৫।

হাতানো ১ কি হাতড়ানো। 'অক মাতাল শূন্য পাতাল, হাতালি নিফল।' নজরুল, ১৯২৯। ২ কি আত্মসাৎ করা। 'নিঃস্বের খেদাক কড়ি হাতয়ে কৌশলে।' সুবীন্দ্র, ১৯৩২।

হাতাহাতি ১ বি মারামারি। 'হাতাহাতি করি হৈল খিঁচিয়াবরণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি হাত-ধরাধরি। 'দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি বোজাইজি। 'হাতাহাতি করে অনেকগুলি বাতা থেকে অনেকগুলি কবিতা পড়ে ফেললাম।' অচিন্ত্য, ১৯৫০।

হাতে অব্য সঙ্গে। 'উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

হাতে আলপানো কি রক্ষা করা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

হাতে কলমে ১ ক্রিবিপ বাস্তবে। 'উদরপূর্তিকে আমরা হাতে কলমে অবহেলা করতে পারি না, কিন্তু মুখে তাহার প্রতি যথেষ্ট দুরছাই প্রয়োগ করি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯। 'হাতে কলমে কাজ করেছি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০। ২ বিপ বাস্তব। 'যুদ্ধের সময় রোগীর রক্তমা করাত কতকটা পরিমাণে হাতে কলমে জ্ঞান হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

হাতে খড়ি, হাতে খড়ী বি শিকা আদম্ভ করার অনুষ্ঠানবিশেষ। 'হাতে খড়ি পুড়ের দিলেন বিব্রণর।' বৃন্দা, ১৫৮০। 'এই সবে আমার হাতে খড়ী।' উমেশ, ১৮৫৭।

হাতে-গড়া ১ বিপ হাতের তৈরি। 'আমাদের হাতে-গড়া জিনিস।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ বিপ বহুচেয়ার ও যন্ত্র প্রতীতি। 'বিসমাকের হাতে-গড়া জর্মান সন্ত্রাস্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই।' প্রমথ, ১৯১৪।

হাতে চড়ানো কি হাতে তুলে নেওয়া। 'মড়ার মাথার চুল, হাতেতে চড়ায়ে তুল, ছাড়িয়ে আপন কুলধর্ম।' ভবানী, ১৮২৫।

হাতে চাঁদ পাওয়া কি অভিমান্য হুশি হওয়া। 'সম্পূর্ণ অগ্রত্যাগিতভাবে হাতে চাঁদ পাইল।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

হাতে ঠেকা কি পাওয়া। 'দেবাহ হাতে ঠেকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাতে ভাল বি হাতভালির মাধ্যমে সহকৃত। 'দাড়াইয়া হাতে তালে ডাকে তব দাস।' মানিকরায়, ১৭৮১।

হাতে তোজি বি হাতেখড়ি। 'হাতে তোজি (বা খড়ি; উষা আরবীতে হয়) দেওয়ার পরই।' সপ্তপাঠ, ১৯৩০।

হাতেনাতে ১ ক্রিবিপ প্রত্যক্ষভাবে। 'একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সভ্য।' শরৎ, ১৯১৭। ২ ক্রিবিপ মালামালসহ। 'এক দোকানে মিঠাই চুরি করিতে গিয়া হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

হাতে পায়ে ধরা কি ক্ষমা প্রার্থনা করা। 'বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাতে বহরে ক্রিবিপ দৈর্ঘ্যে-গ্রহে। 'হাতে বহরে লখা।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হাতে-বেলা বিপ বেলনের চাপে হাত দিয়ে তৈরি। 'কখনো-বা হাতে-বেলা ক্রটি আর সুজির হালুয়া।' রণীন্দ্র, ১৯৬৩।

হাতের কাছে বিপ ধরাধোয়ার মধ্যে। 'ভূমি হাতের কাছের সাধের-সাবি নও।' নজরুল, ১৯২৮।

হাতের কাছে পাওয়া কি নিকটে পাওয়া। 'কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হাতের চুলকুনি বি কোনো কিছু করার জন্য অস্থিরতা। 'আমার ... হাতের চুলকুনি কতকটা মিটত।' নজরুল, ১৯২৭।

হাতের পাঁচ বি শেষ সমল। 'এই টোকা হাতের পাঁচ আমার।' মহারসরস, ১৮৬৯।

হাতের বার হওয়া কি অধিকারে না থাকা। 'ললিত পৃথিব্য হলই ত তোমার হাতের বার হলো।' নীনবন্ধু, ১৮৬২।

হাতের লক্ষী বি সহজপ্রাণ ব্যক্তি। 'এই হাতের লক্ষীদের ...।' জীবন, ১৯৩২।

হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলা কি হেলায় সুযোগ নষ্ট করা। 'হাতের লক্ষী পায়ে ঠেলিসনি।' গিরিশ, ১৮৮৯।

হাতে সময় না থাকা কি সময়ের অভাব হওয়া। 'সময় হাতে নাই রে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হাতে হাতে ১ ক্রিবিপ সঙ্গে সঙ্গে। 'এই কর্ম করেছে স্বীতে নয়, তা এর ফল হাতে হাতেই দেখতে হবে।' উমেশ, ১৮৫৭। ২ ক্রিবিপ পরস্পরের হাতে হাত রেখে। 'হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি খিরি খিরি।' রবীন্দ্র, ১৮৭৯। ৩ ক্রিবিপ নগদে। 'হাতে হাতে যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহারের একমাত্র পাওনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হাতে হাতে প্রেমশি বি অপরাধে লিপ্ত আছে এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। 'তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হাঙ্গলি বি হাততালি। 'গুরুশাসেরাও দুইও হাঙ্গলি দিতে লাগলেন।' হুতাশ, ১৮৬১।

হাতল [স হস্ত] বি হাত দিয়ে ধরার বাট বা অনুরূপ উপকরণ। ওর্সা, ১৭৮৫।

হাতলওয়ালা বি হাতলযুক্ত। 'হাতলওয়ালা চেয়ার।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

হাতলপরানো বি হাতলযুক্ত। 'শোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে।' বিকৃতি, ১৯২৯।

হাতলভাড়া বি হাতল ভেঙে গেছে এমন। 'টেবিলে হাতলভাড়া দুখের জলে ফুলের তোড়া।' রবীন্দ্র, ১৯৩৪।

হাতলহীন বি হাতল নেই এমন। 'দু-তিনখানা হাতলহীন চেয়ার।' নরেন্দ্র, ১৯৫৮।

হাতা [স হস্ত] ১ বি কাঠ বা ধাতুর তৈরি বড়ো আকারের চামচবিশেষ। 'এক হাতে পানশারি আর হাতে হাতা মারা।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি হাত। 'সবুত পল্লারে পুরিয়া হাতা পরশেন হরে হরিয়ে জাতা।' ভারত, ১৭৬০। ৩ বি হাতল; কোনো কিছু হাতে ধরার মতো যে ব্যবস্থা থাকে। ওর্সা, ১৭৮৫; কাশ্মির, ১৭৮৭। ৪ বি জামার যে অংশ বাহ্যে ঢেকে রাখে। 'ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা।' গুণ, ১৮৫৮। ৫ বি চেয়ারে হাত রাখার স্থান। 'কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাহার গ্রীবা বেটন করিয়া উত্তর করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হাতাওয়ালা [হাত+ওঁ হওয়ালা] বি হাতাবিশিষ্ট। 'গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওয়ালা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হাতাবেড়ি [হাত+স বেঠনী] বি হাত বেঁধে রাখার কাজে ব্যবহৃত বলদাকার উপকরণবিশেষ। 'দক্ষিণহস্তের হাতাবেড়িটিকে আড়ন বলিয়া ভ্রম হয়।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হাতাস [স হস্তা] বি হা-হস্তাস। 'হাতাস করিয়া দের ভ্রমেতে পড়িল।' মালাধর, ১৫০০।

হাতাসএ কি হাততাল করে। 'হাতাসএ গোবিন্দাই সোকাফুল হোয়া।' মালাধর, ১৫০০।

হাতি, হাতী [স হস্তী] বি বিশাল দেহ ও লম্বা গুঁড় বিশিষ্ট পশুবিশেষ। 'বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'খান দাউড়া বলে আশে/ যোর মুখে কিবা লাগে/ হাতির মশালে জলপান।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০।

হাতি আড় হলে চামচিকেও লাগি মারে কি দুঃসময়ে তুচ্ছরাত উপহাস করে। 'হাতি আড় হলে চামচিকেও লাগি মারে।' নজরুল, ১৯২৪।

হাতিঘর বি হাতিশালা। 'হাতিঘর বা পিলখানার সমুদে।' মুক্তাবা, ১৯৫৯।

হাতিশেড়ে [হাতি+পাড়া] বি পাড়ে হাতির ছবি অঙ্কিত। 'হাতিশেড়ে, মহারাত্রিশেড়ে ... ইত্যাদি নানা রঙ্গীন সাড়ি পরিধান করেন।' ভবানী, ১৮২৮।

হাতিমার্কী [হাতি+প মার্কী] বি হাতির ছবি অঙ্কিত। 'তার উপরে হাতিমার্কী নিশেন উড়ছে গপতগপ করে।' অবন, ১৯৪১।

হাতিমুখো বি হাতির মতো মুখবিশিষ্ট। 'হাতিমুখো গণেশ।' জীবন, ১৯৪৮।

হাতিশাল, হাতীশাল বি হাতির আবাসাল; পিলখানা। 'হাতিশালে

কত হাতি ছিল।' অবন, ১৮৯৬; 'স্বত্ববাহীর হস্তী অসুর/ হাতীশালে রয় বাণী।' অনলা, ১৯৬১।

হাতারা বি হাতিরা। 'গজশালে গজ মরে হাতারা আশাম করে।' মুক্তাবা, ১৬০০।

হাতি, হাতী বি হাতের পরিমাণবিশিষ্ট। 'কারো বিশ হাতী টিকি।' জসীম, ১৯৬০; 'আট হাতি শাড়ির বাঁধন ভেঙ্গে ফেটে পড়তে চায়।' জহির, ১৯৬৪।

হাতিনা বি ঘরের বাইরের দাওয়া। 'মাটির হাতিনার উপর শনের মাদুরটারও টুটা দশা।' শামসুদ্দীন, ১৯৪৮।

হাতিয়ার [স হস্তকার] ১ বি কর্মে অধিষ্ঠানের নিদর্শন। 'মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি অস্ত্র। 'মানোএল, ১৭৪৩; 'আকসেল আলী বাম হাতে ধরিয়া হাতিয়ার।' গরীব, ১৭৬৫।

হাতিয়ার খসানো কি নিরস্ত করা। 'মানোএল, ১৭৪৩।

হাতিয়ারপাতি বি অস্ত্রশস্ত্র। 'পোশাক ও হাতিয়ারপাতির ধরনে বোঝা যায় ... লেখটনটি গোছের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ পাইয়েছেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

হাতিয়ারবন্দ [হাতিয়ার+বান্দ] বি সশস্ত্র। 'প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি বৈদ্যপাতি করিতে ...।' দর্পণ, ১৮৩৪।

হাতিয়ারহীন [হাতিয়ার+স হীন] বি নিরস্ত। 'আমাকে হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে কোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেন।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

হাতুড় বি পেরেক ইত্যাদি ঠোকার জন্যে মাথায় ভারী ধাতব খণ্ডবিশিষ্ট লম্বা হাতসের হাতিয়ারবিশেষ; হাতুড়ি। 'ডাইন হাতে শোহার হাতুড়।' বিজয়, ১৬৫০।

হাতুড়ানো ১ ক্রি শাস্ত হওয়া। 'হাতুড়াইতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ ক্রি হাতুড় মারা। 'হাতুড়াইতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

হাতুড়ি, হাতুড়ী বি পেরেক ইত্যাদি ঠোকার জন্যে মাথায় ভারী ধাতব খণ্ডবিশিষ্ট লম্বা হাতসের হাতিয়ারবিশেষ। ওর্সা, ১৭৮২; 'কর্মচারেরা যখন নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারে ...।' অক্ষয়, ১৮৪৬; 'তিনি বিদ্রোহী সাক্ষ্য বিখ্যাতর বৃকে হাতুড়ী পিটিতে আরম্ভ করিলেন।' দর্পণ, ১৯২৬।

হাতোড়ি বি হাতের তৈরি হোটা মুত্তর। 'মানোএল, ১৭৪৩।

হাতুড়ে বি আনাড়ি। 'বাহারা হাতুড়ী তোলে, তাহারা বাস্তবিক হাতুড়ে লোক নয়।' স্বরূপ, ১৯১৭।

হাতুড়ে ডাক্তার বি অশিক্ষিত চিকিৎসক। 'হাতুড়ে ডাক্তার হয়তো কখনও আশাস দিতে পারে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাতুড়েপ্যাখি [হাতুড়ে+(আলো)প্যাখি] বি হাতুড়ে চিকিৎসাপদ্ধতি। 'আলোপ্যাখি নয়, হোমিওপ্যাখি নয় - হাতুড়েপ্যাখি।' প্রমথ, ১৯৪০।

হাথড়ানো [হাত+] ক্রি হাত দিয়ে অনুসন্ধান করা। 'হাথড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হাঙালি দ্র হাত

হাথ [স হস্ত] ১ বি হাত। 'বসিলী মাখাত দির্জা হাথে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মাগের একক। 'মানোএল, ১৭৪৩। হাথক বি হাতের। 'আবে

তোহি সুন্দর মনে নহি লাজ। হাথক কাকর অরসী কাজ।
বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হাথে ক্রিবিণ হাতে। 'হাথে রে কাঙ্ক্ষণ মা লোউ
দাপণ।' চণ্ডী ৩২, ১২০০। হাথের বিণ হাতের। 'হাথের গহনা।'
ওগাঁ, ১৭৮২। **হাত**

হাথকড়া [হাতকড়া] বি অপরাধীর হাতের শৃঙ্খলমুক্ত দৌহবলয়।
'হাথে দিল হাথকড়া চরণে নিয়ল।' রূপরায়, ১৭৫০।

হাথকাথ [স হস্ত-কক্ষ] বি হাত ও কোল। 'কোন কোন আইয় চলে
হাতকাথে পো।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাথশসালা [স হস্তপ্রসার]। কি হস্ত প্রসারণ করা। মানোএল,
১৭৪৩।

হাথাহাথি বি হাতের সাহায্যে মারামারি; হাতাহাতি। 'হাথাহাথি
মাথামাথি চরণে চরণে।' মালাধর, ১৫০০।

হাথে হাথে [স হস্ত]। ক্রিবিণ অবিলম্বে। 'হাথে হাথে ছাড়িলি কেহে
গুণদ্বিধী।' বড়ু, ১৪৫০।

হাথে-খড়ি বি বিদ্যাপিকাঁর আনুষ্ঠানিক সূচনা। 'হাতে-খড়ি দিল
ততক্ষণে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাথে তালি বি হাততালি। 'হাথে তালি দিয়া নাচে অঁয়েত কৌতুক।'
বৃন্দা, ১৫৮০।

হাথের তালুয়া বি হাতের তালু। মানোএল, ১৭৪৩।

হাথেলি বি হাতের তালু। 'এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে
হাথিয়ার।' নজরুল, ১৯২৮।

হাথি, হাথী [স হস্তী] বি হাতি। 'ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাথী।'
বৃন্দা, ১৫৮০; 'দুর্গবিত কলিসরায় হাথি ঘোড়া ভাস্য্য যাহু।' মুকুন্দ,
১৬০০।

হাথিকড়া বি হাড়ির বাক্স। 'শীল রূপ বাড়়া বড়়ে খেল হাথি-কড়া।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

হাথ্যা বিণ হাড়ির মতো। 'হাস পালটিতে মাড়ে পাইল হাথ্যা গড়।'
মুকুন্দ, ১৬০০।

হাথ্যা দ্যদু বি একপ্রকার বড়ো দাদ (ভুকের চুলকানি রোগ)।
'ততক্ষণে ঘুটিল গায়ের হাথ্যা দাদু।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাথিয়ার [হি হাথিয়ার] বি অস্ত্র; হাতিয়ার। 'হাথিয়ার? সেও নাই।'
নজরুল, ১৯২২। **হাতিয়ার**

হাদালি বি শিকল জাতীয় বন্ধনীবিশেষ। 'লোহার হাদালি বাঁধি হস্তে পদে
গলে।' সুলতান, ১৭০০।

হাদি^২ বি জলজ কৃণ্ডাণ্ড। 'বরসান কন্নাত বান্ধিআ তার আগে/ দুইখান
করি হাদি খুইল দুই ভাগে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাদি^২ [আ বি নেতা]। 'বসীয় মেললমান সমাজের পরিচালক হাদিগণ
মধ্যে অনেকেরই ধারণা।' এসলাম, ১৯২০।

হাদীস [আ বি মহানবীর নির্দেশ, কর্ম ও আচরণসমষ্টি]। 'ইমাম সবেব
কথা হাদীস প্রমাণ।' আজাওল, ১৬৮০; 'কোরআন হাদীস আশোচনা
করবার সুযোগ পান নাই।' রোকেয়া, ১৯৩১।

হানকেসে বিণ চক্ষু; ব্যস্ত। 'কেহ বলে তুমি মেয়ে হানকেসে বড়।'
রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

হানা^১ [আ হনকা] বি গলা। 'রত্নভদ্রা বুধী পুথি ঘোড়ার হানায়।' জরত,
১৭৬০।

হানা^১ ১ কি আঘাত করা। 'তবে মোরে হান নয়নবাসে।' বড়ু, ১৪৫০।

২ কি বিদ্ধ করা; হোড়া। 'ভাঁর মিলিতম বাক্যবাপ যুবকের প্রা
হানতে লাগলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৩ কি হামলা করা। 'হনয়ে
ঘার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৪ কি স্বেপ
'জ্ঞানগু ভায়ে ঐ নয়নের আলোক হানি।' রবীন্দ্র, ১৯১৫। ৫ f
দেওয়া। 'ভেমনি তুমি চমক হানি এসো হনয়তলে।' রবীন্দ্র
১৯৩৮। হান কি বধ বা প্রহার করে। 'তবে মোরে হান নয়নবাসে
বড়ু, ১৪৫০। হানন্তু কি আঘাত করে। 'নিদ্রা হইয়া মোরে হান
অন্তর।' বাহ্যাম, ১৬০০। হানহন কি আক্রমণ করে। 'এক শরে শূ
পদে হানহন রাজন।' আজাওল, ১৬৮০। হানি ১ কি আঘাত করি
'আপনি হানি জে কুলক লখাব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'কপা
আঘাত হানি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি ঘেরে। 'নন্দমোহ জসো
বুকে যায় হানি।' মালাধর, ১৫০০। ৩ কি নিষ্কেপ করে। 'বিহু
করিব সৈন্য হানি তিন বান।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। হানিআ কি আঘ
করে। 'দুকুল হানিআ বহে জল।' মুকুন্দ, ১৬০০। হানিএল /
আঘাত হানি। 'মুগ্ধই বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া গাছ পড়ে দুই
হানিএল বয় খানা।' মুকুন্দ, ১৬০০। হানিতে কি মারতে উদ্য
হয়ে। 'দেখিয়া কুপিত মতি ত্রাকাকে হানিতে যায় রোয়ে।' মুকু
১৬০০। হানিলে ১ কি আঘাত করলে। 'বিত্ততলে ঢালি গা কপা
হানিল ঘা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ কি নিষ্কেপ করলে। 'হানি
বিসেতি বান অজুন বিসেস।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। হানিলি কি হানার
নিষ্কেপ করলি। 'শর হানিলি মোর প্রাণে।' বড়ু, ১৫৭০। হানিলে
১ কি নিষ্কেপ করলে। 'পঞ্চবাপ হানিলেক চান্দর শরীরে।' বিজ
১৬৫০। ২ কি আঘাত করলে। 'অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলে
ঝাঁড়া।' কৃষ্ণরায়, ১৭২০। হানুক কি আক্রমণ করুক। 'এক বা
সকলে হানুক হাজার খর্চ খরি।' সুলতান, ১৭০০। হানে ১ কি
করে; আঘাত করে। 'আতিশয় মোর মন হানে।' বড়ু, ১৪৫০।
কি মারে। 'যে যারে পালোটে পায় হাঁ করিয়া একা চোটে হানে
রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

হানা^১ [স হন] ১ বি হামলা। 'পশ্চিম দুয়ারে দিল হানা।' মুকু
১৬০০। ২ বি আঘাত। 'ঢাল কুলারে মাজার সাথে ধালে ধা
মারল হানা।' জঙ্গীম, ১৯২৯। ৩ বিণ অপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত
অধিকৃত। 'হিয়াখানি তার হানা বাড়ি সম।' জঙ্গীম, ১৯৩১।

হানাদার [হানা+ফা দার] বিণ আক্রমণকারী। 'ভারতীয় হানাদার
মেরুদণ্ড ভঙ্গিয়া দিয়েছে।' আজাদ, ১৯৬৫; 'বাঙলাদেশের মাটি
হানাদার বাহিনীর আত্ম এখন শেষ হয়ে গেছে।' সামাজিক বাৎ
১৯৭১।

হানাদারী বিণ অন্যায়েভাবে আক্রমণ করে এমন। 'গোপনে লাঞ্ছ
হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে।' সুলতান, ১৯৪৮।

হানা-শেওয়া বিণ হানা দেয় এমন। 'দৈত্য দানোর হানা-শেও
যাব গজ্জনে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১০।

হানাশঙ্ক করা কি মারামারি করা। মানোএল, ১৭৪৩।

হানাবাড়ি বি ভূত প্রেত অপদেবতার আশ্রয়স্থল। 'হানাবাড়ির আঁ
লোটে ছিলো।' সত্যেন্দ্র, ১৯৭২।

হানাহানি [স হন] ১ বিণ বুনঘরাবি। 'একবার করিয়া শাহা দে
হানাহানি।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি পরস্পর তর্ক-বিতর্ক। 'প্রকাশই
চিড়ারিণি করিছে হানাহানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হানাকি, হানাকী [আ হানিকাহ] বিণ ইমাম আবুহানিফার মতানুস
মুসলিম সুন্নি সম্প্রদায়বিশেষ। 'মুসলমান - শিয়া, সুন্নি, হানাফ
সাকী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়।' রোকেয়া, ১৯২৪।

হানিকি, হানিকী, হানেকী, হানকী [আ হানিকাহ] বি ইমাম ও

হানিফার মত। 'আমার মতে (হানিফি) হালালও বলিতে পারি না, নৃশট হারামও বলিতে পারি না।' মশাররফ, ১৮৮৯; 'বঙ্গদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে ... বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।' হোলজান, ১৮৯৩; 'মজহাব চতুর্নয় হানেফী, শাকী, মালেকী, হাখাঙ্গী।' প্রচারক, ১৮৯৯। 'হানকী, ওহাবী, লা-মাজহাবীর তখনও মেটেনি গোল।' নজরুল, ১৯২৮।

হানি [স] ১ বি ক্তি। 'আদরে মোরা হানি গএ ভেল।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি হত্যা। 'বোলে মন্ত্রে ব্যাপ্ত আনি মোর পুত্র কৈল হানি।' সুলতান, ১৭০০।

হানিজনক [স] বিপ ক্তিকর। 'রচনার পাঠ্যটির জন্য বিশেষ হানিজনক।' বক্তিম, ১৮৯২।

হানী [স] হানি। বি নাম। 'সিংহ হস্তে হানী ভেদিল মেদিনী।' আলগোল, ১৬৮০।

হানিমুন [হি] বি নবদম্পতি একান্তে সময় যাপন; মধুচন্দ্রিয়া। 'দুদিনের সংক্ষিপ্ত হানিমুন।' মানিক, ১৯৩৭।

হাপ দ্র হাফ

হাপদাঁপ বি এলোমেলো ছোটোছুট। 'চারদিককার হুড়বাড় হাপদাপ অভিযোগ তিরকার।' জীবন, ১৯৩১।

হাপন সর্ব আপন। 'গোনারো বরিষ ওমরে হাপন রাজীবন্দীতে ...।' হালহেড, ১৭৭২।

হাপর [স] খর্পর। বি চুলায় হাওয়া দেওয়ার জন্য নলমুড় চামড়ার তৈরি থলি। 'তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামামসিতে পড়ে রয়েছে।' হত্যাম, ১৮৬১।

হাপরে-বাজনা বি হাপরের বাজনা। 'হুসহুস বেন হাপর, আর কান্না বেন হাপরে-বাজনা।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

হাপা [কন্যা] বি জন্তবিশেষ। 'অই ডাকে কানকাটা হাপা।' ভূতভ, ১৭৬০।

হাপা, **হাপানো** [কন্যা] ক্রি জোরে শ্বাস নেওয়া। হাপাইতে ক্রি দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করতে। 'মানোএশ, ১৭৪৩। হাপাইয়া ক্রি হাঁপিয়ে। 'কবি কুঙ্করাম কয় হাপাইয়া প্রাণ যায়।' কুঙ্করাম, ১৭২০।

হাপিত্যে বি লোডের আকলকা। 'ভারও সব হা পিত্যে করে তীর্থের কাকের হাতা।' নজরুল, ১৯৩১।

হাপু [কন্যা] বি প্রমাদ। 'এত কেন ভাব হাপু আমি হাট বাজার করিব।' ভারত, ১৭৬০।

হাপুতির বাহা বি অপকৃত নারীর সন্তান। 'হেসে হেসে হেসে ওরে হাপুতির বাহা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হাপুর হুপুর [কন্যা] ক্রিবিপ তাড়াহুড়া করে। 'লালন ফকির পায় না ফকির হাপুর হুপুর হুই যোনে।' লালন, ১৮৯০।

হাপুশ হুপুশ, **হাপুশ হুপুশ** [কন্যা] বি দ্রুত খাওয়ার ভাবব্যক্ত শব্দ। 'হাপুশ হুপুশ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ, শিপিডা কানিয়া যায় পাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১২; 'গাপুশ তপুশ একলাই ঝাও হাপুশ হুপুশ।' নজরুল, ১৯২৬।

হাপুস [কন্যা] বিপ সজল। **হাপুস নয়ন** বি সজল চোখ। 'বসিয়া হাপুস নয়নে কাদিতেছে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হাপুম [স] বান্ধা। বিপ অক্ষপূর্ণ। 'হাপুম নয়নে কাদতে লাগলেন।' নীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হাপুশ হুপুশ দ্র হাপুশ হুপুশ

হাফ [হি] বিপ অর্বেক। 'হাফ খ্রীষ্টিয়ান হাফ হিন্দু।' দর্পণ, ১৮৩৭।

হাপ [হি] হাফ। বিপ অর্বেক। 'হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা।' দর্পণ, ১৮২১।

হাপ আকড়াই [হি] হাফ+আখড়াই। বি উনিশ শতকের গোড়ায় সূঁচ রাগপ্রধান টপ্পা গানের অনুরূপ গানবিশেষ; হাফ-আখড়াই। 'হাপ আকড়ায়ের সোয়ার, তল গার্ডনের মেঘরই অধিক।' হত্যাম, ১৮৬১। **দ্র আখড়াই**

হাপকাট [হি] হাফ+ই কাট। বি হীন জোতের। 'হাপকাট গায়ক বেটা, অতি চোঁটা।' ভবানী, ১৮২৮।

হাফ-আখড়াই [হি] হাফ+আখড়াই। বি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সূঁচ রাগপ্রধান টপ্পা চালের গানবিশেষ। 'কবি, পাচালী, হাফ-আখড়াই প্রভৃতিতে প্রাধান্য পৌরাণিক ঘটনাদি ...।' মোতাহার, ১৯৩৭।

হাফটাইম [হি] বি মধ্যবিরতি। 'হাফ টাইমের সময় আইসক্রিম খেলে।' জীবন, ১৯৩২।

হাফটিকিট [হি] বি অর্বেক ভাড়ার টিকিট। 'হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হাফ নেতা [হি] হাফ+স নেতা। বি ছোটোখাটো নেতা। 'প্রায় 'হাফ' নেতা হয়ে উঠেছিল।' নজরুল, ১৯২৬।

হাফপ্যাক্ট [হি] বি বাটো প্যাক্ট বা ট্রাউজার। 'বাকির হাফপ্যাক্ট।' জীবন, ১৯৩২; 'হাফ-প্যাক্টপরা, চলনে কেজো লোকের দাপট।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হাফ বয়েল [হি] বিপ অর্থসিদ্ধ। 'দুটো হাফ বয়েল ডিম।' জীবন, ১৯৩১।

হাফশাট, **হাফসার্ট** [হি] বি কনুইয়ের উপর পর্যন্ত হাতাওয়ালা জামা। 'কালি-মুলি মাখা এই হাফশার্ট পরনে।' মানিক, ১৯৪৭; 'তখু একটা ছিটের হাফসার্ট গারে।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

হাফসোল [হি] বি ছুতার অতিরিক্ত তলা। 'হাফসোল লাগানোর খরচা।' মুক্ততা, ১৯৪৯।

হাফতা [ফা হত্ভা] বি সপ্তাহ। 'নোহুদ যুগের সূচনা হবে তার আরও দুটো হাফতা বাকী।' মাহেনগ, ১৯৪৯।

হাফেজ [আ] বি সম্পূর্ণ কোরান মুখস্থ করেছে যে। 'আমাদের হাফেজ সাহেব হার মেনে যায় তোর কাছে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাফেজা [আ হাফিজ] বিপ ক্তি কোরান মুখস্থকারী। 'দুহিতাকে হাফেজা করিতে চেষ্টা করেন।' বোকেচ, ১৯২১।

হাকীনায়া [ফা] বি অসীকার। **হাকীনায়া পদ** বি অসীকারপত্র। 'এতাদর্শে হাকীনায়া পদ দিলাম।' হ্যালহেড, ১৭৭২।

হাবজা-গোবজা বিপ তুচ্ছ। 'চারধারে জিনিসপত্র হাবজা-গোবজা।' অজিত্য, ১৯৫০।

হাবড় বি অধিক নরম জলকাদা। 'শীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হাবড়া [স] অর্থবি বিপ অকর্মণ্য। 'আমাকে বুড়োহাবড়া বলেছিল।' নীনবন্ধু, ১৮৭২; 'তোকেও একটা বুড়ো হাবড়া বর জুটিয়ে দিয়ে 'নেকা' দিয়ে দেব।' নজরুল, ১৯২৭।

হাবভাব [স] হাব+। ১ বি ছালাফা। 'হাব ভাব দেখে তার কেহ দুঃস্থ নয়।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বি ইঙ্গিত। 'বানুদিশের সহিত যে প্রকার তিনি

হাবভাব কটাক্ষ করিতেন।' ভবানী, ১৮২৮। ৩ বি হাবা।
'অবাকস্বামী জ্ঞানে বেটা জানা নিভাতই সহজ, অর্থহ্য হাবভাব, চাল-
চলন।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ৪ বি আচরণ। 'শরম-সঙ্কুচিত হাবভাব।'।
ইসলাম, ১৯২২। 'ভবু তার হাব-ভাব যেন কেমন।' হুমায়ূন, ১৯৭২।

হাবলা [ফা আবলাহ] বিণ নির্বেশ। 'তিনি হাবলার মত অনেক কাজ
করেন।' দীনবন্ধু, ১৮৬৭।

হাবলি [আ হবালী] বি পুং। 'সায়েরে পিল্লেকে স্বামী হাবলি আধার করে।'।
দীনবন্ধু, ১৮৭২।

হাবশি, হাবশী, হাবশি [আ হবনী] ১ বিণ আবিসিনিয়া থেকে বঙ্গদেশে
আনা কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক সম্প্রদায়। 'উজ্জবক কল্লবাস হাবশী জন্মাদ।'।
ভারত, ১৭৬০। 'বন্দভক্তের মতো হাবশি দেবভক্তের মতো সাজ।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হাবসি, হাবসী [আ হবনী] আবিসিনিয়া থেকে বঙ্গদেশে আনা কৃষ্ণাঙ্গ
সৈনিক সম্প্রদায়। 'আরবী মিসরী সানী তুরকী হাবসী রুমী খোরাসানী
উজ্জবকী সকল।' আলোড়ল, ১৬৮০।

হাবসিশানা [আ হবনী+ফা খানাহ] বি বন্দীঘর। 'দিলেক হাবসিশানা
অন্ন জল কৈলা মানা।' ভারত, ১৭৬০।

হাবেশী [আ হবনী] বি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতিবিশেষ। 'দুই পাশে
টোরি মাড়ে হাবেশী গোশাম।' রামহরদাস, ১৭৮০।

হাবা [ফা আবলাহ] ১ বিণ গোয়েচারা। 'চান্দা হাবা ইহুয়া উস্টুস করিয়ে
লাগিল।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩। ২ বিণ অতিশয় নির্বেশ। 'প্রেমের
হাবা মেয়ে না সেধি কলিতে।' ভবানী, ১৮২৫।

হাবাশাঙ্গারাম বিণ বোকা ও মুখচোরা। 'হাবাশাঙ্গারাম স্তম্ভের অধিকার
ক্রবার আছে।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

হাবা-গোবা ১ বিণ বোকা। 'কেউ হাবা-গোবা, কেউ দুষ্ট।' হাই,
১৯৬৬। ২ বিণ বোকা ও মুখচোরা। 'হাবাগোবার মতো একবার
ভিখারিশীর দিকে, আরেকবার জন্মে দিকে ডাকিয়ে বেড়িয়ে যার।'।
ওয়ানী, ১৯৬২।

হাবাগ্রাম বি বোকা। 'আন্ত হাবাগ্রামের পলিট্রন।' পাশা, ১৯৭১।

হাবাত, হাবাৎ [হা+ভাতা] ১ বি হস্তভাষা। 'আজি হৈতে কসে নানী হইল
হাবাত।' আলফর, ১৫০০। ২ বি অরুদহোদীন বাক্তি। 'নচেৎ প্রায়
মূলে হাবাৎ ইহুয়া থাকে।' প্রভাকর, ১৮৪৭। 'হাবাতের হাতে যায়
অভাগীর প্রাণ।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

হাবাতে বিণ হস্তভাষা। 'আমি বড় হাবাতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

হাবাকুড়ু বিণ বিন্নর ও অলস। 'হাবা হাবাকুড়ু, হাতাহাড়া,
একটো।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

হাবালা [আ হাওয়াল] বি জিহা। 'ভাল ভাল বলি রায় নাজীরের হাবালে
করিল।' ভারত, ১৭৬০।

হাবিজাবি ১ বিণ আজেবাজে। 'হাবিজাবি কততো সৌ কী খাবার এনে
দিলেন।' জীবন, ১৯৩০। ২ বি অর্থহীন কথাবার্তা। 'কত কি
হাবিজাবি বলে।' জীবন, ১৯৩০।

হাবিয়া [আ] বি ইসলামি ধর্মমতে সোজব বা নরকবিশেষ। 'আমার জন্য
হাবিয়া নরকবার উদ্যোগিত রহিয়াছে।' মশাররফ, ১৮৯০। 'সন্ত নরক
হাবিয়া সোজব।' নজরুল, ১৯২২।

হাবিলদার [আ হাওয়াল+ফা দার] বি বিশাহিদের প্রধান। 'আজ আমি
'হাবিলদার' হলাম।' নজরুল, ১৯২২।

হাবিলাশ [সি অভিশাপ] বি অভিশাপ। 'বৃদ্ধ করে হাবিলাশ।' আলোড়ল,

১৬৮০।

হাবিশাষ রহা কি কামনা থাকা। 'হাবিশাষ রহিতে।' মাদোএল,
১৭৪০।

হাবুজখানা [আ হাবস+ফা খানাহ] বি কারাগার। 'সে এখন হাবুজখানায়
আছে।' বক্সিম, ১৮৮৪।

হাবুজুবু [পন্যা] বিণ নাস্তানাবুদ। 'হাবুজুবু হাবু-রাজা নড়িড়ি উঠে।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হাবুজুবু খাওয়া কি বিপদে পড়া; নাস্তানাবুদ হওয়া। 'প্রেম তরঙ্গে
মুগু করিবা যাহাতে খাবু হাবুজুবু খাইয়া ডোবাচোকা হইয়া থাকেন।'।
ভবানী, ১৮২৮। 'পবিত্রমহাময়ের শান্ত মূল দেহ কাশীঘাটের তিড়ের
তরঙ্গে হাবুজুবু খাইতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। 'বুঝ একটো হাবুজুবু
খাইবার আশা ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হাবেলি, হাবেলী [ফা] ১ বি আটলিকা। 'বানো হাবেলী তার ঘরের
কেনারে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বাসস্থান। 'হাবেলির দিকে দমবদ্ধ
করে ছুট দিল।' জীবন, ১৯৩২।

হাবেলী ঐ হাবলি

হাব্যাস [আ হাউস] বি ব্যাকুল অভিশাপ। 'কাদে নকুল সূত দয়ার
হাব্যাসে/সবনে যথিলাভ মাঝ তোমার আশ্বাসে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাব্যাস বি কামনা। মাদোএল, ১৭৪০।

হাভা [হি] বি হাবুয়া; খ্রিস্টীয় ও ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আদিমাতা।
'আদিমাতা হাভা (Eve) জানবুদ্ধের ফলভক্ষণ করিয়াছিলেন ...'
সোক্রেট, ১৯০৪।

হাভাত বি অভাণা। 'হাভাতে বদাপি চার সাগর শুকায়ে যায়।' ভারত,
১৭৬০।

হাভাত করা কি পণ করা। 'আইভিয়াটাকে মূলে হাভাত করে
দিয়ছে।' জীবন, ১৯৩১।

হাভাতে বিণ ভাতের জন্য হাবাকার করে এমন। 'আর হাভাহাভাতে
ও হাভাতে ভো সবাই।' নজরুল, ১৯২২।

হাভানা [হি] বিণ কিউবার হাতানার ভেঁরি। 'হাভানা চুরোট খাচ্ছে।'।
রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হাম [সি অহম] সর্ব আমি। 'কমেনে মিলব হাম মাঘব সাখ।' বিলাসপতি,
১৬০০। 'হাম সে অলা হাময় অখলা।' ফিটলী, ১৬০০।

হামবড়া বিণ আমি বড়ো - এমন ভাবসম্পন্ন। 'হামেশা ফুকরি
ফিরে হামবড়া চাই।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭।

হামবড়াহি বি নিজেই সর্বস্বামী - এমন ভাব; আত্মকথিত। 'আমরা
উকুতা ও দাক্ষিণতা, পৌড়ামি আর হামবড়াহি ... পোপন করণে
শিখি।' প্রমথ, ১৯১৬।

হামড়া বিণ আমি বড়ো - এই ভাবকল্প। 'আপনারে সে চেয়ে
হামড়া জেনে ...।' জীবন, ১৯৩০।

হামড়াহি বিণ আমি বড়ো - এই ভাবকল্প। 'দোকানী আরেক দফা
হামড়াহি আত্মকথিতার মূদু হামি হেসে বসলো।' মুক্তভাষা, ১৯৫২।

হামাই বিণ আমিই সর্বাপেক্ষা বড়ো - এমন ভাবগুণালা। 'আপন
হামাইয়ের দস্ত-ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা ইয়েজ।' মুক্তভাষা,
১৯৫২।

হাম' [আ হুমা] বি ক্ষুদ্রের সঙ্গে এক বরফের চামড়ার রোগ। 'ওগু,
১৭৮৫। 'বালকবালিকাদের যেমন হাম হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

ম^ম [ক্ষন্য] ক্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'আমাকে মুঠো করে ধরে উলমলে মাথাটা নিয়ে হাম করে খেতে আসত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

ম^ম [ফা] সমান; সম-। হামছায়া [ফা] বি প্রতিবেশী। 'সান্দী হামছায়াগণের বাচনিক জবানবন্দীতে ...' মশাররফ, ১৮৬৯।

হামজোলফ [ফা] বি ভায়রা-ভাই। 'আমার হামজোলফ খোদাদবকস ...' প্যারী, ১৮৫৮।

হামদম [ফা] বি বন্ধু; সখা। 'নকিব হরদম হাকায় হামদম - পথিক: দূরপথ গাঁঠির তুল ফের।' নজরুল, ১৯৩৯।

হামদরদি, হামদরদী [ফা] বি সমবেদনা। 'যে হামদরদী ও স্বার্থহীন সেবার পরিচয় ...' মাহেনও, ১৯৪৯।

হামদর্দ [ফা] বি সম্পর্ক; বন্ধুত্ব। 'জমিয়ত, আশ্রমন, লীগ ... প্রভৃতির সঙ্গে হামদর্দ রাখ।' রতন, ১৯২৫।

হামবাগ, হাযাগ [ছি] বি প্রভারক। 'আমাদের শিক্ষিত হামবাগের দল। নজরুল, ১৯২৭; 'অমিত হাযাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হামরা [ফা] হামরাহা [বি] সঙ্গী। 'সঙ্গে চারিজন প্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা কাঁকা হামরা চলিল।' দর্পণ, ১৮২১।

হামরাও [ফা] হামরাহা [ক্রি] সহকারে। 'কল্য ফেরত কাপড়ের চিঠী পাদ্য হামরাও পাঠান গীয়াছে।' তাঁতি, ১৭৯২।

হামরাহি [ফা] হামরাহা [বি] সঙ্গে থাকে এমন। 'তখন হামরাহি পাইকেরা ছুটিয়া আসিয়া গঙ্গারামকে ধরিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

হামলা [আ] বি আক্রমণ। 'ছুলে হামলা সম্পর্কে সংবাদ পাঠ করে আতর্কণিত হলাম।' বেগম, ১৯৪৮।

হামলাকারী [আ] হামলা+স করী [বি] আক্রমণ করে যে। 'পাকিস্তান হামলাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে নাই বলিয়া ...' আজাদ, ১৯৬৫।

হামলাদার [আ] হামলা+ফা দার [বি] হামলাকারী। 'পশিম পাকিস্তানী হামলাদাররা ...' নিকিহ হয়ে বাবেই।' জয়বাংলা, ১৯৭১।

হামলান, হামলানো [স হযা] ১ ক্রি গোরুর হাযারব করা। 'হামলান গোরুর।' মনোএল, ১৭৪৩: 'বাহুর হারাইয়া যেন হামলার গোখন।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বি উটের ডাক। 'মনোএল, ১৭৪৩। ৩ ক্রি গর্জন করা। 'ধার-চকচকে থাবা দেখেখ না হামলায়।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

হামুলান [স হযা] বি গোরুর হাযারব। মনোএল, ১৭৪৩।

হামা বি হাত ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলন। 'রবি মামা দেয় হামা।' নজরুল, ১৯২৬।

হামাকুড়ি, হামাতুড়ি বি দুই হাত দুই জানুর উপর দিয়ে চলা। 'হামাকুড়ি গিয়া জাএ হাসিয়া হাসিয়া।' মালখর, ১৫০০: 'দশমাসে ধায় বালা দিয়া হামাতুড়ি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হামা দেওয়া ক্রি দুই হাত হাঁটুর উপর ভর দিয়ে চলা। 'হামা দিয়ে চলে যেন তাড়কা খুড়ি।' নজরুল, ১৯৩১।

হামানিস্তা [ফা] বি কোনো কিছু খেতে করার যন্ত্র। মনোএল, ১৭৪৩: 'হামানিস্তা ১ এক।' মের্স, ১৭৬২।

হামামদিত্তে [ফা] হামানিস্তা [বি] হামানিস্তা। 'তার কিছু অন্তরে একটা হামর, জাঁতা, হাফুড়ি ও হামামদিত্তে পড়ে রয়েছে।' হতেম, ১৮৬১।

হামাম [আ] ১ বি হস্ত প্রক্ষালন; স্নান। মনোএল, ১৭৪৩। ২ বি স্নানাগার। 'বেগমদেবের হামামে ছুটেছে মোহনজলের সোয়াবা।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হামাম [আ] হামাম [বি] স্নানাগার। 'হামামে প্রবেশে কত জন।' জলাওল, ১৬৮০।

হামার [ফা] অনবর [বি] শস্যাগার। 'ধান চালু সরিসাতে পুরিবে হামার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হামারা সর্ব আমার। 'শালা চোটা তোমারা ওয়াস্তে দৌড়কে হামারা জান গিয়া।' মাইকেল, ১৮৬০।

হামারি সর্ব আমার। 'উতারে কাঁচলি, হার হিড়এ হামারি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হামাল [আ] বি গর্ভ। জবানী, ১৮২৩। ২ হামোল

হামাশা [ফা] হামীশাহ [ক্রি] সবসময়ে। 'খোপা আর এলোচুলে বিবাদ হামাশা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হামি [ক্ষন্য] বি হাই। 'ঘন ঘন হামি এড়ে অঙ্গ ভাঙি করে।' সুলতান, ১৭০০।

হামী [আ] বি মাপার এককবিশেষ। 'সুবর্ণ রজত দিমু দশ হামী আনি।' সুলতান, ১৭০০।

হামু বি হামাতুড়ি। 'হাইপাল কিছু দিয়া গীথা থলিয়া শ্রুতি চিহ্নের মত জোরে আঁটিয়া ধরিয়া, ইহারা হামু দিয়া চলিয়াছে।' সবুজ, ১৯২১।

হামোল [আ] হামীশাহ [ক্রি] সবসময়ে। 'সেই বিন্দু বৃষ্টির পেটে রহিল হামোল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ গর্ভবতী। 'মেজবৌ সাত মুকুর হামোল।' শওকত, ১৯৭২। ৩ হামোল

হামোলা [আ] হামীলা [বি] গর্ভবতী। 'সফুরা বিবি হামোলা ছিলেন।' মনসুর, ১৯৫০।

হামেশা, হামেসা [ফা] ১ ক্রি বিণ সর্বদা। 'হামেশা বান্ধু জীন বাঘের পিঠেতে।' গরীব, ১৭৬৫। ২ বিণ চিরস্থায়ী। 'দুনিয়া হামেসা কার ইয়াহাছে কখন।' গরীব, ১৭৬৫।

হামেশকশ [ফা] হামেশা+স কশ [ক্রি] বিণ সর্বদা। 'কোথা বস্ত্র কোথায় যেন ধন চৌকি পাহারা দেয় হামেশকশ।' লালন, ১৮৯০।

হামেস ক্রি বিণ সর্বদা। 'হামেস রুজু থাকিয়া জগাল সগাল করিব।' ওয়া, ১৭৮১।

হামেস গির ক্রি বিণ সব সময়ের। 'না পচন্দকাজের মহকুম হামেস গির জন্যে লিখিতেছি।' হালহেত, ১৭৭৩।

হামেহাল [ফা] হামা+আ হাল [ক্রি] বিণ সর্বদা। 'জমিনে পড়িয়া সেজদা করে হামেহাল।' গরীব, ১৭৬৫।

হাম্দ [আ] বি আত্মার প্রশংসামূলক গান। জলাওল, ১৬৮০।

হাযা [ক্ষন্য] বি গোরুর ডাক। 'গোষ্ঠ-গৃহে গাজী-বৃন্দ ধায় হাযা রবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

হাযাগ ২ হামবাগ

হামালী [আ] বি (ইসলাম) আবু হাযল প্রবর্তিত মতবিশেষ। 'মজহাব চতুষ্টয় হানফী, শাফী, মালেকী, হামালী।' প্রচারক, ১৮৯৯।

হাযী, হাযী [স জ্ঞান] বি হাই। 'সখন ছাড়িল রাধা হাযী আপনার।' বড়, ১৪৫০: 'শ্রমের কারণে হাযী হেল ঘন ঘনে।' বড়, ১৪৫০।

হাযীর [বি] (সংখ্যাত) রাগিণীবিশেষ। 'কোদার, হাযীর, বেহাগ - কত গুণীরা রাগিণী বাজিল।' বঙ্কিম, ১৮৮১। 'আমি হাযীর, আমি হাযানী।' নজরুল, ১৯২২।

হাস্য। ধন্য। বি গরু। 'হস্তীর কাঁধে এসে যায়, হাস্য দেখে ভয় পায়।'
 রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

হায়', হায় হায় [ধ্বন্যা] অব্য খেদ, অনুতাপ, শোক প্রভৃতিসূচক। 'তিনি
প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হাএ হাএ [ধন্য] অব্য শোকপ্রকাশক শব্দ। 'হাএ হাএ বুলি অনুশোচে সর্বজন।' সুলতান, ১৭০০।

হায় গো অব্য খেদ, দুঃখ নৈরাশ্য ইত্যাদি জ্ঞাপক। 'হায় গো রূপসী সরসীবালা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১২।

হায়পতানি বি আফসোসসূচক পচাস্তাপ। 'লোকটার মুখে একটু হায়পতানি শুনিয়াছ?' মনসুর, ১৯৫৩।

হায়' অথবা বহুবচনসূচক প্রত্যয়। 'তুমি ও নাএব ও আয়লা হায় জে কেহ
সরকারে মাহিনা পায় ...।' হ্যালাহেড, ১৭৭৩।

হায়ওয়ান [আ] বি পণ্ড। 'মানুষ বা ইনসান এবং হায়ওয়ানের পার্থক্য
এইখানে।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হায়দারি হাঁক, হায়দরী হাঁক বি হজরত আলির রণহকার। 'মার হাঁক
হায়দারি হাঁক।' নজরুল, ১৯২৪।

হায়দন [স] বি বছর । 'হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া ।' ভারত, ১৭৬০ ।

হায়রান [আ হায়রান] বিগ বিব্রত। 'মাঝে পড়ে বস্‌রা গোলাপ হল লো
হায়রান।' ক্ষীরোদশাসদ, ১৯২৫।

হায়া (আ হায়া) বি লজ্জা। 'হাতিগুলোর হায়া আছে।' জীবন, ১৯৪৮।

हायाहीन [आ हाया+स हीन] किं निर्णक्त । 'ए हायाहीन द्रुको उपायार
कर्मा' । दर्पण, १८७१ ।

হাস্যাত [আ] বি আয়ু। 'মউত পৌছিল বৃষ্টি নাহিক হাস্যাত।' গরীব,
১৭৬৫।

হায়াত মউত [আ] বি জীবন মরণ। 'হায়াত মউত দেখ কুদরত
আল্লাহ।' গরীব, ১৭৬৫।

হায়াত-মওত্ত [আ] বি জীবন-মৃত্যু। 'হায়াত-মওত্তের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই!' নজরুল, ১৯২৭।

হায়েনা [হি] বি হিংস্র জন্তুবিশেষ। 'অন্য দিকে দুটি হায়েনা।' বিভূতি,
১৯৩৮।

হার' [স] ১ বি গলায় পরার মালা। 'কাটী লৈবো সাতেসরী হারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি মালা। 'ন হর ন হর হরি হৃদয়ক হার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০; 'নয়ান ফুলে স্রবে মুকুতার হার।' বাহরাম, ১৬৫০।

হার-আবরণ [স] বি যালার আবরণ। 'জাহুরী তব হার-আবরণ
দলিছে বন্ধ'পর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হারগাঁথা [স হার>। কি হারের মতো গাঁথা থাকে এমন। ‘মলাধারে, হার গাঁথা এক প্রকার কুমি, কোন্ মাংসে জন্মিয়া থাকে?’ মশাররফ, ১৮৮৯।

হার-ছেঁড়া বিগ হার থেকে ছিড়ে পড়েছে এমন; হারচ্যুত। মোর
হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কড়ায়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

হারমজরী [স] বি হারবিশেষ । 'তথিত উপর শোভে হারমজরী ।' বড়,
১৪৫০।

হারলতা [স] বি গলার হার। 'মনিমুন্ডায়ুতা, গলে হারলতা, উচ্চকূচ
ভসিত্তে হাসিত্তে।' কবাবী ১৮১৫।

হার্নে (স) বি দর। 'দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বন্ধি হইয়াছে।' বন্ধির
 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ WWW

١٩٩٩

হারে ত্রিবিধ দর অনুযায়ী। 'বন্যে হইতে হারে মাণ্য দিল' টাকা।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'খাজানা এক টাকা হারে পাঠ্য ব লইয়াছিলাম।' ওর্স, ১৭৮২।

হার' [স] বি পরাজয়। 'আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হই
বন্ধিম, ১৮৭৪; 'তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাত্ হার মানিতে।
রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হারকাত বি খেলায় পরাজিত দল। 'গিনী ঠাকুর' হারকাত খেলতে বসেছেন। বক্সিম, ১৮৮২।

হারকেত বি খেলায় পরাজিত দল বা পক্ষ। 'পাশা খেলার কেতের মত ইংরেজরা ... সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন।' হু ১৮৬১।

হারজিত বিজয়-পরাজয়। 'বাজি রেখে হার-জিত খেলছে।' র-
১৮৯৩।

হারন বি আত্মসমর্পণ। ওসাঁ, ১৭৮৫। হারন খাওয়া ক্রি পরা
হওয়া। 'হারন খাইতে।' ওসাঁ, ১৭৮৫।

হার মানা কি পরাজয় স্বীকার করা। 'এমন স্থলে হার ম
ডালো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হার-মানা কি হার হয়েছে এমন। 'আমার সেদিনকার সেই
মানা অঙ্ককার, আজ আমার সর্বাত্মে ধরেছে ঘিরে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩

হার স্বীকার করা ক্রি হার মানা। 'কিশোর মনের সিদ্ধান্ত
সুনিশ্চিত যে, পৌঢ়জনও হার স্বীকার করিবে।' ৭৩৬ত, ১৯৫৮

হারপুন [ই] বি তিমি ও অন্যান্য বড়ো সামুদ্রিক প্রাণী শিকারের জন্য জাতের দড়ি-বাঁধা বর্ষা। 'মৃত্যু চালায় সুনিপুণ হারপুন।' শাঃ ১৯৭২।

হারমনি [হ] বি ঐকতান। 'বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আম
নেই।' প্রমথ, ১৯১৬।

হারমোনিয়াম [ই] বি বাদ্যজ্ঞবিশেষ। ‘সুপারিন্টেন্ডেন্ট স
হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই
কাটান।’ হুতাম, ১৮৬১।

হার হাল [ফা হর+আ হাল। ত্রিবিধ] যেকোনো অবস্থায়। 'খোদাতাত
যাহ করেন হার হাল তাহাতে রাজি থাক। মানুষের উচিত।' প্রচ
১৯০৩।

হারা'।স হার>। বি হার। 'কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল ছিড়ি সাত
হারা।'

হারা [স হাঃ] **কি** হারিয়ে ফেলা। 'রাখিকা হারায়া বড়ায় বুলে
 থানে।' বড়, ১৪৫০। হারায়া **কি** হারিয়ে। 'রাখিকা হারায়া ব
 বুলে থানে থানে।' বড়, ১৪৫০। **হারাই** **কি** বুইয়ে ফেলা
 যাও সর্বথা তুঁকি না হারাইজ ধন।' সূতান, ১৭০০। **হারাঈজ**
 হারিয়ে। 'দুহিতা হারাঈআ শোকে দণখে পরাণী।' বাহরাম, ১৬
হারাঈনু **কি** হারিয়েছি। 'ইহ গণখে আনি মোএ হারান্ন বুজি।'
 ১৫৭০। **হারাঈয়ে** **কি** হারাবে। 'পরাক লাগিয়া সে হারায়ে
 কানে।' বড়, ১৪৫০। **হারাঈয়া** **কি** হারিয়ে। 'বাহুর হারায়া
 হামলায় গোধান।' গরীব, ১৭৬৫। **হারাঈল** **কি** হারিয়ে ফেলা
 'পাছে পাছে আইতে পথ হারাঈল আকি।' বড়, ১৪৫০। **হার**
কি হারালে। 'পূর্বে পোড়ালি হর হারাঈলা পঞ্জর'। রামচন্দ্র
 ১৭৮০। **হারাঈদা** **কি** হারালাম। 'লাভের ভরগে আশা হারাঈ
 দুল।' রূপরাম, ১৭৫০। **হারাঈল** **কি** নাজরে হারানায়। 'হেম

হারানো

হারাইলুঁ তোমাকে দেবিয়া'। বাহরাম, ১৬৫০। হারাইলুম কি হারালাম। 'হেলায় হারাইলুম বনমালী পড়িয়া স্বপ্নেরে নাথ'। মর্জুজা, ১৭৫০। হারাইলোঁ কি হারিয়ে ফেললে। 'কথা' ডাক হারাইলোঁ কহ তফুবানী'। বড়ু, ১৪৫০। হারাইলোঁ কি হারালাম। 'হাদের দড়ি সবই হারাইলোঁ'। বড়ু, ১৪৫০। হারাই কি হারায়। 'নিজ দেখে পরাণ হারাই'। বড়ু, ১৪৫০। হারানু কি হারালাম। 'কড়হের রত্ন মুক্তি হারানু গোপালে'। মালাধর, ১৫০০। হারাবা কি হারাবে। 'লালন বলে বিচারকালে সকলে ফিকির হারাবা'। লালন, ১৮৯০। হারামি কি হারাত হয়। 'লাঞ্জে হারামি কাজে'। বড়ু, ১৪৫০। হারামি কি হারায়। 'লাঞ্জে সি হারামিএ কাজ'। বড়ু, ১৪৫০। হারামিবি কি হারাবি। 'আবিচারে হারামিবি পরাণ'। বড়ু, ১৪৫০। হারামিল কি হারালো। 'হারামিল সকল বুধী'। বড়ু, ১৪৫০। হারামিলা কি হারালে। 'শিয়রত হারামিলা কাছে'। বড়ু, ১৪৫০। হারামিলা কি হারালে। 'হারামিলা কাহেরে লাগ'। বড়ু, ১৪৫০। হারামি কি খলন ঘটলি। 'সে ধন এখন হারামি রে মন এমনি তোর করণ বদমা'। লালন, ১৮৯০। হারানুঁ কি হারালাম। 'হারানুঁ দু'কল হইলুঁ আকুল'। বাহরাম, ১৬৫০। হারায় কি হারালে। 'অপনিঘে ধরিয়া প্রেলেন হারায় পরানি'। মালাধর, ১৫০০। হারাই কি হারিয়েছে। 'কড়হের রত্ন মুক্তি হারাই গোপালে'। মালাধর, ১৫০০। হারি কি খুঁয়ে ফেলবে। 'খেলিমু কপট সারি সে জাইব সর্কষ হারি'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হারিরাছে কি হারিয়েছে। 'এ কারন আশা জিনিষ হারিরাছে'। ওর্স, ১৭৮২।

হারানো [স হার>] ১ কি ঠিকানো। ওর্স, ১৭৮৫। ২ কি খোয়া হারানো। কাগপে, ১৭৮৭। 'একদিন ফটিক তাহার কুলের বই হারাইয়া ফেলিল'। রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিপ বিন্যুত। 'কত-না পুরানো কথা, কত-না হারানো গান'। রবীন্দ্র, ১৮৮১। ৪ কি ছাড়িয়ে যাওয়া। 'আমার হিরানি হারানো সীমা বিপুল হরবে'। রবীন্দ্র, ১৯১১।

হারিয়ে যাওয়া ১ কি নিবোধ হওয়া। 'চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া মেঘেতে হারিয়ে যায়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিপ হারিয়ে গেছে এমন। 'মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হারি [স হার>] কি পরাজিত হওয়া। হারি ১ কি পরাজিত হই। 'এ কথায় তোমারে সে আজি আমি হারি'। বৃন্দা, ১৫৮০। ২ কি হেরে। 'কতবার জুড়ে হারি পলাইছ গোয়াল'। কবীন্দ্র, ১৬৮৯। হারিয়া কি হেরে গিয়ে। 'হারিয়া পলায় নিশি দেখা নাই দিনে'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। হারিল কি হেরে গেলে। 'পদাতে হারিল নিজ সোখে'। মুকুন্দ, ১৬০০। হারিয়াছি কি হেরেছি। 'অনেক হারিয়াছি গো জিন্মাছি একবার'। মুকুন্দ, ১৬০০।

হারি ১ বিপ হারিয়ে গেছে এমন। 'হারাদন যেন পুনহি মিলল'। চক্ৰী, ১৫৫০। ২ বিপ নিঃশেষিত। 'আপনার জালে জড়িয়ে পড়িয়া আপনি হইলি হারা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ বিপ বিলীন। 'আকাশের মাঝে হয় হারা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৪ বিপ শূন্য। 'হারা গাজর ডাকঘরে তয়ে আছে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৫ বিপ হারিয়ে ফেলেছে এমন। 'আধারে পথ হয়-যে হারা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হারাই হারাই বিপ যেকোনো মুহূর্তে হারিয়ে যাবে এমন। 'হারাই হারাই সদা হয় ভয়'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

হারাদন [হার+স ধন] বি হারানো সম্পদ। 'হারাদন যেন পুনহি মিলল'। চক্ৰী, ১৫৫০।

হারানিষি [হার+স নিষি] বি হারানো ধন। 'পরমেখরের কৃপায়, আর

এই যোগীবরের প্রসাদে অদ্য হারানিষি প্রাপ্ত হইলাম'। মশাররফ, ১৮৬৯।

হারানিয়া [স হার>] বি প্রেমিক। মানোএল, ১৭৪৩।

হারাকিরি [হা+ বি ছুরি দিয়ে পেট কেটে আত্মহত্যা। 'যমুনা-ত্রিজের তলের মরীচিকায় দেখেছিলে হারাকিরি'। শক্তি, ১৯৬৫।

হারান্না বি প্রাচীন নগরসভ্যতা বিশেষ। 'ওধারে মহেন্দ্রনারো, হারান্না ইতিহাসকে টেনে ফেললে ...'। ধূর্তী, ১৯৩১।

হারাম [আ] ১ বিপ ইসলাম ধর্মমতে অবৈধ। 'যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে/হারাম হারাম বলি কহে নামাযাসে'। কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি শুরুর। 'কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়'। ভারত, ১৭৬০।

হারামখোর [আ হারাম+ফা খোর] বি (গালিবিশেষ) নিষিদ্ধ-খাদ্য ভক্ষণকারী। 'বাদশি বাচ্চা বদবক ওরে হারামখোর'। গরীব, ১৭৬৫।

হারামখোরি [আ হারাম+ফা খোর>] বি নিষিদ্ধ-খাদ্য খাওয়ার কাজ। 'হারামখোরিতে পরমা বানিয়ে এত স্পর্ধা হয়েছে'। কায়সার, ১৯৬৫।

হারামজাদ [আ হারাম+ফা জাদা] ১ বি (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জন্ম। 'হারামজাদ খানেকাখাপ'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। 'দূর হও হারামজাদ সুমুখ হইতে'। গরীব, ১৭৬৫। ২ বি বনমায়েশ। ওর্স, ১৭৮৫।

হারামজাদদী, হারামজাদদী [আ হারাম+ফা জাদাহ>] বি বনমায়েশি। 'হারামজাদদী করে বেচিয়া তব্বা ছাওয়াল লইবেক'। ওর্স, ১৭৮৫। 'এরা এক এক জন হারামজাদদী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্তি'। হতেম, ১৮৬১।

হারামজাদা [আ হারাম+ফা জাদাহ] বি (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জাত। 'শিরাজাতি হারামজাদা জান'। গোলাক, ১৮০১। 'এবোটা হারামজাদা লোকের জাতি মজাইতে আসিয়াছে'। দর্পণ, ১৮২১।

হারামজাদি, হারামজাদী [আ হারাম+ফা জাদাহ>] বি স্ত্রী (গালিবিশেষ) বেজন্মা। 'কুইনি হারামজাদি ইহা কার বন'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০; 'সাহী হারামজাদী ... করিতে চায় ছাড়াছাড়ি'। ভারত, ১৭৬০।

হারাম-বাঁধা [আ হারাম+বাঁধা] বিপ অবৈধ। 'হারাম-বাঁধা পরসা খেয়ে ঢেকানি বেড়েছে কিনা'। নজরুল, ১৯৩০।

হারামি [আ হারাম>] ১ বি দেশদ্রোহিতা। ওর্স, ১৭৮৫। ২ বি (গালিবিশেষ) অবৈধভাবে জন্ম যার। 'হারামির গোশারে কাইটা দরিয়ায় দিশা না ক্যান'। মানিক, ১৯৩৬।

হারামিপনা [আ হারাম>+পনা] বি অমানুষের কাজ। 'সেরেফ ওটা হারামিপনা'। পাশা, ১৯৭১।

হারামি মউত, হারামি মওত [আ হারাম>+আ মওতা] বি আত্মহত্যা। 'আমি ওরকম হারামি মওতকে প্রাণ থেকে দূশা করি'। নজরুল, ১৯২৪; 'বিপ খেয়ে আমাকে হারামি মউত মরতে হয়'। নজরুল, ১৯২৭।

হারামশি [স] বি হারানো মূল্যবান ধন। 'সেই-সব হারামশির অবৈধমের জন্ম ... দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে'। প্রমথ, ১৯১৪।

হারাহারি মতে ক্রিমিও আনুপাতিক হারে। 'মুসলমানের সংখ্যা হারাহারি মতে বালালার চেয়ে অনেক কম'। এসলাম, ১৯১৫।

হারি [স হার] বি হার। 'পলে যে মোটিম হারি'। চিক্কা, ১৬০০।

হারি [স হার] বি পরাজয়। 'মানুষ প্রকৃতির নিকট হারি মানিল'।

কৃষ্ণজাবনী, ১৮৮৫।

হারিকেল [হি] বি ঝড়ে নেত বা এমন আলো। 'খৌণ্ডায়-কালি-পড়া হারিকেনে লটন, বারানায় নিবো-নিবো শিবার গছ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

হারিত্রা [স হরিত্রা] বিশ হলদে। 'হারিত্রা কামলা ভারে ধরে ততক্ষণ।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

হারীত [স হরিতা] বি তরুপাখি। 'বাকচা হারীত গারাবত পাকসাল।' ভারত, ১৭৬০।

হারু [স হার] বি হার। 'সমিগতি নহি উরে মুকুতা হারু।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হারুয়া [স হারুয়া] বিশ পরাজিত। 'হারুয়া জত পতগণ নিল নিহের শরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হারেম [আ] বি অন্তরমহল। 'তিনি পটিনশানা বিয়ে করতে পারতেন, দুটো হারেম গৃহতে পারতেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

হারাম বি হারেম; অন্তরমহল। 'হারামের অঙ্ককারে লুক বাঁদী বেগমের মাঝে।' জীবন, ১৯৩০।

হারেমবন্ধ [আ হারেম+স বন্ধ] বিশ অন্তঃপুরে বন্দী। 'ভারতীয় জ্ঞানবিক্রান বিশ্ববিদ্যালয় আর ওরিয়েন্টালিস্ট কনফারেন্সের ভিতর হারেমবন্ধ হলেন।' মুক্ততবা, ১৯৫২।

হারে রে [স হারা] বি উদ্ভাসসূচক ধ্বনি। 'হারে রে রে রে রে, হুই-মে কায়া আসতেছে ডাক হেঁড়ে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হাট [হি] বি হুদবস্ত্র। 'হাটের উইকেনস থেকে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬।

হাটকোল [হি] বি হুদবস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া। 'হাটকোল করার বড় ভর।' নজরুল, ১৯৩০।

হাট লাইন [হি] বি (জ্যোতিষ) হুদরথো। 'হাট লাইন তেলোর মথিথানে এসে আচিতে মরুপথে হারালো ধারা।' মুক্ততবা, ১৯৪৯।

হাট পেশালিস্ট [হি] বি হুদরোগ বিশেষজ্ঞ। 'হাট পেশালিস্ট ডাঃ নাগেন্দ্র বাড়িতে পাঠি আছে।' নরেন্দ্র, ১৯৫৪।

হার্ডল [হি] বি বাধা স্থাপন-করা পথে দৌড়ের খেলাবিশেষ। 'ভিট্রামসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হার্ডল রেস [হি] বি বাধা দেওয়া পথে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়। 'ভিট্রামসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হার্লিক [স] বিশ হুদগত। 'সে-সব জারগার সঙ্গে আমার ত কোনও হার্লিক সম্পর্ক নেই।' মুক্ততবা, ১৯৫৮।

হার্ণ [স] বি হলতা। 'হার্ণ করে হুমুদান কহেন ডাকিয়া।' মনিকরাম, ১৭৮১।

হার্নিরা [হি] বি অকোষ কৃচ্ছিন্নিত রোগবিশেষ। 'ডাকার বলসেন হার্নিরা।' বিজুতি, ১৯০১।

হার্প [হি] বি অনেকটা সুরমণীর মতো ভারের বায়্যত্ববিশেষ। 'হার্প বেয়ালা ম্যাডেলিন নিয়ে ছাড়া মাথায় জারজের সন্মুখে বদলের পথে দাঁড়িয়ে গানবান্ধা হুড়ে নিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হার্মিসি [হি] ১ বি সঞ্চিন। 'আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মিসি মনে মনে একটি বিশাল সংগীতে বাসিকতা তরুণ করে নিতে গারি।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি সুর-সঙ্গি। 'বড়ো সঙ্গীতের হার্মিসিও যেমন।' দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হার্মিনিয়াম [হি] বি বায়্যত্ববিশেষ। 'কতদিন হার্মিনিয়ামের রীতে নিপুণ আঙুল তরুর নাচেনি।' শমসুত্র, ১৯৭০।

হার্মোনিয়াম, হার্মোনিয়াম [হি] বি বায়্যত্ববিশেষ। 'আপনাদিগের "পিয়ানো" "হার্মোনিয়াম" প্রভৃতি যন্ত্র ...।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২; 'শেষলুকে তার পড়বার বই, হেঁটো হার্মোনিয়াম।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হার্মোনিয়ামখারী [হি হার্মোনিয়াম+স খারী] বিশ হার্মোনিয়ামওয়াদা। 'হার্মোনিয়ামখারী বয়্যালাহাব্যকারীর দল, যােছোয়াতি-বিখ্যায়নীসভার সদস্যগণ ...।' বনফুল, ১৯৩৬।

হার্মাদ [প] বি পর্তুগীজ জলদস্যু। 'দুই হার্মাদের সঙ্গে হই গেল সেবা।' জালাওল, ১৬৮০।

হার্মাদি [প] বি হারমাদের মতো কাজ। 'হার্মাদির ফলটা কি খুব ভিতো লাগছে এখন?' কায়দার, ১৯৬৫।

হার্মোনিয়াম, হার্মোনিয়াম ও হার্মনিয়াম

হার্ণ [স হারা] বি হাসি। 'হার্ণ পরিহার করে কুম গোপনাবি।' মালখের, ১৫০০।

হার্ণ [স হল] বি লাগল। 'যেদিন ঘোড়শো হালে।' বড়ু, ১৪৫০।

হাল করা ক্রি লাগল দিয়ে চাষ করা। 'সে আজ নিজেই হাল করিয়াছে।' শরৎ, ১৯৮৮।

হালচাষ বি চাষের কাজ। 'হালচাষ নিয়ে থাকতে খুব যদি বারাপ লাগে ...।' শামসুত্র, ১৯৬২।

হাল বলদ বি চাষের উপযোগী বলদ। 'হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেহে বিলন-পুড়া।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাল ভল্লন বি হাল চাষের উপর নির্ভরিত বাজনা। 'হাল ভল্লন - প্রত্যেক বৎসর মাটিতে নতুন হাল দিবার সময়।' ভারত সংস্করণ, ১৮৭৪।

হালের খেত বি চাষের উপযোগী জমি। 'দাবাড়ের গরু হালের খেতে যে জোলায় বহিয়া মরে।' জসীম, ১৯০১।

হালের গরু বি লাগল টানার কাজে ব্যবহৃত গরু। 'হালের গরুরে নিলাখে দিয়ে।' জসীম, ১৯০১।

হাল [আ] ১ বি লৌক চালানোর এবং সিকনির্দেশক বড়ো বৈঠার মতো কাঠের হাতিয়ার। 'চলে হালে নাহি ডোলা অতি বড় দড়।' কৃষ্ণায়, ১৫৮০; 'হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বি জাহাজ চালানোর বা খোঁরানোর যন্ত্র। 'জাহাজের হালের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাল ছাড়া ১ ক্রি নিরাপ হওয়া। 'গোরা হাল ছেড়ে বেহাল হয়েছে।' লালন, ১৮৯০। ২ ক্রি নিতেই থাকা। 'হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, ছুটি নে কাহারো শিছুতে।' রবীন্দ্র, ১৯০০। ৩ বিশ হতাশাব্যঞ্জক। 'আঁককার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসন্তের দিনের উপযুক্ত নহে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হালছাড়া ভাবে ক্রিয় নিতে। 'প্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আশ্রয়মর্শণ করে, সেও পরাসত।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাল ধরা ক্রি পরিচালনা দায়িত্ব নেওয়া। 'হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন যখন দিবার হাল ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩; 'বড়োই ছির হইয়া হাল ধরা চাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হাল-ভাড়া বিশ হাল ভেঙে গেছে এমন। 'হাল-ভাড়া শাল-হেঁড়া

বাহা চলছে নিকুশে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

হাল ভাঙা কি হাল ভেঙে যাওয়া। 'পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি, মুহুর মুখে দাঁড়িয়ে জানিব তুমি আহ, আমি
আছি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'অতিদূর সমুদ্রের পরে হাল ভেঙে যে নাবিক
হারায়েছে পিশা' জীবন, ১৯৪২।

হালে পানি পাওয়া কি সাধো কলানো। 'অভিমান করতে গিয়ে
দেখে হালে পানি পায় না।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'তখন আর তোমার
বুজির হালে পানি পাবে না।' প্রমথ, ১৯৪০।

হালি [আ হাল] বি নৌকার হাল ধরে যে। ওর্গ, ১৭৮২।

হালে বস কি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। 'মাঝি, এবার বসো হালে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হাল [আ] ১ বি অবস্থা; দশা। 'চোর হইয়া কতকাল থাকিব এমন হাল ...' কৃষ্ণদায়, ১৭২০। ২ বি বর্তমান। 'এ কাপড় আইলে হাল বকয়া দুই সনের ...' ওর্গ, ১৭৭৯। ৩ বি চলতি। 'হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

হাল কায়দা বি চলতি রীতি; হালফ্যানশন। 'বা হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হালখাতা [আ হাল-খাতা] বি বর্তমান বছরের হিসাব। ওর্গ, ১৭৮২।

হালগঞ্জ বি সদ্য গজানো; উইফোড়। 'তুমি হালগঞ্জ শেখ।' নজরুল, ১৯২৪।

হালচাল ১ বি ভাবভঙ্গি। 'বিদেশী হালচাল অভ্যেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হাচ্ছে।' প্রমথ, ১৯০৫। ২ বি অবস্থা। 'কী হালচাল ছামদা?' হফিজুর, ১৯৫৩।

হাল-নাগাদ [আ হাল+আ লাগায়াত] ক্রিবিধ বর্তমান পর্যন্ত। 'হাল-নাগাদ সুদৃশ্য কাটিয়া লইতে পারেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হালপ্যাটারি [আ হাল+ই প্যাটার্ন] বি চলতি নকশা। 'হালপ্যাটারীতে তৈরি মোহালা বাড়িটার দিকে ইশারা করল।' আলেক্সিন, ১৯৫৫।

হালফিল বি সাম্প্রতিক সময়। 'দেশভ্রমণ কিংবা হালফিলের কথা ট্রিগ্জর।' মুজতবা, ১৯৫৮।

হালফ্যানশন, **হালফ্যানশন**, **হাল ফেশান** [আ হাল+ই ফ্যানশন] বি সাম্প্রতিক চঃ সাম্প্রতিক জনপ্রিয় চাল। 'চকমোলানো বাড়ি হালফ্যানশনে পঞ্চদ্ব প্রাণ হয়েছে।' প্রমথ, ১৯০৫; 'বেণী জড়িয়েছে হাল ফেশানের গোপায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'আজকে তুমি চকনো ডাঙায় হালফ্যানশনে কুল।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হাল-ফ্যানশানদুরত [আ হাল+ই ফ্যানশন+ফা দুরত] বি চলতি ফ্যানশনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'তাড়াছা হাল-ফ্যানশানদুরত মেয়ের ...।' বনকুল, ১৯০৬।

হাল-ফ্যানশান [আ হাল+ই ফ্যানশন] বি আধুনিক রীতি। 'কেউ এক জোড়া হাল-ফ্যানশানের জুতো দিতে চেয়েছিলেন কি না ...।' রমেশ, ১৯৭০।

হালবকয়া, **হালবকয়া** [আ হাল+আ বাকী] বি বর্তমান কাল পর্যন্ত বাকি। 'হাল বকয়া দুই সনের কাপড় লইয়া কলিকাতায় জাইব।' ওর্গ, ১৭৮২; 'হালবকয়া বাজনা মালজুকারি করিব।' ওর্গ, ১৭৮২।

হালশাহানা [আ হাল+আ শাহানা] বি কর-সম্মাহক। 'পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা ... তাগাদার আসিলেন।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

হালসন [আ হাল+ফা সন] বি বর্তমান বছর। ওর্গ, ১৭৮২।

হালসাল বি বর্তমান বছর। 'সংপ্রতিক হালসালে মোকাম বর্ধমানের

...।' ওর্গ, ১৭৭৯।

হাল-হকিকত [আ হাল+আ হকিকত] বি প্রকৃত অবস্থা। 'সরকারকে তার হাল-হকিকত বাখলান।' মুজতবা, ১৯৪৯।

হাল [ই] ১ বি দালান। 'বাটার উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান।' দর্পণ, ১৮৩০। ২ বি মিলনায়তন; হল। 'পরীক্ষা অন্য দশ খন্ড সময়ে হিন্দুকলেজের হালেতে হইবে।' জ্ঞানবোধ, ১৮৩৭।

হালআল [আ হালাল] বি ইসলাম ধর্মসম্মত; হালাল। 'হালআল মোরগ জবাই করে বাসি।' কৃষ্ণদায়, ১৭২০।

হালইকর [আ হালায়া+ফা গর] বি ময়রা। 'হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কায় বেচিতেছে।' রামরাম, ১৮০১।

হালওয়াই [আ হাশোয়া+] বি মিষ্টি প্রস্তুতকারী। 'কুমার, হালওয়াই, গোয়াল।' এসলাম, ১৯১৯।

হালইকার [আ হালায়া+ফা গর] বি ময়রা। 'হালইকাররা আসিয়া অস্থায়ী কালের ঘর ...।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হালকা [আ হলকান] ১ বিধ ভারী নয় এমন; বহুভাববিশিষ্ট। ওর্গ, ১৭৮৫। ২ বি চঞ্চল। 'হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৩ বিধ রসিকতাপূর্ণ। 'হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ৪ বিধ চিন্তাশূন্য। 'সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হালকা কল ১ কি বিষমুখ্যতম করা। 'বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ২ কি বালি করা। 'নিজের পটেটু কিঞ্চিৎ হালকা করলেই ও উড়োজাহাড়ে অনায়াসে ...।' প্রমথ, ১৯৩০।

হালকা ভাষা বি সহজে বোঝা যায় এমন ভাষারীতি। 'হালকা ভাষাতেই বলা আমি উচিত বিবেচনা করি।' নজরুল, ১৯২৭।

হালকামি বি ছেলোমানুধি। 'হায়, এ হালকামি ছিল কোথায়।' মুজতবা, ১৯৬০।

হাল্কা [আ হলকান] বিধ কম গুণবিশিষ্ট। 'ছোটো বড়ো মাঝারি, হাল্কা এবং ভারী।' রবীন্দ্র, ১৮৭৮; 'অনেকগুলো জিনিষকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দিয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হাল্কা [আ হলকান+] বি অস্থিরচিত্ততা। ওর্গ, ১৭৮৫।

হালট বি কাঁচা নিচু রাস্তা। 'তার পরেতে হালট গেছে একই আঁকা-বাকা।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

হালত, **হালং** [আ] বি অবস্থা। 'এ হালতে এক ব্যক্তি কি ততধিক ব্যক্তিদলের অপরাধে।' দর্পণ, ১৮৩৮; 'আত্মা আমাণো হালং কি দ্যায়ধেন না?' শঙ্কর, ১৯৭২।

হালদার [আ হাওলা+ফা দার] বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে ...।' দর্পণ, ১৮২২।

হালী [ই হিলনা] কি কাপা। **হালং** কি কাপে; কম্পিত হয়। 'যমুনার ডেউ দেখী হালং পরাণী।' বড়, ১৪৫০। **হালীয়া** কি হেলে; ঢল। 'পড়িণী হালীয়া রাধা ফুলের শরে।' বড়, ১৪৫০। **হাল** কি কাপে; কম্পিত হয়। 'ভঙে হালে বড়ায়ির আন্তরে।' বড়, ১৪৫০।

হালী [স তালক] বি আঁটি। 'আমা হাঁড়ি আমা সরা আড়াই হালা বেনা।' কেতক, ১৬৫০।

হালাক [আ] ১ বিধ হয়রান। 'হালাক করিতে।' মানোএল, ১৭৪৩। ২ বি হত্যা। 'হালাল না করি করে নাকি হালাক।' ভারত, ১৭৬০; 'নহে জরজারত করে দিব হালাক করে।' গরুড়, ১৭৬৫।

হালাক করা ক্রি হয়রান হওয়া। 'হালাক করিতে।' মানোএল, ১৭৪০।

হালাকি বি প্রাণপণ চেষ্টা। 'হালাকিতে লারকাগণ পানির লাগিয়া।' গরীব, ১৭৬৫।

হালাকাল্লা [স হল+স কল] বি মূর্খ ও বধির। 'আমি বুড়ো মানুষ, হালাকাল্লা।' বক্সিম, ১৮৮২।

হালাং [আ হালত] বি অবস্থা। 'মকদ্দমার হালাং সকল বুঝিয়া দেন।' প্যাগী, ১৮৫৮।

হালাল [আ] ১ বি ইসলাম ধর্মমতে বৈধ। 'ঈশ্বর হালাল হৌক হারাম মুহিত।' আলোড়ল, ১৬৮০। ২ বি প্রতিদান। 'যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি।' জরত, ১৭৬০।

হালালকর [আ হালাল+ফা গর] বি পণ জবাই করে যে। মানোএল, ১৭৪৩।

হালালী [আ হালাল+] বি ইসলাম ধর্মমতে বৈধ। 'হালালী বস্ত্র অসীম ভগ।' মশাররফ, ১৮৮৯।

হালিম [ফা] বি এক ধরনের খাবার। ওয়া, ১৭৮৫; 'চুসার ওপর রাখা শাহী হালিমের মত ডেকচি।' ইলিয়াস, ১৯৭২।

হালিমচান [ফা হালিম+স চান] বি লোকধর্ম সম্প্রদায়বিশেষ। 'মাইজভাগরী, সুরেশ্বরী, হালিমচান ... দলগুলি।' হেলায়েত, ১৯৩৬।

হালিয়া [স হল+] ১ বি কৃষক। 'হালিয়া আনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কৈল।' বিজয়, ১৬৫০। ২ বি হালাচ্য করার উপযোগী। 'হাল, যোয়াল ফাল হালিয়া বলদ।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১৩।

হালুম [ধনি] বি হুন্টার। 'কে জানে মা, হালুম করে।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

হালুয়া [আ হালওয়া] বি চিনি, দুধ, ঘি প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ; মোহনভোগ। 'হালুয়া না হয় নাই হ'ল।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫।

হালো [ধন্য] অব্য ওলো। 'কইসলি হালো ভৌথি তোহোরি ভাউরিখালী।' চর্যা ১৮, ১২০০।

হাল্কা, হাল্কা দ্র.হালকা

হাল্যে [স হল+] বি হালের। 'দুইটা হাল্যে গরু আছে।' দর্পণ, ১৮২৫।

হাল্লা [হি হল্লা] বি হুইগেল। 'প্রজারা উত্তর হইয়া হাল্লা করিয়া বেড়াইতেছে।' সুলত, ১৮৭৩।

হাল্লাক [আ হালাকা] বিণ হয়রান। 'বাহা ডাকাডাকি করে হাল্লাক।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

হাল্লাক [আ হালাকা] বিণ পরিশ্রান্ত। 'অনর্থক হাল্লাক হয়ে ফিরে যাবে।' নজরুল, ১৯২৭।

হাল্লো হাল্লো [ধন্য] বি শিয়ালের ডাক। 'মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো করে ডাকতে থাকে।' দীনবন্ধু, ১৮৬৬।

হালশ [আ] বি ইসলামিমতে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান; কেয়ামত। 'যেন রোজ-হালশের ময়দান, সব উদ্ভাস সব ছুটে।' নজরুল, ১৯২৪।

হালীল [আ হালিল] বি শুদ্ধ। 'তাহার সকল জীবনবিরে দোহালা হালীল লাগিবেক।' ক্যালগে, ১৭৮৪।

হাস [স হাস্য] বি হাসি। 'হাসে রোখে কাদে কাপে ভয় করে মনে।' বড়, ১৪৫০।

হাসপাতাল দ্র.হাসপাতাল

হাস [স হাস্য] ১ বি হাসি। 'দেখিবাঁ কংসেত উপজিল হাস।' বড়, ১৪৫০। ২ বিণ আনন্দিত। 'সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হাসছল্লে ক্রিবিণ হাসির ছলে। 'হাসছল্লে কৈল মনহরিষ বিকাশে।' বড়, ১৪৫০।

হাসপরিহাস বি হাস্যবিদ্রুপ। 'হাসপরিহাস কথা কন কুতুহলে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাস লাস বি হাস্য-পরিহাস। 'হাস লাস সবে করি কন্তরী চন্দন গুরি।' সুলতান, ১৭০০।

হাসন [স হাস্য] বি হাস্য; হাস্যকরণ। 'ঈশং হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি।' বড়, ১৪৫০।

হাস বি পায়ের তলা। মানোএল, ১৭৪৩।

হাসনোহানা, হাসনুহানা [আ হাস-উ-নো-হানা] বি ছোটো আকারের সাদা রঙের সুগন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। 'চিত-কুড়ি-হাসনোহানা মৃত্যু-সাংসে ফুল গো।' নজরুল, ১৯২৫; 'হাসনুহানা হেসে খুন।' নজরুল, ১৯৩৫।

হাসুনোহানা বি হাসনোহানা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'হাসুনোহানা সুবুজ করে, সন্ধ্যাতারা জ্বলে।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

হান্নোহো বি হাসনোহানা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'যেন হান্নোহোর মিঠি মধুর গন্ধ ছড়ায়।' ওয়ালী, ১৯৮৪।

হান্নোহো বি হাসনোহানা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'নেতিয়ে প'ল হান্নোহানা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

হান্নোহো বি হাসনোহানা; সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুলবিশেষ। 'একপালে দুটি হান্নোহো গাছ আছে।' হযাফ, ১৯৭২।

হাসপাতাল [হি হাসপিটাল] বি চিকিৎসালয়। 'হাসপাতালের রীতানুসারে তাহারদিগকে ঔষধ সেওয়া যাইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫।

হাসপাতালি [হি হাসপিটালি] বি চিকিৎসালয়। 'তাহাকে, এক হাসপাতালে গিয়া, কিছু কাল থাকিতে হইল।' বিন্দ্য, ১৮৫৬; 'হাসপাতাল ও ডাক্তার খানা ইত্যাদি সকল স্থানই যথার্থ শিক্ষিত লোকের দ্বারা চালিত।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

হাসপাতালী [হি হাসপিটালি] বি চিকিৎসালয়ের মতো। 'হেটে বেড়ানোর তকতকে হাসপাতালী করিবার পাছি।' শ্যামসু, ১৯৭০।

হাসপিটেল [হি হাসপিটাল] বি হাসপাতাল। 'মহাশয় ফিবর হাসপিটেল হাসপাতাল দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।' পৃষ্ঠচন্দ্র, ১৮৩৫।

হাসপাতালি [হি হাসপিটালি] বি হাসপাতাল। 'জাহারা জানেরেল হাসপাতালে না জাহিতে পারে।' ক্যালগে, ১৭৯৫।

হাস্পাতালি [হি হাসপিটালি] বি হাসপাতালের জন্য ধার্য টাদা। 'আনা হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।' বক্সিম, ১৮৯২।

হাসমত [আ] বি মর্যাদা। 'বেশম করিয়া রাখে বাদশাই হাসমতে।' গরীব, ১৭৬৫।

হাসর [আ] বি ইসলামিমতে শেষ বিচারের দিন। 'রোজ হাসরের ময়দানে এর তরে দেনদারী হইবে কত।' জমীম, ১৯৩৩।

হাসলি [সি হাসং+] বি গলার অলঙ্কারবিশেষ। 'নাকের বেসর আর গলার হাসলি।' বিজয়, ১৬৫০।

হাসা [স হাস্য] ১ ক্রি হাস্য করা। 'মনে মনে হাসে।' বড়, ১৪৫০। ২

ক্রি উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। 'আকাশ হাঙ্গে শুভ্র কাশের আদোলনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৬। হাঙ্গ কি হাঙ্গে। 'সৌভব গৌরবের হাস জানি নাই বুঝি।' মানিকরাম, ১৭৮১। হাঙ্গএ কি হাঙ্গে। 'এধ শুনি রসুলে হাসএ মনে মনে।' সুলতান, ১৭০০। হাঙ্গস্থ কি হাঙ্গে। 'রবে ধনু গুঁহিয়া হাসন্ত মোহাধার।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। হাঙ্গি কি হেসে। 'ব্রাহ্মণ বদন সুনি হাসি কয় চক্রপানি।' মালাধর, ১৫০০। হাঙ্গিআ কি হেসে। 'বস্ত্র অলঙ্কার পেরে ইসদ হাসিআ।' মালাধর, ১৫০০। হাঙ্গিআ কি হেসে। 'হেন ভণী দ্বন্দ্ব হাসিআ ভটিখণে।' বড়, ১৪৫০। হাঙ্গিছে কি হাঙ্গে। 'কেহ হাসিছে কেহ কান্দিছে কেহ খেলিছে।' ভবানী, ১৮২৫। হাঙ্গিঞা কি হেসে। 'হাসিঞা উত্তর বুইলো মো রাধা।' বড়, ১৪৫০। হাঙ্গিব কি হাঙ্গে। 'তুম্বি রনে হারিলে হাসিব সর্বজন।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। হাঙ্গিবার কি উপহাস করতে। 'লোক সব শুনি মাের পাের হাসিবার।' সুলতান, ১৭০০। হাঙ্গিবেক কি হাঙ্গে। 'হাসিবেক সর্বলোক।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। হাঙ্গিয়া কি হেসে। 'হোমাকুড়ি দিয়া জাএ হাসিয়া হাসিয়া।' মালাধর, ১৫০০। হাঙ্গিল কি হাসলো। 'এত সুনি ইহিতে হাসিল ধনজয়।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। হাঙ্গিলা কি হাসলে। 'রাজপত্নী চাহিয়া হাসিলা মুনিবর।' রবীন্দ্র, ১৬৮৯। হাঙ্গী কি হেসে। 'উচির্তে গল্পস্ব মনে তোড়ি মুকে হাঙ্গী।' বড়, ১৪৫০। হাঙ্গী কি হাঙ্গে। 'হারিল তোঝার বাণী তেঁনি বড়ারিতে হাঙ্গী।' বড়, ১৪৫০। হাঙ্গে ১ কি হাঙ্গে। 'মনে মনে হাঙ্গে।' বড়, ১৪৫০। 'পতিব্রতা-বাক্য তনি নিতানন্দ হাসে।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ কি উপহাস বা ঠাট্টা করে। 'তাহার সমান লোকেরা তাহার প্রতি হাসে।' তারিণী, ১৮০৩। হাঙ্গে বি হাস্য করেন। 'মধুর হাঙ্গে পসাহি আনন করএ বচন বিলাস।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। হাঙ্গেন কি হাসেন। 'সুনিঞা মায়ের বোল হাসেন ত্রিবিধ।' মালাধর, ১৫০০। হাঙ্গ্য কি হেসে। 'হাঙ্গ্য নাচা যাব তারে গৌড় ভুবন।' রঙ্গরাম, ১৭৫০। হাঙ্গ্যাহ কি হেসেহা। 'বুড়া দেখা হাঙ্গ্যাহ পাইবে বুড়া পতি।' রঙ্গরাম, ১৭৫০।

হেসে কি হাসি দিয়ে। 'অঙ্গসর হএ জাঅ কহিলেন হেসে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হেস্যে কি হেসে। 'পাড়ে আলি হেস্যে পড়ে এ উহার গায়।' রামধনসাদ, ১৭৮০।

হাসিতে হাসিতে ১ ক্রিণি হাসতে হাসতে। 'হাসিতে হাসিতে তবে চলে দুই ভাই।' মালাধর, ১৫০০। ২ ক্রিণি ফুটে থাকতে থাকতে। 'মুদ সে হাসিতে হাসিতে ব্যরে।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

হাসি হাসি ক্রিণি হেসে হেসে। 'হাসি হাসি গোবিন্দাই তারে কীছ বৈল।' মালাধর, ১৫০০।

হেসে কুটি কুটি হওয়া কি হেসে উজ্জ্বল হওয়া। 'আমায় সালাম করতে এসে হেসে কুটি কুটি হয়ে বলেছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

হেসে খুন - হাসতে হাসতে ক্রান্ত। 'সুখী ব্যক্তির বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন।' শরৎ, ১৯১৭।

হেসে খেসে ক্রিণি অনায়াসে। 'আমরা হেসে খেসে সকলে মিলে অনায়াসে আনন্দসহকারে করে থাকি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

হেসেখুসে ক্রিণি হাসি-খুশি হয়ে। 'ইতর লোকেরই হেসেখুসেগোলা হেসেখুসে ছুটে করে খেলাখুলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হেসে মরা কি হাসতে হাসতে ক্রান্ত হয়ে পড়া। 'অ মা আমি হেসে মরি।' নজরুল, ১৯২৬। 'হেসে মরি আর-কি।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

হেসে হেসে ক্রিণি হাসতে হাসতে। 'অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

হেস্যে দেওয়া কি হাস্য। 'হেস্যে দিতে।' মানোএল, ১৭৪৩।

হাসা^১ [স হাস্য>?] বিণ ধবল; সাদা। 'হাসা ঘোড়া খাসা জোড়া নানা অভরণ।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হাসাহাসি [স হাস্য>] ১ বি রস-রসিকতা। 'কানাকানি হাসাহাসি কোচয়ে গুটায় অলস নয় নিমীলন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। 'অকর্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি কানাকানি হাসাহাসি করিয়াছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ২ বি আনন্দময় অবস্থা। 'চারদিকই তাঁর কাছে আচ্ছ উজ্জ্বল হাসাহাসি মনে হইল।' মনসুর্, ১৯০৩।

হাসি, হাসী [স হাস্য>] ১ বি হাস্য। 'হাসি বি হাসি খলখলি কাহাঞি গল্পস্ব মনে।' বড়, ১৪৫০। ২ ক্রিণি হাসি মুখে; হেসে হেসে। 'যায় প্রাণ ছাড় মান, কথা কহ হাসি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হাসি-আঁকা [হাসি+আঁকা] বিণ হাস্য-উজ্জ্বল। 'মধুম্বা হাসি-আঁকা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হাসিকথা [হাসি+স কথা] বি হাস্যরসাত্মক কথা। 'মেয়েদের বেশভূষা হাসিকথা কাজকর্ম লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হাসি-কাঁদন বি হাসি ও কান্না। 'সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন, হাসি-কাঁদন পায়ে তেলিবি আয়।' রবীন্দ্র, ১৯২০। 'মোহের ছায়া ফেলব না মোর হাসি-কাঁদনে।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হাসিকান্না [হাসি+কান্না] বি হাসি ও কান্নার মিহিত ভাব। 'হাসিকান্না লবুকায় শবুতর আসোছায়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হাসিখুশি [হাসি+কা খুশী] ১ বিণ হাসি ও আনন্দে পূর্ণ। 'বুব ভাস্কোদুধ, সর্বদাই হাসিখুশি গর।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি আনন্দ-উৎসাহ। 'ভেড়া যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'ওরা যেন হাসি-খুশির দুইটি রঙা বোন।' জসীম, ১৯৩১। 'হাসি-খুশীর বেসাত ওরা করছে সারাধন।' জসীম, ১৯৩১।

হাসিখেলা [হাসি+খেলা] বি আনন্দময়তা। 'পাছে, তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি ...' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হাসিগাল বি গালগাল; রঙ্গরস। 'দক্ষিণের ঘরে হাসিগালের গরুর আগুয়াল।' জীবন, ১৯৩২।

হাসিঠাট্টা বি রঙ্গরসিকতা। 'হাসি-ঠাট্টা গল্পের কোনো বাধা ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮। 'হাসিঠাট্টা, গ্যাস সৎকে সজর্জতা ... সে সব তো কিছুই হল না।' মুজতবা, ১৯৫২।

হাসি-ঢালা বিণ হাসির উজ্জলতাপূর্ণ; সহস্য। 'আঁবি হাসি-ঢালা, মন সুখমুখি-সমাতুল।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হাসিতামাশা, হাসিতামাসা [হাসি+আ তামাশা] বি রস-রসিকতা। 'তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। 'মোরে নিয়ে একি হাসি-তামাসা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হাসিপ্রাঙ্গ [হাসি+স প্রাঙ্গ] বি ঠোঁট; যার প্রাঙ্গে হাসি। 'কোথা সেই হাসিপ্রাঙ্গ চুখনত্বিৎ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হাসিবিকশিত [হাসি+স বিকশিত] বিণ হাস্যোজ্জ্বল। 'তোমার হাসিবিকশিত অধর।' গীনবন্ধু, ১৮৭৩।

হাসিভরা বিণ হাসিপূর্ণ; হাস্যময়। 'সদা খুশিভরা বুক হেথা হাসিভরা গাল।' নজরুল, ১৯২৫।

হাসিময়ী [হাসি+স ময়ী] বিণ স্ত্রী হাসিময়। 'তোমার আপনা দিয়ে/হাসিময়ী শক্তি দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হাসি-মক্ষরা বি রঙ্গরসিকতা। 'সে হামেশাই হাসি-মক্ষরা করত।' মুজতবা, ১৯৫২।

হাসিমুখ [হাসি+স মুখ] বি হাসিমাখা মুখ। 'হেরে মোর হাসিমুখ
ভুলে গেছে দুঃশোক।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হাসিয়া হাসিয়া ক্রিবিণ উপহাস ক'রে। 'বাসলেদের কদর্বেন হাসিয়া
হাসিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হাসির গররা বি উচ্চ হাস্যধ্বনিসহ কলরব। 'ঘরসুখ হাসির গররা
পড়ে গেল।' প্রমথ, ১৯৩১।

হাসিরশি বি হাসির দ্যুতি। 'হাসিরশিতে, যাহারে আদরে ডাকি
'অগ্নি সৃষ্টিতে'। রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হাসি-হাসি ১ ক্রিবিণ আনন্দের সঙ্গে। 'কামকথা কহি কার সনে
হাসি হাসি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বিণ আনন্দিত। 'হাসি-হাসি
মুখখানি তার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ৩ ক্রিবিণ অন্যায়সে। 'পথে শিলা
আছে রাশি-রাশি, তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

হাসি-হস্তোড় বি রঙ্গরসিকতা; হাসাহাসি। 'ঘরের দিক হইতে হাসি-
হস্তোড়ের ডেউ আসিতে লাগে।' মনসুর, ১৯৫৫।

হাসি-হিষ্টোলা বি হাসির চেউ। 'সে হাসি হিষ্টোলা জাই চিত-
উতোরাল।' নজরুল, ১৯২৬।

হাসীখুসি বি আনন্দ। 'সারা রাত হাসী খুসি করিলেন।' হ্যালহেড,
১৭৭৩।

হাসিকলমি বি ধানবিশেষ। 'কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি কলমি
আর আটলাই, পাশপাই ধান।' ফরুক, ১৯৬৩।

হাসিন [আ হাসিনা] বি সুন্দর। 'আমি ভালোবাসিয়াছি কি করে হাসিন।'।
নজরুল, ১৯২৪।

হাসিয়া বি বস্ত্রবিশেষ। 'জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ও এই কল্লি
দ্রব্য দিয়া ...।' দর্পণ, ১৮২৭।

হাসিল, হাসীল [আ] ১ বি লাভ। 'হাসীল ও যুদ বলিয়া জুব্বদস্তি করিয়া
আবার নামে খরচ লিখিয়া লইলেন।' মের্স, ১৯৭৭। 'সারাপরে
রঙানি হইলে তাহার হাসিল লাগিবেক না।' কালিদে, ১৭৮৯। ২
বিণ অবতীর্ণ। 'দাঁউদে জঙ্গুর কেতাব হইল হাসিল।' গরীব, ১৭৬৫।
৩ বি আদার। 'কীসমতহায়ের মাল ও সায়ের ও রাইয়তি ও চাকরান
ও হাসিল।' ওর্স, ১৭৮২। ৪ বি সফল। 'আপন মতলব হাসিল
করিয়া খালাস দেয়।' দর্পণ, ১৮৩৪। 'আপন আপন মতলব হাসিল
জন্য নানা প্রকার স্বত্তি করিতেছে।' গ্যারী, ১৮৫৮। ৫ হাসিল,
হাছেল

হাসিলি [আ হাসিলি] বিণ শুভ্র দিতে হয় এমন। 'হাসিলি মাল
কেহই লইয়া যায় না।' চন্দ্রিকা, ১৮৩১।

হাসীলদস্তরখানা [আ হাসিল+ফা দস্তর-খানা] বি বোর্ড অব
কাউন্সিল; বদরতথকের অফিস। 'নূতন হাসীলদস্তরখানা কলিকাতার
ঐশ্বর্য সদৃশ হইবেক।' দর্পণ, ১৮১৯।

হাসেল [আ হাসিলা] বি অর্ধন। 'পাস কমা রোঁলবী হতে পারত -
দীনী এলম হাসেল করত।' ইয়দাদুল, ১৯২০।

হাসুনোহানা হ হাসনাহেনা

হাসুলি [স হাসল] বি অর্ধচন্দ্রাকৃতি গলার অলংকারবিশেষ। 'কোল হাসুলি
পদকপরাণ ছেলোটিকে কোলে করিতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

হাস্নাহেনা, হাস্নাহানা, হাস্নাহেনা হ হাসনাহেনা

হাস্য [স] ১ বি হাসি। 'আম্য পরিকিতে প্রকার হাস্য উপজিল।' মালাধর,
১৫০০। ২ বি সৌন্দর্যতত্ত্বে বর্ণিত রসবিশেষ। 'শূদ্রার বীর করুণা
অতুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তি রূপ নব রস।' মৃত্যুঞ্জয়,

১৮১২।

হাস্য আনন [স] বি হাসিমুখ। 'হাস্য আননে পিয়েছি কেবল হাবিবের
নামসুখ।' যাহেনও, ১৯৪৯।

হাস্যকর [স] ১ বিণ উপহাসের যোগ্য। 'আমার দিনের বেলাকার
কবচক অভিজুকে ... হাস্যকর বর্ণিয়া বোধ হইত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।
২ বিণ হাসির উদ্দেশ্য করে এমন। 'নারীকে পুরুষের সমান করে
ফেলা হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র।' বেঙ্গল, ১৯৪৭।

হাস্যকরতা [স] বি হাসি সৃষ্টি করে এমন অবস্থা। 'ভালোমানুষ হবার
বিপদ এই যে নিজেকে হাস্যকরতা থেকে বাঁচানো যায় না।' রবীন্দ্র,
১৮৮১।

হাস্যকলরব [স] বি হাসির শব্দ। 'কেহ ধরিতে আসিলে খিল খিল
হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাস্যকল্লাল [স] বি হাসির কলরোল। 'ওরা চলেছে
কল্লালহাসীকায় হাস্যকল্লালে উচ্চল গীতিকায়।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হাস্যকৌতুক [স] বি হাসি-তামাশা। 'হাস্য কৌতুক আহার বিহার
ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে ...।' রামমোহন, ১৮১৭।

হাস্যজনক [স] ১ বিণ উপহাসের যোগ্য। 'হাস্যরস তাকেই
হাস্যজনক করে তোলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ হাস্যকর। 'যদিও
তাহা চিত্রসংলগ্ন চিত্রগ্রন্থবিশেষ তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি
হাস্যজনক।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হাস্যাত্যাবোধ [স] বি কোথায় হাসতে হবে সেই জ্ঞান। 'তাহারা যদি
স্বীজাতীয় হয় তবে বলিতে হইবে মেয়েদের হাস্যাত্যাবোধ নাই।'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হাস্যাদীপ্ত [স] বিণ হাসিতে উজ্জ্বল। 'আমিই এই হাস্যাদীপ্ত শস্যপূর্ণ
জনপদ বসাইয়াছি।' বিকৃতি, ১৯৩৮।

হাস্যক্ষমি [স] বি হাসির শব্দ। 'তাহাদের রৈ রৈ শব্দ ও হাস্যক্ষমি
অনেক দূর হইতে শুনা যায়।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

হাস্যপরিহাস [স] বি হাসি-ঠাট্টা। 'গোপীপাণ সহ বিহার
হাস্যপরিহাস/ কণ্ঠক্ষমি উক্তি শুনি মোর কর্ণোদ্যান।' কৃষ্ণদাস,
১৫৮০।

হাস্যপ্রদীপ্ত [স] বিণ হাস্যোজ্জ্বল। 'সেই যে ভাষা - পরিচূত,
পরিচূত, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

হাস্যপ্রিয় [স] বিণ হাসতে পছন্দ করে এমন। 'ফরাসি জাতির মতো
দ্রুত চঞ্চল উজ্জ্বলিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

হাস্যবন্ধ [স] বিণ কুটিল হাসিতে পূর্ণ। 'জীবনে অন্যায যত,
হাস্যবন্ধ যত নির্দয়তা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হাস্যবদন [স] বি হাসিমুখ। 'অধুর হাস্যবদনে মনে নেড়ে রসায়নে/
কৃষ্ণে তৃষ্ণা ষিগণ বাড়ায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হাস্যবদনা [স] বিণ স্ত্রী মুখে হাসি ফুটে আছে এমন। 'বালিকাগণ
তৎকালে কোথায় প্রফুল্লহৃদয়া ও হাস্যবদনা হইয়া জনক জননীর
আনন্দ বর্ধন করিবে।' কৈলাসবাসিনী, ১৮৬৩।

হাস্যবর্ণন [স] বি হাসির বর্ণিত। 'নেড়ামাথার উপরে ... হাস্যবর্ণন
তো করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হাস্যবাণ [স] বি হাসিরূপ বাণ। 'আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ।'।
রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হাস্যবিমুখ [স] বিণ হাস্যপ্রিয় নয় এমন। 'হাস্যবিমুখ বাঙালীকে তিনি হাসাতে চেয়েছেন।' জিহ্মর, ১৯৭০।

হাস্য-বিলানিশিত [স] বিণ হাসিমাখা। 'হাস্য-বিলানিশিত বয়ান তাঁর বিজয়ের চিরসঞ্চিত আবরণ উন্মোচন করে প্রাণ ভরে অবলোকন করাবেন।' যাহেনত, ১৯৪৯।

হাস্য-ভরা বিণ আনন্দপূর্ণ। 'মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ।' নজরুল, ১৯২৬; 'হাস্যভরা দিবিনায়ে অস হাতে দিল উড়িয়ে শশানচিতা ভঙ্গরাশি, জাগিল কোথা, জাগিল।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

হাস্যভাজন [স] বি হাসির পাত্র। 'ক্ষুদ্র মহাজ্ঞাতি বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হাস্যমধুর [স] বিণ আনন্দমুখর। 'এই ভগবদভক্ত চিরবালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, যোগে শোকে অপরিহায্য।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হাস্যময় [স] বিণ সহাস্য; হাসিযুক্ত। 'মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হাস্যমুখ [স] বিণ প্রকৃতিত। 'হাস্যমুখ জাতী যুথী হরিষ অন্তর।' বাহরাম, ১৬৫০।

হাস্যমুখর [স] বিণ হাসিতে মুখরিত। 'সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর কলাভাষার সঙ্গে জড়িত।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হাস্যমুখরা [স] বিণ ক্রী হাসিতে মুখরিত। 'হাস্যমুখরা তরল উষার গালের একটরে এক কথা অতক্স অঙ্গের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

হাস্যমুখী [স] বিণ হাসিযুক্ত মুখ এমন। 'হাস্যমুখী হইয়া সুখী মালিনী বিমলা।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

হাস্যরতা [স] বিণ ক্রী সবসময়ে হাস্যোচ্ছল। 'তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী/আলাপ-নিশা, হাস্যরতা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

হাস্যরস [স] ১ বিণ ব্যঙ্গাত্মক। 'ক্রমিয়া সন্তির ভয়/ভিল আর্থ নাহি রয়/নাহি কহে হাস্যরস কথা।' মুহুদ, ১৬০০। ২ বি রসিকতা। 'বাকচাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরূহে ইতিহাস পুরাণাদি শব্দোক্তর সেনাপ ধনভাষ্যাদি অবলোকন।' মুহুদ, ১৮১২; 'প্রকৃতিভেদে হাস্যরস সম্বন্ধে অজ্ঞত রুচিভেদে লক্ষিত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ৩ বি হাসির উদ্ভেক করে যে রস। দর্পণ, ১৮২০।

হাস্যরসপ্রিয়তা [স] বি রসিকতা। 'জমিদারিটা আসলেই হাস্যরসপ্রিয়তা প্রকাশের প্রায়শীল নয়।' রবীন্দ্র, ১৮১১।

হাস্যরসাত্মক [স] বিণ হাস্যরসের সৃষ্টি করে এমন। 'তাহা প্রকৃৎপক্ষেই হাস্যরসাত্মক।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হাস্যরসিক [স] বিণ পরিহাসপটু; রসিকতায় দক্ষ। 'যদিচ হাস্যরসিক বলে তাদের কোনো খ্যাতি নেই।' প্রমথ, ১৯২৭; 'হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে ...।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হাস্যরসীধর [স] বি হাস্যরসে সবচেয়ে পারদর্শী। 'মাস্টারিতে ভর্তি করে হাস্যরসীধর।' রবীন্দ্র, ১৯৩৬।

হাস্যলহরী [স] বি হাসির ঢেউ। 'তরল হাস্যলহরী উজ্জ্বলিত হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হাস্যলেশ [স] বি মুদ্র হাসি। 'মস্তীর শুধু জাগিল অধরে ইলং হাস্যলেশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হাস্যলেশহীন [স] বিণ সামান্য হাসিত নেই এমন। 'আমাদের

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরাপদ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হাস্যসংবরণ, হাস্যসংবরণ [স] বি হাসি ধামানো। 'এই ব্যাপার দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না।' বিদ্যা, ১৮৫৬; 'সে আর হাস্যসংবরণ করিতে পারিল না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হাস্যস্কর [স] বিণ হাসির উদ্ভেককারী। 'সদা হাস্যস্কর এবং সাংখ্যাতিক বটে।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

হাস্যহিষ্টোপ [স] বি হাসির ঢেউ। 'শরতের অকারণ হাস্যহিষ্টোপে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হাস্যাবধর [স] বি হাসিমাখা অধর। 'সেই হাস্যাবধর মলিন না হ'ত।' গিরিশ, ১৮৯৬।

হাস্যানন [স] বি হাসিমাখা মুখ। 'শেষব কালের অর্ধকুট মধুর বাক্য ভাষনে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হাস্যানলী [স] বিণ হাসি মুখবিশিষ্ট। 'অকৃতী সন্তানে মাতা চির হাস্যানলী।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

হাস্যামোদ [স] বি হাস্যরসিকতা। 'স্বাধীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হাস্যালাপ [স] বি রসরসিকতা। 'যে-সকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারি নে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হাস্যাস্পন্দ [স] ১ বিণ হাসিবিপ্লবের পাত্র। 'হাস্যাস্পন্দ বটে।' তারিঙ্গী, ১৮০৩। ২ বিণ হাস্যকর। 'অসম্বদ আশা ঊষাপন করা চরিতার্থকে হাস্যাস্পন্দ করা মাত্র।' তারিঙ্গী, ১৮০৩।

হাস্যোচ্ছল [স] বিণ হাসিতে উজ্জল। 'নলিনাক্ষের হাস্যোচ্ছল দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৬; 'সূর্যের আলো বিস্তার করে হাস্যোচ্ছল কৌতুক।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হা হতেচ্ছন্দ [স] - মানে গেমাম, এমন খেদোক্তি। 'হা হতেচ্ছন্দ করিয়া পুড়িয়া মরিবেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

হা হস্ত [স] - বিবাদবাক্যক সংকৃত্ত বাক্যাংশ। 'কোথা হা হস্ত, চিরবসন্ত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হা হা, বাহা [ধন্য] ১ অব্য হায় হায়। 'হা হা নিদয় বিধি কেহ হেন কেল।' মদু, ১৪৫০। ২ অব্য বাঁ বাঁ। 'বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি হাসির উচ্চ শব্দ। 'রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৪ বি শূন্যতা প্রকাশক শব্দ। 'মন হা হা করে।' অচিন্ত, ১৯৫০।

হা হা করা ক্রি বাঁ বাঁ করা। 'বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

হাহাকার [ধন্য] হাহা+স করা বি আতর্জনজনিত ধ্বনি। 'কতদিনে ঘুচবে ইহ হাহাকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৩০।

হাহাকারভরা বিণ আতর্জনপূর্ণ। 'রক্ত জখমো হাহাকারভরা চিকার কানে আসে।' হাসান, ১৯৭৪।

হাহাভার [ধন্য] হাহা+স করা বি হাহাকার। 'সর্ব সভা মিলিয়া করএ হাহাভার।' সুলতান, ১৭০০।

হাহাতত্ত্ব [ধন্য] হাহা+স তত্ত্ব বিণ অত্যন্ত গরম। 'হাহাতত্ত্ব জ্বালাবাপ দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।' শঙ্ক, ১৯৫৫।

হাহাধ্বনি [ধন্য] হাহা+স ধ্বনি বি কান্নার শব্দ। 'সুখধ্বন্যমো কেন অনিছ বহিয়া হাহাধ্বনি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

হাযারব [ধন্যা হায+স রব] বি রোদনধ্বনি। 'চকোবিশী অভাগিনী হাযারব মুখে'। গুণ, ১৮৫৮।

হাযাখাস [ধন্যা হায+স খাস] ১ বি আক্ষেপসূচক ধ্বনি। 'চতুর্দিকে বার্ষিক হাযাখাস ধ্বনিত হয়।' মাহেনও, ১৯৪৯। ২ বি দীর্ঘশ্বাস। 'প্রজন্মের হাযাখাস বাতাসের মূর্ছনায় বিনীন কোন দিনের ইতিহাস যোজনা করিতেছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

হা হা স্বর, হাযাশ্বর [স] বি আতিশ্য ধ্বনিবিশেষ। 'সকল হা হা স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে না ওঠে তখন মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেষ্ট নির্জীব।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪; 'ফিরে বায়ু হাযাশ্বরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'কাল রাতে তার আওয়াজ শুনেছি দরিয়ার হাযাশ্বরে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

হা-হা-হা, হা হা হা [ধন্যা] বি উচ্চস্বরে হাসির শব্দবিশেষ। 'মাঝে মাঝে শুধু তনিতে পাইব/হা-হা-হা অট্টহাসি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'হা হা হা পায় যে হাসি।' নজরুল, ১৯৫৮।

হাহতাপ [স হতাপ] বি আক্ষেপ। 'এইরূপ করে কত ভগ্নী হাহতাপ।' ভবানী, ১৮২৫; 'কলকণ্ঠে হাহতাপ করিতেছিল।' শরৎ, ১৯১৬।

হাহতাপ করা বি আক্ষেপ করা। 'কবি তাহা স্পষ্টত হাহতাপ করিয়া বর্ণনা করেন নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হি অয নিচয়। 'কাতর কামিনী, বদন যামিনী নাথ মলিন হি ভেল।' রামহৃদয়, ১৭৮০।

-হি বিজ্ঞপ্তি। 'স্রহি কাল শাপ যুগল তাহাত।' বড়ু, ১৪৫০।

হিঅ হিঅ [ধন্যা] বি উৎসাহ-সূচক শব্দবিশেষ। 'ভবে হিঅ হিঅ বকী কাহ্ন বাহে নাএ।' বড়ু, ১৪৫০।

হিআ [স হুয়া] ১ হুয়া। 'রাবার হিআত মাইল সুদূর সমুদ্র।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি হুয়া। 'কাম্বলী চিরিল টানে হিআত বণ্ড নখের ঘাএ।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ হিআ

হিঅ [স হুয়া] বি হিআ। 'হিঅ তাঁবোলা মহাসুখে কাপুর খাই।' চর্যা ২৮, ১২০০।

হিউ [ধন্যা] অয হাল টানার সময়ে নাবিকের মুখের শব্দবিশেষ। 'ছুবিল হাদুর ডিউ হিউ পাইব কই।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হিউমার [হি] বি কৌতুক। 'তোমরা যাকে হিউমার বল, আমার মতে কোনো হস্তের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হিউম্যানইজম [হি] বি মানববাদ। 'নুতন হিউম্যানইজমের রিলিগ্যাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

হিউম্যানিস্ট [হি] বি মানববাদী। 'হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের পরিচয় ...' বিনয়চোব, ১৯৫৭।

হিং [স হিন্দু] বি কুৎসাদয় বৃকনির্ঘাসবিশেষ। 'আদা দিয়া হিং দিয়া রাখে যদি কোল।' গুণ, ১৮৫৮।

হিংলাজ বি বুনো ফুলবিশেষ। 'সবুজ হিংলাজের মালা।' বিজুতি, ১৯৩১।

হিংসক [স] ১ বিণ ঘাতক। 'ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পতর হাড়।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ হিংস্র। 'কামাতুর, কুবোথি, অবিচারী, হিংসক, অগ্যান, গৃহহত্যা বীর্যের শবীর নালী।' আভোনিয়া, ১৭৪৩। ৩ বি শত্রু। 'দুরন্ত হিংসক পালায় ডেবরহরে।' মাইকেল, ১৮৬০।

হিংসন [স] বি হিংসা; বিষেধ। 'গো ব্রাহ্মন দেব করএ হিংসন।' মালাধর, ১৫০০।

হিংসা [স] ক্রি হিংসা করা। হিংসিতে ক্রি হিংসা করতে। 'ব্রাহ্মন

দেবতায় জ্বন হিংসিতে লাগিল।' মালাধর, ১৫০০। হিংসিবি ক্রি হিংসা করবে। 'প্রজ্ঞারে হিংসিবি রাজা ধন লোভ করি।' মালাধর, ১৫০০।

হিংসা [স] ১ বি বিষেধ। 'ধর্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অনিষ্ট। 'কার হিংসা নাগ্রি করি কালেকতু হইল অরি।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি হত্যা। 'তাহাতে ধর্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না।' দর্পণ, ১৮৩০। ৪ বি পরের ক্ষতি করার বাসনা। 'তবে ক্যান বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, বকড়া ও হিংসায় কাল কাটায়?' হুতোম, ১৮৬১। ৫ বি ঈর্ষা। 'এটুকুতে কত হিংসা।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

হিংসাকাতর [স] বিণ হিংসাপরায়ণ। 'এ যেন হিংসাকাতর ঈর্ষাকাতর ওই কুপ্তি কালো মেঘটার গভীর এক বড়বন।' কায়সার, ১৯৬২।

হিংসাতুর [স] বিণ হিংসায় কাতর। 'এমন হিংসাতুর মন কোথা হইতে আপদের মত তার সন লইয়াছে অকথা।' শওকত, ১৯৫৮।

হিংসাত্মক [স] বিণ হিংসামূলক। 'অর্থনৈতিক বৈষম্য তেমনি মানুষকে হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করে।' বেগম, ১৯৪৭।

হিংসাষেধ [স] বি ঈর্ষা ও বিষেধ। 'যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে, যাত্রা করি ছাড়ি হিংসাষেধ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হিংসা নদী [স] বি হিংসারূপ নদী। 'হিংসা নদী উল্লিখিত, কোপানল বৃদ্ধি পেল।' সয়ক্লোয়া, ১৮৭৬।

হিংসানল [স] বি হিংসার আতন। 'অস্তর জ্বলিবে হিংসানলে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হিংসাপরবশ [স] বিণ ঈর্ষাতুর। 'অন্যের প্রতি হিংসাপরবশ হইয়া ...' এসলাম, ১৯৪৩।

হিংসাপ্রবণ [স] বিণ হিংসাপূর্ণ। 'তাহার পরে জুলিয়ার হিংসাপ্রবণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া পেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হিংসা-বহি [স] বি হিংসার আতন। 'নয়নে তার দারুণ হিংসা-বহি।' নজরুল, ১৯২৬।

হিংসাবৃত্তি [স] বি হিংসাপ্রবণতা। 'ইহাদের হিংসাবৃত্তি প্রবল।' অক্ষর, ১৮৫৪।

হিংসামতি [স] বিণ ঘাতক। 'হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হিংসামুখর [স] বিণ হিংসায় মুখের এমন। 'নিষ্ঠুরের শৈলতরে পরে/হিংসামুখের তরঙ্গদল যতই আঘাত করে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হিংসালু [স] বিণ হিংস্র। 'ভ্রমে আশেপাশে হিংসালু শিবি।' সুধীন্দ্র, ১৯৩৩।

হিংসালী [স] বিণ হিংসাত্মক। 'হিংসালী মোরা মাংসালী।' নজরুল, ১৯২৪।

হিংসার্প [স] বি হিংসারূপ সাপ। 'সে যে ওই অনাদি উদয় হতে/হিংসার্প-যজ্ঞমন্ত্র-টান।' নজরুল, ১৯২৪।

হিংসুক বিণ ঈর্ষাকাতর। 'হিংসুক-দল! জ্বোর তুলেছি শোখ তোদের।' নজরুল, ১৯২২।

হিংসুটে [স হিংসা] বিণ পরজীৱকাতর। 'আমি তোমার মত হিংসুটে নই।' নীনবন্ধু, ১৮৭০; 'ভূমি তারি হিংসুটে।' রবীন্দ্র, ১৯০১।

হিংস্র [স] বিণ প্রাণহারক। 'ভালুকদি হিংস্র জন্তু।' কেরি, ১৮১২।

হিত্রক [স] বিণ হিত্র। 'নানা প্রকার হিত্রক জন্ত'। রামরায়, ১৮০১; 'আছে কি হিত্রক জন্ত কুশের ভিতর?' গিরিশ, ১৮৮৭।

হিত্রকুটিল [স] বিণ হিত্র এবং কুটিল। 'মানবতা যেন অমানবিকতার বিরূদ্ধে হিত্রকুটিল হয়ে উঠেছে।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

হিত্রতম [স] বিণ অতিশয় হিত্র। 'বার্ষ গোড়ে হয়ে উঠেছে হিত্রতম রক্ত-লোপূর্ণ, বীভৎস।' মাহেন্দ্র, ১৯৪৯।

হিত্রতর [স] বিণ অত্যন্ত হিত্র। 'গাইটির দিকে তাকিয়ে রমজান যেন হিত্রতর হয়ে উঠেছে।' কায়সার, ১৯৬৫।

হিত্রতা [স] ১ বি বিশেষপরায়ণতা। 'শত্রুর প্রতি অক্ষ হিত্রতা বিকৃত মানবচরিত্রের পঙ্খপ্রবৃত্তি, তাহা বিশেষরূপে প্রাচ্য-চরিত্রে নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'শূন্যাবিধিতে চরিত্রবিকৃতি বা হিত্রতা দেখে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৩০। ২ বি নিষ্ঠুরতা। 'হিত্রতা আর অধি সেয়ালের দেশ থেকে তার মুক্তির জন্য।' শামসুল, ১৯৫৬।

হিত্রনখ [স] বিণ আক্রমণাত্মক নখবিশিষ্ট। 'হিত্রনখ পিতলের বাজ।' মাহমুদ, ১৯৬০।

হিত্রপ্রকৃতি [স] বি ভয়ানক স্বভাব। 'কুমরভাঙ্গার অধিবাসীরা অতিশয় হিত্রপ্রকৃতির লোক।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

হিত্রমুষ্টি [স] বি হিংসাত্মক আকার। 'আমার অংকোর কেন এমন হিত্রমুষ্টি ধারণ করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হিত্রলোপু [স] বিণ হিত্র এবং লোভী। 'আদিমকালের হিত্রলোপু বিজীবিচার মতো।' প্রেমেন্দ্র, ১৯৪৬।

হিত্রশক্তি [স] বি হিংসাত্মক শক্তি। 'হিত্রশক্তি মনুষ্যজ্ঞের পক্ষে অতাবশ্যক...'। রবীন্দ্র, ১৯০৭।

-হি অবা ও । 'যোহি উই বিপু বনহি ন জীবমি।' চর্যা ৪, ১২০০।

হিএ [স] দ্বয়্য ক্রিবিণ হ্রসবে। 'বিদু গাদ গ হি এ পইঠা।' চর্যা ৪৪, ১২০০।

হিচড়ানো ক্রি বলপূর্বক টান। 'হিচড়াইয়া লইয়া চলিলাম।' শরৎ, ১৯১৮। হিচড়ে ক্রি বলপূর্বক টেনে। 'তাহাকে ধরে হিচড়ে লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়াছে।' প্যারী, ১৮৫৮।

হিচড়ে-মিচড়ে ক্রিবিণ টেনেটেনে। 'আমি হিচড়ে-মিচড়ে তার একটা বালা করেছিলাম।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হিদ্ [ফা হিন্দু] বি হিন্দু। 'হিদ্দের দেবতা সম ঠাট তার ধড়ে।' গুণ, ১৮৫৮।

হিদ্দানি, হিদ্দানী [ফা হিন্দু] ১ বি হিন্দুর ধর্ম। 'একটা বে হয়ে গেল বনে কি হিদ্দানী গেল?' উমেশ, ১৮৫৭। ২ বি হিন্দু পরিচয়। 'ইচ্ছা হয় হিদ্দানী রাখিব না আর।' গুণ, ১৮৫৮। ৩ বি হিন্দুত্ব। 'বর্তমান কালে হিদ্দানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে...'। রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হিসরা [স] হ্রো বি হ্রো রব করা। 'গোলা বিসরে ঘোটক হিসরে।' মালিকরায়, ১৭৮১।

হিকমত [আ] বি কৌশল। 'আইনের হিকমতে মামলা মাঝপথেই ফেঁসে গেল।' প্রমথ, ১৯১৮।

হিক্সা [ধন্যাব্য] বি হেঁচকি। 'ঘন ঘন হিক্সা হয় সর্ব অঙ্গ নড়ে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হিঙ, হিঙ্গ [স হিন্দু] বি ঔষধ বা ব্যক্তির মসলা হিসেবে ব্যবহৃত কুঁ

গন্ধের এক প্রকার উপাদান। 'নরম কিনে ভালশাস হিঙ্গ জিরা রসবাস চট্রি মেথি জোহানি ময়রি।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'কাবুলীয়া জাফরান আর হিঙ্গ নিয়ে আসে?' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি [স] বি পায়দ ও গন্ধক যেখানে লাল রঙের যৌগিক পদার্থ বিশেষ। 'দিবা যত্না হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।' বৃন্দা, ১৫৮০; 'ফটকের গুচ্ছ সব হিঙ্গুলি বন্ধন।' বাহরাম, ১৬০০।

হিঙ্গুল [স হিঙ্গুল] বিণ হিঙ্গুলের মতো লাল। 'সুন্দরীদের শরম-রঞ্জিত হিঙ্গুল গালের মতো।' নজরুল, ১৯২২।

হিঙ্গল, হিঙ্গোল বি হেচকা টান। 'হিআ খও খও নবের ঘাএ হিঙ্গোলৈ এএ পরানে।' বড়, ১৪৫০; 'হিঙ্গল মারিয়া প্রাণ লইল বসাইয়া।' বিজয়, ১৬৫০।

হিঙ্গড়া, হিঙ্গড়ে [ফা হিঙ্গ] বি একই দেহে স্ত্রী ও পুং চিরমুক্ত মানুষ। 'যেহে হিঙ্গড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কতীজা।' অক্ষয়, ১৮৪৮; 'আমি সেই হিঙ্গড়াটাকে পাঠয়েছি।' মীনবতু, ১৮৬৬।

হিঙ্গরত [আ] বি দেশতাণ। 'হিঙ্গরত করে হজরত কি রে এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?' নজরুল, ১৯২৮; 'পূর্ব-পাকিস্তান হইতে হিঙ্গরত।' কেশব, ১৯৪৭।

হিজরি, হিজরী, হিজরী [আ হিজরী] বিণ আরবি চান্দ-অশ্ব। 'হিজরি'। কাল্যায়, ১৭৮৮; 'মুসলমানেরা মহব্বদের মজা হইতে পলায়নের দিবস প্রার্থি এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম হিজরি।' বিন্দা, ১৮৪৮।

হিজুরি [আ হিজরী] বি চান্দ-অশ্ববিশেষ। 'সন হিযুরি ১২০২।' চৌধী, ১৭৮৮।

হিজল [স হিজলা] বি পাছবিশেষ। 'দুই আঁকড় তুলিল হিজল।' মুকুন্দ, ১৬০০; 'হিজলাগাছের দক্ষিণ দিকে সহসা বাড়িটা জেগে ওঠে।' ওয়ালী, ১৯৬৮।

হিজল দাওড়া বিণ আলসে। 'বৌদা বড় হিজল দাওড়া অঙ্গ লাড়ে না।' কেরি, ১৮০২।

হিজিবিজি [ধন্যাব্য] ১ বি বিশৃঙ্খলা; জটলা। 'পাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুটে গিয়ে লখনটা পরিষ্কার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বি অশ্লীল অর্থহীন লেখা। 'বাহাজ্জখং রূপ পেনসিল তধু হিজিবিজি কেটে যায়।' প্রমথ, ১৯১২। ৩ বি আবেল-তাবেল। 'আনমনে কি বকস হিজিবিজি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৫। ৪ বিণ অশ্লীল অর্থহীন রেখাযুক্ত। 'হিজিবিজি আঁকাজোকা রুটিঙের পরে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হিজী [স হিলমোচিকা] বি হেলোজা শাক। 'হিজী পিছাল টাভাপণে।' বড়, ১৪৫০।

হিনচা [স হিলমোচিকা] বি শাকবিশেষ। 'হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিঙ্গা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হিটলারী [জ হিটলার] বিণ হিটলারের মতো। 'নাকের তলায় টুথব্রাশের মত হিটলারী গোঁপ।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

হিটার [হি] বি ঘর উত্তপ্ত করার যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক উনুন। 'মোটরের যন্ত্রটঙর, পাখাটাখা, হিটার, মিটার এসব সারাতে জানেন যেনোমাথা।' শিবরাম, ১৯৭০।

হিটাল বি চেলা। 'হিটাল ফেলিয়া মারে।' কেকতব, ১৬৫০।

হিড় হিড় [ধন্যাব্য] বি জোরপূর্বক দ্রুত টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সূঁচ শব্দ। 'সারজন বলনান - জোরে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

হিড়িকিড়ি [ধন্য] বি তদ্ভয়ম্। 'হিড়িকিড়ি দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হিড়িক, হিড়ীক ১ বি ছুজ্। 'সেই হিড়ীকে এক জন ... দলে বাড়লো।' হুতম, ১৮৬১। ২ বি ভিত্তি। 'তারা খাবে হিড়িকটা কেটে গেলে।' জীবন, ১৯৩৩। ৩ বি ধাক্কা। 'রিট্রেক্সমেন্টের প্রথম হিড়িকেই প্রত্যেকের চাকরি গেল।' তারা, ১৯৪৩। ৪ বি উন্মাদনা। 'কী হিড়িকই আনলে স্কুদিরাম।' মণীশ, ১৯৬৩।

হিহা [শা হিহতি] ক্রি যুজ্জে বেড়ানো। 'এককী সবরী এণ বি হিওই কর্ণ কুগ্গবল্লখারী।' চর্যা ২৮, ১২০০।

হিত [স] ১ বি মঙ্গল। 'চিহ্নিবো তোমার হিত পরাণশক্তি।' বড়, ১৪৫০; 'তনিলেই হৈবে বড় হিত।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি মঙ্গলজনক। 'কহি হিত উপদেশবাণী।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হিত উপদেশ [স] বি হিতোপদেশ; বিক্ষুণ্য রচিত নীতিশিক্ষাবিশেষ। 'হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্ত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হিতকথা [স] বি সদুপদেশ। 'হিতকথা আর কোরো না তরু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হিতকর [স] বিণ কল্যাণকর। 'আদেশিলা জনকে বচন হিতকর।' বাহরাম, ১৬৫০।

হিতকরী [স] বিণ কল্যাণমূলক। 'সমাজের হিতকরী কার্য হয় না।' সগুণ্ড, ১৯৩০।

হিতকর্তা, হিতকর্ত্তী [স] বিণ কল্যাণকারী। 'তুমি জগদগুরু সর্বলোক-হিতকর্ত্তী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হিতকর্ম [স] বি কল্যাণমূলক কাজ। 'দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হিতকল্প [স] বি মঙ্গলচিন্তা। 'জাতীয় হিতকল্পে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন।' প্রচারক, ১৯০০।

হিতকারী [স] বিণ মঙ্গল কামনা করে এমন। 'বাংলার হিতকারী বাড়িয়াছেই তাহাতে সবিশেষ আনন্দিত হইবেন।' আজাদ, ১৯৪০।

হিতকারিণী [স] বিণ স্ত্রী মঙ্গলজনক। 'এই সভা উত্তমতা ও সর্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৮।

হিতকারী [স] বিণ কল্যাণকারী। 'জগতের হিতকারী বাসুদেবদত্ত।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হিতকার্য, হিতকার্য্য [স] বি মঙ্গলজনক কাজ। '... দুহিতার হিতকার্য্যে নিহিত যন্ত্রণা করা উচিত।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪; 'যাহা সাধারণ হিতকার্য্য - অর্থাৎ দিঘি-খনন, মন্দির-স্থাপন, বাঁধ-নির্মাণ ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হিতচিকীর্ষু [স] বিণ কল্যাণকামী; মঙ্গল করতে ইচ্ছুক এমন। 'ভাই বজাতি হিতচিকীর্ষু।' প্রচারক, ১৯০৩।

হিতচিন্তন [স] বি কল্যাণচিন্তা; মঙ্গলকামনা। 'আপনে আপন হিত চিন্তন উচীত।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হিতজনক [স] বিণ উপকারী। 'হিতজনক ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি না।' দর্পণ, ১৮৩৩।

হিত ব্যাক্য [স] বি উপদেশ। 'অবিরত হিত ব্যাক্য বোলয় পণ্ডিত।' আশাওল, ১৬৮০।

হিতবাদ [স] বি সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধনের মতবাদ। 'বেহুমান হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

হিতবাদী [স] বিণ সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের উপকার সাধন করা - এমন মতবাদের অনুসারী। 'হিতবাদী কর্মী না হয়ে তাঁদের উদার ছিল না।' পরীক্ষা, ১৯৭০।

হিতবুদ্ধি [স] বি তত্ত্ববুদ্ধি। 'হিতবুদ্ধিহস্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি।' সূরীন্দ্র, ১৯২৯।

হিতব্রত [স] বি পরের কল্যাণ ব্রত। 'তখাচ চিরাবলপতি হিতব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হিতসাধক [স] বিণ কল্যাণ সাধনকারী। 'যোগজীবন ... জীবনদাতা হিতসাধক।' মীনবন্ধু, ১৮৬৭।

হিতসাধন [স] ১ বি মঙ্গল সম্পাদন। 'তাহার হিতসাধন করিব। বিদ্যা, ১৮৬৩। ২ বিণ কল্যাণকর। 'ইহা যদি দেশের হিতসাধন হয় ...।' অমৃতবাজার, ১৮৭০।

হিতসাধনা [স] বি মঙ্গলের প্রয়াস। 'অপর সব জাতির সমানভাবে হিত সাধনা করতে পারবে।' রবীন্দ্র, ১৯২১।

হিতসাধিনী [স] বিণ স্ত্রী মঙ্গল কামনা করে অনুষ্ঠিত। 'আজ আমরা হিতসাধিনী ব্রত।' বিমল, ১৯৫৩।

হিতাকান্ধা [স] বি ভালো কিছুর করার আশা বা ইচ্ছা। 'হিতাকান্ধায় দুপুর রাতে ডাকাইয়া ...।' শরৎ, ১৯১৭।

হিতাকান্ধিনী [স] বি স্ত্রী কল্যাণকামী। 'তিনি কখনই স্বামী হিতাকান্ধিনী নহেন।' প্রাণিসহর, ১৮৭১।

হিতাকান্ধী [স] বিণ মঙ্গল কামনাকারী। 'এমন হিতাকান্ধী বহু মহিমনের আর কেহ নাই।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হিতাকার [স] বি উপকার সাধন। 'সর্ব প্রাণী হিতাকার আপনাকে নাহি।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

হিতানুষ্ঠান [স] বি হিতের জন্য অনুষ্ঠান। 'আমরা যশোভিলাষ পরশইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

হিতার্থে ক্রিবিণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে। 'এতদেশের হিতার্থে এ সমাজ ইয়াছে।' দর্পণ, ১৮২৩।

হিতার্থী [স] বি মঙ্গল কামনাকারী। 'রাষ্ট্রকে হিতার্থী বিজ্ঞানধর্ম পরিচালক হিসেবে ...।' জীবন, ১৯৪৮।

হিতাশ [স] বি মঙ্গলকান্ধা। 'হিতাশে হিতার্থী আমি হনু তোম লাগি।' ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

হিতাশী [স] বিণ হিতার্থী। 'রায় বলে বাসা দিলা হিতাশী ভারত, ১৭৬০।

হিতাহিত [স] বি ভালো-মন্দ। 'এবেক ভাবিয়া দেখ নিজ হিতাহিত বাহরাম, ১৬৫০।

হিতাহিতজ্ঞ [স] বিণ শুভাশুভ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 'আপনারদিশে হিতাহিতজ্ঞ করিতে চাই।' জ্ঞানাবেষণ, ১৮৩৬।

হিতাহিতজ্ঞান [স] বি ভালো ও মন্দ বিবেচনার জ্ঞান। 'যে মন' হিতাহিত জ্ঞানের অনুসন্ধানক্রমে যুক্তির লব্ধি হাতে লইয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হিতাহিতজ্ঞানশূন্য [স] বিণ ভালোমন্দের জ্ঞান নেই এমন। 'বিশদু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল।' শরৎ, ১৯১৩।

হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন [স] বিণ ভালোমন্দের জ্ঞান আছে এমন। 'এ হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চতম কর্মচারিদিশের অজ্ঞাত।' অক্ষ: ১৮৪৮।

হিতাহিতবুদ্ধি

হিতাহিতবুদ্ধি [স] বি ভাশোমন্ম বিবেচনার জ্ঞান। 'হিতাহিতবুদ্ধি আত্মপ্রত্যকারী দ্রব্য বিক্রয়ে অদুসোহ পেওয়া স্নেহকল্পে।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হিতাহিতবোধ [স] বি ভাশোমন্ম বিবেচনার জ্ঞান। 'প্রাতঃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ, তাহাদের রূপ ইহতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

হিতাহিতানভিজ্ঞ [স] বিণ ভাশো-মন্ম বিচারের ক্ষমতা নেই এমন। 'অজ্ঞ হিতাহিতানভিজ্ঞ সামান্য লোকেরা।' এডুকেশন, ১৮৯০।

হিতোচ্ছেক [স] বি কল্যাণ সাধনে ইচ্ছুক ব্যক্তি। 'দেশের হিতোচ্ছেকই এই মহৎকার্যে উৎসাহ দাতা।' হেতুম, ১৮৬৮।

হিতোচ্ছ [স] বিণ মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'দেশের হিতোচ্ছ ব্যক্তিদের এইরূপ চোঁই একমাত্র ব্যাবিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হিতে বিপরীত বি ভাশোর জায়গায় মন্ম। 'অসমর জাতিবা সে হিতে বিপরীত।' রামমোহন, ১৭৮০; 'ভাতে মোর হয়ে গেল হিতে বিপরীত।' ভবানী, ১৮২৫; 'সেটের দ্বারা দুর্দশামোচনের চোঁই করিলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হিতোৎসাহ [স] বি মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ইহারা জাতীয় হিতোৎসাহ ও ভাবের দিক দিয়া যতটা ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।' সত্যগত, ১৯২৬।

হিতোৎসাহপূর্ণ [স] বিণ মহৎ ইচ্ছাপূর্ণ। 'তার সেই হিতোৎসাহপূর্ণ উপরোধ দ্বিম প্রত্যাহান করেছিলেন।' মহাশক্তি, ১৯৫৬।

হিতোৎসা [স] বি মঙ্গল করার আকাঙ্ক্ষা। 'বিশ্বহিতোৎসা ও বিশ্বজনের সুকল্যুক্ষিত পথেই সত্য প্রেম।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হিতোৎসি [স] হিতোৎসী বিণ তর্কাতী। 'ওগো নাস্তিকী মাসী হিতোৎসি বড় ভালবাসি তুমি আমার হিতোৎসি।' ভবানী, ১৮২৮।

হিতোৎসিনী [স] বি স্ত্রী কল্যাণকারী; মঙ্গল করতে ইচ্ছুক। 'আশনকার হিতোৎসিনী হইয়া স্বরূপার্থ ...।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২; 'তুমি আমার পরম হিতোৎসিনী।' মঙ্গলরত্ন, ১৮৮৫।

হিতোৎসিতা [স] বি মঙ্গল করার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। 'ভক্তের উল্লসন সাহেবের হিতোৎসিতা ও সুবিরেবনা ...।' দর্পণ, ১৮৩০।

হিতোৎসী [স] বি কল্যাণকারী; তত্কাঙ্ক্ষী। 'রামমোহন যার বদেদীয় লোকেরদের সর্বগ্রহকারে হিতোৎসী।' দর্পণ, ১৮৩১।

হিতোৎসেশ [স] বি মঙ্গলজনক উপদেশ। 'হিতোৎসাদেশ কৈল গ্রন্থ হুগো সঙ্কল্প।' কৃষ্ণানন্দ, ১৮৮০।

হিতোৎসেশক [স] বিণ কল্যাণকর উপদেশ দানকারী। 'বিশেষতঃ অক্ষর বানান হিতোৎসেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় ...।' দর্পণ, ১৮৩৯।

হিতোৎসে বি হিতোৎসার। 'হিতের বাহিল চটপট চলি।' মানিকরাম, ১৭৮১।
প্র হিতোৎসার

হিন [স] হীন ১ বিণ হীন; নীচ। 'মুনি বোলে ক্ষুদ্র অতি হিন তোর বুদ্ধি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ২ বিণ দুর্বলপ্রভ। 'দুঃখিতের হইব রাজা কুসু হৈল হিন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৩ হীন

হিনজন [স] হীনজন বি হীনজন। 'হিনজন মত কর্ম রাজাও করিব।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হিনচা প্র হিন্ধী

হিন হিন [কন্যা] বি হেয়াফনি। 'কন্যাকে এসে ঘোড়া হিন হিন ডাকে।'

গরীব, ১৭৬৫।

হিঙাল [স] হীঙাল বি বৃক্ষবিশেষ। 'পিয়াল হিঙাল বকুল অস্ত্র ... নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

হিন্দী, হিন্দী [স] ১ বি হিন্দুধর্মের অধিবাসী। 'লাহোরী মুসলমানী হিন্দী কান্ধী দক্ষিণী সিন্ধী কামরূপী আর বঙ্গদেশী।' আলোড়ন, ১৬৮০। ২ বি হিন্দি ভাষা। 'কহিছে হিন্দি বাত।' রামমোহন, ১৭৮০।

হিন্দুগোত্রা বি হিন্দিজাতি। 'হিন্দুগোত্রাদের ত আরও বিপদ।' মুক্ততর, ১৯৮৫।

হিন্দু [স] ১ বি বেদ-সংহিতা-পুণ্য-ভিত্তিক ধর্মের অনুসারী। 'আর সব হিন্দু কাহি মারে কনধিয়া।' বৃন্দা, ১৫৮০। ২ বি দক্ষিণ এশিয়ানী। ওর্গা, ১৭৮৫।

হিন্দুস্তান [স] হিন্দুস্তান বি ভারতবর্ষ। 'রূপের অবধি লই হিন্দুস্তান যানে।' আলোড়ন, ১৬৮০।

হিন্দু আইন [স] বি হিন্দু জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন। 'হিন্দু আইনের পর ভাইয়ের সঙ্গে বোনেরও সমান অংশ।' শ্যামল, ১৯৬৭।

হিন্দুআনি [স] হিন্দু+ফা আনি। বি হিন্দুর ধর্ম ও আচার আচরণ। 'মোর বোলে সংখ্যা করে করে হিন্দুআনি।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হিন্দুইজম [স] হিন্দু+ই ইজম বি হিন্দুত্ববাদ। 'হিন্দুইজম ধর্ম নহে, উচ্চ একটা সংক্রমক ব্যাধি ব্যাটী আর কিছুই নহে।' আজাদ, ১৯৩৬।

হিন্দু কালচার [স] হিন্দু+আ কালচার বি হিন্দু সংস্কৃতি। 'হিন্দু কালচার ও হিন্দু জাতির অতীত গৌরব।' যোগেশ্বরী, ১৯৩৬।

হিন্দু-তমদ্দুন [স] হিন্দু+আ তামদ্দুন বি হিন্দু-সংস্কৃতি। 'হিন্দু-তমদ্দুনের প্রভাব বৃদ্ধি করলে নবপন্থার এই সাহিত্য ...।' আজাদ, ১৯৪১।

হিন্দুত্ব [স] হিন্দু+স ত্ব বি হিন্দুত্ববাদ। 'এই হিন্দুত্ব ব্যক্তিকের তমবধি।' দর্পণ, ১৮৩৪।

হিন্দুসেধী [স] হিন্দু+স সেধী বিণ হিন্দুদের ঘৃণা করে এমন। 'নিখ্যাতা হিন্দুসেধী মুসলমানের কথা।' বক্তৃতা, ১৮৯২।

হিন্দুধর্ম, হিন্দুধর্ম [স] হিন্দু+স ধর্ম বি বেদ-সংহিতা-পুণ্য-ভিত্তিক ধর্ম। 'হিন্দুধর্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিকে তিরস্কার করেন।' দর্পণ, ১৮৩১।

হিন্দুধর্ম বি হিন্দুদের উপসব। 'হিন্দুধর্মের সময় এ নিয়ে দাশা হয়েছে পর্ষদ।' উমর, ১৯৬৮।

হিন্দু বাক বি বাঙ্গাল যে অংশ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে। 'হিন্দু বাকের সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি সমবেতভাবে চোঁই করিতেছে বর্ধমান যোগদান বাতিল করিয়া দিতে।' আজাদ, ১৯৩৬।

হিন্দুবাকি বি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যবসায়ী। 'হিন্দুবাকির নিকট শস্য গ্রহণ করিতে হইল।' স্বদেশ, ১৯৮৯।

হিন্দুধর্ম বি সনাতন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী। 'সর্বসাধারণের উপকারক নহে' বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের বিশেষায়িতকারী। দর্পণ, ১৮৩১।

হিন্দুভাবাপন্ন [স] হিন্দু+স ভাবাপন্ন বি হিন্দু-প্রভাবিত। 'আধুনিক বসভাষা হিন্দু ভাবাপন্ন ইহা সত্য।' বাসনা, ১৯০৯।

হিন্দুধর্ম বি হিন্দুধর্ম ও আচার। 'কৌতুহী হিন্দুধর্ম ইহতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল।' দর্পণ, ১৮৩২।

হিন্দুয়ানি, হিন্দুয়ানী [ফা হিন্দু+ফা আনা] বি হিন্দুর ধর্ম ও আচার আচরণ। 'এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী'। কুজদাস, ১৫৮০; 'হিন্দু তনয় হই নিন্দ হিন্দুয়ানি'। সুকান্ত, ১৬৫০।

হিন্দুলোক বি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ। 'হিন্দু লোকেরা জাহাজে চড়িয়া অন্য দেশে যাইতে পারেন না'। দর্পণ, ১৮১৮।

হিন্দুশাস্ত্র বি হিন্দুধর্ম-বিষয়ক শাস্ত্র। 'এইরূপ বিবেচনা হওয়াতে হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবস্থা স্থির হইবেক'। দর্পণ, ১৮২০।

হিন্দুসংস্কৃতি বি হিন্দুসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃতি। 'মিথিলা ছিল ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির লীলাভূমি'। হাই, ১৯৫৪।

হিন্দুসভ্যতা বি ভারতীয় সভ্যতা। 'হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, জানেই মুক্তি'। বক্রিম, ১৮৮৭।

হিন্দুসমাজ বি হিন্দু ধর্মাস্ত্রারীদের সমাজ। 'বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল'। দর্পণ, ১৮২২।

হিন্দুসাহিত্য বি হিন্দু সংস্কৃতিপ্রধান সাহিত্য। 'হিন্দু গৌরবপুষ্ট হিন্দুসাহিত্য'। এসলাম, ১৯১৯।

হিন্দুস্তান [ফা] বি ভারতবর্ষ। 'হয় হিন্দুস্তানে হস্তী খোরাসানে/ বিভাদ্রা চীন দেশে'। আলোড়ল, ১৬৮০।

হিন্দুস্তানি [ফা] বিণ ভারতীয়। 'মায়েএল, ১৭৪৩। হ্র হিন্দুস্থানি

হিন্দুস্থান [ফা হিন্দুস্তান] বি ভারতবর্ষ। 'হিন্দুস্থান দেশে এক দরিয়ার বিতে'। গল্পী, ১৭৬৫।

হিন্দুস্থানি, হিন্দুস্থানী ১ বি উত্তর-ভারতে বসতিস্থ ভারতীয় ভাষাবিশেষ; হিন্দি-উর্দু। 'হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিআছে পোয়া'। আলোড়ল, ১৬৮০; 'হিন্দুস্থানি, হিন্দি, গ্রীক, ... এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন'। অক্ষয়, ১৮৪২। ২ বিণ উত্তর ভারতীয়। 'কোন মজলিশ অথবা দরবার যাইবার নিমিত্ত হিন্দুস্থানি পোষাকও ব্যবহার করেন'। ভবানী, ১৮২৩; 'কোন হিন্দুস্থানী কেকায়া কিবা বাঙ্গালী বোয়া'। ভবানী, ১৮২৫। ৩ বিণ ভারতবর্ষীয়। 'আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন'। মুক্তবা, ১৯৪৯। হ্র হিন্দুস্তানি

হিন্দুস্থানীয় [ফা হিন্দুস্তান+স ইয়া] ১ বিণ উত্তর ভারতীয়। 'তত্ত্বায়া ও তত্ত্বাবহার ক্রমেই হিন্দুস্থানীয় ভাষা ও ব্যবহারমধ্যে এ মিশ্রিত হইয়াছে এ যথার্থ বটে'। দর্পণ, ১৮২৩। ২ বিণ সর্বভারতীয়। 'ভাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্তার উপযুক্ততা জানিতে পারণ হইবেন'। দর্পণ, ১৮৪০।

হিন্দুস্থানী সংগীত বি উত্তর ভারতে প্রচলিত রাগসংগীত। 'হিন্দুস্থানী সংগীত এমন একটি কলাবিদ্যা...'। রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হিন্দুস্তান বি পর্বতবিশেষ। 'কান্দাহারের সন্নিক্টিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিন্দুস্তানে বাস করিতেছে'। অক্ষয়, ১৮৪৭।

হিন্দোল [স] ১ বি দোলা। 'প্রণয়-হিন্দোল-শায়িনী'। সত্যভা, ১৯১৬। ২ বি (সংগীত) রাগবিশেষ। 'আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল'। নজরুল, ১৯২২।

হিন্দোলা [স হিন্দোল] ১ বি দোলনা। 'হিন্দোলা হুলাইতে বিবি নাহিক তেতন'। বাহরাম, ১৬০০। ২ বি (সংগীত) একটি রাগের নাম। 'গুণো নৃত্য-ভোলা, ধরারে দোলায় শুনো তোমার হিন্দোলা'। নজরুল, ১৯২৮।

হিপনটিক [হি] বিণ সন্ধ্যোহীন; আকর্ষণীয়। 'ববরওলিও ওঘুধের বিজ্ঞাপনের মতো এমন হিপনটিক'। মানিক, ১৯৩৭।

হিপনটিজম, হিপনোটিজম [হি] বি সন্ধ্যোহীন। 'হিপনটিজমের যোগ্য কদিন থাকে?' প্রশং, ১৯৩৭; 'রোমানটিসিজমের হিপনোটিজমে মুগ্ধ আছেন বলেই আপনি বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছেন না'। মোতায়েন, ১৯৫০।

হিপোটোজিম [হি] বি সন্ধ্যোহীন। 'মায়ের হিপোটোজিম আজ ফেলটিকে কায়দা জানতে পারলে না'। মণীষ, ১৯৫৭।

হিপ হিপ ছরে, হিপ হিপ ছররে [হি] - আনন্দপ্রকাশন বাক্যশেষে। 'প্রী.টিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক- হিপ হিপ ছরে'। রবীন্দ্র, ১৮৯২; 'হিপ হিপ ছররে নামে দিশন্ত প্রকাশিত করিতে করিতে জঙ্গলে প্রবেশ করিল'। প্রভাত, ১৮৯৬।

হিকাজত [আ] বি তত্ত্বাবধান। 'ফুপুজানের হিফাজত থেকে ...'। রশ্মি, ১৯৬৩।

হিকিলা ক্রি বিতাড়িত করা। 'হিকিলেক রাখাক বলদ সিংহ টাল'। বহু, ১৪৫০।

হিক্র [হি] বি পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত ইহুদিদের ভাষা। 'হিক্র, গ্রীক, ... এই দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন'। অক্ষয়, ১৮৪২।

হিম [স] ১ বিণ শীতল। 'দিনে দিনে বিন তনু হিম কমলিন'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বি জমাত-বাঁধা শিশির। 'ভূহারি শিশির রিত্ত হিম চাঁ মাস'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি শীতকাল। 'এককালে ছয় ঋতু গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ বি শিশির; ভূহারি। ওর্স, ১৭৮২। ৪ বি শীতল বাতাস। 'আর রাজ্যয় দাঁড়াইয়া হিম বাইতে পারি না'। গ্যারী, ১৮৫৮।

হিম অঙ্গ [স] বি শীতল দেহ। 'হিম অঙ্গ, অতি ধীরে বহিছে দশমী গিরি'। ১৮৮৭।

হিমঅঙ্গল [স] বি হিমালয় পর্বতমালা। 'বিক্রা হইতে হিমঅঙ্গল নজরুল, ১৯৩০।

হিমকণা [স] ১ বি ঠাণ্ডা জমাত-বাঁধা শিশির। 'কোথাও শিশির কোথাও হিমকণা বা বরফ'। বক্রিম, ১৮৮৭। ২ বি অক্ষর ফোঁটা। 'নয়নে তোমার হিমকণা'। রবীন্দ্র, ১৯২৭।

হিমকর [স] বি যার কিরণ শীতল; চাঁদ। 'জৈসে হিমকর মূ পরিহরি'। বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হিমকরবন্দনা [স] বিণ চন্দ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। 'হরিণপরিহী হিমকরবন্দনা সীমন্তিনীসমুহ সম্মত হয়'। মীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হিমকাল [স] বি শীতকাল। 'হিমকালে বস্ত্র বিনে কম্পিত অগার বারোয়, ১৬৫০।

হিমকেন্দ্র [স] বি মেরু অঞ্চল। 'বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্যটপারির সমভিব্যাহারী ফটর লিখেন'। বক্রিম, ১৮৭৫।

হিমকোলাস [স] বি হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গ। 'হিমকোলা টালমাটাল'। নজরুল, ১৯৩০।

হিম-কোলা বি শীতল কোলা। 'শেষে পসারিয়া মোরে স্বপন করিতে হরা'। রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হিমগিরি [স] বি হিমালয় পর্বত। 'জইও জতনে গোঅ এ চাহ হিমগিরি ন মুলা'। বিদ্যাপতি, ১৫৭০।

হিমগুহ [স] বি ঠাণ্ডা ঘর। 'কাদশ্রী মান- ও বিরহতাপিতা হে হিমগুহে অবস্থান করছেন'। তারা, ১৯৪০।

হিমছায়া [স] বি শীতল ছায়া। 'অজুত ব্যাঘির হিমছায়া/ দীর্ঘ কং নির্বাণিত শুদ্ধ কল্পনাকে'। সুকান্ত, ১৯৪৮।

হিমচ্ছায়া [স] বি শীতল ছায়া। 'নেমে আসে, নেমে আসে কদয়ের ক্রান্ত হিমচ্ছায়ে।' ফররুখ, ১৯৬৩।

হিমজড় [স] বিণ প্রাণহীন। 'শতছিন্ন আবরণের অন্তরালে হিমজড় খোলাসের নীচে।' সবুজ, ১৯২১।

হিমজল [স] বি ঠাণ্ডা জল। 'হিমজলে পাপড়ির স্তরে ঢাল গো তরল আলো রুট।' সত্যেন্দ্র, ১৯০৮।

হিম জ্যোৎস্না [স] বি শীতের চাঁদের আলো। 'হিম জ্যোৎস্নায় কাটিয়াছে রেখা।' জীবন, ১৯৩২।

হিম-ঝরা বিণ শীতলতা ছড়ায় এমন। 'হিম-ঝরা বাতাস আর অজস্র জ্যোৎস্নার মায়াতে পৃথিবী যখন ঝপ দেবেছে।' মহাশ্বেতা, ১৯৫৬।

হিমঝুরি [স] হিম+ঝুরি। বি ফুলবিশেষ ও তার গাছ; আকাশনিম। 'হিমঝুরি শাখা-পরে/ চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে/ শীতের রোদুর্বে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হিম-নির্যেট বিণ বরফের ন্যায় কঠিন। 'এই হিম-নির্যেট প্রাণ।' নজরুল, ১৯২২।

হিমধামা বি চাঁদ। 'কনয়লাতা অবলম্বনে উজল হরিনহীন হিমধামা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হিমনিধর বিণ বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'বক্ষ্যানারীর একটা হিমনিধর গরিমা।' সবুজ, ১৯২১।

হিম-পারাবার [স] বি শীতল সমুদ্র। 'পউষ এল অশ্রু-পাখার হিম-পারাবার পারায়।' নজরুল, ১৯২৫।

হিমপ্রধান [স] বি শীতপ্রধান। 'হিমপ্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপম্যাক্ত পত, পক্ষী, ও মন্দো প্রান্ত হওয়া যায়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

হিমবর্ষী [স] বিণ ঠাণ্ডা বর্ষণকারী। 'হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হিমবাত [স] বি তুষার প্রবাহ। 'হিমবাত জলধারা সম্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলেন।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২।

হিমভারাক্রান্ত [স] বিণ শীতে জর্জরিত। 'শীতের রায়ে হিমভারাক্রান্ত হইয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

হিমযজ্ঞিত [স] বিণ বরফে ঢাকা। 'তিব্বতের হিমযজ্ঞিত অধিত্যকা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হিম-মুকুর [স] বি আপসা আরণি; বরফের আয়না। 'হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি অরুণ ছবি তার।' নজরুল, ১৯২৬।

হিম রাশ [স] হিমরাশি। বি শীতের রাত। 'যেমন পশ্চের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে।' ফররুখ, ১৯৩৬।

হিমরাশ [স] বি তুষার রাশি। 'রুদ্র রাশ আলাপিয়া গড়ায় পড়িছে হিমরাশ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হিম-শব্দী [স] বি শীতল রাত। 'সাহারার সূর্য-ঝড় শূণ্য হিম-শব্দী-আভালে।' ফররুখ, ১৯৪৩।

হিমশিলা [স] বি বরফ। 'সানুভাষায় বরফের নাম হিমশিলা ও তুষারশিলা।' অক্ষয়, ১৮৫৪।

হিমশীতল [স] বিণ বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুদেশের হিমশীতল মৃত্যুশালায় তুষাররুদ্ধ কঠিন দ্বারদেশে বারখার আঘাত করিতে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। 'তোমার হিমশীতল রক্ত উষ্ণ হইয়া বিহিয়া যাক।' নজরুল, ১৯২৬।

হিমশীতলতা [স] বি ভয়জনিত শীতলতা। 'ছেলেমেয়েদের সুকে

এক নিমেষে হিমশীতলতা আসে।' ওয়ানী, ১৯৬৪।

হিমতন্ত্র [স] বিণ তুষারের মতো সাদা। 'হিমাত্রির হিমতন্ত্র পেলব লগাটে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হিম-শ্বেত বিণ হিমের মতো সাদা। 'শ্যামল সৌন্দর্য তার হিম-শ্বেত হয়ে যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

হিম-শৈত্য [স] বি বরফ-শীতলতা। 'অগোচরে নামে হিম-শৈত্য,/ কোথায় পালাবে মরু দৈত্য?' সুকান্ত, ১৯৪৮।

হিমসর [স] বি আইসক্রিমের মাথায় লেটে পাকা দুধ-নারকেলের প্রলেপ। 'শীর্ষের হিমসর আমার দুটি চোখে লোলুপতার এক প্রকার আলোক এনে দিচ্ছিল।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।

হিমসিক্ত [স] বিণ তুষারসিক্ত। 'হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায় তরু হয় পানিসেবের গান।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'হিমসিক্ত কবলের মত রাশি ঢেকেছে নিশেবে।' ফররুখ, ১৯৩৩।

হিমসিখর [স] হিমসিখর। বি হিমালয় শিখর। 'মলয়ানিল হিমসিখরে সিংহারল পিয়া নিম্ন দেস ন আওই রে।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হিমস্রিক্ত [স] ১ বিণ শীতল। 'রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম হিমস্রিক্ত করতলখানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। ২ বিণ শিশিরসিক্ত। 'হিমস্রিক্ত বনকুমুদের সুবাস।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হিমহস্ত [স] বি শীতল হাত। 'কে তুইল সেহ মোর/ হিমহস্তে তার?' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হিমাত্ত [স] বি চন্দ্র। 'নিশি দিনান্তর দহে হিমাত্ত আদিত।' প্রীতাত্ত, ১৬৮০।

হিমাগম [স] বি হেমন্তকাল। 'ক্ষণেক নলিনীপোতা হত হিমাগমে।' রামধনসাদ, ১৭৮০।

হিমাক্ষ [স] বি তাপশূন্য শরীর। 'নাড়ী ত্যাগ ও হিমাক্ষ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৮।

হিমাচল [স] বি হিমালয় পর্বতশ্রেণী। 'দক্ষিণে সাগরকূল উত্তরে হিমাচল।' বাহরাম, ১৬৫০।

হিমাচল-গর্ভ [স] বি হিমালয়ের গুহা। 'হিমাচল-গর্ভে যদি লহ রে আশ্রয়।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হিমাচ্ছন্ন [স] বিণ তুষারাবৃত। 'হিমাচ্ছন্ন চক্ষু মোর জড়তর ঘন অন্ধকার।' সুকান্ত, ১৯৪৮।

হিমাট্রি [স] বি হিমালয় পর্বতশ্রেণী। 'হিমাট্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে।' মালিকরাম, ১৭৮১।

হিমাট্রি-অধিরাজিত [স] বিণ পর্বত-শোভিত। 'এই সমুদ্রবিন্যোত হিমাট্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হিমাট্রিভূম্যা [স] বিণ অপরিসীম। 'কিন্তু তাঁর উদাসীন্য হিমাট্রিভূম্যা।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

হিমাট্রিগুহ [স] বিণ হিমালয়ের মতো অটল। 'যাঁর হিমাট্রি-গুহ সংকল্পের কাছে মাথা নত করেছে ইংরেজ-ভারতীয় সবাই।' শরীফ, ১৯৭০।

হিমাট্রি-শিখর বি পর্বতের চূড়া। 'হিমাট্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ, অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হিমানন্ত ধাড়শ বিণ প্রাণবন্ত। 'মানোএল, ১৭৪৩।

হিমানী [স] ১ বি ঠাণ্ডা। 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।' ভারত, ১৭৬০। ২ বি তুষার। 'হিমানী-আবৃত্ত গিরি যথা।' মাইকেল,

১৮৬০।

হিমাদীক্ৰিষ্ট [স] *বিপ্* তুষার-জর্জরিত। 'অহিমাদগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল হিমাদীক্ৰিষ্ট সুকুমার পুষ্পের ন্যায় খসিয়া পড়ে।' *প্রমথ*, ১৯২০।

হিমাদীপুঞ্জ [স] *বি* তুষাররাশি। 'অরুণ-কিরণ পতিত হওয়াতে হিমাদীপুঞ্জ অতিশয় স্বকমক করিতেছে।' *কৃষ্ণজাবিনী*, ১৮৮৫।

হিমাদীপ্রবাহ [স] *বি* শৈত্যপ্রবাহ। 'পৃথিবীর বৃক ব্যাঘ্র করিয়া যে হিমাদীপ্রবাহ ভাগিয়া উঠিয়াছে।' *ভার্য*, ১৯৪২।

হিমাদীতুষ্প [স] *বি* বরফরাশি। 'তাহাদের পদতল পিচ্ছিল হিমাদীতুষ্পের উপরি গমনাগমনের উপযুক্ত।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হিমাত্ত [স] *বি* শীতের শেষ। 'হিমাত্তে, শুনি পিককুলধনি।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হিমায়মান [স] *বিপ্* শীতল; স্থবির। 'হিমায়মান জীবনটাও বানিকটা চক্কল হয়ে উঠেছিল।' *জীবন*, ১৯৩১।

হিমায়িত [স] *বিপ্* শীতল। 'নিষ্কাশবায়ু করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু।' *সুধীন্ত*, ১৯৩২।

হিমার্শু [স] *বিপ্* বরফের মতো ঠাণ্ডা। 'পটুঘের হিমার্শুবাতেসে।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১০।

হিমে-ছৌওয়া *বিপ্* শীতল। 'রোদ ওঠবার আগে হিমে-ছৌওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিমেল *বিপ্* হিমশীতল। 'হিমেল শীত' *নজরুল*, ১৯৩১।

হিমশিম, হিমসিম [কন্যা] *বি* নাজেহাল। **হিমসিম খাওয়া** [কন্যা হিমসিম]। *কি* নাকাল বা নাজেহাল হওয়া। 'হেমিগিসিদিগকে হিমসিম খাওয়াইয়াছিলেন।' *রাজ*, ১৮৭৪; 'স্বপ্নকালকার বিএ এমএ-র নাকি বিশ পচিশ শা জুতা খাইবার কথা হিমসিম খাইয়া যাইতেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০; 'বাদি টিঙটিঙে সায়ক হিমশিম যায়।' *মুক্ততবা*, ১৯৬০।

হিমালয় [স] *কি* ভারতের উত্তরে অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। 'অনু হিমালয় গিরি কামদেব ভঙ্গ্য করি।' *কৃষ্ণরায়*, ১৭২০।

হিমালয়-গিরি *বি* হিমালয় পর্বত। 'তধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?' *রবীন্দ্র*, ১৮৭৭।

হিমালয়-চূড় [স] *বি* হিমালয় শিখর। 'পাষাণ-বর্গ হিমালয়-চূড়ে।' *নজরুল*, ১৯৩০।

হিমালয়-বর্ণনা *বি* হিমালয় পর্বতের বিবরণ। 'কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিমালয়সূতা [স] *বি* হিমালয়কন্যা; দুর্গাদেবী। 'তোমারদিগকে রক্ষা করুন হিমালয়সূতা।' *তবানী*, ১৮২৫।

হিম্যত, হিম্যৎ [আ] *বি* সাহস। 'হিম্যত।' *ম্যানেএল*, ১৭৪৩; 'বাহন আমার হিম্যৎ-হেযা হেঁকে চলে।' *নজরুল*, ১৯২২।

হিম্যতি, হিম্যতী [আ হিম্যত]। ১ *বিপ্* চেষ্টাবৃত্ত। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩। ২ *বিপ্* সাহসী। *ওস*, ১৭৮৫।

হিম্যতিয়া [আ হিম্যত] *বিপ্* চেষ্টাবৃত্ত। *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

হিযুরি প্র হিজরি

হিয [স হদয়] *বি* হদয়। 'সুন সেজ হিয সাগরে রে পিয়াএ বিনু মরব আজি।' *বিন্যাপতি*, ১৪৬০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

হিয়া [স হদয়] ১ *বি* বৃক। 'কামে অচেতন উসা প্রু করি হিয়া।' *মালা* ১৫০০। ২ *বি* মন। 'ভাছু দত্ত বলে ভাই দত্ত কর হিয়া।' *মু* ১৬০০। ৩ *বি* বন্ধদেশ। 'হিয়া হিয়ে রাখলু তবু হিয়া জুড়ন গেল।' *শেখর*, ১৬০০; 'হিয়ায় কাণ্ড নাহি দেয় আদুত মা কেশ।' *মুহুন্দ*, ১৬০০। ৪ *বি* হদয়। 'জুড়াবে হিয়া সুখাবরিখ রবীন্দ্র

হিয়াও *বিপ্* প্রাপক। 'হিয়াও হারািতে।' *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

হিয়াতল *বি* হদয়ভূমি। 'শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড়।' *রবী* ১৯০৯।

হিয়ার দেশ *বি* বন্ধদেশ। 'কাঁপায় বেশ মোড়ির হার হিয়ার দে নজরুল

হিয়ে *বি* হদয়। 'হিয়ে করে ছটফট।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিরক [স হীরক] *বি* হীরক। 'তোমার প্রণয়িনী বহুমূল্য অলঙ্কার ও হি কাক্সনে ভূষিতা।' *তমোলুক*, ১৮৭৪।

হিরণ [স] *বিপ্* সোনালি। 'কালাবরণ হিরণ পিঙ্কন যবে পড়ে মা চিচী

হিরণ-কিরণ [স] *বি* সোনালি আলো। 'পুরব রবির হিরণ-বি পড়িবে তোমার শিরে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৬; 'হিরণ-কিরণে পাঁচ রবীন্দ্র

হিরণজরি [স হিরণ+জা জরী] *বি* সোনালি তার জড়ানো সু 'জর্জরপরা' জর্জরপরা। হিরণজরির ওড়না গায়।' *সত্যেন্দ্র*, ১৯১৬।

হিরণবরন [স হিরণবর্ণ] *বি* সোনালি বর্ণ। 'ঠিকরি উ হিরণবরন' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হিরণ-বরনী [স হিরণবর্ণ] *বিপ্* ক্রী সোনালি রঙের। 'তারকা হি বরনী।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৪।

হিরণময় [স] *বিপ্* সোনালি। 'হিরণময় কিরণ-ঝোলা' যাহার ভুবন-সোলা।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৩।

হিরণহরিশী [স] *বি* ক্রী সোনার হরিশ। 'দুঃসাধের অজ্ঞাত ও হিরণহরিশী শিকারে।' *সুধীন্ত*, ১৯২৬।

হিরণায় [স] *বিপ্* সোনার ভেঁড়ি। 'মুণ্ডায় ও হিরণায় পাড়ে বি নাই' *মদনমোহন*, ১৮৪৯; 'তোমার হিরণায় পাড়ের মুখের আ যুচক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৫।

হিরণায়তা [স] *বি* সোনালি রং। 'এমন কিছুই নেই যার হিরণায় দেবতার মুষ্টি হবে দ্বান।' *শ্যামসুন্দর*, ১৯৭২।

হিরণায় লিপি *বি* সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত চিহ্ন; সোনালি লি 'বিজুহিত আলোকচ্ছটার হিরণায় লিপি' *রবীন্দ্র*, ১৯৪০।

হিরণ্য [স] ১ *বি* সোনা। 'ভূমি রত্ন হিরণ্য বহুল মূল্য গজ' *কর* ১৬৮৯। ২ *বিপ্* সোনালি। 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঙ্ক রবীন্দ্র

হিরণ্যগর্ভ [স] *বিপ্* গর্ভ হিরণ্য এমন; হিরণ্য গর্ভের অধিক 'হরি হর হিরণ্যগর্ভে ভূমি মূল' *মুহুন্দ*, ১৬০০।

হিরণ্যদ্যুতি [স] *বি* সোনার দীপ্তি। 'হিরণ্যদ্যুতি সকল পাপ করবেন' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিরণ্যপাশি [স] *বি* (হিন্দুদেবতা) শিব। 'হে রুদ্র, হে হিরণ্যপা রবীন্দ্র

হিরণ্যপাবক [স] *বি* সোনালি রঙের আন্তন। 'আবার জ্বলবে না

মধ্যদিয়ে অপরূপ হিরণ্যাপাবক।' *কীর্ত্তন*, ১৯৫৬।

হিরণ্যাক [স] বি (হিন্দুপুরাণ) দৈত্যবিশেষ। 'তুমি ত বরাহরূপে হিরণ্যাক মারি।' *বৃন্দা*, ১৫৮০।

হিরদয় [স] হৃদয়। বি হৃদয়। 'হিরদয়ে সেল দই গেল।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিরদয় মুকুল [স] হৃদয়মুকুল। বি স্তন। 'হিরদয় মুকুল হেরি হেরি খোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০।

হিরা [স] হীরক। বি হীরক। 'তোস্কার আনুমতীএ মানিকে হিরা বিচ্ছে।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিরাধর [স] হীরকধর। বিণ হীরকখচিত। 'কানের হিরাধর কটী।' *বড়ু*, ১৪৫০।

হিরামুষ্টি [স] হীরক। বি হিরা বাঁধানো ডাটি। 'হিরামুষ্টি অঘধর পমিষ খেটক শর।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরে [স] হীরক। বি হিরা। 'পার হব হিরের সাকো কেমন করে।' *লালন*, ১৮৯০।

হিরে-হাসি বি খুব উজ্জ্বল হাসি। 'দুশালের পাপলামিতে আর ছেলেমানুষিতে হিরে-হাসি হাসেন।' *মাল্লান*, ১৯৬৮।

হিরামন [স] হিরামন। বি মণিমাণিক্য। 'হিরামন মানিক প্রতি ঘরে রাসি রাসি।' *মালাধর*, ১৫০০। ২ বি পাণিবিশেষ। 'টিয়া তোতা করিয়াসী, কাজলা চন্দনা আদি হিরামন লালমন শুয়া।' *রামপ্রসাদ*, ১৭৮০।

হিরামুদ্রী [স] হিরামন। বি ডিঙি নৌকাবিশেষ। 'গড়ে ডিঙ্গা সর্বধরা হিরামুদ্রী চন্দ্রভায়া।' *মুকুন্দ*, ১৬০০।

হিরিক [স] হিরিক। বি সুযোগ। 'ভবেশোম এই হিরিকে ঝাটে কিছু পুঞ্জি করবো।' *দীনবন্ধু*, ১৬৬০। ২ বিড়িক

হিরেক্ষ ২ হিরাক্ষ

হিরো [স] বি নায়ক; প্রধান চরিত্র। 'হিরোর নাম স্যার চন্দ্রশেখর।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৩।

হিরোইন [স] বি নায়িকা। 'প্রায় নির্বাক হিরোইন।' *মানিক*, ১৯৪০।

হিরো-মার্কা [স] হিরো+প মার্কা। বিণ নায়কের মতো। 'অভিনয় হিরো-মার্কা পিরান-পরা কয়জন যুবা।' *নজরুল*, ১৯৩৮।

হিসসা [স] বি হিল্পি মাছ। 'গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা হিল্পি - হিসসা।' *মুক্তাবা*, ১৯৬৬।

হিলিঙ্গা [স] হিলেমাটিকা। বি ভিত্তা বাদ্যযন্ত্র একপ্রকার শাক। 'বোদালি হিলিঙ্গা শাক।' *মুকুন্দ*, ১৬০০। ২ **হিল্লী**, **হেলেক**

হিলিমিলি [স] বি হিলিমিলি। 'পাতার হিলিমিলি নানা রঙের কিলিমিলির মধ্যে তাকে কবি হারিয়ে দিলেন।' *অবন*, ১৯২৫।

হিলোল [স] হিলোল। বি তরঙ্গ; ঢেউ; দোলা। 'তোর দুই তনে লাগে রমের হিলোল।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ **হিলোল**

হিলোল [স] হিলোল। বি আন্দোলন। 'রসনিধি মাঝে জেন রসের হিলোল।' *মালাধর*, ১৫০০।

হিলা [স] হিলাহ। ১ বি অবলম্বন। 'সৌহর হুকুম দুই আমি হিলা।' *লালন*, ১৮৯০। ২ বি সমস্যার সমাধান। 'যারা মরিয়া বাঁচিয়াছে, তাদের একটা হিলা হইয়া গিয়াছে।' *আজাদ*, ১৯৪৬।

হিলে [স] হিলাহ। ১ বি আশ্রয়। 'স্বার হিলেয় বস্তুি কন্তি নেগিচি।'

দীনবন্ধু, ১৬৬০। ২ বি উপায়। 'একটা হিলেয় লাগিয়ে দেওয়া যাবে।' *বিজুতি*, ১৯৩১।

হিলোল [স] ১ বি ঢেউ। 'উচিত হিলোল পড়িল সে নিধুরনে।' *বড়ু*, ১৪৫০। ২ বি (সংগীত) রাগিণীবিশেষ। 'রামকিয়া হিলোল কানড়া গরা বৈসে।' *আলাওল*, ১৬৮০। ৩ বি সম্পদ; কাপন। 'সৈনিকার বৃত্তিখোত মনুষ চিল্লন ভরুপল্লবের হিলোল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯১। ৪ বি গানের ঢেউ। 'বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঘরকমার হিলোল তখন জাগতে আরম্ভ করেছে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১৯। ৫ **হিলোলা**

হিলোলদোল [স] বি ঢেউয়ের দোলা। 'মহামৌন পারাবারে ... ডুলিল হিলোলদোল।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩২।

হিলোলধারা [স] বি তরঙ্গমালা। 'গায়ে পাখি, বহে বায়ু; প্রমোদহিলোলধারা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯০।

হিলোলময়ী [স] বিণ স্ত্রী তরঙ্গময়। 'অঘরেতে স্থলিতচরণা/ মদিরহিলোলময়ী হাসি।' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৩।

হিলোলিত [স] ১ বিণ ঢেউখেলানো। 'উর হিলোলিত চাঁদর কেস।' *বিদ্যাপতি*, ১৪৬০। ২ বিণ উদ্ভিত। 'সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিলোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৪। ৩ বিণ সম্পদিত। 'সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিলোলিত ধরা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৬। ৪ বিণ কম্পিত। 'হিলোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে, কপোতকুন্ডলাকুল নিস্তরু প্রহরে।' *রবীন্দ্র*, ১৯০০।

হিলোলিতা বিণ স্ত্রী আন্দোলিত। 'মলয়মারুতের স্পর্শ সুখানুভবে পরসী হিলোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে।' *মাইকেল*, ১৮৫৯।

হিশেহীন ২ **হিসাব**

হিস্টোরি, **হিস্টোরী** [স] বি ইতিহাস। 'ফ্রান্স ইংরেজী হিস্টোরি জিওগ্রাফি ... ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপে শিক্ষার্থে ...' *চন্দ্রিকা*, ১৮৩০; 'হিস্টোরী অর্থাৎ গন্তের বহিঃ' *দর্পণ*, ১৮৩৫। ২ **হিস্টরি**

হিস্ট্রি [স] বি ইতিহাস। 'কলকাতার ন্যাচার্যাল হিস্ট্রি দলে একটি নথরে বাড়লো।' *হুতোম*, ১৮৬১। ২ **হিস্টরি**

হিস্যা ২ **হিস্যা**

হিসটিরিয়া [স] বি এক ধরনের মূর্ছারোগ; মৃগীরোগ। 'এ-যে প্রায় হিসটিরিয়া।' *রবীন্দ্র*, ১৯২৯।

হিসনি [স] হেবা। বি ঘোড়ার ডাক। 'হাথির নিদান তনি ঘোড়ার হিসনি।' *রূপরাম*, ১৭৫০।

হিসন্ধে [স] নিয়মদেহ। *ক্রিবিধ নিয়মদেহে।* *ম্যানেএল*, ১৭৪৩।

হিসসা ২ **হিস্যা**

হিসসো [স] বি দ্রুততা নির্দেশক শব্দ। 'জল এসে হিসসো করে ছড়িয়ে দিল।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হিসহিস [স] বিণ (শব্দের ক্ষেত্রে) কঠিন পদার্থ ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট হয় এমন। 'ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে হিসহিস শব্দে 'ফুলিছ ছড়িয়ে'।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২।

হিসহিসিয়ে *ক্রিবিধ* অবিরাম হিসহিস শব্দ করে। 'ময়লা কাপড় হিসহিসিয়ে/ আছাড় মারে ধোবাতে।' *রবীন্দ্র*, ১৯৪১।

হিসা ২ **হিস্যা**

হিসা [স] ১ বি বিবরণ। 'সম্প্রতিহের হিসাব।' *ম্যানেএল*, ১৭৪৩। ২

বি গণনা। 'গত মাত্র নিব কর হিসাব করিয়া' রূপায়ম, ১৭৫০। ৩ বি বিবেচনা। 'যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড়ো সাধনানে অর্থসঞ্চয় করে' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৪ ক্রিবিধ হারে। 'পৌত্তের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হিশেবহীন [আ হিসাব+স হীন] বিগ বেহিসাবি। 'ভিনতি মেয়ে-বিয়ে, আর ছেলেমেয়ের সুখের জন্যে হিশেবহীন বরচ'। বুদ্ধদেব, ১৯৪৯।

হিসাব করা বি গণনার কাজ। 'অপর কহে হিসাবকরা নীচবৃন্ডি' চন্দ্রিকা, ১৮৩০।

হিসাবকাল বিগ ইসলামমতে শেষবিচারের কাল; কয়ামত। 'লালন বলে হিসাবকালে সকলে ফিকির হারাবা' লালন, ১৮৯০।

হিসাব কিতাব ১ বি হিসাবের খাতাপত্র। ওর্সা, ১৭৮২। ২ বি হিসাব করা। ওর্সা, ১৭৮২। ৩ বি যাবতীয় হিসাব। 'সমস্ত হিসাবকিতাব শুল্কলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হিসাবদক্ষ বিগ হিসাব-নিকাশে পারদর্শী। 'তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায়নি' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হিসাব দেওয়া ক্রি আয়বায়ের হিসাব দেবানো। 'আচ্ছা, হিসাব দে দেখি' রবীন্দ্র, ১৯০৬।

হিসাব ধরা ক্রি খরচ বরাদ্দ করা। 'পৌত্তের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হিসাবনবিশ [আ হিসাব+ফা নবিশ] বিগ গণনাকারী। 'যে-সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিসাবনবিশ ...' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হিসাবনিকাশ [আ হিসাব+আ নিকাশ] বি হিসাবপত্রের কাজ। 'হিসাবনিকাশ করোরে জীব' কীর্ত্তোদ্রহাদাস, ১৯২৫।

হিসাব নেওয়া ক্রি মিলিয়ে দেখা। 'সন্ধ্যা হয়ে এল, প্রভীর সময় হল হিসাব নেবার' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হিসাবপত্র [আ হিসাব+স পত্র] বি হিসাব-নিকাশ। 'এসো হিসাবপত্রজ্ঞ' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

হিসাবপত্র বি হিসাবের কাগজপত্র। 'আজ হিসাব পত্র মিণুজে' গিরিশ, ১৮৮৯।

হিসাববিদ্যা বি হিসাববিজ্ঞান। 'হিসাব বিদ্যার ও ভূগোল ইত্যাদি বহি' দর্পণ, ১৮৩০।

হিসাবানা বি হিসাব নেওয়া বাবদ কর। 'প্রজা তাহার হিসাব বুঝিয়া লগ্নে চায়, "হিসাবানা" দিলেই মিথিলে' সুলভ, ১৮৭৩।

হিসাব-ভোলা বিগ বেহিসাবি। 'ওরে ঝাপা, ওরে হিসাব-ভোলা' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

হিসাব মেলানা ১ ক্রি বিবেচনা করা। 'কাজে নামিলেই অভিসুস্থ অশেঙলি ছাটিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ ক্রি আয়বায়ের হিসাব মিলিয়ে দেখা। 'তাহার একবারের হিসাবের সঙ্গে আর-একবারের হিসাব মেলে না' রবীন্দ্র, ১৯০৬। ৩ ক্রি খতিয়ে দেখা। 'কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি' রবীন্দ্র, ১৯২৫।

হিসাবসম্মত [আ হিসাব+স সম্মত] বিগ হিসাবি। 'তাকেও ঠিক হিসাবসম্মত বলা চলে না' নরেন্দ্র, ১৯৪৮।

হিসাবি, হিসাবী [আ হিসাব+] ১ ক্রিবিগ হিসাব অনুসারে। 'আমার হিসাবি বাকী ১৪২৫ তজ্ঞা আড়কটি ব্যাজ হুন্সা দেওয়াই দেও'।

মেয়ঙ্গ, ১৭৫৭। ২ বি আয়বায়ের হিসাব সংরক্ষণ করে যে; মুহুরি। 'মুহুরিকে হিসাবী বলে; তিনি আয় ব্যয় শিখিয়া রাখেন।' অক্ষর, ১৮৫০। ৩ বিগ বিচক্ষণ। 'টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৪ বিগ সতর্ক। 'ননীপোশালের হিসাবি বুদ্ধিতে সোটা কড়ায়-গণায় মেলানো ছিল' রবীন্দ্র, ১৯২৮। ৫ বি ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'কোরো না হিসাবী, আঁজি হিসাবের অজ্ঞপাতা' নজরুল, ১৯২৮। ৬ বিগ মিতব্যয়ী। 'হিসাবি শোকোকা একটা কথা বার বার ভুলে যায়' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হিসাবিবুদ্ধি বি বিবেচনাপ্রসূত বুদ্ধি। 'হিসাবিবুদ্ধিতে বলে, যা চাই আর যা পাই এই দুটো মাশে মিলে গেলেই সুখের বিষয়' রবীন্দ্র, ১৯৩৩।

হিসাবিয়ানা বি হিসাব করে চলার নীতি। 'প্রকৃতির মধ্যে একটা হিসাবিয়ানা আছে।' অনুরা, ১৯২৮।

হিসাবের কাগজ বি হিসাব লেখার কাগজ। 'এ কাগজের বেওরা যে এম সাহেবের হিসাবের কাগজের পিঠে লেখা আছে।' মেয়ঙ্গ, ১৭৫৭।

হিসাবের বুদ্ধি বি বিচার বিবেচনার বুদ্ধি। 'আনুর হিসাবের বুদ্ধি সেই।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

হিসেব-কিতের বি বিস্তারিত হিসাব। 'বড়ো ঝঞ্ঝাট মাইনে বাঁটতে/হিসেব-কিতের হয় যে বাঁটতে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হিসেব-টিসেব বি পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব। 'হিসেব-টিসেব করে কদম বলেছে।' কায়সার, ১৯৬২।

হিসেবতত্ত্বী [আ হিসাব+স তত্ত্বী] বিগ হিসাবের আয়তায়ীন। 'স্মিট্টা সংখ্যানবিশ বটে কিন্তু হিসেবতত্ত্বী নয়।' জীবন, ১৯৪৮।

হিসেববিনিকেশ বি আয়-ব্যয়ের বিবরণ; জবাবদিহিতা। 'আজ ওখানে পড়েছে হিসেববিনিকেশের তলব।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হিসেবী ১ বিগ আয় বুঝে ব্যয় করে এমন। 'আবদুর রহমান হিসেবী লোক' মুক্তভবা, ১৯৪৯। ২ বিগ হিসাব করে চলে এমন। 'আজকের যুগে মানুষ বড় সচেতন, অভ্যস্ত হিসেবী।' শরীফ, ১৯৬৮।

হিস্টরি, হিস্ট্রি [হি] বি ইতিহাস। 'হিস্ট্রি কেতাব লইয়া করেছে কেন্দ্রা হেলান দিয়ে' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'হিস্টরি, জিওগ্রাফি কিছুই জানবার দরকার নেই।' প্রমথ, ১৯৪০।

হিস্টরিয়া, হিস্ট্রিয়া [হি] বি মূর্খারোগবিশেষ। 'হিস্টরিয়া-ওয়ালা মেয়ের খেদমদগারি করবার ফুরসত আমার নেই।' রবীন্দ্র, ১৯২৯; 'কথা ও হাসিতে যেন হিস্ট্রিয়া।' মানিক, ১৯৩৭।

হিস্পানি, হিস্পানী [প] বিগ স্পেনীয়। 'লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎসরনী হিস্পানি রমণী' মুক্তভবা, ১৯৫২।

হিস্পানিয়া [প] বি স্পেন। 'হিস্পানিয়ার একটি রানি এমন করিয়াছিল।' আনোএল, ১৭৪৩।

হিস্পানীয় [প হিস্পান+স ইয়া] বিগ স্পেনীয়। 'জর্মান, ফরাসি, ইটালীয়, হিস্পানীয় প্রভৃতি সকল ভাষাই ...' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

হিস্যা [আ] ১ বি অশে। 'এ টাকার হিস্যায় আনিবেক' ক্যালশে, ১৭৮৭। ২ বি প্রাণ অশে। 'এক আক্সিসের হিস্যার মধ্যে' ক্যালশে, ১৮০০। ৩ ক্রিবিগ অশে অনুসারে। 'তাহার ছয় আনার হিস্যাতে ...' দর্পণ, ১৮২৮।

হিষ্যা [আ হিসসা] বি অংশ। 'আদ কাটা নিজ হিষায় পুঙ্করী খনন কারন দেজা পেল।' চিত্রিত্তে, ১৭৯৭।

হিসসা [আ হিসসা] বি ভাগ। 'তুফাতুরের হিসসা আছে ও পিয়ালতে।' নজরুল, ১৯২৮।

হিসা [আ হিসসা] বি অংশ। 'হেন্দোহানের তিন হিসা কৌজ সাতে লওয়া ...' রামরায়, ১৮০১।

হিসাদ্যার [আ হিসসা+ফা দার] বিণ অংশীদার। 'ইহার হিসাদ্যার আমি।' ক্যালসে, ১৭৮৪।

হিসেদ্যার [আ হিসসা+ফা দার] বিণ অংশীদার। 'হিসেদ্যার আটজন।' মুক্ততাবা, ১৯৪৯।

হিহি [ধন্যা] ১ বি শীতে কাপার শব্দ। 'হিহি করে কাপে গাছ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি উচ্চহাসির শব্দ। 'অষ্টহাসিছে রণচামুড়া হাহা হাহা হিহি হিহি।' নজরুল, ১৯২২।

হি হি করা িত শীতের তীব্রতায় মুখ দিয়ে হিহি শব্দ করা। 'শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হিহিহি [ধন্যা] বিণ হিহিহি শব্দ করে এমন। 'হিহিহি কম্পন।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হীট [হি বি উত্তাপ। 'তাদের চটাতার চটনমন যন্তে রাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হীত [স হিত] বি উপকার। 'সব মন্দি্র পাত্র লজা চিঙিল হীত।' বটু, ১৪৫০।

হীন [স] ১ বিণ অল্প। 'অনুসএ হীন ভেল অনুরাগ।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ নীচ। 'যেই ভজ্ঞে সেই বড় অভক্ত হীন হার।' কৃষ্ণদাস, ১৮৮০। 'ক্ষেপে ধরিআ রাব আমি দীন হীন।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বিণ বিনীত। 'প্রভু কহেন আমি হীনসম্প্রদায়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৪ বিণ শূন্য। 'তরাসে কোটাল হীনবল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৫ বিণ অবেশিত। 'মুখিতির হইব রাজা কুল হেল হীন।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯। ৬ বি বিয়োগ। 'দুই পাঁচ বরিণ তিরানকই একশত আঠার দশ এই অন্ধে শত যোগ করিয়া দশ হাজার হীন করিলে কত অন্ধ থাকে।' গৌর, ১৮২২। ৭ বিণ বারাদ। 'জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া ...' অক্ষয়, ১৮৪৮। ৮ বিণ নিকৃষ্ট। 'ইহার মধ্যে এক দিকে নীচ গোড অপর দিকে হীন ভয় নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭। ৯ বিণ মর্দানহীন। 'গোরা তাহাদিগকে হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হীনকর [স] বিণ তেজহীন। 'দিনকর হীনকর দিন দিন দিন।' গুণ্ড, ১৮৫৮।

হীনশক্তি [স] বিণ কম গতিসম্পন্ন। 'নিজ্ঞে তিনি হীনশক্তি/ জল গিয়া আনিবারে নান্নিক শক্তি।' মাইকেল, ১৮৫৫।

হীনচেতা [স] বিণ নিচু মনের অধিকারী। 'হীনচেতা শরিফ।' ইসলাম, ১৮৯২।

হীনজন্মা [স] বিণ অসম্মত কুলে জন্মগ্রহণকারী। 'তিনি হীনজন্মা নন।' মুক্ততাবা, ১৯৬০।

হীনজাতি [স] বি নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়। 'গোরা তাহাদিগকে হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হীনভর [স] বিণ নিকৃষ্টভর। 'সগর্বে মহাশয়! আমাদের এ রাজবংশকে তবে কি হীনভর জ্ঞান করছেন? মাইকেল, ১৮৭৩।

হীনদশা [স] বি বিরাগ অবস্থা। 'গৃহপালিত পত অনেক সময়ে

পালকের অভজাবশত হীনদশা প্রাপ্ত হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হীনপ্রভ, হীনপ্রভ্য [স] বিণ অনুকূল। 'তাহা সতত হীনপ্রভ।' বঙ্কিম, ১৮৭৫। 'ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ ... হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে।' প্রচারক, ১৮৯১।

হীনবল [স] ১ বিণ শক্তিহীন। 'তরাসে কোটাল হীনবল।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিণ দরিদ্র। 'দেবীপূরের বাবুদা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন।' বঙ্কিম, ১৮৭৩।

হীনপ্রতাপ [স] বিণ সামর্থ্যহীন। 'ব্যতিব্যত ও হীনপ্রতাপ হইয়া পড়িতে হইবে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

হীনপ্রাণ [স] বি নীচমন। 'ভাবিতাম - এ কি হীনপ্রাণ!' গিরিশ, ১৮৮৭।

হীনবীর্য [স] বিণ শক্তিহীন। 'হীনবীর্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল অমরগিরি।' মাইকেল, ১৮৬০। 'অভিশাসনে দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭। 'শক্তিহীন হীনবীর্য লোক।' নজরুল, ১৯২৭।

হীনবুদ্ধি [স] ১ বিণ বহুব্রূহি। 'আখমাদা কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইন্ধনও বাহির হইয়া আসে, তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না, সুকুমারমতি হীনবুদ্ধি শিভ্রাও নহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮২। ২ বিণ দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন। 'এক দল হীনবুদ্ধি ব্যক্তি মুসলমানদের দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।' সপ্তাহ, ১৯২৯।

হীনবুদ্ধিসম্পন্ন [স] বিণ অমর্দ্যাদার পেশা। 'মদিরা ব্যবসায় প্রভৃতি হীনবুদ্ধি দ্বারা সুস্থির নির্বাহ করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৬।

হীনমতি [স] বিণ নিচু মনের। 'কথেক কহিতে পারি হীনমতি ভোর।' বাহাদুর, ১৬৫০।

হীনমনা [স] বিণ নিচু মনের। 'হীনমনা হয়ে যাচ্ছি।' মণীশ, ১৯৬৩।

হীনমনোভাব [স] বিণ নীচ দৃষ্টিভঙ্গি। 'আমাদের দেশে নারীদের সম্বন্ধে হীনমনোভাব।' বেঙ্গল, ১৯৪৭।

হীন মরশ [স] বিণ গৌরবহীন মুতু। 'বাঁচিতে চাহিয়া মরশপথে ভুই মরিল হীন মরশে।' নজরুল, ১৯৩০।

হীনমন্য [স] বিণ নিজের সম্পর্কে হীনভাবেই আচরণ। 'আমায় করেছে চূড়ান্ত হীনমন্য।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

হীনমন্যতা [স] বি নিজের সম্পর্কে হীনতাযোহ। 'হীনমন্যতা বোধের ফলে ...' আজাদ, ১৯৬২।

হীনমান [স] বিণ বৌদ্ধ মতবিশেষ। 'মহাযানের ভাষা সংস্কৃত এবং হীনযানের পালি।' প্রমথ, ১৯৭৭।

হীনসাহস [স] বিণ কম সাহসী। 'ভূমি রাজলক্ষিনী, তোমার কি এত হীনসাহস হওয়া সাজে? মাইকেল, ১৮৭৩।

হীনহু [স] বিণ অপমানিত। 'আমারদিগকে হীনহু করিবার জন্য ফেটিল প্রভৃতি কতিপয় ইউরোপীয় ব্যক্তি অনেক বিতর্ক করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৪৭।

হীনবাহ্য [স] বিণ রোপাঘত জীর্ণ-শীর্ণ। 'হীনবাহ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল।' নজরুল, ১৯৩১।

হীনতা [স] ১ বিণ শ্রী দুর্দশাঘত। 'চাঁদ দিনহি দিন হীনা। সে পুন পালত ঘনে ঘনে হীনা।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০। ২ বিণ ঘৃণ্য। 'মোরে করে ঘৃণা এখন কে সতী আছে? নাহি আমি হীনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হীনচারণ [স] বি মন্দ ব্যবহার। 'হীনচারণ কর কেন কি ইহার কারণ।'

কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হীনাবহু [স] বিপদ পন্ন। 'অত্র্য হীনাবহু লোকদিগের জলকষ্ট।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হীনাবহু [স] বি অধঃশক্তি অবস্থা। 'কি প্রকারে আমাদিগের হীনাবহু উন্নত হইতে পারে।' *অক্ষয়*, ১৮৪৬।

হীনাযু [স] বিপদ আয়ু কমে গেছে এমন। 'জ্ঞাত্যু হীনাযু আজি মোর ভুজ-বদে।' *মাইকেল*, ১৮৬১।

হীনার্থতা [স] বি অল্পমূল্য। 'দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছেদের অপেক্ষাকৃত হীনার্থতায় পণ্ডিত বিবেচনা করিলেন।' *বক্তিম*, ১৮৬৫।

হীনাসন বি খারাপ জায়গা। 'অন্য বিখ্যাত সুকঠ বিহগব্দ অপেক্ষা হীনাসন পাইবার যোগ্য।' *অক্ষয়*, ১৮৫৪।

হীনতা [স] ১ বি দৈন্য। 'তাহার বুদ্ধি অশেষ হীনতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?' *অক্ষয়*, ১৮৪৮। ২ বি নীচতা। 'ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩।

হীনতাদুঃখ [স] বি ক্ষুদ্রতার গ্লানি। 'মানুষ আপনার হীনতাদুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৭।

হীনতা-পঙ্খ [স] বি হীনতা রূপ পঙ্খ। 'ভারত লঙ্ঘিত হে/ হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৯।

হীনতাবশত [স] ১ ক্রিবিপ ক্ষুদ্রতার কারণে। 'ইংরাজ এ দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে - তাহার অনেকটা কি আমাদের হীনতাবশত নহে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯৩। ২ ক্রিবিপ নীচতার জন্যে। 'যাহা লজ্জাকর হীনতাবশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশেরি অযোগ্য।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৯।

হীনতাভার [স] বি সংকীর্ণতার ভার। 'জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল।' *রবীন্দ্র*, ১৯০৭।

হীনতাসূচক [স] বিপদ নীচতা নির্দেশক। 'মুসলমান-বাদশাহের চিত্র অত্যন্ত হীনতাসূচক।' *মোহনদাস*, ১৯৩৬।

হীম [স] হিমা বিপদ ঠাণ্ডা। 'এই ঘরের কুঁজো থেকে হীম জল এনেছি।' *উষা মিত্র*, ১৮৫৭।

হীমা [স] হিমা বি শিশির। 'কনক বেলে জলু পড়ি গেও হীমা।' *বিদ্যাপতি*, ১৮৬০।

হীমাল বিপদ হিমেল। 'হীমাল পবন/ বহে ঘন ঘন।' *বাহরাম*, ১৮৫০।

হীরক [স] বি অত্যন্ত মূল্যবান ও উজ্জ্বল খনিজ রত্নবিশেষ; হীরা; ডায়মন্ড। ওস্ট, ১৭৮৫; 'একই যোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অসুগ্রীয়ক ...' *দর্পণ*, ১৮২৬।

হীরকখচিত [স] বিপদ হীরা-বসনো। 'তোমাদের মধ্যে মিনি উজ্জীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে হীরকখচিত তলোয়ার ...' *রবীন্দ্র*, ১৮৮৫; 'মাথায় হীরকখচিত উজ্জীর্ণ।' *প্রথম*, ১৯৪২।

হীরকখণ্ড [স] বি হীরার টুকরা। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে মজিত।' *বিদ্যা*, ১৮৬৩।

হীরক জুবিলি, হীরক জুবিলী [স] হীরক+জুবিলি বি হীরকজয়ন্তী; শাট বহু পূর্তি উৎসব। 'মহারাজী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ ও হীরক জুবিলী সেবিয়াছি।' *মোহনদাস*, ১৯৩৫; 'কংগ্রেসের চতুর্থ হীরক জুবিলি উৎসব।' *মনসুর*, ১৯৪০।

হীরক পাথর [স] হীরক-প্রস্তর বি অত্যন্ত মূল্যবান ও উজ্জ্বল খনিজ

রত্নবিশেষ। ওস্ট, ১৭৮৫।

হীরকমজিত [স] বিপদ হীরাখচিত। 'শত শত পৃথুড়া হীরকমজিত।' *মাইকেল*, ১৮৬০।

হীরকাসুগ্রীয়ক [স] বি হীরা দিয়ে তৈরি অস্ত্র। 'বহুমূল্য বস্ত্র হার হীরকাসুগ্রীয়ক অর্থাৎ হীরার আঘাতে ইত্যাদি।' *ভবানী*, ১৮২৫।

হীরকোজ্জ্বল [স] বিপদ হীরার মতো উজ্জ্বল। 'রাসিক স্থাপত্যের মতো দৃঢ়-সমুন্নত ও হীরকোজ্জ্বল।' *মাহেন্দ্র*, ১৯৪৯।

হীরা [স] হীরক বি রত্নবিশেষ। 'হীরা মনি মানিক একো নহি মাগব ফেরি মাগব পহ তোর।' *বিদ্যাপতি*, ১৮৬০।

হীরাধার বিপদ হীরার মতো তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। 'নব তোর হীরাধার।' *মুকুন্দ*, ১৮০০।

হীরাপাণা বি হীরা ও পান্না; মূল্যবান রত্ন। 'হাসিকান্না হীরাপাণা দোলে ভালে।' *রবীন্দ্র*, ১৯১০।

হীরাধারি বি মূল্যবান রত্ন। 'হীরাধারি জড়িত শোভিত সিংহাসন।' *বাহরাম*, ১৮৫০।

হীরা-মাণিক বি মূল্যবান রত্ন। 'হীরা-মাণিক চাসনিকো তুই।' *নবকল*, ১৯২৬।

হীরে [স] হীরক বি হীরক। 'তাতে কত রূপ সেবা যায় হীরে লালমতি।' *লালন*, ১৮৯০।

হীরের টুকরো ১ বি হীরকখণ্ডের মতো মূল্যবান। 'এই জিনিস ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।' *রবীন্দ্র*, ১৯২২। ২ বিপদ অতিশয় প্রতিভাবান। 'হীরের টুকরো ছেলে।' *বিকৃতি*, ১৯৩১।

হীরাক্ষ [ফা] হিরাক্ষ বি ফেরাস সালফেট নামের রাসায়নিক যৌগিকবিশেষ। 'আমার অধর হীরাক্ষ দ্বারা মঁটা থাকিবে।' *কৃষ্ণকমল*, ১৮৫৮।

হিরেক্ষ, হীরেক্ষ [ফা] হিরাক্ষ বি ফেরাস সালফেট নামের রাসায়নিক যৌগিকবিশেষ। 'তোমের সুমুখে হিরেক্ষের সমুদ্র।' *প্রথম*, ১৯১৫; 'চলিষ্ক হিরেক্ষের মত ভার হটকানো।' *জীবন*, ১৯৪৮।

হীলিয়াম [হি] বি হালকা অদাহ্য গ্যাসবিশেষ। 'হীলিয়াম গ্যাস।' *রবীন্দ্র*, ১৯৩৭।

হী হী [ধন্য] বি শীতের কাপনি। 'সকালে হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে হলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হী হী করা ক্রি কাঁপা। 'গাছের পাতা হী হী করছে।' *রবীন্দ্র*, ১৮৯২।

হু-বিভক্তিবিশেষ থেকে। 'রত্নবহু হুহুকে কহেই।' *চর্চা* ২৭, ১২০০।

হুইপ [হি] বি সংসদে দলীয় শৃঙ্খলা উপস্থিতি প্রভৃতির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা। 'আর হুইপ সেই মোহন মুরলী।' *বক্তিম*, ১৮৭৪।

হুইল [হি] বি চাকা। 'ইটিমারের হুইল ঘুরে ছোড়ে দিলে।' *হৃত্যম*, ১৮৬১।

হুইল-চেয়ার [হি] বি চাকাওয়ালা চেয়ার। 'দেখি ফাঁকা জায়গাটা ভরে গিয়েছে বিস্তর হুইল-চেয়ারে।' *মুক্তভাষা*, ১৯৫২।

হুইশল [হি] বি বাঁশ। 'তার পথের মোড়ে হুইশল দিয়ে গাড়ির বহর বামিয়ে দেয়।' *হাই*, ১৯৫৮।

হুইসল [হি] বি বাঁশ। 'স্টিমার হুইসল দিয়েছে।' *জীবন*, ১৯৩১।

হুইসিল [হি] বি ভেঁপু; বাঁশ। 'অবিরাহ হুইসিল বাজে।' *হোসেন*,

১৯৪০।

হুইসেল [হি] বি ডেপু। 'হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।' মাহমুদ, ১৯৬৬।

হুইসল [হি] বি বাঁশ। 'হুইসল দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁতরাপাছির ড্রাইভার।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হুইসপার [হি] বি ফিসকিস। 'অভাগত লোকে পরস্পর হুইসপার করতে পারে।' হুতাম, ১৮৬১।

হুইকি [হি] বি সুরাবিশেষ। 'তুই গেলাস দুই আর হুইকি খা।' গিরিশ, ১৮৮৩।

হুংকায় [স] বি গর্জন। 'নিসিনী হুংকার ছাড়িলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। **হুংকার**

হুংকার দেওয়া ১ ক্রি চিৎকার করা। 'নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুংকার দিয়ে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ ক্রি শব্দে লাগিয়ে পড়া। 'মুরোপের লোক একেবারে কুখিত হিষ্টা জুস্তর মতো হুংকার দিয়া গড়িতেছে।' রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ ক্রি উচ্চকণ্ঠে ভঁসনা করা। 'সে তোমার ঐ মাশীতলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হুংকৃত [স] বিণ গর্জিত। 'হুংকৃত শিনাক আজ বিরাজে কি ইন্দ্রধনুসখণ্ড?' সূরীন্দ্র, ১৯০২।

হুঁ বি সম্যতিজ্ঞাপক শব্দ। 'একটি অন্তরুদ্ধ অব্যক্ত ই বসিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ২ অর্থ প্রশ্রবাক শব্দ। 'ভুঁমি আমার ... বউদি হবে? হুঁ' নজরুল, ১৯২৬।

হুঁই বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'নয়নচন্দ্র হুঁই' সেবশি, ১৮৪০।

হুঁকরে হুঁকরে কাঁদা - হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদা। 'আমি হুঁকরে হুঁকরে কাঁদতে লাগলুম।' নজরুল, ১৯২২।

হুঁকা [আ হুকাহ] বি ধূমপান করতে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রবিশেষ। 'কেহ সোণাবাদী হুঁকাতে, কেহ গুড়তড়িতে, কেহবা আলবোলাতে তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন।' ভবানী, ১৮২৫। 'কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হুঁকা দেবী [আ হুকাহ+স দেবী] বি হুকাহুশ দেবী। 'হুঁকা দেবীর মুখ চুম্বন করিতে এবং মধ্যে মধ্যে ...।' সিরাজী, ১৯১৮।

হুঁকা পান করা ক্রি হুঁকা ধূমপান করা। 'শীরবে তাই হুঁকা পানই করিতেছিল।' শওকত, ১৯৫৮।

হুঁকারি [আ হুকাহ+] বিণ হুঁকায় আসক্ত। 'বাবুরামবাবু ঘোর হুঁকারি ...।' প্যারী, ১৮৫৮।

হুঁকো [আ হুকাহ] বি ধূমপান করতে ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রবিশেষ; হুঁকা। 'ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায়।' হুতাম, ১৮৬১।

হুঁকো-কন্কে [আ হুকাহ+স কলিকা] বি হুঁকা এবং কন্কে। 'হাঁড়িভুড়ি, হুঁকো-কন্কে কুন্তে সের সাতক চালা।' হাসান, ১৯৭৪।

হুঁকোবরদার [আ হুকাহ+ফা বরদার] বি আত্মবাহক। 'নাই বা রইলো ... হরকরা, চোবদার, হুঁকোবরদার আর খানসামা।' বিমল, ১৯৫৩।

হুঁকোমুখো বিণ হুঁকার মতো মুখবিশিষ্ট। 'হুঁকোমুখো হাংলা বাড়ী তার বাংলা।' সুকুমার, ১৯১৮।

হুঁকা [আ হুকাহ] বি হুঁকা। 'তোমার বাহন আলবলা, হুঁকা, গুড়তড়ি।'

বক্টিম, ১৯৭০।

হুঁকাবর্দার, হুঁকাবর্দার [আ হুকাহ+ফা বরদার] বি তামাক সাজা চাকর। 'সাহেব আবশ্যিক চাকর এই কয় জন ... মসাদটি ... হুঁকাবর্দার বেহারী পেয়াদা টোঁকিয়ার দরবান।' কেরি, ১৮০২; 'খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুঁকাবর্দার পাঞ্জাবর্দার।' ভবানী, ১৮২৫।

হুঁকা [আ হুকাহ] বি হুঁকা। 'হুঁকার পানি কন্দুর গো।' ওয়ালী, ১৯৪৫।

হুঁকাবরদার [আ হুকাহ+ফা বরদার] বি হুঁকা নিয়ে গুঁড়র সঙ্গে সঙ্গে ফেরে এরকম চাকর। 'হুঁকাবরদার আলবলা আনিয়া দিল।' প্যারী, ১৮৫৮।

হুঁকাবরদারী [আ হুকাহ+ফা বরদার+] বি হুঁকা সরবরাহ করার কাজ। 'হুঁকাবরদারী ... ও আরও সব রকম তাবোদারী ও ফরমাবরদারী কিমাখা।' ভবানী, ১৮২৮।

হুঁচট [স উচ্চট] বি ধাক্কা। 'প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার-ব্যবহার আমাকে শিক্ষতে হইল।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হুঁচোট [স উচ্চট] ১ বি ধাক্কা। 'ডেউয়ের হুঁচোট লাগে গায়ে।' জীবন, ১৯৩৬। ২ বি হুঁচট। 'নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল।' তারা, ১৯৪২।

হুঁশ [ফা হোশ] বি চেতনা; জ্ঞান। 'বোটার তবু হুঁশ নেই।' রবীন্দ্র, ১৮৪২।

হুঁশ ককাকি চেতনা ফিরে আসা। 'তার মুখে পানির ছিটা দিয়া দরিদ্রবিবি বলিল, একটু হুঁশ কর বাবা, আর দেবী নেই।' শওকত, ১৯৫৮।

হুঁশপন বি বুদ্ধি। 'হুঁশপন নেই তোমার?' মণীশ, ১৯৬৩।

হুঁশিয়ার [ফা হুশিয়ার] ১ বিণ সতর্ক। 'আমাদের দারোগান হাজার হুঁশিয়ার হক-না-কেন, জুদালোকের মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩। ২ বিণ সাবধানী। 'সে খুব হুঁশিয়ার।' রবীন্দ্র, ১৯১০। ৩ বিণ চতুর। 'বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী হুঁশিয়ার।' মুজতাব, ১৯৪৯। **হুঁশিয়ার**

হুঁশারি [ফা হুশিয়ার] বি সাবধান। 'আল জুবানের খবর জেনে হও হুঁশারি।' লালন, ১৮৯০।

হুঁশিয়ার চাকুরে বি সব দিকে খেয়াল রাখে এমন চাকরিজীবী। 'এরাই নাকি খুব হুঁশিয়ার চাকুরে।' শিখা, ১৯৩১।

হুঁশিয়ার-বাণী [ফা হুশিয়ার+স বাণী] বি সতর্কবাণী। 'কাজেম মিয়া হুঁশিয়ার-বাণী ছাড়ে।' শওকত, ১৯৭৩।

হুঁশিয়ারী বি সতর্কতা। 'অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দয়-কম্বাক্ষি।' বিদুতি, ১৯৩১।

হুঁশারি বিণ সাবধান। 'হুঁশার ফুকরত কাজে।' ভরত, ১৭৬০।

হুঁশিয়ার বি সাবধান। 'আপনারা অতঃপর হুঁশিয়ার হইবেন।' বিদ্যা, ১৮৭৩।

হুঁস্যার বিণ হুঁশিয়ার। 'হুঁস্যার খবরদার পহরি পহরা।' ভরত, ১৭৬০।

হুঁ-হুঁ বি অতি সূক্ষ্ম কথাবার্তা। 'নদীঘাট পেরিয়ে এলে, তবু হুঁ-হুঁটি পর্ত্ত করে বে না?' ওয়ালী, ১৯৬২।

হুঁক [হি] ১ বি আটো। 'বনাতের চাপকান এবং চোপা হুঁকের উপর উদ্‌বন্ধন ঝুলছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ২ বি পোহার তৈরি বাঁকা

আকাশি। 'দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলাম।' মুজতবা, ১৯৫২।

হুকরা [ক্রি ডুকরে ওঠা। 'হুকরে হুকরে বুক ফেটে কান্না আসছে।' নজরুল, ১৯২২।

হুকুম [আ] বি নির্দেশ; আদেশ। '... হুকুম পায় নাগিতের সুত/ ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুকুমক্রমে [আ হুকুম+স ক্রমে] ক্রিবিণ আদেশক্রমে। 'তাহা সংপ্রতি গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ...' দর্পণ, ১৮০৪।

হুকুম চিঠি বি আদেশপত্র। 'ইনবাস করিয়া কাপড় পাঠাইতে এবাংকার হুকুম চিঠি গীয়াছে।' উর্জি, ১৭৯২।

হুকুমজারি, হুকুমজারী [আ হুকুম+জারি] ১ বি নির্দেশ প্রচার। 'শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি হল।' মুজতবা, ১৯৫২। ২ বিণ নির্দেশমূলক। 'হুকুমজারী কচৈই গহর বলিল, আমার দেখিছ ওকে।' শওকত, ১৯৫৮।

হুকুম দখল [আ হুকুম+আ দখলা] বি প্রশাসনিক নির্দেশ জারির মাধ্যমে দখল। 'শত শত একর জমি হুকুম দখল করা হইয়াছিল।' আজাদ, ১৯৬৫।

হুকুমদাতা [আ হুকুম+স দাতা] বিণ হুকুম প্রদানকারী। 'একটিবার চেয়েও দেখল না হুকুমদাতা ফেশু মিঞার অথবা রমজানের দিকে।' কায়সার, ১৯৬৫।

হুকুম দেওন বি আদেশ দেওয়া। ওর্ডা, ১৭৮৫।

হুকুম দেওয়া ক্রি আদেশ দেওয়া। 'শেষে বশিষ্ঠ হুকুম দিলেন বেনীতে যজ্ঞারী প্রস্থানিত করে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১।

হুকুমনামা [আ হুকুম+ফা নামাহ] বি আদেশপত্র। 'হুকুমনামা পরামর্শ প্রার্থন্য আণে।' মের্স, ১৭৭০।

হুকুমবিনা [আ হুকুম+স বিনা] ক্রিবিণ নির্দেশ ব্যতীত। 'খালিঘার সাহেব দিগের হুকুমবিনা খালাস করিবেন না।' মের্স, ১৭৮৭।

হুকুম মত ক্রিবিণ আদেশ অনুযায়ী। 'হুকুমমতে করিবেন।' ফরাস্টার, ১৭৯০।

হুকুম লওন বি নির্দেশ নেওয়া। ওর্ডা, ১৭৮৫।

হুকুমানুক্রেমে [আ হুকুম+স অনুক্রমে] ক্রিবিণ আদেশক্রমে। 'সর্ব সামন্ত হুকুমানুক্রেমে মহাদেব ক্ষম্যমান।' রামরায়, ১৮০১।

হুকুমাসারে [আ হুকুম+স অনুসারে] ক্রিবিণ আদেশক্রমে। 'হুকুমাসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিশিকে প্রধান কর্ম দেন না।' দর্পণ, ১৮০৮।

হুকুমিনামা বি আদেশপত্র। মের্স, ১৭৭০।

হুকুমত [আ] বি কর্তৃত্ব; প্রশাসন। ডানকান, ১৭৮৪; 'আদালতের মুক্তদায়কার ফৌজদারি হুকুমতের ওহদা আখা জিহা।' এডমন, ১৭৯০।

হুকুমাত [আ] বি শাসন। 'পূর্ব পাকিস্তানে একই হুকুমাতের অধীন এক প্রদেশে মুসলমানদের ভায়দাদ ...' মাহে নও, ১৯৪৯।

হুকুমাতী জবান [আ হুকুমাত+ফা জবান] বি রব্বিভাষা। 'পাকিস্তানের হুকুমাতী জবান হবার পক্ষে অধিকতর মোমতাহেক।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হুকাহায়া [ধন্য] বি শিয়ালের ডাক। 'এক সুরে হুকাহায়া করে ওঠে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হুকার [স] ১ বি জয়ধ্বনি। 'প্রভুকে বেড়ায় সবে হুকার করিয়া।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি চিৎকার। 'মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুকার।' বৃন্দা, ১৫৮০। ৩ বি গর্জন। 'হুকার করিয়া প্রভু তবহি উটল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'সিংহদ্বীপ সিংহবর্ধী সিংহের হুকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হুকার [স হুকার] বি হুকার। 'পশ্চিম দুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হুকার।' রামাই, ১৭১০।

হুকারী [স হুকার] বি হুকার। 'ভীষণ মুরতিধর - রুবি হুকারিল।' মাইকেল, ১৮৬০।

হুকারী বি গর্জন। 'বাঘের হুকারী - অন্ধকারে জোড়া জোড়া বাঘের চোখ।' জসীম, ১৯৬৪।

হুগল বি চটাই প্রভৃতি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হোগলা নামের উদ্ভিদ। **হুগলের কুড়্যা** বি হোগলা ফুলের রেণু যা শস্য হিসেবে মিষ্টান্ন তৈরিতে কাজে লাগে। 'হিল হুগলের কুড়্যা অনিলে যাইত উড়্যা।' মানিকরাম, ১৭৮১। **হুগোল**

হুচোট বি চলতি অবস্থায় কোনো কিছুর সঙ্গে পা বা পায়ের আঙ্গুলের সংঘর্ষ বা চোট; হোচট। 'উপচোপের হিড়িকে হুজুগে হুচোটে নতুনকে আবাদ বোধ করতে গিয়ে।' জীবন, ১৯৩১।

হুজুক [আ হুজা+ফা গুহী] বি হুজুক; বেশ। 'মশায় যে হুজুক দেখিয়েছিলেন।' গিরিশ, ১৮৮৯।

হুজুজ [আ হুজুত] বি হাসামা। 'হুজুজ বাদলি তুই।' মণীশ, ১৯৫৭। **হুজুত**

হুজরা [আ] বি হোচোট কোঠঘর। 'দুই বিবি গোষায় হুজরা বিচে গেল।' গরীব, ১৭৬৫। **হুজরা**

হুজুক [আ হুজা+ফা গুহী] ১ বি ওজব। 'কলকোতার নিত্য নতুন নতুন হুজুক।' হত্যায়, ১৮৬১। ২ বি অল্পত ব্যাপার। 'এতবড়ো হুজুক আদানিতে অনেকদিন ঘটে নাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হুজুকে বিণ হুজুকপ্রিয়। 'হত্যায় বালেশ হুজুকে কলকোতা।' হত্যায়, ১৮৬১।

হুজুগ ১ বি সাময়িক উত্তেজনায় মেতে ওঠা। 'ভাই বাঙ্গালী হুজুগ ছাড়িয়া দাও।' মীপিকা, ১৮৮৭। ২ বি বৌক। 'যে হুজুগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই।' প্রমথ, ১৯১২।

হুজুগপ্রিয় [হুজুগ+স প্রিয়] বিণ সোহাসে যোগদান করে এমন; হুজুগে। 'এরা জাতি হিসেবে হুজুগপ্রিয় বটে।' হাই, ১৯৫৮।

হুজুগে বিণ হুজুকপ্রিয়। 'ঘড়ি উড়াইবার প্রস্তাব গনিবামাত্র উৎসাহে মাতিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুগে বলিবে?' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

হুজুগে মাতা ক্রি ওজবে কান দেওয়া। 'শুধু হুজুগে মাতিলে চলিবে না।' নজরুল, ১৯২২।

হুজুগে-সমালোচক বি বিবেচনামূলকভাবে সমালোচনা করে যে। 'আমিও আবার হুজুগে-সমালোচকদের হস্তায় সাগ দিয়ে বলছি।' নজরুল, ১৯২৭।

হুজুত ক্রিবিণ নিকটে। 'পরান দিলেক হাতে পায়ের হুজুত।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হুজুম [আ] বি লোকবল। 'টাকা আমার হুজুম আমার, আমি পাকা লোক আনব।' জীবন, ১৯৩১।

হুজুর [আ] ১ বি প্রভু। 'হুজুরে সিঁকাই সব আছে করো জুড়ি।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি মহাশয়। 'উন্মত্ত খেতাব কহে আককাছ হুজুরে।'

গরীব, ১৭৬৫। ৩ বি বিচারক। “হুজুর” সেখিলেই হুজুর মত বদখর করিয়া কাপিতে থাকে ...। প্রভাকর, ১৮৫৮। ৪ বি আদালত। “ওয়াশেখ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে।” বহ্নিম, ১৮৭৪।

হুজুরাইন [আ হুজুর] বি স্ত্রী মহিলা হুজুর। “হুজুরাইন – কনাবাবার হাতের তারিফ।” মণীশ, ১৯৬৩।

হুজুরি [আ হুজুর] বি কর্মকর্তা। “কর আদায় করে লয়ে যায় হুজুরি।” লালন, ১৮৯০।

হুজুরে ক্রিবিব উপস্থিতিতে। “বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে...”। কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হুজুরত, হুজুর [আ] ১ বি হাস্যাম। “হুজুরতে ফেয়ার মাথা কাটি।” রামহাসাদ, ১৭৮০। ২ বি বিপত্তি। “দি বলসেই তো এত হাস্যাম হুজুর।” মুক্ততবা, ১৯৪৯।

হুজুরতে [আ হুজুরত] ১ বিশ ঝগড়াটে। “সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে হুজুরে চীন ও হুজুরতে বাসাল।” হুতোম, ১৮৬৩। ২ বিশ কষ্টদায়ক; আমোদ সৃষ্টিকারী। “শীতও খুব হুজুরতে।” জীবন, ১৯৪৮।

হুজুরতি [আ হুজুরত] বি হাস্যাম। “এই পনোরে বছর হুজুরতি করে হযরান হয়ে গেছি।” জীবন, ১৯৩২।

হুট করা ক্রি সম্বৃত্ত করা। “ভক্তভাজন লোকদিগকে হুট করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মন্ত লোক মনে করে।” রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

হুট করে [ধন্য] ক্রিবিব হঠাৎ। “হুট করে স্টোন আসে।” শমসুল, ১৯৫৭।

হুটকো [স হুট] বিণ উদ্ভট; বাজে; বিবাসযোগ্য নয় এমন। ভবানী, ১৮২৩।

হুটপাট ১ বি গোলমাল; হেচে। “আমাদের বীরশুরুয়েরাও উদ্দেশ্যহীনর ন্যায় অবিশ্রান্ত হো হো করিয়া হুটপাট করিয়া ছুড়িতেছেন।” রবীন্দ্র, ১৮৮৩: “মহা ঊংগাৎ করে হুটপাট-চলে হুটপাথ পরে।” সুকুমার, ১৯২০। ২ বিশ হুড়াহুড়ির যল সৃষ্টি হয় এমন। “কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ।” বিভূতি, ১৯২৯।

হুটহাট [ধন্য] ১ বি ধাক্কাধাকি। “আপনা আপনি লাগে হুটহাট।” গরীব, ১৭৬৫। ২ বি লাফালাফি। “বারকোপে হুটহাট করিয়া।” মোহাম্মদী, ১৯২৮।

হুটপাটা [ধন্য] বি তাড়াহুড়া। “হুটপাটা করেছেন দী নর চড়বে।” শ্যামল, ১৯৬৭।

হুটপাটা [ধন্য] ১ বি চিকর; গোলমাল; আকাশল। “অধিকাংশ বস্তুযুবক মনে করেন ... হাট-পা হুড়িতে হইবে, হুটপাটা করিতে হইবে, যাহাকে যাহা না বলিবার তাহা বলিতে হইবে।” রবীন্দ্র, ১৮৮৩: “হুটপাটা করো।” রবীন্দ্র, ১৯০৮। ২ বি চোচামেচি ও লাফালাফি; হে হুড়োড়। “তোমাকে নিয়ে ওরা হুটপাটা করতে চায়।” রবীন্দ্র, ১৯১১।

হুটপাটা [ধন্য] বি চোচামেচি ও লাফালাফি। “হুটপাটা খেলা হবে।” বহ্নিম, ১৮৭৪।

হুটস [ধন্য] অবা হঠাৎ। “পা দিয়ে হুটস করে ডান জুতো এক লাখে ...।” মুক্ততবা, ১৯৬০।

হুড়ুকাবি বি ঝাঁড়ের মতো চিকর। “শাস্ত্রানুসারে নৃত্য করা এবং হুড়ুকাবি করা।” প্রমথ, ১৯১৭।

হুড়ু [স হুড়] ১ বিশ অত্যাচারী। “তার বেটা বড় হুড় ময়রার লুটে গুড়।” মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বিশ নির্বোধ; জেদি। “গোয়াল জেতের ধর্ম হয় বড় হুড়।” মালিকরাম, ১৭৮১।

হুড়বাড় [স হুড়] বি হুড়াহুড়ি। “চারদিককার হুড়বাড় হাস্যাদ্য অভিযোগ দিকস্বর।” জীবন, ১৯৩১।

হুড়মুড় [স হুড়] ১ বি তাড়াহুড়া। “করি তবে হুড়মুড় তুলিল প্রবল ঝড়।” কেতক, ১৬৫০। ২ বিশ হঠাৎ ভিড় বা ঠেলাঠেলি করে বেড়িয়ে যেতে উদ্ভট। “দৌড় দৌড়, ধর ধর, পালা পালা, হুড়মুড় দুড়দাড় ব্যাপার।” রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হুড়মুড় করা ১ ক্রি হঠাৎ প্রবেশ করা। “ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।” নজরুল, ১৯২৭। ২ ক্রি হুড়মুড় শব্দ করা। “ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছ ভেঙে।” রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হুড়মুড়ি [স হুড়] বি হৈচে কাও। “বিপুল জনতায় হুড়মুড়ি পড়িয়া যায়।” মনসুর, ১৯৫৫।

হুড়-হাস্যাম [স হুড়+ফা হাস্যাম] বি বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল। “বিরোধের ইহচই হুড়-হাস্যামের ঢের সময় কেটে যায়।” জীবন, ১৯৩১।

হুড়হুড় [স হুড়] ১ বিশ প্রবল শব্দকারী। “হুড়হুড় দুর্দুর বিপরীত ঝড়।” মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি প্রচণ্ড শব্দ। “তোপফনি সীমা কিবা, হুড় হুড় রাঙা কিবা।” রামহাসাদ, ১৭৮০।

হুড়হুড়ি [স হুড়] বি গাড়ি চলার সময়ে সৃষ্ট শব্দ। “কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের মুড়ুড়ি।” হ্যালহেড, ১৭৭৮।

হুড়কা [স হুড়কা] বি কপাটের ঝিল। ওয়া, ১৭৮৫: “দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, ... মিলন।” রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হুড়কো বি দরজা বন্ধ রাখার ঝিল; অর্গল। “কে একজন হুড়কো খুলে গেল।” প্রমথ, ১৯১৮।

হুড়কা বি হুড়কা। ম্যানোএল, ১৭৪৩: “অমনি দুয়ারী টানিল হুড়কা খরি হুড় হুড় হুড়ে।” মাইকেল, ১৮৬১।

হুড়কো বিণ স্বামীর কাছে যেতে অনিচ্ছুক বা আতঙ্কিত। “কোনো কোনো মেয়ে হুড়কো হয়।” প্রমথ, ১৯১৬।

হুড়া [স হুড়] বি গুঁতা; ঠেলা। “বন্দুকে হুড়া মারে কেহ হোড়ে তীর।” কৃষ্ণরাম, ১৭২০।

হুড়ামুড়ি [স হুড়] বি গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। “হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্য দিক শূন্য।” রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হুড়াহুড়ি [স হুড়] ১ বি বিশৃঙ্খল ভিড়। “কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।” কৃষ্ণরাম, ১৭২০। ২ বি ঠেলাঠেলি। “উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল হো কিস্তর খরিল।” রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হুড়ো [স হুড়] বি তাড়া। “স্নাত বাচিয়ে শুকিয়ে আছে, তারেও যাবা দিসনে হুড়ো।” নজরুল, ১৯৩৩।

হুড়োমুড়ি [স হুড়] বি হুড়াহুড়ি। “শেষে হুড়োমুড়িতে বেললো জবাবলটি বাসুন্ধি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল।” হুতোম, ১৮৬১।

হুড়োহুড়ি [স হুড়] বি হে-হুড়োড়। “কেবল পথের ঘাটে – ছাতে মাঠে – হুটোহুটি হুড়োহুড়ি করিয়া বেড়াইত।” প্যারী, ১৮৫৮।

হুড়ুড়ি বি নেকড়ে। “মাল্যবান একটা হুড়ুড়ি ছানার মত হঠাৎ উজিয়ে উঠে ...।” জীবন, ১৯৪৮।

হুড়ার বি নেকড়ে। 'কৃষকেরা দলবল হুড়ারের জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত।' শরৎ, ১৯১৭।

হুড়াল বি নেকড়ে বাঘ। 'ও কিছুর না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।' বিজুতি, ১৯৩৮।

হুড়ুম [ধন্য] বি মুড়ি। 'এই মত চিড়া হুড়ুম সন্দেশ সৰু।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পেড়ে।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

হুড়ুম [ধন্য] ১ বি মেয়ের ডাক। 'হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়।' বিজুতি, ১৯২৯। ২ বি পানিতে কোনো কিছুর লাফিয়ে পড়ার শব্দ। 'কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল।' বিজুতি, ১৯২৯।

হুড়ো ১ বিণ নেকড়ে বাঘের মতো। 'চুল পেকে হয়েছে হুড়ো চামড়া বুড়ো ঝুলমুলে।' লালন, ১৮৯০। ২ বি নেকড়ে। 'হুড়োতে ধরেনি যে এই ভাণ্ডা ভাল।' জীবন, ১৯৩১।

হুড়ো ১ হুড়ো

হুতি, হুতী [কা] বি টাকা বিনিময়ের নির্দেশনামা। 'নয় হাজার এক সও বিলানবই টাকা সাড়ে পোনের আনার হুতি মহাসয়ের পর দিখিলাম।' মের্স, ১৭৬৮; 'হুতী ও ষত বরিতক প্রভৃতি মূল্যক্রমে ষ্টাম্প কাগজে লেখাপড়া হইবেক।' দর্পণ, ১৮২৫।

হুতুক [স] বি (হিন্দুপুরাণ) আত্মন। 'বল্লগণি যেমন বরিষে হুতুক।' মাল্যধর, ১৭৮১।

হুতমো-চোষি বিণ হুতমো প্যাচার মতো কৃষিস্ত চোষবিশিষ্ট। 'তোম নাকটি চোঁচো। হুতমো-চোষি।' নজরুল, ১৯২৬।

হুতা [স] হুতশান বি অগ্নি। 'হুতমান টানে জাঁতা হুতার লহরী।' কুমারী, ১৭১০।

হুতাশ [স] হুতাশ ১ বি যজ্ঞা। 'কুসুমধর হুতাশে/তপস্বীশি নিশাসে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি দুর্ভাবনা। 'কেনে এত দুঃখে তুমি করছ হুতাশ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ৩ বি আত্মনাদ। 'মানোএল, ১৭৪৩। ৪ বি নিরাশ। 'ইমাম খাতেরে যায় ছাড়িয়া হুতাশ।' গরীব, ১৭৬৫।

হুতাশি [স] হুতাশ- বি দুর্ভাবনা বা আত্মক অস্থিরতা প্রকাশ করে যে। 'হা-হুতাশ আমি হুতাশি।' নজরুল, ১৯২২।

হুতাশী [স] হুতাশ- বি স্ত্রী হুতাশমগ্ন ব্যক্তি। 'হুতাশীর গান।' জীবন, ১৯২৭।

হুতাসনুক [স] হুতাসনুক বি বিষয়। 'দাঁড়নের অন্তঃকরণ মহা হুতাসনুক।' রামরায়, ১৮০১।

হুতাশন [স] বি আত্মন। 'কামার পাতিল শাল সাবল তাইল হুতাশনে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুতাশ [স] হুতাশন বি আত্মন। 'তুমি জল তুমি হল তুমিত হুতাশ।' মাল্যধর, ১৫০০।

হুতাসন [স] হুতাশন বি অগ্নি। 'তুমি বাউ তুমি জয় পবন হুতাসন।' মাল্যধর, ১৫০০।

হুতুম, হুতাম, হুতুমপ্যাচা বি বড়ো আকারের এক রকমের প্যাচা। 'হুতাম প্যাচার নকশা।' হুতাম, ১৮৬২; 'একটা হুতুমপ্যাচা ডেকে উঠা।' নজরুল, ১৯২৭।

হুতামখুমো বি হুতামপ্যাচা। 'তালগাছেতে হুতামখুমো পাকিয়ে আছে ডুক।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হুতোমি, হুতোমী বিণ হুতাম প্যাচার নকশা এছাড়া ব্যবহৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সচরাচর হুতোমী ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪; 'বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ।' হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

হুতুলি কুতুলি বি সুতার মতো পাক-লাগা ও থলির মতো ভাব। 'ধৃতি খুলে হুতুলি কুতুলি পাকিয়ে গেছে।' হুতাম, ১৮৬১।

হুদরা বি অনাথ মণ্ডল। 'চরীর আসেলে ধায় বীর হুদমান মট হুদরা ভাঙ্গা করে খান খান।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুদরা বি অনাথশ্রম। 'নানারি ইট কাটে দেউল হুদরা মটে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুদলায়ে ক্রিবিণ উঠলিয়ে। 'লালন বলে আমি সদাই/আমোদ করি জল হুদলায়ে।' লালন, ১৮৯০।

হুদা [আ হুদ] বি এলাকা। 'সাহেব আপন ২ হুদার কায় আপনি আজ্ঞাম করে।' কেরি, ১৮০২।

হুদ বি আহুতি। 'কাটিয়া গায়ের মাংসে দ্বৃত দিয়া হুদে।' মাল্যধর, ১৫০০।

হুদ বি বি ফ্রেম পিতল। ওর্গা, ১৭৮৫।

হুদ [স] হুদা বি ভারতে অভিবাসী চীনা জাতিবিশেষ। 'পারসীক, যোনা, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২।

হুদ [স] হুদা বি কৌশল। 'একের হুদরে মারা যাবে দুই ভাই।' গরীব, ১৭৬৫।

হুদরে [স] হুদরী বিণ কর্মদক্ষ; কারিগরিতে দক্ষ। 'সাধারণে কথায় কথায় বলে থাকে হুদরে চীন ও হুদুতে বাঙ্গাল।' হুতাম, ১৮৬১।

হুদর [স] হুদরা বি চতুরতা; প্রযুক্তি। 'হেকমত হুদর করে ইমামের তরে।' গরীব, ১৭৬৫।

হুদরি [স] ১ বিণ পটু; দক্ষ। ওর্গা, ১৭৮৫। ২ বিণ কারিগরি; শৈল্পিক। 'এই বাগিকারিদ্রিশের হুদরিন্মিত হুদরি প্রযা।' দর্পণ, ১৮২৮।

হুদরি [স] হুদরী বিণ সেলাই সজ্জা। 'একটু লেখাপড়া ও হুদরি কর্ম শিখিয়াছি।' প্যাট্রী, ১৮৫৮।

হুদবি সর্ব নিজ। 'জাই খনে হুদবি মর্নে মাঘব চিত্তব।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হুনি বি চীনা গোষ্ঠীবিশেষ। 'সুরানি লোহানী স্পানী কিতাপী বিটানি হুনি পাঠান বসিল নানা জাত।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হুনমস্ত [স] হুনমান বি হুন্মান। 'দবিন দুআরে হুনমস্ত পহরিক।' রামাই, ১৭১০।

হুপ [স] বি আশা। 'কন্যা দেখিয়া হুপ পাঁচ হাত হইল।' দর্পণ, ১৮২১।

হুপ [ধন্য] বি হুতা অবতরণের শব্দ। 'হুপ হুপ করে লঙ্কার চালে বসলো।' দীনবন্ধু, ১৮৭২।

হুপিং কাশি বি হুপিং-বা কাশি বি ঘুড়িকাশি। 'যার হাওয়ায় যক্ষ্মা সেরে যায়, তাতেই কি না হুপিংকাশি হবে।' শিবরাম, ১৯৪০।

হব [ধন্য] বি বানরের ডাক। 'বীদরা-মুখোর ভাউটিয়ে মুখ দাঁত খিচে বেহুদ হব।' নজরুল, ১৯২৬।

হবই [আ হ-ফ+ব+আ হ] ক্রিবিণ অবিকলরূপে। 'দুশকেরই কথা হবই প্রদ্ব করেছি।' নজরুল, ১৯২২।

হুমকি বি ভীতি প্রদর্শন। 'সচি-বীকারের হুমকি থাকবে।' পাশা, ১৯৭১।

হুমকানি বি হুমকানি; তর্জন্যপর্জন। 'লাল বাৎসার হুমকানি, - হি হি

এত অসত্য ও মা'। নজরুল, ১৯২৭।

হুমকিবাঞ্জি [হুমকি+ফা বাঞ্জি] বি ধমকানি। 'হুমকিবাঞ্জির তৎপরতা অধিক মাত্রায় উপস্থিত রহিয়াছে।' আজাদ, ১৯৭০।

হুমকে ওঠা ক্রি বাহ্যকার করে জেগে ওঠা। 'বন্ধে খালি হুমকে ওঠে শূন্যতা আর ফটুনাশা খালি।' সুবীন্দ্র, ১৯৩১।

হুমড়ি [ফন্যা] বি হামাওড়ি। 'গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে।' মীনবন্ধু, ১৮৬০।

হুমরা চুমরা বি সম্রাট ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। 'এই যত হুমরা চুমরা দেখিতে পাও।' ভবানী, ১৮২৫।

হুমরা চুমরো বিণ প্রতিপত্তিশালী। 'দলের একজন হুমরা চুমরো ওস্তাদ হোকরা হয়ে পড়ল।' নজরুল, ১৯২৪।

হুমা হুমা [ফন্যা] বি হুয়া হুয়া শব্দ। 'শেয়াল লুকায় থাকে, রাতে হুমা হুমা করে ডাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হুদ [আ] বি ইসলামিবিধান অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'বিহিতের হুদ সব কর-এ চাকরী।' সুলতান, ১৭০০।

হুদ-গেলেমান [আ] বি ইসলামিবিধান অনুযায়ী স্বর্ণের সেবিকা ও সেবক। 'বেহেশতে হুদ-গেলেমান ... বলে কোনো প্রাণী থাকলে।' নজরুল, ১৯২৭।

হুদগরী বি ইসলামিবিধান অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'জলপতি হুদগরী স্বর্ণ বিদ্যাপরী।' বাহরাম, ১৬০০।

হুদায়েদ [আ] বি হুদায়। 'সিখিলা বিহিত হুদায়েদ মনোহর।' জালাওল, ১৬৮০।

হুদ্রি, হুদ্রী [আ হুদ্র] বি ইসলামিবিধান অনুযায়ী বেহেশতের সুন্দরী সেবিকা। 'জান্নাত হতে ফেলে হুদ্রি রাশ রাশ ফুল।' নজরুল, ১৯২২। 'অনন্ত-কালের জন্য অমরুস্ত বেহেশত আর অসংখ্য হুদ্রী।' রোকেয়া, ১৯২৬।

হুদ্রমত, হুদ্রমাত [ফা] বি সন্থম। 'জোর করে হোসেনের হুদ্রমত উপরে।' গরীব, ১৭৬৬। 'সরকারকে পাকড়া দেখাইলেন যে আমার কত হুদ্রমত - কত ইচ্ছাত।' গ্যারী, ১৮৫৮।

হুদরো হো - উদ্ভাসধ্বনি। 'খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া, হুদরো হো।' নজরুল, ১৯২২।

হুদ্রাহরি [স হুড্র] ১ বি গোলমাল। 'বাহ কসাকসি কেউ করে হুদ্রাহরি।' গরীব, ১৭৬৬। ২ বি তাড়াহুড়া। 'উপহুস্ত সময়ে হুদ্রাহরি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৭। ৩ হুড়াহুড়ি।

হুদ্র বি বিনুনি। মানোএল, ১৭৪৩।

হুদ্র [স ফুল] বি ফুল। 'কলুষ তোর এ বগহলে।' বড়ু, ১৪৫০।

হুদ্র [স অল] বি ধনুকের প্রান্তভাগ। 'ধনুকের হুদ্রে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।' মুহুন্দ, ১৬০০।

হুদ্র [স অল] ১ বি অস্ত্রের সূচালো মুখ। ওসী, ১৭৮৫। ২ বি পতঙ্গের চুমুক। 'এটো করা সেটির গেলোনে দিই হুদ্র।' ওসী, ১৮৫৮।

হুদ্রাখাত বি হুদ্রের আঘাত। 'মুতামিজের বুকে হুদ্রাখাত রেখে গিয়েছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হুদ্রুল, হুদ্রুল ১ বি গণ্ডগোল। 'তোমরা অবধানপূর্বক বিচার করহ, আর নিরীক্ষি ন্যায় হুদ্রুল করিও না।' তারিগী, ১৮০০। ২ বি হুচুই। 'ভনিয়া দেশে হুদ্রুল পড়িয়া গেল।' বক্তিম, ১৮৭৯।

হুদ্রুল বি হুদ্রুল। 'কাগজে হুদ্রুল পড়ে গ্যালা।' হত্যাম,

১৮৬১।

হুদ্রুল বি গণ্ডগোল। মানোএল, ১৭৪৩।

হুদ্রুল বিণ নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন। 'প্রদেশে ডয়ানক হুদ্রুল কাও হইতেছে।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

হুদ্রুল বি তালপাড়। 'আমি করব হুদ্রুল।' রবীন্দ্র, ১৯২২।

হুদ্রুল পড়া ক্রি হেঁচকি তরু হবে। 'মনে করিয়াছেন গ্রামে হুদ্রুল পড়িবে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হুদ্রুল বিণ তুমুল। 'বিছানাতে হুদ্রুল কলরবের চোটে ওর ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

হুদ্রানো [বি হুদ্রানো] ক্রি গিছনে তড়া করা। 'দূরে গেলে হুদ্রান কুছুরে।' মুহুন্দ, ১৬০০।

হুদ্রাহলি, হুদ্রাহলী [স হুদ্রাহলী] বি উলুধনি। 'জয় জয় হুদ্রাহলী দিল দেবগমে।' বড়ু, ১৪৫০; 'হরি বলি নারীগণ দেয় হুদ্রাহলি।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০; 'কতদূর অনিল-মরণ হুদ্রাহলি।' মুহুন্দ, ১৬০০।

হুলি [স হোলিকা] ১ বি আতন। 'মোর এসে হুলি জ্বালি বসন্ত খেলিল।' আলোওল, ১৬৮০। ২ বি হিন্দুধর্ম সোৎসব। 'হুলির উৎসবে নানা দাশাহামা ঘটিয়াছে।' দর্পণ, ১৮৪০।

হুলি [ফন্যা] ১ বি ধনি। 'বাজে সংখ্য সখী দেয় জয় জয় হুলি।' কৃষ্ণদাস, ১৭২০। ২ বি সাড়া; গোলমাল। 'ডাকডাকি ইঁকাহাকি হুলি হুলি কোকে।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হুলিয়া [আ হুলিয়াত] বি পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করার জন্য তার সন্ধানের বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন। 'হুলিয়া ছাড়াই ধরে তাকে।' শামসুর, ১৯৭২।

হুলুই [ফন্যা] বি উলুধনি। 'সখনে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দশে চড়ে।' মুহুন্দ, ১৬০০।

হুলুধনি [ফন্যা হুলু+স ধনি] বি পূজা বিয়ে প্রভৃতি তত্ত্বকর্মে হিন্দু ব্রীহস্পতির মঙ্গলধ্বনি। 'স্বর্ণপথে কলকটে অলরী কিন্নরী/দিবে হুলুধনি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হুলুর [হুলু+স ধনি] বি শুভকাজে হিন্দু নারীদের জিহ্বা ও তালুর সংযোগে সৃষ্ট আনন্দসূচক উলুধনি। 'বাজাও শব্দ, হুলুর করো বধূরা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হুলো বিণ মর্দা। **হুলো বেড়াল** বি মর্দা বিড়াল। 'হুলো বেড়াল মিয়াও ম্যাও।' নজরুল, ১৯৩১।

হুলোড় [স হুলোড] ১ বি আনন্দ; কোলাহল। 'এত হুলোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।' নজরুল, ১৯২৭। ২ বি ভিড় ও হেঁচকি। 'জীক-জমকের হুলোড়ো তারা যেন এক পরস্পর না দেয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪১।

হুলোড়-হাসামা [স হুলোড+ফা হাসামবি] বি গোলমাল। 'বাসে চড়বার জন্য হুলোড়-হাসামা ধাক্কা-ধাক্কি করবে না।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হুলিয়ার, হুলিয়ার [ফা হুলিয়ার] বিণ সতর্ক। 'তবে যদি রাধ শির হুলিয়ার হইয়া।' গরীব, ১৭৬৬; 'আফিসে হামেশা মন্ত, হুলিয়ার দরবস্ত।' রামসাদ, ১৭৮০। ৩ হুলিয়ার

হুলিয়ারী [ফা] বি সতর্কতা। 'যাত্রাপথে যে হুলিয়ারী ঘোষণা করছেন।' বেগম, ১৯৪৮।

হুস [ফা হোস] বি হুঁস; জ্ঞান। 'আশান খুসিতে সন্তক সারিগে আনপূর্বকে

হুস বাহ্যালে দানপত্র পিবিয়া ... ১ চিঠিপত্রে, ১৮০৯।

হুশ [ধন্য] বি আকস্মিক ও দ্রুত সম্মানের শব্দ। 'হুস করে গাড়ি চলে গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯; 'একদিন হুস করে হাজার হব।' মানিক, ১৯৩৬।

হুশহাস [ধন্য] ১ বি রেলগাড়ি চলার শব্দ। 'চারি দিক থেকে হুশহাস করে ট্রেন ছুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি বাতাসের গতির শব্দ। 'হুশহাস করিয়া সমস্ত উড়িয়া ছড়িয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হুসহুস [ধন্য] ১ বি অবিরত হুস শব্দ; দ্রুত চলার কারণে মুখ দিয়ে অনবরত বাতাস বের হওয়ার শব্দ। 'বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বিণ হুসহুস ধ্বনিপূর্ণ। 'বাহিরে শুধু একটানা হুসহুস জলের শব্দ।' বিভূতি, ১৯২৯।

হুহু, **হুহুহু** [ধন্য] ১ বি উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মৃগীনা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ বিণ জোরে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এমন। 'মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল।' দর্পণ, ১৮১৯। ৩ বি মনোবেদনা জ্ঞাপক শব্দ। 'মন কেমন হুহু করচে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪। ৪ বিণ প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে এমন। 'হু হু শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪। 'হুহু করে হাওয়া আসে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ৫ বি ট্রেনের দ্রুতগতি নির্দেশক। 'রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহু শব্দে চলে যায় -' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হুহু করা ১ ক্রি উচ্ছ্বসিতভাবে হাসা। 'হুহু করে হেসে হেসে হল মৃগীনা।' মানিকরাম, ১৭৮১। ২ ক্রি দ্রুতগতিতে হাঁটাচলা করা। 'কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপন দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ ক্রি কাঁদা। 'হু-হু করে ওঠে প্রাণ মন করে উদাস-উদাস।' নজরুল, ১৯২৩।

হু হু করে/করিয়া ১ ক্রিণ দ্রুতগতিতে। 'মাথের ওপর তরকারির বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে।' প্যারী, ১৮৫৮। ২ ক্রিণ একের পর এক। 'হুহু করে এড়িপনের পর এড়িপন উঠে যাচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হুহু করে বেড়ানো ক্রি দ্রুতগতিতে হাঁটাচলা করা। 'কেউ বা বন্ধু-সঙ্গে কেউ বা একলা মধ্যপন দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হুহুহাস বি প্রবল বেগে বাতাসের শব্দ। 'হাওয়ার হুহুহাস।' মণীশ, ১৯৩৯।

হুহুহুরে ক্রিণ দ্রুতগতিতে। 'জামিদারদিগের সম্পত্তি হুহুহুরে নিলাম হইতে লাগিল।' হরথসাদ, ১৮৮৬।

হুহু, **হুহু**, **হু হু** [ধন্য] ১ বি তেরাঙ্গ, মৃদুতা বা যাতনাসূচক শব্দ। 'পড়ে মনটা কেমন হুহু করে উঠল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ২ বিণ অবিরাম হু ধ্বনি করে এমন। 'বাউ বৃক্ষের হু হু শব্দ বিষমভাবে কর্ণে আঘাত হয়।' কৃষ্ণকমল, ১৮৫৮। ৩ বি প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার শব্দ। 'বাতাস শুধু কানে/কাছে বহিয়া যায় হুহু।' রবীন্দ্র, ১৮৯০; 'তত্ত্ব বাতাস ধুলোবালি খণ্ডকট্টা উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ করে ছুটেছে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হুহুকার, **হুহুকার** [স হুহুকার] ১ বি চিৎকার। 'হুহুকার ছাড়িয়া কাম বান গোটা তোর।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি হুম হুম শব্দ। 'লাঠীয়ালাগনের হুহুকার।' মশাররক, ১৮৯০। ৩ বি গর্জন। 'হুহুকারের শব্দ হল, ফেনারূপ হয়ে গেল/ নীর-পাথীর :নাই ভাসলেন নিরন্তর।' লালন, ১৮৯০।

হুহুকারধ্বনি [স হুহুকারধ্বনি] বি গর্জন। 'রণবাদ্য, পঞ্চবাদ্য, ও

হুহুকারধ্বনি।' মাইকেল, ১৮৫৯।

হুহুকারা ক্রি গর্জন করা। 'হুহুকারি ক্রি গর্জন করে।' নন্দ যবে বাহিরায় হুহুকারি সিঁকু-অভিমুখে বীরদর্পে।' মাইকেল, ১৮৬০।

হুহুি সর্ব তার। 'হুহুি অরজল অপজঙ্গ অপকার।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হুঁ বি মস্তবিশেষ। 'অকট হুঁ ভব ইঅপা।' চর্যা ৩৯, ১২০০।

হুশ বি প্রাচীন ভারতের উত্তরাঞ্চলে বাস করতো এমন একটি জাতি। 'শক, জাট, হুশ প্রভৃতি অনভ্য জাতিয়েরা ... সিঁহনদের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

হুন বি স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। 'সমুদ্রের দর দশ সহস্র হুন হইবে।' চন্দ্রচরণ, ১৮০৫।

হুশ হাপ হুশ দাপ [ধন্য] বি ক্রমাগত উচ্চ শব্দ। 'হুশ হাপ হুশ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে।' ভারত, ১৭৬০।

হুম হাম থুম থাম [ধন্য] বি ক্রমাগত ভীষণ গর্জন। 'হুম হাম থুম থাম থাম থাম শব্দ ভাষিছে।' ভারত, ১৭৬০।

হুরা ক্রি আলোড়িত করা। 'রসে হুরিআ মণে।' বড়ু, ১৪৫০।

হুচিমা [স] বি হৃদয়ের ছবি। 'নাটকের উদ্দেশ্য হুচিমা।' বক্রিম, ১৮৮৭।

হুত [স] বিণ জুড়িত। 'এইরূপ দারুণ অবিচারের পর তাঁহার সর্বব হুত হইল।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

হুতবাহ্য [স] বি হারানো বাহ্য। 'রোগ ভাল হয়ে হুতবাহ্য পুনরুদ্ধারের আশা থাকে।' বেগম, ১৯৫১।

হুত-পৌরব [স] বি হারানো মর্যাদা। 'নুহে নাও একে একে/ তোমাদের হুত-পৌরব।' মাহেন্দ্র, ১৪৪৯।

হুতচর্ম [স] বিণ চামড়া ছাড়ানো হয়েছে এমন। 'দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হুতচর্ম বাগির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্তক দড়িতে বুলিতেছে।' রবীন্দ্র, ১৮০৭।

হুতদীপ্তি [স] বিণ অনুজ্জ্বল। 'নিঃশেষে বেথানে শত হুতদীপ্তি আত্মার মিছিল।' শ্যামসুর, ১৯৫৯।

হুতদ্রব্য [স] বি হরণ হয়ে যাওয়া দ্রব্য। 'বিলম্ব হইলে হুতদ্রব্য এবং আঘাতপ্রাপ্ত দুইদিগকে পাওয়া কঠিন।' এডুকেশন, ১৮৭৩।

হুতমণি [স] বিণ মণিহার। 'যেন কোনো রূপকথার হুতমণি অন্ধ অজ্ঞার ... ছুটে আসে।' নীরেন, ১৯৫৫।

হুতযৌবনা [স] বিণ বিগতযৌবনা। 'হুতযৌবনা জোলেবার এক মুহুর্তে পূর্বকথাপ্রাপ্তি।' আনিস, ১৯৬৪।

হুতসর্ব্ব, **হুতসর্ব্ব** [স] বিণ নিঃশব্দ। 'বাহু যখন হুতসর্ব্ব হইলেন ...।' ভবানী, ১৮২৮; 'তমনি হুতসর্ব্ব রায়তদের সম্পূর্ণ সমর্থনও ...।' আনিস, ১৯৬৪।

হুতসামর্থ্য [স] বিণ অক্ষম। 'সর্ব্ব ... আজ্ঞপ্রত্যাহীনতা, হুতসামর্থ্য প্রণালকদের নির্বাহে অনুসরণ।' শিব, ১৯৫৬।

হুতস্বার্থ [স] বিণ স্বার্থ হরণ করা হয়েছে এমন। 'আমি হুতস্বার্থ তাই সূর্য কেন্দ্রভ্রাত।' বৃহৎ, ১৯৪৩।

হুতবাহ্য [স] বিণ অনুহু। 'আমাদের সমাজে শতকরা নব্বইজন মেয়ে হুতবাহ্য।' বেগম, ১৯৫৭।

হুতা [স] বিণ অপহুতা। 'রাবণ কর্তৃক সীতা হুতা হইলেন।' প্যারী, ১৮৬০।

হুতাবশিষ্ট [স] বিণ জুড়িত হওয়ার পর অবশিষ্ট আছে এমন।

‘হৃদাংশি ওয়া-কৃৎ-সম্পত্তিগুলিও ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না।’ মোহাম্মদী, ১৯৩২।

হৃদ, **হৃৎ** [স হৃৎ, হৃদ] ১ বি বহুবচন। ‘হৃদের কাঙ্ক্ষা তোর করিবে খণ্ড খণ্ড।’ বড়ু, ১৪৫০। ২ বি হৃদয়। ‘হৃদ চক্ষে জগৎ দেখন্ত হ্রানে বসি।’ অলাভল, ১৬৮০; ‘নাভিতে ব্রহ্মা, হৃদে বিষ্ণো।’ আভ্যাসিয়া, ১৭৪৩; ‘হ্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।’ রামহ্রসাদ, ১৭৮০।

হৃৎকমল [স] বি হৃদয়রূপ পদ্ম। ‘হৃৎকমলে ধ্যান কালে।’ রামহ্রসাদ, ১৭৮০।

হৃৎকম্প [স] বি ভয়জনিত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ‘শঙ্কু-শাসিত সযন্ত্রের বিষময় চরম ফল মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।’ অক্ষয়, ১৮৪৯; ‘তাহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল।’ বিদ্যা, ১৮৬৩।

হৃৎকম্পন [স] বি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। ‘পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।’ রবীন্দ্র, ১৯২৩; ‘নিশাচরের ডানার আপট ... নিশীথারী হৃৎকম্পনের মতো।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হৃৎপদ্ম [স] বি হৃদয়রূপ পদ্ম। ‘হবে অঙ্গের আমাকে হৃৎপদ্ম ধরে।’ সুখীন্দ্র, ১৯৪১।

হৃৎপিণ্ড [স] বি অন্তর। ‘হিন্দুর হৃৎপিণ্ডের সাত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ।’ বঙ্কিম, ১৮৮২।

হৃৎপিণ্ড [স] বি বুকের মধ্যে স্পন্দনশীল রক্তসঞ্চালক অঙ্গ। ‘হৃৎপিণ্ড বা হৃদযন্ত্রকে বিকল করে।’ অক্ষয়, ১৮৪৬।

হৃৎপিণ্ডদুর্বল [স] বি দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন। ‘হৃৎপিণ্ডদুর্বল মানুষের ক্ষতি হতে পারে?’ ওয়ালী, ১৯৬৪।

হৃৎবস্ত্র [স] বি হৃৎপিণ্ড। ‘কাঁপে হৃৎবস্ত্র তার।’ সুকান্ত, ১৯৪৮।

হৃৎস্পন্দন [স] বি হৃৎপিণ্ডের ক্পন্দন। ‘একটি সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বস্ত্রের উপর এসে আঘাত করলে লাগল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হৃদকমল [স হৃৎকমল] বি হৃদয়রূপ পদ্ম। ‘হৃদকমলে সে রূপ বলক দিবে।’ লালন, ১৮৯০।

হৃদকম্প [স হৃৎকম্প] বি ভয়জনিত হৃদস্পন্দন। ‘মেঘের গর্জন তনলে মহাবীর পুরুষেরও হৃদকম্প হয়।’ মাইকেল, ১৮৬১।

হৃদকোষ [স হৃৎকোষ] বি হৃদয়। ‘হৃদয়-পদ্ম-মণ্ডাল সম্ভারে বল হৃদকোষে।’ সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

হৃদক্রিয়া [স হৃৎক্রিয়া] বি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া। ‘পটাশিয়াম ব্রোমাইড প্রয়োগে হৃদক্রিয়ার হ্রাস হয়।’ জগদীশ, ১৯২৬।

হৃদপঙ্কজ [স হৃদপঙ্কজ] বি অন্তরের অন্তঃকল। ‘তাহার পাঠকগণের হৃদপঙ্কজ হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন উচ্ছ্বসিত।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হৃদতা [স হৃদ্যতা] বি বহুভূত। ‘আছেই নবাবজাদার সঙ্গে এ দুহার বড় এক হৃদতা হইল।’ রামরায়, ১৮০১।

হৃদন্তর [স] বি মর্মস্থল। ‘তব প্রেম অহি দহলে মম হৃদন্তর।’ ফয়জুল্লাহ, ১৮৭৬।

হৃদপদ্ম [স হৃৎপদ্ম] ১ বি (হিন্দু তন্ত্র) মন্দিরের অন্যতম চক্র, এর অবস্থান বক্ষঃ কণ্ঠস্থ; মণিপুত্র। ‘হৃদ পদ্ম নির্মিত আছে পদ্ম দলে।’ চন্দ্র, ১৫৫০। ২ বি হৃদয়রূপ পদ্ম। ‘অমাত্যের বাক্যে কর্তার হৃদপদ্ম প্রফুল্ল হইল।’ ভবানী, ১৮২৫।

হৃদপদ্মবাসী [স হৃৎপদ্মবাসী] বি হৃদপদ্মে বা কেন্দ্রে বাস করে এমন। ‘রোমের হৃদপদ্মসম্বৎ ও হৃদপদ্মবাসী ছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হৃদপদ্মসম্বৎ [স হৃৎপদ্মসম্বৎ] বি কেন্দ্রস্থলে জন্মগ্রহণ করেছে এমন। ‘রোমের হৃদপদ্মসম্বৎ ও হৃদপদ্মবাসী ছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হৃদপদ্মাসন [স হৃৎপদ্মাসন] বি হৃদয়রূপ পদ্মাসন। ‘আবির্ভূতা হৃদপদ্মাসনে।’ রব, ১৮৫৮।

হৃদ-পেশী [স হৃৎপেশী] বি হৃদয়দেশ। ‘আর করে কবি হৃদ-পেশী।’ নজরুল, ১৯২৬।

হৃদবিদারণ [স হৃদবিদারণ] বি মর্মযন্ত্রণা। ‘ইহারি লাগিয়া হৃদবিদারণ।’ রবীন্দ্র, ১৯০৬।

হৃদবিপ্লব [স হৃদবিপ্লব] বি মানসিক আন্দোলন। ‘হৃদবিপ্লবের পত্নীতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাভ্রমর।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

হৃদবিলাসিনি [স হৃদবিলাসিনী] বি স্ত্রী মন নিয়ে খেলা করে এমন। ‘হৃদবিলাসিনি তোমার চিন্তা কি?’ গীতবন্ধু, ১৮৬৬।

হৃদবিহারী [স হৃদবিহারী] বি হৃদয়ে বিচরণকারী। ‘হৃদবিহারী কোথায় হরি/পিপাসী-প্রাণ তোমায় চায়।’ গিরিশ, ১৮৮৩।

হৃদবোধ [স হৃদবোধ] বি হৃদয়ের ভাবানুভূতি। ‘আমার সুন্দর হৃদবোধ আছে।’ তারিণী, ১৮০৩।

হৃদমাকার [স হৃদমাকার] বি মনের মাক। ‘বে গৌর সেই পৌরাস/হৃদমাকারে আছে পৌরাস।’ লালন, ১৮৯৮।

হৃদযন্ত্র [স হৃদযন্ত্র] বি হৃৎপিণ্ড। ‘রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে হৃদযন্ত্রের পরিবর্তন হয়।’ জগদীশ, ১৯২৬।

হৃদ-যমুনা [স হৃদযমুনা] বি হৃদয়রূপ যমুনা। ‘বইবে উজান হৃদ-যমুনার।’ নজরুল, ১৯৩৩।

হৃদয়মন্ত্র [স] বি হৃদযন্ত্র; হার্ট। ‘হৃদয়মন্ত্র বিকল হতে পারে ছিল এমন ভয়।’ রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হৃদরোগ [স হৃদরোগ] বি হৃৎপিণ্ডের অসুখ; হার্ট ডিজিজ। ‘এ ব্রাহ্মসেবক হৃদে - হৃদরোগ।’ প্রমথ, ১৯১৮।

হৃদরোগী [স হৃদরোগী] বি হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। ‘হৃদরোগীদের ওয়ার্ডের ওপর উড়ে এল দুটো কাদুনে বোমা।’ হাফিজুর, ১৯৫৩।

হৃদগত, **হৃদগত** [স] বি মনোগত। ‘শিষ্টাশ্রম হৃদগত নহে, কেবল টাকার জন্য।’ কৃষ্ণজীবনী, ১৮৮৫; ‘তাহাদের ভাব-সকল হৃদগত করিত।’ হরপ্রসাদ, ১৮৮৬।

হৃদবিকাশ [স] বি হৃদয়ের বিকাশ। ‘ভক্ত-হৃদবিকাশ প্রাণবিমোহন নব নব তব প্রকাশ।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হৃদ-বৃত্ত [স] বি মর্মস্থান। ‘বিশেষ-চর হৃদিকা তোলে দেশের হৃদ-বৃত্তে।’ সুকান্ত, ১৯৪৮।

হৃদবিদ্ধ, **হৃদবিদ্ধ** [স] বি বক্ষবিদ্ধ। ‘তিনি পৌরাণবাদ শ্রবণে, হৃদবিদ্ধ সিংহের ন্যায় ...।’ বঙ্কিম, ১৮৮৭।

হৃদবোধ, **হৃদবোধ** [স] বি হৃদয়-অনুভূতি। ‘দিগ্বাঙ্গের হৃদবোধ হইল যে, প্রাণিণী আসিয়াছেন।’ বঙ্কিম, ১৮৬৫।

হৃদ্য [স] বি হৃদয়গ্রাহ্য। ‘কর্মপ্রণালীকে অত্যন্ত হৃদ্য এবং ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার জন্য ... মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হৃদ্যতা [স] ১ বি আন্তরিকতা। ‘তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।’ রবীন্দ্র, ১৮৯৫। ২ বি সৌহার্দ্য। ‘সে তাহার স্বাভাবিক হৃদ্যতা লইয়া যাতায়াত করিত।’ রবীন্দ্র, ১৯০২। ৩ বি বহুভূত। ‘উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার পথ ছিল।’ রবীন্দ্র, ১৯০২।

হৃদ্যতাবিহীন [স] বি আন্তরিকতাহীন। ‘পরের কাছ হইতে

হৃদ্যাবিহীন দান লইবার একটা মন্ত লাজনা এই ...।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হৃদ্রোগ, হৃদ্রোগ [স] বি মনোবেদনা। 'হৃদ্রোগ-কাম তার তবকালে হয়ে ক্ষয়।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০। ২ বি হৃদ্রোগের অসুস্থতা। 'আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

হৃদ [স হৃদ্য] বি জলাশয়। 'এই হৃদে তব তিহো কৈল চিরকাল।' মাল্যধর, ১৫০০।

হৃদয় [স] ১ বি মন। 'হৃদয়ে রাখিছ বড়ায় আঁকার বচনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি বন্ধুত্ব। 'তখন ঘুটাইল কাটা হৃদয়ের হার।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি মর্মস্থল। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি।' রবীন্দ্র, ১৯০৫। ৪ বি প্রাণ; অন্তর। 'সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি যারে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

হৃদএ [স হৃদয়] বি হৃদয়। 'আপণেছি গুণ কাছাছি আপন হৃদএ।' বড়ু, ১৪৫০।

হৃদএ [স হৃদয়] বি মন। 'হৃদএ জাণিল তবৈ নিলেক মুরারী।' বড়ু, ১৪৫০।

হৃদয়-অঞ্জলি [স] বি হৃদয়ের অঞ্জলি; নিবেদন। 'হৃদয়-অঞ্জলি হতে মোম। গুণো ভূমি নিরুপম, হে ঐশ্বর্যবান, তোমারে যা দিয়েছি সে তোমারি দান।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হৃদয়-অন্ধকার [স] বি হৃদয়ের গোশন জায়গা। 'নতুন সৃষ্টি প্রকাশ হবে কী পোরবে হৃদয়-অন্ধকারে।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

হৃদয়-আঁধি [স হৃদয়-আঁধি] বি হৃদয়রূপ আঁধি। 'হৃদয়-আঁধির সাপ হতে মোর করো না গো নিরাশ মোরে।' নজরুল, ১৯৩০।

হৃদয়-আকাশ [স] বি হৃদয়রূপ আকাশ। 'সচরিত্র সাধুদিগের হৃদয়-আকাশ পূর্ণ করিতেছে।' অক্ষয়, ১৮৫০।

হৃদয়-আগার [স] বি মনের প্রান্ত। 'দিছি স্বপ্ন-সাগিবরে হৃদয়-আগারে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হৃদয়অভিনা বি হৃদয়ের প্রান্ত। 'আমার হৃদয়অভিনাতে/ খেলবি মা তুই দিনে রাতে।' নজরুল, ১৯৩৫।

হৃদয়-আরশি বি হৃদয়রূপ আরশ। 'বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে চিহ্ন কিছু পড়েছিল এসে নিশাসরেখাছায়া?' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হৃদয়-আসন [স] বি হৃদয়রূপ আসন। 'এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে, কেঁদে মরে শুধু বাসনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হৃদয়-আসনে ক্রিবিগ অন্তরের মধ্যখানে। 'মনে মনে, হৃদয়-আসনে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হৃদয়-আসীনা [স] বিগ ক্রী হৃদয়ে অবস্থিত। 'থাক হৃদয়-আসীনা অন্তরের মাথখানে যে বাজায় বীণা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

হৃদয়-ঈশ্বরী [স] বি ক্রী প্রণয়িনী। 'ভূমি মম হৃদয়-ঈশ্বরী।' গিরিশ, ১৮৯৬।

হৃদয়-উৎসব [স] বি হৃদয়ের লেনদেন অর্থাৎ প্রীতিপূর্ণ উচ্ছাসময় কথার আদান-প্রদান। 'লোকমুখে চলে আমাদের উভয়ের হৃদয়-উৎসব।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

হৃদয়-উদ্বোধন [স] বি মনের উদ্ভীপনা। 'ঐ একটুখানি বালক হরিশালের হৃদয়-উদ্বোধনের পক্ষে যেন শোনার কাঠির মতো।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হৃদয়-উপকূল [স] বি হৃদয়রূপ বেলাভূমি। 'সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিষ্ঠুর হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া

ভাঙিয়া পড়ে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হৃদয়গম [স] বি উপলব্ধি। 'এই গৌফওআলা পাশোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়গম হত এমন আমার বোধ হয় না।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হৃদয়কক্ষ [স] বি হৃদয়রূপ কক্ষ। 'রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে ভিমিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

হৃদয়কন্দর [স] বি হৃদয়ের গহ্বর। 'সেই সিংহ বসুক জীব হৃদয়কন্দরে।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হৃদয়-কবর বি হৃদয়রূপ সমাধি। 'এ জনের মতো আমার হৃদয় কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হৃদয়কবাত [স] বি হৃদয়রূপ কবাত। 'তিনি আমাদিগের হিতে নিমিত্ত হৃদয়কবাত উদ্ভাটন পূর্বক ...।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হৃদয়কমল [স] বি হৃদয়রূপ পদ্ম। 'হৃদয়কমলে বসে কর স্তম্ভকাশ মানিকরাম, ১৭৮১।

হৃদয়-কাড়া বিগ হৃদয় হরণকারী। 'সে কি ভাবে গোশন 'র' লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

হৃদয়কানন [স] বি হৃদয়রূপ উদ্যান। 'প্রকালিত দাবানল হৃদয় কানন দগ্ধ করতেনিহন।' উমেশ, ১৮৫৭।

হৃদয়কুঞ্জ [স] বি হৃদয়রূপ কুঞ্জ। 'নিবিড়নন্দিত প্রেমকল্পি হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

হৃদয়কুঞ্জবিতান [স] বি হৃদয়রূপ কুঞ্জবন। 'নিবিড়নন্দিত প্রেমকল্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হৃদয়কুটির [স] বি হৃদয়রূপ কুটির। 'এখনো কাঁদিয়ে রা-হৃদয়কুটিরে।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হৃদয়কুসুম [স] বি হৃদয়রূপ ফুল। 'হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হৃদয়কোমর [স হৃদয়+ফা কমর] বি হৃদয়রূপ কোমর। 'বা শৌর্যবরে হৃদয়কোমর।' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

হৃদয়কোরক [স] বি হৃদয়রূপ কলি। 'শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোর প্রথম অভিমত সূর্যাসমীপে ফুটাইয়া হাসিল।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

হৃদয়কৃত [স] বি মনের কৃত। 'কালের সীতল প্রলেপে সেই হৃদয়কৃত পুরিয়া উঠিতে লাগিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

হৃদয়ক্ষেত্র [স] বি অন্তর; হৃদয়রূপ ক্ষেত্র। 'হৃদয়ক্ষেত্রে ঐরূপ বিখ্যাত বীজ।' প্রচ্যকর, ১৮৯৯।

হৃদয় খোলা ক্রি মন উজাড় করা। 'গান গাই হৃদয় খুলিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হৃদয়গণন [স] বি হৃদয়রূপ আকাশ। 'আমার হৃদয়গণন পুরি তোমার চরণকিরণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯। 'তব হৃদয়-পগনে আঁ তপন-যথা।' বৃদ্ধ, ১৯৩২।

হৃদয়গণনভাঙ্কর [স] বি হৃদয়রূপ আকাশের সূর্য। 'তিমিরতিরঙ্ক হৃদয়গণনভাঙ্কর।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হৃদয়গত [স] বিগ মর্মস্থ। 'ততকাল সর্বসাধারণের হৃদয়গত কখন হইতে পারে না।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হৃদয়গম্য [স] বিগ যথগম্য। 'হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতা কাজ।' রবীন্দ্র, ১৯০৩।

হৃদয়গহন [স] বি হৃদয়ের অভ্যন্তর। 'অপ্রত বীণি হৃদয়গহন

বাজে।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

কদমণ্ড [সি] বি মনোবৃত্তি। 'সংজ্ঞাত কদমণ্ডগণের জন্য রানি বেজায়া ইরোজগের সাহায্য করেছিলেন।' মহাশেখা, ১৯৫৩।

কদম-কুহা [সি] বি কদমের অন্তর্য। 'বাহির হয়ে এলো যে কদম-কুহার নাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কদম্মাহিতা [সি] বি মানসিক আকর্ষণ। 'ভাঁড়ামির বেশ একটা কদম্মাহিতা আছে বটে।' জীবন, ১৯৩২।

কদম্মাহিত্ত [সি] বি চিত্তাকর্ষকতা। 'বর্ণনার কদম্মাহিত্ত সমানই আছে।' হরতাল, ১৮৭৮।

কদম্মাহী [সি] বি কদমের আকর্ষণ করে এমন; চিত্তাকর্ষক। 'ইতরেজী বাসলা সংবাদ পত্রিকায় কদম্মাহী এবছর সফল প্রকাশ হইতছে।' মশাররক, ১৮৮৯।

কদম-ঘর [সি] বি কদমরূপ ঘর; অন্তর। 'তুমি নিজে বাঁটিয়া থাকিবার তাগিদেই কদম-ঘরের বহির্মুখী বাতায়নগুলি বন্ধ করিয়া হুহুত একান্তই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত।' শ্যামসুন্দরী, ১৯৪৮।

কদমঘাট [সি] বি কদমের প্রান্ত। 'কদমঘাটে একটু থেকে অমনি সে যায় সরে।' নবরত্ন, ১৯০৫।

কদমসম [সি] বি উপলব্ধি। 'আমরা যে তাঁহারই অনুগামী তাহা প্রতিফল প্রতিকার্যে কদমসম করিতেছি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

কদমসমা [সি] বি স্ত্রী প্রদায়িকা। 'অকোষে যে স্বামী সেবা করে, সেই স্ত্রী তাঁহার ধর্মতাগিনী ও কদমসমা হয়।' গৌর, ১৮২২।

কদমচকোর [সি] বি চকোর পাখির মতো তৃষ্ণাক্ত কদম। 'কদমচকোর চাবে হাসির কিরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

কদম-মরি করা [সি] বি মন জয় করা। 'সমস্ত গ্রামের কদমখানি মুচি করিয়া ...' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

কদমচুড়া [সি] বি কদমের চুড়া। 'ধাকি মানবের কদমচুড়ার নাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কদমচোর [সি] বি মন হরণকারী। 'ঐ কদমচোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

কদমজয় [সি] বি মনোহরণ। 'কদমজয়ের সুতীক্ষ্ণ ক্রমতাত্ত্বিক একজন পুরুষের উপর শাবিত করিবার ইচ্ছা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

কদমজয়ী [সি] বি কদম জয়কারী। 'হাজার নরনারীর কদমজয়ী কুসুম।' মানিক, ১৯৩৬।

কদমজোয়ার [সি] বি কদম+জোয়ার। বি মনের উচ্ছাস। 'কদমজোয়ারে ভেঙে যায় সঙ্কট।' সূতাব, ১৯৪০।

কদমজ্বালা [সি] ১ বি মনোবেদনা। 'পুঁছিনু সীরাঙ্গ, নয়নের ধার, নিশালায় সবি কদমজ্বালা।' রবীন্দ্র, ১৮৩০। বি কদমের আভন। 'এস বুকে - গ্লিঙ্ক আলিনেস এ দীপ্ত কদমজ্বালা করহ নির্বাপন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

কদম-ডাড়া [সি] বি কদম+ডাড়া। বি কদমরূপ ডাড়া। 'অমিটের কদম-ডাড়া ফটল ধরিয়ে দিলে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কদমতত্ত্ব [সি] বি কদমরূপ সূতা। 'তাহার বিভিন্ন সখসুত্রতত্ত্ব লৌহদণ্ড নড়ে, ডাড়া কদমতত্ত্ব।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

কদমতত্ত্ব [সি] বি কদমরূপ শীঘ্র তার। 'সকল কদমতত্ত্ব বেন মলমল বাজে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কদমতত্ত্বী [সি] ১ বি কদমবীণা। 'কদমতত্ত্বী বেগুন রাশে বাজিয়া

উঠে।' মশাররক, ১৮৮৫। ২ বি কদমবীণার তার। 'শ্রুণ হয়ে আসে কদমতত্ত্বী, বীণা খসে যায় পড়ি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কদমতত্ত্বনী [সি] বি কদমরূপ নোকা। 'ভাসিয়ে দিয়েছে কদমতত্ত্বনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

কদমতত্ত্বক [সি] বি কদমরূপ গাছ। 'কদমতত্ত্বক শাখা শাখা আলোকলতা জড়িয়েছে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

কদমতত্ত্ব [সি] বি কদমের তলদেশ। 'বুলিয়া সেহিনু কদমতত্ত্ব, সেসব ভাবিয়া ফেলিবা না বালা, তথু এক কৌটো নয়নকল।' রবীন্দ্র, ১৮৭৬। 'তার আভাষণ ফেলে কতু ছাড়া তোমার কদমতত্ত্ব?' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

কদমতীর [সি] বি কদমের সন্নিহিত। 'কাবার কদম থেকে এক পথ চলে এলো আমার কদমতীরে।' মনোহর, ১৯৪৯।

কদমতোষিকা [সি] বি কদম তোষণকারী। 'স্ত্রী লেখাপড়া শিকে ও চির কদমতোষিকা হল, তার বিশেষ তথির কন্তে হবে।' হুতাশ, ১৮৬১।

কদমতোষিনী [সি] বি স্ত্রী কদম তোষণকারী; কদম ভূষিকা। 'এদের মধ্যে একটিই আমার কদমতোষিনী হবেন।' মাইকেল, ১৮৭৩।

কদম-দরবু [সি] বি অন্তর। 'আর দেশী ভাষার বদনেশী কদম-দরবারে বেসনি হাত পাতিলাম, অমনি ...' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

কদম-দল [সি] বি কদমের পাগড়ি। 'আজি বুলিচো কদম-দল পুঁছিয়া।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

কদমদান [সি] বি কাউকে মন সমর্পণ করা। 'সন্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই কদমদানের সুর ভেঙ্গে বাই অভ্যাসেই।' বিষ্ণু, ১৯৩৭।

কদমনিগুবিজয় [সি] বি মন জয়। 'করিতে কদমনিগুবিজয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

কদমদুয়ার [সি] বি কদমের ঘর। 'পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুকনয়নে/ কদমদুয়ারে এসে দেখে বেলে বার।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

কদমদুর্গ [সি] বি কদমরূপ দুর্গ। 'নতুন করে কদমদুর্গের ঘরোয়াটন হল দু'জনের।' নরেন্দ্র, ১৯০০।

কদমদেবতা [সি] বি কদমের অধিষ্ঠিত দেবতা। 'কদমদেবতা রয়েছে গ্রামে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

কদম-দেখ [সি] বি অন্তর। 'কি বেদনা, মরি, ওমরি ওমরি উঠিছে তোমার কদম-দেখে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১১।

কদমদৌর্বল্য [সি] বি মনের দুর্বলতা। 'কদমদৌর্বল্য স্বপ্ন অর্জুনেরও ছিল।' প্রমথ, ১৯২০।

কদমদার [সি] বি মনের দরজা। 'অহংকার কদমদার রয়েছে কোথিয়া হে - আপন হতে আপনার, মোরে রক্ষা করে হে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮।

কদম-ধন [সি] বি কদমরূপ ধন। 'কেনই বা তুলিয়া তোমায়/ কে তুলে কদম-ধনে।' জ্যোতিরিন্দ্র, ১৮৮৩।

কদম-ধনু [সি] বি কদমরূপ ধনুক। 'কদম-ধনুর দৃষ্ট কঠিন হিঙ্গা দিলে দিলে শিখিল হন।' নীরব, ১৯৫৪।

কদমধর্ম [সি] বি কদমের শাবিক প্রদান। 'কদমধর্ম।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬।

কদমধর্মী [সি] বি কদমদান। 'মেয়েরা কদমধর্মী।' বেগম, ১৯৪৮।

কদম-নাথ [সি] বি প্রাপণ। 'আজি মোর ঘরে আইল কদম-নাথ।'

রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হৃদয়নাশা [স] বিঃ চিত্তবিনাশী। 'জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হৃদয়নিধি [স] বিঃ হৃদয়ের গচ্ছিত ধন। 'আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে একজন পরের হাতে সমর্পণ করবে।' মাইকেল, ১৮৬১।

হৃদয়শীর্ণ [স] বিঃ হৃদয়রূপ জলাশয়। 'যদি ডেরিয়া লইবে কুন্ড, এসো ওগো, এসো মোর হৃদয়শীর্ণের।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হৃদয়শপট [স] বিঃ হৃদয়রূপ পর্দা। 'কুন্ড হৃদয়শপটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হৃদয়শতভী [স] বিঃ মনরূপ পাখি। 'আমার হৃদয়শতভী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৪।

হৃদয়শব্দ [স] বিঃ হৃদয়রূপ শব্দ। 'এবজ্ঞনা ও অপরাধের অনিষ্ট ঘটনার অসহ্যতা ভাবিয়া হৃদয়শব্দ সর্বদা বিকসিত হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৯।

হৃদয়-পাখি [স] হৃদয়রূপ পাখি। 'হৃদয় রূপ পাখি। 'মোর হৃদয়-পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮।

হৃদয়-পাতা [স] হৃদয় বিছিয়ে দেওয়া। 'সে' চলতে পারে দলবে বসে/পথে হৃদয় পেতে থাকি।' নজরুল, ১৯৩৫।

হৃদয়পাত [স] বিঃ হৃদয়রূপ পাত। 'হৃদয়পাত সুধায় পূর্ণ হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদয়পুর [স] বিঃ অন্তর। 'অপরূপ, তোমার রূপের লীলায়/জাগে হৃদয়পুর।' রবীন্দ্র, ১৯১০।

হৃদয়প্রদানক [স] বিঃ চিত্তাকর্ষক। 'অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রদানক আনন্দ আছে বটে।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

হৃদয়প্রাণবীণী [স] বিঃ ঐ হৃদয় প্রাণবানকারী; হৃদয় অধিকার করে নেয় এমন। 'মৃত্যু নয় - যৌবনপ্রতিভা, নারী হৃদয়প্রাণবীণী।' বঙ্কিম, ১৮৭১।

হৃদয়বন [স] বিঃ হৃদয়রূপ বন। 'অজানা হৃদয়বনে উঠেছে উজ্জ্বল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হৃদয়বন্ধু [স] বিঃ প্রাণের দোসর। 'হৃদয়বন্ধু, তুমি গো বন্ধু মোর।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদয়বল [স] বিঃ মনের জোর। 'কাঁপে অবাধ্য হৃদয়বল অবিরত।' নৃপাত, ১৯৪৮।

হৃদয়বল্লভ [স] বিঃ প্রাণপ্রিয়; হৃদয়ের স্বামী। 'তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'হে লিপ্সি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্তে হইতে আসিয়াছ।' শ্রীমদ্রবী, ১৮৬০।

হৃদয়-বাঁশি [স] হৃদয়+বাঁশি। বিঃ হৃদয়রূপ বাঁশি। 'শতছন্দ্রিম এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে বাজাই সতত।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হৃদয়-বাতায়ন [স] বিঃ মনের জানালা। 'ঝরোখা সব খুলে যেত হৃদয়-বাতায়নে।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হৃদয়বান [স] ১ বিঃ দরদি। 'যথার্থ হৃদয়বান লোক যদি থাকেন, তাঁহার একবার একবাক্য বলুন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ২ বিঃ উদারচিত্ত। 'বড় হৃদয়বান বাদশী।' হুমায়ুন, ১৯৭২।

হৃদয়বায়তা [স] বিঃ মনের কথা। 'মুহুর্তে মুখিয়া নিতে হৃদয়বায়তা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হৃদয়বাসনা [স] বিঃ মনের ইচ্ছা। 'লৌকাণ্ডলা রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হৃদয়বাসী [স] বিঃ হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'আমর হৃদয়বাসী কোন

গৃহস্থে তার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দিতেছিল।' রবীন্দ্র, ১৯০৯; 'ওগো আমার হৃদয়বাসী/আজ কেন নাই তোমার হাসি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদয়বাহিনী [স] বিঃ হৃদয়ে সঞ্চারিত। 'হৃদয়বাহিনী দয়া ভেতমনি নিমগ্নাধীনি।' সাধারণী, ১৮৭৫।

হৃদয়বিদারক [স] বিঃ হৃদয়কে বিদীর্ণ করে এমন। 'এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হৃদয়বিদারণ [স] বিঃ মর্মস্পর্শী; দুঃখজনক। 'যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গলঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন।' বিদ্যা, ১৮৪৭; 'এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেরই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায়।' বিদ্যা, ১৮৬৩।

হৃদয়বিদীর্ণকারী [স] বিঃ হৃদয়বিদারক। 'হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার মরণ হইলে ... হৃদয়স্পর্শে উদ্ভূত হয়।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হৃদয়বিদ্রোহিনী [স] বিঃ ঐ হৃদয়কে দ্রবীভূত করে এমন। 'বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রোহিনী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮।

হৃদয়-বিলাসি [স] সখে-বিলাসি। বিঃ হৃদয়ে অবস্থানকারী। 'কম সোহ, তাজ রোহ, হৃদয়-বিলাসি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হৃদয়বিহঙ্গ [স] বিঃ হৃদয়রূপ পাখি। 'কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হৃদয়বিহীন [স] ১ বিঃ হৃদয়হীন; দয়া নেই এমন। 'হৃদয়বিহীন প্রাণসেবের আশ্রম গর্ভিত এ নগরের ঘোর কোলাহল ...।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭। ২ বিঃ নীরস। 'রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যক্ত সুরে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হৃদয়বীণা [স] বিঃ হৃদয়রূপ বীণা। 'নবীন কবি মানবের হৃদয়বীণার কোনো নুতন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছেন কিনা ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৮; 'বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হৃদয়বৃত্তি [স] ১ বিঃ মনের কার্যকলাপ। 'হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপন।' হরপ্রসাদ, ১৮৭৮। ২ বিঃ হৃদয়ের স্বভাবত প্রযুক্ত। 'যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হৃদয়-বেদনা [স] বিঃ মনের কষ্ট। 'শান্ত মেহ, নিষ্পন্দ নয়ন, ভূলে গেছে হৃদয়-বেদনা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হৃদয়-ব্যথা [স] বিঃ মনোবেদনা। 'তোদের হৃদয়-ব্যথা তাদের মরণ-গাথা কে গাইছে একত্র করিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হৃদয়ভরা [স] হৃদয়+ভরা। ১ বিঃ হৃদয় পূর্ণ করে যে। 'এসো হে এসো হৃদয়ভরা।' রবীন্দ্র, ১৯০৯। ২ বিঃ আত্মরিক্তাপূর্ণ। 'হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা।' নজরুল, ১৯২২।

হৃদয়ভরানো [স] বিঃ হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয় এমন। 'রাজার যে চোখভরানো হৃদয়ভরানো কান্তমধুর রূপ ...।' আইয়ুব, ১৯৭৩।

হৃদয়ভার [স] বিঃ হৃদয়ের ভার। 'তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।' রবীন্দ্র, ১৮৮৮।

হৃদয়ভারাক্রান্ত [স] বিঃ হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে এমন। 'হৃদয়ভারাক্রান্ত একটা ক্রান্তি।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হৃদয়ভিক্ষু [স] বিঃ হৃদয়রূপ ভিক্ষার। 'আমার হৃদয়ভিক্ষুরে/কেন ঘরে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

হৃদয়ভেদী

হৃদয়ভেদী [স] বিণ অত্যন্ত দুঃখজনক; মর্মস্পর্ষক। 'এতদেশেই যে এতদূর হৃদয়ভেদী ব্যাপারের ঘটনা হইয়াছে এমন নহে।' জঙ্কর, ১৮৫৪।

হৃদয়-মধুকর [স] বি হৃদয়রূপ মৌমাছি। 'হৃদয়-মধুকর খাইছে দিলি দিলি পাপল প্রায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হৃদয়মধ্যে [স] ক্রিবিণ হৃদয়ের মাঝখানে। 'তাহা চিরকালই হৃদয়মধ্যে যত্নপূর্বক নিহিত রাখা বিধেয়।' জঙ্কর, ১৮৫৬।

হৃদয়-মন [স] বি হৃদয় ও মন; সমস্ত অন্তর। 'সুখ পরীর হৃদয়-মনের অতিরিক্ত উদ্যমকে ঝটাইয়া আনন্দ লাভ করা খেদার উদ্দেশ্য।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হৃদয়মন্দির [স] বি মনের অভ্যন্তর। 'রোহিণী প্রেতিনী তেমনি নিবারণ গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উকিছুকি মারে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮।

হৃদয়মর [স] ১ ক্রিবিণ হৃদয়বাণী। 'কে যেন উন্মাদ-সম করে হাহাকার - সমস্ত হৃদয়মর ছুটিয়া আমার।' রবীন্দ্র, ১৮৮০। ২ বিণ প্রানবন্ত। 'এক নিমেষে ভূমি হৃদয়মর হবে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদয়-মরু [স] বি হৃদয়রূপ মরুভূমি। 'বর্ষদের অনূর্ব্বর হইল হৃদয়-মরু চহে।' নজরুল, ১৯২৯।

হৃদয়মাঝার [স] হৃদয়+স মাঝা- বি হৃদয়ের মধ্যস্থল। 'হৃদয়মাঝারে, রাখিবে হৃদয়ে।' রামকৃষ্ণ, ১৭৮০।

হৃদয়-মাঝে ক্রিবিণ হৃদয়ের গভীরে। 'হৃদয়-মাঝে যতটা চাই ততটা ফেন পুড়িয়া গাই।' রবীন্দ্র, ১৮৯০। 'এই বিশ্বের হৃদয়মাঝে যুগে আছে অনির্বচনীয়।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হৃদয়-মাধুরী [স] বি হৃদয়ের মধুরতা। 'আভাসমী লীলাবতী হৃদয়-মাধুরী।' গীন্দবত, ১৮৬৭।

হৃদয়মাদুর্য [স] বি হৃদয়ের মধুরতা। 'মেঘেরদের হৃদয়মাদুর্য ...।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হৃদয়মাহাত্ম্য [স] বি হৃদয়ের মহাব্যুৎসবতা। 'হৃদয় মাহাত্ম্যে যদি আমরা প্রেত হই, মনোমাহাত্ম্যে তো তোমরা বড়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

হৃদয়মুকুল [স] বি হৃদয়রূপ মূলকলি। 'বিকটোন্মুখ হৃদয়মুকুলি লইয়া বায়ীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আভাসময়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হৃদয়-মুগ্ধ [স] বি হৃদ্যগা। 'উঠবে আগনি বেজে ... হৃদয়-মুগ্ধবই তারে তারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হৃদয়রক্ত [স] বি হৃদয়ের রক্ত। 'তার হৃদয়রক্ত তরল আলতার শামিল।' প্রমথ, ১৯১২।

হৃদয়রক্তবাণ [স] বি হৃদয়ের রক্তিম রং। 'মম হৃদয়রক্তবাণে তব চরণ পিয়েছি রাতিয়া।' রবীন্দ্র, ১৮৭৭।

হৃদয়রঞ্জন [স] বিণ হৃদয়কে তৃপ্ত করে এমন। 'বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমাদের।' জঙ্কর, ১৮৪৮।

হৃদয়রমণ [স] বি প্রেমিক। 'অমনি রমণী, হেরি হৃদয়রমণে।' মাইকেল, ১৮৬০।

হৃদয়রাজ [স] বি হৃদয়ের রাজা। 'হৃদয়রাজ হৃদয়ে রাজিবে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হৃদয়রাজা [স] বি হৃদয়ের রাজা। 'দেখিছি আমার হৃদয়রাজারে।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হৃদয়রাণী [স] হৃদয়রাজ্ঞী বি হৃদয়ের অধীশ্বরী। 'ওগো আমার একমাত্র হৃদয়রাণী।' সত্য, ১৯২১।

হৃদয়লক্ষী [স] বি হৃদয়রূপ লক্ষী। 'আমাদের হৃদয়লক্ষী জগতের যে কুটুংখাড়ি হইতে যে শওগাৎ পায়।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হৃদয়-লতা [স] বি হৃদয়রূপ লতা। 'খুশায় লুটাইল হৃদয়-লতা।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হৃদয়লতিকা [স] বি ত্রী হৃদয়রূপ লতা। 'তাহার হৃদয়লতিকা চোতন অচেতন সকলকেই ঘেঁহের লগিতবেটনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৭।

হৃদয়লোভা [স] বিণ হৃদয় কামনা করে এমন। 'আমি গো শোভিকা নশর-পোতা ... হাজার হাজার হৃদয়লোভা।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদয়-শতদল [স] বি হৃদয় রূপ পত্র। 'হৃদয়-শতদল মাঝে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হৃদয়শতদলবাসিনী [স] বিণ ত্রী হৃদয়রূপ গাছে বসবাস করে এমন। 'ত্রী-সেবীমুখ হৃদয়শতদলবাসিনী।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হৃদয়শশী [স] বি হৃদয়রূপ চাঁদ। 'হৃদয়শশী হৃদয়গগনে উদিল মঙ্গল লক্ষিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হৃদয়শূন্য [স] বিণ হৃদয়হীন। 'দয়ামারাহীন এমন হৃদয়শূন্য আর কে কুতল সে আছে।' এডুকেশন, ১৮৮৬।

হৃদয়শেল [স] বি হৃদয়ের জন্য ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বিষয়। 'নির্বোধ মুখ যে, পিতামাতার হৃদয়শেল, সে যে নয়াময়।' মশারফক, ১৮৬৯।

হৃদয়শোণিত [স] বি বুকের রক্ত। 'রোমানলি নির্বাণ করিতে চাও? আছে মোর হৃদয়শোণিত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৯।

হৃদয়শুশান [স] বি হৃদয়রূপ শূশান। 'হৃদয়শুশান-মাঝে যুতযাণী যত।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

হৃদয়শবণ [স] বি হৃদয়রূপ কান। 'তনিতে তনিতে ছুড়ায় হৃদয়শবণ।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হৃদয়সংকোচ [স] বিণ হৃদয় সম্পর্কিত। 'সে শিক্ষা হৃদয়সংকোচ নয়।' মানিক, ১৯৩৫।

হৃদয়সমর্পণ [স] বি প্রেমনিবেদন। 'তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হৃদয়সমুদ্র [স] বি হৃদয়রূপ সমুদ্র। 'হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হৃদয়সম্পাদ [স] বি হৃদয়রূপ সম্পাদ। 'প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পাদ দিয়েছেন।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হৃদয়সর্ব্ব [স] বিণ প্রেমময়। 'আমার বাণী হৃদয়-সর্ব্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে।' নজরুল, ১৯২৪।

হৃদয়সাঁপ [স] বি হৃদয়রূপ সাপ। 'হৃদয়সাঁপের পূর্ণচন্দ্র।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হৃদয়-সিংহাসন [স] বি হৃদয়রূপ সিংহাসন। 'শত্রুতন ... প্রায় সকল লোকের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।' জঙ্কর, ১৮৫৪।

হৃদয়সুখা [স] বি হৃদয়রূপ সুখ। 'তরু বেন তায় আমার হৃদয়সুখা না পায় বিকার।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হৃদয়স্থিত [স] বিণ হৃদয়ে স্থিত। 'মনুষ্য হৃদয়স্থিত অজ্ঞানাত্মকার

বিনাশ হওয়াতে ... '। প্রভাকর, ১৮৪৭।

হৃদয়-স্পন্দন [স] বি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'কাঠবিড়ালীর হৃদয়-স্পন্দন ও তৃণ-উদ্ভেদের শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হৃদয়-স্পন্দী [স] বিণ হৃদয় স্পন্দিত হয় এমন। 'হৃদয়-স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা।' অচিন্তা, ১৯৫০।

হৃদয়-স্পর্শী [স] বিণ মনকে স্পর্শ করে এমন। 'হৃদয়-স্পর্শী'। জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ১৯৩৭; 'হ্যারিসন পরিভ্রমের প্রশংসা করিয়া হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করে।' মনসুর, ১৯৫৫।

হৃদয়বাণী [স] বি অন্তর্বাণী। 'সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়বাণী জীবনমরণগ্রন্থ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হৃদয়প্রোত [স] বি চিন্তাধারা; জনমত। 'দেশের হৃদয়প্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০৮।

হৃদয়হরণ [স] বিণ হৃদয় হরণকারী। 'ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ রাজা হৃদয়হরণ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'এই যে তোমার প্রেম ওণো হৃদয়হরণ।' রবীন্দ্র, ১৯০৯।

হৃদয়হরণি [স হৃদয়হরণী] বিণ ক্রী হৃদয় কেড়ে নেয় এমন। 'আমার তির লজ্জা তুমি হৃদয়হরণি।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

হৃদয়-হরণী [স] বিণ ক্রী হৃদয় হরণকারী। 'তোমার অন্তর বাজে হৃদয় মাঝে, হৃদয়-হরণী।' রবীন্দ্র, ১৯০৫।

হৃদয়হরা [স হৃদয়হরণ] বিণ হৃদয়কে হরণকারী। 'আলো হৃদয়হরা।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

হৃদয়-হারিণী [স] বিণ ক্রী হৃদয় হরণকারী। 'পুর্নিমা হোহা-সো মধুর হৃদয়-হারিণী।' সত্যেন্দ্র, ১৯২৪।

হৃদয়হীন [স] বিণ নিষ্ঠুর। 'কনককেশিনি, সেটা আয়ত্ত্ব কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্বরতা বলে বোধ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হৃদয়হীনতা [স] ১ বি নিষ্ঠুরতা। 'বাপের হারা হেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ।' রবীন্দ্র, ১৮৯১। ২ বি অনুভূতিহীনতা। 'আমাদের এইরকম হৃদয়হীনতার, গোলামি মনের পরিচয়।' নজরুল, ১৯২২।

হৃদয়াকাশ [স] বি হৃদয়রূপ আকাশ। 'কামিনী আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শশধর।' দীনবন্ধু, ১৮৬৩।

হৃদয়ানুগ [স] বি হৃদয়রূপ আকার। 'দর্শন সমান প্রকাশে হৃদয়ানুগ।' গিরিশ, ১৮৯৬।

হৃদয়ান্বিত [স] বিণ হৃদয়ের অধিক। 'হৃদয়ান্বিত ... ধর্ম্যরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া ...।' অক্ষয়, ১৮৫৫।

হৃদয়ানন্দ [স] বি মনের আনন্দ। 'হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দ্র, তুমি অগার প্রেমসিদ্ধ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৬; 'হৃদয়ানন্দের বিনিময়ে দেবতাকে ... পূজা করিত।' মানিক, ১৯৪০।

হৃদয়ান্তর [স] বি ভিন্ন হৃদয়। 'হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে তার মানসীকে বুঝে ফেরে।' নজরুল, ১৯৩১।

হৃদয়াকোণ [স] বি মানসিক অনুভূতি। 'তাহাতে নায়কের হৃদয়বেগের প্রবলতা কী প্রচণ্ড।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হৃদয়ান্তরায় [স] বিণ মন কেড়ে নেয় এমন। 'এহেন হৃদয়ান্তরায় তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না।' মুক্ততারা, ১৯৫২।

হৃদয়ানুগ [স] বি হৃদয়-সমুদ্র। 'তাহার মুখচন্দ্রমা নীরাক্ষ করিলে

হৃদয়ানুগি আনন্দে উবেল ইহায়া উঠে।' মশাররফ, ১৮৬৯।

হৃদয়ানুগ [স] বি হৃদয়রূপ অরণ্য। 'তাহা হৃদয়ানুগ হইতে বাহিরের বিধে প্রথম আগমনের বার্তা।' রবীন্দ্র, ১৯১২।

হৃদয়ানুতা [স] বি আবেগ। 'তম্বু অশিকা নয়, অতিমাত্রায় হৃদয়ানুতা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হৃদয়ানন্দ [স] বি হৃদয়রূপ আসন। 'বসিলে আজি হৃদয়ানন্দে ভুবনেশ্বর প্রভু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হৃদয়ানীনা [স] বি ক্রী হৃদয়ে স্থান দখলকারী। 'তোমার শ্রবণে উঠিলে আকুল সকল অগীত সঙ্গীততুলি, হৃদয়ানীনা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হৃদয়ের ক্ষমতা বি মনের জোর; মানসিক শক্তি। 'অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হৃদয়ের তাল বি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। 'প্রেমের সংগীত যেন বিকসিণ্য রয়, উঠিলে পড়িলে ধীরে হৃদয়ের তালে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬।

হৃদয়ের ভার বি কষ্টের বোঝা। 'হৃদয়ের ভার বহিতে পার না, আ মাথা নত করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হৃদয়ের ভাষা বি মনের কথা। 'হৃদয়ে বসিয়া শোনো হৃদয়ের ভাষা।' নজরুল, ১৯২৬।

হৃদয়েশ [স] বি প্রেমের পাত্র। 'সেই তাঁর হৃদয়েশ খ্যাত ইহ সর্বদেশ।' দ্ব্যম্বরনাথ, ১৭৮০।

হৃদয়েশি [স হৃদয়েশী] বি ক্রী প্রেমিকা। 'হৃদয়েশি অহরহ, আমা হৃদয়ে রহে।' শুভ, ১৮৫৮।

হৃদয়েশ্বর [স] বি ভ্রিয়তম। 'কথা কও না, - হৃদয়েশ্বর। বচনসুখ দান কর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হৃদয়েশ্বরী [স] বি প্রেমিকা। 'সে হৃদয়েশ্বরী ইহায়া বিবাজ করিলে।' বঙ্কিম, ১৮৬৫।

হৃদয়োন্মেষ [স] বি হৃদয় বিদারণ। 'তাহারই হৃদয়োন্মেষ হয়।' বঙ্কিম, ১৮৮৭।

হৃদি [স] বি হৃদয়। 'কাহিনী হৃদি রূপিত জানি।' বাহরাম, ১৬৫০।

হৃদিপান [স] বি হৃদয়রূপ আকাশ। 'হৃদয়শলী হৃদিপানে উদিশ মঙ্গল লগনে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হৃদিপদ্মদল [স] বি হৃদয়রূপ পদ্মের পাণ্ডি। 'মোর হৃদিপদ্মদলে নিখিলের অগোচরে বসি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদিপাত্র [স] বি হৃদয়রূপ পাত্র। 'মধু তার অকুরান ... খতি হৃদিপাত্রে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদিপুর [স] বি মন। 'মাগে হৃদিপুর সুন্দরপরশন।' নজরুল ১৯৩১।

হৃদিপ্রাণহরা [স হৃদিপ্রাণ+হরা] বিণ মন-প্রাণ হরণ করে এমন। 'হৃদয়টি ছিল তাই হৃদিপ্রাণহরা।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হৃদি-বল্লভ [স] বি জীবনবাণী। 'তুমি এলো হৃদে এসো, হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হৃদি-মন্দির [স] বি হৃদয়রূপ মন্দির। 'হৃদি-মন্দির হারে বাজে সুমঙ্গল শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হৃদি-মাঝারে *ক্রিগণ* হৃদয়ের মধ্যে। 'তোমার দেখেছি হৃদি মাঝারে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হদিসরক্ত [সি বি বুকের রক্ত। 'তোমার আসনে মোক্রেম জগৎ পারে হদিসরক্ত করিতে দান।' প্রচারক, ১৯০০।

হদিসরক্তন [সি বি মনোরঞ্জনকারী। 'সুন্দর হদিসরক্তন তুমি, নন্দন-ফুলহার।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হদিশতদল [সি বি হৃদয়রূপ পত্র। 'ভারতের শ্বেত হদিশতদলে।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হদি-সরোবর [সি বি হৃদয়রূপ সরোবর। 'হদি-সরোবরে ফুট ফুল-সরোজিনি।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হদিমূল [সি বি হৃদয়। 'রামপ্রসাদ বলে হদিমূলে গুরুতর রাখ গাথা।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

হদীশ্বর [সি বি প্রাণেশ্বর। 'তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হদীশ্বর।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭।

হুস [সি কথি বি দেনা। 'পক্ষ জজ করিব পক্ষ হুসে হব পার।' মালাধর, ১৫০০।

হুবি [সি বি পুণিক্ত। 'ধাকে না হুবি এদের হৃদয় সীমাবদ্ধ গৃহে, কেমেনে যা রয়?' কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮৫।

হুবিরূপ [সি বি হিন্দু অবতার কৃষ্ণ। 'সুন্দরি রাধা/ সুগ সমুখে/ পুছো মুখ হুবিরূপে।' বড়ু, ১৪৫০।

হুই [সি ১ বিণ আনন্ডিত; সুখি। 'মধু লীল হুই কাকে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বিণ সন্তুষ্ট; প্রসন্ন। দর্পণ, ১৮১৯।

হুইচি [সি বিণ আনন্ডিত। 'রাজা হুইচি হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা ...' মুক্তাঙ্কর, ১৮১২।

হুইগুট [সি বিণ মোটোসোটা। 'অন্ত হুইগুট সকল বলিষ্ঠ।' কেতকার, ১৬৫০।

হুইমতি [সি বিণ আনন্ডিত। 'এত শুনি সনাক্ষি পণ্ডিত হুইমতি।' মুরদ, ১৬০০।

হুইমন [সি বিণ পরিতৃপ্ত। 'ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হুইমন।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হুইমনা [সি বিণ স্ত্রী আনন্ডিত। 'অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটার দর্শনে সতিশ্রব হুইমনা হইলেন।' বিদ্যা, ১৮৪৭।

হুইশ্রবণ [সি বি আনন্ডিত মন। 'চেরে গাড়িতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হুইশ্রবণে বর্ণানে প্রস্থান করিলেন ...' ভবানী, ১৮২৫।

হুসি [সি কথি বি মুনি। 'হুসির সাপে দুইজন পাএ মোহাদুশ।' মালাধর, ১৫০০।

হে [ধন্যতা] অবা দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে ব্যবহৃত সোধোনসূচক শব্দ - ওহে; ওগো। 'জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী।' চর্য্য ৫, ১২০০।

হেই [ধন্যতা] বি দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে ব্যবহৃত সোধোনসূচক শব্দ - ওগো; ওহে। 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হেই সর্ব সে। 'তে কারণে অমুক ধরিলে হেও নানীর পালন।' আত্মনিবেশ, ১৭৪৩।

হেংলা বিণ অশোভন রকমের শোভা। 'তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে।' গিরিশ, ১৮৯৬। প্র স্থাংলা

-হেই ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ। 'সামিলেই আপশার কাজে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেইয়ো [ধন্যতা] বি প্রত্য ভাব সরানোর সময়ে উচ্চারিত ধ্বনি। 'সাবাস জোয়ান হেইয়ো।' রবীন্দ্র, ১৮৯১।

হেঁকে হেঁকে প্র হাঁকা

হেঁকোঁচ [ধন্যতা] বি চলার সময়ে গাড়ির বিরক্তিকর শব্দ। 'গাড়ীর হেঁকোঁচ হেঁকোঁচে গ্রাণ গটাগত।' প্যারী, ১৮৫৮।

হেঁকো প্র হাঁকা

হেঁচকা ক্রিবিণ জোরালোভাবে। 'জোরসে ধরে হেঁচকা টানে।' নজরুল, ১৯২৪।

হেঁচকে হেঁচকে ক্রিবিণ টেনে টেনে। 'কেবলই হেঁচকে হেঁচকে গড়াতে হয়।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হেঁচড়া বি জোর করা। হেঁচড়ে ক্রি জোর করে টেনে। 'হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হেঁচড়াহেঁচড়া বি জোর-জবরদস্তি। 'আপসে আপসে মারামারি, টানটানী, হেঁচড়াহেঁচড়া আরম্ভ করিয়া ...' মশাররফ, ১৮৯০।

হেঁচড়ে-পড়া বিণ আছড়ে পড়ে আছে এমন। 'মাটিতে হেঁচড়ে পড়া আমগাছটার কাছাকাছি গামছাটা পেতে দাঁড়াশো।' আলাউদ্দিন, ১৯৭১।

হেঁজিপেঁজি বিণ তুচ্ছ; নগণ্য। 'নয়কো সে হেঁজিপেঁজি।' অন্নদা, ১৯৬১।

হেঁট বিণ অবনত; নিচু। 'নামজাদা সিফাই চরণে মাথা হেঁট।' রূপরায়, ১৭৫০। বৈকুণ্ঠালা এই কথায় মাথা হেঁট করিলেক।' ভারী, ১৮৩৫।

হেঁটমাথা বিণ লজ্জায় অবনত মাথা এমন। 'উচ্চপদ হেঁটমাথা শত্রুঘাত কয়।' রূপরায়, ১৭৫০।

হেঁটমুখ বিণ নতমুখ। 'হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার।' গুপ্ত, ১৮৫৮।

হেঁড়ে [সি হস্তি] বিণ হাঁড়ির মতো বড়ো। 'চাঁপ দাড়ি মেতীকটা মাথার উপরে হেঁড়ে পাশ।' রামপ্রসাদ, ১৭৮০।

হেঁড়েডুডু [সি হস্তি] বি লোকস্বীকৃতিবিশেষ। 'হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাডাগুলি খেলতে লাগলেন।' মীনবন্ধু, ১৮৭২।

হেঁদু [সি হিন্দু] বি হিন্দু। '... হেঁদুর পরব নাই।' রামনারায়ণ, ১৮৫৪।

হেঁয়ালি [সি প্রহেলিকা] ১ বি ধাঁধা। 'হুতোমের নকশা বস সাহিত্যের নৃতন গহনা, ও নানাভের পক্ষে নৃতন হেঁয়ালি।' হুতোম, ১৮৬২। ২ বিণ ধাঁধাময়। 'অঙরে বাজে বিখ্যাত হেঁয়ালি ঠমক।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

প্র হেঁয়ালি
হেঁয়ালীপূর্ণ বিণ ধাঁধা সৃষ্টিকারী। 'চর্যাপদগুলিতে কিছু কিছু হেঁয়ালীপূর্ণ কথাও ব্যবহৃত হইয়াছে।' এনামুল, ১৯৫৫।

হেঁশেল, হেঁসেল ১ বি রান্নার আয়োজন। 'কুসুম হেঁসেল তুলিয়া ফেলে।' মালিক, ১৯৩৬। ২ বি রান্নাঘর। 'তিনি রান্নার পর গলান্নান করে সুন্দরী হেঁসেলে পুই-চটাড়ি চড়াবেন।' মুক্তাবা, ১৯৫৮।

হেঁসেলঘর বি রান্নাঘর। 'লালন কয় বৈষ্ণবী রতন হেঁসেলঘরের শালগোমারি।' লালন, ১৮৯০।

হেঁকমত, হেঁকমৎ [আ হিকমত] ১ বি কৌশল। 'রাষ্ট্রল কহেন তারে হেঁকমত করিয়া।' গরীব, ১৭৬৫। 'ভদ্রলোকের খাওয়ার তরিকটো দেশবার মত হেঁকমৎ।' হুজুতগা, ১৯৫২। ২ বি চাতুর্ঘ্য। 'হুজুরীসরকারের হেঁকমৎ দেখে কে।' হুতোম, ১৮৬১।

হেঁকারত [আ হিকারত] বি তুচ্ছতাছিল্য। 'গরীবকে এরা বড়ই হেঁকারত

করেন। 'ইমদাদুল, ১৯২০: 'আমাদের দিকে অবজ্ঞার হেঁকারে তের দৃষ্টিতে দেখছেন।' নজরুল, ১৯২৭।

হেকীম [আ হাকিম] বি ইউনানি চিকিৎসক। 'কহিল হেকীম - নাহি রোগ এই দুনিয়ায় ...।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

হেকিমী [আ হাকিম] বি ইউনানি চিকিৎসা সম্পর্কিত। 'হেকিমী বিদ্যা [আ হাকিম] +স বিদ্যা।' বি ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্র। 'হেকিমী বিদ্যায় যে আপনার বিশেষ অধিকার আছে।' মশাররফ, ১৮৮৯।

হেট্টার [হি] বি মেট্রিক পদ্ধতিতে ১০,০০০ বর্গমিটার আয়তন। 'জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেট্টার।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

হেগেলপহী [ই হেগেল+পহী] বিপ দার্শনিক হেগেলের অনুসারী। 'কুসন্তের অস্তিত্ব-সঙ্কোচে ক্রোড়ে প্রমুখ হেগেল-পহীদের নির্বন্ধ সন্তোষ তাঁদের প্রতীকা প্রায়ই বিফলে যায়।' নৃসীন্দ্র, ১৯৩৭।

হেগো ট্র হাগা

হেলমা [ফা হাসামহ] বি গোলমাল। 'বড়ই হেলমা উপভিত নবাবের ফৌজ আসীতেছে।' মের্স, ১৭৫৭। ট্র হাসাম

হেলমা [ফা হাসামহ] ১ বি হামেলা। 'ভারি নোট ভাস্তাতে হেলমা।' গিরিশ, ১৮৮৬। ২ বি দাশ। 'কলিকাতার হেলমা আমাকে ছাড়ে নাই।' রোকো, ১৯৩১।

হেলমা [ফা হাসামহ] বি হাসামা; ফ্যাসান। 'বোটা একটা ভারি হেলমা করে বসবে এখন।' মাহেকের, ১৮৬০।

হেল্লা বি কুসুর। 'হারিয়া হেল্লা যেন দম করি পেটে।' গরীব, ১৭৬৫।

হেচকারা বি ঘৃণা। মানোএল, ১৭৪৩।

হেজিলেজি বিপ বাজে রচনায় পূর্ণ। 'একথানা হেজিলেজি মালিক হতে তুলে নিল।' মুক্ততাব, ১৯৫৯।

হেজেল ক্রিকি হুদয়ে। 'গণ্ডত গণ্ডত তইলা বাডাই হেজেল কুরাট্টী।' চর্যা ৫০, ১২০০।

হেট্ট ১ বিপ অবনত। 'পদাধুই ভূমে লেখে হেট্ট মাথা করি।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অঘোষণ। 'হেট্ট পর সমুখ-বিমুখ ডান-বাম/ সর্ব রূপ একরূপ ছিল শূন্য ঠাম।' সুলতান, ১৭০০।

হেট্ট করে ক্রি নত করে। ৩৬, ১৭৮২।

হেট্টবদন [হেট্ট+বদন] বি নত মুখ। 'নূরনাসার হেট্ট বদনে কলিতা।' মশাররফ, ১৮৬৯।

হেট্টাপা [হেট্ট+স ভাগ] বি নিয়ন্ত্রণ। 'হেট্ট ভাগে পর্বত বরনা বহু নদী।' আলগোল, ১৬৮০।

হেট্টমাথা [হেট্ট+মাথা] বি অবনত মাথা। 'হেট্টমাথা করিয়া বসিল নৃবর।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হেট্টমুখ [হেট্ট+স মুখ] বি নত মুখ। 'হেট্টমুখে বসেন বচন।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেট্টে ১ ক্রিকি নীচে। 'বিচিঃ কোমল শয্যা হেট্টে বিছাইল।' আলগোল, ১৬৮০। ২ বিপ নিটু। মানোএল, ১৭৪৩।

হেট্টে [হি] বি ঘৃণা। 'কেউ শিঙিলেঙ্গের অনুরাধে চড়ক হেট্ট করেন।' হেডাম, ১৮৬১।

হেট্টে [হি] হাট। বি কিনারওয়ালা টুপি; হাট। 'হেট্ট কোট পরিধান করতঃ সাহেব সাজিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৯।

হেট্টা [হি হট্টা] ক্রি দূরে যাওয়া। 'ফিকটে যার বারামখানা হেট্টেলে ফুট

নাইকো উপায়।' লালন, ১৮৯০।

হেট্টো [স হট্ট] বিপ হাটের। 'হেট্টো ব্যাপারিদের বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে বাসি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।' হেডাম, ১৮৬১। ট্র হাট

হেড [হি] বিপ প্রধান। 'স্কুল হেড মাটির।' দর্পণ, ১৮৩৭।

হেড অপিশ [হি] বি প্রধান কার্যালয়। 'সৈন্যের জন্যে কি হেড অপিসে বিল করে পাঠাবে?' শিবরাম, ১৯৭০।

হেড অফিস [হি] বি প্রধান কার্যালয়। 'ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায়।' জীবন, ১৯৩২।

হেড কেরাণী [হি হেড+স কর্মকর্তা] বি দপ্তরের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের প্রধান। 'আপিসের হেড কেরাণী।' বঙ্কিম, ১৮৮৪।

হেড কোয়ার্টার [হি] বি প্রধান কার্যালয়। 'সকল কার্যের হেড কোয়ার্টার রাজধানী কলিকাতায় হওয়াই সর্বাংশে কা সুবিধাজনক।' প্রচারক, ১৯০৩।

হেডক্লার্ক [হি] বি অফিসের প্রধান কেরানি। 'জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হেড-পণ্ডিত [হি হেড+স পণ্ডিত] বি বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান যে। 'প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হেডবাহু [হি হেড+ফা বাহু] বি প্রধান কেরানি। 'কোম্পানির আপিসের হেডবাহু।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হেড মাটির [হি] বি প্রধান শিক্ষক। 'স্কুল হেড মাটির।' দর্পণ, ১৮৩৭।

হেডমাটির [হি] বি প্রধান শিক্ষক। 'স্কুলের হেডমাটির রামরতনবাবকে প্রতিদিন।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫।

হেডমাস্টার [হি হেডমাস্টার] বি প্রধান শিক্ষকের কাজ। 'তিনি ... স্কুলের হেডমাস্টার করেন।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হেড মিস্ট্রেস [হি] বি প্রধান শিক্ষিকা। 'হেড মিস্ট্রেস এন্ট্রাল পাশ।' বিভূতি, ১৯৩১।

হেড মিস্ত্রি [হি হেড+ম মিস্ত্রি] বি প্রধান কারিগর। 'সে ছিল ওঁর ল্যাবরেটরির হেড মিস্ত্রি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হেড রাইটর [হি] বি নকলনবিপ কেরানিদের প্রধান। 'আজ গবর্নমেন্টের অফিস বদল সুভাষা আমরা ক্লার্ক, ক্যাডাণি, বুককিপার ও হেড রাইটরিদগকে দেখতে পেশান না।' হেডাম, ১৮৬১।

হেডলাইন টি [হি] বি মোটরগাড়ির সামনের প্রধান বাতি। 'একটা হেড-লাইন টি কানা।' মুক্ততাব, ১৯৪৯।

হেড-লাইন [হি] বি (জ্যোতিষ) হাতের তালুর প্রধান রেখা; শিরোরেখা। 'হেড-লাইন নেই আর হাট লাইন তেলোর মধ্যখানে এসে আচমিতে মরুপথে হারালো ধারা।' মুক্ততাব, ১৯৪৯।

হেডিং [হি] বি শিরোনাম। 'ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবান হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি।' হেডাম, ১৮৬১।

হেডেক [হি] বি মাথাব্যথা। 'তাতে আমার হেডেক হয়েছিল।' লীনবন্ধু, ১৮৬৬।

হেডেল [হি] বি হাতল। হেডেল বার [হি] বি হাতলদণ্ড। 'সাইকেলের হেডেল বারের উপর থেকে ...।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

হেডা [স অর্থা] বি এই স্থান। 'গৌরব চিন্তা বোটা হেতা হইতে জা।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেডাল [স হিঙাল] ১ বি হেঙাল গাছ। 'নয়ালি হেডাল ঘন বন।'

মালাধর, ১৫০০। ২ বি হেতাল গাছের লাঠি। 'হেতাল লইয়া হতে নিবানিল ফেরে।' কেতকা, ১৬৫০।

হেতু [স] ক্রিবিণ কারণে; জন্যে। 'তিলাত্তমা হেতু দুই ময়িলা এক ঠাই।' বড়ু, ১৪৫০।

হেতুক [স] ক্রিবিণ কারণে। 'তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম।' হরহাস্য, ১৮১৫।

হেতুকর্ম [স] বি মূল কাজ। 'মন মন গোসাঞি ইহার হেতু কর্ম।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হেতুবাদ [স] বি যুক্তি। 'নাশিণ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হেতুভূত [স] বি মূল কারণ। 'তাঁহাদের নিয়মিত আহার বিহার ইহার হেতুভূত বলিতে হইবে।' তমোলুক, ১৮৭৪।

হেতুহীন বিণ অকারণ। 'জগেছে কি হেতুহীন সংসারেরে -।' জীবন, ১৯৪৮।

হেতে [স হতঃ] ক্রিবিণ হাতে। 'সহস্র হেতে বানরাজা নৃত্য করি।' মালাধর, ১৫০০। প্র হাত

হেতে কৌতকা বি হাত্যানেক দীর্ঘ মোটা লাঠি। 'ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কৌতকা পড়বামাত্রই সহর নিবৃত্ত হলো।' হেতায়, ১৮৬১।

হেতের বি হাতিয়ার। 'হাতের হেতের হয়ে হান সেনাপন।' মানিকরাম, ১৭৮১। প্র হাতিয়ার

হেতুভাস [স] বি আগাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হলেও আসলে ভুল এমন যুক্তি; কল্পিত। 'কাহাকে প্রমাণ, প্রমাণ ... ছল, জ্ঞাতি, হেতুভাস প্রভৃতির গুচতর ... বুঝাইয়া দিতেছেন।' হরহাস্য, ১৮৮১।

হেথো [স অত্র] ক্রিবিণ এখানে। 'আমার কেউ নাই শক্কী হেথো।' রামহাস্য, ১৭৮০।

হেথাকার বিণ এখানকার। 'হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়তে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হেথায় হেথায় ক্রিবিণ এখানে সেখানে। 'পড়ে থাকে হেথায় হেথায়।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হেদয় [স হৃদয়] বি হৃদয়। 'হেদয়ে বিবেক নাই, বুকে দয়া নাই, তধু পাটে আতন ফুলটে।' হাসান, ১৯৬৭।

হেদোনো ক্রি শ্রিয়জনের বিরহে ব্যাকুল হওয়া। 'বুকি গর্খন্ত কেমন হেদিয়ে গিয়েছিল।' নজরুল, ১৯২৭।

হেদোহেত, হেদোহেৎ, হেদোহাত [অ হিয়ার্যত] ১ বি সত্যপথ প্রদর্শন। 'বাল্লার গোমার মুসলমানকে হেদোহেৎ করিবার জন্য।' সগুণ্যত, ১৯২৮; 'মানুষের হেদোহাতের জন্য আত্মাহ পাক বহু পরামর্শের পাঠাইয়াছেন দুনিয়াতে।' মাঝে নও, ১৯৪৯। ২ বি সং শিক্ষা। 'সোয়া করি তার হেদোয়ত হোক।' ওয়ালী, ১৯৪৮। ৩ বি পরামর্শ। 'হেকীরের হেদোয়ৎ বাজে যদি মনে হয় ...।' মাফেলও, ১৯৪৯।

হেদো [অধ্য] অব্য দৃষ্টি-আকর্ষক সন্ধানবিবেশ। 'এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর গতি।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেদেসো অব্য দৃষ্টি-আকর্ষক সন্ধানবিবেশ। 'হেদেসো সুন্দরি প্রেমের আগোণি, তনহ নাগর কথা।' চণ্ডী, ১৫৫০।

হেন [স ইদমঃ] ১ বিণ এমন। 'হেন মন সবার কথন হৈল সচকীত।' বড়ু, ১৪৫০; 'হেন তপী ঈশত হাসিবাঁ তভিখনে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ অব্য

মতো। 'তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হেনই ১ বিণ এমনই। 'হেনই সম্মুখে সব গোশমুখী।' বড়ু, ১৪৫০। ২ সর্ব সেই। 'আইলা মুরারিও হেনই সময়।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হেনক বিণ এমন; ইদৃশ। 'বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনকাল [হেন+স কাল] ক্রিবিণ এমন সময়। 'হেনকালে কৃষ্ণ জিনি কাহার সক্তি।' মালাধর, ১৫০০।

হেনকালে ক্রিবিণ এমন সময়ে। 'হেনকালে লহনা জিজ্ঞাসে খুটনারে।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেনছার বিণ এমন তুচ্ছ। 'হর কন হৈমবতী হেনছার কথা।' মানিকরাম, ১৭৮১।

হেনঞি বিণ এমন। 'হেনঞি সমএ কৃষ্ণ রথতে চড়িয়া।' মালাধর, ১৫০০।

হেনবতে ক্রিবিণ হেনমতে; এই প্রকারে। 'হেনবতে ভক্তগোষ্ঠী ইখরের সঙ্গে।' বৃন্দা, ১৫৮০।

হেনবেলে ক্রিবিণ এমন সময়ে। 'হেনবেলে পাণিষ্ট সম্বর জায় সেই পথে।' মালাধর, ১৫০০।

হেনমত [হেন+স মত] বিণ একরূপ। 'হেনমত আকাশেত দৈব বানি সুনি।' কবীন্দ্র, ১৬৮৯।

হেনমতে বিণ এইরূপে। 'হেনমতে নিতি নিতি মধুরা নগরে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনমতে ক্রিবিণ এইরূপে। 'হেনমতে গোকুলে বাড়িলা দামোদর।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনমনে [হেন+স মনঃ] ক্রিবিণ এইপ্রকারে। 'হেনমনে বনে হরিল কাহাণী।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনমি বিণ এমন। 'হেনমি দেবকে কেহে শেলাঅসি হাথে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনমিতে ক্রিবিণ এভাবে। 'হেনমিতে সভাকার মনোরিত সাধি।' মালাধর, ১৫০০।

হেনস বিণ এই প্রকার। 'না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনসি বিণ এমনই। 'তাহাত উচিত হুএ হেনসি বেজারে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেনহি বিণ এমন। 'হেনহি সমএ আজ্ঞা হইল আদ্যার।' সুলতান, ১৭০০।

হেনসেল [হিডিপালাঃ] বি রান্নাঘর; হেনসেল। 'হেনসেল পেড়ে এসেছি।' লীনবন্ধু, ১৮৭২।

হেনস্তা [স ইদবস্থা] বি নাকাল অবস্থা; অপমান। 'এখানে যদি কুকুর বিভালের মতোও অনলো হেনস্তা হয় তাও স্বীকার।' নজরুল, ১৯২৭; 'ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।

হেনস্থা বি নাকাল অবস্থা; অপমান। 'হেনস্থা আর ভয় করার দরুন।' নজরুল, ১৯২৪।

হেনেস্থা বি নাকাল অবস্থা; অপমান। 'আমাকে গুরুকম অনহেলা হেনেস্থা সহিতে হয়নি।' নজরুল, ১৯২৭।

হেনো বি হাস্যনানো; রাতে গন্ধ ছড়ায় এমন সাদা ফুলবিবেশ। 'এই

কৃষ্টি হোনার গন্ধ, কৃষ্টি সেতারের শব্দ।' রবীন্দ্র, ১৮৯৫; 'তরুণক্যা
জেনে মাসে হোনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হোনা' [আ হিনা] **বিশ** মেহেন্দী। হোনা-বেড়া **বি** হোনাঘাঘের বেড়া।
'ঐখানে মোর পোষা হরিণ চকত আপন মনে হোনা-বেড়ার কোণে।' রবীন্দ্র, ১৯১৮।

হোনামাথা **বিশ** মেহেন্দিরাজ। 'ইস্পাহানির হোনামাথা হাত।' নজরুল, ১৯২৮।

হোনারঞ্জিত [আ হিনা+স রঞ্জিত] **বিশ** মেহেন্দিরাজানো। 'হাতের
মুঠোয় হোনার হোনারঞ্জিত হাত দুটি ...' নজরুল, ১৯২২।

হেস্তাল [স হিস্তাল] **বি** হেস্তাল গাছ। 'তমাল হেস্তালপুঞ্জ।' বড়ু, ১৪৫০।
দ্র হেস্তাল

হেন্দোহান [ফা হিন্দুস্তান] **বি** ভারতবর্ষ। 'আমির আইল হেন্দোহান
হাতে।' রায়গম, ১৮০১। দ্র হিন্দু

হেন্দোহানি [ফা হিন্দুস্তান] **বি** হিন্দুস্তানি বা হিন্দি-উর্দু ভাষা। '...
হেন্দোহানি ও বাঙ্গালা এবং ইংরেজিও করতঃ এই সকল পৃথক
ভাষা জাতি।' কেরি, ১৮০২।

হেপা [ফ্রান্স] **বি** ঝুঁকি বাবদ ক্ষতিপূরণ। 'দুই সও তজ্জা চাউলের হেপা
বলিয়া লইলেন।' মেয়র্স, ১৭৫৭।

হেফজ [আ হিফজ] **বিশ** মুখ্য। 'গোফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ
করা সারা।' ওয়াসী, ১৯৪৮।

হেফাজত, হেফাজত [আ হিফাজত] **বি** তত্ত্বাবধান। 'কুঠির হেফাজতে
জমাদার, বরকদাজ প্রভৃতিকে মতাইন রাখিয়া ...' মশাররফ, ১৮৯০; 'আলানদিগকেই হেফাজত করতে হবে এই একতা।' স্মিথে
নত, ১৯৪৯।

হেপাজত [আ হিফাজত] **বি** রক্ষাব্যবস্থা। 'বোধ হয় মালপত্র
হেপাজত করে নিয়ে যাবার জন্য।' শ্রমজ, ১৯৩১।

হেফাজতকারী **বি** রক্ষাকারী। 'দেশের মৌলিক আদর্শের
হেফাজতকারী।' আজাদ, ১৯৬২।

হেবা [আ হিবাহ] **বি** দান। 'মণ্ডসুফের ব্যবসারে হেবা করিয়া দিলেন।' মনসুর, ১৯৫৫।

হোবানামা [আ হিবাহ+ফা নামাহ] **বি** দানপত্র; হেবার দলিল।
'হোবানামা লেখা হৈছে।' মনসুর, ১৯৫৫।

হেবা-রদ [আ হিবাহ+আ রদ] **বিশ** দানপত্র বাতিল। 'বড়দাহেব
নিজে হেবা-রদের মামলা দায়ের করিবেনই।' মনসুর, ১৯৫৫।

হেম' [স] ১ **বি** সোনা। 'হেম পাট জিপি তোহোর জখনে।' বড়ু, ১৪৫০।
২ **বি** অশোক ফুল। 'বাঁশুলি হেম বকুল ধবলী চন্দ্রক ফুল।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

হেম-কমল [স] **বি** সোনালি পদ্ম। 'পরি বন্ধহুছে হেম-কমলের
দাম।' মাইকেল, ১৮৬০।

হেমকর [স] **বি** স্বর্ণকার। 'মিলি হেমকরগণে বাকিল আতি যতনে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেম-কলেবর [স] **বি** সোনার শরীর। 'ভঙ্গ-আচ্ছাদিত কর হেম
কলেবর।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হেমকান্ত [স] **বিশ** সোনালি রঙে উজ্জ্বল। 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল
শক্তির পূর্ণতায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

হেমকুন্ড [স] **বি** সোনার কলস। 'আরোপী হেমকুন্ড করিল কর্মারুণ্ড।'

মুকুন্ড, ১৬০০।

হেমকুট [স] **বি** কল্পিত সুমেরু পর্বত। 'হেমকুট-হেমশিরে শৃঙ্গবর
ধষা।' মাইকেল, ১৮৬১।

হেমঘট [স] **বি** সোনার কলস। 'হেমঘট পদ্মভারে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেমঘরী [স] **বিশ** স্বর্ণালকৃত। 'রত্নের কলিকা মুখে হেমঘরী সুখে।' আলোগল, ১৮৮০।

হেমজড়ি **বিশ** স্বর্ণবর্তিত। 'ব্যাপ্তনথ হেমজড়ি কটি পটুসূত্র ডোরী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হেমঝারি [স হেম+ফা ধারা] ১ **বি** দেবতার অধিনীতকৃত ঘট।
'পূর্বে পিত ভাঙে বারি এবে তার হেমঝারি।' মুকুন্ড, ১৬০০। ২ **বি**
সোনার তৈরি ঘট। 'আনো তব হেমঝারি।' রবীন্দ্র, ১৯১৪।

হেমপাণ্ড [স] **বি** ফুলের কোম্পে অবস্থিত স্বর্ণময় দণ্ড। 'কেশর কুসুম
ধএল হেমদণ্ড।' বিদ্যাপতি, ১৪৬০।

হেমবাঙ্কু [স হেম+ফা বাঙ্কু] **বি** সোনার তৈরি বাহুর অলঙ্কারবিশেষ।
'মৃদুনক ভুজ্জে, হেমবাঙ্কু সাজ্জে।' ভবানী, ১৮২৫।

হেমবারা [স হেমবলয়] **বি** অলঙ্কারবিশেষ। 'আরোপি হেমবারা
উপরে ফুলঝারা বসাইল কনক-আসনে।' মুকুন্ড, ১৬০০।

হেম-বারি [স] **বি** সোনার পায়ে রাখা জল। 'সুরমুনিজলপাত্র/ অষ্ট
তুলসী দুর্বা/ হেম-বারি করে আরাধন।' মুকুন্ড, ১৬০০।

হেমবালা [স হেমবলয়] **বি** সোনার বালা। 'হেম/ময়ী বালা, নব
চন্দ্রকলা।' ভবানী, ১৮২৫।

হেম-বিজা [স] **বি** সোনার আভা। 'নয়নের হেম-বিজা ত্যজিল
নয়নে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

হেমভানু [স] **বি** সোনালি সূর্য। 'চন্দনে চর্চিত তনু জেন দেখি
হেমভানু।' মুকুন্ড, ১৬০০।

হেমমএ [স হেমময়া] **বিশ** স্বর্ণময়। 'মধ্যে কিল্ক জ্যোতি তত্ত
হেমমএ।' মালাধর, ১৫০০।

হেমময় [স] **বিশ** স্বর্ণময়। 'নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হেমহর্য [স] **বি** সোনার অট্টালিকা। 'হেমহর্য সারি সারি পুষ্পবন
মাষে।' মাইকেল, ১৮৬১।

হেমহার [স] **বি** সোনার হার। 'কালা গায়ে হেমহার গলে অভিরাম।' কৃষ্ণায়ম, ১৭২০।

হোয়ালি [স হোয়ালী] **বি** ক্রী স্বর্ণোজ্জ্বল সেহের অধিকারী নারী। 'এই
কি শয্যা সাজে হে তোমারে, হোয়ালি।' মাইকেল, ১৮৬১।

হোয়ালিনী **বি** স্বর্ণোজ্জ্বল সেহের অধিকারিনী। 'ভুজ্জলিনী (ভুজ্জলী);
হোয়ালিনী (হোয়ালী)।' রবীন্দ্র, ১৯১১।

হোয়ালী [স] **বিশ** স্বর্ণোজ্জ্বল সেহের অধিকারী। 'হোয়ালী সিন্দীদল-
সাথে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

হোয়াল [স] **বি** সোনার পাহাড়। 'প্রভুর শরীর যেন তলু হোয়াল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হোয়াল [স] **বি** হেমরূপ অঙ্গন। 'গোখুলির হোয়াল আঁকি/ রজি
মোর আঁখি।' অন্ননা, ১৯৩১।

হোয়াধু [স] **বি** সোনার ধোয়া জল। 'অভিষেক হয়ে গেছে এ পুরী
স্বর্ণনদীর হোয়াধুতে।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৬।

হোম্যুদকিরীটনী [স] বিধ মাথায় সোনাগি মেঘ আছে এমন।
'হোম্যুদকিরীটনী উষা'। বসন্ত, ১৮৬৬।

হেম [স] বি বাঙালি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'বংশীধর হেম'। সেবধি,
১৮৪০।

হেমন্ত [স] (হেমন্ত) বি হেমন্তের ধান। 'তারপর আঘাট ও শ্রাবণে হেমন্ত
ধান্য রূপি ...'। কেরি, ১৮০২।

হেমন্ত [স] ১ বি ঋতুবিশেষ। 'সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে'। মালাধর,
১৫০০। ২ বি (হিন্দুপুরাণ) হিমালয়। 'ধন দিতা গোলা দুর্গা হেমন্তের
ধি'। মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ বি তুষ্টি। 'আমাদের দুজনের মনে হেমন্ত
এসেছে তবু'। জীবন, ১৯৪২।

হেমন্ত চাঁদ বি হেমন্ত ঋতুর চাঁদ। 'হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি
জোয়ার জাল পাতি'। জসীম, ১৯২৯।

হেমন্তনন্দিনী [স] বি (হিন্দুপুরাণ) হিমালয় কন্যা। 'দোষ গুণ ডাবি
জয়া হেমন্তনন্দিনী'। মুকুন্দ, ১৬০০।

হেমন্তনন্দিনী [স] বি হেমন্তরূপ লক্ষী। 'হায় হেমন্তলক্ষী, তোমার নয়ন
কেন ঢাকা'। রবীন্দ্র, ১৯২৭।

হেমন্তলোক [স] বি হেমন্তের পৃথিবী। 'তাকিয়ে আছে হেমন্তলোক
স্পষ্ট করে'। জীবন, ১৯৪০।

হেমন্তসন্ধ্যা [স] বি হেমন্তকালের সন্ধ্যা। 'বিনা ক্রমিকায়
হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়লয়ে কলিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর অভ্যাগমন'।
বনফুল, ১৯৩৬।

হেমন্তিকা [স] বি হেমন্ত ঋতুরূপ নারী। 'হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিতে হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে'। রবীন্দ্র, ১৯২৭।

হেমন্ত [আ] হিমন্ত ১ বি মনোবল। 'হেমন্ত করিয়া আশী লাগে
কহিবারে'। গরীব, ১৭৬৫। ২ বি পরিক্রম। 'হেমন্ত ও এবাদতের
নৈবেদ্য চলাকিতে একাজ করিবা'। হ্যাগকেড, ১৭৭৩। ৩ বি
সাহস। 'আপনারা জনক হেনোহানে থাকিলে হেমন্তও হের'।
রামরায়, ১৮০১। 'ময়েরানুযয়ে এত হেমন্ত। হাকিম দেখায়
আমাকে'। মশাররফ, ১৮৬৯। ৪ বি হিমন্ত

হেম [স] ১ বিণ তুচ্ছ। 'অতি হেম শরীর দেখিয়া কামাসক্ত হওয়া উচিত
নহে'। গৌর, ১৮২২। ২ বিণ নব্য। 'বাস্তব যদি অতিনিশুণ বিজ্ঞ
কৃতকর্ম্য থাকেন তথাপি তাঁহাকে হেম বোধ করেন'। দর্পণ, ১৮৩৬।
৩ বিণ নিম্নমানস্পন্ন। 'সাহেবের প্রতিমূর্তি উচিত চমৎকৃত হইয়াও
তদপেক্ষা হেম বোধ হইতেছে'। জ্ঞানানুবেশণ, ১৮৩৮।

হেমজ্ঞান [স] বি তুচ্ছ জ্ঞান; হীন বিবেচনা। 'ব্যবহার রীতি প্রকৃতির
উপর দোষোপাস্তাস করিয়া হেম জ্ঞান করেন'। ডবলী, ১৮২৩। 'উক্ত
স্বাধীন প্রকাশকেরা বৃষ্টি তাঁহাকে একেবারে হেমজ্ঞান করেন'।
দর্পণ, ১৮৩১।

হেমত [স] বি তুচ্ছতা; অবজ্ঞা। 'হাসিলেন হর গনে হেমত আধান'।
মানিকরায়, ১৭৮১।

হেয়ালি [স] প্রহেলিকা বি হেয়ালি। 'হেয়ালি-এবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি'।
মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি হেয়ালি

হেরকেন [স] ফেরা ১ বি অদলবদল। 'আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে,
কোন হের-ফের বুঝিনে'। মশাররফ, ১৮৬৯। ২ বি অসংগতি।
'মেঘদূত ছিল না, তার বদলে ... ছিল, একেই বলে হেরফের'।
রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হেরা ১ বি দেখা। 'হের সে শব্দে গিরেবণ ভঙ্গা ফিটিল স্ববালী'।

চর্চা ৫০, ১২০০। ২ বি বিচার বিবেচনা করে বোঝা। 'সুনির্ভা
কৃষ্ণের হের দম্যুত বাণী'। বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি অনুভব করা।
'নাসিকাতে তুলা দিয়া হেরএ নিরুধাস। বাহরাম, ১৬৫০। হের ১
ক্রি দেখে। 'হের সে শব্দে গিরেবণ ভঙ্গা ফিটিল স্ববালী'। চর্চা
৫০, ১২০০। ২ বি বিচার বিবেচনা করে বোঝা। 'সুনির্ভা কৃষ্ণের
হের দম্যুত বাণী'। বড়ু, ১৪৫০। হেরইতে ক্রি দেখতে। 'দুই মুখ
হেরইতে দুই সে আকুল'। বিন্যাপতি, ১৪৬০। হেরএ ১ ক্রি অনুভব
করে। 'নাসিকাতে তুলা দিয়া হেরএ নিরুধাস। বাহরাম, ১৬৫০। ২
ক্রি দেখে। 'অধির প্রেমের রোগে ক্লেমে পাঠে দুটিথোলে ক্লেমে
হেরএ চাঁদবদন'। বাহরাম, ১৬৫০। হেরত ক্রি তাকায়। 'হেরত না
হেরত সহচর মাঝ'। বিন্যাপতি, ১৪৬০। হেরত ক্রি তাকায়। 'ভান
পাশে যখনে হেরত পয়গাধর'। সুলতান, ১৭০০। হেরবো ক্রি
দেখবে। 'ঠেকে শিবরাম গো কালো রূপ আর হেরবো না'। লালন,
১৮৯০। হেরয় ক্রি দেখে। 'কোটি কোটি পাখাং হেরয় দিনপতি'।
আলাওল, ১৬৮০। হেরি ১ ক্রি দেখে। 'হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী
খলমে সমতুল্য'। চর্চা ৫০, ১২০০। ২ ক্রি দেখি। 'এ কী হেরি
আনদের মেলা'। রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ১ ক্রি দেখে (দেখিয়া)। 'বড়ো
বিশ্ব লাগে হেরি তোমারে'। রবীন্দ্র, ১৮৯৪। হেরিয়া ক্রি
তাকিয়ে। 'তবে নদী কতকল হেরিয়া আছিল'। বাহরাম, ১৬৫০।
হেরিছে ক্রি দেখছে। 'কী জানি কী হেরিছে স্বপন'। রবীন্দ্র, ১৮৯৬।
হেরিতে ক্রি দেখতে। 'হরিতে কাঁচিল অধিক আকুলি উঠিল কামিনী
কাঁপিয়া'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। হেরিব ক্রি দেখবে। 'ভবেতো পাইব
সুখ, হেরিব তাহার মুখ ...'। মদনমোহন, ১৮৩৪। হেরিয়া ক্রি
দেখি। 'রমণ চঞ্চল হেরিয়া অঞ্চল রহিল আনন কাঁপিয়া'। কৃষ্ণরাম,
১৭২০। হেরিলাম ক্রি দেখলাম। 'অকস্মাৎ হেরিলাম দীর্ঘজটধারী'।
গিরিশ, ১৮৮৭। হেরিলে ক্রি দেখলে। 'তোমারে হেরিলে হবে
হৃদয়ে কৌতুক'। কৃষ্ণরাম, ১৭২০। হেরে ক্রি দেখে। 'টগির উপরে
উঠি হেরে দুই জন'। সুলতান, ১৭০০। হেরেছি ক্রি দেখেছি।
'যেদিন গৌর হেরেছি আমাতে কি আমি আছি'। লালন, ১৮৯০।
হেরো ক্রি দেখো। 'শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড হেরো দেখ দুই'। বৃন্দা,
১৫৮০। হের ক্রি দেখো। 'হের আছে ঘাটোআল লতা নাখানী'।
বড়ু, ১৪৫০।

হেরুজ [স] হেরুজ বি ডেরব। 'ভউ যে হেরুজ প পাখিই'। চর্চা ২৬,
১২০০।

হেরিকেন [স] বি হারিকেন; লঠন। 'কিসের আলো গা, ডিজ
হেরিকেন?'। জীবন, ১৯৩২। ২ বি হারিকেন

হেরেম [আ] বি অন্দরমহল। 'জেনাদানের হেরেম তেমনি নিতরু নীরব'।
নজরুল, ১৯২৪।

হেরেমমহল [আ] বি অন্দরমহল। 'গুই হেরেমমহল নারীদের তরে
নহে'। নজরুল, ১৯২৮।

হেরোইন [স] বি মরফিন থেকে তৈরি মাদকদ্রব্যবিশেষ। 'ব্যাটা সব
বেচে - আফিম, ককেইন, হেরোইন, হীশী যা চাও'। মুক্তবাবা,
১৯৫২।

হেলপ [স] হিলমোচিলা বি এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ, যা শাক হিসেবে
খাওয়া হয়। 'তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলপ'। রবীন্দ্র, ১৯৩২।
২ বি হিলী, হিলিগা

হেলশা বি হেলোজা শাক। 'দু'পাশে বেত আর হেলশা ঝোপ ঘন'।
শওকত, ১৯৫৮।

হেলোজা বি শাকবিশেষ। 'দেখিবা না হেলোজার ঝোপ'। জীবন,
১৯৩২।

হেলথ [হি] বি স্বাস্থ্য। **হেলথ অফিসার** [হি] বি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। 'হেলথ অফিসার, সেতুখানার মেজেষ্টার/ ইনকমের আসেসার সায়ে সবারে।' হুতোম, ১৮৬১।

হেলথ ক্লিনিক [হি] বি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'বস্তি এলাকায় মহিলাদের জন্যে একটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন।' বৈশম, ১৯৬৮।

হেলথ সেন্টার [হি] বি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। 'হেলথ সেন্টারের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে।' তারার, ১৯৫৩।

হেলন [হি হিলনা] ১ বি পরস্পর হেলান দেওয়া। 'রাধার অঙ্গেতে সে অঙ্গের হেলন।' মালাধর, ১৫০০। ২ বি অমান্য। 'ঐ অব্যবহার্য মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও দ্রোণের আজ্ঞাবর্তী হইয়াছিল।' দর্পণ, ১৮৩২। ৩ বি অবহেলা। 'বাম করে সাপটি হেলনে গজ্ঞেশে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

হেলনা বেক্স বি হেলনা দেওয়া যায় এমন বেক্স। 'হেলনা বেক্স আসছে আর দুজনের মাথায়।' শামসুল, ১৯৬২।

হেলনি [হি হিলনা] বি ঝুঁকে পড়া অবস্থা। 'বেগীর পোলনি, বাহুর বেলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার হেলনি' চল্লি, ১৮৭৪।

হেলফেলো কি বমির উদ্বেগ করা। 'ঘেন্নায় আমার গা হেলফেলিতে ওঠে।' নজরুল, ১৯২৭।

হেলমেট [হি] বি মাথার শক্ত খোলসযুক্ত আবরণী। 'তাঁহারের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগলস ছিল।' রোকেয়া, ১৯৩২।

হেলা ১ বি অমান্য। 'আম্কার বচনে রাধা না করিহ হেলা।' বড়ু, ১৪৫০। ২ বি আদার। 'হেলা না ছাড়িহ আম্কার প্রতি।' বড়ু, ১৪৫০। ৩ বি অবহেলা। 'আনন্দে তাই ভুলেছিলাম, কেউইহ দিন হেলায়।' রবীন্দ্র, ১৯১৩।

হেলাদোলা বি বোকা। 'নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা-মোলায়েলি হইতে থাকে।' রবীন্দ্র, ১৮৯২।

হেলাফেলা ১ বিণ ভুলেভাঙাছিল। 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-সনে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৬। ২ বিণ এলোমেলো। 'তরুনাখে হেলাফেলা/ কামিনীফুলের মেলা।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩।

হেলায়-ফেলায় ক্রিবিণ অবজ্ঞাভাব। 'কারণ বা হেলায়-ফেলায় মলিন।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হেলাহেলি ১ বি পরস্পরের গায়ে হেলে পড়া অবস্থা। 'হুসনের মুদু খোলাখেলি ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৮১। ২ বি চলাচল। 'হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৩। ৩ বি কাত হয়ে থাকা। 'পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হেলা ১ ক্রি অবহেলা করা। 'আম্কার হেলিলে তোমকে সব পরকারে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রি হেলে পড়া। 'গলিত তামার কুচ হলএ পবনে।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৩ ক্রি কাত হওয়া। 'বিচিন্নি দোলায় সদাধর হেসে গা।' মুকুন্দ, ১৬০০। ৪ ক্রি সড়া দেওয়া। 'তুলন দিনে দোলন লাগে তোমার পরান হেসে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩৯। **হেলাহিল** ক্রি ঝুঁকে পড়লো। 'দোলার উপরে সেন হেলাহিল গা।' ঝগরাম, ১৭৫০। **হেলাএ** ক্রি অবহেলায়। 'হেলাএ না কর জুজ সুনহ খীহরি।' মালাধর, ১৫০০। **হেলাভরে** ক্রিবিণ অবহেলা সহকারে। 'আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে।' রবীন্দ্র, ১৯২২। **হেলায়** ক্রিবিণ অনায়াসে। 'হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কতী ধরে যত।' কৃষ্ণরাম, ১৭২০। **হেলালেন** ক্রি ফেললেন। 'হাডনাড়া দিএ হর হেলালেন পড়।' মানিকরাম,

১৭৮১। **হেলিলে** ক্রি অবহেলা করলে। 'আম্কার হেলিলে তোমকে সব পরকারে।' বড়ু, ১৪৫০। **হেলিহ** ক্রি উপেক্ষা করে। 'না হেলিহ বনে আম্কারে।' বড়ু, ১৪৫০।

হেলতে দুলতে ক্রিবিণ হেলে দুলে। 'আন্তে আন্তে হেলতে দুলতে যাচ্ছেন।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪।

হেলিয়া দুলিয়া ক্রিবিণ তালে তালে পা ফেলে। 'হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে ... জল লইতে আসিতেছিল।' বঙ্কিম, ১৮৭৭।

হেলে ১ ক্রিবিণ অনায়াসে। 'মো দুখমতীর হেলে।' বড়ু, ১৪৫০। ২ ক্রিবিণ অবহেলায়। 'হেন হাথ নিধি কে হরি নিলে মো দুখমতীর হেলে।' বড়ু, ১৫০০।

হেলৈ ১ ক্রিবিণ অবহেলায়। 'তিপি ভুজণ মই বাহিহ হেলৈ।' চর্য ১৮, ১২০০। ২ ক্রিবিণ অনায়াসে। 'নাম মোর বনমালী হেলৈ দিলিবে কালী।' বড়ু, ১৪৫০।

হেলে দুলে ১ ক্রিবিণ অলস ভঙ্গিতে। 'হেলে দুলে যায় চলে।' ভবানী, ১৮২৫। ২ ক্রিবিণ নেচে নেচে। 'ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে আঁধি হতে স্নেহ কুড়াইছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

হেলে-পড়া বিণ নুয়ে-পড়া। 'মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অতদিনজের দিকে হেলে-পড়া।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হেলে-ফেলে ক্রিবিণ বাদসাদ দিয়ে। 'হেলে-ফেলেও পনেরোটি হাজার টাকা হেঁকে তুলবেন।' কায়সার, ১৯৩৫।

হেলান [হি হিলনা] ১ বিণ সংলাপ। 'মানেএল, ১৭৪৩। ২ বিণ কাত করা; হেলানো। ওঁরা, ১৭৮২। ৩ বি ঠেসান। 'টোকেতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তর-মূর্তির মতো ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হেলান এড়া ক্রি বিচ্যুত হওয়া। 'হেলান এড়িতে।' মানেএল, ১৭৪৩।

হেলান দেওন বি ঠেস দেওয়া। ওঁরা, ১৭৮৫।

হেলান দেওয়া ক্রি ঠেস দেওয়া; কাত হওয়া। 'শিয়ানোর ডালার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।' রবীন্দ্র, ১৮৯৪।

হেলানপিত বি জোরেরে যে অংশে হেলান দেওয়া হয়। 'ডেক জোরেরে হেলানপিতে গড়াগড়ি খায় হিক সাহেবের মাথাটা।' কায়সার, ১৯৬২।

হেলানিয়া বি হেলান-দেওয়া। 'বারান্দায় একটি হেলানিয়া বেঞ্চি।' মনসুর, ১৯৫৩।

হেলানো ১ ক্রি হারানো; পরাজিত করা। 'কোন মতে হারেসের হেলাতে নারিল।' গরীব, ১৭৬৫। ২ ক্রি নত করা। 'হেলায়ে মাথা, দাঁতের আশে মিষ্ট হাসি টানি।' রবীন্দ্র, ১৮৯০।

হেলাল [আ হিলাল] বি নতুন চাঁদ। 'তুমি আমিরাহ হেলাল আজ।' নজরুল, ১৯২৮।

হেলৈ ১ ক্রি হেলা

হেলৈ ১ ক্রি হেলা

হেলৈ বি একপ্রকার বিষয়ীন সাপ। 'ডেমনা মেটিলি পুঁয়ে হেলৈ চিঠি টোঁড়া।' ভারত, ১৭৬০।

হেলৈ [স হল] বি কৃষক; চাষি। 'মাঠের হেলের নাজা নিতে হুঁকারে আঙন নিয়ে যে হেল।' জঙ্গীম, ১৯২৭।

হেলোখাশা [স হল] বিণ ঝাঁট চাষা (ব্যাসার্থে)। 'সে বড়

হেলোখাসা, পীরিতের করে আশা।' ভবানী, ১৮২৫।

হেলে-দুলে হ হেলা

হেলে-কেলে হ হেলা

হেলেনীয় গ্রীক হেলেন+স ইয়া। বিপ গ্রীকপুরাণের নায়িকা হেলেন সম্পর্কিত। 'সেকান্দার শাহার বনদপ্তর বিজয় অভিযানে হেলেনীয় সভ্যতা পৃথিবীর বুকে নড়িয়ে গেছিল।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হেলো [হি] অব্য দৃষ্টি আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ - এই যে। 'হেলো পুঁটরাম, এখানে যে?' গিরিশ, ১৮৮৬। হ্র হ্যোলা

হেল্লো [হি] অব্য দৃষ্টি আকর্ষক সম্বোধনবিশেষ - এই যে। 'ও খালি হেল্লো হেল্লো ক'রে লেকচার হাঁকবে।' গিরিশ, ১৮৮৬।

হেলা [স হ্রো] ক্রি হ্রোক্ষণি করা। 'সঘনে হেসরে ঘোড়া মন্দুরা ভিতর।' মনিকরাম, ১৭৮১।

হেলেনেস্ত [কা হান্ত-নীতি] বি চূড়ান্ত নিশ্চিতি। 'একটা হেলেনেস্ত করে দেওয়ার অভিপ্রায়।' নজরুল, ১৯২৪।

হেহে [ধন্যা] অব্য উৎসাহসূচক ধন্যবাদ্যুক্ত শব্দবিশেষ। 'যাবঁ রাখা গোআলিনী পাভল কৈল গাএ। হেহে লাহে।' বড়ু, ১৫০০।

হেহুটি [স হিহা] বি হেঁচকি। 'হেহুটি করিয়া কানে সজার সসার দুখ না ঘুচিল মা সেবি কল্লভর।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেদেবি [কা হিন্দু] বি ভারতবর্ষ। 'মানেএল, ১৭৪৩।

হেম [স ক্লি] সোনালি। 'দুই পাশে শোভে হেম তরুরাজি।' মাইকেল, ১৮৬০।

হেমকিরীটনী [স] বিপ ক্রী (হিন্দুপুরাণ) সোনালি মুকুট পরিহিত। 'শোভনে যেমতি উমাগতি-কোলে উমা হেমকিরীটনী।' মাইকেল, ১৮৬০।

হেমাজ্জো [স] বি বর্ণালোক। 'নবনূর-এর জীবনদামিনী হেমাজ্জো অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে।' কোহিনূর, ১৯১১।

হেমবন্তী [স] বি হিন্দুদেবী দুর্গা। 'হেমবন্তী জাহারে বহার।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হেমময় [স] বিপ স্বর্ণময়। 'তুমি তেজাকর, হেমময় তেজঃপুঞ্জ প্রাসাদের ছলে।' মাইকেল, ১৮৬৬।

হেমময়ী [স] বিপ স্বর্ণময়ী। 'যবে ফুল-কুল-সখী হেমময়ী উষা।' মাইকেল, ১৮৬০।

হেমাভা [স] বি সোনালি দীপ্তি। 'সূর্যের হেমাভা পড়িয়া পড়িয়া সরোবরের সৌন্দর্য যেন উখলিয়া পড়িতেছে।' সিরাজী, ১৯১৮।

হেয়াসন [স] বি (হিন্দুপুরাণ) স্বর্ণনির্মিত আসন। 'শচী সহ সেবসভা-মাথে, বসিতেন হেয়াসনে।' মাইকেল, ১৮৬০।

হৈমন্তিক [স] বিপ হেমন্তকালে জাত। 'হিত্তোদিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মারে।' রবীন্দ্র, ১৯০০।

হৈমন্তী বিপ হেমন্তকালীন। 'হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশব্দ।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হে, হে হে [ধন্যা] ১ বি কথা চালাচালি। 'তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হে হে করে।' বঙ্কিম, ১৮৭৮। ২ বি চিকিৎসা। 'চারিদিকে হে হে হে র শব্দ পড়িয়া গিয়াছে।' হরপ্রসাদ, ১৮৮১। 'যখন একটা হে-হে পড়িয়া যায়।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বি চিকিৎসারূপক। 'ছুটি-পাওয়া ছেলেনের খেয়ে যাওয়া হেঁহে রবে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হৈহুয়া [ধন্যা হে+স হুয়া] বি চিকিৎসার-চিকিৎসে। 'মস্তক বাজারের মোড়ে বেশ হৈহুয়া।' মাহেনও, ১৯৪৯।

হৈহালান্না [হে+ফা হালান্না] বি গোলমাল। 'এ বয়সে দান্যাবাজি হৈহালান্না আর ভালো লাগে না।' ওয়ালী, ১৯৪৮।

হে হামরি বি হইচই। 'কর্তার পাশ দিয়ে হে হামরি করে ছুটে চলে যাই।' হাসান, ১৯৬০।

হে-হুয়াদু বি চিকিৎসার; বহুগোল। 'আমাদের এই হে-হুয়াদু যখন চরমে।' জসীম, ১৯৬১। 'বালিনের হে-হুয়াদু গির্জেশলোকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে।' মুজতবা, ১৯৫২।

হে হে পাড়া ক্রি হইচই করা। 'হে হে পাড়াটা ছেড়ে দূর দিয়ে যাই।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হো [স সা] অব্য আলঙ্কারিক শব্দবিশেষ। 'এতৌহো চিত্ত হই যাবে আন্ধার হিত।' বড়ু, ১৪৫০; 'হাস রএ সরোজের তথাহো পাজরে।' বড়ু, ১৪৫০; 'আগে তলি যে কাজ ন করএ পাছে হো পচতাও।' বিন্যাপতি, ১৪৬০; 'এই বেলা সবে মিলে চলেো হো, চলেো হো।' রবীন্দ্র, ১৮৮১।

হো বি নৃগোষ্ঠীবিশেষ। 'হো জাতিকে লড়কা বা লড়াইয়া কোল বলে।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

হোট বি হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ পায়ে ধাক্কা লাগা ও তার ফলে শরীরের ভাঙ্গসরাপ্তা। 'যদি কোনো বয়স্ক লোক হোট খায়, তবে সে চিন্তা করে, বাখাটা কোথায়।' রবীন্দ্র, ১৯২৭।

হোট্টা গো হেট্টা বিপ হেট। 'মনে চিন্তা করে পাড় হোট্টা কয়্যা মাথা।' রূপরাম, ১৭৫০।

হৌতকা, হৌখো বি মোটা। 'ভাইনি তুমি হৌতকা পেটক।' নজরুল, ১৯২৬; 'বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শূরারের মত হৌখো।' মুজতবা, ১৯৫২।

হৌদল বিপ পেটমোটা। হৌদল কুতকুত বি গাড় কাশো রঙের কুখুশিত পেটমোটা কল্পিত প্রাণীবিশেষ। 'তাকে পাঠিয়ে দেব বাজা হৌদল কুতকুতের।' নজরুল, ১৯২৬।

হৌশ [কা হোশ] বি হুঁশ। 'সাকুব হইলে ইলারায় কর্ম বুঝে - তোর ঢোকে আতুল দিয়া বলমুল ভাতেও হৌশ হইল না?' প্যারী, ১৮৫৮।

হৌশল বি চাটাই ইত্যাদি বোনা যায় এমন এক প্রকার বড়ো ঘাস; হৌশলা। 'বসন্তবাটী কিবা দোকানঘর গুণঘরই বড় কিবা বিচালি কিবা হৌশল ও দরমা গুণঘরহ।' কালগে, ১৮০০; 'হৌশল, বনমাঙ্গী প্রভৃতি নানা আগাছার অবাধ রাজত্ব।' মাহেনও, ১৯৪৯। হ্র হুশল

হৌশলা বি চাটাই ইত্যাদি বোনা যায় এমন এক প্রকার বড়ো ঘাস। 'এক গাছ হৌগলা ঘাস আনিয়া নিরুপন করিল বড়গ।' রামরাম, ১৮০১।

হোটপথ বি উচিচু পথ। 'তোমার বুকে হোটপথে চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি।' সুদীপ, ১৯৬৬।

হৌছাল বি হেঁচকা টান। 'হেনকে হৌছাল মারে লহতে পরণ।' বড়ু, ১৪৫০; 'হেনক হৌছাল মারে লএ পরণ।' বড়ু, ১৪৫০।

হৌজরা [আ হিজরা] বি হোট্টা কোঠাঘর। 'জোয়ারের পত্র লইয়া হোসেন মাননীয়া বিবি সালেমার হৌজরা সমীপে গমন করিলেন।' মশাররফ, ১৮৮৫। হ্র হুজরা

হৌটেল বি হি বি বাবার দোকান; রেস্তোরাঁ। 'আয় লোভ চল যাই হৌটেলের সপে।' লজ, ১৮৫৮। ২ বি অর্থের বিনিময়ে সাময়িক

বাসের ঘর। 'সে-রায়ে ব্রিটিশের হোটেলের আশ্রয় নিতে হল।' রবীন্দ্র, ১৮৮০।

হোটেলগুয়ালা [হি হোটেল+হি গুয়ালা] বি হোটেলের মালিক। 'আহারের খরচের এক হিসাব হোটেলগুয়ালা দেয়।' রাজ, ১৮৭৪।

হোটেলমূলক [হি হোটেল+স মূলক] বিণ হোটেল-নির্ভর হয়ে উঠেছে এমন। 'বলতে গেলে হোটেলমূলক সভ্যতা, গিজামূলক ধর্ম, নাচধর্মমূলক সমাজ।' অন্নপা, ১৯২৯।

হোড় [স হোড়+] বি হিন্দু বংশনাম-বিশেষ। 'মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।' ভারত, ১৭৬০।

হোতা [স হোতা+] বিণ যজ্ঞকর্তা। 'মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম করতেন।' হুতায়, ১৮৬১।

হোন্তেল [স হরিতাল] বি হরিতাল। 'বাজারে হোন্তেল মাগুনি হয়ে উঠলো।' হুতায়, ১৮৬১।

হোখা [স তথা] ক্রিবিণ সেখানে। 'ইমাম হাসান হোখা পিয়াছে শিকারে।' গরীব, ১৭৭৫।

হোখায় ক্রিবিণ সেখানে। 'হোখায় আমায় ভুবতে দাও, ওগো, মরতে দাও।' রবীন্দ্র, ১৯২৪।

হোম [স] ১ বি যজ্ঞ। 'হোমের তিলক ভালে দিল ষিঙ্কর।' মুকুন্দ, ১৬০০। ২ বি যজ্ঞের আত্মন। 'শীতের বাতাসে তার নিতে গেলে হোম।' মাহমুদ, ১৯৬৩।

হোমকুণ্ড [স] বি হোমযজ্ঞের জন্য আত্মন জ্বালানোর গর্ত। 'কেউ না থাকলে হোমকুণ্ডে ভস্ম করে ফেলে।' গিরিশ, ১৮৮৭।

হোম-ধুম [স] বি যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়া। 'সৈনিকার মালাচন্দন, নুড়িচুই ও হোম-ধূমের গন্ধ।' রবীন্দ্র, ১৯০২।

হোমধেনু [স] বি যে গাভীর দুধ থেকে যজ্ঞের জন্য স্রোতাজনীয় বৃত্ত প্রস্তুত হয়। 'তপাবনগোষ্ঠীতে স্নিগ্ধশাশ্ব-আঁখি শ্রান্ত হোমধেনুগণে।' রবীন্দ্র, ১৮৯৯।

হোমবহি [স] বি যজ্ঞের আত্মন। 'বিচ্ছেদেরই হোমবহি হতে, পূজামূর্তি ধরে শ্রেয়, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।' রবীন্দ্র, ১৯২৮; 'পূজার স্থানে প্রজ্জ্বলিত হোমবহির সন্মুখে বসিয়াই ন্যায়রত্ন ...।' তারা, ১৯৪২।

হোমশিখা [স] বি হোমযজ্ঞের আগুনি। 'স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাহার লীর্ণ তপ্ত পুণ্ড্রলু লইয়া জল হইতে উঠিতেন ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'হিংসা-হোমশিখা জ্বালি সজ্জিলাম বিভীষিকা স্নেহমরা তুমি মরুভূমে।' নজরুল, ১৯২৩।

হোমহত্যাশন [স] বি যজ্ঞাগ্নি। 'তোমাদের ভ্রাতাছন্দ হোমহত্যাশন এখনো অর্নিবর্ণ রহিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৯০১; 'ওরি লাগি আসন পাতো হোমহত্যাশন জ্বলে?' রবীন্দ্র, ১৯২৩।

হোমায়ি [স] বি যজ্ঞের আত্মন। 'বীর বীর হোমায়িতে সায়কোলীন আহুতি ...।' মাইকেল, ১৮৫৯।

হোমায়িশিখা [স] বি যজ্ঞের আগুনের শিখা। 'বিফল হোমায়িশিখা শ্মশানভূমির ক্ষুধিত চিত্তায়িরূপে উঠেছে জাগিয়া ...।' রবীন্দ্র, ১৮৯৭; 'সেই সৃষ্টি-হোমায়িশিখার অন্তরতম।' রবীন্দ্র, ১৯৩৫।

হোমানল [স] বি যজ্ঞের আত্মন। 'হোমানলে মনঃ-কুণ্ডে অঙ্গ-ধারা মনোদুঃখে খরি।' মাইকেল, ১৮৬৬।

হোমের কোঁটা বি যজ্ঞের ছাইয়ের কোঁটা। 'নাকে তিলক, তার উপরে হোমের কোঁটা।' গ্যারী, ১৮৫৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোম^১ [স] ১ বি বাসস্থান। 'যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম।' মশাররক, ১৮৯০। ২ বি (শিশু, বৃদ্ধ বা রোগীদের পরিচর্যার জন্য) আশ্রয়। 'অনাথ শিশুদের নিয়ে চিটাগাং শহরে একটা হোম খোলার চেষ্টা চলছে।' বেগম, ১৯৭০।

হোমশার্ভ [সি] বি রক্ষণাবেক্ষী। 'হোমশার্ভে লোক লওয়া হইয়াছে হিন্দুসভার টাইমের ছুপারিশ অনুসারে।' আজাদ, ১৯৪২।

হোমরুল [সি] বি স্বরাজ। 'তোমরাই আবার হোমরুল চাও।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হোমসিকেনেস [সি] বি গৃহকাতরতা। 'মাকি, তুমি হোমসিকেনেসে জুগায়ে নাভো?' হাই, ১৯৫৮।

হোমর [সি] বি ইলিয়াড ও অডেসি নামক গ্রীক মহাকাব্যের রচয়িতা। 'হোমর ও বর্জিল অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি।' অক্ষয়, ১৮৪৮।

হোমরা চোমরা ১ বিণ গণ্যমান্য; সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী। 'অনেক হোমরা চোমরা বাবু ভেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন।' দর্পণ, ১৮৩২। ২ বি প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। 'হোমরাচোমরা দিয়া কোনো কাজ হইবে না।' রবীন্দ্র, ১৯১২। ৩ বি উচ্চদশ যুক্তি। 'হোমরা চোমরা ওমরা যায়।' নজরুল, ১৯৩১।

হোমিওপ্যাথ, হোমিওপ্যাথি [সি] বি স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি। 'হোমিওপ্যাথি দেখব?' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসক।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হোমিওপ্যাথিক [সি] বিণ হোমিওপ্যাথি-পদ্ধতির। 'নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিপেন্সারী।' বিভূতি, ১৯০১।

হোয়াইটওয়াশ [সি] বি স্নানকর্ম। 'হোয়াইটওয়াশ যা করিয়াছি তাই দেখিতেছি নহে হইবার।' নজরুল, ১৯০১।

হোয়রা [ধন্য] বি উক্ত কোলাহল। 'আজ কার সাধ্য নিন্দা যায় ... থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাণী, সন্ন্যাসীর হোয়রা।' হুতায়, ১৮৬১।

হোরা [স] বি আড়াই দণ্ড পরিমিত কাল; ফাঁট। 'অর্ধ রাত্রি হইতে হোরা অর্ধাৎ বেলায় গণনা আরম্ভ হয়।' অক্ষয়, ১৮৪৭; 'যখন তিনি মুকুরিনগণে বসিতেন, ক্রমাগত ঘাদন চতুর্দশ হোরা পরিশ্রম করিতেন ...।' বিদ্যা, ১৮৪৯।

হোরি [স হোলিকা] বি বসন্ত-উৎসব। "'হোরির বকসিস" "দুর্গোৎসবের পার্বণী" "রাবী পূর্ণিমার প্রশামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার।' হুতায়, ১৮৬১। ২ হোলি

হোরিকা [স হোলিকা] বি বসন্তোৎসব। 'হোরিকা মেলা, আবার বেলা/রসক-তরঙ্গ উখালি।' গিরিশচন্দ্র, ১৮৮৩।

হোরিকোলা [স হোলিকা+কোলা] বি সোলযাত্রা উদ্‌যাপন। 'এই পঞ্চিল রসের হোরিকোলায় শিচকিরিটা তাদেরই হাতে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হোল [আ হওল] বি অজ্ঞকোষ। 'সেই হইতে [মোরা] মূলেছে হোলবিচি।' কৃষ্ণায়, ১৭২০।

হোলনা [সি হোলনা] বি বড় মাংস। 'এক এক জনার দুই দুই হোলনা দিল।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হোলা [সি হোলসা] বি মাটির পাত্রবিশেষ; মাংস। 'পোস্ত খাবার হোলাটা সেই ভান্ডায় গেল।' মুকুন্দ, ১৬০০।

হোলি [স হোলিকা] বি সোলযাত্রা। 'বাদল-দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাকি।' রবীন্দ্র, ১৯৯৯। ২ হোরি

হোলিখেলা

- হোলিখেলা** ১ বি আনন্দোৎসব। 'সেই আরোজনই তো দুগ্ধোৎসব চলেছে। সেখানে নৃতন যুগের বসন্তের হোলিখেলা আরম্ভ হয়েছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি (হিন্দুপূর্ব) পোষাঘাড়া। 'হোলিখেলায় দিন।' রবীন্দ্র, ১৯৩২।
- হোল্ড** [হি] বি পশু রাখার জন্য জাহাজের অভ্যন্তরের অংশ। 'আগুন সেখানে জাহাজের সেক্টর হোল্ডে।' কার্লসন, ১৯৬২।
- হোল্ডল** [হি] বি বিছানা বাঁধার জন্য চামড়া ও শক্ত কাপড়ের তৈরি প্যাকেটবিশেষ। 'বিক্রায়া বাঁধবার হোল্ডল।' নজরুল, ১৯২৭।
- হোল্ডার** [হি] বি বৈদ্যুতিক বাল্ব ধরে রাখার আধারবিশেষ। 'গ্র্যাপপকেট, হোল্ডার সবই তো দরকার হবে।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।
- হোল্প** [ফা] বি চেতনা। 'আজ আমাদের বুন ছুটছে, হোল্প টুটছে।' নজরুল, ১৯২২। প্র হোল্প
- হোল্টেল, হোস্টেল** [হি] বি ছাত্রাবাস। 'হোল্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তলিত হয়েছে।' হাফিজুল, ১৯৫৩; 'হোস্টেলের অভাব ঘেরেরা অনেক কাল থেকে অনুভব করছে।' বেগম, ১৯৫৩। প্র হোল্টেল
- হোস্টেল-সুপার** [হি] বি ছাত্রাবাসের পরিচালক। 'হোস্টেল-সুপার সভাপ্রিয়বানু ...।' শিবরাম, ১৯৭০।
- হোসপাইপ** [হি] বি পানি সরবরাহের নল। 'করপোশেশনের লোকে রাস্তায় হোসপাইপ দিয়ে পানি দিচ্ছে।' রবীন্দ্র, ১৯৬৩।
- হোসেনী কানোড়া** বি (সংগীত) রাগিনীবিশেষ। 'হোসেনী কানোড়া - কাকি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিনী।' নজরুল, ১৯৩৫।
- হোস্টেস** [হি] বি আতিথ্যকর্তা; আমন্ত্রণকারিণী। 'আজকের ব্যাপারে হোস্টেস কে?' অজিতা, ১৯৫০।
- হো হো** [কন্যা] ১ বি বাতাসের শব্দ। 'স্বচ্ছবায়ু গ্রবেশ করাত হোহো করিয়া শব্দিত হইতেছে।' বঙ্গদর্শন, ১৮৭২। ২ বি গ্রামখোলা। 'সেনিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪। ৩ বি উচ্চহারের শব্দ। 'হোহো হাহা হাহা হিহিহিহি।' নজরুল, ১৯২২।
- হৌ** [কন্যা] অবা শুশ্রূষা। 'হৌহৌ দানী ভোগী।' বিদ্যাগতি, ১৪৬০।
- হৌজ** [আ হৌজ] বি চৌবাচ্চা। 'নীলের কুঠী মায় ১৬ ঘোড়া হৌজ ও জলের হৌজ।' দর্পণ, ১৮৫৫।
- হৌস** [হি হাউস] বি বাসগৃহ। 'হৌস সল্ল ফেইল হওয়াতে অনেক বাড়ি কর্মহীন হইয়াছে ...।' প্রভাকর, ১৮৪৮।
- হৌসওয়াল** [হি হৌস+হি ওয়াল] বি বাড়ির কুঠি বা সপদাধারি দরজার কর্মকর্তা। '... হৌসওয়ালারাও প্রথমে কিজিৎ লাভ দেখাইয়া পরে কুঠি কীবা যাহা থাকে সমুদর করেন।' প্রভাকর, ১৮৪৭।
- হ্যাক হ্যাক** [কন্যা] বি মাটিতে কোপ দেওয়ার শব্দ। 'হ্যাক হ্যাক করে আগরাজ বের করে উঠানে কোপ দিল সে।' হাসান, ১৯৭৪।
- হ্যাচকা** [কন্যা] ১ বিণ আকস্মিক। 'জীবনে এসব হ্যাচকা ভালোবাসার কোনো গল্প ছিল না।' জীবন, ১৯৩২। ২ বি হঠাৎ সজোরে টান। 'প্যাকি বাল্লদের কবল থেকে এক হ্যাচকায় উদ্ধার করে ...।' শিবরাম, ১৯৫০।
- হ্যাচকা টান** বি হঠাৎ সজোরে টান। 'তার হাত ধরে এক হ্যাচকা টান দিয়ে বললে ...।' মুক্তভা, ১৯৫২।
- হ্যাচকা-হেঁচকি** বি সজোরে টানাতনি। 'হ্যাচকা-হেঁচকি।' রবীন্দ্র, ১৯০৪।
- হ্যাচকা** বিণ আকস্মিক। 'হ্যাচকা বাতাসের কাপটা এলো।'

হাফিজুল, ১৯৫৩।

হ্যাচকা [কন্যা] বিণ হাচির। 'আর ঘন ঘন হ্যাচকা শব্দে পড়াবনা বন্ধ হয় আর-কি।' রবীন্দ্র, ১৯৪০; 'আমার বড়ই হ্যাচকা পাইয়াছে।' জঙ্গীশ, ১৯৬০।

হ্যাচো [কন্যা] বি হাচি। 'উৎকট হাচি' হ্যাচোহে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৫।

হ্যাঁপি বি বোকা। 'দূর হ্যাঁদা, কইতে বামু আমি?' মাহেনত, ১৯৪৯।

হ্যাঁশা [হোশা] ১ বি ঠেলা। 'প্রেমের হ্যাঁশায় হাঁপিয়ে তেঁপু।' সত্যেন্দ্র, ১৯১৭। ২ বি প্রয়োচনা। 'কোনো পুরুষের প্রেমে বা হ্যাঁশায় পড়ে গৃহ বা কুলতাপিনী হয়।' নজরুল, ১৯২৭।

হ্যাঁলো [হি] অবা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যবহৃত শব্দ। 'ডাকবো না কি-হ্যাঁলো।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬। প্র হেঁলো

হ্যাসকাঁস [কন্যা] বি দ্রুত হাস-প্রশ্বাসের শব্দ। 'হ্যাস হ্যাস হ্যাসকাঁস ও রকম হ্য করে।' সুকুমার, ১৯১৮।

হ্যাসকাঁসানি বি অধিরতাবে জোরে হাস গ্রহণ ও ত্যাগ। 'ব্যচ্যারির হ্যাস-কাঁসানির শেষ সেই।' নজরুল, ১৯২৬।

হ্যাঁনোমা [ফা হুশামহা] বি হাস্যাম। 'জাননাগুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাঁনোমা করছেন।' মীনবন্ধু, ১৮৬০। প্র হ্যাঁলাম

হ্যাঁলো [হি] হীনভাবে সোভ প্রকাশ করে এমন। 'হুড়িটার যে কী হ্যাঁলো হুড়ি?' বিজুত, ১৯২৯। প্র হেঁলো

হ্যাঁলোনা বি হীনভাবে সোভ প্রকাশ। 'উনি নিজেই যদি হ্যাঁলোনা করেন।' রবীন্দ্র, ১৯৪০।

হ্যাঁলো মার্কা [হ্যাঁলো+প মার্কা] বিণ নির্ণয়কভাবে সোভলুপতা প্রকাশ করে এমন ধরনের। 'মাছের আশার হ্যাঁলো মার্কা কপলা থাকে বসে।' নজরুল, ১৯৪১।

হ্যাঁলোমি বি লঘুচিত্ততা। 'ভূত্বিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাঁলোমি?' বিজুত, ১৯৩১।

হ্যাঁলাম [ফা হাস্যামহ] ১ বি কামেলা। 'নীলদর্পণের হাস্যাম দেখে তনে ...।' হুস্তাম, ১৮৬২। ২ বি পোশামাল। 'জিনিসপত্র নামানোর হাস্যামে কেহ তা লক করিল না।' নজরুল, ১৯৩১। প্র হ্যাঁলাম

হ্যাঁলামা [ফা হাস্যামহ] বি কামেলা। 'কাজ কি হাস্যামা বাড়িয়ে।' মুক্তভা, ১৯৫২।

হ্যাঁচকা প্র হ্যাঁচকা

হ্যাঁচকা পুঁজা বি করিদপুর অঞ্চলে কুজীকী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের শোকারবিশেষ। 'হ্যাঁচকা পুঁজোর হুড়ার মত ফুরফুরিয়ে যেতে।' জঙ্গীশ, ১৯৩৩।

হ্যাঁজাক [হি] বি উজ্জল আলো দেয় এমন ব্যক্তির ব্যক্তিবিশেষ। 'হ্যাঁজাকটা বার করেন তিনি।' দামসুন্দ, ১৯৫৭।

হ্যাঁজাকবাতি [হি হ্যাঁজাক+বাতি] বি উজ্জল আলো দানকারী প্যাসের ব্যক্তিবিশেষ। 'হ্যাঁজাকবাতির ম্যাটেলের চেয়েও ...।' শ্যামল, ১৯৬৭।

হ্যাঁটি [হি] বি মাথার উপবিশেষ। 'হ্যাঁট তোমার সেই পোশাবেশের চূড়া।' বক্তিম, ১৮৭৪।

হ্যাঁটকোটখারী [হি হ্যাঁটকোট+স খারী] বিণ সাহেবি পোশাক পরিহিত। 'হ্যাঁটকোটখারী শব্দকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই।' প্রভাত, ১৮৯৮।

হাট্টিয়া বি হাট পরে আছে যে। 'হাট্টিয়ারা দেয় হাটে ভালি।' নজরুল, ১৯৪১।

হাও, হাও [হি] বি হাত। **হাওকাপ, হাওকাপ** [হি] বি হাতকড়া। 'হাওয়ার সময় তাকে হাওকাপ পরিয়ে নিয়ে চলে যেত।' নরেন্দ্র, ১৯৫২।

হাওনোট, হাওনোট [হি] বি ঋণবীকারের দলিল। 'আপনি হাওনোট ধার করবেন না।' গিরিশ, ১৮৮৬; 'রায়তী স্বত্ব, না-দাবি, হাওনোট ...।' শ্যামল, ১৯৬৭।

হাওবল [হি] বি খেলার সময়ে হাত দিয়ে বল ধরার অপরাধ। 'করে শুধু হাওবল।' নজরুল, ১৯৪১।

হাওবিল [হি] বি প্রচারপত্র। 'পুলিশ ও পোস্টাল বিভাগ ... বহুতর হাওবিল ধরিয়া ফেলিয়াছেন।' প্রচারক, ১৯০৬।

হাওব্যাপা, হাওব্যাপা [হি] বি হাওব্যাপ। 'গাড়ি হইতে চামড়ার হাওব্যাপাটা অনিয়া দিক।' রবীন্দ্র, ১৯০৭; 'তাঁহার সঙ্গে মাত্র একটি হাওব্যাপা ছিল।' রোকেয়া, ১৯২৪।

হাওশেক [হি] বি করমর্দন। 'হাওশেক করে বেড়িয়ে গেল।' নজরুল, ১৯৩০।

হাওসম [হি] বিণ সুদর্শন। 'আর ছেলোট দেখতেও কী হাওসম।' বৃন্দদেব, ১৯৪৯।

হাওল [হি] বি পরিচালনা। 'কিভাবে হাওল করতে হয় শিখিয়ে দেন।' নরেন্দ্র, ১৯৪৯।

হাওলে, হাওলে [হি] বি হাতল। 'হাতে হাওলে হাওলে বেড়িয়ে ছুড়ি।' মীনবন্ধু, ১৮৬৬; 'বনের হাওলে হওয়া ছাড়া ... মিল্কের চ্যান্ডেলোয় নিজে চেপে আসি।' শিবরাম, ১৯৪০।

হাওিল [হি] বি গাড়ির হাতল। 'চটে গিয়ে তিনি হাওিল করার ভয়ও দেখেছিলেন।' মুক্তাবা, ১৯৪৯।

হাওলুম [হি] বি হাতে চালিয়ে কাপড় বোনা হয় এমন যন্ত্র। **হাওলুম-হাউস** [হি] বি তাঁতঘর। 'হাওলুম-হাউসে নকশা নাই।' শক্তি, ১৯৬৫।

হাওে [কন্যা] অব্য সমোখনসূচক শব্দবিশেষ; ওণো। 'হাওে ছুঁড়ি হাস্যা মোর ভল কৈলি নৃত্য।' মনিকবায়, ১৭৮১।

হ্যানোভ্যানো অব্য প্রভুতি। 'তৎকারী, কাঠ, মুরগী - হ্যানোভ্যানো নানান জিনিস।' মাহেন্ড, ১৯৪৯।

হ্যাপসা বিণ অব্যক্তির। 'খোঁয়া ও বালি দুয়ের একটা হ্যাপসা পছন্দ।' জীবন, ১৯০২।

হ্যাভার-স্যাক [হি] বি খাদ্যাদি বহনের জন্য ব্যবহৃত সৈন্যদের থলি। 'আমার হ্যাভার-স্যাক থেকে এবই আচার বের করে খাওয়া যাক।' নজরুল, ১৯২২।

হ্যাম [হি] বি শুয়ারের মাংস। 'রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।' গুণ, ১৮৫৮।

হ্যারিকেন [হি] বি লন্টন। 'রসো তাড়াডাড়ি হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল।' নরেন্দ্র, ১৯৪৬। **হ্র হ্যারিকেন, হেরিকেন**

হ্রদ [হি] বি চারদিকে স্থলবেষ্টিত বৃহৎ প্রাকৃতিক জলাশয়। 'জেনন আসিয়া পিপ এই হ্রদে পানি।' মালখর, ১৫০০।

হ্রদতীর [সি] বি হ্রদের উপকূল। 'হ্রদতীরে ত্রীপুত্র সকলে মনের আনন্দে বেড়াইতেছে।' কৃষ্ণাবিনী, ১৮৮৫।

হ্রষ [সি] ১ বিণ স্বকণ্ঠ; ছোটো। **ডানকান**, ১৭৮৪; 'ম তেহ্রষ উ কার একটু নীচে চানিয়া দেও।' ভবানী, ১৮২৫। ২ বিণ খাটো। 'ফুল হাটা এবং টিকিট হ্রষ।' রবীন্দ্র, ১৮৯২। ৩ বিণ স্বর্যকৃতি। 'দীর্ঘ যে দেখায় হ্রষ যারা।' রবীন্দ্র, ১৯২৯।

হ্রষ আ বি স্বরবর্ণের প্রথমটি; অ। 'বাংলায় এই হ্রষ আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৮।

হ্রষ ইকার [সি] বি স্বরবর্ণের তৃতীয়টি; ই। 'তত্ত্বিন্ন অন্য অন্য সমুদায় ফলেই হ্রষ ইকারান্ত সিথিত ইহীয়া থাকে।' অক্ষয়, ১৮৫৩।

হ্রষ উ বি স্বরবর্ণের পঞ্চমটি; উ। 'হ্রষ উ দীর্ঘ উ ডাক ছাড়ে যেউ যেউ।' রবীন্দ্র, ১৯৩০।

হ্রষ ঐকার বি স্বকণ্ঠ ঐকার। 'তখন হ্রষ ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না।' রবীন্দ্র, ১৯৩১।

হ্রষকায় [সি] বিণ স্বর্যকৃতি। 'বিদ্যালয়ের ... সহকর্মীরা স্বভাবতই ... হ্রষকায়, অখিত প্রতিভাবান পুরুষটিকে বিশেষ পাভা দেননি।' শিব, ১৯৭৩।

হ্রষতম [সি] বিণ সবচেয়ে ক্ষুদ্র। 'গাছের ছায়া হ্রষতম।' বিভূতি, ১৯৩৮।

হ্রষতা [সি] বি অল্পতা। 'দিন দিন দীর্ঘতা হ্রষতাকে পাইয়া তাহারদিসের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।' বরদুত, ১৮২৯।

হ্রষতেজা [সি] বিণ তেজহীন। 'নক্ষত্র ক্রমে হ্রষতেজা ইহীয়া ...।' বঙ্কিম, ১৮৭৫।

হ্রষ-দীর্ঘ [সি] বিণ দৈর্ঘ্য-সম্পর্কিত। 'হ্রষ-দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা ছাড়া দুই সমান।' রবীন্দ্র, ১৮৮৭।

হ্রষদীর্ঘতা [সি] বি ছোটো বড়ো অবস্থা। 'সে ঢং ক্রিয়াসদের হ্রষদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না।' প্রমথ, ১৯২০।

হ্রষদীর্ঘাদি [সি] বি স্বরধ্বনির হ্রষতা ও দীর্ঘতা। 'শব্দসকলের হ্রষদীর্ঘাদি প্রভেদ যথেষ্ট পরিমাণে।' প্রমথ, ১৯১০।

হ্রষক্ক [সি] বিণ খাটো ঘাড়বিশিষ্ট। 'হ্রষক্কের বংশলোশ ইহল।' বঙ্কিম, ১৮৯২।

হ্রষীকরণ [সি] বি হ্রষ করার কাজ। 'অমূল্যখনের হ্রষীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম জেনেও তারা কাজ পোছাতে পারবে না।' সুবীন্দ্র, ১৯৩৩।

হ্রাস [সি] ১ বি ক্রয়। 'চন্দ্রে সবে বোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তার।' ভাস্কর, ১৭৩০। ২ বি ক্রটি। 'লোকের কোনহ প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা।' মৃত্যুঞ্জয়, ১৮১২। ৩ বি অবনতি। 'একশে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।' দর্পণ, ১৮২৬। ৪ বি ক্রমতি। 'মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি হৈ হ্রাস নয়।' রবীন্দ্র, ১৯১৬।

হ্রাস করা ক্রি ক্রমেই দেখাও। 'পূর্ণতার ভাবকে হ্রাস করে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হ্রাস-করা বিণ কমানো। 'মাথার বালিশ থেকে তুলোতুলো হ্রাস-করা।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হ্রাসতা [সি] ১ বি দৌর্বল্য। **মানোহল**, ১৭৪৩। ২ বি ক্রয়। 'যেমন২ যৌবনের হ্রাসতা হইতে থাকে তদনুযায়ী আদরের হ্রাসতা হয়।' ভবানী, ১৮২৮।

হ্রাস পাওয়া ক্রি ক্রমে যাওয়া। 'যাদীরের উষ্মাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস পাইয়া গেল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'মূল্যের কিছু হ্রাস পেতে পারে।' রবীন্দ্র, ১৯৩৭।

হ্রাসশ্রাব্য [স] বিধ হ্রস্বীকৃত। 'পূর্ব বঙ্গের অপেক্ষা হ্রাসশ্রাব্য হইয়াছে।' সওগাত, ১৯২৯।

হ্রাস-বৃদ্ধি [স] বি বাড়া-কমা। 'এই উঠা-নামার সঙ্গে রোগবিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে।' রবীন্দ্র, ১৮৮৩।

হ্রাস হওয়া কি কমে যাওয়া। 'এতদেশে বাণিজ্যকরনের অনুমতিপ্রাপ্তের পরঅবধি ঢাকা শহরের লোকের অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে।' দর্পণ, ১৮৩১।

হ্রী [স] বি লজ্জা। 'হ্রী পাইয়া হ্রাস পুনরু কদে জন্মে ভয়।' রামধন্যদ, ১৭৮০।

হ্রোষা [স] বি ঘোড়ার ডাক। 'হয়বুহ মিশাইলা হ্রোষরবে সে রবের সহ।' মাইকেল, ১৮৬০; 'রাজপুত্রের অশ্বশালায় ভীত অশ্বের হ্রোষ।' বঙ্কিম, ১৮৭৮; 'আহতের আর্তনাম অশ্বের হ্রোষ রণক্ষেত্রের ধ্বনি ...।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪।

হ্রোষাধ্বনি [স] বি ঘোড়ার ডাক। 'একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রোষাধ্বনি

করিল।' রবীন্দ্র, ১৮৮৪; 'আত্মাবল থেকে চিহি চিহি শব্দে হ্রোষাধ্বনি উঠেছে।' রবীন্দ্র, ১৯১৫।

হ্রোষারব [স] বি ঘোড়ার ডাক। 'হয়বুহ মিশাইলা হ্রোষরবে সে রবের সহ।' মাইকেল, ১৮৬০; 'ভুরসসকল ... হ্রোষারবে নৃত্য করিতে করিতে অশ্বসর হইতে লাগিল।' মশাররক, ১৮৮৫।

হ্রোষা [স] কি হ্রোষাধ্বনি করা। 'হ্রোষি আকস্মিক হর-বৃশ; বনবনিল কৃশাণ শিখানে।' মাইকেল, ১৮৬১; 'মন্দ্রায় হ্রোষে অশ্ব, উর্ধ্ব কর্ণে ভনি নৃপুত্রের বনবনি।' মাইকেল, ১৮৬১।

হ্রাদবল [স] বি আহ্বান বল। 'যার কলে চেতনায় হ্রাদবলের আশাদ হয় ...।' শিব, ১৯৭৩।

হ্রাদিনী বি বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে আনন্দ দানকারী সত্তা। 'আনন্দাংশে হ্রাদিনী সদাশে সজিনী।' কৃষ্ণদাস, ১৫৮০।

হ্রাদৈকময়ী [স] বিধ আনন্দময়ী। 'তিনি হ্রাদৈকময়ী - আনন্দের সঙ্গে গুণত্রয়ো হয়ে আছেন।' অবন, ১৯২৫।